আরজ

বাংলা ভাষায় কোরান শরীফের সরল ও বিশুদ্ধ তরজমা নাই বলিলেই চলে। এই কারণে এই দেশের জনগণ উহার মর্ম্ম সম্বন্ধে প্রায়ই অনভিজ্ঞ। বঙ্গভাষী ভ্রাতৃবৃন্দ যাহাতে স্বীয় মাতৃভাষার মাধ্যমে কোরআন পাকের ভাবার্থ উপলব্ধি করিয়া আল্লাহ তা'লার হুকুম আহকাম সম্পর্কে বিশদ জ্ঞান লাভ করিতে পারেন এবং স্ব স্ব ইহকাল ও পরকালকে সুঠাম ও সুন্দররূপে গড়িয়া তুলিতে সমর্থ হন তৎপ্রতি লক্ষ্য করিয়া বহুদিন হইতে কোরআন পাকের একটি বিশুদ্ধ বঙ্গানুবাদ প্রকাশ করার প্রয়োজন ও প্রবল আশা মনে মনে পোষণ করিয়া আসিতেছিলাম। আল্লাহ পাক তাঁহার অপার রহমতে এবং স্বীয় মাহবুব হজরত মোহাম্মদ মোস্তফা (দঃ)-এর তোফায়েলে আমার সেই মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিয়াছেন। তজ্জন্য তাঁহার দরবারে হাজার শুকর।

বিগত ১৯৫৬ ইংরেজী সনের ডিসেম্বর মাসে জনাব **মাওলানা মোহাম্মদ আবদুল হাকিম সাহেব** আমাকে তাঁহার অনুদিত কোরআন শরীফের বিশুদ্ধ বঙ্গানুবাদ ও বিস্তৃত তফসীরের মুদ্রণ ও প্রকাশনার পূর্ণ দায়ীত্ব রেজিষ্টারী যোগে অর্পণ করেন। ইহা সেই বঙ্গানুবাদ ও তফসীর—যাহা প্রায় ত্রিশ বৎসর পূর্ব্ব হইতে মাওলানা সাহেব কর্তৃত অতি প্রাঞ্জল ও মধুর ভাষায় অনুদিত হইয়া বাংলার সকল শিক্ষিত, জ্ঞানী ও ধর্ম্মপিপাসু মুসলমানদের নিকট সমাদৃত ও শ্রদ্ধা লাভ করিয়া আসিতেছে। বস্তুতঃ যেই গভীর দৃষ্টি, কঠোর ত্যাগ ও শ্রম সহকারে মাওলানা সাহেব এই মহান কার্য্য সমাধা করিতে সক্ষম হইয়াছেন তাহা যথার্থই প্রশংসনীয়।

পূর্ব্ব পাকিস্তানে ছাপার অক্ষরের দুষ্প্রাপ্যতা একটি কঠিন সমস্যা। বিশেষতঃ আরবী [illegible] দেশে নাই বলিলেই চলে। এই কারণে এতদিন পর্য্যন্ত ইহার মুদ্রণ ও প্রকাশনার কাজকে ত্বরান্বিত করা সম্ভবপর হয় নাই। আল্লাহ পাকের অনুগ্রহে বর্ত্তমানে প্রে[illegible] ও তৎসম্পর্কীয় যাবতীয় সরঞ্জামাদির উৎকৃষ্টতর ব্যবস্থা হওয়ায় ১৯৫৮ ইংরেজী সনের প্রথম হইতেই ইহার মুদ্রণ কার্য্যে সর্ব্বশক্তি নিয়োগ করা হয়। আল্‌হামদু লিল্লাহ, এই সামান্য সময়ের মধ্যে কোরান শরিফ ছাপাইতে শুরু করিয়াছি; ইন্‌শা আল্লাহ-তা'লা এখন হইতে প্রতিমাসে এক পারা করিয়া নিয়মিত বাহির হইবে। মহান আল্লাহ পাকের দরবারে করজোড়ে আরজ—তিনি যেন খাছ অনুগ্রহ ও অনুকম্পা দ্বারা এই নগণ্যের সাহস ও মনোবল চতুর্গুণ বৃদ্ধি করেন এবং এই বিরাট প্রকাশনী কার্য্য সুচারু ও সুশৃঙ্খল-ভাবে সমাধা করার তৌফীক দান করেন। আর পাঠকদের খেদমতেও সবিনয় নিবেদন তাঁহারা যেন আমার এই প্রচেষ্টাকে বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ সকল সময়ের জন্য অন্তরের সহিত গ্রহণ ক[illegible] প্রতি মাসে যাহাতে অন্ততঃ এক এক পারা করিয়া তাহাদের খেদমতে উপস্থিত

করতঃ মুদ্রণেরকাজ সমাপন করিতে পারি তজ্জন্য আল্লাহতা'লার দরবারে কায়মনে দোয়া করেন।

পরিশেষে নিবেদন এই যে, যাহারা এই কোরান শরীফ ও তফসীর তেলাওত করিবেন তাহারা আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে আমার ও আমার সন্তানদের ঐহিক ও পারত্রিক মঙ্গল বিধান এবং পূর্ণ কামিয়াবির জন্য আর আমার স্নেহময়ী মাতা মরহুমা ও শ্রদ্ধাষ্পদ পিতামহ মরহুম জনাব হাজী মোহাম্মদ সাঈদ সাহেবানদের নাজাত ও মাগফিরাতের জন্য দোয়া করিবেন। আরহামুর রাহেমীন তাঁহাদের উভয়কে জান্নাতুল ফেরদৌসের অফুরন্ত নেয়ামত নছীব করুন। আমীন ছুম্মা আমীন !!

আরজ গুজার—
মোহাম্মদ ওলি আরীফ
জেনারেল ম্যানেজার,
কোরান মঞ্জিল
বাবুবাজার, ঢাকা।
তাং ১২।৪।৫৮ ইং

করতঃ মুদ্রণেরকাজ সমাপন করিতে পারি তজ্জন্য আল্লাহতা'লার দরবারে কায়মনে দোয়া করেন।

পরিশেষে নিবেদন এই যে, যাহারা এই কোরান শরীফ ও তফসীর তেলাওত করিবেন তাহারা আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে আমার ও আমার সন্তানদের ঐহিক ও পারত্রিক মঙ্গল বিধান এবং পূর্ণ কামিয়াবির জন্য আর আমার স্নেহময়ী মাতা মরহুমা ও শ্রদ্ধাষ্পদ পিতামহ মরহুম জনাব হাজী মোহাম্মদ সাঈদ সাহেবানদের নাজাত ও মাগফিরাতের জন্য দোয়া করিবেন। আরহামুর রাহেমীন তাঁহাদের উভয়কে জান্নাতুল ফেরদৌসের অফুরন্ত নেয়ামত নছীব করুন। আমীন ছুম্মা আমীন !!

আরজ গুজার—
মোহাম্মদ ওলি আরীফ
জেনারেল ম্যানেজার,
কোরান মঞ্জিল
বাবুবাজার, ঢাকা।
তাং ১২।৪।৫৮ ইং

নিবেদন।

কোরান শরিফ :—মুসলমানের অবশ্য-পাঠ্য ধর্ম্মগ্রন্থ। এই স্বর্গীয় গ্রন্থের পবিত্র বাণী পাঠ করিয়া উহার অর্থ হৃদয়ঙ্গম করা প্রত্যেক মুসলমান নর-নারীর একান্ত কর্ত্তব্য। অন্যান্য দেশের মুসলমানগণ স্ব স্ব মাতৃভাষায় কোরান শরিফের বহু উৎকৃষ্ট অনুবাদ ও তফসীর প্রণয়ন করায়, সেই সকল দেশের শিক্ষিত ব্যক্তিগণ প্রায় সকলেই কোরান-শরিফের অর্থ ও মর্ম্ম অবগত হইয়া 'আলেম' নামে গৌরবান্বিত হইবার সুযোগ লাভ করিয়াছেন। কিন্তু দুঃখ ও পরিতাপের বিষয়, বঙ্গদেশের প্রায় তিন কোটী বাংলা ভাষাভাষী মুসলমানের পড়িবার ও বুঝিবার উপযোগী একখানিও বিশুদ্ধ অনুবাদ অথবা উৎকৃষ্ট তফ্সীর এ পর্য্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই। জনৈক ভিন্ন-ধর্ম্মাবলম্বীর ইচ্ছা ও অনিচ্ছাকৃত ভ্রম প্রমাদ পূর্ণ, দুর্ব্বোধ্য মন্ত্রবৎ—অস্পষ্ট অনুবাদ এখন পর্য্যন্ত শিক্ষিত বাঙ্গালী মুসলমানের একমাত্র অবলম্বন হইয়া রহিয়াছে। আমাদের শ্রদ্ধেয় আলেম সমাজের মধ্যে যাঁহারা কোরান শরিফের অনুবাদে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন—বাংলা ভাষায় উপযুক্ত জ্ঞানের অভাবে তাঁহাদের অনুবাদ সেরূপ বিশুদ্ধ, সরল ও সহজবোধ্য হইতেছে না। ভাষার দৈন্য ও ভাব-প্রকাশের অক্ষমতা হেতু ঐ সকল গ্রন্থে কোরান শরিফের স্বর্গীয় উপদেশ ও বিশ্ব-হিতকর শিক্ষার আদর্শ আদৌ পরিস্ফুট হইয়া উঠে নাই। পক্ষান্তরে উচ্চ শিক্ষিত ও নব্য-তান্ত্রিক ভ্রাতৃগণের মধ্যে যে দুই-একজন এই দায়িত্বপূর্ণ কার্য্যে ব্রতী হইয়াছেন, তাঁহাদের অনুবাদ আরও জটিল, দুর্ব্বোধ্য ও হেঁয়ালিপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে। শুধু ভাষা ও ভাব-প্রকাশের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া 'ব্রাকেটের' বেড়াজালে রাশি রাশি অতিরিক্ত শব্দ প্রয়োগ করায় তাঁহাদের গ্রন্থে কোরান-শরিফের প্রকৃত উক্তি ও মূল-শিক্ষা একেবারেই চাপা পড়িয়া গিয়াছে। আল্লার বাণী বিশুদ্ধ সরল ভাষায় এবং সহজভাবে বুঝাইয়া দিতে কেহই সমর্থ হন নাই। ফলতঃ এ পর্য্যন্ত যে সকল অসম্পূর্ণ অনুবাদ বাহির হইয়াছে, তাহাতে ভাষার দুর্ব্বোধ্য জড়তা ও হেঁয়ালি এবং ভাব-প্রকাশের অক্ষমতা ও কষ্ট কল্পনা যেন জড়ীভূত হইয়া রহিয়াছে। অবশ্য যাঁহারা এই মহৎ কার্য্যে ব্রতী হইয়াছেন, তাঁহাদের উদ্দেশ্য, পরিশ্রম ও সাধনা প্রশংসনীয় হইলেও—কোরান-শরিফের অনুবাদ ঠিক যেরূপ হওয়া উচিত ছিল, তাঁহারা কেহই যে সেরূপ করিতে সমর্থ হন নাই—একথা বলিলে বোধ হয় কিছুমাত্র অত্যুক্তি হইবে না।

কোরান-শরিফের তফ্সীরের অবস্থা আরও শোচনীয়। বাংলা ভাষায় কোরান-শরিফের তফ্সীর যাহা বাহির হইয়াছে, তন্মধ্যে জ্ঞান গবেষণা ও চিন্তা-চালনার পরিচয় অতি অল্পই পাওয়া যায়। কেহ বদ্ধমূল সংস্কার বশতঃ বর্ত্তমান উন্নতিশীল জগতের জ্ঞান-বিজ্ঞান ও চিন্তা-ধারা সযত্নে বর্জ্জন করিয়া স্ব স্ব অপরের পরিকল্পিত অসম্পূর্ণ মতবাদ ও অনৈতিহাসিক বিক্ষিপ্ত কাহিনীর পুনরুক্তি করিয়া তফসীর অযথা ভারাক্রান্ত করিয়া তুলিয়াছেন, কেহবা কাল ধর্ম্মের দোহাই দিয়া শুধু অবিশ্বাস ও কল্পনার আশ্রয় গ্রহণ পূর্ব্বক আল্লার কালামের অর্থ ও মর্ম্ম বিকৃত করিয়া সরল বিশ্বাসী লোকদিগকে পথভ্রষ্ট করিতেছেন। অনেকের রচিত গ্রন্থ আবার সাম্প্রদায়িক সঙ্কীর্ণতা এবং পরমত-বিদ্বেষ-বিষে জর্জরিত বলিলেও বলা যাইতে পারে। ১২৩ পৃষ্ঠার উক্তি - "কুরআন" [illegible]

কোরান শরিফের অনুবাদ-কার্য্যে সাফল্য লাভ করিতে হইলে যে সকল গুণের সমাবেশ থাকা একান্ত আবশ্যক, তন্মধ্যে আরবী ভাষার গতি, প্রকৃতি ও ভাব-প্রকাশ ভঙ্গিমা এবং অনূদিত ভাষার রচনা-পদ্ধতি, বাক্য-বিন্যাস, শব্দ-গঠন, ধাতু-প্রত্যয়, ভাব ব্যঞ্জনা, ও মর্ম্ম দ্যোতনা সম্বন্ধে উপযুক্ত জ্ঞান ও যথেষ্ট অধিকার থাকা—আমি অপরিহার্য্য বলিয়াই মনে করি। সুতরাং বিশেষ প্রতিভাশালী অভিজ্ঞ ব্যক্তি ব্যতীত মামুলী ধরণের আলেম অথবা সাধারণ শিক্ষিত লোকের দ্বারা এই দায়িত্বপূর্ণ কার্য্য সম্পন্ন হওয়া কদাচ সম্ভবপর নহে। সেই জন্যই প্রচলিত অনুবাদ ও তফ্সীর-সমূহে এই সকল গুণের সমাবেশ অথবা বিকাশ আদৌ পরিলক্ষিত হইতেছে না। সুতরাং ঐ সকল গ্রন্থ জাতীয় সাহিত্য-ভাণ্ডারে স্থায়িত্ব লাভ করিবে বলিয়াও আশা করা যাইতে পারে না।

উপরোক্ত কারণে আমার নিজের অযোগ্যতা সত্ত্বেও কোরান-শরিফের একখানি সর্ব্ব সুন্দর—সরল ও বিশুদ্ধ অনুবাদ এবং সর্ব্বসাধারণের বুঝিবার উপযোগী সহজবোধ্য তফ্সীর প্রণয়ন করিবার আশায় এই মহান্ কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছি। আমার অনুবাদ ও তফ্সীরের বিশেষত্ব এই যে, আমি আরবীর অনুবাদে কালোপযোগী সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ও উন্নত পন্থা অবলম্বন করিতে যত্নবান হইয়াছি। মূল আরবী আয়ত পার্শ্বে রাখিয়া—বন্ধনীর বিভীষিকার মধ্যে একটীও অতিরিক্ত শব্দ ব্যবহার না করিয়া, আরবী আয়ত ও শব্দের সংখ্যানুপাতে তুল্য মর্ম্ম ও সম ওজনের বাঙ্গালা প্রতিশব্দ ব্যবহার করিয়া বাক্য গঠন করা হইয়াছে। অনুদিত পদ-বিন্যাসে বিশুদ্ধ বাঙ্গালা রচনা পদ্ধতি অবলম্বিত হইলেও আরবী আয়তের প্রকৃতি বজায় রাখিয়া যাহাতে কোরান-বাণীর অর্থ বা মর্ম্মে একটুও ব্যতিক্রম অথবা বিকৃতি না হয়, তৎপ্রতি বিশেষ সতর্ক দৃষ্টি রাখা হইয়াছে; অথচ ভাষা যথাসম্ভব সহজ, সরল, প্রাঞ্জল ও মধুর করা হইয়াছে। আমার অনুবাদ-পদ্ধতি ও রচনা-কৌশল ইন্শা-আল্লাহ কোরান শরিফের বিস্তৃত ভূমিকায় বিশেষরূপে বিশ্লেষিত হইবে।

অনুবাদের সহিত তফ্সীর অর্থাৎ ভাষ্য সঙ্কলনেও আমাকে সম্পূর্ণ অভিনব পন্থা অবলম্বন করিতে হইয়াছে। কোনরূপ সংস্কার-বশে প্রাচীন ও আধুনিক কোন শ্রেণীর তফ্সীরই আমি একেবারে অগ্রাহ্য করিয়া উড়াইয়া দেই নাই। প্রাচীন তফ্সীর সমূহের মধ্যে যে সকল সিদ্ধান্ত অযৌক্তিক ও বর্জ্জনীয় তাহা বর্জ্জন করিয়াছি এবং যাহা যুক্তিপূর্ণ ও গ্রহণীয় তাহা সাদরে গ্রহণ করিয়াছি; সেইরূপ আধুনিক তফ্সীর-সমূহের যে সকল স্থানে শুধু সাম্প্রদায়িক-বিদ্বেষ, সত্য-গোপন প্রচেষ্টা ও কল্পনা-কলহ আছে, তাহা প্রত্যাখ্যান করিয় উহার গবেষণা-মূলক যুক্তিপূর্ণ আলোচনাগুলি সাদরে গ্রহণ করা হইয়াছে। যেখানে মতভেদের সহিত অনিশ্চয়তা বিদ্যমান, সেখানে আবশ্যকানুসারে উভয়বিধ মতই সঙ্কলিত করিয়া দিয়াছি। ফলতঃ আমার তফ্সীর-অংশকে প্রাচীন ও আধুনিক তফ্সীরের সংক্ষিপ্ত সমন্বয় বলিলেও বলা যাইতে পারে।

আমি যে সকল বিশেষত্ব লইয়া এই দুরূহ কার্য্যে ব্রতী হইয়াছি, তাহার সংক্ষিপ্ত আভাষ প্রদান করিলাম। অবশ্য আমি ভ্রমেও এমন দাবী করিতেছি না যে, আমি এ বিষয়ে সর্ব্বাপেক্ষা বিজ্ঞ ও অভিজ্ঞ। অপরের ন্যায় আমারও সহস্র দোষ ত্রুটি বা অক্ষমতা থাকিতে পারে এবং তাহা থাকাই স্বাভাবিক। সেইজন্য আমি আমার সাধনার ফল কোরান-শরিফের ১ম হইতে শেষ পর্য্যন্ত তর্জ্জমা ও তফ্সীরের বিচার-ভার শ্রদ্ধেয় আলেম ও শিক্ষিত সমাজের উপর অর্পণ করিলাম। বলা বাহুল্য, আমি তাঁহাদের কর্ত্তব্য-ভার মাথায় করিয়া তাঁহাদেরই দ্বারে উপস্থিত করিতেছি। তাঁহারা অনুগ্রহ পূর্ব্বক আমার দোষ ত্রুটি নির্দ্দেশ করিয়া দিলে, আমি কৃতজ্ঞতার সহিত সেগুলি সংশোধন করিতে যত্নবান হইব।

পরিশেষে স্বদেশবাসী ভ্রাতা-ভগ্নীগণের নিকট আমার বিনীত নিবেদন এই যে, অমি অতি ক্ষুদ্র শক্তি- সামর্থ্য লইয়া এই বিরাট কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছি। আল্লার "কালাম" ও রসুলের "তোহফা" লোক-সমাজে—ঘরে ঘরে প্রচার করাই আমার একমাত্র উদ্দেশ্য। কিন্তু সকলের সমবেত সাহায্য ও আন্তরিক সহানুভূতি ব্যতীত এই বিশাল কর্ত্তব্য-সমুদ্র অতিক্রম করিবার কোনই আশা নাই। এই কার্য্যের জন্য আমাকে বহু মূল্যবান তর্জ্জমা, তফ্সীর ও অন্যান্য গ্রন্থ সংগ্রহ করিতে হইয়াছে। এইরূপ কার্য্যে যে কিরূপ অজস্র অর্থ ব্যয়ের প্রয়োজন, তাহা ভুক্ত-ভোগী ব্যতীত অন্যে বুঝিবে না। যাহা হউক, আমি আপাততঃ প্রত্যেক ধর্ম্মপ্রাণ মুসলমান ভ্রাতা ভগ্নীকে আমার এই কোরান শরিফ নিয়মিত পাঠ করিবার জন্য অনুরোধ করিতেছি। আজ আমি অতি সঙ্কুচিতভাবে কোরান-শরিফের ১ম হইতে ৩০ পারার বঙ্গানুবাদ ও তফ্সীর উপহার দিয়া বিদায় গ্রহণ করিতেছি—আমিন।

নগর সুন্দরদী,
পোঃ—মুকসুদপুর,
জিঃ ফরিদপুর। } মোহাম্মদ আবদুল হাকিম
১৯৫৬

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

কোরান শরিফ

বিশুদ্ধ বঙ্গানুবাদ ও বিস্তৃত তফ্‌সীর

أَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ○

আমি আল্লার নিকট অভিশপ্ত শয়তান হইতে আশ্রয় প্রার্থনা করিতেছি*।

তা-আওউজ :—এই পবিত্র বাক্য "তা-আওউজ" বা আশ্রয়-প্রার্থনা নামে অভিহিত হইয়থাকে। কারণ এতদ্দ্বারা অভিশপ্ত ও বিতাড়িত শয়তানের প্রবঞ্চনা ও প্রতারণা হইতে আল্লহতালার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করা হইয়াছে।

শানে নজুল :—হজরত এব্‌ন-আব্বাস (রাঃ) হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, ফেরেশতা-শ্রেষ্ঠ হজরত জিবরীল, হজরত মোহাম্মদ মোস্তফা সল্লাল্লাহ আলায়হেস্‌-সালামের সমক্ষে অবতীর্ণ হইয়া তাঁহকে সর্ব্বপ্রথম উক্ত "তা-আওউজ" বা আশ্রয়-প্রার্থনা এবং তৎপর "তসমিয়া" বা 'বিস্‌মিল্লাহ' শিক্ষা প্রদান করিয়াছিলেন। কিন্তু এই পবিত্র বাক্যটী কোরান শরিফের অংশ নহে। ইহা একটী অতিরিক্ত ... স্বর্গীয় বাণী।—তঃ এবন-জরীর।

... বা ... য়তান—"শত্‌ন" অথবা "শয়েত" ধাতু হইতে নিষ্পন্ন। উপরোক্ত ধাতুদ্বয়ের প্রত্যয় অগ্নী "শয়তান" শব্দের অর্থে দূরীভূত বা বিভ্রান্ত বলিয়া বুঝা যায়। সত্য-ধর্ম্ম এবং সরল পথ হই দূরীভূত বা বিভ্রান্ত প্রত্যেক জীবই "শয়তান" নামে অভিহিত হইতে পারে।

জীম—রজম ধাতু হইতে নিষ্পন্ন। উহার অর্থ—অভিশপ্ত, প্রস্তরাহত; বিচূর্ণিত দূরীভূত, বিড়িত, বহির্গত অথবা প্রতিরুদ্ধ প্রভৃতি। আজাজিল বা ইবলিস নামধেয় পাপাত্মা শয়তান আ আদেশ অমান্য করিয়া অভিশপ্ত অবস্থায় স্বর্গাকাশ হইতে দূরীভূত এবং ফেরেশ্‌তাগণ কর্ত্তৃক নানিক্ষেপে বিতাড়ি হইয়াছিল বলিয়াই সে "শয়তানের-রাজীম" নামে অভিহিত হইয়াছে।

য়তানের বিভিন্ন স্বরূপ :—সাধারণতঃ আজাজিল এবং তাহার অনুচরবৃন্দকেই শয়তান বলা হ থাকে। কিন্তু জন, মানব ও জীব-জন্তুকুলের মধ্যে শয়তানের বহু অনুগামী ও অনুচর নি আছে। হা স শরিফে শয়তানের সংখ্যা ও বংশবৃদ্ধির প্রমাণ পাওয়া যায়। ফলতঃ যা সত্যধর্ম্ম ও স-পথ পরিত্যাগ করিয়া ভ্রান্তধর্ম্ম ও বক্র-পথের অনুসরণ করে এবং নিজেরা কার্য্যে লিপ্ত হইয়া নাকদিগকে উহাতে প্ররোচিত ও প্রবৃত্ত করিবার ব্রত বরণ করিয়া লয়, তাহারা ক্ত শয়তান অথবা তাহার অনুচরবৃন্দের অন্তর্ভুক্ত।

শয়তানের প্রকার-ভেদ—শয়তান দুই প্রকার—অদৃশ্য ও দৃশ্যমান। উহারা মানবজাতির পরম শত্রু। মানব জাতিকে ধর্ম অনাচার ও পাপ-পঙ্কিলে নিমজ্জিত করিয়া তাহাদের ইহপরকালে সর্বনাশ সাধন করাই উহাদের একমাত্র ব্রত। শয়তানের শক্তি, প্রতাপ, প্রবঞ্চনা ও প্রতারণা মানবের দেহ, মন, প্রবৃত্তি শোনিত আত্মার উপর সমভাবে সঞ্চারিত ও কার্য্যকরী হইয়া থাকে। সুতরাং পাপাত্মা শয়তানের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষার জন্য মঙ্গলময় আল্লাহতালার সাহায্য ও আশ্রয় প্রার্থনা করা যে মানব-জাতির পক্ষে একটি বিশেষ কল্যাণকর কর্তব্য কার্য্য, তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই। তফ্‌সীরকারগণ অদৃশ্য শয়তান অপেক্ষা দৃশ্যমান শয়তানদিগকেই মানব-জাতির অধিকতর অনিষ্টকারী এবং মারাত্মক শত্রু বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন।

তা-আওউজ পাঠের নিয়ম :—আলোচ্য "তা-আওউজ" বা আশ্রয়-প্রার্থনা কোন্ কোন্ শব্দযোগে কিরূপভাবে পড়িতে হইবে, তদ্বিষয়ে তফ্‌সীরকার ও এমামগণের মধ্যে মতভেদ হইয়াছে। জগদ্বিখ্যাত এমাম আজম হজরত আবু-হানিফা ও এমাম শাফেয়ী (রঃ) বলেন যে, উপরোক্ত "আউজো বিল্লাহে মেনাশ্-শয়তানের্-রজীম" বাক্যযোগেই উক্ত প্রার্থনা পাঠ করিতে হইবে। পবিত্র কোরান শরিফের একটী আয়ত এবং কতিপয় হাদিস দ্বারা এই অভিমতই প্রকৃত বলিয়া সমর্থিত হইয়াছে। কোঃ ১৬—৯৮ আয়ত দ্রষ্টব্য।

কিন্তু কেহ কেহ বলিয়াছেন যে, "আউজো বিল্লাহেস্-সামিউন আলিমে মিনাশ্-শয়তানের-রজীম" বাক্যযোগে 'তা-আওউজ' পাঠ করিতে হইবে। তাঁহারা ইহার সমর্থনে সুরা আ'রাফের একটী আয়ত উদ্ধৃত করিয়া থাকেন। পক্ষান্তরে এমাম আহমদের মতে উক্ত উভয় প্রকার বাক্যযোগেই আলোচ্য আশ্রয়-প্রার্থনা পাঠ করিতে হইবে, যথা—"আউজো বিল্লাহে মিনাশ্ শয়তানের-রজীম—ইন্নাহু হুয়াস্-সামিউন আলীম।"—তঃ কবির।

এমাম-আজম আবু-হানিফা এবং এমাম মোহাম্মদের মতানুসারে কেবল কোরান পাঠের জন্যই 'তা-আওউজ' পড়িতে হইবে। কিন্তু এমাম আবু-ইউসুফের মতে নামাজ পাঠের জন্যও উহা পড়িতে হয়। অধিকাংশ আলেমের মতে নামাজে 'তা-আওউজ' পাঠ করা সুন্নত; কিন্তু না পড়িলে নামাজ বাতিল বা অগ্রাহ্য হইবার কোনই আশঙ্কা নাই। আমরা এ সম্বন্ধে এমাম সাহেবের অভিমতই প্রশস্ত ও সমীচীন বলিয়া মনে করি।

তা-আওউজ পাঠের উপকারিতা :—হজরত হাসান বসরী বলিয়াছেন—"যে ব্যক্তি একাগ্রচিত্ত ও বিশুদ্ধভাবে মহান্ আল্লার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করে, করুণাময় আল্লাহতালা সেই ব্যক্তি ও শয়তানের মধ্যে তিন শত পর্দ্দা বা আবরণ করিয়া দেন।" সুতরাং এই "তা-আওউজ" বা আশ্রয়-প্রার্থনা যে অতি কল্যাণকর স্বর্গীয়-বাণী তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই—তঃ রুহোল-বয়ান।

শয়তানের প্রকার-ভেদ—শয়তান দুই প্রকার—অদৃশ্য ও দৃশ্যমান। উহারা মানব জাতির পরম শত্রু। মানব জাতিকে ধর্ম্ম, অনাচার ও পাপ-পঙ্কিলে নিমজ্জিত করিয়া তাহাদের ইহকালে সর্বনাশ সাধন করাই উহাদের একমাত্র ব্রত। শয়তানের শক্তি, প্রতাপ, প্রবঞ্চনা ও প্রতারণা মানবের দেহ, মন, প্রবৃত্তি শোনিত আত্মার উপর সমভাবে সঞ্চারিত ও কার্য্যকরী হইয়া থাকে। সুতরাং পাপাত্মা শয়তানের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষার জন্য মঙ্গলময় আল্লাহতালা সাহায্য ও আশ্রয় প্রার্থনা করা যে মানব-জাতির পক্ষে একটি বিশেষ কল্যাণকর কর্ত্তব্য কার্য্য, তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই। তফ্‌সীরকারগণ অদৃশ্য শয়তান অপেক্ষা দৃশ্যমান শয়তানদিগকেই মানব-জাতির অধিকতর অনিষ্টকারী এবং মারাত্মক শত্রু বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন।

তা-আওউজ পাঠের নিয়ম :—আলোচ্য "তা-আওউজ" বা আশ্রয়-প্রার্থনা কোন্ কোন্ শব্দযোগে কিরূপভাবে পড়িতে হইবে, তদ্বিষয়ে তফ্‌সীরকার ও এমামগণের মধ্যে মতভেদ হইয়াছে। জগদ্বিখ্যাত এমাম আজম হজরত আবু-হানিফা ও এমাম শাফেয়ী (রঃ) বলেন যে, পরোক্ত "আউজো বিল্লাহে মেনাশ্-শয়তানের্-রজীম" বাক্যযোগেই উক্ত প্রার্থনা পাঠ করিতে হইবে। পবিত্র কোরান শরিফের একটী আয়ত এবং কতিপয় হাদিস দ্বারা এই অভিমতই প্রকৃত বলিয়া সমর্থিত হইয়াছে। কোঃ ১৬—৯৮ আয়ত দ্রষ্টব্য।

কিন্তু কেহ কেহ বলিয়াছেন যে, "আউজো বিল্লাহেস্-সামিউন আলিমে মিনাশ্-শয়তানের্-রজীম" বাক্যযোগে 'তা-আওউজ' পাঠ করিতে হইবে। তাঁহারা ইহার সমর্থনে সুরা আ'রাফের একটী আয়ত উদ্ধৃত করিয়া থাকেন। পক্ষান্তরে এমাম আহমদের মতে উক্ত উভয় প্রকার বাক্যযোগেই আলোচ্য আশ্রয়-প্রার্থনা পাঠ করিতে হইবে, যথা—"আউজো বিল্লাহে মিনাশ্-শয়তানের-রজীম—ইন্নাহু হুয়াস্-সামিউন আলীম।"—তঃ কবির।

এমাম-আজম আবু-হানিফা এবং এমাম মোহাম্মদের মতানুসারে কেবল কোরান পাঠের জন্যই 'তা-আওউজ' পড়িতে হইবে। কিন্তু এমাম আবু-ইউসুফের মতে নামাজ পাঠের জন্যও উহা পড়িতে হয়। অধিকাংশ আলেমের মতে নামাজে 'তা-আওউজ' পাঠ করা সুন্নত ; কিন্তু না পড়িলে নামাজ বাতিল বা অগ্রাহ্য হইবার কোনই আশঙ্কা নাই। আমরা এ সম্বন্ধে এমাম সাহেবের অভিমতই প্রশস্ত ও সমীচীন বলিয়া মনে করি।

তা-আওউজ পাঠের উপকারিতা :—হজরত হাসান বসরী বলিয়াছেন—"যে ব্যক্তি একাগ্রচিত্তে ও বিশুদ্ধভাবে মহান্ আল্লার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করে, করুণাময় আল্লাহতালা সেই ব্যক্তি ও শয়তানের মধ্যে তিন শত পর্দ্দা বা আবরণ করিয়া দেন।" সুতরাং এই "তা-আওউজ" বা আশ্রয়-প্রার্থনা যে অতি কল্যাণকর স্বর্গীয়-বাণী তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই—তঃ রুহোল-বয়ান।

কোরান শরিফ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

সর্ব্বপ্রদাতা করুণাময় আল্লার নামে—আরম্ভ করিতেছি *।

তস্মিয়া :—নামকরণ, নামবিশিষ্ট, নামযুক্ত, নাম-বাক্য অথবা নাম-কল্যাণ আল্লাহ-তার তিনটী মহান্ ও পবিত্র নামের অপূর্ব্ব সমাবেশ হেতু এই স্বর্গীয় বাক্য "তস্মিয়া" বা 'আ[illegible] নামযুক্ত মঙ্গলবাণী' বলিয়া অভিহিত হইয়াছে। ইহা কোরান শরিফের অংশ এবং সর্ব্বপ্রথম প্র[illegible]শের সর্বপ্রথম বাক্য। এই পবিত্রতম কল্যাণ-বাক্যযোগেই কোরান শরিফ আরম্ভ করা হইয়াছে।

[illegible]নে-নজুল :—"তস্মিয়া" কোরান শরিফের একটী বিশিষ্ট আয়ত। যদিও পবিত্র কোরান ১১৪টি সুরার মধ্যে একমাত্র সুরা 'তওবা' ব্যতীত আর সমস্ত সুরার প্রারম্ভেই উক্ত বাক্য সন্নিবিষ্ট হইয়াছে এবং যদিও সুরা 'নমলে' ঠিক এতদ্সদৃশ একটী আয়ত বিদ্যমান আছে, [illegible]তের অধিকাংশ এমাম ও আলেমের মতে ইহা কোন সুরার অন্তর্ভুক্ত আয়ত নহে, এক সুরা হইতে অন্য সুরাকে পৃথক করিবার জন্যই সর্বপ্রথম এই বিশিষ্ট আয়তটি অবতীর্ণ হইয়াছিল। ইহাই এমাম-আজম আবু-হানিফা এবং মদিনা, বসরা ও সিরিয়ার আলেমগণের সুদৃঢ় অভিমত। কিন্তু এমাম শাফেয়ী ও হেজাজের অধিকাংশ বিদ্বান ইহাকে সুরা ফাতেহা অথবা অন্য কোন সুরার অংশ-বিশেষ বলিয়া মত প্রকাশ করিয়াছেন। আমাদের মতে পূর্বোক্ত অভিমতই সর্বাপেক্ষা সমীচীন ও যুক্তিযুক্ত।—তঃ কবির, মদারেক, বয়জবী, হক্কানী ও মঃ আঃ তুলিতব্য।

[illegible]ত এমাম বোখারী ও মোস্লেম বর্ণনা করিয়াছেন যে, হজরত রসুলোল্লা (সঃ) এবং হজরত আবুবকর ও ওমর (রাঃ) "আল্হামদো-লিল্লাহ" যোগে নামাজ আরম্ভ করিতেন। তেবরানী, এবনে [illegible]য়মা ও আবু-দাউদ প্রভৃতি প্রসিদ্ধতম মোহাদ্দেসগণ এই মতই সমর্থন করিয়াছেন। সুতরাং ইহ দ্বারাও নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয় যে, "তস্মিয়া" বা বিস্মিল্লাহ' সুরা ফাতেহা বা অন্য কোন সুরার অংশ নহে। বরং সর্বাপেক্ষা বিশ্বস্ত ও সমধিক প্রসিদ্ধ মতে উহা একটী বর্দ্ধনশীল ও কল্যাণকর [illegible]শিষ্ট প্রত্যাদেশ।—তঃ হক্কানী।

[illegible] পবিত্র বাক্যে আল্লাহতালার তিনটী নাম, যথা—আল্লাহ, রহমান ও রহিমের সহিত একটী অনন্য[illegible] পদ 'বা' বিদ্যমান আছে এবং ইহার ক্রিয়া পদটী উহ্য রহিয়াছে। ক্রিয়া পদটী উহ্য থাকি[illegible] উদ্দেশ্য এই যে, আলোচ্য কল্যাণ-বাণী সহযোগে আরম্ভ প্রত্যেক শুভকার্য্যের কর্ম্মানুযায়ী ক্রিয়া

শব্দ ব্যবহৃত হইতে পারিবে ; যথা "বিস্‌মিল্লা" বা আল্লার নামে—আরম্ভ করিতেছি, পাঠ করিতেছি, দান করিতেছি, পান করিতেছি, ভোজন করিতেছি, শয়ন করিতেছি, গমন করিতেছি অথবা প্রবৃত্ত হইতেছি—ইত্যাদি। কোরান পাঠকালে উক্ত বাক্যের পূর্ণ অর্থে—"রহমান ও রহিম আল্লার নামযোগে পাঠ করিতেছি" অথবা "সর্ব্বপ্রদাতা করুণাময় আল্লার নামে আরম্ভ করিতেছি" এইরূপ বলিতে হইবে।

বা—একটী অসম্পূর্ণ পদাংশ ; ইহার অর্থ—সহ, সহিত বা সমস্ত প্রভৃতি। এস্থলে বঙ্গভাষায় প্রচলিত সাধারণ অনুবাদ-পদ্ধতি অনুযায়ী আরবী 'বা'র পরিবর্ত্তে বিভক্তি ব্যবহার করিয়া "বিস্‌মিল্লাহ্"র অনুবাদে "আল্লার নামে" লিখিত হইয়াছে। অথচ বিস্‌মিল্লাহর অনুবাদে "আল্লার নামে" না লিখিয়া "আল্লার নাম-সহ" বা "নামযোগে" লিখিলেই অনুবাদ সমধিক বিশুদ্ধ ও তুল্যার্থ-জ্ঞাপক হইতে পারে। কিন্তু উহার ক্রিয়া পদটী উহ্য থাকার জন্যই আমরা বিভক্তি ব্যবহার করিয়া বাক্য শেষ করিতে বাধ্য হইয়াছি।

আলোচ্য বাক্যে আল্লাহতালার তিনটি নাম আছে, যথা—আল্লাহ, রহমান ও রহিম। পবিত্র ইস্‌লাম—তথা কোরান শরিফই এই পবিত্র নামযুক্ত বাক্যের সর্ব্বপ্রথম প্রচারক। হজরত রসুলোল্লাহ কর্ত্তৃকই জগতে ঐ বাক্য প্রচারিত হইয়াছে।

আল্লাহ—এই অনুপম শব্দটী বিশ্বজগতের সৃষ্টিকর্ত্তার "এস্‌মে-আজম" বা সর্বোত্তম বিশিষ্ট নাম। এই পবিত্র শব্দটী লিঙ্গভেদ বা বচন-ব্যতিক্রম হইতে সম্পূর্ণ বিমুক্ত। ইহা কোন বিশেষ ধাতু হইতে উৎপন্ন হয় নাই। এবং জগতের কোন ভাষায় অথবা কোন শব্দ বা প্রতিশব্দে ইহার অনুবাদও হইতে পারে না। "আল্লাহ" বলিলে সেই একমাত্র অদ্বিতীয়, অনন্ত ও সর্বশক্তিমান সৃষ্টিকর্ত্তাকেই বুঝাইয়া থাকে। অন্য কোন কল্পিত উপাস্য দেব-দেবী, জীব-জন্তু বা প্রস্তর-প্রতিমা এই মহান্ পবিত্র নামে কখনই অভিহিত হয় নাই এবং ভবিষ্যতেও হইবে না। ইহাই এমাম রাজী ও অধিকাংশ আলেমের সুদৃঢ় অভিমত।—তঃ কবির।

কিন্তু কতিপয় প্রসিদ্ধ তফ্‌সীরকার নির্দ্দেশ করিয়াছেন যে, "আল্লাহ" শব্দটীও সৃষ্টিকর্ত্তার বিশিষ্ট নাম নহে ; বরং উহা "আল্‌-এলাহ" বা উপাস্য ধাতু হইতে সমুৎপন্ন একটী বিশিষ্ট গুণবাচক শব্দ। পূর্বে উক্ত শব্দ দ্বারা প্রকৃত ও কল্পিত উভয় প্রকার উপাস্যকেই নির্দ্দেশ করা হইত এবং তখন উহার লিঙ্গভেদ ও বচন-ব্যতিক্রম পর্য্যন্ত বিদ্যমান ছিল। কিন্তু পরে ইসলামী শরীয়তের নির্দ্দেশ অনুসারে "আল্লাহ" শব্দটী প্রকৃত উপাস্যের জন্য বিশেষরূপে নির্দ্দিষ্ট করিয়া লওয়া হইয়াছে এবং কালক্রমে উহা বিশ্বস্রষ্টার বিশিষ্ট নামরূপে পরিণত হইয়া গিয়াছে।—তঃ এব্‌ন-জরীর ও বয়জবী।

রহমান ও রহিম—সর্বপ্রদাতা করুণাময়। এই দুইটি শব্দ আরবী "রহমত" ধাতু হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। "রহমত" অর্থ বিগলিত অথবা দ্রবীভূত হওয়া। অনুগ্রহে অন্তর [illegible] হওয়া ভাবটীও উহা দ্বারা পরিব্যক্ত হইয়া থাকে। কিন্তু মহান্ আল্লাহতালা ঐরূপ মানবীয় ভাবের আবেগ হইতে সম্পূর্ণ বিমুক্ত। সেইজন্য তফ্‌সীরকারগণ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, আল্লাহতালার অপরিমিত অনুগ্রহ ও দান-দয়া প্রভৃতি অনুপম কোমল গুণাবলীর অভিব্যক্তি স্বরূপ ঐ দুটি শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে।

"রহমান" ও "রহিম" শব্দদ্বয় একই ধাতু হইতে উৎপন্ন হইলেও উভয় শব্দের মর্ম্মে বেশ পার্থক্য বিদ্যমান আছে। কেহ কেহ বলেন যে, আল্লাহতায়ালার "রহমান" নামে সর্ব্বজীবে প্রতি ইহজগতের সর্ববিধ কল্যাণ এবং "রহিম" নামে বিশ্বাসী মুসলমানদিগের প্রতি পারলৌকিক যাবতীয় করুণা বিতরণের ভাবটী সুপ্রকাশিত হইয়াছে। কাহারও কাহারও মতে "রহিম" অর্থ ইহলোকের কল্যাণকারী এবং "রহমান" অর্থ ইহ-পরকালের মঙ্গলবিধানকারী। আবার কোন কোন তফ্‌সীরকার বলেন যে, আল্লাহতালার "রহিম" নামে এই পরিদৃশ্যমান জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-বিষয়ক করুণা প্রকাশ করিতেছে এবং "রহমান" নামে পারলৌকিক পুনর্জ্জীবন ও সুখ-সম্পদ প্রদান-বিষয়ক অনুকম্পা পরিব্যক্ত হইতেছে। কোরান শরিফের সুরা "রহমান" এবং অন্যান্য সুরার বিভিন্ন আয়তের প্রতি লক্ষ্য করিলেই ইহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাওয়া যায়।—তঃ বহরুল মহীত।

পক্ষান্তরে কোন কোন বিশিষ্ট তফসীরকার বলেন যে, "আল্লাহ" শব্দের ন্যায় "রহমান" শব্দটিও সৃষ্টিকর্তার একটি বিশিষ্ট নাম। আল্লাহ ব্যতীত অন্যের প্রতি ঐ শব্দ ব্যবহার করা অসিদ্ধ। পবিত্র কোরানই এই অপরিজ্ঞাত নামের সর্বপ্রথম প্রচারক। হোদায়বিয়ার সন্ধির সময়ে কোরেশের ঐ অভিনব নামটী শুনিয়া যারপরনাই বিস্মিত হইয়াছিল এবং সন্ধিপত্র লিখিত হইবার সময়ে কোরেশ-প্রতিনিধি ঐ নাম লিখিতে ঘোর আপত্তি করিয়াছিল। ইহা দ্বারাও প্রমাণিত হয় যে, "তস্মিয়া" যোগেই আল্লাহতালার ঐ করুণাজ্ঞাপক পবিত্রতম "রহমান" নামটী জগতে সর্বপ্রথম প্রকাশিত হইয়াছিল।—তঃ কাশ্‌শাফ ও শাঃ জাদা দ্রষ্টব্য।

তস্মিয়া পাঠের নিয়ম

নামাজের মধ্যে 'তস্মিয়া' বা "বিস্মিল্লাহ" কিরূপভাবে পড়িতে হইবে, তৎসম্বন্ধে এমাম ও তফ্‌সীরকারগণের মতভেদ হইয়াছে। এমাম-আজম উহা নীরবে পাঠ করিতে হইবে বলিয়া ব্যবস্থা প্রদান করিয়াছেন। হজরত আবু-বকর ওমর, ওসমান, আলি, এবন-মসউদ, আম্মার, আবদুল্লা বেনে মোগফফাল এবং হাসান, নখয়ী, কাতাদা, তামাশ, জুহরী, মোজাহেদ, সুফিয়ান, মালেক ও আহমদ প্রভৃতি জগদ্বিখ্যাত সাহাবা, তাবেয়ী ও তাবা-তাবেয়ী বিদ্বানগণ নীরবে 'বিস্মিল্লা' পাঠ করিতেন। হজরত আনাস হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, "তিনি হজরত রসুলোল্লাহ এবং তাঁহার পরবর্ত্তী তিন খলিফার পশ্চাতে নামাজ পাঠ করিয়াছেন; কিন্তু কেহই বিস্মিল্লা পাঠ করিয়াছে বলিয়া তিনি শুনিতে পান নাই"—অর্থাৎ তাঁহারা নীরবে পড়িতেন বলিয়াই উহা তাঁহার শ্রুতিগোচর হয় নাই।—সহি মোস্‌লেম, আহমদ, নাসায়ী ও তেবরানী।

কিন্তু এমাম শাফেয়ী, এব্‌ন-আব্বাসের বর্ণিত হাদিস উল্লেখ করিয়া নামাজের মধ্যেও উচ্চৈঃস্বরে বিস্মিল্লাহ পাঠ করিবার ব্যবস্থা প্রদান করিয়াছেন। সুপ্রসিদ্ধ এমাম রাজী উক্ত ব্যবস্থা সমর্থনের জন্য বহু যুক্তি-তর্কের অবতারণা করিয়াছেন। পক্ষান্তরে সুবিখ্যাত আল্লামা আলুসী তাঁহার সমস্ত যুক্তি-প্রমাণ অমূলক ও ভিত্তিহীন বলিয়া অকাট্যরূপে প্রমাণ করিয়াছেন।—তঃ কবির ও রুহল মায়ানী তুলিতব্য।

তস্মিয়ার গৌরব ও মাহাত্ম্য

আল্লাহতালার প্রত্যাদিষ্ট তওরাত, জবুর, ইঞ্জিল ও কোরান প্রভৃতি স্বর্গীয় গ্রন্থে জগতের সমস্ত জ্ঞান নিহিত আছে এবং প্রথমোক্ত গ্রন্থত্রয়ের সমস্ত জ্ঞান ও মর্ম্ম কোরান শরিফে বিদ্যমান রহিয়াছে। আবার কোরান শরিফের সমস্ত জ্ঞানের মূল-মর্ম্ম সুরা ফাতেহায় সন্নিবিষ্ট হইয়াছে এবং সুরা ফাতেহার সমস্ত জ্ঞান ও মর্ম্মের অভিব্যক্তি একাধারে "তস্মিয়া"র মধ্যে বিরাজ করিতেছে।—তঃ নায়সাপুরী।

হজরত রসুলোল্লা কর্ত্তৃকই প্রকাশিত হইয়াছে যে, "তস্মিয়া" বা "বিসমিল্লাহের-রহমানের্‌-রহিম" কোরানের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আয়ত। হজরত রসুলোল্লা আরও বলিয়াছেন যে, কোন শুভকার্য্য বিস্মিল্লাহ বলিয়া আরম্ভ না করিলে উহা "বরকত" অর্থাৎ কল্যাণ ও বর্দ্ধন শূন্য হইয়া যায়।

তদ্ভিন্ন উক্ত বাক্যের গৌরব-মাহাত্ম্য, ঐশী-প্রসন্নতা, বিপদ-বিমুক্তি, পাপ-বিমোচন ও আরোগ্যকর শক্তি সম্বন্ধে বিভিন্ন হাদিস, তফসীর, ইতিহাস ও সাধন গ্রন্থে বহু বিস্ময়কর বর্ণনা [illegible] হইয়া থাকে। হজরত নূহ উক্ত বাক্যের কল্যাণেই মহাপ্লাবনে সুরক্ষিত হইয়াছিলেন; [illegible] স্বীয় প্রাসাদ-দ্বারে উক্ত পবিত্র বাক্য লিখিয়া রাখার জন্য বহুদিন যাবত আল্লার আক্রোশ [illegible] নিরাপদ অবস্থান করিয়াছিল। হজরত জয়েদ বেনে হারেসা কেবল উহারই কল্যাণে এক [illegible] শত্রুর করতলগত হইয়াও স্বীয় প্রাণ রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন; হজরত ওমর শুধু [illegible] লিখিত একটি টুপী প্রেরণ করিয়া রোম সম্রাটের দুরারোগ্য শিরঃপীড়া, আরোগ্য করিয়া-[illegible]; হজরত খালেদ জনৈক অগ্নিপূজকের প্রস্তাব অনুযায়ী ইসলামের মাহাত্ম্য প্রদর্শন কল্পে [illegible] বলিয়া অবলীলাক্রমে তীব্র বিষ পান করিয়াছিলেন; অথচ উহার কল্যাণে তাঁহার কোনই [illegible] হয় নাই; কেহ বিস্মিল্লা পাঠ করিলে তাহার পরলোকগত পিতামাতার অপরাধ মার্জ্জিত [illegible] পারলৌকিক শাস্তিরও শান্তি হয় বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। ফলতঃ বিসমিল্লার গৌরব ও মাহাত্ম্য [illegible] শেষ বা সম্পূর্ণ অসম্ভব।

পক্ষে কোন কোন বিশিষ্ট তফসীরকার বলেন যে, "আল্লাহ" শব্দের ন্যায় "রহমান" শব্দটিও স্রষ্টিকর্তার একটি বিশিষ্ট নাম। আল্লাহ ব্যতীত অন্যের প্রতি ঐ শব্দ ব্যবহার করা অসিদ্ধ। পবিত্র কোরানই এই অপরিজ্ঞাত নামের সর্বপ্রথম প্রচারক। হোদায়বিয়ার সন্ধির সময়ে কোরেশ ঐ অভিনব নামটী শুনিয়া যারপরনাই বিস্মিত হইয়াছিল এবং সন্ধিপত্র লিখিত হইবার সময়ে কোরেশ-প্রতিনিধি ঐ নাম লিখিতে ঘোর আপত্তি করিয়াছিল। ইহা দ্বারাও প্রমাণিত হয় যে, "তস্মিয়া" যোগেই আল্লাহতালার ঐ করুণাজ্ঞাপক পবিত্রতম "রহমান" নামটী জগতে সর্বপ্রথম প্রকাশিত হইয়াছিল।—তঃ কাশ্শাফ ও শাঃ জাদা দ্রষ্টব্য।

তস্মিয়া পাঠের নিয়ম

নামাযের মধ্যে 'তস্মিয়া' বা "বিস্মিল্লাহ" কিরূপভাবে পড়িতে হইবে, তৎসম্বন্ধে এমাম ও তফ্সীরকারগণের মতভেদ হইয়াছে। এমাম-আজম উহা নীরবে পাঠ করিতে হইবে বলিয়া ব্যবস্থা প্রদান করিয়াছেন। হজরত আবু-বকর ওমর, ওসমান, আলি, এবন-মসউদ, আম্মার, আবদুল্লা বেনে মোগফ্ফাল এবং হাসান, নখয়ী, কাতাদা, তামাশ, জুহরী, মোজাহেদ, সুফিয়ান, মালেক ও আহমদ প্রভৃতি জগদ্বিখ্যাত সাহাবা, তাবেয়ী ও তাবা-তাবেয়ী বিদ্বানগণ নীরবে 'বিস্মিল্লা' পাঠ করিতেন। হজরত আনাস হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, "তিনি হজরত রসুলোল্লাহ এবং তাঁহার পরবর্ত্তী তিন খলিফার পশ্চাতে নামাজ পাঠ করিয়াছেন; কিন্তু কেহই বিস্মিল্লা পাঠ করিয়াছে বলিয়া তিনি শুনিতে পান নাই"—অর্থাৎ তাঁহারা নীরবে পড়িতেন বলিয়াই উহা তাঁহার শ্রুতিগোচর হয় নাই।—সহি মোস্লেম, আহমদ, নাসায়ী ও তেবরানী।

কিন্তু এমাম শাফেয়ী, এব্ন-আব্বাসের বর্ণিত হাদিস উল্লেখ করিয়া নামাজের মধ্যেও উচ্চৈঃস্বরে বিস্মিল্লাহ পাঠ করিবার ব্যবস্থা প্রদান করিয়াছেন। সুপ্রসিদ্ধ এমাম রাজী উক্ত ব্যবস্থা সমর্থনের জন্য বহু যুক্তি-তর্কের অবতারণা করিয়াছেন। পক্ষান্তরে সুবিখ্যাত আল্লামা আলুসী তাঁহার সমস্ত যুক্তি-প্রমাণ অমূলক ও ভিত্তিহীন বলিয়া অকাট্যরূপে প্রমাণ করিয়াছেন।—তঃ কবির ও রুহল মায়ানী তুলিতব্য।

তস্মিয়ার গৌরব ও মাহাত্ম্য

আল্লাহতালার প্রত্যাদিষ্ট তওরাত, জবুর, ইঞ্জিল ও কোরান প্রভৃতি স্বর্গীয় গ্রন্থে জগতের সমস্ত জ্ঞান নিহিত আছে এবং প্রথমোক্ত গ্রন্থত্রয়ের সমস্ত জ্ঞান ও মর্ম্ম কোরান শরিফে বিদ্যমান রহিয়াছে। আবার কোরান শরিফের সমস্ত জ্ঞানের মূল-মর্ম্ম সুরা ফাতেহায় সন্নিবিষ্ট হইয়াছে এবং সুরা ফাতেহার সমস্ত জ্ঞান ও মর্ম্মের অভিব্যক্তি একাধারে "তস্মিয়া"র মধ্যে বিরাজ করিতেছে।—তঃ নায়সাপুরী।

হজরত রসুলোল্লা কর্ত্তৃকই প্রকাশিত হইয়াছে যে, "তস্মিয়া" বা "বিসমিল্লাহের-রহমানের্-রহিম" পবিত্র কোরানের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আয়ত। হজরত রসুলোল্লা আরও বলিয়াছেন যে, কোন শুভকার্য্য 'বিসমিল্লাহ বলিয়া আরম্ভ না করিলে উহা "বরকত" অর্থাৎ কল্যাণ ও বর্দ্ধন শূন্য হইয়া যায়।

এতদ্ভিন্ন উক্ত বাক্যের গৌরব-মাহাত্ম্য, ঐশী-প্রসন্নতা, বিপদ-বিমুক্তি, পাপ-বিমোচন ও রোগ-আরোগ্যকর শক্তি সম্বন্ধে বিভিন্ন হাদিস, তফসীর, ইতিহাস ও সাধন গ্রন্থে বহু বিস্ময়কর বর্ণনা পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে। হজরত নূহ উক্ত বাক্যের কল্যাণেই মহাপ্লাবনে সুরক্ষিত হইয়াছিলেন; ফেরাউন স্বীয় প্রাসাদ-দ্বারে উক্ত পবিত্র বাক্য লিখিয়া রাখার জন্য বহুদিন যাবত আল্লার আক্রোশ হইতে নিরাপদ অবস্থান করিয়াছিল। হজরত জয়েদ বেনে হারেসা কেবল উহারই কল্যাণে এক ভীষণ শত্রুর করতলগত হইয়াও স্বীয় প্রাণ রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন; হজরত ওমর শুধু বিসমিল্লাহ লিখিত একটি টুপী প্রেরণ করিয়া রোম সম্রাটের দুরারোগ্য শিরঃপীড়া, আরোগ্য করিয়াছিলেন; হজরত খালেদ জনৈক অগ্নিপূজকের প্রস্তাব অনুযায়ী ইসলামের মাহাত্ম্য প্রদর্শন কল্পে বিসমিল্লাহ বলিয়া অবলীলাক্রমে তীব্র বিষ পান করিয়াছিলেন; অথচ উহার কল্যাণে তাঁহার কোনই অনিষ্ট হয় নাই; কেহ বিস্মিল্লা পাঠ করিলে তাহার পরলোকগত পিতামাতার অপরাধ মার্জ্জিত হইয়া পারলৌকিক শাস্তিরও শান্তি হয় বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। ফলতঃ বিসমিল্লার গৌরব ও মাহাত্ম্য লিখিয়া শেষ করা সম্পূর্ণ অসম্ভব।

"তসমিয়া" আল্লাহতালার অনুগ্রহ ও করুণার অনুরূপ নিদর্শন। এইজন্য সুরা তওবায় বিসমিল্লাহ লিখিত হয় নাই। কারণ উহাতে জেহাদ বা ধর্ম্মযুদ্ধের কঠোর প্রত্যাদেশ রহিয়াছে। এই হেতু জবেহ করিবার সময়ে শুধু বিসমিল্লা বলিতে হয়; রহমানুর রহিম বলিবার নিয়ম নাই। কারণ ঐ সকল কার্য্য অনুগ্রহ প্রকাশের অনুকুল নহে। পক্ষান্তরে অত্যাচার, অবিচার বা দুষ্কার্য্যে বিসমিল্লাহ বলা কঠোররূপে নিষিদ্ধ হইয়াছে। কারণ ঐ সকল কার্য্য আল্লাহ কর্ত্তৃক অনুমোদিত হয় নাই।

তস্‌মিয়া পাঠের পুণ্য

হাদিস, তফ্‌সীর ও ফেকা-গ্রন্থ সমূহে বিসমিল্লাহ পাঠের অসীম পূণ্য লিখিত আছে। করুণাময় আল্লাহতালা কোন নবীর প্রতি প্রত্যাদেশ করিয়াছিলেন যে, যাহার "আমল-নামা" বা কৃতকর্ম্মের স্মৃতি-ফলকে চারি সহস্র "তস্‌মিয়া" লেখা থাকিবে, মহাবিচারের দিন তাঁহার পতাকা আর্শের সন্নিকটে স্থাপিত হইবে এবং আল্লাহতালা তাঁহার অনুরোধে দ্বাদশ সহস্র অপরাধীকে মুক্তিপ্রদান করিবেন।—তঃ কবির।

কথিত আছে যে, উনিশ জন ভীষণ আকৃতি-বিশিষ্ট নির্ম্মম ফেরেশ্‌তা নরকানলের অধ্যক্ষ পদে নিযুক্ত আছে। পক্ষান্তরে "তস্‌মিয়ার" অক্ষর-সংখ্যাও উনিশ। অতএব যাহারা সর্বদা "তস্‌মিয়া" পাঠ করিবে, "তস্‌মিয়ার" কল্যাণে আল্লাহতালা তাহাদিগকে উপরোক্ত উনিশ জন ফেরেশ্‌তার আক্রোশ ও শাস্তি হইতে সম্পূর্ণরূপে বিমুক্ত করিয়া দিবেন। অধিকন্তু ইহাও বর্ণিত হইয়াছে যে, "তস্‌মিয়ার" বা "বিস্‌মিল্লা" পাঠকারিগণের দিবা-রজনীর অধিকাংশ অপরাধই আল্লাহতালার অনুপম করুণাপূর্ণ মহিমান্বিত নামের গুণে মার্জ্জিত হইয়া যাইবে।

কোন একজন লোকের অন্তিম উপদেশ অনুযায়ী তাঁহার ললাট ও বক্ষে বিস্‌মিল্লাহ লিখিয়া, দেওয়া হইয়াছিল। কথিত আছে যে, ঐ ব্যক্তি আল্লাহতালার মহান করুণা-প্রকাশক নামের গুণে কবরের শাস্তি ও নির্য্যাতন হইতে সম্পূর্ণ নিষ্কৃতি পাইয়াছিলেন। (বলা বাহুল্য ঐ অবস্থায় অঙ্গুলি দ্বারা ইঙ্গিতে লিখিয়া দিতে হয়)।—দোরুরোল-মোখতার।

একজন প্রসিদ্ধ ওলি তাঁহার কাফনে "তস্‌মিয়া" লিখিয়া দিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন। তাঁহাকে উহার কারণ জিজ্ঞাসা করায় তিনি উত্তর করিয়াছিলেন যে, পুনরুত্থান ও বিচার-দিবসে আমি করুণাময় আল্লাহতালার নিকট তাঁহার করুণাসিক্ত মহিমান্বিত নামের অনুরূপ ও উপযুক্ত ব্যবহারের দাবী করিব।—তঃ কবির।

ফলতঃ "তস্‌মিয়া"র মধ্যে আল্লাহতালার অনুপম অনুগ্রহ, করুণা ও দান-দয়ার যে অলৌকিক অভিব্যক্তি প্রকাশিত হইয়াছেঃ তাহাতে উহার ভক্ত-পাঠক যে পরকালে সেই সর্ব্বপ্রদাতা করুণাময় মহান প্রভুর অপার অনুগ্রহে অভিসিক্ত হইয়া অসীম পুণ্যের অধিকারী হইবে—তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই।

মক্কায় অবতীর্ণ	১। সূরা ফাতেহা—الفاتحة	৭ আয়ত

১ম পারা—আলিফ-লাম-মিম

সর্ব্ব প্রদাতা করুণাময় আল্লার নামে

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

১। আল্লার জন্যই সমস্ত প্রশংসা—যিনি বিশ্বজগতের প্রতিপালক; ২। সর্ব্বপ্রদাতা করুণাময়; ৩। প্রতিফল দিবসের প্রভু। ৪। আমরা তোমারই আরাধনা করিতেছি এবং আমরা তোমারই নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিতেছি। ৫। আমাদিগকে সরল পথ প্রদর্শন কর; ৬। তাহাদের পথ—যাহাদের প্রতি তুমি অনুগ্রহ করিয়াছ, ৭। যাহাদের প্রতি কোপ-প্রকাশ করা হয় নাই এবং যাহারা পথভ্রান্ত নহে।

١- اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۙ
٢- الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۙ ٣- مٰلِكِ
يَوْمِ الدِّيْنِ ۙ ٤- اِيَّاكَ نَعْبُدُ
وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ ۙ ٥- اِهْدِنَا
الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ ۙ ٦- صِرَاطَ الَّذِيْنَ
اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ۙ ٧- غَيْرِ
الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ ۙ

ফাতেহা—অর্থ আরম্ভ, উদঘাটন, উপক্রমণিকা ও অবতরণিকা প্রভৃতি বুঝায়। হজরত রসুলোল্লা স্বয়ং এই মহিমান্বিত সূরাকে "ফাতেহাতুল-কেতাব" অর্থাৎ 'গ্রন্থের আরম্ভ' বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। কারণ এই পবিত্রতম সূরা-যোগেই কোরান শরিফ আরম্ভ হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন এই সূরা আরও কতিপয় গৌরবান্বিত নামে সম্মানিত হইয়া থাকে; যথা—"উম্মোল-কোরান" বা কোরান-জননী; ইহাও হজরত রসুলোল্লার প্রদত্ত নাম। ইহার মর্ম্ম এই যে, সমগ্র কোরান শরিফে যাবতীয় আধ্যাত্মিক ও নৈতিক শিক্ষার মূল এবং গুপ্ত ও ব্যক্ত মর্ম্মের সারভাগ এই সূরার মধ্যে নিহিত রহিয়াছে। ইহার অন্যতম নাম "সূরাতুল হাম্‌দ" বা প্রশংসা সূচক সূরা কারণ এই সূরার প্রথম আয়ত-চতুষ্টয় আল্লাহতালার অনুপম প্রশংসায় পরিপূর্ণ। ইহার আর একটী নাম 'সূরাতুস-সালাত' বা নামাজের সূরা; কারণ প্রত্যেক নামাজে এই সূরা পাঠ করিতে হয়। ইহার অন্যতম বিশিষ্ট নাম "সব্‌ওল-মাসানী" বা পুনরুক্তির সপ্ত-আয়ত। নামাজে এই সপ্ত আয়ত-বিশিষ্ট সূরা একাধিকবার পড়িতে হয় বলিয়াই উক্ত নামে অভিহিত হইয়াছে।—সহি বোখারি ও তঃ কবির।

উপরোক্ত নামগুলি ভিন্ন সুরা ফাতেহার আরও কয়েকটী সার্থক নাম আছে, যথা—ওয়াকিয়া, কাফিয়া আসাস, শেফা, শোকর, সালাত ও দোয়া প্রভৃতি। উহার অর্থ যথাক্রমে পূর্ণ, যথেষ্ট, মূল, আরোগ্য কৃতজ্ঞতা, আরাধনা, প্রশ্ন ও প্রার্থনা। বিভিন্ন তফসীরে উপরোক্ত প্রত্যেক নামেরই আধ্যাত্মিক ও নৈতিক কল্যাণকর একাধিক ব্যাখ্যা বর্ণিত হইয়াছে—তঃ কবির ও হক্কানী দ্রষ্টব্য।

শানে নজুল :—এই সুরা মক্কায় অবতীর্ণ প্রাথমিক প্রত্যাদেশ-সমূহের অন্যতম। তফসীরকারগণ নির্দেশ করিয়াছেন যে, 'একরা', 'কলম', 'মোজ্জাম্মেল', ও 'মোদাসসের'—এই সুরা চতুষ্টয় অবতীর্ণ হইবার পর সুরা ফাতেহা অবতীর্ণ হইয়াছিল। ইহাই অধিকাংশ এমাম ও তফসীরকারের অভিমত।—তঃ হক্কানী।

কিন্তু কোন কোন বর্ণনা অনুযায়ী এই সুরা সর্বপ্রথম প্রত্যাদেশ বলিয়াও অনুমিত হয়; যথা—বায়হাকী ও ওয়াহেদী বর্ণনা করিয়াছেন যে, একদা হজরত রসুলোল্লা নির্জ্জন প্রান্তর অথবা কাননের মধ্যে দিয়া গমন করিতেছিলেন; এমন সময়ে অকস্মাৎ "হে মোহাম্মদ!" এই শব্দটী তাঁহার কর্ণে প্রতিধ্বনিত হইল। তিনি উপরে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া দেখিলেন, আকাশ ও পৃথিবীর মধ্যস্থলে শূন্যমার্গে একজন জ্যোতির্ম্ময় পুরুষ উপবিষ্ট রহিয়াছেন। তদ্দর্শনে তিনি ভীত হইয়া তৎক্ষণাৎ গৃহে চলিয়া গেলেন। উপর্যুপরি কয়েকবার এরূপ বিস্ময়কর ঘটনা সংঘটিত হওয়ায় একদা তিনি তাঁহার পরম হিতৈষিণী প্রিয়তমা পত্নী—এবং স্বীয় জীবনের সুখ-দুঃখ ও সম্পদ-বিপদের সর্বোত্তমা সঙ্গিনী—রমণীকুল-গৌরব হজরত খাদীজার নিকট উহা প্রকাশ করিলেন। বুদ্ধিমতী বিবি খাদীজা তৎশ্রবণে বুঝিতে পারিলেন যে, নিশ্চয় ইহা তাঁহার মহান্ স্বামীর সম্বন্ধে কোন অলৌকিক ব্যাপারের সুস্পষ্ট পূর্বাভাস। তাই তিনি হজরত রসুলোল্লাকে বলিলেন, আপনি আবদুল্লাহকে (আবু-বকর) সঙ্গে লইয়া বহু-শাস্ত্র-বিদ, জ্ঞানী ও বিচক্ষণ অরাকা-বেন্-নওফেলের নিকট গমন পূর্বক তাঁহাকে এই ব্যাপার বিজ্ঞাপিত করুন। আমার বিশ্বাস, তিনি অবশ্যই আপনাকে এই ঘটনার মর্ম বলিয়া দিতে পারিবেন। অনন্তর হজরত রসুলোল্লা বিবি খাদীজার পরামর্শ অনুযায়ী অরাকার নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে ঐ সকল ঘটনা জানাইলেন। তৎশ্রবণে ঐ ইহুদী-খৃষ্টান-শাস্ত্রজ্ঞ বৃদ্ধ বিজ্ঞ উৎসাহ-ভরে বলিয়া উঠিলেন—"কুদ্দ্ সুন কুদ্দ্ সুন"! তিনি যে "নমুসুল আখবার!"—অর্থাৎ "শুভ, শুভ!—তিনি যে স্বর্গীয় সন্দেশ-বহ জিবরীল!"—(স্প্রিরিট অব ইস্লাম)। অতঃপর তিনি হজরত রসুলোল্লাকে বলিলেন, আবার যখন ঐরূপ অদৃশ্যবাণী আপনার কর্ণগোচর হইবে, তখন আপনি ভীত না হইয়া ঐ জ্যোতির্ম্ময় পুরুষ যাহা বলেন, তাহা স্থিরভাবে শ্রবণ করিবেন। তদনুসারে হজরত রসুলোল্লা পুনরায় প্রান্তর মধ্যে গমনকালে যখন "ইয়া মোহাম্মদ!" অর্থাৎ "হে মোহাম্মদ"—আহ্বান শুনিতে পাইলেন, তিনিও "লাব্বায়কা" অর্থাৎ আমি "উপস্থিত" বলিয়া উত্তর প্রদান করিলেন। এই সময়ে হজরত জিবরীল তাঁহার সন্নিকটে প্রকাশিত হইয়া বলিলেন—"হে মোহাম্মদ, আপনি মানব-জাতির জন্য আল্লার মনোনীত নবী এবং আমি তাহার প্রেরিত জিবরীল ফেরেশ্তা।" অতঃপর তিনি বলিলেন,—"আশ্হাদো আল্-লা-এলাহা ইল্লাল্লাহ, অ-আশ্হাদো আন্না মোহাম্মদান আবদোহু অ-রসুলুহু"—অর্থাৎ [illegible] সাক্ষ্য প্রদান করিতেছি যে, আল্লাহ ব্যতীত কেহই উপাস্য নাই; এবং আমি ইহাও সাক্ষ্য প্রদান করিতেছি যে, নিশ্চয় মোহাম্মদ তাঁহার সেবক ও তাঁহার প্রেরিত-রসুল।" অনন্তর তিনি [illegible] বলুন—"বিস্মিল্লাহের্-রহমানের্ রহিম। আল্-হাম্দু লিল্লাহে রাব্বেল আলামীন"—সুরা ফাতেহা [illegible] আয়ত পর্য্যন্ত।—এৎকান।

মওলানা এয়াকুব চরখী, হজরত আলী এবং হজরত এব্‌ন-আব্বাস হইতেও প্রায় ইহা [illegible] বর্ণনা করিয়াছেন।—তঃ হক্কানী ও আজিজী।

উপরোক্ত বর্ণনা অনুযায়ী সুরা ফাতেহাকেই সর্বপ্রথম প্রত্যাদেশ বলিয়া সুদৃঢ় ধারণ [illegible] অনুকূলে আরও কয়েকটী প্রমাণ পাওয়া যায়। যথা—হজরত উম্ম-সাল্মা হইতে বর্ণি[illegible] হজরত রসুলোল্লা (সঃ) "বিস্মিল্লাহ" হইতে "রব্বেল-আলামীন" পর্য্যন্ত অংশকে সুরা [illegible] আয়ত বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেন (তঃ বয়জবী)। হজরত আবু-হোরেরা হইতেও বর্ণি[illegible] হজরত রসুলোল্লা বলিয়াছেন—"সুরা ফাতেহার সপ্ত আয়তের প্রথম আয়ত বিস্মিল্লা" (তঃ [illegible]ব)

অথচ "বিস্মিল্লাহ" যে কোরান শরিফের সর্ব্বপ্রথম প্রত্যাদেশ, ইহা একরূপ সর্ব্ববাদীসম্মত মত। এ অবস্থায় "বিস্মিল্লার" সহিত সূরা ফাতেহা অবতারণের যে সকল বর্ণনা প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহাতে একরূপ নিশ্চিত প্রতীতি হয় যে, সূরা ফাতেহাই কোরান শরিফের সর্ব্বপ্রথম প্রত্যাদেশ।

অবশ্য "বিসমিল্লাহ" সূরা ফাতেহার অথবা অন্য কোন সূরার অংশ না হওয়া সম্বন্ধেও সুদৃঢ় প্রমাণ রহিয়াছে। কিন্তু বোখারী, মোস্লেম প্রভৃতি যে সমস্ত প্রসিদ্ধ হাদিস-গ্রন্থে সূরা ফাতেহার পরিবর্ত্তে সূরা আ'লাকের প্রথমোক্ত আয়ত-কতিপয়কে কোরান শরিফের সর্ব্বপ্রথম প্রত্যাদেশ বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে, তাহাতে উহার সহিত "বিস্মিল্লাহ" আবতারণের কোন প্রসঙ্গই বর্ণিত হয় নাই। অথচ সূরা ফাতেহার পূর্ব-বর্ণিত "শানে-নজুল" ফাতেহার সহিতই সর্ব্বপ্রথম প্রত্যাদেশ "বিস্মিল্লাহ" অবতীর্ণ হইয়াছিল বলিয়া স্পষ্টতর ভাষায় লিখিত হইয়াছে।—এৎকান।

এতদ্ভিন্ন সূরা ফাতেহাকে সর্বপ্রথম প্রত্যাদেশ না বলিয়া উহার অপেক্ষাকৃত পরবর্ত্তী—তৃতীয় চতুর্থ বা পঞ্চম প্রত্যাদেশ বলিতে স্বভাবতই কয়েকটী প্রশ্ন উপস্থিত হয়। প্রথমতঃ উহার পূর্ব্বে তিন চারিটী সূরা অবতীর্ণ হওয়া সত্ত্বেও হজরত রসুলোল্লাহ কি জন্য হজরত জিবরীলের আহ্বানে ভীত হইয়াছিলেন? দ্বিতীয়তঃ তিনি স্বয়ং নবী হইয়া কি জন্য উহার তত্ত্ব অবগত হইবার জন্য অরাকার নিকট গমন করিয়াছিলেন? বলা বাহুল্য, যে সকল তফসীরকার সূরা ফাতেহাকে তৃতীয়, চতুর্থ বা পঞ্চম] প্রত্যাদেশ বলিয়া মনে করেন, তাঁহারা এই সকল প্রশ্নের উত্তর দিয়াছেন। তাঁহাদের যুক্তি এই যে, হজরত রসুলোল্লাহ আল্লার প্রেরিত এবং মনোনীত নবী হইলেও তিনি মানুষ ছিলেন। সুতরাং নবুয়তের পূর্ণ শক্তি অর্জ্জন করিবার পূর্বে তিনিও মনের স্বাভাবিক দুর্ব্বলতা হইতে সম্পূর্ণ বিমুক্ত ছিলেন না। সেই জন্যই হজরত রসুলোল্লাহ প্রথম প্রথম হজরত জিবরীলের আহ্বানে ভীতি অনুভব করিতেন। অনন্তর সূরা ফাতেহা অবতারণের সঙ্গে সঙ্গে হজরত জিবরীলের প্রমুখাৎ নবুয়তের সুসংবাদ লাভ করিয়া যখন তিনি স্বীয় শক্তি গৌরব ও দায়িত্ব সম্যক উপলব্ধি করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, তখনই তাঁহার পূত পবিত্র অন্তর হইতে সমস্ত সন্দেহ, বিস্ময় ও ভীতি সম্পূর্ণরূপে বিদূরিত হইয়া গিয়াছিল। ইহার পর তিনি আধ্যাত্মিক বা নৈতিক জীবনের আর কখনও ভীতি বা বিস্ময় অনুভব করেন নাই!—তঃ হক্কানী।

দ্বিতীয়তঃ অরাকার নিকট গমনেও হজরত রসুলোল্লার গৌরব বা মাহাত্ম্যের কোনরূপ ব্যতিক্রম হইতে পারে না। কারণ অভিজ্ঞ ও বিচক্ষণ ব্যক্তিগণের নিকট কোন অপরিজ্ঞাত ও বিস্ময়কর ব্যাপারের তত্ত্ব জিজ্ঞাসু হওয়া জগতে নিত্য নৈমিত্তিক ব্যাপার। ইহার মধ্যে ছোট বড় বা ক্ষুদ্র-মহতের ভেদ-বিবেচনার অবকাশ নাই। হজরত রসুলোল্লাহ সেইরূপ ভাবেই অরাকার নিকট গমন করিয়াছিলেন—তাঁহার শিষ্য হইতে অথবা তাঁহার নিকট কোন বিষয় শিক্ষালাভ করিতে গমন করেন নাই। যে সকল খৃষ্টান সমালোচক এ বিষয়ে হজরত রসুলোল্লার প্রতি কটাক্ষ করিয়াছেন, আমরা তাঁহাদিগকে বিনীতভাবে জিজ্ঞাসা করিতে চাই যে, তাহা হইলে হজরত ঈসা প্রচারক যোহনের নিকট বাপ্তাইজ হওয়ার জন্য গমন পূর্ব্বক তৎকর্ত্তৃক দীক্ষা গ্রহণ করিয়া কিরূপে তদপেক্ষা গৌরব ও মর্য্যাদার অধিকারী হইতে পারেন?—ইঞ্জিল, মথি ৩—১৩ হইতে ১৬, এবং মার্ক ১—৯ পদ দ্রষ্টব্য।

১। **আল্-হাম্‌দো**—সমস্ত অথবা সর্ব্ববিধ প্রশংসা। একমাত্র আল্লাহতালার নিকট কৃতজ্ঞতা-স্বীকার এবং তাঁহার গুণাবলী ও প্রশংসা বর্ণনার জন্যই এই পবিত্র শব্দ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। সাধারণতঃ শোকর, মদ্‌হ, সেফাত, সানা ও নায়াত প্রভৃতি শব্দ দ্বারা কৃতজ্ঞতা, প্রশংসা, স্তোত্র ও গুণ-বর্ণন প্রভৃতি পরিব্যক্ত হইয়া থাকে। ধাতুগত অথবা মর্ম্মার্থে বিশেষ পার্থক্য না থাকিলেও তফসীরকারগণ "হাম্‌দ" শব্দকে উপরোক্ত শব্দ-সমূহের সারভাগ বা সমষ্টি বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন: ইহার সহিত কোনরূপ অপ্রকৃত অথবা মন্দভাবের কোনই সম্বন্ধ নাই। ফলতঃ আল্লাহতালা সর্ব্বশক্তিমান এবং সমস্ত সদগুণ ও গৌরবের একমাত্র পরিপূর্ণ আধার বলিয়াই এস্থলে "আল্-হাম্‌দো লিল্লাহ" অর্থাৎ "আল্লার জন্যই সমস্ত প্রশংসা"—এই পবিত্র বাক্যযোগে তৎপ্রতি ভক্ত-হৃদয়ের ভক্তি ও কৃতজ্ঞতা নিবেদিত হইয়াছে।—তঃ বহরুল মুহীত।

প্রসিদ্ধ হাদিস গ্রন্থসমূহে বর্ণিত হইয়াছে যে, "আল্-হাম্‌দো" শব্দটী একাধারে "জেক্‌র" ও শোকর—অর্থাৎ প্রার্থনা ও কৃতজ্ঞতা স্বীকারের পূর্ণ অভিব্যক্তি (বয়হকী)। হজরত

রসুলোল্লাহ (সঃ) বলিয়াছেন—"শ্রেষ্ঠতম স্তোত্র 'লা—এলাহা ইল্লাল্লাহ' এবং শ্রেষ্ঠতম প্রার্থনা আল্‌হাম্‌দো লিল্লাহ' (তেরমজী)।" সহি হাদিসে আরও বর্ণিত হইয়াছে যে, "পরকালে 'আল্‌হাম্‌দো লিল্লাহ' মানবের পুণ্যের পাল্লা পূর্ণ করিয়া দিবে।"—সহি মোসলেম।

রব্ব—প্রতিপালক, প্রভু অথবা স্রষ্টা। এতদ্ভিন্ন অধিপতি, বাদশাহ, কল্যাণ-প্রদাতা, সুপরিচালক, সুবিন্যস্তকারী, উপাস্য এবং পরিপূর্ণকারী প্রভৃতি "রব্ব" শব্দের আরও বহু অর্থ হইতে পারে। কোন মূল বস্তু হইতে রূপান্তরিত বা পরিবর্ত্তিত করিয়া ব্যক্তি বা বস্তু-বিশেষের উন্নতি বিধান এবং পূর্ণতা-সাধনের শক্তি-বৈশিষ্ট্যই "রব্ব" শব্দের প্রকৃত দ্যোতনা। কেহ কেহ বলেন যে, বিশ্বজগতের নিয়ম নিয়ন্ত্রণ, শৃঙ্খলা-সম্পাদন, সুপরিচালন, সুবিন্যস্ত-করণ, প্রতিপালন এবং সংরক্ষণ করার সমস্ত মর্ম্ম একাধারে একমাত্র "রব্ব" শব্দে সুপ্রকাশিত ও পরিব্যক্ত হইয়াছে। কোন কোন তফসীরকার অনুমান করেন যে, আরবী "আব" বা পিতৃশব্দের মূল ধাতু হইতেই "রব্ব" শব্দের উৎপত্তি হইয়াছে। সুতরাং পিতা বা প্রতিপালকই উহার প্রকৃত মর্ম্ম। আল্লামা আলুসী এই মতই সমধিক যুক্তিযুক্ত ও প্রকৃষ্ট বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন।

আলামীন—"আলম" শব্দের বহুবচন। "আলম" শব্দটী "এল্‌ম" ধাতু হইতে নিষ্পন্ন হইয়াছে—উহার অর্থ জানা অথবা পরিজ্ঞাত হওয়া। বিশ্বজগতের প্রত্যেক শ্রেণী বা সমষ্টিকে 'আলম' নামে অভিহিত করা হয়; যেমন মানব, জেন, পৃথিবী, রবি-শশি, নক্ষত্রমালা, উল্কামণ্ডলী ও স্বর্গ-নরক প্রভৃতি। ইহাদের প্রত্যেক শ্রেণী অথবা প্রত্যেকটিই এক একটি 'আলম' স্বরূপ পরিগণিত। এই সমস্ত 'আলমে'র দ্বারা সৃষ্টিকর্ত্তার অস্তিত্বের নিদর্শন অথবা তাঁহার বিদ্যমানতার প্রমাণ পরিজ্ঞাত হওয়া যায় বলিয়া উহার প্রত্যেকটিকে 'আলম' বা 'অবগতি' নামে অভিহিত করা হইয়াছে। বাঙ্গালা ভাষায় বিশ্বজগৎ উহার প্রকৃত প্রতিশব্দ। কেহ কেহ জীবজগৎ বা জাতি-সমূহ—এই দুইটী শব্দকেও "আলামীনের" প্রকৃত মর্ম্ম বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। আবার কেহ কেহ বলেন যে, মানব ও জেন অথবা মানব, জেন ও ফেরেশ্‌তাকুলের সমষ্টি অর্থেই "আলামীন" শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। কিন্তু সমস্ত জগৎ অথবা বিশ্বজগৎই উক্ত শব্দের প্রকৃত মর্ম্ম এবং ইহাই অধিকাংশ তফসীরকারের দৃঢ় অভিমত।—তঃ এব্‌ন-জরীর, বয়জবী ও আজিজী।

আলম-সংখ্যা—"আলামীন" বা "আলম-সমূহের" সংখ্যা কত, তৎসম্বন্ধে বিভিন্ন মত পরিদৃষ্ট হয়। কেহ চতুর্দ্দশ সহস্র, কেহ অষ্টাদশ সহস্র এবং কেহ বা অশিতি সহস্র 'আলম' আছে বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। আবার কেহ কেহ বলেন যে, আলমের সংখ্যা অগণিত ও অসংখ্য। প্রকৃত কথা এই যে, সর্বজ্ঞ আল্লাহ ব্যতীত উহার সঠিক ও প্রকৃত সংখ্যা কেহই অবগত নহে।

সূরা ফাতেহার এই সর্বপ্রথম আয়ত পবিত্র ইস্‌লাম তথা একত্ববাদের সর্বপ্রধান মূল-ভিত্তি। মানবকে প্রথমেই শিক্ষা প্রদান করা হইতেছে যে, সমস্ত প্রশংসা সেই "রব্বোল-আলামীন" আল্লার জন্যই নির্দ্দিষ্ট। তিনিই সমগ্র জগতের প্রতিপালক, পরিচালক ও সংরক্ষক প্রভু। সেই মহান্‌ 'রব্ব' ব্যতীত বিশ্বজগতের উপর আর কাহারও কোনরূপ অধিকার নাই। এই পবিত্র আয়ত দ্বারা অংশীবাদিতা ও পৌত্তলিকার ভিত্তি সমূলে উৎপাটিত করিয়া দেওয়া হইয়াছে। যে সকল অজ্ঞ মানব সৃষ্টি, স্থিতি ও সংহারের ভিন্ন ভিন্ন অধিকারী কল্পনা করিয়া তাহাদের সেই কল্পিত উপাস্যের উপাসনা করে, তাহাদিগকে স্পষ্টতর ভাষায় সর্বপ্রথমেই বলিয়া দেওয়া হইয়াছে যে, একমাত্র আল্লাহ "রব্বোল-আলামীন" ব্যতীত এই বিশ্বজগতের উপর আর কাহারও কোনরূপ আধিপত্য নাই। তিনিই সকলের সৃষ্টিকর্ত্তা, পালনকর্ত্তা, রক্ষাকর্ত্তা ও সংহার-কর্ত্তা। তাঁহার আদেশ ব্যতীত সৃষ্টি, স্থিতি বা প্রলয়ের কোন কার্য্যই সম্পন্ন হইতে পারে না। ফলতঃ এই পবিত্র আয়ত দ্বারা ইহুদী, খৃষ্টান, পৌত্তলিক ও জড়োপাসক প্রভৃতি অংশীবাদী ও ভ্রান্তবিশ্বাসী সম্প্রদায়-সমূহের মতবাদ সম্পূর্ণরূপে খণ্ডিত হইয়া গিয়াছে।—তঃ কবির।

২। **রহমানের-রহিম**—এই শব্দদ্বয়ের অর্থ, মর্ম্ম ও তাৎপর্য ইতিপূর্বেই বর্ণিত হইয়াছে। ফলতঃ পরম করুণাময় আল্লাহতালার অপরীসীম দান, দয়া ও অনুগ্রহের বিভিন্নরূপ অভিব্যক্তিই এই দুইটী শব্দে পরিব্যক্ত হইয়াছে। বিস্‌মিল্লার তফসীর দ্রষ্টব্য।

৩। **মালেক**—অধিপতি, প্রভু, স্বামী অথবা সর্ব্বময় কর্ত্তা। 'মালেক' ও 'মালিক' শব্দদ্বয় একই ধাতু হইতে উৎপন্ন হইলেও "মালিক" শব্দে সাধারণতঃ অধিপতি বা রাজা বুঝা যায়। পক্ষান্তরে "মা-লেক" শব্দে সর্ব্বময়-প্রভু, স্বামী অথবা পূর্ণ অধিকারী নির্দ্দেশিত হইয়া থাকে। সুতরাং "মা-লেক" শব্দের মর্ম্মার্থ এই যে, আল্লাহতালা সাধারণ রাজা বা অধিপতির ন্যায় পক্ষপাতী অথবা অবিচারক নহেন ; বরং তিনি পূর্ণ অধিকারী প্রভু এবং সুমহান্ ন্যায় বিচারক।

ইয়ওম—কাল বা দিবস। সাধারণতঃ সূর্য্যোদয় হইতে সূর্য্যাস্ত পর্য্যন্ত সময়কে "ইয়ওম" বলা হয়। পক্ষান্তরে দিবা, রজনী, মাস, বর্ষ অথবা মুহূর্ত্ত এবং দীর্ঘকাল সময়কেও "ইয়ওম" বলা যাইতে পারে। পবিত্র কোরানে এক মুহূর্ত্ত হইতে পঞ্চাশ সহস্র বৎসর পর্যন্ত সময়কে "ইয়ওম" নামে অভিহিত করা হইয়াছে (৫৫—২৯ এবং ৭০—৪) ; কেহ কেহ বলেন যে, "ইয়ওম অর্থ এক নির্দ্দিষ্ট কাল—উহা যতই অল্প অথবা অধিক হউক।—এমাম রাগেব।

দীন—আরবী ভাষায় "দীন" শব্দের বহু অর্থ আছে ; কিন্তু এস্থলে প্রতিফল প্রদান অথবা বিচার অর্থেই উক্ত শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে।

"মা-লেকে ইয়ওমেদ্দীন" বাক্যের প্রকৃত অর্থ এই যে মহাপ্রলয়ের পর আল্লাহতালা সমস্ত জগদ্বাসীকে সঞ্জীবিত করিয়া তাহাদের কৃতকর্ম্মানুযায়ী প্রতিফল প্রদান করিবেন। পবিত্র কোরানে এই মহাদিবসের পরিমাণ পঞ্চাশ সহস্র বৎসর বলিয়া নির্দ্দেশিত হইয়াছে। এই দিন সকলের অধিকার, আধিপত্য ও ক্ষমতা বিলুপ্ত হইয়া কেবল সেই সর্বশক্তিমান "মালেক" বা সর্বময় প্রভুর ক্ষমতা ও আধিপত্য বিদ্যমান থাকিবে এবং সেদিন প্রত্যেকেই স্ব স্ব কৃতকর্ম্মানুযায়ী প্রতিফল অর্থাৎ শাস্তি বা পুরস্কার প্রাপ্ত হইবে।

৪। এই পবিত্র আয়তটী ইস্‌লামী উপাসনা ও সাহায্য-প্রার্থনার সর্বোৎকৃষ্ট নিদর্শন। ইহাকে মোসলেম জীবন-আদর্শের সারশিক্ষা বলিলেও বলা যাইতে পারে। কারণ এতদ্দ্বারা মানব-জাতিকে শিক্ষা প্রদান করা হইতেছে যে, তোমরা কেবলমাত্র সেই সর্ব্বশক্তিমান অদ্বিতীয় আল্লারই উপাসনা করিবে এবং তাঁহারই নিকট সাহায্যপ্রার্থী হইবে। আল্লাহ ব্যতীত অন্যের উপাসনা করা অথবা অপরের নিকট সাহায্যপ্রার্থী হওয়া সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ। কারণ আল্লাহ ব্যতীত উপাস্য অথবা সাহায্যদাতা আর কেহই নাই। ফলতঃ এই আয়তে যাবতীয় কল্পিত উপাস্যের উপাসনা করা এবং কল্পিত দেব-দেবীগণের নিকট সাহায্যপ্রার্থী হওয়া সম্পূর্ণরূপে অবৈধ ও নিষিদ্ধ হইয়া গিয়াছে। যাহারা আল্লাহতালাকে পরিত্যাগ করিয়া অন্যের উপাসনা বা অপরের নিকটে সাহায্য প্রার্থনা করিবে, তাহারা সকলেই ভ্রান্ত ও বিপথগামী অর্থাৎ ধর্ম্মদ্রোহী কাফের হইয়া যাইবে।

এতদ্ভিন্ন এই আয়তটী মোস্‌লেম-জীবনের শ্রেষ্ঠতম আলোক-বর্ত্তিকা। এতদ্দ্বারা আল্লাহতা'লার নিকট প্রার্থনা করা হইতেছে যে, "আমাদিগকে সরল পথ প্রদর্শন কর। ফলতঃ যে পথে চলিলে সহজে গন্তব্য স্থলে উপস্থিত হওয়া যায়, আলোচ্য আয়তে সেই পথ প্রদর্শনের জন্যই প্রার্থনা করা হইতেছে। বলা বাহুল্য, এই সরল পথই সত্যধর্ম্ম ইস্‌লাম।

৫। **এহ্‌দে**—এই শব্দটী 'হেদায়ত' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন হইয়াছে ; ইহার অর্থ পথ-প্রদর্শন করা অথবা লক্ষ্যস্থলে পৌঁছাইয়া দেওয়া। এস্থলে প্রথমোক্ত অর্থেই এই শব্দটী ব্যবহৃত হইয়াছে।

ছেরাতাল-মোস্তাকীম—সরল পথ। কিন্তু এই সরল পথের মর্ম্ম সম্বন্ধে তফ্‌সীর-কারগণের মধ্যে মতভেদ হইয়াছে। কেহ বলেন—উহার মর্ম্ম ইস্‌লাম ; কেহ বলেন—কোরান এবং কেহ বলেন—সত্য-ধর্ম্ম (তঃ এব্‌ন-জরীর ও এব্‌ন কসীর)। কিন্তু অভিজ্ঞ ও বিচক্ষণ তফ্‌সীরকারগণ পবিত্র ইস্‌লাম এবং সত্যধর্ম্ম—এই উভয়ই ইহার প্রকৃত মর্ম্ম বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।—তফ্‌সীর কবির ও হক্কানী।

৬। **আন্‌য়ামতা**—"এন্‌য়াম" ধাতু হইতে নিষ্পন্ন ; উহার অর্থ অনুগ্রহ অথবা তুষ্টিকর বস্তু। আল্লার এই অনুগ্রহ দুই প্রকার—ইহলৌকিক ও পারলৌকিক। ধর্ম্ম, জ্ঞান, বিদ্যা, বুদ্ধি, স্বাস্থ্য, সৌন্দর্য্য ও ধন-সম্পদ প্রভৃতি ইহলৌকিক অনুগ্রহ এবং আল্লাহতালার সন্তুষ্টি, প্রীতি, স্নেহ, মুক্তি, কল্যাণ ও স্বর্গলাভ প্রভৃতি অনুপমপুরস্কার সমূহ পারলৌকিক অনুগ্রহ।—তঃ বয়জবী।

এই আয়তটী পূর্ববর্ত্তী আয়তের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ। পূর্ববর্ত্তী আয়তে আল্লাহতালার নিকট প্রার্থনা করা হইয়াছে যে, "আমাদিগকে সরল পথ প্রদর্শন কর।" অনন্তর এই আয়তে বলা হইতেছে যে, "তাঁহাদের পথ—যাঁহাদের প্রতি তুমি অনুগ্রহ করিয়াছ।" সুতরাং এই আয়তে স্পষ্টই প্রমাণিত হইতেছে যে, আল্লার অনুগৃহীত ব্যক্তিগণের পথই সরল পথ বা সত্য-ধর্ম্ম। এখন আল্লার অনুগৃহীত ব্যক্তি কাহারা, তাহাই আলোচনা করিয়া দেখা কর্ত্তব্য। আল্লাহতালা স্বয়ং বলিতেছেন, "এবং যাহারা রসুলের অনুসণ করে, তাহারা তাঁহারই সঙ্গে থাকিবে। যাহাদের প্রতি আল্লাহ অনুগ্রহ করিয়াছেন, তাহারা নবীগণ ও সত্যবাদিগণ ও শহিদগণ ও সংকর্ম্মশীলগণ এবং উহারাই উত্তম সহচর।"—কোরান।

উপরোক্ত আয়তে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, নবীগণ, সত্যবাদিগণ ধর্ম্মার্থে আত্মোৎসর্গকারীগণ ও ধর্ম্মপ্রাণ সংকর্ম্মশীলগণের পথই সরল পথ বা সত্য-ধর্ম্ম। পবিত্র ইসলামই এই সকল সত্য-পথের একমাত্র সমন্বয় এবং কোরান শরিফ ঐ পথসমূহের একমাত্র সমুজ্জল স্বর্গীয় প্রদীপ। পক্ষান্তরে ইহাও প্রমাণিত হইতেছে যে, হজরত রসুলোল্লার অনুসরণ করাই সত্যপথগামী হইবার একমাত্র অবলম্বন। আবার হজরত রসুলোল্লার অনুসরণকারীগণের মধ্যে সাহাবা, তাবেয়ীন, শহিদবর্গ, এমামগণ, অলিআল্লাহ ও আলেমবৃন্দই সর্বপ্রধান। সুতরাং এতদ্দ্বারা নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয় যে, বর্ত্তমান সময়ে সত্যধর্ম্ম অথবা প্রকৃত ইসলামের অনুসরণ করিতে হইলে সর্ব্বজন-মান্য এমাম চতুষ্টয় অর্থাৎ বিশ্বব্যাপী চারি মজহাবের অনুসরণ করাই সর্ব্বোত্তম অবলম্বন। কারণ এই চারি মজহাবের মধ্যে যত অধিক সংখ্যক সত্যবাদী, আত্মোৎসর্গকারী ও সংকর্ম্মশীল লোক বিদ্যমান আছেন, জগতের অন্য কোন মজহাব বা ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ের মধ্যে তাহার সহস্রাংশের একাংশও নাই।

৭। এই আয়তের প্রচলিত অনুবাদ সমূহের অধিকাংশই ভ্রমপূর্ণ। অনেকেই "গায়ের" শব্দটীকে পূর্ব্ববর্ত্তী আয়তের "ছিরাত্" শব্দের ব্যতিক্রম মনে করিয়া এই ভ্রম করিয়াছেন। তাঁহারা "গায়ের" শব্দের অনুবাদে "তাহাদের পথ নহে"—লিখিয়াছেন ; কিন্তু "গায়ের" শব্দের প্রকৃত অর্থ "ব্যতীত" এবং আলোচ্য আয়তের "মাগজুব" শব্দের সহিতই উহার প্রকৃত সম্বন্ধ। সুতরাং আমরা ঐ অর্থ ঠিক রাখিয়া যেরূপ অনুবাদ করিয়াছি, তাহাই উক্ত আয়তের প্রকৃত অর্থ।

মাগজুব ও দাল্লীন—কোপগ্রস্ত ও বিভ্রান্ত। আল্লাহতালার কোপগ্রস্ত ও বিভ্রান্ত সম্প্রদায় কাহারা—এ সম্বন্ধে বিভিন্ন মত পরিদৃষ্ট হয়। অবিশ্বাসী ও অংশীবাদী পৌত্তলিক মাত্রই যে আল্লাহতালার কোপগ্রস্ত ও পথভ্রান্ত, তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই। পক্ষান্তরে বিশ্বাসী এবং সত্য-পথের অনুসরণকারী হইয়াও মানব কোপগ্রস্ত ও পথভ্রান্ত হইতে পারে ; যেমন—ইহুদী, খৃষ্টান, শিয়া, ওহাবী, বাহায়ী, বাবী ও কাদিয়ানী প্রভৃতি সম্প্রদায়। এইরূপ "আহ্লে-তাসাউফ" বা "মারফতী" নামধেয় পীর ও ফকির সম্প্রদায়ের অধিকাংশই অভিশপ্ত ও বিপথগামী হইয়া গিয়াছে। সুতরাং এই আয়তের দ্বারা ঐ সকল ভ্রান্ত মতাবলম্বী লোকের পদাঙ্ক অনুসরণ করা সম্পূর্ণ অবৈধ ও নিষিদ্ধ বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে।—তঃ বহরুল মহীত ও আজিজী।

এই আয়তটিও পূর্ব্ববর্ত্তী পঞ্চম আয়তের ব্যাখ্যার শেষ অংশ। ইতিপূর্বে ষষ্ঠ আয়তে প্রার্থনা করা হইয়াছে যে, তুমি যাঁহাদের প্রতি অনুগ্রহ করিয়াছ, আমাদিগকে তাঁহাদের পথ প্রদর্শন কর। অনন্তর এই আয়তে প্রার্থনা করা হইতেছে যে, শুধু তোমার অনুগৃহীতগণের নহে—বরং তোমার অনুগৃহীতগণের মধ্যেও "যাঁহাদের প্রতি কোনরূপ কোপ প্রকাশ করা হয় নাই এবং যাঁহারা পথভ্রান্ত নহে", আমাদিগকে তাহাদেরই অবলম্বিত পথ প্রদর্শন কর।

পবিত্র হাদিসে ইহুদীদিগকে অভিশপ্ত ও কোপগ্রস্ত এবং খৃষ্টানদিগকে বিভ্রান্ত ও বিপথগামী সম্প্রদায় বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে (তঃ এব্‌ন-জরীর ও দোর্রে-মনসুর)। কোন কোন তফ্‌সীরকার বলেন যে, হজরত রসুলোল্লাহ (সঃ) অভিশপ্ত ও বিপথগামী সম্প্রদায়ের উপমা-স্বরূপ কেবলমাত্র ইহুদী ও খৃষ্টান সম্প্রদায়ের উল্লেখ করিয়াছেন ; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে জগতের যাবতীয় অংশীবাদী ভ্রান্ত-মতাবলম্বী সম্প্রদায়ই অভিশপ্ত ও বিপথগামী। এমাম রাজী বলেন যে, "মাগজুব" বা কোপগ্রস্ত শব্দে যাবতীয় "কাফের ও ফাসেক" অর্থাৎ অবিশ্বাসী ও দুষ্কার্য্যকারী

এই আয়তটী পূর্ববর্ত্তী আয়তের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ। পূর্ববর্ত্তী আয়তে আল্লাহতালার নিকট প্রার্থনা করা হইয়াছে যে, "আমাদিগকে সরল পথ প্রদর্শন কর।" অনন্তর এই আয়তে বলা হইতেছে যে, "তাঁহাদের পথ—যাঁহাদের প্রতি তুমি অনুগ্রহ করিয়াছ।" সুতরাং এই আয়তে স্পষ্টই প্রমাণিত হইতেছে যে, আল্লার অনুগৃহীত ব্যক্তিগণের পথই সরল পথ বা সত্য-ধর্ম্ম। এখন আল্লার অনুগৃহীত ব্যক্তি কাহারা, তাহাই আলোচনা করিয়া দেখা কর্ত্তব্য। আল্লাহতালা স্বয়ং বলিতেছেন, "এবং যাহারা রসুলের অনুসণ করে, তাহারা তাঁহারই সঙ্গে থাকিবে। যাহাদের প্রতি আল্লাহ অনুগ্রহ করিয়াছেন, তাহারা নবীগণ ও সত্যবাদিগণ ও শহিদগণ ও সংকর্ম্মশীলগণ এবং উহারাই উত্তম সহচর।"—কোরান।

উপরোক্ত আয়তে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, নবীগণ, সত্যবাদিগন ধর্ম্মার্থে আত্মোৎসর্গকারীগণ ও ধর্ম্মপ্রাণ সংকর্ম্মশীলগণের পথই সরল পথ বা সত্য-ধর্ম্ম। পবিত্র ইসলামই এই সকল সত্য-পথের একমাত্র সমন্বয় এবং কোরান শরিফ ঐ পথসমূহের একমাত্র সমুজ্জ্বল স্বর্গীয় প্রদীপ। পক্ষান্তরে ইহাও প্রমাণিত হইতেছে যে, হজরত রসুলোল্লার অনুসরণ করাই সত্যপথগামী হইবার একমাত্র অবলম্বন। আবার হজরত রসুলোল্লার অনুসরণকারীগণের মধ্যে সাহাবা, তাবেয়ীন, শহিদবর্গ, এমামগণ, অলিআল্লাহ ও আলেমবৃন্দই সর্বপ্রধান। সুতরাং এতদ্দ্বারা নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয় যে, বর্ত্তমান সময়ে সত্যধর্ম্ম অথবা প্রকৃত ইসলামের অনুসরণ করিতে হইলে সর্ব্বজন-মান্য এমাম চতুষ্টয় অর্থাৎ বিশ্বব্যাপী চারি মজহাবের অনুসরণ করাই সর্ব্বোত্তম অবলম্বন। কারণ এই চারি মজহাবের মধ্যে যত অধিক সংখ্যক সত্যবাদী, আত্মোৎসর্গকারী ও সংকর্ম্মশীল লোক বিদ্যমান আছেন, জগতের অন্য কোন মজহাব বা ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ের মধ্যে তাহার সহস্রাংশের একাংশও নাই।

৭। এই আয়তের প্রচলিত অনুবাদ সমূহের অধিকাংশই ভ্রমপূর্ণ। অনেকেই "গায়ের" শব্দটাকে পূর্ব্ববর্ত্তী আয়তের "ছিরাত্" শব্দের ব্যতিক্রম মনে করিয়া এই ভ্রম করিয়াছেন। তাঁহারা "গায়ের" শব্দের অনুবাদে "তাহাদের পথ নহে"—লিখিয়াছেন; কিন্তু "গায়ের" শব্দের প্রকৃত অর্থ "ব্যতীত" এবং আলোচ্য আয়তের "মাগজুব" শব্দের সহিতই উহার প্রকৃত সম্বন্ধ। সুতরাং আমরা ঐ অর্থ ঠিক রাখিয়া যেরূপ অনুবাদ করিয়াছি, তাহাই উক্ত আয়তের প্রকৃত অর্থ।

মাগজুব ও দাল্লীন—কোপগ্রস্ত ও বিভ্রান্ত। আল্লাহতালার কোপগ্রস্ত ও বিভ্রান্ত সম্প্রদায় কাহারা—এ সম্বন্ধে বিভিন্ন মত পরিদৃষ্ট হয়। অবিশ্বাসী ও অংশীবাদী পৌত্তলিক মাত্রই যে আল্লাহতালার কোপগ্রস্ত ও পথভ্রান্ত, তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই। পক্ষান্তরে বিশ্বাসী এবং সত্য-পথের অনুসরণকারী হইয়াও মানব কোপগ্রস্ত ও পথভ্রান্ত হইতে পারে; যেমন—ইহুদী, খৃষ্টান, শিয়া, ওহাবী, বাহায়ী, বাবী ও কাদিয়ানী প্রভৃতি সম্প্রদায়। এইরূপ "আহ্লে-তাসাউফ" বা "মারফতী" নামধেয় পীর ও ফকির সম্প্রদায়ের অধিকাংশই অভিশপ্ত ও বিপথগামী হইয়া গিয়াছে। সুতরাং এই আয়তের দ্বারা ঐ সকল ভ্রান্ত মতাবলম্বী লোকের পদাঙ্ক অনুসরণ করা সম্পূর্ণ অবৈধ ও নিষিদ্ধ বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে।—তঃ বহরুল মহীত ও আজিজী।

এই আয়তটিও পূর্ব্ববর্ত্তী পঞ্চম আয়তের ব্যাখ্যার শেষ অংশ। ইতিপূর্বে ষষ্ঠ আয়তে প্রার্থনা করা হইয়াছে যে, তুমি যাঁহাদের প্রতি অনুগ্রহ করিয়াছ, আমাদিগকে তাঁহাদের পথ প্রদর্শন কর। অনন্তর এই আয়তে প্রার্থনা করা হইতেছে যে, শুধু তোমার অনুগৃহীতগণের নহে—বরং তোমার অনুগৃহীতগণের মধ্যেও "যাঁহাদের প্রতি কোনরূপ কোপ প্রকাশ করা হয় নাই এবং যাঁহারা পথভ্রান্ত নহে", আমাদিগকে তাঁহাদেরই অবলম্বিত পথ প্রদর্শন কর।

পবিত্র হাদিসে ইহুদীদিগকে অভিশপ্ত ও কোপগ্রস্ত এবং খৃষ্টানদিগকে বিভ্রান্ত ও বিপথগামী সম্প্রদায় বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে (তঃ এব্‌ন-জরীর ও দোর্রে-মনসুর)। কোন কোন তফ্‌সীরকার বলেন যে, হজরত রসুলোল্লাহ (দঃ) অভিশপ্ত ও বিপথগামী সম্প্রদায়ের উপমা-স্বরূপ কেবলমাত্র ইহুদী ও খৃষ্টান সম্প্রদায়ের উল্লেখ করিয়াছেন; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে জগতের যাবতীয় অংশীবাদী ভ্রান্ত-মতাবলম্বী সম্প্রদায়ই অভিশপ্ত ও বিপথগামী। এমাম রাজী বলেন যে, "মাগজুব" বা কোপগ্রস্ত শব্দে যাবতীয় "কাফের ও ফাসেক" অর্থাৎ অবিশ্বাসী ও দুষ্কার্য্যকারী

এবং "দাল্লীন" বা পথভ্রান্ত অর্থে "মরদুদ ও মোনাফেক" অর্থাৎ ভ্রান্ত-মতাবলম্বী ও কপট বিশ্বাসী সম্প্রদায় পরিগ্রহণ করা যাইতে পারে।—তঃ কবির।

ঐশী-প্রার্থনার মানবীয় প্রকৃতি

মানব-সৃষ্টির প্রারম্ভ হইতেই মানুষ স্বভাবতঃই সৃষ্টিকর্ত্তার দিকে আকর্ষিত হইতেছে। সেই অদৃশ্য মহাশক্তির স্বরূপ সন্ধানে অসমর্থ হইয়া যাহারা সৃষ্ট-পদার্থকেই আল্লার সদৃশ জ্ঞান করিয়া তাহার উপাসনায় প্রবৃত্ত হয়, তাহারা স্বীয় বিবেক ও বিচারবুদ্ধির বিরুদ্ধাচরণ করে। ঐ সকল লোকে চিরকাল অন্ধকার ও কুসংস্কারে আচ্ছন্ন থাকে এবং তাহাদের আত্মা কখনই সত্যের আলোক বা সুপথ প্রাপ্ত হয় না। এই জন্যই মানব-জাতির হিতার্থে আল্লাহতালা এই সূরায় প্রকৃত উপাস্যের উপাসনা করিবার প্রণালী ব্যক্ত করিতেছেন। আল্লার প্রকৃত স্বরূপ উপলব্ধি করিয়া তাঁহার উপাসনা করাই প্রকৃত প্রার্থনা। সেইজন্যই এই সূরায় পর্য্যায়ক্রমে প্রকৃত প্রার্থনার স্বাভাবিক প্রণালী বিবৃত হইয়াছে।

(১) ভক্ত যখন ভক্তি-প্রণত চিত্তে প্রকৃত আল্লাকে স্মরণ করিয়া তাঁহার গুণকীর্ত্তনের জন্য ব্যাকুল হইয়া পড়ে তখন তাঁহার মুখ হইতে স্বতঃই নির্গত হয়,—"আল্লার জন্যই সমস্ত প্রশংসা।" আবার মানব যখন স্বীয় ক্ষুধা-তৃষ্ণা ও অভাব-অনটনের কথা স্মরণ করিয়া বিশ্বজগতের প্রতি লক্ষ্য করে এবং তাহার ফলে সে যখন বুঝিতে পারে যে, "রব্বোল,আলামীন" আল্লাহতালাই ক্ষুদ্র বৃহৎ সমস্ত জগদ্বাসীকে তাহাদের আহার্য্য ও অন্যান্য আবশ্যকীয় দ্রব্যাদি প্রদান করিয়া প্রতিপালন করিতেছেন, তখন সে কৃতজ্ঞ চিত্তে বলিয়া উঠে--"বিশ্বজগতের প্রতিপালক আল্লার জন্যই সর্ববিধ প্রশংসা!"

(২) ভক্ত-উপাসক অধিকতর নিবিষ্ট চিত্তে ধ্যান-নিরত হইলে যখন আল্লার অসীম দান ও অনন্ত করুণা তাঁহার মানস-পটে প্রতিফলিত হয় এবং যখন সে বুঝিতে পারে যে, আল্লাহ ব্যতীত জগদ্বাসীর প্রতি অনুগ্রহ করিবার আর কেহই নাই এবং তিনি ব্যতীত কেহই তাহাদের অভাব মোচন করিতে পারে না, তখন তাঁহার মুখ দিয়া আপনিই নির্গত হয়—"তিনিই সর্বপ্রদাতা করুণাময়।"

(৩) ইহাতে কোনই সন্দেহ নাই যে, পরকালে এই দায়িত্বপূর্ণ মানব-জীবনের যাবতীয় কর্ম্মফলের বিচার হইবে। সুতরাং উপাসক যখন বুঝিতে পারে যে, সেই বিচারের ফলে তাহাকে পাপের শাস্তি ও পুণ্যের পুরস্কার অবশ্যই ভোগ করিতে হইবে, তখন সে ভয়-ভক্তিতে বলিয়া ফেলে,—"হে আল্লাহ, তুমিই প্রতিফল দিবসের প্রভু!"

(৪) আল্লার মহত্বের সম্মুখে নিজের ক্ষুদ্রত্বকে নত করিয়া উপাসক তাঁহারই উপাসনা করে এবং নিজের দুর্বলতা এবং আল্লাতালার অসীম শক্তি ও করুণা স্মরণ করিয়া সে যখন বুঝিতে পারে যে, তিনি ব্যতীত উপাস্য বা সাহায্যকারী আর কেহই নাই, তখন সে আকুল প্রাণে প্রার্থনা করে:—হে বিশ্বপতি করুণাময়,—"আমরা তোমারই আরাধনা করিতেছি এবং তোমারই নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিতেছি।"

(৫) এই নশ্বর বৈচিত্রপূর্ণ জগতের প্রতি লক্ষ্য করিয়া মানব যখন স্থির করিতে পারে না যে, প্রভুর নিকট কি চাহিবে?—এবং যখন বিশ্বের কণ্টকাকীর্ণ পথ তাহার নয়ন সমক্ষে প্রতিভাত হইয়া তাহাকে কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় করিয়া তুলে, তখন সে সত্য-পথে চলিয়া আকাঙ্ক্ষিত শান্তিধামে উপনীত হইবার আশায় তাঁহারই উপর সমস্ত ভার অর্পণ করিয়া নিবেদন করে—প্রভো! তুমিই "আমাদিগকে সরল পথ প্রদর্শন কর।

(৬) এই কুটিল সংসারে নানা কণ্টকাকীর্ণ পথের মধ্যে সুপথ নির্ণয় করিয়া পদক্ষেপ করিতে হইলে আল্লাহতালার অনুগৃহীত মহাপুরুষগণ যে পথ দিয়া গমন করিয়াছেন, সেই সুপথের অনুসরণ করাই প্রশস্ত ও নিরাপদ। সেইজন্য এই ভাবের বশবর্ত্তী হইয়া উপাসক ধীরচিত্তে প্রার্থনা করে যে, আমাকে "তাহাদের পথে" পরিচালিত কর—"যাহাদের প্রতি তুমি অনুগ্রহ করিয়াছ।"

(৭) যাহা আল্লার অনভিপ্রেত, তদ্রূপ কার্য্য বা উহার কল্পনা করিলে তাঁহার বিরুদ্ধাচরণ করা হয়। ইহাতে পদে-পদে বিড়ম্বিত ও লাঞ্ছিত হইয়া অভিশপ্ত হইতে হয়। পক্ষান্তরে যাহারা আল্লার নির্দ্দিষ্ট পথ পরিত্যাগ করিয়া ভ্রান্ত পথে চলে, তাহাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করিলে কুপথে গিয়া ধ্বংস

এবং "দাল্লীন" বা পথভ্রান্ত অর্থে "মরত্তদ ও মোনাফেক" অর্থাৎ ভ্রান্ত-মতাবলম্বী ও কপট বিশ্বাসী সম্প্রদায় পরিগ্রহণ করা যাইতে পারে।—তঃ কবির।

ঐশী-প্রার্থনার মানবীয় প্রকৃতি

মানব-সৃষ্টির প্রারম্ভ হইতেই মানুষ স্বভাবতঃই সৃষ্টিকর্ত্তার দিকে আকর্ষিত হইতেছে। সেই অদৃশ্য মহাশক্তির স্বরূপ সন্ধানে অসমর্থ হইয়া যাহারা সৃষ্ট-পদার্থকেই আল্লার সদৃশ জ্ঞান করিয়া তাহার উপাসনায় প্রবৃত্ত হয়, তাহারা স্বীয় বিবেক ও বিচারবুদ্ধির বিরুদ্ধাচরণ করে। ঐ সকল লোকে চিরকাল অন্ধকার ও কুসংস্কারে আচ্ছন্ন থাকে এবং তাহাদের আত্মা কখনই সত্যের আলোক বা সুপথ প্রাপ্ত হয় না। এই জন্যই মানব-জাতির হিতার্থে আল্লাহতালা এই স্বরায় প্রকৃত উপাস্যের উপাসনা করিবার প্রণালী ব্যক্ত করিতেছেন। আল্লার প্রকৃত স্বরূপ উপলব্ধি করিয়া তাঁহার উপাসনা করাই প্রকৃত প্রার্থনা। সেইজন্যই এই স্বরায় পর্য্যায়ক্রমে প্রকৃত প্রার্থনার স্বাভাবিক প্রণালী বিবৃত হইয়াছে।

(১) ভক্ত যখন ভক্তি-প্রণত চিত্তে প্রকৃত আল্লাকে স্মরণ করিয়া তাঁহার গুণকীর্ত্তনের জন্য ব্যাকুল হইয়া পড়ে তখন তাঁহার মুখ হইতে স্বতঃই নির্গত হয়,—"আল্লার জন্যই সমস্ত প্রশংসা।" আবার মানব যখন স্বীয় ক্ষুধা-তৃষ্ণা ও অভাব-অনটনের কথা স্মরণ করিয়া বিশ্বজগতের প্রতি লক্ষ্য করে এবং তাহার ফলে সে যখন বুঝিতে পারে যে, "রব্বোল,আলামীন" আল্লাহতালাই ক্ষুদ্র বৃহৎ সমস্ত জগদ্বাসীকে তাহাদের আহার্য্য ও অন্যান্য আবশ্যকীয় দ্রব্যাদি প্রদান করিয়া প্রতিপালন করিতেছেন, তখন সে কৃতজ্ঞ চিত্তে বলিয়া উঠে—"বিশ্বজগতের প্রতিপালক আল্লার জন্যই সর্ববিধ প্রশংসা!"

(২) ভক্ত-উপাসক অধিকতর নিবিষ্ট চিত্তে ধ্যান-নিরত হইলে যখন আল্লার অসীম দান ও অনন্ত করুণা তাঁহার মানস-পটে প্রতিফলিত হয় এবং যখন সে বুঝিতে পারে যে, আল্লাহ ব্যতীত জগদ্বাসীর প্রতি অনুগ্রহ করিবার আর কেহই নাই এবং তিনি ব্যতীত কেহই তাহাদের অভাব মোচন করিতে পারে না, তখন তাঁহার মুখ দিয়া আপনিই নির্গত হয়—"তিনিই সর্বপ্রদাতা করুণাময়।"

(৩) ইহাতে কোনই সন্দেহ নাই যে, পরকালে এই দায়িত্বপূর্ণ মানব-জীবনের যাবতীয় কর্ম্মফলের বিচার হইবে। সুতরাং উপাসক যখন বুঝিতে পারে যে, সেই বিচারের ফলে তাহাকে পাপের শাস্তি ও পুণ্যের পুরস্কার অবশ্যই ভোগ করিতে হইবে, তখন সে ভয়-ভক্তিতে বলিয়া ফেলে,—"হে আল্লাহ, তুমিই প্রতিফল দিবসের প্রভু!"

(৪) আল্লার মহত্বের সম্মুখে নিজের ক্ষুদ্রত্বকে নত করিয়া উপাসক তাঁহারই উপাসনা করে এবং নিজের দুর্বলতা এবং আল্লাতালার অসীম শক্তি ও করুণা স্মরণ করিয়া সে যখন বুঝিতে পারে যে, তিনি ব্যতীত উপাস্য বা সাহায্যকারী আর কেহই নাই, তখন সে আকুল প্রাণে প্রার্থনা করে :—হে বিশ্বপতি করুণাময়,—"আমরা তোমারই আরাধনা করিতেছি এবং তোমারই নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিতেছি।"

(৫) এই নশ্বর বৈচিত্র্যপূর্ণ জগতের প্রতি লক্ষ্য করিয়া মানব যখন স্থির করিতে পারে না যে, প্রভুর নিকট কি চাহিবে?—এবং যখন বিশ্বের কণ্টকাকীর্ণ পথ তাহার নয়ন সমক্ষে প্রতিভাত হইয়া তাহাকে কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় করিয়া তুলে, তখন সে সত্য-পথে চলিয়া আকাঙ্ক্ষিত শান্তিধামে উপনীত হইবার আশায় তাঁহারই উপর সমস্ত ভার অর্পণ করিয়া নিবেদন করে—প্রভো! তুমিই "আমাদিগকে সরল পথ প্রদর্শন কর।

(৬) এই কুটিল সংসারে নানা কণ্টকাকীর্ণ পথের মধ্যে সুপথ নির্ণয় করিয়া পদক্ষেপ করিতে হইলে আল্লাহতালার অনুগৃহীত মহাপুরুষগণ যে পথ দিয়া গমন করিয়াছেন, সেই সুপথের অনুসরণ করাই প্রশস্ত ও নিরাপদ। সেইজন্য এই ভাবের বশবর্ত্তী হইয়া উপাসক ধীরচিত্তে প্রার্থনা করে যে, আমাকে "তাহাদের পথে" পরিচালিত কর—"যাহাদের প্রতি তুমি অনুগ্রহ করিয়াছ।"

(৭) যাহা আল্লার অনভিপ্রেত, তদ্রূপ কার্য্য বা উহার কল্পনা করিলে তাঁহার বিরুদ্ধাচরণ করা হয়। ইহাতে পদে-পদে বিড়ম্বিত ও লাঞ্ছিত হইয়া অভিশপ্ত হইতে হয়। পক্ষান্তরে যাহারা আল্লার নির্দ্দিষ্ট পথ পরিত্যাগ করিয়া ভ্রান্ত পথে চলে, তাহাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করিলে কুপথে গিয়া ধ্বংস

হওয়া অনিবার্য্য; কিন্তু অভিশপ্ত ও পথভ্রান্ত হইতে কে চায়? তাই উপাসক আল্লার ক্রোধ ও শাস্তির কথা স্মরণ করিয়া ভীতি-বিকম্পিত কণ্ঠে প্রার্থনা করে,—হে করুণাময়, আমাদিগকে তাহাদের পথে পরিচালিত কর—"যাহাদের প্রতি কোপ প্রকাশ কর নাই এবং যাহারা পথভ্রান্ত নহে।"

মানব-সন্তান স্বভাবতঃ এইরূপ ভাবে প্রার্থনা করিয়া সর্ব্বপ্রদাতা করুণাময় আল্লার সকাশে নিজ নিজ দুঃখ-বেদনা ও আশা-আকাঙ্ক্ষা নিবেদন করে এবং ভক্তবৎসল আল্লাহতালাও স্বীয় ভক্তের মনস্কামনা পূর্ণ করিয়া থাকেন। যিনি যত অধিক পরিমাণে আল্লার আদেশ পালন করেন, তাঁহার হৃদয় তত অধিক পবিত্র এবং আত্মা তদ্রূপ অধিকতর আলোকিত হয়; ফলে তাঁহার প্রার্থনাও তত অধিক পরিমাণে পরিগৃহীত হইয়া থাকে।

নামাজে সূরা ফাতেহা

নামাজে সূরা ফাতেহা পাঠ করা ওয়াজেব বা অবশ্য কর্ত্তব্য। প্রত্যেক রাকাতে সূরা ফাতেহা পড়িয়া তৎসহ অন্য সূরা অথবা অতিপয় আয়ত পাঠ করিতে হয়। হজরত রসুলোল্লাহ (সঃ) বলিয়াছেন—"যে ব্যক্তি সূরা ফাতেহা না পড়িয়া নামাজ পড়িল, তাহার নামাজ অসম্পূর্ণ।" উপরোক্ত হাদিসে স্পষ্টই প্রমাণিত হয় যে, নামাজে সূরা ফাতেহা পাঠ করা একান্ত কর্ত্তব্য; অন্যথায় তাহার নামাজ পূর্ণ হইবে না।

একাকী নামাজ পড়িতে হইলে প্রত্যেক রাকাতে সূরা ফাতেহার সহিত অন্য সূরা অথবা উহার অংশ বিশেষ পাঠ করিতে হইবে। কিন্তু জামাতে নামাজ পড়া হইলে কেবলমাত্র এমামই সকলের প্রতিনিধি স্বরূপ সূরা ফাতেহা এবং অন্যান্য সূরা বা উহার অংশবিশেষ পাঠ করিবেন। মোক্তাদিগণ নীরবে অবস্থান করিবেন অথবা এমাম সুস্পষ্ট স্বরে কোরান পাঠ করিলে তাহা ভক্তিভরে শ্রবণ করিবেন। কোন কোন সম্প্রদায় মোক্তাদীর পক্ষেও সূরা ফাতেহা পাঠ করা ওয়াজেব বা অত্যাবশ্যক বলিয়া থাকেন। কিন্তু উহা পবিত্র কোরান ও হাদিসের স্পষ্টতর আদেশের প্রতিকূল ও যুক্তিবিরুদ্ধ।—হানাফী ফেকাহ-গ্রন্থ দ্রষ্টব্য।

সূরা ফাতেহা পড়া শেষ হইলে অস্পষ্ট স্বরে "আমীন" বলিতে হয়। বলা বাহুল্য, ইহা একটি প্রার্থনা সূচক শব্দ। কোন কোন সম্প্রদায় উচ্চৈঃস্বরে "আ—মী—ন" বলিয়া থাকেন। কিন্তু অস্পষ্ট স্বরে "আমীন" বলাই সর্ব্বাপেক্ষা প্রশস্ত ও সমীচীন মত। কারণ পবিত্র কোরানে নীরবে এবং অস্পষ্ট স্বরে প্রার্থনা করাই সমর্থিত হইয়াছে।—ফেকাহ গ্রন্থ দ্রষ্টব্য।

সূরা ফাতেহার গৌরব মাহাত্ম্য

হজরত রসুলোল্লাহ বলিয়াছেন—"সূরা ফাতেহা কোরান শরিফের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সূরা। তওরাত, জবুর ও ইঞ্জিলে ইহার তুল্য কোনই সূরা অবতীর্ণ হয় নাই।" আরও উক্ত হইয়াছে—"কোরান-শরিফ সমস্ত স্বর্গীয় গ্রন্থের সার এবং সূরা ফাতেহা সমগ্র কোরান শরিফের সার।" "যে ব্যক্তি সূরা ফাতেহা পাঠ করিল, সে যেন সমগ্র তওরাত, জবুর, ইঞ্জিল ও কোরান শরিফ পাঠ করিল; এবং যে ব্যক্তি সূরা ফাতেহার তফ্‌সীর জানিল, সে যেন সমগ্র কোরান শরিফের তফ্‌সীর অবগত হইল।" হজরত রসুলোল্লাহ হইতে আরও বর্ণিত হইয়াছে যে,—সূরা ফাতেহার কল্যাণে সর্ব্ব-প্রকার বিষ বিনষ্ট হইয়া যায়। উক্ত সূরা কোরান শরিফের মূল এবং প্রত্যেক পীড়ার আরোগ্যকারী মহৌষধ।"—তঃ কবির।

হজরত রসুলোল্লাহ স্বর্গীয় ফেরেশ্‌তা কর্ত্তৃক সুসংবাদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন যে, তিনি আল্লাহতালা কর্ত্তৃক দুইটী সমুজ্জ্বল জ্যোতি প্রাপ্ত হইয়াছেন—যাহা তৎপূর্ব্বে আর কোন নবীই প্রাপ্ত হন নাই। উহার একটী সূরা ফাতেহা এবং অন্যটী সূরা বকরার কতিপয় শেষ আয়ত। তঃ খাজেন।

এতদ্ভিন্ন বিভিন্ন সূত্রে সূরা ফাতেহার কল্যাণে সর্প বিষ বিনষ্ট হওয়া, মৃগী-রোগ আরোগ্য হওয়া, দুরারোগ্য ব্যাধি সমূহের উপশম হওয়া এবং মনস্কামনা পূর্ণ হওয়ার বহু বিশদ বর্ণনা প্রাপ্ত হওয়া যায়। বিস্তৃতি ভয়ে সে সকল বর্ণনা পরিত্যক্ত হইল।—তঃ বায়ানুল কোরান দ্রষ্টব্য।

মদিনায় অবতীর্ণ	২। সূরা বকর—البقرة	২৮৬ আয়ত

১ম রুকু—ইস্‌লামের মূল-নীতি

সর্ব্ব প্রদাতা করুণাময় আল্লার নামে   بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

১। আলিফ-লাম-মিম। ২। ইহা ঐ গ্রন্থ,   ١- الٓمّٓ ۚ ٢- ذٰلِكَ الْكِتٰبُ

বকর :—“বকর” বা “বাকারাহ” শব্দের অর্থ গরু। এই সূরার মধ্যে ইহুদী জাতির গোবৎস-পূজার তীব্র প্রতিবাদ এবং হজরত মূসা কর্তৃক গো-কোরবানী প্রথা প্রবর্ত্তনের প্রসঙ্গ রহিয়াছে বলিয়াই ইহা “বকর” বা “গরু” নামে অভিহিত হইয়াছে। আল্লাহতালার সৃষ্ট জীব-কুলের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ মানব কর্তৃক কল্পিত উপাস্যের উপাসনার ন্যায় নিকৃষ্ট জীব-জন্তুর পূজা অর্চ্চনার অসঙ্গতি ও অবৈধতা বিশেষভাবে প্রদর্শন-কল্পে—উপরোক্ত বিষয়ের সমাবেশ হেতু আলোচ্য সূরার নামকরণ যে সবিশেষ সমীচীন হইয়াছে, তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই।—কোরান ২—৫১ হইতে ৬৭ আয়ত।

সূরা বকর কোরান শরিফের সর্ববৃহৎ সূরা। এই সূরায় ৪০ রুকু, ২৮৬ আয়ত, ৬০২১ শব্দ এবং ২৫৫০০ অক্ষর আছে। পবিত্র কোরানের সর্ববৃহত আয়ত এই সূরার মধ্যেই বিরাজ করিতেছে। বিশেষতঃ, এই সূরায় যত অধিক শরীয়তের রীতি-নীতি ও আদেশ-নিষেধ বর্ণিত হইয়াছে, অন্য কোন সূরাতেই তত বর্ণিত হয় নাই। সহি হাদিস-গ্রন্থসমূহ পাঠে অবগত হওয়া যায় যে, হজরত রসুলোল্লার জীবনেই এই সূরার নাম ও খ্যাতি বিশেষরূপে প্রচারিত হইয়া সর্ব্বত্র সিদ্ধি লাভ করিয়াছিল।—তঃ হক্কানী।

শানে-নজুল :—এই পবিত্রতম সূরা পুণ্যভূমি মদিনা নগরীতে অবতীর্ণ হইয়াছিল। হজরত রসুলোল্লাহ (সঃ) অবিশ্বাসী অরাতিকুলের অত্যাচারে প্রিয়তম জন্মভূমি পবিত্র মক্কাধাম পরিত্যাগ করিয়া পুণ্যভূমি মদিনায় শুভাগমন করিবার পর যখন ইস্‌লামের স্বর্গীয় জ্যোতি চতুর্দ্দিকে বিকীর্ণ হইতেছিল, তখন অবিশ্বাসী কোরেশদিগের সহিত আরববাসী ইহুদী, খৃষ্টান ও ক্ষীণবিশ্বাসী “মোনাফেক” বা কপটকুল ঈর্ষাবশে ইস্‌লামের নানারূপ অযথা অপবাদ ও কুৎসা প্রচার এবং প্রত্যাদিষ্ট স্বর্গীয় গ্রন্থ কোরান শরিফের প্রতি নানারূপ সন্দেহ-সূচক দোষারোপ করিতে প্রবৃত্ত হয়। সেই সময়ে সর্বশক্তিমান আল্লাহতালা অবিশ্বাসী ধর্ম্মদ্রোহীদিগের সমস্ত অপবাদ ও সন্দেহের মূলোচ্ছেদ করতঃ পবিত্র কোরানের স্বর্গীয় সত্যতা, সত্যধর্ম্ম ইস্‌লামের অনাবিল পবিত্রতা এবং অবিশ্বাসী অংশীবাদীকুলের ভ্রান্তি ও কপটতা ঘোষণা করিয়া এই সূরা অবতীর্ণ করেন। ফলতঃ অন্ধযুগের অমানিশা অপসারিত হইয়া ইস্‌লামের নবজীবন ও উন্নতির শুভাশীর্ব্বাদ-সিক্ত সুপ্রভাতেই এই মহান্‌ ও পবিত্রতম সুবৃহৎ সূরা অবতীর্ণ হইয়াছিল।—তঃ হক্কানী।

১। **আলিফ লাম-মিম :**—এই বিশিষ্ট বর্ণত্রয় একটি আয়ত স্বরূপ পরিগণিত হইয়া থাকে। সমগ্র কোরান শরিফের মধ্যে উনত্রিশটি সূরার প্রারম্ভে এইরূপ বিভিন্ন বর্ণাবলী পরিদৃষ্ট হয়। এই শ্রেণীর বিশিষ্ট বর্ণাবলীকে “আল্‌ হরফুল-মোকাত্তা” এবং সাধারণতঃ “মোকাত্তায়াত” বলা হয়। উহার অর্থ ব্যবচ্ছেদক বা বিকর্ত্তিত বর্ণমালা। উহা কোথাও পূর্ণ আয়ত এবং কোথাও-বা অসম্পূর্ণ আয়ত-রূপে ব্যবহৃত হইয়াছে। ঐ সকল বর্ণের ব্যবহার এবং উহার অর্থ ও মর্ম্ম সম্বন্ধে

২য় আয়তের তফ্‌সীর পর-পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

যাহার মধ্যে কোনই সন্দেহ নাই; ইহা ধর্ম্মভীরুগণের জন্য পথ-প্রদর্শক। لَا رَيْبَ فِيْهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِيْنَ

তফসীরকারগণ বিভিন্ন মত অবলম্বন করিয়াছেন। হজরত আবু-বকর সিদ্দিক হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, "ঐ সকল ব্যবচ্ছেদক বর্ণের মধ্যে কোরান শরিফের নিগূঢ় তত্ত্ব নিহিত রহিয়াছে।" হজরত আলি মোর্ত্তাজা বলিয়াছেন—"প্রত্যেক প্রত্যাদিষ্ট স্বর্গীয় গ্রন্থে এমন কতকগুলি নিগূঢ় বিষয় আছে, যাহার জ্ঞান কেবল সর্বজ্ঞ আল্লাহতালার নিকটেই সংরক্ষিত। কোরান শরিফের ব্যবচ্ছেদক বর্ণসমূহ ঐ নিগূঢ় তত্ত্বজ্ঞানের স্বর্গীয় আধার।" হজরত এবনে-আব্বাস (রাঃ) বলিয়াছেন—"অভিজ্ঞ আলেমগণ ঐ সকল বর্ণের মর্ম্ম উদ্‌ঘাটনে সম্পূর্ণ অসমর্থ হইয়াছেন। হাদিস শরিফের সাহায্যে উহার অর্থ করিতে গিয়া কেহই একমত হইতে পারেন নাই। সুতরাং প্রকৃত কথা এই যে, সর্বজ্ঞ আল্লাহতালা এবং তাঁহার প্রিয়তম রসুল ব্যতীত ঐ সকল বর্ণের প্রকৃত মর্ম্ম আর কেহই অবগত হইতে পারেন নাই।"—তঃ কবির।

কোন কোন অভিজ্ঞ তফসীরকার অনুমান করেন যে, বিভিন্ন শব্দের পরিবর্ত্তেই আলোচ্য বর্ণাবলী ব্যবহৃত হইয়াছে। কারণ আরবী সাহিত্যের মধ্যে ঐরূপ বর্ণ-ব্যবহার পরিদৃষ্ট হয়। হজরত এবনে-আব্বাস এই মতের পক্ষপাতী অথবা প্রবর্ত্তক। তিনি "আলিফ-লাম-মিম" অর্থে "আনা আল্লাহো আলামু" অর্থাৎ "আমিই অভিজ্ঞ আল্লাহ" বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। কেহ কেহ বলেন যে, উহার অর্থ "আনা লতিফ মাবুদ" অর্থাৎ "আমিই পবিত্রতম উপাস্য।" আবার কেহ কেহ বলেন যে, উক্ত বর্ণত্রয়ের মর্ম্ম আল্লাহ, মোহাম্মদ ও জিবরীল"—অর্থাৎ আল্লাহতালা জিবরীল ফেরেশ্‌তা কর্ত্তৃক মোহাম্মদের (সঃ) উপর কোরান শরিফ অবতীর্ণ করিয়াছেন। পক্ষান্তরে কেহ কেহ বলেন যে, "আলিফ" অর্থ আনা, আহাদ, আজালী, আবাদী ও আউয়ল-আখের—অর্থাৎ আমি, অদ্বিতীয় অসীম, অনন্ত ও আদি-অন্ত; "লাম" অর্থ আল্লাহ লতিফ অর্থাৎ সূক্ষ্মদর্শী আল্লাহ; এবং "মিম" অর্থ মিন্নি, মজীদ, মাবুদ ও মালেক—অর্থ আমাতে, মহিমময়, উপাস্য ও প্রভু। ফলতঃ "আলিফ-লাম-মিমের" এইরূপ আরও বহু আনুমানিক অর্থ আছে—তঃ এবন-জরীর, কবির ও বহরুল মহীত দ্রষ্টব্য।

কতিপয় তফসীরকার আলোচ্য বর্ণত্রয়কে আল্লাহতালার নাম, কোরান শরিফের নাম, সুরা সমূহের নাম অথবা বিশিষ্ট সাঙ্কেতিক চিহ্ন বলিয়াও অনুমান করিয়াছেন; কিন্তু উহা অনুমান মাত্র। সুবিখ্যাত সেল, রডওয়েল, পামার, গোল্ডসেক ও নলড্রেক-প্রমুখ কোরান শরিফের খৃষ্টান অনুবাদকগণ লিখিয়াছেন যে, ঐ সকল বর্ণাবলী কোরানের অংশ নহে; বরং উহা কোরান-লেখকগণের নামের আদ্যাক্ষর অথবা সাঙ্কেতিক চিহ্ন মাত্র। এতদ্ভিন্ন তাঁহারা আরও অনেক ভ্রান্ত কল্পনার আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু ইউরোপীয় লেখকেরা বোধ হয় ভুলিয়া গিয়াছিলেন যে, আরবী ভাষায় ইংরেজীর অনুরূপ আদ্যাক্ষর দ্বারা নাম লিখিবার প্রথা কোন কালেও প্রচলিত ছিল না এবং হাদিস, তফসীর ও ইতিহাসে তাঁহাদের ঐ সকল অদ্ভুত কল্পনার কোনই প্রমাণ নাই।

২। **জালেকা**॥—ইহা, এই অথবা, ঐ। কোন সন্নিকটবর্ত্তী অথবা সুদূরবর্ত্তী নির্দ্দিষ্ট বিষয় বা বস্তুকে নিশ্চিতরূপে নির্দ্দেশ করিবার জন্যই "জালেকা" শব্দ ব্যবহৃত হইয়া থাকে—তঃ কবির।

আল্‌-কেতাব:—"কাতব" ধাতু হইতে নিষ্পন্ন; এস্থলে "আল্ কেতাব" অর্থে বিশেষভাবে কোরান শরিফ নির্দ্দেশিত হইয়াছে। এতদ্দ্বারা স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হইতেছে যে, পবিত্র কোরান প্রথম হইতেই লিখিত গ্রন্থাকারে সযত্নে সুরক্ষিত হইয়াছিল। অনন্তর হজরত আবু-বকর এবং তৎপর হজরত ওসমানের সময়ে হজরত জয়েদ কর্ত্তৃক শৃঙ্খলা সহকারে সঙ্কলিত হইয়া প্রকাশিত হয়।

মোত্তাকীন:—"মোত্তাকী" শব্দের বহুবচন। "আকিয়া" বা "তাকওয়া" হইতে উক্ত শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে; উহার অর্থ অতিরিক্ত রক্ষণাবেক্ষণ বা ভীতি। যাহারা ধর্ম্মের নির্দ্দেশ অনুসারে অধর্ম্ম, অনাচার ও পাপ কার্য্য এবং তজ্জনিত শাস্তির ভয় করিয়া নিজেকে সতর্কতার সহিত সুরক্ষিত করে ও সংযমী হয়, তাহাদিগকেই "মোত্তাকী" বা পরহেজগার বলে। উহার বাঙ্গালা অর্থ শঙ্কিত অথবা সংযমী। কিন্তু ধাতুগত মূলধর্ম্মের প্রতি লক্ষ্য করিয়া "মোত্তাকী" শব্দের অনুবাদে 'ধর্ম্মভীরু' লিখিত হইয়াছে।

যাহার মধ্যে কোনই সন্দেহ নাই ; ইহা ধর্ম্মভীরুগণের জন্য পথ-প্রদর্শক।

لَا رَيْبَ ۛ فِيْهِ ۛ هُدًى لِّلْمُتَّقِيْنَ ۝٢

তফসীরকারগণ বিভিন্ন মত অবলম্বন করিয়াছেন। হজরত আবু-বকর সিদ্দিক হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, "ঐ সকল ব্যবচ্ছেদক বর্ণের মধ্যে কোরান শরিফের নিগূঢ় তত্ত্ব নিহিত রহিয়াছে।" হজরত আলি মোর্ত্তাজা বলিয়াছেন—"প্রত্যেক প্রত্যাদিষ্ট স্বর্গীয় গ্রন্থে এমন কতকগুলি নিগূঢ় বিষয় আছে, যাহার জ্ঞান কেবল সর্ব্বজ্ঞ আল্লাহতালার নিকটেই সংরক্ষিত। কোরান শরিফের ব্যবচ্ছেদক বর্ণসমূহ ঐ নিগূঢ় তত্ত্বজ্ঞানের স্বর্গীয় আধার।" হজরত এবনে-আব্বাস (রাঃ) বলিয়াছেন—"অভিজ্ঞ আলেমগণ ঐ সকল বর্ণের মর্ম্ম উদ্ঘাটনে সম্পূর্ণ অসমর্থ হইয়াছেন। হাদিস শরিফের সাহায্যে উহার অর্থ করিতে গিয়া কেহই একমত হইতে পারেন নাই। সুতরাং প্রকৃত কথা এই যে, সর্ব্বজ্ঞ আল্লাহতালা এবং তাঁহার প্রিয়তম রসুল ব্যতীত ঐ সকল বর্ণের প্রকৃত মর্ম্ম আর কেহই অবগত হইতে পারেন নাই।"—তঃ কবির।

কোন কোন অভিজ্ঞ তফসীরকার অনুমান করেন যে, বিভিন্ন শব্দের পরিবর্ত্তেই আলোচ্য বর্ণাবলী ব্যবহৃত হইয়াছে। কারণ আরবী সাহিত্যের মধ্যে ঐরূপ বর্ণ-ব্যবহার পরিদৃষ্ট হয়। হজরত এবনে-আব্বাস এই মতের পক্ষপাতী অথবা প্রবর্ত্তক। তিনি "আলিফ-লাম-মিম" অর্থে "আনা আল্লাহো আলামু" অর্থাৎ "আমিই অভিজ্ঞ আল্লাহ" বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। কেহ কেহ বলেন যে, উহার অর্থ "আনা লতিফ মাবুদ" অর্থাৎ "আমিই পবিত্রতম উপাস্য।" আবার কেহ কেহ বলেন যে, উক্ত বর্ণত্রয়ের মর্ম্ম আল্লাহ, মোহাম্মদ ও জিবরীল"—অর্থাৎ আল্লাহতালা জিবরীল ফেরেশ্‌তা কর্ত্তৃক মোহাম্মদের (সঃ) উপর কোরান শরিফ অবতীর্ণ করিয়াছেন। পক্ষান্তরে কেহ কেহ বলেন যে, "আলিফ" অর্থ আনা, আহাদ, আজালী, আবাদী ও আউয়ল-আখের—অর্থাৎ আমি, অদ্বিতীয় অসীম, অনন্ত ও আদি-অন্ত ; "লাম" অর্থ আল্লাহ লতিফ অর্থাৎ সূক্ষ্মদর্শী আল্লাহ ; এবং "মিম" অর্থ মিন্নি, মজীদ, মাবুদ ও মালেক—অর্থ আমাতে, মহিমময়, উপাস্য ও প্রভু। ফলতঃ "আলিফ-লাম-মিমের" এইরূপ আরও বহু আনুমানিক অর্থ আছে—তঃ এবন-জরীর, কবির ও বহরুল মহীত দ্রষ্টব্য।

কতিপয় তফসীরকার আলোচ্য বর্ণত্রয়কে আল্লাহতালার নাম, কোরান শরিফের নাম, সুরা সমূহের নাম অথবা বিশিষ্ট সাঙ্কেতিক চিহ্ন বলিয়াও অনুমান করিয়াছেন ; কিন্তু উহা অনুমান মাত্র। সুবিখ্যাত সেল, রডওয়েল, পামার, গোল্ডসেক ও নলড্রেক-প্রমুখ কোরান শরিফের খৃষ্টান অনুবাদকগণ লিখিয়াছেন যে, ঐ সকল বর্ণাবলী কোরানের অংশ নহে ; বরং উহা কোরান-লেখকগণের নামের আদ্যাক্ষর অথবা সাঙ্কেতিক চিহ্ন মাত্র। এতদ্ভিন্ন তাঁহারা আরও অনেক ভ্রান্ত কল্পনার আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু ইউরোপীয় লেখকেরা বোধ হয় ভুলিয়া গিয়াছিলেন যে, আরবী ভাষায় ইংরেজীর অনুরূপ আদ্যাক্ষর দ্বারা নাম লিখিবার প্রথা কোন কালেও প্রচলিত ছিল না এবং হাদিস, তফসীর ও ইতিহাসে তাঁহাদের ঐ সকল অদ্ভুত কল্পনার কোনই প্রমাণ নাই।

২। **জালেকা** ॥—ইহা, এই অথবা ঐ। কোন সন্নিকটবর্ত্তী অথবা সুদূরবর্ত্তী নির্দ্দিষ্ট বিষয় বা বস্তুকে নিশ্চিতরূপে নির্দ্দেশ করিবার জন্যই "জালেকা" শব্দ ব্যবহৃত হইয়া থাকে—তঃ কবির।

আল্‌-কেতাব :—"কাতব" ধাতু হইতে নিষ্পন্ন ; এস্থলে "আল্ কেতাব" অর্থে বিশেষভাবে কোরান শরিফ নির্দ্দেশিত হইয়াছে। এতদ্দ্বারা স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হইতেছে যে, পবিত্র কোরান প্রথম হইতেই লিখিত গ্রন্থাকারে সযত্নে সুরক্ষিত হইয়াছিল। অনন্তর হজরত আবু-বকর এবং তৎপর হজরত ওসমানের সময়ে হজরত জয়েদ কর্ত্তৃক শৃঙ্খলা সহকারে সঙ্কলিত হইয়া প্রকাশিত হয়।

মোত্তাকীন :—"মোত্তাকী" শব্দের বহুবচন। "আকিয়া" বা "তাকওয়া" হইতে উক্ত শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে ; উহার অর্থ অতিরিক্ত রক্ষণাবেক্ষণ বা ভীতি। যাহারা ধর্ম্মের নির্দ্দেশ অনুসারে অধর্ম্ম, অনাচার ও পাপ কার্য্য এবং তজ্জনিত শাস্তির ভয় করিয়া নিজেকে সতর্কতার সহিত সুরক্ষিত করে ও সংযমী হয়, তাহাদিগকেই "মোত্তাকী" বা পরহেজগার বলে। উহার বাঙ্গালা অর্থ শঙ্কিত অথবা সংযমী। কিন্তু ধাতুগত মূলধর্ম্মের প্রতি লক্ষ্য করিয়া "মোত্তাকী" শব্দের অনুবাদে 'ধর্ম্মভীরু' লিখিত হইয়াছে।

৩। যাহারা অদৃশ্যে বিশ্বাস-স্থাপন করে　٣- الَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِالْغَيْبِ

জালেকাল-কেতাব—"ইহা ঐগ্রন্থ" এই বাক্য দ্বারা কোন বিশেষ গ্রন্থকে নির্দ্দেশ করা হইতেছে। বলা বাহুল্য, কোরান শরিফই ঐ বিশিষ্ট গ্রন্থ। আল্লাহতালা বলিতেছেন ঃ—আমি তওরাত, জবুর ও ইঞ্জিলে—"তাঁহার মুখে আমার বাক্য দিব" এবং তিনি তাঁহার দক্ষিণ হস্তে উজ্জ্বল ব্যবস্থা লইয়া পুণ্যাত্মা-দল সহ আসিবেন" (তওরাত—৫ম পুস্তক) প্রভৃতি বাক্যযোগে জগদ্বাসীকে যে মহাগ্রন্থের সুসংবাদ প্রদান করিয়াছি এবং তোমাদিগকে 'লওহো-মাহফুজ' বা সুরক্ষিত ফলকে লিখিত যে স্বর্গীয় গ্রন্থের সুসংবাদ প্রদান করা হইয়াছে, ইহা সেই মহাগ্রন্থ। উপরোক্ত বাক্যংশের এরূপ অর্থও হইতে পারে যে, আমি স্বীয় প্রিয়তম প্রেরিত-পুরুষ মোহাম্মদের (সঃ) উপর যে মহাগ্রন্থ অবতারণ করিব বলিয়া প্রতিশ্রুত হইয়াছিলাম (সূরা মোজ্জাম্মেল), ইহা সেই স্বর্গীয় গ্রন্থ—যাহা এক্ষণে সঙ্কলিত ও লিপিবদ্ধ হইয়া তোমাদের সমক্ষে পঠিত হইতেছে। ফলতঃ "জালেকাল-কেতাব" অর্থে আল্লাহতালা স্বীয় পবিত্র-বাণী কোরান শরিফকেই নির্দ্দেশ করিয়াছেন।—তঃ এব্‌নে আব্বাস।

লা-রায়বা-ফিহে—"ইহার মধ্যে কোনই সন্দেহ নাই"—এই কথার মর্ম্ম এই যে, মানব-রচিত পুস্তকের ন্যায় এই প্রত্যাদিষ্ট গ্রন্থে কোনই সন্দেহ বা ভ্রান্তি নাই। ভুল-ত্রুটী এমন কি উহার সম্ভাবনা হইতেও এই গ্রন্থখানি বিমুক্ত। দেশ-কাল-পাত্র ভেদে অন্যান্য গ্রন্থের যেরূপ পরিবর্ত্তন, পরিবর্জ্জন বা পরিবর্দ্ধন হওয়া সম্ভবপর, এই গ্রন্থ অর্থাৎ কোরান শরিফ সম্বন্ধে সেরূপ কোনই আশঙ্কা নাই। কারণ আল্লাহতালা স্বয়ং বলিতেছেন—"নিশ্চয় আমি এই উপদেশ-গ্রন্থ অবতারণ করিয়াছি এবং আমি ইহার সংরক্ষক" (কোঃ ১৫—৯) ফলতঃ কোরান শরিফ অবতারণের প্রারম্ভ হইতে অদ্যাবধি লক্ষ লক্ষ হাফেজের স্মৃতি ফলকে যেরূপ অবিকৃতভাবে ঐ গ্রন্থ সুরক্ষিত হইয়া আসিতেছে, তাহা অতীব বিস্ময়কর! জগতের অন্য কোন ধর্ম্মাবলম্বীর ধর্ম্মগ্রন্থের বিশুদ্ধতা রক্ষা করিবার এইরূপ কোনই সুব্যবস্থা নাই।

হোদাল্লিল মোত্তাকীন—আল্লাহতালা পবিত্র কোরান সম্বন্ধে প্রথমে বলিয়াছেন, "ইহা ঐগ্রন্থ যাহার মধ্যে কোনই সন্দেহ নাই।" অতঃপর ঐ সঙ্গে সঙ্গেই বলিতেছেন যে, "ইহা ধর্ম্মভীরুগণের জন্য পথ প্রদর্শক।" কোরান শরিফ সমস্ত জগদ্বাসীর জন্য পথ-প্রদর্শনকারী স্বর্গীয় ধর্ম্মগ্রন্থ। কিন্তু এস্থলে উহাকে "ধর্ম্মভীরুগণের জন্য পথ-প্রদর্শক" বলার তাৎপর্য্য এই যে, যাহারা এই স্বর্গীয় গ্রন্থের সত্যতা স্বীকার করিয়া নতশিরে ইহার আদেশ-নিষেধ পালনে ব্রতী হন, সেই সকল ধর্ম্মপ্রাণ ব্যক্তিবর্গই এতদ্দ্বারা সত্যধর্ম্ম ও সুপথ প্রাপ্ত হইয়া ইহার সুফল ভোগ করিয়া থাকেন। পক্ষান্তরে অবিশ্বাসী কাফের ও কপটকুল ইহা দ্বারা কোনই সুফল প্রাপ্ত হয় না। সেই জন্য অথবা ধর্ম্মপ্রাণ ব্যক্তিগণের প্রশংসা করিবার উদ্দেশ্যই আল্লাহতালা কোরান শরিফকে "হোদাল্লিল মোত্তাকীন" বা 'ধর্ম্মভীরুগণের জন্য পথ-প্রদর্শক' বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন।—তঃ কবীর ও বয়জবী।

আল্লাহতালা এই আয়ত প্রত্যাদিষ্ট স্বর্গীয় গ্রন্থ কোরান শরিফের সত্যতা এবং সন্দেহশূন্যতার বিষয় স্পষ্টতর ভাষায় ঘোষণা করিতেছেন। একমাত্র কোরান শরিফ ব্যতীত জগতের আর কোন গ্রন্থই স্বীয় অনাবিল পবিত্রতা, স্বর্গীয় সত্যতা এবং সন্দেহ-লেশশূন্যতা সম্বন্ধে এরূপ সুস্পষ্ট ঘোষণা-বাণী প্রচার করিতে পারে নাই ফলতঃ এই সুদৃঢ় ঘোষণা-বাণী পবিত্র কোরান শরিফের স্বর্গীয় সত্যতার এক সমুজ্জ্বল প্রমাণ।

কোরান শরিফ যে প্রত্যাদিষ্ট ঐশীগ্রন্থ—ইহার ভাষার অনুপম সৌন্দর্য্য, ভাবের অনাবিল গাম্ভীর্য্য এবং উপদেশাবলীর অলৌকিক সামঞ্জস্যই তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ। কোরান শরিফের ভাব ও ভাষা জগদ্বাসীর অননুকরণীয়। যাহারা কোরান শরিফকে প্রত্যাদিষ্ট ঐশী-গ্রন্থ নহে বলিয়া সন্দেহ করিয়াছিল, আল্লাহতালা তাহাদিগকে প্রকাশ্যভাবে আহ্বান করিয়া বলিয়াছেন ঃ—"এবং আমি স্বীয় সেবকের প্রতি যাহা অবতারণ করিয়াছি, যদি তোমরা তাহাতে সন্দিহান হও, তবে তৎসদৃশ

(৩য় আয়তের তফসীর পর-পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।)

ও নামাজ প্রতিষ্ঠিত করে এবং আমি তাহাদিগকে যে উপজীবিকা প্রদান করিয়াছি তাহা হইতে দান করে ;	وَيُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَمِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ ۙ

একটি স্থরা আনয়ন কর ;—এবং যদি তোমরা সত্যবাদী হও, তবে তোমরা আল্লাহকে পরিত্যাগ করিয়া তোমাদের সাহায্যকারীগণকে আহ্বান কর। * * * কিন্তু তোমরা কখনও করিতে পারিবে না" (কোঃ ২—২৩, ২৪)। বলা বাহুল্য, স্থরা ত দূরের কথা, আজ পর্য্যন্ত ইহার সদৃশ একটি বাক্যও কেহ রচনা করিতে পারে নাই। পূর্ব্ববর্ত্তী ঐশী-গ্রন্থ-সমূহে কোরান শরিফ অবতারণের যে সকল ভবিষ্যদ্বাণী ছিল, তাহাও প্রসঙ্গক্রমে কোরান শরিফের নানা স্থানে উক্ত হইয়াছে (কোঃ ২৬—১৯৬)। ইহার শিক্ষায় সর্ব্ববাদীসম্মত মূল-সত্য নিহিত রহিয়াছে। ঐ সকল মূল-সত্য জ্ঞান, বিবেক ও প্রাকৃতিক বিধানের সম্পূর্ণ অনুমোদিত। আল্লাহতালা বলিতেছেন :—"হে লোক সকল, নিশ্চয় তোমাদের প্রতিপালকের সন্নিধান হইতে তোমাদের নিকট প্রত্যক্ষ প্রমাণ আসিয়াছে এবং আমি তোমাদের প্রতি সমুজ্জল জ্যোতি অবতীর্ণ করিয়াছি" (কোঃ ৪—১৭৫)। "যদি ইহা আল্লাহ ব্যতীত অন্যের নিকট হইতে আসিত, তবে তাহারা ইহাতে বহু ব্যতিক্রম প্রাপ্ত হইত" (কোঃ ৪—৮২)। "নিশ্চয় তোমাদের প্রতিপালক হইতে তোমাদের নিকট প্রমাণ সমূহ আসিয়াছে ; অতএব যে ইহা প্রত্যক্ষ করিবে, তবে সে তাহার নিজের জন্য করিবে এবং যে অন্ধ হইবে, সে তাহারই জন্য" (কোঃ ৬-১০৫)।

৩। **ঈমান**—এই শব্দের আভিধানিক অর্থ বিশ্বাস। কিন্তু পবিত্রতম ইস্‌লাম ধর্ম্মের নির্দ্দেশ অনুসারে যে সকল বিষয় বিশ্বাস করা একান্ত আবশ্যক, তৎপ্রতি বিশ্বাস স্থাপন করাই ইস্‌লামী শরিয়তে "ঈমান" বলিয়া অভিহিত হইয়াছে।

উক্ত "ঈমান" বা ধর্ম্ম-বিশ্বাস ইস্‌লাম ধর্ম্মের সর্ব্বপ্রধান স্তম্ভ। কিন্তু "ঈমান" এর স্বরূপ বা ব্যাখ্যা সম্বন্ধে এমাম ও তফ্‌সীরকারগণের মধ্যে বিভিন্ন মত পরিদৃষ্ট হয়। এক সম্প্রদায় বলেন যে, আন্তরিক বিশ্বাসকেই "ঈমান" বলে। কিন্তু এমাম-আজম আবু-হানিফা প্রমুখ জগদ্বিখ্যাত ফেকাহ-তত্ত্ববিদ্‌গণের মতানুসারে অন্তরে বিশ্বাস-স্থাপন এবং মুখে অঙ্গীকার করার নামই "ঈমান"। পক্ষান্তরে আহলে হাদিস ও মোতাজেলা সম্প্রদায় আন্তরিক বিশ্বাস, মৌখিক অঙ্গীকার এবং তদনুরূপ কার্য্যের সমবায়কেই 'ঈমান' বলিয়া অভিহিত করেন। আমাদের মতে প্রথম ও দ্বিতীয় মতই সমধিক যুক্তিযুক্ত। তৃতীয় মত কোরান শরিফের নির্দ্দেশ ও যুক্তির বিরোধী।—তঃ কবীর।

আল্লাহতালা, রস্থলগণ, আল্লাহতালার অবতারিত কেতাবসমূহ, তক্‌দীর, পরলোক, বেহেশ্‌ত, দোজখ ও কেয়ামতের প্রতি বিশ্বাস-স্থাপন করা "ঈমানে"র প্রধান অঙ্গ। যুগ-যুগান্তের অনুশীলন ও যুক্তিতর্কের পর বর্ত্তমান যুগের জ্ঞানী ও দার্শনিকগণ মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়াছেন যে, কতিপয় মূল-সত্যে বিশ্বাস-স্থাপন ব্যতীত কোন ধর্ম্মমতের অনুসরণ বা কোন বিষয়ের অনুশীলন করা সম্পূর্ণ অসম্ভব। কিন্তু জ্ঞানী ও দার্শনিক পণ্ডিতগণের ১৩০০ শত বৎসর পূর্ব্বে পবিত্র কোরানই এই মহাসত্য জগতে ঘোষণা করিয়াছে। কোঃ ২—১৭৭ এবং ৪—১৩৬।

গায়েব—অদৃশ্য, অবিদ্যমান অথবা অনুপস্থিত। কেহ কেহ "গায়েব" অর্থে অপরিজ্ঞাত অথবা অনধিগম্য বিষয় লিখিয়া মারাত্মক ভ্রম করিয়াছেন। কারণ লোক-চক্ষুর অন্তরালে অবস্থিত বোধগম্য এবং পরিজ্ঞাত বিষয়-সমূহকেই এস্থানে "গায়েব" বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে ; যেমন—আল্লাহ, ফেরেশ্‌তা, স্বর্গ, নরক ও পরলোক প্রভৃতি। এই সকল "গায়েব" বা অদৃশ্য-বিষয়ে বিশ্বাস-স্থাপন করাই ঈমানের প্রধানতম অঙ্গ। অপরিজ্ঞাত বা অবোধগম্য অন্ধবিশ্বাস ইস্‌লামে সমর্থিত হয় নাই।

ছালাত—নামাজ। ইহা পবিত্র ইসলামের অন্যতম প্রধান বা দ্বিতীয় স্তম্ভ। "ছালাত" শব্দের ধাতুগত অর্থ সরল, কোমল বা নমিত হওয়া অথবা অনুসরণ করা এবং উহার ব্যুৎপত্তিগত অর্থ উপাসনা, আরাধনা, অনুগ্রহ বা ক্ষমা-প্রার্থনা। ফলতঃ শরিয়তের নির্দ্দেশ অনুযায়ী "রুকু-সেজদা" যোগে নামাজ পাঠ করাকেই আরবী ভাষায় "ছালাত" বলা হয়। বাঙ্গলা ভাষায় "ছালাত" শব্দের

৪। এবং তোমার প্রতি যাহা অবতীর্ণ হইয়াছে ও তোমার পূর্ব্বে যাহা অবতীর্ণ হইয়াছিল, যাহারা তদ্বিষয়ে বিশ্বাস স্থাপন করে এবং পরকাল সম্বন্ধেও যাহাদের দৃঢ়-বিশ্বাস আছে ; ৫। তাহারাই স্বীয় প্রতিপালকের সুপথে আছে এবং

٤- وَالَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ ج وَبِالْاٰخِرَةِ هُمْ يُوْقِنُوْنَ ۵

٥- أُولٰئِكَ عَلٰى هُدًى مِّنْ رَّبِّهِمْ ق

প্রকৃত ভাব ও মর্ম্ম জ্ঞাপক কোনই প্রতিশব্দ নাই। সেইজন্য উহার অনুবাদে সুপ্রচলিত ফারসী "নামাজ" শব্দই পরিগৃহীত হইল।

নামাজের সুফল ও পুণ্য অপরিসীম। হজরত রসুলোল্লাহ নামাজকে 'স্বর্গের কুঞ্জিকা' 'ধর্ম্মের স্তম্ভ' এবং 'ইস্‌লাম ও কোফরের মধ্যবর্ত্তী ভেদ-রেখা বা সুদৃঢ় প্রাচীর' বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। কোরান ও হাদিস শরিফে নামাজের গৌরব ও মাহাত্ম্য বর্ণিত হইয়াছে। প্রতি দিবসে পাঁচ বার নামাজ পাঠ করা প্রত্যেক মুসলমানের পক্ষে 'ফরজ' অর্থাৎ অপরিহার্য্য কর্ত্তব্য। নামাজ পাঠ কালে বাহ্যিক নিয়ম পদ্ধতি পালনের সহিত আন্তরিক ভক্তি ও পবিত্রতার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখা আবশ্যক। কোঃ ২—১৮২, ২৩৯ ; ৭—৫৪, ২০৪ ; ৪২—৩৪ ; ৬৭—১২ এবং ৮৭—১৪, ১৫ দ্রষ্টব্য।

পূর্ব্ববর্ত্তী আয়তে আল্লাহতালা যে "মোত্তাকীন" বা ধর্ম্মভীরুগণের উল্লেখ করিয়াছে, এই আয়তে তাহাদের স্বরূপ বর্ণনা করিতেছেন। আল্লাহতালা বলিতেছেন ঃ—যে সকল ধর্ম্মপ্রাণ ব্যক্তি আমার বর্ণিত অদৃশ্য বিষয় সমূহে বিশ্বাস স্থাপন করে ও নিয়মিতভাবে নামাজ পড়ে এবং আমি তাহাদিগকে যে ধন-সম্পদ দান করিয়াছি, তাহা হইতে জাকাত ফেৎরা প্রদান পূর্ব্বক স্বীয় শক্তি অনুযায়ী নিজের ও নিজ পরিবারবর্গের প্রয়োজনে এবং দেশ ও সমাজের হিতসাধনে আবশ্যক মত ব্যয় করে, তাহারাই ধর্ম্মভীরু বা ধার্ম্মিকগণের আদর্শ। আলোচ্য আয়তের মর্ম্মানুযায়ী অপব্যয় এবং কৃপণতা উভয়ই ইসলামী আদর্শ হইতে পরিত্যক্ত হইয়াছে।

৪—৫। **মোফ্‌লেহুন**—"এফ্‌লাহ" বা "ফালাহ" ধাতু হইতে সমুৎপন্ন "মোফ্‌লেহ" শব্দের বহুবচন। উহার মর্ম্মার্থ সুফল প্রাপ্ত হওয়া, মনস্কামনা পূর্ণ হওয়া অথবা বিপদ হইতে মুক্তিলাভ করা। নাজাত বা মুক্তির প্রতি সবিশেষ ইঙ্গিত থাকিলেও ধাতুগত ব্যুৎপত্তির প্রতি লক্ষ্য করিয়া উহার অর্থ 'সুফলপ্রাপ্ত' লিখিত হইল।

আল্লাহতালা আরও বলিতেছেন ঃ—অদৃশ্যে বিশ্বাস, নামাজ পাঠ ও নিয়মিত ব্যয় ব্যতীত (পূর্ব্ব আয়ত) যাহারা তোমার প্রতি ও তোমার পূর্ব্ববর্ত্তী নবীগণের প্রতি এবং অবতারিত গ্রন্থসমূহের সত্যতার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে এবং পরকালের শাস্তি ও পুরস্কার সম্বন্ধে যাহাদের সুদৃঢ় বিশ্বাস আছে, তাহারাই আল্লার সুপথে অবস্থিত রহিয়াছে এবং তাহারাই পরলোকে সুফল বা মুক্তি ও পুরস্কার লাভ করিয়া সুখ-সম্পদপূর্ণ স্বর্গোদ্যানের চিরস্থায়ী অধিবাসী হইবে।

আলোচ্য আয়তদ্বয়ের প্রথমে আল্লাহতালা "তোমার প্রতি যাহা অবতারিত হইয়াছে" বাক্য দ্বারা কোরান শরিফ এবং "তোমার পূর্ব্বে যাহা অবতীর্ণ হইয়াছিল" বাক্য দ্বারা তওরাত, জবুর ও ইঞ্জিল এই মহাগ্রন্থত্রয় এবং অন্যান্য 'সহিফা' সমূহ নির্দ্দেশ করিতেছেন। ইহার মধ্যে কোরান শরিফ অর্থাৎ সর্ব্বশেষ ঐশীগ্রন্থ হজরত মোহাম্মদের (সঃ) প্রতি অবতীর্ণ হইয়াছে। তদ্ব্যতীত হজরত দাউদের প্রতি জবুর, হজরত মুসার প্রতি তওরাত এবং হজরত ইসার প্রতি ইঞ্জিল নামক গ্রন্থত্রয় এবং অন্যান্য নবীগণের প্রতি ১০৪ বা ১১৪ খানি সহিফা বা ক্ষুদ্র পুস্তিকা বিভিন্ন সময়ে অবতীর্ণ হইয়াছিল। বিশ্বাসী মোস্‌লেমগণের পক্ষে ঐ সকল পুস্তক-পুস্তিকাকে প্রত্যাদিষ্ট ঐশীগ্রন্থ বলিয়া বিশ্বাস করিতে হইবে ; কিন্তু ধর্ম্মজীবনে কোরান শরিফই তাহাদিগের একমাত্র অবলম্বন।

তাহারাই সুফল প্রাপ্ত হইবে। ৬। নিশ্চয় যাহারা অবিশ্বাস করে, তুমি তাহাদিগকে ভয়-প্রদর্শন কর বা ভয়-প্রদর্শন না কর—তাহাদের পক্ষে সমতুল্য, তাহারা বিশ্বাস-স্থাপন করিবে না। ৭। আল্লাহ তাহাদের অন্তর সমূহের উপর ও তাহাদের কর্ণ সমূহের উপর

وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ٥ -٦ اِنَّ
الَّذِيْنَ كَفَرُوْا سَوَآءٌ عَلَيْهِمْ ءَاَنْذَرْتَهُمْ
اَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُوْنَ ٥
٧- خَتَمَ اللّٰهُ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ وَعَلٰى

৬। **কোফর**—অবিশ্বাস বা ধর্ম্মদ্রোহ; এই শব্দটী "কফর" শব্দ হইতে সমুৎপন্ন হইয়াছে। উহার ধাতুগত অর্থ আচ্ছাদন করা, আবৃত করা অথবা ঢাকা দেওয়া এবং মর্ম্মার্থ অবিশ্বাস বা অস্বীকার করা; যেমন—রজনী চরাচর অন্ধকারে আচ্ছন্ন করে বলিয়া "কাফের" নামে অভিহিত হয়; কৃষক ভূমির মধ্যে বীজ আচ্ছাদন করে বলিয়া তাহাকেও "কাফের" বলা হইয়া থাকে; আর কর্পূর দুর্গন্ধ আচ্ছাদিত করিয়া সুগন্ধ বিস্তার করে এবং মুকুল অবিকশিত ফুলের শোভা-সৌন্দর্য্য ও গন্ধ-মাধুর্য্য নিজের মধ্যে আবৃত করিয়া রাখে বলিয়া উক্ত উভয় দ্রব্যকেই "কাফুর" বলা হয়। এইরূপ অধর্ম্ম, অসত্য, অনাচার ও অকৃতজ্ঞতা মাত্রই "কোফর" নামে অভিহিত হয়; কারণ এতদ্দ্বারা ধর্ম্ম, সত্য, সদাচার ও কৃতজ্ঞতা প্রভৃতি আচ্ছাদিত বা অস্বীকৃত হইয়া থাকে। কিন্তু ইস্লামী পরিভাষায় যে ব্যক্তি আল্লাহ, রসুল ও স্বর্গীয়-গ্রন্থ কোরান শরিফের প্রতি বিশ্বাস-স্থাপন করে না এবং বেহেশ্ত, দোজখ, পরকাল, পয়গম্বর, ফেরেশ্তা ও প্রত্যাদিষ্ট গ্রন্থসমূহের প্রতি অবিশ্বাস অথবা উহার অস্তিত্ব অস্বীকার করে, শরিয়তের নির্দ্দেশ অনুসারে তাহাকেই অবিশ্বাসী "কাফের" বলিয়া অভিহিত করা হয়। শরিয়তের এই সূত্রানুসারে পবিত্র ইস্লাম ধর্ম্ম অস্বীকারকারী এবং উহাতে অবিশ্বাসী বিধর্ম্মী মাত্রই "কাফের"। এই জন্যই আমরা "কোফর" শব্দের অনুবাদে অবিশ্বাস লিখিয়াছি। সুতরাং "কাফের" শব্দের অর্থে অবিশ্বাসী ও ধর্ম্মদ্রোহী বুঝিতে হইবে।

"কাফের" ও "কোফরীর" বিভিন্ন শ্রেণী ও স্তরভেদ বিদ্যমান আছে। আল্লাহতালা এই আয়তে যে সকল "কাফেরের" প্রসঙ্গ উল্লেখ করিয়াছেন, তাহারা বদ্ধমূল অবিশ্বাসী ও চির-ধর্ম্মদ্রোহী। কোন কোন তফসীরকার বলেন যে, নিয়তি বা ভাগ্য-নির্দ্দেশ দিবসের নির্দ্দেশিত অবিশ্বাসীদিগের প্রসঙ্গই এই আয়তে বর্ণিত হইয়াছে। কোরান শরিফের একাধিক স্থানে বর্ণিত হইয়াছে যে, ঐ শ্রেণীর অবিশ্বাসীরা কখনই বিশ্বাস স্থাপন করিবে না (কোঃ ৫—৫১, ৬১)। আবু-জেহেল, আবু লাহাব, অলিদ ও মদিনার ইহুদী সম্প্রদায় এই শ্রেণীর কাফেরের আদর্শ। ফলতঃ আল্লার বাণী কোরান শরিফ পাঠ করিবার পরেও যাহারা তৎপ্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে না, তাহারা সকলেই এই শ্রেণীর অবিশ্বাসীর অন্তর্ভুক্ত। আলোচ্য আয়তদ্বয়ে ঐ শ্রেণীর "কাফেরে"র কথাই বলা হইয়াছে। পক্ষান্তরে এরূপ "কাফের"ও আছে, যাহারা 'ঈমান' আনিয়া বিশ্বাসী হইতে পারে। যেমন আল্লাহতালা বলিতেছেন,—"অনন্তর তাহাদের কি হইল যে, তাহারা বিশ্বাস স্থাপন করে নাই?" (৮৪—২০)। "কিরূপে তোমরা আল্লার সহিত 'কোফরী' করিতে পার?" (২—২৮)। উদ্ধৃত আয়তদ্বয়ের প্রতি লক্ষ্য করিলে বুঝা যায় যে, অবিশ্বাসীগণ অনুতাপের সহিত আত্ম-সংশোধনে প্রবৃত্ত হইলে তাহারা সুপথ প্রাপ্ত হইতে পারে। ইতিহাসও এই সিদ্ধান্তের অনুকূল। হজরতের একদল আত্মীয়-স্বজন ও স্বদেশবাসী যাঁহারা পূর্ব্বে কিছুতেই বিশ্বাস-স্থাপন করে নাই—এমন কি যাহাদের অত্যাচারে হজরত রসুলোল্লাহ প্রিয় জন্মভূমি পরিত্যাগ করিয়া দেশান্তরিত হইতে বাধ্য হইয়াছিলেন, উত্তরকালে তাঁহারা প্রায় সকলেই আল্লাহ ও রসুলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করিয়া ইস্লামের সেবায় জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন।

৭। পূর্ববর্ত্তী আয়তে আল্লাহতালা যে সকল বদ্ধমূল-অবিশ্বাসী ও চির ধর্ম্মদ্রোহীর প্রসঙ্গ বর্ণনা করিয়াছেন, এই আয়তে তাহাদের স্বরূপ ও প্রকৃতি বর্ণনা করিতেছেন। আল্লাহতালা বলিতেছেন,

মোহরাঙ্কিত করিয়া দিয়াছেন এবং তাহাদের চক্ষু সমূহের উপর আবরণ আছে এবং তাহাদের জন্য গুরুতর শাস্তি রহিয়াছে।

سَمْعِهِمْ ط وَعَلٰى اَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ وَّلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيْمٌ ٧

যে, তাহাদের অন্তঃকরণ ও কর্ণসমূহের উপর মোহরাঙ্কিত করিয়া দেওয়া হইয়াছে এবং তাহাদের চক্ষুসমূহের উপর আবরণ বা পর্দ্দা পড়িয়া গিয়াছে। ইহার মর্ম্মার্থ এই যে, তাহাদের সত্যানুভূতি অথবা ধর্ম্মোপদেশ শুনিয়া উহার সত্য-মিথ্যা বুঝিবার শক্তি এবং সত্যদৃষ্টি বা সদসৎ ও ভালমন্দ দেখিবার ক্ষমতা সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। সুতরাং উহাদিগকে যতই সদুপদেশ প্রদান এবং সত্য-নিদর্শন প্রদর্শন করা হউক না কেন, উহারা কখনই আল্লাহ ও রসুলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন পূর্বক সত্যধর্ম্ম গ্রহণ করিবে না।

আলোচ্য আয়তের, প্রকৃত মর্ম্ম সম্বন্ধে উপরে যাহা লিখিত হইয়াছে, তাহা না বুঝিয়া সেল, গোল্ডসেক এবং তাঁহাদের অনুসরণকারী কোন কোন আর্য্য ও পৌত্তলিক লেখক কোরান শরিফের প্রতি দোষারোপ করিয়া বলিয়াছেন যে,—আল্লাহতালা নিজেই যখন লোকের অন্তঃকরণ ও কর্ণের উপর মোহর মারিয়া এবং তাহাদের চোখের সামনে পর্দ্দা টাঙ্গাইয়াছেন, তখন ইস্‌লাম গ্রহণ না করিলে তাহাদের কি অপরাধ হইতে পারে? ইহার জন্য ত আল্লাই সম্পূর্ণ দায়ী। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস, ঐশী-বাণীর প্রকৃত মর্ম্ম না বুঝিয়াই উপরোক্ত লেখকগণ এইরূপ ভ্রমে পতিত হইয়াছেন। আয়তের মর্ম্ম ইহা নয় যে, আল্লাহতালা অবিশ্বাসীদিগের অন্তঃকরণ ও কর্ণের উপর একটি লোহা বা পিতলের কিংবা আধুনিক ইলেক্‌ট্রো বা শিশার শিল-মোহর আচ্ছা করিয়া মারিয়া দিয়াছেন এবং তাহাদের চোখের সামনে খুব মোটা কাপড়ের অথবা অন্য কোন দৃষ্টিশক্তি-প্রতিরোধকারী দ্রব্যের পর্দ্দা টাঙ্গাইয়া দিয়াছেন। উহার প্রকৃত মর্ম্ম এই যে, যাহারা সদুপদেশ শুনিয়া উহা বুঝিতে চেষ্টা করে না অথবা বুঝিয়াও তাহার বিরুদ্ধাচরণকারী হয় এবং যাহারা সত্যধর্ম্মের সুস্পষ্ট নিদর্শন দেখিয়াও তৎপ্রতি মনোযোগী না হইয়া অসত্যের অনুসরণ করিতে থাকে, ক্রমে ক্রমে তাহাদের কর্ণ বধির, চক্ষু দৃষ্টিশক্তিহীন এবং অন্তর পাষাণের ন্যায় কঠিন হইয়া পড়ে। এইরূপে তাহাদের সত্যদৃষ্টি ও সত্যানুভূতি সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত হইয়া যায়। তখন তাহারা উহা দেখিয়াও দেখে না, শুনিয়াও শুনে না এবং শুনিলেও তাহা বুঝিবার চেষ্টা করে না। আমরা স্বভাবতঃই দেখিতে পাই যে, মানব প্রথমে যখন কোন অসৎ বিষয়ে বা পাপ-কার্য্যে লিপ্ত হয়, তখন তাহার মনে যে ভীতি ও সঙ্কোচ উপস্থিত হয়, কিছুদিন ঐ কার্য্যে অভ্যস্ত হইলে সে সব আর কিছুই থাকে না; তখন তাহারা স্বচ্ছন্দে ঐ সব কার্য্য করিয়া থাকে। অবিশ্বাস এবং অধর্ম্ম সম্বন্ধেও ঐ কথা। কোন লোক উহাতে অভ্যস্ত হইয়া পড়িলে তখন সে আর ধর্ম্ম, নীতি বা সদুপদেশ কিছুই গ্রাহ্য করে না। এইরূপ যে সকল অবিশ্বাসী অবিশ্বাস ও ধর্মদ্রোহিতায় অভ্যস্ত হইয়া পড়ে, তাহাদের সম্বন্ধেই আল্লাহতালা আলোচ্য আয়ত অবতীর্ণ করিয়াছেন। ঐ শ্রেণীর অবিশ্বাসীদিগের সম্বন্ধে আল্লাহতালা অন্যত্র স্পষ্টতর ভাষায় বলিয়াছেনঃ—"তাহাদের অন্তরসমূহ আছে—যদ্দ্বারা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে না এবং তাহাদের চক্ষু সকল আছে—তদ্দ্বারা দেখিতে পায় না এবং তাহাদের কর্ণ সমূহ আছে—তদ্দ্বারা শুনিতে পায় না।" ফলতঃ ইহাই অন্তঃকরণ ও কর্ণে মোহরাঙ্কিত করা এবং চক্ষুর সম্মুখে আবরণ থাকার প্রকৃত অর্থ। কোঃ ৭—১৭৯ আয়ত দ্রষ্টব্য।

আলোচ্য বাক্যাংশের উপরোক্ত মর্ম্ম অবগত হইয়াও যদি কোন খৃষ্টান অথবা তাহাদের অংশীবাদী অনুচর—"আল্লাহ তাহাদের অন্তঃকরণসমূহের উপর ও তাহাদের কর্ণসমূহের উপর মোহরাঙ্কিত করিয়া দিয়াছেন"—এই বাক্যের আভিধানিক অর্থ বা শব্দগত ব্যবহার অবলম্বনে আপত্তি করেন, তবে তাহাদিগকে আমরা ইহুদী, খৃষ্টান জগতের মহামান্য-গ্রন্থ বাইবেল খানাই একবার পাঠ করিয়া দেখিতে অনুরোধ করিতেছি।

২য় রুকু—কপট-বিশ্বাসীদিগের স্বরূপ

৮। মানব-মণ্ডলীর মধ্যে কেহ কেহ বলেন যে, আমরা আল্লার প্রতি ও পরকালের প্রতি বিশ্বাস করি, অথচ তাহারা বিশ্বাসী নহে। ৯। তাহারা আল্লাহ্‌কে ও বিশ্বাস-স্থাপনকারীদিগকে প্রতারণা করিতেছে; অথচ তাহারা নিজদিগকে ব্যতীত বঞ্চনা করিতেছে না এবং তাহারা বুঝিতেছে না। ১০। তাহাদের অন্তর সমূহে রোগ আছে, পরন্তু আল্লাহ তাহাদের রোগ

٨- وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّقُوْلُ اٰمَنَّا بِاللّٰهِ
وَبِالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِيْنَ ۝
٩- يُخٰدِعُوْنَ اللّٰهَ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا ج
وَمَا يَخْدَعُوْنَ اِلَّآ اَنْفُسَهُمْ وَمَا
يَشْعُرُوْنَ ۝ ١٠- فِيْ قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ

তওরাতে উক্ত হইয়াছে:—"সদাপ্রভু মোশিকে কহিলেন, তুমি ফরৌনের নিকট যাও; কেননা আমি ফরৌনের ও তাহার দাসগণের হৃদয় ভারী করিলাম" (যাত্রা পুঃ ১০—১, ২ পদ)। "মোশি ও হারোন ফরৌনের সাক্ষাতে এই সকল অদ্ভুত কর্ম্ম করিয়াছিল; তথাপি সদাপ্রভু ফরৌনের হৃদয় কঠিন করাতে সে আপন দেশ হইতে ইস্রায়ীল-সন্তানদিগকে ছাড়িয়া দিল না" (যাঃ পুঃ ১১—১০ পদ)। "এই জগতের ঈশ্বর অবিশ্বাসীদিগের জ্ঞান-চক্ষু অন্ধ করিয়াছেন—পাছে * * * তাহার তেজপ্রকাশক সুসমাচার-রূপ দীপ্তি তাহাদের প্রতি বিরাজমান হয়।"—পৌল ২, করিন্থিয় ৪—৪ পদ। আমরা জিজ্ঞাসা করিতেছি—খৃষ্টান-প্রচারক ও সমালোচকগণ এবং তাঁহাদের অনুচর-দল উপরোক্ত পদসমূহের কিরূপ ব্যাখ্যা করিবেন?

৮। **মোনাফেক বা কপট-বিশ্বাসী**—আল্লাহতালা অবিশ্বাসী কাফেরদিগের প্রসঙ্গ শেষ করিয়া এই আয়ত হইতে বিংশতি আয়ত পর্য্যন্ত কপট-বিশ্বাসী "মোনাফেক"দিগের প্রসঙ্গ বর্ণনা করিয়াছেন। কপট-বিশ্বাসী মোনাফেকদিগের লক্ষণ এই যে, তাহারা প্রকাশ্যভাবে নিজেকে বিশ্বাসী মুসলমান বলিয়া প্রকাশ করে; কিন্তু অন্তরে ঘোর অবিশ্বাস পোষণ করিয়া থাকে। আল্লাহতালা বলিয়া দিলেন যে, উহারা কখনই বিশ্বাসী মুসলমান নহে। হজরত রসুলোল্লার যুগে যে সকল কপট-বিশ্বাসী বিদ্যমান ছিল, তন্মধ্যে আবদুল্লা-বিন ওবায়, মোতাব ও জদ্ সমধিক প্রসিদ্ধ।

একদল আলেম ও তফসীরকার কপট-বিশ্বাসী মোনাফেকদিগকে অবিশ্বাসী কাফের হইতেও নিকৃষ্ট ধারণা করিয়াছেন। কারণ কাফেরকুল ইসলামের প্রকাশ্য অরি এবং মোনাফেকবৃন্দ গুপ্ত শত্রু। অবিশ্বাসীরা সাধারণতঃ প্রতারক বা মিথ্যাবাদী নহে—অন্ততঃ সকল সময়ে তাহারা মিথ্যা ও প্রতারণার আশ্রয় গ্রহণ করে না। কিন্তু কপটকুল মাত্রই প্রতারক ও মিথ্যাবাদী। মিথ্যা, প্রবঞ্চনা, প্রতারণা ও বিশ্বাসঘাতকতাই তাহাদের জীবনের একমাত্র ব্রত। সুতরাং অবিশ্বাসী-বৃন্দ অপেক্ষা কপটকুল যে অত্যন্ত হীন ও নিকৃষ্ট এবং উহারা যে ইসলামের সর্বাপেক্ষা মারাত্মক শত্রু, তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই। তাই আল্লাহতালা স্বয়ং বলিয়া দিয়াছেন:—"কপটকুল নরকানলের সর্বনিম্ন স্তরে অবস্থিত হইবে।"—কোরান।

হজরত রসুলোল্লাহ "মোনাফেক" বা কপট-বিশ্বাসীর চারিটি লক্ষণ বর্ণনা করিয়াছেন, যথা (১) মিথ্যা কথা বলা; (২) "আমানতে খেয়ানত" বা বিশ্বাসঘাতকতা করা; (২) প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করা এবং (৪) বাদ-প্রতিবাদে অশিষ্ট ও রূঢ় বাক্য বলা।

৯—১০। আল্লাহতালা বলিতেছেন:—কপট-বিশ্বাসীরা মনে করে যে, তাহারা আল্লাহ, রসুল ও বিশ্বাসীদিগকে প্রবঞ্চিত করিতেছে; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে উহারা আত্ম-প্রবঞ্চনা করিয়া নিজেদেরই ইহ-পরকাল বিনষ্ট করিতেছে—অথচ তাহারা উহা বুঝিতেছে না। এই অজ্ঞতার

বৃদ্ধি করিয়া দিয়াছেন এবং তাহাদের জন্য গুরুতর শাস্তি রহিয়াছে—যেহেতু তাহারা অসত্য বলিয়াছিল। ১১। এবং যখন তাহাদিগকে বলা হয় যে, তোমরা পৃথিবীতে অশান্তি উৎপাদন করিও না; তাহারা বলে—আমরা শান্তি-স্থাপনকারী ব্যতীত নহি। ১২। সতর্ক হও!—নিশ্চয় তাহারাই অশান্তি-উৎপাদনকারী, কিন্তু তাহারা বুঝিতেছে না। ১৩। এবং যখন তাহাদিগকে বলা হয় যে, লোকে যেরূপ বিশ্বাস করিয়াছে তোমরাও তদ্রূপ বিশ্বাস-স্থাপন কর; তাহারা বলে, নির্ব্বোধেরা যেরূপ বিশ্বাস করিয়াছে আমরাও কি তদ্রূপ বিশ্বাস করিব? সতর্ক হও!—নিশ্চয় তাহারাই নির্ব্বোধ কিন্তু তাহারা অবগত নহে। ১৪। এবং যখন তাহারা বিশ্বাস-স্থাপনকারীদিগের সহিত মিলিত হয় তখন তাহারা বলে যে, আমরা বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছি; এবং যখন তাহারা তাহাদের শয়তানদের

فَزَادَهُمُ اللّٰهُ مَرَضًا ج وَلَهُمْ عَذَابٌ
اَلِيْمٌ ٥ بِمَا كَانُوْا يَكْذِبُوْنَ ٥
١١- وَاِذَا قِيْلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوْا
فِي الْاَرْضِ لا قَالُوْٓا اِنَّمَا نَحْنُ
مُصْلِحُوْنَ ٥ ١٢- اَلَآ اِنَّهُمْ هُمُ
الْمُفْسِدُوْنَ وَلٰكِنْ لَّا يَشْعُرُوْنَ ٥
١٣- وَاِذَا قِيْلَ لَهُمْ اٰمِنُوْا كَمَآ اٰمَنَ
النَّاسُ قَالُوْٓا اَنُؤْمِنُ كَمَآ اٰمَنَ السُّفَهَآءُ ط
اَلَآ اِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَآءُ وَلٰكِنْ لَّا يَعْلَمُوْنَ ٥
١٤- وَاِذَا لَقُوا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا قَالُوْٓا
اٰمَنَّا صلے وَاِذَا خَلَوْا اِلٰى شَيٰطِيْنِهِمْ لا

জন্য তাহাদের অন্তরে যে অবিশ্বাস ও প্রতারণা আছে, তাহা ক্রমেই বর্দ্ধিত হইতেছে এবং পরিণামে তাহাদিগকে উহার জন্য কঠোর শাস্তি ভোগ করিতে হইবে।

১১—১২। এই দুইটী আয়তেও কপটদিগের প্রকৃতি বর্ণিত হইয়াছে। ফলতঃ কপটকুল মুখে শান্তির নাম করিয়া কার্য্যে যেরূপ অশান্তির সৃষ্টি করিয়া থাকে, এই দুইটী আয়তে অতি সরল ও সুস্পষ্ট ভাষায় তাহাই বর্ণিত হইয়াছে।

১৩। কপটেরা মুখে সত্যধর্ম্মের প্রতি বিশ্বাস করিয়া আন্তরিক অবিশ্বাসের প্রভাবে উহার ধর্ম্ম-কর্ম্ম ও রীতি-নীতি সম্বন্ধে নানাবিধ কুতর্ক ও সন্দেহের সৃষ্টি করিয়া থাকে। এ অবস্থায় তাহাদিগকে যদি বলা হয় যে, তোমরা প্রকৃত বিশ্বাসী মুসলমানের ন্যায় বিশ্বাস কর, তখন তাহারা প্রকৃত বিশ্বাসীদিগকে নির্বোধ বলিয়া অভিহিত করে এবং বলে যে, আমরা কি ঐ নির্বোধদিগের মত অন্ধভাবে বিশ্বাস করিব? তাই আল্লাহতালা উহাদিগকে সতর্ক করিয়া বলিয়া দিতেছেন যে, 'ঐ কপটেরাই নির্বোধ; কিন্তু উহারা তাহা বুঝিতেছে না।'

১৪। **শয়তান**—শব্দের অর্থ ইতিপূর্বেই বর্ণিত হইয়াছে (তা-আও-উজ দ্রষ্টব্য)। কিন্তু হজরত এব্‌ন-মসউদের বর্ণনা অনুযায়ী এস্থলে কপটদিগের দলপতিরাই "শয়তান" নামে অভিহিত হইয়াছে।—তঃ এব্‌ন-জরীর।

বৃদ্ধি করিয়া দিয়াছেন এবং তাহাদের জন্য গুরুতর শাস্তি রহিয়াছে—যেহেতু তাহারা অসত্য বলিয়াছিল। ১১। এবং যখন তাহাদিগকে বলা হয় যে, তোমরা পৃথিবীতে অশান্তি উৎপাদন করিও না; তাহারা বলে—আমরা শান্তি-স্থাপনকারী ব্যতীত নহি। ১২। সতর্ক হও!—নিশ্চয় তাহারাই অশান্তি-উৎপাদনকারী, কিন্তু তাহারা বুঝিতেছে না। ১৩। এবং যখন তাহাদিগকে বলা হয় যে, লোকে যেরূপ বিশ্বাস করিয়াছে তোমরাও তদ্রূপ বিশ্বাস-স্থাপন কর; তাহারা বলে, নির্ব্বোধেরা যেরূপ বিশ্বাস করিয়াছে আমরাও কি তদ্রূপ বিশ্বাস করিব? সতর্ক হও!—নিশ্চয় তাহারাই নির্ব্বোধ কিন্তু তাহারা অবগত নহে। ১৪। এবং যখন তাহারা বিশ্বাস-স্থাপনকারীদিগের সহিত মিলিত হয় তখন তাহারা বলে যে, আমরা বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছি; এবং যখন তাহারা তাহাদের শয়তানদের

فَزَادَهُمُ اللّٰهُ مَرَضًا ج وَلَهُمْ عَذَابٌ
اَلِيْمٌ ۵ بِمَا كَانُوْا يَكْذِبُوْنَ ۝
١١- وَاِذَا قِيْلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوْا
فِي الْاَرْضِ لا قَالُوْا اِنَّمَا نَحْنُ
مُصْلِحُوْنَ ۝ ١٢- اَلَا اِنَّهُمْ هُمُ
الْمُفْسِدُوْنَ وَلٰكِنْ لَّا يَشْعُرُوْنَ ۝
١٣- وَاِذَا قِيْلَ لَهُمْ اٰمِنُوْا كَمَا اٰمَنَ
النَّاسُ قَالُوْا اَنُؤْمِنُ كَمَا اٰمَنَ السُّفَهَاءُ
اَلَا اِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلٰكِنْ لَّا يَعْلَمُوْنَ ۝
١٤- وَاِذَا لَقُوا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا قَالُوْا
اٰمَنَّا صلے وَاِذَا خَلَوْا اِلٰى شَيٰطِيْنِهِمْ لا

জন্য তাহাদের অন্তরে যে অবিশ্বাস ও প্রতারণা আছে, তাহা ক্রমেই বর্দ্ধিত হইতেছে এবং পরিণামে তাহাদিগকে উহার জন্য কঠোর শাস্তি ভোগ করিতে হইবে।

১১—১২। এই দুইটী আয়তেও কপটদিগের প্রকৃতি বর্ণিত হইয়াছে। ফলতঃ কপটকুল মুখে শান্তির নাম করিয়া কার্য্যে যেরূপ অশান্তির সৃষ্টি করিয়া থাকে, এই দুইটী আয়তে অতি সরল ও সুস্পষ্ট ভাষায় তাহাই বর্ণিত হইয়াছে।

১৩। কপটেরা মুখে সত্যধর্ম্মের প্রতি বিশ্বাস করিয়া আন্তরিক অবিশ্বাসের প্রভাবে উহার ধর্ম্ম-কর্ম্ম ও রীতি-নীতি সম্বন্ধে নানাবিধ কুতর্ক ও সন্দেহের সৃষ্টি করিয়া থাকে। এ অবস্থায় তাহাদিগকে যদি বলা হয় যে, তোমরা প্রকৃত বিশ্বাসী মুসলমানের ন্যায় বিশ্বাস কর, তখন তাহারা প্রকৃত বিশ্বাসীদিগকে নির্বোধ বলিয়া অভিহিত করে এবং বলে যে, আমরা কি ঐ নির্বোধদিগের মত অন্ধভাবে বিশ্বাস করিব? তাই আল্লাহতালা উহাদিগকে সতর্ক করিয়া বলিয়া দিতেছেন যে, 'ঐ কপটেরাই নির্বোধ; কিন্তু উহারা তাহা বুঝিতেছে না।'

১৪। **শয়তান**—শব্দের অর্থ ইতিপূর্বেই বর্ণিত হইয়াছে (তা-আও-উজ দ্রষ্টব্য)। কিন্তু হজরত এব্‌ন-মসউদের বর্ণনা অনুযায়ী এস্থলে কপটদিগের দলপতিরাই "শয়তান" নামে অভিহিত হইয়াছে।—তঃ এব্‌ন-জরীর।

সন্নিকটে একাকী হয়, তখন
তাহারা বলে—নিশ্চয় আমরা তোমাদের
সঙ্গেই আছি; আমরা কেবল উপহাস
করিতেছিলাম। ১৫। আল্লাহ তাহা-
দিগকে উপহাস্যাস্পদ করিবেন এবং তিনি
তাহাদিগকে তাহাদের বিরুদ্ধাচরণে
পরিত্যাগ করিয়াছেন—তন্মধ্যে তাহারা
অন্ধভাবে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে।
১৬। উহারাই সুপথের পরিবর্তে
বিপথকে ক্রয় করিয়াছে, কিন্তু তাহাদের
বাণিজ্য লাভজনক হয় নাই এবং তাহারা
সুপথগামী নহে। ১৭। তাহাদের
দৃষ্টান্ত উহাদের অনুরূপ—যেমন কেহ
অগ্নি প্রজ্জলিত করিল; অতঃপর যখন
তাহার পার্শ্ববর্তী সমস্ত আলাকিত
হইল, তখন আল্লাহ তাহাদের জ্যোতি
প্রত্যাহার করিয়া লইলেন এবং তাহা-
দিগকে অন্ধকারে পরিত্যাগ করিলেন,
যেন তাহারা দেখিতে না পায়।

قَالُوْٓا اِنَّا مَعَكُمْ ۙ اِنَّمَا نَحْنُ
مُسْتَهْزِءُوْنَ ○ ١٥- اَللّٰهُ يَسْتَهْزِئُ
بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِىْ طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُوْنَ ○
١٦- اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ اشْتَرَوُا الضَّلٰلَةَ
بِالْهُدٰى صلے فَمَا رَبِحَتْ تِّجَارَتُهُمْ
وَمَا كَانُوْا مُهْتَدِيْنَ ○ ١٧- مَثَلُهُمْ
كَمَثَلِ الَّذِى اسْتَوْقَدَ نَارًا ج فَلَمَّآ
اَضَاءَتْ مَا حَوْلَهٗ ذَهَبَ اللّٰهُ بِنُوْرِهِمْ
وَتَرَكَهُمْ فِىْ ظُلُمٰتٍ لَّا يُبْصِرُوْنَ ○

আয়তের অর্থ এই যে, কপট-বিশ্বাসীরা যখন মুসলমানদিগের সহিত মিলিত হয়, তখন বলে যে, আমরাও তোমাদের মত বিশ্বাসী মুসলমান। আবার যখন নিজেদের দুষ্ট দলপতিদিগের সহিত মিলিত হয়—তখন বলে যে আমরা তোমাদেরই সঙ্গী; মুসলমানদিগকে উপহাস ও প্রতারিত করিবার জন্যই আমরা তাহাদের সহিত সম্মিলিত হইয়াছিলাম।

১৫। ইহা ধ্রুব সত্য যে, কেহ অন্যকে উপহাস করিলে সে নিজেই উপহাসিত হয় এবং অপরের অনিষ্ট চেষ্টা করিলে সে নিজেই অনিষ্টকারিতার কুফল ভোগ করে। আমাদের দেশেও একথা প্রচলিত আছে যে, "কেহ অপরের সর্বনাশ করিবার জন্য গর্ত্ত খুঁড়িলে সে নিজেই সেই গর্ত্তে পতিত হইয়া থাকে।" ফলতঃ আল্লাহতালা এখানে উপহাসকারী ও বিরুদ্ধাচারীদিগের সম্বন্ধে ঠিক সেই ভাবের কথাই বলিতেছেন।

১৬। আল্লাহতালা বলিতেছেন যে, কপটকুল ঐরূপ কপট ব্যবহারের দ্বারা কিছুমাত্র লাভবান হয় নাই; বরং তাহারা সুপথের পরিবর্ত্তে কুপথগামী হইয়া গুরুতর পাপের বোঝা মাথায় তুলিয়া লইয়াছে।

১৭—১৮। মনুষ্য-হৃদয় স্বভাবতই প্রকৃতিদত্ত জ্ঞান ও বিবেকের জ্যোতিতে আলোকিত। স্বর্গীয় গ্রন্থ পাঠে এবং উহার উপদেশ গ্রহণে ঐ জ্যোতি ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হয়। অবিশ্বাসীগণ উহা পাঠে বিরত থাকে বলিয়া তাহাদের স্বাভাবিক জ্যোতি ক্রমশঃ ম্লান হইতে থাকে এবং পরিশেষে তাহাদের অন্তর ঘোর অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইয়া যায়। এই অবস্থায় তাহারা "বধির, মূক ও অন্ধ" হইয়া পড়ে এবং তাহাদের সদুপদেশ গ্রহণ ও অনুতাপ প্রকাশের শক্তি একেবারেই বিলুপ্ত হয়। আলোচ্য আয়তের উপমার মর্ম্ম এই যে, অন্ধযুগে অবিশ্বাসী আরবেরা উজ্জ্বল ধর্ম্মালোকের অন্বেষণে ঘুরিয়া

১৮। বধির, মুক, অন্ধ—অতএব তাহারা প্রত্যাবৃত্ত হইবে না ; ১৯। অথবা আকাশ হইতে বারি-বর্ষণের ন্যায়—যাহাতে অন্ধকার ও গর্জ্জন এবং বিদ্যুৎ আছে ; তাহারা বজ্রধ্বনি বশতঃ মৃত্যু-ভয়ে তাহাদের কর্ণ-সমূহে স্ব স্ব অঙ্গুলি প্রদান করে ; এবং আল্লাহ অবিশ্বাসীদিগের পরিবেষ্টনকারী। ২০। অচিরে বিদ্যুৎ তাহাদের দৃষ্টি হরণ করিবে ; যখন উহা তাহাদের প্রতি প্রদীপ্ত হয়—উহাতে তাহারা চলিতে থাকে এবং যখন তাহাদের উপর অন্ধকার-আচ্ছন্ন হয় তখন তাহারা দাঁড়াইয়া থাকে ; এবং যদি আল্লাহ ইচ্ছা করেন—নিশ্চয় তাহাদের শ্রবণ-শক্তি ও তাহাদের দর্শন-শক্তি হরণ করিবেন ; নিশ্চয় আল্লাহ সর্ব্ববিষয়োপরি শক্তিমান।

١٨- صم بكم عمى فهم لا يرجعون ○
١٩- أو كصيب من السماء فيه
ظلمت ورعد وبرق ج يجعلون
أصابعهم في آذانهم من الصواعق
حذر الموت ط والله محيط
بالكفرين ○ ٢٠- يكاد البرق
يخطف أبصارهم ط كلما أضاء لهم
مشوا فيه قلى وإذا أظلم عليهم
قاموا ط ولو شاء الله لذهب
بسمعهم وأبصارهم ط إن الله
على كل شيء قدير ع

বেড়াইতেছিল ; কিন্তু ইস্‌লামের বিমল জ্যোতিতে যখন চতুর্দ্দিক উদ্ভাসিত হইল তখন তাহারা চক্ষু মুদ্রিত করিল এবং "বধির, মুক ও অন্ধের" ন্যায় অজ্ঞানতার ঘোর অন্ধকারে ডুবিয়া রহিল।

১৯—২০। আলোচ্য আয়তদ্বয়ের "কাছাইয়েব" শব্দের অর্থ—মেঘ অথবা বৃষ্টি ; "সামা" অর্থ আকাশ, মেঘ অথবা ছাদ ; 'রাদ' অর্থ—গর্জ্জন অথবা মেঘনাদ ; "বরক" অর্থ বিদ্যুৎ বা মেঘ-সংঘর্ষ-জাত, জ্যোতি-রেখা এবং "ছায়েক" অর্থ বজ্র অথবা বজ্রধ্বনি।

এই দুইটী আয়তে আল্লাহতালা কপটবিশ্বাসীদিগকে উদ্‌ভ্রান্ত ভাব ও অসহায় অবস্থার বিষয় বর্ণনা করিতেছেন। ভীষণ বারি-বর্ষণের সময়ে অন্ধকার, বজ্র ও বিদ্যুৎ দ্বারা আক্রান্ত হইলে লোকে যেমন দিশাহারা হইয়া বজ্রধ্বনি-জনিত মৃত্যুভয়ে স্ব স্ব কর্ণে অঙ্গুলি প্রদান করে এবং সহসা বিদ্যুৎ বিকশিত হইলে দুই এক পা বাড়াইয়া যেরূপে অগ্রসর হইতে চেষ্টিত হয়, কপটদিগের অবস্থাও সেইরূপ। উহারা নানারূপ অবিশ্বাস ও সন্দেহের আবর্ত্তে পড়িয়া কোন্‌ দিকে যাইবে, তাহা কিছুই স্থির করিতে পারে না। পূর্ব্বোক্ত অবস্থায় বজ্রাঘাত অথবা বিদ্যুৎস্পর্শ হইলে দুর্যোগে পতিত ব্যক্তির মৃত্যু ও বিনাশ যেরূপ অপরিহার্য্য, কপটতার পরিণাম স্বরূপ আল্লার শাস্তি উপস্থিত হইলে কপটদিগের বিনাশও সেইরূপ অবশ্যম্ভাবী। সর্ব্বশক্তিমান আল্লাহতালা ইচ্ছা করিলেই তিনি তাহা-দিগকে ঐরূপ ভয়াবহ শাস্তি প্রদান করিতে পারেন। "আল্লাহ অবিশ্বাসীদিগের পরিবেষ্টনকারী" ইহার অর্থ এই যে, তিনি তাহাদের অন্তর-বাহিরের সমস্ত অবগত আছেন এবং তাহারা সম্পূর্ণ-রূপে তাঁহারই আয়ত্বাধীন। তিনি অবশ্যই তাহাদিগকে বিনষ্ট করিয়া উপযুক্ত শাস্তি প্রদান করিবেন এবং সেই শাস্তি হইতে কেহই তাহাদিগকে রক্ষা করিতে পারিবে না।

৩য় রুকু—আল্লার একত্ব ও অদ্বিতীয়ত্বের প্রমাণ

২১। হে মানববৃন্দ, তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের আরাধনা কর—যিনি তোমাদিগকে এবং তোমাদের পূর্ব্ববর্ত্তীদিগকে সৃষ্টি করিয়াছেন—যেন তোমরা ধর্ম্মভীরু হও; ২২। যিনি তোমাদের জন্য ভূতলকে শয্যা ও আকাশকে ছাদ-স্বরূপ করিয়াছেন; এবং তিনি আকাশ হইতে বারি-বর্ষণ করেন, অতঃপর তদ্দারা তোমাদের জন্য উপজীবিকা-স্বরূপ ফলপুঞ্জ উৎপাদন করেন; অতএব আল্লার জন্য সদৃশ স্থির করিও না—এবং তোমরা ইহা অবগত আছ। ২৩। এবং আমি আমার সেবকের প্রতি যাহা অবতারণ করিয়াছি, যদি তোমরা তাহাতে সন্দিহান হও তবে তৎসদৃশ একটি 'সুরা' আনয়ন কর, এবং যদি তোমরা সত্যবাদী হও তবে তোমরা আল্লাহকে পরিত্যাগ করিয়া তোমাদের সাহায্যকারীদিগকে আহ্বান কর।

٢١- يَاَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِىْ خَلَقَكُمْ وَالَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ ۙ ٢٢- الَّذِىْ جَعَلَ لَكُمُ الْاَرْضَ فِرَاشًا وَّالسَّمَآءَ بِنَآءً ۖ وَّاَنْزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً فَاَخْرَجَ بِهٖ مِنَ الثَّمَرٰتِ رِزْقًا لَّكُمْ ۚ فَلَا تَجْعَلُوْا لِلّٰهِ اَنْدَادًا وَّاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ○ ٢٣- وَاِنْ كُنْتُمْ فِىْ رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلٰى عَبْدِنَا فَاْتُوْا بِسُوْرَةٍ مِّنْ مِّثْلِهٖ ۖ وَادْعُوْا شُهَدَآءَكُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ○

২১—২২। এই দুইটী আয়তে আল্লাহতালার আরাধনা করিবার উপদেশ এবং উহার উপযোগিতা বর্ণিত হইয়াছে। আল্লাহতালা বলিতেছেন:—হে মানব সকল, যিনি তোমাদিগকে ও তোমাদের পূর্ব্ববর্ত্তীদিগকে সৃষ্টি করিয়াছেন, যিনি তোমাদের জন্য ভূতলকে শয্যা ও আকাশকে ছাদ-স্বরূপ করিয়া দিয়াছেন এবং যিনি আকাশ হইতে বারি বর্ষণ করিয়া তোমাদের উপজীবিকার জন্য ফল-শস্য উৎপাদন করেন, তোমরা কেবলমাত্র তোমাদের সেই মহান্ প্রতিপালক প্রভুরই উপাসনা কর। তোমরা কদাচ তাঁহার অংশী অথবা সদৃশ স্থির করিও না; কারণ তোমরা নিশ্চয়ই জান যে, তাঁহার সদৃশ অথবা অংশী আর কেহই নাই।

২৩—২৪। যাহারা কোরান শরিফকে ঐশীগ্রন্থ বলিয়া অবিশ্বাস করিয়াছিল, আল্লাহতালা তাহাদিগকে জলদ্‌গম্ভীর স্বরে আহ্বান করিয়া বলিয়াছিলেন:—"হে অবিশ্বাসিগণ, কোরান শরিফ যে আমার অবতারিত গ্রন্থ, এ সম্বন্ধে তোমাদের যদি সন্দেহ থাকে, তবে এমন মনোহর মধুর ভাষা, এমন গভীর উচ্ছ্বাসপূর্ণ ভাব, এমন সুললিত উপমা ও আখ্যান, এমন সর্ব্বসাধারণের বোধগম্য স্বাভাবিক ও সুন্দর উপদেশাবলী এবং এমন উজ্জ্বল ও অব্যর্থ ভবিষ্যদ্বাণী সংবলিত একটী সুরা তোমরা স্বয়ং অথবা তোমাদের দেশ বিখ্যাত কবিকুল ও সম্পূজিত দেবদেবীগণের সহায়তায় রচনা করিয়া আন, তাহা হইলে বুঝিব যে, তোমরা সত্যবাদী; কিন্তু ইহা তোমাদের সম্পূর্ণ অসাধ্য! অতএব যদি কল্যাণ চাও, তবে আমার কঠোর শাস্তি হইতে ভীত হও এবং আমার পবিত্র বাণী

২৪। কিন্তু যদি তোমরা না কর এবং কখনও করিতে পারিবে না, তবে সেই নরকাগ্নির ভয় কর—যাহার ইন্ধন মনুষ্য ও প্রস্তরপুঞ্জ যাহা অবিশ্বাসীদিগের জন্য প্রস্তুত রহিয়াছে। ২৫। এবং যাহারা বিশ্বাস-স্থাপন করিয়াছে ও সৎকার্য্য করে, তাহাদিগকে সুসংবাদ প্রদান কর

٢٤- فَاِنْ لَّمْ تَفْعَلُوْا وَلَنْ تَفْعَلُوْا
فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِىْ وَقُوْدُهَا النَّاسُ
وَالْحِجَارَةُ ج صلے اُعِدَّتْ لِلْكٰفِرِيْنَ ○
٢٥- وَبَشِّرِ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوْا

বিশ্বাস কর।" বলা বাহুল্য, কোরান শরিফের এই ঘোষণায় সমস্ত আরব লজ্জায় নির্ব্বাক ও স্তব্ধ হইয়া পড়িয়াছিল; কারণ এই ঘোষণার উত্তর দিবার জন্য তাহাদের সমবেত চেষ্টা সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ ও নিষ্ফল হইয়া গিয়াছিল। একদা আরবের কবি-সম্রাট লোবিদ স্বরচিত একটী 'কসিদা' প্রতিযোগিতার জন্য কাবাগৃহের দ্বারে ঝুলাইয়া রাখিয়াছিলেন। আরবের তৎকালীন খ্যাতনামা কবিগণের মধ্যে কেহই উহার প্রতিযোগিতা করিতে সাহসী হয় নাই। অনন্তর কোরান শরিফের "কওসর" নামক একটী ক্ষুদ্র সুরা লিখিয়া উহার পার্শ্বে ঝুলাইয়া রাখা হয়। লোবিদ তৎশ্রবণে গর্ব্বিত ভাবে কাবার দ্বারে আসিয়া উক্ত সুরার প্রথম আয়ত পাঠেই মুগ্ধ হইয়া যান এবং বিস্ময়-বিমুগ্ধচিত্তে বলিয়া উঠেন—"প্রত্যাদেশ ব্যতীত এরূপ রচনা মানুষের অসাধ্য।" বলা বাহুল্য, কবিবর তখনই পবিত্র ইস্‌লাম ধর্ম্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। কোরান শরীফের মনোহর বাক্যচ্ছটায় বিমুগ্ধ এবং উহার হৃদয়গ্রাহী উপদেশে আকৃষ্ট হইয়া তৎকালীন ইস্‌লাম-বিদ্বেষী আরবেরা পরস্পর বলাবলি করিত, "ইহার মোহিনী শক্তি মানুষকে তাহার ধর্ম্ম ও আত্মীয়-স্বজন হইতে বিচ্ছিন্ন করে।" বর্ত্তমান যুগেও সেল, রডওয়েল, বসওয়ার্থ, স্মীথ, কার্লাইল, গথী, গিবন ও ডেভোনপোর্ট প্রভৃতি খ্যাতনামা পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ ইহার শ্রেষ্ঠত্ব, মাহাত্ম্য ও অলৌকিকতা মুক্ত কণ্ঠে স্বীকার করিয়াছেন। ঐশীগ্রন্থ বলিয়া ইহার নীতি ও উপদেশ-সমূহ বিজ্ঞান সম্মত এবং সর্ব্ববিধ ভ্রমপ্রমাদ হইতে বিমুক্ত। সুদীর্ঘ তেইশ বৎসর ব্যাপী অত্যাচার উৎপীড়ন, অশান্তি ও যুদ্ধবিগ্রহের মধ্যে 'ওহি' সমূহ ধীরে ধীরে অবতীর্ণ হওয়া সত্ত্বেও সমগ্র কোরানের ভাব, ভাষা, নীতি, উপদেশ ও উদ্দেশ্যের মধ্যে অপূর্ব্ব সামঞ্জস্য ও সৌসাদৃশ্য বিদ্যমান—ইহা কম বিস্ময়ের বিষয় নহে। সমগ্র মানব জাতিকে একতা ও ভ্রাতৃত্বের স্বর্ণ-শৃঙ্খলে আবদ্ধ করিয়া—তাহাদের সকল দীনতা, হীনতা ও নীচতা ঘুচাইয়া—তাহাদিগকে এক অখণ্ড মহাজাতিতে পরিণত করিবার জন্যই কোরান শরিফ অবতীর্ণ হইয়াছে। কোরান শরীফের ভবিষ্যদ্বাণীর আশ্চর্য্য সফলতাই ইহার সত্যতা ও অলৌকিকতার প্রত্যক্ষ প্রমাণ।

বিশেষতঃ কোরান শরিফ দেশ-কাল-পাত্র ভেদে সমস্ত জ্ঞান-গবেষণার পরিপূর্ণ আধার এবং সমস্ত আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক তত্ত্বের অপূর্ব্ব উৎস স্বরূপ। ফলতঃ আল্লার সৃষ্ট জীবজগৎ ও জড়জগতের সহিত মানব-নির্ম্মিত কৃত্রিম জগতের যে স্পষ্টতর পার্থক্য পরিদৃষ্ট হয়—আল্লার বাণী কোরান শরীফের সহিত জগতের মানব-রচিত যাবতীয় গ্রন্থাবলীরও সেই পার্থক্য অতি উজ্জ্বলরূপে বিদ্যমান রহিয়াছে। এই হেতু সমগ্র জগতের মধ্যে একমাত্র কোরান শরিফই একাধিকবার নিজেকে অনুপম, অতুলন, ও অননুকরণীয় স্বর্গীয় গ্রন্থ বলিয়া স্পষ্টতর ভাষায় ঘোষণা করিতে সমর্থ হইয়াছে। কোঃ ১০—৩৮, ১১—১৩, এবং ১৭—৮৮ আয়ত দ্রষ্টব্য।

২৫। **জান্নাত**—স্বর্গোদ্যান, উদ্যান, নিকুঞ্জ, কানন বা কুঞ্জ-ভবন। তরুলতা ও পুষ্পপত্র দ্বারা আচ্ছাদিত ভূমিকে জান্নাত বলে। কিন্তু এস্থলে 'জান্নাত' অর্থে পরলোকের সেই অনুপম সুখ-সম্পদ পূর্ণ শান্তিধাম বা সুরম্য উপবন নির্দ্দেশিত হইয়াছে বলিয়া উহার অনুবাদে "স্বর্গোদ্যান" লিখিত হইল। তফ্‌সীরকারগণ স্বর্গোদ্যানের সংখ্যা ও স্বরূপ সম্বন্ধে বহু রূপক ও ব্যাপক বর্ণনা করিয়াছেন। ইন্‌শা-আল্লাহ্‌, আমরাও উহা যথাস্থানে বিশ্লেষণ করিব।—কোঃ সুরা আর্‌-রহ্‌মান দ্রষ্টব্য।

যে সকল বিশ্বাসী মোসলমান আল্লাহতালাকে ভয় করিয়া পার্থিব সুখ-সম্পদের প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন পূর্ব্বক ইহজগতে সতত সৎকার্য্যে নিয়ত থাকিয়া পরলোক গমন করেন, তাঁহাদের বহু

الصّٰلِحٰتِ اَنَّ لَهُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِیْ
مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ ط كُلَّمَا رُزِقُوْا مِنْهَا
مِنْ ثَمَرَةٍ رِّزْقًا لا قَالُوْا هٰذَا الَّذِیْ
رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ لا وَاُتُوْا بِهٖ مُتَشَابِهًا ط
وَلَهُمْ فِیْهَا اَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ ق وَّهُمْ فِیْهَا
خٰلِدُوْنَ ○ ٢٦- اِنَّ اللّٰهَ لَا یَسْتَحْیٖۤ
اَنْ یَّضْرِبَ مَثَلًا مَّا بَعُوْضَةً فَمَا
فَوْقَهَا ط فَاَمَّا الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا فَیَعْلَمُوْنَ
اَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَّبِّهِمْ ج وَاَمَّا الَّذِیْنَ
كَفَرُوْا فَیَقُوْلُوْنَ مَاذَآ اَرَادَ اللّٰهُ بِهٰذَا

যে, তাহাদের জন্য স্বর্গোদ্যান—যাহার নিম্নে স্রোতস্বিনী-সমূহ প্রবাহিত হইতেছে; যখন উহা হইতে তাহাদিগকে উপজীবিকার জন্য ফলপুঞ্জ প্রদান করা হইবে তখন তাহারা বলিবে—আমাদিগকে ইহা ত পূর্ব্বেই প্রদত্ত হইয়াছিল, এবং তাহাদিগকে এতদ্দ্বারা উহার সদৃশ প্রদান করা হইবে; এবং তাহাদের জন্য তন্মধ্যে শুদ্ধা সহধর্ম্মিণীগণ রহিয়াছে, এবং তাহারা তন্মধ্যে সর্ব্বদা অবস্থান করিবে। ২৬। নিশ্চয় আল্লাহ মশক অথবা তদপেক্ষা বৃহত্তর দৃষ্টান্ত বর্ণনা করিতে লজ্জিত হন না; অতএব যাহারা বিশ্বাস-স্থাপন করিয়াছে, বস্তুতঃ তাহারাই অবগত আছে যে, ইহা তাহাদের প্রতিপালকের সত্য; এবং যাহারা অবিশ্বাস করে, পরন্তু তাহারা বলে—এই দৃষ্টান্তে আল্লার

আকাঙ্ক্ষা অপূর্ণ থাকিয়া যায়। কিন্তু তৎবিনিময়ে তাঁহারা স্বর্গোদ্যানে অবিনশ্বর ও অফুরন্ত সুখ-সম্পদ ভোগ করিতে পারিবেন। সেই সুখ-সম্পদ দুই প্রকার—বাস্তব ও আধ্যাত্মিক। বাস্তব সুখের মধ্যে পরমাসুন্দরী রমণী, সুরম্য পরিচ্ছদ, সুস্বাদু খাদ্য ও সুমধুর পানীয় সাধারণ লোকের অধিকতর কাম্য; তজ্জন্য আল্লাহতালা এই আয়তে শুদ্ধচিত্তা সুন্দরী রমণী, সুমধুর পেয়পূর্ণ স্রোতস্বিনী এবং সুস্বাদু ও পরিতৃপ্তিকর ফলপুঞ্জ পরিপূর্ণ স্বর্গোদ্যানের সুসংবাদ প্রদান করিতেছেন। কিন্তু কেহ যেন মনে না করেন যে, উহাই ইস্‌লামী স্বর্গীয় সুখ-সম্পদের চরম লক্ষ্য। কারণ ঐ সকল বাস্তব সুখ ব্যতীত স্বর্গবাসীগণ তথায় এমন অনাঘ্রাত, অনাস্বাদিত ও অফুরন্ত আধ্যাত্মিক সুখ-সম্পদ ভোগ করিবে—যাহা মানুষের ধারণা ও বিবেকবুদ্ধির সম্পূর্ণ অতীত। মানুষের সেই ধারণক্ষম ও ধারণাতীত সুখ-সম্ভোগ সম্বন্ধে আল্লাহতালা কোরান শরিফে বলিতেছেন,—"তাহারা যাহা আকাঙ্ক্ষা করে, সেখানে তাহাদের জন্য তাহা বিদ্যমান থাকিবে এবং আমার নিকট তদপেক্ষা অধিকতর সুখ-সম্পদ আছে।" পরলোকের বাস্তব ও আধ্যাত্মিক এই দুই প্রকার সুখ-সম্পদ সম্বন্ধে কোরান শরিফে আরো উক্ত হইয়াছে:—"যাহারা আপন প্রতিপালককে ভয় করে, তাহাদের জন্য দুই স্বর্গোদ্যান রহিয়াছে।"—কোঃ ৫৫—৪৬।

২৬। পরমধর্ম্মের ছিদ্রান্বেষণ এবং অযথা কুৎসা বর্ণনা করিয়া উপহাস ও বিদ্রূপ করাই অবিশ্বাসী বিধর্ম্মীদিগের স্বভাব। ইতিপূর্ব্বে পিপীলিকা, মৌমাছি ও উর্ণনাভ প্রভৃতি কীট-পতঙ্গের উপমা-সংবলিত কতিপয় আয়ত অবতীর্ণ হওয়ায় অবিশ্বাসীরা উহা লইয়া উপহাস-বিদ্রূপ করিত। তাহারা বলিত যে, আল্লাহ কি উদ্দেশ্যে এই সকল নগণ্য জীবের উপমা দেন? বিধর্ম্মীদের ঐ সকল বিদ্রূপ কটাক্ষের প্রত্যুত্তর স্বরূপ আল্লাহতালা এই আয়ত অবতীর্ণ করিয়া বলিয়া দিলেন যে, আমার পক্ষে নিজের সৃষ্ট ক্ষুদ্র-বৃহৎ জীবের উপমা দেওয়া কিছুমাত্র লজ্জার কথা নহে। লোকের কল্যাণের জন্যই

যে, তাহাদের জন্য স্বর্গোদ্যান—যাহার নিম্নে স্রোতস্বিনী-সমূহ প্রবাহিত হইতেছে; যখন উহা হইতে তাহাদিগকে উপজীবিকার জন্য ফলপুঞ্জ প্রদান করা হইবে তখন তাহারা বলিবে—আমাদিগকে ইহা ত পূর্ব্বেই প্রদত্ত হইয়াছিল, এবং তাহাদিগকে এতদ্দ্বারা উহার সদৃশ প্রদান করা হইবে; এবং তাহাদের জন্য তন্মধ্যে শুদ্ধা সহধর্ম্মিণীগণ রহিয়াছে, এবং তাহারা তন্মধ্যে সর্ব্বদা অবস্থান করিবে। ২৬। নিশ্চয় আল্লাহ মশক অথবা তদপেক্ষা বৃহত্তর দৃষ্টান্ত বর্ণনা করিতে লজ্জিত হন না; অতএব যাহারা বিশ্বাস-স্থাপন করিয়াছে, বস্তুতঃ তাহারাই অবগত আছে যে, ইহা তাহাদের প্রতিপালকের সত্য; এবং যাহারা অবিশ্বাস করে, পরন্তু তাহারা বলে—এই দৃষ্টান্তে আল্লার

الصّلحٰت انّ لهم جنّٰت تجري
من تحتها الانهر ط كلّما رزقوا منها
من ثمرة رزقا قالوا هذا الّذي
رزقنا من قبل واتوا به متشابها ط
ولهم فيها ازواج مطهّرة وهم فيها
خلدون ○ ٢٦- انّ الله لا يستحي
ان يضرب مثلا ما بعوضة فما
فوقها ط فامّا الّذين امنوا فيعلمون
انّه الحقّ من ربّهم ج وامّا الّذين
كفروا فيقولون ماذا اراد الله بهذا

আকাঙ্ক্ষা অপূর্ণ থাকিয়া যায়। কিন্তু তদ্‌বিনিময়ে তাঁহারা স্বর্গোদ্যানে অবিনশ্বর ও অফুরন্ত সুখ-সম্পদ ভোগ করিতে পারিবেন। সেই সুখ-সম্পদ দুই প্রকার—বাস্তব ও আধ্যাত্মিক। বাস্তব সুখের মধ্যে পরমাসুন্দরী রমণী, সুরম্য পরিচ্ছদ, সুস্বাদু খাদ্য ও সুমধুর পানীয় সাধারণ লোকের অধিকতর কাম্য; তজ্জন্য আল্লাহতালা এই আয়তে শুদ্ধচিত্তা সুন্দরী রমণী, সুমধুর পেয়পূর্ণ স্রোতস্বিনী এবং সুস্বাদু ও পরিতৃপ্তিকর ফলপুঞ্জ পরিপূর্ণ স্বর্গোদ্যানের সুসংবাদ প্রদান করিতেছেন। কিন্তু কেহ যেন মনে না করেন যে, উহাই ইস্‌লামী স্বর্গীয় সুখ-সম্পদের চরম লক্ষ্য। কারণ ঐ সকল বাস্তব সুখ ব্যতীত স্বর্গবাসীগণ তথায় এমন অনাঘ্রাত, অনাস্বাদিত ও অফুরন্ত আধ্যাত্মিক সুখ-সম্পদ ভোগ করিবে—যাহা মানুষের ধারণা ও বিবেকবুদ্ধির সম্পূর্ণ অতীত। মানুষের সেই ধারণক্ষম ও ধারণাতীত সুখ-সম্ভোগ সম্বন্ধে আল্লাহতালা কোরান শরিফে বলিতেছেন,—"তাহারা যাহা আকাঙ্ক্ষা করে, সেখানে তাহাদের জন্য তাহা বিদ্যমান থাকিবে এবং আমার নিকট তদপেক্ষা অধিকতর সুখ-সম্পদ আছে।" পরলোকের বাস্তব ও আধ্যাত্মিক এই দুই প্রকার সুখ-সম্পদ সম্বন্ধে কোরান শরিফে আরো উক্ত হইয়াছে:—"যাহারা আপন প্রতিপালককে ভয় করে, তাহাদের জন্য দুই স্বর্গোদ্যান রহিয়াছে।"—কোঃ ৫৫—৪৬।

২৬। পরমধর্ম্মের ছিদ্রান্বেষণ এবং অযথা কুৎসা বর্ণনা করিয়া উপহাস ও বিদ্রূপ করাই অবিশ্বাসী বিধর্ম্মীদিগের স্বভাব। ইতিপূর্ব্বে পিপীলিকা, মৌমাছি ও উর্ণনাভ প্রভৃতি কীট-পতঙ্গের উপমা-সংবলিত কতিপয় আয়ত অবতীর্ণ হওয়ায় অবিশ্বাসীরা উহা লইয়া উপহাস-বিদ্রূপ করিত। তাহারা বলিত যে, আল্লাহ কি উদ্দেশ্যে এই সকল নগণ্য জীবের উপমা দেন? বিধর্ম্মীদের ঐ সকল বিদ্রূপ কটাক্ষের প্রত্যুত্তর স্বরূপ আল্লাহতালা এই আয়ত অবতীর্ণ করিয়া বলিয়া দিলেন যে, আমার পক্ষে নিজের সৃষ্ট ক্ষুদ্র-বৃহৎ জীবের উপমা দেওয়া কিছুমাত্র লজ্জার কথা নহে। লোকের কল্যাণের জন্যই

অভিপ্রায় কি? এতদ্দ্বারা তিনি অনেককে বিপথগামী করেন এবং এতদ্দ্বারা তিনি অনেককে পথ-প্রদর্শন করেন; এবং তিনি এতদ্দ্বারা দুষ্কার্য্যকারীদিগকে ব্যতীত বিপথগামী করেন না। ২৭। যাহারা আল্লার অঙ্গীকারে আবদ্ধ হইবার পরে উহা ভঙ্গ করে এবং আল্লাহ যাহা সম্মিলিত রাখিতে আদেশ করিয়াছেন তাহা যাহারা বিচ্ছিন্ন করে এবং পৃথিবীতে অশান্তি উৎপাদন করে, তাহারাই ক্ষতিগ্রস্থ হইবে। ২৮। কিরূপে তোমরা আল্লাহকে অবিশ্বাস করিতেছ? অথচ তোমরা নির্জ্জীব ছিলে, পরে তিনিই তোমাদিগকে সঞ্জীবিত করিয়াছেন; পুনরায় তিনি তোমাদিগকে নির্জ্জীব করিবেন, তৎপরে তোমাদিগকে জীবিত করিবেন; অবশেষে তোমাদিগকে তাঁহারই দিকে প্রতিগমন করিতে হইবে। ২৯। তিনি তোমাদের জন্য

مَثَلًا ۘ يُضِلُّ بِهٖ كَثِيْرًا ۙ وَّيَهْدِىْ بِهٖ
كَثِيْرًا ؕ وَمَا يُضِلُّ بِهٖۤ اِلَّا الْفٰسِقِيْنَ ۙ ۲۶
۲۷- الَّذِيْنَ يَنْقُضُوْنَ عَهْدَ اللّٰهِ مِنْ
بَعْدِ مِيْثَاقِهٖ ۪ وَيَقْطَعُوْنَ مَاۤ اَمَرَ اللّٰهُ
بِهٖۤ اَنْ يُّوْصَلَ وَيُفْسِدُوْنَ فِى الْاَرْضِ ؕ
اُولٰۤئِكَ هُمُ الْخٰسِرُوْنَ ۲۸- كَيْفَ
تَكْفُرُوْنَ بِاللّٰهِ وَكُنْتُمْ اَمْوَاتًا فَاَحْيَاكُمْ ۚ
ثُمَّ يُمِيْتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيْكُمْ ثُمَّ اِلَيْهِ
تُرْجَعُوْنَ ۝ ۲۹- هُوَ الَّذِىْ خَلَقَ

আমি এই সকল দৃষ্টান্ত প্রদান করিয়া থাকি। যাহারা বিশ্বাসী ও চিন্তাশীল, তাহারা এই সকল উপমা সম্বন্ধে চিন্তা করিয়া সুপথ প্রাপ্ত হয়; আর যাহারা অবিশ্বাসী ও অন্ধ, সেই দুর্ব্বৃত্তগণ এ সম্বন্ধে কিছুমাত্র চিন্তা না করিয়া উপহাস-বিদ্রূপ করে এবং সম্পূর্ণ বিপথগামী হইয়া যায়।

২৭। এস্থলে 'অঙ্গীকার' অর্থে বিশ্বাস-স্থাপন বুঝিতে হইবে। অঙ্গীকার তিন প্রকার—যথা, (১) আল্লাহতালার একত্ব ও অদ্বিতীয়ত্বে বিশ্বাস করা, (২) তাঁহার নির্দ্দেশিত মূল-সত্য সমূহ স্বীকার করা এবং (৩) প্রত্যাদিষ্ট ঐশীগ্রন্থ দ্বারা পূর্বোক্ত বিশ্বাস ও সত্য-সমূহ সমর্থন করা। যাহারা এই মহান অঙ্গীকারে আবদ্ধ হয়, তাহারা কখনই দুষ্কর্ম্ম করিতে পারে না। দুষ্ক্রিয়াশীল ব্যক্তিরা অঙ্গীকার-ভঙ্গকারী বলিয়া পরিগণিত এবং পরিণামে ক্ষতিগ্রস্থ হইবে।

২৮। আল্লাহতালা এই আয়তে মানবের অতীত, বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ স্মরণ করাইয়া দিয়া বলিতেছেন:—"যাঁহার কৃপায় তোমরা অস্তিত্বহীন নির্জ্জীব অবস্থা হইতে বর্ত্তমান সজীব অবস্থায় উপনীত হইয়াছ এবং মৃত্যুর পর পুনর্জ্জীবন লাভ করিয়া স্ব স্ব কর্ম্মফল ভোগ করিবার নিমিত্ত তোমাদিগকে পুনরায় যাঁহার নিকট উপস্থিত হইতে হইবে,—ফলতঃ তোমাদের অস্তিত্ব, জীবন, মৃত্যু ও ভবিষ্যৎ সম্পূর্ণরূপে যাঁহার ইচ্ছা ও অনুগ্রহের উপর নির্ভর করে, তোমরা কেমন করিয়া সেই আল্লাহকে অবিশ্বাস করিতে পার? মানবের ঐশী বিশ্বাস সম্বন্ধে এই আয়ত সর্বাপেক্ষা সহজ, সরল ও স্বাভাবিক উপদেশরূপে পরিগণিত।

২৯। এই আয়তে ভূমণ্ডল ও নভোমণ্ডলের সৃষ্টি-ক্রিয়ার প্রতি ইঙ্গিত করা হইয়াছে। কিন্তু "সপ্ত-আকাশ"-এর অর্থ এবং তাৎপর্য্য সম্বন্ধে প্রাচীন ও আধুনিক তফ্‌সীরকারগণের মধ্যে বহু মতভেদ ... তফ্‌সীরকারগণের প্রায় সকলেই সপ্তাকাশ অর্থে মহাশূন্যে পর পর অবস্থিত ... স্তরসমূহ বুঝিয়া

পৃথিবীতে যাহা কিছু আছে—সমস্তই সৃষ্টি করিয়াছেন ; তৎপরে তিনি আকাশের প্রতি অভিনিবেশ করিলেন—অতঃপর সপ্ত আকাশ সংবিন্যস্ত করিলেন ; এবং তিনি সর্ব্ববিষয়ে মহাজ্ঞানী।

لَكُمْ مَّا فِى الْاَرْضِ جَمِيْعًا ق ثُمَّ
اسْتَوٰٓى اِلَى السَّمَآءِ فَسَوّٰهُنَّ سَبْعَ
سَمٰوٰتٍ ط وَهُوَ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيْمٌ ۝

৪র্থ রুকু—মানুষের বৈশিষ্ট্য ও গৌরব

৩০। এবং যখন তোমার প্রতিপালক ফেরেশ্‌তাগণকে বলিয়াছিলেন—নিশ্চয় আমি পৃথিবীতে প্রতিনিধি সৃষ্টি করিব,

٣٠- وَاِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ اِنِّىْ
جَاعِلٌ فِى الْاَرْضِ خَلِيْفَةً ط قَالُوْٓا

সপ্ত আকাশের স্থিতি, প্রকৃতি ও বিশেষত্ব বর্ণনা করিয়াছেন এবং এক আকাশ হইতে অন্য আকাশ পঞ্চশত বৎসরের পথ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। হাদিস শরিফের বিভিন্ন বর্ণনা এই মতের সম্পূর্ণ অনুকুল। কিন্তু পরবর্ত্তী তফ্‌সীরকারগণের অনেকে ঐ সকল মত সমর্থন করেন নাই। তাঁহাদের মতে সপ্তাকাশ অর্থ অনন্ত শূন্য-মণ্ডলের সাতটী বিভিন্ন স্তর। তাঁহারা পবিত্র কোরানের বিভিন্ন আয়ত যোগে এই মত সমর্থন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন, যথা—"যিনি স্তরে স্তরে সপ্ত আকাশ সৃষ্টি করিয়াছেন।" এই সাতটী বিভিন্ন স্তরের অবস্থিতি এইরূপ ভাবে—নির্দ্দেশিত হইয়াছে, যথা প্রথম স্তর ভূপৃষ্ঠ—যেখানে জীবের উপজীবিকা সমূহ উৎপন্ন হয় (৫১—১২) ; দ্বিতীয় স্তর নভোমণ্ডল—খেচর জীবকুলের উড্ডীয়মান হইবার শেষ সীমা ; তৃতীয় স্তর শৈত্যমণ্ডল—যেখানে বাষ্পাকার বারিকণা হইতে শিলারাশি সংগঠিত হয় ; চতুর্থ মেঘমণ্ডল—যেস্থান হইতে বারি বর্ষণ হইয়া থাকে ; পঞ্চম উল্কামণ্ডল—যেস্থানে গতিশীল উল্কাসমূহ পরিদৃষ্ট হয় ; ষষ্ঠ নক্ষত্রমণ্ডল—যেস্থানে উজ্জ্বল নক্ষত্রমালা অবস্থিত এবং সপ্তম স্বর্গমণ্ডল—যেখানে ফেরশ্‌তাগণ অবস্থান করিয়া থাকেন। আকাশের সপ্তস্তরবাদিগণের কেহ কেহ ইহার অর্থ বায়ু-মণ্ডল, ইথর-মণ্ডল, ইলেকট্রোন-মণ্ডল, জ্যোতির্ম্মণ্ডল, নক্ষত্র-মণ্ডল, বিদ্যুৎ-মণ্ডল এবং সূর্য্য-মণ্ডল বলিয়াও কল্পনা করিয়াছেন। কিন্তু এ সকল মত এখন পর্য্যন্ত সমস্ত মোস্‌লেম-জগৎ কর্ত্তৃক নিঃসন্দেহরূপে সমর্থিত হয় নাই। কোন কোন খগোল-শাস্ত্রবিদ পণ্ডিত সপ্তাকাশ অর্থে সপ্ত-গ্রহ অথবা উহার কক্ষ-পথ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন ; কিন্তু এ মত অযৌক্তিক ও ভিত্তিহীন। আধুনিক তফ্‌সীরকারগণের কেহ কেহ সপ্তাকাশ অর্থ শুধু "অনন্ত শূন্যমণ্ডল" বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। ইহারা আরব্য বাকধারা অবলম্বন করিয়া প্রমান করেন যে, অন্যান্য দেশে দুই, পাঁচ, দশ, সহস্র, অযুত, লক্ষ, কোটী প্রভৃতির সংখ্যা যেমন অনিশ্চিত ও একাধিক বহুবাচক অর্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে, আরব দেশেও সেইরূপ সাত, সত্তর, সপ্তশত ও সত্তর সহস্র প্রভৃতি সংখ্যা অনিশ্চিত ও একাধিক বহু সংখ্যার পরিবর্ত্তে ব্যবহৃত হয়। সুতরাং সপ্তাকাশ অর্থ অনন্ত শূন্য-মণ্ডল ব্যতীত আর কিছুই নহে। আধুনিক জড়বিজ্ঞান সর্ব্বাপেক্ষা এই মতটি সমর্থন করিলেও ইহার শেষ-পরিণতি এখনও অনিশ্চিত ভবিষ্যতের গর্ভে নিহিত রহিয়াছে।

৩০। এই আয়তে আল্লাহতালা ফেরেশ্‌তাগণের নিকট মানব-সৃষ্টির প্রসঙ্গ বর্ণনা করায় ফেরেশ্‌তাগণ ঐ সৃষ্টি জীবজগতে শান্তিভঙ্গ শোণিতপাতকারী হইবে বলিয়া আপত্তি করিতেছেন। কিন্তু আল্লাহতালা তাঁহাদের আপত্তি অগ্রাহ্য করিয়া বলিতেছেন যে, সৃষ্ট মানব কিরূপ প্রকৃতি-সম্পন্ন হইবে, তাহা তোমাদের অপেক্ষা আমিই ভাল জানি ; কারণ আমি সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্বদর্শী। কিন্তু এক্ষণে কথা এই যে, ফেরেশ্‌তাগণ ভবিষ্যদ্দর্শী নহেন ; সুতরাং সৃষ্ট মানব যে পৃথিবীতে শোণিতপাত ও শান্তিভঙ্গকারী হইবে—এই অভিজ্ঞতা তাঁহারা কোথা হইতে লাভ করিলেন এবং কোন্ যুক্তিবলে

তাহারা বলিয়াছিল—তুমি কি ইহাতে এমন সৃষ্টি করিবে যে, তাহারা তন্মধ্যে অশান্তি-উৎপাদন করিবে এবং শোণিত পাত করিবে? এবং আমরাই ত তোমার প্রশংসা কীর্ত্তন করিতেছি এবং তোমারই পবিত্রতা বর্ণনা করিয়া থাকি; তিনি

أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ ج وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ط قَالَ

তাঁহারা আল্লার নিকট সেই অভিমত ব্যক্ত করিতে সাহসী হইলেন? সুতরাং এই আয়তের মর্ম্ম ও তাৎপর্য্য বুঝিতে হইলে জগতের সৃষ্টি-তত্ত্বের প্রতি লক্ষ্য করা একান্ত আবশ্যক।

বর্ত্তমান সভ্য-জগতেও সৃষ্টিতত্ত্ব বিষয়ক পুস্তক এক শতাব্দীর বেশী পূর্বে লিখিত হয় নাই। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়, ঐশীগ্রন্থ কোরান শরীফ তের শত বৎসর পূর্বে আমাদিগকে সৃষ্টিতত্ত্বের সুস্পষ্ট আভাষ প্রদান করিয়াছেন। এস্থলে এ কথাও বলা আবশ্যক যে, কোরানোক্ত সৃষ্টিতত্ত্ব অন্যান্য জাতির ধর্ম্মগ্রন্থ বা পুরাণের সৃষ্টি-কাহিনীর ন্যায় অসার ও অস্বাভাবিক কল্পনার সমষ্টি নহে। বরং পবিত্র কোরানে সৃষ্টি-তত্ত্ব সম্বন্ধে যে সকল বর্ণনা উক্ত হইয়াছে, আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান ধীরে ধীরে তাহাই সমর্থন ও প্রমাণ করিয়া যাইতেছে। সুতরাং ইহা অপেক্ষা পবিত্র কোরানের সত্যতা ও অলৌকিকতার উজ্জ্বল প্রমাণ আর কি হইতে পারে?

আলোচ্য আয়তে যে আদমের প্রসঙ্গ বর্ণিত হইয়াছে, ইনিই বর্ত্তমান মানব জাতির আদি-পুরুষ। অনেকের মতে ইনি মাত্র কয়েক সহস্র বৎসর পূর্বে পৃথিবীতে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। কিন্তু আদি-সৃষ্টির নানা অবস্থা অতিক্রম করিয়া লক্ষ লক্ষ বৎসর পরে পৃথিবী বর্ত্তমান অবস্থায় উপনীত হইয়াছে। ইহার পূর্বে পৃথিবী এত উত্তপ্ত ছিল যে, উহা বর্ত্তমান মৃত্তিকা-জাত দেহবিশিষ্ট জীবের বাস করিবার সম্পূর্ণ অযোগ্য ছিল। বৈজ্ঞানিকগণ অনুমান করেন যে, লক্ষ লক্ষ বৎসর পূর্ব্বে পৃথিবীর ঐ উত্তপ্ত অবস্থায় কেবল সুবৃহৎ সরীসৃপ জাতীয় এক প্রকার জীব পৃথিবীতে বিচরণ করিত। হাদিস শরিফে বর্ণিত হইয়াছে যে, উহারা অগ্নি হইতে সমুৎপন্ন জেন সম্প্রদায় ছিল। উহারা সরীসৃপের আকারে ধরাবক্ষে বিচরণ করিয়া বেড়াইত। জেন সম্প্রদায়ের পূর্বেও পৃথিবীতে জীব-জাতির অস্তিত্বের প্রমাণ পাওয়া যায়। হজরত এব্‌ন-আব্বাস বলিয়াছেন যে, জেন জাতির পূর্বে পৃথিবীতে জান, বানু, তাম ও রম প্রভৃতি জাতির অস্তিত্ব বিদ্যমান ছিল। জেন জাতির পরেও পৃথিবীতে বহু জীব-জাতির সৃষ্টি হইয়া গিয়াছে। ইহাদের মধ্যে আধুনিক মানব-জাতির পূর্বে তদনুরূপ জাতিও বিদ্যমান ছিল। বৈজ্ঞানিকগণ আধুনিক নর ও বানর জাতির কঙ্কালের ন্যায় সহস্র সহস্র বৎসরের যে সকল কঙ্কাল আবিষ্কার করিয়া বিস্ময়ে স্তম্ভিত হন এবং যাহাদিগকে বর্ত্তমান মানব জাতির পূর্বপুরুষ বলিয়া অনুমান করেন অথবা ঐ সকল আবিষ্কৃত কঙ্কালের মধ্যে বানর জাতীয় জীবের কঙ্কালই সর্বাপেক্ষা পুরাতন বলিয়া বানরকেই নর-জাতির আদিপুরুষ বলিয়া ব্যক্ত করিতে চাহেন, উহারা প্রকৃতপক্ষে ভিন্ন জাতীয় জীব অথবা স্বতন্ত্র মানব-জাতি ছিল। এই জন্যই বোধ হয় আমাদের পূর্বপুরুষ হজরত আদমকে কেহ কেহ শেষ আদম বলেন। ইহাতেও অনুমান হয় যে, বর্ত্তমান মানব-জাতির পূর্বে হয়ত আরও বহু মানব-জাতির সৃষ্টি হইয়া গিয়াছে। বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারও সে কথা অনেকটা সমর্থন করে এবং কোন কোন বর্ণনায় ইহার অস্পষ্ট আভাষও পাওয়া যায়। এমাম আহমদ বাকের বলিয়াছেন যে, এই আদমের পূর্বে সহস্র সহস্র আদমের সৃষ্টি হইয়াছিল। এই শ্রেণীর আরও একাধিক বিক্ষিপ্ত বর্ণনা বিদ্যমান আছে। কিন্তু এই সকল বর্ণনা বিশুদ্ধ অথবা প্রামাণ্য বলিয়া পরিগৃহীত হয় নাই।

হজরত আদমের পূর্ববর্ত্তী ঐ সকল জাতি পরস্পর শত্রুতাচরণ পূর্বক কলহ ও শোণিতপাত করিয়া জগতে অশান্তি সৃষ্টি করিত। তাহাদের দৌরাত্ম্য যখন চরমে উঠিত, তখন তাহারা আল্লাহ-তালার আদেশ-নিষেধ একেবারেই গ্রাহ্য করিত না। ফলে আল্লাহতালার কোপে তাহারা সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস ও নির্ম্মূল হইয়া গিয়াছিল।

إِنِّىٓ أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ○
٣١- وَعَلَّمَ اٰدَمَ الْاَسْمَآءَ كُلَّهَا
ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلٰٓئِكَةِ لا
فَقَالَ اَنْۢبِـُٔوْنِىْ بِاَسْمَآءِ هٰٓؤُلَآءِ
اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ○ ٣٢ قَالُوْا
سُبْحٰنَكَ لَا عِلْمَ لَنَآ اِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا ط
اِنَّكَ اَنْتَ الْعَلِيْمُ الْحَكِيْمُ ○
٣٣- قَالَ يٰٓاٰدَمُ اَنْۢبِئْهُمْ بِاَسْمَآئِهِمْ ج

বলিয়াছিলেন—তোমরা যাহা অবগত
নহ নিশ্চয় আমি তাহা পরিজ্ঞাত আছি।
৩১। এবং তিনি আদমকে সমস্ত নাম শিক্ষা
দিলেন, অনন্তর তৎসমুদয় ফেরেশ্‌তা-
গণের সমক্ষে উপস্থাপিত করিলেন;
তৎপর বলিলেন—যদি তোমরা সত্যবাদী
হও, তবে আমাকে এই সকলের নাম-
সমূহ বিজ্ঞাপিত কর। ৩২। তাহারা
বলিয়াছিল - তুমি পরম-পবিত্র; তুমি
আমাদিগকে যাহা শিক্ষা দিয়াছ তদ্ব্যতীত
আমাদের কোনই জ্ঞান নাই; নিশ্চয়
তুমি মহাজ্ঞানী বিজ্ঞানময়। ৩৩। তিনি
বলিয়াছিলেন—হে আদম, তুমি তাহা-
দিগকে ঐ সকলের নাম-সমূহ জ্ঞাপন

ফেরেশ্‌তাগণ আল্লাহতালার প্রাথমিক সৃষ্টির অন্তর্ভুক্ত স্বর্গবাসী জীব এবং জগতের প্রলয়-কাল পর্য্যন্ত অমর। সুতরাং পূর্বোক্ত জীবজাতি-সমূহের সৃষ্টি ও বিনাস তাঁহাদের চক্ষের সম্মুখেই সংঘটিত হইয়াছিল এবং সেই অভিজ্ঞতার বলেই তাঁহারা আল্লার নিকট ঐরূপ অনুযোগ করিতে সাহসী হইয়াছিলেন।

মালায়েক—ফেরেশ্‌তা; আল্লাহতালার আদি-সৃষ্টির অন্তর্ভুক্ত চিরানুগত স্বর্গবাসী সম্প্রদায়। ইহারা জ্যোতি হইতে উৎপন্ন হইয়াছেন। ইহাদের দেহাকৃতি উজ্জল বায়বীয় এবং স্ত্রী-পুরুষ ভেদ-পরিশূন্য। সুতরাং আহার, নিদ্রা অথবা শয়তানের প্ররোচনা-জনিত কাম-ক্রোধ ও লোভ-মোহ হইতে ইহারা সম্পূর্ণ মুক্ত। সর্বদা মহান্ আল্লার প্রশংসা-কীর্ত্তন এবং বিশ্বজগৎ পরিচালনে তাঁহার আদেশ-উপদেশের অনুসরণই ইহাদের কার্য্য। ইহারা লোক-চক্ষুর গোচরীভূত নহেন। তবে আবশ্যক হইলে তাঁহারা নবী, রসুল ও সিদ্ধ অলি-আল্লাহগণকে যে কোন আকৃতিতে দেখা দিতে পারেন। কোন কোন গ্রন্থে ফেরেশ্‌তার স্বরূপ বর্ণনা দেখিতে পাওয়া যায়; যথা—ঈষৎ, নীলাভ শুভ্র জ্যোতির্ম্ময় পক্ষ-বিশিষ্ট সুন্দর চেহারা! ইহাদের শক্তি অপরিসীম; কিন্তু আল্লার আদেশ ব্যতীত সেই শক্তি কখনও প্রয়োগ করেন নাই। ইহারা জগতের প্রলয় কাল অবধি অমর।

আদম সৃষ্টির বিবরণ:—হজরত আদমের সৃষ্টি-বিবরণ বিভিন্ন রওয়ায়েতে এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে। আল্লাহতালা নিজের "খলিফা" বা প্রতিনিধি স্বরূপ মহা গৌরবান্বিত মানব-সৃষ্টি করিবার ইচ্ছা করিয়া প্রথমে ফেরেশ্‌তাগণের নিকট সেই ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। ফেরেশ্‌তাগণ যেরূপ অভিমত প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহা পূর্বেই বর্ণিত হইয়াছে। অনন্তর আল্লাহতালা মৃত্তিকা-যোগে স্বীয় প্রতিনিধিত্বের যোগ্যতম আকৃতিতে আদম-দেহ নির্ম্মাণ করিয়া তন্মধ্যে 'রুহ' অর্থাৎ আত্মা সঞ্চারিত করিলেন; হজরত আদম সঞ্জীবিত হইয়া উঠিলেন।

৩১—৩২। **আদম**—"আদিমল-আরদ" অথবা "উদমা" শব্দ হইতে নিষ্পন্ন। উহার অর্থ ভূপৃষ্ঠ অথবা গোধুম-বর্ণ। মৃত্তিকা হইতে সৃষ্ট এবং গোধুমবর্ণ-বিশিষ্ট বলিয়াই আদি-মানব "আদম" নামে অভিহিত হইয়াছিলেন।

অনন্তর আল্লাহতালা ফেরেশ্‌তাগণের পূর্বোক্ত উক্তির প্রতিবাদ স্বরূপ হজরত আদমকে জগতের সমস্ত বিষয়ের নাম শিক্ষা দিয়া ঐ সমস্ত হজরত আদম ও ফেরেশ্‌তাগণের সম্মুখে উপস্থিত করিলেন;

فَلَمَّآ اَنْبَاَهُمْ بِاَسْمَآئِهِمْ ۙ قَالَ اَلَمْ اَقُلْ لَّكُمْ اِنِّىْٓ اَعْلَمُ غَيْبَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۙ وَاَعْلَمُ مَا تُبْدُوْنَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُوْنَ ٥ ٣٣- وَاِذْ قُلْنَا لِلْمَلٰٓئِكَةِ اسْجُدُوْا لِاٰدَمَ فَسَجَدُوْٓا اِلَّآ اِبْلِيْسَ ط

কর; অতঃপর যখন সে তাহাদিগকে উহাদের নাম সমূহ পরিজ্ঞাপন করিয়াছিল, তখন তিনি বলিয়াছিলেন—আমি কি তোমাদিগকে বলি নাই যে, নিশ্চয় আমি ভূমণ্ডল ও নভোমণ্ডলের অদৃশ্য বিষয় অবগত আছি এবং তোমরা যাহা প্রকাশ কর ও যাহা গোপন কর আমি তাহাও পরিজ্ঞাত আছি ৩৪। এবং যখন আমি ফেরেশ্‌তাগণকে বলিয়াছিলাম যে, তোমরা আদমকে 'সেজদা' কর—তখন ইব্‌লিস ব্যতীত সকলে

এবং ফেরেশ্‌তাগণকে সেগুলির নাম বলিতে আদেশ করিলেন। ফেরেশ্‌তারা অসমর্থ হইয়া লজ্জিত ও অনুতপ্তভাবে আল্লার নিকট আত্মসমর্পণ পূর্ব্বক বলিলেন,—"প্রভো! তুমি যাহা শিক্ষা দিয়াছ, তদ্ব্যতীত আমাদের কোনই জ্ঞান নাই; তুমিই একমাত্র জ্ঞানী ও বিজ্ঞ।" অনন্তর আল্লাহতালা আদমকে ঐ সকলের নাম বলিতে বলায় হজরত আদম সমস্ত নাম বলিয়া দিলেন। তখন আল্লাহতালা ফেরেশ্‌তাগণকে বলিলেন,—"আমি কি তোমাদিগকে বলি নাই যে, ভূমণ্ডল ও নভোমণ্ডলের সমস্ত গুপ্ত-বিষয় আমি অবগত আছি এবং তোমরা যাহা প্রকাশ কর বা গোপন কর, তাহার কিছুই আমার জ্ঞানের অতীত নহে?" এই ঘটনার দ্বারা আল্লাহতালা জাগতিক জ্ঞান সম্বন্ধে ফেরেশ্‌তাগণের উপর মানবের শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশ করিয়াছেন। আল্লার প্রতিনিধিস্বরূপ মানবজাতি যে সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীব, তাহাদের অসীম জ্ঞানার্জ্জন-শক্তিই উহার-প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

৩৪। অনন্তর আল্লাহতালা ফেরেশ্‌তাগণকে আদমের শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার" করিয়া তাঁহাকে সেজ্‌দা করিবার জন্য আদেশ করিলেন। একমাত্র ইবলিস ব্যতীত সকলেই নতশিরে আল্লার আদেশ পালন করিয়া আদমকে সেজ্‌দা করিলেন। কিন্তু অনলোৎপন্ন ইবলিস মৃত্তিকাজাত আদমকে সেজ্‌দা করিতে অহঙ্কার ও অবজ্ঞার সহিত অস্বীকার করিল এবং আল্লার আদেশ অমান্য করিয়া অভিশপ্ত শয়তান হইয়া গেল।—কোঃ ৭—১১, ১২, ১৩।

সেজদা—বিশিষ্ট-প্রণিপাত, আনুগত্য-স্বীকার, আদেশ-পালন অথবা নতশির। ইস্‌লামী ধর্ম্ম-বিধান অনুসারে আল্লাহ ব্যতীত অন্য কাহাকেও সেজ্‌দা করা জায়েজ নহে। এইজন্য এস্থলে 'সেজদা' শব্দ লইয়া তফসীরকারগণের মধ্যে মতভেদ হইয়াছে। কোন কোন তফসীরকার বলেন যে, আল্লাহ ব্যতীত যখন অন্যকে সেজদা করার কথা বলা হইবে, তখন উহার অর্থ—আনুগত্য, সেবা, আদেশ পালন ও শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার প্রভৃতি বুঝাইবে। এই মর্ম্ম গ্রহণ করিয়া তাঁহারা বলেন যে, আল্লাহ্‌তালা আদমের আনুগত্য স্বীকার বা আদেশ পালন করিবার জন্যই ফেরেশতাগণকে আদেশ করিয়াছিলেন; উহা নামাজের সেজ্‌দার ন্যায় সেজ্‌দা নহে। ইহাই আধুনিক বিচক্ষণ তফসীরকারগণের মত। পক্ষান্তরে কোন কোন প্রাচীনপন্থী আলেম বলেন যে, ফেরেশ্‌তাগণ হজরত আদমকে "কেবলা" স্বরূপ সম্মুখে রাখিয়া আল্লাহকে সেজ্‌দা করিয়াছিলেন। আবার এক সম্প্রদায় বলেন যে, আল্লার আদেশ অনুসারেই ফেরেশ্‌তাগণ হজরত আদমকে সেজদা করিয়াছিলেন। ইহাতে তাঁহাদের কোনই অপরাধ হয় নাই বা হইতে পারে না। আমাদের নিকট প্রথমোক্ত মতই অপেক্ষাকৃত সমীচীন বলিয়া অনুমিত হয়।

ইবলিস—"এবলাস" হইতে সমুৎপন্ন; উহার অর্থ বিতাড়িত, দূরীভূত অথবা নিরাশ। কিন্তু এস্থলে "ইবলিস" অর্থ অভিশপ্ত শয়তান। ইবলিস জেন ছিল, কি ফেরেশ্‌তা ছিল, তৎসম্বন্ধে মতভেদ আছে। একটী রেওয়ায়েতে বর্ণিত হইয়াছে যে, শয়তান অগ্নি হইতে সৃষ্ট জেন সম্প্রদায়ের এমাম ছিল। কিন্তু বহুকাল একাগ্রচিত্তে আল্লার আরাধনা করিতে করিতে সে ফেরেশ্‌তা পদে

ابى واستكبر ۖ وكان من الكفرين ○
٣٥- وقلنا يادم اسكن انت
وزوجك الجنة وكلا منها رغدا
حيث شئتما صلے ولا تقربا هذه
الشجرة فتكونا من الظلمين ○
٣٦- فازلهما الشيطن عنها

'সেজদা করিয়াছিল; সে অগ্রাহ্য করিল ও অহঙ্কার করিল এবং অবিশ্বাসীদিগের অন্তর্গত হইয়া গেল। ৩৫। এবং আমি বলিয়াছিলাম—হে আদম, তুমি ও তোমার সহধর্ম্মিণী স্বর্গোদ্যানে অবস্থান কর এবং উহা হইতে যাহা ইচ্ছা স্বচ্ছন্দে ভক্ষণ কর; কিন্তু ঐ বৃক্ষের নিকটবর্ত্তী হইও না—অন্যথা তোমরা অত্যাচারী গণের অন্তর্ভূক্ত হইবে। ৩৬। অনন্তর শয়তান তাহাদের উভয়কে তথা হইতে

উন্নীত হয়। কথিত আছে যে, জগতে ইবলিসের ন্যায় উপাসনা কেহই করিতে পারে নাই। কিন্তু ইবলিস অহঙ্কারবশে হজরত আদমকে সেজদা না করিয়া আল্লার আদেশ লঙ্ঘন পূর্বক যেরূপে অভিশপ্ত শয়তান হইয়া যায়, তাহা পূর্বেই বর্ণিত হইয়াছে। আদমের জন্যই তাহার অধঃপতন ও দুর্গতি হইল মনে করিয়া প্রতিহিংসা সাধনের জন্য সে হজরত আদম ও তাঁহার বংশধর মানব-জাতিকে ধর্ম্মদ্রোহী, পাপাসক্ত ও পথভ্রষ্ট করিবার জন্যই আল্লার নিকট স্বীয় উপাসনার বিনিময়ে মহাপ্রলয় অবধি অবকাশ প্রার্থনা করে এবং আল্লাহতালাও মানব-জাতির ভক্তি, বিশ্বাস ও কৃতজ্ঞতা পরীক্ষার জন্য তাহার প্রার্থনা মঞ্জুর করেন।—কোঃ ৭—১৪, ১৫।

এতদ্ভিন্ন 'ইবলিস' ও 'শয়তান' প্রভৃতি শব্দের আরও কয়েক প্রকার ব্যাখ্যা আছে। কিন্তু সে সব এখানে আলোচ্য নহে। ইবলিসের জীবনীতে মানবের কয়েকটী প্রধান শিক্ষার বিষয় আছে। প্রথমতঃ—অহঙ্কার অধঃপতনের অতি প্রশস্ত সোপান; দ্বিতীয়তঃ সারা জীবনের উপাসনা-আরাধনা এক মুহূর্ত্তের অবাধ্যতায় বিনষ্ট হইতে পারে এবং তৃতীয়তঃ—শয়তানের প্ররোচনা হইতে আত্মরক্ষা করিতে সর্ব্বদা সচেষ্ট থাকা প্রত্যেক আদম-সন্তানের একান্ত কর্ত্তব্য।

৩৫—৩৬। আল্লাহতালা হজরত আদমকে সৃষ্টি করিয়া তাঁহার সুখ, শান্তি ও আনন্দ বর্দ্ধনের জন্য তদীয় বাম-পঞ্জরাস্থি হইতে হজরত হাওয়া বিবিকে সৃষ্টি করিয়া (মেশকাত) উভয়ের পরিণয় সম্পাদন করেন এবং স্বর্গোদ্যানে উভয়ের বাসস্থান নির্দ্দেশ করিয়া বলিয়া দেন যে, এখানে তোমরা যাহা ইচ্ছা ভোজন ও পান করিবে, কিন্তু নির্দ্দিষ্ট বৃক্ষের নিকটবর্ত্তী হইবে না।

অনন্তর হজরত আদম ও হাওয়া অনেক দিন পর্য্যন্ত অনাবিল সুখ-শান্তির সহিত স্বর্গোদ্যানে অবস্থান করেন। এই সময়ের মধ্যে তাঁহারা ভ্রমেও কদাচ নিষিদ্ধ তরুর নিকটবর্ত্তী হন নাই। কিন্তু আদমের সুখ-শান্তি ও আনন্দদর্শনে ইবলিস ঈর্ষানলে দগ্ধ হইয়া তাঁহাকে স্বর্গচ্যুত করিবার জন্য নানা প্রলোভন দেখাইয়া হজরত আদম ও হাওয়াকে ঐ নিষিদ্ধ বৃক্ষের ফল ভক্ষণ করিতে প্ররোচিত করে। শয়তান নানা ভাবে ও নানা মূর্ত্তিতে হজরত আদম ও হাওয়ার নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহাদিগকে প্রলোভিত করিত। শয়তানের এরূপ দীর্ঘ দিনের চেষ্টার ফলে হজরত হাওয়া বিবি প্রথমে শয়তান কর্ত্তৃক প্রতারিতা হন। তিনি শয়তানের প্ররোচনায় ঐ বৃক্ষের ফল আহরণ করিয়া প্রথমে স্বয়ং ভক্ষণ করেন এবং পরে হজরত আদমকে খাইতে অনুরোধ ও প্রলুব্ধ করেন। হজরত আদম প্রথমে অস্বীকৃত হইলেও অবশেষে আল্লার আদেশ বিস্মৃত ও জ্ঞানহারা হইয়া ঐ ফল ভক্ষণ করেন। ইহাই আদম-জীবনের সর্বপ্রথম মারাত্মক ভুল। এই ভ্রমের ফলে তাঁহার উপর আল্লাহতালার অসন্তুষ্টি ও বিরাগ অবতীর্ণ হয়। তাঁহাদের অঙ্গ হইতে স্বর্গীয় আবরণ অপসৃত হয় এবং তাঁহারা লজ্জিত ও সঙ্কুচিত হইয়া বৃক্ষপত্রে অঙ্গ আচ্ছাদন করিয়া লজ্জা নিবারণ করেন।—তঃ হোসেনী

فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ ص وَقُلْنَا
اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ ج وَلَكُمْ
فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ ۝
٣٧- فَتَلَقَّى آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ

বিচ্যুত করিল, তৎপরে তাহারা উভয়ে যাহাতে ছিল তথা হইতে তাহাদিগকে বহির্গত করিল ; এবং আমি বলিয়া ছিলাম—তোমরা নীচে নামিয়া যাও, তোমরা পরস্পর পরস্পরের শত্রু ; এবং পৃথিবীতেই তোমাদের জন্য এক নির্দিষ্ট কালের অবস্থিতি ও ভোগ-সম্পদ রহিয়াছে। ৩৭। অনন্তর আদম স্বীয় প্রতিপালক হইতে কতিপয়-বাক্য শিক্ষা

আল্লার আদেশ বিস্মৃত হইয়া শয়তানের প্রবঞ্চনায় নিষিদ্ধ বৃক্ষের ফল ভক্ষণ করিবার অপরাধে হজরত আদম তখনই স্বর্গোদ্যান হইতে বিতাড়িত ও বহিষ্কৃত হইয়া ধরাতলে নিক্ষিপ্ত হন। তিনি স্বর্গোদ্যান হইতে সর্ব্বপ্রথম ভারতবর্ষ অথবা সিংহলে নির্ব্বাসিত হইয়াছিলেন।

হজরত আদমের স্বর্গবাস-বিবরণী লইয়া পূর্ব্ববর্ত্তী ও পরবর্ত্তী তফ্‌সীরকারগণের মধ্যে বিশেষ মতভেদ হইয়াছে। প্রাচীন ও সুন্নী সম্প্রদায়ভুক্ত তফসীরকারগণের প্রায় সকলেই বলেন যে, হজরত আদম যে স্বর্গোদ্যানে ছিলেন, উহাই অনন্ত সুখের পারলৌকিক স্বর্গোদ্যান। কিন্তু মোতাজালা ও পরবর্ত্তী কোন কোন তফসীরকার বলেন যে, উহা বিধি-নিষেধের বহির্ভূত অনাবিল ও অনন্ত সুখ-সম্পদপূর্ণ স্বর্গোদ্যান নহে ; বরং হজরত আদম যে স্বর্গোদ্যানে ছিলেন, উহা পার্থিব প্রমোদ-উদ্যান বিশেষ। বাইবেলে উক্ত হইয়াছে যে, উহা "এডেন" নামক স্থানের একটী মনোরম ফল-পুষ্পোদ্যান ছিল। নিসিদ্ধ বৃক্ষের ফল অর্থে—কেহ বলেন উহা গন্দম বা গোধুম এবং কেহ বলেন যে উহা আঞ্জির, আঙ্গুর বা তজ্জাত সুরা। কিন্তু মূল ঘটনা সম্বন্ধে উভয় সম্প্রদায়ই একমত।

কোন কোন আধুনিক কোরান-ব্যাখ্যাতা এই আয়ত-সমূহের এক অপূর্ব্ব কৌতুহলজনক ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তাঁহারা বলেন যে, এই স্বর্গোদ্যান—হজরত আদম ও হাওয়ার শৈশবের মনোহর বাসস্থান ব্যতীত আর কিছুই নহে। উহা ভূতলেই অবস্থিত ছিল ; নচেৎ উহার মধ্যে কখনই প্রবঞ্চনা, প্রতারণা অথবা পাপকার্য্য সংঘটিত হইত না। প্রকৃত স্বর্গোদ্যান—অনন্ত সুখ ও অনাবিল শান্তির অফুরন্ত আধার। বিধি-নিষেধ, পাপ-তাপ ও শোক-দুঃখ হইতে উহা চিরমুক্ত। কোন কোন আধুনিক তফ্‌সীরকার এই উক্তি স্বীকার করিয়াছেন এবং তওরাতেও ইহার সাক্ষ্য আছে।—আদি-পুস্তক ২—১৮।

যাহা হউক, এই নবীন কোরান-ব্যাখ্যাতাগণের কেহ কেহ হাদিস-বিশেষে "উজ্জ্বল রক্তাভাবিশিষ্ট ঈষৎ চাপা আঞ্জীর বা কুলাকৃতি" বলিয়া নিষিদ্ধ তরুর ফলের যে বর্ণনা আছে, তাহার ভাবার্থ গ্রহণপূর্ব্বক আলোচ্য 'ফল' অর্থে হজরত হাওয়া বিবির বিকাশন্মুখ যৌবন-চিহ্ন বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। ইঁহাদের মতে "ফল-ভক্ষণ" অর্থে—"উভয়ের দাম্পত্য সম্মিলন।" স্বর্গীয় বসন অন্তর্হিত হইয়া লজ্জিত হওয়ার অর্থ—ঐ ফল ভক্ষণের পরে উভয়ের অনাবিল পবিত্রভাব বিলুপ্ত হওয়া এবং তজ্জন্য লজ্জা অনুভব করা। ইতিপূর্ব্বে মনের ঐ অনাবিল পবিত্রভাবের জন্যই তাঁহারা বস্ত্রহীন নগ্ন অবস্থায়ও কোনরূপ লজ্জা বা সঙ্কোচ অনুভব করেন নাই। কিন্তু ঐ ঘটনার পরে লজ্জা অনুভব হইয়াছিল বলিয়া তাঁহারা বৃক্ষপত্রে স্ব স্ব অঙ্গ আচ্ছাদন করিয়াছিলেন। শয়তানের প্ররোচনাকে ইহারা যৌবন-সুলভ কামপ্রবৃত্তির উত্তেজনা ও উন্মাদনা বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

ইহার কল্পনা চমৎকার সন্দেহ নাই! কিন্তু সাধারণতঃ তফসীরকারগণ ও আলেম সমাজ ইহা ভ্রান্ত কাল্পনিক মত বলিয়া অগ্রাহ্য ও প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন।

৩৭। অনুতপ্ত আদম ও হাওয়া স্বর্গোদ্যান হইতে বিতাড়িত ও বহিষ্কৃত হইবার পর পরস্পর বিচ্ছিন্নভাবে ধরাবক্ষে নিক্ষিপ্ত হন। কথিত আছে যে, হজরত আদম সিংহলে এবং হজরত হাওয়া এয়মন প্রদেশে নির্ব্বাসিত হইয়াছিলেন। অনন্তর হজরত আদম বহুদিন পর্য্যন্ত অনুতপ্ত ও দুঃখ-

করিল, তৎপর তিনি তাহাকে ক্ষমা করিলেন ; নিশ্চয় তিনি ক্ষমাশীল, করুণাময়।

৩৮। আমি বলিয়াছিলাম—তোমরা সকলে এখান হইতে নীচে নামিয়া যাও ; অনন্তর আমা হইতে তোমাদের নিকট যে উপদেশ উপস্থিত হইবে—পরে যে আমার সেই উপদেশের অনুসরণ করিবে, বস্তুতঃ তাহাদের কোনই ভয় নাই এবং

فَتَابَ عَلَيْهِ ط اِنَّهٗ هُوَ التَّوَّابُ
الرَّحِيْمُ ○ ٣٨- قُلْنَا اهْبِطُوْا مِنْهَا
جَمِيْعًا ج فَاِمَّا يَاْتِيَنَّكُمْ مِّنِّىْ هُدًى
فَمَنْ تَبِعَ هُدَاىَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ

বিগলিত চিত্তে স্বীয় অপরাধের জন্য আল্লার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করেন ; তখন আল্লাহ স্বীয় অসীম করুণা-প্রভাবে তাঁহাকে ক্ষমা-প্রার্থনার প্রণালী শিক্ষা দেন এবং তিনি তদনুযায়ী হজরত মোহাম্মদ মোস্তফার (দঃ) নামযোগে প্রার্থনা করিয়া ক্ষমা প্রাপ্ত হন এবং স্বীয় প্রভুর প্রসন্নতা লাভ করেন। অনন্তর তিনি প্রিয় পত্নী বিবি হাওয়ার সহিত সম্মিলিত হইয়া সুখে দুঃখে সংসার-জীবন অতিবাহিত করেন। এই সময়ে হজরত আদম হজরত জিবরীল কর্ত্তৃক কৃষিকার্য্য ও বস্ত্রবয়ন এবং লৌহাস্ত্র ও মৃন্ময় পাত্রাদি নির্ম্মাণ প্রভৃতি দৈনন্দিন জীবনের অত্যাবশ্যকীয় কার্য্যগুলি শিক্ষা করিয়াছিলেন। যাহা হউক, আপাততঃ এই স্থানেই হজরত আদমের প্রসঙ্গ শেষ হইয়াছে।

৩৮—৩৯। **নার**—অগ্নি। কিন্তু আলোচ্য আয়তদ্বয়ে এবং পবিত্র কোরানের বহুস্থানে "নার" নরকানল অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে বলিয়া উহার অনুবাদে নরকাগ্নি লিখিত হইল। আল্লাহতালা পূর্ব্ব আয়তে আদমের প্রসঙ্গ শেষ করিবার পর আদম-সন্তানদিগকে লক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন যে, যাহারা স্বীয় অপরাধ এবং ত্রুটি সত্ত্বেও আমার আদেশ-উপদেশের অনুসরণ করিবে, তাহাদের কোনই ভয় নাই ; কারণ তাহারা আমার ক্ষমা লাভ করিয়া স্বর্গে গমন করিতে পারিবে। কিন্তু যাহারা অবিশ্বাস বা বিদ্রোহাচরণ করিবে, তাহাদের জন্য নরকের দুঃখময় চিরশাস্তি বিদ্যমান রহিয়াছে।

হজরত আদমের বিবরণ হইতে আমরা বহু বিষয় শিক্ষা লাভ করিতে পারি। প্রথমতঃ—আল্লাহতালা কেবলমাত্র আদমকেই নিজের প্রতিনিধিস্বরূপ সৃষ্টি করিয়া গৌরবান্বিত করিয়াছেন এবং নানা বিষয়ের জ্ঞান দান করিয়া সকলের উপর প্রাধান্য দিয়াছেন। এজন্য আমাদের পক্ষে আল্লার নিকট সকলের অপেক্ষা অধিক কৃতজ্ঞ থাকা আবশ্যক। দ্বিতীয়তঃ—শয়তান আমাদের পরম শত্রু ; তাহার পাপ-প্ররোচনা হইতে আত্মরক্ষা করিবার জন্য সকলেরই সচেষ্ট এবং সতর্ক থাকা আবশ্যক। হজরত আদম নিজের ব্যক্তিগত দুর্ব্বলতাবশে আল্লার আদেশ বিস্মৃত হইয়া যদি নিষিদ্ধ কার্য্য না করিতেন, তবে শয়তান কখনই তাঁহাকে প্রবঞ্চিত করিতে পারিত না। এতদ্দ্বারা বুঝা যাইতেছে যে, শয়তানের প্রবঞ্চনা হইতে আত্মরক্ষা করিতে হইলে আল্লাহতালার আদেশ-উপদেশ অনুসরণ এবং তাঁহার বিধি-নিষেধ মানিয়া চলাই মানব জাতির সর্ব্বোৎকৃষ্ট রক্ষাকবচ। আদমের ক্ষমাপ্রাপ্তির দ্বারা বুঝা যাইতেছে যে, মানুষ পাপে লিপ্ত হইবার পরেও যদি মহান্‌ প্রভুর নিকট অনুতপ্ত চিত্তে ক্ষমাপ্রার্থনা করে, তবে করুণাময় আল্লাহতালা তাহাকে ক্ষমা করিতে কখনই কুণ্ঠিত হইবেন না। সুতরাং হজরত আদমের জীবনের আদর্শ সম্মুখে রাখিয়াই আমাদের পক্ষে সংসার-জীবন অতিবাহিত করা কর্ত্তব্য।

এই বিবরণে সাংসারিক এবং পারিবারিক জীবন সম্বন্ধেও বহু উপদেশ আছে। আল্লাহতালা হজরত আদমের সুখ-শান্তি ও আনন্দ বর্দ্ধনের জন্য তাঁহার বাম-পঞ্জরাস্থি হইতে হাওয়া বিবিকে তদীয় পত্নীরূপে সৃষ্টি করিয়াছেন। এতদ্দ্বারা মানব-জীবনে স্বামী-স্ত্রীর সম্বন্ধের প্রগাঢ়তা এবং তাহাদের মধ্যে প্রেম, প্রীতি, ভালবাসা ও একপ্রাণতা জন্মিবার স্বাভাবিক কারণ সহজেই অনুমিত হয়। আবার মানব বংশ-বর্দ্ধনের সেই অতি প্রয়োজনীয় যুগেও হজরত আদমের জন্য একমাত্র হাওয়া বিবিকেই তাঁহার পত্নী-রূপে সৃষ্টি ও মনোনীত করায় স্বাভাবিক দাম্পত্য-জীবনের আদর্শ অতি উজ্জ্বলরূপে পরিস্ফুট হইয়াছে। যাহারা স্ত্রী-জাতিকে নিজেদের অপেক্ষা হীন মনে করে, অথবা অন্য কোনরূপ আবশ্যকতা বা মহৎ উদ্দেশ্য ব্যতীত অকারণে অন্যায়ভাবে একাধিক রমণীকে পত্নীত্বে বরণ করিয়া

ولا هم يحزنون ۝ ٣٩- والذين كفروا وكذبوا بايتنا اولئك اصحب النار هم فيها خلدون ۝

তাহারা সন্তপ্ত হইবে না। ৩৯। এবং যাহারা অবিশ্বাস করে ও আমার নিদর্শন-সমূহ অসত্যারোপ করে, তাহারাই নরকাগ্নির অধিবাসী—তন্মধ্যে তাহারা সর্ব্বদা অবস্থান করিবে।

৫ম রুকু—এসরাইল-বংশের প্রসঙ্গ

٤٠- يبني اسراءيل اذكروا نعمتي التي انعمت عليكم واوفوا بعهدي اوف بعهدكم واياي فارهبون ۝ ٤١- وامنوا بما

৪০। হে এসরাইল-বংশধরগণ, আমি তোমাদিগকে যে সুখ-সম্পদ দান করিয়াছি তাহা স্মরণ কর এবং আমার অঙ্গীকার পূর্ণ কর—আমিও তোমাদের অঙ্গীকার পূর্ণ করিব; এবং তোমরা কেবল আমাকেই ভয় কর। ৪১। এবং আমি যাহা অবতীর্ণ করিয়াছি তৎপ্রতি

বিলাস-স্রোতে অঙ্গ ভাসাইয়া দেওয়াকেই মানব-জীবনের চরম সার্থকতা মনে করিয়া থাকে, এ বিবরণে তাহাদের শিক্ষা ও লক্ষ্য করিবার বহু বিষয় নিহিত রহিয়াছে। পক্ষান্তরে নারী-জাতি পুরুষের অংশ স্বরূপা হইলেও হাওয়া বিবির পতনের দ্বারা তাহাদের জাতিগত দুর্ব্বলতা, লঘুচিত্ততা, সংযম-হীনতা, চাঞ্চল্য ও ক্ষীণবুদ্ধি অতি স্পষ্টরূপে ফুটিয়া উঠিয়াছে। রমণীর প্ররোচনায় দৃঢ়চিত্ত এবং ধর্ম্মপ্রাণ পুরুষেরও যে পতন হইতে পারে—বিবি হওয়ার প্ররোচনায় হজরত আদমের পাপ-লিপ্ত হওয়াই তাহার জলন্ত দৃষ্টান্ত। সুতরাং নারী-জাতি পুরুষের আনুগত্য ব্যতীত পূর্ণ স্বাধীনতার সহিত স্বীয় প্রবৃত্তি-পরিচালনা করিলে তদ্দ্বারা কিরূপ মহা অনর্থপাত হইতে পারে, হজরত আদম ও হাওয়ার স্বর্গ-জীবন তাহার চমৎকার নিদর্শন। সুতরাং যাহারা নর-নারীর স্বাভাবিক সম্বন্ধ ও অধিকার বিকৃত করিয়া সমাজ-ধর্ম্মে স্বেচ্ছাচার প্রবর্ত্তন করিতে সমুৎসুক, আদি মানব-মানবীর জীবন-দৃষ্টান্ত হইতে তাহারা চরম শিক্ষালাভ করিতে পারে। ফলতঃ একটু ধীরভাবে চিন্তা করিলেই বুঝিতে পারা যাইবে যে, হজরত আদম ও হাওয়ার বিবরণ—ধর্ম্মবিষয়ক, নৈতিক, সামাজিক ও পারিবারিক প্রভৃতি সমস্ত আবশ্যকীয় শিক্ষায় পরিপূর্ণ, পাপ, পুণ্য এবং মুক্তির ইঙ্গিতও এই বিবরণীর মধ্যে অতি উজ্জ্বলভাবে নিহিত রহিয়াছে।

৪০। **বনি এসরাইল**—এসরাইল বংশ। হজরত এবরাহিমের অন্যতম তনয় এসহাকের পুত্র এয়াকুবের উপাধি ছিল 'এসরাইল'। তাঁহার দ্বাদশ পুত্র ছিল। এই দ্বাদশ পুত্রের বংশাবলীকে বনি-এসরাইল অর্থাৎ 'এসরাইল'বংশ নামে অভিহিত করা হয়। হজরত এসরাইলের এক পুত্রের নাম 'এয়াহুদ' ছিল। ঐ নামানুসারে এসরাইল-বংশ 'ইহুদী' নামে আখ্যাত হইয়া থাকে। এই বংশে হজরত মুসা, হারুন, দাউদ ও সোলায়মান প্রভৃতি অনেক বড় বড় নবী জন্মগ্রহণ করায় ইহারা পৃথিবীতে অত্যন্ত প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে।—তঃ হক্কানী।

নেয়ামত—সুখ-সম্পদ। নেয়ামত অর্থে পার্থিব উন্নতি, পারলৌকিক কল্যাণ, সুখ, শান্তি, ঐশ্বর্য্য, সম্পদ, দান, অনুগ্রহ প্রভৃতি অনেক বিষয় বুঝা যায়। কিন্তু আয়তের প্রকৃত মর্ম্মের প্রতি লক্ষ্য করিয়া আমরা উহার অর্থ 'সুখ-সম্পদ' লিখিলাম।

৪১—৪২। এই আয়তের—"আমি যাহা অবতারণ করিয়াছি" অর্থ—কোরান এবং "তোমাদের সঙ্গে যাহা আছে" অর্থ—তওরাত, জবুর ও ইঞ্জিল প্রভৃতি। আল্লার উক্তির মর্ম্ম এই যে, আমার

أُنْزَلْتُ مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُوْنُوْا
أَوَّلَ كَافِرٍ بِهٖ ۖ وَلَا تَشْتَرُوْا بِاٰيٰتِيْ
ثَمَنًا قَلِيْلًا ۚ وَّإِيَّايَ فَاتَّقُوْنِ ○
٤٢- وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ
وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ
تَعْلَمُوْنَ ○ ٤٣- وَأَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ
وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ وَارْكَعُوْا مَعَ الرّٰكِعِيْنَ ○
٤٤- أَتَأْمُرُوْنَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ
أَنْفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُوْنَ الْكِتٰبَ ط

বিশ্বাস-স্থাপন কর, তোমাদের সঙ্গে যাহা আছে—উহা তাহারই সত্যতা প্রমাণকারী এবং ইহাতে তোমরাই প্রথম অবিশ্বাসী হইও না এবং আমার নিদর্শনাবলীর পরিবর্ত্তে সামান্য মূল্য গ্রহণ করিও না, এবং তোমরা বরং আমাকেই ভয় কর।
৪২। এবং সত্যকে মিথ্যার সহিত মিশ্রিত করিও না, এবং তোমরা সেই সত্য গোপন করিও না—যেহেতু তোমরা উহা অবগত আছ।
৪৩। এবং তোমরা নামাজ প্রতিষ্ঠিত কর ও জাকাত প্রদান কর এবং রুকু-কারিগণের সহিত রুকু কর।
৪৪। তবে কি তোমরা লোক-দিগকে সৎকার্য্যে আদেশ করিতেছ এবং তোমাদের নিজেদের সম্বন্ধে বিস্মৃত হইতেছ—অথচ তোমরা গ্রন্থ পাঠ কর।

অবতারিত কোরানের সত্যতার প্রমাণ তোমাদের নিজেদের ধর্ম্মগ্রন্থেই আছে। তোমরা জানিয়া শুনিয়া তুচ্ছ লোভ অথবা হিংসার বসে সে কথা গোপন কিংবা পরিবর্ত্তন করিও না।

৪৩। এই আয়তে নিয়মিতভাবে নামাজ পাঠ করা, জাকাত দেওয়া এবং দলবদ্ধভাবে জামাতে নামাজ পড়িবার কথা উক্ত হইয়াছে।

জাকাত—বিশিষ্ট দান। 'জাকাত' ইস্‌লামী ধর্ম্মাচরণের তৃতীয় স্তম্ভ। 'সাহেবে-নেসাব' অর্থাৎ দান করিবার উপযোগী ধন-সম্পদশালী ব্যক্তিগণের পক্ষে স্বীয় সঞ্চিত ধনের চল্লিশ ভাগের একভাগ অভাবগ্রস্ত আত্মীয়-স্বজন, প্রতিবেশী ও দীন-দরিদ্র ব্যক্তিদিগকে দান করার নামই 'জাকাত'। সারা বৎসরের আয়-ব্যয় হিসাব করিয়া যাহার নিকট অন্যূন ৫২৷৷০ টাকা অথবা শরীয়ত-নির্দ্দিষ্ট স্বর্ণ রৌপ্য প্রভৃতি সঞ্চিত থাকে, তাহাকেই 'সাহেবে-নেসাব' বলে। এরূপ ব্যক্তির পক্ষে প্রত্যেক বৎসর নিয়মিতভাবে 'জাকাত' দান করা 'ফরজ' অর্থাৎ অপরিহার্য্য কর্ত্তব্য। উপযুক্ত ব্যক্তি এই দান না করিলে পাপী এবং প্রত্যাখ্যান করিলে ধর্ম্মদ্রোহী কাফের বলিয়া গণ্য হইবে।

জাকাত ব্যতীত সাধারণ দান সম্বন্ধেও কোরান-হাদিসে প্রচুর আদেশ-উপদেশ বিদ্যমান আছে। যথা আল্লাহ বলিতেছেন:—"তোমরা যাহা ভালবাস, তাহা ব্যয় না করা পর্য্যন্ত কল্যাণ লাভ করিবে না"—(৩—৯১); "আল্লাহ্‌ যেমন তোমার প্রতি করুণা করিতেছেন, তুমিও তদ্রূপ দানশীল হও ইত্যাদি। কোরান শরিফের নানাস্থানে নানাপ্রকার দানের উল্লেখ আছে। উহার সীমা অসীম ও অনন্ত বলিয়াই অনুমিত হয়। হজরত রসুলোল্লাহ বলিয়াছেন,—"পুণ্য কার্য্য মাত্রই দান-পদবাচ্য। ভ্রাতার প্রতি সহাস্যমুখে প্রসন্ন দৃষ্টি-নিক্ষেপ করাও দান। এতদ্ব্যতীত সৎকর্ম্মে উৎসাহ-প্রদান, ভ্রান্ত পথিককে পথ-প্রদর্শন, অন্ধ অভাব-গ্রস্তকে সাহায্য বিতরণ, পিপাসার্ত্তকে জল-দান—এমন কি, ধীরভাবে কোন প্রশ্নের সদুত্তর প্রদান করাও দান স্বরূপ পরিগণিত।"—হাদিস শরিফের মর্ম্ম।

৪৪। এই আয়তটী ইহুদী ধর্ম্মাচার্য্যদিগকে লক্ষ্য করিয়া অবতীর্ণ হইয়াছিল। ইহার মর্ম্ম এই যে, তোমরা স্বয়ং যে গ্রন্থ পাঠ কর এবং লোকদিগকে যেরূপ উপদেশ দাও, নিজেরা তাহার বিরুদ্ধাচরণ

তবে কি তোমরা হৃদয়ঙ্গম করিতেছ না? ৪৫। এবং ধৈর্য্য ও আরাধনার সহিত সাহায্য-প্রার্থনা কর; এবং অবশ্যই উহা কঠিন, কিন্তু বিনীতগণের পক্ষে নহে; ৪৬। যাহারা ধারণা করে যে, নিশ্চয় তাহারা তাহাদের প্রতিপালকের সহিত সম্মিলিত হইবে এবং তাহারা তাঁহারই দিকে প্রতিগমন করিবে।

أَفَلَا تَعْقِلُونَ ○ ৪৫- وَاسْتَعِينُوا
بِالصَّبْرِ وَالصَّلٰوةِ ط وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ
إِلَّا عَلَى الْخٰشِعِينَ ۙ ৪৬- الَّذِينَ
يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلٰقُوا رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ
إِلَيْهِ رٰجِعُونَ ع

৬ষ্ঠ রুকু—এস্রাইল-বংশের অনুগ্রহ-প্রাপ্তি ও অবাধ্যতা

৪৭। হে এসরাইল-বংশধরগণ, আমি তোমাদিগকে যে সুখ-সম্পদ দান করিয়াছি তাহা স্মরণ কর এবং নিশ্চয় আমি তোমাদিগকে সমগ্র পৃথিবীর উপর শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করিয়াছিলাম। ৪৮। এবং সেই দিবসের ভয় কর—যেদিন এক ব্যক্তি অন্য ব্যক্তি হইতে কিছুমাত্র উপকৃত হইবে না এবং তাহা হইতে কোন অনুরোধ

৪৭- يٰبَنِىٓ إِسْرٰٓءِيلَ اذْكُرُوا نِعْمَتِىَ
الَّتِىٓ أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَنِّى
فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعٰلَمِينَ ○
৪৮- وَاتَّقُوا يَوْمًا لَّا تَجْزِى نَفْسٌ
عَنْ نَّفْسٍ شَيْـًٔا وَّلَا يُقْبَلُ مِنْهَا

কর কেন? "তবে কি তোমরা বুঝিতেছ না?" অর্থাৎ প্রকৃত কথা এই যে, তাহারা জানিয়া শুনিয়াও কেবল হিংসা ও স্বার্থহানির আশঙ্কায় ঐরূপ করিত। তাই আল্লাহতালা সে কথা পূর্ব্বেই বলিয়া দিয়াছেন।

৪৫—৪৬। মানবের পক্ষে আল্লাহতালার সান্নিধ্য লাভ করিয়া তাঁহার করুণা প্রাপ্তির আশা করা স্বাভাবিক। যাহারা ঐরূপ আকাঙ্ক্ষা করে এই দুইটী আয়তে আল্লাহ তাহাদিগকে ধৈর্য্যাবলম্বন পূর্ব্বক উপাসনাযোগে সাহায্য-প্রার্থনা করিবার উপদেশ দিয়াছেন। ইহা দ্বারা বুঝা যায় যে, দুঃখ বিপদে ধৈর্য্যাবলম্বন এবং উপাসনা ও প্রার্থনা করাই তাঁহার করুণা লাভের প্রশস্ত উপায়।

৪৭। আল্লাহতালা এসরাইল-বংশকে কয়েকটী বিশেষ অনুগ্রহ দান করিয়াছিলেন। প্রথমতঃ তাহারা নিজেদের উন্নতি ও গৌরবের সময়ে সমসাময়িক মানব-জাতির উপর প্রাধান্য ও আধিপত্য স্থাপন করিতে সমর্থ হইয়াছিল; দ্বিতীয়তঃ—তাহাদের বংশে কতিপয় খ্যাতনামা পয়গম্বর জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন এবং তৃতীয়তঃ—জগদ্বিখ্যাত নবী হজরত মুসা তাহাদের বংশে আবির্ভূত হইয়া বহুদিন পর্য্যন্ত বিদ্যমান ছিলেন।—কোঃ ৫—২০ দ্রষ্টব্য।

৪৮। বনি-ইসরাইল বা ইহুদী সম্প্রদায় আল্লাহতালার নানারূপ অনুগ্রহ লাভ করিয়াও উপর্য্যুপরি তাঁহার বিরুদ্ধাচরণ করিতে থাকে। ইহার ফলে তাঁহারা অভিশপ্ত হইয়া অবনতির গভীর গহ্বরে পতিত হয়। তাহাদের রাজ্য-সম্পদ, সম্মান ও গৌরব সমস্তই অপহৃত ও বিলুপ্ত হইয়া যায়। হজরত রসুলোল্লার আবির্ভাবকালে ইহুদীগণ মদিনা নগরে অবস্থান করিতেছিল। কিন্তু সেখানেও তাহারা নিজেদের ক্রূর স্বভাব পরিত্যাগ করিতে পারে নাই। হজরত মোহাম্মদ (সঃ) কে সত্য-নবী জানিয়াও ইহুদীগণ তাহা অস্বীকার করে; অধিকন্তু ইস্লাম-শত্রুগণের সহিত মিলিত হইয়া তাহাদের প্রতিশ্রুত সাহায্য-প্রাপ্তির আশায় তাহারা মুসলমানদিগের ধ্বংস-সাধনের

গৃহীত হইবে না ও তাহা হইতে বিনিময় গ্রহণ করা হইবে না এবং তাহারা সাহায্য প্রাপ্ত হইবে না। ৪৯। এবং যখন আমি তোমাদিগকে ফেরাউনের সম্প্রদায় হইতে বিমুক্ত করিয়াছিলাম—তাহারা

شَفَاعَةٌ وَّلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَّلَا هُمْ
يُنْصَرُوْنَ ○ ٤٩- وَاِذْ نَجَّيْنٰكُمْ
مِّنْ اٰلِ فِرْعَوْنَ يَسُوْمُوْنَكُمْ سُوْٓءَ

ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয় এবং মক্কাবাসীগণকে সর্ব্বপ্রকার গুপ্ত সাহায্য করে। কিন্তু মক্কাবাসীদিগের ব্যর্থতা ও পরাজয়ের পর হজরত রসুলোল্লাহ যখন বিশ্বাসঘাতক স্বদেশদ্রোহী ইহুদীদিগের শাস্তি প্রদান করিতে উদ্যত হন, তখন পূর্ব্ব-প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী কেহই তাহাদিগকে সাহায্য করিতে অগ্রসর হন নাই। কোরান শরীফের ৬৯ সুরায় ইহার বিস্তৃত বিবরণ বর্ণিত হইয়াছে। ইহুদীদিগের বিশ্বাসঘাতকতা, ধর্ম্মদ্রোহিতা ও অসদাচরণের জন্য তাহাদের পূর্ব্বগৌরব এবং পরকালে শেষ বিচারের কথা স্মরণ করাইয়া দিয়া আল্লাহতালা এই আয়ত অবতারণ করেন।

শাফায়াত—ইহার শব্দার্থ অনুরোধ। পরকালে মহাবিচারের দিন আল্লার প্রিয় নবী ও রসুলগণ এবং তাঁহার অনুগৃহীত মহোন্নত ধার্ম্মিকবৃন্দ পাপীদিগের মুক্তির জন্য যে অনুরোধ করিবেন, তাহাকেই শাফায়াত বলে। এ বিষয় যথাস্থানে বর্ণিত হইবে।

৪৯—৫০। **ফেরাউন**—পূর্ব্বকালে মিসরের সম্রাটদিগের উপাধি ছিল "ফেরাউন"। এখানে "ফেরাউন সম্প্রদায়" অর্থে হজরত মুসার সময়ের ফেরাউন ও তাহার প্রজাপুঞ্জকে বুঝিতে হইবে। এই সময় এসরাইল-বংশের চরম অবনতি হইয়াছিল। মিসরবাসীরা তাহাদিগকে নিজেদের দাসরূপে পরিগণিত করিয়াছিল। আর ভবিষ্যতে যাহাতে এই বংশের কোনরূপ উন্নতি না হয়, তজ্জন্য ফেরাউনের আদেশে তাহাদিগের নবজাত পুত্র-সন্তানদিগকে হত্যা করিয়া কেবল কন্যা-সন্তানদিগকে জীবিত রাখা হইত। এই শোচনীয় অবস্থা হইতে আল্লাহতালার বিশেষ অনুগ্রহে হজরত মুসার সহায়তায় মিসর পরিত্যাগ করিয়া মুক্তিলাভ করিতে সমর্থ হয়।

হজরত মুসার আবির্ভাব, এসরাইল বংশের উদ্ধার, ফেরাউন সম্প্রদায়ের ধ্বংস এবং সমুদ্র-বিভক্ত হওয়া সম্বন্ধে কোরান শরিফে কোন ধারাবাহিক বিবরণ নাই। কোরান শরিফ ও হাদিস শরিফে ঐ সকল সম্বন্ধে যে সকল সংক্ষিপ্ত বর্ণনা আছে, তাহা অবলম্বন করিয়া ইহার ধারাবাহিক ইতিহাস সঙ্কলন করা সম্ভবপর নহে। প্রাচীন তফসীর সমূহ অবলম্বনে তফসীর হক্কানীতে ইহার যে ইতিহাস সংকলিত হইয়াছে, তাহা কোরান শরিফের বর্ণনার সহিত প্রচলিত তওরাতের বর্ণনার সংমিশ্রণ বলিয়া অনুমিত হয়। অবশ্য তওরাতের বিস্তৃত বর্ণনার সহিত তফসীর সমূহের বর্ণনার যথেষ্ট পার্থক্য ও মতভেদ বিদ্যমান আছে।

এসরাইল বংশের দুর্গতি—মিসরবাসিগণ এসরাইল-বংশকে কঠোর দাসত্বের বন্ধনে বাধিয়া তাহাদিগকে নিতান্ত নিষ্ঠুরভাবে নির্য্যাতন করিতেছিল এবং ফেরাউনের আদেশে তাহাদের উন্নতি ও মুক্তির পথ চিরতরে রুদ্ধ করিবার জন্য তাহাদের নবজাত পুত্র-সন্তানদিগকে বধ করিয়া শুধু কন্যা-সন্তানদিগকে জীবিত রাখিবার ব্যবস্থা করিয়াছিল। ফলতঃ এই সময় এসরাইল-বংশ দুর্গতির চরম সীমায় উপনীত হইয়াছিল।—তঃ হক্কানী ও যাত্রা পুস্তক।

হজরত মুসার আবির্ভাব—এসরাইল-বংশের এই ভীষণ সঙ্কট সময়ে হজরত মুসা জন্মগ্রহণ করেন। তিনি কিছুদিন স্বীয় জননী কর্ত্তৃক অতি সংগোপনে প্রতিপালিত হন। কিন্তু তদীয় মাতা শেষে ফেরাউনের ভয়ে ভীত হইয়া অদৃষ্টের উপর নির্ভর পূর্ব্বক একটি বাক্সে আবদ্ধ করিয়া ঐ পুত্র-রত্নকে নদীর স্রোতে ভাসাইয়া দেন। আল্লাহতায়ার অনন্ত করুণায় হজরত মুসা সলিল-স্রোতে ভাসিতে ভাসিতে ফেরাউনের নদী-তীরস্থ প্রাসাদের ঘাটে গিয়া উপনীত হন। ফেরাউনের ধর্ম্মপ্রাণা পত্নী সতী-রাণী বিবি 'আসিয়া' ঐ শিশু-রত্নকে উদ্ধার করিয়া সযত্নে প্রতিপালন করেন এবং বিবি আসিয়া কর্ত্তৃক হজরত মুসার মাতাই তাঁহার ধাত্রী নিযুক্ত হন। হজরত মুসা এইরূপে প্রতিপালিত ও বয়ঃপ্রাপ্ত হইবার পর তাঁহার অন্তরে স্বজাতি-প্রীতি অতি উজ্জলভাবে প্রদীপ্ত হইয়া

তোমাদিগকে কঠোর শাস্তি প্রদান করিত, তোমাদের পুত্রগণকে হত্যা করিত ও তোমাদের কন্যাগণকে জীবিত রাখিত ; এবং ইহাতে তোমাদের প্রতিপালক হইতে তোমাদের জন্য মহাপরীক্ষা ছিল। ৫০। এবং যখন আমি তোমাদের জন্য সমুদ্রকে বিভক্ত করিয়াছিলাম, তৎপর তোমাদিগকে উদ্ধার করিয়া-

الْعَذَابِ يُذَبِّحُوْنَ اَبْنَآءَكُمْ
وَيَسْتَحْيُوْنَ نِسَآءَكُمْ ؕ وَفِيْ ذٰلِكُمْ
بَلَآءٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ عَظِيْمٌ ۝٥٠ وَاِذْ
فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَاَنْجَيْنٰكُمْ

উঠে। একদা তিনি জনৈক মিসরবাসীকে কোন এসরাইলীয় লোকদের প্রতি অন্যায় অত্যাচার করিতে দেখিয়া এরূপ উত্তেজিত হইয়া উঠেন যে, এক আঘাতেই ঐ হতভাগ্য মিসরীয়কে হত্যা করিয়া ফেলেন। ফেরাউন এই সংবাদ অবগত হইয়া হজরত মুসার প্রাণদণ্ডের আদেশ প্রদান করায় তিনি ভীত হইয়া মিসর পরিত্যাগ করতঃ পূর্বদিকে পলায়ন পূর্বক 'মদয়ন' শহরে উপনীত হন এবং ঘটনাক্রমে হজরত শোয়েব নবীর কন্যা বিবি সফুরাকে বিবাহ করিয়া কয়েক বৎসর তথায় অবস্থান করেন।—তঃ হক্কানী।

হজরত মুসার নবুয়ত-প্রাপ্তি—অনন্তর হজরত মুসা তুর-পর্বতে ঐশী-জ্যোতি দর্শন পূর্বক আল্লার প্রত্যক্ষ বাণী ও করুণা লাভ করিয়া স্বীয় ভ্রাতা হারুনের সহিত নবুয়তের গৌরব লাভ করেন এবং আল্লার আদেশে এসরাইল বংশের উদ্ধারের জন্য মিসরে প্রত্যাবর্তিত হন। তিনি ফেরাউনের নিকট উপস্থিত হইয়া সত্যধর্ম্ম গ্রহণ এবং এসরাইল-বংশকে মুক্তি দিবার জন্য অনুরোধ করেন। কিন্তু ফেরাউন তাহা গ্রাহ্য না করায় তিনি তাহাকে আল্লার আদেশের নিদর্শন স্বরূপ স্বীয় যষ্টির অলৌকিক শক্তি এবং বিস্ময়কর শুভ্রোজ্জ্বলকর জ্যোতি প্রদর্শন করেন। ফেরাউন তদ্দর্শনে চমৎকৃত হইলেও উহা যাদুর কার্য্য মনে করিয়া মিসরের প্রধান প্রধান যাদুবিদ্যা-বিশারদ ব্যক্তিদিগকে একত্রিত করিয়া হজরত মুসাকে তাহাদের সহিত প্রতিযোগিতা করিবার জন্য আহ্বান করে। হজরত মুসা সেই সব যাদু-মন্ত্রের মায়ার খেলা অবলীলাক্রমে ধ্বংস করিয়া দেওয়ায় তাহারা সকলেই হজরত মুসার আনুগত্য স্বীকার পূর্ব্বক সত্য-ধর্ম্ম গ্রহণ করে। ইহাতে ফেরাউনের হিংসা আক্রোশ আরও বর্দ্ধিত হয়। সে আরও কঠোররূপে এসরাইল-বংশকে উৎপীড়ন ও লাঞ্ছিত করিতে প্রবৃত্ত হয়। তখন হজরত মুসা আল্লার আদেশে স্বীয় অলৌকিক-শক্তি প্রকাশ পূর্ব্বক মিসরে নানারূপ অশান্তি-উপদ্রব সৃষ্টি করিয়া ফেরাউনের সহিত অত্যাচারী মিসর-বাসীদিগকে শাস্তি প্রদান করেন। সে শাস্তি অতি বিস্ময়কর! কখনও তরল শোণিত স্রোতে মিসরের নদ-নদী ও জলাশয় সমূহ পূর্ণ হইত, কখনও 'ভেক', 'জই', 'পিশু', মশা, মাছি প্রভৃতি নানা জাতীয় দংশক ও বিরক্তিকর ক্ষুদ্র জীব এবং কীট-পতঙ্গের অস্বাভাবিক অত্যাচার ও অতিরিক্ত উপদ্রবে দেশবাসী অস্থির ও অতিষ্ঠ হইয়া উঠিত এবং কখনও নানারূপ ব্যাধিতে মিসরের নর-নারীগণ দলে দলে আক্রান্ত হইয়া পড়িত। ফেরাউন ঐ সকল বিপদে সত্যধর্ম্ম গ্রহণ এবং এসরাইল-বংশের মুক্তির প্রতিশ্রুতি দিয়া হজরত মুসার সহায়তায় বিপন্মুক্ত হইতে লাগিল ; কিন্তু তাহার ধর্ম্মদ্রোহিতা ও অবাধ্যতা একটুও কমিল না এবং সে কিছুতেই এসরাইল-বংশীয়দিগের দাসত্ব মোচন করিতে সম্মত হইল না। ইহার পরে মিসরে আরও ভয়াবহ শাস্তিসমূহ অবতীর্ণ হইতে লাগিল। বিষাক্ত ধূলি-সমাচ্ছন্ন বায়ু-মণ্ডল, গাঁঢ় অন্ধকার-ভরা আকাশ এবং বজ্র-বিদ্যুৎ ও শিলা-বৃষ্টিবর্ষী ঘোর ঘনঘটা মিসরকে আবৃত করিয়া রাখিল ; মিসরবাসীর ধন-সম্পদ বিনষ্ট এবং পশুপাল-সমূহ আশ্চর্য্যভাবে মরিয়া যাইতে লাগিল ; সর্বোপরি আকস্মিক মৃত্যু ও সংক্রামক মহামারী ঘরে ঘরে ভয়াবহ বিভীষিকা সৃষ্টি করিয়া তুলিল! নিরাশা, বিষাদ ও ক্রন্দন-ধ্বনিতে মিসরের আকাশ-বাতাস অন্ধকার ও মুখরিত হইয়া উঠিল! এসরাইল-বংশীয়েরা সেই বিপদ-

ছিলাম ও ফেরাউনের স্বজনবৃন্দকে নিমজ্জিত করিয়াছিলাম এবং তোমরা তাহা প্রত্যক্ষ করিয়াছিলে। ৫১। এবং যখন আমি মুসাকে চল্লিশ রজনীর অঙ্গীকার করিয়াছিলাম, অনন্তর তাহার

وَاَغْرَقْنَا اٰلَ فِرْعَوْنَ وَاَنْتُمْ تَنْظُرُوْنَ ○ ٥١- وَاِذْ وٰعَدْنَا مُوْسٰى اَرْبَعِيْنَ لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ

ঝঞ্ঝার মধ্যে সম্পূর্ণ নিশ্চিতভাবে নিরাপদে অবস্থান করিতে লাগিল; তাহাদের বিন্দুমাত্রও অনিষ্ট হইল না।—তঃ হক্কানী।

এসরাইলীয়দের উদ্ধার ও ফেরাউনের বিনাশ—উপর্যুপরি বিপদে মিসর যখন ধ্বংসমুখে পতিত, তখন সমগ্র দেশবাসীর সমবেত চীৎকার ও অভিযোগে বাধ্য হইয়া ফেরাউন হজরত মুসাকে এসরাইল-বংশের সহিত মিসর পরিত্যাগ করিবার আদেশ প্রদান করিল। কিন্তু হজরত মুসা এসরাইল-বংশের সমস্ত নর-নারী; ধন-জন ও পশুপাল-সহ মিসর পরিত্যাগ করিয়া পূর্বাঞ্চল 'কেনান' অভিমুখে যাত্রা করিলেই ফেরাউনের অন্তরে প্রতিহিংসার তীব্র অনল সতেজে জ্বলিয়া উঠিল এবং সে অবিলম্বে স্বীয় সৈন্যদল ও প্রজাপুঞ্জ-সহ হজরত মুসার সহিত এসরাইল-বংশীয়দিগকে ধৃত ও বন্দী করিয়া আনিয়া পুনরায় দাসত্বে নিয়োজিত করিবার উদ্দেশ্যে সবেগে ধাবিত হইল। হজরত মুসা যখন স্বীয় সম্প্রদায়ের সহিত "বহরে কুলজুম" অর্থাৎ লোহিত সাগরের তীরে উপনীত হইয়াছেন, ঠিক সেই সময়ে ফেরাউন সদলবলে তাঁহাদের নিকট আসিয়া উপস্থিত হইল। ফেরাউনী সম্প্রদায়কে দেখিয়া আতঙ্কে এসরাইল-বংশীয়গণের প্রাণ উড়িয়া গেল। কিন্তু হজরত মুসা কোনরূপ বিচলিত না হইয়া অলৌকিক শক্তি প্রভাবে স্বীয় যষ্টির আঘাতে সমুদ্রের বারিরাশি বিভক্ত করিয়া শুষ্ক পথে এসরাইল-সম্প্রদায় সহ সমুদ্রের পরপারে উপনীত হইলেন। এদিকে তাঁহাদের অনুসরণ করিয়া ফেরাউন স্বীয় দলবল-সহ মধ্য-সমুদ্রে উপনীত হইলেই গভীর ঝটিকা-সংক্ষুব্ধ বারিরাশি ও বিপুল বৃষ্টিধারা তাহাদিগকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল এবং তখনই সেই উচ্ছ্বসিত ভীষণ জলস্রোতে তাহারা সকলেই সলিল-সমাধি প্রাপ্ত হইল।—তফসীর হক্কানী ও যাত্রা পুস্তক দ্রষ্টব্য।

প্রাচীন তফসীকারগণের বর্ণন সম্বন্ধে কোন কোন আধুনিক তফসীরকার একমত নহেন। ইঁহারা ইসরাইল-বংশীয়গণের মুক্তি, ফেরাউনী সম্প্রদায়ের ধ্বংস-প্রাপ্তি, হজরত মুসার শক্তি ও মো'জেজা প্রভৃতি সবই স্বীকার করেন সত্য; কিন্তু ঘটনাগুলি যেরূপভাবে বর্ণিত হইয়াছে, ঠিক সেইরূপভাবে সমর্থন করিতে চাহেন না তাঁহারা বলেন যে, প্রাচীন বিবরণগুলির অধিকাংশই রূপক অলঙ্কারে ভরা; প্রাচীনতফসীরকারেরা উহার প্রকৃত মর্ম্ম গ্রহণ না করিয়া অবিকল বর্ণনা উদ্ধৃত করাতেই এই প্রমাদ ঘটিয়াছে। তাঁহারা যেরূপ ব্যাখ্যা করেন, তাহার সারমর্ম্ম এই যে, মিসরের উপদ্রব ও শাস্তিগুলি—অনাবৃষ্টি, জলাভাব, অজন্মা, ঝড়-বৃষ্টি, কীট-পতঙ্গের উপদ্রব, পশু-মড়ক ও মহামারী ব্যতীত আর কিছুই নহে। ইঁহারা আরও বলেন যে, "বহর" অর্থ নদী এবং সমুদ্র উভয়ই হইতে পারে। নদী হইলে ত উহার অর্থ খুবই সহজ। সমুদ্র হইলে উহা লোহিত সাগরের অগভীর ও অপ্রশস্ত স্থান-বিশেষ। জলরাশি বিভক্ত হইয়া সমুদ্রে শুষ্ক পথ হওয়ার অর্থ জোয়ার-ভাটার আবর্ত্তন। হজরত মুসা ভাটার সমস্ত শুষ্ক পথে সমুদ্র পার হইয়া গিয়াছিলেন এবং ফেরাউন সেই অবস্থায় মধ্য সমুদ্রে গিয়া প্রবল জোয়ার অথবা ঝড়-বৃষ্টি ও বন্যার মুখে পড়িয়া সদলবলে ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছিল। অবশ্য হজরত মুসার প্রতি আল্লাহতালার অসীম অনুগ্রহ এবং ফেরাউনের প্রতি তাঁহার ভীষণ নিগ্রহের ইহা যে এক উজ্জ্বল নিদর্শন, তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই।—তঃ সৈঃ আঃ ও মঃ আঃ।

৫১। **হজরত মুসা**—এসরাইল-বংশের মহাপরাক্রান্ত ও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নবী। তাঁহার ন্যায় মহা ক্ষমতাশালী ও জলন্ত প্রভাবসম্পন্ন নবী এসরাইল-বংশে আর কেহই জন্মগ্রহণ করেন নাই।

পরে তোমরা গো-বৎসকে গ্রহণ করিয়াছিলে এবং তোমরা অত্যাচারী ছিলে।
৫২। পুনরায় ইহার পরেও আমি তোমাদিগকে মার্জ্জনা করিয়াছিলাম—যেন তোমারা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর।
৫৩। এবং যখন আমি মুসাকে গ্রন্থ ও প্রভেদকারী প্রদান করিয়াছিলাম—যেন তোমরা সুপথ-প্রাপ্ত হও।
৫৪। এবং যখন মুসা স্বীয় সম্প্রদায়কে বলিয়াছিল—হে আমার সম্প্রদায়, নিশ্চয় তোমরা গো-বৎসকে গ্রহণ করিয়া তোমাদের নিজেদের প্রতি অত্যাচার করিয়াছ; অতএব তোমরা তোমাদের সৃষ্টিকর্ত্তার নিকট ক্ষমা-প্রার্থনা কর, তৎপর তোমরা তোমাদের ঐ ব্যক্তিবর্গকে হত্যা কর; তোমাদের সৃষ্টিকর্ত্তার নিকট ইহাই তোমাদের জন্য কল্যাণকর; অনন্তর তিনি তোমাদের প্রতি ক্ষমাদান করিয়াছিলেন; নিশ্চয় তিনি ক্ষমাশীল করুণাময়।
৫৫। এবং যখন তোমরা বলিয়াছিলে—হে মুসা, আমরা আল্লাহকে

الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهٖ وَاَنْتُمْ ظٰلِمُوْنَ ○
৫২- ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُمْ مِّنْ بَعْدِ ذٰلِكَ
لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ ○ ৫৩- وَاِذْ اٰتَيْنَا
مُوْسَى الْكِتٰبَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ
تَهْتَدُوْنَ ○ ৫৪- وَاِذْ قَالَ مُوْسٰى
لِقَوْمِهٖ يٰقَوْمِ اِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ اَنْفُسَكُمْ
بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوْبُوْا اِلٰى
بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ ط ذٰلِكُمْ
خَيْرٌ لَّكُمْ عِنْدَ بَارِئِكُمْ ط فَتَابَ
عَلَيْكُمْ ط اِنَّهٗ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ ○
৫৫- وَاِذْ قُلْتُمْ يٰمُوْسٰى لَنْ نُّؤْمِنَ

তিনি তুর-পর্ব্বতে আল্লাহতালার অলৌকিক জ্যোতি দর্শন করেন এবং তাঁহার প্রত্যক্ষ-বাণী ও অনন্ত করুণা লাভ করিয়া ধন্য ও গৌরবান্বিত হন। হজরত মুসা—ফেরাউন ও মিসরীয়দিগের ধ্বংস-প্রাপ্তির পর স্বীয় সম্প্রদায়ের সহিত সিরিয়া দেশে গমন করেন। অনন্তর বহু অনুকূল ও প্রতিকূল অবস্থা অতিক্রম করিয়া তিনি সদলবলে তুর-পর্ব্বতের নিকটবর্ত্তী হন। তৎপরে আল্লার আদেশে তিনি এসরাইলীয় সম্প্রদায়কে রাখিয়া প্রভুর বিশেষ করুণা লাভের জন্য তুর-পর্বতে আরোহণ করেন এবং চল্লিশ দিবস তথায় অবস্থান করিয়া আল্লার আদেশ ও উপদেশমূলক প্রত্যক্ষ-বাণী প্রাপ্ত হন। ইহাই প্রকৃত তওরাত। হজরত মুসার তুর-পর্ব্বতে অবস্থানকালে ছামেরী নামক জনৈক দুষ্টাত্মার প্ররোচনায় এসরাইল-বংশীয়গণ ধর্ম্মদ্রোহী ও পথ-ভ্রান্ত হয়। হজরত হারুণের নিষেধ অগ্রাহ্য করিয়া তাহারা গীতবাদ্যে প্রমত্ত হইয়া উঠে এবং মিসরীয় পৌত্তলিকদিগের অনুকরণে আল্লার পরিবর্ত্তে একটি গো-বৎসকে নিজেদের প্রভু ও উপাস্য রূপে গ্রহণ করে। ইহার বিস্তৃত বিবরণ সূরা আরাফে বর্ণিত হইয়াছে।—তঃ হক্কানী ও যাত্রা পুস্তক দ্রষ্টব্য।

৫২—৫৪। এই তিনটী আয়তে হজরত মুসার অনুপস্থিতির অবস্থা এবং বিভ্রান্ত ইহুদীগণ কর্ত্তৃক গো-বৎস পূজার প্রসঙ্গ বর্ণিত হইয়াছে; ইহার বিস্তৃত বিবরণ পরে বর্ণিত হইবে।

৫৫—৫৬। হজরত মুসা একদা এসরাইল-বংশীয়দিগকে অবিশ্বাস ও ধর্ম্মদ্রোহিতা পরিত্যাগ করিয়া আল্লার প্রতি পূর্ণ নির্ভরশীল হইতে বলায় তাহারা বলিয়াছিল,—"যে পর্য্যন্ত আমরা আল্লাহকে স্বচক্ষে না দেখিব, সে পর্য্যন্ত তৎপ্রতি বিশ্বাস স্থাপন করিব না।" অনন্তর হজরত

প্রকাশ্যভাবে দর্শন না-করা পর্য্যন্ত তোমাকে বিশ্বাস করিব না—তখন বিদ্যুৎ তোমাদিগকে আক্রমণ করিয়াছিল ও তোমরা তাহা প্রত্যক্ষ করিয়াছিলে। ৫৬। তৎপরে তোমাদের মৃত্যুর পর আমি তোমাদিগকে সঞ্জীবিত করিয়াছিলাম—যেন তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর। ৫৭। এবং আমি তোমাদের উপর মেঘমালার ছায়া-দান করিয়াছিলাম এবং তোমাদের প্রতি 'মান্না' ও 'সালওয়া' অবতীর্ণ করিয়াছিলাম;—আমি তোমাদিগকে যে উপজীবিকা-দান করিয়াছি—সেই পবিত্র বস্তু হইতে ভক্ষণ কর; এবং তাহারা আমার কোন অনিষ্ট করে নাই, বরং তাহারা নিজেদেরই অনিষ্ট করিয়াছিল। ৫৮। এবং যখন আমি তোমাদিগকে বলিয়াছিলাম যে, তোমরা এই নগরে প্রবেশ কর—পরে উহা হইতে যথা ইচ্ছা স্বচ্ছন্দে ভক্ষণ কর এবং প্রণত-ভাবে দ্বারে প্রবেশ কর এবং তোমরা বল যে, আমরা ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি, তাহা হইলে আমি তোমাদের জন্য তোমাদের

لَكَ حَتّٰى نَرَى اللّٰهَ جَهْرَةً فَاَخَذَتْكُمُ
الصّٰعِقَةُ وَاَنْتُمْ تَنْظُرُوْنَ ○ ٥٦- ثُمَّ
بَعَثْنٰكُمْ مِّنْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ
تَشْكُرُوْنَ ○ ٥٧ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ
الْغَمَامَ وَاَنْزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ
وَالسَّلْوٰى ط كُلُوْا مِنْ طَيِّبٰتِ
مَا رَزَقْنٰكُمْ ط وَمَا ظَلَمُوْنَا وَلٰكِنْ
كَانُوْٓا اَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُوْنَ ○ ٥٨- وَاِذْ
قُلْنَا ادْخُلُوْا هٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوْا مِنْهَا
حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَّادْخُلُوا الْبَابَ
سُجَّدًا وَّقُوْلُوْا حِطَّةٌ نَّغْفِرْ لَكُمْ

মুসা তাহাদিগকে আল্লাহ-দর্শনের জন্য পবিত্রভাবে প্রস্তুত হইতে বলেন। তাহারা তদনুযায়ী প্রস্তুত হইলে আল্লাহতাআ্লার অনন্ত মহাশক্তির ক্ষীণ জ্যোতিরেখা তুর-পর্বত হইতে বিশ্ববিদারী বজ্রধ্বনি-সহ বিদ্যুৎ-বিকাশের ন্যায় তাহাদের উপর সঞ্চারিত হয় এবং সেই অলৌকিক জ্যোতি-স্পর্শে তাহারা সকলেই জীবনশূন্য অবস্থায় মূর্চ্ছিত হইয়া পড়ে। অনন্তর আল্লার করুণা-প্রভাবে তাহাদের জীবন-শক্তি ফিরিয়া আসে ও তাহারা চেতনা প্রাপ্ত হয়।—তঃ হক্কানী।

৫৭। **মান্না ও সালওয়া**—অলৌকিক উপায়ে প্রাপ্ত দুই প্রকার বিশিষ্ট খাদ্য-দ্রব্যের নাম। "মান্না" শুভ্র শিশির বা বরফ-খণ্ডের ন্যায় এক প্রকার সুমিষ্ট খাদ্য-দ্রব্য এবং "সালওয়া" ক্ষুদ্রকায় পক্ষী-বিশেষ। কেহ কেহ মান্না অর্থে মরুভূ-জাত এক প্রকার সরস তৃণমূল এবং সালওয়া অর্থে ভোজনোপযোগী পঙ্গপাল বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

একদা ঝটিকা-সম্পাতে এসরাইল-বংশের পটমণ্ডপ ও অন্যান্য অবলম্বন সমূহ ছিন্ন-ভিন্ন হইয়া যাওয়ায় আশ্রয় ও খাদ্য-দ্রব্যের অভাবে তাহারা অত্যন্ত বিপন্ন হইয়া পড়ে। কিন্তু সেই সময়ে মরু-প্রান্তর অতিক্রমকালে আল্লার করুণা প্রভাবে আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হইয়া তাহাদিগকে ছায়া দান করিত এবং ভোজনের জন্য তাহাদিগকে প্রচুর 'মান্না' ও 'সালওয়া' প্রদান করা হইত। 'মান্না' ও 'সালওয়ার' পরিমাণ এবং সংখ্যা যদিও প্রচুর ছিল, তথাপি তাহারা আল্লার নির্দ্দিষ্ট নিয়ম ত্যাগ

خَطٰيٰكُمْ ط وَسَنَزِيْدُ الْمُحْسِنِيْنَ ○
٥٩- فَبَدَّلَ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا قَوْلًا
غَيْرَ الَّذِيْ قِيْلَ لَهُمْ فَاَنْزَلْنَا عَلَى
الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا رِجْزًا مِّنَ السَّمَآءِ
بِمَا كَانُوْا يَفْسُقُوْنَ ع

অপরাধ সমূহ ক্ষমা করিব এবং অচিরেই সৎকর্ম্মশীলগণকে অধিকতর দান করিব। ৫৯। অনন্তর যাহারা অত্যাচার করিয়াছিল – তাহাদিগকে যাহা বলা হইয়াছিল, তৎপরিবর্ত্তে তাহারা সেই কথার পরিবর্তন করিল, পরে অত্যাচারকারীরা যে দুষ্কার্য্য করিয়াছিল—তজ্জন্য আমি তাহাদের উপর আকাশ হইতে শাস্তি অবতীর্ণ করিয়াছিলাম।

৭ম রুকু—এস্‌রাইল-বংশের অবাধ্যতা ও শাস্তিভোগ

٦٠- وَاِذِ اسْتَسْقٰى مُوْسٰى لِقَوْمِهٖ
فَقُلْنَا اضْرِبْ بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ ط
فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا ط
قَدْ عَلِمَ كُلُّ اُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ ط كُلُوْا
وَاشْرَبُوْا مِنْ رِّزْقِ اللّٰهِ وَلَا تَعْثَوْا
فِى الْاَرْضِ مُفْسِدِيْنَ ○ ٦١- وَاِذْ

৬০। এবং যখন মুসা স্বীয় সম্প্রদায়ের জন্য সলিল প্রার্থনা করিয়াছিল, তখন আমি বলিয়াছিলাম—তুমি স্বীয় যষ্টি দ্বারা প্রস্তরে আঘাত কর; অনন্তর উহা হইতে দ্বাদশ প্রস্রবণ বিনিস্থত হইল; নিশ্চয় প্রত্যেক ব্যক্তি স্ব স্ব ঘাট জানিয়া লইল; তোমরা আল্লার উপজীবিকা হইতে ভক্ষণ কর ও পান কর এবং পৃথিবীতে শান্তিভঙ্গকারীরূপে বিচরণ করিও না। ৬১। এবং যখন

করিয়া অতিরিক্ত 'মান্না' সংগ্রহ এবং বহুসংখ্যক "সালওয়া" পক্ষী হনন করিয়া নিজেদের ভবিষ্যৎ অভাব-অনটন সৃষ্টির পথ মুক্ত করিতেছিল। তাই আল্লাহতালা বলিতেছেন যে,—"তাহারা আমার অনিষ্টের পরিবর্ত্তে নিজেদেরই অনিষ্ট করিতেছিল।"—তঃ হোসেনী।

৬০। হজরত মুসা যখন ইহুদীদিগকে সঙ্গে লইয়া মরু-প্রান্তর অতিক্রম করিয়াছিলেন, সেই সময়ে তাহারা পানির অভাবে অত্যন্ত কাতর হইয়া পড়ায় হজরত মুসা পানির জন্য আল্লার নিকট প্রার্থনা করেন। আল্লাহ তাঁহার স্বীয় যষ্টি দ্বারা প্রস্তরে আঘাত করিতে বলেন। হজরত মুসা তদ্রূপ আঘাত করিলে ইহুদীদিগের দ্বাদশ সম্প্রদায়ের জন্য ঐ প্রস্তর হইতে দ্বাদশটী প্রস্রবণ নির্গত হয় এবং ইহুদীরা প্রত্যেক-সম্প্রদায়ের জন্য এক একটী প্রস্রবণ বা ঘাট নির্দ্দিষ্ট করিয়া লয়।—তঃ হক্কানী ও যাত্রা পুস্তক।

যে সকল আধুনিক তফসীরকারগণ অস্বাভাবিক 'মোজেজা' বা অলৌকিক কার্য্যে বিশ্বাস করিতে চাহেন না, তাঁহারা বলেন যে, 'আসা' অর্থ সম্প্রদায়, প্রস্তর, অর্থ পর্বত 'জরাবা' অর্থ আঘাত অথবা অনুসন্ধান করা। "স্বীয় যষ্টি দ্বারা প্রস্তরে আঘাত কর"—অর্থাৎ স্বীয় সম্প্রদায় সহ পর্ব্বতে অনুসন্ধান করিয়া দেখ। ফলতঃ হজরত মুসা তদনুসারে পর্বাত অনুসন্ধান করিয়া দ্বাদশটি প্রস্রবণ প্রাপ্ত হন।—তঃ মঃ আঃ দ্রষ্টব্য।

৬১। সুস্বাদু ও পুষ্টিকর খাদ্য 'মান্না' এবং 'সালওয়া' পক্ষীর উপাদেয় মাংস ভক্ষণ করিতে করিতে ইহুদীরা যখন সুস্থ ও সবল হইয়া উঠিল, তখন তাহারা নিজেদের প্রকৃতিগত অবাধ্যতা

তোমরা বলিয়াছিলে—হে মুসা, আমরা একইরূপ খাদ্যে ধৈর্য্য ধারণ করিতে পারিতেছি না, অতএব তুমি আমাদের জন্য তোমার প্রতিপালকের নিকট প্রার্থনা কর—যেন তিনি আমাদের জন্মভূমিতে যাহা উৎপন্ন হয়, তাহা হইতে উহার শাক-শব্জী ও উহার কাঁকুড় ও উহার গোধুম ও উহার মসুর ও উহার পলাণ্ডু উৎপাদন করেন; সে বলিয়াছিল—যাহা উৎকৃষ্ট তোমরা কি তাহার সঙ্গে যাহা নিকৃষ্ট তাহার বিনিময় করিতে চাহ? কোন নগরে উপনীত হও, পরে তোমরা যাহা চাহিতেছ—নিশ্চয় তোমাদের জন্য তাহাই হইবে; এবং তাহাদের উপর লাঞ্ছনা ও দারিদ্র্য নিপতিত হইল এবং তাহারা আল্লার কোপে পতিত হইল—এই হেতু যে, নিশ্চয় তাহারা আল্লার নিদর্শন-সমূহে অবিশ্বাস করিত এবং অন্যায়ভাবে নবীগণকে হত্যা করিত; এই হেতু যে, তাহারা অবাধ্যতাচরণ করিয়াছিল ও তাহারা সীমা অতিক্রম করিয়াছিল।

قلتم يموسى لن نصبر على طعام
واحد فادع لنا ربك يخرج لنا
مما تنبت الارض من بقلها
وقثائها وفومها وعدسها وبصلها ط
قال اتستبدلون الذى هو ادنى
بالذى هو خير ط اهبطوا مصرا فان
لكم ما سالتم ط وضربت عليهم
الذلة والمسكنة ق وباءو
بغضب من الله ط ذلك بانهم
كانوا يكفرون بايت الله ويقتلون
النبين بغير الحق ط ذلك بما
عصوا وكانوا يعتدون ع

অবলম্বন করিয়া হজরত মুসাকে বলিল যে, একই প্রকার খাদ্য আমাদের রসনার তৃপ্তি হইতেছে না। অতএব তুমি তোমার আল্লাকে বল—তিনি আমাদের জন্য মিসর-বাসীদিগের খাদ্যের ন্যায় নানা প্রকার খাদ্য-দ্রব্য উৎপন্ন করুন। হজরত মুসা বিরক্ত হইয়া বলিলেন,—এই উৎকৃষ্ট খাদ্য-দ্রব্যের পরিবর্ত্তে সেই নিকৃষ্ট দ্রব্য-সমূহই যদি তোমাদের লোভনীয় হয়, তবে কোন নগরে গমন কর; সেখানে গেলেই তোমরা ঐ সকল খাদ্য-দ্রব্য প্রাপ্ত হইবে। অনন্তর ইহুদীরা 'সিত্তিম' নগরে উপস্থিত হইয়া অবাধ্যতা ও ব্যভিচারে লিপ্ত হওয়ায় তাহাদের উপর আল্লার আক্রোশ অবতীর্ণ হইল এবং তাহারা দুঃখ-দারিদ্র্য ও দুর্দ্দশার কবলে পড়িয়া নিষ্পেষিত হইতে লাগিল। তঃ হক্কানী ও নহিমীয়।

ইহুদী জাতির অবাধ্যতার অন্ত নাই; তন্মধ্যে আল্লার নিদর্শন অবিশ্বাস করা এবং নবীদিগকে হত্যা করা অত্যন্ত গুরুতর। ইহুদীরা হজরত ইয়াহিয়া ও জাকারিয়া প্রমুখ নবীগণকে হত্যা করিয়াছিল এং হজরত ঈসাকে ক্রুশ-বিদ্ধ করিয়া হত্যা করিতে উদ্যত হইয়াছিল। উহারা উত্তরকালে হজরত মোহাম্মদের (সঃ) জীবন-নাশের ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হইয়া নিজেদের জাতীয় প্রকৃতির আরও স্পষ্ট পরিচয় দিয়াছিল; সেইজন্য আল্লাহতালা উহাদিগকে সীমা-লঙ্ঘনকারী ও অভিশপ্ত জাতি বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।—তঃ হক্কানী।

৮ম রুকু—এস্‌রাইল-বংশের অধঃপতন ও প্রায়শ্চিত্ত

৬২। নিশ্চয় যাহারা বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছে ও যাহারা ইহুদী হইয়াছে এবং খৃষ্টানগণ ও সাবেইনগণের মধ্যে যে আল্লাহ ও পরকালের প্রতি বিশ্বাস করিয়াছে ও সৎকার্য্য করিয়াছে—বস্তুতঃ তাহাদের জন্য তাহাদের প্রতিপালকের নিকট পুরস্কার রহিয়াছে এবং তাহাদের সম্বন্ধে কোন ভয় নাই ও তাহারা দুঃখিত হইবে না। ৬৩। এবং যখন আমি তোমাদের অঙ্গীকার গ্রহণ করিয়াছিলাম ও তোমাদের উপর তুর-পর্ব্বত সমুচ্চ

٦٢- اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَالَّذِيْنَ هَادُوْا
وَالنَّصٰرٰى وَالصّٰبِـِٕيْنَ مَنْ اٰمَنَ
بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا
فَلَهُمْ اَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ ۚ وَلَا خَوْفٌ
عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ ۝ ٦٣- وَاِذْ
اَخَذْنَا مِيْثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ

৬২। হজরতের সময়ে ইহুদীরা গর্ব্ব করিয়া বলিত যে, আমরা প্রসিদ্ধ এসরাইল-বংশ; আমাদের মধ্যে অনেক বড় বড় নবী জন্মগ্রহণ করিয়াছেন; সুতরাং আমাদের মুক্তির জন্য কোনই চিন্তা নাই; তজ্জন্য আল্লাহতালা এই আয়ত অবতীর্ণ করিয়া বলিতেছেন যে, মোসলমান ও ইহুদীদিগের ন্যায় খৃষ্টান ও সাবেইন সম্প্রদায়ের মধ্যেও যাহারা আল্লাহ ও পরকালের প্রতি বিশ্বাস-স্থাপন পূর্ব্বক সৎকার্য্য করিয়া জীবন অতিবাহিত করে, তাহারা সকলেই আল্লার নিকট পুরস্কৃত হইবে। ফলতঃ এ সম্বন্ধে এসরাইল-বংশের কোন বিশেষ অধিকার নাই।

কেহ কেহ এই আয়ত অবলম্বন করিয়া প্রমাণ করিতে চাহেন যে, প্রত্যেক ধর্ম্ম-সম্প্রদায়েরই সৎকর্ম্মশীল সাধু ব্যক্তিরা মুক্তিল্যাভ করিবেন; কারণ আল্লাহতালা কোন ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ের প্রতি পক্ষপাতী হইতে পারেন না। কিন্তু ইহা মারাত্মক ভ্রম-বিশ্বাস। যেহেতু আলোচ্য আয়তে মুক্তির জন্য সৎকার্যের সহিত "আল্লাহ ও পরকাল-বিশ্বাস" অতি দৃঢ়ভাবে সংযুক্ত হইয়াছে। এ অবস্থায় যাহারা 'আল্লাহকে মুখে বিশ্বাস করি' বলিয়া কার্য্যে তাহার বিরুদ্ধাচারী হয়, কিম্বা আল্লাহ ব্যতীত অপরের পূজা-অর্চ্চনা করে, তাহারা কেমন করিয়া মুক্তি পাইবে? আল্লাহকে বিশ্বাস করিতে হইলে তাঁহার "একত্ব ও পবিত্রতা" মনে ও মুখে দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করিতে হইবে। নচেৎ অপরে ত দূরের কথা, কোন মুসলমানও মুক্তির অধিকারী হইবে না। পক্ষান্তরে ঐরূপ পবিত্র বিশ্বাস "ইসলাম" ব্যতীত আর কোন ধর্ম্মেই নাই। ইহুদী ও খ্রীষ্টানগণ যেভাবে আল্লাহকে বিশ্বাস করে, কোরান শরিফ তীব্রভাবে তাহার প্রতিবাদ করিয়াছে—পৌত্তলিকদের ত কথাই নাই। এ অবস্থায় শুধু মুখে "আল্লাহ ও পরকাল বিশ্বাস করি" বলিলেই যে তাহার মুক্তির পথ মুক্ত হইল, তাহার কোনই অর্থ নাই এবং পবিত্র কোরানও সে কথা সমর্থন করে না;

ফলতঃ সকল দিক পর্য্যালোচনা করিলে বুঝা যায় যে, বর্ত্তমান যুগে 'ইসলাম' ব্যতীত অন্য কোন ধর্ম্মেই মুক্তি নাই; কারণ আর সমস্ত ধর্ম্মাবলম্বীই অল্পাধিক অংশীবাদী ও পৌত্তলিক হইয়া পড়িয়াছে। তাই কোরান শরিফে আল্লাহতালা সে কথা স্পষ্টভাবেই ঘোষণা করিয়া বলিয়াছেন যে, "ইসলামই আল্লার নিকট একমাত্র ধর্ম্ম (কোরান)।" বিশেষতঃ এই আয়তে বিশ্বাসীদিগের ন্যায়—মুসায়ী, ঈসায়ী ও সাবেইন প্রভৃতি অন্যান্য সম্প্রদায়ের লোকদিগকে আল্লাহ ও পরকালের প্রতি বিশ্বাস স্থাপনপূর্ব্বক সত্যধর্ম্ম "ইসলাম" গ্রহণ করিবার জন্য সুস্পষ্ট ইঙ্গিত করা হইয়াছে।

৬৩। হজরত মুসা তুর-পর্ব্বতে আল্লাহতালার নিকট হইতে যে, সমস্ত আদেশ প্রাপ্ত হন, ইহুদীদিগকে তাহা গ্রহণ করিতে বলায়, তাহারা উহা অত্যন্ত কঠিন বলিয়া গ্রহণ করিতে অস্বীকার

الطُّوْرَ ط خُذُوْا مَا اٰتَيْنٰكُمْ بِقُوَّةٍ
وَّاذْكُرُوْا مَا فِيْهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ ○
٦٤- ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ مِّنْۢ بَعْدِ ذٰلِكَ ج
فَلَوْلَا فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهٗ
لَكُنْتُمْ مِّنَ الْخٰسِرِيْنَ ○ ٦٥- وَلَقَدْ
عَلِمْتُمُ الَّذِيْنَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ
فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُوْنُوْا قِرَدَةً
خٰسِـِٔيْنَ ج ٦٦- فَجَعَلْنٰهَا نَكَالًا
لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً
لِّلْمُتَّقِيْنَ ○ ٦٧- وَاِذْ قَالَ مُوْسٰى
لِقَوْمِهٖۤ اِنَّ اللّٰهَ يَاْمُرُكُمْ اَنْ تَذْبَحُوْا

করিয়াছিলাম যে, আমি তোমাদিগকে
যাহা দিয়াছি তাহা দৃঢ়রূপে ধারণ
কর এবং ইহাতে যাহা আছে তাহা
স্মরণ কর—সম্ভবতঃ তোমরা নিষ্কৃতি
পাইবে। ৬৪। ইহার পর পুনরায়
তোমরা প্রত্যাবর্ত্তিত হইলে; অতএব
যদি তোমাদের প্রতি আল্লার অনুগ্রহ
এবং তাঁহার করুণা না থাকিত, তবে
নিশ্চয় তোমরা ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া যাইতে।
৬৫। এবং নিশ্চয়ই তোমরা অবগত
আছ যে, তোমাদের মধ্যে যাহারা
শনিবারের সীমা লঙ্ঘন করিয়াছিল,
আমি তাহাদিগকে বলিয়াছিলাম যে,
তোমরা অধম বানর হইয়া যাও।
৬৬। অনন্তর আমি ইহা তাহাদের
সমসাময়িক ও তাহাদের পরবর্ত্তীদিগের
জন্য দৃষ্টান্ত এবং ধর্ম্মভীরুগণের জন্য
উপদেশ করিয়াছিলাম। ৬৭। এবং
যখন মুসা নিজ সম্প্রদায়কে বলিয়াছিল,
নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদিগকে আদেশ
করিয়াছেন যে, তোমরা একটি গরু

করে। তখন তাহাদের মস্তকের উপর তুর-পর্বত উত্তোলন করিয়া তাহাদিগকে বলা হয় যে, হয় এই সকল বিধি গ্রহণ কর—নচেৎ তোমাদিগকে এই পর্বতের নীচে ফেলিয়া নিষ্পেষিত করা হইবে। তখন তাহারা ভীত হইয়া ঐ সকল বিধি স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছিল।—তঃ হোসেনী।

পর্বত উত্তোলিত হওয়া যাঁহারা অবিশ্বাস করেন, তাঁহারা ইহার দুইরূপ ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন। একদল বলেন যে, ইহুদীরা পর্বতের অতি নিকটবর্ত্তী পাদদেশে অবস্থান করিতেছিল এবং পর্ব্বত-শীর্ষের সুপ্রসারিত বিশালাংশ তাহাদের মস্তকোপরি বিদ্যমান ছিল। ইহুদীরা, ঐশী-বিধান অস্বীকার করিলে ভূমিকম্পে পর্বতের ঐ বিশালাংশ তাহাদের মাথার উপর ভাঙ্গিয়া পড়িবে বলিয়া অনুমিত হয় এবং তজ্জন্য তাহারা ভীত হইয়া সমস্ত বিধান মানিয়া লয়। দ্বিতীয় সম্প্রদায় বলেন যে, 'রাফা' শব্দের অর্থ উত্তোলন নহে—সমুচ্চ বা উন্নত। ইহা একটী স্বাভাবিক উক্তি। সুতরাং কোরান শরিফের এই আয়ত দ্বারা পর্বত উত্তোলন ভিত্তিহীন কাহিনী সমর্থন করিবার কোনই আবশ্যক নাই।—তঃ মঃ আঃ।

৬৫। ইহুদীদিগের জন্য শনিবারে সাংসারিক কার্য্য ও মৎস্য-স্বীকার করা নিষিদ্ধ ছিল। কিন্তু তাহারা ঐ বিধি লঙ্ঘন করিয়া বানরাকৃতি প্রাপ্ত হয়। ইহার বিস্তৃত বিবরণ আরাফ সুরায় বর্ণিত হইবে।

৬৭—৭১। এসরাইল-বংশের গো-বৎস পূজার প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ তাহাদের উপর গো-কোরবানীর আদেশ হয়। ইহুদীরা অনিচ্ছা সত্ত্বেও আল্লাহতালার কোপ ও শাস্তির ভয়ে গো-কোরবানী

بَقَرَةً ؕ قَالُوْۤا اَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا ؕ قَالَ
اَعُوْذُ بِاللّٰهِ اَنْ اَكُوْنَ مِنَ الْجٰهِلِيْنَ ○
٦٨- قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَّنَا
مَا هِيَ ؕ قَالَ اِنَّهٗ يَقُوْلُ اِنَّهَا بَقَرَةٌ
لَّا فَارِضٌ وَّلَا بِكْرٌ ؕ عَوَانٌۢ بَيْنَ
ذٰلِكَ ؕ فَافْعَلُوْا مَا تُؤْمَرُوْنَ ○
٦٩- قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَّنَا

'জবহ' কর। তাহারা বলিয়াছিল—তুমি কি আমাদিগকে উপহাস করিতেছ? সে বলিয়াছিল, আমি আল্লার আশ্রয় প্রার্থনা করিতেছি—যেন আমি মূর্খদের অন্তর্গত না হই।
৬৮। তাহারা বলিয়াছিল তুমি আমাদের জন্য তোমার প্রতিপালকের নিকট প্রার্থনা কর যে, তিনি আমাদিগকে উহা কিরূপ তাহা বর্ণনা করেন; সে বলিয়াছিল তিনি বলিতেছেন যে, নিশ্চয় সেই গরু বয়োবৃদ্ধ নয় এবং শাবকও নহে—এই দুইয়ের মধ্যবর্ত্তী; অতএব তোমরা যেরূপ আদিষ্ট হইয়াছ তাহা কর।
৬৯। তাহারা বলিয়াছিল, তুমি আমাদের জন্য তোমার প্রতি-

করিতে স্বীকৃত হইয়া হজরত মূসার নিকট কিরূপ গরু কোরবানী করিতে হইবে, তাহার বর্ণ, বয়স ও চিহ্ন প্রভৃতি জিজ্ঞাসা করে। হজরত মূসা বলেন, ঐ গরু মধ্যম বয়স্ক, সুন্দর আকৃতি-বিশিষ্ট, পীতবর্ণ, নির্দ্দোষ ও নিষ্কলঙ্ক এবং উহা এ পর্য্যন্ত জল-সিঞ্চনে বা ক্ষেত্রকর্ষণ কার্য্যে নিযুক্ত হয় নাই। তখন ইহুদীরা অনেক সন্ধান করিয়া ঐরূপ আকৃতি, বর্ণ ও চিহ্ন-বিশিষ্ট গরু প্রাপ্ত হয় এবং তাহা বহু মূল্যে ক্রয় পূর্ব্বক কোরবানী করিয়া নিজেদের গো-বৎস-পূজা রূপ মহা পাপের প্রায়শ্চিত্ত করে।

অভিশপ্ত ইহুদী জাতির ন্যায় গো-বৎস পূজার প্রকৃতি পৌত্তলিক মানব-সমাজে এখনও বিদ্যমান আছে। যতদিন ঐ সকল জাতি পবিত্র ইস্‌লামের বিধান অনুসরণ পূর্ব্বক গো-কোরবানী করিয়া নিজেদের গো-পূজা-পাপের প্রায়শ্চিত্ত না করিবে, ততদিন তাহারা কিছুতেই সত্যের আলোক অথবা স্বর্গীয় কল্যাণ লাভ করিতে পারিবে না।

এই আয়তের আরও কয়েকটী বিষয় লক্ষ্য করিবার একান্ত উপযোগী। প্রথমতঃ—ইহুদীরা হজরত মোহাম্মদ মোস্তফার নবুয়ত লইয়া তাঁহার সহিত সময় সময় নানারূপ তর্ক-বিতর্ক করিত; তজ্জন্য আল্লাহতালা এই আয়তে—হজরত মূসা কর্ত্তৃক চির-দাসত্বের নিগড় হইতে মুক্ত ও ধ্বংস-মুখ হইতে উদ্ধার প্রাপ্ত ইহুদী সম্প্রদায় পুনঃ পুনঃ হজরত মূসার জলন্ত প্রভাব দর্শন করিয়াও তাঁহার সহিত আল্লার আদিষ্ট কোরবানীর-গরু লইয়া যেরূপ কুতর্ক করিয়াছিল, সেই ঘটনার উল্লেখ করিয়া বলিতেছেন যে, পয়গম্বরগণের সহিত ঐরূপ বাচালতা ও ধৃষ্টতা প্রকাশ করা ইহুদী-জাতির স্বভাবসিদ্ধ ধর্ম্ম; ইহুদীদিগের এই আচরণ নূতন নহে এবং ইহাতে বিস্মিত হইবার কিছুই নাই।—তঃ হক্কানী।

দ্বিতীয়তঃ—আল্লার প্রেরিত নবীগণের আদেশ বিনা-বাক্যে ও নতশিরে মানিয়া লওয়াই মানবের সর্ব্বোত্তম কর্ত্তব্য। উহা লইয়া আলোচনা বা বাদ-প্রতিবাদ করা কখনই উচিত নহে; করিলে অনেক সময় বিপরীত ফল ফলিয়া শরিয়তের বিধি আরও কঠোর ও কষ্টসাধ্য হইতে পারে। আল্লাহতালা যখন ইহুদীদিগকে একটী গরু কোরবাণীর আদেশ করিয়াছিলেন, তখন যে কোন গরু কোরবানী করিলেই তাহাদের কর্ত্তব্য সম্পন্ন হইত; কিন্তু তাহারা হজরত মূসার সহিত আল্লার আদেশ লইয়া পুনঃ পুনঃ তর্ক-বিতর্ক করায় তাহাদের উপর কোরবানীর জন্য এমন গরু নির্দ্দিষ্ট হইল যে, তাহাদিগকে শেষে বহুমূল্য দিয়া সেই নির্দ্ধারিত গরু কিনিয়া কোরবানী করিতে হইয়াছিল। কেহ কেহ বলেন যে, ইহুদীদিগের বাচালতা ও ধৃষ্টতার ফলে তাহাদিগকে তাহাদের পূজনীয় গো-দেবতাটিকেই বহুমূল্যে ক্রয়পূর্ব্বক কোরবানী করিয়া গো-পূজা-পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইয়াছিল। এইজন্য কোরান শরীফে শরীয়তের আদেশ-উপদেশ ও বিধি-নিষেধের উপর কথা বলা বা বাদ-প্রতিপাদ করা নিষিদ্ধ হইয়াছে।

مَا لَوْنُهَا ۖ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا
بَقَرَةٌ صَفْرَاءُ ۙ فَاقِعٌ لَّوْنُهَا تَسُرُّ
النَّاظِرِينَ ○ ٧٠- قَالُوا ادْعُ لَنَا
رَبَّكَ يُبَيِّن لَّنَا مَا هِيَ ۙ إِنَّ
الْبَقَرَ تَشَابَهَ عَلَيْنَا ۖ وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ
لَمُهْتَدُونَ ○ ٧١- قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ
إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَّا ذَلُولٌ تُثِيرُ الْأَرْضَ
وَلَا تَسْقِي الْحَرْثَ ج مُسَلَّمَةٌ
لَّا شِيَةَ فِيهَا ۚ قَالُوا الْآنَ جِئْتَ
بِالْحَقِّ ۚ فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُوا
يَفْعَلُونَ ○

পালকের নিকট প্রার্থনা কর যে, তিনি আমাদিগকে উহার বর্ণ কিরূপ তাহা বর্ণনা করেন; সে বলিয়াছিল—তিনি বলিতেছেন যে, নিশ্চয় সেই গরুর বর্ণ গাঢ় পীত, উহা দর্শকগণকে আনন্দ দান করে। ৭০। তাহারা বলিয়াছিল—তুমি আমাদের জন্য তোমার প্রতিপালকের নিকট প্রার্থনা কর যে, তিনি আমাদিগকে উহার প্রকৃতি কিরূপ তাহা বর্ণনা করেন; নিশ্চয় আমাদের নিকট সকল গরুই সমতুল্য; এবং আল্লাহ্ ইচ্ছা করিলে নিশ্চয়ই আমরা সুপথগামী হইব। ৭১। সে বলিয়াছিল—নিশ্চয় তিনি বলিতেছেন যে, অবশ্যই সেই গরু সুস্থকায় নিষ্কলঙ্ক, উহা ভূ-কর্ষণের জন্য জোড়া হয় নাই এবং ক্ষেত্রে জল-সিঞ্চনে নিযুক্ত হয় নাই; তাহারা বলিয়াছিল, এক্ষণে তুমি সত্য আনিয়াছ; অতঃপর তাহারা উহা 'জবেহ' করিল—যাহা তাহাদের করিবার ইচ্ছা ছিল না।

৯ম রুকু—এস্রাইল-বংশের হৃদয়হীনতা

٧٢- وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا ۖ
وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَّا كُنتُمْ تَكْتُمُونَ ○

৭২। এবং যখন তোমরা এক ব্যক্তিকে হত্যা করিয়া পরে তদ্বিষয়ে বিরোধ করিতেছিলে, এবং তোমরা যাহা গোপন করিতেছিলে আল্লাহ্ তাহার প্রকাশক

তৃতীয়তঃ—এই আয়তে আল্লাহতালা ইহুদীদিগের বংশ-গৌরবের দাবীর উপর তীব্র কটাক্ষ করিয়া ইঙ্গিত করিয়াছেন যে, তোমরা যে এবরাহিমের বংশ বলিয়া দম্ভের সহিত মুক্তির কামনা কর, সেই এবরাহিম আমার স্বপ্নের ইঙ্গিত পাইয়া অম্লান বদনে স্বীয় পুত্র কোরবানী করিতে উদ্যত হইয়াছিল; আর তোমরা আমার প্রত্যক্ষ আদেশ পাইয়া একটী সামান্য গরু কোরবানী করিতে কত ওজর ও কষ্ট অনুভব করিতেছ! যাহার নিজের মধ্যে মহত্ব নাই তাহার মহদ্বংশে জন্মগ্রহণ করায় কি ফল? অতএব এবরাহিমের বংশ বলিয়া গর্ব্ব করিতে তোমাদের কোনই অধিকার নাই।—তঃ হক্কানী।

৭২—৭৩। এই আয়ত-দ্বয়ের ব্যাখ্যায় তফসীরকারগণ তিনটী ঘটনার উল্লেখ করেন। প্রথমতঃ—আমাদের প্রাচীন তফসীরকারগণ বলেন যে, কোন ইহুদী স্বীয় ধনবান পিতৃব্যকে স্বয়ং হত্যা করিয়া অপরের উপর হত্যার অভিযোগ উপস্থিত করে। হজরত মূসার নিকট এই অভিযোগ বিচারার্থ উপস্থিত হইলে তিনি বলেন যে, তোমরা একটী গরু কোরবানী করিয়া উহার মাংস-খণ্ড

হইলেন। ৭৩। তৎপর আমি বলিয়া-ছিলাম—উহার এক-খণ্ড দ্বারা তাহাকে আঘাত কর; এইরূপে আল্লাহ মৃতকে জীবিত করেন এবং স্বীয় নিদর্শন সমূহ প্রদর্শন করেন—যাহাতে তোমরা হৃদয়ঙ্গম কর। ৭৪। অনন্তর ইহার পর তোমাদের হৃদয় প্রস্তরের ন্যায় কঠিন বরং তদপেক্ষা কঠিনতর হইল; এবং নিশ্চয় প্রস্তর হইতেও প্রস্রবণ নির্গত হয় এবং নিশ্চয় উহাদের মধ্যে কোন কোনটী বিদীর্ণ হয়, তৎপরে তাহা হইতে জল নির্গত হয় এবং নিশ্চয় উহাদের মধ্যে কোনটী আল্লার

٧٣- فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا ط كَذٰلِكَ
يُحْيِ اللّٰهُ الْمَوْتٰى لا وَيُرِيكُمْ اٰيٰتِهٖ لَعَلَّكُمْ
تَعْقِلُوْنَ ○ ٧٤- ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ
مِّنْ بَعْدِ ذٰلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ
اَوْ اَشَدُّ قَسْوَةً ط وَاِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ
لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْاَنْهٰرُ ط وَاِنَّ مِنْهَا
لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَآءُ ط
وَاِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللّٰهِ ط

দ্বারা মৃত ব্যক্তির উপর আঘাত কর; তাহা হইলে সে জীবিত হইয়া হত্যাকারীর নাম বলিয়া দিবে। ইহুদীরা প্রথমে ইহা উপহাস ভাবিয়া অবিশ্বাস করিলেও শেষে তদনুরূপ করায় মৃত ব্যক্তি জীবিত হইয়া উঠে এবং হত্যাকারীর নাম বলিয়া দেয়। প্রাচীন তফসীরকারগণ এই ঘটনাটী হজরত এব্‌নে-আব্বাসের উক্তি বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন এবং ইহাকে হজরত মুসার অন্যতম 'মোজেজা' বা অলৌকিক কার্য্য বলিয়া স্বীকার করিয়া লইয়াছেন।—তঃ হক্কানী।

দ্বিতীয় আখ্যায়িকাটী এই:—হজরত রসুলোল্লার সময়ে জনৈক ইহুদী একটী মুসলমান রমণীকে হত্যা করে এবং তাহারই হত্যাভিযোগের বিচার উপলক্ষে এই আয়ত-দ্বয় অবতীর্ণ হয়। সহি বোখারী।

তৃতীয়তঃ—আধুনিক তফসীরকার মিঃ মোহাম্মদ আলী দৃঢ়তার সহিত বলেন যে, উপরোক্ত ভিত্তিহীন কাহিনী-দ্বয় আমাদের রসুলোল্লা অথবা তাঁহার কোন সহচর বর্ণনা করেন নাই এবং বাইবেলেও এই অলীক কাহিনীর কোন অস্তিত্ব পরিলক্ষিত হয় না। অনন্তর তিনি আলোচ্য আয়ত-দ্বয়কে অনেক কষ্ট-কল্পনা করিয়া হজরত ঈসার জীবনের ঘটনার সহিত সংযুক্ত করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার ঐ সিদ্ধান্ত অভ্রান্ত অথবা যুক্তিযুক্ত বলিয়া পরিগৃহীত হয় নাই।

৭৪। এই আয়তের উপমা অতি চমৎকার! আল্লাহতালা দুর্ব্বিনীত অবিশ্বাসীর হৃদয়কে পাষাণ অপেক্ষাও নিরস এবং কঠিন বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। কারণ এরূপ প্রস্তরও আছে—যাহার অন্তর ভেদ করিয়া করুণা-স্বরূপ সুমধুর সুশীতল সলিল-ধারা নির্গত হয় এবং কোন কোন প্রস্তর হইতে সুমিষ্ট সলিলের প্রস্রবণ প্রবাহিত হইয়া থাকে। কিন্তু অবিশ্বাসীদের হৃদয় হইতে জ্ঞান বা করুণার ধারা নির্গত হয় না এবং অন্য স্থান হইতেও উহা তাহাদের অন্তরে প্রবেশ করিতে পারে না। পক্ষান্তরে বিশ্বাসী মানবের কোমল হৃদয় হইতে জ্ঞান ও করুণার ধারা প্রবাহিত হইয়া জগদ্বাসীকে অনাবিল শান্তি ও স্নেহ-করুণা বিতরণ করিয়া থাকে। "প্রস্তরও আল্লার ভয়ে পতিত হয়"—এ কথার তাৎপর্য্য এই যে, প্রস্তর কখনও নিজের স্বভাব-ধর্ম্মের বিপরীত আচরণ করে না। উহা উর্দ্ধমুখে নিক্ষেপ করিলেও নিজের স্বভাব-ধর্ম্মানুযায়ী নিম্ন-গামী হইয়া থাকে। কিন্তু অবিশ্বাসীদিগকে নতশির হইতে বলিলে তাহারা উর্দ্ধমুখী হইয়া অবাধ্য এবং বিদ্রোহী হইয়া উঠে। সুতরাং অবিশ্বাসী-দিগের হৃদয় যে প্রস্তর অপেক্ষাও নিরস ও কঠিন, উপরোক্ত উপমা যোগে তাহা অতি সুন্দররূপে প্রদর্শিত হইয়াছে।

وَمَا اللّٰهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُوْنَ ۝
٧٥- اَفَتَطْمَعُوْنَ اَنْ يُّؤْمِنُوْا لَكُمْ وَقَدْ
كَانَ فَرِيْقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُوْنَ كَلٰمَ اللّٰهِ
ثُمَّ يُحَرِّفُوْنَهٗ مِنْ بَعْدِ مَا عَقَلُوْهُ وَهُمْ
يَعْلَمُوْنَ ۝ ٧٦- وَاِذَا لَقُوا الَّذِيْنَ
اٰمَنُوْا قَالُوْٓا اٰمَنَّا ج وَاِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ
اِلٰى بَعْضٍ قَالُوْٓا اَتُحَدِّثُوْنَهُمْ بِمَا
فَتَحَ اللّٰهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوْكُمْ بِهٖ عِنْدَ
رَبِّكُمْ ط اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ ۝ ٧٧- اَوَلَا
يَعْلَمُوْنَ اَنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّوْنَ وَمَا

ভয়ে পতিত হয় এবং তোমরা যাহা করিতেছ তৎপ্রতি আল্লাহ অমনোযোগী নহেন।
৭৫। তোমরা কি আশা কর যে, উহারা তোমাদিগকে বিশ্বাস করিবে? এবং নিশ্চয় তাহাদের মধ্যে একদল ছিল—যাহারা আল্লার বাণী শ্রবণ করিত, তৎপরে উহা হৃদয়ঙ্গম করিবার পর উহার পরিবর্ত্তন করিত—অথচ তাহারা উহা অবগত ছিল।
৭৬। এবং যখন তাহারা বিশ্বাসীগণের সহিত সম্মিলিত হয় তখন বলে—আমরা বিশ্বাস করিয়াছি এবং যখন তাহারা পরস্পর নিভৃতে অবস্থান করে তখন বলে – আল্লাহ তোমাদের নিকট যাহা প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা কি তোমরা তাহাদিগকে বলিয়া দিতেছ? ফলতঃ তাহা হইলে তাহারা ইহা লইয়া তোমাদের প্রতিপালকের সমক্ষে বিতর্ক করিবে; অনন্তর ইহা কি তোমরা বুঝিতেছ না?
৭৭। তাহারা কি ইহা জানে না যে, তাহারা যাহা গোপন করে ও যাহা প্রকাশ করে, নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তাহা

৭৫। বিশ্বাসী মোস্‌লেমবৃন্দ আশা করিত যে, ইহুদীরা হজরতের উপদেশ শুনিয়া সত্য-ধর্ম্ম গ্রহণ করিবে। তাই আল্লাহতালা বলিতেছেন যে, যাহারা জানিয়া শুনিয়া নিজেদের ধর্ম্ম-গ্রন্থ পরিবর্ত্তন ও বিকৃত করিয়াছে, তাহারা যে সদুপদেশ শুনিয়া সত্য-ধর্ম্ম গ্রহণ করিবে, তোমরা এরূপ অলীক আশা কেন করিতেছ? কোরান শরীফ অবিরত ঘোষণা করিয়াছে যে, ইহুদীদিগের ধর্ম্মগ্রন্থ পরিবর্ত্তিত ও বিকৃত করা হইয়াছে, কিন্তু ইহুদীরা আজ পর্য্যন্তও তাহার প্রতিবাদ করিতে সাহসী হয় নাই। কোরান শরিফ ১৩৫০ বৎসর পূর্ব্বে বাইবেলের পরিবর্ত্তন ও বিকৃতি সম্বন্ধে যে বজ্র-বাণী ঘোষণা করিয়াছিল, এখন তাহা নিঃসংশয় রূপে প্রমাণিত হইতেছে।

৭৬—৭৭। মদিনার দুর্ব্বলচেতা ইহুদীরা যখন অভ্যুদয়শীল মুসলমানদিগের সহিত মিলিত হইত তখন তাহাদের সন্তুষ্টি-সাধনের জন্য বাক্যালাপ প্রসঙ্গে তওরাতে হজরতের আগমন সম্বন্ধে যে সকল ভবিষ্যদ্বাণী আছে, তাহা প্রকাশ করিয়া বলিত। কিন্তু ইহা অবগত হইয়া অন্যান্য ধর্ম্মদ্রোহী ইহুদীরা তাহাদিগকে তিরস্কার করিয়া বলিত যে, তোমরা ঐ সকল কথা মুসলমানদিগের নিকট কেন প্রকাশ করিতেছ? উহাতে তাহাদের ধর্ম্মবিশ্বাস আরও দৃঢ় হইবে এবং আমাদের সাক্ষ্য দ্বারাই তাহারা আমাদিগকে পরাজিত করিবে। আল্লাহতালা ইহুদীদিগের এই রহস্য প্রকাশ করিয়া তাহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন:—তোমরা কি জান না যে, তোমরা যাহা প্রকাশ কর ও যাহা গোপন কর, তাহা সমস্তই আমি পরিজ্ঞাত আছি?

পরিজ্ঞাত আছেন ? ৭৮। এবং তাহাদের
মধ্যে অনেক অশিক্ষিত লোক আছে,
যাহারা প্রবৃত্তি ব্যতীত কোন গ্রন্থ অবগত
নহে এবং তাহারা কল্পনা ব্যতীত করে
না। ৭৯। তাহাদের জন্য আক্ষেপ,
যাহারা স্বহস্তে পুস্তক রচনা করে,
তৎপরে বলে যে, ইহা আল্লার নিকট
হইতে সমাগত!—এতদ্দ্বারা তাহারা
সামান্য মূল্য অর্জ্জন করিতেছে; তাহাদের
হস্ত যাহা লিপিবদ্ধ করিয়াছে তজ্জন্য
তাহাদিগের প্রতি আক্ষেপ—এবং
তাহারা যাহা উপার্জ্জন করিতেছে,
তজ্জন্যও তাহাদিগের প্রতি আক্ষেপ!
৮০। এবং তাহারা বলে—নির্দ্ধারিত
দিবস-সমূহ ব্যতীত অগ্নি তাহাদিগকে
স্পর্শ করিবে না; তুমি বল—তোমরা কি
আল্লার নিকট হইতে অঙ্গীকার লইয়াছ
যে, পরে আল্লাহ্ কখনই স্বীয় অঙ্গী-

يعلمون ٥ ٧٨- ومنهم اميون
لا يعلمون الكتب الا امانى وان
هم الا يظنون ٥ ٧٩- فويل للذين
يكتبون الكتب بايديهم ق ثم
يقولون هذا من عند الله ليشتروا به
ثمنا قليلا ط فويل لهم مما يكسبون ٥
٨٠- وقالوا لن تمسنا النار الا
اياما معدودة ط قل اتخذتم عند
الله عهدا فلن يخلف الله عهده ام

৭৮—৭৯। এই দুইটী আয়তে আল্লাহতালা দুই শ্রেণীর ইহুদীর কথা উল্লেখ করিয়াছেন। এক শ্রেণী মূর্খ ও কল্পনা-প্রিয়, আর এক শ্রেণী শিক্ষিত ও প্রবঞ্চক। প্রথম শ্রেণী বলিত যে, আমরা মহানবী হজরত এবরাহিমের বংশধর; আমাদের মধ্যেই সমস্ত বড় বড় নবী জন্মগ্রহণ করিয়াছেন এবং ভবিষ্যতেও করিবেন; অন্য কোন বংশে নবী জন্মগ্রহণ করিবেন না। বিশেষতঃ আল্লাহতালা আমাদিগকে সন্তান ও বন্ধুরূপে গ্রহণ করিয়াছেন এবং আমাদের সমস্ত অপরাধ ক্ষমা করিয়া দিয়াছেন। আমাদের পূর্ব্বপুরুষেরাই আমাদিগকে সমস্ত শাস্তি ও দুর্গতি হইতে উদ্ধার করিয়া লইবেন। আর যদিও আমাদের কোন শাস্তি হয়, তাহা মাত্র অল্প কয়েক দিনের জন্য; কারণ সমস্ত মানব জাতির উপর আমাদের শ্রেষ্ঠত্ব ও বিশেষত্ব আছে। তাহারা তওরাত বা অন্য কোন ঐশীগ্রন্থের কোনই সংবাদ রাখিত না; শুধু কল্পনার প্রভাবেই ঐ সকল খেয়াল তাহাদের অন্তরে বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছিল। তাই আল্লাহতালা বলিতেছেন যে; উহারা মূর্খ ও ভ্রান্ত সম্প্রদায়; উহাদের ঐ সকল কল্পনা বা খেয়ালের কোনই ভিত্তি নাই।

দ্বিতীয় শ্রেণী উহাদের শিক্ষিত ধর্ম্মাচার্য্যগণ—যাহারা অর্থ ও স্বার্থের লোভে তওরাতের বাক্য পরিবর্ত্তন ও পরিবর্জ্জন করিত। নিজেদের স্বার্থসাধনের জন্য মনোমত কাল্পনিক কথা লিখিয়া উহাকে আল্লার বাণী—তওরাতের উক্তি বলিয়া প্রকাশ করিত। আল্লাহতালা উহাদিগকে স্বার্থপর, প্রবঞ্চক ও প্রতারক নামে অভিহিত করিয়া বহুস্থানে ধিক্কার প্রদান করিয়াছেন।—তঃ হক্কানী।

উম্মী—'উম্মী' শব্দের অর্থ অশিক্ষিত লেখা হইল। কিন্তু আরব্য ব্যঞ্জনা অনুযায়ী যে ব্যক্তি লিখিতে ও পড়িতে জানে না, তাহাকেই 'উম্মী' বলা হয়। "উম্মী" শব্দের আরও বহু অর্থ আছে, উহা যথাস্থানে বর্ণিত হইবে।

৮০। ইহুদী সম্প্রদায়ের এরূপ একটি বিশ্বাস আছে যে—দাখান, আবিরাম ও নাস্তিক ব্যতীত অন্যান্য মতাবলম্বী লোক যতই পাপাসক্ত ও দুষ্ক্রিয়াশীল হউক না কেন, তাহারা কখনই এক বৎসরের

কারের অন্যথা করিবেন না? অথবা আল্লাহ সম্বন্ধে যাহা জান না—তোমরা তাহাই বলিতেছ : ৮১। হাঁ—যে ব্যক্তি অনিষ্ট অর্জ্জন করিয়াছে এবং স্বীয় পাপের দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়াছে, ফলতঃ তাহারাই অগ্নির অধিবাসী, তন্মধ্যে তাহারা সর্ব্বদা অবস্থান করিবে। ৮২। এবং যাহারা বিশ্বাস-স্থাপন করিয়াছে ও সৎকার্য্য করিতেছে, তাহারাই স্বর্গোদ্যানের অধিবাসী, তন্মধ্যে তাহারা সর্ব্বদা অবস্থান করিবে।

تَقُوْلُوْنَ عَلَى اللّٰهِ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ ○
٨١- بَلٰى مَنْ كَسَبَ سَيِّئَةً
وَّاَحَاطَتْ بِهٖ خَطِيْٓـَٔتُهٗ فَاُولٰٓئِكَ
اَصْحٰبُ النَّارِ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ○
٨٢- وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا
الصّٰلِحٰتِ اُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ الْجَنَّةِ
هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ○

১০ম রুকু—এস্রাইল-বংশের অঙ্গীকার ও বিরুদ্ধাচরণ

৮৩। এবং যখন আমি এস্রাইল বংশীয়গণের অঙ্গীকার গ্রহণ করিয়াছিলাম যে, তোমরা আল্লাহ ব্যতীত উপাসনা করিবে না; এবং পিতামাতা ও আত্মীয়-স্বজন ও এতিমগণ ও দীন-দরিদ্রগণের সহিত সদ্ব্যবহার করিবে এবং তোমরা লোকের সহিত উত্তমভাবে

٨٣- وَاِذْ اَخَذْنَا مِيْثَاقَ بَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ
لَا تَعْبُدُوْنَ اِلَّا اللّٰهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ
اِحْسَانًا وَّذِى الْقُرْبٰى وَالْيَتٰمٰى
وَالْمَسٰكِيْنِ وَقُوْلُوْا لِلنَّاسِ حُسْنًا

বেশী নরক-যন্ত্রণা ভোগ করিবে না (জর্জ্জ সেল)। তাই আল্লাহতালা বলিয়া দিয়াছেন যে, এ সম্বন্ধে তাহাদের কোনই জ্ঞান নাই এবং তাহারা কিছুই অবগত নহে।

৮১—৮২। এই আয়ত-দ্বয়ে আল্লাহতালা স্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করিতেছেন যে, যাহারা পাপ করিবে তাহারা সর্ব্বদা নরকানলে দগ্ধ হইবে এবং যাহারা বিশ্বাস স্থাপন ও সৎকার্য্য করিবে তাহারা চিরকাল স্বর্গের সুখ-সম্পদ ভোগ করিবে।

৮৩—৮৪। এই দুইটি আয়তে আল্লাহতালা ইহুদী সম্প্রদায়ের প্রতি আদিষ্ট ধর্ম্ম-বিধি এবং তৎসম্বন্ধে তাহাদের অঙ্গীকার ও অবাধ্যতার বর্ণনা করিয়াছেন। ইহুদীদিগের তওরাতে বর্ণিত ধর্ম্মবিধি ও অঙ্গীকারের সহিত কোরানের ধর্ম্মবিধি ও অঙ্গীকারের আশ্চর্য্য সাদৃশ্য এখনও পরিলক্ষিত হয়।—তঃ মঃ আঃ, ১২০—২২৫ টীকা দ্রষ্টব্য।

মোসলেম-জীবনের কর্ত্তব্য।—এই পবিত্রতম আয়তটি মোসলেম-জীবনের সামাজিক ও পারিবারিক কর্ত্তব্যের উজ্জ্বলতম আলেখ্য স্বরূপ। প্রথমতঃ—আল্লাহতালার সহিত অঙ্গীকৃত ধর্ম্মনীতি পালন মুসলমানের অপরিহার্য্য কর্ত্তব্য; দ্বিতীয়তঃ—পিতামাতা, আত্মীয়-স্বজন, প্রতিবেশী, পিতৃহীন সন্তান, বিধবা রমণী এবং দীন-দরিদ্র ও অভাবগ্রস্ত লোকদিগের সহিত সদ্ব্যবহার করা এবং তাহাদিগকে আবশ্যকানুরূপ সাহায্য করা একান্ত কর্ত্তব্য; তৃতীয়তঃ—লোকের সহিত উত্তম কথা বলা, ভদ্র ব্যবহার করা, নিয়মিত নামাজ পড়া এবং জাকাত প্রদান করা। উপরোক্ত

কথা বলিবে এবং নামাজ প্রতিষ্ঠিত করিবে ও জাকাত প্রদান করিবে; তৎপরে তোমাদের মধ্য হইতে অল্প সংখ্যক ব্যতীত তোমরা সকলেই বিমুখ হইয়াছিলে, যেহেতু তোমরা অগ্রাহ্যকারী ছিলে। ৮৪। এবং আমি যখন তোমাদের অঙ্গীকার গ্রহণ করিয়াছিলাম যে, তোমরা পরস্পর শোণিতপাত করিবে না এবং স্বীয় বাসস্থান হইতে আপন ব্যক্তিদিগকে বহিষ্কৃত করিবে না; তৎপরে তোমরা স্বীকৃত হইয়াছিলে এবং তোমরাই উহার সাক্ষী ছিলে। ৮৫। অনন্তর সেই তোমারই তোমাদের ব্যক্তিদিগকে হত্যা করিতেছ এবং তোমরা তোমাদের মধ্য হইতে এক দলকে তাহাদের গৃহ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিতেছ, তাহাদিগের প্রতি শত্রুতা বশতঃ অসদভিপ্রায়ে পরস্পরের বিরুদ্ধে সাহায্য করিতেছ এবং তাহারা বন্দী হইয়া তোমাদের নিকট আসিলে তোমরা তাহাদিগকে বিনিময় প্রদান করিতেছ; অথচ তাহাদিগকে বহিষ্কৃত

وَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ ط
ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ اِلَّا قَلِيْلًا مِّنْكُمْ وَاَنْتُمْ
مُّعْرِضُوْنَ ۝٨٣- وَاِذْ اَخَذْنَا مِيْثَاقَكُمْ
لَا تَسْفِكُوْنَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُوْنَ
اَنْفُسَكُمْ مِّنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ اَقْرَرْتُمْ
وَاَنْتُمْ تَشْهَدُوْنَ ۝٨٤- ثُمَّ اَنْتُمْ هٰؤُلَاءِ
تَقْتُلُوْنَ اَنْفُسَكُمْ وَتُخْرِجُوْنَ فَرِيْقًا
مِّنْكُمْ مِّنْ دِيَارِهِمْ تَظٰهَرُوْنَ عَلَيْهِمْ
بِالْاِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ط وَاِنْ يَّاْتُوْكُمْ
اُسٰرٰى تُفٰدُوْهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ
اِخْرَاجُهُمْ ط اَفَتُؤْمِنُوْنَ بِبَعْضِ

তিন শ্রেণীর কর্ত্তব্যের প্রতি লক্ষ্য করিলেই ইস্লামী উন্নত জীবন আদর্শের সহিত বর্ত্তমান মোস্লেম সমাজের শোচনীয় আত্মবিস্মৃতি ও দুর্গতির চরম চিত্র অতি উজ্জ্বলভাবে পরিস্ফুট হইয়া উঠিবে।

৮৫—৮৬। ইহুদীরা তাহাদের অঙ্গীকার ভঙ্গ এবং ধর্ম্ম-বিধি লঙ্ঘন করিয়া পরস্পর যেরূপে অত্যাচার, হত্যা ও পাপাচরণ করিত, তাহা এই দুইটি আয়তে বর্ণিত হইয়াছে এবং ঐ সকল দুষ্কর্ম্মের জন্য তাহারা যেরূপ শাস্তিভোগ করিবে, তাহাও বলিয়া দেওয়া হইয়াছে।

মদিনায় যে সকল ইহুদী ছিল, তাহারা "বনি-কোরায়জা" ও "বনি-নজীর" এই দুই প্রধান সম্প্রদায়ে বিভক্ত ছিল। উক্ত দুই সম্প্রদায় মদিনার "আউস" ও "খজরজ" নামক দুইটী প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী সম্প্রদায়ের সহিত সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ ছিল। অনন্তর যখন "আউস" ও "খজরজ" সম্প্রদায়ের মধ্যে যুদ্ধ উপস্থিত হইয়াছিল, তখন সন্ধিপত্রের দোহাই দিয়া ইহুদীরাও স্ব স্ব সহযোগী দলে যোগ দিয়া স্বধর্ম্মাবলম্বীদিগকে বিতাড়িত, বন্দী এবং হত্যা করিয়াছিল; অনন্তর যুদ্ধাবসানে ধর্ম্ম-বিধির নামে চাঁদা তুলিয়া স্বধর্ম্মাবলম্বী বন্দীদিগকে মুক্ত করিতে চেষ্টিত হইয়াছিল! আবার ইহুদীরাই হজরত রসূলোল্লার সহিত সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হইবার পর শঠতা ও ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হইয়া মুসলমানের বিপক্ষ দলে যোগদান করিয়াছিল।—তঃ কবির, এব্‌ন-হিসাম ও মুয়র।

করা তোমাদের জন্য অবৈধ; তবে কি তোমরা গ্রন্থের কিয়দংশ বিশ্বাস কর ও কিয়দংশ অবিশ্বাস কর? অতএব তোমাদের মধ্যে যাহারা এরূপ করে, তাহাদের পার্থিব জীবনে দুর্গতি ব্যতীত নহে এবং উত্থান-দিবসে তাহারা কঠোর শাস্তির দিকে আকৃষ্ট হইবে; এবং তোমরা যাহা করিতেছ— আল্লাহ তদ্বিষয়ে অমনোযোগী নহেন।

الْكِتٰبِ وَتَكْفُرُوْنَ بِبَعْضٍ ۚ فَمَا جَزَآءُ مَنْ يَّفْعَلُ ذٰلِكَ مِنْكُمْ اِلَّا خِزْيٌ فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ۚ وَيَوْمَ الْقِيٰمَةِ يُرَدُّوْنَ اِلٰٓى اَشَدِّ الْعَذَابِ ۗ وَمَا اللّٰهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُوْنَ ○

৮৬। ইহারাই পরকালের বিনিময়ে পার্থিব জীবন ক্রয় করিয়াছে; অতএব তাহাদের দণ্ড লঘু হইবে না ও তাহারা সাহায্য-প্রাপ্ত হইবে না।

٨٦- اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ اشْتَرَوُا الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا بِالْاٰخِرَةِ ۫ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنْصَرُوْنَ ع

১১শ রুকু—এস্‌রাইল-বংশের নবী-দ্রোহিতা

৮৭। এবং অবশ্যই আমি মুসাকে গ্রন্থ প্রদান করিয়াছি ও তৎপরে ক্রমান্বয়ে রসুলগণকে প্রেরণ করিয়াছি; এবং আমি মরিয়ম-নন্দন ঈসাকে নিদর্শন-সমূহ প্রদান করিয়াছিলাম এবং পবিত্র-আত্মা যোগে তাহাকে শক্তিসম্পন্ন করিয়া-

٨٧- وَلَقَدْ اٰتَيْنَا مُوْسَى الْكِتٰبَ وَقَفَّيْنَا مِنْۢ بَعْدِهٖ بِالرُّسُلِ ۫ وَاٰتَيْنَا عِيْسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنٰتِ وَاَيَّدْنٰهُ

৮৭। এসরাইল-বংশীয়দিগকে পথ-প্রদর্শন জন্য হজরত মুসার পর তদীয় শিক্ষা প্রচার কল্পে ক্রমান্বয়ে হজরত ইউশায়া, শামুয়েল, দাউদ, সোলায়মান, ইশায়া, আরমিয়া, ওজায়েরা হরকেল, এলিয়াস, ইউনুস, জাকারিয়া ও ইয়াহইয়া প্রভৃতি রসুলগণ আগমন করিয়াছিলেন। তৎপরে হজরত ঈসা কতিপয় উজ্জ্বল অলৌকিক-নিদর্শন ও ধর্ম্মগ্রন্থ ইঞ্জিল সহ আগমন করেন; কিন্তু দুর্বিনীত ইহুদীগণ তাঁহাদের সকলকেই প্রত্যাখ্যান পূর্ব্বক অবাধ্যাচরণ করিয়াছিল। এমন কি, তাহারা পূর্ব্বোক্ত নবীগণকে মিথ্যাবাদী বলিয়া কতিপয় নবীকে হত্যা করিতেও কুণ্ঠিত হয় নাই।—বাইবেল দ্রষ্টব্য।

রুহোল-কুদ্‌স—পবিত্র-আত্মা। ফেরেশ্‌তা-শ্রেষ্ঠ হজরত জিবরীলের এক নাম 'রুহোল-কুদ্‌স। এই জন্য আমাদের বহু প্রাচীন তফসীরকার লিখিয়াছেন যে, হজরত জিবরীল সর্ব্বদা হজরত ঈসার সঙ্গে সঙ্গে থাকিয়া তাঁহাকে সাহায্য ও শক্তি-প্রদান করিতেন; কিন্তু কোন কোন আধুনিক তফসীরকার এ কথা বিশ্বাসযোগ্য বলিয়া মনে করেন না। তাঁহারা বলেন জিবরীল যে সর্ব্বদা হজরত ঈসার সঙ্গে থাকিতেন—এ কথা কোরান, হাদিস অথবা বাইবেল দ্বারা প্রমাণিত হয় না। আর নবী-শ্রেষ্ঠ হজরত মোহাম্মদ মোস্তফার সঙ্গেও যখন জিবরীল সর্ব্বদা অবস্থান করিতেন না, তখন তিনি যে হজরত ঈসার সঙ্গে সদাসর্ব্বদা অবস্থান করিবেন, ইহা কিরূপে সম্ভবপর হইবে? এইজন্য বহু চিন্তাশীল তফ্‌সীরকার "রুহোল-কুদ্‌স" অর্থে "ঐশী-বাণী" অথবা "আত্মিক-শক্তি" বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। আয়তের প্রকৃত মর্ম্ম এই যে, হজরত ঈসাকে

ছিলাম; কিন্তু পরে যখন তোমাদের নিকট কোন রসুল—তোমাদের প্রবৃত্তি যাহা ইচ্ছা করিত না, তাহা লইয়া উপস্থিত হইল তখন তোমরা অহঙ্কার করিলে; অবশেষে তোমরা একদলকে মিথ্যাবাদী বলিলে এবং একদলকে হত্যা করিলে। ৮৮। এবং তাহারা বলে যে, আমাদের হৃদয় আবৃত; বরং তাহাদের অবিশ্বাসের জন্য আল্লাহ তাহাদিগকে অভিসম্পাত করিয়াছেন—যেহেতু তাহারা অতি অল্পই বিশ্বাস করে। ৮৯। এবং যখন আল্লার সন্নিধান হইতে তাহাদের নিকট যাহা আছে তাহার সত্যতা-প্রতিপাদক গ্রন্থ উপস্থিত হইল, এবং পূর্ব্ব হইতেই তাহারা অবিশ্বাসীদিগের উপর বিজয়-প্রার্থনা করিতেছিল; অবশেষে যখন তাহাদের নিকট উহা আসিল—যাহা তাহারা চিনিত তখন তাহারা উহা অবিশ্বাস করিল; অতএব সেই অবিশ্বাসীদিগের উপর আল্লার অভিসম্পাত। ৯০। তাহারা নিজ-জীবনের জন্য যাহা ক্রয় করিয়াছে তাহা নিকৃষ্ট,

بِرُوْحِ الْقُدُسِ ط اَفَكُلَّمَا جَآءَكُمْ
رَسُوْلٌۢ بِمَا لَا تَهْوٰٓى اَنْفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ ج
فَفَرِيْقًا كَذَّبْتُمْ ز وَفَرِيْقًا تَقْتُلُوْنَ ○
٨٨- وَقَالُوْا قُلُوْبُنَا غُلْفٌ ط بَلْ
لَّعَنَهُمُ اللّٰهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيْلًا مَّا
يُؤْمِنُوْنَ ○ ٨٩- وَلَمَّا جَآءَهُمْ كِتٰبٌ
مِّنْ عِنْدِ اللّٰهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ لا
وَكَانُوْا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُوْنَ عَلَى
الَّذِيْنَ كَفَرُوْا ج فَلَمَّا جَآءَهُمْ مَّا عَرَفُوْا
كَفَرُوْا بِهٖ ز فَلَعْنَةُ اللّٰهِ عَلَى الْكٰفِرِيْنَ ○
٩٠- بِئْسَمَا اشْتَرَوْا بِهٖٓ اَنْفُسَهُمْ اَنْ

পবিত্র-আত্মা অর্থাৎ আত্মিক-শক্তি ও প্রত্যাদেশ দ্বারা শক্তি-সম্পন্ন করা হইয়াছিল।—তঃ কবীর ও মঃ আঃ।

৮৮—৮৯; আল্লাহতালা বলিয়াছেন :—ইহুদীরা বিশ্বাস করিত যে, তওরাতের প্রতিজ্ঞাত শেষ-নবী আসিয়া তাহাদিগকে উদ্ধার করিবেন এবং তাহাদের শত্রুদিগকে পরাস্ত করিয়া তাহাদিগকে রাজ্য-সম্পদ প্রদান করিবেন। তাহারা আরবের অংশীবাদীদিগের সহিত তর্ক করিবার সময় বলিত যে, শীঘ্রই আমাদের উদ্ধার কর্ত্তা বা ভাবী-তত্ত্বাবাহক উপস্থিত হইবেন। কিন্তু তাহাদের সম্মুখে যখন সেই প্রতিজ্ঞাত শেষ-নবী হজরত মোহাম্মদ মোস্তফা (সঃ) আবির্ভূত হইলেন, তখন তাহারা তাঁহাকে প্রত্যাখ্যান করিয়া ধর্ম্মদ্রোহী ও অভিশপ্ত হইয়া গেল।—তঃ হক্কানী।

৯০। ইহুদীরা অজ্ঞতাবশতঃ মনে করিত যে, হজরত মুসা, দাউদ, সোলায়মান ও ঈসার ন্যায় সমস্ত নবীই তাহাদের মধ্যে জন্মগ্রহণ করিবেন; কিন্তু ইহা অত্যন্ত ভ্রম-বিশ্বাস। কারণ আল্লাহতালা যে কোন বংশ অথবা যাঁহাকে ইচ্ছা স্বীয় অনুগ্রহে অভিষিক্ত করিতে পারেন। অতএব তিনি যখন এসরাইল-বংশের পরিবর্ত্তে কোরেশ-কুল-রবি হজরত মোহাম্মদ মোস্তাফাকে শেষ নবুয়তের গৌরব দান করিয়া তাঁহাকে বিশ্বজগতের বরণীয় সর্বশ্রেষ্ঠ রসুল পদে অভিষিক্ত করিলেন, তখন ইহুদীরা পূর্বোক্ত ধারণার বশে তাঁহাকে চিনিয়াও—কেন আল্লাহতালা তাহাদের পরিবর্ত্তে আরব-বংশে নবুয়তের দীপ্ত সূর্য্য সমুদিত করিলেন—সেই অভিমান ও আক্রোশ বশে তাহারা আল্লার বাণী কোরান অস্বীকার করিয়া ধর্ম্মদ্রোহী হইয়া গেল। তাই আল্লাহতালা বলিয়া দিলেন যে, এই হতভাগ্য জাতি আমার প্রেরিত ঈসা মসীহকে অস্বীকার ও প্রত্যাখ্যান করিয়া

ছিলাম ; কিন্তু পরে যখন তোমাদের নিকট কোন রসুল—তোমাদের প্রবৃত্তি যাহা ইচ্ছা করিত না, তাহা লইয়া উপস্থিত হইল তখন তোমরা অহঙ্কার করিলে ; অবশেষে তোমরা একদলকে মিথ্যাবাদী বলিলে এবং একদলকে হত্যা করিলে।
৮৮। এবং তাহারা বলে যে, আমাদের হৃদয় আবৃত ; বরং তাহাদের অবিশ্বাসের জন্য আল্লাহ তাহাদিগকে অভিসম্পাত করিয়াছেন—যেহেতু তাহারা অতি অল্পই বিশ্বাস করে।
৮৯। এবং যখন আল্লার সন্নিধান হইতে তাহাদের নিকট যাহা আছে তাহার সত্যতা-প্রতিপাদক গ্রন্থ উপস্থিত হইল, এবং পূর্ব্ব হইতেই তাহারা অবিশ্বাসীদিগের উপর বিজয়-প্রার্থনা করিতেছিল ; অবশেষে যখন তাহাদের নিকট উহা আসিল—যাহা তাহারা চিনিত তখন তাহারা উহা অবিশ্বাস করিল ; অতএব সেই অবিশ্বাসীদিগের উপর আল্লার অভি-সম্পাত।
৯০। তাহারা নিজ-জীবনের জন্য যাহা ক্রয় করিয়াছে তাহা নিকৃষ্ট,

بروح القدس ط افكلما جاءكم
رسول بما لا تهوى انفسكم استكبرتم ج
ففريقا كذبتم ز وفريقا تقتلون ۝
٨٨- وقالوا قلوبنا غلف ط بل
لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما
يؤمنون ۝ ٨٩- ولما جاءهم كتب
من عند الله مصدق لما معهم لا
وكانوا من قبل يستفتحون على
الذين كفروا ج فلما جاءهم ما عرفوا
كفروا به ز فلعنة الله على الكفرين ۝
٩٠- بئسما اشتروا به انفسهم ان

পবিত্র-আত্মা অর্থাৎ আত্মিক-শক্তি ও প্রত্যাদেশ দ্বারা শক্তি-সম্পন্ন করা হইয়াছিল।—তঃ কবীর ও মঃ আঃ।

৮৮—৮৯ ; আল্লাহতালা বলিয়াছেন :—ইহুদীরা বিশ্বাস করিত যে, তওরাতের প্রতিজ্ঞাত শেষ-নবী আসিয়া তাহাদিগকে উদ্ধার করিবেন এবং তাহাদের শত্রুদিগকে পরাস্ত করিয়া তাহা-দিগকে রাজ্য-সম্পদ প্রদান করিবেন। তাহারা আরবের অংশীবাদীদিগের সহিত তর্ক করিবার সময় বলিত যে, শীঘ্রই আমাদের উদ্ধার কর্ত্তা বা ভাবী-তত্ত্বাবাহক উপস্থিত হইবেন। কিন্তু তাহাদের সম্মুখে যখন সেই প্রতিজ্ঞাত শেষ-নবী হজরত মোহাম্মদ মোস্তফা (সঃ) আর্ভূিত হইলেন, তখন তাহারা তাঁহাকে প্রত্যাখ্যান করিয়া ধর্ম্মদ্রোহী ও অভিশপ্ত হইয়া গেল।—তঃ হক্কানী।

৯০। ইহুদীরা অজ্ঞতাবশতঃ মনে করিত যে, হজরত মুসা, দাউদ, সোলায়মান ও ঈসার ন্যায় সমস্ত নবীই তাহাদের মধ্যে জন্মগ্রহণ করিবেন ; কিন্তু ইহা অত্যন্ত ভ্রম-বিশ্বাস। কারণ আল্লাহতালা যে কোন বংশ অথবা যাঁহাকে ইচ্ছা স্বীয় অনুগ্রহে অভিষিক্ত করিতে পারেন। অতএব তিনি যখন এসরাইল-বংশের পরিবর্ত্তে কোরেশ-কুল-রবি হজরত মোহাম্মদ মোস্তাফাকে শেষ নবুয়তের গৌরব দান করিয়া তাঁহাকে বিশ্বজগতের বরণীয় সর্বশ্রেষ্ঠ রসুল পদে অভিষিক্ত করিলেন, তখন ইহুদীরা পূর্বোক্ত ধারণার বশে তাঁহাকে চিনিয়াও—কেন আল্লাহতালা তাহাদের পরিবর্ত্তে আরব-বংশে নবুয়তের দীপ্ত সূর্য্য সমুদিত করিলেন—সেই অভিমান ও আক্রোশ বশে তাহারা আল্লার বাণী কোরান অস্বীকার করিয়া ধর্ম্মদ্রোহী হইয়া গেল। তাই আল্লাহতালা বলিয়া দিলেন যে, এই হতভাগ্য জাতি আমার প্রেরিত ইসা মসীহকে অস্বীকার ও প্রত্যাখ্যান করিয়া

ছিলাম; কিন্তু পরে যখন তোমাদের নিকট কোন রসুল—তোমাদের প্রবৃত্তি যাহা ইচ্ছা করিত না, তাহা লইয়া উপস্থিত হইল তখন তোমরা অহঙ্কার করিলে; অবশেষে তোমরা একদলকে মিথ্যাবাদী বলিলে এবং একদলকে হত্যা করিলে। ৮৮। এবং তাহারা বলে যে, আমাদের হৃদয় আবৃত; বরং তাহাদের অবিশ্বাসের জন্য আল্লাহ তাহাদিগকে অভিসম্পাত করিয়াছেন—যেহেতু তাহারা অতি অল্পই বিশ্বাস করে। ৮৯। এবং যখন আল্লার সন্নিধান হইতে তাহাদের নিকট যাহা আছে তাহার সত্যতা-প্রতিপাদক গ্রন্থ উপস্থিত হইল, এবং পূর্ব্ব হইতেই তাহারা অবিশ্বাসীদিগের উপর বিজয়-প্রার্থনা করিতেছিল; অবশেষে যখন তাহাদের নিকট উহা আসিল—যাহা তাহারা চিনিত তখন তাহারা উহা অবিশ্বাস করিল; অতএব সেই অবিশ্বাসীদিগের উপর আল্লার অভি-সম্পাত। ৯০। তাহারা নিজ-জীবনের জন্য যাহা ক্রয় করিয়াছে তাহা নিকৃষ্ট,

بِرُوْحِ الْقُدُسِ ط اَفَكُلَّمَا جَآءَكُمْ
رَسُوْلٌۢ بِمَا لَا تَهْوٰٓى اَنْفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ ج
فَفَرِيْقًا كَذَّبْتُمْ ز وَفَرِيْقًا تَقْتُلُوْنَ ○
٨٨- وَقَالُوْا قُلُوْبُنَا غُلْفٌ ط بَلْ
لَّعَنَهُمُ اللّٰهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيْلًا مَّا
يُؤْمِنُوْنَ ○ ٨٩- وَلَمَّا جَآءَهُمْ كِتٰبٌ
مِّنْ عِنْدِ اللّٰهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ لا
وَكَانُوْا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُوْنَ عَلَى
الَّذِيْنَ كَفَرُوْا ج فَلَمَّا جَآءَهُمْ مَّا عَرَفُوْا
كَفَرُوْا بِهٖ ز فَلَعْنَةُ اللّٰهِ عَلَى الْكٰفِرِيْنَ ○
٩٠- بِئْسَمَا اشْتَرَوْا بِهٖٓ اَنْفُسَهُمْ اَنْ

পবিত্র-আত্মা অর্থাৎ আত্মিক-শক্তি ও প্রত্যাদেশ দ্বারা শক্তি-সম্পন্ন করা হইয়াছিল।—তঃ কবীর ও মঃ আঃ।

৮৮—৮৯; আল্লাহতালা বলিয়াছেন:—ইহুদীরা বিশ্বাস করিত যে, তওরাতের প্রতিজ্ঞাত শেষ-নবী আসিয়া তাহাদিগকে উদ্ধার করিবেন এবং তাহাদের শত্রুদিগকে পরাস্ত করিয়া তাহা-দিগকে রাজ্য-সম্পদ প্রদান করিবেন। তাহারা আরবের অংশীবাদীদিগের সহিত তর্ক করিবার সময় বলিত যে, শীঘ্রই আমাদের উদ্ধার কর্ত্তা বা ভাবী-তত্ত্বাবাহক উপস্থিত হইবেন। কিন্তু তাহাদের সম্মুখে যখন সেই প্রতিজ্ঞাত শেষ-নবী হজরত মোহাম্মদ মোস্তফা (সঃ) আর্ভি্ূত হইলেন, তখন তাহারা তাঁহাকে প্রত্যাখ্যান করিয়া ধর্ম্মদ্রোহী ও অভিশপ্ত হইয়া গেল।—তঃ হক্কানী।

৯০। ইহুদীরা অজ্ঞতাবশতঃ মনে করিত যে, হজরত মুসা, দাউদ, সোলায়মান ও ঈসার ন্যায় সমস্ত নবীই তাহাদের মধ্যে জন্মগ্রহণ করিবেন; কিন্তু ইহা অত্যন্ত ভ্রম-বিশ্বাস। কারণ আল্লাহতালা যে কোন বংশ অথবা যাঁহাকে ইচ্ছা স্বীয় অনুগ্রহে অভিষিক্ত করিতে পারেন। অতএব তিনি যখন এসরাইল-বংশের পরিবর্ত্তে কোরেশ-কুল-রবি হজরত মোহাম্মদ মোস্তাফাকে শেষ নবুয়তের গৌরব দান করিয়া তাঁহাকে বিশ্বজগতের বরণীয় সর্বশ্রেষ্ঠ রসুল পদে অভিষিক্ত করিলেন, তখন ইহুদীরা পূর্বোক্ত ধারণার বশে তাঁহাকে চিনিয়াও—কেন আল্লাহতালা তাহাদের পরিবর্ত্তে আরব-বংশে নবুয়তের দীপ্ত সূর্য্য সমুদিত করিলেন—সেই অভিমান ও আক্রোশ বশে তাহারা আল্লার বাণী কোরান অস্বীকার করিয়া ধর্ম্মদ্রোহী হইয়া গেল। তাই আল্লাহতালা বলিয়া দিলেন যে, এই হতভাগ্য জাতি আমার প্রেরিত ইসা মসীহকে অস্বীকার ও প্রত্যাখ্যান করিয়া

يَّكْفُرُوْا بِمَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ بَغْيًا اَنْ يُّنَزِّلَ
اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ عَلٰى مَنْ يَّشَآءُ مِنْ
عِبَادِهٖ ۚ فَبَآءُوْ بِغَضَبٍ عَلٰى غَضَبٍ ؕ
وَلِلْكٰفِرِيْنَ عَذَابٌ مُّهِيْنٌ ۝
٩١- وَاِذَا قِيْلَ لَهُمْ اٰمِنُوْا بِمَآ اَنْزَلَ
اللّٰهُ قَالُوْا نُؤْمِنُ بِمَآ اُنْزِلَ عَلَيْنَا
وَيَكْفُرُوْنَ بِمَا وَرَآءَهٗ ۚ وَهُوَ الْحَقُّ
مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَهُمْ ؕ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُوْنَ
اَنْۢبِيَآءَ اللّٰهِ مِنْ قَبْلُ اِنْ كُنْتُمْ
مُّؤْمِنِيْنَ ۝ ٩٢- وَلَقَدْ جَآءَكُمْ
مُّوْسٰى بِالْبَيِّنٰتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ
مِنْۢ بَعْدِهٖ وَاَنْتُمْ ظٰلِمُوْنَ ۝ ٩٣- وَاِذْ
اَخَذْنَا مِيْثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ

যেহেতু আল্লাহ তাঁহার দাসগণের মধ্যে যাহার প্রতি ইচ্ছা স্বীয় অনুগ্রহ অবতারণ করেন—এই হেতু আল্লাহ যাহা অবতীর্ণ করিয়াছেন, তাহারা বিদ্রোহ বশতঃ তাহা অবিশ্বাস করিতেছে; অতঃপর তাহারা কোপের পর কোপে পড়িয়াছে; এবং অবিশ্বাসী-দিগের জন্য অবমাননাকর শাস্তি রহিয়াছে।
৯১। এবং যখন তাহাদিগকে বলা হয় যে, আল্লাহ যাহা অবতীর্ণ করিয়াছেন তাহা বিশ্বাস কর, তখন তাহারা বলে—যাহা আমাদের প্রতি অবতীর্ণ হইয়াছে আমরা তাহাই বিশ্বাস করি এবং তদ্ব্যতীত যাহা আছে তাহারা তাহা অবিশ্বাস করে; অথচ ইহা সত্য যে, তাহাদের সহিত যাহা আছে, ইহা তাহারই সত্যতা-প্রতিপাদক; তুমি বল— যদি তোমারা বিশ্বাসী ছিলে, তবে ইতিপূর্ব্বে কেন আল্লার নবীগণকে হত্যা করিয়াছিলে?
৯২। এবং নিশ্চয়ই মুসা উজ্জ্বল নিদর্শনাবলী সহ তোমাদের নিকট উপস্থিত হইয়াছিল, অনন্তর তোমরা তাহার পরে গো-বৎস গ্রহণ করিয়াছিলে—যেহেতু তোমরা অত্যা-চারী ছিলে।
৯৩। এবং যখন আমি তোমাদের অঙ্গীকার গ্রহণ করিয়াছিলাম এবং তোমাদের উপর তুর-পর্ব্বত সমুচ্চ

প্রথমবার আমার কোপে পড়িয়াছিল। অনন্তর আমার প্রিয়-নবী মোহাম্মদ মোস্তাফাকে (সঃ) অগ্রাহ্য করিয়া ইহারা দ্বিতীয়বার কোপগ্রস্ত হইল। সুতরাং নরকের অবমাননাকর শাস্তিভোগ করা ব্যতীত ইহাদের কোনই গত্যন্তর নাই।

৯১। দুর্ব্বিনীত ইহুদীরা বলিত:—আমাদের নিকট যে তওরাত আছে, তাহাই আমরা বিশ্বাস করি; তদ্ব্যতীত কোরান অথবা অন্য কোন গ্রন্থ আমরা বিশ্বাস করি না। তাহাদের ঐ উক্তির উত্তরে আল্লাহতালা বলিতেছেন যে, উহা তাহাদের অসার মিথ্যা কথা। উহারা যদি প্রকৃতই তওরাত বিশ্বাস করিত, তবে তাহাদের পূর্বপুরুষগণ—আমার প্রেরিত ইয়াহিয়া, জাকারিয়া প্রভৃতি নবীগণকে কখনই হত্যা করিত না।

৯২—৯৩। হজরত মূসার অনুপস্থিত কালে এসরাইল-বংশীয়েরা গো-বৎসের পূজা করিয়াছিল। তজ্জন্য হজরত মূসা গো-কোরবানী করিয়া উহার মাংস তাহাদিগকে ভক্ষণ করান এবং তাহার ফলে এসরাইল-বংশের গো-পূজা প্রীতি সমূলে উচ্ছেদ হইয়া যায়।

করিয়াছিলাম যে, আমি যাহা প্রদান করিলাম তাহা দৃঢ়রূপে ধারণ কর এবং শ্রবণ কর—তাহারা বলিয়াছিল, আমরা শুনিলাম ও অগ্রাহ্য করিলাম; এবং তাহাদের অবিশ্বাসের নিমিত্ত তাহাদিগের অন্তর-সমূহ গো-বৎস-প্রিয়তা পান করান হইয়াছিল; তুমি বল—যদি তোমরা বিশ্বাসী হও, তবে তোমাদের বিশ্বাস যাহা আদেশ করি-তেছে তাহা অকল্যাণকর।
৯৪। তুমি বল—যদি অপর ব্যক্তিগণ অপেক্ষা তোমাদের জন্য আল্লার নিকট বিশেষ পারলৌকিক আলয় থাকে, তবে তোমরা মৃত্যু-কামনা কর—যদি তোমরা সত্য-বাদী হও।
৯৫। এবং তোমাদের হস্ত-সমূহ পূর্ব্বে যাহা প্রেরণ করিয়াছে, তজ্জন্য তাহারা কখনই উহা কামনা করিবে না এবং আল্লাহ অত্যাচারী-দিগের সম্বন্ধে অভিজ্ঞ।
৯৬। এবং নিশ্চয়ই তুমি তাহাদিগকে অন্যান্য লোক এবং অংশীবাদীদিগের অপেক্ষাও অধিকতর আয়ু-আকাঙ্ক্ষী পাইবে; তাহাদের মধ্যে প্রত্যেকে কামনা করে যেন তাহাকে সহস্র বৎসর আয়ু প্রদত্ত হয়; এবং ঐরূপ আয়ু-প্রাপ্তিও তাহাকে শাস্তি হইতে মুক্ত করিতে পারিবে না; এবং তাহারা যাহা করিতেছে—আল্লাহ তাহার পরিদর্শক।

الطُّوْرَ ط خُذُوْا مَا اٰتَيْنٰكُمْ بِقُوَّةٍ
وَّاسْمَعُوْا ط قَالُوْا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا ق
وَاُشْرِبُوْا فِيْ قُلُوْبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ ط
قُلْ بِئْسَمَا يَاْمُرُكُمْ بِهٖٓ اِيْمَانُكُمْ
اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ○ ٩٤- قُلْ
اِنْ كَانَتْ لَكُمُ الدَّارُ الْاٰخِرَةُ عِنْدَ
اللّٰهِ خَالِصَةً مِّنْ دُوْنِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا
الْمَوْتَ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ○
٩٥- وَلَنْ يَّتَمَنَّوْهُ اَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ
اَيْدِيْهِمْ ط وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ بِالظّٰلِمِيْنَ ○
٩٦- وَلَتَجِدَنَّهُمْ اَحْرَصَ النَّاسِ
عَلٰى حَيٰوةٍ ج وَمِنَ الَّذِيْنَ اَشْرَكُوْا ج
يَوَدُّ اَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ اَلْفَ سَنَةٍ ج
وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهٖ مِنَ الْعَذَابِ اَنْ
يُّعَمَّرَ ط وَاللّٰهُ بَصِيْرٌ بِمَا يَعْمَلُوْنَ ع

১২শ রুকু—নবীগণের প্রতি এস্‌রাইল-বংশের শত্রুতা

৯৭। তুমি বল, যে জিবরীলের শত্রু হয়—যেহেতু নিশ্চয়ই সে আল্লার

٩٧- قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِّجِبْرِيْلَ

৯৪—৯৬। ইহুদীরা বলিত যে, মৃত্যুর পর কেবল আমারাই স্বর্গে যাইয়া উহার অফুরন্ত সুখ-সম্পদ ভোগ করিব—পক্ষান্তরে তাহারা মৃত্যুকে অত্যন্ত ভয় করিত। তাই আল্লাহতালা বলিতেছেন যে, যদি তোমাদের কথা সত্য হয়, তবে তোমরা মৃত্যুকে ভয় কর কেন? প্রকৃত কথা এই যে, ইহুদীরা পূর্ব্বাপর যে সকল দুষ্কার্য্য করিয়াছে, সেই ভয়ে তাহারা কখনও মৃত্যু কামনা করিবার সাহস পাইবে না।

৯৭—৯৮। বিদ্বেষ-পরায়ণ ইহুদী সমাজের পুরুষানুক্রমিক একটি অমূলক ধারণা ছিল যে স্বর্গীয় দূত হজরত জিবরীল তাহাদের জাতিগত শত্রু; কারণ জিবরীল তাহাদের অবাধ্যতা

আদেশে ইহা তোমার অন্তরে অবতারণ করিতেছে—ইহার সম্মুখে যাহা আছে উহা তাহারই সত্যতার প্রতিপাদক এবং বিশ্বাসীগণের পথ-প্রদর্শক ও সুসংবাদ-দাতা। ৯৮। যে আল্লাহ ও তাঁহার রসুলগণের এবং জিবরীল ও মিকাইলের শত্রু হয়, পরে নিশ্চয় আল্লাহ সেই সকল অবিশ্বাসীর শত্রু হন। ৯৯। এবং নিশ্চয়ই আমি তোমার প্রতি উজ্জ্বল নিদর্শনসমূহ অবতারণ করিয়াছি এবং দুষ্কার্য্যকারীগণ ব্যতীত কেহই তাহা অবিশ্বাস করিবে না। ১০০। কি আশ্চর্য্য—যখন তাহারা কোন অঙ্গীকারে আবদ্ধ হইল, তখনই তাহাদের একদল উহা নিক্ষেপ করিল।—বরং তাহাদের অধিকাংশই বিশ্বাস করে না। ১০১। এবং যখন আল্লার সন্নিধান হইতে—তাহাদের সঙ্গে যাহা আছে তাহার সত্যতা-প্রতিপাদনকারী রসুল তাহাদের নিকট আগমন করিল, তখন তাহাদিগকে যে গ্রন্থ প্রদত্ত হইয়াছে, তাহাদিগের একদল আল্লার গ্রন্থকে

فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللهِ
مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدًى
وَّبُشْرَى لِلْمُؤْمِنِيْنَ ○ ٩٨- مَنْ
كَانَ عَدُوًّا لِّلّٰهِ وَمَلٰٓئِكَتِهِ وَرُسُلِهِ
وَجِبْرِيْلَ وَمِيْكٰلَ فَإِنَّ اللهَ عَدُوٌّ
لِّلْكٰفِرِيْنَ ○ ٩٩- وَلَقَدْ أَنْزَلْنَآ
إِلَيْكَ اٰيٰتٍۭ بَيِّنٰتٍ ج وَمَا يَكْفُرُ بِهَآ
إِلَّا الْفٰسِقُوْنَ ○ ١٠٠- أَوَكُلَّمَا
عٰهَدُوْا عَهْدًا نَّبَذَهُ فَرِيْقٌ مِّنْهُمْ ط
بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُوْنَ ○
١٠١- وَلَمَّا جَآءَهُمْ رَسُوْلٌ مِّنْ
عِنْدِ اللهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ نَبَذَ
فَرِيْقٌ مِّنَ الَّذِيْنَ أُوْتُوا الْكِتٰبَ ق

তাহাদিগকে অনেকবার শাস্তি প্রদান করিয়াছেন। উহারা আরও বিশ্বাস করিত যে, ইহুদীদের প্রতি আক্রোশবশতঃই জীবরীল, এসরাইল-বংশের প্রাপ্য প্রত্যাদেশ এস্‌মাইল বংশকে প্রদান করিয়াছেন। এহুদী জাতির এই ধারণার বিরুদ্ধে আল্লাহতায়ালা বলিতেছেন যে, ইহা তাহাদের কুসংস্কার জনিত মূর্খতা মাত্র; কারণ জীবরীল ও মিকাইল প্রভৃতি ফেরেশ্‌তাগণ আমারই আদেশক্রমে পয়গম্বরগণের জন্য "ওহী" বহন করে। অতএব যাহারা আমার আদেশ-বহনকারী ফেরেশ্‌তাগণের প্রতি শত্রুতা পোষণ করে, তাহারা প্রকৃতপক্ষে আমারই বিরুদ্ধাচরণ করিয়া থাকে এবং আমিও তাহাদিগকে শত্রু বলিয়া মনে করি।

৯৯—১০০। আল্লাহতালা বলিতেছেন ঃ—হতভাগ্য ইহুদী-জাতির প্রকৃতি অতি আশ্চর্য্য। উহারা যখনই কোন প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ হইয়াছে, তখনই উহাদের একদল তাহা ভঙ্গ করিয়া ধর্ম্মদ্রোহী হইয়া গিয়াছে। অতএব ঐ শ্রেণীর অবিশ্বাসীরা কখনই আমার নিদর্শন বিশ্বাস করিবে না।

১০১। ইহুদী পণ্ডিতেরা তওরাতে হজরত মোহাম্মদ মোস্তফার আগমন বিষয়ে যে ভবিষ্যদ্বাণী আছে তাহা জানিত। কিন্তু হজরত রসুলোল্লা যখন সেই ভবিষ্যদ্বাণীর সফলতা সম্পূরণের জন্য আগমন করিলেন, তখন ইহুদীরা যেন ঐ সম্বন্ধে কিছুই জানে না—এই ভাবে তাঁহাকে অস্বীকার করিল।

আপনাদের পশ্চাদ্ভাগে নিক্ষেপ করিল, নিশ্চয়ই যেন তাহারা উহা জানে না।
১০২। এবং সোলায়মানের রাজত্ব-কালে শয়তানেরা যাহা আবৃত্তি করিত, তাহারা উহারই অনুসরণ করিতেছে; এবং সোলায়মান অবিশ্বাসী হয় নাই—কিন্তু শয়তানেরাই অবিশ্বাস করিয়াছিল; তাহারা লোকদিগকে যাদু-বিদ্যা এবং যাহা বাবেলে হারুত ও মারুত ফেরেশ্‌তাদ্বয়ের প্রতি অবতীর্ণ হইয়াছিল তাহা শিক্ষা দিত; এবং তাহারা উভয়ে কাহাকেও উহা শিক্ষা দিত না—এমন কি তাহারা বলিত যে, আমরা পরীক্ষাধীন ব্যতীত নহি; অতএব তোমরা অবিশ্বাস করিও না; অনন্তর যাহাতে স্বামী ও তদীয় স্ত্রীর মধ্যে বিচ্ছেদ সংঘটিত হয়—তাহারা উভয়ের নিকট তাহা শিক্ষা করিত এবং তাহারা আল্লার আদেশ ব্যতীত তদ্দারা কাহারো অনিষ্ট সাধন করিতে পারিত না; এবং তাহারা উহাই শিক্ষা করিতেছে, যাহাতে তাহাদের ক্ষতি হয় এবং তাহাদের কোন উপকার সাধিত হয় না; এবং নিশ্চয়ই তাহারা জ্ঞাত আছে যে, অবশ্য

كِتٰبَ اللّٰهِ وَرَآءَ ظُهُوْرِهِمْ كَاَنَّهُمْ
لَا يَعْلَمُوْنَ ۟ ١٠٢- وَاتَّبَعُوْا مَا تَتْلُوا
الشَّيٰطِيْنُ عَلٰى مُلْكِ سُلَيْمٰنَ ج وَمَا
كَفَرَ سُلَيْمٰنُ وَلٰكِنَّ الشَّيٰطِيْنَ كَفَرُوْا
يُعَلِّمُوْنَ النَّاسَ السِّحْرَ ق وَمَآ اُنْزِلَ
عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوْتَ
وَمَارُوْتَ ط وَمَا يُعَلِّمٰنِ مِنْ اَحَدٍ
حَتّٰى يَقُوْلَآ اِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا
تَكْفُرْ ط فَيَتَعَلَّمُوْنَ مِنْهُمَا مَا
يُفَرِّقُوْنَ بِهٖ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهٖ ط
وَمَا هُمْ بِضَآرِّيْنَ بِهٖ مِنْ اَحَدٍ
اِلَّا بِاِذْنِ اللّٰهِ ط وَيَتَعَلَّمُوْنَ مَا
يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ ط وَلَقَدْ عَلِمُوْا

১০২। ইহুদীরা সত্য-ধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া 'সেহের' অর্থাৎ যাদু-বিদ্যার প্রতি অত্যন্ত অনুরক্ত হইয়া পড়ে। হজরত সোলায়মানের সময়ে "শয়তানেরা" লোকদিগকে যাদু-বিদ্যা শিক্ষা দিত। ইহুদীরা বলিত যে, যাদু-বিদ্যা ধর্ম্ম ও পার্থিব উন্নতির অতি সুন্দর পন্থা। হজরত সোলায়মান এই বিদ্যার প্রভাবেই মানব-দানব প্রভৃতি নানাজাতি জীবের উপর প্রাধান্য লাভ করিয়া গৌরবান্বিত হইয়াছিলেন। কিন্তু আল্লাহতালা তাহার প্রতিবাদ করিয়া বলিতেছেন যে, সোলায়মান কখনই ঐ হীন বিদ্যা শিক্ষা করিয়া ধর্ম্মদ্রোহী কাফের হয় নাই। উহা সোলায়মানের সমসাময়িক শয়তানদিগেরই কার্য্য ছিল। আল্লাহতালা আরও বলিতেছেন যে; বাবেল নগরে হারুত ও মারুত নামক ফেরেশ্‌তাদ্বয় লোকদিগকে ঐ মায়াবিদ্যা শিক্ষা দিত। কিন্তু তাহারা লোকদিগকে উহা শিখাইবার পূর্বে স্পষ্টই বলিয়া দিত যে, এই বিকৃত বিদ্যা শিক্ষা করিয়াই আমাদের অধঃপতন হইয়াছে এবং আমরা কঠোর পরীক্ষার মুখে পড়িয়াছি। সুতরাং তোমরা এই অনিষ্টকর বিদ্যা শিক্ষা করিয়া ধর্ম্মদ্রোহী কাফের হইও না। কিন্তু লোকে ইহাতেও ক্ষান্ত না হইলে ফেরেশ্‌তাদ্বয় তাহাদিগকে উহা শিক্ষা দিত। অনন্তর আল্লাহতালা ইহুদীদিগের সম্বন্ধে বলিতেছেন যে, এই যাদু-বিদ্যা শিক্ষা করিয়া তাহাদের কোনই লাভ নাই—বরং ক্ষতি হইয়াছে। কারণ যে সকল অনিষ্টকর উদ্দেশ্য

لَمَنِ اشْتَرٰىهُ مَا لَهٗ فِى الْاٰخِرَةِ مِنْ
خَلَاقٍ قف وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهٖٓ اَنْفُسَهُمْ ط
لَوْ كَانُوْا يَعْلَمُوْنَ ۝ ١٠٣- وَلَوْ اَنَّهُمْ
اٰمَنُوْا وَاتَّقَوْا لَمَثُوْبَةٌ مِّنْ عِنْدِ اللّٰهِ
خَيْرٌ ط لَوْ كَانُوْا يَعْلَمُوْنَ ع

যে-কেহ উহা ক্রয় করিয়াছে, তাহার জন্য পরকালে কোনই লভ্যাংশ নাই এবং যদ্বিনিময়ে তাহারা আত্মবিক্রয় করিয়াছে তাহা নিকৃষ্ট;—যদি তাহারা উহা জানিত।
১০৩। এবং যদি তাহারা সত্য সত্যই বিশ্বাস করিত ও ধর্ম্মভীরু হইত, তবে আল্লার সন্নিধান হইতে কল্যাণ লাভ করিত;—যদি তাহারা ইহা বুঝিত।

১৩শ রুকু—পূর্ব্ববতন ধর্ম্ম-গ্রন্থ রহিত করণ

١٠٤- يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَقُوْلُوْا
رَاعِنَا وَقُوْلُوا انْظُرْنَا وَاسْمَعُوْا ط
وَلِلْكٰفِرِيْنَ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ۝ ١٠٥- مَا
يَوَدُّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ
وَلَا الْمُشْرِكِيْنَ اَنْ يُّنَزَّلَ عَلَيْكُمْ

১০৪। হে বিশ্বাস-স্থাপনকারীগণ, তোমরা "রায়না" বলিও না এবং "উন্‌জারনা" ও শ্রবণ করুন—বল; এবং অবিশ্বাসীগণের জন্য ভয়াবহ শাস্তি রহিয়াছে।
১০৫। গ্রন্থানুগামীগণের মধ্যে যাহারা অবিশ্বাসী হইয়াছে এবং যাহারা অংশীবাদী—তাহারা ইহা ভালবাসে না যে, তোমাদের প্রতি

সাধনের জন্য লোকে ঐ বিদ্যা শিক্ষা করে, আল্লার ইচ্ছা ব্যতীত তাহা কখনই সম্পন্ন হইতে পারে না; বরং যাহারা উহা শিক্ষা করে, তাহাদেরই পরকাল নষ্ট হইয়া যায়।

হারুত ও মারুত—দুইজন অপরাধী ফেরেশ্‌তার নাম। উহাদের বিবরণ কোন কোন তফ্‌সীরকার এইরূপ ভাবে বর্ণনা করিয়াছেন:—মানব জাতি কেন পাপে লিপ্ত হয়, তাহা পরীক্ষা করিবার জন্য উক্ত ফেরেশ্‌তাদ্বয় মানবীয় প্রকৃতি-সহ ভূতলে আসিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলে আল্লাহ তাহাদের ইচ্ছা পূর্ণ করেন। অনন্তর ফেরেশতাদ্বয় সংসারে আসিয়া 'জোহরা' নাম্নী একটি পরমাসুন্দরী রমণীর সৌন্দর্য্য ও সঙ্গীতে মুগ্ধ হইয়া তাহাকে আয়ত্ত করিতে ইচ্ছুক হয়। সুচতুরা জোহরা ফেরেশ্‌তাদের দুর্ব্বলতা বুঝিয়া তাহাদিগকে কয়েকটী শর্ত্তে আবদ্ধ করিয়া আত্মদান করিবার বিনিময়ে "এস্‌মে-আজম" শিক্ষা করিবার প্রস্তাব করে। ফেরেশতাদ্বয় সুরা পানে উন্মত্ত হইয়া জোহর'র প্রস্তাব অনুযায়ী তাহাকে "এস্‌মে-আজম" শিক্ষা দেয়। জোহরা "এস্‌মে-আজম" শিখিয়া উহার শক্তি প্রভাবে চতুর্থ আকাশে উন্নীত হইয়া সমুজ্জল নক্ষত্রে পরিণত হয়। এদিকে ফেরেশতাদ্বয় আল্লার কোপে পতিত হইয়া পারলৌকিক শাস্তির বিনিময়ে প্রলয়কাল পর্য্যন্ত পার্থিব শাস্তি বরণ করিয়া লইতে বাধ্য হয়।

কিন্তু বহু খ্যাতনামা তফ্‌সীরকার এই কল্পিত কাহিনী সম্পূর্ণরূপে বিশ্বাস করেন না। সুবিখ্যাত এমাম রাজি ও কাজী বয়জবী এই গল্পের সত্যতায় সন্দেহ করিয়াছেন এবং কোন কোন আধুনিক তফ্‌সীরকার ইহাকে একেবারেই ভিত্তিহীন কাহিনী বলিয়া উড়াইয়া দিয়াছেন।—তঃ মঃ আঃ।

১০৪—১০৫। **রায়না ও উনজারনা**—উভয় শব্দই সম্বোধন-সূচক। উহার অর্থ আমাদের প্রতি লক্ষ্য করুন"। কিন্তু উচ্চারণের সামান্য ব্যতিক্রমে "রায়না" শব্দের অর্থ হয়—"হে

তোমাদের প্রতিপালকের সন্নিধান হইতে কোন কল্যাণ অবতীর্ণ হয়; এবং আল্লাহ যাহাকে ইচ্ছা স্বীয় অনুগ্রহে বিশেষত্ব প্রদান করেন- এবং আল্লাহ মহান কল্যাণের অধিকারী। ১০৬। আমি বাক্য হইতে যাহা রহিত করি অথবা যাহা বিস্মৃত করাইয়া দেই, তদপেক্ষা উত্তম অথবা তত্তুল্য আনয়ন করি; তুমি কি জান না যে, আল্লার সর্ব্ব-বিষয়োপরি শক্তিমান? ১০৭। তুমি কি জান না যে, আল্লারই জন্য নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের

مِنْ خَيْرٍ مِّنْ رَّبِّكُمْ ط وَاللّٰهُ يَخْتَصُّ
بِرَحْمَتِهٖ مَنْ يَّشَآءُ ط وَاللّٰهُ
ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيْمِ ○ ١٠٦- مَا
نَنْسَخْ مِنْ اٰيَةٍ اَوْ نُنْسِهَا نَاْتِ بِخَيْرٍ
مِّنْهَآ اَوْ مِثْلِهَا ط اَلَمْ تَعْلَمْ اَنَّ اللّٰهَ
عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ ○ ١٠٧- اَلَمْ
تَعْلَمْ اَنَّ اللّٰهَ لَهٗ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ

মূর্খ!" অথবা "আমাদের মেষ-পালক!" মুসলমানগণ উপদেশ দানের সময় কখন কখনও হজরতকে "রায়না" অর্থাৎ "আমাদের প্রতি লক্ষ্য করুন" বলিয়া সম্বোধন করিতেন। কিন্তু দুষ্টপ্রকৃতির ইহুদীগণ বিদ্রূপ করিয়া হজরতের প্রতি শেষোক্ত অর্থে ঐ শব্দ ব্যবহার করিত। তজ্জন্য আল্লাহতালা বিশ্বাসীগণকে ঐ দ্ব্যর্থ-বোধক শব্দ ব্যবহার করিতে নিষেধ করেন। বিশেষতঃ হজরত রসুলোল্লার প্রতি আল্লাহতালার অসীম অনুগ্রহকে অবিশ্বাসী ইহুদীরা কিরূপ অপ্রিয় বিদ্বেষের চক্ষে দেখিত শেষোক্ত আয়তে তাহা অতি স্পষ্টতর ভাষায় পরিব্যক্ত হইয়াছে।

১০৬—১০৭। অধিকাংশ প্রচলিত তফসীরে—তফসীরকারগণ এই আয়তের ব্যাখ্যায় কোরান শরিফের কোন কোন আয়ত 'মনসুখ' অর্থাৎ রহিত হওয়া ধারণা করিয়াছেন এবং রহিত-আয়তের সংখ্যা পাঁচ, সাত বা ততোধিক বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। কিন্তু অনেক আধুনিক তফ্সীরকার ঐ মত যুক্তিযুক্ত বলিয়া স্বীকার করেন নাই। কারণ কোরান-শরিফের আয়ত অথবা সহি হাদিস দ্বারা ঐরূপ ভাবে কোন নির্দ্দিষ্ট আয়তের রহিত হওয়া প্রমাণিত হয় নাই! আনুমানিক সিদ্ধান্ত দ্বারা কোরান শরিফের কোন আয়তকে রহিত বলিয়া প্রকাশ করা সমীচীন নহে—বিশেষতঃ আল্লাহ-রসুলের স্পষ্ট নির্দ্দেশ ব্যতীত ঐরূপ সিদ্ধান্ত কখনই গ্রাহ্য হইতে পারে না। পক্ষান্তরে অনেক বিখ্যাত আলেমের মত এই যে, কোরান শরিফের কোন আয়ত রহিত হয় নাই এবং কখনও হইতে পারে না। আর কোরান শরিফের কোন আয়ত যে মোসলেম জগৎ ভুলিয়া গিয়াছে, এ কথারও কোন প্রমাণ নাই।

আলোচ্য আয়তের মর্ম্ম এই যে, এখানে 'আয়ত' অর্থ কোরান শরিফের বাক্য নহে। উহার প্রকৃত অর্থ আল্লাহতালার পূর্ব্ব-অবতারিত বাণী তওরাত ও ইঞ্জিল—যাহা বিস্মৃত অথবা রহিত করিয়া আল্লাহতালা তত্তুল্য এবং তদপেক্ষা উত্তম বাণী সংবলিত কোরান শরিফ অবতারণ করিয়াছেন। ইহার পূর্ব্ববর্ত্তী আয়তের প্রতি লক্ষ্য করিলে স্পষ্টই অনুমিত হইবে যে, হজরত রসুলোল্লার প্রতি কোরান শরিফ অবতীর্ণ হওয়া—ইহুদীদিগের অসহ্য হইয়া উঠিয়াছিল। তাই তাহারা ঈর্ষা বশে বলিত যে, কোরান আল্লার বাণী নহে; আল্লার বাণী হইলে উহা এসরাইল-বংশ ব্যতীত অন্য বংশে অবতারিত এবং উহা দ্বারা তওরাতের বিধি নিষেধ রহিত অথবা পরিবর্ত্তিত হইত না। আল্লাহতালা পূর্ব্ব আয়তে সেই সকল কথার প্রতিবাদ করিয়া বলিতেছেন যে, তোমাদের সহ্য না হইলেও আমি যাহাকে ইচ্ছা স্বীয় করুণা ও কল্যাণ দান করিয়া গৌরবান্বিত করি—কারণ আমিই ঐরূপ করিবার একমাত্র অধিকারী। ফলতঃ আমারই ইচ্ছায় তোমরা আমার অবতারিত বাণী—তওরাত ও ইঞ্জিলের কতকাংশ ভুলিয়া গিয়াছ; আর যাহা অবশিষ্ট আছে, আমি তাহা রহিত করিয়া কোন কোন বিষয়ে তত্তুল্য এবং কোন কোন বিষয়ে তদপেক্ষা

আধিপত্য এবং আল্লাহ ব্যতীত কেহই
তোমাদের অভিভাবক অথবা সাহায্য-
কারী নাই ? ১০৮। ইতিপূর্ব্বে মুসা যেরূপ
জিজ্ঞাসিত হইয়াছিল—তোমরাও কি
তোমাদের রসুলকে তদ্রূপ প্রশ্ন করিতে
ইচ্ছা কর ? এবং যে-কেহ বিশ্বাসকে
অবিশ্বাসের সহিত পরিবর্ত্তিত করে, পরন্তু
নিশ্চয় সে সুপথ হইতে বিভ্রান্ত হইবে।
১০৯। গ্রন্থানুগামীগণের অনেকে তাহা-
দের প্রতি সত্য সুপ্রকাশিত হওয়ার
পর তাহারা তাহাদের অন্তর্নিহিত
বিদ্বেষ বশতঃ তোমাদিগকে বিশ্বাস-
স্থাপনের পরে অবিশ্বাস করিতে ইচ্ছা
করে ; কিন্তু যে পর্য্যন্ত আল্লাহ স্বয়ং
আদেশ আনয়ন না করেন—সে পর্য্যন্ত
তোমরা ক্ষমা কর এবং উপেক্ষা করিতে
থাক ; নিশ্চয় আল্লাহ সর্ব্ব-বিষয়োপরি
শক্তিমান। ১১০। এবং তোমরা নামাজ
প্রতিষ্ঠিত কর ও জাকাত প্রদান কর ;
এবং তোমরা স্ব স্ব জীবনের জন্য যে

وَالْاَرْضِ ط وَمَا لَكُمْ مِّنْ دُوْنِ
اللّٰهِ مِنْ وَّلِيٍّ وَّلَا نَصِيْرٍ ○
١٠٨- اَمْ تُرِيْدُوْنَ اَنْ تَسْـَٔلُوْا
رَسُوْلَكُمْ كَمَا سُئِلَ مُوْسٰى
مِنْ قَبْلُ ط وَمَنْ يَّتَبَدَّلِ الْكُفْرَ
بِالْاِيْمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَآءَ السَّبِيْلِ ○
١٠٩- وَدَّ كَثِيْرٌ مِّنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ لَوْ
يَرُدُّوْنَكُمْ مِّنْ بَعْدِ اِيْمَانِكُمْ كُفَّارًا ج
حَسَدًا مِّنْ عِنْدِ اَنْفُسِهِمْ مِّنْ بَعْدِ مَا
تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ ج فَاعْفُوْا وَاصْفَحُوْا
حَتّٰى يَاْتِيَ اللّٰهُ بِاَمْرِهٖ ط اِنَّ اللّٰهَ
عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ○ ١١٠- وَاَقِيْمُوا
الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ ط وَمَا تُقَدِّمُوْا

শ্রেষ্ঠতর—এই কোরান অবতারণ করিলাম। ইতিহাসও এই আয়তের সত্যতার স্পষ্ট প্রমাণ দিতেছে। ইহুদী ও খৃষ্টানেরা যে পূর্ব্ব-অবতারিত 'আয়ত' বা ঐশী-বাণী—তওরাত ও ইঞ্জিলের কিয়দংশ বিস্মৃত হইয়া গিয়াছে, একথা সর্ব্ববাদীসম্মত। পক্ষান্তরে মুসলমানেরা কোরান শরিফের একটী বাক্য—এমন কি উহার একটি শব্দও বিস্মৃত হয় নাই। বিশেষতঃ কোরান শরিফের অনেক ব্যবস্থা যে তওরাত ও ইঞ্জিলের ব্যবস্থার অনুরূপ এবং অনেক ব্যবস্থা যে উহা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট, উভয় গ্রন্থ মিলাইয়া দেখিলে একথা কেহই অস্বীকার করিতে পারিবেন না। সুতরাং এই আয়তে তাওরাত ও ইঞ্জিলের ব্যবস্থা রহিত হইয়া কোরান শরিফের ব্যবস্থার প্রবর্ত্তিত ও বলবৎ হইবার সুস্পষ্ট ঘোষণা রহিয়াছে।

১০৮—১১২। ইহুদীরা হজরত মুসার সহিত নানা বিষয়ে যেরূপ বাচালতাপূর্ণ প্রশ্ন করিয়া তাঁহাকে বিরক্ত ও বিচলিত করিত, তাহারা মুসলমানদিগকেও হজরত রসুলোল্লার সহিত যেরূপ করিতে বলিত। তাহাদের প্ররোচনায় সরল বিশ্বাসী মুসলমানেরা হজরত রসুলোল্লার সহিত সময় সময় নানারূপ অসার ও অসঙ্গত প্রশ্ন করিয়া পরীক্ষা করিতে চাহিত। তাই আল্লাহতালা বিশ্বাসী মুসলমানদিগকে সতর্ক করিয়া বলিতেছেন যে, তোমরা ইহুদীদিগের ন্যায় নিজেদের নবীকে ঐরূপ প্রশ্ন করিয়া বিশ্বাসের সহিত অবিশ্বাসের বিনিময় করিও না। কারণ ইহুদীদের ইচ্ছা এই যে তোমরাও সন্দেহবশে রসুলের সহিত ঐরূপ ব্যবহার করিয়া তাহাদের মত ধর্ম্মদ্রোহী কাফের হইয়া যাও। অতএব তোমরা তাহাদের বাক্যে কর্ণপাত না করিয়া আমার আদেশ অনুযায়ী

لِاَنْفُسِكُمْ مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوْهُ عِنْدَ اللّٰهِ ط
اِنَّ اللّٰهَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ ○
١١١- وَقَالُوْا لَنْ يَّدْخُلَ الْجَنَّةَ اِلَّا
مَنْ كَانَ هُوْدًا اَوْ نَصٰرٰى ط تِلْكَ
اَمَانِيُّهُمْ ط قُلْ هَاتُوْا بُرْهَانَكُمْ اِنْ
كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ○ ١١٢- بَلٰى ق مَنْ
اَسْلَمَ وَجْهَهٗ لِلّٰهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ
فَلَهٗ اَجْرُهٗ عِنْدَ رَبِّهٖ ص وَلَا خَوْفٌ
عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ ع

সৎকার্য্য পূর্ব্বে প্রেরণ করিয়াছ. তাহা আল্লার নিকট প্রাপ্ত হইবে; তোমরা যাহা করিতেছ, নিশ্চয় আল্লাহ তাহার পরিদর্শক। ১১১। এবং তাহারা বলে যে, যে ব্যক্তি ইহুদী অথবা খৃষ্টান—তদ্ব্যতীত কেহই স্বর্গোদ্যানে প্রবিষ্ট হইবে না, ইহাই তাহাদের বাসনা; তুমি বল—যদি তোমরা সত্যবাদী হও, তবে তোমাদের প্রমাণ উপস্থিত কর। ১১২। অবশ্য যে ব্যক্তি আল্লার জন্য স্বীয় আনন সমর্পণ করিয়াছে এবং যে সৎকর্ম্মশীল হইয়াছে, ফলতঃ তাহার জন্য তাহার প্রতিপালকের নিকট প্রতিদান আছে এবং তাহাদের জন্য কোন আশঙ্কা নাই ও তাহারা সন্তপ্ত হইবে না।

১৪শ রুকু—ইসলামই একমাত্র সত্যধর্ম্ম

١١٣- وَقَالَتِ الْيَهُوْدُ لَيْسَتِ
النَّصٰرٰى عَلٰى شَيْءٍ ص وَّقَالَتِ
النَّصٰرٰى لَيْسَتِ الْيَهُوْدُ عَلٰى شَيْءٍ لا
وَّهُمْ يَتْلُوْنَ الْكِتٰبَ ط كَذٰلِكَ قَالَ
الَّذِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ ج
فَاللّٰهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ فِيْمَا
كَانُوْا فِيْهِ يَخْتَلِفُوْنَ ○ ١١٤- وَمَنْ
اَظْلَمُ مِمَّنْ مَّنَعَ مَسٰجِدَ اللّٰهِ اَنْ

১১৩। এবং ইহুদীগণ বলে যে, খৃষ্টানেরা কোন বিষয়ের উপর নহে, এবং খৃষ্টানেরা বলে যে, ইহুদীরাও কোন বিষয়ের উপর নয়—অথচ তাহারা গ্রন্থ পাঠ করে। এইরূপ যাহারা জানে না, তাহারাও উহাদের কথার অনুরূপ কথা বলিয়া থাকে; অতএব যে বিষয়ে তাহারা মত-বিরোধ করিয়াছিল, উত্থান দিবসে আল্লাহ তাহাদের মধ্যে তদ্বিষয়ে আদেশ করিবেন। ১১৪। এবং যে, কেহ আল্লার মসজিদ সমূহের মধ্যে তাঁহার নাম উচ্চারণ করিতে নিষেধ

নামাজ পড়, জাকাত দাও এবং সৎকার্য্যে নিযুক্ত থাক; তাহা হইলে তোমরা আল্লার নিকট পুরস্কৃত হইবে।—তঃ হক্কানী।

১১৩। ইহুদী ও খৃষ্টানেরা উভয়ই আল্লার কেতাব তওরাত ও ইঞ্জিল পাঠ করে এবং তাহাদের উভয়ই উভয়ের ধর্ম্মকে ভিত্তিহীন, মিথ্যা অথবা কিছুই নয় বলিয়া প্রকাশ করিয়া থাকে। তাহাদের দেখাদেখি অন্যান্য সম্প্রদায়ও ঐরূপ অন্যায় দাবী করিতে কুণ্ঠিত হয় না। সেই জন্য আল্লাহতালা বলিয়া দিতেছেন যে, উহারা কেহই প্রকৃত সত্য অবগত নহে।

يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا ط
أُولَٰئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوهَا
إِلَّا خَائِفِينَ ۵ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ
وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ○
١١٥- وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ ق
فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ ط إِنَّ
اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ○ ١١٦- وَقَالُوا اتَّخَذَ
اللَّهُ وَلَدًا لا سُبْحَانَهُ ط بَلْ لَهُ مَا فِي
السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ط كُلٌّ لَهُ قَانِتُونَ ○
١١٧- بَدِيعُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ط
وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ
كُنْ فَيَكُونُ ○ ١١٨- وَقَالَ الَّذِينَ
لَا يَعْلَمُونَ لَوْلَا يُكَلِّمُنَا اللَّهُ أَوْ تَأْتِينَا
آيَةٌ ط كَذَٰلِكَ قَالَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ
مِثْلَ قَوْلِهِمْ ط تَشَابَهَتْ قُلُوبُهُمْ ط
قَدْ بَيَّنَّا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ ○

করিয়াছে ও উহা উৎসন্ন করিতে চেষ্টিত হইয়াছে—তাহার অপেক্ষা কে সমধিক অত্যাচারী? উহাদের পক্ষে উপযুক্ত নয় যে, তাহারা শঙ্কিত হওয়া ব্যতীত তন্মধ্যে প্রবেশ করে; তাহাদের জন্য ইহলোকে দুর্গতি এবং তাহাদের জন্য পরলোকে কঠোর শাস্তি রহিয়াছে।
১১৫। এবং আল্লারই জন্য পূর্ব্ব ও পশ্চিম; অতএব তোমরা যেদিকে মুখ ফিরাও সেই দিকেই আল্লার লক্ষ্য; নিশ্চয় আল্লাহ সুপ্রশস্ত মহাজ্ঞানী।
১১৬। এবং তাহারা বলে যে, আল্লাহ সন্তান গ্রহণ করিয়াছেন। তিনি পরম পবিত্র; বরং আকাশ ও ভূমণ্ডলে যাহা আছে তাহা তাঁহারই জন্য; সমস্তই তাঁহার আজ্ঞানুবর্ত্তী; ১১৭। তিনিই নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের আদি-স্রষ্টা; এবং যখন তিনি কোন কার্য্য সম্পাদন করিতে ইচ্ছা করেন, তখন উহার জন্য কেবলমাত্র 'হও' বলেন, ফলতঃ তাহাতেই উহা হইয়া যায়। ১১৮। এবং যাহারা জানে না তাহারা বলে যে,—আল্লাহ আমাদের সঙ্গে কেন কথা বলেন না—অথবা কেন আমাদের জন্য কোন নিদর্শন উপস্থিত হয় না? ইহাদের পূর্ব্বে যাহারা ছিল, তাহারাও ইহাদের অনুরূপ কথা বলিত; ইহাদের অন্তর-সমূহ সাদৃশাত্মক; নিশ্চয় আমি বিশ্বাসী সম্প্রদায়ের জন্য উজ্জ্বল

১১৪—১১৫। পূর্বোক্ত আয়তের সহিত এই আয়তের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ বিদ্যমান। মুসলমানেরা কাবাগৃহে উপাসনা করিতে গিয়া কোরেশকুল কর্ত্তৃক বাধাপ্রাপ্ত হইয়া হতাশ ও নিরুৎসাহ হইয়া পড়েন। তখন আল্লাহ তাহাদিগকে সান্ত্বনা প্রদান করিয়া আদেশ করিতেছেন যে, তোমরা পূর্ব পশ্চিম অর্থাৎ যে কোন স্থানে ইচ্ছা নামাজ পড়: কারণ সমস্ত স্থানই আল্লার।—তঃ হক্কানী।

১১৬—১১৭। ইহুদীরা বলিত যে, হজরত ওজায়ের আল্লার সন্তান এবং খৃষ্টানেরা বলে যে, হজরত ঈশা আল্লার একজাত-পুত্র। কিন্তু আল্লাহতালা বলিতেছেন যে, ইহা তাহাদের অত্যন্ত কু-ধারণা। কারণ সমস্ত জগত আল্লারই সৃষ্ট এবং তিনিই একমাত্র অধিপতি। আল্লাহকে মানুষের ন্যায় সন্তান-উৎপাদন করিতে হয় না; তিনি যখন কিছু সৃষ্টি করিতে ইচ্ছা করেন, তখন 'হও' বলিলেই উহা সম্পন্ন হইয়া যায়।

নিদর্শনাবলী বর্ণনা করি। ১১৯। নিশ্চয় আমি তোমাকে সত্য-সহ সুসংবাদ-দাতা ও ভয়প্রদর্শক-রূপে প্রেরণ করিয়াছি এবং তুমি নরক-নিবাসীদের সম্বন্ধে জিজ্ঞাসিত হইবে না। ১২০। এবং ইহুদী ও খৃষ্টানগণ—তুমি তাহাদের ধর্ম্মের অনুসরণ না-করা পর্য্যন্ত তোমার প্রতি সন্তুষ্ট হইবে না; তুমি বল—নিশ্চয় আল্লার প্রদর্শিত পথই সুপথ; এবং তোমার নিকট যে জ্ঞান উপনীত হইয়াছে—তৎপর যদি তুমি তাহাদের প্রবৃত্তির অনুসরণ কর, তবে আল্লাহ হইতে তোমার জন্য কোনই অভিভাবক ও সাহায্যকারী নাই। ১২১। আমি তাহাদিগকে যে গ্রন্থ দান করিয়াছি, তাহা যাহারা সত্য-ভাবে বুঝিবার মত পাঠ করে, তাহারাই তৎপ্রতি বিশ্বাস স্থাপন করিতেছে; এবং যে-কেহ উহা অবিশ্বাস করে ফলতঃ তাহারাই ক্ষতিগ্রস্ত হইবে।

١١٩- اِنَّآ اَرْسَلْنٰكَ بِالْحَقِّ بَشِيْرًا
وَّنَذِيْرًا لا وَّلَا تُسْئَلُ عَنْ اَصْحٰبِ
الْجَحِيْمِ ○ ١٢٠- وَلَنْ تَرْضٰى
عَنْكَ الْيَهُوْدُ وَلَا النَّصٰرٰى حَتّٰى
تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ ط قُلْ اِنَّ هُدَى
اللّٰهِ هُوَ الْهُدٰى ط وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ
اَهْوَآءَهُمْ بَعْدَ الَّذِيْ جَآءَكَ مِنَ
الْعِلْمِ لا مَا لَكَ مِنَ اللّٰهِ مِنْ وَّلِيٍّ
وَّلَا نَصِيْرٍ ○ ١٢١- اَلَّذِيْنَ اٰتَيْنٰهُمُ
الْكِتٰبَ يَتْلُوْنَهٗ حَقَّ تِلَاوَتِهٖ ط
اُولٰٓئِكَ يُؤْمِنُوْنَ بِهٖ ط وَمَنْ يَّكْفُرْ
بِهٖ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْخٰسِرُوْنَ ع

১৫শ রুকু—হজরত এবরাহিমের সহিত অঙ্গীকার

১২২। হে এসরাইল বংশধরগণ, আমি তোমাদিগকে যে সুখ-সম্পদ দান করিয়াছি এবং নিশ্চয় আমি পৃথিবীর উপর তোমাদিগকে যে শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করিয়াছি—তোমরা তাহা স্মরণ কর। ১২৩। এবং তোমরা

١٢٢- يٰبَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ اذْكُرُوْا نِعْمَتِيَ
الَّتِيْٓ اَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَاَنِّيْ فَضَّلْتُكُمْ
عَلَى الْعٰلَمِيْنَ ○ ١٢٣- وَاتَّقُوْا

১১৮—১২১। অবিশ্বাসী ইহুদী ও খৃষ্টানেরা কিছুতেই ইস্‌লাম গ্রহণ না করায় একদা হজরত রসুলোল্লা মনে করিয়াছিলেন যে, যদি আল্লার নিকট হইতে কোন কঠোর শাস্তি অবতীর্ণ হইত, তবে ইহারা তাহার ভয়ে অবশ্যই ইস্‌লাম গ্রহণ করিত। হজরত রসুলোল্লার ঐরূপ ইচ্ছার জন্যই এই আয়ত অবতীর্ণ হয়। আল্লাহতালা বলিতেছেন যে, তোমার কার্য্য—আমার আদেশ ও সুসংবাদ প্রচার করা এবং পারলৌকিক শাস্তির ভয়-প্রদর্শন-পূর্বক লোকদিগকে সত্যের দিকে আহ্বান করা। তাহারা উহা গ্রহণ না করিলে তজ্জন্য তোমার কোন দায়িত্ব নাই।

১২২—১২৩। এই দুইটি আয়তে আল্লাহতালা এসরাইল-বংশীয়দিগকে স্বীয় অনুগ্রহ ও দানের বিষয় স্মরণ করাইয়া দিয়া তাহাদিগকে পরলোকের সঙ্কটময় পরিণাম সম্বন্ধে সতর্ক করিয়া দিতেছেন।

يَوْمًا لَّا تَجْزِىْ نَفْسٌ عَنْ نَّفْسٍ
شَيْـًٔا وَّلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَّلَا تَنْفَعُهَا
شَفَاعَةٌ وَّلَا هُمْ يُنْصَرُوْنَ ○
١٢٤- وَاِذِ ابْتَلٰٓى اِبْرٰهٖمَ رَبُّهٗ بِكَلِمٰتٍ
فَاَتَمَّهُنَّ ط قَالَ اِنِّىْ جَاعِلُكَ
لِلنَّاسِ اِمَامًا ط قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِىْ ط
قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِى الظّٰلِمِيْنَ ○
١٢٥- وَاِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً
لِّلنَّاسِ وَاَمْنًا ط وَاتَّخِذُوْا مِنْ مَّقَامِ
اِبْرٰهٖمَ مُصَلًّى ط وَعَهِدْنَآ اِلٰٓى اِبْرٰهٖمَ
وَاِسْمٰعِيْلَ اَنْ طَهِّرَا بَيْتِىَ لِلطَّآئِفِيْنَ
وَالْعٰكِفِيْنَ وَالرُّكَّعِ السُّجُوْدِ ○
١٢٦- وَاِذْ قَالَ اِبْرٰهٖمُ رَبِّ اجْعَلْ

সেই দিবসের ভয় কর—যেদিন কোন
ব্যক্তি হইতে কোন ব্যক্তি কিছুমাত্র
উপকৃত হইবে না ও কাহারও নিকট
হইতে বিনিময় গৃহীত হইবে না এবং
কাহারও অনুরোধ ফলপ্রদ হইবে না
ও তাহারা সাহায্য-প্রাপ্ত হইবে না।
১২৪। এবং যখন তোমার প্রতিপালক
এবরাহিমকে কতিপয় বাক্য দ্বারা
পরীক্ষা করিয়াছিলেন; পরে সে উহা
পূর্ণ করিয়াছিল; তিনি বলিয়াছিলেন,
নিশ্চয় আমি তোমাকে মানব-মণ্ডলীর
নেতা করিব। সে বলিয়াছিল—আমার
বংশধরগণ হইতেও; তিনি বলিয়াছিলেন,
আমার অঙ্গীকার অত্যাচারীদিগের প্রতি
উপনীত হইবে না। ১২৫। এবং যখন
আমি কাবা-গৃহকে মানবজাতির জন্য
সুরক্ষিত স্থান ও পুণ্যধাম করিয়াছিলাম,
এবং মোকামে-এবরাহিমকে প্রার্থনা-স্থল
নির্দ্ধারণ করিয়াছিলাম; এবং এবরাহিম
ও এসরাইলের নিকট হইতে অঙ্গীকার
গ্রহণ করিয়াছিলাম যে, তোমরা আমার
গৃহকে তওয়াফ-কারী ও এতেকাফ-কারী
এবং রুকু ও সেজদা-কারিগণের জন্য
পবিত্র রাখিও। ১২৬। এবং যখন
এবরাহিম বলিয়াছিল—হে আমার

১২৪। **হজরত এবরাহিম**—জগদ্বিখ্যাত নবী ও সত্যধর্ম্ম-প্রচারক। ইনি প্রসিদ্ধ ইহুদী, খৃষ্টান ও মোস্লেম জাতির আদি-পুরুষ। ইঁহারই বংশে হজরত এসমাইল, হজরত এসহাক, হজরত এয়াকুব, হজরত ইউসুফ, হজরত মুসা, হজরত ঈসা, ও নবী-শ্রেষ্ঠ হজরত মোহাম্মদ মোস্তফা (সঃ) জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। হজরত এবরাহিমই বিশ্ববিশ্রুত কাবাগৃহের প্রতিষ্ঠাতা। আল্লাহতালা তাঁহাকে মনুষ্য-জাতির নেতা এবং সত্য-ধর্ম্মের প্রচারক-রূপে গ্রহণ করিয়া তদীয় বংশের প্রতি আশীর্ব্বাদ করিয়াছেন। হজরত এবরাহিমের প্রসঙ্গ কোরান শরিফের বহু স্থানে বর্ণিত হইয়াছে। যথাস্থানে প্রত্যেক ঘটনার বিস্তৃত বিবরণ বর্ণিত হইবে।

১২৫—১২৬। **কাবাগৃহ**—মক্কার জগদ্বিখ্যাত ধর্ম্মালয়। ইহা জগতের আদি-গৃহ এবং সর্বপ্রথম ঐশী-উপাসনালয় বলিয়া সুপ্রসিদ্ধ। যুগ-যুগান্তের বহু স্মৃতি-বিজড়িত এরূপ পবিত্র ধর্ম্ম-নিকেতন পৃথিবীতে আর কোথাও নাই।

মোকামে এবরাহিম—এবরাহিমের স্থান। হজরত এবরাহিম যে স্থানে একখানি প্রস্তরের উপর দণ্ডায়মান হইয়া কাবা-গৃহের প্রাচীর নির্ম্মাণ করিতেন, সেই পবিত্র স্থানকে "মোকামে-এবরাহিম" বলে। হজরত এব্‌নে-আব্বাস (রাঃ) হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, হজরত এবরাহিম ঐ প্রস্তরের উপর দণ্ডায়মান হইয়া প্রাচীর গাঁথিতেন এবং হজরত এসমাইল প্রস্তর ও কর্দ্দম আনিয়া দিতেন

يَوْمًا لَّا تَجْزِى نَفْسٌ عَنْ نَّفْسٍ
شَيْئًا وَّلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَّلَا تَنْفَعُهَا
شَفَاعَةٌ وَّلَا هُمْ يُنْصَرُوْنَ ۝
١٢٤- وَاِذِ ابْتَلٰٓى اِبْرٰهٖمَ رَبُّهٗ بِكَلِمٰتٍ
فَاَتَمَّهُنَّ ط قَالَ اِنِّىْ جَاعِلُكَ
لِلنَّاسِ اِمَامًا ط قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِىْ ط
قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِى الظّٰلِمِيْنَ ۝
١٢٥- وَاِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً
لِّلنَّاسِ وَاَمْنًا ط وَاتَّخِذُوْا مِنْ مَّقَامِ
اِبْرٰهٖمَ مُصَلًّى ط وَعَهِدْنَآ اِلٰٓى اِبْرٰهٖمَ
وَاِسْمٰعِيْلَ اَنْ طَهِّرَا بَيْتِىَ لِلطَّآئِفِيْنَ
وَالْعٰكِفِيْنَ وَالرُّكَّعِ السُّجُوْدِ ۝
١٢٦- وَاِذْ قَالَ اِبْرٰهٖمُ رَبِّ اجْعَلْ

সেই দিবসের ভয় কর—যেদিন কোন ব্যক্তি হইতে কোন ব্যক্তি কিছুমাত্র উপকৃত হইবে না ও কাহারও নিকট হইতে বিনিময় গৃহীত হইবে না এবং কাহারও অনুরোধ ফলপ্রদ হইবে না ও তাহারা সাহায্য-প্রাপ্ত হইবে না।
১২৪। এবং যখন তোমার প্রতিপালক এবরাহিমকে কতিপয় বাক্য দ্বারা পরীক্ষা করিয়াছিলেন; পরে সে উহা পূর্ণ করিয়াছিল; তিনি বলিয়াছিলেন, নিশ্চয় আমি তোমাকে মানব-মণ্ডলীর নেতা করিব। সে বলিয়াছিল—আমার বংশধরগণ হইতেও; তিনি বলিয়াছিলেন, আমার অঙ্গীকার অত্যাচারীদিগের প্রতি উপনীত হইবে না।
১২৫। এবং যখন আমি কাবা-গৃহকে মানবজাতির জন্য সুরক্ষিত স্থান ও পুণ্যধাম করিয়াছিলাম, এবং মোকামে-এবরাহিমকে প্রার্থনা-স্থল নির্দ্ধারণ করিয়াছিলাম; এবং এবরাহিম ও এসরাইলের নিকট হইতে অঙ্গীকার গ্রহণ করিয়াছিলাম যে, তোমরা আমার গৃহকে তওয়াফ-কারী ও এতেকাফ-কারী এবং রুকু ও সেজদা-কারিগণের জন্য পবিত্র রাখিও।
১২৬। এবং যখন এবরাহিম বলিয়াছিল—হে আমার

১২৪। **হজরত এবরাহিম**—জগদ্বিখ্যাত নবী ও সত্যধর্ম্ম-প্রচারক। ইনি প্রসিদ্ধ ইহুদী, খৃষ্টান ও মোসলেম জাতির আদি-পুরুষ। ইঁহারই বংশে হজরত এসমাইল, হজরত এসহাক, হজরত এয়াকুব, হজরত ইউসুফ, হজরত মুসা, হজরত ঈসা, ও নবী-শ্রেষ্ঠ হজরত মোহাম্মদ মোস্তফা (সঃ) জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। হজরত এবরাহিমই বিশ্ববিশ্রুত কাবাগৃহের প্রতিষ্ঠাতা। আল্লাহতালা তাঁহাকে মনুষ্য-জাতির নেতা এবং সত্য-ধর্ম্মের প্রচারক-রূপে গ্রহণ করিয়া তদীয় বংশের প্রতি আশীর্ব্বাদ করিয়াছেন। হজরত এবরাহিমের প্রসঙ্গ কোরান শরিফের বহু স্থানে বর্ণিত হইয়াছে। যথাস্থানে প্রত্যেক ঘটনার বিস্তৃত বিবরণ বর্ণিত হইবে।

১২৫—১২৬। **কাবাগৃহ**—মক্কার জগদ্বিখ্যাত ধর্ম্মালয়। ইহা জগতের আদি-গৃহ এবং সর্বপ্রথম ঐশী-উপাসনালয় বলিয়া সুপ্রসিদ্ধ। যুগ-যুগান্তের বহু স্মৃতি-বিজড়িত এরূপ পবিত্র ধর্ম্ম-নিকেতন পৃথিবীতে আর কোথাও নাই।

মোকামে এবরাহিম—এবরাহিমের স্থান। হজরত এবরাহিম যে স্থানে একখানি প্রস্তরের উপর দণ্ডায়মান হইয়া কাবা-গৃহের প্রাচীর নির্ম্মাণ করিতেন, সেই পবিত্র স্থানকে "মোকামে এবরাহিম" বলে। হজরত এব্‌নে-আব্বাস (রাঃ) হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, হজরত এবরাহিম ঐ প্রস্তরের উপর দণ্ডায়মান হইয়া প্রাচীর গাঁথিতেন এবং হজরত এসমাইল প্রস্তর ও কর্দ্দম আনিয়া দিতেন

هٰذَا بَلَدًا اٰمِنًا وَّارْزُقْ اَهْلَهٗ مِنَ
الثَّمَرٰتِ مَنْ اٰمَنَ مِنْهُمْ بِاللّٰهِ
وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ط قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَاُمَتِّعُهٗ
قَلِيْلًا ثُمَّ اَضْطَرُّهٗۤ اِلٰى عَذَابِ النَّارِ ط
وَبِئْسَ الْمَصِيْرُ ○ ١٢٧- وَاِذْ يَرْفَعُ
اِبْرٰهٖمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ
وَاِسْمٰعِيْلُ ط رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا ط اِنَّكَ
اَنْتَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ○ ١٢٨- رَبَّنَا
وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ
ذُرِّيَّتِنَآ اُمَّةً مُّسْلِمَةً لَّكَ ص وَاَرِنَا
مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا ج اِنَّكَ
اَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ ○ ١٢٩- رَبَّنَا
وَابْعَثْ فِيْهِمْ رَسُوْلًا مِّنْهُمْ يَتْلُوْا
عَلَيْهِمْ اٰيٰتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتٰبَ
وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيْهِمْ ط اِنَّكَ اَنْتَ
الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ○

প্রতিপালক, এই স্থানকে তুমি শান্তি-ধাম কর এবং ইহার অধিবাসিগণের মধ্যে যাহারা আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছে—তাহাদিগকে উপজীবিকার জন্য ফল-শস্য প্রদান কর; তিনি বলিয়াছিলেন—যাহারা অবিশ্বাস করে আমি তাহাদিগকে অল্প ফল ভোগ করাইব, তৎপরে তাহাদিগকে অগ্নির শাস্তিতে নিরুপায় করিব; এবং ঐ গন্তব্য-স্থান নিকৃষ্টতর। ১২৭। এবং যখন এবরাহিম ও এসমাইল কাবার ভিত্তি উত্তোলন করিতেছিল :—"হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদিগ হইতে ইহা গ্রহণ কর; নিশ্চয় তুমি শ্রবণকারী মহাজ্ঞানী। ১২৮। হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদিগের উভয়কে তোমার অনুগত কর এবং আমাদের বংশধরগণের মধ্য হইতে একদলকে তোমার অনুগত করিও; এবং আমাদিগকে প্রার্থনা-প্রণালী প্রদর্শন কর ও আমাদিগের প্রতি প্রত্যাবৃত্ত হও; নিশ্চয় তুমি ক্ষমাশীল করুণাময়। ১২৯। হে আমাদের প্রতিপালক, আর তাহাদিগ হইতে তাহাদের মধ্যে একজন রসুল প্রেরণ করিও—যিনি তাহাদের সমক্ষে তোমার নিদর্শনাবলী পাঠ করিবে এবং তাহাদিগকে গ্রন্থ ও বিজ্ঞান শিক্ষা দিবে এবং তাহাদিগকে পবিত্র করিবে; নিশ্চয় তুমিই পরাক্রান্ত বিজ্ঞানময়।

প্রাচীর যেরূপ উচ্চ হইত, প্রস্তরও সেইরূপ উচ্চ হইয়া উঠিত। তাঁহারা প্রাচীর গাঁথিতে গাঁথিতে উক্ত নগর ও উহার বিশ্বাসী অধিবাসীগণের উপর শান্তি ও কল্যাণ অবতারণ এবং উক্ত গৃহ পরিগ্রহণ করিবার জন্য আল্লার নিকট সকরুণ প্রার্থনা করিতেন।—তঃ কবীর।

১২৭—১২৮। এই দুইটি আয়তে হজরত এবরাহিম ও এসমাইলের কাবা নির্মাণ কালীন প্রার্থনা বর্ণিত হইয়াছে। উক্ত প্রার্থনা যে আল্লার নিকট পরিগৃহীত হইয়াছে, তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই।

১২৯। হজরত এবরাহিম শেষনবী হজরত মোহাম্মদ মোস্তফার শুভাগমন সম্বন্ধে যে প্রার্থনা করিয়াছিলেন, তাহা এই আয়তে অতি স্পষ্ট ভাষায় বর্ণিত হইয়াছে। তিনি প্রার্থনা করিয়াছিলেন যে, হে আমাদের প্রভু, আমার বংশধরগণের মধ্যে যাহারা এই নগরে বাস করিবে, তুমি তাহাদিগের মধ্য হইতে তাহাদিগের জন্য 'রসুল' অর্থাৎ প্রেরিত-পুরুষ প্রেরণ করিও—যিনি তাহাদের মধ্যে তোমার বাণী পাঠ করিবেন এবং তাহাদিগকে কেতাব ও জ্ঞান শিক্ষা দিবেন। এই বাক্য দ্বারা হজরত

১৬শ রুকু—হজরত এবরাহিমের ধর্ম্ম

১৩০। এবং যে নিজেকে নির্ব্বোধ করিয়া তুলিয়াছে—তদ্ব্যতীত কে এবরাহিমের ধর্ম্ম হইতে বিমুখ হইবে? এবং নিশ্চয়ই আমি তাহাকে এই পৃথিবীতে মনোনীত করিয়াছিলাম এবং নিশ্চয় সে সৎকর্ম্মশীল-গণের অন্তর্ভুক্ত ছিল। ১৩১। যখন তাহার প্রতিপালক তাহাকে বলিয়াছিলেন, অনুগত হও, সে বলিয়াছিল—আমি বিশ্বজগতের প্রতিপালকের নিকট আত্ম-সমর্পণ করিলাম। ১৩২। এবং এবরাহিম ও এয়াকুব স্বীয় সন্তানগণকে সদুপদেশ প্রদান করিয়াছিল :—হে আমার বংশধরগণ, নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের জন্য এই ধর্ম্ম মনোনীত করিয়াছেন; অতএব তোমরা মোসলমান না হইয়া মরিও না। ১৩৩। যখন এয়াকুবের মৃত্যু উপস্থিত হইয়াছিল, তখন কি তোমরা উপস্থিত ছিলে? তখন সে নিজ পুত্রগণকে বলিয়াছিল—আমার পরে তোমরা কিসের আরাধনা করিবে? তাহারা বলিয়াছিল—আমরা তোমার উপাস্যের এবং তোমার পিতৃপুরুষ এবরাহিম ও এসমাইল ও এসহাকের উপাস্য—সেই অদ্বিতীয় উপাস্যের আরাধনা করিব, এবং আমরা তাঁহারই অনুগত থাকিব।

١٣٠- وَمَنْ يَّرْغَبُ عَنْ مِّلَّةِ اِبْرٰهٖمَ
اِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهٗ ط وَلَقَدِ اصْطَفَيْنٰهُ
فِى الدُّنْيَا ج وَاِنَّهٗ فِى الْاٰخِرَةِ لَمِنَ
الصّٰلِحِيْنَ ○ ١٣١- اِذْ قَالَ لَهٗ رَبُّهٗۤ
اَسْلِمْ لا قَالَ اَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ○
١٣٢- وَوَصّٰى بِهَاۤ اِبْرٰهٖمُ بَنِيْهِ
وَيَعْقُوْبُ ط يٰبَنِىَّ اِنَّ اللّٰهَ اصْطَفٰى
لَكُمُ الدِّيْنَ فَلَا تَمُوْتُنَّ اِلَّا وَاَنْتُمْ
مُّسْلِمُوْنَ ○ ١٣٣- اَمْ كُنْتُمْ شُهَدَآءَ
اِذْ حَضَرَ يَعْقُوْبَ الْمَوْتُ لا اِذْ قَالَ
لِبَنِيْهِ مَا تَعْبُدُوْنَ مِنْ بَعْدِىْ ط
قَالُوْا نَعْبُدُ اِلٰهَكَ وَاِلٰهَ اٰبَآئِكَ
اِبْرٰهٖمَ وَاِسْمٰعِيْلَ وَاِسْحٰقَ اِلٰهًا
وَّاحِدًا ج وَّنَحْنُ لَهٗ مُسْلِمُوْنَ ○

রসুলোল্লা কর্ত্তৃক আল্লার বাণী কোরান পাঠ এবং জ্ঞানশিক্ষা অর্থ তাঁহার বর্ণিত উপদেশ অর্থাৎ হাদিস-শাস্ত্রের প্রতি লক্ষ্য করা হইয়াছে।—তঃ হক্কানী।

১৩০—১৩২। **মোস্‌লেম**—অনুগত অথবা আত্মসমর্পণকারী। যাহারা আল্লাহতালার পূর্ণ-আনুগত্য স্বীকার পূর্ব্বক তৎপ্রতি সর্ব্বতোভাবে আত্মসমর্পণ করে, তাঁহাদিগকে “মোস্‌লেম” বা মুসলমান বলা হয়। এই তিনটি আয়তে মোস্‌লেম-জীবনের আদর্শ স্বরূপ “আল্লাহতালার একত্ব এবং তৎপ্রতি আত্মসমর্পণ” বিষয়ক এবরাহিম-প্রবর্ত্তিত ধর্ম্মের সংক্ষিপ্ত স্বরূপ বর্ণনা করিয়া বলা হইয়াছে যে, যাহারা একান্ত নির্ব্বোধ অথবা জ্ঞানহীন, তাহারা ব্যতীত কেহই ঐ সত্যধর্ম্ম অর্থাৎ পবিত্র “ইসলাম” অস্বীকার করিতে পারে না।

১৩৩—১৩৪। এই দুইটী আয়তে এসরাইল-বংশের প্রতিষ্ঠাতা হজরত এয়াকুব এবং তাঁহার সত্যানুগামী সম্প্রদায়ের প্রসঙ্গ বর্ণিত হইয়াছে।

১৩৪। সেই এক মণ্ডলী ছিল—নিশ্চয় যাহারা বিগত হইয়াছে; তাহারা যাহা অর্জ্জন করিয়াছিল তাহা তাহাদের জন্য, এবং তোমরা যাহা অর্জ্জন করিয়াছ তাহা তোমাদের জন্য; এবং তাহারা যাহা করিয়া গিয়াছে তজ্জন্য তোমরা জিজ্ঞাসিত হইবে না। ১৩৫। এবং তাহারা বলে যে, তোমরা ইহুদী অথবা খৃষ্টান হও, তবেই সুপথ-প্রাপ্ত হইবে; তুমি বল—বরং আমরা এবরাহিমের সুদৃঢ় ধর্ম্মে আছি এবং সে অংশীবাদীগণের অন্তর্ভুক্ত ছিল না। ১৩৬। তোমরা বল—আমরা আল্লার প্রতি এবং যাহা আমাদের প্রতি অবতীর্ণ হইয়াছে এবং যাহা এবরাহিম ও এসমাইল ও এসহাক ও এয়াকুব ও তদীয় বংশধরগণের প্রতি অবতীর্ণ হইয়াছিল এবং মুসা ও ঈসাকে যাহা প্রদান করা হইয়াছিল এবং অন্যান্য নবীগণকে তাহাদের প্রতিপালক হইতে যাহা প্রদত্ত হইয়াছিল, তৎসমুদয়ের উপর বিশ্বাস স্থাপন করিতেছি; তাহাদের মধ্যে কাহাকেও আমরা প্রভেদ করি না, এবং আমরা তাঁহারই প্রতি আত্মসমর্পণকারী। ১৩৭। অনন্তর তোমরা যেরূপ বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছ, তাহারাও যদি তদ্রূপ বিশ্বাস স্থাপন করে, তবে নিশ্চয় তাহারা সুপথ প্রাপ্ত

١٣٤- تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ ج لَهَا مَا
كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَّا كَسَبْتُمْ ج وَلَا
تُسْـَٔلُوْنَ عَمَّا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ○
١٣٥- وَقَالُوْا كُوْنُوْا هُوْدًا اَوْ نَصٰرٰى
تَهْتَدُوْا ط قُلْ بَلْ مِلَّةَ اِبْرٰهٖمَ حَنِيْفًا ط
وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ○ ١٣٦- قُوْلُوْٓا
اٰمَنَّا بِاللّٰهِ وَمَآ اُنْزِلَ اِلَيْنَا وَمَآ
اُنْزِلَ اِلٰٓى اِبْرٰهٖمَ وَاِسْمٰعِيْلَ
وَاِسْحٰقَ وَيَعْقُوْبَ وَالْاَسْبَاطِ وَمَآ
اُوْتِيَ مُوْسٰى وَعِيْسٰى وَمَآ اُوْتِيَ
النَّبِيُّوْنَ مِنْ رَّبِّهِمْ ج لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ
اَحَدٍ مِّنْهُمْ ز وَنَحْنُ لَهٗ مُسْلِمُوْنَ ○
١٣٧- فَاِنْ اٰمَنُوْا بِمِثْلِ مَآ اٰمَنْتُمْ
بِهٖ فَقَدِ اهْتَدَوْا ج وَاِنْ تَوَلَّوْا فَاِنَّمَا

১৩৫। হজরত এবরাহিম, হজরত মুসা, হজরত ঈসা প্রভৃতি সকলেই আল্লার আদিষ্ট সত্যধর্ম্ম প্রচার করিয়াছিলেন। ঐ ধর্ম্মের প্রধান শিক্ষা—"তওহিদ" বা একেশ্বরবাদ। কিন্তু ইহুদী ও খৃষ্টানগণ একত্ববাদের শিক্ষা সম্পূর্ণরূপে বিস্মৃত হইয়া গিয়াছিল। পক্ষান্তরে হজরত এবরাহিমের প্রবর্ত্তিত ধর্ম্মের আদর্শ তখন পর্য্যন্ত বিশুদ্ধ ছিল। উহার মধ্যে ইহুদীদিগের ন্যায় আল্লাহতালার অংশী-নির্দ্ধারণ অথবা খৃষ্টানদিগের ন্যায় আল্লার পুত্র-গ্রহণের অনুরূপ ভ্রান্ত মতবাদ ও কুশিক্ষা তখনও প্রবেশ করে নাই। সেই জন্যই হজরত এবরাহিমের ধর্ম্মকে সুদৃঢ় সত্য-ধর্ম্ম বলা হইয়াছে।

১৩৬। পূর্ব-আয়তে হজরত এবরাহিমের ধর্ম্মকে সত্য-ধর্ম্ম বলা হইয়াছে। ঐরূপ বলিবার হেতু পূর্ব্বেই ব্যাখ্যা করিয়াছি। কিন্তু তথাপি যাহাতে কেহ অন্য নবীগণের ধর্ম্ম অসত্য বলিয়া ধারণা না করে, তজ্জন্য এই আয়তের সমস্ত নবীগণকে সত্য জানিয়া তাঁহাদের প্রতি অবতারিত ঐশী-বাণীর সত্যতা স্বীকার করিবার উপদেশ দেওয়া হইয়াছে।

১৩৭—১৩৯। ইহুদী ও খৃষ্টানদিগের মধ্যে কতকগুলি সংস্কার ছিল—যথা, জর্দ্দন জলে অবগাহন করা, স্বধর্ম্মীয় লোকদিগকে পীত-বর্ণে রঞ্জিত অথবা হরিৎবর্ণ বস্ত্রে ভূষিত করা প্রভৃতি।

هُمْ فِيْ شِقَاقٍ ج فَسَيَكْفِيْكَهُمُ اللّٰهُ ج
وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ۝ ١٣٨- صِبْغَةَ
اللّٰهِ ج وَمَنْ اَحْسَنُ مِنَ اللّٰهِ صِبْغَةً ز
وَّنَحْنُ لَهٗ عٰبِدُوْنَ ۝ ١٣٩- قُلْ
اَتُحَآجُّوْنَنَا فِي اللّٰهِ وَهُوَ رَبُّنَا
وَرَبُّكُمْ ج وَلَنَآ اَعْمَالُنَا وَلَكُمْ
اَعْمَالُكُمْ ج وَنَحْنُ لَهٗ مُخْلِصُوْنَ ۝
١٤٠- اَمْ تَقُوْلُوْنَ اِنَّ اِبْرٰهٖمَ
وَاِسْمٰعِيْلَ وَاِسْحٰقَ وَيَعْقُوْبَ
وَالْاَسْبَاطَ كَانُوْا هُوْدًا اَوْ نَصٰرٰى ط
قُلْ ءَاَنْتُمْ اَعْلَمُ اَمِ اللّٰهُ ط وَمَنْ اَظْلَمُ
مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهٗ مِنَ اللّٰهِ ط
وَمَا اللّٰهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُوْنَ ۝
١٤١- تِلْكَ اُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ ج لَهَا مَا
كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَّا كَسَبْتُمْ ج وَلَا
تُسْئَلُوْنَ عَمَّا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ۝

হইবে ; এবং যদি তাহারা ফিরিয়া যায় তবে তাহারা কেবল বিরুদ্ধাচরণেই যাইবে ; অতএব অচিরেই আল্লাহ তাহাদের প্রতিকূলে তোমাকেই যথেষ্ট করিবেন ; এবং তিনিই শ্রবণকারী মহাজ্ঞানী।
১৩৮। আমরা আল্লারই বর্ণে রঞ্জিত, আল্লাহ অপেক্ষা কে শ্রেষ্ঠতম রঞ্জনকারী ? এবং আমরা তাঁহারই উপাসক।
১৩৯। তুমি বল—তোমরা কি আল্লাহ সম্বন্ধে আমাদের সঙ্গে বিরোধ করিতেছ ? এবং তিনিই আমাদের প্রতিপালক ও তোমাদের প্রতিপালক ; এবং আমাদের জন্য আমাদের কার্য্য-সমূহ ও তোমাদের জন্য তোমাদের কার্য্য-সমূহ ; এবং আমরাই তাঁহার জন্য নির্ম্মলতর।
১৪০। তোমরা কি বলিতেছ যে, এবরাহিম ও এসমাইল ও এসহাক ও এয়াকুব এবং তদীয় বংশধরগণ ইহুদী অথবা খৃষ্টান ছিল ? তুমি বল-তোমরাই সমধিক জ্ঞানি, না আল্লাহ ? এবং আল্লার নিকট হইতে সাক্ষ্য—যাহা তাহার নিকটে আছে, তাহা যে গোপন করিতেছে তাহা অপেক্ষা কে অধিক অত্যাচারী ? এবং তোমরা যাহা করিতেছ তাহা হইতে আল্লাহ অমনযোগী নহেন।
১৪১। সেই এক মণ্ডলী ছিল—নিশ্চয়ই যাহারা বিগত হইয়াছে ; তাহারা যাহা অর্জ্জন করিয়াছে তাহা তাহাদের জন্য এবং তোমরা যাহা অর্জ্জন করিতেছ তাহা তোমাদের জন্য ; এবং তাহারা যাহা করিয়া গিয়াছে, তদ্বিষয়ে তোমরা জিজ্ঞাসিত হইবে না।

ইহুদী ও খৃষ্টানেরা মুসলমানদিগের ঐরূপ কোন সংস্কার বা রঞ্জন-প্রথা নাই বলিয়া গর্ব্ব করিত। তাই আল্লাহ মুসলমানদিগকে বলিতেছেন :—তোমরা বল যে, তোমাদের ঐ সকল লৌকিক সংস্কার বা কৃত্রিম বর্ণের কোনই বিশেষত্ব নাই। আল্লাই সর্বাপেক্ষা উত্তম বর্ণ-প্রদাতা ; আমরা যে তাঁহারই বর্ণে রঞ্জিত অর্থাৎ তদীয় আদেশের অনুসরণকারী—ইহাই আমাদের শ্রেষ্ঠতম গৌরব।

১৪০—১৪১। অনন্তর ইহুদী ও খৃষ্টান সম্প্রদায়ের মধ্যে যাহারা হজরত এবরাহিম, এসমাইল, এসহাক ও এয়াকুব (আঃ) প্রভৃতি নবীগণের ইহুদী অথবা খৃষ্টান বলিয়া অভিহিত করে, এই দুইটি আয়তে তাহাদের উক্তির প্রতিবাদ করা হইয়াছে।

প্রকাশক—কোরান মঞ্জিল, বাবুবাজার, ঢাকা—১

আরজ

বাংলা ভাষায় কোরআন শরীফের সরল ও বিশুদ্ধ তরজমা নাই বলিলেই চলে। এই কারণে এই দেশের জনগণ উহার মর্ম্ম সম্বন্ধে প্রায়ই অনভিজ্ঞ। বঙ্গভাষী ভ্রাতৃবৃন্দ যাহাতে স্বীয় মাতৃভাষার মাধ্যমে কোরআন পাকের ভাবার্থ উপলব্ধি করিয়া আল্লাহ তা'লার হুকুম আহকাম সম্পর্কে বিশদ জ্ঞান লাভ করিতে পারেন এবং স্ব স্ব ইহকাল ও পরকালকে সুঠাম ও সুন্দররূপে গড়িয়া তুলিতে সমর্থ হন তৎপ্রতি লক্ষ্য করিয়া বহুদিন হইতে কোরআন পাকের একটি বিশুদ্ধ বঙ্গানুবাদ প্রকাশ করার প্রয়োজন ও প্রবল আশা মনে মনে পোষণ করিয়া আসিতেছিলাম। আল্লাহ পাক তাঁহার অপার রহমতে এবং স্বীয় মাহবুব হজরত মোহাম্মদ মোস্তফা (দঃ)-এর তোফায়েলে আমার সেই মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিয়াছেন। তজ্জন্য তাঁহার দরবারে হাজার শুক্‌র।

বিগত ১৯৫৬ ইংরেজী সনের ডিসেম্বর মাসে জনাব **মাওলানা মোহাম্মদ আবদুল হাকিম সাহেব** আমাকে তাঁহার অনুদিত কোরআন শরীফের বিশুদ্ধ বঙ্গানুবাদ ও বিস্তৃত তফসীরের মুদ্রণ ও প্রকাশনার পূর্ণ দায়ীত্ব রেজিষ্টারী যোগে অর্পণ করেন। ইহা সেই বঙ্গানুবাদ ও তফসীর—যাহা প্রায় ত্রিশ বৎসর পূর্ব্ব হইতে মাওলানা সাহেব কর্ত্তৃক অতি প্রাঞ্জল ও মধুর ভাষায় অনুদিত হইয়া বাংলার সকল শিক্ষিত, জ্ঞানী ও ধর্ম্মপিপাসু মুসলমানদের নিকট সমাদৃত ও শ্রদ্ধা লাভ করিয়া আসিতেছে। বস্তুতঃ যেই গভীর দৃষ্টি, কঠোর ত্যাগ ও শ্রম সহকারে মাওলানা সাহেব এই মহান কার্য্য সমাধা করিতে সক্ষম হইয়াছেন তাহা যথার্থই প্রশংসনীয়।

পূর্ব্ব পাকিস্তানে ছাপার অক্ষরের দুষ্প্রাপ্যতা একটি কঠিন সমস্যা। বিশেষতঃ আরবী টাইপ এই দেশে নাই বলিলেই চলে। এই কারণে এতদিন পর্য্যন্ত ইহার মুদ্রণ ও প্রকাশনার কাজকে ত্বরান্বিত করা সম্ভবপর হয় নাই। আল্লাহ পাকের অনুগ্রহে বর্ত্তমানে প্রেস ও তৎসম্পর্কীয় যাবতীয় সরঞ্জামাদির উৎকৃষ্টতর ব্যবস্থা হওয়ায় ১৯৫৮ ইংরেজী সনের প্রথম হইতেই ইহার মুদ্রণ কার্য্যে সর্ব্বশক্তি নিয়োগ করা হয়। আল্‌হামদু লিল্লাহ, এই সামান্য সময়ের মধ্যে কোরান শরিফ ছাপাইতে শুরু করিয়াছি; ইন্‌শা আল্লাহ-তায়ালা এখন হইতে প্রতিমাসে এক পারা করিয়া নিয়মিত বাহির হইবে। মহান আল্লাহ পাকের দরবারে করজোড়ে আরজ—তিনি যেন খাছ অনুগ্রহ ও অনুকম্পা দ্বারা এই নগণ্যের সাহস ও মনোবল চতুর্গুণ বৃদ্ধি করেন এবং এই বিরাট প্রকাশনী কার্য্য সুচারু ও সুশৃঙ্খল-ভাবে সমাধা করার তৌফীক দান করেন। আর পাঠকদের খেদমতেও সবিনয় নিবেদন তাহারা যেন আমার এই প্রচেষ্টাকে বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ সকল সময়ের জন্য অন্তরের সহিত গ্রহণ করেন এবং প্রতি মাসে যাহাতে অন্ততঃ এক এক পারা করিয়া তাহাদের খেদমতে উপস্থিত

আরজ

বাংলা ভাষায় কোরআন শরীফের সরল ও বিশুদ্ধ তরজমা নাই বলিলেই চলে। এই কারণে এই দেশের জনগণ উহার মর্ম্ম সম্বন্ধে প্রায়ই অনভিজ্ঞ। বঙ্গভাষী ভ্রাতৃবৃন্দ যাহাতে স্বীয় মাতৃভাষার মাধ্যমে কোরআন পাকের ভাবার্থ উপলব্ধি করিয়া আল্লাহ তা'লার হুকুম আহকাম সম্পর্কে বিশদ জ্ঞান লাভ করিতে পারেন এবং স্ব স্ব ইহকাল ও পরকালকে সুঠাম ও সুন্দররূপে গড়িয়া তুলিতে সমর্থ হন তৎপ্রতি লক্ষ্য করিয়া বহুদিন হইতে কোরআন পাকের একটি বিশুদ্ধ বঙ্গানুবাদ প্রকাশ করার প্রয়োজন ও প্রবল আশা মনে মনে পোষণ করিয়া আসিতেছিলাম। আল্লাহ পাক তাঁহার অপার রহমতে এবং স্বীয় মাহবুব হজরত মোহাম্মদ মোস্তফা (দঃ)-এর তোফায়েলে আমার সেই মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিয়াছেন। তজ্জন্য তাঁহার দরবারে হাজার শুক্‌র।

বিগত ১৯৫৬ ইংরেজী সনের ডিসেম্বর মাসে জনাব **মাওলানা মোহাম্মদ আবদুল হাকিম সাহেব** আমাকে তাঁহার অনুদিত কোরআন শরীফের বিশুদ্ধ বঙ্গানুবাদ ও বিস্তৃত তফসীরের মুদ্রণ ও প্রকাশনার পূর্ণ দায়ীত্ব রেজিষ্টারী যোগে অর্পণ করেন। ইহা সেই বঙ্গানুবাদ ও তফসীর—যাহা প্রায় ত্রিশ বৎসর পূর্ব্ব হইতে মাওলানা সাহেব কর্ত্তৃক অতি প্রাঞ্জল ও মধুর ভাষায় অনুদিত হইয়া বাংলার সকল শিক্ষিত, জ্ঞানী ও ধর্ম্মপিপাসু মুসলমানদের নিকট সমাদৃত ও শ্রদ্ধা লাভ করিয়া আসিতেছে। বস্তুতঃ যেই গভীর দৃষ্টি, কঠোর ত্যাগ ও শ্রম সহকারে মাওলানা সাহেব এই মহান কার্য্য সমাধা করিতে সক্ষম হইয়াছেন তাহা যথার্থই প্রশংসনীয়।

পূর্ব্ব পাকিস্তানে ছাপার অক্ষরের দুষ্প্রাপ্যতা একটি কঠিন সমস্যা। বিশেষতঃ আরবী টাইপ এই দেশে নাই বলিলেই চলে। এই কারণে এতদিন পর্য্যন্ত ইহার মুদ্রণ ও প্রকাশনার কাজকে ত্বরান্বিত করা সম্ভবপর হয় নাই। আল্লাহ পাকের অনুগ্রহে বর্ত্তমানে প্রেস ও তৎসম্পর্কীয় যাবতীয় সরঞ্জামাদির উৎকৃষ্টতর ব্যবস্থা হওয়ায় ১৯৫৮ ইংরেজী সনের প্রথম হইতেই ইহার মুদ্রণ কার্য্যে সর্ব্বশক্তি নিয়োগ করা হয়। আল্‌হামদু লিল্লাহ, এই সামান্য সময়ের মধ্যে কোরান শরিফ ছাপাইতে শুরু করিয়াছি; ইন্‌শা আল্লাহ-তায়ালা এখন হইতে প্রতিমাসে এক পারা করিয়া নিয়মিত বাহির হইবে। মহান আল্লাহ পাকের দরবারে করজোড়ে আরজ—তিনি যেন খাছ অনুগ্রহ ও অনুকম্পা দ্বারা এই নগণ্যের সাহস ও মনোবল চতুর্গুণ বৃদ্ধি করেন এবং এই বিরাট প্রকাশনী কার্য্য সুচারু ও সুশৃঙ্খল-ভাবে সমাধা করার তৌফীক দান করেন। আর পাঠকদের খেদমতেও সবিনয় নিবেদন তাহারা যেন আমার এই প্রচেষ্টাকে বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ সকল সময়ের জন্য অন্তরের সহিত গ্রহণ করেন এবং প্রতি মাসে যাহাতে অন্ততঃ এক এক পারা করিয়া তাহাদের খেদমতে উপস্থিত

করতঃ মুদ্রণেরকাজ সমাপন করিতে পারি তজ্জন্য আল্লাহতা'লার দরবারে কায়মনে দোয়া করেন।

পরিশেষে নিবেদন এই যে, যাহারা এই কোরআন শরীফ ও তফসীর তেলাওত করিবে তাহারা আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে আমার ও আমার সন্তানদের ঐহিক ও পারত্রিক মঙ্গল বিধান এবং পূর্ণ কামিয়াবির জন্য আর আমার স্নেহময়ী মাতা মরহুমা ও শ্রদ্ধাস্পদ পিতার মরহুম জনাব হাজী মোহাম্মদ সাঈদ সাহেবানদের নাজাত ও মাগফিরাতের জন্য দোয়া করিবেন। আরহামুর রাহেমীন তাঁহাদের উভয়কে জান্নাতুল ফেরদৌসের অফুরন্ত নেয়ামত নছীব করুন। আমীন ছুম্মা আমীন !!

আরজ গুজার—
মোহাম্মদ ওলি আশ্রাফ
জেনারেল ম্যানেজার,
কোরআন মঞ্জিল
বাবুবাজার, ঢাকা।
তাং ১২।৪।৫৮ ইং

নিবেদন।

কোরান-শরিফ ঃ—মুসলমানের অবশ্য-পাঠ্য ধর্ম্মগ্রন্থ। এই স্বর্গীয় গ্রন্থের পবিত্র বাণী পাঠ করিয়া উহার অর্থ হৃদয়ঙ্গম করা প্রত্যেক মুসলমান নর-নারীর একান্ত কর্ত্তব্য। অন্যান্য দেশের মুসলমানগণ স্ব স্ব মাতৃভাষায় কোরান শরিফের বহু উৎকৃষ্ট অনুবাদ ও তফ্সীর প্রণয়ন করায়, সেই সকল দেশের শিক্ষিত ব্যক্তিগণ প্রায় সকলেই কোরান-শরিফের অর্থ ও মর্ম্ম অবগত হইয়া 'আলেম' নামে গৌরবান্বিত হইবার সুযোগ লাভ করিয়াছেন। কিন্তু দুঃখ ও পরিতাপের বিষয়, বঙ্গদেশের প্রায় তিন কোটী বাংলা ভাষাভাষী মুসলমানের পড়িবার ও বুঝিবার উপযোগী একখানিও বিশুদ্ধ অনুবাদ অথবা উৎকৃষ্ট তফ্সীর এ পর্য্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই। জনৈক ভিন্ন-ধর্ম্মাবলম্বীর ইচ্ছা ও অনিচ্ছাকৃত ভ্রম প্রমাদ পূর্ণ, দুর্ব্বোধ্য মন্ত্রবৎ—অস্পষ্ট অনুবাদ এখন পর্য্যন্ত শিক্ষিত বাঙ্গালী মুসলমানের একমাত্র অবলম্বন হইয়া রহিয়াছে। আমাদের শ্রদ্ধেয় আলেম-সমাজের মধ্যে যাঁহারা কোরান শরিফের অনুবাদে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন—বাংলা ভাষায় উপযুক্ত জ্ঞানের অভাবে তাঁহাদের অনুবাদ সেরূপ বিশুদ্ধ, সরল ও সহজবোধ্য হইতেছে না। ভাষার দৈন্য ও ভাব-প্রকাশের অক্ষমতা হেতু ঐ সকল গ্রন্থে কোরান-শরিফের স্বর্গীয় উপদেশ ও বিশ্ব-হিতকর শিক্ষার আদর্শ আদৌ পরিস্ফুট হইয়া উঠে নাই। পক্ষান্তরে উচ্চ-শিক্ষিত ও নব্য-তান্ত্রিক ভ্রাতৃগণের মধ্যে যে দুই-একজন এই দায়িত্বপূর্ণ কার্য্যে ব্রতী হইয়াছেন, তাঁহাদের অনুবাদ আরও জটিল, দুর্ব্বোধ্য ও হেঁয়ালিপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে। শুধু ভাষা ও ভাব-প্রকাশের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া 'ব্রাকেটের' বেড়াজালে রাশি রাশি অতিরিক্ত শব্দ প্রয়োগ করায়, তাঁহাদের গ্রন্থে কোরান-শরিফের প্রকৃত উক্তি ও মূল-শিক্ষা একেবারেই চাপা পড়িয়া গিয়াছে। আল্লার বাণী বিশুদ্ধ সরল ভাষায় এবং সহজভাবে বুঝাইয়া দিতে কেহই সমর্থ হন নাই। ফলতঃ এ পর্য্যন্ত যে সকল অসম্পূর্ণ অনুবাদ বাহির হইয়াছে, তাহাতে ভাষায় দুর্ব্বোধ্য জড়তা ও হেঁয়ালি এবং ভাব-প্রকাশের অক্ষমতা ও কষ্ট-কল্পনা যেন জড়ীভূত হইয়া রহিয়াছে। অবশ্য যাঁহারা এই মহৎ কার্য্যে ব্রতী হইয়াছেন, তাঁহাদের উদ্দেশ্য, পরিশ্রম ও সাধনা প্রশংসনীয় হইলেও—কোরান-শরিফের অনুবাদ ঠিক যেরূপ হওয়া উচিত ছিল, তাঁহারা কেহই যে সেরূপ করিতে সমর্থ হন নাই—একথা বলিলে বোধ হয় কিছুমাত্র অত্যুক্তি হইবে না।

কোরান-শরিফের তফ্সীরের অবস্থা আরও শোচনীয়। বাংলা ভাষায় কোরান-শরিফের তফ্সীর যাহা বাহির হইয়াছে, তন্মধ্যে জ্ঞান গবেষণা ও চিন্তা-চালনার পরিচয় অতি অল্পই পাওয়া যায়। কেহ বদ্ধমূল সংস্কার বশতঃ বর্ত্তমান উন্নতিশীল জগতের জ্ঞান-বিজ্ঞান ও চিন্তা-ধারা সযত্নে বর্জ্জন করিয়া অন্ধযুগের পরিকল্পিত অসম্পূর্ণ মতবাদ ও অনৈতিহাসিক বিক্ষিপ্ত কাহিনীর পুনরুক্তি করিয়া স্ব স্ব তফ্সীর অযথা ভারাক্রান্ত করিয়া তুলিয়াছেন, কেহবা কাল ধর্ম্মের দোহাই দিয়া শুধু অবিশ্বাস ও কল্পনার আশ্রয় গ্রহণ পূর্ব্বক আল্লার কালামের অর্থ ও মর্ম্ম বিকৃত করিয়া সরল বিশ্বাসী লোকদিগকে পথভ্রান্ত করিতেছেন। অনেকের রচিত গ্রন্থ আবার সাম্প্রদায়িক সঙ্কীর্ণতা এবং পরমত-বিদ্বেষ-বিষে জর্জ্জরিত বলিলেও বলা যাইতে পারে।

কোরান শরিফের অনুবাদ-কার্য্যে সাফল্য লাভ করিতে হইলে যে সকল গুণের সমাবেশ থাকা একান্ত আবশ্যক, তন্মধ্যে আরব্য ভাষার গতি, প্রকৃতি ও ভাব-প্রকাশ ভঙ্গিমা এবং অনূদিত ভাষার রচনা-পদ্ধতি, বাক্য-বিন্যাস, শব্দ-গঠন, ধাতু-প্রত্যয়, ভাব-ব্যঞ্জনা ও মর্ম্ম দ্যোতনা সম্বন্ধে উপযুক্ত জ্ঞান ও যথেষ্ট অধিকার থাকা—আমি অপরিহার্য্য বলিয়াই মনে করি। সুতরাং বিশেষ প্রতিভাশালী অভিজ্ঞ ব্যক্তি ব্যতীত মামুলী ধরণের আলেম অথবা সাধারণ শিক্ষিত লোকের দ্বারা এই দায়িত্বপূর্ণ কার্য্য সম্পন্ন হওয়া কদাচ সম্ভবপর নহে। সেই জন্যই প্রচলিত অনুবাদ ও তফ্সীর-সমূহে এই সকল গুণের সমাবেশ অথবা বিকাশ আদৌ পরিলক্ষিত হইতেছে না। সুতরাং ঐ সকল গ্রন্থ জাতীয় সাহিত্য-ভাণ্ডারে স্থায়িত্ব লাভ করিবে বলিয়াও আশা করা যাইতে পারে না।

উপরোক্ত কারণে আমার নিজের অযোগ্যতা সত্ত্বেও কোরান-শরিফের একখানি সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর—সরল ও বিশুদ্ধ অনুবাদ এবং সর্ব্বসাধারণের বুঝিবার উপযোগী সহজবোধ্য তফ্‌সীর প্রণয়ন করিবার আশায় এই মহান্ কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছি। আমার অনুবাদ ও তফ্‌সীরের বিশেষত্ব এই যে, আমি আরবীর অনুবাদে কালোপযোগী সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ও উন্নত পন্থা অবলম্বন করিতে যত্নবান হইয়াছি। মূল আরবী আয়ত পার্শ্বে রাখিয়া—বন্ধনীর বিভীষিকার মধ্যে একটীও অতিরিক্ত শব্দ ব্যবহার না করিয়া, আরবী আয়ত ও শব্দের সংখ্যানুপাতে তুল্য-মর্ম্ম ও সম-ওজনের বাঙ্গালা প্রতিশব্দ ব্যবহার করিয়া বাক্য গঠন করা হইয়াছে। অনুদিত পদ-বিন্যাসে বিশুদ্ধ বাঙ্গালা রচনা-পদ্ধতি অবলম্বিত হইলেও আরবী আয়তের প্রকৃতি বজায় রাখিয়া যাহাতে কোরান-বাণীর অর্থ বা মর্ম্মের একটুও ব্যতিক্রম অথবা বিকৃতি না হয়, তৎপ্রতি বিশেষ সতর্ক দৃষ্টি রাখা হইয়াছে; অথচ ভাষা যতদূর সম্ভব সহজ, সরল, প্রাঞ্জল ও মধুর করা হইয়াছে। আমার অনুবাদ-পদ্ধতি ও রচনা-কৌশল ইন্‌শা-আল্লাহ্ কোরান শরিফের বিস্তৃত ভূমিকায় বিশেষরূপে বিশ্লেষিত হইবে।

অনুবাদের সহিত তফ্‌সীর অর্থাৎ ভাষ্য-সঙ্কলনেও আমাকে সম্পূর্ণ অভিনব পন্থা অবলম্বন করিতে হইয়াছে। কোনরূপ সংস্কার-বশে প্রাচীন ও আধুনিক কোন শ্রেণীর তফ্‌সীরই আমি একেবারে অগ্রাহ্য করিয়া উড়াইয়া দেই নাই। প্রাচীন তফ্‌সীর সমূহের মধ্যে যে সকল সিদ্ধান্ত অযৌক্তিক ও বর্জ্জনীয় তাহা বর্জ্জন করিয়াছি এবং যাহা যুক্তিপূর্ণ ও গ্রহণীয় তাহা সাদরে গ্রহণ করিয়াছি; সেইরূপ আধুনিক তফ্‌সীর-সমূহের যে সকল স্থানে শুধু সাম্প্রদায়িক-বিদ্বেষ, সত্য-গোপন প্রচেষ্টা ও কল্পনা-কলহ আছে, তাহা প্রত্যাখ্যান করিয়া উহার গবেষণা-মূলক যুক্তিপূর্ণ আলোচনাগুলি সাদরে গ্রহণ করা হইয়াছে। যেখানে মতভেদের সহিত অনিশ্চয়তা বিদ্যমান, সেখানে আবশ্যকানুসারে উভয়বিধ মতই সঙ্কলিত করিয়া দিয়াছি। ফলতঃ আমার তফ্‌সীর-অংশকে প্রাচীন ও আধুনিক তফ্‌সীরের সংক্ষিপ্ত সমন্বয় বলিলেও বলা যাইতে পারে।

আমি যে সকল বিশেষত্ব লইয়া এই দুরূহ কার্য্যে ব্রতী হইয়াছি, তাহার সংক্ষিপ্ত আভাষ প্রদান করিলাম। অবশ্য আমি ভ্রমেও এমন দাবী করিতেছি না যে, আমি এ বিষয়ে সর্ব্বাপেক্ষা বিজ্ঞ ও অভিজ্ঞ। অপরের ন্যায় আমারও সহস্র দোষ ত্রুটি বা অক্ষমতা থাকিতে পারে এবং তাহা থাকাই স্বাভাবিক। সেইজন্য আমি আমার সাধনার ফল কোরান-শরিফের ১ম হইতে শেষ পর্য্যন্ত তর্জ্জমা ও তফ্‌সীরের বিচার-ভার শ্রদ্ধেয় আলেম ও শিক্ষিত সমাজের উপর অর্পণ করিলাম। বলা বাহুল্য, আমি তাঁহাদের কর্ত্তব্য-ভার মাথায় করিয়া তাঁহাদেরই দ্বারে উপস্থিত করিতেছি। তাঁহারা অনুগ্রহ পূর্ব্বক আমার দোষ-ত্রুটি নির্দ্দেশ করিয়া দিলে, আমি কৃতজ্ঞতার সহিত সেগুলি সংশোধন করিতে যত্নবান হইব।

পরিশেষে স্বদেশবাসী ভ্রাতা-ভগ্নীগণের নিকট আমার বিনীত নিবেদন এই যে, আমি অতি ক্ষুদ্র শক্তি-সামর্থ্য লইয়া এই বিরাট কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছি। আল্লার "কালাম" ও রসুলের "তোহফা" লোক-সমাজে—ঘরে ঘরে প্রচার করাই আমার একমাত্র উদ্দেশ্য। কিন্তু সকলের সমবেত সাহায্য ও আন্তরিক সহানুভূতি ব্যতীত এই বিশাল কর্ত্তব্য-সমুদ্র অতিক্রম করিবার কোনই আশা নাই। এই কার্য্যের জন্য আমাকে বহু মূল্যবান তর্জ্জমা, তফ্‌সীর ও অন্যান্য গ্রন্থ সংগ্রহ করিতে হইয়াছে। এইরূপ কার্য্যে যে কিরূপ অজস্র অর্থ ব্যয়ের প্রয়োজন, তাহা ভুক্ত-ভোগী ব্যতীত অন্যে বুঝিবে না। যাহা হউক, আমি আপাততঃ প্রত্যেক ধর্ম্মপ্রাণ মুসলমান ভ্রাতা-ভগ্নীকে আমার এই কোরান শরিফ নিয়মিত পাঠ করিবার জন্য অনুরোধ করিতেছি। আজ আমি অতি সঙ্কুচিতভাবে কোরান-শরিফের ১ম হইতে ৩০ পারার বঙ্গানুবাদ ও তফ্‌সীর উপহার দিয়া বিদায় গ্রহণ করিতেছি।—আমিন।

নগর সুন্দরদী,
পোঃ—মুকসুদপুর,
জিঃ ফরিদপুর।
১৯৫৬

মোহাম্মদ আবদুল হাকিম

২য় পারা—সাইয়াকুল

১৭শ রুকু—ইস্‌লাম জগতের কেব্‌লা নির্দ্ধারণ

১৪২। মানবমণ্ডলীর অন্তর্গত নির্ব্বোধেরা অচিরেই বলিবে যে, কিসে তাহাদিগকে তাহাদের সেই কেব্‌লা হইতে প্রত্যাবর্ত্তিত করিল—যাহার দিকে তাহারা ছিল ? তুমি বল—পূর্ব্ব ও পশ্চিম আল্লারই জন্য ; তিনি যাহাকে ইচ্ছা সরল পথে পথ-প্রদর্শন করেন। ১৪৩। এবং এই রূপে আমি তোমাদিগকে আদর্শ সম্প্রদায় করিয়াছি—যেন তোমরা মানবগণের জন্য সাক্ষী হও এবং রসুলও তোমাদের জন্য সাক্ষী হয় ; এবং তুমি যে কেবলার দিকে ছিলে—তাহা আমি এতদ্ব্যতীত নির্দ্দেশ করি নাই যে, যে-ব্যক্তি রসুলের

١٤٢- سَيَقُوْلُ السُّفَهَآءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلّٰهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِىْ كَانُوْا عَلَيْهَا ط قُلْ لِّلّٰهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ ط يَهْدِيْ مَنْ يَّشَآءُ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ○

١٤٣- وَكَذٰلِكَ جَعَلْنٰكُمْ اُمَّةً وَّسَطًا لِّتَكُوْنُوْا شُهَدَآءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُوْنَ الرَّسُوْلُ عَلَيْكُمْ شَهِيْدًا ط وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِىْ كُنْتَ عَلَيْهَآ اِلَّا لِنَعْلَمَ

১৪২। **কেব্‌লা**—দিক, অভিমুখ অথবা লক্ষ্য। কিন্তু সাধারণতঃ উপাসনা-কালীন লক্ষ্যস্থল বা উহার অভিমুখীন হওয়াকেই কেব্‌লা বলা হয়।

ঐশীগ্রন্থ তওরাত ও তৎকালীন পুরাকাহিনীর বিবরণে প্রতিপন্ন হয় যে, নবীবর হজরত এবরাহিমের যুগ হইতে ঐশীগৃহ 'কাবা' আরবীয় সকল সম্প্রদায়ের মনোনীত পুণ্যস্থল রূপে সম্মানিত হইয়া আসিতেছে। হজরত এবরাহিম বিশ্ববাসীর কেব্‌লা নির্দ্ধারণের জন্যই এই পুণ্য-গৃহের ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন—(২—২২৫)। সুতরাং যাহারা এবরাহিমী ধর্ম্মের অনুগামী—প্রকৃতপক্ষে "কাবা" তাহাদেরই ধর্ম্মজীবনের একমাত্র লক্ষ্যস্থল। নবীবর হজরত এবরাহিমের এই বিশ্বজনীন্ কেব্‌লা সম্বন্ধে আরবেরা নিঃসংশয়রূপে পরিজ্ঞাত ছিল ; কিন্তু তথাপি নির্ব্বোধ ইহুদী ও ক্ষীণবিশ্বাসী মোনাফেক দল বিদ্বেষবশে যে এই কেব্‌লা পরিবর্ত্তনের প্রতিবাদ করিতে উদ্যত হইবে, তাহাই এই আয়তে উল্লিখিত হইয়াছে।

যদিও পূর্ব্ব ও পশ্চিম সকল দিকই আল্লার সমক্ষে সমান, তথাপি লক্ষ্যস্থল যেরূপ উৎকৃষ্ট ও শ্রেষ্ঠতর হইবে, তাহার পরিণামও তদ্রূপ শুভ ও উজ্জ্বল হইবে। এই হেতু বিশ্বজনীন্ ধর্ম্ম ইসলামের জন্য উজ্জ্বলতম ও শ্রেষ্ঠতর কেব্‌লা নির্দ্ধারিত হইল।

১৪৩। **ওসাতা**—অর্থে কোন বস্তুর মধ্যস্থলকে বুঝায়। সুতরাং যাহা মধ্যস্থলে অবস্থিত তাহাই অনুপম ও শ্রেষ্ঠ, তাহার সমকক্ষ অন্য কিছুই হইতে পারে না। এজন্য **উম্মাতাও ওসাতা** বলিলে শ্রেষ্ঠতম মণ্ডলী বা আদর্শ-সম্প্রদায় বুঝিতে হইবে।—বহরুল মহিত।

অতএব তোমাদের জন্য যেরূপ সর্ব্বোৎকৃষ্ট কেব্‌লা নির্দ্ধারণ করা হইল, সেইরূপ তোমাদিগকে আদর্শ-সম্প্রদায় নির্ব্বাচিত করা হইল—যেন তোমরা তোমাদের রসুলের আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া বিশ্ববাসীর জন্য আদর্শ স্বরূপ হও এবং দিকভ্রান্ত জগদ্বাসী তোমাদের প্রদর্শিত সুপথের অনুসরণ করিয়া ধন্য হয়।

مَنْ يَّتَّبِعُ الرَّسُوْلَ مِمَّنْ يَّنْقَلِبُ
عَلٰى عَقِبَيْهِ ؕ وَاِنْ كَانَتْ لَكَبِيْرَةً
اِلَّا عَلَى الَّذِيْنَ هَدَى اللّٰهُ ؕ
وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُضِيْعَ اِيْمَانَكُمْ ؕ
اِنَّ اللّٰهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ ۝
١٤٤- قَدْ نَرٰى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ

অনুসরণ করে—তাহা হইতে যে স্বীয় পদদ্বয়ে পশ্চাদ্বর্ত্তিত হয়, আমি তাহাকে প্রভেদ করিয়া দিব ; এবং আল্লাহ যাহাদিগকে পথ-প্রদর্শন করিয়াছেন, তদ্ব্যতীত অপরের জন্য অবশ্যই ইহা কঠোরতর ; এবং আল্লাহ এরূপ নহেন যে, তোমাদের বিশ্বাস বিনষ্ট করেন ; নিশ্চয় আল্লাহ মানবগণের প্রতি স্নেহশীল করুণাময়।
১৪৪। নিশ্চয় আমি আকাশের দিকে তোমার মুখমণ্ডল প্রত্যাবর্ত্তিত অবলোকন

কোন কোন তফসীরকারের মতে 'শাহিদ' বা সাক্ষী অর্থে অপরের নিকট প্রত্যাদেশ বা জ্ঞান উপস্থাপিত করা বুঝায় ; এইজন্য তাঁহাদের মতে ইহার তাৎপর্য্য—পবিত্রকারী, এমাম বা নেতা।—তঃ কবির ও বহরুল মহিত।

কেব্‌লা পরিবর্ত্তনের কারণ—হজরত মোহাম্মদ মোস্তফা যখন ইসলাম ধর্ম্ম প্রচারে প্রবৃত্ত হন, তখন বিরুদ্ধবাদী কোরেশেরা তাঁহাকে নানাভাবে লাঞ্ছিত ও নিগৃহীত করিতে আরম্ভ করে। কিন্তু শত্রুকুলের নির্ম্মম অত্যাচার-উৎপীড়নে তাঁহার প্রবল প্রচার বাসনা কিছুতেই প্রদমিত হইল না ; বরং অনুদিন তাঁহার শিষ্য-সংখ্যা পরিবর্দ্ধিত হইতে লাগিল। এই সময়ে বহু ক্ষীণ-বিশ্বাসী ভয়ে, বিস্ময়ে বা স্বার্থের প্রলোভনে ইসলাম গ্রহণ করিয়াছিল। পরে এই সকল কপট-বিশ্বাসীর গুপ্ত শত্রুতায় মোসলেমবৃন্দ অতিষ্ঠ হইয়া উঠেন। তাহাদের কবল হইতে পরিত্রাণ মানসে হজরত রসুলোল্লাহ জেরুজালেমস্থিত বয়তুল-মোকাদ্দস্‌কে তৎকালে কেব্‌লা মনোনীত করেন। ইহাতে কাবার প্রতিমা-পূজক মক্কাবাসী মোনাফেক দল অবজ্ঞাভরে সরিয়া পড়ে। এইরূপে মোসলেম সমাজ তৎকালে গুপ্ত-শত্রুর কবল হইতে মুক্তিলাভ করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। আবার যখন মদিনায় আসিয়া অবস্থান করেন, তখনও এইরূপ বহু কপট-বিশ্বাসী মোসলেম-দলভুক্ত হইয়াছিল। এই মোনাফেক-দল তাহাদের অধিনেতা আবদুল্লাহ-বেন্ ওবায়ের ইঙ্গিতে গুপ্তভাবে মোসলেম সমাজের অনিষ্টাচরণ করিত। তাহাদের গুপ্ত শত্রুতায় ও ষড়যন্ত্রে মোসলেম-সমাজ ব্যতিব্যস্ত ও উদ্বিগ্ন হইয়া তাহাদের নির্ম্মম কবল হইতে মুক্তিলাভের জন্য ব্যাকুল হইয়াছিলেন। হিজরীর সপ্তদশ মাস পরে, একদা জোহরের নামাজ পাঠ কালে অকস্মাৎ কেবলা সম্বন্ধে প্রত্যাদেশ অবতীর্ণ হইল এবং হজরত রসুলোল্লাহ ধ্যানমগ্নাবস্থায় তখনই কাবা-মুখীন হইলেন। এই আকস্মিক কেব্‌লা পরিবর্ত্তনে বিদ্বেষী ইহুদীরা বিদ্রূপ করিল এবং ক্ষীণ-বিশ্বাসী মোনাফেকদিগের অন্তরে সন্দেহের উদ্রেক হইল ; তাহারা দলে দলে সত্যধর্ম্ম হইতে সরিয়া পড়িল। ইহাতে তাহাদের প্রকৃত স্বরূপ প্রকাশিত হইয়া পড়ে। এইরূপে তৎকালীন মোসলেম-সমাজ প্রচ্ছন্ন ষড়যন্ত্রের কবল হইতে নিষ্কৃতি প্রাপ্ত হন। সেইজন্য আল্লাহতা'লা বলিতেছেন—"কিন্তু যে ব্যক্তি স্বীয় পদদ্বয়ে পশ্চাদ্বর্ত্তিত হয়—তাহা হইতে যে রসুলের অনুসরণ করে, আমি তাহাকে প্রভেদ করিব।"—এই উদ্দেশেই কাবাকেই কেব্‌লা নির্দ্ধারণ করা হইল। পক্ষান্তরে এই কেব্‌লা পরিবর্ত্তনে প্রকৃত বিশ্বাসী মোসলেমগণের অন্তরে বিশ্বাস দৃঢ়তর হইয়াছিল।

না-লম—প্রকৃত অর্থ 'আমি জানিতে পারিব।' বহু তফ্‌সীরকারের মতে এস্থলে 'প্রভেদ করিব' অর্থ পরিগৃহীত হইয়াছে।—বহরুল মহিত।

১৪৪। নবুয়তের প্রারম্ভেই নামাজ ফরজ হইয়াছিল। কিন্তু এ যাবত কেব্‌লা সম্বন্ধে কোন প্রত্যাদেশ অবতীর্ণ হয় নাই। এজন্য মদিনায় অবস্থান কালে হজরত রসুলোল্লাহ প্রায়ই কেবলা

করিতেছি; ফলতঃ আমি তোমাকে সেই কেবলামুখীন্ করিব—যাহা তুমি কামনা করিতেছ; অতএব তুমি পবিত্রতম মস্‌জেদের দিকে তোমার মুখমণ্ডল ফিরাও এবং তোমরা যে যেখানে আছ তোমাদের আনন তদ্দিকেই প্রত্যাবর্ত্তিত কর; এবং নিশ্চয় যাহাদিগকে গ্রন্থ প্রদত্ত হইয়াছে তাহারা অবগত আছে যে, অবশ্যই ইহা তাহাদের প্রতিপালকের সত্য; এবং তাহারা যাহা করিতেছে

فِي السَّمَاءِ ج فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً
تَرْضٰهَا ص فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ
الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ط وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ
فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهٗ ط وَإِنَّ الَّذِينَ
أُوتُوا الْكِتٰبَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ
مِنْ رَبِّهِمْ ط وَمَا اللّٰهُ بِغَافِلٍ عَمَّا

সম্বন্ধীয় প্রত্যাদেশের জন্য উদ্‌গ্রীব থাকিতেন। হজরতের অভ্যাস ছিল যে, কোন বিষয়ে প্রত্যাদিষ্ট না হইলে তিনি তদ্বিষয়ে গ্রন্থানুগামী সমাজের আচার-পদ্ধতির অনুসরণ করিতেন এবং তদনুসারে তিনি মক্কায় অবস্থানকালে ইহুদী প্রথার অনুসরণে বয়তুল মোকাদ্দসকে 'কেবলা' মনোনীত করিয়া নামাজ পাঠ করিতেন। কিন্তু মদিনায় নামাজ পাঠ কালে 'কাবা' পশ্চাদ্ভাগে পড়িত বলিয়া তিনি ব্যথিত ও মনঃক্ষুণ্ণ হইতেন এবং নবীবর হজরত এবরাহিমের প্রতিষ্ঠিত ঐশীগৃহ কাবার মহিমায় আকৃষ্ট হইয়া তদ্দিকে কেবলা-মুখীন হইতে আগ্রহান্বিত হইয়া সতত প্রত্যাদেশের জন্য আকাশের দিকে সতৃষ্ণ নয়নে তাকাইয়া থাকিতেন। তাই আল্লাহতা'লা 'মসজেদল-হারাম' বা পবিত্র কাবাকে কেব্‌লা নির্দ্ধারণ করিয়া তাঁহার আন্তরিক বাসনা পূর্ণ করিলেন।

একটী বিশ্বস্ত রওয়ায়েতে প্রকাশ—হজরত রসুলোল্লাহ নিজেকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছিলেন, "আমিই আমার পিতৃপুরুষ এবরাহিমের প্রার্থনার ফল স্বরূপ।" গ্রন্থানুগামী ইহুদী সমাজও ইহা নিঃসংশয়রূপে পরিজ্ঞাত ছিল যে, হজরত এসমাইলের বংশধরগণের মধ্য হইতেই "শেষ নবী" আবির্ভূত হইবেন এবং তদ্বিষয়ে আল্লাহতা'লাও আশীর্ব্বাদ করিয়াছেন (আদি পুস্তক)। নবীবর হজরত এবরাহিম স্বহস্তে যে ঐশীগৃহের প্রতিষ্ঠা করিয়া তথায় স্বীয় প্রিয়পুত্র হজরত এসমাইলকে রাখিয়া গিয়াছিলেন, তাঁহারই পবিত্র বংশে যে সেই "প্রতিজ্ঞাত শ্রেষ্ঠ নবী" আবির্ভূত হইবেন, তাহা ইহুদী সমাজের অজ্ঞাত ছিল না। অতএব "নিশ্চয় যাহাদিগকে গ্রন্থ প্রদত্ত হইয়াছে, তাহারা অবগত আছে যে, অবশ্যই ইহা তাহাদের প্রতিপালকের সত্য।"

মসজেদল-হারাম—পবিত্রম মসজেদ বা কাবা-শরিফ। এই মসজেদের সীমানায় জীবহত্যা ও অনিষ্টকর কার্য্য করা হারাম। এইজন্য কা'বা শরিফকে "মসজেদল হারাম" বলা হয়।

পুণ্যস্থান—যখন কোন নগণ্য স্থানকে কোন মহাপুরুষ নিজের সাধন ক্ষেত্র রূপে স্থির করিয়া ঐশী ধ্যান-ধারণায় ও সেবা-সাধনায় উহাকে পবিত্র ও ধন্য করিয়া তুলেন, তখন সেই স্থানে আল্লার করুণারাশি বর্ষিত হয়। লোকে পবিত্র জ্ঞানে দলে দলে আসিয়া সেই স্থানে সমবেত হইয়া থাকে। এইরূপে যুগের পর যুগ ব্যাপিয়া কেহ না কেহ ঐ পবিত্রতম সাধনক্ষেত্রে আল্লার ধ্যানে অতিবাহিত করিয়া থাকেন; তাহাতে কালক্রমে ঐ স্থানটি পবিত্রতার আকর্ষণে মহিমান্বিত ও সম্মানিত পুণ্যস্থানে পরিণত হয়। নবীবর হজরত এবরাহিম এই নির্জ্জন শৈলসঙ্কুল মরুপ্রান্তরে মক্কা নগরীর প্রাণপ্রতিষ্ঠা করেন এবং আল্লার উপাসনা ও মহিমা কীর্ত্তনের জন্য তথায় ঐশীধাম কাবাগৃহ নির্ম্মাণ করেন। হজরত এবরাহিম ও তদীয় পুত্র হজরত এসমাইলের অসাধ্য সাধনায় ও আন্তরিক আশীর্ব্বাদে ঐ স্থানটী জনপূর্ণ ও মহিমান্বিত হইয়া উঠে। নবীবর এবরাহিমের পর হইতে বহু নবী পর্য্যায়ক্রমে 'কাবায়' হজ্জব্রত পালন করিয়া গিয়াছেন। তাঁহাদের অনুসরণে সমগ্র আরববাসী পুরুষানুক্রমে ভক্তিভরে উহার সম্মান করিয়া আসিয়াছে। সুতরাং কাবার প্রতি এই যে

করিতেছি ; ফলতঃ আমি তোমাকে সেই কেবলামুখীন্ করিব—যাহা তুমি কামনা করিতেছ ; অতএব তুমি পবিত্রতম মস্‌জেদের দিকে তোমার মুখমণ্ডল ফিরাও এবং তোমরা যে যেখানে আছ তোমাদের আনন তদ্দিকেই প্রত্যাবর্ত্তিত কর ; এবং নিশ্চয় যাহাদিগকে গ্রন্থ প্রদত্ত হইয়াছে তাহারা অবগত আছে যে, অবশ্যই ইহা তাহাদের প্রতিপালকের সত্য ; এবং তাহারা যাহা করিতেছে

فِي السَّمَاءِ ج فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً
تَرْضٰهَا ص فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ
الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ط وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ
فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهٗ ط وَإِنَّ الَّذِينَ
أُوتُوا الْكِتٰبَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ
مِنْ رَّبِّهِمْ ط وَمَا اللّٰهُ بِغٰفِلٍ عَمَّا

সম্বন্ধীয় প্রত্যাদেশের জন্য উদ্‌গ্রীব থাকিতেন। হজরতের অভ্যাস ছিল যে, কোন বিষয়ে প্রত্যাদিষ্ট না হইলে তিনি তদ্বিষয়ে গ্রন্থানুগামী সমাজের আচার-পদ্ধতির অনুসরণ করিতেন এবং তদনুসারে তিনি মক্কায় অবস্থানকালে ইহুদী প্রথার অনুসরণে বয়তুল মোকাদ্দসকে ‘কেবলা’ মনোনীত করিয়া নামাজ পাঠ করিতেন। কিন্তু মদিনায় নামাজ পাঠ কালে ‘কাবা’ পশ্চাদ্ভাগে পড়িত বলিয়া তিনি ব্যথিত ও মনঃক্ষুণ্ণ হইতেন এবং নবীবর হজরত এবরাহিমের প্রতিষ্ঠিত ঐশীগৃহ কাবার মহিমায় আকৃষ্ট হইয়া তদ্দিকে কেবলা-মুখীন হইতে আগ্রহান্বিত হইয়া সতত প্রত্যাদেশের জন্য আকাশের দিকে সতৃষ্ণ নয়নে তাকাইয়া থাকিতেন। তাই আল্লাহতা’লা ‘মসজেদল-হারাম’ বা পবিত্র কাবাকে কেব্‌লা নির্দ্ধারণ করিয়া তাঁহার আন্তরিক বাসনা পূর্ণ করিলেন।

একটী বিশ্বস্ত রওয়ায়েতে প্রকাশ—হজরত রসুলোল্লাহ নিজেকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছিলেন, “আমিই আমার পিতৃপুরুষ এবরাহিমের প্রার্থনার ফল স্বরূপ।” গ্রন্থানুগামী ইহুদী সমাজও ইহা নিঃসংশয়রূপে পরিজ্ঞাত ছিল যে, হজরত এসমাইলের বংশধরগণের মধ্য হইতেই “শেষ নবী” আবির্ভূত হইবেন এবং তদ্বিষয়ে আল্লাহতা’লাও আশীর্ব্বাদ করিয়াছেন (আদি পুস্তক)। নবীবর হজরত এবরাহিম স্বহস্তে যে ঐশীগৃহের প্রতিষ্ঠা করিয়া তথায় স্বীয় প্রিয়পুত্র হজরত এসমাইলকে রাখিয়া গিয়াছিলেন, তাঁহারই পবিত্র বংশে যে সেই “প্রতিজ্ঞাত শ্রেষ্ঠ নবী” আবির্ভূত হইবেন, তাহা ইহুদী সমাজের অজ্ঞাত ছিল না। অতএব “নিশ্চয় যাহাদিগকে গ্রন্থ প্রদত্ত হইয়াছে, তাহারা অবগত আছে যে, অবশ্যই ইহা তাহাদের প্রতিপালকের সত্য।”

মসজেদল-হারাম—পবিত্রম মসজেদ বা কাবা-শরিফ। এই মসজেদের সীমানায় জীবহত্যা ও অনিষ্টকর কার্য্য করা হারাম। এইজন্য কা’বা শরিফকে “মসজেদল হারাম” বলা হয়।

পুণ্যস্থান—যখন কোন নগণ্য স্থানকে কোন মহাপুরুষ নিজের সাধন ক্ষেত্র রূপে স্থির করিয়া ঐশী ধ্যান-ধারণায় ও সেবা-সাধনায় উহাকে পবিত্র ও ধন্য করিয়া তুলেন, তখন সেই স্থানে আল্লার করুণারাশি বর্ষিত হয়। লোকে পবিত্র জ্ঞানে দলে দলে আসিয়া সেই স্থানে সমবেত হইয়া থাকে। এইরূপে যুগের পর যুগ ব্যাপিয়া কেহ না কেহ ঐ পবিত্রতম সাধনক্ষেত্রে আল্লার ধ্যানে অতিবাহিত করিয়া থাকেন ; তাহাতে কালক্রমে ঐ স্থানটি পবিত্রতার আকর্ষণে মহিমান্বিত ও সম্মানিত পুণ্যস্থানে পরিণত হয়। নবীবর হজরত এবরাহিম এই নির্জ্জন শৈলসঙ্কুল মরুপ্রান্তরে মক্কা নগরীর প্রাণপ্রতিষ্ঠা করেন এবং আল্লার উপাসনা ও মহিমা কীর্ত্তনের জন্য তথায় ঐশীধাম কাবাগৃহ নির্ম্মাণ করেন। হজরত এবরাহিম ও তদীয় পুত্র হজরত এসমাইলের অসাধ্য সাধনায় ও আন্তরিক আশীর্ব্বাদে ঐ স্থানটী জনপূর্ণ ও মহিমান্বিত হইয়া উঠে। নবীবর এবরাহিমের পর হইতে বহু নবী পর্য্যায়ক্রমে ‘কাবায়’ হজ্জব্রত পালন করিয়া গিয়াছেন। তাঁহাদের অনুসরণে সমগ্র আরববাসী পুরুষানুক্রমে ভক্তিভরে উহার সম্মান করিয়া আসিয়াছে। সুতরাং কাবার প্রতি এই যে

তদ্বিষয়ে আল্লাহ অমনোযোগী নহেন।
১৪৫। এবং যাহাদিগকে গ্রন্থ প্রদত্ত হইয়াছে তাহাদের নিকট যদি তুমি সমুদয় নিদর্শন আনয়ন কর, তবুও তাহারা তোমার কেবলার অনুবর্ত্তন করিবে না; এবং তুমিও তাহার কেব্‌লার অনুবর্ত্তী নও এবং তাহারা কেহই কাহারো কেব্‌লার অনুসরণকারী হইবে না; এবং তোমার নিকট যে জ্ঞান আসিয়াছে, তৎপর যদি তুমি তাহাদের প্রবৃত্তির অনুসরণ কর, তবে নিশ্চয় তুমি অত্যাচারিগণের অন্তর্গত হইবে।

يَعْمَلُوْنَ ○ ١٤٥- وَلَئِنْ اَتَيْتَ
الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ بِكُلِّ اٰيَةٍ مَّا
تَبِعُوْا قِبْلَتَكَ ج وَمَا اَنْتَ بِتَابِعٍ
قِبْلَتَهُمْ ج وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ
بَعْضٍ ط وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ اَهْوَاءَهُمْ
مِّنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ لا
اِنَّكَ اِذًا لَّمِنَ الظّٰلِمِيْنَ ○

দেশবাসীর শত-সহস্র বর্ষের ভক্তি-সম্মান তাহা কি নিষ্ফল হইবে? ইহা যে তাহাদের জাতীয় জীবনের কেন্দ্রস্থল—'কেব্‌লা'। এই বহু বর্ষের সাধন-লব্ধ বিশ্বজনীন্ 'কেব্‌লা' কি উপেক্ষিত হইয়া সম্প্রদায়-বিশেষের মনোনীত বয়তুল্-মোকাদ্দস চিরকালের জন্য জগদ্বাসীর কেব্‌লা নির্দ্ধারিত হইতে পারে? নবীবর হজরত এবরাহিম ও হজরত এসমাইলের আন্তরিক আশীর্ব্বাদ কি বিফল হইবে? তাহা কখনই হইতে পারে না। তাই আল্লাহতা'লা সমগ্র বিশ্ববাসীর জন্য পুণ্যধাম কাবাকেই বিশ্বজনীন্ কেব্‌লা রূপে নির্দ্ধারিত করিয়া দিলেন।

যদিও ইতিপূর্ব্বে হজরত রসুলোল্লাহ বয়তুল-মোকাদ্দসকে কেব্‌লা নির্দ্ধারণ করিয়াছিলেন, তাহা শুধু বিশ্বাসিগণের পরীক্ষার জন্য। এতদিনে এই মহাপরীক্ষায় প্রকৃত বিশ্বাসী দল উত্তীর্ণ হইলেন। সুতরাং এখন আর এই স্বতন্ত্র ও সঙ্কীর্ণ কেব্‌লার কোনই আবশ্যকতা রহিল না এবং পবিত্র বয়তুল্লা চিরকালের জন্য মোস্‌লেম-জগতের কেন্দ্রস্থল রূপে নির্দ্ধারিত হইল।—মায়া'রুফুল কোরান।

১৪৫। হজরত মোহাম্মদ মোস্তফার নবুয়ত ও বয়তুল্লার কেব্‌লা হওয়া বিষয় গ্রন্থানুগামী ইহুদী সমাজের অজ্ঞাত ছিল না। হজরত এ যাবত তাহাদের আচার-পদ্ধতি ও কেব্‌লার অনুসরণ করিতেন বলিয়া তাহারা পুলকিত হইত এবং তাঁহাকে সীমাবদ্ধ আরবের নবী ধারণা করিয়া তাঁহার দাবী নীরবে মানিয়া লইত। এক্ষণে এই কেব্‌লা পরিবর্ত্তনে তাহাদের ধারণা জন্মিল যে, তিনি তাহাদের বিরুদ্ধাচরণে উদ্যত হইয়াছেন এবং বনি-এসরাইলের নবুয়ত বনি-এসমাইলে প্রবর্ত্তিত হইতেছে। এজন্য তাহারা বিদ্বেষবশে হজরতের বিরুদ্ধাচরণে বদ্ধপরিকর হয়। তাহারা এই সময়ে বিদ্বেষ-বিষে এরূপ অন্ধ ও ক্ষিপ্ত হইয়াছিল যে, এই বিশ্বজনীন কেব্‌লা সম্বন্ধে সর্ব্ববিধ অকাট্য ও উজ্জ্বল প্রমাণ তাহাদের নিকট হতাদৃত ও উপেক্ষিত হইতে লাগিল; তাহারা কোন মতেই বয়তুল্লাকে কেব্‌লা স্বীকার করিল না। পক্ষান্তরে এরূপ বিশ্বজনীন্ কেব্‌লা ছাড়িয়া হজরত রসুলোল্লাহ কিরূপে তাহাদের সঙ্কীর্ণ কেব্‌লাকে গ্রহণ করিবেন? এতদ্ব্যতীত ইহুদী ও খৃষ্টানগণের মধ্যেও পরস্পর কেব্‌লার স্থিরতা ছিল না। তাহারা উভয়েই বয়তুল-মোকাদ্দসকে সম্মান করিত; কিন্তু ইহুদীগণের কেব্‌লা একদিকে ও সামেরীয়গণের কেব্‌লা অপরদিকে নির্দ্দিষ্ট ছিল; পক্ষান্তরে খৃষ্টানগণের কেব্‌লা পূর্ব্বদিকে অনুসৃত হইত (মন্নুর); একমাত্র ইসলামের কেব্‌লা একই কেন্দ্রে লক্ষীভূত এবং আজ বিশ্বের ষাট কোটী মুসলমানের অন্তর্দৃষ্টি একই কেবলা—বয়তুল্লার দিকে নিবদ্ধ।

يَعْمَلُونَ ۝ ١٤٥- وَلَئِنْ أَتَيْتَ
الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَّا
تَبِعُوا قِبْلَتَكَ ۚ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ
قِبْلَتَهُمْ ۚ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ
بَعْضٍ ۚ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ
مِّنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ ۙ
إِنَّكَ إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ ۝

তদ্বিষয়ে আল্লাহ অমনোযোগী নহেন।
১৪৫। এবং যাহাদিগকে গ্রন্থ প্রদত্ত হইয়াছে তাহাদের নিকট যদি তুমি সমুদয় নিদর্শন আনয়ন কর, তবুও তাহারা তোমার কেবলার অনুবর্ত্তন করিবে না; এবং তুমিও তাহার কেব্‌লার অনুবর্ত্তী নও এবং তাহারা কেহই কাহারো কেব্‌লার অনুসরণকারী হইবে না; এবং তোমার নিকট যে জ্ঞান আসিয়াছে, তৎপর যদি তুমি তাহাদের প্রবৃত্তির অনুসরণ কর, তবে নিশ্চয় তুমি অত্যাচারিগণের অন্তর্গত হইবে।

দেশবাসীর শত-সহস্র বর্ষের ভক্তি-সম্মান তাহা কি নিষ্ফল হইবে? ইহা যে তাহাদের জাতীয় জীবনের কেন্দ্রস্থল—'কেব্‌লা'। এই বহু বর্ষের সাধন-লব্ধ বিশ্বজনীন্ 'কেব্‌লা' কি উপেক্ষিত হইয়া সম্প্রদায়-বিশেষের মনোনীত বয়তুল্-মোকাদ্দস চিরকালের জন্য জগদ্বাসীর কেব্‌লা নির্দ্ধারিত হইতে পারে? নবীবর হজরত এবরাহিম ও হজরত এসমাইলের আন্তরিক আশীর্ব্বাদ কি বিফল হইবে? তাহা কখনই হইতে পারে না। তাই আল্লাহতা'লা সমগ্র বিশ্ববাসীর জন্য পুণ্যধাম কাবাকেই বিশ্বজনীন্ কেব্‌লা রূপে নির্দ্ধারিত করিয়া দিলেন।

যদিও ইতিপূর্ব্বে হজরত রসুলোল্লাহ বয়তুল-মোকাদ্দসকে কেব্‌লা নির্দ্ধারণ করিয়াছিলেন, তাহা শুধু বিশ্বাসিগণের পরীক্ষার জন্য। এতদিনে এই মহাপরীক্ষায় প্রকৃত বিশ্বাসী দল উত্তীর্ণ হইলেন। সুতরাং এখন আর এই স্বতন্ত্র ও সঙ্কীর্ণ কেব্‌লার কোনই আবশ্যকতা রহিল না এবং পবিত্র বয়তুল্লা চিরকালের জন্য মোস্‌লেম-জগতের কেন্দ্রস্থল রূপে নির্দ্ধারিত হইল।—মায়া'রুফুল কোরান।

১৪৫। হজরত মোহাম্মদ মোস্তফার নবুয়ত ও বয়তুল্লার কেব্‌লা হওয়া বিষয় গ্রন্থানুগামী ইহুদী সমাজের অজ্ঞাত ছিল না। হজরত এ যাবত তাহাদের আচার-পদ্ধতি ও কেব্‌লার অনুসরণ করিতেন বলিয়া তাহারা পুলকিত হইত এবং তাঁহাকে সীমাবদ্ধ আরবের নবী ধারণা করিয়া তাঁহার দাবী নীরবে মানিয়া লইত। এক্ষণে এই কেব্‌লা পরিবর্ত্তনে তাহাদের ধারণা জন্মিল যে, তিনি তাহাদের বিরুদ্ধাচরণে উদ্যত হইয়াছেন এবং বনি-এসরাইলের নবুয়ত বনি-এসমাইলে প্রবর্ত্তিত হইতেছে। এজন্য তাহারা বিদ্বেষবশে হজরতের বিরুদ্ধাচরণে বদ্ধপরিকর হয়। তাহারা এই সময়ে বিদ্বেষ-বিষে এরূপ অন্ধ ও ক্ষিপ্ত হইয়াছিল যে, এই বিশ্বজনীন কেব্‌লা সম্বন্ধে সর্ব্ববিধ অকাট্য ও উজ্জ্বল প্রমাণ তাহাদের নিকট হতাদৃত ও উপেক্ষিত হইতে লাগিল; তাহারা কোন মতেই বয়তুল্লাকে কেব্‌লা স্বীকার করিল না। পক্ষান্তরে এরূপ বিশ্বজনীন্ কেব্‌লা ছাড়িয়া হজরত রসুলোল্লাহ কিরূপে তাহাদের সঙ্কীর্ণ কেব্‌লাকে গ্রহণ করিবেন? এতদ্ব্যতীত ইহুদী ও খৃষ্টানগণের মধ্যেও পরস্পর কেব্‌লার স্থিরতা ছিল না। তাহারা উভয়েই বয়তুল-মোকাদ্দসকে সম্মান করিত; কিন্তু ইহুদীগণের কেব্‌লা একদিকে ও সামেরীয়গণের কেব্‌লা অপরদিকে নির্দ্দিষ্ট ছিল; পক্ষান্তরে খৃষ্টানগণের কেব্‌লা পূর্ব্বদিকে অনুসৃত হইত (মন্নুর); একমাত্র ইসলামের কেব্‌লা একই কেন্দ্রে লক্ষীভূত এবং আজ বিশ্বের ষাট কোটী মুসলমানের অন্তর্দৃষ্টি একই কেবলা—বয়তুল্লার দিকে নিবদ্ধ।

১৪৬। আমি যাহাদিগকে গ্রন্থ প্রদান করিয়াছি, তাহারা তাহাকে এরূপ চিনিতেছে—যেরূপ আপন সন্তানদিগকে চিনিয়া থাকে; এবং নিশ্চয় তাহাদের একদল জ্ঞাতসারে সত্যকে গোপন করিতেছে। ১৪৭। সত্য তোমার প্রতি-পালকের; অতএব তুমি সংশয়িগণের অন্তর্গত হইও না।

١٤٦- اَلَّذِيْنَ اٰتَيْنٰهُمُ الْكِتٰبَ يَعْرِفُوْنَهٗ كَمَا يَعْرِفُوْنَ اَبْنَآءَهُمْ ط وَاِنَّ فَرِيْقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُوْنَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُوْنَ ○ ١٤٧- اَلْحَقُّ مِنْ رَّبِّكَ فَلَا تَكُوْنَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِيْنَ ع

১৮শ রুকু—মোসলেম-জগতের লক্ষ্যস্থল-কাবা

১৪৮। এবং প্রত্যেকের জন্য এক-একটী লক্ষ্যস্থল আছে, সে তদ্দিকেই মুখমণ্ডল প্রত্যাবর্ত্তিত করে; অতএব তোমরা কল্যাণের দিকে ধাবিত হও; তোমরা যে যেখানে আছ, আল্লাহ তোমাদের সকলকেই একত্রিত করিবেন; নিশ্চয় আল্লাহ সর্ব্ববিষয়োপরি শক্তিমান। ১৪৯। এবং তুমি যেখান হইতেই নিষ্ক্রান্ত হইবে—তোমার আনন পবিত্রতম মসজেদের দিকে প্রত্যাবর্ত্তিত কর এবং নিশ্চয় ইহাই তোমার প্রতিপালকের

١٤٨- وَلِكُلٍّ وِّجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيْهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرٰتِ ط اَيْنَ مَا تَكُوْنُوْا يَاْتِ بِكُمُ اللّٰهُ جَمِيْعًا ط اِنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ○ ١٤٩- وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ط وَاِنَّهٗ لَلْحَقُّ

১৪৬। ইহুদীগণ যেরূপ তাহাদের বংশোদ্ভূত এসরাইল-বংশীয় নবীগণকে চিনিত, সেইরূপ তাহারা এসমাইল-বংশীয় বিশ্বনবীকেও চিনিয়াছিল; কেননা উভয় বংশই নবীবর হজরত এবরাহিম হইতে সমুদ্ভূত। আল্লাহতা'লা নবীবর এবরাহিমের আশীর্ব্বাদে এসমাইল ও এসরাইল—তাঁহার এই উভয় পুত্রের বংশধরের প্রতিই সৌভাগ্য দানে প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন এবং অবশেষে হজরত মুসার ভবিষ্যদ্বাণী অনুসারে এসরাইল ভ্রাতা এসমাইল-বংশেই শেষনবী আবির্ভূত হন।

১৪৮। আল্লাহতা'লা মোসলেমগণের মধ্যে একত্ব প্রতিষ্ঠা করিয়া তাহাদিগকে এক অখণ্ড জাতিতে পরিণত করিবার জন্যই তিনি তাহাদের জন্য একই কেব্‌লা নির্দ্ধারণ করিয়া দিয়া তাহাদের অন্তর একই কেন্দ্রে আকর্ষণ করিলেন—যেন তাহারা সকলে একই উদ্দেশ্যে অনুপ্রাণিত হইয়া একই অভিষ্ট সাধনে প্রধাবিত হয়। ইহাই ইসলামী ভ্রাতৃত্বের মূলমন্ত্র। এই বিশ্বজনীন্ ভ্রাতৃত্বের গুণে মোস্‌লেম-সমাজে ধরণীর সর্ব্বত্র বিক্ষিপ্ত থাকিলেও তাহাদের সকলের মন, প্রাণ ও লক্ষ্য ঐশীগৃহ কাবার দিকেই নিবদ্ধ রহিয়াছে। হজরত বলিয়াছেন,—"যাহারা তোমাদের কেব্‌লা অনুসরণ করে, তাহাদিগকে কাফের বলিও না"—তঃ মঃ আঃ। দুঃখের বিষয়, এই উদার শিক্ষা মোসলেম সমাজ হইতে আজ নির্ব্বাসিত হইয়াছে।

مِنْ رَّبِّكَ ۗ وَمَا اللّٰهُ بِغَافِلٍ عَمَّا
تَعْمَلُوْنَ ○ ١٥٠- وَمِنْ حَيْثُ
خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ
الْحَرَامِ ۗ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوْا
وُجُوْهَكُمْ شَطْرَهٗ ۙ لِئَلَّا يَكُوْنَ لِلنَّاسِ
عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ ۙ اِلَّا الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا
مِنْهُمْ ۙ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِيْ ۙ
وَلِاُتِمَّ نِعْمَتِيْ عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ
تَهْتَدُوْنَ ۞ ١٥١- كَمَا اَرْسَلْنَا فِيْكُمْ
رَسُوْلًا مِّنْكُمْ يَتْلُوْا عَلَيْكُمْ اٰيٰتِنَا
وَيُزَكِّيْكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتٰبَ
وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُمْ مَّا لَمْ تَكُوْنُوْا
تَعْلَمُوْنَ ۞ ١٥٢- فَاذْكُرُوْنِيْٓ اَذْكُرْكُمْ
وَاشْكُرُوْا لِيْ وَلَا تَكْفُرُوْنِ ۞

সত্য; এবং তোমরা যাহা করিতেছ তদ্বিষয়ে আল্লাহ অমনোযোগী নহেন।
১৫০। এবং তুমি যেখান হইতেই নিষ্ক্রান্ত হও—তোমার আনন পবিত্রম মসজেদের দিকে ফিরাও; এবং তোমরাও যে যেখানে আছ তোমাদের মুখমণ্ডল তদ্দিকেই প্রত্যাবর্ত্তিত কর—যেন তাহাদের অন্তর্গত অত্যাচারকারীগণ ব্যতীত অপরে তোমাদের সহিত বিতর্ক করিতে না পারে; অতএব তোমরা তাহাদিগকে ভয় করিও না এবং আমাকেই ভয় কর; এবং যেন আমি তোমাদের প্রতি আমার অনুগ্রহ পূর্ণ করি এবং যেন তোমরা সুপথপ্রাপ্ত হও।
১৫১। আমি তোমাদের মধ্য হইতে এরূপ রসুল প্রেরণ করিয়াছি—যে তোমাদের নিকট আমার নিদর্শনাবলী পাঠ করে ও তোমাদিগকে নির্ম্মল করে এবং গ্রন্থ ও বিজ্ঞান শিক্ষা দেয়, এবং তোমরা যাহা অবগত ছিলে না তাহা শিক্ষাদান করে।
১৫২। অতএব তোমরা আমাকেই স্মরণ কর, আমিও তোমাদিগকে স্মরণ করিব এবং তোমরা আমারই নিকট কৃতজ্ঞ হও এবং অবিশ্বাসী হইও না।

১৫০। আল্লাহতা'লা বলিতেছেন :—ইসলাম-দ্বেষী ইহুদী ও খৃষ্টানদের কুটতর্কে অথবা কাহারো মনস্তুষ্টির হেতু তোমরা ক্ষণকালের জন্যও কেবলা-ভ্রষ্ট হইয়া তোমাদের ধর্ম্মের মূলসূত্র বিসর্জ্জন দিও না। "আমিই তোমাদের প্রতি আমার অনুগ্রহ পূর্ণ করিব"—অর্থাৎ এসমাইল-বংশের প্রতি আমার প্রতিশ্রুতি রক্ষা করিব। এই প্রতিশ্রুতির পূর্ণতা পরবর্ত্তী আয়তে বর্ণিত হইয়াছে।

১৫১। "আমি তোমাদের মধ্য হইতে এরূপ রসুল প্রেরণ করিয়াছি"—অর্থাৎ নবীবর এবরাহিমের প্রার্থনায় ও আল্লার প্রতিশ্রুতি রক্ষণে আরব জাতির মধ্যে শেষনবী হজরত মোহাম্মদ মোস্তফা আবির্ভূত হইয়া সত্যধর্ম্ম প্রচার পূর্ব্বক কাবাকে প্রতিমা-মুক্ত করিয়া উহাকে মোসলেম-জগতের ধর্ম্ম-কেন্দ্র করিয়াছেন।

১৫২। **জেকর**—স্মরণ করা অর্থাৎ সকল অবস্থাই আল্লাহকে স্মরণ করা এবং তাঁহার পবিত্র নামোচ্চারণ করা। এই আয়তের অর্থ—'আমাকেই স্মরণ কর' অর্থাৎ আল্লার আদেশ নতশিরে পালন কর এবং আমিও 'তোমাদিগকে স্মরণ করিব'—অর্থাৎ তোমাদের প্রতি আমার করুণারাশি অবতীর্ণ হইবে।—এব্নে জরীর।

১৯শ রুকু—কেব্‌লা-নির্দ্ধারণে মহাপরীক্ষা।

১৫৩। হে বিশ্বাস-স্থাপনকারীগণ,
তোমরা ধৈর্য্য ও আরাধনা সহকারে
সাহায্য-প্রার্থনা কর; নিশ্চয় আল্লাহ
ধৈর্য্যশীলগণের সঙ্গী। ১৫৪। এবং যাহারা
আল্লার পথে নিহত হইয়াছে তাহাদিগকে
মৃত বলিও না বরং তাহারা জীবিত, কিন্তু
তোমরা তাহা অবগত নহ। ১৫৫। এবং
নিশ্চয় আমি তোমাদিগকে ভয় ও
ক্ষুধা এবং ধন ও প্রাণ এবং ফল-শস্যের
অভাবের কোন-একটী দ্বারা পরীক্ষা
করিব; এবং সেই সকল ধৈর্য্যশীলকে
সুসংবাদ প্রদান কর,—১৫৬। যাহাদের
উপর বিপদ নিপতিত হইলে তাহারা
বলে—নিশ্চয় আমরা আল্লারই জন্য
এবং নিশ্চয় আমরা তাঁহারই দিকে

١٥٣- يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اسْتَعِيْنُوْا
بِالصَّبْرِ وَالصَّلٰوةِ ط اِنَّ اللّٰهَ
مَعَ الصّٰبِرِيْنَ ○ ١٥٤- وَلَا تَقُوْلُوْا
لِمَنْ يُّقْتَلُ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ
اَمْوَاتٌ ط بَلْ اَحْيَآءٌ وَّلٰكِنْ
لَّا تَشْعُرُوْنَ ○ ١٥٥- وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ
بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوْعِ
وَنَقْصٍ مِّنَ الْاَمْوَالِ وَالْاَنْفُسِ
وَالثَّمَرٰتِ ط وَبَشِّرِ الصّٰبِرِيْنَ ۙ
١٥٦- الَّذِيْنَ اِذَآ اَصَابَتْهُمْ مُّصِيْبَةٌ لا
قَالُوْٓا اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّآ اِلَيْهِ رٰجِعُوْنَ ۗ

১৫৩। এই সময় পর্য্যন্ত মক্কার পবিত্র মসজেদ পৌত্তলিকগণের কবলে আবদ্ধ ছিল এবং অচিরে উহা যে মোসলেমগণের রক্ষণাধীনে আসিবে—তাহারই ভবিষ্যদ্বাণী এই আয়তে বর্ণিত হইয়াছে। অতএব এই উদ্দেশ্য সাধনে মোসলেমবৃন্দকে আল্লার নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিতে বলা হইয়াছে। যদি তাহারা ধৈর্য্য সহকারে সাধন-পথে অগ্রসর হয় ও সতত প্রার্থনা করে, তবেই উহা তাহাদের রক্ষণাধীন হইবে।

১৫৪।—**ফি-সবিলিল্লাহ**—আল্লার পথে বা আল্লার উদ্দেশে। এই বাক্যাংশ কোরান শরিফের বহুস্থানে ব্যবহৃত হইয়াছে। যাহারা ন্যায়, সত্য ও পবিত্রতা রক্ষার জন্য ফি-সবিলিল্লাহ অর্থাৎ আল্লার পথে বা ধর্ম্মযুদ্ধে নিহত হইয়াছে প্রকৃত পক্ষে তাঁহারা মৃত নহেন—বরং শহিদ ও অমর।

১৫৫—১৫৬। ধর্ম্মের মর্য্যাদা রক্ষার্থ তোমাদিগকে অনেক সময় অধর্ম্মের সম্মুখীন হইতে হইবে এবং আত্মরক্ষার্থ অনেক সময় তোমাদিগকে জেহাদ বা ধর্ম্মযুদ্ধে লিপ্ত হইতে হইবে, তাহাতে তোমরা বিচলিত হইও না। যুদ্ধ-বিগ্রহে অবশ্য ধন প্রাণ নাশের আশঙ্কা আছে—ইহাতে তোমরা নিরুৎসাহ হইও না; ইহা তোমাদের ধর্ম্মপ্রাণতার পরীক্ষা। যদি ধৈর্য্য সহকারে এই মহাপরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পার, তবেই তোমাদের কেব্‌লা—পুণ্যভূমি মক্কা তোমাদের বিজয়াধীন হইবে, ভূমণ্ডলে অধর্ম্মের স্থলে ধর্ম্মের বিজয়-সিংহাসন প্রতিষ্ঠিত হইবে এবং অসত্যকে পদদলিত করিয়া সত্য জয়যুক্ত হইবে।

সাধারণ মানব-জীবনেও এই আয়ত আলোক-পথ সদৃশ। আপদ-বিপদ ও দুঃখ-দৈন্যে বিচলিত না হইয়া আল্লার করুণার উপর নির্ভরশীল হওয়াই প্রত্যেক মানবের অবশ্য কর্ত্তব্য।

প্রত্যাবর্ত্তনকারী ; ১৫৭। ইহাদেরই উপর তাহাদের প্রতিপালকের শান্তি ও করুণা এবং ইহারাই সুপথগামী। ১৫৮। নিশ্চয় 'ছাফা' ও 'মারওয়া' আল্লার নিদর্শন সমূহের অন্তর্গত ; অতএব যে-ব্যক্তি এই গৃহের 'হজ্ব' অথবা 'ওমরা' করে, তাহার জন্য এতদুভয়ের প্রদক্ষিণ করা দোষণীয় নহে ; এবং যে-ব্যক্তি স্বেচ্ছায় সৎকর্ম্ম করে, তবে নিশ্চয় আল্লাহ অভিজ্ঞ গুণগ্রাহী। ১৫৯। আমি মানবমণ্ডলীর নিমিত্ত গ্রন্থ-মধ্যে প্রকাশ করিবার পর যে সকল নিদর্শন ও উপদেশ অবতীর্ণ করিয়াছি, তাহা যাহারা গোপন করে, নিশ্চয় আল্লাহ তাহাদিগকেই অভিসম্পাত করেন এবং অভিসম্পাতকারীগণও তাহাদিগকে

١٥٧- أُولٰٓئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوٰتٌ مِّنْ
رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ قف وَأُولٰٓئِكَ هُمُ
الْمُهْتَدُوْنَ ○ ١٥٨- إِنَّ الصَّفَا
وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَآئِرِ اللّٰهِ ج فَمَنْ حَجَّ
الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ
يَّطَّوَّفَ بِهِمَا ط وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا لا
فَإِنَّ اللّٰهَ شَاكِرٌ عَلِيْمٌ ○ ١٥٩- إِنَّ
الَّذِيْنَ يَكْتُمُوْنَ مَآ أَنْزَلْنَا مِنَ
الْبَيِّنٰتِ وَالْهُدٰى مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنّٰهُ
لِلنَّاسِ فِي الْكِتٰبِ لا أُولٰٓئِكَ يَلْعَنُهُمُ

যাহারা প্রকৃত মোসলেম, তাঁহাদের শিরে সমূহ বিপদ-ঝঞ্ঝা নিপতিত হইলেও তাঁহারা কখনও বিচলিত হন না ; স্থিরচিত্তে উহা সহ্য করিয়া ধৈর্য্যের সহিত দ্বিগুণ উৎসাহে আল্লার আদেশ পালন করেন। ইহাই প্রকৃত আত্মসমর্পণকারী মোসলেম-জীবনের নিদর্শন।

১৫৮। **ছাফা ও মারওয়া**—মক্কার অদূরে অবস্থিত দুইটী ক্ষুদ্র পর্ব্বত। এই পবিত্র পর্ব্বতদ্বয়ের সহিত পুরাকালীন বহু পুণ্যস্মৃতি বিজড়িত রহিয়াছে। নবীবর হজরত এব্রাহিম তাঁহার প্রিয়পত্নী বিবি হাজেরাকে তদীয় পুত্র এসমাইল সহ মক্কার নির্জ্জন প্রান্তরে রাখিয়া যান। তাঁহাদের সহিত যে ফল-জল ছিল, তাহা নিঃশেষিত হইলে তাঁহারা পানির অভাবে অত্যন্ত কাতর হইয়া পড়েন। কথিত আছে যে, তাঁহারা উদ্বিগ্ন চিত্তে পানির অন্বেষণে ছাফা ও মারওয়া পর্ব্বত-শীর্ষে ইতস্ততঃ বিচরণ করিয়া অবিরত কাতর কণ্ঠে আল্লার নিকট প্রার্থনা করিয়াছিলেন। তাঁহাদের কাতর প্রার্থনা ও অসীম ধৈর্য্যশীলতায় আল্লার অনন্ত করুণা-প্রভাবে সেই ঊষর মরু-প্রান্তরে সুস্বাদু সলিলপূর্ণ "জমজম" কূপের উৎপত্তি হয়। এই পূতস্মৃতি রক্ষার জন্য ছাফা ও মারওয়া পর্ব্বতদ্বয়ে প্রধাবন বিধিবদ্ধ হইয়াছে।

অজ্ঞযুগে 'উসাফ' ও 'নায়লা' নামক দুইটী প্রতিমা যথাক্রমে ছাফা ও মারওয়া শৈলে প্রতিষ্ঠিত ছিল এবং পৌত্তলিক কোরেশেরা উহাদের পূজা করিত। সুতরাং পৌত্তলিকগণের অনুসরণে উক্ত পর্ব্বতদ্বয় প্রদক্ষিণ করিতে মোসলেমবৃন্দ সঙ্কুচিত হইতেছিলেন (এবনে জরির)। মদিনাবাসী মোসলেমগণও ঐরূপ কোন কারণে উহাতে বিতৃষ্ণা প্রদর্শন করিতেছিলেন। সেইজন্য আল্লাহতা'লা বলিয়া দিলেন, "ছাফা ও মারওয়া আল্লার নিদর্শন স্বরূপ"—তদুপরি প্রধাবন পৌত্তলিকগণের অন্ধ অনুসরণ নহে, বরং উহা সম্মানিত পূর্ব্ব পুরুষের পুণ্যস্মৃতির প্রতি সমুচিত সম্মান প্রদর্শন।

হজ্ব ও ওমরা—ইহার আভিধানিক অর্থ যথাক্রমে মনস্থ করা ও দর্শন করা ; কিন্তু হজ্ব ও দর্শন ওমরার শরিয়ত-নির্দ্ধারিত অর্থ পুণ্যধাম মক্কা শরিফে গমন পূর্ব্বক কাবা প্রদক্ষিণ করা। ইহাই

১৫৭- أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن
رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ قف وَأُولَٰئِكَ هُمُ
الْمُهْتَدُونَ ○ ১৫৮- إِنَّ الصَّفَا
وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَائِرِ اللَّهِ ۖ فَمَنْ حَجَّ
الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن
يَطَّوَّفَ بِهِمَا ۚ وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا ۙ
فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ ○ ১৫৯- إِنَّ
الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلْنَا مِنَ
الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَىٰ مِن بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ
لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ ۙ أُولَٰئِكَ يَلْعَنُهُمُ

প্রত্যাবর্ত্তনকারী ; ১৫৭। ইহাদেরই উপর তাহাদের প্রতিপালকের শান্তি ও করুণা এবং ইহারাই সুপথগামী। ১৫৮। নিশ্চয় 'ছাফা' ও 'মারওয়া' আল্লার নিদর্শন সমূহের অন্তর্গত ; অতএব যে-ব্যক্তি এই গৃহের 'হজ্ব' অথবা 'ওমরা' করে, তাহার জন্য এতদুভয়ের প্রদক্ষিণ করা দোষণীয় নহে ; এবং যে-ব্যক্তি স্বেচ্ছায় সৎকর্ম্ম করে, তবে নিশ্চয় আল্লাহ অভিজ্ঞ গুণগ্রাহী। ১৫৯। আমি মানবমণ্ডলীর নিমিত্ত গ্রন্থ-মধ্যে প্রকাশ করিবার পর যে সকল নিদর্শন ও উপদেশ অবতীর্ণ করিয়াছি, তাহা যাহারা গোপন করে, নিশ্চয় আল্লাহ তাহাদিগকেই অভিসম্পাত করেন এবং অভিসম্পাতকারীগণও তাহাদিগকে

যাহারা প্রকৃত মোসলেম, তাঁহাদের শিরে সমূহ বিপদ-ঝঞ্ঝা নিপতিত হইলেও তাঁহারা কখনও বিচলিত হন না ; স্থিরচিত্তে উহা সহ্য করিয়া ধৈর্য্যের সহিত দ্বিগুণ উৎসাহে আল্লার আদেশ পালক করেন। ইহাই প্রকৃত আত্মসমর্পণকারী মোসলেম-জীবনের নিদর্শন।

১৫৮। **ছাফা ও মারওয়া**—মক্কার অদূরে অবস্থিত দুইটী ক্ষুদ্র পর্ব্বত। এই পবিত্র পর্ব্বতদ্বয়ের সহিত পুরাকালীন বহু পুণ্যস্মৃতি বিজড়িত রহিয়াছে। নবীবর হজরত এব্রাহিম তাঁহার প্রিয়পত্নী বিবি হাজেরাকে তদীয় পুত্র এসমাইল সহ মক্কার নির্জ্জন প্রান্তরে রাখিয়া যান। তাঁহাদের সহিত যে ফল-জল ছিল, তাহা নিঃশেষিত হইলে তাঁহারা পানির অভাবে অত্যন্ত কাতর হইয়া পড়েন। কথিত আছে যে, তাঁহারা উদ্বিগ্ন চিত্তে পানির অন্বেষণে ছাফা ও মারওয়া পর্ব্বত-শীর্ষে ইতস্ততঃ বিচরণ করিয়া অবিরত কাতর কণ্ঠে আল্লার নিকট প্রার্থনা করিয়াছিলেন। তাঁহাদের কাতর প্রার্থনা ও অসীম ধৈর্য্যশীলতায় আল্লার অনন্ত করুণা-প্রভাবে সেই উষর মরু-প্রান্তরে সুস্বাদু সলিলপূর্ণ "জমজম" কূপের উৎপত্তি হয়। এই পূতস্মৃতি রক্ষার জন্য ছাফা ও মারওয়া পর্ব্বতদ্বয়ে প্রধাবন বিধিবদ্ধ হইয়াছে।

অজ্ঞযুগে 'উসাফ' ও 'নায়লা' নামক দুইটী প্রতিমা যথাক্রমে ছাফা ও মারওয়া শৈলে প্রতিষ্ঠিত ছিল এবং পৌত্তলিক কোরেশেরা উহাদের পূজা করিত। সুতরাং পৌত্তলিকগণের অনুসরণে উক্ত পর্ব্বতদ্বয় প্রদক্ষিণ করিতে মোসলেমবৃন্দ সঙ্কুচিত হইতেছিলেন (এবনে জরির)। মদিনাবাসী মোসলেমগণও ঐরূপ কোন কারণে উহাতে বিতৃষ্ণা প্রদর্শন করিতেছিলেন। সেইজন্য আল্লাহতা'লা বলিয়া দিলেন, "ছাফা ও মারওয়া আল্লার নিদর্শন স্বরূপ"—তদুপরি প্রধাবন পৌত্তলিকগণের অন্ধ অনুসরণ নহে, বরং উহা সম্মানিত পূর্ব্ব পুরুষের পুণ্যস্মৃতির প্রতি সমুচিত সম্মান প্রদর্শন।

হজ্ব ও ওমরা—ইহার আভিধানিক অর্থ যথাক্রমে মনস্থ করা ও দর্শন করা ; কিন্তু হজ্ব ও দর্শন ওমরার শরিয়ত-নির্দ্ধারিত অর্থ পুণ্যধাম মক্কা শরিফে গমন পূর্ব্বক কাবা প্রদক্ষিণ করা। ইহাই

অভিসম্পাত করিয়া থাকে। ১৬০। কিন্তু যাহারা ক্ষমা প্রার্থনা করে ও সংশোধিত হয় এবং সত্য-প্রকাশ করে, বস্তুতঃ আমি তাহাদিগের প্রতি ক্ষমা দান করি; এবং আমিই ক্ষমাদানকারী করুণাময়। ১৬১। যাহারা অবিশ্বাস করিয়াছে ও অবিশ্বাসী অবস্থায় মরিয়াছে, নিশ্চয় তাহাদের উপর আল্লার ও ফেরেশ্‌তাগণের এবং মানব-কুলের সকলেরই অভিসম্পাত। ১৬২। তন্মধ্যে তাহারা সর্ব্বদা অবস্থান করিবে, তাহাদের শাস্তি প্রশমিত হইবে না এবং তাহাদিগকে অবকাশ দেওয়া যাইবে না। ১৬৩। এবং তোমাদের উপাস্য একমাত্র আল্লাহ; সেই সর্ব্বপ্রদাতা করুণাময় ব্যতীত অন্য উপাস্য নাই।

اللّٰهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللّٰعِنُوْنَ ۙ ١٦٠- اِلَّا
الَّذِيْنَ تَابُوْا وَاَصْلَحُوْا وَبَيَّنُوْا
فَاُولٰٓئِكَ اَتُوْبُ عَلَيْهِمْ ۚ وَاَنَا
التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ ۝ ١٦١- اِنَّ الَّذِيْنَ
كَفَرُوْا وَمَاتُوْا وَهُمْ كُفَّارٌ اُولٰٓئِكَ
عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ اللّٰهِ وَالْمَلٰٓئِكَةِ وَالنَّاسِ
اَجْمَعِيْنَ ۙ ١٦٢- خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ۚ
لَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ
يُنْظَرُوْنَ ۝ ١٦٣- وَاِلٰهُكُمْ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ ۚ
لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الرَّحْمٰنُ الرَّحِيْمُ ۝

ইস্‌লামের চতুর্থ রোকন। অন্ততঃ জীবনে একবার প্রত্যেক সঙ্গতিসম্পন্ন মোসলেমের পক্ষে নির্দ্ধারিত মাসে হজ্জব্রত পালন করা ফরজ। ইহার সহিত অথবা পৃথকভাবে ওমরা-ব্রত পালন করিতে হয়। এই পবিত্র ধর্ম্মকার্য্যে (১) এহরাম বাঁধা অর্থাৎ নিয়ত করিয়া 'লাব্বায়কা' বলা বা এক-বস্ত্রে আবৃত হওয়া, (২) তওয়াফ বা কাবাগৃহ প্রদক্ষিণ, (৩) আরফাত প্রান্তরে প্রতীক্ষা করা ফরজ; এবং (১) মোজদলফায় প্রতীক্ষা, (২) মস্তক মুণ্ডন, (৩) শয়তানের উদ্দেশ্যে কঙ্কর নিক্ষেপ, (৪) ছাফা ও মারওয়া পর্ব্বতে প্রধাবন এবং (৫) বিদেশীদের জন্য বিদায়কালীন কাবা প্রদক্ষিণ প্রভৃতি ওয়াজেব। ইহা ব্যতীত বহুবিধ সুন্নত ক্রিয়া সম্পন্ন করিয়া কোরবানী করিতে হয়। সংক্ষিপ্ত ভাবে হজ্জব্রত পালনকে 'ওমরা' বলে। হজ্জের ন্যায় ওমরার নির্দ্দিষ্ট সময় নাই, বৎসরের মধ্যে সকল সময়ে উহা পালন করা যায়। এই ব্রত পালনে হজ্জব্রতীকে আরফাত প্রান্তরে যাইতে এবং তথা হইতে ফিরিয়া আসিয়া পুনরায় কাবা প্রদক্ষিণ করিতে হয় না।

১৫৯—১৬৩। তওরাত ও ইঞ্জিল প্রভৃতি ঐশীগ্রন্থে হজরত মোহাম্মদ মোস্তফা সম্বন্ধে যে সকল ভবিষ্যদ্বাণী অবতীর্ণ হইয়াছে, অথবা কোরান শরিফে তদ্‌সম্বন্ধে যে সকল উজ্জ্বল প্রমাণ ও উপদেশাবলী অবতীর্ণ হইয়াছে, তদ্বিষয়ে যে সকল ইহুদী বা মোনাফেক জানিয়া-শুনিয়া অজ্ঞানতার ভান করে, বাস্তবিকই তাহারা অভিসম্পাতের পাত্র, দুর্ব্বিনীত ইহুদীগণ যে চিরকাল অভিশপ্ত জীবন যাপন করিবে, তৎসম্বন্ধে নবীবর হজরত মুসা ভবিষ্যদ্বাণী করিয়া গিয়াছেন।—যাত্রা পুস্তক, ২৮, ১৫—৬৮।

২০শ রুকু—একত্বের উজ্জ্বল নিদর্শন

১৬৪। নিশ্চয় নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডল সৃজনে এবং দিবা ও রজনীর পরিবর্ত্তনে এবং মানব-মণ্ডলীর লাভাশায় সমুদ্রে চালিত পোত-সমূহে এবং মৃত্যুর পর পৃথিবীকে সঞ্জীবিত ও তাহাতে সর্ব্ববিধ জীবজন্তু সঞ্চারিত করিবার জন্য আকাশ হইতে আল্লাহ কর্ত্তৃক বারি বর্ষণে এবং বায়ুরাশির গতি পরিবর্ত্তনে এবং আকাশ ও পৃথিবীর মধ্যস্থ সঞ্চিত মেঘের সঞ্চারণে, সত্য সত্যই জ্ঞানবান সম্প্রদায়ের জন্য নিদর্শন-নিচয় রহিয়াছে। ১৬৫। এবং মানবমণ্ডলীর মধ্যে এরূপ আছে—যাহারা আল্লাহ ব্যতীত অপরকে সদৃশ স্থির করে, আল্লাহ্‌কে প্রেম করার ন্যায় উহা-দিগকেই প্রেম করিয়া থাকে ; এবং যাহারা বিশ্বাস-স্থাপন করিয়াছে—আল্লার প্রতি তাহাদের প্রেম দৃঢ়তর ; এবং যাহারা

١٦٤- اِنَّ فِيْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ
وَالْاَرْضِ وَاخْتِلَافِ الَّيْلِ
وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِيْ تَجْرِيْ
فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ وَمَآ اَنْزَلَ
اللّٰهُ مِنَ السَّمَآءِ مِنْ مَّآءٍ فَاَحْيَا بِهِ
الْاَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيْهَا مِنْ
كُلِّ دَآبَّةٍ ۪ وَّتَصْرِيْفِ الرِّيٰحِ
وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَآءِ
وَالْاَرْضِ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّعْقِلُوْنَ ○
١٦٥- وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّتَّخِذُ مِنْ
دُوْنِ اللّٰهِ اَنْدَادًا يُّحِبُّوْنَهُمْ كَحُبِّ
اللّٰهِ ط وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَشَدُّ حُبًّا لِّلّٰهِ ط
وَلَوْ يَرَى الَّذِيْنَ ظَلَمُوْٓا اِذْ يَرَوْنَ

১৬৪। অদ্বিতীয় আল্লার আরাধনাই ইসলামের মূলমন্ত্র। নানাবিধ আপদ্-বিপদ ও স্বার্থ-প্রলোভনের ভীষণ আবর্ত্তের মধ্যেই মোসলেমের একত্ববাদিতার মহাপরীক্ষা হইয়া থাকে। আলোচ্য আয়তে কি সুন্দর ও উজ্জ্বলভাবে নিত্য পরিবর্ত্তনশীল প্রকৃতির প্রত্যেক অবস্থাতে আল্লার একত্বের মহিমা প্রকটিত হইয়াছে। আল্লাহতা'লা মানবজাতির অবস্থানের জন্য ভূমণ্ডল সৃষ্টি করিয়াছেন। ঊর্দ্ধে নভোমণ্ডল—চন্দ্র-সূর্য্যের কিরণ-সম্পাতে দিবাভাগে লোকে অন্নসংস্থান এবং রজনীতে বিশ্রাম করিয়া থাকে। তাহাদের কল্যাণ ও সেবার জন্য তিনি বিবিধ বৃক্ষলতা, জীবজন্তু ও ফলপুষ্প সৃষ্টি করিয়াছেন। আকাশ হইতে বারিবর্ষণে বিশুষ্ক ধরিত্রী সঞ্জীবিত হইয়া বিবিধ শস্য উদ্‌গত হয়, তাহাই ভক্ষণ করিয়া জীবজন্তু জীবন ধারণ করে। আলোক, বাতাস, সলিল সকলই মানুষের জীবন রক্ষার উপায় স্বরূপ। এই সকল প্রত্যক্ষ করিয়া কাহার না জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত হয় ? যথা—“সত্যসত্যই ইহাতে জ্ঞানবান লোকদিগের জন্য নিদর্শন-নিচয় রহিয়াছে।”

১৬৫—১৬৬। কিন্তু পরিতাপের বিষয়, উপরোক্ত জলন্ত প্রমাণ প্রত্যক্ষ করা সত্ত্বেও মানুষ কেন যে সর্ব্বশক্তিমান অদ্বিতীয় স্রষ্টাকে বর্জ্জন করিয়া সৃষ্ট-পদার্থ—পাষাণ-প্রতিমা, নর-পিশাচ

অত্যাচার করিয়াছে তাহারা যদি শাস্তি অবলোকন করিত—তবেই বুঝিত যে, সমস্ত শক্তিই আল্লার জন্য এবং নিশ্চয়ই আল্লাহ শাস্তিদানে কঠোর।
১৬৬। যাহারা অনুসৃত হইয়াছে—তাহারা যখন অনুসরণকারিগণকে প্রত্যাখ্যান করিবে, তখন তাহারা শাস্তি প্রত্যক্ষ করিবে এবং তাহাদের সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হইয়া যাইবে।
১৬৭। এবং অনুসরণকারিরা বলিবে, যদি আমরা ফিরিয়া যাইতে পারিতাম তবে তাহারা যেরূপ আমাদিগকে প্রত্যাখ্যান করিয়াছে, আমরাও তদ্রূপ প্রত্যাখ্যান করিতাম ; এইরূপে আল্লাহ তাহাদের কৃতকর্ম্মসমূহ তৎপ্রতি দুঃখজনক ভাবে প্রদর্শন করিবেন এবং তাহারা অগ্নি হইতে উদ্ধার পাইবে না।

الْعَذَابَ ۙ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلّٰهِ جَمِيْعًا ۙ
وَّ أَنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعَذَابِ ۝
١٦٦- إِذْ تَبَرَّأَ الَّذِيْنَ اتُّبِعُوْا مِنَ
الَّذِيْنَ اتَّبَعُوْا وَرَأَوُا الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ
بِهِمُ الْأَسْبَابُ ۝ ١٦٧- وَقَالَ الَّذِيْنَ
اتَّبَعُوْا لَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ
كَمَا تَبَرَّءُوْا مِنَّا ؕ كَذٰلِكَ يُرِيْهِمُ اللّٰهُ
أَعْمَالَهُمْ حَسَرٰتٍ عَلَيْهِمْ ؕ وَمَا هُمْ
بِخٰرِجِيْنَ مِنَ النَّارِ ۝

২১শ রুকু—নিষিদ্ধ খাদ্য

১৬৮। হে মানবগণ, পৃথিবীর মধ্যে যাহা বৈধ পবিত্র, তাহা হইতে ভক্ষণ কর এবং শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করিও না, নিশ্চয় সে তোমাদের প্রকাশ্য

١٦٨- يٰأَيُّهَا النَّاسُ كُلُوْا مِمَّا
فِي الْأَرْضِ حَلٰلًا طَيِّبًا ۖ وَّلَا تَتَّبِعُوْا
خُطُوٰتِ الشَّيْطٰنِ ؕ إِنَّهُ لَكُمْ

ভণ্ড মানব ও নিকৃষ্ট জীবজন্তুকে ঐশীজ্ঞানে পূজা করে, তাহার কোনই কারণ খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। অবশ্য ইহা যে তাহাদের ঘোর মূর্খতার পরিচায়ক, তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই। এই মূর্খতাজনিত ধর্ম্মদ্রোহিতার জন্য তাহাদিগকে পরকালে যেরূপ ভীষণ শাস্তি ভোগ করিতে হইবে, তাহা একবার প্রত্যেকেরই ভাবিয়া দেখা উচিত। ঐ ভীষণ দিবসে তাহাদের অনুসৃত পূজনীয় উপাস্যগণ যখন তাহাদিগকে পরিত্যাগ করিবে, তখন তাহাদের কিরূপ দুঃখজনক অবস্থা হইবে, তাহা পূর্ব্বেই চিন্তা করা আবশ্যক ; কারণ সে সময় অনুতাপ ও ক্ষোভে ম্রিয়মান হইলেও তাহাদের পরিত্রাণ নাই।

১৬৮। এই সুরার প্রথম হইতে অবিরত নানাভাবে নানাস্থানে নানা যুক্তি-প্রমাণ সহ ধর্ম্মের মূলনীতি—আল্লার একত্ব সম্বন্ধে বর্ণিত ও আলোচিত হইয়াছে। কারণ মনুষ্য-জীবনের পূর্ণতা লাভের জন্য সেই মহান্ একত্বের সম্যক উপলব্ধি ও সাধনা আবশ্যক। সেইজন্য এক্ষণে কতিপয় আচার-পদ্ধতি ও বিধি-নিষেধের বর্ণনা আরম্ভ হইল। তন্মধ্যে দুইটী কারণে প্রথমেই নিষিদ্ধ খাদ্যের বিষয় আলোচিত হইয়াছে। প্রথমতঃ "যাহা বৈধ পবিত্র তাহাই ভক্ষণ কর" এই বাক্যাংশে যে, কেবল শারীরিক স্বাস্থ্যের প্রতি লক্ষ্য করিয়াই বিধি-নিষেধ স্থির হইয়াছে তাহা নহে, বরং যে সকল বস্তু চুরি ডাকাতি প্রভৃতি উপায়ে অর্জ্জিত হয় তাহাও অবৈধ ; কারণ উহা দ্বারা নৈতিক অধঃপতনের পথ প্রশস্ত হয়। ইহুদীগণ খাদ্যের পবিত্রতা সম্বন্ধে বাহ্যিক অনুষ্ঠানের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখিত, কিন্তু অবৈধভাবে উপার্জ্জিত সম্পত্তি অম্লানবদনে উদরসাৎ করিতে কুণ্ঠিত

অত্যাচার করিয়াছে তাহারা যদি শাস্তি অবলোকন করিত—তবেই বুঝিত যে, সমস্ত শক্তিই আল্লার জন্য এবং নিশ্চয়ই আল্লাহ শাস্তিদানে কঠোর। ১৬৬। যাহারা অনুসৃত হইয়াছে—তাহারা যখন অনুসরণকারিগণকে প্রত্যাখ্যান করিবে, তখন তাহারা শাস্তি প্রত্যক্ষ করিবে এবং তাহাদের সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হইয়া যাইবে। ১৬৭। এবং অনুসরণকারিরা বলিবে, যদি আমরা ফিরিয়া যাইতে পারিতাম তবে তাহারা যেরূপ আমাদিগকে প্রত্যাখ্যান করিয়াছে, আমরাও তদ্রূপ প্রত্যাখ্যান করিতাম ; এইরূপে আল্লাহ তাহাদের কৃতকর্ম্মসমূহ তৎপ্রতি দুঃখজনক ভাবে প্রদর্শন করিবেন এবং তাহারা অগ্নি হইতে উদ্ধার পাইবে না।

الْعَذَابَ ۙ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا ۙ
وَّأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ ○
১৬৬- إِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتُّبِعُوا مِنَ
الَّذِينَ اتَّبَعُوا وَرَأَوُا الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ
بِهِمُ الْأَسْبَابُ ○ ১৬৭- وَقَالَ الَّذِينَ
اتَّبَعُوا لَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ
كَمَا تَبَرَّءُوا مِنَّا ؕ كَذَٰلِكَ يُرِيهِمُ اللَّهُ
أَعْمَالَهُمْ حَسَرَاتٍ عَلَيْهِمْ ؕ وَمَا هُمْ
بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ ○

২১শ রুকু—নিষিদ্ধ খাদ্য

১৬৮। হে মানবগণ, পৃথিবীর মধ্যে যাহা বৈধ পবিত্র, তাহা হইতে ভক্ষণ কর এবং শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করিও না, নিশ্চয় সে তোমাদের প্রকাশ্য

১৬৮- يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا
فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا ۖ وَلَا تَتَّبِعُوا
خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ ؕ إِنَّهُ لَكُمْ

ভণ্ড মানব ও নিকৃষ্ট জীবজন্তুকে ঐশীজ্ঞানে পূজা করে, তাহার কোনই কারণ খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। অবশ্য ইহা যে তাহাদের ঘোর মূর্খতার পরিচায়ক, তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই। এই মূর্খতাজনিত ধর্ম্মদ্রোহিতার জন্য তাহাদিগকে পরকালে যেরূপ ভীষণ শাস্তি ভোগ করিতে হইবে, তাহা একবার প্রত্যেকেরই ভাবিয়া দেখা উচিত। ঐ ভীষণ দিবসে তাহাদের অনুসৃত পূজনীয় উপাস্যগণ যখন তাহাদিগকে পরিত্যাগ করিবে, তখন তাহাদের কিরূপ দুঃখজনক অবস্থা হইবে, তাহা পূর্ব্বেই চিন্তা করা আবশ্যক ; কারণ সে সময় অনুতাপ ও ক্ষোভে ম্রিয়মান হইলেও তাহাদের পরিত্রাণ নাই।

১৬৮। এই সুরার প্রথম হইতে অবিরত নানাভাবে নানাস্থানে নানা যুক্তি-প্রমাণ সহ ধর্ম্মের মূলনীতি—আল্লার একত্ব সম্বন্ধে বর্ণিত ও আলোচিত হইয়াছে। কারণ মনুষ্য-জীবনের পূর্ণতা লাভের জন্য সেই মহান্ একত্বের সম্যক উপলব্ধি ও সাধনা আবশ্যক। সেইজন্য এক্ষণে কতিপয় আচার-পদ্ধতি ও বিধি-নিষেধের বর্ণনা আরম্ভ হইল। তন্মধ্যে দুইটী কারণে প্রথমেই নিষিদ্ধ খাদ্যের বিষয় আলোচিত হইয়াছে। প্রথমতঃ "যাহা বৈধ পবিত্র তাহাই ভক্ষণ কর" এই বাক্যাংশে যে, কেবল শারীরিক স্বাস্থ্যের প্রতি লক্ষ্য করিয়াই বিধি-নিষেধ স্থির হইয়াছে তাহা নহে, বরং যে সকল বস্তু চুরি ডাকাতি প্রভৃতি উপায়ে অর্জ্জিত হয় তাহাও অবৈধ ; কারণ উহা দ্বারা নৈতিক অধঃপতনের পথ প্রশস্ত হয়। ইহুদীগণ খাদ্যের পবিত্রতা সম্বন্ধে বাহ্যিক অনুষ্ঠানের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখিত, কিন্তু অবৈধভাবে উপার্জ্জিত সম্পত্তি অম্লানবদনে উদরসাৎ করিতে কুণ্ঠিত

শত্রু। ১৬৯। সে এতদ্ব্যতীত তোমা-
দিগকে আদেশ করে না যে, যাহা
দুষ্কার্য্য ও অশ্লীল এবং তোমরা আল্লাহ
সম্বন্ধে যাহা জান না তাহাই যেন বল।
১৭০। এবং যখন তাহাদিগকে বলা
হয় যে, আল্লাহ যাহা অবতীর্ণ করিয়াছেন
তাহার অনুসরণ কর; তখন তাহারা
বলে—বরং আমরা উহারই অনুসরণ
করিব, যদোপরি আমাদের পিতৃ-
পুরুষগণকে প্রাপ্ত হইয়াছি—যদিও তাহা-
দের পিতৃপুরুষগণের কোনই জ্ঞান ছিল
না এবং তাহারা সুপথগামী ছিল না।
১৭১। এবং যাহারা অবিশ্বাস করিয়াছে
তাহাদের দৃষ্টান্ত উহাদের ন্যায়—যেমন
কেহ আহ্বান করিলে কেবল চীৎকার ও

مُّبِينٌ ۝ ١٦٩- إِنَّمَا
يَأْمُرُكُم بِالسُّوءِ وَالْفَحْشَاءِ وَأَن
تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ۝
١٧٠- وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا
أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا
عَلَيْهِ آبَاءَنَا ط أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ
لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ ۝
١٧١- وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ
الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً

হইত না। তাহাদের এই জঘন্য প্রবৃত্তির জন্য কোরান শরিফের ৫—৬৩ আয়তে তীব্র প্রতিবাদ করা হইয়াছে।

দ্বিতীয়তঃ—"শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করিও না"—এই বাক্য সংযোগে নিষিদ্ধ খাদ্য সম্বন্ধে উহার স্বরূপ অধিকতর পরিস্ফুট হইয়াছে। ইহা স্বতঃসিদ্ধ যে, শরীরের সহিত মনের নিকট-সম্বন্ধ এবং মানুষের শারীরিক অবস্থার সহিত আধ্যাত্মিক প্রকৃতির যে অচ্ছেদ্য-সম্বন্ধ রহিয়াছে, তাহা কোরান শরিফও সমর্থন করে। বিবিধ খাদ্য-দ্রব্যের গুণ ও প্রকৃতি ভেদে শারীরিক পরিপুষ্টির সঙ্গে সঙ্গে মস্তিষ্ক, হৃদয় ও চরিত্রের গঠন এবং পুষ্টি সাধিত হয়। নানাবিধ জীবজন্তুর স্বভাবের প্রতি লক্ষ্য করিলে ইহা বেশ বুঝা যায়। সেইজন্য আল্লাহতা'লা মানুষের শারীরিক পরিপুষ্টির সঙ্গে সঙ্গে যাহাতে তাহাদের নৈতিক, আধ্যাত্মিক ও মানসিক উন্নতি সাধিত হয়, সেইজন্য খাদ্য বিষয়ে বিশেষ ব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত করিয়াছেন।—তঃ মঃ আঃ।

১৬৯। আরবগণের মধ্যে অন্ধযুগে যে সকল অপবিত্র ও অস্বাস্থ্যকর খাদ্যদ্রব্যের প্রচলন ছিল, তাহাই তাহারা বৈধ জ্ঞানে ভক্ষণ করিত। তাহারা ঐ সকল খাদ্যদ্রব্যের বিশুদ্ধতা বা ভালমন্দের প্রতি লক্ষ্য করিত না, বরং তদসমুদয়কে স্বাভাবিক বৈধ বস্তু বলিয়াই ধারণা করিত। আলোচ্য আয়তে এই শয়তানী প্রবৃত্তির প্রতিবাদ করা হইয়াছে।

১৭০। তাহাদের এই জঘন্য প্রকৃতি ও হারাম খাদ্য বর্জ্জনের জন্য উপদেশ দিলে, তাহাদের পিতৃপুরুষের আচার-পদ্ধতির দোহাই দিয়া খাদ্যদ্রব্যের বৈধাবৈধ বিষয়ক বিধি-ব্যবস্থা প্রত্যাখ্যান করিত। তাই আল্লাহ বলিতেছেন,—"তাহাদের পিতৃপুরুষের কোন জ্ঞান ছিল না এবং তাহারা সুপথগামী ছিল না" অর্থাৎ অজ্ঞানতা ও কুসংস্কার বশে তাহারা ঐশী-বিধানের অনুসরণ না করিয়া প্রচলিত দেশপ্রথার অনুসরণ করিত, সুতরাং তাহারা বিপথগামী ছিল।

১৭১। এই পথভ্রান্ত আরবেরা কোরান শরিফের অবধারিত হালাল খাদ্যদ্রব্যের ন্যায় অপরাপর কল্যাণকর বিধি-নিষেধ প্রত্যাখ্যান করিয়া গর্ব্বভরে পিতৃপুরুষের আচার-পদ্ধতির

ধ্বনি ব্যতীত শুনে না; বধির, মূক, অন্ধ; অতএব তাহারা বুঝিতে পারে না। ১৭২। হে বিশ্বাস-স্থাপনকারিগণ, আমি তোমাদিগকে যাহা উপজীবিকা স্বরূপ দান করিয়াছি, সেই পবিত্র-বস্তু সমূহ ভক্ষণ কর এবং আল্লার নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর—যদি তোমরা তাঁহারই উপাসনা করিয়া থাক। ১৭৩। তিনি কেবল তোমাদের জন্য মৃতজীব, শোণিত ও শূকর-মাংস এবং যাহা আল্লাহ ব্যতীত অপরের উদ্দেশ্যে নিবেদিত—তদ্ব্যতীত অবৈধ করেন নাই; বস্তুতঃ যে ব্যক্তি নিরুপায়—কিন্তু উচ্ছৃঙ্খল বা সীমা-লঙ্ঘনকারী নহে, তাহার জন্য পাপ নাই; এবং নিশ্চয় আল্লাহ ক্ষমাশীল করুণাময়।

وَنِدَآءً ط صُمٌّ بُكْمٌ عُمْىٌ فَهُمْ
لَا يَعْقِلُوْنَ ○ ١٧٢- يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ
اٰمَنُوْا كُلُوْا مِنْ طَيِّبٰتِ مَا رَزَقْنٰكُمْ
وَاشْكُرُوْا لِلّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ اِيَّاهُ تَعْبُدُوْنَ ○
١٧٣- اِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ
وَلَحْمَ الْخِنْزِيْرِ وَمَآ اُهِلَّ بِهٖ لِغَيْرِ
اللّٰهِ ج فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَّلَا عَادٍ
فَلَآ اِثْمَ عَلَيْهِ ط اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ○

অনুসরণ করিত। যাহারা এইরূপ কুসংস্কার বশে ঐশী-বিধান উপেক্ষা করিয়া জঘন্য দেশপ্রথাকে অন্ধভাবে আঁকড়াইয়া ধরে, বাস্তবিক তাহাদের অবস্থা অধম পশুর ন্যায়। তাহারা নিজেদের হিতাহিত বুঝে না এবং বিবেক-বুদ্ধিরও ধার ধারে না। অতএব পশু-প্রকৃতির আরবগণকে যখন হজরত রসুলোল্লাহ বজ্রগম্ভীর স্বরে সত্যের দিকে আহ্বান করিলেন, তখন তাহারা মূক ও বধির পশুর ন্যায় কোন সাড়া দিল না বরং অন্ধভাবে অধর্ম্ম-ক্ষেত্রে বিচরণ করিতে লাগিল।

নায়াকা—গৃহপালিত পশুকে যে সকল অর্থহীন শব্দ বা ধ্বনি উচ্চারণ পূর্ব্বক আহ্বান করা যায়, ইহা তদনুরূপ। পশুদিগকে কোন কথা বলিয়া ডাকিলে সে যেমন ধ্বনি ব্যতীত উহার অর্থ বা মর্ম্ম কিছুই বুঝিতে সক্ষম হয় না, সেইরূপ কাফেরেরাও ধর্ম্মের বাণী বা উপদেশ বুঝিতে পারে না। যাহাদের জ্ঞান নাই, তাহারা জ্ঞানীর কথা কেমন করিয়া বুঝিবে! রসুলের বাক্যও অবিশ্বাসী কাফেরগণের নিকট পশুর কর্ণে মানুষের আহ্বানের ন্যায় প্রতিধ্বনিত হয় মাত্র।

১৭২। বিবিধ খাদ্যদ্রব্যের মধ্যে যাহা পবিত্র অর্থাৎ যে সকল খাদ্যদ্রব্য স্বাস্থ্যের পক্ষে অনিষ্টকর কিংবা অসদুপায়ে অর্জ্জিত নহে, তাহাই ভক্ষণ করিয়া পরিতৃপ্ত হও এবং তজ্জন্য আল্লার কৃতজ্ঞতা স্বীকার কর।

১৭৩। মানুষের জীবন রক্ষার জন্য করুণাময় আল্লাহতা'লা তাহাদের ভোজনের যোগ্য যে সকল খাদ্যদ্রব্য সৃষ্টি করিয়াছেন তাহার সংখ্যা গণনাতীত। উহার কতকগুলি বৈধ ও উপকারী এবং কতকগুলি অবৈধ ও অনিষ্টকারী। প্রত্যেক অবৈধ দ্রব্যের পরিচয় দেওয়া সম্ভবপর নহে বলিয়া এই আয়তে আরব-সমাজে প্রচলিত কতিপয় বিশেষ অবৈধ খাদ্যের বিষয় এ স্থানে উল্লেখিত হইয়াছে, যথা—মৃতজীব, শোণিত ও শূকর-মাংস। আরবেরা মৃতজীব ও শূকরমাংস ভক্ষণ করিত এবং নিহত পশুর প্রবাহিত রক্তধারা জমিয়া গেলে, সেই জমান রক্তপিণ্ড ভাজিয়া খাইত। এই তিন প্রকার খাদ্যই বিষতুল্য এবং স্বাস্থ্যের পক্ষে অনিষ্টকর; তাই ইহা অবৈধ স্থিরীকৃত হইয়াছে। ইহুদী সমাজেও এই তিন প্রকার খাদ্য অবৈধ বিবেচিত হইত এবং শূকরকে যে হজরত ঈসা ঘৃণার চক্ষে অবলোকন করিতেন, বাইবেলে তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। খাদ্যদ্রব্যের ক্রিয়া মানুষের চরিত্রের উপরেও কার্য্যকরী হইয়া থাকে; অতএব চরিত্র রক্ষার জন্যও ইহা বর্জ্জন

١٧٤- إِنَّ الَّذِيْنَ يَكْتُمُوْنَ مَآ أَنْزَلَ
اللّٰهُ مِنَ الْكِتٰبِ وَيَشْتَرُوْنَ بِهٖ ثَمَنًا
قَلِيْلًا لا أُولٰٓئِكَ مَا يَأْكُلُوْنَ فِيْ
بُطُوْنِهِمْ إِلَّا النَّارَ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللّٰهُ يَوْمَ
الْقِيٰمَةِ وَلَا يُزَكِّيْهِمْ ج وَلَهُمْ عَذَابٌ
أَلِيْمٌ ۝ ١٧٥- أُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ اشْتَرَوُا
الضَّلٰلَةَ بِالْهُدٰى وَالْعَذَابَ
بِالْمَغْفِرَةِ ج فَمَآ أَصْبَرَهُمْ عَلَى النَّارِ ۝

১৭৪। এবং নিশ্চয় আল্লাহ যাহা গ্রন্থে অবতীর্ণ করিয়াছেন তাহা যাহারা গোপন করে ও তদ্‌পরিবর্ত্তে নগণ্য মূল্য লয়, নিশ্চয় তাহারা স্ব স্ব উদরে অগ্নি ব্যতীত ভক্ষণ করে না; এবং উত্থান-দিবসে আল্লাহ তাহাদের সহিত কথা বলিবেন না ও তাহাদিগকে নির্ম্মল করিবেন না এবং তাহাদের জন্য যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি রহিয়াছে। ১৭৫। ইহারাই সুপথের বিনিময়ে কুপথ এবং ক্ষমার পরিবর্ত্তে শাস্তি ক্রয় করিয়াছে, অতঃপর তাহারা নরকানল কিরূপে সহ্য করিবে?

বাঞ্ছনীয়। এতদ্ব্যতীত "আরবেরা দেবতার নামে পশু উৎসর্গ করিত ও তাহাদের নামোচ্চারণ পূর্ব্বক পশু হত্যা করিত।" ইহা অংশীবাদিত্বের স্পষ্ট নিদর্শন। অতএব সর্ব্বতোভাবে অংশী-বাদিত্বের মূলোচ্ছেদ করিবার জন্য গায়ের-আল্লার উদ্দেশ্যে নিবেদিত বা তাহাদের নামে নিহত পশুর মাংস হারাম স্থিরীকৃত হইয়াছে।—রাজি ও বয়জাবী।

"গায়ের-আল্লার" নামে নিবেদিত পশু ব্যতীত আরও অনেক প্রকার বস্তু—এমন কি নজর, নেয়াজ ও মান্নত স্বরূপ যে সকল বস্তু পীর-বুজর্গের উদ্দেশ্যে বা নামে নিবেদিত হয়, তাহাও হারাম। কজ্জাফী, দোর্‌রুল-মোখতার ও তফসীর নেসাপুরীতে উল্লেখিত আছে,—"এ বিষয়ে আলেম-সমাজ একমত যে, কোন মুসলমান 'গায়ের-আল্লার' উদ্দেশ্যে পশু জবেহ করিলে সে 'মোরতাদ' হইয়া যাইবে।" মোসলেম শরিফে বর্ণিত আছে,—"যে ব্যক্তি গায়ের-আল্লার উদ্দেশ্যে জবহ করে তাহার প্রতি খোদার লানত।" এইরূপ মওলানা শাহ আবদুল আজিজ সাহেব স্বীয় ফতোয়ায় লিখিয়াছেন,—"গায়ের-আল্লার অর্থাৎ পয়গম্বর, ওলি, শহিদ বা যে কোন ব্যক্তি হউক, তাঁহাদের নামে জবেহ করা পশুর মাংস হারাম এবং যাহারা এরূপ জবেহ বা উৎসর্গ করে তাহারা 'মোরতাদ'।"

যদিও জীবন রক্ষার জন্য সময়-বিশেষে অভাব বা আবশ্যকতার অনুরোধে এরূপ বস্তুর ব্যবহারের নির্দ্দেশ আছে, তবুও যেন কেহ উহা আকাঙ্ক্ষা না করে এবং খাদ্য সম্বন্ধে শরীয়তের সীমাতিক্রম না করে। তাই কোরান শরিফ বলিতেছে—"বস্তুতঃ যে ব্যক্তি নিরূপায়, কিন্তু উচ্ছৃঙ্খল বা সীমা-লঙ্ঘনকারী নহে তাহার পাপ নাই।"

১৭৪। শারীরিক বিষয়ের পর আধ্যাত্মিক বিষয়ের উল্লেখ করিয়া কোরান শরিফ কি সুন্দর সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়াছে! প্রথমে কতিপয় অপবিত্র ও অস্বাস্থ্যকর খাদ্যের বিষয় বর্ণনার পরেই "অগ্নি-ভক্ষণ" হইতে মানুষকে সতর্ক করা হইয়াছে! পাছে বাহ্যিক অনুষ্ঠানের প্রতি লোকে অধিকতর আকৃষ্ট হয়, এজন্য হারাম খাদ্য অপেক্ষাও যে অগ্নি-ভক্ষণ বা সত্য-গোপন করা গুরুতর পাপ, এ কথা স্পষ্ট ভাষায় ঘোষিত হইয়াছে। পরবর্ত্তী আয়তে এই ক্ষমাতীত পাপের ভীষণ পরিণাম এইরূপে বর্ণিত হইয়াছে,—"তাহারা নরকানল কিরূপে সহ্য করিবে?" অর্থাৎ এই

১৭৬। এই জন্যই আল্লাহ সত্য-সহ গ্রন্থ অবতীর্ণ করিয়াছেন এবং যাহারা গ্রন্থ সম্বন্ধে বিরোধ করে, বাস্তবিক তাহারাই বিরুদ্ধাচরণে সুদূরগামী।

١٧٦- ذٰلِكَ بِاَنَّ اللّٰهَ نَزَّلَ الْكِتٰبَ بِالْحَقِّ ۗ وَاِنَّ الَّذِيْنَ اخْتَلَفُوْا فِى الْكِتٰبِ لَفِىْ شِقَاقٍ بَعِيْدٍ ۝

২২শ রুকু—প্রতিশোধ ও অন্তিম উপদেশ

১৭৭। তোমরা তোমাদের মুখমণ্ডল পূর্ব্ব বা পশ্চিম দিকে প্রত্যাবর্ত্তিত কর তাহাতে পুণ্য নাই, বরং পুণ্য তাহার—যে ব্যক্তি আল্লাহ ও পরকাল ও ফেরেশ্‌তাগণ ও গ্রন্থ ও নবীগণের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে এবং তাঁহারই প্রেমে আত্মীয়-স্বজন ও পিতৃহীনগণ ও দরিদ্রবৃন্দ ও পথিকগণ ও ভিক্ষুকদিগকে এবং দাসত্ব-মোচনের জন্য ধন-সম্পদ দান করে এবং নামাজ প্রতিষ্ঠিত করে ও জাকাত প্রদান করে এবং অঙ্গীকার করিলে যাহারা সেই অঙ্গীকারের পূর্ণকারী হয় এবং যাহারা

١٧٧- لَيْسَ الْبِرَّ اَنْ تُوَلُّوْا وُجُوْهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَالْمَلٰٓئِكَةِ وَالْكِتٰبِ وَالنَّبِيّٖنَ ۚ وَاٰتَى الْمَالَ عَلٰى حُبِّهٖ ذَوِى الْقُرْبٰى وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسٰكِيْنَ وَابْنَ السَّبِيْلِ ۙ وَالسَّآئِلِيْنَ وَفِى الرِّقَابِ ۚ وَاَقَامَ الصَّلٰوةَ وَاٰتَى الزَّكٰوةَ ۚ وَالْمُوْفُوْنَ بِعَهْدِهِمْ اِذَا عٰهَدُوْا ۚ وَالصّٰبِرِيْنَ

ক্ষমাতীত মহাপাপের জন্য যে ভীষণ দুঃসহ শাস্তি নির্দ্ধারিত রহিয়াছে, তাহা ইহারা কেমন করিয়া সহ্য করিবে, সে কথা পূর্ব্বেই চিন্তা করা কর্ত্তব্য।

১৭৭। এই মহিমান্বিত আয়তকে ইসলামের সার-শিক্ষা বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। কারণ ইহাতে ইসলামের মূল-কর্ম্ম ও বিশ্বাস-তত্ত্ব প্রকটিত হইয়াছে এবং বাহ্যিক অনুষ্ঠানের উপর বিশ্বাস ও কর্ম্মের শ্রেষ্ঠত্ব বিঘোষিত হইয়াছে। যাহাতে মোসলেমবৃন্দ ইহুদী ও পৌত্তলিকগণের আদর্শে বাহ্যিক অনুষ্ঠানের প্রতি একান্ত অনুরক্ত হইয়া তাহাদের পরম কর্ত্তব্য ও চরম বিশ্বাস বিস্মৃত না হয় তজ্জন্য আল্লাহতা'লা তাহাদিগকে বিশ্বাস ও কর্ত্তব্যের দিকে প্রধাবিত করিতেছেন। অধিকন্তু যাহাতে তাহারা পৌত্তলিকগণের ন্যায় কেবলার অনুসরণে কাবাকে পূজা না করে, তজ্জন্য আল্লাহ তাহাদিগকে সতর্ক করিয়া বলিতেছেন,—"তোমাদের মুখমণ্ডল পূর্ব্ব বা পশ্চিম দিকে প্রত্যাবর্ত্তিত কর তাহাতে পুণ্য নাই"—অর্থাৎ উহাতে বিশেষ কিছু আসে যায় না—বরং এতদ্দারা ইহাই সূচিত হইতেছে যে, অদূর ভবিষ্যতে পূর্ব্ব ও পশ্চিমের প্রদেশসমূহ মোসলেম জাতির বিজয়াধীন হইবে। অতএব এই আয়তের সার মর্ম্ম এই যে, সর্ব্বাগ্রে তাহারা সত্য-বিশ্বাসী ও সৎকর্ম্মশীল হইয়া তৎপরে বিজয়ী হউক; তাহা হইলে বিজিত দেশসমূহে তাহারা সত্যপ্রচার ও সৎকর্ম্মের বীজ বপন করিতে পারিবে। তঃ মঃ আঃ।

অভাবে ও ক্লেশে এবং যুদ্ধকালে ধৈর্য্যশীল তাহারাই সত্যপরায়ণ এবং তাহারাই ধর্ম্মভীরু। ১৭৮। হে বিশ্বাসস্থাপনকারিগণ, নিহতগণের সম্বন্ধে তোমাদের জন্য প্রতিশোধ গ্রহণ বিধিবদ্ধ হইল; স্বাধীনের পরিবর্ত্তে স্বাধীন এবং দাসের পরিবর্ত্তে দাস এবং নারীর পরিবর্ত্তে নারী; কিন্তু যদি কেহ তাহার ভ্রাতা কর্ত্তৃক কোন বিষয়ে ক্ষমাপ্রাপ্ত হয়, তবে নিয়মিত প্রথার অনুসরণ করিবে এবং সদ্ভাবে উহা পরিশোধ করিবে; ইহা তোমাদের প্রতিপালকের লঘু-বিধান ও করুণা; সুতরাং ইহার পর যে-কেহ সীমা লঙ্ঘন করিবে, তাহার জন্য যন্ত্রণাপ্রদ

فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ ط
أُولَٰئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا ط وَأُولَٰئِكَ
هُمُ الْمُتَّقُونَ ○ ١٧٨- يَا أَيُّهَا الَّذِينَ
آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ
فِي الْقَتْلَى ط الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ
بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَىٰ بِالْأُنْثَىٰ ط فَمَنْ
عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ
بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ط
ذَٰلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ط
فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ

মূল বিশ্বাস-তত্ত্বের মধ্যে ফেরেশতাগণের অস্তিত্ব সম্বন্ধে বিশ্বাস সকল জাতির মধ্যে বিদ্যমান না থাকিলেও একেশ্বরবাদী সম্প্রদায় মাত্রই ইহা বিশ্বাস করেন। ফেরেশ্‌তা বা স্বর্গীয় সেবক দ্বারা আল্লাহ বিশ্বজগতে স্বীয় ইচ্ছা পরিচালন করিয়া থাকেন। ইহা স্বতঃসিদ্ধ যে, বহিঃসাহায্য ব্যতীত জড়যন্ত্র কার্য্যক্ষম হয় না। দৃষ্টিশক্তি থাকা সত্ত্বেও মানুষ বাহিরের আলোক ব্যতীত দেখিতে পায় না এবং বহির্বায়ু ব্যতীত কর্ণে শুনা যায় না; সেইরূপ মানুষের আন্তরিক শক্তি ও মনোবৃত্তি থাকা সত্ত্বেও আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রে ফেরেশ্‌তা বা স্বর্গীয় সাহায্যের আবশ্যক হইয়া থাকে।

১৭৮। **কেসাস**—সমভাবে প্রতিশোধ গ্রহণ। এই আয়তে তিনটি বিষয়ের উল্লেখ আছে। **প্রথমতঃ**—ইসলামে "কেসাস" প্রথা প্রবর্ত্তন করা; **দ্বিতীয়তঃ**—অজ্ঞযুগে আরবে হত্যা সম্বন্ধে অন্যায় ও অতিরিক্ত প্রতিশোধ গ্রহণের যে প্রথা প্রচলিত ছিল, তাহা রোধ করা এবং **তৃতীয়তঃ**—হত্যা সম্বন্ধে পূর্ব্বসন্ধি বহাল রাখা অথবা ক্ষমা করা; তৎকালে আরবে এই প্রথা প্রচলিত ছিল যে, কোন স্বাধীন ব্যক্তি কোন সম্প্রদায়ের গোলাম কর্ত্তৃক নিহত হইলে, নিহত ব্যক্তির লোকেরা গোলামকে হত্যা না করিয়া সেই সম্প্রদায়ের স্বাধীন লোককে হত্যা করিতে সচেষ্ট হইত। এইরূপ কোন শক্তিশালী সম্প্রদায়ের লোক নিহত হইলে তাহারা গোলামের পরিবর্ত্তে স্বাধীন লোককে, নারীর পরিবর্ত্তে পুরুষকে এবং একটি পুরুষের পরিবর্ত্তে দুইটী পুরুষকে হত্যা করিয়া প্রতিশোধ গ্রহণ করিত। এইরূপ অন্যায় ও অতিরিক্ত হত্যা নিবারণ করিয়া যাহাতে সমভাবে প্রতিশোধ গ্রহণ অথবা অনুরূপ দণ্ড বিধান কিংবা ক্ষমা করা হয়, তজ্জন্যই এই যুক্তিপূর্ণ বিধান প্রবর্ত্তিত হইয়াছে।—তঃ কঃ ও আহমদী।

হত্যার পরিবর্ত্তে অনুরূপ দণ্ডবিধানের যে সকল ব্যবস্থা আছে, তন্মধ্যে হত্যাকারীর নিকট হইতে ক্ষতিপূরণ স্বরূপ অর্থ লইয়া নিহত ব্যক্তির আত্মীয়-স্বজন তাহকে মুক্তি দিতে পারে। তাহার পরিবর্ত্তে এইরূপ অর্থ গ্রহণ করাকে "দায়াত" বলে। ইহা প্রতিশোধ অপেক্ষা বহু সহজ। তাই এই আয়তের

শাস্তি রহিয়াছে। ১৭৯। হে জ্ঞানবান লোক-সকল, প্রতিশোধ গ্রহণে তোমাদের জন্য জীবন আছে—যেন তোমরা ধর্ম্ম-ভীরু হও। ১৮০। যখন তোমাদের কাহারো মৃত্যু উপস্থিত হয়, তখন যদি সে ধন-সম্পত্তি ছাড়িয়া যায়, তবে পিতা-মাতা ও আত্মীয়-স্বজনের জন্য বৈধ-ভাবে 'অছিয়ত' করা তোমাদের জন্য বিধিবদ্ধ হইল—ইহাই ধর্ম্মভীরুগণের কর্ত্তব্য। ১৮১। অনন্তর ইহা শুনিবার পর যদি কেহ উহা পরিবর্ত্তন করে, তবে যাহারা উহা পরিবর্ত্তন করিবে—পাপ তাহাদেরই; নিশ্চয় আল্লাহ শ্রবণকারী মহাজ্ঞানী। ১৮২। অনন্তর যদি কেহ অছিয়ত-কারীর পক্ষে পক্ষপাতিত্ব বা পাপের আশঙ্কা করিয়া তাহাদের মধ্যে মীমাংসা করিয়া দেয়, তবে তাহার পাপ নাই; নিশ্চয়ই আল্লাহ ক্ষমাশীল করুণাময়।

أَلِيمٌ ۝ ١٧٩- وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ
حَيٰوةٌ يَّاُولِى الْاَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ
تَتَّقُوْنَ ۝ ١٨٠- كُتِبَ عَلَيْكُمْ اِذَا
حَضَرَ اَحَدَكُمُ الْمَوْتُ اِنْ تَرَكَ
خَيْرَا ۖ صلے نِ الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ
وَالْاَقْرَبِيْنَ بِالْمَعْرُوْفِ ۚ حَقًّا عَلَى
الْمُتَّقِيْنَ ۝ ١٨١- فَمَنْ بَدَّلَهٗ بَعْدَ
مَا سَمِعَهٗ فَاِنَّمَا اِثْمُهٗ عَلَى الَّذِيْنَ
يُبَدِّلُوْنَهٗ ط اِنَّ اللّٰهَ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ۝
١٨٢- فَمَنْ خَافَ مِنْ مُّوْصٍ جَنَفًا
اَوْ اِثْمًا فَاَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلَا اِثْمَ
عَلَيْهِ ط اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ۝

উপসংহারে বর্ণিত আছে যে, "ইহা তোমার প্রতিপালকের লঘু বিধান ও করুণা।" সুরা নেসার ৯২ আয়তে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, যদি কোন লোক তাহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোন লোককে হত্যা করিয়া থাকে, তবে তাহার অপরাধ অনুসারে ক্ষতিপূরণ দিয়া মুক্তিলাভ করিতে পারে।

১৭৯। এ পর্য্যন্ত মোসলেমবৃন্দ শত্রুগণের হস্তে নীরবে লাঞ্ছনা ও নিগ্রহ সহ্য করিয়া আসিয়াছে এবং অনেকে নির্দ্দয়ভাবে নিহত হইয়াছে, কিন্তু তাহারা কোনরূপ প্রতিশোধ গ্রহণে প্রবৃত্ত হয় নাই। ইহার ফলে শত্রুরা মোসলেমবৃন্দকে যখন সমূলে বিনাশ করিতে বদ্ধপরিকর হইল, তখন আল্লাহ নির্দ্দেশ করিলেন যে, "প্রতিশোধ গ্রহণে তোমাদের জন্য জীবন আছে"—অর্থাৎ এমতাবস্থায় প্রতিশোধ গ্রহণ ব্যতীত তোমাদের অস্তিত্ব ও ধন-প্রাণ নিরাপদ হইবে না। হত্যাকারী শত্রুগণকে দণ্ড না দিলে তাহাদের সাহস ও স্পর্দ্ধা বাড়িয়া যাইবে এবং তোমাদের ধর্ম্ম ও জীবন বিপন্ন হইবে।

১৮০—১৮২। এই আয়তত্রয় সম্বন্ধে প্রাচীন ও আধুনিক তফসীরকারগণের মধ্যে মতভেদ আছে। বহু প্রাচীন তফসীরকার অছিয়তে এই আয়তকে মনসুখ বা রহিত বলিয়া স্থির করিয়া-ছেন। তাঁহাদের মতে সুরা নেসার ১১ আয়তে উত্তরাধিকারিগণের অংশ নির্দ্ধারিত হওয়ায় পিতা-মাতা ও আত্মীয়-স্বজনের জন্য স্বতন্ত্র অছিয়তের আয়ত মনসুখ বলিয়া প্রতীয়মান হইয়াছে। কিন্তু আধুনিক বিচক্ষণ তফসীরকারগণের মতে সুরা নেসার ঐ আয়ত দ্বারা আলোচ্য আয়ত রহিত হইতে পারে না; কারণ কোরান শরিফে সাধারণতঃ প্রথমে সংক্ষিপ্তভাবে কোন আদেশ প্রবর্ত্তিত

২৩ রুকু—রোজা বা উপবাস-ব্রত

১৮৩। হে বিশ্বাসস্থাপনকারিগণ, তোমাদের উপর রোজা বিধিবদ্ধ হইল—যেরূপ তোমাদের পূর্ব্ববর্ত্তিগণের জন্য বিধিবদ্ধ হইয়াছিল—যেন তোমরা সংযত হও। ১৮৪। উহা নির্দ্ধারিত কয়েক দিবস; কিন্তু তোমাদের মধ্যে যে-কেহ পীড়িত বা প্রবাসী হয়—তাহার জন্য অপর কোন দিবস হইতে গণনা করিবে

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ كُتِبَ
عَلَيْكُمُ ٱلصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى
ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ۞
١٨٤- أَيَّامًا مَّعْدُودَٰتٍ ۚ فَمَن كَانَ
مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ

হইবার পরে উহা আবশ্যকতার অনুরোধে অপরাপর আয়ত দ্বারা ক্রমশঃ অধিকতর পরিস্ফুট বা ব্যাখ্যাত হয়। আলোচ্য অছিয়তের আয়ত সেইরূপ ভাবে যথাক্রমে সুরা নেসার ১৩—১৫ এবং সুরা মায়দার ১০৫ আয়ত দ্বারা ক্রমশঃ স্পষ্টতর ও পরিস্ফুট হইয়াছে। এই আয়তে সাধারণভাবে অছিয়তের আদেশ করা হইয়াছে; কিন্তু পরবর্ত্তী সুরা নেসার আয়ত সমূহে উত্তরাধিকারিগণের অংশ নির্দ্ধারিত হইয়াছে এবং সর্ব্বশেষে সুরা মায়দার ১০৫ আয়তে অছিয়তের জন্য দুইজন সাক্ষীর আবশ্যকতা বর্ণিত হইয়াছে। এইরূপে ক্রমে বিকশিত হইয়া উহা পূর্ণ পরিণতি লাভ করিয়াছে।

মক্কা-বিজয়ের যুগ পর্য্যন্ত মোসলেম সমাজে এই অছিয়তের প্রথা প্রচলিত ছিল বলিয়া স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। হজরত রসুলোল্লাহ সাদ-বেন ওক্কাসের একান্ত আগ্রহ সত্ত্বেও তদীয় সম্পত্তির এক-তৃতীয়াংশের অধিক ধর্ম্মকার্য্যে দান করিতে তাঁহাকে নিবৃত্তি করিয়াছিলেন এবং উত্তরাধিকারিগণের স্বত্ব অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছিলেন (বোখারী)। এই ঘটনার বহু পূর্ব্বে উপরোক্ত আয়তত্রয় অবতীর্ণ হইয়াছিল। সুতরাং বুঝা যাইতেছে যে, উত্তরাধিকারীর অংশ নির্দ্ধারণের আয়ত দ্বারা অছিয়তের আয়তের সীমা নির্দ্ধারিত হইয়াছে। বহু হাদিসে স্বীয় সম্পত্তির এক-তৃতীয়াংশ অছিয়ত করিবার অধিকার সমর্থিত হইয়াছে; কিন্তু উপযুক্ত সম্পত্তির অধিকারী না হইলে কেহই তদীয় উত্তরাধিকারিগণকে বঞ্চিত বা ক্ষতিগ্রস্ত করিয়া উহারা এক-তৃতীয়াংশ আত্মীয়-স্বজনদিগকে প্রদান বা ধর্ম্মকার্য্যে ব্যয় করিতে পারিবে না।—তঃ আহমদী, তঃ মঃ আঃ ও মায়ারুফুল কোরান।

১৮৩। **ছেয়াম**—রোজা বা উপবাস-ব্রত। এই পুণ্যপ্রথা অল্পাধিক সকল ধর্ম্মাবলম্বীর মধ্যেই প্রবর্ত্তিত আছে। ইহা ইসলামী ধর্ম্ম-কর্ম্মের তৃতীয় রোকন বা বিশেষ অনুষ্ঠান। "তোমাদের পূর্ব্ববর্ত্তিগণের জন্য রোজা বিধিবদ্ধ হইয়াছিল"—অর্থাৎ ইহুদী ও খৃষ্টান প্রভৃতি গ্রন্থানুগামী সমাজে রোজা রাখার আদেশ বিদ্যমান ছিল। যে সময় নবীবর হজরত মুসা তদীয় অনুগামী সম্প্রদায়কে ফেরাউনের কবল হইতে উদ্ধার করেন সেই সময় হইতে ১০ দিন (আশুরা) ইহুদীগণের জন্য রোজা রাখার প্রথা প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। খৃষ্টানগণের মধ্যে রোজার আদেশ বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও তাহারা হজরত ঈসার প্রায়শ্চিত্ত বিনিময়ে সর্ব্ববিধ ধর্ম্মকর্ম্ম বর্জ্জন করিয়া বসিয়াছে! ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বীর ন্যায় অনুতাপাচ্ছলে অযথা দৈহিক ও মানসিক শক্তির অপচয় করাকে ইস্লাম অবজ্ঞা করে; বরং মানুষের নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতি সাধন এবং সংযম-শিক্ষাই রোজার মুখ্য উদ্দেশ্য। তাই আলোচ্য আয়তের উপসংহারে উক্ত হইয়াছে—"যেন তোমরা সংযত হও।" সুতরাং রোজা-ব্রত পালনে পানাহারের ন্যায় সর্ব্ববিধ দুষ্কর্ম্ম হইতে বিরত থাকাও একান্ত আবশ্যক।

১৮৪। "উহা নির্দ্ধারিত কয়েক দিবস"—অর্থাৎ পরবর্ত্তী আয়তে উল্লিখিত রমজান মাসের ২৯ বা ৩০ দিন রোজা রাখা ফরজ।

মِّنْ اَيَّامٍ اُخَرَ ط وَعَلَى الَّذِيْنَ
يُطِيْقُوْنَهٗ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِيْنٍ ط
فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَّهٗ ط
وَاَنْ تَصُوْمُوْا خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ
تَعْلَمُوْنَ ۝ ١٨٥- شَهْرُ رَمَضَانَ
الَّذِيْٓ اُنْزِلَ فِيْهِ الْقُرْاٰنُ هُدًى
لِّلنَّاسِ وَبَيِّنٰتٍ مِّنَ الْهُدٰى
وَالْفُرْقَانِ ج فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ
الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ط وَمَنْ كَانَ مَرِيْضًا
اَوْ عَلٰى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ اَيَّامٍ اُخَرَ ط
يُرِيْدُ اللّٰهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيْدُ بِكُمُ
الْعُسْرَ ز وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللّٰهَ
عَلٰى مَا هَدٰىكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ ۝

এবং যাহারা উহাতে অক্ষম, তাহারা তদ্‌পরিবর্ত্তে একজন দরিদ্রকে ভোজ্য-দান করিবে; অতএব যে-ব্যক্তি স্বেচ্ছায় সৎকর্ম্ম করে, তাহার জন্য কল্যাণ; এবং তোমরা যদি বুঝিয়া থাক, তবে রোজা রাখাই তোমাদের জন্য কল্যাণকর।

১৮৫। রমজান মাস—যাহার মধ্যে মানবকুলের পথ-প্রদর্শক এবং সুপথের উজ্জ্বল নিদর্শন ও প্রভেদকারী কোরান অবতারিত হইয়াছে; অতএব তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি সেই মাস প্রত্যক্ষ করে—সে যেন রোজা রাখে; এবং যে ব্যক্তি পীড়িত বা প্রবাসী—তাহার জন্য অপর কোন দিবস হইতে গণনা করিবে; আল্লাহ তোমাদের পক্ষে যাহা সুসাধ্য তাহাই ইচ্ছা করেন ও তোমাদের পক্ষে যাহা দুঃসাধ্য তাহা ইচ্ছা করেন না; এবং যেন তোমরা নির্দ্ধারিত-সংখ্যা পূর্ণ কর ও তোমাদিগকে যে সুপথ দেখাইয়াছেন, তজ্জন্য তোমরা আল্লাহকে মহিমান্বিত কর এবং যেন

ফিদিয়া—বিনিময় অর্থাৎ যে অনুষ্ঠান দ্বারা লোকে দায়িত্ব হইতে মুক্তি পায়। যাহারা ধর্ম্মানুষ্ঠান পালনে অক্ষম, তাহারা উহার বিনিময়ে অর্থাদি দান করিয়া দায়িত্ব মুক্ত হইতে পারে (এমাম রাগেব)। এইরূপ পীড়া বৃদ্ধির ভয়ে, অথবা দুর্ব্বলতা বা বার্দ্ধক্য বশতঃ এবং গর্ভবতী বা স্তন্যদায়িনী নারী রোজা রাখিতে অক্ষম হইলে তাহারা প্রত্যেক পরিত্যক্ত রোজার জন্য একজন দরিদ্রকে আহার করাইবে এবং পরে সক্ষম হইলে অপরাপর দিবস উপরোক্ত রোজার পরিবর্ত্তে রোজা রাখিয়া উহা পরিশোধ করিবে।—বোখারী।

এতদ্ব্যতীত পবিত্র রমজান মাসে "স্বেচ্ছায় সৎকর্ম্ম করিতে" উৎসাহিত করা হইয়াছে। হজরত রসুলোল্লাহ স্বভাবতঃই অত্যন্ত দানশীল ছিলেন; কিন্তু তাহা সত্ত্বেও পবিত্রতম রমজান মাসে তিনি অকাতরে অধিকতর দান করিতেন (বোখারী। রমজানের শেষে ঈদের দিন প্রত্যেক নরনারীর জন্য একজন দরিদ্রের আহার-উপযোগী "ফেতরা" দান করা ওয়াজেব।

১৮৫। **রমজান**—তাপাধিক্য অর্থাৎ যে মাসে পাপ-তাপ বিদগ্ধ হয়। এই পবিত্র মাসেই বিশ্বমানবের মুক্তির জন্য সর্ব্বপ্রথম প্রত্যাদেশ অবতীর্ণ হইয়া কোরান শরিফের সূত্রপাত হয়।

কোরান—"কোর-য়া" ধাতু হইতে নিষ্পন্ন; অর্থ—পাঠের যোগ্য অর্থাৎ যে পুস্তক পাঠ করা কর্ত্তব্য। তদ্ব্যতীত যে পুস্তকে পূর্ব্বতন স্বর্গীয় গ্রন্থাবলীর সার সংগৃহীত হইয়াছে (৯৮—৩; এমাম

١٨٦- وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي
فَإِنِّي قَرِيبٌ ط أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ
إِذَا دَعَانِ لا فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا
بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ ○ ١٨٧- أُحِلَّ
لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى
نِسَائِكُمْ ط هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنْتُمْ
لِبَاسٌ لَّهُنَّ ط عَلِمَ اللّٰهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ
تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ
وَعَفَا عَنْكُمْ ج فَالْئٰنَ بَاشِرُوهُنَّ
وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللّٰهُ لَكُمْ ص وَكُلُوا
وَاشْرَبُوا حَتّٰى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ
الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ
الْفَجْرِ ص ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى

তোমরা কৃতজ্ঞ হও। ১৮৬। এবং যখন
আমার সেবকবৃন্দ আমার সম্বন্ধে
তোমাকে জিজ্ঞাসা করে তখন নিশ্চয়
আমি সন্নিকটবর্ত্তী—যখন প্রার্থী প্রার্থনা
করে তখন তাহার প্রার্থনার উত্তর দান
করি; অতএব আমার আহ্বানে উত্তর
দান করা ও আমাকে বিশ্বাস করাই
তাহাদের উচিত, যাহাতে তাহারা সুপথ
প্রাপ্ত হইবে। ১৮৭। রোজার রজনীতে
তোমাদের স্ত্রী-সমক্ষে অনাবৃত হওয়া
তোমাদের জন্য বৈধ করা হইল; তাহারা
তোমাদের জন্য আবরণ এবং তোমরাও
তাহাদের জন্য আবরণ; তোমরা যে
নিজেদের ক্ষতি করিতেছিলে, আল্লাহ
তাহা পরিজ্ঞাত আছেন; এবং এজন্য তিনি
তোমাদের প্রতি প্রত্যাবৃত্ত হইলেন এবং
তোমাদিগকে ক্ষমা করিলেন; অতএব
এক্ষণে তোমরা তাহাদের সহিত সম্মিলিত
হও এবং আল্লাহ তোমাদের জন্য যাহা
লিপিবদ্ধ করিয়াছেন তাহা অনুসন্ধান কর;
এবং প্রত্যূষে কৃষ্ণ-সূত্র হইতে শুভ্র-সূত্র
প্রকাশিত হওয়া পর্য্যন্ত তোমরা ভোজন
ও পান কর; অতঃপর রাত্রি-সমাগম
পর্য্যন্ত তোমরা রোজা পূর্ণ কর; এবং

রাগেব) তাহাকেও কোরান বলা হয়। তফসীরকারেরা বলেন যে প্রত্যাদেশ, তদনুসারে কোরান শরিফ ৩১টী বিভিন্ন নামে সম্মানিত হইয়াছে, তন্মধ্যে আল্‌-কেতাব ও অজ্‌-জেক্‌র প্রভৃতি প্রধান।

ফোরকান—প্রভেদকারী; অর্থাৎ মিথ্যা হইতে সত্যকে প্রভেদ করে বলিয়া কোরান শরিফের অপর নাম "ফোরকান"।

১৮৬। আলোচ্য আয়তের পূর্ব্ব ও পরবর্ত্তী আয়তসমূহে রোজার বাহ্যিক অনুষ্ঠানের সঙ্গে সঙ্গে সর্ব্ববিধ দুষ্কর্ম্ম পরিহারের আদেশ প্রদত্ত হইয়াছে—যেন এতদ্দ্বারা মানুষ ক্রমশঃ ধর্ম্ম ও পবিত্রতার দিকে আকৃষ্ট হয়। প্রকৃতপক্ষে আল্লার নৈকট্য লাভই ধর্ম্মের মূল উদ্দেশ্য। সুতরাং এই সম্মানিত মাসের পবিত্রতার আকর্ষণে মানুষ যতই স্রষ্টার সান্নিধ্য লাভ করিবে ততই তাহার প্রার্থনা গৃহীত হইবে। এজন্য হজরত রসুলোল্লাহ এই পবিত্র মাসে অধিকতর উপাসনায় নিমজ্জিত থাকিতেন এবং স্বীয় শিষ্য-সহচরগণকেও তদ্রূপ প্রার্থনা করিতে আদেশ করিতেন।—বোখারী ও মোসলেম।

১৮৭। গ্রন্থানুগামী ইহুদী প্রথার অনুসরণে হজরত রসুলোল্লাহ মদিনায় "আশুরা"র রোজা পালন করিতেন এবং স্বীয় শিষ্য-সহচরগণকেও উহা পালন করিতে আদেশ দিতেন। ইহুদীগণ যেরূপে দিবারাত্রি ব্যাপী উপবাস করিয়া পানাহার ও স্ত্রী-সংসর্গ হইতে বিরত থাকিত, মোসলেম-বৃন্দও প্রথমে তদ্রূপ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু অনেকে অক্ষমতাবশতঃ উহার ব্যতিক্রম

১٨٦- وَاِذَا سَاَلَكَ عِبَادِيْ عَنِّيْ
فَاِنِّيْ قَرِيْبٌ ط اُجِيْبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ
اِذَا دَعَانِ لا فَلْيَسْتَجِيْبُوْا لِيْ وَلْيُؤْمِنُوْا
بِيْ لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُوْنَ ○ ١٨٧- اُحِلَّ
لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ اِلٰى
نِسَآئِكُمْ ط هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَاَنْتُمْ
لِبَاسٌ لَّهُنَّ ط عَلِمَ اللّٰهُ اَنَّكُمْ كُنْتُمْ
تَخْتَانُوْنَ اَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ
وَعَفَا عَنْكُمْ ج فَالْئٰنَ بَاشِرُوْهُنَّ
وَابْتَغُوْا مَا كَتَبَ اللّٰهُ لَكُمْ ص وَكُلُوْا
وَاشْرَبُوْا حَتّٰى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ
الْاَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْاَسْوَدِ مِنَ
الْفَجْرِ ص ثُمَّ اَتِمُّوا الصِّيَامَ اِلَى

তোমরা কৃতজ্ঞ হও। ১৮৬। এবং যখন আমার সেবকবৃন্দ আমার সম্বন্ধে তোমাকে জিজ্ঞাসা করে তখন নিশ্চয় আমি সন্নিকটবর্ত্তী—যখন প্রার্থী প্রার্থনা করে তখন তাহার প্রার্থনার উত্তর দান করি; অতএব আমার আহ্বানে উত্তর দান করা ও আমাকে বিশ্বাস করাই তাহাদের উচিত, যাহাতে তাহারা সুপথ প্রাপ্ত হইবে। ১৮৭। রোজার রজনীতে তোমাদের স্ত্রী-সমক্ষে অনাবৃত হওয়া তোমাদের জন্য বৈধ করা হইল; তাহারা তোমাদের জন্য আবরণ এবং তোমরাও তাহাদের জন্য আবরণ; তোমরা যে নিজেদের ক্ষতি করিতেছিলে, আল্লাহ তাহা পরিজ্ঞাত আছেন; এবং এজন্য তিনি তোমাদের প্রতি প্রত্যাবৃত্ত হইলেন এবং তোমাদিগকে ক্ষমা করিলেন; অতএব এক্ষণে তোমরা তাহাদের সহিত সম্মিলিত হও এবং আল্লাহ তোমাদের জন্য যাহা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন তাহা অনুসন্ধান কর; এবং প্রত্যূষে কৃষ্ণ-সূত্র হইতে শুভ্র-সূত্র প্রকাশিত হওয়া পর্য্যন্ত তোমরা ভোজন ও পান কর; অতঃপর রাত্রি-সমাগম পর্য্যন্ত তোমরা রোজা পূর্ণ কর; এবং

রাগেব) তাহাকেও কোরান বলা হয়। তফসীরকারেরা বলেন যে প্রত্যাদেশ, তদনুসারে কোরান শরিফ ৩১টী বিভিন্ন নামে সম্মানিত হইয়াছে, তন্মধ্যে আল্-কেতাব ও অজ্-জেক্‌র প্রভৃতি প্রধান।

ফোরকান—প্রভেদকারী; অর্থাৎ মিথ্যা হইতে সত্যকে প্রভেদ করে বলিয়া কোরান শরিফের অপর নাম "ফোরকান"।

১৮৬। আলোচ্য আয়তের পূর্ব্ব ও পরবর্ত্তী আয়তসমূহে রোজার বাহ্যিক অনুষ্ঠানের সঙ্গে সঙ্গে সর্ব্ববিধ দুষ্কর্ম্ম পরিহারের আদেশ প্রদত্ত হইয়াছে—যেন এতদ্দ্বারা মানুষ ক্রমশঃ ধর্ম্ম ও পবিত্রতার দিকে আকৃষ্ট হয়। প্রকৃতপক্ষে আল্লার নৈকট্য লাভই ধর্ম্মের মূল উদ্দেশ্য। সুতরাং এই সম্মানিত মাসের পবিত্রতার আকর্ষণে মানুষ যতই স্রষ্টার সান্নিধ্য লাভ করিবে ততই তাহার প্রার্থনা গৃহীত হইবে। এজন্য হজরত রসুলোল্লাহ এই পবিত্র মাসে অধিকতর উপাসনায় নিমজ্জিত থাকিতেন এবং স্বীয় শিষ্য-সহচরগণকেও তদ্রূপ প্রার্থনা করিতে আদেশ করিতেন।—বোখারী ও মোসলেম।

১৮৭। গ্রন্থানুগামী ইহুদী প্রথার অনুসরণে হজরত রসুলোল্লাহ মদিনায় "আশুরা"র রোজা পালন করিতেন এবং স্বীয় শিষ্য-সহচরগণকেও উহা পালন করিতে আদেশ দিতেন। ইহুদীগণ যেরূপে দিবারাত্রি ব্যাপী উপবাস করিয়া পানাহার ও স্ত্রী-সংসর্গ হইতে বিরত থাকিত, মোসলেম-বৃন্দও প্রথমে তদ্রূপ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু অনেকে অক্ষমতাবশতঃ উহার ব্যতিক্রম

اللَّيْلِ ۚ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنتُمْ عَاكِفُونَ
فِي الْمَسَاجِدِ ۗ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ
فَلَا تَقْرَبُوهَا ۗ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ
آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ○
١٨٨- وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم
بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ
لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ
بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ۝

তোমরা মস্‌জেদে 'এতেকাফ' করিবার সময় তাহাদের সহিত সংসর্গ করিবে না; ইহাই আল্লার সীমা, অতএব তোমরা উহার নিকটবর্ত্তী হইও না; এইরূপে আল্লাহ মানবমণ্ডলীর জন্য তাঁহার নিদর্শন বিবৃত করেন—যেন তাহারা সংযত হয়।

১৮৮। এবং তোমরা পরস্পর অন্যায় ভাবে তোমাদের ধন উদরসাৎ করিও না এবং উহা বিচারকের নিকট এজন্য উপস্থাপিত করিও না—যাহাতে তোমরা জ্ঞাতসারে লোকের ধনের অংশ অন্যায় ভাবে উদরসাৎ করিতে পার।

২৪শ রুকু—যুদ্ধ ও আত্মরক্ষা

١٨٩- يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ ۖ قُلْ
هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ ۗ
وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِن

১৮৯। তাহারা তোমাকে নবচন্দ্র-সমূহ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিতেছে? তুমি বল—উহা মানুষের জন্য ও হজ্জের সময়-নিরূপক; এবং ইহাতে পুণ্য নাই যে, তোমরা গৃহ-সমূহে উহার পশ্চাদ্দিক দিয়া

করিয়া ইহুদীদিগের বিদ্রূপ-কটাক্ষের লক্ষীভূত হইতেন। তজ্জন্য আল্লাহতা'লা বলিতেছেন, "রোজার রজনীতে তোমাদের জন্য স্ত্রী-সমক্ষে অনাবৃত হওয়া বৈধ করা হইল" এবং সন্তান লাভের জন্য "আল্লাহ তোমাদের জন্য যাহা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তাহার অনুসন্ধান কর।" অতএব সমস্ত দিবস রোজা রাখিবার পর রাত্রি সমাগমে তোমাদিগকে পানাহার ও স্ত্রী-সংসর্গ করিবার অধিকার প্রদত্ত হইল। ধর্ম্মের নামে অসাধ্য কাজের অনুসরণ অথবা শারীরিক ও মানসিক ক্লেশ ভোগের কোনই আবশ্যক নাই।

১৮৮। রোজা প্রকৃতপক্ষে মানুষের পশুপ্রকৃতি প্রদমিত করিয়া তাহাকে সংযম শিক্ষা দেয়। সুতরাং ইহা দ্বারা যখন মানুষ স্বীয় ভোগ-বাসনা পরাভূত করিতে সক্ষম হয়, তখন তাহার অন্তরে কদাচ পরধন-লিপ্সা জন্মিতে পারে না। এজন্য রোজার আদেশের পরেই অন্যায়ভাবে পরধন আত্মসাৎ করিতে নিষেধ করা হইয়াছে।

১৮৯। **হেল্লাত**—"হেলাল"এর বহুবচন; হেলাল অর্থ দ্বিতীয় চন্দ্র অর্থাৎ পরিদৃশ্যমান নবচন্দ্রকলা। হজরত এবরাহিমের যুগ হইতে আরবে চান্দ্রমাস হিসাবে বৎসর গণনা হইয়া থাকে; সুতরাং তাহাদের সাংসারিক কাজকর্ম্ম ও ধর্ম্মানুষ্ঠানের নির্দ্দিষ্ট দিবস সমূহ এই চান্দ্রমাসের হিসাবেই সম্পন্ন হইত। বৎসরের মধ্যে রজব, জেলকদ, জেলহজ্জ ও মহরম—এই চারিটী চান্দ্রমাস আরব সমাজে পরম সম্মানিত ছিল এবং এই পবিত্র মাস চতুষ্টয়ে তাহারা পরস্পর শত্রুতা ও সর্ব্ববিধ দুষ্কর্ম্ম হইতে বিরত থাকিত; সুতরাং এই কয় মাস আরবে অপূর্ব্ব শান্তি ও শৃঙ্খলা বিরাজ

প্রবেশ কর, বরং পুণ্য উহারই—যে ব্যক্তি সংযমশীলতা অবলম্বন করিয়াছে ; এবং তোমরা গৃহ-সমূহে উহার দ্বার দিয়া প্রবেশ কর ও আল্লাহকে ভয় কর, যেন তোমরাও সুফল প্রাপ্ত হও।
১৯০। এবং যাহারা তোমাদের সঙ্গে যুদ্ধ করে, তোমরাও তাহাদের সহিত আল্লার পথে যুদ্ধ কর এবং সীমা অতিক্রম করিও না ; নিশ্চয়ই আল্লাহ সীমালঙ্ঘনকারীদিগকে ভালবাসেন না।
১৯১। যেখানেই তাহাদিগকে প্রাপ্ত হও—সংহার কর ; এবং তাহারা তোমাদিগকে যেখান হইতে বহিষ্কৃত করিয়াছে, তোমরাও তাহাদিগকে সেখান হইতে বহির্গত কর, এবং হত্যা

ظُهُوْرِهَا وَلٰكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقٰى ۚ وَأْتُوا
الْبُيُوْتَ مِنْ اَبْوَابِهَا ۪ وَاتَّقُوا اللّٰهَ
لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ○
١٩٠- وَقَاتِلُوْا
فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ الَّذِيْنَ يُقَاتِلُوْنَكُمْ وَلَا
تَعْتَدُوْا ۭ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِيْنَ ○
١٩١- وَاقْتُلُوْهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوْهُمْ
وَاَخْرِجُوْهُمْ مِّنْ حَيْثُ اَخْرَجُوْكُمْ

করিত। এই সময়ে লোক নিঃশঙ্কচিত্তে দেশ-বিদেশে গমনাগমন ও ব্যবসায়-বাণিজ্য করিত। তদ্ব্যতীত এই সময়ে মক্কায় হজ্জোৎসব আরম্ভ হইত এবং আরবের সর্ব্বত্র—বিশেষতঃ মক্কার পার্শ্ববর্ত্তী ওকাজ নামক প্রান্তরে একটি মহামেলা অনুষ্ঠিত হইত। ফলতঃ এই উপলক্ষে হজ্জব্রতী, ব্যবসায়ী, ক্রেতা ও দর্শকগণের সমাগমে আরবে আনন্দ ও উৎসাহের অপূর্ব্ব স্রোত বহিয়া যাইত। আরবের এই সকল ধর্ম্মানুষ্ঠান বা জাতীয় উৎসব চান্দ্রমাসে সম্পন্ন হইত বলিয়া নবচন্দ্রের প্রতি আরববাসীর দৃষ্টি বিশেষভাবে নিবদ্ধ থাকিত।

অজ্ঞযুগে আরবেরা হজব্রত উদ্‌যাপনের পর কুসংস্কার বশে স্ব স্ব গৃহের পশ্চাদ্দ্বার দিয়া গৃহে প্রবেশ করিত (বোখারী)। তাই আল্লাহতা'লা মোসলেমবৃন্দকে ঐ অমূলক কুসংস্কার পরিত্যাগ করিয়া সম্মুখ দ্বার দিয়া গৃহে প্রবেশ করিবার আদেশ করিতেছেন ; কিন্তু এই আয়তের মর্ম্মার্থ কুসংস্কার বর্জ্জন করিয়া আল্লার নির্দ্ধারিত সুপথের অনুসরণ পূর্ব্বক ধর্ম্মভীরু ও পুণ্যবান হওয়া।

১৯০। কোরান শরিফে যেখানে যুদ্ধের কথা বর্ণিত হইয়াছে, সেইখানেই তাহাদিগকে "ফি-সবিলিল্লাহ" অর্থাৎ আল্লার উদ্দেশ্যে যুদ্ধের সম্মুখীন হইতে বলা হইয়াছে। কারণ ধর্ম্ম ও আত্মরক্ষাই ইস্‌লামী যুদ্ধ-নীতির প্রধানতম লক্ষ্য। অরাতিকুল সর্ব্বাগ্রে মোসলেমবৃন্দকে বিনাশ করিতে আক্রমণ করিয়াছিল, তৎপরে আক্রান্ত মোসলেমবৃন্দ ধর্ম্ম ও আত্মরক্ষার্থ প্রতি-আক্রমণ করিতে আদিষ্ট হইয়াছিলেন ; কিন্তু তাঁহাদিগকে এই শর্ত্তে যুদ্ধের আদেশ করা হইয়াছে যে, তাহারা যেন ইহুদীগণের ন্যায় শত্রুতাবশে আক্রমণকারী ব্যতীত বৃদ্ধ, নারী ও শিশু সন্তানদিগকে হত্যা করিয়া "সীমা লঙ্ঘন" না করে ;—এমন কি, বিদ্বেষপরায়ণ ইহুদীগণের ন্যায় শত্রুগণের আবাসগৃহ, অশ্ব, মেষ, উষ্ট্র, গরু, ফলবান বৃক্ষরাজি ও শস্যক্ষেত্র ধ্বংস না করাও ঐ শর্ত্তের অন্তর্ভুক্ত। হজরত এব্‌ন জয়েদের মতে যুদ্ধ বিষয়ে আলোচ্য আয়তই সর্ব্বপ্রথম অবতীর্ণ হইয়াছিল ; কিন্তু অপরাপর রাবীর মতে সুরা হজের ৩৯ আয়তই সর্ব্বপ্রথম অবতীর্ণ হয়।—এমাম রাজী।

১৯১। এই আয়তে আল্লাহতা'লা মুসলমানদিগকে তাহাদের আক্রমণকারী শত্রুগণকে সংহার করিবার আদেশ প্রদান করিয়াছেন। কোন কোন ইস্‌লাম-বিদ্বেষী লেখক এজন্য কোরানের উপর দোষারোপ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন ; কিন্তু এরূপ আদেশ আদৌ অসঙ্গত নহে। কারণ যুদ্ধ ঘোষিত বা আক্রান্ত হইবার পর শত্রুদিগকে সংহার করা যে যুদ্ধ-নীতির চির অনুমোদিত ও অপরিহার্য্য নীতি উহা কেহই অস্বীকার করিতে পারেন না। যুদ্ধকালে শত্রু-বিনাশের অধিকার না থাকিলে কোন জাতিরই অস্তিত্ব বা আত্মরক্ষা করা সম্ভবপর হইত না। তাই যুদ্ধকালে জগতের সমস্ত সভ্য

অপেক্ষা অশান্তি গুরুতর ; এবং তোমরা তাহাদের সহিত পবিত্রতম মসজেদের নিকট যুদ্ধ করিও না—যে পর্য্যন্ত তাহারা তোমাদের সহিত তন্মধ্যে যুদ্ধ না করে ; কিন্তু যদি তাহারা তোমাদের সহিত যুদ্ধ করে, তবে তোমরাও তাহাদিগকে সংহার কর ; অবিশ্বাসিদিগের জন্য ইহাই প্রতিফল। ১৯২। অতঃপর তাহারা যদি নিবৃত্ত হয় তবে নিশ্চয় আল্লাহ ক্ষমাশীল করুণাময়। ১৯৩। এবং অশান্তি দূরীভূত হইয়া আল্লার ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত না হওয়া পর্য্যন্ত তোমরা তাহাদের সহিত যুদ্ধ কর ; অতঃপর যদি তাহারা নিবৃত্ত হয়, তবে অত্যাচারিদিগের উপর

وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ ۚ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ
عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّىٰ يُقَاتِلُوكُمْ
فِيهِ ۖ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ ۗ
كَذَٰلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ ○ ١٩٢- فَإِنِ
انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ○
١٩٣- وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ
فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ ۖ فَإِنِ انْتَهَوْا
فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ ○

জাতিই বেদ-বাইবেলের অস্বাভাবিক পোষাকী নীতি পরিত্যাগ করিয়া পবিত্র কোরানের এই স্বাভাবিক কার্য্যকরী নীতিই অবলম্বন করিয়া থাকেন।

ইসলাম-বিদ্বেষী কোরেশরা মুসলমানদিগকে মক্কা শরিফ হইতে নির্ব্বাসিত করিয়াছিল। তাহাদিগকে কাবাগৃহে আসিয়া হজ্জ সম্পন্ন করিতেও কোরেশেরা বাধা দিয়াছিল। অথচ হজরত এবরাহিম-প্রতিষ্ঠিত কাবাগৃহে মুসলমানদিগেরই ন্যায়সঙ্গত অধিকার ; কারণ জগতে একমাত্র তাঁহারাই হজরত এবরাহিম-প্রবর্ত্তিত বিশুদ্ধ একেশ্বরবাদ ধর্ম্মের অনুসরণকারী। তাই আল্লাহতা'লা পৌত্তলিক-দিগকে বিতাড়িত করিয়া কাবা-গৃহ অধিকার করিবার জন্য মুসলমানদিগকে আদেশ করিতেছেন। হজরত রসুলোল্লার জীবনেই আল্লাহতা'লার এই আদেশ পূর্ণ হইয়াছিল।

ফেতনা—অগ্নিযোগে দগ্ধ করা। উহার গৌণ অর্থে—অশান্তি, অত্যাচার, হত্যা, যন্ত্রণা, ক্লেশ প্রভৃতি ব্যবহৃত হইয়া থাকে। শত্রুদিগের দ্বারা আক্রান্ত হইয়া অশান্তি ও যন্ত্রণা ভোগ করার পরিবর্ত্তে তাহাদিগকে বিনাশ করাই শ্রেয়। জগতে শান্তি প্রতিষ্ঠার ইহাই শ্রেষ্ঠতম উপায়। এস্থলে তাহারই ইঙ্গিত করা হইয়াছে।

মসজেদল-হারামের পবিত্র সীমায় যুদ্ধ না করিয়া উহার চির
১৯২। পূতভূমি মক্কার অন্তর্গত
প্রচলিত সম্মান ও পবিত্রতা রক্ষা করা উচিত। কিন্তু যদি অবিশ্বাসী শত্রুরা সেখানে তোমাদিগকে আক্রমণ করিয়া সে সম্মানের শিরে পদাঘাত করে, তবে তোমরাও তাহাদিগকে আক্রমণ করিতে পার ; কিন্তু যদি তাহারা যুদ্ধ হইতে বিরত হয়, তবে তোমাদেরও যুদ্ধ করা উচিত নহে।

সত্য-প্রচারের অন্তরায় থাকিবে এবং ধর্ম্মদ্বেষী শত্রুকুলের
১৯৩। যে পর্য্যন্ত আল্লার অনুমোদিত
নির্য্যাতন ভয়ে লোকে সত্যধর্ম্মে দীক্ষা-গ্রহণে বাধা প্রাপ্ত হইবে, তদবধি তাহাদের সহিত যুদ্ধ করিয়া ধর্ম্মের অবাধ স্বাধীনতার পথ প্রশস্ত কর—ইহাই আলোচ্য আয়তের প্রকৃত মর্ম্ম। কেননা ইহার পরেই উক্ত হইয়াছে যে, "যদি তাহারা নিবৃত্ত হয়" অর্থাৎ সত্য-প্রচারে বিঘ্ন উৎপাদন না করে, তবে তাহাদের সহিত তোমাদের কোনই শত্রুতা নাই। এতদ্ব্যতীত এই আয়তের স্পষ্টতর অর্থের সহিত "ধর্ম্মে বল প্রয়োগ নাই" (৫—২৫৬) ও এইরূপ অপরাপর বহু আয়ত এবং শত্রুগণের সহিত হজরতের সন্ধি-শান্তি স্থাপনের সামঞ্জস্য রক্ষিত হইতে পারে না। এস্থলে এব্‌ন-ওমরের বাণী অনুধাবনীয়।

ব্যতীত শত্রুতা নাই। ১৯৪। সম্মানিত মাসের পরিবর্ত্তে সম্মানিত মাস এবং এইরূপ সকল সম্মানিতের বিনিময় রহিয়াছে; অতঃপর যে কেহ তোমাদের প্রতি অত্যাচার করে, তবে সে তোমাদের প্রতি যেরূপ অত্যাচার করিবে, তোমরাও তৎপ্রতি সেইরূপ অত্যাচার কর এবং আল্লাহকে ভয় কর ও জানিয়া রাখ যে, নিশ্চয় আল্লাহ সংযমিগণের সঙ্গী। ১৯৫। এবং তোমরা আল্লার পথে ব্যয় কর এবং ধ্বংসের দিকে স্বীয় হস্ত প্রসারণ করিও না এবং পুণ্যকার্য্য কর, নিশ্চয় আল্লাহ পুণ্যবানগণকে ভালবাসেন। ১৯৬। এবং আল্লার উদ্দেশ্যে হজ্জ ও ওমরা সম্পূর্ণ কর; কিন্তু যদি তোমরা বাধা প্রাপ্ত হও, তবে যাহা সহজ-প্রাপ্য তাহাই উৎসর্গ কর এবং উহা বৈধ-স্থানে উপনীত না হওয়া পর্য্যন্ত তোমরা মস্তক মুণ্ডন করিও না; কিন্তু যদি কেহ তোমাদের মধ্যে পীড়িত হয় বা তাহার মস্তক যন্ত্রণাগ্রস্ত হয়, তবে

١٩٤- اَلشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ
وَالْحُرُمٰتُ قِصَاصٌ ؕ فَمَنِ اعْتَدٰى
عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوْا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدٰى
عَلَيْكُمْ ۪ وَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاعْلَمُوْۤا اَنَّ اللّٰهَ
مَعَ الْمُتَّقِيْنَ ○ ١٩٥- وَاَنْفِقُوْا فِيْ
سَبِيْلِ اللّٰهِ وَلَا تُلْقُوْا بِاَيْدِيْكُمْ اِلَى
التَّهْلُكَةِ ۛۚ وَاَحْسِنُوْا ۛۚ اِنَّ اللّٰهَ
يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ ○ ١٩٦- وَاَتِمُّوا
الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّٰهِ ؕ فَاِنْ اُحْصِرْتُمْ
فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ ۚ وَلَا تَحْلِقُوْا
رُءُوْسَكُمْ حَتّٰى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهٗ ؕ
فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيْضًا اَوْ بِهٖۤ اَذًى

দুই মোসলেম দলের সংগ্রামে একদল কর্ত্তৃক আহূত হইলে তিনি বলিয়াছিলেন—"তোমরা কি চাও যে, আমি যুদ্ধে যোগ দিয়া অশান্তি উৎপাদন করি ও "গায়ের-আল্লার" ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত করি (বোখারী)?" ইহাতে প্রতিপন্ন হয় যে, ন্যায়-যুদ্ধ ব্যতীত অন্যায় সংগ্রামে যোগদান করা কর্ত্তব্য নহে এবং ধর্ম্মের অবাধ স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠা করাই আলোচ্য আয়তের উদ্দেশ্য।

১৯৪। "সম্মানিত মাস সমূহের" চিরাচরিত সম্মান পদদলিত করিয়া যদি শত্রুরা তোমাদিগকে আক্রমণ করে, তবে তোমারাও উহার প্রতিশোধ লইতে কুণ্ঠিত হইও না এবং এইরূপে যদি তাহারা তোমাদের মস্জেদ বা জাতীয় সম্মানের অবমাননা করে, তবে তোমরাও তদ্রূপ করিতে পার।

১৯৫। আসন্ন যুদ্ধ-বিগ্রহকালে অস্ত্রশস্ত্র ও পর্য্যাপ্ত রণসম্ভার সংগ্রহের জন্য তোমরা অকুণ্ঠিত চিত্তে অর্থব্যয় কর এবং কার্পণ্য প্রকাশ করিয়া ধ্বংসের পথ প্রশস্ত করিও না। জাতীয় প্রয়োজনে মুক্তহস্তে অর্থব্যয় করাই এই আয়তের লক্ষ্য। হজরত আইয়ুব আনসারীর মতে ইসলাম অপেক্ষাকৃত শক্তিশালী হইবার পর আন্সারগণ যখন ধর্ম্মের জন্য অকাতরে অর্থব্যয় করিতে সঙ্কোচবোধ করিতেছিলেন, তখন এই আয়ত অবতীর্ণ হইয়াছিল।

১৯৬। ইতিপূর্ব্বে হজ্জ সম্বন্ধে বিশেষভাবে আলোচিত হইয়াছে। মোসলেমগণের জন্য হজ্জ প্রকৃতপক্ষে ইহজীবনের আধ্যাত্মিক ও নৈতিক উন্নতি-পথের পরম সহায়। ইহা পালনে প্রধানতঃ কয়েকটি অনুষ্ঠানের আবশ্যক হয়—যথা, "এহরাম" বাঁধা বা সাংসারিক মোহপাশ ছিন্ন করা, অর্থাৎ বিভিন্ন প্রকারের যে সকল বসন-ভূষণ মানুষের অন্তরের সৌন্দর্য্যকে লুকাইয়া রাখে, তাহা অম্লানবদনে

সে রোজা কিম্বা সদ্‌কা অথবা কোরবানী দ্বারা উহার বিনিময় করিবে; অতঃপর যখন তোমরা শান্তিতে থাক, তখন যে-ব্যক্তি হজ্বের সহিত ওমরার ফল-কামনা করে, তবে যাহা সহজ-প্রাপ্য তাহাই উৎসর্গ করিবে; কিন্তু যদি কেহ উহা প্রাপ্য না হয়, তবে হজ্বের সময় তিন দিন এবং যখন তোমরা প্রত্যাবর্ত্তিত হও তখন সাত দিন—এই পূর্ণ দশ দিন রোজা রাখিবে; ইহা তাহার জন্য—যাহার পরিজন পবিত্রতম মস্‌জেদে উপস্থিত না থাকে; এবং আল্লাহকে ভয় কর ও জানিয়া রাখ যে, নিশ্চয় আল্লাহ কঠোর শাস্তিদাতা।

مِّنْ رَّأْسِهٖ فَفِدْيَةٌ مِّنْ صِيَامٍ اَوْ صَدَقَةٍ
اَوْ نُسُكٍ ج فَاِذَآ اَمِنْتُمْ قف فَمَنْ تَمَتَّعَ
بِالْعُمْرَةِ اِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ
الْهَدْيِ ج فَمَنْ لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ
ثَلٰثَةِ اَيَّامٍ فِى الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ اِذَا
رَجَعْتُمْ ط تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ط ذٰلِكَ
لِمَنْ لَّمْ يَكُنْ اَهْلُهٗ حَاضِرِى
الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ط وَاتَّقُوا اللّٰهَ
وَاعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ ع

২৫শ রুকু—হজ্বের বিধান এবং দুষ্কর্ম্মীর প্রসঙ্গ

১৯৭। হজ্বের মাস-সমূহ সুবিদিত; অনন্তর যে ইহার মধ্যে হজ্ব সঙ্কল্প করে, তবে সে হজ্বের মধ্যে সহবাস, দুষ্কার্য্য ও

١٩٧- اَلْحَجُّ اَشْهُرٌ مَّعْلُوْمٰتٌ ج فَمَنْ
فَرَضَ فِيْهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا

পরিহার করিয়া দুইখণ্ড সেলাইহীন শুভ্র বস্ত্রে দেহাবৃত করা; ইহাতে মানব যে স্রষ্টার প্রেমে সর্ব্ববিধ সাজ-সজ্জা ও বিলাস-ব্যসন বর্জ্জন করিতে পারে, তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। ঐশীগৃহ কাবার 'তওয়াফ' বা প্রদক্ষিণ করা এবং ছাফা ও মারওয়া পর্ব্বতের মধ্যে প্রধাবন, ইহাতে ভক্তের অন্তরস্থিত প্রেমাগ্নির দীপ্ত-শিখা তদীয় বক্ষভেদ করিয়া প্রদীপ্তভাবে জ্বলিয়া উঠে এবং প্রেম-প্রেরণায় ভক্ত সেবক তাঁহার প্রেমাস্পদের পূত সীমার চতুর্দ্দিক প্রদক্ষিণ পূর্ব্বক পরিশেষে তাঁহারই উদ্দেশে সকল স্বার্থ ও সকল মোহ "কোরবানী" করিয়া সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণকারী মোসলেম নামের যোগ্য হয়। এই আয়ত যখন অবতীর্ণ হয়, তখনও মক্কা শত্রুগণের শাসনাধীন থাকায় হজ্ব পালনে মোসলেমবৃন্দ বাধাপ্রাপ্ত হইতেছিলেন (এব্‌ন-আব্বাস)। তাই পবিত্র কোরানে উক্ত হইয়াছে যে, যদি তোমরা মক্কাগমনে শত্রু কর্ত্তৃক বাধাপ্রাপ্ত হও, তবে কোরবানীর জন্য সংগৃহীত পশু নির্দ্দিষ্ট স্থানে পাঠাইয়া দিবে এবং উক্ত পশু যথারীতি কোরবানী হইবার পর তোমরা এহরাম মুক্ত হইবে।

এই সময়ে মোসলেমগণ হজ্ব সম্পাদনার্থ মক্কাগমনে বাধাপ্রাপ্ত হইয়া অত্যন্ত মনঃক্ষুণ্ণ হইয়াছিলেন। সেইজন্য এই আয়তে ভবিষ্যদ্বাণী করা হইয়াছে যে, অচিরেই অবিশ্বাসী শত্রুকুল পরাজিত ও বিচ্ছিন্ন হইয়া যাইবে এবং মহানগরী মক্কা মোসলেমগণের করতলগত হইয়া নির্ব্বিঘ্নে হজ্ব সম্পাদনের পথ মুক্ত হইবে। ইতিহাস এই ভবিষ্যদ্বাণীর সফলতার উজ্জ্বল সাক্ষ্য।

১৯৭। শওয়াল, জেলকদ ও জেলহজ্বের প্রথম ৯ দিবস হজ্বের মাস বলিয়া সুবিদিত। এই সময়ে হজ্বের সঙ্কল্প করিয়া এহরাম বাঁধিলে সর্ব্বপ্রকার অশ্লীল বাক্য ও আসক্তি-মূলক কার্য্য—এমন কি

فُسُوْقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ ط وَمَا
تَفْعَلُوْا مِنْ خَيْرٍ يَّعْلَمْهُ اللّٰهُ ط
وَتَزَوَّدُوْا فَاِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوٰى ز
وَاتَّقُوْنِ يٰٓاُولِى الْاَلْبَابِ ○
١٩٨- لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ اَنْ
تَبْتَغُوْا فَضْلًا مِّنْ رَّبِّكُمْ ط فَاِذَا
اَفَضْتُمْ مِّنْ عَرَفٰتٍ فَاذْكُرُوا اللّٰهَ
عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ ص وَاذْكُرُوْهُ كَمَا
هَدٰىكُمْ ج وَاِنْ كُنْتُمْ مِّنْ قَبْلِهٖ لَمِنَ
الضَّآلِّيْنَ ○ ١٩٩- ثُمَّ اَفِيْضُوْا مِنْ
حَيْثُ اَفَاضَ النَّاسُ وَاسْتَغْفِرُوا اللّٰهَ ط

কলহ করিবে না এবং তোমরা যে সৎকার্য্য কর—আল্লাহ তাহা পরিজ্ঞাত আছেন; এবং তোমরা পাথেয় লইও, যেহেতু নিশ্চয় সংযমই উত্তম পাথেয়; আল্লাহকেই ভয় কর।
১৯৮। তোমরা স্বীয় প্রতিপালক হইতে অনুগ্রহ অনুসন্ধান করিলে তোমাদের পক্ষে কোন অপরাধ নাই; অতঃপর যখন তোমরা আরাফাত হইতে প্রত্যাবর্ত্তিত হও তখন পবিত্র স্মৃতি-স্থানের নিকট আল্লাহকে স্মরণ কর; এবং তিনি তোমাদিগকে যেরূপ নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাঁহাকে তদ্রূপ স্মরণ করিও; এবং নিশ্চয় ইহার পূর্ব্বে তোমরা বিভ্রান্তগণের অন্তর্গত ছিলে।
১৯৯। অতঃপর যেখান হইতে লোকে প্রত্যাবর্ত্তন করে, তোমরাও প্রত্যাবর্ত্তন কর এবং আল্লার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর; নিশ্চয় আল্লাহ

স্বীয় স্ত্রীর সহিত হাসি-রহস্য ও সহবাস পর্য্যন্ত—সর্ব্বপ্রকার পাপকার্য্য ও বিলাসিতা, মস্তক মুণ্ডন ও সুগন্ধী ব্যবহার এবং লোকের সহিত কলহ-বিবাদ ও দুর্ব্বাক্য প্রয়োগ সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ।

পূর্ব্বকালে হজ্জ সম্পাদনার্থ অনেকে সামান্য অর্থ কিংবা আদৌ পাথেয় না লইয়া আল্লার উপর নির্ভর পূর্ব্বক হজের জন্য বহির্গত হইত (এব্‌ন-আব্বাস ও রাজি)। কিন্তু বিদেশে অভাব-অনটনে পড়িয়া লোকে বিপন্ন হইতে পারে বলিয়া কোরান শরিফ পর্য্যাপ্ত পাথেয় সঙ্গে লইতে আদেশ করিতেছে। সুতরাং এতদ্দ্বারা হজযাত্রিগণের পক্ষে উপযুক্ত পাথেয় সঙ্গে লওয়া অত্যাবশ্যক বলিয়া প্রমাণিত হইতেছে।

আয়তের শেষাংশে বর্ণিত হইয়াছে যে, হাজিগণ যদি হজের সময় তত্রত্য ওকাজ, মাজিন্না ও জুল্‌মেজাজ মেলায় ব্যবসা-বাণিজ্য করিয়া অর্থোপার্জ্জন করেন তাহাতে কোন দোষ হইবে না।

১৯৮। দীর্ঘ বিরহ ও অনুতাপের পর হজরত আদম ও হাওয়া পরস্পরকে চিনিয়া যে স্থানে সম্মিলিত হইয়াছিলেন, তাহাকে আরাফাত বলে। ৮ই জেলহজ্জ আরাফাতের বিস্তীর্ণ প্রান্তরে মোসলেম-জগতের প্রতিনিধি হাজিগণ সমবেত হইয়া "আমিরুল-হজের" প্রমুখাৎ "খোতবা" শ্রবণ করেন। পরদিন রাত্রে তাঁহারা "স্মৃতিস্থান" বা মোজদল্‌ফা প্রত্যাবর্ত্তন পূর্ব্বক তথায় মগরেব ও এশার নামাজ পাঠ করিয়া আল্লার জেকেরে রজনী অতিবাহিত করিয়া থাকেন।

১৯৯। কোরেশ ও কেনানা বংশ নিজেকে "হাম্‌স" অর্থাৎ সম্ভ্রান্ত ও পরাক্রান্ত মনে করিত এবং এই অহঙ্কার-বশে তাহারা মক্কার পূত-সীমার বাহিরে আরাফাতে যাইয়া সাধারণ হজব্রতি-গণের সহিত মিশিতে ঘৃণাবোধ করিত; তাহাদের এই অহঙ্কারের জন্য আল্লাহতালা তাহাদিগকে সাধারণের সহিত নিয়মিতভাবে হজ্জ করিয়া ক্ষমাপ্রার্থনা করিতে আদেশ করিতেছেন।—তঃ কবির।

ক্ষমাশীল করুণাময়। ২০০। অনন্তর যখন তোমরা তোমাদের পুণ্যানুষ্ঠান সম্পন্ন কর, তখন যেরূপ তোমাদের পিতৃপুরুষ-দিগকে স্মরণ করিতে তদ্রূপ আল্লাহকে স্মরণ কর—বরং অধিকতর স্মরণ করিও; কিন্তু মানব-মণ্ডলীর মধ্যে কেহ কেহ বলিয়া থাকে—হে আমাদের প্রতিপালক, আমাদিগকে ইহলোকেই দান কর; এবং তাহার জন্য পরকালে কোনই অংশ নাই। ২০১। এবং তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ বলে যে, হে আমাদের প্রতি-পালক, আমাদিগকে ইহলোকে কল্যাণ এবং পরলোকেও কল্যাণ দান কর এবং নরকানলের শাস্তি হইতে আমাদিগকে রক্ষা করিও। ২০২। তাহারা যাহা অর্জ্জন করিয়াছে, তাহাদের জন্য তাহারই অংশ রহিয়াছে এবং নিশ্চয় আল্লাহ সত্বর হিসাব-গ্রহণকারী। ২০৩। এবং নির্দ্ধারিত দিবস সমূহে আল্লাহকে স্মরণ কর; অতঃপর যে ব্যক্তি দুই দিনের মধ্যেই সত্বরতা করিবে, তবে তাহার জন্য পাপ নাই; এবং যে-ব্যক্তি বিলম্ব করিবে তবে তাহার জন্যও পাপ নাই—ইহা ধর্ম্মভীরু-গণের জন্য; এবং আল্লাহকে ভয় কর ও জানিয়া রাখ যে, তাঁহারই সমক্ষে তোমা-

إِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ○ ٢٠٠- فَإِذَا
قَضَيْتُمْ مَّنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللّٰهَ كَذِكْرِكُمْ
اٰبَآءَكُمْ اَوْ اَشَدَّ ذِكْرًا ط فَمِنَ النَّاسِ
مَنْ يَّقُوْلُ رَبَّنَآ اٰتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهٗ
فِي الْاٰخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ ○ ٢٠١- وَمِنْهُمْ
مَّنْ يَّقُوْلُ رَبَّنَآ اٰتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً
وَّفِي الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً وَّقِنَا عَذَابَ النَّارِ ○
٢٠٢- اُولٰٓئِكَ لَهُمْ نَصِيْبٌ مِّمَّا
كَسَبُوْا ط وَاللّٰهُ سَرِيْعُ الْحِسَابِ ○
٢٠٣- وَاذْكُرُوا اللّٰهَ فِيْٓ اَيَّامٍ مَّعْدُوْدٰتٍ ط
فَمَنْ تَعَجَّلَ فِيْ يَوْمَيْنِ فَلَآ اِثْمَ
عَلَيْهِ ج وَمَنْ تَاَخَّرَ فَلَآ اِثْمَ عَلَيْهِ لا
لِمَنِ اتَّقٰى ط وَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاعْلَمُوْٓا اَنَّكُمْ

২০০। অজ্ঞযুগে হজ্জ সমাপ্তির পর আরবেরা 'মিনা' প্রান্তরে সমবেত হইয়া সকলে স্ব স্ব বংশ-মর্য্যাদা ও পিতৃপুরুষের গৌরবকাহিনী বর্ণনা করিত। এজন্য পবিত্র কোরানে উক্ত হইয়াছে যে, যিনি তোমাদের হীন অবস্থার পরিবর্ত্তন করিয়া তোমাদিগকে বিশ্ববিজয়ী জাতি করিয়াছেন, সেই আল্লাহতা'লাই একমাত্র স্তুতি-গৌরবের যোগ্য। অতএব স্ব স্ব পিতৃপুরুষের সত্য-মিথ্যা প্রশংসার পরিবর্ত্তে তোমরা তাঁহারই মহিমা কীর্ত্তন কর।

২০১—২০২। এই দুইটি পবিত্র আয়তে মুসলমানদিগকে ইহ-পারলৌকিক সর্ব্বপ্রকার কল্যাণ প্রার্থনা করিবার জন্য স্পষ্ট ইঙ্গিত করা হইয়াছে। মুসলমানের নিকট 'দীন' ও 'দুন্‌ইয়া' উভয়ই তুল্যরূপে কাম্য। হজরত রসুলোল্লাহ প্রায়ই আলোচ্য আয়ত আবৃত্তি করিয়া মোনাজাত করিতেন। বোখারী।

২০৩। "নির্দ্ধারিত দিবসসমূহ" অর্থাৎ কোরবানীর পর "আইয়ামে তশরিকের" তিন দিবস। উহা ১০ই জেলহজ্জ হইতে ১২ই জেলহজ্জ পর্য্যন্ত। এই তিন দিন মিনায় অবস্থান পূর্ব্বক কতিপয়

إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ○ ٢٠٤- وَمِنَ النَّاسِ
مَنْ يُّعْجِبُكَ قَوْلُهٗ فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا
وَيُشْهِدُ اللّٰهَ عَلٰى مَا فِيْ قَلْبِهٖ ۙ وَهُوَ
اَلَدُّ الْخِصَامِ ○ ٢٠٥- وَاِذَا تَوَلّٰى
سَعٰى فِي الْاَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيْهَا
وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ ط وَاللّٰهُ
لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ ○ ٢٠٦- وَاِذَا قِيْلَ
لَهُ اتَّقِ اللّٰهَ اَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْاِثْمِ
فَحَسْبُهٗ جَهَنَّمُ ط وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ ○
٢٠٧- وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّشْرِيْ
نَفْسَهُ ابْتِغَآءَ مَرْضَاتِ اللّٰهِ ط وَاللّٰهُ
رَءُوْفٌ بِالْعِبَادِ ○ ٢٠٨- يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ
اٰمَنُوا ادْخُلُوْا فِي السِّلْمِ كَآفَّةً ص وَلَا

দিগকে একত্রিত করা হইবে। ২০৪। এবং
মানব-মণ্ডলীর মধ্যে এমনও আছে যে,
পার্থিব জীবন সম্বন্ধে তাহার বাক্য
তোমাকে আশ্চর্য্যান্বিত করিতেছে এবং
তোমার অন্তরে যাহা আছে তদ্বিষয়ে সে
আল্লাহকে সাক্ষী করিতেছে; এবং সে
বিষম বিরুদ্ধাচারী। ২০৫। এবং যখন
সে প্রত্যাবর্ত্তিত হয়, তখন সে পৃথিবীতে
প্রধাবিত হইয়া অশান্তি-উৎপাদন করে;
এবং শস্যক্ষেত্র ও জীবজন্তু বিনাশ করে;
এবং আল্লাহ অশান্তি ভালবাসেন না।
২০৬। এবং যখন তাহাকে বলা হয়
যে, তুমি আল্লাহকে ভয় কর, তখন
আত্মম্ভরিতা তাহাকে পাপের দিকে আকৃষ্ট
করে; অতএব নরকই তাহার জন্য যথেষ্ট
এবং নিশ্চয় উহা নিকৃষ্টতর আশ্রয়স্থল।
২০৭। এবং মানব-মণ্ডলীর মধ্যে এমনও
আছে—যে আল্লার পরিতুষ্টি সাধনের
জন্য আত্মবিক্রয় করে; এবং আল্লাহ
দাসগণের প্রতি স্নেহশীল। ২০৮। হে
বিশ্বাস-স্থাপনকারিগণ, তোমরা পূর্ণরূপে
ইস্লামে প্রবিষ্ট হও এবং শয়তানের

অনুষ্ঠান সম্পন্ন করিতে হয়। তিন দিনের পরিবর্ত্তে দুই দিনেও ঐ সকল কার্য্য সম্পন্ন করা যাইতে পারে।

২০৪। বহু তফ্সীরকারের মতে এই আয়তটি আখনাস-বেন সোরেক নামক জনৈক ব্যক্তির বিরুদ্ধে অবতীর্ণ হয়। কিন্তু এমাম রাজির মতে ইহা সাধারণ ভাবেই অবতীর্ণ হইয়াছিল। এই শ্রেণীর অনিষ্টকর লোকের কোনই সৎপ্রবৃত্তি নাই; অথচ ইহারা বৃথা বাক্জালে লোকদিগকে মুগ্ধ করে এবং নিজেদের ধর্ম্মপ্রাণতা প্রচারের জন্য সর্ব্ববিধ পন্থাই অবলম্বন করিয়া থাকে। ইহারা স্বীয় বাক্যে বিশ্বাস জন্মাইবার জন্য অবিরত আল্লার নামে শপথ করিতেও কুণ্ঠিত হয় না।

২০৫—২০৬। এই দুইটি আয়তে আল্লাহতা'লা পূর্ব্ব-আয়তে বর্ণিত ভণ্ড, প্রবঞ্চক ও সমাজ-দ্রোহীদের স্বরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। উহারা যেরূপভাবে পৃথিবীতে অশান্তি উৎপাদন ও মানব জাতির অনিষ্ট সাধন করিয়া সগর্ব্বে পাপ-পথে প্রধাবিত হয়, তাহা অতি স্পষ্ট ভাষায় বলিয়া দেওয়া হইয়াছে।

২০৮—২০৯। এই দুইটি আয়তে স্পষ্ট ভাষায় বিঘোষিত হইয়াছে যে, ইস্লামী শরিয়তের নির্দ্দেশিত ধর্ম্ম-কর্ম্ম, আচার-অনুষ্ঠান ও বিধি-নিষেধ পূর্ণভাবে প্রতিপালন করা প্রত্যেক মুসলমানের পক্ষে একান্ত

পদাঙ্ক-সমূহের অনুসরণ করিও না, নিশ্চয় সে তোমাদের জন্য প্রকাশ্য শত্রু।
২০৯। অনন্তর তোমাদের নিকট উজ্জল নিদর্শনাবলী আসিবার পরে যদি তোমরা স্খলিত হও—তবে জানিও যে, নিশ্চয় আল্লাহ মহাপরাক্রান্ত বিজ্ঞানময়।
২১০। তাহারা এতদ্ব্যতীত প্রতীক্ষা করিতেছে না যে, আল্লাহ ফেরেশ্তাগণের সহিত মেঘপুঞ্জের ছায়াতলে তাহাদের নিকট উপস্থিত হইবেন ও সমস্ত কার্য্যের নিষ্পত্তি করিবেন; এবং আল্লারই নিকট সমস্ত কার্য্য প্রত্যাবর্ত্তিত হইয়া থাকে।

تَتَّبِعُوا خُطُوٰتِ الشَّيْطٰنِ ؕ اِنَّهٗ لَكُمْ
عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ ○ ٢٠٩- فَاِنْ زَلَلْتُمْ مِّنْ
بَعْدِ مَا جَآءَتْكُمُ الْبَيِّنٰتُ فَاعْلَمُوْٓا
اَنَّ اللّٰهَ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ ○ ٢١٠- هَلْ
يَنْظُرُوْنَ اِلَّآ اَنْ يَّاْتِيَهُمُ اللّٰهُ فِيْ ظُلَلٍ
مِّنَ الْغَمَامِ وَالْمَلٰٓئِكَةُ وَقُضِيَ
الْاَمْرُ ؕ وَاِلَى اللّٰهِ تُرْجَعُ الْاُمُوْرُ ع

২৬শ রুকু—বিপদে পরীক্ষা ও বিশ্বাসে পুরস্কার

২১১। এসরাইল-বংশীয়গণকে জিজ্ঞাসা কর যে, আমি তাহাদিগকে কত প্রকাশ্য নিদর্শন প্রদান করিয়াছি; এবং যে কেহ তাহার নিকট আল্লার অনুগ্রহ-সম্পদ আসিবার পর উহা পরিবর্ত্তন করে, তবে নিশ্চয় আল্লাহ কঠোর শাস্তিদাতা।
২১২। যাহারা অবিশ্বাস করিয়াছে,

٢١١- سَلْ بَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ كَمْ اٰتَيْنٰهُمْ
مِّنْ اٰيَةٍۭ بَيِّنَةٍ ؕ وَمَنْ يُّبَدِّلْ نِعْمَةَ اللّٰهِ
مِنْۢ بَعْدِ مَا جَآءَتْهُ فَاِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ
الْعِقَابِ ○ ٢١٢- زُيِّنَ لِلَّذِيْنَ كَفَرُوا

কর্ত্তব্য। অন্যথা নামমাত্র মুসলমান হইয়া শুধু মুখে মুখে ইসলামের দোহাই দিলে, সে মানবের পরম শত্রু পাপাত্মা শয়তানের প্রতারণা ও প্রবঞ্চনা হইতে কিছুতেই আত্মরক্ষা করিতে পারিবে না।

২১০। যাহারা হজরত মোহাম্মদ মোস্তফার ন্যায় সত্যপরায়ণ নিষ্কলঙ্ক নবী এবং অলৌকিক নিদর্শনপূর্ণ কোরান শরিফের প্রতি বিশ্বাস-স্থাপন করে নাই, আল্লাহতা'লা তাহাদিগকেই লক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন—"তবে কি নিরাকার আল্লাহ স্বয়ং ফেরেশ্তাগণের সহিত মেঘমণ্ডলে আরোহণ পূর্ব্বক মানবের চর্ম্ম-চক্ষুর প্রত্যক্ষীভূত হইয়া তোমাদের বিশ্বাস জন্মাইবেন? কিন্তু জানিয়া রাখ, যাহারা আল্লার রসুলকে অবিশ্বাস করিবে, তাহাদিগকে একদিন নিশ্চয়ই আল্লার সমক্ষে উপনীত হইয়া স্ব স্ব কৃতকর্ম্মের ফলভোগ করিতে হইবে।"

২১১। ইহুদীগণ আল্লাহতা'লার বহু উজ্জল নিদর্শন এবং অফুরন্ত করুণা লাভ করিবার পরে তাঁহার বিরুদ্ধাচরণ করিয়া যেরূপ শাস্তি ভোগ করিয়াছিল, তাহা পূর্ব্বেই বর্ণিত হইয়াছে। অতএব মুসলমানেরা যাহাতে তাঁহার অনন্ত করুণার নিদর্শন স্বরূপ সত্য-ধর্ম্ম প্রাপ্ত হইয়া উহার পরিবর্ত্তন বা বিরুদ্ধাচরণ করিয়া পথভ্রান্ত ইহুদীদিগের ন্যায় আল্লাহতা'লার কোপে পতিত না হয়, তজ্জন্য এই আয়তে তাহাদিগকে সতর্ক করা হইয়াছে।

২১২। আল্লাহতা'লার অবাধ্য এবং ধর্ম্মদ্রোহী হইয়াও অনেকে সংসার-জীবনে প্রচুর ধন-সম্পত্তি, সুখ-সম্মান ও খ্যাতি-প্রতিপত্তি অর্জ্জন করিয়া থাকে এবং ঐ অহঙ্কারে তাহারা ধর্ম্মপরায়ণ বিশ্বাসী লোকদিগকে অবজ্ঞা এবং উপহাস-বিদ্রূপ করিতেও কুণ্ঠিত হয় না। ইহাতে বিশ্বাসী ধার্ম্মিকদিগের

তাহাদের পার্থিব জীবন সুশোভিত করা হইয়াছে এবং তাহারা বিশ্বাস-স্থাপনকারিদিগকে উপহাস করিয়া থাকে; এবং যাহারা ধর্ম্মভীরু—উত্থান-দিবসে তাহাদিগকে সমুন্নত করা হইবে; এবং আল্লাহ যাহাকে ইচ্ছা অপরিমিত জীবিকা দান করেন।
২১৩। মানব-জাতি একই সম্প্রদায়-ভুক্ত ছিল; পরে আল্লাহ সুসংবাদ-দাতা ও ভয়-প্রদর্শক রূপে নবীগণকে সমুত্থিত করিলেন এবং তিনি তাহাদের সহিত সত্য-সহ গ্রন্থ অবতারণ করিলেন—যেন ইহা মানবগণের মধ্যে তাহাই মীমাংসা করে—যদ্বিষয়ে তাহারা মতভেদ করিয়াছে; এবং যাহাদের প্রতি উহা প্রদত্ত হইয়াছে তাহাদের নিকট নিদর্শনাবলী আসিবার পর তাহারা পরস্পর বিদ্বেষ ব্যতীত এতদ্‌সম্বন্ধে মতবিরোধ করে নাই; অনন্তর তাহারা যদ্বিষয়ে মতবিরোধ করিয়াছিল, আল্লাহ তদীয় ইচ্ছাক্রমে বিশ্বাস-স্থাপনকারিদিগকে তদ্বিষয়ে সত্যের দিকে পথ-

الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا وَيَسْخَرُوْنَ مِنَ
الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا ۘ وَالَّذِيْنَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ
يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ؕ وَاللّٰهُ يَرْزُقُ مَنْ يَّشَآءُ
بِغَيْرِ حِسَابٍ ۝ ٢١٣- كَانَ النَّاسُ
اُمَّةً وَّاحِدَةً ۫ فَبَعَثَ اللّٰهُ النَّبِيّٖنَ
مُبَشِّرِيْنَ وَمُنْذِرِيْنَ ۖ وَاَنْزَلَ
مَعَهُمُ الْكِتٰبَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ
بَيْنَ النَّاسِ فِيْمَا اخْتَلَفُوْا فِيْهِ ؕ
وَمَا اخْتَلَفَ فِيْهِ اِلَّا الَّذِيْنَ اُوْتُوْهُ
مِنْۢ بَعْدِ مَا جَآءَتْهُمُ الْبَيِّنٰتُ بَغْيًا
بَيْنَهُمْ ۚ فَهَدَى اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا
لِمَا اخْتَلَفُوْا فِيْهِ مِنَ الْحَقِّ بِاِذْنِهٖ ؕ

মনঃক্ষুণ্ণ হওয়া অস্বাভাবিক নহে। তাই আল্লাহতা'লা বলিতেছেন যে, পার্থিব ধনৈশ্বর্য্য বা ভোগ-বিলাসের সহিত ধর্ম্ম-বিশ্বাসের কোনই সম্বন্ধ নাই। সাংসারিক সুখৈশ্বর্য্য আল্লাহতা'লার নির্দ্ধারিত দান-বিশেষ। উহা সংসার-জীবনে ধার্ম্মিক, অধার্ম্মিক, বিশ্বাসী ও অবিশ্বাসী সকলেই লাভ করিতে পারে। কিন্তু যাহারা ধার্ম্মিক ও বিশ্বাসী, পরকালে কেবল তাহারাই উন্নতি ও গৌরবান্বিত হইয়া স্বর্গীয় সুখ-সম্পদের অধিকারী হইবে। আরবের ধনশালী ইহুদীগণ ধনৈশ্বর্য্যের অহঙ্কারে দরিদ্র মুসলমানদিগকে অনেক সময়ে অবজ্ঞা ও উপহাস-বিদ্রূপ করিত; তদুপলক্ষেই এই আয়ত অবতীর্ণ হয়। আল্লাহতা'লা এতদ্দ্বারা ধন-সম্পদ অপেক্ষা ধর্ম্ম-বিশ্বাসের গৌরব ও শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা করিয়াছেন।—তঃ কবির।

২১৩। এই আয়তের প্রকৃত মর্ম্ম এই যে, আদিযুগে সমস্ত মানব একই সম্প্রদায়ভুক্ত ছিল এবং এক আদম হইতেই সমগ্র মানব-জাতির উৎপত্তি হইয়াছে। অনন্তর যখন মানব-জাতি বিভিন্ন সম্প্রদায়ে বিভক্ত হইল, তখন তাহাদিগকে সত্যপথ প্রদর্শনের জন্য আল্লাহতা'লা তাহাদের প্রত্যেক সম্প্রদায়ের জন্য পৃথক পৃথক গ্রন্থ-সহ পয়গম্বর প্রেরণ করিতে লাগিলেন। ইহার ফলে ধর্ম্ম-কর্ম্ম ও আচার-ব্যবহারে এক সম্প্রদায় অন্য সম্প্রদায়ের বিরোধী হইয়া উঠিতে লাগিল; বিশেষতঃ পয়গম্বরগণের শিক্ষা বিস্মৃত অথবা উহার বিরুদ্ধাচারী হইয়া প্রত্যেক সম্প্রদায় নিজেদের মধ্যেই ঈর্ষা, বিদ্বেষ ও কলহের অগ্নি প্রজ্বলিত করিয়া তুলিল; সুতরাং জগতের অশান্তি ক্রমেই বাড়িয়া চলিল। বাইবেল এবং ইহুদী ও খৃষ্টান জাতির ইতিহাস পাঠ করিলেই এ কথার জ্বলন্ত প্রমাণ পাওয়া যায়।

তাহাদের পার্থিব জীবন সুশোভিত করা হইয়াছে এবং তাহারা বিশ্বাস-স্থাপনকারিদিগকে উপহাস করিয়া থাকে; এবং যাহারা ধর্ম্মভীরু—উত্থান-দিবসে তাহাদিগকে সমুন্নত করা হইবে; এবং আল্লাহ যাহাকে ইচ্ছা অপরিমিত জীবিকা দান করেন। ২১৩। মানব-জাতি একই সম্প্রদায়-ভুক্ত ছিল; পরে আল্লাহ সুসংবাদ-দাতা ও ভয়-প্রদর্শক রূপে নবীগণকে সমুত্থিত করিলেন এবং তিনি তাহাদের সহিত সত্য-সহ গ্রন্থ অবতারণ করিলেন—যেন ইহা মানবগণের মধ্যে তাহাই মীমাংসা করে—যদ্বিষয়ে তাহারা মতভেদ করিয়াছে; এবং যাহাদের প্রতি উহা প্রদত্ত হইয়াছে তাহাদের নিকট নিদর্শনাবলী আসিবার পর তাহারা পরস্পর বিদ্বেষ ব্যতীত এতদ্‌সম্বন্ধে মত-বিরোধ করে নাই; অনন্তর তাহারা যদ্বিষয়ে মতবিরোধ করিয়াছিল, আল্লাহ তদীয় ইচ্ছাক্রমে বিশ্বাস-স্থাপনকারিদিগকে তদ্বিষয়ে সত্যের দিকে পথ-

الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا وَيَسْخَرُوْنَ مِنَ
الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا ۘ وَالَّذِيْنَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ
يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ؕ وَاللّٰهُ يَرْزُقُ مَنْ يَّشَآءُ
بِغَيْرِ حِسَابٍ ۝ ٢١٣- كَانَ النَّاسُ
اُمَّةً وَّاحِدَةً ۗ فَبَعَثَ اللّٰهُ النَّبِيّٖنَ
مُبَشِّرِيْنَ وَمُنْذِرِيْنَ ۖ وَاَنْزَلَ
مَعَهُمُ الْكِتٰبَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ
بَيْنَ النَّاسِ فِيْمَا اخْتَلَفُوْا فِيْهِ ؕ
وَمَا اخْتَلَفَ فِيْهِ اِلَّا الَّذِيْنَ اُوْتُوْهُ
مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَتْهُمُ الْبَيِّنٰتُ بَغْيًا
بَيْنَهُمْ ۚ فَهَدَى اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا
لِمَا اخْتَلَفُوْا فِيْهِ مِنَ الْحَقِّ بِاِذْنِهٖ ؕ

মনঃক্ষুণ্ণ হওয়া অস্বাভাবিক নহে। তাই আল্লাহতা'লা বলিতেছেন যে, পার্থিব ধনৈশ্বর্য্য বা ভোগ-বিলাসের সহিত ধর্ম্ম-বিশ্বাসের কোনই সম্বন্ধ নাই। সাংসারিক সুখৈশ্বর্য্য আল্লাহতা'লার নির্দ্ধারিত দান-বিশেষ। উহা সংসার-জীবনে ধার্ম্মিক, অধার্ম্মিক, বিশ্বাসী ও অবিশ্বাসী সকলেই লাভ করিতে পারে। কিন্তু যাহারা ধার্ম্মিক ও বিশ্বাসী, পরকালে কেবল তাহারাই উন্নতি ও গৌরবান্বিত হইয়া স্বর্গীয় সুখ-সম্পদের অধিকারী হইবে। আরবের ধনশালী ইহুদীগণ ধনৈশ্বর্য্যের অহঙ্কারে দরিদ্র মুসলমানদিগকে অনেক সময়ে অবজ্ঞা ও উপহাস-বিদ্রূপ করিত; তদুপলক্ষেই এই আয়ত অবতীর্ণ হয়। আল্লাহতা'লা এতদ্দ্বারা ধন-সম্পদ অপেক্ষা ধর্ম্ম-বিশ্বাসের গৌরব ও শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা করিয়াছেন।—তঃ কবির।

২১৩। এই আয়তের প্রকৃত মর্ম্ম এই যে, আদিযুগে সমস্ত মানব একই সম্প্রদায়ভুক্ত ছিল এবং এক আদম হইতেই সমগ্র মানব-জাতির উৎপত্তি হইয়াছে। অনন্তর যখন মানব-জাতি বিভিন্ন সম্প্রদায়ে বিভক্ত হইল, তখন তাহাদিগকে সত্যপথ প্রদর্শনের জন্য আল্লাহতা'লা তাহাদের প্রত্যেক সম্প্রদায়ের জন্য পৃথক পৃথক গ্রন্থ-সহ পয়গম্বর প্রেরণ করিতে লাগিলেন। ইহার ফলে ধর্ম্ম-কর্ম্ম ও আচার-ব্যবহারে এক সম্প্রদায় অন্য সম্প্রদায়ের বিরোধী হইয়া উঠিতে লাগিল; বিশেষতঃ পয়গম্বরগণের শিক্ষা বিস্মৃত অথবা উহার বিরুদ্ধাচারী হইয়া প্রত্যেক সম্প্রদায় নিজেদের মধ্যেই ঈর্ষা, বিদ্বেষ ও কলহের অগ্নি প্রজ্বলিত করিয়া তুলিল; সুতরাং জগতের অশান্তি ক্রমেই বাড়িয়া চলিল। বাইবেল এবং ইহুদী ও খৃষ্টান জাতির ইতিহাস পাঠ করিলেই এ কথার জলন্ত প্রমাণ পাওয়া যায়।

প্রদর্শন করিলেন, এবং আল্লাহ যাহাকে ইচ্ছা সরল পথে পথ প্রদর্শন করেন। ২১৪। অথবা তোমরা কি মনে করিতেছ যে, তোমরাই স্বর্গোদ্যানে প্রবেশ করিবে? অথচ তোমরা এখনো তাহাদের অবস্থা প্রাপ্ত হও নাই—যাহারা তোমাদের পূর্ব্বে বিগত হইয়াছে; যখন তাহাদিগকে বিপদ ও দুঃখ স্পর্শ করিয়াছিল এবং তাহাদিগকে প্রকম্পিত করা হইয়াছিল, এমন কি রসুল ও তৎসহ বিশ্বাস-স্থাপনকারিগণ বলিয়াছিল, কখন আল্লার সাহায্য উপস্থিত হইবে? সতর্ক হও—নিশ্চয় আল্লার সাহায্য সন্নিকটবর্ত্তী! ২১৫। তাহারা তোমাকে জিজ্ঞাসা করিতেছে যে, তাহারা

وَاللّٰهُ يَهْدِيْ مَنْ يَّشَآءُ اِلٰى صِرَاطٍ
مُّسْتَقِيْمٍ ○ ٢١٤- اَمْ حَسِبْتُمْ اَنْ
تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَاْتِكُمْ مَّثَلُ
الَّذِيْنَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ ط مَسَّتْهُمُ
الْبَاْسَآءُ وَالضَّرَّآءُ وَزُلْزِلُوْا حَتّٰى
يَقُوْلَ الرَّسُوْلُ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَعَهٗ
مَتٰى نَصْرُ اللّٰهِ ط اَلَآ اِنَّ نَصْرَ اللّٰهِ قَرِيْبٌ ○
٢١٥- يَسْـَٔلُوْنَكَ مَاذَا يُنْفِقُوْنَ ط ○

ধর্ম্ম-নীতির এই ব্যভিচার ও বিশৃঙ্খলা বিদূরিত করিয়া জগতে সাম্য ও শান্তির রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিবার জন্যই আল্লাহতা'লা পরিশেষে হজরত মোহাম্মদ মোস্তফাকে প্রেরণ করিলেন। তিনি কোন বিশিষ্ট দেশ বা বিশিষ্ট সম্প্রদায়ের জন্য নহে—বরং সমস্ত জগৎ ও জগদ্বাসীর জন্য করুণাধার পথ-প্রদর্শক-রূপে সত্যের উজ্জ্বল নিদর্শন স্বরূপ মহাগ্রন্থ কোরান শরিফ সহ আরবে আবির্ভূত হইলেন। এই জন্যই জগতে তৎপ্রবর্ত্তিত 'ইসলাম' সার্ব্বজনীন্ বিশ্বধর্ম্ম নামে অভিহিত হইয়াছে। বিশ্বাসী বিভিন্ন মানব-সম্প্রদায়ের সমস্ত ভেদ-বৈষম্য দূরীভূত করিয়া তাহাদিগকে এক অখণ্ড মহামানব-জাতিরূপে গঠন করিবার জন্য স্বর্গীয় ইসলামের ন্যায় আর কোনই অবলম্বন নাই।

২১৪। যাহারা স্বর্গোদ্যানে প্রবেশ করিতে কামনা করে, তাহাদিগকে আল্লাহতা'লার করুণা ও সাহায্যের উপর অটল বিশ্বাস রাখিয়া কিরূপ ধৈর্য্যশীল হইতে হইবে, তাহাই এই আয়তে ইঙ্গিত করা হইয়াছে। পরবর্ত্তী পয়গম্বরদিগের অনুগামিগণ কিরূপ বিপদ-ঝঞ্ঝার মধ্যে ঐশী-নির্ভরতা ও ধর্ম্ম-বিশ্বাসের মহাপরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন, এস্থলে তাহাও উক্ত হইয়াছে। সে পরীক্ষা এত কঠোর ছিল যে, পয়গম্বরগণ পর্য্যন্ত আল্লাহতা'লার সাহায্যের আশায় বিচলিত হইয়া উঠিতেন। হজরত আদম, হজরত নূহ, হজরত এবরাহিম, হজরত মূসা ও হজরত ঈসা প্রভৃতি জগদ্বিখ্যাত নবীগণের জীবনের ঘটনায় তাহার স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। সুতরাং কোন প্রকার দুঃখ-বিপদে বিচলিত না হইয়া ধৈর্য্যাবলম্বন পূর্ব্বক আল্লাহতা'লার সাহায্য ও করুণার প্রতি নির্ভর করা সত্য-বিশ্বাসী মোসলেমের একান্ত কর্ত্তব্য।

মক্কা শরীফে দীক্ষা গ্রহণের পর শত্রুকুলের অত্যাচার-উৎপীড়নে জর্জ্জরিত—দেশত্যাগী ও সর্ব্বস্বহারা মুসলমানদিগকে সমূলে ধ্বংস করিবার জন্য যখন দেশব্যাপী ষড়যন্ত্রজাল বিস্তৃত হইয়াছিল, চতুর্দ্দিক হইতে বিপদ-ঝঞ্ঝার আশঙ্কায় অধীর ও বিচলিত হইয়া যখন তাঁহারা আল্লার সাহায্যের জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছিলেন, তখনই এই আয়ত অবতীর্ণ হয়। আল্লাহতা'লা পূর্ব্ববর্ত্তী নবী ও বিশ্বাসিগণের উপরে নিপতিত ভয়াবহ বিপদের কথা স্মরণ করাইয়া ভীত ব্যাকুলিত মুসলমান-দিগকে সান্ত্বনা প্রদান করিতেছেন।—তঃ মাঃ কোঃ।

২১৫। ধনসম্পদশালী ব্যক্তিরা কিরূপে স্বীয়-সম্পদের সদ্ব্যবহার করিবে, এই আয়ত এবং ইহার পরবর্ত্তী ২১৯ আয়ত তৎসম্বন্ধে অতি সুন্দর উপদেশ। প্রথমতঃ আল্লাহতা'লা অতি সহজ-

কিরূপে ব্যয় করিবে ? তুমি বল, তোমরা ধন-সম্পত্তি হইতে যাহা ব্যয় করিবে, তাহা পিতামাতার ও আত্মীয়-স্বজনের ও পিতৃহীনগণের ও দরিদ্রদিগের ও পথিকবৃন্দের জন্য করিও ; এবং তোমরা যে সকল সৎকর্ম্ম কর, নিশ্চয় আল্লাহ তদসম্বন্ধে পরিজ্ঞাত আছেন।
২১৬। তোমাদের উপর সংগ্রাম বিধিবদ্ধ হইল এবং ইহা তোমাদের নিকট অপ্রীতিকর ; এবং সম্ভবতঃ তোমরা যে বিষয় অপ্রীতিকর মনে কর, বস্তুতঃ তাহাই তোমাদের জন্য কল্যাণকর ; এবং তোমরা যে বিষয় প্রীতিকর মনে কর,

قُلْ مَآ اَنْفَقْتُمْ مِّنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ
وَالْاَقْرَبِيْنَ وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسٰكِيْنِ
وَابْنِ السَّبِيْلِ ۭ وَمَا تَفْعَلُوْا
مِنْ خَيْرٍ فَاِنَّ اللّٰهَ بِهٖ عَلِيْمٌ ○
٢١٦- كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ
كُرْهٌ لَّكُمْ ۚ وَعَسٰٓى اَنْ تَكْرَهُوْا
شَيْـًٔا وَّهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ۚ وَعَسٰٓى اَنْ

ভাবে যাহা নিজের প্রয়োজনের অতিরিক্ত, তাহাই ব্যয় করিবার উপদেশ দিয়াছেন। অতিরিক্ত ব্যয় অথবা অপব্যয় করিয়া দুঃখ-কষ্ট ও অভাব-অনটন সৃষ্টি করিতে বলেন নাই। তৎপর যে ধন-সম্পদ ব্যয় করা হইবে, তাহা হইতে প্রথমে পিতামাতাকে, তৎপরে আত্মীয়-স্বজনকে, তৎপর পিতৃহীন অনাথ শিশুদিগকে, তৎপর দরিদ্রদিগকে এবং তৎপর অভাবগ্রস্ত পথিকদিগকে সাহায্য করিতে বলা হইয়াছে। শুধু খোশখেয়াল বা সুনামের জন্য যদৃচ্ছা ব্যয় করিতে বলা হয় নাই। কি সুন্দর উপদেশ ! ওমর এবনে জমুহ নামক জনৈক ধনবান লোক হজরত রসুলোল্লার নিকট স্বীয় ধনরাশি কি প্রণালীতে ব্যয় করিবে—জিজ্ঞাসা করায় এই আয়ত অবতীর্ণ হয়।

২১৬। হজরত রসুলোল্লাহ কোন কোন সময়ে যুদ্ধ-বিগ্রহে লিপ্ত হইয়াছিলেন বলিয়া তৎপ্রতি অযথা দোষারোপ করিতে যাহারা অধীর ও উন্মত্ত হইয়া উঠে এবং উচ্চকণ্ঠে চীৎকার করিয়া বলে যে, প্রচার কার্য্য ব্যর্থ হওয়াতেই তিনি তরবারী ধারণ করিয়াছিলেন এবং রাজ্যাধিকার ও খাদ্য-শস্য লুণ্ঠনের জন্য যুদ্ধ-বিগ্রহে লিপ্ত হইয়াছিলেন—এই আয়তের প্রতি লক্ষ্য করিলেই সেই সকল ইস্লাম-বিদ্বেষী লেখকের কথার অসারতা উজ্জ্বলরূপে ফুটিয়া উঠিবে। ইতিপূর্ব্বে প্রমাণিত হইয়াছে যে, শত্রুগণ মোসলেমদিগকে সমূলে ধ্বংস করিবার জন্য আক্রমণ করাতেই মুসলমানেরা ধর্ম্ম ও আত্ম-রক্ষা করিবার জন্য যুদ্ধ করিতে আদিষ্ট হন। কিন্তু শত্রুগণের তুলনায় তাঁহাদের শক্তি ও সংখ্যা নিতান্ত নগণ্য ছিল বলিয়া তাঁহারা যুদ্ধ করা অসম্ভব ও অকল্যাণকর মনে করিয়া যুদ্ধে অনিচ্ছা প্রকাশ করিয়া-ছিলেন। সেইজন্য আল্লাহতা'লা তাঁহাদিগকে সাহস ও সান্ত্বনা দিয়া এই আয়ত অবতারণ করেন। নচেৎ যে রসুলোল্লার ধনবল ও জনবল কিছুই ছিল না—মক্কার দুর্দ্ধর্ষ কোরেশগণ সহস্রাধিক সুদক্ষ সৈনিকসহ মুসলমানদিগকে ধ্বংস করিবার উদ্দেশ্যে মদিনা আক্রমণার্থ অভিযান করিলে, যিনি তের বৎসরের বালক সহ মাত্র ৩১৩ জন অনুগামী লইয়া আত্মরক্ষা করিবার জন্য সর্ব্বপ্রথম বদর যুদ্ধে অগ্রসর হইয়াছিলেন, তিনি যে ঐ সামান্য জনবল—মাত্র ৩১৩ জন অনভিজ্ঞ অনুগামী লইয়া সহস্র সহস্র সমরবিদ্ আরববাসীকে তরবারীর বলে বাধ্য করিয়া স্বমতে দীক্ষিত করিবার জন্য যুদ্ধে অগ্রসর হইবেন, ইহা অতি অনুর্ব্বর ও উন্মাদ মস্তিষ্কের অসার কল্পনাতেই শোভা পায় ! কোন বুদ্ধি-বিবেক সম্পন্ন লোক কখনই এমন অসম্ভব কথা বলিতে পারে না। বিশেষতঃ ইসলামের সমগ্র শত্রুমণ্ডলী সমবেতভাবে চেষ্টা করিলেও হজরতের জীবনী হইতে একথা প্রমাণ করিতে পারিবে না যে, তিনি কাহাকেও বলপূর্ব্বক মুসলমান করিয়াছিলেন কিম্বা কোন জাতি বা সম্প্রদায়কে বলপূর্ব্বক ইসলামে দীক্ষিত করিবার জন্য কোন অভিযান পরিচালনা করিয়াছিলেন। প্রকৃত কথা এই যে, যাহাতে ধনজন-হীন, দুর্ব্বল ও নির্য্যাতিত মুসলমানগণ ধর্ম্ম ও আত্মরক্ষা করিবার জন্য সকল শঙ্কা বিসর্জ্জন

সম্ভবতঃ তাহা তোমাদের জন্য অনিষ্টকর; এবং আল্লাহ পরিজ্ঞাত আছেন ও তোমরা অবগত নহ।

تُحِبُّوْا شَيْـًٔا وَّهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ ط وَاللّٰهُ يَعْلَمُ وَاَنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ ع

২৭শ রুকু—বিবিধ বিষয়ক প্রশ্নোত্তর

২১৭। তাহারা তোমাকে পবিত্র মাসে—তন্মধ্যে যুদ্ধ করা সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিতেছে; তুমি বল—উহাতে যুদ্ধ করা অতীব অন্যায়; এবং আল্লার পথ ও পবিত্র মস্‌জেদ হইতে প্রতিরোধ করা এবং

٢١٧- يَسْـَٔلُوْنَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيْهِ ط قُلْ قِتَالٌ فِيْهِ كَبِيْرٌ ط وَصَدٌّ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَكُفْرٌۢ بِهٖ

পূর্ব্বক আল্লার সাহায্য ও করুণার উপর নির্ভর করিয়া আক্রমণকারী অরাতিকুলের সহিত ন্যায়যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন, তজ্জন্যই আদেশ স্বরূপ এই আয়ত অবতারিত হইয়াছিল।—তঃ মঃ আঃ।

কোরান শরিফের কোন বিধি-নিষেধ কষ্টসাধ্য বা অকল্যাণকর বলিয়া অনুমিত হইলেও উহার মধ্যে যে আল্লার অনন্ত করুণা ও কল্যাণ নিহিত থাকিতে পারে, বদর যুদ্ধে এই আয়তের অনুসরণ-কারী মুসলমানগণের লোক-চমকিত অলৌকিক সাফল্যই জগতের ইতিহাসে সে কথা জলন্ত ভাষায় ঘোষণা করিতেছে।

হজরত রসুলোল্লাহ প্রথমে যখন মক্কায় সত্য-ধর্ম্ম প্রচার করিয়াছিলেন, তখন শত্রুকুলের অত্যাচার উৎপীড়নে কেবল ধৈর্য্য ধারণ করিবার জন্যই তাঁহাকে আদেশ করা হইয়াছিল। ইহার ফলে শত্রু-কুলের অসহনীয় অত্যাচারে তিনি শিষ্য-পরিজন সহ স্বীয় জন্মভূমি মক্কা পরিত্যাগ করিয়া মদিনায় গমন করেন। কিন্তু সেখানেও যখন শত্রুকুলের অত্যাচারে মুসলমানগণের ধন-প্রাণ বিপন্ন হইয়া উঠিল, তখন তিনি আত্মরক্ষা করিবার জন্য ধর্ম্মযুদ্ধ করিতে আদিষ্ট হন। এই সময়ে ধনবল ও জনবলে মুসলমানেরা বিপক্ষদলের তুলনায় নিতান্ত নগণ্য ছিলেন বলিয়া যখন অনেকেই যুদ্ধে অনিচ্ছা ও ভীতি প্রকাশ করিতেছিলেন, তখন এই আয়ত অবতীর্ণ হয়। আল্লাহতা'লা বলিতেছেন,—যে যুদ্ধ-বিগ্রহকে তোমরা অনিষ্টকর ও কষ্টসাধ্য মনে করিয়া ভীত ও বিচলিত হইতেছ, তাহাতেই তোমাদের কল্যাণ ও উন্নতি নিহিত রহিয়াছে; পক্ষান্তরে একান্ত আবশ্যক স্থলেও যুদ্ধবিগ্রহ পরিত্যাগ করিয়া তোমরা যেরূপ অনাবিল সুখ-শান্তি উপভোগ করিবার বাসনা করিতেছ, তাহা তোমাদের জাতীয় জীবনের পক্ষে অনিষ্টজনক ও অবনতিকর। আল্লাহতা'লা আরও বলিতেছেন যে, ইহার পরিণাম তোমরা জান না বটে, কিন্তু আমি ইহা সম্যকরূপে পরিজ্ঞাত আছি। এক্ষণে বিচার্য্য এই যে, যুদ্ধে কিরূপ কল্যাণ নিহিত থাকিতে পারে? মুসলমানের প্রথম উদ্দেশ্য সত্য-ধর্ম্ম প্রচার। কিন্তু উপদেশ ও ভয়-প্রদর্শনে কর্ণপাত না করিয়া ধর্ম্মদ্রোহীরা যদি সত্য-প্রচারের বিরোধী হইয়া উঠে এবং সত্যানুগামিগণকে অন্যায়রূপে বিনাশ করিতে উদ্যত হয়, তখন যুদ্ধ ব্যতীত তাহাদিগকে প্রতিরোধ করিবার আর কোনই উপায় থাকে না। বিশেষতঃ অত্যাচারীর অত্যাচার নিবারণ করিয়া পৃথিবীর শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখিতে হইলেও যুদ্ধ অপরিহার্য্য। কেবল সাংসারিক সুখ-সম্ভোগে প্রমত্ত থাকিয়া যুদ্ধ-বিগ্রহ এড়াইয়া চলিতে চেষ্টা করিলে ঐ সকল মহান্ কর্ত্তব্য কখনই সম্পন্ন হইতে পারে না। বরং ঐরূপ অকর্ম্মণ্য, ভীরু ও বিলাসপরায়ণ জাতির অবনতি ও ধ্বংস অনিবার্য্য। বর্ত্তমান ইউরোপ ও এশিয়াবাসীদিগের জাতীয় চরিত্র এবং উন্নত সমরবিদ্যাবিশারদ ইউরোপের তুলনায় সামরিক শক্তিহীন, অলস ও অকর্ম্মণ্য এশিয়ার শোচনীয় দুর্গতির প্রতি লক্ষ্য করিলেই এই আয়তের সার্থকতা অতি উজ্জ্বলরূপে পরিলক্ষিত হয়।—তঃ হক্কানী

২১৭। রজব, জেল্কদ, জেলহজ্জ ও মহর্‌রম মাসে যুদ্ধবিগ্রহ না করা আরবের চিরাচরিত নিয়ম। হজরত এবরাহিমের সময় হইতেই এই প্রথা সসম্মানে প্রতিপালিত হইয়া আসিতেছিল। একদা

সম্ভবতঃ তাহা তোমাদের জন্য অনিষ্টকর; এবং আল্লাহ পরিজ্ঞাত আছেন ও তোমরা অবগত নহ।

تُحِبُّوْا شَيْـًٔا وَّهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ ط وَاللّٰهُ يَعْلَمُ وَاَنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ ع

২৭শ রুকু—বিবিধ বিষয়ক প্রশ্নোত্তর

২১৭। তাহারা তোমাকে পবিত্র মাসে—তন্মধ্যে যুদ্ধ করা সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিতেছে; তুমি বল—উহাতে যুদ্ধ করা অতীব অন্যায়; এবং আল্লার পথ ও পবিত্র মস্‌জেদ হইতে প্রতিরোধ করা এবং

٢١٧- يَسْـَٔلُوْنَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيْهِ ط قُلْ قِتَالٌ فِيْهِ كَبِيْرٌ ط وَصَدٌّ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَكُفْرٌ بِهٖ

পূর্ব্বক আল্লার সাহায্য ও করুণার উপর নির্ভর করিয়া আক্রমণকারী অরাতিকুলের সহিত ন্যায়যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন, তজ্জন্যই আদেশ স্বরূপ এই আয়ত অবতারিত হইয়াছিল।—তঃ মঃ আঃ।

কোরান শরিফের কোন বিধি-নিষেধ কষ্টসাধ্য বা অকল্যাণকর বলিয়া অনুমিত হইলেও উহার মধ্যে যে আল্লার অনন্ত করুণা ও কল্যাণ নিহিত থাকিতে পারে, বদর যুদ্ধে এই আয়তের অনুসরণ-কারী মুসলমানগণের লোক-চমকিত অলৌকিক সাফল্যই জগতের ইতিহাসে সে কথা জলন্ত ভাষায় ঘোষণা করিতেছে।

হজরত রসুলোল্লাহ প্রথমে যখন মক্কায় সত্য-ধর্ম্ম প্রচার করিয়াছিলেন, তখন শত্রুকুলের অত্যাচার উৎপীড়নে কেবল ধৈর্য্য ধারণ করিবার জন্যই তাঁহাকে আদেশ করা হইয়াছিল। ইহার ফলে শত্রু-কুলের অসহনীয় অত্যাচারে তিনি শিষ্য-পরিজন সহ স্বীয় জন্মভূমি মক্কা পরিত্যাগ করিয়া মদিনায় গমন করেন। কিন্তু সেখানেও যখন শত্রুকুলের অত্যাচারে মুসলমানগণের ধন-প্রাণ বিপন্ন হইয়া উঠিল, তখন তিনি আত্মরক্ষা করিবার জন্য ধর্ম্মযুদ্ধ করিতে আদিষ্ট হন। এই সময়ে ধনবল ও জনবলে মুসলমানেরা বিপক্ষদলের তুলনায় নিতান্ত নগণ্য ছিলেন বলিয়া যখন অনেকেই যুদ্ধে অনিচ্ছা ও ভীতি প্রকাশ করিতেছিলেন, তখন এই আয়ত অবতীর্ণ হয়। আল্লাহতা'লা বলিতেছেন,—যে যুদ্ধ-বিগ্রহকে তোমরা অনিষ্টকর ও কষ্টসাধ্য মনে করিয়া ভীত ও বিচলিত হইতেছ, তাহাতেই তোমাদের কল্যাণ ও উন্নতি নিহিত রহিয়াছে; পক্ষান্তরে একান্ত আবশ্যক স্থলেও যুদ্ধবিগ্রহ পরিত্যাগ করিয়া তোমরা যেরূপ অনাবিল সুখ-শান্তি উপভোগ করিবার বাসনা করিতেছ, তাহা তোমাদের জাতীয় জীবনের পক্ষে অনিষ্টজনক ও অবনতিকর। আল্লাহতা'লা আরও বলিতেছেন যে, ইহার পরিণাম তোমরা জান না বটে, কিন্তু আমি ইহা সম্যকরূপে পরিজ্ঞাত আছি। এক্ষণে বিচার্য্য এই যে, যুদ্ধে কিরূপ কল্যাণ নিহিত থাকিতে পারে? মুসলমানের প্রথম উদ্দেশ্য সত্য-ধর্ম্ম প্রচার। কিন্তু উপদেশ ও ভয়-প্রদর্শনে কর্ণপাত না করিয়া ধর্ম্মদ্রোহীরা যদি সত্য-প্রচারের বিরোধী হইয়া উঠে এবং সত্যানুগামিগণকে অন্যায়রূপে বিনাশ করিতে উদ্যত হয়, তখন যুদ্ধ ব্যতীত তাহাদিগকে প্রতিরোধ করিবার আর কোনই উপায় থাকে না। বিশেষতঃ অত্যাচারীর অত্যাচার নিবারণ করিয়া পৃথিবীর শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখিতে হইলেও যুদ্ধ অপরিহার্য্য। কেবল সাংসারিক সুখ-সম্ভোগে প্রমত্ত থাকিয়া যুদ্ধ-বিগ্রহ এড়াইয়া চলিতে চেষ্টা করিলে ঐ সকল মহান্ কর্ত্তব্য কখনই সম্পন্ন হইতে পারে না। বরং ঐরূপ অকর্ম্মণ্য, ভীরু ও বিলাসপরায়ণ জাতির অবনতি ও ধ্বংস অনিবার্য্য। বর্ত্তমান ইউরোপ ও এশিয়াবাসীদিগের জাতীয় চরিত্র এবং উন্নত সমরবিদ্যাবিশারদ ইউরোপের তুলনায় সামরিক শক্তিহীন, অলস ও অকর্ম্মণ্য এশিয়ার শোচনীয় দুর্গতির প্রতি লক্ষ্য করিলেই এই আয়তের সার্থকতা অতি উজ্জ্বলরূপে পরিলক্ষিত হয়।—তঃ হক্কানী

২১৭। রজব, জেক্দ, জেলহজ্জ ও মহর্‌রম মাসে যুদ্ধবিগ্রহ না করা আরবের চিরাচরিত নিয়ম। হজরত এবরাহিমের সময় হইতেই এই প্রথা সসম্মানে প্রতিপালিত হইয়া আসিতেছিল। একদা

সম্ভবতঃ তাহা তোমাদের জন্য অনিষ্টকর; এবং আল্লাহ পরিজ্ঞাত আছেন ও তোমরা অবগত নহ।

تُحِبُّوا شَيْئًا وَّهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ ط وَاللّٰهُ
يَعْلَمُ وَاَنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ ع

২৭শ রুকু—বিবিধ বিষয়ক প্রশ্নোত্তর

২১৭। তাহারা তোমাকে পবিত্র মাসে—তন্মধ্যে যুদ্ধ করা সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিতেছে; তুমি বল—উহাতে যুদ্ধ করা অতীব অন্যায়; এবং আল্লার পথ ও পবিত্র মস্‌জেদ হইতে প্রতিরোধ করা এবং

٢١٧- يَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ
قِتَالٍ فِيْهِ ط قُلْ قِتَالٌ فِيْهِ كَبِيْرٌ ط
وَصَدٌّ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَكُفْرٌ بِهٖ

পূর্ব্বক আল্লার সাহায্য ও করুণার উপর নির্ভর করিয়া আক্রমণকারী অরাতিকুলের সহিত ন্যায়যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন, তজ্জন্যই আদেশ স্বরূপ এই আয়ত অবতারিত হইয়াছিল।—তঃ মঃ আঃ।

কোরান শরিফের কোন বিধি-নিষেধ কষ্টসাধ্য বা অকল্যাণকর বলিয়া অনুমিত হইলেও উহার মধ্যে যে আল্লার অনন্ত করুণা ও কল্যাণ নিহিত থাকিতে পারে, বদর যুদ্ধে এই আয়তের অনুসরণ-কারী মুসলমানগণের লোক-চমকিত অলৌকিক সাফল্যই জগতের ইতিহাসে সে কথা জলন্ত ভাষায় ঘোষণা করিতেছে।

হজরত রসুলোল্লাহ প্রথমে যখন মক্কায় সত্য-ধর্ম্ম প্রচার করিয়াছিলেন, তখন শত্রুকুলের অত্যাচার উৎপীড়নে কেবল ধৈর্য্য ধারণ করিবার জন্যই তাঁহাকে আদেশ করা হইয়াছিল। ইহার ফলে শত্রু-কুলের অসহনীয় অত্যাচারে তিনি শিষ্য-পরিজন সহ স্বীয় জন্মভূমি মক্কা পরিত্যাগ করিয়া মদিনায় গমন করেন। কিন্তু সেখানেও যখন শত্রুকুলের অত্যাচারে মুসলমানগণের ধন-প্রাণ বিপন্ন হইয়া উঠিল, তখন তিনি আত্মরক্ষা করিবার জন্য ধর্ম্মযুদ্ধ করিতে আদিষ্ট হন। এই সময়ে ধনবল ও জনবলে মুসলমানেরা বিপক্ষদলের তুলনায় নিতান্ত নগণ্য ছিলেন বলিয়া যখন অনেকেই যুদ্ধে অনিচ্ছা ও ভীতি প্রকাশ করিতেছিলেন, তখন এই আয়ত অবতীর্ণ হয়। আল্লাহতা'লা বলিতেছেন,—যে যুদ্ধ-বিগ্রহকে তোমরা অনিষ্টকর ও কষ্টসাধ্য মনে করিয়া ভীত ও বিচলিত হইতেছ, তাহাতেই তোমাদের কল্যাণ ও উন্নতি নিহিত রহিয়াছে; পক্ষান্তরে একান্ত আবশ্যক স্থলেও যুদ্ধবিগ্রহ পরিত্যাগ করিয়া তোমরা যেরূপ অনাবিল সুখ-শান্তি উপভোগ করিবার বাসনা করিতেছ, তাহা তোমাদের জাতীয় জীবনের পক্ষে অনিষ্টজনক ও অবনতিকর। আল্লাহতা'লা আরও বলিতেছেন যে, ইহার পরিণাম তোমরা জান না বটে, কিন্তু আমি ইহা সম্যকরূপে পরিজ্ঞাত আছি। এক্ষণে বিচার্য্য এই যে, যুদ্ধে কিরূপ কল্যাণ নিহিত থাকিতে পারে? মুসলমানের প্রথম উদ্দেশ্য সত্য-ধর্ম্ম প্রচার। কিন্তু উপদেশ ও ভয়-প্রদর্শনে কর্ণপাত না করিয়া ধর্ম্মদ্রোহীরা যদি সত্য-প্রচারের বিরোধী হইয়া উঠে এবং সত্যানুগামিগণকে অন্যায়রূপে বিনাশ করিতে উদ্যত হয়, তখন যুদ্ধ ব্যতীত তাহাদিগকে প্রতিরোধ করিবার আর কোনই উপায় থাকে না। বিশেষতঃ অত্যাচারীর অত্যাচার নিবারণ করিয়া পৃথিবীর শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখিতে হইলেও যুদ্ধ অপরিহার্য্য। কেবল সাংসারিক সুখ-সম্ভোগে প্রমত্ত থাকিয়া যুদ্ধ-বিগ্রহ এড়াইয়া চলিতে চেষ্টা করিলে ঐ সকল মহান্ কর্ত্তব্য কখনই সম্পন্ন হইতে পারে না। বরং ঐরূপ অকর্ম্মণ্য, ভীরু ও বিলাসপরায়ণ জাতির অবনতি ও ধ্বংস অনিবার্য্য। বর্ত্তমান ইউরোপ ও এশিয়াবাসীদিগের জাতীয় চরিত্র এবং উন্নত সমরবিদ্যাবিশারদ ইউরোপের তুলনায় সামরিক শক্তিহীন, অলস ও অকর্ম্মণ্য এশিয়ার শোচনীয় দুর্গতির প্রতি লক্ষ্য করিলেই এই আয়তের সার্থকতা অতি উজ্জ্বলরূপে পরিলক্ষিত হয়।—তঃ হক্কানী

২১৭। রজব, জেল্কদ, জেলহজ্জ ও মহর্‌রম মাসে যুদ্ধবিগ্রহ না করা আরবের চিরাচরিত নিয়ম। হজরত এবরাহিমের সময় হইতেই এই প্রথা সসম্মানে প্রতিপালিত হইয়া আসিতেছিল। একদা

وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ۚ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ
مِنْهُ أَكْبَرُ عِنْدَ اللَّهِ ۚ وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ
مِنَ الْقَتْلِ ۗ وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ
حَتَّىٰ يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ
إِنِ اسْتَطَاعُوا ۚ وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ
عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ
فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا
وَالْآخِرَةِ ۖ وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۖ
هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ٢١٧- إِنَّ الَّذِينَ
آمَنُوا وَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَجَاهَدُوا
فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۙ أُولَٰئِكَ يَرْجُونَ

তাঁহাকে অবিশ্বাস করা এবং তন্মধ্য হইতে উহার অধিবাসীদিগকে বহিষ্কৃত করা আল্লার নিকট গুরুতর অপরাধ; এবং হত্যা অপেক্ষা অশান্তি গুরুতর; এবং যদি তাহারা সক্ষম হয়, তবে তাহারা তোমাদিগকে তোমাদের ধর্ম্ম হইতে ফিরাইতে না পারা পর্য্যন্ত তোমাদের সহিত যুদ্ধ হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইবে না; এবং তোমাদের মধ্যে যে স্বধর্ম্ম হইতে প্রত্যাবর্ত্তিত হয়, তবে সে অবিশ্বাসী অবস্থায় মৃত্যুপ্রাপ্ত হইবে—অনন্তর ইহলোকে ও পরলোকে তাহাদের সকল কার্য্যই ব্যর্থ হইবে এবং তাহারাই অগ্নির অধিবাসী; উহাতেই তাহারা সর্ব্বদা অবস্থান করিবে।
২১৮। নিশ্চয় যাহারা বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছে এবং যাহারা আল্লার পথে দেশত্যাগ করিয়াছে ও ধর্ম্মযুদ্ধ করিয়াছে,

---

হজরত রসুলোল্লাহ আবদুল্লাহ-বেন-জহসকে কতিপয় সহচর সহ কোরেশদিগের গতিবিধি পর্য্যবেক্ষণের জন্য নাখালা নামক স্থানে প্রেরণ করেন। ঐ স্থানে কোরেশদিগের সহিত তাঁহার সংঘর্ষ উপস্থিত হয় এবং তাহার ফলে তিনি একজন কোরেশকে নিহত করিয়া অপর দুইজনকে বন্দী করেন। যে দিন ঐ সংঘর্ষ হয়, সেদিন জমাদিয়স্-সানি মাসের ৩০শে তারিখ ছিল। কিন্তু ২৯শে তারিখ চন্দ্র পরিদৃষ্ট হওয়াতে ঐ দিনই নিষিদ্ধ রজব মাস আরম্ভ হয়। আবদুল্লাহ উহা না জানিয়া কোরেশদিগের সহিত সংঘর্ষে লিপ্ত হওয়ায় তাহারা বিদ্রূপ করিয়া প্রচার করিতে থাকে যে হজরত রসুলোল্লাহ অবৈধ কার্য্যকে বৈধ করিয়া রজব মাসে যুদ্ধের আদেশ প্রদান করিয়াছেন। অনন্তর এ বিষয় হজরতের নিকট জিজ্ঞাসা করা হইলে আলোচ্য আয়ত অবতীর্ণ হয়। ইহাতে নিষিদ্ধ মাসে যুদ্ধ করা গুরুতর অপরাধ বলিয়া নির্দ্দেশিত হইলেও যে সকল শত্রু নিষিদ্ধ মাসের সুযোগ অবলম্বন পূর্ব্বক মুসলমানদিগকে আক্রমণ করিয়া তাঁহাদের ধন-প্রাণ বিনষ্ট করিতেছিল, তাহাদের সহিত যুদ্ধ করিবার আদেশ প্রদত্ত হয়। একদল আলেমের মতে শত্রুর অন্যায় আক্রমণ প্রতিরোধ এবং উহা হইতে আত্মরক্ষার জন্য ইহা একটি বিশেষ আদেশ। কিন্তু বহু বিজ্ঞ আলেমের মত এই যে, এই আয়ত দ্বারা নিষিদ্ধ মাসে যুদ্ধ-বিগ্রহ না করিবার প্রথা সম্পূর্ণরূপে রহিত হইয়া গিয়াছে এবং ধর্ম্মের গৌরব, জাতির স্বার্থ এবং দেশের শান্তি ও শৃঙ্খলা সংরক্ষণের জন্য মুসলমানেরা সকল সময়ের জন্য যুদ্ধের স্বাধীনতা প্রাপ্ত হইয়াছেন। আমরা এই শেষোক্ত মতই সমীচীন ও গ্রহণীয় বলিয়া মনে করি।—তঃ হক্কানী।

২১৮। এই আয়তে বিশ্বাসী, ধর্ম্মের জন্য দেশ-ত্যাগী ও ধর্ম্মযোদ্ধা গাজীগণের প্রতি আল্লাহতা'লার অনন্ত অনুগ্রহের অভিব্যক্তি প্রকাশিত হইয়াছে।

রَحْمَتَ اللّٰهِ ۚ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ○
٢١٩- يَسْـَٔلُوْنَكَ عَنِ الْخَمْرِ
وَالْمَيْسِرِ ۚ قُلْ فِيْهِمَآ اِثْمٌ كَبِيْرٌ
وَّمَنَافِعُ لِلنَّاسِ ۚ وَاِثْمُهُمَآ اَكْبَرُ
مِنْ نَّفْعِهِمَا ۚ وَيَسْـَٔلُوْنَكَ مَاذَا
يُنْفِقُوْنَ ۚ قُلِ الْعَفْوَ ۚ كَذٰلِكَ
يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمُ الْاٰيٰتِ لَعَلَّكُمْ
تَتَفَكَّرُوْنَ ○ ٢٢٠- فِي الدُّنْيَا وَ
الْاٰخِرَةِ ۚ وَيَسْـَٔلُوْنَكَ عَنِ الْيَتٰمٰى ۚ

তাহারাই আল্লার অনুগ্রহ-প্রত্যাশী, এবং আল্লাহ ক্ষমাশীল করুণাময়। ২১৯। তাহারা তোমাকে মাদক-দ্রব্য ও জুয়াখেলা সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিতেছে; তুমি বল—এতদুভয়ই গুরুতর পাপ ও মানবমণ্ডলীর জন্য লাভজনক; এবং এতদুভয়ে তাহাদের লাভ অপেক্ষা পাপই গুরুতর; এবং তাহারা তোমাকে জিজ্ঞাসা করিতেছে কত ব্যয় করিবে? তুমি বল—যাহা তোমাদের উদ্‌বৃত্ত; এইরূপে আল্লাহ তোমাদের জন্য নিদর্শনাবলী ব্যক্ত করেন যেন তোমরা চিন্তা কর। ২২০। ইহলোক ও পরলোক সম্বন্ধে; এবং তাহারা তোমাকে পিতৃহীনগণ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা

২১৯। **খামর**—শব্দের অর্থ সম্বন্ধে মতভেদ আছে। এমাম আজম আবু হানিফার মতে উহার অর্থ আঙ্গুর-জাত এক প্রকার তীব্র সুরা; কিন্তু এমাম শাফেয়ীর মতে উহার অর্থ সর্ব্বপ্রকার মাদক দ্রব্য এবং 'মায়সর' অর্থ এক প্রকার জুয়া। আরব দেশে প্রাচীনকাল হইতেই মদ্যপান ও জুয়াখেলা প্রচলিত ছিল। হজরতের মক্কা অবস্থানকালে এ সম্বন্ধে কোন নিষেধবাণী অবতীর্ণ হয় নাই। এজন্য সাহাবাগণের মধ্যেও অনেকে সুরা পান করিতেন। অনন্তর হজরতের মদিনা আগমনের পর সুরাপান ও জুয়াখেলার দোষ-গুণ তুলনা করিয়া এই আয়ত অবতীর্ণ হয়। আল্লাহতা'লা বলিতেছেন যে, সুরাপান ও জুয়াখেলায় তোমাদের জন্য কোন কোন বিষয়ে লাভ থাকিলেও উহাতে লাভ অপেক্ষা ক্ষতির পরিমাণই বেশী। সেইজন্য উহা হইতে তোমাদের বিরত হওয়াই কর্ত্তব্য। সুরাপানে শরীরের উষ্ণতা ও মনের উত্তেজনা সম্পাদিত হয় এবং জুয়ায় বিনাশ্রমে অর্থলাভ হইয়া থাকে। কিন্তু পক্ষান্তরে উহার দ্বারা জগতে অত্যাচার, অবিচার, অনাচার ও ব্যভিচারের অদম্য স্রোত প্রবাহিত হইয়া মানব-সমাজে ধর্ম্ম, নীতি ও পবিত্রতার যেরূপ ভয়াবহ পরিণাম পরিলক্ষিত হয় এবং জুয়াখেলা দ্বারা লোকের যেরূপ ভীষণ সর্ব্বনাশ সাধিত হইয়া থাকে, তাহা চিন্তা করিলে পবিত্র কোরান-বাণীর প্রতি হৃদয় স্বতঃই ভক্তিভরে নত হইয়া পড়ে। অধুনা উন্নত ইউরোপ ও আমেরিকা সুরার অনিষ্টকারিতা উপলব্ধি করিয়া শত শত মদ্য-নিবারণী সভা-সমিতি স্থাপন পূর্ব্বক যে অদম্য পাপ-স্রোত একটুও নিবারণ করিতে পারিতেছে না, পবিত্র কোরানের আদেশ-বাণীর প্রভাবে মোসলেম-জগৎ হইতে সেই সুরার স্রোত চিরতরে রুদ্ধ হইয়া গিয়াছে।—তঃ হক্কানী।

সুরাপান ও জুয়াখেলা সম্বন্ধে কোরান শরিফে পর পর কয়েকটি আয়ত অবতীর্ণ হইবার পর সুরা মায়দায় সর্ব্বপ্রকার মাদক-দ্রব্য ও জুয়াখেলা সম্পূর্ণরূপে হারাম ও নিষিদ্ধ বলিয়া বিঘোষিত হইয়াছে।—সুরা মায়দা, ৯০ ও ৯১ আয়ত এবং উহার তফ্‌সীর দ্রষ্টব্য।

২২০। **এতিম**—অনাথ শিশু অর্থাৎ পিতৃহীন বালক-বালিকা। যুদ্ধের আদেশ সম্বন্ধীয় আয়ত অবতীর্ণ হইবার পর যুদ্ধে নিহত ব্যক্তিগণের সন্তান-সন্ততিদিগের রক্ষণাবেক্ষণের আবশ্যকতা অনুভূত হয়। তদনুসারে এতিমদিগের লালন-পালন ও শিক্ষা-বিধান এবং তাহাদের ধন-সম্পত্তি

قُلْ إِصْلَاحٌ لَّهُمْ خَيْرٌ ۖ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ
فَإِخْوَانُكُمْ ۚ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ
الْمُصْلِحِ ۚ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ ۚ
إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ۝ ٢٢١ - وَلَا
تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنَّ ۚ
وَلَأَمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكَةٍ
وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ ۗ وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ
حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ

করিতেছে ; তুমি বল—তাহাদিগের হিতসাধন করাই উত্তম ; এবং যদি তাহাদিগকে সম্মিলিত করিয়া লও তবে তাহারা তোমাদের ভ্রাতা ; এবং আল্লাহ হিতকারী হইতে অনিষ্টকারীকে পরিজ্ঞাত আছেন, এবং যদি আল্লাহ ইচ্ছা করিতেন, তবে তিনি তোমাদিগকে বিপদে ফেলিতেন ; নিশ্চয় আল্লাহ পরাক্রান্ত বিজ্ঞানময়। ২২১। এবং অংশীবাদিনীগণ বিশ্বাস-স্থাপন না করা পর্য্যন্ত তোমরা তাহাদিগকে বিবাহ করিও না ; এবং যদিও অংশীবাদিনীগণ তোমাদের মনোহারিণী হয়, তথাপি বিশ্বাসিনী দাসী নিশ্চয়ই অংশীবাদিনীগণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর ; এবং অংশীবাদিনীগণ বিশ্বাস-স্থাপন না করা পর্য্যন্ত তোমরা তাহাদিগকে বিবাহ প্রদান করিও না, এবং

সংরক্ষণের জন্য আদেশ-বাণী অবতীর্ণ হইলে অনেকেই উক্ত ধন ভোগ করিতে পারিবে না রক্ষি তাহাদিগকে আশ্রয় দিতে ইতস্ততঃ করে—আবার কেহ কেহ এতিমদিগকে আশ্রয় দিয়া তাহাদের ধন-সম্পত্তি নিজের ধন-সম্পত্তির সহিত মিশাইয়া প্রকারান্তরে উহা উপভোগ করিতে থাকে। কিন্তু যাহাতে এতিমদিগের প্রতি অবিচার বা তাহাদের ধন-সম্পত্তির কোনরূপ অপব্যবহার না হয়, তজ্জন্য সতর্কবাণী স্বরূপ এই আয়ত অবতীর্ণ হয়। এতিমদিগকে স্বীয় ভ্রাতা অর্থাৎ পরিজন স্বরূপ লালন-পালন ও শিক্ষাদান পূর্ব্বক তাহাদের সহিত বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হইয়া সম্মিলিতভাবে বসবাস করা কল্যাণকর বলিয়া উক্ত হইয়াছে।—তঃ হক্কানী।

২২১। মুসলমান পুরুষের সহিত অংশীবাদিনী নারীর এবং মুসলমান রমণীর সহিত অংশীবাদী পুরুষের বিবাহ নিষিদ্ধ হওয়া সম্বন্ধে সর্ব্বপ্রথম এই আয়ত অবতীর্ণ হয়। ইতিপূর্ব্বে অংশীবাদী পৌত্তলিক কোরেশদিগের সহিত পূর্ব্ব সম্বন্ধানুসারে মুসলমানদিগের বিবাহ সম্পন্ন হইয়া আসিতেছিল; কিন্তু এই সময় হইতে তাহা রহিত হইয়া যায়। অধিকন্তু এই আয়তে অংশীবাদিনী সুন্দরী স্বাধীন নারী অপেক্ষা সৌন্দর্য্যহীনা মুসলমান দাসীর এবং অংশীবাদী সুদর্শন স্বাধীন পুরুষ অপেক্ষা কুৎসিৎ-দর্শন মুসলমান দাসের শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষিত হইয়াছে। এই শ্রেষ্ঠত্ব ধর্ম্ম, নীতি ও চরিত্র সম্বন্ধে। ধর্ম্ম, নীতি এবং চরিত্র-হীনতার জন্য মুসলমান পুরুষ ও রমণীর সহিত অংশীবাদী নর ও নারীর বিবাহ অসিদ্ধ হইয়াছে। ঐরূপ বিবাহ সংঘটিত হইলে পরস্পর-বিরোধী ধর্ম্মমত ও বিপরীত জীবনযাপন প্রণালীর জন্য দম্পতির মধ্যে অবশ্য-স্পৃহনীয় প্রেম, প্রীতি ও সদ্ভাব এবং উভয়ের অন্তর ও আত্মার মিলন কখনই সংঘটিত হইতে পারে না। বরং ঐরূপ স্থলে উভয়ের মধ্যে কলহ, বিদ্বেষ ও অশান্তি সৃষ্টি হইয়া তাহাদের জীবন ব্যর্থ হওয়াই স্বাভাবিক। সেইজন্যই কোরানে ঐরূপ বিবাহ অসিদ্ধ বলিয়া নিষিদ্ধ হইয়াছে।—তঃ হক্কানী।

মোশরেক—অংশীবাদী, পৌত্তলিক, নক্ষত্রপূজক ও অনলোপাসক প্রভৃতি। আধুনিক ইহুদী এবং খৃষ্টান জাতিও অংশীবাদিগণের অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং মোশরেক বলিতে সমস্ত কালের সম্প্রদায়কেই বুঝিতে হইবে। অতএব এই আয়তের মর্ম্মে স্পষ্টই বুঝা যায় যে, অংশীবাদী পৌত্তলিক

নিশ্চয় অংশীবাদী তোমাদের মনঃপুত হইলেও বিশ্বাসী দাস তদপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর; ইহারাই নরকাগ্নির দিকে আহ্বান করে এবং আল্লাহ স্বীয় ইচ্ছায় ক্ষমা ও স্বর্গোদ্যানের দিকে আহ্বান করেন এবং মানবমণ্ডলীর জন্য স্বীয় নিদর্শনাবলী বিবৃত করেন—যেন তাহারা স্মরণ করে।

مِّنْ مُّشْرِكٍ وَّلَوْ اَعْجَبَكُمْ ط اُولٰٓئِكَ يَدْعُوْنَ اِلَى النَّارِ ۚ وَاللّٰهُ يَدْعُوْٓا اِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِاِذْنِهٖ ۚ وَيُبَيِّنُ اٰيٰتِهٖ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُوْنَ ع

২৮ রুকু—তালাক ও স্ত্রী-ধর্ম্ম

২২২। এবং তাহারা তোমাকে ঋতু সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিতেছে; তুমি বল, উহা অশুচি; অতএব ঋতুকালে স্ত্রীলোক-দিগকে অন্তরাল কর এবং বিশুদ্ধ না হওয়া পর্য্যন্ত তাহাদের সন্নিকটবর্ত্তী

٢٢٢- وَيَسْـَٔلُوْنَكَ عَنِ الْمَحِيْضِ ط قُلْ هُوَ اَذًى لا فَاعْتَزِلُوا النِّسَآءَ فِي الْمَحِيْضِ لا وَلَا تَقْرَبُوْهُنَّ

দিগের ন্যায় অংশীবাদী এবং ইহুদী-খৃষ্টান জাতির সঙ্গেও মুসলমানদের বিবাহ সম্বন্ধ স্থাপন সিদ্ধ নহে। কিন্তু সূরা মায়দার একটি আয়তে 'আহলে-কেতাব' অর্থাৎ গ্রন্থানুগামী ইহুদী ও খৃষ্টান রমণীর সহিত মুসলমান পুরুষের বিবাহ সিদ্ধ বলিয়া উক্ত হইয়াছে। এ বিষয় যথাস্থানে আলোচিত হইবে।—তঃ হক্কানী।

ইসলামের এই বিবাহ-বিধি কত উদার, তাহা অন্যান্য জাতির বিবাহ বিধানের সহিত তুলনা করিলেই বুঝা যাইবে। ইসলাম বিবাহ সম্পাদনে কেবল ভিন্ন-ধর্ম্মাবলম্বীদিগকেই বর্জ্জন করিয়াছে। কিন্তু হিন্দু, বৌদ্ধ প্রভৃতি এক ধর্ম্মাবলম্বী হওয়া সত্ত্বেও এক বর্ণের সহিত অন্য বর্ণের এবং এক সম্প্রদায়ের সহিত অন্য সম্প্রদায়ের বিবাহ অবৈধ বলিয়া বিধি রহিয়াছে। ইহুদীরা জগতের সমস্ত জাতির সহিত বিবাহ অসিদ্ধ বলিয়া এক অদ্ভুত ও অপরিবর্ত্তনীয় ব্যবস্থা সৃষ্টি করিয়া রাখিয়াছে। খৃষ্টানদিগের বিবাহ-বিধিও অতি সঙ্কীর্ণ। কিন্তু ইসলামে বিবাহ-বিধি এরূপ প্রশস্ত ও উদার যে, সত্যধর্ম্ম গ্রহণ করিবার পর ঐ সম্বন্ধে সাম্প্রদায়িক বিধি-নিষেধের অখণ্ড বন্ধন ছিন্ন হইয়া যায়। পক্ষান্তরে ভিন্ন-ধর্ম্মাবলম্বী নরনারী বিশেষ সম্ভ্রান্ত এবং রূপগুণ-সম্পন্ন হইলেও সে মোসলেম-সমাজে গ্রহণীয় বলিয়া পরিগণিত নহে।—তঃ মঃ কোঃ।

অবিশ্বাসী পুরুষ ও নারীতে বিবাহ করিলে তাহারা "অগ্নির দিকে আহ্বান করে"—এ কথার তাৎপর্য্য এই যে, উহার ফলে ধর্ম্ম ও জাতীয় গৌরব দগ্ধ হইয়া যায়! মধ্যযুগে আকবর, জাহাঙ্গীর প্রভৃতি মোগল সম্রাটগণ কোরানের এই বিধির অবমাননা করিয়া পৌত্তলিক ও অপবিত্রা হিন্দু নারী বিবাহ করায় তাহাদের ধর্ম্ম ও নৈতিক চরিত্রের যেরূপ শোচনীয় অবনতি ঘটিয়াছিল, সেইরূপ তাহাদের বিশাল সাম্রাজ্যও ঐ পাপানলে ভস্মীভূত হইয়া গিয়াছিল। আধুনিক তুর্কী জাতিও ঐ পবিত্র বিধানের ব্যতিক্রম করিয়া অংশীবাদিনী ইংরেজ, ফরাসী, জার্ম্মান, গ্রীক ও আর্ম্মেনীয় রমণীদিগকে বিবাহ করায় তাহাদের ধর্ম্ম ও জাতীয় জীবনে যেরূপ শোচনীয় অধঃপতন আরম্ভ হইয়াছে, তাহার ফলে ওস্মানিয়া তুর্কীর জগদ্ব্যাপী সাম্রাজ্য ও বিশ্বব্যাপিনী কীর্ত্তিসমূহ দগ্ধীভূত হইয়া আজ সমগ্র মুসলমান জাতিকেও সেইরূপ নিরাশা ও বিষাদে আচ্ছন্ন করিয়া তুলিতেছে।—তঃ মঃ আঃ।

২২২। **হায়েজ**—ঋতু, মাসিক স্ত্রী-ধর্ম্ম। হজরত রসুলোল্লার আবির্ভাবের পূর্ব্বে—ঋতুকালে স্ত্রীলোকদিগের সহিত কিরূপ ব্যবহার করিতে হইবে, তৎসম্বন্ধে আরবে কোনই বিধিবদ্ধ নিয়ম-পদ্ধতি

হইও না; অনন্তর যখন তাহারা পবিত্র
হইবে, তখন আল্লাহ তোমাদিগকে যে স্থান
হইতে আদেশ করিয়াছেন—তোমরা
তাহাদের নিকট গমন কর; নিশ্চয়
আল্লাহ ক্ষমা-প্রার্থিগণকে ভালবাসেন এবং
শুদ্ধাচারিগণকেও ভালবাসিয়া থাকেন।
২২৩। তোমাদের পত্নীগণ তোমাদের
জন্য ক্ষেত্র স্বরূপ; অতএব তোমরা যখন
ইচ্ছা স্বীয় ক্ষেত্রে গমন কর এবং স্বীয়
জীবনের জন্য পূর্ব্বেই প্রেরণ কর; এবং
আল্লাহকে ভয় কর ও জানিয়া রাখ যে,
তোমরা তাঁহাকে সন্দর্শন করিবে এবং

حَتّٰى يَطْهُرْنَ ۚ فَاِذَا تَطَهَّرْنَ فَاْتُوْ
هُنَّ مِنْ حَيْثُ اَمَرَكُمُ اللّٰهُ ؕ اِنَّ اللّٰهَ
يُحِبُّ التَّوَّابِيْنَ وَيُحِبُّ
الْمُتَطَهِّرِيْنَ ○ ٢٢٣- نِسَآؤُكُمْ
حَرْثٌ لَّكُمْ ۖ فَاْتُوْا حَرْثَكُمْ اَنّٰى
شِئْتُمْ ۖ وَقَدِّمُوْا لِاَنْفُسِكُمْ ؕ وَاتَّقُوا
اللّٰهَ وَاعْلَمُوْٓا اَنَّكُمْ مُّلٰقُوْهُ ؕ وَبَشِّرِ

ছিল না। তাহারা বিশৃঙ্খল ভাবে ইহুদী, খৃষ্টান প্রভৃতি বিভিন্ন জাতির অথবা স্ব স্ব সাম্প্রদায়িক দেশ-প্রথার অনুসরণ করিত মাত্র। ইহুদীরা ঋতুকালে নারীদিগকে পৃথক-গৃহে রাখিত। তাহাদিগকে কোন দ্রব্য স্পর্শ করিতে দিত না এবং তাহাদের প্রস্তুত কোন দ্রব্য ভক্ষণ বা ব্যবহার করিত না। পক্ষান্তরে খৃষ্টানদিগের এ সম্বন্ধে কোনই বিধি-নিষেধ ছিল না। তাহারা ঋতুকালেও রমণীদিগের সহিত যথেচ্ছ ব্যবহার করিত। অনন্তর এ বিষয় মুসলমানেরা কোন্ পন্থা অবলম্বন করিবে, তাহা হজরতের নিকট জিজ্ঞাসা করিলে এই আয়ত অবতীর্ণ হয়। ইহাতে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে যে, স্ত্রীলোকের রজঃ অপবিত্র; অতএব ঋতুকালে স্ত্রী-সংসর্গ অবৈধ; কিন্তু তাহাদিগকে স্পর্শ করা কিংবা তাহাদের স্পৃষ্ট দ্রব্যাদি ব্যবহার করা অবৈধ নহে।—তঃ হক্কানী।

কোরান শরিফে ঋতুকাল নির্দ্ধারিত হয় নাই। এজন্য ঐ সম্বন্ধে মতভেদ হইয়াছে। এমাম আবু হানিফার মতে ঋতুর কম সময় তিন দিন এবং উর্দ্ধ দশ দিন। কোরান শরিফে ঋতুকালে কেবল স্বামী সংসর্গ নিষিদ্ধ হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত ঋতুমতী রমণীর পক্ষে নামাজ পড়া, রোজা পালন করা, মস্‌জেদে প্রবেশ করা, কোরান স্পর্শ করা এবং কা'বা প্রদক্ষিণ করাও নিষিদ্ধ। ঋতুমতী অবস্থায় নারীগণ যে নামাজ ত্যাগ করিবে, তাহা আর পুনরায় পড়িতে হইবে না; কিন্তু ঐ সময়ে যে রোজা ভঙ্গ করা হইবে, অন্য সময়ে তাহা পালন করিতে হইবে। ঋতুকাল অতীত হইলে রমণীদিগকে স্নান করিয়া শুদ্ধ হইতে হইবে।—তঃ হক্কানী।

ঋতুকাল অতীত হইবার পর নারীগণ শুদ্ধ হইলে পুরুষ স্বীয় স্ত্রীর সহিত বৈধভাবে সংসর্গ করিবে। ইসলামে সর্ব্বপ্রকার অবৈধ ও অস্বাভাবিক সংসর্গ হারাম। ফেকার কেতাবে এই সকল বিষয় বিস্তৃত বর্ণিত আছে।

২২৩। "তোমাদের স্ত্রীগণ তোমাদের ক্ষেত্র স্বরূপ"—এই বাক্যের তাৎপর্য্য এই যে, ক্ষেত্রে যেরূপ ফল-শস্য উৎপন্ন হয় সেইরূপ রমণী হইতেই বাঞ্ছিত পুত্র-কন্যা জন্মগ্রহণ করিয়া থাকে। এইজন্যই স্ত্রীজাতিকে ক্ষেত্রের সহিত উপমা দেওয়া হইয়াছে। "যখন ইচ্ছা স্বীয় ক্ষেত্রে গমন কর" এই বাক্যের দ্বারা—ক্ষেত্রের উপর ক্ষেত্রস্বামীর যেমন অবাধ অধিকার থাকে, স্বীয় স্ত্রীর উপর স্বামীরও সেইরূপ পূর্ণ অধিকার প্রদান করা হইয়াছে। সুতরাং সানন্দে স্বামীর ইচ্ছা সম্পূরণ ও তাহার সন্তুষ্টিসাধন করা পুণ্যশীলা সাধ্বী স্ত্রীর একান্ত কর্ত্তব্য। "স্বীয় জীবনের জন্য অগ্রে প্রেরণ করিও" বিভিন্ন তফ্‌সীরকার এই বাক্যাংশের ভিন্ন ভিন্ন মর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছেন। কেহ বলেন, ইহার অর্থ

বিশ্বাসিগণকে স্থূসংবাদ প্রদান কর।
২২৪। এবং মানবমণ্ডলীর মধ্যে সন্ধি-
স্থাপন ও হিত-সাধন ও ভয়-প্রদর্শনে
তোমরা স্বীয় শপথ-সমূহের জন্য
আল্লাহকে অবলম্বন করিও না; এবং
আল্লাহ শ্রবণকারী মহাজ্ঞানী।
২২৫। আল্লাহ তোমাদের শপথ-সমূহের
অসারতার জন্য তোমাদিগকে ধৃত
করিবেন না, বরং তোমাদের অন্তর সমূহ
যাহা অর্জ্জন করিয়াছে তজ্জন্য তোমা-
দিগকে ধৃত করিবেন; এবং আল্লাহ ক্ষমাশীল

الْمُؤْمِنِيْنَ ۝ ٢٢٤- وَلَا تَجْعَلُوا اللّٰهَ
عُرْضَةً لِّاَيْمَانِكُمْ اَنْ تَبَرُّوْا وَتَتَّقُوْا
وَتُصْلِحُوْا بَيْنَ النَّاسِ ط وَاللّٰهُ
سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ۝ ٢٢٥- لَا يُؤَاخِذُكُمُ
اللّٰهُ بِاللَّغْوِ فِيْٓ اَيْمَانِكُمْ وَلٰكِنْ
يُّؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوْبُكُمْ ط

স্ত্রী-সংসর্গের পূর্ব্বে শুদ্ধচিত্তে সন্তান কামনা করা; কেহ বলেন, উহার মর্ম্ম—স্ত্রীর সহিত আমোদ-প্রমোদে প্রমত্ত হইবার পূর্ব্বে আল্লার আরাধনা করিয়া নিজেদের ইহ-পারলৌকিক জীবনের কল্যাণের জন্য তাঁহার প্রসন্নতা সম্পাদন করা।—তঃ হক্কানী।

আন্না—যখন অথবা যেরূপ। প্রচলিত অধিকাংশ তরজমায় ঐ শব্দের 'যেরূপ' অর্থই গ্রহণ করা হইয়াছে; কিন্তু উহার ফলে আয়তের অর্থ ও মর্ম্মের বহু ব্যতিক্রম ঘটিবার সম্ভাবনা; তজ্জন্য আমরা 'যখন' অর্থই গ্রহণ করিলাম।—তঃ বহরুল মহিত দ্রষ্টব্য।

২২৪। আরবে শপথ করিবার প্রথা বহুলরূপে প্রচলিত ছিল। ইহার ফলে অনেক সময়েই লোকদিগকে বিড়ম্বিত হইতে হইত। হজরত আবু বকর ও হজরত ওমর প্রমুখ জগন্মান্য সাহাবাগণও সময়ে সময়ে গুরুতর বিষয়ে শপথ করিয়া বসিতেন। কিন্তু কোন বিষয় ভালই হউক বা মন্দই হউক, আল্লার নাম লইয়া শপথ করিলে তাহা পূর্ণ করা আবশ্যক। তাই আল্লাহতা'লা মানবগণের হিতার্থে তাঁহার নাম লইয়া শপথ করিতে নিষেধ করিতেছেন। আলোচ্য আয়তের মর্ম্ম এই যে, লোকের মধ্যে সন্ধিস্থাপন, তাহাদের হিতসাধন কিংবা তাহাদিগকে ভয়-প্রদর্শন প্রভৃতি হিতকর বা অহিতকর যে, কোন কার্য্যই হউক না কেন, তজ্জন্য তোমরা আল্লার নাম-যোগে শপথ করিও না।—তঃ হক্কানী।

২২৫। পূর্ব্ব আয়তে আল্লাহ তাঁহার নাম-যোগে শপথ করিতে নিষেধ করিয়া এই আয়তে উহার দায়িত্ব ও অপরাধ সম্বন্ধে ইঙ্গিত করিয়াছেন।

শপথ তিন প্রকার:—উহার প্রথম প্রকার 'গামুস' নামে অভিহিত হয়। কোন অতীত বিষয় সম্বন্ধে ইচ্ছা পূর্ব্বক মিথ্যা শপথ করার নাম গামুস; ইহা গুরুতর অপরাধ। যেমন কেহ বলিল, "আল্লার শপথ, গত মাসে আমি তথায় গিয়াছিলাম কিংবা গতকল্য কেহ এখানে আসিয়াছিল।" কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ঐ ব্যক্তি জানে যে, সে কোন স্থানে যায় নাই কিংবা কেহ তথায় আসে নাই। এমাম শাফেয়ী এইরূপ মিথ্যা শপথের জন্য 'কাফ্‌ফারা' নির্দ্দেশ করিয়াছেন; কিন্তু এমাম আজম আবু হানিফার মতে ইহার জন্য অনুতপ্ত চিত্তে আল্লার নিকট ক্ষমা-প্রার্থনা করাই একমাত্র প্রতিকার।

দ্বিতীয় প্রকার শপথের নাম 'মোনাকাদা'। ভবিষ্যতে কোন কার্য্য করিবার বা না-করিবার জন্য শপথ করাকে 'মোনাকাদা' বলে। যথা—"আল্লার শপথ আমি অবশ্যই ঐ কার্য্য করিব কিংবা কখনই ঐ ব্যক্তির গৃহে যাইব না।" এইরূপ শপথ পূর্ণ না করিলে তাহাকে 'কাফ্‌ফারা' দিতে হইবে। কিন্তু যদি কোন একান্ত আবশ্যকীয় অথবা উত্তম কার্য্য না করিবার কিংবা কোন গুরুতর অপরাধ-জনক অথবা মন্দ কার্য্য করিবার জন্য শপথ করা হয়, যেমন—"আল্লার শপথ, আমি নামাজ পড়িব না, পিতামাতার সহিত কথা বলিব না, কিংবা তাহাকে হত্যা করিব"—এমতাবস্থায় শপথকারীকে একান্ত কর্ত্তব্য-বোধে শপথ-ভঙ্গ করিয়া কাফ্‌ফারা প্রদান করিতে হইবে। যেমন

وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ حَلِيْمٌ ○ ٢٢٦- لِلَّذِيْنَ
يُؤْلُوْنَ مِنْ نِّسَآئِهِمْ تَرَبُّصُ اَرْبَعَةِ
اَشْهُرٍ ج فَاِنْ فَآءُوْ فَاِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ
رَّحِيْمٌ ○ ٢٢٧- وَاِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ

সহিষ্ণু। ২২৬। যাহারা স্বীয় পত্নীগণ হইতে পৃথক থাকিবার শপথ করে তাহারা চারি মাস প্রতীক্ষা করিবে; অতঃপর যদি তাহারা প্রত্যাবর্ত্তিত হয়, তবে নিশ্চয় আল্লাহ ক্ষমাশীল করুণাময়। ২২৭। এবং যদি তাহারা তালাক প্রদানের ইচ্ছা করে,

হজরত রসুলোল্লাহ বলিয়াছেন—"যদি কোন বিষয়ে শপথ করিয়া উহার ব্যতিক্রম করা উত্তম ও কল্যাণকর মনে কর, তবে শপথ ভঙ্গ করিয়া কাফ্‌ফারা প্রদান করিবে।"—বোখারী।

তৃতীয় প্রকার শপথ—"ইয়ামিন লগো" নামে অভিহিত হইয়া থাকে। ইহার স্বরূপ সম্বন্ধে মতভেদ আছে। এমাম আবু হানিফা ও এক প্রবল সম্প্রদায়ের মতে কোন অতীত বিষয় সম্বন্ধে অজ্ঞাতসারে মিথ্যা শপথ করিলে তাহাকে 'ইয়ামিন লগো' বলা হইবে। যেমন কেহ বলিল,—আল্লার শপথ, "গত মাসে বৃষ্টি হইয়াছে।" এস্থলে শপথকারীর মনে দৃঢ় বিশ্বাস আছে যে, গত মাসে বৃষ্টি হইয়াছে; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে বৃষ্টি হয় নাই; ইহাই উপরোক্ত শপথের স্বরূপ। কিন্তু এমাম শাফেয়ী ও অন্য এক বিশিষ্ট সম্প্রদায় বলেন যে, কোনরূপ ইচ্ছা বা উদ্দেশ্য ব্যতীত কথায় কথায় "আল্লার শপথ" "আল্লাহ আছেন" প্রভৃতি শব্দ-যোগে যে সকল বাক্য সম্পন্ন হয়, তাহাই উপরোক্ত শপথের আদর্শ। যাহা হউক, আলোচ্য শপথের স্বরূপ যাহাই হউক না কেন, উহাতে কোন অপরাধ নাই এবং কাফ্‌ফারা দিতে হইবে না। কারণ মুখের বাক্য ও অন্তরের ইচ্ছা আল্লাহতা'লা উত্তমরূপে জানেন এবং তিনি ক্ষমাশীল ও সহিষ্ণু।—তঃ হক্কানী।

শপথ-ভঙ্গের কাফ্‌ফারা—দশজন দরিদ্রকে খাদ্য অথবা বস্ত্র প্রদান কিংবা দাসের দাসত্ব মোচন। যদি ইহাতে অসমর্থ হয়, তবে তিন দিন রোজা পালন করিবে।

২২৬। **ইলা**—আরবেরা অনেক সময়ে ক্রোধভরে স্ত্রীর নিকট যাইবে না বলিয়া শপথ করিত। এইরূপ শপথ করার পর তাহারা স্ত্রীর তত্ত্বাবধান করিত না এবং তাহাকে তালাকও দিত না; ইহাতে স্ত্রীর অত্যন্ত কষ্ট হইত। এইরূপ শপথ করাকে শরিয়তে "ইলা" বলে। আল্লাহ-তা'লা ইলার জন্য চারি মাস সময় নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছেন। যদি শপথ করিবার পর চারি মাসের মধ্যে উভয়ে সম্মিলিত হয়, তবে শুধু শপথ-ভঙ্গের কাফ্‌ফারা দিতে হইবে। আবার কেহ কেহ বলেন যে, কাফ্‌ফারা দিবারও আবশ্যক নাই; কারণ আল্লাহতা'লা শপথের অতিশয়োক্তি ক্ষমা করিবেন বলিয়া ইতিপূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে। কিন্তু অধিকাংশ আলেমের মতে 'কাফ্‌ফারা দেওয়াই আবশ্যক। পূর্ব্ববর্ত্তী আয়তের মর্ম্ম এই যে, আল্লাহতা'লা ঐ জন্য পরলোকে কোন অপরাধ গ্রহণ করিবেন না। আর যদি শপথের পর চারি মাসের মধ্যে সম্মিলিত না হয়, তবে স্ত্রী এক "তালাক বায়েন" হইয়া যাইবে। ইহা সর্ব্ববাদী-সম্মত মত যে, স্বামী পূর্ণ চারি মাস বা উহার অতিরিক্ত সময় কিংবা চিরকালের জন্য ঐরূপ শপথ করিলেই ইলা হইবে। কিন্তু চারি মাসের কম সময়ের জন্য শপথ করিলে ইলা হইবে না।—তঃ হক্কানী।

২২৭। **তালাক**—স্ত্রীবর্জ্জন, পত্নী-পরিত্যাগ অর্থাৎ বৈধভাবে বিবাহিতা স্ত্রীকে বিবাহ-বন্ধন হইতে মুক্তি প্রদান। ইস্‌লাম প্রচারের পূর্ব্বে জগতে স্ত্রী-জাতির স্বতন্ত্র অস্তিত্ব বা অধিকার ছিল না। খৃষ্টানেরা স্ত্রী-জাতির আত্মার অস্তিত্ব সম্বন্ধেই সন্দিহান ছিল; তবে অল্পদিন হইল তাহারা পুরুষের ন্যায় নারীরও আত্মা আছে বলিয়া স্বীকার করিয়া লইয়াছেন। স্ত্রীজাতি সম্বন্ধে পৌত্তলিক ও প্রকৃতিপূজক প্রভৃতি জাতির বিশ্বাসও খৃষ্টানদিগের অনুরূপ। "বাল্যে পিতার, যৌবনে পতির এবং বার্দ্ধক্যে পুত্রের আশ্রয়ে"—তাহাদের সম্পূর্ণ অনুগ্রহের উপর নির্ভর করিয়া নিতান্ত নির্লিপ্ত জীবন যাপন করা এবং

তবে নিশ্চয় আল্লাহ শ্রবণকারী মহাজ্ঞানী। ২২৮। এবং তালাক-প্রাপ্তাগণ নিজেদের জন্য তিন ঋতু পর্য্যন্ত প্রতীক্ষা করিবে ; এবং তাহারা যদি আল্লাহ ও পরকাল বিশ্বাস করে, তবে আল্লাহ তাহাদের গর্ভে যাহা সৃষ্টি করিয়াছেন তাহা গোপন করা তাহাদের পক্ষে বৈধ নহে ; এবং ইহার মধ্যে যদি তাহারা সন্ধি-কামনা করে,

فَاِنَّ اللّٰهَ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ۲۲۸ - وَالْمُطَلَّقٰتُ
يَتَرَبَّصْنَ بِاَنْفُسِهِنَّ ثَلٰثَةَ قُرُوْءٍ ط
وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ اَنْ يَّكْتُمْنَ مَا خَلَقَ
اللّٰهُ فِيْٓ اَرْحَامِهِنَّ اِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ
بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ط وَبُعُوْلَتُهُنَّ

"পতির মৃত্যু হইলে তাহার সহিত জীবন্ত দগ্ধ হইয়া" আত্মহত্যাকে বরণ করিয়া লওয়াই তাহাদের ধর্ম্ম ও সামাজিকতার শ্রেষ্ঠ আদর্শ ছিল। অন্যান্য জাতির নারীকুলের অবস্থা ইহা অপেক্ষাও শোচনীয় ছিল বলিয়া প্রমাণ পাওয়া যায়। স্ত্রীজাতির এই দুর্দ্দশা ও হীন অবস্থা অপনোদন কল্পে ইসলামই সর্ব্ব-প্রথমে পুরুষের ন্যায় স্ত্রীজাতির স্বতন্ত্র অস্তিত্ব ও অধিকারের কথা ঘোষণা করে।—কোঃ ২—২২৮।

বিবাহ এবং সংসার-জীবনেও যাহাতে স্ত্রীজাতি পুরুষের ন্যায় স্বতন্ত্র অধিকার উপভোগ করিতে পারে, তজ্জন্য ইসলাম যে সকল বিধি-ব্যবস্থা প্রবর্ত্তন করিয়াছে, তালাক বা স্ত্রী-বর্জ্জন তন্মধ্যে অন্যতম। একমাত্র ইসলামী তালাক প্রথাটী বিশ্লেষণ করিলেই বুঝা যাইবে যে, মহাগ্রন্থ কোরানের নীতিই সর্ব্বাপেক্ষা উন্নত, উদার ও স্বাভাবিক মানব-ধর্ম্ম।

সংসার-জীবনে স্বামী-স্ত্রীর ধর্ম্ম, নীতি ও চরিত্র যদি পরস্পরের বিরোধী অথবা অপ্রীতিকর হয় এবং উহার ফলে তাহাদের সংসার অশান্তিপূর্ণ ও জীবন বিষময় হইয়া উঠে, তাহা হইলে একমাত্র তালাক-প্রথা অবলম্বনেই সেই অশান্তি দূরীভূত হইতে পারে। সেইজন্য ইসলাম তালাক-প্রথা সমর্থন ও প্রবর্ত্তন করিয়া লোক-সমাজে উহা যতদূর সম্ভব সহজ করিয়া দিয়াছে। পক্ষান্তরে অকারণে বা অকিঞ্চিৎকর কারণে যদি তালাক প্রথা অবলম্বিত হয়, তাহা হইলেও সমাজে সুখ-শান্তি এবং প্রীতি-পবিত্রতার অস্তিত্ব থাকা অসম্ভব হইয়া পড়ে। সুতরাং তালাক-প্রথা অবলম্বনে নানারূপ বাধ্য-বাধকতার দ্বারা অন্যায় ও স্বেচ্ছাচারিতার পথ রুদ্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে।

খৃষ্টানের তালাক-প্রথা এত কঠোর যে, প্রকাশ্য বিচারালয়ে স্বামী অথবা স্ত্রীর ব্যভিচারিতার স্পষ্ট প্রমাণ ব্যতীত অন্য কোন অবস্থাতেই সমাজে উহা অবলম্বিত হইতে পারে না। ইহার ফলে ইউরোপীয় সমাজের যে সকল বীভৎস চিত্র প্রকাশ্যভাবে লোকচক্ষুর গোচরীভূত হয় তাহাতে সমগ্র খৃষ্টান জাতিকে করুণার পাত্র বলিলেও বোধ হয় অত্যুক্তি হইবে না। পক্ষান্তরে হিন্দু-ধর্ম্মে "স্ত্রী শুধু অপ্রিয়বাদিনী হইলেই তাহাকে বর্জ্জন করিবে"—এইরূপ অসঙ্গত, অস্বাভাবিক ও অনিষ্টকর ব্যবস্থা বিধিবদ্ধ থাকিলেও তাহাদের সমাজে ঐ প্রথা অবলম্বনের কোনই উপায় নাই। অত্যাচার, অবিচার ও অনাচারে সংসার বিষময় হইয়া উঠিলেও তাহাদিগকে বাধ্য হইয়া সেই অশান্তি ও অনাচারের মধ্যেই অভিশপ্ত জীবনযাপন করিতে হইবে। কিন্তু ইহার তুলনায় ইসলামের নীতি কত উন্নত, কত উদার ও কিরূপ লোকহিতকর, তাহা বিশেষ প্রণিধানযোগ্য।

ইসলামে তালাক-প্রথা অনুমোদিত হইলেও উহাকে অতি নিকৃষ্ট স্থান দেওয়া হইয়াছে। হজরত রসুলোল্লাহ বলিয়াছেন,—"তালাক বৈধ হইলেও আল্লার নিকট অপ্রিয়" (আবু দাউদ)। আবার সামান্য সামান্য অপরাধে যাহাতে কেহ স্ত্রী-বর্জ্জন না করে, তজ্জন্য হাদিস শরীফে উক্ত হইয়াছে—"স্ত্রীজাতি স্বভাবতই একটু বক্র"; (ইহুদী, খৃষ্টান ও হিন্দু-ধর্ম্মে স্ত্রী-জাতি পাপের প্রতিমূর্ত্তি, নরকের দ্বার ও শয়তানের চক্র বলিয়া অভিহিত হইয়াছে—বাইবেল, মনু ইত্যাদি

২২৮ আয়তের তফ্‌সীর পরপৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَٰلِكَ إِنْ أَرَادُوٓا
إِصْلَاحًا ط وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ
بِالْمَعْرُوفِ ص وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ
دَرَجَةٌ ط وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ع

তবে তাহাদের স্বামীই তাহাদিগকে প্রতিগ্রহণ করিতে সমধিক স্বত্ববান; এবং নারীগণের উপর তাহাদের যেরূপ স্বত্ব আছে—নারীগণেরও তদনুরূপ ন্যায়সঙ্গত স্বত্ব আছে; এবং তাহাদের উপর পুরুষ-গণের শ্রেষ্ঠত্ব আছে; এবং আল্লাহ মহা পরাক্রান্ত বিজ্ঞানময়।

দ্রষ্টব্য)। সুতরাং তাহাদিগকে একেবারে সরল করিতে চেষ্টা করিও না; কারণ তদ্রূপ করিলে তাহারা ভাঙ্গিয়া যাইবে। অতএব স্ত্রীলোকদিগকে উত্তম শিক্ষা দাও এবং বিবাহিতা রমণীগণের অপরাধ ক্ষমা করিয়া তাহাদের মধ্যে কল্যাণ অনুসন্ধান কর।—বোখারী ও মোসলেম।

আবার যাহাতে ক্রোধবশে কেহ হঠাৎ পত্নী পরিত্যাগ না করে তজ্জন্য হাদিস শরিফে উক্ত হইয়াছে,—"অপ্রিয়ভাবে দাসমুক্তি ও স্ত্রী-বর্জ্জন হইতে পারে না।" ঋতুমতী অবস্থায় অথবা অকস্মাৎ স্ত্রী-বর্জ্জন নিষিদ্ধ। প্রত্যেক ঋতুর পর পবিত্র অবস্থায় একবার মাত্র তালাক প্রদান করিয়া অপেক্ষা করিতে হইবে। তৎপর নির্দ্দিষ্ট সময়ে সে বর্জ্জিতা হইয়া যাইবে। কিন্তু নিয়মিত সময়ের মধ্যে প্রতিগ্রহণ উত্তম ও কল্যাণকর।—বোখারী, মোসলেম ও আবু দাউদ প্রভৃতি।

স্বামী অপার্ম্মিক, অত্যাচারী অথবা লম্পট হইলে শরিয়তের নির্দ্দেশ অনুযায়ী তালাক গ্রহণে স্ত্রীর অধিকার আছে। কিন্তু স্বেচ্ছাচার বশতঃ স্বামীর নিকট হইতে তালাক গ্রহণ করা অসিদ্ধ। স্বামী কোন বিষয়ে বিরাগভাজন হইলে খৃষ্টানদিগের ন্যায় তাহার বিরুদ্ধাচরণ কিংবা স্বামী মনোমত না হইলেই অসভ্য অথবা নাস্তিকদিগের ন্যায় অম্লানবদনে পতি পরিত্যাগ করিয়া অন্য পতি গ্রহণ ইস্‌লামে নিষিদ্ধ। হাদিস শরিফে উক্ত হইয়াছে,—"দুঃখ, ক্লেশ অথবা অপরিহার্য্য বিপদ ব্যতীত যে নারী তালাক প্রার্থনা করে, স্বর্গোদ্যান তাহার জন্য অবৈধ।"—আহঃ, তেরঃ, আঃ-দাঃ ও এঃ মাঃ।

২২৮। **এদ্দত**—প্রতীক্ষা; বিধবা অথবা বর্জ্জিতা নারীর পালনীয় সময়। তালাক-প্রাপ্ত রমণীগণ কতদিন পর্য্যন্ত 'এদ্দত' পালন বা প্রতীক্ষা করিবে, এই আয়তে তাহা বর্ণিত হইয়াছে। অন্ধযুগে অন্যান্য বিষয়ের ন্যায় বর্জ্জিতা নারীর প্রতীক্ষা-কাল সম্বন্ধেও কোন নির্দ্দিষ্ট নিয়ম ছিল না। অত্যাচারী পুরুষেরা স্ত্রীলোকদিগকে তালাক দিয়া কখন কখন বৎসরাধিক কাল পর্য্যন্ত ফেলিয়া রাখিত—অথবা তাহার ভরণ-পোষণ নির্ব্বাহ করিত না। ঐ অবস্থায় স্বামী যে কোন সময়ে স্ত্রীকে প্রতিগ্রহণ করিবার দাবী করিতে পারিত বলিয়া, তাহার অন্যত্র বিবাহিতা হইবারও কোন উপায় ছিল না। ইহাতে স্ত্রীলোকদিগের প্রতি অত্যন্ত অবিচার করা হইত। তাই আল্লাহতা'লা নিয়মিত তালাক প্রদানের পর তিন ঋতু পর্য্যন্ত এদ্দতের সময় নির্দ্ধারিত করিয়া দিলেন। স্বামী ইচ্ছা করিলে ঐ সময়ের মধ্যে স্ত্রীর সহিত সম্মিলিত হইয়া তাহাকে পুনর্গ্রহণ করিতে পারে; কিন্তু ঐ সময় অতীত হইলে স্ত্রীর সম্মতি ও পুনর্ব্বিবাহ ব্যতীত তাহাকে প্রতিগ্রহণ করিতে পারিবে না এবং স্বামী যদি স্ত্রীকে অন্যায়ভাবে তিন তালাক প্রদান করে, তবে স্বামীর পুনর্গ্রহণ ও পুনর্ব্বিবাহের অধিকার বিলুপ্ত হইয়া যাইবে।—এ বিষয় পরে বিস্তৃতরূপে বর্ণিত হইবে।

কুরু।—কারুউন শব্দের বহুবচন—অর্থ ঋতু অথবা শুদ্ধি। এমাম আবু হানিফার মতে উহার অর্থ ঋতু; কিন্তু এমাম শাফেয়ীর মতে 'তোহর'। তোহর অর্থ স্ত্রীলোকের দুই ঋতুর মধ্যবর্ত্তী শুদ্ধ কাল। কিন্তু এই মতভেদে মূল বিষয়ের কোন ব্যতিক্রম ঘটিবার আশঙ্কা নাই।—তঃ হক্কানী।

এদ্দত প্রকৃত প্রস্তাবে অস্থায়ী বিচ্ছেদমাত্র। স্ত্রী-ত্যাগ প্রথা প্রতিরোধ অথবা সংযত করিবার জন্যই এই ব্যবস্থা। পরবর্ত্তী আয়তের ব্যাখ্যায় স্ত্রী-ত্যাগের বিধি-নিষেধের প্রতি লক্ষ্য করিলেই উহা স্পষ্ট হৃদয়ঙ্গম হইবে। ক্ষণিক উত্তেজনা অথবা সাময়িক কলহ-বিরক্তির প্রভাবেই স্ত্রী-ত্যাগ প্রথা অবলম্বিত হইয়া থাকে। ঐ উত্তেজনা বা বিরক্তি দূরীভূত হইয়া যাহাতে স্বামী-স্ত্রীর দাম্পত্য

২৯শ রুকু—তালাকের বিধি-নিষেধ

২২৯। তালাক দুইবার; তৎপরে তাহাকে নিয়মানুযায়ী রাখিতে পার অথবা সৎভাবে পরিত্যাগ করিতে পার, এবং যদি উভয়ে আশঙ্কা করে যে, তাহারা আল্লার সীমা-সমূহ স্থির রাখিতে পারিবে

٢٢٩- اَلطَّلَاقُ مَرَّتٰنِ ۪ فَاِمْسَاكٌ ۢ بِمَعْرُوْفٍ اَوْ تَسْرِيْحٌ ۢ بِاِحْسَانٍ ؕ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ اَنْ تَاْخُذُوْا مِمَّاۤ اٰتَيْتُمُوْ

সম্বন্ধ পুনঃ সংস্থাপিত হয়, তজ্জন্য প্রতীক্ষার ব্যবস্থা প্রবর্তিত হইয়াছে। প্রেম-বিহীন পরিণয় আত্মাহীন দেহের তুল্য। অতএব যদি বিচ্ছিন্ন দম্পতির মধ্যে ভালবাসা বিদ্যমান থাকে, তবে প্রতীক্ষা-কালের মধ্যে উহার আকর্ষণে তাহারা অবশ্যই পুনরায় সম্মিলিত হইবে। অন্যায় ও অসঙ্গত স্ত্রী-ত্যাগ নিবারণের ইহা অতি চমৎকার ব্যবস্থা। আর যেখানে দম্পতির মধ্যে প্রেম-প্রীতির বন্ধন নাই, সেখানে তালাক অর্থাৎ বিচ্ছেদই বাঞ্ছনীয়।—তঃ মঃ আঃ।

প্রতীক্ষাকারিণী রমণী ঋতুবতী অথবা গর্ভবতী হইলে তাহা প্রকাশ করা কর্তব্য। কারণ প্রতীক্ষা-কাল নির্দ্ধারণের জন্য উহা একান্ত আবশ্যক। সাধারণতঃ তিন ঋতু পর্য্যন্ত প্রতীক্ষা করাই বিধি। কিন্তু অপ্রাপ্ত-বয়স্কা বালিকা ও ঋতুহীনা বৃদ্ধা নারীকে তিন মাস প্রতীক্ষা করিতে হইবে। যে বিবাহিতা নারী স্বামীর সহিত সম্মিলিত কিংবা নির্জ্জনে একত্রিত হয় নাই. তাহাকে প্রতীক্ষা করিতে হইবে না। গর্ভবতী রমণীর প্রতীক্ষা-কাল প্রসব হওয়া পর্য্যন্ত। প্রতীক্ষা-কালে রমণী স্বামীর সহিত সম্মিলিত হইতে পারে এবং ঐ সময়ে স্বামীর মনোরঞ্জনের জন্য রমণীর প্রসাধন করা উত্তম। কিন্তু প্রতীক্ষা-কালে অন্য পুরুষের সহিত বিবাহিতা হওয়া বা বিবাহের প্রস্তাব করা অবৈধ।—হেদায়া।

রুজু—প্রত্যাবর্ত্তন, প্রতিগ্রহণ, পুনরাবর্ত্তন বা পুনর্ম্মিলন। এদ্দত বা প্রতীক্ষা-কালের মধ্যে স্ত্রীর সহিত সম্মিলিত হওয়াকেই 'রুজু' বলে। আলোচ্য আয়তের শেষাংশে আল্লাহতা'লা রুজু ও স্ত্রী-জাতির অধিকারের বিষয় বর্ণনা করিতেছেন। অজ্ঞযুগে রুজু করিবার কোন সীমা-সংখ্যা ছিল না। অত্যাচারী পুরুষেরা নারীকে যেরূপ যথেচ্ছভাবে তালাক দিত, সেইরূপ যখন ইচ্ছা রুজু করিয়া লইত। ঐরূপ ভাবে নির্য্যাতিতা জনৈকা রমণী হজরত আয়শার নিকট অভিযোগ করায় তদুপলক্ষ্যে এই আয়ত অবতীর্ণ হয়। আল্লাহতা'লা পুরুষের যথেচ্ছাচার নিবারণ করিয়া রুজুর জন্য কেবলমাত্র প্রতীক্ষা-কাল নির্দ্ধারিত করিয়া দিলেন। ঐ সময় অতীত হইলে স্ত্রীকে রুজু করিবার অধিকার লুপ্ত হইয়া যাইবে।—মেশ্‌কাত।

রুজুর ব্যবস্থার সঙ্গে সঙ্গে পুরুষ ও নারীর তুল্যাধিকার স্পষ্ট ভাষায় বিঘোষিত হইয়াছে—অর্থাৎ আল্লাহতা'লা বলিতেছেন যে, নারীর উপর যেরূপ পুরুষের অধিকার আছে, সেইরূপ পুরুষের উপরেও নারীর ন্যায়সঙ্গত অধিকার আছে। প্রতীক্ষাকাল অবসানের শেষ মুহূর্ত্তেও যদি স্বামী স্ত্রীকে পুনর্গ্রহণ করিতে আগ্রহান্বিত না হয়, তাহা হইলে সে তাহাকে যে সকল বস্ত্রালঙ্কার ও অন্যান্য দ্রব্য প্রদান করিয়াছে, তাহা পুনর্গ্রহণ না করিয়া এবং তাহার 'মোহর' তাহাকে বুঝাইয়া দিয়া সদ্ব্যবহারের সহিত বিদায় করিয়া দিবে। তাহাকে কোনরূপ দুর্ব্বাক্য বলিতে বা তাহার নিন্দা ও দুর্ণাম প্রচার করিতে পারিবে না। এইরূপ স্ত্রী যদি কিছুতেই স্বামীর সহিত সদ্ভাবে জীবন যাপন করিতে না পারে এবং তাহার চিত্ত যদি স্বামীর প্রতি একান্তই বিরূপ হইয়া উঠে, তবে সে স্বামীর বস্ত্রালঙ্কার ও মোহর প্রত্যার্পণ অথবা অর্থ-বিনিময়ে নিজেকে মুক্ত করিয়া লইতে পারিবে। শরিয়তে ইহার নাম 'খোলা'। ইহা অশান্তি ও অসন্তোষে দগ্ধ হওয়া অপেক্ষা নর-নারী উভয়ের পক্ষেই কল্যাণকর।

স্ত্রী-জাতির অধিকারের সহিত তাহাদের উপর পুরুষের শ্রেষ্ঠত্ব সম্বন্ধে যাহা উক্ত হইয়াছে, তাহা উক্ত অধিকারের পরিপন্থী নহে। সুরা নেসার ৩৪ আয়তে উহা স্পষ্টরূপে বিবৃত হইয়াছে।

২২৯। এই আয়তে তালাক দিবার নিয়ম-পদ্ধতি বর্ণিত হইয়াছে। অজ্ঞযুগে লোকে পুনঃ পুনঃ এমন কি শত শত বার তালাক প্রদান করিত। একসঙ্গে একাধিক এমন কি সহস্র তালাক

مِنْ شَيْئًا اِلَّا اَنْ يَّخَافَا اَلَّا يُقِيْمَا
حُدُوْدَ اللّٰهِ ط فَاِنْ خِفْتُمْ اَلَّا يُقِيْمَا
حُدُوْدَ اللّٰهِ لا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيْمَا
افْتَدَتْ بِهٖ ط تِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ فَلَا
تَعْتَدُوْهَا ج وَمَنْ يَّتَعَدَّ حُدُوْدَ اللّٰهِ

না, তবে তোমরা তাহাদিগকে যাহা প্রদান করিয়াছ তাহা হইতে কিছু প্রতিগ্রহণ করা তোমাদের জন্য বৈধ নহে ; অনন্তর যদি তোমাদের আশঙ্কা হয় যে, তাহারা আল্লার সীমা সমূহ স্থির রাখিতে পারিবে না, তবে স্ত্রী যদি কিছু বিনিময় প্রদান করে তাহাতে উভয়ের কোন দোষ নাই ; ইহাই আল্লার সীমা-সমূহ—অতএব উহা অতিক্রম করিও না ; এবং যাহারা আল্লার সীমা-সমূহ অতিক্রম করে, বস্তুতঃ

দিতেও লোকে দ্বিধা বোধ করিত না। হজরত রসুলোল্লার আবির্ভাব-কালেও যে এইরূপ কুপ্রথা প্রচলিত ছিল, হাদিস ও তফসীরে তাহার স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়।—তঃ কবির ও মেশকাত।

আল্লাহতা'লা এই কুপ্রথা রহিত করিয়া দুইবার মাত্র তালাকের সীমা-নির্দ্দেশ করিয়া দিলেন। অপরিহার্য্য কারণে স্ত্রী-ত্যাগ করিতে হইলে প্রতি 'তোহরে' অর্থাৎ দুই ঋতুর মধ্যবর্ত্তী বিশুদ্ধ অবস্থায় এক তালাক করিয়া দুই 'তোহরে' দুই তালাক দিতে হইবে। অনন্তর তৃতীয় তোহর শেষ হইবার পূর্ব্বে স্বামী যদি তাহাকে রুজু করিতে ইচ্ছুক না হয়, তবে আর এক তালাক দিয়া তাহাকে সদ্ভাবের সহিত বিদায় করিয়া দিবে। অনেকে বলেন যে, তৃতীয় তোহরে তৃতীয় তালাক না দিলেও সে স্বামী হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া যাইবে। যাহাতে সমাজে স্ত্রী-ত্যাগ কম হয়, তজ্জন্যই এই সুন্দর ও সুচিন্তিত ব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত হইয়াছে।—তঃ হক্কানী।

একসঙ্গে দুই বা তিন তালাক দেওয়া নিষিদ্ধ। এক তোহরে 'একাধিক' তালাক দিতে হজরত রসুলোল্লাহ্ নিষেধ করিয়াছেন। এইজন্য "আহলে-হাদিস-মোহাম্মদী" প্রভৃতি সম্প্রদায়ের লোকেরা ভুল বুঝিয়াছেন যে, একাধিক তালাক দিলেও মাত্র এক তালাকই গ্রাহ্য হইবে। একত্রে তিন তালাক দিলে স্বামী-স্ত্রীর সম্বন্ধ সম্পূর্ণরূপে বিচ্ছিন্ন হইবে এবং স্বামীর রুজু করিবার অধিকার রহিত হইয়া যাইবে। কেহ মূর্খতা বশতঃ তিন বারের অধিক অথবা শত সহস্র তালাক প্রদান করিলে মাত্র তিন তালাকই গ্রাহ্য হইবে। কারণ তিন তালাক প্রদান করা ইস্‌লামী বিধানের শেষ ও চরম পন্থা।—তঃ হক্কানী।

মোহর।—স্ত্রী-ধন, যৌতুক। স্বামী স্বীয় স্ত্রীর আত্মদানের বিনিময়ে তাহাকে যে ধন প্রদান করে বা করিতে প্রতিশ্রুত হয়, তাহাকে 'মোহর' বলে। ইসলামে স্ত্রীজাতির ইহা একটী বিশেষ অধিকার। তৃতীয় তোহরে বর্জ্জিতা স্ত্রীকে যেরূপভাবে বিদায় করিতে হইবে, তাহা পূর্ব্ব আয়তের তফসীরে বর্ণিত হইয়াছে। তালাক প্রদান কালে স্ত্রীর মোহর পূর্ণরূপে পরিশোধ করা একান্ত আবশ্যক। সুতরাং এই ব্যবস্থাটীও অবাধ তালাকের একটী প্রধান অন্তরায়—তঃ মাঃ কোঃ ও মঃ আঃ।

খোলা।—স্ত্রী কর্ত্তৃক তালাক গ্রহণ। স্বামীকে কোন প্রকারে সম্মত করিয়া স্ত্রী যে তালাক গ্রহণ করে, শরিয়তে তাহাকে 'খোলা' বলে। এক সম্প্রদায়ের মত এই যে, সম্যকরূপে স্বামী সেবা করিতে পারিবে না—এই আশঙ্কায় স্ত্রী যদি স্বামী হইতে তালাক গ্রহণ করে, তবেই খোলা সিদ্ধ হইবে, নচেৎ নহে (জুহরী, দাউদ ও জাহেরী প্রভৃতি)। কিন্তু মোজতাহেদগণের সর্ব্ববাদীসম্মত মত এই যে, স্ত্রী সকল অবস্থাতেই স্বামীকে সম্মত করিয়া তালাক গ্রহণ করিতে পারে—ইহা তাহাদের একটী বিশেষ অধিকার। আলোচ্য আয়তের মর্ম্মেও তাহাই বুঝা যায়। কিন্তু খোলা সিদ্ধ হইলেও যদি "কোন নারী অকারণে স্বামীর নিকট তালাক প্রার্থনা করে, তবে তাহার জন্য স্বর্গোদ্যানে প্রবেশের পথ রুদ্ধ হইয়া যাইবে।"—মেশ্‌কাত।

তাহারাই অত্যাচারী। ২৩০। অনন্তর যদি সে তাহাকে তালাক প্রদান করে, তবে ইহার পরে অন্য স্বামীর সহিত বিবাহিতা না-হওয়া পর্য্যন্ত সে তাহার জন্য বৈধ হইবে না, তৎপর সে তাহাকে তালাক প্রদান করিলে যদি উভয়ে মনে কর যে, আল্লার সীমা-সমূহ স্থির রাখিতে পারিবে, তখন যদি তাহারা পরস্পর প্রত্যাবর্ত্তিত

فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ ○ ٢٣٠- فَاِنْ
طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهٗ مِنْۢ بَعْدُ حَتّٰى
تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهٗ ط فَاِنْ طَلَّقَهَا فَلَا
جُنَاحَ عَلَيْهِمَآ اَنْ يَّتَرَاجَعَآ اِنْ ظَنَّآ اَنْ

খোলার বিনিময়ে স্ত্রীর নিকট হইতে অর্থ-গ্রহণ বৈধ বলিয়া উক্ত হইয়াছে। যদি স্ত্রীর অন্যায় ও অবাধ্যতার জন্য খোলা সম্পন্ন হয়, তবে অর্থ গ্রহণ করা অসিদ্ধ হইবে না। কিন্তু স্বামীর অন্যায় অত্যাচারে স্ত্রী বাধ্য হইয়া বস্ত্রালঙ্কার প্রত্যার্পণ অথবা অর্থ প্রদান করিয়া তালাক গ্রহণ করিলে স্বামীর পক্ষে উহা গ্রহণ করা নিঃসন্দেহে হারাম। স্বামী স্ত্রী উভয়ের দোষে যদি খোলা সম্পন্ন হয়, তথাপি স্বামীর পক্ষে ধন গ্রহণ অবৈধ। কিন্তু কাহারও দোষ না থাকিলে তৎসম্বন্ধে তফ্‌সীরকারগণের মধ্যে মতভেদ হইয়াছে।—তঃ হক্কানী।

খোলা প্রকৃতপক্ষে তালাক কিনা এ সম্বন্ধেও মতভেদ বিদ্যমান রহিয়াছে। হজরত আলি হইতে আরম্ভ করিয়া এমাম আবু হানিফা পর্যন্ত সাবাহা, তাবেয়ী ও এমামগণের এক প্রবল সম্প্রদায় উহাকে 'তালাক' বলিয়াছেন এবং খোলার পর স্ত্রীলোকদিগকে নিয়মিতভাবে 'এদ্দত পালন করিতে আদেশ করিয়াছেন। পক্ষান্তরে হজরত এব্‌ন-আব্বাস, তাউস ও আকরমা প্রমুখ বিদ্বানগণ বলেন যে, উহা তালাক বা বর্জ্জন নহে—সম্বন্ধ ছেদন মাত্র। সুতরাং এক 'তোহর' অন্তেই সে পুনর্ব্বিবাহের অধিকার প্রাপ্ত হইবে।

২৩০। ইতিপূর্ব্বে তালাকের নিয়ম-পদ্ধতি বর্ণিত হইয়াছে। কিন্তু যাহারা তালাক সম্বন্ধে আল্লার সীমা অতিক্রম করিবে, এই আয়তে আল্লাহতা'লা তাহাদের প্রতিকার পন্থা, প্রায়শ্চিত্ত বা শাস্তি নির্দ্দেশ করিতেছেন। তালাকের সাধারণতঃ তিনটী অবস্থা। প্রথমতঃ তালাক-প্রাপ্তা রমণীকে এদ্দতের মধ্যে 'রজু' অর্থাৎ প্রতিগ্রহণ করা; দ্বিতীয়তঃ প্রতিগ্রহণ না করিয়া প্রতীক্ষা-কাল অতীত হইতে দেওয়া। এই অবস্থায় বর্জ্জিতা নারী স্বামী হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া যায় এবং সে ইচ্ছা করিলে পূর্ব্ব-স্বামী অথবা অন্য পুরুষের সহিত পুনর্ব্বিবাহিতা হইতে পারে।—কোঃ ২—২৩২।

হালালা—বৈধ-করণ বা ব্যতিক্রম বিধি। কোন রমণী স্বামী কর্ত্তৃক তিন তালাক প্রাপ্তা হইবার পর যে প্রণালীতে সে পুনরায় পূর্ব্ব স্বামীর জন্য বৈধ হইতে পারে, তাহাকে 'হালালা' বলে। এই আয়তে প্রধানতঃ হালালার বিষয় বর্ণিত হইয়াছে। আল্লাহতা'লা দুইবার তালাকের সীমা নির্দ্দেশ করিয়াছেন; কিন্তু কেহ ঐ সীমা অতিক্রম করিয়া স্বীয় পত্নীকে তিন তালাক প্রদান করিলে, উক্ত রমণী তাহার জন্য অবৈধ ও চির-বিচ্ছিন্ন হইয়া যাইবে। ইহাই তালাকের তৃতীয় অবস্থা। তবে ঐ স্ত্রীলোক যদি অন্য পুরুষের সহিত বিবাহিতা ও সম্মিলিতা (বোঃ ও মোঃ) হইবার পর তালাক-প্রাপ্তা কিংবা বিধবা হয়, কেবল তাহা হইলেই সে পূর্ব্ব স্বামীর সহিত পুনর্ব্বিবাহিতা হইতে পারে। যাহাতে লোকে অন্যায় ভাবে স্ত্রী-ত্যাগ না করে এবং ভবিষ্যৎ ভাবিয়া তালাক প্রদানে বিরত হয়, তজ্জন্যই এই কঠোর ব্যবস্থা। তিন তালাক দিবার পূর্ব্বে যাহাতে স্বামী স্ত্রীকে পুনর্গ্রহণ করে এবং তালাকের প্রসারতা হ্রাস প্রাপ্ত হয়, তজ্জন্য লোকদিগকে বিশেষভাবে সংযত এবং সতর্ক করাও ইহার অন্যতম উদ্দেশ্য।—তঃ হক্কানী।

তিন 'তালাক-প্রাপ্তা' রমণী অন্য পুরুষের সহিত বিবাহিতা ও সম্মিলিতা হইবার পর পূর্ব্ব-স্বামীর সহিত পুনর্ব্বিবাহিতা হইতে পারে, ইহা সর্ব্বসম্মতিক্রমে স্বীকৃত হইলেও—ঐ উদ্দেশ্যে শর্ত্ত করিয়া বিবাহ করা সঙ্গত হইবে না। কারণ হজরত রসুলোল্লাহ ঐ অবস্থায় উভয়ের প্রতি ধিক্কার দিয়াছেন।

হয়, তবে উভয়ের পক্ষে কোনই দোষ নাই ; এবং ইহাই আল্লার সীমা-সমূহ, তিনি অভিজ্ঞ সম্প্রদায়ের জন্য উহা ব্যক্ত করেন। ২৩১। এবং যখন তোমরা স্ত্রীলোকদিগকে তালাক দাও—পরে তাহারা স্বীয় নির্দ্ধারিত সময়ে উপস্থিত হয়, তখন তাহাদিগকে নিয়মিতভাবে রাখিতে পার অথবা নিয়মানুযায়ী পরিত্যাগ করিতে পার ; এবং তাহাদিগকে যন্ত্রণা দিবার জন্য আবদ্ধ রাখিও না, তাহা হইলে সীমা-লঙ্ঘন করিবে ; এবং যে এরূপ করে তবে সে নিশ্চয়ই নিজের প্রতি অত্যাচার করিবে ; এবং আল্লার নিদর্শনাবলীকে বিদ্রূপাস্থলে গ্রহণ করিও না ; এবং তোমাদের প্রতি আল্লার অনুগ্রহ এবং তোমাদিগকে উপদেশ দানের জন্য গ্রন্থ ও বিজ্ঞান হইতে তিনি যাহা অবতারণ করিয়াছেন, তাহা স্মরণ কর ; এবং আল্লাহকে ভয় কর ও জানিয়া রাখ যে, আল্লাহ সর্ব্ববিষয়ে মহাজ্ঞানী।

يُّقِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِ ؕ وَتِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ
يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَّعْلَمُوْنَ ○ ٢٣١- وَاِذَا
طَلَّقْتُمُ النِّسَآءَ فَبَلَغْنَ اَجَلَهُنَّ
فَاَمْسِكُوْهُنَّ بِمَعْرُوْفٍ اَوْسَرِّحُوْهُنَّ
بِمَعْرُوْفٍ ۪ وَلَا تُمْسِكُوْهُنَّ ضِرَارًا
لِّتَعْتَدُوْا ۚ وَمَنْ يَّفْعَلْ ذٰلِكَ فَقَدْ
ظَلَمَ نَفْسَهٗ ؕ وَلَا تَتَّخِذُوْٓا اٰيٰتِ اللّٰهِ
هُزُوًا ز وَّاذْكُرُوْا نِعْمَتَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ
وَمَآ اَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِّنَ الْكِتٰبِ
وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهٖ ؕ وَاتَّقُوا اللّٰهَ
وَاعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ ع

বস্তুতঃ কোন রমণীকে ভবিষ্যতে স্ত্রী-রূপে গ্রহণ করিবার প্রলোভনে তাহাকে অপরের সহিত বিবাহ দিয়া উচ্ছিষ্ট করিয়া আনা কিংবা যাহাকে ধর্ম্মপত্নী রূপে গ্রহণ করা হইবে, অপরের উপভোগের জন্য তাহাকে বর্জ্জন করা—এ উভয়ই অতি লজ্জাস্কর ও বীভৎস ব্যাপার এবং নিন্দনীয় পাশবিকতার পরিচায়ক। হজরত ওমর ইহাদিগকে প্রস্তরাঘাতে নিহত করিবার যোগ্য বলিয়াছেন এবং হজরত এবন-আব্বাস 'মলউন' বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। পক্ষান্তরে হজরত আলি ও হজরত ওসমান ঐ সম্বন্ধে কপটতা করিতে নিষেধ করিয়াছেন। বিশেষতঃ যদিও কোন কোন রমণীকে হালালার শর্ত্ত করিয়া বিবাহ করে, তাহা হইলেও সে তাহাকে তালাক দিতে বাধ্য নহে। কারণ ইসলামে অস্থায়ী বা সাময়িক বিবাহ অবৈধ বলিয়া ঘোষিত হইয়াছে।—তঃ হক্কানী, মঃ আঃ ও মাঃ কোঃ।

২৩১। স্বামী তালাক-প্রাপ্তা স্ত্রীর 'এদ্দত' বা প্রতীক্ষা-কাল অন্তে কিরূপ ব্যবহার করিবে, এই আয়তে তাহা বর্ণিত হইয়াছে। এদ্দতের মধ্যে স্ত্রীর সহিত সম্মিলিত হওয়াই উত্তম ; কিন্তু স্বামী যদি স্ত্রীকে পুনর্গ্রহণ করিতে একান্তই অনিচ্ছুক হয়, তবে সদ্ব্যবহারের সহিত স্ত্রীর প্রাপ্য সমূহ পরিশোধ করিয়া তাহাকে বিদায় করিতে হইবে। তাহার কোন জিনিষপত্র গ্রহণ অথবা তাহার প্রাপ্য পরিশোধ না-করা কিংবা তাহাকে শাস্তি বা যাতনা দিবার জন্য রুজু করিয়া আবদ্ধ করা সিদ্ধ নহে। যাহারা ঐরূপ করিবে, তাহারা আল্লার আদেশ লঙ্ঘন করার জন্য তাঁহার নিকট দায়ী হইবে। "আল্লার নিদর্শনাবলীকে বিদ্রূপচ্ছলে গ্রহণ করিও না,—ইহার অর্থ এই যে, আল্লাহ স্বামী-স্ত্রীর অধিকার এবং তালাক প্রভৃতি সম্বন্ধে তোমাদের কল্যাণের জন্য যে সকল উপদেশ অবতারণ করিয়াছেন, তাহা অগ্রাহ্য করিও না। আল্লাহকে ভয় করিয়া ঐ সকল আদেশ ও উপদেশ পালন করাই তোমাদের কর্ত্তব্য।

৩০শ রুকু—বিধবা ও বৰ্জ্জিতার পুনর্ব্বিবাহ

২৩২। এবং যখন তোমরা স্ত্রীলোকদিগকে তালাক দাও, তৎপর তাহারা স্বীয় নির্দ্ধারিত সময়ে উপস্থিত হয়, তখন নিয়মানুযায়ী পরস্পর সম্মত হইয়া তাহারা যদি স্বীয় স্বামীর সহিত পরিণীতা হয়, তবে তাহাদিগকে নিবারণ করিও না ; এতদ্দারা তোমাদের মধ্যে যে আল্লাহ ও পরকালের প্রতি বিশ্বাসস্থাপন করিয়াছে—তাহাকেই উপদেশ প্রদত্ত হইতেছে ; এবং ইহা তোমাদের জন্য বিশুদ্ধ ও পবিত্রতর ; এবং আল্লাহ পরিজ্ঞাত আছেন ও তোমরা অবগত নও। ২৩৩। এবং যে কেহ স্তন্য-পানের কাল পূর্ণ করিতে ইচ্ছা করে, তাহার জন্য জননীগণ পূর্ণ দুই বৎসর স্বীয় সন্তানদিগকে

٢٣٢- وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَآءَ فَبَلَغْنَ
أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوْهُنَّ أَنْ يَّنْكِحْنَ
أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ
بِالْمَعْرُوْفِ ط ذٰلِكَ يُوْعَظُ بِهٖ مَنْ
كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ
الْاٰخِرِ ط ذٰلِكُمْ أَزْكٰى لَكُمْ
وَأَطْهَرُ ط وَاللّٰهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ
لَا تَعْلَمُوْنَ ۝ ٢٣٣- وَالْوَالِدٰتُ
يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ

২৩২। নিয়মিত ভাবে তালাক-প্রাপ্তা রমণীর এদ্দত অতীত হইবার পর যদি স্বামী-স্ত্রী পরস্পর সম্মতিক্রমে পুনরায় বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হইতে ইচ্ছুক হয়, তবে তাহাদিগকে বাধা দেওয়া উচিত নহে। কারণ নিয়মিত ভাবে বৰ্জ্জিতা রমণী পুনর্ব্বিবাহের স্বাধীনতা লাভ করিলেও এক তালাক বাকী থাকার জন্য শরিয়তের নির্দ্দেশ অনুসারে পূর্ব্ব-স্বামীর সহিত তাহার বিবাহের পথ রুদ্ধ হইতে পারে না ; বরং এ অবস্থায় ঐ রমণীর পক্ষে পূর্ব্ব স্বামীর সহিত বিবাহিতা হওয়াই উত্তম। ইহাতে কাহারও কোনরূপ বাধা দেওয়া উচিত নহে। কারণ ঐ অবস্থায় স্বামী-স্ত্রীর পূর্ব্ব-পরিচয় এবং একত্র-বাস নিবন্ধন তাহাদের মধ্যে প্রেম ও অনুরাগের যে আকর্ষণী অবশিষ্ট থাকিবে, তাহার ফলে উভয়ের পক্ষে অন্যস্থানে বিবাহ করা অপেক্ষা এই বিবাহই প্রীতিকর ও কল্যাণপ্রস্থ হওয়া সমধিক সম্ভবপর।—তঃ হক্কানী।

মাকিল বেন ইয়াসারের ভগিনী স্বীয় স্বামী জমিল বেনে আবদুর রহমান কর্ত্তৃক তালাক প্রাপ্তা হইবার পর প্রতীক্ষা-কাল অতীত হইলে, তখন পূর্ব্বানুরাগ বশতঃ পুনরায় উভয়ে বিবাহিতা হইতে ইচ্ছুক হইলেন। কিন্তু মাকিল ক্রুদ্ধ হইয়া তাহাতে বাধা প্রদান করায় তদুপলক্ষে এই আয়ত অবতীর্ণ হয়। তখন মাকিল আল্লার আদেশ শিরোধার্য্য করিয়া বিবাহে সম্মতি প্রদান করেন এবং তাহারা উভয়ে পুনরায় পরিণয়-পাশে আবদ্ধ হন।—সহি বোখারী।

২৩৩। তালাক দ্বারা স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটিলে তাহাদের শিশু-সন্তান সম্বন্ধে কি ব্যবস্থা অবলম্বিত হইবে, এস্থলে 'তালাক-প্রাপ্তা স্তন্যদায়িনী মাতাদিগকেই বুঝিতে হইবে'।—তঃ কবির।

তালাকের পর স্বামী-স্ত্রীর সম্বন্ধ পূর্ণভাবে বিচ্ছিন্ন হইবার পর তাহাদের মধ্যে সদ্ভাব অথবা পরস্পরের প্রতি সহানুভূতি থাকিবার আশা করা যাইতে পারে না। এ অবস্থায় তাহাদের শিশু-সন্তান থাকিলে কে তাহার লালন-পালন করিবে এবং কেই-বা উহার ব্যয় বহন করিবে, তাহা লইয়া মতভেদ ও কলহ হওয়া সম্পূর্ণ স্বাভাবিক। এ অবস্থায় পিতা ইচ্ছা করিলেও মাতা সন্তানের

لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ ۚ وَعَلَى
الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ
بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا
وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا
مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ ۚ وَعَلَى الْوَارِثِ
مِثْلُ ذَٰلِكَ ۗ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ
تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ
عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا
أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ
مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ
وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ○

স্তন্যদান করিবে; এবং সন্তানের জন্মদাতার উপরই নিয়মানুযায়ী তাহাদের খাদ্য ও তাহাদের বস্ত্র; কাহাকেও তাহাদের সাধ্যের অতীত কষ্ট দেওয়া যায় না এবং মাতাকে তাহার সন্তানের জন্য ও পিতাকে তাহার সন্তানের জন্য যন্ত্রণা দেওয়া যাইবে না এবং উত্তরাধিকারীর প্রতিও তত্তুল্য বিধান; কিন্তু যদি তাহারা পরস্পর পরামর্শ ও সম্মতি অনুসারে স্তন্য-ত্যাগ করাইতে ইচ্ছা করে, তবে উভয়ের কোন দোষ নাই; এবং যদি তোমরা স্বীয় সন্তানগণকে স্তন্য-দানের জন্য সমর্পণ করিয়া নিয়মানুযায়ী কিছু প্রদান কর, তবে তোমাদের জন্যও দোষ নাই; এবং আল্লাহকে ভয় কর ও জানিয়া রাখ যে, তোমরা যাহা করিতেছ—আল্লাহ তাহার প্রত্যক্ষকারী

লালন-পালন করিতে সম্মত না হইতে পারে। আবার মাতা সন্তান পালনে সম্মত থাকিলেও পিতা তাহাকে শাস্তি বা মনোকষ্ট দিবার জন্য সন্তানকে মাতার নিকট হইতে কাড়িয়া লইয়া তাহাদের জীবন বিপন্ন ও বিষময় করিতে পারে। তাই সর্ব্বজ্ঞ ও সূক্ষ্মদর্শী আল্লাহতা'লা নির্দেশ করিয়া দিলেন যে, মাতাকেই পূর্ণ দুই বৎসর বয়স পর্য্যন্ত শিশুকে স্তন্যদান করিয়া লালন-পালন করিতে হইবে এবং পিতা তজ্জন্য নিয়মিত ভাবে উক্ত শিশুর মাতার ভরণ-পোষণ নির্বাহ করিতে বাধ্য থাকিবে। মাতা স্তন্যদান করিতে অস্বীকার এবং পিতা মাতার নিকট হইতে শিশুকে বিচ্ছিন্ন করিতে পারিবে না; ইহা উভয়ের পক্ষেই বাধ্যতামূলক বিধান। অবশ্য ভরণ-পোষণের পরিবর্ত্তে নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ দেওয়াও সিদ্ধ হইবে। "কাহাকেও তাহার সাধ্যের অতীত কষ্ট দেওয়া যায় না এবং মাতাকে তাহার সন্তানের জন্য ও পিতাকে তাহার সন্তানের জন্য কষ্ট দেওয়া যাইবে না"—এই বাক্যের মর্ম্ম এই যে, শিশুর জন্য পিতা-মাতা উভয়েই তুল্যরূপে দায়ী। সুতরাং সন্তান পালনার্থ মাতার ভরণ-পোষণের জন্য নিয়মিত ভাবে যাহা আবশ্যক, পিতা তাহার কম দিতে কিংবা মাতা উহার জন্য অতিরিক্ত দাবী করিতে পারিবে না। অথবা পিতা-মাতা উভয়ে সম্মত হইয়া যদি দুই বৎসরের পূর্ব্বেও শিশুর জন্য ধাত্রী নিযুক্ত করে কিংবা দুই বৎসর পরেও মাতা শিশুর লালন-পালন করিতে থাকে, তাহাতে কাহারও কোন দোষ হইবে না। কিন্তু তজ্জন্য উভয়কেই স্ব স্ব প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করিতে হইবে। সন্তানের পিতার মৃত্যু হইলে তাহার উত্তরাধিকারিগণ শিশুর লালন-পালনের ব্যয় নির্ব্বাহের জন্য দায়ী হইবে। পরি-বার, সমাজ, সংসার ও লোক-চরিত্র সম্বন্ধে ইসলামের অন্তর্দৃষ্টি যে কত গভীর—কত সূক্ষ্ম, এই সকল আয়তে তাহার উজ্জ্বল প্রমাণ পাওয়া যায়।—তঃ হক্কানী।

২৩৪। এবং তোমাদের মধ্যে যাহারা মৃত্যুমুখে পতিত হয় এবং স্বীয় পত্নীগণকে ছাড়িয়া যায়, তবে তাহারা চারি মাস ও দশ দিন প্রতীক্ষা করিবে; অতঃপর যখন তাহারা স্বীয় নির্দ্ধারিত-সময় উপস্থিত হয় তখন তাহারা নিয়মানুযায়ী নিজেদের জন্য যাহা করিবে—তজ্জন্য তোমাদের কোন দোষ নাই; এবং তোমরা যাহা করিতেছ তদ্বিষয়ে আল্লাহ অভিজ্ঞ।

২৩৫। এবং তোমরা স্ত্রীলোকদিগের নিকট যাহা সঙ্কেতে প্রস্তাব কর অথবা নিজেদের অন্তরে গোপন রাখ তবে উহাতে তোমাদের জন্য কোন দোষ নাই; আল্লাহ পরিজ্ঞাত আছেন যে, তোমরা তাহাদের বিষয় আলোচনা করিবে, কিন্তু গুপ্তভাবে তাহাদিগকে প্রতিশ্রুতি দান করিও না, বরং নিয়মানুযায়ী তাহাদের সহিত কথা বল; এবং নির্দ্ধারিত-সময় পূর্ণ না হওয়া পর্য্যন্ত বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ

٢٣٤- وَالَّذِيْنَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ
وَيَذَرُوْنَ اَزْوَاجًا يَّتَرَبَّصْنَ بِاَنْفُسِهِنَّ
اَرْبَعَةَ اَشْهُرٍ وَّعَشْرًاج فَاِذَا بَلَغْنَ
اَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيْمَا
فَعَلْنَ فِيْٓ اَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوْفِ ط
وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ ○
٢٣٥- وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيْمَا عَرَّضْتُمْ
بِهٖ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَآءِ اَوْ اَكْنَنْتُمْ
فِيْٓ اَنْفُسِكُمْ ط عَلِمَ اللّٰهُ اَنَّكُمْ
سَتَذْكُرُوْنَهُنَّ وَلٰكِنْ لَّا تُوَاعِدُوْهُنَّ
سِرًّا اِلَّآ اَنْ تَقُوْلُوْا قَوْلًا مَّعْرُوْفًا ط
وَلَا تَعْزِمُوْا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتّٰى

২৩৪। এই আয়ত বিধবাদের এদ্দত ও পুনর্ব্বিবাহ সম্বন্ধে বিশিষ্ট বিধান। তালাক-প্রাপ্তা রমণীর এদ্দত তিন ঋতু এবং বিধবাদের এদ্দত চারি মাস দশ দিন; কিন্তু গর্ভবতী হইলে উভয়ের পক্ষেই প্রসব-কাল পর্য্যন্ত এদ্দত পালনের ব্যবস্থা। সদ্ভাবে বর্জ্জিতা রমণীর পক্ষে প্রতীক্ষা-কালে বিলাস-ব্যসন ও প্রসাধন উত্তম ও কল্যাণকর। কিন্তু বিধবাদের পক্ষে ঐ সময়ে সর্ব্বপ্রকার বিলাস-ব্যসন ও সাজ-সজ্জা সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ; কারণ উহা স্বামী-বিয়োগ জনিত শোক প্রকাশের সময়। আয়তের শেষাংশের মর্ম্ম এই যে, প্রতীক্ষা-কাল অতীত হইলে বিধবাগণ যদি ন্যায়সঙ্গত ভাবে অন্য স্বামী গ্রহণ করে, তবে তাহাতে কোনই দোষ হইবে না। বরং অবস্থা-বিশেষে বিধবার পক্ষে পুনর্ব্বিবাহই বাঞ্ছনীয় ও কল্যাণকর।—মেশকাত দ্রষ্টব্য।

২৩৫। এদ্দত-পালনকারিণী স্ত্রীলোকের নিকট অশ্লীল বাক্য উচ্চারণ অথবা স্পষ্ট বাক্যে বিবাহ প্রস্তাব করা নিষিদ্ধ। কিন্তু উত্তম ও অস্পষ্ট বাক্যে আভাসে-ইঙ্গিতে মনের ভাব প্রকাশ করিলে দোষ হইবে না। প্রতীক্ষা-কাল অতীত হইবার পূর্ব্বে গোপন প্রতিশ্রুতি প্রদান বা বিবাহ সম্পাদন সিদ্ধ নহে। 'কেতাব' শব্দের অর্থ লিখিত-বিষয়; কিন্তু এখানে বিধবা অথবা বর্জ্জিতা নারীর জন্য এদ্দত বা প্রতীক্ষা-কাল বুঝিতে হইবে।—বয়জবী।

হইবার সঙ্কল্প করিও না; এবং জানিয়া রাখ যে, তোমাদের অন্তরে যাহা আছে আল্লাহ তাহা পরিজ্ঞাত আছেন; অতএব তোমরা তাঁহাকে ভয় কর এবং জান যে, আল্লাহ ক্ষমাশীল সহিষ্ণু।

يَبْلُغَ الْكِتٰبُ اَجَلَهٗ ؕ وَاعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ مَا فِيْٓ اَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوْهُ ۚ وَاعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ حَلِيْمٌ ۟

৩১শ রুকু—বিধবা ও বর্জ্জিতার বিভিন্ন বিধি

২৩৬। যদি তোমরা স্ত্রীলোকদিগকে স্পর্শ না করিয়া অথবা তাহাদের প্রাপ্য নির্দ্ধারণ না করিয়া তালাক প্রদান কর তবে তোমাদের জন্য কোন দোষ নাই, এবং তাহাদিগকে অর্থ-সাহায্য কর; অবস্থাপন্ন ব্যক্তির পক্ষে তাহার শক্তির অনুরূপ এবং অভাবগ্রস্তের পক্ষে তাহার শক্তির অনুরূপ নিয়মানুযায়ী অর্থ-সাহায্য করা পুণ্যবানগণের কর্ত্তব্য। ২৩৭। এবং যদি তাহাদিগকে স্পর্শ করিবার পূর্ব্বেই তোমরা তালাক প্রদান কর এবং তাহাদের প্রাপ্য নির্দ্ধারিত করিয়া থাক তবে যাহা নির্দ্ধারিত করিয়াছিলে—তাহার অর্দ্ধেক; কিন্তু যদি তাহারা ক্ষমা করে, কিংবা যাহার হস্তে বিবাহ-বন্ধন সে ক্ষমা করে, অথবা তোমরা ক্ষমা কর, তবে ইহা

٢٣٦- لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ اِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَآءَ مَا لَمْ تَمَسُّوْهُنَّ اَوْ تَفْرِضُوْا لَهُنَّ فَرِيْضَةً ۚۖ وَّمَتِّعُوْهُنَّ ۚ عَلَى الْمُوْسِعِ قَدَرُهٗ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهٗ ۚ مَتَاعًا ۢ بِالْمَعْرُوْفِ ۚ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِيْنَ ۝ ٢٣٧- وَاِنْ طَلَّقْتُمُوْهُنَّ مِنْ قَبْلِ اَنْ تَمَسُّوْهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيْضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ اِلَّآ اَنْ يَّعْفُوْنَ اَوْ يَعْفُوَا الَّذِيْ

২৩৬—২৩৭। এই আয়তে তালাক-প্রাপ্তাগণের প্রকার ভেদ এবং তাহাদের প্রাপ্য সম্বন্ধে ইঙ্গিত করা হইয়াছে। সাধারণতঃ চারি প্রকার অবস্থায় রমণীদিগকে তালাক দেওয়া হইয়া থাকে। প্রথমতঃ যাহার মোহর নির্দ্ধারণ করিয়া সম্মিলনের পরে তালাক দেওয়া হইয়াছে, তাহাদিগকে পূর্ণ মোহর প্রদান করিতে হইবে এবং স্বামী তাহাদের নিকট হইতে কিছু গ্রহণ করিতে পারিবে না। ঐরূপ অবস্থায় বর্জ্জিতা নারীকে পূর্ণ এদ্দত পালন করিতে হইবে এবং ইহা পূর্ব্ববর্ত্তী আয়ত সমূহে বর্ণিত হইয়াছে। দ্বিতীয়তঃ যে বিবাহিতা রমণীর সহিত নির্জ্জন-অবস্থান, সম্মিলন অথবা মোহর নির্দ্ধারণ হয় নাই—এইরূপ রমণীকে তালাক দিলে মোহর দিতে হইবে না; তাহাদিগকে খরচ স্বরূপ কিছু অর্থ প্রদান করিতে হইবে মাত্র। তৃতীয়তঃ যাহার মোহর নির্দ্ধারিত হইয়াছে, কিন্তু তাহার সহিত সম্মিলন বা নির্জ্জন-অবস্থান হয় নাই—এইরূপ রমণীকে তালাক দিলে অর্দ্ধ মোহর প্রদান করিতে হইবে। চতুর্থতঃ—যাহার মোহর নির্দ্ধারিত হয় নাই, কিন্তু তৎসহ নিয়মিত সম্মিলন হইয়াছে। এরূপ অবস্থায় তালাক দিলে উক্ত রমণীর রূপ-গুণ ও বংশ-মর্য্যাদার অনুরূপ পূর্ণ-মোহর প্রদান করিতে হইবে।—তঃ হক্কানী।

بِيَدِهٖ عُقْدَةُ النِّكَاحِ ؕ وَاَنْ تَعْفُوْۤا
اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰى ؕ وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ
بَيْنَكُمْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ ○
٢٣٨۔ حٰفِظُوْا عَلَى الصَّلَوٰتِ وَالصَّلٰوةِ
الْوُسْطٰى ۚ وَقُوْمُوْا لِلّٰهِ قٰنِتِيْنَ ○
٢٣٩۔ فَاِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا اَوْ رُكْبَانًا ۚ
فَاِذَاۤ اَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللّٰهَ كَمَا
عَلَّمَكُمْ مَّا لَمْ تَكُوْنُوْا تَعْلَمُوْنَ ○
٢٤٠۔ وَالَّذِيْنَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ
وَيَذَرُوْنَ اَزْوَاجًا ۚ وَّصِيَّةً لِّاَزْوَاجِهِمْ
مَّتَاعًا اِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ اِخْرَاجٍ ۚ
فَاِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ

ধর্ম্ম-প্রাণতার অতি নিকটবর্ত্তী; এবং তোমরা পরস্পর উদারতা বিস্মৃত হইও না; তোমরা যাহা কর—নিশ্চয় আল্লাহ তাহার প্রত্যক্ষকারী। ২৩৮। তোমরা নামাজ-সমূহ ও মধ্যবর্ত্তী নামাজকে সংরক্ষণ কর এবং বিনীতভাবে আল্লার উদ্দেশ্যে দণ্ডায়মান হও। ২৩৯। অনন্তর যদি তোমরা আশঙ্কা কর তবে আরোহী বা পদাতিক অবস্থাতেই পড়; পরে যখন তোমরা নিরাপদ হও তখন তিনি তোমাদিগকে যেরূপ শিক্ষা দিয়াছেন—যাহা তোমরা জানিতে না—তদ্রূপ আল্লাহকে স্মরণ কর। ২৪০। এবং তোমাদের মধ্যে যাহারা মৃত্যুমুখে পতিত হয় এবং পত্নীগণকে ছাড়িয়া যায় তাহারা যেন স্বীয় পত্নীগণকে বহিষ্কৃত না করিয়া এক বৎসর পর্য্যন্ত তাহাদিগকে ভরণ-পোষণ প্রদান করিবার জন্য অছিয়ত করিয়া যায়; কিন্তু যদি তাহারা চলিয়া যায় তবে তাহারা

এই আয়তের 'ফরিদা' শব্দের অর্থ স্ত্রীলোকদিগের প্রাপ্য মোহর এবং 'মাত্তায়া' অর্থ এককালীন অর্থ-সাহায্য অথবা ভরণ-পোষণ ও ব্যয় নির্ব্বাহের জন্য কিছু খরচ প্রদান।

২৩৮। **সালাতে ওয়াস্‌তা**—মধ্যবর্ত্তী নামাজ। ইহা কোন্ সময়ের নামাজ তৎ-সম্বন্ধে মতভেদ আছে। অধিকাংশের মতে আসরের নামাজকেই মধ্যবর্ত্তী নামাজ বলা হইয়া থাকে।—বোখারী ও মোসলেম।

২৩৯। যুদ্ধ-বিগ্রহে অথবা পথ-পর্য্যটনে যদি গুরুতর বিপদের আশঙ্কা থাকে, তবে আরোহী, পদাতিক অথবা পর্য্যটনকারী যে অবস্থায় থাকে, সেই অবস্থাতেই নামাজ পড়িতে পারিবে।—সূরা নেসায় ইহা বিস্তৃতভাবে আলোচিত হইবে।

২৪০। **অছিয়ত**—অন্তিম উপদেশ। স্বামীর পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে স্ত্রীর অংশ নির্দ্ধারিত হইবার পর এই আয়ত রহিত হইয়াছে বলিয়া কেহ কেহ মত প্রকাশ করিয়াছেন; কিন্তু বস্তুতঃ এই আয়ত রহিত হয় নাই। কারণ শরিয়তের নির্দ্ধারণ অনুসারে স্ত্রী স্বামীর সম্পত্তি হইতে উত্তরাধিকার সূত্রে যাহা পাইবেন, স্বামী মৃত্যুকালে স্ত্রীর জন্য তদপেক্ষা অতিরিক্ত দান ও অনুগ্রহের জন্য উপদেশ দিলে তাহার ব্যবস্থাই এই আয়তে নির্দ্ধারিত হইয়াছে। স্বামীর মৃত্যু অন্তে অন্য উত্তরাধিকারিগণ ইচ্ছা করিলে তাহার সম্পত্তি ও বাসগৃহ-আদি অধিকার করিয়া লইতে পারে। কিন্তু কেবল নিজের প্রাপ্য অংশেরই অধিকারী। কিন্তু স্বামী যদি অছিয়ত করিয়া যায়, তবে অন্য উত্তরাধিকারিগণ তাহার স্ত্রীকে এক বৎসরের মধ্যে তদীয় গৃহ হইতে বহিষ্কৃত করিতে পারিবে না।

নিজের জন্য নিয়মানুযায়ী যাহা করিবে তজ্জন্য তোমাদের কোন দোষ নাই ; এবং আল্লাহ মহাপরাক্রান্ত বিজ্ঞানময়। ২৪১। এবং তালাক-প্রাপ্তাদিগকে নিয়মানুযায়ী ভরণ-পোষণ করা ধর্ম্মভীরুগণের কর্ত্তব্য। ২৪২। এইরূপে আল্লাহ স্বীয় নিদর্শনাবলী বিবৃত করেন—যেন তোমরা হৃদয়ঙ্গম কর।

فِيْ مَا فَعَلْنَ فِيْٓ اَنْفُسِهِنَّ مِنْ
مَّعْرُوْفٍ ط وَاللّٰهُ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ ○
۲۴۱- وَلِلْمُطَلَّقٰتِ مَتَاعٌۢ بِالْمَعْرُوْفِ ط
حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِيْنَ ○ ۲۴۲- كَذٰلِكَ
يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمْ اٰيٰتِهٖ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْنَ ع

৩২শ রুকু—সত্যের জন্য সংগ্রামের প্রয়োজনীয়তা

২৪৩। তুমি কি তাহাদের প্রতি লক্ষ্য কর নাই—যাহারা মৃত্যুর ভয়ে সহস্র সহস্র তাহাদের গৃহ হইতে বহির্গত হইয়াছিল ? পরে আল্লাহ তাহাদিগকে বলিলেন—তোমরা মর ; পুনরায় তিনি

۲۴۳- اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ خَرَجُوْا مِنْ
دِيَارِهِمْ وَهُمْ اُلُوْفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ ص
فَقَالَ لَهُمُ اللّٰهُ مُوْتُوْا قف ثُمَّ اَحْيَاهُمْ ط

এবং স্বামীর সম্পত্তি হইতেই সে স্বীয় ভরণ-পোষণ নির্ব্বাহ করিতে পারিবে—ইহাই আলোচ্য আয়তের নির্দ্দেশ। দম্পতির মধ্যে যে প্রেম-প্রীতি ও অনুরাগের আকর্ষণ থাকে, তাহার প্রভাবে স্বামীর পক্ষে এরূপ অছিয়ত করা সম্পূর্ণই স্বাভাবিক। সুতরাং এই মর্ম্ম গ্রহণ করিলে আলোচ্য আয়তের সহিত কোরানের অন্য কোন আয়তের বিরোধ হইবার আশঙ্কা থাকে না। তজ্জন্য অনেক খ্যাতনামা আলেমও এই মত সমর্থন করিয়াছেন। অবশ্য কোন স্ত্রীলোক স্বামীর ঐরূপ অছিয়ত সত্ত্বেও যদি এদ্দত অন্তে স্বেচ্ছায় উক্ত গৃহাদি পরিত্যাগ করিয়া যায় বা অন্যত্র বিবাহিতা হয় তবে অন্য উত্তরাধিকারিগণের কোনই দায়িত্ব থাকিবে না।

২৪১। স্বামী স্বীয় স্ত্রীকে তালাক দিলেও যতদিন তাহার প্রতীক্ষা-কাল অতীত না হইবে ততদিন তাহার সমস্ত ব্যয় নির্ব্বাহ করা স্বামীর কর্ত্তব্য। ইহা শুধু শরিয়তের আদেশ বলিয়া নহে, মানবতার জন্যও একান্ত আবশ্যক।

২৪৩। জেহাদ অর্থাৎ ধর্ম্মযুদ্ধের আদেশ অবতীর্ণ হইবার পর মুসলমানদিগের মধ্যে যে অবিশ্বাস ও ভীতি আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল, পূর্ব্ববর্ত্তী কতিপয় আয়তে তাহার স্পষ্ট আভাষ পাওয়া যায়। ঐ সময়ে আল্লাহ ভীতি-বিকম্পিত মুসলমানদিগকে ধর্ম্মযুদ্ধে সাহস প্রদানের জন্য যে সকল আয়ত অবতারণ করিয়াছিলেন, এই আয়ত তাহার অন্যতম। জীবন-ভয়ে দেশত্যাগী, পরাজিত ও মরণাপন্ন অল্প সংখ্যক বিশ্বাসী বনি-ইস্রাইল আল্লার আদেশ ও রসুলের নির্দ্দেশ মত যুদ্ধ করিয়া যেরূপে বহু সংখ্যক শত্রুর উপর জয়লাভ করিয়াছিলেন, সেই ঘটনা উল্লেখ করিয়া আল্লাহতা'লা মুসলমানদিগকে সাহস প্রদান করিয়াছেন।

কোন্ সময়ে কোন্ নবীর আবির্ভাবকালে এই ঘটনা ঘটিয়াছিল—কোরান শরিফ, বাইবেল অথবা ইতিহাসে তাহার নিশ্চিত সন্ধান পাওয়া যায় না। তফসীরকারগণ এ সম্বন্ধে যে সকল মতামত প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতেও মতভেদ আছে। প্রসিদ্ধ মত এই যে, হজরত হায়্কেল নবীর সময়েই ইস্রাইল-বংশের উপর এই ঘটনা সংঘটিত হইয়াছিল। হজরত এবন-আব্বাসের বর্ণনাও ইহার অনুকূল। এই মতের সমর্থকগণ বলেন যে, কোন নবীর আদেশ লঙ্ঘন করিয়া

তাহাদিগকে সঞ্জীবিত করিলেন ; নিশ্চয় আল্লাহ মানবগণের প্রতি অনুগ্রহকারী ; কিন্তু অধিকাংশ লোক কৃতজ্ঞতা স্বীকার করে না। ২৪৪। এবং আল্লার পথে সংগ্রাম কর ও জান যে,

إِنَّ اللّٰهَ لَذُوْ فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ
وَلٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُوْنَ ○
২৪৪- وَقَاتِلُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَاعْلَمُوْا

ইহুদীরা প্যালেষ্টাইনে শোচনীয়রূপে পরাজিত হয় এবং প্রাণভয়ে সদলবলে পলায়ন করে। তখন ইহারা শত্রু কর্ত্তৃক ধৃত হইয়া দলে দলে নিহত হইতে থাকে। অনন্তর হজরত হার্কেলের প্রার্থনায় উহারা পুনর্জ্জীবন লাভ করিয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয় এবং শত্রুদিগকে পরাজিত করিয়া দেশের আধিপত্য লাভ করে।

'দাহরিয়া' ও 'মোলহেদ' প্রভৃতি ধর্ম্মদ্রোহী সম্প্রদায় মৃতের জীবিত হওয়া অস্বাভাবিক বলিয়া এই ঘটনা অবিশ্বাস করে। 'মোতাজেলা' ও 'নেচারী' প্রভৃতি প্রকৃতিবাদী সম্প্রদায় বলেন যে,'মৃত' শব্দের অর্থ এখানে দৈহিক-শক্তি ও সাহসের হীনতা এবং নৈতিক অধঃপতন ; এবং পুনর্জ্জীবনের অর্থ ঐ সকল দোষ বিমুক্ত হইয়া জাতীয় উন্নতি সাধন। আধুনিক কোন কোন প্রসিদ্ধ তফসীরকারও এই মতের সমর্থক। কিন্তু সুন্নত জামাতের রক্ষণশীল আলেমগণ ঐ সকল মতের প্রতি আস্থা সম্পন্ন নহেন। তাঁহারা উপরোক্ত মতসমূহের প্রতিবাদ করিয়া এই ঘটনাকে মোজেজা বা অলৌকিক কার্য্য বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন।—তঃ হক্কানী, মাঃ কোঃ ও মঃ আঃ তুলিতব্য।

উলুফ—আল্‌ফ শব্দের বহুবচন। আল্‌ফ অর্থ সহস্র—সুতরাং উলুফ অর্থ সহস্র সহস্র লিখিত হইয়াছে। দলে দলে, সদলবলে অথবা সমবেতভাবেও উহার অর্থ হইতে পারে। বহুসংখ্যক অর্থেও এই শব্দ ব্যবহৃত হয়।—তঃ কবির, বয়জবী প্রভৃতি।

২৪৪। পূর্ব্ববর্ত্তী আয়ত-সমূহে নানা প্রকার সাহস দিয়া আল্লাহতা'লা মুসলমানদিগকে আল্লার পথে যুদ্ধ করিবার জন্য আদেশ করিতেছেন। আল্লার পথে যুদ্ধ করার অর্থ ধর্ম্ম ও আত্মরক্ষা করিবার জন্য আক্রমণশীল শত্রুর বিরুদ্ধে ধর্ম্মযুদ্ধ করা।—কোঃ ২—১৯০ আয়ত তুলতব্য।

ধর্ম্মযুদ্ধের আবশ্যকতা।—সাধারণতঃ যুদ্ধবিগ্রহ জগতের পক্ষে অনিষ্টকর বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকে। আল্লার প্রিয় সৃষ্টি মানব জাতির ধ্বংস সাধনের জন্য অস্ত্র ব্যবহার স্থূলদৃষ্টিতে সত্যই বিসদৃশ বোধ হয় ; এইজন্য কোরান শরিফে যুদ্ধের আদেশ বিদ্যমান থাকা নিবন্ধন কেহ কেহ ইসলামের প্রতি দোষারোপ করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন। কিন্তু কোরান শরিফের যুদ্ধ-বিষয়ক আয়ত-সমূহ অবতারণের কারণ এবং উহার উদ্দেশ্য, লক্ষ্য ও বিধি-নিষেধের প্রতি লক্ষ্য করিলে সহজেই ঐ ভ্রম অপনোদিত হইতে পারে। যুদ্ধ দুই প্রকার—ধর্ম্মযুদ্ধ ও অধর্ম্মযুদ্ধ। অন্যায়ভাবে অপরের রাজ্য দেশ বা ধন-সম্পত্তি আত্মসাৎ করিবার জন্য যে যুদ্ধ করা হয়, তাহাকে অন্যায় বা অধর্ম্মযুদ্ধ বলে। ইহা বিশ্বাসীদের পক্ষে নিশ্চয়ই অনিষ্টকর ; সুতরাং এরূপ যুদ্ধ সর্ব্বোতোভাবে নিষিদ্ধ। পক্ষান্তরে ন্যায়ধর্ম্ম ও আত্মরক্ষা করিবার জন্য যে যুদ্ধের আবশ্যক হয়, উহাকে ধর্ম্মযুদ্ধ বা 'জেহাদ' বলে। কোরান শরিফে 'জেহাদ' বা ধর্ম্ম যুদ্ধেরই আদেশ প্রদত্ত হইয়াছে। পাপীর পাপ-প্রবাহ ও অত্যাচারীর অত্যাচার-স্রোত নিবারণ করিয়া জগতের শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য সময় সময় এরূপ যুদ্ধে লিপ্ত হওয়া অপরিহার্য্য হইয়া পড়ে। এরূপ যুদ্ধ মানব জাতির পক্ষে বিশেষ কল্যাণকর ; কিন্তু এরূপ যুদ্ধও সম্পূর্ণ নির্লিপ্ত ভাবে আল্লার আদেশ পালন করিবার সাধু উদ্দেশ্য অন্তরে নিহিত থাকা একান্ত আবশ্যক ; নচেৎ ধর্ম্ম-যুদ্ধে পুণ্যলাভ করিতে পারিবে না। হজরত রসুলোল্লাহ্ বলিয়াছেন,—"যে ব্যক্তি স্বীয় বীরত্ব প্রদর্শন অথবা সুনাম অর্জ্জনের উদ্দেশ্যে সংগ্রামে লিপ্ত হইবে, সে 'মোজাহেদ' নহে। কিন্তু যে ব্যক্তি আল্লার আদেশ পালনের জন্য যুদ্ধে অবতীর্ণ হইবে, সেই প্রকৃত 'মোজাহেদ'।" 'মোজাহেদ' অর্থ ধর্ম্মযোদ্ধা।—তঃ হক্কানী।

নিশ্চয় আল্লাহ শ্রবণকারী মহাজ্ঞানী।
২৪৫। কে সে—যে আল্লাহকে উত্তম ঋণে
ঋণ প্রদান করে? অনন্তর তিনি উহাকে
তাহার জন্য দ্বিগুণ—বহুগুণ বর্দ্ধিত
করেন; এবং আল্লাহ্ই সঙ্কীর্ণ করেন ও
প্রশস্ত করেন; এবং তাঁহারই দিকে
তোমাদিগকে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে হইবে।
২৪৬। তুমি কি মুসার পরে এসরাইল-
বংশীয় প্রধানগণের প্রতি লক্ষ্য কর
নাই—যখন তাহারা স্বীয় নবী'কে
বলিয়াছিল—যে, আমাদের জন্য অধিপতি
নিযুক্ত কর—যাহাতে আমরা আল্লার পথে
সংগ্রাম করিতে পারি? সে বলিয়াছিল,
ইহা সম্ভবপর নহে যে, যখন তোমাদের
জন্য যুদ্ধ বিধিবদ্ধ হইবে তখন তোমরা
যুদ্ধ করিবে না? তাহারা বলিয়াছিল,

اِنَّ اللّٰهَ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ۝ ٢٤٥- مَنْ
ذَا الَّذِيْ يُقْرِضُ اللّٰهَ قَرْضًا حَسَنًا
فَيُضٰعِفَهٗ لَهٗۤ اَضْعَافًا كَثِيْرَةً ط وَاللّٰهُ
يَقْبِضُ وَيَبْصُۜطُ وَاِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ ۝
٢٤٦- اَلَمْ تَرَ اِلَى الْمَلَاِ مِنْ بَنِيْۤ
اِسْرَآئِيْلَ مِنْۢ بَعْدِ مُوْسٰى م اِذْ قَالُوْا
لِنَبِيٍّ لَّهُمُ ابْعَثْ لَنَا مَلِكًا نُّقَاتِلْ
فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ط قَالَ هَلْ عَسَيْتُمْ
اِنْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ اَلَّا تُقَاتِلُوْا ط

২৪৫। যুদ্ধের জন্য শুধু যে ধর্ম্মবল, আত্মবিশ্বাস, সাধু উদ্দেশ্য শারীরিক শক্তিই একমাত্র অবলম্বন তাহা নহে। উহার জন্য যথেষ্ট অস্ত্র-শস্ত্র, সাজ-সজ্জা ও খাদ্য-শস্যের প্রয়োজন এবং তজ্জন্য অর্থের সংস্থান একান্ত আবশ্যক; অতএব এই আয়তে আল্লাহতা'লা মুসলমানদিগকে ধর্ম্মযুদ্ধে ধন-সম্পদ ব্যয় করিবার জন্য প্রলুব্ধ ও উৎসাহিত করিতেছেন।

আরাধনা দুই প্রকার—শারীরিক ও আর্থিক। নামাজ, রোজা প্রভৃতি শারীরিক এবং জাকাত ফেৎরা ও দান প্রভৃতি আর্থিক আরাধনা। উভয় প্রকার আরাধনাতেই অসীম পুণ্য আছে। ধর্ম্ম যুদ্ধে ধন-সম্পদ ব্যয় করাও অতি উত্তম পুণ্যজনক আর্থিক আরাধনা।

কারদ।—শব্দের ধাতুগত অর্থ ঋণ অথবা কর্ত্তন। কিন্তু উহার ঋণ অর্থ গ্রহণ করিলে বুঝা যায়—যেন আল্লাহ্ ঋণ গ্রহণের প্রস্তাব করিতেছেন। কিন্তু আল্লার পক্ষে ঋণ গ্রহণ নিষ্প্রয়োজন। কারণ বিশ্ব-জগতের সমস্ত সম্পদই তাঁহার এবং তিনি কাহারও নিকট প্রার্থী বা কোন বিষয়ে অভাবগ্রস্ত নহেন। এইজন্য কেহ কেহ উহার অর্থে 'ঋণ' শব্দ গ্রহণ না করিয়া 'কর্ত্তন' এবং মর্ম্মার্থে 'অংশ' শব্দ গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু উদ্দেশ্য সকলেরই এক। আয়তের প্রকৃত মর্ম্ম এই যে, আল্লাহতা'লা মুসলমানদিগকে ধর্ম্মযুদ্ধে যথেষ্ট ধন-সম্পদ ব্যয় করিবার জন্য উৎসাহিত করিয়া পরলোকে তাহাদিগকে উহার বিনিময়ে বহুগুণ সুখ-সম্পদ দান করিবার আশ্বাস প্রদান করিতেছেন এবং সঙ্গে সঙ্গে একথাও বলিয়া দিতেছেন যে, ধন-সম্পদ প্রদান বা প্রতিগ্রহণ করিয়া তোমাদের অবস্থা স্বচ্ছল বা সঙ্কীর্ণ করা সম্বন্ধে আমরাই সম্পূর্ণ অধিকার। অতএব তোমরা আমার নির্দ্দেশের ব্যতিক্রম করিও না। কারণ অবশেষে তোমাদের সকলকেই আমার সমক্ষে উপস্থিত হইয়া স্ব স্ব কৃতকর্ম্মের ফলভোগ করিতে হইবে।

২৪৬। এই আয়তে আল্লাহতা'লা ধর্ম্ম যুদ্ধে বিচলিত-চিত্ত মুসলমানদিগকে লক্ষ্য করিয়া এসরাইল বংশীয়দের প্রতি অবতারিত যুদ্ধের আদেশ এবং অল্পসংখ্যক লোক ব্যতীত তাহাদের দ্বারা সেই আদেশ প্রতিপালিত না হইবার সংবাদ প্রদান করিতেছেন; সম্ভবতঃ হজরত ঈসার আবির্ভাবের এগার শত বৎসর পূর্ব্বে শাম দেশে এই ঘটনা সংঘটিত হইয়াছিল।

এবং যখন আমরা স্বীয় বাসগৃহ ও স্বীয় সন্তানগণ দ্বারা বিতাড়িত হইয়াছি তখন আমরা কেন আল্লার পথে সংগ্রাম করিব না? অনন্তর যখন তাহাদের প্রতি যুদ্ধ বিধিবদ্ধ হইল তখন তাহাদের অল্পসংখ্যক ব্যতীত পশ্চাৎপদ হইয়াছিল; এবং আল্লাহ অত্যাচারীদিগকে পরিজ্ঞাত আছেন। ২৪৭। এবং তাহাদিগকে তাহাদের নবী বলিয়াছিল—নিশ্চয়ই আল্লাহ তালুতকে তোমাদের অধিপতি নিযুক্ত করিয়াছেন; তাহারা বলিয়াছিল, কিরূপে আমাদের উপর তাহার আধিপত্য হইতে পারে এবং তাহার অপেক্ষা রাজত্বে আমাদেরই সমধিক অধিকার এবং তাহাকে প্রচুর ধন প্রদত্ত হয় নাই; সে বলিয়াছিল—নিশ্চয় আল্লাহ

قَالُوْا وَمَا لَنَآ اَلَّا نُقَاتِلَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ
وَقَدْ اُخْرِجْنَا مِنْ دِيَارِنَا وَاَبْنَآئِنَا ط
فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ تَوَلَّوْا اِلَّا
قَلِيْلًا مِّنْهُمْ ط وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ بِالظّٰلِمِيْنَ ○
٢٤٧- وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ اِنَّ اللّٰهَ
قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوْتَ مَلِكًا ط قَالُوْآ
اَنّٰى يَكُوْنُ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنَا وَنَحْنُ
اَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً
مِّنَ الْمَالِ ط قَالَ اِنَّ اللّٰهَ اصْطَفٰهُ

বাইবেল পাঠে জানা যায় যে, ইস্রাইল-বংশীয়েরা মিসর হইতে পলায়ন-কালে অমালিকগণ কর্তৃক অতি অন্যায়ভাবে নির্য্যাতিত ও নিহত হয় এবং সেই অত্যাচারের প্রতিশোধ দিবার জন্যই তাহারা যুদ্ধের আদেশ প্রার্থনা করে। ইহার প্রমাণ স্বরূপ হজরত শমুয়েল যুদ্ধযাত্রী ইস্রাইল-বংশীয়দিগকে সম্বোধন করিয়া যাহা বলিয়াছিলেন তাহা উল্লেখিত হইতে পারে। যথা—"বাহিনী-গণের সদাপ্রভু এই কথা কহেন, ইস্রাইলের প্রতি অমালিক যাহা করিয়াছিল, মিসর হইতে উহার আসিবার সময়ে সে পথের মধ্যে উহার বিরুদ্ধে যে ঘাঁটি বসাইয়াছিল, তাহা আমি লক্ষ্য করিয়াছি।"—১ শমূঃ ১৫—২।

ইস্রাইল-বংশীয়দের গৃহ হইতে বিতাড়িত হওয়া এবং শত্রু কর্তৃক তাহাদের সন্তান-সন্ততি নিহত হওয়ার বিষয় বাইবেলেও বর্ণিত আছে। অমালিকদিগের দ্বারাই ঐ অন্যায় অত্যাচার সংঘটিত হইয়াছিল।—১ শমূঃ ১৫—৩৩ ও ১৭—১ দ্রষ্টব্য।

পবিত্র কোরানে ইস্রাইলীযগণ কর্তৃক অধিপতি নিয়োগের যে প্রার্থনা আছে, তৎসম্বন্ধে বাইবেলের উক্তি **এইরূপ**:—"আমাদের এক জন রাজা চাই; * * আমাদের রাজা আমাদের বিচার করিবেন ও আমাদের অগ্রগামী হইয়া যুদ্ধ করিবেন।"—১ শমূঃ ৮—১৯, ২০।

২৪৭। **তালুত**—'তাল' হইতে নিষ্পন্ন; উহার অর্থ উচ্চ। বাইবেলে ইনি শৌল নামে অভিহিত হইয়াছেন। কোন কোন তফসীরকার বলেন যে, তালুতের প্রকৃত নাম শৌল-ই ছিল; তালুত তাঁহার উপাধি। তিনি সাধারণ মানুষ অপেক্ষা একটু দীর্ঘাকৃতি ছিলেন বলিয়া তালুত উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। আবার কেহ কেহ বলেন যে, এস্থলে মূল হিব্রু হইতেই তালুত নাম গৃহীত হইয়াছে, আরব্য উচ্চারণে সামান্য ব্যতিক্রম ঘটিয়াছে মাত্র।

আলোচ্য আয়তে বর্ণিত হইয়াছে যে, হজরত শমুয়েল তালুতকে ইস্রাইল-বংশীয়দের অধিপতি মনোনীত করায় তাহারা অত্যন্ত আপত্তি করিয়াছিল; কিন্তু বাইবেলের বিস্তৃত বর্ণনায় এই আপত্তির

عَلَيْكُمْ وَزَادَهٗ بَسْطَةً فِى الْعِلْمِ
وَالْجِسْمِ ط وَاللّٰهُ يُؤْتِيْ مُلْكَهٗ
مَنْ يَّشَآءُ ط وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ ○
٢٤٨- وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ اِنَّ اٰيَةَ مُلْكِهٖٓ
اَنْ يَّاْتِيَكُمُ التَّابُوْتُ فِيْهِ سَكِيْنَةٌ مِّنْ
رَّبِّكُمْ وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ اٰلُ مُوْسٰى

তোমাদের জন্য তাহাকেই মনোনীত করিয়াছেন এবং তিনি তাহাকে জ্ঞান ও দৈহিক বলে আধিক্য প্রদান করিয়াছেন; এবং আল্লাহ যাহাকে ইচ্ছা স্বীয় রাজত্ব প্রদান করেন; এবং আল্লাহ প্রশস্ত মহা-জ্ঞানী। ২৪৮। এবং তাহাদিগকে তাহাদের নবী বলিয়াছিল—তাহার আধিপত্যের নিশ্চিত নিদর্শন এই যে, তোমাদের নিকট একটি সিন্দুক উপনীত হইবে—যাহার মধ্যে তোমাদের প্রতিপালকের নিকট হইতে শান্তি এবং অন্যান্য বিষয়

উল্লেখ নাই। তবে বাইবেলোক্ত শৌলের কয়েকটী বাক্য ইস্রাইল-বংশীয়দের ঐরূপ আপত্তি করা যে সত্য ঘটনা, তাহার নিঃসন্দেহ প্রমাণ পাওয়া যায়।—১ শমূঃ ১—১২ ও ২১—১৭ দ্রষ্টব্য।

২৪৮। অবাধ্য ইহুদীরা তালুতের আধিপত্য স্বীকার করিতে সম্মত না হওয়ায় হজরত শমূয়েল তাঁহার অধিপতি হইবার উপযোগী নিদর্শন বর্ণনা করেন। প্রথমে তালুতের জ্ঞান ও শারীরিক শক্তির উল্লেখ করিলেও যখন তাহারা বশীভূত হইল না তখন তিনি এসরাইল বংশীয়দিগকে হজরত মুসার নিদর্শন-সংবলিত আল্লার শান্তি ও করুণাপূর্ণ সিন্দুক-প্রাপ্তির সুসংবাদ প্রদান করেন। সম্ভবতঃ ইহাতেই তাহারা তালুতের আধিপত্য স্বীকার করিয়া লয়।

প্রাচীন তফসীরকারগণ অন্য কোনরূপ বিশেষ গবেষণা না করিয়াই বলিয়া গিয়াছেন যে, হজরত মুসা তুর পর্ব্বতে আল্লার আদেশ ও নিদর্শনপূর্ণ যে সিন্দুক পাইয়াছিলেন, ইহা সেই সিন্দুক। অধিকন্তু উহার মধ্যে হজরত মুসার যষ্টি ও বস্ত্র সংরক্ষিত ছিল। কিন্তু বাইবেলের বর্ণনা ইহার বিপরীত। শমূয়েলের ১ম কেতাবে লিখিত হইয়াছে যে, ইহুদীরা পথভ্রষ্ট এবং দেব-দেবী ও মূর্ত্তি-পূজক হইবার পর পলেষ্টিয়দের সহিত তাহাদের যুদ্ধ উপস্থিত হয়। সেই যুদ্ধে পলেষ্টিয়রা জয়লাভ করে এবং ইস্রাইলীয়দের চারি সহস্র লোক নিহত হয়। অনন্তর এস্রাইলীয় দলপতিরা পরাজয়ের কারণ বুঝিতে না পারিয়া সদাপ্রভুর নিয়ম-পুস্তক আনাইবার জন্য শিলোতে দূত পাঠাইয়া দেয়। ইহার পরবর্ত্তী ঘটনা সম্বন্ধে বাইবেলের বর্ণনা এইরূপঃ—"পরে যখন সদাপ্রভুর নিয়ম-সিন্দুক শিবিরে উপস্থিত হইল তখন সমস্ত ইস্রাইল এমন মহা সিংহনাদ করিয়া উঠিল যে, পৃথিবী কাঁপিতে লাগিল। তখন পলেষ্টিয়রা ঐ সিংহনাদ শুনিয়া জিজ্ঞাসা করিল, ইব্রীয়দের শিবিরে মহাসিংহনাদ ধ্বনি হইতেছে কেন? পরে তাহারা বুঝিল, সদাপ্রভুর নিয়ম-সিন্দুক শিবিরে আসিয়াছে। তখন পলেষ্টিয়রা ভীত হইয়া কহিল, শত্রু শিবিরে ঈশ্বর আসিয়াছেন। হায় হায়, ইহাদের হস্ত হইতে কে আমাদিগকে রক্ষা করিবে? ইহারা সেই পরাক্রমী লোক—যাহারা প্রান্তরে সর্ব্বপ্রকার আঘাতে মিসরীয়দিগকে বধ করিয়াছিল। হে পলেষ্টিয়গণ, বলবান হও, পুরুষত্ব দেখাও, যুদ্ধ কর! ইব্রীয়েরা যেরূপ তোমাদের দাস হইয়াছে, তদ্রূপ তোমরা তাহাদের দাস হইও না। তখন পলেষ্টিয়েরা ঘোরতর যুদ্ধ করিল; ইস্রাইল আহত হইয়া পলায়ন করিল; আর অতি মহাসংহার হইল; ইস্রাইলের ত্রিশ সহস্র লোক মারা পড়িল; আর ঈশ্বরের সিন্দুক শত্রু হস্তগত হইল।"—১ শমূঃ ৪—৫ হইতে ১১।

অনন্তর এই সিন্দুকের প্রভাবে উভয় পক্ষে ভয়ানক মহামারী আরম্ভ হইল। ইস্রাইলীয়দের চল্লিশ বৎসরের 'কাহেন' (এমাম বা প্রধান বিচারক) এলি—যাহার নিকট ঐ সিন্দুক রক্ষিত ছিল, তিনি সিন্দুক হস্তচ্যুতির কথা শুনিয়া আসন হইতে পড়িয়া গিয়া ঘাড় ভাঙ্গিয়া মারা গেলেন। তাঁহার দুই

যাহা মুসার সম্প্রদায় ও হারুণের সম্প্রদায় পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছে—ফেরেশ্‌তাগণ উহা বহন করিয়া আনিবে; তোমরা যদি বিশ্বাস-স্থাপনকারী হও তবে উহার মধ্যে নিশ্চয় তোমাদের জন্য নিদর্শন রহিয়াছে।

وَاٰلُ هٰرُوْنَ تَحْمِلُهُ الْمَلٰٓئِكَةُ ط اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ع

৩৩শ রুকু—সত্যের জন্য সংগ্রামের আবশ্যকতা

২৪৯। অনন্তর যখন তালুত সৈন্যদল-সহ বহির্গত হইয়াছে তখন সে বলিয়াছিল, নিশ্চয় আল্লাহ একটী নদী দ্বারা

٢٤٩- فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوْتُ بِالْجُنُوْدِ لا قَالَ اِنَّ اللّٰهَ مُبْتَلِيْكُمْ بِنَهَرٍ ج فَمَنْ

পুত্র পূর্ব্বেই যুদ্ধে নিহত হইয়াছিল। সুতরাং সিন্দুকের সঙ্গে সঙ্গে উহার প্রতাপও চলিয়া গিয়াছে মনে করিয়া ইহুদীরা হীন ও দুর্ব্বল হইয়া পড়িল। অন্য দিকে সিন্দুক ঘরে নিয়া রাখায় পলেষ্টীয়দের প্রধান দাগোন দেবের মুণ্ড ও হস্তদ্বয় আশ্চর্য্যভাবে ছিন্ন হইয়া সে মারা গেল। পলেষ্টীয়দের মধ্যে মহামারী আরম্ভ হইয়া তাহারা দলে দলে মরিতে লাগিল। অতঃপর ঐ সিন্দুক যেখানে প্রেরিত হইল, সেইখানেই ভয়াবহ মহামারী আরম্ভ হইতে লাগিল। তখন নিরুপায় হইয়া পলেষ্টীয়রা যাহাদের সিন্দুক তাহাদের নিকট ফেরৎ পাঠাইয়া দিল। পাঠাইবার সময়ে সিন্দুকের উপর শুধু দৃষ্টিপাত করার জন্য পঞ্চাশ হাজার লোকের অপমৃত্যু ঘটিল। ইহাই বাইবেলের বর্ণনার সার মর্ম্ম।—১ শমুঃ ৪ ও ৫ অধ্যায়।

উপরোক্ত ঘটনার সহিত কোরান শরিফের বর্ণনার কোনই সামঞ্জস্য নাই; কারণ ইহা হজরত শমুয়েল ও তালুতের বহু পূর্ব্ববর্ত্তী ঘটনা। যদি তালুত কর্ত্তৃক পলেষ্টীয় অমালিকদিগের নিকট হইতে উক্ত সিন্দুকের উদ্ধার সাধিত হইত, তবেই পবিত্র কোরানোক্তির সহিত বাইবেলের বর্ণনার সামঞ্জস্য পরিলক্ষিত হইত। বিশেষতঃ কোরানে উক্ত হইয়াছে যে, ফেরেশ্‌তাগণ উক্ত সিন্দুক উত্তোলন করিবেন; কিন্তু বাইবেলে লিখিত আছে যে, দুইটি গাভী উহা এস্রাইলীয়দের নিকট টানিয়া লইয়া গিয়াছিল। হক্কানী-প্রণেতা আল্লামা আবদুল হক সাহেব বাইবেলের বর্ণনার অসামঞ্জস্য প্রদর্শন পূর্ব্বক প্রাচীন তফসীরকারগণের মত সমর্থন করিয়াছেন। ফলতঃ শমুয়েল নবীর কেতাব যেরূপ পরস্পর বিরোধী বিক্ষিপ্ত বাক্যে পরিপূর্ণ, তাহাতে উহা কিছুতেই বিশ্বাস করা যাইতে পারে না। বিশেষতঃ ঐ কেতাব কে লিখিয়াছে, এ পর্য্যন্ত তৎসম্বন্ধে কোনই স্থির সিদ্ধান্ত হয় নাই। এজন্য অনেক নিরপেক্ষ খৃষ্টানও স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছেন যে, শমুয়েল নবীর কেতাবের বহু ঘটনা বিক্ষিপ্ত ও পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে। সুতরাং সকল দিক দিয়া বিবেচনা করিলে কোরান শরিফের উক্তই যে সত্য, তাহাতে কোনই সন্দেহ থাকে না।

নব্য তফ্‌সীরকার মৌলবী মহম্মদ আলী সাহেব বাইবেলের বর্ণনার সত্যতায় সন্দেহ করিলেও এই আয়তের ব্যাখ্যায় ভিন্ন পন্থা অবলম্বন করিয়াছেন। তিনি বলেন যে, 'তাবুত' অর্থ সিন্দুক হইলেও এস্থানে উহার মর্ম্ম অন্তঃকরণ; 'সকিনা' অর্থ সুসংবাদ বা অনুগ্রহ এবং "হজরত মুসা ও হারুনের সম্প্রদায়ের নিদর্শন" অর্থ তাঁহাদের আদর্শ ধর্ম্ম-নীতি। তিনি আরব্য বাক্-ধারা ও শব্দ-প্রয়োগ প্রণালীর একাধিক উপমা উল্লেখ করিয়া স্বীয় মত সমর্থন করিয়াছেন। তিনি আরও বলেন যে, ভবিষ্যতে শৌলের নবুয়ত প্রাপ্তি (১ শমুঃ ১০—১০) এবং তৎকর্ত্তৃক ধর্ম্মহীন, অবনত ও দুর্ব্বল ইহুদী জাতির মধ্যে হজরত মুসার আদর্শে পরাক্রমপূর্ণ সত্যধর্ম্ম প্রচারের ভবিষ্যদ্বাণীই এই আয়তে পরিব্যক্ত হইয়াছে।—তঃ মঃ।

২৪৯। অনন্তর তালুত অমালিকদের বিরুদ্ধে সসৈন্যে বহির্গত হইয়া একটি অগভীর নদীর নিকটে উপস্থিত হইলেন। এই যুদ্ধাভিযানে এসরাইল-বংশীয় সমস্ত যুদ্ধক্ষম পুরুষই পূর্ব্ব পরাজয়ের

শَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي ۚ وَمَنْ لَّمْ
يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّيٓ إِلَّا مَنِ اغْتَرَفَ
غُرْفَةً بِيَدِهِ ۚ فَشَرِبُوا مِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا
مِّنْهُمْ ۗ فَلَمَّا جَاوَزَهُ هُوَ وَالَّذِينَ
آمَنُوا مَعَهُ ۙ قَالُوا لَا طَاقَةَ لَنَا الْيَوْمَ
بِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ ۚ قَالَ الَّذِينَ
يَظُنُّونَ أَنَّهُم مُّلَاقُو اللَّهِ ۙ كَم مِّن

তোমাদিগকে পরীক্ষা করিবেন; অতঃপর যে-কেহ উহা হইতে পান করিবে, পরে সে আমার নহে; এবং যে স্বীয় হস্ত দ্বারা অঞ্জলি পূর্ণ করিয়া লইবে—তদ্ব্যতীত যে উহা আস্বাদন না করিবে, পরে সে নিশ্চয়ই আমার; কিন্তু তাহাদের অল্প-সংখ্যক ব্যতীত উহা হইতে পান করিবে; অতঃপর যখন সে ও তাহার সঙ্গীয় বিশ্বাস-স্থাপনকারিগণ পারে উপনীত হইয়াছিল তখন তাহারা বলিয়াছিল যে, জালুত ও তাহার সেনাদলের বিরুদ্ধে আজ আমাদের শক্তি নাই; যাহাদের ধারণা ছিল যে, তাহারা নিশ্চয় আল্লার

প্রতিশোধ দিবার জন্য তালুতের সঙ্গী হইয়াছিল। বাইবেলে উক্ত হইয়াছে যে, দুই লক্ষ পদাতিক ও যিহুদার দশ সহস্র লোক এই যুদ্ধাভিযানে যোগদান করিয়াছিল।—১ শমুঃ ১৫—৪ পদ।

হজরত শমুয়েল তালুতকে যেরূপ ভীষণভাবে এই যুদ্ধ করিতে বলিয়াছিলেন, আমরা তৎসম্বন্ধে নিম্নে বাইবেলের বর্ণনা উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি। ইহার সহিত কোরানোক্ত যুদ্ধ সম্বন্ধীয় আয়তের তুলনা করিলেই পবিত্র কোরান ও আধুনিক বাইবেলের আদর্শ উত্তমরূপে উপলব্ধি করা যাইবে। বাইবেলের উক্তি এইরূপ:—"এখন তুমি গিয়া অমালিককে আঘাত কর ও তাহার যাহা কিছু আছে নিঃশেষে বিনষ্ট কর; কাহারও প্রতি দয়া করিও না; স্ত্রী ও পুরুষ, বালক ও বালিকা, স্তন্যপায়ী শিশু এবং গরু, মেষ, উষ্ট্র ও গর্দ্দভ সমস্তই বধ কর।"—১ শমুঃ ৫—৩ পদ।

তালুত ইহুদীদিগের জাতিগত অবাধ্যতা ও দুর্ব্বলতা উত্তমরূপে অবগত ছিলেন। সেইজন্য তিনি প্রখর রৌদ্রের সময়ে যখন ক্ষুধাতৃষ্ণা কাতর সৈন্যদলসহ একটি নদীর তীরে উপনীত হইলেন, তখন তাহাদের বাধ্যতা ও কষ্টসহিষ্ণুতা পরীক্ষা করিবার জন্য বলিলেন যে, যাহারা এই নদীর পানি পান করিবে তাহারা আমার সঙ্গী হইতে পারিবে না; কিন্তু যাহারা পান না করিবে তাহারাই আমার সহিত ধর্ম্মযুদ্ধে যোগদানের গৌরব লাভ করিতে পারিবে। ফলে অধিকাংশ সৈন্যই প্রচুর পানি পান করিয়া পেট ফুলিয়া সেইখানেই পড়িয়া রহিল এবং তালুত অল্পসংখ্যক অনুগত ও কষ্টসহিষ্ণু সৈন্যসহ প্রবল পরাক্রান্ত অমালিকদিগকে আক্রমণ করিয়া পরাজিত ও নিহত করিলেন।

কোরানোক্ত নদীর পরীক্ষার কথা বাইবেলে নাই বলিয়া খৃষ্টানেরা পবিত্র কোরানের প্রতি বিদ্রূপ কটাক্ষ করিতে কুণ্ঠিত হয় না। কিন্তু অন্য গ্রন্থের কোন কথা বাইবেলে না থাকিলেই যে তাহা মিথ্যা বা ভিত্তিহীন প্রতিপন্ন হইবে এরূপ ধারণা অন্ধবিশ্বাসী ত্রিত্ববাদী খৃষ্টানেই সম্ভবে। কোরান শরিফ অপরিবর্ত্তনীয় সত্য-গ্রন্থ; আর বাইবেল হইতেছে পরিবর্ত্তন ও পরিবর্জ্জনের অফুরন্ত ভাণ্ডার। পবিত্র কোরানের দুই-চারিটি মোজেজা-বিষয়ক আয়ত পাঠ করিয়া যে সকল খৃষ্টান উহার অসত্যতা বা অস্বাভাবিকতা প্রচারের জন্য অধীর হইয়া উঠে, আশ্চর্য্যের বিষয় নূতন ও পুরাতন বাইবেলের শত শত ভিত্তিহীন, অস্বাভাবিক ও লজ্জাকর বিক্ষিপ্ত কাহিনী পাঠ করিতে তাহাদের একটুও ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটে না! উপরে হজরত শমুয়েলের যে যুদ্ধাদেশ উদ্ধৃত হইয়াছে, উহা কি পয়গম্বরের বাক্য বলিয়া বিশ্বাস করা যায়? খৃষ্টানদের বহু প্রচারিত নিউ টেষ্টামেণ্টের মথিতে যীশু-মাতা মেরীর স্বামী—যোসেফের পিতার নাম জ্যাকব লিখিত হইয়াছে; কিন্তু লুকে লিখিত হইয়াছে যে, যোসেফের পিতার নাম হেলি ছিল। তবে কি যোসেফ দুই পিতার পুত্র ছিলেন? পবিত্র কোরান-নিন্দুক খৃষ্টান সমালোচকেরা ইহার কোন সদুত্তর দিতে পারেন কি?

فِئَةٍ قَلِيْلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيْرَةً بِاِذْنِ اللّٰهِ ؕ وَاللّٰهُ مَعَ الصّٰبِرِيْنَ ○

২৫০-وَلَمَّا بَرَزُوْا لِجَالُوْتَ وَجُنُوْدِهٖ قَالُوْا رَبَّنَآ اَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَّثَبِّتْ اَقْدَامَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ

সহিত সম্মিলিত হইবে তাহারা বলিয়াছিল, আল্লার আদেশে অনেক সময় ক্ষুদ্র-দল বৃহৎ-দলের উপরে পরাক্রান্ত হইয়াছে এবং আল্লাহ ধৈর্যশীলগণের সঙ্গী।

২৫০। এবং যখন তাহারা জালুত ও তাহার সেনাদলের বিরুদ্ধে বহির্গত হইয়াছিল তখন তাহারা বলিয়াছিল—হে আমাদের প্রতিপালক, আমাদের প্রতি ধৈর্য্য বর্ষণ কর ও আমাদের চরণ সুদৃঢ় কর এবং অবিশ্বাসী দলের উপর আমাদিগকে

২৫০। **জালুত**—ইহাও ঠিক তালুতের ন্যায় 'জা'লা' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন—জা'লা অর্থ নিহত। যুদ্ধে হত হইয়াছিল বলিয়াই তাহার জালুত নামকরণ করা হইয়াছে।

বাইবেলের বর্ণনা অনুসারে তালুত দুই লক্ষ দশ হাজার সৈন্যসহ পলেষ্টীয়দের বিরুদ্ধে অভিযান করিয়াছিলেন (১ শমূঃ ১—৪)। কিন্তু তিনি যখন বিশাল অমালিক-বাহিনীর সম্মুখীন হইয়া তাহাদিগকে আক্রমণের উদ্যোগ করিয়াছিলেন, তখন তাঁহার সঙ্গে মাত্র ছয় শত সৈন্য ছিল (১ শমূঃ ১৩—১৫)। এক্ষণে আমরা পবিত্র কোরানের প্রতি কটাক্ষ-বর্ষণকারী খৃষ্টান সমালোচকদিগকে জিজ্ঞাসা করিতে চাই যে, নদীর পরীক্ষায় জলপান-জনিত অবাধ্যতার জন্য যদি অধিকাংশ ইহুদী সৈন্য পরিত্যক্ত না হইবে, তবে দুই লক্ষ দশ হাজার সৈন্যের মধ্যে মাত্র ছয় শত ব্যতীত আর দুই লক্ষ নয় হাজার চারি শত সৈন্য কোথায় গেল? তৎপর পবিত্র কোরানে তালুত সেনাদলের সংখ্যাল্পতা-জনিত ভীতি এবং বিশ্বাসীদিগের ঐশী করুণার প্রতি বিশ্বাস এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে,—"আল্লার আদেশে অনেক সময় ক্ষুদ্র দল বৃহৎ-দলের উপর পরাক্রান্ত হইয়াছে" (২—২৮৯)। বাইবেলে বর্ণিত শৌল সৈন্যের উক্তিও ঠিক এইরূপ,—"কেননা অনেকের দ্বারা হউক অথবা অল্পের দ্বারা হউক, নিস্তার করিতে সদাপ্রভুর কোন প্রতিবন্ধক নাই" (১ শমূঃ ৪—৬)। সুতরাং বাইবেলে নদীর ঘটনার উল্লেখ না থাকিলেও উপরোক্ত তুলনায় নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হইতেছে যে, কোরানের বর্ণনা অতি সত্য। খৃষ্টানদিগের ইহাও লক্ষ্য করা উচিত যে, পবিত্র কোরান আধুনিক বাইবেলের বহু ভ্রান্ত বর্ণনার সংশোধক এবং লুপ্ত ঘটনার উদ্ধারকারী। যথাস্থানে এ বিষয় আরও বিস্তৃতরূপে আলোচিত হইবে।

অনন্তর বিশ্বাসী ও ভীত তালুত সৈন্যদল যেরূপে আল্লার সাহায্য ও করুণা প্রার্থনা করিয়াছিলেন, আলোচ্য আয়তে তাহাই বর্ণিত হইয়াছে। এই সাহায্য-প্রার্থনার কথা বাইবেলে অতি বিক্ষিপ্তভাবে বর্ণিত হইয়াছে, যথা—"এবং ইহারা তাহাদের সহিত যুদ্ধ করিল। তখন তাহারা সদাপ্রভুর কাছে ক্রন্দন করিয়া কহিল, আমরা পাপ করিয়াছি; আমরা সদাপ্রভুকে ত্যাগ করিয়া বালদেবগণের ও অষ্টারোৎ দেবীগণের সেবা করিয়াছি; কিন্তু এখন শত্রুগণের হাত হইতে আমাদিগকে উদ্ধার কর; আমরা তোমারই সেবা করিব" (১ শমূঃ ১২—১০, ১১)। ইহার পর পলেষ্টীয়রা যেরূপ ভীষণভাবে ইস্রায়েলদিগকে আক্রমণ করিয়াছিল, তাহা এইরূপে বর্ণিত হইয়াছে:—"পরে পলেষ্টীয়রা ইস্রায়েলের সহিত যুদ্ধ করিতে একত্র হইল; ত্রিশ সহস্র রথ, ছয় সহস্র অশ্বারোহী ও সমুদ্র-তীরস্থ বালুকার ন্যায় অসংখ্য সেনা আসিল। * * তখন ইস্রায়েল লোকেরা আপনাদিগকে বিপদগ্রস্ত দেখিল। শৌল এবং তাহার পশ্চাৎগামী লোক সকল কম্পান্বিত হইতে লাগিল" (১ শমূঃ ১৩—৫, ৬, ৭)। এই সময়ে শৌল অর্থাৎ তালুতের সঙ্গে মাত্র ছয় শত সৈন্য ছিল,—"তখন শৌল আপনার নিকটে বর্ত্তমান লোকদিগকে গণনা করিলেন; তাহারা অনুমান ছয় শত হইল" (১ শমূঃ ১৩—১৫)। এইরূপ অল্পসংখ্যক বিশ্বাসী সৈন্য যখন অসংখ্য শত্রুসৈন্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হইয়াছিল, তখন প্রচলিত বাইবেলে স্পষ্ট বর্ণনা না থাকিলেও তাহাদের পক্ষে আল্লার সাহায্য প্রার্থনা করা কি একান্তই স্বাভাবিক নহে?

الْكٰفِرِيْنَ ۞ ٢٥١ - فَهَزَمُوْهُمْ
بِاِذْنِ اللّٰهِ ۙ وَقَتَلَ دَاوٗدُ جَالُوْتَ
وَاٰتٰىهُ اللّٰهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهٗ
مِمَّا يَشَآءُ ط وَلَوْلَا دَفْعُ اللّٰهِ النَّاسَ
بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَّفَسَدَتِ الْاَرْضُ
وَلٰكِنَّ اللّٰهَ ذُوْ فَضْلٍ عَلَى
الْعٰلَمِيْنَ ○ ٢٥٢ - تِلْكَ اٰيٰتُ اللّٰهِ
نَتْلُوْهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ ط وَاِنَّكَ
لَمِنَ الْمُرْسَلِيْنَ ○

সাহায্য কর। ২৫১। অনন্তর আল্লার ইচ্ছায় তাহারা উহাদিগকে পরাস্ত করিয়াছিল এবং দাউদ জালুতকে নিহত করিয়াছিল এবং আল্লাহই তাহাকে রাজত্ব ও জ্ঞান দান করিয়াছিলেন এবং তিনি তাহাকে ইচ্ছানুযায়ী শিক্ষা প্রদান করিয়াছিলেন ; এবং যদি আল্লাহ এক দলকে অপর দলের দ্বারা প্রদমিত না করিতেন তবে নিশ্চয় পৃথিবী অশান্তিপূর্ণ হইত, কিন্তু আল্লাহ বিশ্বজগতের প্রতি অনুগ্রহকারী। ২৫২। এই সকল আল্লার নিদর্শন—তোমার নিকট ইহা সত্যরূপে পাঠ করিতেছি এবং নিশ্চয়ই তুমি রসুলগণের অন্তর্গত।

২৫১। তালুতের অনুগত অল্পসংখ্যক বিশ্বাসী সৈন্য যেরূপে অত্যাচারী ও প্রবল পরাক্রান্ত বিরাট অমালিক-বাহিনীকে পরাজিত ও বিধ্বস্ত করিয়াছিল, এই আয়তে তাহা উক্ত হইয়াছে। যুদ্ধে হজরত দাউদ কর্তৃক জালুত নিহত হয়। হজরত দাউদ তখন অল্পবয়স্ক বালক ছিলেন। বাইবেলে জালুতের হত্যাকাণ্ড এইরূপে বর্ণিত হইয়াছে—"পরে দাউদ আপন ঝুলিতে হাত দিয়া একখানা পাথর বাহির করিলেন এবং ফিঙ্গাতে পাক দিয়া ঐ পলেষ্টীয়ের কপালে আঘাত করিলেন। সেই পাথরখানা তাহার কপালে বসিয়া গেল এবং সে ভূমিতে অধোমুখ হইয়া পড়িল। * * দাউদ দৌড়িয়া ঐ পলেষ্টীয়ের পার্শ্বে দাঁড়াইয়া তাহার খড়্গ খুলিয়া তাহাকে বধ করিলেন এবং তাহার মাথা কাটিয়া ফেলিলেন।"—১ শমূঃ ১৭ অধ্যায়।

বাইবেলে জালুতের নাম গলিয়াৎ বীর লিখিত হইয়াছে। জালুতকে নিহত এবং পলেষ্টীয়দিগকে পরাজিত করিবার পর হজরত দাউদ আল্লার বিশেষ অনুগ্রহ লাভ করিয়া উত্তরকালে একজন খ্যাতনামা নবী হইয়াছিলেন।

আয়তের শেষাংশে আল্লাহতা'লা দেশের শান্তি স্থাপনের জন্য যুদ্ধের আবশ্যকতা ব্যক্ত করিয়া যুদ্ধে অনিচ্ছুক মুসলমানদিগকে উপদেশ দিয়াছেন। অধর্ম্ম-অনাচার ও অত্যাচার-অবিচার দমন করিয়া জগতে শান্তিপূর্ণ ধর্ম্মরাজ্য স্থাপন করাই এই যুদ্ধের প্রকৃত লক্ষ্য।

২৫২। ধর্ম্ম-যুদ্ধের আদেশ অবতীর্ণ হইবার পর অবিশ্বাসী কাফেরেরা প্রচার করিতেছিল যে, ধর্ম্ম প্রচার করাই নবীগণের কার্য্য ; কিন্তু যিনি যুদ্ধ-বিগ্রহে লিপ্ত হন তিনি আবার কিরূপ নবী? হজরত রসুলোল্লাহ্ এই কথা শুনিয়া মনে মনে ক্ষুণ্ণ হইয়াছিলেন। তাই আল্লাহতা'লা তাঁহাকে সান্ত্বনা প্রদান পূর্ব্বক পূর্ব্ববর্ত্তী নবীগণের যুদ্ধ-বিগ্রহের বিবরণ ব্যক্ত করিয়া বলিতেছেন যে, যুদ্ধে লিপ্ত হওয়া নবীগণের পক্ষে অভিনব অথবা অন্যায় কার্য্য নহে। অধর্ম্ম ও অত্যাচার দমনের জন্য পূর্ব্ববর্ত্তী নবীগণও এরূপ যুদ্ধে লিপ্ত হইয়াছিলেন। অতএব তুমি অবিশ্বাসীদের বাক্যে কর্ণপাত করিও না। আমি তোমার নিকট নবীগণের যুদ্ধ সম্বন্ধে যাহা ব্যক্ত করিয়াছি, তাহা অতি সত্য ঘটনা এবং নিশ্চয়ই তুমি আমার রসুলগণের অন্তর্গত প্রিয়তম নবী।

তৃতীয় পারা—তেল্‌কার্‌-রোসুল

২৫৩। এই সকল রসুল—আমি যাহাদের কাহারও উপর কাহাকে শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করিয়াছি, তাহাদের মধ্যে কাহারও সহিত আল্লাহ কথা বলিয়াছেন এবং তাহাদের কাহাকেও পদ-মর্য্যাদায় সমুন্নত করিয়াছেন এবং আমি মরিয়ম-নন্দন ঈসাকে প্রকাশ্য নিদর্শনাবলী দান করিয়াছি এবং তাহাকে পবিত্রাত্মা-যোগে সাহায্য করিয়াছি; এবং আল্লাহ যদি ইচ্ছা করিতেন, তবে তাহাদের

২৫৩-تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ
عَلٰى بَعْضٍ مِنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللّٰهُ
وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجٰتٍ ط وَاٰتَيْنَا
عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنٰتِ وَاَيَّدْنٰهُ
بِرُوحِ الْقُدُسِ ط وَلَوْ شَاءَ اللّٰهُ

২৫৩। আল্লাহতা'লা তাঁহার প্রিয়তম নবী হজরত মোহাম্মদ মোস্তফার গৌরব ও শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা করিয়া এই আয়াত অবতরণ করিয়াছেন। যে সকল অবিশ্বাসী কাফের এবং ইহুদী ও খ্রীষ্টান হজরত রসুলোল্লার ধর্ম্মনীতি, যুদ্ধ বিগ্রহ ও ক্রিয়া কলাপ লইয়া বিরুদ্ধ আলোচনা করিত এবং পূর্ব্বতন নবীগণের গৌরব ও দৃষ্টান্ত উল্লেখ করিয়া তাঁহার অগৌরব ও হীনতা প্রতিপন্ন করিতে প্রয়াসী হইত, এই আয়তে তাহাদিগের উক্তি ও যুক্তি সম্পূর্ণরূপে খণ্ডিত হইয়াছে। ইহুদীগণ বলিত যে, হজরত মুসা এসরাইল বংশের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নবী এবং হজরত দাউদ তাহাদের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সংস্কারক ও শক্তিমান পুরুষ ছিলেন। পক্ষান্তরে খ্রীষ্টানেরা বলিত যে, মরিয়ম নন্দন হজরত ঈসার গৌরব ও শ্রেষ্ঠত্বই সকলের উপরে। অবিশ্বাসী আরবেরা অন্ধভাবে ঐ সকল কথারই প্রতিধ্বনি করিত। তাই আল্লাহতা'লা বলিতেছেন যে, আমি ঐ সকল নবীর এক এক জনকে এক এক বিষয়ে অপরের উপর শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করিয়াছি; কিন্তু আমার প্রিয় রসুলের গৌরব ও শ্রেষ্ঠত্ব সর্ব্ব-বিষয়ে এবং সকলের উপরে। যেমন কোরান শরিফে উক্ত হইয়াছে—"নিশ্চয় আমি তোমাকে বিশ্ব জগতের প্রতি অনুগ্রহ স্বরূপ ব্যতীত প্রেরণ করি নাই" (কোঃ ২১—১০৭) এতদ্ভিন্ন তিনি "জগদ্বাসীর উজ্জ্বল প্রদীপ", "মানব কুলের পথ প্রদর্শক" প্রভৃতি মর্ম্মের বহু গৌরবাত্মক উপাধিতে বিভূষিত হইয়াছেন। পক্ষান্তরে নূতন বাইবেলের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ 'ত্রাণকর্ত্তা' যীশু স্বয়ং বলিতেছেন—"আমি এসরাইল কুলের হারান মেষ-শাবকগণের প্রতি ব্যতীত প্রেরিত হই নাই" (নিউ টেষ্টামেণ্ট)। এইরূপ হজরত মুসা, হারুন, শমুয়েল ও দাউদ প্রভৃতি নবীগণ সকলেই পথ হারা এসরাইলীয় মেষ-পালের পথ প্রদর্শক নবী ছিলেন। অথচ হজরতের অনুগামী মোস্‌লেমদিগকে আল্লাহ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সম্প্রদায় নামে অভিনন্দিত করিয়াছেন, যথা—"তোমরা শ্রেষ্ঠতম সম্প্রদায়—মানব কুলের মুক্তির জন্য সমুদ্ভূত হইয়াছ" (তঃ—১০৫)। পক্ষান্তরে ইহুদী খ্রীষ্টানদিগকে তাহাদের 'ত্রাণকর্ত্তা' যীশু স্বয়ং "সাপের বংশ সাপ", "খল ও ক্রুর" প্রভৃতি যে সকল মধুর বিশেষণে বিভূষিত করিয়াছেন, তাহা উল্লেখ করিলে বোধ হয় সমগ্র খ্রীষ্টান জাতি লজ্জায় নতশির হইতে বাধ্য হইবে।

আলোচ্য আয়তে হজরত মুসা, হজরত দাউদ ও হজরত ঈসা—ইহুদী এবং খ্রীষ্টান জাতির এই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নবীত্রয়ের প্রতি লক্ষ্য করা হইয়াছে। আল্লাহ বলিতেছেন যে, ইহারা প্রত্যেকেই কোন একটী বিশেষ বিষয়ে শ্রেষ্ঠ ও গৌরবান্বিত ছিলেন। হজরত মুসার গৌরব ও শ্রেষ্ঠত্ব এই জন্য যে, তিনি বর্ণনাতীত রহস্য যবনিকার অন্তরাল হইতে প্রত্যক্ষ ঐশী-বাণী শ্রবণ করিয়াছিলেন এবং তাহার ফলে মহাশক্তি লাভ করিয়া ভয়াবহ পরাক্রমপূর্ণ অলৌকিক নিদর্শন-সমূহ প্রদর্শন পূর্ব্বক এসরাইল বংশের অরাতিদিগকে ভীত সন্ত্রস্ত করিয়া ইহুদীদিগেকে উদ্ধার সাধন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

مَا اقْتَتَلَ الَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ مِّنْ
بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنٰتُ وَلٰكِنِ
اخْتَلَفُوا فَمِنْهُمْ مَّنْ اٰمَنَ وَمِنْهُمْ
مَّنْ كَفَرَ ط وَلَوْ شَاءَ اللّٰهُ مَا اقْتَتَلُوا قف
وَلٰكِنَّ اللّٰهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيْدُ ع

পরবর্ত্তিগণ তাহাদের নিকট প্রকাশ্য নিদর্শনাবলী আসিবার পরে তাহারা সংগ্রাম করিত না; কিন্তু তাহারা পরস্পর মত বিরোধ করিয়াছিল—যেহেতু তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ বিশ্বাস করিয়াছিল ও তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ অবিশ্বাস করিয়াছিল; এবং যদি আল্লাহ ইচ্ছা করিতেন, তবে তাহারা সংগ্রাম করিত না, পরন্ত আল্লাহ যাহা ইচ্ছা করেন তাহাই করিয়া থাকেন।

ইহুদীদিগের জন্য উত্তম নিয়ম-কানুন প্রবর্তনও তাঁহার অন্যতম গৌরবের পরিচায়ক। হজরত দাউদ অসাধারণ সামরিক শক্তি লাভ করিয়া ইহুদী জাতির শত্রুদিগকে পুনঃ পুনঃ পরাজিত করিয়াছিলেন এবং পরিশেষে একটী ইহুদী রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। হজরত ঈসা কেবলমাত্র 'রুহোল কুদুস' অর্থাৎ পবিত্র আত্মা জিবরিলের সাহায্যে শক্তিলাভ করিয়া সংসারে অনাসক্তি এবং আধ্যাত্মিকতায় পূর্ব্ববর্ত্তী নবীগণকে অতিক্রম করিয়াছিলেন। কিন্তু হজরত মোহাম্মদ মোস্তফা (সঃ) একাধারে ঐ সমস্ত গুণ-গরিমা ও শক্তি-সাধনার উচ্চতম আদর্শের অধিকারী ছিলেন। আল্লাহতা'লার 'কালাম' অর্থাৎ প্রত্যক্ষ ঐশী বাণী তিন প্রকারে শ্রবণ করা সম্ভব—"প্রথম 'ওহি' দ্বারা, দ্বিতীয় রহস্য-যবনিকার অন্তরাল হইতে এবং তৃতীয় ফেরেশ্‌তাগণের প্রমুখাৎ" (কোরান)। তন্মধ্যে হজরত মুসা তুর পর্ব্বতে আরোহণ করিয়া সাধারণ ভাবে রহস্য যবনিকার অন্তরালস্থিত ঐশী-বাণী শ্রবণ করিয়াছিলেন এবং হজরত ঈসা কেবল 'পবিত্র আত্মা' অর্থাৎ ফেরেশ্‌তার সাহায্যে ঐ প্রেরণা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু হজরত রসুলোল্লাহ ঐ প্রত্যক্ষ বাণী শ্রবণ করিয়াছিলেন আধ্যাত্মিকতার চরম সোপানে আরোহণ পূর্ব্বক অনন্ত ঐশী করুণার সমীপবর্ত্তী হইয়া। এতদ্ভিন্ন তিনি 'ওহি' এবং ফেরেশ্‌তা প্রমুখাৎ ও যে ঐশী-বাণী লাভ করিয়াছিলেন, পবিত্র কোরান ও হাদিসই তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ। সুতরাং আল্লার নির্দ্দেশিত তিন প্রকারের প্রত্যক্ষ ঐশী বাণী লাভ করিবার সৌভাগ্য হজরত রসুলোল্লাহ ব্যতীত আর কোন নবীরই হয় নাই। বিশেষতঃ হজরত মুসা স্বীয় জীবনে শত্রুদিগকে পরাজিত অথবা অবাধ্য ইহুদীদিগকে তাঁহার প্রবর্ত্তিত নিয়ম-কানুন ও আদর্শে অনুপ্রাণিত করিতে পারেন নাই। (লেবীয়, গণনা ও বিবরণ পুস্তক)। হজরত দাউদ বহু যুদ্ধ করিয়া একটী ইহুদী রাজ্য স্থাপন পূর্ব্বক স্বয়ং রাজপদে অভিষিক্ত হইয়াও শত্রুদিগকে পূর্ণ পরাজিত বা বশীভূত করিতে পারেন নাই। কিন্তু হজরত রসুলোল্লার আদেশে কয়েকটী ধর্ম্মযুদ্ধ সংঘটিত হইবার পরেই শত্রুকুল সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হইয়াছিল এবং প্রায় সমগ্র আরববাসী অরাতিকুল তৎপ্রবর্ত্তিত সত্য-ধর্ম্মের মহান পতাকামূলে আত্মসমর্পণ করিয়াছিলেন। হজরত ঈসার ধর্ম্ম নীতি ও আধ্যাত্মিক শিক্ষা তাঁহার অনুগামী ধীবর সম্প্রদায় এবং পরবর্ত্তী বিশ্বগ্রাসী অত্যাচারী শ্বেত সম্প্রদায়ের মধ্যে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হইয়াছে; কিন্তু হজরত রসুলোল্লার ধর্ম্ম নীতি ও উন্নত আধ্যাত্মিক শিক্ষা তাঁহার প্রাথমিক ও পরবর্ত্তী অনুগামীগণ কর্ত্তৃক অক্ষরে অক্ষরে প্রতিপালিত হইয়া আসিতেছে। আজ সমগ্র সভ্য জগৎ ইসলামী আদর্শে অনুপ্রাণিত। সুতরাং সকল দিক বিবেচনা করিয়া বিশ্ব-নবী হজরত রসুলোল্লার (সঃ) শ্রেষ্ঠত্ব ও গৌরব সম্বন্ধে পবিত্র কোরানে যাহা উক্ত হইয়াছে, কোন বিবেকবান ব্যক্তিই তাহা অস্বীকার করিতে পারিবেন না।

আয়তের প্রথমাংশে আল্লাহতা'লা অন্যান্য নবীগণের তুলনায় হজরতের শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণনা করিয়া সত্য-ধর্ম্ম গ্রহণে লোকের বিরোধ কলহ দর্শনে তিনি যাহাতে বিচলিত না হন, তজ্জন্য শেষাংশে তাঁহাকে প্রবোধ দান করিতেছেন। অর্থাৎ আল্লাহ বলিতেছেন—হে আমার প্রিয় নবী, সত্য-ধর্ম্ম

৩৪শ রুকু—ধর্ম্মে বল-প্রয়োগ নিষিদ্ধ

২৫৪। হে বিশ্বাস-স্থাপনকারিগণ, আমি তোমাদিগকে যে উপজীবিকা দান করিয়াছি, তাহা হইতে সেই দিন আসিবার পূর্ব্বে ব্যয় কর—যাহাতে ক্রয়-বিক্রয় হইবে না এবং বন্ধুত্ব নাই ও অনুরোধ নাই; এবং অবিশ্বাসীরাই অত্যাচারী। ২৫৫। সেই আল্লাহ ব্যতীত কোনই উপাস্য নাই—যিনি চির-জীবন্ত ও নিত্য-বিরাজমান; তন্দ্রা অথবা নিদ্রা তাঁহাকে আকর্ষণ করে না; নভোমণ্ডলে যাহা আছে ও ভূমণ্ডলে যাহা আছে তাহা তাঁহারই; এমন কে আছে যে

٢٥٤- يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَنْفِقُوْا
مِمَّا رَزَقْنٰكُمْ مِّنْ قَبْلِ اَنْ يَّاْتِيَ
يَوْمٌ لَّا بَيْعٌ فِيْهِ وَلَا خُلَّةٌ وَّلَا
شَفَاعَةٌ ط وَالْكٰفِرُوْنَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ ۝
٢٥٥- اَللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ج اَلْحَيُّ
الْقَيُّوْمُ ۚ لَا تَاْخُذُهٗ سِنَةٌ وَّلَا نَوْمٌ ط
لَهٗ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ط

প্রচারিত হইবার পরে যাহারা উহা গ্রহণ না করিয়া বিরোধ ও কলহ করিতেছে, তুমি তাহাদিগের কার্য্য-কলাপ লক্ষ্য করিয়া দুঃখিত বা বিচলিত হইও না। পূর্ববর্ত্তী নবীগণের সময়ে লোকের প্রার্থিত উজ্জল নিদর্শন-সমূহ প্রকাশিত হইবার পরেও তাহারা ঐরূপ বিরোধ ও সংগ্রাম করিত। অতএব হে নবী, তুমি স্বীয় কর্ত্তব্য পালন কর। পরন্তু আল্লাহতা'লার যাহা ইচ্ছা তাহা অবশ্যই পূর্ণ হইবে।

২৫৪। আল্লাহতা'লা জেহাদের আদেশ অবতারণের পর উহার আনুকুল্য হেতু যে সকল আয়ত অবতারণ করিয়াছেন, এই আয়ত তাহার অন্যতম। প্রথমতঃ আল্লাহতা'লা মুসলমানদিগকে ধর্ম্ম ও আত্মরক্ষা করিবার জন্য যুদ্ধের আদেশ প্রদান করেন। তৎপর ঐ ধর্ম্ম-যুদ্ধের জন্য ধন সম্পদ ব্যয় করিবার আদেশ অবতীর্ণ হয়। অনন্তর যাহাতে মুসলমানগণ সংখ্যাল্পতার জন্য প্রবল পরাক্রান্ত শত্রুদিগের আশঙ্কায় যুদ্ধ হইতে বিরত হইয়া অধর্ম্ম ও অত্যাচারের প্রশ্রয় না দেন, তজ্জন্য আল্লাহ তালুত ও জালুতের আখ্যায়িকা বর্ণনা করিয়া তাহাদিগকে সাহস প্রদান করেন। অতঃপর আলোচ্য আয়তে আল্লাহতা'লা ধর্ম্ম-যুদ্ধে ধন সম্পদ ব্যয় করিবার আদেশ অনুসরণ করিবার জন্য মুসলমানদিগকে উপদেশ দান করিতেছেন। আয়তের সার-মর্ম্ম এই যে, সংসার-জীবন অতিক্রম করিয়া মৃত্যুর পর তোমরা পুনরায় যেদিন স্ব স্ব কৃত-কর্ম্মের ফল ভোগ করিবার জন্য আল্লার বিচারাসনের সম্মুখে সমুত্থিত হইবে, সেদিন পার্থিব ধন-সম্পদ—যতই সঞ্চিত করিয়া রাখিয়া যাও না কেন, তাহা কোনই কাজে আসিবে না। বরং সেদিন বন্ধুর বন্ধুত্ব, আত্মীয় স্বজনের প্রীতি এবং একের জন্য অপরের অনুরোধ সম্পূর্ণ ব্যর্থ ও নিষ্ফল হইবে। পার্থিব জীবনের কৃত-কর্ম্মই সেদিনের একমাত্র অবলম্বন। অতএব যদি কল্যাণ চাও, তবে মৃত্যু-পথের যাত্রী হইবার পূর্ব্বেই আল্লার প্রদত্ত ধন-সম্পদ ধর্ম্ম পথে ব্যয় করিয়া পুণ্য অর্জ্জন কর। যাহারা তাহা না করিবে কিংবা ইহার প্রতি অবিশ্বাসী হইবে, তাহারা নিজেদেরই ভবিষ্যৎ নষ্ট করিবে এবং পরকালে তজ্জন্য কঠোর শাস্তি ভোগ করিতে বাধ্য হইবে।

২৫৫। **আয়তল-কুরসী**—এই মহা-মহিমান্বিত আয়ত—"আয়তল-কুরসী" নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। সমগ্র কোরান শরিফের একটি বিশিষ্টতা এই যে, যে-কোন বিষয় বর্ণনা করা হউক কিংবা যে-কোন বিষয় সম্বন্ধে আদেশ উপদেশ অথবা নিষেধাজ্ঞা প্রদান করা হউক না কেন, তৎসহ সর্ব্বত্রই আল্লাহতা'লার একত্ব, অদ্বিতীয়ত্ব, মহত্ত্ব, শক্তি, গৌরব, জ্ঞান, গরিমা এবং দান, দয়া, ক্ষমা ও করুণা প্রভৃতি গুণের কথা উল্লেখিত হইয়াছে। আয়তল-কুরসী ঐ সম্বন্ধীয়

مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ ط
يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ ج
وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا
بِمَا شَاءَ ج وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمٰوٰتِ

তদীয় অনুমতি ব্যতীত তাঁহার নিকট অনুরোধ করিতে পারে? তাহাদের সম্মুখে যাহা আছে, ও তাহাদের পশ্চাতে যাহা আছে, তিনি তাহা পরিজ্ঞাত আছেন; তিনি যাহা ইচ্ছা করেন—তদ্ব্যতীত তাঁহার অনন্ত-জ্ঞানের কোন বিষয়ই কেহ ধারণা করিতে পারে না। তাঁহার আসন

আয়ত-মালার মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। এই আয়তে আল্লাহতা'লার স্বরূপ, শক্তি, গৌরব ও প্রভাবের কথা যেরূপ অলৌকিক উজ্জ্বল ভাষায় বর্ণিত হইয়াছে, সমগ্র কোরান শরিফে—এমন কি তওরাত জবুর ও ইঞ্জিল প্রভৃতি জগতের যাবতীয় প্রত্যাদিষ্ট গ্রন্থমালার মধ্যে তাহার তুলনা নাই। এই জন্য সহি হাদিস সমূহে এই মহাসম্মানিত আয়তের অসীম পুণ্য ও অনন্ত মহাত্ম্য বর্ণিত হইয়াছে। সহি বোখারীতে উক্ত হইয়াছে,—"যে ব্যক্তি প্রভাতে ও শয়ন-কালে আয়তল-কুরসী পাঠ করে, আল্লাহ তাহার রক্ষক ; সুতরাং দিবা-রজনীর মধ্যে শয়তান তাহার সমীপবর্ত্তী হইতে পারে না।" সহি মোসলেম ও দারকুৎনীতে বর্ণিত হইয়াছে যে, আয়তল-কুরসী কোরান শরিফের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আয়ত।—মেশকাত, এবনে জরীর ও হক্কানী।

মহিমান্বিত আয়লত-কুরসীতে আল্লাহতা'লার কয়েকটী বিশেষ গুণ বর্ণিত হইয়াছে। প্রথমতঃ "আল্লাহ ব্যতীত কোন উপাস্য নাই"—এই বাক্য দ্বারা যেরূপ তাঁহার একত্ব ও অদ্বিতীয়ত্ব ঘোষিত হইয়াছে, সেইরূপ যাবতীয় অংশীবাদিতা, পৌত্তলিকতা এবং জীব ও জড়-পূজার মূলোচ্ছেদ করা হইয়াছে। দ্বিতীয়তঃ "যিনি চির-জীবন্ত ও নিত্য-বিরাজমান"—এতদ্দ্বারা যাহারা আল্লাকে অচেতন অন্ধশক্তি বলিয়া প্রকাশ করে, তাহাদের উক্তি খণ্ডিত হইয়াছে। তৃতীয়তঃ—"তন্দ্রা এবং নিদ্রা তাঁহাকে আকর্ষণ করে না"—বাক্য দ্বারা বুঝা যাইতেছে যে, তিনি সৃষ্ট জীবের গুণ-বিশিষ্ট নহেন ; বরং তাহাদের স্বভাব-ধর্ম্ম ও দোষ-দুর্ব্বলতা হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত। চতুর্থ বাক্যের দ্বারা ঘোষিত হইয়াছে যে, নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের তিনিই একমাত্র অধিপতি। পঞ্চম বাক্যে উক্ত হইয়াছে যে, তাঁহার অনুমতি ব্যতীত কেহই তাঁহার নিকট অপরের মুক্তির জন্য অনুরোধ করিতে পারিবে না। সুতরাং মানুষ নিজেকে যত বড় 'ত্রাণ কর্ত্তা' বা মুক্তিদাতা' বলিয়া প্রকাশ করুক না কেন, আল্লার ইচ্ছা ও অনুগ্রহ ব্যতীত ঐ সম্বন্ধে তাহার কোনই শক্তি বা অধিকার নাই। কেহ কেহ বলেন যে, প্রকারান্তরে এই বাক্য দ্বারা হজরত রসুলোল্লাহ মুক্তি-অনুরোধকারী হইবার আল্লাহ-প্রদত্ত অনুগ্রহের প্রতি ইঙ্গিত করা হইয়াছে [তঃ হক্কানী]। আবার কেহ কেহ বলেন যে, এই বাক্য দ্বারা পবিত্র ইসলাম হইতে অন্ধ বিশ্বাসী খ্রীষ্টান-জাতির মুক্তিবাদ-বিশ্বাসের মূলোচ্ছেদ করা হইয়াছে [তঃ মঃ আঃ]। ষষ্ঠ বাক্যে প্রকাশিত হইয়াছে যে, আল্লাহ ভূত ও ভবিষ্যদ্দর্শী, তাঁহার অগোচর কিছুই নাই। সপ্তম বাক্যের মর্ম্ম এই যে, আল্লার অনন্ত জ্ঞানের তুলনায় সীমাবদ্ধ জ্ঞানবিশিষ্ট মানুষের জ্ঞান অতি অকিঞ্চিৎকর ; সুতরাং তাঁহার ইচ্ছা ও অনুগ্রহ ব্যতীত কোন বিষয় সম্বন্ধে আল্লার অনন্ত জ্ঞানের ধারণা করা মানুষের পক্ষে সম্পূর্ণ অসম্ভব। অষ্টম বাক্যের তাৎপর্য্য এই যে, আল্লার 'আসন' অর্থাৎ তাঁহার সাম্রাজ্য, শক্তি-মহিমা ও জ্ঞান-গরিমা সমস্ত নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডল পরিবেষ্টন করিয়া আছে। সুতরাং অনন্ত জীব ও জড়-জগতের মধ্যে তাঁহার শক্তি ও শাসন অতিক্রম করিবার অধিকার বা ক্ষমতা কাহারও নাই। নবম বাক্যে উক্ত হইয়াছে যে, অনন্ত বিশ্বের জীব ও জড়জগৎ সমূহের প্রতিপালন ও সংরক্ষণ তাঁহার পক্ষে অতি সহজ ; উহার জন্য তাঁহাকে একটুও বিব্রত হইতে হয় না। ফলতঃ তাঁহার অসীম শক্তি ও অনন্ত মহিমার স্বরূপ অতি সুন্দর ভাষায় ব্যক্ত হইয়াছে। দশম অর্থাৎ শেষবাক্যে অতি ধীর ও গম্ভীর স্বরে উচ্চারিত হইয়াছে—"তিনি সমুন্নত মহান!" অনন্ত ঐশী-শক্তির সার-স্বরূপ উপরোক্ত দশটী মহান বাক্য-রত্নে মহিমান্বিত 'আয়তল-কুরসী' গ্রথিত হইয়াছে বলিয়াই ইহার এত গৌরব ও এত সম্মান।

وَالْأَرْضَ ۚ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا ۚ
وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ ۝ ٢٥٦- لَا إِكْرَاهَ
فِي الدِّينِ ۖ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ
الْغَيِّ ۚ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ
بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ
لَا انْفِصَامَ لَهَا ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ۝
٢٥٧- اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا
يُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ

নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডল পরিব্যাপ্ত হইয়া আছে এবং এতদুভয়ের সংরক্ষণে তাঁহাকে বিব্রত হইতে হয় না; এবং তিনি সমুন্নত মহীয়ান।
২৫৬। ধর্ম্ম সম্বন্ধে বল-প্রয়োগ নাই; নিশ্চয় ভ্রান্তি হইতে সুপথ প্রকাশিত হইয়াছে; অতএব যে শয়তানকে অবিশ্বাস করে এবং আল্লার প্রতি বিশ্বাস-স্থাপন করে, তবে নিশ্চয়ই সে সুদৃঢ় অবলম্বন ধারণ করিয়াছে—যাহা ছিন্ন হইবার নহে; এবং আল্লাহ শ্রবণকারী মহাজ্ঞানী।
২৫৭। যাহারা বিশ্বাস-স্থাপন করিয়াছে, আল্লাহ তাহাদের অভিভাবক—তিনি তাহাদিগকে অন্ধকার হইতে আলোকের

কুর্‌সী—আসন। ইহার ধাতুগত অভিধানিক অর্থ এক বস্তুর সহিত অপর বস্তুর সম্মিলিত হওয়া। বিভিন্ন কাষ্ঠাদির সংযোগে আসন প্রস্তুত হয় বলিয়া উহাকেও 'কুরসী' বলা হইয়া থাকে। কুরসীর অন্য অর্থ সাম্রাজ্য, মহিমা অথবা জ্ঞান (বোখারী ও এমাম রাগেব)। বহু তফসীরকার 'কুরসী' শব্দের এই অর্থ ই গ্রহণ করিয়াছেন।—তঃ কবির।

"আহলে হাদিস" প্রভৃতি কোন কোন জড়বাদী ভ্রান্ত সম্প্রদায় 'কুরসী' অর্থে আল্লার আসন বা সিংহাসন গ্রহণ করিয়া থাকে। জগদ্ব্যাপী সুন্নী সম্প্রদায়ের মতে ঐরূপ বিশ্বাস ভ্রমাত্মক এবং "কোফরীর' অতি নিকটবর্ত্তী। কারণ আল্লাহতা'লা কোন বস্তুর উপর শয়ন, উপবেশন অথবা অবস্থান করা হইতে সম্পূর্ণ পবিত্র ও প্রমুক্ত। এ সম্বন্ধে প্রাচীন ও আধুনিক প্রসিদ্ধ তফ্‌সীর-কারগণ সকলেই এক মতাবলম্বী।

২৫৬। যে সকল বিধর্ম্মী—"তরবারী দ্বারা ইসলাম প্রচারিত হইয়াছে" বলিয়া ইসলামের প্রতি অযথা দোষারোপ করে, এই আয়াত তাহাদের অসত্যবাদিতার উচ্চ চূড়ায় ভীষণ বজ্রাঘাত করিয়া দিয়াছে। ইসলামে জেহাদের আদেশ অবতীর্ণ হইয়াছে—বিধর্ম্মীর অত্যাচার ও অন্যায় আক্রমণ প্রতিহত করিয়া ধর্ম্ম ও আত্মরক্ষা করিবার জন্য; অত্যাচার, অবিচার ও অনাচার দমন করিয়া মানব জাতির সাধারণ অধিকার এবং জগতের শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষা উহার অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য। কাহাকেও জোর করিয়া অথবা ছলে বলে সত্যধর্ম্মে দীক্ষিত করা যে ইসলামের আদর্শ নহে, এই আয়ত এবং পূর্ব্ববর্ত্তী ১৯৩ আয়ত তাহার উজ্জ্বলতম প্রমাণ।

তাগুত ও উরু—ইহার অভিধানিক অর্থ যথাক্রমে অবাধ্যতা ও হাতলী। এতদ্ভিন্ন 'তাগুত' অর্থ শয়তান, প্রতিমা ও দুষ্টাত্মা এবং 'উরু' অর্থ অবলম্বন হইতে পারে; উহার মর্ম্মার্থে কুপ্রবৃত্তি এবং সত্য ধর্ম্মও গ্রহণ করা যায়। ফলতঃ আয়তের শেষাংশের মর্ম্ম এই যে, যাহারা শয়তানের প্ররোচনা জনিত কুপ্রবৃত্তি, অবিশ্বাস ও কুকার্য্য পরিত্যাগ করিয়া আল্লার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন পূর্ব্বক সত্যধর্ম্ম গ্রহণ করিবে, তাহারা কখনই পথভ্রান্ত হইবে না।—তঃ হক্কানী।

২৫৭। এই আয়তে আল্লাহতা'লা বিশ্বাসী মুসলমান এবং অবিশ্বাসী কাফেরদিগের অবস্থা প্রকাশ করিতেছেন। আল্লাহ বলিতেছেন যে যাহারা বিশ্বাসী—তাহাদের সংরক্ষক ও সাহায্য-কারী স্বয়ং আল্লাহতা'লা; তিনি তাহাদিগকে অন্ধকার হইতে আলোকে লইয়া যান। আর

وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا اَوْلِيٰٓـُٔهُمُ الطَّاغُوْتُ ۙ
يُخْرِجُوْنَهُمْ مِّنَ النُّوْرِ اِلَى
الظُّلُمٰتِ ؕ اُولٰٓـئِكَ اَصْحٰبُ
النَّارِ ۚ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ۵

দিকে লইয়া যান ; এবং যাহারা অবিশ্বাস করিয়াছে—শয়তান তাহাদের পৃষ্ঠপোষক, সে তাহাদিগকে আলোক হইতে অন্ধকারের দিকে লইয়া যায়, উহারাই নরকাগ্নির অধিবাসী—তাহারা তন্মধ্যে সর্ব্বদা অবস্থান করিবে।

৩৫শে রুকু—মৃতের পুনর্জ্জীবন-প্রাপ্তি

২৫৮—اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِىْ حَآجَّ اِبْرٰهٖمَ
فِىْ رَبِّهٖٓ اَنْ اٰتٰىهُ اللّٰهُ الْمُلْكَ ۘ اِذْ قَالَ
اِبْرٰهٖمُ رَبِّىَ الَّذِىْ يُحْىٖ وَيُمِيْتُ ۙ
قَالَ اَنَا اُحْىٖ وَاُمِيْتُ ؕ قَالَ

২৫৮। তুমি কি তাহার প্রতি লক্ষ্য কর নাই—যে এবরাহিমের সহিত তাহার প্রতিপালক সম্বন্ধে বিতর্ক করিয়াছিল—যেহেতু আল্লাহ তাহাকে রাজত্ব প্রদান করিয়াছিলেন ; যখন এবরাহিম বলিয়াছিল—আমার প্রতিপালকই জীবিত করেন মৃত্যু ও দান করেন ; সে বলিয়াছিল—আমিই জীবন-দান করি ও মৃত্যু-দান করি ; এবরাহিম

যাহারা অবিশ্বাসী, তাহাদের অভিভাবক ও পরিচালক দুষ্টাত্মা শয়তান। শয়তানের প্ররোচনা-জনিত অবাধ্যতা ও কুপ্রবৃত্তির বলে তাহারা আলোক হইতে অন্ধকারে পরিচালিত হয় এবং অবশেষে পাপ-পঙ্কে নিমজ্জিত হইয়া চিরকালের জন্য নরকের পথে যাত্রা করে।

নূর ও জোলমাত।—অর্থ যথাক্রমে আলোক ও অন্ধকার ; কিন্তু এস্থানে উহার মর্ম্মার্থে যথাক্রমে সত্যধর্ম্ম ইসলাম এবং অসত্য-কোফরী বুঝিতে হইবে।

২৫৮। হজরত এবরাহিমের সহিত আল্লাহতা'লার অস্তিত্ব সম্বন্ধে বাবেলের অধিপতি নমরুদের যে বিতর্ক হইয়াছিল, এই আয়তে তাহাই বর্ণিত হইয়াছে। আয়তল-কুরসীতে আল্লার একত্ব, শক্তি ও মহিমা সম্বন্ধে যাহা উক্ত হইয়াছে, এই রুকুতে তাহার সমর্থন সূচক তিনটি ঘটনা বিবৃত হইয়াছে। উহার প্রথম ঘটনা নিম্নে বর্ণিত হইল।

হজরত এবরাহিম ও নমরুদ—হজরত 'এবরাহিম' নমরুদের রাজত্বকালে বাবেলের নিকটবর্ত্তী স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। তখন ঐ দেশে পৌত্তলিকতার অপ্রতিহত প্রভাব প্রতিষ্ঠিত ছিল। কিন্তু হজরত এবরাহিম বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া যখন পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা পূর্ব্বক আল্লার আরাধনায় প্রবৃত্ত হইলেন, তখন নমরুদ তাঁহাকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল—"কে তোমার প্রতিপালক প্রভু এবং তিনি কোথায় থাকেন?" হজরত এবরাহিম বলিলেন—"তিনি আমার ও বিশ্বজগতের প্রভু আল্লাহ।" নমরুদ বলিল—"তাঁহার অস্তিত্বের প্রমাণ কি?—যদি কিছু থাকে আমাকে প্রদর্শন কর।" হজরত এবরাহিম বলিলেন—"তাঁহার অস্তিত্বের বিশিষ্ট প্রমাণ এই যে, সমস্ত জগত তিনিই সৃষ্টি করিয়াছেন এবং জীবের জীবন ও মৃত্যু তাঁহারই ইচ্ছার উপর নির্ভর করে ; এ বিষয়ে অন্য কাহারও কোনরূপ অধিকার নাই ;" নমরুদ বলিল—"জগতের স্রষ্টা বলিয়া কেহ বিদ্যমান নাই ; উহা আপনিই সৃষ্ট হইয়াছে। জীবের জীবন-মৃত্যুও ঐরূপ প্রাকৃতিক শক্তিতে সম্পন্ন হইয়া থাকে। আর জীবের জীবন ও মৃত্যু সম্বন্ধে তুমি তোমার আল্লার যেরূপ শক্তির কথা বলিতেছ, সেরূপ শক্তি ত' আমারও আছে। আমিও ইচ্ছা [illegible] ও পানীয়

বলিয়াছিল—নিশ্চয় আল্লাহ্ সূর্য্যকে পূর্ব্ব হইতে সমুদিত করেন, কিন্তু তুমি উহাকে পশ্চিম হইতে সমুদিত কর; ইহাতে সেই অবিশ্বাসকারী হতবুদ্ধি হইয়াছিল; এবং আল্লাহ অত্যাচারী সম্প্রদায়কে পথ প্রদর্শন করেন না। ২৫৯। অথবা ঐ ব্যক্তির অনুরূপ—যে কোন জনপদ অতিক্রম করিয়াছিল এবং যাহা উহার ছাদ-সমূহের উপর নিপতিত ছিল, সে

اِبْرٰهٖمُ فَاِنَّ اللّٰهَ يَاْتِىْ بِالشَّمْسِ
مِنَ الْمَشْرِقِ فَاْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ
فَبُهِتَ الَّذِىْ كَفَرَ ؕ وَاللّٰهُ لَا يَهْدِى
الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ ۚ ٢٥٩ - اَوْ كَالَّذِىْ
مَرَّ عَلٰى قَرْيَةٍ وَّهِىَ خَاوِيَةٌ عَلٰى

দ্বারা একজনকে বাঁচাইয়া রাখিতে অথবা তরবারীর এক আঘাতে তাহাকে মারিয়া ফেলিতে পারি। ইহাতে তোমার আল্লার বিশেষ-শক্তি কিরূপে প্রমাণিত হইবে? তখন হজরত এবরাহিম চিন্তা করিয়া বলিলেন,—"আমার প্রভু সূর্য্যকে পূর্ব্বদিক হইতে সমুদিত করেন; যদি তোমারও সেইরূপ শক্তি থাকে, তবে তুমি সূর্য্যকে পশ্চিমদিক হইতে সমুদিত কর।" বলা বাহুল্য, ধর্ম্মদ্রোহী নমরুদ এই প্রশ্নে নীরব ও কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়াছিল। হজরত এবরাহিমের এই উক্তি আল্লাহতা'লার একত্ব ও মহিমার এক উজ্জ্বলতম নিদর্শন।—তঃ হক্কানী।

কেহ কেহ বলেন যে, হজরত এবরাহিমের এই বিতর্ক জোহাকের শাসনকর্ত্তার সহিত হইয়াছিল; কিন্তু একথার বিশেষ কোনই প্রমাণ নাই। নব্য-তন্ত্রের তফ্‌সীরকারগণ এই আয়তের ব্যাখ্যা লইয়াও যথেষ্ট কল্পনার লীলা-খেলা দেখাইয়াছেন। তাঁহারা বলেন যে, এই আয়তের 'হায়াত' ও 'মওত' অর্থাৎ জীবন ও মৃত্যুর অর্থ সত্যসত্যই বাঁচিয়া থাকা কিংবা মরিয়া যাওয়া নহে; উহার অর্থ একটি জাতির উত্থান এবং পতন। অনন্তর তাঁহারা এই আয়তের মর্ম্মে হজরত এবরাহিমের বংশের উন্নতি ও বিস্তার এবং নমরুদ-বংশের অবনতি ও ধ্বংসপ্রাপ্তি প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু পবিত্র কোরানের অতি সহজ ও সরল বাক্য লইয়া অকারণে কল্পনার কুহেলিকা সৃষ্টি করা অনেক স্থানে সত্যসত্যই অসহ্য ও বিরক্তিকর হইয়া পড়ে।—সাঃ সৈঃ ও মঃ আঃ দ্রঃ।

নমরুদ বিতর্কে পরাজিত হইয়া হজরত এবরাহিমের উপর যেরূপ অত্যাচার করিয়াছিল এবং তিনি আল্লার অনুগ্রহে ঐ অত্যাচার হইতে মুক্তি লাভ করিয়া যেরূপে সিরিয়া দেশে পলায়ন করিয়াছিলেন, তাহা যথাস্থানে বর্ণিত হইবে।

"আল্লাহ তাঁহাকে রাজত্ব প্রদান করিয়াছিলেন"—আয়তের এই বাক্য লইয়াও তফ্‌সীরকারগণের মধ্যে মতভেদ হইয়াছে। অনেকে বলেন যে, ইহা নমরুদের সম্বন্ধেই উক্ত হইয়াছে। কিন্তু কেহ কেহ বলেন যে, হজরত এবরাহিমকে ভবিষ্যতে উন্নতি ও রাজত্ব প্রদানের প্রতিশ্রুতিই উক্ত বাক্যের লক্ষ্য।—তঃ কবির।

২৫৯। এই আয়ত আল্লাহতা'লার মহিমা ও সর্ব্বশক্তিমত্তার দ্বিতীয় প্রমাণ। আয়তে বর্ণিত ঘটনা হজরত ঈসার আবির্ভাবের আনুমানিক ছয় শত বৎসর পূর্ব্বে হজরত ইরমিয়ার সময়ে সিরিয়া প্রদেশে সংঘটিত হইয়াছিল। জেরুজালেমের ধ্বংস সাধন ও পুনঃ নির্ম্মাণের অস্পষ্ট আভাস এই আয়তে পরিব্যক্ত হইয়াছে। তঃ কবির।

প্রাচীন ও নবীন তফ্‌সীরকারগণ পূর্ব্বোক্ত ঘটনা সম্বন্ধে একমত হইলেও আয়তের ব্যাখ্যায় সম্পূর্ণ ভিন্নমত অবলম্বন করিয়াছেন। প্রাচীন ও তাঁহাদের অনুসরণকারী আধুনিক তফ্‌সীরকারগণ বলেন যে, বাবেলের অধিপতি নেবুকডনসর বা বখ্‌ত-নসর এসরাইল-বংশীয়দিগকে নিম্মূর্ল

عُرُوشِهَا ج قَالَ أَنّٰى يُحْيِي هٰذِهِ اللّٰهُ
بَعْدَ مَوْتِهَا ج فَأَمَاتَهُ اللّٰهُ مِائَةَ
عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهٗ ط قَالَ كَمْ لَبِثْتَ ط قَالَ
لَبِثْتُ يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ ط قَالَ
بَلْ لَّبِثْتَ مِائَةَ عَامٍ فَانْظُرْ إِلٰى
طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ يَتَسَنَّهْ ج

বলিয়াছিল—ইহার মৃত্যুর পর আল্লাহ কিরূপে ইহাকে সঞ্জীবিত করিবেন? অনন্তর আল্লাহ তাহাকে শত বৎসরের জন্য মৃত্যু-দান করিলেন; তৎপর তাহাকে পুনর্জ্জীবিত করিলেন; তিনি বলিলেন, এ অবস্থায় তুমি কতক্ষণ অতিবাহিত করিয়াছ? সে বলিল—এক দিন অথবা এক দিনেরও কিয়দংশ অতিবাহিত করিয়াছি; তিনি বলিলেন—বরং তুমি শতবর্ষ অতিবাহিত করিয়াছ; অতএব তোমার খাদ্য ও তোমার পানীয়ের প্রতি লক্ষ্য কর—উহা বিকৃত হয় নাই এবং তোমার গর্দ্দভের

করিবার জন্য তাহাদিগকে দলে দলে হত্যা করিতে করিতে জেরুজালেম নগরে উপস্থিত হয় এবং এসরাইলদিগের ঐ প্রধান কেন্দ্র অগ্নিযোগে দগ্ধ ও ভস্মীভূত করিয়া সত্তর সহস্র ইহুদীকে বন্দী করিয়া লইয়া যায় (২ রাজাবলী ২৪—১০ ও ২৫—৮, ১০, ১২)। ঐ অত্যাচারী সম্রাট সত্তর বৎসর পর্য্যন্ত ইহুদী জাতিকে বন্দী করিয়া রাখে এবং তাহার ফলে জেরুজালেম নগরী সম্পূর্ণ বিরান হইয়া বিজন বনে পরিণত হয়। হজরত ইরমিয়া একদা ঐ জনহীন বিরানা নগরীর ধ্বংস স্তূপের নিকট দিয়া যাইতেছিলেন। তিনি উহার অবস্থা দেখিয়া এরূপ বিচলিত হইয়া পড়িলেন যে, অকস্মাৎ তাঁহার মুখ দিয়া বাহির হইয়া গেল—"হে আল্লাহ, তুমি এই ধ্বংসস্তূপ-সমাচ্ছন্ন বিরান ও বিজন ভূমি পুনরায় কিরূপে সঞ্জীবিত ও আবাদ করিবে?" এই কথা বলিবার পর তিনি মনদুঃখে একটী বৃক্ষের নিকটবর্ত্তী হইয়া স্বীয় বাহন গর্দ্দভটী উহার সহিত রজ্জুবদ্ধ করিলেন এবং তাহার খাদ্য ও পানীয়—রুটী এবং আঙ্গুর রসের পাত্র উক্ত বৃক্ষে ঝুলাইয়া রাখিয়া উহার নীচে নিদ্রাভিভূত হইয়া পড়িলেন। হজরত ইরমিয়ার বাক্যে আল্লাহতা'লার শক্তি ও মহিমার প্রতি অলক্ষ্যে সন্দেহ প্রকাশিত হইয়াছিল বলিয়া ঐ অবস্থায় আল্লাহ তাঁহার প্রাণ হরণ করেন এবং একশত বৎসর পর্য্যন্ত তাঁহাকে সেই অবস্থায় সেই স্থানেই রাখিয়া দেন। ইতিমধ্যে অত্যাচারী বখ্‌ত-নসরের মৃত্যু হয় এবং ইরাণের অধিপতিগণ প্রবল পরাক্রান্ত হইয়া সমস্ত দেশ অধিকার করে। অনন্তর পারস্য রাজ কোরসের আদেশে ইহুদীগণ মুক্তি লাভ করিয়া জেরুজালেমের পুনর্নির্মাণের আদেশ প্রাপ্ত হয়। ইযা ১—২।

তফ্‌সীরকারগণের মতে এসরাইল জাতি সত্তর বৎসর বন্দীভাবে অতিবাহিত করিবার পর অনুমান বিয়াল্লিশ হাজার লোক জেরুজালেমে ফিরিয়া আসে এবং হজরত ওজায়ের ও হজরত নহিমিয়ার তত্ত্বাবধানে জেরুজালেম পুনর্নির্মাণে প্রবৃত্ত হয়। তাঁহার চেষ্টার ফলে সুদীর্ঘ পনর বৎসরে জেরুজালেমের পুনর্নির্মাণ ও আবাদ কার্য্য শেষ হয়।

ইহুদী জাতির পতন ও জেরুজালেমের ধ্বংসপ্রাপ্তির পরে এরূপ শত বৎসর অতীত হইবার পর যখন পুনরায় তাহাদের দ্বারা জেরুজালেম অধ্যুষিত ও সঞ্জীবিত হইয়া উঠিল, তখন আল্লার অপার করুণা প্রভাবে হজরত ইরমিয়া পুনর্জ্জীবিত হইয়া উঠিলেন। হজরত ইরমিয়া যখন নিদ্রাভিভূত হন, তখন পূর্ব্বাহ্ন ছিল; কিন্তু তিনি যখন পুনর্জ্জীবিত হন, তখন অপরাহ্ন প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছিল। এই জন্য আল্লাহ যখন তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, তুমি কত সময় এইরূপ অতিবাহিত করিয়াছ? তখন তিনি উত্তর দিলেন যে, একদিন অথবা উহার কিয়দংশ। কিন্তু আল্লাহ বলিলেন যে, তাহা নহে; বরং তোমার নিদ্রার পর শত বর্ষ অতীত হইয়া গিয়াছে। তুমি স্বীয় খাদ্য, পানীয় ও গর্দ্দভের প্রতি লক্ষ্য করিলেই তাহা বুঝিতে এবং আমার মহিমা উপলব্ধি করিতে পারিবে।

প্রতি দৃষ্টিপাত কর; এবং এই হেতু যে, আমি তোমাকে মানবমণ্ডলীর জন্য নিদর্শন করিব; এবং অস্থিপুঞ্জের প্রতি লক্ষ্য কর—কিরূপে আমি উহাকে সংযুক্ত করি, তৎপর উহাকে মাংসাবৃত করি; অনন্তর যখন উহা তাহার জন্য প্রকাশিত হইল, তখন সে বলিল—আমি অবগত হইয়াছি যে, নিশ্চয় আল্লাহ সর্ব্ববিষয়োপরি শক্তিমান। ২৬০। এবং যখন এবরাহিম বলিয়াছিল—হে আমার প্রতিপালক,

وَانْظُرْ إِلَىٰ حِمَارِكَ وَلِنَجْعَلَكَ
آيَةً لِلنَّاسِ وَانْظُرْ إِلَى الْعِظَامِ
كَيْفَ نُنْشِزُهَا ثُمَّ نَكْسُوهَا لَحْمًا ط
فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ ۙ قَالَ أَعْلَمُ أَنَّ اللّٰهَ
عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ٥ ٢٦٠ – وَإِذْ
قَالَ إِبْرٰهِمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ

অনন্তর হজরত ইরমিয়া লক্ষ্য করিয়া দেখিলেন যে, তাঁহার খাদ্য ও পানীয় যেমন ছিল ঠিক তেমনি অবিকৃত রহিয়াছে, কিন্তু তাঁহার গর্দ্দভটি মরিয়া উহার অস্থি পর্য্যন্ত বিশুষ্ক ও বিকৃত হইয়া গিয়াছে। তিনি আরও দেখিলেন যে, জনহীন বিরান জেরুজালেম সুশোভন জনপূর্ণ জনপদে পরিণত হইয়াছে। তখন আল্লাহতা'লা ইরমিয়াকে বলিলেন যে, আমি জনহীন বিরান জেরুজালেমকে কিরূপে সঞ্জীবিত করিয়া জনপূর্ণ জনপদে পরিণত করিব, তদ্বিষয়ে তুমি সন্দেহ সূচক প্রশ্ন করিয়াছিলে। কিন্তু এখন প্রত্যক্ষ কর—কিরূপে আমি তোমার মৃত গর্দ্দভের বিশুষ্ক অস্থিপুঞ্জকে সংযুক্ত ও মাংসাবৃত করিয়া সঞ্জীবিত করিয়া তুলি। তোমাকে আমি মৃত লোকের জন্য আমার শক্তি ও মহিমা নিদর্শন করিব বলিয়াই উহা প্রদর্শন করিতেছি। অনন্তর আল্লার ইচ্ছায় যখন হজরত ইরমিয়ার গর্দ্দভ অলৌকিকভাবে সঞ্জীবিত হইয়া উঠিল, তখন তিনি ভক্তি-বিস্ময় বিমুগ্ধ চিত্তে বলিয়া উঠিলেন, "আমি নিশ্চয় জানিলাম যে, তুমি সর্ব্বোবিষয়োপরি শক্তিমান—তোমার অসাধ্য কিছুই নাই।"—তঃ হক্কানী।

আধুনিক নব্যতন্ত্রের তফসীরকারেরা উপরোক্ত ঘটনার মধ্যে হজরত ইরমিয়ার শত বৎসর-ব্যাপী মৃত্যু' তাঁহার খাদ্য ও পানীয়ের সুদীর্ঘকাল অবিকৃতি এবং মৃত গর্দ্দভের পুনর্জ্জীবন-প্রাপ্তি বিশ্বাস করিতে চাহেন না। তাঁহাদের কেহ কেহ বহু জটিল যুক্তিজাল বিস্তার করিয়া বলিয়াছেন যে, হজরত ইরমিয়ার শত বৎসরের মৃত্যুর রূপক উক্তর দ্বারা ইহুদী-জাতির শত বৎসরের অবনতিকাল বুঝাইতেছে এবং শুষ্ক অস্থিকে মাংসাবৃত করা অর্থে ভস্মীভূত ও বিরান জেরুজালেমকে পুনরায় সুশোভিত জনপদে পরিণত করার ইঙ্গিত প্রকাশ পাইতেছে। খাদ্য দ্রব্যের অবিকৃত অর্থে শত বৎসর অন্তেও তাহাদের ব্যবহার্য্য খাদ্য ও পানীয়ের কোনরূপ পরিবর্তন বা সংশোধন না হওয়াই অধিকতর সঙ্গত। ইঁহাদের কেহ কেহ আবার সমস্ত ঘটনাটিকেই হজরত ইরমিয়ার একটি স্বপ্ন বলিয়া অতি সুলভে সকল সমস্যার সমাধান করিয়া দিয়াছেন।—তঃ সাঃ সৈঃ ও মঃ আঃ।

২৬০। এই আয়ত আল্লাহতা'লার অসীম শক্তি ও অনন্ত মহিমার নিদর্শক তৃতীয় প্রমাণ। ইহার মর্ম্ম সম্বন্ধেও তফ্‌সীরকারগণের মধ্যে যথেষ্ট মতভেদ পরিলক্ষিত হয়। অধিকাংশ তফ্‌সীরকারের পরিগৃহীত প্রসিদ্ধ মত এই যে, হজরত এবরাহিম বাবেল হইতে সিরিয়া প্রদেশে আসিবার পর এই অলৌকিক ঘটনা সংঘটিত হইয়াছিল। তিনি আল্লার নির্দ্দেশ অনুযায়ী বিশ্বাস করিতেন যে, তিনিই জীবন ও মৃত্যুর একমাত্র মালিক এবং বিচার-দিবসে সকলেই পুনর্জ্জীবিত হইবে। কিন্তু আল্লাহ কিরূপে অস্তিত্বহীন মৃতজীবকে পুনর্জ্জীবন দান করিবেন, তাহা প্রত্যক্ষ করিবার বাসনা তাঁহার অন্তরে অত্যন্ত বলবতী হইয়াছিল। এই মানসিক প্রেরণা প্রভাবে তিনি একদিন আল্লাহকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিলেন—প্রভু! তুমি কেমন করিয়া মৃতকে পুনর্জ্জীবিত করিবে, তাহা আমাকে

تُحْيِ الْمَوْتٰى ط قَالَ اَوَلَمْ تُؤْمِنْ ط
قَالَ بَلٰى وَلٰكِنْ لِّيَطْمَئِنَّ قَلْبِيْ ط
قَالَ فَخُذْ اَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ
اِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلٰى كُلِّ جَبَلٍ
مِّنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَاْتِيْنَكَ
سَعْيًا ط وَاعْلَمْ اَنَّ اللّٰهَ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ ع

তুমি কিরূপে মৃতকে জীবিত কর তাহা আমাকে প্রদর্শন কর; তিনি বলিলেন, তবে কি তুমি বিশ্বাস কর না? সে বলিল, হাঁ—কিন্তু উহাতে আমার অন্তর পরিতৃপ্ত হইবে; তিনি বলিলেন—তবে পক্ষীকুলের মধ্য হইতে চারিটী গ্রহণ কর তৎপর উহাদিগকে সম্মিলিত কর অনন্তর প্রত্যেক পাহাড়ের উপর উহাদের এক এক খণ্ড রাখিয়া দাও; তৎপর উহাদিগকে আহ্বান কর, তাহারা তোমার নিকট দৌড়াইয়া আসিবে; এবং জানিয়া রাখ যে নিশ্চয় আল্লাহ পরাক্রান্ত বিজ্ঞানময়।

প্রদর্শন কর। আল্লাহ বলিলেন,—তবে কি আমার এই শক্তিতে তোমার বিশ্বাস নাই! হজরত এবরাহিম বলিলেন,—নিশ্চয় আছে; কিন্তু আমি স্বীয় হৃদয়ের সান্ত্বনা ও তৃপ্তির জন্য উহা দেখিতে চাই। তখন আল্লাহ বলিলেন,—তবে চারিটী পক্ষী গ্রহণ কর; উহাকে কাটিয়া টুকরা টুকরা করিয়া মিশ্রিত কর। অনন্তর পাহাড়ের বিভিন্ন শিখরে ঐ মিশ্রিত পক্ষী-মাংসের এক এক ভাগ রাখিয়া তুমি স্বীয় নির্দিষ্ট স্থান হইতে উহাদিগকে আহ্বান কর। তাহা হইলে উহারা জীবিত হইয়া তোমার নিকট দৌড়িয়া উপস্থিত হইবে। তদনুসারে হজরত এবরাহিম একটি ময়ূর, একটি কপোত একটি মোরগ ও একটি বায়স ঐরূপে মিশ্রিত করিয়া তাহার এক এক ভাগ বিভিন্ন পর্ব্বত-শীর্ষে রাখিয়া দিলেন এবং স্বীয় নির্দিষ্ট স্থান হইতে এক একটির নাম ধরিয়া ডাকিতে লাগিলেন। ফলতঃ তিনি যেটীকে ডাকিলেন, সেইটীই তৎক্ষণাৎ জীবিত হইয়া তাঁহার নিকট দৌড়িয়া উপস্থিত হইল। আল্লার এই অলৌকিক শক্তি প্রত্যক্ষ দর্শন করিয়া হজরত এবরাহিমের বিশ্বাস আরও সুদৃঢ় ও বদ্ধমূল হইয়াছিল।—তঃ কবির ও হক্কানী।

কতিপয় প্রাচীন ও আধুনিক তফ্‌সীরকার উপরোক্ত ঘটনা বিশ্বাস করেন না। তাঁহাদের যুক্তি এই যে, পৃথিবীতে মৃত-জীব কখনই জীবিত হইতে পারে না; সুতরাং আয়তের ঐরূপ ব্যাখ্যা সমীচীন নহে। ইঁহাদের একদল বলেন যে, আলোচ্য আয়তের প্রকৃত মর্ম্ম এই—হজরত এবরাহিম আল্লার আদেশে চারিটি পক্ষী প্রতিপালন করিয়া বশীভূত করেন। তৎপর উহাদিগকে পাহাড়ের উপর রাখিয়া আহ্বান করায় উহারা তাঁহার নিকট উড়িয়া আসিয়াছিল। মৌলবী মোহাম্মদ আলী সাহেব এই ব্যাখ্যাই গ্রহণ করিয়াছেন; কিন্তু ইহার সহিত মৃতের পুনর্জ্জীবন-প্রাপ্তির নিদর্শনের কি সম্বন্ধ, তাহা কেহই বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইতে পারেন নাই। এই জন্য অনেকে—এমন কি স্বয়ং সার সৈয়দ আহমদ সাহেব পর্য্যন্ত এইরূপ ব্যাখ্যাকে 'ছেলে-খেলা' বলিয়া উড়াইয়া দিয়াছেন। পক্ষান্তরে সৈয়দ আহমদ সাহেব তাঁহার পূর্ব্ব-পদ্ধতি অনুযায়ী এই ঘটনাকে একটী স্বপ্ন বলিয়া অতি সহজে সকল সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করিয়াছেন; কিন্তু তাঁহার ঐ মতও কেহ গ্রহণ করেন নাই। আবার অন্য এক সম্প্রদায় বলেন যে,উহা প্রকৃত ঘটনাই নহে—একটি উপমা মাত্র। আল্লাহ হজরত এবরাহিমকে বলিতেছেন যে, তুমি চারিটী পাখী পুষিয়া পর্ব্বত-শীর্ষে রাখিয়া আহ্বান করিলে উহারা যেরূপ তোমার নিকট ছুটিয়া আসিবে, সেইরূপ আল্লার আহ্বানে সমস্ত মৃত-জীব সঞ্জীবিত হইয়া তাঁহার নির্দ্ধারিত স্থানে সম্মিলিত হইবে। এই ব্যাখ্যার কল্পনা চমৎকার সন্দেহ নাই; কিন্তু আয়তের স্পষ্ট মর্ম্মের সহিত ইহার কোনই সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয় না এবং ইহার বিশেষ কোন প্রমাণও নাই। সুতরাং এ সকল ব্যাখ্যা ধর্ম্মপ্রাণ আলেম সমাজে সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য হইয়াছে।—তঃ সাঃ সৈঃ ও মঃ আঃ দ্রষ্টব্য।

খ্রীষ্টান পাদরীরা কোরান শরিফের এই আয়ত এবং ইহার পূর্ব্ববর্ত্তী ২৫৮ আয়ত লইয়া তাঁহাদের

৩৬শ রুকু—সত্যের জন্য অর্থ দানের নীতি ও আদর্শ

২৬১। যাহারা আল্লার পথে স্বীয় ধন-সম্পদ ব্যয় করে, তাহাদের দৃষ্টান্ত এইরূপ—যেমন একটী শস্য-বীজে সাতটী শীর্ষ উৎপন্ন হইয়াছে এবং উহার প্রত্যেক শীর্ষে এক শত শস্য আছে, এবং আল্লাহ যাহার জন্য ইচ্ছা বর্দ্ধিত করিয়া থাকেন; এবং আল্লাহ সুপ্রশস্ত মহাজ্ঞানী। ২৬২। যাহারা আল্লার পথে স্বীয় ধন-সম্পদ ব্যয় করে, তৎপর

٢٦١- مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ
فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ
سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةُ
حَبَّةٍ ؕ وَاللَّهُ يُضٰعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ ؕ
وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ۝ ٢٦٢- الَّذِينَ
يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ

স্বভাবসিদ্ধ বিস্তা ফলাইতে যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াছেন। তাঁহাদের প্রধান যুক্তি এই যে, এই দুইটি ঘটনা যখন বাইবেলে যথাযথ বর্ণিত হয় নাই, তখন কিরূপে ইহা সত্য বলিয়া গ্রাহ্য হইবে? আমাদের উত্তর এই যে, বাইবেল জগতের ইতিবৃত্ত নহে। এসরাইল-জাতির পূর্ণ অথবা বিশ্বস্ত ইতিহাসও উহাতে লিখিত নাই। সুতরাং পবিত্র কোরানোক্তির প্রতিকূলে বাইবেলের বিক্ষিপ্ত ও অসংলগ্ন বর্ণনা কিছুতেই গ্রাহ্য যইতে পারে না।

২৬১। আল্লাহতা'লা ইহার পূর্ব্ব রুকুতে স্বীয় শক্তি ও মহিমা সম্বন্ধে তিনটী উজ্জল ও প্রত্যক্ষ প্রমাণ ব্যক্ত করিয়া, এই আয়তে ধর্ম্মপথে ধন সম্পদ ব্যয় করিবার অসীম পুণ্যের বিষয় বর্ণনা করিতেছেন। এ সম্বন্ধে শস্যের যে উপমা দেওয়া হইয়াছে, তাহা অতি চমৎকার! একটি শস্য-বীজ রোপন করা বা বপন করিলে তাহা হইতে অনেক শাখা-শীর্ষ উদ্গত হইয়া প্রত্যেক শীর্ষে যেরূপ বহু শস্য উৎপন্ন হয়, সেইরূপ আল্লার পথে একটী মুদ্রা দান করিলে দাতা পরকালে উহার বহুগুণ পুরস্কার প্রাপ্ত হইবে। এই সঙ্গে ইহাও বর্ণিত হইয়াছে যে, আল্লাহ ইচ্ছা করিলে ঐ পুরস্কার আরও বর্দ্ধিত করিয়া দিবেন।

ফি-সবিলেল্লা—ইহার সংক্ষিপ্ত অর্থ ১৫৪ আয়তের তফসীরে লিখিত হইয়াছে। এমাম রাজী বলেন যে, কোরান শরিফ কেবল 'জেহাদ' অর্থেই এই শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। ধর্ম্ম ও আত্মরক্ষার সহিত সত্য ধর্ম্মের উন্নতি ও সম্প্রসারণ জন্য যে ধন সম্পদ দান করা হইবে, তাহাও উহার অন্তর্গত। এইরূপ দাস বিমুক্তি, দীন-দুঃখীর সাহায্য এবং ধর্ম্মকার্য্য প্রভৃতি ইসলামী শরিয়তের নির্দ্দেশ অনুসারে যে সকল কার্য্য করা হইবে, তাহাও উহার অন্তর্ভূক্ত। কোন কোন তফসীরকার বলেন যে, "ফি সবিলেল্লা" শব্দ বিশেষভাবে 'জেহাদ' অর্থের নির্দ্দেশিত হইলেও যাবতীয় দান-ধ্যান ও লোক-হিতকর কার্য্য উহার অন্তর্ভূক্ত বুঝিতে হইবে।—তঃ কবির।

পূর্ব্বোক্ত শস্যের উপমার মধ্যে একটী বিষয় বিশেষ লক্ষ্য করিবার যোগ্য। একটী শস্য-বীজের দ্বারা বহু শস্য লাভ করিতে হইলে তাহার জন্য যেরূপ যত্ন, চেষ্টা ও পরিশ্রম করা দরকার, সেইরূপ দান করিয়া পুণ্য লাভ করিতে হইলে তাহার জন্যও সাধনা, অনাসক্তি এবং আত্মত্যাগ আবশ্যক; নচেৎ সে দানে কোনই ফল হইবে না (পরবর্ত্তী আয়ত মালা দ্রষ্টব্য)। পবিত্র কোরানের ন্যায় বাইবেলেও এইরূপ দান-ফলের একটি উপমা আছে। তবে উহাতে হজরত ঈসা তিরিশ, ষাট অথবা শত গুণ পর্য্যন্ত ফল-প্রাপ্তির কথা ব্যক্ত করিয়াছেন (মথিঃ ১৩—২৩ এবং মার্ক ৪—৮) আর পবিত্র কোরানে সপ্ত শত গুণ অথবা তাহারও দ্বিগুণ ফল-প্রাপ্তির সুসংবাদ ঘোষিত হইয়াছে।

২৬২। কিরূপে দান করিলে পূর্ব্বোক্ত আয়তের বর্ণনা অনুযায়ী সুফল লাভ করা যাইবে, এই আয়তে তাহাই বর্ণিত হইয়াছে। যাহারা দান করিয়া তাহা লোকের নিকট প্রচার করিয়া বেড়ায় না

يُتْبِعُونَ مَآ أَنفَقُوا مَنًّا وَلَآ أَذًى ۙ
لَّهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ ۚ وَلَا
خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ○
٢٦٣- قَوْلٌ مَّعْرُوفٌ وَمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ
مِّن صَدَقَةٍ يَتْبَعُهَآ أَذًى ط وَاللَّهُ
غَنِيٌّ حَلِيمٌ ○ ٢٦٤- يَآ أَيُّهَا الَّذِينَ
آمَنُوا لَا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُم بِالْمَنِّ
وَالْأَذَىٰ ۙ كَالَّذِي يُنفِقُ مَالَهُ
رِئَآءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ

তাহারা যাহা ব্যয় করিয়াছে তাহারা
প্রত্যুপকার না চাহে ও ক্লেশ না দেয়, তাহা-
দের জন্য তাহাদের প্রতিপালকের নিকট
তাহাদের পুরস্কার আছে এবং তাহাদের
জন্য কোন আশঙ্কা নাই ও তাহারা
সন্তপ্ত হইবে না। ২৬৩। যাহার
পশ্চাতে ক্লেশ আছে—সেই দান অপেক্ষা
উত্তম বাক্য ও ক্ষমা উৎকৃষ্টতর; এবং
আল্লাহ মহাসম্পদশালী সহিষ্ণু। ২৬৪।
হে বিশ্বাস-স্থাপনকারিগণ, তোমরা
প্রত্যুপকার চাহিয়া ও ক্লেশ দিয়া
তাহাদের ন্যায় তোমাদের দান ব্যর্থ
করিও না—যাহারা লোকদিগকে
দেখাইবার জন্য স্বীয় ধনরত্ন দান করে
এবং আল্লাহ ও পরকালের প্রতি বিশ্বাস

এবং দান-গ্রহণকারীর নিকট হইতে কোনরূপ প্রত্যুপকার গ্রহণ কিংবা তাহাকে কোন প্রকার কষ্ট প্রদান করে না, তাহারাই আল্লার নিকট পুরস্কার-প্রাপ্তির যোগ্য এবং তাহাদের কোনই আশঙ্কা অথবা দুঃখ নাই। কিন্তু কোনরূপ উদ্দেশ্য বা স্বার্থের বশীভূত হইয়া অথবা শুধু নিজের নাম প্রচার করিবার আশায় দান করিলে কিংবা দান গ্রহণকারীর নিকট হইতে কোনরূপ প্রত্যুপকার, প্রতিদান অথবা বিনিময় গ্রহণ করিলে, সে দান সম্পূর্ণ ব্যর্থ হইয়া যাইবে। সুতরাং এরূপ দাতা ভীতি ও দুঃখ হইতে বিমুক্ত নহে।

মান্না ও আজা—অর্থ যথাক্রমে প্রত্যুপকার এবং ক্লেশ লিখিত হইয়াছে। এই শব্দ-দ্বয়ের আরও অনেক অর্থ আছে। কাহাকেও কিছু দান করিয়া তাহা প্রচার করা ও তদ্দারা তাহার উপকার করা হইতেছে, একথা জানাইয়া দেওয়া অর্থে 'মান্না' এবং কিছু দান করিয়া তদ্বিনিময়ে রূঢ় বাক্য বলিয়া প্রার্থীর মনে কষ্ট দেওয়া অর্থে 'আজা' শব্দ ব্যবহৃত হইতে পারে। আলোচ্য শব্দ-দ্বয়ের উপরোক্ত মর্ম্ম পরবর্তী আয়তে অতি স্পষ্টরূপে পরিস্ফুট হইয়া উটিয়াছে।—তঃ কবির।

২৬৩। কাহাকে কিছু দান করিয়া তাহা প্রচার করা এবং কথা বা কার্য্যের দ্বারা দান গ্রহীতার মনে কষ্ট দেওয়া অপেক্ষা কেহ কিছু প্রার্থনা করিলে তাহার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করা অথবা তাহাকে মিষ্ট বাক্যে বিদায় করিয়া দেওয়া সমধিক উৎকৃষ্টতর। সুতরাং স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে, দানের সহিত কোনরূপ অন্যায় উদ্দেশ্য, স্বার্থ অথবা আত্ম-গরিমার ভাব থাকিলে সে দানে কোনই ফল নাই এবং তদ্রূপ দান করা অপেক্ষা দান কার্য্য হইতে বিরত থাকাই উত্তম।

২৬৪। ধর্ম্মপথে ধন-সম্পদ দান করিবার নীতি এবং বিভিন্ন প্রকার দানের স্বরূপ বর্ণনা করিবার পর আল্লাহতা'লা বিশ্বাসী মুসলমানদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন—হে মুসলমানগণ, যে সকল অবিশ্বাসী কাফের অন্তরে অসদুদ্দেশ্য লইয়া শুধু লোক দেখাইবার জন্য ধন-সম্পদ দান করে, তোমরা তাহাদের অনুরূপ উদ্দেশ্য বা বাসনার বশে ধন-সম্পদ দান করিয়া নিষ্ফল ব্যর্থতা অর্জ্জন করিও না। সুতরাং কোরান স্পষ্টই বলিয়া দিতেছে যে, মুসলমানের পক্ষে অসদুদ্দেশ্যে অথবা লোক দেখাইয়া

স্থাপন করে না; অতএব তাহার দৃষ্টান্ত ঐ সুবৃহৎ মসৃণ প্রস্তরের অনুরূপ—যাহার উপরে মৃত্তিকা স্তর, পরে উহার উপর বৃষ্টিধারা পতিত হয়, অনন্তর তাহা পরিষ্কৃত হইয়া যায়; তাহারা যাহা অর্জ্জন করিয়াছে, তন্মধ্য হইতে কোন বিষয়েই তাহারা সুফল পাইবে না এবং আল্লাহ অবিশ্বাসী সম্প্রদায়কে পথ-প্রদর্শন করেন না। ২৬৫। এবং যাহারা আল্লার সন্তুষ্টি সাধন ও স্বীয় জীবনের প্রতিষ্ঠার জন্য তাহাদের ধন-সম্পদ ব্যয় করে, তাহাদের দৃষ্টান্ত উচ্চে অবস্থিত উদ্যানের অনুরূপ—যাহাতে বৃষ্টিধারা পতিত হয়, অনন্তর উহাতে দ্বিগুণ ফল-শস্য উৎপন্ন হয়; কিন্তু যদি উহাতে বৃষ্টিপাত না হয় তবে শিশিরই যথেষ্ট; এবং তোমরা যাহা করিতেছ আল্লাহ তাহার প্রত্যক্ষকারী।

وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ط فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ
عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ
صَلْدًا ط لَا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ
مِّمَّا كَسَبُوا ط وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ
الْكَافِرِينَ ○ ٢٦٥- وَمَثَلُ الَّذِينَ
يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ
اللَّهِ وَتَثْبِيتًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍ
بِرَبْوَةٍ أَصَابَهَا وَابِلٌ فَآتَتْ أُكُلَهَا
ضِعْفَيْنِ ج فَإِن لَّمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ
فَطَلٌّ ط وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ○

শুধু সুনাম অর্জ্জনের লোভে দান করা নিন্দনীয় ও নিষিদ্ধ। ঐরূপ দানের ফলে অবিশ্বাসীদিগের ন্যায় তাহাদিগকেও পরিণামে অনুতাপ ভোগ করিতে হইবে।—কোঃ ৮—৩৮ তুলিতব্য।

অবিশ্বাসীদের দান কিরূপ ভাবে ব্যর্থ হইবে, আল্লাহতা'লা তাহা কর্দ্দমাবৃত প্রস্তর ও বৃষ্টিধারার উপমা দিয়া অতি সুন্দর ভাবে বুঝাইয়া দিয়াছেন। অবিশ্বাসী কাফেরদিগের হৃদয় প্রস্তরের ন্যায় কঠিন; উহাতে কোন সদুদ্দেশ্যের শ্যামল তরু সমুদ্গত হইতে পারে না; সুকোমল মৃত্তিকাতেই উহা জন্মিয়া থাকে। প্রস্তর মৃত্তিকা স্তরে আবৃত হইলেও উহার ভিতরটা যেমন কঠিন থাকিয়া যায়, অবিশ্বাসীরা দান-ধ্যান করিলেও তাহাদের অন্তরের মধ্যে অবিশ্বাস ও অসৎ প্রবৃত্তি তেমনি জমাট বাঁধিয়া থাকে। সুতরাং প্রবল বৃষ্টিপাতে প্রস্তর হইতে মৃত্তিকা স্তর যেরূপ ভাবে ধুইয়া পরিষ্কার হইয়া যায়, অবিশ্বাস ও অসদুদ্দেশ্যের বৃষ্টি-সম্পাতে মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে অবিশ্বাসীগণের অঙ্গ হইতেও দান-ধ্যান প্রভৃতি সৎকার্য্যগুলি সেইরূপ ভাবে ধুইয়া বিচ্ছিন্ন হইয়া থাকে; তাহারা উহার কোনই সুফল প্রাপ্ত হয় না। পক্ষান্তরে বিশ্বাসী মুসলমানের দান, বিশ্বাস ও সদুদ্দেশ্যের সুবৃষ্টি সম্পাতে চিরকাল পুষ্পিত ও ফলিত হইতে থাকে।

২৬৫। পূর্ব্ব আয়তে অবিশ্বাসীদের অসদুদ্দেশ্য-মূলক লোক-দেখানো ব্যর্থ-দানের প্রসঙ্গ শেষ করিয়া এই আয়তে আল্লাহতা'লা বিশ্বাসীদিগের সদুদ্দেশ্য মূলক সার্থক দানের কথা ব্যক্ত করিতেছেন। আন্তরিক বিশ্বাস ও সদুদ্দেশ্যের সহিত ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা, স্বজাতির উন্নতি অথবা স্বীয় কল্যাণের জন্য অনাসক্তভাবে দান করাই সার্থক দানের আদর্শ। উচ্চভূমিতে অবস্থিত উদ্যানের একটি সুন্দর উপমা দিয়া আল্লাহতা'লা এই দানের স্বরূপ বুঝাইয়া দিতেছেন। আল্লাহ বলিতেছেন যে, বিশ্বাসীদের দান রূপ সমুচ্চ উদ্যানে যদি ধর্ম্ম ও জাতির হিতসাধনের সদুদ্দেশ্য-রূপ নাও থাকে, তথাপি তাহাদের দান ব্যর্থ হইবে না। কারণ বিশ্বাসী মুসলমানের দান ফলপ্রসূ হইবার জন্য তাঁহাদের অন্তর্নিহিত বিশ্বাস-রূপ শিশির-বিন্দুই যথেষ্ট।

২৬৬। তোমাদের মধ্যে কেহ কি ইহা ইচ্ছা করে যে, তাহার জন্য খর্জ্জুর ও আঙ্গুরের উদ্যান হয়—যাহার নিম্নে স্রোতস্বিনী-সমূহ প্রবাহিতা, তন্মধ্যে তাহার জন্য সমস্ত ফল রহিয়াছে; এবং তাহাকে বার্দ্ধক্য আক্রমণ করে ও তাহার সন্তানেরা দুর্ব্বল হয়; অনন্তর এক ঝঞ্ঝাবায়ু উপস্থিত হয়—যাহার মধ্যে অগ্নিপ্রবাহ; পরে উহা দগ্ধ হইয়া যায়। এইরূপে আল্লাহ তোমাদের জন্য নিদর্শনাবলী ব্যক্ত করেন—যেন তোমরা চিন্তা কর।

٢٦٦- أَيَوَدُّ أَحَدُكُمْ أَن تَكُونَ لَهُ
جَنَّةٌ مِّن نَّخِيلٍ وَأَعْنَابٍ تَجْرِي
مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ لَهُ فِيهَا مِن
كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ وَلَهُ
ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاءُ فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ
نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ ط كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ
لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ع

৩৭শ রুকু—সত্যের জন্য অর্থ-দানের উপকারিতা

২৬৭। হে বিশ্বাস-স্থাপনকারিগণ, তোমরা যাহা উপার্জ্জন করিয়াছ এবং আমি যাহা ভূমি হইতে উদ্গত করিয়াছি, সেই পবিত্র-বিষয় হইতে ব্যয় কর এবং উহা হইতে এরূপ কলুষিত বস্তু ব্যয় করিতে মনস্থ করিও না—যাহা তোমরা

٢٦٧- يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنفِقُوا مِن
طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا
لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا
الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ وَلَسْتُم

২৬৬। এই আয়তে আল্লাহতা'লা আর একটী সুন্দর উপমা-যোগে ব্যর্থ-দানের একখানি চিত্র ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। কাহারও জীবন ও যৌবনের অবলম্বন স্বরূপ স্রোতস্বিনী স্নাত খর্জ্জুর ও আঙ্গুরের ফল ভরা উদ্যান—বার্দ্ধক্যে যদি অগ্নি-প্রবাহপূর্ণ ঝঞ্ঝাবায়ুতে ভস্মীভূত হইয়া যায় এবং তাহারা শেষ জীবনের অবলম্বন সন্তানেরা দুর্ব্বল ও অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়ে, তাহা হইলে যেরূপ দুঃখ ও নিরাশা তাহাকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলে, সেইরূপ সারা জীবনের দান ধ্যান ও সৎকর্ম্মগুলি যদি আন্তরিক অবিশ্বাস ও অসদুদ্দেশ্যের জন্য বিনষ্ট ও ব্যর্থ হইয়া যায় এবং পরকালের জন্য কিছুই অবশিষ্ট না থাকে, তাহা মানুষের পক্ষে ততোধিক দুঃখ, অনুতাপ ও নিরাশজনক হইয়া উঠে। অতএব আল্লার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করিয়া তাঁহার নির্দ্ধারিত পথের সদ্ভাবে জীবন যাপন করাই মানুষের সর্ব্বোত্তম কর্ত্তব্য।

৩৬৭। **এন্‌ফাক—**অর্থে ব্যয় ও দান উভয়ই বুঝা এবং বিশেষ ভাবে দান অর্থে 'সদ্‌কা' শব্দ ব্যবহৃত হয়। কিন্তু শরিয়ত-নির্দ্দিষ্ট বিশিষ্ট দান 'জাকাত' নামে অভিহিত হইয়া থাকে।—কোঃ ২—৪৩ আয়তের তফ্‌সীর দ্রষ্টব্য।

পূর্ব্ব রুকুতে দানের স্বরূপ, দানের প্রকারভেদ এবং সার্থক ও ব্যর্থ দানের বিষয়ে অতি সুন্দর উপমা যোগে বর্ণিত হইয়াছে। এক্ষণে কিরূপ ধন-সম্পদ দ্বারা পবিত্র ও পূণ্যজনক দান-কার্য্য সম্পন্ন করিতে হইবে, আলোচ্য আয়তে তাহাই বর্ণিত হইতেছে।

আল্লাহতা'লা দানের জন্য দুই প্রকার বস্তু নির্দ্দেশ করিতেছেন। প্রথমতঃ যাহা ভূমি হইতে উদ্গত হয় এবং দ্বিতীয়তঃ যাহা বৈধভাবে উপার্জ্জিত। যে ধন ... অথবা অবৈধ

بِاٰخِذِيْهِ اِلَّآ اَنْ تُغْمِضُوْا فِيْهِ ط
وَاعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ غَنِىٌّ حَمِيْدٌ ○
٢٦٨- اَلشَّيْطٰنُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَاْمُرُكُمْ
بِالْفَحْشَآءِ ج وَاللّٰهُ يَعِدُكُمْ مَّغْفِرَةً
مِّنْهُ وَفَضْلًا ط وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ ○
٢٦٩- يُؤْتِى الْحِكْمَةَ مَنْ يَّشَآءُ ج

মুদ্রিত-চক্ষু ব্যতীত গ্রহণ কর না, এবং তোমরা জানিয়া রাখ যে, আল্লাহ মহা-সম্পদশালী প্রশংসিত। ২৬৮। শয়তান তোমাদিগকে অভাবের ভীতি প্রদর্শন করে ও তোমাদিগকে অসদ্বিষয়ের আদেশ করে এবং আল্লাহ তোমাদিগকে তাঁহার নিকট হইতে ক্ষমা ও দয়ার অঙ্গীকার করেন এবং আল্লাহ প্রশস্ত মহাজ্ঞানী। ২৬৯। তিনি যাহাকে

ভাবে অর্জ্জন করা হইয়াছে, কিংবা যে সকল বস্তু অপবিত্র অথবা বিকৃত এবং দূষিত হইয়া গিয়াছে, তাহা দান করিতে আল্লাহ নিষেধ করিতেছেন। অতএব সদুপায়ে অর্জ্জিত অর্থ এবং বৈধ-পবিত্র ও উৎকৃষ্ট দ্রব্য দান করাই বিধেয়। অবৈধ উপার্জ্জন অথবা অপবিত্র বিকৃত বস্তু কাহাকেও দান করা উচিত নহে।

"যাহা তোমরা মুদ্রিত চক্ষু ব্যতীত গ্রহণ কর না"—একথার তাৎপর্য্য এই যে, যেরূপ দ্রব্য গ্রহণ করিতে তোমাদের মনে বিরক্তি ও ঘৃণার উদ্রেক হয়, তোমরা অপরকে সেইরূপ বস্তু দান করিও না।

২৬৮। দানের প্রকৃতি ও পুণ্য বর্ণনা করিয়া আল্লাহতা'লা উহার বাধা-বিঘ্ন ও কল্যাণের বিষয় ব্যক্ত করিতেছেন। লোকে যখন আল্লার পথে ধন সম্পদ ব্যয় করিতে ইচ্ছুক অথবা উদ্যত হয়, তখন মানবের স্বাভাবিক দুর্ব্বলতাবশতঃ তাহার মনে স্বতঃই এই চিন্তা উপস্থিত হয় যে, এইরূপ দান করার ফলে হয়ত আমি অভাবগ্রস্ত, নিঃস্ব ও দরিদ্র হইয়া পড়িব; কিন্তু ইহা শয়তানের প্ররোচনা জনিত কুপ্রবৃত্তি মাত্র এবং ইহারই প্রভাবে মানুষ কৃপণ হইয়া থাকে। তাই আল্লাহ স্বীয় ক্ষমা ও অনুগ্রহের অঙ্গীকার করিয়া বলিতেছেন যে, ঐরূপ প্ররোচনা ও প্রবৃত্তি অন্তরে উদিত হওয়া সত্ত্বেও যদি তোমরা আমার নির্দ্দেশমত সৎকার্য্যে দান কর, তবে তোমাদের অন্তরের অসদ্ভাব ক্ষমা করিয়া আমি তোমাদিগকে আমার বিশেষ অনুগ্রহ দান করিব। এই ক্ষমা ও অনুগ্রহের ফলে দানশীল ব্যক্তি পার্থিব যশ, মান, খ্যাতি ও ধন সম্পদের প্রাচুর্য্য ও পারলৌকিক মুক্তি ও কল্যাণ সমস্তই লাভ করিতে পারে।

ফাহ্‌শায়ে—অর্থ অসৎ-বিষয়ে লিখিত হইল; কিন্তু উহার প্রকৃত অর্থ অশ্লীলতা এবং এস্থলে উহার মর্ম্ম কৃপণতা। আরবেরা কার্পণ্যকে 'ফাইশ' এবং কৃপণকে 'ফাহেশ' বলিয়া থাকে (হক্কানী)। এমাম রাজীও বলেন যে, 'ফাহ্‌শায়ে' শব্দ দ্বারা এখানে বিশেষভাবে কৃপণতার প্রতিই লক্ষ্য করা হইয়াছে।—তঃ কবির।

মগফেরাত ও ফদল—শব্দদ্বয়ের অর্থ যথাক্রমে ক্ষমা ও অনুগ্রহ লিখিত হইয়াছে; কিন্তু 'মগফেরাতের' ধাতুগত অর্থ প্রাচুর্য্য এবং 'ফদল' অর্থ ফজিলত বা গৌরব। সুতরাং স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে, আল্লাহতা'লা ঐ শব্দদ্বয়ের দ্বারা দানশীল ব্যক্তির জন্য পার্থিব ধন সম্পদের প্রাচুর্য্য এবং সম্মান ও সুখ্যাতির প্রতিশ্রুতি প্রদান করিতেছেন।—তঃ হক্কানী।

২৬৯। উপরোক্ত আয়তের মধ্যে আল্লার যে শুভ ইচ্ছা ও কল্যাণ নিহিত আছে, তাহা জ্ঞানী ব্যক্তির পক্ষে হৃদয়ঙ্গম করা খুবই সহজ; সুতরাং যাহার জ্ঞান আছে, সে বিবেক-বুদ্ধির অনুসরণ করিয়া প্রচুর কল্যাণ লাভ করিতে পারিবে। আর যাহারা নির্ব্বোধ, তাহারা উহা দ্বারা কোনই সুফল লাভ করিতে পারিবে না; কারণ তাহাদের হিতাহিত বুঝিবার কোনই শক্তি নাই।

مَنْ يُّؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوْتِيَ
خَيْرًا كَثِيْرًا ط وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا
أُولُوا الْأَلْبَابِ ٥ ٢٧٠- وَمَا أَنْفَقْتُمْ
مِّنْ نَّفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُمْ مِّنْ نَّذْرٍ فَإِنَّ اللّٰهَ

এবং যাহাকে ইচ্ছা জ্ঞান দান করেন, এবং যাহাকে জ্ঞান প্রদত্ত হয়—ফলতঃ সে নিশ্চয়ই প্রচুর কল্যাণ লাভ করে; এবং জ্ঞানবান লোক ব্যতীত হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে না।

২৭০। দানের উদ্দেশ্যে যাহা তোমরা ব্যয় কর অথবা উৎসর্গের জন্য যাহা তোমরা সঙ্কল্প কর, ফলতঃ নিশ্চয় আল্লাহ তাহা

হেকমত—জ্ঞান ও বিজ্ঞান। আলোচ্য আয়তে দান-ধ্যান প্রভৃতি প্রত্যেক সৎকার্য্যের সুফল লাভ করিবার জন্য মানবের পক্ষে জ্ঞানের আবশ্যকতা যে কত বেশী, তাহা বিশেষরূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। আল্লাহতা'লা স্পষ্টই বলিয়া দিয়াছেন—"যাহাকে জ্ঞান প্রদত্ত হয়, সে প্রচুর কল্যাণ লাভ করে।" এতদ্বারা ধন-সম্পদ ও যশ-মানের উপর জ্ঞানের শ্রেষ্ঠত্ব ও গৌরব মুক্তকণ্ঠে ঘোষিত হইয়াছে। বিশেষতঃ হাদিস শরীফে জ্ঞানের গরিমা ও বিজ্ঞানের মহিমা সম্বন্ধে হজরত রসুলোল্লাহর বহু উক্তি সঙ্কোলিত হইয়াছে; তন্মধ্যে নিম্নে কতকগুলি উক্তির মর্ম্মানুবাদ লিখিত হইল :—

১—সমস্ত মোসলেম নর-নারীর জন্য বিদ্যাশিক্ষা ও জ্ঞানার্জ্জন করা ফরজ। ২—রাত্রে ক্ষণকাল জ্ঞান বিতরণ করা সমগ্র রজনীর আরাধনা অপেক্ষা উত্তম। ৩—যে কেহ আমার অনুগামিগণের অনুসৃত ধর্ম্ম বিষয়ক চল্লিশটি হাদিস কণ্ঠস্থ করিবে, আল্লাহ তাহাকে "ফকিহ" রূপে গৌরবান্বিত করিবেন এবং কেয়ামতের দিবস আমি তাহার জন্য অনুরোধ ও সাক্ষ্য প্রদান করিব। ৪—শহিদের পূত রক্ত অপেক্ষাও আলেমের মসী সমধিক পবিত্র। ৫—যদি মৃত্যুকালে কালি-কলম পরিত্যাগ করিয়া যান অর্থাৎ জ্ঞানালোচনায় জীবনাতিবাহিত করেন, স্বর্গের দ্বার তাঁহার জন্য উন্মুক্ত। ৬—আলেমের জ্ঞানচর্চ্চা, মহতের সুবিচার, উপাসকের প্রার্থনা এবং যোদ্ধার নির্ভীকতা—এই চারিটী স্তম্ভের উপর ভূমণ্ডল প্রতিষ্ঠিত। ৭—জ্ঞানশূন্য অন্তর আত্মাহীন দেহের সমান। ৮—মহত্ত্ব ধনে নয়—জ্ঞানে। ৯—তোমরা জ্ঞান অর্জ্জনে যত্নবান হও; কারণ যাহারা আল্লার পথে জ্ঞান অর্জ্জন করেন, তাঁহারাই বাস্তবিক পূণ্যবান; যাহারা জ্ঞানের আলোচনা করে, তাহারা মহাপ্রভুর গুণকীর্ত্তন করে; জ্ঞান-মুমুক্ষিৎসুগণ প্রকৃতপক্ষে আল্লারই ভক্ত উপাসক; যাঁহারা জ্ঞান বিতরণ করেন, তাঁহারাই প্রকৃত দাতা; জ্ঞানী ব্যক্তিই বিধি-নিষেধের পার্থক্য স্থির করিতে সক্ষম; জ্ঞান আমাদের স্বর্গ-পথের প্রদীপ, মরু-পথের বন্ধু, নির্জ্জনে সঙ্গী, বন্ধুহীনতায় সহচর; জ্ঞান আমাদের সুখ-শান্তির পথ-প্রদর্শক, দারিদ্রের অবলম্বন, সুহৃদ সমাজের অলঙ্কার ও শত্রুকুলের মধ্যে দুর্ভেদ্য বর্ম্ম; একমাত্র জ্ঞানেরই মহিমায় লোকে জগতে সর্ব্বোচ্চস্থান অধিকার এবং রাজন্যবর্গের সম্মান লাভ করে ও পরকালে পরম শান্তির অধিকারী হয়। ১০—জ্ঞানান্বেষণে সুদূর চীন দেশে গমন করিতে কুণ্ঠিত হইও না। ১১—যাহারা জ্ঞাতান্বেষণে দেশ-ভ্রমণে বহির্গত হয়, আল্লাহ তাহাদিগকে স্বর্গের পথ প্রদর্শন করেন। ১২—স্রষ্টার সৃষ্টি কৌশলের প্রতি ক্ষণকাল অনুধ্যান, সত্তর বৎসরের উপাসনা অপেক্ষা উত্তম। ১৩—জ্ঞানান্বেষণকারী স্বর্গদ্বারে ফেরেশ্‌তাগণ কর্ত্তৃক অভ্যর্থিত হইবেন। ১৪—যাহারা জ্ঞানের ও জ্ঞানী ব্যক্তির সমাদর করে, আল্লাহ তাহাদিগকে সমাদর করিবেন। ১৫—যাহারা জ্ঞানীর সম্মান করে, বাস্তবিক তাহারা আমাকেই সম্মান করিয়া থাকে। জ্ঞান এবং জ্ঞানীর এইরূপ মহিমামণ্ডিত উক্তিতে হাদিস শরীফে পবিত্র পৃষ্ঠা পরিপূর্ণ। তঃ কোরান বিল-কোরান ও আবুল ফজল।

২৭০। দানের স্বরূপ ও উদ্দেশ্য ইতিপূর্ব্বেই ব্যক্ত হইয়াছে। লোকে কোন্ উদ্দেশ্যে কিরূপ বস্তু দান বা উৎসর্গ করে, সর্ব্বজ্ঞ আল্লার পক্ষে তাহা অপরিজ্ঞাত থাকিতে পারে না। অতএব তোমরা যদি আল্লার উদ্দেশ্য ব্যতীত অপরের উদ্দেশ্যে কিংবা শুধু লোক দেখাইয়া সুনাম অর্জ্জনের লোভে দান বা উৎসর্গ কর, অথবা ঐ জন্য কোন অবৈধ দ্রব্য ব্যবহার কর, তবে নিশ্চয়

مَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ
خَيْرًا كَثِيرًا ۗ وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا
أُولُوا الْأَلْبَابِ ۝ ٢٧٠ - وَمَا أَنفَقْتُم
مِّن نَّفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُم مِّن نَّذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ

এবং যাহাকে ইচ্ছা জ্ঞান দান করেন, এবং যাহাকে জ্ঞান প্রদত্ত হয়—ফলতঃ সে নিশ্চয়ই প্রচুর কল্যাণ লাভ করে; এবং জ্ঞানবান লোক ব্যতীত হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে না।
২৭০। দানের উদ্দেশ্যে যাহা তোমরা ব্যয় কর অথবা উৎসর্গের জন্য যাহা তোমরা সঙ্কল্প কর, ফলতঃ নিশ্চয় আল্লাহ তাহা

হেকমত—জ্ঞান ও বিজ্ঞান। আলোচ্য আয়তে দান-ধ্যান প্রভৃতি প্রত্যেক সৎকার্য্যের সুফল লাভ করিবার জন্য মানবের পক্ষে জ্ঞানের আবশ্যকতা যে কত বেশী, তাহা বিশেষরূপে নির্দ্দেশিত হইয়াছে। আল্লাহতা'লা স্পষ্টই বলিয়া দিয়াছেন—"যাহাকে জ্ঞান প্রদত্ত হয়, সে প্রচুর কল্যাণ লাভ করে।" এতদ্বারা ধন-সম্পদ ও যশ-মানের উপর জ্ঞানের শ্রেষ্ঠত্ব ও গৌরব মুক্তকণ্ঠে ঘোষিত হইয়াছে। বিশেষতঃ হাদিস শরীফে জ্ঞানের গরিমা ও বিজ্ঞানের মহিমা সম্বন্ধে হজরত রসুলোল্লাহর বহু উক্তি সঙ্কোলিত হইয়াছে; তন্মধ্যে নিম্নে কতকগুলি উক্তির মর্ম্মানুবাদ লিখিত হইল:—

১—সমস্ত মোসলেম নর-নারীর জন্য বিদ্যাশিক্ষা ও জ্ঞানার্জ্জন করা ফরজ। ২—রাত্রে ক্ষণকাল জ্ঞান বিতরণ করা সমগ্র রজনীর আরাধনা অপেক্ষা উত্তম। ৩—যে কেহ আমার অনুগামিদিগের অনুসৃত ধর্ম্ম বিষয়ক চল্লিশটি হাদিস কণ্ঠস্থ করিবে, আল্লাহ তাহাকে "ফকিহ" রূপে গৌরবান্বিত করিবেন এবং কেয়ামতের দিবস আমি তাহার জন্য অনুরোধ ও সাক্ষ্য প্রদান করিব। ৪—শহিদের পূত রক্ত অপেক্ষাও আলেমের মসী সমধিক পবিত্র। ৫—যনি মৃত্যুকালে কালি-কমম পরিত্যাগ করিয়া যান অর্থাৎ জ্ঞানালোচনায় জীবনাতিবাহিত করেন, স্বর্গের দ্বার তাঁহার জন্য উন্মুক্ত। ৬—আলেমের জ্ঞানচর্চ্চা, মহতের সুবিচার, উপাসকের প্রার্থনা এবং যোদ্ধার নির্ভীকতা—এই চারিটী স্তম্ভের উপর ভূমণ্ডল প্রতিষ্ঠিত। ৭—জ্ঞানশূন্য অন্তর আত্মাহীন দেহের সমান। ৮—মহত্ত্ব ধনে নয়—জ্ঞানে। ৯—তোমরা জ্ঞান অর্জ্জনে যত্নবান হও; কারণ যাহারা আল্লার পথে জ্ঞান অর্জ্জন করেন, তাঁহারাই বাস্তবিক পূণ্যবান; যাহারা জ্ঞানের আলোচনা করে, তাহারা মহাপ্রভুর গুণকীর্ত্তন করে; জ্ঞানামুমুক্ষিৎসুগণ প্রকৃতপক্ষে আল্লারই ভক্ত উপাসক; যাঁহারা জ্ঞান বিতরণ করেন, তাঁহারাই প্রকৃত দাতা; জ্ঞানী ব্যক্তিই বিধি-নিষেধের পার্থক্য স্থির করিতে সক্ষম; জ্ঞান আমাদের স্বর্গ-পথের প্রদীপ, মরু-পথের বন্ধু, নির্জ্জনে সঙ্গী, বন্ধুহীনতায় সহচর; জ্ঞান আমাদের সুখ-শান্তির পথ-প্রদর্শক, দারিদ্রের অবলম্বন, সুহৃদ সমাজের অলঙ্কার ও শত্রুকুলের মধ্যে দুর্ভেদ্য বর্ম্ম; একমাত্র জ্ঞানেরই মহিমায় লোকে জগতে সর্ব্বোচ্চস্থান অধিকার এবং রাজন্যবর্গের সম্মান লাভ করে ও পরকালে পরম শান্তির অধিকারী হয়। ১০—জ্ঞানান্বেষণে সুদূর চীন দেশে গমন করিতে কুণ্ঠিত হইও না। ১১—যাহারা জ্ঞাতান্বেষণে দেশ-ভ্রমণে বহির্গত হয়, আল্লাহ তাহাদিগকে স্বর্গের পথ প্রদর্শন করেন। ১২—স্রষ্টার সৃষ্টি কৌশলের প্রতি ক্ষণকাল অনুধ্যান, সত্তর বৎসরের উপাসনা অপেক্ষা উত্তম। ১৩—জ্ঞানান্বেষণকারী স্বর্গদ্বারে ফেরেশ্তাগণ কর্ত্তৃক অভ্যর্থিত হইবেন। ১৪—যাহারা জ্ঞানের ও জ্ঞানী ব্যক্তির সমাদর করে, আল্লাহ তাহাদিগকে সমাদর করিবেন। ১৫—যাহারা জ্ঞানীর সম্মান করে, বাস্তবিক তাহারা আমাকেই সম্মান করিয়া থাকে। জ্ঞান এবং জ্ঞানীর এইরূপ মহিমামণ্ডিত উক্তিতে হাদিস শরীফে পবিত্র পৃষ্ঠা পরিপূর্ণ। তঃ কোরান বিল-কোরান ও আবুল ফজল।

২৭০। দানের স্বরূপ ও উদ্দেশ্য ইতিপূর্ব্বেই ব্যক্ত হইয়াছে। লোকে কোন্ উদ্দেশ্যে কিরূপ বস্তু দান বা উৎসর্গ করে, সর্ব্বজ্ঞ আল্লার পক্ষে তাহা অপরিজ্ঞাত থাকিতে পারে না। অতএব তোমরা যদি আল্লার উদ্দেশ্য ব্যতীত অপরের উদ্দেশ্যে কিংবা শুধু লোক দেখাইয়া সুনাম অর্জ্জনের লোভে দান বা উৎসর্গ কর, অথবা ঐ জন্য কোন অবৈধ দ্রব্য ব্যবহার কর, তবে নিশ্চয়

يَعْلَمُهٗ ط وَمَا لِلظّٰلِمِيْنَ مِنْ اَنْصَارٍ ٥
۲۷۱- اِنْ تُبْدُوا الصَّدَقٰتِ فَنِعِمَّا
هِيَ ج وَاِنْ تُخْفُوْهَا وَتُؤْتُوْهَا
الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ط وَيُكَفِّرُ
عَنْكُمْ مِّنْ سَيِّاٰتِكُمْ ط وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ
خَبِيْرٌ ٥ ۲۷۲- لَيْسَ عَلَيْكَ هُدٰىهُمْ
وَلٰكِنَّ اللّٰهَ يَهْدِيْ مَنْ يَّشَاءُ ط وَمَا
تُنْفِقُوْا مِنْ خَيْرٍ فَلِاَنْفُسِكُمْ ط وَمَا

পরিজ্ঞাত আছেন এবং অত্যাচারিগণের জন্য কোনই সাহায্যকারী নাই। ২৭১। যদি তোমরা প্রকাশ্যভাবে দান কর তবে তাহা উৎকৃষ্ট এবং যদি তোমরা উহা গোপন কর ও দরিদ্রকে প্রদান কর তবে উহাও তোমাদের জন্য উত্তম; এবং ইহা দ্বারা তোমাদের অকল্যাণ বিদূরিত হইবে, অতএব তোমরা যাহা কর তদ্বিষয়ে আল্লাহ অভিজ্ঞ। ২৭২। তোমার উপর তাহাদিগকে সুপথ-প্রদর্শনের দায়িত্ব নাই, কিন্তু আল্লাহ যাহাকে ইচ্ছা পথ-প্রদর্শন করেন; এবং তোমরা ধন-সম্পদ হইতে যাহা ব্যয় কর বস্তুতঃ তাহা তোমাদের নিজেদেরই জন্য; এবং

অত্যাচারগণের জন্য তোমাদের দান বা উৎসর্গ ব্যর্থ হইবে এবং তোমরা ঐজন্য আল্লার নিকট শাস্তি ভোগ করিবে। মানুষের একথাও মনে রাখা উচিত যে, আল্লাহ যদি কাহাকে শাস্তি প্রদান করেন, তবে কেহই তাহাকে সাহার্য্য বা রক্ষা করিতে পারিবে না।

২৭১। দীন দুঃখীর সাহায্য হেতু অপ্রকাশ্য দানই উৎকৃষ্টতর, কিন্তু যদি কেহ এই উদ্দেশ্যে প্রকাশ্যভাবে দান করে যে, তাহা দেখিয়া অন্য লোকে ঐ সদৃষ্টান্তের অনুসরণ করিবে এবং তাহার ফলে দীন-দুঃখীরা উপকৃত হইবে, তবে সে দানও উত্তম —তঃ হক্কানী।

কেহ কেহ বলেন যে আল্লাহতা'লা এখানে প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য দুই প্রকার দানের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। অপ্রকাশ্য দানের সহিত 'দীন-দুঃখী' বাক্যটী সংযুক্ত থাকায় স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে, ইহা অভাবগ্রস্ত নর নারীর দুঃখ মোচনের জন্য সাধারণ দান। অবশ্য এ দানও যে উত্তম তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই। কিন্তু প্রকাশ্য দান কেবল দীন-দুঃখীর অভাব মোচনেই সীমাবদ্ধ নহে—বরং ধর্ম্মপ্রচার, জাতির উন্নতি সাধন, লোকহিতকর অনুষ্ঠান ও সামাজিক কার্য্যে অর্থ সাহায্য করাই প্রকাশ্য দানের প্রধানতম লক্ষ্য। এ সম্বন্ধে বাইবেলের শিক্ষা বিশেষ ত্রুটীপূর্ণ (মথি ৬—১,৪)। উপরে যে সকল প্রকাশ্য দান নির্দ্দেশিত হইয়াছে, তদ্ব্যতীত ধর্ম্ম ও জাতির উন্নতি সাধন যে সম্পূর্ণ অসম্ভব, এ কথা সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে। সেই জন্য আল্লাহতা'লা সর্ব্বপ্রথমে প্রকাশ্য দানের উল্লেখ করিয়া উহাকে শ্রেষ্ঠতর আখ্যায় আখ্যায়িত করিয়াছেন। কিন্তু প্রকাশ্য দান বলিতে কেহ যেন "লোক-দেখান দান" (২-৬৪) না বুঝেন। ফলতঃ সেই অসদুদ্দেশ্য-মূলক দানের সহিত এই মহাকল্যাণকর দানের কোনই সম্বন্ধ নাই।—তঃ মঃ আঃ।

২৭২। এই আয়ত দানের যোগ্যপাত্র নির্দ্ধারণ-বিষয়ক প্রথম আদেশ। হজরত রসুলোল্লা এবং তাঁহার বিশিষ্ট সহচরগণ স্বভাবসিদ্ধ দানশীল হইলেও তাঁহারা পৌত্তলিকদিগকে দান করিতে একটু ইতস্ততঃ করিতেন। তদুপলক্ষে এই আয়ত অবতীর্ণ হয়। আল্লাহতা'লা হজরত রসুলোল্লাকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন যে, যাহারা অভাবগ্রস্ত এবং সাহায্য প্রাপ্ত হইবার উপযোগী, তোমরা তাহাদিগকে দান করিবে। দান প্রার্থীগণের মধ্যে কে স্বধর্ম্মী কে বিধর্ম্মী এবং সৎকর্ম্মশীল ও কে দুষ্কার্য্যকারী—তোমার পক্ষে তাহার জন্য ভেদরেখা সৃষ্টি করিবার কোন প্রয়োজন নাই। কারণ

تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ ط وَمَا
تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ
وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ ○ ٢٧٣- لِلْفُقَرَاءِ
الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ
لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ ز
يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ
التَّعَفُّفِ ع تَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ ع
لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا ط وَمَا
تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ع

আল্লার প্রসন্নতা অন্বেষণ ব্যতীত তোমরা ব্যয় করিও না; এবং তোমরা শুদ্ধ-সম্পদ হইতে যাহা ব্যয় কর, তাহা তোমাদিগকে সম্পূর্ণরূপে প্রদত্ত হইবে ও তোমরা অত্যাচারিত হইবে না।
২৭৩। যাহারা আল্লার পথে অবরুদ্ধ রহিয়াছে বলিয়া ভূপৃষ্ঠে গমনাগমনে শক্তিহীন সেই সকল দরিদ্রের জন্য ব্যয় কর; অ-যাচ্ঞার জন্য নির্ব্বোধেরা তাহাদিগকে ধনশালী জ্ঞান করে; তুমি তাহাদের আকৃতি দেখিয়া চিনিতে পারিবে; তাহারা ব্যাকুলভাবে লোকের নিকট প্রর্থনা করে না; এবং তোমরা শুদ্ধ-সম্পদ হইতে যাহা ব্যয় কর, বস্তুতঃ নিশ্চয় আল্লাহ তদ্বিষয় মহাজ্ঞানী।

দানের দ্বারা কাহাকেও বিশ্বাস স্থাপন করিতে বাধ্য করা তোমার কর্ত্তব্য নহে এবং তদ্বিষয়ে তোমার কোনও দায়িত্বও নাই। তোমার কর্ত্তব্য সৎ ও অসৎ এবং পাপ ও পুণ্যের পার্থক্য প্রদর্শন পূর্ব্বক লোকদিগকে সুপথে আহ্বান করা, কিন্তু তাহাকে পথ-প্রদর্শন করা বা না করা সম্পূর্ণ আমার ইচ্ছাধীন। তোমরা আমার প্রসন্নতা লাভের জন্য যাহা দান করিবে, আমার নিকটেই তাহার প্রতিদান প্রাপ্ত হইবে। এই আয়ত পবিত্র ইসলামের উদারতা ও মহত্বের এক উজ্জ্বল নিদর্শন।

২৭৩। পূর্ব্ববর্ত্তী আয়তসমূহে আল্লাহতা'লা দানের প্রসঙ্গ, দানশীলের কর্ত্তব্য, দান গ্রহণের পাত্রাপাত্র ও বিভিন্ন প্রকার দানের বিষয় ব্যক্ত করিবার পর এই আয়তে যাহারা দান বা সাহায্য পাইবার সমধিক অধিকারী, তাহাদের বিষয় উল্লেখ করিয়া রুকু শেষ করিতেছেন। আয়তের প্রকৃত মর্ম্ম এই যে, "যাহারা আল্লার পথে অবরুদ্ধ রহিয়াছে"—বিশেষভাবে তাহারাই সাহায্য- প্রাপ্তির যোগ্যতম পাত্র। এমাম রাজী তিন শ্রেণীর লোককে উক্ত নির্দ্দেশের লক্ষীভূত বলিয়া মনে করেন। প্রথমতঃ যাহারা ধর্ম্মযুদ্ধে আহত হইয়াছে; দ্বিতীয়তঃ যাহারা ধর্ম্মযুদ্ধে অথবা ইসলামের সেবায় জীবন উৎসর্গ করিয়াছে—অথচ তাহাদের জীবিকার্জ্জনের অন্য কোন অবলম্বন নাই এবং তৃতীয়তঃ যাহারা শত্রুর পরিবেষ্টনীর মধ্যে থাকিয়া তাহাদের আক্রমণ-আশঙ্কায় কাজ-কর্ম্মে বহির্গত হইতে পারে না।—তঃ কবির।

কোন কোন তফসীরে একথাও লিখিত হইয়াছে যে, যাহারা আল্লাহতাআলার আরাধনা উপাসনা ইসলামের উন্নতি ও বিস্তার এবং ধর্ম্মের উচ্চতর আদর্শে আত্মসমর্পণ পূর্ব্বক সংসারের কাজ-কর্ম্ম সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করিয়াছেন, তাহাদিগকে সাহায্য করাও সমাজের অবশ্য কর্ত্তব্য। এরূপ মহাপ্রাণ ব্যক্তিরা সংযম ও সঙ্কোচ হেতু যদিও লোকের নিকট নিজেদের অভাব ব্যক্ত করে না এবং কাতরভাবে সর্ব্বত্র সাহায্য প্রার্থনা করিয়া বেড়ায় না, তথাপি তাহাদের মুখাকৃতি দেখিয়া—অর্থাৎ অবস্থা অনুসন্ধান করিয়া তাহাদিগকে সাহায্য করা তোমাদের কর্ত্তব্য। এই নির্দ্দেশ অনুসারে অনুমিত হয় যে, ধর্ম্মের জন্য উৎকৃষ্ট-প্রান ধর্ম্মযোদ্ধা বা ধর্ম্ম-প্রচারকের ন্যায় যে সকল লোক ধর্ম্ম ও

৩৮শ রুকু—সুদ-গ্রহণের নিষেধাজ্ঞা

২৭৪। যাহারা দিবসে এবং রজনী যোগে প্রকাশ্যে ও গোপনে স্বীয় ধন-সম্পদ দান করে, পরে তাহাদের জন্য তাহাদের প্রতিপালকের নিকট তাহাদের পুরস্কার রহিয়াছে এবং তাহাদের পক্ষে আশঙ্কা নাই ও তাহারা দুঃখিত হইবে না। ২৭৫। যাহারা সুদ ভক্ষণ করে, তাহারা শয়তানের স্পর্শে মোহাভিভূত

٢٧٤- اَلَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمْ بِالَّيْلِ
وَالنَّهَارِ سِرًّا وَّعَلَانِيَةً فَلَهُمْ اَجْرُهُمْ
عِنْدَ رَبِّهِمْ ۚ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ
وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ ۝ ٢٧٥- اَلَّذِيْنَ
يَاْكُلُوْنَ الرِّبٰوا لَا يَقُوْمُوْنَ اِلَّا كَمَا

জাতীয় উন্নতির শুভ-ইচ্ছা প্রণোদিত হইয়া অন্যান্য দেশহিতকর জাতীয় অনুষ্ঠানে আত্মনিবেদন করেন, অভাবগ্রস্ত হইলে তাঁহারাও সমাজের সাহায্য প্রাপ্তির উপযুক্ত।—তঃ হক্কানী।

"তাহারা ব্যাকুলভাবে লোকের নিকট প্রার্থনা করে না"—এই বাক্যের দ্বারা স্পষ্টই অনুমিত হয় যে, দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিয়া বেড়ান অত্যন্ত নিন্দনীয় হীন-প্রথা; ইসলাম কখনই ঐ লজ্জাকর কু-প্রথা সমর্থন করে না।—তঃ মঃ আঃ।

হজরত রসুলোল্লার একটী হাদিসেও উক্ত অভিমত সমর্থিত হয়। একদা এক ব্যক্তি হজরত রসুলোল্লার নিকট ভিক্ষা প্রার্থনা করিল। হজরত তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"বাড়ীতে কি তোমার কিছুই নাই?" সে বলিল—"হাঁ, একটী চাদর আছে—আমি উহার অর্দ্ধাংশ বিছাইয়া অপরার্দ্ধে আমার দেহ আবৃত করি এবং একটী কাঠের পেয়ালা আছে—তাহাতে পান করি।" তখন হজরত আদেশ করিলেন,—"তোমার চাদর ও পেয়ালা লইয়া আইস।" লোকটী তাহার চাদর ও পেয়ালা আনিয়া হজরতের হস্তে অর্পণ করিলেন, তিনি উহা বিক্রয়ার্থে হস্তে তুলিয়া বলিলেন,—এগুলি কে ক্রয় করিবে? উপস্থিত জনমণ্ডলির মধ্যে একজন কহিল—"আমি এক দেরহেমে কিনিতে পারি।" পরিশেষে হজরতের আহ্বানে একজন দুই দেরহেমে উক্ত দ্রব্য ক্রয় করিল। হজরত বিক্রয়-লব্ধ অর্থ লোকটির হস্তে প্রদান করিয়া আদেশ করিলেন—"আপাততঃ তুমি এক দেরহেমের খাদ্যাদি ক্রয় করিয়া তোমার স্ত্রী-পরিজনদিগের জন্য কয়েকদিনের আহার্য্যের সংস্থান কর এবং অপর দেরহেমে একটী কুঠার ক্রয় করিয়া আমার নিকট লইয়া আইস।" যখন লোকটি কুঠার আনিয়া হজরতের হস্তে প্রদান করিল, তখন তিনি স্বহস্তে একখণ্ড কাঠের দ্বারা কুঠারে বাঁট লাগাইয়া দিয়া তাহাকে প্রত্যর্পণ পূর্ব্বক বলিলেন,—"এই কুঠারের সাহায্যে জঙ্গলে কাঠ কাটিয়া বাজারে বিক্রয় করিবে এবং দুই সপ্তাহ পরে আসিয়া আমার সহিত সাক্ষাৎ করিবে।" লোকটি হজরতের উপদেশে এই সময়ের মধ্যে কাঠ বিক্রয় পূর্ব্বক দশ দেরহেম সংগ্রহ করিয়া যথাসময়ে আসিয়া হজরতকে জানাইল। তিনি পুলকিত চিত্তে তাহাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া বলিলেন, "এই অর্থে তুমি বস্ত্র ও খাদ্যাদি সংগ্রহ করিয়া তোমার সংসার নির্ব্বাহ কর। এইরূপে কাঠ কাটিয়া উপার্জ্জন করা তোমার জন্য ভিক্ষাবৃত্তি অপেক্ষা সমধিক সম্মানার্হ ও কল্যাণকর; কারণ বিচারদিবসে ভিক্ষুকের বদন কলিমা লিপ্ত হইবে।"—হাদিস।

২৭৪। এই আয়ত অতিরিক্ত দানের সমর্থক। যাহারা জীব-জগতের কল্যাণের জন্য সর্ব্বদা নিজের ধন-সম্পদ ব্যয় করে, আল্লাহ তাহাদিগকে উপযুক্ত পুরস্কারের প্রতিশ্রুতি প্রদান পূর্ব্বক পরকালের জন্য অভয় দান করিতেছেন।

২৭৫। **রেবা—সুদ।** রেবার অভিধানিক অর্থ অতিরিক্ত বা বর্দ্ধিতাংশ। মূলধন বা মূল-বস্তুর উপর অতিরিক্ত গ্রহণ করাই ইসলামী শরীয়তে 'রেবা' অর্থাৎ সুদ গ্রহণ নামে অভিহিত হইয়াছে।—এমাম রাগেব ও এমাম রাজী।

يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ
الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا
الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ
اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ فَمَن
جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانتَهَىٰ

ব্যক্তির দণ্ডায়মান হওয়ার অনুরূপ ব্যতীত দণ্ডায়মান হইবে না; যেহেতু তাহারা বলে, নিশ্চয় এই ক্রয়বিক্রয় সুদেরই অনুরূপ; এবং ক্রয়বিক্রয়কে আল্লাহ্ বৈধ এবং সুদকে অবৈধ করিয়াছেন; অতএব যাহার নিকট তাহার প্রতিপালক হইতে উপদেশ আসিয়াছে, তদনন্তর সে বিরত হইয়াছে;

সুদের অপকারিতা—ধনসম্পদের সদ্ব্যবহারের জন্য জাকাত, সদ্কা, দান প্রভৃতির উপকারিতা ও পুণ্য-বিষয়ক বর্ণনা শেষ করিয়া আল্লাহতা'লা সুদের অপকারিতা এবং সুদ গ্রহণের নিষেধাজ্ঞা প্রচার করিতেছেন। জাকাত, সদ্কা, দান প্রভৃতির কল্যাণে লোকের হৃদয় কোমল ও সহানুভূতিসম্পন্ন হয়; দীন-দরিদ্র ও অভাবগ্রস্ত লোকের দুঃখে তাহাদের হৃদয় গলিয়া যায় এবং জগতের হিতকামনা ও জাতির সেবার জন্য সদাশয় দানশীল ব্যক্তির অন্তর প্রেম ও করুণায় ভরিয়া উঠে। পক্ষান্তরে সুদ-গ্রহণকারীর হৃদয় নির্মম কঠিন ও কঠোর হইতে থাকে; প্রেম-প্রীতি, দয়া-মায়া ও সহানুভূতি তাহাদের অন্তর হইতে মুছিয়া যায় এবং স্বার্থপরতা, কপটতা ও কুটিলতাই তাহাদের জীবনের একমাত্র অবলম্বন হইয়া দাঁড়ায়। ইস্লাম বিশ্বজনীন সাম্যবাদের উজ্জ্বল আদর্শ সুতরাং জাকাত, সদ্কা ও দানরূপে ধনীর অন্তরাধার ও ধন সম্পদ হইতে দরিদ্রের উপর সেই সাম্য ও করুণার ধারা বর্ষিয়া পড়ে এবং উভয়ের মধ্যে সমতা, সংযোগ ও সহানুভূতি সৃষ্টি হইয়া জগতের কল্যাণ সাধিত হয়। পক্ষান্তরে সুদ গ্রহণের দ্বারা দরিদ্রের রক্ত শোষিত হইয়া ধনীর ধনভাণ্ডার পূর্ণ হয় এবং তাহার ফলে উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে ঈর্ষা, বিদ্বেষ ও ঘৃণার সৃষ্টি হইয়া দেশ ও সমাজে কেবল ভেদ বৈষম্য পুঞ্জীভূত হইতে থাকে। জাকাত, সদ্কা ও দানে দীন দরিদ্রগণ উপকৃত হয়। ক্রয় বিক্রয় ও ব্যবসা বাণিজ্যে দেশের ধনাগম বর্দ্ধিত হইয়া দেশের জনসাধারণ কর্ম্মী ও সম্পদশালী হইয়া উঠে; কিন্তু সুদের প্রভাবে সুদগ্রাহীরা অলস ও অকর্ম্মণ্য জীবে পরিণত হয়, দীন দরিদ্রের দুঃখ বাড়িতে থাকে এবং দেশের ধনরাশি সুদ-গ্রাহীর কবলে পড়িয়া আবদ্ধ থাকায় জাতির ধনাগম ও সম্পদ কমিয়া গিয়া জনসাধারণের কর্ম্মশক্তি লোপ পায় এবং তাহার ফলে দেশ ও জাতি ক্রমে ক্রমে অবনতির গাঢ় তিমিরে নিমজ্জিত হইয়া পড়ে। সুদ গ্রহণের এই ভীষণ অপকারিতা প্রাচীন ও আধুনিক তত্ত্বজ্ঞানীগণ সকলেই এক বাক্যে স্বীকার করিয়াছেন।—ডঃ কবির, হক্কানী, সাঃ সৈঃ ও মঃ আঃ।

উপরোক্ত কারণেই পবিত্র কোরানে উক্ত হইয়াছে—"আল্লাহ্ ক্রয়-বিক্রয় বৈধ এবং সুদকে অবৈধ করিয়াছেন।" তথাপি যাহারা বলে যে, "নিশ্চয় এই ক্রয়-বিক্রয় সুদের অনুরূপ" অর্থাৎ ক্রয় বিক্রয়ে যেরূপ লাভ হয় সুদেও সেইরূপ লাভ হইয়া থাকে—আল্লাহতা'লা ঐ অনৃতবাদী দুরাচারদিগকে ভীতি প্রদর্শন করিয়া বলিতেছেন যে, এই অবাধ্যতার জন্য তাহাদিগকে পরকালে ভূতগ্রস্ত ব্যক্তিগণের ন্যায় দণ্ডায়মান হইতে হইবে। কারণ সুদ ও ক্রয়-বিক্রয় কখনই এক হইতে পারে না। উহার পার্থক্য এবং অপকারিতা ও উপকারিতা আমরা উপরেই সংক্ষিপ্তভাবে বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইয়াছি। কিন্তু ইহাতেও যাহারা সুদ-গ্রহণে ক্ষান্ত না হইবে, তাহাদিগের বিরুদ্ধে আল্লাহ ও রসুলের পক্ষ হইতে যুদ্ধ ঘোষণা করা হইয়াছে (২—২৭৯)। আর যাহারা তাঁহার আদেশ সর্ব্বদা মানিয়া লইবে, তাহাদের পূর্ব্ব "কৃতকর্ম্ম আল্লাহর প্রতি নির্ভর" অর্থাৎ একমাত্র আল্লাহ তাহাদিগের পূর্ব্ব অপরাধ ক্ষমা করিবার আশ্বাস প্রদান করিতেছেন।

সুতরাং যাহা অতীত হইয়াছে, তাহার কৃতকর্ম আল্লার প্রতি নির্ভর; এবং যাহারা পুনর্গ্রহণ করিবে, তবে তাহারাই অগ্নির অধিবাসী—উহাতেই তাহারা সর্ব্বদা

فَلَهٗ مَا سَلَفَ ؕ وَاَمْرُهٗۤ اِلَى اللّٰهِ ؕ وَمَنْ
عَادَ فَاُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ النَّارِ ۚ

সুদ বিশ্লেষণ—সুদের হারাম হওয়া সম্বন্ধে কোন মতভেদ না থাকিলেও উহার স্বরূপ সম্বন্ধে আলেম সম্প্রদায় ও তফসীরকারগণের মধ্যে মতভেদ পরিলক্ষিত হয়। শরীয়তের মতানুযায়ী সুদ দুই প্রকার—ঋণ বা ধার-কর্জ্জ সম্বন্ধীয় সুদ এবং ক্রয়-বিক্রয় বা বিনিময় বিষয়ক সুদ। ঋণ-সম্বন্ধীয় সুদ পবিত্র কোরানোক্তির দ্বারাই 'হারাম' প্রমাণিত হইয়াছে; সুতরাং ইহার অবৈধতা সম্বন্ধে কেহই দ্বিরুক্তি করেন নাই। কিন্তু ক্রয়-বিক্রয় সম্বন্ধীয় সুদের অবৈধতার প্রমাণ হজরত রসুলোল্লার হাদিস। হাদিসের মর্ম্ম সম্বন্ধে এমাম ও আলেমগণের মতভেদ হইলেও দুই চারিজন ব্যতীত জগতের প্রায় সমস্ত আলেমই ঋণ সম্বন্ধীয় সুদের ন্যায় ইহারও অবৈধতা স্বীকার করিয়াছেন।

অন্ধযুগে আরবে মাসিক নির্দ্দিষ্ট সুদে নির্দ্দিষ্ট সময়ের জন্য কর্জ্জ দিবার প্রথা প্রচলিত ছিল। জগতের যাবতীয় অমুসলমান রাজ্যে এবং ভারতবর্ষে এখনও ঐ প্রথা প্রচলিত আছে। অনন্তর নির্দ্দিষ্ট সময় অতীত হইয়া গেলে আসল কর্জ্জের পরিমাণ বৃদ্ধি করিয়া কিংবা সুদকে আসলে পরিণত করিয়া তাহার উপর পুনরায় সুদ নির্দ্ধারিত করা হইত। ইহা বর্ত্তমান ভারতের নিন্দনীয় চক্রবৃদ্ধি প্রথা। আবার কখনও কখনও কর্জ্জ দিয়া নির্দ্দিষ্ট সময় অন্তে দেড়গুণ বা দুই গুণ প্রদানের প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করা হইত। এইরূপ সুদ গ্রহণ সমস্ত তফসীরকারের মতেই অবৈধ বলিয়া স্থিরীকৃত হইয়াছে।

ক্রয়-বিক্রয় ও বিনিময়-বিষয়ক সুদ সম্বন্ধে কতিপয় সহীহ হাদিসের মধ্যে একটী হাদিস বিশেষ উল্লেখযোগ্য। যথা হজরত রসুলোল্লা বলিয়াছেন—"স্বর্ণ, রৌপ্য, গম, যব, খোর্ম্মা ও লবন—এই ছয়টি দ্রব্য তুল্য পরিমাণে হাতে হাতে ক্রয়-বিক্রয় করিবে।" কারণ উহার পরিমাণ অথবা সময়ের ব্যতিক্রম করিলে উহা সুদে পরিণত হইবে। কেহ কেহ সুদের বিধান উক্ত ছয়টি দ্রব্যেই সীমাবদ্ধ রাখিতে যুক্তি তর্কের অবতারণা করিয়াছেন; কিন্তু অনেকেই উহার সমগুণ বিশিষ্ট অন্যান্য দ্রব্যের সুদের বিধান প্রবর্ত্তিত হইবে বলিয়া স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন। কেহ কেহ এই প্রকারের সুদ হারাম হইবে না বলিয়া মত প্রকাশ করিলেও জগতের অধিকাংশ আলেমই ইহাকে হারাম বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন।—তঃ হক্কানী।

পবিত্র কোরানে সদ্‌কা প্রদানের পরে সুদের প্রসঙ্গ বর্ণিত হইয়াছে এবং তৎসহ আল্লাহতা'লা অভাবগ্রস্ত ঋণী ব্যক্তিদিগকে দয়া ও ক্ষমা করিতে আদেশ করিয়াছেন। এইজন্য সার সৈয়দ আহমদ সাহেব বলেন যে দরিদ্র ও অভাবগ্রস্ত লোকের উপকার ও হিতসাধনের প্রসঙ্গ উপলক্ষেই যখন সুদের আয়ত অবতীর্ণ হইয়াছে, তখন সুদের বিধান ঐ স্থানেই সীমাবদ্ধ থাকিবে। ব্যবসায়-বাণিজ্য অথবা অন্যান্য রাজনৈতিক সামাজিক ও জাতীয় অনুষ্ঠান কিম্বা অবস্থাপন্ন লোকের ব্যক্তিগত প্রয়োজনহেতু যে ঋণ গ্রহণ করা হইবে, তথায় ঐ বিধি সম্প্রসারিত হইতে পারিবে না। ব্যাঙ্ক অথবা রাজকীয় প্রমিসারি নোটের আদান-প্রদানেও ঐ বিধান প্রযোজ্য নহে।—তঃ সাঃ সৈঃ।

অনন্তর তিনি হযরত ওমরের একটি উক্তি, যথা—"হজরত রসুলোল্লা ধরাধাম হইতে চিরবিদায় গ্রহণ করিবার পূর্ব্বে সুদের মসলার সুমীমাংসা করিয়া যান নাই" এবং হজরত এবনে-আব্বাসের উক্তি হইতে "ক্রয়-বিক্রয়-বিষয়ক সুদ হারাম নহে" এই দুইটি বর্ণনা অবলম্বন পূর্ব্বক বহু জটিল যুক্তিজাল বিস্তার করিয়া প্রমান করিতে চেষ্টা করিয়াছেন যে, কোন কোন বিশেষ অবস্থা ব্যতীত ক্রয়-বিক্রয় ও বিনিময় বিষয়ক সুদের উপর হারাম-সুদের ব্যবস্থা প্রযোজ্য হইবে না। আমাদের আলেম ও তফসীরকারগণ অকারণে অন্যায় অনুমান করিয়া এই সকল সুদ হারাম করিয়া দিয়াছেন এবং তাহারই ফলে আমাদের ব্যবসা বাণিজ্য ও ধনাগমের সহজ উপায় সমূহ বিনষ্ট হইয়া জাতির অবনতির পথ প্রশস্ত হইয়াছে।—তঃ সাঃ সৈঃ।

অবস্থান করিবে। ২৭৬। আল্লাহ্ সুদকে ধ্বংস করেন ও দানকে বর্দ্ধিত করেন; এবং আল্লাহ্ অবিশ্বাসী পাপীদিগকে ভালবাসেন না। ২৭৭। নিশ্চয় যাহারা বিশ্বাস-স্থাপন করিয়াছে ও সৎকর্ম করে এবং নামাজকে প্রতিষ্ঠিত রাখে ও জাকাত প্রদান করে, তাহাদের জন্য তাহাদের প্রতিপালকের নিকট পুরস্কার আছে; এবং তাহাদের জন্য আশঙ্কা নাই ও তাহারা দুঃখিত হইবে না। ২৭৮। হে বিশ্বাস-স্থাপনকারিগণ, আল্লাহ্‌কে ভয় কর এবং যদি তোমরা বিশ্বাস-স্থাপনকারী হও, তবে সুদের মধ্যে যাহা অবশিষ্ট রহিয়াছে তাহা বর্জ্জন কর। ২৭৯। কিন্তু যদি না কর, তবে তোমাদের বিরুদ্ধে আল্লাহ্ ও তাঁহার রসুলের পক্ষ হইতে যুদ্ধ-বিঘোষিত হইতেছে;	فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ○ ٢٧٦- يَمْحَقُ اللّٰهُ الرِّبٰوا وَيُرْبِى الصَّدَقٰتِ ط وَاللّٰهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ اَثِيْمٍ ○ ٢٧٧- اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ وَاَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتَوُا الزَّكٰوةَ لَهُمْ اَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ ج وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ ○ ٢٧٨- يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَذَرُوْا مَا بَقِىَ مِنَ الرِّبٰوٓا اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ○ ٢٧٩- فَاِنْ لَّمْ تَفْعَلُوْا فَاْذَنُوْا بِحَرْبٍ مِّنَ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ ج

মাওলানা আবদুল হক হক্কানী সাহেব শাহ সৈয়দ আহমদ সাহেবের উক্তি সমূহের তীব্র প্রতিবাদ করিয়াছেন। তিনি বহু হাদিস উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়াছেন যে, হজরত রসুলোল্লা স্বীয় জীবনেই সুদের মামলার মীমাংসা করিয়া গিয়াছেন এবং হজরত ইবনে-আব্বাসও পরিশেষে তাঁহার মত পরিবর্ত্তন করিয়াছিলেন। অতপর তিনি যুক্তির সহিত প্রমাণ করিয়া দেখাইয়াছেন যে, সর্ব্বপ্রকার সুদ-গ্রহণই হারাম এবং সুদ-গ্রহণকারী মহাপাপে অভিশপ্ত হইয়া নরকে গমন করিতে বাধ্য হইবে। —তঃ হক্কানী।

২৭৬। সুদের ধ্বংস ও দানের বর্দ্ধন দুই প্রকারে হইতে পারে। প্রথমতঃ সুদখোর শুধু অর্থ গ্রহণ করিতে করিতে লোকের নিন্দা, ঘৃণা ও অভিশাপের বোঝা মাথায় করিয়া নরকের পথে যাত্রা করে; পক্ষান্তরে দানশীল ব্যক্তি লোকের ভক্তি, প্রশংসা ও শুভাশীর্ব্বাদে অভিনন্দিত হইয়া স্বর্গ পথে উন্নীত হয়। দ্বিতীয়তঃ সুদ-গ্রহণকারীর ধন তাহার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই নিঃশেষ হইয়া যায় এবং উহা কোন সৎকার্য্যে ব্যয়িত হয় না; সুতরাং পরকালে উহা তাহাকে কোনই সুফল প্রদান করে না। কিন্তু দানশীলের ধন আল্লার নিকট রক্ষিত থাকে এবং পরকালে উহা বর্দ্ধিত হইয়া তাহাকে কল্যাণ ও মুক্তির দিকে লইয়া যায়।—তঃ মাঃ কোঃ।

২৭৭। যাহারা সুদ গ্রহণ করে, তাহাদের নিকট আল্লার আদেশ উপস্থিত হইবার পর অবশিষ্ট সুদ পরিত্যাগ করিবার আদেশ প্রদত্ত হইতেছে। সুদের নিষেধ অবগত হওয়া মাত্রই অবশিষ্ট সুদ পরিত্যাগ করা আবশ্যক।

২৭৮। যাহারা সুদের নিষেধাজ্ঞা অবগত হইবার পরেও সুদ-গ্রহণ হইতে বিরত না হইবে, আল্লাহ ও রসুলের পক্ষ হইতে তাহাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ-ঘোষণা করা হইতেছে। আল্লাহ ও রসুলের

এবং যদি তোমরা ক্ষমা-প্রার্থনা কর, তবে তোমাদের জন্য তোমাদের মূলধন রহিয়াছে—তোমরা অত্যাচার করিও না এবং তোমরাও অত্যাচারিত হইও না।
২৮০। এবং যদি সে অভাবগ্রস্ত হয়, তবে স্বচ্ছলতার প্রতীক্ষা কর এবং যদি তোমরা বুঝিয়া থাক, তবে তোমাদের জন্য দান করাই উত্তম।
২৮১। এবং সেই দিনের ভয় কর—যখন আল্লার দিকে ফিরিয়া যাইবে, তখন যে যাহা অর্জ্জন করিয়াছে তাহা সম্পূর্ণরূপে প্রদত্ত হইবে এবং তাহারা অত্যাচারিত হইবে না।

وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ ج
لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ○
٢٨٠- وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ
إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ط وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ
إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ٢٨١- وَاتَّقُوا
يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ق ثُمَّ
تُوَفَّىٰ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ
لَا يُظْلَمُونَ ○

৩৯শ রুকু—কারবারের নীতি এবং দলিল ও সাক্ষ্য

২৮২। হে বিশ্বাস-স্থাপনকারিগণ, যখন তোমরা কোন নির্দ্দিষ্ট কালের জন্য ধারের আদান-প্রদান করিবে, তখন উহা লিপিবদ্ধ কর এবং তোমাদের নিমিত্ত কোন লেখকের পক্ষে ন্যায়সঙ্গত ভাবে লিপিবদ্ধ করা উচিত এবং আল্লাহ

٢٨٢- يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ
بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ط
وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ص
وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا

আদেশ অগ্রাহ্য করা—তাঁহাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করার তুল্য। সুতরাং বিদ্রোহীর বিদ্রোহ দমনের জন্য এরূপ ভীতিপ্রদ প্রত্যাদেশ অবতীর্ণ হওয়া সম্পূর্ণই স্বাভাবিক। কিন্তু বিদ্রোহী সুদ-গ্রহণকারী ক্ষমা প্রার্থনা করে, তবে আল্লাহ তাহাকে মূলধন গ্রহণের অধিকার প্রদান করিতেছেন। এই আয়ত সুদ গ্রহণের প্রতিকূলে অতি কঠোর আদেশ।

২৭৯। ঋণী ব্যক্তি যদি অভাবগ্রস্ত হইয়া পড়ে, তবে যতদিন তাহার অভাব বিদুরিত হইয়া অবস্থা স্বচ্ছল না হয়, ঋণ পরিশোধের জন্য তাহাকে ততদিন সময় দেওয়া আবশ্যক। আর যদি ঋণ পরিশোধ করিতে সে একান্তই অসমর্থ হয় তবে তাহাকে ক্ষমা করাই উত্তম। এই আয়ত দরিদ্রের প্রতি ধনীর দয়া ও সহানুভূতি আকর্ষণের অতি সুন্দর উপদেশ।

২৮০। পরিশেষে আল্লাহতা'লা লোকদিগকে বিচার দিবসের কথা স্মরণ করাইয়া দিয়া বলিতেছেন যে, তোমরা যে সকল সৎকার্য করিয়া যাইবে, সেদিন তাহার পূর্ণ পুরস্কার প্রদত্ত হইবে এবং যাহারা আল্লার সৃষ্ট মানুষের প্রতি অত্যাচার না করিবে, সেদিন তাহাদের প্রতি কোনরূপ অবিচার করা হইবে না।

২৮১। এই আয়তে আল্লাহতা'লা—নির্দ্দিষ্ট সময়ের জন্য ধার স্বরূপ যে সকল কারবার বা আদান-প্রদান হইবে, তাহা লিখিয়া লইবার জন্য বিশেষভাবে নির্দ্দেশ করিতেছেন। ধার প্রদাতার পক্ষে উহার দলিল বা চুক্তিপত্র লেখাইয়া লওয়া যেরূপ আবশ্যক, ধার-গ্রহণকারীর পক্ষেও উহা

علمه الله فليكتب ج وليملل الذى
عليه الحق وليتق الله ربه ولا
يبخس منه شيئا ط فان كان الذى
عليه الحق سفيها او ضعيفا او لا
يستطيع ان يمل هو فليملل وليه
بالعدل ط واستشهدوا شهيدين
من رجالكم ج فان لم يكونا
رجلين فرجل وامراتن ممن
ترضون من الشهداء ان تضل
احدهما فتذكر احدهما الاخرى ط

যেরূপ শিক্ষা দান করিয়াছেন, তদ্রূপ লিখিতে যেন লেখক অস্বীকার না করে; অতএব তাহার লিপিবদ্ধ করাই উচিত এবং যে ব্যক্তির উপর দায়িত্ব সেও লেখাইয়া লইবে এবং তাহার উচিত যে, স্বীয় প্রতিপালক আল্লাহকে ভয় করে ও উহার মধ্যে কিছু মাত্র ব্যতিক্রম না করে, অনন্তর যাহার উপর দায়িত্ব সে যদি নির্ব্বোধ বা অযোগ্য অথবা লেখাইতে অশক্ত হয়, তবে তাহার অভিভাবকেরা ন্যায়সঙ্গতভাবে লেখাইয়া লইবে এবং তোমাদের মধ্যে দুইজন পুরুষ সাক্ষীকে সাক্ষী করিও; কিন্তু যদি দুইজন পুরুষ না পাওয়া যায়, তবে সাক্ষীগণের মধ্যে তোমরা একজন পুরুষ ও দুইজন নারী মনোনীত করিও; যদি নারীদ্বয়ের একজন বিভ্রান্ত হয় তবে উভয়ের একজন অপরকে স্মরণ করাইয়া দিবে; এবং যখন

লেখাইয়া দেওয়া এবং লেখকের পক্ষে উহা লিপিবদ্ধ করাও সেইরূপ কর্ত্তব্য বলিয়া নির্দ্দেশিত হইয়াছে। যেরূপ শর্ত্তে ধার গ্রহণ করা হইবে তাহা গ্রহণকারীই বলিয়া দিবে এবং লেখক কিছুমাত্র ব্যতিক্রম না করিয়া ঠিক তাহাই লিপিবদ্ধ করিবে। ধার-গ্রহণকারী যদি অপ্রাপ্ত-বয়স্ক নির্ব্বোধ অথবা অযোগ্য হয়, তবে তাহার অভিবাবকেরা তাহার পক্ষ হইতে ঐ চুক্তিপত্র লেখাইয়া দিবে। লিখিত দলিলে অন্ততঃ দুইজন পুরুষ কিম্বা একজন পুরুষ ও দুইজন রমণীকে সাক্ষী করিতে হইবে। ইহার কারণ মূল আয়তেই বর্ণিত হইয়াছে। সাক্ষীগণ সাক্ষ্য প্রদানের জন্য আহূত হইলে এবং লেখককে লিখিয়া দিতে অনুরোধ করিলে তাহাদের পক্ষে কোনরূপ আপত্তি বা শৈথিল্য প্রকাশ করা উচিত নহে। ফলতঃ ইহা আদান-প্রদানে কোনরূপ সন্দেহ বা গোলযোগে পতিত না হওয়ার অতি সুন্দর পন্থা। অবশ্য ধার-স্বরূপ আদাণ প্রদানের জন্যই উপরোক্ত ব্যবস্থা; কিন্তু যখন উপস্থিত মত হাতে হাতে কারবার হইবে তখন উহার জন্য চুক্তিপত্র না লিখিলে কোনই দোষ হইবে না এবং ঐরূপ স্থলে অকারণে লেখক ও সাক্ষিগণকে কষ্ট দেওয়া অনুচিত। মানব জাতির মধ্যে কলহ-বিবাদ নিবারণ করিবার উদ্দেশ্যেই সর্ব্বজ্ঞ আল্লাহতা'আ এই সুন্দর বিধান প্রবর্ত্তন করিয়াছেন।

দায়েন—ধার। প্রসিদ্ধ তাফসীরকারগণের মতে ধার-স্বরূপ ক্রয়-বিক্রয় বা কারবারের জন্যই ঐ বিধান প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। হজরত এবনে-আব্বারের-উক্তিতে উহাই সমর্থিত হয়। আয়তের শেষাংশে "কিন্তু যদি তোমরা কারবারে পরস্পর হাতে হাতে আদান প্রদান কর, তবে উহা লিপিবদ্ধ না করিলে তোমাদের পক্ষে দোষ নাই"—এই উক্তি হইতেও অনুমতি হয় যে, ধারে কারবার করা সম্বন্ধেই এই আয়ত অবতীর্ণ হইয়াছে। কিন্তু কোন কোন তফসীরে লিখিত হইয়াছে যে, নির্দ্দিষ্ট সময়ের জন্য ঋণ বা কর্জ্জ প্রদানই এই আয়তের লক্ষ্য (মঃ আঃ) কিন্তু কর্জ্জ

আহ্বান করা যায়, তখন সাক্ষিগণের অস্বীকার না করা উচিত, এবং ক্ষুদ্র অথবা বৃহৎ বিষয় নির্দ্দিষ্ট সময় লিখিয়া দিতে তোমরা শৈথিল্য করিও না; ইহাই আল্লার নিকট সমুচিত সুবিচার এবং সাক্ষ্যের জন্য ইহাই দৃঢ়তা ও সন্দেহে পতিত না হওয়ার নিকটতর; কিন্তু যদি তোমরা কারবারে পরস্পর হাতে-হাতে আদান-প্রদান কর, তবে উহা লিপিবদ্ধ না করিলে তোমাদের পক্ষে দোষ নাই; এবং যখন তোমরা পরস্পর ক্রয়-বিক্রয় কর তখন সাক্ষী রাখিও এবং লেখক ও সাক্ষীকে ক্ষতিগ্রস্ত করিও না; এবং যদি তোমরা এইরূপই কর, তবে নিশ্চয় ইহা তোমাদের জন্য দোষণীয় হইবে; এবং আল্লাহকে ভয় কর ও আল্লাই তোমাদিগকে শিক্ষা প্রদান করেন এবং আল্লাহ সর্ব্ব বিষয়ে মহাজ্ঞানী।
২৮৩। এবং যদি তোমরা প্রবাসে থাক ও

وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ۚ
وَلَا تَسْأَمُوا أَن تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ
كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ۚ ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ
عِندَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ
أَلَّا تَرْتَابُوا ۖ إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً
حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ
عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا ۗ وَأَشْهِدُوا
إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۚ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا
شَهِيدٌ ۚ وَإِن تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ
بِكُمْ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ ۗ
وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۝ ٢٨٣ - وَإِن

এবং 'দায়েন' সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র জিনিষ। বিশেষতঃ কর্জ্জ দেওয়ার জন্য সময় নির্দ্দিষ্ট করা সিদ্ধ নহে; অতএব "নির্দ্দিষ্ট সময়ের জন্য" ধার দেওয়ার বিধানই এই আয়তে বর্ণিত হইয়াছে।—তঃ হক্কানী।

যখন এই আয়ত অবতীর্ণ হয়, তখন আরবের আকাশ জুড়িয়া অজ্ঞতার ঘনঘটা বিরাজমান। 'উম্মী' অর্থাৎ নিরক্ষর শব্দই তখন আরববাসীর গৌরবের উপাধি ছিল। সামান্য আদান-প্রদানের জন্য একটী চুক্তিপত্র লেখা ত দূরের কথা, তাহাদের যাবতীয় বৃহৎ ব্যাপার—এমন কি জাতীয় ইতিহাস পর্য্যন্ত মুখে মুখে বিদ্যমান ছিল। সেই অন্ধযুগে অজ্ঞ আরববাসীর জন্য প্রত্যেক ক্ষুদ্র-বৃহৎ ব্যাপারে দলীল-পত্র লিখিবার এমন সুন্দর ব্যবস্থা লিপিবদ্ধ হইয়াছিল, যাহা বর্ত্তমান জগতের সভ্য সমুন্নত জাতি সমূহের অবলম্বিত ব্যবস্থা হইতে কোন অংশে নিকৃষ্ট নহে—বরং সহজসাধ্যতা ও স্বাভাবিকতার হিসাবে শ্রেষ্ঠতর। ইহা দ্বারাই বুঝা যায় যে, কোরান কোন মানুষের রচনা বা রসুলের নিজস্ব উক্তি নহে এবং তাহা কখনই হইতে পারে না। উহা আল্লারই প্রত্যাদেশ এবং আলোচ্য আয়ত তৎকালীন অজ্ঞ, অশিক্ষিত ও মুষ্টিমেয় মুসলমান জাতির পক্ষে ভবিষ্যতে শিক্ষিত, সুসভ্য ও সমুন্নত মহাজাতি হইবার এক সমুজ্জ্বল ভবিষ্যদ্বাণী।—তঃ মঃ আঃ।

"তোমরা লেখক ও সাক্ষীকে ক্ষতিগ্রস্ত করিও না"—একথার তাৎপর্য এই যে, যদিও পূর্ব্বোক্ত আদান-প্রদানের দলিল লিখিয়া দেওয়া লেখকের এবং আবশ্যক হইলে সাক্ষী দেওয়া সাক্ষীর কর্ত্তব্য কার্য্য বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, তথাপি তাহারা ঐ জন্য নিজের কাজ-কর্ম্মে ক্ষতিগ্রস্ত হইতে বাধ্য নহে; সুতরাং তাহাদের সময় ও সুযোগের প্রতি লক্ষ্য করিতে হইবে। আবার কেহ কেহ বলেন যে, উহার মর্ম্মার্থ লেখক ও সাক্ষীকে উপযুক্ত পারিশ্রমিক প্রদান করা।—তঃ মঃ আঃ।

كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا
فرهن مقبوضة فان امن بعضكم بعضا
فليؤد الذي اؤتمن امانته
وليتق الله ربه ولا تكتموا
الشهادة ومن يكتمها فانه اثم
قلبه والله بما تعملون عليم

লেখক না পাও তবে কিছু বন্ধক রাখিও; অনন্তর যদি কেহ কাহাকে বিশ্বাস করে, তবে যাহাকে বিশ্বাস করা হইয়াছিল তাহার পক্ষে গচ্ছিত ধন প্রত্যর্পণ করা উচিত এবং স্বীয় প্রতিপালক আল্লাহকে ভয় করা ও সাক্ষ্য গোপন না করা তাহার উচিত; এবং যে কেহ উহা গোপন করিবে, নিশ্চয় তাহার অন্তর পাপপূর্ণ হইবে; এবং তোমরা যাহা কর তদ্বিষয়ে আল্লাহ মহাজ্ঞানী।

৪০শ রুকু—মোসলেমগণের বিশ্বাস [illegible]

٢٨٤ لله ما في السموت وما في
الارض وان تبدوا ما في انفسكم
او تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر

২৮৪। নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলে যাহা আছে তাহা তাঁহারই এবং তোমাদের অন্তরে যাহা আছে তাহা প্রকাশ কর বা উহা গোপন কর—আল্লাহ তোমাদের নিকট তৎসম্বন্ধে হিসাব গ্রহণ করিবেন;

২৮৩। পূর্ব্বোক্ত আয়তে যেটুকু অসম্পূর্ণতা আছে, এই আয়তে তাহার পূর্ণতা সাধন করা হইয়াছে। অর্থাৎ প্রবাসে থাকা অবস্থায় যদি লেখক ও সাক্ষী প্রভৃতি না পাওয়া যায়, তবে ঐ অবস্থায় কোন দ্রব্য গচ্ছিত অথবা বন্ধক রাখিয়া ধার গ্রহণ করিবে। কিন্তু যাহার নিকট বিশ্বাস করিয়া কোন দ্রব্য গচ্ছিত রাখা হইবে এবং যাহাকে বিশ্বাস করিয়া সাক্ষী মানা হইবে, তাহাদের পক্ষে আল্লাহকে ভয় করিয়া গচ্ছিত দ্রব্য প্রত্যর্পণ করা ও সত্য কথা বলা অবশ্য কর্ত্তব্য। যাহারা আমানত খেয়ানতকারী হইয়া গচ্ছিত দ্রব্য এবং সাক্ষী হইয়া সত্য কথা গোপন করিবে, তাহাদের অন্তর পাপে কলুষিত হইয়া যাইবে।

যাহারা 'দায়েন' অর্থ 'ঋণ' গ্রহণ করেন, তাহারা এই আয়তের অনুসারী [illegible] যে কোন স্থাবর বা অস্থাবর সম্পত্তি জামিন অথবা বন্ধক রাখিয়া ঋণ গ্রহণ করা বৈধ বলে মনে করেন (তফ্ মঃ আঃ); কিন্তু সুন্নী সম্প্রদায়ের আলেমগণ [illegible] নিয়মের ন্যায় [illegible] সীমাবদ্ধ নির্দেশ করিয়া দিয়াছেন।—তফ্ হক্কানী প্রভৃতি।

২৮৪। ইহা সূরা বকরার শেষ রুকুর প্রথম আয়ত। আল্লাহতা'লা এই সূরায় যে সকল আদেশ নিষেধ ও বিধি-ব্যবস্থা অবতারণ করিয়াছেন, মানব জাতিকে তাহা অনুসরণ ও প্রতিপালন করিবার জন্য আল্লাহ সর্বশেষে তাঁহার শক্তি ও মহিমার কথা স্মরণ করাইয়া দিয়াছেন। তিনি বলিতেছেন যে, নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডল তিনিই সৃষ্টি করিয়াছেন এবং উহাতে যাহা আছে উহা সমস্তই তাঁহার। সকলেই তাঁহার আদেশ নিষেধের [illegible] করিলে, কেহই আমাদিগকে রক্ষা করিতে পারিবে না।

অতঃপর আল্লাহ বলিতেছেন,—"তোমাদের অন্তরে যাহা আছে, তাহা প্রকাশ কর বা গোপন কর, আল্লাহ তোমাদিগের নিকট তাহার হিসাব গ্রহণ করিবেন"—ইহা দ্বারা বুঝা যায় যে, [illegible] এবং [illegible] লোকে দায়ী হইবে। কিন্তু [illegible] পরবর্ত্তী ২৮৬ আয়তে বর্ণিত "আল্লাহ কাহাকেও তাহার সাধ্যের অতীত [illegible]"—[illegible] বর্ত্তমান আয়তের উক্ত অংশ রহিত হইয়া গিয়াছে। কারণ [illegible]

অনন্তর তিনি যাহাকে ইচ্ছা ক্ষমা করিবেন এবং যাহাকে ইচ্ছা শাস্তি দিবেন এবং আল্লাহ সর্ব্ববিষয়োপরি শক্তিমান। ২৮৫। রসুল তদীয় প্রতিপালক হইতে তৎপ্রতি যাহা অবতীর্ণ হইয়াছে তাহা বিশ্বাস করে এবং বিশ্বাস স্থাপনকারিগণও ; তাহারা সকলেই আল্লাহকে এবং তাঁহার ফেরেশতাগণকে ও তাঁহার গ্রন্থ সমূহকে এবং তাঁহার রসুলগণকে বিশ্বাস করিয়া থাকে ; এবং আমরা তাঁহার রসুলগণের

لِمَنْ يَّشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَّشَاءُ ط
وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ۝
٢٨٥- اٰمَنَ الرَّسُوْلُ بِمَآ اُنْزِلَ
اِلَيْهِ مِنْ رَّبِّهٖ وَالْمُؤْمِنُوْنَ ط
كُلٌّ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَمَلٰٓئِكَتِهٖ وَكُتُبِهٖ
وَرُسُلِهٖ قف لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ اَحَدٍ مِّنْ

ইচ্ছার উপর লোকের কোনই অধিকার থাকিতে পারে না। কিন্তু কতিপয় প্রসিদ্ধ তফসীরকার ঐ সিদ্ধান্ত স্বীকার করেন নাই।—তঃ কবির।

যাহারা আলোচ্য আয়তের উপরোক্ত অংশ রহিত হওয়া অস্বীকার করেন, তাহাদের অকাট্য যুক্তি এই যে,—আন্তরিক অবিশ্বাস অসদুদ্দেশ্য ও কু-প্রবৃত্তি সকল অবস্থায় কখনই মার্জ্জনীয় হইতে পারে না। কেহ যদি মনে মনে আল্লার অস্তিত্বে অবিশ্বাস করে, কিংবা আল্লাহ ও রসুল যে সকল বিষয় সত্য বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা মিথ্যা জানে—কিংবা ফেরেশতা, পরকাল ও স্বর্গ নরক প্রভৃতি আদৌ বিশ্বাস না করে, তাহা কি মার্জ্জনীয় হইবে ?—কখনই নহে। অতএব আলোচ্য আয়তে ঐ সকল আন্তরিক বিশ্বাসের প্রতিই লক্ষ্য করা হইয়াছে। অবশ্য কাম, ক্রোধ, লোভ ও আসক্তির বশে মনে যে সকল কু-চিন্তার উদয় হয়, তাহা সযত্নে পরিহার করিবার চেষ্টা করিতে হইবে। কিন্তু চেষ্টা করিয়া যদি সফলকাম না হয়, তবে ঐ সকল কুচিন্তার অনুরূপ কার্য্য না করা পর্য্যন্ত লোকে তজ্জন্য দায়ী হইবে না। ইহাই প্রসিদ্ধ যুক্তিযুক্ত মত।—তঃ হক্কানী।

২৮৫। এই আয়তে আল্লাহতা'লা তাঁহার প্রিয় রসুল ও তদীয় অনুগামী বিশ্বাসী মুসলমানদিগের নিদর্শন বর্ণনা করিয়াছেন। আয়তের মর্ম্ম এই যে, যাহারা আল্লার প্রিয়তম রসুলের ন্যায় তাঁহার অবতারিত কোরান শরীফকে সত্য বলিয়া বিশ্বাস করে, তাহারাই প্রকৃত মুসলমান। এই সঙ্গে ইহাও ব্যক্ত হইয়াছে যে, যাহারা সত্য-বিশ্বাসী মুসলমান, তাহারা কোরান শরিফের ন্যায় তাঁহার আদেশ-বহনকারী ফেরেশতাগণকে, তদীয় আদেশ-উপদেশ ও বিধিনিষেধ সংবলিত গ্রন্থ সমূহকে এবং তাঁহার নির্দ্দেশিত সত্য ধর্ম্ম প্রচারক রসুলগণকেও সত্য বলিয়া বিশ্বাস করে। যাহারা ইহার কোন একটীকে অবিশ্বাস করে, তাহারা কখনই সত্য-বিশ্বাসী মুসলমান নামে অভিহিত হইবার যোগ্য নহে।

"আমরা রসুলগণের মধ্যে কাহাকেও পার্থক্য করি না"—এ কথার মর্ম্ম এই যে, বিশ্বাসী মুসলমানের পক্ষে কোন রসুলকে ভাল এবং কোন রসুলকে মন্দ জানা উচিত নহে। প্রত্যেক নবীকেই আল্লার অনুগৃহীত ও করুণা-প্রাপ্ত মহামানব বলিয়া বিশ্বাস করিতে হইবে। অবশ্য রসুলগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ও শ্রেষ্ঠতর আছেন। এক একজন এক এক বিষয়ে আল্লার করুণা লাভ করিয়া ধন্য ও গৌরবান্বিত হইয়াছেন। (২—২৫৩); কেহ বা একাধিক বহু বিষয়ে আল্লার অপার অনুগ্রহে অভিষিক্ত হইয়া উন্নতি ও গৌরবের সর্ব্বোচ্চ শিখরে সমাসীন হইয়াছেন (২—২৫৩, ২১—১০৭ এবং উহার তফসীর দ্রষ্টব্য)। কিন্তু তাঁহারা সকলেই আল্লাহতা'লার

رُسُلِهٖ ۚ وَقَالُوْا سَمِعْنَا وَاَطَعْنَا ۖ
غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَاِلَيْكَ الْمَصِيْرُ ○
۲۸۶- لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَا ط
لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ ط
رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا اِنْ نَّسِيْنَا اَوْ اَخْطَاْنَا ج
رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا اِصْرًا كَمَا

মধ্যে কাহাকেও পার্থক্য করি না; তাহারা বলে, আমরা শ্রবণ করিলাম ও স্বীকার করিলাম; হে আমাদের প্রতিপালক, আমরা তোমারই নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি এবং তোমারই দিকে চরম প্রত্যাবর্ত্তন। ২৮৬। আল্লাহ কাহাকেও তাহার সাধ্যের অতীত কষ্ট দেন না; কারণ যাহা সে উপার্জ্জন করিয়াছে তাহা তাহারই জন্য এবং যাহা সে অর্জ্জন করিয়াছে তাহা তাহারই উপর; হে আমাদের প্রতিপালক, যদি আমাদের ভ্রম অথবা ত্রুটি হয় তজ্জন্য আমাদিগকে ধৃত করিও না; হে আমাদের প্রতিপালক,

অনুগৃহীত সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মানব ছিলেন। আমাদের পক্ষে সকলেই তুল্যরূপ মাননীয় এবং ভক্তি সম্মান ও গৌরবের পাত্র। খ্রীষ্টানেরা যেরূপ বলে যে, "একমাত্র প্রভু যীশুখ্রীষ্টই নিষ্পাপ, তদ্ভিন্ন আর সমস্ত নবী পাপী ও গোনাহগার ছিলেন"—মুসলমানদিগের মধ্যে ঐরূপ বলা বা বিশ্বাস করা সম্পূর্ণ অবৈধ। পবিত্র কোরানের এই একটী উক্তির দ্বারাই বিভিন্ন সত্যধর্ম্ম প্রচারক রসুলগণ সম্বন্ধে খ্রীষ্টানদিগের ভ্রান্তি ও সঙ্কীর্ণতা এবং মুসলমানদিগের মহত্ত্ব ও উদারতা অতি উজ্জ্বলভাবে পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে।

২৮৬। ইহা সুরা বকরার শেষ আয়ত। এই আয়তে প্রথমেই উক্ত হইয়াছে যে,—"আল্লাহ কাহাকেও তাহার সাধ্যের অতীত কষ্ট দেন না।" ইস্‌লাম যে মানুষের পক্ষে সহজ ও স্বাভাবিক ধর্ম্ম, এই বাক্যটী তাহার উজ্জ্বল প্রমাণ। পবিত্র ইসলাম ব্যতীত অন্যান্য ধর্ম্মে এমন কতকগুলি বিধিনিষেধ আছে, যাহা পালন করা সাধারণ মানুষের পক্ষে সম্পূর্ণ অসম্ভব। ধর্ম্মবিধির ঐ কঠোরতার জন্য মানুষ ক্রমে ক্রমে উহার সংশ্রব বর্জ্জন পূর্ব্বক সম্পূর্ণ ধর্ম্মহীন ও সংসার-সর্ব্বস্ব হইয়া পড়ে। সমুন্নত খ্রীষ্টান এবং সুশিক্ষিত হিন্দু, বৌদ্ধ ও পার্শী প্রভৃতি ধর্ম্মাবলীর ধর্ম্ম ও সামাজিক জীবনের প্রতি লক্ষ্য করিলেই উহার স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। ধর্ম্মের বিধিনিষেধ ও দৈনন্দিন ক্রিয়া-কলাপের সহিত তাহাদের জীবন-যাপন প্রণালীর বিন্দুমাত্রও সংশ্রব পরিলক্ষিত হয় না। পক্ষান্তরে ইসলামের বিধিনিষেধও দৈনন্দিন অনুষ্ঠান এইরূপ সহজ ও স্বাভাবিক যে, নর-নারী-নির্ব্বিশেষে বালক-বালিকা, যুবক-যুবতী ও বৃদ্ধ-বৃদ্ধা প্রভৃতি সকলেই উহা অতি সহজে সম্পন্ন করিতে পারে এবং করিয়াও থাকে। ইস্‌লাম যে বিশ্বজনীন্ মানবধর্ম্ম ইহা তাহার আর এক উজ্জ্বল প্রমাণ।

পূর্ব্বোক্ত বাক্যের পরেই উক্ত হইয়াছে,—"যাহা সে উপার্জ্জন করিয়াছে তাহা তাহারই জন্য এবং যাহা সে অর্জ্জন করিয়াছে তাহা তাহারই উপর।" উক্ত বাক্যে আল্লাহতা'লা মানুষের দুই প্রকার কার্য্য ও তাহার ফলাফলের প্রতি ইঙ্গিত করিয়াছেন। প্রথমতঃ যে পুণ্য উপার্জ্জন করিয়াছে, সে পরকালে তাহার পুরস্কার লাভ করিবে এবং যে পাপ অর্জ্জন করিয়াছে, সে তাহার জন্য শাস্তি ভোগ করিবে।

অনন্তর আল্লাহতা'লা মুসলমানদিগকে স্বীয় জীবনের ভ্রম ত্রুটীর জন্য ক্ষমা-প্রার্থনা করিয়া পার্থিব উন্নতি ও কল্যাণ এবং পারলৌকিক মুক্তির তাঁহার জন্য করুণা ও সাহায্য প্রাপ্তির শিক্ষা ও সদুপদেশ প্রদান পূর্ব্বক এই সুরা শেষ করিয়াছেন।

অনন্তর তিনি যাহাকে ইচ্ছা ক্ষমা করিবেন এবং যাহাকে ইচ্ছা শাস্তি দিবেন এবং আল্লাহ সর্ব্ববিষয়োপরি শক্তিমান। ২৮৫। রসুল তদীয় প্রতিপালক হইতে তৎপ্রতি যাহা অবতীর্ণ হইয়াছে তাহা বিশ্বাস করে এবং বিশ্বাস স্থাপনকারিগণও; তাহারা সকলেই আল্লাহকে এবং তাঁহার ফেরেশতাগণকে ও তাঁহার গ্রন্থ সমূহকে এবং তাঁহার রসুলগণকে বিশ্বাস করিয়া থাকে; এবং আমরা তাঁহার রসুলগণের

لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ
وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝
۲۸۵- اٰمَنَ الرَّسُوْلُ بِمَا اُنْزِلَ
اِلَيْهِ مِنْ رَّبِّهٖ وَالْمُؤْمِنُوْنَ ط
كُلٌّ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَمَلٰٓئِكَتِهٖ وَكُتُبِهٖ
وَرُسُلِهٖ قف لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ اَحَدٍ مِّنْ

ইচ্ছার উপর লোকের কোনই অধিকার থাকিতে পারে না। কিন্তু কতিপয় প্রসিদ্ধ তফসীরকার ঐ সিদ্ধান্ত স্বীকার করেন নাই।—তঃ কবির।

যাহারা আলোচ্য আয়তের উপরোক্ত অংশ রহিত হওয়া অস্বীকার করেন, তাহাদের অকাট্য যুক্তি এই যে,—আন্তরিক অবিশ্বাস অসদুদ্দেশ্য ও কু-প্রবৃত্তি সকল অবস্থায় কখনই মার্জ্জনীয় হইতে পারে না। কেহ যদি মনে মনে আল্লার অস্তিত্বে অবিশ্বাস করে, কিংবা আল্লাহ ও রসুল যে সকল বিষয় সত্য বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা মিথ্যা জানে—কিংবা ফেরেশতা, পরকাল ও স্বর্গ নরক প্রভৃতি আদৌ বিশ্বাস না করে, তাহা কি মার্জ্জনীয় হইবে?—কখনই নহে। অতএব আলোচ্য আয়তে ঐ সকল আন্তরিক বিশ্বাসের প্রতিই লক্ষ্য করা হইয়াছে। অবশ্য কাম, ক্রোধ, লোভ ও আসক্তির বশে মনে যে সকল কু চিন্তার উদয় হয়, তাহা সযত্নে পরিহার করিবার চেষ্টা করিতে হইবে। কিন্তু চেষ্টা করিয়া যদি সফলকাম না হয়, তবে ঐ সকল কু চিন্তার অনুরূপ কার্য্য না করা পর্য্যন্ত লোকে তজ্জন্য দায়ী হইবে না। ইহাই প্রসিদ্ধ যুক্তিযুক্ত মত।—তঃ হক্কানী।

২৮৫। এই আয়তে আল্লাহতা'লা তাঁহার প্রিয় রসুল ও তদীয় অনুগামী বিশ্বাসী মুসলমানদিগের নিদর্শন বর্ণনা করিয়াছেন। আয়তের মর্ম্ম এই যে, যাহারা আল্লার প্রিয়তম রসুলের ন্যায় তাঁহার অবতারিত কোরান শরীফকে সত্য বলিয়া বিশ্বাস করে, তাহারাই প্রকৃত মুসলমান। এই সঙ্গে ইহাও ব্যক্ত হইয়াছে যে, যাহারা সত্য-বিশ্বাসী মুসলমান, তাহারা কোরান শরিফের ন্যায় তাঁহার আদেশ-বহনকারী ফেরেশতাগণকে, তদীয় আদেশ-উপদেশ ও বিধিনিষেধ সংবলিত গ্রন্থ সমূহকে এবং তাঁহার নির্দ্দেশিত সত্য ধর্ম্ম প্রচারক রসুলগণকেও সত্য বলিয়া বিশ্বাস করে। যাহারা ইহার কোন একটীকে অবিশ্বাস করে, তাহারা কখনই সত্য-বিশ্বাসী মুসলমান নামে অভিহিত হইবার যোগ্য নহে।

"আমরা রসুলগণের মধ্যে কাহাকেও পার্থক্য করি না"—এ কথার মর্ম্ম এই যে, বিশ্বাসী মুসলমানের পক্ষে কোন রসুলকে ভাল এবং কোন রসুলকে মন্দ জানা উচিত নহে। প্রত্যেক নবীকেই আল্লার অনুগৃহীত ও করুণা-প্রাপ্ত মহামানব বলিয়া বিশ্বাস করিতে হইবে। অবশ্য রসুলগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ও শ্রেষ্ঠতর আছেন। এক একজন এক এক বিষয়ে আল্লার করুণা লাভ করিয়া ধন্য ও গৌরবান্বিত হইয়াছেন। (২—২৫৩); কেহ বা একাধিক বহু বিষয়ে আল্লার অপার অনুগ্রহে অভিষিক্ত হইয়া উন্নতি ও গৌরবের সর্ব্বোচ্চ শিখরে সমাসীন হইয়াছেন (২—২৫৩, ২১—১০৭ এবং উহার তফসীর দ্রষ্টব্য)। কিন্তু তাঁহারা সকলেই আল্লাহতা'লার

আমাদের পূর্ব্ববর্ত্তিগণের উপর যেরূপ গুরুভার স্থাপন করিয়াছিলে—আমাদের উপর তদ্রূপ ভারার্পণ করিও না; হে আমাদের প্রতিপালক, যাহা আমাদের শক্তির অতীত তাহা আমাদের দ্বারা বহন করাইও না; এবং আমাদিগকে ক্ষমা কর ও আমাদিগকে মার্জ্জনা কর এবং আমাদিগকে করুণা কর; তুমিই আমাদের প্রভু, অতএব অবিশ্বাসী সম্প্রদায়ের উপর আমাদিগকে সাহয্য কর।

عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِنَا ۚ رَبَّنَا
وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ ۖ
وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَ
وَارْحَمْنَا ۚ أَنتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا
عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ۝

আলোচ্য আয়তের শেষাংশে মুসলমানদিগকে চারিটী বিশেষ বিষয়ে প্রার্থনা করিবার জন্ম শিক্ষা দান করা হইয়াছে। প্রথমতঃ স্বীয় জীবনের ভ্রম-ক্রটীর জন্ম ক্ষমা-প্রার্থনা; দ্বিতীয়তঃ পূর্ব্ববর্ত্তী ইহুদী, খ্রীষ্টান প্রভৃতি দুর্ব্বিনীত সম্প্রদায়ের অবাধ্যতা জনিত গুরুতর শাস্তি ও প্রায়শ্চিত্তের অনুরূপ দুর্ব্বহ ভার হইতে মুক্তি-প্রদান; তৃতীয়তঃ সাধ্যের অতীত কার্যের আদেশ না করিয়া ক্ষমা ও করুণা করা এবং চতুর্থতঃ অবিশ্বাসী কাফের সম্প্রদায়ের উপর বিজয়ী হইবার জন্ম সাহায্য প্রার্থনা।

আয়তের শেষ বাক্যটী মুসলমানের ঐহিক ও পারত্রিক মহাবিজয়ের উজ্জ্বল ভবিষ্যদ্বাণী। দুই প্রকারে ঐ ভবিষ্যদ্বাণীর সফলতা সম্পন্ন হইয়াছে। প্রথমতঃ ইস্‌লামের শুভ উদয় যখন বিধর্ম্মীরা রাজ্য-ঐশ্বর্য্য ও ধন-জনের গর্ব্বে অন্ধ হইয়া অস্ত্রবল ও বাহুবলে ইস্‌লামের গতি প্রতিহত করিতে অগ্রসর হইয়াছিল, তখন আল্লার সাহায্যে অতি অল্পসংখ্যক নগণ্য মুসলমানের বজ্র বাহুর দীপ্ত অসির ভীষণ প্রহারে বিধর্ম্মীদের সমস্ত শক্তি চূর্ণ হইয়াছিল, এবং তাহাদের যাবতীয় রাজ্য ও ঐশ্বর্য্য অলক্ষ্যে মুসলমানদের চরণতলে লুটাইয়া পড়িয়াছিল। কিন্তু যখন বাহুবল ও অস্ত্রবলে অসমর্থ হইয়া বিধর্ম্মীরা অন্য উপায়ে ইস্‌লামের উন্নতির স্রোত রুদ্ধ করিতে বদ্ধপরিকর হইল, তখন আল্লার সাহায্যে অলক্ষ্যেই ইস্‌লামের নৈতিক বিজয়ের জয় ডঙ্কা বাজিয়া উঠিল। ইস্‌লামের এই দ্বিতীয় বিজয়ের স্রোত এখনও পূর্ণবেগে প্রবাহিত হইতেছে। আজ ইস্‌লামের রাজ্য সম্পদের অধিকাংশই হস্তান্তরিত হইয়াছে, তাঁহাদের গৌরব ও তেজবীর্য আলস্য ও অবসাদের কোলে ঘুমাইয়া পড়িয়াছে, তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই, তাহাদের বীর পদ-ভরে আর মেদিনী কাঁপিয়া উঠে না, একথাও সত্য; কিন্তু তজ্জন্য তাহাদের স্বর্গীয় ধর্ম্মনীতি ও উজ্জ্বল নৈতিক আদর্শ একটুও পরিম্লান হয় নাই। বিধর্ম্মীরা যত অলীক নিন্দা, গ্লানি, দুর্নাম ও মিথ্যা কলঙ্কের কাহিনী প্রচার করিয়া পবিত্র ইস্‌লামকে হীন ও নিষ্প্রভ করিতে চেষ্টা করিয়াছে, ইস্‌লাম আপন গৌরব ও আপন মহিমায় ততই উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে। আজ বিধর্ম্মীদের সকল প্রতিকূলতা প্রতিহত করিয়া—সকল ভেদ-বৈষম্য ও অনাচারের মূলোৎপাটন করিয়া—সকল সুর ও সকল সঙ্গীত স্তব্ধ করিয়া দিয়া—সমস্ত জগৎ জুড়িয়া ইস্‌লামের সাম্য, স্বাধীনতা ও মুক্তির মহান সুর প্রতিধ্বনিত হইতেছে এবং অংশীবাদিতা পৌত্তলিকতা, ত্রিত্ববাদ, তন্ত্র ও নির্ব্বাণের দুর্ভেদ্য দুর্গশিরে ইস্‌লামের 'তওহিদ' বা একত্ববাদের বিজয় নিশান সগর্ব্বে উড্ডীয়ন হইতেছে।

সূরা বকরার সংক্ষিপ্ত সার

সূরা বকর কোরান শরিফের সর্ব্ববৃহৎ সূরা। ৪০ রুকু ও ২৮৬ আয়তে এই সুবৃহৎ সূরা গ্রথিত হইয়াছে। এই সূরার মধ্যে যে সকল মহান শিক্ষা রহিয়াছে, তন্মধ্যে ১। আল্লাহতা'লার একত্ব, শক্তি, মহিমা ও গৌরব; ২। হজরত রসুলোল্লার নবুয়ত ও শ্রেষ্ঠত্বের প্রমাণ; ৩। পবিত্র কোরানের সত্যতা ও অলৌকিকতা; ৪। ধর্ম্ম-বিশ্বাসের স্বরূপ; ৫। ইস্‌লামের সৌন্দর্য্য ৬। নামাজ; ৭। রোজা; ৮। জাকাত; ৯। হজ; ১০। কেসাস; ১১। জেহাদ; ১২। বিবাহ; ১৩। তালাক

১৪। মোহর; ১৫। ইদ্দা; ১৬। রোজা; ১৭। কেবলাহ; ১৮। মদ নিষেধ; ১৯। হজ; ২০। যুদ্ধ এবং ২১। বন্ধকী প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এতদ্ভিন্ন প্রসঙ্গক্রমে হজরত আদমের সৃষ্টি-রহস্য, শয়তানের অবাধ্যতা, এসরাইল বংশের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস এবং হজরত এবরাহিম, হজরত মুসা, ঈসা প্রভৃতি জগদ্বিখ্যাত নবীগণের প্রসঙ্গ ও বিবিধ নীতি-উপদেশ বর্ণিত হইয়াছে।

সূরা বকরার মাহাত্ম্য ও গৌরব

হাদিস শরিফে সূরা বকরার বহু গৌরব ও মাহাত্ম্য বর্ণিত হইয়াছে। সহি বোখারী ও মোসলেম শরিফ জগদ্বিখ্যাত হাদিস গ্রন্থে বর্ণিত হইয়াছে যে, একদা রজনীতে হজরতের অনৈক প্রসিদ্ধ সাহাবা সূরা বকর পাঠ করিতেছিলেন। তখন দীপাবলী-শোভিত চন্দ্রাতপের ন্যায় স্বর্গীয় ফেরেশ্‌তা-পুঞ্জ উঁহার শিরোপরি নামিয়া আসিয়াছিল। তদ্দর্শনে ঐ সাহাবা ভীত হইয়া কোরান পাঠ পরিত্যাগ করেন। হজরত রসুলুল্লাহ ঐ কথা শ্রবণ করিয়া বলিয়াছিলেন যে, যদি তুমি সমাগত ফেরেশ্‌তাদিগকে দেখিয়া ভয়ে কোরান পাঠ পরিত্যাগ না করিতে, তবে উঁহারা প্রাতঃকাল পর্যন্ত তোমার নিকট অপেক্ষা করিয়া লোকচক্ষু গোচরীভূত হইত। সহি মোসলেমে হজরত আবু হোরায়রা হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, হজরত রসুলুল্লাহ বলিয়াছেন—"যে গৃহে সূরা বকর পাঠ করা হয় সেই গৃহ হইতে শয়তান পলায়ন করে।" হজরত আরও বলিয়াছেন,—"সমুজ্জ্বল সূরা বকর শেষ বিচারের দিনে শুভ্র মেঘ বা ছত্রাকারে উহার পাঠকের অনুকূলে বিতর্ককারী শ্রেণীবদ্ধ পক্ষীকুল সদৃশ উপস্থিত হইবে।" "উক্ত সূরা পাঠ করা অতীব ফলপ্রদ; হীন প্রকৃতি লোকেরাই পাঠ করিতে পারে না" (মোসলেম)। হাদিস শরিফে আরও উক্ত হইয়াছে,—"সূরা বকরার শেষাংশ শুভ্র সমুজ্জ্বল জ্যোতি সদৃশ। উহার শেষে এমন দুইটী আয়ত আছে যাহা রজনীতে পাঠ করিলে পাঠক সম্পূর্ণ নিরাপদ হইয়া থাকে" (বোখারী ও মোসলেম)। প্রত্যেক বিষয়েরই উন্নতির একটী সীমা আছে। পবিত্র কোরানের উন্নতির চরম আদর্শ সূরা বকর।" আরও উক্ত হইয়াছে, "সূরা বকরার শেষ আয়ত আল্লাহতাআলার রহমতের অনন্ত ভাণ্ডারের অন্তর্গত; উহাতে সমস্ত ঐহিক ও পারত্রিক কল্যাণ নিহিত রহিয়াছে; আমার অনুগামী সম্প্রদায়কে উহা অর্পণ করা হইয়াছে।"
—মেশকাত।

সূরা বকরার নীতি ও আদর্শ

সূরা বকর এক দিকে যেমন পবিত্র কোরানের উন্নতি ও গৌরবের চরম আদর্শ, অন্যদিকে তেমনি ইসলামের শিক্ষা ও সৌন্দর্যের উজ্জ্বল নিদর্শন। ইহা একাধারে মোসলেমের জীবন-উষার জাগরণের অগ্রদূত এবং তাহাদের ধর্ম ও কর্ম জীবনের বিজয়-দুন্দুভি। ইহার প্রারম্ভ হইতে শেষ পর্যন্ত ইসলামের উন্নতি ও বিজয়ের মহান সুর প্রতিধ্বনিত হইতেছে। অথচ তাহার মধ্যে সর্ব-প্রকার জাতীয়তা, সরলতা ও তেজস্বিতার সহিত স্নেহ, করুণা, সহানুভূতি, শিষ্টাচার, সৌজন্য ও বিনয়ের অনুপম অমিয়-ধারা ঝরিয়া পড়িতেছে! ইহার স্বর্গীয় শিক্ষার কঠোর বুকে নৈতিক আদর্শের কোমল মনোহর উজ্জ্বল অর্কশিখা ফুটিয়া উঠিয়াছে, অভ্যন্তরে আধ্যাত্মিকতার অপার্থিব প্রেমের সেইরূপ প্রেম প্রীতি ও পুণ্যের পূত-প্রবাহ বহিয়া যাইতেছে। বস্তুতঃ পবিত্র কোরানের এই একটী সূরার সম্মুখে যদি জগতের যাবতীয় ধর্মগ্রন্থ পুঞ্জীভূত করা যায়, তবে সমুজ্জ্বল সূর্যের সম্মুখে ক্ষীণ খদ্যোৎ-জ্যোতির ন্যায় তাহারা মলিন ও নিষ্প্রভ হইয়া যাইবে।

১৪। মোহর ; ১৫। ইলা ; ১৬। খোলা ; ১৭। রেজায়াত ; ১৮। ক্রয় বিক্রয় ; ১৯। দান ; ২০। সুদ এবং ২১। বন্ধকী প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এতদ্ভিন্ন প্রসঙ্গক্রমে হজরত আদমের সৃষ্টি-বিবরণ, শয়তানের অবাধ্যতা, এসরাইল বংশের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস এবং হজরত এবরাহিম, হজরত মুসা, হজরত ঈসা প্রভৃতি জগদ্বিখ্যাত নবীগণের প্রসঙ্গ ও বিবিধ নীতি-উপদেশ বর্ণিত হইয়াছে।

সুরা বকরার মাহাত্ম্য ও গৌরব

হাদিস শরিফে সুরা বকরার বহু গৌরব ও মাহাত্ম্য বর্ণিত হইয়াছে। সহি বোখারী ও মোস্‌লেম নামক জগদ্বিখ্যাত হাদিস গ্রন্থে বর্ণিত হইয়াছে যে, একদা রজনীতে হজরতের জনৈক প্রসিদ্ধ সাহাবা সুরা বকর পাঠ করিতেছিলেন। তখন দীপাবলী-শোভিত চন্দ্রাতপের ন্যায় স্বর্গীয় ফেরেশতা-পুঞ্জ তাঁহার শিরোপরি নামিয়া আসিয়াছিল। তদ্দর্শনে ঐ সাহাবা ভীত হইয়া কোরান পাঠ পরিত্যাগ করেন। হজরত রসুলোল্লা ঐ কথা শ্রবণ করিয়া বলিয়াছিলেন যে, যদি তুমি সমাগত ফেরেশতাদিগকে দেখিয়া ভয়ে কোরান পাঠ পরিত্যাগ না করিতে, তবে উহারা প্রাতঃকাল পর্য্যন্ত তোমার নিকট অপেক্ষা করিয়া লোক-চক্ষুর গোচরীভূত হইত। সহি মোসলেমে হজরত আবু হোরায়রা হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, হজরত রসুলোল্লা বলিয়াছেন—"যে গৃহে সুরা বকর পাঠ করা হয় নিশ্চয় শয়তান তথা হইতে পলায়ন করে।" হজরত আরও বলিয়াছেন,—"সমুজ্জ্বল সুরা বকর শেষ বিচারের দিনে শুভ্র মেঘ বা চন্দ্রাতপ স্বরূপ উহার পাঠকের অনুকূলে বিতর্ককারী শ্রেণীবদ্ধ পক্ষীযূথ সদৃশ উপস্থিত হইবে।" "উক্ত সুরা পাঠ করা অতীব ফলপ্রদ ; হীন প্রকৃতি লোকেরাই পাঠ করিতে পারে না" (মোসলেম)। হাদিস শরীফে আরও উক্ত হইয়াছে,—"সুরা বকরার শেষাংশ শুভ্র সমুজ্জ্বল জ্যোতি সদৃশ। উহার শেষে এমন দুইটী আয়ত আছে, যাহা রজনীতে পাঠ করিলে পাঠক সম্পূর্ণ নিরাপদ হইয়া থাকে" (বোখারী ও মোসলেম)। প্রত্যেক বিষয়েরই উন্নতির একটী সীমা আছে। পবিত্র কোরানের উন্নতির চরম আদর্শ সুরা বকর।" অন্যত্র উক্ত হইয়াছে, "সুরা বকরার শেষ আয়ত আল্লাহতা'লার দয়ার অনন্ত ভাণ্ডারের অন্তর্গত ; উহাতে সমস্ত ঐহিক ও পারত্রিক কল্যাণ নিহিত রহিয়াছে ; আমার অনুগামী সম্প্রদায়কে উহা আশ্রয় করুক।" —মেশকাত।

সুরা বকরার নীতি ও আদর্শ

সুরা বকর এক দিকে যেমন পবিত্র কোরানের উন্নতি ও গৌরবের চরম আদর্শ, অন্যদিকে সেইরূপ ইস্‌লামের শিক্ষা ও সৌন্দর্য্যের উজ্জ্বল নিদর্শন। ইহা একাধারে মোসলেমের জীবন-উষার জাতীয় জাগরণের অগ্রদূত এবং তাহাদের ধর্ম্ম ও কর্ম্ম জীবনের বিজয়-দুন্দুভি। ইহার প্রারম্ভ হইতে শেষ পর্য্যন্ত ইস্‌লামের উন্নতি ও বিজয়ের মহান সুর প্রতিধ্বনিত হইতেছে। অথচ তাহার মধ্যে ধর্ম্ম-প্রাণতা, জাতীয়তা, সরলতা ও তেজস্বিতার সহিত স্নেহ, করুণা সহানুভূতি, শিষ্টাচার, সৌজন্য ও বিনয়ের কি অনুপম অমিয়-ধারা ঝরিয়া পড়িতেছে! ইহার স্বর্গীয় শিক্ষায় মর্ত্ত্যের বুকে নৈতিক আদর্শের যেরূপ মনোহর উজ্জ্বল অরুণিমা ফুটিয়া উঠিয়াছে, অভ্যন্তরে আধ্যাত্মিকতার অপার্থিব প্রেরণায় সেইরূপ প্রেম-প্রীতি ও পুণ্যের পূত-প্রবাহ বহিয়া যাইতেছে! ফলতঃ পবিত্র কোরানের এই একটী সুরার সম্মুখে যদি জগতে যাবতীয় ধর্ম্মগ্রন্থ পুঞ্জীভূত করা যায়, তবে সমুজ্জ্বল সূর্য্যের সম্মুখে ক্ষীণ খদ্যোৎ-দ্যুতির ন্যায় তাহা মলিন ও নিষ্প্রভ হইয়া যাইবে।

মদিনায়	৩। আল-এমরান—ال عمران	২০০ আয়ত

সর্ব্ব প্রদাতা করুণাময় আল্লার নামে

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

১ম রুকু—পবিত্র কোরান ও পূর্ব্ববর্ত্তী প্রত্যাদেশ

১। আলিফ-লাম মিম। ২। আল্লাহ ব্যতীত কোনই উপাস্য নাই—তিনি চির জীবন্ত ও নিত্য-বিরাজমান। ৩। তিনি তোমার প্রতি সত্য-সহ গ্রন্থ অবতারণ

١- الٓمّٓ ۝ ٢- اللّٰهُ لَآ إِلٰهَ إِلَّا هُوَ
الْحَيُّ الْقَيُّومُ ۝ ٣- نَزَّلَ عَلَيْكَ

আল-এমরান—এমরান পরিবার ; ইহার অন্য অর্থ এমরান-বংশ কিংবা এমরানের সন্তানগণও হইতে পারে। এমরান—হজরত মূসা ও হজরত হারুণের পিতা ছিলেন। তাঁহার নাম হইতেই এই সুরার নামকরণ করা হইয়াছে (৩—৩২)। হজরত মূসা এমরান-পরিবারের প্রথম ও শ্রেষ্ঠতম নবী (তওরাত—দ্বিতীয় বিবরণ, ৩৪—১০) এবং হজরত ঈসা শেষ ও গৌরবান্বিত পয়গম্বর। এই সুরায় প্রধানতঃ হজরত ঈসার জন্ম ও নবুয়ত-প্রাপ্তি, প্রচলিত ঈসায়ী খ্রীষ্টান ধর্ম্মের তীব্র প্রতিবাদ এবং এমরান পরিবার হইতে 'নবুয়তের' অবসান প্রভৃত বিষয় বর্ণিত হওয়ায় ইহার "এমরান-পরিবার" নামকরণ বিশেষ উপযেগী হইয়াছে। এই সুবৃহৎ সুরা ২০০ আয়তে গ্রথিত এবং ৪০ রুকুতে বিভক্ত। সুরা বকরার সহিত নানা বিষয়ে এই সুরার প্রগাঢ় সম্বন্ধ বিদ্যমান আছে।

শানে-নজুল—হিজরী তৃতীয় সনে পবিত্র মদিনা নগরীতে এই সুরা অবতীর্ণ হয়। এমাম জালাল-উদ্দীন সিউতির মতে ইহা মদিনায় অবতারিত সুরা সমূহের মধ্যে দ্বিতীয় অথবা তৃতীয় (এতকান) ; তৃতীয় হিজীতে এই সুরা প্রথম অবতীর্ণ হইতে আরম্ভ হইলেও ইহার কোন কোন অংশ অষ্টম বা দশম হিজরীতে অবতারিত হইয়াছিল বলিয়া তফ্‌সীরকারগণ অনুমান করেন। হজরত রসুলোল্লার মদিনা আগমনের পরে যখন পবিত্র ইস্‌লামের বিমল প্রভায় চতুর্দ্দিক উদ্ভাসিত হইয়া উঠিতেছিল, তখন আরব্য খ্রীষ্টানদিগের প্রার্থনা অনুসারে রোম-সম্রাট ইস্‌লামে অসত্যতা-প্রতিপাদন ও গতিরোধ করিবার জন্য মদিনায় একদল খ্রীষ্টান প্রচারক প্রেরণ করেন। নজরান বাসী খ্রীষ্টান দিগের দ্বারাই ঐ প্রচারক সঙ্ঘ গঠিত হইয়াছিল এবং উহাদের সংখ্যা ষাট জন ছিল। পূর্ব্বাঞ্চলের খ্রীষ্টীয় সম্প্রদায়ের নেতা আবদুল মসীহ এবং আরব ও সিরিয়ার সর্ব্বপ্রধান পাদরী সুবিখ্যাত পণ্ডিত আবু হারসা ঐ দলের নেতৃপদে বরিত হইয়াছিলেন। ঐ প্রচারক দল মদিনায় আগমন করিলে হজরত রসুলোল্লার সহিত তাহাদের বিচার-বিতর্ক হয়। উহার ফলে হজরত জলন্ত ভাষায় খ্রীষ্টানদিগের ত্রিত্ববাদ ও আল্লার পুত্রত্ব প্রভৃতি ভ্রান্ত বিশ্বাস সমূহের অসারতা প্রতিপাদন করেন এবং খ্রীষ্টানেরা পরাজিত হয় (হক্কানী)। খ্রীষ্টানেরা বিচারে পরাজিত হইলে হজরত তাহাদিগকে ইস্‌লাম গ্রহনের আহ্বান করেন। কিন্তু তাহারা সেই আহ্বানে সম্মত না হইয়া ইতস্ততঃ করায়, এই সুরার কিয়দংশ এবং 'মোবাহিলার' আয়ত অবতীর্ণ হয় (৩—৬০)। 'মোবাহিলার' আয়ত অবতীর্ণ হইলে খ্রীষ্টানদিগেয় একদল ইস্‌লামে দীক্ষিত হয় এবং অন্য দল আল্লার আক্রোশে ধ্বংস প্রাপ্তির আশঙ্কায় স্বদেশে পলায়ন করে। এইরূপে খ্রীষ্টান কর্ত্তৃক ইস্‌লাম-ধ্বংসের প্রথম উদ্যম বিফলতায় পর্য্যবসিত হয়। তফ্‌সীরকারগণের মতে এই উপলক্ষ্যে আলোচ্য সুরার প্রথম ৬২ অথবা ৮৩ আয়ত পর্য্যন্ত অবতীর্ণ হইয়াছে —তঃ হক্কানী ও বাঃ কোঃ।

[১, ২ ও ৩ আয়তের তফ্‌সীর পরপৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য]।

الْكِتٰبَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَاَنْزَلَ التَّوْرٰىةَ وَالْاِنْجِيْلَ ۙ مِنْ قَبْلُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَاَنْزَلَ

করিয়াছেন—যাহা পূর্ব্ববর্ত্তী বিবয়ের সত্যতা-প্রতিপাদনকারী ; এবং তিনি ইহার পূর্ব্বে মানব-মণ্ডলীর জন্য পথ-প্রদর্শক তওরাত ও ইঞ্জিল অবতারণ করিয়াছিলেন এবং তিনিই ফোরকান

১। **আলিফ-লাম-মিম**—সুরা বকরার ন্যায় এই সুরাও উপরোক্ত বর্ণত্রয় যোগে আরম্ভ হইয়াছে। ইহার অনুমানিক অর্থ সমূহ সুরা বকরার প্রারম্ভে যথারীতি আলোচিত হইয়াছে। কেহ কেহ এস্থলে উক্ত বর্ণত্রয়ের বিভিন্ন অর্থ কল্পনা করিয়াছেন কিন্তু আনুমানিক অর্থের বিশেষ কোন সার্থকতা নাই বলিয়া আমরা উহা পরিত্যাগ করিলাম। ঐ সকল বর্ণের প্রকৃত অর্থ একমাত্র আল্লাহতা'লাই পরিজ্ঞাত আছেন।

২। খ্রীষ্টান ধর্ম্মের অসারতা ও ভ্রান্ত-বিশ্বাসের প্রতিবাদ প্রসঙ্গেই এই সুরার আরম্ভ। খ্রীষ্টানেরা বিশ্বাস করিত যে, "পিতা, পুত্র ও পবিত্রাত্মা—এই তিন কিংবা ঈশ্বরের এই ত্রি-বিকাশের দ্বারাই বিশ্ব-কার্য্য নিয়ন্ত্রিত হইতেছে।" তাহারা আরও বিশ্বাস করত যে, "যীশুখৃষ্ট ঈশ্বরের একজাত পুত্র"; অতএব তিনি "খোদার বেটা খোদা কিংবা স্বয়ং খোদা"—সুতরাং পরিত্রাণ লাভের জন্য তাহার পূজা ও আরাধনা করাই মানুষের একমাত্র কর্ত্তব্য।" খ্রীষ্টানদিগর ঐ ভ্রান্ত বিশ্বাসের প্রতিবাদ করিয়া কোরান প্রথমেই ঘোষণা করিতেছে,—"আল্লাহ ব্যতীত কোনই উপাস্য নাই।" এতদ্দারা আল্লাহ ব্যতীত অপরের পূজা অর্চ্চনা অথবা আরাধনা সম্পূর্ণ অবৈধ বলিয়া ঘোষণা করা হইতেছে। তৎপরে উক্ত হইয়াছে—"তিনি চির-জীবন্ত ও নিত্য-বিরাজমান"—এই বাক্য দ্বারা স্পষ্ট ভাষায় বলিয়া দেওয়া হইয়াছে যে তিনি জন্ম-মৃত্যু, কাম-ক্রোধ ও আহার, নিদ্রা প্রভৃতি সৃষ্ট জীব-জগতের রীতি ও প্রকৃতি হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত ও পবিত্র। সুতরাং যিনি মাতৃগর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়া আহার নিদ্রার-নিয়মাধীন থাকিয়া জীবনাতিবাহিত করিতে বাধ্য হইয়াছেন কিংবা যাহারা জন্ম ও মৃত্যুর অধীন, তাহারা কখনই আল্লাহতা'লার গুণ গৌরব ও মহিমায় অভিষিক্ত হইবার যোগ্য নহে। খ্রীষ্টীয় ভ্রান্ত বিশ্বাসের প্রতিবাদের সহিত ইস্‌লামী ধর্ম্ম-বিশ্বাসের মূলমন্ত্র যে,—"লা-এলাহা-ইল্লা-আল্লাহ" অর্থাৎ আল্লাহ ব্যতীত উপাস্য নাই—তাহাও এই আয়তে বিঘোষিত হইয়াছে।

৩। খ্রীষ্টীয় ধর্ম্ম-বিশ্বাসের ভ্রান্তি এবং ইস্‌লামী ধর্ম্ম-বিশ্বাসের মূলসূত্র ব্যক্ত করিবার পরেই আল্লাহ কোরানের সত্যতা বর্ণনা করিতেছেন। তিনি বলিতেছেন যে, আমি সত্য সহ এই গ্রন্থ অতারণ করিয়াছি। ইহার সত্যতার একটী উজ্জল প্রমাণ এই যে, ইহা আমার পূর্ব্ব অবতারিত তওরাত, ইঞ্জিল প্রভৃতি গ্রন্থ-সমূহের সত্যতার সমর্থক এবং তন্মধ্যে যে সকল ভ্রম-ক্রটী বা অসত্য সন্নিবিষ্ট হইয়াছে তাহার সংশোধক। এই অর্থেই আলোচ্য আয়তে পবিত্র কোরান "ফোরকান" অর্থাৎ প্রভেদকারী নামে অভিহিত হইয়াছে (২—১৮৫)। সত্যকে মিথ্যা হইতে সৎকে অসৎ হইতে, পুণ্যকে পাপ হইতে এবং বিশ্বাসীকে অবিশ্বাসী হইতে পৃথক করিয়া দেওয়া অর্থেও "ফোরকান" শব্দের ব্যবহার হইয়া থাকে।—তঃ কবির।

বিল-হক—অর্থে "সত্য-সহ" লিখিত হইয়াছে ; কিন্তু এই শব্দের আরও বহু অর্থ আছে, যথা—প্রমাণ, জ্ঞান, সুবিচার, অভ্রান্ত, প্রকৃত ও যুক্তি (এমাম রাগেব)। এমাম রাজী বলেন যে, "বিল্‌-হক" অর্থ—সুপথ নির্দ্দেশক, সত্য বিবরণ প্রকাশক, পূর্ব্ব-ভ্রান্তির সংশোসধক, সফল ভবিষ্যদ্বাণী জ্ঞাপক এবং সত্যের প্রতি সুদৃঢ় অনুরাগ বর্দ্ধক।—তঃ কবির।

তওরাত ও ইঞ্জিল—সহজ-বিধি ও সুসংবাদ। হিব্রু 'তোরা' ও 'এভাঞ্জস' শব্দ হইতে উক্ত শব্দদ্বয় পরিগৃহীত হইয়াছে। অনেকে তওরাত অর্থে পুরাতন বাইবেল এবং ইঞ্জিল অর্থে নূতন বাইবেল বুঝাইয়া থাকেন, কিন্তু উহা ঠিক নহে। পুরাতন বাইবেলের যে অংশ হজরত মুসার প্রতি অবতারিত হইয়াছিল, পবিত্র কোরানে তাহাকেই তওরাত নামে অভিহিত করা হইয়াছে।

অবতারণ করিয়াছেন। ৪। নিশ্চয় যাহারা আল্লার নিদর্শনাবলীর প্রতি অবিশ্বাস করে তাহাদের জন্য কঠোর শাস্তি রহিয়াছে; এবং আল্লাহ পরাক্রান্ত প্রতিশোধ গ্রহণ-কারী। ৫। নিশ্চয় আল্লাহ—যাঁহার নিকট ভূমণ্ডলের মধ্যে ও নভোমণ্ডলের মধ্যে কোন বিষয়ই লুক্কায়িত নাই। ৬। তিনিই স্বীয় ইচ্ছানুযায়ী জরায়ুর মধ্যে তোমাদের আকৃতি গঠন করিয়াছেন; সেই পরাক্রান্ত বিজ্ঞানময় ব্যতীত কোনই উপাস্য নাই। ৭। তিনিই তোমার প্রতি গ্রন্থ অবতারণ করিয়াছেন, যাহাতে সুস্পষ্ট আয়ত-সমূহ আছে—উহা গ্রন্থের জননী-স্বরূপ এবং অবশিষ্ট অস্পষ্ট; অতএব যাহাদের অন্তরে বক্রতা আছে, ফলতঃ তাহারাই অশান্তি-উৎপাদন ও

الْفُرْقَانَ ۝ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ ۝ إِنَّ اللَّهَ لَا يَخْفَىٰ عَلَيْهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ ۝ هُوَ الَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ ۚ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ۝ هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ ۖ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ

উহার বঙ্গানুবাদ যাত্রা-পুস্তক, লেবীয়-পুস্তক, গণনা-পুস্তক ও দ্বিতীয় বিবরণ—এই চারি ভাগে বিভক্ত। সমস্ত পুরাতন বাইবেলকে তওরাত, জবুর ও অন্যান্য প্রত্যাদিষ্ট 'সহিফা-সমূহের সমষ্টি বলা যাইতে পারে। এইরূপ ইঞ্জিল বলিলেও সমগ্র নূতন বাইবেল বুঝিতে হইবে না। কারণ নূতন বাইবেল হজরত ঈসার বর্ণনা নহে। তাঁহার স্বর্গারোহণের অনেক পরে উহা লিখিত হইয়াছে। কিন্তু কোরান শরিফের নির্দেশ অনুযায়ী হজরত ঈসার পরে এসরাইল বংশে কোন প্রত্যাদেশ অবতারিত হয় নাই। এসরাইল-বংশের শেষ নবী হজরত ঈসা জগতের শ্রেষ্ঠতম রসুল ও শেষ-নবী হজরত মোহাম্মদ মোস্তফার শুভাগমন সম্বন্ধে যে প্রত্যাদেশ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, পবিত্র কোরানে তাহাই 'ইঞ্জিল' নামে অভিহিত হইয়াছে। হজরত ঈসা যেরূপ রূপক ভাষায় ঐ সংবাদ ব্যক্ত করিয়াছিলেন, তাহা নূতন বাইবেলের মধ্যে বিক্ষিপ্তভাবে সংগৃহীত হইয়াছে।—মার্ক ১—১৫; মথি ২১—৪০; যোহন ১৪—১৬ ও ১৭।

৭। **মোহকম ও মোতাশাবাহ**—স্পষ্ট ও অস্পষ্ট। 'মোহকম' অর্থ সুদৃঢ় ভিত্তি, স্পষ্ট বর্ণনা অথবা দৃঢ়তা এবং 'মোতাশাবাহ' অর্থ মিশ্রিত, মিলিত বা অস্পষ্ট মর্ম্ম-বাচক হইতে পারে। পবিত্র কোরান ১১—১ আয়াতে 'মোহকম' আয়ত সংবলিত গ্রন্থ এবং ৪৯—২৩ আয়তে 'মোতাশাবাহ' পুস্তক বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। খ্রীষ্টান পাদরীগণ আরব্য বাকধারা অনুসরণ করিতে অসমর্থ হইয়া ইহাকে পরস্পর-বিরোধী উক্তি বলিয়া মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে যখন পবিত্র কোরানের বিশেষণে 'মোহকম' শব্দ ব্যবহৃত হয়, তখন উহার অর্থ হইবে—সুদৃঢ় ভিত্তির উপর সংস্থাপিত সুস্পষ্ট গ্রন্থ; আর যখন 'মোতাশাবাহ' শব্দ ব্যবহৃত হয়, তখন বুঝিতে হইবে যে, ঐ মহাগ্রন্থের আদেশ-নিষেধ সমূহ উহার অন্যান্য আদেশ নিষেধের সহিত প্রগাঢ় সম্বন্ধযুক্ত। 'মোহকম' আয়ত অর্থে স্পষ্ট মর্ম্মবাচক ; উহার প্রকাশ্য এবং স্পষ্ট মর্ম্মই গ্রহণ করিতে

زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ
الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ ج وَمَا يَعْلَمُ
تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ م وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ
يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ لا كُلٌّ مِنْ عِنْدِ
رَبِّنَا ج وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ ○
٨- رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ
هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً ج
إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ ○ ٩- رَبَّنَا
إِنَّكَ جَامِعُ النَّاسِ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ
فِيهِ ط إِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيعَادَ ع

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ জন্য অস্পষ্টের অনুসরণ করে; এবং আল্লাহ্ ব্যতীত উহার অর্থ কেহই অবগত নহে; এবং যাহারা জ্ঞানে সুপ্রতিষ্ঠিত তাহারা বলে—আমরা উহাতে বিশ্বাস করি; উহার সমস্তই আমাদের প্রতিপালকের নিকট হইতে সমাগত এবং জ্ঞানবান ব্যতীত কেহই হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে না।
৮। হে আমাদের প্রতিপালক, আমাদিগকে পথ-প্রদর্শনের পর আমাদের অন্তর-সমূহ বক্র করিও না এবং তোমার নিকট হইতে আমাদের প্রতি করুণা দান কর; নিশ্চয় তুমিই সুপ্রচুর প্রদানকারী।
৯। হে আমাদের প্রতিপালক, নিশ্চয় তুমিই সকল মনুষ্যকে সেই দিন সমবেত করিবে—ইহাতে কোনই সন্দেহ নাই; নিশ্চয় আল্লাহ প্রতিজ্ঞা-ভঙ্গকারী নহেন।

হইবে। কিন্তু 'মোতাশাবাহ' আয়ত অর্থ অস্পষ্ট মর্ম্মবাচক বাক্য—সুতরাং উহার প্রকৃত মর্ম্ম অবধারণ করিবার জন্য সাদৃশ্যাত্মক অন্যান্য আয়তের প্রতি লক্ষ্য করিতে হইবে। স্বীয় অসদুদ্দেশ্য পূরণ অথবা দুষ্কার্য্য সমর্থনের জন্য ঐ সকল আয়তের কল্পিত অর্থ সৃষ্টি করা সিদ্ধ নহে। যখন একান্ত পক্ষে কোন 'মোতাশাবাহ' আয়তের অর্থ হৃদয়ঙ্গম না হইবে, উহার মর্ম্ম আল্লার প্রতি নির্ভর করিয়া কোরানের উক্তি সরলভাবে বিশ্বাস করাই প্রকৃত মুসলমানের কর্ত্তব্য।

প্রত্যেক ভাষাতেই এমন কতকগুলি বাক্য বা শব্দ আছে, যাহার মর্ম্মার্থ গ্রহণ ব্যতীত ধাতুগত অথবা আভিধানিক অর্থ গ্রহণ করিলে তদ্দ্বারা কোনই ভাব প্রকাশ হয় না। আরবী ভাষায় বিশেষতঃ কোরান শরিফে ঐরূপ বহু বাক্য এবং বহু শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। যাহারা ঐ সকল বাক্য অথবা শব্দের প্রসিদ্ধ ও প্রচলিত সরল মর্ম্মার্থ গ্রহণ না করিয়া স্বীয় উদ্দেশ্য সাধন বা খেয়াল চরিতার্থ করিবার জন্য নূতন নূতন কাল্পনিক অর্থ গ্রহণ করে, আল্লাহতা'লা তাহাদিগকে বক্র হৃদয় বিপথগামী বলিয়া অভিহিত করিতেছেন। পবিত্র কোরান বলিতেছে যে, জগতে 'ফেৎনা' অর্থাৎ অশান্তি-উৎপাদনই উহাদের উদ্দেশ্য। 'ফেৎনা' অর্থ মতভেদ, পথভ্রান্তি, কলহ প্রভৃতিও লিখিত হইয়াছে (কোঃ ও তাঃ উঃ)। বর্ত্তমান যুগে যে সকল লোক শুধু নিজের খেয়াল বা দুরভিসন্ধি চরিতার্থ করিবার জন্য পবিত্র কোরান-বাণীর নূতন নূতন ব্যাখ্যা ও মর্ম্ম প্রচার করিতেছেন, তাহাদের বিশেষ সতর্ক হওয়া প্রয়োজন।

৮। অন্তরে অসৎ ইচ্ছা সমুদিত হওয়ার নামই অন্তরের বক্রতা। যাহাতে ঐরূপ ইচ্ছা অন্তরে উদিত না হয়, তজ্জন্য ৮ম আয়তে প্রার্থনা শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে। ৯ম আয়তে আল্লার অঙ্গীকার অর্থে প্রাচীন তফ্‌সীরকারগণ পারলৌকিক পুরস্কার এবং আধুনিক কোন কোন তফ্‌সীরকার ইহলৌকিক বিজয় বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

২য় রুকু—ধর্ম্মের মূলনীতি আল্লার একত্ব

১০। নিশ্চয় যাহারা অবিশ্বাস
করিয়াছে, তাহাদের ধন-সম্পদ ও তাহা-
দের সন্তান-সন্ততি আল্লার নিকট কোন
বিষয়েরই ফলপ্রদ হইবে না এবং উহারাই
নরকাগ্নির ইন্ধন। ১১। ফেরাউন
সম্প্রদায় এবং তাহাদের পূর্ব্ববর্ত্তীদিগের
প্রকৃতির ন্যায় তাহারা আমার নিদর্শনা-
বলীর প্রতি অসত্যারোপ করিয়াছে,
এই হেতু আল্লাহ তাহাদের অপরাধের
জন্য তাহাদিগকে ধৃত করিয়াছেন এবং
আল্লাহ কঠোর শাস্তিদাতা। ১২। যাহারা
অবিশ্বাস করিয়াছে, তুমি তাহাদিগকে
বল যে, অচিরেই তোমরা পরাভূত হইবে
এবং তোমরা নরকের দিকে একত্রিত হইবে

١٠- إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَن تُغْنِيَ
عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُم مِّنَ اللَّهِ
شَيْئًا ط وَأُولَٰئِكَ هُمْ وَقُودُ النَّارِ ۙ
11- كَدَأْبِ آلِ فِرْعَوْنَ ۙ وَالَّذِينَ
مِن قَبْلِهِمْ ط كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا ج
فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ ط وَاللَّهُ شَدِيدُ
الْعِقَابِ ○ ١٢- قُل لِّلَّذِينَ كَفَرُوا
سَتُغْلَبُونَ وَتُحْشَرُونَ إِلَىٰ جَهَنَّمَ ط

১০—১১। এই আয়ত দ্বয় ইসলামের বিরুদ্ধাচারী এবং হজরত রসুলোল্লার পরম শত্রু কোরেশ ও অন্যান্য সম্প্রদায়ের প্রতি লক্ষ্য করিয়া অবতীর্ণ হইয়াছে। ফেরাউন ও তাহার সম্প্রদায় হজরত মুসার প্রতি অসত্যারোপ করিয়া অফুরন্ত ধন জন বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও যেরূপ সদলবলে ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছিল (২—৫০), সেইঘটনার উল্লেখ করিয়া আল্লাহ বলিতেছেন যে, যাহারা আমার রসুলের প্রতি অসত্যারোপ অথবা আমার বাক্য অবিশ্বাস করিবে, তাহারাও ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়া নরকগামী হইবে। "তাহাদের ধন-সম্পদ ও তাহারের সন্তান-সন্ততি আল্লার নিকট কোন বিষয়ে ফলপ্রদ হইবে না।"—ইহার মর্ম্ম এই যে, তাহারা যে ধন জনের গর্ব্বে অন্ধ হইয়া সত্যধর্ম্ম অবিশ্বাস এবং সত্য নবীর প্রতিকূলতা করিবে, সেই ধন জন আল্লার কোপ ও শাস্তি হইতে তাহাদিগকে ইহকালেও রক্ষা করিতে পারিবে না এবং পরকালেও মুক্তি দিতে সামর্থ্য হইবে না।

এই আয়ত-দ্বয় পবিত্র কোরানের সত্যতা এবং ইসলামের সফলতার এক উজ্জল ভবিষ্যদ্বাণী। যখন উক্ত প্রত্যাদেশ অবতীর্ণ হয় তখন কোরেশদিগের অধীনে বিপুল ধন জন ছিল ; কিন্তু হজরত রসুলোল্লা তাহাদের সকল ষড়যন্ত্র ব্যর্থ করিয়া স্বীয় অনুগামীগণ সহ মদিনা গমন পূর্ব্বক সত্য প্রচারে আত্মনিয়োগ করায়, সেই আক্রোশে তাহারা ইসলাম ধ্বংসের জন্য আরও অধীর ও উত্তেজিত হইয়া উঠিয়াছিল। পক্ষান্তরে মুসলমানের ধন-বল ও জন-বল এত অল্প ছিল যে, কোরেশদিগের সহিত যুদ্ধ করিয়া জয়ী হওয়া ত দূরের কথা—তাহাদের আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা করিবার শক্তিও মুসলমানদিগের ছিল না। কিন্তু আল্লার অপার মহিমায় অদূর ভবিষ্যতে কোরেশ ও অন্যান্য সম্প্রদায়ের সমস্ত ধন-বল ও জন-বল মুসলমানের চরণতলে লুণ্ঠিত হইয়া ইসলামের সত্যতা এবং কোরান বাণীর সফলতা ইতিহাসের পৃষ্ঠায় স্বর্ণাক্ষরে লিখিত হইয়াছে।

১২। পূর্ব্ববর্ত্তী আয়তদ্বয়ে ফেরাউন-সম্প্রদায়ের ধ্বংস-প্রাপ্তির উদাহরণ-যোগে হজরত রসুলোল্লার বিরুদ্ধচারিদিগের শোচনীয় পরাজয়ের যে আভাস প্রদান করা হইয়াছে, এই আয়ত তাহার প্রত্যক্ষ ও স্পষ্টতর ভবিষ্যদ্বাণী। আল্লাহতা'লা বলিতেছেন,—হে মোহাম্মদ (সঃ)! তুমি

এবং উহা নিকৃষ্টতর স্থান ; ১৩। নিশ্চয় দুই দল যুযুৎসুর সম্মুখীন হওয়ার মধ্যে তোমাদের জন্য নিদর্শন আছে ; তাহাদের একদল আল্লার পথে সংগ্রাম করিতেছিল এবং অপর দল অবিশ্বাসী ছিল ; তাহারা উহাদিগকে প্রত্যক্ষ-দৃষ্টিতে দ্বিগুণ দেখিতেছিল এবং আল্লাহ যাহাকে ইচ্ছা তদীয় সাহায্য-দানে

وَبِئْسَ الْمِهَادُ ۝١٣ - قَدْ كَانَ
لَكُمْ آيَةٌ فِي فِئَتَيْنِ الْتَقَتَا ط فِئَةٌ
تُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأُخْرَىٰ كَافِرَةٌ
يَرَوْنَهُمْ مِثْلَيْهِمْ رَأْيَ الْعَيْنِ ط وَاللَّهُ
يُؤَيِّدُ بِنَصْرِهِ مَنْ يَشَاءُ ط إِنَّ فِي

সেই অবিশ্বাসীদিগকে বল যে,—"তোমরা (নিশ্চয়) পরাভূত হইবে এবং নরকের দিকে একত্রিত হইবে এবং উহা নিকৃষ্টতর স্থান।" হজরত রসুলোল্লার শত্রুদিগের ইহলৌকিক দুর্গতি ও পারলৌকিক শাস্তির প্রত্যাদেশ সমূহের মধ্যে এই আয়ত সর্ব্বাপেক্ষা উজ্জ্বল ও স্পষ্টতর।—তঃ বাঃ কোঃ।

পূর্ব্বোক্ত একাদশ আয়তের ভবিষ্যদ্বাণীর সফলতা-স্বরূপ হজরত রসুলোল্লা বদরযুদ্ধে অলৌকিকভাবে জয়লাভ করেন। হজরতের মদিনা গমনের পর ইসলামের উন্নতি ও পরিপুষ্টির দ্রুত গতি অবলোকন করিয়া ইসলাম বৈরী আবু-জেহেল, আবু-সুফিয়ান ও ওৎবা প্রমুখ মক্কার কোরেশ দলপতিগণ মুসলমান-দিগকে সমূলে ধ্বংস করিবার জন্য সমরায়োজনে প্রবৃত্ত হয়। হজরত তদ্‌শ্রবনে কোরেশদিগের গতিরোধ করিবার জন্য মাত্র ৩১৩ জন বিশ্বাসী অনুগামী সহ মক্কা ও মদিনার অন্তর্ব্বর্ত্তী বদর প্রান্তরে শিবির সন্নি-বেশ করেন। উপরোক্ত ৩১৩ জন বিশ্বাসীর মধ্যে মাত্র ২ জন অশ্বারোহী, ৮০ জন অসিধারী ও কতিপয় বর্ম্মাবৃত পুরুষ ছিলেন, অবশিষ্ট সকলেই প্রস্তরাদি লইয়া আত্মরক্ষার আয়োজন করিয়াছিলেন। এতভিন্ন হজরতের সঙ্গে আর কোনই রণসম্ভার বা অস্ত্রশস্ত্র ছিল না। পক্ষান্তরে কোরেশদিগের প্রায় সহস্রাধিক যোদ্ধা রীতিমত অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত হইয়া রণদক্ষ বীর সেনাপতিগণের পরিচালনায় মুসলমানদিগকে আক্র-মণ করিয়াছিল। কিন্তু আল্লার অপার করুণায় মোসলেমগণ এই যুদ্ধে জয়লাভ করেন এবং কোরেশদল শোচনীয়রূপে পরাস্ত হইয়া পলায়ন করিতে বাধ্য হয়। আবু জেহেল ও কতিপয় কোরেশ-দলপতি যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণত্যাগ করে। তাহাদের ৭০ জন লোক বন্দী হয় এবং অবশিষ্ট প্রাণ লইয়া পলাইয়া যায়।

বদর যুদ্ধে জয়লাভের পর হজরত মদিনায় আগমন করিয়া ইহুদীদিগকে ইসলাম গ্রহণের জন্য আহ্বান করেন। ইহুদীরা দর্পভরে সেই আহ্বান প্রত্যাখান করিয়া উত্তর দেয় যে, হজরত সমর বিদ্যায় অজ্ঞ ও অপরিপক্ক কোরেশদিগকে পরাজিত করিয়া আমাদিগকে ইসলাম গ্রহণের জন্য অহ্বান করিতে সাহসী হইতেছেন ; কিন্তু আমাদের সঙ্গে যুদ্ধ উপস্থিত হইলেই বুঝিতে পারিবেন যে, প্রকৃত যুদ্ধ কাহাকে বলে। ইহুদীদিগের ঐ অহঙ্কার ও অবাধ্যতার উত্তরে এই আয়ত অবতীর্ণ হয়, যথা—"বল, * * তাহারা পরাভূত হইবে এবং নরকের দিকে একত্রিত হইবে।" এই ভবিষ্যদ্বাণীর অলৌকিক সফলতা-স্বরূপ অল্পদিন পরেই মোসলেমগণের বীর পদভরে ইহুদীদিগের প্রধানতম কেন্দ্র খয়বরের সুদৃঢ় দুর্গমালা ভাঙ্গিয়া ধুলিসাৎ হয় এবং উত্তরকালে ইহুদী ও খ্রীষ্টান জাতির বিশাল রাজ্য ও বিপুল ঐশ্বর্য্য ইসলামের বিজয় দীপ্ত গরব-ভরা চরণতলে লুটাইয়া পড়ে। পবিত্র কোরান যে সর্ব্বজ্ঞ আল্লার অভ্রান্ত বাণী, এই আয়ত তাহার এক উজ্জ্বল প্রমাণ।—তঃ হক্কানী।

১৩। অবিশ্বাসীদিগের শোচনীয় পরাজয়ের ভবিষ্যদ্বাণী ব্যক্ত করিয়া আল্লাহতা'লা বলিতেছেন, আমার বাক্যের সফলতা যে অবশ্যম্ভাবী, বিগত বদর যুদ্ধেই তাহার উজ্জ্বল নিদর্শন আছে। বদর যুদ্ধে অবিশ্বাসীরা বিশ্বাসিগণ হইতে ধন বল ও জন-বল ও অস্ত্রবলে বহুগুণ শক্তিশালী ছিল। কিন্তু তথাপি

ذٰلِكَ لَعِبْرَةً لِّأُولِي الْأَبْصَارِ ○
١٤- زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوٰتِ
مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ
الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ
وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ
وَالْحَرْثِ ط ذٰلِكَ مَتَاعُ الْحَيٰوةِ
الدُّنْيَا ج وَاللّٰهُ عِنْدَهٗ حُسْنُ الْمَاٰبِ ○

শক্তিশালী করেন; নিশ্চয় ইহার মধ্যে চক্ষুষ্মানগণের জন্য অভিজ্ঞতা রহিয়াছে।

১৪। মানবমণ্ডলীকে রমণীগণের ও সন্তান-সন্ততির এবং পুঞ্জীকৃত স্বর্ণ ও রৌপ্য-ভাণ্ডারের এবং সুশিক্ষিত অশ্বের ও পালিত পশুর এবং শস্যক্ষেত্রের প্রেমাকর্ষণী দ্বারা সুশোভিত করা হইয়াছে, ইহা পার্থিব জীবনের সম্পদ এবং আল্লার নিকটেই শ্রেষ্ঠতম অবস্থান।

তাহারা রণক্ষেত্রে মুসলমানের শক্তি ও প্রতাপ দর্শনে ভীতি-বিকম্পিত হইয়া নতশিরে পরাজয় বরণ করিয়া লয়। আল্লাহতা'লা যেরূপ অলৌকিক ভাবে মুসলমানদিগকে সাহায্য করিয়াছিলেন, এই আয়তে তাহারও ইঙ্গিত রহিয়াছে। পরবর্ত্তী সুরা আন্‌ফাল ও অন্যান্য সুরায় এই ঘটনার বিস্তৃত বর্ণনা আছে।

"তাহারা উহাদিগকে প্রত্যক্ষ দৃষ্টিতে দ্বিগুণ দেখিতেছিল"—এই বাক্যাংশের অর্থে প্রায় সমস্ত তফ্‌সীরকারই কাফেরগণ কর্ত্তৃক মুসলমানদিগের দ্বিগুণিত পরিলক্ষিত হওয়ার মর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু মৌলবী মোহাম্মদ আলি সাহেব বলেন যে, মুসলমানেরাই অবিশ্বাসীদিগকে দ্বিগুণ দেখিতেছিল। ঐতিহাসিকতার ও স্বাভাবিকতার দিক দিয়া এরূপ অনুমান করা অসঙ্গত না হইলেও প্রাচীন তফ্‌সীরসমূহ, কতিপয় হাদিস এবং ব্যাকরণ-সূত্র তাঁহার ঐ সিদ্ধান্তের বিরোধী। বদরের সংগ্রাম সংক্রান্ত অন্যান্য আয়তও তাঁহার অনুমানের অনুকূল নহে। বিশেষতঃ তিনি যেরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহাই যদি সত্য হয়, তবে আয়তের ঐ কথাগুলির কোনরূপ গুরুত্ব বা সার্থকতাও থাকিতে পারে না। পক্ষান্তরে প্রাচীন তফ্‌সীরকারগণ যেরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন, সঙ্কটকালে তদ্রূপ অলৌকিকতা বা দৃষ্টি ভ্রমের বিকাশ জগতের ইতিহাসে আদৌ বিরল নহে।

বদর-যুদ্ধের প্রসঙ্গ উল্লেখ করিয়া আল্লাহ অবিশ্বাসীদিগকে—বিশেষতঃ ইহুদী ও খ্রীষ্টানদিগকে লক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন যে, এই ঘটনায় "নিশ্চয় তোমাদের জন্য নিদর্শন রহিয়াছে।" এই নিদর্শন কিরূপ, তাহা একটু গভীরভাবে আলোচনা করিয়া দেখা আবশ্যক। প্রথমতঃ এই যুদ্ধে পবিত্র কোরানের ভবিষ্যদ্বাণীর সফলতা স্বরূপ মুসলমানদিগের জয়লাভ—অবিশ্বাসী কাফেরদিগের পক্ষে এক প্রত্যক্ষ নিদর্শন; দ্বিতীয়তঃ মুসলমানদিগের এই আশ্চর্য্য জয়লাভে পুরাতন ও নূতন বাইবেলের ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হওয়ার জন্য ইহা ইহুদী ও খ্রীষ্টানদিগের পক্ষে, হজরত রসুলোল্লার নবুয়ত এবং ইসলামের সত্যতার একটি উজ্জলতম নিদর্শন। আল্লাহতালা এস্থানে সেই কথাই বলিতেছেন। পুরাতন বাইবেলে হজরত যিশাইয়া আরব-নবী হজরত মোহাম্মদ মোস্তফার বিজয় সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী করিতেছেন :—"হে দদানীয় পথিকদল সমূহ, তোমরা আরবে বনের মধ্যে রাত্রি যাপন করিবে; তোমরা তৃষিতের কাছে জল আন; হে তেমা-দেশবাসীরা, তোমরা অন্ন লইয়া পলাতকদের সহিত সাক্ষাৎ কর। কেননা তাহারা খড়্গের সম্মুখ হইতে—নিষ্কোষিত খড়্গের, আকর্ষিত ধনুর ও ভারী যুদ্ধের সম্মুখ হইতে পলায়ন করিল। বস্তুতঃ প্রভু আমাকে এই কথা কহিলেন, বেতনজীবীর

১৪ আয়তের তফসীর পর পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

শক্তিশালী করেন ; নিশ্চয় ইহার মধ্যে চক্ষুষ্মানগণের জন্য অভিজ্ঞতা রহিয়াছে।

১৪। মানব মণ্ডলীকে রমণীগণের ও সন্তান-সন্ততির এবং পুঞ্জীকৃত স্বর্ণ ও রৌপ্য-ভাণ্ডারের এবং সুশিক্ষিত অশ্বের ও পালিত পশুর এবং শস্যক্ষেত্রের প্রেমাকর্ষণী দ্বারা সুশোভিত করা হইয়াছে, ইহা পার্থিব জীবনের সম্পদ এবং আল্লার নিকটেই শ্রেষ্ঠতম অবস্থান।

ذٰلِكَ لَعِبْرَةً لِّأُولِى الْأَبْصَارِ ٥

১৪- زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوٰتِ
مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِيْنَ وَالْقَنَاطِيْرِ
الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ
وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ
وَالْحَرْثِ ط ذٰلِكَ مَتَاعُ الْحَيٰوةِ
الدُّنْيَا ج وَاللّٰهُ عِنْدَهٗ حُسْنُ الْمَاٰبِ ٥

তাহারা রণক্ষেত্রে মুসলমানের শক্তি ও প্রতাপ দর্শনে ভীতি-বিকম্পিত হইয়া নতশিরে পরাজয় বরণ করিয়া লয়। আল্লাহতা'লা যেরূপ অলৌকিক ভাবে মুসলমানদিগকে সাহায্য করিয়াছিলেন, এই আয়তে তাহারও ইঙ্গিত রহিয়াছে। পরবর্ত্তী সুরা আন্‌ফাল ও অন্যান্য সুরায় এই ঘটনার বিস্তৃত বর্ণনা আছে।

"তাহারা উহাদিগকে প্রত্যক্ষ দৃষ্টিতে দ্বিগুণ দেখিতেছিল"—এই বাক্যাংশের অর্থে প্রায় সমস্ত তফ্‌সীরকারই কাফেরগণ কর্ত্তৃক মুসলমানদিগের দ্বিগুণিত পরিলক্ষিত হওয়ার মর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু মৌলবী মোহাম্মদ আলি সাহেব বলেন যে, মুসলমানেরাই অবিশ্বাসীদিগকে দ্বিগুণ দেখিতেছিল। ঐতিহাসিকতার ও স্বাভাবিকতার দিক দিয়া এরূপ অনুমান করা অসঙ্গত না হইলেও প্রাচীন তফ্‌সীরসমূহ, কতিপয় হাদিস এবং ব্যাকরণ-সূত্র তাঁহার ঐ সিদ্ধান্তের বিরোধী। বদরের সংগ্রাম সংক্রান্ত অন্যান্য আয়তও তাঁহার অনুমানের অনুকূল নহে। বিশেষতঃ তিনি যেরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহাই যদি সত্য হয়, তবে আয়তের ঐ কথাগুলির কোনরূপ গুরুত্ব বা সার্থকতাও থাকিতে পারে না। পক্ষান্তরে প্রাচীন তফ্‌সীরকারগণ যেরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন, সঙ্কটকালে তদ্রূপ অলৌকিকতা বা দৃষ্টি ভ্রমের বিকাশ জগতের ইতিহাসে আদৌ বিরল নহে।

বদর-যুদ্ধের প্রসঙ্গ উল্লেখ করিয়া আল্লাহ অবিশ্বাসীদিগকে—বিশেষতঃ ইহুদী ও খ্রীষ্টানদিগকে লক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন যে, এই ঘটনায় "নিশ্চয় তোমাদের জন্য নিদর্শন রহিয়াছে।" এই নিদর্শন কিরূপ, তাহা একটু গভীরভাবে আলোচনা করিয়া দেখা আবশ্যক। প্রথমতঃ এই যুদ্ধে পবিত্র কোরানের ভবিষ্যদ্বাণীর সফলতা স্বরূপ মুসলমানদিগের জয়লাভ—অবিশ্বাসী কাফেরদিগের পক্ষে এক প্রত্যক্ষ নিদর্শন ; দ্বিতীয়তঃ মুসলমানদিগের এই আশ্চর্য্য জয়লাভে পুরাতন ও নূতন বাইবেলের ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হওয়ার জন্য ইহা ইহুদী ও খ্রীষ্টানদিগের পক্ষে, হজরত রসুলোল্লার নবুয়ত এবং ইসলামের সত্যতার একটি উজ্জলতম নিদর্শন। আল্লাহতালা এস্থানে সেই কথাই বলিতেছেন। পুরাতন বাইবেলে হজরত যিশাইয়া আরব-নবী হজরত মোহাম্মদ মোস্তফার বিজয় সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী করিতেছেন :—"হে দদানীয় পথিকদল সমূহ, তোমরা আরবে বনের মধ্যে রাত্রি যাপন করিবে ; তোমরা তৃষিতের কাছে জল আন ; হে তমা-দেশবাসীরা, তোমরা অন্ন লইয়া পলাতকদের সহিত সাক্ষাৎ কর। কেননা তাহারা খড়্গের সম্মুখ হইতে—নিষ্কোষিত খড়্গের, আকর্ষিত ধনুর ও ভারী যুদ্ধের সম্মুখ হইতে পলায়ন করিল। বস্তুতঃ প্রভু আমাকে এই কথা কহিলেন, বেতনজীবীর

১৪ আয়তের তফসীর পর পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

202

١٥- قُلْ أَؤُنَبِّئُكُم بِخَيْرٍ مِّن ذَٰلِكُمْ ۚ
لِلَّذِينَ اتَّقَوْا عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّٰتٌ
تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَٰرُ خَٰلِدِينَ
فِيهَا وَأَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ وَرِضْوَانٌ
مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ ۚ
١٦- الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا إِنَّنَا آمَنَّا
فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ۚ
١٧- الصَّٰبِرِينَ وَالصَّٰدِقِينَ وَالْقَٰنِتِينَ
وَالْمُنفِقِينَ وَالْمُسْتَغْفِرِينَ بِالْأَسْحَارِ

১৫। তুমি বল—আমি কি তোমাদিগকে
ইহা অপেক্ষাও উত্তম বিষয়ের সংবাদ দিব ?
যাহারা ধর্ম্মভীরু তাহাদের জন্য তাহা-
দের প্রতিপালকের নিকট স্বর্গোদ্যান
রহিয়াছে—যাহার নিম্নে স্রোতস্বিনী সমূহ
প্রবাহিতা, তন্মধ্যে তাহারা সর্ব্বদা অবস্থান
করিবে এবং তথায় শুদ্ধা সহধর্ম্মিনীগণ
ও আল্লার প্রসন্নতা আছে; এবং
আল্লাহ সেবকগণের প্রতি লক্ষ্যকারী।
১৬। যাহারা বলে—হে আমাদের প্রতি-
পালক, নিশ্চয় আমরা বিশ্বাস-স্থাপন
করিয়াছি, অতএব আমাদের অপরাধ ক্ষমা
কর এবং নরকাগ্নির শাস্তি হইতে আমা-
দিগকে রক্ষা কর;—১৭। যাহারা
সহিষ্ণু ও সত্যপরায়ণ এবং সেবানুগত ও
দানশীল এবং উষাকালে ক্ষমাপ্রার্থী।

বৎসরের ন্যায় আর এক বৎসরে কেদরের সমস্ত প্রতাপ লুপ্ত হইবে; আর কেদর বংশীয় বীরগণের মধ্যে অল্প ধনুর্দ্ধর মাত্র অবশিষ্ট থাকিবে। কারণ সদাপ্রভু, ইস্রায়েলের ঈশ্বর এই কথা বলিয়াছেন।"—যিশাঃ ২১—১৩ হইতে ১৭ পদ।

উপরোক্ত ভবিষ্যদ্বাণী—কোরেশদিগের মুক্ত তরবারীর নিম্ন হইতে রসুলোল্লার পলায়ন, তৎপর বৎসরান্তে বদর যুদ্ধে তাঁহার জয়লাভ এবং 'কেদর' বা কোরেশ সম্প্রদায়ের পতন ও পরাজয় প্রভৃতি ঘটনার সহিত অক্ষরে অক্ষরে মিলিয়া যায়। তৎপর নূতন বাইবেলে হজরত ঈসা কর্ত্তৃক মুসলমান জাতির ভবিষ্যত বিজয় বার্ত্তা এইরূপে বর্ণিত হইয়াছে ঃ—এই জন্য আমি তোমাদিগকে কহিতেছি, তোমাদের নিকট হইতে ঈশ্বরের রাজ্য কাড়িয়া লওয়া হইবে এবং এমন এক জাতিকে দেওয়া হইবে, যে জাতি তাহার ফল দিবে। আর এই প্রস্তরের উপর যে পড়িবে, সে ভগ্ন হইবে; এবং এই প্রস্তর যাহার উপর পড়িবে, তাহাকে চুরমার করিয়া ফেলিবে।"—মথি ২১—৪৩, ৪৪।

পূর্ব্বোক্ত বদর-যুদ্ধেই হজরত ইসার উক্ত ভবিষ্যদ্বাণীর সফলতার সূচনা হয়। সেই জন্য আল্লাহ উক্ত ঘটনাকে ইহুদী, খ্রীষ্টান এবং অবিশ্বাসী কাফেরদিগের জন্য নিদর্শন বলিয়া ব্যক্ত করিয়াছেন।

১৪—১৫। এই দুইটী আয়তে মানব জীবনের পার্থিব ও পারলৌকিক সম্পদের বিষয় তুলনা করা হইয়াছে। আল্লাহ বলিতেছেন যে, তোমাদের পার্থিব সম্পদের মধ্যে প্রিয়তমা স্ত্রী, পুত্র-কন্যা, ধন রত্ন নানা জাতীয় পালিত পশু এবং বিষয়-সম্পদই শ্রেষ্ঠতর। স্বীয় জীবনের সুখ সম্ভোগের জন্যই তোমরা এগুলিকে খুবই ভালবাস; কিন্তু জীবনের সফলতার জন্য এই সমস্ত লাভ করিয়া তাহার মোহে মত্ত হইয়া থাকাই তোমাদের চরম লক্ষ্য হওয়া উচিত নহে। যাহারা ধর্ম্মভীরু, তাহারা পরকালে ইহা অপেক্ষা বহুগুণ সুখের উপাদান-পূর্ণ স্বর্গোদ্যান উপভোগ করিবে এবং বিশেষভাবে আমার প্রসন্নতা লাভ করিয়া ধন্য হইবে। অতএব অকিঞ্চিৎকর পার্থিব ভোগ-বিলাসে সম্পূর্ণ মত্ত না থাকিয়া পারলৌকিক স্বর্গীয় সুখ-সম্পদ লাভের জন্য আল্লাহতা'লার প্রসন্নতা অনুসন্ধান করাই মানব-জীবনের সর্ব্বোত্তম কর্ত্তব্য।

১৮। আল্লাহ সাক্ষ্য-প্রদান করেন যে, নিশ্চয় তিনি ব্যতীত উপাস্য নাই এবং ফেরেশ্‌তাগণ ও জ্ঞানবানগণ সুবিচারে আস্থা স্থাপনকারী; এই মহা-পরাক্রান্ত বিজ্ঞানময় ব্যতীত কোনই উপাস্য নাই। ১৯। নিশ্চয় ইসলামই আল্লার নিকট ধর্ম্ম এবং যাহাদিগকে গ্রন্থ প্রদত্ত হইয়াছে, তাহাদের নিকট জ্ঞান আসিবার পর তাহারা পরস্পর বিদ্রোহ ব্যতীত বিরোধ করে না; এবং যে আল্লার নিদর্শন সমূহ অবিশ্বাস করে, তবে নিশ্চয় আল্লাহ সত্বর হিসাব-গ্রহণকারী।

١٨ - شَهِدَ اللّٰهُ اَنَّهٗ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۙ
وَالْمَلٰٓئِكَةُ وَاُولُوا الْعِلْمِ قَآئِمًا
بِالْقِسْطِ ؕ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْعَزِيْزُ
الْحَكِيْمُ ؕ ١٩ - اِنَّ الدِّيْنَ عِنْدَ اللّٰهِ
الْاِسْلَامُ ۟ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِيْنَ
اُوْتُوا الْكِتٰبَ اِلَّا مِنْۢ بَعْدِ مَا جَآءَهُمُ
الْعِلْمُ بَغْيًا ۢ بَيْنَهُمْ ؕ وَمَنْ يَّكْفُرْ
بِاٰيٰتِ اللّٰهِ فَاِنَّ اللّٰهَ سَرِيْعُ الْحِسَابِ ○

১৮। এই আয়তে আল্লাহতা'লা স্বয়ং তাঁহার একত্বের সাক্ষ্য প্রদান করিতেছেন এবং সেই সঙ্গে ইহাও ব্যক্ত করিতেছেন যে, ফেরেশতাগণ ও জ্ঞানবানগণ তাঁহারই সুবিচারে আস্থা স্থাপনকারী এবং তাঁহারই প্রতি নির্ভরশীল। আল্লার সৃষ্ট বিশ্ব-প্রকৃতিই তাঁহার একত্ব ও অদ্বিতীয়ত্বের মহান সাক্ষী। ফেরেশতা ও জ্ঞানী ব্যক্তিগণ এই প্রকৃতি-দত্ত জ্ঞান প্রভাবেই তাঁহার একত্ব ও অদ্বিতীয়ত্বে বিশ্বাস স্থাপন করে এবং দুষ্টাত্মা নির্ব্বোধেরা উহার ব্যতিক্রম করিয়া মহাপাপে পতিত হয়।

১৯। **ইসলাম**—আত্মসমর্পণ অর্থাৎ আল্লার আদেশ নিষেধ নতশিরে মানিয়া লইয়া তৎপ্রতি সম্পূর্ণ নির্ভরশীল হওয়ার নাম ইসলাম। 'সলম' বা 'সালামা' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন বলিয়া ইহার আর এক অর্থ শান্তি।—তঃ কবির।

হজরত রসুলোল্লার প্রচারিত সত্য ধর্ম্মের নাম 'ইসলাম'। 'ঈমান' অর্থাৎ বিশ্বাস অর্থেও ইসলাম শব্দের ব্যবহার হয়। এই সূত্রানুযায়ী ঈমান-গ্রহণকারী বিশ্বাসী ব্যক্তি 'মোমেন' এবং ইসলাম গ্রহণকারী শান্তিকামী ব্যক্তি 'মোসলেম' নামে অভিহিত হইয়া—উক্ত শব্দদ্বয় সাধারণতঃ একই অর্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। অবশ্য কখন কখন উহার ব্যতিক্রমও পরিলক্ষিত হয়। ইসলামই হজরত আদম হইতে আরম্ভ করিয়া হজরত রসুলোল্লার পূর্ব্ববর্ত্তী নবিগণের প্রচারিত ধর্ম্ম ছিল; ইসলামই মানুষের একমাত্র স্বাভাবিক ধর্ম্ম। আল্লাহতা'লা এই ধর্ম্মকেই নিজের মনোনীত ধর্ম্মরূপে পরিগ্রহণ করিয়াছেন। কারণ আল্লার একত্ব এবং অদ্বিতীয়ত্বই সত্য-ধর্ম্মের মূল সূত্র; অথচ পবিত্র ইসলাম ব্যতীত আর কোন ধর্ম্মেই একত্বের এই মহান শিক্ষা নাই। ইহুদী ধর্ম্ম কুসংস্কারে, খ্রীষ্টান ধর্ম্ম ত্রিত্ব-বাদে, হিন্দু-ধর্ম্ম পৌত্তলিকতায় এবং বৌদ্ধ ধর্ম্ম নাস্তিকতায় বিকৃত ও কলুষিত হইয়া গিয়াছে। সুতরাং ঐ সকল ধর্ম্ম কখনই আল্লার নিকট সত্যধর্মরূপে পরিগৃহীত হইতে পারে না। তাই আল্লাহ পবিত্র কোরানে নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছেন,—"নিশ্চয়ই ইসলামই আল্লার নিকট ধর্ম।" বর্ত্তমান যুগে মানব-জাতির জন্য পবিত্র ইসলাম ব্যতীত মুক্তি ও কল্যাণের আর কোনই অবলম্বন নাই।

২০। অনন্তর যদি তোমার সহিত কলহ করে তবে তুমি বল—আমি ও আমার অনুগামীগণ আল্লার উদ্দেশ্যে স্বীয় আত্ম-সমর্পণ করিয়াছি এবং যাহাদিগকে গ্রন্থ প্রদত্ত হইয়াছে ও যাহারা নিরক্ষর তাহাদিগকে বল—তোমরাও কি আত্ম-সমর্পণ করিয়াছ? অনন্তর যদি তাহারা আত্মসমর্পণ করে, তবে নিশ্চয় সুপথ পাইবে; এবং যদি ফিরিয়া যায়, তবে তোমার উপর প্রচার মাত্র; এবং আল্লাহ সেবকগণের প্রতি লক্ষ্যকারী।

٢٠- فَاِنْ حَآجُّوْكَ فَقُلْ اَسْلَمْتُ
وَجْهِىَ لِلّٰهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ ط وَقُلْ
لِّلَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ وَالْاُمِّيّٖنَ
ءَاَسْلَمْتُمْ ط فَاِنْ اَسْلَمُوْا فَقَدِ اهْتَدَوْا ج
وَاِنْ تَوَلَّوْا فَاِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلٰغُ ط
وَاللّٰهُ بَصِيْرٌ بِالْعِبَادِ ع

৩য় রুকু—রাজত্বের আদান-প্রদানে আল্লার আধিপত্য

২১। নিশ্চয় যাহারা আল্লার নিদর্শন-সমূহ অবিশ্বাস করে ও অন্যায়ভাবে নবিগণকে হত্যা করে এবং যাহারা মানবমণ্ডলীর মধ্যে ন্যায়ের আদেশকারী

٢١- اِنَّ الَّذِيْنَ يَكْفُرُوْنَ بِاٰيٰتِ
اللّٰهِ وَيَقْتُلُوْنَ النَّبِيّٖنَ بِغَيْرِ حَقٍّ لا
وَّيَقْتُلُوْنَ الَّذِيْنَ يَاْمُرُوْنَ بِالْقِسْطِ

২০। তৌহিদের স্বরূপ, ইসলামের আদর্শ এবং রসুলের কর্ত্তব্য নির্দ্দেশ করিয়া দিবার পর মানবদিগকে আত্মসমর্পণের জন্য আহ্বান করা হইয়াছে। পবিত্র ঐশী বাণীর এই বিশেষত্ব সমগ্র কোরান শরিফেই বিদ্যমান রহিয়াছে।

উপরোক্ত আয়তে আল্লাহতা'লা অতি সুন্দর যুক্তিপূর্ণভাবে ধর্ম্ম-বিষয়ক যাবতীয় বাক্‌বিতণ্ডা ও কলহ শেষ করিবার স্বাভাবিক পন্থা নির্দ্দেশ করিতেছেন। আল্লাহ তাহার প্রিয়তম রসুলকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন যে, ইসলামের সত্যতা ও অন্যান্য ধর্ম্মের ভ্রান্তি স্পষ্টভাবে বর্ণনা করিবার পরেও যদি তাহারা তোমার সহিত ঐ সম্বন্ধে বিতর্ক অথবা কলহ করে, তবে তুমি গ্রন্থধারী ইহুদী ও খ্রীষ্টান এবং অশিক্ষিত আরবীয় পৌত্তলিকদিগকে বল যে, আমি ও আমার অনুগামীগণ আল্লার উদ্দেশ্যে আত্মসমর্পণ করিয়াছি; কিন্তু তোমরা তাহা করিয়াছ কি? যদি করিয়া থাক, তবে ইহাই সত্য-ধর্ম্ম ইসলাম; কারণ আল্লার প্রতি আত্মসমর্পণই সকল ধর্ম্মের মূল লক্ষ্য, ইহা কেহই অস্বীকার করিতে পারেন। সুতরাং ইহার পরেও যদি তাহারা সত্য-ধর্ম্ম গ্রহণ না করে, তবে তাহাদের নিকট সরলভাবে সত্য-প্রচার ব্যতীত তোমার আর কোনই দায়িত্ব নাই এবং ঐ স্বাভাবিক সত্য অস্বীকার করিলে তাহারা কখনই সুপথ পাইবে না।—তঃ হক্কানী।

২১। **বাশ্‌শার**—অর্থ সংবাদ দেওয়া। সাধারণতঃ সুসংবাদ প্রদানের স্থলেই ঐ শব্দ বিশেষভাবে ব্যবহৃত হয়। কিন্তু ধাতুগত অর্থে সুসংবাদ ও দুঃসংবাদ উভয় ক্ষেত্রেই ঐ শব্দ ব্যবহৃত হইতে পারে। এমাম রাজী বলেন যে, উহা এরূপ সংবাদ প্রদানের স্থলে ব্যবহৃত হয়—যাহাতে হর্ষ অথবা বিষাদে মুখাকৃতি পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়। বস্তুতঃ এখানে ভীতিজনক দুঃসংবাদ প্রদানার্থেই উহা ব্যবহৃত হইয়াছে।—তঃ কবির।

তাহাদিগকে হত্যা করে; অতএব তাহাদিগকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির সংবাদ দাও। ২২। ইহাদেরই কৃতকর্ম্ম সমূহ ইহকাল ও পরকালে ব্যর্থ হইবে এবং তাহাদের জন্য কেহই সাহায্যকারী নাই। ২৩। তুমি কি তাহাদের প্রতি লক্ষ্য কর নাই—যাহাদিগকে গ্রন্থের একাংশ প্রদত্ত হইয়াছে? তাহাদিগকে আল্লার গ্রন্থের দিকে আহ্বান করা হইতেছে—যেন ইহা তাহাদের মধ্যে মীমাংসা করে; অতঃপর তাহাদের একদল প্রতিগমন করিল এবং তাহারা প্রতিগমনকারী।

مِنَ النَّاسِ ۙ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ
أَلِيمٍ ○ ٢٢- أُولَٰئِكَ الَّذِينَ حَبِطَتْ
أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ۖ وَمَا
لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ ○ ٢٣- أَلَمْ تَرَ إِلَى
الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ
يُدْعَوْنَ إِلَىٰ كِتَابِ اللَّهِ لِيَحْكُمَ
بَيْنَهُمْ ثُمَّ يَتَوَلَّىٰ فَرِيقٌ مِنْهُمْ وَهُمْ

আলোচ্য আয়তে ইহুদীদিগের নবী-হত্যা রূপ মহাপাপ এবং সত্যধর্ম্ম প্রচারকদিগকে বিনাশ করিবার ষড়যন্ত্রের প্রতি ইঙ্গিত করা হইয়াছে।—কোঃ ২—৬১ আয়ত এবং উহার তফ্‌সীর দ্রষ্টব্য।

২২। এই আয়তে আল্লার রসুল ও তৎপ্রবর্ত্তিত সত্যধর্ম্মের বিরোধীদিগের ইহলৌকিক দুর্গতি এবং পারলৌকিক শাস্তির আভাস ব্যক্ত হইয়াছে। "কৃতকর্ম্ম সমূহ ব্যর্থ হইবে"—এই বাক্যের মর্ম্মার্থ এই যে, তাহারা শত চেষ্টা করিয়াও রসুল বা সত্যধর্ম্মের কোনই অনিষ্ট করিতে পারিবে না; বরং পরিণামে তাহাদিগকেই বিনাশ প্রাপ্ত হইতে হইবে। এই ভবিষ্যদ্বাণী অচিরেই পূর্ণ হইয়াছিল।

২৩। "যাহাদিগকে গ্রন্থের একাংশ প্রদত্ত হইয়াছে"—এই বাক্যের দ্বারা ইহুদী সম্প্রদায়ের প্রতি লক্ষ্য করা হইয়াছে। কারণ ইহুদীরা সমস্ত তওরাত গ্রন্থ প্রাপ্ত হয় নাই। উহার কতকাংশ বিনষ্ট হইয়াছে এবং কতকাংশ তাহারা বিকৃত করিয়াছে। "আল্লার গ্রন্থ" অর্থ প্রত্যাদিষ্ট গ্রন্থমালা; কিন্তু হজরত আবদুল্লা এবনে আব্বাস এস্থলে উহার অর্থে বিশেষভাবে কোরান শরিফকেই নির্দ্দেশ করিয়াছেন এবং উহাই সমধিক যুক্তিযুক্ত। তঃ হক্কানী ও মঃ আঃ।

কতিপয় প্রসিদ্ধ তফ্‌সীরকার বর্ণনা করিয়াছেন যে, জনৈক ইহুদী ব্যভিচারে লিপ্ত হওয়ায় তাহাকে কিরূপ শাস্তি প্রদান করা হইবে, তাহা লইয়া ইহুদী শাস্ত্রবেত্তাগণের মধ্যে মতভেদ হয়। অনন্তর তাহারা উহার বিচার-মীমাংসার জন্য হজরত রসুলোল্লার নিকট উপস্থিত হইলে তিনি তওরাতের বিধান অনুযায়ী ঐ ব্যক্তিকে প্রস্তরাঘাতে নিহত করিবার ব্যবস্থা প্রদান করেন। কিন্তু একদল ইহুদী উহা তওরাতের ব্যবস্থা নহে বলিয়া ঐ মীমাংসা অস্বীকার করে। তখন হজরত তাহাদিগকে তওরাত উপস্থিত করিবার জন্য আদেশ করেন। ইহাতে একদল ইহুদী ঐ ব্যবস্থা সত্য বলিয়া স্বীকার করে এবং একদল হজরতের উপর অসন্তুষ্ট হইয়া চলিয়া যায়। ইহুদীদিগের ঐ বিচার সমস্যা উপলক্ষেই আলোচ্য আয়ত অবতীর্ণ হয়।

আল্লাহতা'লা বলিতেছেন যে, তোমাদের মতভেদ সম্বন্ধে পবিত্র কোরানের ব্যবস্থাই চরম মীমাংসা। যাহারা এই ব্যবস্থা মানিয়া লইবে, তাহারাই সত্যপথ প্রাপ্ত হইবে।

ব্যভিচারীর অপরাধ যদি শরিয়তের নির্দ্দেশ অনুযায়ী প্রমাণিত হয়, তবে তাহাকে প্রস্তরাঘাতে নিহত করাই পবিত্র কোরানের ব্যবস্থা। তওরাতের ব্যবস্থাও যে ঠিক ঐরূপ ছিল, তাহার স্পষ্ট প্রমাণ ইঞ্জিল (যোহন ৮--৫)। কিন্তু আধুনিক তওরাতে ঐ ব্যবস্থা পরিবর্ত্তন করিয়া "প্রস্তরাঘাতে নিহত করার" পরিবর্ত্তে শুধু "মৃত্যুদণ্ড" লিখিত হইয়াছে (লেবীঃ ২০—১০)। ইহুদীগণ কর্ত্তৃক তওরাত পরিবর্ত্তিত হওয়ার ইহা একটী প্রত্যক্ষ প্রমাণ।

তাহাদিগকে হত্যা করে; অতএব তাহা-দিগকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির সংবাদ দাও। ২২। ইহাদেরই কৃতকর্ম্ম সমূহ ইহকাল ও পরকালে ব্যর্থ হইবে এবং তাহাদের জন্য কেহই সাহায্যকারী নাই। ২৩। তুমি কি তাহাদের প্রতি লক্ষ্য কর নাই—যাহাদিগকে গ্রন্থের একাংশ প্রদত্ত হইয়াছে? তাহাদিগকে আল্লার গ্রন্থের দিকে আহ্বান করা হইতেছে—যেন ইহা তাহাদের মধ্যে মীমাংসা করে; অতঃপর তাহাদের একদল প্রতিগমন করিল এবং তাহারা প্রতিগমনকারী।

مِنَ النَّاسِ ۙ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ
أَلِيمٍ ○ ۲۲- أُولٰٓئِكَ الَّذِينَ حَبِطَتْ
أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ ۚ وَمَا
لَهُمْ مِّنْ نّٰصِرِينَ ○ ۲۳- أَلَمْ تَرَ إِلَى
الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِّنَ الْكِتٰبِ
يُدْعَوْنَ إِلٰى كِتٰبِ اللّٰهِ لِيَحْكُمَ
بَيْنَهُمْ ثُمَّ يَتَوَلّٰى فَرِيقٌ مِّنْهُمْ وَهُمْ

আলোচ্য আয়তে ইহুদীদিগের নবী-হত্যা রূপ মহাপাপ এবং সত্যধর্ম্ম প্রচারকদিগকে বিনাশ করিবার ষড়যন্ত্রের প্রতি ইঙ্গিত করা হরয়াছে।—কোঃ ২—৬১ আয়ত এবং উহার তফ্‌সীর দ্রষ্টব্য।

২২। এই আয়তে আল্লার রসুল ও তৎপ্রবর্ত্তিত সত্যধর্ম্মের বিরোধীদিগের ইহলৌকিক দুর্গতি এবং পারলৌকিক শাস্তির আভাস ব্যক্ত হইয়াছে। "কৃতকর্ম্ম সমূহ ব্যর্থ হইবে"—এই বাক্যের মর্ম্মার্থ এই যে, তাহারা শত চেষ্টা করিয়াও রসুল বা সত্যধর্ম্মের কোনই অনিষ্ট করিতে পারিবে না; বরং পরিণামে তাহাদিগকেই বিনাশ প্রাপ্ত হইতে হইবে। এই ভবিষ্যদ্বাণী অচিরেই পূর্ণ হইয়াছিল।

২৩। "যাহাদিগকে গ্রন্থের একাংশ প্রদত্ত হইয়াছে"—এই বাক্যের দ্বারা ইহুদী সম্প্রদায়ের প্রতি লক্ষ্য করা হইয়াছে। কারণ ইহুদীরা সমস্ত তওরাত গ্রন্থ প্রাপ্ত হয় নাই। উহার কতকাংশ বিনষ্ট হইয়াছে এবং কতকাংশ তাহারা বিকৃত করিয়াছে। "আল্লার গ্রন্থ" অর্থ প্রত্যাদিষ্ট গ্রন্থমালা; কিন্তু হজরত আবদুল্লা এবনে আব্বাস এস্থলে উহার অর্থে বিশেষভাবে কোরান শরিফকেই নির্দ্দেশ করিয়াছেন এবং উহাই সমধিক যুক্তিযুক্ত। তঃ হক্কানী ও মঃ আঃ।

কতিপয় প্রসিদ্ধ তফ্‌সীরকার বর্ণনা করিয়াছেন যে, জনৈক ইহুদী ব্যভিচারে লিপ্ত হওয়ায় তাহাকে কিরূপ শাস্তি প্রদান করা হইবে, তাহা লইয়া ইহুদী শাস্ত্রবেত্তাগণের মধ্যে মতভেদ হয়। অনন্তর তাহারা উহার বিচার-মীমাংসার জন্য হজরত রসুলোল্লার নিকট উপস্থিত হইলে তিনি তওরাতের বিধান অনুযায়ী ঐ ব্যক্তিকে প্রস্তরাঘাতে নিহত করিবার ব্যবস্থা প্রদান করেন। কিন্তু একদল ইহুদী উহা তওরাতের ব্যবস্থা নহে বলিয়া ঐ মীমাংসা অস্বীকার করে। তখন হজরত তাহাদিগকে তওরাত উপস্থিত করিবার জন্য আদেশ করেন। ইহাতে একদল ইহুদী ঐ ব্যবস্থা সত্য বলিয়া স্বীকার করে এবং একদল হজরতের উপর অসন্তুষ্ট হইয়া চলিয়া যায়। ইহুদীদিগের ঐ বিচার সমস্যা উপলক্ষেই আলোচ্য আয়ত অবতীর্ণ হয়।

আল্লাহতা'লা বলিতেছেন যে, তোমাদের মতভেদ সম্বন্ধে পবিত্র কোরানের ব্যবস্থাই চরম মীমাংসা। যাহারা এই ব্যবস্থা মানিয়া লইবে, তাহারাই সত্যপথ প্রাপ্ত হইবে।

ব্যভিচারীর অপরাধ যদি শরিয়তের নির্দ্দেশ অনুযায়ী প্রমাণিত হয়, তবে তাহাকে প্রস্তরাঘাতে নিহত করাই পবিত্র কোরানের ব্যবস্থা। তওরাতের ব্যবস্থাও যে ঠিক ঐরূপ ছিল, তাহার স্পষ্ট প্রমাণ ইঞ্জিল (যোহন ৮--৫)। কিন্তু আধুনিক তওরাতে ঐ ব্যবস্থা পরিবর্ত্তন করিয়া "প্রস্তরাঘাতে নিহত করার" পরিবর্ত্তে শুধু "মৃত্যুদণ্ড" লিখিত হইয়াছে (লেবীঃ ২০—১০)। ইহুদীগণ কর্ত্তৃক তওরাত পরিবর্ত্তিত হওয়ার ইহা একটী প্রত্যক্ষ প্রমাণ।

২৪। ইহা এই জন্য যে তাহারা বলে, নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক দিবস ব্যতীত অগ্নি আমাদিগকে স্পর্শ করিবে না; এবং তাহারা যাহা স্থির করিয়াছে, তাহাদের ধর্ম্ম-বিষয়ে উহা তাহাদিগকে প্রতারিত করিয়াছে। ২৫। অনন্তর যেদিন আমি তাহাদিগকে একত্রিত করিব—যাহাতে কোনই সন্দেহ নাই, তখন তাহাদের কি দশা হইবে? এবং প্রত্যেক ব্যক্তি যাহা অর্জ্জন করিয়াছে তাহা সম্যকরূপে প্রদত্ত হইবে এবং তাহারা অত্যাচারিত হইবে না। ২৬। তুমি বল—হে রাজ্যাধি-পতি আল্লাহ, তুমি যাহাকে ইচ্ছা রাজত্ব দান কর এবং যাহার নিকট হইতে ইচ্ছা রাজত্ব প্রতিগ্রহণ কর এবং

مُعْرِضُونَ ۝٢٤- ذٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا
لَنْ تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَعْدُودَاتٍ ۖ
وَغَرَّهُمْ فِي دِينِهِمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ ۝
٢٥- فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ
فِيهِ ۚ وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ
وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ۝٢٦- قُلِ اللّٰهُمَّ
مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ
مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ

২৪। ইহুদীদিগের একটী ভ্রম-বিশ্বাস আছে যে, তাহারা যতই পাপ করুক না কেন, এক বৎসরের বেশী তাহারা কখনই নরকে অবস্থান করিবে না (২—৮০ আয়ত উহার তফ্‌সীর দ্রষ্টব্য); এই বিশ্বাসের বশেই তাহারা মহাপাপে লিপ্ত হইয়া থাকে। আল্লাহ বলিতেছেন যে, ঐ ভ্রম-বিশ্বাসই তাহাদিগকে প্রতারিত করিয়া নরকের পথে লইয়া যাইতেছে।

২৬। হজরত মদিনা অবস্থান কালে ইহুদী ও খ্রীষ্টানেরা পরস্পর বলাবলি করিত যে, তওরাতে হজরত মুসা যে মহিমান্বিত মহাপুরুষের শুসংবাদ প্রদান করিয়া গিয়াছেন এবং ইঞ্জিলে হজরত ঈসা 'ফারাক্লিত' নামে যে প্রশংসিত পুণ্যাত্মার শুভাগমনের সুসংবাদ ব্যক্ত করিয়াছেন, হজরত মোহাম্মদ (সঃ) কখনই সেই প্রশংসিত নবী নহেন। যদি তিনি সেই প্রতিশ্রুত নবী হইতেন, তবে তাঁহার এরূপ দীন অবস্থা কেন? তিনি সেই নবী হইলে ফেরেশতাপুঞ্জ ও নানা অলৌকিক নিদর্শন তাঁহার সঙ্গে আসিত এবং পৃথিবীর যাবতীয় রাজ্য ও ঐশ্বর্য্য তাঁহার পদপ্রান্তে বিরাজ করিত। ইহার পরে একদা যুদ্ধক্ষেত্রে হজরত রসুলোল্লার অলৌকিক ভাবে রোম ও পারশ্যের রাজকীয় প্রাসাদ সমূহ অবলোকন করিয়া যখন প্রচার করিলেন যে, অদূর ভবিষ্যতে এই সকল রাজ্য ও ঐশ্বর্য্য আমার অনুগামী ভক্তদিগকে প্রদত্ত হইবে, তখন ইহুদী ও খ্রীষ্টানেরা উপহাস করিয়া বলিতে লাগিল যে, যিনি নিজের ও নিজ পরিজনবর্গের উপযুক্ত খাদ্য, পানীয় ও বস্ত্রাদি সংগ্রহ করিতে পারেন না, তাঁহার মুখে এরূপ বড় বড় কথা নিতান্তই অশোভন। ইহুদী ও খ্রীষ্টানদিগের ঐ উক্তির প্রত্যুত্তর স্বরূপ এই আয়াত অবতীর্ণ হয়।—তঃ হক্কানী।

আল্লাহতা'লা হজরত রসুলোল্লাকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন—তুমি বল যে, আমার আল্লা-ই সমস্ত রাজ্য, ঐশ্বর্য, সম্মান ও গৌরবের অধিপতি। তিনি যাহাকে ইচ্ছা ঐ সমস্ত প্রদান করিয়া গৌরবান্বিত করিতে এবং যাহার নিকট হইতে ইচ্ছা সমস্ত প্রতিগ্রহণ করিয়া তাহাকে লাঞ্ছিত করিতে পারেন। এতদ্ব্যতীত যাবতীয় কল্যাণ তাঁহারই হস্তে নিহিত এবং তিনি সকল বিষয়ের উপরে শক্তিমান। প্রকৃত কথা এই যে, আল্লাহতা'লা স্বেচ্ছাচারী অথবা অবিচারক নহেন। তিনি যাহাদিগকে রাজ্য, ঐশ্বর্য্য ও গৌরব দান করেন, তাহারা যদি আল্লার বিধান অগ্রাহ্য করিয়া বিদ্রোহী কিংবা আল্লার প্রদত্ত অবদানের সম্মান রক্ষার অনুপযোগী হয়, তবে যাহারা তাঁহার অনুগত

যাহাকে ইচ্ছা সম্মান দান কর ও যাহাকে ইচ্ছা লাঞ্ছনা প্রদান কর, তোমারই হস্তে কল্যাণ; নিশ্চয় তুমি সর্ব্ববিষয়োপরি শক্তিমান। ২৭। তুমি রজনীকে দিবসে পরিবর্ত্তিত কর ও দিবাকে নিশায় পরিণত কর; এবং মৃত হইতে জীবিতকে নির্গত কর ও জীবিত হইতে মৃতকে বহির্গত কর এবং তুমি যাহাকে ইচ্ছা অপরিমিত জীবিকা দান করিয়া থাক। ২৮। বিশ্বাসী-গণ বিশ্বাসীদিগকে পরিত্যাগ করিয়া অবিশ্বাসীদিগকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করিবে

تَشَآءُ ؗ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَآءُ وَتُذِلُّ مَنْ
تَشَآءُ ؕ بِيَدِكَ الْخَيْرُ ؕ اِنَّكَ عَلٰى
كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ ۝ ٢٧- تُوْلِجُ الَّيْلَ
فِى النَّهَارِ وَتُوْلِجُ النَّهَارَ فِى الَّيْلِ ؗ
وَتُخْرِجُ الْحَىَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ
الْمَيِّتَ مِنَ الْحَىِّ ؗ وَتَرْزُقُ
مَنْ تَشَآءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ۝ ٢٨- لَا يَتَّخِذِ
الْمُؤْمِنُوْنَ الْكٰفِرِيْنَ اَوْلِيَآءَ

অথবা উপযুক্ত, আল্লাহ তাহাদিগকেই সকল সম্পদ দান করিয়া থাকেন। সুতরাং আয়তের তাৎপর্য্য এই যে, ধর্ম্মদ্রোহী ও অযোগ্য—ইহুদী এবং খ্রীষ্টানদিগের হস্ত হইতে আল্লাহতা'লা অচিরেই মুসলমানদিগকে ঐ সকল রাজ্য সম্পদ প্রদান করিবেন। বলা বাহুল্য, আল্লার এই অস্পষ্ট ইঙ্গিত অচিরেই প্রত্যক্ষ বাস্তব সত্যে পরিণত হইয়া প্রাচীন রোম ও পারস্যের বিশাল সাম্রাজ্য ও বিপুল ঐশ্বর্য্য—সমস্তই হজরতের মহাগৌরবান্বিত খলিফাবৃন্দ ও তাঁহার অনুগামিগণের চরণতলে লুণ্ঠিত হইয়াছিল এবং ইহুদী ও খ্রীষ্টান জাতির সমস্ত গৌরব ও খ্যাতি ধুলায় মিশিয়া গিয়াছিল।

২৭। পূর্ব্ববর্ত্তী আয়তের সমর্থক প্রমাণ স্বরূপ এই আয়তের অবতারণ। পবিত্র কোরান ঘোষণা করিতেছে যে, যাঁহার অসীম ও অলৌকিক শক্তির বলে দিবা-রজনীর পরিবর্ত্তন সাধিত হয়, তাঁহার পক্ষে তুচ্ছ পার্থিব রাজ্য ঐশ্বর্য্য অথবা সম্মান-প্রতিপত্তির পরিবর্ত্তন ও আদান-প্রদান অতি অকিঞ্চিৎকর ব্যাপার। আয়তের শেষাংশ উহার আরও সুদৃঢ় প্রমাণ—অর্থাৎ যে আল্লার মহিমা বলে জীবিত মৃতে পরিণত হয় এবং যিনি নির্জীব হইতে জীবনের উদ্ভব করেন, তাঁহার পক্ষে তুচ্ছ রাজ্য বা সম্মান প্রদান করা কিছুই নহে। আয়তের এই অংশের তফ্‌সীর বহু বিস্তৃত। বিভিন্ন তফ্‌সীরকার ইহার বিভিন্ন রূপ মর্ম্ম-পরিগ্রহণ করিয়াছেন। কেহ বলিয়াছেন, জীবিত জীব-জন্তু ও উদ্ভিদাদির মরিয়া যাওয়া এবং তাহাদের নির্জীব বীর্য অথবা বীজ হইতে নূতন নূতন জীব-জন্তু, তরুলতা ও ফল-ফুলের সৃষ্টি হওয়াই ইহার প্রকৃত মর্ম্ম। কেহ বা জীবিত পক্ষীর মধ্য হইতে নির্জীব ডিম্বের উদ্ভব এবং নির্জীব ডিম্বের মধ্য হইতে সজীব পক্ষীর জন্মদানের দৃষ্টান্ত অবলম্বন করিয়া উক্ত আয়তের ব্যাখ্যা করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু আধুনিক চিন্তাশীল তফ্‌সীরকারগণ বলেন যে, প্রবল পরাক্রান্ত সজীব জাতিকে নিস্তেজ ও দুর্ব্বল করা এবং দুর্ব্বল নগণ্য জাতিকে প্রবল পরাক্রান্ত ও মহাশক্তিশালী করিয়া তোলাই উক্ত আয়তের তাৎপর্য্য। সুতরাং শক্তিশালী ইহুদী, খ্রীষ্টান ও কাফেরদিগের উপর দুর্ব্বল মোসলেম জাতিকে বিজয়ী এবং গৌরবান্বিত করিবার ইঙ্গিতই উক্ত আয়তে পরিব্যক্ত হইয়াছে। পবিত্র কোরানের অন্যত্র এবং বাইবেলে মোসলেম জাতির এই মহা বিজয়ের ভবিষ্যদ্বাণী প্রতিধ্বনিত হইয়াছে। কোঃ ৪—৫৪ এবং মথি ২১—৪৩, ৪৪।

২৮। পূর্ব্ববর্ত্তী আয়তের সহিত এই আয়তের প্রগাড় সম্বন্ধ বিদ্যমান আছে। বিধর্ম্মীদিগের রাজ্য সম্পদ ও ধন-জন দেখিয়া বিশ্বাসী মুসলমানেরা যাহাতে সমবিশ্বাসী মুসলমানদিগকে পরিত্যাগ

না; এবং তাহাদের আশঙ্কা হইতে আত্মরক্ষা ব্যতীত যে এরূপ করে; সে আল্লার নিকট কিছুই নহে; এবং আল্লাহ স্বয়ং তোমাদিগকে ভয়-প্রদর্শন করিতেছেন এবং তাঁহারই দিকে তোমাদের প্রত্যাবর্ত্তন। ২৯। তুমি বল—তোমাদের অন্তর সমূহে যাহা আছে তাহা গোপন কর অথবা প্রকাশ কর, আল্লাহ তাহা অবগত আছেন এবং নভোমণ্ডলে যাহা

مِنْ دُوْنِ الْمُؤْمِنِيْنَ ۚ وَمَنْ يَّفْعَلْ
ذٰلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللّٰهِ فِيْ شَيْءٍ اِلَّآ
اَنْ تَتَّقُوْا مِنْهُمْ تُقٰىةً ؕ وَيُحَذِّرُكُمُ
اللّٰهُ نَفْسَهٗ ؕ وَاِلَى اللّٰهِ الْمَصِيْرُ ۝
٢٩- قُلْ اِنْ تُخْفُوْا مَا فِيْ صُدُوْرِكُمْ
اَوْ تُبْدُوْهُ يَعْلَمْهُ اللّٰهُ ؕ وَيَعْلَمُ

করিয়া অবিশ্বাসী কাফেরদিগকে বন্ধুরূপে গ্রহণ না করে, এই আয়ত তৎসম্বন্ধে কঠোর নিষেধাজ্ঞা। অবশ্য কাফেরদিগের সহিত বন্ধুত্ব স্থাপন না করিলে যদি নিজেদের ধন, প্রাণ বা সম্মান হানির আশঙ্কা হয়, তবে ধর্ম্ম ও শরিয়ত স্থির রাখিয়া প্রকাশ্যভাবে তাহাদের সহিত সদ্ভাব স্থাপন করিলে কোন দোষ হইবে না। শরিয়তে ইহাকে 'তকিইয়া' বা কুটনীতি বলে। আত্মরক্ষার জন্য কুটনীতি অবলম্বন অসিদ্ধ নহে। কিন্তু স্বার্থ সাধনের জন্য কুটনীতি অবলম্বন কপটতারই নামান্তর। উহা পাপ বলিয়া পরিগণিত। বিশেষতঃ যেরূপ "তকিইয়া" অবলম্বনে ধর্ম্ম ও শরিয়তের অবমাননা হইবার সম্ভাবনা থাকে, তাহা অবৈধ। শরিয়তে উহার তিন প্রকার স্বরূপ বর্ণিত হইয়াছে। **প্রথমতঃ**—বিধর্ম্মীর ধর্ম্ম ও রীতি নীতিতে মুগ্ধ হইয়া কিংবা নিজের ধর্ম্ম ও শরিয়তের প্রতি লক্ষ্য না করিয়া শুধু ব্যক্তিগত সম্মান-প্রতিপত্তি লাভের আশায় তাহাদের সহিত বন্ধুত্ব স্থাপন করা,—ইহা নিঃসন্দেহে হারাম। যাহারা বিধর্ম্মীর সহিত এরূপভাবে বন্ধুত্ব করিবে তাহারা নিশ্চিন্ত কাফের হইয়া যাইবে। **দ্বিতীয়তঃ**—বিধর্ম্মীর ধর্ম্ম ও রীতি-নীতিকে মন্দ জানিয়া তাহাদের সদ্ব্যবহার, সহৃদয়তা প্রভৃতি গুণের জন্য প্রার্থিব ব্যাপারে সদ্ভাব স্থাপন করে;—ইহা আদৌ নিষিদ্ধ নহে; **তৃতীয়তঃ**;—বিধর্ম্মীদের ধর্ম্ম ও সমাজকে মন্দ জানিয়াও যদি কেহ কোনরূপ দুরভিসন্ধি, প্রলোভন অথবা স্বার্থ-সাধনের জন্য নিজের ধর্ম্ম ও সমাজের সহযোগিতা ত্যাগ করিয়া ঐ সকল কার্য্যে বিধর্ম্মীদের সাহায্য ও সহযোগিতা করে তবে, উহা মহা পাপের কার্য্য হইবে এবং পবিত্র কোরান ও হাদিসের বিভিন্ন উক্তি অনুযায়ী এরূপ কার্য কোফরীতে পরিণত হইবে।—তঃ হক্কানী!

কোন কোন আধুনিক তফসীরকার মনে করেন যে, ইহা যুদ্ধকালীন অবস্থা (মঃ আঃ)। শান্তির সময়ে এই নীতি প্রযোজ্য নহে। তাঁহারা স্বীয় উক্তির পোষকতা স্বরূপ পবিত্র কোরানের দুইটী আয়ত (৬০—৮, ৯) উপস্থিত করেন। ঐ আয়তদ্বয়ের ব্যাখ্যা যথাস্থানে বিবৃত হইবে। কিন্তু আমাদেয় বিশ্বাস, উক্ত তায়তের অবতারণ মূলে যুদ্ধের সংশ্রব থাকা সম্ভবপর হইলেও উহার নীতি ও শিক্ষা সাধারণ। বিশেষতঃ যুগ-পরিবর্ত্তনের সঙ্গে যুদ্ধের আদর্শও পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে। বর্ত্তমান সময়ে জগতের যাবতীয় বিধর্ম্মী জাতির সহিত মুসলমানের ধর্ম্ম ও সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক প্রভৃতি ব্যাপারে যে জীবন সংগ্রাম চলিতেছে, তাহাতে ধর্ম্ম ও জাতীয় স্বার্থের সহিত আত্মরক্ষা করিবার জন্য মুসলমানের পক্ষে ইহাই একমাত্র প্রশস্ত নীতি।

আউলিয়া—'ওলি' শব্দের বহুবচন—অর্থ বন্ধু। কিন্তু উহার ধাতুগত আভিধানিক অর্থ অভিভাবক, রক্ষক, নেতা, পরিচালক, অধ্যক্ষ ও সাহায্যকারী প্রভৃতি। ওলি-আল্লাহ অর্থ আল্লার বন্ধু বা আল্লার নিকটবর্ত্তী (মঃ আঃ)। ফলতঃ আয়তের ব্যাপক অর্থ গ্রহণ করিলে মুসলমানদিগের পক্ষে কাফেরদিগকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করার ন্যায়—তাহাদের সহায়তা, অভিভাবকত্ব ও নেতৃত্ব প্রভৃতি বরণ করাও অবৈধ বলিয়া প্রমাণিত হয়।

আছে ও ভূমণ্ডলে যাহা আছে—আল্লাহ তাহা পরিজ্ঞাত আছেন; এবং আল্লাহ সর্ব্ববিষয়োপরি শক্তিমান। ৩০। যেদিন প্রত্যেক ব্যক্তি সৎকর্ম্ম হইতে যাহা করিয়াছে ও দুষ্কর্ম্ম হইতে যাহা করিয়াছে তাহা বিদ্যমান পাইবে; তখন সে ইচ্ছা করিবে যে, যদি তাহার মধ্যে ও উহার মধ্যে সুদূর ব্যবধান হইত! আল্লাহ স্বয়ং তোমাদিগকে ভয়-প্রদর্শন করিতেছেন, এবং আল্লাহ তদীয় সেবকগণের প্রতি স্নেহশীল।

مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ط
وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ○
٣٠- يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ
مِنْ خَيْرٍ مُّحْضَرًا ۚ وَمَا عَمِلَتْ
مِنْ سُوْءٍ ۚ تَوَدُّ لَوْ اَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهٗ
اَمَدًا بَعِيْدًا ط وَيُحَذِّرُكُمُ اللّٰهُ
نَفْسَهٗ ط وَاللّٰهُ رَءُوْفٌ بِالْعِبَادِ ○

৪র্থ রুকু—হজরত মরিয়মের জন্ম ও ইয়াহিয়ার সুসংবাদ

৩১। তুমি বল—যদি তোমরা আল্লাকে ভালবাস তবে আমার অনুসরণ কর, আল্লাহ তোমাদিগকে ভালবাসিবেন ও তোমাদের অপরাধ সমূহ ক্ষমা করিবেন; এবং আল্লাহ ক্ষমাশীল

٣١- قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللّٰهَ
فَاتَّبِعُوْنِيْ يُحْبِبْكُمُ اللّٰهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ
ذُنُوْبَكُمْ ط وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ○

আয়তের শেষাংশে আল্লাহতা'লা মুসলমানদিগকে ভীতি প্রদর্শন করিয়া বলিতেছেন যে, যাহারা আল্লার ভয় না করিয়া তাঁহার সত্য সেবক বিশ্বাসী মুসলমানদিগকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক বিধর্ম্মীর সহিত বন্ধুত্ব স্থাপন অথবা তাহাদের নেতৃত্ব বরণ করিবে, তাহারা আল্লার নিকট কোনই পুরস্কার অথবা সাহায্য পাইবে না। পূর্ব্ববর্ত্তী তওরাতের বিধিও ইহার অনুরূপ ছিল। তঃ হক্কানী।

৩০। "তখন ইচ্ছা করিবে যে, যদি তাহার মধ্যে ও উহার মধ্যে সুদূর ব্যবধান হইত।"--এই বাক্যাংশের তাৎপর্য্য এই যে, বিচার-দিবসে পাপী ব্যক্তিরা ইচ্ছা করিবে যে, যদি ঐ পাপ আমাদের নিকট হইতে দূরে অবস্থান করিত—অর্থাৎ আমরা যদি ঐ পাপকার্য্য সমূহ না করিতাম, তবে ভালই হইত।

৩১। আল্লাহতা'লা পূর্ব্ববর্ত্তী আয়ত কতিপয় মুসলমানদিগের পক্ষে বিশ্বাসী মুসলমান ব্যতীত অবিশ্বাসী কাফেরদিগের সহিত বন্ধুত্ব স্থাপনের নিষেধাজ্ঞা প্রচার করিয়া এবং একান্ত আশঙ্কাজনক স্থলে অবিশ্বাসীদিগের সহিত প্রকাশ্য সদ্ভাব স্থাপনের দোষ নাই—এই কথা ব্যক্ত করিয়া আলোচ্য আয়তে তাহাদের জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য বর্ণনা করিতেছেন। আল্লাহতা'লার প্রতি প্রেম, অনুরাগ এবং ভালবাসাই সমগ্র ইসলামী শিক্ষার সার। আল্লাহকে ভালবাসিয়া তাঁহার উদ্দেশ্যে আন্তরিক ভক্তি ও অনুরাগের সহিত আত্মসমর্পণ করাই মোসলেম জীবনের সর্ব্বোত্তম সাধনা। তাই আল্লাহ বলিতেছেন যে, যদি তোমরা আমাকে ভালবাসিয়া প্রকৃত মুসলমান হইতে চাও, তবে আমার প্রিয়তম রসুলের অনুসরণ কর; তাঁহার শিক্ষা ও আদর্শ অনুযায়ী স্ব স্ব জীবন গঠন কর। তাহা হইলে আমিও তোমাদিগকে ভালবাসিব এবং তোমাদের সমস্ত অপরাধ ক্ষমা করিব। অতএব আয়তের সারমর্ম এই যে, আল্লাহতা'লাকে ভালবাসিয়া তাঁহার ক্ষমা ও করুণা লাভ করিতে হইলে সম্পূর্ণরূপে রসুলের শিক্ষা ও আদর্শের অনুসরণ করিতে হইবে।—তঃ হক্কানী।

করুণাময়। ৩২। তুমি বল—তোমরা আল্লাহ ও রসুলের অনুসরণ কর; কিন্তু যদি তাহারা ফিরিয়া যায়, তবে নিশ্চয় আল্লাহ অবিশ্বাসীদিগকে ভালবাসেন না।
৩৩। নিশ্চয় আল্লাহ আদমকে ও নূহকে এবং এবরাহিমের সন্তানগণ ও এমরানের সন্তানগণকে বিশ্বজগতের উপর মনোনীত করিয়াছেন। ৩৪। তাহাদের এক অপরের সন্তান, এবং আল্লাহ শ্রবণকারী মহাজ্ঞানী।
৩৫। যখন এমরানের স্ত্রী বলিয়াছিল—হে আমার প্রতিপালক, নিশ্চয় আমার গর্ভে

٣٢- قُلْ اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَالرَّسُوْلَ ج فَاِنْ
تَوَلَّوْا فَاِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْكٰفِرِيْنَ ○
٣٣- اِنَّ اللّٰهَ اصْطَفٰى اٰدَمَ وَنُوْحًا وَّاٰلَ
اِبْرٰهِيْمَ وَاٰلَ عِمْرٰنَ عَلَى الْعٰلَمِيْنَ ۙ
٣٤- ذُرِّيَّةً بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ ط
وَاللّٰهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ۚ ٣٥- اِذْ قَالَتِ
امْرَاَتُ عِمْرٰنَ رَبِّ اِنِّيْ نَذَرْتُ

বাইবেলের ইঞ্জিল খণ্ডে আল্লাহতা'লার প্রেম সম্বন্ধে ঠিক এই কথাগুলিই বর্ণিত হইয়াছে এবং সঙ্গে সঙ্গে হজরত রসুলোল্লার আগমন সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী রহিয়াছে, যথা—"যদি তোমরা আমাকে প্রেম কর, তবে আমার আজ্ঞা সকল পালন করিবে। আর আমি পিতার নিকট নিবেদন করিব এবং তিনি আর এক সহায় (হিব্রু—ফারাক্লিত, আরবী—মোহাম্মদ রসুলোল্লা, ইংরাজী—হোলি কম্‌ফরটার এবং বাঙ্গলা—প্রশংসিত পবিত্র আত্মা বা সান্ত্বনাদাতা) তোমাদিগকে দিবেন—যেন তিনি চিরকাল তোমাদের সঙ্গে থাকেন" (যোহন ১৪—১৫, ১৬)। হজরত ঈসার ঐ স্পষ্ট ভবিষ্যদ্বাণীতে নিঃসন্দেহ রূপে ব্যক্ত হইয়াছে যে, হজরত মোহাম্মদ মোস্তফাই জগতের মানবজাতির জন্য একমাত্র সহায় এবং চিরকালের জন্য মনোনীত নবী; আল্লার প্রসন্নতা ও করুণা লাভ করিতে হইলে তাঁহারই অনুসরণ করিতে হইবে।—যোহন ১৪—১৫, ১৬; ১৫—১০ এবং ৫—১৮ তুলিতব্য।

৩২। এই আয়তে আল্লাহতা'লা পুনরায় মানবজাতিকে আল্লাহ ও রসুলের অনুসরণ করিবার আদেশ প্রদান পূর্ব্বক বলিতেছেন যে, "যদি তাহারা ফিরিয়া যায়"—অর্থাৎ যদি আল্লাহ ও রসুলের আদেশ-উপদেশ অগ্রাহ্য করে, তবে তাহারা কখনই আল্লার প্রেম ও করুণা লাভ করিতে পারিবে না। সৃষ্ট জীব-জগতের প্রতি আল্লার ভালবাসা স্বাভাবিক; কিন্তু যাহারা ধর্ম্মদ্রোহী হয়, অদ্বিতীয় আল্লার অংশী স্থাপন করে অথবা তাঁহারা প্রিয় রসুলের বিরুদ্ধাচারী হয়—তাহারা আল্লার প্রেম, করুণা ও ক্ষমা হইতে বঞ্চিত হইয়া থাকে।

৩৩—৩৪। এই আয়তদ্বয়ে আল্লাহতা'লা নবিগণের বংশগত সম্বন্ধের বিষয় বর্ণনা করিতেছেন; হজরত আদম, হজরত নূহ ও হজরত এব্রাহিম আল্লার অনুগ্রহ প্রাপ্ত নবী ছিলেন। ইহাদের মধ্যে হজরত নূহ হজরত আদমের বংশধর, হজরত এব্রাহিম হজরত নূহের বংশ গৌরব এবং এমরাম হজরত এব্রাহিমের বংশধর। এই এমরানের বংশেই হজরত মূসা হইতে হজরত ঈসা পর্য্যন্ত এসরাইল-বংশীয় নবিগণ জন্মগ্রহণ করেন। ইহারা প্রকৃতপক্ষে হজরত এব্রাহিমের বংশধরগণের অন্তর্গত হইলেও আলোচ্য আয়তে ইহাদিগকে, 'এমরাম-পরিবার' বলিয়া পৃথক করিয়া দেওয়া হইয়াছে এবং 'এবরাহিম-পরিবার' বলিতে এস্থলে তাঁহার উৎসর্গীত পুত্র হজরত এসমাইলের বংশ প্রদীপ বিশ্বনবী হজরত মোহাম্মদ মোস্তফার প্রতি লক্ষ্য করা হইয়াছে। সমগ্র জগদ্বাসীর মধ্যে ইহারাই আল্লার মনোনীত ও করুণা-সিক্ত গৌরবের পাত্র।

৩৫। ইতিপূর্ব্বে যে এমরানের প্রসঙ্গ বর্ণিত হইয়াছে, তিনি হজরত মুসা ও হারুনের পিতা। কিন্তু আলোচ্য আয়তের এমরান ও তাঁহার অন্যতম বংশধর এবং হজরত মরিয়মের জনক ছিলেন।

لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلْ
مِنِّي ۚ إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ○
٣٦- فَلَمَّا وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ إِنِّي
وَضَعْتُهَا أُنْثَىٰ ؕ وَاللّٰهُ أَعْلَمُ بِمَا
وَضَعَتْ ؕ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنْثَىٰ ۚ
وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ وَإِنِّي
أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطٰنِ

যাহা আছে, তাহা আমি মুক্ত করিয়া তোমার উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করিলাম, অতএব তুমি আমা হইতে গ্রহণ কর, নিশ্চয় তুমি শ্রবণকারী মহাজ্ঞানী।

৩৬। অনন্তর যখন সে উহা প্রসব করিল তখন বলিয়াছিল—হে আমার প্রতিপালক, নিশ্চয় আমি কন্যা প্রসব করিয়াছি; এবং যাহা প্রসবিত হইয়াছে, আল্লাহ তাহা সম্যকরূপে পরিজ্ঞাত আছেন; এবং পুত্রও এই কন্যার তুল্য নহে; এবং আমি উহার নাম মরিয়ম রাখিলাম এবং আমি উহাকে ও উহার সন্তানকে বিতাড়িত শয়তান হইতে তোমার আশ্রয়ে সমর্পণ

এই এমরান-পত্নী গর্ভবতী হইবার পর তাঁহার গর্ভস্থ সন্তান আল্লার উদ্দেশ্যে অর্পণ করিতে মনস্থ করেন। তৎকালে পিতা-মাতার পক্ষে স্ব স্ব সন্তানদিগকে সম্পূর্ণ মুক্ত করিয়া ধর্ম্মের নামে মসজিদ, মঠ বা মন্দির প্রভৃতিতে অর্পণ করিবার প্রথা প্রচলিত ছিল। ইহুদী, খ্রীষ্টান ও অন্যান্য জাতির মধ্যে কোন কোন স্থানে এখনও ঐ প্রথা প্রচলিত দেখিতে পাওয়া যায়।

এমরাত—অর্থে স্ত্রী এবং স্ত্রীলোক উভয়ই হইতে পারে। অধিকাংশ তফ্‌সীরই উহার অর্থে স্ত্রী গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু কোন কোন আধুনিক তফ্‌সীরকার বলেন যে, উহার অর্থে স্ত্রীলোক গ্রহণ করাই সঙ্গত। সুতরাং 'এমরাতে-এমরান' অর্থ 'এমরানের স্ত্রী' না হইয়া "এমরান-বংশীয় স্ত্রীলোক" হইবে (মঃ আঃ) ইঁহারা এমরান নামের সমস্যায় পড়িয়াই এইরূপ গোলযোগের সৃষ্টি করিয়াছেন। কারণ যে এমরান হজরত মুসার পিতা, সেই এমরান তাঁহার বহু পরবর্তী হজরত ঈসার জননী—মরিয়মের জনক, ইহা কিরূপে সম্ভবপর হইতে পারে? কিন্তু এই সমস্যার সমাধান অতি সহজ। কোরান শরিফের আয়ত এবং বহু তফসীরের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেই বুঝা যাইবে যে, হজরত মুসার পিতা এবং মরিয়মের পিতা—উভয়ের নাম এমরান হইলেও তাঁহারা সম্পূর্ণ বিভিন্ন ব্যক্তি ছিলেন। হজরত মরিয়মের পিতা দ্বিতীয় এমরান—প্রথম এমরানের বহু পরবর্ত্তী বংশধর। খ্যাতনামা পূর্ব্বপুরুষগণের নামের অনুরূপ নামকরণ করা প্রাচীন ও আধুনিক সকল জাতির মধ্যেই প্রচলিত আছে। সুতরাং এজন্য অনর্থক কল্পনার আশ্রয় গ্রহণ করিবার কোনই আবশ্যক নাই।—তঃ হক্কানী।

৩৬। পূর্ব্ব আয়তেই আল্লার উদ্দেশ্যে এমরান-পত্নীর গর্ভস্থ-সন্তান উৎসর্গ করার প্রসঙ্গ বর্ণিত হইয়াছে। এসরাইল বংশের প্রথানুযায়ী পুত্র-সন্তানদিগকেই ধর্ম্ম কার্য্যের জন্য ঐরূপভাবে উৎসর্গ করা হইত। কিন্তু এমরান-পত্নী যখন পুত্রের পরিবর্ত্তে কন্যা প্রসব করিলেন, তখন হতাশ হইয়া বলিলেন—হে আমার প্রভু, পুত্র সন্তান হইবে আশায় আমি তাহাকে তোমার নামে উৎসর্গ করিয়া রাখিয়াছিলাম; এখন কন্যার দ্বারা কিরূপে সেই উদ্দেশ্য পূর্ণ হইবে? কন্যা দ্বারা ত ধর্ম্মকার্য্য সম্পন্ন হইতে পারে না! তখন আল্লাহ তাঁহাকে জানাইয়া দিলেন যে, আন্তরিক সদুদ্দেশ্যেই আমার নিকট গ্রহণীয়—পুত্র বা কন্যা বলিয়া কোন কথা নাই। তোমার যে কন্যা সন্তান হইয়াছে, তাহা আমি অবগত আছি এবং তোমাকে ইহাও জানাইতেছি যে, পুত্রও এই কন্যার তুল্য নহে। তখন এমরান-পত্নী ঐ কন্যার নাম মরিয়ম রাখিলেন এবং উক্ত শিশু-কন্যা ও তাহার ভাবী সন্তানকে বিতাড়িত শয়তানের চক্রান্ত হইতে রক্ষা করিবার জন্য আল্লার আশ্রয়ে সমর্পণ করিলেন।

الرَّجِيْمِ ۝ ٣٧ فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا
بِقَبُوْلٍ حَسَنٍ وَّاَنْۢبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا ۙ
وَّكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا ؕ كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا
زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ ۙ وَجَدَ عِنْدَهَا
رِزْقًا ۚ قَالَ يٰمَرْيَمُ اَنّٰى لَكِ هٰذَا ؕ
قَالَتْ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ
يَرْزُقُ مَنْ يَّشَآءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ۝

করিলাম। ৩৭। অনন্তর তাহার প্রতিপালক তাহাকে উত্তম গ্রহণের সহিত পরিগ্রহণ করিলেন এবং তাহাকে উত্তম বর্দ্ধনে বর্দ্ধিত করিলেন এবং জাকারিয়াকে তাহার ভারার্পণ করিলেন; যখন জাকারিয়া 'মেহরাবে'র মধ্যে তাহার নিকট প্রবেশ করিত, তখন তাহার নিকট খাদ্য-সম্ভার প্রাপ্ত হইত; সে বলিয়াছিল, ও মরিয়ম, ইহা কোথা হইতে প্রাপ্ত হইলে? সে বলিয়াছিল—উহা আল্লার নিকট হইতে; নিশ্চয় আল্লাহ যাহাকে ইচ্ছা অপরিমিত জীবিকা দান করেন।

রাজিম—'রজাম' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন; উহার অর্থ প্রস্তরাঘাতে চূর্ণ অথবা নিহত করা। কিন্তু এস্থলে উহার অর্থ বিতাড়িত, বহিষ্কৃত অথবা দূরীভূত হইবে।

৩৭। মরিয়ম-জননীর প্রার্থনা অনুসারে আল্লাহতা'লা ঐ বালিকাকে মনোনীত করিলেন এবং তাহার প্রতিপালনের উপযুক্ত ব্যবস্থা করিয়া দিলেন।

প্রচলিত নিয়মানুযায়ী স্তন্য-পানের কাল অতীত হইলে মরিয়মকে মসজিদে অর্পণ করা হইল। মরিয়ম জননীর নিকট-আত্মীয় হজরত জাকারিয়া ঐ বালিকার প্রতিপালনের ভার গ্রহণ করিলেন (৩—৪৩)। মরিয়মের অবস্থানের জন্য মসজিদ সংলগ্ন একটী কক্ষ নির্দ্ধারিত হইল। হজরত জাকারিয়া যখন মরিয়মকে দেখিবার জন্য ঐ কক্ষে প্রবেশ করিতেন, তখন তাঁহার নিকট নানাবিধ দুষ্প্রাপ্য খাদ্যদ্রব্য ও ফলমূল দর্শনে বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিতেন,—'মরিয়ম, তুমি কোথা হইতে এই সকল খাদ্যদ্রব্য প্রাপ্ত হও? 'মরিয়ম উত্তর করিতেন—"আল্লার নিকট হইতে" পাইয়া থাকি।

আয়তের শেষাংশের মর্ম্ম সম্বন্ধে তফসীরকারগণের মধ্যে মতভেদ হইয়াছে। বহু সংখ্যক প্রাচীন ও আধুনিক তফসীরকার বলেন যে, হজরত মরিয়ম আল্লার অনুগ্রহে অলৌকিক উপায়ে স্বর্গীয় খাদ্যদ্রব্য ও ফল-মূল প্রাপ্ত হইতেন। তদ্দর্শনে হজরত জাকারিয়া বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করায় হজরত মরিয়ম "আল্লার নিকট হইতে" পাই বলিয়া উত্তর দিয়াছিলেন।—তঃ হক্কানী।

কিন্তু এমাম রাজী ও কোন কোন নব্য তফসীরকার বলেন যে, আল্লার উদ্দেশ্যে নিবেদিতা মরিয়ম মসজিদের মধ্যে অবস্থান করায় লোকে তাঁহাকে স্নেহ করিয়া নানাবিধ খাদ্যদ্রব্য ও ফলপুষ্প উপহার প্রদান করিত। হজরত জাকারিয়া তদ্দর্শনে জিজ্ঞাসা করায় তিনি "আল্লার নিকট হইতে" পাই বলিয়া উত্তর করিয়াছিলেন। "আল্লার নিকট হইতে" পাই—ইহা অতি সাধারণ কথা। লোকে যে কোন উপায়ে কিছু লাভ করিলেই উহা "আল্লাহ দিয়াছেন" বা আল্লার নিকট হইতে পাইয়াছি" বলিতে পারে এবং অনেক স্থানে বলিয়াও থাকে। সুতরাং ঐ কথার দ্বারা আল্লাহতা'লা বিশেষভাবে অলৌকিক উপায়ে ঐ সকল দ্রব্য পাঠাইয়া দিতেন, এরূপ অর্থ করিবার কোনই প্রয়োজন নাই।—তঃ কবির ও বা কোঃ।

মেহরাব—উপাসনালয়। ইহার অর্থ—উন্নত স্থান, প্রাসাদ, মসজিদ, মসজিদ সংলগ্ন কক্ষ, মসজিদের খিলান-বিশিষ্ট দ্বারদেশ, মন্দির, মঠ কিংবা ধার্ম্মিক ব্যক্তিদিগের বিশেষ আবাস সমূহও হইতে পারে।

৩৮। ঐ স্থানে জাকারিয়া তাহার প্রতিপালকের নিকট প্রার্থনা করিয়াছিল; সে বলিয়াছিল—হে আমার প্রতিপালক, আমাকে তোমার নিকট হইতে পবিত্র সন্তান প্রদান কর; নিশ্চয় তুমি প্রার্থনা শ্রবণকারী। ৩৯। অতঃপর যখন সে 'মেহরাবে'র মধ্যে দাঁড়াইয়া প্রার্থনা করিতেছিল, তখন ফেরেশ্‌তাগণ তাহাকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছিল, নিশ্চয় আল্লাহ তোমাকে ইয়াহিয়া সম্বন্ধে সুসংবাদ দিতেছেন—সে আল্লার একটি বাক্যের সত্যতা-প্রকাশক এবং সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জিতেন্দ্রিয় ও সৎকর্ম্মশীলগণের মধ্যে নবী হইবে। ৪০। সে বলিয়াছিল—হে আমার প্রতিপালক, কিরূপে আমার পুত্র হইবে? এবং নিশ্চয় আমার বার্দ্ধক্য উপস্থিত হইয়াছে এবং আমার স্ত্রী বন্ধ্যা; তিনি বলিলেন, এইরূপে আল্লাহ যাহা ইচ্ছা তাহাই করিয়া থাকেন। ৪১। সে বলিয়াছিল—হে আমার প্রতিপালক, আমার জন্য কোন নিদর্শন নির্দ্দিষ্ট কর; তিনি বলিলেন,

٣٨- هُنَالِكَ دَعَا زَكَرِيَّا رَبَّهٗ ۚ قَالَ
رَبِّ هَبْ لِيْ مِنْ لَّدُنْكَ ذُرِّيَّةً
طَيِّبَةً ۚ اِنَّكَ سَمِيْعُ الدُّعَآءِ ○
٣٩- فَنَادَتْهُ الْمَلٰٓئِكَةُ وَهُوَ قَآئِمٌ
يُّصَلِّيْ فِي الْمِحْرَابِ ۙ اَنَّ اللّٰهَ
يُبَشِّرُكَ بِيَحْيٰى مُصَدِّقًا بِكَلِمَةٍ
مِّنَ اللّٰهِ وَسَيِّدًا وَّحَصُوْرًا وَّنَبِيًّا
مِّنَ الصّٰلِحِيْنَ ○ ٤٠- قَالَ رَبِّ
اَنّٰى يَكُوْنُ لِيْ غُلٰمٌ وَّقَدْ بَلَغَنِيَ
الْكِبَرُ وَامْرَاَتِيْ عَاقِرٌ ؕ قَالَ كَذٰلِكَ
اللّٰهُ يَفْعَلُ مَا يَشَآءُ ○ ٤١- قَالَ
رَبِّ اجْعَلْ لِّيْۤ اٰيَةً ؕ قَالَ اٰيَتُكَ

৩৮—৩৯। এই দুই আয়তে আল্লার নিকট হজরত জাকারিয়া সন্তান প্রার্থনা এবং ফেরেশ্‌তাগণ কর্তৃক তাঁহার সন্তান-প্রাপ্তির সুসংবাদ প্রদানের প্রসঙ্গ বর্ণিত হইয়াছে। এই সন্তানের নাম ইয়াহিয়া; ইনি ইউহান্না অর্থাৎ যোহন নামেও অভিহিত হইয়া থাকেন। “আল্লার একটী বাক্যের সত্যতা-প্রকাশক”—অর্থাৎ আল্লার একত্ব অথবা হজরত মসীহর নবুয়তের সমর্থনকারী।

কলেমা—শব্দটী লইয়া তফ্‌সীরকারগণ নানারূপ অভিমত ও মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন। উহার আভিধানিক শব্দার্থ বাক্য; কিন্তু এস্থলে সুসংবাদ, ভবিষ্বাণী, গ্রন্থ ও আল্লার একত্ব প্রভৃতি নানা অর্থ পরিকল্পিত হইয়াছে। তন্মধ্যে আল্লার একত্ব অথবা হজরত ঈসার নবুয়তের সমর্থন অর্থই সমধিক প্রসিদ্ধ ও যুক্তিযুক্ত।—এমাম রাগেব, তঃ হক্কানী।

৪১। “তিন দিবস ইঙ্গিত ব্যতীত লোকের সহিত কথা বলিতে পারিবে না” আয়তের এই বাক্যাংশ লইয়াও প্রাচীন ও আধুনিক তফ্‌সীরকারগণের মধ্যে মতভেদ হইয়াছে। পবিত্র কোরানের উক্তিতে বুঝা যায় যে, হজরত জাকারিয়া যখন সন্তানের জন্য প্রার্থনা করিয়া ঐ সুসংবাদ প্রাপ্ত হন তখন তিনি বৃদ্ধ হইয়া গিয়াছিলেন এবং তাঁহার স্ত্রী বন্ধ্যা ছিল (লুক ১—১৮ ও ৩৬)। সুতরাং ঐ অবস্থায় কিরূপে তাঁহার সন্তান লাভ করা সম্ভবপর হইবে, তাহার নিদর্শন প্রার্থনা করায় তাঁহাকে জানাইয়া দেওয়া হইল যে, তিনি তিন দিন পর্য্যন্ত মূক হইয়া থাকিবেন; ইঙ্গিত ব্যতীত লোকের

اَلَّا تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلٰثَةَ اَيَّامٍ اِلَّا
رَمْزًا ط وَاذْكُرْ رَّبَّكَ كَثِيْرًا
وَّسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْاِبْكَارِ ٥

তোমার নিদর্শন এই যে, তুমি তিন দিবস ইঙ্গিত ব্যতীত লোকের সহিত কথা বলিতে পারিবে না; এবং স্বীয় প্রতিপালককে বিশেষরূপে স্মরণ কর এবং প্রভাত ও সন্ধ্যায় তাঁহার মহিমা কীর্ত্তন কর।

৫ম রুকু—হজরত ঈসার জন্ম ও নবুয়ত-প্রাপ্তি

٤٢- وَاِذْ قَالَتِ الْمَلٰٓئِكَةُ يٰمَرْيَمُ
اِنَّ اللّٰهَ اصْطَفٰكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفٰكِ
عَلٰى نِسَآءِ الْعٰلَمِيْنَ ٥ ٤٣- يٰمَرْيَمُ
اقْنُتِىْ لِرَبِّكِ وَاسْجُدِىْ وَارْكَعِىْ
مَعَ الرّٰكِعِيْنَ ٥ ٤٤- ذٰلِكَ مِنْ

৪২। এবং যখন ফেরেশ্‌তাগণ বলিয়াছিল, ও মরিয়ম! নিশ্চয় আল্লাহ তোমাকে মনোনীত করিয়াছেন ও তোমাকে পবিত্র করিয়াছেন এবং বিশ্বজগতের নারীগণের উপর তোমাকে মনোনীত করিয়াছেন। ৪৩। ও মরিয়ম! তোমার প্রতিপালকের আরাধনা কর এবং সেজদা কর ও রুকু-কারিগণের সহিত রুকু কর। ৪৪। ইহা সেই অদৃশ্য-বিষয়ক সংবাদ

সহিত কথা বলিতে পারেন না। অধিকাংশ তফসীরকারই এই মত গ্রহণ করিয়াছে। কিন্তু বাইবেলে উক্ত হইয়াছে যে, পূর্ব্বোক্ত সুসংবাদ বিশ্বাস না করার জন্য হজরত জাকারিয়া ঐ সময় হইতে হজরত ইয়াহিয়ার জন্ম পর্য্যন্ত মূক হইয়াছিলেন (লুক ১—২০)। কিন্তু কোন কোন তফ্‌সীরকার বলেন, আয়তের প্রকৃত মর্ম্ম এই যে, উক্ত সুসংবাদ প্রদানের সহিত হজরত জাকারিয়াকে তিন দিন পর্য্যন্ত ইঙ্গিত ব্যতীত লোকের সহিত কথা না বলিয়া সর্বদা উপাসনায় নিরত থাকিবার জন্য আদেশ করা হইয়াছিল।—তঃ বাঃ কোঃ।

৪২—৪৩। ইহা হজরত ঈসার জন্ম ও নবুয়ত-প্রাপ্তির সম্বন্ধীয় রুকুর প্রথম দুই আয়ত। এই আয়তদ্বয়ে আল্লাহ ফেরেশেতাগণের দ্বারা হজরত মরিয়মকে সংবাদ দিতেছেন যে, তিনি তাঁহাকে মনোনীত এবং জগতের নারীকূলের উপর গৌরবান্বিত করিয়াছেন। অনন্তর ঐ অনুগ্রহের জন্য তাঁহাকে কৃতজ্ঞতা স্বীকার পূর্ব্বক আল্লার উপাসনা করিবার আদেশ প্রদান করা হইতেছে।

হজরত মরিয়ম আল্লাহতা'লা কর্ত্তৃক মনোনীত এবং ফেরেশ্‌তাগণ কর্ত্তৃক সুসংবাদ প্রাপ্ত হওয়ায় কেহ কেহ তাঁহাকে নবী বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। আবার অনেকে নানারূপ যুক্তি-প্রমাণ দিয়া দেখাইয়াছেন যে, নবিগণ ব্যতীত আল্লার প্রিয় অন্যান্য পুণ্যশীল নর-নারীগণও ঐরূপভাবে মনোনীত বলিয়া অভিহিত হইতেন এবং ফেরেশ্‌তাগণ কর্ত্তৃক অথবা অন্যরূপ অলৌকিক উপায়ে নানাবিধ সুসংবাদ পাইতে পারেন; উহার সহিত 'নবুয়তের' কোন সম্বন্ধ নাই। ফলতঃ হজরত মরিয়ম নবী ছিলেন কিনা এ সম্বন্ধে পবিত্র কোরান, হাদিস বা বাইবেলে কোন স্পষ্ট নির্দ্দেশ পরিলক্ষিত হয় না। তবে তিনি যে জগতের নারীকূলের মধ্যে মহা গৌরবান্বিত এবং আল্লাহতা'লার মনোনীত প্রিয়পাত্রী ছিলেন, তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই।

৪৪। হজরত মরিয়ম শিশুকালে যখন স্বীয় জননী কর্ত্তৃক 'মেহরাবে' সমর্পিত হন, তখন কে তাঁহার লালন পালনের ভার গ্রহণ করিবে, তাহা লইয়া ঐ স্থানের ধর্ম্মাচার্য্যগণের মধ্যে মতভেদ হয়। কারণ ঐ বালিকা যে উত্তরকালে আল্লার মনোনীত প্রিয়পাত্রী হইবেন, একথা তাঁহার মাতার বর্ণিত

أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ
وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ
أَقْلَامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ
وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ ○
٤٥- إِذْ قَالَتِ الْمَلٰٓئِكَةُ يٰمَرْيَمُ إِنَّ
اللّٰهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِّنْهُ اسْمُهُ
الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ وَجِيهًا
فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ ○

যাহা আমি তোমার প্রতি প্রত্যাদেশ করিতেছি; এবং যখন তাহারা স্বীয় লেখনী সমূহ নিক্ষেপ করিতেছিল যে, তাহাদের মধ্যে কে মরিয়মের প্রতিপালন করিবে, তখন তুমি তাহাদের নিকট ছিলে না; এবং যখন তাহারা কলহ করিতে ছিল, তখনও তুমি তাহাদের নিকট ছিলে না।
৪৫। যখন ফেরেশ্‌তাগণ বলিয়াছিল, ও মরিয়ম! নিশ্চয় আল্লাহ তাঁহার নিকট হইতে একটী বাক্য দ্বারা তোমাকে সুসংবাদ দিতেছেন; তাহার নাম মরিয়ম-নন্দন ঈসা মসিহ—সে ইহলোক ও পরলোকে সম্মানিত এবং সান্নিধ্য-প্রাপ্তগণের অন্তর্গত।

অলৌকিক নিদর্শনের দ্বারা সকলেই বুঝিতে পারিয়াছিলেন। অনন্তর ঐ বিষয় লইয়া যখন কলহ সৃষ্টি হইল, তখন উহার একটি মীমাংসার শর্ত্ত স্থির করিয়া সকলেই নদীর স্রোতে স্ব স্ব লেখনী নিক্ষেপ করিলেন। সকলের লেখনী স্রোতে ভাসিয়া গেল, কেবল হজরত জাকারিয়ার লেখনীই স্থির হইয়া থাকিল। সুতরাং পূর্ব্ব নির্দ্ধারিত শর্ত্ত অনুসারে তিনিই মরিয়মের লালন-পালনের ভার প্রাপ্ত হইলেন। আল্লাহতা'লা এস্থলে হজরত রসুলোল্লাকে সেই অপরিজ্ঞাত ও অদৃশ্য বিষয়ের সংবাদ প্রদান করিতেছেন, ইহাই প্রসিদ্ধ তফ্‌সীরকারগণের মত।—তঃ হক্কানী।

কোন কোন নব্য তফ্‌সীরকার উপরোক্ত বর্ণনার মধ্যে 'স্রোতে কলম স্থির থাকার স্বভাব-বিরুদ্ধে কথাটুকু' আছে বলিয়া উহা বিশ্বাস করিতে সম্মত হন নাই। পক্ষান্তরে তাঁহারা কষ্ট কল্পনা করিয়া উহার যে মর্ম্মার্থ গ্রহণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন, তাহাও দুর্ব্বোধ্য হইয়া অস্পষ্টতার পুরু আবরণে চাপা পড়িয়া গিয়াছে।—তঃ মঃ আঃ দ্রষ্টব্য।

৪৫। এই আয়তে আল্লাহতা'লা ফেরেশ্‌তাগণের দ্বারা হজরত মরিয়মকে হজরত ঈসার জন্মের সুসংবাদ প্রদান করিতেছেন এবং সেই সঙ্গে ইহাও জানাইয়া দেওয়া হইতেছে যে, তিনি ইহ-পরলোকে সম্মানিত অন্যতম শ্রেষ্ঠ নবী হইবেন।

পবিত্র কোরানে হজরত ঈসার তিনটী নাম উক্ত হইয়াছে—ঈসা, মসিহ ও এব্‌নে-মরিয়ম; ইহার প্রকৃত নাম ঈসা—অন্য দুইটি উপাধি অথবা বিশেষণ।

ঈসা—হিব্রু 'যোসুয়া' শব্দের আরবী উচ্চারণ। ইংরেজী 'যিসাস' শব্দের অপভ্রংশ।

মসিহ—হজরত ঈসার বিশিষ্ট উপাধি; উহার অর্থ প্রদর্শনকারী, দৃষ্টি-দানকারী, কার্য সম্পাদনকারী ও ভ্রমণকারী প্রভৃতি।—এমাম রাজী ও এমাম রাগেব।

এব্‌ন-মরিয়ম—মরিয়ম-নন্দন। আরব দেশে পিতামাতার নামের সহিত 'এব্‌নে' শব্দ যোগে যে নাম করণ করা হয়, উহাকে 'কুনিয়ৎ' বলে। 'এব্‌ন-মরিয়ম' হজরত ঈসার 'কুনিয়ৎ'।

এই আয়তে 'কলেমা' অর্থাৎ বাক্য শব্দে হজরত ঈসাকে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। পবিত্র কোরানের অন্যত্র ঠিক এইরূপে 'জেক্‌র' অর্থাৎ স্মৃতিদানকারী শব্দে হজরত রসুলোল্লাহ নির্দ্দেশিত হইয়াছেন।—কোঃ ৬৫—১০।

৪৬। ইহা মরিয়মের প্রতি হজরত ঈসার নবুয়ত ও অলৌকিক নিদর্শন সম্বন্ধীয় দ্বিতীয় সুসংবাদ।

৪৬। এবং সে দোলনা হইতে ও পরিণত বয়সে লোকের সহিত কথা বলিবে এবং সে পুণ্যবানগণের অন্তর্গত হইবে। ৪৭। সে বলিয়াছিল, হে আমার প্রতিপালক, কিরূপে আমার পুত্র হইবে এবং কোন মানুষ ত আমাকে স্পর্শ করে নাই। তিনি বলিলেন—এইরূপে আল্লাহ যাহা ইচ্ছা সৃষ্টি করেন; যখন তিনি কোন কার্য্যের মনস্থ করেন, তখন তিনি "হও" ব্যতীত বলেন না ফলতঃ তাহাতেই হইয়া যায়। ৪৮। তিনি তাহাকে গ্রন্থ ও বিজ্ঞান

٤٦- وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ
وَكَهْلًا وَّمِنَ الصّٰلِحِيْنَ ○ ٤٧- قَالَتْ
رَبِّ اَنّٰى يَكُوْنُ لِيْ وَلَدٌ وَّلَمْ
يَمْسَسْنِيْ بَشَرٌ ط قَالَ كَذٰلِكِ اللّٰهُ
يَخْلُقُ مَا يَشَآءُ ط اِذَا قَضٰۤى اَمْرًا
فَاِنَّمَا يَقُوْلُ لَهٗ كُنْ فَيَكُوْنُ ○
٤٨- وَيُعَلِّمُهُ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ

ফেরেশ্‌তাগণ বলিতেছেন যে, তিনি পুণ্যবান অর্থাৎ রসুলগণের অন্যতম। তাঁহার একটী বিশেষ নিদর্শন এই যে, তিনি দোল্‌নায় অবস্থানকালে এবং পরিণত বয়সে তুল্যভাবে লোকের সহিত নিদর্শনমূলক বাক্য বলিবেন।

মেহাদ ও কাহল—অর্থে দোল্‌না এবং পরিণত বয়স লিখিত হইয়াছে। সাধারণতঃ 'মেহাদ' অর্থে শয্যা এবং 'কাহল' অর্থে বার্দ্ধক্য গ্রহণ করা হয়। কেহ কেহ উহার মর্ম্মার্থে যথাক্রমে মাতৃক্রোড় অথবা শৈশব এবং মধ্যম বয়স অথবা পৌঢ়ত্ব গ্রহণ করিয়াছেন।

প্রায় সমস্ত তফ্‌সীরের মত এই যে, হজরত ঈসা আল্লাহতা'লার অপার মহিমা-বলে পিতার সংস্পর্শ ব্যতিরেকে স্বীয় জননীর কুমারী অবস্থায় জন্মগ্রহণ করেন। অনন্তর হজরত ঈসার জন্মের পর যখন ইহুদীরা তাঁহার জননীর প্রতি অন্যায় অপবাদ প্রদান পূর্ব্বক তদীয় সন্তানের পিতার সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিতেছিল, তখন হজরত মরিয়ম তাহাদিগকে উত্তর করিয়াছিলেন যে, তোমরা ঐ শিশুর নিকট জিজ্ঞাসা কর। ইহাতে তাহারা শিশুর প্রতি লক্ষ্য করিলে সেই স্তন্য-পায়ী শিশু স্বীয় জন্মের অলৌকিকত্ব এবং জননীর পবিত্রতা সম্বন্ধে সাক্ষ্য দান করিয়াছিল। আলোচ্য আয়তে সেই ঘটনার কথাই উল্লেখ করা হইয়াছে।—তঃ হক্কানী।

কোন কোন নব্য তফ্‌সীরকার উপরোক্ত ব্যাখ্যা বিশ্বাস করিতে চাহেন না। তাঁহারা উহাকে অল্প বয়স্ক শিশুর কথা বলার ন্যায় স্বাভাবিক ঘটনা বলিয়া ব্যক্ত করেন।—তঃ মঃ আঃ।

৪৭। **হজরত ঈসার জন্ম তত্ত্ব**—বাইবেল এবং সুন্নত জমাতের তফ্‌সীর সমূহের সমবেত বর্ণনা এই যে, হজরত মরিয়ম আল্লার আদেশে জিবরাইল কর্ত্তৃক পুত্রবতী হইবার সুসংবাদ প্রাপ্ত হইয়া অবিবাহিতা কুমারী অবস্থায় অলৌকিকভাবে গর্ভবতী হন। কিন্তু ইহা লইয়া লোকের মধ্যে নানারূপ কুকথা রাষ্ট্র হইতে পারে মনে করিয়া, তিনি স্বীয় জ্ঞাতী-ভ্রাতা ইউসুফের সহিত জেরুজালেমে প্রত্যাবর্ত্তন পূর্ব্বক উহার নিকটবর্ত্তী বৈতলেহম নামক স্থানে অবস্থান করিতে থাকেন। সেই স্থানেই একটী খর্জ্জুর বৃক্ষের নীচে হজরত ঈসার জন্ম হয়। কথিত আছে যে, তাঁহার জন্মের কল্যাণে ঐ শুষ্ক তরুটী সঞ্জীবিত এবং ফলে ফুলে সুশোভিত হইয়াছিল।

এই সময় ইহুদীরা হজরত জাকারিয়ার উপর হজরত মরিয়মের সহিত ব্যভিচারের মিথ্যা দোষারোপ করিয়া ঐ বৃদ্ধ ধর্ম্ম প্রচারককে হত্যা করে; তৎপরে তাহারা মরিয়মের প্রতি অত্যন্ত অন্যায় অপবাদ অর্পণ করিয়া তাঁহাকে নানারূপ তিরস্কার করিতে থাকে। তখন স্তন্যপায়ী হজরত ঈসা স্বীয় জন্ম ও জননীর পবিত্রতা সম্বন্ধে যেরূপ বিস্ময়কর সাক্ষ্য প্রদান করেন, তাহা ইহার পূর্ব্ববর্ত্তী আয়তে বর্ণিত হইয়াছে।

এবং তওরাত ও ইঞ্জিল শিক্ষা দিবেন;
৪৯। এবং তাহাকে এসরাইল-বংশীয়গণের জন্য রসুল করিবেন; নিশ্চয় আমি তোমাদের প্রতিপালকের নিকট হইতে নিদর্শন সহ তোমাদের নিকট আসিয়াছি; নিশ্চয় আমি তোমাদের জন্য ধূলি হইতে পক্ষীর আকার গঠন করিব, তৎপরে উহার মধ্যে ফুৎকার দিব, অনন্তর আল্লার আদেশে উহা পক্ষী হইয়া যাইবে; এবং আমি জন্মান্ধকে ও কুষ্ঠ-রোগীকে নিরাময় করি এবং আল্লার আদেশে মৃতকে জীবিত করি এবং তোমরা যাহা

وَالتَّوْرٰىةَ وَالْاِنْجِيْلَ ৪৮- وَرَسُوْلًا
اِلٰى بَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ ۙ اَنِّيْ قَدْ
جِئْتُكُمْ بِاٰيَةٍ مِّنْ رَّبِّكُمْ ۙ اَنِّيْٓ اَخْلُقُ
لَكُمْ مِّنَ الطِّيْنِ كَهَيْـَٔةِ الطَّيْرِ فَاَنْفُخُ
فِيْهِ فَيَكُوْنُ طَيْرًا بِاِذْنِ اللّٰهِ ۚ وَاُبْرِئُ
الْاَكْمَهَ وَالْاَبْرَصَ وَاُحْيِ الْمَوْتٰى
بِاِذْنِ اللّٰهِ ۚ وَاُنَبِّئُكُمْ بِمَا تَاْكُلُوْنَ

খ্রীষ্টান বাইবেল-লেখকগণ হজরত মরিয়মের জ্ঞাতি-ভ্রাতা ইউসুফ বা যোসেফকে তাঁহার স্বামী বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। গর্ভবতী হওয়ার পরে ইউসুফের মরিয়মের বিবাহ হওয়া অসম্ভব নহে; কিংবা এমনও হইতে পারে যে অবিশ্বাসী মূর্খদিগের প্রচারিত অপবাদ ও দুর্নামের হস্ত হইতে আত্মরক্ষার জন্যই তাঁহারা ঐ কথা প্রচার করিয়াছিলেন। বাইবেলে মরিয়মের আরও সন্তান সন্ততির বিবরণ আছে; কিন্তু কোরান বা হাদিসে হজরত মরিয়মের বিবাহ কিংবা তাঁহার সন্তান-সন্ততির সম্বন্ধে আর কোন কথাই উক্ত হয় নাই।

কোন কোন বিশিষ্ট সম্প্রদায় এবং মৌলবী মোহাম্মদ আলী প্রমুখ তফ্‌সীরকারগণ উপরোক্ত বর্ণনা বিশ্বাস করেন না। তাঁহারা বলিতে চান যে, মরিয়মের যথারীতি বিবাহ হওয়ার পরে স্বাভাবিক ভাবেই হজরত ঈসার জন্ম হইয়াছিল। কিন্তু ইহাদের যুক্তিজাল যতই সুদৃঢ় হউক না কেন, উহা বাইবেল ও পবিত্র কোরানোক্তির স্পষ্ট মর্ম্ম এবং প্রসিদ্ধ হাদিস ও তফসীরসমূহের সম্পূর্ণ বিরোধী।

৪৯। অনন্তর নানা অনুকূল ও প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে হজরত ঈসা বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া ধর্ম্ম-প্রচার আরম্ভ করিলেন—তিনি মৃত্তিকার দ্বারা পক্ষীর আকৃতি গঠন পূর্ব্বক ফুৎকার প্রদান করিয়া উহাকে জীবিত পক্ষীতে পরিণত করা, মৃতকে জীবিত করা, জন্মান্ধকে দৃষ্টিশক্তি প্রদান করা এবং কুষ্ঠ-রোগীকে স্পর্শমাত্র আরোগ্য করা প্রভৃতি অলৌকিক কার্য্যগুলিকে স্বীয় নবুয়তের নিদর্শন স্বরূপ লোকদিগের নিকট প্রকাশ করিতে লাগিলেন। এতদ্ভিন্ন সমবেত লোকদিগের খাদ্য, পানীয় এবং সংগৃহীত দ্রব্যাদি সম্বন্ধেও নানা-রূপ বিস্ময়কর সংবাদ দিয়া তাহাদের বিশ্বাস উৎপাদনের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিলেন। কিন্তু তিনি কিছুতেই অবিশ্বাসী ইহুদীদিগের বিশ্বাস উৎপাদন করিতে সমর্থ হইলেন না; বরং তিনি স্বীয় আত্মীয় স্বজনের নিকট হীন সূত্রধর পুত্র বলিয়া প্রত্যাখ্যাত হইলেন এবং তাহাদের অবিশ্বাস হেতু স্বীয় নবুয়তের প্রধান নিদর্শনগুলি প্রদর্শন করিতে অসমর্থ হইলেন (মার্ক-৬ ৫, ৬)। ইহার ফলে তৎপ্রতি ইহুদীদিগের শত্রুতা ও বিদ্বেষ আরও বদ্ধমূলক হইয়া উঠিল।—তঃ এব্‌ন-জরীর, কবির, হক্কানী প্রভৃতি।

বাইবেলে হজরত ঈসা কর্ত্তৃক জন্মান্ধকে দৃষ্টিদান, কুষ্ঠরোগীকে আরোগ্য এবং মৃতকে জীবিত করার প্রথা লিপিবদ্ধ হইয়াছে; কিন্তু মৃন্ময় পক্ষীকে সজীব করার কথা লিখিত হয় নাই। ইহুদীরা ঐ সকল কথা আদৌ বিশ্বাস করে না। খ্রীষ্টানেরাও বাইবেলে যাহা লিখিত আছে, তদ্ব্যতীত অন্য কথার প্রতি বিশ্বাসী নহে। পক্ষান্তরে আমাদের আধুনিক কোন কোন তফ্‌সীরকার হজরত ঈসার অলৌকিক নিদর্শন সম্বন্ধে পবিত্র কোরান ও বাইবেলে যে সকল উক্তি আছে, তাহার

وَمَا تَدَّخِرُوْنَ لا فِىْ بُيُوْتِكُمْ ط اِنَّ فِىْ
ذٰلِكَ لَاٰيَةً لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ۝
৫০- وَمُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَىَّ مِنَ
التَّوْرٰىةِ وَلِاُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِىْ
حُرِّمَ عَلَيْكُمْ وَجِئْتُكُمْ بِاٰيَةٍ مِّنْ
رَّبِّكُمْ قف فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوْنِ ۝
৫১- اِنَّ اللّٰهَ رَبِّىْ وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوْهُ ط
هٰذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيْمٌ ۝ ৫২- فَلَمَّا

ভক্ষণ কর ও তোমরা যাহা স্বীয় গৃহের মধ্যে সংগ্রহ করিয়া রাখ—তদ্বিষয়ে সংবাদ দিয়েছি; যদি তোমরা বিশ্বাসী হও, তবে নিশ্চয় ইহাতে তোমাদের জন্য নিদর্শন আছে। ৫০। এবং আমার পূর্ব্বে তওরাত হইতে যাহা আছে, ইহা তাহার সত্যতা-প্রতিপাদনকারী এবং তোমাদের জন্য যাহা অবৈধ হইয়াছে—তাহার কতিপয় তোমাদের জন্য বৈধ করিব এবং আমি তোমাদের প্রতিপালকের নিকট হইতে তোমাদের নিমিত্ত নিদর্শন আনিয়াছি; অতএব আল্লাহকে ভয় কর ও আমার অনুগত হও। ৫১। নিশ্চয় আল্লাহ আমার প্রতিপালক ও তোমাদের প্রতিপালক; অতএব তাঁহার আরাধনা কর—ইহাই সরল পথ। ৫২। অনন্তর যখন ঈসা

সবগুলিকেই রূপক বর্ণনা বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। ইহারা পবিত্র কোরানের একাধিক আয়ত ও বাইবেলের বহু উক্তি বিশ্লেষণ করিয়া প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন যে, আল্লাহ ব্যতীত অপরের পক্ষে মৃতকে জীবনদান করা, কোন নূতন জীব সৃষ্টি করা কিম্বা প্রাকৃতিক শক্তিকে স্বীয় আজ্ঞাধীন করা সম্পূর্ণ অসম্ভব। তাঁহাদের মতে মৃণ্ময় পক্ষী-মূর্ত্তিকে সজীব করার অর্থ তুচ্ছ মাটীর মানুষকে আধ্যাত্তিক জীবন্ত শক্তি প্রদান করা, মৃতকে জীবিত করার অর্থ অবনত ও পতিত জাতিকে উন্নত ও শক্তিশালী করা এবং অন্ধকে দৃষ্টিদান, খঞ্জকে চলৎশক্তি, রোগীকে আরোগ্য ও বধিরকে শ্রবণ-শক্তি দান করা (নূতন নিয়ম) প্রভৃতির অর্থ ধর্ম্মহীনকে ধর্ম্মশিক্ষা দান, পথ ভ্রান্তকে পথ-প্রদর্শন, অজ্ঞানান্ধকে জ্ঞানের আলোক বিতরণ এবং নির্ব্বোধ মূর্খদিগকে ধর্ম্মজ্ঞান ও উপদেশ প্রদান প্রভৃতি।—তঃ কবির, বয়জবী ও বাঃ কোঃ—মঃ আঃ প্রভৃতি তুলিতব্য।

সুন্নত জমাতের তফসীরকারগণ উপরোক্ত উক্তি সমুহের তীব্র প্রতিবাদ করিয়া নিজেদের বিশ্বাস ও সংস্কারের পূর্ণ সমর্থন কয়িয়াছেন; নব্য তফসীরকারগণও তাঁহাদের ভুল-ভ্রান্তি প্রদর্শন পূর্ব্বক নিজেদের যুক্ত ও সংস্কার সমর্থন জন্য প্রতিবাদের তুমুল ঝঞ্ঝা তুলিয়াছেন। ফলতঃ উভয় পক্ষীয় তফসীরকারগণের তর্ক-সূত্র ও যুক্তিজাল ছিন্ন করিবার ব্যর্থ চেষ্টা না করিয়া আল্লার উক্তি সরলভাবে বিশ্বাস পূর্ব্বক আমরা এই স্থানেই ইহার উপসংহার করিলাম।

৫০। অনন্তর হজরত ঈসা তওরাতের সত্যতা সমর্থন পূর্ব্বক যখন উহার কোন কোন বিধি ব্যবস্থা পরিবর্ত্তন ও সংস্কার করিতে লাগিলেন, তখন ইহুদীরা ক্রোধে অগ্নিমূর্ত্তি ধারণ করিয়া হজরত ঈসার বিরুদ্ধাচরণ করিতে লাগিল এবং হজরত মুসার ব্যবস্থার বিরুদ্ধাচারী বলিয়া তাঁহাকে নিহত করিবার জন্য ভীষণ ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হইল। হজরত ঈসা কর্ত্তৃক ইহুদী ধর্ম্মের সংস্কার ও পরিবর্ত্তনের প্রসঙ্গই এই আয়তে বর্ণিত হইয়াছে।

৫১। কোরান শরিফের এই আয়তে এবং বাইবেলের বহু উক্তি পাঠ করিলে স্পষ্টই অনুমিত হয় যে, হজরত ঈসা অদ্বিতীয় আল্লার উপাসনাই শিক্ষা দিয়াছিলেন; কিন্তু খ্রীষ্টানেরা ভ্রান্তি ও কুসংস্কার বশে ত্রিত্ববাদ বিশ্বাস সৃষ্টি করিয়া সেই পবিত্র শিক্ষা বিকৃত করিয়া ফেলিয়াছে।

৫২। যখন হজরত ঈসা কিছুতেই ইহুদী সম্প্রদায় এবং নিজের আত্মীয়-স্বজনের বিশ্বাস উৎপাদন

তাহাদের মধ্যে অবিশ্বাস লক্ষ্য করিল তখন বলিয়াছিল—আল্লার উদ্দেশ্যে কে আমার সাহায্যকারী হইবে? শিষ্য সহচরেরা বলিয়াছিল—আমরাই আল্লার সাহায্যকারী; আমরা আল্লার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছি; এবং সাক্ষী থাক যে, আমরা আত্মসমর্পণকারী।
৫৩। হে আমাদের প্রতিপালক, তুমি যাহা অবতীর্ণ করিয়াছ—আমরা তাহা বিশ্বাস করি এবং আমরা রসুলের অনুসরণ করিতেছি; অতএব সাক্ষীগণের সহিত আমাদিগকে লিপিবদ্ধ কর।
৫৪। এবং তাহারা ষড়যন্ত্র করিয়াছিল ও আল্লাহ কৌশল করিলেন এবং আল্লাহ শ্রেষ্ঠতম কৌশলী।

أَحَسَّ عِيسَىٰ مِنْهُمُ الْكُفْرَ قَالَ مَنْ
أَنصَارِي إِلَى اللَّهِ ط قَالَ الْحَوَارِيُّونَ
نَحْنُ أَنصَارُ اللَّهِ ج آمَنَّا بِاللَّهِ ج
وَاشْهَدْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ ○ ৫৩- رَبَّنَا
آمَنَّا بِمَا أَنزَلْتَ وَاتَّبَعْنَا الرَّسُولَ
فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ ○ ৫৪- وَمَكَرُوا
وَمَكَرَ اللَّهُ ط وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ ع

৬ষ্ঠ রুকু—হজরত ঈসা-বিষয়ক ভ্রম বিশ্বাস অপনোদন

৫৫। যখন আল্লাহ বলিলেন—হে ঈসা, নিশ্চয় আমি তোমাকে আমার দিকে প্রতিগ্রহণ করিব ও তোমাকে উত্তোলন

৫৫- إِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَىٰ إِنِّي
مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَيَّ وَمُطَهِّرُكَ

করিতে পারিলেন না, বরং ইহুদীগণের শত্রুতায় চারিদিক হইতে তাঁহার উপর বিপদের আধার ঘনীভূত হইয়া আসিল, তখন সেই বিপদে কে তাঁহার সাহায্যকারী হইবে বলিয়া তিনি শিষ্যদিগকে আহ্বান করিলেন। সেই আহ্বানের ফলে তাঁহার 'হাওয়ারী' উপাধি-প্রপ্ত বিশ্বস্ত শিষ্যগণ তাঁহাকে সর্ব্বোতভাবে সাহায্য করিতে প্রতিশ্রুত হইলেন।

হাওয়ারী—আল্লার পথে প্রত্যাবর্ত্তনকারী জ্যোতিপূর্ণ হৃদয় বিশিষ্ট (এমাম রাজী)। হজরত ঈসার প্রধানতম দ্বাদশ সহচরের উপাধি ছিল হাওয়ারী। ইহারা ধীবর জাতীয় লোক ছিলেন কিন্তু বিভিন্ন আরব্য অভিধানে 'হাওয়ারী' অর্থ রজক লিখিত হইয়াছে।—কামুস।

পবিত্র কোরানের উক্তিগুলি প্রকারান্তরে বাইবেলেও বর্ণিত হইয়াছে। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়, ইহাদের কেহ কেহ শেষ কালে হজরত ঈসার সহিত বিশ্বাসঘাতকতা এবং তাঁহাকে অস্বীকার পর্য্যন্ত করিয়াছিলেন!—মথি ২৫—৪৯, ৫০ এবং ৬৯ হইতে ৭৫।

৫৪। আয়তের মর্ম্ম এই যে, অবিশ্বাসী ও ধর্ম্মদ্রোহী ইহুদীরা হজরত ঈসা-মসীহকে বধ করিবার জন্য যে ষড়যন্ত্র করিয়াছিল, আল্লাহতা'লা এক অপূর্ব্ব কৌশলে তাহাদের সেই ষড়যন্ত্র সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ করিয়া দিলেন। পরবর্ত্তী আয়তের তফ্সীরে ইহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে।

মকর—কৌশল ষড়যন্ত্র; এতদ্ভিন্ন মকর অর্থ—ছলনা, কূটনীতি এবং কার্য্য সম্পাদন-পদ্ধতিও গৃহীত হয়। ভাল মন্দ—উভয় প্রকার নৈপুণ্য প্রকাশ করিতেই 'মকর' শব্দ ব্যবহৃত হইতে পারে। সেই জন্য 'আমরা উহার অর্থে ষড়যন্ত্র ও কৌশল—এই উভয় শব্দই গ্রহণ করিলাম। 'খায়রুল মাকেরিন' অর্থে 'শ্রেষ্ঠতম কৌশলী লিখিত হইল; উহার অর্থ 'উত্তম কার্য্য-সম্পাদনকারী'ও হইতে পারে।—এমাম রাগেব ও এমাম রাজী দ্রষ্টব্য।

৫৫। আয়তের প্রথম বাক্য 'প্রতিগ্রহণ' ও ,উত্তোলন' সম্বন্ধে অধিকাংশ তফ্সীরের সিদ্ধান্ত

করিব এবং অবিশ্বাসকারিগণ হইতে তোমাকে পবিত্র করিব এবং যাহারা অবিশ্বাস করিয়াছে তাহাদের উপর তোমার অনুগামিগণকে উত্থান-দিবস পর্য্যন্ত সমুন্নত করিব; অনন্তর আমারই দিকে তোমাদের প্রত্যাবর্ত্তন; অতএব তোমাদের মধ্যে যে বিষয়ে মতভেদ ছিল তাহার মীমাংসা করিব। ৫৬। অনন্তর যাহারা অবিশ্বাসী হইয়াছে, বস্তুতঃ তাহাদিগকে ইহলোক ও পরলোকে

مِنَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَجَاعِلُ الَّذِيْنَ
اتَّبَعُوْكَ فَوْقَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اِلٰى
يَوْمِ الْقِيٰمَةِ ۚ ثُمَّ اِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ
فَاَحْكُمُ بَيْنَكُمْ فِيْمَا كُنْتُمْ فِيْهِ
تَخْتَلِفُوْنَ ○ ৫৬ فَاَمَّا الَّذِيْنَ
كَفَرُوْا فَاُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيْدًا

এই যে, ইহুদীরা হজরত ঈসাকে ধৃত করিয়া যখন শূলে দিবার জন্য অবরুদ্ধ করিয়া রাখে, সেই সময় আল্লাহ তাঁহার আকৃতি পরিবর্ত্তন করিয়া জনৈক ইহুদীকে হজরত ঈসার আকৃতিতে রূপান্তরিত করেন। ইহার ফলে দেশাধ্যক্ষের বিচারে ঐ ইহুদী হজরত ঈসা-ভ্রমে শূলদণ্ডে নিহত হয় এবং হজরত ঈসা ফেরেশ্‌তাগণ কর্ত্তৃক আকাশে সমুত্থিত হন।—ইঞ্জিল বার্ণবা, তঃ হক্কানী।

বাইবেলে লিখিত আছে যে, হজরত ঈসাই 'ক্রুশ-বিদ্ধ অর্থাৎ শূলদণ্ডে নিহত হইয়া অত্যন্ত যাতনা ও দুঃখের সহিত প্রাণ-পরিত্যাগ করেন।' কিন্তু মৃত্যু-অন্তে কবরস্থ হইবার তিন দিন পরে তিনি পুনর্জ্জীবিত হইয়া স্বর্গধামে উত্থিত হন।—মথি ২৮; মার্ক ১৬; লুক ২৪ ও যোহন ২০ অধ্যায়।

কোন কোন তফ্‌সীরকার উপরোক্ত বিবরণ-দ্বয় হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন মতাবলম্বী। ইহাদের কেহ কেহ বলেন যে, তিনি ইহুদীদিগের ষড়যন্ত্র হইতে নিরাপদে পলায়ন করিয়া অন্যত্র ধর্ম্ম-প্রচার পূর্ব্বক পরিণত বয়সে স্বাভাবিক মৃত্যু-প্রাপ্ত হইয়াছেন।—কাদিয়ানী ও মঃ আঃ।

মোতায়াফ্‌ফি ও রাফয়া—মোতায়াফফি অর্থ পরিগ্রহণ, প্রত্যাবর্ত্তন অথবা মৃত্যু। কোন দ্রব্যের পূর্ণ পরিগ্রহণ অথবা আয়ুর পূর্ণতা সাধন অর্থেও ঐ শব্দ ব্যবহৃত হইতে পারে। রাফয়া অর্থে উত্তোলন, উন্নত, সমুচ্চ অথবা গৌরবান্বিত। সুতরাং এই শব্দদ্বয়ের সমাবেশে আয়তের অর্থ লইয়া তফ্‌সীরকারগণের মধ্যে যথেষ্ট মতভেদ হইয়াছে। এমাম বোখারী উহার অর্থে 'ভবিষ্যৎ মৃত্যু' অবধারণ করিয়াছেন; বয়জবী 'আকাশে উত্থানের পরে যথাসময়ে নিয়মিত মৃত্যু' স্থির করিয়াছেন; ওহাব, মোহাম্মদ এব্‌ন-এসহাক ও এমাম রাজী উহার অর্থে যথাক্রমে তিন, পাচ অথবা সাত ঘটিকার সাময়িক মৃত্যু অন্তে সমুত্থান লিখিয়াছেন; মৌঃ মোহাম্মদ আলী 'পৃথিবীতেই গৌরব লাভের পর পরিণত বয়সে স্বাভাবিক মৃত্যু' নির্দ্দেশ করিয়াছেন এবং বহু প্রসিদ্ধ তফ্‌সীরকার উহার অর্থে 'মৃত্যু ব্যতিরেকে ফেরেশ্‌তাগণ কর্ত্তৃক সশরীরে আকাশে সমুত্থিত হইয়াছেন' বলিয়া অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন।—কোঃ সুরা নেসার ৫৭ আয়ত দ্রষ্টব্য।

"এবং অবিশ্বাসীগণ হইতে তোমাকে পবিত্র করিব"—ইহার তাৎপর্য্য এই যে, যাহারা তোমার জন্ম, জীবন ও স্বর্গারোহণ সম্বন্ধে নানারূপ ভ্রম বিশ্বাস ও কুসংস্কারে আচ্ছন্ন হইয়াছে, তাহাদের অভিযোগ ও কল্পনা হইতে আমি তোমাকে মুক্ত করিব এবং সত্য ঘটনা প্রকাশ পূর্ব্বক তাহাদের ভ্রম-বিশ্বাস ও কুংস্কার দুরীভুত করিয়া দিব।—তঃ কবির।

এই আয়তে হজরত ঈসার নবুয়তের প্রতি অবিশ্বাসী ইহুদী জাতির উপর—তদীয় নবুয়তের প্রতি বিশ্বাসী খ্রীষ্টান ও মুসলমানদিগের চিরবিজয়ী হইবার উজ্জ্বল ভবিষ্যদ্বাণী রহিয়াছে। প্রচলিত বাইবেলে ঐ সুসংবাদটি নাই; সুতরাং আধুনিক বাইবেলের অসম্পূর্ণতার ইহা এক প্রত্যক্ষ প্রমাণ।

৫৬। হজরত ঈসার প্রতি অবিশ্বাসী ইহুদী জাতির ইহলৌকিক অধীনতা ও দুর্গতির ইতিহাসই এই আয়তের ভবিষ্যদ্বাণীর সফলতার জলন্ত সাক্ষী।

কঠোর শাস্তি প্রদান করিব; এবং তাহাদের জন্য কেহই সাহায্যকারী নাই। ৫৭। এবং যাহারা বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছে ও সৎকার্য্য করিয়াছে, ফলতঃ তাহাদিগকে পূর্ণ পুরস্কার প্রদত্ত হইবে এবং আল্লাহ অত্যাচারিগণকে ভাল-বাসেন না। ৫৮। আমি তোমার প্রতি বিজ্ঞানময় বর্ণনা ও নিদর্শন নিচয় হইতে ইহা আবৃত্তি করিতেছি। ৫৯। নিশ্চয় আল্লার নিকট ঈসার দৃষ্টান্ত আদমের অনুরূপ; তিনি তাঁহাকে মৃত্তিকা দ্বারা সৃষ্টি করিলেন, তৎপর বলিলেন, হও, ফলতঃ তাহাতেই হইয়া গেল; ৬০। সত্য তোমার প্রতিপালক হইতে;

فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ۚ وَمَا لَهُمْ مِنْ
نَّاصِرِينَ ○ ٥٧- وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا
وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ
أُجُورَهُمْ ۗ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ ○
٥٨- ذَٰلِكَ نَتْلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ الْآيَاتِ
وَالذِّكْرِ الْحَكِيمِ ○ ٥٩- إِنَّ مَثَلَ
عِيسَىٰ عِنْدَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ ۖ
خَلَقَهُ مِنْ تُرَابٍ قَالَ لَهُ كُنْ
فَيَكُونُ ○ ٦٠- الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ

৫৯। হজরত রসুলোল্লার সহিত হজরত ঈসার জন্ম লইয়া নজরানের খ্রীষ্টান প্রতিনিধিগণের অনেক তর্ক-বিতর্ক হইয়াছিল। হজরত ঈসা যে আল্লার পুত্র নহেন, হজরত রসুলোল্লাহ এই কথা দৃঢ়তার সহিত ব্যক্ত করায় খ্রীষ্টানেরা প্রশ্ন করে যে, যদি হজরত ঈসা আল্লার পুত্র না হন, তবে তিনি কাহার পুত্র? ঐ প্রশ্নের উত্তর দান প্রসঙ্গে এই আয়ত অবতীর্ণ হয়। আল্লাহতা'লা হজরত আদমের সহিত হজরত ঈসার তুলনা করিয়া বলিতেছেন যে, যিনি পিতা মাতা বিহনে আদমকে সৃষ্টি করিয়াছেন, তিনি কি পিতা ব্যতিরেকে ঈসাকে সৃষ্টি করিতে পারেন না? আয়তের শেষাংশের মর্ম্ম এই যে, তিনি হজরত আদমকে যেমন মাটি দ্বারা 'হও' বলিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন, সেইরূপ শুধু 'হও' বলিয়া যাহা ইচ্ছা তাহাই সৃষ্টি করিতে পারেন—ইহাতে বিস্ময়ের বিষয় কিছুই নাই।

এই আয়ত অবতীর্ণ হইলে হজরত রসুলোল্লাহ খ্রীষ্টানদিগকে বলিয়াছিলেন যে, পিতা ব্যতীত জন্মগ্রহণ করিয়াছেন বলিয়া যদি তোমরা হজরত ঈসাকে আল্লার পুত্র বলিতে চাও, তবে তোমরা হজরত আদমকে আল্লার পুত্র বল না কেন? এ বিষয়ে তাঁহারই গৌরব ও বিশেষত্ব সবচেয়ে বেশী। কারণ হজরত ঈসা মাতৃগর্ভে অবস্থান হেতু গর্ভাবস্থান ও প্রসবের স্বাভাবিক অশুচিতা ভোগ করিয়াছেন; কিন্তু হজরত আদম তাহা হইতে সম্পূর্ণ পবিত্র। বলা বাহুল্য, নজরান প্রতিনিধিগণ এই অকাট্য যুক্তিপূর্ণ উত্তরে নীরব হইতে বাধ্য হইয়াছিল। —তঃ হক্কানী।

পবিত্র কোরানের নবীন ব্যাখ্যাদাতাগণ বলেন,—আয়তের প্রকৃত মর্ম্ম এই যে, আল্লাহ হজরত আদমকে যেমন মাটি দিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন, সেইরূপ হজরত ঈসাকেও মাটি দ্বারা সৃষ্টি করিয়াছেন। উহার মধ্যে অলৌকিকতা বা অস্বাভাবিকতার কিছুই নাই।—তঃ মঃ আঃ।

৬০। এই আয়তে আল্লাহতা'লা হজরত রসুলোল্লাকে লক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন যে, আমার অবতারিত অভ্রান্ত সত্য-গ্রন্থের কোন কথা অবিশ্বাস করিও না। যাহারা এ সম্বন্ধে সন্দেহ পোষণ করিবে তাহারাই অবিশ্বাসী কাফের হইয়া যাইবে।

فَلَا تَكُنْ مِّنَ الْمُمْتَرِيْنَ ○ ٦١- فَمَنْ
حَاجَّكَ فِيْهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ
مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ اَبْنَاءَنَا
وَاَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ
وَاَنْفُسَنَا وَاَنْفُسَكُمْ قف ثُمَّ نَبْتَهِلْ
فَنَجْعَلْ لَّعْنَتَ اللّٰهِ عَلَى الْكٰذِبِيْنَ ○
٦٢- اِنَّ هٰذَا لَهُوَ الْقَصَصُ الْحَقُّ ع
وَمَا مِنْ اِلٰهٍ اِلَّا اللّٰهُ ط وَاِنَّ اللّٰهَ لَهُوَ

অতএব তুমি সংশয়িগণের অন্তর্গত হইও না। ৬১। অনন্তর তোমার নিকট যে জ্ঞান আসিয়াছে—তাহার পরে তদ্বিষয়ে যে তোমার সহিত কলহ করে, তবে তুমি বল—এস আমরা আমাদের সন্তানগণ ও তোমাদের সন্তানগণকে এবং আমাদের নারীগণ ও তোমাদের নারীগণকে এবং আমাদের জীবন-সমূহ ও তোমাদের জীবন-সমূহকে আহ্বান করি—তৎপরে প্রার্থনা করি যে, অসত্যবাদিগণের প্রতি আল্লার অভিসম্পাত হউক। ৬২। নিশ্চয় ইহাই সত্য বিবরণ এবং আল্লাহ ব্যতীত উপাস্য নাই, নিশ্চয় সেই আল্লাই

৬১। **মোবাহিলা**—এই আয়তটী মোবাহিলার আয়ত নামে প্রসিদ্ধ। নজরানের খ্রীষ্টান প্রতিনিধিগণ হজরত রসুলোল্লার নিকট যুক্তি-তর্কে পরাস্ত হইয়াও যখন তাঁহার নবুয়ত এবং ইসলামের সত্যতা স্বীকার করিতে সম্মত হইল না, তখন তিনি আল্লার আদেশে খ্রীষ্টান প্রতিনিধিগকে 'মোবাহিলার' জন্য আহ্বান করিলেন। হজরত বলিলেন—আমরা যখন পরস্পরের যুক্তি-তর্ক ও মতামত স্বীকার করিতেছি না, তখন ইহার সুমীমাংসার আর একটী প্রকৃষ্ট পন্থা আছে। আমি আমার প্রিয় পরিজনগণের সহিত সমবেত হইতেছি; তোমরাও স্ব স্ব পুত্র-কন্যা ও স্ত্রী পরিজনসহ উপস্থিত হও। তৎপর সকলে মিলিয়া আল্লার নিকট প্রার্থনা করি যে—যাহারা মিথ্যাবাদী, তাহাদের উপর আল্লার অভিসম্পাত অবতীর্ণ হইয়া তাহারা ধ্বংসপ্রাপ্ত হউক। আত্মবিশ্বাসের সত্যতা পরীক্ষা করিবার ইহাই শ্রেষ্ঠতম পন্থা। অনন্তর হজরত রসুলোল্লা ঐ কথা বলিয়া স্বীয় পুত্রোপম জামাতা হজরত আলি, প্রিয়তমা কন্যা হজরত ফাতেমা এবং তাঁহার অতি আদরের দৌহিত্র—হজরত এমাম হাসান ও এমাম হোসায়েনের সহিত মোবাহিলার জন্য সমবেত হইলেন। দালায়েলে-নবুয়ত—আবু-নইম।

খ্রীষ্টান প্রতিনিধিগণ হজরতের ঐ জলন্ত বিশ্বাসপূর্ণ উক্তি শ্রবণে ভীত হইয়া উহার উত্তর দিবার জন্য একদিন সময় প্রার্থনা করিল। অনন্তর তাহারা পরামর্শ করিয়া স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হইল যে, নিশ্চয় ইনি সত্য নবী। সত্য নবীর সহিত 'মোবাহিলা' করিলে অর্থাৎ তিনি অভিশাপ দিলে কিংবা তাঁহাকে অভিসম্পাত প্রদান করিলে—উভয় প্রকারেই আমাদিগকে ধ্বংস হইতে হইবে। কারণ নবিগণের সহিত 'মোবাহিলা' করিয়া কোন জাতিই রক্ষা পায় নাই; বরং তাঁহাদের অভিসম্পাতে জলন্ত অগ্নিকুণ্ডে পতিত ক্ষীণপ্রাণ পতঙ্গের ন্যায় দগ্ধ ও ভস্মীভুত হইয়া গিয়াছে। এইরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইবার পর তাহাদের কেহ কেহ ইসলাম গ্রহণের ইচ্ছা প্রকাশ করিল; কিন্তু তাঁহাদের প্রধান দলপতি বলিল যে, তাহা হইলে খ্রীষ্টান-জগতে আমাদের যে অসাধারণ সম্মান, সম্পদ ও প্রভাব-প্রতিপত্তি আছে, তাহা সমস্তই বিনষ্ট হইবে। অনন্তর পরদিন তাঁহারা 'মোবাহিলা' অস্বীকার করিয়া হজরতের নিকট বিদায় গ্রহণ পূর্ব্বক স্বদেশে চলিয়া গেল। হজরত খ্রীষ্টান প্রতিনিধিগণের সহিত যেরূপ উদার ব্যবহার করিয়াছিলেন, ধর্ম্মালোচনা এবং ব্যক্তিগতভাবে তাহাদিগকে যে স্বাধীনতা প্রদান করিয়াছিলেন, তাহা বর্ত্তমান সভ্য-জগতেরও আদর্শ এবং অনুকরণযোগ্য।—মুয়র।

পরাক্রান্ত বিজ্ঞানময়। ৬৩। অতঃপর যদি তাহারা ফিরিয়া যায়; তবে নিশ্চয় আল্লাহ দুষ্কার্য্যকারীদিগকে পরিজ্ঞাত আছেন।

الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ○ ٦٣- فَإِنْ تَوَلَّوْا
فَإِنَّ اللّٰهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ ع

৭ম রুকু—ইহুদী ও খ্রীষ্টানগণের ভ্রান্তির প্রতিবাদ

৬৪। তুমি বল—হে গ্রন্থানুগামিগণ, আমাদের মধ্যে ও তোমাদের মধ্যে যে বাক্যে সৌসাদৃশ্য রহিয়াছে তাহার দিকে এস—যেন আমরা আল্লাহ ব্যতীত কাহারও উপাসনা না করি ও তাঁহার সহিত কোন অংশী স্থির না করি এবং আল্লাহকে পরিত্যাগ করিয়া আমরা পরস্পর কাহাকেও প্রভুরূপে গ্রহণ না করি; অতঃপর যদি তাহারা ফিরিয়া যায় তবে বল—সাক্ষী থাক যে, আমরাই মুসলমান।

٦٤- قُلْ يٰأَهْلَ الْكِتٰبِ تَعَالَوْا إِلٰى كَلِمَةٍ
سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللّٰهَ
وَلَا نُشْرِكَ بِهٖ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا
بَعْضًا أَرْبَابًا مِّنْ دُونِ اللّٰهِ ط فَإِنْ
تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ ○

৬২—৬৩। আল্লাহতা'লা পুনরায় পূর্ব্ববর্তী বর্ণনাসমূহের সত্যতার সাক্ষ্য প্রদান পূর্ব্বক বলিতেছেন যে, এই সকল সত্য বিবরণ জানিবার পরেও যদি তাহারা ইস্‌লাম গ্রহণ না করে, তবে ঐ দুষ্কার্য্যের জন্য তাহাদিগকে কঠোর শাস্তি ভোগ করিতে হইবে।

৬৪। ইহুদী ও খ্রীষ্টানদিগকে ইস্‌লাম গ্রহণার্থে আহ্বান করিবার জন্য ইহা সর্ব্বাপেক্ষা যুক্তিপূর্ণ বাক্য। আল্লাহতা'লা স্বীয় প্রিয়তম রসুলকে বলিতেছেন যে, ঐ সকল ধর্ম্মের সহিত পবিত্র ইস্‌লামের যে সমস্ত বিষয়ে সৌসাদৃশ্য আছে, তুমি তাহাই গ্রহণ করিবার জন্য তাহাদিগকে আহ্বান কর। আলোচ্য আয়তে উক্ত বিষয়গুলিও নির্দ্দেশ করিয়া দেওয়া হইয়াছে, যথা—আল্লাহ ব্যতীত অপরের উপাসনা অথবা তাঁহার অংশী নির্দ্ধারণ হইতে বিরত থাকা এবং আল্লাহ ব্যতীত অন্য কাহাকেও নিজের প্রভু বলিয়া বিশ্বাস না করা। বলা বাহুল্য, ইহা সকল ধর্ম্মের মূল শিক্ষা ও সার-সত্য। এই সত্য ইহুদী, খ্রীষ্টান ও পৌত্তলিক প্রভৃতি কেহই অস্বীকার করিতে পারে না। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়, ঐ সত্য উপলব্ধি করিবার পরেও লোকে আল্লাহকে পরিত্যাগ করিয়া জীব-জন্তু তরুলতা ও কল্পিত দেব-দেবীর পূজা অর্চ্চনায় নিরত হইয়া থাকে।

"আল্লাহকে পরিত্যাগ করিয়া কাহাকেও প্রভুরূপে গ্রহণ না করি"—ইহার মর্ম্ম এই যে, আল্লাহ তা'লার আদেশ উপদেশ ও বিধি-নিষেধের বিরুদ্ধে অন্য কাহারও কথা মানা বা গ্রাহ্য করা আদৌ সিদ্ধ নহে। ইহুদীরা তাহাদের ধর্ম্মযাজকদিগকে, খ্রীষ্টানেরা পোপ ও পাদ্রীগণকে এবং হিন্দুরা ব্রাহ্মণবৃন্দকে যেরূপ অতিরিক্ত ভক্তি করিয়া থাকে এবং একদল অন্ধ বিশ্বাসী ও পথভ্রান্ত মুসলমান নিজেদের পীর ও ফকিরদিগকে শরিয়তের নির্দ্ধারিত সীমা অতিক্রম করিয়া যেরূপ অতিরিক্ত মর্য্যাদা প্রদান করে, তাহাতে তাহারাও এই আয়তের বিরুদ্ধাচারী, ধর্ম্মদ্রোহী ও অংশীবাদী বলিয়া পরিগণিত হইবার যোগ্য।

এই পবিত্র আয়ত যোগেই হজরত রসুলোল্লা একখানি পত্র লিখিয়া রোম সম্রাট হেরাকিলকে ইসলাম গ্রহণের জন্য আহ্বান করিয়াছিলেন। সম্প্রতি ঐ মূল পত্রখানি আবিষ্কৃত হইয়া উহার 'ফটো' বিভিন্ন গ্রন্থ ও সাময়িক পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে। মূল পত্রখানির অবিকল বর্ণনা হাদিস শরীফে বহু পূর্ব্বেই সংগৃহীত হইয়াছিল; সুতরাং এই অমূল্য আবিষ্কার পবিত্র হাদিসের সত্যতার একটী উজ্জ্বল প্রমাণরূপে পরিগণিত হইয়াছে।—সহি বোখারী।

৬৫। হে গ্রন্থানুগামিগণ তোমরা কেন এব্রাহিম সম্বন্ধে বিরোধ করিতেছ? এবং তাহার পরে ব্যতীত তওরাত ও ইঞ্জিল অবতীর্ণ হয় নাই—তবুও কি তোমরা বুঝিতেছ না? ৬৬। হাঁ, তোমরাই উহারা—যে বিষয়ে তোমাদের জ্ঞান ছিল, তাহা লইয়াও তোমরা কলহ করিয়াছিলে; কিন্তু যদ্বিষয়ে তোমাদের কোনই জ্ঞান নাই, তাহা লইয়া কেন কলহ করিতেছ? এবং আল্লাহ পরিজ্ঞাত আছেন ও তোমরা অবগত নহ। ৬৭। এবরাহিম ইহুদী ছিল না এবং খ্রীষ্টানও ছিল না এবং সে সুদৃঢ় মুসলমান ছিল এবং সে অংশীবাদিগণের অন্তর্গত ছিল না। ৬৮। নিশ্চয় সেই সকল লোক এবরাহিমের নিকটতর

٦٥- يٰۤاَهْلَ الْكِتٰبِ لِمَ تُحَآجُّوْنَ
فِيْۤ اِبْرٰهِيْمَ وَمَاۤ اُنْزِلَتِ التَّوْرٰىةُ
وَالْاِنْجِيْلُ اِلَّا مِنْۢ بَعْدِهٖ ؕ اَفَلَا
تَعْقِلُوْنَ ۝ ٦٦- هٰۤاَنْتُمْ هٰۤؤُلَآءِ
حَاجَجْتُمْ فِيْمَا لَكُمْ بِهٖ عِلْمٌ فَلِمَ
تُحَآجُّوْنَ فِيْمَا لَيْسَ لَكُمْ بِهٖ عِلْمٌ ؕ
وَاللّٰهُ يَعْلَمُ وَاَنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ ۝
٦٧- مَا كَانَ اِبْرٰهِيْمُ يَهُوْدِيًّا وَّلَا
نَصْرَانِيًّا وَّلٰكِنْ كَانَ حَنِيْفًا مُّسْلِمًا ؕ
وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ۝ ٦٨- اِنَّ
اَوْلَى النَّاسِ بِاِبْرٰهِيْمَ لَلَّذِيْنَ

৬৫—৬৬। ইহুদী, খ্রীষ্টান ও পৌত্তলিক আরব—প্রত্যেকেই বলিত যে, আমরা নবীবর হজরত এব্রাহিমের বংশধর তাঁহারই প্রবর্ত্তিত সত্য-ধর্ম্মের অনুগামী। তাই আল্লাহতা'লা বলিয়া দিলেন যে, তোমরা এবরাহিম এবং তাঁহার ধর্ম্ম সম্বন্ধে কিছুই জান না। কারণ তোমাদের তওরাত ও ইঞ্জিল তাঁহার তিরোধানের অনেক পরে অবতীর্ণ হইয়াছে। সুতরাং তিনি তোমাদের তওরাত বা ইঞ্জিলের অনুগামী—ইহুদী অথবা খ্রীষ্টান ছিলেন, ইহা একেবারেই ভিত্তিহীন মিথ্যা কথা। অনন্তর আল্লাহতা'লা ইহুদী ও খ্রীষ্টানদিগের জাতিগত প্রকৃতির প্রতি লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, তোমরা এরূপ জ্ঞানপাপী যে, যাহা জান তাহা লইয়াও অনর্থক কলহ করিয়া থাক; কিন্তু যাহা জান না, তাহা লইয়া কলহ কর কেন?

খ্রীষ্টানেরা হজরত রসুলোল্লার সহিত এবরাহিম ও হজরত ঈসার সম্বন্ধে বিতর্ক করিয়া ছিল। হজরত ঈসার বিষয়ে তাহাদের কিছু কিছু জ্ঞান ছিল; কিন্তু হজরত এবরাহিম সম্বন্ধে তাহারা কিছুই জানিত না। উপরোক্ত আয়তদ্বয়ে সেই কথাই ব্যক্ত হইয়াছে।

৬৭। আল্লাহতা'লা স্পষ্ট ভাষায় বলিয়া দিলেন যে, হজরত এবরাহিম ইহুদী, খ্রীষ্টান অথবা আরবদিগের ন্যায় অংশীবাদী পৌত্তলিক ছিলেন না; বরং তিনি সুদৃঢ় সত্য বিশ্বাসী মুসলমান ছিলেন। পবিত্র ইস্‌লাম হজরত এবরাহিম প্রবর্ত্তিত সত্য-ধর্ম্মের পূর্ণ প্রতিষ্ঠা সুতরাং বিকৃত ইহুদী, খ্রীষ্টান অথবা পৌত্তলিকতার সহিত তাঁহার কোনই সংশ্রব ছিল না।

৬৮। এই আয়তে আরও স্পষ্টরূপে বলিয়া দেওয়া হইল যে, যাহারা হজরত রসুলোল্লার অনুসরণ করিবেন, তাঁহারাই হজরত এবরাহিমের নিকটবর্ত্তীদিগের অন্তর্ভুক্ত। অতএব পবিত্র ইসলাম গ্রহণ ব্যতীত কেহই হজরত এবরাহিমের ঘনিষ্ঠতর সম্প্রদায় বলিয়া পরিগণিত হইতে পারিবে না।

যাহারা তাহার ও এই নবীর অনুগামী হইয়াছে এবং বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছে, এবং আল্লাহ বিশ্বাসিগণের অভিভাবক। ৬৯। এবং গ্রন্থানুগামিগণের মধ্যে একদলের বাসনা যে, তাহারা তোমাকে পথভ্রান্ত করে; কিন্তু তাহারা নিজেকে ব্যতীত বিপথগামী করে না এবং তাহারা বুঝিতেছে না। ৭০। হে গ্রন্থানুগামিগণ, তোমরা কেন আল্লার নিদর্শন-সমূহের প্রতি অবিশ্বাস করিতেছ এবং তোমরাই উহার সাক্ষী? ৭১। হে গ্রন্থানুগামিগণ, তোমরা কেন সত্যের সহিত মিথ্যাকে সম্মিলিত করিতেছ এবং তোমরা উহা অবগত আছ?

اتَّبَعُوهُ وَهٰذَا النَّبِيُّ وَالَّذِينَ
اٰمَنُوا ۗ وَاللّٰهُ وَلِيُّ الْمُؤْمِنِينَ ۝
٦٩- وَدَّتْ طَّائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتٰبِ
لَوْ يُضِلُّونَكُمْ ۗ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا
أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ ۝ ٧٠- يٰأَهْلَ
الْكِتٰبِ لِمَ تَكْفُرُونَ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ
وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ ۝ ٧١- يٰأَهْلَ
الْكِتٰبِ لِمَ تَلْبِسُونَ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ
وَتَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ۝ ع

৮ম রুকু—ইসলাম-বিনাশের ষড়যন্ত্র

৭২। এবং গ্রন্থানুগামিগণের মধ্যে একদল ইহাই বলে যে, বিশ্বাসস্থাপন-কারিগণের প্রতি যাহা অবতীর্ণ হইয়াছে তৎপ্রতি পূর্ব্বাহ্ণে বিশ্বাস-স্থাপন কর

٧٢- وَقَالَتْ طَّائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتٰبِ
اٰمِنُوا بِالَّذِي أُنْزِلَ عَلَى الَّذِينَ

৭০—৭১। যে সকল ইহুদী ও খ্রীষ্টান পূর্ব্ববর্ত্তী প্রত্যাদেশ হইতে হজরত রসুল ও কোরানের সত্যতা অবগত হইয়াও উহা অস্বীকার করিতেছিল এবং নিজেদের ঐ দুষ্কার্য্য সমর্থনের জন্য তওরাত ও ইঞ্জিলের কোন কোন স্থান গোপন অথবা পরিবর্ত্তন করিতেছিল, তাহাদিগকে লক্ষ্য করিয়াই এই আয়ত-দ্বয় অবতীর্ণ হইয়াছে। আল্লাহতা'লা বলিয়া দিতেছেন যে তোমরা জানিয়া শুনিয়া সত্য গোপন এবং সত্যের সহিত মিথ্যা সংযোগ করিতেছ কেন।

এই সকল আয়ত হজরতের নবুয়ত এবং কোরানের সত্যতার এক একটী উজ্জ্বল প্রমাণ। কারণ হজরত রসুলোল্লাহ স্বয়ং নিরক্ষর ছিলেন; তওরাত ইঞ্জিল ত দূরের কথা, সামান্য গ্রন্থ জ্ঞানও তাঁহার ছিল না; অথচ তিনি তওরাত ইঞ্জিলের বিচারে—ইহুদী এবং খ্রীষ্টানদিগের দেশ-বিখ্যাত মহাপণ্ডিত ও বিদ্বান ব্যক্তিদিগকে নীরব ও স্তব্ধ করিয়া দিয়াছিলেন। সমগ্র মানব-জাতির ইতিহাসে এরূপ দৃষ্টান্ত আর নাই।

৭২। তফসীরকারগণ এই আয়তের তিন প্রকার মর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছেন। প্রথম মর্ম্ম এই যে, 'পূর্ব্বাহ্ণে' অর্থাৎ প্রাথমিক যুগে যে সকল প্রত্যাদেশ অবতীর্ণ হইয়াছে—যেমন তওরাত ও জবুর প্রভৃতি—সেইগুলি স্বীকার কর এবং 'অপরাহ্ণে' অর্থাৎ পরবর্ত্তী যুগে যে সমস্ত প্রত্যাদেশ আসিয়াছে—যেমন ইঞ্জিল ও কোরান—তাহা অস্বীকার কর। বলা বাহুল্য, ইহা ইহুদীদের কল্পনা। তাহারা তওরাত ও জবুরকে সত্য বলিয়া এবং ইঞ্জিল ও কোরানকে মিথ্যা ঘোষণা করিয়া খ্রীষ্টান ও

اٰمِنُوْا وَجْهَ النَّهَارِ وَاكْفُرُوْٓا اٰخِرَهٗ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُوْنَ ۚ ع ۷۳- وَلَا تُؤْمِنُوْٓا اِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِيْنَكُمْ ؕ قُلْ اِنَّ الْهُدٰى هُدَى اللّٰهِ ۙ اَنْ يُّؤْتٰٓى اَحَدٌ مِّثْلَ مَآ اُوْتِيْتُمْ اَوْ يُحَآجُّوْكُمْ عِنْدَ رَبِّكُمْ ؕ قُلْ اِنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللّٰهِ ۚ يُؤْتِيْهِ مَنْ يَّشَآءُ ؕ وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ ۚ

এবং অপরাহ্নে উহা অবিশ্বাস কর—তাহা হইলে উহারা ফিরিয়া যাইবে। ৭৩। এবং যাহারা তোমার ধর্ম্মের অনুসরণ করে, তাহাদিগকে ব্যতীত বিশ্বাস করিও না, তুমি বল—আল্লার পথই সুপথ—যাহা তোমাকে প্রদান করা হইয়াছে, তদ্রূপ অন্যকেও প্রদত্ত হইতে পারে; অথবা যদি তোমার প্রতি-পালকের সম্বন্ধে তোমার সহিত কলহ করে তবে তুমি বল—গৌরব আল্লারই হস্তে; তিনি যাহাকে ইচ্ছা দান করেন এবং আল্লাই প্রশস্ত মহাজ্ঞানী।

মুসলমানদিগকে উহার প্রতি অবিশ্বাসী করিয়া তুলিবার জন্য চেষ্টা করিত। আলোচ্য আয়তে সেই কথাই বর্ণিত হইয়াছে (বাঃ কোঃ)। দ্বিতীয় মর্ম্ম এই যে, পবিত্র জেরুজালেমকে কেবলা নির্দ্ধারণ করা সম্বন্ধে প্রথমে যে প্রত্যাদেশ অবতীর্ণ হয়, উহাই সত্য। কিন্তু পরে ঐশী ধাম কাবাকে 'কেবলা'—অর্থাৎ লক্ষ্যস্থল করা সম্বন্ধে যে প্রত্যাদেশ অবতীর্ণ হইয়াছে, উহা সত্য নহে। হজরত নিজের গৌরব ও বিশেষত্ব প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্যই ঐরূপ করিয়াছেন—এই কথা প্রচার করিয়া ইহুদী ও খ্রীষ্টানেরা বিশ্বাসী মুসলমানদিগকে হজরতের নবুয়ত, সরলতা ও সত্যবাদিতার প্রতি অবিশ্বাসী এবং ধর্ম্মদ্রোহী করিয়া তুলিবার চেষ্টা করিত। আয়তের তৃতীয় মর্ম্ম এই যে—ইহুদী, খ্রীষ্টান ও পৌত্তলিক প্রভৃতি অবিশ্বাসীরা পূর্ব্বাহ্নে ইসলাম ধর্ম্ম গ্রহণ এবং অপরাহ্নে উহা প্রত্যাখ্যান করিয়া বিশ্বাসীদিগের মনে এই সন্দেহ বদ্ধমূল করিয়া দিতে চেষ্টা করিত যে হজরত রসুলোল্লাহ সত্য নবী এবং পবিত্র ইসলাম সত্য ধর্ম্ম নহে; সত্য হইলে তাহারা ঐ ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া পুনরায় প্রত্যাখ্যান করিবে কেন? তাই আল্লাহতা'লা আয়তের শেষে স্পষ্ট ভাষায় ব্যক্ত করিয়াছেন যে, বিশ্বাসী মুসলমানদিগকে অবিশ্বাসী কাফের করিবার জন্যই তাহারা ঐ পদ্ধতি অবলম্বন করিয়াছে।—তঃ কবির, হক্কানী।

৭৩। ইহুদী ও খ্রীষ্টান প্রভৃতি অবিশ্বাসীদিগের পূর্ব্বোক্ত চক্রান্তের সতর্কতা স্বরূপ এই আয়তের অবতারণা। আল্লাহতা'লা প্রথমে বলিতেছেন যে, যাহারা তোমার প্রচারিত ধর্ম্ম বিশ্বাস পরিগ্রহণ না করিবে, তুমি তাহাদিগকে বিশ্বাস করিও না—অর্থাৎ ইহুদী ও খ্রীষ্টানেরা ইসলাম গ্রহণ না করা পর্য্যন্ত পূর্ব্ববর্ত্তী প্রত্যাদেশ সমূহে তোমার সম্বন্ধে যে সকল সুসংবাদ আছে, তাহা উহারা কখনই সত্যভাবে ব্যক্ত করিবে না; সুতরাং বিশ্বাসী মুসলমান ব্যতীত ঐ অবিশ্বাসী ধর্ম্মদ্রোহীদিগের কথা বিশ্বাসযোগ্য নহে। তৎপর তাহারা যদি তোমার প্রতিপালক আল্লার প্রতিশ্রুত ও তোমার নবুয়ত লইয়া কলহ করে—তবে তুমি বল যে, আল্লার মনোনীত ধর্ম্মই সত্য-ধর্ম্ম এবং তিনি যাহাকে ইচ্ছা নবুয়তের গৌরব দান করিতে পারেন।

ইহুদী ও খ্রীষ্টানেরা বলিত যে, আল্লার প্রতিশ্রুতি অনুসারে নবুয়ত এসরাইল-বংশেই সীমাবদ্ধ থাকিবে, অন্য বংশে প্রবর্ত্তিত হইতে পারিবে না; সুতরাং হজরত রসুলোল্লার নবুয়তের দাবী সত্য নহে। উহার প্রত্যুত্তর স্বরূপ আল্লাহতা'লা বলিয়া দিলেন যে, উহাদের কথা বিশ্বাস করিও না! তওরাতে হজরত মুসা বলিয়াছেন,—সদাপ্রভু আমাকে কহিলেন, আমি উহাদের জন্য উহাদের

٧٤- يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ ط
وَاللّٰهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيْمِ ۝ ٧٥- وَمِنْ
أَهْلِ الْكِتٰبِ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ
بِقِنْطَارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ ج وَمِنْهُمْ مَنْ
إِنْ تَأْمَنْهُ بِدِيْنَارٍ لَا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ
إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِمًا ط ذٰلِكَ
بِأَنَّهُمْ قَالُوْا لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْأُمِّيّٖنَ

৭৪। তিনি যাহার প্রতি ইচ্ছা স্বীয় করুণা নির্দ্দিষ্ট করেন; এবং আল্লাহ মহান গৌরবশালী। ৭৫। এবং গ্রন্থানুগামিগণের মধ্যে এরূপ আছে—যাহার নিকট ধনরাশি গচ্ছিত রাখিলে সে তোমাকে তাহা প্রত্যর্পণ করিবে, এবং তাহাদের মধ্যে এরূপও আছে—যাহার নিকট এক 'দিনার' গচ্ছিত রাখিলেও সে তোমাকে প্রত্যর্পণ করিবে না—যে পর্য্যন্ত তুমি উহার উপর দণ্ডায়মান না হও; কারণ তাহারা বলে যে আমাদের উপর ঐ অশিক্ষিতগণের কোন

ভ্রাতৃগণের মধ্য হইতে তোমার সদৃশ এক ভাববাদী উৎপন্ন করিব ও তাহার মুখে আমার বাক্য দিব। আর আমি তাহাকে যাহা আজ্ঞা করিব, তিনি উহাদিগকে তাহাই বলিবেন। আর তিনি আমার নামে আমার যে সকল কথা বলিবেন, তাহাতে যে কেহ কর্ণপাত না করিবে, তাহার কাছে আমি প্রতিশোধ গ্রহণ করিব।"—তওরাত, দ্বিতীয় বিবরণ ১৮—১৮, ১৯।

উপরোক্ত ভবিষ্যদ্বাণী যে এসরাইল-বংশের ভ্রাতৃ সদৃশ—এসমাইল বংশের মহানবী হজরত মোহাম্মদ মোস্তফার (সঃ) সম্বন্ধে উক্ত হইয়াছে, তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই। খ্রীষ্টানেরা এই ভবিষ্যদ্বাণী দ্বারা হজরত ঈসাকে নির্দ্দেশ করিতে চাহেন। কিন্তু ভবিষ্যদ্বাণীতে স্পষ্ট উল্লেখ আছে যে, তিনি এসমাইলের ভ্রাতা—এসরাইল বংশের নবী এবং হজরত মুসার সদৃশ মহাপরাক্রান্ত পয়গম্বর। আর তওরাতে স্পষ্ট বর্ণিত হইয়াছে যে,—"মোশির সদৃশ কোন ভাববাদী ইস্রায়েলের মধ্যে আর উৎপন্ন হয় নাই।"—তওরাত, দ্বিতীয় বিবরণ ৩৪—১০।

বিশেষতঃ হজরত ঈসা যে হজরত মুসার প্রতিশ্রুতি নবী ইঞ্জিলের কোথাও তাহার উল্লেখ নাই। কিন্তু পবিত্র কোরানে স্পষ্ট বর্ণিত হইয়াছে যে, হজরত রসুলোল্লাই সেই প্রতিশ্রুত নবী, যথা—"নিশ্চয় আমি ফেরাউনের প্রতি যেরূপ রসুল প্রেরণ করিয়াছিলাম, তোমাদের প্রতিও তদ্রূপ রসুল এবং সাক্ষ্যদাতা প্রেরণ করিয়াছি।"—কোঃ ৭৩—৫।

আরও গভীরভাবে আলোচনা করিলে দেখা যাইবে যে, হজরত মুসার সহিত হজরত ঈসার জীবন বা প্রচার-প্রণালীর কোনই সাদৃশ নাই; পক্ষান্তরে হজরত রসুলোল্লার সহিত প্রত্যেক বিষয়ে বর্ণে বর্ণে মিল রহিয়াছে। ইহুদীরা এই সকল কথা গোপন করিত বলিয়াই তাহাদিগকে অসত্যবাদী এবং অবিশ্বাসী বলা হইয়াছে।

ফদল—শব্দের আভিধানিক অর্থ গৌরব ও অনুগ্রহ; কিন্তু এই আয়তে উহার অর্থ 'নবুয়ত' অথবা নবুয়তের গৌরব হইবে।

৭৪। আল্লাহতা'লা এই আয়তে আরও বলিয়া দিতেছেন যে, তিনি বংশগত সম্বন্ধের জন্য নহেন, বরং স্বীয় ইচ্ছানুযায়ী যোগ্যতম ব্যক্তিকেই নবুয়তের গৌরব দান করিয়া থাকেন।

৭৫। আয়তে দুই শ্রেণীর ইহুদীর কথা উক্ত হইয়াছে। তাহাদের এক শ্রেণী বিশ্বাসী ও সতপরায়ণ এবং তাহারা প্রায় সকলেই এসলাম গ্রহণ করিয়াছিলেন। দ্বিতীয় শ্রেণী অবিশ্বাসী ও অসত্যবাদী; উহারা আপনাদিগকে গ্রন্থানুগামী মনে করিয়া সেই গর্ব্বে সমস্ত জগদ্বাসীকে—বিশেষঃ আরব্য পৌত্তলিকদিগকে অশিক্ষিত ও অজ্ঞ স্থির করিয়া রাখিয়াছিল। উহারা মনে করিত যে,

سَبِيْلٌ ج وَيَقُوْلُوْنَ عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبَ
وَهُمْ يَعْلَمُوْنَ ○ ٧٦- بَلٰى مَنْ
اَوْفٰى بِعَهْدِهٖ وَاتَّقٰى فَاِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ
الْمُتَّقِيْنَ ○ ٧٧- اِنَّ الَّذِيْنَ يَشْتَرُوْنَ
بِعَهْدِ اللّٰهِ وَاَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيْلًا
اُولٰٓئِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ فِى الْاٰخِرَةِ وَلَا
يُكَلِّمُهُمُ اللّٰهُ وَلَا يَنْظُرُ اِلَيْهِمْ يَوْمَ
الْقِيٰمَةِ وَلَا يُزَكِّيْهِمْ ص وَلَهُمْ عَذَابٌ
اَلِيْمٌ ○ ٧٨- وَاِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيْقًا يَّلْوٗنَ
اَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتٰبِ لِتَحْسَبُوْهُ مِنَ

পন্থা নাই, এবং তাহারা আল্লার প্রতি অসত্য বলে ও তাহারা উহা অবগত আছে। ৭৬। হাঁ—যাহারা স্বীয় অঙ্গীকার পূর্ণ করে ও সংযত হয়, তবে নিশ্চয় আল্লাহ ধর্ম্মভীরুগণকে ভাল বাসেন। ৭৭। নিশ্চয় যাহারা আল্লার অঙ্গীকার ও স্বীয় শপথ সামান্য মূল্যে বিক্রয় করে, পরলোকে তাহাদের কোনই অংশ নাই এবং আল্লাহ তাহাদের সহিত কথা বলিবেন না ও উত্থান-দিবসে তাহাদের প্রতি দৃষ্টিপাত করিবেন না ও তাহাদের জন্য যন্ত্রণা-দায়ক শাস্তি আছে। ৭৮। এবং তাহা-দের মধ্যে এরূপ একদল আছে—যাহারা কুঞ্চিত ভাষায় গ্রন্থ আবৃত্তি করে—যেন

মূর্খদের সহিত আবার সততার প্রয়োজন কি! ছলে-বলে কৌশলে উহাদিগকে প্রতারিত করিয়া লাভবান হওয়া অসঙ্গত অথবা অবৈধ নহে। ঐ দুর্ম্মতিগণ এইরূপ আচরণকে আল্লার সম্মতি সূচক তওরাতের বিধি বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে কুণ্ঠিত হইত না। তাই আল্লাহতা'লা বলিয়া দিলেন যে, উহারা জানিয়া শুনিয়া আল্লাহ সম্বন্ধে অসত্য প্রকাশ করিতেছে।

ঐ শ্রেণীর ইহুদীরা ইসলামের অনিষ্ট সাধনের জন্য কোন প্রকার অসদুপায় অবলম্বনই অন্যায় মনে করিত না। ধর্ম্ম গ্রন্থের বাক্য পরিবর্ত্তন, কল্পিত কথাকে প্রত্যাদেশ বলিয়া প্রচার এবং ইসলামের অনিষ্ট সাধন ও নিজেদের স্বার্থোদ্ধারের জন্য উহারা সকল প্রকার ছল-চাতুরীই বৈধ মনে করিত। পূর্ব্বযুগের ইহুদীদিগের ন্যায় বর্ত্তমান যুগের খ্রীষ্টান পাদ্রী ও রাজনীতিকগণ ইসলামের অনিষ্ট সাধনের জন্য সর্ব্বপ্রকার অবৈধ পন্থা অবলম্বনই বৈধ মনে করিয়া থাকেন। সম্ভবতঃ আধুনিক খ্রীষ্টানেরা তাহাদের জেষ্ঠ্য ভ্রাতা ইহুদীদিগের আদর্শ হইতেই ঐ সকল দুর্নীতি শিক্ষা করিয়াছে।

কেনতার ও দিনার—'কেনতার' অর্থ মুদ্রাধার, সহস্র সুবর্ণ মুদ্রাপূর্ণ থলি অথবা ধন রাশি এবং 'দিনার' আরব্য স্বর্ণমুদ্রা বিশেষ।

৭৭। এই আয়তের মর্ম্ম এই যে, যাহারা স্বীয় স্বার্থ সাধনের জন্য আল্লার নামে মিথ্যা শপথ করে কিংবা নিজেদের কল্পিত কথাকে আল্লার উক্তি বলিয়া প্রচার করে, পরলোকে তাহারা কখনই পুরস্কার পাইবে না। "এবং আল্লাহ তাহাদের সহিত কথা বলিবেন না ও উত্থান দিবসে তাহাদের প্রতি দৃষ্টিপাত করিবেন না ও তাহাদিগকে পবিত্র করিবেন না।"—ইহার মর্ম্ম এই যে আল্লার নামে মিথ্যা শপথকারী ও মিথ্যা প্রচারকগণ পরকালে আল্লার অনুগ্রহ, ক্ষমা ও পুরস্কার হইতে সম্পূর্ণ বঞ্চিত হইবে।

৭৮। এই আয়তে "কুঞ্চিত ভাষায় গ্রন্থ আবৃত্তির" নানারূপ অর্থ পরিকল্পিত হইয়াছে। কেহ বলেন, উহার অর্থ গ্রন্থ পাঠ করার অনুরূপ অস্পষ্ট সুরে নিজের কল্পিত কথাকে আল্লার বাণী বলিয়া পাঠ করা; কেহ বলেন—আল্লার বাণী পরিবর্ত্তিত করা; আবার কেহ কেহ বলেন যে, ইহুদী ও

الْكِتٰبِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتٰبِ ج
وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ وَمَا هُوَ
مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ ج وَيَقُولُونَ عَلَى اللّٰهِ
الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ○ ٧٩- مَا كَانَ
لِبَشَرٍ اَنْ يُّؤْتِيَهُ اللّٰهُ الْكِتٰبَ وَالْحُكْمَ
وَالنُّبُوَّةَ ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ كُونُوا
عِبَادًا لِّي مِنْ دُونِ اللّٰهِ وَلٰكِنْ
كُونُوا رَبّٰنِيّٖنَ بِمَا كُنْتُمْ تُعَلِّمُونَ
الْكِتٰبَ وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ ۙ
٨٠ وَلَا يَأْمُرَكُمْ اَنْ تَتَّخِذُوا الْمَلٰٓئِكَةَ
وَالنَّبِيّٖنَ اَرْبَابًا ط اَيَأْمُرُكُمْ بِالْكُفْرِ
بَعْدَ اِذْ اَنْتُمْ مُّسْلِمُونَ ۙ

তুমি উহা গ্রন্থ হইতে ধারণা কর, এবং উহা গ্রন্থের বিষয় নহে ; এবং তাহারা বলে যে ইহা আল্লার নিকট হইতে সমাগত এবং উহা আল্লার নিকট হইতে নহে ; এবং তাহারা আল্লাহ সম্বন্ধে মিথ্যা বলে ও তাহারা উহা অবগত আছে।
৭৯। ইহা কোন মানুষের পক্ষে উপযোগী নহে যে, আল্লাহ যাহাকে গ্রন্থ ও বিজ্ঞান এবং নবুয়ত দান করেন, তৎপরে সে মানবমণ্ডলীর মধ্যে বলে—তোমরা আল্লাকে পরিত্যাগ করিয়া আমার উপাসক হও ; বরং প্রভুরই উপাসক হও—কারণ তোমরাই গ্রন্থ শিক্ষাদান কর এবং তোমরাই উহা পাঠ করিয়া থাক।
৮০। এবং তিনি আদেশ করেন না যে, তোমরা ফেরেশ্তাগণ ও নবিগণকে প্রতিপালক-রূপে গ্রহণ কর ; তোমরা আত্মসমর্পণকারী হইবার পর তিনি কি তোমাদিগকে বিশ্বাসদ্রোহিতার আদেশ করিবেন ?

খ্রীষ্টানগণ কর্ত্তৃক বাইবেল পরিবর্ত্তিত হওয়ার কথাই ঐ বাক্য দ্বারা প্রকাশিত হইয়াছে। ফলতঃ ঐ শ্রেণীর লোকেরা যে আল্লার প্রত্যাদিষ্ট ধর্ম্মগ্রন্থ সম্বন্ধে জ্ঞাতসারে অসত্য প্রচার করিত, তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই।

৭৯। হজরত ঈসা যে 'খোদা অথবা খোদার বেটা' ছিলেন—নজরান-প্রতিনিধিগণ তৎসম্বন্ধে উপযুক্ত প্রমাণ উপস্থিত করিতে না পারিয়া এবং হজরতের সমস্ত যুক্তি তর্কের নিকট পরাস্ত হইয়া শেষে বলিয়াছিল যে, হজরত ঈসার আদেশ অনুসারেই আমরা ঐরূপ বলিয়া থাকি ; সুতরাং ঐ সম্বন্ধে আমাদের নিজের কোনরূপ যুক্তি-তর্ক নাই। খ্রীষ্টানদিগের ঐ কথার উত্তর স্বরূপ এই আয়ত অবতীর্ণ হয়। আল্লাহতা'লা স্পষ্ট ভাষায় বলিয়া দিলেন যে একজন নবী—যাহাকে গ্রন্থ ও বিজ্ঞান যোগে সমুন্নত করা হইয়াছে, সে কখনই ঐরূপ অসঙ্গত ও অন্যায় কথা বলিতে পারে না ইহা তোমাদের কল্পনা ও ভ্রান্তি মাত্র।

রব্বানি ও রব্বি—শব্দদ্বয় একার্থ বোধক। উহার অর্থ প্রভুর উপাসক অথবা তাঁহার প্রদত্ত জ্ঞান সম্পন্ন। এতদ্ভিন্ন শিক্ষিত ব্যক্তি, শিক্ষক, পথ প্রদর্শক অথবা উপদেষ্টা অর্থও হইতে পারে।

৮০। এই আয়তে আল্লাহতা'লা আরও স্পষ্টভাবে নির্দ্দেশ করিয়া দিলেন—নবীই হউন, কিংবা ফেরেশ্তাই হউন, তাঁহারা যেমন আল্লার উপাসনা ব্যতীত নিজের উপাসনা করিবার জন্য কাহাকেও শিক্ষা দিতে পারেন না, সেইরূপ মানবগণের পক্ষেও তাঁহাদিগকে স্বীয় উপাস্য প্রভুরূপে গ্রহণ করা সিদ্ধ নহে। বিশ্বাসী হইবার পরে যাহারা এরূপ করিবে—অর্থাৎ নবী, ওলি, ফেরেশ্তা অথবা পীর-ফকিরদিগকে স্বীয় উপাস্য প্রভুরূপে গ্রহণ করিবে, তাহারা অবিশ্বাসী কাফের হইয়া যাইবে।

৯ম রুকু—ইসলাম এবং পূর্ব্ববর্ত্তী নবিগণ ও প্রত্যাদেশ

٨١- وَاِذْ اَخَذَ اللّٰهُ مِيْثَاقَ النَّبِيّٖنَ
لَمَآ اٰتَيْتُكُمْ مِّنْ كِتٰبٍ وَّحِكْمَةٍ ثُمَّ
جَآءَكُمْ رَسُوْلٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ
لَتُؤْمِنُنَّ بِهٖ وَلَتَنْصُرُنَّهٗ ط قَالَ ءَاَقْرَرْتُمْ
وَاَخَذْتُمْ عَلٰى ذٰلِكُمْ اِصْرِىْ ط قَالُوْٓا
اَقْرَرْنَا ط قَالَ فَاشْهَدُوْا وَاَنَا مَعَكُمْ

৮১। এবং আল্লাহ যখন নবিগণের অঙ্গীকার গ্রহণ করিয়াছিলেন যে, আমি তোমাদিগকে গ্রন্থ ও বিজ্ঞান হইতে দান করিবার পর তোমাদের সঙ্গে যাহা আছে—তাহার সত্যতা-প্রতিপাদনকারী একজন রসুল আগমন করিবে, তখন তোমরা অবশ্য তাহার প্রতি বিশ্বাস-স্থাপন করিবে এবং তাহার সাহায্যকারী হইবে; তিনি আরও বলিয়াছিলেন—তোমরা কি ইহাতে স্বীকৃত হইলে এবং আমার শর্ত্ত গ্রহণ করিলে? তাহারা বলিয়াছিল,—আমরা স্বীকার করিলাম; তিনি বলিলেন, তবে তোমরা সাক্ষী থাক এবং আমিও তোমাদের

৮১। এই আয়তের "মিছাকান্নাবিইনা' শব্দ লইয়া তফ্সীরকারগণের মধ্যে মতভেদ হইয়াছে। অধিকাংশ তফ্সীরকার বলেন যে, উহার অর্থ—"আল্লাহতা'লা কর্ত্তৃক লোকের নিকট নবিগণ সম্বন্ধীয় প্রতিশ্রুতি"; কিন্তু কেহ কেহ বলেন যে, "নবিগণের দ্বারা অথবা তাঁহাদের নিকট তাঁহাদের অনুগামী লোকদের সম্বন্ধে প্রতিশ্রুতিই" ঐ বাক্যাংশের প্রকৃত মর্ম্ম।

আয়তের প্রথমোক্ত মর্ম্ম গ্রহণকারিগণ বলেন যে, আল্লাহতা'লা মানবাত্মা সমূহ সৃষ্টি করিয়া তাহাদের 'ভাগ্য দিবসে' (রোজে-আজল) অন্যান্য বিষয়ের সহিত তাহাদের নিকট নবিগণকে অনুসরণ করিবার যে সম্মতি ও প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করিয়াছিলেন, আলোচ্য আয়তে তাহাই উল্লেখ করা হইয়াছে (হক্কানী)। কিন্তু শেষোক্ত মর্ম্মগ্রহণকারীরা বলেন, আল্লাহতা'লা পূর্ব্ববর্ত্তী নবিগণের দ্বারা লোকদিগকে শেষনবী হজরত রসুলোল্লার ভবিষ্য-আগমনের সংবাদ দিয়া—তাঁহাকে বিশ্বাস ও অনুসরণ করিবার জন্য যে সকল সম্প্রদায়ের নিকট প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করিয়াছিলেন, ইহুদী ও খ্রীষ্টান সম্প্রদায় তন্মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। কারণ তাহারা হজরত মুসা ও হজরত ঈসার নিকট বিশ্ব-নবী হজরত রসুলোল্লার আগমনের সুসংবাদ শুনিয়া, তাঁহাকে বিশ্বাস ও অনুসরণ করিবার প্রতিশ্রুতি প্রদান করিয়াছিল। কিন্তু হজরত রসুলোল্লার আগমনের পরে তাহারা সেই প্রতিশ্রুতি প্রতি-পালনে পরাঙ্মুখ হওয়ায় আল্লাহ তাহাদিগকে সেই কথা স্মরণ করাইয়া দিতেছেন।—তঃ মঃ আঃ।

ইহুদী ও খ্রীষ্টান পাদরীগণ তওরাত ও ইঞ্জিল হইতে হজরত রসুলোল্লার আবির্ভাবের সুসংবাদ সমূহ লোপ করিবার জন্য বহু ব্যর্থ চেষ্টা করিলেও আল্লাহতা'লার অপার অনুগ্রহে এখনও ঐ গ্রন্থদ্বয়ে সেই সকল সমুজ্জ্বল ভবিষ্যদ্বাণী জলন্ত অক্ষরে লিখিত রহিয়াছে। তওরাত হইতে হজরত মুসা বর্ণিত ভবিষ্যদ্বাণী ইহার পূর্ব্ববর্ত্তী ৭৩ আয়তের তফ্সীরে বর্ণিত হইয়াছে। ইঞ্জিল হইতে হজরত ঈসার বর্ণিত একটি ভবিষ্যদ্বাণী এস্থানে উদ্ধৃত হইল:—"তোমাদিগকে বলিবার আমার আরও অনেক কথা আছে; কিন্তু তোমরা এখন সে সকল সহ্য করিতে পারিবে না। পরন্তু তিনি সত্যের আত্মা—যখন আসিবেন, তখন পথ দেখাইয়া তোমাদিগকে সমস্ত সত্যে লইয়া যাইবেন। কারণ তিনি আপনা হইতে কিছু বলিবেন না; কিন্তু যাহা শুনেন, তাহাই বলিবেন এবং আগামী ঘটনাও তোমাদিগকে জানাইবেন। তিনি আমাকে মহিমান্বিত করিবেন। কেননা আমার যাহা সত্য, তাহাই তোমাদিগকে জানাইবেন।"—ইঞ্জিল—যোহন ৬—১২ হইতে ১৪।

সহিত সাক্ষীগণের অন্তর্ভূক্ত রহিলাম।
৮২। অতএব ইহার পর যাহারা ফিরিয়া যায়, তাহারাই দুষ্কার্য্যকারী।
৮৩। তবে কি তাহারা আল্লার ধর্ম্ম ব্যতীত অন্য কিছু কামনা করে? এবং নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলে যাহা আছে ইচ্ছা ও অনিচ্ছা ক্রমে সকলেই তাঁহার উদ্দেশ্যে আত্মসমর্পণ করিয়াছে এবং তাঁহারই দিকে প্রত্যাবর্ত্তিত হইবে।
৮৪। তুমি বল—আমরা আল্লার প্রতি এবং যাহা আমাদের প্রতি অবতীর্ণ

مِنَ الشّٰهِدِيْنَ ○ ٨٢- فَمَنْ تَوَلّٰى
بَعْدَ ذٰلِكَ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْفٰسِقُوْنَ ○
٨٣- اَفَغَيْرَ دِيْنِ اللّٰهِ يَبْغُوْنَ وَلَهٗٓ اَسْلَمَ
مَنْ فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ طَوْعًا
وَّكَرْهًا وَّاِلَيْهِ يُرْجَعُوْنَ ○ ٨٤- قُلْ
اٰمَنَّا بِاللّٰهِ وَمَآ اُنْزِلَ عَلَيْنَا وَمَآ اُنْزِلَ

৮২। আল্লাহতা'লা বলিতেছেন—এই সকল প্রত্যক্ষ সত্য বর্ণনা পাঠ করিবার পরেও যদি তাহারা তোমাকে বিশ্বাস এবং সত্যধর্ম্ম গ্রহণ না করে; তবে নিশ্চয় তাহারা দুষ্কার্যকারী। ফলতঃ ইহুদী ও খ্রীষ্টান জাতির যদি জ্ঞানচক্ষু উন্মিলিত থাকিত এবং তওরাত ও ইঞ্জিল যদি সত্য সত্যই তাহারা বিশ্বাস করিত, তবে তাহারা কখনই হজরত রসুলোল্লাকে অবিশ্বাস কিম্বা সত্যধর্ম্ম—ইসলাম গ্রহণে অস্বীকার করিতে পারিত না।

৮৩। এই আয়তে মানব জাতির জন্য আল্লাহতা'লার একটি মহান সত্য প্রতিধ্বনিত হইয়াছে। আল্লাহতা'লা বলিতেছেন যে, ইচ্ছায় হউক অথবা অনিচ্ছায় হউক, বিশ্বজগতের পক্ষে আল্লার প্রতি আত্মসমর্পণ না করিয়া উপায়ান্তর নাই। অতএব তোমরা যদি আল্লার ধর্ম্ম অবলম্বন করিতে চাও, তবে তৎপ্রতি আত্মসমর্পণ কর। আল্লার উদ্দেশ্যে আত্মসমর্পণ করার নামই ইসলাম এবং ইহাই তাঁহার মনোনীত স্বভাব ধর্ম্ম।

"এবং নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলে যাহা আছে, ইচ্ছা ও অনিচ্ছাক্রমে সকলেই আল্লার উদ্দেশ্যে আত্মসমর্পণ করিয়াছে"—ইহার মর্ম্ম এই যে, আল্লাহতা'লা বিশ্ব-জগত সৃষ্টি করিয়া যাহার জন্য যে বিধি ও নিয়মে নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন, তাহা ঠিক সেই অনুসারেই পরিচালিত হইতেছে। অনন্ত শূন্য মণ্ডলে লক্ষ্য করিলে চন্দ্র ও সূর্য্যের নিয়মানুবর্ত্তিতা, বিভিন্ন গ্রহ মণ্ডলীর স্ব স্ব নির্দ্দিষ্ট কক্ষ-পথে পরিভ্রমণ, গতিশীল ধুমকেতু ও উল্কা সমূহের বিস্ময়কর আবর্ত্তন ও বিবর্ত্তন এবং অসংখ্য নক্ষত্রাবলীর নিয়মত দীপ্তি-বিকাশ প্রভৃতি পবিত্র কোরানোক্তির সমুজ্জল সত্যতা প্রকাশ করিতেছে; আবার ভূমণ্ডল-নিবাসী জীব জাতির নিয়মিত জীবন ও মৃত্যু, তরু-লতার সাময়িক সঙ্কোচ ও বিকাশ, ফল ফুলের স্বাভাবিক শোভা সৌন্দর্য্য ও গন্ধ-মাধুর্য্য বিতরণ এবং ধরণীর অপরিবর্ত্তনীয় প্রাকৃতিক বিবর্ত্তন ও ঋতু-পরিবর্ত্তনের প্রতি লক্ষ্য করিলে ঐ সত্যই মানবের মনের মধ্যে উজ্জল হইয়া ফুটিয়া উঠে, আল্লাহতা'লার ঐ সকল নিয়ম অতিক্রম কিংবা তাঁহার বিধানের ব্যতিক্রম করিবার সাধ্য কাহারও নাই। অতএব ঐ সমস্ত বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য করিয়া—সর্ব্বশক্তিমান আল্লাহতা'লা মানব-জাতির জন্য যে স্বাভাবিক ধর্ম্ম নির্দ্দেশ করিয়াছেন এবং তাহাদের জন্য যে সকল কর্ত্তব্য ও বিধি নিষেধ নির্দ্ধারিত হইয়াছে, তাহা সর্ব্বতোভাবে প্রতিপালন করা মানবের একান্ত কর্ত্তব্য।

"আল্লার ধর্ম্ম" বলিতে আল্লার প্রবর্ত্তিত স্বভাব ধর্ম্ম পবিত্র 'ইসলামই' নির্দ্দেশিত হইয়াছে। কারণ একমাত্র ইসলামই আল্লাহতা'লার একত্ব, গৌরব ও মহত্ত্বের এবং তৎপ্রবর্ত্তিত স্বাভাবিকতার সত্যতা প্রকাশক। অন্যান্য সকল ধর্ম্ম অস্বাভাবিকতা এবং অন্ধবিশ্বাসে বিকৃত হইয়া গিয়াছে।

৮৪। ইহুদী ও খ্রীষ্টান জাতির ভ্রান্তি, ধর্ম্ম সম্বন্ধে তাহাদের পরস্পরের ঈর্ষা-বিদ্বেষ এবং ধর্ম্ম-প্রবর্ত্তকগণের নিন্দা-গ্লানি প্রভৃতি বিষয় ব্যক্ত করিবার পর, এই আয়তে আল্লাহতা'লা ইসলামের-মূল

عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ
وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَىٰ
وَعِيسَىٰ وَالنَّبِيُّونَ مِن رَّبِّهِمْ
لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ وَنَحْنُ
لَهُ مُسْلِمُونَ ○ ৮৫- وَمَن يَبْتَغِ
غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ
وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ ○

হইয়াছে এবং যাহা এবরাহিম ও এসমাইল ও এসহাক ও এয়াকুব এবং তাহাদের বংশধরগণের প্রতি অবতীর্ণ হইয়াছে এবং যাহা মুসা ও ঈসা ও নবিগণকে তাহাদের প্রতিপালক কর্তৃক প্রদত্ত হইয়াছে, তৎপ্রতি বিশ্বাস স্থাপন করিলাম ; আমরা তাহাদের মধ্যে কাহাকেও পার্থক্য জ্ঞান করি না এবং আমরা তাঁহারই প্রতি আত্মসমর্পণকারী।
৮৫। এবং যে-কেহ ইসলাম ব্যতীত অন্য ধর্ম্মের অনুসরণ করে, ফলতঃ উহা কখনই তাঁহার নিকট হইতে পরিগৃহীত হইবে না এবং পরলোকে সে ক্ষতিগ্রস্ত-

---

সত্য ও উদারতার বিষয় বর্ণনা করিতেছেন। পবিত্র ইসলামের উন্নত ও উদার নীতির ফলে মুসলমানগণ সমস্ত সত্যধর্ম্ম-প্রচারক নবী প্রত্যাদিষ্ট গ্রন্থমালাকে ভক্তি ও বিশ্বাস করিয়া থাকেন। ইহুদীরা যেমন হজরত ঈসা নবীকে ভণ্ড-প্রতারক বলিয়া গালি দেয় এবং তদ্বিনিময়ে খ্রীষ্টানেরা যেরূপ পূর্ব্ববর্ত্তী সমস্ত নবীকে পাপী ও গোনাহগার বলিয়া অভিহিত করে, মুসলমানেরা কখনই সেরূপ অন্যায় ও অসঙ্গত কথা বলে না—বরং তাহারা এইরূপ বলা মহাপাপ বলিয়া মনে করে। ইসলামী ধর্ম্ম বিশ্বাস অনুসারে আল্লার প্রতি আত্মসমর্পণ পূর্ব্বক তাঁহার অনুগৃহীত নবিগণ ও প্রত্যাদিষ্ট গ্রন্থমালার প্রতি বিশ্বাস করা একান্ত কর্ত্তব্য। যে তাহা না করিবে কিংবা কোন নবীকে মন্দ জানিবে, সে কখনই প্রকৃত মুসলমান হইতে পারিবে না।—কোঃ ২—১৩৬ আয়ত দ্রষ্টব্য।

মুসলমানগণের পক্ষে হজরত রসুলোল্লার প্রতি অবতারিত পবিত্র কোরানের ন্যায়—হজরত মুসা, হজরত দাউদ ও হজরত ঈসার প্রতি অবতারিত তওরাত, জবুর ও ইঞ্জিল—এই গ্রন্থত্রয় এবং হজরত ইব্রাহিম, হজরত এসমাইল, হজরত এসহাক, হজরত এয়াকুব ও অন্যান্য নবিগণের প্রতি প্রত্যাদিষ্ট নির্দ্দেশাবলীকে সত্য বলিয়া বিশ্বাস করা একান্ত কর্ত্তব্য। কিন্তু বর্ত্তমানে ঐ সকল গ্রন্থের যেগুলি অবশিষ্ট আছে, সে-গুলিকে সত্য অথবা মিথ্যা বলা হইতে মুসলমানদের বিরত থাকা উচিত। কারণ বহু পরিবর্ত্তনের পরেও ঐ সকল গ্রন্থের কোন কোন অংশ অবিকৃত থাকা যেমন অসম্ভব নহে, সেইরূপ উহার বহুলাংশ বিকৃত অথবা পরিবর্ত্তিত হওয়া ও তেমনি সম্ভবপর। অবশ্য পবিত্র কোরানের সহিত ঐ সকল গ্রন্থাবলীর যে সকল অংশের সৌসাদৃশ্য আছে, সেই সকল অংশকে অবিকৃত বলিয়া ধারণা করা যাইতে পারে; কিন্তু যে সকল অংশ কোরান শরিফের বিরোধী, সেই সকল অংশ হয় রহিত হইয়াছে, নচেৎ ইহুদী ও খ্রীষ্টান লেখকেরা উহার পরিবর্ত্তন ও বিকৃতি সাধন করিয়াছে। আর আধুনিক—পূর্ব্ব প্রত্যাদিষ্ট গ্রন্থমালার যে সকল অংশ কোরান ও হাদিসের বর্ণনার অতিরিক্ত, তাহার সত্যাসত্যের বিচার-ভার ধর্ম্ম-শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত মণ্ডলী এবং ঐতিহাসিক, প্রত্নতাত্ত্বিক ও বৈজ্ঞানিকের উপর ; ঐ সম্বন্ধে আমাদের বলিবার কিছুই নাই।

৮৫। পবিত্র ইসলামই যে আল্লার মনোনীত একমাত্র সত্য-ধর্ম্ম, আল্লাহতা'লা পুনরায় তাহা স্মরণ করাইয়া দিয়া ঘোষণা করিতেছেন যে, যাহারা ইসলাম গ্রহণ না করিয়া অন্য ধর্ম্মে মুক্তির অনুসন্ধান করিবে, পরকালে তাহাদের সকল সাধনাই ব্যর্থ হইয়া যাইবে। পবিত্র ইসলাম গ্রহণ ব্যতীত কেহই মুক্তিলাভ করিতে পারিবে না।—কোঃ ৩—১৯ এবং উহার তফসীর দ্রষ্টব্য।

দিগের অন্তর্গত হইবে। ৮৬। কিরূপে
আল্লাহ সেই সম্প্রদায়কে পথ-প্রদর্শন
করিবেন—যাহারা বিশ্বাস-স্থাপনের পর
অবিশ্বাসী হইয়াছে; এবং তাহারা
রসুলের সত্যতা বিষয়ে সাক্ষ্য প্রদান
করিয়াছিল এবং তাহাদের নিকট প্রকাশ্য
নিদর্শন-সমূহ আসিয়াছিল; এবং আল্লাহ
অত্যাচারী সম্প্রদায়কে পথপ্রদর্শন করেন
না। ৮৭। উহারাই—যাহাদের প্রতিফল
এই যে, নিশ্চয় তাহাদের উপর আল্লার
ও তাঁহার ফেরেশ্‌তাগণের ও সমস্ত
মানবের অভিসম্পাত ;— ৮৮। উহারা
তন্মধ্যে সর্ব্বদা অবস্থান করিবে তাহাদিগ
হইতে শাস্তি প্রশমিত হইবে না এবং

٨٦- كَيْفَ يَهْدِى اللّٰهُ قَوْمًا كَفَرُوْا
بَعْدَ اِيْمَانِهِمْ وَشَهِدُوْٓا اَنَّ الرَّسُوْلَ حَقٌّ
وَّجَآءَهُمُ الْبَيِّنٰتُ ط وَاللّٰهُ لَا يَهْدِى
الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ ○ ٨٧- اُولٰٓئِكَ
جَزَآؤُهُمْ اَنَّ عَلَيْهِمْ لَعْنَةَ اللّٰهِ وَالْمَلٰٓئِكَةِ
وَالنَّاسِ اَجْمَعِيْنَ ○ ٨٨- خٰلِدِيْنَ
فِيْهَا ج لَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ

বর্ত্তমান সময়ে সকল ধর্ম্মাবলম্বীর মধ্যেই একদল লোক দেখিতে পাওয়া যায়—যাহারা সকল ধর্ম্মেই মুক্তি আছে বলিয়া প্রচার করে। কিন্তু পবিত্র কোরান স্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করিয়াছে যে, ইসলাম ব্যতীত অন্য কোন ধর্ম্মেই মুক্তি নাই। যাহারা সকল ধর্ম্মেই মুক্তিবাদ বিশ্বাস করে, তাহারা প্রকৃতপক্ষে কোন ধর্ম্মেই বিশ্বাসী নহে; উহারা প্রকারান্তরে ধর্ম্মহীন নাস্তিক মাত্র। কোন মুসলমান ঐরূপ বিশ্বাস করিলে সে অবিশ্বাসী কাফের হইয়া যাইবে—ইহাই প্রসিদ্ধ ফেকাহ শাস্ত্রবিদগণের সুচিন্তিত অভিমত।—তঃ হক্কানী।

৮৬। ইহুদী ও খ্রীষ্টান সম্প্রদায়ের ভ্রান্তি এবং কর্ত্তব্য সম্বন্ধে কোরান শরিফে বহু আয়ত অবতীর্ণ হইবার পরেও যে সকল অন্ধ বিশ্বাসী, স্বার্থপর ইহুদী ও খ্রীষ্টান নিজেদের ভ্রম সংশোধন পুর্ব্বক হজরত রসুলোল্লার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন অথবা সত্য ধর্ম্ম গ্রহণ করেন নাই, তাহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া এই আয়ত অবতীর্ণ হয়, যথা—"যাহারা বিশ্বাস-স্থাপনের পর অবিশ্বাসী হইয়াছে"—ইহার মর্ম্ম এই যে, যাহারা পূর্ব্ববর্ত্তী নবিগণের প্রতি বিশ্বাসী হইবার পর তাঁহাদের মুখে হজরত রসুলোল্লার আগমনের ভবিষ্যদ্বাণী ও সুসংবাদ শুনিয়া এবং শেষনবী সম্বন্ধে তাহাদের গ্রন্থ সমূহে যে সকল নিদর্শন লিখিত আছে, তাহা প্রত্যক্ষ দর্শন করিয়াও তৎপ্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে নাই, তাহারা কখনই সুপথ প্রাপ্ত হইবে না। আল্লাহ রসুলের সত্যতা জানিবার পরে যাহারা উহা অস্বীকার করে, তাহারাই সর্ব্বাপেক্ষা অত্যাচারী। তাহারা আমার ক্ষমা ও করুণা হইতে চির-বঞ্চিত হইবে।

৮৭। যাহারা জানিয়া শুনিয়া আল্লাহতা'লার মনোনীত সত্যধর্ম্ম এবং তদীয় রসুলের প্রতি অবিশ্বাসী হয়, তাহারা আল্লার অনুগ্রহ হইতে বঞ্চিত হইয়া ফেরেশ্‌তা ও মানব প্রভৃতি যাবতীয় জগদ্বাসী কর্ত্তৃক অভিসম্পাত-গ্রস্ত হইয়া থাকে।

৮৮। পূর্ব্ববর্ত্তী আয়তদ্বয়ে যে সকল অবিশ্বাসীর প্রসঙ্গ বর্ণিত হইয়াছে—অর্থাৎ যাহারা জানিয়া-শুনিয়া আল্লাহ ও রসুলকে অবিশ্বাস করিবে, তাহারা আল্লাহতা'লার কোপে পতিত হইয়া চিরকালের জন্য অবিরাম শাস্তি ও লাঞ্ছনা ভোগ করিতে থাকিবে।

وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ ۝ ٨٩- إِلَّا الَّذِينَ
تَابُوا مِن بَعْدِ ذَٰلِكَ وَأَصْلَحُوا
فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ۝ ٩٠- إِنَّ الَّذِينَ
كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ ثُمَّ ازْدَادُوا
كُفْرًا لَّن تُقْبَلَ تَوْبَتُهُمْ وَأُولَٰئِكَ
هُمُ الضَّالُّونَ ۝ ٩١- إِنَّ الَّذِينَ
كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَن يُقْبَلَ
مِنْ أَحَدِهِم مِّلْءُ الْأَرْضِ ذَهَبًا
وَلَوِ افْتَدَىٰ بِهِ ۗ أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ
أَلِيمٌ وَمَا لَهُم مِّن نَّاصِرِينَ ۝

তাহাদিগকে বিরাম দেওয়া যাইবে না।
৮৯। কিন্তু যাহারা ইহার পর ক্ষমা প্রার্থনা করিয়াছে ও সংশোধিত হইয়াছে, তবে নিশ্চয় আল্লাহ ক্ষমাশীল করুণাময়।
৯০। নিশ্চয় যাহারা বিশ্বাস-স্থাপনের পর অবিশ্বাসী হইয়াছে তৎপরে অবিশ্বাস পরিবর্দ্ধিত করিয়াছে, তাহাদের ক্ষমা-প্রার্থনা কখনই পরিগৃহীত হইবে না এবং তাহারাই পথভ্রান্ত।
৯১। নিশ্চয় যাহারা অবিশ্বাস করিয়াছে এবং অবিশ্বাসী অবস্থায় মরিয়াছে, ফলতঃ তাহাদের কাহারও নিকট হইতে পৃথিবী-পরিপূর্ণ স্বর্ণও লওয়া হইবে না—যদিও সে স্বীয় মুক্তি-বিনিময়ে উহা প্রদান করে; উহাদেরই জন্য যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি রহিয়াছে এবং উহাদের জন্য কোনই সাহায্যকারী নাই।

৮৯। এই আয়তে আল্লাহতা'লা অবিশ্বাসীদিগের তিন প্রকার অবস্থা—অর্থাৎ তিন শ্রেণীর অবিশ্বাসী লোকের প্রসঙ্গ বর্ণনা করিতেছেন। প্রথমতঃ যে সকল অবিশ্বাসী অনুতপ্ত চিত্তে ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া হজরত রসুলোল্লার প্রতি বিশ্বাস-স্থাপন এবং সত্যধর্ম্ম গ্রহণ করিবে, তাহারা বিশ্বাসীদিগের ন্যায় ইহ-পরকালে আল্লাহতা'লার ক্ষমা ও করুণা লাভ করিয়া ধন্য হইবে।—তঃ হক্কানী।

৯০। দ্বিতীয়তঃ—যে সকল অবিশ্বাসী হজরত রসুলোল্লার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন ও সত্যধর্ম্ম গ্রহণ করিবার পর পুনরায় অবিশ্বাসী হইবে এবং পুনঃ পুনঃ আল্লাহ ও রসুলের বিদ্রোহাচরণ পূর্ব্বক স্বীয় পাপের ভার বর্দ্ধিত করিবে, তাহাদের ক্ষমা প্রার্থনা কখনই পরিগৃহীত হইবে না। ঐ সকল লোকের যাবতীয় ক্ষমা প্রার্থনা সম্পূর্ণ ব্যর্থ হইয়া যাইবে এবং উহাদিগকে স্ব স্ব অপরাধের জন্য অবশ্যই কঠোর শাস্তি ভোগ করিতে হইবে। এই জন্য আল্লাহতা'লা উহাদিগকে পথ-ভ্রান্ত বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।—এবনে আব্বাস, তঃ কবির।

৯১। এই আয়তে তৃতীয় প্রকার অবিশ্বাসীদের বিষয় বিবৃত হইয়াছে। যাহারা সারা জীবন পাপ করিতে করিতে পাপের ভরা পূর্ণ করিয়া বিনা ক্ষমা প্রার্থনায় মৃত্যুমুখে পতিত হইবে, তাহাদিগকে তিনটি ভীতিজনক বাক্য স্মরণ করাইয়া দেওয়া হইতেছে।

প্রথমতঃ—তাহারা স্বীয় পাপের জন্য যে দুঃসহ শাস্তিভোগ করিবে, তাহা হইতে মুক্তি লাভের বিনিময়ে যদি তাহারা পৃথিবী পরিমাণ স্বর্ণও উপস্থিত করে, তথাপি তাহা গ্রহণ করা হইবে না। ইহার মর্ম্ম এই যে, সেই শাস্তি হইতে কোনরূপ বিনিময় প্রদান করিয়া মুক্তিলাভ সম্পূর্ণ অসম্ভব। দ্বিতীয়তঃ—তাহাদের শাস্তি অত্যন্ত ভীতিপ্রদ, কঠোর ও যন্ত্রণাদায়ক হইবে এবং তৃতীয়তঃ—কেহই তাহাদের জন্য সাহায্য বা অনুরোধ করিবেন না।

চতুর্থ পারা—লান্‌তানালু

১০ম রুকু—ইসলামী সত্যের চির-বিদ্যমানতা

৯২। তোমরা যাহা ভালবাস, তাহা হইতে ব্যয় না করা পর্য্যন্ত তোমরা কখনই কল্যাণ লাভ করিতে পারিবে না; এবং তোমরা যদ্বিষয় হইতে ব্যয় কর, আল্লাহ তাহা পরিজ্ঞাত আছেন।

৯৩। তওরাত অবতারণের পূর্ব্বে এসরাইল নিজের জন্য যাহা অবৈধ

۹۲- لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتّٰى تُنْفِقُوْا
مِمَّا تُحِبُّوْنَ ۵ وَمَا تُنْفِقُوْا مِنْ شَیْءٍ
فَاِنَّ اللّٰهَ بِهٖ عَلِیْمٌ ۝ ۹۳- كُلُّ
الطَّعَامِ كَانَ حِلًّا لِّبَنِیْۤ اِسْرَآءِیْلَ

৯২। আল্লার উদ্দেশ্যে আত্মসমর্পণ পূর্ব্বক তাঁহার প্রসন্নতা এবং নিজের কল্যাণ লাভের জন্য মানবের অন্ধকারময় জীবন-পথে এই মহিমান্বিত আয়তটি সমুজ্জ্বল জ্যোতির্ম্ময় প্রদীপ সদৃশ। আল্লাহতালা বলিতেছেন যে, যদি তোমরা কল্যাণ লাভ করিতে চাও, তবে তোমাদের যাহা সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয়—ধর্ম্মের জন্য তাহা হইতে ব্যয় কর। এবং আল্লাহ সেই সঙ্গে একথাও বলিয়া দিতেছেন যে, তোমরা যে উদ্দেশ্যে যেরূপ দ্রব্য ব্যয় কর, তাহা আমি উত্তমরূপে অবগত আছি।

এই মহান আয়তের ভাব ও মর্ম্ম অত্যন্ত ব্যাপক। সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয় তাহার জীবন ও দেহ। সুতরাং বুঝা যাইতেছে যে, আল্লার সন্তুষ্টি ও নিজের কল্যাণ লাভের জন্য নিজের জীবন ও দেহ হইতে ব্যয় করা—অর্থাৎ ধর্ম্মের জন্য আবশ্যক হইলে নিজের জীবন ও দেহ উৎসর্গ করিয়া দেওয়া কর্ত্তব্য। প্রাথমিক যুগের মুসলমানদিগের মধ্যে এইরূপ ত্যাগ ও আত্মোৎসর্গের অসংখ্য উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত পরিলক্ষিত হয়। অনন্তর মানবের পক্ষে প্রিয় তাহার পরিবার-পরিজন—পিতা-মাতা ভ্রাতা ও স্ত্রী-পুত্র কন্যা প্রভৃতি। সুতরাং মানব-জীবনে ধর্ম্ম ও কল্যাণের জন্য ইহাদিগকেও উৎসর্গ করার আবশ্যক হইতে পারে। এই উৎসর্গ নানারূপ। প্রাথমিক যুগের মুসলমানেরা ধর্ম্মের জন্য স্বদেশ ও স্বজন—এমন কি পিতা-মাতা, স্ত্রী-পুত্র-কন্যা প্রভৃতি পরিত্যাগ করিয়া এবং কখন কখন বা ঐ সকল প্রিয় পরিজনবর্গকে ধর্ম্ম ও জাতির গৌরব রক্ষার জন্য আল্লার নামে নিশ্চিত মরণের মুখে উৎসর্গ করিয়া যেরূপ সমগ্র জগদ্বাসীকে বিস্মিত ও চকিত করিয়া দিয়াছিলেন, ইতিহাস তাহার সাক্ষী। তারপর লোকের প্রিয় তাহার ধন-সম্পদ, পশু পক্ষী ও সম্মান-প্রতিপত্তি। আল্লার নামে দীন-দুঃখীর হিতসাধনকল্পে অথবা ধর্ম্ম ও জাতির গৌরব রক্ষার্থে ধন-সম্পদ ব্যয় করা, নিজের প্রিয় পশু কোরবানী করা এবং সম্মান প্রতিপত্তির দিকে না চাহিয়া আল্লার ধর্ম্ম এবং সত্য ও সুনীতি প্রচার করাই উক্ত দানের আদর্শ। কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, আসক্তি এবং উৎকৃষ্ট খাদ্যদ্রব্য অথবা বসন ভূষণ বর্জ্জনও ইহার অন্তর্ভুক্ত হইতে পারে। ফলতঃ মুসলমান জাতির পতন যুগের পূর্ব্ব-মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত এসম্বন্ধে জগতে তাঁহারাই আদর্শ এবং অপ্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন। ঐ সকল মহান গুণ গরিমার জন্যই প্রাথমিক যুগের মুসলমানেরা জগজ্জয়ী হইয়াছিলেন এবং উহার অভাবেই আজ জগতে আমরা পদদলিত, লাঞ্ছিত ও অবজ্ঞাত।—তঃ হক্কানী।

যখন এই আয়ত অবতীর্ণ হয়, তখন সাহাবা হজরত আবু তাল্‌হা স্বীয় জীবিকা অর্জ্জনের একমাত্র অবলম্বন—'বিরহা' নামক উদ্যানটি আল্লার পথে ব্যয় করিবার জন্য হজরত রসুলোল্লার হস্তে সমর্পণ করিয়াছিলেন।—সহি বোখারী।

৯৩। সাধারণতঃ ধর্ম্মভীরু লোকেরা আত্মিক উন্নতির জন্য দৈহিক সৌন্দর্য্য প্রসাধক ও পুষ্টিকর দ্রব্যাদি পরিত্যাগ করিয়া থাকেন। এই জন্য মূল্যবান সুদৃশ্য বসন-ভূষণ এবং সুস্বাদু

করিয়াছিল তদ্ব্যতীত সর্ব্ববিধ খাদ্য
এসরাইল-বংশীয়গণের জন্য বৈধ ছিল ;
তুমি বল—যদি তোমরা সত্যবাদী হও
তবে তওরাত আনয়ন কর—তৎপরে উহা
পাঠ কর। ৯৪। অনন্তর যদি কেহ
ইহার পর আল্লার প্রতি অসত্যারোপ
করে, তবে তাহারাই অত্যাচারী।

إِلَّا مَا حَرَّمَ إِسْرَائِيلُ عَلَىٰ نَفْسِهِ مِن
قَبْلِ أَن تُنَزَّلَ التَّوْرَاةُ ۗ قُلْ فَأْتُوا
بِالتَّوْرَاةِ فَاتْلُوهَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ۝
٩٤- فَمَنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ
مِن بَعْدِ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ

পুষ্টিকর অথবা উগ্র খাদ্যদ্রব্য বহু ধার্ম্মিক ব্যক্তিকেই বর্জ্জন করিতে দেখা যায়। হজরত ইয়াকুব ঐ জন্যই উগ্র উষ্ট্রমাংস ভক্ষণ পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। তাঁহার আদর্শ অনুযায়ী ইহুদীগণ—হজরত এবরাহিমের বংশধরগণের পক্ষে উষ্ট্রমাংস ভক্ষণ অবৈধ জ্ঞানে পরিত্যাগ করিয়াছিল। কিন্তু হজরত রসুলোল্লাহ যখন উষ্ট্রমাংস বৈধ বলিয়া প্রচার করিলেন, তখন তাহারা বলিল যে আপনি নিজেকে হজরত এবরাহিমের বংশধর এবং তাঁহার সুদৃঢ় সত্যধর্ম্মের প্রচারক বলিয়া প্রকাশ করেন, অথচ এবরাহিম-বংশীয়দের অবৈধ উষ্ট্রমাংসকে বৈধ করিতেছেন, ইহা কিরূপ বিসদৃশ ব্যবস্থা! ইহুদীদিগের ঐ কথার উত্তরে এই আয়ত অবতীর্ণ হয়। আল্লাহতা'লা বলিলেন,—"তুমি বল যে, উষ্ট্রমাংস হজরত এবরাহিম ও তাহার বংশধরগণের প্রতি সর্ব্বদাই বৈধ ছিল। তওরাত অবতরণের পূর্ব্বে এসরাইল অর্থাৎ এয়াকুব উহা কেবল নিজের জন্যই অবৈধ করিয়াছিল। ফলতঃ সে নিজে উষ্ট্রমাংস পরিত্যাগ করা ভিন্ন অপরের জন্য উহা অবৈধ করে নাই। তথাপি যদি তোমরা বলিতে চাও যে, উষ্ট্রমাংস এবরাহিমের বংশের জন্য অবৈধ এবং প্রকৃতই যদি তোমরা সত্যবাদী হও, তবে তওরাত আনিয়া প্রমাণ কর যে, এবরাহিম বংশের জন্য উষ্ট্রমাংস নিষিদ্ধ।" প্রকৃত কথা এই যে, তওরাত হজরত এবরাহিমের অনেক পরবর্ত্তী প্রত্যাদেশ। অবিশ্বাসী ও অবাধ্য এসরাইল-বংশীয় ইহুদীদিগের জন্যই উহার বিধি-ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রিত হয়। ইহুদী জাতির অবাধ্যতার শাস্তি স্বরূপও তাহাদের উপর অনেক বিধি-নিষেধ প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। সুতরাং উহার দ্বারা হজরত এবরাহিম ও তাঁহার অন্যান্য বংশধরগণের প্রতি কোন বিষয়ের বৈধাবৈধ সীমাবদ্ধ হইতে পারে না। ইহুদীরা অবজ্ঞা বশতঃই ঐ কথা বলিয়াছিল।—তঃ হক্কানী।

কুল্লো-তায়াম—সর্ব্ববিধ খাদ্য। এই শব্দার্থ গ্রহণ করিয়া কোন কোন খ্রীষ্টান সমালোচক পবিত্র কোরানের প্রতি কটাক্ষ করিয়া বলিয়াছেন যে, সর্ববিধ খাদ্য এসরাইল বংশে কোন্ যুগে বৈধ ছিল? কিন্তু তাহারা পবিত্র কোরানের আয়তের প্রতি একটু অভিনিবেশ সহকারে লক্ষ্য করিলেই বুঝিতে পারিতেন যে, ইহুদী ও মুসলমানদিগের মধ্যে যে সকল খাদ্যদ্রব্যের বৈধতা লইয়া মতভেদ হইয়াছিল, এস্থানে কেবল সেই সমস্ত খাদ্যের কথা বলা হইয়াছে ; উহার অর্থ পৃথিবীর যাবতীয় জীবের খাদ্য নহে।

এই আয়তে প্রকারান্তরে একথাও বলিয়া দেওয়া হইয়াছে যে, তওরাতের ব্যবস্থা মানিতে মুসলমানেরা বাধ্য নহে—যদিও উহার সহিত বহু বিষয়ে পবিত্র কোরানের ব্যবস্থার সৌসাদৃশ্য আছে। পক্ষান্তরে তওরাত অবতারণের পূর্ব্বে হজরত এয়াকুব নিজের জন্য কোন বিষয় বৈধ বা অবৈধ স্থির করিলে তাহাও হজরত এবরাহিম বংশের জন্য অবশ্য-পালনীয় বিধানরূপে পরিগণিত হইতে পারে না। তওরাতের বহু ব্যবস্থা ইঞ্জিলে সংশোধিত হইয়াছে (বাইবেল নূতন নিয়ম দ্রষ্টব্য) এবং পবিত্র কোরান পূর্ব্ববর্ত্তী সমস্ত ব্যবস্থার সংশোধক ও চির-অপরিবর্ত্তনীয় ব্যবস্থার প্রবর্ত্তক। হজরত এবরাহিম-প্রবর্ত্তিত সুদৃঢ় সত্য-ধর্ম্ম এবং বিশুদ্ধ বিধি-ব্যবস্থার সহিত ইহার পূর্ণ সামঞ্জস্য ও প্রগাঢ় সম্বন্ধ বিদ্যমান।

করিয়াছিল তদ্ব্যতীত সর্ব্ববিধ খাদ্য এসরাইল-বংশীয়গণের জন্য বৈধ ছিল; তুমি বল—যদি তোমরা সত্যবাদী হও তবে তওরাত আনয়ন কর—তৎপরে উহা পাঠ কর।
৯৪। অনন্তর যদি কেহ ইহার পর আল্লার প্রতি অসত্যারোপ করে, তবে তাহারাই অত্যাচারী।

إِلَّا مَا حَرَّمَ إِسْرَاءِيلُ عَلَىٰ نَفْسِهِ مِن
قَبْلِ أَن تُنَزَّلَ التَّوْرَاةُ ۗ قُلْ فَأْتُوا
بِالتَّوْرَاةِ فَاتْلُوهَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ۝
٩٤- فَمَنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ
مِن بَعْدِ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ

পুষ্টিকর অথবা উগ্র খাদ্যদ্রব্য বহু ধার্ম্মিক ব্যক্তিকেই বর্জ্জন করিতে দেখা যায়। হজরত ইয়াকুব ঐ জন্যই উগ্র উষ্ট্রমাংস ভক্ষণ পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। তাঁহার আদর্শ অনুযায়ী ইহুদীগণ—হজরত এবরাহিমের বংশধরগণের পক্ষে উষ্ট্রমাংস ভক্ষণ অবৈধ জ্ঞানে পরিত্যাগ করিয়াছিল। কিন্তু হজরত রসুলোল্লাহ যখন উষ্ট্রমাংস বৈধ বলিয়া প্রচার করিলেন, তখন তাহারা বলিল যে আপনি নিজেকে হজরত এবরাহিমের বংশধর এবং তাঁহার সুদৃঢ় সত্যধর্ম্মের প্রচারক বলিয়া প্রকাশ করেন, অথচ এবরাহিম-বংশীয়দের অবৈধ উষ্ট্রমাংসকে বৈধ করিতেছেন, ইহা কিরূপ বিসদৃশ ব্যবস্থা! ইহুদীদিগের ঐ কথার উত্তরে এই আয়ত অবতীর্ণ হয়। আল্লাহতা'লা বলিলেন,—"তুমি বল যে, উষ্ট্রমাংস হজরত এবরাহিম ও তাহার বংশধরগণের প্রতি সর্ব্বদাই বৈধ ছিল। তওরাত অবতরণের পূর্ব্বে এসরাইল অর্থাৎ এয়াকুব উহা কেবল নিজের জন্যই অবৈধ করিয়াছিল। ফলতঃ সে নিজে উষ্ট্রমাংস পরিত্যাগ করা ভিন্ন অপরের জন্য উহা অবৈধ করে নাই। তথাপি যদি তোমরা বলিতে চাও যে, উষ্ট্রমাংস এবরাহিমের বংশের জন্য অবৈধ এবং প্রকৃতই যদি তোমরা সত্যবাদী হও, তবে তওরাত আনিয়া প্রমাণ কর যে, এবরাহিম বংশের জন্য উষ্ট্রমাংস নিষিদ্ধ।" প্রকৃত কথা এই যে, তওরাত হজরত এবরাহিমের অনেক পরবর্ত্তী প্রত্যাদেশ। অবিশ্বাসী ও অবাধ্য এসরাইল-বংশীয় ইহুদীদিগের জন্যই উহার বিধি-ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রিত হয়। ইহুদী জাতির অবাধ্যতার শাস্তি স্বরূপও তাহাদের উপর অনেক বিধি-নিষেধ প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। সুতরাং উহার দ্বারা হজরত এবরাহিম ও তাঁহার অন্যান্য বংশধরগণের প্রতি কোন বিষয়ের বৈধাবৈধ সীমাবদ্ধ হইতে পারে না। ইহুদীরা অবজ্ঞা বশতঃই ঐ কথা বলিয়াছিল।—তঃ হক্কানী।

কুল্লো-তায়াম—সর্ব্ববিধ খাদ্য। এই শব্দার্থ গ্রহণ করিয়া কোন কোন খ্রীষ্টান সমালোচক পবিত্র কোরানের প্রতি কটাক্ষ করিয়া বলিয়াছেন যে, সর্ববিধ খাদ্য এসরাইল বংশে কোন্ যুগে বৈধ ছিল? কিন্তু তাহারা পবিত্র কোরানের আয়তের প্রতি একটু অভিনিবেশ সহকারে লক্ষ্য করিলেই বুঝিতে পারিতেন যে, ইহুদী ও মুসলমানদিগের মধ্যে যে সকল খাদ্যদ্রব্যের বৈধতা লইয়া মতভেদ হইয়াছিল, এস্থানে কেবল সেই সমস্ত খাদ্যের কথা বলা হইয়াছে; উহার অর্থ পৃথিবীর যাবতীয় জীবের খাদ্য নহে।

এই আয়তে প্রকারান্তরে একথাও বলিয়া দেওয়া হইয়াছে যে, তওরাতের ব্যবস্থা মানিতে মুসলমানেরা বাধ্য নহে—যদিও উহার সহিত বহু বিষয়ে পবিত্র কোরানের ব্যবস্থার সৌসাদৃশ্য আছে। পক্ষান্তরে তওরাত অবতারণের পূর্ব্বে হজরত এয়াকুব নিজের জন্য কোন বিষয় বৈধ বা অবৈধ স্থির করিলে তাহাও হজরত এবরাহিম বংশের জন্য অবশ্য-পালনীয় বিধানরূপে পরিগণিত হইতে পারে না। তওরাতের বহু ব্যবস্থা ইঞ্জিলে সংশোধিত হইয়াছে (বাইবেল নূতন নিয়ম দ্রষ্টব্য) এবং পবিত্র কোরান পূর্ব্ববর্ত্তী সমস্ত ব্যবস্থার সংশোধক ও চির-অপরিবর্ত্তনীয় ব্যবস্থার প্রবর্ত্তক। হজরত এবরাহিম-প্রবর্ত্তিত সুদৃঢ় সত্য-ধর্ম্ম এবং বিশুদ্ধ বিধি-ব্যবস্থার সহিত ইহার পূর্ণ সামঞ্জস্য ও প্রগাঢ় সম্বন্ধ বিদ্যমান।

৯৫। তুমি বল—আল্লাহ সত্য বলিয়াছেন; অতএব এবরাহিমের স্থদৃঢ় ধর্ম্মের অনুসরণ কর এবং সে অংশীবাদিগণের অন্তর্গত ছিল না। ৯৬। নিশ্চয় মানবমণ্ডলীর জন্য যে আদি-গৃহ নির্দ্দিষ্ট করা হইয়াছিল তাহা মক্কার অন্তর্ভূক্ত, উহা সৌভাগ্যযুক্ত এবং বিশ্বজগতের পথ-প্রদর্শক; ৯৭। তন্মধ্যে প্রকাশ্য নিদর্শন সমূহ—মোকামে এবরাহিম অবস্থিত, এবং যে উহার মধ্যে প্রবেশ করে সে শান্তি-প্রাপ্ত হয় এবং আল্লার

الظّٰلِمُوْنَ ۝ ٩٥- قُلْ صَدَقَ اللّٰهُ قف
فَاتَّبِعُوْا مِلَّةَ اِبْرٰهِيْمَ حَنِيْفًا ط وَمَا
كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ۝ ٩٦- اِنَّ اَوَّلَ
بَيْتٍ وُّضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِيْ بِبَكَّةَ
مُبٰرَكًا وَّهُدًى لِّلْعٰلَمِيْنَ ج ٩٧- فِيْهِ
اٰيٰتٌۢ بَيِّنٰتٌ مَّقَامُ اِبْرٰهِيْمَ ۝
وَمَنْ دَخَلَهٗ كَانَ اٰمِنًا ط وَلِلّٰهِ عَلَى

৯৫। **হানিফ**—অর্থে স্থদৃঢ় স্থিত হইল। উহার অন্য অর্থ অটল, অবিচলিত, অভ্রান্ত, বিশুদ্ধ অথবা আল্লার পথে একলক্ষ্যে ঠিকভাবে গমন করা।

মিল্লাত—অর্থে 'ধর্ম্ম' গৃহীত হইল; উহার অন্য অর্থ—নীতি। কিন্তু অধিকাংশ তফ্‌সীরকারই প্রথম অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন।

৯৬। **বাক্কা**—এবং 'মক্কা'—উভয়ই 'তব্‌ক' ধাতু হইতে সমুৎপন্ন সম-শব্দ; উহার অর্থ পুঞ্জীভূত লোকের জনতা। আবার কেহ কেহ বলেন, যে, 'ভগ্ন-কণ্ঠ' অর্থ-প্রকাশক একটি ধাতু হইতে উক্ত শব্দদ্বয় নিষ্পন্ন হইয়াছে। একদা জনৈক অত্যাচারী রাজা মক্কায় অভিযান করিলে তাহার ঘাড় ভাঙ্গিয়া দেওয়া হয় এবং তাহার ফলে ঐ পুণ্যভূমি 'বাক্কা' নামে অভিহিত হয়। কোন কোন তফ্‌সীরকার বলেন যে, 'মক্কা' শহরের এবং 'বাক্কা' কাবাগৃহের বিশিষ্ট নাম।—তঃ কবির ও হক্কানী।

জেরুজালেমস্থিত উপাসনালয়ের পরিবর্ত্তে মক্কার পবিত্র কাবাগৃহ মোসলেম-জগতের 'কেবলা' নির্দ্ধারিত হওয়ায় ইহুদীরা আপত্তি করিয়াছিল। সেই আপত্তির উত্তরে এই আয়ত অবতীর্ণ হয়। তাহাদিগকে বলিয়া দেওয়া হইল যে, কাবাগৃহ জেরুজালেমস্থিত উপাসনালয়ের বহু পূর্ব্ববর্ত্তী। হজরত এবরাহিম মক্কার এই জগদ্বিখ্যাত পুণ্য-ধামের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা। পক্ষান্তরে জেরুজালেমের উপাসনা গৃহ তাঁহার বহু পরে হজরত সোলায়মান কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হয়। স্থতরাং জেরুজালেমের উপাসনালয় অপেক্ষা মক্কার কাবাগৃহ মোসলেম-জগতের লক্ষ্যস্থল হইবার সমধিক উপযোগী। কারণ ইহার প্রাচীনতা, গৌরব ও মাহাত্ম্য জেরুজালেম অথবা জগতের যে কোন উপাসনালয় অপেক্ষা বহু গুণে অধিক।

আলোচ্য আয়তে পবিত্র কাবাগৃহকে জগতের আদি-গৃহ এবং মানবজাতির সর্ব্বপ্রথম উপাসনালয় বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে। আদি-মানব হজরত আদম—এই পুণ্যধামের প্রথম প্রতিষ্ঠাতা। অনন্তর হজরত এবরাহিম ইহার পুনর্নির্ম্মাণ কার্য্য সম্পন্ন করেন। তৎপর এই গৃহের বহু সংস্কার ও সংযোগ সাধিত হইয়াছে। আল্লাহতা'লা এই পবিত্র গৃহকে "সৌভাগ্যযুক্ত ও বিশ্বজগতের পথ-প্রদর্শক" বলায় ইহার গৌরব ও মাহাত্ম্য বহুগুণে বৰ্দ্ধিত হইয়াছে।—কোঃ স্থরা বকর ১২৫ হইতে ১২৭ আয়াত দ্রষ্টব্য।

৯৭। আল্লাহতা'লা এই আয়তে পবিত্র কাবাগৃহের গৌরব ও মাহাত্ম্যের বিষয় বর্ণনা করিতেছেন। ইহার অন্যতম প্রধান গৌরব "মোকামে এবরাহিম"—অর্থাৎ এবরাহিমের স্থান; উহা একখানি প্রস্তর-বিশেষ। হজরত এবরাহিম ঐ প্রস্তরের উপর দণ্ডায়মান হইয়া কাবাগৃহ

النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ
إِلَيْهِ سَبِيلًا ۚ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ
غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ ۝ ٩٨- قُلْ
يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَكْفُرُونَ بِآيَاتِ
اللَّهِ ۚ وَاللَّهُ شَهِيدٌ عَلَىٰ مَا تَعْمَلُونَ ۝

উদ্দেশ্যে এই গৃহের হজ্ব করা সেই সকল মানুষের কর্ত্তব্য—যাহারা তদ্দিকে পথাতিক্রমে সমর্থ; এবং যদি কেহ অবিশ্বাস করে তবে নিশ্চয় আল্লাহ বিশ্বজগত হইতে যথেষ্ট। ৯৮। তুমি বল—হে গ্রন্থানুগামিগণ, তোমরা কেন আল্লার নিদর্শনাবলীর প্রতি অবিশ্বাস করিতেছ, এবং তোমরা যাহা করিতেছ

নির্ম্মাণ করিতেন এবং উহাতে তাঁহার পূর্ণ পদচিহ্ন বিদ্যমান আছে; কিন্তু ইহা যে শুধু হজরত এবরাহিমের স্মৃতি-বিজড়িত পূত-নিদর্শন অথবা মোসলেম-জগতের বিঘোষিত সম্মাম বলিয়াই এত গৌরবান্বিত, তাহা নহে; বরং এই পুতস্থান হইতেই 'তওহিদ' বা আল্লাহতা'লার একত্বের মহান ও পবিত্র সমুজ্জল জ্যোতি সমগ্র পৃথিবীতে পরিব্যাপ্ত হইয়াছে (২—১১৫ হইতে ১২৭) এবং পৃথিবীর প্রলয়কাল অবধি এই পবিত্রস্থানে তওহিদের মহিমা পরিকীর্ত্তিত হইতে থাকিবে।

'মোকামে এবরাহিম' ব্যতীত পবিত্র কাবাগৃহের আরও সহস্র সহস্র গৌরব ও মাহাত্ম্যের নিদর্শন আছে; প্রথমতঃ এই পুণ্যধাম চিরকাল মুক্ত ও স্বাধীন থাকিবে; বিধর্ম্মীর অপবিত্র পদ স্পর্শে কখনও এই পুণ্যধামের পবিত্রতা কলুষিত কিম্বা ইহার মহিমা মলিন হইবে না এবং পৃথিবীর কোন রাজশক্তি ইহার হজ্ব ও ওমরা বন্ধ করিতে পারিবে না। ইহার প্রমাণ স্বরূপ আরও বর্ণিত হইয়াছে যে "সর্প যেমন নিজ গর্ত্তে অবস্থান করে, ইসলামও সেইরূপ মক্কা ও মদিনায় অবস্থান করিবে" এবং "মহামারী কখনও মক্কায় প্রবেশ করিতে পারিবে না" (মেশকাত)। ইহুদী, খ্রীষ্টান হিন্দু, বৌদ্ধ প্রভৃতি ধর্ম্মাবলম্বীর ধর্ম্ম মন্দির ও তীর্থধাম সমুহ একাধিকবার স্বধর্ম্ম ও ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বিগণ কর্ত্তৃক অধিকৃত, লুণ্ঠিত ও ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছে এবং উহার অধিবাসিগণের তপ্ত শোণিত-স্রোতে সেই সকল স্থান সিক্ত হইয়াছে; কিন্তু পবিত্র কাবাগৃহের অনিষ্ট করিবার জন্য যাহারা অগ্রসর হইয়াছে, কাবাগৃহের মাহাত্ম্য ও পবিত্রতা প্রভাবে আল্লাহতা'লার কোপে পড়িয়া তাহারাই সমূলে ধ্বংস হইয়া গিয়াছে। ভবিষ্যতে কেহ কাবাগৃহের অনিষ্ট কামনা করিলে তাহারাও বিনাশ-প্রাপ্ত হইবে। উপরোক্ত কথাগুলি হজরত রসুলোল্লার ভবিষ্বাণী। তিনি যখন সত্যধর্ম্ম প্রচারের জন্য দুর্বিনীত স্বদেশবাসী কর্ত্তৃক বিতাড়িত হইয়া নিতান্ত অসহায়ভাবে বিদেশে অবস্থান করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন, সেই সময় স্বীয় ভক্তমণ্ডলীকে এই সকল সুসংবাদ জ্ঞাপন করিয়াছিলেন। হজরত রসুলোল্লার এই ভবিষ্বাণী-জ্ঞাপক হাদিস তাঁহার নবুয়তের সত্যতার জলন্ত প্রমাণ।

পবিত্র কাবাগৃহের প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য—আধ্যাত্মিক ও নৈতিক এবং পার্থিব ও পারলৌকিক অফুরন্ত কল্যাণ আছে। তাই আল্লাহ বলিতেছেন যে, যাহারা পবিত্র কাবাগৃহে প্রবেশ করিবে, তাহারা উহার অনন্ত কল্যাণপূর্ণ শান্তি লাভ করিয়া ধন্য হইবে এবং যাহারা ঐ পুণ্যধামে যাইতে সমর্থ, তাহাদের জন্য উহার হজ্ব করা ফরজ অর্থাৎ অপরিহার্য্য কর্ত্তব্য।—কোঃ সুরা বকরার ১৫৮ আয়ত ও উহার তফসীর দ্রষ্টব্য।

"যাহারা তদ্দিকে পথাতিক্রমে সমর্থ"—যাহাদের মক্কা-শরিফ গমনের উপযুক্ত শক্তি ও অর্থ আছে, হজ্ব তাহাদেরই জন্য ফরজ—সকলের জন্য নহে। অবশ্য যাহাদের জন্য হজ্ব ফরজ নহে, তাহারাও হজ্ব সম্পন্ন করিতে পারিলে উহার পুণ্য প্রাপ্ত হইবেন।

আল্লাহ তদ্বিষয়ে সাক্ষী। ৯৯। তুমি বল,
হে গ্রন্থানুগামিগণ, যে ব্যক্তি বিশ্বাস-
স্থাপন করিয়াছে, তাহার মধ্যে কুটিলতার
কামনায় কেন তোমরা তাহাকে আল্লার
পথে রোধ করিতেছ এবং তোমরাই সাক্ষী
রহিয়াছ? এবং তোমরা যাহা করিতেছ
তদ্বিষয়ে আল্লাহ অমনযোগী নহেন।
১০০। হে বিশ্বাস-স্থাপনকারিগণ, যাহা-
দিগকে গ্রন্থ প্রদত্ত হইয়াছে—যদি
তোমরা তাহাদের এক দলের অনুসরণ
কর, তবে তাহারা তোমাদিগকে তোমাদের
বিশ্বাসের পশ্চাতে অবিশ্বাসে প্রত্যাবর্ত্তিত
করিবে; ১০১। এবং কিরূপে তোমরা
অবিশ্বাস করিতে পার—যখন আল্লার
নিদর্শনাবলী তোমাদের সমক্ষে পঠিত
হয় এবং তোমাদের মধ্যে তাঁহার রসুল
বিদ্যমান রহিয়াছেন? এবং যে-কেহ
আল্লাহকে দৃঢ়রূপে ধারণ করে, তবে নিশ্চয়
তাহাকে সরল পথ প্রদর্শিত হইয়াছে।

٩٩- قُلْ يٰۤاَهْلَ الْكِتٰبِ لِمَ تَصُدُّوْنَ
عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ مَنْ اٰمَنَ تَبْغُوْنَهَا
عِوَجًا وَّاَنْتُمْ شُهَدَآءُ ؕ وَمَا اللّٰهُ
بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُوْنَ ۝ ١٠٠- يٰۤاَيُّهَا
الَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا اِنْ تُطِيْعُوْا فَرِيْقًا مِّنَ
الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ يَرُدُّوْكُمْ بَعْدَ
اِيْمَانِكُمْ كٰفِرِيْنَ ۝ ١٠١- وَكَيْفَ
تَكْفُرُوْنَ وَاَنْتُمْ تُتْلٰى عَلَيْكُمْ
اٰيٰتُ اللّٰهِ وَفِيْكُمْ رَسُوْلُهٗ ؕ وَمَنْ
يَّعْتَصِمْ بِاللّٰهِ فَقَدْ هُدِيَ اِلٰى صِرَاطٍ
مُّسْتَقِيْمٍ

১১শ রুকু—ইসলাম ও একতা

১০২। হে বিশ্বাস-স্থাপনকারিগণ,
তোমরা প্রকৃত ভীতি-সহকারে আল্লাহকে
ভয় কর এবং তোমরা মুসলমান হওয়া

١٠٢- يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ
حَقَّ تُقٰتِهٖ وَلَا تَمُوْتُنَّ اِلَّا وَاَنْتُمْ

৯৯। ইহুদীরা নিজেদের বদ্ধমূল অবিশ্বাস এবং জাতিগত স্বাভাবিক কুটিলতার অন্য নানারূপে বিশ্বাসী মুসলমানদিগকে পথভ্রান্ত করিবার চেষ্টা করিত। তাই আল্লাহতা'লা সেই কথার উল্লেখ করিয়া হজরত রসুলোল্লাকে বলিতেছেন যে, তুমি ইহুদীদিগকে বলিয়া দাও,—"তোমরা যাহা করিতেছ, তদ্বিষয়ে আল্লাহ অমনোযোগী নহেন"—অর্থাৎ শীঘ্রই তোমাদিগকে উহার প্রতিফল দিবেন।

১০০। অনন্তর আল্লাহতা'লা বিশ্বাসী মুসলমানদিগকে সতর্ক করিয়া বলিতেছেন যে, যদি তোমরা ইস্‌লামের প্রতি অবিশ্বাসী কোন গ্রন্থানুগামী সম্প্রদায়ের অনুসরণ কর এবং তাহাদের প্রতারণা-মূলক কথা ও কার্য্যে বিশ্বাসী হও, তবে নিশ্চয় "তোমাদিগকে তোমাদের বিশ্বাসের পশ্চাতে অবিশ্বাসে প্রত্যাবর্ত্তিত করিবে"—অর্থাৎ তোমাদিগকে প্রবঞ্চিত ও প্রতারিত করিয়া ধর্ম্মহীন কাফের করিয়া দিবে।

১০১। আল্লাহ বলিতেছেম—যাহাদের মধ্যে স্বয়ং আল্লার রসুল বিদ্যমান—যিনি তাহাদের নিকট আল্লার বাণী পাঠ করেন, তাহারা কেমন করিয়া অবিশ্বাসী থাকিতে পারে? অতএব যদি আল্লার অনুগ্রহ চাও, তবে তোমাদের জন্য যে সরল পথ প্রদর্শিত হইয়াছে—সেই ইসলাম গ্রহণ কর।

১০২। আল্লাহতা'লা অবিশ্বাসীদিগকে আবার সতর্ক করিয়া বলিতেছেন যে, যদি কল্যাণ

উদ্দেশ্যে এই গৃহের হজ্ব করা সেই সকল মানুষের কর্ত্তব্য—যাহারা তদ্দিকে পথাতিক্রমে সমর্থ; এবং যদি কেহ অবিশ্বাস করে তবে নিশ্চয় আল্লাহ বিশ্বজগত হইতে যথেষ্ট। ৯৮। তুমি বল—হে গ্রন্থানুগামিগণ, তোমরা কেন আল্লার নিদর্শনাবলীর প্রতি অবিশ্বাস করিতেছ, এবং তোমরা যাহা করিতেছ

النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ
إِلَيْهِ سَبِيلًا ط وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللّٰهَ
غَنِيٌّ عَنِ الْعٰلَمِيْنَ ○ ৯৭- قُلْ
يٰاَهْلَ الْكِتٰبِ لِمَ تَكْفُرُوْنَ بِاٰيٰتِ
اللّٰهِ ق وَاللّٰهُ شَهِيْدٌ عَلٰى مَا تَعْمَلُوْنَ○

নির্ম্মাণ করিতেন এবং উহাতে তাঁহার পূর্ণ পদচিহ্ন বিদ্যমান আছে; কিন্তু ইহা যে শুধু হজরত এবরাহিমের স্মৃতি-বিজড়িত পূত-নিদর্শন অথবা মোসলেম-জগতের বিঘোষিত লক্ষ্যধাম বলিয়াই এত গৌরবান্বিত, তাহা নহে; বরং এই পুতস্থান হইতেই 'তওহিদ' বা আল্লাহতা'লার একত্বের মহান ও পবিত্র সমুজ্জল জ্যোতি সমগ্র পৃথিবীতে পরিব্যাপ্ত হইয়াছে (২—১১৫ হইতে ১২৭) এবং পৃথিবীর প্রলয়কাল অবধি এই পবিত্রস্থানে তওহিদের মহিমা পরিকীর্ত্তিত হইতে থাকিবে।

'মোকামে এবরাহিম' ব্যতীত পবিত্র কাবাগৃহের আরও সহস্র সহস্র গৌরব ও মাহাত্ম্যের নিদর্শন আছে; প্রথমতঃ এই পুণ্যধাম চিরকাল মুক্ত ও স্বাধীন থাকিবে; বিধর্ম্মীর অপবিত্র পদ স্পর্শে কখনও এই পুণ্যধামের পবিত্রতা কুলুষিত কিম্বা ইহার মহিমা মলিন হইবে না এবং পৃথিবীর কোন রাজশক্তি ইহার হজ ও ওমরা বন্ধ করিতে পারিবে না। ইহার প্রমাণ স্বরূপ আরও বর্ণিত হইয়াছে যে "সর্প যেমন নিজ গর্ত্তে অবস্থান করে, ইসলামও সেইরূপ মক্কা ও মদিনায় অবস্থান করিবে" এবং "মহামারী কখনও মক্কায় প্রবেশ করিতে পারিবে না" (মেশকাত)। ইহুদী, খ্রীষ্টান হিন্দু, বৌদ্ধ প্রভৃতি ধর্ম্মাবলম্বীর ধর্ম্ম মন্দির ও তীর্থধাম সমূহ একাধিকবার স্বধর্ম্ম ও ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বিগণ কর্তৃক অধিকৃত, লুণ্ঠীত ও ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছে এবং উহার অধিবাসিগণের তপ্ত শোণিত-স্রোতে সেই সকল স্থান সিক্ত হইয়াছে; কিন্তু পবিত্র কাবাগৃহের অনিষ্ট করিবার জন্য যাহারা অগ্রসর হইয়াছে, কাবাগৃহের মাহাত্ম্য ও পবিত্রতা প্রভাবে আল্লাহতা'লার কোপে পড়িয়া তাহারাই সমূলে ধ্বংস হইয়া গিয়াছে। ভবিষ্যতে কেহ কাবাগৃহের অনিষ্ট কামনা করিলে তাহারাও বিনাশ-প্রাপ্ত হইবে। উপরোক্ত কথাগুলি হজরত রসুলোল্লার ভবিষ্বাণী। তিনি যখন সত্যধর্ম্ম প্রচারের জন্য দুর্ব্বিনীত স্বদেশবাসী কর্তৃক বিতারিত হইয়া নিতান্ত অসহায়ভাবে বিদেশে অবস্থান করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন, সেই সময় স্বীয় ভক্তমণ্ডলীকে এই সকল সুসংবাদ জ্ঞাপন করিয়াছিলেন। হজরত রসুলোল্লার এই ভবিষ্বাণী-জ্ঞাপক হাদিস তাঁহার নবুয়তের সত্যতার জলন্ত প্রমাণ।

পবিত্র কাবাগৃহের প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য—আধ্যাত্মিক ও নৈতিক এবং পার্থিব ও পারলৌকিক অফুরন্ত কল্যাণ আছে। তাই আল্লাহ বলিতেছেন যে, যাহারা পবিত্র কাবাগৃহে প্রবেশ করিবে, তাহারা উহার অনন্ত কল্যাণপূর্ণ শান্তি লাভ করিয়া ধন্য হইবে এবং যাহারা ঐ পুণ্যধামে যাইতে সমর্থ, তাহাদের জন্য উহার হজ করা ফরজ অর্থাৎ অপরিহার্য্য কর্ত্তব্য।—কোঃ সুরা বকরার ১৫৮ আয়ত ও উহার তফসীর দ্রষ্টব্য।

"যাহারা তদ্দিকে পথাতিক্রমে সমর্থ"—যাহাদের মক্কা-শরিফ গমনের উপযুক্ত শক্তি ও অর্থ আছে, হজ্ব তাহাদেরই জন্য ফরজ—সকলের জন্য নহে। অবশ্য যাহাদের জন্য হজ ফরজ নহে, তাহারাও হজ সম্পন্ন করিতে পারিলে উহার পুণ্য প্রাপ্ত হইবেন।

مُّسْلِمُونَ ۝ ١٠٣- وَاعْتَصِمُوا
بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا ص
وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُمْ
أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُم
بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا ج وَكُنتُمْ عَلَىٰ شَفَا
حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنقَذَكُم مِّنْهَا ط

ব্যতীত মৃত্যুমুখে পতিত হইও না।
১০৩। এবং তোমরা একযোগে আল্লার রজ্জু সুদৃঢ়রূপে ধারণ কর ও তোমরা বিভক্ত হইও না; এবং তোমাদের প্রতি আল্লার অনুগ্রহ স্মরণ কর—যখন তোমরা পরস্পর শত্রু ছিলে তখন তিনিই তোমাদের অন্তঃকরণে প্রীতি-স্থাপন করিয়াছিলেন, তৎপরে তোমরা তাঁহার অনুগ্রহে ভ্রাতৃত্বে আবদ্ধ হইলে এবং তোমরা অনল-কুণ্ডের ধারে ছিলে, অনন্তর তিনিই তোমাদিগকে উহা

চাও, তবে মৃত্যুর পূর্ব্বে—এই পার্থিব জীবনেই ইসলাম গ্রহণ করিও; নচেৎ পরকালে পরিত্রাণের সীমা পরিসীমা অথবা প্রতিকারের কোনই উপায় থাকিবে না।

১০৩। ইসলাম ধর্ম্মাবলম্বিগণের মধ্যে একতা ও সম্প্রীতি স্থাপনের জন্য এই আয়ত অতি স্পষ্টতর আদেশ। আল্লাহতা'লা মুসলমানদিগকে সমবেতভাবে একতা-সূত্রে আবদ্ধ হইবার জন্য যেরূপ আদেশ করিতেছেন, সেইরূপ নানা সম্প্রদায়ে বিভক্ত হইবার জন্য নিষেধ করিতেছেন।

হাব্‌লিল্লাহ—অর্থ 'আল্লার রজ্জু' লিখিত হইল; ইহার মূল শব্দ 'হব্‌ল'—অর্থে 'রজ্জু'। এতদ্ভিন্ন হব্‌ল শব্দের আরও বহু অর্থ পরিকল্পিত হইয়াছে, যথা- ধর্ম্ম, প্রতিশ্রুতি, শপথ, প্রতিজ্ঞা, একতাসূত্র, চুক্তিপত্র ও বন্ধুত্বের বন্ধন প্রভৃতি। এই সকল অর্থ গ্রহণ পূর্ব্বক 'হাবলিল্লাহ' অর্থে কেহ আল্লার ধর্ম্ম—ইসলাম, কেহ তাহার বাণী—পবিত্র কোরান এবং কেহ কেহ বা অনুরূপ মর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু ঐ সকল অর্থের আসল উদ্দেশ্য অভিন্ন; সুতরাং আয়তের প্রকৃত মর্ম্ম সম্বন্ধে বিশেষ কোন মতভেদ নাই।—তঃ বহরুল মহিত।

মদিনা-নিবাসী কুটীল ইহুদীগণের ষড়যন্ত্র ও প্ররোচনায় একদা আওস ও খজরজ বংশীয় বিশ্বাসী মুসলমানগণ পরস্পর দুই দলে বিভক্ত হইয়া আত্মকলহে লিপ্ত হইবার উপক্রম করিয়াছিলেন। ইসলাম গ্রহণের পূর্ব্বে তাহাদের মধ্যে বংশগত শত্রুতা ও ঈর্ষা-বিদ্বেষ বর্ত্তমান ছিল। তাঁহাদের ঐ কলহ উপলক্ষে এই আয়ত অবতীর্ণ হয় এবং হজরত রসুলোল্লার চেষ্টায় তাঁহারা পুনরায় শত্রুতা ভুলিয়া ভ্রাতৃত্বের প্রীতি-বন্ধনে আবদ্ধ হন।

আলোচ্য আয়তে আল্লাহতা'লা উপরোক্ত মুসলমানদিগকে পূর্ব্ববর্ত্তী ও পরবর্ত্তী অবস্থা তুলনা করিয়া ঈর্ষা-বিদ্বেষ ও দলাদলি বিসর্জ্জন পূর্ব্বক একতা ও সম্প্রীতি স্থাপনের জন্য যেরূপ আদেশ করিয়াছেন, তাহাতে স্পষ্টই অনুমিত হয় যে, মুসলমানের মধ্যে কোন বিষয়ে মতভেদ বা মতান্তর হইলে, তজ্জন্য দলে দলে বিভক্ত হইয়া বিবাদ-বিসংবাদ ও আত্মকলহে লিপ্ত হওয়া উচিত নহে; বরং তদ্‌পরিবর্ত্তে সকলের সমবেতভাবে 'আল্লার রজ্জু' অর্থাৎ সত্যধর্ম্ম অবলম্বন পূর্ব্বক দলাদলি ও বাদ-বিসংবাদ বিসর্জ্জন দিয়া ধর্ম্ম এবং জাতীয় উন্নতির জন্য একযোগে কার্য্য করাই উত্তম। নচেৎ সামান্য সামান্য বিষয় লইয়া বিরোধ ও আত্মকলহে লিপ্ত থাকিলে ধর্ম্মের মূল উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হইয়া যাইবে।

আয়তের শেষাংশে উক্ত হইয়াছে,—"তোমরা অনল-কুণ্ডের ধারে উপবিষ্ট ছিল; অনন্তর তিনিই তোমাদিগকে উহা হইতে উদ্ধার করিলেন; এইরূপে আল্লাহ তোমাদের জন্য স্বীয় নিদর্শনাবলী ব্যক্ত করেন—যেন তোমরা সুপথ পাও"—ইহার মর্ম্ম এই যে, হজরত রসুলোল্লার আবির্ভাবের পূর্ব্বে আরবেরা যুগ-যুগান্তর ধরিয়া বংশগত ঈর্ষা-বিদ্বেষ ও যুদ্ধ-বিগ্রহে লিপ্ত ছিল। পবিত্র কোরান

হইতে উদ্ধার করিলেন। এইরূপে আল্লাহ তোমাদের জন্য স্বীয় নিদর্শনাবলী ব্যক্ত করেন—যেন তোমরা সুপথ প্রাপ্ত হও।

১০৪। এবং তোমাদের মধ্যে এরূপ এক সম্প্রদায় হওয়া উচিত—যাহারা কল্যাণের দিকে আহ্বান করে এবং সদ্বিষয়ে আদেশ করে ও অসদ্বিষয়ে নিষেধ করে এবং তাহারাই সুফল-প্রাপ্ত হইবে।

১০৫। এবং তাহাদের সদৃশ হইও না, যাহাদের নিকট প্রকাশ্য-প্রমাণ আসিবার পর তাহারা বিচ্ছিন্ন হইয়াছে ও বিরোধ

كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمْ اٰيٰتِهٖ لَعَلَّكُمْ
تَهْتَدُوْنَ ○ ١٠٤- وَلْتَكُنْ مِّنْكُمْ
اُمَّةٌ يَّدْعُوْنَ اِلَى الْخَيْرِ وَيَاْمُرُوْنَ
بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ط
وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ○
١٠٥- وَلَا تَكُوْنُوْا كَالَّذِيْنَ تَفَرَّقُوْا
وَاخْتَلَفُوْا مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَهُمُ

এবং প্রচলিত আরবী সাহিত্যে বহু স্থানেই যুদ্ধ-বিগ্রহ অর্থে 'নার'—অর্থাৎ 'অগ্নি' শব্দের প্রয়োগ পরিলক্ষিত হয়। সুতরাং এই আয়তের 'নার' শব্দেও আরবদিগের সেই চির প্রচলিত যুগান্তব্যাপী যুদ্ধানলের প্রতিই লক্ষ্য করা হইয়াছে। যাহা হউক, পরিশেষে আল্লাহতা'লা তদীয় প্রিয়তম রসুলের সহিত স্বীয় অলৌকিক নিদর্শনপূর্ণ কোরান শরিফ অবতারণ করিয়া তাহাদিগকে ভীষণ আত্মকলহ ও সমরাগ্নি হইতে রক্ষা করিলেন এবং তাহাদিগকে সত্য ও শান্তির কুসুমাস্তৃত সরল সুপথে লইয়া আসিলেন। আরব-জাতির সেই অজ্ঞযুগের শোচনীয় অবস্থার আভাস প্রদান পূর্ব্বক এই আয়তের উপসংহার করা হইয়াছে।

১০৪। পূর্ব্ববর্ত্তী আয়তে উক্ত হইয়াছে যে, পবিত্র ইসলাম বিভিন্ন মানব জাতি এবং ভিন্ন ভিন্ন বিরোধ ও যুদ্ধ বিগ্রহের অগ্নিময় দিক্‌ভ্রান্তি হইতে শান্তি, মুক্তি ও কল্যাণের কুসুমাস্তৃত সুপথ প্রদর্শক। সুতরাং জগদ্বাসীর মুক্তি ও কল্যাণ মানব-জাতির মধ্যে শান্তি ও সাম্য প্রতিষ্ঠার জন্য ইসলাম প্রচার করা যে কিরূপ অত্যাবশ্যক, তাহা বোধ হয় কাহাকেও বলিয়া দিতে হইবে না। তাই আল্লাহতা'লা এই আয়তে একদল মুসলমানকে প্রচার কার্য্যের জন্য আত্মোৎসর্গ করিবার আদেশ প্রদান করিয়াছেন। এই আদেশ 'ফরজে কেফায়া'—অর্থাৎ সার্ব্বজনীন কর্ত্তব্য। যদিও মুসলমান মাত্রই ঐ প্রচার কার্য্যের জন্য দায়ী, তথাপি একদল মুসলমান ঐ কার্য্যের জন্য আত্মনিয়োগ করিলেই সকলের কর্ত্তব্য সম্পন্ন হইবে। কিন্তু সেরূপ অবস্থায় মুসলমান সমাজের পক্ষে ঐ প্রচারক সম্প্রদায়কে সর্ব্বতোভাবে সাহায্য করা অন্যতম কর্ত্তব্যের মধ্যে পরিগণিত হইবে। এই আয়তে স্পষ্টই নির্দ্দেশিত হইয়াছে যে, মোসলেম সমাজের পক্ষে পবিত্র ইসলাম প্রচারের জন্য সুব্যবস্থা মূলক স্থায়ী প্রচারক সঙ্ঘ গঠন অন্যতম অপরিহার্য কর্ত্তব্য। যে সকল অসত্যবাদী বিদ্বেষপরায়ণ খ্রীষ্টান এবং তাহাদের অন্ধ অনুগামী পৌত্তলিক ও জড়পূজক সম্প্রদায় ইসলামের প্রতি "তরবারী ও বলপ্রয়োগের" অযথা অপবাদ প্রদান করিতে লালায়িত, তাহাদের লক্ষ্য করা উচিত যে, প্রশান্ত-প্রচারই পবিত্র ইসলামের আদর্শ—তরবারী অথবা বলপ্রয়োগ নহে।—কোঃ ২—২৫৬ এবং ৯—১২২ আয়ত দ্রষ্টব্য।

১০৫। জাতীয় একতার আবশ্যকতা এবং উহার সুফল বর্ণনা করিবার পর আল্লাহতা'লা ইহুদী ও খ্রীষ্টান জাতির অবস্থা উল্লেখ করিয়া মুসলমানদিগকে সতর্ক করিতেছেন। আল্লাহতা'লা বলিতেছেন যে, ইহুদী ও খ্রীষ্টান জাতির নিকট 'প্রকাশ্য প্রমাণ'—অর্থাৎ তওরাত ও ইঞ্জিলের নীতি ও উপদেশ আসিবার পরে অবিশ্বাস ও অজ্ঞতাবশতঃ তাহারা যেমন নানা দলে—নানা সম্প্রদায়ে বিভক্ত হইয়াছে এবং হজরত মুসা ও হজরত ঈসার ধর্ম্মনীতি পরিত্যাগ ও বিকৃত করিয়া তাহারা যেরূপ ধর্ম্মদ্রোহী,

হইতে উদ্ধার করিলেন ; এইরূপে আল্লাহ তোমাদের জন্য স্বীয় নিদর্শনাবলী ব্যক্ত করেন—যেন তোমরা সুপথ প্রাপ্ত হও।
১০৪। এবং তোমাদের মধ্যে এরূপ এক সম্প্রদায় হওয়া উচিত—যাহারা কল্যাণের দিকে আহ্বান করে এবং সদ্বিষয়ে আদেশ করে ও অসদ্বিষয়ে নিষেধ করে এবং তাহারাই সুফল-প্রাপ্ত হইবে।
১০৫। এবং তাহাদের সদৃশ হইও না, যাহাদের নিকট প্রকাশ্য-প্রমাণ আসিবার পর তাহারা বিচ্ছিন্ন হইয়াছে ও বিরোধ

كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمْ اٰيٰتِهٖ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُوْنَ ○
١٠٤- وَلْتَكُنْ مِّنْكُمْ اُمَّةٌ يَّدْعُوْنَ اِلَى الْخَيْرِ وَيَاْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ط وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ○
١٠٥- وَلَا تَكُوْنُوْا كَالَّذِيْنَ تَفَرَّقُوْا وَاخْتَلَفُوْا مِنْۢ بَعْدِ مَا جَآءَهُمُ

এবং প্রচলিত আরবী সাহিত্যে বহু স্থানেই যুদ্ধ-বিগ্রহ অর্থে 'নার'—অর্থাৎ 'অগ্নি' শব্দের প্রয়োগ পরিলক্ষিত হয়। সুতরাং এই আয়তের 'নার' শব্দেও আরবদিগের সেই চির প্রচলিত যুগান্তব্যাপী যুদ্ধানলের প্রতিই লক্ষ্য করা হইয়াছে। যাহা হউক, পরিশেষে আল্লাহতা'লা তদীয় প্রিয়তম রসুলের সহিত স্বীয় অলৌকিক নিদর্শনপূর্ণ কোরান শরিফ অবতারণ করিয়া তাহাদিগকে ভীষণ আত্মকলহ ও সমরাগ্নি হইতে রক্ষা করিলেন এবং তাহাদিগকে সত্য ও শান্তির কুসুমাস্তৃত সরল সুপথে লইয়া আসিলেন। আরব-জাতির সেই অজ্ঞযুগের শোচনীয় অবস্থার আভাস প্রদান পূর্ব্বক এই আয়তের উপসংহার করা হইয়াছে।

১০৪। পূর্ব্ববর্ত্তী আয়তে উক্ত হইয়াছে যে, পবিত্র ইসলাম বিভিন্ন মানব জাতি এবং ভিন্ন ভিন্ন বিরোধ ও যুদ্ধ-বিগ্রহের অগ্নিময় দিক্‌ভ্রান্তি হইতে শান্তি, মুক্তি ও কল্যাণের কুসুমাস্তৃত সুপথ প্রদর্শক। সুতরাং জগদ্বাসীর মুক্তি ও কল্যাণ মানব-জাতির মধ্যে শান্তি ও সাম্য প্রতিষ্ঠার জন্য ইসলাম প্রচার করা যে কিরূপ অত্যাবশ্যক, তাহা বোধ হয় কাহাকেও বলিয়া দিতে হইবে না। তাই আল্লাহতা'লা এই আয়তে একদল মুসলমানকে প্রচার কার্য্যের জন্য আত্মোৎসর্গ করিবার আদেশ প্রদান করিয়াছেন। এই আদেশ 'ফরজে কেফায়া'—অর্থাৎ সার্ব্বজনীন কর্ত্তব্য। যদিও মুসলমান মাত্রই ঐ প্রচার কার্য্যের জন্য দায়ী, তথাপি একদল মুসলমান ঐ কার্য্যের জন্য আত্মনিয়োগ করিলেই সকলের কর্ত্তব্য সম্পন্ন হইবে। কিন্তু সেরূপ অবস্থায় মুসলমান সমাজের পক্ষে ঐ প্রচারক সম্প্রদায়কে সর্ব্বতোভাবে সাহায্য করা অন্যতম কর্ত্তব্যের মধ্যে পরিগণিত হইবে। এই আয়তে স্পষ্টই নির্দ্দেশিত হইয়াছে যে, মোসলেম সমাজের পক্ষে পবিত্র ইসলাম প্রচারের জন্য সুব্যবস্থা মূলক স্থায়ী প্রচারক সঙ্ঘ গঠন অন্যতম অপরিহার্য কর্ত্তব্য। যে সকল অসত্যবাদী বিদ্বেষপরায়ণ খ্রীষ্টান এবং তাহাদের অন্ধ অনুগামী পৌত্তলিক ও জড়পূজক সম্প্রদায় ইসলামের প্রতি "তরবারী ও বলপ্রয়োগের" অযথা অপবাদ প্রদান করিতে লালায়িত, তাহাদের লক্ষ্য করা উচিত যে, প্রশান্ত-প্রচারই পবিত্র ইসলামের আদর্শ—তরবারী অথবা বলপ্রয়োগ নহে।—কোঃ ২—২৫৬ এবং ৯—১২২ আয়ত দ্রষ্টব্য।

১০৫। জাতীয় একতার আবশ্যকতা এবং উহার সুফল বর্ণনা করিবার পর আল্লাহতা'লা ইহুদী ও খ্রীষ্টান জাতির অবস্থা উল্লেখ করিয়া মুসলমানদিগকে সতর্ক করিতেছেন। আল্লাহতা'লা বলিতেছেন যে, ইহুদী ও খ্রীষ্টান জাতির নিকট 'প্রকাশ্য প্রমাণ'—অর্থাৎ তওরাত ও ইঞ্জিলের নীতি ও উপদেশ আসিবার পরে অবিশ্বাস ও অজ্ঞতাবশতঃ তাহারা যেমন নানা দলে—নানা সম্প্রদায়ে বিভক্ত হইয়াছে এবং হজরত মুসা ও হজরত ঈসার ধর্ম্মনীতি পরিত্যাগ ও বিকৃত করিয়া তাহারা যেরূপ ধর্ম্মদ্রোহী,

البينت ط واولئك لهم عذاب
عظيم ۝ ١٠٦- يوم تبيض وجوه
وتسود وجوه ج فاما الذين اسودت
وجوههم قف اكفرتم بعد ايمانكم
فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون ۝
١٠٧- واما الذين ابيضت وجوههم
ففي رحمة الله ط هم فيها خلدون ۝
١٠٨- تلك ايت الله نتلوها عليك
بالحق ط وما الله يريد ظلما
للعلمين ۝ ١٠٩- ولله ما في
السموت وما في الارض ط والى
الله ترجع الامور ۝

করিয়াছে এবং তাহাদেরই জন্য কঠোর শাস্তি। ১০৬। যেদিন মুখমণ্ডল সমূহ শ্বেতবর্ণ হইবে ও মুখমণ্ডল-সমূহ কৃষ্ণবর্ণ হইবে; তৎপর যাহাদের মুখমণ্ডল কৃষ্ণবর্ণ হইবে! তবে কি তোমরা বিশ্বাস-স্থাপনের পর অবিশ্বাসী হইয়াছ? অতএব তোমরা শাস্তির আস্বাদ গ্রহণ কর, যেহেতু তোমরা অবিশ্বাস করিয়াছিলে। ১০৭। এবং যাহাদের মুখমণ্ডল শুভ্র হইবে, তাহারা আল্লার করুণার অন্তর্ভুক্ত, তাহারা তন্মধ্যে সর্ব্বদা অবস্থান করিবে। ১০৮। আল্লার এই সকল নিদর্শন—যাহা আমি তোমার প্রতি সত্য-সহ আবৃত্তি করিতেছি এবং আল্লাহ বিশ্ব-জগতের প্রতি অত্যাচারের ইচ্ছা করেন না। ১০৯। এবং যাহা নভোমণ্ডলের মধ্যে আছে ও যাহা ভূমণ্ডলের মধ্যে আছে তাহা আল্লার জন্য; এবং আল্লার দিকে কৃতকর্ম্ম সমূহ প্রত্যাবর্ত্তিত হয়।

পৌত্তলিক, অংশীবাদী অথবা অবিশ্বাসী কাফের হইয়া অবনতির গাঢ় তিমিরে ডুবিয়া গিয়াছে, তোমরা পবিত্র ইসলামের ধর্ম্মনীতি বিকৃত করিয়া সেইরূপ নানা দলে—নানা সম্প্রদায়ে বিভক্ত হইও না। যাহারা ঐরূপ করিবে, তাহাদিগকে ইহলোকে দুর্গতি এবং পরলোকে কঠোর শাস্তি ভোগ করিতে হইবে। পূর্ব্ববর্ত্তী খ্রীষ্টানগণের ভেদ-বৈষম্য ও অবনতি এবং আধুনিক খ্রীষ্টানগণের ঐক্য ও উন্নতি, পক্ষান্তরে পূর্ব্ববর্ত্তী মুসলমানগণের সত্যানুরাগ, একতা ও উন্নতির চরমোৎকর্ষ এবং আধুনিক মুসলমান-গণের ভেদ বৈষম্য এবং তজ্জনিত দীনতা ও হীনতাই এই আয়তের সত্যতার প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

১০৬। পরলোকে অর্থাৎ বিচার দিবসে মানুষের অবস্থা কিরূপ হইবে, এই আয়তে তাহাই বর্ণিত হইয়াছে। সেই দিন পুণ্যবান ব্যক্তিগণের মুখমণ্ডল 'শ্বেতবর্ণ' অর্থাৎ আনন্দে উজ্জ্বল হইবে এবং পাপী দিগের মুখ কৃষ্ণবর্ণ' অর্থাৎ বিষাদে মলিন হইয়া যাইবে।—এমাম রাগেব।

অনন্তর যাহাদের মুখমণ্ডলে বিষাদের কালিমা লিপ্ত হইবে—সেই অবিশ্বাসীদিগকে যেরূপ নির্ম্মম ভাষায় শাস্তির আস্বাদ গ্রহণ করিতে বলা হইবে, আয়াতের শেষাংশে তাহাই ব্যক্ত হইয়াছে।

১০৭। আল্লাহতা'লা পূর্ব্ববর্ত্তী আয়তে বর্ণিত পুণ্যবান ব্যক্তিগণের সম্বন্ধে বলিতেছেন যে, তাহারা আমার অনন্ত করুণায় অভিষিক্ত হইয়া চিরকাল স্বর্গের অফুরন্ত সুখ-সম্পদ ও শান্তি ভোগ করিতে থাকিবে।

১০৮—১০৯। আল্লাহতা'লা বলিতেছেন যে, বিশ্বজগতের সমস্তই আমার সৃষ্টি। সুতরাং আমার এরূপ ইচ্ছা নয় যে, আমি অকারণে জগদ্বাসীর উপর অত্যাচার করিব। ইহার মর্ম্ম

১২শ রুকু—জগদ্বাসীর উপর মুসলমান জাতির শ্রেষ্ঠত্ব

১১০। তোমরাই মানবমণ্ডলীর জন্য শ্রেষ্ঠতম সম্প্রদায় রূপে সমুদ্ভুত হইয়াছ, তোমরা সদ্বিষয়ে আদেশ কর ও অসদ্বিষয়ে নিষেধ কর এবং আল্লার প্রতি বিশ্বাস-স্থাপন কর; এবং যদি গ্রন্থানুগামিগণ বিশ্বাস-স্থাপন করিত, তবে অবশ্য তাহাদের জন্য মঙ্গল হইত; তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ বিশ্বাসী এবং তাহাদের অধিকাংশই দুষ্কার্য্যকারী।

১১১। দুঃখ-প্রদান ব্যতীত তাহারা তোমাদের কোন অনিষ্ট করিতে পারিবে না;

١١٠- كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ
تَأْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ
الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ ط وَلَوْ اٰمَنَ
اَهْلُ الْكِتٰبِ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ ط مِنْهُمُ
الْمُؤْمِنُوْنَ وَاَكْثَرُهُمُ الْفٰسِقُوْنَ ○
١١١- لَنْ يَّضُرُّوْكُمْ اِلَّآ اَذًى ط وَاِنْ

এই যে, আল্লাহতা'লা অকারণে কাহাকেও শাস্তি বা কষ্ট দিবেন না; কিন্তু যাহারা তাঁহার আদেশ-উপদেশ ও বিধি-নিষেধ লঙ্ঘন করিবে, স্বীয় অন্যায় কৃতকর্ম্মের জন্য কেবল তাহারাই শাস্তি ভোগ করিবে।

১১০। এই আয়তে আল্লাহতা'লা মুসলমান জাতিকে তাঁহার নির্ব্বাচিত ও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সম্প্রদায় বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। যে জাতি শিক্ষা ও সভ্যতার হিসাবে জগদ্বাসীর নিকট সম্পূর্ণ অপরিজ্ঞাত ছিল, হজরত রসুলোল্লার কল্যাণে আল্লাহতা'লা সেই জাতির এরূপ অভূতপূর্ব্ব উন্নতি সাধন করিলেন যে, উত্তরকালে বিশ্ববাসীকে সৎকার্য্যে আদেশ এবং অসৎকার্য্য হইতে নিষেধ করিবার জন্য তাঁহাদিগকেই জগতের শ্রেষ্ঠতম ও আদর্শ সম্প্রদায় রূপ নির্ব্বাচিত করা হইল। হজরত রসুলোল্লা (সঃ) ব্যতীত আর কোন নবীই মানব জাতির এরূপ অলৌকিক উন্নতি সাধন করিতে পারেন নাই। হজরত মুসার ধর্ম্ম—তদীয় ইহুদী অনুগামীগণ কর্ত্তৃক তাঁহার জীবনেই পুনঃ পুনঃ বিকৃত হইয়াছিল এবং তাঁহার তিরোধানের সঙ্গে সঙ্গে উহা একেবারেই ভ্রান্তি ও পৌত্তলিকতায় পর্য্যবসিত হইয়া গিয়াছিল। হজরত ঈসার ধর্ম্ম তাঁহার জীবনে আদৌ সফলতায় অভিষিক্ত হয় নাই; অবাধ্য ইহুদীরা ঐ ধর্ম্ম কখনই গ্রাহ্য বা গ্রহণ করে নাই। যাহারা হজরত ঈসার অলৌকিক নিদর্শন সমূহ দর্শনে ভক্তি ও বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া অন্ধভাবে তাঁহার অনুসরণ করিয়াছিল, তাহারাও হজরত ঈসার স্বর্গারোহণের পরেই ঐ পবিত্র ধর্ম্মকে ভৌতিক কল্পনা এবং ত্রিত্ববাদ-বিশ্বাস-মূলক নিন্দনীয় পৌত্তলিকতায় পরিণত করিয়াছিল। পক্ষান্তরে হজরত রসুলোল্লার জীবনেই তদীয় ভক্ত-সম্প্রদায়ের—পূত অন্তরে একত্ববাদ-বিশ্বাস ও সত্যের যে বিমল জ্যোতি প্রজ্জলিত হইয়াছিল, হজরত রসুলোল্লার তিরোধানের পরে তাঁহারা সেই স্বর্গীয় জ্যোতির সমুজ্জল প্রভায় সমগ্র জগদ্বাসীর অন্তর বাহির আলোকিত করিয়া দিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। এই জন্যই হজরত রসুলোল্লার গৌরবান্বিত অনুগামীবৃন্দ জগদ্বাসীর জন্য মনোনীত—শ্রেষ্ঠতম ও আদর্শ সম্প্রদায় বলিয়া অভিহিত হইয়াছে। হজরত রসুলোল্লার ভক্তবৃন্দ ব্যতীত জগতের আর কোন সম্প্রদায়ই আল্লাহ-প্রদত্ত এরূপ মহান ও গৌরবান্বিত উপাধির অধিকারী হয় নাই।

ইসলামের গৌরব ও মুসলমান জাতির শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণনা করিবার পর আল্লাহতা'লা আয়তের শেষাংশে ইহুদী-খ্রীষ্টান প্রভৃতি গ্রন্থানুগামী সম্প্রদায়কে লক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন যে, তোমরা যদি স্বীয় কল্যান কামনা কর, তবে ইসলামের অনুসরণ করাই তোমাদের জন্য উত্তম।

১১১। মদিনার ইহুদীগণ যখন ইসলামের প্রবল পরাক্রান্ত শত্রু—অবিশ্বাসী কোরেশদিগের সহিত সম্মিলিত হইয়া ইসলাম-ধ্বংসের জন্য ষড়যন্ত্রে লিপ্ত তখন এই আয়ত অবতীর্ণ হয়। আল্লাহতা'লা হজরত রসুলোল্লাকে বলিলেন যে, তাহারা এরূপ হীন ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হইয়া তদ্দ্বারা

এবং যদি তোমাদের সহিত সংগ্রাম করে, তবে তাহারা তোমাদের সম্মুখে পৃষ্ঠ-প্রদর্শন করিবে; অতঃপর তাহাদিগকে সাহায্য করা হইবে না। ১১২। আল্লার নিকট আশ্রয়-গ্রহণ এবং মনুষ্যগণের নিকট আত্ম-সমর্পণ ব্যতীত তাহারা যেইখানেই অবস্থিত হউক, লাঞ্ছনায় আক্রান্ত হইয়াছে—আল্লার কোপে নিপতিত হইয়াছে এবং দারিদ্র্যে আক্রান্ত হইয়াছে; ইহা এই হেতু যে, তাহারা আল্লার নিদর্শনাবলীর প্রতি অবিশ্বাস করিতেছিল এবং অন্যায়ভাবে নবিগণকে হত্যা করিতেছিল; যেহেতু তাহারা বিরুদ্ধাচরণ করিয়াছিল ও সীমাতিক্রম করিয়াছিল। ১১৩। তাহারা সকলে সমান নহে; গ্রন্থানুগামিগণের মধ্যে এক সুপ্রতিষ্ঠিত সম্প্রদায় আছে,

يُقَاتِلُوكُمْ يُوَلُّوكُمُ الْأَدْبَارَ ثُمَّ
لَا يُنصَرُونَ ۝ ١١٢- ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ
الذِّلَّةُ أَيْنَ مَا ثُقِفُوا إِلَّا بِحَبْلٍ مِّنَ
اللَّهِ وَحَبْلٍ مِّنَ النَّاسِ وَبَاءُو
بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ
الْمَسْكَنَةُ ط ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا
يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ
الْأَنبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ ط ذَٰلِكَ بِمَا عَصَوا
وَّكَانُوا يَعْتَدُونَ ۝ ١١٣- لَيْسُوا
سَوَاءً ط مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ أُمَّةٌ قَائِمَةٌ

তোমাদিগকে সামান্য কষ্ট দেওয়া ব্যতীত আর কোনই অনিষ্ট করিতে পারিবে না। আর ইহুদীরা যদি তোমাদের সহিত সম্মুখ-সংগ্রামে প্রবৃত্ত হয়, তবে নিশ্চয়ই তাহারা পরাজিত ও বিধ্বস্ত হইবে এবং যাহাদের প্ররোচনায় তাহারা এইরূপ অসমসাহসিকতার কার্য্যে লিপ্ত হইবে, তাহারা কেহই তাহাদিগকে সাহায্য করিবে না।

এই আয়তের ভবিষ্যদ্বাণীর সফলতাস্বরূপ ইহুদীদিগের ষড়যন্ত্র প্রকাশ হইয়া পড়ায়, তাহারা আন্তর্জ্জাতিক বিধান অনুসারে মদিনা হইতে বিতাড়িত ও বহিষ্কৃত হইয়াছিল এবং পরিশেষে খয়বর যুদ্ধে ভীষণভাবে পরাজিত ও বিধ্বস্ত হইয়া গিয়াছিল। বলা বাহুল্য, কোরেশ বা অন্য কোন জাতিই তাহাদিগকে সাহায্য করিতে অগ্রসর হয় নাই।—কোঃ ২—৮৬ ও ১১৪ দ্রষ্টব্য।

১১২। এই আয়তটিও অবাধ্য ইহুদী সম্প্রদায়ের প্রতি লক্ষ্য করিয়া অবতীর্ণ হইয়াছে। আল্লাহতা'লা বলিতেছেন যে, উহারা "আল্লার আশ্রয়" অর্থাৎ সত্যধর্ম্ম—ইসলাম গ্রহণ অথবা ন্যায়পরায়ণ 'মানুষ'—মুসলমান জাতির অধীনতা স্বীকার ব্যতীত যে অবস্থায় যেখানেই অবস্থান করুক না কেন, সেই খানেই নির্য্যাতিত ও লাঞ্ছিত হইয়া দুঃখ-দারিদ্র্য ভোগ করিতে থাকিবে। ইহুদী জাতির অবিশ্বাস, অবাধ্যতা ও নবী-হত্যা রূপ মহাপাপের ইহাই শাস্তির সূচনা। এই আয়তে স্পষ্টভাবে ব্যক্ত হইয়াছে যে, ইহুদীরা যদি ইসলাম গ্রহণ কিম্বা মুসলমানজাতির অধীনতা স্বীকার না করে, তবে তাহারা আল্লাহতা'লার কোপে অভিশপ্ত জাতিরূপে পরিণত হইবে এবং ধরাবক্ষ হইতে তাহাদের আধিপত্য ও প্রভাবের শেষ চিহ্ন টুকু পর্য্যন্ত বিলীন হইয়া যাইবে। ইহুদী জাতির বর্ত্তমান পরিণতিই ঐ ভবিষ্যদ্বাণীর সফলতার উজ্জ্বল প্রমাণ।—কোঃ ২—৬১ দ্রষ্টব্য।

১১৩—১১৪। এই আয়ত-দ্বয়ে গ্রন্থানুগামী ইহুদী ও খ্রীষ্টান সম্প্রদায়ের সৎকর্ম্মশীল সাধু ব্যক্তিগণের প্রসঙ্গ বর্ণিত হইয়াছে। আল্লাহতা'লা বলিতেছেন—ইহুদী ও খ্রীষ্টান প্রভৃতি গ্রন্থানুগামী

যাহারা রজনী-যোগে আল্লার বাণী-সমূহ পাঠ করে এবং 'সেজদা' করিয়া থাকে। ১১৪। তাহারা আল্লাহ ও পরকাল বিশ্বাস করে এবং সদ্বিষয়ে আদেশ করে ও অসদ্বিষয়ে নিষেধ করে এবং সৎকার্য্য-সমূহে তৎপর ; এবং তাহারাই সৎকর্ম্মশীলগণের অন্তর্ভুক্ত। ১১৫। এবং তাহারা সৎকার্য্য হইতে যাহা করিবে, ফলতঃ তাহা কখনই ব্যর্থ হইবে না ; এবং আল্লাহ ধর্ম্মভীরুগণকে

يَتْلُونَ اٰيٰتِ اللّٰهِ اٰنَآءَ الَّيْلِ وَهُمْ يَسْجُدُوْنَ ١١٣ - يُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَيَاْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُسَارِعُوْنَ فِي الْخَيْرٰتِ ط وَاُولٰٓئِكَ مِنَ الصّٰلِحِيْنَ ١١٤ - وَمَا يَفْعَلُوْا مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ يُّكْفَرُوْهُ ط وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ

সম্প্রদায়ের সকলেই যে মন্দ, তাহা নহে। তাহাদের মধ্যেও সৎকর্ম্মশীল সাধুলোক আছে। ঐ সকল লোক সত্য হইতে বিচলিত হয় নাই এবং তাহারা 'রজনী-যোগে'—অর্থাৎ গোপনে আল্লার বাণী পাঠ করে এবং 'সেজদা'—অর্থাৎ তাঁহার উদ্দেশ্যে ভক্তিভরে মস্তক নত করিয়া থাকে। তাহারা আল্লাহ ও পরকালের প্রতি বিশ্বাস করে এবং লোকদিগকে সৎকার্য্যে আদেশ করে ও অসৎকার্য্য হইতে নিষেধ করিয়া থাকে।

অধিকাংশ তফ্‌সীরকার বলেন যে, যে সকল ইহুদী ও খ্রীষ্টান সত্যধর্ম্ম বিশ্বাস ও গ্রহণ করিয়াছিল, তাহাদের প্রসঙ্গই এই আয়তে বর্ণিত হইয়াছে (রাজী)। কিন্তু কোন কোন তফ্‌সীরকার বলেন যে, যাহারা ইসলাম গ্রহণ করিয়াছিল, তাহারা কোরান শরিফের কোথাও 'মোমেন' ও 'মোসলেম' ব্যতীত আহলে কেতাব' বা গ্রন্থানুগামী বলিয়া অভিহিত হন নাই। গ্রন্থানুগামী বলিতে বিশেষভাবে ইহুদী ও খ্রীষ্টান সম্প্রদায়কেই বুঝাইয়া থাকে। অতএব যাহারা ইসলাম গ্রহণ করিয়াছিল, তাহারা গ্রন্থানুগামিগণের মধ্যের এক সম্প্রদায়' বলিয়া অভিহিত হইতে পারে না। সুতরাং স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে, ইহুদী ও খ্রীষ্টান জাতির সত্য-বিশ্বাসী, সৎকর্ম্মশীল সাধু ব্যক্তিদিগকে লক্ষ্য করিয়াই উক্ত আয়ত অবতীর্ণ হইয়াছে। আবার কেহ কেহ বলেন যে ইহুদী সম্প্রদায়ের আবদুল্লা বেন্ সালাম ও খ্রীষ্টান-রাজ নজ্জাসী প্রমুখ সত্যপরায়ণ সুবিচারক ইহুদী ও খ্রীষ্টানদিগকে লক্ষ্য করিয়াই উক্ত আয়ত অবতীর্ণ হইয়াছে।—তঃ হক্কানী।

১১৫। পবিত্র কোরান যে একদেশদর্শী মানব-রচিত পক্ষপাত মূলক ধর্ম্মগ্রন্থ নহে—পূর্ব্ববর্ত্তী আয়ত দ্বয় ও এই আয়ত তাহার উজ্জ্বলতম প্রমাণ। ভাল-মন্দ, উন্নত-অবনত এবং সাধু ও অসাধু লোক সকল ধর্ম্ম ও সকল সমাজেই আছে। পবিত্র কোরান পূর্ব্ববর্ত্তী আয়ত দ্বয়ে সেই সত্য সরলভাবে স্বীকার করিয়া ঘোষণা করিতেছেন যে, ঐ সকল সাধু ব্যক্তি যে সৎকর্ম্ম করিবে, "তাহা কখনও ব্যর্থ হইবে না"—অর্থাৎ তাহারা উহার উপযুক্ত পুরস্কার প্রাপ্ত হইবে।

কোন কোন কল্পনা-প্রিয় লেখক উপরোক্ত আয়ত দ্বয় অবলম্বনে "সকল ধর্ম্মাবলম্বী সাধু পুরুষের মুক্তি" কল্পনা করিয়া লইয়াছেন। কিন্তু ঐ ধারণা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন! কারণ উক্ত আয়তে ইহুদী ও খ্রীষ্টান সম্প্রদায়ের মধ্যে যাহারা সত্যপরায়ণ, সৎকর্ম্মশীল এবং আল্লাহ ও পরকালের প্রতি বিশ্বাসী কেবল তাহাদেরই পুরস্কার-প্রাপ্তির কথা বর্ণিত হইয়াছে। অবশ্য যদিও তর্কক্ষেত্রে আয়তের শেষোক্তিকে সকল জাতির সাধু পুরুষগণের জন্য সাধারণ বাক্য বলিয়া পরিগ্রহণ করা যায়, তথাপি উহা দ্বারা 'সর্ব্বধর্ম্মে মুক্তিবাদ' সমর্থিত হয় না। কারণ আল্লাহ ও পরকাল-বিশ্বাসী লোক—প্রকৃতি

بِالْمُتَّقِيْنَ ○١١٦- اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا
لَنْ تُغْنِيَ عَنْهُمْ اَمْوَالُهُمْ وَلَآ اَوْلَادُهُمْ
مِّنَ اللّٰهِ شَيْـًٔا ط وَاُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ
النَّارِ ج هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ○١١٧- مَثَلُ
مَا يُنْفِقُوْنَ فِيْ هٰذِهِ الْحَيٰوةِ
الدُّنْيَا كَمَثَلِ رِيْحٍ فِيْهَا صِرٌّ
اَصَابَتْ حَرْثَ قَوْمٍ ظَلَمُوْٓا اَنْفُسَهُمْ
فَاَهْلَكَتْهُ ط وَمَا ظَلَمَهُمُ اللّٰهُ وَلٰكِنْ
اَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُوْنَ ○١١٨- يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ
اٰمَنُوْا لَا تَتَّخِذُوْا بِطَانَةً مِّنْ
دُوْنِكُمْ لَا يَأْلُوْنَكُمْ خَبَالًا ط وَدُّوْا

পরিজ্ঞাত আছেন।
১১৬। নিশ্চয় যাহারা অবিশ্বাস করিয়াছে, তাহাদের ধন-রাশি ও তাহাদের সন্তানবর্গ আল্লার নিকট কিছুমাত্র ফলপ্রদ হইবে না; এবং তাহারাই অগ্নির অধিবাসী—তন্মধ্যে তাহারা সর্ব্বদা অবস্থান করিবে।
১১৭। তাহারা পার্থিব জীবনে যাহা ব্যয় করে, তাহার দৃষ্টান্ত শৈত্যপূর্ণ ঝঞ্ঝাবায়ুর অনুরূপ—যাহারা স্বীয় জীবনের প্রতি অত্যাচার করিয়াছে—উহা সেই সকল সম্প্রদায়ের শস্যক্ষেত্রে নিপতিত হয় এবং তাহা বিধ্বংস করে; এবং আল্লাহ তাহাদের প্রতি অত্যাচার করেন নাই বরং তাহারাই স্বীয় জীবনের প্রতি অত্যাচার করিয়াছে।
১১৮। হে বিশ্বাসস্থাপনকারিগণ, তোমরা নিজেদের পরিবর্ত্তে অন্য মিত্র গ্রহণ করিও না—তাহারা তোমাদিগকে ক্ষতিগ্রস্ত করিতে সঙ্কুচিত

পূজক পৌত্তলিক প্রভৃতি সম্প্রদায় ত দূরের কথা, ইহুদী এবং খ্রীষ্টান সম্প্রদায়ের মধ্যেও অতি অল্প পরিদৃষ্ট হইবে। বিশেষতঃ আলোচ্য আয়তে 'নাজাত' বা মুক্তির কোন কথাই নাই; উহা সৎকার্য্যের জন্য পুরস্কার প্রদানের প্রসঙ্গ মাত্র।—কোঃ ২—৬২ আয়ত ও উহার তফসীর দ্রষ্টব্য।

উপরোক্ত আয়ত ত্রয়ের মধ্য হইতে—"যাহারা রজনী-যোগে আল্লার বাণী-সমূহ পাঠ করে এবং সেজদা করিয়া থাকে"—এই বাক্যের অর্থ "কোরান পাঠ ও নামাজ" গ্রহণ পূর্ব্বক এমাম রাজী বলেন যে, যাহারা নানারূপ পারিপার্শ্বিক প্রতিকূলতা বশতঃ গোপনে সত্যধর্ম্ম ইসলামে বিশ্বাসী হইয়া উত্তরকালে ঐ পবিত্র ইসলাম গ্রহণ করিয়াছিলেন, আলোচ্য আয়ত-ত্রয়ে তাঁহাদেরই প্রসঙ্গ বর্ণিত হইয়াছে।—তঃ কবির।

১১৬—১১৭। অবিশ্বাসীগণের ধন সম্পদ এবং তাহাদের সন্তান সন্ততিবর্গ ইহলৌকিক কল্যাণ ও পারলৌকিক মুক্তির জন্য কোনই কাজে আসিবে না। আল্লাহতা'লা একটী সুন্দর উপমা দিয়া সেই কথাটী বুঝাইয়া দিতেছেন। শৈত্যপূর্ণ ঝঞ্ঝাবায়ু যেরূপ শস্যক্ষেত্রের বিনাশ সাধন করিয়া থাকে, সেইরূপ অবিশ্বাসিদিগের অন্তর্নিহিত অবিশ্বাস হেতু তাহাদের সমস্ত ধন জন ধ্বংস হইয়া যাইবে।

১১৮। এই আয়ত মুসলমানগণের পক্ষে স্বজাতি ও স্বধর্ম্মাবলম্বীদিগকে পরিত্যাগ করিয়া অন্য জাতি বা ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বীর সহিত আন্তরিক বন্ধুত্ব স্থাপনের বিরুদ্ধে কঠোর নিষেধাজ্ঞা। এই নিষেধাজ্ঞার কারণও আল্লাহতা'লা বলিয়া দিয়াছেন। প্রথমতঃ তোমরা তাহাদের সহিত যতই প্রগাঢ় বন্ধুত্বের বন্ধনে আবদ্ধ হও না কেন, তাহারা সুযোগ পাইলে তোমাদের অনিষ্ট সাধন করিতে কিছুমাত্র ত্রুটি করিবে না। দ্বিতীয়তঃ—তোমাদের দুঃখ-দুর্দ্দশা দেখিতেই তাহারা ভালবাসে এবং

হইবেন না; এবং তোমরা যাহাতে বিপন্ন হও, তাহারা তাহাই কামনা করে; বস্তুতঃ তাহাদের মুখ হইতেই শত্রুতা প্রকাশিত হয়, এবং তাহাদের অন্তর যাহা গোপন করে তাহা গুরুতর; নিশ্চয় আমি তোমাদের জন্য নিদর্শনাবলী ব্যক্ত করিতেছি—যেন তোমরা বুঝিতে পার। ১১৯। সতর্ক হও—তোমরাই তাহাদিগকে ভালবাস এবং তাহারা তোমাদিগকে ভালবাসে না, এবং তোমরা সমস্ত গ্রন্থই বিশ্বাস কর; এবং যখন তোমাদের সহিত মিলিত হয় তখন

مَا عَنِتُّمْ ۚ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ
أَفْوَاهِهِمْ ۚ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ
أَكْبَرُ ط قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْآيٰتِ إِنْ
كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ ۝ ١١٩ - هَا أَنْتُمْ أُولَاءِ
تُحِبُّونَهُمْ وَلَا يُحِبُّونَكُمْ وَتُؤْمِنُونَ
بِالْكِتٰبِ كُلِّهِ ۚ وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا

তৃতীয়তঃ—প্রকাশ্য বন্ধুতার ভাণে তাহারা তোমাদের সহিত মুখে যতই সহানুভূতি প্রকাশ করুক না কেন কিন্তু মনের প্রকৃত ভাব ও অন্তরের আক্রোশ সময় সময় তাহাদের মুখ দিয়া অলক্ষ্যে বাহির হইয়া পড়ে। অবিশ্বাসীরা বাহিরে তোমাদের প্রতি সদ্ভাব প্রদর্শন করিলেও ভিতরে—অর্থাৎ মনে মনে যাহা কামনা করে তাহা অতি ভয়ঙ্কর। ফলতঃ অবিশ্বাসী কাফেরগণ শত্রু কিম্বা মিত্র—সকল অবস্থাতেই বিশ্বাসী মুসলমানের ধ্বংস কামনা করিয়া থাকে; ইহা তাহাদের প্রকৃতিগত স্বভাব-ধর্ম্ম। অনন্তর আল্লাহতা'লা বলিতেছেন যে, অবিশ্বাসী কাফেরদিগের প্রকৃতিগত স্বভাব-ধর্ম্ম এবং তোমাদের প্রতি তাহাদের আন্তরিক কামনা সম্বন্ধে আমি যাহা বলিলাম, যদি তোমরা বুদ্ধিমান হও তবে ইহাই তোমাদের জন্য যথেষ্ট।

আলোচ্য আয়তের প্রকৃত ও স্পষ্ট মর্ম্মানুসারে মুসলমানগণের পক্ষে বিধর্ম্মীদের সহিত আন্তরিক বন্ধুত্ব স্থাপন নিষিদ্ধ। ঐরূপ বন্ধুত্ব স্থাপনের যে অনিষ্টকারিতা আল্লাহতা'লা ব্যক্ত করিয়াছেন, তাহার বিষময় তিক্ত ফল মুসলমান জাতি বিগত তেরশত বৎসর ধরিয়া উপভোগ করিয়া আসিতেছেন এবং আমরাও দৈনন্দিন জীবনে বিধর্ম্মীদিগের প্রকৃতিগত স্বভাব ধর্ম্ম ও ইসলাম বিদ্বেষ সম্বন্ধে পবিত্র কোরানোক্তির অভ্রান্ত সত্য মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিতেছি। কিন্তু তথাপি এক সম্প্রদায় বিধর্ম্মীর বন্ধুত্বের লোভে লালায়িত হইয়া বলেন যে, মদিনার অবিশ্বাসী কপটবৃন্দ অথবা ইসলাম দ্রোহী ইহুদীগণই এই আয়তের লক্ষ্য—সর্ব্বসাধারণ বিধর্ম্মী সম্প্রদায় নহে (মঃ আঃ)। তাঁহারা স্বীয় উক্তির ব্যাপারে যে সকল বিধর্ম্মী—মুসলমানগণের প্রকাশ্য শত্রু নহে, সেই সকল লোকের সহিত সাধারণভাবে সদ্ভাব রক্ষা করা তাহাদের প্রতি অনুগ্রহ-বিতরণ অথবা তাহাদের উপকার সাধনের অনুমতি দেওয়া হইয়াছে। এই আয়তের প্রতিপাদ্য বিষয়ের সহিত উপরোক্ত আয়ত দ্বয়ের সাদৃশ বা বিরোধ নাই। এই জন্য ধর্ম্মপ্রাণ বিশ্বস্ত আলেমগণ মুসলমানের পক্ষে বিধর্ম্মীর সহিত বন্ধুত্ব স্থাপন 'হারাম' অর্থাৎ অবৈধ বলিয়া নির্দ্দেশ দিয়াছেন (হক্কানী)।—এই সুরার পূর্ব্ববর্ত্তী ২৮ আয়ত ও উহার তফসীর দ্রষ্টব্য।

১১৯। আল্লাহতা'লা পূর্ব্ববর্ত্তী আয়তে মুসলমানগণকে কাফেরদিগের সহিত বন্ধুত্ব স্থাপন করিতে নিষেধ করিয়া—তাহাদের প্রকৃতি ও স্বভাব-ধর্ম্মের বিষয় ব্যক্ত করিবার পর, এই আয়তে উহার আরও অনিষ্টকারিতা বর্ণনা করিতেছেন। আল্লাহতা'লা মুসলমানদিগকে বলিতেছেন যে, তোমরা কাফের-দিগকে ভালবাসিলেও তাহারা তোমাদিগকে ভালবাসিবে না। তাহারা যখন তোমাদের সহিত সম্মিলিত হইবে, তখন 'তোমাদের বিশ্বাসের অনুরূপ করি'—বলিয়া প্রকাশ করিলেও যখন তোমাদের সম্মুখ হইতে অন্তরালে যাইবে, তখন তোমাদের প্রতি আন্তরিক বিদ্বেষ বশতঃ ক্রোধে ও

হইবেন না; এবং তোমরা যাহাতে বিপন্ন হও, তাহারা তাহাই কামনা করে; বস্তুতঃ তাহাদের মুখ হইতেই শত্রুতা প্রকাশিত হয়, এবং তাহাদের অন্তর যাহা গোপন করে তাহা গুরুতর; নিশ্চয় আমি তোমাদের জন্য নিদর্শনাবলী ব্যক্ত করিতেছি—যেন তোমরা বুঝিতে পার। ১১৯। সতর্ক হও—তোমরাই তাহাদিগকে ভালবাস এবং তাহারা তোমাদিগকে ভালবাসে না, এবং তোমরা সমস্ত গ্রন্থই বিশ্বাস কর; এবং যখন তোমাদের সহিত মিলিত হয় তখন

مَا عَنِتُّمْ ۚ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ ۚ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ ۚ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْآيَاتِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ ١١٨ - هَا أَنْتُمْ أُولَاءِ تُحِبُّونَهُمْ وَلَا يُحِبُّونَكُمْ وَتُؤْمِنُونَ بِالْكِتَابِ كُلِّهِ ۚ وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا

তৃতীয়তঃ—প্রকাশ্য বন্ধুতার ভাণে তাহারা তোমাদের সহিত মুখে যতই সহানুভূতি প্রকাশ করুক না কেন কিন্তু মনের প্রকৃত ভাব ও অন্তরের আক্রোশ সময় সময় তাহাদের মুখ দিয়া অলক্ষ্যে বাহির হইয়া পড়ে। অবিশ্বাসীরা বাহিরে তোমাদের প্রতি সদ্ভাব প্রদর্শন করিলেও ভিতরে—অর্থাৎ মনে মনে যাহা কামনা করে তাহা অতি ভয়ঙ্কর। ফলতঃ অবিশ্বাসী কাফেরগণ শত্রু কিম্বা মিত্র—সকল অবস্থাতেই বিশ্বাসী মুসলমানের ধ্বংস কামনা করিয়া থাকে; ইহা তাহাদের প্রকৃতিগত স্বভাব-ধর্ম্ম। অনন্তর আল্লাহতা'লা বলিতেছেন যে, অবিশ্বাসী কাফেরদিগের প্রকৃতিগত স্বভাব-ধর্ম্ম এবং তোমাদের প্রতি তাহাদের আন্তরিক কামনা সম্বন্ধে আমি যাহা বলিলাম, যদি তোমরা বুদ্ধিমান হও তবে ইহাই তোমাদের জন্য যথেষ্ট।

আলোচ্য আয়তের প্রকৃত ও স্পষ্ট মর্ম্মানুসারে মুসলমানগণের পক্ষে বিধর্ম্মীদের সহিত আন্তরিক বন্ধুত্ব স্থাপন নিষিদ্ধ। ঐরূপ বন্ধুত্ব স্থাপনের যে অনিষ্টকারিতা আল্লাহতা'লা ব্যক্ত করিয়াছেন, তাহার বিষময় তিক্ত ফল মুসলমান জাতি বিগত তেরশত বৎসর ধরিয়া উপভোগ করিয়া আসিতেছেন এবং আমরাও দৈনন্দিন জীবনে বিধর্ম্মীদিগের প্রকৃতিগত স্বভাব ধর্ম্ম ও ইসলাম বিদ্বেষ সম্বন্ধে পবিত্র কোরানোক্তির অভ্রান্ত সত্য মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিতেছি। কিন্তু তথাপি এক সম্প্রদায় বিধর্ম্মীর বন্ধুত্বের লোভে লালায়িত হইয়া বলেন যে, মদিনার অবিশ্বাসী কপটবৃন্দ অথবা ইসলাম দ্রোহী ইহুদীগণই এই আয়তের লক্ষ্য—সর্ব্বসাধারণ বিধর্ম্মী সম্প্রদায় নহে (মঃ আঃ)। তাঁহারা স্বীয় উক্তির ব্যাপারে যে সকল বিধর্ম্মী—মুসলমানগণের প্রকাশ্য শত্রু নহে, সেই সকল লোকের সহিত সাধারণভাবে সদ্ভাব রক্ষা করা তাহাদের প্রতি অনুগ্রহ-বিতরণ অথবা তাহাদের উপকার সাধনের অনুমতি দেওয়া হইয়াছে। এই আয়তের প্রতিপাদ্য বিষয়ের সহিত উপরোক্ত আয়ত দ্বয়ের সাদৃশ বা বিরোধ নাই। এই জন্য ধর্ম্মপ্রাণ বিশ্বস্ত আলেমগণ মুসলমানের পক্ষে বিধর্ম্মীর সহিত বন্ধুত্ব স্থাপন 'হারাম' অর্থাৎ অবৈধ বলিয়া নির্দ্দেশ দিয়াছেন (হক্কানী)।—এই সুরার পূর্ব্ববর্ত্তী ২৮ আয়ত ও উহার তফ্সীর দ্রষ্টব্য।

১১৯। আল্লাহতা'লা পূর্ব্ববর্ত্তী আয়তে মুসলমানগণকে কাফেরদিগের সহিত বন্ধুত্ব স্থাপন করিতে নিষেধ করিয়া—তাহাদের প্রকৃতি ও স্বভাব-ধর্ম্মের বিষয় ব্যক্ত করিবার পর, এই আয়তে উহার আরও অনিষ্টকারিতা বর্ণনা করিতেছেন। আল্লাহতা'লা মুসলমানদিগকে বলিতেছেন যে, তোমরা কাফেরদিগকে ভালবাসিলেও তাহারা তোমাদিগকে ভালবাসিবে না। তাহারা যখন তোমাদের সহিত সম্মিলিত হইবে, তখন 'তোমাদের বিশ্বাসের অনুরূপ করি'—বলিয়া প্রকাশ করিলেও যখন তোমাদের সম্মুখ হইতে অন্তরালে যাইবে, তখন তোমাদের প্রতি আন্তরিক বিদ্বেষ বশতঃ ক্রোধে ও

তাহারা বলে—আমরা বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছি, এবং যখন নির্জ্জন হয় তখন তোমাদের প্রতি আক্রোশে অঙ্গুলি-সমূহ দংশন করে; তুমি বল—তোমরা নিজেদের আক্রোশে মরিয়া যাও। নিশ্চয় আল্লাহ অন্তরের কথা পরিজ্ঞাত আছেন।
১২০। যদি তোমাদিগকে কল্যাণ স্পর্শ করে তবে তাহারা অসন্তুষ্ট হয়, এবং যদি তোমাদের অমঙ্গল উপস্থিত হয়, তাহারা আনন্দিত হইয়া থাকে; এবং যদি তোমরা ধৈর্য্য-ধারণ কর ও সংযমী হও, তবে তাহাদের চক্রান্ত তোমাদিগের কোনই ক্ষতি করিবে না; তাহারা যাহা করে—নিশ্চয় আল্লাহ তাহার পরিবেষ্টন-কারী।

آمَنَّا ۚ وَإِذَا خَلَوْا عَضُّوا عَلَيْكُمُ
الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ ۚ قُلْ مُوتُوا
بِغَيْظِكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ
الصُّدُورِ ۝ ١٢٠- إِنْ تَمْسَسْكُمْ حَسَنَةٌ
تَسُؤْهُمْ ۖ وَإِنْ تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ
يَفْرَحُوا بِهَا ۖ وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا
لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا ۗ إِنَّ اللَّهَ بِمَا
يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ ۝

১৩শ রুকু—ওহদ সংগ্রাম

১২১। এবং যখন তুমি বিশ্বাসী-দিগকে যুদ্ধার্থ যথাস্থানে সংস্থাপিত করিবার জন্য প্রভাতে স্বীয় পরিজন হইতে বাহির হইয়াছিলে; এবং আল্লাহ

١٢١- وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ
الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ ۗ وَاللَّهُ

ক্ষোভে অধীর হইয়া অঙ্গুলি দংশন করিবে। বিশ্বাসী মুসলমানদিগের প্রতি অবিশ্বাসী কাফের-দিগের এইরূপ আক্রোশ স্বাভাবিক। অন্ধকার যেরূপ আলোক সহ্য করিতে পারে না, সেইরূপ অবিশ্বাসীরাও তাহাদের হৃদয়ের অজ্ঞানান্ধকার ও সঙ্কীর্ণতা বশতঃ বিশ্বাসীর অন্তর্নিহিত সত্যের আলোক সহ্য করিতে অসমর্থ। এই জন্য অবিশ্বাসী কাফেরদিগের সহিত বিশ্বাসী মুসলমানদিগের বন্ধুত্ব স্থাপন অসম্ভব ও অসঙ্গত। বিশেষতঃ কাফেরদিগের সহিত বন্ধুত্ব স্থাপনে মুসলমানদিগের 'ঈমান' অর্থাৎ ধর্ম্ম বিশ্বাস বিকৃত অথবা বিনষ্ট হইবার প্রবল আশঙ্কা আছে বলিয়া ঐরূপ বন্ধুত্ব স্থাপন অসিদ্ধ।

১২০। এই আয়ত মুসলমানের প্রতি অ-মুসলমানের অন্তর্নিহিত ভাবে আরও স্পষ্ট অভি-ব্যক্তি। অবিশ্বাসী কাফেরগণ যতই উদার হউক না কেন, বিশ্বধর্মী মুসলমানের উন্নতি দর্শন করিলে তাহারা অসন্তুষ্টি ও ঈর্ষানলে দগ্ধ হইয়া মরিবে এবং অবনতি দেখিলে আনন্দে অধীর হইয়া নৃত্য করিবে, ইহা তাহাদের পক্ষে স্বাভাবিক। তাই আল্লাহ বলিতেছেন যে, যদি তোমরা সত্য-বিশ্বাসী মুসলমান হও, তবে কাফেরদিগের সাহায্য ও বন্ধুত্বের আশা এবং তাহাদের শত্রুতা ও অনিষ্টকারিতার ভয় না করিয়া ধৈর্য্য-ধারণ পূর্ব্বক একমাত্র আল্লাহকে ভয় কর এবং তাঁহার নির্দ্ধারিত সত্য-ধর্ম্মের অনুগামী হও; তাহা হইতে অবিশ্বাসী কাফেরদিগের শত্রুতা, আক্রোশ ও শঠতা তোমাদের কোনই অনিষ্ট করিতে পারিবেনা।

পবিত্র কোরানে বিশ্বাসী মুসলমানের সহিত অবিশ্বাসী অ-মুসলমানের যে স্বাভাবিক সম্বন্ধ বর্ণিত হইয়াছে, আজ সমগ্র বিশ্বের বুকে সেই সত্য অতি উজ্জ্বল মূর্ত্তিতে দেদীপ্যমান হইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে।

১২১। **ওহদ সংগ্রাম**—এই আয়তটী ওহদ সংগ্রাম-সংক্রান্ত রুকুর প্রথম প্রত্যাদেশ। আল্লাহতা'লা মুসলমানদিগকে ওহদ যুদ্ধের বিবরণ স্মরণ করাইয়া দিয়া তাহাদিগকে ধৈর্য্য ও সংযমের

শ্রবণকারী মহাজ্ঞানী। ১২২। যখন তোমাদের দুই দল ভীরুতা-প্রকাশের সঙ্কল্প করিয়াছিল এবং আল্লাহ সেই দল-দ্বয়ের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন; এবং বিশ্বাসীরাই আল্লার উপর নির্ভর করিয়া

سميع عليم ١٢٢ - اِذْ هَمَّتْ طَّائِفَتٰنِ مِنْكُمْ اَنْ تَفْشَلَا وَاللّٰهُ وَلِيُّهُمَا ط وَعَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ

হইতে তাঁহার প্রতি নির্ভরশীল হইতে উপদেশ দান করিতেছেন। বদর-যুদ্ধে শোচনীয় পরাজয়ের পর (এই সূরার ১২, ১৩ আয়ত দ্রষ্টব্য) উহার প্রতিশোধ দিবার জন্য কোরেশেরা অধীর হইয়া উঠে। অনন্তর হিজরী তৃতীয় বর্ষের শওয়াল মাসে কোরেশ দলপতি আবু সুফিয়ান তিন সহস্র পরাক্রান্ত সৈন্য সহ মদিনা আক্রমণের জন্য অভিযান করিয়া উহার অনতি-দূরবর্ত্তী ওহদ নামক স্থানে শিবির সন্নিবেশ করে। ওহদ একটী পাহাড়ের নাম। হজরত রসুলোল্লা ঐ সংবাদ পাইয়া আত্মরক্ষার জন্য প্রস্তুত হন। হজরতের একদল অনুগামী মদিনা হইতে অগ্রগামী হইয়া শত্রুদিগকে আক্রমণ করিবার জন্য আগ্রহান্বিত হন এবং অন্য দল মদিনায় অবস্থান পূর্ব্বক আত্মরক্ষা করাই প্রশস্ত বলিয়া অভিমত প্রকাশ করেন। হজরত প্রথম দলের মত গ্রহণ পূর্ব্বক বিভিন্ন সম্প্রদায়ের এক সহস্র সৈন্য সহ ওহদ-প্রান্তরে উপস্থিত হন এবং যুদ্ধের জন্য সুবিধাজনক স্থানে সৈন্য-সংস্থাপন করেন। তিনি বিশেষভাবে ওহদ পর্ব্বতের ঘাটি সমূহ আবদুল্লাহ এবনে জোবায়েরের অধীনে তিরন্দাজ সৈন্য সমাবেশ করিয়া কোরেশ-দিগের আক্রমণ ও পলায়নের পথ রুদ্ধ করিয়া দেন। আলোচ্য আয়তে ঐ ঘটনার আভাস প্রদান করা হইয়াছে।

১২২। যুদ্ধ আরম্ভ হইবার অব্যবহিত পরেই বিশ্বাসী মুসলমানদিগের প্রচণ্ড আক্রমণে অবিশ্বাসী কোরেশদিগের ব্যূহ ভগ্ন হইয়া যায় এবং তাহারা মোসলেম সেনাদলের বীর বিক্রম সহ্য করিতে না পারিয়া পলায়ন করিতে আরম্ভ করে। মুসলমান তাহাদের পশ্চাদ্ধাবন পূর্ব্বক অগ্রসর হইতে থাকেন। এতদ্দর্শনে হজরত যে সেনাদলকে পর্ব্বতে ঘাটি রক্ষা করিবার জন্য নিযুক্ত করিয়াছিলেন, তাহারাও বিজয় লাভের উৎসাহ উত্তেজনায় হজরতের আদেশ ও নিষেধ অগ্রাহ্য করিয়া ঘাটি সমূহ পরিত্যাগ পূর্ব্বক কোরেশ সেনাদলের পশ্চাদ্ধাবিত হন। মুসলমানগণের এই মারাত্মক ভ্রম—কোরেশ পক্ষের দুর্দ্ধর্ষ সমর-বিশারদ সেনাপতি—উত্তর কালের মোসলেম গৌরব বিশ্ব বিজয়ী মহাবীর খালেদের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি অতিক্রম করিতে পারিল না। তিনি অবিলম্বে স্বীয় সৈন্যদল সহ অরক্ষিত ঘাটি সমূহ অধিকার পূর্ব্বক মোসলেমদিগকে অবরুদ্ধ করিয়া ফেলিলেন। পুনরায় তুমুল যুদ্ধ আরম্ভ হইল। এবার বিশৃঙ্খল মুসলমানগণ কোরেশদিগের আক্রমণ সহ্য করিতে পারিলেন না। বিশেষতঃ মোসলেম পক্ষের কপট-বিশ্বাসী সেনাপতি আবদুল্লা বেন ওবায় নিজের অধীনস্থ তিন শত সৈন্যসহ রণক্ষেত্র পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করায় মুসলামনগণ আরও দুর্ব্বল হইয়া পড়িলেন। হারসা এবং সালমা বংশীয় বীরবৃন্দও আবদুল্লা বেন ওবায়ের অনুসরণ করিতে ইচ্ছুক হইয়াছিলেন। এই সময়ে জগদ্বিখ্যাত মহাবীর হামজা এবং হজরতের কতিপয় প্রসিদ্ধ সহচর ভীষণ যুদ্ধে আত্মবিসর্জ্জন করেন। হজরত আলি ও হজরত তালহা প্রভৃতি বীরবৃন্দ অল্পাধিক আহত এবং স্বয়ং হজরত রসুলোল্লা (সঃ) গুরুতর আঘাত প্রাপ্ত হন। শত্রু নিক্ষিপ্ত প্রস্তরাঘাতে তাঁহার পবিত্র দন্ত ভগ্ন হইয়া যায়! কিন্তু হজরত রসুলোল্লা অথবা তাঁহার বিশ্বাসী সহচরগণ কিছুতেই আল্লার প্রতি নির্ভর ও বিশ্বাস হারা হইলেন না। তাঁহারা সকল যাতনা ও সকল বিপদ অগ্রাহ্য করিয়া পুনরায় শৃঙ্খলাবদ্ধ হইতেই শত্রুকুল পলায়নপর হইল।—তঃ হক্কানী।

কোন কোন ঐতিহাসিক ও তফসীরকার ওহদ যুদ্ধে কোরেশেরা বিজয়ী হইয়াছিল বলিয়া ভ্রম করিয়াছেন। সত্য বটে, ঐ যুদ্ধে মুসলমানগণ ভয়ানক বিপদাপন্ন ও ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু বিপদ ও অনিষ্টকে বরণ করিয়াই যুদ্ধে অবতীর্ণ হইতে হয়—উহাতে বিস্ময়ের কিছুই নাই। প্রকৃত

থাকে। ১২৩। এবং নিশ্চয় আল্লাহ তোমা-
দিগকে বদরে সাহায্য করিয়াছিলেন এবং
তোমরা দুর্ব্বল ছিলে; অতএব তোমরা
আল্লাহকে ভয় কর—যেন তোমরা কৃতজ্ঞ
হও। ১২৪। যখন তিনি বিশ্বাসিগণকে
বলিতেছিলেন—ইহা কি তোমাদের
পক্ষে যথেষ্ট নহে যে, তোমাদের

الْمُؤْمِنُوْنَ ○ ١٢٣- وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ
اللّٰهُ بِبَدْرٍ وَّ اَنْتُمْ اَذِلَّةٌ ۚ فَاتَّقُوا اللّٰهَ
لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ ○ ١٢٤- اِذْ تَقُوْلُ
لِلْمُؤْمِنِيْنَ اَلَنْ يَّكْفِيَكُمْ اَنْ يُّمِدَّكُمْ

বীর-জাতি বিপদ ও অনিষ্টকে হেলায় অতিক্রম করিয়া বিজয়মহিমায় অভিষিক্ত হইয়া থাকেন; ইহাই তাঁহাদের বীরত্বসাধনার চরম নিদর্শন। ওহদ যুদ্ধ মুসলমান জাতির সেই শ্রেষ্ঠ সাধনার অগ্নিপরীক্ষা। মুসলমান জাতি ঐ কঠোর পরীক্ষায় সগৌরবে উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন। ভয়াবহ বিঘ্ন, বিপদ এবং ক্ষতি সহ্য করিয়াও তাঁহারা আল্লাতা'লার প্রতি অটল নির্ভরশীলতা, অসীম ধৈর্য্য এবং অনুপম আত্মবিশ্বাসের প্রভাবে অবশেষে বিজয়-মহিমায় অভিষিক্ত হইয়াছিলেন। আর অবিশ্বাসী কোরেশ-জাতি জয়লাভের শত সুযোগ বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও স্বাভাবিক ধৈর্য্য ও বীরোচিত আত্ম-বিশ্বাসের অভাবে কাপুরুষের মত প্রাণ লইয়া পলায়ন করিতে বাধ্য হইয়াছিল। কোরেশদিগের পরাজয়ের প্রত্যক্ষ প্রমাণ এই যে, যুদ্ধের পর তাহারা তাহাদের প্রধান উদ্দেশ্য—অনতিদূরবর্ত্তী মদিনা আক্রমণের কল্পনা পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিল; বিশেষতঃ তাহারা কোন মুসলমানকে বন্দী করিতে কিম্বা তাঁহাদের পশ্চাদ্ধাবন করিতে সাহসী হয় নাই। অধিকন্তু যুদ্ধের পর তাহারা সঙ্ঘবদ্ধ মোসলেমগণের পুনরাক্রমণ ভয়ে ভীত হইয়া অবিলম্বে রণস্থল পরিত্যাগ পূর্ব্বক স্বদেশাভি-মুখে পলায়ন করিয়াছিল।—তঃ মঃ আঃ।

উপরোক্ত ঘটনায় হজরত রসুলোল্লা ও তাঁহার বিশ্বাসী সহচরগণ কিরূপ ভীষণ বিপদের মধ্যে পূর্ণ বিশ্বাসে আল্লাহতা'লার প্রতি নির্ভর করিয়াছিলেন, সেই ঘটনার উল্লেখ করিয়া আল্লাহতা'লা বিশ্বাসী মুসলমানদিগকে তৎপ্রতি নির্ভরশীল হইবার জন্য উপদেশ প্রদান করিতেছেন।

ওহদ যুদ্ধের ভয়াবহ বিপদে যে দুইটী দল আবদুল্লা বেন্ ওবায়ের অনুসরণে ভীতিবশতঃ পলায়নের সঙ্কল্প করিয়াও আল্লার অনুগ্রহে ঐরূপ দুষ্কার্য্য হইতে বিরত হইয়াছিলেন—তাঁহারা 'বনু-সালাম' ও 'বনু-হারসা' সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন।—সহি বোখারী।

১২৩। ওহদ যুদ্ধের বিপজ্জনক প্রসঙ্গ অবতারণা করিবার পর করুণাময় আল্লাহতা'লা বদর-যুদ্ধের বিজয়-স্মৃতি স্মরণ করাইয়া দিয়া মুসলমানদিগকে আশ্বস্ত করিতেছেন। আল্লাহ বলিতেছেন যে, বদর-যুদ্ধে তোমরা নিতান্ত দুর্ব্বল থাকা সত্ত্বেও আমি অলৌকিক সাহায্য দ্বারা তোমাদিগকে জয়যুক্ত করিয়াছিলাম। কারণ তখন তোমাদের ভক্তি, বিশ্বাস ও নির্ভরশীলতা অত্যন্ত প্রবল ছিল। আর ওহদ যুদ্ধে তোমরা যে বিপন্ন হইয়াছিলে, সে তোমাদের নির্ভরশীলতার অভাব ও অবাধ্যতার জন্য। আল্লার ভয় না করিয়া তাঁহার রসুলের আদেশ-উপদেশ লঙ্ঘন করার জন্যই তোমরা বিপদে আক্রান্ত হইয়াছিলে। সেই বিপদ হইতে উদ্ধার পাওয়া এবং ভবিষ্যতে আর ঐরূপ বিপদ না হওয়ার জন্য তোমাদের পক্ষে আল্লাহকে ভয় করিয়া তৎপ্রতি কৃতজ্ঞ হওয়া একান্ত আবশ্যক।

১২৪। ওহদ যুদ্ধের পরে কোরেশেরা মুসলমানদিগকে ধ্বংস করিবার জন্য ভীষণ আয়োজনে প্রবৃত্ত হয়। কোরেশেরা যে কোন মুহূর্ত্তে বিপুল সেনাদল সহ মদিনা আক্রমণ করিতে পারে চারিদিকে এইরূপ সংবাদ রাষ্ট্র হইয়া পড়ে। ঐ সংবাদে ভীত মুসলমানদিগকে আশ্বস্ত করিয়া হজরত রসুলোল্লা বলিয়াছিলেন যে, বদর যুদ্ধে আল্লাহতা'লা যেরূপ সহস্র ফেরেশ্তা দ্বারা তোমা-দিগকে সাহায্য করিয়াছিলেন, সেইরূপ ভবিষ্যতে আবশ্যক হইলে তিনি তোমাদিগকে তিন সহস্র

প্রতিপালক তিন সহস্র ফেরেশ্‌তা প্রেরণ করিয়া তোমাদিগকে সাহায্য করিবেন? ১২৫। বরং যদি তোমরা ধৈর্য্য ধারণ কর ও সংযমী হও এবং যদি তাহারা স্বেচ্ছায় তোমাদের উপর নিপতিত হয়, তবে তোমাদের প্রতিপালক পঞ্চ সহস্র বিশিষ্ট ফেরেশ্‌তা দ্বারা তোমাদিগকে সাহায্য করিবেন। ১২৬। এবং আল্লাহ তোমাদের জন্য ইহাকে সুসংবাদ ব্যতীত করেন নাই এবং যেন এতদ্দ্বারা তোমাদের অন্তর আশ্বস্ত হয়; এবং পরাক্রান্ত বিজ্ঞানময় আল্লার নিকট হইতে ব্যতীত সাহায্য নাই। ১২৭। যাহারা অবিশ্বাসী হইয়াছে—তিনি এইরূপে তাহাদের একাংশকে কর্ত্তিত

رَبُّكُمْ بِثَلٰثَةِ اٰلٰفٍ مِّنَ الْمَلٰٓئِكَةِ
مُنْزَلِيْنَ ١٢٤- بَلٰى ۙ اِنْ تَصْبِرُوْا
وَتَتَّقُوْا وَيَاْتُوْكُمْ مِّنْ فَوْرِهِمْ
هٰذَا يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُمْ بِخَمْسَةِ اٰلٰفٍ
مِّنَ الْمَلٰٓئِكَةِ مُسَوِّمِيْنَ ١٢٥- وَمَا
جَعَلَهُ اللّٰهُ اِلَّا بُشْرٰى لَكُمْ وَلِتَطْمَئِنَّ
قُلُوْبُكُمْ بِهٖ ؕ وَمَا النَّصْرُ اِلَّا
مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ الْعَزِيْزِ الْحَكِيْمِ ۙ
١٢٦- لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِّنَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا

ফেরেশ্‌তা পাঠাইয়া কোন সাহায্য করিবেন—ইহা কি তোমরা যথেষ্ট মনে কর না? সুতরাং তোমাদের আশঙ্কার কোন কারণ নাই।

১২৫। অনন্তর হজরত রসুলোল্লা আরও বলিয়াছিলেন যে, প্রকৃতই যদি কোরেশেরা স্বেচ্ছাচারে প্রণোদিত হইয়া তোমাদিগকে পুনরায় আক্রমণ করে, এবং তোমরা ধৈর্য্যশীল ও সংযমী হইয়া আল্লার অনুগ্রহের প্রতি নির্ভর কর, তবে তিনি তোমাদিগকে আবশ্যক হইলে পাঁচ সহস্র বিশিষ্ট ফেরেশ্‌তা দ্বারা সাহায্য করিবেন।

মোসাব্বেমীন—নিদর্শন অথবা চিহ্ন-বিশিষ্ট, গতিশীল, অশ্ব চালক, আক্রমণকারী ও ধ্বংসকারী। বিভিন্ন তফ্‌সীরকারগণ এই শব্দের ভিন্ন ভিন্ন অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন। আমরা উক্ত শব্দের দ্যোতনার প্রতি লক্ষ্য করিয়া 'বিশিষ্ট' অর্থ গ্রহণ করিলাম।

১২৬। আল্লাহতা'লা হজরত রসুলোল্লার সাহায্যার্থে ফেরেশ্‌তা অবতারণ বিষয়ক প্রতিশ্রুতিকে মুসলমানগণের জন্য অন্তর-আশ্বস্তকারী সুসংবাদ বলিয়া ব্যক্ত করিয়াছেন। কিন্তু এই সাহায্যের প্রতিশ্রুতির সহিত কোরেশদিগের আক্রমণ-শর্ত্ত নির্দ্দিষ্ট থাকায় এবং তাহারা ঐ সময়ে মদিনা আক্রমণ করিতে সাহসী না হওয়ায় ফেরেশ্‌তাগণের সাহায্যও অবতীর্ণ হয় নাই।—তঃ কবির।

কিন্তু এই আয়তের দ্ব্যর্থ অবলম্বন পূর্ব্বক অলৌকিকতার বিরোধী তফ্‌সীরকারগণ বলেন যে, ফেরেশ্‌তা অবতারণের প্রতিশ্রুতি—মুসলমানদিগকে সান্ত্বনা ও সাহস প্রদান মাত্র; কোরেশদিগের আক্রমণ ভীতি হইতে ওহদ যুদ্ধে বিপদাপন্ন ও ক্ষতিগ্রস্ত মুসলমানদিগের অন্তর আশ্বস্ত করিবার জন্যই হজরত রসুলোল্লা ঐ কথা বলিয়াছিলেন। এইরূপ অন্যায় যুক্তি অবলম্বন পূর্ব্বক মুসলমানগণের সাহায্যার্থ আল্লাহ কর্ত্তৃক ফেরেশ্‌তা প্রেরণের প্রতিকূলে ইহারা অনেকগুলি উক্তির অবতারণা করিয়াছেন। সুরা আন্‌ফালের তফ্‌সীরে ঐ সমস্ত উক্তির যুক্তিপূর্ণ সমালোচনা ও অকাট্য উত্তর সন্নিবিষ্ট হইয়াছে।—কোঃ ৮—২, ৫ রুকু দ্রষ্টব্য।

১২৭। এই আয়তটীও অবিশ্বাসী কোরেশদিগের সম্বন্ধে অবতীর্ণ হইয়াছিল। ওহদ এবং আহ্‌জাব সংগ্রামে কোরেশেরা যে শক্তিহীন ও অকৃতকার্য্য হইয়া ফিরিয়া যাইতে বাধ্য হইবে,

اَوْ يَكْبِتَهُمْ فَيَنْقَلِبُوْا خَآئِبِيْنَ ○
١٢٨- لَيْسَ لَكَ مِنَ الْاَمْرِ شَيْءٌ
اَوْ يَتُوْبَ عَلَيْهِمْ اَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَاِنَّهُمْ
ظٰلِمُوْنَ ○ ١٢٩- وَلِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ
وَمَا فِي الْاَرْضِ ط يَغْفِرُ لِمَنْ يَّشَآءُ
وَيُعَذِّبُ مَنْ يَّشَآءُ ط وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ
رَّحِيْمٌ ○

করেন অথবা তাহাদিগকে দুর্ব্বল করেন, যাহাতে তাহারা অকৃতকার্য্যতা সহকারে ফিরিয়া যায়। ১২৮। এ কার্য্যে তোমার কোনই সম্বন্ধ নাই যে, তিনি তাহাদিগকে ক্ষমা করেন অথবা তাহাদিগকে শাস্তি-প্রদান করেন; পরন্তু নিশ্চয় তাহারা অত্যাচারী। ১২৯। এবং নভোমণ্ডলে যাহা আছে ও ভূমণ্ডলে যাহা আছে তাহা আল্লারই; তিনি যাহাকে ইচ্ছা ক্ষমা করেন এবং যাহাকে ইচ্ছা শাস্তি প্রদান করেন এবং আল্লাহ ক্ষমাশীল করুণাময়।

ইহা তৎসম্বন্ধে স্পষ্ট ভবিষ্যদ্বাণী। উক্ত উভয় যুদ্ধেই এই ভবিষ্যদ্বাণীর পূর্ণ সফলতা পরিদৃষ্ট হইয়াছিল। ওহদ যুদ্ধে কোরেশেরা তিন সহস্র সৈন্য লইয়া মদিনা আক্রমণের জন্য অভিযান করিয়াছিল। এবং আহ্‌জাব সংগ্রামে তাহারা দশ সহস্র সৈন্য লইয়া অতর্কিত ভাবে মদিনা আক্রমণ করিয়াছিল। কিন্তু উভয় যুদ্ধে তাহারা শক্তিহীন ও ছত্রভঙ্গ হইয়া অকৃতকার্য্যতার সহিত পলায়ন করিতে বাধ্য হয়। ঐতিহাসিকগণ আহ্‌জাব সংগ্রামকে পরিখার যুদ্ধ বলিয়া অবিহিত করিয়া থাকেন।

তরফ—অংশ, ভাগ অথবা পার্শ্ব (এমাম রাগেব)। তফ্‌সীরকারগণ একাংশ কর্ত্তিত করেন"—এই কথাটীর 'তরফ' 'অংশ' অর্থে 'একদল লোক' অথবা, নেতৃগণ' গ্রহণ করিয়াছেন। সুতাং আয়তের মর্ম্ম এই যে, কোরেশদিগের একদল লোক 'কর্ত্তিত' অথবা ধ্বংসপ্রাপ্ত হওয়ায় কিম্বা তাহাদের নেতৃগণ 'নিহত' অথবা তাহাদের দল হইতে বহির্গত হইয়া যাওয়ায়, তাহারা দুর্ব্বল ও শক্তিহীন হইয়াছিল। শেষোক্ত মতাবলম্বিগণ কোরেশ পক্ষের অদ্বিতীয় মহাবীর হজরত খালেদের ইসলাম গ্রহণ ব্যাপারকে উক্ত অভিমতের প্রমাণ স্বরূপ উল্লেখ করেন। অবশ্য বীরকেশরী হজরত খালেদের ইসলাম গ্রহণে কোরেশ পক্ষ যে দুর্ব্বল ও শক্তিহীন হইয়া পড়িয়াছিল, তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই।

ওহদ ও আহ্‌জাব সংগ্রামে মাত্র এক সহস্র সৈন্য মুসলমান যথাক্রমে—কোরেশ, ইহুদী ও বেদুঈন বীরগণের সমবায়ে গঠিত তিন সহস্র এবং দশ সহস্র সৈন্যের উপর অলৌকিকভাবে জয়লাভ করায়, নব্যতন্ত্রের তফ্‌সীরকারগণ ফেরেশ্‌তা অবতারণ অবিশ্বাস করিলেও, অবশেষে তাঁহারা অনুরূপ স্বর্গীয় সাহায্যের সম্ভাবনা স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছে।—তঃ মঃ আঃ।

১২৮। এই আয়তে আল্লাহতা'লার অসীম শক্তি ও অনন্ত করুণা সম্বন্ধে একটী মহান ও উদার ভাবের অভিব্যক্তি ফুটিয়া বাহির হইতেছে। কোন কোন তফ্‌সীরকার বলেন—একদা হজরত রসুলোল্লার মনে এইরূপ ধারণা হইয়াছিল যে, সত্যধর্ম্মের বিরোধীরা স্ব স্ব দুষ্কার্য্যের জন্য নিশ্চয়ই কঠোর শাস্তি ভোগ করিবে এবং সম্ভবতঃ সেই শাস্তি হইতে তাহাদিগকে রক্ষা করিবার কোনই উপায় নাই। তাই আল্লাহ স্বীয় প্রিয়তম নবীকে অতি সরল ও সহজ ভাষায় বলিয়া দিলেন যে, ঐ সকল লোককে ক্ষমা করা বা শাস্তি দেওয়া সম্বন্ধে আমারই পূর্ণ অধিকার। ঐ বিষয়ে তোমার কোনই সম্বন্ধ নাই। যদিও যাহারা নিশ্চয়ই দুষ্কার্য্যকারী, তথাপি আমি তাহাদিগকে যেরূপ শাস্তি দিতে পারি, সেইরূপ ক্ষমাও করিতে পারি।—তঃ বাঃ কোঃ।

১২৯। এই আয়তটী পূর্ব্ববর্ত্তী আয়তের আরও স্পষ্টতর প্রতিধ্বনি। আল্লাহতা'লা

১৪শ রুকু— সাফল্যের উপায়-নির্দ্ধারণ

১৩০। হে বিশ্বাস-স্থাপনকারীগণ,
তোমরা দ্বিগুণের উপর দ্বিগুণ সুদ
ভক্ষণ করিও না, এবং আল্লাহকে
ভয় কর—যেন তোমরা সুফল-প্রাপ্ত
হও। ১৩১। এবং সেই নরকাগ্নির
ভয় কর—যাহা অবিশ্বাসীদিগের জন্য
প্রস্তুত হইয়াছে। ১৩২। এবং আল্লাহ ও
রসুলের আনুগত্য স্বীকার কর—যেন

١٣٠ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا
لَا تَأْكُلُوا الرِّبَوٰا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً ۖ
وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ۝
١٣١- وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ
لِلْكَافِرِينَ ۝ ١٣٢- وَأَطِيعُوا اللَّهَ

বলিতেছেন যে, তিনি নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের একমাত্র অধিপতি। তিনি ইচ্ছা করিলে অতি বড় অপরাধীর অপরাধও ক্ষমা করিতে পারেন; যেহেতু তিনি ক্ষমাশীল ও করুণাময়।

১৩০। এই আয়তে আল্লাহ দ্বিগুণের উপর দ্বিগুণ সুদ গ্রহণের নিষেধাজ্ঞা প্রচার করিতেছেন। আরবে নিয়ম ছিল যে, সুদ-গ্রহণকারীরা কোন নির্দ্দিষ্ট সুদে যে সময়ে পরিশোধের প্রতিশ্রুতিতে ঋণ প্রদান করিত, সেই সময় পূর্ণ হইলে সমস্ত সুদ মূলধনে পরিণত করিয়া পুনরায় তাহার উপর সুদ নির্দ্দিষ্ট করিত। বলা বাহুল্য, উহা বর্ত্তমান বঙ্গ-ভারতের নিন্দনীয় চক্রবৃদ্ধি প্রথা ব্যতীত আর কিছুই নহে। দুর্ব্বৃত্ত সুদ-গ্রহণকারীরা কখন কখন কোন নির্দ্দিষ্ট সময় অন্তে মূলধনের দ্বিগুণ, ত্রিগুণ অথবা চতুর্গুণ গ্রহণের প্রতিশ্রুতিতেও ঋণ প্রদান করিত। আল্লাহতা'লা ঐরূপ ঋণ প্রদান নিষিদ্ধ ও অবৈধ বলিয়া ঘোষণা করিলেন।—তঃ হক্কানী।

আদ্বয়াফাম মোদায়াফা—দ্বিগুণের দ্বিগুণ; ইহার ভাবার্থ কোন জিনিসের সংযোগের দ্বারা দ্বিগুণতর বা ততোধিক হওয়া। এই জন্য মূল শব্দের অর্থ কেহ 'চতুর্গুণ' গ্রহণ করিয়াছেন (বহরুল উলুম)। আমরা মূল শব্দের ভাব ও ব্যঞ্জনা অনুযায়ী উহার অর্থ 'দ্বিগুণের উপর দ্বিগুণ' গ্রহণ করিলাম।

কোন কোন অনভিজ্ঞ কোরান-ব্যাখ্যাতা এই আয়ত অবলম্বন করিয়া প্রমাণ করিতে চান যে, দ্বিগুণ অথবা চতুর্গুণ সুদ গ্রহণ করাই নিষিদ্ধ; কিন্তু দ্বিগুণের কম অথবা অল্প পরিমাণ সুদ গ্রহণ অবৈধ নহে। বলা বাহুল্য, এইরূপ যুক্তি তাহাদের অসাধারণ অজ্ঞতার পরিচায়ক। যাহা মন্দ তাহার অল্প ও অধিক সবই মন্দ। 'অধিক মিথ্যা কথা বলিও না' কিম্বা অতিরিক্ত অত্যাচার করিও না' বলিলে যেমন প্রমাণিত হয় না যে, 'অনধিক মিথ্যা' কিম্বা 'অল্প অত্যাচার' করা নিষিদ্ধ নয়, সেইরূপ 'দ্বিগুণ চতুর্গুণ সুদ গ্রহণ করিও না' বলিলেও প্রমাণিত হইতে পারে না যে, 'দ্বিগুণের কম অথবা অল্প সুদ গ্রহণ' অবৈধ নহে। বিশেষতঃ এই শ্রেণীর সমস্ত যুক্তি-তর্কের মস্তকে বজ্রাঘাত করিয়া আল্লাহতা'লা পবিত্র কোরানের অন্যত্র ঘোষণা করিয়াছেন যে, 'সুদ মাত্রই হারাম' অর্থাৎ সর্ব্বপ্রকার সুদ গ্রহণ করা অবৈধ।—কোঃ ২—২৭৫ দ্রষ্টব্য।

১৩১। আল্লাহতা'লা সুদ গ্রহণকারীদিগকে ভীতি প্রদর্শন পূর্ব্বক বলিতেছেন যে, অবিশ্বাসী কাফেরদিগের জন্য যে নরকাগ্নি প্রস্তুত করা হইয়াছে, তোমরা সেই নরকাগ্নির ভয় কর। এই আয়তের দ্বারা স্পষ্টই প্রমাণিত হইতেছে যে, সুদ গ্রহণ কোফরীর তুল্য মহাপাপ। সুতরাং অবিশ্বাসী কাফেরগণ যে নরকে অবস্থান করিবে, সুদ-গ্রহণকারীরাও সেই নরকানলে নিক্ষিপ্ত হইবে।

১৩২। এই আয়তে আল্লাহতা'লা সুদ গ্রহণকারীদিগকে আশ্বাস দিয়া বলিতেছেন যে, যদি তোমরা সুদ-গ্রহণ পরিত্যাগ করিয়া আল্লাহ ও রসুলের অনুগত হও, তবে তিনি তোমাদিগকে ক্ষমা করিবেন এবং তোমরা তাঁহার অনুপম করুণা লাভ করিতে পারিবে।

তোমরা করুণা প্রাপ্ত হও। ১৩৩। এবং তোমরা স্বীয় প্রতিপালকের ক্ষমা এবং স্বর্গোদ্যানের দিকে ধাবিত হও—যাহার প্রসারতা নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডল সদৃশ, উহা ধর্ম্মভীরুগণের জন্য নির্ম্মিত হইয়াছে। ১৩৪। যাহারা স্বচ্ছলতা ও অভাবের

وَالرَّسُوْلَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ ۝
١٣٣- وَسَارِعُوْا اِلٰى مَغْفِرَةٍ مِّنْ رَّبِّكُمْ
وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمٰوٰتُ وَالْاَرْضُ لا
اُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِيْنَ ۝ ١٣٤- الَّذِيْنَ

কেহ কেহ বলেন যে, মুসলমানগণ ওহদ যুদ্ধে হজরত রসুলোল্লার আদেশ অমান্য করায় আল্লার অসন্তুষ্টি বশতঃ অত্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছিলেন। তাই আল্লাহ বলিয়া দিলেন যে, তোমরা সেই বিপদের কথা মনে করিয়া ভবিষ্যতে আমার ন্যায়—আমার প্রিয় রসুলের পূর্ণ আনুগত্য স্বীকার করিও, কদাচ তাঁহার আদেশ-নিষেধ অমান্য করিও না; তাহা হইলে তোমরা নিশ্চয় আমার করুণা প্রাপ্ত হইবে।—তঃ মঃ আঃ।

১৩৩। অনন্তর করুণাময় আল্লাহতা'লা বলিতেছেন যে, যদি তোমরা ধর্ম্ম-প্রাণ ব্যক্তিগণের জন্য নির্ম্মিত বিশাল বিস্তৃত স্বর্গোদ্যানের অফুরন্ত সুখ-সম্পদ ভোগ করিতে চাও, তবে স্বীয় প্রতিপালকের নিকট স্ব স্ব অপরাধের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া তাঁহার করুণা লাভ করিতে যত্নবান হও।

১৩৪। এই পবিত্র আয়তটী দান-দয়া, ক্ষমা-করুণা ও সার্ব্বজনীন মানব-হিতৈষণার একটি উচ্চতম আদর্শ। ইহার প্রথম নীতি 'স্বচ্ছলতা ও অভাবের মধ্যে ব্যয় করা'। এই উক্তি দ্বারা সুখে-দুঃখে এবং অভাব-অনটন অথবা স্বচ্ছলতায় জাকাত, খয়রাত, ফেৎরা অথবা অন্যবিধ দান প্রভৃতি সকল অবস্থার সকল প্রকার ব্যয়ের প্রতি লক্ষ্য করা হইয়াছে। ব্যয়ের পাত্রাপাত্র সম্বন্ধেও কোন নিশ্চিন্ত নির্দ্দেশ নাই। যে অবস্থায় যাহাকে যে-কিছু দান বা সাহায্য করা হউক না কেন, তাহা সমস্তই এই বাক্যের লক্ষীভূত। ইহার দ্বিতীয় নীতি 'ক্রোধ সংবরণ করা'। ক্রোধের কোন কারণ থাকুক বা না থাকুক, সকল অবস্থায় সর্ব্বপ্রকার ক্রোধ সংবরণ করাই এই বাক্যাংশের লক্ষ্য। এই পবিত্র আয়তের তৃতীয় নীতি 'মানবদিগকে ক্ষমা করা'। শত্রু হউক অথবা মিত্র হউক, স্বধর্ম্মী হউক কিম্বা বিধর্ম্মী হউক, প্রত্যেক মানবকে ক্ষমা করিবার জন্য এস্থানে বিশেষভাবে 'মানব' শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। যে সকল বিজাতীয় সমালোচক পবিত্র কোরানে ভিন্ন জাতি অথবা ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বীর প্রতি উদারতা ও বদান্যতার শিক্ষা নাই বলিয়া অন্যায় কটাক্ষ করেন, আমরা এই পবিত্র আয়তের প্রতি তাঁহাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। এবং আমরা সগৌরবে ঘোষণা করিতেছি যে, পবিত্র কোরান ব্যতীত জগতের অন্য কোন জাতির ধর্ম্ম গ্রন্থে ইহা অপেক্ষা স্বাভাবিক ও সম্ভবপর উচ্চনীতি কিম্বা উদার শিক্ষা নাই। ইসলামের পরম বৈরী সুবিখ্যাত কোরান অনুবাদক সেল সাহেবও অবশেষে স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছেন যে,—"এই আয়তটী সংযম, সুনীতি, মহত্ত্ব ও উদারতার একটী উচ্চতম আদর্শ।"—তঃ হক্কানী ও মঃ আঃ।

হজরত রসুলোল্লার পবিত্র জীবন এই আয়তের উজ্জ্বলতর আলেখ্য স্বরূপ। এই সংক্ষিপ্ত টীকায় উহার পুর্ণ পরিচয় দেওয়া সম্পূর্ণ অসম্ভব। কিন্তু তাঁহার স্বর্গীয় শিক্ষাগুণে তদীয় সহচরগণের জীবনে ঐ আদর্শ কিরূপ কার্য্যকরী হইয়াছিল, আমরা তৎসম্বন্ধে দুইটী দৃষ্টান্ত উল্লেখ করিতেছি।

একদা হজরত আলি জনৈক পরাক্রান্ত শত্রুকে ভূপতিত করিয়া তাহাকে সংহার করিবার জন্য স্বীয় তরবারী কোষমুক্ত করিলেন। ঐ দুর্দ্দান্ত অরি যখন বুঝিতে পারিল যে, তাহার জীবনের আর কোনই আশা নাই এবং হজরত আলি তাহাকে কিছুতেই ক্ষমা করিবেন না, তখন সে তাহার চরম প্রতিবিধিৎসা সাধন এবং হজরত আলিকে শেষ অপমান করিবার জন্য তাঁহার মুখে ঘৃণাভরে থুথু নিক্ষেপ করিল। হজরত আলি তৎক্ষণাৎ উদ্যত অসি সংবরণ পূর্ব্বক কোষবদ্ধ করিলেন

মধ্যে ব্যয় করে এবং ক্রোধ সংবরণ করে ও মানবদিগকে ক্ষমা করে; এবং আল্লাহ সৎকর্ম্মশীলদিগকে ভালবাসেন।

১৩৫। এবং যখন কেহ অশ্লীল-কার্য্য করে কিংবা স্বীয় জীবনের প্রতি অত্যাচার করে, তৎপরে আল্লাহকে স্মরণ করিয়া স্বীয় অপরাধসমূহের জন্য ক্ষমা-প্রার্থনা করে; এবং আল্লাহ ব্যতীত কে অপরাধ-সমূহ ক্ষমা করিয়া থাকেন? এবং তাহারা যাহা করিয়াছে, তন্নিমিত্ত হঠকারিতা

يُنْفِقُوْنَ فِى السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ
وَالْكٰظِمِيْنَ الْغَيْظَ وَالْعَافِيْنَ عَنِ
النَّاسِ ط وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ ۝
١٣٥- وَالَّذِيْنَ اِذَا فَعَلُوْا فَاحِشَةً اَوْ
ظَلَمُوْٓا اَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللّٰهَ فَاسْتَغْفَرُوْا
لِذُنُوْبِهِمْ قف وَمَنْ يَّغْفِرُ الذُّنُوْبَ
اِلَّا اللّٰهُ ص وَلَمْ يُصِرُّوْا عَلٰى مَا فَعَلُوْا

এবং উক্ত শত্রুকে পরিত্যাগ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন। ইহাতে শত্রু অতিমাত্র বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল,—"হে আলি, আপনি এরূপ সুযোগ পাইয়াও আমাকে হত্যা করিলেন না? আমি ত শেষ মুহূর্ত্তেও আপনাকে অপমান করিয়াছি।" হজরত আলি ধীর স্থিরভাবে উত্তর করিলেন, "তুমি আল্লাহ ও রসুলের অবাধ্য এবং ধর্ম্মের শত্রু বলিয়াই আমি তোমাকে হত্যা করিতে উদ্যত হইয়াছিলাম; আমার ব্যক্তিগত কোন আক্রোশ বা উদ্দেশ্য সাধনের জন্য নহে। কিন্তু তুমি যখন থুথু নিক্ষেপ করিয়া আমার অপমান করিয়াছ, তখন তোমার প্রতি আমার অন্তরে ক্রোধ ও প্রতি-হিংসা প্রজ্জলিত হইয়া উঠিয়াছে। সেই জন্যই আমি তোমাকে হত্যা করিতে বিরত হইয়াছি। কারণ প্রথমতঃ ক্রোধ সংবরণ করা মুসলমানের একান্ত কর্ত্তব্য। দ্বিতীয়তঃ ব্যক্তিগত প্রতিহিংসা সাধনের জন্য আল্লার সৃষ্ট জীবকে হত্যা করিবার অধিকার কাহারও নাই। ঐ শত্রু হজরত আলির উচ্চনীতি, উদারতা ও মহত্ব দর্শনে বিস্মিত ও চমকিত হইয়া তৎক্ষণাৎ পবিত্র ইসলামে আত্মসমর্পণ করিল।

দ্বিতীয় দৃষ্টান্ত হজরত হাসানের জীবনী হইতে উদ্ধৃত করা হইল। কোন সময়ে হজরত হাসানের দাস অত্যন্ত উত্তেজিত হইয়া স্বীয় প্রভুর প্রতি উত্তপ্ত পাত্র নিক্ষেপ করিয়াছিল। কিন্তু মুহূর্ত্ত পরেই যখন সে বুঝিতে পারিল যে, এই অবিমৃষ্যকারিতার জন্য তাহাকে কঠোর শাস্তি ভোগ করিতে হইবে, তখন সে ভীত কম্পিতভাবে হজরত হাসানের দিকে কাতর দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া এই পবিত্র আয়ত পড়িতে লাগিল। সে যখন পড়িল—"যাহারা * * ক্রোধ সংবরণ করে", তখন হাসান ধীরভাবে বলিলেন,—"আমি ক্রুদ্ধ হই নাই"; এবং সে যখন পড়িল—"ও মানবদিগকে ক্ষমা করে," তখন হাসান বলিলেন,—আমি তোমাকে ক্ষমা করিলাম"; অনন্তর সে যখন পড়িল—"এবং আল্লাহ সৎকর্ম্মশীলগণকে ভালবাসেন," তখন মহাত্মা হজরত হাসান বলিলেন,—"আমি তোমাকে চারিশত রৌপ্যমুদ্রা সহ মুক্তি প্রদান করিলাম।"—তঃ মঃ আঃ।

প্রাথমিক যুগের ধর্ম্মপ্রাণ মুসলমানদিগের পবিত্র জীবনী হইতে এইরূপ সহস্র সহস্র দৃষ্টান্ত উল্লেখ করা যাইতে পারে।

১৩৫। এই আয়তের মর্ম্ম এই যে, যাহারা অশ্লীল, অসৎ কিম্বা অন্যায় কার্য্য করিবার পর সৎসম্বন্ধে হঠকারিতা কিম্বা অবাধ্যতা প্রকাশ না করিয়া অনুতপ্ত চিত্তে আল্লাহকে স্মরণ পূর্ব্বক স্বীয় অপরাধের ক্ষমা প্রার্থনা করে, আল্লাহ তাহাদিগকে ক্ষমা করিবেন এবং ক্ষমা করিবার তিনিই শ্রেষ্ঠতম অধিকারী। অতএব মানবের পক্ষে স্ব স্ব অপরাধের জন্য সর্ব্বদা আল্লার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করা একান্ত কর্ত্তব্য।

وَهُمْ يَعْلَمُونَ ○ ١٣٦- أُولَٰئِكَ
جَزَاؤُهُم مَّغْفِرَةٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَجَنَّاتٌ
تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ
فِيهَا ط وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ ○
١٣٧- قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِكُمْ سُنَنٌ لا
فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ
كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ ○ ١٣٨- هَٰذَا
بَيَانٌ لِّلنَّاسِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةٌ
لِّلْمُتَّقِينَ ○ ١٣٩- وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا
وَأَنتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ○
١٤٠- إِن يَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ

করে না এবং তাহারা উহা অবগত আছে। ১৩৬। তাহাদেরই জন্য পুরস্কার—তাহাদের প্রতিপালকের নিকট হইতে ক্ষমা এবং স্বর্গোদ্যান—যাহার নিম্নে স্রোতস্বিনী সমূহ প্রবাহিতা, তন্মধ্যে তাহারা সর্ব্বদা অবস্থান করিবে; এবং কর্ম্মিগণের জন্য কি সুন্দর প্রতিদান। ১৩৭। নিশ্চয় তোমাদের পূর্ব্বে আদর্শ-সমূহ অতিক্রান্ত হইয়াছে; অতএব পৃথিবী বিচরণ কর, তৎপরে লক্ষ্য কর যে, অসত্যারোপকারিগণের পরিণাম কিরূপ হইয়াছে? ১৩৮। ইহা মানবমণ্ডলীর জন্য উজ্জ্বল বিবরণ এবং ধর্ম্মভীরুগণের জন্য পথপ্রদর্শক ও উপদেশ। ১৩৯। এবং তোমরা শৈথিল্য করিও না ও বিষণ্ণ হইও না এবং যদি তোমরা বিশ্বাসী হও, তবে তোমরাই সমুন্নত হইবে। ১৪০। যদি তোমাদের আঘাত লাগিয়া থাকে, তবে নিশ্চয়ই

১৩৬। যাহারা পূর্ব্বোক্ত আয়তের বর্ণনা অনুযায়ী ক্ষমা-প্রার্থনা করিবে, এই আয়তে আল্লাহতা'লা তাহাদিগকে ক্ষমা করিয়া অনন্ত সুখ-সম্পদপূর্ণ স্বর্গোদ্যানের সুসংবাদ প্রদান করিতেছেন। সুতরাং স্ব স্ব জীবনের দোষ-ত্রুটীর জন্য ক্ষমা-প্রার্থনা করিয়া প্রভুর অনুগ্রহ ও পুরস্কার লাভের জন্য সকলেরই সচেষ্ট হওয়া উচিত। পবিত্র কোরানে সৎকর্ম্মশীল ব্যক্তিগণের জন্য প্রভুর ক্ষমতা ও পুরস্কারকে শ্রেষ্ঠতম প্রতিদান বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে।

১৩৭। **সোনান—'সুন্নত'** শব্দের বহুবচন; উহার অর্থ আদর্শ, রীতি-নীতি, পন্থা, চরিত্র ও জীবনযাপন প্রণালী। এস্থলে 'সোনান' অর্থে পূর্ব্ববর্ত্তী নবিগণের ধর্ম্ম-নীতি, আদর্শ অথবা নিদর্শন-সমূহ বুঝিতে হইবে।—বয়জবী।

১৩৯। ওহদ-যুদ্ধে ক্ষতিগ্রস্ত মুসলমানদিগকে নানারূপ সদুপদেশ দানের পর আল্লাহ বলিতেছেন যে, যুদ্ধে লাভ ও ক্ষতি—উভয়ই হইয়া থাকে; সুতরাং সেজন্য তোমরা বিষণ্ণ হইও না। যদি তোমরা বিশ্বাসী হও, তবে ভবিষ্যতে শত্রুকুলের উপর তোমরাই পরাক্রান্ত হইয়া জয়লাভ করিবে। আহ্‌জাব সংগ্রামে কোরেশ জাতির অপ্রত্যাশিত পরাজয় এবং তৎপরে বিশ্বাসী মুসলমানগণ কর্ত্তৃক মক্কা অধিকার—এই ভবিষ্যদ্বাণীর প্রত্যক্ষ সফলতা।

১৪০। আল্লাহতা'লা ওহদ যুদ্ধে ক্ষতিগ্রস্ত মুসলমানদিগকে আরও সান্ত্বনা প্রদান করিয়া বলিতেছেন যে, যুদ্ধে জয়-পরাজয়, লাভ ক্ষতি ও হর্ষ-বিষাদ স্বাভাবিক। সুতরাং এজন্য "তোমাদের যদি আঘাত লাগিয়া থাকে, তবে সেই সম্প্রদায়কেও তদ্রূপ আঘাত লাগিয়াছে"—এই বাক্যের দ্বারা আল্লাহ মুসলমানদিগকে বলিতেছেন যে, তোমরা ওহদ-যুদ্ধে যেরূপ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছ, তোমাদের

الْقَوْمَ قَرْحٌ مِّثْلُهٗ ط وَتِلْكَ الْاَيَّامُ
نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ ج وَلِيَعْلَمَ اللّٰهُ
الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَآءَ ط
وَاللّٰهُ لَا يُحِبُّ الظّٰلِمِيْنَ ۙ
١٤١- وَلِيُمَحِّصَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا
وَيَمْحَقَ الْكٰفِرِيْنَ ۝ ١٤٢- اَمْ
حَسِبْتُمْ اَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا
يَعْلَمِ اللّٰهُ الَّذِيْنَ جٰهَدُوْا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ
الصّٰبِرِيْنَ ۝ ١٤٣- وَلَقَدْ كُنْتُمْ

সেই সম্প্রদায়কেও তদ্রূপ আঘাত লাগিয়াছে; এবং এই দিবস-সমূহকে আমি মানবগণের মধ্যে পরিক্রমণ করাই; এবং যাহারা বিশ্বাস-স্থাপন করিয়াছে, তাহাদিগকে আল্লাহ এইরূপে প্রকাশ করেন; এবং তোমাদের মধ্যে সাক্ষী সমূহ গ্রহণ করিব এবং আল্লাহ অত্যাচারিগণকে ভালবাসেন না।
১৪১। এবং যাহারা বিশ্বাস-স্থাপন করিয়াছে—তাহাদিগকে আল্লাহ এইরূপে নির্ম্মল করেন এবং অবিশ্বাসিদিগকে নিপাত করেন।
১৪২। তোমরা কি ধারণা করিতেছ যে, তোমরাই স্বর্গোদ্যানে প্রবেশ করিবে; এবং যাহারা ধর্ম্মযুদ্ধ করে ও যাহারা ধৈর্য্যশীল—আল্লাহ তোমাদের মধ্য হইতে তাহাদিগকে এখনও প্রকাশ করেন নাই।
১৪৩। এবং নিশ্চয় তোমরা মৃত্যুর পূর্ব্বেই

শত্রু কোরেশেরাও বদর-যুদ্ধে তদনুরূপ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছিল। "এই দিবস সমূহকে আমি মানবগণের মধ্যে পরিক্রমণ করাই"—এ কথার অর্থ এই যে, আমারই ইচ্ছায় মানবের ভাগ্যচক্র জয়-পরাজয় অথবা সফলতা ও বিফলতার পথে আবর্ত্তিত হইয়া থাকে। আয়তের শেষার্দ্ধের মর্ম্ম এই যে, যদি তোমরা সত্যবিশ্বাসী হও, তবে তোমরা "প্রকাশ" অর্থাৎ বিজয়ী হইবে। এই অব্যর্থ ভবিষ্যদ্বাণীর অলৌকিক সাফল্য স্বরূপ একদা জগতের যাবতীয় রাজ্য-ঐশ্বর্য্য বিশ্বাসী মুসলমানের চরণ-তলে লুণ্ঠিত হইয়াছিল; আর পবিত্র কোরানের নির্দ্দেশ অনুযায়ী বিশ্বাস-বিহীন মুসলমান জাতি আজ সর্ব্বস্ব হারা পথের ভিখারী। সুতরাং পূর্ব্ব-গৌরব অর্জ্জন করিতে হইলে মুসলমান জাতিকে আবার সত্য-বিশ্বাসী মুসলমান হইতে হইবে।—তঃ হক্কানী।

১৪১। এই আয়ত পূর্ব্ববর্ত্তী আয়তের সুসংবাদ ও ভবিষ্যদ্বাণীর আরও স্পষ্টতর প্রতিধ্বনি। আল্লাহতা'লা মুসলমানদিগকে সুসংবাদ দিতেছেন যে, তিনি অদূর-ভবিষ্যতে পবিত্র অবিশ্বাসী-দিগকে বিনাশ করিয়া বিশ্বাসীগণকে নির্ম্মল ও বিজয়-গৌরবে গৌরবান্বিত করিবেন। এই ভবিষ্যদ্বাণীর সফলতার উল্লেখ করা নিষ্প্রয়োজন; কারণ জগতের ইতিহাসই উহার উজ্জ্বলতম সাক্ষী।

১৪২। এই আয়তে আল্লাহতা'লা নির্দ্দেশ করিতেছেন যে, যদিও তোমরা সকলেই স্বর্গোদ্যানে প্রবেশ কামনা কর, তথাপি যাহারা বিপদে ধৈর্য্যশীল এবং ধর্ম্মযুদ্ধে ভীত অথবা পশ্চাৎপদ নহে, তাহারাই স্বর্গোদ্যানে প্রবেশ করিবার সমধিক অধিকারী। "আল্লাহ তোমাদের মধ্য হইতে এখনও তাহাদিগকে প্রকাশ করেন নাই"—ইহার মর্ম্ম এই যে, তোমাদের মধ্যে কে আল্লার পথে ধর্ম্মযুদ্ধের জন্য আত্মপ্রাণ উৎসর্গকারী এবং কে বিপদে ধৈর্য্যশীল, তাহা এখনও প্রকাশিত হয় নাই। ধর্ম্ম-যুদ্ধ উপস্থিত হইলেই তাহা পরীক্ষিত হইবে।

১৪৩। এই আয়তে যাহার সাক্ষাতের প্রসঙ্গ বর্ণিত হইয়াছে—উহা জেহাদ বা ধর্ম্ম-যুদ্ধ। শত্রুকুলের অত্যাচার-উৎপীড়নে অনেক মুসলমানই তাহাদের সহিত প্রকাশ্য যুদ্ধক্ষেত্রে শক্তি-পরীক্ষার জন্য আগ্রহান্বিত হইয়াছিলেন। তাঁহারা এরূপও বলিতেন যে, শত্রুর নিকট অবিরত উৎপীড়িত

উহার সাক্ষাৎ কামনা করিতেছিলে, অনন্তর নিশ্চয় তোমরা উহা প্রত্যক্ষ করিয়াছ এবং তোমরা অবলোকন করিতেছ।

تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ اَنْ تَلْقَوْهُ ص
فَقَدْ رَاَيْتُمُوْهُ وَاَنْتُمْ تَنْظُرُوْنَ ع

১৫শ রুকু—বিপদে ধৈর্য্যাবলম্বন ও সাহায্য প্রার্থনা।

১৪৪। এবং মোহাম্মদ রসুল ব্যতীত নহে, এবং নিশ্চয় তাহার পূর্ব্বে রসুলগণ বিগত হইয়াছে; অনন্তর যদি তাহার

١٤٤- وَمَا مُحَمَّدٌ اِلَّا رَسُوْلٌ ج
قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ ط اَفَائِنْ

হওয়া অপেক্ষা সত্যের সেবা এবং ধর্ম্মের জন্য প্রকাশ্য যুদ্ধ করিয়া প্রাণ-বিসর্জ্জন করাও শ্রেয়। কিন্তু হজরত রসুলোল্লা স্বভাবতঃ যুদ্ধ-বিগ্রহের বিরোধী থাকায় এবং ঐ সম্বন্ধে কোন প্রত্যাদেশ অবতীর্ণ না হওয়ায় পূর্ব্বে তাঁহাদের সেই সাধ পূর্ণ হয় নাই। অনন্তর জেহাদের প্রত্যাদেশ অবতীর্ণ হইবার পরে যখন হজরত রসুলোল্লা মুসলমানদিগকে আত্মরক্ষা ও সত্যের জন্য সংগ্রাম করিবার আদেশ প্রদান করিলেন; তখন যুদ্ধের অবশ্যম্ভাবী জয় পরাজয় ও লাভ ক্ষতি দর্শনে তাহাদের অনেকেই বিচলিত হওয়ায়, এই প্রত্যাদেশ অবতীর্ণ হয়। আল্লাহতা'লা বলিয়া দিলেন যে, তোমরাই ত "মৃত্যুর পূর্ব্বে উহার সাক্ষাৎ কামনা করিতেছিলে"—অর্থাৎ শত্রুকে প্রতিশোধ দিয়া যুদ্ধে মৃত্যু বরণ করিবার জন্য আগ্রহান্বিত হইয়াছিলে; এখন তোমাদিগকে সেই ধর্ম্ম-যুদ্ধের সুযোগ প্রদান করা হইয়াছে। শত্রুগণ তোমাদের সম্মুখে উপস্থিত। অতএব যদি তোমরা সত্যানুগামী হও এবং স্বর্গোদ্যান কামনা কর (পূর্ব্ব আয়ত), তবে আল্লার পথে স্বীয় কর্ত্তব্য পালনের জন্য প্রস্তুত হও। ফলতঃ সেই সময়ে মুষ্টিমের মুসলমানের পক্ষে বিরাট শত্রুসেনার সহিত যুদ্ধ করা সত্যই 'মৃত্যু বরণ' বা আত্ম-বিসর্জ্জনের তুল্য ছিল এবং মুসলমানগণ আল্লার আদেশ পালন করিয়া সেই জীবন মৃত্যুর ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধযুক্ত মহাপরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন।

১৪৪। ওহদ যুদ্ধে হজরত রসুলোল্লা (সঃ) পর্ব্বতের ঘাটি রক্ষা করিবার জন্য যে দুই দল তীরন্দাজ সৈন্য নিযুক্ত করিয়াছিলেন তাহারা যখন হজরত রসুলোল্লার নিষেধ অগ্রাহ্য করিয়া মুসলমানদিগের আক্রমণে পরাজিত ও পলায়মান কোরেশদিগের পশ্চাদ্ধাবন এবং সমর সম্ভার লুণ্ঠনের জন্য ঘাটি শূন্য করিয়া সবেগে ধাবিত হইল, তখন হজরত রসুলোল্লার আদেশ লঙ্ঘন হেতু আল্লার অসন্তুষ্টি বশতঃ চতুর্দ্দিক হইতে ভীষণ বিপদ ঝঞ্ঝা মুসলমানদিগকে আচ্ছন্ন করিয়া লইল। ঐ সময়ে কোরেশ পক্ষের দুর্দ্ধর্ষ মহাযোদ্ধা বিশ্ববিজয়ী খালেদ বেন্ অলিদ অবলীলাক্রমে পরিত্যক্ত ঘাটি অধিকার পূর্ব্বক ভীম পরাক্রমের সহিত মুসলমানদিগকে আক্রমণ করিলেন। বিশৃঙ্খল মোসলেম সৈন্যদল সে আক্রমণ প্রতিরোধ করিতে পারিলেন না। জগদ্বিখ্যাত মহাবীর হজরত হাম্জা অপ্রতিহত স্রোতের ন্যায় কোরেশ সেনাদলের অদম্য গতি রোধ করিয়া প্রবল পরাক্রমে তাহাদিগকে আক্রমণ করিলেন এবং দীপ্ত তরবারি সঞ্চালনে অসংখ্য শত্রু শব রণস্থল সমাচ্ছন্ন করিয়া হাবসী দাস ওক্কাসের বর্শাঘাতে অকস্মাৎ সমরশায়ী হইয়া 'শাহাদতের' অত্যুজ্জ্বল গৌরব পতাকা ধারণ পূর্ব্বক স্বর্গারোহণ করিলেন। হজরত হাম্জার আকস্মিক পতনে মোস্লেম সেনাদলে ভীতি ও বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইল। বহু খ্যাতনামা মোস্লেম বীর এই যুদ্ধে হতাহত হইলেন। অবস্থা এরূপ ভীষণ ও ভয়াবহ হইয়া দাঁড়াইল যে, স্বয়ং হজরত রসুলোল্লা গুরুতররূপে আহত এবং আঘাত প্রাপ্ত হইলেন। আবদুল্লা হাবসী নামক এক অসমসাহসী দুরাত্মা মুক্ত তরবারি হস্তে হজরত রসুলোল্লাকে হত্যা করিবার জন্য সবেগে ধাবিত হইল। দুরাত্মা প্রায় হজরতের নিকটবর্ত্তী হইয়াছে—এমন সময়ে মোস্লেম গৌরব হজরত মস্য়াব বিদ্যুদ্বেগে তাহার গতিরোধ করিয়া হজরতের জীবন রক্ষার বিনিময়ে

মৃত্যু হয় অথবা সে নিহত হয়, তবে কি তোমরা পশ্চাদ্‌পদে ফিরিয়া যাইবে? এবং যে-কেহ পশ্চাদ্‌পদে ফিরিয়া যায়, তাহাতে সে আল্লার কোনই অনিষ্ট করিবে না এবং আল্লাহ কৃতজ্ঞগণকে পুরস্কার

مَاتَ اَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلٰٓى اَعْقَابِكُمْ ط
وَمَنْ يَّنْقَلِبْ عَلٰى عَقِبَيْهِ فَلَنْ
يَّضُرَّ اللّٰهَ شَيْـًٔا ط وَسَيَجْزِى اللّٰهُ

পাপিষ্ঠের উত্থিত অসি-প্রহারে আত্ম-বিসর্জ্জন পূর্ব্বক 'শহিদের' সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গৌরব লাভ করিলেন। অনন্তর চক্ষুর পলকে দলে দলে মুসলমান আসিয়া হজরত রসুলোল্লাকে পরিবেষ্টন করিতেই দুরাত্মা আবদুল্লা হাবনী চিৎকার করিয়া বলিতে লাগিল—"আমি হজরত মোহাম্মদকে (সঃ) নিহত করিয়াছি।" এই চিৎকারের সঙ্গে সঙ্গে জীবন মরণের ভয়াবহ যুদ্ধে নিরত মুসলমানদিগের উপর যেন ভীতি, বিষাদ, নিরাশা ও অবসাদের ঘনীভূত তমসা নামিয়া আসিল এবং শত্রু দলে উৎসাহের উচ্ছল স্রোত ছুটিল। ক্ষীণ-বিশ্বাসী মুসলমানদিগের কেহ কেহ তখন অনর্থক যুদ্ধ করা বৃথা ভাবিয়া আবু সুফিয়ানের নিকট আত্মসমর্পণ পূর্ব্বক শান্তি প্রার্থনার সঙ্কল্প করিতে লাগিল। কোন কোন কপট-বিশ্বাসী বলিতে লাগিল যে, যদি হজরত রসুলোল্লা সত্য নবী হইতেন, তাহা হইলে তিনি কখনই যুদ্ধে নিহত হইতেন না। অতএব তোমরা এই নূতন ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া পূর্ব্বতন ধর্ম্ম অবলম্বন কর এবং স্বীয় ভ্রাতৃগণের সহিত সম্মিলিত হও। কিন্তু হজরত আনেস প্রভৃতি সত্য-বিশ্বাসী বিচক্ষণ মুসলমানগণ সকলকে সম্বোধন করিয়া বলিতে লাগিলেন যে, যদিও হজরত রসুলোল্লা নিহত হইয়া থাকেন, তথাপি তাঁহার আল্লাহ ত জীবিত আছেন। অতএব তোমরা যদি সত্য-বিশ্বাসী মুসলমান হও, তবে যে সত্যের জন্য তোমাদের রসুল জীবন দান করিয়াছেন, তজ্জন্য তোমরাও আত্মপ্রাণ উৎসর্গ কর। নিশ্চয় জান যে, এই পার্থিব সঙ্কীর্ণ জীবনের অবসানে পরকালে অনন্ত জীবন রহিয়াছে। এই ধর্ম্ম-ভাবপূর্ণ জলন্ত বাক্যে অনেকেরই চিত্তে পুনরায় সত্য-বিশ্বাস জাগ্রত হইয়া উঠিল। এমন সময়ে হজরত আবুবকর, হজরত আলি ও হজরত তাল্‌হা প্রভৃতি জগদ্বিখ্যাত সাহাবাগণ যুদ্ধ করিতে করিতে শত্রুব্যূহ ভেদ করিয়া হজরত রসুলোল্লার সন্নিকটবর্ত্তী হইলেন এবং প্রবল বেগে আক্রমণ পূর্ব্ব শত্রুদিগকে দূরীভূত করিয়া দিলেন। এই সময়ে হজরত রসুলোল্লা স্বীয় প্রাণোপম ভক্ত সম্প্রদায়ের দুর্দ্দশা দর্শনে ব্যথিত চিত্তে আঘাতের সমস্ত বেদনা ভুলিয়া উচ্চকণ্ঠে মুসলমানদিগকে নিজের নিকটে আহ্বান করিলেন। হজরতের পবিত্র কণ্ঠধ্বনি শ্রবণে মুসলমানগণের মধ্যে মৃতসঞ্জীবনী প্রাণশক্তি ফিরিয়া আসিল। তখন সকলে প্রচণ্ড বিক্রমে অবিশ্বাসীদিগকে পদদলিত ও বিতাড়িত করিয়া হজরতের নিকট ছুটিয়া আসিলেন। ঐ ভয়াবহ সঙ্কট সময়ে মুসলমানদিগকে সান্ত্বনা প্রদান উপলক্ষে এই মহিমান্বিত জলন্ত সত্যপূর্ণ আয়ত অবতীর্ণ হয়।—তঃ হক্কানী।

আয়তের অর্থ এই যে, হজরত মোহাম্মদ (সঃ) আল্লাহতা'লার প্রিয়তম রসুল এবং প্রত্যেক রসুলই জীবন মৃত্যুর অধীন। আল্লাহ ভিন্ন কেহই চির জীবন্ত বা চিরস্থায়ী নহে। হজরত রসুলোল্লার পূর্ব্বে যে সকল রসুল আগমন করিয়াছিলেন, তাঁহারাও মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছেন। অতএব যদি তোমাদের রসুল যুদ্ধে নিহত হন কিংবা স্বাভাবিকভাবে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়া ইহ সংসার পরিত্যাগ করেন, তবে কি তোমরা তাঁহার প্রচারিত সত্যধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া "পশ্চাৎপদে"—অর্থাৎ পূর্ব্ববর্ত্তী অসত্য ধর্ম্মে "ফিরিয়া যাইবে?" অনন্তর আল্লাহ বলিয়া দিলেন যে, যাহারা ঐরূপভাবে পূর্ব্বধর্ম্মে ফিরিয়া যাইবে, তাহারা "আল্লার কোন অনিষ্ট করিবে না," অর্থাৎ তাহাদের অবিশ্বাসে আল্লার ধর্ম্ম—ইসলামের কোন অনিষ্ট হইবে না। সত্য চিরদিনই সত্য; সত্য-প্রচারক রসুলের জীবন-মৃত্যুর সহিত তাহার কোনই সম্বন্ধ নাই। বরং রসুলের অবিদ্যমানে তদীয় সাহচর্য্য লাভের গৌরবে বঞ্চিত হইয়াও যাহারা কৃতজ্ঞচিত্তে তৎপ্রচারিত সত্যে আস্থা স্থাপন করিবে, আল্লাহ সেই কৃতজ্ঞ ব্যক্তিগণকে অনন্ত পুরস্কার প্রদান করিবেন।

৪—৪

প্রদান করেন। ১৪৫। এবং আল্লার আদেশে লিপিবদ্ধ নির্দ্দিষ্ট-সময় ব্যতীত কেহই মৃত্যুমুখে পতিত হয় না; এবং যে-কেহ ইহলোকের প্রতিদান কামনা করে, আমি তাহাকে তাহা হইতেই প্রদান করি এবং যে-কেহ পরকালের প্রতিদান কামনা করে, আমি তাহাকে তাহা হইতেই প্রদান করিয়া থাকি; এবং আমি কৃতজ্ঞ-গণকে অচিরেই পুরস্কার প্রদান করিব। ১৪৬। এবং এমন নবিগণ ছিল—যাহাদের সহযোগে প্রভুভক্ত লোকেরা যুদ্ধ করিয়াছিল; পরন্তু আল্লার পথে যাহা সংঘটিত হইয়াছিল তাহাতে তাহারা নিরুৎসাহ হয় নাই ও শক্তিহীন হয় নাই এবং বিচলিত হয় নাই; এবং আল্লাহ

الشّٰكِرِيْنَ ০ ١٤٥ - وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ
اَنْ تَمُوْتَ اِلَّا بِاِذْنِ اللّٰهِ كِتٰبًا مُّؤَجَّلًا ط
وَمَنْ يُّرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهٖ مِنْهَا ج
وَمَنْ يُّرِدْ ثَوَابَ الْاٰخِرَةِ نُؤْتِهٖ مِنْهَا ط
وَسَنَجْزِى الشّٰكِرِيْنَ ١٤٦ - وَكَاَيِّنْ
مِّنْ نَّبِيٍّ قٰتَلَ لا مَعَهٗ رِبِّيُّوْنَ كَثِيْرٌ ج
فَمَا وَهَنُوْا لِمَا اَصَابَهُمْ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ
وَمَا ضَعُفُوْا وَمَا اسْتَكَانُوْا ط وَاللّٰهُ

১৪৫। প্রসিদ্ধ তফ্‌সীরকার এমাম রাজী বলেন—এই আয়তে আল্লাহতা'লা মুসলমানদিগকে হজরতের মৃত্যু সম্বন্ধে আশ্বাস প্রদান করিয়া বলিতেছেন যে, তাঁহার মৃত্যুকাল এখনও সমাগত হয় নাই এবং তৎসহ ইহাও নির্দ্দেশিত হইয়াছে যে, আল্লার অসীম অনুগ্রহ এবং অলৌকিক সাহায্য ব্যতীত হজরত রসুলোল্লা ঐরূপ ভীষণ সঙ্কটে কখনই নিশ্চিত মৃত্যুর গ্রাস অতিক্রম করিতে পারিতেন না।—তঃ কবির।

অন্যান্য তফ্‌সীরকারগণ বলেন—যে সকল মুসলমান মৃত্যুর ভয়ে ধর্ম্মযুদ্ধে যোগদান করিতে ইতস্ততঃ করিতেছিলেন, তাঁহাদিগকে আশ্বাস প্রদান পূর্ব্বক এই আয়ত অবতীর্ণ হইয়াছে। আল্লাহতা'লা বলিতেছেন যে, মানবের মৃত্যুকাল পূর্ব্বেই নির্দ্ধারিত হইয়াছে। ঐ নির্দ্দিষ্ট সময় উপস্থিত না হইলে কেহই মৃত্যুমুখে পতিত হয় না। সুতরাং ধর্ম্মযুদ্ধে মৃত্যুর আশঙ্কা অমূলক। অনন্তর আল্লাহ ধর্ম্মযুদ্ধের উভয় প্রকার কল্যাণ বর্ণনা করিতেছেন। "যে কেহ ইহলোকের প্রতিদান কামনা করে"—অর্থাৎ যাহারা ধর্ম্মযুদ্ধে জয়লাভ করিয়া পার্থিব ধন-সম্পদ অধিকার করিতে চাহে, তাহাদিগকে তাহাই প্রদান করা হইবে এবং যাহারা "পরলোকের প্রতিদান"—অর্থাৎ পারলৌকিক মুক্তি ও কল্যাণ সহ স্বর্গোদ্যানের সুখ-সম্পদ কামনা করে, তাঁহারা তাহাই প্রাপ্ত হইবেন। মুসলমানগণের জন্য ধর্ম্মযুদ্ধে এই দুই প্রকার কল্যাণ নিহিত আছে।—তঃ হক্কানী।

১৪৬। হজরত রসুলোল্লার পূর্ব্ববর্ত্তী—হজরত মুসা, হজরত ইউশা প্রভৃতি যে সকল নবী আল্লার অনুগত ধর্ম্মপ্রাণ লোকদিগের সহিত সত্য ধর্ম্মের বিরোধী অবিশ্বাসী কাফেরদিগের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিয়াছিলেন, আল্লাহতা'লা তাঁহাদের প্রসঙ্গ উল্লেখ করিয়া মুসলমানদিগকে বলিতেছেন যে, ঐ সকল প্রভুভক্ত লোক ধর্ম্মযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া আপদ-বিপদ ও বিঘ্ন-বিড়ম্বনায় ভীত কিংবা বিচলিত হয় নাই। তাহারা সর্ব্বদাই অসীম ধৈর্য্যের সহিত নিজেদের কর্ত্তব্যপালন করিয়া গিয়াছে। অতএব তোমরাও যদি ধৈর্য্যাবলম্বন পূর্ব্বক স্বীয় রসুলের সহিত সত্যের অনুসরণ করিতে পার, তবে তোমরাও আল্লার প্রসন্নতা লাভ করিতে পারিবে; যেহেতু আল্লাহ ধৈর্য্যশীলগণকে ভালবাসেন।

'রব্বি'—শব্দের অর্থ—এই সুরার ৭৯ আয়তের তফ্‌সীরে বর্ণিত হইয়াছে। সেল, রডওয়েল পামার প্রভৃতি কোরান শরিফের ইংরাজী অনুবাদকগণ এই আয়তের অনুবাদে বিস্ময়কর ভ্রম

ধৈর্য্যশীলগণকে ভালবাসেন। ১৪৭। এবং এতদ্ব্যতীত তাহাদের কথা ছিল না যে, তাহারা বলিত—হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের জন্য আমাদের অপরাধ ও আমাদের অপচয় সমূহ ক্ষমা কর এবং আমাদের চরণ সমূহ সুদৃঢ় কর ও অবিশ্বাসিগণের উপর আমাদিগকে সাহায্য কর। ১৪৮। অনন্তর আল্লাহ তাহাদিগকে পার্থিব পুরস্কার প্রদান করিলেন এবং পরলোকের পুরস্কার শ্রেষ্ঠতর; এবং আল্লাহ সৎকর্ম্মশীলগণকে ভালবাসেন।

يُحِبُّ الصّٰبِرِيْنَ ۝ ١٤٧- وَمَا كَانَ قَوْلَهُمْ اِلَّآ اَنْ قَالُوْا رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوْبَنَا وَاِسْرَافَنَا فِيْٓ اَمْرِنَا وَثَبِّتْ اَقْدَامَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكٰفِرِيْنَ ۝ ١٤٨- فَاٰتٰهُمُ اللّٰهُ ثَوَابَ الدُّنْيَا وَحُسْنَ ثَوَابِ الْاٰخِرَةِ ط وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ ۝

১৬শ রুকু—ওহদ যুদ্ধে ক্ষতিগ্রস্ত হইবার কারণ

১৪৯। হে বিশ্বাস-স্থাপনকারিগণ, যাহারা অবিশ্বাস করিয়াছে—যদি তোমরা তাহাদের আজ্ঞাবহ হও, তবে তাহারা তোমাদিগকে পশ্চাদ্‌পদে ফিরাইয়া লইবে, তাহাতে তোমরা ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া প্রত্যাবর্ত্তিত হইবে। ১৫০। বরং আল্লাহ তোমাদের অভিভাবক এবং তিনিই

١٤٩- يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِنْ تُطِيْعُوا الَّذِيْنَ كَفَرُوْا يَرُدُّوْكُمْ عَلٰٓى اَعْقَابِكُمْ فَتَنْقَلِبُوْا خٰسِرِيْنَ ۝ ١٥٠- بَلِ اللّٰهُ مَوْلٰكُمْ ج وَهُوَ

করিয়াছেন। তাহাদের অনুবাদ এইরূপ—"অনেক নবী অসংখ্য সৈন্যের অধিপতিদিগের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়াছিলেন!" উক্ত মনীষিগণ এই অনুবাদ যে কোথা হইতে আবিষ্কার করিয়াছেন, তাহা তাঁহারাই বলিতে পারেন, কারণ মূল আয়তের সহিত ঐ অনুবাদের কোনই সম্বন্ধ নাই।

১৪৭—১৪৮। অনন্তর পূর্ব্ববর্ত্তী বিশ্বাসী ধর্ম্ম যোদ্ধাগণ যেরূপ প্রাণস্পর্শী ভাষায় আল্লার করুণা ও সাহায্য প্রার্থনা করিয়াছিলেন—তৎসহ আল্লাহ কর্ত্তৃক তাঁহাদিগকে যেরূপ পার্থিব পুরস্কার প্রদান করা হইয়াছিল এবং পার্থিব জীবনের অবসানে যেরূপ অনুপম পারলৌকিক পুরস্কার প্রদান করা হইবে, আলোচ্য আয়তদ্বয়ে আবেগপূর্ণ উচ্ছ্বসিত ভাষায় তাহাই বর্ণিত হইয়াছে।

১৪৯—১৫০। ওহদ যুদ্ধে মুসলমানদিগের বিপদ ও অনিষ্ট অবলোকন করিয়া অবিশ্বাসী কপট ব্যক্তিরা—বিশ্বাসী মুসলমানদিগকে বলিয়াছিল যে, এইবার তোমাদের ধ্বংস হইবার সময় নিকটবর্ত্তী হইয়াছে। যদি তোমরা এই আসন্ন বিপদ হইতে আত্মরক্ষা করিতে চাও, তবে পূর্ব্বতন ধর্ম্ম অবলম্বন পূর্ব্বক কোরেশ-দলপতি আবু সুফিয়ানের আশ্রয় গ্রহণ কর। তাই আল্লাহতা'লা মুসলমানদিগকে লক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন যে, যদি তোমরা ঐ অবিশ্বাসী কপটদিগের কথা শুন, তবে তাহারা তোমাদিগকে সত্যের আলোক হইতে অসত্যের অন্ধকারে লইয়া যাইবে। অতএব যদি তোমরা সত্য-বিশ্বাসী মুসলমান হও, তবে বল যে অবিশ্বাসী কোরেশদিগের আশ্রয় কিম্বা সাহায্য আমরা কখনই প্রার্থনা করিব না; কারণ সর্ব্বশক্তিমান আল্লাই আমাদের অভিভাবক ও সাহায্যকারী এবং তাঁহার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতম আশ্রয়দাতা ও সাহায্যকারী আর কেহই নাই।

খَيْرُ النّٰصِرِيْنَ ۝ ١٥١- سَنُلْقِيْ فِيْ
قُلُوْبِ الَّذِيْنَ كَفَرُوا الرُّعْبَ بِمَآ
أَشْرَكُوْا بِاللّٰهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهٖ سُلْطٰنًا ۚ
وَمَأْوٰىهُمُ النَّارُ ۗ وَبِئْسَ مَثْوَى
الظّٰلِمِيْنَ ۝ ١٥٢- وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ
اللّٰهُ وَعْدَهٗٓ إِذْ تَحُسُّوْنَهُمْ بِإِذْنِهٖ ۚ

শ্রেষ্ঠতম সাহায্যকারী। ১৫১। যাহারা অবিশ্বাস করিয়াছে, আমি সত্বর তাহাদের অন্তর-সমূহে ভীতি সঞ্চার করিব, যেহেতু তাহারা আল্লার সহিত সেই বিষয়ের অংশী স্থাপন করিয়াছে—যদ্বিষয়ে তিনি কোন প্রমাণ অবতারণ করেন নাই এবং নরকাগ্নি তাহাদের অবস্থান-স্থল এবং উহা অত্যাচারিগণের জন্য নিকৃষ্ট বাসস্থান।
১৫২। এবং নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের জন্য স্বীয় অঙ্গীকার সত্য করিলেন—যখন

১৫১। তফ্‌সীরকারগণ এই আয়তের দুইটী মর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছেন। উহার প্রথম মর্ম্ম গ্রহণ-কারিগণ বলেন যে, ওহদ যুদ্ধের অচিন্তনীয় পরিণাম সম্বন্ধেই আল্লাহতা'লা এই ভবিষ্যদ্বাণী করিতেছেন। অর্থাৎ আল্লাহতা'লা বলিতেছেন যে যদিও অবিশ্বাসীরা ধনবল ও জনবলে প্রবল, তথাপি সত্যধর্ম্মের বিরুদ্ধাচরণ হেতু আমি তাহাদের অন্তরে এরূপ ভীতি সঞ্চার করিব যে, মুসলমান-দিগের সম্মুখ হইতে তাহারা ভীত ও কম্পিত হইয়া পলায়ন করিবে। ফলতঃ এই ভবিষ্যদ্বাণীর সফলতা স্বরূপ বিশ্বাসীগণের প্রায় চতুর্গুণ অবিশ্বাসী কোরেশ সৈন্য মুসলমানদিগের ভয়ানক অনিষ্ট করিয়াও অবশেষে তাহাদের অসীম ধৈর্য্য ও অটল দৃঢ়তা দর্শনে ভীতিবিহ্বল হইয়া মদিনা আক্রমণের কল্পনা পরিত্যাগ পূর্ব্বক ঊর্দ্ধশ্বাসে মক্কাভিমুখে পলায়ন করিতে বাধ্য হইয়াছিল।—তঃ বাঃ কোঃ।

উক্ত আয়তের দ্বিতীয় মর্ম্ম-গ্রহণকারিগণ বলেন যে, ওহদ যুদ্ধের অবসানে অবিশ্বাসী কপট ব্যক্তিরা মুসলমানের পরম শত্রু—ইহুদী খ্রীষ্টান ও অবিশ্বাসী কোরেশদিগের অফুরন্ত ধনবল ও জনবল উল্লেখ করিয়া মুসলমানদিগকে ভীতি প্রদর্শন করায় এই আয়ত অবতীর্ণ হয়। আল্লাহতা'লা বলিয়া দিলেন যে, যদিও অবিশ্বাসীদিগের ধনবল ও জনবল অত্যধিক, তথাপি যেহেতু তাহারা আমার সত্যে অবিশ্বাসী হইয়াছে এবং আমার প্রত্যাদেশের বিরুদ্ধে কোন কোন নবীকে আমার অংশী অথবা বংশধর ও উত্তরাধিকারী স্থির করিয়াছে, সেই জন্য আমি তাহাদের মনে এরূপ ভীতি সঞ্চার করিব যে, তাহারা মুসলমানের শৌর্য্য-বীর্য্যের কথা শুনিলে আতঙ্কে কম্পিত হইতে থাকিবে। এই ভবিষ্যদ্বাণীর সফলতা স্বরূপ শুধু যে অবিশ্বাসী কোরেশরাই ভয়-বিহ্বল হইয়া পুনঃ পুনঃ মুসল-মানদিগের সম্মুখ হইতে পলায়ন করিয়াছিল, তাহা নহে। বরং উত্তরকালে ইহুদী খ্রীষ্টান, অগ্নিউ-পাসক ও পৌত্তলিক জাতির শ্রেষ্ঠতম সম্রাটগণ পর্য্যন্ত মুসলমানের নাম শুনিলে আতঙ্কে থর্ থর্ করিয়া কম্পিত হইত। বেশী দিনের কথা নয়, মাত্র সপ্তদশ জন মুসলমান অশ্বারোহীর আগমন-বার্ত্তা শ্রবণে বঙ্গের সার্ব্বভৌম সম্রাট লক্ষ্মণ সেন সমস্ত রাজ-ঐশ্বর্য্য ও সৈন্য-সামন্ত পরিত্যাগ করিয়া শুধু স্বীয় পরিবার পরিজনগণের সহিত নিতান্ত ভীরু কাপুরুষের মত প্রাণ লইয়া পলায়ন করিয়াছিল।—তঃ হক্কানী।

১৫২। বদর যুদ্ধ সংক্রান্ত প্রত্যাদেশ অবতারণের সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহতা'লা মুসলমানদিগকে সাহায্য ও বিজয়ের সুসংবাদ প্রদান করিয়াছিলেন। বদর যুদ্ধে ঐ সুসংবাদের পূর্ণ সফলতা পরি-লক্ষিত হওয়ায় মদিনার অবিশ্বাসী ও কপট-বিশ্বাসীরা ক্ষোভে দুঃখে জ্বলিয়া মরিতেছিল। তাহারা ঐ অসহ্য অন্তর্দাহ নিবারণের কোনই অবলম্বন খুঁজিয়া পাইতেছিল না। অনন্তর ওহদ-যুদ্ধে মুসলমানগণ অত্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া মদিনা প্রত্যাবর্ত্তন করায় তাহারা সুযোগ বুঝিয়া পুঞ্জীভূত মনের জ্বালা মিটাইবার জন্য মুসলমানদিগকে প্রাণ ভরিয়া ঠাট্টা-বিদ্রূপ করিতে লাগিল। তাহারা

তাঁহার আদেশে তোমরা ভগ্নোদ্যম না হওয়া পর্য্যন্ত কলহ করিয়াছিলে এবং অবাধ্য হইয়াছিলে; তৎপর তোমরা যাহা ভালবাসিয়াছিলে, তাহা তিনি তোমাদিগকে প্রদর্শন করিলেন; তোমাদের মধ্যে কেহ কেহ পৃথিবী কামনা করিতেছিল এবং তোমাদের কেহ কেহ পরলোক কামনা করিতেছিল; তৎপর তিনি তোমাদিগকে পরীক্ষার জন্য বিরত করিলেন ও নিশ্চয় তোমাদিগকে ক্ষমা করিলেন; এবং আল্লাহ বিশ্বাসিগণের

حَتّٰى إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ
فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا
أَرَاكُمْ مَا تُحِبُّونَ ۚ مِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ
الدُّنْيَا وَمِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الْآخِرَةَ ۚ
ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيَكُمْ ۖ وَلَقَدْ
عَفَا عَنْكُمْ ۗ وَاللّٰهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى

প্রকাশ্য ভাবেই বলিতে লাগিল যে, তোমাদের আল্লাহ তোমাদিগকে সাহায্য ও বিজয় দানের যে সকল প্রাণভরা প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন (৩—১২৪), তাহা এখন কোথায় গেল? তোমাদের আল্লার ন্যায় মহাশক্তিসম্পন্ন অভিভাবক ও সাহায্যকারী (৩—১৫০) থাকিতে তোমরা পরাজিত ও ক্ষতিগ্রস্ত হও কেন? তাহারা আরও প্রচার করিতে লাগিল যে, ঐ সকল প্রতিশ্রুতির কোনই বিশ্বাস নাই; নিজেদের ভাগ্য এবং সময় অথবা সুযোগ অনুসারেই জয়-পরাজয় সংঘটিত হইয়া থাকে। অবিশ্বাসী কপটদিগের এই সকল অসত্য প্রচারে অনেক ক্ষীন-বিশ্বাসী বিচলিত হওয়ায় আলোচ্য আয়ত অবতীর্ণ হয়। আল্লাহতা'লা বলিয়া দিলেন যে, আমি বদর যুদ্ধে এবং ওহদ যুদ্ধের প্রথমে আমার প্রতিশ্রুতি পূর্ণভাবে সত্য করিয়া দেখাইয়াছি। বদর যুদ্ধে তোমরা যেরূপ পূর্ণ বিজয়ী হইয়াছিলে, ওহদ যুদ্ধের প্রারম্ভেও সেইরূপ বিজয় গরিমা তোমাদের ললাট চুম্বন করিয়াছিল; কিন্তু তারপরে তোমরা যে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছিলে, সে তোমাদের নিজের দোষে। কারণ পার্থিব প্রলোভনের মোহে অবাধ্যতা বশতঃ হজরত রসুলোল্লার আদেশ লঙ্ঘন করার জন্যই তোমাদের উপর ঐ বিপদ-ঝঞ্ঝা নিপতিত হইয়াছিল। কিন্তু ঐ অবাধ্যতার পরেও তোমরা যেরূপ আকাঙ্খা করিতেছিলে, তোমাদিগকে সেইরূপ পার্থিব ও পারলৌকিক পুরস্কার প্রদান করা হইয়াছিল—অর্থাৎ ওহদ যুদ্ধের বিপদ ঝঞ্ঝার মধ্যে যাহারা পার্থিব জীবনের নিরাপদতা, শত্রুর ধন-সম্পদ এবং বিশ্রাম কামনা করিতেছিল, আমি তাহাদিগকে তাহাই প্রদান করিয়াছিলাম এবং যাহারা ধর্ম্মের জন্য পারলৌকিক মুক্তি ও কল্যাণের আশায় আল্লার নামে আত্মপ্রাণ উৎসর্গ করিবার ইচ্ছা করিয়াছিল, তাহাদের সেই সাধই পূর্ণ করা হইয়াছিল। অতঃপর আল্লাহতা'লা বলিতেছেন যে, ইহা তোমাদের বিশ্বাস ও ধৈর্য্যের পরীক্ষা; বিঘ্ন-বিপদের ভীষণ আবর্ত্তে পতিত হইয়াও যাহারা ধৈর্য্যাবলম্বন পূর্ব্বক ঐ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়, তাহারাই প্রকৃত বিশ্বাসী এবং আল্লাহ তাহাদিগকেই অনুগ্রহ করিয়া থাকেন।

এমাম রাজী বলেন যে, এই আয়তে বিশেষভাবে ওহদ পর্ব্বতের ঘাটি-রক্ষায় নিযুক্ত অবদুল্লা বেন্ জোবায়ের এবং তাঁহার অধীনস্থ তীরন্দাজ সৈন্যদলের প্রতি লক্ষ্য করা হইয়াছে। ইহাদের সংখ্যা পঞ্চাশ জন ছিল। তন্মধ্যে চল্লিশ জন হজরতের আদেশ অগ্রাহ্য করিয়া লুণ্ঠনের লোভে বিতাড়িত শত্রুর পশ্চাদ্ধাবন করে এবং অবশিষ্ট দশজনের সহিত আবদুল্লা-বেন্ জোবায়ের শেষ পর্য্যন্ত ঘাটি-রক্ষার চেষ্টা করিয়া শত্রুর প্রবল আক্রমণে স্থানচ্যুত হন। হজরতের আদেশ পালনের জন্য ইহাদের কয়েকজন আত্মপ্রাণ উৎসর্গ করিয়া অনুপম পারলৌকিক পুরস্কার লাভের অধিকারী হইয়াছিলেন।

"এবং নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের জন্য স্বীয় অঙ্গীকার সত্য করিলেন"—ইহার অর্থ এই যে, অসাধারণ ক্ষতি সহ্য করিবার পর অবশেষে মুসলমানেরাই বিজয়-মহিমায় অভিষিক্ত হইয়াছিলেন।—তঃ কবির।

المؤمنين ○ ١٥٣ - اذ تصعدون ولا
تلون على احد والرسول يدعوكم
في اخراكم فاثابكم غما بغم لكيلا
تحزنوا على ما فاتكم ولا ما اصابكم ط
والله خبير بما تعملون ○ ١٥٤ - ثم
انزل عليكم من بعد الغم امنة

প্রতি অনুগ্রহশীল। ১৫৩। এবং যখন তোমরা আরোহণ করিয়া যাইতেছিলে এবং কাহাকেও ফিরিয়া দেখিতেছিলে না এবং রসুল তোমাদের পশ্চাৎ হইতে আহ্বান করিতেছিল; অনন্তর তিনি তোমাদিগকে দুঃখের উপর দুঃখ প্রদান করিলেন, কিন্তু যাহা অতিক্রান্ত হইয়াছে এবং তোমাদের উপর যাহা উপনীত হয় নাই, তোমরা তজ্জন্য দুঃখ করিও না; এবং তোমরা যাহা করিতেছ আল্লাহ তদ্বিষয়ে অভিজ্ঞ। ১৫৪। অনন্তর তিনি দুঃখের পরে তোমাদের উপর শান্তি

১৫৩। হজরত রসুলোল্লা ওহদ-যুদ্ধে পর্ব্বতের ঘাটি রক্ষা করিবার জন্য যে সৈন্যদল নিযুক্ত করিয়াছিলেন, তাহারা যখন দেখিল যে মুসলমানদিগের প্রবল আক্রমণে অবিশ্বাসী কোরেশ-দল পলাইয়া যাইতেছে, তখন তাহারা শত্রুদিগের পরিত্যক্ত সমর-সম্ভার লুণ্ঠনের জন্য হজরত রসুলোল্লার নিষেধ অগ্রাহ্য করিয়া ঘাটি পরিত্যাগ পূর্ব্বক ঊর্দ্ধশ্বাসে শত্রুদিগের পশ্চাদ্ধাবন করিয়াছিল। ঘাটি-রক্ষায় নিযুক্ত সৈন্যদিগের এই অবাধ্যতার ফলে শূন্য ঘাটি অধিকার করিয়া কোরেশ-সৈন্যদল পরাক্রান্ত হইয়া উঠে এবং মুসলমানগণ গুরুতররূপে ক্ষতিগ্রস্ত হন। কিন্তু ঐরূপে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার ফলে যখন অনেকে ভীতি ও নিরাশায় আচ্ছন্ন হইয়া পড়িতেছিল, তখন আল্লাহতা'লা এই আয়ত অবতারণ করেন।

আল্লাহতা'লা এই আয়তে মুসলমানদিগকে বলিয়া দিলেন যে যখন তোমরা আমার প্রিয় রসুলের আদেশ অগ্রাহ্য করিয়া এবং তাঁহার আহ্বানে একবারও পশ্চাদ্দিকে ফিরিয়া না চাহিয়া শত্রুর পশ্চাদ্ধাবন ও সমর সম্ভার লুণ্ঠনের জন্য ঊর্দ্ধশ্বাসে পার্ব্বত্যভূমি অতিক্রম করিয়া যাইতেছিলে, তখনই আমি তোমাদিগকে দুঃখের উপর দুঃখ প্রদান করিয়াছিলাম; কিন্তু যাহা হইবার তাহা হইয়া গিয়াছে। নানা কারণে মানুষের উপর দিয়া দুঃখ-বিপদের ঝঞ্ঝা বহিয়া যায়। একবার জীবনে যেরূপ বিপদ ঘটে, ভবিষ্যতেও সেরূপ বিপদ আসিতে পারে; কিন্তু সত্য-বিশ্বাসীর পক্ষে তাহাতে ভীত কিংবা বিচলিত হওয়া উচিত নহে। সুখে-দুখে, সম্পদে-বিপদে ধৈর্য্যাবলম্বন করাই সত্য বিশ্বাসীর শ্রেষ্ঠতম কর্ত্তব্য।

"দুঃখের উপর দুঃখ"—এই বাক্যাংশের নানারূপ মর্ম্ম গ্রহণ করা হইয়াছে। কেহ বলেন, উহার অর্থ—দুঃখের বিনিময়ে দুঃখ; আবার কেহ বলেন,—দুঃখের উপর দুঃখ'—অর্থাৎ দ্বিগুণ দুঃখ। সেইজন্য কোন তফ্‌সীরে লিখিত হইয়াছে যে, ঘাটি রক্ষাকারী মুসলমান সৈন্যদল হজরতের আদেশ লঙ্ঘন করিয়া তাঁহার মনে যে দুঃখ প্রদান করিয়াছিল, তদ্বিনিময়ে আল্লাহ তাহাদিগকে যুদ্ধে ক্ষতিগ্রস্ত করিয়া দুঃখ দিয়াছিলেন; আবার কোন তফ্‌সীরে লিখিত হইয়াছে যে হজরতের আদেশ লঙ্ঘন হেতু যুদ্ধের কষ্টের উপর তাহাদিগকে শত্রু দ্বারা নির্য্যাতনের কষ্ট প্রদান করা হইয়াছিল।—তঃ হক্কানী ও মঃ আঃ।

১৫৪। এই আয়তের কোন কোন অংশের ব্যাখ্যায় প্রাচীন ও আধুনিক তফ্‌সীরে মতভেদ হইয়াছে। "নুয়াস" অর্থ অল্প-নিদ্রা অথবা তন্দ্রা। অধিকাংশ প্রাচীন তফ্‌সীরকার ঐ অর্থ অবলম্বন পূর্ব্বক বলিয়াছেন যে, যখন কোরেশদিগের পুনরাক্রমণে মুসলমানেরা শ্রান্ত, ক্লান্ত ও অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছিলেন, তখন আল্লাহতা'লা তাহাদিগকে বিশ্রাম ও শান্তি প্রদানের জন্য অলৌকিকভাবে তন্দ্রাচ্ছন্ন করেন। ঐ তন্দ্রা এরূপ ক্লান্তি-বিনাশক, শান্তি-দায়ক ও অবসাদ-হারক

অবতারণ করিলেন, উহা তন্দ্রা—যাহা তোমাদের একদলকে আচ্ছন্ন করিয়াছিল আর একদল নিজের জীবনের জন্য চিন্তা করিতেছিল; উহারা আল্লাহ সম্বন্ধে সত্যের বিনিময়ে অজ্ঞতার অনুরূপ ধারণা পোষণ করিতেছিল যে, এ বিষয়ে কি আমাদের কোন অধিকার নাই? তুমি বল—সকল বিষয়ে আল্লারই অধিকার; তাহারা নিজেদের অন্তরে যাহা গোপন রাখে, তাহা তোমার নিকট প্রকাশ করিবে না; তাহারা বলে—যদি এ বিষয়ে আমাদের কোন অধিকার থাকিত, তবে আমরা এখানে নিহত হইতাম না; তুমি বল—যদি তোমরা তোমাদের গৃহের মধ্যেও থাকিতে, তবুও যাহাদের প্রতি

نُعَاسًا يَغْشَىٰ طَائِفَةً مِّنكُمْ ۖ
وَطَائِفَةٌ قَدْ أَهَمَّتْهُمْ أَنفُسُهُمْ يَظُنُّونَ
بِاللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ ظَنَّ الْجَاهِلِيَّةِ ۖ
يَقُولُونَ هَل لَّنَا مِنَ الْأَمْرِ مِن
شَيْءٍ ۗ قُلْ إِنَّ الْأَمْرَ كُلَّهُ لِلَّهِ ۗ
يُخْفُونَ فِي أَنفُسِهِم مَّا لَا يُبْدُونَ
لَكَ ۖ يَقُولُونَ لَوْ كَانَ لَنَا مِنَ الْأَمْرِ
شَيْءٌ مَّا قُتِلْنَا هَاهُنَا ۗ قُل لَّوْ كُنتُمْ
فِي بُيُوتِكُمْ لَبَرَزَ الَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ

হইয়াছিল যে, মুসলমানদিগের হস্ত হইতে উন্মুক্ত তরবারী-সমূহ স্খলিত হইয়া পড়িতেছিল (আবু তাল্‌হার বর্ণনা)। কিন্তু যাহারা ক্ষীণ-বিশ্বাসী অথবা কপট, আশ্চর্য্যের বিষয় তাহারা তন্দ্রাভিভূত হয় নাই। তাহারা আত্মরক্ষার চিন্তায় অধির হইয়া বিচলিত চিত্তে সময় অতিক্রম করিতেছিল। যাহা হউক, হেমন্তের মেঘ-বাষ্পময় কুয়াসাচ্ছন্ন দিবসে হঠাৎ প্রখর সূর্য্য সমুদিত হইলে যেমন সমস্ত কুয়াসা বিলীন হইয়া যায়, সেইরূপ অকস্মাৎ তন্দ্রা-বিমুক্ত মোস্‌লেম সৈন্যের সমস্ত অবসাদ ক্লান্তি ও জড়তা মুহূর্ত্তে দূরীভূত হইয়া গেল। অনন্তর তাঁহারা পুনরায় এরূপ প্রবলভাবে আক্রমণ করিয়াছিলেন যে, তৎপ্রভাবে কোরেশ সেনাদল আতঙ্কে রণস্থল পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করিতে বাধ্য হইয়াছিল।—তঃ হক্কানী।

নব্য তফ্‌সীরকারগণের বর্ণনার মর্ম্ম এইযে, 'নুয়াস'-এর শব্দার্থ তন্দ্রা হইলেও এস্থানে উহার অর্থ 'নির্জ্জন নীরবতা' বুঝিতে হইবে (এমাম রাগেব)। সুতরাং আয়তের প্রকৃত মর্ম্ম এই যে, আল্লার অপার করুণায় মুসলমানেরা যুদ্ধে নানারূপে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াও যখন ভীত কিংবা বিচলিত হইলেন না—বরং তাহাদের অটল দৃঢ়তা দর্শনে যখন কোরেশেরাই অতঙ্কে রণস্থল পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করিল, তখন আল্লাহ দুঃখ-ক্লান্ত মুসলমানদিগকে সেই নীরব ও নির্জ্জন প্রান্তরে বিশ্রাম উপভোগ করিবার সুযোগ প্রদান করিলেন এবং তাহারাও শ্রান্ত দেহে অথবা নীরবে তন্দ্রাচ্ছন্ন হইয়া শান্তি উপভোগ করিতে লাগিলেন। কিন্তু যাহারা কপট অথবা অবিশ্বাসী, তাহারা কোরেশদিগের পুনরাক্রমণ আশঙ্কা বশতঃ আত্মপ্রাণ রক্ষার চিন্তায় উদ্বিগ্নচিত্তে কালযাপন করিতে লাগিল; তন্দ্রা অথবা নির্জ্জনতার বিমল শান্তি তাহাদের চিন্তাক্লিষ্ট নয়ন স্পর্শ করিতে পারিল না।—তঃ মঃ আঃ।

উপরোক্ত দুইটী ব্যাখ্যার মধ্যে শেষোক্ত ব্যাখ্যাটীই সুসঙ্গত ও স্বাভাবিক বলিয়া অনুমিত হয়। প্রথমোক্ত ব্যাখ্যা অনুযায়ী যুদ্ধের মধ্যে তন্দ্রার কল্পনাকে কেহ কেহ নিতান্ত বিসদৃশ বলিয়া মনে করেন (বাঃ কোঃ)। কিন্তু প্রথমোক্ত তফ্‌সীরকারগণ উক্ত ব্যাপারকে 'মোজেজা' অর্থাৎ অলৌকিকতা বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।—তঃ হক্কানী।

الْقَتْلُ إِلَىٰ مَضَاجِعِهِمْ ۚ وَلِيَبْتَلِيَ
اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ وَلِيُمَحِّصَ
مَا فِي قُلُوبِكُمْ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ
الصُّدُورِ ۝ ১৫৫۔ إِنَّ الَّذِينَ تَوَلَّوْا
مِنكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ ۙ إِنَّمَا
اسْتَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ بِبَعْضِ مَا كَسَبُوا ۚ
وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ
غَفُورٌ حَلِيمٌ ۝

হত্যা বিধিবদ্ধ হইয়াছে, তাহারা নিশ্চয় স্বীয় বধ্যস্থানে আসিয়া উপস্থিত হইত; এবং ইহা এইজন্য যে তোমাদের অন্তরের মধ্যে যাহা আছে, আল্লাহ তাহা কষিত করেন এবং এইরূপে তিনি তোমাদের হৃদয়ের কথা পরীক্ষা করিয়া থাকেন; এবং আল্লাহ অন্তর্নিহিত ভাব পরিজ্ঞাত আছেন। ১৫৫। নিশ্চয় তোমাদের মধ্যে যাহারা দুই দলের সম্মুখীন হওয়ার দিন পশ্চাদাবর্ত্তিত হইয়াছিল, তাহারা যাহা অর্জ্জন করিয়াছিল, তাহার কোন কোন বিষয় হইতে শয়তান তাহাদিগকে প্রতারিত করিয়াছিল; এবং অবশ্যই আল্লাহ তাহাদিগকে ক্ষমা করিয়াছেন! নিশ্চয় আল্লাহ ক্ষমাশীল সহিষ্ণু।

"আল্লার সম্বন্ধে সত্যের বিনিময়ে অজ্ঞতার অনুরূপ ধারণা করিতেছিল"—ইহার মর্ম্ম এই যে, কপট-বিশ্বাসীরা আল্লার নির্দ্ধারিত ভাগ্য-লিপির বিষয় না জানিয়া তৎসম্বন্ধে মূর্খের মত কথা বলিতেছিল; যথা—"যদি এ বিষয়ে আমাদের কোন অধিকার থাকিত" অর্থাৎ হজরত রসুলোল্লা যদি আমাদের কথা অনুসারে শত্রুদিগকে প্রতিরোধ করিবার জন্য অগ্রগামী না হইয়া, মদিনায় অবস্থান পূর্ব্বক আত্মরক্ষার চেষ্টা করিতেন, তবে মুসলমানগণ এরূপ ক্ষতিগ্রস্ত কিংবা তাহাদের অনেকে নিহত হইতেন না। তাহাদের এই কথার উত্তরে আল্লাহতা'লা বলিয়া দিলেন যে, এ বিষয়ে আল্লাহ ব্যতীত তোমাদের কোনই অধিকার নাই। যদি তোমরা দ্বার অবরুদ্ধ করিয়া গৃহের মধ্যেও বসিয়া থাকিতে, তথাপি আল্লাহ যে স্থানে যাহার মৃত্যু নির্দ্ধারিত করিয়াছে, তাহাকে সেই স্থানেই যাইয়া উপস্থিত হইতে হইত।—তঃ কবির।

"এবং ইহা এই জন্য যে, তোমাদের অন্তরের মধ্যে যাহা আছে, আল্লাহ তাহা কষিত করেন" অর্থাৎ আল্লাহ ঐরূপে তোমাদের অন্তরের ভাব পরীক্ষা করিয়া থাকেন। এই পরীক্ষার উদ্দেশ্য লোকদিগের নিকট তাহাদের প্রকৃত স্বরূপ প্রকাশ করা। আল্লার পক্ষে ঐরূপভাবে পরীক্ষার কোন প্রয়োজন নাই; কারণ তিনি প্রত্যেকেরই অন্তর্নিহিত ভাব পরিজ্ঞাত আছেন।

১৫৫। ওহদ যুদ্ধের বিপদ ঝঞ্ঝা অবলোকনে যে সকল ক্ষীণ-বিশ্বাসী রণক্ষেত্র পরিত্যাগ পূর্ব্বক পলায়ন করিয়া অবশেষে অনুতপ্ত হইতেছিল, তাহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া এই আয়ত অবতীর্ণ হয়। আল্লাহতা'লা বলিয়া দিলেন যে, তাহাদের অনুষ্ঠিত সৎকার্য্যে পূণ্য ব্যর্থ করিবার জন্যই দুরাত্মা শয়তান তাহাদিগকে ঐরূপভাবে প্ররোচিত করিয়াছিল। যাহা হউক, তাহারা পুনরায় যখন আমার প্রিয় রসুল ও তৎপ্রচারিত সত্যধর্ম্মে বিশ্বাসী হইয়াছে, তখন আমি তাহাদিগকে ক্ষমা করিলাম। আল্লাহতা'লা স্বীয় অসীম করুণা ও অলৌকিক সহিষ্ণুতার প্রভাবে এইরূপে অনুতপ্ত লোকদিগকে ক্ষমা করিয়া থাকেন।

এই রুকুর শেষোক্ত আয়ত-দ্বয়ের মধ্যে কয়েকটি প্রধান শিক্ষা নিহিত আছে। প্রথমতঃ নিয়তি অলঙ্ঘনীয়; সুতরাং আপদ-বিপদ কিংবা জীবন মৃত্যুর ভয় করিয়া সত্যানুগমন ও কর্ত্তব্য পালন হইতে কদাচ বিরত থাকা উচিত নহে। দ্বিতীয়তঃ পার্থিব সুখ-সম্পদ ও আপদ বিপদ অনেক

১৭শ রুকু—ওহদ-যুদ্ধে বিশ্বাসী ও কপটদিগের পার্থক্য নির্ণয়

১৫৬। হে বিশ্বাস-স্থাপনকারিগণ, যাহারা অবিশ্বাস করিয়াছে—তোমরা তাহাদের সদৃশ হইও না; এবং যখন তাহাদের ভ্রাতৃগণ পৃথিবীতে বিচরণ করে অথবা যুদ্ধে নিরত হয় তখন বলে—যদি উহারা আমাদের নিকট থাকিত তবে মৃতু মুখে পতিত হইত না অথবা নিহত হইত না; আল্লাহ এইরূপে তাহাদের অন্তর-সমূহে বাসনা সঞ্চার করেন, এবং আল্লা-ই জীবনদান ও মৃত্যুদান করেন; এবং তোমরা যাহা করিতেছ, তৎপ্রতি আল্লাহ লক্ষ্যকারী।

١٥٦- يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَكُوْنُوْا
كَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَقَالُوْا لِاِخْوَانِهِمْ اِذَا
ضَرَبُوْا فِي الْاَرْضِ اَوْ كَانُوْا غُزًّى لَّوْ
كَانُوْا عِنْدَنَا مَا مَاتُوْا وَمَا قُتِلُوْا ۚ
لِيَجْعَلَ اللّٰهُ ذٰلِكَ حَسْرَةً فِيْ قُلُوْبِهِمْ ط
وَاللّٰهُ يُحْيٖ وَيُمِيْتُ ط وَاللّٰهُ بِمَا

সময়ে মানবের স্ব স্ব কৃতকর্ম্ম হইতেই সংঘটিত হয়। অবশ্য-কোন কোন সময়ে ইহার ব্যতিক্রমও দেখা যায় এবং কখন কখন আপদ-বিপদের মধ্যেও আল্লার শুভ-ইচ্ছা ও কল্যাণ নিহিত থাকে। তৃতীয়তঃ মুসলমান হইয়া যদি কেহ আল্লার প্রিয় রসুলের আদেশ-উপদেশ লঙ্ঘন করে, তবে আল্লাহ নিশ্চয় তাহাদিগকে লাঞ্ছিত ও ক্ষতিগ্রস্ত করিবেন এবং অবিশ্বাসী কাফেরদিগকে তাহাদের উপর পরাক্রান্ত করিয়া দিবেন। সুতরাং একথা মনে করিবার যথেষ্ট কারণ আছে যে, হজরত রসুলোল্লার আদেশ এবং আদর্শ পরিত্যাগ করিয়াই আধুনিক মুসলমান জাতি এইরূপ নির্য্যাতিত, লাঞ্ছিত ও হীনদশাগ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছে এবং বিধর্ম্মীর পদতলে দলিত-মথিত হইয়া অভিশপ্ত জীবন যাপন করিতেছে।—তঃ হক্কানী।

১৫৬। পূর্ব্ববর্ত্তী আয়ত কতিপয়ে আল্লাহতা'লা কপট-বিশ্বাসীদিগের উক্তির প্রতিবাদ করিয়াছেন কারণ কপট-বিশ্বাসীরা বলিয়াছিল যে, যদি যুদ্ধে আমাদের অধিকার থাকিত—অর্থাৎ হজরত রসুলোল্লা আমাদের কথা অগ্রাহ্য করিয়া মদিনা পরিত্যাগ না করিতেন, তাহা হইলে আমরা যুদ্ধে নিহত অথবা ক্ষতিগ্রস্ত হইতাম না। তাহার উত্তরে আল্লাহতা'লা বলিয়া দিলেন যে, যদি তোমরা গৃহের মধ্যেও বসিয়া থাকিতে তথাপি নিহত অথবা মৃত্যুর গ্রাস অতিক্রম করিতে পারিতে না। অনন্তর এই আয়তে আল্লাহতা'লা মুসলমানদিগকে কপট-বিশ্বাসীদিগের অনুরূপ কুধারণা পোষণ করিতে নিষেধ করিতেছেন। আয়তের মর্ম্ম এই যে, যাহারা অবিশ্বাসী—তাহাদের আত্মীয়-স্বজন ধর্ম্মযুদ্ধে অথবা বিদেশ-পর্য্যটনে গিয়া মৃতু মুখে পতিত হইলে তাহারা বলিয়া থাকে যে, যদি উহারা আমাদের নিকট থাকিত তবে মৃত্যুমুখে পতিত হইত না। কিন্তু আল্লাহতা'লা বলিতেছেন যে, ইহা তাহাদের মনের অলীক কামনা মাত্র। কারণ জীবন-মৃত্যু সম্বন্ধে একমাত্র আল্লারই পূর্ণ অধিকার। তিনি ইচ্ছা করিলে বিদেশে অথবা যুদ্ধক্ষেত্রে নিশ্চিত মৃত্যুর হস্ত হইতেও লোকদিগকে রক্ষা করিতে পারেন; আবার ইচ্ছা করিলে গৃহের মধ্যে শত সংরক্ষণী এবং নিরাপদতার মধ্যেও লোকের প্রাণ হরণ করিতে পারেন। সুতরাং আল্লার নির্দ্দিষ্ট নিয়তির বিপরীত কামনা করা সম্পূর্ণ অনুচিত।

ওহদ-যুদ্ধের পর কপট-বিশ্বাসীরা মুসলমানদিগকে বলিত যে, কেন তোমরা গৃহের সুখ শান্তি পরিত্যাগ করিয়া অনর্থক যুদ্ধ-বিগ্রহে যোগদান পূর্ব্বক বিদেশে-বিঘোরে প্রাণ পরিত্যাগ করিতেছ? বলা বাহুল্য, মদীনার একদল অলস ও বিলাস-পরায়ণ ভীরু-কাপুরুষ কপটদিগের কথা খুবই ভাল মনে করিত। কিন্তু মুসলমানেরা যাহাতে ঐ সকল কপটের কাপুরুষোচিত অসত্য বাক্যে কর্ণপাত করিয়া

تعملون بصير ○ ١٥٧- ولئن قتلتم
في سبيل الله او متم لمغفرة من
الله ورحمة خير مما يجمعون ○
١٥٨- ولئن متم او قتلتم لا الى
الله تحشرون ○ ١٥٩- فبما رحمة
من الله لنت لهم ج ولو كنت فظا
غليظ القلب لانفضوا من حولك ص
فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم
في الامر ج فاذا عزمت فتوكل
على الله ط ان الله يحب

১৫৭। এবং যদি তোমরা আল্লার পথে নিহত অথবা মৃত্যুমুখে পতিত হও তবে আল্লার নিকট হইতেই ক্ষমা এবং তাহারা যাহা সঞ্চয় করিয়াছে তদপেক্ষা তাঁহার করুণা শ্রেষ্ঠতর। ১৫৮। এবং যদি তোমরা নিহত অথবা মৃত্যুমুখে পতিত হও, তবে, তোমাদিগকে অবশ্যই আল্লার দিকে একত্রিত করা হইবে। ১৫৯। অতএব আল্লার অনুগ্রহ এই যে, তুমি তাহাদের প্রতি কোমল-চিত্ত; এবং যদি তুমি কর্কশ-ভাষী কঠোর-হৃদয় হইতে, নিশ্চয় তাহারা তোমার সংসর্গ হইতে অন্তর্হিত হইত; অতএব তুমি তাহাদিগকে ক্ষমা কর ও তাহাদের জন্য ক্ষমা-প্রার্থনা কর এবং তাহাদের সহিত কার্য্য সম্বন্ধে পরামর্শ কর; অনন্তর যখন তুমি সংকল্প করিয়াছ, তখন আল্লার প্রতি নির্ভর কর; নিশ্চয় আল্লাহ

নিজেদের অবনতির পথ প্রশস্ত না করে তজ্জন্য এই রুকুর প্রথম আয়ত-ত্রয় অবতীর্ণ হয়। আয়ত-ত্রয়ের প্রতি লক্ষ্য করিলেই বুঝা যাইবে যে, যে সকল জাতি কর্ত্তব্যের জন্য যুদ্ধ-বিগ্রহ প্রভৃতি কঠোর জীবন সংগ্রাম পরিত্যাগ করিয়া—কেবল সুখ-বিলাসিতার সহিত আলস্য ও আরামের জীবন উপভোগ করিতে চাহে, তাহাদের দুর্গতি ও অধঃপতন অবশ্যম্ভাবী। পবিত্র কোরানের এই সত্য আজ জগতের বুকে কেমন অপ্রিয়ভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে।

১৫৭। অনন্তর আল্লাহতা'লা মুসলমানদিগকে বলিতেছেন যে, মৃত্যু যখন অবশ্যম্ভাবী তখন প্রকৃত বীরের মত আল্লার পথে ধর্ম্মযুদ্ধে মৃত্যু-বরণ করাই উত্তম। কারণ জীবনের কর্ত্তব্য বিসর্জন পূর্ব্বক কাপুরুষের মত অলস অকর্ম্মণ্য অবস্থায় গৃহে বসিয়া রোগ-ব্যাধিতে হীন মৃত্যুর কবলিত হওয়ার পরিবর্ত্তে যাহারা ধর্ম্ম ও সত্যের জন্য আল্লার পথে জীবন উৎসর্গ করিবে, তাঁহারা আল্লার অনন্ত ক্ষমা ও করুণায় অভিষিক্ত হইয়া অফুরন্ত স্বর্গ সুখভোগের অধিকারী হইবে। বলা বাহুল্য লোকে জীবিত থাকিয়া পার্থিব জীবনে যাহা সঞ্চয় করিতে পারে, উহা তদপেক্ষা লক্ষগুণে শ্রেষ্ঠতর। কারণ মানবের পার্থিব সম্পদ অনিত্য ও ক্ষণস্থায়ী এবং পারলৌকিক সুখ-সম্পদ নিত্য ও চিরস্থায়ী।—তঃ হক্কানী।

১৫৮। এই আয়তে আরও স্পষ্টভাবে বলিয়া দেওয়া হইল যে, যাহারা আল্লার পথে ধর্ম্মযুদ্ধে জীবন বিসর্জ্জন করিবে, তাহারা আল্লার সান্নিধ্য ও করুণা লাভ করিয়া স্বর্গোদ্যানের অনন্ত সুখ-সম্পদের অধিকারী হইবে।

১৫৯। আল্লাহতা'লা স্বীয় পবিত্র বাণী কোরান শরিফে ঘোষণা করিতেছেন, যে, হজরত রসুলোল্লা অনুপম কোমল হৃদয় ও মধু-ভাষী ছিলেন। অনন্তর হজরত রসুলোল্লাকে বিশেষভাবে লক্ষ্য করিয়া বলা হইতেছে যে, "যদি তুমি কর্কশ-ভাষী কঠোর হৃদয় হইতে, তবে নিশ্চয় তাহারা

নির্ভরশীলগণকে ভালবাসেন; ১৬০। যদি আল্লাহ তোমাদিগকে সাহায্য করেন, তবে কেহই তোমাদের উপর পরাক্রান্ত হইবে না; এবং যদি তিনি তোমাদিগকে পরিত্যাগ করেন, তবে তাঁহার পরে কে আছে যে, তোমাদিগকে সাহায্য করে? এবং বিশ্বাসিগণ আল্লার উপরেই নির্ভর করিয়া থাকে। ১৬১। এবং কোন নবীর পক্ষে অপচারণ উপযুক্ত নয়; এবং যে-কেহ

الْمُتَوَكِّلِيْنَ ۝ ١٦٠- اِنْ يَّنْصُرْكُمُ
اللّٰهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ ۚ وَاِنْ يَّخْذُلْكُمْ
فَمَنْ ذَا الَّذِىْ يَنْصُرُكُمْ مِّنْ بَعْدِهٖ ط
وَعَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُوْنَ ۝
١٦١- وَمَا كَانَ لِنَبِىٍّ اَنْ يَّغُلَّ ط

তোমার সংসর্গ হইতে অন্তর্হিত হইত।" ফলতঃ হজরতের অনুপম মধুর ভাষা এবং অলৌকিক করুণায় আকৃষ্ট হইয়াই দুর্ব্বিনীত ও কঠোর-হৃদয় আরব-জাতি তাঁহার জন্য স্ব স্ব ধন-প্রাণ উৎসর্গ করিয়া দিয়াছিল। তাই আল্লাহতা'লা স্বীয় প্রিয়তম রসুলকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন যে, আমার বিশেষ অনুগ্রহ প্রভাবেই তুমি স্বীয় হৃদয়ের করুণা এবং সুমধুর ভাষা দ্বারা সমগ্র জগদ্বাসীকে নিজের পার্শ্বে আকৃষ্ট করিতে সমর্থ হইয়াছ। অতএব তোমার জন্য জীবন উৎসর্গকারী যে সকল মুসলমান ভ্রম অথবা দুর্ব্বলতা বশতঃ ওহদ যুদ্ধে তোমার আদেশ অবহেলা করিয়া বিশ্বাসী মুসলমানদিগের সহিত তোমাকে বিপন্ন করিয়াছিল, তুমি তাহাদিগকে ক্ষমা কর; তাহাদের অপরাধ ক্ষমা করিবার জন্য আমার নিকট প্রার্থনা কর এবং তাহাদিগকে তোমার অন্তরঙ্গ পরামর্শ-দাতা পরিষদগণের মধ্যে গ্রহণ কর। জগদ্বাসীর প্রতি ক্ষমা ও করুণা বিতরণ সম্বন্ধে স্বীয় রসুলের প্রতি আল্লাহতা'লার কি সুন্দর উপদেশ!

হজরত রসুলোল্লার হৃদয়ের কোমলতা ও ভাষার মধুরতা জগদ্বিখ্যাত। অনেক অদম্য-হৃদয় অবিশ্বাসী হজতের দুই চারিটী কথা শ্রবণে ভক্তি ও বিস্ময়ে বিমুগ্ধ হইয়া তৎক্ষণাৎ তাঁহার নিকট আত্মসমর্পণ করিয়াছে; তাঁহার সুমধুর বাক্যচ্ছটার বিশ্ব-বিমোহিনী শক্তিতে শত্রু মিত্র হইয়াছে; প্রাণনাশক অরি-হস্তের উদ্যত অসি খসিয়া পড়িয়াছে। আবুজেহেল প্রমুখ হজরতের কতিপয় চির-অবিশ্বাসী পরম শত্রু তাঁহার সুমধুর বাক্য-লহরীকে এরূপ ভয় করিত যে, পাছে তাহার কথা শুনিলে সত্যের নিকট আত্মসমর্পণ করিতে হয়—এই জন্য তাহারা হজরতের পবিত্র মুখ-নিঃসৃত ধর্ম্মকথা শুনিলে সভয়ে দূরে পলায়ন করিত। এই হেতু কেহ কেহ তাঁহাকে বাক্‌সিদ্ধ ঐন্দ্রজালিক পর্য্যন্ত বলিয়াও অভিহিত করিয়াছে। কিন্তু অবিশ্বাসী মূর্খরা বুঝিত না যে আল্লার বিশেষ অনুগ্রহ এবং নবুয়তের মহিমা ব্যতীত শুধু সুধামাখা বাক্যের দ্বারা সমগ্র জগদ্বাসীকে আকর্ষণ করিয়া লওয়া সম্পূর্ণ অসম্ভব। তারপর হজরতের হৃদয়-নিহিত করুণা—উহা ত জগদ্বাসীর উপর সহস্রধারে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। যেমন গৃহে পরিবার-পরিজন ও দাস-দাসীর প্রতি, তেমনি সমাজে সহচর-অনুচর, দীন-দুঃখী ও আগন্তুক-অভ্যাগতগণের প্রতি—আবার তেমনি সমরক্ষেত্রে শত্রু মিত্রের প্রতি সমানভাবে তাঁহার করুণা স্রোত উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিয়াছে। শত্রুর নিক্ষিপ্ত প্রস্তরে জর্জ্জরীভূত এবং অস্ত্রাঘাতে আহত হইয়াও তিনি তাহাদের প্রতি অকল্যাণ বাণী উচ্চারণ করেন নাই; সমগ্র জীবনে ভ্রমেও কখন স্বীয় পরিবার-পরিজন দাস দাসী কিম্বা অনুগত ও বিরুদ্ধবাদী লোকদিগের প্রতি রূঢ়বাক্য প্রয়োগ করেন নাই। হজরতের এই অলৌকিক গুণ গরিমা জাতীয় ইতিহাস এবং তাঁহার পবিত্র জীবনীর পত্রে-পত্রে ছত্রে-ছত্রে সোনার অক্ষরে লিখিত আছে। এই সংক্ষিপ্ত তফসীরে তাহার অস্পষ্ট আভাস প্রদান করাও অসম্ভব। ফলতঃ ঐরূপ অসাধারণ স্বর্গীয় মহত্ব ও গৌরব-গরিমা একমাত্র আল্লার মনোনীত সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রসুলেই সম্ভবে।

১৬১। মুসলমানেরা যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া শত্রুর যে সকল দ্রব্য-সম্ভার প্রাপ্ত হইতেন, তাহা হজরতের নিকট জমা রাখা হইত। হজরত—বিজয়ী মুসলমানগণ এবং যুদ্ধে নিহত মুসলমানদিগের

وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ
الْقِيٰمَةِ ۚ ثُمَّ تُوَفّٰى كُلُّ نَفْسٍ
مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُوْنَ ○
١٦٢- اَفَمَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَ اللّٰهِ كَمَنْ
بَآءَ بِسَخَطٍ مِّنَ اللّٰهِ وَمَاْوٰهُ جَهَنَّمُ ط
وَبِئْسَ الْمَصِيْرُ ○ ١٦٣- هُمْ دَرَجٰتٌ

অপচয় করে, তবে যাহা সে অপচয় করিয়াছে তাহা উত্থান দিবসে আনয়ন করা হইবে; অনন্তর প্রত্যেক ব্যক্তি যাহা অর্জ্জন করিয়াছে তাহা পূর্ণরূপে প্রদত্ত হইবে এবং তাহারা নির্য্যাতিত হইবে না। ১৬২। অবশ্য যে আল্লার সন্তুষ্টির অনুসরণ করিয়াছে, সে কি উহার তুল্য হইতে পারে—যে আল্লার আক্রোশে পতিত হইয়াছে, এবং তাহার বাসস্থান নরক এবং উহা নিকৃষ্ট গন্তব্য-স্থান ১৬৩। আল্লার নিকটে তাহাদের পদ-

পরিবার-পরিজনদিগকে ঐ সমস্ত দ্রব্য বিভাগ করিয়া দিতেন। কিন্তু কখন কখন ঐ সকল দ্রব্য বিভাগ করিয়া দিতে বিলম্ব হওয়ায় কিংবা হজরত রসুলোল্লা উহা হইতে একাংশ সাধারণ তহবিলে গ্রহণ করায় অথবা উহার মধ্য হইতে কিয়দংশ দীন-দরিদ্রদিগকে বিতরণ করায়, আবদুল্লা বেন্ ওবায় প্রভৃতি কপট-বিশ্বাসীরা লোকের মনে এই সন্দেহ বদ্ধমূল করিয়া দিতে চেষ্টা করিত যে, হজরত নিজে অতিরিক্ত গ্রহণ কিংবা উহার কিয়দংশ আত্মসাৎ করিবার জন্যই এইরূপ বিলম্ব করিতেছেন। তাহারা এমনও বলিত যে, হজরত কাহাকে কম এবং কাহাকে বেশী দিবেন কিংবা কাহাকে বঞ্চিত করিয়া কাহাকে অতিরিক্ত প্রদান করিবেন, তাহাই চিন্তা করিয়া এরূপ বিলম্ব করিতেছেন। কপট-বিশ্বাসীদিগের প্রচার ও প্ররোচনায় ওহদ-যুদ্ধের অপরাধী কতিপয় তীরান্দাজ সৈন্য মনে করিয়াছিল যে, সম্ভবতঃ যুদ্ধকালীন অপরাধের জন্য তাহাদিগকে উহা হইতে বঞ্চিত করা হইবে। উপরোক্ত কারণে মুসলমানদিগের হৃদয় হইতে হজরত রসুলোল্লা সম্বন্ধে অন্যায় ধারণা দূরীভূত করিবার জন্য এই আয়ত অবতীর্ণ হয়। আল্লাহতা'লা স্পষ্ট ভাষায় মুসলমানদিগকে বলিয়া দিলেন যে, অন্য দলপতি কিম্বা নেতা অথবা সাধারণ লোকের পক্ষে ঐরূপ অন্যায়াচরণ, পক্ষপাতিতা অথবা বিশ্বাসঘাতকতা করা সম্ভবপর হইলেও, একজন রসুলের পক্ষে ঐরূপ আচরণ সম্পূর্ণ অসম্ভব। অতএব তোমরা কপট বিশ্বাসীদিগের কথায় রসুল সম্বন্ধে অন্যায় ধারণা পোষণ করিও না। হজরত রসুলোল্লা সম্বন্ধে অন্যায় ধারণা দূরীভূত করিয়া আল্লাহতা'লা সাধারণভাবে মুসলমানদিগকে অপচয় এবং বিশ্বাসঘাতকতা না করিবার জন্য আদেশ করিতেছেন। যাহারা অপচয়, বিশ্বাসঘাতকতা ও আত্মসাৎ করিবে, তাহারা পরকালে তজ্জন্য কঠিন শাস্তিভোগ করিবে।

গোল্ল—অর্থ অপচয়, খেয়ানত, আত্মসাৎ, বিশ্বাসঘাতকতা, ঈর্ষা, বিদ্বেষ ও শত্রুতা প্রভৃতি। "ইয়াতে বেমা গাল্লা" অর্থে সর্ব্বপ্রকার অপচয় বুঝিতে হইবে। ইহার অর্থ এত ব্যাপক যে, যাবতীয় অন্যায়াচরণ, অধর্ম্ম, অনাচার, অপচয়, আত্মসাৎ ও বিশ্বাসঘাতকতা প্রভৃতি ইহার অন্তর্ভুক্ত। এই আয়তের সূক্ষ্ম মর্ম্মানুসারে অপরের কোন বিষয় অপচয় করা ত দূরের কথা, স্বামী-স্ত্রীর পক্ষে পরস্পরের ধন-সম্পদ, সম্মান-প্রতিপত্তি ও মর্য্যাদার হানিকর কার্য্য এবং বিশ্বাস ও ভালবাসার বিন্দুমাত্র ব্যতিক্রম করা পর্য্যন্ত নিষিদ্ধ বলিয়া সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে। বিশেষতঃ এই আয়তের মর্ম্মে উজ্জ্বলভাবে প্রমাণিত হইতেছে যে, হজরত রসুলোল্লা সর্ব্বপ্রকার অন্যায়াচরণ, দোষ ত্রুটী ও পক্ষপাতিতা হইতে সম্পূর্ণ নির্মুক্ত, নিষ্পাপ ও নির্ম্মল চরিত্র মহাপুরুষ ছিলেন।—তঃ হক্কানী।

১৬২—১৬৩। কেহ কেহ বলিয়া থাকেন যে, ভালমন্দ সবই আল্লার সৃষ্টি। বিশ্বাসী ও অবিশ্বাসী সকলকেই আল্লাহ সৃষ্টি করিয়াছেন, সুতরাং তাঁহার নিকট সকলেই সমান। আল্লাহতা'লা

মর্য্যাদা সমূহ আছে; এবং তোমরা যাহা করিতেছ তদ্বিষয়ে আল্লাহ লক্ষ্যকারী। ১৬৪। নিশ্চয় আল্লাহ বিশ্বাসিগণের প্রতি অনুগ্রহ করিয়াছেন—যখন তিনি তাহাদের নিজেদেরই মধ্য হইতে রসুল প্রেরণ করিয়াছেন, যে তাহাদের নিকট তাঁহা'র নিদর্শনাবলী পাঠ করে ও তাহাদিগকে নির্ম্মল করে এবং তাহাদিগকে গ্রন্থ ও বিজ্ঞান শিক্ষা প্রদান করে, এবং নিশ্চয় ইহার পূর্ব্বে তাহারা প্রকাশ্য ভ্রান্তির মধ্যে ছিল। ১৬৫ হাঁ—যখন তোমাদের উপর বিপদ উপস্থিত হইল—বস্তুতঃ তোমরাও তাহাদের প্রতি তদনুরূপ দুইবার বিপদ উপস্থিত করিয়াছিলে, তখন তোমরা বলিতেছিলে—ইহা কোথা হইতে হইল? তুমি বল—ইহা

عند الله ط والله بصير بما يعملون ○
١٦٤- لقد من الله على المؤمنين
اذ بعث فيهم رسولا من انفسهم
يتلوا عليهم ايته ويزكيهم
ويعلمهم الكتب والحكمة ج
وان كانوا من قبل لفي ضلل
مبين ○ ١٦٥- اولما اصابتكم
مصيبة قد اصبتم مثليها لا قلتم
انى هذا ط قل هو من عند

এই কথার প্রতিবাদ করিয়া বলিতেছেন—যাহারা সত্য-ধর্ম্মে বিশ্বাসী হইয়া সৎকার্য্য দ্বারা আমার সন্তুষ্টিসাধন করিয়াছে, তাহারাই আমার নিকট পদ-মর্য্যাদায় সমুন্নত। যাহারা সত্যধর্ম্মের বিরুদ্ধাচরণ পূর্ব্বক অবিশ্বাসী হইয়া অসৎকার্য্য দ্বারা আমার অসন্তুষ্টিভাজন হইয়াছে, তাহারা কখনই ঐ সকল সৎলোকের তুল্য হইতে পারে না। আল্লাহতা'লা নিরপেক্ষ ন্যায় বিচারক; সৎ ও অসৎ সকলকেই তিনি সমান দৃষ্টিতে দেখিবেন কিংবা সমান পুরস্কার প্রদান করিবেন, এরূপ কল্পনা সম্পূর্ণ অসঙ্গত ও অস্বাভাবিক। মহান্ আল্লাহ কখনই ঐরূপ অন্যায় অবিচারক নহেন।

১৬৪। হজরত রসুলোল্লার নিষ্কলঙ্ক নির্ম্মল চরিত্রের বিষয় ব্যক্ত করিবার পর আল্লাহতা'লা বলিতেছেন যে, তোমাদের প্রতি আমার বিশেষ অনুগ্রহ প্রভাবেই আমার প্রিয় রসুল তোমাদের মধ্যে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। যিনি তোমাদিগকে প্রকাশ্য অধর্ম্ম অন্ধকার হইতে ধর্ম্মের সমুজ্জল আলোকে লইয়া আসিয়াছেন, যিনি তোমাদের নিকট আমার অলৌকিক নিদর্শনপূর্ণ পবিত্র কোরান পাঠ করিতেছেন এবং তোমাদিগকে জ্ঞান ও সদুপদেশ শিক্ষা দিয়া নির্ম্মল ও বিশুদ্ধ করিতেছেন, তাঁহার অলৌকিক জ্ঞান ও নির্ম্মল চরিত্র তাহারা স্বচক্ষে দেখিবার সৌভাগ্য লাভ করিয়া ধন্য হইয়াছ। অতএব কপটদিগের অলীক বাক্যে এরূপ মহান্ রসুলের প্রতি কদাচ অন্যায় সন্দেহ পোষণ করিও না। এই আয়ত হজরত রসুলোল্লার অলৌকিক জ্ঞান গরিমা ও চরিত্রের নির্ম্মলতার আর একটী সমুজ্জল প্রমাণ।

১৬৫। কপট-বিশ্বাসীরা বলিতেছিল যে, আল্লাহতা'লা যখন মুসলমানদিগকে অমুসলমানের উপর বিজয়ী করিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন, তখন তাহারা ওহদ-যুদ্ধে ক্ষতি গ্রস্ত হইল কেন? আর আল্লার ঐরূপ প্রতিশ্রুতি সত্ত্বেও তোমাদের উপর পরাজয়ের অনুরূপ লাঞ্ছনা কোথা হইতে আসিল? ইহার উত্তরে আল্লাহতা'লা বলিয়া দিলেন যে, আমার প্রতিশ্রুতি অনুসারে তোমরা বদর যুদ্ধে এবং ওহদ যুদ্ধের প্রারম্ভে অবিশ্বাসীদিগকে পরাজিত ও ক্ষতিগ্রস্ত করিয়া বিজয়-গৌরবে

أَنفُسِكُمْ ط إِنَّ اللّٰهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ
قَدِيرٌ ۝١٦٦ - وَمَا أَصَابَكُمْ يَوْمَ
الْتَقَى الْجَمْعَانِ فَبِإِذْنِ اللّٰهِ وَلِيَعْلَمَ
الْمُؤْمِنِينَ ۝١٦٧ - وَلِيَعْلَمَ
الَّذِينَ نَافَقُوا ۚ وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا
قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللّٰهِ أَوِ ادْفَعُوا ط
قَالُوا لَوْ نَعْلَمُ قِتَالًا لَّاتَّبَعْنَاكُمْ ط
هُمْ لِلْكُفْرِ يَوْمَئِذٍ أَقْرَبُ مِنْهُمْ

তোমাদের নিজেদেরই নিকট হইতে; নিশ্চয় আল্লাহ সর্ব্ব-বিষয়োপরি শক্তি-মান।
১৬৬। এবং তুই দলের সম্মুখীন হওয়ার দিবস তোমাদের উপর যাহা উপনীত হইয়াছিল, তাহা আল্লারই ইচ্ছাক্রমে; এবং তদ্দ্বারা আল্লাহ বিশ্বাসীদিগকে বিজ্ঞাপিত করেন;
১৬৭। এবং তদ্দ্বারা তিনি কপটদিগকে পরিচিত করেন; এবং তাহাদিগকে বলা হইয়াছিল—এস, আল্লার পথে সংগ্রাম কর অথবা তাহাদিগকে বিনাশ কর; তাহারা বলিয়াছিল—যদি আমরা যুদ্ধ করিতে জানিতাম, তবে কি আমরা তোমাদের অনুগমন করিতাম না? তাহারা সেই দিন বিশ্বাস অপেক্ষা

অভিষিক্ত হইয়াছিলে। কিন্তু তাহার পরে যে, তোমরা বিপদাপন্ন ও ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছ, সে তোমাদের নিজেদেরই দোষে। হজরত রসুলোল্লার আদেশ লঙ্ঘন করার জন্যই তোমাদের উপর ঐ বিপদ ও লাঞ্ছনা উপস্থিত হইয়াছিল। "আল্লাহ সর্ব্ব-বিষয়োপরি শক্তিমান"—এখানে এ কথার মর্ম্ম এই যে, জয়-পরাজয় সমস্তই আল্লার ইচ্ছায় সম্পন্ন হয়। তিনি যাহাদিগকে বিজয়ী করিবেন, আবশ্যক হইলে তাহাদিগকে পরাজিত করিয়াও সৎশিক্ষা দিতে পারেন।

১৬৬। আল্লাহতা'লা ওহদ যুদ্ধের প্রসঙ্গ উল্লেখ করিয়া বলিতেছেন যে, সেদিন তোমাদের উপর যে বিপদ উপস্থিত হইয়াছিল, তাহাতে আমার এই শুভ-ইচ্ছা নিহিত ছিল যে, তোমাদের মধ্যে কে বিশ্বাসী এবং কে অবিশ্বাসী, তোমরা তাহা সম্যকরূপে জানিতে পারিবে। কারণ যাহারা সত্যের জন্য আত্মোৎসর্গ করিবে, তাহাদিগকে বহু আপদ-বিপদ, বাধা-বিঘ্ন ও জয়-পরাজয়ের মধ্য দিয়া অবিচলিত চিত্তে অগ্রসর হইয়া ধর্ম্মরাজ্য প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে। বিঘ্ন বিপদ অথবা পরাজয়ে যাহাদের বিশ্বাস ক্ষুণ্ণ কিংবা চিত্ত বিচলিত হয়, তাহারা কখনই পরিণামে বিজয় গৌরবের অধিকারী হইতে পারে না। সুতরাং তোমাদিগকে সেই সত্য জানাইয়া দেওয়া এবং বিশ্বাসী-দিগের মধ্যে কে আমার প্রতিশ্রুত বিজয় গৌরব লাভের সমধিক উপযোগী, তাহা নির্দ্দেশ করিয়া দেওয়ার জন্যই সেদিন তোমাদিগকে বিপদাপন্ন করা হইয়াছিল। ফলতঃ ওহদ যুদ্ধে ভয়াবহ বিপদ ও জীবন-মরণের সন্ধিক্ষণে অটল বিশ্বাসে দাঁড়াইয়া হজরতের যে সকল মহাগৌরবান্বিত সহচর শেষ পর্য্যন্ত যুদ্ধ করিয়া অবিশ্বাসীদিগকে প্রতিহত ও বিতাড়িত করিয়াছিলেন, উত্তরকালে তাঁহারাই সমগ্র সভ্য জগতে ইসলামের গৌরব-দীপ্ত জয়পতাকা উড়াইয়া জাতীয় বিজয় স্তম্ভ গগনস্পর্শী করিয়া তুলিয়াছিলেন।—এই সুরার ১৪০ আয়ত ও উহার তফ্‌সীর দ্রষ্টব্য।

১৬৭। এই আয়ত কপটদিগের সম্বন্ধে অবতীর্ণ হইয়াছে। ওহদ যুদ্ধে আল্লাহতা'লা যেরূপ বিশ্বাসীদিগকে জগতে পরিচিত করিয়াছিলেন, সেইরূপ কপটদিগকেও চিহ্নিত করিয়া দিয়াছিলেন। সেই কপটদিগের মধ্যে আবদুল্লা-বেন্‌ ওবায়ের প্রসঙ্গ এই আয়তে বর্ণিত হইয়াছে।

আবদুল্লা-বেন্‌-ওবায় কপট বিশ্বাসী মুসলমান ছিল। সে মদিনা পরিত্যাগ করিয়া ওহদ যুদ্ধে গমন করিবার পক্ষপাতী ছিল না। কিন্তু অধিকাংশ মুসলমানের অভিমতে মদিনার নিরাপদতার

অবিশ্বাসের নিকটবর্ত্তী ছিল, তাহাদের
অন্তরে যাহা নাই তাহারা তাহাই
মুখে বলিয়া থাকে; এবং তাহারা যে
বিষয় গোপন করে, আল্লাহ তাহা
পরিজ্ঞাত আছেন। ১৬৮। যাহারা গৃহে
বসিয়া স্বীয় ভ্রাতৃগণের সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন,
যদি তাহারা আমাদের কথা গ্রাহ্য
করিত তবে নিহত হইত না; তুমি বল
যদি তোমরা সত্যবাদী হও তবে স্বীয়
জীবন হইতে মৃত্যুকে অতিক্রম কর।
১৬৯। এবং যাহারা আল্লার পথে
নিহত হইয়াছে, তাহাদিগকে মৃত ধারণা
করিও না; বরং তাহারা জীবিত,

لِلْإِيمَانِ ۚ يَقُولُونَ بِأَفْوَاهِهِم
مَّا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ ۗ وَاللَّهُ أَعْلَمُ
بِمَا يَكْتُمُونَ ۝ ١٦٨- الَّذِينَ قَالُوا
لِإِخْوَانِهِمْ وَقَعَدُوا لَوْ أَطَاعُونَا مَا
قُتِلُوا ۗ قُلْ فَادْرَءُوا عَنْ أَنفُسِكُمُ
الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ۝
١٦٩- وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي
سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا ۚ بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ

জন্য হজরত যখন ওহদ যুদ্ধে গমন করেন, তখন সমস্ত মুসলমানের সহিত সেও হজরতের সহযাত্রী হইয়াছিল। অনন্তর যখন ওহদ ক্ষেত্রে বিশ্বাসী মুসলমান ও অবিশ্বাসী কোরেশ সেনাদলের ভীষণ সঙ্ঘর্ষ উপস্থিত হয়, তখন উক্ত আবদুল্লা-বেন ওবায় তাহার অনুগত তিনশত লোক লইয়া যুদ্ধক্ষেত্র পরিত্যাগ পূর্ব্বক পলায়ন করে। সেই সময়ে আবদুল্লা বেন্ আমরু আনসারী বলিয়াছিলেন যে, তুমি ত সর্ব্বদাই নিজেকে সত্যবিশ্বাসী মুসলমান বলিয়া গর্ব্ব কর; তবে এখন ইসলামের এই বিপদকালে পলায়ন করিতেছ কেন? যদি প্রকৃতই তুমি সত্যবিশ্বাসী মুসলমান হও, তবে এস, আল্লার পথে জেহাদ কর এবং শত্রুদিগকে সংহার কর। কিন্তু আবদুল্লা-বেন্ ওবায় তখন উত্তর দিয়াছিল যে, আমরা যুদ্ধ করিতে জানি না; যদি জানিতাম, তবে অবশ্যই তোমাদের সঙ্গে যুদ্ধ করিতাম। তাই আল্লাহতা'লা বলিয়া দিলেন যে, উহারা অবিশ্বাসীদের অতি নিকটবর্ত্তী কপট। কারণ উহারা অন্তরে যে ভাব পোষণ করে, মুখে তাহার বিপরীত প্রকাশ করিয়া থাকে। কিন্তু সর্ব্বজ্ঞ আল্লাহতা'লা উহাদের অন্তরের কপটতা সমস্তই পরিজ্ঞাত আছেন।

১৬৮। যে সকল অবিশ্বাসী ও কপট স্ব স্ব বিশ্বাসী আত্মীয়-স্বজনদিগকে যুদ্ধে যাইতে নিষেধ করিয়াছিল, তাহারা যুদ্ধে নিহত আত্মীয়-স্বজনদিগকে লক্ষ্য করিয়া বলিতেছিল যে, যদি উহারা আমাদের কথা শুনিয়া যুদ্ধে না যাইত, তবে কখনই মৃত্যুমুখে পতিত হইত না। আল্লাহতা'লা ঐ সকল কথার উত্তরে স্বীয় রসুলকে বলিলেন, তুমি বল—হে অবিশ্বাসী কপটগণ! যদি তোমরা সত্যবাদী হও, তবে গৃহে বসিয়া মৃত্যু-গ্রাস হইতে স্ব স্ব জীবন রক্ষা করিবার চেষ্টা কর! ফলতঃ ইহা সম্পূর্ণ অসম্ভব, কারণ সৃষ্টি-নিয়মের প্রত্যেক বিষয়ের ন্যায় মৃত্যুরও সময় নির্দ্দিষ্ট আছে। সুতরাং যাহার কাল পূর্ণ হইবে, তাহাকে গৃহেই হউক অথবা যুদ্ধক্ষেত্রেই হউক, অবশ্যই মরিতে হইবে। 'মৃত্যুকে অতিক্রম করিবার সাধ্য কাহারও নাই। অতএব যাহারা বলে যে, গৃহে থাকিলে কিংবা যুদ্ধক্ষেত্রে গমন না করিলে মৃত্যু হইত না, তাহারা অবিশ্বাসী কপট মাত্র।

১৬৯। এই আয়তের সহিত পূর্ব্ব আয়তের প্রগাঢ় সম্বন্ধ বিদ্যমান। আল্লাহতা'লা বলিতেছেন যে মৃত্যু যখন অবশ্যম্ভাবী, দুইদিন আগেই হউক আর পরেই হউক—যুদ্ধক্ষেত্রেই হউক কিম্বা গৃহেই হউক, মানবকে যখন অবশ্যই মরিতে হইবে, তখন যে, আল্লার পথে জীবন দান করিয়াছে, তাহার

তাহাদের প্রতিপালক হইতে জীবিকা প্রাপ্ত হইয়াছে। ১৭০। আল্লাহ তাহাদিগকে স্বীয় অনুগ্রহ হইতে যাহা দান করিয়াছেন, উহাতেই তাহারা পরিতুষ্ট; এবং তাহাদের পক্ষ হইতে যাহারা পশ্চাতে থাকিয়া তাহাদের সহিত সম্মিলিত হয় নাই, তাহাদিগকে সুসংবাদ প্রদান কর যে, তাহাদের ভয় নাই ও তাহারা দুঃখিত হইবে না। ১৭১। তাহাদিগকে আল্লার নিকট হইতে অনুগ্রহ ও সম্পদের বিষয়ে সুসংবাদ প্রদান করা হইতেছে এবং নিশ্চয় আল্লাহ বিশ্বাসিগণের প্রতিদান বিনষ্ট করেন না।

رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ ١٧٠ - فَرِحِينَ بِمَا
آتَاهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهِ وَيَسْتَبْشِرُونَ
بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ
وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ
١٧١ - يَسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَةٍ مِنَ اللّٰهِ
وَفَضْلٍ وَأَنَّ اللّٰهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ
الْمُؤْمِنِينَ

১৮শ রুকু—ওহদ যুদ্ধে অবিশ্বাসীদের অসাধারণ ব্যর্থতা

১৭২। যাহারা আঘাত পাইবার পরেও আল্লাহ ও রসুলকে স্বীকার করিয়াছিল—তাহাদের মধ্যে যাহারা

١٧٢ - اَلَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِلّٰهِ وَالرَّسُولِ
مِنْ بَعْدِ مَا أَصَابَهُمُ الْقَرْحُ ط لِلَّذِينَ

মরণই সার্থক। বরং তোমরা তাহাদিগকে মৃত না বলিয়া জীবিত বল। কারণ হীনভাবে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়া পরকালে লাঞ্ছনা ও দুঃখ দুর্গতি ভোগ করার পরিবর্তে, যাহারা আল্লার পথে তুচ্ছ পার্থিব জীবন উৎসর্গ করিয়া তাহার বিনিময়ে পারলৌকিক সুখ-সম্পদপূর্ণ অনন্ত জীবন লাভ করিয়াছে, প্রকৃতপক্ষে তাহাদের জীবনই সার্থক ও ধন্য হইয়াছে।

১৭০। আল্লাহতা'লা ধর্ম্মযুদ্ধে নিহত "শহিদগণের" সম্বন্ধে পুনরায় বলিতেছেন যে, তিনি তাহাদিগকে যে অফুরন্ত সুখ-সম্পদ দান করিয়াছেন, তাহাতেই তাহারা পরম পরিতুষ্ট হইয়াছে।

অনন্তর আল্লাহতা'লা—যে সকল মুসলমান ধর্ম্মযুদ্ধে নিহত হইয়া শহিদগণের সহিত সম্মিলিত হয় নাই, তাহাদিগকে তাহাদের শহিদ ধর্ম্ম-ভ্রাতাগণের পক্ষ হইতে মুক্তি ও নিরাপদতার সুসংবাদ প্রদান করিতেছেন।

১৭১। পূর্ব্বোক্ত আয়তের সহিত আল্লাহতা'লা ধর্ম্মযোদ্ধা "গাজী"দিগকে আরও সুসংবাদ প্রদান করিতেছেন যে, তাঁহারাও মৃত্যুর পরে তাঁহাদের ধর্ম্মভ্রাতা—শহিদগণের ন্যায় আল্লাহতা'লার অপার করুণায় অভিষিক্ত হইয়া স্বর্গোদ্যানের অফুরন্ত সুখ-সম্প্রদ উপভোগ করিতে পারিবেন। কারণ বিশ্বাসিগণকে আল্লাহতা'লা যে পুরস্কার দিবেন বলিয়া সুসংবাদ দিয়াছেন, তিনি তাহাদিগকে কখনই তাহা হইতে বঞ্চিত করিবেন না।

উপরোক্ত আয়ত-দ্বয়ে স্পষ্টই উক্ত হইয়াছে যে শহিদ এবং বিজয়ী ধর্ম্মযোদ্ধা—উভয়ই আল্লার অপার করুণা এবং অনন্ত সম্পদের অধিকারী হইয়া স্বীয় জীবন সার্থক করিতে পারিবেন।

১৭২। ওহদ যুদ্ধের অবসানকালে এই আয়ত অবতীর্ণ হয়। যুদ্ধের মধ্যভাগে কোরেশগণ কর্তৃক ঘাটি অধিকৃত হইবার পর তাহারা মুসলমানদিগকে এমন ভীষণ আক্রমণ করিয়াছিল, যে,

সৎকার্য্য করিয়াছে ও সংযত হইয়াছে, তাহাদের জন্য মহান প্রতিদান
১৭৩। যাহাদিগকে লোকেরা বলিয়াছিল, নিশ্চয় তোমাদের বিরুদ্ধে সেই সকল লোক সমবেত হইয়াছে—অতএব তোমরা তাহাদিগকে ভয় কর; কিন্তু ইহাতে তাহাদের বিশ্বাস পরিবর্দ্ধিত হইয়াছিল ও তাহারা বলিয়াছিল, আল্লা-ই আমাদের পক্ষে যথেষ্ট এবং

أَحْسَنُوا مِنْهُمْ وَاتَّقَوْا أَجْرٌ عَظِيمٌ ۚ
١٧٣- الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ
إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ
فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَانًا ۖ
وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ ۝

সেই আক্রমণ প্রতিহত করিতে হজরতের বিশিষ্ট অনুগামী সত্তর জন প্রসিদ্ধ সহচর প্রাণ বিসর্জ্জন করেন এবং বহু সহচর আহত হন। অনন্তর অবিশ্বাসী কোরেশেরা যখন যুদ্ধে নিহত মুসলমান-দিগের প্রতি বর্ব্বরোচিত অত্যাচার করিবার জন্য পৈশাচিক উল্লাসে প্রমত্ত হইয়া সবেগে অগ্রসর হইল এবং দেখিতে দেখিতে শহিদ-শ্রেষ্ঠ হজরত হামজার হস্ত, পদ, কর্ণ ও নাসিকা ছেদন পূর্ব্বক তাঁহার পবিত্র দেহ বিকৃত করিয়া ফেলিল, তখন হজরত রসুলোল্লা মৃত মহাত্মাগণের পবিত্র দেহ অবিশ্বাসিগণের পৈশাচিক অত্যাচার হইতে রক্ষা করিবার জন্য স্বীয় সহচরগণকে আদেশ প্রদান করিলেন। সেই আদেশ অনুসারে ভীষণ যুদ্ধে শ্রান্ত, ক্লান্ত ও অবসন্ন-দেহ একদল সহচর নব-উদ্যমে ও নূতন তেজে আক্রমণ পূর্ব্বক অত্যাচার-মত্ত কোরেশদিগকে দূরীভূত করিয়া দেন। আল্লাহ্-তা'লা এই আয়তে সেই সৎকর্ম্মশীল বিশ্বাসিগণের মহান্ প্রতিদানের বিষয় উল্লেখ করিতেছেন।

কেহ কেহ বলেন যে, 'হামরাউল আসাদের' অভিযান উপলক্ষেই এই আয়ত অবতীর্ণ হয়। ওহদ-যুদ্ধের অবসানে আবু-সুফিয়ান সদলবলে 'রুহা' নামক স্থানে উপস্থিত হইলে তাহার মনে এই কল্পনা উদিত হয় যে, যুদ্ধে বহু মুসলমান হতাহত হওয়ায় তাহারা নিশ্চয়ই দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছে। সুতরাং এখন পুনরাক্রমণ করিলে তাহারা নিশ্চয়ই পরাজিত ও ধ্বংস হইয়া যাইবে। অনন্তর কিরূপভাবে মদিনা আক্রমণ করিলে মুসলমানদিগকে সমূলে বিনাশ করা যাইবে, তাহারা সেই পরামর্শ করিতে থাকে। হজরত রসুলোল্লা ঐ সংবাদ পাইয়া তৎক্ষণাৎ আবু-সুফিয়ানকে অনুসরণ ও আক্রমণ করিবার জন্য মুসলমানদিগকে আহ্বান করিলেন। কপট ও ক্ষীণ-বিশ্বাসীরা ঐ আদেশ শুনিয়া অত্যন্ত বিচলিত হইয়া পড়িল। তাহারা বলিল যে, এ অবস্থায় কোরেশদিগকে আক্রমণ করিলে ধ্বংস অনিবার্য্য; সুতরাং আমরা এইরূপ ভাবে স্বেচ্ছায় ধ্বংস হইতে পারিব না। কিন্তু দৃঢ়বিশ্বাসী মুসলমানেরা বলিলেন যে, আল্লাহ এবং তাঁহার রসুলের আদেশ পালনই আমাদের কর্ত্তব্য; জয়-পরাজয় অথবা লাভ-ক্ষতি দেখিবার আবশ্যক নাই। অনন্তর হজরত রসুলোল্লা সত্তর জন দৃঢ়বিশ্বাসী সহচর সঙ্গে লইয়া আবু-সুফিয়ানকে আক্রমণ করিবার জন্য অভিযান করিলেন এবং মদিনার অনতিদূরবর্ত্তী 'হামরাউল আসাদ' নামক স্থানে যাইয়া উপনীত হইলেন। এদিকে হজরত রসুলোল্লা পুনরায় আক্রমণ করিবার জন্য অগ্রসর হইতেছেন, আবু-সুফিয়ান এই সংবাদে ভীত হইয়া সমস্ত কল্পনা বিসর্জ্জন পূর্ব্বক সদলবলে মক্কাভিমুখে পলায়ন করিল। এই অভিযানে যাঁহারা হজরত রসুলোল্লার সঙ্গী হইয়াছিলেন, তাঁহাদের মহান্ প্রতিদানের বিষয়ই এই আয়তে উক্ত হইয়াছে।

১৭৩। এই আয়তে 'বদরুস্ সোগরা' অর্থাৎ ক্ষুদ্রতর বদর অভিযানের প্রতি ইঙ্গিত করা হইয়াছে। আবু সুফিয়ান যখন ওহদ যুদ্ধক্ষেত্র পরিত্যাগ করিয়া যাইতে বাধ্য হয়, তখন হজরত রসুলোল্লাকে আহ্বান করিয়া বলিয়াছিল যে, 'বদরুস্-সোগরার' উৎসব সময়ে পুনরায় আমাদের যুদ্ধ হইবে। হজরত রসুলোল্লা হজরত ওমরের দ্বারা বলিয়া পাঠান যে, আমরা তজ্জন্য প্রস্তুত রহিলাম। অনন্তর ঐ সময় উপস্থিত হইলে আবু সুফিয়ান একদল সৈন্য লইয়া হজরতের বিরুদ্ধে অভিযান

মঙ্গলময় কর্ম্ম-বিধায়ক। ১৭৪। অনন্তর
তাহারা আল্লার অনুগ্রহ ও সম্পদ-
সহ প্রত্যাবর্ত্তিত হইয়াছিল, তাহাদিগকে
অমঙ্গল স্পর্শ করে নাই এবং তাহারা
আল্লার সন্তুষ্টির অনুসরণ করিয়াছিল;
এবং আল্লাহ মহান গৌরবশালী।
১৭৫। নিশ্চয় শয়তান কেবলমাত্র
তাহার বন্ধুগণ হইতে তোমাদিগকে
ভয়-প্রদর্শন করে; কিন্তু যদি তোমরা
বিশ্বাসী হও, তবে তাহাদিগকে ভয়
করিও না এবং আমাকেই ভয় কর।
১৭৬। এবং যাহারা অবিশ্বাসে তৎপর,
তুমি তাহাদের জন্য বিষণ্ণ হইও না।
বস্তুতঃ তাহারা আল্লার কোন অনিষ্ট
করিতে পারিবে না; আল্লাহ তাহাদের

١٧٤- فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللّٰهِ
وَفَضْلٍ لَّمْ يَمْسَسْهُمْ سُوْءٌ وَّاتَّبَعُوا
رِضْوَانَ اللّٰهِ ۗ وَاللّٰهُ ذُوْ فَضْلٍ عَظِيْمٍ ○
١٧٥- إِنَّمَا ذٰلِكُمُ الشَّيْطٰنُ
يُخَوِّفُ أَوْلِيَآءَهٗ ۖ فَلَا تَخَافُوْهُمْ
وَخَافُوْنِ إِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ○
١٧٦- وَلَا يَحْزُنْكَ الَّذِيْنَ يُسَارِعُوْنَ
فِى الْكُفْرِ ۚ إِنَّهُمْ لَنْ يَّضُرُّوا اللّٰهَ
شَيْئًا ۗ يُرِيْدُ اللّٰهُ أَلَّا يَجْعَلَ لَهُمْ حَظًّا

করে; কিন্তু তাহারা কিছুদূর অগ্রসর হইয়াই ফিরিয়া যাইতে বাধ্য হয়। পক্ষান্তরে হজরত রসুলোল্লা যাহাতে অভিযান না করেন, তজ্জন্য নইম-বেন্ মাস্‌উদ আশয়ারীর দ্বারা মদিনায় এই বলিয়া সংবাদ পাঠাইয়া দেন যে, কোরেশেরা তোমাদের বিরুদ্ধে বিরাট সৈন্যদল সংগ্রহ করিয়াছে; সুতরাং তোমরা সেখানে গেলে নিশ্চয় ধ্বংসপ্রাপ্ত হইবে। এই সংবাদে ক্ষীণ-বিশ্বাসী কপটেরা আতঙ্কে ঐ অভিযান হইতে বিরত হয়; কিন্তু দৃঢ়বিশ্বাসী মুসলমানেরা বলেন যে, কোরেশ সেনাদলকে আমরা একটুও ভয় করি না। কারণ সর্ব্বকার্য্যের নিয়ন্তা মঙ্গলময় আল্লাই আমাদের সহায় এবং তাঁহার সাহায্যই আমাদের পক্ষে যথেষ্ট। অনন্তর হজরত রসুলোল্লা ঐ দৃঢ়বিশ্বাসী সত্তর জন সহচর সহ যুদ্ধের জন্য অভিযান করেন।

১৭৪। এই পবিত্র আয়ত পূর্ব্বোক্ত অভিযান উপলক্ষেই অবতীর্ণ হইয়াছিল। হজরত রসুলোল্লা যথাস্থানে উপস্থিত হইয়া কোরেশদিগের আগমনের কোনই চিহ্ন দেখিলেন না। সেই সময় ঐ স্থানে একটী মেলা বসিত মুসলমানগণ যে সকল দ্রব্যসম্ভার লইয়া অভিযান করিয়াছিলেন, তাহা ঐ মেলায় বহুমূল্যে বিক্রয় করিয়া সম্পূর্ণ নিরাপদে মদিনায় ফিরিয়া আসিলেন। "তাহারা আল্লার অনুগ্রহ ও সম্পদ সহ প্রত্যাবর্ত্তিত হইল"—এ কথার মর্ম্ম এই যে, তাঁহারা ঐ অভিযানে হজরত রসুলোল্লার অনুগামী হইয়া আল্লার অনুগত প্রিয়পাত্র হইয়াছিলেন এবং মেলায় ক্রয়-বিক্রয় দ্বারা যথেষ্ট লাভও করিয়াছিলেন।

১৭৫। এই আয়তে আল্লাহতা'লা বলিতেছেন যে, দুরাত্মা শয়তানের প্ররোচনায় অবিশ্বাসী কপটেরা তোমাদিগকে যে, ভীতি-প্রদর্শন করে, তোমরা তাহাতে ভীত হইও না; এবং যদি তোমরা সত্য-বিশ্বাসী হও তবে আমার উপরেই সম্পূর্ণ নির্ভর কর। কোন কোন তফ্‌সীরে লিখিত হইয়াছে যে, আবু-সুফিয়ান ও নইম বেন্ মাস্‌উদকেই এস্থানে শয়তান বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে এবং আল্লাহতা'লা উহাদের ভীতি হইতে মুসলমানদিগকে অভয় দান করিয়াছেন।—তঃ হক্কানী।

১৭৬। আল্লাহতা'লা—হজরত রসুলোল্লা এবং বিশ্বাসী মুসলমানদিগকে সান্ত্বনা ও সাহস প্রদান পূর্ব্বক বলিতেছেন যে, অবিশ্বাসী কাফেরদিগের উদ্যোগ-আয়োজন অথবা আস্ফালন দেখিয়া তোমরা

জন্য পরলোকে কোন অংশ ইচ্ছা করেন না এবং তাহাদেরই জন্য কঠোর শাস্তি রহিয়াছে।
১৭৭। নিশ্চয় যাহারা বিশ্বাসের পরিবর্ত্তে অবিশ্বাস ক্রয় করিয়াছে, তাহারা আল্লার কোনই অনিষ্ট করিতে পারিবে না এবং তাহাদের জন্য যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি আছে।
১৭৮। এবং যাহারা অবিশ্বাস করিয়াছে তাহারা যেন ইহা ধারণা না করে যে, আমি তাহাদিগকে যে সুযোগ দিয়াছি, তাহা তাহাদের জীবনের জন্য কল্যাণকর; তাহারা স্বীয় পাপ বর্দ্ধিত করিবে তদ্ব্যতীত আমি তাহাদিগকে অবসর প্রদান করি নাই; এবং তাহাদের জন্য লাঞ্ছনাপ্রদ শাস্তি রহিয়াছে।
১৭৯। আল্লাহ এরূপ নহেন যে, তিনি পবিত্রতা হইতে অপবিত্রতা পৃথক না করা পর্য্যন্ত তাহারা যাহার উপর আছে, তদবস্থায় বিশ্বাসীদিগকে পরিত্যাগ করিবেন; এবং

فِي الْآخِرَةِ ج وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ۝
١٧٧- إِنَّ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الْكُفْرَ
بِالْإِيمَانِ لَنْ يَضُرُّوا اللَّهَ شَيْئًا ج وَلَهُمْ
عَذَابٌ أَلِيمٌ ۝ ١٧٨- وَلَا يَحْسَبَنَّ
الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ
خَيْرٌ لِأَنْفُسِهِمْ ط إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ
لِيَزْدَادُوا إِثْمًا ج وَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ ۝
١٧٩- مَا كَانَ اللَّهُ لِيَذَرَ الْمُؤْمِنِينَ
عَلَى مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ حَتَّى يَمِيزَ
الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ ط وَمَا

"বিষণ্ন" অর্থাৎ ভীতি কিংবা বিচলিত হইও না। "তাহারা আল্লার কোন অনিষ্ট করিতে পারিবে না," ইহার অর্থ এই যে তাহারা আল্লার সত্য-ধর্ম্ম ইসলাম কিংবা উহার অনুগামী মুসলমানের কোনই অনিষ্ট করিতে পারিবে না; অধিকন্তু তাহারা নিজেরাই ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া সমস্ত পারলৌকিক সম্পদ হইতে বঞ্চিত হইবে এবং পরিণামে কঠোর শাস্তি ভোগ করিবে।

১৭৭। এই আয়তে অবিশ্বাসী কাফের এবং ক্ষীণ-বিশ্বাসী কপটদিগের কঠোর শাস্তির প্রসঙ্গ বর্ণিত হইয়াছে। পরলোকে উহাদিগকে অত্যন্ত যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি ভোগ করিতে হইবে।

১৭৮। ওহদ-যুদ্ধের পরে অবিশ্বাসী কাফেরেরা বলিত যে, পৃথিবীর সুখ-শান্তি, ধন-সম্পদ ও জয়-গৌরব আমাদের জন্য এবং দুঃখ-দুর্গতি, লাঞ্ছনা ও দারিদ্র মুসলমানদের জন্য। তাহাদের ঐ অসার দর্প ও অহঙ্কারের উত্তর স্বরূপ আল্লাহতা'লা এই আয়ত অবতীর্ণ করিয়া বলেন যে, পার্থিব জীবনের এই সকল সুযোগ তাহাদের জন্য আদৌ কল্যাণকর নহে। কারণ সাধারণতঃ পৃথিবীর অপরাধী ব্যক্তিরা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অপরাধ করিতে করিতে যেরূপ গুরুতর অপরাধ করিয়া অবশেষে চরম দণ্ডে দণ্ডিত হয়, সেইরূপ পার্থিব জীবনের নানারূপ সুযোগ সুবিধা লাভ করিয়া অবিশ্বাসীরা অন্যায় অত্যাচার করিতে করিতে যখন স্ব স্ব পাপের ভরা পূর্ণ করিয়া ফেলিবে, তখন মৃত্যুদুত কর্ত্তৃক ধৃত হইয়া তাহারাও পরলোকে কঠোর শাস্তি ভোগ করিবে। সুতরাং অবিশ্বাসী কাফেরদিগের পার্থিব জীবনের সুখ-সম্পদ ও সুবিধা পরিণামে তাহাদের পক্ষে কখনই কল্যাণজক নহে।

১৭৯। ওহদ যুদ্ধান্তে ক্ষীণ-বিশ্বাসী কপট এবং অবিশ্বাসী কাফেরেরা আরও বলিত যে, যদি হজরত মোহাম্মদ (সঃ) সত্য নবী হইতেন, তবে মুসলমানদিগের উপর কখনই এরূপ আপদ-বিপদ দুঃখ দারিদ্র ও অশান্তি ক্লেশ অবতীর্ণ হইত না। ঐ কথার উত্তর স্বরূপ আল্লাহতা'লা মুসলমানদিগকে সান্ত্বনা দান করিয়া বলিলেন যে, "পবিত্রতা হইতে অপবিত্রতা পৃথক" করিবার জন্যই আমি

كَانَ اللّٰهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ
وَلٰكِنَّ اللّٰهَ يَجْتَبِيْ مِنْ رُّسُلِهٖ مَنْ
يَّشَآءُ ۖ فَاٰمِنُوْا بِاللّٰهِ وَرُسُلِهٖ ۚ وَاِنْ
تُؤْمِنُوْا وَتَتَّقُوْا فَلَكُمْ اَجْرٌ عَظِيْمٌ ○
١٨٠- وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ يَبْخَلُوْنَ
بِمَآ اٰتٰهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ هُوَ خَيْرًا
لَّهُمْ ط بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ ط سَيُطَوَّقُوْنَ
مَا بَخِلُوْا بِهٖ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ط وَلِلّٰهِ
مِيْرَاثُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ط
وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ ○

আল্লাহ এরূপ নহেন যে, তোমাদিগকে অদৃশ্য বিষয় বিজ্ঞাপিত করিবেন বরং আল্লাহ তদীয় রসুলগণের মধ্যে যাহাকে ইচ্ছা মনোনীত করিয়া থাকেন; অতএব আল্লাহ ও তদীয় রসুলের প্রতি বিশ্বাস-স্থাপন কর; এবং যদি তোমরা বিশ্বাস-স্থাপন কর ও সংযমী হও, তবে তোমাদের জন্য মহান প্রতিদান রহিয়াছে।

১৮০। এবং আল্লাহ যাহাদিগকে স্বীয় অনুগ্রহ হইতে কিছু দান করিয়াছেন তদ্বিষয়ে যাহারা কার্পণ্য করে, তাহারা যেন এরূপ ধারণা না করে যে, উহা তাহাদের জন্য কল্যাণকর; বরং উহা তাহাদের জন্য অকল্যাণকর; তাহারা যে বিষয়ে কৃপণতা করিয়াছে, উত্থান দিবসে উহাই তাহাদের কণ্ঠ-নিগড় হইবে; এবং আল্লাহ নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের স্বত্বাধিকারী; এবং তোমরা যাহা করিতেছ আল্লাহ তদ্বিষয়ে অভিজ্ঞ

তোমাদিগকে ঐরূপ ভাবে পরীক্ষা করিয়াছি। উহার ফলেই ক্ষীণ-বিশ্বাসী কপটদিগের অবিশ্বাস, অধৈর্য্য, কপটতা ও চরিত্রহীনতার সহিত তোমাদিগের বিশ্বাস, ধৈর্য্য, সরলতা ও সচ্চরিত্রের পরীক্ষা হইয়া গিয়াছে এবং তোমরা সেই কঠোর পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া সত্য-বিশ্বাসী প্রকৃত মুসলমান নামে গৌরবান্বিত হইয়াছ।

আয়তের শেষাংশের অর্থ এই যে, আল্লাহতা'লা সাধারণ মানুষকে ঐ সকল অদৃশ্য ও অপরিজ্ঞাত বিষয় বিজ্ঞাপিত করেন না। আবশ্যকানুযায়ী কেবল তাঁহার মনোনীত রসুলগণের মধ্যে যাহাকে ইচ্ছা জ্ঞাপন করিয়া থাকেন। উহার প্রকৃত মর্ম্ম এই যে, আল্লাহ এবং রসুলের প্রতি বিশ্বাস-স্থাপন করিয়া সত্য-ধর্ম্মের অনুসরণ করাই মুসলমানের কর্ত্তব্য। সত্যের অনুসরণে আপদ-বিপদ ও দুঃখ-দারিদ্রের মধ্যে আল্লার কোন্ শুভ উদ্দেশ্য নিহিত আছে, তাহা জানিবার জন্য তাহাদের অধীর হওয়া উচিত নহে। যেটুকু জানান অবশ্যক, তাহা আল্লাহতা'লা স্বীয় প্রিয়তম রসুলের দ্বারা জানাইয়া দিবেন।

১৮০। আল্লার অনুগ্রহে ধনসম্পদ লাভ করিয়া যাহারা ধর্ম্মযুদ্ধে উহা ব্যয় করিতে কৃপণতা করিতেছিল, তাহাদিগকে লক্ষ্য করিয়াই এই আয়ত অবতীর্ণ হয়। আল্লাহতা'লা বলিয়া দিলেন যে, ধর্ম্মের উন্নতি, জগতের হিতসাধন এবং দীন দুঃখীর দুঃখ বিমোচনের জন্যই ধন-সম্পদ। ঐ সকল কার্য্যে অর্থ ব্যয় না করিয়া যাহারা কৃপণতা অবলম্বন পূর্ব্বক ধন সঞ্চয় করিয়া রাখিবে, তাহাদের জন্য ইহকাল অথবা পরকালে ঐ ধন সম্পদ আদৌ কল্যাণকর হইবে না। বরং ইহজগতে যাহারা ধনাসক্তিতে অন্যান্য কর্ত্তব্য বিস্মৃত হইয়া কৃপণতার সহিত জীবন অতিবাহিত করিবে পরকালে তাহাদিগকে ঐ সকল ধন সম্পদের দুর্ব্বহ কণ্ঠ-নিগড় পরাইয়া নির্য্যাতিত ও লাঞ্ছিত করা হইবে। এই সঙ্গে ইহাও বর্ণিত হইয়াছে যে, মানবের পার্থিব জীবনের সদসৎ কার্য্য সমূহ পরকালে মূর্ত্তিমতী হইয়া তাহাদিগকে উপযুক্ত প্রতিফল প্রদান করিবে।

১৯শ রুকু—গ্রন্থানুগামিগণের অবিশ্বাস ও প্রতারণা।

১৮১। অবশ্য আল্লাহ তাহাদের কথা
শ্রবণ করিয়াছেন—যাহারা বলিয়া থাকে
যে, নিশ্চয় আল্লাহ দরিদ্র ও আমরা
ধনবান; তাহারা যাহা বলিয়াছে এবং
তাহাদের অন্যায়ভাবে নবিগণকে হত্যা-
করা আমি লিপিবদ্ধ করিব; এবং আমি
তাহাদিগকে বলিব—তোমরা প্রদাহ-
কারী শাস্তির আস্বাদ গ্রহণ কর।
১৮২। ইহা তাহাই—যাহা তোমাদের
হস্তসমূহ পূর্ব্বে প্রেরণ করিয়াছে এবং
নিশ্চয় আল্লাহ সেবকগণের প্রতি
অত্যাচারী নহেন। ১৮৩। যাহারা
বলিয়া থাকে—অবশ্যই আল্লাহ আমাদের
জন্য অঙ্গীকার করিয়াছেন যে, অগ্নি
যাহা গ্রাস করে, আমাদের জন্য এমন
উৎসর্গ আনয়ন না করা পর্য্যন্ত আমরা
যেন কোন নবীর প্রতি বিশ্বাস-স্থাপন
না করি; তুমি বল—নিশ্চয় আমার
পূর্ব্বে সমুজ্জ্বল নিদর্শনাবলী এবং তোমরা
যাহা বল তৎসহ রসুলগণ আগমন

۱۸۱- لَقَدْ سَمِعَ اللّٰهُ قَوْلَ الَّذِيْنَ
قَالُوْٓا اِنَّ اللّٰهَ فَقِيْرٌ وَّنَحْنُ اَغْنِيَآءُ
سَنَكْتُبُ مَا قَالُوْا وَقَتْلَهُمُ الْاَنْۢبِيَآءَ
بِغَيْرِ حَقٍّ وَّنَقُوْلُ ذُوْقُوْا عَذَابَ
الْحَرِيْقِ ۝ ۱۸۲- ذٰلِكَ بِمَا
قَدَّمَتْ اَيْدِيْكُمْ وَاَنَّ اللّٰهَ لَيْسَ
بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيْدِ ۱۸۳- اَلَّذِيْنَ قَالُوْٓا
اِنَّ اللّٰهَ عَهِدَ اِلَيْنَآ اَلَّا نُؤْمِنَ لِرَسُوْلٍ
حَتّٰى يَاْتِيَنَا بِقُرْبَانٍ تَاْكُلُهُ النَّارُ ط
قُلْ قَدْ جَآءَكُمْ رُسُلٌ مِّنْ قَبْلِيْ

১৮১। হজরত রসুলোল্লা ধর্ম্মযুদ্ধ ও অন্যান্য জনহিতকর কার্য্য সম্পাদনার্থে লোকদিগকে আল্লার নামে অর্থব্যয় করিবার জন্য আহ্বান করিতেন। তদ্শ্রবণে মদিনার ইহুদীরা বিদ্রূপ করিয়া বলিয়াছিল যে, তোমাদের আল্লাহ বোধ হয় খুব দরিদ্র, নচেৎ তিনি মানুষের নিকট অর্থ সাহায্য প্রার্থনা করিবেন কেন? ইহুদীদিগের ঐ ধৃষ্টতার উত্তরে আল্লাহতা'লা এই আয়ত অবতারণ করিয়া তাহাদিগকে 'প্রদাহ-কারী' অর্থাৎ জ্বলন্ত অগ্নির ভয়াবহ শাস্তির ভীতি প্রদর্শন করেন।—কোঃ ৫—৬৪ দ্রষ্টব্য।

১৮২। ঐ প্রদাহকারী ভয়াবহ শাস্তি যে ইহুদীদিগের পূর্ব্বোক্ত অবাধ্যতা ও উপহাসের প্রতিফল, এই আয়তে সংক্ষিপ্তভাবে তৎপ্রতি ইঙ্গিত করা হইয়াছে।

১৮৩। ইহুদীরা হজরত রসুলোল্লাকে বলিয়াছিল যে, যদি আপনি সত্য নবী হন, তাহা হইলে এমন একটী উৎসর্গ করুন—আকাশ হইতে অগ্নি অবতীর্ণ হইয়া যাহা গ্রাস করে। এই অলৌকিকতা প্রদর্শন না করিলে আমরা আপনার অনুগমন করিতে পারিব না। কারণ আল্লাহ আমাদের অঙ্গীকার গ্রহণ করিয়াছেন যে, ঐরূপ অলৌকিকতা প্রদর্শন না করা পর্য্যন্ত যেন আমরা কোন নবীকে বিশ্বাস না করি। আল্লাহতা'লা ইহার উত্তরে স্বীয় রসুলকে বলিলেন—তুমি বল যে, যদি তোমরা সত্যবাদী হও, তবে আমার পূর্ব্বে যখন উজ্জ্বল নিদর্শনাবলী সহ রসুলগণ আগমন করিয়াছিলেন এবং তোমাদের প্রার্থনানুযায়ী নিদর্শন-সমূহ প্রদর্শিত হইয়াছিল, তখন তোমরা তাহাদিগকে অবিশ্বাস ও হত্যা করিয়াছিলে কেন? হজরত রসুলোল্লা ইতিপূর্ব্বে ইহুদীদিগকে অনেক অলৌকিক নিদর্শন প্রদর্শন করিয়াছিলেন; কিন্তু এই সময়ে তাহাদের চিরাচরিত অবাধ্যতা, নবী-দ্রোহিতা এবং প্রকৃতিগত বদ্ধমূল অবিশ্বাসের পরিচয় পাইয়া আর কোন অলৌকিকতা প্রদর্শন করেন নাই। হজরত ঈসাও

করিয়াছিল ; যদি তোমরা সত্যবাদী হও, তবে কেন তোমরা তাহাদিগকে হত্যা করিয়াছিলে ? ১৮৪। অতঃপর যদি তাহারা তোমার প্রতি অসত্যারোপ করে, তবে তোমার পূর্ব্বেও রসুলগণকে অসত্যারোপ করা হইয়াছিল—যাহারা প্রকাশ্যে নিদর্শনাবলী ও ক্ষুদ্র-পুস্তিকা এবং উজ্জ্বল গ্রন্থ-সহ আসিয়াছিল। ১৮৫। সমস্ত জীবই মৃত্যুর আস্বাদ গ্রহণকারী ; এবং নিশ্চয় উত্থান-দিবসে তোমাদিগকে পূর্ণ প্রতিদান প্রদত্ত হইবে ; অতএব যে-কেহ অগ্নি হইতে বিমুক্ত হইয়াছে এবং স্বর্গোদ্যানে প্রবিষ্ট হইয়াছে, ফলতঃ নিশ্চয় সে সফলকাম ; এবং পার্থিব জীবন প্রতারণার সম্পদ ব্যতীত নহে। ১৮৬। অবশ্যই তোমরা তোমাদের ধন-সম্পদ ও তোমাদের জীবন-সমূহের দ্বারা পরীক্ষিত হইবে ;

بِالْبَيِّنٰتِ وَبِالَّذِيْ قُلْتُمْ فَلِمَ
قَتَلْتُمُوْهُمْ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ١٨٣ - فَاِنْ
كَذَّبُوْكَ فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِّنْ قَبْلِكَ
جَاۤءُوْ بِالْبَيِّنٰتِ وَالزُّبُرِ وَالْكِتٰبِ
الْمُنِيْرِ ١٨٤ - كُلُّ نَفْسٍ ذَاۤئِقَةُ
الْمَوْتِ ؕ وَاِنَّمَا تُوَفَّوْنَ اُجُوْرَكُمْ
يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ؕ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ
وَاُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ ؕ وَمَا
الْحَيٰوةُ الدُّنْيَاۤ اِلَّا مَتَاعُ الْغُرُوْرِ
١٨٥ - لَتُبْلَوُنَّ فِيْۤ اَمْوَالِكُمْ وَاَنْفُسِكُمْ

অবশেষে ঠিক এই কারণেই ইহুদীদিগকে কোনরূপ অলৌকিকতা প্রদর্শন করিতে অস্বীকার করিয়াছিলেন (ইঞ্জিল)।—তঃ হক্কানী।

১৮৪। ইহুদীদিগের অলীক অভিজ্ঞান প্রার্থনার উত্তর এবং তাহাদের প্রকৃতিগত অবিশ্বাস ও নবী-দ্রোহিতার বিষয় ব্যক্ত করিয়া আল্লাহতা'লা হজরত রসুলোল্লাকে বলিলেন যে, উহারা যদি তোমার প্রতি অসত্যারোপ করে, তাহাতে তোমার ক্ষুণ্ন হইবার কোনই কারণ নাই। কারণ তোমার পূর্ব্বে অলৌকিক নিদর্শন, উজ্জ্বল গ্রন্থ এবং উপদেশপূর্ণ পুস্তিকাসহ যে সকল নবী প্রেরিত হইয়াছিল, উহারা তাহাদের প্রতিও অসত্যারোপ করিয়াছিল।

জোবুর—'জোবরা' শব্দের বহুবচন—অর্থ ক্ষুদ্র-পুস্তিকা। তফ্‌সীরকারগণ এই শব্দের নানা অর্থ করিয়াছেন। 'জোবরা' শব্দের ধাতুগত অর্থ লৌহখণ্ড। কেহ বলেন, উহার অর্থ লিখিত-বিষয়। অনেক তফ্‌সীরকার 'জোবুর' অর্থে হজরত দাউদ নবীর স্তোত্র অথবা নিদেশাবলীকে নির্দ্দেশ করিয়াছেন।—তঃ কবির।

১৮৫। এই আয়তের অর্থ অতি স্পষ্ট প্রথমে বলা হইয়াছে, প্রত্যেক জীবকেই মৃত্যুমুখে পতিত হইতে হইবে। মৃত্যুর গ্রাস কেহই অতিক্রম করিতে পারিবে না। অবশ্য জীব অর্থে পবিত্র কোরানে 'নফস' শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। নফস অর্থ পার্থিব জড়দেহ। সুতরাং স্পষ্টই বুঝা যাই-তেছে যে, এই জড়দেহেরই মৃত্যু হইবে ; কিন্তু 'রুহ' বা আত্মা মৃত্যুমুখে পতিত হইবে না। দ্বিতীয়তঃ বলা হইয়াছে যে, মৃত্যুর পর উত্থান-দিবসে প্রত্যেক জীবই স্ব স্ব কৃতকর্ম্মের প্রতিদান প্রাপ্ত হইবে ; কেহ স্বর্গোদ্যানে গমন করিবে এবং কেহ নরকানলে নিক্ষিপ্ত হইবে। আয়তের শেষাংশে পার্থিব জীবনের অসারতা পরিব্যক্ত হইয়াছে।

১৮৬। সত্যধর্ম্মের জন্য মুসলমানদিগের ধন- সম্পদ ও জীবনের উপর যে সমস্ত আপদ-বিপদ

وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ
مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا
أَذًى كَثِيرًا ۚ وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا
فَإِنَّ ذَٰلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ ۝
١٨٧- وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ
أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا
تَكْتُمُونَهُ ۡ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ
وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا ۖ فَبِئْسَ مَا
يَشْتَرُونَ ۝ ١٨٨- لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ

এবং যাহাদিগকে তোমাদের পূর্ব্বে গ্রন্থ প্রদত্ত হইয়াছে ও যাহারা অংশী স্থাপন করিয়াছে, তাহাদিগের নিকট হইতে তোমাদিগকে বহু দুঃখজনক-বাক্য শুনিতে হইবে; এবং যদি তোমরা ধৈর্য্যাবলম্বন কর ও সংযমী হও, তবে অবশ্য ইহা সুদৃঢ় কার্য্যাবলীর অন্তর্গত। ১৮৭। এবং যখন আল্লাহ্, যাহাদিগকে গ্রন্থ প্রদত্ত হইয়াছে তাহাদের অঙ্গীকার গ্রহণ করিয়াছিলেন যে, তোমরা নিশ্চয় ইহা লোকদিগের মধ্যে ব্যক্ত করিবে এবং উহা গোপন করিবে না; কিন্তু তাহারা উহা তাহাদের পশ্চাতে নিক্ষেপ করিল এবং উহা অল্প মূল্যে বিক্রয় করিল, অতএব তাহারা যাহা ক্রয় করিয়াছিল তাহা নিকৃষ্টতর।

নিপতিত হইবে, এই আয়তে তৎপ্রতি ইঙ্গিত করা হইয়াছে। সেই সঙ্গে আরও বলা হইয়াছে যে, ইহুদী, খ্রীষ্টান ও অংশীবাদী কাফেরদিগের নিকট তোমাদিগকে এই সত্যের জন্য বহু দুঃখজনক কথা শুনিতে হইবে। এই আয়তের সত্যতা স্বরূপ ইহাই বলিলে যথেষ্ট হইবে যে, খ্রীষ্টান ও কাফেরদিগের অন্যায় আক্রমণে এ পর্য্যন্ত লক্ষ লক্ষ মুসলমান প্রাণ বিসর্জ্জন করিয়াছে এবং মুসলমানদিগের বহু রাজ্য ঐশ্বর্য্য ও ধন সম্পদ বিধর্ম্মীদের অত্যাচারে বিধ্বস্ত হইয়াছে। তৎপর ইহুদী, খ্রীষ্টান ও হিন্দুজাতি পবিত্র ইসলাম এবং মুসলমান জাতির উপর শ্রাবণের বারি-ধারার ন্যায় যে সকল ভিত্তিহীন মিথ্যা কলঙ্ক কাহিনী ও অলীক অপবাদ বর্ষণ করিয়া আসিতেছে, তাহার সীমা-সংখ্যা নির্দ্ধারণ করাও সম্পূর্ণ অসম্ভব। তাই আল্লাহতা'লা মুসলমানদিগকে বিধর্ম্মীদের ঐ সকল বিষ দৃষ্টি হইতে আত্মরক্ষা করিবার জন্য ধৈর্য্যশীল ও সহিষ্ণু হইবার উপদেশ দান করিয়াছেন।—তঃ হক্কানী ও মঃ আঃ।

১৮৭। এই আয়তে ইহুদী ও খ্রীষ্টান জাতির বিস্ময়কর অন্যায়াচরণের প্রতি লক্ষ্য করা হইয়াছে। আল্লাহতা'লা শেষনবী হজরত রসুলোল্লার সত্যতা সম্বন্ধে সাক্ষ্য দিবার জন্য ইহুদী ও খ্রীষ্টান জাতির উপর বহু প্রত্যাদেশ অবতারণ করিয়াছিলেন, পূর্ব্ববর্ত্তী নবীগণও তাহাদিগকে এ সম্বন্ধে যথেষ্ট উপদেশ দান করিয়া গিয়াছিলেন; কিন্তু তাহা সত্ত্বেও তাহারা জানিয়া শুনিয়া শুধু ঈর্ষা ও হীন স্বার্থের লোভে ঐ সত্য অস্বীকার করিয়াছিল। তাই আল্লাহ বলিয়া দিলেন যে, তাহারা সত্য-ধর্ম্মের পরিবর্ত্তে পার্থিব নিকৃষ্ট স্বার্থ ক্রয় করিল মাত্র। ফলতঃ ইহা দ্বারা তাহাদের ইহকাল ও পরকাল সমস্তই বিনষ্ট হইয়া গেল।

১৮৮। অনন্তর আল্লাহতা'লা বলিয়া দিলেন যে, তাহারা যাহা করিয়াছে, উহাতে তাহারা কখনই সন্তুষ্ট হইতে পারিবে না; বরং এই আচরণের জন্য তাহাদিগকে পরকালে কঠোর যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি ভোগ করিতে হইবে।

১৮৮। তোমরা মনে করিও না যে, তাহারা যাহা করিয়াছে তাহাতে তাহারা সন্তুষ্ট এবং যাহা করে নাই তজ্জন্য প্রশংসা-প্রার্থী, বরং কখনই মনে করিও না যে তাহারা শাস্তি হইতে বিমুক্ত; এবং তাহাদের জন্য যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি রহিয়াছে। ১৮৯। এবং আল্লারই জন্য নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের আধিপত্য; এবং আল্লাহ সর্ব্ব-বিষয়োপরি শক্তিমান।

يفرحون بما اتوا ويحبون ان
يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم
بمفازة من العذاب ج ولهم عذاب
اليم ١٨٩- ولله ملك السموت
والارض ط والله على كل شيء
قدير ع

২০শ রুকু—বিশ্বাসীদিগের প্রার্থনা ও চরম লক্ষ্য

১৯০। এবং নিশ্চয় নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডল সৃজনে এবং দিবস ও যামিনীর পরিবর্ত্তনে জ্ঞানবানগণের জন্য স্পষ্ট নিদর্শনাবলী রহিয়াছে। ১৯১। যাহারা দণ্ডায়মান ও উপবেশন এবং এলায়িত-ভাবে আল্লাহকে স্মরণ করে এবং নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের সৃষ্টি-বিষয়ে চিন্তা করে যে, হে আমাদের প্রতি-

١٩٠- ان في خلق السموت والارض
واختلاف الليل والنهار لايت لاولي
الالباب ج ١٩١- الذين يذكرون
الله قيما وقعودا وعلى جنوبهم
ويتفكرون في خلق السموت
والارض ج ربنا ما خلقت هذا

• ১৯০। এই মহিমান্বিত আয়তে আল্লাহতা'লার অলৌকিক শক্তি ও অনন্ত মহিমার প্রতি ইঙ্গিত করা হইয়াছে। আল্লাহতা'লা বলিতেছেন যে, যাহারা বুদ্ধিমান ও জ্ঞানী, তাহারা এই অনুপম সৌন্দর্য্যপূর্ণ অসীম বিশ্ব জগতের প্রতি লক্ষ্য করিলেই আমার অনন্ত মহিমার সমুজ্জল নিদর্শনাবলী উপলব্ধি করিতে পারিবে। মহাশূন্যে দেদীপ্যমান জ্যোতির্ম্ময় সূর্য্যে বিশ্বব্যাপিনী কিরণ মালা, কনক-কান্তি পূর্ণ-চন্দ্রের শান্তি-স্নিগ্ধ অমিয়-জ্যোৎস্না-ধারা, অসীম নীলাকাশের বুকে দীপ্তিময়ী কোটী তারকার সুমধুর মৃদু-হাসি, ভুবন ভুলান চঞ্চলা ক্ষণপ্রভার ন্যায় উল্কাবলীর সচঞ্চল দ্রুতগতি, বিশাল ধরণীর বিপুল ঐশ্বর্য্য—অগণ্য তরুলতা ও ফলপুষ্পের অতুলনীয় শোভা সৌন্দর্য্য ও গন্ধ মাধুর্য্য এবং দিবা-রজনীর বিস্ময়কর আবর্ত্তনের ও বিবর্ত্তনের প্রতি অভিনিবেশ সহকারে লক্ষ্য করিলে ঐ সকলের মহান্ স্রষ্টার প্রতি কাহার হৃদয় ভক্তি-ভরে নত না হইয়া পড়ে? তাই আল্লাহতা'লা বলিয়াছেন যে ঐ সকলের মধ্যে জ্ঞানবান লোকদিগের জন্য স্পষ্ট নিদর্শন আছে।

১৯১। যে সকল বিশ্বাসী মুসলমান শয়ন, উপবেশন, দণ্ডায়মান অথবা অর্দ্ধশায়িতাবস্থায় আল্লাহকে স্মরণ করে অর্থাৎ নিয়মিতভাবে নামাজ পড়ে, বিশ্ব জগতের সৃষ্ট সম্পদ বিষয়ে চিন্তা—অর্থাৎ জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চ্চা ও আলোচনা করে এবং এই মহান সৃষ্টির জন্য আল্লার নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ পূর্ব্বক স্বীয় জীবনের দোষ-ত্রুটীর জন্য স্বীয় প্রভুর নিকট ক্ষমা-প্রার্থনা করে, এই আয়তে

باطلا ج سبحنك فقنا عذاب
النار ١٩٢- ربنا انك من
تدخل النار فقد اخزيته ط وما
للظلمين من انصار ١٩٣- ربنا
اننا سمعنا مناديا ينادي للايمان
ان امنوا بربكم فامنا ق ربنا
فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سياتنا
وتوفنا مع الابرار ١٩٤- ربنا

পালক! তুমি ইহা বৃথা সৃষ্টি কর নাই; তুমিই পবিত্রতম—অতএব আমাদিগকে নরকানল হইতে রক্ষা কর। ১৯২। হে আমাদের প্রতিপালক! অবশ্য তুমি যাহাকে নরকাগ্নিতে প্রবিষ্ট কর, ফলতঃ নিশ্চয় তাহাকে লাঞ্ছিত করা হইয়াছে; এবং অত্যাচারীদিগের জন্য কেহই সাহায্যকারী নাই। ১৯৩। হে আমাদের প্রতিপালক? নিশ্চয় আমরা এক আহ্বানকারীকে বিশ্বাসের দিকে আহ্বান করিতে শুনিয়াছিলাম যে, তোমরা স্বীয় প্রতিপালকের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন কর, তাহাতেই আমরা বিশ্বাস-স্থাপন করিয়াছি; হে আমাদের প্রতিপালক! অতঃপর আমাদের অপরাধ-সমূহ ক্ষমা কর ও আমাদের অমঙ্গল-সমূহ আবৃত কর এবং পুণ্যবানগণের সহিত আমাদিগকে মৃত্যুদান কর। ১৯৪। হে আমাদের

তাহাদের প্রতিই ইঙ্গিত করা হইয়াছে। আয়তের সূক্ষ্ম মর্ম্মানুসারে বুঝা যায় যে, মুসলমানগণের পক্ষে আল্লার উপাসনা-আরাধনা, জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চ্চা-অনুশীলন এবং স্বীয় দোষ-ত্রুটীর জন্য আল্লার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করা কর্ত্তব্য।

১৯২। বিশ্বাসী মুসলমানেরা যেরূপভাবে স্বীয় প্রভুর নিকট প্রার্থনা করে, এই আয়ত হইতে তাহার বর্ণনা আরম্ভ হইয়াছে। প্রার্থনা প্রসঙ্গে একথাও পরিব্যক্ত হইয়াছে যে, অবিশ্বাসী নরকগামী ব্যক্তিরা পরকালে কোনই সাহায্য পাইবে না।

১৯৩। হজরত রসুলোল্লা যেরূপ প্রাণস্পর্শী ভাষায় মানব জাতিকে পবিত্র ইসলামের দিকে আহ্বান করিয়াছিলেন, পক্ষান্তরে সত্য বিশ্বাসীরা সেই আহ্বানে মুগ্ধ হইয়া যেরূপ ব্যাকুল-চিত্তে সত্যের নিকট আত্মসমর্পণ করিয়াছিলেন এবং যেরূপ করুন ভাষায় তাঁহারা স্ব স্ব অপরাধের জন্য ক্ষমা-প্রার্থনা পূর্ব্বক স্বীয় জীবনের অমঙ্গল দূর করিতে এবং পুণ্যবানগণের সহিত পরলোকের যাত্রী হইতে প্রভুর নিকট প্রার্থনা করিয়াছিলেন, এই আয়তে কেবল সেই প্রসঙ্গই বর্ণিত হইয়াছে।

এই পবিত্র আয়তে বিশ্বাস স্থাপন ও প্রার্থনার কয়েকটি পর্য্যায়ের প্রতি ইঙ্গিত করা হইয়াছে। প্রথমে হজরত রসুলোল্লার নির্দ্দেশানুযায়ী আল্লার প্রতি বিশ্বাস-স্থাপন করিতে হইবে; তৎপর স্ব স্ব অপরাধের জন্য ক্ষমা প্রার্থী হইয়া পার্থিব ও পারলৌকিক জীবনের অভাব-অনাটন, দুঃখ-দুর্গতি ও লাঞ্ছনা-শাস্তি দূরীভূত করিবার জন্য প্রার্থনা করিতে হইবে এবং ঐ প্রার্থনার পূর্ণতা সাধনের জন্য যাহাতে পুণ্যবানগণের মৃত্যুর ন্যায় সত্য-বিশ্বাসের সহিত মৃত্যু হয়, তজ্জন্যও প্রার্থনা করিতে হইবে; ইহাই প্রার্থনার পূর্ণতা। কারণ সারা জীবন উপাসনা-আরাধনার পরেও যদি মৃত্যুকালে বিশ্বাস টলিয়া যায়, তবে তাহার জীবনের সমস্ত সাধনাই ব্যর্থ হইয়া যাইবে।

১৯৪। আল্লাহতা'লা হজরত রসুলোল্লা দ্বারা মুসলমানদিগকে কল্যাণ, মুক্তি ও বিজয়ের যে সুসংবাদ প্রদান করিয়াছিলেন, তাহা সম্প্রদান ও সম্পূরণের জন্য মুসলমানদিগের সকরুণ প্রার্থনা এই আয়তে বিবৃত হইয়াছে।

وَاٰتِنَا مَا وَعَدْتَّنَا عَلٰى رُسُلِكَ وَلَا
تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ط اِنَّكَ لَا تُخْلِفُ
الْمِيْعَادَ ○ ١٩٥- فَاسْتَجَابَ لَهُمْ
رَبُّهُمْ اَنِّىْ لَآ اُضِيْعُ عَمَلَ عَامِلٍ
مِّنْكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ اَوْ اُنْثٰى ج بَعْضُكُمْ
مِّنْۢ بَعْضٍ ج فَالَّذِيْنَ هَاجَرُوْا
وَاُخْرِجُوْا مِنْ دِيَارِهِمْ وَاُوْذُوْا فِىْ
سَبِيْلِىْ وَقٰتَلُوْا وَقُتِلُوْا لَاُكَفِّرَنَّ
عَنْهُمْ سَيِّاٰتِهِمْ وَلَاُدْخِلَنَّهُمْ جَنّٰتٍ
تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ ج ثَوَابًا
مِّنْ عِنْدِ اللّٰهِ ط وَاللّٰهُ عِنْدَهٗ حُسْنُ
الثَّوَابِ ○ ١٩٦- لَا يَغُرَّنَّكَ تَقَلُّبُ

প্রতিপালক! তুমি স্বীয় রসুলগণ যোগে
আমাদের সহিত যে অঙ্গীকার করিয়া-
ছিলে তাহা দান কর এবং উত্থান-
দিবসে আমাদিগকে লাঞ্ছিত করিও না;
নিশ্চয় তুমি স্বীয় অঙ্গীকারের ব্যতিক্রম
কর না। ১৯৫। অনন্তর তাহাদের
প্রতিপালক উহা স্বীকার করিলেন যে,
আমি তোমাদের পুরুষ অথবা নারীর
মধ্য হইতে কোন কর্ম্মীর কৃতকার্য্য
ব্যর্থ করিব না—তোমরা পরস্পর এক;
অতএব যাহারা দেশত্যাগ করিয়াছে
ও স্বীয় গৃহ-সমূহ হইতে বিতাড়িত
হইয়াছে ও আমার পথে নির্য্যাতিত
হইয়াছে এবং সংগ্রাম করিয়াছে ও
নিহত হইয়াছে—নিশ্চয় তাহাদের
জন্য আমি তাহাদের অমঙ্গল-সমূহ আবৃত
করিব এবং নিশ্চয় আমি তাহাদিগকে
স্বর্গোদ্যানে প্রবিষ্ট করিব—যাহার নিম্নে
স্রোতস্বিনী সমূহ প্রবাহিতা; ইহা
আল্লার নিকট হইতে প্রতিদান এবং
আল্লার সান্নিধ্যই শ্রেষ্ঠতর প্রতিদান।
১৯৬। যাহারা অবিশ্বাসী হইয়াছে
তাহাদের নগর-সমূহে প্রত্যাগমন যেন

১৯৫। এই আয়তে আল্লাহতা'লা মুসলমানদিগের প্রার্থনা পরিগ্রহণ করিয়া বলিতেছেন যে, আমি নর-নারী নির্ব্বিশেষে কাহারও কোন কৃতকার্য্য ব্যর্থ করিব না। বিশেষতঃ যাহারা আমার আদিষ্ট সত্য-ধর্ম্মের জন্য স্বদেশ ও স্বজন পরিত্যাগ করিয়াছে এবং অবিশ্বাসী ধর্ম্মদ্রোহিগণ কর্ত্তৃক নির্য্যাতিত অথবা নিহত হইয়াছে, আমি তাহাদের সমস্ত অপরাধ ক্ষমা করিব এবং তাহাদের জীবনের অমঙ্গল সমূহ দূরীভূত করিয়া দিব। অনন্তর তাহারা স্বর্গোদ্যানের অপার সুখ-সম্পদে সুখী হইয়া আমার সান্নিধ্য লাভ করিবে এবং মানবজাতির জন্য উহাই শ্রেষ্ঠতম প্রতিদান।

এই আয়তের মর্ম্মে বুঝা যায় যে, আল্লার করুণা লাভ করিতে হইলে—যদি আবশ্যক হয়, তবে ধর্ম্ম ও সত্যের জন্য স্বদেশ, স্বজন ও সর্ব্বস্ব—এমন কি নিজের জীবন পর্য্যন্ত আল্লার পথে উৎসর্গ করিয়া দিতে হইবে। যাহারা সত্যের জন্য এইরূপ ত্যাগ স্বীকার করিতে পারেন, আল্লাহ প্রতিশ্রুত হইতেছেন যে, তিনি তাহাদের ইহ-পরকালের সমস্ত অকল্যাণ দূরীভূত করিয়া স্বর্গোদ্যান ও স্বীয় সান্নিধ্য প্রদান পূর্ব্বক গৌরবান্বিত করিবেন।

১৯৬—১৯৭। অবিশ্বাসীরা বিশ্বাসীদিগের সহিত সম্মিলিত হইয়া কোনরূপ ছল-চাতুরী অবলম্বন পূর্ব্বক যাহাতে তাহাদিগকে প্রতারিত বা প্রবঞ্চিত করিতে না পারে, ইহার প্রথম আয়ত তৎসম্বন্ধে

তোমাদিগকে প্রতারিত না করে।
১৯৭। উহা অপ্রচুর সম্পদ; অনন্তর
তাহাদের অবস্থান নরক এবং উহা
নিকৃষ্ট স্থান। ১৯৮। কিন্তু যাহারা স্বীয়
প্রতিপালকের ভয় করে, তাহাদের জন্য
স্বর্গোদ্যান যাহার নিম্নে স্রোতস্বিনী
সমূহ প্রবাহিতা, তন্মধ্যে তাহারা সর্ব্বদা
অবস্থান করিবে—ইহা আল্লার সন্নিধান
হইতে আতিথ্য; এবং যাহা আল্লার
নিকটতর, পুণ্যবানগণের জন্য তাহাই
কল্যাণকর। ১৯৯। এবং নিশ্চয় গ্রন্থানু-
গামিগণের মধ্যে এরূপ আছে—যাহারা
আল্লার প্রতি এবং তোমার প্রতি যাহা
অবতীর্ণ হইয়াছে ও তাহাদের প্রতি যাহা
অবতীর্ণ হইয়াছে, তদ্বিষয়ে আল্লার ভয়ে
বিশ্বাস-স্থাপন করে; যাহারা অল্প মূল্যে
আল্লার নিদর্শনাবলী বিক্রয় করে না,
তাহাদেরই জন্য তাহাদের প্রতিপালকের
নিকট প্রতিদান আছে; নিশ্চয় আল্লাহ

الَّذِينَ كَفَرُوا فِي الْبِلَادِ ۞ ١٩٧- مَتَاعٌ
قَلِيلٌ ۞ ثُمَّ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ ط وَبِئْسَ
الْمِهَادُ ○ ١٩٨- لَكِنِ الَّذِينَ اتَّقَوْا
رَبَّهُمْ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا
الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا نُزُلًا مِنْ عِنْدِ
اللَّهِ ط وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ لِلْأَبْرَارِ ○
١٩٩- وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَنْ
يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا
أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ خَاشِعِينَ لِلَّهِ لا لَا يَشْتَرُونَ
بِآيَاتِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا ط أُولَئِكَ لَهُمْ
أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ ط إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ

একটী সংক্ষিপ্ত সতর্ক বাণী। দ্বিতীয় আয়তে অবিশ্বাসী দিগের ঐরূপ কার্য্যের অসারতা এবং তাহার শোচনীয় পরিণামের প্রতি স্পষ্ট ইঙ্গিত করা হইয়াছে। সুতরাং বিধর্ম্মীদের ছল চাতুরী, প্রতারণা প্রবঞ্চণা এবং কুটিলতা ও কুটনীতি হইতে মুসলমানদিগের অতি সতর্কভাবে আত্মরক্ষা করা কর্ত্তব্য।

১৯৯। ইহুদী ও খ্রীষ্টানদিগের মধ্যে যাহারা কোনরূপ লোভ কিংবা স্বার্থের প্ররোচনায় তওরাত ও ইঞ্জিলে বর্ণিত হজরত রসুলোল্লার সত্যতা সম্বন্ধীয় ভবিষ্যদ্বাণী গোপন না করিয়া উহা সরলভাবে প্রকাশ পূর্ব্বক পবিত্র ইসলাম গ্রহণ করিয়াছিল, এই আয়তে তাহাদেরই পুরস্কারের প্রসঙ্গ বর্ণিত হইয়াছে। এই আয়ত অবতীর্ণ হইবার পরে অনেক সত্যপরায়ণ ইহুদী ও খ্রীষ্টান অকপটে পবিত্র ইসলাম গ্রহণ করিয়াছিল।

বর্ত্তমান সময়ে ইউরোপ এবং আমেরিকার অনেক উচ্চবংশোদ্ভব, সম্ভ্রান্ত, শিক্ষিত ও সত্য-পরায়ণ খ্রীষ্টান নর নারী প্রচলিত তওরাত, জবুর ও ইঞ্জিল এবং পবিত্র কোরান পাঠ করিয়া হজরত রসুলোল্লার নবুয়তের সত্যতা অম্লান বদনে স্বীকার করিয়া লইতেছেন এবং প্রকাশ্যভাবে সত্য-ধর্ম্ম ইস্লাম গ্রহণ পূর্ব্বক জগতে সত্যের জয় ঘোষণা করিতেছেন। জগতের যাবতীয় সত্য-পরায়ণ লোকের পক্ষে ইহাদের আদর্শ অনুসরণ করা একান্ত কর্ত্তব্য। কারণ পবিত্র ইসলাম ব্যতীত মানব জাতির মুক্তি ও কল্যাণের আর কোনই অবলম্বন নাই।

সত্বর হিসাব গ্রহণকারী। ২০০। হে বিশ্বাস-স্থাপনকারিগণ, তোমরা ধৈর্য্য অবলম্বন কর এবং সহিষ্ণু ও সুপ্রতিষ্ঠিত হও; এবং আল্লাহকে ভয় কর—যেন তোমরা সুফল-প্রাপ্ত হও।

الْحِسَابِ ○ ٢٠٠- يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اصْبِرُوْا وَ صَابِرُوْا وَ رَابِطُوْا ۗ وَاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ۵

২০০। ইহা সুরা আল-এমরানের শেষ আয়ত। আল্লাহতা'লা বিশ্বাসী মুসলমানদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন যে, যদি তোমরা সত্যের সাধনায় সফলতা অর্জ্জন করিতে চাও, তবে তোমরা আল্লার প্রতি পূর্ণ নির্ভরশীল হইয়া অটল অচল ভাবে এবং অবিচলিত চিত্তে ধৈর্য্য ও সহিষ্ণুতা অবলম্বন কর; তাহা হইলে নিশ্চয় তোমরা 'সুফল প্রাপ্ত' হইয়া জগদ্বাসীর উপর বিজয়-মহিমায় অভিষিক্ত ও গৌরবান্বিত হইতে পারিবে।

সুরা আল-এমরানের সংক্ষিপ্ত সার

সুরা আল এমরান পবিত্র কোরানের অন্যতম সুবৃহত সুরা। এই পবিত্র সুরা ২০ রুকুতে বিভক্ত এবং ২০০ আয়তে গ্রথিত। ইহার মধ্যে যে সকল মহান্ শিক্ষা ও বিশিষ্ট বর্ণনা আছে, তন্মধ্যে ১। ইসলামই একমাত্র সত্য ধর্ম্ম হইবার প্রমাণ; ২। জগদ্বাসীর উপর মুসলমান জাতির শ্রেষ্ঠত্ব ও গৌরব; ৩। ইসলামী সত্যের চির বিদ্যমানতা; ৪। ইসলামের সহিত পূর্ব্ববর্তী প্রত্যাদেশ ও নবীগণের সম্বন্ধ; ৫। খ্রীষ্ট ধর্ম্মের ভ্রান্তি ও ভ্রম বিশ্বাসের তীব্র প্রতিবাদ; ৬। হজরত ঈসার জন্ম, জীবন ও নবুয়ত প্রাপ্তি; ৭। ওহদ সংগ্রামের বিবরণ; ৮। কপট বিশ্বাসীদিগের প্রসঙ্গ; ৯। মুসলমান জাতির মহাপরীক্ষা এবং ১০। তাহাদের মহাবিজয়ের ভবিষ্যদ্বাণী প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এতদ্ভিন্ন প্রসঙ্গক্রমে এমরান বংশের সংক্ষিপ্ত আভাস, হজরত মরিয়ম ও হজরত ইয়াহিয়ার সুসংবাদ, হজরত জাকারিয়ার বিবরণ, হজরত এবরাহিমের ধর্ম্ম, হজরত মুসা ও হজরত ঈসার শিক্ষা, হজরত রসুলোল্লার নিষ্পাপ ও নির্ম্মলতা প্রভৃতির বিবরণ এবং একতার অনুপম শক্তি, নিয়তির অবশ্যম্ভাবিতা, তওরাত, জবুর ও ইঞ্জিলের প্রসঙ্গ এবং ইহুদী খ্রীষ্টান ও কাফেরদিগের কবল হইতে মুসলমানদিগের আত্মরক্ষা সম্বন্ধে বহু নীতি ও উপদেশ বিবৃত হইয়াছে।

সুরা আল এমরানের মাহাত্ম্য ও গৌরব

পবিত্র হাদিস গ্রন্থে সুরা বকরার ন্যায় সুরা আল এমরানেরও বহু গৌরব এবং মাহাত্ম্য পরিকীর্ত্তিত হইয়াছে। কয়েকটী প্রসিদ্ধ সহি হাদিসে উক্ত উভয় সুরাকে সম পর্য্যায়ভুক্ত করা হইয়াছে। সহি মোসলেম নামক প্রসিদ্ধ হাদিস গ্রন্থে বর্ণিত হইয়াছে যে, সমুজ্জল সুরা আল-এমরান শেষ বিচারের দিন অগ্রগামী হইয়া উহার পাঠকদিগকে বিপন্মুক্ত করিবে। কেহ কোন রজনীতে সুরা আল-এমরান পাঠ করিলে, সে সারা রজনী জাগিয়া উপাসনা করার তুল্য পুণ্য প্রাপ্ত হইবে। কেহ শুক্রবারে উক্ত সুরা পাঠ করিলে নিশাগম পর্যন্ত স্বর্গীয় ফেরেশতাগণ তাহার জন্য ক্ষমা-প্রার্থনা করিবে (সহি বোখারী ও মোসলেম)। হাদিস শরিফে এই সুরার আরও বহু মাহাত্ম্য বর্ণিত আছে।—মেশ্‌কাত।

মদিনায় অবতীর্ণ	৪। সুরা নেসা— النساء।	১৭৭ আয়ত

১ম রুকু—আশ্রিত এতিমগণের প্রতি অভিবাবকগণের কর্ত্তব্য

সর্ব্ব প্রদাতা করুণাময় আল্লার নামে

بسم الله الرحمن الرحيم

১। হে লোক সকল, তোমরা স্বীয় প্রতিপালকের ভয় কর—যিনি তোমাদিগকে একই ব্যক্তি হইতে সৃষ্টি করিয়াছেন ও তাহা হইতে তদীয় সহধর্ম্মিনী সৃষ্টি করিয়াছেন এবং তাহাদের উভয় হইতে

١- يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوْا رَبَّكُمُ الَّذِىْ
خَلَقَكُمْ مِّنْ نَّفْسٍ وَّاحِدَةٍ وَّخَلَقَ
مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا

আন্-নেসা—নারীগণ, রমণীবৃন্দ অথবা স্ত্রী-জাতি। 'নেসা'—'এম্‌রাত' শব্দের বহুবচন। এম্‌রাত অর্থ 'স্ত্রী' অথবা 'নারী'। সুতরাং 'নেসা শব্দের অভিধানিক অর্থে 'নারীগণ' অথবা 'স্ত্রীগণ' উভয়ই হইতে পারে। কিন্তু এস্থলে 'নেসা' শব্দের অর্থ 'নারীগণ' অথবা 'স্ত্রী জাতি' গ্রহণ করিতে হইবে।

এই পবিত্র সুরায় পুরুষের সহিত নারীর সম্বন্ধ, নারীর প্রতি পুরুষের কর্ত্তব্য এবং নারী জাতির স্বত্ব ও অধিকারের বিষয় বিশেষরূপে বর্ণিত হইয়াছে বলিয়াই ইহার "আন্ নেসা" নাম-করণ করা হইয়াছে। সুতরাং এই নামকরণ যে বিশেষ উপযোগী হইয়াছে, তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই। এই সুবৃহৎ সুরা ১৭৭ আয়তে গ্রথিত এবং ২৪ রুকুতে বিভক্ত হইয়াছে।

শানে-নজুল—এই সুরা মদিনায় অবতীর্ণ হয়। ওহদ যুদ্ধে অনেক মুসলমান মৃত্যুমুখে পতিত হওয়ায় তাহাদের অনাথা স্ত্রী ও অসহায় শিশু-সন্তানদিগকে লইয়া মুসলমানদিগের মধ্যে যে সামাজিক সমস্যা উপস্থিত হইয়াছিল, তাহার সুসঙ্গত সমাধান কল্লেই এই সুরার বহু আয়ত অবতীর্ণ হইয়াছে। সুতরাং এতদ্দারা স্পষ্টই অনুমিত হয় যে, হিজরী চতুর্থ বর্ষেই এই সুরার বহুলাংশ অবতীর্ণ হইয়াছিল। অবশ্য ইহার কোন কোন অংশ যে হিজরী তৃতীয় বর্ষের শেষে এবং পঞ্চম বর্ষের প্রারম্ভে অবতীর্ণ হইয়াছিল, তাহাতেও কোন সন্দেহ নাই।—তঃ বাঃ কোঃ।

১। **ইয়া-আইওহান্নাস**—অর্থ "হে মানবগণ!" মানব-জাতির প্রতি এই সাধারণ সম্বোধন কেবল এই সুরার প্রারম্ভে এবং সুরা হজের প্রারম্ভেই পরিদৃষ্ট হয়। উক্ত উভয় স্থানেই মানবের সৃষ্টি-বিবরণ, বংশ-বিস্তার ও সামাজিক প্রতিষ্ঠার বিষয় বর্ণিত হইয়াছে। এতদ্দারা অনুমিত হয় যে, সমগ্র মানব জাতির পক্ষে স্ব স্ব সৃষ্টি-বিষয় চিন্তা করিয়া সর্ব্বশক্তিমান ও মহিমান্বিত আল্লার উদ্দেশ্যে আত্মসমর্পণ করা একান্ত কর্ত্তব্য। কেহ কেহ বলেন যে, আল্লাহতা'লা এস্থানে সমগ্র মানব-জাতিকে সম্বোধন করিয়া তাহাদের সৃষ্টি-বিবরণ, মানব-জাতির পরস্পর নিকট সম্বন্ধ, নর-নারীর একাঙ্গ সদৃশ ঘনিষ্ঠতা এবং পিতৃহীন অসহায় বালক-বালিকার প্রতি কর্ত্তব্য নির্দ্দেশ করিবার পর বলিতেছেন যে, সকল অবস্থায় তিনিই তোমাদের তত্ত্বাবধানকারী ও রক্ষক। অতএব তোমাদের পক্ষেও সেই কথা স্মরণ পূর্ব্বক পরস্পরের প্রতি সহানুভূতি, স্ত্রী-জাতির প্রতি সদ্ব্যবহার এবং পিতৃহীন অসহায় বালক-বালিকার জীবন ও ধন-সম্পত্তির তত্ত্বাবধান এবং রক্ষণাবেক্ষণ করা একান্ত কর্ত্তব্য।

এই আয়তে আল্লাহতা'লা মানব-জাতিকে স্মরণ করাইয়া দিতেছেন যে, তোমাদের মধ্যে যতই ভেদ-রেখা পরিদৃষ্ট হউক না কেন, মূলে তোমরা সকলেই এক আদমের বংশধর। হাদিস শরিফ

বহু নর ও নারী বিস্তৃত করিয়াছেন; এবং সেই আল্লাহকে ভয় কর—যিনি তোমাদিগকে পরস্পর সম্বন্ধযুক্ত ও ঘনিষ্ঠতর করিয়াছেন; নিশ্চয় আল্লা-ই তোমাদের তত্ত্বাবধানকারী। ২। এবং পিতৃহীনগণকে তাহাদের ধন-সম্পত্তি প্রদান কর এবং পবিত্রতার সহিত

كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي
تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ
كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ۝ ٢- وَآتُوا
الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا

এবং তওরাতের আদি পুস্তকে সমস্বরে বর্ণিত হইয়াছে যে, আল্লাহতা'লা মৃত্তিকাযোগে হজরত আদমকে সৃষ্টি করিয়া তদীয় বাম পাঞ্জরাস্থি হইতে তাঁহার অর্দ্ধাঙ্গ-স্বরূপিণী 'হাওয়া' বিবিকে সৃষ্টি করেন এবং উভয়ের পরিণয় ক্রিয়া সম্পন্ন করিয়া দেন। অনন্তর তাঁহাদের সন্তান-সন্ততি হইতে আল্লাহতা'লা মানবের বংশ-বিস্তার করেন। সুতরাং বংশগতভাবে সমগ্র মানব-জাতির সম্বন্ধ পরস্পর যেরূপ নিকটতর, মূলসৃষ্টি অনুযায়ী নর ও নারীর সম্বন্ধ আবার তদপেক্ষাও ঘনিষ্ঠতর। অতএব আয়তের প্রতিপাদ্য বিষয় এই যে, আল্লাহতা'লা মানব-জাতিকে একই মূল বংশ হইতে সৃষ্টি করিয়া তাহাদিগকে পরস্পর যেরূপ নিকট-সম্বন্ধযুক্ত অথবা ঘনিষ্ঠতর প্রীতির বন্ধনে আবদ্ধ করিয়াছেন এবং সকল অবস্থায় তাহাদের প্রতিপালন ও তত্ত্বাবধান করিতেছেন, মানবগণের পক্ষেও তাঁহাকে ভয় করিয়া তদ্রূপ স্ব স্ব কর্ত্তব্য পালন করা উচিত।

নফ্স—ব্যক্তি অথবা জীব। জীবের জীবন, জড়দেহ, প্রকৃতি এবং প্রবৃত্তি অর্থেও 'নফ্স' শব্দ ব্যহৃত হইয়া থাকে। কচিৎ জীবাত্মা কিংবা জীবনী-শক্তি অর্থেও উহার প্রয়োগ পরিলক্ষিত হয়। কখন কখন কোন বিষয়ের সমষ্টি অথবা সার অর্থেও 'নফ্স' শব্দ ব্যবহৃত হইয়া থাকে (তাঃ উঃ)। এই সূত্রানুযায়ী একটি সম্পূর্ণ মানব অথবা মানবাত্মা অর্থেও 'নফ্স' শব্দ ব্যবহৃত হইতে পারে। কিন্তু সার সৈয়দ আহমদ ও মৌলবী মোহাম্মদ আলী প্রমুখ যে সকল নব্য তফ্সীরকার পরলোকে বাস্তব স্বর্গের অস্তিত্ব অথবা পার্থিব ভোগ-সম্পদের অনুরূপ সুখ সম্পদের বিদ্যমানতা বিষয়ে সন্দিহান, তাঁহারা সর্ব্বত্র 'নফ্স' শব্দের 'রুহ' অর্থাৎ 'আত্মা' অর্থ গ্রহণ করিয়া অত্যন্ত ভ্রম করিয়াছেন। কারণ উহা দ্বারা শুধু যে স্থানে স্থানে পবিত্র কোরান-বাণীর অর্থ ও মর্ম্ম বিকৃত হইয়াছে তাহা নহে, বরং অনেক স্থানে ইসলামী ধর্ম্ম-বিশ্বাসের মূলনীতি পর্য্যন্ত আহত এবং বিচলিত হইয়া উঠিয়াছে। আবার ঐরূপ অসঙ্গত ও অস্বাভাবিক খেয়ালের জন্য আলোচ্য আয়তের 'নফ্স' শব্দের ন্যায় অনেক স্থানে 'নফ্স' শব্দের ব্যাখ্যা করিতে তাঁহারা নিজেরাই বিব্রত ও দিশাহারা হইয়া পড়িয়াছেন এবং সেই সকল স্থানে শুধু কল্পনার কুহেলিকা সৃষ্টি করিয়া কোনরূপে আত্ম সমর্থনের ব্যর্থ চেষ্টা করিয়াছেন।

জওযা—সহধর্ম্মিণী। 'জওযা' শব্দের পুংলিঙ্গ 'জওয'—অর্থ স্বামী। উক্ত শব্দদ্বয়ের ধাতুগত অর্থ—যুগলের অন্যতম অথবা অন্যতমা। এই জন্য কোন কোন তফ্সীরে 'জওযা' শব্দের মর্ম্মার্থে 'সম-জাতীয়া সহধর্ম্মিণী' অথবা 'অনুরূপ-সঙ্গিনী' গ্রহণ করিয়াছেন।—তঃ কবির, বহরুল মহিত।

উপরোক্ত 'সম-জাতীয়' এবং 'অনুরূপ' শব্দের উদার ভাব গ্রহণ পূর্ব্বক আধুনিক তফ্সীরকারগণ নর ও নারীর সম-মর্য্যাদা ও তুল্যাধিকার ঘোষণা করিয়াছেন।—তঃ মঃ আঃ।

২। **এতিম**—পিতৃহীন। ইহার ধাতুগত অর্থ অসহায় অথবা আশ্রয়হীন-একাকী; কিন্তু উহার আভিধানিক অর্থ পিতৃহীন। পিতৃহীন বালক-বালিকা মাত্রই এতিম নামে অভিহিত হইয়া থাকে। কিন্তু পিতৃহীন বালক-বালিকাগণ যখন বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া অপরের সহায়তা ব্যতীত নিজের ধন সম্পত্তির তত্ত্বাবধান এবং কাজ-কর্ম্ম পরিচালন করিতে পারিবে, তখন আর তাহারা এতিম নামে অভিহিত হইবে না।

অপবিত্রার বিনিময় করিও না ও তোমাদের ধন সম্পত্তির সহিত তাহাদের ধন-সম্পত্তি ভোগ করিও না; নিশ্চয়ই ইহা গুরুতর অপরাধ। ৩। এবং যদি তোমরা আশঙ্কা কর যে, পিতৃহীনগণের প্রতি সুবিচার করিতে পারিবে না, তবে নারীগণের মধ্য হইতে তোমাদের

الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ ۖ وَلَا تَأْكُلُوا
أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ ۚ إِنَّهُ كَانَ
حُوبًا كَبِيرًا ۝ ٣- وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا
تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانْكِحُوا مَا طَابَ

পিতৃহীন শিশু ও বালক-বালিকাদিগের প্রতিপালন, তত্ত্বাবধান এবং তাহাদের ধন সম্পত্তি ও স্বার্থ রক্ষার জন্য পবিত্র ইস্‌লাম অতি সতর্ক দৃষ্টি সঞ্চালন করিয়াছে। পিতৃহীনগণের তত্ত্বাবধান এবং তাহাদের ধন-সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণের জন্য কোরান শরিফে যেরূপ সতর্ক বাণী সমূহ অবতারিত হইয়াছে, হজরত রসুলোল্লা ততোধিক সতর্কতার সহিত তাহাদের ধন-সম্পত্তি ও স্বার্থ রক্ষার ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন। ঐ পবিত্র ব্যবস্থার ফলেই মোসলেম-জগতে পিতৃহীন বালক-বালিকাদিগের ধন-প্রাণ ও স্বার্থ রক্ষার জন্য একটী প্রবল আগ্রহ মূলক সুব্যবস্থা পরিলক্ষিত হয়।

ওহদ যুদ্ধে অনেক মুসলমান নিহত হওয়ায় তাহাদের অসহায় শিশু সন্তান এবং বিধবা পত্নীগণকে লইয়া ক্ষুদ্র মোসলেম সমাজে যে সামাজিক সমস্যা দেখা দিয়াছিল সেই সমস্যা সমাধান কল্পেই এই সুরার বহু আয়ত অবতীর্ণ হয়। মানব-জাতির জন্ম ও জীবনের সহিত তাহাদের পরস্পর যে প্রগাঢ় সম্বন্ধ, তাহা ব্যক্ত করিবার পর সর্ব্বপ্রথমেই আল্লাহতা'লা পিতৃহীন বালক-বালিকাদিগের প্রতি তাহাদের অভিভাবক এবং সর্ব্বসাধারণের কর্ত্তব্য নির্দ্দেশ করিয়া দিতেছেন। কেহ কেহ বলেন যে, 'গতফান বংশীয়' এক ব্যক্তি স্বীয় পিতৃহীন ভ্রাতুষ্পুত্রকে তাহার ধন-সম্পত্তি প্রত্যর্পণ করিতে অস্বীকৃত হওয়ায় এই আয়ত অবতীর্ণ হয় এবং তাহার ফলে ঐ ব্যক্তি ভীত হইয়া স্বীয় ভ্রাতুষ্পুত্রের ধন-সম্পত্তি প্রত্যার্পণ করে।

যাহা হউক, এই আয়তের লক্ষ্য ও মর্ম্ম অতি সাধারণ ও সুস্পষ্ট। আল্লাহতা'লা আদেশ করিতেছেন যে, পিতৃহীনগণের যে সকল ধন সম্পত্তি তোমাদের নিকট আছে, তোমরা যথাসময়ে তাহাদিগকে উহা প্রদান কর। কারণ ঐ ধন সম্পত্তি গ্রহণ অথবা আত্মসাৎ করা তোমাদের জন্য বৈধ নহে। সুতরাং তোমাদের নিজস্ব বৈধ ধন-সম্পত্তির সহিত যদি তোমরা তোমাদের আশ্রিত পিতৃহীনগণের ধন সম্পত্তি মিশাইয়া কোনরূপে আত্মসাৎ কর, তবে নিশ্চয় তোমরা গুরুতর অপরাধে অপরাধী হইবে। আরও লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে- এই পবিত্র আদেশের সহিত জাতি ধর্ম্মের কোনই সম্বন্ধ নাই; সমস্ত মানব-জাতিকে সম্বোধন করিয়া সাধারণভাবে ঐ আদেশ প্রচারিত হইয়াছে।

৩। **বিবাহ-বিধি**—হজরত আয়েশা (রাঃ) হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, অজ্ঞতার সময় আরবে পিতৃহীন আশ্রিতাগণের ধন-সম্পত্তি ও সৌন্দর্য্যের লোভে তাহাদের আশ্রয়দাতা অভিভাবকেরাই তাহাদিগকে বিবাহ করিত। কিন্তু ঐ সকল অসহায় আশ্রিতা বালিকা অভিভাবকগণের প্রতি সম্পূর্ণ নির্ভরশীলা থাকিত বলিয়া, অভিভাবকেরা তাহাদের প্রতি আদৌ সুবিচার করিত না। প্রথমতঃ তাহাদের 'মোহর' অতি অল্প পরিমাণে নির্দ্ধারিত হইত এবং দ্বিতীয়তঃ অভিভাবকেরা অনেক সময় অন্য বিবাহ করিয়া তাহাদিগকে তাহাদের ধন সম্পত্তি ও সুখ সম্ভোগ হইতে বঞ্চিত করিত। পবিত্র ইস্‌লামে যাহাতে ঐ অবিচার ও কুপ্রথা অনুষ্ঠিত না হয়, তজ্জন্য আল্লাহতা'লা আদেশ করিলেন যে, পিতৃহীনা অসহায় আশ্রিতা বালিকাগণ যদি তোমাদের পক্ষে বৈধ হয়, তবে তাহাদিগকে ন্যায়সঙ্গত ভাবে বিবাহ করা তোমাদের জন্য নিষিদ্ধ বা দোষাবহ নহে, কিন্তু ঐ বিবাহিতা বালিকাদিগের সহিত স্ত্রীর উপযুক্ত অধিকার, মর্য্যাদা ও সম্মান সহকারে সুবিচার এবং তাহাদের প্রতি স্বীয় কর্ত্তব্য পালন করিতে পারিবে কিনা, তদ্বিষয়ে যদি তোমাদের মনে কোনরূপ

অপবিত্রার বিনিময় করিও না ও তোমাদের ধন সম্পত্তির সহিত তাহাদের ধন-সম্পত্তি ভোগ করিও না; নিশ্চয়ই ইহা গুরুতর অপরাধ। ৩। এবং যদি তোমরা আশঙ্কা কর যে, পিতৃহীনগণের প্রতি স্থবিচার করিতে পারিবে না, তবে নারীগণের মধ্য হইতে তোমাদের

الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ ۖ وَلَا تَأْكُلُوا
أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ ۚ إِنَّهُ كَانَ
حُوبًا كَبِيرًا ٣- وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا
تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانْكِحُوا مَا طَابَ

পিতৃহীন শিশু ও বালক-বালিকাদিগের প্রতিপালন, তত্ত্বাবধান এবং তাহাদের ধন সম্পত্তি ও স্বার্থ রক্ষার জন্য পবিত্র ইস্‌লাম অতি সতর্ক দৃষ্টি সঞ্চালন করিয়াছে। পিতৃহীনগণের তত্ত্বাবধান এবং তাহাদের ধন-সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণের জন্য কোরান শরিফে যেরূপ সতর্ক বাণী সমূহ অবতারিত হইয়াছে, হজরত রসুলোল্লা ততোধিক সতর্কতার সহিত তাহাদের ধন-সম্পত্তি ও স্বার্থ রক্ষার ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন। ঐ পবিত্র ব্যবস্থার ফলেই মোসলেম-জগতে পিতৃহীন বালক-বালিকাদিগের ধন-প্রাণ ও স্বার্থ রক্ষার জন্য একটী প্রবল আগ্রহ মূলক স্থব্যবস্থা পরিলক্ষিত হয়।

ওহদ যুদ্ধে অনেক মুসলমান নিহত হওয়ায় তাহাদের অসহায় শিশু সন্তান এবং বিধবা পত্নীগণকে লইয়া ক্ষুদ্র মোসলেম সমাজে যে সামাজিক সমস্যা দেখা দিয়াছিল সেই সমস্যা সমাধান কল্পেই এই স্থরার বহু আয়ত অবতীর্ণ হয়। মানব-জাতির জন্ম ও জীবনের সহিত তাহাদের পরস্পর যে প্রগাঢ় সম্বন্ধ, তাহা ব্যক্ত করিবার পর সর্ব্বপ্রথমেই আল্লাহতা'লা পিতৃহীন বালক-বালিকাদিগের প্রতি তাহাদের অভিভাবক এবং সর্ব্বসাধারণের কর্ত্তব্য নির্দ্দেশ করিয়া দিতেছেন। কেহ কেহ বলেন যে, 'গতফান বংশীয়' এক ব্যক্তি স্বীয় পিতৃহীন ভ্রাতুষ্পুত্রকে তাহার ধন-সম্পত্তি প্রত্যর্পণ করিতে অস্বীকৃত হওয়ায় এই আয়ত অবতীর্ণ হয় এবং তাহার ফলে ঐ ব্যক্তি ভীত হইয়া স্বীয় ভ্রাতুষ্পুত্রের ধন-সম্পত্তি প্রত্যর্পণ করে।

যাহা হউক, এই আয়তের লক্ষ্য ও মর্ম্ম অতি সাধারণ ও স্থস্পষ্ট। আল্লাহতা'লা আদেশ করিতে-ছেন যে, পিতৃহীনগণের যে সকল ধন সম্পত্তি তোমাদের নিকট আছে, তোমরা যথাসময়ে তাহা-দিগকে উহা প্রদান কর। কারণ ঐ ধন সম্পত্তি গ্রহণ অথবা আত্মসাৎ করা তোমাদের জন্য বৈধ নহে। স্থতরাং তোমাদের নিজস্ব বৈধ ধন-সম্পত্তির সহিত যদি তোমরা তোমাদের আশ্রিত পিতৃ-হীনগণের ধন সম্পত্তি মিশাইয়া কোনরূপে আত্মসাৎ কর, তবে নিশ্চয় তোমরা গুরুতর অপরাধে অপরাধী হইবে। আরও লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে- এই পবিত্র আদেশের সহিত জাতি ধর্ম্মের কোনই সম্বন্ধ নাই; সমস্ত মানব-জাতিকে সম্বোধন করিয়া সাধারণভাবে ঐ আদেশ প্রচারিত হইয়াছে।

৩। **বিবাহ-বিধি**—হজরত আয়েশা (রাঃ) হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, অজ্ঞতার সময় আরবে পিতৃহীন আশ্রিতাগণের ধন-সম্পত্তি ও সৌন্দর্য্যের লোভে তাহাদের আশ্রয়দাতা অভি-ভাবকেরাই তাহাদিগকে বিবাহ করিত। কিন্তু ঐ সকল অসহায় আশ্রিতা বালিকা অভিভাবকগণের প্রতি সম্পূর্ণ নির্ভরশীলা থাকিত বলিয়া, অভিভাবকেরা তাহাদের প্রতি আদৌ স্থবিচার করিত না। প্রথমতঃ তাহাদের 'মোহর' অতি অল্প পরিমাণে নির্দ্ধারিত হইত এবং দ্বিতীয়তঃ অভিভাবকেরা অনেক সময় অন্য বিবাহ করিয়া তাহাদিগকে তাহাদের ধন সম্পত্তি ও স্থখ সম্ভোগ হইতে বঞ্চিত করিত। পবিত্র ইস্‌লামে যাহাতে ঐ অবিচার ও কুপ্রথা অনুষ্ঠিত না হয়, তজ্জন্য আল্লাহতা'লা আদেশ করিলেন যে, পিতৃহীনা অসহায় আশ্রিতা বালিকাগণ যদি তোমাদের পক্ষে বৈধ হয়, তবে তাহাদিগকে ন্যায়সঙ্গত ভাবে বিবাহ করা তোমাদের জন্য নিষিদ্ধ বা দোষাবহ নহে, কিন্তু ঐ বিবাহিতা বালিকাদিগের সহিত স্ত্রীর উপযুক্ত অধিকার, মর্য্যাদা ও সম্মান সহকারে স্থবিচার এবং তাহাদের প্রতি স্বীয় কর্ত্তব্য পালন করিতে পারিবে কিনা, তদ্বিষয়ে যদি তোমাদের মনে কোনরূপ

لَكُمْ مِّنَ النِّسَآءِ مَثْنٰى وَثُلٰثَ وَرُبٰعَ ۚ فَاِنْ خِفْتُمْ اَلَّا تَعْدِلُوْا فَوَاحِدَةً اَوْ مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ ۭ ذٰلِكَ اَدْنٰٓى

মনোমত দুইটি ও তিনটী ও চারিটীকে বিবাহ কর; কিন্তু যদি তোমরা আশঙ্কা কর যে, ন্যায়-বিচার করিতে পারিবে না, তবে মাত্র একটী—অথবা তোমাদের দক্ষিণ হস্ত যাহার অধিকারী;

আশঙ্কা বা সন্দেহ হয়, তবে তোমরা তাহাদিগকে বিবাহ করিও না; বরং তৎপরিবর্ত্তে অন্যান্য বৈধ রমণীদিগের মধ্য হইতে তোমাদের অভিলাষ ও পছন্দ অনুযায়ী দুইটী, তিনটী অথবা চারিটী পর্য্যন্ত বিবাহ করিতে পার। কিন্তু এস্থলেও যদি তোমাদের মনে আশঙ্কা অথবা সন্দেহ হয় যে, একাধিক বিবাহ করিয়া স্ত্রীগণের প্রতি তুল্যভাবে ন্যায়সঙ্গত ব্যবহার করিতে পারিবে না, তাহা হইলে একটি মাত্র বিবাহ করিবে। আর যদি তোমরা একটী স্ত্রীরও উপযুক্ত ভরণ পোষণ এবং সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বিধান করিতে না পার, তবে যে নারী তোমার সম্পূর্ণ আয়ত্তাধীনা দাসী কিংবা যুদ্ধ বন্দিনী, কেবল মাত্র তাহাকেই পত্নীত্বে বরণ করিয়া লইবে। "ইহা অবিচার না করার অতি নিকটবর্ত্তী—একথার অর্থ এই যে, পিতৃহীনা আশ্রিতার সহিত বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হইলে কিংবা একাধিক বিবাহ করিলে অন্যায় অবিচার অনুষ্ঠিত হইবার সম্ভাবনা যেরূপ প্রবল, একমাত্র বিবাহ করিলে কিংবা দাসীকে স্ত্রীরূপে গ্রহণ করিলে তদ্রূপ কোন আশঙ্কা থাকিবে না। তাই সর্ব্বজ্ঞ আল্লাহতা'লা আদেশ করিয়াছেন যে, একাধিক বিবাহ করিয়া অন্যায় অবিচারে অভিশপ্ত এবং ঈর্ষা বিদ্বেষে বিদগ্ধ হওয়া অপেক্ষা একটি মাত্র বিবাহ করা কিংবা অধীনা দাসীকে স্ত্রীরূপে গ্রহণ করাই তোমাদের জন্য প্রশস্ত। কারণ উহাতে অন্যায় অবিচার কিংবা হিংসা-বিদ্বেষ কলহ সৃষ্টি হইবার সম্ভাবনা রহিত অথবা হ্রাসপ্রাপ্ত হইবে। ইসলামী বিবাহ সম্বন্ধে এই পবিত্র আয়ত সমগ্র কোরান শরিফের মধ্যে একটী বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া আছে। যখন এই আয়ত অবতীর্ণ হয়, তখন সমস্ত জগৎ জুড়িয়া একদিকে বহু-বিবাহের অবাধ স্রোত চলিতেছিল, অন্য দিকে একের অনধিক বিবাহের দুর্ভেদ্য প্রাচীর নির্ম্মিত হইতেছিল। ইউরোপের খ্রীষ্টান ও এশিয়ার হিন্দু জাতি ইহার উজ্জ্বল দৃষ্টান্তস্থল। কিন্তু ঐ উভয় প্রকার বিবাহের মধ্যে স্বভাব-ধর্ম্মের সম্মান অথবা লোক-চরিত্রের অভিজ্ঞতার বিন্দুমাত্রও পরিচয় পাওয়া যায় না। সেই জন্য ইহুদী, খ্রীষ্টান ও পৌত্তলিক-দিগের অসঙ্গত ও অস্বাভাবিক বিবাহ বিধির প্রভাবে একদিকে যেমন সমস্ত জগৎ অভিশপ্ত হইয়া পড়িয়াছিল, অন্যদিকে মানব-জাতির নৈতিক আদর্শও সেইরূপ দূষিত এবং বিষাক্ত হইয়া উঠিতেছিল। আরবের আকাশে তখন ইহুদী, খ্রীষ্টান ও কোরেশদিগের অসঙ্গত একের অনধিক বিবাহ এবং অস্বাভাবিক বহু-বিবাহের পূর্ণ অমানিশার জমাট বাঁধা অন্ধকার বিরাজ করিতেছিল। সেই সময়ে একের অনধিক বিবাহের দুর্ভেদ্য প্রাচীর ভগ্ন করিয়া এবং বহু-বিবাহের অদম্য স্রোত রুদ্ধ করিয়া দিয়া, ইসলামের পবিত্র সীমাবদ্ধ বিবাহ বিধি অবতীর্ণ ও প্রবর্ত্তিত হয়।

মানব জাতির মধ্যে কোন বিষয়ে বিধি-নিষেধ প্রবর্ত্তন করিতে হইলে, মানুষকে ঠিক পৃথিবীর মানুষ মনে করিয়া—তাহাদের মধ্যে যে সকল ভাল মন্দ গুণের বিকাশ এবং সদসৎ প্রবৃত্তির স্ফুরণ হইতে পারে, সেগুলি স্বীকার করিয়াই তবে সেই বিধি নিষেধ প্রবর্ত্তন করিতে হইবে। পবিত্র ইসলামের বিধি নিষেধ সমূহে লোক চরিত্র সম্বন্ধে ঐরূপ অসাধারণ অভিজ্ঞতার পরিচয় পাওয়া যায় বলিয়াই উহা মানব-জীবনের প্রত্যেক অবস্থায় কার্য্যকরী। পক্ষান্তরে অন্যান্য ধর্ম্মাবলম্বীর বিধি-নিষেধগুলি যেন শুধু পুস্তকের শোভা বর্দ্ধনের জন্যই রচিত হইয়াছে; কারণ মানব সমাজে উহার কোনই প্রভাব পরিলক্ষিত হয় না। বিবাহ-বিধি সম্বন্ধেই আলোচনা করা হউক। এক বিবাহ যে মানব জীবনের পক্ষে বিশেষ প্রশস্ত ও সুখ-শান্তি প্রদায়িনী, সে কথা ইসলামও স্বীকার করে; কিন্তু তথাপি নানা কারণে—সামাজিক ও পারিবারিক সমস্যা সমাধান এবং ব্যক্তিগত অভাব-অসুবিধা সম্পূরণকল্পে সময়ে সময়ে পুরুষের পক্ষে একাধিক বিবাহ আবশ্যক—এমন কি

أَلَّا تَعُولُوا ۝٣ ع وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً ۚ فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا

ইহা অবিচার না-করার অতি নিকটবর্ত্তী।

৪। এবং নারীগণকে তাহাদের দেয় 'মোহর' প্রদান কর, কিন্তু যদি তাহারা সন্তুষ্ট চিত্তে উহার কিয়দংশ প্রদান করে, তবে বিবেচনা-মত তৃপ্তির সহিত ভোগ

অপরিহার্য্যও হইতে পারে ; সেই জন্য পবিত্র ইসলাম একাধিক স্ত্রীর ভরণ-পোষণ এবং তাহাদের প্রতি ন্যায়-বিচারে সমর্থ পুরুষদিগকে চারিটী পর্য্যন্ত বিবাহের অধিকার দান করিয়াছেন। কিন্তু যাহারা স্ত্রীগণের ভরণ পোষণ এবং মানব জীবনের অন্যান্য আবশ্যকতায় তুল্যভাবে ন্যায় বিচার করিতে অসমর্থ তাহাদের জন্য এক বিবাহেরই বিধান। আবার একজন পুরুষের পক্ষে কোন অবস্থাতেই চারিটীর অধিক রমনীর অভাব সম্পূরণ অসম্ভব বলিয়া, চারিটীর অধিক বিবাহ সকল অবস্থাতেই নিষিদ্ধ হইয়াছে। পক্ষান্তরে স্ত্রীর তৃপ্তি সাধন অথবা ভরণ পোষণের ক্ষমতা যাহার নাই, তাহার পক্ষে আদৌ বিবাহ করা সঙ্গত নহে। ইসলামের এই পবিত্র বিবাহ-বিধানের ব্যতিক্রমকারী ভারতীয় ও আরব্য পৌত্তলিক জাতির বহু-বিবাহের ফলে তৎকালীন সমাজে অধর্ম্মের যে ভীষণ ঝটিকা বহিয়াছিল এবং ইউরোপের খ্রীষ্টান জাতি কোন অবস্থাতেই পুরুষকে একাধিক বিবাহের অধিকার না দেওয়ায়, উহার ফলে সমুন্নত ইউরোপের শুভ্র সভ্যতার অন্তরালে বিলাসিতা ও পাপের যে অদম্য স্রোত বহিয়া যাইতেছে, তৎপ্রতি লক্ষ্য করিলেই ইসলামের সীমাবদ্ধ বিবাহ-বিধির শ্রেষ্ঠত্ব, স্বাভাবিকতা ও সারবত্তা হৃদয়ঙ্গম করা যাইবে।

বিকৃত ব্যাখ্যা—কেহ কেহ এই আয়তের নানারূপ বিকৃত ব্যাখ্যা করিয়াছেন। ইংরেজী-শিক্ষিত ইউরোপীয় সভ্যতার মোহাবিষ্ট ব্যক্তিরা বলেন যে, এই আয়তে একাধিক স্ত্রীর প্রতি প্রত্যেক বিষয়ে তুল্যভাবে ন্যায়-বিচারের যে শর্ত্ত সংযোজিত হইয়াছে, উহা পালন করা মানুষের পক্ষে সম্পূর্ণ অসম্ভব ; সুতরাং উহা দ্বারা প্রকারান্তরে একাধিক বিবাহের পরিবর্ত্তে এক বিবাহই সমর্থন করা হইয়াছে। অতএব এক বিবাহই ইসলামের প্রশস্ত ব্যবস্থা ; এ যুগে কোন পুরুষেরই একাধিক বিবাহের অধিকার নাই! নব-শিক্ষিত দলের মধ্যে এই মতের লোকই বেশী। কিন্তু তাঁহাদের বিরোধী বহু-বিবাহবাদী কোন কোন ব্যক্তি বলেন যে, আলোচ্য আয়তের "দুইটী ও তিনটী ও চারটী সংখ্যার সমষ্টি যোগে প্রকারান্তরে নয়টী পর্য্যন্ত বিবাহ সমর্থিত হইয়াছে।" কেহ কেহ "মস্না অ সোলাসা অ রোবায়া" শব্দের অনুবাদে "দুই দুই ও তিন-তিন এবং চারি চারি" অর্থ গ্রহণ করিয়া অষ্টাদশ বিবাহ সমর্থন করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন! আবার কেহ কেহ বলেন যে, আয়তের "মা তাবা" বাক্যটী সাধারণ; সুতরাং পুরুষ স্বীয় "অভিলাষ অনুযায়ী যত ইচ্ছা" বিবাহ করিতে পারে! বলা বাহুল্য শেষোক্ত দলের সংখ্যা অতি নগণ্য– এরূপ নাই বলিলেই চলে।

উপরোক্ত কাল্পনিক মতগুলি যে সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন ও অগ্রাহ্য, পবিত্র হাদিস শরিফই তাহার জলন্ত প্রমাণ। আলোচ্য আয়ত অবতীর্ণ হইবার পর হজরতের যে সকল সহচরের চারিটির অধিক স্ত্রী বর্ত্তমান ছিল, তাঁহারা সকলেই হজরতের আদেশে ঐ অতিরিক্ত সংখ্যক স্ত্রী বর্জ্জন করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন (মেশ্‌কাত)। ফকিহগণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন যে, আয়তের 'ন্যায়-বিচার' অর্থে স্ত্রীদিগের সহিত নির্দ্দিষ্ট ভাবে সম সংখ্যক নিশা-যাপন এবং তুল্যভাবে তাহাদিগের ভরণ পোষণ নির্ব্বাহ করা। প্রেম প্রীতি ও ভালবাসা সম্বন্ধে পুরুষের স্বাধীনতা ঘোষিত হইয়াছে।

"দক্ষিণ হস্ত যাহার অধিকারী"—বাক্যের অর্থ দাসী অথবা যুদ্ধ বন্দিনী। পূর্ণ স্বাধীনতা এবং অসহায়া আশ্রিতা রমনীদিগের প্রতি যাহারা সুবিচার করিতে অসমর্থ, তাহাদের পক্ষে এক বিবাহ অথবা দাসী-বিবাহ করাই প্রশস্ত বলিয়া নির্দ্দেশিত হইয়াছে।

৪। এই আয়তে বিবাহিতা রমনীদিগকে তাহাদের "মোহর" অর্থাৎ একটী নির্দ্দিষ্ট যৌতুক প্রদানের জন্য আদেশ করা হইয়াছে। স্বামীর পক্ষে স্বীয় স্ত্রীকে তাহার মর্য্যাদা ও রূপ গুণ অনুযায়ী 'মোহর' প্রদান করা 'ওয়াজেব'—অর্থাৎ একান্ত আবশ্যক। 'মোহর' বিবাহের সময়ে অথবা উহার

ইহা অবিচার না-করার অতি নিকটবর্ত্তী।
৪। এবং নারীগণকে তাহাদের দেয় 'মোহর' প্রদান কর, কিন্তু যদি তাহারা সন্তুষ্ট চিত্তে উহার কিয়দংশ প্রদান করে, তবে বিবেচনা-মত তৃপ্তির সহিত ভোগ

أَلَّا تَعُولُوا ۝٣ وَآتُوا النِّسَاءَ
صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً ۚ فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ
عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا

অপরিহার্য্যও হইতে পারে ; সেই জন্য পবিত্র ইসলাম একাধিক স্ত্রীর ভরণ-পোষণ এবং তাহাদের প্রতি ন্যায়-বিচারে সমর্থ পুরুষদিগকে চারিটী পর্য্যন্ত বিবাহের অধিকার দান করিয়াছেন। কিন্তু যাহারা স্ত্রীগণের ভরণ পোষণ এবং মানব জীবনের অন্যান্য আবশ্যকতায় তুল্যভাবে ন্যায় বিচার করিতে অসমর্থ তাহাদের জন্য এক বিবাহেরই বিধান। আবার একজন পুরুষের পক্ষে কোন অবস্থাতেই চারিটীর অধিক রমণীর অভাব সম্পূরণ অসম্ভব বলিয়া, চারিটীর অধিক বিবাহ সকল অবস্থাতেই নিষিদ্ধ হইয়াছে। পক্ষান্তরে স্ত্রীর তৃপ্তি সাধন অথবা ভরণ পোষণের ক্ষমতা যাহার নাই, তাহার পক্ষে আদৌ বিবাহ করা সঙ্গত নহে। ইসলামের এই পবিত্র বিবাহ-বিধানের ব্যতিক্রমকারী ভারতীয় ও আরব্য পৌত্তলিক জাতির বহু-বিবাহের ফলে তৎকালীন সমাজে অধর্ম্মের যে ভীষণ ঝটিকা বহিয়াছিল এবং ইউরোপের খ্রীষ্টান জাতি কোন অবস্থাতেই পুরুষকে একাধিক বিবাহের অধিকার না দেওয়ায়, উহার ফলে সমুন্নত ইউরোপের শুভ্র সভ্যতার অন্তরালে বিলাসিতা ও পাপের যে অদম্য স্রোত বহিয়া যাইতেছে, তৎপ্রতি লক্ষ্য করিলেই ইসলামের সীমাবদ্ধ বিবাহ-বিধির শ্রেষ্ঠত্ব, স্বাভাবিকতা ও সারবত্তা হৃদয়ঙ্গম করা যাইবে।

বিকৃত ব্যাখ্যা—কেহ কেহ এই আয়তের নানারূপ বিকৃত ব্যাখ্যা করিয়াছেন। ইংরেজী-শিক্ষিত ইউরোপীয় সভ্যতার মোহাবিষ্ট ব্যক্তিরা বলেন যে, এই আয়তে একাধিক স্ত্রীর প্রতি প্রত্যেক বিষয়ে তুল্যভাবে ন্যায় বিচারের যে শর্ত্ত সংযোজিত হইয়াছে, উহা পালন করা মানুষের পক্ষে সম্পূর্ণ অসম্ভব ; সুতরাং উহা দ্বারা প্রকারান্তরে একাধিক বিবাহের পরিবর্ত্তে এক বিবাহই সমর্থন করা হইয়াছে। অতএব এক বিবাহই ইসলামের প্রশস্ত ব্যবস্থা ; এ যুগে কোন পুরুষেরই একাধিক বিবাহের অধিকার নাই! নব-শিক্ষিত দলের মধ্যে এই মতের লোকই বেশী। কিন্তু তাঁহাদের বিরোধী বহু-বিবাহবাদী কোন কোন ব্যক্তি বলেন যে, আলোচ্য আয়তের "দুইটী ও তিনটী ও চারটী সংখ্যার সমষ্টি যোগে প্রকারান্তরে নয়টী পর্য্যন্ত বিবাহ সমর্থিত হইয়াছে।" কেহ কেহ "মস্না অ সোলাসা অ রোবায়া" শব্দের অনুবাদে "দুই দুই ও তিন-তিন এবং চারি চারি" অর্থ গ্রহণ করিয়া অষ্টাদশ বিবাহ সমর্থন করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন! আবার কেহ কেহ বলেন যে, আয়তের "মা তাবা" বাক্যটী সাধারণ; সুতরাং পুরুষ স্বীয় "অভিলাষ অনুযায়ী যত ইচ্ছা" বিবাহ করিতে পারে! বলা বাহুল্য শেষোক্ত দলের সংখ্যা অতি নগণ্য – এরূপ নাই বলিলেই চলে।

উপরোক্ত কাল্পনিক মতগুলি যে সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন ও অগ্রাহ্য, পবিত্র হাদিস শরিফই তাহার জলন্ত প্রমাণ। আলোচ্য আয়ত অবতীর্ণ হইবার পর হজরতের যে সকল সহচরের চারিটির অধিক স্ত্রী বর্ত্তমান ছিল, তাঁহারা সকলেই হজরতের আদেশে ঐ অতিরিক্ত সংখ্যক স্ত্রী বর্জ্জন করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন (মেশ্‌কাত)। ফকিহগণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন যে, আয়তের 'ন্যায়-বিচার' অর্থে স্ত্রীদিগের সহিত নির্দ্দিষ্ট ভাবে সম সংখ্যক নিশা-যাপন এবং তুল্যভাবে তাহাদিগের ভরণ পোষণ নির্ব্বাহ করা। প্রেম প্রীতি ও ভালবাসা সম্বন্ধে পুরুষের স্বাধীনতা ঘোষিত হইয়াছে।

"দক্ষিণ হস্ত যাহার অধিকারী"—বাক্যের অর্থ দাসী অথবা যুদ্ধ বন্দিনী। পূর্ণ স্বাধীনতা এবং অসহায়া আশ্রিতা রমণীদিগের প্রতি যাহারা সুবিচার করিতে অসমর্থ, তাহাদের পক্ষে এক বিবাহ অথবা দাসী-বিবাহ করাই প্রশস্ত বলিয়া নির্দ্দেশিত হইয়াছে।

৪। এই আয়তে বিবাহিতা রমণীদিগকে তাহাদের "মোহর" অর্থাৎ একটী নির্দ্দিষ্ট যৌতুক প্রদানের জন্য আদেশ করা হইয়াছে। স্বামীর পক্ষে স্বীয় স্ত্রীকে তাহার মর্য্যাদা ও রূপ গুণ অনুযায়ী 'মোহর' প্রদান করা 'ওয়াজেব'—অর্থাৎ একান্ত আবশ্যক। 'মোহর' বিবাহের সময়ে অথবা উহার

কর। ৫। এবং আল্লাহ তোমাদের জন্য যে ধন-সম্পত্তি নির্দ্ধারিত করিয়াছেন, তাহা অবোধদিগকে প্রদান করিও না; এবং উহা হইতে তাহাদিগকে জীবিকা নির্ব্বাহ করাও ও তাহাদিগকে পরিধান করাও এবং তাহাদের সহিত সদ্ভাবে কথা বল। ৬। এবং পিতৃহীনগণ বিবাহযোগ্য না হওয়া পর্য্যন্ত তাহাদিগকে পরীক্ষা করিও; কিন্তু যদি তাহাদের মধ্যে বিবেক-বুদ্ধি পরিদৃষ্ট হয়, তবে তাহাদের ধন-সম্পত্তি তাহাদিগকে সমর্পণ কর; এবং

مَّرِيْٓـًٔا ٥ - وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَآءَ
اَمْوَالَكُمُ الَّتِىْ جَعَلَ اللّٰهُ لَكُمْ قِيٰمًا
وَّارْزُقُوْهُمْ فِيْهَا وَاكْسُوْهُمْ وَقُوْلُوْا
لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوْفًا ٥ ٦ - وَابْتَلُوا
الْيَتٰمٰى حَتّٰٓى اِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ ج
فَاِنْ اٰنَسْتُمْ مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوْٓا
اِلَيْهِمْ اَمْوَالَهُمْ ج وَلَا تَاْكُلُوْهَآ اِسْرَافًا

পরেও নির্দ্ধারিত হইতে পারে। বিবাহের পরেই স্ত্রী স্বামীর নিকট অর্দ্ধ-মোহর পাইবার অধিকারিণী হয় এবং স্বামী-স্ত্রীর সম্মিলন অথবা নির্জ্জন-অবস্থানের পরেই স্ত্রী পূর্ণ-মোহর পাইবার অধিকারিণী হইয়া থাকে। মোহর স্ত্রী-জাতির প্রতি ইসলামের একটি বিশিষ্ট দান। উহা সম্পূর্ণরূপে তাহাদের নিজস্ব সম্পত্তি। স্বামী কিংবা অন্য কাহারও উহাতে কোনরূপ অধিকার নাই। অবশ্য রমণী যদি সন্তুষ্ট হইয়া স্বামী অথবা অন্য কাহাকেও ঐ মোহর হইতে কিছু দান করে, তবে সে তাহা উপভোগ করিতে পারিবে। মোহরের কম পরিমাণ দশ 'দেরহম' এবং উর্দ্ধ পরিমাণ স্বামী-স্ত্রীর অবস্থা, রূপ গুণ ও মর্য্যাদার উপর নির্ভর করে। কিন্তু এরূপ অতিরিক্ত মোহর নির্দ্ধারিত করা উচিত নহে—যাহা স্বামী পরিশোধ করিতে অসমর্থ। ইহাই জগদ্বিখ্যাত ধর্ম্ম-নেতা এমাম আজম হজরত আবু হানিফার অভিমত।—তঃ হক্কানী।

৫। এই আয়তে পুনরায় পিতৃহীন শিশুদিগের প্রসঙ্গ বর্ণিত হইয়াছে। পিতৃহীন আশ্রিত শিশুগণ যদি 'অবোধ' অর্থাৎ অপ্রাপ্ত-বয়স্ক ও বুদ্ধিহীন হয়, তবে তাহাদিগকে তাহাদের ধন-সম্পত্তি প্রদান করিলে তাহারা কখই উহা রক্ষা করিতে পারিবে না। সেই জন্য অভিভাবকদিগকে বলা হইতেছে যে, তাহাদের যে সমস্ত ধন সম্পত্তি তোমাদের তত্ত্বাবধানে আছে, উহা তাহাদিগকে প্রদান করিও না; বরং ব্যবসা-বাণিজ্য করিয়া উহার লভ্যাংশ হইতে তাহাদিগকে আবশ্যকীয় খাদ্য, বস্ত্র প্রভৃতি প্রদান কর এবং তাহাদিগকে মিষ্ট কথা বলিয়া এইরূপ ভাবে সন্তুষ্ট রাখ—যেন তাহারা স্বীয় ধন সম্পত্তি পাইতেছে না বলিয়া কোনরূপ দুঃখিত না হয়। পিতৃহীন শিশুদিগের ধন-সম্পত্তি ও স্বার্থ সংরক্ষণের কি সুন্দর উপদেশ।

৬। পূর্ব্ব আয়তে অভিভাবকগণকে তাহাদের আশ্রিত পিতৃহীন বালক-বালিকাদিগের ধন-সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণের আধিপত্য প্রদান করা হইয়াছে এবং এই আয়তে উক্ত অধিকারের সীমা নির্দ্দেশ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। আল্লাহতা'লা অভিভাবকগণকে আদেশ করিতেছেন যে, যে পর্য্যন্ত আশ্রিতগণ 'বিবাহযোগ্য' অর্থাৎ প্রাপ্ত বয়স্ক না হয়, সে পর্য্যন্ত তোমরা 'পরীক্ষা' করিয়া দেখিবে যে, তাহাদের ধন-সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণের উপযুক্ত বিবেক বুদ্ধি বিকশিত হইয়াছে কিনা? পরীক্ষায় যদি বুঝা যায় যে, তাহারা স্বীয় ধন সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণের উপযুক্ত হইয়াছে, তবে তাহাদের ধন-সম্পত্তি তাহাদিগকেই প্রদান করিবে। আল্লাহতা'লার দ্বিতীয় আদেশ এই যে, আশ্রিতেরা বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া স্বীয় সম্পত্তি গ্রহণ করিবে বলিয়া অভিভাবকের পক্ষে উহা আত্মসাৎ করা কিংবা বয়ঃপ্রাপ্ত হইবার পূর্ব্বেই যতটা পারি ভোগ করিয়া লই—এইরূপ ইচ্ছার বশে উহা হইতে অতিরিক্ত অপব্যয় করা সম্পূর্ণ অনুচিত। তৃতীয় আদেশ এই যে, অভিভাবক যদি, ধনবান হয়, তবে তাহার পক্ষে আশ্রিতের ধন সম্পত্তি হইতে

وَّبِدَارًا اَنْ يَّكْبَرُوْا ط وَمَنْ كَانَ
غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ ج وَمَنْ كَانَ فَقِيْرًا
فَلْيَاْكُلْ بِالْمَعْرُوْفِ ط فَاِذَا دَفَعْتُمْ
اِلَيْهِمْ اَمْوَالَهُمْ فَاَشْهِدُوْا عَلَيْهِمْ ط
وَكَفٰى بِاللّٰهِ حَسِيْبًا ○ ٧- لِلرِّجَالِ
نَصِيْبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدٰنِ
وَالْاَقْرَبُوْنَ ص وَلِلنِّسَآءِ نَصِيْبٌ مِّمَّا
تَرَكَ الْوَالِدٰنِ وَالْاَقْرَبُوْنَ مِمَّا
قَلَّ مِنْهُ اَوْ كَثُرَ ط نَصِيْبًا مَّفْرُوْضًا ○

তাহারা বয়ঃপ্রাপ্ত হইবে বলিয়া উহা অপব্যয় ও সত্বরতা-সহকারে আত্মসাৎ করিও না; এবং যে ধনশালী সে উহা হইতে বিরত থাকিবে এবং যে দরিদ্র সে বরং ন্যায়সঙ্গত ভাবে ভোগ করিতে পারে; অনন্তর যখন তোমরা তাহাদের ধন-সম্পত্তি তাহাদিগকে সমর্পণ কর, তখন তাহাদের জন্য সাক্ষী রাখিও; এবং আল্লাহ হিসাব-গ্রহণে যথেষ্ট। ৭। পুরুষ-দিগের জন্য পিতামাতা ও আত্মীয়-স্বজনের পরিত্যক্ত বিষয়ে অংশ আছে এবং নারীগণের জন্যও পিতামাতা ও আত্মীয়-স্বজনের পরিত্যক্ত বিষয়ে অংশ আছে—অল্প বা অধিক নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ।

কিছুই গ্রহণ করা উচিত নহে; কিন্তু যদি দরিদ্র হয়, তবে উহার তত্ত্বাবধানে ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য ন্যায়সঙ্গতভাবে পারিশ্রমিক গ্রহণ করিবে। অভিভাবকগণের প্রতি আল্লাহতা'লার চতুর্থ আদেশ এই যে, যখন তোমরা আশ্রিতগণকে তাহাদের ধন সম্পত্তি প্রত্যার্পণ কর, তখন উহার জন্য কতিপয় সাক্ষী রাখিও। ইহা দ্বারা তোমরা পার্থিব কলহ, দুর্নাম ও দায়িত্বের হস্ত অতিক্রম করিতে সমর্থ হইবে। "আল্লাহ হিসাব গ্রহণে যথেষ্ট"—ইহার তাৎপর্য্য এই যে, যদি তোমরা আশ্রিতগণের ধন সম্পত্তি প্রত্যর্পণ কালে অথবা তৎপূর্ব্বে হিসাবপত্রে কোনরূপ গোলযোগ কর, তবে অন্য কেহ জানিতে না পারিলেও আল্লাহ উহা অবগত আছেন; অতএব ঐ অন্যায় কার্য্যের জন্য আল্লার নিকট অভিভাবকগণকে অবশ্যই দায়ী হইতে হইবে।

পূর্ব্ববর্ত্তী আয়তে 'অবোধ' এবং আলোচ্য আয়তের 'বিবাহ যোগ্য' শব্দ সম্বন্ধে তফসীরকারগণের মধ্যে একটু মতভেদ পরিলক্ষিত হয়। 'অবোধ' শব্দে বিশেষভাবে বুদ্ধিহীন অপ্রাপ্ত বয়স্ক বালক-বালিকা-দিগকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে। কিন্তু আশ্রিত ব্যক্তি যদি স্বভাবতঃই নির্ব্বোধ হয়, তবে এমাম আজমের মতে অভিভাবক পঁচিশ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত তাহার ধন সম্পত্তির তত্ত্বাবধান করিবে এবং তৎপর উক্ত আশ্রিতের জ্ঞান-বুদ্ধি বিকশিত হউক বা না হউক, যাহার সম্পত্তি তাহাকেই প্রদান করিতে হইবে; কিন্তু এমাম শাফিয়ী ও সাহেবিনের মত এই যে, অভিভাবকের পক্ষে স্বাভাবিক নির্ব্বোধের শেষ-জীবন পর্য্যন্ত তাহার ধন সম্পত্তির রক্ষণাবেক্ষণ করা কর্ত্তব্য; নচেৎ নির্ব্বোধকে দিলেই সে উহা নষ্ট করিয়া ফেলিবে। 'বিবাহ-যোগ্য' বয়সের নির্দ্দিষ্ট পরিমান নাই; কতগুলি বিশিষ্ট চিহ্নই উক্ত বয়সের মিদর্শন। সাধারণতঃ বালক বালিকার যৌবন-বিকাশই বিবাহযোগ্য বয়সের নিম্ন সীমা বলিয়া পরিগণিত হয়। বালকের শেষ মাড়ীর দন্তোদগম কিংবা বিবাহিত জীবন উপভোগের ক্ষমতা এবং বালিকার স্ত্রী-ধর্ম্মের বিকাশই উহার বিশিষ্ট চিহ্ন।—তঃ হক্কানী।

৭। অন্ধ যুগে আরবে আধুনিক ভারতবর্ষ ও পূর্ব্বতন ইউরোপের ন্যায় স্ত্রী জাতির কোন স্বত্বাধিকার ছিল না। পিতা ও পতির পরিত্যক্ত সম্পত্তি হইতে স্ত্রী ও কন্যাগণ সম্পূর্ণরূপে বঞ্চিতা হইত। আত্মীয়-স্বজনের সম্পত্তি হইতেও তাহারা কিছুই প্রাপ্ত হইত না। ইহাতে পিতা, পতি

৮-وَاِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ اُولُوا الْقُرْبٰى
وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسٰكِيْنُ فَارْزُقُوْهُمْ
مِّنْهُ وَقُوْلُوْا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوْفًا۝
৯-وَلْيَخْشَ الَّذِيْنَ لَوْ تَرَكُوْا مِنْ
خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعٰفًا خَافُوْا عَلَيْهِمْ
فَلْيَتَّقُوا اللّٰهَ وَلْيَقُوْلُوْا قَوْلًا سَدِيْدًا۝
১০-اِنَّ الَّذِيْنَ يَاْكُلُوْنَ اَمْوَالَ
الْيَتٰمٰى ظُلْمًا اِنَّمَا يَاْكُلُوْنَ فِىْ
بُطُوْنِهِمْ نَارًا ط وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيْرًا۝

৮। এবং উহা বণ্টনের সময়ে যখন স্বজনগণ ও পিতৃহীনগণ এবং দরিদ্রগণ উপস্থিত হয়, তখন উহা হইতে তাহা দিগকেও জীবিকা দান কর এবং তাহাদের সহিত সদ্ভাবে কথা বল। ৯। এবং যে নিজের পশ্চাতে নিজের অসমর্থ সন্তান-দিগকে ছাড়িয়া যাইবে—তাহাদের উপর যে ভীতি আসিবে, তজ্জন্য তাহার শঙ্কিত হওয়া উচিত; সুতরাং তাহাদের আল্লাহকে ভয় করা ও সদ্ভাবে কথা বলা আবশ্যক। ১০। যাহারা অন্যায়ভাবে পিতৃহীনগণের ধন-সম্পত্তি গ্রাস করে, নিশ্চয় তাহারা স্বীয় উদরে অগ্নি ব্যতীত ভক্ষণ করে না এবং অবশ্যই তাহারা অগ্নি-শিখায় উপনীত হইবে।

পুত্র কিংবা আশ্রয়দাতা আত্মীয়-স্বজনের মৃত্যুর পর রমণীদিগের অবস্থা যারপরনাই শোচনীয় হইত। সেই জন্য করুণাময় আল্লাহতা'লা পুরুষের ন্যায় স্ত্রীলোকদিগকেও পিতা, পতি, পুত্র এবং আত্মীয়-স্বজনের পরিত্যক্ত ধন-সম্পত্তিতে স্বত্বাধিকার প্রদান করিলেন।—তঃ কবির।

হজরত এবনে আব্বাস হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, আওস্ বেন সাবেত আন্‌সারীর মৃত্যুর পরে তাঁহার স্ত্রী ও তিনটী কন্যা বিদ্যমান ছিল। কিন্তু তাঁহার পরিত্যক্ত সমস্ত সম্পত্তি তদীয় উত্তরাধিকার এবং জ্ঞাতি-ভ্রাতা সোয়েদ ও অরফজা অধিকার করিয়া লয়। এই ঘটনায় আওস-পত্নী অত্যন্ত মর্ম্মাহত ও বিপন্ন হইয়া হজরত রসুলোল্লার নিকট আসিয়া অভিযোগ উপস্থিত করে। হজরত বলেন যে, এ সম্বন্ধে আল্লার যেরূপ ইচ্ছা, তাহাই অবলম্বিত হইবে। তদনুসারে এই আয়ত অবতীর্ণ হয়। আল্লাহতা'লা বলিয়া দিলেন যে, অল্পই হউক অথবা অধিক হউক, পিতা মাতা এবং আত্মীয় স্বজনের পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে পুরুষের ন্যায় স্ত্রীলোকেরও অংশ আছে। এই অংশের পরিমাণ পরে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।—পরবর্ত্তী ১১ আয়ত দ্রষ্টব্য।

৮। কোন মৃত ব্যক্তির পরিত্যক্ত ধন-সম্পত্তি বিভাগ করিবার সময়ে যদি দুর-সম্পর্কীয় উত্তরাধিকারিত্ব হীন আত্মীয়-স্বজন এবং পিতৃহীন ও দরিদ্রগণ উপস্থিত হয়, তবে তাহাদিগকে একেবারে বঞ্চিত না করিয়া উক্ত ধন-সম্পত্তি হইতে কিছু কিছু দান করা এবং মিষ্ট বাক্যে বিদায় করিয়া দেওয়া উচিত। বলা বাহুল্য, উহা সহানুভূতি সূচক দান মাত্র ইহার সহিত উত্তরাধিকারিত্বের কোন সম্বন্ধ নাই। সুতরাং যাহারা বলেন যে, উত্তরাধিকারিত্বের আয়ত দ্বারা এই আয়ত রহিত হইয়াছে, তাহাদের উক্তি বা যুক্তির কোনই মূল্য নাই।—তঃ হক্কানী।

৯। যে সকল দাম্ভিক লোক আশ্রিত কিংবা নিরাশ্রয় পিতৃহীন বালক-বালিকাগণের প্রতি অবজ্ঞা-উপহাস, অত্যাচার, অবিচার কিংবা অসদ্ব্যবহার করে, আল্লাহ তাহাদিগকে ভীতি প্রদর্শন করিয়া বলিতেছেন যে, তোমরাও অকস্মাৎ মৃত্যুমুখে পতিত হইতে পার এবং তোমাদের সন্তানগণও নিরাশ্রয় এবং বিপন্ন হইয়া দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিয়া বেড়াইতে পারে; ইহা অসম্ভব নহে। অতএব সেই শোচনীয় অবস্থা স্মরণ করিয়া ভীত হও এবং অসহায় পিতৃহীন বালক-বালিকাদের প্রতি সহানুভূতি-সূচক সদয় ব্যবহার কর।

২য় রুকু—ফারায়েজ ও উত্তরাধিকারিত্বের বিধান

১১। আল্লাহ তোমাদের সন্তানগণ সম্বন্ধে নির্দ্দেশ করিতেছেন যে, এক পুরুষের জন্য দুই নারীর অংশের তুল্য; কিন্তু যদি দুইয়ের অধিক স্ত্রীলোকই হয়, তবে তাহাদের জন্য পরিত্যক্ত বিষয়ের দুই-তৃতীয়াংশ; এবং যদি একই স্ত্রীলোক হয়, তবে তাহার জন্য অর্দ্ধাংশ; এবং সে যাহা পরিত্যাগ করিয়া যায়, তৎসহ যদি কোন সন্তান সন্ততি থাকে, তবে তাহার পিতা-মাতা উভয়ের প্রত্যেকের জন্য উহার এক-ষষ্ঠাংশ; কিন্তু যদি তাহার কোন সন্তান-সন্ততি না থাকে এবং পিতা-মাতাই যদি তাহার উত্তরাধিকারী হয়, তবে তাহার মাতার জন্য এক-তৃতীয়াংশ; এবং যদি তাহার ভ্রাতা থাকে, তবে সে

١١- يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ ۖ
لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِن
كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا
مَا تَرَكَ ۖ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا
النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ
مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ
لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ
وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِن
كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِن بَعْدِ

১১। **ফারায়েজ**—এই বিস্তৃত আয়তে "ফারায়েজ" অর্থাৎ দায়ভাগের মূল-নীতি সমূহ বর্ণিত হইয়াছে। ফারায়েজ শিক্ষা করা মুসলমানদিগের পক্ষে বিশেষ কল্যাণকর। কারণ হজরত রসুলোল্লা বলিয়াছেন,—"হে মুসলমানগণ, তোমরা ফারায়েজ শিক্ষা কর এবং লোকদিগকে শিক্ষা দাও।" সংসার-জীবনে বিষয়-সম্পত্তি ভাগ-বণ্টন এবং উত্তরাধিকারিত্ব সম্বন্ধে সর্ব্বদাই ফারায়েজের আবশ্যক হইয়া থাকে।

অন্ধযুগে আরবে ফারায়েজ সম্বন্ধে কোনই সুসঙ্গত বা শৃঙ্খলাবদ্ধ নিয়ম ছিল না। স্ত্রীলোকেরা ত উত্তরাধিকার হইতে বঞ্চিত ছিলই; বরং সময় সময় অপ্রাপ্ত বয়স্ক বালকেরা পর্য্যন্ত উত্তরাধিকারিত্ব হইতে বঞ্চিত হইত। পুত্র না থাকিলে ভারতের ন্যায় আরবেও অন্যান্য উত্তরাধিকারীদিগকে বঞ্চিত করিয়া সমস্ত ধন সম্পত্তি কোন বিশেষ কার্য্যে দান কিংবা দত্তক পুত্র গ্রহণ করিয়া অন্যান্য উত্তরাধিকারীদিগকে বঞ্চিত করিবার প্রথা প্রবর্ত্তিত ছিল। ঐ সকল কুপ্রথার উচ্ছেদ সাধন করিয়া উত্তরাধিকারিত্ব সম্বন্ধে জগতে সর্ব্বপ্রথম এই আদর্শ বিধি অবতীর্ণ ও প্রবর্ত্তিত হয়।

ফারায়েজের মূলনীতিগুলি সংক্ষিপ্তভাবে নিম্নে বর্ণিত হইল। প্রথমতঃ মৃত ব্যক্তির পরিত্যক্ত ধন-সম্পত্তি হইতে তাহার "কাফন" ও "দাফন" অর্থাৎ শব-আবরণের বস্ত্র ও সমাধির ব্যয় নির্ব্বাহ করিতে হইবে, দ্বিতীয়তঃ তাহার কোন ঋণ থাকিলে মৃত ব্যক্তির পরিত্যক্ত ধন সম্পত্তি হইতে তাহা পরিশোধ করিতে হইবে; তৃতীয়তঃ সে কোন কার্য্যের জন্য 'অসিয়ত' অর্থাৎ অন্তিম ইচ্ছা জ্ঞাপন করিয়া থাকিলে, পূর্ব্বোক্ত কার্য্য-দ্বয়ের পরে যে সম্পত্তি অবশিষ্ট থাকিবে, তাহার এক তৃতীয়াংশের দ্বারা ঐ ইচ্ছা যতদূর সম্ভব সম্পূরণ করিতে হইবে। উপরোক্ত কার্য্যত্রয়ের পরে যাহা অবশিষ্ট থাকিবে, উত্তরাধিকারিগণ তাহা নিয়মিতভাবে প্রাপ্ত হইবে। কিন্তু ঐ সকল কার্য্যে যদি সমস্ত সম্পত্তিই নিঃশেষ হইয়া যায় এবং কিছুমাত্র অবশিষ্ট না থাকে, তবে তাহারা কিছুই পাইবে না।

وَصِيَّةٍ يُّوْصِىْ بِهَآ اَوْدَيْنٍ ط
اٰبَآؤُكُمْ وَاَبْنَآؤُكُمْ لَا تَدْرُوْنَ
اَيُّهُمْ اَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا ط فَرِيْضَةً مِّنَ
اللّٰهِ ط اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلِيْمًا حَكِيْمًا ○

যাহা নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছে—সেই নির্দ্দেশ ও ঋণ-অন্তে তাহার জননীর জন্য এক-ষষ্ঠাংশ; তোমাদের পিতা ও তোমাদের পুত্রদের মধ্যে কে তোমাদের অধিকতর উপকারী তাহা তোমরা অবগত নহ; ইহাই আল্লার নির্দ্দেশ; নিশ্চয়

সাধারণতঃ তিন প্রকার সম্বন্ধের প্রতি লক্ষ্য করিয়া মৃত ব্যক্তির ধন-সম্পত্তি বিভক্ত হয়। প্রথমতঃ বংশগত সম্বন্ধ—পিতা-মাতা, পুত্র-কন্যা ও ভ্রাতা-ভগিনী প্রভৃতি এই পর্য্যায়ের অন্তর্ভুক্ত; দ্বিতীয়তঃ বিবাহ-বন্ধনের সম্বন্ধ—স্বামী ও স্ত্রী এই পর্য্যায়ে পড়িয়া থাকে; এবং তৃতীয়তঃ সম্বন্ধগত সম্পর্ক—আত্মীয়-স্বজন প্রভৃতি নিকট ও দূরসম্পর্কীয়গণ এই পর্য্যায়ে পরিগণিত হয়। সমবেত উত্তরাধিকারিগণ আবার তিন শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়া থাকে, যথা—'জবিল-ফরুজ', 'আসাবা' ও 'জবিল আরহাম'। কোরান শরিফে যাহাদের অংশ নির্দ্দিষ্ট রূপে নির্ণীত হইয়াছে, তাহাদিগকে 'জবিল ফরুজ' বলে। 'জবিল ফরুজ'গণের অংশ বিতরণের পরে অবশিষ্ট অংশের—অথবা 'জবিল-ফরুজের' অভাবে যাহারা সমস্ত সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হয়, তাহারা 'আসাবা' নামে অভিহিত হইয়া থাকে। 'জবিল-ফরুজ' ও 'আসাবা'র বিদ্যমানে যাহারা উত্তরাধিকারী না হয়, কিন্তু অবিদ্যমানে উত্তরাধিকারী হইয়া থাকে, তাহাদিগকে 'জবিল আরহাম' বলে। কিন্তু ক্রীতদাস, মৃত-ব্যক্তির হত্যাকারী, অবিশ্বাসী কাফের এবং দারুল-হরবের অধিবাসিগণ মৃত মুসলমানের পরিত্যক্ত ধন-সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হইতে পারিবে না। আর মৃত ব্যক্তির কোন উত্তরাধিকারী না থাকিলে তাহার পরিত্যক্ত ধন সম্পত্তি তদীয় অন্তিম-উপদেশ অনুসারে—অথবা সাধারণ হিতকর কার্য্যে ব্যয়িত হইবে।

আলোচ্য আয়তের অর্থ এই যে, মৃত ব্যক্তির যদি পুত্র ও কন্যা বিদ্যমান থাকে, তবে তাহার ধন সম্পত্তি হইতে পুত্র-কন্যার দ্বিগুণ—অর্থাৎ কন্যা পুত্রের অর্দ্ধাংশ পাইবে; কিন্তু যদি একটী মাত্র কন্যা থাকে, তবে সে অর্দ্ধাংশের অধিকারিণী হইবে; আর যদি দুইটীর অধিক কন্যা বিদ্যমান থাকে, তবে তাহাদের সংখ্যা যতই বেশী হউক না কেন—তাহারা সমবেতভাবে মাত্র দুই-তৃতীয়াংশ পাইবে। সন্তান-সন্ততি বিদ্যমানে মৃতের সম্পত্তি হইতে পিতা মাতা প্রত্যেকেই এক-ষষ্ঠাংশের অধিকারী; কিন্তু যদি সন্তান সন্ততি না থাকে এবং কেবল পিতা-মাতাই উত্তরাধিকারী হয়, তবে মাতা এক তৃতীয়াংশ এবং পিতা অবশিষ্টাংশ পাইবে; আর যদি মৃতের ভ্রাতা বিদ্যমান থাকে, তবে মাতা পাইবে এক ষষ্ঠাংশ এবং অবশিষ্টাংশের অধিকারী হইবে পিতা ও ভ্রাতা। "তোমাদের পিতা ও তোমাদের পুত্রের মধ্যে কে তোমাদের অধিকতর উপকারী, তাহা তোমরা অবগত নহ"—ইহার তাৎপর্য্য এই যে, মৃতের জীবনের জন্য যাহারা যত বেশী উপকারী তাহারাই তত বেশী উত্তরাধিকারের স্বত্ববান—ইহাই সাধারণ নিয়ম। ভ্রাতা, ভগিনী ও কন্যা অপেক্ষা পুত্র ঐ জন্যই মৃতের ধন-সম্পত্তির বেশী অংশ পাইয়া থাকে; কিন্তু পিতা ও পুত্রের স্থানে ঐ যুক্তি খাটিতে পারে না। কারণ শেষ জীবন—বার্দ্ধক্যে মানবের জন্য পুত্রের প্রয়োজন যত বেশী, প্রথম জীবনের শৈশব ও কৈশোরে পিতার প্রয়োজন তদপেক্ষা একটুও কম নহে—বরং অধিক। পুত্র অপেক্ষা পিতার মর্য্যাদাও উচ্চ; কিন্তু তথাপি যে পুত্র পিতা হইতে অধিক সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হয়, তাহার অন্য কারণ আছে। প্রথমতঃ বার্দ্ধক্যে পিতা-মাতার বেশী ধন সম্পত্তির প্রয়োজন থাকে না; দ্বিতীয়তঃ তাহাদের নিজস্ব এবং পৈত্রিক ধন সম্পত্তিও বিদ্যমান থাকে। কিন্তু পুত্রের সে সব কিছুই থাকে না—অথচ প্রয়োজন থাকে তার সব চেয়ে বেশী। এই কারণেই পিতা অপেক্ষা পুত্র অধিকতর ধন-সম্পত্তির অধিকারী হইয়া থাকে।

١٢- وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ
إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ ۚ فَإِنْ كَانَ
لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ
مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا
أَوْ دَيْنٍ ۚ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ
إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ ۚ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ
وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ
وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ وَإِنْ
كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ
أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا
السُّدُسُ ۚ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَٰلِكَ
فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ
وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ
مُضَارٍّ ۚ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ

আল্লাহ মহাজ্ঞানী বিজ্ঞানময়। ১২। এবং তোমাদের পত্নীগণের যদি সন্তান-সন্ততি না থাকে, তবে তাহারা যাহা পরিত্যাগ করিয়া যায়—তোমাদের জন্য উহার অর্দ্ধাংশ; কিন্তু যদি তাহাদের সন্তান-সন্ততি থাকে, তবে তাহারা যাহা নির্দ্দেশ করিয়াছে—সেই নির্দ্দেশ ও ঋণ-অন্তে তাহারা যাহা পরিত্যাগ করিয়া যাইবে, তোমাদের জন্য উহার এক-চতুর্থাংশ; এবং যদি তোমাদের কোন সন্তান-সন্ততি না থাকে তবে তোমরা যাহা পরিত্যাগ করিয়া যাইবে, তাহাদের জন্য উহার এক-চতুর্থাংশ; কিন্তু যদি তোমাদের সন্তান-সন্ততি থাকে তবে তোমরা যাহা নির্দ্দেশ করিবে—সেই নির্দ্দেশ ও ঋণ-অন্তে তোমরা যাহা পরিত্যাগ করিয়া যাইবে, তাহাদের জন্য উহার এক-অষ্টমাংশ; যদি কোন পিতা-পুত্রহীন পুরুষ বা স্ত্রীলোকের উত্তরাধিকার প্রদত্ত হয় এবং যদি তাহার ভ্রাতা বা ভগিনী থাকে, তবে তাহাদের উভয়ের প্রত্যেকের জন্য উহার এক-ষষ্ঠাংশ; এবং তাহারা যদি একাধিক হয় তবে সে যাহা নির্দ্দেশ করিয়াছে, সেই নির্দ্দেশ ও ঋণ-অন্তে যাহা পরিত্যাগ করিয়াছে—কাহারও অনিষ্ট না করিয়া তাহারা উহার এক-তৃতীয়াংশ প্রাপ্ত হইবে; ইহাই আল্লার নির্দ্দেশ এবং আল্লাহ মহাজ্ঞানী সহিষ্ণু।

১২। এই আয়তে আল্লাহতা'লা প্রথমে স্বামী ও স্ত্রী—পরস্পরের উত্তরাধিকার সম্বন্ধে বর্ণনা করিতেছেন। স্ত্রীর যদি সন্তান-সন্ততি না থাকে, তবে স্বামী তাহার পরিত্যক্ত ধন সম্পত্তির অর্দ্ধাংশ এবং সন্তান সন্ততি থাকিলে এক চতুর্থাংশ পাইবে। ঐরূপ স্বামীর যদি সন্তান-সন্ততি না থাকে, তবে স্ত্রী তাহার পরিত্যক্ত ধন-সম্পত্তির এক-চতুর্থাংশ এবং সন্তান-সন্ততি থাকিলে এক-অষ্টমাংশ পাইবে। একাধিক স্ত্রী বিদ্যমান থাকিলেও মাত্র ঐ নির্দ্দিষ্ট অংশ তাহাদের মধ্যে বিভক্ত হইবে। মৃত ব্যক্তির যদি পিতা ও পুত্র কেহই বিদ্যমান না থাকে—কিন্তু ভ্রাতা ও ভগিনী বিদ্যমান থাকে, তবে এক সহোদর ভ্রাতা ও এক বৈমাত্রেয় ভ্রাতা বা ভগিনী থাকিলে উক্ত বৈমাত্রেয় ভ্রাতা বা ভগিনী প্রত্যেকেই এক-ষষ্ঠাংশ পাইবে; অবশিষ্ট পাঁচ ষষ্ঠাংশ সহোদর ভ্রাতা প্রাপ্ত হইবে। কিন্তু বৈমাত্রেয় ভ্রাতা বা ভগিনীর সংখ্যা যদি একাধিক হয়, তবে তাহারা এক-তৃতীয়াংশ এবং সহোদর ভ্রাতা দুই-তৃতীয়াংশ পাইবে। ইহাই আল্লার নির্দ্ধারিত মূল-নিয়ম।

১৩। ইহাই আল্লার নির্দ্দিষ্ট সীমা সমূহ; এবং যে-কেহ আল্লাহ ও তদীয় রসুলের অনুগত হয়, তিনি তাহাকে স্বর্গোদ্যানে প্রবিষ্ট করিবেন—যাহার নিম্নে স্রোতস্বিনী সমূহ প্রবাহিতা, তন্মধ্যে তাহারা সর্ব্বদা অবস্থান করিবে; এবং ইহাই মহান সিদ্ধিলাভ। ১৪। এবং যে-কেহ আল্লাহ ও তদীয় রসুলকে অমান্য করে এবং তাঁহার নির্দ্দিষ্ট সীমা সমূহ অতিক্রম করে, সে নরকানলে প্রবিষ্ট হইবে, তন্মধ্যে সর্ব্বদা অবস্থান করিবে এবং তাহার জন্য লাঞ্ছনাপ্রদ শাস্তি আছে।

عَلِيْمٌ حَلِيْمٌ ۞ ١٣- تِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ ؕ
وَمَنْ يُّطِعِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ يُدْخِلْهُ
جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ
خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ؕ ذٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ○
١٤- وَمَنْ يَّعْصِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ
وَيَتَعَدَّ حُدُوْدَهٗ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا
فِيْهَا ۪ وَلَهٗ عَذَابٌ مُّهِيْنٌ ۞

৩য় রুকু—নারীগণের প্রতি সদ্ব্যবহার, শাস্তি ও সুবিচার

১৫। এবং তোমাদের নারীগণের মধ্যে যাহারা অশ্লীলতা করে, তবে তাহাদের বিরুদ্ধে তোমাদের মধ্য হইতে চারিজন সাক্ষী উপস্থিত কর; অনন্তর যদি তাহারা সাক্ষ্য প্রদান করে তবে তাহাদিগকে গৃহ-সমূহের মধ্যে আবদ্ধ করিয়া রাখ—যে-পর্য্যন্ত মৃত্যু তাহাদিগকে তুলিয়া না লয় কিংবা আল্লাহ তাহাদের জন্য কোন

١٥- وَالّٰتِيْ يَاْتِيْنَ الْفَاحِشَةَ
مِنْ نِّسَآئِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوْا عَلَيْهِنَّ
اَرْبَعَةً مِّنْكُمْ ۚ فَاِنْ شَهِدُوْا فَاَمْسِكُوْ
هُنَّ فِي الْبُيُوْتِ حَتّٰى يَتَوَفّٰهُنَّ
الْمَوْتُ اَوْ يَجْعَلَ اللّٰهُ لَهُنَّ سَبِيْلًا ○

১৩—১৪। এই আয়তে উক্ত হইয়াছে যে, আল্লাহ ও তদীয় রসুল উত্তরাধিকার সম্বন্ধে যে সীমা নির্দ্ধারণ করিয়াছেন, যাহারা আল্লাহ ও রসুলের আনুগত্য স্বীকার পূর্ব্বক সেই সীমা নতশিরে মানিয়া লইবে, তাহারা আল্লার অনুগ্রহে সুখ সম্পদপূর্ণ স্বর্গোদ্যানে প্রবেশ করিয়া চিরকাল তথায় অবস্থান করিতে সমর্থ হইবে। কিন্তু যাহারা উত্তরাধিকার সম্বন্ধে শরিয়তের নির্দ্দিষ্ট সীমা অতিক্রম করিয়া চলিবে, তাহারা নরকানলে নিক্ষিপ্ত হইয়া লাঞ্ছনা-প্রদ শাস্তি ভোগ করিতে থাকিবে।

১৫। পূর্ব্ববর্ত্তী আয়ত কতিপয়ে নারীগণের স্বাধীনতা, স্বত্ব অধিকারের বিষয় বর্ণিত হইয়াছে। এক্ষণে তাহাদের অপরাধ এবং তজ্জনিত শাস্তি ও শাসনের বিষয় বর্ণিত হইতেছে।

ইসলাম প্রচারের প্রথম অবস্থায় ব্যভিচারিণী নারীদিগের শাসন ও শাস্তি সম্বন্ধে সর্ব্বপ্রথম এই আয়ত অবতীর্ণ হয়। আল্লাহতা'লা আদেশ করিলেন যে, যদি কোন নারী ব্যভিচার করে, তবে ঐ ব্যভিচারের প্রমাণ স্বরূপ চারিটী প্রত্যক্ষদর্শী সাক্ষী উপস্থিত কর। যদি চারিজন প্রত্যক্ষদর্শী সাক্ষীর সাক্ষ্যে ব্যভিচারিণীর অপরাধ প্রমানিত হয়, তবে তাহাকে যাবজ্জীবন গৃহের মধ্যে বন্দিনী করিয়া রাখ। ঐ অবস্থায় হয় সে স্বীয় পাপের প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ কারাক্লেশ ভোগ করিতে করিতে মৃত্যুমুখে পতিত হইবে; নচেৎ আল্লাহ তাহার জন্য অনুরূপ ব্যবস্থা অবতারণা করিবেন। অনন্তর সুরা নূরে এই সম্বন্ধীয় বিস্তৃত ও স্পষ্টতর বিধি ব্যবস্থা অবতীর্ণ হয়। নূর—সুরার, ১ম রুকু দ্রষ্টব্য।

عَلِيْمٌ حَلِيْمٌ ۝ ١٣- تِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ ط
وَمَنْ يُّطِعِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ يُدْخِلْهُ
جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ
خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ط وَذٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ۝
١٤- وَمَنْ يَّعْصِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ
وَيَتَعَدَّ حُدُوْدَهٗ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا
فِيْهَا ص وَلَهٗ عَذَابٌ مُّهِيْنٌ ۝

১৩। ইহাই আল্লার নির্দ্দিষ্ট সীমা সমূহ; এবং যে-কেহ আল্লাহ ও তদীয় রসুলের অনুগত হয়, তিনি তাহাকে স্বর্গোদ্যানে প্রবিষ্ট করিবেন—যাহার নিম্নে স্রোতস্বিনী সমূহ প্রবাহিতা, তন্মধ্যে তাহারা সর্ব্বদা অবস্থান করিবে; এবং ইহাই মহান সিদ্ধিলাভ। ১৪। এবং যে-কেহ আল্লাহ ও তদীয় রসুলকে অমান্য করে এবং তাঁহার নির্দ্দিষ্ট সীমা সমূহ অতিক্রম করে, সে নরকানলে প্রবিষ্ট হইবে, তন্মধ্যে সর্ব্বদা অবস্থান করিবে এবং তাহার জন্য লাঞ্ছনাপ্রদ শাস্তি আছে।

৩য় রুকু—নারীগণের প্রতি সদ্ব্যবহার, শাস্তি ও সুবিচার

١٥- وَالّٰتِيْ يَاْتِيْنَ الْفَاحِشَةَ
مِنْ نِّسَآئِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوْا عَلَيْهِنَّ
اَرْبَعَةً مِّنْكُمْ ج فَاِنْ شَهِدُوْا فَاَمْسِكُوْ
هُنَّ فِي الْبُيُوْتِ حَتّٰى يَتَوَفّٰىهُنَّ
الْمَوْتُ اَوْ يَجْعَلَ اللّٰهُ لَهُنَّ سَبِيْلًا ۝

১৫। এবং তোমাদের নারীগণের মধ্যে যাহারা অশ্লীলতা করে, তবে তাহাদের বিরুদ্ধে তোমাদের মধ্য হইতে চারিজন সাক্ষী উপস্থিত কর; অনন্তর যদি তাহারা সাক্ষ্য প্রদান করে তবে তাহাদিগকে গৃহ-সমূহের মধ্যে আবদ্ধ করিয়া রাখ—যে-পর্য্যন্ত মৃত্যু তাহাদিগকে তুলিয়া না লয় কিংবা আল্লাহ তাহাদের জন্য কোন

১৩—১৪। এই আয়তে উক্ত হইয়াছে যে, আল্লাহ ও তদীয় রসুল উত্তরাধিকার সম্বন্ধে যে সীমা নির্দ্ধারণ করিয়াছেন, যাহারা আল্লাহ ও রসুলের আনুগত্য স্বীকার পূর্ব্বক সেই সীমা নতশিরে মানিয়া লইবে, তাহারা আল্লার অনুগ্রহে সুখ সম্পদপূর্ণ স্বর্গোদ্যানে প্রবেশ করিয়া চিরকাল তথায় অবস্থান করিতে সমর্থ হইবে। কিন্তু যাহারা উত্তরাধিকার সম্বন্ধে শরিয়তের নির্দ্দিষ্ট সীমা অতিক্রম করিয়া চলিবে, তাহারা নরকানলে নিক্ষিপ্ত হইয়া লাঞ্ছনা-প্রদ শাস্তি ভোগ করিতে থাকিবে।

১৫। পূর্ব্ববর্ত্তী আয়ত কতিপয়ে নারীগণের স্বাধীনতা, স্বত্ব অধিকারের বিষয় বর্ণিত হইয়াছে। এক্ষণে তাহাদের অপরাধ এবং তজ্জনিত শাস্তি ও শাসনের বিষয় বর্ণিত হইতেছে।

ইসলাম প্রচারের প্রথম অবস্থায় ব্যভিচারিণী নারীদিগের শাসন ও শাস্তি সম্বন্ধে সর্ব্বপ্রথম এই আয়ত অবতীর্ণ হয়। আল্লাহতা'লা আদেশ করিলেন যে, যদি কোন নারী ব্যভিচার করে, তবে ঐ ব্যভিচারের প্রমাণ স্বরূপ চারিটী প্রত্যক্ষদর্শী সাক্ষী উপস্থিত কর। যদি চারিজন প্রত্যক্ষদর্শী সাক্ষীর সাক্ষ্যে ব্যভিচারিণীর অপরাধ প্রমানিত হয়, তবে তাহাকে যাবজ্জীবন গৃহের মধ্যে বন্দিনী করিয়া রাখ। ঐ অবস্থায় হয় সে স্বীয় পাপের প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ কারাক্লেশ ভোগ করিতে করিতে মৃত্যুমুখে পতিত হইবে; নচেৎ আল্লাহ তাহার জন্য অনুরূপ ব্যবস্থা অবতারণা করিবেন। অনন্তর সুরা নূরে এই সম্বন্ধীয় বিস্তৃত ও স্পষ্টতর বিধি ব্যবস্থা অবতীর্ণ হয়। নূর—সুরার, ১ম রুকু দ্রষ্টব্য।

পথ-নির্দ্দেশ না করেন। ১৬। এবং যদি তোমাদের মধ্যে দুইজন অস্বাভাবিকতা করে তবে উভয়কেই শাস্তি প্রদান কর; কিন্তু তাহারা যদি ক্ষমা-প্রার্থনা করে এবং সদাচারী হয়, তবে তদুভয় হইতে প্রত্যাবর্ত্তিত হও; নিশ্চয় আল্লাহ ক্ষমা-গ্রহণকারী করুণাময়। ১৭। আল্লার নিকট তাহাদের জন্যই ক্ষমা—যাহারা অজ্ঞতা বশতঃ পাপ করিয়া থাকে, তৎপর অবিলম্বে ক্ষমা-প্রার্থনা করে; অতএব আল্লাহ তাহাদিগকেই ক্ষমা করিবে; এবং আল্লাহ মহাজ্ঞানী বিজ্ঞানময়; ১৮। এবং তাহাদের জন্য ক্ষমা নাই—যাহারা ঐ পর্য্যন্ত অসৎকার্য্য করিতে থাকে—যখন তাহাদের কাহারও নিকট মৃত্যু উপস্থিত হয় তখন বলে, নিশ্চয় আমরা এখন ক্ষমা-প্রার্থনা করিতেছি এবং ইহা তাহাদের জন্যও নহে—যাহারা অবিশ্বাসী অবস্থায় মৃত্যু-মুখে পতিত হইয়াছে; উহাদেরই জন্য আমি যন্ত্রণা-প্রদ শাস্তি প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছি। ১৯। হে বিশ্বাস-স্থাপন-কারিগণ, ইহা তোমাদের জন্য বৈধ

١٦- وَالَّذٰنِ يَأْتِيٰنِهَا مِنْكُمْ فَاٰذُوْهُمَا ج
فَاِنْ تَابَا وَاَصْلَحَا فَاَعْرِضُوْا عَنْهُمَا ط
اِنَّ اللّٰهَ كَانَ تَوَّابًا رَّحِيْمًا ○ ١٧- اِنَّمَا
التَّوْبَةُ عَلَى اللّٰهِ لِلَّذِيْنَ يَعْمَلُوْنَ السُّوْٓءَ
بِجَهَالَةٍ ثُمَّ يَتُوْبُوْنَ مِنْ قَرِيْبٍ
فَاُولٰٓئِكَ يَتُوْبُ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ ط وَكَانَ
اللّٰهُ عَلِيْمًا حَكِيْمًا ○ ١٨- وَلَيْسَتِ
التَّوْبَةُ لِلَّذِيْنَ يَعْمَلُوْنَ السَّيِّاٰتِ ج
حَتّٰٓى اِذَا حَضَرَ اَحَدَهُمُ الْمَوْتُ
قَالَ اِنِّيْ تُبْتُ الْـٰٔنَ وَلَا الَّذِيْنَ
يَمُوْتُوْنَ وَهُمْ كُفَّارٌ ط اُولٰٓئِكَ اَعْتَدْنَا
لَهُمْ عَذَابًا اَلِيْمًا ○ ١٩- يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ

১৬। এই আয়তে একটি অস্বাভাবিক ও লজ্জাকর পাপের প্রতি ইঙ্গিত করিয়া ঐ পাপাসক্ত ব্যক্তিদিগকে ক্ষমাপ্রার্থী হইবার উপদেশ দেওয়া হইয়াছে।

১৭। আল্লাহতা'লা কিরূপ ক্ষমাপ্রার্থিগণকে ক্ষমা করিবেন, এই পবিত্র আয়তে তাহাই বিবৃত হইয়াছে। যে সকল লোক না জানিয়া অপরাধের কার্য্য করে এবং অনুষ্ঠিত অন্যায় কার্য্যকে অন্যায় বলিয়া মনে করে, তাহারা অনুতপ্ত চিত্তে ক্ষমাপ্রার্থনা করিলে আল্লাহ অবশ্যই তাহাদিগকে ক্ষমা করিবেন। কারণ তিনি স্বীয় অনুগ্রহ প্রভাবে ঐরূপ ক্ষমা করিবার প্রতিশ্রুতি দান করিয়াছেন।

১৮। কিন্তু যাহারা অবিরত পাপ করিতে করিতে মৃত্যুমুখে পতিত হয় কিংবা যাহারা অবিশ্বাস, অহঙ্কার ও পাপাসক্তি প্রভাবে পাপকে পাপ মনে করে না, তাহারা শুধু মৃত্যুভয়ে অন্তিম মুহূর্ত্তে ক্ষমাপ্রার্থী হইলেও আল্লাহ তাহাদিগকে ক্ষমা করিবেন না। পক্ষান্তরে যাহারা অবিশ্বাসী অবস্থায় কাল-কবলে পতিত হয়, কিংবা অংশীবাদিতার মহাপাপে লিপ্ত হইয়া জীবনাতিবাহিত করে, তাহারাও ক্ষমা-প্রাপ্তির সম্পূর্ণ অযোগ্য।

১৯। অজ্ঞযুগে আরবেরা আশ্রিতা অথবা বিধবাদিগের ধন-সম্পত্তির লোভে ঐ সকল রমনীর অসম্মতি সত্ত্বেও বলপূর্ব্বক বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ করিয়া তাহাদিগের ধন-সম্পত্তি উপভোগ করিত। অনেক সময়ে স্ত্রীদিগকে বর্জ্জন করিয়া তাহাদের মোহর ও ধন-সম্পত্তি প্রতিগ্রহণের লোভে তাহাদিগকে অবরুদ্ধ করিয়া রাখিত; অন্যত্র গমন করিতে বা অপরের সহিত বিবাহিতা হইতে দিত না।

آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ
كَرْهًا ۖ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا
بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ
بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ ۚ وَعَاشِرُوهُنَّ
بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ
فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ
فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ۝ ٢٠ - وَإِنْ أَرَدْتُمُ
اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ
إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا ۚ
أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا ۝

নহে যে, তোমরা বল-পূর্ব্বক নারীদিগের উত্তরাধিকারী হও; এবং প্রকাশ্য অশ্লীলতা ব্যতীত তোমরা তাহাদিগকে যাহা প্রদান করিয়াছ, তাহার কিয়দংশ গ্রহণের জন্য তাহাদিগকে প্রতিরোধ করিও না এবং তাহাদের সহিত সদ্ভাবে অবস্থান কর; কিন্তু যদি অরুচি-অনুভব কর তবে তোমরা যে বিষয় দূষিত মনে কর, আল্লাহ উহাকে প্রচুর কল্যাণকর করিতে পারেন। ২০। এবং যদি তোমরা এক স্ত্রীর স্থলে অন্য স্ত্রী পরিবর্ত্তন করিতে ইচ্ছা কর এবং তাহাদের একজনকে ধনরাশি প্রদান করিয়া থাক, তথাপি তন্মধ্যে হইতে কিছু প্রতিগ্রহণ করিও না; তবে কি তোমরা অপবাদ প্রয়োগ এবং প্রকাশ্য পাপ করিয়া উহা গ্রহণ

আল্লাহতা'লা ঐ অত্যাচার মুলক প্রথা সমূহ সম্পূর্ণ রহিত করিয়া আদেশ করিলেন যে, তোমরা নারীগণের সম্মতি ব্যতীত বলপূর্ব্বক বিবাহ করিয়া তাহাদের ধন-সম্পত্তি উপভোগ অথবা আত্মসাৎ করিও না এবং কোন নারী প্রকাশ্য ব্যভিচারিতায় লিপ্ত না হইলে তাহার প্রাপ্য মোহর ও অন্যান্য ধন-সম্পদ হইতে তাহাকে বঞ্চিত করিও না। ফলতঃ বলপূর্ব্বক অথবা অবৈধভাবে স্ত্রীলোকের মোহর কিংবা অন্যান্য ধন সম্পত্তি প্রতিগ্রহণ এই আয়তের দ্বারা সম্পূর্ণরূপে অবৈধ হইয়া গিয়াছে।

অনন্তর আল্লাহতা'লা বলিতেছেন যে, যদিও বিবাহিতা স্ত্রীর রূপ-গুণ কিংবা কোন স্বভাব ও প্রকৃতি তোমাদের মনোমত না হইয়া বরং বিরক্তিকর হয়, তথাপি তোমরা স্বীয় বিবাহিতা পত্নীগণের সহিত সদ্ভাবে অবস্থান কর। কারণ বিবাহিতা স্ত্রীর আকৃতি কিংবা তাহাদের দুই একটী কার্য্য বা স্বভাব যদিও তোমাদের অপ্রিয় হয়, তথাপি অন্য একজন অপরিচিতা স্ত্রীলোক অপেক্ষা তাহার মধ্যে ভক্তি-প্রেম, সেবা-সহানুভূতি ও কর্ম্ম-নৈপুণ্য প্রভৃতি বহু সদ্গুণ থাকিতে পারে। তাই আল্লাহতা'লা বিবাহিতা স্ত্রীর সহিত সদ্ভাবে অবস্থান করিবার জন্য আদেশ করিতেছেন। পবিত্র হাদিসেও উক্ত হইয়াছে,—"যে স্বীয় স্ত্রীর সহিত সদ্ভাবে জীবন যাপন করিতে পারে, সে-ই উত্তম এবং আদর্শ মুসলমান।"—মেশ্‌কাত।

২০। পূর্ব্বোক্ত সুনীতি এবং সদুপদেশ সত্ত্বেও যদি কেহ এক স্ত্রীকে পরিত্যাগ করিয়া অন্য স্ত্রী পরিগ্রহণ করিতে ইচ্ছুক হয়, তাহা হইলে স্বামী যে স্ত্রীকে পরিত্যাগ করিবে, সেই স্ত্রীকে যে সকল ধন-সম্পত্তি ও বস্ত্রালঙ্কার প্রদান করা হইয়াছে, তাহা প্রতিগ্রহণ করিতে পারিবে না। অধিকন্তু যদি তাহার মোহর প্রাপ্য থাকে, তবে উহা পূর্ণরূপে পরিশোধ করিয়া দিতে হইবে। আয়তের শেষাংশের মর্ম্ম এই যে, যে স্ত্রীকে পরিত্যাগ করা হইবে, তাহার প্রাপ্য মোহর প্রভৃতি না দেওয়ার ইচ্ছায়—কিংবা যাহা প্রদান করা হইয়াছে, তাহা প্রতিগ্রহণের উদ্দেশ্যে সেই স্ত্রীর প্রতি অন্যায় অপবাদ অথবা মিথ্যা দোষারোপ করা সম্পূর্ণ অবৈধ।—সুরা বকর, ২৯ রুকু দ্রষ্টব্য।

২১- وَكَيْفَ تَأْخُذُوْنَهٗ وَقَدْ اَفْضٰى بَعْضُكُمْ اِلٰى بَعْضٍ وَّاَخَذْنَ مِنْكُمْ مِّيْثَاقًا غَلِيْظًا ○ ২২- وَلَا تَنْكِحُوْا مَا نَكَحَ اٰبَآؤُكُمْ مِّنَ النِّسَآءِ اِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ؕ اِنَّهٗ كَانَ فَاحِشَةً وَّمَقْتًا ؕ وَسَآءَ سَبِيْلًا ○

করিবে ? ২১। এবং কিরূপে তোমরা উহা গ্রহণ করিবে ?—বস্তুতঃ তোমরা পরস্পর একে অন্যের নিকট উপস্থিত হইয়াছিলে এবং তাহারা তোমাদের নিকট সুদৃঢ় অঙ্গীকার গ্রহণ করিয়াছিল। ২২। এবং যাহা বিগত হইয়া গিয়াছে, তদ্ব্যতীত তোমাদের পিতৃগণ নারীকুলের মধ্যে যাহাদিগকে বিবাহ করিয়াছে, তোমরা তাহাদিগকে বিবাহ করিও না ; নিশ্চয় ইহা অশ্লীল ও অরুচিকর এবং নিকৃষ্টতর পন্থা।

৪র্থ রুকু—বিবাহের জন্য বৈধাবৈধ নারীগণ

২৩- حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ اُمَّهٰتُكُمْ وَبَنٰتُكُمْ وَاَخَوٰتُكُمْ وَعَمّٰتُكُمْ

২৩। তোমাদের জন্য অবৈধ করা হইল :—তোমাদের মাতৃগণ ও তোমাদের কন্যাগণ ও তোমাদের ভগিনীগণ এবং

এই আয়তে আল্লাহতা'লা দৃঢ়তার সহিত আদেশ করিতেছেন যে, যে স্ত্রীর সহিত তোমরা নিয়মিতভাবে সম্মিলিত অথবা নির্জ্জনে একত্রিত হইয়াছ, সেই স্ত্রী প্রকাশ্য ব্যভিচারে লিপ্ত এবং উহা নিয়মিতভাবে প্রমাণিত না হওয়া পর্য্যন্ত তোমরা কিছুতেই তাহার 'মোহর' অথবা অন্যান্য ধন সম্পত্তি ও বস্ত্রালঙ্কার প্রতিগ্রহণ করিতে পারিবে না।

২২। অজ্ঞযুগে আরবে এই বিকৃত প্রথা ছিল যে, জ্যেষ্ঠপুত্র উত্তরাধিকার সূত্রে তাহার পরিণীতা স্ত্রীদিগের অধিকারী হইত এবং তাহাদের সহিত স্ত্রী বৎ ব্যবহার করিত। আল্লাহতা'লা ঐ ঘৃণিত ও লজ্জাকর প্রথা রহিত করিয়া দিয়া আদেশ করিলেন যে, অজ্ঞযুগে মূর্খতার পাপ-তমসায় ডুবিয়া তোমরা যাহা করিবার করিয়াছ ; কিন্তু এখন হইতে তোমাদের পিতা-পিতামহ প্রভৃতি যে সকল নারীকে বিবাহ করিয়াছে, তোমরা কদাচ সেই সকল নারীকে বিবাহ করিও না। এই আয়ত দ্বারা পিতার পরিণীতা কিংবা তাহার ভোগ স্পৃহা সমস্ত নারীই পুত্রের জন্য অবৈধ হইয়া গিয়াছে।

উপরোক্ত আয়তের মর্ম্ম সম্বন্ধে এমামগণের মধ্যে মতভেদ হইয়াছে। অবশ্য পিতার পরিণীতা স্ত্রীগণ যে পুত্রের পক্ষে হারাম, তাহাতে কোনরূপ মতভেদ বা সন্দেহ নাই। কিন্তু পিতা অবৈধভাবে যে সকল রমণীকে উপভোগ করিয়াছে, তাহাদের সম্বন্ধেই মতভেদ। সুবিখ্যাত এমাম শাফিয়ী বলেন যে, উক্ত আয়তে যখন 'বিবাহ' শব্দটী স্পষ্টরূপে বর্ণিত হইয়াছে, তখন পিতার বৈধ বিবাহিতা নারীগণ ব্যতীত অন্যান্য অবৈধ উপভুক্তা নারীগণ পুত্রের জন্য অবৈধ বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে না। কিন্তু জগদ্বিখ্যাত এমাম-আজম আবু হানিফা (র) বলেন যে বিবাহিতা হউক, আর অবিবাহিতা হউক—কিম্বা ব্যভিচার-ব্যবসাজীবিনীই হউক, পিতা যে সকল রমণীকে বৈধ বা অবৈধভাবে স্পর্শ অথবা উপভোগ করিয়াছে, তাহারা সকলেই পুত্রের জন্য হারাম। এমাম আজম এই অভিমতের উপর এত অধিক জোর দিয়াছেন যে, পিতা যদি পুত্র বধুকেও অবৈধভাবে স্পর্শ করে, তথাপি তিনি উক্ত স্ত্রীকে পুত্রের জন্য অবৈধ স্থির করিয়াছেন।

২৩। বিবাহের বৈধাবৈধ সম্বন্ধে পূর্ব্বোক্ত আয়ত সমূহ অবতারণ করিবার পর পুরুষের পক্ষে যে সকল নারীকে বিবাহ করা হারাম অর্থাৎ অবৈধ, আল্লাহতা'লা এই আয়তে তাহা স্পষ্টরূপে নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছেন। পর পৃষ্ঠায় ঐ সকল রমণীর পর্য্যায় শৃঙ্খলা সহকারে নির্দ্দেশিত হইল :—

وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ
الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ
وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ
نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم
مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ
فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ
عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ
مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَن تَجْمَعُوا
بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ط
إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ۙ

তোমাদের ফুফুগণ ও তোমাদের খালাগণ এবং ভ্রাতৃ-কন্যাগণ ও ভগিনী-কন্যাগণ এবং তোমাদের সেই মাতৃগণ—যাহারা তোমাদিগকে স্তনদান করিয়াছে ও তোমাদের দুগ্ধ-ভগিনীগণ এবং তোমাদের স্ত্রীদিগের মাতৃগণ এবং তোমরা যাহাদের অভ্যন্তরে উপনীত হইয়াছ—সেই স্ত্রীগণের যে সকল কন্যা তোমাদের ক্রোড়ে অবস্থিতা; কিন্তু যদি তাহাদের মধ্যে উপনীত না হইয়া থাক, তবে তোমাদের জন্য অপরাধ নাই; এবং যাহারা তোমাদের ঔরস-জাত, সেই পুত্রগণের পত্নীগণ; এবং যাহা অতীত হইয়া গিয়াছে—তদ্ব্যতীত দুই ভগিনীকে একত্রিত করা; নিশ্চয় আল্লাহ ক্ষমাশীল করুণাময়।

মোহারেমাত। ১ম—মাতৃগণ অর্থাৎ মাতা, মাতামহী ও পিতামহী প্রভৃতি যত ঊর্দ্ধতমা হউক; ২য়—কন্যাগণ অর্থাৎ কন্যা, পৌত্রী ও দৌহিত্রী প্রভৃতি যত নিম্নবর্ত্তিনী হউক; ৩য়—ভগিনীগণ অর্থাৎ সহোদরা, বৈমাত্রেয় ও বি পৈত্রিক ভগিনীগণ; ৪র্থ—ভাগিনেয়ী, ভ্রাতুষ্পুত্রী ও ইহাদের যত নিম্নবর্ত্তিনী হউক; ৫ম—ফুফুগণ অর্থাৎ পিতার সহোদরা, বৈমাত্রেয় ও বি পৈত্রিক ভগিনীগণ; ৬ষ্ঠ—খালাগণ অর্থাৎ মাতার সহোদরা, বৈমাত্রেয় ও বিপৈত্রিক ভগিনীগণ; ৭ম—স্ত্রীর মাতৃগণ অর্থাৎ শাশুড়ী, দাদী-শাশুড়ী ও নানী-শাশুড়ী প্রভৃতি ঊর্দ্ধতমাগণ; ৮ম—যে স্ত্রীর সহিত সম্মিলন হইয়াছে, তাহার সর্ব্বপ্রকার কন্যা, দৌহিত্রী ও পৌত্রী প্রভৃতি নিম্নবর্ত্তিনীগণ; ৯ম—পুত্র-বধু, পৌত্রী-বধু ও দৌহিত্র বধুপ্রভৃতি নিম্নবর্ত্তিনীগণ; ১০ম—দুগ্ধ-মাতা এবং তাহার মাতা, শাশুড়ী, ভগিনী, ননদিনী, কন্যা, পৌত্রী ও দৌহিত্রী প্রভৃতি ঊর্দ্ধতমা ও নিম্নতমাগণ এবং দুগ্ধ-কন্যা ও দুগ্ধ পুত্রবধু প্রভৃতি। ১১শ—কোন বয়ঃপ্রাপ্তা রমনীর সহিত ব্যভিচার করা হইলে উপরোক্ত স্ত্রী সম্বন্ধের নিয়মানুযায়ী তাহার মাতা, মাতামহী, পিতামহী প্রভৃতি ঊর্দ্ধতমা এবং কন্যা, পৌত্রী, দৌহিত্রী প্রভৃতি নিম্নবর্ত্তিনীগণ; ১২শ—যদি কেহ কোন যুবতী অর্থাৎ বয়ঃপ্রাপ্তা রমণীকে আসক্তির সহিত স্পর্শ করে কিংবা তাহার আবৃত অঙ্গাভ্যন্তরে কামজ দৃষ্টি নিক্ষেপ করে, তবে বিবাহিতা স্ত্রীর ন্যায় ঐ রমনীর মাতা, মাতামহী, পিতামহী এবং কন্যা, পৌত্রী ও দৌহিত্রী প্রভৃতি; ১৩শ—বিধর্ম্মী, অংশীবাদিনী ও ধর্ম্মত্যাগিনী নারীগণ; এবং ১৪শ—পরস্ত্রী। স্ত্রীলোকদিগের পক্ষে বিবাহের ব্যবস্থা ঠিক উপরোক্ত বিধানের বিপরীত অর্থাৎ যে সকল কারণে স্ত্রীলোক পুরুষের পক্ষে হারাম হয়, ঠিক সেই সকল কারণে পুরুষ ও স্ত্রীলোকের পক্ষে হারাম হইয়া থাকে। শাশুড়ীর সহিত অবৈধ ব্যবহার করিলে তাহার কন্যা অর্থাৎ স্বীয় পত্নী এবং বিবাহিতা স্ত্রী পিতা কর্ত্তৃক অবৈধভাবে স্পর্শিতা বা ধর্ষিতা হইলে উক্ত স্ত্রী স্বামীর পক্ষে চিরতরে অবৈধ হইয়া যাইবে। স্ত্রী বিদ্যমানে তাহার ভগিনীকে বিবাহ করা স্বামীর পক্ষে হারাম; কিন্তু স্ত্রীর মৃত্যু হইলে কিংবা তাহাকে বর্জ্জন করিলে তাহার ভগিনীকে বিবাহ করা অবৈধ নহে।—আলমগিরী, শামী ও শরেহ-বেকায়া।

৫ম পারা—অল্‌-মোহছনাত

২৪। এবং নারীগণের মধ্যে সধবাগণ; কিন্তু তোমাদের দক্ষিণ হস্ত যাহাদের অধিকারী—আল্লাহ তোমাদের জন্য তাহাদিগকে বিধিবদ্ধ করিয়াছেন; এবং তদ্ব্যতীত তোমাদের জন্য বৈধ করা হইয়াছে যে, তোমরা স্বীয় ধনের দ্বারা ব্যভিচারের উদ্দেশ্য ব্যতীত বিবাহবদ্ধ করিবার জন্য

٢٤- وَالْمُحْصَنٰتُ مِنَ النِّسَاۤءِ اِلَّا
مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ ج كِتٰبَ اللّٰهِ
عَلَيْكُمْ ج وَاُحِلَّ لَكُمْ مَّا وَرَاۤءَ ذٰلِكُمْ
اَنْ تَبْتَغُوْا بِاَمْوَالِكُمْ مُّحْصِنِيْنَ غَيْرَ

২৪। **অল্‌-মোহছনাত**—অর্থে সধবা লিখিত হইল; কিন্তু ইহার আভিধানিক অর্থ স্বাধীনা অথবা বিবাহিতা। সতী-সাধ্বী অর্থেও ঐ শব্দ ব্যবহৃত হইয়া থাকে। কিন্তু এস্থলে স্বামী-বিদ্যমানতা এবং স্বাধীনতার উপরেই বিশেষভাবে লক্ষ্য করা হইয়াছে।—তঃ কবির।

আয়মান—ইয়ামিন শব্দের বহুবচ। নানা অর্থে এই শব্দ ব্যবহৃত হইয়া থাকে, যথা—দক্ষিণ হস্ত, শক্তি-সামর্থ্য উত্তম অবস্থা, সুযোগ এবং প্রতিশ্রুতি বা প্রতিজ্ঞা প্রভৃতি। কিন্তু কোরান শরিফে সাধারণতঃ দক্ষিণ হস্ত অর্থেই এই শব্দের প্রয়োগ পরিলক্ষিত হয়। 'তোমাদের দক্ষিণ হস্ত যাহাদের অধিকারী'—অর্থ দাসী অথবা যুদ্ধ-বন্দিনী।

এই পবিত্র আয়তের প্রথমাংশের সহিত পূর্ব্ববর্ত্তী আয়তের প্রগাঢ় সম্বন্ধ বিদ্যমান। আল্লাহতা'লা যে সমস্ত নারীকে বিবাহ করা পুরুষের জন্য অবৈধ করিয়াছেন, তন্মধ্যে বিবাহিতা পরস্ত্রী অর্থাৎ স্বাধীনা সধবাগণ অন্যতম। কিন্তু যে সকল সধবা নারী যুদ্ধ বন্দিনী রূপে ধৃত হইয়া মুসলমানের আয়ত্তাধীন কিংবা দাসী-রূপে পরিণত হইবে, স্বামী সঙ্গে না থাকিলে তাহারা স্বীয় প্রভুর জন্য বৈধ হইবে এবং ইসলাম গ্রহণ করিলে ঐরূপ সধবা নারীকে বিবাহ করাও অবৈধ নহে। ইহাই এমাম আজম আবু-হানিফা সাহেবের অভিমত। পক্ষান্তরে হজরত ওমর, আতা, তাউস ও সইদ প্রভৃতি মহাত্মাগণের মতে এই আয়তের প্রকৃত অর্থ এই যে, "বিবাহিতা ও অবিবাহিতা সতী-সাধ্বী রমণী মাত্রই পরপুরুষের জন্য অবৈধ; কিন্তু যে সকল রমণী বিবাহিতা হইয়া কিংবা যুদ্ধ বন্দিনী অথবা দাসী-রূপে কোন পুরুষের আয়ত্তাধীনা হইবে, কেবল তাহারাই সেই পুরুষের জন্য বৈধ হইবে।"—তঃ হক্কানী।

অনন্তর আল্লাহতা'লা বলিতেছেন যে, পুরুষের পক্ষে মাতা, কন্যা, ভগিনী, পর-স্ত্রী প্রভৃতি যে সকল রমণীকে বিবাহ করা হারাম, তদ্ব্যতীত আর সমস্ত নারীই যে পুরুষের জন্য বৈধ, তাহা নহে; ঐ সকল রমণীর মধ্যে পুরুষ যাহাকে নিজের জন্য বৈধ করিতে চাহে তাহাকে স্বীয় ধন-সম্পদের বিনিময়ে বিবাহ করিতে হইবে। বিবাহ ব্যতীত অন্যরূপ বিলাস-ব্যভিচারিতার জন্য কাহাকেও গ্রহণ করা সিদ্ধ হইবে না। বিবাহ কালে স্বামীর পক্ষে স্ত্রীকে ধন সম্পদ, বস্ত্রালঙ্কার অথবা অন্যরূপ যৌতুক ও উপহার প্রদান জগতের চিরাচরিত নিয়ম ও সুপ্রচলিত প্রথা। আরবে ঐ উদ্দেশ্যে স্ত্রীকে 'মোহর' স্বরূপ নির্দ্দিষ্ট ধন-সম্পদ প্রদানের প্রথা প্রচলিত ছিল। এস্থানে আল্লাহতা'লা উহার বৈধতা ও আবশ্যকতা বিশেষভাবে ব্যক্ত করিয়াছেন।

অতঃপর আল্লাহতা'লা বলিয়া দিতেছেন যে, বিবাহিতা নারীগণ হইতে তোমরা যে ফলভোগ করিবে, তদ্বিনিময়ে তাহাদিগকে তাহাদের নির্দ্ধারিত দেয়—অর্থাৎ নির্দ্দিষ্ট মোহর প্রদান কর। স্ত্রী হইতে স্বামী নানারূপ সুখ সুবিধা ও সুফল ভোগ করিয়া থাকে; কিন্তু এস্থলে অধিকাংশ আলেমের মতে দাম্পত্য সম্মিলনই আলোচ্য 'ফলভোগ' শব্দের প্রকৃত লক্ষ্য। এই হেতু দাম্পত্য-সম্মিলন অথবা তদুপযোগী নির্জ্জন-অবস্থানের পরেই স্বামী পূর্ণ মোহর প্রদানের জন্য দায়ী এবং

مُسَافِحِينَ ۚ فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً ۚ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُم بِهِ مِن بَعْدِ الْفَرِيضَةِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ○ ২৪ - وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِن مَّا

তাহাদিগকে অনুসন্ধান কর; অনন্তর তাহাদের দ্বারা যে ফলভোগ করিয়াছ, তজ্জন্য তাহাদিগকে তাহাদের নির্দ্ধারিত-দেয় প্রদান কর; এবং তোমাদের কোন অপরাধ হইবে না—যদি নির্দ্ধারণের পর তোমরা পরস্পর সম্মত হও; নিশ্চয় আল্লাহ মহাজ্ঞানী বিজ্ঞানময়।
২৫। এবং তোমাদের মধ্যে যদি কাহারও বিশ্বাসিনী স্বাধীনা রমণীকে বিবাহ করিবার শক্তি-সামর্থ্য না থাকে, তবে তোমাদের দক্ষিণ হস্ত যাহার

স্ত্রী পূর্ণ-মোহর পাইবার অধিকারিণী হইয়া থাকে। তৎপূর্ব্বে শুধু বিবাহের দ্বারা অর্দ্ধ মোহরের দায়িত্ব ও অধিকার জন্মিয়া থাকে। কিন্তু বিবাহ অন্তেই হউক অথবা দাম্পত্য-সম্মিলনের পরেই হউক, স্বামী-স্ত্রী পরস্পর সম্মত হইয়া যদি মোহরের হ্রাস-বৃদ্ধি করিয়া লয় কিংবা স্ত্রী স্বামীকে সমস্ত মোহর ক্ষমা করে তাহা সিদ্ধ হইবে এবং উহাতে কাহারই কোন অপরাধ হইবে না।

মোতা—অস্থায়ী বা সাময়িক বিবাহ। কোন বস্তুর বিনিময়ে কোনরূপ ফলভোগ করিলে তাহাকে 'মোতা' বলে। এই জন্য আলোচ্য আয়তের যে অংশে স্ত্রী কর্ত্তৃক ফলভোগের বিনিময়ে স্বামীকে তাহার নির্দ্দিষ্ট দেয় প্রদানের প্রসঙ্গ বর্ণিত হইয়াছে, সেই অংশ অবলম্বন পূর্ব্বক ভ্রান্ত শিয়া সম্প্রদায় এবং কোন কোন ইন্দ্রিয়-বিলাসী ব্যক্তি 'মোতা' অর্থাৎ অস্থায়ী ও সাময়িক বিবাহ সমর্থন করিয়া থাকে। কিন্তু কোরান শরিফের বিভিন্ন আয়তের প্রতি অভিনিবেশ সহকারে লক্ষ্য করিলে স্পষ্টই অনুমিত হইবে যে, আলোচ্য আয়তের সহিত 'মোতার' কোনই সম্বন্ধ নাই; উহা বিবাহিতা স্ত্রীর মোহর সম্বন্ধীয় সুস্পষ্ট নির্দ্দেশ (হক্কানী)। অবশ্য এ কথা স্বীকার্য্য যে ইস্‌লাম-প্রচারের প্রারম্ভে অল্প সময়ের জন্য মোসলেম সমাজে 'মোতা' ও গর্দ্দভ মাংস বৈধ হইয়াছিল; কিন্তু তৎপরে হজরত রসুলোল্লাহ (সঃ) উহা চিরকালের জন্য হারাম অর্থাৎ অবৈধ ও নিষিদ্ধ বলিয়া ঘোষণা করেন।—সহি বোখারী ও মোস্‌লেম।

২৫। যে সকল লোক স্বাধীনা নারীর উপযুক্ত মোহর, বস্ত্রালঙ্কার ও অশন-বসন প্রদানের অক্ষমতা হেতু কোন স্বাধীনা রমণীকে বিবাহ করিতে অসমর্থ, তাহাদের জন্য দাসী বিবাহের বিধান ব্যক্ত হইয়াছে। অবশ্য উক্ত দাসীর মুসলমান ও সাধ্বী হওয়া আবশ্যক। অংশীবাদী, পৌত্তলিক অথবা চরিত্রহীনা, অসতী দাসী-বিবাহ করা মুসলমানের জন্য বৈধ নহে। দাসী-বিবাহ করিতে হইলে তাহার প্রভুর অনুমতি গ্রহণ এবং তাহার মোহর নির্দ্ধারণ ও প্রদান করা আবশ্যক। বিবাহিতা দাসীকেও স্বাধীনা স্ত্রীর অনুরূপ আদর যত্ন ও সম্মান করিতে হইবে। তাই আল্লাহতা'লা স্মরণ করাইয়া দিতেছেন যে, "তোমরা এক অপর হইতে সমুদ্ভূত"—অর্থাৎ তোমরা সকলেই এক আদমের বংশধর; সুতরাং পার্থিব অবস্থায় বৈষম্য হেতু কেহ কাহাকে হীন ও হেয় মনে করিও না।

এই আয়তের প্রথমাংশের তফ্‌সীর লইয়া প্রাচীন ও আধুনিক তফ্‌সীরকারগণের মধ্যে বিশেষ মতভেদ হইয়াছে। প্রাচীন তফ্‌সীরকারগণের অনেকে স্বাধীনা বিবাহের অসমর্থতার জন্যই দাসী-বিবাহ বৈধ বলিয়া অনুমান করিয়াছেন; কিন্তু সকলে—বিশেষতঃ আধুনিক তফ্‌সীরকারগণ তাহা স্বীকার করেন নাই। তাঁহাদের অভিমত এই যে, আলোচ্য আয়তে স্বাধীনা-বিবাহে অসমর্থ

مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ مِّنْ فَتَيٰتِكُمُ
الْمُؤْمِنٰتِ ؕ وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِاِيْمَانِكُمْ ؕ
بَعْضُكُمْ مِّنْۢ بَعْضٍ ۚ فَانْكِحُوْهُنَّ
بِاِذْنِ اَهْلِهِنَّ وَاٰتُوْهُنَّ اُجُوْرَهُنَّ
بِالْمَعْرُوْفِ مُحْصَنٰتٍ غَيْرَ مُسٰفِحٰتٍ
وَّلَا مُتَّخِذٰتِ اَخْدَانٍ ۚ فَاِذَاۤ اُحْصِنَّ
فَاِنْ اَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ
مَا عَلَى الْمُحْصَنٰتِ مِنَ الْعَذَابِ ؕ
ذٰلِكَ لِمَنْ خَشِىَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ ؕ
وَاَنْ تَصْبِرُوْا خَيْرٌ لَّكُمْ ؕ وَاللّٰهُ
غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ۠

অধিকারী—সেই বিশ্বাসিনী দাসী; আল্লাহ তোমাদের বিশ্বাস বিষয়ে পরিজ্ঞাত আছেন; তোমরা এক অপর হইতে সমুদ্ভুত; অতএব তাহাদের প্রভুদিগের আদেশানুযায়ী ব্যভিচারিণী ও গুপ্ত-প্রেমিকা ব্যতীত সতী-সাধ্বী দিগকে বিবাহ কর এবং তাহাদিগকে নিয়মিতভাবে তাহাদের দেয় প্রদান কর; অতএব যখন তাহারা বিবাহবদ্ধ হয়, তৎপর যদি তাহারা ব্যভিচার করে, তবে তাহাদের প্রতি স্বাধীনা নারীদিগের শাস্তির অর্দ্ধেক; ইহা তাহাদেরই জন্য—তোমাদের মধ্যে যাহারা দুষ্কার্য্যকে ভয় করে; এবং যদি বিরত থাক, তবে ইহা তোমাদের জন্য কল্যাণকর; এবং আল্লাহ ক্ষমাশীল করুণাময়।

ব্যক্তিদিগকে বিবাহের একটী সহজ পন্থা প্রদর্শিত হইয়াছে মাত্র; উহা দ্বারা স্বাধীনা-বিবাহে সমর্থ ব্যক্তিগণের পক্ষে দাসী-বিবাহ অবৈধ বা নিষিদ্ধ হয় নাই। তৎপর প্রাচীন তফ্‌সীরকারগণ অপরের পক্ষে দাসীর প্রভুর অনুমতি লইয়া দাসী-বিবাহ করিতে হইবে বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন; কিন্তু দাসীর প্রভুর পক্ষে স্বীয় দাসীকে বিবাহ করিবার আবশ্যকতা স্বীকার করেন নাই (হক্কানী)। পক্ষান্তরে আধুনিক তফ্‌সীরকারগণ প্রভুর পক্ষে স্বীয় দাসীকে স্ত্রী-রূপে গ্রহণ করিতে হইলেও বিবাহ করা অত্যাবশ্যক বলিয়া অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন; অন্যথায় তাঁহারা প্রভু এবং দাসীর উপর স্পষ্ট ব্যভিচারের অপরাধ প্রয়োগ করিতেও কুণ্ঠিত হন নাই। কিন্তু তাঁহাদিগকে একথা স্বীকার করিতে হইয়াছে যে, প্রভুর পক্ষে স্বীয় দাসী বিবাহ করিতে হইলে অন্যের অনুমতি গ্রহণ এবং মোহর প্রদান আবশ্যক হইবে না।—তঃ মঃ আঃ।

আমাদের বিবেচনায় আধুনিক তফ্‌সীরকার মিঃ মোহাম্মদ আলি সাহেব এই আয়তের ব্যাখ্যায় ভ্রম করিয়াছেন। তিনি দৃঢ়তার সহিত বলিয়াছেন যে, সমগ্র কোরান শরিফে 'উপপত্নীত্ব'-সমর্থক একটীও আয়ত নাই—সে কথা আমরাও সর্ব্বান্তকরণে স্বীকার করি। কিন্তু তাই বলিয়া বিনা বিবাহে প্রভু স্বীয় দাসীর সহিত সম্মিলিত হইলে তিনি ব্যভিচারিতার যে দোষারোপ করিয়াছেন, তাহা সম্পূর্ণ অযৌক্তিক ও অন্যায় হইয়াছে। কারণ দাসী ও উপপত্নী সমপর্য্যায়ভুক্ত নহে। বিবাহ দ্বারা স্ত্রীর উপর স্বামীর যেরূপ অধিকার জন্মে—যেখানে দাসত্ব প্রথা বিদ্যমান, তথায় অর্থ দ্বারা ক্রয় করিলে দাসীর উপরেও প্রভুর তদ্রূপ বিধিসঙ্গত অধিকার জন্মিয়া থাকে। সুতরাং এস্থলে প্রভু ও দাসীর সম্মিলনে যে কোনই অন্যায় অপবাদ প্রযুক্ত হইতে পারে না, শরীয়ত একথা স্পষ্টই স্বীকার করে। কিন্তু উপপত্নীত্ব বা গুপ্ত প্রেমের স্থলে ঐরূপ কোনই যুক্তি খাটিতে পারে না; সেই জন্যই উহা অবৈধ ও ব্যভিচার বলিয়া সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে।

৫ম রুকু—স্বোপার্জ্জিত ধন-সম্পদে নর নারীর অধিকার

২৬। আল্লাহ তোমাদের জন্য বর্ণনা করিতে এবং তোমাদিগকে তোমাদের পূর্ব্ববর্ত্তিগণের আদর্শসমূহ প্রদর্শন করিতে এবং তোমাদিগকে ক্ষমা করিতে ইচ্ছা করেন; এবং আল্লাহ মহাজ্ঞানী বিজ্ঞান-ময়। ২৭। এবং আল্লাহ তোমাদিগকে ক্ষমা করিতে ইচ্ছা করেন; এবং যাহারা স্বীয় বাসনার অনুবর্ত্তন করিতেছে তাহারা ইচ্ছা করে যে, তোমরা ঘোর অধঃপতনে পতিত হও। ২৮। আল্লাহ তোমাদিগকে ভার-বিহীন করিতে ইচ্ছা করেন—যেহেতু মানুষ দুর্ব্বল সৃষ্ট

٢٦- يُرِيدُ اللّٰهُ لِيُبَيِّنَ لَكُمْ وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ ۗ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ۝
٢٧- وَاللّٰهُ يُرِيدُ اَنْ يَّتُوبَ عَلَيْكُمْ قف وَيُرِيدُ الَّذِيْنَ يَتَّبِعُوْنَ الشَّهَوٰتِ اَنْ تَمِيْلُوْا مَيْلًا عَظِيْمًا ۝
٢٨- يُرِيدُ اللّٰهُ اَنْ يُّخَفِّفَ عَنْكُمْ ۚ وَخُلِقَ الْاِنْسَانُ

বিবাহিতা দাসী ব্যভিচার করিলে তাহাকে স্বাধীনা ব্যভিচারিণী জন্য নিরূপিত শাস্তির অর্দ্ধ শাস্তি প্রদান করিতে হইবে। কারণ অন্তর্জগতের একাধিপত্য হেতু স্বাধীনা নারীর সতীত্ব ও সম্ভ্রম যেরূপ সযত্নে সংরক্ষিত এবং তাহাদের ব্যভিচারের পথ যেরূপ সুদৃঢ়ভাবে রুদ্ধ, বহির্জগতের সহিত সম্বন্ধ হেতু দাসীদিগের সতীত্ব ও সম্ভ্রম সেরূপ সুরক্ষিত কিংবা তাহাদের ব্যভিচারের পথ তদ্রূপ দৃঢ় অবরুদ্ধ নহে। এই হেতুই তাহাদের জন্য স্বাধীনার অর্দ্ধ-শাস্তির ব্যবস্থা হইয়াছে। এই সূত্রানুযায়ী বিভিন্ন ফেকাহ গ্রন্থে দাস দাসীগণ ব্যভিচারে লিপ্ত হইলেও তাহাদিগকে 'হদ' ও 'রজম' অর্থাৎ ব্যভিচারের চরম শাস্তি নিহনন ও বিচূর্ণন হইতে বিমুক্ত বলিয়া ব্যবস্থা দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু বিভিন্ন হাদিস গ্রন্থে ব্যভিচারিতার জন্য দাস দাসীকেও 'হদ' অর্থাৎ চরম শাস্তি প্রদান করিতে হইবে বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে।—সহি মোসলেম।

২৬। বিবাহ সম্বন্ধে আল্লাহতা'লা সর্ব্বাপেক্ষা সুসঙ্গত বিধি-নিষেধ ব্যক্ত করিবার পর পূর্ব্ববর্ত্তী আদর্শ সমূহের প্রতি ইঙ্গিত করিতেছেন। এই ইঙ্গিতের মর্ম্ম এই যে, আল্লাহতা'লা পুরুষের বিবাহের জন্য মাতা, কন্যা, ভগিনী প্রভৃতি অবৈধ করিয়াছেন এবং চাচা, ফুফু, খালা প্রভৃতির কন্যাগণকে বৈধ করিয়াছেন। পক্ষান্তরে পূর্ব্ববর্ত্তী অজ্ঞযুগের আরবেরা বিমাতাকে শয্যাশায়িনী করিত, মজুসীরা স্বীয় কন্যার সহিত বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হইত এবং এহুদীরা সহোদর ভ্রাতৃকন্যাকে অর্দ্ধাঙ্গিনীরূপে বরণ করিয়া লইত! আবার এরূপ বহু জাতি ছিল—যাহারা স্ববংশজ অথবা সম্পর্ক-যুক্তা সমস্ত নারীকেই অবৈধ মনে করিত। এই সব বিষয়ে তুলনা করিলেই পূর্ব্ববর্ত্তী আদর্শ হইতে ইস্লামী আদর্শের শ্রেষ্ঠত্ব ও যৌক্তিকতা অতি উজ্জ্বলরূপে প্রতিভাত হইয়া উঠে।—তঃ হক্কানী।

২৮। এই আয়তটী আল্লাহতা'লার ক্ষমা ও অনুগ্রহের একটী উজ্জ্বল নিদর্শন। মানুষ দুর্ব্বল সৃষ্ট হইয়াছে বলিয়া আল্লাহ তাহাদের জন্য বিধি নিষেধ সহজ করিয়া দিয়াছেন; কিন্তু মানুষ স্বীয় অজ্ঞতা ও অদূরদর্শিতা প্রভাবে কাল্পনিক বিধি-নিষেধ সৃষ্টি করিয়া নিজেকে ভারাক্রান্ত করিয়া তুলে। আল্লাহতা'লা পবিত্র ইসলামের বিধি নিষেধ এরূপ সহজ এবং মুসলমান জাতির জীবন-যাপন প্রণালী এরূপ সরল করিয়া দিয়াছেন যে, উহার সহিত অন্যান্য ধর্ম্মের কঠোরতা এবং অন্যান্য

৫ম রুকু—স্বোপার্জ্জিত ধন-সম্পদে নর নারীর অধিকার

২৬। আল্লাহ তোমাদের জন্য বর্ণনা করিতে এবং তোমাদিগকে তোমাদের পূর্ব্ববর্ত্তিগণের আদর্শসমূহ প্রদর্শন করিতে এবং তোমাদিগকে ক্ষমা করিতে ইচ্ছা করেন; এবং আল্লাহ মহাজ্ঞানী বিজ্ঞানময়। ২৭। এবং আল্লাহ তোমাদিগকে ক্ষমা করিতে ইচ্ছা করেন; এবং যাহারা স্বীয় বাসনার অনুবর্ত্তন করিতেছে তাহারা ইচ্ছা করে যে, তোমরা ঘোর অধঃপতনে পতিত হও। ২৮। আল্লাহ তোমাদিগকে ভার-বিহীন করিতে ইচ্ছা করেন—যেহেতু মানুষ দুর্ব্বল সৃষ্ট

২৬- يُرِيدُ اللّٰهُ لِيُبَيِّنَ لَكُمْ وَيَهْدِيَكُمْ
سُنَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَيَتُوبَ
عَلَيْكُمْ ط وَاللّٰهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ○
২৭- وَاللّٰهُ يُرِيدُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْكُمْ قف
وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوٰتِ أَنْ
تَمِيلُوا مَيْلًا عَظِيمًا ○ ২৮- يُرِيدُ اللّٰهُ
أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ ج وَخُلِقَ الْإِنْسَانُ

বিবাহিতা দাসী ব্যভিচার করিলে তাহাকে স্বাধীনা ব্যভিচারিণী জন্য নিরূপিত শাস্তির অর্দ্ধ শাস্তি প্রদান করিতে হইবে। কারণ অন্তর্জগতের একাধিপত্য হেতু স্বাধীনা নারীর সতীত্ব ও সম্ভ্রম যেরূপ সযত্নে সংরক্ষিত এবং তাহাদের ব্যভিচারের পথ যেরূপ সুদৃঢ়ভাবে রুদ্ধ, বহির্জগতের সহিত সম্বন্ধ হেতু দাসীদিগের সতীত্ব ও সম্ভ্রম সেরূপ সুরক্ষিত কিংবা তাহাদের ব্যভিচারের পথ তদ্রূপ দৃঢ় অবরুদ্ধ নহে। এই হেতুই তাহাদের জন্য স্বাধীনার অর্দ্ধ-শাস্তির ব্যবস্থা হইয়াছে। এই সূত্রানুযায়ী বিভিন্ন ফেকাহ গ্রন্থে দাস দাসীগণ ব্যভিচারে লিপ্ত হইলেও তাহাদিগকে 'হদ' ও 'রজম' অর্থাৎ ব্যভিচারের চরম শাস্তি নিহনন ও বিচূর্ণন হইতে বিমুক্ত বলিয়া ব্যবস্থা দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু বিভিন্ন হাদিস গ্রন্থে ব্যভিচারিতার জন্য দাস দাসীকেও 'হদ' অর্থাৎ চরম শাস্তি প্রদান করিতে হইবে বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে।—সহি মোসলেম।

২৬। বিবাহ সম্বন্ধে আল্লাহতা'লা সর্ব্বাপেক্ষা সুসঙ্গত বিধি-নিষেধ ব্যক্ত করিবার পর পূর্ব্ববর্ত্তী আদর্শ সমূহের প্রতি ইঙ্গিত করিতেছেন। এই ইঙ্গিতের মর্ম্ম এই যে, আল্লাহতা'লা পুরুষের বিবাহের জন্য মাতা, কন্যা, ভগিনী প্রভৃতি অবৈধ করিয়াছেন এবং চাচা, ফুফু, খালা প্রভৃতির কন্যাগণকে বৈধ করিয়াছেন। পক্ষান্তরে পূর্ব্ববর্ত্তী অজ্ঞযুগের আরবেরা বিমাতাকে শয্যাশায়িনী করিত, মজুসীরা স্বীয় কন্যার সহিত বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হইত এবং এহুদীরা সহোদর ভ্রাতৃকন্যাকে অর্দ্ধাঙ্গিনীরূপে বরণ করিয়া লইত! আবার এরূপ বহু জাতি ছিল—যাহারা স্ববংশজ অথবা সম্পর্কযুক্তা সমস্ত নারীকেই অবৈধ মনে করিত। এই সব বিষয়ে তুলনা করিলেই পূর্ব্ববর্ত্তী আদর্শ হইতে ইস্‌লামী আদর্শের শ্রেষ্ঠত্ব ও যৌক্তিকতা অতি উজ্জ্বলরূপে প্রতিভাত হইয়া উঠে।—তঃ হক্কানী।

২৮। এই আয়তটী আল্লাহতা'লার ক্ষমা ও অনুগ্রহের একটী উজ্জ্বল নিদর্শন। মানুষ দুর্ব্বল সৃষ্ট হইয়াছে বলিয়া আল্লাহ তাহাদের জন্য বিধি নিষেধ সহজ করিয়া দিয়াছেন; কিন্তু মানুষ স্বীয় অজ্ঞতা ও অদূরদর্শিতা প্রভাবে কাল্পনিক বিধি-নিষেধ সৃষ্টি করিয়া নিজেকে ভারাক্রান্ত করিয়া তুলে। আল্লাহতা'লা পবিত্র ইসলামের বিধি নিষেধ এরূপ সহজ এবং মুসলমান জাতির জীবন-যাপন প্রণালী এরূপ সরল করিয়া দিয়াছেন যে, উহার সহিত অন্যান্য ধর্ম্মের কঠোরতা এবং অন্যান্য

হইয়াছে। ২৯। হে বিশ্বাসস্থাপন-
কারিগণ, তোমরা পরস্পর সম্মতিক্রমে
ব্যবসায় ব্যতীত অন্যায়ভাবে পরস্পরের
ধন-সম্পত্তি গ্রাস করিও না এবং তোমরা
নিজদিগকে হত্যা করিও না; নিশ্চয়
আল্লাহ তোমাদের প্রতি করুণাশীল।
৩০। এবং যে কেহ বিদ্বেষ ও অত্যাচার
করে, ফলতঃ আমি নিশ্চয় তাহাকে
নরকানলে নিক্ষেপ করিব এবং ইহা
আল্লার পক্ষে সহজসাধ্য। ৩১। সেই
মহাপাপ-সমূহ হইতে বিরত হও—যাহা
হইতে তোমাদিগকে নিষেধ করা হইয়াছে,

ضَعِيْفًا ۝ ٢٩- يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا
لَا تَاْكُلُوْٓا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ
اِلَّآ اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِّنْكُمْ ۟ وَلَا تَقْتُلُوْٓا اَنْفُسَكُمْ ۭ اِنَّ اللّٰهَ
كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا ۝ ٣٠- وَمَنْ يَّفْعَلْ
ذٰلِكَ عُدْوَانًا وَّظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيْهِ
نَارًا ۭ وَكَانَ ذٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ يَسِيْرًا ۝
٣١- اِنْ تَجْتَنِبُوْا كَبَآئِرَ مَا تُنْهَوْنَ

জাতির জীবন যাত্রার জটীলতা ও কুটীলতার তুলনাই হইতে পারে না। জগতে একমাত্র ইসলামই যে স্বাভাবিক মানব ধর্ম্ম, পবিত্র ইস্‌লামের এই সহজ সরলতাই তাহার এক উজ্জল নিদর্শন।

২৯। **তিজারা**—ব্যবসায় অথবা ক্রয়-বিক্রয় দ্বারা লাভ করা। এই আয়তে সর্ব্বপ্রকার অবৈধ উপায়ে অর্থোপার্জ্জন কিংবা অন্যায়ভাবে পরস্পরের ধন সম্পত্তি অপহরণ করা সম্পুর্ণ অবৈধ বলিয়া ঘোষিত হইয়াছে।—তঃ কবির।

আলোচ্য আয়তের আদেশ সাধারণ হইলেও স্বামী-স্ত্রীর পক্ষে পরস্পরের ধন-সম্পত্তি সংরক্ষণই ইহার সবিশেষ লক্ষ্য। স্বামী স্ত্রী পরস্পরের সম্মতিক্রমে একে অপরের ধন সম্পত্তি গ্রহণ পূর্ব্বক ব্যবসায় বাণিজ্য করিয়া লাভবান হইতে পারে; কিন্তু স্বামীর পক্ষে বলপূর্ব্বক অন্যায়ভাবে স্ত্রীর ধন-সম্পত্তি পরিগ্রহণ কিংবা স্ত্রীর পক্ষে স্বামীর অজ্ঞাতসারে অথবা প্রবঞ্চনা-প্রতারণা মূলে তাহার ধন সম্পত্তি আত্মসাৎ করণ সম্পূর্ণ অবৈধ। "তোমরা নিজদিগকে হত্যা করিও না" অর্থ—আত্মহত্যা, অধঃপতন, অপরের অনিষ্ট কিংবা নিজের লোকদিগকে বা অন্যকে হত্যা করা। স্বামীর পক্ষে কোনরূপ লোভ অথবা প্রলোভনের বশে স্ত্রীকে হত্যা করা কিংবা স্ত্রীর পক্ষে কোনরূপ দুরভিসন্ধির প্ররোচনায় স্বামীর প্রাণনাশ করা সম্পূর্ণ অবৈধ। কোন কোন তফ্‌সীরকার বলেন যে, অন্যায়ভাবে অর্থোপার্জ্জন কিংবা অপরের ধন সম্পত্তি পরিগ্রহণ অথবা অপহরণ—আত্মহত্যা বা আত্মবিনাশের তুল্য। আয়তের উদ্ধৃত অংশে সেই কথাই বিবৃত হইয়াছে।—তঃ হক্কানী।

৩০। এই আয়ত পূর্ব্ববর্ত্তী আয়তের নির্দ্দেশ অবমাননাকারিগণের শাস্তি-বিঘোষক। যে সকল নরনারী অবৈধভাবে অর্থোপার্জ্জন অথবা অপরের ধন সম্পত্তি অন্যায়রূপে গ্রাস করিবে কিংবা যে সকল দম্পতি একে অপরের প্রাণনাশ করিবে, তাহাদিগকে নরকে গমন করিয়া কঠোর শাস্তি ভোগ করিতে হইবে। অত্যাচারী ও বিদ্বেষপরায়ণ নর নারীদিগকেই আল্লাহতা'লা ঐরূপ কঠোর শাস্তি প্রদান করিবেন।

৩১। প্রাচীন তফ্‌সীরকারগণের সমবেত সিদ্ধান্ত এই যে, পাপ দুই প্রকার—'কবিরা' ও 'ছগিরা'। 'কবিরা' অর্থ বৃহৎ এবং 'ছগিরা' অর্থ ক্ষুদ্র। অংশীবাদিতা, হত্যা, ব্যভিচার, চুরি ও পিতা-মাতার অবাধ্যতা প্রভৃতি বৃহৎ পাপ এবং দুর্ব্বাক্য, দুষ্টামী ও অসদাচরণ প্রভৃতি অপরাধ ও দোষ ত্রুটীগুলি ক্ষুদ্র পাপ মধ্যে পরিগণিত। এই আয়তের 'কাবায়ের' শব্দে বৃহৎ পাপ এবং

نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّاٰتِكُمْ وَنُدْخِلْكُمْ
مُّدْخَلًا كَرِيْمًا ○ ٣٢ وَلَا تَتَمَنَّوْا
مَا فَضَّلَ اللّٰهُ بِهٖ بَعْضَكُمْ عَلٰى بَعْضٍ ط
لِلرِّجَالِ نَصِيْبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوْا ط
وَلِلنِّسَاءِ نَصِيْبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ ط
وَاسْـَٔلُوا اللّٰهَ مِنْ فَضْلِهٖ ط اِنَّ اللّٰهَ كَانَ

তাহা হইলেই আমি তোমাদের অপরাধ দূর করিব এবং তোমাদিগকে সম্মানপ্রদ গম্য স্থানে প্রবিষ্ট করিব। ৩২। এবং তোমরা উহার আকাংখা করিও না, যদ্দারা আল্লাহ একের উপর অপরকে গৌরবান্বিত করিয়াছেন; পুরুষেরা যাহা উপার্জ্জন করিয়াছে তাহাতে তাহাদের অংশ আছে, এবং নারীগণ যাহা উপার্জ্জন করিয়াছে তাহাতে তাহাদের অংশ আছে; এবং তোমরা আল্লারই নিকট গৌরব প্রার্থনা কর; নিশ্চয় আল্লাহ

'সাইয়া' শব্দে ক্ষুদ্র পাপের প্রতি লক্ষ্য করা হইয়াছে। আল্লাহতা'লা বলিতেছেন যে, যদি তোমরা আমার নিষিদ্ধ বৃহৎ পাপ-সমূহ হইতে বিরত থাক, তবে আমি তোমাদের ক্ষুদ্র অপরাধ-সমূহ তোমাদিগ হইতে দূর করিয়া তোমাদের দোষ-ত্রুটী ক্ষমা করিব। পাপের প্রতি মানবের একটী স্বাভাবিক আকর্ষণী আছে; সেই আকর্ষণী প্রভাবেই লোকে পাপকার্য্যে লিপ্ত হয়। কিন্তু লোকে ধর্ম্মভয়ে ভীত হইয়া যদি মহাপাপের কার্য্যসমূহ হইতে বিরত থাকে, তবে আল্লার অনুগ্রহে তাহার ক্ষুদ্র পাপের প্রবৃত্তি স্বতঃই দূরীভূত হইয়া যায়। আলোচ্য আয়তে বিশেষভাবে সেই কথাই বিবৃত হইয়াছে।

মিঃ মোহাম্মদ আলী সাহেব এই আয়তের অন্যরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তিনি বলেন যে, কোরান শরিফের কোথাও যখন পাপের ক্ষুদ্র বৃহৎ পর্য্যায় স্পষ্টরূপে নির্দ্দেশিত হয় নাই, তখন পাপের ঐরূপ পার্থক্য নির্দ্ধারণ অসঙ্গত ও অনাবশ্যক। পাপ মাত্রই মহাপাপ। এই যুক্তি অবলম্বনে তিনি 'কাবায়ের' অর্থে সর্ব্বপ্রকার পাপ এবং 'সাইয়া' অর্থে পাপ প্রবৃত্তি পরিগ্রহণ পূর্ব্বক লিখিয়াছেন যে, মানুষ পাপে বিরত থাকিলে আল্লাহতা'লা তাহার পাপ-প্রবৃত্তি দূরীভূত করিয়া দিবেন। কিন্তু তাঁহার এই সিদ্ধান্ত ভ্রমাত্মক; কারণ হাদিস শরিফে 'ছগিরা' ও 'কবিরা' অর্থাৎ ক্ষুদ্র বৃহৎ পাপের পর্য্যায়ক্রম স্পষ্টরূপেই নির্দ্দেশিত হইয়াছে।—তঃ হক্কানী ও মঃ আঃ তুলিতব্য।

৩২। আল্লাহতা'লা ইতিপূর্ব্বে নরনারী-নির্ব্বিশেষে ধন-সম্পত্তি সম্বন্ধে ব্যক্তিগত অধিকারের বিষয় ব্যক্ত করিয়াছেন। অপরের ধন-সম্পত্তি অন্যায়রূপে অপহরণ অথবা আত্মসাৎ করা যে গুরুতর অপরাধ, বিশেষভাবে তাহাও বর্ণিত হইয়াছে। কিন্তু জগতে সকলেই ধন-সম্পদশালী নহে; কেহ ধনী, কেহ দরিদ্র এবং কেহ স্বচ্ছল-অবস্থাপন্ন ও কেহ বা অভাবগ্রস্ত। এ অবস্থায় অভাবগ্রস্ত ও দরিদ্রের পক্ষে স্বচ্ছল ধনী ব্যক্তির ধন-সম্পদে লোভ হওয়া স্বাভাবিক। স্বামী ধনবান হইলে স্ত্রী তাহার ধনের জন্য প্রলুব্ধা এবং স্ত্রী ধনবতী হইলে স্বামী তাহার ধন গ্রহণে আগ্রহান্বিত হইতে পারে। তাই আল্লাহতা'লা বলিয়া দিলেন যে, আমারই ইচ্ছায় কেহ ধনী ও কেহ দরিদ্র এবং এক অপরের উপর উন্নত। সুতরাং তোমরা পরের ধনে লোভ করিও না। নর ও নারী প্রত্যেকেই স্ব স্ব উপার্জ্জিত ধনের প্রকৃত অধিকারী। সুতরাং স্বামী বা স্ত্রীর পক্ষে পরস্পরের ধনে অন্যায়রূপে প্রলুব্ধ হওয়া অনুচিত। তোমাদের যদি কোন বিষয়ে অভাব অনটন থাকে, তবে তাহা সম্পূরণের জন্য আমারই নিকট প্রার্থনা কর। "আল্লাহ সর্ব্ববিষয়ে মহাজ্ঞানী"—এই বাক্যে ইঙ্গিত রহিয়াছে যে, মানবের সামাজিক ভেদ বৈষম্যের মধ্যে কোন্ শুভ উদ্দেশ্য অথবা কি রহস্য নিহিত আছে, তাহা আল্লাই সম্যক পরিজ্ঞাত আছেন।

بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمًا ○ ٣٣- وَلِكُلٍّ
جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدٰنِ
وَالْاَقْرَبُوْنَ ط وَالَّذِيْنَ عَقَدَتْ
اَيْمَانُكُمْ فَاٰتُوْهُمْ نَصِيْبَهُمْ ط
اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيْدًا ○

সর্ব্ববিষয়ে মহাজ্ঞানী। ৩৩। এবং আমি সমস্তেরই উত্তরাধিকারী করিয়াছি—যাহা তাহাদের পিতা-মাতা ও আত্মীয়-স্বজন পরিত্যাগ করিয়া যায় এবং তোমাদের দক্ষিণ হস্ত যাহাদের সহিত প্রতিজ্ঞাবদ্ধ; অতএব তোমরা তাহাদিগকে তাহাদের অংশ প্রদান কর; নিশ্চয় আল্লাহ সর্ব্ববিষয়ে সাক্ষী।

৬ষ্ঠ রুকু—স্বামী-স্ত্রীর বিচ্ছেদ, মিলন ও মীমাংসা

٣٤- اَلرِّجَالُ قَوّٰمُوْنَ عَلَى النِّسَآءِ
بِمَا فَضَّلَ اللّٰهُ بَعْضَهُمْ عَلٰى بَعْضٍ

৩৪। পুরুষগণ নারীদিগের উপর সুপ্রতিষ্ঠিত—যেহেতু আল্লাহ তাহাদের মধ্যে একের উপর অপরকে গৌরবান্বিত

৩৩। উত্তরাধিকার সম্বন্ধীয় আয়তমালার সহিত এই আয়তের প্রত্যক্ষ সম্বন্ধ বিদ্যমান। এই সুরার ২য় রুকু ও উহার তফ্‌সীর দ্রষ্টব্য।

মওয়ালী—'মওলা' শব্দের বহুবচন। উহার অর্থ প্রভু, প্রতিপালক, স্বাধীন, দাস ও উত্তরাধিকারী। এস্থলে প্রসিদ্ধ তফ্‌সীরকারগণ কর্ত্তৃক শেষোক্ত অর্থই পরিগৃহীত হইয়াছে।—তঃ কবির, বহরুল মহিত।

"তোমাদের দক্ষিণ হস্ত যাহাদের সহিত প্রতিজ্ঞাবদ্ধ * * তাহাদিগকে তাহাদের অংশ প্রদান কর"—এই বাক্য দ্বারা আরবের একটী প্রাচীন সামাজিক-পদ্ধতি আংশিকভাবে সমর্থিত হইতেছে। ইস্‌লাম প্রচারের পূর্ব্বে আরবেরা কখন কখন উত্তরাধিকার সূত্রে বন্ধুত্ব বন্ধনে আবদ্ধ হইত এবং একের মৃত্যুর পর অপরে তাহার উত্তরাধিকারী স্বরূপ মৃতের সম্পত্তির এক-ষষ্ঠাংশ প্রাপ্ত হইত। কোরেশদিগের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হইয়া মুসলমানেরা যখন মদিনায় গমন করেন, তখন হজরত রসুলোল্লাহ প্রাচীন প্রথানুযায়ী মক্কা হইতে আগত মুসলমানদিগকে মদিনাবাসী মুসলমানদিগের সহিত উত্তরাধিকার সূত্রে ভ্রাতৃত্ব-বন্ধনে আবদ্ধ করিয়া দেন। কিন্তু পবিত্র কোরানে ঐরূপ কোন নির্দ্দিষ্ট উত্তরাধিকার নির্দ্দেশিত হয় নাই। প্রতিশ্রুত অংশ অথবা সাহায্য প্রদান সমর্থিত হইয়াছে মাত্র।—সহি বোখারী, তঃ বহরুল মহিত ও মঃ আঃ।

৩৪। মোহাম্মদ এব্‌ন-সাল্‌মার কন্যাকে তাহার স্বামী সইদ এব্‌ন-আলজাই এরূপ ভীষণ চপেটাঘাত করিয়াছিল যে, তাহার মুখের উপর উহার চিহ্ন ফুটিয়া উঠিয়াছিল। ইহাতে ঐ রমনী হজরত রসুলোল্লার নিকট অভিযোগ করিয়া তুল্য প্রতিশোধ প্রদানের প্রার্থিনী হয়। হজরত ঐ অভিযোগের মীমাংসার জন্য প্রত্যাদেশের অপেক্ষা করায় এই আয়ত ও ইহার পরবর্ত্তী আয়ত অবতীর্ণ হয়। সেই জন্য এই আয়ত-দ্বয়ে স্বামী স্ত্রীর দায়িত্ব, অধিকার ও কলহ-বিবাদের বিচার-মীমাংসা বিবৃত হইয়াছে।—তঃ হক্কানী।

কাউয়ামুনা—সুপ্রতিষ্ঠিত, অটলভাবে দণ্ডায়মান, তত্ত্বাবধানকারী, প্রভু, প্রতিপালক, পৃষ্ঠপোষক, সংরক্ষক ও গৌরবান্বিত। বিভিন্ন তফসীরকার এই শব্দের ভিন্ন ভিন্ন অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন। যাঁহারা নারী জাতির উপর সবিশেষ প্রভুত্বের প্রয়াসী বা উহার সমর্থক, তাঁহারা বলেন যে, ঐ শব্দের অর্থ তত্ত্বাবধানকারী প্রভু; আর যাহারা নর ও নারীর সাম্যবাদের ভক্ত, তাহারা উহার

করিয়াছেন এবং এই হেতু যে তাহারা স্বীয় ধন-সম্পদ হইতে ব্যয় করিয়া থাকে; এই জন্য পুণ্যশীলা নারীগণ অনুগত হয়—আল্লার সংরক্ষিত প্রচ্ছন্ন বিষয় সংরক্ষণ করে; এবং যদি নারীগণের অবাধ্যতার আশঙ্কা হয়,

وَبِمَآ اَنْفَقُوْا مِنْ اَمْوَالِهِمْ ط فَالصّٰلِحٰتُ قٰنِتٰتٌ حٰفِظٰتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللّٰهُ ط وَالّٰتِىْ تَخَافُوْنَ

অর্থে পৃষ্ঠপোষক বা সংরক্ষক মাত্র গ্রহণ করিয়া থাকেন। কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে 'কাউ-য়া-মুনা' শব্দের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্ব, গৌরব, প্রতিপালন, তত্ত্বাবধান ও সংরক্ষণের সমস্ত ভাবই নিহিত আছে। সেই সকল বিষয় বিবেচনা করিয়া আমরা ঐ শব্দের 'সুপ্রতিষ্ঠিত' অর্থ পরিগ্রহণই সুসঙ্গত ও সমীচীন মনে করিয়াছি।

অবশ্য ইহাতে কোন সন্দেহ নাই যে, এই আয়তে স্ত্রীজাতির উপর পুরুষের শ্রেষ্ঠত্ব, গৌরব ও দায়িত্ব বিশেষভাবে বিঘোষিত হইয়াছে। কারণ উক্ত আয়তে ঘোষিত হইয়াছে যে, "আল্লাহতা'লা তাহাদের মধ্যে একজনকে অপরের উপর গৌরবান্বিত করিয়াছেন।" এই উক্তি নারী-জাতির উপর পুরুষের শ্রেষ্ঠত্ব বিঘোষক। ইহার কারণ ঐ স্থানেই বিবৃত হইয়াছে—"যেহেতু তাহারা স্বীয় ধন সম্পদ হইতে ব্যয় করিয়া থাকে।"

নানা কারণে নারী-জাতির উপর নরের শ্রেষ্ঠত্ব বিদ্যমান। প্রথমতঃ পুরুষেরাই স্ত্রীজাতির প্রতিপালক, সংরক্ষক ও আশ্রয়দাতা। নারী যতই শিক্ষিতা, স্বাধীনা বা স্বাবলম্বিনী হউক না কেন, পুরুষের সহযোগিতা, সংরক্ষণ, আশ্রয় ও সাহায্য ব্যতীত তাহার পক্ষে সংসারে সুপ্রতিষ্ঠিত হওয়া বা নিরাপদে টিকিয়া থাকা সম্পূর্ণ অসম্ভব। পুরুষের সহযোগিতা বা সংসর্গ ব্যতীত নারীর জীবন সম্পূর্ণ ব্যর্থ ও নিষ্ফল। দ্বিতীয়তঃ নারী অপেক্ষা নরের দৈহিক শ্রেষ্ঠত্ব ও শক্তি সামর্থ এবং আভ্যন্তরীণ জ্ঞান, প্রতিভা ও বুদ্ধি বৃত্তির আধিক্য সর্ব্ববাদীসম্মত। জগতের ইতিহাসের প্রতি লক্ষ্য করিলে নিঃসন্দেহ রূপে প্রতীয়মান হইবে যে, ধর্ম্ম কর্ম্ম, জ্ঞান বুদ্ধি-প্রতিভা ও শক্তি-সামর্থ্যে নারীজাতি পুরুষজাতি অপেক্ষা বহু—বহু নিম্নে অবস্থিত। অনেক ক্ষেত্রে নরের সহিত নারীর কোনরূপ তুলনাই হইতে পারে না।—তঃ হক্কানী।

এই সমস্ত কারণে "পুণ্যশীলা নারীগণ অনুগত হয়—আল্লার সংরক্ষিত প্রচ্ছন্ন বিষয় সংরক্ষণ করে"—অর্থাৎ আল্লাহতা'লা বলিতেছেন যে, নারী জাতি পুরুষের নিকট যে অসাধারণ সাহায্য ও উপকার প্রাপ্ত হয়, তাহার কৃতজ্ঞতা স্বরূপ সতী-সাধ্বী, সুশীলা ও পুণ্যবতী রমণীগণ স্বামীর অনুগত হয় এবং প্রচ্ছন্ন বিষয়—অর্থাৎ নিজের স্ত্রীধর্ম্ম, সতীত্ব ও পবিত্রতা সযত্নে সংরক্ষণ করিয়া থাকে। আয়তে বর্ণিত "অনুগত" অর্থে স্বামীর সর্ব্ববিধ আনুগত্য ও সন্তুষ্টি সাধন এবং 'প্রচ্ছন্ন বিষয়' অর্থে স্বামীর অনুপস্থিতি কালে নিজের সতীত্ব ও পবিত্রতা বুঝিতে হইবে। 'আল্লার সংরক্ষিত' বাক্যের তাৎপর্য্য এই যে, যে রমনী নিজের সতীত্ব ও পবিত্রতা সংরক্ষণে যত্নবতী, আল্লাহতা'লা তৎসংরক্ষণে তাহাকে সর্ব্বতোভাবে সাহায্য করিয়া থাকেন।—তঃ কবির।

নর নারীর সাম্যবাদ বা সমানাধিকারের ভক্তগণ উক্ত আয়তের অন্যরূপ ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন। তাঁহারা বলেন যে, পুরুষ স্বীয় ধন সম্পদ হইতে নারীর অশন বসন প্রদান করে বলিয়া পৃষ্ঠপোষক ও সংরক্ষক আখ্যায় অভিহিত হইয়াছে মাত্র; উহার সহিত প্রভুত্ব বা শ্রেষ্ঠত্বের কোনই সম্বন্ধ নাই। "আল্লাহ তাহাদের মধ্যে একের উপর অপরকে গৌরবান্বিত করিয়াছেন"—ইহার অর্থ এই যে, দৈহিক শক্তি-সামর্থ্য ও জ্ঞান-বুদ্ধি-প্রতিভায় নারীর উপর পুরুষের যেরূপ শ্রেষ্ঠত্ব, সেইরূপ দৈহিক সৌন্দর্য্য-সুষমা এবং প্রেম-প্রীতি, স্নেহ-দয়া-মায়া ও কোমলতা-মধুরতায় নরের উপর নারীর শ্রেষ্ঠত্ব। আলোচ্য আয়তে নারীর অনুগত হওয়া সম্বন্ধে যাহা লিখিত হইয়াছে, তদ্দ্বারা আল্লাহতা'লার প্রতি আনুগত্য বুঝিতে হইবে (তঃ কবির)। "প্রচ্ছন্ন-বিষয়" অর্থে যে নারীর সতীত্ব ও পবিত্রতা, ইহাতে কোনই মতভেদ বা সন্দেহ নাই।—তঃ মঃ আঃ।

তবে তাহাদিগকে সদুপদেশ প্রদান কর, এবং তাহাদিগকে শয্যা হইতে পৃথক কর ও তাহাদিগকে প্রহার কর; অনন্তর যদি তাহারা তোমাদের অনুগত হয়, তবে তাহাদের জন্য অন্য পন্থা অবলম্বন করিও

نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۚ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ط

নোশুজা—শব্দের আভিধানিক অর্থ অভ্যুত্থান, উন্নমিত অথবা উত্তোলন এবং উহার ভাবার্থ অবাধ্যতা বা বিদ্রোহাচরণ। স্ত্রী যদি স্বামীর বিরুদ্ধে অভ্যুত্থান অথবা শির উত্তোলন করে, অথবা ন্যায়সঙ্গত বিষয়ে স্বামীর আদেশ-নিষেধ ও উপদেশ অগ্রাহ্য করিতে থাকে, কিংবা অবাধ্যতা প্রযুক্ত স্বামীর অনুগামিনী বা শয্যাশায়িনী না হয় অথবা স্বামীর বিদ্রোহ করিয়া পিতা-মাতা কিংবা আত্মীয়-স্বজনের গৃহে অবস্থান করে, তবে সেই নারীকে 'নাশাজা' নামে অভিহিত করা হয়। শরিয়তের নির্দ্দেশ অনুসারে স্বামী ঐরূপ স্ত্রীর অশন-বসন প্রদানে বাধ্য হইবে না।

স্ত্রীর এইরূপ অবাধ্যতা ও বিদ্রোহাচরণ স্থলে আলোচ্য আয়তে স্বামীর জন্য তিনটী কর্ত্তব্য নির্দ্দেশিত হইয়াছে। প্রথমতঃ—কোনরূপ কঠোর ব্যবহার না করিয়া স্ত্রীকে উত্তম বাক্যে উপদেশ প্রদান পূর্ব্বক বুঝাইবে। বুদ্ধিমতি সুশীলা স্ত্রী তাহাতেই স্বামীর আনুগত্য স্বীকার করিবে। দ্বিতীয়তঃ—যদি উপদেশ কার্য্যকরী না হয়, তবে লঘু শাস্তি স্বরূপ তাহার শয্যা পৃথক করিয়া দিবে; তাহাকে নিজ শয্যায় শয়ন করিতে দিবে না। স্বামীর প্রতি যদি স্ত্রীর ভালবাসা ও আকর্ষণী থাকে, তবে স্ত্রী তাহাতেই অনুতপ্তা ও ব্যথিতা হইয়া স্বামীর আনুগত্য স্বীকার করিবে। তৃতীয় বা শেষ পন্থা এই যে, স্ত্রী যদি তাহাতেও বাধ্য না হয়, তবে তাহাকে প্রহার করিবে। স্ত্রীকে প্রহার করা সম্বন্ধে মতভেদ আছে। মৃদু প্রহার করাই সর্ব্ববাদীসম্মত মত; কারণ কঠোর প্রহার কেহই সমর্থন করেন নাই। যাঁহারা কঠোর প্রহারের পক্ষপাতি, তাঁহারাও বলিয়াছেন যে, এরূপ প্রহার করা অবশ্যই নিষিদ্ধ—যাহাতে স্ত্রীর অস্থি ভগ্ন, অঙ্গ আহত, শোণিত পাত অথবা সৌন্দর্য্য বিকৃত হয়। এমাম শাফেয়ী বলিয়াছেন—অপরিহার্য্য কারণে প্রহার করা 'মোবাহ' অর্থাৎ ইচ্ছাধীন হইলেও প্রহার না করাই সঙ্গত। হজরত এব্‌ন-আব্বাস বলিয়াছেন,—"কোন কারণে স্ত্রীকে প্রহার করা যদি একান্তই অপরিহার্য্য হইয়া উঠে, তবে তাহাকে "মেছওয়াক", পুষ্প-শাখা অথবা ঐরূপ কোন লঘু দ্রব্য দ্বারা মৃদুভাবে প্রহার করিবে।"—তঃ কবির ও বহরুল মহিত।

কোন কোন আধুনিক আলেম বলিয়াছেন যে, পরবর্ত্তী বিচার মীমাংসার আয়ত দ্বারা প্রহারের ব্যবস্থা রহিত হইয়াছে; কিন্তু এ মত কেহই সমর্থন করেন নাই। মিঃ মোহাম্মদ আলি সাহেব উহা নিম্নশ্রেণীর অবাধ্য স্ত্রীলোকদিগের প্রতি প্রযোজ্য ব্যবস্থা বলিয়া অনুমান করিয়াছেন; কিন্তু উহাও ঠিক নহে। কারণ আয়তের আদেশটি সাধারণ; তবে উহার প্রয়োগ অশিক্ষিত নিম্নশ্রেণীর মধ্যেই বেশী হইবার সম্ভাবনা। উচ্চশ্রেণীর শিক্ষিত ও সভ্য নর-নারীর মধ্যে উহার আবশ্যকতা না হওয়াই স্বাভাবিক।

অবশ্য স্ত্রীকে প্রহার করার প্রতিকূলে হজরত রসুলোল্লার বহু উক্তি উদ্ধৃত করা যাইতে পারে। কারণ পবিত্র ইস্‌লাম স্ত্রী-জাতির স্বেচ্ছাচার ও অনাচারের পথ রুদ্ধ করিলেও তাহাদের সম্মান, গৌরব ও মান মর্য্যাদার অতি উচ্চ আদর্শ স্থাপন করিয়াছে—যাহার সহিত জগতের অন্য কোন ধর্ম্ম বা জাতির জাতীয় আদর্শের তুলনাই হইতে পারে না। হজরত রসুলোল্লা স্বয়ং বলিয়াছেন, "জননীর চরণ তলে স্বর্গোদ্যান অবস্থিত।" "যে ব্যক্তি স্বীয় সহধর্ম্মিণীর সহিত সদ্ভাবে জীবন যাপন করিতে পারে, সেই ব্যক্তিই আদর্শ মুসলমান।" "যে ব্যক্তি স্বীয় পরিজনগণের প্রতি সদয়

إِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيْرًا ۝ ٣٥- وَإِنْ
خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوْا حَكَمًا
مِّنْ أَهْلِهٖ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا ج إِنْ
يُّرِيْدَا إِصْلَاحًا يُّوَفِّقِ اللّٰهُ بَيْنَهُمَا ط
إِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلِيْمًا خَبِيْرًا ۝
٣٦- وَاعْبُدُوا اللّٰهَ وَلَا تُشْرِكُوْا بِهٖ

না; নিশ্চয় আল্লাহ সমুন্নত মহীয়ান্।
৩৫। এবং যদি তোমরা উভয়ের মধ্যে বিচ্ছেদের আশঙ্কা কর, তবে তাহার বংশ হইতে একজন বিচারক ও উহার বংশ হইতে একজন বিচারক নির্দ্দিষ্ট কর; যদি তাহারা মীমাংসা আকাংখা করে, তবে আল্লাহ তাহাদের মধ্যে সম্প্রীতি সঞ্চার করিবেন; নিশ্চয় আল্লাহ মহাজ্ঞানী অভিজ্ঞ।
৩৬। এবং তোমরা আল্লারই উপাসনা কর এবং তাঁহার সহিত কোন বিষয়ে

ও স্নেহশীল নহে, সে কখনই উত্তম লোক হইতে পারে না।" "অদ্ভুত সেই লোক—যে দিবসে স্ত্রীকে প্রহার করিয়া রজনীতে তাহার সহিত শয্যাশায়ী হয়।"—তঃ হক্কানী ও মঃ আঃ।

আয়তের শেষ সিদ্ধান্ত এই যে, প্রহার রূপ চরম পন্থা অবলম্বনের দ্বারাও যদি স্ত্রী তোমাদের অনুগত ও বাধ্য হয়, "তবে অন্য পন্থা অবলম্বন করিও না।" ইহার অর্থ এই যে, স্ত্রী বাধ্য ও অনুগত হইবার পর পূর্ব্ব ব্যবহারের জন্য তৎপ্রতি কঠোর ব্যবহার করা কিংবা তাহার মনে কষ্ট দেওয়া অথবা তাহাকে বর্জ্জন করা উচিত নহে।

আলোচ্য আয়তের মূল শিক্ষা এই যে, পুরুষ রমণীর প্রভু, অভিভাবক ও সংরক্ষক; এই জন্য স্বামী স্ত্রীর অশন বসন প্রদান ও তত্ত্বাবধানের জন্য দায়ী এবং তাহাদিগকে ন্যায়সঙ্গতভাবে সংযমিত ও শাসন করিবার অধিকারী। পক্ষান্তরে সুশীলা স্ত্রী স্বামীর আনুগত্য স্বীকার পূর্ব্বক তাহার সর্ব্ববিধ সন্তুষ্টি সাধন এবং স্ত্রীধর্ম্ম, সতীত্ব ও পবিত্রতা সংরক্ষণে বাধ্য। ইহার ব্যতিক্রমকারী পুরুষ অথবা রমণী কখনই উত্তম বা আদর্শ বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে না।

৩৫। এই আয়ত সাধারণভাবে বিবৃত হওয়ায় কলহকারী দম্পতি, কাজী ও জনসাধারণ প্রভৃতি সকলেই ইহার লক্ষীভূত হইয়াছে। স্ত্রী যদি কিছুতেই স্বামীর বশীভূত না হয় এবং উভয়ের মধ্যে যদি অনবরত ঝগড়া-কলহ ও বিবাদ-বিসংবাদ লাগিয়াই থাকে, তবে উহার বিচার-মীমাংসার জন্য স্বামীর বংশ হইতে একজন এবং স্ত্রীর বংশ হইতে একজন বিচারক নিযুক্ত করিতে হইবে; উভয় বংশে উপযুক্ত লোক না থাকিলে অন্য বিজ্ঞ ও নিরপেক্ষ লোক নিযুক্ত করা আবশ্যক। উক্ত বিচারক-দ্বয়কে দম্পতির মধ্যে শান্তি ও সম্মিলনের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া বিচার-মীমাংসা করিতে হইবে। কারণ যদি শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়, তবে আল্লার অনুগ্রহে তাহাদের মধ্যে প্রেম, প্রীতি সঞ্চারিত হইয়া সাংসারিক সুখ-শান্তি প্রতিষ্ঠিত হওয়া কিছুমাত্র বিচিত্র নহে; কিন্তু যদি দম্পতির মধ্যে শান্তি সম্মিলন প্রতিষ্ঠার কোনই লক্ষণ পরিলক্ষিত না হয়, তবে শেষ পন্থা এই যে, স্বামী উক্ত স্ত্রীকে 'তালাক' প্রদান অর্থাৎ বর্জ্জন করিবে—ইহাই হজরত ওসমান, হজরত আলি, এব্‌ন-আব্বাস (রাঃ) ও এমাম শাফেয়ীর মত; ইহাদের মতে অপরিহার্য্য কারণ ব্যতীত বিনা কারণে অথবা সামান্য কারণে 'তালাক' বা স্ত্রী বর্জ্জন করা সঙ্গত হইবে না (কবির ও মঃ আঃ)। কিন্তু হজরত আতা, হজরত হাসান, এব্‌ন-জায়েদ (রাঃ) ও এমাম আজম আবু-হানিফার মত এই যে, উক্ত অবস্থার সহিত তালাকের কোন সম্বন্ধ নাই—স্ত্রী-বর্জ্জনে স্বামীরই পূর্ণ অধিকার। তবে উপরোক্ত অবস্থায় কাজী স্বামীকে তালাক-প্রদানে বাধ্য করিতে কিংবা বিবাহ-বন্ধন ছিন্ন করিয়া দিতে পারিবেন।—তঃ হক্কানী।

৩৬। **জগদ্বাসীর প্রতি মুসলমানের কর্ত্তব্য**—স্বামী স্ত্রী পরস্পরের প্রতি কর্ত্তব্য নির্দ্দেশ করিবার পর আল্লাহতা'লা এই আয়তে মুসলমান নর-নারীদিগকে তাহাদের নিজের

অংশী-স্থির করিও না; এবং পিতা-মাতার সহিত এবং আত্মীয়-স্বজনগণ ও পিতৃহীনগণ ও দরিদ্রগণ ও সম্পর্কীয় প্রতিবেশী ও সম্পর্ক-বিহীন প্রতিবেশী ও পার্শ্ববর্ত্তী সহচর ও পথিক এবং তোমাদের দক্ষিণ হস্ত যাহাদের অধিকারী তাহাদের সহিত সদ্ব্যবহার কর; নিশ্চয় আল্লাহ অহঙ্কারী ও আত্মাভিমানীকে ভালবাসেন না। ৩৭। যাহারা কৃপণতা করে ও লোকদিগকে কার্পণ্য শিক্ষা দেয় এবং আল্লাহ স্বীয় সম্পদ হইতে যাহা দান করিয়াছেন তাহা গোপন করে; এবং যাহারা লোকদিগকে দেখাইবার জন্য স্বীয় ধন-সম্পদ ব্যয় করে এবং আল্লার প্রতি ও পরকালের প্রতি বিশ্বাস-

شَيْـًٔا وَّبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا وَّبِذِى
الْقُرْبٰى وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسٰكِيْنِ
وَالْجَارِ ذِى الْقُرْبٰى وَالْجَارِ
الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْۢبِ وَابْنِ
السَّبِيْلِ ۙ وَمَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ ط
اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا
فَخُوْرًا ۵ ৩৭- ن اَلَّذِيْنَ يَبْخَلُوْنَ
وَيَاْمُرُوْنَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ
وَيَكْتُمُوْنَ مَا اٰتٰهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ ط
وَاَعْتَدْنَا لِلْكٰفِرِيْنَ عَذَابًا مُّهِيْنًا ۵
৩৮- وَالَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمْ رِئَاءَ
النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَلَا بِالْيَوْمِ

প্রতি ও জগদ্বাসীর কর্ত্তব্য নির্দ্দেশ করিয়া দিতেছেন। এই দশটী মহান্ কর্ত্তব্য মানব-জীবনের মুক্তি ও উন্নতির উজ্জ্বল আলোক সদৃশ। প্রথম কর্ত্তব্য এই যে, তোমরা নিজের মুক্তি ও কল্যাণের জন্য একমাত্র আল্লারই আরাধনা কর এবং তাঁহার সহিত কোন অংশী স্থির করিও না। দ্বিতীয়—পিতা-মাতা, তৃতীয়—আত্মীয়-স্বজন, চতুর্থ—পিতৃহীন অনাথ, পঞ্চম—দীন-দরিদ্র, ষষ্ঠ—সম্পর্কীয় প্রতিবেশী, সপ্তম—সম্পর্কহীন প্রতিবেশী, অষ্টম—সঙ্গী-সহচর ও পার্শ্বচর, নবম—পথিক-পরিব্রাজক ও প্রবাসী এবং দশম—আশ্রিত ও নির্ভরশীল দাস-দাসীদিগের সহিত সদয়ভাবে সদ্ব্যবহার কর এবং যথাসাধ্য তাহাদের উপকার সাধনে ব্রতী হও। আশ্রিত পশুপক্ষীদের প্রতিও সদয় ব্যবহার কর,—এই আয়তের সুস্পষ্ট নির্দ্দেশ। যাহাদের প্রতি সদয়ভাবে সদ্ব্যবহার করিতে আদেশ করা হইয়াছে, তাহারা স্বজাতি কি বিজাতি এবং স্বধর্ম্মাবলম্বী কি বিধর্ম্মী, তৎসম্বন্ধে কোনই পার্থক্য নাই। এমন উদার, উন্নত ও সার্ব্বজনীন বিশ্বহিতকর মহান্ শিক্ষা জগতের অন্য কোন ধর্ম্মে আছে কি?—তঃ কবির, বহরুল মহিত, হক্কানী ও মঃ আঃ।

৩৭—৩৮। প্রথম আয়তে নিজের ধন-সম্পদ গোপন করিয়া কৃপণতা করার এবং লোক-দিগকে কার্পণ্য শিক্ষা দেওয়ার নিন্দা করিয়া কৃপণদিগকে দুর্গতিজনক শাস্তির ভয় দেখান হইয়াছে। কৃপণতা শিক্ষা দেওয়ার অর্থ—লোকদিগকে দান ও সৎকার্য্যে অর্থ ব্যয় করা হইতে নিরস্ত রাখা। দ্বিতীয় আয়তে যাহারা সদুদ্দেশ্য ব্যতীত শুধু সুনাম অর্জ্জনের আশায় অসৎপথে বা অন্যায়ভাবে লোক দেখাইয়া ধন সম্পদ ব্যয় করে—সেই অবিশ্বাসীদিগকে কুসঙ্গী শয়তানের সহচর বলিয়া ঘোষণা করা হইয়াছে। সদুদ্দেশ্যে সৎপথে ধন সম্পদ ব্যয় করাই মানবের কর্ত্তব্য।

অংশী-স্থির করিও না; এবং পিতা-মাতার সহিত এবং আত্মীয়-স্বজনগণ ও পিতৃহীনগণ ও দরিদ্রগণ ও সম্পর্কীয় প্রতিবেশী ও সম্পর্ক-বিহীন প্রতিবেশী ও পার্শ্ববর্ত্তী সহচর ও পথিক এবং তোমাদের দক্ষিণ হস্ত যাহাদের অধিকারী তাহাদের সহিত সদ্ব্যবহার কর; নিশ্চয় আল্লাহ অহঙ্কারী ও আত্মাভিমানীকে ভালবাসেন না।
৩৭। যাহারা কৃপণতা করে ও লোকদিগকে কার্পণ্য শিক্ষা দেয় এবং আল্লাহ স্বীয় সম্পদ হইতে যাহা দান করিয়াছেন তাহা গোপন করে; এবং যাহারা লোকদিগকে দেখাইবার জন্য স্বীয় ধন-সম্পদ ব্যয় করে এবং আল্লার প্রতি ও পরকালের প্রতি বিশ্বাস-

شَيْـًٔا وَّبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا وَّبِذِى
الْقُرْبٰى وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسٰكِيْنِ
وَالْجَارِ ذِى الْقُرْبٰى وَالْجَارِ
الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْۢبِ وَابْنِ
السَّبِيْلِ ۙ وَمَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ ط
اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا
فَخُوْرًا ۙ ٣٧- نِ الَّذِيْنَ يَبْخَلُوْنَ
وَيَاْمُرُوْنَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ
وَيَكْتُمُوْنَ مَآ اٰتٰهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ ط
وَاَعْتَدْنَا لِلْكٰفِرِيْنَ عَذَابًا مُّهِيْنًا ۚ
٣٨- وَالَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمْ رِئَآءَ
النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَلَا بِالْيَوْمِ

প্রতি ও জগদ্বাসীর কর্ত্তব্য নির্দ্দেশ করিয়া দিতেছেন। এই দশটী মহান্ কর্ত্তব্য মানব-জীবনের মুক্তি ও উন্নতির উজ্জ্বল আলোক সদৃশ। প্রথম কর্ত্তব্য এই যে, তোমরা নিজের মুক্তি ও কল্যাণের জন্য একমাত্র আল্লারই আরাধনা কর এবং তাঁহার সহিত কোন অংশী স্থির করিও না। দ্বিতীয়—পিতা-মাতা, তৃতীয়—আত্মীয়-স্বজন, চতুর্থ—পিতৃহীন অনাথ, পঞ্চম—দীন-দরিদ্র, ষষ্ঠ—সম্পর্কীয় প্রতিবেশী, সপ্তম—সম্পর্কহীন প্রতিবেশী, অষ্টম—সঙ্গী-সহচর ও পার্শ্বচর, নবম—পথিক-পরিব্রাজক ও প্রবাসী এবং দশম—আশ্রিত ও নির্ভরশীল দাস-দাসীদিগের সহিত সদয়ভাবে সদ্ব্যবহার কর এবং যথাসাধ্য তাহাদের উপকার সাধনে ব্রতী হও। আশ্রিত পশুপক্ষীদের প্রতিও সদয় ব্যবহার কর—এই আয়তের সুস্পষ্ট নির্দ্দেশ। যাহাদের প্রতি সদয়ভাবে সদ্ব্যবহার করিতে আদেশ করা হইয়াছে, তাহারা স্বজাতি কি বিজাতি এবং স্বধর্ম্মাবলম্বী কি বিধর্ম্মী, তৎসম্বন্ধে কোনই পার্থক্য নাই। এমন উদার, উন্নত ও সার্ব্বজনীন বিশ্বহিতকর মহান্ শিক্ষা জগতের অন্য কোন ধর্ম্মে আছে কি?—তঃ কবির, বহরুল মহিত, হক্কানী ও মঃ আঃ।

৩৭—৩৮। প্রথম আয়তে নিজের ধন-সম্পদ গোপন করিয়া কৃপণতা করার এবং লোক-দিগকে কার্পণ্য শিক্ষা দেওয়ার নিন্দা করিয়া কৃপণদিগকে দুর্গতিজনক শাস্তির ভয় দেখান হইয়াছে। কৃপণতা শিক্ষা দেওয়ার অর্থ—লোকদিগকে দান ও সৎকার্য্যে অর্থ ব্যয় করা হইতে নিবৃত্ত রাখা। দ্বিতীয় আয়তে যাহারা সদুদ্দেশ্য ব্যতীত শুধু সুনাম অর্জ্জনের আশায় অসৎপথে বা অন্যায়ভাবে লোক দেখাইয়া ধন সম্পদ ব্যয় করে—সেই অবিশ্বাসীদিগকে কুসঙ্গী শয়তানের সহচর বলিয়া ঘোষণা করা হইয়াছে। সদুদ্দেশ্যে সৎপথে ধন সম্পদ ব্যয় করাই মানবের কর্ত্তব্য।

অংশী-স্থির করিও না; এবং পিতা-
মাতার সহিত এবং আত্মীয়-স্বজনগণ
ও পিতৃহীনগণ ও দরিদ্রগণ ও সম্পর্কীয়
প্রতিবেশী ও সম্পর্ক-বিহীন প্রতিবেশী ও
পার্শ্ববর্ত্তী সহচর ও পথিক এবং তোমাদের
দক্ষিণ হস্ত যাহাদের অধিকারী তাহাদের
সহিত সদ্ব্যবহার কর; নিশ্চয় আল্লাহ
অহঙ্কারী ও আত্মাভিমানীকে ভালবাসেন
না। ৩৭। যাহারা কৃপণতা করে ও
লোকদিগকে কার্পণ্য শিক্ষা দেয় এবং
আল্লাহ স্বীয় সম্পদ হইতে যাহা দান
করিয়াছেন তাহা গোপন করে; এবং
যাহারা লোকদিগকে দেখাইবার জন্য
স্বীয় ধন-সম্পদ ব্যয় করে এবং
আল্লার প্রতি ও পরকালের প্রতি বিশ্বাস-

شَيْـًٔا وَّبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا وَّبِذِى
الْقُرْبٰى وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسٰكِيْنِ
وَالْجَارِ ذِى الْقُرْبٰى وَالْجَارِ
الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْۢبِ وَابْنِ
السَّبِيْلِ ۙ وَمَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ ط
اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا
فَخُوْرَا ۙ ٣٧- نِ الَّذِيْنَ يَبْخَلُوْنَ
وَيَاْمُرُوْنَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ
وَيَكْتُمُوْنَ مَا اٰتٰهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ ط
وَاَعْتَدْنَا لِلْكٰفِرِيْنَ عَذَابًا مُّهِيْنًا ۙ
٣٨- وَالَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمْ رِئَاءَ
النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَلَا بِالْيَوْمِ

প্রতি ও জগদ্বাসীর কর্ত্তব্য নির্দ্দেশ করিয়া দিতেছেন। এই দশটী মহান্ কর্ত্তব্য মানব-জীবনের মুক্তি ও উন্নতির উজ্জ্বল আলোক সদৃশ। প্রথম কর্ত্তব্য এই যে, তোমরা নিজের মুক্তি ও কল্যাণের জন্য একমাত্র আল্লারই আরাধনা কর এবং তাঁহার সহিত কোন অংশী স্থির করিও না। দ্বিতীয়—পিতা-মাতা, তৃতীয়—আত্মীয়-স্বজন, চতুর্থ—পিতৃহীন অনাথ, পঞ্চম—দীন-দরিদ্র, ষষ্ঠ—সম্পর্কীয় প্রতিবেশী, সপ্তম—সম্পর্কহীন প্রতিবেশী, অষ্টম—সঙ্গী-সহচর ও পার্শ্বচর, নবম—পথিক-পরিব্রাজক ও প্রবাসী এবং দশম—আশ্রিত ও নির্ভরশীল দাস-দাসীদিগের সহিত সদয়ভাবে সদ্ব্যবহার কর এবং যথাসাধ্য তাহাদের উপকার সাধনে ব্রতী হও। আশ্রিত পশুপক্ষীদের প্রতিও সদয় ব্যবহার কর—এই আয়তের সুস্পষ্ট নির্দ্দেশ। যাহাদের প্রতি সদয়ভাবে সদ্ব্যবহার করিতে আদেশ করা হইয়াছে, তাহারা স্বজাতি কি বিজাতি এবং স্বধর্ম্মাবলম্বী কি বিধর্ম্মী, তৎসম্বন্ধে কোনই পার্থক্য নাই। এমন উদার, উন্নত ও সার্ব্বজনীন বিশ্বহিতকর মহান্ শিক্ষা জগতের অন্য কোন ধর্ম্মে আছে কি ?—তঃ কবির, বহরুল মহিত, হক্কানী ও মঃ আঃ।

৩৭—৩৮। প্রথম আয়তে নিজের ধন-সম্পদ গোপন করিয়া কৃপণতা করার এবং লোক-দিগকে কার্পণ্য শিক্ষা দেওয়ার নিন্দা করিয়া কৃপণদিগকে দুর্গতিজনক শাস্তির ভয় দেখান হইয়াছে। কৃপণতা শিক্ষা দেওয়ার অর্থ—লোকদিগকে দান ও সৎকার্য্যে অর্থ ব্যয় করা হইতে নিবৃত্ত রাখা। দ্বিতীয় আয়তে যাহারা সদুদ্দেশ্য ব্যতীত শুধু সুনাম অর্জ্জনের আশায় অসৎপথে বা অন্যায়ভাবে লোক দেখাইয়া ধন সম্পদ ব্যয় করে—সেই অবিশ্বাসীদিগকে কুসঙ্গী শয়তানের সহচর বলিয়া ঘোষণা করা হইয়াছে। সদুদ্দেশ্যে সৎপথে ধন সম্পদ ব্যয় করাই মানবের কর্ত্তব্য।

الْآخِرِ ۗ وَمَن يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ
قَرِينًا فَسَاءَ قَرِينًا ۝ ٣٩- وَمَاذَا
عَلَيْهِمْ لَوْ آمَنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ
وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهُ ۚ وَكَانَ اللَّهُ
بِهِمْ عَلِيمًا ۝ ٤٠- إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ
مِثْقَالَ ذَرَّةٍ ۖ وَإِن تَكُ حَسَنَةً
يُضَاعِفْهَا وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا
عَظِيمًا ۝ ٤١- فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن
كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ
هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا ۝ ٤٢- يَوْمَئِذٍ
يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَعَصَوُا الرَّسُولَ
لَوْ تُسَوَّىٰ بِهِمُ الْأَرْضُ ۗ وَلَا
يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا ۝

স্থাপন করে না এবং যাহাদের সহচর শয়তান—নিকৃষ্ট সঙ্গী সে।
৩৯। এবং ইহাতে তাহাদের কি হইত—যদি তাহারা আল্লাহ ও পরকালের প্রতি বিশ্বাস-স্থাপন করিত এবং আল্লাহ তাহাদিগকে যাহা দিয়াছেন তাহা হইতে ব্যয় করিত? এবং আল্লাহ তাহাদের বিষয়ে মহাজ্ঞানী।
৪০। নিশ্চয় আল্লাহ বিন্দুমাত্রও অত্যাচার করেন না এবং যদি কোন সৎকার্য্য থাকে তবে উহা দ্বিগুণিত করেন এবং স্বীয় সকাশ হইতে উহার মহান্ প্রতিদান প্রদান করেন।
৪১। অনন্তর তখন কি দশা হইবে—যখন আমি প্রত্যেক ধর্ম্ম-সম্প্রদায় হইতে সাক্ষী আনয়ন করিব এবং তোমাকেই তাহাদের প্রতি সাক্ষী করিব?
৪২। যাহারা অবিশ্বাসী হইয়াছে ও রসুলের বিরুদ্ধাচরণ করিয়াছে, তাহারা সেদিন কামনা করিবে—যেন ভূমণ্ডল তাহাদের সহিত সমতল হয়; এবং আল্লার নিকট তাহারা কোন কথাই গোপন করিতে পারিবে না।

৩৯। এই আয়তের মর্ম্ম এই যে, পবিত্র ইসলামের নির্দ্দেশ অনুযায়ী আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাস করায় এবং আল্লাহতা'লা যে ধন-সম্পদ দান করিয়াছেন, তাহা হইতে নিজ সাধ্যানুযায়ী সৎপথে ব্যয় করায় লোকের কোনই ক্ষতি নাই; বরং অসীম পুণ্য ও সুফল রহিয়াছে। সুতরাং যে ব্যক্তি সত্য ধর্ম্ম বিশ্বাস করিয়া নিজের ধন-সম্পদ সৎপথে ব্যয় করিতে না পারে, সে নিতান্তই দুর্ভাগা!

৪০। আল্লাহতা'লা বলিতেছেন যে, আমি কাহারও প্রতি বিন্দু পরিমাণও অবিচার করিব না এবং যাহারা সৎপথে ব্যয় করিবে তাহাদিগকে আমি দ্বিগুণ পুরস্কার প্রদান করিব। পরকালে প্রত্যেকেই স্ব স্ব কার্য্যের অনুরূপ প্রতিদান পাইবে।

৪২। যাহারা আল্লাহ ও রসুলের প্রতি অবিশ্বাসী হইয়া পবিত্র ইসলাম প্রত্যাখ্যান করিয়াছে, তাহারা পরকালে স্বীয় কৃতকার্য্যের শোচনীয় পরিণাম লক্ষ্য করিয়া লজ্জা, দুঃখ, ক্ষোভ ও অনুতাপে মর্ম্মাহত এবং বিদগ্ধ হইয়া ইচ্ছা করিবে যে, "ভূমণ্ডল তাহাদের উপর সমতল হউক" অর্থাৎ তাহারা দুঃখ-অনুতাপে মাটির সহিত মিশিয়া যাইতে ইচ্ছা করিবে; কিন্তু অবিশ্বাসী-দিগকে অবশ্যই স্ব স্ব অবিশ্বাস ও কৃতকার্য্যের সম্যক প্রতিফল ভোগ করিতে হইবে;—তাহারা উহা হইতে কিছুতেই পরিত্রাণ পাইবে না।

الْاٰخِرِ ط وَمَنْ يَّكُنِ الشَّيْطٰنُ لَهٗ
قَرِيْنًا فَسَآءَ قَرِيْنًا ○ ٣٩- وَمَاذَا
عَلَيْهِمْ لَوْ اٰمَنُوْا بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ
وَاَنْفَقُوْا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللّٰهُ ط وَكَانَ اللّٰهُ
بِهِمْ عَلِيْمًا ○ ٤٠- اِنَّ اللّٰهَ لَا يَظْلِمُ
مِثْقَالَ ذَرَّةٍ ع وَاِنْ تَكُ حَسَنَةً
يُّضٰعِفْهَا وَيُؤْتِ مِنْ لَّدُنْهُ اَجْرًا
عَظِيْمًا ○ ٤١- فَكَيْفَ اِذَا جِئْنَا مِنْ
كُلِّ اُمَّةٍ بِشَهِيْدٍ وَّجِئْنَا بِكَ عَلٰى
هٰؤُلَآءِ شَهِيْدًا ○ ٤٢- يَوْمَئِذٍ
يَّوَدُّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَعَصَوُا الرَّسُوْلَ
لَوْ تُسَوّٰى بِهِمُ الْاَرْضُ ط وَلَا
يَكْتُمُوْنَ اللّٰهَ حَدِيْثًا ○

স্থাপন করে না এবং যাহাদের সহচর শয়তান—নিকৃষ্ট সঙ্গী সে। ৩৯। এবং ইহাতে তাহাদের কি হইত—যদি তাহারা আল্লাহ ও পরকালের প্রতি বিশ্বাস-স্থাপন করিত এবং আল্লাহ তাহাদিগকে যাহা দিয়াছেন তাহা হইতে ব্যয় করিত? এবং আল্লাহ তাহাদের বিষয়ে মহাজ্ঞানী। ৪০। নিশ্চয় আল্লাহ বিন্দুমাত্রও অত্যাচার করেন না এবং যদি কোন সৎকার্য্য থাকে তবে উহা দ্বিগুণিত করেন এবং স্বীয় সকাশ হইতে উহার মহান্ প্রতিদান প্রদান করেন। ৪১। অনন্তর তখন কি দশা হইবে—যখন আমি প্রত্যেক ধর্ম্ম-সম্প্রদায় হইতে সাক্ষী আনয়ন করিব এবং তোমাকেই তাহাদের প্রতি সাক্ষী করিব? ৪২। যাহারা অবিশ্বাসী হইয়াছে ও রসুলের বিরুদ্ধাচরণ করিয়াছে, তাহারা সেদিন কামনা করিবে—যেন ভূমণ্ডল তাহাদের সহিত সমতল হয়; এবং আল্লার নিকট তাহারা কোন কথাই গোপন করিতে পারিবে না।

৩৯। এই আয়তের মর্ম্ম এই যে, পবিত্র ইসলামের নির্দ্দেশ অনুযায়ী আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাস করায় এবং আল্লাহতা'লা যে ধন-সম্পদ দান করিয়াছেন, তাহা হইতে নিজ সাধ্যানুযায়ী সৎপথে ব্যয় করায় লোকের কোনই ক্ষতি নাই; বরং অসীম পুণ্য ও সুফল রহিয়াছে। সুতরাং যে ব্যক্তি সত্য ধর্ম্ম বিশ্বাস করিয়া নিজের ধন-সম্পদ সৎপথে ব্যয় করিতে না পারে, সে নিতান্তই দুর্ভাগা!

৪০। আল্লাহতা'লা বলিতেছেন যে, আমি কাহারও প্রতি বিন্দু পরিমাণও অবিচার করিব না এবং যাহারা সৎপথে ব্যয় করিবে তাহাদিগকে আমি দ্বিগুণ পুরস্কার প্রদান করিব। পরকালে প্রত্যেকেই স্ব স্ব কার্য্যের অনুরূপ প্রতিদান পাইবে।

৪২। যাহারা আল্লাহ ও রসুলের প্রতি অবিশ্বাসী হইয়া পবিত্র ইসলাম প্রত্যাখ্যান করিয়াছে, তাহারা পরকালে স্বীয় কৃতকার্য্যের শোচনীয় পরিণাম লক্ষ্য করিয়া লজ্জা, দুঃখ, ক্ষোভ ও অনুতাপে মর্ম্মাহত এবং বিদগ্ধ হইয়া ইচ্ছা করিবে যে, "ভূমণ্ডল তাহাদের উপর সমতল হউক" অর্থাৎ তাহারা দুঃখ-অনুতাপে মাটির সহিত মিশিয়া যাইতে ইচ্ছা করিবে; কিন্তু অবিশ্বাসী-দিগকে অবশ্যই স্ব স্ব অবিশ্বাস ও কৃতকার্য্যের সম্যক প্রতিফল ভোগ করিতে হইবে;—তাহারা উহা হইতে কিছুতেই পরিত্রাণ পাইবে না।

الْاٰخِرِ ط وَمَنْ يَّكُنِ الشَّيْطٰنُ لَهٗ
قَرِيْنًا فَسَآءَ قَرِيْنًا ○ ۳۹- وَمَاذَا
عَلَيْهِمْ لَوْ اٰمَنُوْا بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ
وَاَنْفَقُوْا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللّٰهُ ط وَكَانَ اللّٰهُ
بِهِمْ عَلِيْمًا ○ ۴۰- اِنَّ اللّٰهَ لَا يَظْلِمُ
مِثْقَالَ ذَرَّةٍ ج وَاِنْ تَكُ حَسَنَةً
يُّضٰعِفْهَا وَيُؤْتِ مِنْ لَّدُنْهُ اَجْرًا
عَظِيْمًا ○ ۴۱- فَكَيْفَ اِذَا جِئْنَا مِنْ
كُلِّ اُمَّةٍ بِشَهِيْدٍ وَّجِئْنَا بِكَ عَلٰى
هٰٓؤُلَآءِ شَهِيْدًا ○ ۴۲- يَوْمَئِذٍ
يَوَدُّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَعَصَوُا الرَّسُوْلَ
لَوْ تُسَوّٰى بِهِمُ الْاَرْضُ ط وَلَا
يَكْتُمُوْنَ اللّٰهَ حَدِيْثًا ○

স্থাপন করে না এবং যাহাদের সহচর
শয়তান—নিকৃষ্ট সঙ্গী সে। ৩৯। এবং
ইহাতে তাহাদের কি হইত—যদি
তাহারা আল্লাহ ও পরকালের প্রতি
বিশ্বাস-স্থাপন করিত এবং আল্লাহ
তাহাদিগকে যাহা দিয়াছেন তাহা
হইতে ব্যয় করিত? এবং আল্লাহ
তাহাদের বিষয়ে মহাজ্ঞানী। ৪০। নিশ্চয়
আল্লাহ বিন্দুমাত্রও অত্যাচার করেন না
এবং যদি কোন সৎকার্য্য থাকে তবে
উহা দ্বিগুণিত করেন এবং স্বীয় সকাশ
হইতে উহার মহান্ প্রতিদান প্রদান
করেন। ৪১। অনন্তর তখন কি দশা
হইবে—যখন আমি প্রত্যেক ধর্ম্ম-সম্প্রদায়
হইতে সাক্ষী আনয়ন করিব এবং
তোমাকেই তাহাদের প্রতি সাক্ষী করিব?
৪২। যাহারা অবিশ্বাসী হইয়াছে ও
রসুলের বিরুদ্ধাচরণ করিয়াছে, তাহারা
সেদিন কামনা করিবে—যেন ভূমণ্ডল
তাহাদের সহিত সমতল হয়; এবং আল্লার
নিকট তাহারা কোন কথাই গোপন
করিতে পারিবে না।

৩৯। এই আয়তের মর্ম্ম এই যে, পবিত্র ইসলামের নির্দ্দেশ অনুযায়ী আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাস করায় এবং আল্লাহতা'লা যে ধন-সম্পদ দান করিয়াছেন, তাহা হইতে নিজ সাধ্যানুযায়ী সৎপথে ব্যয় করায় লোকের কোনই ক্ষতি নাই; বরং অসীম পুণ্য ও সুফল রহিয়াছে। সুতরাং যে ব্যক্তি সত্য ধর্ম্ম বিশ্বাস করিয়া নিজের ধন-সম্পদ সৎপথে ব্যয় করিতে না পারে, সে নিতান্তই দুর্ভাগা!

৪০। আল্লাহতা'লা বলিতেছেন যে, আমি কাহারও প্রতি বিন্দু পরিমাণও অবিচার করিব না এবং যাহারা সৎপথে ব্যয় করিবে তাহাদিগকে আমি দ্বিগুণ পুরস্কার প্রদান করিব। পরকালে প্রত্যেকেই স্ব স্ব কার্য্যের অনুরূপ প্রতিদান পাইবে।

৪২। যাহারা আল্লাহ ও রসুলের প্রতি অবিশ্বাসী হইয়া পবিত্র ইসলাম প্রত্যাখ্যান করিয়াছে, তাহারা পরকালে স্বীয় কৃতকার্য্যের শোচনীয় পরিণাম লক্ষ্য করিয়া লজ্জা, দুঃখ, ক্ষোভ ও অনুতাপে মর্ম্মাহত এবং বিদগ্ধ হইয়া ইচ্ছা করিবে যে, "ভূমণ্ডল তাহাদের উপর সমতল হউক" অর্থাৎ তাহারা দুঃখ-অনুতাপে মাটির সহিত মিশিয়া যাইতে ইচ্ছা করিবে; কিন্তু অবিশ্বাসী-দিগকে অবশ্যই স্ব স্ব অবিশ্বাস ও কৃতকার্য্যের সম্যক প্রতিফল ভোগ করিতে হইবে;—তাহারা উহা হইতে কিছুতেই পরিত্রাণ পাইবে না।

৭ম রুকু—আভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক পবিত্রতা

৪৩। হে বিশ্বাস-স্থাপনকারিগণ, তোমরা মত্ততাবস্থায় যে-পর্য্যন্ত না স্বীয় বাক্য হৃদয়ঙ্গম করিতে পার এবং পথাতিক্রম ব্যতীত অবগাহন না করা পর্য্যন্ত অপবিত্র ভাবে নামাজের নিকটবর্ত্তী হইও না; এবং যদি তোমরা পীড়িত হও কিংবা প্রবাসে অবস্থান কর অথবা তোমাদের মধ্যে কেহ

٤٣- يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَقْرَبُوا
الصَّلٰوةَ وَاَنْتُمْ سُكٰرٰى حَتّٰى تَعْلَمُوْا
مَا تَقُوْلُوْنَ وَلَا جُنُبًا اِلَّا عَابِرِىْ سَبِيْلٍ
حَتّٰى تَغْتَسِلُوْا ط وَاِنْ كُنْتُمْ مَرْضٰى
اَوْ عَلٰى سَفَرٍ اَوْ جَاۤءَ اَحَدٌ مِّنْكُمْ مِّنَ

৪৩। আবু দাউদ, তেরমেজী, নেসাই প্রভৃতি বিভিন্ন হাদিস গ্রন্থে একাধিক রাবি কর্ত্তৃক বর্ণিত হইয়াছে যে, ইসলামের প্রাথমিক অবস্থায় আবদুর রহমান একদা মুসলমানদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। ইসলামে তখনও মদ্য প্রভৃতি মত্ততাজনক দ্রব্য অবৈধ হইয়া যায় নাই। সুতরাং দেশ প্রথানুযায়ী আহারের পর সকলেই প্রচুর সুরা পান করিয়া প্রমত্ত হইয়া উঠিলেন। কিন্তু সেই মত্ততা দুরীভূত হইবার পূর্ব্বেই নামাজের সময় উপস্থিত হইল। তখন সকলে হজরত আলিকে এমাম করিয়া নামাজ পড়িলেন। কিন্তু হজরত আলি (রাঃ) মত্ততা বশতঃ "কোল্‌ইয়া আইয়োহাল্ কাফেরুনা" সুরা পড়িতে ভ্রম করায় তদুপলক্ষে এই আয়তের প্রথমাংশ অবতীর্ণ হয়। কেহ কেহ বলিয়াছেন যে, উহা মগরেবের নামাজের সময়ে ঘটিয়াছিল এবং আবদুর রহমান বেন আউফ কেরাত পড়িতে ভ্রম করিয়াছিলেন। এই আয়তের শেষাংশ অবতীর্ণ হইয়াছিল—একদা জেহাদ ক্ষেত্রে জননী আয়শার কণ্ঠভূষণ হারাইয়া যাওয়ার জন্য হজরত রসুলোল্লা স্বীয় সহচরগণ-সহ এক সলিল-বিহীন অনুর্ব্বর স্থানে অপেক্ষা করিয়া বিব্রত হওয়ায়।—তঃ হক্কানী।

ছালাত—অর্থ নামাজ; ইহাই এমাম আবু হানিফা ও অধিকাংশ আলেমের মত। কিন্তু এমাম শাফেয়ী ও এক সম্প্রদায়ের মতে 'ছালাত' অর্থ নামাজের স্থান।

সোকারা—সক্‌রান শব্দের বহুবচন। ইহার আভিধানিক অর্থ—প্রতিরোধ বা বন্ধ করা। এই জন্য ইহার মর্ম্মার্থ সম্বন্ধে মতভেদ হইয়াছে। মত্ততা লোকের বুদ্ধি-জ্ঞান হরণ অথবা রুদ্ধ করে বলিয়া উহাও 'সকরান' নামে কথিত হয়। এই হেতু আমরা উহার অর্থ 'মত্ততা' গ্রহণ করিলাম। অধিকাংশ আলেমের মতে সুরাপান-জনিত মত্ততাই উহার প্রকৃত অর্থ। কেহ কেহ উহাকে নিদ্রার আবেশ বলিয়াও বর্ণনা করিয়াছেন; কিন্তু এ মত নিতান্তই দুর্ব্বল।

জনুবা—'জন্‌ব' হইতে নিষ্পন্ন; উহার অর্থ পার্শ্ব। স্ত্রী সংসর্গ প্রভৃতি কারণে শুদ্ধতার জন্য যাহার অবগাহন অপরিহার্য্য হয়, তাহাকেই 'জনুব' বলে। শব্দের দ্যোতনা এই যে, অবগাহন না করা পর্যন্ত সে নামাজে যোগদান না করিয়া পার্শ্বে অবস্থান করিবে।—এমাম রাগেব।

আবেরী-সবিল—পথিক, পথাতিক্রমকারী। ইহার মর্ম্মে কেহ পথাতিক্রম-কালের এবং কেহ বা প্রবাসের অবস্থা পরিগ্রহণ করিয়াছেন।

লামাস্‌তোমোন্নেসা—স্ত্রী-স্পর্শ। এমাম আবু হানিফা ও প্রসিদ্ধ তফ্‌সীরকারগণের মতে ইহার অর্থ স্ত্রী-সহবাস। পক্ষান্তরে এমাম শাফেয়ী ও কতিপয় ব্যাখ্যাতা স্ত্রী-অঙ্গ স্পর্শ বা নিষ্পেষণ মাত্র গ্রহণ করেন। কিন্তু এ মত ঠিক নহে; কারণ উহা সহি হাদিস ও সুযুক্তির বিরোধী। পবিত্র কোরান অবতারণের পূর্ব্বে অশ্লীলতা হীন সুমধুর উত্তম শব্দ দ্বারা অপকৃষ্ট, অশ্লীল অথবা গুপ্ত বিষয়ের ভাব প্রকাশের এরূপ চমৎকার বাক্‌ধারা বা পদ-লহরী আরবে সম্পূর্ণ অপরিজ্ঞাত ছিল। কোরান শরিফ যে ঐশীগ্রন্থ, ইহাও তাহার এক উৎকৃষ্টতর প্রমাণ।—তঃ হক্কানী ও মঃ আঃ।

الْغَائِطِ أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا
مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا
بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
عَفُوًّا غَفُورًا ٥ ٤٣- أَلَمْ تَرَ إِلَى
الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِّنَ الْكِتَابِ
يَشْتَرُونَ الضَّلَالَةَ وَيُرِيدُونَ أَنْ
تَضِلُّوا السَّبِيلَ ۚ ٤٤- وَاللَّهُ أَعْلَمُ

পায়খানা হইতে প্রত্যাগত হয় কিংবা রমণী স্পর্শ করে অথবা পানি না পাওয়া যায় তবে বিশুদ্ধ ভূমির অন্বেষণ কর, তদ্দ্বারা তোমাদের মুখমণ্ডল ও হস্ত-সমূহ মুছিয়া ফেল; নিশ্চয় আল্লাহ মার্জ্জনাকারী ক্ষমাশীল। ৪৪। তোমরা কি তাহাদের প্রতি লক্ষ্য কর নাই, যাহাদিগকে গ্রন্থের একাংশ প্রদত্ত হইয়াছে? তাহারা বিপথ ক্রয় করিয়াছে এবং ইচ্ছা করে যে তুমিও পথ-ভ্রান্ত হও। ৪৫। এবং আল্লাহ তোমা-

---

আয়তের প্রকৃত অর্থ এই যে, তোমরা সুরা প্রভৃতি মত্ততাজনক দ্রব্য ব্যবহারে প্রমত্ত হইলে, যে পর্য্যন্ত ঐ মত্ততা দূরীভূত হইয়া স্বীয় বাক্যের অর্থ হৃদয়ঙ্গম করিতে না পার, সে পর্য্যন্ত নামাজ পড়িও না। 'জনুব, ব্যক্তি অর্থাৎ স্ত্রী-সংসর্গ প্রভৃতি কারণে যাহার অবগাহন করা অপরিহার্য্য কর্ত্তব্য—অবগাহন না করা পর্য্যন্ত তাহার জন্যও ঐ ব্যবস্থা। কিন্তু সে যদি প্রবাসে থাকে, তবে অবগাহনের অভাবে 'তয়ম্মম' করিলেও চলিতে পারে। অবশ্য পানির অভাব হইলে স্বগৃহেও 'তয়ম্মম' সিদ্ধ হইবে।—তঃ হক্কানী।

তয়ম্মম—এই আয়তে 'তয়ম্মমের' ব্যবস্থা বিবৃত হইয়াছে। অবস্থা-বিশেষে অবগাহন অথবা অজুর অভাবে বিশুদ্ধ মৃত্তিকা প্রভৃতির দ্বারা শুদ্ধতা সম্পাদনের যে বিধি আছে, তাহাকে 'তয়ম্মম' বলে। পীড়িত ব্যক্তির যদি পানি ব্যবহারে অনিষ্টের আশঙ্কা হয় এবং প্রবাসী, পায়খানা-প্রত্যাগত ব্যক্তি ও স্ত্রী সংসর্গকারী যদি পানির অভাবে অবগাহন অথবা অজু করিতে না পারে, তবে তৎপরিবর্ত্তে বিশুদ্ধ মৃত্তিকা দ্বারা হস্তদ্বয় ও মুখমণ্ডল মুছিয়া ফেলিলেই তাহার শুদ্ধতা সম্পন্ন হইবে।

অবস্থা-বিশেষে অবগাহন এবং অজু উভয়ের পরিবর্ত্তেই 'তয়ম্মম' করা যাইতে পারে—ইহাই অধিকাংশের মত। কিন্তু হজরত ওমর ও আবদুল্লাহ এব্‌ন-মসূউদ বলিতেন যে, অজুর পরিবর্ত্তেই তয়ম্মম—অবগাহনের পরিবর্ত্তে নয়। পূর্ব্বোক্ত মতের অনুকূলে যথেষ্ট হাদিস বিদ্যমান থাকায় তফ্‌সীরকারগণ কর্ত্তৃক শেষোক্ত মত পরিগৃহীত হয় নাই।

'তয়ম্মমের' জন্য 'বিশুদ্ধ ভূমি' আবশ্যক। ভূমি অর্থ—মৃত্তিকা, প্রস্তর, বালি ও সোর্ম্মা প্রভৃতি, ইহাই এমাম আবু হানিফার মত। এমাম শাফেয়ীর মতে তয়ম্মমের জন্য কেবল মৃত্তিকাই ব্যবহার্য্য। সহি বোখারী ও মোস্‌লেমের বর্ণনা অনুযায়ী একবার মৃত্তিকায় হস্তক্ষেপ করিয়া হস্ত মুখ আমর্ষণ করিলেই তয়ম্মম সিদ্ধ হইবে। কিন্তু এমাম আবু হানিফার মতে দুইবার হস্তক্ষেপ করিয়া প্রথমবার মুখমণ্ডল এবং দ্বিতীয়বার কনুই পর্য্যই হস্তদ্বয় মুছিয়া ফেলিতে হইবে।

আলোচ্য আয়তে মত্ততাবস্থায় নামাজ পাঠ নিষিদ্ধ হওয়ায় কেহ যেন মনে না করেন যে, অন্য সময়ে মত্ততাজনক দ্রব্য ব্যবহার করা অবৈধ নহে। এই আয়তের পরবর্ত্তী একাধিক আয়তে মত্ততাজনক দ্রব্যের অধিক বা অল্প মাত্রা সকল অবস্থাতেই অবৈধ ও নিষিদ্ধ বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছে।—সুরা মায়দা দ্রষ্টব্য

৪৪। ইহুদী ও খ্রীষ্টানেরা সত্য গ্রন্থের একাংশ হইতে ইস্‌লামের সত্যতা উপলব্ধি করিয়াও যেরূপ বিপথগামী হইয়াছে তাহাদের ন্যায় মুসলমানদিগকেও পথভ্রান্ত করিতে চেষ্টা করিয়াছিল, এই আয়তে তৎপ্রতি ইঙ্গিত করা হইয়াছে।

দের শত্রুকুলকে সম্যক পরিজ্ঞাত আছেন; এবং আল্লা-ই যথেষ্ট পৃষ্ঠপোষক এবং আল্লাই প্রচুর সাহায্যকারী।
৪৬। ইহুদীগণের মধ্যে কেহ কেহ যথাস্থান হইতে বাক্যাবলী পরিবর্ত্তিত করে এবং বলে যে, আমরা শ্রবণ করিলাম ও অগ্রাহ্য করিলাম; এবং তাহারা স্বীয় জিহ্বা বিকৃত করিয়া ও ধর্ম্মের প্রতি দোষারোপ করিয়া বলে যে, শোন—শোনা যায় না ও 'রায়েনা'; এবং যদি তাহারা বলিত যে, আমরা শুনিলাম ও স্বীকার করিলাম—এবং শোন ও 'উনজোরনা' তাহা হইলে ইহা তাহাদের পক্ষে উত্তম ও সুসঙ্গত হইত; কিন্তু আল্লাহ তাহাদের অবিশ্বাস হেতু তাহাদিগকে অভিসম্পাত করিয়াছেন; অতএব তাহারা অল্পসংখ্যক ব্যতীত বিশ্বাস করিবে না।
৪৭। হে গ্রন্থ প্রাপ্তগণ, তোমাদের সঙ্গে যাহা আছে—তাহার সত্যতা প্রতিপাদনকারী যাহা অবতীর্ণ করিয়াছি তৎপ্রতি বিশ্বাস-স্থাপন কর; ইহার পূর্ব্বে আমি বহু মুখমণ্ডল বিকৃত করিয়াছি, তৎপর তাহাদিগকে পৃষ্ঠের দিকে উল্টাইয়া দিয়াছি

بِأَعْدَائِكُمْ ط وَكَفَىٰ بِاللَّهِ وَلِيًّا ز
وَكَفَىٰ بِاللَّهِ نَصِيرًا ○ ٤٦- مِّنَ
الَّذِينَ هَادُوا يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَن
مَّوَاضِعِهِ وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا
وَاسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَعٍ وَرَاعِنَا لَيًّا
بِأَلْسِنَتِهِمْ وَطَعْنًا فِي الدِّينِ ط وَلَوْ
أَنَّهُمْ قَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَاسْمَعْ
وَانظُرْنَا لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ وَأَقْوَمَ ز
وَلَٰكِن لَّعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ
إِلَّا قَلِيلًا ○ ٤٧- يَا أَيُّهَا الَّذِينَ أُوتُوا
الْكِتَابَ آمِنُوا بِمَا نَزَّلْنَا مُصَدِّقًا لِّمَا
مَعَكُم مِّن قَبْلِ أَن نَّطْمِسَ وُجُوهًا
فَنَرُدَّهَا عَلَىٰ أَدْبَارِهَا أَوْ نَلْعَنَهُمْ كَمَا

৪৬। **ধর্ম্ম-গ্রন্থ পরিবর্ত্তন**—এই আয়তে ইহুদীদিগের 'তওরাত' পরিবর্ত্তনের প্রসঙ্গ বর্ণিত হইয়াছে। পবিত্র কোরান একাধিকবার ইহুদী ও খ্রীষ্টানদিগের ধর্ম্মগ্রন্থ পরিবর্ত্তনের বিষয় জলদ্‌গম্ভীর স্বরে ঘোষণা করিয়াছে (২—৭৫, ৭৯); কিন্তু আজ পর্যন্ত তাহারা উহার কোনই সুসঙ্গত প্রত্যুত্তর প্রদান বা প্রতিবাদ করিতে পারে নাই। অধিকন্তু কালক্রমে নানা নিরপেক্ষ আলোচনার দ্বারা ইহুদী ও খ্রীষ্টানদিগের ঐ দুষ্কার্য্য এরূপ নিঃসন্দেহ রূপে প্রমাণিত হইয়াছে যে, এখন আর উহা অস্বীকার করিবার কোনই উপায় নাই। আধুনিক তফ্‌সীরে উহার অনেকগুলি প্রমাণ সঙ্কলিত হইয়াছে।—তঃ হক্কানীর বিস্তৃত আলোচনা দ্রষ্টব্য।

অনন্তর ইহুদীরা স্বভাবসিদ্ধ অবিশ্বাস ও কুটীলতা বশে 'রায়েনা' প্রভৃতি দ্ব্যর্থ বোধক অবমাননাকর শব্দ ব্যবহার এবং জিহ্বা বিকৃত করিয়া হজরতের সহিত যেরূপ অসদাচরণ করিত, এই আয়তে তৎপ্রতি ইঙ্গিত করা হইয়াছে।—সুরা বকর ১০৪ আয়ত ও উহার তফসীর দ্রষ্টব্য।

৪৭। 'মুখমণ্ডল বিকৃত করা' অর্থ অধঃপাতিত অথবা অবনমিত হওয়া। উন্নতি ও গৌরবের উচ্চ শিখর হইতে অবনমিত ও দুর্গতির নিম্নতম গহ্বরে পতিত হওয়াই উক্ত বাক্‌-ধারার প্রকৃত মর্ম্ম। কখন কখন দলপতি অথবা প্রধান ব্যক্তি অর্থেও 'উজুহ' শব্দ ব্যবহৃত হইয়া থাকে।—তঃ কবির ও বয়জবী।

لَعَنَّآ اَصْحٰبَ السَّبْتِ ط وَكَانَ
اَمْرُ اللّٰهِ مَفْعُوْلًا ○ ۴۸- اِنَّ اللّٰهَ
لَا يَغْفِرُ اَنْ يُّشْرَكَ بِهٖ وَيَغْفِرُ مَا
دُوْنَ ذٰلِكَ لِمَنْ يَّشَآءُ ج وَمَنْ
يُّشْرِكْ بِاللّٰهِ فَقَدِ افْتَرٰٓى اِثْمًا
عَظِيْمًا ○ ۴۹- اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ
يُزَكُّوْنَ اَنْفُسَهُمْ ط بَلِ اللّٰهُ يُزَكِّيْ
مَنْ يَّشَآءُ وَلَا يُظْلَمُوْنَ فَتِيْلًا ○
۵۰- اُنْظُرْ كَيْفَ يَفْتَرُوْنَ عَلَى اللّٰهِ
الْكَذِبَ ط وَكَفٰى بِهٖٓ اِثْمًا مُّبِيْنًا ○

অথবা 'সাব্বাত'-বাদীদিগকে যেরূপ অভিসম্পাত করিয়াছিলাম, ইহাদিগকেও তদ্রূপ অতিসম্পাত করিয়াছি; এবং আল্লার আদেশ সুসম্পন্ন হইয়াই থাকে।
৪৮। নিশ্চয় আল্লাহ—তাঁহার সহিত অংশী-স্থাপন করিলে তাহাকে ক্ষমা করিবেন না এবং তদ্ব্যতীত যাহাকে ইচ্ছা ক্ষমা করিয়া থাকেন; এবং যে কেহ আল্লার অংশী-স্থির করে, সে মহাপাপে আবদ্ধ হইয়াছে।
৪৯। তুমি কি তাহাদের প্রতি লক্ষ্য কর নাই—যাহারা স্বীয় পবিত্রতা প্রকাশ করে? বরং আল্লাহ যাহাকে ইচ্ছা পবিত্র করেন এবং তাহারা সূত্র পরিমাণও অত্যাচারিত হইবে না।
৫০। লক্ষ্য কর—তাহারা কিরূপে আল্লার প্রতি দোষারোপ করিতেছে! এবং এই প্রকাশ্য পাপই তাহাদের জন্য যথেষ্ট।

এই আয়তে—পূর্ব্ববর্ত্তী ধর্ম্মদ্রোহীরা যেরূপ অভিশপ্ত ও দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইয়াছিল, অবিশ্বাসী ইহুদী জাতিরও সেইরূপ অবনতি ও দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইবার ভবিষ্যদ্বাণী রহিয়াছে। আল্লাহতা'লা একথাও বলিতেছেন যে, "সাব্বাত" অর্থাৎ শনি-বাসরীয় বিধি লঙ্ঘন করিয়া উক্ত বিধির পালনকারী লোকেরা যেরূপ শোচনীয়ভাবে লাঞ্ছিত হইয়াছিল, ইহুদীরাও নিজেদের ধর্ম্মদ্রোহিতার জন্য সেরূপ ভাবে লাঞ্ছিত হইবে। বলা বাহুল্য, এই ভবিষ্যদ্বাণী অচিরেই পূর্ণ হইয়াছিল।—সুরা বকর, ৬৫ আয়ত এবং সুরা আরাফের বিস্তৃত আলোচনা দ্রষ্টব্য।

৪৮। অনেক মহাপাপী ইসলাম প্রচারের সময়ে এই কথা বলিত যে, আমরা যে সকল ভয়াবহ পাপ করিয়াছি, তাহা হইতে পরিত্রাণের কোনই আশা নাই; সুতরাং এখন আর ইসলাম গ্রহণ করিলে কি হইবে? ঐরূপ অনুযোগের উত্তরে এই আয়ত অবতীর্ণ হয়। আল্লাহতা'লা বলিয়া দিলেন যে, অংশীবাদিতা ব্যতীত অন্যান্য পাপ যতই ভয়াবহ হউক না কেন, আল্লাহ ইচ্ছা করিলেই সে সকল পাপ ক্ষমা করিয়া দিবেন। কিন্তু অংশীবাদিতা রূপ মহাপাপ তিনি কখনই ক্ষমা করিবেন না। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, যাহারা অংশীবাদিতা করিতে করিতে মৃত্যুমুখে পতিত হইবে, তাহারা আল্লার অনুগ্রহ, ক্ষমা ও মুক্তিলাভ হইতে চির বঞ্চিত থাকিবে। পক্ষান্তরে সত্য বিশ্বাসী, একত্ববাদী মহাপাপ করিয়াও যদি অংশীবাদিতা-বিহীন সত্য-বিশ্বাসের সহিত মৃত্যুমুখে পতিত হয়, তবে স্বীয় পাপের জন্য নরকের কঠোর শাস্তি ভোগ করিলেও, সে আল্লার অনুগ্রহ, ক্ষমা এবং মুক্তি হইতে চির বঞ্চিত হইবে না।

৪৯। যাহারা নিজ মুখে নিজের গৌরব ও পবিত্রতা প্রকাশ করে, তাহারা গৌরবান্বিত অথবা পবিত্র নাও হইতে পারে; কিন্তু আল্লার নিকট যে পবিত্র ও গৌরবান্বিত হইবে, সেই ধন্য।

৫০। ইহুদীরা ইস্‌লামের প্রতি ঈর্ষাবশতঃ আল্লার উপরেও দোষারোপ করিতে কুণ্ঠিত হইত না। আল্লাহতা'লা বলিতেছেন যে, এই একমাত্র মহাপাপেই তাহারা ধ্বংস ও বিনষ্ট হইয়া যাইবে।

৮ম রুকু—আল্লাহ-রসুলের আনুগত্য ও সুবিচারের আদর্শ

৫১। তুমি কি তাহাদের প্রতি লক্ষ্য কর নাই—যাহাদিগকে গ্রন্থের একাংশ প্রদত্ত হইয়াছে? তাহারা প্রতিমা ও শয়তানের প্রতি বিশ্বাস-স্থাপন করে এবং অবিশ্বাসীদিগকে বলে যে, বিশ্বাস-স্থাপনকারিগণ অপেক্ষা তাহারাই অধিকতর সুপথগামী। ৫২। ইহাদেরই প্রতি আল্লাহ অভিসম্পাত করিয়াছেন; এবং আল্লাহ যাহাকে অভিসম্পাত করেন, তুমি তাহার জন্য কোনই সাহায্যকারী পাইবে না। ৫৩। তবে কি রাজত্বে তাহাদের জন্য কোন অংশ আছে? বস্তুতঃ

٥١- اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ اُوْتُوْا
نَصِيْبًا مِّنَ الْكِتٰبِ يُؤْمِنُوْنَ بِالْجِبْتِ
وَالطَّاغُوْتِ وَيَقُوْلُوْنَ لِلَّذِيْنَ
كَفَرُوْا هٰٓؤُلَاۤءِ اَهْدٰى مِنَ الَّذِيْنَ
اٰمَنُوْا سَبِيْلًا ٥ ٥٢- اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ
لَعَنَهُمُ اللّٰهُ ط وَمَنْ يَّلْعَنِ اللّٰهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهٗ
نَصِيْرًا ٥ ٥٣- اَمْ لَهُمْ نَصِيْبٌ مِّنَ

অধুনা বহু খ্রীষ্টান ও হিন্দু, আর্য্য আনার্য্য, অংশীবাদী ও পৌত্তলিক প্রভৃতি সম্প্রদায় ইসলামের প্রতিবাদ করিতে গিয়া ঈর্ষাবশে আল্লার উপর দোষারোপ করিয়া থাকে। কোন কোন নব্য শিক্ষিত মুসলমানও পবিত্র কোরানের কোন বিধি-ব্যবস্থা মনোনীত না হইলে আল্লার উপর কটাক্ষ করিতে শঙ্কিত হয় না! আলোচ্য আয়ত এবং ইহুদী জাতির পরিণাম লক্ষ্য করিয়া ঐ ধর্ম্মদ্রোহিগণের সতর্ক হওয়া উচিত।

৫১। এই আয়তে মদিনার অবিশ্বাসী প্রবঞ্চক ও অসত্য-পরায়ণ ইহুদীদিগের প্রতি লক্ষ্য করা হইয়াছে। মদিনার হাই বেন আখতাব ও কা'ব-বেন আশরাফ প্রভৃতি কতিপয় ইহুদী যখন মক্কায় গমন করিয়া কোরেশদিগকে মুসলমানদিগের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবার জন্য উত্তেজিত করিতেছিল, সেই সময়ে কোরেশেরা ঐ ইহুদীদিগকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল যে, মদিনার একত্ববাদী মুসলমানেরাই সত্যপরায়ণ—না আমরা? তাহাতে ঐ ইহুদীরা উত্তর করিয়াছিল যে, তোমরাই সুপথগামী। অথচ ঐ ইহুদীরা জানিত যে, পৌত্তলিক কোরেশ অপেক্ষা মুসলমানেরাই সত্য পথাবলম্বী। তাই আল্লাহতা'লা এস্থানে বলিয়া দিলেন যে, ইহুদীরা গ্রন্থের একাংশ অর্থাৎ 'তওরাত' প্রাপ্ত হওয়া সত্ত্বেও পথভ্রান্ত হইয়া মিথ্যা-প্রতিমার সত্যতা ঘোষণা এবং যাদুবিদ্যার প্রতি আস্থা স্থাপন করিয়া নরকের পথ প্রশস্ত করিতেছে।

৫২। উপরোক্ত ইহুদীদিগকে লক্ষ্য করিয়া আল্লাহতা'লা বলিয়া দিলেন যে, উহারা অভিসম্পাতগ্রস্ত; সুতরাং পরকালে উহারা আল্লার করুণা এবং তাঁহার সর্ব্ববিধ সাহায্য হইতে সম্পূর্ণরূপে বঞ্চিত হইবে। আল্লাহতা'লা হজরত রসুলোল্লাকেও সম্বোধন করিয়া বলিলেন যে, তিনি যাহাদিগকে অভিসম্পাত করেন, ইহ-পরকালে তাহাদিগকে কেহই সাহায্য করিবে না।

৫৩। ইহুদীরা অন্যান্য জাতির প্রতি ঈর্ষাবশতঃ কামনা করিত যে, জগতের সমস্ত রাজ্য-সম্পদ তাহাদিগকেই প্রদান করা করা হউক। আল্লাহতা'লা হজরত এবরাহিমের সন্তানদিগকে রাজ্য-সম্পদ ও গৌরব দানের যে প্রতিশ্রুতি প্রদান করিয়াছিলেন, তাহা ইহুদীদিগকে না দিয়া তাঁহার অন্য বংশধরদিগকে দান করা হইতেছে, এজন্যও তাহারা ঈর্ষানলে বিদগ্ধ হইত। তাই আল্লাহতা'লা বলিয়া দিলেন যে, তিনি যোগ্যতম ব্যক্তিদিগকেই স্বীয় সম্পদ দান করিয়া থাকেন। ইহুদীদিগের যেরূপ শোচনীয় অধঃপতন হইয়াছে, তাহাতে যদি উহাদিগকে ধর্ম্ম ও পার্থিব রাজ্য

তখন তাহারা লোকদিগকে খর্জ্জুর-কণাও প্রদান করিবে না। ৫৪। তবে কি তাহারা লোকদিগের প্রতি এই জন্য হিংসা করে যে, আল্লাই তাহাদিগকে স্বীয় সম্পদ হইতে কিছু দান করিয়াছেন? ফলতঃ নিশ্চয় আমি এবরাহিম বংশীয়গণকে গ্রন্থ ও বিজ্ঞান দান করিয়াছি এবং তাহাদিগকে বিশাল সাম্রাজ্য প্রদান করিয়াছি। ৫৫। তন্নিমিত্ত তাহাদের মধ্যে অনেকেই উহার প্রতি বিশ্বাস-স্থাপন করে এবং তাহাদের মধ্যে অনেকে উহা হইতে বিরত থাকে; এবং শিখা-বিশিষ্ট নরকাগ্নিই যথেষ্ট। ৫৬। নিশ্চয় যাহারা আমার নিদর্শন-সমূহের প্রতি অবিশ্বাসী হইয়াছে, তাহাদিগকে অবশ্যই আমি নরকানলে প্রবিষ্ট করিব; যখন তাহাদের চর্ম্ম বিদগ্ধ হইবে, আমি তৎপরিবর্ত্তে তাহাদের চর্ম্ম পরিবর্ত্তিত করিয়া দিব—যেন তাহারা শাস্তির আস্বাদ গ্রহণ করে; নিশ্চয় আল্লাহ পরাক্রান্ত বিজ্ঞানময়। ৫৭। এবং যাহারা বিশ্বাস-স্থাপন করিয়াছে ও সৎকর্ম্ম করে, নিশ্চয় আমি তাহাদিগকে স্বর্গোদ্যানে প্রবিষ্ট

الْمُلْكِ فَإِذًا لَّا يُؤْتُونَ النَّاسَ نَقِيرًا ۝
৫৪- أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَىٰ مَا
آتَاهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ ۚ فَقَدْ آتَيْنَا
آلَ إِبْرَاهِيمَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ
وَآتَيْنَاهُم مُّلْكًا عَظِيمًا ۝ ৫৫- فَمِنْهُم
مَّنْ آمَنَ بِهِ وَمِنْهُم مَّن صَدَّ عَنْهُ ۚ
وَكَفَىٰ بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا ۝ ৫৬- إِنَّ
الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا سَوْفَ نُصْلِيهِمْ
نَارًا ۚ كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُم بَدَّلْنَاهُمْ
جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَذُوقُوا الْعَذَابَ ۗ إِنَّ
اللَّهَ كَانَ عَزِيزًا حَكِيمًا ۝ ৫৭- وَالَّذِينَ
آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَنُدْخِلُهُمْ

প্রদান করা হয়, তবে ভিন্ন জাতির প্রতি ঈর্ষা এবং স্বভাবগত কৃপণতা বশতঃ উহারা তাহা হইতে অন্য লোকদিগকে সম্পূর্ণরূপে বঞ্চিত করিবে। সেই জন্যই উহাদিগকে ধর্ম্ম ও পার্থিব রাজ্য হইতে বঞ্চিত করা হইয়াছে।

৫৪। আল্লাহতা'লা মুসলমানদিগকে পার্থিব রাজ্য সম্পদের সহিত যে বিশাল ধর্ম্ম-সাম্রাজ্য দান করিয়াছেন, এই আয়তে অতি স্পষ্ট ভাষায় সে কথা বর্ণিত হইয়াছে। হজরত রসুলোল্লার মহাগৌরবান্বিত 'নবুয়ত' এবং ইসলামের প্রতিষ্ঠাই আয়তের 'বিশাল সাম্রাজ্য' শব্দের প্রকৃত মর্ম্ম।

৫৫। আল্লাহতা'লা এই আয়তে বলিতেছেন যে, ঈর্ষা-বিদ্বেষ ও আত্মাভিমান বশতঃ যে সকল ইহুদী সত্যধর্ম্ম ইসলামে অবিশ্বাসী হইবে, নরকের প্রজ্জ্বলিত অগ্নি-শিখাই তাহাদের ধৃষ্টতার চূড়ান্ত প্রতিদান।

৫৬। অবিশ্বাসীদিগকে আল্লাহতা'লা যেরূপ ভয়াবহ শাস্তি প্রদান করিবেন, এই আয়তে তাহাই বর্ণিত হইয়াছে। নরকানলে অবিশ্বাসীদিগের চর্ম্ম বিদগ্ধ হইলেই যে তাহারা শাস্তি হইতে পরিত্রাণ পাইবে, তাহা নহে; বরং মহাপরাক্রান্ত বিজ্ঞানময় আল্লাহতা'লা তাহাদিগের দেহে অভিনব চর্ম্ম-সৃষ্টি করিয়া তাহাদিগকে পুনঃ পুনঃ কঠোর শাস্তির স্বাদ গ্রহণ করাইতে থাকিবেন।

৫৭। অনন্তর আল্লাহতা'লা বিশ্বাসীদিগকে যেরূপ ছায়া-শীতল, স্নিগ্ধ স্রোতস্বিনী-স্নাত, সুন্দরী-শোভিত মনোহর স্বর্গোদ্যানে স্থান দান করিবেন, এই আয়তে মধুর ভাষায় তাহাই বর্ণিত হইয়াছে।

করিব—যাহার নিম্নে স্রোতস্বিনী-সমূহ প্রবাহিতা, তন্মধ্যে তাহারা চিরকাল অবস্থান করিবে; তথায় তাহাদের জন্য শুদ্ধা-সহধর্ম্মিণী সকল আছে; এবং আমি তাহাদিগকে ছায়া-শীতল স্থানে প্রবিষ্ট করিব। ৫৮। নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদিগকে আদেশ করিতেছেন যে, গচ্ছিত-বিষয় উহার অধিকারীকে অর্পণ কর; এবং যখন তোমরা লোকদিগের মধ্যে বিচার-মীমাংসা কর, তখন ন্যায়-বিচার করিও; অবশ্যই আল্লাহ তোমাদিগকে উত্তম উপদেশ দান করিতেছেন; নিশ্চয় আল্লাহ শ্রবণকারী পরিদর্শক। ৫৯। হে বিশ্বাসস্থাপন-কারিগণ, তোমরা আল্লার অনুগত হও ও রসুলের অনুগত হও এবং

جَنّٰتٍ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ
خٰلِدِيْنَ فِيْهَآ اَبَدًا ط لَهُمْ فِيْهَآ اَزْوَاجٌ
مُّطَهَّرَةٌ ز وَّنُدْخِلُهُمْ ظِلًّا ظَلِيْلًا ○ ৫৮- اِنَّ
اللّٰهَ يَاْمُرُكُمْ اَنْ تُؤَدُّوا الْاَمٰنٰتِ اِلٰٓى
اَهْلِهَا لا وَاِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ اَنْ
تَحْكُمُوْا بِالْعَدْلِ ط اِنَّ اللّٰهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ
بِهٖ ط اِنَّ اللّٰهَ كَانَ سَمِيْعًا بَصِيْرًا ○
৫৯- يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَطِيْعُوا اللّٰهَ

৫৮। এই আয়তে আল্লাহতা'লা গচ্ছিত দ্রব্য ও উহার অধিকারী—অর্থাৎ যে গচ্ছিত রাখে, তাহাকে প্রত্যর্পণ করিবার জন্য বিশেষভাবে আদেশ করিতেছেন। পবিত্র মক্কা বিজিত হইবার পর হজরত কাবাগৃহে গিয়া নামাজ পড়িতে ইচ্ছুক হন; কিন্তু ওসমান এব্‌ন তালহ উক্ত গৃহের দ্বার রুদ্ধ করিয়া দেন। উক্ত গৃহের কুঞ্জিকা পূর্ব্ব হইতেই তাঁহার নিকট গচ্ছিত ছিল। হজরত উক্ত কুঞ্জিকা চাহিলে তিনি প্রথমে তাহা দিতে অস্বীকার করেন; কিন্তু পরিশেষে গচ্ছিত স্বরূপ উহা হজরতের হস্তে অর্পণ করেন। কেহ কেহ বলেন যে, হজরত আলি উক্ত কুঞ্জিকা কাড়িয়া লইয়া দ্বার খুলিয়া দিয়াছিলেন। যাহা হউক, হজরত নামাজ পড়িয়া বাহির হইবার পর দেখিলেন যে, ওসমান উক্ত কুঞ্জিকা পুনর্গ্রহণের জন্য অপেক্ষা করিতেছেন। পক্ষান্তরে হজরত আব্বাস উহা নিজের জন্য প্রার্থনা করেন এবং হজরত আলিও মুসলমানদিগের হস্তে উক্ত কুঞ্জিকা অর্পণের জন্য অনুরোধ করেন। সেই সময়ে এই আয়ত অবতীর্ণ হয়। আয়ত অবতীর্ণ হইবার পর হজরত পূর্ব্বাধিকারী ওসমানের হস্তেই উক্ত কুঞ্জিকা অর্পণ করেন। হজরতের এবম্বিধ উদারতা দর্শনে মুগ্ধ হইয়া ওস্‌মান তৎক্ষণাৎ ইস্‌লাম গ্রহণ করেন। সেই হইতে আজ র্য্যন্ত উক্ত ওসমানের বংশেই কাবার কুঞ্জিকা গচ্ছিত রহিয়াছে।

পূর্ব্বোক্ত ঘটনা উপলক্ষে আলোচ্য আয়ত অবতীর্ণ হইলেও উহার আদেশটী সাধারণ। কোন গচ্ছিত দ্রব্য গচ্ছিতকারীকে প্রত্যর্পণ করা মুসলমানের অবশ্য কর্ত্তব্য। এতদ্ভিন্ন এই আয়তের আরও বহু ব্যাপক অর্থ হইতে পারে। মানবের প্রতি সত্য-ধর্ম্ম, সুনীতি ও পবিত্রতা আল্লার সান্নিধ্য হইতে গচ্ছিত স্বরূপ সমর্পিত হইয়াছে। সুতরাং উহার অনুসরণ করা প্রত্যেক মানুষের অবশ্য কর্ত্তব্য। সংসার-জীবনে মানবের উপর যে সকল দায়িত্ব ও কর্ত্তব্য ভার ন্যস্ত থাকে, তাহা পালন করাও একান্ত আবশ্যক। তদ্ভিন্ন স্বামীর পক্ষে স্ত্রীর সম্পত্তি, সম্ভ্রম, মর্য্যাদা ও বিশ্বাস রক্ষা করা এবং স্ত্রীর পক্ষে স্বামীর সম্মান, গৌরব, ধন-সম্পত্তি এবং সতীত্ব ও পবিত্রতা রক্ষা করাও আলোচ্য আয়তের অন্যতম নির্দ্দেশ; কারণ স্বামী-স্ত্রী পরস্পরের প্রতি পরস্পরের উপরোক্ত বিষয় সমূহের ভার গচ্ছিত সদৃশই অর্পিত হইয়া থাকে।

৫৯। **উলেল আম্‌র**—আদেশদাতা। এই শব্দের অর্থ অতি ব্যাপক। দেশাধিপতি বাদশাহ হইতে সর্ব্বশ্রেণীর দলপতি, নেতা, পরিচালক এবং এমাম, মোজ্‌তাহেদ ও আলেমগণ

وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ
مِنكُمْ ۖ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ
فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن
كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ۝

তোমাদের অন্তর্গত আদেশ-দাতাগণের ; অতঃপর যদি তোমাদের মধ্যে কোন বিষয়ে মত-বিরোধ হয়, তবে আল্লাহ ও রসুলের দিকে প্রত্যাবর্ত্তিত হও—যদি তোমরা আল্লাহ ও পরকালের প্রতি বিশ্বাস করিয়া থাক ; ইহাই কল্যাণকর ও শ্রেষ্ঠতম পরিসমাপ্তি।

পর্য্যন্ত ইহার অন্তর্ভুক্ত হইতে পারে। উক্ত শব্দের সহিত 'মেনকুম' অর্থাৎ 'তোমাদের অন্তর্গত' শব্দ সংযুক্ত থাকায় বহু তফ্‌সীরকারের সুদৃঢ় অভিমত এই যে 'মুসলমান আদেশ-দাতাগণই' উহার প্রকৃত লক্ষ্য। সুতরাং অ-মুসলমান আদেশ দাতা বা নেতার আদেশ পালন মুসলমান-দিগের অবশ্য কর্ত্তব্য হইতে পারে না।

পবিত্র ইস্‌লামের মূলনীতি সম্বন্ধে সমগ্র কোরান শরিফের মধ্যে এই আয়ত একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া আছে। আয়তের প্রথম আদেশ—আল্লার অনুগত হওয়া। আল্লার প্রতি বিশ্বাসস্থাপন করিয়া তাঁহার পবিত্রবাণী কোরান শরিফের আদেশ উপদেশ ও বিধি-নিষেধ পালন করাই উহার সর্ব্ববাদীসম্মত মর্ম্ম। দ্বিতীয় আদেশ—হজরত রসুলোল্লার আনুগত্য স্বীকার করা। সর্ব্বান্তঃকরণে হজরত রসুলোল্লার আদেশ-নিষেধ ও আদর্শের অনুসরণ করাই ইহার প্রকৃত অর্থ। তৃতীয় আদেশ—মুসলমান আদেশ-দাতা অর্থাৎ দেশাধিপতি বাদশাহ এবং এমাম, মোজ্‌তাহেদ ও আলেমগণের আদেশ পালন করা। প্রকৃতপক্ষে ইহা আল্লারই আদেশ ; কারণ হজরত রসুলোল্লা আল্লার প্রেরিত নবী এবং এমাম-মোজ্‌তাহেদ ও আলেমগণ হজরত রসুলোল্লার উত্তরাধিকারী। সুতরাং আল্লাহ-রসুলের কোরান ও হাদিসের ন্যায় এমাম-মোজ্‌তাহেদগণের 'এজ্‌মা' ও 'কেয়াস' অর্থাৎ তাঁহাদের সমবেত সিদ্ধান্ত এবং অন্যান্য বিধি-ব্যবস্থা মান্য করাও এই আয়তের দ্বারা অবশ্য-কর্ত্তব্য বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে। আধুনিক 'আহলে-হাদিস' বা 'মোহাম্মদী' নামধেয় সম্প্রদায় "কোরান হাদিস ব্যতীত আর কিছুই গ্রাহ্য নহে" বলিয়া যে অন্যায় ও অযৌক্তিক দাবী করিয়া থাকেন, এই আয়ত দ্বারা তাহা নিঃসন্দেহরূপে খণ্ডিত হইয়া জগদ্ব্যাপী চারি মজহাব ও ফেকাহ শাস্ত্র মান্য করার আবশ্যকতা সুদৃঢ়ভাবে সমর্থিত হইতেছে।

আয়তের শেষাংশের মর্ম্ম এই যে, যদি তোমাদের মধ্যে ধর্ম্ম-কর্ম্ম প্রভৃতি কোন বিষয়ে মতভেদ অথবা বিরোধ উপস্থিত হয়, তবে তোমরা আল্লাহ-রসুলের আদেশ-উপদেশ অথবা আদর্শ অনুসারেই উহার বিচার-মীমাংসা করিয়া লইবে। হজরতের বিদ্যমান-কালে কোন সমরাভিযানে জনৈক মুসলমানকে আশ্রয় দান করা উপলক্ষে হজরত খালেদের সহিত তাঁহার অধীনস্থ জনৈক সেনাপতির কলহ হইয়াছিল ; তদুপলক্ষেই আলোচ্য আয়ত অবতীর্ণ হয়। যে মুসলমানটীকে অভয় দেওয়া হইয়াছিল, পরদিন অভিযানে হজরত খালেদ অজ্ঞাতসারে তাহাকে বন্দী করিয়া আনিলে উক্ত সেনাপতি প্রকাশ করেন যে, আমি উহাকে আশ্রয় দিয়াছি ; কারণ সে মুসলমান। হজরত খালেদ বলেন যে, প্রধান সেনাপতির আদেশ ব্যতীত ঐরূপ আশ্রয়-দান নীতি-বিরুদ্ধ। ইহা লইয়া উভয়ের মধ্যে ঘোর তর্ক-বিতর্ক হয়। অনন্তর উভয়ে উহার মীমাংসা-প্রার্থী হইয়া হজরতের নিকট উপস্থিত হন। তখন আলোচ্য আয়ত অবতীর্ণ হইলে, হজরত রসুলোল্লা মুসলমানদিগকে আশ্রয়-দান সম্বন্ধে পূর্ব্ববর্ত্তী প্রত্যাদেশের আদর্শ অনুযায়ী উক্ত আশ্রয় দান স্থির রাখেন বটে কিন্তু ভবিষ্যতে সমস্ত মুসলমানকে তাঁহাদের আদেশ-দাতা নেতাগণের আদেশ নিষেধ সর্ব্বতোভাবে পালন করিতে আদেশ প্রদান করেন। সুতরাং আলোচ্য আয়তের শেষাংশের মর্ম্মানুসারেও

৯ম রুকু—কপট-বিশ্বাসীগণ কর্ত্তৃক নবীর আদেশ প্রত্যাখ্যান

৬০। তুমি কি তাহাদের প্রতি লক্ষ্য কর নাই—যাহারা ধারণা করে যে, তোমার প্রতি যাহা অবতীর্ণ হইয়াছে এবং তোমার পূর্ব্বে যাহা অবতীর্ণ হইয়াছিল তৎপ্রতি বিশ্বাস করে? তাহারা ইচ্ছা করে যে, শয়তান দ্বারা মীমাংসিত হয়; এবং নিশ্চয় তাহাদিগকে আদেশ করা

٦٠- أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ
آمَنُوا بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ
مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا
إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ

এমাম, মোজ্‌তাহেদ, আলেম অথবা শাসনকর্ত্তাগণ পবিত্র কোরান-হাদিসের নীতি ও আদর্শ অনুযায়ী যে সকল আদেশ বা নিষেধাজ্ঞা প্রচার করিবেন, তাহা পালন করা মুসলমানের অবশ্য কর্ত্তব্য। অবশ্য কেহ কোরান-হাদিসের নীতি ও আদর্শের বিরোধী কোন আদেশ-নিষেধ জারী করিলে, মুসলমানেরা তাহা পালন করিতে বাধ্য হইবে না।

পবিত্র কোরান অনন্ত জ্ঞানের মহাসমুদ্র এবং হাদিস মানবের আধ্যাত্মিক ও নৈতিক জীবনের পূর্ণ আদর্শ; কোরান ও হাদিসে উহার একাধিক উজ্জল প্রমাণ রহিয়াছে। সুতরাং ধর্ম্মজগতে কোরান ও হাদিসের পূর্ণতা কেহই অস্বীকার করিতে পারে না। কিন্তু এই যুক্তি অবলম্বন করিয়া যাঁহারা বলিতে চান যে, কোরান হাদিস ব্যতীত মানবের আর কিছুই আবশ্যক নাই এবং জগতের যাবতীয় বিষয়ে জ্ঞান, বিচার মীমাংসা ও বিধি-ব্যবস্থা কোরান হাদিসেই বিদ্যমান আছে, তাঁহারা অন্ধ-বিশ্বাসী অজ্ঞ অথবা জ্ঞানহীন ভ্রান্ত। প্রকৃত কথা এই যে, পবিত্র কোরান ও হাদিসে জগতের যাবতীয় বিষয়ের জ্ঞান ও মূলনীতি বিদ্যমান আছে। এমাম-মোজ্‌তাহেদগণ ঐ মূলনীতি অবলম্বনে যাবতীয় আবশ্যক বিষয়ের বিচার মীমাংসা ও বিধি-ব্যবস্থা স্থিরীকৃত করিয়া থাকেন। ঐ বিচার-মীমাংসা এবং বিধি-ব্যবস্থা সমূহই ফেকাহ শাস্ত্র নামে অভিহিত হইয়াছে। হাদিস তফ্‌সীর ও ইতিহাস ব্যতীত যেরূপ পবিত্র কোরানের বহু স্থানের মর্ম্ম অবগত হওয়া সম্ভবপর নহে, সেইরূপ ফেকার সাহায্য ব্যতীত কোরান-হাদিসের পূর্ণ মর্ম্ম এবং ইসলামের নীতি ও শিক্ষা অবগত হওয়াও সম্পূর্ণ অসম্ভব। এই জন্যই পরবর্ত্তী যুগে বিশিষ্ট এমাম-মোজ্‌তাহেদগণের অনুসরণ, মজহাব অবলম্বন এবং এজ্‌মা ও কেয়াস অর্থাৎ ফেকা-শাস্ত্র পরিগ্রহণ অবশ্য কর্ত্তব্য বলিয়া বিহিত হইয়াছে।—মোখ্‌তছর মোহাম্মদ, তঃ হক্কানী ও বাঃ কোঃ।

তাবিল—'আলা' হইতে নিষ্পন্ন। উহার অর্থ প্রত্যাবর্ত্তন, শেষ বা সমাপ্তি। অধিকাংশ তফ্‌সীরকার শেষোক্ত অর্থই পরিগ্রহণ করিয়াছেন।—তঃ কবির ও বয়জবী।

৬০। এই রুকুতে মদিনার একশ্রেণীর কপট-বিশ্বাসীর প্রসঙ্গ বর্ণিত হইতেছে—ঐ কপটেরা প্রকাশ্য ভাবে বলিত যে, আমরা আল্লার কোরান এবং পূর্ব্ববর্ত্তী নবিগণের কেতাব—ইঞ্জিল, তওরাত ও জোবুর প্রভৃতি বিশ্বাস করি; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে উহারা সত্যধর্ম্ম অথবা ঐশীগ্রন্থ প্রভৃতি কিছুই বিশ্বাস করিত না। কারণ যখন তাহাদের মধ্যে কোন বিষয়ের বিচার-মীমাংসার প্রয়োজন হইত, তখন তাহারা তজ্জন্য হজরত রসুলোল্লা (সঃ) কিংবা তাঁহার সহচরগণকে পরিত্যাগ করিয়া অভিশপ্ত ইহুদী অথবা অন্যান্য অবিশ্বাসীদিগের শরণাপন্ন হইত। তাই আল্লাহতা'লা বলিতেছেন, যে, যে সকল শয়তান অথবা শয়তান-প্রকৃতি লোক উহাদিগকে পথভ্রান্ত করিতে সমুৎসুক এবং যাহাদিগকে অবিশ্বাস করাই মুসলমানগণের অন্যতম কর্ত্তব্য—উহারা তাহাদিগেরই শরণাপন্ন হইতেছে!

এই আয়তের দ্বারা বুঝা যায় যে, মুসলমানের পক্ষে কোন বিষয়ের বিচার মীমাংসার জন্য মুসলমানদিগকে পরিত্যাগ করিয়া অ-মুসলমানদিগের শরণাপন্ন হওয়া নিষিদ্ধ। কিন্তু আশ্চর্য্যের

يَكْفُرُوا بِهِ ۖ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ
أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا ○ ٦١- وَإِذَا
قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ
وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ
يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا ○ ٦٢- فَكَيْفَ
إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ
أَيْدِيهِمْ ثُمَّ جَاءُوكَ يَحْلِفُونَ ۖ بِاللَّهِ
إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا إِحْسَانًا وَتَوْفِيقًا ○

হইয়াছিল—যেন উহাকে অবিশ্বাস করে, এবং শয়তান ইচ্ছা করে যে, তাহাদিগকে সুদূর বিপথে বিভ্রান্ত করে। ৬১। এবং যখন তাহাদিগকে বলা হয় যে, আল্লাহ যাহা অবতীর্ণ করিয়াছেন তদ্দিকে এবং রসুলের দিকে এস, তখন তুমি কপট-বিশ্বাসীদিগকে দেখিবে যে, তাহারা তোমা হইতে বিমুখ হইয়া বিচ্ছিন্ন রহিয়াছে।
৬২। অনন্তর তখন কিরূপ হইবে যখন তাহাদের হস্ত-সমূহ যাহা পূর্ব্বে প্রেরণ করিয়াছে, তজ্জন্য তাহাদের উপর বিপদ উপনীত হইবে? তখন তাহারা আল্লার শপথ করিতে করিতে তোমার নিকট আসিবে যে, কল্যাণ ও সম্মিলন ব্যতীত আমরা কিছুই কামনা করি

বিষয় এই যে, বর্ত্তমান যুগে একদল মুসলমান ধর্ম্ম-বিষয়ক বিচার মীমাংসার জন্যও অ-মুসলমানের শরণাপন্ন হইতেছে! ইহা অপেক্ষা মুসলমান জাতির অবিশ্বাস ও অধঃপতনের চিত্র আর কি হইতে পারে?—তঃ হক্কানী।

৬১। ঐ কপটদিগকে যদি কেহ বলিত যে, বিশ্বাসীদিগের পক্ষে যাবতীয় বিচার মীমাংসার জন্য আল্লার রসুলের পরণাপন্ন হওয়াই কর্ত্তব্য; অতএব তোমরা রসুলের নিকট উপস্থিত হইয়া ইহার মীমাংসা করিয়া লও; তখন তাহারা বলিত যে, উহাতে আমাদের আভ্যন্তরীণ কোন কোন বিষয়ে অনিষ্টের আশঙ্কা আছে! এরূপ লোক এখনও যথেষ্ট পরিলক্ষিত হয়—যাহারা কোন বিষয়ের বিচার-মমীমাংসার জন্য রসুলের প্রতিনিধি আলেমগণের সম্মুখে উপস্থিত হইতে আতঙ্কিত হয় এবং অম্লান বদনে বিধর্ম্মীদের শরণাপন্ন হইয়া থাকে!

৬২। কিন্তু কপটবিশ্বাসীদের ঐরূপ দুষ্কার্য্যের জন্য যখন তাহাদের উপর বিপদ উপস্থিত হইত, তখন তাহারা হজরত রসুলের নিকট আসিয়া বলিত যে, আমরা কখনও আপনার বিরুদ্ধাচরণ করি নাই, অতএব আপনি আমাদিগকে এই বিপদ হইতে উদ্ধার করুন। কপটদিগের এই নীতি চিরন্তন বলিলেও বলা যাইতে পারে! বর্ত্তমান যুগেও কপট-বিশ্বাসীরা আপনাদিগকে মুখে মুসলমান বলে; কিন্তু কার্য্যতঃ নানারূপ কল্পিত দেব-দেবী, পীর ফকির অথবা যোগী-সন্ন্যাসী প্রভৃতির নিকট ইহ-পারলৌকিক সাহায্য ও কল্যাণ প্রার্থনা করিয়া থাকে। ঐরূপ কুবিশ্বাস ও দুষ্কার্য্যের ফলে যখন তাহাদের উপর নানারূপ রোগ-ব্যাধি ও দুঃখ-বিপদ উপস্থিত হয়, তখন পরিত্রাণের আর কোন উপায় না দেখিয়া হজরত রসুলোল্লার প্রদর্শিত পন্থা অবলম্বন পূর্ব্বক বলে,—"হে আল্লাহ, আমাদিগকে রক্ষা কর!" বিশ্বাসীরা সুখে-দুঃখে, সম্পদে-বিপদে সর্ব্বদাই আল্লার উপর নির্ভর করিয়া থাকে; কিন্তু কপট-বিশ্বাসীরা বিপদে না পড়িলে কখনই আল্লাহতা'লার শরণাপন্ন হয় না। বিশ্বাসী এবং কপট-বিশ্বাসীদিগের নীতি ও চরিত্রের ইহাই পার্থক্য। আলোচ্য আয়তে সেই কথাই ব্যক্ত হইয়াছে।

নাই। ৬৩। উহাদের অন্তর-সমূহে যাহা আছে, আল্লাহ তাহা পরিজ্ঞাত আছেন; অতএব তুমি তাহাদিগ হইতে নির্লিপ্ত হও ও তাহাদিগকে সদুপদেশ প্রদান কর এবং তাহাদিগকে তাহাদের সম্বন্ধে হৃদয়স্পর্শী বাক্য বল। ৬৪। আমি এতদ্ব্যতীত কোনই রসুল প্রেরণ করি নাই যে, আল্লার আদেশে তাঁহার অনুগত হইবে; এবং যদি তাহারা স্বীয় জীবনের প্রতি অত্যাচার করিয়া তোমার নিকট আগমন করে, তৎপর আল্লার নিকট ক্ষমাপ্রার্থী হয় এবং রসুলও তাহাদের জন্য ক্ষমাপ্রার্থনা করে, তবে তাহারা আল্লাকে ক্ষমাদানকারী করুণাময় প্রাপ্ত হইবে। ৬৫। অতএব তোমার প্রতিপালকের শপথ, তাহারা কখনই বিশ্বাস-স্থাপনকারী হইতে পারিবে না—যে পর্য্যন্ত তোমাকে তাহাদের আভ্যন্তরীণ বিরোধের

৬৩- أُولَٰئِكَ الَّذِينَ يَعْلَمُ اللَّهُ مَا فِي
قُلُوبِهِمْ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ
وَقُل لَّهُمْ فِي أَنفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا ○
৬৪- وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ
بِإِذْنِ اللَّهِ ۚ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ
جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ
الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَّحِيمًا ○
৬৫- فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ
يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ

৬৩। আল্লাহতা'লা হজরত রসুলোল্লাকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন যে, কপট-বিশ্বাসীদিগের অন্তরের কথা আমি সমস্তই অবগত আছি। কিন্তু তুমি কপটতার জন্য তাহাদিগকে প্রত্যাখ্যান না করিয়া—যখন তাহারা তোমার নিকট উপস্থিত হইবে, তখন তাহাদিগকে হৃদয়স্পর্শী মধুর ভাষায় সদুপদেশ দান কর। কারণ সুমধুর সদুপদেশে হৃদয় বিগলিত হইলে কপট-বিশ্বাসীরাও অন্তরের কপটতা পরিহার পূর্ব্বক সত্যধর্ম্ম গ্রহণ করিতে পারে; ইহা একেবারে অসম্ভব নহে।

যাঁহারা ধর্ম্মপ্রচার অথবা লোক-হিতকর অনুরূপ মহান্ ব্রত অবলম্বন করে, এই আয়তের নির্দ্দেশ অনুযায়ী তাঁহাদের পক্ষে অক্রোধী ও মধুর-ভাষী হওয়া আবশ্যক। ক্রোধ-পরায়ণ ও কঠোরভাষী ব্যক্তির কথা প্রায়ই লোকের হৃদয় স্পর্শ করিতে পারে না।

৬৪। অনন্তর আল্লাহতা'লা বলিতেছেন যে, আমি এইজন্য রসুল প্রেরণ করি—যেন লোকে আমার আদেশ নিষেধ অবগত হইয়া রসুলের অনুগত হয় এবং সত্যধর্ম্ম অবলম্বন পূর্ব্বক তাহার অনুসরণ করে। অতএব হে রসুল, প্রথমে কেহ সত্য-ধর্ম্মের বিরুদ্ধাচরণ করিয়া যদি অবশেষে তোমার অনুগত হইয়া ক্ষমাপ্রার্থী হয় এবং তুমি সন্তুষ্ট হইয়া তাহার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কর, তবে সে আমার ক্ষমা ও করুণা হইতে বঞ্চিত হইবে না। অবিশ্বাসী ও বিদ্রোহীদিগকে আল্লাহতা'লা কিরূপ উদার ভাবে মুক্তির পথ প্রদর্শন করিতেছেন!

৬৫। এই আয়তে আল্লাহতা'লা প্রকৃত বিশ্বাসীর প্রকৃতি ও কর্ত্তব্য নির্দ্দেশ করিতেছেন। আল্লাহ স্বীয় শপথ করিয়া বলিতেছেন যে, যে পর্য্যন্ত কোন লোক ধর্ম্ম-বিষয়ক, আভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক প্রভৃতি সমস্ত বিষয়ের বিচার মীমাংসার জন্য হজরত রসুলোল্লাকে বিচারক মনোনীত করিয়া তাঁহার বিচার মীমাংসা অবনত শিরে, অকপটভাবে ও সন্তুষ্টচিত্তে গ্রহণ না করিবে, সে পর্য্যন্ত সে কিছুতেই প্রকৃত বিশ্বাসী বলিয়া পরিগণিত হইতে পারিবে না। বর্ত্তমান যুগেও মুসলমানের পক্ষে প্রত্যেক বিষয়ে হজরত রসুলোল্লার আদেশ-নিষেধ, নীতি-আদর্শ ও বিচার-

لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ
وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ○ ٦٦- وَلَوْ أَنَّا
كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ
أَوِ اخْرُجُوا مِن دِيَارِكُم مَّا فَعَلُوهُ
إِلَّا قَلِيلٌ مِّنْهُمْ ۖ وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا
يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ وَأَشَدَّ
تَثْبِيتًا ○ ٦٧- وَإِذًا لَّآتَيْنَاهُم مِّن لَّدُنَّا
أَجْرًا عَظِيمًا ○ ٦٨- وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا
مُّسْتَقِيمًا ○ ٦٩- وَمَن يُطِعِ اللَّهَ
وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ
اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ

বিচারক না করে, তৎপরে তুমি যে বিচার
করিবে তাহা তাহাদের অন্তরে বিঘ্নকর
না হয় এবং উহা শান্তভাবে পরিগ্রহণ না
করে। ৬৬। এবং যদি আমি তাহাদের
জন্য বিধিবদ্ধ করিতাম যে, তোমরা নিজ-
দিগকে হত্যা কর অথবা স্বীয় গৃহ-প্রাচীর
হইতে নিষ্ক্রান্ত হও, তবে তাহাদের
অল্পসংখ্যক ব্যতীত উহা করিত না;
এবং যদ্বিষয়ে তাহারা উপদিষ্ট হইয়াছিল
যদি তাহা করিত—তবে নিশ্চয় ইহা
তাহাদের জন্য কল্যাণকর ও অধিকতর
সুপ্রতিষ্ঠিত হইত। ৬৭। এবং তখন
আমি তাহাদিগকে অবশ্যই স্বীয় সন্নিধান
হইতে বৃহত্তর প্রতিদান প্রদান করিতাম;
৬৮। এবং নিশ্চয়ই তাহাদিগকে সরল
পথ প্রদর্শন করিতাম। ৬৯। এবং
যে কেহ আল্লাহ ও রসুলের অনুগত
হয়, তবে যাহাদের প্রতি আল্লাহ
অনুগ্রহ করিয়াছেন, তাহারাই ইহাদের
সঙ্গী হইবে—নবিগণ ও সত্য-সাধকগণ

মীমাংসা অবনত শিরে গ্রহণ করা অবশ্য কর্ত্তব্য। কেহ কোন বিষয়ে হজরত রসুলোল্লার আদেশ নিষেধ অথবা বিচার-মীমাসা সুদৃঢ় এবং নিঃসন্দেহ রূপে প্রমাণের পরে প্রত্যাখ্যান করিলে সে ধর্ম্মদ্রোহী কাফের হইয়া যাইবে—তঃ হক্কানী।

৬৬। আল্লাহতা'লা বলিতেছেন যে, আমি তোমাদের জন্য ইস্লামকে অত্যন্ত সহজ করিয়া দিয়াছি। এই সহজ ধর্ম্ম পালনেই যখন তোমরা কপটতা করিতেছ, তখন যদি আমি পূর্ব্ব যুগের ন্যায় আত্মোৎসর্গ, পুত্রোৎসর্গ কিংবা স্বদেশ-পরিত্যাগ করিবার বিধি প্রবর্ত্তিত করিতাম, তবে ত তোমরা অতি অল্প লোকেই তাহা পালন করিতে সমর্থ হইতে! কিন্তু আমি যে সকল বিধি-নিষেধ অবতীর্ণ করিয়াছি, তাহা পালন করিতে পারিলেই স্বর্গীয় কল্যাণ-স্পর্শে তোমাদের জীবন সার্থক হইয়া যাইবে।

৬৭—৬৮। এই আয়তদ্বয় পূর্ব্ববর্ত্তী আয়তের উপসংহার। আল্লার আদেশ পালন করা মানবের যেরূপ অবশ্য কর্ত্তব্য, সেইরূপ মানব জীবনের কল্যাণ এবং সার্থকতাও উহার সহিত প্রগাঢ়ভাবে সংশ্লিষ্ট। তাই আল্লাহতা'লা বলিতেছেন যে, আমার আদেশ পালন করিতে পারিলেই আমি তাহাকে আমার কল্যাণপূর্ণ সুপথ প্রদর্শন করি এবং পরিশেষে তাহাকে স্বর্গের অনুপম ও অফুরন্ত পুরস্কার প্রদান করিয়া থাকি।

৬৯। যাহারা সংসারে আল্লাহ ও রসুলের পূর্ণ আনুগত্য স্বীকার করিয়া পবিত্রভাবে জীবন-যাপন করে, তাহারা আল্লার বিশেষ অনুগৃহীত নবী, অলি, শহিদ ও পুণ্যবানগণের সহিত নিরাপদে স্বর্গোদ্যানে প্রবেশ করিতে সমর্থ হইবে। পারলৌকিক কোনরূপ বিপদ-বিড়ম্বনা তাহাদিগকে কখনও স্পর্শ করিতে পারিবে না।

ও শহিদগণ ও সৎকর্ম্মশীলগণ; এবং ইহারাই সর্ব্বোত্তম সঙ্গী। ৭০। ইহাই আল্লার অনুগ্রহ; এবং আল্লার জ্ঞানই যথেষ্ট।

وَالشُّهَدَاءِ وَالصّٰلِحِيْنَ ۚ وَحَسُنَ أُولٰٓئِكَ رَفِيْقًا ۝ ٧٠- ذٰلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللّٰهِ ۗ وَكَفٰى بِاللّٰهِ عَلِيْمًا ۝

১০ম রুকু—ধর্ম্মযুদ্ধ ও আত্মরক্ষার অত্যাবশ্যকতা

৭১। হে বিশ্বাস-স্থাপনকারিগণ, তোমরা স্বীয় আত্মরক্ষিকা গ্রহণ কর তৎপর দলে দলে বহির্গত হও অথবা সম্মিলিত ভাবে অভিযান কর।
৭২। এবং তোমাদের মধ্যে এরূপও আছে যে শৈথিল্য করে; অনন্তর যদি

٧١- يٰٓأَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا خُذُوْا حِذْرَكُمْ فَانْفِرُوْا ثُبَاتٍ أَوِ انْفِرُوْا جَمِيْعًا ۝
٧٢- وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَنْ لَّيُبَطِّئَنَّ ۚ فَإِنْ

সু'বান নামক এক ক্রীতদাস হজরত রসুলোল্লার (সঃ) নিতান্ত অনুরক্ত ভক্ত ছিলেন। তাঁহার মনে এই চিন্তা সমুদিত হইয়াছিল যে, পরকালে আল্লার প্রিয় নবী অবশ্যই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ স্বর্গধামে অবস্থান করিবেন; আমরা সেখানে গিয়া কখনই তাঁহাকে দর্শন করিতে পারিব না। এই চিন্তায় ব্যথিত হইয়া তিনি হজরতের নিকট স্বীয় মনোদুঃখ নিবেদন করায় আলোচ্য আয়ত অবতীর্ণ হয়। আল্লাহ-তা'লা বলিয়া দিলেন যে, ইহলোকে যাহারা আল্লাহ ও রসুলের পূর্ণ আনুগত্য স্বীকার করিয়া পবিত্র-ভাবে জীবন যাপন করিতে সমর্থ হইবে—পরলোকে তাহারা আল্লার প্রিয় নবী, অলি, শহিদ, ও পুণ্যাত্মা-গণের সহিত তাঁহাদের সঙ্গী সহচর রূপেই শ্রেষ্ঠতম স্বর্গোদ্যানে অবস্থান করিবে।

আল্লার অনুগৃহীতগণ—আল্লাহতা'লা চার শ্রেণীর লোককে বিশেষ অনুগৃহীত বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। প্রথম নবীগণ; আল্লার প্রেরীত ও অনুগৃহীত বিশিষ্ট ধর্ম্মপ্রচারকগণই এই মহাগৌরবান্বিত নামে অধিকারী; জীবজগতের মধ্যে ইঁহাদের গৌরবই সকলের উপরে। দ্বিতীয় 'সিদ্দিকগণ'; সিদ্দিক' অর্থ—সত্যপরায়ণ। যাঁহারা ধর্ম্ম বিশ্বাস, কথা, কার্য্য ও আচরণে সর্ব্বদা সত্যের অনুসরণ করেন, তাঁহারাই এই গৌরবান্বিত নামের অধিকারী হইয়া থাকেন। তৃতীয়—'শহিদগণ'; 'শহিদ' অর্থ—ধর্ম্মযুদ্ধে আত্মোৎসর্গকারী অথবা ইসলামের সত্যতার সুদৃঢ় সাক্ষী। চতুর্থ—'সালেহ'গণ; সালেহ অর্থ—সৎকর্ম্মশীল, পুণ্যবান, নিষ্পাপ অথবা আল্লাহ প্রেমিক। কেহ কেহ বলেন যে—নবী, অলি, আত্মোৎসর্গকারী ও অপাপবিদ্ধ পুণ্যাত্মাগণই উক্ত আয়তের লক্ষ্য।—তঃ এবনে জরীর, কবির, হক্কানী ও মঃ আঃ।

৭০। এই আয়তে আল্লার অসীম জ্ঞান ও অনন্ত গৌরবের বিষয় স্মরণ করাইয়া দেওয়া হইয়াছে।

৭১। আল্লাহ ও রসুলের পূর্ণ আনুগত্য স্বীকার করা মুসলমানদিগের যেরূপ অপরিহার্য্য কর্ত্তব্য, তাহা ব্যক্ত করিবার পর আল্লাহতা'লা জেহাদ অর্থাৎ ধর্ম্মযুদ্ধের অত্যাবশ্যকতা বর্ণনা করিতেছেন।

হেজর—আত্মরক্ষিকা, সতর্কতা। এস্থানে উহার মর্ম্মার্থে অস্ত্রশস্ত্র ও বর্ম্ম প্রভৃতি বুঝিতে হইবে। আল্লাহতা'লা বলিতেছেন যে, যাহারা সত্য-ধর্ম্ম বিনাশের ষড়যন্ত্র কিংবা তোমাদিগকে আক্রমণ করিবার উদ্যোগ-আয়োজন করিতেছে অথবা তোমাদের বিশ্বাসী আত্মীয়-স্বজন ও পরিজন যাহাদের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হইয়া উঠিয়াছে, তোমরা অস্ত্র শস্ত্র ও বর্ম্ম গ্রহণ পূর্ব্বক দলে দলে অথবা সম্মিলিত ভাবে তাহাদের বিরুদ্ধে অভিযান কর। এই আয়তে প্রয়োজনীয় স্থলে জেহাদের অত্যাবশ্যকতা ঘোষিত হইয়াছে।

৭২। যুদ্ধে জয়-পরাজয় ও লাভ-ক্ষতি অবশ্যম্ভাবী। প্রকৃত বিশ্বাসীরা উহা স্বীকার করিয়াই

أَصَابَتْكُم مُّصِيبَةٌ قَالَ قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ
عَلَيَّ إِذْ لَمْ أَكُن مَّعَهُمْ شَهِيدًا ۝
٧٣- وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِّنَ اللَّهِ
لَيَقُولَنَّ كَأَن لَّمْ تَكُن بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ
فَوْزًا عَظِيمًا ۝ ٧٤- فَلْيُقَاتِلْ فِي
سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ
الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ ۚ وَمَن يُقَاتِلْ فِي
سَبِيلِ اللَّهِ فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ فَسَوْفَ
نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا ۝ ٧٥- وَمَا
لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ
وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ
وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا
أَخْرِجْنَا مِنْ هَٰذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ

তোমাদের উপর বিপদ নিপতিত হয় তবে বলে—আমার প্রতি আল্লার অনুগ্রহ ছিল যে, আমি তখন তাহাদের সহিত বিদ্যমান ছিলাম না। ৭৩। এবং যদি আল্লার সন্নিধান হইতে তোমাদের উপর অনুগ্রহ-সম্পদ অবতীর্ণ হয় তবে এরূপভাবে বলে—যেন তোমাদের মধ্যে ও তাহার মধ্যে কোনই সম্বন্ধ ছিল না—বস্তুতঃ যদি আমিও তাহাদের সঙ্গী হইতাম তবে মহান্ ফলপ্রদ সুফল লাভ করিতাম। ৭৪। অতএব যাহারা ইহলোকের বিনিময়ে পরলোক ক্রয় করিয়াছে তাহারা আল্লার পথে সংগ্রাম করুক; এবং যে আল্লার পথে যুদ্ধ করে তৎপরে নিহত অথবা বিজয়ী হয় তবে আমি তাহাকে মহান প্রতিদান প্রদান করিব। ৭৫। তোমাদের কি হইয়াছে যে, তোমরা আল্লার পথে যুদ্ধ করিতেছ না? এবং পুরুষগণ ও নারীবৃন্দ ও শিশুদিগের মধ্যে যাহারা দুর্ব্বল—তাহারা বলে যে, হে আমাদের প্রতিপালক!—আমাদিগকে

ধর্ম্মযুদ্ধে অবতীর্ণ হইয়া থাকে। কিন্তু কপট-বিশ্বাসীরা যুদ্ধের নামে ভীত হইয়া যেরূপে উহা হইতে বিরত থাকে এবং যুদ্ধে মুসলমানদিগের উপর কোনরূপ বিপদ উপস্থিত হইলে যেরূপ কাপুরুষোচিত কপট ভাষায় নিজেদের বুদ্ধিমত্তা ও সৌভাগ্য বর্ণনা করিয়া আত্মপ্রসাদ লাভ করে, আলোচ্য আয়তে মদিনার কপট-বিশ্বাসীদের নীতি ও চরিত্র ব্যক্ত করিয়া আল্লাহতা'লা সেই কথাই প্রকাশ করিতেছেন।

৭৩। এ আয়তে কপট-বিশ্বাসীদের প্রসঙ্গ বর্ণিত হইয়াছে। মুসলমানদিগের বিজয়-বার্ত্তা তাহারা যেরূপ নির্লিপ্তভাবে শ্রবণ করে এবং তাহাদের লাভের অংশ পাইবার সৌভাগ্য হইতে বঞ্চিত হইয়া কপটেরা যেরূপ অনুতপ্ত হয়, আল্লাহতা'লা মুসলমানদিগকে সেই কথা জানাইয়া দিতেছেন।

৭৪। ধর্ম্মযুদ্ধে দুই প্রকার গৌরব আছে। যাঁহারা ধর্ম্মযুদ্ধে বিজয়ী হন, তাঁহারা ইহলৌকিক রাজ্য-সম্পদ ও খ্যাতি গৌরব লাভ করিয়া থাকেন; আর যাঁহারা নিহত হন, তাঁহারা পারলৌকিক পুরস্কারে পুরস্কৃত হন। সুতরাং ধর্ম্মযুদ্ধে যোগদান যেরূপ অবশ্য কর্ত্তব্য, সেইরূপ কল্যাণকর।

৭৫। অনন্তর আল্লাহতা'লা মদিনা-স্থিত মুসলমানদিগকে ধর্ম্মযুদ্ধের জন্য অনুপ্রাণিত করিয়া বলিতেছেন—পুরুষ, নারী ও বালক-বালিকা নির্ব্বিশেষে তোমাদের যে সকল আত্মীয়-স্বজন

أَهْلُهَا ۚ وَاجْعَلْ لَّنَا مِنْ لَّدُنْكَ
وَلِيًّا ۙ ۚ وَّاجْعَلْ لَّنَا مِنْ لَّدُنْكَ
نَصِيْرًا ۝ ٧٦- اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا
يُقَاتِلُوْنَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ۚ وَالَّذِيْنَ
كَفَرُوْا يُقَاتِلُوْنَ فِيْ سَبِيْلِ الطَّاغُوْتِ
فَقَاتِلُوْٓا اَوْلِيَآءَ الشَّيْطٰنِ ۚ اِنَّ
كَيْدَ الشَّيْطٰنِ كَانَ ضَعِيْفًا ۝

অত্যাচারী অধিবাসীদিগের এই নগর হইতে বহির্গত কর এবং স্বীয় সন্নিধান হইতে আমাদের জন্য পৃষ্ঠপোষক ও নিজের নিকট হইতে আমাদের জন্য সাহায্যকারী কর।
৭৬। যাহারা বিশ্বাস-স্থাপন করিয়াছে তাহারা আল্লার পথে সংগ্রাম করে এবং যাহারা অবিশ্বাসী হইয়াছে তাহারা শয়তানের পথে যুদ্ধ করে; অতএব তোমরা শয়তানের সুহৃদ-গণের সহিত যুদ্ধ কর; নিশ্চয় শয়তানের কৌশল দুর্ব্বল।

১১শ রুকু—ধর্ম্মযুদ্ধে বিশ্বাসী ও কপট-বিশ্বাসীর পার্থক্য

٧٧- اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ قِيْلَ لَهُمْ
كُفُّوْٓا اَيْدِيَكُمْ وَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ
وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ ۚ فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ
الْقِتَالُ اِذَا فَرِيْقٌ مِّنْهُمْ يَخْشَوْنَ

৭৭। তুমি কি তাহাদের প্রতি লক্ষ্য কর নাই—যাহাদিগকে বলা হইয়াছিল যে, তোমাদে হস্ত-সমূহ সংরুদ্ধ কর এবং নামাজ প্রতিষ্ঠিত কর ও জাকাত প্রদান কর; অনন্তর যখন তাহাদের উপর যুদ্ধ বিধিবদ্ধ হইল তখন তাহাদের একদল আল্লাহকে যেরূপ ভয় করে তদপেক্ষা

মক্কার অবিশ্বাসীদিগের হস্তে বন্দী অথবা অবরুদ্ধ হইয়া অসহ্য নির্য্যাতন ভোগ করিতেছে এবং সেই অত্যাচার ও নির্য্যাতন হইতে বিমুক্ত হইবার জন্য করুণ কণ্ঠে আল্লার নিকট প্রার্থনা করিতেছে, তোমরা তাহাদিগকে মুক্ত করিবার জন্য অবিলম্বে যুদ্ধাভিযান কর।

৭৬। আল্লাহতা'লা পূর্ব্ব আয়তে অবরুদ্ধ বিশ্বাসীদিগের মুক্তির জন্য যুদ্ধের আদেশ প্রদান করিয়া—এই আয়তে হজরত রসুলোল্লাহ ও বিশ্বাসীদিগকে সাহস প্রদান পূর্ব্বক বলিতেছেন যে, বিশ্বাসী মুসলমানগণ সত্যের জন্য আল্লার পথে যুদ্ধ করে এবং অবিশ্বাসী কাফেরেরা অসত্য বরণ করিয়া শয়তানের পথে যুদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হয়। সুতরাং দুর্ব্বল শয়তান-সহচরগণের সহিত যুদ্ধ করিতে মহাপরাক্রান্ত আল্লার দাসগণ ভীত হইবে কেন?

এই আয়তটি মুসলমানগণের মক্কা-বিজয়ের উজ্জ্বল ভবিষ্যদ্বাণী। ইহার পরেই হজরত রসুলোল্লাহ সমরাভিযান করিয়া পুণ্য নগরী মক্কা জয় করিয়া লইয়াছিলেন এবং সমগ্র মক্কাবাসী তাঁহার পবিত্র পদপ্রান্তে আত্মসমর্পণ পূর্ব্বক সত্যধর্ম্ম ইসলাম গ্রহণ করিয়াছিল। এই মহাবিজয়ের ফলেই মহানগরী মক্কা হইতে অংশীবাদিতা, পৌত্তলিকতা প্রভৃতি শয়তানের চক্রান্ত চিরদিনের জন্য ধুইয়া মুছিয়া নিশ্চিহ্ন হইয়া গিয়াছে। তঃ হক্কানী।

৭৭। এই পবিত্র আয়তে জেহাদের প্রসঙ্গ বর্ণনার সহিত বিশ্বাসী মুসলমানদিগের কর্ত্তব্য এবং কপট-বিশ্বাসীদিগের চরিত্র প্রকাশ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। মক্কায় অবস্থান কালে অবিশ্বাসী কোরেশদিগের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হইয়া একদল 'সাহাবা' হজরতের নিকট যুদ্ধের অনুমতি প্রার্থনা করিয়াছিলেন; কিন্তু মুসলমান সম্প্রদায়ের তৎকালীন অবস্থার প্রতি লক্ষ্য করিয়া তাঁহাদিগকে

ٱلنَّاسَ كَخَشْيَةِ ٱللَّهِ أَوْ أَشَدَّ خَشْيَةً ۚ
وَقَالُوا رَبَّنَا لِمَ كَتَبْتَ عَلَيْنَا
ٱلْقِتَالَ ۚ لَوْلَا أَخَّرْتَنَا إِلَىٰ أَجَلٍ
قَرِيبٍ ۗ قُلْ مَتَاعُ ٱلدُّنْيَا قَلِيلٌ ۚ
وَٱلْءَاخِرَةُ خَيْرٌ لِّمَنِ ٱتَّقَىٰ وَلَا
تُظْلَمُونَ فَتِيلًا ٧٧ أَيْنَ مَا تَكُونُوا
يُدْرِككُّمُ ٱلْمَوْتُ وَلَوْ كُنتُمْ فِى
بُرُوجٍ مُّشَيَّدَةٍ ۗ وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ

অধিকতর ভয়ে লোকদিগকে ভয় করিতে লাগিল ; এবং তাহারা বলিল—হে আমাদের প্রতিপালক—তুমি কেন আমাদের প্রতি যুদ্ধ বিধিবদ্ধ করিলে ;—কেন আমাদিগকে আর কিছুকালের জন্য অবসর দিলে না? তুমি বল—পার্থিব সম্পদ অকিঞ্চিৎকর এবং ধর্ম্মভীরুগণের জন্য পরকালই কল্যাণকর ; এবং তোমরা খর্জ্জুর-বীজ পরিমাণও অত্যাচারিত হইবে না। ৭৮। তোমরা যেখানেই থাক মৃত্যু তোমাদিগকে আক্রমণ করিবে—যদিও তোমরা সুদৃঢ় দুর্গে অবস্থিত হও ; এবং যদি তাহাদের উপর কোন কল্যাণ

যুদ্ধের আদেশ প্রদান করা হয় নাই। বরং তৎপরিবর্ত্তে তাঁহাদিগকে ধৈর্য্যাবলম্বন পূর্ব্বক সমূহ বিপদ ও অকল্যাণ দূরীভূত করিবার জন্য নামাজ পড়িতে এবং জাকাত দান করিতে আদেশ প্রদান করা হইয়াছিল। কারণ ঐ সময়ে অবিশ্বাসী শত্রুদিগের অন্যায় অত্যাচার দমন করিবার উপযুক্ত শক্তি মুসলমানদিগের ছিল না। অনন্তর মদিনা আগমনের পরে মুসলমানেরা সুপ্রতিষ্ঠিত হইলে শত্রুদিগের অন্যায়-অত্যাচার দমন করিবার জন্য যখন তাহাদের উপর ধর্ম্মযুদ্ধের আদেশ অবতীর্ণ হইল, তখন অনেকেই যুদ্ধের নামে ভীতি বিকম্পিত হইয়া উহা হইতে পরিত্রাণের উপায় অন্বেষণ করিতে লাগিল। ঐ সকল কপট-বিশ্বাসীকে লক্ষ্য করিয়াই এই আয়ত অবতীর্ণ হইয়াছে।

এই আয়তে কয়েকটি বিষয়ের প্রতি সুস্পষ্ট ইঙ্গিত রহিয়াছে। প্রথমতঃ—ধর্ম্ম যুদ্ধই হউক কিংবা অন্য কার্য্যই হউক, নিজেদের শক্তি ও যোগ্যতার পরিমাণ না করিয়া হঠকারিতার সহিত কোন বিষয়ে ঝম্প প্রদান করা উচিত নহে ; বরং ঐ অবস্থায় ধৈর্য্যাবলম্বন পূর্ব্বক আল্লার নিকট প্রার্থনা আরাধনা যোগে নিজেদের বিপদমুক্তির জন্য 'জাকাত' দান করিয়া উপযুক্ত সময় ও সুযোগের প্রতীক্ষা করা আবশ্যক। দ্বিতীয়তঃ—যখন অরাতিকুলের অত্যাচার-অনাচার দমনের জন্য যুদ্ধ অপরিহার্য্য হইয়া উঠে, তখন আল্লাহ-রসুলের নির্দ্দেশ অনুসারে যুদ্ধে যোগদান করা একান্ত কর্ত্তব্য। ঐ অবস্থায় ধৈর্য্য, সদুপদেশ, সুনীতি অথবা সুযোগের আশায় স্বীয় কর্ত্তব্য হইতে বিরত থাকা সুসঙ্গত হইবে না ; অন্যথা নিজেদের বিনাশ অনিবার্য্য। তৃতীয়তঃ—ধর্ম্ম ও জাতির গৌরব মর্য্যাদাও প্রতিষ্ঠা সংরক্ষণের জন্য যখন যুদ্ধ করা আবশ্যক হইয়া পড়ে, তখন মৃত্যুভয়ে উহা হইতে বিরত থাকা আদৌ সঙ্গত নহে। বরং সে সময় সত্য বিশ্বাসীর পক্ষে পার্থিব জীবন ও ধন সম্পদ অপেক্ষা পারলৌকিক জীবন এবং মুক্তি ও কল্যাণের প্রতি অধিকতর আকৃষ্ট হওয়া উচিত। যাহারা ইহার ব্যতিক্রমকারী তাহারা কপট বিশ্বাসী নামে অভিহিত ও ধিকৃত হইয়াছে।

৭৮। যাহারা মৃত্যুভয়ে ভীত হইয়া ধর্ম্মযুদ্ধে অথবা স্বীয় কর্ত্তব্য পালন হইতে বিরত থাকিবার চেষ্টা করে, আল্লাহতা'লা তাহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন যে, তোমরা যেখানে এবং যতই সুদৃঢ় অথবা সুরক্ষিত স্থানে অবস্থান কর না কেন মৃত্যু যথাসময়ে তোমাদিগকে অবশ্যই গ্রাস করিবে ; তাহার প্রভাব কেহই অতিক্রম করিতে পারিবে না। অতএব মৃত্যুভয়ে ভীত হইয়া স্বীয় কর্ত্তব্য পালনে বিরত হওয়া কাহারও উচিত নহে।

অবতীর্ণ হয় তবে বলে—ইহা আল্লার নিকট হইতে এবং যদি তাহাদের প্রতি অমঙ্গল নিপতিত হয় তবে বলে যে, ইহা তোমার নিকট হইতে হইয়াছে; তুমি বল—সমস্তই আল্লার নিকট হইতে হয়; অতএব ঐ সম্প্রদায়ের কি হইয়াছে যে, তাহারা কোন কথা বুঝিবার নিকটবর্ত্তী হয় না। ৭৯। তোমার প্রতি যে কল্যাণ উপস্থিত হয় তাহা আল্লার সন্নিধান হইতে এবং তোমার উপর যে অমঙ্গল নিপতিত হয় তাহা তোমার নিজ হইতেই হইয়া থাকে; এবং আমি তোমাকে মানব-মণ্ডলীর জন্য রসুল-রূপে প্রেরণ করিয়াছি; এবং আল্লার সাক্ষীই যথেষ্ট। ৮০। যে-কেহ রসুলের অনুগত হয় নিশ্চয় সে

يَقُوْلُوْا هٰذِهٖ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ ج وَاِنْ
تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُوْلُوْا هٰذِهٖ مِنْ
عِنْدِكَ ط قُلْ كُلٌّ مِّنْ عِنْدِ اللّٰهِ ط
فَمَالِ هٰٓؤُلَآءِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُوْنَ
يَفْقَهُوْنَ حَدِيْثًا ٧٩- مَآ اَصَابَكَ مِنْ
حَسَنَةٍ فَمِنَ اللّٰهِ ز وَمَآ اَصَابَكَ مِنْ
سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَّفْسِكَ ط وَاَرْسَلْنٰكَ
لِلنَّاسِ رَسُوْلًا ط وَكَفٰى بِاللّٰهِ شَهِيْدًا ٥
٨٠- مَنْ يُّطِعِ الرَّسُوْلَ فَقَدْ اَطَاعَ

অনন্তর আল্লাহতা'লা অবিশ্বাসীদিগের প্রকৃতি বর্ণনা করিতেছেন। ধর্ম্মযুদ্ধে যেমন জয়-পরাজয় আছে, সেইরূপ প্রত্যেক সদসৎ কার্য্যের পরিণামেই লাভ ও ক্ষতি নিহিত রহিয়াছে। কিন্তু এই স্বাভাবিক সত্যের প্রতি লক্ষ্য না করিয়া কপট-বিশ্বাসীরা কোন বিষয়ে জয়ী অথবা লাভবান হইলে বলিত যে, আল্লার অনুগ্রহেই আমরা এই কল্যাণের অধিকারী হইয়াছি; আর যদি কখনও পরাজিত অথবা ক্ষতিগ্রস্ত হইত, তবে উহারা বলিত যে, রসুলের জন্যই আমাদের এই অকল্যাণ ও অনিষ্ট হইল! তাই আল্লাহতা'লা হজরত রসুলোল্লাকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন, 'হে রসুল, তুমি ঐ নির্ব্বোধদিগকে বলিয়া দাও যে, সর্ব্বশক্তিমান আল্লাই সমস্ত বিষয়ের সম্পাদনাকারী ও নিয়ন্তা। উহাতে আমার বা অন্য কাহার কোনই অধিকার নাই।'—আয়তের মর্ম্ম।

৭৯। হজরত রসুলোল্লা এবং বিশ্বাসীগণ কখনও কখনও ক্ষতিগ্রস্ত অথবা বিপন্ন হইতেন। ইহাতে কপট বিশ্বাসীরা নানারূপ অন্যায় কটাক্ষ করিত। তাহাদের কেহ কেহ এমনও বলিত যে, যদি হজরত মোহাম্মদ (সঃ) সত্য-নবী হইতেন, তবে তাহার উপর কোনই বিপদ বিড়ম্বনা অথবা অনিষ্ট অবতীর্ণ হইত না। কপট বিশ্বাসীদিগের ঐ ধৃষ্টতার উত্তরে আল্লাহতা'লা হজরত রসুলোল্লাকে সান্ত্বনা প্রদান করিয়া বলিতেছেন যে, কপটদিগের ঐ অসঙ্গত বাক্যে কর্ণপাত করিবার কোনই আবশ্যক নাই। আমার নিকট হইতে সর্ব্বদাই তোমাদের উপর কল্যাণ অবতীর্ণ হইয়া থাকে; কিন্তু তোমাদের স্ব স্ব ভ্রম-ত্রুটী অথবা কৃতকার্য্যের দোষেই উহা কখন কখন অকল্যাণে পরিণত হইয়া যায়। আবার অনেক সময়ে অকল্যাণের মধ্য হইতেও আমি কল্যাণের উদ্ভব করিয়া থাকি। আর তুমি যে সত্য-নবী, তৎসম্বন্ধে আমি নিজেই সাক্ষ্য প্রদান করিতেছি। কপট-বিশ্বাসীরা যাহাই বলুক না কেন, এ সম্বন্ধে আমার সাক্ষ্যই সর্ব্বাগ্রগণ্য ও যথেষ্ট অন্য সাক্ষীর কোনই প্রয়োজন নাই।

৮০। কপট বিশ্বাসীদিগের কেহ কেহ এরূপও বলিত যে, হজরত রসুলোল্লা ত আল্লার আদেশের প্রচারক মাত্র; আল্লার আদেশই ধর্ম্ম। সুতরাং আল্লাহ ও তাঁহার আদেশ-নিষেধ

اللّٰهَ ۚ وَمَنْ تَوَلّٰى فَمَآ اَرْسَلْنٰكَ
عَلَيْهِمْ حَفِيْظًا ۞ ٨١- وَيَقُوْلُوْنَ
طَاعَةٌ ۡ فَاِذَا بَرَزُوْا مِنْ عِنْدِكَ
بَيَّتَ طَآئِفَةٌ مِّنْهُمْ غَيْرَ الَّذِىْ
تَقُوْلُ ۚ وَاللّٰهُ يَكْتُبُ مَا يُبَيِّتُوْنَ ۚ
فَاَعْرِضْ عَنْهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ ؕ
وَكَفٰى بِاللّٰهِ وَكِيْلًا ۞ ٨٢- اَفَلَا
يَتَدَبَّرُوْنَ الْقُرْاٰنَ ؕ وَلَوْ كَانَ مِنْ

আল্লারই অনুগত হইয়া থাকে; এবং যে ফিরিয়া যায় আমি তাহার জন্য তোমাকে রক্ষক রূপে প্রেরণ করি নাই।
৮১। এবং তাহারা বলে—আমরা অনুগত; কিন্তু যখন তাহারা তোমার নিকট হইতে বাহির হইয়া যায় তখন তাহাদের একদল—তুমি যাহা বল তদ্বিরুদ্ধে পরামর্শ করে; এবং তাহারা যাহা পরামর্শ করে আল্লাহ তাহা লিপিবদ্ধ করেন; অতএব তাহাদের প্রতি বিমুখ হও ও আল্লার উপর নির্ভর কর; এবং আল্লা-ই কার্য্য-সম্পাদনে যথেষ্ট।
৮২। উহারা কেন কোরানের প্রতি মন-সংযোগ করে না? এবং যদি উহা আল্লাহ

সমূহের উপর বিশ্বাস থাকিলেই হইল। রসুলের প্রত্যেক আদেশ-নিষেধ গ্রাহ্য না করিলে কি আসে যায়! তাই আল্লাহতা'লা বলিয়া দিলেন যে, সর্ব্ব-বিষয়ে আমার প্রেরীত প্রিয় রসুলের অনুগত হওয়াই আমার আনুগত্য। কারণ আমার আদেশ-নিষেধ প্রচার কারবার জন্য আমিই তাঁহাকে প্রেরণ করিয়াছি। যাহারা কোন বিষয়ে আমার রসুলের বিরুদ্ধাচরণ করিবে, তাহারা আমার নিকটেও বিরুদ্ধাচারী বলিয়া পরিগণিত হইবে।

পক্ষান্তরে কপট-বিশ্বাসীরা হজরত রসুলোল্লার বিরুদ্ধাচরণ করায় তিনি উহাদের অবাধ্যতার পরিণাম ভাবিয়া অনেক সময়ে মনে মনে বড়ই ক্ষুণ্ণ হইতেন। তাই আল্লাহ হজরত রসুলোল্লাকে বলিতেছেন যে, যাহারা সত্য হইতে বিচ্যুত হইয়া ধ্বংসের পথে গমন করে, সদুপদেশ প্রদান ব্যতীত তাহাদিগকে রক্ষা করিবার দায়িত্ব-ভার তোমাদের উপর ন্যস্ত করা হয় নাই—অর্থাৎ তাহাদের জন্য তুমি কিছুমাত্র দায়ী হইবে না। উহারা নিজের দোষেই বিনষ্ট হইয়া যাইবে।

৮১। এই আয়তেও আল্লাহতা'লা কপট-বিশ্বাসীদের প্রকৃতি বর্ণনা করিতেছেন। উহারা যখন হজরত রসুলোল্লার সম্মুখে উপস্থিত থাকিত, তখন তাঁহার পূর্ণ আনুগত্য প্রদর্শন ও স্বীকার করিত; কিন্তু উহারা যখন রসুলের সম্মুখ হইতে অপসৃত হইত, তখন উহারা তাঁহার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করিতেও কুণ্ঠিত হইত না! তাই আল্লাহতা'লা বলিয়া দিলেন যে, আমি উহাদের কৃতকার্য্য ও অসদাচরণ লিখিয়া রাখিতেছি; যথাসময়ে উহার প্রতিফল প্রদান করিব। অতএব তুমি উহাদের সাহায্য-সহানুভূতির কোন আশা করিও না। বরং তৎপরিবর্ত্তে আমার উপরেই সম্পূর্ণরূপে নির্ভর কর এবং জানিয়া রাখ যে, মানবের পক্ষে আমার সাহায্যই যথেষ্ট।

৮২। **এখ্‌তেলাফ**—ব্যতিক্রম, মতভেদ, মতান্তর ও বিরোধ প্রভৃতি। 'এখ্‌তেলাফে কসির' অর্থ বহু ব্যাতিক্রম। অনেকের মতে উক্ত শব্দ দ্বারা সর্ব্বপ্রকার ব্যতিক্রম ও মতভেদের প্রতিই লক্ষ্য করা হইয়াছে। কিন্তু মহাত্মা আবু বকর ও আসেমের মতে কোরান শরিফে কপট-বিশ্বাসীদিগের বাহিক ও আভ্যন্তরিক বিশ্বাস ও কার্য্যকলাপ সম্বন্ধে যে সকল রাশিকৃত আয়ত বিভিন্ন সময়ে অবতীর্ণ হইয়াছিল, সেই সকল আয়তে কোনরূপ ব্যতিক্রম না থাকার প্রতিই এস্থানে লক্ষ্য করা হইয়াছে। সুতরাং আয়তের প্রকৃত মর্ম্ম এই যে, হজরত রসুলোল্লা যদি আল্লার প্রেরিত ও প্রত্যাদিষ্ট সত্য-নবী না হইতেন, তবে কপট-বিশ্বাসীদিগের আভ্যন্তরিক ও বাহ্যিক

ব্যতীত অপর হইতে হইত তবে তাহারা উহাতে বহু ব্যতিক্রম প্রাপ্ত হইত।
৮৩। এবং যখন তাহাদের নিকট কোন শান্তি বা ভীতি-জনক বিষয় উপনীত হয় তখন তাহারা উহা রটনা করিতে থাকে এবং যদি তাহারা ইহা রসুলের প্রতি ও তাহাদের আদেশ-দাতাগণের প্রতি উপস্থিত করিত তবে তাহাদের মধ্যে তত্ত্বানুসন্ধিৎসুগণ উহা উপলব্ধি করিত; এবং যদি তোমাদের প্রতি আল্লার অনুগ্রহ

مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللّٰهِ لَوَجَدُوْا فِيْهِ اخْتِلَافًا
كَثِيْرًا ○ ٨٣- وَاِذَا جَاءَهُمْ اَمْرٌ مِّنَ
الْاَمْنِ اَوِ الْخَوْفِ اَذَاعُوْا بِهٖ ط وَلَوْ
رَدُّوْهُ اِلَى الرَّسُوْلِ وَاِلٰٓى اُولِى الْاَمْرِ
مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِيْنَ يَسْتَنْبِطُوْنَهٗ
مِنْهُمْ ط وَلَوْلَا فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ

বিশ্বাস এবং কার্য্যকলাপ সমূহের গুরুতর পার্থক্য—যাহা আল্লাহ ব্যতীত অপর কেহই জানিত না, তাহা তিনি এরূপ নিশ্চিতভাবে কি প্রকারে প্রকাশ করিলেন—যাহাতে কপট-বিশ্বাসীরা বিন্দুমাত্রও ব্যতিক্রম বাহির করিতে পারে নাই।

যে সকল অবিশ্বাসী ও কপট-বিশ্বাসী হজরত রসুলোল্লার 'নবুয়ত' এবং পবিত্র কোরানের সত্যতা সম্বন্ধে সন্দেহ পোষণ অথবা ব্যক্ত করিত, আল্লাহতা'লা তাহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন যে, উহারা কেন আমার পবিত্র বাণী কোরান শরিফের প্রতি মনসংযোগ করিয়া আমার প্রেরিত রসুল ও কোরানের সত্যতা উপলব্ধি করিতে চেষ্টা করে না? হজরতের নবুয়ত এবং পবিত্র কোরানের সত্যতার অসংখ্য উজ্জল প্রমাণ কোরান শরিফেই বিদ্যমান আছে। কিন্তু আল্লাহতা'লা এস্থানে একটি মাত্র অকাট্য যুক্তি উল্লেখ করিয়া ঐ প্রমাণের সত্যতা ঘোষণা করিয়াছেন। আল্লাহতা'লা বলিতেছেন যে, কোরান যদি সত্য-গ্রন্থ এবং উহার প্রচারক রসুল যদি সত্য নবী না হইবেন, তবে একজন নিরক্ষর মানব কেমন করিয়া কোরান শরিফের মত অসীম জ্ঞান ও অনন্ত তত্ত্বপূর্ণ বিরাট মহাগ্রন্থ প্রচার করিলেন—যাহার মধ্যে কোন বিষয়ে বিন্দুমাত্র ব্যতিক্রম মতভেদ, অসামঞ্জস্য অথবা বিরোধ নাই? যদি হজরত রসুলোল্লাহ আল্লার প্রেরিত ও প্রত্যাদিষ্ট সত্য-নবী না হইয়া সাধারণ মানব কিংবা বিশিষ্ট গ্রন্থ রচয়িতা মাত্র হইতেন এবং পবিত্র কোরান যদি তাঁহার অথবা অন্য কোন মানবের রচিত গ্রন্থ হইত, তবে উহাতে অবশ্যই বহু বিষয়ে ব্যতিক্রম, মতভেদ ও অসামঞ্জস্য পরিলক্ষিত হইত। পবিত্র কোরান ভিন্ন জগতে আর কোন ধর্ম্মগ্রন্থ এরূপ দাবী করিতে পারে কি? অতএব এই পবিত্র আয়তটিও হজরত রসুলোল্লা এবং কোরান শরিফের সত্যতার অন্যতম অলৌকিক উজ্জ্বল প্রমাণ।

৮৩। অবিশ্বাসীরা প্রায়ই মুসলমানদিগের সম্বন্ধে নানারূপ সুসংবাদ ও দুঃসংবাদ ব্যক্ত করিত। কপট তাহাদের উদ্দেশ্য ছিল—মুসলমানদিগকে ভীত, উত্তেজিত অথবা নিরাশায় নিমজ্জিত করা। অদূরদর্শীর ও ক্ষীণ-বিশ্বাসীরা ঐ সকল সংবাদ শুনিয়া ভীতি-বিচলিত চিত্তে অথবা দুরাশার বশে ইহাতে মত উহা প্রচার করিয়া বেড়াইত। উহার সত্যাসত্য সম্বন্ধে কিছু মাত্র চিন্তা করিত না। তাই মদিনার মোস্‌লেম সমাজে অনেক সময়ে অকারণে ভীতি ও বিশৃঙ্খলা আত্মপ্রকাশ করিত। না। আল্লাহতা'লা বলিয়া দিলেন যে, তোমরা কোন সংবাদ শুনিয়াই তাহা প্রচার করিয়া বেড়াইও নেতৃস্থানীয় প্রথমতঃ ঐ শ্রেণীর কোন সংবাদ শুনিলে তাহা হজরত রসুলোল্লাহ এবং তোমাদের তোমাদিগকে ব্যক্তিগণের নিকট উপস্থিত কর। তাহা হইলে তাহারা চিন্তা ও অনুসন্ধান করিয়া আল্লাহতা'লা ঐ সকল বিক্ষিপ্ত সংবাদের সত্যাসত্য অথবা প্রকৃত মর্ম্ম বলিয়া দিবেন। অনন্তর

وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطٰنَ إِلَّا قَلِيلًا ○
٨٤- فَقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللّٰهِ ۚ لَا تُكَلَّفُ
إِلَّا نَفْسَكَ وَحَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ ۚ
عَسَى اللّٰهُ أَنْ يَكُفَّ بَأْسَ الَّذِينَ
كَفَرُوا ۗ وَاللّٰهُ أَشَدُّ بَأْسًا وَأَشَدُّ
تَنْكِيلًا ○ ٨٥- مَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً
حَسَنَةً يَكُنْ لَهُ نَصِيبٌ مِنْهَا ۚ
وَمَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَكُنْ لَهُ
كِفْلٌ مِنْهَا ۗ وَكَانَ اللّٰهُ عَلٰى
كُلِّ شَيْءٍ مُقِيتًا ○ ٨٦- وَإِذَا حُيِّيتُمْ

ও করুণা না হইত তবে অল্প-সংখ্যক ব্যতীত তোমরা শয়তানের অনুগমন করিতে। ৮৪। অতএব আল্লার পথে যুদ্ধ কর; তোমার নিজের উপর ব্যতীত ভারার্পিত করা হয় নাই এবং বিশ্বাসী-দিগকে উদ্বুদ্ধ কর; অচিরেই আল্লাহ অবিশ্বাসীদিগের সংগ্রাম প্রতিরোধ করিবেন, এবং আল্লাহ সংগ্রামে সুদৃঢ় ও শাস্তি-দানে কঠোর। ৮৫। যে-কেহ উত্তম অনুরোধ করে সে উহা হইতে অংশ পাইবে এবং যে-কেহ নিকৃষ্ট অনুরোধ করে সে উহা হইতে ভারাক্রান্ত হইবে; এবং আল্লাহ সর্ব্ব-বিষয়ে শক্তিদাতা। ৮৬। এবং যখন তোমরা

বলিতেছেন যে, যদি তোমাদের উপর আমার অনুগ্রহ না থাকিত, তবে অবিশ্বাসীদিগের ছলনা ও চক্রান্তে তোমরা অনেকেই পথভ্রান্ত হইয়া যাইতে।

৮৪। এই পবিত্র আয়তে বিশ্বাসী মুসলমানদিগের মহাবিজয় এবং অবিশ্বাসীদিগের শোচনীয় পরাজয়ের জলন্ত ভবিষ্যদ্বাণী রহিয়াছে। আল্লাহতা'লা হজরত রসুলোল্লাকে সম্বোধন করিয়া স্পষ্ট ভাষায় বলিয়া দিতেছেন যে, যদিও তুমি স্বীয় জীবনে দুঃখ-কষ্টের স্বাদ অনুভব করিতেছ, তথাপি তুমি বিচলিত না হইয়া বিশ্বাসীদিগকে সত্যের সাধনায় আল্লার পথে যুদ্ধ করিবার জন্য উদ্বোধিত কর। ফলতঃ অচিরেই এমন দিন আসিবে, যখন আমি মুসলমানদিগকে স্বীয় প্রতিশ্রুত "বিশাল রাজত্ব" প্রদান পূর্ব্বক এরূপ মহাপরাক্রান্ত ও শক্তিশালী করিয়া তুলিব যে, মুসলমানদিগের বিরুদ্ধে কাফেরদিগের সমর শক্তি সম্পূর্ণ রহিত হইয়া যাইবে। আল্লাহতা'লার এই জলন্ত ভবিষ্যদ্বাণী পরবর্ত্তী চল্লিশ বৎসরের মধ্যে অলৌকিক রূপে পূর্ণ হইয়াছিল। 'খোলাফায়ে রাশেদীনে'র সময়ে ইসলামের উন্নতিশীল বজ্রশক্তির ভীষণ প্রহারে বিরাট রোম সাম্রাজ্য ভাঙ্গিয়া পড়ে, তৎপর দেখিতে দেখিতে আফ্রিকার খ্রীষ্টান রাজ্য এবং পারস্যের অগ্নি শক্তি ইস্লামের পদানত হয়। অনন্তর পরবর্ত্তী কয়েক বৎসরের মধ্যে এশিয়া, ইউরোপ ও আফ্রিকায় এমন কোন কাফেরের রাজ্য ছিল না—যাহারা ইস্লামের বিরুদ্ধে শির-উত্তোলন করিয়া দণ্ডায়মান হইতে সমর্থ হইত! ফলতঃ ইহা অপেক্ষা ইস্লামের সত্যতার সমুজ্জল নিদর্শন আর কি হইতে পারে?—তঃ হক্কানী।

৮৫। এই আয়তের মর্ম্ম এই যে, কেহ কাহাকে কোন সৎকার্য্য করিবার জন্য অনুরোধ করিলে সে ঐ সৎকার্য্যের পুণ্যফলের অংশ লাভ করিবে এবং কেহ কাহাকে কোন অসৎকার্য্যের জন্য অনুরোধ করিলে সে উহার পাপের ভাগী হইবে।

৮৬। **সালাম পদ্ধতি**—জগতের বিভিন্ন দেশ এবং বিভিন্ন জাতির মধ্যে যেরূপ ভিন্ন ভিন্ন সালাম-পদ্ধতি অর্থাৎ প্রণাম, নমস্কার বা শুভাশীর্ব্বাদ করিবার প্রথা পরিলক্ষিত হয়, আরবেও

শুভাষিতে সম্ভাষিত হও, তবে তোমরাও তাহা হইতে শ্রেষ্ঠতর শুভ-সম্ভাষণ কর অথবা উহাই প্রত্যার্পণ করিও; নিশ্চয় আল্লাহ সর্ব্ববিষয়ে হিসাব-গ্রহণকারী।

৮৭। আল্লাহ—তিনি ব্যতীত উপাস্য নাই; নিশ্চয় ইহাতে সন্দেহ নাই যে; তিনি তোমাদিগকে একত্রিত করিবেন; এবং আল্লাহ ব্যতীত কে বাক্যে সত্যপরায়ণ।

بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا ○ ٨٧- اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ۚ لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ ۗ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا ○

১২শ রুকু—কপট-বিশ্বাসীদিগের দমন-ব্যবস্থা

৮৮। অনন্তর তোমাদের কি হইয়াছে যে, তোমরা কপট-বিশ্বাসীদিগের সম্বন্ধে দুই দল হইলে? এবং তাহারা যাহা অর্জ্জন করিয়াছে তজ্জন্য আল্লাহ তাহাদিগকে বিবর্ত্তিত করিয়াছেন; আল্লাহ যাহাকে পথভ্রান্ত করেন, তুমি কি তাহাকে পথ-প্রদর্শন করিতে চাও?

٨٨- فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ فِئَتَيْنِ وَاللَّهُ أَرْكَسَهُمْ بِمَا كَسَبُوا ۚ أَتُرِيدُونَ أَنْ تَهْدُوا مَنْ أَضَلَّ اللَّهُ ۖ وَمَنْ

সেইরূপ কতিপয় পদ্ধতি প্রচলিত ছিল। কিন্তু ঐ সকল পদ্ধতির মধ্যে পার্থিব শুভ কামনা ব্যতীত ইহ-পারলৌকিক কল্যাণ অথবা শান্তি ও মুক্তি কামনার শুভ ইচ্ছা আদৌ পরিলক্ষিত হইত না। আরবেরা সাধারণতঃ দেখা-সাক্ষাৎ হইলে পরস্পর বলিত,—"হাইয়াকাল্লাহ" অর্থাৎ আল্লাহ তোমাকে জীবিত রাখুন। হজরত রসুলোল্লা উহার পরিবর্ত্তে "আস্ সালাম আলায়কুম" অথবা "সালাম আলায়কুম" এবং উহার প্রত্যুত্তর স্বরূপ "অ-আলায়কুম আস্ সালাম" বলিবার প্রথা প্রবর্ত্তিত করেন। উপরোক্ত বাক্য ত্রয়ের অর্থ—পরস্পরের শান্তি ও কল্যাণ কামনা। আলোচ্য আয়তে আল্লাহতা'লা বলিয়া দিলেন যে, কেহ তোমাদের শুভ-কামনা পূর্ব্বক সালাম করিলে তোমরা তাহা অপেক্ষা উত্তম শুভ-কামনা করিয়া সালামের উত্তর প্রদান করিবে। এই নির্দ্দেশ অনুযায়ী সালামের সহিত "রহমতুল্লাহ" ও বরকাতোহু" অর্থাৎ 'আল্লার অনুগ্রহ' ও 'উন্নতি' কামনা-মূলক বাক্য বলিবার প্রথা প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। আয়তের অন্যতম নির্দ্দেশ এই যে, কেহ শুভ-কামনার সহিত সালাম করিলে তাহাকে অন্ততঃ তদনুরূপ শুভ-কামনার সহিত সালামের উত্তর দান করিতে হইবে; ইহা মুসলমানের অবশ্য কর্ত্তব্য। এই একটী প্রথার দ্বারাই হজরত রসুলোল্লার স্বর্গীয় আদর্শ ও সর্ব্বোত্তম নীতির পরিচয় পাওয়া যায়। হজরতের রীতি-নীতি ও চরিত্র এরূপ মধুর ও মনোরম ছিল যে, বিধর্ম্মী এবং শত্রুরা পর্য্যন্ত তাঁহার নিকট আসিলে তদীয় সুনীতি, সদালাপ ও চরিত্র-মাধুর্য্যে বিমুগ্ধ হইয়া যাইত।

৮৮। ওহদ-সংগ্রামে কপট-বিশ্বাসী আবদুল্লা বেন ওবায় স্বীয় দল-বল সহ রণক্ষেত্র পরিত্যাগ করায় মুসলমানেরা অত্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত হন। অনন্তর তাঁহারা মদিনায় প্রত্যাবর্ত্তিত হইবার পর একদল বলেন যে, ঐ কপটদিগকে সমূলে ধ্বংস করা হউক। কিন্তু অন্যদল বলেন যে, উহাদের কপটতা ও প্রবঞ্চনার জন্য আল্লা-ই উহাদিগকে বিনাশ করিবেন; আমরা হত্যা করিয়া দুর্ণামের

এবং আল্লাহ্ যাহাকে পথভ্রান্ত করিয়াছেন, বস্তুতঃ তুমি তাহার জন্য কোনই পথ পাইবে না। ৮৯। তাহারা ইচ্ছা করে যে, তাহারা যেরূপ অবিশ্বাস করিয়াছে, তুমিও তদ্রূপ অবিশ্বাস কর যেন তুমিও তাহাদের সদৃশ হও; অতএব তাহাদিগের মধ্যে বন্ধু গ্রহণ করিও না—যে-পর্য্যন্ত-না তাহারা আল্লার পথে দেশত্যাগ করে; অতঃপর যদি তাহারা প্রতিগমন করে, তবে তাহাদিগকে ধর

يُضْلِلِ اللّٰهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا ○
٨٩- وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا
فَتَكُونُونَ سَوَاءً فَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ
أَوْلِيَاءَ حَتّٰى يُهَاجِرُوا فِي سَبِيلِ
اللّٰهِ ۚ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ

ভাগী হইব কেন? এই মতভেদ উপলক্ষ্যেই আলোচ্য আয়ত অবতীর্ণ হয়। আল্লাহতা'লা বলিয়া দিলেন যে, ঐ কপটদিগের সম্বন্ধে তোমাদের মতভেদ ও কলহের কোনই প্রয়োজন নাই। উহাদের দুষ্কার্যের জন্য আমিই উহাদিগকে অধোগামী অবিশ্বাসী দলে পরিণত করিয়াছি এবং আমি যাহাদিগকে তদীয় দুষ্কার্যের জন্য বিপথগামী করিয়াছি, তোমরা তাহাদিগকে কোনরূপেই উদ্ধার করিতে পারিবে না। 'রকস' ও 'নফ্‌স' সম-অর্থ বোধক শব্দ—অর্থ উল্টাইয়া দেওয়া অর্থাৎ কপট-বিশ্বাসীরা স্বীয় কপটতা ও প্রবঞ্চনার জন্য পবিত্র ইস্‌লাম হইতে অপবিত্র কোফরীতে 'বিবর্ত্তিত' হইয়া গিয়াছিল।

৮৯। এই আয়তের লক্ষ্য যে অবিশ্বাসী কাফেরগণ তাহাতে তফ্‌সীরকারগণের মধ্যে কোন মতভেদ নাই। পূর্ব্ব আয়তে আল্লাহতা'লা বলিয়াছেন যে, যাহারা স্ব স্ব দুষ্প্রবৃত্তির বশে কাফের হইয়া গিয়াছে কিংবা সত্য-ধর্ম্মের সুসংবাদ প্রাপ্ত হইয়াও ইস্‌লাম গ্রহণ করে নাই—তোমরা কখনই তাহাদিগকে সত্যধর্ম্মে কিংবা সৎপথে আনয়ন করিতে পারিবে না। বরং তাহাদের সহিত সম্মিলিত হইলে অথবা তাহাদের সহিত বন্ধুত্ব স্থাপন পূর্ব্বক সর্ব্বদা তাহাদের সংশ্রবে থাকিলে, সংসর্গ-দোষে ক্রমে ক্রমে তোমরাই পথভ্রান্ত অবিশ্বাসী হইয়া যাইবে। অবিশ্বাসীরা তোমাদিগকে তাহাদের মত অবিশ্বাসী অথবা পথভ্রান্ত করিবার জন্যই তোমাদের সহিত বন্ধুত্ব স্থাপন করিয়া থাকে। তাই আল্লাহতা'লা স্পষ্টভাবে বলিয়া দিলেন যে, যে পর্য্যন্ত তাহারা ইস্‌লাম গ্রহণ পূর্ব্বক "আল্লার পথে দেশত্যাগ" অর্থাৎ ধর্ম্মের জন্য স্বদেশ-স্বজন পরিত্যাগ এবং আত্মোৎসর্গ করিতে প্রস্তুত না হয়, সে পর্য্যন্ত তোমরা তাহাদের সহিত বন্ধুত্ব স্থাপন করিও না। ফলতঃ এই আয়তে কাফের, মোশ্‌রেক, অংশীবাদী ও পৌত্তলিক প্রভৃতি বিধর্ম্মীগণের সহিত বন্ধুত্ব স্থাপনের নিষেধাজ্ঞা প্রচারিত হইয়াছে।—তঃ হক্কানী।

ধর্ম্মযুদ্ধের বিশিষ্ট বিধান—অনন্তর আল্লাহতা'লা বলিতেছেন যে, যদি বিধর্ম্মীরা পবিত্র ইস্‌লাম-গ্রহণ এবং "আল্লার পথে দেশত্যাগ"—অর্থাৎ সত্যের জন্য স্বদেশ ও স্বজন ত্যাগ করিয়া আত্মোৎসর্গ করিতে অস্বীকার অথবা অগ্রাহ্য করে, "তবে তাহাদিগকে ধর এবং যেখানে পাও তাহাদিগকে সংহার কর।" ইহার অর্থ এই যে, অবিশ্বাসীদের বিরুদ্ধে প্রকাশ্যভাবে যুদ্ধ ঘোষণা করিয়া তাহাদিগকে তাহাদের অবিশ্বাস ও অবাধ্যতার জন্য সমুচিত শিক্ষা দিতে সচেষ্ট হও।

এই আয়তের স্পষ্টতর মর্ম্মে ইহাই অনুমিত হয় যে, ইস্‌লাম গ্রহণ না করিলে জগতের যাবতীয় অবিশ্বাসীর সহিত যুদ্ধ করা মুসলমানের অবশ্য কর্ত্তব্য এবং সত্যধর্ম্মের জন্য বলপ্রয়োগও সুসিদ্ধ। পক্ষান্তরে অন্যতম আয়তে বর্ণিত হইয়াছে যে, "ধর্ম্মে বল প্রয়োগ ও কঠোরতা নাই।" আবার সুরা কাফেরুনায় উক্ত হইয়াছে যে, "তোমাদের জন্য তোমাদের ধর্ম্ম এবং আমার জন্য আমার ধর্ম্ম।" কোন কোন অদূরদর্শী খ্রীষ্টান ও পৌত্তলিক এই আয়ত-ত্রয় উল্লেখ করিয়া পবিত্র কোরানে অসামঞ্জস্য প্রদর্শনের ব্যর্থ চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু প্রকৃত কথা এই যে, সত্যের জন্য সংগ্রাম করা মুসলমানের

حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ ۖ وَلَا تَتَّخِذُوا
مِنْهُمْ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا ۙ ৯০—إِلَّا الَّذِينَ
يَصِلُونَ إِلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ
مِيثَاقٌ أَوْ جَاءُوكُمْ حَصِرَتْ صُدُورُهُمْ
أَنْ يُقَاتِلُوكُمْ أَوْ يُقَاتِلُوا قَوْمَهُمْ ۚ

এবং যেখানে পাও তাহাদিগকে সংহার কর; এবং তাহাদের মধ্যে হইতে বন্ধু অথবা সাহায্যকারী গ্রহণ করিও না। ৯০। কিন্তু তোমাদের মধ্যে ও তাহাদের মধ্যে সন্ধি-বদ্ধ সম্প্রদায়ের সহিত যাহারা সম্মিলিত হয়, অথবা তোমাদের সহিত যুদ্ধ করিতে কিংবা স্বীয় সম্প্রদায়ের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে সঙ্কুচিত-চিত্ত হইয়া যাহারা তোমাদের নিকট

অবশ্য কর্ত্তব্য। ইস্‌লামের গৌরব ও মর্য্যাদা রক্ষা করিবার জন্য বিশ্বাসীদের সহিত যুদ্ধ করা একটী সাধারণ বিধি। আলোচ্য আয়তে সেই কথাই বর্ণিত হইয়াছে। উদ্ধৃত দ্বিতীয় আয়তের মর্ম্ম এই যে, আল্লার আদেশ পালন এবং সত্যের মর্য্যাদা রক্ষার জন্যই যুদ্ধ করা আবশ্যক—কাহাকেও কঠোরতার সহিত জোর করিয়া মুসলমান করিবার জন্য নহে। তৃতীয় আয়তে ইসলামের সহিত অন্যান্য ধর্ম্মের স্বাতন্ত্র ঘোষণা পূর্ব্বক—সে ধর্ম্ম সত্য হউক আর মিথ্যাই হউক—প্রত্যেককেই স্ব স্ব ধর্ম্ম পালন ও প্রচারের অধিকার দেওয়া হইয়াছে। যে পর্য্যন্ত বিধর্ম্মীরা ইস্‌লামের অমর্য্যাদা, মানব জাতির সাধারণ অধিকারে হস্তক্ষেপ, জগতের শান্তি ও শৃঙ্খলা ভঙ্গ অথবা মুসলমানের সহিত সন্ধি ও সদ্ভাব ছিন্ন না করে, সে পর্য্যন্ত তাহাদের সহিত যুদ্ধ করা অনাবশ্যক—বরং নিষিদ্ধ। পরবর্ত্তী আয়তে ঐ কথাগুলি সুন্দর ও স্পষ্টতররূপে বিবৃত হইয়াছে।

হেজরত—পরিত্যাগ, বিচ্ছেদ। সাধারণতঃ দেশত্যাগ অর্থেই এই শব্দ ব্যবহৃত হইয়া থাকে, এইজন্য আমরা দেশত্যাগ অর্থই পরিগ্রহণ করিলাম। 'হেজরত' শব্দের প্রকৃত অর্থ হজরত রসুলোল্লা স্বয়ং এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন,—"যাহারা আল্লার নিষিদ্ধ সমুহ পরিত্যাগ করে, তাহারাই "মোহাজের"; সুতরাং 'হেজরতের' প্রকৃত মর্ম্ম হইতেছে—'আল্লার নিষিদ্ধ বিষয়-সমুহ পরিত্যাগ করা।' এই সুত্রানুসারে আল্লার আদেশানুযায়ী নিষিদ্ধ দেশ-পরিত্যাগ করা 'হেজরত' নামে অভিহিত হইয়াছে।—সহি বোখারী।

যে সকল দেশে অবিশ্বাসী কাফেরদিগের প্রাধান্য এবং মুসলমানের ধর্ম্ম-বিশ্বাস, স্বাধীনতা ও জাতীয় অধিকার বিপন্ন, সেই সকল দেশ পরিত্যাগ করিয়া কোন ইস্‌লামী-রাজ্য অথবা নিরাপদ স্থানে গমন করা মুসলমানদিগের অবশ্য কর্ত্তব্য। মক্কার অধিবাসী কোরেশদিগের প্রাধান্য হেতু যখন মুসলমানের ধন-প্রাণ বিপন্ন এবং স্বাধীনতা ও জাতীয় অধিকার ক্ষুণ্ণ হইতেছিল, সেই সময় মক্কা পরিত্যাগ করিয়া মদিনা গমনের প্রত্যাদেশ অবতীর্ণ হয়। অনন্তর মক্কা বিজিত হইয়া ইস্‌লামের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হইবার পর হেজরতের আদেশ রহিত হয়; তখন কেবল জেহাদের আদেশ বিদ্যমান থাকে। ভারতবর্ষের ন্যায় যে সকল ভিন্ন-ধর্ম্মাবলম্বীর রাজ্যে মুসলমানের ধর্ম্ম, ধন-প্রাণ অথবা জাতীয় অধিকার প্রকাশ্যভাবে বিপন্ন নহে, তথা হইতে হেজরত করা অত্যাবশ্যক নহে। উহার কোনরূপ ব্যতিক্রম ঘটিলে মুসলমানের পক্ষে জেহাদ অথবা হেজরত করা অত্যাবশ্যক হইয়া থাকে। তঃ হক্কানী।

৯০। অবিশ্বাসী কাফেরদিগের সহিত সাধারণভাবে সংগ্রাম ঘোষণার আদেশ প্রদান করিবার পর আল্লাহতা'লা হজরত রসুলোল্লাহ ও মুসলমানদিগকে লক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন যে, তোমাদের সহিত সন্ধিবদ্ধ সম্প্রদায় এবং তাহাদের সহিত যাহারা মিলিত হয় অথবা যাহারা তোমাদের সহিত যুদ্ধ করিতে সঙ্কুচিত হইয়া তোমাদের নিকট আগমন করে কিংবা তোমাদের আশ্রয়প্রার্থী হয় এবং যাহারা স্বীয় সম্প্রদায়ের সহযোগে যুদ্ধ করিতে বিরত থাকে—কিংবা তোমাদের সহিত সম্মিলিত হইয়া স্বীয় আত্মীয় স্বজনের সহিত যুদ্ধ করিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়, তোমরা তাহাদের সহিত যুদ্ধ করিও

وَلَوْ شَاءَ اللّٰهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ
فَلَقٰتَلُوكُمْ ج فَاِنِ اعْتَزَلُوكُمْ فَلَمْ
يُقَاتِلُوكُمْ وَاَلْقَوْا اِلَيْكُمُ السَّلَمَ لا
فَمَا جَعَلَ اللّٰهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا ٥
٩١- سَتَجِدُونَ اٰخَرِينَ يُرِيدُونَ اَنْ
يَّاْمَنُوكُمْ وَيَاْمَنُوا قَوْمَهُمْ ط كُلَّمَا
رُدُّوا اِلَى الْفِتْنَةِ اُرْكِسُوا فِيهَا ج فَاِنْ
لَّمْ يَعْتَزِلُوكُمْ وَيُلْقُوا اِلَيْكُمُ السَّلَمَ

উপস্থিত হয়; এবং যদি আল্লাহ ইচ্ছা করিতেন তবে তোমাদের উপর তাহাদিগকে শক্তিশালী করিতেন, তাহা হইলে উহারা নিশ্চয় তোমাদের সহিত সংগ্রাম করিত; অতঃপর যদি তাহারা তোমাদিগ হইতে নিবৃত্ত হয় এবং তোমাদের নিকট সন্ধি-প্রার্থনা করে, তবে আল্লাহ তাহাদের প্রতিকূলে তোমাদের কোন পন্থা করেন নাই। ৯১। অচিরেই তুমি এরূপও প্রাপ্ত হইবে—যাহারা তোমাদিগ হইতে শান্তির সহিত ও স্বীয় সম্প্রদায় হইতে শান্তির সহিত থাকিতে ইচ্ছা করে; যখন তাহারা বিরোধের দিকে প্রত্যাবর্ত্তিত হয়, তখন তাহাতেই নিপতিত হয়; অনন্তর যদি তাহারা তোমাদিগ হইতে নিবৃত্ত না হয় ও সন্ধি-প্রার্থনা না করে

না। এতদ্ব্যতীত যাহারা যুদ্ধ বিগ্রহ হইতে নির্লিপ্ত থাকে অথবা তোমাদের সহিত যুদ্ধ করা হইতে বিরত হয় কিংবা সন্ধি প্রার্থনা করে, "আল্লাহ তাহাদের প্রতিকূলে তোমাদের কোন পন্থা করেন নাই"—অর্থাৎ তোমাদের পক্ষে তাহাদের সহিত যুদ্ধ করা নিষিদ্ধ। ফলতঃ এই আয়তে স্পষ্টই পরিলক্ষিত হইতেছে যে, অবিশ্বাসী, বিদ্রোহী, ধর্ম্মদ্রোহী, ইস্‌লামের অবমাননাকারী এবং মুসলমানের প্রতি অবিচার ও অত্যাচারকারী হওয়া ব্যতীত অন্যান্য সকল বিধর্ম্মীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা নিষিদ্ধ হইয়াছে। ইহা সত্ত্বেও কি পাদ্রী-প্রচারকেরা বলিতে সাহসী হইবেন যে, কোরানে সমস্ত বিধর্ম্মীর সহিত যুদ্ধ এবং তাহাদিগকে হত্যা করিবার আদেশ প্রদত্ত হইয়াছে?

৯১। মক্কা ও মদিনার কতিপয় সম্প্রদায়ের সহিত হজরত রসুলোল্লাহ বিভিন্ন শর্ত্তে সন্ধিবদ্ধ ছিলেন। ঐ সন্ধি-সমূহের শর্ত্ত পালন করিবার জন্য পূর্ব্ব আয়তে দৃঢ়তার সহিত নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে একথাও বলিয়া দেওয়া হইয়াছে যে, যাহারা যুদ্ধ বিগ্রহ হইতে নির্লিপ্ত থাকিতে ইচ্ছা করে এবং সন্ধি-শান্তির প্রার্থী হয়, তোমরা তাহাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিতে পারিবে না। কিন্তু তখন আরবে এরূপ সম্প্রদায়ও ছিল—যাহারা সত্যধর্ম্ম গ্রহণ অথবা সন্ধি স্থাপন করিয়া পুনরায় মুসলমানদিগের অনিষ্ট সাধনের জন্য বিধর্ম্মীদের সহিত ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হইত! কখনও বা যুদ্ধ-বিগ্রহ হইতে নির্লিপ্ত ও নিরপেক্ষ থাকিবার প্রতিশ্রুতি দিয়া সুযোগ পাইলেই মুসলমানদিগকে সমূলে বিনাশ করিবার জন্য অরাতিকুলের সহিত সম্মিলিত হইয়া সমরক্ষেত্রে আবির্ভূত হইত। তাই আল্লাহতা'লা বলিয়া দিলেন যে, সন্ধি-শান্তি স্থাপনের পরেও তোমরা এরূপ লোক দেখিতে পাইবে—যাহারা স্বীয় প্রতিশ্রুতি ভুলিয়া তোমাদের বিরুদ্ধে নীচ ষড়যন্ত্র করিবে এবং সন্ধি শর্ত্ত ভঙ্গ করিয়া তোমাদের বিরুদ্ধে সমরক্ষেত্রে আবির্ভূত হইবে। অতএব ঐ সকল লোক যদি স্বীয় প্রতিশ্রুতি পালন না করে এবং সন্ধি শর্ত্তানুযায়ী যুদ্ধ হইতে বিরত না হয়, তবে তোমরা তাহাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিয়া উপযুক্ত প্রতিফল প্রদান কর। অনন্তর আল্লাহতা'লা জ্বলন্ত ভাষায় মুসলমানদিগকে সাহস ও সান্ত্বনা প্রদান পূর্ব্বক বলিলেন যে, হে

এবং তাহাদের হস্ত সমূহ প্রতিরোধ না করে, তবে তাহাদিগকে ধর এবং যেখানে পাও তাহাদিগকে সংহার কর ; ইহাদেরই জন্য আল্লাহ তোমাদিগকে প্রকাশ্য আধিপত্য দান করিয়াছেন।

وَيَكُفُّوا أَيْدِيَهُمْ فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ
حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ ط وَأُولٰئِكُمْ جَعَلْنَا
لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا مُّبِينًا ع

১৩শ রুকু—হত্যার বিনিময়-বিধি

৯২। এবং কোন বিশ্বাসীর উচিত নহে যে, ভ্রম ব্যতীত কোন বিশ্বাসীকে হত্যা করে ; যে কেহ ভ্রম-বশতঃ কোন বিশ্বাসীকে হত্যা করে, তবে সে জনৈক বিশ্বাসী দাসকে মুক্ত করিয়া দিবে এবং

٩٢- وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ
مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَـًٔا ج وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا
خَطَـًٔا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ

বিশ্বাসিগণ, অবিশ্বাসীদিগের ষড়যন্ত্র ও বিশ্বাসঘাতকতায় তোমরা বিচলিত হইও না। নিশ্চয় আমি তাহাদিগের উপর তোমাদিগকে বিজয়-গৌরবে গৌরবান্বিত করিব। বলা বাহুল্য আল্লাহতা'লার এই প্রতিশ্রুতি অচিরেই পূর্ণ হইয়াছিল।

৯২। **কতল**—হত্যা, বধ। কোন ব্যক্তিকে অস্ত্র-শস্ত্র দ্বারা আঘাত অথবা প্রাণ-নাশক দ্রব্য প্রয়োগ করিলে তদ্দ্বারা যদি সেই ব্যক্তির প্রাণ-বিয়োগ হয়, তবে তাহাকেই 'কতল' নামে অভিহিত করিতে হইবে। 'কতল' অর্থাৎ হত্যা দুই প্রকার—ইচ্ছাকৃত ও অনিচ্ছাকৃত। উক্ত দুই প্রকার হত্যা আবার পাঁচ শ্রেণীতে বিভক্ত। প্রথমতঃ কাহাকে হত্যা করিবার উদ্দেশ্যে তরবারী প্রহার, তীর নিক্ষেপ অথবা অনুরূপ অস্ত্র শস্ত্রের আঘাতে হত্যা করা। দ্বিতীয়তঃ দূর হইতে শিকার ভ্রমে অস্ত্র-শস্ত্র নিক্ষেপ অথবা ভ্রমবশতঃ যুদ্ধক্ষেত্র অথবা অন্যত্র অবিশ্বাসী বোধে বিশ্বাসীকে হত্যা করা। তৃতীয়তঃ প্রহার উদ্দেশ্যে সামান্য আঘাত অথবা লঘু প্রহার করিলে তাহাতেই নিহত হওয়া। চতুর্থতঃ অনিচ্ছার সহিত কাহারও উপর পড়িয়া গেলে তাহাতেই উহার প্রাণ-বিয়োগ হওয়া। এবং পঞ্চম কোন বিশেষ উদ্দেশ্যে অথবা উদ্দেশ্য ব্যতীত গর্ত্ত খুঁড়িয়া কিংবা ফাঁদ পাতিয়া রাখিলে তাহাতে পড়িয়া কাহারও প্রাণ নাশ হওয়া। উপরোক্ত পাঁচ শ্রেণীর প্রাণহানি হত্যা বলিয়া পরিগণিত। অবশ্য উহার প্রকার ভেদ, হত্যা-বিনিময় ও প্রায়শ্চিত সম্বন্ধে ফকিহগণের মধ্যে যথেষ্ট মতভেদ আছে।

দিয়াত—হত্যা-বিনিময়। কাহাকেও হত্যা করিলে তাহার উত্তরাধিকারিগণকে ধন-সম্পদ অথবা অনুরূপ ক্ষতিপুরণ প্রদান করার নাম 'দিয়াত।' শরিয়তে ইহারও বিভিন্নরূপ পরিমাণ এবং প্রকারভেদ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

হজরত রসুলোল্লার সময়ে মুসলমানেরা ভ্রমবশতঃ কোন কোন মুসলমানকে অ-মুসলমান বোধে হত্যা করায় এই আয়ত অবতীর্ণ হয়। আয়তের অর্থ এই যে, মুসলমানের পক্ষে কোন মুসলমানকে হত্যা করা অবৈধ। কিন্তু ভ্রমবশতঃ কোন মুসলমান যদি অন্য কোন মুসলমানকে হত্যা করে, তবে নিহিত ব্যক্তির উত্তরাধিকারীদিগকে হত্যার বিনিময় স্বরূপ ক্ষতিপূরণ প্রদান করিতে এবং একজন বিশ্বাসী দাসকে মুক্ত করিয়া দিতে হইবে। অবশ্য নিহত ব্যক্তির উত্তরাধিকারিগণ যদি ক্ষতিপূরণ ক্ষমা করিয়া দেয় কিংবা ঐ নিহত ব্যক্তি শক্রদলভুক্ত হয়, তবে হত্যা-বিনিময় স্বরূপ ক্ষতিপূরণ প্রদান করিতে হইবে না ; কেবল 'কাফ্‌ফারা' বা প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ একজন মুসলমান দাস বিমুক্ত করিয়া দিতে হইবে ; নিহত ব্যক্তি শক্রদলভুক্ত না হইয়া যদি সন্ধিবদ্ধ সম্প্রদায়ের

ক্ষমা না করিলে তাহার স্বজনগণকে হত্যা-বিনিময় সমর্পণ করিবে ; অনন্তর যদি সে তোমাদের শত্রু-সম্প্রদায়ের অন্তর্গত ও বিশ্বাসী হয়, তবে জনৈক বিশ্বাসী দাসকে মুক্তি দান করিবে ; এবং যদি সে তোমাদের মধ্যে ও তাহাদের মধ্যে সন্ধি-বদ্ধ সম্প্রদায়ের অন্তর্গত হয় তবে তাহার স্বজনদিগকে হত্যা-বিনিময় অর্পন করিবে এবং জনৈক বিশ্বাসী দাসকে মুক্তিদান করিবে ; কিন্তু যদি সে উহা প্রাপ্ত না হয়, তবে আল্লার নিকট হইতে ক্ষমাপ্রাপ্তির জন্য একাদিক্রমে দুই মাস রোজা করিবে, এবং আল্লাহ মহাজ্ঞানী বিজ্ঞানময়। ৯৩। এবং যে-কেহ স্বেচ্ছায় কোন বিশ্বাসাকে হত্যা করে,

مُّسَلَّمَةٌ إِلَىٰٓ أَهْلِهِۦٓ إِلَّآ أَن يَصَّدَّقُوا۟ ۚ
فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوٍّ لَّكُمْ وَهُوَ
مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ ۖ
وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍۭ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم
مِّيثَٰقٌ فَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَىٰٓ أَهْلِهِۦ وَ
تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ ۖ فَمَن لَّمْ يَجِدْ
فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً
مِّنَ ٱللَّهِ ۗ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ۝
٩٣- وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا

অন্তর্গত হয়, তাহা হইলেও ক্ষতিপূরণ দেওয়া আবশ্যক। আয়তের 'সন্ধিবদ্ধ' শব্দ অবলম্বনে অনেকে সন্ধিবদ্ধ এবং অধীনস্থ, আশ্রিত অথবা অনুগত অবিশ্বাসীকে হত্যা করিলেও ঐ নিহত ব্যক্তির জন্য তাহার উত্তরাধিকারিগণকে ক্ষতিপূরণ প্রদান করা আবশ্যক বলিয়া অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। আর যে হত্যাকারী অসমর্থতা হেতু দাস বিমুক্ত করিতে অসমর্থ, তাহার পক্ষে একাদিক্রমে দুই মাস রোজা ব্রত পালন করা অত্যাবশ্যক। কোন কারণ বশতঃ দুই মাসের মধ্যে রোজা ব্রত ভঙ্গ করিলে তাহাকে পুনরায় পূর্ণ দুই মাস একাদিক্রমে রোজা পালন করিতে হইবে।

আকস্মিক ভ্রমপ্রযুক্ত অথবা অনিচ্ছাকৃত হত্যার জন্য হত্যাকারীকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করা বিধেয় নহে। সেইজন্যই 'দিয়াত' অর্থাৎ হত্যা-বিনিময় প্রদানের ব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। উহার উদ্দেশ্য নিহত ব্যক্তির মৃত্যুতে তাহার উত্তরাধিকারিগণ যেরূপ ক্ষতিগ্রস্ত হয়, তাহা সম্পুরণ করা। মুসলমান হত্যার জন্য বিশ্বাসী দাস বিমুক্ত করার উদ্দেশ্য 'কাফ্ফারা' বা প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ—নিহত ব্যক্তির মৃত্যুতে মুসলমান সমাজের যে ক্ষতি হইয়াছিল, আর একজন স্বাধীন মুসলমানের দ্বারা সেই ক্ষতি পূরণ করা। দাসকে মুক্ত করিয়া দেওয়া অর্থাৎ তাহাকে মৃত অবস্থা হইতে জীবিত করার তুল্য। নিহত ব্যক্তি শত্রুপক্ষ হইলে তাহার উত্তরাধিকারীদিগকে ক্ষতিপূরণ না দেওয়ার বিধানের দ্বারা শত্রুপক্ষের ধন-সম্পদ ও বল-বর্দ্ধনের অযৌক্তিকতা প্রকাশিত হইতেছে।

৯৩। পূর্ব্ব আয়তে মুসলমানের পক্ষে স্বেচ্ছায় মুসলমান হত্যা করার অবৈধতা ঘোষিত হইয়াছে। এই আয়তে পুনরায় বলা হইতেছে যে, কেহ জানিয়া-শুনিয়া কোন মুসলমানকে হত্যা করিলে সে আল্লার কোপে পতিত ও অভিসম্পাতগ্রস্ত হইবে এবং পরকালে সে নরকগামী হইয়া চিরকালের জন্য ভয়াবহ শাস্তি ভোগ করিতে থাকিবে। হজরত এব্‌ন-আব্বাসের মতে ইচ্ছাকৃত মুসলমান হত্যা অমার্জ্জনীয় মহাপাপ। ঐ পাপে অভিশপ্ত হইলে তাহার ক্ষমাপ্রার্থনা স্বীকৃত হইবে না এবং তাহাকে চিরকাল নরকে অবস্থান করিতে হইবে! কেহ কেহ বলেন যে, ইচ্ছাকৃত মুসলমান হত্যা মহাপাপ হইলেও ক্ষমাপ্রার্থনা গৃহীত না হইবার কোন কথা নাই। সুতরাং ইচ্ছাকৃত মুসলমাম হত্যাকারীও যদি অনুতপ্ত হইয়া ক্ষমাপ্রার্থনা করে, তবে সে, নির্দ্ধারিত

فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه واعد له عذابا عظيما ۝ ٩٤- يايها الذين امنوا اذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن القى اليكم السلم لست مؤمنا ج تبتغون عرض

তবে তাহার শাস্তি নরক—তন্মধ্যে সে সর্ব্বদা অবস্থান করিবে, এবং আল্লাহ তাহার প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়াছেন ও তাহাকে অভিসম্পাত করিয়াছেন এবং তাহার জন্য ভীষণ শাস্তি প্রস্তুত করিয়াছেন।
৯৪। হে বিশ্বাস-স্থাপনকারিগণ, যখন তোমরা আল্লার পথে বহির্গত হও তখন স্থির-লক্ষ্য করিও, এবং কেহ তোমা-দিগকে 'সালাম' করিলে তাহাকে বলিও না যে, তুমি বিশ্বাসী নও; তোমরা কি পার্থিব জীবনের সম্পদ অনুসন্ধান

শাস্তিভোগ করিবার পরে মুক্তিলাভ করিবে। কিন্তু অধিকাংশ আলেমের মত এই যে, কেহ যদি বৈধ মনে করিয়া মুসলমান হত্যা করে এবং তজ্জন্য অনুতপ্ত ও ক্ষমাপ্রার্থী না হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হয়, তবে সে কাফেরদিগের ন্যায় চিরকাল নরকে অবস্থান করিবে। কারণ অবৈধ বিষয়কে বৈধ জানা নিঃসন্দেহে কোফরী কার্য্য। কিন্তু অপরিহার্য্য কারণ অথবা আকস্মিক উত্তেজনা বশতঃ মুসলমান হত্যা করিয়া অনুতপ্ত ও ক্ষমাপ্রার্থী হইয়া আল্লার নির্দ্দেশ অনুযায়ী ক্ষতিপূরণ প্রদান ও প্রায়শ্চিত্ত করিলে আল্লাহতা'লা স্বীয় ক্ষমা ও করুণা প্রভাবে তাহাকে অবশ্য নরক হইতে উদ্ধার করিয়া লইবেন।—তঃ হক্কানী।

৯৪। যুদ্ধক্ষেত্রে সাহাবাগণ অনেক সময়ে কোন পরিচিত অবিশ্বাসী অথবা অপরিচিত ব্যক্তি নিজেকে মুসলমান বলিয়া পরিচয় দিলেও তাহাকে অবিশ্বাসী জ্ঞানে ভ্রম অথবা সন্দেহ বশে সংহার করিয়া ফেলিতেন। অন্য সময়েও এরূপ ঘটনা সংঘটিত হইত। "একদা বনি সালেম বংশীয় জনৈক ব্যক্তি একদল ছাগ-সহ শত্রু-অনুসন্ধানকারী সাহাবাগণের সম্মুখে পতিত হয়। সাহাবাগণ তাহাকে আক্রমণ করিলে সে ব্যক্তি নিজেকে মুসলমান বলিয়া পরিচয় দেয় এবং সালাম করে। কিন্তু সাহাবাগণ মনে করেন যে, ঐ ব্যক্তি স্বীয় জীবন এবং ছাগ-যুথ রক্ষা করিবার জন্যই নিজেকে মুসলমান বলিয়া প্রকাশ করিতেছে। এই সন্দেহে তাঁহারা ঐ ব্যক্তিকে হত্যা করিয়া তাহার ছাগ-যুথ অধিকার করেন। হজরত এই সংবাদ পাইয়া অত্যন্ত ক্ষুণ্ণ হন এবং হত্যাকারী সাহাবাদিগকে তিরস্কার করেন" (তেরমেজি)। "আর একবার হজরত ওসামা বেন জায়েদকে একদল শত্রুর অনুসরণে প্রেরণ করেন। তিনি ঐ দলের এক ব্যক্তিকে প্রাপ্ত হইয়া তাহাকে বর্শাঘাত করেন। সে ব্যক্তি 'লা এলাহা-ইল্লাল্লাহ' বলিয়া স্বীয় ইসলাম গ্রহণের বিষয় ব্যক্ত করেন। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও সন্দেহ বশে তাহাকে পুনরায় বর্শাঘাত করিয়া নিহত করা হয়। অনন্তর হজরতের নিকট এই সংবাদ প্রদান করিলে তিনি ক্ষুণ্ণ হইয়া ওসমানকে জিজ্ঞাসা করেন যে, সে ব্যক্তি 'কল্‌মা' পড়িয়া নিজেকে মুসলমান বলিয়া প্রকাশ করা সত্ত্বেও কি তুমি তাহাকে হত্যা করিয়াছ? ওসামা উত্তর করিলেন যে, সে স্বীয় জীবন রক্ষার জন্যই ঐরূপ বলিয়াছিল।" তখন হজরত বলিলেন, "তুমি কি তাহার অন্তর চিরিয়া দেখিয়াছ? উত্থান-দিবসে নিহত ব্যক্তির মুখ-নিঃসৃত "লা এলাহ; ইল্লাল্লাহ" বাক্যের কি উত্তর প্রদান করিবে" উপরোক্ত ঘটনা-সমূহ উপলক্ষ্যেই এই আয়ত অবতীর্ণ হয়।—সহি বোখারী ও মোসলেম।

আল্লাহতা'লা মুসলমানদিগকে আদেশ করিতেছেন যে, যখন তোমরা 'আল্লার পথে' অর্থাৎ ধর্ম্মযুদ্ধে অভিযান কর, তখন যাহাতে ভ্রম, সন্দেহ অথবা অসতর্কতা বশে তোমাদের দ্বারা কোন মুসলমান নিহত না হয়, তজ্জন্য বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করিও। যুদ্ধক্ষেত্রে অথবা অন্যত্র কেহ

الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ۫ فَعِنْدَ اللّٰهِ مَغَانِمُ
كَثِيْرَةٌ ؕ كَذٰلِكَ كُنْتُمْ مِّنْ قَبْلُ
فَمَنَّ اللّٰهُ عَلَيْكُمْ فَتَبَيَّنُوْا ؕ اِنَّ اللّٰهَ
كَانَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرًا ۝ ৯৫- لَا
يَسْتَوِى الْقَاعِدُوْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ
غَيْرُ اُولِى الضَّرَرِ وَالْمُجٰهِدُوْنَ
فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ بِاَمْوَالِهِمْ وَاَنْفُسِهِمْ ؕ
فَضَّلَ اللّٰهُ الْمُجٰهِدِيْنَ بِاَمْوَالِهِمْ
وَاَنْفُسِهِمْ عَلَى الْقٰعِدِيْنَ دَرَجَةً ؕ
وَكُلًّا وَّعَدَ اللّٰهُ الْحُسْنٰى ؕ وَفَضَّلَ اللّٰهُ

করিতেছ ?—তবে আল্লার নিকট প্রচুর সম্পদ আছে; প্রথমে তোমরা ঐরূপই ছিলে, তদনন্তর আল্লাহ তোমাদের উপর অনুগ্রহ করিয়াছেন; অতএব তোমরা স্থির করিয়া লও যে, নিশ্চয় তোমরা যাহা করিতেছ তদ্বিষয়ে আল্লাহ অভিজ্ঞ।
৯৫। বিশ্বাসীগণের মধ্যে যে দুঃখ-পীড়া ব্যতীত বসিয়া থাকে এবং যে স্বীয় ধন ও প্রাণ দ্বারা আল্লার পথে ধর্ম্মযুদ্ধ করে—তাহারা তুল্য নহে; আল্লাহ ধন ও প্রাণ দ্বারা ধর্ম্মযুদ্ধ-কারিগণকে উপবিষ্টগণের উপর পদ-মর্য্যাদায় গৌরবান্বিত করিয়াছেন; এবং সকলকেই আল্লাহ কল্যাণপ্রদ প্রতিশ্রুতি দান করিয়াছেন এবং উপবিষ্টগণের উপর

‘কলমা’ উচ্চারণ কিংবা ‘সালাম’ করিয়া নিজেকে মুসলমান বলিয়া পরিচয় দিলে তোমরা কদাচ সন্দেহবশে তাহাকে অবিশ্বাসী অ-মুসলমান বলিয়া হত্যা করিও না। ধনসম্পদ, খ্যাতি-প্রতিপত্তি কিংবা বিজয়-গৌরবের লোভে সন্দেহ অথবা ভ্রম বশে কোন মুসলমানকে অ-মুসলমান ভাবিয়া হত্যা করা নিষিদ্ধ। সত্যপথে থাকিলে আল্লাহ নিজ হইতেই ঐ সকল সম্পদ ও গৌরব দান করিয়া থাকেন। অনন্তর আল্লাহতা’লা মুসলমানদিগকে স্মরণ করাইয়া দিতেছেন যে, তোমরাও ঐরূপ পথভ্রান্ত ও অবিশ্বাসী ছিলে, আল্লার অনুগ্রহেই তোমরা সৎপথের পথিক হইয়াছ। অতএব জানিয়া রাখ যে, তোমরা যে উদ্দেশ্যে যে কার্য কর, আল্লাহ তাহা সম্যক পরিজ্ঞাত আছেন।

৯৫। **ধর্ম্মযোদ্ধার শ্রেষ্ঠত্ব ও গৌরব**—একেত ধর্ম্মযুদ্ধে দুঃখ ক্লেশ অনিবার্য্য; তদুপরি সকল সময় জয় পরাজয় এবং লাভ ক্ষতিরও কোন স্থিরতা নাই। ইহার উপর আবার যখন ধর্ম্মযুদ্ধের গুরুতর দায়িত্ব, অবিবেচনা-মূলক অস্ত্র ব্যবহার এবং ভ্রান্তি ও সন্দেহজনক হত্যার গুরুতর পাপের প্রসঙ্গ বর্ণনার সহিত উহা হইতে সতর্কতা অবলম্বনের আয়ত অবতীর্ণ হইল, তখন কোন কোন মুসলমানের অন্তরে এই ধারণা বদ্ধমূল হইল যে, ঐরূপ দায়িত্বপূর্ণ ধর্ম্মযুদ্ধে আত্মোৎসর্গ করিতে যাওয়া বিশেষ নিরাপদ নহে; বরং উহা অপেক্ষা গৃহে বসিয়া আল্লার উপাসনা-আরাধনা করাই ভাল এবং ইহাতে পুণ্যও যথেষ্ট আছে। কিন্তু আল্লাহ্‌তা’লার উদ্দেশ্য—জগতের অধর্ম্ম, অবিশ্বাস, অনাচার, পৌত্তলিকতা ও কুসংস্কার ধ্বংশ করিয়া সমুজ্জ্বল সত্যধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা এবং সুবিশাল ধর্ম্মরাজ্য সংস্থাপন। কিন্তু শুধু উপাসক অথবা ক্ষীণপ্রাণ ভীরুদিগের দ্বারা ত আর সে উদ্দেশ্য সফল হওয়া সম্ভব নয়; উহার জন্য চাই ‘মোজাহেদ’ অর্থাৎ প্রজ্জ্বলিত অগ্নিশিখা-সম তেজস্বী ধর্ম্মযোদ্ধা। তাই আল্লাহতা’লা স্পষ্ট ভাষায় বলিয়া দিলেন যে, যাহারা রোগ ব্যাধি অথবা অন্যরূপ অসমর্থতা ব্যতীত ধর্ম্মযুদ্ধে যোগদান না করিয়া তৎপরিবর্ত্তে গৃহে বসিয়া থাকে, তাহারা কখনই ধনপ্রাণ উৎসর্গকারী ধর্ম্মযোদ্ধাদিগের তুল্য হইতে পারে না। পক্ষান্তরে উপরোক্ত কারণ সমূহের জন্যও যাহারা ধর্ম্মযুদ্ধে যোগদানের

ধর্ম্মযোদ্ধাগণকে মহান্ প্রতিদানে গৌরবান্বিত করিয়াছেন ; ৯৬। স্বীয় সন্নিধান হইতে পদ-মর্য্যাদা, ক্ষমা ও করুণা ; এবং আল্লাহ ক্ষমাশীল করুণাময়।

الْمُجٰهِدِيْنَ عَلَى الْقٰعِدِيْنَ اَجْرًا عَظِيْمًا ۙ ٩٦- دَرَجٰتٍ مِّنْهُ وَمَغْفِرَةً وَّرَحْمَةً ۗ وَكَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ۙ

১৪শ রুকু—হেজরত বা দেশ-পরিত্যাগের আদেশ

৯৭। নিশ্চয় যাহারা স্বীয় জীবনের প্রতি অত্যাচার করিতেছে—ফেরেশ্‌তা তাহাদের প্রাণহরণ করিয়া বলিবে, তোমরা কি অবস্থায় ছিলে? তাহারা বলিবে, আমরা পৃথিবীতে অশক্ত ছিলাম ; সে বলিবে, আল্লার পৃথিবী কি প্রশস্ত ছিল না যে, তন্মধ্যে তোমরা প্রস্থান

٩٧- اِنَّ الَّذِيْنَ تَوَفّٰىهُمُ الْمَلٰٓئِكَةُ ظَالِمِيْٓ اَنْفُسِهِمْ قَالُوْا فِيْمَ كُنْتُمْ ۖ قَالُوْا كُنَّا مُسْتَضْعَفِيْنَ فِى الْاَرْضِ ۖ قَالُوْٓا اَلَمْ تَكُنْ اَرْضُ اللّٰهِ وَاسِعَةً

অসমর্থতা হেতু গৃহে বসিয়া থাকিতে বাধ্য হয় এবং উপাসনা-আরাধনায় নিরত থাকে, আমি স্বীয় করুণা প্রভাবে ধর্ম্মযোদ্ধাগণকে তাহাদের অপেক্ষাও সমুন্নত এবং গৌরবান্বিত করিয়াছি।

৯৬। পূর্ব্ববর্ত্তী আয়তের প্রথমাংশ অবতীর্ণ হইলে অন্ধ আবদুল্লা এব্‌নে উম্মে মকতুম হজরত রসুলোল্লার নিকট আসিয়া অনুযোগ করিলেন যে, আমার প্রতি কি আদেশ? আমি কেমন করিয়া ধর্ম্মযুদ্ধের গৌরব ও পুণ্যলাভ করিতে সমর্থ হইব? উক্ত অনুযোগের উত্তরে পূর্ব্ববর্ত্তী আয়তের শেষাংশের সহিত এই আয়াত অবতীর্ণ হয়। আল্লাহতা'লা বলিলেন যে, আমি সমস্ত বিশ্বাসী মুসলমানদিগের জন্যই কল্যাণপ্রদ প্রতিশ্রুতি দান করিয়াছি। সুতরাং যাহারা বিশেষ কারণে অসমর্থতা হেতু ধর্ম্মযুদ্ধে যোগদান করিতে অসমর্থ, আন্তরিক সদুদ্দেশ্য হেতু তাহারাও আমার অনুগ্রহ এবং করুণা হইতে বঞ্চিত হইবে না। তবে ধর্ম্মযোদ্ধাগণ গৃহে অবস্থিত ব্যক্তিগণ অপেক্ষা অবশ্যই গৌরবান্বিত হইবে। কারণ আত্মোৎসর্গের মহান্ প্রতিদান স্বরূপ আমি স্বীয় সন্নিধান হইতে ক্ষমা, করুণা ও পদমর্য্যাদায় তাহাদিগকে সর্ব্বাপেক্ষা সমুন্নত ও গৌরবান্বিত করিয়াছি।

৯৭। এই আয়তের সহিত 'হেজরত' অর্থাৎ ধর্ম্মার্থে দেশত্যাগ সংক্রান্ত আয়তের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। হজরতের মদিনা অবস্থানকালে ইস্‌লামের গৌরব এবং স্বধর্ম্মাবলম্বীর ধন প্রাণের নিরাপদতা সংরক্ষণের জন্য যখন ধর্ম্মযুদ্ধের আদেশ অবতীর্ণ হয়, তখন যে সকল মুসলমান মক্কা এবং অন্যান্য স্থানে অবস্থান করিয়া শুধু স্বদেশ ও স্বজনের মায়ায় আবদ্ধ হইয়া দেশ পরিত্যাগ পূর্ব্বক ধর্ম্মযুদ্ধে যোগদান করে নাই, বরং তৎপরিবর্ত্তে স্বদেশবাসী কাফেরদিগের অত্যাচারে অত্যাচারিত অথবা তাহাদের আনুগত্য স্বীকার করিয়া পাপে পতিত হইতেছিল, তাহাদের মৃত্যুকালীন বিড়ম্বনা ও পারলৌকিক শাস্তির বিষয় এই আয়তে বর্ণিত হইয়াছে। ঐ সকল লোকের মৃত্যুকালে প্রাণহরণকারী ফেরেশ্‌তা বলিবেন যে তোমরা স্বীয় জীবনে স্বধর্ম্ম ও স্বজাতির হিতসাধনে কি কি কার্য্য করিয়াছ? উহারা বলিবে, কাফেরদিগের অত্যাচারের ভয় এবং অক্ষমতা বশতঃ আমরা কিছুই করিতে পারি নাই! তখন ফেরেশতা বলবেন, আল্লার পৃথিবী কি প্রশস্ত ছিল না? তোমরা কেন কাফেরদিগে অন্যায় আধিপত্য অতিক্রম করিয়া স্বধর্ম্মাবলম্বীর সুপ্রতিষ্ঠিত স্থানে গমন কর নাই? অতএব এখন নিকৃষ্ট নরকে গমন করিয়া উহার প্রতিফল ভোগ কর।

হেজরতের আবশ্যকতা—যস্থানে বিধর্ম্মীর অন্যায় আধিপত্য হেতু মুসলমানের ধর্ম্ম, স্বাধীনতা ও জাতীয় অধিকার ক্ষুণ্ণ হয়, সেই স্থান পরিত্যাগ করা মুসলমানের

فَتُهَاجِرُوْا فِيْهَا ط فَاُولٰٓئِكَ مَاْوٰىهُمْ
جَهَنَّمُ ط وَسَآءَتْ مَصِيْرًا ۵ ٩٨- اِلَّا
الْمُسْتَضْعَفِيْنَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَآءِ
وَالْوِلْدَانِ لَا يَسْتَطِيْعُوْنَ حِيْلَةً
وَّلَا يَهْتَدُوْنَ سَبِيْلًا ۵ ٩٩- فَاُولٰٓئِكَ
عَسَى اللّٰهُ اَنْ يَّعْفُوَ عَنْهُمْ ط وَكَانَ اللّٰهُ
عَفُوًّا غَفُوْرًا ۵ ١٠٠- وَمَنْ يُّهَاجِرْ
فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ يَجِدْ فِي الْاَرْضِ مُرٰغَمًا
كَثِيْرًا وَّسَعَةً ط وَمَنْ يَّخْرُجْ مِنْ
بَيْتِهٖ مُهَاجِرًا اِلَى اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ
ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ اَجْرُهٗ
عَلَى اللّٰهِ ط وَكَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ۵

করিতে? অতএব ইহাদেরই বাসস্থান নরক এবং উহা নিকৃষ্ট গম্য-স্থান;
৯৮।—কিন্তু পুরুষ ও নারী এবং শিশু-গণের মধ্যে অশক্ততা বশতঃ যাহারা কোন উপায় করিতে পারে না অথবা কোন পথ প্রাপ্ত হয় না।
৯৯।—ফলতঃ তাহাদেরই আশা আছে যে, আল্লাহ তাহাদিগকে ক্ষমা করিবেন এবং আল্লাহ মার্জ্জনাকারী ক্ষমাশীল।
১০০। এবং যে-কেহ আল্লার পথে দেশতংাগ করিয়াছে, সে পৃথিবীতে বহু প্রশস্ত স্থান ও সচ্ছলতা প্রাপ্ত হইবে; এবং যে-কেহ গৃহ হইতে বহির্গত হইয়া আল্লাহ ও রসুলের উদ্দেশ্যে দেশত্যাগ করে—তৎপরে সে মৃত্যুমুখে পতিত হয়, তবে নিশ্চয় ইহার প্রতিদান আল্লার উপর ন্যস্ত রহি-য়াছে, এবং আল্লাহ ক্ষমাশীল করুণাময়।

অবশ্য কর্ত্তব্য। যাহারা স্বদেশের মায়ায় অন্ধ হইয়া ঐ অবস্থায় 'হেজরত' অর্থাৎ দেশ-পরিত্যাগ না করিবে, তাহারা মহাপাপে অভিশপ্ত হইবে।—তঃ হক্কানী!

৯৮—৯৯। পূর্ব্ব আয়তে—যে দেশে অবিশ্বাসীদিগের অন্যায় অত্যাচারে মুসলমানেরা অত্যাচারিত হয়, সেই দেশ পরিত্যাগ করিবার অত্যাবশ্যকতা প্রসঙ্গক্রমে বর্ণিত হইয়াছে। যাহারা ঐ অবস্থায় দেশত্যাগ না করিবে, তাহারা মৃত্যুকালে এবং পরলোকে কিরূপভাবে বিড়ম্বিত হইয়া শাস্তিভোগ করিবে, আল্লাহতা'লা স্পষ্ট ভাষায় তাহাও বলিয়া দিয়াছেন। কিন্তু ঐ অবস্থায় যে সকল পুরুষ, রমণী অথবা বালক-বালিকা বিশেষ বিশেষ কারণে দেশত্যাগ করিতে সম্পূর্ণ অসমর্থ, কিংবা যাহারা আন্তরিক ইচ্ছার সহিত চেষ্টা করিয়াও দেশত্যাগের কোনই উপায় অবলম্বন করিতে পারে নাই, তাহারা দেশত্যাগ না করার জন্য বিড়ম্বিত হইবে না এবং আশা করা যায় যে, আল্লাহতা'লা স্বীয় করুণা প্রভাবে তাহাদিগকে ক্ষমা করিবেন।

১০০। যাহারা পূর্ব্ববর্ত্তী আয়তের নির্দ্দেশানুসারে ধর্ম্মের জন্য দেশত্যাগ করে, আল্লাহ তাহা-দিগকে প্রচুর ভূ-সম্পত্তি ও ধন সম্পদ প্রদানের প্রতিশ্রুতি দান করিতেছেন। বলা বাহুল্য, এই প্রতিশ্রুতি অচিরেই পূর্ণ হইয়াছিল। হজরত রসুলোল্লার অনুসরণকারী—দেশত্যাগী মুসলমানেরাই পরবর্ত্তী কয়েক বৎসরের মধ্যে সমগ্র আরব ও পার্শ্ববর্ত্তী প্রদেশ সমূহের উপর আধিপত্য লাভ করিয়া প্রচুর ধন-সম্পদের অধিকারী হইয়াছিলেন। এই পার্থিব প্রতিদান ব্যতীত যাহারা হজরত রসুলোল্লার অনুগমন পূর্ব্বক দেশত্যাগ করিয়া ধর্ম্মযুদ্ধে অথবা অন্যভাবে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিলেন,

১৫শ রুকু—প্রবাস ও ভীতি-কালীন নামাজ-বিধি

১০১। এবং যখন তোমরা পৃথিবীতে পর্য্যটন কর, তখন নামাজ সংক্ষেপ করিলে তোমাদের কোন অপরাধ নাই, যদি তোমরা আশঙ্কা কর যে, যাহারা অবিশ্বাসকারী তাহারা তোমাদিগকে বিব্রত করিবে; নিশ্চয় অবিশ্বাসীরা তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু। ১০২। এবং যখন তুমি তাহাদের মধ্যে থাক, তখন তাহাদের জন্য নামাজ প্রতিষ্ঠিত কর, যেন তাহাদের একদল তোমার সহিত

١٠١- وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِى الْأَرْضِ
فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا
مِنَ الصَّلٰوةِ ۖ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ
الَّذِيْنَ كَفَرُوا ۖ إِنَّ الْكٰفِرِيْنَ كَانُوا
لَكُمْ عَدُوًّا مُّبِيْنًا ۝ ١٠٢- وَإِذَا كُنْتَ
فِيْهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلٰوةَ فَلْتَقُمْ

তাহাদিগকে আত্মোৎসর্গের প্রতিদান স্বরূপ উপযুক্ত পুরস্কার প্রদানের ভার আল্লাহতা'লা স্বয়ং গ্রহণ করিয়াছেন। সুতরাং ইহা অপেক্ষা মানব জীবনের চরম সার্থকতা আর কি হইতে পারে?

১০১। **কসর ও খওফের নামাজ**—'কসর অর্থ সংক্ষেপ। কেহ কেহ ইহার অর্থ ইঙ্গিত গ্রহণ করিয়াছেন। 'খওফ' অর্থ—ভীতি। ধর্ম্মের জন্য দেশ-পরিত্যাগ এবং ধর্ম্ম-যুদ্ধের প্রসঙ্গ বর্ণনা করিবার পর আল্লাহতা'লা এই আয়তে প্রবাস-কালীন ও আতঙ্কজনক অবস্থায় নামাজের বিধি ব্যবস্থা ব্যক্ত করিতেছেন।

প্রবাসীর প্রার্থনা-বিধি—আয়তের প্রথম বাক্য প্রবাসে নামাজ 'কসর' অর্থাৎ সংক্ষেপ
করা। হজরত এব্‌নে আব্বাস ও তাউস প্রভৃতি মহাত্মাগণের মতে 'কসর' অর্থে যুদ্ধকলে ইঙ্গিতে
নামাজ পাঠ করা। কিন্তু অধিকাংশ সাহাবা ও তাবেয়ীন উক্ত অর্থ পরিগ্রহণ করেন নাই। তাঁহাদের
সমবেত সিদ্ধান্ত এই যে' প্রবাস-কালে চারি রেকাত নামাজ সংক্ষেপ করিয়া দুই রেকাত পড়িতে
হইবে। ইহাই এমাম আবু হানিফা প্রভৃতি জগদ্বিখ্যাত ধর্ম্মনেতাগণের সিদ্ধান্ত। কিন্তু দাউদ
জাহেরী ও তাহার অনুগামিগণ বলেন যে, আশঙ্কার কারণ থাকিলেই নামাজ সংক্ষেপ করিতে
হইবে; নচেৎ নামাজ সংক্ষেপ করা সিদ্ধ হইবে না। আবার কেহ কেহ বলেন যে, নামাজ
সংক্ষেপ করা বা না করা প্রবাসীর ইচ্ছাধীন; উহার সহিত কোন বাধ্য-বাধকতার শর্ত্ত সংযুক্ত
হইতে পারে না। কিন্তু জগতের অধিকাংশ এমাম-মোজতাহেদ ও খ্যাতনামা আলেমের মতে উক্ত
উভয় সিদ্ধান্তই অগ্রাহ্য হইয়াছে। হজরত এমাম আবু হানিফা ও এমাম মোসলেম প্রভৃতির মত
এই যে, প্রবাসে আশঙ্কার কোন কারণ থাকুক বা না থাকুক, প্রবাসীকে অবশ্যই নামাজ সংক্ষেপ
করিতে হইবে।—সহি মোসলেম ও ফতোয়া আলমগিরী দ্রষ্টব্য।

প্রবাসের শর্ত্ত সম্বন্ধেও যথেষ্ট মতভেদ আছে। দাউদ জাহেরী ও কাজী শওকানী প্রভৃতি দুই
এক মাইলের দূর পথে গমন করিলেও প্রবাসের শর্ত্ত নির্দ্দেশ করিয়াছেন। কিন্তু এই সিদ্ধান্ত
অযৌক্তিক বলিয়া কেহই গ্রাহ্য করেন নাই। এ সম্বন্ধে আরও নান-রূপ মতভেদ থাকিলেও তিন
দিবসের দূরপথের যাত্রী হওয়াই প্রবাসের সুনির্দ্দিষ্ট শর্ত্ত বলিয়া স্থিরীকৃত হইয়াছে।—তঃ হক্কানী।

১০২। **খওফের নামাজ-বিধি**—পূর্ব্ব আয়তে বর্ণিত প্রবাসের নামাজ সংক্ষেপ করিবার
বিধির সঙ্গে সঙ্গেই আল্লাহতা'লা এই আয়তে 'খওফ' বা আতঙ্কজনক অবস্থায় নামাজের বিধান
ব্যক্ত করিতেছেন। এই আয়তটী হজরত রসুলোল্লার প্রতি বিশেষভাবে অবতীর্ণ হইলেও ইহার
বিধি-নিষেধ সাধারণ। সমর ক্ষেত্রে যখন শত্রুর আক্রমণের আশঙ্কা থাকে, তখন মুসলমান
যোদ্ধাদিগের পক্ষে দুই দলে বিভক্ত হইয়া পর্য্যায়ক্রমে এক দলেরএমামের সহিত নামাজ পড়া এবং
অপর দলের পক্ষে শত্রুর আক্রমণ প্রতিরোধ করা কর্ত্তব্য। সমর-ক্ষেত্রে শোণিত-সিক্ত বস্ত্র এবং

طَآئِفَةٌ مِّنْهُمْ مَّعَكَ وَلْيَأْخُذُوٓا
أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا
مِن وَّرَآئِكُمْ وَلْتَأْتِ طَآئِفَةٌ
أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ
وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ
وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ
أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ
عَلَيْكُمْ مَّيْلَةً وَّاحِدَةً وَلَا جُنَاحَ
عَلَيْكُمْ إِن كَانَ بِكُمْ أَذًى مِّن
مَّطَرٍ أَوْ كُنتُم مَّرْضَى أَن تَضَعُوٓا
أَسْلِحَتَكُمْ وَخُذُوا حِذْرَكُمْ إِنَّ
اللهَ أَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُّهِينًا ○
١٠٣- فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلوٰةَ فَاذْكُرُوا

দণ্ডায়মান হয় এবং যেন স্ব স্ব অস্ত্র গ্রহণ করে; অতঃপর যখন তাহারা সেজদা সম্পন্ন করে তখন যেন তাহারা তোমার পশ্চাৎবর্ত্তী হয়; এবং অন্যদল যাহারা নামাজ পড়ে নাই তাহারা যেন অগ্রসর হইয়া তোমার সহিত নামাজ পড়ে এবং স্ব স্ব আত্ম-রক্ষিকা ও অস্ত্র গ্রহণ করে; এবং অবিশ্বাসকারীরা ইচ্ছা করে যে, তোমরা স্বীয় অস্ত্র-শস্ত্র ও দ্রব্য-সম্ভার সম্বন্ধে অসতর্ক হইলেই তাহারা একযোগে তোমাদের উপর নিপতিত হয়; এবং ইহাতে তোমাদের অপরাধ নাই—যদি তোমরা বৃষ্টিপাতে বিব্রত হইয়া অথবা পীড়িত অবস্থায় স্ব স্ব অস্ত্র পরিত্যাগ কর এবং স্বীয় আত্ম-রক্ষিকা সঙ্গে গ্রহণ কর; এবং নিশ্চয় আল্লাহ অবিশ্বাসীদিগের জন্য অবমাননাকর শাস্তি প্রস্তুত করিয়াছেন। ১০৩। অনন্তর যখন তোমরা নামাজ সম্পন্ন কর, তখন দণ্ডায়মান ও উপবিষ্ট এবং এলায়িত

সশস্ত্র অবস্থায় নামাজ পড়া সুপ্রসিদ্ধ। আবার কেহ কেহ ইহার বিপরীত মতও প্রকাশ করিয়াছেন। প্রসিদ্ধ তফ্‌সীরকারগণের সিদ্ধান্ত এই যে, উহা যোদ্ধাগণের শারীরিক এবং সমর ক্ষেত্রের অবস্থার গুরুত্বের উপর নির্ভর করে। ঐ অবস্থায় এমামের সহিত নামাজ পাঠ করিবার প্রণালী সম্বন্ধেও তফ্‌সীরকার এবং এমাম মোজতাহেদগণের মতভেদ আছে। আয়তের মর্ম্মার্থ এবং সহি হাদিসের বিবৃতি অনুযায়ী সমর ক্ষেত্রে এমামের সহিত নামাজ পড়িবার চারি প্রকার প্রণালী এমাম-মোজতাহেদগণ কর্ত্তৃক নির্দ্ধারিত এবং মোসলেম জগতে পরিগৃহিত হইয়াছে। তন্মধ্যে এব্‌নে মসউদের বর্ণনা অনুযায়ী এমাম আবু হানিফার পরিগৃহিত মত এই যে, মুসলমান যোদ্ধাগণ দুইদলে বিভক্ত হইয়া একদল এমামের সহিত নামাজ পড়িবে এবং অন্যদল শত্রুর আক্রমণ প্রতিরোধ করিবে। অনন্তর প্রথম দল এক রেকাত নামাজ পড়িয়া শত্রুর সন্মুখবর্ত্তী হইবে এবং দ্বিতীয় দল আসিয়া এক রেকাত নামাজ পড়িয়াই অস্ত্রধারণ করিবে। এইরূপ ভাবে পর্য্যায়ক্রমে নামাজ পাঠ ও অস্ত্র ধারণ করিয়া প্রত্যেক দলকেই দুই রেকাত নামাজ পড়িবার পরে 'সালাম' ফিরাইতে হইবে।—তঃ হক্কানী।

১০৩। **নামাজের অপরিহার্য্যতা**—এই আয়তের সর্ব্বপ্রধান ও শেষ সিদ্ধান্ত এই যে, নামাজ কোন অবস্থাতেই পরিত্যাগ করা যাইতে পারে না। উহা ঠিক নির্দ্ধারিত সময় মত

অবস্থায় আল্লাহকে স্মরণ কর; অতঃপর যখন তোমরা নিরাপদ হও তখন নামাজ প্রতিষ্ঠিত কর; নিশ্চয় নামাজ বিশ্বাসীগণের উপর নির্দ্দিষ্ট সময়ের জন্য নির্দ্ধারিত। ১০৪। এবং সেই সম্প্রদায়ের অনুসরণে শৈথিল্য করিও না; যদি তোমরা কষ্ট পাইয়া থাক তবে তাহারাও তোমাদের অনুরূপ কষ্ট ভোগ করিয়াছে; এবং তৎসহ আল্লাহ হইতে তোমাদের যে ভরসা আছে, তাহাদের সে ভরসা নাই; এবং আল্লাহ মহাজ্ঞানী বিজ্ঞানময়।

اللّٰهَ قِيٰمًا وَّقُعُوْدًا وَّعَلٰى جُنُوْبِكُمْ ج
فَاِذَا اطْمَاْنَنْتُمْ فَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ ج
اِنَّ الصَّلٰوةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ
كِتٰبًا مَّوْقُوْتًا ০ ১০৪- وَلَا تَهِنُوْا
فِى ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ ط اِنْ تَكُوْنُوْا
تَاْلَمُوْنَ فَاِنَّهُمْ يَاْلَمُوْنَ كَمَا تَاْلَمُوْنَ ج
وَتَرْجُوْنَ مِنَ اللّٰهِ مَا لَا يَرْجُوْنَ ط
وَكَانَ اللّٰهُ عَلِيْمًا حَكِيْمًا ع

১৬শ রুকু—কপট-বিশ্বাসীদের বিশ্বাসঘাতকতা

১০৫। নিশ্চয় আমি তোমার প্রতি সত্য-সহ গ্রন্থ অবতীর্ণ করিয়াছি—যেন তুমি তদনুযায়ী মানবদিগকে আদেশ প্রদান কর—যাহা আল্লাহ তোমাকে

১০৫- اِنَّآ اَنْزَلْنَآ اِلَيْكَ الْكِتٰبَ
بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَآ

পাঠ করিতে হইবে সুতরাং কোন কোন সম্প্রদায় অকারণে পূর্ব্বে বা পরে এক সময়ের নামাজ অন্য সময়ে পড়িবার যে অভিমত প্রকাশ করিয়া থাকেন, তাহা সম্পূর্ণ অযৌক্তিক ও অগ্রাহ্য বলিয়া প্রতিপন্ন হইতেছে। অবশ্য আলোচ্য আয়তে বর্ণিত "যখন তোমরা নিরাপদ হও, তখন নামাজ প্রতিষ্ঠিত করিও"—এই বাক্যের মর্ম্মার্থ গ্রহণ পূর্ব্বক কোন কোন তফসীরকার বলিয়াছেন যে, যুদ্ধের অবস্থা যদি সঙ্কটজনক হইয়া উঠে এবং মুসলমান যোদ্ধাগণের সমবেত শক্তি ব্যতীত যদি কাফেরদিগের গতিরোধ কিংবা শত্রুর আক্রমণ প্রতিহত করা সম্ভবপর না হয়, তবে নামাজ পরিত্যাগ করিয়া যুদ্ধান্তে অথবা নিরাপদ অবস্থায় ঐ নামাজ পড়িলে চলিবে; ইহাতে কোন দোষ হইবে না। কিন্তু এই মতের উপর কেহই তেমন জোর দিতে পারেন নাই। বরং প্রসিদ্ধ তফ্‌সীরকারগণ প্রায় সকলেই প্রত্যেক অবস্থার জন্য নির্দ্ধারিত সময়ে নামাজ পাঠ করা অপরিহার্য্য কর্ত্তব্য বলিয়া অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন।—তঃ কবির ও মাদারেক।

১০৪। এই আয়তে আল্লাহতা'লা ধর্ম্মযোদ্ধাদিগকে অবিশ্বাসী অরাতিকুলের অনুসরণ করিবার জন্য আদেশ প্রদান করিতেছেন। আল্লাহতা'লা মুসলমানদিগকে আশ্বাস ও সান্ত্বনা প্রদান পূর্ব্বক বলিতেছেন যে, যুদ্ধে হতাহত অথবা ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার জন্য তোমরা কিছুমাত্র বিচলিত হইও না। কারণ তোমাদের ন্যায় অবিশ্বাসীরাও হতাহত এবং ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। পক্ষান্তরে আল্লার সাহায্য ও করুণা-প্রভাবে তোমাদের বিজয়ী হইবার যেরূপ আশা আছে, তাহাদের সেরূপ কোনই আশা নাই। অতএব তোমরা অবিশ্বাসীদিগের অনুসরণে শৈথিল্য করিও না।

১০৫। ধর্ম্মযুদ্ধ কালীন আত্মরক্ষা, স্বপক্ষ সমর্থন ও শত্রু দলনের বিধি-নিষেধ অবতারণ করিবার পর আল্লাহতা'লা এই আয়তে শান্তি-শৃঙ্খলাপূর্ণ সময়ের সাধারণ অবস্থার কর্ত্তব্য নির্দ্দেশ করিয়া

অবস্থায় আল্লাহকে স্মরণ কর; অতঃপর যখন তোমরা নিরাপদ হও তখন নামাজ প্রতিষ্ঠিত কর; নিশ্চয় নামাজ বিশ্বাসী-গণের উপর নির্দ্দিষ্ট সময়ের জন্য নির্দ্ধারিত। ১০৪। এবং সেই সম্প্রদায়ের অনুসরণে শৈথিল্য করিও না; যদি তোমরা কষ্ট পাইয়া থাক তবে তাহারাও তোমাদের অনুরূপ কষ্ট ভোগ করিয়াছে; এবং তৎসহ আল্লাহ হইতে তোমাদের যে ভরসা আছে, তাহাদের সে ভরসা নাই; এবং আল্লাহ মহাজ্ঞানী বিজ্ঞানময়।

اللّٰهَ قِيَامًا وَّقُعُوْدًا وَّعَلٰى جُنُوْبِكُمْ ۚ
فَاِذَا اطْمَاْنَنْتُمْ فَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ ۚ
اِنَّ الصَّلٰوةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ
كِتٰبًا مَّوْقُوْتًا ○ ١٠٤- وَلَا تَهِنُوْا
فِى ابْتِغَآءِ الْقَوْمِ ۖ اِنْ تَكُوْنُوْا
تَاْلَمُوْنَ فَاِنَّهُمْ يَاْلَمُوْنَ كَمَا تَاْلَمُوْنَ ۚ
وَتَرْجُوْنَ مِنَ اللّٰهِ مَا لَا يَرْجُوْنَ ۖ
وَكَانَ اللّٰهُ عَلِيْمًا حَكِيْمًا ○

১৬শ রুকু—কপট-বিশ্বাসীদের বিশ্বাসঘাতকতা

১০৫। নিশ্চয় আমি তোমার প্রতি সত্য-সহ গ্রন্থ অবতীর্ণ করিয়াছি—যেন তুমি তদনুযায়ী মানবদিগকে আদেশ প্রদান কর—যাহা আল্লাহ তোমাকে

١٠٥- اِنَّآ اَنْزَلْنَآ اِلَيْكَ الْكِتٰبَ
بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَآ

পাঠ করিতে হইবে সুতরাং কোন কোন সম্প্রদায় অকারণে পূর্ব্বে বা পরে এক সময়ের নামাজ অন্য সময়ে পড়িবার যে অভিমত প্রকাশ করিয়া থাকেন, তাহা সম্পূর্ণ অযৌক্তিক ও অগ্রাহ্য বলিয়া প্রতিপন্ন হইতেছে। অবশ্য আলোচ্য আয়তে বর্ণিত "যখন তোমরা নিরাপদ হও, তখন নামাজ প্রতিষ্ঠিত করিও"—এই বাক্যের মর্ম্মার্থ গ্রহণ পূর্ব্বক কোন কোন তফসীরকার বলিয়াছেন যে, যুদ্ধের অবস্থা যদি সঙ্কটজনক হইয়া উঠে এবং মুসলমান যোদ্ধাগণের সমবেত শক্তি ব্যতীত যদি কাফের-দিগের গতিরোধ কিংবা শত্রুর আক্রমণ প্রতিহত করা সম্ভবপর না হয়, তবে নামাজ পরিত্যাগ করিয়া যুদ্ধান্তে অথবা নিরাপদ অবস্থায় ঐ নামাজ পড়িলে চলিবে; ইহাতে কোন দোষ হইবে না। কিন্তু এই মতের উপর কেহই তেমন জোর দিতে পারেন নাই। বরং প্রসিদ্ধ তফ্‌সীরকারগণ প্রায় সকলেই প্রত্যেক অবস্থার জন্য নির্দ্ধারিত সময়ে নামাজ পাঠ করা অপরিহার্য্য কর্ত্তব্য বলিয়া অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন।—তঃ কবির ও মাদারেক।

১০৪। এই আয়তে আল্লাহতা'লা ধর্ম্মযোদ্ধাদিগকে অবিশ্বাসী অরাতিকুলের অনুসরণ করিবার জন্য আদেশ প্রদান করিতেছেন। আল্লাহতা'লা মুসলমানদিগকে আশ্বাস ও সান্ত্বনা প্রদান পূর্ব্বক বলিতেছেন যে, যুদ্ধে হতাহত অথবা ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার জন্য তোমরা কিছুমাত্র বিচলিত হইও না। কারণ তোমাদের ন্যায় অবিশ্বাসীরাও হতাহত এবং ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। পক্ষান্তরে আল্লার সাহায্য ও করুণা-প্রভাবে তোমাদের বিজয়ী হইবার যেরূপ আশা আছে, তাহাদের সেরূপ কোনই আশা নাই। অতএব তোমরা অবিশ্বাসীদিগের অনুসরণে শৈথিল্য করিও না।

১০৫। ধর্ম্মযুদ্ধ কালীন আত্মরক্ষা, স্বপক্ষ সমর্থন ও শত্রু দলনের বিধি-নিষেধ অবতারণ করিবার পর আল্লাহতা'লা এই আয়তে শান্তি-শৃঙ্খলাপূর্ণ সময়ের সাধারণ অবস্থার কর্ত্তব্য নির্দ্দেশ করিয়া

أَرٰىكَ اللّٰهُ ۗ وَلَا تَكُنْ لِّلْخَآئِنِيْنَ خَصِيْمًا ۝ ১০৬- وَّاسْتَغْفِرِ اللّٰهَ ۗ إِنَّ اللّٰهَ كَانَ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ۝ ১০৭- وَلَا تُجَادِلْ عَنِ الَّذِيْنَ يَخْتَانُوْنَ أَنْفُسَهُمْ ۗ إِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ

শিক্ষা দান করিয়াছেন, এবং তুমি বিশ্বাসঘাতকদিগের পক্ষে বিতর্ককারী হইও না। ১০৬। এবং আল্লার নিকট ক্ষমা-প্রার্থনা কর; নিশ্চয় আল্লাহ ক্ষমাশীল করুণাময়। ১০৭। এবং যাহারা স্বীয় জীবনের প্রতি বিশ্বাস-ঘাতকতা করে, তুমি তাহাদের পক্ষে বিতর্ক করিও না; এবং নিশ্চয় আল্লাহ

দিতেছেন। আল্লাহতা'লা হজরত রসুলোল্লাকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন যে, আমি তোমার প্রতি যে সত্যপূর্ণ মহাগ্রন্থ অবতারণ করিয়াছি, তুমি লোকের কলহ-বিবাদ ও অভিযোগ সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ ভাবে সেই মহাগ্রন্থ কোরান শরিফের নির্দ্দেশ অনুযায়ী বিচার-মীমাংসা করিয়া তদনুরূপ আদেশ প্রদান করিবে। শত্রু মিত্র, স্বপক্ষ-বিপক্ষ অথবা স্বধর্ম্মাবলম্বী ও বিধর্ম্মী বলিয়া কোনরূপ ব্যতিক্রম কিংবা পক্ষপাত করিবে না। অপরাধী ব্যক্তি স্বধর্ম্মাবলম্বী, সুহৃদ, স্বদলভুক্ত এবং স্বপক্ষ হইলেও অন্যায়ভাবে তাহার কোনরূপ সহায়তা কিংবা পক্ষপাত করা অবৈধ। সুবিচার ও ন্যায়-পরায়ণতার কি সুন্দর উপদেশ! পবিত্র ইস্‌লামের প্রতি বিদ্বেষ বশতঃ যাহারা কল্পিত "কাজীর-বিচারের" উপর অন্যায় কটাক্ষ করিয়া আত্মপ্রসাদ অনুভব করিয়া থাকে, আমরা তাহাদিগকে আধুনিক সুসভ্য ইউরোপ ও আমেরিকার পক্ষপাতমূলক আইন-কানুন এবং ভারতীয় বিচার-বিভ্রাট ও অস্বাভাবিক বিধি-ব্যবস্থার সহিত পবিত্র কোরানের এই একটী মাত্র আয়তের তুলনা করিয়া দেখিতে অনুরোধ করি।

মদিনার তামা'-বেন ওবায়রক নামক এক ক্ষীণ-বিশ্বাসী দুশ্চরিত্র মুসলমান কাতাদার 'জেরা' চুরি করিয়া জনৈক ইহুদীর নিকট রাখিয়া দেয়। অনন্তর উক্ত ইহুদীর নিকট ঐ 'জেরা' প্রাপ্ত হওয়ায় কাতাদা হজরতের নিকট তাহার বিরুদ্ধে অভিযোগ আনয়ন করেন। ইহুদী বলেন যে, তামা'ই উহা আমার নিকট রাখিয়া দিয়াছে। কিন্তু তামা' শপথ করিয়া সে কথা অস্বীকার করে। ইহা লইয়া উভয় পক্ষে তুমুল বাদানুবাদ ও কলহ উপস্থিত হয়। মুসলমানগণ স্বধর্ম্মাবলম্বী বলিয়া তামা'কে সমর্থন পূর্ব্বক ইহুদীকেই অপরাধী বলিয়া নির্দ্দেশ করেন এবং ইহুদী স্বপক্ষে কোন সাক্ষী প্রমাণ উপস্থিত করিতে না পারায় এবং অপহৃত 'জেরা' তন্নিকটে প্রাপ্ত হওয়ায় হজরত রসুলোল্লাহ তাহাকেই দোষী বলিয়া ধারণা করেন। সেই সময়ে এই আয়ত অবতীর্ণ হয় এবং হজরত রসুলোল্লাহ প্রকৃত ঘটনা অবগত হইয়া তামা'র প্রতি চৌর্য্যাপরাধের নির্দ্ধারিত দণ্ডাদেশ ঘোষণা করেন। তামা' শাস্তির ভয়ে স্বধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া মক্কায় পলায়ন করে এবং প্রাচীর চাপা পড়িয়া নিহত হয়।—তঃ হক্কানী ও মঃ আঃ।

১০৬। দুষ্কার্য্যকারী স্বধর্ম্মাবলম্বী হইলেও তাহার পক্ষ সমর্থন ও সহায়তা করা যে অবৈধ, পূর্ব্ব আয়তে তাহা অতি স্পষ্ট ভাষায় বর্ণিত হইয়াছে। তাই আল্লাহতা'লা হজরত রসুলোল্লাকে আদেশ করিতেছেন যে, তুমি এইরূপ দায়িত্বপূর্ণ বিচারে—প্রকৃত ব্যাপার জানিবার জন্য আমার উপর নির্ভর না করিয়া যে ত্রুটী করিয়াছ এবং মুসলমানেরা প্রকৃত ঘটনা অবগত না হইয়াও কেবল স্বধর্ম্মাবলম্বী বলিয়া তামা'র পক্ষাবলম্বন পূর্ব্বক যে অপরাধ করিয়াছে, তজ্জন্য আমার নিকট ক্ষমা-প্রার্থনা কর। এই আয়তে স্পষ্টই প্রমাণিত হইতেছে যে, বিচারকের দায়িত্ব অত্যন্ত কঠিন। সুতরাং স্ব স্ব বিচার মীমাংসার জন্য প্রত্যেক বিচারকের পক্ষে করুণাময় আল্লার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করা একান্ত কর্ত্তব্য।

১০৭। অনন্তর আল্লাহতা'লা হজরত রসুলোল্লাকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন যে, যাহারা দুষ্কার্য্য করিয়া স্ব স্ব জীবন অভিশপ্ত ও ভারাক্রান্ত করিয়া তুলে, তুমি কদাচ তাহাদের সাহায্য

বিশ্বাসঘাতক পাপীকে ভালবাসেন না। ১০৮। উহারা মানব হইতে আত্ম-গোপন করে, কিন্তু আল্লাহ হইতে গোপন করিতে পারে না; এবং তিনি তাহাদের সঙ্গে থাকেন—যখন উহারা রজনীতে তাঁহার অপ্রিয় বাক্যে মন্ত্রণা করে; এবং তাহারা যাহা করিতেছে আল্লাহ তাহার পরিবেষ্টনকারী। ১০৯। সাবধান—তোমরাই ঐ লোক, যাহারা উহাদের পক্ষ হইতে পার্থিব জীবন সম্বন্ধে বিতর্ক করিতেছে; কিন্তু উত্থান-দিবসে তাহাদের পক্ষ হইতে কে আল্লার সহিত বিতর্ক করিবে এবং কে তাহাদের কার্য্য সম্পাদনকারী হইবে? ১১০। এবং যে কেহ দুষ্কর্ম্ম করে অথবা স্বীয় জীবনের প্রতি অত্যাচার করিয়া পরে আল্লার নিকট ক্ষমাপ্রার্থী হয়, সে আল্লাহকে ক্ষমাশীল করুণাময় প্রাপ্ত হইবে। ১১১। এবং যে-কেহ পাপ

مَنْ كَانَ خَوَّانًا أَثِيمًا ۚ
١٠٨- يَسْتَخْفُونَ مِنَ النَّاسِ وَلَا
يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرْضَىٰ مِنَ الْقَوْلِ ط
وَكَانَ اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا ٥
١٠٩- هَا أَنْتُمْ هَٰؤُلَاءِ جَادَلْتُمْ عَنْهُمْ
فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فَمَنْ يُجَادِلُ
اللَّهَ عَنْهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَمْ مَنْ
يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا ٥ ١١٠- وَمَنْ
يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ
اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا ٥ ١١١- وَ

কিংবা পৃষ্ঠপোষকতা করিও না। কারণ আল্লাহতা'লা বিশ্বাসঘাতক-দুষ্কার্য্যকারী পাপী এবং তাহাদের সাহায্যকারীদিগকে ভালবাসেন না। সুতরাং কোন দুষ্কার্য্যকারীর সহায়তা বা পক্ষসমর্থন করা মুসলমানের পক্ষে সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। কোন লোকেরই ঐরূপ অন্যায় কার্য্যে লিপ্ত হওয়া উচিত নহে।

১০৮। অনেকে গোপনে দুষ্কার্য্য করিয়া মানব-সমাজে সৎকর্ম্মশীলরূপে বিচরণ করে। আল্লাহতা'লা তাহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন যে, তোমরা নিজ দুষ্কার্য্য গোপন করিয়া মানব-নয়নে ধূলি নিক্ষেপ করিতেছ বটে, কিন্তু আমার দৃষ্টি কখনই অতিক্রম করিতে পারিবে না। কারণ তোমরা প্রকাশ্যে বা গোপনে যে সকল কার্য্য কর, তাহা সমস্তই আমি লক্ষ্য করিয়া থাকি। এমন কি, তোমরা গভীর রজনী যোগে যে সকল অপ্রিয় কুমন্ত্রণা কর, তাহাও আমার দৃষ্টি এবং শ্রুতিগোচর হয়। যাহারা গোপনে দুষ্কার্য্য করে অথবা সংগোপনে পাপে লিপ্ত হয়, তাহাদের স্মরণ রাখা উচিত যে, পিপীলিকার অস্ফুট পদধ্বনিও আল্লার শ্রুতিগোচর হইয়া থাকে এবং তিনি প্রত্যেক জীবের অন্তরের কথা পর্য্যন্ত অবগত আছেন।

১০৯। যাহারা দুষ্কার্য্যকারীদের সহায়তা কিংবা পক্ষ সমর্থন করে, আল্লাহ তাহাদিগকে সতর্ক করিয়া বলিতেছেন যে, পৃথিবীতে তোমরা যাহাদের দুষ্কার্য্য সমর্থন করিতেছ, পরকালে আল্লাহ যখন তাহাদিগকে দুষ্কার্য্যের জন্য শাস্তি প্রদান করিবেন, তখন তোমাদের মধ্যে কে তাহাকে সাহায্য করিবে। ফলতঃ সেদিন কেহই তাহাকে সাহায্য বা রক্ষা করিতে পারিবে না।

১১০। এই আয়তের মর্ম্ম অতি উদার ও আশাপ্রদ। দুষ্কার্য্যকারী পাপীরা যদি অনুতপ্ত-চিত্তে আল্লার নিকট ক্ষমাপ্রার্থী হয়, তবে তাহারাও আল্লার ক্ষমা এবং করুণা হইতে বঞ্চিত হইবে না।

১১১। আয়তের অর্থ এই যে প্রত্যেকেই নিজ নিজ পাপের জন্য দায়ী হইবে। একের পাপের জন্য অপরে দায়ী কিংবা শাস্তিপ্রাপ্ত হইবে না।

مَنْ يَكْسِبْ اِثْمًا فَاِنَّمَا يَكْسِبُهٗ
عَلٰى نَفْسِهٖ ط وَكَانَ اللّٰهُ عَلِيْمًا
حَكِيْمًا ○ ١١٢- وَمَنْ يَّكْسِبْ
خَطِيْٓئَةً اَوْ اِثْمًا ثُمَّ يَرْمِ بِهٖ بَرِيْٓئًا
فَقَدِ احْتَمَلَ بُهْتَانًا وَّاِثْمًا مُّبِيْنًا ○

অর্জ্জন করে, বস্তুতঃ সে নিজের জন্য ব্যতীত উপার্জ্জন করে না; এবং আল্লাহ মহাজ্ঞানী বিজ্ঞানময়। ১১২। এবং যে-কেহ অপরাধ অথবা পাপ অর্জ্জন করে, তৎপরে উহা নিরপরাধের প্রতি দোষারোপ করে, তবে সে নিজেই সেই অপবাদ ও প্রকাশ্য পাপ বহন করিবে।

১৭শ রুকু—কপট-বিশ্বাসীদিগের গুপ্ত-মন্ত্রণার পরিণাম

١١٣- وَلَوْلَا فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكَ
وَرَحْمَتُهٗ لَهَمَّتْ طَّآئِفَةٌ مِّنْهُمْ
اَنْ يُّضِلُّوْكَ ط وَمَا يُضِلُّوْنَ اِلَّآ
اَنْفُسَهُمْ وَمَا يَضُرُّوْنَكَ مِنْ
شَيْءٍ ط وَاَنْزَلَ اللّٰهُ عَلَيْكَ
الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ

১১৩। এবং যদি তোমার প্রতি আল্লার অনুগ্রহ ও করুণা না হইত, তবে তাহাদের একদল তোমাকে পথভ্রান্ত করিতে ইচ্ছুক হইয়াছিল, এবং তাহারা নিজদিগকে ব্যতীত বিপথগামী করে নাই ও তাহারা তোমাকে কোন বিষয়ে ক্লেশ দিতে পারিবে না; এবং আল্লাহ তোমার প্রতি গ্রন্থ ও বিজ্ঞান অবতীর্ণ করিয়াছেন এবং তুমি যাহা জানিতে না,

---

১১২। কোন লোকে যেরূপ পাপ করে, সে উহার জন্য তদনুরূপ দায়ী হয়। কিন্তু কেহ কোন অপরাধ অথবা পাপ করিয়া যদি কোন নিরপরাধ ও নিষ্পাপ ব্যক্তির উপর মিথ্যা দোষারোপ করে, তবে সে ঐ অযথা অপবাদের জন্যও অপরাধী হইবে! ফলতঃ এরূপ অসদাচরণের দ্বারা অপরাধীর অপরাধ বর্দ্ধিত এবং পাপীর পাপ দ্বিগুণতর হইয়া থাকে।

তামা' স্বয়ং চুরি করিয়া ইহুদীর প্রতি দোষারোপ করতঃ যে গুরুতর পাপ করিয়াছিল, এই আয়তে তৎপ্রতি বিশেষভাবে লক্ষ্য করা হইয়াছে। অবিশ্বাসী বিধর্ম্মীর প্রতি অন্যায় অপরাধ প্রদান করাও গুরুতর পাপ,—সুবিচার ও সুনীতির সমর্থক এরূপ স্পষ্টতর উক্তি অন্য কোন ধর্ম্ম-বিধানেই পরিলক্ষিত হয় না।—বাঃ কোঃ।

১১৩। অবিশ্বাসী ও কপট-বিশ্বাসী দুষ্কার্য্যকারীরা সময় সময় মিথ্যা, প্রবঞ্চনা প্রতারণা ও কপটতা দ্বারা হজরত রসুলোল্লাকে প্রতারিত এবং সত্য ও ন্যায়পথ ভ্রষ্ট করিতে চেষ্টিত হইত। কিন্তু আল্লাহতা'লা প্রত্যাদেশ অবতারণ পূর্ব্বক তাহাদের অসদুদ্দেশ্য ও প্রতারণা-জাল ছিন্ন করিয়া স্বীয় প্রিয়তম রসুলকে ন্যায় সত্যে সুপ্রতিষ্ঠিত রাখিতেন। তাই আল্লাহতা'লা হজরত রসুলোল্লাকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন যে, আমার অসীম করুণা প্রভাবে তোমার প্রতি যে বিজ্ঞানময় গ্রন্থ অবতীর্ণ হইয়াছে এবং যদ্দ্বারা তুমি অনন্ত জ্ঞান লাভ করিয়া অপরিজ্ঞাত বিষয়-সমূহ শিক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছ, তদ্প্রভাবেই অবিশ্বাসী প্রবঞ্চকেরা তোমাকে প্রতারিত করিবার চেষ্টা করিয়া সফলকাম হয় নাই; বরং ঐরূপ দুরভিসন্ধির ফলে তাহারা নিজেরাই বিপথগামী হইয়া গিয়াছে। এই আয়তে প্রকারান্তরে রসুলোল্লাকে বলিয়া দেওয়া হইতেছে যে, আমি স্বীয় অনুগ্রহে তোমাকে

مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ ؕ وَكَانَ فَضْلُ اللّٰهِ
عَلَيْكَ عَظِيْمًا ○ ١١٤- لَا خَيْرَ فِيْ
كَثِيْرٍ مِّنْ نَّجْوٰىهُمْ اِلَّا مَنْ اَمَرَ
بِصَدَقَةٍ اَوْ مَعْرُوْفٍ اَوْ اِصْلَاحٍ بَيْنَ
النَّاسِ ؕ وَمَنْ يَّفْعَلْ ذٰلِكَ ابْتِغَآءَ
مَرْضَاتِ اللّٰهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيْهِ اَجْرًا
عَظِيْمًا ○ ١١٥- وَمَنْ يُّشَاقِقِ
الرَّسُوْلَ مِنْۢ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ
الْهُدٰى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيْلِ
الْمُؤْمِنِيْنَ نُوَلِّهٖ مَا تَوَلّٰى وَنُصْلِهٖ
جَهَنَّمَ ؕ وَسَآءَتْ مَصِيْرًا ○

তিনি তাহাই তোমাকে শিক্ষা দিয়াছেন; এবং তোমার প্রতি আল্লার অসীম করুণা। ১১৪। বদান্যতা অথবা সদ্বিষয় কিংবা লোকের মধ্যে সন্ধি-স্থাপনে আদেশ করা ব্যতীত তাহাদের বহু মন্ত্রণায় কোন ফল হয় নাই; এবং যে আল্লার প্রসন্নতা সন্ধানের জন্য ঐরূপ করে, আমি তাহাকে মহান বিনিময় প্রদান করিব। ১১৫। এবং সুপথ প্রকাশিত হইবার পর যে রসুলের বিরুদ্ধাচরণ করে এবং বিশ্বাসীগণের বিপরীত পথের অনুগামী হয়, তবে সে যাহাতে অভিনিবিষ্ট—আমি তাহাকে তাহাতেই প্রত্যাবর্ত্তিত করিব ও তাহাকে নরকে নিক্ষেপ করিব; এবং উহা নিকৃষ্টতর প্রত্যাবর্ত্তনস্থল।

মানব-জাতির জন্য সত্যধর্ম্ম প্রচারক মহা গৌরবান্বিত রসুল রূপে জগতে প্রেরণ করিয়াছি। সুতরাং বিধর্ম্মীরা প্রাণপণ চেষ্টা করিলেও তোমাকে সত্য-পথভ্রষ্ট করিতে পারিবে না। কারণ "তোমার প্রতি আমার অসীম করুণা" বিদ্যমান আছে। বরং যাহারা ঐরূপ চেষ্টা করিবে, তাহারা ঐ অসদুদ্দেশ্যের ফলে নিজেরাই বিপথগামী হইয়া যাইবে।

১১৪। **নাজ্‌ওয়া**—মন্ত্রণা, গুপ্ত পরামর্শ। বিপক্ষের প্রতিকূলে মন্ত্রণা বা গুপ্ত পরামর্শ করাকেই 'নাজ্‌ওয়া' বলা হয়। সদুদ্দেশ্য ব্যতীত ঐরূপ মন্ত্রণায় কোনই সুফল হইতে পারে না। তাই আল্লাহতা'লা বলিতেছেন যে, তোমাদের সৎকার্য, সদুপদেশ, বদান্যতা, সুনীতি এবং লোকের সহিত সন্ধি শান্তি ও সম্প্রীতি সংস্থাপনে যে সুফল ফলিয়াছে, বিধর্ম্মীদের প্রতিকূলে মন্ত্রণার সেরূপ কোনই ফল হয় নাই। সদুদ্দেশ্যে মন্ত্রণা বা গুপ্ত পরামর্শ করিলে কোন দোষ হইবে না বটে, কিন্তু তদপেক্ষা প্রকাশ্য সদাচার, সুনীতি, বদান্যতা ও সদ্ব্যবহারের গৌরব ও মূল্য অনেক বেশী। ফলতঃ হজরত রসুলোল্লাহ এবং তাঁহার অনুগামীগণের ঐ সকল মহৎ গুণের জন্যই ইসলাম সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়া অত্যল্প কালের মধ্যে উহার পূত স্নিগ্ধ শুভ্রোজ্জল আলোকে সমগ্র জগত উদ্ভাসিত হইয়াছিল।

১১৫। এই আয়তে কয়েকটী বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য করা হইয়াছে। তন্মধ্যে অন্যতম বিশিষ্ট নির্দ্দেশ এই যে, অবিশ্বাসী ধর্ম্মদ্রোহীগণ, হজরত রসুলোল্লার বিরুদ্ধাচারী মুসলমানগণ এবং মুসলমানগণের সমবেত সিদ্ধান্তের বিরোধিগণ নরকগামী হইবে। সত্যধর্ম্ম ইসলামের তত্ত্ব অবগত হইয়াও যাহারা ইসলাম গ্রহণ না করে, কিংবা ইসলাম গ্রহণের পরে যাহারা ধর্ম্মদ্রোহী অথবা হজরত রসুলোল্লার আদেশ-নিষেধের বিরুদ্ধাচারী হয় কিংবা হজরত রসুলোল্লার রীতি-নীতি ও আদর্শ প্রত্যাখ্যান করে কিংবা যাহারা মুসলমানগণের সমবেত সিদ্ধান্ত অগ্রাহ্য করিয়া আত্মমত বলবৎ ও প্রতিষ্ঠিত লাভ করিতে চাহে—আল্লাহতা'লা বলিতেছেন যে, আমি তাহাদিগকে

১৮শ রুকু—অংশীবাদিতা ও পৌত্তলিকতা পরিবর্জ্জন

১১৬। নিশ্চয় আল্লাহ—তাঁহার সহিত অংশী-স্থাপনকারীকে ক্ষমা করেন না এবং এতদ্ব্যতীত তিনি যাহাকে ইচ্ছা ক্ষমা করিয়া থাকেন ; এবং যে আল্লার সহিত অংশী-স্থাপন করে, তবে নিশ্চয় সে সুদূর বিপথে বিভ্রান্ত হইয়াছে। ১১৭। উহারা তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া তৎপরিবর্ত্তে নারী-প্রতিমাপুঞ্জকেই আহ্বান করে এবং তাহারা বিদ্রোহী শয়তানকে ব্যতীত

١١٦- إِنَّ اللّٰهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهٖ
وَيَغْفِرُ مَا دُوْنَ ذٰلِكَ لِمَنْ يَّشَآءُ ۚ
وَمَنْ يُّشْرِكْ بِاللّٰهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلٰلًا
بَعِيْدًا ○ ١١٧- إِنْ يَّدْعُوْنَ مِنْ
دُوْنِهٖٓ إِلَّآ إِنٰثًا ۚ وَإِنْ يَّدْعُوْنَ إِلَّا

নিকৃষ্টতর নরকে নিক্ষেপ করিব। অতএব আলোচ্য আয়তে "সুন্নতে রসুলোল্লাহ" ও "এজমায়ে উম্মত"—অর্থাৎ হজরত রসুলোল্লার আদর্শ এবং অধিকাংশ মুসলমানের সমবেত সিদ্ধান্ত অনুসরণ অবশ্য কর্ত্তব্য বলিয়া প্রমাণিত হইতেছে। সহি হাদিস-সমূহও এই মত সমর্থন করে। সুতরাং এ কথা নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হইতেছে যে, সুন্নত ও এজমার বিরুদ্ধাচারীদিগকে নরকানলের ভীষণ শাস্তি ভোগ করিতে হইবে।—তঃ হক্কানী।

১১৬। ইতি-পূর্ব্বে বর্ণিত হইয়াছে যে, আল্লাহতা'লা স্বীয় অপরিসীম করুণা প্রভাবে মানবের বহু অপরাধ ক্ষমা করিবেন। কিন্তু এই আয়তে বর্ণিত হইতেছে যে, আল্লাহতা'লা অন্যান্য অপরাধ ক্ষমা করিলেও অংশীবাদিতা এবং পৌত্তলিকতা রূপ মহাপাপ—অনুতাপ ও তওবা ব্যতীত কখনই ক্ষমা করিবেন না। তৎপরে একথাও বর্ণিত হইতেছে যে, যাহারা বিশ্ব-জগতের একমাত্র সৃষ্টিকর্ত্তা প্রভু আল্লাহতা'লাকে পরিত্যাগ করিয়া তৎপরিবর্ত্তে জীব ও জড়প্রকৃতি কিংবা কল্পিত দেব দেবীর পূজা-আরাধনা করিয়া থাকে, অধর্ম্ম ও পথভ্রান্তিতে তাহারা বহুদূর অগ্রসর হইয়াছে। অতএব একথা স্পষ্টই প্রমাণিত হইতেছে যে, জগতের মধ্যে অংশীবাদী ও পৌত্তলিকেরাই সর্ব্বাপেক্ষা পথভ্রান্ত।

১১৭। **এনাছ**—উন্‌ছা শব্দের বহুবচন। উহার আভিধানিক শব্দার্থ নারী ; কিন্তু এস্থলে জড়প্রকৃতি ও প্রতিমা এই দুই অর্থেই উক্ত শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। হজরত হাসান বলিয়াছেন যে, অন্ধযুগে আরবের প্রত্যেক বংশে একটী কুল-দেবী বা বংশ-প্রতিমা ছিল ; যথা—লাত, মানাত, ওজ্জা প্রভৃতি। সেকালে 'লাত'—'আল্লাহ' শব্দের কল্পিতা স্ত্রী বা স্ত্রী-লিঙ্গ রূপে ব্যবহৃত হইত। ঐ প্রতিমাগুলি সাধারণতঃ 'উন্‌ছা' অর্থাৎ নারী নামে অভিহিত হইত। তাই আলোচ্য আয়তে উক্ত প্রতিমাগুলি 'এনাছ' নামে উক্ত হইয়াছে।—তঃ কবির।

পৌত্তলিক-প্রকৃতি জগতে সর্ব্বত্রই একরূপ। ভারতবর্ষেও যে সকল প্রতিমা পরিদৃষ্ট হয়, তাহার অধিকাংশই নারী মূর্ত্তি! কালী, দুর্গা, ভগবতী, লক্ষ্মী, সরস্বতী প্রভৃতি কল্পিত দেবীপুঞ্জ নারী মূর্ত্তিতেই সম্পূজিতা হইয়া থাকে। প্রতিমা-পূজক মাত্রই নারী-মূর্ত্তির অতিরিক্ত অনুরক্ত ভক্ত। কিন্তু সর্ব্বশক্তিমান চির-জীবন্ত ও নিত্য-বিরাজমান আল্লাহতা'লাকে পরিত্যাগ করিয়া ঐ সকল নির্জীব প্রাণহীন কল্পিতা জড়-প্রতিমার পূজা করিয়া নির্ব্বোধ পৌত্তলিকেরা যে কি ফল লাভ করে, তাহা তাহারাই বলিতে পারে। তবে পৌত্তলিকতা যে জগতের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা ভ্রান্তি ও নির্ব্বোধের কার্য্য তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই।—তঃ হক্কানী।

পৌত্তলিকতা দুই প্রকার। প্রথমতঃ আল্লাহতা'লার মহান্ শক্তির—বিভক্ত অথবা বিক্ষিপ্ত শক্তিবিশেষের অধিকারী জ্ঞানে কল্পিত দেব-দেবীর মূর্ত্তি এবং প্রতিমা প্রস্তর, অগ্নি উত্তাপ, জল বায়ু পশু পক্ষী ও তরু-লতা প্রভৃতি পূজা করা ; দ্বিতীয়তঃ ফেরেশ্‌তা, জেন পরী, ভূত প্রেত এবং

আহ্বান করে না। ১১৮। আল্লাহ তাহাকে অভিসম্পাত করিয়াছেন; এবং সে বলিয়াছিল যে, আমি অবশ্যই তোমার সেবকবৃন্দ হইতে এক-নির্দ্দিষ্ট অংশ গ্রহণ করিব। ১১৯।—এবং নিশ্চয় আমি তাহাদিগকে পথভ্রান্ত করিব ও বৃথা-আশ্বাস প্রদান করিব এবং তাহাদিগকে আদেশ করিব—যেন তাহারা পশুর কর্ণ-ছেদন করে, এবং আমি তাহা-দিগকে আদেশ করিব—যেন তাহারা

شَيْطَانًا مَّرِيدًا ﴿118﴾ لَّعَنَهُ اللَّهُ ۘ
وَقَالَ لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا
مَّفْرُوضًا ﴿119﴾ وَلَأُضِلَّنَّهُمْ
وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ
الْأَنْعَامِ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ ۚ

দুষ্টাত্মাদিগকে কল্যাণ ও অকল্যাণের অধিকারী জানিয়া তাহাদের উপাসনা-আরাধনা কিংবা তাহাদের নিকট সাহায্য প্রার্থী হওয়া। তাই আল্লাহতা'লা উক্ত উভয় প্রকার পৌত্তলিকতার প্রসঙ্গ উল্লেখ করিয়া বলিতেছেন যে, অংশীবাদী অবিশ্বাসী পৌত্তলিকেরা যাহাদের পূজা-আরাধনা করে এবং যাহাদের নিকট সাহায্যপ্রার্থী হয়, উহারা তুচ্ছ নারী-প্রতিমা এবং দুষ্টাত্মা শয়তান মাত্র। ঐ প্রতিমাগুলির ভাল মন্দ করিবার কোনই শক্তি নাই এবং উক্ত দুষ্টাত্মা শয়তানগুলি কেবল লোকের অনিষ্টই করিয়া থাকে। "মরিদ" শব্দের অর্থ বিদ্রোহী লিখিত হইয়াছে; কিন্তু উহার অন্য অর্থ সৎকার্য্য হইতে বিচ্ছিন্ন অথবা নিরস্তকারী।—তঃ মঃ আঃ।

১১৮। দুরাত্মা বিদ্রোহী শয়তান যেরূপে আল্লাহতা'লা কর্ত্তৃক অভিশপ্ত ও বিতাড়িত হইয়া মানব-জাতির শত্রুতা সাধন ও সর্ব্বনাশ করিবার জন্য আত্ম-নিয়োগ করিয়াছে, এই আয়তে তাহা স্মরণ করাইয়া দিয়া মানবদিগকে সতর্ক করা হইতেছে।—সুরা বকর ৩৪ আয়ত দ্রষ্টব্য।

১১৯। পাপাত্মা শয়তান নানা প্রকারে মানব-সন্তানদিগকে পথভ্রান্ত ও পাপাসক্ত করিয়া থাকে। এস্থলে তন্মধ্য হইতে কয়েকটী বিশিষ্ট পন্থা বর্ণিত হইয়াছে। প্রথমতঃ—লোকদিগকে 'পথভ্রান্ত' করা; পথভ্রান্ত করার অর্থ লোক দিগকে অবিশ্বাসী, ধর্ম্মদ্রোহী, অসদাচারী ও অত্যাচারী করা। দ্বিতীয়তঃ—'বৃথা-আশ্বাস' প্রদান; বৃথা-আশ্বাস অর্থ নানারূপ কামনা, বাসনা, দুরাকাংখা, কুচিন্তা, মোহ ও প্রলোভনের দ্বারা লোকদিগকে উদ্‌ভ্রান্ত, অনাচারী ও ব্যভীচারী করা। তৃতীয়তঃ—পশুর 'কর্ণ-ছেদন' এই বাক্যের দ্বারা বিভিন্ন কল্পিত দেব দেবীর নামে এবং প্রস্তর প্রতিমা ও তরু-তৃণের উদ্দেশ্যে অংশীবাদী পৌত্তলিকেরা যে সকল পশু বলিদান করে, তৎপ্রতি ইঙ্গিত করা হইয়াছে। অন্ধযুগে আরবেরা যে সকল পশু দেব-দেবী ও প্রতিমার নিকট বলিদান করিবার উদ্দেশ্যে প্রতিপালন করিত, উৎসর্গের নিদর্শন স্বরূপ সেগুলির কর্ণ-ছেদন করিয়া দিত। ঐ চিহ্ন দেখিয়া কেহই আর ঐ পশুগুলিকে অন্য কার্য্যে নিয়োগ করিত না। কেহ কেহ বলেন যে, বলিদানের পূর্ব্বে কর্ণ-ছেদনের প্রথা প্রবর্ত্তিত ছিল। ফলতঃ ঐ উক্তির দ্বারা যে বলিদানের চিহ্নিত পশুর প্রতি লক্ষ্য করা হইতেছে, তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই। শয়তানের চতুর্থ বা অন্যতমশ্রেষ্ঠ প্রেরণা—"আল্লার সৃষ্টি পরিবর্ত্তন" করা। তফসীরকারগণ এই বাক্যের নানারূপ অর্থ করিয়াছেন। বহু তফ্‌সীরকারের মতে আল্লার সৃষ্টিকে স্বাভাবিক অবস্থা হইতে পরিবর্ত্তিত অথবা রূপান্তরিত করাই এই আয়তের প্রকৃত মর্ম্ম। ইহাদের মতে নর নারীর পক্ষে স্বাভাবিক জীবন পরিত্যাগ করিয়া যোগী সন্নাসী ও ভৈরব ভৈরবী প্রভৃতি অদ্ভুত ও অপরূপ মূর্ত্তি ধারণ; মস্তকে জটাভার রাখিয়া অঙ্গে ভস্মমাখা; চির-কৌমার্য্য অবলম্বন অথবা কৃত্রিম উপায়ে পুরুষের পুরুষত্ব ও নারীর নারীত্ব বিনষ্ট করা এবং হস্ত মুখ, বক্ষ বাহু, ললাট-চিবুক প্রভৃতি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে উল্কী পরিয়া সুকুমার দেহ-সৌষ্ঠব চিত্র-বিচিত্র অথবা বিকৃত করা প্রভৃতি সমস্তই আল্লার অমনোনীত এবং শয়তানের

আল্লার সৃষ্টি পরিবর্ত্তন করে; এবং যে আল্লাহকে পরিত্যাগ করিয়া শয়তানকে বন্ধু-রূপে গ্রহণ করে, নিশ্চয় সে প্রকাশ্য ক্ষতিতে ক্ষতিগ্রস্ত হইবে। ১২০। তিনি তাহাদিগকে প্রতিশ্রুতি দেন ও আশ্বাস দান করেন এবং শয়তান প্রতারণা ব্যতীত তাহাদিগকে প্রতিশ্রুতি প্রদান করে না। ১২১। উহাদেরই বাসস্থান নরক এবং তথা হইতে তাহারা কোন আশ্রয়-স্থল পাইবে না। ১২২। এবং যাহারা বিশ্বাস-স্থাপন করিয়াছে ও সৎকার্য্য করে, আমি তাহাদিগকে স্বর্গোদ্যানে প্রবিষ্ট করিব—যাহার নিম্নে স্রোতস্বিনী-সমূহ প্রবাহিতা, তন্মধ্যে তাহারা চিরকাল অবস্থান করিবে; আল্লার প্রতিশ্রুতি সত্য; এবং কে আল্লাহ অপেক্ষা বাক্যে

وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطٰنَ وَلِيًّا مِّنْ دُوْنِ
اللّٰهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُّبِيْنًا ○
١٢٠- يَعِدُهُمْ وَيُمَنِّيْهِمْ ط وَمَا يَعِدُهُمُ
الشَّيْطٰنُ اِلَّا غُرُوْرًا ○ ١٢١- اُولٰٓئِكَ
مَاْوٰىهُمْ جَهَنَّمُ ز وَلَا يَجِدُوْنَ عَنْهَا
مَحِيْصًا ○ ١٢٢- وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا
وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنّٰتٍ
تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ
فِيْهَآ اَبَدًا ط وَعْدَ اللّٰهِ حَقًّا ط وَمَنْ

প্ররোচনা মূলক কার্য্য। পুরুষের দীর্ঘ চুল সংরক্ষণ ও দাড়ী গোঁফ মুণ্ডন এবং নারীর কেশদাম কর্ত্তন প্রভৃতিও ঐ শয়তানী কার্য্যের অন্তর্ভুক্ত।—তঃ হক্কানী।

কিন্তু কোন কোন সুবিজ্ঞ তফ্‌সীরকার ইহার অন্যরূপ অর্থও করিয়াছেন। "আল্লাহ যে উদ্দেশ্যে যে বিষয় সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহার বিপরিতভাবে সেই বিষয়ের ব্যবহার করাই এই আয়তের লক্ষ্য। যেমন আল্লাহতা'লা জগদ্বাসীকে আলোক, উত্তাপ ও জ্যোৎস্না দানের জন্য চন্দ্র সূর্য্য খাদ্য ও পানীয়ের জন্য ফল-শস্য ও বারিরাশি এবং আরোহণ, ভূকর্ষণ ও আহারের জন্য পশু-পক্ষী এবং অন্যান্য বহু প্রয়োজনের জন্য মৃত্তিকা-প্রস্তর, তরু-লতা পুষ্প-পত্র সৃষ্টি করিয়াছেন। কিন্তু নির্ব্বোধ মানব আল্লার ঐ মহান্ উদ্দেশ্য বিস্মৃত হইয়া শয়তানের প্রারোচনায় ঐ সকল বিষয়ের পূজা-অর্চ্চনা পূর্ব্বক মহাপাপে অভিশপ্ত হইয়া থাকে।" আবার কেহ কেহ বলেন যে,—"আল্লার সৃষ্টি অর্থ এস্থানে আল্লার স্বাভাবিক সত্য ধর্ম্ম।" অধুনা পবিত্র ইস্‌লামই ঐ স্বাভাবিক সত্য-ধর্ম্মের একমাত্র শ্রেষ্ঠতম ও পূর্ণ আদর্শ। প্রত্যেক মানব সন্তান স্বাভাবিক সত্য-ধর্ম্মেই জন্মগ্রহণ করিয়া থাকে; কিন্তু শয়তানের প্ররোচনায় পিতা-মাতা ও শিক্ষাদাতাগণের কুশিক্ষায় তাহারা অংশীবাদী, পৌত্তলিক অথবা ধর্ম্মদ্রোহী ও অবিশ্বাসী হইয়া যায়। শয়তানের প্ররোচনা-জনিত 'আল্লার সৃষ্টির পরিবর্ত্তন' অর্থে উপরোক্ত অবস্থার প্রতিই ইঙ্গিত করা হইয়াছে।

"শয়তানকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করা" অর্থ—শয়তানের প্ররোচনা-সঞ্জাত কুচিন্তা, কুকার্য্য ও অসদাদর্শে আত্মনিয়োগ করিয়া পথভ্রান্ত এবং পাপাসক্ত হওয়া। সুতরাং ঐ সকল প্ররোচনা হইতে আত্মরক্ষা করিয়া সত্য-ধর্ম্মের অনুসরণ করা প্রত্যেক মানুষের অবশ্য কর্ত্তব্য।

১২০—১২১। আলোচ্য আয়তদ্বয়ের মর্ম্ম এই যে, যাহারা আল্লার অবতারিত সত্যধর্ম্ম এবং তদীয় পুরস্কার দানের প্রতিশ্রুতি ও আশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া শয়তানের মিথ্যা প্রতারণায় প্রবঞ্চিত হয়, তাহারা নিশ্চয়ই নরকগামী হইবে। অসময়ে অনুতপ্ত হইয়া ক্ষমাপ্রার্থনা করিলে তাহারা উহা হইতে কখনও পরিত্রাণ পাইবে না।

অধিকতর সত্যপরায়ণ ? ১২৩। তোমাদের বৃথা-আশা কিম্বা গ্রন্থানুগামিগণের বৃথা-আশার অনুরূপ হইবে না ; যে অসৎ-কার্য্য করিবে সে তাহার প্রতিফল পাইবে এবং সে আল্লার পরিবর্ত্তে কাহাকেও বন্ধু অথবা সাহায্যকারী প্রাপ্ত হইবে না। ১২৪। পুরুষ অথবা নারীর মধ্যে যে সৎকার্য্য করে এবং সে বিশ্বাসীও হয়, তবে তাহারাই স্বর্গো-দ্যানে প্রবেশ করিবে এবং তাহারা খর্জ্জুর-কণা পরিমাণও অত্যাচারিত হইবে না। ১২৫। এবং যে আল্লার উদ্দেশ্যে স্বীয় আনন সমর্পণ করিয়াছে ও সৎকার্য্য করে এবং এবরাহিমের সুদৃঢ় ধর্ম্মের অনুসরণ করে, তাহার অপেক্ষা কাহার ধর্ম্ম উৎকৃষ্ট ? এবং আল্লাহ এবরাহিমকে বন্ধু-রূপে গ্রহণ করিয়াছেন।

أَصْدَقُ مِنَ اللّٰهِ قِيْلًا ○ ١٢٣- لَيْسَ
بِأَمَانِيِّكُمْ وَلَا أَمَانِيِّ أَهْلِ الْكِتٰبِ ط
مَنْ يَّعْمَلْ سُوْٓءًا يُّجْزَ بِهٖ لا وَلَا يَجِدْ
لَهٗ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَلِيًّا وَّلَا نَصِيْرًا ○
١٢٤- وَمَنْ يَّعْمَلْ مِنَ الصّٰلِحٰتِ
مِنْ ذَكَرٍ اَوْ اُنْثٰى وَهُوَ مُؤْمِنٌ
فَاُولٰٓئِكَ يَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ وَلَا
يُظْلَمُوْنَ نَقِيْرًا ○ ١٢٥- وَمَنْ اَحْسَنُ
دِيْنًا مِّمَّنْ اَسْلَمَ وَجْهَهٗ لِلّٰهِ وَهُوَ
مُحْسِنٌ وَّاتَّبَعَ مِلَّةَ اِبْرٰهِيْمَ حَنِيْفًا ط
وَاتَّخَذَ اللّٰهُ اِبْرٰهِيْمَ خَلِيْلًا ○

১২৩। অবিশ্বাসী পৌত্তলিকদিগের বিশ্বাস এই যে, ইহ জীবনেই পাপ পুণ্যের অবসান হইবে এবং মৃত্যু অথবা জন্ম-জন্মান্তরের সঙ্গে সঙ্গেই ভোগের শেষ হইয়া মুক্তি এবং নির্ব্বাণ লাভ ঘটিবে। গ্রন্থানুগামী ইহুদী ও খ্রীষ্টানেরা বিশ্বাস করে যে, আমরা সদাপ্রভুর প্রিয় সন্তান ; আল্লাহতা'লা হজরত এবরাহিম ও হজরত মুসার নিকট আমাদের ইহলৌকিক উন্নতি ও পারলৌকিক মুক্তির প্রতিশ্রুতি প্রদান করিয়াছেন এবং প্রভু যীশু আমাদের পাপের জন্য আত্মদান করিয়াছেন ; সুতরাং আমরা কখনই পাপের জন্য ধৃত অথবা নরকে নিক্ষিপ্ত হইব না। তাই আল্লাহতা'লা এইআয়তে স্পষ্ট ভাষায় বলিয়া দিলেন যে, তোমাদের ঐ বৃথা আশা কখনই ফলবতী হইবে না। যে সৎকার্য্য করে, সে তাহার পুরস্কার পাইবে এবং যে অসৎকার্য্য করে সে তজ্জন্য শাস্তি ভোগ করিবে। পবিত্র ইস্‌লামের এই সত্য-বিশ্বাস অবলম্বন পূর্ব্বক সৎকার্য্যে আত্মনিয়োগ না করিলে তোমরা কখনই পরিত্রাণ পাইবে না।—তঃ কবির।

১২৪। এই আয়তে বিশ্বাসী পুরুষ ও নারীর তুল্য পারলৌকিক পুরস্কার প্রাপ্তির সুসংবাদ ঘোষিত হইয়াছে। যে সকল অজ্ঞ অদূরদর্শী বিদ্বেষ-পরায়ণ খ্রীষ্টান ও পৌত্তলিক লেখক "ইস্‌লামে নারীর আত্মা নাই" বলিয়া অসাধারণ অজ্ঞতা প্রকাশ করিয়াছেন, আমরা তাহাদিগকে পবিত্র কোরান পাঠ করিয়া দেখিবার জন্য অনুরোধ করিতেছি এবং সঙ্গে সঙ্গে একথাও মুক্তকণ্ঠে ঘোষণা করিতেছি যে, পবিত্র ইসলাম নারী-জাতির স্বাধীনতা, অধিকার, গৌরব ও মর্য্যাদার যে উচ্চ আদর্শ স্থাপন করিয়াছে, জগতের অন্য কোন ধর্ম্মেই তাহার তুলনা নাই।

১২৫। "আল্লার উদ্দেশ্যে স্বীয় আনন সমর্পণ" অর্থ আল্লার আদিষ্ট সত্যধর্ম্মে আত্মসমর্পণ পূর্ব্বক মুসলমান হওয়া। "এবরাহিমের সুদৃঢ় ধর্ম্ম" অর্থ বিশুদ্ধ একেশ্বরবাদ। পবিত্র ইসলামই ঐ বিশুদ্ধ ধর্ম্মের পূর্ণ আদর্শ। আল্লাহতা'লা এই ধর্ম্মকেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন।

অধিকতর সত্যপরায়ণ? ১২৩। তোমাদের বৃথা-আশা কিম্বা গ্রন্থানুগামিগণের বৃথা-আশার অনুরূপ হইবে না; যে অসৎ-কার্য্য করিবে সে তাহার প্রতিফল পাইবে এবং সে আল্লার পরিবর্ত্তে কাহাকেও বন্ধু অথবা সাহায্যকারী প্রাপ্ত হইবে না। ১২৪। পুরুষ অথবা নারীর মধ্যে যে সৎকার্য্য করে এবং সে বিশ্বাসীও হয়, তবে তাহারাই স্বর্গো-দ্যানে প্রবেশ করিবে এবং তাহারা খর্জ্জুর-কণা পরিমাণও অত্যাচারিত হইবে না। ১২৫। এবং যে আল্লার উদ্দেশ্যে স্বীয় আনন সমর্পণ করিয়াছে ও সৎকার্য্য করে এবং এবরাহিমের সুদৃঢ় ধর্ম্মের অনুসরণ করে, তাহার অপেক্ষা কাহার ধর্ম্ম উৎকৃষ্ট? এবং আল্লাহ এবরাহিমকে বন্ধু-রূপে গ্রহণ করিয়াছেন।

اَصْدَقُ مِنَ اللّٰهِ قِيْلًا ○ ١٢٣- لَيْسَ بِاَمَانِيِّكُمْ وَلَآ اَمَانِيِّ اَهْلِ الْكِتٰبِ ط مَنْ يَّعْمَلْ سُوْٓءًا يُّجْزَ بِهٖ لا وَلَا يَجِدْ لَهٗ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَلِيًّا وَّلَا نَصِيْرًا ○ ١٢٤- وَمَنْ يَّعْمَلْ مِنَ الصّٰلِحٰتِ مِنْ ذَكَرٍ اَوْ اُنْثٰى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَاُولٰٓئِكَ يَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُوْنَ نَقِيْرًا ○ ١٢٥- وَمَنْ اَحْسَنُ دِيْنًا مِّمَّنْ اَسْلَمَ وَجْهَهٗ لِلّٰهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَّاتَّبَعَ مِلَّةَ اِبْرٰهِيْمَ حَنِيْفًا ط وَاتَّخَذَ اللّٰهُ اِبْرٰهِيْمَ خَلِيْلًا ○

১২৩। অবিশ্বাসী পৌত্তলিকদিগের বিশ্বাস এই যে, ইহ জীবনেই পাপ পুণ্যের অবসান হইবে এবং মৃত্যু অথবা জন্ম-জন্মান্তরের সঙ্গে সঙ্গেই ভোগের শেষ হইয়া মুক্তি এবং নির্ব্বাণ লাভ ঘটিবে। গ্রন্থানুগামী ইহুদী ও খ্রীষ্টানেরা বিশ্বাস করে যে, আমরা সদাপ্রভুর প্রিয় সন্তান; আল্লাহতা'লা হজরত এবরাহিম ও হজরত মুসার নিকট আমাদের ইহলৌকিক উন্নতি ও পারলৌকিক মুক্তির প্রতিশ্রুতি প্রদান করিয়াছেন এবং প্রভু যীশু আমাদের পাপের জন্য আত্মদান করিয়াছেন; সুতরাং আমরা কখনই পাপের জন্য ধৃত অথবা নরকে নিক্ষিপ্ত হইব না। তাই আল্লাহতা'লা এইআয়তে স্পষ্ট ভাষায় বলিয়া দিলেন যে, তোমাদের ঐ বৃথা আশা কখনই ফলবতী হইবে না। যে সৎকার্য্য করে, সে তাহার পুরস্কার পাইবে এবং যে অসৎকার্য্য করে সে তজ্জন্য শাস্তি ভোগ করিবে। পবিত্র ইস্‌লামের এই সত্য-বিশ্বাস অবলম্বন পূর্ব্বক সৎকার্য্যে আত্মনিয়োগ না করিলে তোমরা কখনই পরিত্রাণ পাইবে না।—তঃ কবির।

১২৪। এই আয়তে বিশ্বাসী পুরুষ ও নারীর তুল্য পারলৌকিক পুরস্কার প্রাপ্তির সুসংবাদ ঘোষিত হইয়াছে। যে সকল অজ্ঞ অদূরদর্শী বিদ্বেষ-পরায়ণ খ্রীষ্টান ও পৌত্তলিক লেখক "ইস্‌লামে নারীর আত্মা নাই" বলিয়া অসাধারণ অজ্ঞতা প্রকাশ করিয়াছেন, আমরা তাহাদিগকে পবিত্র কোরান পাঠ করিয়া দেখিবার জন্য অনুরোধ করিতেছি এবং সঙ্গে সঙ্গে একথাও মুক্তকণ্ঠে ঘোষণা করিতেছি যে, পবিত্র ইসলাম নারী-জাতির স্বাধীনতা, অধিকার, গৌরব ও মর্য্যাদার যে উচ্চ আদর্শ স্থাপন করিয়াছে, জগতের অন্য কোন ধর্ম্মেই তাহার তুলনা নাই।

১২৫। "আল্লার উদ্দেশ্যে স্বীয় আনন সমর্পণ" অর্থ আল্লার আদিষ্ট সত্যধর্ম্মে আত্মসমর্পণ পূর্ব্বক মুসলমান হওয়া। "এবরাহিমের সুদৃঢ় ধর্ম্ম" অর্থ বিশুদ্ধ একেশ্বরবাদ। পবিত্র ইসলামই ঐ বিশুদ্ধ ধর্ম্মের পূর্ণ আদর্শ। আল্লাহতা'লা এই ধর্ম্মকেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন।

১২৬। এবং নভোমণ্ডলে যাহা আছে ও ভূমণ্ডলে যাহা আছে তাহা আল্লারই জন্য; এবং আল্লাহ সর্ব্ববিষয়ে পরিবেষ্টনকারী।

١٢٦- وَلِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ؕ وَكَانَ اللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُّحِيْطًا ۠

১৯শ রুকু—স্ত্রীলোক ও পিতৃহীনগণের প্রতি সুবিচার

১২৭। এবং তাহারা তোমাকে নারীগণ সম্বন্ধে ব্যবস্থা প্রার্থনা করিতেছে,; তুমি বল—আল্লাহ তোমাদিগকে তাহাদের সম্বন্ধে ব্যবস্থা-দান করিতেছেন এবং পিতৃহীনা নারীগণ সম্বন্ধে তোমাদের প্রতি গ্রন্থ হইতে পাঠ করা হইয়াছে যে, তাহাদের জন্য যাহা বিধিবদ্ধ হইয়াছে তাহা তোমরা প্রদান কর না এবং তাহাদিগকে বিবাহ করিতে বাসনা কর; এবং শিশুগণের মধ্যে দুর্ব্বল-দিগের ও পিতৃহীনগণের প্রতি সুবিচার প্রতিষ্ঠা কর এবং তোমরা যে কল্যাণ

١٢٧- وَيَسْتَفْتُوْنَكَ فِي النِّسَاءِ ؕ قُلِ اللّٰهُ يُفْتِيْكُمْ فِيْهِنَّ ۙ وَمَا يُتْلٰى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتٰبِ فِيْ يَتٰمَى النِّسَاءِ الّٰتِيْ لَا تُؤْتُوْنَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُوْنَ اَنْ تَنْكِحُوْهُنَّ وَالْمُسْتَضْعَفِيْنَ مِنَ الْوِلْدَانِ ۙ وَاَنْ تَقُوْمُوْا لِلْيَتٰمٰى بِالْقِسْطِ ؕ وَمَا تَفْعَلُوْا

১২৭। এই সুরার প্রথমাংশেই নারীগণের স্বত্বাধিকার ও উত্তরাধিকারিত্ব নির্দ্দেশিত হইয়াছে। ইসলাম প্রচারের পূর্ব্বে নারীগণের সামাজিক এবং পারিবারিক দুরবস্থার বিষয়ও ঐ সঙ্গে আলোচিত হইয়াছে। (১ম ও ২য় রুকু এবং উহার তফ্সীর দ্রষ্টব্য)। অনন্তর হজরত রসুলোল্লাহ নারীগণের স্বত্বাধিকারীত্ব, উত্তরাধিকার ও মোহর সম্বন্ধে পুনরায় জিজ্ঞাসিত হওয়ায় আল্লাহতা'লা আদেশ করিতেছেন,—হে রসুল, তুমি লোকদিগকে বলিয়া দাও যে, এ সম্বন্ধে ইতিপূর্ব্বে যে সকল বিধি-ব্যবস্থা অবতীর্ণ হইয়াছে, তোমরা তাহার অনুসরণ কর এবং পিতৃহীনা আশ্রিতা বালিকাদিগকে যদি তোমরা স্বয়ং বিবাহ করিতে চাও, তবে তাহারা তোমাদের আশ্রিতা কিংবা তোমরা তাহাদিগকে প্রতিপালন করিতেছ বলিয়া সেই অনাথাদের প্রতি অবিচার করিও না। বরং তাহাদিগকে তাহাদের উপযুক্ত মর্য্যাদা ও মোহর প্রদান কর। ইহাই আল্লার নির্দ্ধারিত বিধান।"

ইয়েতামা-ন্নেসা—পিতৃহীনা নারীগণ। কিন্তু এস্থলে পিতৃহীনা বালিকাগণ অর্থেই উক্ত শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। কেহ কেহ বলেন যে, বিবাহিতা নারীর পূর্ব্ব-স্বামীর ঔরসজাত কন্যাগণ কিংবা যে সকল পিতৃহীনার মাতা অন্যত্র বিবাহিতা হইয়াছে, তাহাদিগকে উত্তরাধিকার প্রদানের প্রসঙ্গই এই আয়তে বর্ণিত হইয়াছে। হজরত এব্‌ন-আব্বাস বলেন যে, আরবে পিতৃহীনা বালিকাদিগকে উত্তরাধিকারীত্ব হইতে বঞ্চিতা করিবার যে কুপ্রথা প্রচলিত ছিল, তাহা রহিত করিয়া তাহাদিগকে উত্তরাধিকার প্রদানই এই আয়তের বিশিষ্ট আদেশ। আবার অনেকে বলেন যে, "বিধিবদ্ধ বিষয়" অর্থে—'মোহরের' প্রসঙ্গ বর্ণিত হইয়াছে। কোন কোন তফ্সীরে একথাও বর্ণিত হইয়াছে যে, পিতৃহীনা বালিকা উম্মে-কোহাত সম্বন্ধেই এই আয়ত অবতীর্ণ হইয়াছে। কিন্তু ঐ সকল মতের প্রতিকূলে হজরত আয়েশা (রাঃ) বলিয়াছেন,—আলোচ্য আয়তের

কর, নিশ্চয় আল্লাহ তদ্বিষয়ে অভিজ্ঞ।
১২৮। যদি কোন স্ত্রীলোক স্বীয় স্বামীর অসদাচরণ ও উপেক্ষার আশঙ্কা করে, তবে তাহারা পরস্পর কোন সুমীমাংসায় সম্মিলিত হইলে তাহাদের উভয়ের কোন অপরাধ নাই এবং মীমাংসাই কল্যাণকর; এবং জীবগণের সম্মুখে প্রলোভন বিদ্যমান আছে; এবং যদি তোমরা সদ্ব্যবহার কর ও সংযমী হও, তবে তোমরা যাহা করিতেছ তদ্বিষয়ে

مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِهٖ عَلِيْمًا ○
١٢٨- وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا
نُشُوْزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا
أَنْ يُّصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا ط وَالصُّلْحُ
خَيْرٌ ط وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ ط
وَإِنْ تُحْسِنُوْا وَتَتَّقُوْا فَإِنَّ اللّٰهَ كَانَ

আদেশটী সাধারণ। যে সকল লোক পিতৃহীনা আশ্রিতা বালিকাদিগকে—ধন সম্পত্তি, রূপ যৌবন ও সৌন্দর্য্যের মোহে স্বয়ং বিবাহ করিত, অথচ তাহাদের মোহর নির্দ্ধারণ করিত না—তাহাদিগকে ঐ সকল বালিকার মোহর প্রদানের জন্যই এই আয়তে বিশেষভাবে আদেশ করা হইয়াছে।” এতদ্ভিন্ন সাধারণ ভাবে নিরাশ্রয় পিতৃহীন বালক-বলিকাদিগের প্রতি সুবিচার ও সাহায্য করা এই আয়তের অন্যতম লক্ষ্য।—সহি বোখারী ও তঃ কবির।

১২৮। এই আয়তে নর-নারীর স্বাভাবিক প্রবৃত্তি ও প্রকৃতিগত দুর্ব্বলতার প্রতি লক্ষ্য করিয়া স্বামী স্ত্রীর দাম্পত্য-জীবনের একটী সঙ্কটজনক অবস্থার প্রতি ইঙ্গিত করা হইয়াছে। ‘নোশুজা’ ও ‘এ’রাদা’—এই দুইটী শব্দ দ্বারা ঐ অবস্থা পরিব্যক্ত হইয়াছে। উহার আভিধানিক অর্থ যথাক্রমে স্ত্রীর অবাধ্যতা, বিরুদ্ধাচরণ ও বিদ্রোহ এবং স্বামীর অত্যাচার, অবিচার, উপেক্ষা ও ঘৃণা প্রভৃতি (কামূস ও মিসবা)। এইজন্য কেহ কেহ দাম্পত্য-কলহে স্বামী স্ত্রী উভয়েরই অপ্রিয় ভাবের প্রতি লক্ষ্য করিয়া মীমাংসা অথবা বিচ্ছেদের অভিমত পরিব্যক্ত করিয়াছেন কিন্তু প্রসিদ্ধ তফ্‌সীরকার-গণের কেহই ঐ মত গ্রহণ করেন নাই। তাঁহারা উক্ত উভয় শব্দই স্বামীর প্রকৃতি, মনোভাব অথবা ব্যবহারের দ্যোতক বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। সেইজন্য আমরা উক্ত শব্দ দ্বয়ের অর্থ স্বামীর ‘অসদাচরণ ও উপেক্ষা’ গ্রহণ করিলাম।

আরবের স্ত্রীজাতির কোনরূপ স্বাতন্ত্র্য বা সামাজিক মর্য্যাদা ছিল না, ইহা পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে। এইজন্য আরবেরা সাধারণতঃ স্ত্রী কুৎসিতা, বিগত যৌবনা অথবা অবাধ্য হইলে তৎপ্রতি নানারূপ অত্যাচার করিত এবং অনেক সময়ে ঐরূপ অবস্থায় স্ত্রীকে পরিত্যাগ করিয়া অন্য সুন্দরী যুবতীর সহিত বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হইত। হজরত এব্‌ন-আব্বাস হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, হজরতের সময়ে এব্‌নে আবি-সায়েবা বয়সাধিক্য অথবা অন্য কোন কারণে স্বীয় স্ত্রীর প্রতি বিরূপ হইয়া সন্তানাদি বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও তাহাকে পরিত্যাগ করিতে ইচ্ছুক হন। কিন্তু এব্‌নে আবি-সায়বার স্ত্রী ইহাতে অত্যন্ত বিচলিত ও ব্যথিতা হইয়া স্বামীকে অন্য বিবাহ এবং নিশা যাপন সম্বন্ধে পূর্ণ স্বাধীনতা অর্পণ পূর্ব্বক তদীয় গৃহ-সংসারের কার্য্য ও সন্তানাদি প্রতিপালনের জন্য তাহাকে পরিত্যাগ না করিতে অনুরোধ করেন। এব্‌নে আবি-সায়েবা স্ত্রীর প্রস্তাবে সন্তুষ্ট হইয়া তাহাকে বর্জ্জন করা হইতে বিরত হন। এই ঘটনা উপলক্ষেই আলোচ্য আয়ত অবতীর্ণ হয়।—তঃ কবির।

করুণাময় আল্লাহতা’লা বলিয়া দিলেন যে, যদি স্বামী স্ত্রীর মধ্যে কোনরূপ অপ্রিয় ভাব আত্মপ্রকাশ করে, তবে পরস্পর ত্যাগ-স্বীকারের দ্বারা সন্ধি স্থাপন করিলে কিংবা স্ত্রী স্বামী-কর্তৃক অত্যাচারিতা, উপেক্ষিতা অথবা বর্জ্জিতা হইবার আশঙ্কায় নিজের স্বার্থ ও অধিকার পরিত্যাগ করিয়া মীমাংসা কামী হইলে এবং স্বামী উক্ত অধিকার পরিগ্রহণ পূর্ব্বক স্ত্রীর সহিত সম্মিলন স্থাপন

আল্লাহ অভিজ্ঞ। ১২৯। তোমরা কখনই স্ত্রীগণের মধ্যে সুবিচার করিতে পারিবে না এবং যদিও তোমাদের আকাংখা হয় তথাপি পূর্ণ-আগ্রহে আগ্রহান্বিত হইও না—যাহাতে সে দোদুল্যমান অবস্থায় পরিত্যক্ত হয়; এবং যদি তোমরা সম্মিলিত ও সংযমী হও তবে নিশ্চয় আল্লাহ ক্ষমাশীল করুণাময়।

بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرًا ۝ ١٢٩- وَلَنْ
تَسْتَطِيْعُوْٓا اَنْ تَعْدِلُوْا بَيْنَ النِّسَآءِ
وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيْلُوْا كُلَّ الْمَيْلِ
فَتَذَرُوْهَا كَالْمُعَلَّقَةِ ؕ وَاِنْ تُصْلِحُوْا
وَتَتَّقُوْا فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ۝

করিলে তাহাতে কাহারও কোন অপরাধ হইবে না; বরং ঐরূপ সম্মিলন ও মীমাংসা অতীব কল্যাণকর। অনন্তর নর-নারীর স্বাভাবিক প্রবৃত্তি ও দুর্ব্বলতার প্রতি ইঙ্গিত করিয়া আল্লাহতা'লা বলিতেছেন যে, ধন-সম্পদ ও রূপ-যৌবন প্রভৃতি নানাবিধ প্রলোভনের মোহে তোমরা স্ত্রী-ত্যাগ অথবা একাধিক বিবাহের জন্য প্রলুব্ধ হইতে পার; কিন্তু সেই প্রলোভন দমন করিয়া যদি তোমরা সংযমী হও এবং স্বীয় স্ত্রীর প্রতি সদ্ব্যবহার কর, তাহা হইলেই তোমরা আল্লার প্রিয়পাত্র হইতে পারিবে। এই আয়তের প্রধান শিক্ষা—পুরুষের পক্ষে স্ত্রী-ত্যাগ ও একাধিক বিবাহ সম্বন্ধে সংযত ও সংযমী হইয়া স্বীয় স্ত্রীর প্রতি সদ্ব্যবহার করা এবং স্ত্রীর পক্ষে স্বামীর সন্তুষ্টি সাধন ও আকাঙ্খা পূরণের জন্য অশন বসন ও নিশা যাপন প্রভৃতি ব্যাপারে নিজের স্বার্থ ও অধিকার সম্বন্ধে ত্যাগ-স্বীকার করিয়া স্বামীর অনুগত হওয়া। হজরত আয়েশা হইতে ঠিক এই মর্ম্মেরই হাদিস বিবৃত হইয়াছে।—সহি বোখারী ও মোস্‌লেম।

১২৯। আল্লাহতা'লা পূর্ব্ব আয়তে স্ত্রীর সহিত সদ্ব্যবহার এবং স্ত্রী-ত্যাগ ও একাধিক বিবাহ সম্বন্ধে সংযত হইবার উপদেশ প্রদান করিয়াছেন; কিন্তু স্ত্রী-ত্যাগ ও একাধিক বিবাহ একেবারে রহিত করেন নাই। নানা কারণে মানবের পক্ষে স্ত্রী-ত্যাগ অথবা একাধিক বিবাহ করা অপরিহার্য্য হইয়া উঠে। এ অবস্থায় স্ত্রী-পরিত্যাগ ও একাধিক বিবাহ যদি একেবারে রহিত করা হইত, তবে মানবের সংসার-জীবন অশান্তিপূর্ণ হইয়া সমাজ যে কিরূপ ভয়াবহ অনাচার, অত্যাচার ও ব্যভিচারের অদম্য স্রোতে ভাসিয়া যাইত, আধুনিক ইউরোপ ও আমেরিকার একাধিক বিবাহ-বিরোধী খ্রীষ্টান এবং এশিয়ার কোন কোন দেশের স্ত্রীত্যাগ প্রথাবিহীন পৌত্তলিক সমাজের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেই তাহার জ্বলন্ত প্রমাণ পাওয়া যায়। তাই সর্ব্বদর্শী আল্লাহতা'লা এই আয়তে একান্ত অপরিহার্য্য স্থলে সীমাবদ্ধ একাধিক বিবাহের অধিকার প্রদান পূর্ব্বক সঙ্গে সঙ্গে উহার কর্ত্তব্য ও দায়িত্ব স্মরণ করাইয়া দিতেছেন।

আল্লাহতা'লা বলিতেছেন যে, যদিও তোমাদের একাধিক বিবাহের 'আকাঙ্খা হয়' তথাপি তোমরা উহার জন্য 'পূর্ণ আগ্রহে আগ্রহান্বিত হইও না'; বরং যতদূর সম্ভব উহা হইতে সংযত ও সংযমী হও। কিন্তু একান্ত পক্ষেই যদি ধৈর্য্য ও সংযম অবলম্বন করিতে না পার, তবে বিবাহ করিয়া স্ত্রীগণের প্রতি আবশ্যক বিষয়ে তুল্য ব্যবহার কর; ইহা তোমাদের পক্ষে অবশ্য কর্ত্তব্য। এই আয়তের পোষকতায় হজরত রসুলোল্লাহ বলিয়াছেন,—"যাহার দুই স্ত্রী বিদ্যমান, সে যদি তাহাদের সহিত তুল্য ব্যবহার না করে, তবে উত্থান-দিবসে সে দ্বিখণ্ডিত অর্দ্ধদেহে সমুত্থিত হইবে"—(হাদিস) অনন্তর উক্ত হইয়াছে যে, "তোমরা কখনই স্ত্রীগণের মধ্যে সুবিচার করিতে পারিবে না।" অর্থাৎ সাধারণতঃ একাধিক স্ত্রীর প্রতি তুল্য ব্যবহার করা একরূপ অসম্ভব। তাই আল্লাহতা'লা এই বাক্যের দ্বারা একাধিক বিবাহের অধিকার এবং বিবাহে স্বেচ্ছাচার বিশেষরূপে সংযত ও নিয়ন্ত্রিত করিয়া দিয়াছেন।

১৩০। এবং যদি তাহারা উভয়ে বিচ্ছিন্ন হয়, তবে আল্লাহ স্বীয় প্রাচুর্য্য হইতে তাহাদের প্রত্যেককে সম্পদশালী করিবেন; এবং আল্লাহ সুপ্রশস্ত মহাজ্ঞানী। ১৩১। এবং নভোমণ্ডলে যাহা আছে ও ভূমণ্ডলে যাহা আছে তাহা আল্লারই জন্য; এবং নিশ্চয় তোমাদের পূর্ব্বে যাহাদিগকে গ্রন্থ প্রদত্ত হইয়াছিল—আমি তাহাদিগকে ও তোমাদিগকে চরম-আদেশ করিয়াছিলাম যে, তোমরা আল্লাহকে ভয় কর; এবং যদি অবিশ্বাস কর তবে নিশ্চয় নভোমণ্ডলে যাহা আছে ও ভূমণ্ডলে যাহা আছে তাহা আল্লারই; এবং আল্লাহ মহাসম্পদশালী প্রশংসিত। ১৩২। এবং নভোমণ্ডলে যাহা আছে ও ভূমণ্ডলে যাহা আছে তাহা আল্লারই;

١٣٠- وَاِنْ يَّتَفَرَّقَا يُغْنِ اللّٰهُ كُلًّا مِّنْ سَعَتِهٖ ط وَكَانَ اللّٰهُ وَاسِعًا حَكِيْمًا ○

١٣١- وَلِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ط وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَاِيَّاكُمْ اَنِ اتَّقُوا اللّٰهَ ط وَاِنْ تَكْفُرُوْا فَاِنَّ لِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ط وَكَانَ اللّٰهُ غَنِيًّا حَمِيْدًا ○

١٣٢- وَلِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ط

যদি তোমরা স্ত্রীগণের প্রতি তুল্য-ব্যবহার করিতে অসমর্থ হও এবং স্ত্রীও কোনরূপ ত্যাগ-স্বীকার
করিয়া সম্মিলন-প্রার্থী না হয়, তবে সেই স্ত্রীকে "দোদুল্যমান অবস্থায়" আবদ্ধ করিয়া রাখা অথবা
অত্যাচার, উপেক্ষা ও কলহ-বিবাদে জীবন বিষাক্ত ও ভারাক্রান্ত করা অপেক্ষা তাহাকে পরিত্যাগ
করাই শ্রেয়। 'দোদুল্যমান অবস্থা' অর্থ স্ত্রীকে ভালবাসিয়া অপর স্ত্রীর প্রতি স্বীয় কর্ত্তব্য
পালন কিংবা তাহাকে পরিত্যাগ না করা। কিন্তু আয়তের শেষেও আল্লাহতা'লা উভয়কে ত্যাগ
স্বীকার করিয়া সম্মিলনের জন্য স্বীয় ক্ষমা ও করুণার আশ্বাস প্রদান করিয়াছেন।

১৩০। উপরোক্ত অবস্থায় যখন স্বামী-স্ত্রীর মিলন সম্পূর্ণ অসম্ভব হয় এবং কেহই কোনরূপ
ত্যাগ-স্বীকারে আগ্রহ প্রকাশ না করে, তখন বৃথা দুঃখ, অশান্তি ও মনস্তাপ ভোগ করা অপেক্ষা
পরস্পর বিচ্ছিন্ন হওয়া উভয়ের পক্ষেই কল্যাণকর। ইহাতে স্বামী-স্ত্রীর প্রতি অবিচার করার
পাপ হইতে পরিত্রাণ পাইবে এবং স্ত্রীও হয়ত অন্যত্র গিয়া সুখ-শান্তি উপভোগ করিতে সমর্থ
হইবে। কি চমৎকার উপদেশ! পবিত্র ইস্‌লামের সূক্ষ্ম সুনিপুণ বিধি-ব্যবস্থা কিরূপ অসাধারণ
ও অলৌকিক অভিজ্ঞতা-সঞ্জাত, এই সকল আয়তেই তাহার সম্যক পরিচয় পাওয়া যায়।

১৩১। আল্লার সৃষ্টি বিশ্ব জগতে যে তাঁহারই একাধিপত্য এবং বিশ্বকার্য্য সম্পাদনের যে অন্য
কাহারও কোনই অধিকার নাই, সেই কথা স্মরণ করাইয়া দিয়া আল্লাহতা'লা ইস্‌লাম ও পূর্ব্ববর্ত্তী
প্রত্যাদিষ্ট গ্রন্থ সমূহের মূল-সত্য বর্ণনা করিতেছেন। সেই মূল সত্য হইতেছে—বিশ্বপ্রভু আল্লাহকে
ভয় করিয়া তৎপ্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা। ইহাই সমস্ত সত্য-ধর্ম্মের সার শিক্ষা। যাহারা এই সত্য
অবিশ্বাস করিবে, সেই সত্যদ্রোহী ভ্রান্তদিগকে জগতে কেহই রক্ষা করিতে পারিবে না; কারণ আল্লা-ই
সমস্ত জগতের একমাত্র অদ্বিতীয় প্রভু।

১৩২—১৩৩। আল্লাহতা'লা পুনরায় বিশ্ব-জগতের উপর স্বীয় আধিপত্যের কথা স্মরণ করাইয়া
দিয়া বলিতেছেন—"হে লোক সকল, যদি তোমরা আমার সত্যধর্ম্ম অবিশ্বাস করিয়া অবাধ্যাচারী

এবং আল্লা-ই কার্য্য-সম্পাদনে যথেষ্ট।
১৩৩। যদি তিনি ইচ্ছা করেন—তবে
হে লোক সকল, তোমাদিগকে বিগত
করিয়া অন্যকে আনয়ন করিবেন
এবং আল্লাহ ইহার উপর শক্তিমান।

وَكَفٰى بِاللّٰهِ وَكِيْلًا ○ ١٣٣- اِنْ يَّشَاْ
يُذْهِبْكُمْ اَيُّهَا النَّاسُ وَيَاْتِ بِاٰخَرِيْنَ ط
وَكَانَ اللّٰهُ عَلٰى ذٰلِكَ قَدِيْرًا ○

ও বিপথগামী হও, তবে আমি তোমাদিগকে অবনত অথবা ধ্বংস করিয়া এরূপ জীব সৃষ্টি করিব, যাহারা আমার সত্যে বিশ্বাস করিয়া সর্ব্বদাই অনুগত ও কৃতজ্ঞ থাকিবে।" ফলতঃ সর্ব্বশক্তিমান আল্লাহ ইচ্ছা করিলে অবলীলাক্রমে ইহা করিতে পারেন। কেহ কেহ বলেন যে, বিভিন্ন জাতির অবিশ্বাস, ধর্ম্মদ্রোহীতা ও অধঃপতন এবং সত্য বিশ্বাসী, ধর্ম্মপরায়ণ ও কৃতজ্ঞ জাতির অভ্যুত্থান ও উন্নতির প্রতি লক্ষ্য করিয়াই এই আয়ত অবতীর্ণ হইয়াছে। যেমন বিভিন্ন অবিশ্বাসী ও অত্যাচারী জাতির উপর ইহুদী জাতির প্রতিষ্ঠা; ইহুদী জাতির ধর্ম্মদ্রোহিতা, অকৃতজ্ঞতা ও অধঃপতনের পরে খ্রীষ্টান জাতির অভ্যুদয়; খ্রীষ্টান জাতির ভ্রান্তি ও অবনতির পর ইস্‌লামের মহিমা-দীপ্ত আরব জাতির অভ্যুত্থান এবং আরব জাতির বিলাস ও আত্মকলহ জনিত পদস্খলনের পরে তুর্কী ও তাতার জাতির শির-উত্তোলন; তুর্কী জাতিও এখন নানারূপ পাপ-বিলাসে পতনোন্মুখ। সুতরাং আবার কোন্ অজ্ঞাত জাতির মস্তকে আল্লার শুভাশীর্ব্বাদ বর্ষিত হইয়া জগতের কোন্ কেন্দ্র হইতে সত্যের বিজয় ডঙ্কা বাজিয়া উঠিবে, তাহা তিনিই বলিতে পারেন। ফলতঃ আল্লাহ চিরদিনই এইরূপে অসত্য এবং অধর্ম্মের উপর সত্য-ধর্ম্মকে জয়যুক্ত করিয়া থাকেন।

সর্ব্বশক্তিমান আল্লাহতা'লা ইচ্ছা করিলে যে অবলীলাক্রমে এক সৃষ্টির পরিবর্ত্তে অন্য সৃষ্টি করিতে এবং এক জাতির উপর অন্য জাতিকে প্রাধান্য দিতে পারেন, এই আয়তে এই ভাবটীই বিশেষরূপে পরিব্যক্ত হইয়াছে। তবে এ-কথাও বলা হইয়াছে যে, আল্লাহতা'লা স্বেচ্ছাচারিতা অথবা খামখেয়ালীর বশে ঐরূপ করেন না। তিনি যখন যে জাতিকে সৃষ্টি অথবা প্রাধান্য দান করেন, তখন তাহাদিগকে ধর্ম্ম-অধর্ম্ম ও পাপ-পুণ্যের পথ নির্দ্দেশ পূর্ব্বক ঐ সকল পথে গমন করিবার জন্য স্বাধীনতা অর্পণ করিয়া থাকেন। অনন্তর ঐ জাতি যতদিন সত্য ও ন্যায়-পথে থাকিয়া জীবন-জাত্রা নির্ব্বাহ করে, ততদিন আল্লার অনুগ্রহে তাহাদের উন্নতি ও কল্যাণ সাধিত হয়। কিন্তু ধন-ঐশ্বর্য্যের গৌরবে যখন তাহারা দাম্ভিক ও ধর্ম্মদ্রোহী হইয়া উঠে—পাপ ও বিলাসিতার মোহে অধর্ম্ম ও অনাচারে নিমজ্জিত হইয়া যখন তাহারা বিপথগামী হয়, তখনই আল্লার কোপে তাহারা অবনত অথবা ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়া থাকে। অবাধ্য ও ধর্ম্মদ্রোহী জেন-জাতির বিনাশ ও ধ্বংসপ্রাপ্তি এবং মানব-জাতির সৃষ্টি ও অভ্যুদয় পৌরাণিক সত্য। অনন্তর মানব জাতির মধ্যেও যাহারা রাজ্য-সম্পদ ও ধন জনের গর্ব্বে আত্মহারা হইয়া ধর্ম্মদ্রোহী এবং বিপথগামী হইয়াছে, আল্লাহতা'লার কোপে তাহারাও অধোগামী অথবা ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়া গিয়াছে। জগতের ইতিহাস ইহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ। ব্যাবিলন, মিসরীয় ও গ্রীক জাতির রাজ্য ঐশ্বর্য্য, ধন-মান ও জ্ঞান-বিজ্ঞান অবলোকন করিয়া কে মনে করিত যে, ইহারা অধঃপতিত অথবা ধ্বংসপ্রাপ্ত হইবে? কে কল্পনা করিতে পারিত যে, অশিক্ষিত নগণ্য আরব-জাতির ক্ষীণ হস্তের তরবারি-প্রহারে প্রবল পরাক্রান্ত রোম ও পারস্য সাম্রাজ্য ভাঙ্গিয়া ধুলায় লুটাইয়া পড়িবে? আবার বাগদাদ, স্পেন, গজনী, দিল্লী ও স্তাম্বুলের বিশাল ইস্‌লামী সাম্রাজ্য-সমূহ চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া অজ্ঞাত-অশ্রুত অসভ্য জাতির পদতলে দলিত হইবে—এ কথাই বা কে মনে করিতে পারিত? ফলতঃ নীতি-ধর্ম্মের অবমাননা করিয়া ধর্ম্মদ্রোহিতা, দর্প দম্ভ ও পাপ-বিলাসিতায় আকণ্ঠ নিমর্জ্জিত হইলে আল্লার কোপে তাহাদের পতন অথবা ধ্বংস অনিবার্য্য; জগতের ইতিহাস ইহার প্রত্যক্ষ এবং জলন্ত সাক্ষী। আলোচ্য আয়তে ঐ সকল কথারই ইঙ্গিত করিয়া মানব-জাতিকে সতর্ক করা হইয়াছে।

এবং আল্লা-ই কার্য্য-সম্পাদনে যথেষ্ট। ১৩৩। যদি তিনি ইচ্ছা করেন—তবে হে লোক সকল, তোমাদিগকে বিগত করিয়া অন্যকে আনয়ন করিবেন এবং আল্লাহ ইহার উপর শক্তিমান।

وَكَفٰى بِاللّٰهِ وَكِيْلًا ○ ١٣٣- اِنْ يَّشَاْ
يُذْهِبْكُمْ اَيُّهَا النَّاسُ وَيَاْتِ بِاٰخَرِيْنَ ط
وَكَانَ اللّٰهُ عَلٰى ذٰلِكَ قَدِيْرًا ○

ও বিপথগামী হও, তবে আমি তোমাদিগকে অবনত অথবা ধ্বংস করিয়া এরূপ জীব সৃষ্টি করিব, যাহারা আমার সত্যে বিশ্বাস করিয়া সর্ব্বদাই অনুগত ও কৃতজ্ঞ থাকিবে।” ফলতঃ সর্ব্বশক্তিমান আল্লাহ ইচ্ছা করিলে অবলীলাক্রমে ইহা করিতে পারেন। কেহ কেহ বলেন যে, বিভিন্ন জাতির অবিশ্বাস, ধর্ম্মদ্রোহীতা ও অধঃপতন এবং সত্য বিশ্বাসী, ধর্ম্মপরায়ণ ও কৃতজ্ঞ জাতির অভ্যুত্থান ও উন্নতির প্রতি লক্ষ্য করিয়াই এই আয়ত অবতীর্ণ হইয়াছে। যেমন বিভিন্ন অবিশ্বাসী ও অত্যাচারী জাতির উপর ইহুদী জাতির প্রতিষ্ঠা; ইহুদী জাতির ধর্ম্মদ্রোহিতা, অকৃতজ্ঞতা ও অধঃপতনের পরে খ্রীষ্টান জাতির অভ্যুদয়; খ্রীষ্টান জাতির ভ্রান্তি ও অবনতির পর ইস্‌লামের মহিমা-দীপ্ত আরব জাতির অভ্যুত্থান এবং আরব জাতির বিলাস ও আত্মকলহ-জনিত পদস্খলনের পরে তুর্কী ও তাতার জাতির শির-উত্তোলন; তুর্কী জাতিও এখন নানারূপ পাপ-বিলাসে পতনোন্মুখ। সুতরাং আবার কোন্ অজ্ঞাত জাতির মস্তকে আল্লার শুভাশীর্ব্বাদ বর্ষিত হইয়া জগতের কোন্ কেন্দ্র হইতে সত্যের বিজয় ডঙ্কা বাজিয়া উঠিবে, তাহা তিনিই বলিতে পারেন। ফলতঃ আল্লাহ চিরদিনই এইরূপে অসত্য এবং অধর্ম্মের উপর সত্য-ধর্ম্মকে জয়যুক্ত করিয়া থাকেন।

সর্ব্বশক্তিমান আল্লাহতা'লা ইচ্ছা করিলে যে অবলীলাক্রমে এক সৃষ্টির পরিবর্ত্তে অন্য সৃষ্টি করিতে এবং এক জাতির উপর অন্য জাতিকে প্রাধান্য দিতে পারেন, এই আয়তে এই ভাবটীই বিশেষরূপে পরিব্যক্ত হইয়াছে। তবে এ-কথাও বলা হইয়াছে যে, আল্লাহতা'লা স্বেচ্ছাচারিতা অথবা খামখেয়ালীর বশে ঐরূপ করেন না। তিনি যখন যে জাতিকে সৃষ্টি অথবা প্রাধান্য দান করেন, তখন তাহাদিগকে ধর্ম্ম-অধর্ম্ম ও পাপ-পুণ্যের পথ নির্দ্দেশ পূর্ব্বক ঐ সকল পথে গমন করিবার জন্য স্বাধীনতা অর্পণ করিয়া থাকেন। অনন্তর ঐ জাতি যতদিন সত্য ও ন্যায়-পথে থাকিয়া জীবন-জাত্রা নির্ব্বাহ করে, ততদিন আল্লার অনুগ্রহে তাহাদের উন্নতি ও কল্যাণ সাধিত হয়। কিন্তু ধন-ঐশ্বর্য্যের গৌরবে যখন তাহারা দাম্ভিক ও ধর্ম্মদ্রোহী হইয়া উঠে—পাপ ও বিলাসিতার মোহে অধর্ম্ম ও অনাচারে নিমজ্জিত হইয়া যখন তাহারা বিপথগামী হয়, তখনই আল্লার কোপে তাহারা অবনত অথবা ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়া থাকে। অবাধ্য ও ধর্ম্মদ্রোহী জেন-জাতির বিনাশ ও ধ্বংসপ্রাপ্তি এবং মানব-জাতির সৃষ্টি ও অভ্যুদয় পৌরাণিক সত্য। অনন্তর মানব জাতির মধ্যেও যাহারা রাজ্য-সম্পদ ও ধন জনের গর্ব্বে আত্মহারা হইয়া ধর্ম্মদ্রোহী এবং বিপথগামী হইয়াছে, আল্লাহতা'লার কোপে তাহারাও অধোগামী অথবা ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়া গিয়াছে। জগতের ইতিহাস ইহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ। ব্যাবিলন, মিসরীয় ও গ্রীক জাতির রাজ্য ঐশ্বর্য্য, ধন-মান ও জ্ঞান-বিজ্ঞান অবলোকন করিয়া কে মনে করিত যে, ইহারা অধঃপতিত অথবা ধ্বংসপ্রাপ্ত হইবে? কে কল্পনা করিতে পারিত যে, অশিক্ষিত নগণ্য আরব-জাতির ক্ষীণ হস্তের তরবারি-প্রহারে প্রবল পরাক্রান্ত রোম ও পারস্য সাম্রাজ্য ভাঙ্গিয়া ধুলায় লুটাইয়া পড়িবে? আবার বাগদাদ, স্পেন, গজনী, দিল্লী ও স্তাম্বুলের বিশাল ইস্‌লামী সাম্রাজ্য-সমূহ চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া অজ্ঞাত-অশ্রুত অসভ্য জাতির পদতলে দলিত হইবে—এ কথাই বা কে মনে করিতে পারিত? ফলতঃ নীতি-ধর্ম্মের অবমাননা করিয়া ধর্ম্মদ্রোহিতা, দর্প দম্ভ ও পাপ-বিলাসিতায় আকণ্ঠ নিমর্জ্জিত হইলে আল্লার কোপে তাহাদের পতন অথবা ধ্বংস অনিবার্য্য; জগতের ইতিহাস ইহার প্রত্যক্ষ এবং জলন্ত সাক্ষী। আলোচ্য আয়তে ঐ সকল কথারই ইঙ্গিত করিয়া মানব-জাতিকে সতর্ক করা হইয়াছে।

১৩৪। যে ইহলোকের প্রতিদান আকাংখা করে, তবে আল্লারই নিকট ইহলোক ও পরলোকের প্রতিদান আছে; এবং আল্লাহ শ্রবণকারী পরিদর্শক।

١٣٤- مَنْ كَانَ يُرِيْدُ ثَوَابَ الدُّنْيَا
فَعِنْدَ اللّٰهِ ثَوَابُ الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ ط
وَكَانَ اللّٰهُ سَمِيْعًا بَصِيْرًا ع

২০শ রুকু—বিশ্বাস ও কপটতার আদর্শ

১৩৫। হে বিশ্বাস-স্থাপনকারিগণ, তোমরা আল্লার উদ্দেশ্যে সাক্ষ্যদানকারী সুবিচার-প্রতিষ্ঠাতা হও—এবং যদিও ইহা তোমাদের নিজের অথবা পিতা-মাতা ও আত্মীয়-স্বজনের প্রতিকূল হয়; যদি সে সম্পদশালী অথবা দরিদ্র হয়, তবে আল্লা-ই তাহাদের জন্য যথেষ্ট; অতএব সুবিচারে স্বীয় প্রবৃত্তির অনুসরণ করিও না; এবং যদি তোমরা নিরব থাক অথবা বিরত হও, তবে তোমরা যাহা

١٣٥- يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُوْنُوْا
قَوّٰمِيْنَ بِالْقِسْطِ شُهَدَآءَ لِلّٰهِ وَلَوْ عَلٰى
اَنْفُسِكُمْ اَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْاَقْرَبِيْنَ ج اِنْ
يَّكُنْ غَنِيًّا اَوْ فَقِيْرًا فَاللّٰهُ اَوْلٰى بِهِمَا قف
فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوٰٓى اَنْ تَعْدِلُوْا ج وَاِنْ
تَلْوٗٓا اَوْ تُعْرِضُوْا فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِمَا

১৩৪। আল্লার প্রতি বিশ্বাস-স্থাপন করিয়া সত্যের প্রতিষ্ঠা ও উন্নতির জন্য যাহারা ইহলৌকিক কল্যাণ ও উন্নতি কামনা করে, আল্লাহতা'লা তাহাদিগকে ইহ-পারলৌকিক মহান পুরস্কার প্রদান করিয়া থাকেন।

এই আয়তে পার্থিব উন্নতিমূলক জন-হিতকর কার্য্য করিবার জন্য মানব-জাতিকে উদ্বোধিত করা হইয়াছে। এবং সেজন্য যদি কেহ পার্থিব উন্নতি, যশ-মান, ধন-সম্পদ ও খ্যাতি-প্রতিপত্তির আকাঙ্খা করে, তাহাও অন্যায় অথবা দোষাবহ হইবে না। বরং আল্লাহতা'লা বলিতেছেন যে, সদুদ্দেশ্য-প্রণোদিত হইয়া পার্থিব উন্নতি ও খ্যাতির জন্য যাহারা ধর্ম্মের উন্নতি, দেশের কল্যাণ ও জাতির হিতকর কার্য্য করিবে, আমি তাহাদিগকে ইহ-পারলৌকিক সম্পদ প্রদান করিয়া কৃতার্থ করিব।

১৩৫। এই আয়তে আল্লাহতা'লা মুসলমানদিগকে আল্লার প্রতি সাক্ষ্যদানকারী ও সুবিচারক হইবার জন্য আদেশ করিতেছেন, "আল্লার উদ্দেশ্যে সাক্ষ্য-দানকারী হওয়ার" অর্থ—বিচার মীমাংসায় আল্লার নির্দ্দেশিত আদেশ-নিষেধ ও বিধি-ব্যবস্থার অনুসরণ করা। "কেস্‌ত" শব্দের অর্থ সুবিচার লিখিত হইল; কিন্তু উহার অর্থ অত্যন্ত ব্যাপক। রাজকীয়, সাংসারিক, সামাজিক ও পারিবারিক প্রভৃতি প্রত্যেক বিষয়ে সুবিচার ও সদাচার অবলম্বনই উহার প্রকৃত লক্ষ্য। ফলতঃ ইস্‌লামী সুবিচারের আদর্শ এরূপ উচ্চ যে, পিতা-মাতা আত্মীয়-স্বজন অথবা নিজের প্রতিকূল হইলেও উহার কোনরূপ ব্যতিক্রম করা সিদ্ধ হইবে না। সুবিচারে ধনী-নির্ধন, স্বধর্ম্মী-বিধর্ম্মী অথবা শত্রু-মিত্র বলিয়া কোনরূপ পক্ষপাত করা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। বিচারকালে প্রবৃত্তির অনুসরণ অথবা প্রকৃত ঘটনা জানিয়া কিংবা বুঝিয়া কোনরূপ অন্যায় উদ্দেশ্যের বশে নীরব নির্লিপ্ত থাকাও অবৈধ বলিয়া ঘোষিত হইয়াছে। বিচারকদিগকে একথা সর্ব্বদাই মনে রাখিতে হইবে যে, আমরা যে উদ্দেশ্যে যাহা করি, সর্ব্বজ্ঞ আল্লাহতা'লা তাহা সমস্তই অবগত আছেন।

করিতেছ তদ্বিষয়ে নিশ্চয় আল্লাহ অভিজ্ঞ।
১৩৬। হে বিশ্বাস-স্থাপনকারিগণ,
তোমরা আল্লাহ ও তদীয় রসুল এবং
তাঁহার রসুলের প্রতি যে গ্রন্থ অবতীর্ণ
হইয়াছে ও ইহার পূর্ব্বে যে গ্রন্থ অবতীর্ণ
হইয়াছিল তৎপ্রতি বিশ্বাস-স্থাপন
কর; এবং যে-কেহ আল্লাহ ও তদীয়
ফেরেশ্‌তা-সমূহ ও তাঁহার রসুলগণ এবং
পরকাল সম্বন্ধে অবিশ্বাস করে, তবে
নিশ্চয় সে সুদূর বিপথে বিভ্রান্ত হইয়াছে।
১৩৭। নিশ্চয় যাহারা বিশ্বাস করিয়া
তৎপর অবিশ্বাসী হয়, পুনরায় বিশ্বাস-
স্থাপন করিয়া আবার অবিশ্বাস করে,
অনন্তর অবিশ্বাসে পরিবর্দ্ধিত হয়,
তবে আল্লাহ কখনই তাহাদিগকে ক্ষমা
করিবেন না এবং তাহাদিগকে
পথ-প্রদর্শন করিবেন না। ১৩৮। কপট-
বিশ্বাসীদিগকে বিজ্ঞাপিত কর যে,
তাহাদের জন্য যন্ত্রণাপ্রদ শাস্তি রহিয়াছে।

تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ○ ١٣٦- يَا أَيُّهَا الَّذِينَ
آمَنُوا آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالْكِتَابِ
الَّذِي نَزَّلَ عَلَىٰ رَسُولِهِ وَالْكِتَابِ
الَّذِي أَنْزَلَ مِنْ قَبْلُ ط وَمَنْ يَكْفُرْ
بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ
وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا ○
١٣٧- إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا
ثُمَّ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ ازْدَادُوا
كُفْرًا لَمْ يَكُنِ اللَّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلَا
لِيَهْدِيَهُمْ سَبِيلًا ○ ١٣٨- بَشِّرِ الْمُنَافِقِينَ
بِأَنَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ○

১৩৬। বিশ্বাসী মুসলমানদিগের পক্ষে আল্লাহ, রসুলগণ, ফেরেশ্‌তা, পরকাল, কোরান শরিফ ও পূর্ব্ববর্ত্তী গ্রন্থ সমূহের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করিতে হইবে। যাহারা ইহার কোন একটী অবিশ্বাস করে, তাহারা ধর্ম্মদ্রোহী ও পথভ্রান্ত।

১৩৭—১৩৮। এই দুইটী আয়তে অবিশ্বাসী এবং কপট-বিশ্বাসীদিগের প্রকৃতি ও পরিণাম বিবৃত হইয়াছে। যে সকল অবিশ্বাসী পুনঃ পুনঃ সত্যধর্ম্ম গ্রহণ এবং পুনঃ পুনঃ ধর্ম্মদ্রোহী হইয়া "অবিশ্বাসে পরিবর্দ্ধিত"—অর্থাৎ অবশেষে অবিশ্বাসে দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত কিংবা অবিশ্বাসী অবস্থায় মৃত্যুমুখে পতিত হইবে, তাহারা আল্লার ক্ষমা ও করুণা হইতে চিরকালের জন্য বঞ্চিত থাকিবে। আর কপট-বিশ্বাসীরা প্রকৃতপক্ষে কোন ধর্ম্মই বিশ্বাস করে না। পার্থিব স্বার্থ সাধনোদ্দেশ্যে উহারা যখন যে দলে যায়, তখন তাহাদেরই মনস্তুষ্টি সাধন করে এবং সুযোগ পাইলে সকলেরই অনিষ্ট চেষ্টা করিয়া থাকে। এই দুষ্প্রবৃত্তির জন্য কপট-বিশ্বাসীদিগকে নরকের কঠোর যন্ত্রণাপ্রদ শাস্তিভোগ করিতে হইবে।

"আল্লাহ তাহাদিগকে পথ-প্রদর্শন করিবেন না"—বাক্যের তাৎপর্য্য এই যে, পুনঃ পুনঃ অবিশ্বাসে প্রত্যাবর্ত্তিত হওয়ায় অবিশ্বাসীদের হৃদয় এরূপ গাঢ় অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইয়া যায় যে, উহারা আর কিছুতেই সত্যের আলোক অবলোকন করিতে সমর্থ হইবে না।

১৩৯। যাহারা বিশ্বাসিগণকে পরিত্যাগ করিয়া অবিশ্বাসীদিগকে বন্ধু রূপে গ্রহণ করে, তাহারা কি উহাদের নিকট সম্মান অনুসন্ধান করে? কিন্তু যাবতীয় সম্মানই আল্লার। ১৪০। এবং নিশ্চয় তিনি তোমাদের প্রতি গ্রন্থ-মধ্যে অবতারণ করিয়াছেন যে, যখন তোমরা আল্লার নির্দ্দে-সমূহের প্রতি অবিশ্বাস করিতে এবং উহার প্রতি উপহাস করিতে শ্রবণ কর, তখন তাহাদের সহিত উপবেশন করিও না—যে পর্য্যন্ত না তাহারা অন্য কথার আলোচনা করে;

١٣٩- الَّذِينَ يَتَّخِذُونَ الْكٰفِرِينَ
أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ ۚ أَيَبْتَغُونَ
عِنْدَهُمُ الْعِزَّةَ فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلّٰهِ جَمِيعًا ۝
١٤٠- وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتٰبِ
أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ اٰيٰتِ اللّٰهِ يُكْفَرُ بِهَا
وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتّٰى
يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ ۖ إِنَّكُمْ

১৩৯। বিধর্ম্মীদিগের ধন-সম্পত্তি ও প্রভাব-প্রতিপত্তি দর্শনে যে সকল মুসলমান স্বধর্ম্মাবলম্বীদিগকে পরিত্যাগ করিয়া ধন-সম্পদ, সম্মান-প্রতিপত্তি অথবা অন্যরূপ স্বার্থ-সাধনের উদ্দেশ্যে অবিশ্বাসী কাফেরদিগের সহিত মিলিত হয় এবং তাহাদিগকে বন্ধুরূপে গ্রহণ পূর্ব্বক তাহাদের মনস্তুষ্টি সাধনের জন্য শরিয়ত পরিবর্ত্তন কিংবা জাতীয় স্বার্থ বর্জ্জনেও কুণ্ঠিত হয় না, তাহারাও কপট-বিশ্বাসীদিগের তুল্য। আল্লাহতা'লা ঘোষণা করিতেছেন যে, ঐ সকল স্বার্থপর ক্ষীণ-বিশ্বাসী কখনই তাহাদের অভিলাষিত সম্পদ প্রাপ্ত হইবে না; বরং সত্যদ্রোহিতার জন্য কপট-বিশ্বাসীদের ন্যায় উহারাও অবিশ্বাসীদের সহিত নরকে একত্রিত হইবে।—তঃ হক্কানী।

১৪০। হেজরতের পূর্ব্বে মক্কার অবিশ্বাসী কোরেশগণ এবং হেজরতের পরে মদিনার সত্যদ্রোহী ইহুদী সম্প্রদায় পবিত্র ইস্‌লামের শরিয়ত অর্থাৎ—ধর্ম্ম-কর্ম্ম, রীতি-নীতি, আচার-ব্যবহার ও জাতীয় অধিকার প্রভৃতি লইয়া নানারূপ উপেক্ষা, উপহাস ও ঠাট্টা-বিদ্রূপ করিত। অনেক ক্ষীণ ও কপট-বিশ্বাসী মুসলমান নানা কার্য্যে এবং নানা উদ্দেশ্যে তাহাদের সহিত মিলিত হইয়া ঐ সকল কথা শুনিত; কখন কখন তাহাদের ঐ সকল কথায় ইচ্ছা ও অনিচ্ছাক্রমে সম্মতি ও সায় দিত এবং কখনও বা অবিশ্বাসীদের সন্তুষ্টি-সাধন ও মন-রক্ষার জন্য শরিয়তের কোন কোন বিধি-নিষেধ পরিবর্ত্তন অথবা পরিবর্জ্জনের প্রস্তাবেও সম্মতি দান করিত। আধুনিক ক্ষীণ-বিশ্বাসী রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ এবং 'কপট-বিশ্বাসী আলেমগণ'ও ঐরূপ করিয়া থাকেন। আল্লাহতা'লা উহাদিগকে নরকের ভীষণ শাস্তির সংবাদ প্রদান করিয়া বলিতেছেন যে, যে পর্য্যন্ত অবিশ্বাসীরা মুসলমানের ধর্ম্ম, সমাজ ও শরিয়ত সম্বন্ধে অন্যায় কটাক্ষ এবং অনধিকার চর্চ্চা পরিত্যাগ না করে, সে পর্য্যন্ত উহাদের সহিত মিলিত হওয়া ত দূরের কথা—উহাদের নিকট উপবেশন অথবা গমন করা পর্য্যন্ত অবৈধ। যাহারা ঐরূপ করিবে—সংসর্গ দোষে তাহারাও অবিশ্বাসীদের তুল্য বিপথগামী হইয়া যাইবে এবং অবিশ্বাসীদের সহিত তাহাদিগকেও একযোগে নরকের ভয়াবহ শাস্তি ভোগ করিতে হইবে।—তঃ হক্কানী।

বর্ত্তমান সময়ে ভারতবর্ষের কোন কোন বিধর্ম্মী সম্প্রদায় মুসলমানের গো-কোরবানীতে বিঘ্ন-উৎপাদন, অপবিত্র ও নিষিদ্ধ গীত-বাদ্যে মসজিদের অবমাননা এবং প্রকাশ্য পৌত্তলিকতা ও বলিদান প্রভৃতির দ্বারা মুসলমানের ধর্ম্ম-বিশ্বাসে আঘাত করিয়া পবিত্র ইসলামের শরিয়ত, স্বাধীনতা ও পবিত্রতার অবমানা করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইয়াছে। ঐ সকল সম্প্রদায়ের কোন কোন সভা-সমিতি স্ব-সম্প্রদায়ের পূর্ণ সমর্থনে পবিত্র ইস্‌লাম বিধ্বংস এবং মুসলমান জাতিকে

اِذًا مِّثْلُهُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ جَامِعُ الْمُنٰفِقِيْنَ
وَالْكٰفِرِيْنَ فِيْ جَهَنَّمَ جَمِيْعًا ۙ
١٤١- نِ الَّذِيْنَ يَتَرَبَّصُوْنَ بِكُمْ
فَاِنْ كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ مِّنَ اللّٰهِ قَالُوْٓا
اَلَمْ نَكُنْ مَّعَكُمْ ۖ وَاِنْ كَانَ
لِلْكٰفِرِيْنَ نَصِيْبٌ ۙ قَالُوْٓا اَلَمْ
نَسْتَحْوِذْ عَلَيْكُمْ وَنَمْنَعْكُمْ مِّنَ
الْمُؤْمِنِيْنَ ۗ فَاللّٰهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ
يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ۗ وَلَنْ يَّجْعَلَ اللّٰهُ
لِلْكٰفِرِيْنَ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ سَبِيْلًا ۙ

অন্যথা তোমরাও তাহাদের সদৃশ হইয়া যাইবে; নিশ্চয় আল্লাহ সেই সমস্ত কপট-বিশ্বাসী ও অবিশ্বাসীদিগকে নরকে একত্রিত করিবেন;
১৪১।—যাহারা তোমাদের সম্বন্ধে প্রতীক্ষা করিতেছে; এবং যদি তোমরা আল্লাহ হইতে জয়লাভ কর তবে তাহারা বলে—আমরা কি তোমাদের সঙ্গে ছিলাম না? এবং যদি উহা অবিশ্বাসীদিগের ভাগ্যে ঘটিত তবে বলিত—আমরা কি তোমাদের নেতৃত্ব করি নাই এবং বিশ্বাসিগণ হইতে তোমাদিগকে রক্ষা করি নাই? অনন্তর আল্লাহ উত্থান-দিবসে তোমাদের মধ্যে বিচার করিবেন; এবং আল্লাহ বিশ্বাসী-গণের উপর অবিশ্বাসীদিগের কোন পথ করেন নাই।

বিপর্য্যস্ত করিবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিতেছে। পবিত্র কোরানের নির্দ্দেশ অনুযায়ী যতক্ষণ পর্য্যন্ত ঐ সকল সম্প্রদায় উপরোক্ত অবৈধ উদ্যম, নীচ ষড়যন্ত্র ও অন্যায় আচরণ হইতে সম্পূর্ণরূপে নিবৃত না হয়, ততক্ষণ পর্য্যন্ত উহাদের সহিত সম্মিলিত হওয়া ত দুরের কথা—উহাদের সহিত একত্রে উপবেশন করা কিংবা উহাদের নিকটবর্ত্তী হওয়াও মুসলমানের পক্ষে নিষিদ্ধ। যাহারা এই নিষেধ অগ্রাহ্য করিবে—আল্লাহতা'লা বলিতেছেন যে, ধর্ম্ম-বিশ্বাসের দুর্ব্বলতা এবং আত্মসম্মান-জ্ঞানের অভাবে সংসর্গ দোষে ক্রমে ক্রমে তাহারাও অবিশ্বাসী কাফের হইয়া যাইবে। আধুনিক ভারতীয় মোসলেম সমাজের প্রতি অভিনিবেশ সহকারে লক্ষ্য করিলে দেখা যায়, আল্লার নির্দ্দেশিত ঐ অপ্রিয় সত্য আজ আমাদের চারিদিকে অতি উজ্জ্বল মুর্ত্তিতে দেদীপ্যমান হইয়া উঠিয়াছে।

১৪১। এই আয়তে কপট-বিশ্বাসীদের আর এক অদ্ভুত প্রকৃতির পরিচয় দেওয়া হইয়াছে; উহা এই যে, কপটেরা সর্ব্বদাই আত্মস্বার্থ সাধনের সুযোগ অনুসন্ধান করিয়া থাকে। যখন বিশ্বাসী মুসলমানদিগের সহিত অবিশ্বাসী কাফেরদিগের কোনরূপ সংঘর্ষ উপস্থিত হয় তখন উহারা নির্লিপ্তভাবে অবস্থান করিয়া কোন্ পক্ষ জয়ী হইবে, তাহার "প্রতীক্ষা" করে। অনন্তর মুসলমানেরা জয়ী হইলে বলে যে, আমরা ত তোমাদেরই সঙ্গী ছিলাম; সুতরাং এ জয়-গৌরবে আমাদেরও অংশ আছে। আবার যখন কাফেরেরা কোন বিষয় লাভবান হয়, তখন উহারা বলে যে, আমরা তোমাদের সাহায্য কল্পে মুসলমানদিগকে নানারূপে প্রতিরোধ এবং ক্ষতিগ্রস্ত করিয়াছি বলিয়া তোমরা এই সুফল লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছ; অতএব তোমাদের লব্ধ বিষয়ে আমরাও অংশীদার আছি আল্লাহতা'লা বলিতেছেন যে, উত্থান দিবসে উহারা এই কপটতার সমুচিত প্রতিফল পাইবে এবং বিশ্বাসিগণের উপর অবিশ্বাসীরা কখনই জয়যুক্ত হইবে না।

২১শ রুকু—কপট-বিশ্বাসীর শেষ পরিণাম

১৪২। নিশ্চয় কপট-বিশ্বাসীরা আল্লার সহিত প্রতারণা করে এবং তিনিও তাহাদিগকে ঐ প্রতারণা-প্রত্যর্পণ করিতেছেন ; এবং যখন তাহারা নামাজের জন্য দণ্ডায়মান হয়, তখন লোকদিগকে দেখাইবার জন্য শিথিলচিত্তে দণ্ডায়মান হইয়া থাকে এবং আল্লাহকে অত্যল্প ব্যতীত স্মরণ করে না। ১৪৩। যাহারা ইহার মধ্যে সন্দেহ-দোলায় দোদুল্যমান রহিয়াছে—তাহারা এদিকেও নহে এবং ওদিকেও নহে ; এবং আল্লাহ যাহাকে পথভ্রান্ত করিয়াছেন, বস্তুতঃ তুমি তাহার জন্য কোনই পথ পাইবে না। ১৪৪। হে বিশ্বাস-স্থাপন কারিগণ, তোমরা বিশ্বাসিগণকে পরিত্যাগ করিয়া অবিশ্বাসীদিগকে বন্ধু রূপে

١٤٢- إِنَّ الْمُنٰفِقِيْنَ يُخٰدِعُوْنَ اللّٰهَ
وَهُوَ خَادِعُهُمْ ج وَإِذَا قَامُوْٓا إِلَى
الصَّلٰوةِ قَامُوْا كُسَالٰى لا يُرَآءُوْنَ
النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُوْنَ اللّٰهَ إِلَّا قَلِيْلًا ق
١٤٣- مُذَبْذَبِيْنَ بَيْنَ ذٰلِكَ ق
لَآ إِلٰى هٰٓؤُلَآءِ وَلَآ إِلٰى هٰٓؤُلَآءِ ط
وَمَنْ يُّضْلِلِ اللّٰهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهٗ سَبِيْلًا ۝
١٤٤- يٰٓأَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَتَّخِذُوا
الْكٰفِرِيْنَ أَوْلِيَآءَ مِنْ دُوْنِ الْمُؤْمِنِيْنَ ط

১৪২। কপট-বিশ্বাসীরা আল্লাহতা'লাকে প্রতারণা করিবার উদ্দেশ্যে প্রকাশ্যভাবে সত্যধর্ম্ম গ্রহণ করে এবং নিতান্ত অনিচ্ছার সহিত শুধু লোকদিগকে দেখাইবার জন্য নামাজ রোজা প্রভৃতি ধর্ম্ম-কর্ম্ম পালন করিয়া থাকে। তাহাদের অন্তরে আল্লাহতা'লার প্রতি কোনরূপ ভয়-ভক্তি বিশ্বাস এবং ধর্ম্মের প্রতি কোনই আন্তরিকতা বা অনুরাগ নাই। আল্লাহতা'লা বলিতেছেন যে, উহারা আমাকে প্রতারিত করিতে পারিবে না ; বরং নিজেদের অবিশ্বাস ও কপটতার জন্য নিজেরাই প্রতারিত হইয়া অবশেষে ধ্বংসপ্রাপ্ত হইবে।

১৪৩। কপট-বিশ্বাসীদিগের চিত্ত সর্ব্বদাই সন্দেহ দোলায় দোদুল্যমান। উহারা রজকের গর্দ্দভ স্বরূপ ঘরেরও নহে এবং ঘাটেরও নহে—অর্থাৎ প্রকৃতিগত অবিশ্বাস হেতু উহারা মুসলমান অথবা কাফের—ইহার কোন দলেই আন্তরিকতার সহিত যোগদান করে না। এইরূপ অবিশ্বাস ও কপটতার জন্য আল্লাহতা'লা উহাদিগকে অভিসম্পাত ও পথভ্রান্ত করিয়াছেন। আর আল্লাহ যাহাদের প্রতি বিরূপ, তাহারা কখনই সুপথ পাইবে না।

১৪৪। **অবিশ্বাসীর সহিত বন্ধুত্ব-স্থাপনের নিষেধাজ্ঞা**—এই আয়ত মুসলমানের পক্ষে কাফেরদিগের সহিত বন্ধুত্ব-স্থাপনের প্রতিকূলে অন্যতম কঠোর নিষেধাজ্ঞা। ইতিপূর্ব্বেও এ সম্বন্ধে একাধিক স্পষ্টতর আয়ত অবতীর্ণ হইয়াছে। আয়তের শেষে মুসলমানদিগকে ঐরূপ দুষ্কার্য্যের জন্য "আল্লার প্রকাশ্য প্রভুত্ব"—অর্থাৎ সুস্পষ্ট শাসন ও শাস্তির ভয় প্রদর্শন করা হইয়াছে।—কোঃ ৩—২৭ এবং ৪—৪০ দ্রষ্টব্য।

আল্লাহতা'লা বলিতেছেন যে, যদি তোমরা আমার আদেশ-নিষেধ অগ্রাহ্য করিয়া স্বধর্ম্মাবলম্বী মুসলমানদিগকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক অবিশ্বাসী কাফেরদিগের সহিত বন্ধুত্ব-বন্ধনে আবদ্ধ হও, তবে

اَتُرِيْدُوْنَ اَنْ تَجْعَلُوْا لِلّٰهِ عَلَيْكُمْ
سُلْطٰنًا مُّبِيْنًا ○ ١٤٥- اِنَّ الْمُنٰفِقِيْنَ
فِى الدَّرْكِ الْاَسْفَلِ مِنَ النَّارِ ۚ
وَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ نَصِيْرًا ۙ ١٤٦- اِلَّا
الَّذِيْنَ تَابُوْا وَاَصْلَحُوْا وَاعْتَصَمُوْا
بِاللّٰهِ وَاَخْلَصُوْا دِيْنَهُمْ لِلّٰهِ فَاُولٰٓئِكَ
مَعَ الْمُؤْمِنِيْنَ ۭ وَسَوْفَ يُؤْتِ اللّٰهُ
الْمُؤْمِنِيْنَ اَجْرًا عَظِيْمًا ○
١٤٧- مَا يَفْعَلُ اللّٰهُ بِعَذَابِكُمْ اِنْ شَكَرْتُمْ
وَاٰمَنْتُمْ ۭ وَكَانَ اللّٰهُ شَاكِرًا عَلِيْمًا ○

গ্রহণ করিও না; তোমরা কি তোমাদের উপর আল্লার প্রকাশ্য প্রভুত্ব চাহিতেছ?
১৪৫। নিশ্চয় কপট-বিশ্বাসীরা নরকাগ্নির নিম্নতম স্তরে অবস্থিত এবং তুমি কখনই তাহাদের জন্য সাহায্যকারী পাইবে না;
১৪৬। কিন্তু যাহারা ক্ষমা-প্রার্থনা করে ও সংশোধিত হয় এবং আল্লাহকে সুদৃঢ়ভাবে ধারণ করে ও আল্লার ধর্ম্মে বিশুদ্ধ হয়, ফলতঃ তাহারাই বিশ্বাসিগণের সঙ্গী; এবং অচিরে আল্লাহ বিশ্বাসীদিগকে প্রচুর প্রতিদান প্রদান করিবেন।
১৪৭। আল্লাহ তোমাদিগকে শাস্তি-দান করিবেন না, যদি তোমরা কৃতজ্ঞ হও ও তোমরা বিশ্বাস-স্থাপন কর এবং আল্লাহ গুণগ্রাহী মহাজ্ঞানী।

নিশ্চয় আমি তোমাদিগকে তজ্জন্য প্রকাশ্যভাবে শাস্তিদান করিব। বর্ত্তমান জগতেও মুসলমানেরা কি সে প্রকাশ্য শাস্তিই ভোগ করিতেছে না?

১৪৫—১৪৬। পরম করুণাময় আল্লাহতা'লা বলিতেছেন যে, কপট-বিশ্বাসীরা অবশ্যই নরকের হেয়তম ও ভয়াবহ শাস্তি ভোগ করিতে বাধ্য হইবে। কিন্তু যদি তাহারা মৃত্যুর পূর্ব্বে ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া আমার প্রতি নির্ভর ও আত্মসমর্পণ পূর্ব্বক সংশোধিত হয় এবং বিশুদ্ধভাবে সত্যধর্ম্ম ইস্‌লামের অনুসরণ করে, তবে অচিরেই আমি তাহাদিগকে বিশ্বাসীগণের সহিত স্বর্গোদ্যানের অফুরন্ত সুখ-সম্পদ ও পুরস্কার প্রদান করিব। আলোচ্য আয়ত-দ্বয়ে মানব-জাতির প্রতি আল্লাহতা'লার প্রেম ও করুণার অমিয় উৎস উচ্ছ্বসিত হইয়াছে।

যে সকল অবিশ্বাসী এবং কপট-বিশ্বাসী মুসলমান অবিশ্বাস ও পাপে স্ব স্ব জীবন ও দেহ ভারাক্রান্ত করিয়া তুলিয়াছে, সময় থাকিতে—অর্থাৎ মৃত্যুর পূর্ব্বে তাহাদের পক্ষে আল্লার নিকট ক্ষমা প্রর্থনা করিয়া সুপবিত্র সত্যধর্ম্ম ইস্‌লামের অনুসরণকারী হওয়া একান্ত কর্ত্তব্য; কারণ আল্লাহতা'লা স্বীয় অসীম করুণা ও অনন্ত পুরস্কারের স্বর্গীয় উপহার সহ প্রত্যেক পাপী-তাপী ও পথভ্রান্ত নর-নারীকে সস্নেহে আহ্বান করিতেছেন। করুণাময় প্রভু যে মানব জাতির প্রতি কিরূপ অনুপম স্নেহশীল, এই সমস্ত আয়ত তাহার সমুজ্জ্বল প্রমাণ।

১৪৭। এই পবিত্র আয়তের মর্ম্মে আল্লাহতা'লার স্নেহ, করুণা ও সুবিচারের আদর্শ অতি উজ্জ্বলরূপে ফুটিয়া উঠিয়াছে। সর্ব্বপ্রদাতা করুণাময় আল্লাহতা'লা বলিতেছেন যে, তিনি মানবদিগকে অকারণে কখনই শাস্তি প্রদান করিবেন না। বরং যাহারা আল্লার অবতারিত সত্য-ধর্ম্মের প্রতি বিশ্বাসী হইয়া তদীয় অনন্ত করুণা ও দানের জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিবে, মহান্ গুণগ্রাহী আল্লাহতা'লা অবশ্যই তাহাদিগকে উপযুক্ত এবং প্রচুর পুরস্কার প্রদান করিবেন। অতএব আল্লার অনুগ্রহ ও পুরস্কার লাভ করিয়া ধন্য হইবার আশায় তৎপ্রবর্ত্তিত সত্য-ধর্ম্মের প্রতি বিশ্বাসী হওয়া এবং তদীয় দান ও দয়ার জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা প্রত্যেক মানবের অবশ্য কর্ত্তব্য।

৬ষ্ঠ পারা—লা-ইউহেব্বোল্লাহ

১৪৮। আল্লাহ—কাহারও অত্যাচারিত
হওয়া ব্যতীত অপ্রিয় বাক্য প্রকাশ করা
ভালবাসেন না; এবং আল্লাহ শ্রবণকারী
মহাজ্ঞানী। ১৪৯। যদি তোমরা সৎকার্য্য
প্রকাশ কর অথবা গোপন কর কিংবা
অসদ্বিষয় ক্ষমা কর, তবে নিশ্চয়
আল্লাহ ক্ষমাদানকারী সর্ব্বশক্তিমান।
১৫০। নিশ্চয় যাহারা আল্লাহ ও তদীয়
রসুলগণের প্রতি অবিশ্বাস করে এবং
আল্লাহ ও তাঁহার রসুলগণের মধ্যে পার্থক্য
করিতে ইচ্ছা—করে এবং বলে যে, আমরা
কতিপয়কে বিশ্বাস করি ও কতিপয়কে
অবিশ্বাস করি; এবং তাহারা ইহার
মধ্যবর্ত্তী-পথ অবলম্বন করিতে ইচ্ছা করে;
১৫১। উহারাই প্রকৃতপক্ষে অবিশ্বাসী;

١٤٨- لَا يُحِبُّ اللّٰهُ الْجَهْرَ بِالسُّوْٓءِ
مِنَ الْقَوْلِ اِلَّا مَنْ ظُلِمَ ؕ وَكَانَ اللّٰهُ
سَمِيْعًا عَلِيْمًا ○ ١٤٩- اِنْ تُبْدُوْا
خَيْرًا اَوْ تُخْفُوْهُ اَوْ تَعْفُوْا عَنْ سُوْٓءٍ
فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَفُوًّا قَدِيْرًا ○
١٥٠- اِنَّ الَّذِيْنَ يَكْفُرُوْنَ بِاللّٰهِ
وَرُسُلِهٖ وَيُرِيْدُوْنَ اَنْ يُّفَرِّقُوْا
بَيْنَ اللّٰهِ وَرُسُلِهٖ وَيَقُوْلُوْنَ نُؤْمِنُ
بِبَعْضٍ وَّنَكْفُرُ بِبَعْضٍ ۙ وَّيُرِيْدُوْنَ
اَنْ يَّتَّخِذُوْا بَيْنَ ذٰلِكَ سَبِيْلًا ۙ
١٥١- اُولٰٓئِكَ هُمُ الْكٰفِرُوْنَ حَقًّا ۚ

১৪৮। আল্লাহতা'লা এই আয়তে কাহাকে দুর্ব্বাক্য বলা কিংবা অকারণে কাহারও দোষ ক্রটী প্রকাশ অথবা নিন্দা-দুর্নাম প্রচার করা হইতে লোকদিগকে নিরস্ত হইবার জন্য আদেশ করিতেছেন। তবে কেহ যদি কাহারও উপর অত্যাচার কিংবা অবিচার করে, তবে অত্যাচারিত ব্যক্তি সেই অত্যাচার-কাহিনী প্রকাশ করিয়া বলিতে পারে, ইহাতে কোনই দোষ নাই। অন্যায়-ভাবে লোকের দোষ-ক্রটী প্রকাশ এবং অকারণে কাহারও নিন্দা-দুর্নাম প্রচার করা আল্লাহতা'লার অপ্রিয় অমনোনীত কার্য্য।

১৪৯। এই আয়তে অন্যায় অত্যাচারে ধৈর্য্যাবলম্বন ও ক্ষমা-দান এবং প্রকাশ্য ও গুপ্ত সৎকার্য্যের প্রসঙ্গ বর্ণিত হইয়াছে। অত্যাচারিত ব্যক্তি যদি অত্যাচারীর অন্যায়াচরণ ক্ষমা করে, তবে আল্লাহ তাহাকে ক্ষমা করিয়া উহার পুরস্কার প্রদান করিবেন। কেহ কোন সৎকার্য্য প্রকাশ্যেই করুক অথবা গোপনে করুক, আল্লাহতা'লা উভয় প্রকার সৎকার্য্যের জন্যই লোকদিগকে পুরস্কৃত করিয়া থাকেন।

১৫০—১৫১। এই আয়ত-দ্বয়ে ইহুদী ও খ্রীষ্টান জাতির অবিশ্বাস ও দুষ্প্রবৃত্তির বিষয় বর্ণিত হইয়াছে। ইহুদীরা এসরাইল-বংশীয় পূর্ব্ববর্ত্তী নবীগণকে মান্য করে; কিন্তু হজরত ঈসা ও হজরত মোহাম্মদ মোস্তফা (সঃ) কে অগ্রাহ্য ও প্রত্যাখ্যান করিয়া থাকে; পক্ষান্তরে খ্রীষ্টানেরা কেবলমাত্র হজরত ঈসাকে স্বীকার ও অতিরিক্ত সম্মান করিয়া জগতের অন্যান্য সমস্ত নবীকেই পাপী

وَاَعْتَدْنَا لِلْكٰفِرِيْنَ عَذَابًا مُّهِيْنًا ○
١٥٢- وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِاللّٰهِ وَرُسُلِهٖ
وَلَمْ يُفَرِّقُوْا بَيْنَ اَحَدٍ مِّنْهُمْ اُولٰٓئِكَ
سَوْفَ يُؤْتِيْهِمْ اُجُوْرَهُمْ ط وَكَانَ اللّٰهُ
غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ○

এবং আমি অবিশ্বাসীদের জন্য অবমাননাকর শাস্তি প্রস্তুত করিয়াছি। ১৫২। এবং যাহারা আল্লাহ ও তদীয় রসুলগণের প্রতি বিশ্বাস-স্থাপন করে এবং তাহাদের মধ্যে কোন পার্থক্য করে না—আল্লাহ তাহাদিগকেই তাহাদের প্রতিদান প্রদান করিবেন; এবং আল্লাহ ক্ষমাশীল করুণাময়।

২২শ রুকু—ইহুদীগণের অবাধ্যতা

١٥٣- يَسْـَٔلُكَ اَهْلُ الْكِتٰبِ اَنْ
تُنَزِّلَ عَلَيْهِمْ كِتٰبًا مِّنَ السَّمَآءِ فَقَدْ
سَاَلُوْا مُوْسٰٓى اَكْبَرَ مِنْ ذٰلِكَ فَقَالُوْٓا
اَرِنَا اللّٰهَ جَهْرَةً فَاَخَذَتْهُمُ الصّٰعِقَةُ

১৫৩। গ্রন্থানুগামিগণ তোমাকে জিজ্ঞাসা করিতেছে যে, তুমি তাহাদের প্রতি আকাশ হইতে কোন গ্রন্থ অবতারণ কর—পরন্তু উহারা মুসাকে ইহা অপেক্ষাও বৃহত্তর প্রশ্ন করিয়াছিল, বরং তাহারা বলিয়াছিল যে, আল্লাহকে প্রকাশ্যভাবে প্রদর্শন কর; অনন্তর

বলিয়া তাঁহাদের নিন্দা-দুর্নাম প্রচার করিয়া বেড়ায়। তাই আল্লাহতা'লা বলিতেছেন যে, প্রকৃতপক্ষে উহারা সকলেই অবিশ্বাসী ও ধর্ম্মদ্রোহী। বিশ্বাসী ধর্ম্মপরায়ণ লোকেরা কখনই আল্লার প্রেরিত রসুলগণের মধ্যে পার্থক্য স্থাপন করিয়া একের সম্মান ও অপরের অসম্মান কিংবা কোন নবীর প্রশংসা ও কোন নবীর দুর্নাম প্রচার করিতে পারে না। যাহারা ঐরূপ দুষ্কার্য্য করিবে, তাহাদিগকে আল্লার কোপে পতিত হইয়া নরকের ভীষণ অবমাননাকর শাস্তি ভোগ করিতে হইবে।—কোঃ ২—১৩৬ এবং ৩—৮৪।

১৫২। এই আয়তে হজরত রসুলোল্লার অনুগামী বিশ্বাসী মুসলমানদিগের প্রতি লক্ষ্য করা হইয়াছে। মুসলমানেরা যদিও নবীকুল রবি হজরত মোহাম্মদ মোস্তফার (সঃ) অনুগামী, তথাপি তাঁহারা হজরত ঈসা, হজরত মূসা ও হজরত এবরাহিম প্রভৃতি সমস্ত নবী ও রসুলকেই আল্লার করুণাপ্রাপ্ত নিষ্পাপ মহাপুরুষ জ্ঞানে অন্তরের সহিত ভক্তি-সম্মান করিয়া থাকেন। আল্লাহতা'লা বলিতেছেন যে, ইহাই প্রকৃত বিশ্বাসীর উপযুক্ত আচরণ এবং ইহাদিগকেই আমি অনুপম স্বর্গীয় সম্পদে পুরস্কৃত করিব।

১৫৩। হজরত রসুলোল্লাহ (সঃ) আল্লার পক্ষ হইতে হজরত জিবরিল কর্ত্তৃক প্রত্যাদেশ প্রাপ্ত হইতেন। হজরত রসুলোল্লাহ ব্যতীত আর কেহই ঐ প্রত্যাদেশ শ্রবণ কিংবা হজরত জিবরিলকে দর্শন করিতে পারিতেন না। হজরত যে সকল প্রত্যাদেশ প্রাপ্ত হইতেন, তাহা তিনি স্বয়ং কণ্ঠস্থ করিয়া পরে স্বীয় সহচরগণকে লিখাইয়া দিতেন; অনেকে না লিখিয়া উহা সযত্নে কণ্ঠস্থ করিয়া লইতেন। পক্ষান্তরে মদিনার ইহুদীদের ধারণা ছিল যে, হজরত মুসা আল্লার নিকট হইতে লিখিত গ্রন্থ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তাই তাহারা হজরতের নিকট আসিয়া বলিয়াছিল যে, আপনি যদি সত্য-নবী হন, তবে আল্লার নিকট হইতে কোন লিখিত গ্রন্থ অবতারণ করুন; তাহা হইলেই আমরা আপনার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করিব। অবিশ্বাসী ইহুদীদিগের উপরোক্ত কথার উত্তরেই এই আয়ত অবতীর্ণ হয়।

তাহাদের অবাধ্যতার জন্য বিদ্যুৎ তাহাদিগকে আক্রমণ করিয়াছিল; তৎপর তাহাদের নিকট নিদর্শনাবলী আসিবার পর তাহারা গো-বৎস গ্রহণ করিয়াছিল—কিন্তু ইহাও আমি ক্ষমা করিয়াছিলাম; এবং মুসাকে প্রকাশ্য প্রভাব প্রদান করিয়াছিলাম। ১৫৪। এবং আমি তাহাদের প্রতিশ্রুতির জন্য তাহাদের উপর তুর-পর্ব্বত সমুচ্চ করিয়াছিলাম এবং তাহাদিগকে বলিয়াছিলাম যে, "সেজদা" করিতে করিতে দ্বারে প্রবেশ কর এবং তাহাদিগকে আরও বলিয়াছিলাম যে, 'সাব্বাতের' সীমাতিক্রম করিও না এবং তাহাদের নিকট কঠোর প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করিয়াছিলাম। ১৫৫। কিন্তু তাহাদের প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ এবং আল্লার নিদর্শনাবলীর প্রতি তাহাদের অবিশ্বাস ও তাহাদের অন্যায়ভাবে নবিগণ-হত্যা এবং তাহাদের স্ব স্ব অন্তর সমূহ আবৃত বলার

بِظُلْمِهِمْ ۚ ثُمَّ اتَّخَذُوا الْعِجْلَ
مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنٰتُ فَعَفَوْنَا
عَنْ ذٰلِكَ ۚ وَاٰتَيْنَا مُوسٰى سُلْطٰنًا
مُّبِيْنًا ○ ١٥٤- وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ
الطُّوْرَ بِمِيْثَاقِهِمْ وَقُلْنَا لَهُمُ ادْخُلُوا
الْبَابَ سُجَّدًا وَّقُلْنَا لَهُمْ لَا تَعْدُوْا
فِي السَّبْتِ وَاَخَذْنَا مِنْهُمْ مِّيْثَاقًا
غَلِيْظًا ○ ١٥٥- فَبِمَا نَقْضِهِمْ
مِّيْثَاقَهُمْ وَكُفْرِهِمْ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ وَقَتْلِهِمُ
الْاَنْۢبِيَآءَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَّقَوْلِهِمْ قُلُوْبُنَا

আল্লাহতা'লা হজরত রসুলোল্লাকে বলিয়া দিলেন যে, ঐ অবিশ্বাসীরা তোমার নিকট যেরূপ নিদর্শন চাহিতেছে, হজরত মুসার নিকট তদপেক্ষাও গুরুতর নিদর্শন, এমনকি আল্লাহকে প্রত্যক্ষ দর্শন করিবার জন্য প্রার্থনা করিয়াছিল! তৎপর উহারা হজরত মুসার বহু পরাক্রমপূর্ণ অলৌকিক নিদর্শন প্রত্যক্ষ অবলোকন করিয়াও তৎপ্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে নাই। বরং পুনঃ পুনঃ অবাধ্যতা এবং শাস্তিভোগের পরেও উহারা গোবৎস-মূর্ত্তির পূজা করিয়াছিল। অতএব স্বর্গ হইতে কোন গ্রন্থ অবতীর্ণ হইলেও ঐ অবিশ্বাসীরা বিশ্বাস স্থাপন করিবে না; বরং তখন পুনরায় নূতন নূতন নিদর্শন প্রার্থনা করিতে থাকিবে। সুতরাং অবিশ্বাসীদিগকে অলৌকিক নিদর্শন প্রদর্শন করিয়া কোনই ফল নাই এবং আল্লাহ কাহারও কল্পনা অথবা কূট-নীতি অনুযায়ী নিদর্শন প্রদর্শন করেন না। ইহুদীদিগের ধৃষ্টতামূলক অসম্ভব নিদর্শন-প্রার্থনার পরিণাম এবং গোবৎস পূজার প্রসঙ্গ সুরা বকরে বর্ণিত হইয়াছে।—কোঃ ২—৫১ ও ৫৫।

হজরত মুসা আল্লাহতা'লার নিকট হইতে লিখিত গ্রন্থ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন—ইহুদীদিগের এই ধারণা সম্পূর্ণ অমূলক। তিনি তুর পর্ব্বতে আল্লার প্রত্যক্ষ-বাণী শুনিয়াছিলেন এবং স্বীয় সম্প্রদায়ের জন্য আল্লার দশটী আদেশ লিখিত এক 'তক্তি' আনয়ন করিয়াছিলেন।—তঃ হক্কানী।

১৫৪। এই আয়তে ইহুদী জাতির অবাধ্যতা, প্রতিশ্রুতি ও ঐশী-বিধি লঙ্ঘনের প্রতি ইঙ্গিত করা হইয়াছে। ইহার বিস্তৃত বিবরণ সুরা বকর ও সুরা এরাফে বর্ণিত হইয়াছে। কোঃ ২—৫৮, ৬৩, ৬৫ দ্রষ্টব্য।

১৫৫। ইহুদী জাতির অবিশ্বাস, নবী-হত্যা ও প্রতিশ্রুতি-ভঙ্গ এবং তজ্জনিত শাস্তির প্রসঙ্গই এই আয়তের লক্ষ্য। ইহার তফসীর ও সুরা বকরে বর্ণিত হইয়াছে।—কোঃ ২—৭, ৬১, ৮৮।

386

غُلْفٌ ۚ بَلْ طَبَعَ اللّٰهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ
فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا ۖ
١٥٦- وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلٰى مَرْيَمَ
بُهْتَانًا عَظِيمًا ۵ ١٥٧- وَقَوْلِهِمْ إِنَّا
قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ
رَسُولَ اللّٰهِ ۚ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ

জন্য; হাঁ!—তাহাদের অবিশ্বাস হেতু আল্লাহ উহার উপর মোহরাঙ্কিত করিয়াছেন, তন্নিমিত্ত তাহারা অল্পসংখ্যক ব্যতীত বিশ্বাস করে না; ১৫৬।—এবং তাহাদের অবিশ্বাস ও মরিয়মের প্রতি তাহাদের ভয়ানক অপবাদের জন্য; ১৫৭।—এবং আল্লার প্রেরিত মরিয়ম-নন্দন ঈসাকে আমরা হত্যা করিয়াছি বলার জন্য; এবং তাহারা তাহাকে হত্যা করে নাই ও তাহাকে ক্রুশ-বিদ্ধ করে

১৫৬। **বোহ্‌তান-আজিম—**ভয়ানক অপবাদ, ভীষণ মিথ্যা-দোষারোপ। কোন সতী-সাধ্বী রমণীর প্রতি ব্যভিচারিতার অযথা অপবাদ প্রদান করা আল্লার নিকট অতি ভয়ানক অপরাধ। তাই ইহুদীরা হজরত ঈসার জননী—মরিয়মের প্রতি ব্যভিচারের যে মিথ্যা দোষারোপ করিয়াছিল, সে অযথা অপবাদকে 'বোহ্‌তান আজিম'—অর্থাৎ ভয়ানক মিথ্যাপবাদ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। এমাম রাজিও বলেন যে, এই আয়তে মরিয়মের প্রতি ব্যভিচারিতার মিথ্যাপবাদ প্রদান সম্বন্ধে উল্লেখ করা হইয়াছে।—তঃ কবির।

সত্যবিশ্বাসী মুসলমান ও খ্রীষ্টানগণের সমবেত সিদ্ধান্ত এই যে, হজরত ঈসার জননী মরিয়ম আল্লার অলৌকিক করুণা প্রভাবে গর্ভবতী হইয়া সন্তান প্রসব করিয়াছিলেন। কিন্তু অবিশ্বাসী ইহুদী এবং আধুনিক কাদিয়ানী ও নেচারী সম্প্রদায় তাহা বিশ্বাস করে না। ইহুদীরা বলে যে, মরিয়ম ব্যভিচারিণী এবং তৎপুত্র যীশু জারজ ছিলেন (কবির—হক্কানী)! ইহুদীদের কোন কোন সম্প্রদায় এরূপও প্রচার করিত যে, তিনি প্যান্থার নামক জনৈক ইহুদীর সহিত ব্যভিচারিতায় লিপ্ত হইয়াছিলেন (জুইস যীশু জীবনী—মঃ আঃ)!! কোন কোন নরাধম বলে যে, হজরত জেকরিয়া কর্ত্তৃকই তদীয় পবিত্রতা বিনষ্ট হইয়াছিল (হক্কানী)!!! আবার কোন কোন ইহুদীর ধারণা এই যে, হজরত ঈসা যোশেফ নাজারের ঔরসে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। আধুনিক কাদিয়ানী ও নেচারী মুসলমান এবং জড়বাদী ও অবিশ্বাসী খ্রীষ্টান সম্প্রদায় এই মত পরিগ্রহণ করিয়া থাকে।—তঃ হক্কানী।

কিন্তু আমাদের অভিমত এই যে, হজরত মরিয়মের প্রতি যে সকল দোষারোপ করা হইয়া থাকে, তাহা সমস্তই বিদ্বেষ-মূলক ও কল্পিত মিথ্যাপবাদ। কারণ আল্লাহতা'লা পবিত্র কোরানে স্বয়ং ঐ সকল মিথ্যাপবাদের তীব্র প্রতিবাদ করিয়াছেন। রমণীকুল-গৌরব সতী-শিরোমণি মরিয়ম যে অপাপবিদ্ধা ও পূর্ণ-পবিত্রা ছিলেন, তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই। কারণ কোন অপবিত্রা নারীর পক্ষে একজন জগন্মান্য নবীর জননী বা জায়ার গৌরবময় আসনে অধিষ্ঠিত হওয়া সম্পূর্ণ অসম্ভব।

১৫৭। এই আয়তে হজরত ঈসার ক্রুশ-হত্যা সম্বন্ধীয় ভ্রান্ত ধারণার প্রতিবাদ করা হইয়াছে। হজরত ঈসার জন্ম, জীবন ও স্বর্গারোহণ সম্বন্ধে মানব সমাজে যেরূপ বিস্ময়কর মতভেদ পরিলক্ষিত হয়, জগতে আর কোন নবীর সম্বন্ধেই সেরূপ পরিদৃষ্ট হয় না। হজরত ঈসার জন্ম সম্বন্ধে ইহুদী জাতি যে সকল ভয়ানক অপবাদ প্রদান করিয়া থাকে, পবিত্র কোরানে আল্লাহতা'লা স্বয়ং তাহার তীব্র প্রতিবাদ করিয়াছেন। অবশ্য সামান্য পার্থক্য থাকিলেও পবিত্র কোরান ও ইঞ্জিল (বাইবেল—নূতন নিয়ম) ঐ সম্বন্ধে প্রায় একই মত ঘোষণা করিয়াছে। সুতরাং ধর্ম্মদ্রোহী ইহুদীরা যাহাই বলুক না কেন, খ্রীষ্টান ও মুসলমানেরা হজরত ঈসার অলৌকিক জন্ম সম্বন্ধে এক মতাবলম্বী (সুরা আল্-এমরান—৫ম রুকু দ্রষ্টব্য)। কিন্তু হজরত ঈসার জীবনী ও শিক্ষা সম্বন্ধে ইহুদীদের সহিত খ্রীষ্টানদিগের এবং খ্রীষ্টানদিগের সহিত মুসলমানগণের আদৌ মত-সামঞ্জস্য

নাই, বরং তাহাদিগকেই সংশয়াবিষ্ট করা
হইয়াছিল ; এবং নিশ্চয় তাহারা উহাতে
মত-বিরোধ করিয়াছিল, প্রত্যুত তাহারাই
তদ্বিষয়ে সন্দেহাচ্ছন্ন ছিল ; কল্পনার অনু-
সরণ ব্যতীত এ-বিষয়ে তাহাদের কোন

وَلٰكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ ۗ وَاِنَّ الَّذِيْنَ
اخْتَلَفُوْا فِيْهِ لَفِيْ شَكٍّ مِّنْهُ ۗ مَا لَهُمْ
بِهٖ مِنْ عِلْمٍ اِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ ۚ وَمَا

নাই। খ্রীষ্টানেরা হজরত ঈসার শিক্ষা এরূপ বিকৃত করিয়া ফেলিয়াছে যে, উহা লইয়া তাহাদের
নিজেদের মধ্যেও গুরুতর মতভেদ আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। বর্ত্তমান সময়ে খ্রীষ্টান ধর্ম্মের নামে হজরত
ঈসার শিক্ষা বলিয়া যাহা প্রচার করা হয়, উহা অবিশ্বাস, কুবিশ্বাস, পৌত্তলিকতা ও স্বেচ্ছাচারিতার
নামান্তর মাত্র। উহাকে কখনই একজন রসুলের শিক্ষা বলিয়া বিশ্বাস বা গ্রহণ করা যাইতে পারে না।
পবিত্র কোরান নানাস্থানে ঐ সকল ভ্রান্ত বিশ্বাসের তীব্র প্রতিবাদ করিয়াছে।

অতঃপর হজরত ঈসার স্বর্গারোহণ। এ সম্বন্ধীয় মতভেদ আরও সন্দেহ-সমাচ্ছন্ন। ইহুদীরা
বলে যে' যীশু একজন ধর্ম্মদ্রোহী ও প্রতারক ছিল। সেই জন্য তাহাকে ক্রুশ-বিদ্ধ করিয়া হত্যা
করা হইয়াছে। যদি তিনি আল্লার সত্য-নবী হইতেন, তবে তিনি কখনও ক্রুশ-বিদ্ধ হইয়া নিহত
হইতেন না! কারণ "আল্লার অভিশপ্ত ব্যক্তিই বধ্যকাষ্ঠে টাঙ্গানো হইয়া থাকে" (তওরাত—দ্বিতীয়
বিবরণ ২১—২৩)। হজরত ঈসার অনুগামী বলিয়া পরিচিত খ্রীষ্টানেরা এ সম্বন্ধে আরও বিষম ভ্রমে
পতিত হইয়াছে। সমস্ত বাইবেল সমস্বরে ঘোষণা করিতেছে যে, হজরত ঈসা ইহুদীগণ কর্ত্তৃক
ক্রুশ-বিদ্ধ হইয়া নিহত হইয়াছেন। পরবর্ত্তী যুগে ঐ অন্ধ-বিশ্বাস খ্রীষ্টান জাতির মধ্যে এরূপ
বদ্ধমূল হইয়াছিল যে, ইহুদী জাতির আক্রমণ-কটাক্ষ হইতে আত্মরক্ষা করিয়া নিজেদের নবীর গৌরব
ও মাহাত্ম্য প্রচারকল্পে তাহারা ঐ অবমাননাকর হত্যা ব্যাপারটীকে সমগ্র খ্রীষ্টান জাতির মুক্তি-
প্রায়শ্চিত্ত বলিয়া পরিগ্রহণ ও প্রচার করিয়াছে!! কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়, এ সম্বন্ধে খ্রীষ্টান জাতির
মধ্যে কেবল যে মারাত্মক ভ্রম ও গুরুতর মতভেদ বিদ্যমান আছে তাহা নহে ; তাহারা ঐ
ক্রুশ-কাণ্ডের পূর্ব্ববর্ত্তী ও পরবর্ত্তী ঘটনাপুঞ্জ সম্বন্ধে সামঞ্জস্য সাধন করিয়া কোনই সন্দেহ-শূন্য সিদ্ধান্তে
উপনীত হইতে পারেন নাই।

খ্রীষ্টানদের এক সম্প্রদায় বলে যে, হজরত ঈসার পার্থিব জড়-দেহই ক্রুশ-বিদ্ধ করা হইয়াছিল ;
তাঁহার অমর আত্মা কখনই নিহত হয় নাই। কারণ কোন রসুলের ঐরূপ অপমৃত্যু স্বীকার করা
পুরাতন নিয়ম—তওরাতের বিরোধী (২য় বিবরণ ২১—২৩)। কোন সম্প্রদায় বলেন যে, হজরত
ঈসার আত্মাই ক্রুশ-যাতনা ভোগ করিয়াছিল—তাঁহার দেহের কোন অনিষ্ট হয় নাই। ক্রুশ কাণ্ডের
পর হজরত ঈসার সশরীরে আভির্ভাব, দর্শন ও কথোপকথনই তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ (মথি, মার্ক,
লুক প্রভৃতি)। আবার কোন সম্প্রদায় বলেন যে, তাঁহার আত্মা এবং দেহ উভয়ই ক্রুশ-বিদ্ধ
অবস্থায় নিহত হইয়াছে ; সুতরাং মৃত্যুর পরবর্ত্তী উত্থান, দর্শন ও কথোপকথন, ভ্রান্তবিশ্বাসী ও
স্বপ্নাচ্ছন্ন লোকের খেয়াল ও কল্পনা মাত্র। বাইবেল লেখকেরা অন্ধ-বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়াই ঐ
সকল কথা স্ব স্ব গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন। ফলতঃ খ্রীষ্টান ধর্ম্মাবলম্বিগণের বহু জগৎ জোড়া
কন্‌ফারেন্সেও এই সমস্যার কোন সমাধান বা সুমীমাংসা হয় নাই।—তঃ হক্কানী।

শোব্বেহা—'শোবে্‌হ' হইতে নিষ্পন্ন। অর্থ সাদৃশ্যাত্মক, রূপান্তরিত অথবা সংশয়াবিষ্ট।
কোন কোন সম্প্রদায়ের মত এই যে, খ্রীষ্টানেরা হজরত ঈসাকে আদৌ হত্যা করিতে পারে নাই।
তাহারা যখন হজরত ঈসাকে ধরিবার জন্য উপস্থিত হয়, তখন আল্লাহ তাঁহাকে রূপান্তরিত করিয়া
দেন। ইহুদীরা ঐ পরিবর্ত্তন জন্য হজরত ঈসার পরিবর্ত্তে তাঁহার রূপে রূপান্তরিত একজন
ইহুদীকেই ধৃত করিয়া ক্রুশ-বিদ্ধ করে। আবার অন্য এক সম্প্রদায় বলেন যে, যীশুকে ধরিয়া যে
গৃহে বন্দী করিয়া রাখা হয়, আল্লাহ সেই গৃহের ছাদ বিদীর্ণ করিয়া তাঁহাকে নিজের নিকট তুলিয়া
লন। অনন্তর ইহুদীরা যীশুর রূপে রূপান্তরিত অথবা তাঁহার সহিত সাদৃশ্যাত্মক চেহারা বিশিষ্ট

জ্ঞান ছিল না এবং তাহারা প্রকৃতপক্ষে তাহাকে হত্যা করে নাই। ১৫৮। পরন্তু আল্লাহ তাহাকে নিজের দিকে উন্নয়ন করিয়াছেন; এবং আল্লাহ পরাক্রান্ত মহাজ্ঞানী। ১৫৯। এবং গ্রন্থানুগামিগণের মধ্যে

قَتَلُوْهُ يَقِيْنًا ۙ ١٥٨- بَلْ رَّفَعَهُ اللّٰهُ
إِلَيْهِ ۗ وَكَانَ اللّٰهُ عَزِيْزًا حَكِيْمًا ○
١٥٩- وَإِنْ مِّنْ أَهْلِ الْكِتٰبِ إِلَّا

এক ব্যক্তিকে ধরিয়া—তাহাকে নানারূপে লাঞ্ছিত ও নির্য্যাতিত করিয়া ক্রুশ-বিদ্ধ করে। ফলতঃ সেই সময়ে এই ঘটনা সম্বন্ধে ইহুদীদিগের মধ্যেও নানারূপ মতভেদ ছিল।—তঃ হক্কানী।

১৫৮। ঐ সকল সন্দেহ ও মতভেদ মূলোচ্ছেদ করিয়া আল্লাহতা'লা ঘোষণা করিতেছেন যে, ইহুদীরা হজরত ঈসাকে ক্রুশ-বিদ্ধ অথবা হত্যা করিতে পারে নাই। এ সম্বন্ধে তাহারা নিজেরাই ভ্রান্তি ও সন্দেহের মধ্যে আচ্ছন্ন রহিয়াছে। প্রকৃত সত্য এই যে, আমিই তাহাকে ইহুদীদিগের ষড়যন্ত্র হইতে রক্ষা করিয়া নিজের নিকট তুলিয়া লইয়াছি। সুতরাং আয়তের স্পষ্টতর মর্ম্ম এই যে, ইহুদীরা হজরত ঈসাকে ক্রুশ-বিদ্ধ অথবা হত্যা করিতে পারে নাই। আল্লাহতা'লা উহাদের ষড়যন্ত্র ব্যর্থ করিয়া তাঁহাকে নিজের নিকট পরিগ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু দুখের বিষয়, আমাদের তফ্সীরকারগণের মধ্যেও এ সম্বন্ধে নানারূপ মতভেদ পরিদৃষ্ট হয়। তাঁহারা 'রাফা' ও 'মোতাওয়াফ্ফী' প্রভৃতি শব্দের অর্থ ও মর্ম্ম লইয়া স্ব স্ব মত সমর্থন করিবার জন্য যে সকল জটীল যুক্তিজাল বিস্তার করিয়াছেন, তাহার উল্লেখ করা সম্পূর্ণ নির্থক ও নিষ্প্রয়োজন মনে করি। কারণ ঐ সকল শব্দের বিভিন্ন-রূপ অর্থ ও মর্ম্ম অবলম্বন করিয়া হজরত ঈসার স্বাভাবিক মৃত্যু, সমুত্থান, পূর্ণতা এবং সশরীরে স্বর্গারোহণ প্রভৃতি সমস্ত সংস্কারই সমর্থন করা যাইতে পারে। ফলতঃ তফ্সীরকারগণ করিয়াছেনও তাই। প্রাচীন তফ্সীরকারগণের প্রায় সকলে এবং অধিকাংশ মোস্‌লেম সম্প্রদায় হজরত ঈসার সশরীরে স্বর্গারোহণ কবার মতই অবলম্বন করিয়াছেন। তাঁহারা আরও বলেন হে, হজরত ঈসার স্বর্গারোহণান্তে জনৈক ইহুদীই তাঁহার রূপে রূপান্তরিত হইয়া ধর্ম্মদ্রোহী ইহুদীগণ কর্ত্তৃক ক্রুশ-বিদ্ধ এবং নিহত হইয়াছিল।—তঃ জালালায়েন।

কিন্তু আধুনক নব্য-তন্ত্রের তফ্সীরকারগণ বলেন যে, ঐ মতটী কতিপয় ভ্রান্ত-বিশ্বাসী, কুসংস্কারাচ্ছন্ন ইহুদী খ্রীষ্টানের নিকট হইতেই পরিগৃহীত হইয়াছে। পবিত্র কোরান ও হাদীসে ঐ সম্বন্ধে কোন স্পষ্টতর বিবরণী নাই। প্রকৃত কথা এই যে, হজরত ঈসা ক্রুশ-বিদ্ধ হইয়া নিহত হন নাই; তিনি অচেতন অথবা মূর্চ্ছিত হইয়াছিলেন মাত্র। ইহার পর তিনি চেতনা প্রাপ্ত হইয়া ঐ স্থান হইতে পলায়ন করেন এবং অতি সন্তর্পণে কয়েক স্থানে শিষ্যদিগকে দর্শন ও সদুপদেশ প্রদান পূর্ব্বক স্বদেশ পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যান (মথি, মার্ক, লুক ও যোহন প্রভৃতি তুলিতব্য)।—তঃ মাঃ আঃ।

উপরোক্ত আলোচনা সমূহের দ্বারা আমরা কয়েকটী সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারি। প্রথমতঃ হজরত ঈসার স্বর্গারোহণ সম্বন্ধে সংশয়াচ্ছন্ন খ্রীষ্টানদিগের বিশ্বাস সম্পূর্ণ ভ্রান্ত এবং বাইবেলের বর্ণনা সমূহ বিক্ষিপ্ত ও পরস্পর-বিরোধী। দ্বিতীয়তঃ হজরত ঈসা ক্রুশ-বিদ্ধ হইয়া নিহত হন নাই। কারণ বাইবেলে বর্ণিত "ক্রুশ-হত্যার" প্রসঙ্গ ব্যতীত উহার পূর্ব্ববর্ত্তী ও পরবর্ত্তী ঘটনাপুঞ্জ আলোচনা করিলে নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয় যে, হজরত ঈসার স্বর্গারোহণ সম্বন্ধে কোরান শরিফের বর্ণনাই অকাট্য সত্য। তৃতীয়তঃ তফ্সীরকারগণের মতভেদসমূহ পরিত্যাগ করিয়া মূল আয়তের প্রতি অভিনিবেশ সহকারে লক্ষ্য করিলে স্পষ্টই অনুমিত হয় যে, হজরত ঈসা ইহুদীগণের ষড়যন্ত্র হইতে সংরক্ষিত এবং আল্লাহতা'লা কর্ত্তৃক পরিগৃহীত হইয়া নিরাপদে স্বর্গারোহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু কিরূপে যে তাঁর স্বর্গারোহণ ব্যাপার সুসম্পন্ন হইয়াছিল, তাহার মূল-তথ্য এবং প্রকৃত রহস্য একমাত্র সর্ব্বশক্তিমান সর্ব্বজ্ঞ আল্লাহতা'লাই অবগত আছেন।

১৫৯। এই আয়তের কয়েক প্রকার মর্ম্ম পরিগৃহীত হইতে পারে। আয়তোক্ত 'মৃত্যু' শব্দের সহিত প্রকৃতপক্ষে কাহার সম্বন্ধ, তাহা লইয়াই অর্থ ও মর্ম্মের ব্যতিক্রম ঘটিয়াছে। কেহ বলেন,

জ্ঞান ছিল না এবং তাহারা প্রকৃতপক্ষে তাহাকে হত্যা করে নাই। ১৫৮। পরন্তু আল্লাহ তাহাকে নিজের দিকে উন্নয়ন করিয়াছেন; এবং আল্লাহ পরাক্রান্ত মহাজ্ঞানী। ১৫৯। এবং গ্রন্থানুগামিগণের মধ্যে

قَتَلُوهُ يَقِينًا ١٥٨- بَل رَّفَعَهُ اللَّهُ
إِلَيْهِ ط وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ٥
١٥٩- وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَٰبِ إِلَّا

এক ব্যক্তিকে ধরিয়া—তাহাকে নানারূপে লাঞ্ছিত ও নির্য্যাতিত করিয়া ক্রুশ-বিদ্ধ করে। ফলতঃ সেই সময়ে এই ঘটনা সম্বন্ধে ইহুদীদিগের মধ্যেও নানারূপ মতভেদ ছিল।—তঃ হক্কানী।

১৫৮। ঐ সকল সন্দেহ ও মতভেদ মূলোচ্ছেদ করিয়া আল্লাহতা'লা ঘোষণা করিতেছেন যে, ইহুদীরা হজরত ঈসাকে ক্রুশ-বিদ্ধ অথবা হত্যা করিতে পারে নাই। এ সম্বন্ধে তাহারা নিজেরাই ভ্রান্তি ও সন্দেহের মধ্যে আচ্ছন্ন রহিয়াছে। প্রকৃত সত্য এই যে, আমিই তাহাকে ইহুদীদিগের ষড়যন্ত্র হইতে রক্ষা করিয়া নিজের নিকট তুলিয়া লইয়াছি। সুতরাং আয়তের স্পষ্টতর মর্ম্ম এই যে, ইহুদীরা হজরত ঈসাকে ক্রুশ-বিদ্ধ অথবা হত্যা করিতে পারে নাই। আল্লাহতা'লা উহাদের ষড়যন্ত্র ব্যর্থ করিয়া তাঁহাকে নিজের নিকট পরিগ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, আমাদের তফ্‌সীরকারগণের মধ্যেও এ সম্বন্ধে নানারূপ মতভেদ পরিদৃষ্ট হয়। তাঁহারা 'রাফা' ও 'মোতাওয়াফ্‌ফী' প্রভৃতি শব্দের অর্থ ও মর্ম্ম লইয়া স্ব স্ব মত সমর্থন করিবার জন্য যে সকল জটীল যুক্তিজাল বিস্তার করিয়াছেন, তাহার উল্লেখ করা সম্পূর্ণ নির্থক ও নিষ্প্রয়োজন মনে করি। কারণ ঐ সকল শব্দের বিভিন্ন-রূপ অর্থ ও মর্ম্ম অবলম্বন করিয়া হজরত ঈসার স্বাভাবিক মৃত্যু, সমুত্থান, পূর্ণতা এবং সশরীরে স্বর্গারোহণ প্রভৃতি সমস্ত সংস্কারই সমর্থন করা যাইতে পারে। ফলতঃ তফ্‌সীরকারগণ করিয়াছেনও তাই। প্রাচীন তফ্‌সীরকারগণের প্রায় সকলে এবং অধিকাংশ মোস্‌লেম সম্প্রদায় হজরত ঈসার সশরীরে স্বর্গারোহণ কবার মতই অবলম্বন করিয়াছেন। তাঁহারা আরও বলেন যে, হজরত ঈসার স্বর্গারোহণান্তে জনৈক ইহুদীই তাঁহার রূপে রূপান্তরিত হইয়া ধর্ম্মদ্রোহী ইহুদীগণ কর্ত্তৃক ক্রুশ-বিদ্ধ এবং নিহত হইয়াছিল।—তঃ জালালায়েন।

কিন্তু আধুনিক নব্য-তন্ত্রের তফ্‌সীরকারগণ বলেন যে, ঐ মতটী কতিপয় ভ্রান্ত-বিশ্বাসী, কুসংস্কারাচ্ছন্ন ইহুদী খ্রীষ্টানের নিকট হইতেই পরিগৃহীত হইয়াছে। পবিত্র কোরান ও হাদীসে ঐ সম্বন্ধে কোন স্পষ্টতর বিবরণী নাই। প্রকৃত কথা এই যে, হজরত ঈসা ক্রুশ-বিদ্ধ হইয়া নিহত হন নাই; তিনি অচেতন অথবা মূর্চ্ছিত হইয়াছিলেন মাত্র। ইহার পর তিনি চেতনা প্রাপ্ত হইয়া ঐ স্থান হইতে পলায়ন করেন এবং অতি সন্তর্পণে কয়েক স্থানে শিষ্যদিগকে দর্শন ও সদুপদেশ প্রদান পূর্ব্বক স্বদেশ পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যান (মথি, মার্ক, লুক ও যোহন প্রভৃতি তুলিতব্য)।—তঃ মাঃ আঃ।

উপরোক্ত আলোচনা সমূহের দ্বারা আমরা কয়েকটী সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারি। প্রথমতঃ হজরত ঈসার স্বর্গারোহণ সম্বন্ধে সংশয়াচ্ছন্ন খ্রীষ্টানদিগের বিশ্বাস সম্পূর্ণ ভ্রান্ত এবং বাইবেলের বর্ণনা সমূহ বিক্ষিপ্ত ও পরস্পর-বিরোধী। দ্বিতীয়তঃ হজরত ঈসা ক্রুশ-বিদ্ধ হইয়া নিহত হন নাই। কারণ বাইবেলে বর্ণিত "ক্রুশ-হত্যার" প্রসঙ্গ ব্যতীত উহার পূর্ব্ববর্ত্তী ও পরবর্ত্তী ঘটনাপুঞ্জ আলোচনা করিলে নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয় যে, হজরত ঈসার স্বর্গারোহণ সম্বন্ধে কোরান শরিফের বর্ণনাই অকাট্য সত্য। তৃতীয়তঃ তফ্‌সীরকারগণের মতভেদসমূহ পরিত্যাগ করিয়া মূল আয়তের প্রতি অভিনিবেশ সহকারে লক্ষ্য করিলে স্পষ্টই অনুমিত হয় যে, হজরত ঈসা ইহুদীগণের ষড়যন্ত্র হইতে সংরক্ষিত এবং আল্লাহতা'লা কর্ত্তৃক পরিগৃহীত হইয়া নিরাপদে স্বর্গারোহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু কিরূপে যে তাঁর স্বর্গারোহণ ব্যাপার সুসম্পন্ন হইয়াছিল, তাহার মূল-তথ্য এবং প্রকৃত রহস্য একমাত্র সর্ব্বশক্তিমান সর্ব্বজ্ঞ আল্লাহতা'লাই অবগত আছেন।

১৫৯। এই আয়তের কয়েক প্রকার মর্ম্ম পরিগৃহীত হইতে পারে। আয়তোক্ত 'মৃত্যু' শব্দের সহিত প্রকৃতপক্ষে কাহার সম্বন্ধ, তাহা লইয়াই অর্থ ও মর্ম্মের ব্যতিক্রম ঘটিয়াছে। কেহ বলেন,

এমন কেহ নাই যে, তাহার মৃত্যুর পূর্ব্বে ব্যতীত ইহা বিশ্বাস করিবে; এবং উত্থান দিবসে সে তৎপ্রতি সাক্ষ্যদান করিবে।
১৬০। আমি ইহুদীদিগের অবাধ্যতা হেতু তাহাদের জন্য যে সমস্ত পবিত্র-বস্তু বৈধ ছিল তাহা তাহাদের প্রতি অবৈধ করিয়াছি; এবং যেহেতু তাহারা অনেককে আল্লার পথ হইতে প্রতিরোধ করিত।
১৬১। এবং তাহারা নিষিদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও সুদ গ্রহণ করিত এবং তাহারা অন্যায়ভাবে লোকদিগের ধন-সম্পদ গ্রাস করিত, এবং আমি তাহাদের মধ্যস্থ অবিশ্বাসীদিগের জন্য যন্ত্রণাপ্রদ শাস্তি প্রস্তুত করিয়াছি।
১৬২। কিন্তু তাহাদের মধ্যে যাহারা

لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ ۚ وَيَوْمَ
الْقِيٰمَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا ۚ
١٦٠- فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا
حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبٰتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ
وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللّٰهِ كَثِيرًا ۙ
١٦١- وَأَخْذِهِمُ الرِّبٰوا وَقَدْ نُهُوا
عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوٰلَ النَّاسِ بِالْبٰطِلِ ۭ
وَأَعْتَدْنَا لِلْكٰفِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا
أَلِيمًا ○ ١٦٢- لٰكِنِ الرّٰسِخُونَ

'মৃত্যু' শব্দের সহিত গ্রন্থানুগামী শব্দের সম্বন্ধ; আবার কেহ বলেন যে, হজরত ঈসার সহিতই উক্ত শব্দের সম্বন্ধ বিদ্যমান! প্রথম যুক্তি গ্রহণ করিলে বুঝা যায় যে, গ্রন্থানুগামী—ইহুদী, খ্রীষ্টান ও মুসলমানগণ অবশেষে হজরত ঈসাকে নবী বলিয়া স্বীকার এবং বিশ্বাস করিতে বাধ্য হইবে। খ্রীষ্টান এবং মুসলমান জাতি বহু পূর্ব্বেই হজরত ঈসাকে নবী বলিয়া স্বীকার ও বিশ্বাস করিয়াছেন। সুতরাং অসম্ভব নহে যে, অদূর অথবা সুদূর ভবিষ্যতে ইহুদী জাতিও তৎপ্রতি বিশ্বাস স্থাপন করিতে বাধ্য হইবে। কেহ কেহ বলেন যে, গ্রন্থানুগামী ইহুদীগণের যখন মৃত্যুকাল উপস্থিত হয়, তখন হজরত ঈসার প্রতি অবিশ্বাস হেতু মৃত্যু দূত কর্ত্তৃক তিরস্কৃত হইয়া তাহারা হজরত ঈসার সত্যতার সাক্ষ্য-দান করিতে বাধ্য হইয়া থাকে। আবার এরূপও বর্ণিত হইয়াছে যে, হজরত ঈসার সাক্ষ্যানুযায়ী সমগ্র ইহুদী জাতি একদা হজরত রসুলোল্লার প্রতি বিশ্বাসী হইয়া পবিত্র ইস্লাম গ্রহণ করিবে; কিন্তু এই সকল বর্ণনার সত্যতা প্রতিপাদক কোন সহি হাদিস বা বিশ্বস্ত বর্ণনা পরিদৃষ্ট হয় না। তবে যাঁহারা 'মৃত্যু' শব্দের সম্বন্ধ হজরত ঈসার প্রতি আরোপ করেন, তাঁহারা বলেন যে, হজরত ঈসার পুনরাগমনের পর তাঁহার মৃত্যুর পূর্ব্বে সমগ্র জগৎ সত্যধর্ম্ম ইস্লাম পরিগ্রহণ পূর্ব্বক তদীয় নবুয়তের সত্যতার সাক্ষ্যদান করিবে। ইহা এমাম মেহ্দীর ভবিষ্যৎ আবির্ভাব কালের ঘটনা। বিভিন্ন গ্রন্থে ইহার সমর্থক বর্ণনা পরিদৃষ্ট হয় এবং হজরত আবু হোরায়রা কর্ত্তৃক এই মর্ম্মের স্পষ্টতর হাদিসও বিবৃত হইয়াছে।—সহি বোখারী ও মোস্লেম।

১৬০—১৬১। এই মর্ম্মের একাধিক আয়ত এবং উহার বিস্তৃত তফ্সীর ইতিপূর্ব্বেই বর্ণিত হইয়াছে। সুরা আল্ এমরানে বর্ণিত উষ্ট্র মাংসের প্রসঙ্গ দ্রষ্টব্য।—কোঃ ৩—৯৩।

১৬২। ইহুদী ও খ্রীষ্টান জাতির মধ্যে যে সকল সত্যপরায়ণ জ্ঞানী ব্যক্তি পবিত্র ইস্লাম গ্রহণ পূর্ব্বক আল্লার আদিষ্ট বিধি নিষেধ আন্তরিকতার সহিত প্রতিপালন করিবেন, এই আয়তে আল্লাহ-তা'লা সেই সকল সত্য-বিশ্বাসীকে প্রচুর স্বর্গীয় পুরস্কার প্রদানের কথা ঘোষণা করিয়াছেন।

فِي الْعِلْمِ مِنْهُمْ وَالْمُؤْمِنُونَ
يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا
أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَالْمُقِيمِينَ
الصَّلٰوةَ وَالْمُؤْتُونَ الزَّكٰوةَ
وَالْمُؤْمِنُونَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ط
أُولٰٓئِكَ سَنُؤْتِيهِمْ أَجْرًا عَظِيمًا ۵

জ্ঞানে সুপ্রতিষ্ঠিত এবং বিশ্বাসিগণের মধ্যে যাহারা—তোমার প্রতি যাহা অবতীর্ণ হইয়াছে এবং তোমার পূর্ব্বে যাহা অবতারিত হইয়াছিল তৎপ্রতি বিশ্বাস-স্থাপন করে এবং যাহারা নামাজ প্রতিষ্ঠাতা ও জাকাত প্রদানকারী এবং আল্লাহ ও পরকালের প্রতি বিশ্বাস-স্থাপনকারী, তাহাদিগকেই আমি প্রচুর প্রতিদান প্রদান করিব।

২৩শ রুকু—কোরানের সত্যতা এবং পূর্ব্ববর্ত্তী প্রত্যাদেশ

١٦٣- إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا
إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِنْ بَعْدِهِ ج
وَأَوْحَيْنَا إِلَى إِبْرٰهِيمَ وَإِسْمٰعِيلَ
وَإِسْحٰقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ
وَعِيسٰى وَأَيُّوبَ وَيُونُسَ وَهٰرُونَ
وَسُلَيْمٰنَ ج وَآتَيْنَا دَاوُدَ زَبُورًا ۵

১৬৩। নিশ্চয় আমি তোমার প্রতি প্রত্যাদেশ করিয়াছি—যেরূপ আমি নূহ এবং তৎপরবর্ত্তী নবিগণের প্রতি প্রত্যাদেশ করিয়াছিলাম; এবং এবরাহিম ও এস্‌মাইল ও এসহাক ও এয়াকুব ও তদ্বংশীয়গণের প্রতি এবং ঈসা ও আইউব ও ইউনুস ও হারুন ও সোলেমানের প্রতি প্রত্যাদেশ করিয়াছিলাম; এবং আমি দাউদকে জবুর প্রদান করিয়াছিলাম।

১৬৩। অবিশ্বাসী ইহুদী ও খ্রীষ্টানেরা হজরত রসুলোল্লার নবুয়ত সম্বন্ধে নানারূপ বিরুদ্ধ মত প্রকাশ করিত এবং তিনি যে পূর্ব্ববর্ত্তী নবিগণের ন্যায় আল্লার প্রেরিত সত্য নবী তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ চাহিত। তাহাদের ঐ সকল আলোচনা ও বাদ-প্রতিবাদের উত্তর স্বরূপ এই আয়ত অবতীর্ণ হয়। আল্লাহতা'লা বলিতেছেন,—'হে রসুল, তুমি ইহুদী ও খ্রীষ্টানদিগকে বল যে, আল্লাহতা'লা আমার পূর্ব্ববর্ত্তী নবিগণের প্রতি যেরূপ প্রত্যাদেশ গ্রন্থ অথবা প্রত্যক্ষ বাণী অবতারণ করিয়াছিলেন, আমার প্রতিও সেইরূপ প্রত্যাদেশ অবতীর্ণ করিয়াছেন। আল্লাহতা'লার অনুগ্রহ স্বরূপ প্রত্যাদেশ লাভ করাই নবীগণের নবুয়তের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রমাণ! আল্লার প্রত্যক্ষ বাণী অথবা প্রত্যাদিষ্ট আদেশ-নিষেধ সংবলিত গ্রন্থ রূপে নবিগণ করুণাময় প্রভুর ঐ অপার অনুগ্রহে অভিষিক্ত হইয়া থাকেন। সুতরাং তোমাদের জগৎ-প্রসিদ্ধ ও সর্ব্বজনমান্য নবিগণ প্রত্যাদেশ, প্রত্যক্ষ বাণী অথবা গ্রন্থ প্রভৃতি আল্লাহতা'লার যে সকল অনুগ্রহে অভিষিক্ত হইয়া রসুলের গৌরবান্বিত পদ লাভ করিয়াছিলেন, আমিও আল্লাহতা'লার সেই সকল অনুগ্রহ লাভ করিয়া রসুল-পদে অভিষিক্ত হইয়াছি। সুতরাং উহা অপেক্ষা নবুয়তের প্রত্যক্ষ প্রমাণ আর কি হইতে পারে?—পরবর্ত্তী আয়তের তফ্‌সীর দ্রষ্টব্য।

১৬৪। এবং নিশ্চয় আমি তোমার নিকট পূর্ব্বে বহু রসুলের প্রসঙ্গ বর্ণনা করিয়াছি এবং তোমার নিকট বহু-রসুলের প্রসঙ্গ বর্ণনা করি নাই; এবং আল্লাহ মুসার সহিত প্রত্যক্ষ-বাক্যে কথা বলিয়াছেন।

١٦٤- وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ ط وَكَلَّمَ اللّٰهُ مُوسٰى تَكْلِيمًا ۝

১৬৪। পূর্ব্ববর্ত্তী আয়তে হজরত রসুলোল্লার নবুয়তের বিরুদ্ধে ইহুদী ও খ্রীষ্টানদিগের যে সকল বিরুদ্ধ মত উল্লেখ করা হইয়াছে, তদ্ব্যতীত তাহারা একথাও বলিত যে, আল্লাহতা'লা নবুয়তের অনুগ্রহ বিশেষরূপে এসরাইল-বংশের জন্যই সীমাবদ্ধ করিয়া দিয়াছেন। অন্য বংশে রসুল জন্ম-গ্রহণের কোনই সংবাদ নাই। ইহার উত্তরে আল্লাহতা'লা স্বীয় প্রিয়তম রসুলকে বলিয়া দিলেন যে, ইহুদী ও খ্রীষ্টানেরা যে সকল রসুলের বিষয় অবগত আছে, আমি উহাদের নিকট উদাহরণ ও প্রমাণ স্বরূপ আলোচনা করিয়া বুঝাইবার জন্য কেবল তাহাদের প্রসঙ্গই তোমার নিকট ইতিপূর্ব্বে বর্ণনা করিয়াছি। কিন্তু এসরাইল-বংশীয় রসুলগণ ব্যতীত ইতিপূর্ব্বে এমন অনেক রসুল প্রেরণ করিয়াছি—যাহাদের প্রসঙ্গ তোমার নিকট বর্ণনা করি নাই। এই বাক্য দ্বারা প্রকারান্তরে একথাও বলিয়া দেওয়া হইতেছে যে, আল্লার অনুগ্রহ কোন দেশ, জাতি অথবা নির্দ্দিষ্ট বংশে সীমাবদ্ধ হইতে পারে না। হজরতের নবুয়ত লইয়া ইহুদী এবং খ্রীষ্টানেরাই বিশেষভাবে হজরত রসুলোল্লার সহিত বাদপ্রতিবাদে প্রবৃত্ত হইয়াছিল। সেইজন্য আল্লাহতা'লা হজরত রসুলোল্লাকে এসরাইল বংশের এবং তাহাদের পরিচিত সর্ব্বজনমান্য রসুলগণের প্রসঙ্গই বিশেষরূপে বিজ্ঞাপিত করিয়াছেন। সুতরাং যে সকল রসুল সম্বন্ধে কোনরূপ আলোচনার প্রয়োজন ছিল না, তাহাদের প্রসঙ্গ তদ্রূপ স্পষ্টতরভাবে বর্ণিত হয় নাই।

উপরোক্ত আয়ত-দ্বয়ে যে সকল রসুলের প্রসঙ্গ বর্ণিত হইয়াছে, তাহাদিগকে চারি শ্রেণীতে বিভক্ত করা যাইতে পারে। প্রথমতঃ হজরত নূহ। ইনি তৎকালিন সমস্ত মানব সন্তানের জন্য মনোনীত নবী ছিলেন। কারণ মহা-প্লাবনের পরে হজরত নূহ নবীর অনুগামিগণ ব্যতীত পৃথিবীতে অন্য কোন মানব জাতির অস্তিত্ব ছিল না। দ্বিতীয়তঃ হজরত এবরাহিম, এসমাইল, এসহাক ও এয়াকুব। ইঁহারা আল্লার প্রতি পূর্ণ-নির্ভরশীল সংসারী এবং অনাবিল সত্যধর্ম্মের প্রচারক ছিলেন! তৃতীয়তঃ হজরত ঈসা, আইউব ও ইউনুস। ইঁহারা রোগ-শোক ও দুঃখ-দারিদ্রের মধ্যে ধৈর্য্য, সহিষ্ণুতা ও ত্যাগের চরম আদর্শ স্থাপন করিয়া গিয়াছেন। চতুর্থতঃ হজরত মুসা, হারুন, দাউদ ও সোলায়মান। ইঁহারা রসুল হইয়াও রাজ্যাধিপতি—স্বজাতির উদ্ধারকারী এবং সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা হইয়াও সত্যধর্ম্ম-প্রচারক। উপরোক্ত নবিগণের সকলেই প্রত্যাদেশ লাভ করিয়া ধন্য হইয়াছিলেন। আবার কেহ কেহ বিশেষ-রূপে আল্লার প্রত্যক্ষ-বাণী ও গ্রন্থ লাভ করিয়াছিলেন; যেমন হজরত মুসা, ঈসা, ও দাউদ (আঃ)। কিন্তু হজরত রসুলোল্লার মধ্যে একাধারে উপরোক্ত সমস্ত গৌরব ও গুণ-গরিমা বিদ্যমান ছিল। তিনি হজরত নূহ অপেক্ষাও ব্যাপকভাবে সমস্ত জগদ্বাসীর জন্য মনোনীত নবী ছিলেন। হজরত এবরাহিমের ন্যায় সংসার-জীবন যাপন করিয়া সত্যধর্ম্ম প্রচারই তাঁহার জীবনের চরম উদ্দেশ্য ছিল। তিনি ধৈর্য্য, সহিষ্ণুতা, সংযম ও ত্যাগে হজরত ঈসাকেও অতিক্রম করিয়া গিয়াছিলেন। স্বজাতির উদ্ধার-সাধন এবং সত্য-ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা হেতু তিনি বিভ্রান্ত অরাতিকুলের অত্যাচার দমনের জন্য হজরত মুসা এবং সুলায়মান অপেক্ষাও প্রবল পরাক্রান্ত সম্রাট ও রণদক্ষ সেনাপতির ন্যায় সমরাঙ্গণে আবির্ভূত হইতে বিরত হন নাই। আবার প্রত্যাদেশ লাভেও তিনি সর্ব্বাপেক্ষা গৌরবান্বিত। তৎপ্রচারিত গ্রন্থ পবিত্র কোরান শরিফ জগতের মধ্যে অতুল ও অনুপম। প্রত্যক্ষ বাণী শ্রবণেও তিনি সর্ব্বাপেক্ষা আল্লার সান্নিধ্যপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন। হজরত রসুলোল্লার নবুয়ত ও গৌরব সম্বন্ধে ইহা অপেক্ষা উচ্চতর বর্ণনা আর কিছুই হইতে পারে না।

১৬৫। আমি সুসংবাদ-দাতা ও ভয়-প্রদর্শক-রূপে রসুলগণকে প্রেরণ করিয়াছি, যাহাতে রসুলগণের পরে লোকদিগের মধ্যে আল্লাহ সম্বন্ধে কোন বিরোধ না থাকে ; এবং আল্লাহ পরাক্রান্ত মহাজ্ঞানী। ১৬৬। কিন্তু আল্লাহ তোমার প্রতি যাহা অবতীর্ণ করিয়াছেন, তৎসম্বন্ধে তিনি সজ্ঞানে অবতারণের সাক্ষ্য দান করিতে-ছেন ; এবং ফেরেশ্‌তাগণও সাক্ষ্য প্রদান করিতেছেন ; এবং সাক্ষ্যদানে আল্লা-ই যথেষ্ট। ১৬৭। নিশ্চয় যাহারা অবিশ্বাস করিয়াছে এবং আল্লার পথ হইতে প্রতিরোধ করিতেছে অবশ্যই তাহারা সুদূর বিপথে বিভ্রান্ত হইয়াছে। ১৬৮। নিশ্চয় যাহারা অবিশ্বাসী হইয়াছে ও অত্যাচার করিয়াছে,

١٦٥- رُسُلًا مُّبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ
لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللّٰهِ حُجَّةٌ
بَعْدَ الرُّسُلِ ط وَكَانَ اللّٰهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ٥
١٦٦- لٰكِنِ اللّٰهُ يَشْهَدُ بِمَا أَنزَلَ
إِلَيْكَ أَنزَلَهُ بِعِلْمِهِ ج وَالْمَلٰٓئِكَةُ
يَشْهَدُونَ ط وَكَفٰى بِاللّٰهِ شَهِيدًا ٥
١٦٧- إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَن
سَبِيلِ اللّٰهِ قَدْ ضَلُّوا ضَلٰلًا بَعِيدًا ٥
١٦٨- إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَظَلَمُوا

১৬৫। ইহুদীরা পূর্ব্ববর্ত্তী নবিগণের বিভিন্ন অলৌকিকতার উল্লেখ করিয়া যে সকল মতামত প্রকাশ করিত, তাহার উত্তরে আল্লাহতা'লা বলিতেছেন যে, যদিও আমি রসুলগণের মধ্যে এক এক জনকে এক এক প্রকার অলৌকিকত্ব ও বিশেষত্ব দান করিয়াছি, তাহা কেবল সাধারণ লোকের বিশ্বাস উৎপাদনের জন্য। কিন্তু রসুল প্রেরণের প্রকৃত উদ্দেশ্য হইতেছে—লোকদিগকে সত্য-ধর্ম্ম ও পারলৌকিক স্বর্গীয় পুরস্কার সম্বন্ধে সুসংবাদ প্রদান এবং অধর্ম্ম ও অনাচার সম্বন্ধে নরকাগ্নির ভীতি-প্রদর্শন। রসুল প্রেরণের অন্যতম উদ্দেশ্য মানব-জাতির মধ্য হইতে "আল্লাহ সম্বন্ধে বিরোধ" অর্থাৎ অংশীবাদিতা ও পৌত্তলিকতা প্রভৃতি দূরীভূত করা। আয়তের প্রকৃত ইঙ্গিত এই যে, আমার প্রিয়তম রসুলকে আমি প্রধানতঃ ঐ সকল উদ্দেশ্য সাধনের জন্যই প্রেরণ করিয়াছি।

১৬৬—১৬৭। এই দুইটী আয়তে পবিত্র কোরানের সত্যতা এবং উহার প্রতি অসত্যারোপ-কারী অবিশ্বাসীদের পরিণাম সম্বন্ধে ইঙ্গিত করা হইয়াছে। ইতিপূর্ব্বে কোরানের অলৌকিকত্ব, অদ্বিতীয়ত্ব ও সত্যতা সম্বন্ধে একাধিক আয়ত অবতীর্ণ হইয়াছে (২—২৩, ২৪) কিন্তু অবিশ্বাসীরা তথাপি কোরান শরিফকে ঐশীগ্রন্থ বলিয়া বিশ্বাস না করায় আল্লাহতা'লা বলিতেছেন যে, আমি স্বয়ং আমার অবতারিত কোরানের সত্যতা সম্বন্ধে সাক্ষ্যদান করিতেছি এবং আমার ফেরেশ্‌তা-গণও পূর্ণজ্ঞানে উহার অলৌকিকত্ব ও সত্যতা সম্বন্ধে সাক্ষ্যদান করিতেছে। কিন্তু এ সম্বন্ধে একমাত্র আমার সাক্ষীই যথেষ্ট। অতএব যাহারা ইহার প্রতি অবিশ্বাস করিবে কিম্বা অপরের বিশ্বাস-স্থাপনে বিঘ্ন উৎপাদন করিবে, তাহারা ধর্ম্মদ্রোহী কাফের হইয়া যাইবে। যাহারা সতত সন্দিহান এবং অভিনিবেশ সহকারে কোন বিষয়ের সত্যাসত্য বুঝিতে অনিচ্ছুক, এই আয়ত-দ্বয় তাহাদের সম্বন্ধে চরম-বাণী স্বরূপ অবতীর্ণ হইয়াছে।

১৬৮—১৬৯। সত্যধর্ম্মের প্রতি বিশ্বাস-স্থাপন পূর্ব্বক অবিশ্বাসী অধর্ম্মাচারী অংশীবাদীরা অনুতপ্ত হইয়া ক্ষমাপ্রার্থনা না করিলে তাহারা কখনই আল্লার করুণা প্রাপ্ত হইবে না এবং পরিণামে তাহাদিগকে চিরকাল নরক-যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইবে।

১৬৫। আমি সুসংবাদ-দাতা ও ভয়-প্রদর্শক-রূপে রসুলগণকে প্রেরণ করিয়াছি, যাহাতে রসুলগণের পরে লোকদিগের মধ্যে আল্লাহ সম্বন্ধে কোন বিরোধ না থাকে; এবং আল্লাহ পরাক্রান্ত মহাজ্ঞানী। ১৬৬। কিন্তু আল্লাহ তোমার প্রতি যাহা অবতীর্ণ করিয়াছেন, তৎসম্বন্ধে তিনি সজ্ঞানে অবতারণের সাক্ষ্য দান করিতেছেন; এবং ফেরেশ্‌তাগণও সাক্ষ্য প্রদান করিতেছেন; এবং সাক্ষ্যদানে আল্লা-ই যথেষ্ট। ১৬৭। নিশ্চয় যাহারা অবিশ্বাস করিয়াছে এবং আল্লার পথ হইতে প্রতিরোধ করিতেছে অবশ্যই তাহারা সুদূর বিপথে বিভ্রান্ত হইয়াছে। ১৬৮। নিশ্চয় যাহারা অবিশ্বাসী হইয়াছে ও অত্যাচার করিয়াছে,

١٦٥- رُسُلًا مُّبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ
لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللّٰهِ حُجَّةٌ
بَعْدَ الرُّسُلِ ط وَكَانَ اللّٰهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ٥

١٦٦- لٰكِنِ اللّٰهُ يَشْهَدُ بِمَآ أَنزَلَ
إِلَيْكَ أَنزَلَهُ بِعِلْمِهِ ج وَالْمَلٰٓئِكَةُ
يَشْهَدُونَ ط وَكَفٰى بِاللّٰهِ شَهِيدًا ٥

١٦٧- إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَن
سَبِيلِ اللّٰهِ قَدْ ضَلُّوا ضَلٰلًا بَعِيدًا ٥

١٦٨- إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَظَلَمُوا

১৬৫। ইহুদীরা পূর্ব্ববর্ত্তী নবিগণের বিভিন্ন অলৌকিকতার উল্লেখ করিয়া যে সকল মতামত প্রকাশ করিত, তাহার উত্তরে আল্লাহতা'লা বলিতেছেন যে, যদিও আমি রসুলগণের মধ্যে এক এক জনকে এক এক প্রকার অলৌকিকত্ব ও বিশেষত্ব দান করিয়াছি, তাহা কেবল সাধারণ লোকের বিশ্বাস উৎপাদনের জন্য। কিন্তু রসুল প্রেরণের প্রকৃত উদ্দেশ্য হইতেছে—লোকদিগকে সত্য-ধর্ম্ম ও পারলৌকিক স্বর্গীয় পুরস্কার সম্বন্ধে সুসংবাদ প্রদান এবং অধর্ম্ম ও অনাচার সম্বন্ধে নরকাগ্নির ভীতি-প্রদর্শন। রসুল প্রেরণের অন্যতম উদ্দেশ্য মানব-জাতির মধ্য হইতে "আল্লাহ সম্বন্ধে বিরোধ" অর্থাৎ অংশীবাদিতা ও পৌত্তলিকতা প্রভৃতি দূরীভূত করা। আয়তের প্রকৃত ইঙ্গিত এই যে, আমার প্রিয়তম রসুলকে আমি প্রধানতঃ ঐ সকল উদ্দেশ্য সাধনের জন্যই প্রেরণ করিয়াছি।

১৬৬—১৬৭। এই দুইটী আয়তে পবিত্র কোরানের সত্যতা এবং উহার প্রতি অসত্যারোপ-কারী অবিশ্বাসীদের পরিণাম সম্বন্ধে ইঙ্গিত করা হইয়াছে। ইতিপূর্ব্বে কোরানের অলৌকিকত্ব, অদ্বিতীয়ত্ব ও সত্যতা সম্বন্ধে একাধিক আয়ত অবতীর্ণ হইয়াছে (২—২৩, ২৪) কিন্তু অবিশ্বাসীরা তথাপি কোরান শরিফকে ঐশীগ্রন্থ বলিয়া বিশ্বাস না করায় আল্লাহতা'লা বলিতেছেন যে, আমি স্বয়ং আমার অবতারিত কোরানের সত্যতা সম্বন্ধে সাক্ষ্যদান করিতেছি এবং আমার ফেরেশ্‌তা-গণও পূর্ণজ্ঞানে উহার অলৌকিকত্ব ও সত্যতা সম্বন্ধে সাক্ষ্যদান করিতেছে। কিন্তু এ সম্বন্ধে একমাত্র আমার সাক্ষীই যথেষ্ট। অতএব যাহারা ইহার প্রতি অবিশ্বাস করিবে কিম্বা অপরের বিশ্বাস-স্থাপনে বিঘ্ন উৎপাদন করিবে, তাহারা ধর্ম্মদ্রোহী কাফের হইয়া যাইবে। যাহারা সতত সন্দিহান এবং অভিনিবেশ সহকারে কোন বিষয়ের সত্যাসত্য বুঝিতে অনিচ্ছুক, এই আয়ত-দ্বয় তাহাদের সম্বন্ধে চরম-বাণী স্বরূপ অবতীর্ণ হইয়াছে।

১৬৮—১৬৯। সত্যধর্ম্মের প্রতি বিশ্বাস-স্থাপন পূর্ব্বক অবিশ্বাসী অধর্ম্মাচারী অংশীবাদীরা অনুতপ্ত হইয়া ক্ষমাপ্রার্থনা না করিলে তাহারা কখনই আল্লার করুণা প্রাপ্ত হইবে না এবং পরিণামে তাহাদিগকে চিরকাল নরক-যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইবে।

আল্লাহ তাহাদিগকে ক্ষমা করিবেন না এবং তাহাদিগকে সুপথ প্রদর্শন করিবেন না; ১৬৯।—নরকের পথ ব্যতীত, তন্মধ্যে তাহারা চিরকাল অবস্থান করিবে, এবং ইহা আল্লার পক্ষে সহজ-সাধ্য। ১৭০। হে লোক সকল, নিশ্চয় তোমাদের প্রতিপালকের সন্নিধান হইতে সত্য-সহ রসুল আগমন করিয়াছেন, অতএব বিশ্বাস-স্থাপন কর—তোমাদের কল্যাণ হইবে; এবং যদি তোমরা অবিশ্বাস কর তবে নিশ্চয় নভোমণ্ডলে ও ভূমণ্ডলে যাহা আছে তাহা আল্লারই; এবং আল্লাহ মহাজ্ঞানী বিজ্ঞানময়। ১৭১। হে গ্রন্থানুগামিগণ, তোমরা স্বীয় ধর্ম্মে সীমাতিক্রম করিও না এবং আল্লার বিরুদ্ধে সত্য ব্যতীত বলিও না; নিশ্চয়

لَمْ يَكُنِ اللّٰهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ
طَرِيْقًا ۙ ١٦٩- اِلَّا طَرِيْقَ جَهَنَّمَ
خٰلِدِيْنَ فِيْهَآ اَبَدًا ؕ وَكَانَ ذٰلِكَ
عَلَى اللّٰهِ يَسِيْرًا ٥ ١٧٠- يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ
قَدْ جَآءَكُمُ الرَّسُوْلُ بِالْحَقِّ مِنْ
رَّبِّكُمْ فَاٰمِنُوْا خَيْرًا لَّكُمْ ؕ وَاِنْ
تَكْفُرُوْا فَاِنَّ لِلّٰهِ مَا فِى السَّمٰوٰتِ
وَالْاَرْضِ ؕ وَكَانَ اللّٰهُ عَلِيْمًا حَكِيْمًا ٥
١٧١- يٰٓاَهْلَ الْكِتٰبِ لَا تَغْلُوْا فِىْ
دِيْنِكُمْ وَلَا تَقُوْلُوْا عَلَى اللّٰهِ

১৭০। আল্লাহতা'লা স্বীয় রসুল ও তৎপ্রবর্ত্তিত সত্যধর্ম্মের সাক্ষ্য-প্রদান পূর্ব্বক মানব-জাতিকে লক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন যে, যদি তোমরা কল্যাণ ও মুক্তি চাও, তবে আমার সত্যধর্ম্ম পরিগ্রহণ কর। কিন্তু যদি না কর, তবে আমার সৃষ্ট ভূমণ্ডল ও নভোমণ্ডলের মধ্যে তোমরা কোথাও আশ্রয় পাইবে না। ইহার অন্যতম অর্থ এই যে, অবিশ্বাস ও ধর্ম্মদ্রোহিতার কঠোর শাস্তি হইতে তোমরা জগতের কোথাও পলায়ন করিয়া পরিত্রাণ পাইবে না।

১৭১। আল্লাহতা'লা এই পবিত্র আয়ত দ্বারা খ্রীষ্টানদিগের অস্বাভাবিক ও অসঙ্গত কল্পনা এবং অবৈধ ভ্রান্ত-বিশ্বাসের মস্তকে ভীষণ বজ্রাঘাত করিয়াছেন। তিনি খ্রীষ্টানদিগকে সতর্ক করিয়া বলিতেছেন,—"হে গ্রন্থানুগামিগণ, তোমরা স্বীয় ধর্ম্মে সীমাতিক্রম করিও না এবং আল্লার বিরুদ্ধে সত্য ব্যতীত বলিও না"; ইহার অর্থ এই যে, তোমরা অস্বাভাবিক ও অসঙ্গত কল্পনা দ্বারা স্বীয় ধর্ম্ম-বিশ্বাস বিকৃত করিও না এবং আল্লাহ সম্বন্ধে কল্পনা করিয়া কোন অসম্ভব ও অসত্য কথা বলিও না।

উপরোক্ত নিষেধাজ্ঞার পরেই আল্লাহতা'লা খ্রীষ্টানদিগের ভিত্তিহীন কল্পনা ও ভ্রান্ত-বিশ্বাসের তীব্র প্রতিবাদ করিতেছেন। খ্রীষ্টানেরা বলে,—"প্রভু যীশু ঈশ্বরের এক জাত পুত্র; তদীয় পবিত্র আত্মা হইতেই তাঁহার জন্ম হইয়াছিল" (মথি)। আল্লাহতা'লা ঐ অবৈধ কল্পনা এবং ভ্রান্ত বিশ্বাসের প্রতিবাদ করিয়া বলিয়া দিলেন যে,—মরিয়ম-নন্দন ঈসা-মসিহ তাঁহার রসুল, তাঁহার "বাণী" এবং তাঁহার "আদিষ্ট-আত্মা" মাত্র। আল্লার "পবিত্র-আত্মা" কিংবা তাঁহার দুত কর্ত্তৃক কাহারও গর্ভ হওয়া কিংবা আল্লার পক্ষে কোন পুত্রের জন্মদান করা সম্পূর্ণ অস্বাভাবিক ও অসঙ্গত কল্পনা। তাই আল্লাহতা'লা বলিয়া দিলেন যে, মরিয়মের প্রতি আমার যে বাণী 'সঞ্চারিত' হইয়াছিল, তাহাতেই আমার 'আদিষ্ট-আত্মা' যোগে ঈসার জন্ম ক্রিয়া সম্পাদন হইয়াছে।

কলেমা রুহ এবং **আলকাহা**—বাণী, আদিষ্ট-আত্মা ও সঞ্চারণ। আলোচ্য আয়তের এই তিনটি শব্দ লইয়া তফ্‌সীরকারগণের মধ্যে যথেষ্ট মতভেদ হইয়াছে। "কলেমা"র শব্দার্থ বাণী অথবা বাক্য; কিন্তু তফ্‌সীরকারগণ ইহার বিভিন্নরূপ মর্ম্ম পরিগ্রহণ করিয়াছেন।

إِلَّا الْحَقَّ ۚ إِنَّمَا الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ
مَرْيَمَ رَسُولُ اللَّهِ وَكَلِمَتُهُ ۚ أَلْقَاهَا
إِلَىٰ مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِّنْهُ ۖ فَآمِنُوا
بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ ۖ وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةٌ ۚ
انتَهُوا خَيْرًا لَّكُمْ ۚ إِنَّمَا اللَّهُ إِلَٰهٌ
وَاحِدٌ ۖ سُبْحَانَهُ أَن يَكُونَ لَهُ وَلَدٌ ۘ
لَّهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۗ
وَكَفَىٰ بِاللَّهِ وَكِيلًا ۝

মরিয়ম-নন্দন ঈসা মসীহ আল্লার রসুল ও তাঁহার বাণী—যাহা তিনি মরিয়মের প্রতি সঞ্চারিত করিয়াছিলেন এবং তাঁহার আদিষ্ট আত্মা; অতএব আল্লাহ ও তদীয় রসুলের প্রতি বিশ্বাস-স্থাপন কর এবং তিন-জন বলিও না; প্রতিনিবৃত্ত হও—তোমাদের কল্যাণ হইবে; নিশ্চয় একমাত্র আল্লা-ই উপাস্য; তিনি কোন সন্তান হওয়া হইতে পূত-মুক্ত; নভোমণ্ডলে যাহা আছে এবং ভূমণ্ডলে যাহা আছে তাহা তাঁহারই এবং আল্লা-ই কার্য্য-সম্পাদনে যথেষ্ট।

২৪শ রুকু—উত্তরাধিকার সম্বন্ধীয় অবশিষ্ট বিধান

١٧٢- لَّن يَسْتَنكِفَ الْمَسِيحُ أَن يَكُونَ
عَبْدًا لِّلَّهِ وَلَا الْمَلَائِكَةُ الْمُقَرَّبُونَ ۚ

১৭২। আল্লার সেবক হইতে মসীহ এবং সান্নিধ্য-প্রাপ্ত ফেরেশ্তাগণের কোনই সঙ্কোচ নাই; এবং যে

কেহ বলেন—ভবিষ্যদ্বাণী (মোঃ আঃ); কেহ বলেন—আদেশ এবং কেহ বলেন—মহিমা (হক্কানী)। "রুহ"—অর্থ আত্মা অথবা আদেশ; কিন্তু তফ্সীরকারগণ এই শব্দেরও নানারূপ মর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছেন, যথা—প্রত্যাদেশ, করুণা, প্রেরণা, নির্ম্মলতা, তেজ ও শক্তি প্রভৃতি। 'আল্কাহা' শব্দের অর্থ—ফুৎকার অথবা সঞ্চারণ; অন্যার্থে গর্ভাধানও হইতে পারে। মর্ম্মার্থ বিজ্ঞাপন, প্রকাশ, নিক্ষেপ, সঞ্চারণ ও সঞ্চালন প্রভৃতি।—কবির, হক্কানী, সেল, রডওয়েল পামার ও মঃ আঃ তুলিতব্য।

উপরোক্ত মতভেদ-সমূহ পর্য্যালোচনা করিলে স্পষ্টই অনুমিত হয় যে, হজরত ঈসা আল্লার "বাণী" এবং আল্লার আত্মা"—এই দুইটি শব্দের স্পষ্টতর মর্ম্ম এড়াইবার জন্যই তফ্সীরকারগণ ঐ সকল কষ্ট-কল্পনার আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু পবিত্র কোরান, হাদিস ও আরব্য বাক্-ধারার প্রতি লক্ষ্য করিলে নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয় যে, প্রত্যেক মানব—এমন কি প্রত্যেক জীব ও জড় পর্য্যন্ত আল্লার 'কলেমা' এবং 'রুহ' অর্থাৎ 'বাণী' ও 'আদিষ্টাত্মা' বলিয়া অভিহিত হইতে পারে। সুতরাং হজরত ঈসার ঐ দুইটী বিশেষণ দেখিয়া কষ্ট-কল্পনার আশ্রয় লইবার কোনই প্রয়োজন নাই।—কোঃ ১৮—১০৯।

অনন্তর ঐ আয়তেই আল্লাহ সম্বন্ধে ইস্লামের একত্ববাদ-বিশ্বাসের সত্যতা এবং খ্রীষ্টান জাতির "পিতা-পুত্র-পবিত্রাত্মা" এই তিন খোদা বা ত্রিত্ববাদ-বিশ্বাসের ভ্রান্তি প্রদর্শন পূর্ব্বক ইস্লামী ধর্ম্ম-বিশ্বাসের সত্যতা ও যৌক্তিকতা ঘোষণা করা হইয়াছে।—কোঃ ৩—৬, ৭ রুকু।

"এবং আল্লাহ কার্য্য-সম্পাদনে যথেষ্ট"—ইহার মর্ম্ম এই যে, আল্লার পক্ষে বিশ্বকার্য্য সম্পাদন বা নিয়ন্ত্রণে—পিতা, পুত্র ও পবিত্রাত্মা রূপে বিভক্ত হইবার কিংবা পুত্র-উৎপাদন পূর্ব্বক তদীয় সাহায্য গ্রহণের কোনই আবশ্যক নাই। স্বীয় ইচ্ছা সম্পাদনে তিনি নিজেই যথেষ্ট এবং পূর্ণ শক্তিমান।

১৭২। এই আয়তে আল্লাহতা'লা স্পষ্ট ভাষায় বলিয়া দিলেন যে, হজরত ঈসা তাঁহার সেবক মাত্র এবং মহান্ আল্লার সেবক হইতে হজরত ঈসা কিংবা আল্লার সান্নিধ্যপ্রাপ্ত ফেরেশ্তাগণের

তাঁহার সেবায় সঙ্কুচিত হয় ও অহঙ্কার করে, তিনি তাহাদের সকলকে নিজের দিকে একত্রিত করিবেন। ১৭৩। অনন্তর যাহারা বিশ্বাস-স্থাপন করিয়াছে ও সৎকার্য্য করে, তাহাদের জন্য তিনি তাহাদিগকে সম্যক প্রতিদান প্রদান করিবেন এবং স্বীয় সম্পদ হইতে অধিকতর দান করিবেন; এবং যাহারা সঙ্কুচিত হয় ও অহঙ্কার করে, তাহাদের জন্য তিনি তাহাদিগকে যন্ত্রণাপ্রদ শাস্তিতে শাস্তি দিবেন। ১৭৪। এবং আল্লাহ ব্যতীত তাহারা নিজেদের জন্য কোন অভিভাবক বা সাহায্যকারী পাইবে না। ১৭৫। হে লোক সকল, তোমাদের প্রতিপালকের সন্নিধান হইতে তোমাদের

وَمَنْ يَسْتَنْكِفْ عَنْ عِبَادَتِهٖ وَيَسْتَكْبِرْ
فَسَيَحْشُرُهُمْ اِلَيْهِ جَمِيْعًا ٥
١٧٣- فَاَمَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا
الصّٰلِحٰتِ فَيُوَفِّيْهِمْ اُجُوْرَهُمْ
وَيَزِيْدُهُمْ مِّنْ فَضْلِهٖ ج وَاَمَّا الَّذِيْنَ
اسْتَنْكَفُوْا وَاسْتَكْبَرُوْا فَيُعَذِّبُهُمْ
عَذَابًا اَلِيْمًا ١٧٤- وَّلَا يَجِدُوْنَ
لَهُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَلِيًّا وَّلَا نَصِيْرًا ٥
١٧٥- يٰاَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَآءَكُمْ

কোন লজ্জা বা সঙ্কোচ হইতে পারে না। এই স্থানে ফেরেশ্‌তাগণের উপমা দেওয়ার উদ্দেশ্য এই যে, নবিগণ আল্লার অনুগ্রহ প্রভাবে জগতের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা গৌরবান্বিত হইলেও ফেরেশ্‌তাগণ আধ্যাত্মিক ও নৈতিক মর্য্যাদা এবং শক্তি-সম্পদে মানব-জাতি হইতে বহু উর্দ্ধে অবস্থিত। তাঁহাদের জন্মগত বা কর্ম্মগত কোনরূপ দোষ-দৌর্ব্বল্য নাই। পিতা-মাতা ব্যতিরেকে শুধু আল্লার অনন্ত মহিমা প্রভাবে তাঁহারা সৃষ্ট হইয়াছেন। তাঁহারা আল্লাহতা'লার সান্নিধ্যপ্রাপ্ত বিশুদ্ধ সেবক এবং পাপ-স্পর্শ-বিহীন অনাবিল পবিত্রতার সমুজ্জ্বল আদর্শ-স্বরূপ। কাম-ক্রোধ, লোভ-মোহ ও আসক্তি প্রভৃতি শয়তানের প্ররোচনা হইতে তাঁহারা সম্পূর্ণ মুক্ত। আল্লাহতা'লার আরাধনা এবং তাঁহার আদেশ পালনই তাঁহাদের একমাত্র ধর্ম্ম ও কর্ম্ম। এই সকল দিক বিবেচনা করিলে জন্মগত আংশিক অলৌকিকতা সত্ত্বেও হজরত ঈসা ফেরেশ্‌তাগণের উপর গৌরবান্বিত বা মর্য্যাদা-সম্পন্ন হইতে পারে না পক্ষান্তরে ফেরেশ্‌তাগণ আল্লার সেবক বলিয়া পরিচিত হইতেই গৌরব ও শ্লাঘা বোধ করিয়া থাকেন। এ অবস্থায় হজরত ঈসার পক্ষে আল্লার সেবক বলিয়া পরিচিত হওয়ায় কোনই সঙ্কোচ বা অমর্য্যাদা হইতে পারে না। সুতরাং হজরত ঈসা "আল্লার পুত্র"—ইহা খ্রীষ্টানদিগের একটী অসঙ্গত কল্পনা ও ভিত্তিহীন প্রলাপ মাত্র।

১৭৩—১৭৪। অনন্তর আল্লাহতা'লা বলিতেছেন—নবীই হউক আর ফেরেশ্‌তাই হউক, কিংবা সাধারণ মানবই হউক, যে বিশ্বাস-স্থাপন পূর্ব্বক সৎকার্য্য করিবে, সে তাহার পুরস্কার পাইবে এবং যে অবিশ্বাস করিয়া অহঙ্কার প্রযুক্ত আমার সেবা হইতে সঙ্কুচিত অথবা বিরত হইবে, তাহাকে নরকের ভয়াবহ শাস্তি ভোগ করিতে হইবে। আল্লাহ অনুগ্রহ না করিলে তাহাদিগকে কেহই সাহায্য করিবে না।

১৭৫। ইহুদী-খ্রীষ্টানদিগের ভ্রান্ত-বিশ্বাস ও কুসংস্কারের জমাটবাঁধা গাঢ় অন্ধকার দূরীভূত করিবার পর আল্লাহতা'লা এ আয়তে পবিত্র ইস্‌লামের সত্যতা এবং মানব জাতির পক্ষে ইস্‌লাম গ্রহণের অত্যাবশ্যকতা ঘোষণা করিতেছেন।

বোর্‌হান ও নূর-মুবিনা—শব্দদ্বয়ের আভিধানিক অর্থ যথাক্রমে প্রত্যক্ষ প্রমাণ এবং সমুজ্জ্বল জ্যোতি। কিন্তু এস্থলে বোরহান অর্থে হজরত রসুলোল্লাহ এবং 'নূর-মুবিনা' অর্থে পবিত্র

নিকট প্রত্যক্ষ-প্রমান আসিয়াছে এবং আমি তোমাদের প্রতি সমুজ্জল জ্যোতি অবতীর্ণ করিয়াছি। ১৭৬। অতঃপর যাহারা আল্লার প্রতি বিশ্বাস-স্থাপন করিয়াছে এবং তাঁহাকে সুদৃঢ়রূপে ধারণ করিয়াছে, ফলতঃ তিনি তাহা-দিগকে স্বীয় করুণা ও কল্যাণের দিকে প্রবিষ্ট করিবেন এবং স্বীয় সরল-পথে পথ-প্রদর্শন করিবেন। ১৭৭। তাহারা তোমার নিকট ব্যবস্থা-প্রার্থনা করিতেছে; তুমি বল—আল্লাহ তোমাদিগকে পিতা-

بُرْهَانٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَاَنْزَلْنَا اِلَيْكُمْ
نُوْرًا مُّبِيْنًا ٥ ١٧٦- فَاَمَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا
بِاللّٰهِ وَاعْتَصَمُوْا بِهٖ فَسَيُدْخِلُهُمْ
فِيْ رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضْلٍ ۙ وَّيَهْدِيْهِمْ
اِلَيْهِ صِرَاطًا مُّسْتَقِيْمًا ۝
١٧٧- يَسْتَفْتُوْنَكَ ط قُلِ اللّٰهُ يُفْتِيْكُمْ

কোরান নির্দ্দেশিত হইয়াছে। হজরত রসুলোল্লাহ ধর্ম্ম-নীতি, স্বভাব-চরিত্র, প্রত্যাদেশ, অলৌকিকতা ও জীবনের আদর্শ তাঁহার 'নবুয়তের' প্রত্যক্ষ প্রমাণ। কারণ হজরত রসুলোল্লাহ ব্যতীত একাধারে সমস্ত নবীর গুণ-গরিমা, শক্তি এ সদ্‌গুণের বিকাশ আর কোন রসুলের জীবনেই পরিলক্ষিত হয় নাই। তৎপরে কোরান শরিফের আদেশ-উপদেশ, বিধি-নিষেধ ও শিক্ষা-দীক্ষা মানব-জীবনের পক্ষে সমুজ্জল জ্যোতি সদৃশ। কারণ অধর্ম্মের উপর ধর্ম্মের এবং অসত্যের উপর সত্যের এরূপ সুস্পষ্ট বিজয়-বাণী আর কোন ধর্ম্ম-গ্রন্থেই উচ্চারিত হয় নাই। জগতের যাবতীয় ধর্ম্মগ্রন্থ যুগযুগান্ত ধরিয়া ধর্ম্মজ্ঞান ও নীতি-উপদেশ বিতরণে যাহা করিতে পারে নাই, পবিত্র কোরান কয়েক শতাব্দীর মধ্যে সেই অসাধ্য সাধন করিয়াছে। পবিত্র কোরানের স্বর্গীয় জ্যোতি-প্রভাবে জগতের যাবতীয় অধর্ম্ম ও অজ্ঞানান্ধকার বিদুরিত হইয়া সত্যের সমুজ্জল কিরণে সমগ্র বিশ্ব উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছে এবং অংশীবাদী, ত্রিত্ববাদী, পৌত্তলিক ও জড়-পূজক জাতিদিগের মধ্যে একত্ববাদের বিমল বিশ্বাস ধীরে ধীরে ফুটিয়া উঠিতেছে।

১৭৬। যাহারা আল্লার প্রতি বিশ্বাস-স্থাপন পূর্ব্বক "তাঁহাকে সুদৃঢ়রূপে ধারণ"—অর্থাৎ সত্য-ধর্ম্ম ইস্‌লাম গ্রহণ করিয়াছে—আল্লাহতা'লা বলিতেছেন যে, আমিই তাহাদিগকে মুক্তি-পথ প্রদর্শন করিয়া স্বীয় করুণা ও কল্যাণ দানে অভিষিক্ত করিব। এই আয়তের 'রহমত' অর্থাৎ করুণা শব্দের মর্ম্ম—পারলৌকিক পুরস্কার এবং 'ফদ্‌ল' অর্থাৎ কল্যাণ শব্দের অর্থ ইহলৌকিক উন্নতি। সুতরাং আলোচ্য আয়তে সত্য-বিশ্বাসী মুসলমানদিগের ইহ-পারলৌকিক উন্নতি ও মুক্তির সুসংবাদ অতি সুন্দররূপে পরিব্যক্ত হইয়াছে।

১৭৭। এই সুরার প্রথমেই উত্তরাধিকার সম্বন্ধীয় আয়তমালার অবতারণ আরম্ভ হয় (২য় রুকু)। কিন্তু উহা শেষ হইবার পূর্ব্বেই ইহুদী ও খ্রীষ্টানদিগের সহিত ধর্ম্ম-বিষয়ক বিচার বিতর্ক আরম্ভ হওয়ায় ঐ সম্বন্ধীয় আয়ত সমূহ অবতীর্ণ হইতে থাকে। অনন্তর ইহুদী ও খ্রীষ্টানদিগের প্রসঙ্গ শেষ করিয়া উত্তরাধিকার-বিষয়ক অবশিষ্ট বিধি-নিষেধ অবতারণ পূর্ব্বক আল্লাহতা'লা এই সুরা শেষ করিয়াছেন।

কালালা—শব্দের অর্থ পিতা-পুত্র-হীন অর্থাৎ যাহার পিতামাতা ও পুত্র-কন্যা প্রভৃতি কেহই বিদ্যমান না থাকে, তাহাকেই 'কালালা' বলে। আবার যে সকল উত্তরাধিকারী পিতা-মাতা অথবা পুত্র-কন্যার বংশধর নহে, তাহারাও 'কালালা' নামে অভিহিত হইয়া থাকে। আল্লাহতা'লা বলিতেছেন যে, যদি কোন মৃত ব্যক্তির পিতা-মাতা বা পুত্র-কন্যা কেহই বিদ্যমান না থাকে এবং শুধু এক ভগিনী থাকে, তবে উক্ত ভগিনী মৃত ব্যক্তির সম্পত্তির অর্দ্ধাংশের উত্তরাধিকারী হইবে। যদি কোন পিতৃ-মাতৃহীনা স্ত্রীলোক ঐরূপ নিঃসন্তান অবস্থায় মৃত্যুমুখে পতিত হয়, তবে তাহার

فِي الْكَلٰلَةِ ط اِنِ امْرُؤٌا هَلَكَ لَيْسَ لَهٗ
وَلَدٌ وَّلَهٗۤ اُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ ج
وَهُوَ يَرِثُهَاۤ اِنْ لَّمْ يَكُنْ لَّهَا وَلَدٌ ط
فَاِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثٰنِ
مِمَّا تَرَكَ ط وَاِنْ كَانُوْۤا اِخْوَةً
رِّجَالًا وَّنِسَآءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ
الْاُنْثَيَيْنِ ط يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمْ اَنْ
تَضِلُّوْا ط وَاللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ ۝

পুত্রহীন সম্বন্ধে ব্যবস্থা-দান করিয়াছেন; যদি কোন ব্যক্তি নিঃসন্তান অবস্থায় মরিয়া যায় এবং তাহার ভগিনী থাকে তবে সে তাহার পরিত্যক্ত হইতে অর্দ্ধাংশ পাইবে; এবং যদি কোন নারীর সন্তান না থাকে তবে তাহার ভ্রাতাই তদীয় উত্তরাধিকারী হইবে, কিন্তু যদি দুই ভগিনী থাকে তবে তাহাদের উভয়ের জন্য পরিত্যক্ত বিষয়ের দুই-তৃতীয়াংশ; এবং যদি তাহারা ভ্রাতা ভগিনী—পুরুষ ও নারীগণ থাকে, তবে পুরুষ দুই নারীর তুল্য অংশ পাইবে; আল্লাহ তোমাদের জন্য বর্ণনা করিতেছেন—যেন তোমরা বিভ্রান্ত না হও; এবং আল্লাহ সর্ব্ব-বিষয়ে মহাজ্ঞানী।

ভ্রাতাই তদীয় সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হইবে। পূর্ব্বোক্ত অবস্থায় দুই ভগিনী থাকিলে দুই-তৃতীয়াংশ এবং অবশিষ্ট অন্য উত্তরাধিকারিগণ পাইবে। কিন্তু একাধিক ভ্রাতা-ভগিনী বিদ্যমান থাকিলে প্রত্যেক ভ্রাতা প্রত্যেক ভগিনীর দ্বিগুণ প্রাপ্ত হইবে।

হজরত আবু-বকর সিদ্দিকের বর্ণনা অনুযায়ী এস্থলে ভ্রাতা-ভগিনী অর্থে সহোদর-সহোদরা এবং বৈমাত্রেয় ভ্রাতা-ভগিনী বুঝিতে হইবে। বি-পৈত্রিক ভ্রাতা-ভগিনীদিগের উত্তরাধিকার ইতি-পূর্ব্বেই বর্ণিত হইয়াছে।—কোঃ ৪—১২ দ্রষ্টব্য।

সুরা নেসার সংক্ষিপ্ত-সার

আন্‌-নেসা পবিত্র কোরানের অন্যতম সুবৃহত সুরা। এই পবিত্র সুরা ২৪ রুকুতে বিভক্ত এবং ১৭৭ আয়তে গ্রথিত। ইহাতে যে সকল মহান্‌ শিক্ষা ও বিশিষ্ট বর্ণনা আছে, তন্মধ্যে ১। পিতৃহীন বালক-বালিকাদিগের প্রতি কর্ত্তব্য; ২। নারী-জাতির গৌরব, মর্য্যাদা ও সামাজিক অধিকার; ৩। বিবাহ-বিধি এবং স্বামী-স্ত্রী—পরস্পরের প্রতি পরস্পরের কর্ত্তব্য ও অধিকার; ৪। স্বামী-স্ত্রীর বিচ্ছেদ, মিলন ও মীমাংসা-বিধি; ৫। নর-নারীর আভ্যন্তরীণ, বাহ্যিক ও নৈতিক পবিত্রতা; ৬। উত্তরাধিকার-বিষয়ক বিধি-ব্যবস্থা; ৭। ইসলামের আদর্শ—আল্লাহ-রসুলের আনুগত্য ও নেতৃগণের অনুসরণ-বিধি; ৮। অংশীবাদিতা, পৌত্তলিকতা ও কপটতা, পরিবর্জ্জন; ৯। কপট-বিশ্বাসীর প্রকৃতি, পরিচয়, পরিণাম ও প্রদমন ব্যবস্থা; ১০। সুবিচারে ন্যায়ানুসরণ; ১১। ধর্ম্মযুদ্ধ, দেশ-ত্যাগ ও হত্যা-বিনিময়-বিধি; ১২। প্রবাস ও ভীতিকালীন বিশিষ্ট প্রার্থনা-প্রণালী; ১৩। ইহুদী ও খ্রীষ্টান জাতির ভ্রান্ত-বিশ্বাস ও কুসংস্কারের তীব্র প্রতিবাদ; ১৪। আল্লার রসুল ও কোরানের সত্যতা; এবং ১৫। অবিশ্বাসী কাফের ও ক্ষীণ বিশ্বাসী কপটদিগের উপর সত্য-বিশ্বাসী মুসলমানদিগের বিজয়-বার্ত্তা সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। এতদ্ভিন্ন নরনারীর নৈতিক পবিত্রতা, স্ত্রীজাতির সতীত্ব ও সম্ভ্রম, বিবাহ-ব্যাপারে ধৈর্য্য ও সংযম, দাম্পত্য-জীবনে ত্যাগের মহিমা, অবিশ্বাসীদিগের সংস্রব বর্জ্জন, নরনারী ও বালক-বালিকা নির্ব্বিশেষে জগদ্বাসীর প্রতি কর্ত্তব্য পালন এবং পার্থিব জীবন যাপন সম্বন্ধে বহু নীতি ও উপদেশ বর্ণিত হইয়াছে।

মদিনায় অবতীর্ণ	৫। সুরা আল্ মায়েদা—المائدة।	১২০ আয়ত

সর্ব্ব প্রদাতা করুণাময় আল্লার নামে

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

১ম রুকু—বৈধাবৈধ সম্বন্ধীয় সাধারণ বিধি

১। হে বিশ্বাস-স্থাপনকারিগণ, অঙ্গীকার-সমূহ পূর্ণ কর, যাহা তোমাদের প্রতি বিবৃত হইবে—তদ্ব্যতীত চতুষ্পদ

١- يَاَيُّهَا الَّذِينَ اٰمَنُوا اَوْفُوا بِالْعُقُودِ ط اُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْاَنْعَامِ اِلَّا

মায়েদা—খাদ্য-দ্রব্য, খাদ্যাধার, দস্তরখান ও ভোজ্য-পানীয় প্রভৃতি। হজরত ঈসার প্রতি অবতারিত অনুগ্রহ ও জীবিকার প্রতি লক্ষ্য করিয়াই এই সুরার নামকরণ করা হইয়াছে। খাদ্য-দ্রব্যের বৈধাবৈধ নির্দ্ধারণও এই নামকরণের অন্যতম হেতু হইতে পারে। এই সুরার প্রথম রুকুর প্রতি অভিনিবেশ সহকারে লক্ষ্য করিলে শেষোক্ত অভিমতই সুসংগত বলিয়া অনুমিত হয়।

শানে নজুল—এই সুরা মদিনায় অবতীর্ণ হয়। সুরা নেসায় ধর্ম্ম বিষয়ক, সামাজিক ও পারিবারিক বিধি-নিষেধ সমূহ বিবৃত হইবার পর হজরত রসুলোল্লাহ খাদ্যদ্রব্যের বৈধাবৈধ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসিত হন। তদুপলক্ষেই এই সুরা অবতীর্ণ হয়। ইহার অবতারণ-কাল সম্বন্ধে তফ্‌সীরকারগণের মধ্যে মতভেদ হইয়াছে। সর্ব্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ মত এই যে, হিজ্‌রী পঞ্চম বর্ষ হইতে সপ্তম বর্ষের শেষ পর্য্যন্ত এই সুরার বিভিন্ন অংশ অবতারিত হইয়াছিল। অবশ্য ইহার কোন কোন আয়ত হিজ্‌রী সপ্তম বর্ষের পরবর্ত্তী বলিয়াও অনুমিত হয়। বিশেষতঃ এই সুরার তৃতীয় আয়ত পূর্ব্বোক্ত সময়ের অনেক পরে—দশম হিজ্‌রীতে হজরত রসুলোল্লাহ যখন বিদায়-হজ্জ উপলক্ষে আরফাত প্রান্তরে অবস্থান করিতেছিলেন, সেই সময়ে ৯ই জিলহজ্জ তারিখে অবতীর্ণ হয়। এই আয়তে পবিত্র ইস্‌লাম-ধর্ম্মের পূর্ণতা এবং ঐশী-অনুগ্রহের পরিসমাপ্তি ঘোষিত হইয়াছে।

আলোচ্য সুরায় খাদ্য-দ্রব্যের বৈধাবৈধ সম্বন্ধে বিশেষ বিধি-ব্যবস্থা বিবৃত হওয়ার জন্যই ইহার 'মায়েদা' নামকরণ সবিশেষ উপযোগী হইয়াছে। এই সুবৃহৎ সুরা ১২০ আয়তে গ্রথিত এবং ১৬ রুকুতে বিভক্ত। কেহ কেহ আয়ত-সংখ্যা ১২২ বলিয়াও নির্দ্দেশ করিয়াছেন।—তঃ হক্কানী।

১। **ওকুদ**—'আক্‌দ' শব্দের বহুচন। ইহার আভিধানিক শব্দার্থ বন্ধনী; কিন্তু মর্ম্মার্থ অঙ্গীকার, প্রতিশ্রুতি, প্রতিজ্ঞা, শপথ, সন্ধি ও চুক্তি প্রভৃতি। 'আহাদ' ও 'ওকুদ' প্রায় তুল্যার্থ-বাচক। তবে 'আহাদ' শব্দে সাধারণতঃ ভাগ্য-নির্দ্দেশ দিবসে আল্লার নিকট জীবাত্মা সমূহের প্রদত্ত ধর্ম্ম-বিষয়ক অঙ্গীকার নির্দ্দেশিত হয়; কিন্তু 'ওকুদ' শব্দে আত্মিক, লৌকিক, সামাজিক ও পারিবারিক প্রভৃতি সমস্ত অঙ্গীকার ও প্রতিশ্রুতি পরিব্যক্ত হইয়া থাকে। এই আয়তের সর্ব্বপ্রথমেই আল্লাহতা'লা মানবদিগকে স্ব স্ব অঙ্গীকার ও প্রতিশ্রুতি পালন করিবার জন্য আদেশ করিতেছেন। সুতরাং বুঝা যাইতেছে যে, মানবের পক্ষে ধর্ম্ম-কর্ম্মের ন্যায় অন্যান্য অঙ্গীকার অথবা প্রতিশ্রুতি প্রতিপালন করা একান্ত আবশ্যক। তৎপর আল্লাহতা'লা জীব-জন্তু ভক্ষণ সম্বন্ধে পরবর্ত্তী বিধি-নিষেধের আভাস (৩ আয়ত দ্রষ্টব্য) প্রদান পূর্ব্বক এহরাম-বন্ধন কালে ভক্ষণের জন্য পশ্বাদি শিকারের অবৈধতা ঘোষণা করিতেছেন। ইহার অর্থ এই যে, ভক্ষণের

পশু তোমাদের জন্য বৈধ করা হইয়াছে, কিন্তু এহ্‌রাম-বন্ধন কালে শিকার বৈধ নহে; নিশ্চয় আল্লাহ ইচ্ছানুযায়ী আদেশ করিয়া থাকেন। ২। হে বিশ্বাসস্থাপন-কারিগণ, তোমরা আল্লার নির্দ্দেশাবলী ও নিষিদ্ধ মাস-সমূহ ও উৎসর্গ-সকল ও কণ্ঠাভরণ-বিশিষ্টগুলি এবং যাহারা স্বীয় প্রতিপালকের অনুগ্রহ ও প্রসন্নতা

مَا يُتْلٰى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّى الصَّيْدِ
وَاَنْتُمْ حُرُمٌ ط اِنَّ اللّٰهَ يَحْكُمُ
مَا يُرِيْدُ ○ ٢- يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا
لَا تُحِلُّوْا شَعَائِرَ اللّٰهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ
وَلَا الْهَدْىَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا اٰمِّيْنَ

জন্য পশ্বাদি শিকার বৈধ হইলেও হজ্জ অথবা ওমরার উদ্দেশ্যে 'এহরাম' বন্ধন করিলে, এহরাম মুক্ত না হওয়া পর্য্যন্ত শিকার করা অবৈধ।

'হোরোম'—'হরম' শব্দের বহুবচন। অর্থ—নিষিদ্ধ, পবিত্র মক্কা, কাবা প্রভৃতি; কিন্তু এস্থলে সমস্ত তফ্‌সীরকারই 'হোরোম' শব্দের অর্থ—'এহরাম-বন্ধন' পরিগ্রহণ করিয়াছেন। 'এহরাম' অর্থ পবিত্র কাবাগৃহে উপস্থিত হওয়া—অথবা উপস্থিত হইবার জন্য বিশেভাবে মনন করা। এই অবস্থায় শিকার করা সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ। 'হেরেম' শব্দের অন্যার্থে পবিত্র কাবা-গৃহ বুঝা যায় বলিয়া এহ্‌রাম-বন্ধন কালের ন্যায় কাবাগৃহ এবং উহার বহির্ভাগেও শিকার করা নিষিদ্ধ হইয়াছে। 'হেরম' অথবা 'এহ্‌রাম'-কালে বৈধ-শিকার নিষিদ্ধ হওয়ার আদেশ প্রদান সম্বন্ধে আল্লাহতা'লা স্বীয় ইচ্ছার স্বাধীনতা ঘোষণা করিয়াছেন। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও এই কল্যাণকর আদেশের অনুকূলে বহু সুসঙ্গত যুক্তির অবতারণা করা যাইতে পারে।—১৩শ রুকু দ্রষ্টব্য।

২। **শা-য়ায়ের—**'শাইরা' শব্দের বহুবচন। ইহার অর্থ 'নির্দ্দেশ' পরিগৃহীত হইল। কিন্তু তফ্‌সীরকারগণ এই শব্দের নানা মর্ম্ম পরিগ্রহণ করিয়াছেন, যথা—ধর্ম্ম, ধর্ম্মানুষ্ঠান, নির্দ্দেশ চিহ্ন এবং হজ্জ-অনুষ্ঠানের নিমিত্ত আরফাতে অবস্থান ও শাফা-মারওয়া প্রধাবন প্রভৃতি। ফলতঃ 'শা-য়ায়ের' শব্দের দ্যোতনা সাধারণ ভাবে ধর্ম্মকার্য্য হইলেও এস্থলে হজ্জ-অনুষ্ঠানের বিশিষ্ট ক্রিয়া-কর্ম্মের প্রতিই লক্ষ্য করা হইয়াছে। তঃ কবির ও বয়জবী।

শাহ্‌রুল হারাম—নিষিদ্ধ অথবা পবিত্র মাস। পূর্ব্ব-প্রচলিত নিয়মানুসারে আরবে যে সকল মাসে যুদ্ধ বিগ্রহ অথবা অশান্তি সৃষ্টি করা নিষিদ্ধ ছিল, সেই সকল মাসকেই নিষিদ্ধ মাস বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। সাধারণতঃ তফসীরকারগণ জেল্‌কদ, জেলহজ্জ, মহরম ও রজব—এই চারি মাসকে নিষিদ্ধ মাস বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু কেহ কেহ বলেন যে, নিষিদ্ধ মাস অর্থে—একমাত্র জেলহজ্জ মাসই বুঝিতে হইবে।—তঃ হক্কানী।

হাদ্‌ইয়া ও কালায়েদ—শব্দদ্বয় পর্য্যায়ক্রমে 'হদিয়া' এবং 'কিলাদা' শব্দের বহুবচন। সাধারণতঃ উভয় শব্দের অর্থই কোরবানী করার পশু—যাহা কোরবানী করিবার উদ্দেশ্যে মক্কায় লইয়া যাওয়া হয়। 'হদিয়া' অর্থে উৎসর্গ অথবা কোরবানীর উদ্দেশ্যে উৎসর্গীকৃত নির্দ্দিষ্ট পশু এবং 'কিলাদা' অর্থে গলবদ্ধ, কণ্ঠহার, কণ্ঠমালিকা ও কণ্ঠাভরণযুক্ত অথবা কোরবানীর চিহ্নিত পশুও হইতে পারে। এমাম রাজী বলেন যে, আরবে কোরবানীর পশুর কণ্ঠে একরূপ মালা পরাইবার প্রথা পূর্ব্ব হইতেই প্রচলিত ছিল। কিন্তু কোন কোন তফ্‌সীরকার বলেন যে, কোরবানীর জন্য নির্দ্দিষ্ট পশ্বাবলীর মধ্যে কেবলমাত্র উষ্ট্রের কণ্ঠেই ঐরূপ চিহ্নিত আভরণ দেওয়া হইত। সুতরাং আলোচ্য শব্দদ্বয়ের দ্বারা সর্ব্বপ্রকার কোরবানীর পশুই নির্দ্দেশ করা হইয়াছে।—তঃ কবির ও বাঃ কোঃ।

এই আয়তে আল্লাহতা'লা মুসলমানদিগকে কাবাগৃহের সম্মান ও পবিত্রতা সংরক্ষণ কল্পে হজ্জ অনুষ্ঠানের কোনরূপ অবমাননা না করিবার জন্য আদেশ করিতেছেন। হজরত রসুলোল্লাহ হিজরী

الْبَيْتَ الْحَرَامَ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن
رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا ۚ وَإِذَا حَلَلْتُمْ
فَاصْطَادُوا ۚ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ
قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ
الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا ۘ وَتَعَاوَنُوا
عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا
عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ
إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ٢ حُرِّمَتْ

অন্বেষণের জন্য পবিত্র গৃহে গমনেচ্ছু হয়, তাহাদের অবমাননা করিও না; এবং যখন তোমরা এহ্‌রাম-মুক্ত হও তখন শিকার কর; যাহারা তোমাদিগকে পবিত্র মস্‌জেদ হইতে প্রতিরোধ করিয়াছে—সেই সম্প্রদায়ের শত্রুতা যেন তোমাদিগকে সীমা-লঙ্ঘনে উত্তেজিত না করে; এবং তোমরা সৎকার্য্য ও সংযমশীলতায় পরস্পর সাহায্য কর; এবং পাপ ও সীমা লঙ্ঘনে সহায়তা করিও না এবং আল্লাহকে ভয় কর; নিশ্চয় আল্লাহ কঠোর শাস্তিদাতা।
৩। তোমাদের জন্য অবৈধ করা

ষষ্ঠ সনে ওমরা-ব্রত সম্পন্ন করিবার জন্য সপারিষদ মক্কা যাত্রা করিবার পর হোদায়বিয়া নামক স্থানে উপস্থিত হইয়া শিবির সংস্থাপন করেন। মক্কার অবিশ্বাসী অংশীবাদিগণ ঐ সংবাদ পাইয়া যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয় এবং হজরত রসুলোল্লাকে কিছুতেই মক্কায় প্রবেশ কিংবা কাবাগৃহ পরিদর্শন করিতে দিবে না বলিয়া সংবাদ প্রেরণ করে। হজরত তাহাদিগকে বলেন যে, আমি যুদ্ধ করিবার জন্য আগমন করি নাই; শুধু ধর্ম্মকার্য্য সম্পন্ন করাই আমার উদ্দেশ্য। অবিশ্বাসীরা ইহাতে সম্মত না হওয়ায় হজরত তাহাদের সহিত সন্ধি করিয়া মদিনায় ফিরিয়া যান। অবিশ্বাসীদিগের এই অন্যায় আচরণে হজরতের বীরকেশরী সাহাবাগণ অত্যন্ত মর্ম্মাহত হইয়াছিলেন। অনন্তর মক্কার অধিবাসীরা ক্রমেই হীনবল হইয়া যায় এবং মুসলমানেরা প্রবল পরাক্রান্ত ও মহাশক্তিশালী বিজয়ী জাতি রূপে—অষ্টম হিজরীতে মক্কায় আগমন পূর্ব্বক পূর্ব্ব ব্যবহারের প্রতিশোধ স্বরূপ অবিশ্বাসীদের হজ-অনুষ্ঠানে বিঘ্ন-উৎপাদন ও হস্তক্ষেপ করিতে সঙ্কল্প করেন। কিন্তু পবিত্র ইস্‌লাম কখনই অন্যায় অত্যাচারের সমর্থনকারী হইতে পারে না; তাই আল্লাহতা'লা এই আয়ত অবতারণ করিয়া মুসলমানদিগকে অন্যায় প্রতিবিধিৎসা হইতে নিবারণ করিলেন।

আল্লাহতা'লা বলিয়া দিলেন—হে মুসলমানগণ, আমি তোমাদের প্রতি কাবা-গৃহের পবিত্রতা সংরক্ষণ জন্য হজ ও কোরবানী সম্বন্ধে যে সকল বিধি-নিষেধ অবতীর্ণ করিয়াছি, তোমরা কদাচ তাহার অন্যথা করিয়া ঐ সকল ধর্ম্মানুষ্ঠানে মানবের যে সাধারণ অধিকার আছে, তাহাতে হস্তক্ষেপ করিও না এবং কোন সম্প্রদায় তোমাদের ধর্ম্ম-কর্ম্মে বাধা-বিঘ্ন উৎপাদন করিয়াছে বলিয়া প্রতিবিধিৎসা হেতু তাহাদের প্রতি আক্রোশ অথবা উত্তেজনা বশতঃ তোমরা তাহাদের ধর্ম্ম কর্ম্মে বিঘ্ন-উৎপাদন পূর্ব্বক সীমালঙ্ঘন অথবা ন্যায়-ধর্ম্মের অবমাননা করিয়া অন্যায় অত্যাচারে লিপ্ত হইও না। বরং তাহারা যদি সৎকার্য্য ও শুভানুষ্ঠানে তোমাদের সহযোগীতা করিতে ইচ্ছা করে, তবে উহাতে পরস্পর সাহায্য কর; কিন্তু অন্যায়াচরণ অথবা পাপকার্য্যে তাহাদের সহিত কোনরূপ সহযোগিতা করিও না। তোমাদের মনে যেন সর্ব্বদাই এই ভীতি থাকে যে, পাপকার্য্য অথবা অন্যায়াচরণ করিলে নিশ্চয় আল্লার নিকট কঠোর শাস্তিভোগ করিতে হইবে। প্রতিপক্ষের সহিত সৎকর্ম্ম ও শুভানুষ্ঠানে পরস্পর সহায়তা এবং বিশ্বজনীন উদার ব্যবহার সম্বন্ধে কি সুন্দর উপদেশ! ভক্তি ও বিস্ময়ে মস্তক স্বতঃই নত হইয়া পড়ে নাকি?

৩। এই আয়তে আল্লাহতা'লা অবৈধ খাদ্য দ্রব্যের বিষয় বিশেষরূপে নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছেন। অবৈধ খাদ্য-দ্রব্য এগার প্রকার। তন্মধ্যে প্রথম—মৃতজীব, জবহ ব্যতীত যে সকল

হইয়াছে—মৃতজীব ও শোণিত ও শূকর-মাংস এবং যাহা আল্লাহ ব্যতীত অন্য নামে আহূত হয় এবং যাহা কণ্ঠরোধ, লগুড়াঘাত, ভূপতন ও শৃঙ্গাঘাতে নিহত হয় এবং হিংস্র জীবের ভক্ষিত যে সকল পশু জবহ ব্যতীত মরিয়া যায়; এবং যাহা সংস্থাপিত প্রস্তরে নিহত ও যাহা ভাগ্য-নির্দ্দেশক শরসমূহে

عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ
وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ
وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ
وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ ۚ وَمَا
ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا

পশু-পক্ষীর প্রাণ বিয়োগ হয়, সেগুলির মাংস ভক্ষণ অবৈধ। কেবল মৃত-মৎস্য এবং টিড্ডী সকল অবস্থাতেই বৈধ হইবে (হাদিস—এমাম শাফিয়ী, এমাম আহমদ, এব্‌ন-মাজা, দারকুৎনী ও বয়জবী প্রভৃতি)। দ্বিতীয়—শোণিত ; কলিজা ও তিল্লী ব্যতীত সর্ব্বপ্রকার শোনিত অবৈধ (হাদিস—আস্‌হাবে সনন)। তৃতীয়—শূকর মাংস ; শূকরের সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, চর্ম্ম-লোম ও চর্ব্বি পর্য্যন্ত অবৈধ। চতুর্থ—আল্লার নাম ব্যতীত অন্য যে-কোন দেব-দেবী বা পীর ফকিরের নামে উৎসর্গীত অথবা নিহত পশু-পক্ষীর মাংস অবৈধ। পঞ্চম—কণ্ঠ রোধে মৃত-জীব। জবহের পরিবর্ত্তে কণ্ঠরোধ করিয়া মারা হউক কিংবা রজ্জু, ফাঁদ্ অথবা বৃক্ষলতায় কণ্ঠবদ্ধ হইয়াই মরুক ; উহার মাংস অবৈধ (তঃ কবির)। ষষ্ঠ—মুদগর, যষ্টি অথবা প্রস্তরাঘাতে কোন পশু-পক্ষী নিহত হইলে উহার মাংস মৃত-জীবের মাংসের ন্যায় অবৈধ হইবে। কিন্তু আল্লার নাম উচ্চারণ পূর্ব্বক অসি, বর্শা অথবা নিক্ষিপ্ত তীরের আঘাতে শোণিতপাত হইয়া কোন পশু-পক্ষীর মৃত্যু হইলে উহার মাংস ভক্ষণ বৈধ। কিন্তু বর্শা বা তীরের ফলক সংলগ্ন কাষ্ঠদণ্ড বা বাঁটের আঘাতে মারিলে তাহা বৈধ হইবে না (বোখারী ও মোস্‌লেম)। বন্দুকের শিকার সম্বন্ধে মতভেদ হইয়াছে। যাঁহারা উহাকে অবৈধ বলিয়াছেন—তাঁহারা বলেন যে, শিকারের জন্য ধার-যুক্ত অস্ত্রাঘাত অথবা শস্ত্র-নিক্ষেপই বিশিষ্ট শর্ত্ত (এব্‌নে উমর ও আবু হানিফা) ; কিন্তু বন্দুকের গুলিতে সে শর্ত্তের অভাব বিদ্যমান। পক্ষান্তরে আল্লার নামের সহিত বন্দুক ফায়ার করিলে উহার শিকার বৈধ হইবে বলিয়াও বহু আলেম ফতোয়া দিয়াছেন। তাঁহারা বলেন যে অস্ত্র শস্ত্রের ধার অপেক্ষা বন্দুকের গুলির তীক্ষ্ণতা কোন অংশেই কম নহে—বরং বেশী (কাজী শওকানী—হক্কানী) এবং উহাতে যাহাতে যথারীতি শোণিতও প্রবাহিত হইয়া থাকে। আল্লার নাম উচ্চারণ পূর্ব্বক শিক্ষিত শিকারী পশুপক্ষী ছাড়িয়া দিলে উহারা যে শিকার করিবে, তাহার মাংস ভক্ষণ বৈধ। সপ্তম—ভূপতিত মৃত জীব ; পর্ব্বত, বৃক্ষ অথবা ছাদ হইতে পড়িয়া কোন পশু-পক্ষী মরিয়া গেলে তাহার মাংস ভক্ষণ বৈধ নহে। অষ্টম—শৃঙ্গাঘাতে নিহত পশু। কোন জন্তু অন্য জন্তুর শৃঙ্গাঘাতে নিহত হইলে উহার মাংস ভক্ষণ বৈধ হইবে না। নবম—হিংস্র জন্তুর নিহত জীব অবৈধ ; কিন্তু হিংস্র পশু-পক্ষীর ধৃত অথবা ভক্ষিত বৈধ-জীব জীবিত অবস্থায় প্রাপ্ত হইয়া জবহ করিলে উহা বৈধ হইবে। দশম—বলি-কৃত পশু ; যে সকল নির্দ্দিষ্ট প্রস্তরাদির উপর অবিশ্বাসী কাফেরগণ স্ব স্ব আরাধ্য দেব-দেবীর উদ্দেশ্যে পশু বলিদান করিয়া থাকে, তদুপরি কোন পশু উৎসর্গীত অথবা নিহত হইলে উহাও অবৈধ হইয়া যাইবে। একাদশ—সুরতীর নিয়মে ভাগ্য-নির্দ্দেশক শর দ্বারা বিভক্তিকৃত খাদ্য দ্রব্যও অবৈধ। কারণ উহা জুয়ার প্রক্রিয়া-বিশেষ এবং জুয়া ও তজ্জনিত লভ্য মাত্রই অবৈধ। অন্ধযুগে আরবে শিকার, পশু-পক্ষী হনন ও উৎসর্গাদি ব্যাপারে যে সকল কুসংস্কার ও কুপ্রথা বিদ্যমান ছিল এবং ইউরোপীয় পথভ্রান্ত খ্রীষ্টান ও এসিয়ার অংশীবাদী কুসংস্কারাচ্ছন্ন পৌত্তলিক ও জড় পূজক জাতি-সমূহের মধ্যে এখনও যে সকল কুপ্রথা বিদ্যমান আছে, আল্লাহতা'লা এই আয়তে তাহা সমস্তই 'হারাম' অর্থাৎ অবৈধ করিয়া দিয়াছেন।

بِالْأَزْلَامِ ۚ ذَٰلِكُمْ فِسْقٌ ۗ الْيَوْمَ
يَئِسَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن دِينِكُمْ
فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ ۚ الْيَوْمَ
أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ
نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ
دِينًا ۚ فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ
غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِّإِثْمٍ ۙ فَإِنَّ اللَّهَ

বিভক্ত হয়; ইহা তোমাদের জন্য দুষ্কার্য্য; আজ অবিশ্বাস-কারীরা তোমাদের ধর্ম্ম হইতে নিরাশ হইয়া গিয়াছে; অতএব তাহাদিগকে ভয় করিও না এবং আমাকেই ভয় কর; আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের ধর্ম্ম পূর্ণ-পূত করিলাম এবং তোমাদের প্রতি আমার অনুগ্রহ সম্পূর্ণ করিলাম এবং তোমাদের জন্য ইস্‌লাম-ধর্ম্ম মনোনীত করিয়া দিলাম; কিন্তু যে পাপাসক্তি ব্যতীত ক্ষুধায় কাতর হইয়া পড়িবে, তবে নিশ্চয় আল্লাহ ক্ষমাশীল করুণাময়।

আকমাল—'কামাল' হইতে নিষ্পন্ন; অর্থ—পূর্ণকরণ, পূর্ণতা-সাধন, পরিশুদ্ধ করণ অথবা সর্ব্বাঙ্গীন পূর্ণতা, উন্নতি ও শুদ্ধতা সম্পাদন। সুতরাং 'আকমাল' শব্দের সমস্ত ভাবরাশি সুপ্রকাশ জন্য আমরা উহার অর্থ—'পূর্ণ পূত' গ্রহণ করিলাম। ইহা অপেক্ষা 'কামালের' উৎকৃষ্ট প্রতিশব্দ বাঙ্গলা ভাষায় হইতে পারে না।

ধর্ম্মের পূর্ণ-পরিশুদ্ধি এবং নবুয়তের পরিসমাপ্তি—পূর্ব্বোক্ত বিধি-নিষেধের সহিত আল্লাহতা'লা আয়তের এই অংশে ইস্‌লামের পূর্ণ-পরিশুদ্ধি সম্পাদন এবং মানব-জাতির জন্য ধর্ম্ম সম্বন্ধে স্বীয় দান ও অনুগ্রহের পরিসমাপ্তি ঘোষণা করিয়াছেন এবং তৎসহ একথাও ঘোষিত হইয়াছে যে, অতঃপর আল্লাহতা'লার মনোনীত ইস্‌লামই সমগ্র মানব-জাতির জন্য একমাত্র ধর্ম্ম। হজরত আদম হইতে আরম্ভ করিয়া সহস্র সহস্র রসুল ও নবীর প্রতি প্রত্যাদেশ ও গ্রন্থ অবতারণ পূর্ব্বক আল্লাহতা'লা মানব-জাতির যে মুক্তিপথ বা সত্যধর্ম্ম নির্দ্দেশ করিতে-ছিলেন, যুগ যুগান্ত পরে আল্লাহতা'লা হজরত রসুলোল্লার (সঃ) প্রতি কোরান শরিফ অবতারণ করিয়া সেই ধর্ম্মকে পূর্ণ-পূত ও পরিসমাপ্ত করিয়া দিলেন। অতএব এই আয়তে স্পষ্টই ঘোষিত হইল যে, পবিত্র ইস্‌লামই মানব জাতির জন্য একমাত্র মুক্তিপথ ও সত্যধর্ম্ম এবং হজরত মোহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলায়হেস্‌সালামই বিশ্বজগতের জন্য শ্রেষ্ঠতম ও শেষ-নবী। সুতরাং ইহার পরে আর কোন রসুল প্রেরিত অথবা অন্য কোন সত্যধর্ম্ম প্রচারিত হইবে না। হজরত রসুলোল্লার প্রবর্ত্তিত ও প্রচারিত ইস্‌লামই জগতের প্রলয়-কাল পর্য্যন্ত মানব-জাতির জন্য অবিসংবাদিত মুক্তি-পথ ও সত্যধর্ম্ম রূপে বিরাজমান থাকিবে।

উপরোক্ত আয়তাংশ যে হজরত রসুলোল্লার (সঃ) শেষ-বিদায়ের অব্যবহিত পূর্ব্বে—বিদায় হজের অবসানে অবতারিত হইয়াছিল, তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই। তজ্জন্য অধিকাংশ তফ্‌সীরকারই ইহাকে অনুজ্ঞা-বিষয়ক শেষ অথবা সর্ব্বশেষ প্রত্যাদেশ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। হজরত রসুলোল্লাহ (সঃ) এই আয়তাংশ অবতারণের পর মাত্র একাশি অথবা বিরাশি দিন পরে সমগ্র বিশ্ববাসীকে কাঁদাইয়া পরলোক গমন করেন।

আলোচ্য আয়তের শেষাংশে আল্লাহতা'লা বলিয়াছেন যে, যে সকল খাদ্য দ্রব্য তোমাদের জন্য অবৈধ করা হইল—অবৈধ ইচ্ছা অথবা প্রলোভনের বশে তাহা ভক্ষণ করা মহাপাপ। কিন্তু ক্ষুধা-তৃষ্ণায় একান্ত কাতর হইয়া প্রাণ-বিয়োগ আশঙ্কা-স্থলে শুধু প্রাণ রক্ষার জন্য কেহ কচিৎ ঐ সকল দ্রব্য ভক্ষণ করিলে করুণাময় আল্লাহ তাহাকে ক্ষমা করিবেন।

৪। তোমাকে জিজ্ঞাসা করিতেছে যে, তাহাদের জন্য কি কি বৈধ? তুমি বল, তোমাদের জন্য পবিত্র বস্তু-সমূহ বৈধ করা হইয়াছে; এবং আল্লাহ তোমা-দিগকে যেরূপ শিক্ষা দিয়াছেন, তদ্রূপ তোমরা যে সকল শিকারী পশু-পক্ষীকে শিক্ষাদান কর—তৎপর তাহারা তোমা-দের জন্য যাহা ধৃত করে তাহা ভক্ষণ কর এবং তদুপরি আল্লার নাম উচ্চারণ কর; এবং আল্লাহকে ভয় কর,

غَفُورٌ رَّحِيمٌ ○ ع يَسْئَلُونَكَ مَاذَآ أُحِلَّ لَهُمْ ط قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبٰتُ لا وَمَا عَلَّمْتُمْ مِّنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِيْنَ تُعَلِّمُوْنَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللّٰهُ ز فَكُلُوْا مِمَّآ أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللّٰهِ عَلَيْهِ ص وَاتَّقُوا اللّٰهَ ط إِنَّ اللّٰهَ

৪। হজরত রসুলোল্লাহ জনসাধারণ কর্ত্তৃক খাদ্য দ্রব্যের বৈধাবৈধ সম্বন্ধে সাধারণ বিধি এবং শিকারী আদি-বেন হাতেম কর্ত্তৃক শিকার-বিষয়ক ব্যবস্থা জিজ্ঞাসিত হওয়ায়, তদুত্তরে এই আয়ত অবতীর্ণ হয়। আল্লাহতা'লা বলিয়া দিলেন যে, যে সকল দ্রব্য উৎকৃষ্ট, পবিত্র, বিশুদ্ধ ও নির্দ্দোষ তাহাই তোমাদের জন্য বৈধ করা হইয়াছে। এই উক্তি দ্বারা প্রকারান্তরে একথাও বলিয়া দেওয়া হইল যে, ইস্‌লামী শরিয়তের নির্দ্দেশ অনুসারে অপবিত্র, নিকৃষ্ট ও অনিষ্টকর দ্রব্যই মানুষের জন্য অবৈধ করা হইয়াছে। গো-মাংস, গোধুম, শির্কা, শরবত ও পানি প্রভৃতি বিশুদ্ধ খাদ্য ও পানীয়ের উপকারিতার সহিত শব, শূকর মাংস, শোণিত ও সুরা প্রভৃতি দূষিত খাদ্য ও পানীয়ের অপকারিতার তুলনা করিলেই ইহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাওয়া যায়।

জওয়ারেহে মোকাল্লেবীন—জওয়ারেহে 'জারেহা' এবং মোকাল্লেবীনা 'মোকাল্লেব' শব্দের বহু বচন। প্রথম শব্দের অর্থ শিকারী, দংশন-কারী অথবা হিংস্র এবং দ্বিতীয় শব্দের অর্থ শিকার শিক্ষাদাতা। এইজন্য কেহ কেহ প্রোক্ত শব্দযুগের মর্ম্মার্থে 'শিকারী পশু' অথবা 'শিকারী কুকুর' পরিগ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু "সুশিক্ষিত শিকারী পশু পক্ষীই" উহার প্রকৃত মর্ম্ম।

আল্লাহতা'লা বলিয়া দিলেন যে, সুশিক্ষিত শিকারী পশু পক্ষীকে আল্লার নাম উচ্চারণ পূর্ব্বক অর্থাৎ 'বিসমিল্লাহ' বলিয়া শিকারের জন্য ছাড়িয়া দিলে উহারা যে শিকার ধৃত করিবে, তাহা ভক্ষণ করা বৈধ। এইরূপ ধৃত শিকার—শিকারী পশু-পক্ষীর আক্রমণে যদি মরিয়াও যায়, তবে সেই মৃত্যুই জবহ বলিয়া পরিগণিত হইবে এবং উহা আর স্বতন্ত্রভাবে জবহ করিতে হইবে না। অবশ্য শিকার যদি শিকারীর হস্তগত হইবার পরে জীবিত থাকে, তবে উহা নিয়মিত ভাবে জবহ করিতে হইবে। কেহ কেহ বলেন যে, শিকার-কালে ধৃত শিকারের আহত এবং রক্ত প্রবাহিত হওয়া আবশ্যক; নচেৎ উহা ভক্ষণ করা বৈধ হইবে না। কিন্তু কোরানোক্ত 'ধৃত করা' শব্দ সাধারণ; উহার সহিত আহত অথবা রক্ত প্রবাহিত হওয়ার কোন বিশেষ শর্ত্ত সংযোজিত হয় নাই বলিয়া অনেক তফ্‌সীরকার ঐ মত অগ্রাহ্য করিয়াছেন। আবার কেহ কেহ শিকারী পশুর দন্তস্ফুট হওয়ার প্রতিকূলেও মত প্রকাশ করিয়াছেন; কিন্তু এ মত সমীচীন বলিয়া মনে হয় না। পক্ষান্তরে শিকারী পশু পক্ষী যদি শিকার ধরিয়া স্বয়ং ভক্ষণ করিতে থাকে এবং সেই অবস্থায় শিকার মরিয়া যায়, তবে প্রসিদ্ধ তফ্‌সীরকারগণ কোরানোক্ত "তোমাদের জন্য ধৃত করা" বাক্যের স্পষ্টতর মর্ম্মের ব্যতিক্রম হেতু ঐ শিকারের মাংস ভক্ষণ অবৈধ বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন—যদিও কোন কোন হাদিসে (আবু-দাউদ) ইহার বিরুদ্ধ বর্ণনা পরিলক্ষিত হয়।—তঃ কবির।

শিকারের জন্য অসি প্রহার, বর্শাঘাত, তীর-নিক্ষেপ, গুলি-বর্ষণ অথবা শিকারী পশু-পক্ষী ছাড়িবার সময়ে আল্লার নাম উচ্চারণ করা অর্থাৎ "বিস্‌মিল্লাহ" বলা অত্যাবশ্যক। এ সম্বন্ধে

৪। তোমাকে জিজ্ঞাসা করিতেছে যে, তাহাদের জন্য কি কি বৈধ? তুমি বল, তোমাদের জন্য পবিত্র বস্তু-সমূহ বৈধ করা হইয়াছে; এবং আল্লাহ তোমাদিগকে যেরূপ শিক্ষা দিয়াছেন, তদ্রূপ তোমরা যে সকল শিকারী পশু-পক্ষীকে শিক্ষাদান কর—তৎপর তাহারা তোমাদের জন্য যাহা ধৃত করে তাহা ভক্ষণ কর এবং তদুপরি আল্লার নাম উচ্চারণ কর; এবং আল্লাহকে ভয় কর,

غفور رحيم ○ ع يسئلونك ماذا
احل لهم ط قل احل لكم الطيبت لا
وما علمتم من الجوارح مكلبين
تعلمونهن مما علمكم الله ز فكلوا
مما امسكن عليكم واذكروا اسم
الله عليه ص واتقوا الله ط ان الله

৪। হজরত রসুলোল্লাহ জনসাধারণ কর্তৃক খাদ্য দ্রব্যের বৈধাবৈধ সম্বন্ধে সাধারণ বিধি এবং শিকারী আদি-বেন হাতেম কর্তৃক শিকার-বিষয়ক ব্যবস্থা জিজ্ঞাসিত হওয়ায়, তদুত্তরে এই আয়ত অবতীর্ণ হয়। আল্লাহতা'লা বলিয়া দিলেন যে, যে সকল দ্রব্য উৎকৃষ্ট, পবিত্র, বিশুদ্ধ ও নির্দ্দোষ তাহাই তোমাদের জন্য বৈধ করা হইয়াছে। এই উক্তি দ্বারা প্রকারান্তরে একথাও বলিয়া দেওয়া হইল যে, ইস্‌লামী শরিয়তের নির্দ্দেশ অনুসারে অপবিত্র, নিকৃষ্ট ও অনিষ্টকর দ্রব্যই মানুষের জন্য অবৈধ করা হইয়াছে। গো-মাংস, গোধুম, শির্কা, শরবত ও পানি প্রভৃতি বিশুদ্ধ খাদ্য ও পানীয়ের উপকারিতার সহিত শব, শূকর মাংস, শোণিত ও সুরা প্রভৃতি দূষিত খাদ্য ও পানীয়ের অপকারিতার তুলনা করিলেই ইহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাওয়া যায়।

জওয়ারেহে মোকাল্লেবীন—জওয়ারেহে 'জারেহা' এবং মোকাল্লেবীনা 'মোকাল্লেব' শব্দের বহু বচন। প্রথম শব্দের অর্থ শিকারী, দংশন-কারী অথবা হিংস্র এবং দ্বিতীয় শব্দের অর্থ শিকার শিক্ষাদাতা। এইজন্য কেহ কেহ প্রোক্ত শব্দযুগের মর্ম্মার্থে 'শিকারী পশু' অথবা 'শিকারী কুকুর' পরিগ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু "সুশিক্ষিত শিকারী পশু পক্ষীই" উহার প্রকৃত মর্ম্ম।

আল্লাহতা'লা বলিয়া দিলেন যে, সুশিক্ষিত শিকারী পশু পক্ষীকে আল্লার নাম উচ্চারণ পূর্ব্বক অর্থাৎ 'বিসমিল্লাহ' বলিয়া শিকারের জন্য ছাড়িয়া দিলে উহারা যে শিকার ধৃত করিবে, তাহা ভক্ষণ করা বৈধ। এইরূপ ধৃত শিকার—শিকারী পশু-পক্ষীর আক্রমণে যদি মরিয়াও যায়, তবে সেই মৃত্যুই জবহ বলিয়া পরিগণিত হইবে এবং উহা আর স্বতন্ত্রভাবে জবহ করিতে হইবে না। অবশ্য শিকার যদি শিকারীর হস্তগত হইবার পরে জীবিত থাকে, তবে উহা নিয়মিত ভাবে জবহ করিতে হইবে। কেহ কেহ বলেন যে, শিকার-কালে ধৃত শিকারের আহত এবং রক্ত প্রবাহিত হওয়া আবশ্যক; নচেৎ উহা ভক্ষণ করা বৈধ হইবে না। কিন্তু কোরানোক্ত 'ধৃত করা' শব্দ সাধারণ; উহার সহিত আহত অথবা রক্ত প্রবাহিত হওয়ার কোন বিশেষ শর্ত্ত সংযোজিত হয় নাই বলিয়া অনেক তফ্‌সীরকার ঐ মত অগ্রাহ্য করিয়াছেন। আবার কেহ কেহ শিকারী পশুর দন্তস্ফুট হওয়ার প্রতিকূলেও মত প্রকাশ করিয়াছেন; কিন্তু এ মত সমীচীন বলিয়া মনে হয় না। পক্ষান্তরে শিকারী পশু-পক্ষী যদি শিকার ধরিয়া স্বয়ং ভক্ষণ করিতে থাকে এবং সেই অবস্থায় শিকার মরিয়া যায়, তবে কোরানোক্ত "তোমাদের জন্য ধৃত করা" বাক্যের স্পষ্টতর মর্ম্মের ব্যতিক্রম হেতু প্রসিদ্ধ তফ্‌সীরকারগণ ঐ শিকারের মাংস ভক্ষণ অবৈধ বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন—যদিও কোন কোন হাদিসে (আবু-দাউদ) ইহার বিরুদ্ধ বর্ণনা পরিলক্ষিত হয়।—তঃ কবির।

শিকারের জন্য অসি প্রহার, বর্শাঘাত, তীর-নিক্ষেপ, গুলি-বর্ষণ অথবা শিকারী পশু-পক্ষী ছাড়িবার সময়ে আল্লার নাম উচ্চারণ করা অর্থাৎ "বিস্‌মিল্লাহ" বলা অত্যাবশ্যক। এ সম্বন্ধে

سَرِيْعُ الْحِسَابِ ۝ ٥ - اَلْيَوْمَ اُحِلَّ لَكُمُ
الطَّيِّبٰتُ ؕ وَطَعَامُ الَّذِيْنَ اُوْتُوا
الْكِتٰبَ حِلٌّ لَّكُمْ ۪ وَطَعَامُكُمْ
حِلٌّ لَّهُمْ ز وَالْمُحْصَنٰتُ مِنَ
الْمُؤْمِنٰتِ وَالْمُحْصَنٰتُ مِنَ الَّذِيْنَ

নিশ্চয় আল্লাহ সত্বর হিসাব গ্রহণ-
কারী। ৫। আজ তোমাদের জন্য
পবিত্র বস্তু-সমূহ বৈধ করা হইল; এবং
গ্রন্থ-প্রাপ্তগণের খাদ্য-দ্রব্য তোমাদের
জন্য বৈধ এবং তোমাদের খাদ্য-দ্রব্যও
তাহাদের জন্য বৈধ;—এবং বিশ্বাসিনী-
গণের মধ্যে সতী-সাধ্বীগণ এবং
তোমাদের পূর্ব্বে যাহাদিগকে গ্রন্থ প্রদত্ত

প্রসিদ্ধ তফ্‌সীরকারগণের সহিত সহি হাদিস-সঙ্কলয়িতাগণ এক মতাবলম্বী। তবে হাদিসে উহা বৈধ হওয়ার জন্য আহত হওয়ার বিশেষ শর্ত্তটীও নির্দ্দেশিত হইয়াছে।—সহি বেখারী ও মোস্‌লেম।

৫। এই আয়তের দুইটী বিষয় বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। প্রথমতঃ মুসলমান এবং গ্রন্থ-প্রাপ্ত ইহুদী ও খ্রীষ্টানগণের মধ্যে পরস্পরের খাদ্য-দ্রব্য পরস্পরের জন্য বৈধ হওয়া এবং দ্বিতীয়তঃ মুসলমানের পক্ষে মুসলমান সতী সাধ্বী রমনীর ন্যায় ইহুদী ও খ্রীষ্টানদিগের সতী-সাধ্বী রমনীগণকে বিবাহ করা সিদ্ধ হওয়া। কিন্তু আয়তের প্রথমোক্ত নির্দ্দেশের অর্থ ইহা নহে যে, ইহুদী ও খ্রীষ্টানদিগের সমস্ত খাদ্য দ্রব্যই মুসলমানদিগের জন্য বৈধ হইবে। কারণ আয়তের প্রথমেই উক্ত হইয়াছে, "তোমাদের জন্য পবিত্র বস্তু-সমূহ বৈধ করা হইল।" সুতরাং স্পষ্টই প্রমাণিত হইয়াছে যে, শব, শূকর, সুরা প্রভৃতি যে সকল অবৈধ, অপবিত্র ও অনিষ্টকর খাদ্য-দ্রব্য ইহুদী-খ্রীষ্টানেরা পানাহার করে এবং যে সকল বৈধ পশু পক্ষী ও খাদ্য দ্রব্য তাহাদের দ্বারা অবৈধভাবে নিহত অথবা প্রস্তুত হয়, তাহা কখনই মুসলমানদের জন্য বৈধ হইতে পারে না।

ইহুদী ও খ্রীষ্টানগণের জবহ সম্বন্ধে সাহাবা, তাবেয়ী ও এমামগণের মধ্যে মতভেদ হইয়াছে। হজরত আলি, এব্‌ন-ওমর ও জননী আয়েশা সিদ্দিকা প্রভৃতি প্রধানতম সাহাবাগণ বলেন যে, গ্রন্থানুগামীরা আল্লার নাম যোগে বৈধ পশু জবহ করিলে উহা মুসলমানের জন্য বৈধ হইবে; কিন্তু আল্লাহ ব্যতীত ঈসা, বা অন্য কোন নবী-অলি অথবা দেব-দেবীর নাম যোগে জবহ করিলে উহা কখনই বৈধ হইবে না। এমাম আজম আবু হানিফা, এমাম মালেক ও এমাম শাফিয়ী এই মত সমর্থন করিয়াছেন। পক্ষান্তরে আতা, মকহুল ও হাসান প্রভৃতি ইহার বিপরীত মত প্রকাশ করিলেও প্রসিদ্ধ ওলামাগণ কর্ত্তৃক তাহা পরিগৃহীত হয় নাই। বিশেষতঃ হাদিসের বিভিন্ন বর্ণনায় পরিদৃষ্ট হয় যে, হজরত রসুলোল্লা ও বিশিষ্ট সাহাবাগণ ভ্রান্ত খ্রীষ্টানদিগের জবহ সিদ্ধ মনে করেন নাই এবং হজরত আলি ও অন্যান্য সাহাবাগণ পূর্ব্ববর্ত্তী নাম মাত্র ঈসায়ীগণের জবহ ভক্ষণ করিতে নিষেধ করিয়াছেন। সুতরাং আধুনিক অংশীবাদী, অবিশ্বাসী অথবা নাস্তিক খ্রীষ্টানদিগের জবহ কখনই বৈধ বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে না। অবশ্য খ্রীষ্টানগণ কর্ত্তৃক বিশুদ্ধভাবে প্রস্তুত রুটি বিস্কুট, কেক এবং ফল-মূল ও মিষ্ট-দ্রব্যাদি ভক্ষণের বৈধতা সম্বন্ধে সকলেই এক মতাবলম্বী।—তঃ কবির ও হক্কানী।

মুসলমানের পক্ষে গ্রন্থানুগামীদিগের সতী সাধ্বী ও পবিত্রা নারী বিবাহ করা সম্বন্ধে এই আয়তে একটি বিশিষ্ট বিধি বিবৃত হইয়াছে। ইহুদী, খ্রীষ্টান অথবা পৌত্তলিক ধর্ম্মে এরূপ কোনই বিশিষ্ট বিধান নাই (তওরাত—২য় বিবরণ ৭—৩; ২ করিন্থীয় ৬—১৪; এবং মনু দ্রষ্টব্য)। মুসলমান পুরুষের সহিত অবিশ্বাসী ও অংশীবাদিনী নারীর বিবাহ সম্পূর্ণরূপে অবৈধ ও নিষিদ্ধ (২—২২১)। কিন্তু গ্রন্থানুগামী ইহুদী ও খ্রীষ্টান ধর্ম্মাবলম্বী সতী-সাধ্বী পবিত্রা রমণীগণের সহিত মুসলমান পুরুষের বিবাহ অনুমোদিত হইয়াছে। পক্ষান্তরে মোস্‌লেম ললনাগণের সহিত মুসলমান ব্যতীত অন্য কোন জাতি অথবা অন্য কোন ধর্ম্মাবলম্বী পুরুষের বিবাহ সমর্থিত বা অনুমোদিত হয় নাই। ইহার

হইয়াছে তাহাদের মধ্যস্থ সতীসাধ্বা-গণও—যখন গুপ্তপ্রেম ও কামচরিতার্থতা ব্যতীত বিবাহিত হইয়া তাহাদের মোহর প্রদান কর; এবং যে-কেহ বিশ্বাসের বিষয় অবিশ্বাস করে, তবে নিশ্চয় তাহার কৃতকর্ম্ম বিনষ্ট হইয়াছে; এবং পরলোকেও সে ক্ষতিগ্রস্তদিগের অন্তর্ভুক্ত হইবে।

أُوتُوا الْكِتٰبَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَآ
آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ
غَيْرَ مُسٰفِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِىٓ أَخْدَانٍ ط
وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ ز
وَهُوَ فِى الْآخِرَةِ مِنَ الْخٰسِرِينَ ۵

কয়েকটী সুসঙ্গত কারণ উল্লেখ করা যাইতে পারে। জগতের হিতসাধন, নর-নারীর উন্নত বিধান
এবং সামাজিক ও পারিবারিক সুখ-শান্তি ও পুণ্য-পবিত্রতা সম্পাদনই ইসলামের প্রধানতম উদ্দেশ্য।
পবিত্র ইসলামের শিক্ষানুযায়ী মোসলেম সমাজে স্ত্রীজাতির যে, সম্মান, প্রতিষ্ঠা ও অধিকার
আছে—তাঁহাদের সুখ শান্তি সম্পাদন এবং পবিত্রতা ও মর্য্যাদা সংরক্ষণের যে সকল সুসঙ্গত
বিধি-ব্যবস্থা রহিয়াছে, জগতের অন্য কোন ধর্ম্ম, জাতি বা সমাজেই তাহা নাই। এ অবস্থায়
মোসলেম ললনাগণ—ভিন্ন জাতি বা ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী পুরুষের সহিত বিবাহিতা হইলে, সেই সকল
অসংযত সমাজ এবং অরক্ষিত ও অসভ্য পরিবারে তাঁহারা কিছুতেই স্বীয় সম্ভ্রম, মর্য্যাদা বা পবিত্রতা
রক্ষা করিতে সমর্থ হইবেন না। সেই জন্যই ঐরূপ বিবাহ অবৈধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। অন্য
ধর্ম্মাবলম্বী অর্দ্ধ সভ্য সমাজ ও অর্দ্ধ-নগ্ন বেপর্দ্দা পরিবার হইতে গ্রন্থানুগামী রমণীবৃন্দ সুসভ্য ও সুরক্ষিত
মোসলেম-পরিবারে বধু-রূপে আগমন করিলে তাহাদের অধিকার, সম্ভ্রম, মর্য্যাদা, পবিত্রতা ও সুখ
শান্তি শতগুণে বর্দ্ধিত হইবে। পক্ষান্তরে অংশীবাদিনী, অবিশ্বাসিনী ও পৌত্তলিক নারীগণের সহিত
মুসলমান পুরুষের বিবাহ বিশেষভাবে অবৈধ ও নিষিদ্ধ হইবার প্রধানতম কারণ এই যে, উহাদের
ধর্ম্ম-বিশ্বাস, আচার-ব্যবহার, রীতি-নীতি ও ক্রিয়া-কলাপ অত্যন্ত হীন ও বর্দর্য্য। সুতরাং উহাদের
সংস্পর্শে মর্য্যাদা সম্পন্ন মোসলেম পরিবার এবং পূত-শুদ্ধ ইসলামী গৃহ-প্রাঙ্গণের মর্য্যাদা ও পবিত্রতা
সংরক্ষিত হইবার সম্ভাবনা অতি অল্প। উহাদের অন্ধ বিশ্বাস ও কুসংস্কার এরূপ বদ্ধমূল যে, সুশিক্ষা
এবং সুসংসর্গ প্রভাবেও তাহা অতি অল্পই পরিবর্ত্তিত হইয়া থাকে। কিন্তু গ্রন্থানুগামী রমণীদের ধর্ম্ম-
বিশ্বাস ও উপাসনা-পদ্ধতি মোসলেম পরিবারের পক্ষে তত মারাত্মক নহে। বিশেষতঃ সমুন্নত স্বামী-
পরিজনের সংসর্গে তাহারা অতি সহজেই স্বীয় ধর্ম্ম-জীবনের পরিবর্ত্তন ও উন্নতিসাধন করিয়া থাকে।
এই সকল কারণেই মুসলমান পুরুষের পক্ষে গ্রন্থানুগামী রমণীর সহিত বিবাহ বৈধ এবং অংশীবাদী
পৌত্তলিক নারীর সহিত বিবাহ অবৈধ বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে।—কোঃ ২—২২১ দ্রষ্টব্য।

'আহলে কেতাব' ও 'উতুল'-কেতাব'—অর্থাৎ গ্রন্থানুগামী ও গ্রন্থপ্রাপ্ত শব্দে সাধারণতঃ ইহুদী
ও খ্রীষ্টান জাতিকেই নির্দ্দেশ করা হইয়া থাকে। কেহ কেহ ইহার ব্যাপক অর্থ পরিগ্রহণ পূর্ব্বক
মজুসী এবং পার্শী সম্প্রদায়কে পর্য্যন্ত উক্ত পর্য্যায়ের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া তাহাদের কন্যাগণকে বিবাহ
করা বৈধ মনে করেন। কিন্তু এ অভিমত প্রসিদ্ধ তফ্‌সীরকার ও ফকিহগণ কর্ত্তৃক গ্রাহ্য হয় নাই।
পক্ষান্তরে ব্যাপক অর্থের বিরোধিগণ উপরোক্ত উক্তির দ্বারা কেবলমাত্র গ্রন্থানুগামী এস্রাইল-
বংশীয় রমণীদিগকে বিবাহ করাই বৈধ মনে করেন। আবার এক শ্রেণীর রক্ষণশীল 'ফকিহ' আধুনিক
ইহুদী ও খ্রীষ্টানদিগকে সম্পূর্ণরূপে অংশীবাদী ও পৌত্তলিকের পর্য্যায়ভুক্ত করিয়া—তাহাদের
রমণীগণের সহিত বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হওয়াও অসঙ্গত বলিয়া মত প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহারা
খ্রীষ্টান সমাজের লজ্জাকর 'কোর্টশিপ' এবং স্ত্রী-পুরুষের অবাধ সম্মিলনের কথা উল্লেখ করিয়া বলেন
যে, আধুনিক ইহুদী খ্রীষ্টানেরা তওরাত, জবুর ও ইঞ্জিলের শিক্ষা হইতে সম্পূর্ণরূপে বহির্ভূত হইয়া
গিয়াছে। তজ্জন্য ইসলামের নির্দ্দেশ অনুযায়ী 'মোহছেনা' বা সতী-সাধ্বী পবিত্রা রমণী উহাদের মধ্যে

২য় রুকু অজু, গোসল ও তয়াম্মম বিষয়ক বিধি

৬। হে বিশ্বাস-স্থাপনকারিগণ, যখন তোমরা নামাজে দণ্ডায়মান হও তখন তোমাদের মুখমণ্ডল ও তোমাদের হস্ত-সমূহ কনুই পর্য্যন্ত ধৌত কর এবং তোমাদের মস্তক-সমূহ মুছিয়া ফেল এবং পদ-সমূহ গুল্‌ফ-গ্রন্থি পর্য্যন্ত; এবং যদি তোমরা অপবিত্র হও তবে অবগাহন কর, এবং যদি তোমরা পীড়িত হও অথবা প্রবাসে অবস্থান কর কিংবা তোমাদের মধ্যে কেহ পায়খানা হইতে প্রত্যাগত হয় অথবা তোমরা স্ত্রী-সংসর্গ কর এবং তখন যদি পানি না পাও তবে বিশুদ্ধ ভূমির আকাংখা কর, অতঃপর তদ্দ্বারা তোমাদের মুখমণ্ডল ও তোমাদের হস্ত-সমূহ মুছিয়া ফেল; আল্লাহ তোমাদের প্রতি কোন কঠোরতা ইচ্ছা করেন না; কিন্তু তিনি তোমা-

٦- يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِذَا قُمْتُمْ اِلَى
الصَّلٰوةِ فَاغْسِلُوْا وُجُوْهَكُمْ وَاَيْدِيَكُمْ
اِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوْا بِرُءُوْسِكُمْ
وَاَرْجُلَكُمْ اِلَى الْكَعْبَيْنِ ط وَاِنْ كُنْتُمْ
جُنُبًا فَاطَّهَّرُوْا ط وَاِنْ كُنْتُمْ مَّرْضٰٓى
اَوْ عَلٰى سَفَرٍ اَوْ جَآءَ اَحَدٌ مِّنْكُمْ مِّنَ
الْغَآئِطِ اَوْ لٰمَسْتُمُ النِّسَآءَ فَلَمْ تَجِدُوْا
مَآءً فَتَيَمَّمُوْا صَعِيْدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوْا
بِوُجُوْهِكُمْ وَاَيْدِيْكُمْ مِّنْهُ ط مَا
يُرِيْدُ اللّٰهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِّنْ حَرَجٍ

আদৌ সুলভ নহে। সুতরাং মুসলমানের পক্ষে ঐ অনিষ্টকর প্রলোভন হইতে দূরে থাকাই সর্ব্বোতোভাবে সঙ্গত। ইহাদের যুক্তি যে প্রণিধানযোগ্য তাহাতেসন্দেহ নাই। কিন্তু আমরা পবিত্র কোরানোক্তির সরল ও স্পষ্টতর মর্ম্ম পরিগ্রহণই সুসঙ্গত ও সমীচীন মনে করি। যাহা হউক, গ্রন্থানুগামী রমণীদিগকে বিবাহ করিলে—তাহাদিগকেও নিয়মিতভাবে মোহর দিতে হইবে। নিয়মিত বিবাহ ব্যতীত গুপ্তপ্রেম অথবা অবৈধ উপভোগ স্পষ্টভাবে নিষিদ্ধ বলিয়া ঘোষিত হইয়াছে। আয়তের শেষাংশে আল্লাহতা'লার একত্ব এবং ইসলাম ও কোরানের প্রতি যাহারা অবিশ্বাস করে, তাহাদিগকে ইহলৌকিক দুর্গতি ও পারলৌকিক শাস্তির ভীতি প্রদর্শন করা হইয়াছে।

অজু, গোসল ও তয়াম্মম—এই আয়তে আল্লাহতা'লা অজু, গোসল ও তয়াম্মমের বিষয় ব্যক্ত করিয়াছেন। নামাজ পাঠ করিবার জন্য শারীরিক শুদ্ধতা সম্পাদনার্থ অজু করা 'ফরজ' অর্থাৎ অত্যাবশ্যক। অজু ক্রিয়ার চারিটী ফরজ বা অপরিহার্য্য কর্ত্তব্যও এই আয়তে উক্ত হইয়াছে, যথা—সমগ্র মুখমণ্ডল ও দুই হাত কনুই পর্য্যন্ত ধৌত করা, মস্তক মুছিয়া ফেলা এবং পদদ্বয় এঁড়ি পর্য্যন্ত প্রক্ষালন করা। কেহ যদি স্ত্রী-সহবাস অথবা স্বপ্ন-সম্ভোগ প্রভৃতি কারণে অপবিত্র হয়, তবে তাহাকে শারীরিক শুদ্ধতা সম্পাদনের জন্য অবগাহন করিতে হইবে। কিন্তু পীড়িতাবস্থায় অথবা প্রবাসে পানি ব্যবহারে যদি অনিষ্টাশঙ্কা অথবা জলাভাব উপস্থিত হয়, তবে অজু গোসলের পরিবর্ত্তে তয়াম্মম করিলেই শারীরিক শুদ্ধতা সম্পন্ন হইবে। এই সুসঙ্গত সহজ-বিধি অবতারণের পর মানবেরা যাহাতে প্রভুর নিকট কৃতজ্ঞ হয়, তজ্জন্য আল্লাহতা'লা তাহাদের প্রতি স্বীয় অনুগ্রহ ও কোমলতার বিষয় স্মরণ করাইয়া দিতেছেন।—কোঃ ৪—৪১ দ্রষ্টব্য।

দিগকে পবিত্র করিতে এবং তিনি
তোমাদের প্রতি স্বীয় অনুগ্রহ পূর্ণ
করিতে ইচ্ছা করেন—যেন তোমরা
কৃতজ্ঞতা স্বীকার কর। ৭। এবং তোমা-
দের প্রতি আল্লার অনুগ্রহ স্মরণ কর
এবং সেই অঙ্গীকার—যাহা তিনি
তোমাদের নিকট হইতে পরিগ্রহণ
করিতেছেন ;—যখন তোমরা বলিয়া-
ছিলে যে, আমরা শ্রবণ করিয়াছি
ও স্বীকার করিয়াছি ; এবং আল্লাহ্‌কে
ভয় কর ; নিশ্চয় আল্লাহ অন্তর্নিহিত
বিষয়ে মহাজ্ঞানী। ৮। হে বিশ্বাস-
স্থাপনকারিগণ, তোমরা আল্লার উদ্দেশ্যে
সাক্ষ্য-দানকারী সুবিচার-প্রতিষ্ঠাতা হও ;
এবং কোন সম্প্রদায়ের শত্রুতা হেতু
সুবিচারের অন্যথা করিও না ; তোমরা
সুবিচার কর ; উহা ধর্ম্ম-ভীরুতার
নিকটবর্ত্তী ; এবং আল্লাহ্‌কে ভয় কর ;
তোমরা যাহা কর নিশ্চয় আল্লাহ

وَلٰكِنْ يُّرِيْدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ
نِعْمَتَهٗ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ ۝
٧- وَاذْكُرُوْا نِعْمَةَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ وَمِيْثَاقَهُ
الَّذِىْ وَاثَقَكُمْ بِهٖۤ ۙ اِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا
وَاَطَعْنَا ز وَاتَّقُوا اللّٰهَ ط اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ
بِذَاتِ الصُّدُوْرِ ۝ ٨- يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ
اٰمَنُوْا كُوْنُوْا قَوّٰمِيْنَ لِلّٰهِ شُهَدَآءَ
بِالْقِسْطِ ز وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ
عَلٰۤى اَلَّا تَعْدِلُوْا ط اِعْدِلُوْا قف هُوَ اَقْرَبُ
لِلتَّقْوٰى ز وَاتَّقُوا اللّٰهَ ط اِنَّ اللّٰهَ

অজু, গোসল ও তয়ম্মমের আভিধানিক শব্দার্থ যথাক্রমে—অঙ্গ ধৌতি, প্রক্ষালন বা প্রবাহিত-করণ ও আমর্ষণ ; কিন্তু এস্থানে শরিয়ত নির্দ্দিষ্ট হস্ত-মুখ প্রক্ষালন, অবগাহন ও এতদুভয়ের ব্যতিক্রম শুদ্ধতা সম্পাদন বুঝিতে হইবে। অজু, গোসল ও তয়ম্মমের 'ফরজ', 'সুন্নত' ও 'মোস্তাহাব' প্রক্রিয়া সম্বন্ধে কোন কোন তফসীরে বিস্তৃত আলোচনা সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। কিন্তু যে কোন ফেকাহ-গ্রন্থ অথবা মসলার পুস্তিকায় উহা সহজপ্রাপ্য বলিয়া এস্থলে সেই সকল আলোচনা পরিত্যক্ত হইল।

৭। নানা দুঃখ-কষ্টের পরে মুসলমানদিগের ভাগ্য-গগনে যখন সৌভাগ্যের কনক-রবি সমুজ্জ্বল বিদ্যুদ্দীপ্তি বিকাশ করিয়া প্রকাশমান হইল, তখন যাহাতে তাহারা গর্ব্বিত, পথভ্রান্ত অথবা আত্ম বিস্মৃত না হয়, সেই জন্য আল্লাহতা'লা তাহাদিগকে স্বীয় অনুগ্রহ এবং পূর্ব্ব-প্রদত্ত প্রতিশ্রুতির বিষয় স্মরণ করাইয়া দিলেন। এই প্রতিশ্রুতি অর্থে কেহ বলেন,—'ভাগ্য-নির্দ্দেশ দিবসের প্রতি-শ্রুতি, আবার কেহ বলেন যে, মুসলমানেরা সুখে-দুঃখে ও সম্পদে-বিপদে হজরত রসুলোল্লার অনুগমন ও সত্য ধর্ম্মের অনুসরণ করিবার জন্য যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন—সেই 'প্রতিজ্ঞা' এবং কেহ বা ইহাকে আকাবা অথবা হোদায়বিয়ার 'সন্ধি' বলিয়াও নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ফলতঃ কোন অবস্থায় আত্মবিস্মৃত না হইয়া প্রত্যেক প্রতিশ্রুতি পালনই যে মুসলমানের অবশ্য কর্ত্তব্য—এই আয়তে সেই কথাই বিশেষভাবে পরিব্যক্ত হইয়াছে।

৮। আল্লার নির্দ্দেশ অনুযায়ী সুবিচার প্রতিষ্ঠা সম্বন্ধে ইহা অন্যতম প্রত্যাদেশ। ইতিপূর্ব্বে সুরা নেসায় বর্ণিত হইয়াছে যে, পক্ষপাত ও আত্মীয়তা প্রভৃতি কারণে সুবিচার লঙ্ঘন করা অবৈধ (৪—১০৩। অনন্তর আলোচ্য আয়তে নির্দ্দেশ করা হইল যে, কাহারও প্রতি আক্রোশ অথবা শত্রুতা প্রভৃতি কারণেও সুবচারের অন্যথা করা উচিত নহে। এই সঙ্গে ইহাও বলিয়া দেওয়া হইল যে, সুবিচার ধর্ম্মপ্রাণতার অতি নিকটবর্ত্তী। সুতরাং অন্যায়-অত্যাচারী ও অবিচারক ব্যক্তি কখনই ধার্ম্মিক বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে না।

وَلٰكِنْ يُّرِيْدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ
نِعْمَتَهٗ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ ○
٧- وَاذْكُرُوْا نِعْمَةَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ وَمِيْثَاقَهُ
الَّذِىْ وَاثَقَكُمْ بِهٖٓ ۙ اِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا
وَاَطَعْنَا ز وَاتَّقُوا اللّٰهَ ط اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌۢ
بِذَاتِ الصُّدُوْرِ ○ ٨- يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ
اٰمَنُوْا كُوْنُوْا قَوّٰمِيْنَ لِلّٰهِ شُهَدَآءَ
بِالْقِسْطِ ز وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ
عَلٰٓى اَلَّا تَعْدِلُوْا ط اِعْدِلُوْا هُوَ اَقْرَبُ
لِلتَّقْوٰى ز وَاتَّقُوا اللّٰهَ ط اِنَّ اللّٰهَ

দিগকে পবিত্র করিতে এবং তিনি তোমাদের প্রতি স্বীয় অনুগ্রহ পূর্ণ করিতে ইচ্ছা করেন—যেন তোমরা কৃতজ্ঞতা স্বীকার কর। ৭। এবং তোমাদের প্রতি আল্লার অনুগ্রহ স্মরণ কর এবং সেই অঙ্গীকার—যাহা তিনি তোমাদের নিকট হইতে পরিগ্রহণ করিতেছেন;—যখন তোমরা বলিয়াছিলে যে, আমরা শ্রবণ করিয়াছি ও স্বীকার করিয়াছি; এবং আল্লাহকে ভয় কর; নিশ্চয় আল্লাহ অন্তর্নিহিত বিষয়ে মহাজ্ঞানী। ৮। হে বিশ্বাস-স্থাপনকারিগণ, তোমরা আল্লার উদ্দেশ্যে সাক্ষ্য-দানকারী সুবিচার-প্রতিষ্ঠাতা হও; এবং কোন সম্প্রদায়ের শত্রুতা হেতু সুবিচারের অন্যথা করিও না; তোমরা সুবিচার কর; উহা ধর্ম্ম-ভীরুতার নিকটবর্ত্তী; এবং আল্লাহকে ভয় কর; তোমরা যাহা কর নিশ্চয় আল্লাহ

অজু, গোসল ও তয়ম্মমের আভিধানিক শব্দার্থ যথাক্রমে—অঙ্গ ধৌতি, প্রক্ষালন বা প্রবাহিত-করণ ও আমর্ষণ; কিন্তু এস্থানে শরিয়ত নির্দ্দিষ্ট হস্ত-মুখ প্রক্ষালন, অবগাহন ও এতদুভয়ের ব্যতিক্রম শুদ্ধতা সম্পাদন বুঝিতে হইবে। অজু, গোসল ও তয়ম্মমের 'ফরজ', 'সুন্নত' ও 'মোস্তাহাব' প্রক্রিয়া সম্বন্ধে কোন কোন তফ্‌সীরে বিস্তৃত আলোচনা সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। কিন্তু যে কোন ফেকাহ-গ্রন্থ অথবা মস্‌লার পুস্তিকায় উহা সহজপ্রাপ্য বলিয়া এস্থলে সেই সকল আলোচনা পরিত্যক্ত হইল।

৭। নানা দুঃখ-কষ্টের পরে মুসলমানদিগের ভাগ্য-গগনে যখন সৌভাগ্যের কনক-রবি সমুজ্জল বিদ্যুদ্দীপ্তি বিকাশ করিয়া প্রকাশমান হইল, তখন যাহাতে তাহারা গর্ব্বিত, পথভ্রান্ত অথবা আত্মবিস্মৃত না হয়, সেই জন্য আল্লাহতা'লা তাহাদিগকে স্বীয় অনুগ্রহ এবং পূর্ব্ব-প্রদত্ত প্রতিশ্রুতির বিষয় স্মরণ করাইয়া দিলেন। এই প্রতিশ্রুতি অর্থে কেহ বলেন,—'ভাগ্য-নির্দ্দেশ দিবসের প্রতিশ্রুতি, আবার কেহ বলেন যে, মুসলমানেরা সুখে-দুঃখে ও সম্পদে-বিপদে হজরত রসুলোল্লার অনুগমন ও সত্য ধর্ম্মের অনুসরণ করিবার জন্য যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন—সেই 'প্রতিজ্ঞা' এবং কেহ বা ইহাকে আকাবা অথবা হোদায়বিয়ার 'সন্ধি' বলিয়াও নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ফলতঃ কোন অবস্থায় আত্মবিস্মৃত না হইয়া প্রত্যেক প্রতিশ্রুতি পালনই যে মুসলমানের অবশ্য কর্ত্তব্য—এই আয়তে সেই কথাই বিশেষভাবে পরিব্যক্ত হইয়াছে।

৮। আল্লার নির্দ্দেশ অনুযায়ী সুবিচার প্রতিষ্ঠা সম্বন্ধে ইহা অন্যতম প্রত্যাদেশ। ইতিপূর্ব্বে সুরা নেসায় বর্ণিত হইয়াছে যে, পক্ষপাত ও আত্মীয়তা প্রভৃতি কারণে সুবিচার লঙ্ঘন করা অবৈধ (৪—১০৩। অনন্তর আলোচ্য আয়তে নির্দ্দেশ করা হইল যে, কাহারও প্রতি আক্রোশ অথবা শত্রুতা প্রভৃতি কারণেও সুবিচারের অন্যথা করা উচিত নহে। এই সঙ্গে ইহাও বলিয়া দেওয়া হইল যে, সুবিচার ধর্ম্মপ্রাণতার অতি নিকটবর্ত্তী। সুতরাং অন্যায়-অত্যাচারী ও অবিচারক ব্যক্তি কখনই ধার্ম্মিক বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে না।

خَبِيْرٌ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ٥ ٩- وَعَدَ اللّٰهُ
الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ ۙ
لَهُمْ مَّغْفِرَةٌ وَّاَجْرٌ عَظِيْمٌ ٥
١٠- وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَكَذَّبُوْا
بِاٰيٰتِنَآ اُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ الْجَحِيْمِ ٥
١١- يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اذْكُرُوْا
نِعْمَتَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ اِذْ هَمَّ قَوْمٌ اَنْ
يَّبْسُطُوْٓا اِلَيْكُمْ اَيْدِيَهُمْ فَكَفَّ اَيْدِيَهُمْ
عَنْكُمْ ۚ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ؕ وَعَلَى اللّٰهِ
فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُوْنَ ٥

তদ্বিষয়ে অভিজ্ঞ। ৯। যাহারা বিশ্বাস-স্থাপন করিয়াছে ও সৎকার্য্য করে, আল্লাহ তাহাদের জন্য ক্ষমা এবং মহান্ প্রতিদানের প্রতিশ্রুতি প্রদান করিয়াছেন। ১০। এবং যাহারা অবিশ্বাস করে ও আমার নিদর্শনাবলীর প্রতি অসত্যারোপ করে, তাহারাই অগ্নি-শিখার সহচর হইবে। ১১। হে বিশ্বাস-স্থাপনকারিগণ তোমাদের প্রতি আল্লার অনুগ্রহ স্মরণ কর—যখন এক সম্প্রদায় তোমাদের দিকে তাহাদের হস্ত-সমূহ বিস্তার করিতে সচেষ্ট হইয়াছিল, তখন তিনি তোমাদিগ হইতে তাহাদের হস্ত-সমূহ প্রতিহত করিলেন; এবং তোমরা আল্লাহকে ভয় কর; এবং আল্লার প্রতি নির্ভর করাই বিশ্বাসিগণের উচিত।

৩য় রুকু—ইহুদীগণের অঙ্গীকার গ্রহণ

١٢- وَلَقَدْ اَخَذَ اللّٰهُ مِيْثَاقَ
بَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ ۚ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ

১২। এবং নিশ্চয় আল্লাহ এস্রাইল-বংশীয়গণের অঙ্গীকার গ্রহণ করিয়াছিলেন; এবং আমি তাহাদের মধ্যে

৯—১০। এই আয়তদ্বয়ে বিশ্বাসীগণের মহান্ প্রতিদান এবং অবিশ্বাসিগণের কঠোর শাস্তির বিষয় উক্ত হইয়াছে। এই ধরনের আয়ত পবিত্র কোরানের অনেক স্থানে পরিলক্ষিত হয়।

১১। এই আয়তের লক্ষ্য সম্বন্ধে তফ্‌সীরকারগণ দুই মতাবলম্বী হইয়াছেন। এক সম্প্রদায় বলেন যে, ইহার নির্দ্দেশাবলী সাধারণ। প্রাথমিক যুগে যখন চতুর্দ্দিক হইতে হজরত রসুলোল্লাহ এবং মুসলমানগণের উপর ভয়াবহ বিপদ-ঝঞ্ঝা বহিয়া যাইতেছিল—যখন অবিশ্বাসীরা মুসলমানদিগকে সমূলে বিনাশ করিবার জন্য ভীষণ আয়োজন-সহ অধীর উন্মত্ত হইয়া উঠিয়াছিল, সেই সঙ্কট-কালে সর্ব্বশক্তিমান আল্লাহতা'লা স্বীয় করুণা প্রভাবে বিধর্ম্মীদিগকে পরাজিত ও প্রতিহত করিয়া মুসলমানদিগকে বিজয়-গৌরবে গৌরবান্বিত করিয়াছিলেন। এস্থলে আল্লাহতা'লা মুসলমানদিগকে সেই অনুগ্রহের কথা স্মরণ করাইয়া দিয়া সকল অবস্থায় তাঁহারই উপর নির্ভর করিবার জন্য উপদেশ প্রদান করিতেছেন। কিন্তু অন্য সম্প্রদায় বলেন যে, হজরত রসুলোল্লার প্রাণ-বিনাশ এবং সত্যধর্ম্ম ধ্বংস করিবার জন্য বিধর্ম্মীরা যে সকল ষড়যন্ত্র করিয়াছিল, তাহা ব্যর্থ হইবার স্মৃতিই এই আয়তের প্রকৃত ব্যঞ্জনা। কোন কোন তফ্‌সীরকার অনুমান করেন যে, বিশেষভাবে বনি-নজীরগণ কর্ত্তৃক হজরতের প্রাণ-বিনাশের দুরভিসন্ধি ব্যর্থ হওয়াই এই আয়তে পরিব্যক্ত হইয়াছে।—তঃ কবির।

১২। মিছাক—অঙ্গীকার, শপথ বা প্রতিশ্রুতি। 'আহাদ' ও 'আক্‌দ' শব্দের সহিত অনেক স্থানেই 'মিছাক' শব্দের সাদৃশ্য ও তুল্যার্থ পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। এই আয়তে এস্রাইল বংশের

দ্বাদশ প্রতিনিধি সমুত্থিত করিয়াছিলাম ; এবং আল্লাহ বলিয়াছিলেন—নিশ্চয় আমি তোমাদের সঙ্গে আছি ; যদি তোমরা নামাজ প্রতিষ্ঠিত কর ও জাকাত প্রদান কর এবং আমার রসুলগণের প্রতি বিশ্বাস-স্থাপন কর ও তাহাদিগকে সাহায্য কর এবং আল্লাহকে উত্তম ঋণে ঋণ-প্রদান কর—নিশ্চয় আমি তোমাদের অকল্যাণ আবৃত করিব এবং নিশ্চয় আমি তোমাদিগকে স্বর্গোদ্যানে প্রবিষ্ট করিব—যাহার নিম্নে স্রোতস্বিনী-সমূহ প্রবাহিতা ; কিন্তু ইহার পর যে তোমাদের মধ্যে অবিশ্বাস করিবে, তবে নিশ্চয় সে সরল পথ হইতে বিভ্রান্ত হইবে।
১৩। অতএব তাহাদের অঙ্গীকার ভঙ্গ হেতু আমি তাহাদিগকে অভিসম্পাত করিয়াছিলাম এবং তাহাদের অন্তর-সমূহ কঠিন করিয়াছিলাম ; তাহারা

اثْنَىْ عَشَرَ نَقِيْبًا ط وَقَالَ اللّٰهُ اِنِّىْ
مَعَكُمْ ط لَئِنْ اَقَمْتُمُ الصَّلٰوةَ
وَاٰتَيْتُمُ الزَّكٰوةَ وَاٰمَنْتُمْ بِرُسُلِىْ وَ
عَزَّرْتُمُوْهُمْ وَاَقْرَضْتُمُ اللّٰهَ قَرْضًا
حَسَنًا لَّاُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّاٰتِكُمْ وَلَاُدْخِلَنَّكُمْ
جَنّٰتٍ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ ج
فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذٰلِكَ مِنْكُمْ فَقَدْ
ضَلَّ سَوَاۤءَ السَّبِيْلِ ۝ ١٣- فَبِمَا
نَقْضِهِمْ مِّيْثَاقَهُمْ لَعَنّٰهُمْ وَجَعَلْنَا
قُلُوْبَهُمْ قٰسِيَةً ج يُحَرِّفُوْنَ الْكَلِمَ

অঙ্গীকার এবং তাহাদের দ্বাদশ নেতার বিষয় উল্লেখ করা হইয়াছে। আল্লাহতা'লা এসরাইল-বংশীয়দিগের নিকট হইতে পরিগৃহীত অঙ্গীকারের বিনিময়ে স্বীয় অনুগ্রহ স্বরূপ তাহাদিগকে কেনান প্রদেশের আধিপত্য দান করিতে চাহিয়াছিলেন। তদনুযায়ী আল্লার নির্দ্দেশ অনুসারে হজরত মুসা কর্ত্তৃক এসরাইল-বংশীয় দ্বাদশ সম্প্রদায় প্রত্যেক সম্প্রদায় হইতে এক এক জন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি প্রতিনিধি মনোনীত হইয়া সর্ব্বসমেত দ্বাদশ জন প্রতিনিধি ঐ প্রদেশের অবস্থা পর্য্যবেক্ষণের জন্য প্রেরিত হইয়াছিল। বাইবেলে ঐ সকল লোকের নাম স্পষ্টরূপে বর্ণিত হইয়াছে।—তওরাত, গণনা পুস্তক ১—৫ হইতে ১৫ এবং দ্বিতীয় বিবরণ ১—২৩, ২৪ দ্রষ্টব্য।

এস্রাইল-বংশের নিকট হইতে পরিগৃহীত অঙ্গীকার প্রসঙ্গে মুসলমানদিগের লক্ষ্য করিবার বহু
বিষয় বিদ্যমান রহিয়াছে। এতদ্দ্বারা আল্লাহতা'লা প্রকারান্তরে বলিয়া দিতেছেন, যে, ধর্ম্ম-নীতি,
সদাচার, সুবিচার ও পবিত্রতা অনুসরণের আদেশ যে কেবল মুসলমানদিগের প্রতি অপরিহার্য্য-
কর্ত্তব্য রূপে নির্দ্দেশিত হইয়াছে তাহা নহে। পূর্ব্ববর্ত্তী গ্রন্থানুগামী সম্প্রদায়-সমূহের প্রতিও
তাহাদের নিকট হইতে পরিগৃহীত অঙ্গীকার স্বরূপ এতদনুরূপ আদেশ করা হইয়াছিল। "আল্লাহকে
উত্তম ঋণে ঋণ-প্রদান করা"র অর্থ—আল্লার নির্দ্দেশ অনুযায়ী সৎপথে ধন-সম্পদ ব্যয় অথবা দান
করা।—কোঃ ২—৫০, ২৪৫ দ্রষ্টব্য।

১৩। ইহুদীরা আল্লার আদেশ লঙ্ঘন এবং নিজেদের অঙ্গীকার ভঙ্গ করিয়া যেরূপ অভিশপ্ত ও
দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছে, এই আয়তে তাহারই উল্লেখ করা হইয়াছে। ঐ ধর্ম্মদ্রোহিতার ফলে
ইহুদী-জাতির অন্তর-সমূহ কঠিন হইয়া তাহাদের যাতীয় সৎপ্রবৃত্তি লোপ পাইয়াছে এবং দুষ্প্রবৃত্তির
বশে ধর্ম্মগ্রন্থ পরিবর্ত্তন করিতে করিতে তাহারা আল্লাহতা'লার বহু আদেশ নিষেধ একেবারেই বিস্মৃত
হইয়া গিয়াছে। অনন্তর ইহুদী-জাতির ঐ সকল দুষ্কার্য্যের অবশ্যম্ভাবী পরিণাম স্বরূপ তাহাদের
অবনতি ও দুর্গতির বিষয় স্মরণ করাইয়া দিয়া আল্লাহতা'লা মুসলমানদিগকে ইঙ্গিত করিতেছেন যে,

مِّنْ مَّوَاضِعِهٖ ۙ وَنَسُوْا حَظًّا مِّمَّا
ذُكِّرُوْا بِهٖ ۚ وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلٰى
خَآئِنَةٍ مِّنْهُمْ اِلَّا قَلِيْلًا مِّنْهُمْ فَاعْفُ
عَنْهُمْ وَاصْفَحْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ
الْمُحْسِنِيْنَ ۝ ١٤- وَمِنَ الَّذِيْنَ
قَالُوْٓا اِنَّا نَصٰرٰٓى اَخَذْنَا مِيْثَاقَهُمْ
فَنَسُوْا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوْا بِهٖ ۠ فَاَغْرَيْنَا

যথাস্থান হইতে বাক্যাবলী পরিবর্ত্তন করিয়াছে; এবং তাহারা যদ্বিষয়ে বিবৃত হইয়াছিল তাহার একাংশ বিস্মৃত হইয়া গিয়াছে; এবং তাহাদের অত্যল্প ব্যতীত তুমি সর্ব্বদা তাহাদের অনিষ্ট লক্ষ্য করিতে থাকিবে; অতএব তাহা-দিগকে মার্জ্জনা কর এবং যাইতে দাও; নিশ্চয় আল্লাহ সৎকর্ম্মশীলগণকে ভাল বাসেন।
১৪। এবং তাহাদের মধ্যে যাহারা বলে যে, আমরা খ্রীষ্টান, আমি তাহাদেরও অঙ্গীকার গ্রহণ করিয়াছিলাম; কিন্তু যদ্বিষয়ে তাহা-দিগকে বিবৃত করা হইয়াছিল, তাহারা তাহার একাংশ বিস্মৃত হইয়াছে; অতএব

আমি "সৎকর্ম্মশীলগণকেই ভালবাসিয়া" থাকি। যদি ইহুদীদের ন্যায় তোমরাও ধর্ম্ম-নীতি এবং সৎকার্য্য পরিত্যাগ করিয়া বিপথগামী হও, তবে তোমাদেরও অধঃপতন এবং দুর্গতি অনিবার্য্য। মুসলমান জাতির বর্ত্তমান অবনতি এবং দুর্দ্দশাই ঐ ইঙ্গিতের জাজ্জ্বল্যমান মূর্ত্ত-বিকাশ। ইহুদীদিগের অঙ্গীকার-ভঙ্গ ও ধর্ম্মগ্রন্থ পরিবর্ত্তনের বিষয় পূর্ব্বেই বর্ণিত হইয়াছে;—কোঃ ২—৭৫ ও ৫—৪৬ দ্রষ্টব্য।

১৪। ইহুদী-জাতির অঙ্গীকার ভঙ্গ ও অবাধ্যতা এবং তজ্জনিত শোচনীয় পরিণামের বিষয় ব্যক্ত করিবার পর এই আয়তে আল্লাহতা'লা খ্রীষ্টান জাতির অঙ্গীকার-ভঙ্গ ও অবিশ্বাস-জনিত প্রায়শ্চিত্তের প্রসঙ্গ বর্ণনা করিতেছেন। আল্লাহতা'লা বলিতেছেন, যে, খ্রীষ্টান-জাতিকে যে সকল বিষয় বিজ্ঞাপিত করা হইয়াছিল, উহারা তাহার একাংশ বিস্মৃত হইয়া ধর্ম্মভ্রষ্ট ও বিপথগামী হইয়াছে। এই অংশ-সমূহের মধ্যে হজরত রসুলোল্লার আগমন-বিষয়ক ভবিষ্যদ্বাণীই সর্ব্বপ্রধান। হজরত ঈসা স্বয়ং বলিতেছেন,—"তোমাদিগকে বলিবার আমার অনেক কথা আছে, কিন্তু তোমরা এখন সে সকল কথা সহ্য করিতে পারিবে না। পরন্তু তিনি সত্যের আত্মা—যখন আসিবেন, তখন তোমাদিগকে পথ দেখাইয়া পূর্ণ-সত্যে লইয়া যাইবেন। কারণ তিনি আপনা হইতে কিছু বলিবেন না—যাহা শুনিবেন তাহাই বলিবেন এবং ভবিষ্যৎ ঘটনাও তোমাদিগকে জানাইবেন।"—যোহন ১৬—১২, ১৩, ১৪।

ইঞ্জিল অর্থাৎ খ্রীষ্টান জাতির সর্ব্বজনমান্য নূতন বাইবেলের উপরোক্ত উক্তি যে হজরত রসুলোল্লার আগমন-বিষয়ক উজ্জ্বল ও স্পষ্টতর ভবিষ্যদ্বাণী, তাহা কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তিই অস্বীকার করিতে পারে না। কিন্তু খ্রীষ্টানেরা উহা একেবারেই ভুলিয়া গিয়াছে। তৎপর হজরত ঈসা মানব-জাতিকে ধৈর্য্য ও সংযম শিক্ষা দিয়া গিয়াছেন; কিন্তু খ্রীষ্টান-জাতির ধৈর্য্যহীনতা ও অসংযমের প্রভাবে জগৎ অস্থির! হজরত ঈসা "এক গালে চড় মারিলে অন্য গাল ফিরাইয়া দিয়া" জগতের শান্তি ও সদ্ভাব রক্ষা করিবার উপদেশ দিয়াছেন; কিন্তু তাঁহার অনুগামীরা মুক্ত অসি হস্তে কামান, বন্দুক, রণপোত ও এরোপ্লেন-বহর সাজাইয়া—নির্লিপ্ত ও নিরীহ জাতি-সমূহের বক্ষে সবুট পদাঘাত এবং পৃষ্ঠে সুতীক্ষ্ণ সঙ্গীনের খোঁচা দিয়া জগতের শান্তিভঙ্গ করিয়া বেড়াইতেছে! হজরত ঈসা জগতের পাপস্রোত রুদ্ধ করিবার জন্য বিলাস-ব্যসন ও কাম-ক্রোধ বর্জ্জন করিতে এবং নর-নারীর নৈতিক পবিত্রতার জন্য পুরুষ-জাতিকে স্ত্রী-জাতির প্রতি কুভাব পোষণ—এমন কি, কুদৃষ্টি পর্য্যন্ত নিক্ষেপ না

আমি উত্থান দিবস পর্য্যন্ত তাহাদের মধ্যে শত্রুতা ও বিদ্বেষ সঞ্চারিত করিয়াছি; এবং তাহারা যাহা করিতেছে তদ্বিষয়ে আল্লাহ অচিরেই তাহাদিগকে বিজ্ঞাপিত করিবেন। ১৫। হে গ্রন্থানুগামিগণ, তোমাদের নিকট আমার রসুলগণ আসিয়াছিল, তাহারা তোমাদিগকে অনেক বিষয় বর্ণনা করিয়াছিল—যাহা তোমরা গ্রন্থ হইতে গোপন করিতেছ এবং তিনি তোমাদিগকে বহু বিষয়ে মার্জ্জনা করিয়াছেন; নিশ্চয় আল্লার সন্নিধান হইতে তোমাদের নিকট জ্যোতি ও সমুজ্জ্বল গ্রন্থ আসিয়াছে। ১৬। এতদ্দ্বারা আল্লাহ—যে তাঁহার প্রসন্নতার অনুসরণ করে, তাহাকে শান্তির পথে পরিচালন করেন এবং

بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَىٰ
يَوْمِ الْقِيٰمَةِ ط وَسَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ
اللّٰهُ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ ○ ١٥ - يٰاَهْلَ
الْكِتٰبِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ
لَكُمْ كَثِيرًا مِّمَّا كُنْتُمْ تُخْفُونَ مِنَ
الْكِتٰبِ وَيَعْفُوا عَنْ كَثِيرٍ ط قَدْ جَاءَكُمْ
مِّنَ اللّٰهِ نُورٌ وَّكِتٰبٌ مُّبِينٌ ○
١٦ - يَّهْدِي بِهِ اللّٰهُ مَنِ اتَّبَعَ
رِضْوَانَهُ سُبُلَ السَّلٰمِ وَيُخْرِجُهُمْ مِّنَ

করিতে উপদেশ দিয়াছেন; কিন্তু আধুনিক খ্রীষ্টান জগত বিলাস-ব্যভিচারিতার অফুরন্ত ভাণ্ডার—নর-
নারীর অবাধ সম্মিলনের অপূর্ব্ব রঙ্গভূমি এবং নগ্ন নারী-সৌন্দর্য্য প্রদর্শন ও উপভোগের মহা-
প্রদর্শনী! ফলতঃ খ্রীষ্টান জাতি যে আল্লার আদেশ ও হজরত ঈসা নবীর শিক্ষা বহুলাংশে বিস্মৃত
হইয়া গিয়াছে, তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই। খ্রীষ্টান ও খ্রীষ্ট ধর্ম্মের এই মারাত্মক অবস্থা
অবলোকন করিয়াই জনৈক প্রসিদ্ধ খ্রীষ্টান লেখক লিখিয়া গিয়াছেন,—"ইউরোপীয় খ্রীষ্টান জাতির
বর্ত্তমান ভয়াবহ অবস্থা এবং খ্রীষ্ট-ধর্ম্মের শোচনীয় দুর্গতি দেখিয়া মনে হয় যে, যদি প্রভু যীশু খ্রীষ্ট এখন
পুনরায় পৃথিবীতে আগমন করিয়া ইউরোপে খ্রীষ্ট-ধর্ম্ম প্রচারে ব্রতী হন তবে নিশ্চয়ই ইউরোপীয়
খ্রীষ্টানেরা তাঁহাকে দ্বিতীয়বার ক্রুশ-বিদ্ধ করিয়া হত্যা করিবে (টলষ্টয়)।"—ইস্‌লাম দর্শন।

আল্লাহতা'লা বলিতেছেন যে খ্রীষ্টান জাতির ঐ বিস্মৃতি, অবিশ্বাস ও ধর্ম্মদ্রোহিতার জন্য
তাহাদের অন্তরে ঈর্ষা, বিদ্বেষ ও শত্রুতা বদ্ধমুল হইয়া গিয়াছে। সুতরাং প্রলয়-কাল পর্য্যন্ত
তাহারা পরস্পর আত্মকলহ ও যুদ্ধ-বগ্রহে দগ্ধীভূত ও ধ্বংসপ্রাপ্ত হইতে থাকিবে। খ্রীষ্টান জাতির
পূর্ব্বাপর ইতিহাস, বিগত ইউরোপীয় মহাযুদ্ধ এবং চিরাচরিত রাষ্ট্রনীতি এই আয়তের সত্যতার
সমুজ্জ্বল নিদর্শন। যে পর্য্যন্ত খ্রীষ্টান জাতি হজরত ঈসার ভবিষ্যদ্বাণী অনুসারে হজরত রসুলোল্লার
অনুসরণ পূর্ব্বক তৎপ্রচারিত পবিত্র ইস্‌লাম গ্রহণ না করিবে, সে পর্য্যন্ত কিছুতেই তাহাদের মধ্যে
ধর্ম্ম, নীতি, সদাচার, সম্প্রীতি ও সুখ-শান্তি প্রতিষ্ঠিত হইবে না।—তঃ মঃ আঃ।

১৫—১৬। প্রথম আয়তের 'নূর'—অর্থাৎ জ্যোতি অর্থে হজরত রসুলোল্লাহ এবং "কেতাবো-
ম্মবিন" অর্থাৎ সমুজ্জ্বল গ্রন্থ অর্থে পবিত্র কোরান নির্দ্দেশিত হইয়াছে। কারণ হজরত রসুলোল্লাহ
লোকদিগকে অধর্ম্ম ও অজ্ঞানতার অন্ধকার হইতে ধর্ম্ম ও জ্ঞানালোকের দিকে পথ-প্রদর্শন করেন
এবং পবিত্র কোরান ধর্ম্ম জগতের বহু গুপ্ত ও ব্যক্ত বিষয় প্রকাশ পূর্ব্বক সত্যকে অসত্য হইতে পৃথক
করিয়া কুরীতি ও কুসংস্কারের মূলোচ্ছেদ করতঃ সুনীতি ও সদাচার প্রতিষ্ঠা করে।

তাহাদিগকে স্বীয় আদেশে অন্ধকার হইতে জ্যোতির দিকে আনয়ন করেন এবং তাঁহাদিগকে সরল পথে পথ-প্রদর্শন করেন। ১৭। নিশ্চয় যাহারা অবিশ্বাসী হইয়াছে তাহারা বলে যে, মরিয়ম-নন্দন মসীহ-ই আল্লাহ; তুমি বল—যদি তিনি মরিয়ম-নন্দন মসীহ ও তাহার মাতা এবং ভূমণ্ডলে যাহা আছে তৎসমুদয় ধ্বংস করিতে ইচ্ছা করেন, তবে আল্লার উপরে কি কাহারও কিছুমাত্র আধিপাত্য আছে? এবং নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডল এবং তন্মধ্যে যাহা আছে তাহাতে আল্লারই আধিপত্য; তিনি যাহা ইচ্ছা সৃষ্টি করেন;

الظُّلُمٰتِ اِلَى النُّوْرِ بِاِذْنِهٖ وَيَهْدِيْهِمْ
اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ١٧٥ - لَقَدْ كَفَرَ
الَّذِيْنَ قَالُوْٓا اِنَّ اللّٰهَ هُوَ الْمَسِيْحُ ابْنُ
مَرْيَمَ ط قُلْ فَمَنْ يَّمْلِكُ مِنَ اللّٰهِ
شَيْـًٔا اِنْ اَرَادَ اَنْ يُّهْلِكَ الْمَسِيْحَ ابْنَ
مَرْيَمَ وَاُمَّهٗ وَمَنْ فِى الْاَرْضِ
جَمِيْعًا ط وَلِلّٰهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ
وَمَا بَيْنَهُمَا ط يَخْلُقُ مَا يَشَآءُ ط

আল্লাহতা'লা ইহুদী ও খ্রীষ্টানদিগকে প্রকাশ্যভাবে বলিয়া দিতেছেন যে, তোমরা অবিশ্বাস ও অবাধ্যতা প্রযুক্ত ধর্ম্মগ্রন্থ পরিবর্ত্তন করিয়া এবং নানারূপ অধর্ম্ম ও অনাচারে লিপ্ত হইয়া যে সকল অমার্জ্জনীয় অপরাধ করিয়াছ, তাহার বহু বিষয় আমি ক্ষমা করিয়াছি। অতএব তোমরা এখনও যদি আমার প্রসন্নতা এবং নিজেদের কল্যাণ চাও, তবে আমার প্রেরিত জ্যোতি-স্বরূপ রসুলের অনুসরণ পূর্ব্বক আমার পূত-বাণী কোরান শরিফের সমুজ্জ্বল শিক্ষা অবলম্বন কর। তাহা হইলে নিশ্চয় আমি তোমাদিগকে সরল পথ প্রদর্শন পূর্ব্বক স্বর্গীয় সম্পদে পুরস্কৃত করিব।

১৭। আল্লাহতা'লা স্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করিতেছেন যে, যে সকল অন্ধ-বিশ্বাসী লোক আপনাদিগকে খ্রীষ্টান বলে—অথচ মরিয়ম-নন্দন ঈসা-মসীহকে আল্লাহ বলিয়া অভিহিত করে, তাহারা নিশ্চয়ই ধর্ম্মদ্রোহী কাফের। কারণ হজরত ঈসা কিংবা কোন সৃষ্ট মানব যে আল্লাহ হইতে পারে না, এই আয়তে তাহার তিনটী অকাট্য যুক্তি প্রদর্শিত হইয়াছে। প্রথমতঃ মহান্ আল্লাহ জন্ম-মৃত্যুর অতীত। কিন্তু হজরত ঈসা ও তদীয় জননী মরিয়মকে এবং জগদ্বাসী যাবতীয় জীব-জন্তুকে অবশ্যই মৃত্যুমুখে পতিত হইতে হইবে। মৃত্যু অথবা বিনাশের হস্ত হইতে কেহই পরিত্রাণ পাইবে না। যদি হজরত ঈসা "স্বয়ং খোদা" হইতেন, তবে তিনি বা তাঁর জননী মরিয়ম কখনই জন্ম-মৃত্যুর অধীন হইতেন না। মৌলবী মোহাম্মদ আলি সাহেব এই আয়তের দ্বারা হজরত ঈসার স্বাভাবিক মৃত্যুর প্রতি ইঙ্গিত করিয়াছেন। পক্ষান্তরে যাঁহারা হজরত ঈসার সশরীরে স্বর্গারোহণের মতাবলম্বী, তাঁহারাও এই আয়ত অবলম্বনে তদীয় ভবিষ্যৎ মৃত্যু নির্দ্দেশ করিয়াছেন। দ্বিতীয়তঃ বিশ্ব-জগতের আধিপত্য। হজরত ঈসা যদি বিশ্ব-জগতের সৃষ্টি-কর্ত্তা বা প্রতিপালক প্রভু হইতেন, তাহা হইলে জগদ্বাসী কখনই তাঁহার আধিপত্য অতিক্রম করিতে পারিত না। কিন্তু খ্রীষ্টীয় বাইবেলের বর্ণনা অনুসারে স্পষ্টই প্রমাণিত হয় যে, বিশ্ব-জগত ত দূরের কথা—তিনি স্বীয় প্রতিদ্বন্দ্বী স্বদেশবাসী, স্বজাতি, আত্মীয়-স্বজন—এমন কি, স্বীয় ভক্ত-অনুরক্ত সহচর ও অনুগামী-দিগের উপর পর্য্যন্ত কোনরূপ আধিপত্য বিস্তার করিতে পারেন নাই। তৃতীয়তঃ সৃষ্টি-ক্ষমতা। হজরত ঈসা "খোদার বেটা" কিংবা "স্বয়ং খোদা" হইলে তাঁহাকে সত্য-প্রচারের জন্য কখনই বাইবেলের বর্ণনা অনুযায়ী ক্রুশ-বিদ্ধ হইয়া রক্ত-দান বা প্রাণ-বিসর্জ্জন করিতে অথবা বিফল-মনোরথ হইয়া সংগোপনে স্বর্গারোহণ করিতে হইত না (মথি, মার্ক, লুক ও যোহন)। তিনি

এবং আল্লাহ সর্ব্ব-বিষয়োপরি শক্তিমান।
১৮। এবং ইহুদী ও খ্রীষ্টানেরা বলে যে, আমরাই আল্লার সন্তান এবং তাঁহার প্রিয়পাত্র; তুমি বল—তবে কেন তিনি তোমাদের অপরাধ-সমূহের জন্য তোমাদিগকে শাস্তি-প্রদান করেন? বরং তোমরাও তাঁহার সৃষ্টির অন্তর্ভুক্ত মানব; তিনি যাহাকে ইচ্ছা ক্ষমা করেন এবং যাহাকে ইচ্ছা শাস্তি প্রদান করেন; এবং নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডল এবং তন্মধ্যে যাহা আছে তাহাতে আল্লারই

وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ ○
١٨- وَقَالَتِ الْيَهُوْدُ وَالنَّصٰرٰى نَحْنُ
اَبْنٰٓؤُا اللّٰهِ وَاَحِبَّآؤُهٗ ط قُلْ فَلِمَ
يُعَذِّبُكُمْ بِذُنُوْبِكُمْ ط بَلْ اَنْتُمْ
بَشَرٌ مِّمَّنْ خَلَقَ ط يَغْفِرُ لِمَنْ يَّشَآءُ
وَيُعَذِّبُ مَنْ يَّشَآءُ ط وَلِلّٰهِ مُلْكُ
السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ز

ইচ্ছা করিলে অবাধ্য সৃষ্টি ধ্বংস করিয়া নূতন সৃষ্টি করিতে পারিতেন। কিন্তু কোন সৃষ্ট জীবের পক্ষে ঐরূপ করা সম্পূর্ণ অসম্ভব। ফলতঃ এই সকল অকাট্য যুক্তির সহিত আল্লাহ স্পষ্ট ভাষায় বলিয়া দিলেন যে, জন্ম-মৃত্যুর অধীন মরিয়ম-পুত্র ঈসা-মসীহ কখনই আল্লাহ অথবা তদীয় পুত্র হইতে পারে না। যে সকল অন্ধ-বিশ্বাসী খ্রীষ্টান ঐরূপ বিশ্বাস বা প্রচার করে, তাহারা ধর্ম্মদ্রোহী কাফের হইয়া গিয়াছে।

১৮। হজরত রসুলোল্লার সময়ে ইহুদী খ্রীষ্টানেরা বলিত যে, আমরা আল্লার সন্তান এবং তাঁহার প্রিয়পাত্র। সুতরাং ইহ-পরকালের জন্য আমাদের কোনই চিন্তা বা আশংকা নাই। আধুনিক ইহুদীদিগের মুক্তিবাদ এবং খ্রীষ্টানদিগের প্রায়শ্চিত্তবাদ ঐ সকল অদ্ভুত কল্পনা ও খেয়ালের রূপান্তর মাত্র। আল্লাহতা'লা হজরত রসুলোল্লার দ্বারা অতি সহজে তাহাদের ঐ অসার ও ভীত্তিহীন উক্তির উত্তর প্রদান করিয়াছেন। ইহুদী ও খ্রীষ্টানদিগকে বলিয়া দেওয়া হইল যে, প্রকৃতই যদি তোমরা আল্লার সন্তান অথবা তাঁহার প্রিয়পাত্র হও, তবে কেন তোমরা স্ব স্ব অপরাধের জন্য দুর্গতি ও শাস্তিভোগ করিয়া আসিতেছ? ইহুদী ও খ্রীষ্টান জাতি যে নিজেদের ধর্ম্মদ্রোহীতা ও পাপের জন্য নানারূপ শাস্তিভোগ করিয়া আসিতেছে, তাহাদের জাতীয় ইতিহাসই তাহার প্রত্যক্ষ সাক্ষী। কিন্তু যদি তাঁহারা আল্লার সন্তান অথবা প্রিয়পাত্র হইত, তাহা হইলে কখনই তাহাদিগকে ঐরূপ দুঃখ-দুর্গতি ভোগ করিতে হইত না। কারণ করুণাময় আল্লার পক্ষে স্বীয় সন্তান অথবা প্রিয়পাত্রের সহিত ঐরূপ ব্যবহার করা সম্পূর্ণ অস্বাভাবিক।

অনন্তর আল্লাহতা'লা তাহাদের মুক্তিবাদ ও প্রায়শ্চিত্তবাদ প্রভৃতি ভ্রান্ত ধারণার তীব্র প্রতিবাদ করিয়া বলিয়া দিলেন যে, তোমরাও অন্যান্য মানুষের ন্যায় তাঁহার সৃষ্ট মানব মাত্র। নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের সমস্তই তাঁহার সৃষ্টি। সুতরাং কোন নির্দ্দিষ্ট জাতি তাঁহার সন্তান অথবা বিশিষ্ট প্রিয় পাত্র হইতে পারে না। যাহারা সৎকার্য্য করিবে, তাহারাই তদীয় প্রিয় পাত্র হইয়া পুরস্কৃত হইবে এবং যাহারা দুষ্কার্য্য করিবে, তাহারা বিরাগ ভাজন হইয়া শাস্তিভোগ করিবে। ক্ষমা করা ও শাস্তিদান সম্পূর্ণরূপে আল্লার আয়ত্তাধীন; ঐ সম্বন্ধে অন্য কাহারও কোনই অধিকার নাই। অতএব এই আয়তে ইহুদী ও খ্রীষ্টান জাতির মুক্তিবাদ ও প্রায়শ্চিত্তবাদ-বিশ্বাসের অসারতা এবং পবিত্র ইস্‌লামের কর্ম্মফল-বিশ্বাসের সত্যতা স্পষ্ট ভাষায় ঘোষিত হইয়াছে।

الظلمت الى النور باذنه ويهديهم الى صراط مستقيم ١٧ - لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم ط قل فمن يملك من الله شيئا ان اراد ان يهلك المسيح ابن مريم وامه ومن في الارض جميعا ط ولله ملك السموت والارض وما بينهما ط يخلق ما يشاء ط

তাহাদিগকে স্বীয় আদেশে অন্ধকার হইতে জ্যোতির দিকে আনয়ন করেন এবং তাঁহাদিগকে সরল পথে পথ-প্রদর্শন করেন। ১৭। নিশ্চয় যাহারা অবিশ্বাসী হইয়াছে তাহারা বলে যে, মরিয়ম-নন্দন মসীহ-ই আল্লাহ; তুমি বল—যদি তিনি মরিয়ম-নন্দন মসীহ ও তাহার মাতা এবং ভূমণ্ডলে যাহা আছে তৎসমুদয় ধ্বংস করিতে ইচ্ছা করেন, তবে আল্লার উপরে কি কাহারও কিছুমাত্র আধিপাত্য আছে? এবং নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডল এবং তন্মধ্যে যাহা আছে তাহাতে আল্লারই আধিপত্য; তিনি যাহা ইচ্ছা সৃষ্টি করেন;

আল্লাহতা'লা ইহুদী ও খ্রীষ্টানদিগকে প্রকাশ্যভাবে বলিয়া দিতেছেন যে, তোমরা অবিশ্বাস ও অবাধ্যতা প্রযুক্ত ধর্ম্মগ্রন্থ পরিবর্ত্তন করিয়া এবং নানারূপ অধর্ম্ম ও অনাচারে লিপ্ত হইয়া যে সকল অমার্জনীয় অপরাধ করিয়াছ, তাহার বহু বিষয় আমি ক্ষমা করিয়াছি। অতএব তোমরা এখনও যদি আমার প্রসন্নতা এবং নিজেদের কল্যাণ চাও, তবে আমার প্রেরিত জ্যোতি-স্বরূপ রসুলের অনুসরণ পূর্ব্বক আমার পূত-বাণী কোরান শরিফের সমুজ্জল শিক্ষা অবলম্বন কর। তাহা হইলে নিশ্চয় আমি তোমাদিগকে সরল পথ প্রদর্শন পূর্ব্বক স্বর্গীয় সম্পদে পুরস্কৃত করিব।

১৭। আল্লাহতা'লা স্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করিতেছেন যে, যে সকল অন্ধ-বিশ্বাসী লোক আপনাদিগকে খ্রীষ্টান বলে—অথচ মরিয়ম-নন্দন ঈসা-মসীহকে আল্লাহ বলিয়া অভিহিত করে, তাহারা নিশ্চয়ই ধর্ম্মদ্রোহী কাফের। কারণ হজরত ঈসা কিংবা কোন সৃষ্ট মানব যে আল্লাহ হইতে পারে না, এই আয়তে তাহার তিনটী অকাট্য যুক্তি প্রদর্শিত হইয়াছে। প্রথমতঃ মহান্ আল্লাহ জন্ম-মৃত্যুর অতীত। কিন্তু হজরত ঈসা ও তদীয় জননী মরিয়মকে এবং জগদ্বাসী যাবতীয় জীব-জন্তুকে অবশ্যই মৃত্যুমুখে পতিত হইতে হইবে। মৃত্যু অথবা বিনাশের হস্ত হইতে কেহই পরিত্রাণ পাইবে না। যদি হজরত ঈসা "স্বয়ং খোদা" হইতেন, তবে তিনি বা তাঁর জননী মরিয়ম কখনই জন্ম-মৃত্যুর অধীন হইতেন না। মৌলবী মোহাম্মদ আলি সাহেব এই আয়তের দ্বারা হজরত ঈসার স্বাভাবিক মৃত্যুর প্রতি ইঙ্গিত করিয়াছেন। পক্ষান্তরে যাঁহারা হজরত ঈসার সশরীরে স্বর্গারোহণের মতাবলম্বী, তাঁহারাও এই আয়ত অবলম্বনে তদীয় ভবিষ্যৎ মৃত্যু নির্দ্দেশ করিয়াছেন। দ্বিতীয়তঃ বিশ্ব-জগতের আধিপত্য। হজরত ঈসা যদি বিশ্ব-জগতের সৃষ্টি-কর্ত্তা বা প্রতিপালক প্রভু হইতেন, তাহা হইলে জগদ্বাসী কখনই তাঁহার আধিপত্য অতিক্রম করিতে পারিত না। কিন্তু খ্রীষ্টীয় বাইবেলের বর্ণনা অনুসারে স্পষ্টই প্রমাণিত হয় যে, বিশ্ব-জগত ত দূরের কথা—তিনি স্বীয় প্রতিদ্বন্দ্বী স্বদেশবাসী, স্বজাতি, আত্মীয়-স্বজন—এমন কি, স্বীয় ভক্ত-অনুরক্ত সহচর ও অনুগামী-দিগের উপর পর্য্যন্ত কোনরূপ আধিপত্য বিস্তার করিতে পারেন নাই। তৃতীয়তঃ সৃষ্টি-ক্ষমতা। হজরত ঈসা "খোদার বেটা" কিংবা "স্বয়ং খোদা" হইলে তাঁহাকে সত্য-প্রচারের জন্য কখনই বাইবেলের বর্ণনা অনুযায়ী ক্রুশ-বিদ্ধ হইয়া রক্ত-দান বা প্রাণ-বিসর্জ্জন করিতে অথবা বিফল-মনোরথ হইয়া সংগোপনে স্বর্গারোহণ করিতে হইত না (মথি, মার্ক, লুক ও যোহন)। তিনি

وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ۝
١٨- وَقَالَتِ الْيَهُوْدُ وَالنَّصٰرٰى نَحْنُ
اَبْنٰٓؤُا اللّٰهِ وَاَحِبَّآؤُهٗ ط قُلْ فَلِمَ
يُعَذِّبُكُمْ بِذُنُوْبِكُمْ ط بَلْ اَنْتُمْ
بَشَرٌ مِّمَّنْ خَلَقَ ط يَغْفِرُ لِمَنْ يَّشَآءُ
وَيُعَذِّبُ مَنْ يَّشَآءُ ط وَلِلّٰهِ مُلْكُ
السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ز

এবং আল্লাহ সর্ব্ব-বিষয়োপরি শক্তিমান।
১৮। এবং ইহুদী ও খ্রীষ্টানেরা বলে যে, আমরাই আল্লার সন্তান এবং তাঁহার প্রিয়পাত্র; তুমি বল—তবে কেন তিনি তোমাদের অপরাধ-সমূহের জন্য তোমাদিগকে শাস্তি-প্রদান করেন? বরং তোমরাও তাঁহার সৃষ্টির অন্তর্ভুক্ত মানব; তিনি যাহাকে ইচ্ছা ক্ষমা করেন এবং যাহাকে ইচ্ছা শাস্তি প্রদান করেন; এবং নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডল এবং তন্মধ্যে যাহা আছে তাহাতে আল্লারই

ইচ্ছা করিলে অবাধ্য সৃষ্টি ধ্বংস করিয়া নূতন সৃষ্টি করিতে পারিতেন। কিন্তু কোন সৃষ্ট জীবের পক্ষে ঐরূপ করা সম্পূর্ণ অসম্ভব। ফলতঃ এই সকল অকাট্য যুক্তির সহিত আল্লাহ স্পষ্ট ভাষায় বলিয়া দিলেন যে, জন্ম-মৃত্যুর অধীন মরিয়ম-পুত্র ঈসা-মসীহ কখনই আল্লাহ অথবা তদীয় পুত্র হইতে পারে না। যে সকল অন্ধ-বিশ্বাসী খ্রীষ্টান ঐরূপ বিশ্বাস বা প্রচার করে, তাহারা ধর্ম্মদ্রোহী কাফের হইয়া গিয়াছে।

১৮। হজরত রসুলোল্লার সময়ে ইহুদী খ্রীষ্টানেরা বলিত যে, আমরা আল্লার সন্তান এবং তাঁহার প্রিয়পাত্র। সুতরাং ইহ-পরকালের জন্য আমাদের কোনই চিন্তা বা আশংকা নাই। আধুনিক ইহুদীদিগের মুক্তিবাদ এবং খ্রীষ্টানদিগের প্রায়শ্চিত্তবাদ ঐ সকল অদ্ভুত কল্পনা ও খেয়ালের রূপান্তর মাত্র। আল্লাহতা'লা হজরত রসুলোল্লার দ্বারা অতি সহজে তাহাদের ঐ অসার ও ভীত্তিহীন উক্তির উত্তর প্রদান করিয়াছেন। ইহুদী ও খ্রীষ্টানদিগকে বলিয়া দেওয়া হইল যে, প্রকৃতই যদি তোমরা আল্লার সন্তান অথবা তাঁহার প্রিয়পাত্র হও, তবে কেন তোমরা স্ব স্ব অপরাধের জন্য দুর্গতি ও শাস্তিভোগ করিয়া আসিতেছ? ইহুদী ও খ্রীষ্টান জাতি যে নিজেদের ধর্ম্মদ্রোহীতা ও পাপের জন্য নানারূপ শাস্তিভোগ করিয়া আসিতেছে, তাহাদের জাতীয় ইতিহাসই তাহার প্রত্যক্ষ সাক্ষী। কিন্তু যদি তাঁহারা আল্লার সন্তান অথবা প্রিয়পাত্র হইত, তাহা হইলে কখনই তাহাদিগকে ঐরূপ দুঃখ-দুর্গতি ভোগ করিতে হইত না। কারণ করুণাময় আল্লার পক্ষে স্বীয় সন্তান অথবা প্রিয়পাত্রের সহিত ঐরূপ ব্যবহার করা সম্পূর্ণ অস্বাভাবিক।

অনন্তর আল্লাহতা'লা তাহাদের মুক্তিবাদ ও প্রায়শ্চিত্তবাদ প্রভৃতি ভ্রান্ত ধারণার তীব্র প্রতিবাদ করিয়া বলিয়া দিলেন যে, তোমরাও অন্যান্য মানুষের ন্যায় তাঁহার সৃষ্ট মানব মাত্র। নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের সমস্তই তাঁহার সৃষ্টি। সুতরাং কোন নির্দ্দিষ্ট জাতি তাঁহার সন্তান অথবা বিশিষ্ট প্রিয় পাত্র হইতে পারে না। যাহারা সৎকার্য্য করিবে, তাহারাই তদীয় প্রিয় পাত্র হইয়া পুরস্কৃত হইবে এবং যাহারা দুষ্কার্য্য করিবে, তাহারা বিরাগ ভাজন হইয়া শাস্তিভোগ করিবে। ক্ষমা করা ও শাস্তিদান সম্পূর্ণরূপে আল্লার আয়ত্তাধীন; ঐ সম্বন্ধে অন্য কাহারও কোনই অধিকার নাই। অতএব এই আয়তে ইহুদী ও খ্রীষ্টান জাতির মুক্তিবাদ ও প্রায়শ্চিত্তবাদ-বিশ্বাসের অসারতা এবং পবিত্র ইস্‌লামের কর্ম্মফল-বিশ্বাসের সত্যতা স্পষ্ট ভাষায় ঘোষিত হইয়াছে।

وَاِلَيْهِ الْمَصِيْرُ ○ ১৯- يٰۤاَهْلَ
الْكِتٰبِ قَدْ جَآءَكُمْ رَسُوْلُنَا يُبَيِّنُ
لَكُمْ عَلٰى فَتْرَةٍ مِّنَ الرُّسُلِ اَنْ
تَقُوْلُوْا مَا جَآءَنَا مِنْۢ بَشِيْرٍ وَّلَا
نَذِيْرٍ فَقَدْ جَآءَكُمْ بَشِيْرٌ وَّنَذِيْرٌ ط
وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ○

আধিপত্য; এবং তাঁহারই দিকে প্রত্যাবর্ত্তন। ১৯। হে গ্রন্থানুগামিগণ, রসুলগণের আবির্ভাব-ধারার অবসানে আমার রসুল তোমাদের নিকট আগমন পূর্ব্বক বর্ণনা করিতেছে—যেন তোমরা না বল যে, আমাদের নিকট কোন সুসংবাদ-দাতা ও ভয়-প্রদর্শক আগমন করেন নাই; কিন্তু নিশ্চয় তোমাদের নিকট সুসংবাদ-দাতা ও ভয়-প্রদর্শক আসিয়াছে; এবং আল্লাহ সর্ব্ব-বিষয়োপরি শক্তিমান।

৪র্থ রুকু—ইহুদীদিগের অবাধ্যতা ও শাস্তিভোগ

২০- وَاِذْ قَالَ مُوْسٰى لِقَوْمِهٖ
يٰقَوْمِ اذْكُرُوْا نِعْمَةَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ اِذْ جَعَلَ

২০। এবং যখন মুসা স্বীয় সম্প্রদায়কে বলিয়াছিল—হে আমার সম্প্রদায়, তোমাদের প্রতি আল্লার অনুগ্রহ স্মরণ কর,

---

১৯। **ফাৎরাত**—ধীরতা, ছিন্ন, নিঃশেষ অথবা দুইজন রসুল আবির্ভাবের মধ্যবর্ত্তী কাল। হজরত রসুলোল্লার পূর্ব্ববর্ত্তী রসুলগণের আবির্ভাব ও তিরোধানের পরে প্রায় সুদীর্ঘ ছয় শত বৎসর পর্য্যন্ত কোন ধর্ম্ম-প্রবর্ত্তক রসুল আগমন না করায়, যখন ইহুদী ও খ্রীষ্টানদিগের ধর্ম্ম বিকৃত হইয়া সমস্ত জগৎ ধর্ম্মের গভীর অন্ধকারে ডুবিয়া যাইতেছিল, সেই সময়ে আল্লাহতা'লা সমগ্র জগতের জন্য হজরত রসুলোল্লাকে ধর্ম্ম-প্রবর্ত্তক; সুসংবাদ-দাতা ও ভয়-প্রদর্শকরূপে জগতে প্রেরণ করেন। কিন্তু গ্রন্থানুগামী ইহুদী ও খ্রীষ্টানেরা তওরাত ও ইঞ্জিলের নির্দ্দেশ অনুসারে শেষ-নবীর আগমন বার্ত্তা অবগত থাকা সত্ত্বেও যখন তাঁহাকে স্বীকার করিয়া লইল না, তখন আল্লাহতা'লা তাহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া স্পষ্ট ভাষায় বলিয়া দিলেন—'যাহাতে তোমরা এরূপ কথা বলিতে না পার যে আমাদের মধ্যে কোন সুসংবাদ-দাতা ও ভয়-প্রদর্শক রসুল আগমন করেন নাই বলিয়াই আমরা পথভ্রান্ত হইয়াছি; সেইজন্য আমি আমার প্রতিশ্রুত রসুলকে সকলের শেষে জগতে প্রেরণ করিয়াছি এবং তিনি তোমাদের মধ্যে আবির্ভুত হইয়া সত্য-ধর্ম্ম প্রচার করিতেছেন। ফলতঃ আল্লাহতা'লা এই আয়তে ইহুদী ও খ্রীষ্টানগণের সাহত সমগ্র মানব-জাতিকে হজরত রসুলোল্লার অনুসরণ পূর্ব্বক সত্যধর্ম্ম ইস্‌লাম গ্রহণ করিবার জন্য ইঙ্গিত করিতেছেন।

অবশ্য ইহাও লক্ষ্য করিবার বিষয় যে, হজরত ঈসার স্বর্গারোহণের পরে সুদীর্ঘ ছয় শত বৎসরের মধ্যে কেহই নিজেকে আল্লার প্রেরিত রসুল বলিয়া দাবী করেন নাই এবং ভবিষ্যতেও কাহার পক্ষে ঐরূপ দাবী করিবার কোনই সম্ভাবনা নাই। পক্ষান্তরে হজরত রসুলোল্লাহ নিজেকে সমগ্র জগদ্বাসীর জন্য—তওরাত, জবুর ও ইঞ্জিলের প্রতিশ্রুত এবং আল্লার মনোনীত নবী বলিয়া দাবী করিয়া গিয়াছেন। পবিত্র কোরানে তাঁহার নবুয়তের সত্যতার জলন্ত প্রমাণ এবং তওরাত, জবুর ও ইঞ্জিলে তাঁহার শুভাগমনের সুস্পষ্ট ভবিষ্যদ্বাণী এখনও বিদ্যমান রহিয়াছে। ইহাতেও যাহাদের জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত না হইবে, আল্লার অভিশপ্ত ব্যতীত সেই অন্ধ বিশ্বাসী পথভ্রান্তদিগকে বলিবার উপযোগী আর কোনই বিশেষণ নাই।

২০। এসরাইল-বংশীয়গণ হজরত মুসার প্রভাবে ফেরাউনের কবল হইতে মুক্তিলাভ করিবার পরে তিনি যখন তাহাদিগকে আল্লার প্রতিশ্রুত কেনান প্রদেশ অধিকার করিবার জন্য

যখন তিনি তোমাদের মধ্যে নবিগণ
সৃষ্টি করিয়াছেন এবং তোমাদিগকে
রাজ্যাধিপতি করিয়াছেন ; এবং তোমা-
দিগকে যাহা দান করিয়াছেন, বিশ্ব-
জগতের কাহাকেও তাহা প্রদান করেন
নাই। ২১। হে আমার সম্প্রদায়,
তোমরা সেই পবিত্র ভূমিতে প্রবেশ
কর—যাহা আল্লাহ তোমাদের জন্য
লিপিবদ্ধ করিয়াছেন এবং স্বীয় পৃষ্ঠ
প্রত্যাবর্ত্তন করিও না—অন্যথা তোমরা
ক্ষতিগ্রস্তগণ-রূপে বিবর্ত্তিত হইবে।
২২। তাহারা বলিয়াছিল—হে মুসা,
তথায় পরাক্রান্ত সম্প্রদায় রহিয়াছে এবং
তাহারা যে-পর্য্যন্ত বহিষ্কৃত না হইবে,
আমরা তন্মধ্যে কিছুতেই প্রবেশ করিব
না ; অনন্তর যদি তাহারা তথা হইতে
নিষ্ক্রান্ত হয়, তবে আমরা অবশ্যই
প্রবেশ করিব। ২৩। সেই ভীরুগণের
মধ্যে দুইজনের প্রতি আল্লাহ অনুগ্রহ
করিয়াছিলেন—সেই ব্যক্তিদ্বয় বলিয়া-

فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا ۖ وَآتَاكُمْ
مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ ○
٢١- يَا قَوْمِ ادْخُلُوا الْأَرْضَ الْمُقَدَّسَةَ
الَّتِي كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَرْتَدُّوا
عَلَىٰ أَدْبَارِكُمْ فَتَنْقَلِبُوا خَاسِرِينَ ○
٢٢- قَالُوا يَا مُوسَىٰ إِنَّ فِيهَا قَوْمًا
جَبَّارِينَ ۖ وَإِنَّا لَنْ نَدْخُلَهَا
حَتَّىٰ يَخْرُجُوا مِنْهَا ۚ فَإِنْ يَخْرُجُوا
مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ ○ ٢٣- قَالَ
رَجُلَانِ مِنَ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَنْعَمَ اللَّهُ

অগ্রসর হইতে আদেশ করেন, তখন তাহারা চিরাচরিত অবাধ্যতা প্রযুক্ত উহাতে অস্বীকৃত হয়।
এস্রাইল-বংশীয়দিগের অবাধ্যতা অবলোকন করিয়া হজরত মুসা তাহাদিগকে যেরূপ তাহাদের
প্রতি আল্লার অনুগ্রহের কথা স্মরণ করাইয়া দিয়াছিলেন, এই আয়তে তাহাই বর্ণিত হইয়াছে।
এসরাইল-বংশীয়দিগকে আল্লাহতা'লা নানারূপে অনুগৃহীত করিয়াছেন। প্রথমতঃ তাহাদিগের
মধ্যে অনেক খ্যাতনামা নবী জন্মগ্রহণ করিয়াছেন ; দ্বিতীয়তঃ তাহাদিগকে পার্থিব ঐশ্বর্য্য ও
সাম্রাজ্য প্রদান করা হইয়াছিল এবং তৃতীয়তঃ পুনঃ পুনঃ অবাধ্যতা সত্ত্বেও বহু যুগ পর্য্যন্ত তাহারা
আল্লাহতা'লার বহু প্রত্যক্ষ সাহায্য প্রাপ্ত হইয়াছিল—যাহা তৎকালে জগতের অন্য কোন জাতিই
প্রাপ্ত হয় নাই। বাইবেলে এই আয়তের অনুকূল বহু বর্ণনা পরিদৃষ্ট হয়।—তওরাতের যাত্রা পুস্তক
এবং দ্বিতীয় বিবরণ দ্রষ্টব্য।

২১। হজরত মুসা কর্ত্তৃক এসরাইল-বংশীয়দিগকে আল্লার প্রতিশ্রুত কেনান প্রদেশ অধিকার
করিবার জন্য যে আদেশ প্রদত্ত হইয়াছিল, এই আয়তে তাহাই উক্ত হইয়াছে।—তওরাত, দ্বিতীয়
বিবরণ ১—৮।

২২। অবাধ্য এস্রাইল-বংশীয়েরা যেরূপভাবে হজরত মুসার আদেশ অমান্য করিয়াছিল, এই
আয়তে সেই সকল বিষয় বর্ণিত হইয়াছে। ইহুদীদিগের ঐ অবাধ্যতা ও ভীতি-জনিত ক্রন্দন-
কলরব তওরাতেও পরিদৃষ্ট হয়।—তওরাত, গণনা পুস্তক ১৪—১ হইতে ৪ পর্য্যন্ত।

২৩। হজরত মুসা কেনান প্রদেশ পর্য্যবেক্ষণের জন্য যে দ্বাদশ প্রতিনিধি প্রেরণ করিয়াছিলেন,
তন্মধ্যে দুইজন ব্যতীত আর সকলেই অবিশ্বাস ও ভীতি-প্রযুক্ত কেনান গমনের প্রতিকূলে মত
প্রকাশ করিয়া ইহুদীদিগকে অবাধ্য ও ভয়-প্রকম্পিত করিয়া তুলিয়াছিল। কিন্তু ঐ প্রতিনিধি দলের

عَلَيْهِمُ ادْخُلُوا عَلَيْهِمُ الْبَابَ ۚ
فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ غٰلِبُونَ ۚ
وَعَلَى اللّٰهِ فَتَوَكَّلُوا إِنْ كُنْتُمْ
مُؤْمِنِيْنَ ٢٣ قَالُوا يٰمُوسٰى
إِنَّا لَنْ نَدْخُلَهَا أَبَدًا مَا دَامُوا
فِيْهَا فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا
إِنَّا هٰهُنَا قٰعِدُونَ ٢٤ قَالَ رَبِّ
إِنِّي لَا أَمْلِكُ إِلَّا نَفْسِي وَأَخِي

ছিল, তাহাদের উপর দ্বার দিয়া প্রবেশ কর; অনন্তর যখন তোমরা তন্মধ্যে প্রবেশ করিবে তখন অবশ্যই তোমরা পরাক্রান্ত হইবে; এবং যদি তোমরা বিশ্বাস-স্থাপনকারী হও, তবে তোমরা আল্লারই উপর নির্ভর কর।
২৪। তাহারা বলিয়াছিল—হে মুসা যে-পর্য্যন্ত তাহারা তথায় অবস্থান করিবে, আমরা কিছুতেই তন্মধ্যে প্রবেশ করিব না; অতএব তুমি ও তোমার প্রতিপালক গমন পূর্ব্বক যুদ্ধ কর, নিশ্চয় আমরা বসিয়া রহিলাম।
২৫। সে বলিয়াছিল—হে আমার প্রতিপালক, আমার নিজের ও আমার ভ্রাতার উপর ব্যতীত আমার কোন

মধ্যে যে দুইজন হজরত মুসার নির্দ্দেশ অনুসারে কেনান প্রদেশ পর্য্যবেক্ষণ করিয়া উহা আক্রমণ ও অধিকার করিবার অনুকূলে মত প্রকাশ করিয়াছিল, তাহাদের প্রসঙ্গই এই আয়তে বর্ণিত হইয়াছে। এই ঘটনা সম্বন্ধে পবিত্র কোরানের সহিত তওরাতের বর্ণনার অতি নিকট সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়। তওরাতে উঁহাদের নাম—নূনের পুত্র যিহোশূয় এবং ফিক্‌কুন্নির পুত্র কালেব বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। গণনা পুস্তক ১৪—৬ হইতে ৮ পর্য্যন্ত।

২৪। ইহুদীরা অবাধ্যতা প্রকাশ করা সত্ত্বেও যখন হজরত মুসা স্বীয় প্রভুর আদেশ, নির্দ্দেশ, অনুগ্রহ ও প্রতিশ্রুতি স্মরণ করাইয়া দিয়া তাহাদিগকে পুনঃ পুনঃ ঐ দেশ আক্রমনের জন্য উদ্বুদ্ধ করিতেছিলেন, তখন তাহারা বলিয়াছিল যে, তোমার যদি একান্তই দেশাধিকার ও যুদ্ধ করিবার ইচ্ছা হইয়া থাকে এবং তোমার প্রতিপালক প্রভু যদি সত্যই তোমাকে ঐ প্রদেশ প্রদানের অঙ্গীকার করিয়া থাকেন, তবে তুমি তোমার প্রভুর সহিত তথায় যাইয়া যুদ্ধ কর। আমরা কিছুতেই এস্থান পরিত্যাগ করিব না। কোন কোন তফ্‌সীরকার বলেন যে, এস্থলে "তোমার প্রভু" অর্থে তোমার ভ্রাতা হারুন বুঝিতে হইবে। কারণ ইহুদী জাতির মধ্যে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার সম্বন্ধে ঐরূপ ভাষা ব্যবহার অপ্রচলিত ছিল না।—তঃ কবির।

২৫। ইহুদীগণের পূর্ব্বোক্ত অবাধ্যতার পরে হজরত মুসা যেরূপ বিনীত ভাষায় আল্লার নিকট দুর্ব্বিনীত ইহুদী সম্প্রদায়ের আচরণ সম্বন্ধে নিজের ও স্বীয় ভ্রাতা হারুনের নির্দ্দোষিতা জ্ঞাপন করিয়াছিলেন, আলোচ্য আয়তে তাহাই বর্ণিত হইয়াছে। কিন্তু প্রচলিত তওরাতে এরূপ কোন বর্ণনা পরিদৃষ্ট হয় না। উহাতে লিখিত আছে যে, "ইহুদীদিগের অবাধ্যতা হেতু সদাপ্রভু ক্রোধে প্রজ্জলিত হইয়া তাহাদিগকে মহামারী প্রভৃতি দ্বারা ধ্বংস করিয়া এক নূতন বলবান জাতি সৃষ্টি করিতে ইচ্ছুক হইলেন। কিন্তু মোশি তখন সদাপ্রভুকে বুঝাইলেন যে, এরূপ করিলে মিসরীয়-দিগের নিকট তোমার দুর্নাম হইবে। তাহারা বলিবে যে, এসরায়েলের প্রভু তাহাদিগকে এদেশ হইতে লইয়া গিয়া স্বীয় প্রতিশ্রুত প্রদেশ প্রদান অথবা তাহাদিগকে রক্ষা করিতে পারিলেন না; অতএব তুমি তাহাদের অপরাধ ক্ষমা কর। মোশির এই কথায় সদাপ্রভু ক্ষমাও করিলেন,

আধিপত্য নাই, অতএব তুমি আমাদের মধ্যে ও অবাধ্য সম্প্রদায়ের মধ্যে পার্থক্য করিয়া দাও। ২৬। তিনি বলিলেন—চল্লিশ বৎসরের জন্য ইহা তাহাদের পক্ষে অবৈধ করা হইল; তাহারা ভূতলে ঘুরিয়া বেড়াইবে; অতএব অবাধ্য সম্প্রদায়ের জন্য বিষণ্ণ হইও না।

فَافْرُقْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقَوْمِ الْفٰسِقِيْنَ ○
٢٦- قَالَ فَاِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ
اَرْبَعِيْنَ سَنَةً ۚ يَتِيْهُوْنَ فِى الْاَرْضِ ۗ
فَلَا تَاْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْفٰسِقِيْنَ ○

৫ম রুকু—আদম-পুত্রগণের প্রসঙ্গ এবং ইহুদীদিগের শাস্তি

২৭। এবং তুমি তাহাদিগকে আদমের পুত্রদ্বয়ের সঠিক সংবাদ বিবৃত কর; যখন তাহারা উভয়ে উৎসর্গ নিবেদন

٢٧- وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَاَ ابْنَيْ اٰدَمَ
بِالْحَقِّ ۘ اِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ

আবার শাস্তিও দিলেন। অধিকন্তু অবাধ্য ইহুদীগণের জন্য ক্ষমা-প্রার্থনা হেতু মোশিও সেই শাস্তি হইতে পরিত্রাণ পাইলেন না। সদাপ্রভু স্বীয় প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করিয়া মোশির সহিত সমগ্র ইহুদী-জাতিকে চল্লিশ বৎসরের জন্য কেনান প্রদেশ হইতে বঞ্চিত করিলেন। বলা বাহুল্য, ঐ চল্লিশ বৎসরের মধ্যে যিহোশূয় ও কালেব ব্যতীত মোশি ও হারোনের সহিত সমস্ত প্রাপ্তবয়স্ক ইহুদীই মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিল।" প্রচলিত তওরাতের এই সকল বর্ণনা যেরূপ বিক্ষিপ্ত—সেইরূপ অস্বাভাবিক ও অসঙ্গত। পবিত্র কোরানের সুসঙ্গত যুক্তিপূর্ণ বর্ণনার সহিত উহার কোন তুলনাই হইতে পারে না।—তওরাত, গণনা পুস্তক ১৪ এবং যাত্রা পুস্তক ১ অধ্যায়।

২৬। হজরত মুসা যখন কেনান আক্রমণ সম্বন্ধে অবাধ্য ইহুদীদিগকে বশীভূত করিতে অসমর্থ হইয়া আল্লার নিকট নিজের ও নিজ ভ্রাতা হারুনের নির্দ্দোষিতা ও অক্ষমতা জ্ঞাপন করিলেন, তখন আল্লাহতা'লা বলিয়া দিলেন যে, তুমি ঐ দুর্বিনীত সম্প্রদায়ের জন্য দুঃখিত হইও না। আমি উহাদের অবাধ্যতার শাস্তি স্বরূপ কেনান প্রদেশ চল্লিশ বৎসরের জন্য উহাদের প্রতি অবৈধ করিয়া দিলাম। এই সুদীর্ঘ সময় উহারা যেখানে সেখানে অবস্থান করিয়া দুর্গতি ও লাঞ্ছনা ভোগ করিতে থাকিবে। তওরাতে উক্ত বিষয়টী এইরূপভাবে বর্ণিত হইয়াছে, যথা—"আর তোমাদের সন্তানগণ চল্লিশ বৎসর এই প্রান্তরে গরু চরাইবে এবং এই প্রান্তরে তোমাদের শবের সংখ্যা যে পর্য্যন্ত পূর্ণ না হইবে, সে পর্য্যন্ত তাহারা তোমাদের ব্যভিচারের ফল ভোগ করিবে। * * * তোমরা চল্লিশ বৎসর আপনাদের পাপের ভার বহন করিবে আর আমার বিপক্ষতা কেমন তাহা বুঝিবে! আমার বিপরীত চক্রান্ত-কারী এই দুষ্টমণ্ডলীর প্রতি আমি ইহা অবশ্য করিব। এই প্রান্তরে তাহারা নিঃশেষ হইবে এবং এইখানেই তাহারা মরিবে।" ইহার পর মহামারী ও যুদ্ধ-বিগ্রহ প্রভৃতি ব্যাপারে এসরাইল বংশের পতন ও ধ্বংসপ্রাপ্তির প্রসঙ্গ বর্ণিত হইয়াছে।—তওরাত, গণনা পুস্তক ১৪—৩৩ হইতে ৩৫।

২৭। **এব্‌নে-আদম**—আদম সন্তান। তফ্‌সীরকারগণের সাধারণ অভিমত এই যে, এই আয়তে আল্লাহতা'লা হজরত আদমের পুত্র হাবিল ও কাবিলের মধ্যে সংঘটিত দুর্ঘটনার প্রতিই ইঙ্গিত করিয়াছেন। কিন্তু প্রত্যেক মানবই আদম-সন্তান বলিয়া অভিহিত হইতে পারে—এই যুক্তি অবলম্বন পূর্ব্বক হজরত হাসান ও জোহাক বলেন যে, এসরাইল বংশীয় দুই ব্যক্তির মধ্যে সংঘটিত ঘটনার প্রতিই এই আয়তে লক্ষ্য করা হইয়াছে।—তঃ কবির।

হাবিল ও **কাবিল**—ইহারা হজরত আদমের দুই পুত্র। তওরাতে উহাদের নাম 'কায়েন' ও 'আবেল' বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। হজরত আদমের পুত্রগণের মধ্যে তিন জনের নাম বিশেষ প্রসিদ্ধ, যথা—হাবিল, কাবিল ও 'শিস' (তওরাতে—কায়েন, আবেল ও সিত)।

أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ ط
قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ ط قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ
اللّٰهُ مِنَ الْمُتَّقِيْنَ ۝٢٨ ـ لَئِنْ بَسَطْتَ
إِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِيْ مَا أَنَا
بِبَاسِطٍ يَّدِيَ إِلَيْكَ لِأَقْتُلَكَ ج
إِنِّيْ أَخَافُ اللّٰهَ رَبَّ الْعٰلَمِيْنَ ۝
٢٩ ـ إِنِّيْ أُرِيْدُ أَنْ تَبُوْءَ بِإِثْمِيْ

করিয়াছিল, তখন তাহাদের একজন
হইতে গৃহীত হইয়াছিল কিন্তু অপর
হইতে গৃহীত হয় নাই; সে বলিয়াছিল
নিশ্চয় আমি তোমাকে হত্যা করিব;
অন্যে বলিয়াছিল—আল্লাহ কেবলমাত্র
ধর্ম্মভীরুগণ হইতেই পরিগ্রহণ করেন।
২৮। যদিও তুমি তাহাকে হত্যা করিতে
তোমার হস্তদ্বয় আমার দিকে প্রসারিত
কর, আমি তোমাকে হত্যা করিতে
স্বীয় হস্তদ্বয় তোমার দিকে প্রসারিত
করিব না; নিশ্চয় আমি বিশ্বজগতের
প্রতিপালক আল্লাহকে ভয় করি।
২৯। অবশ্য আমি ইচ্ছা করি যে,

কাবিলের জন্মের পরে হাবিলের জন্ম হয়। শিষ ইহাদের অনেক পরবর্ত্তী। হজরত আদমের প্রথম পুত্রদ্বয় বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে হাবিল পশুপাল চরাইতেন এবং কাবিল কৃষিকার্য্য করিতেন। অনন্তর এক সময়ে দুই ভ্রাতা উৎপাদিত শস্য এবং পশুপাল হইতে ছাগ প্রভৃতি আল্লার নামে উৎসর্গ করেন। কথিত আছে যে, তৎকালে আকাশ হইতে সমুজ্জ্বল সুনীল অগ্নি-শিখা অবতীর্ণ হইয়া পরিগৃহীত উৎসর্গ দগ্ধ ও ভস্মীভূত করিয়া আবার তখনই অন্তর্হিত হইয়া যাইত। যাহা হউক, উপরোক্ত ঘটনায় হাবিলের উৎসর্গ আল্লাহ কর্ত্তৃক পরিগৃহীত এবং কবিলের উৎসর্গ প্রত্যাখ্যাত হয়। মতান্তরে বর্ণিত হইয়াছে যে, তৎকালে আদম-পত্নী বিবি হাওয়ার গর্ভে এক-সঙ্গে একটী পুত্র ও একটী কন্যা—এইরূপ যমজ সন্তান জন্মগ্রহণ করিত। এতদনুযায়ী কাবিলের সহিত আকলিমা এবং হাবিলের সহিত গাজ নাম্নী দুইটী কন্যাও জন্মগ্রহণ করিয়াছিল। অনন্তর পুত্র-কন্যাগণ বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে হজরত আদম আল্লাহ-কর্ত্তৃক হাবিলের সহিত আকলিমা এবং কাবিলের সহিত গাজের বিবাহ সম্পাদন করিতে আদিষ্ট হন। কিন্তু কাবিলের সহজাত সহোদরা আকলিমা পরমা সুন্দরী যুবতী ছিল বলিয়া কাবিল তাহার পরিবর্ত্তে গাজকে বিবাহ করিতে অসম্মত হয়। ইহাতে হজরত আদম বিপন্ন হইয়া উভয় পুত্রকে মিনা পর্ব্বতে উৎসর্গ প্রদান করিতে আদেশ করেন এবং সেই সঙ্গে ইহাও বলিয়া দেন যে, যাহার উৎসর্গ গৃহীত হইবে, সেই আকলিমাকে পত্নীরূপে প্রাপ্ত হইবে। তদনুযায়ী উভয় ভ্রাতা উৎসর্গ করিলে আল্লার আদেশ লঙ্ঘন হেতু কাবিলের উৎসর্গ প্রত্যাখ্যাত হইয়া ধর্ম্মপ্রাণ হাবিলের উৎসর্গ পরিগৃহীত হয় (তঃ হোসেনী)। কিন্তু তওরাতে এইরূপ কোন বর্ণনা পরিদৃষ্ট হয় না। যাহা হউক, ঐ ঘটনায় কাবিল ক্রোধান্ধ হইয়া হাবিলকে হত্যা করিতে ইচ্ছুক হইলে—হাবিল আল্লাহ্ কর্ত্তৃক অনুপ্রাণিত হইয়া তাহাকে বলেন যে, এই ব্যাপারে আমার কোনই অপরাধ নাই। কারণ ধার্ম্মিক লোক-দিগের উৎসর্গ আল্লাহতা'লা পরিগ্রহণ করিয়া থাকেন।

২৮। অনন্তর হাবিল কাবিলকে বলিলেন যে, যদিও তুমি আমাকে হত্যা কর, তথাপি আমি তোমাকে হত্যা করিবার চেষ্টা করিব না। কারণ আল্লাহ কাহাকেও হত্যা করিবার আদেশ করেন নাই এবং আমি অবশ্যই তাঁহাকে ভয় করিয়া থাকি।

২৯। **এস্‌মী**—অর্থ আমার পাপ। কিন্তু হাবিলের কোন পাপ ছিল না। সুতরাং এস্থলে 'আমার পাপ' অর্থে অমার প্রতিকূলতার পাপ অথবা আমার হত্যা-জনিত পাপ বুঝিতে

وَاِثْمِكَ فَتَكُوْنَ مِنْ اَصْحٰبِ
النَّارِ ۚ وَذٰلِكَ جَزٰٓؤُا الظّٰلِمِيْنَ ۝
۳۰۔ فَطَوَّعَتْ لَهٗ نَفْسُهٗ قَتْلَ اَخِيْهِ
فَقَتَلَهٗ فَاَصْبَحَ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ ۝
۳۱۔ فَبَعَثَ اللّٰهُ غُرَابًا يَّبْحَثُ
فِى الْاَرْضِ لِيُرِيَهٗ كَيْفَ يُوَارِىْ
سَوْءَةَ اَخِيْهِ ؕ قَالَ يٰوَيْلَتٰٓى اَعَجَزْتُ
اَنْ اَكُوْنَ مِثْلَ هٰذَا الْغُرَابِ فَاُوَارِىَ

আমার পাপ ও তোমার পাপ তোমাতেই বর্ত্তুক, তৎপর তুমি অগ্নির অধিবাসী হও; এবং ইহাই অত্যাচারিগণের প্রতিফল।
৩০। অতঃপর তাহার অন্তর স্বীয় ভ্রাতৃ-হত্যা করিতে আগ্রহান্বিত হইল; তৎপরে সে তাহাকে হত্যা করিল এবং তাহাতে সে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া গেল।
৩১। তৎপরে আল্লাহ বায়স প্রেরণ করিলেন; সে ভূমি খনন করিতে লাগিল—যেন তাহাকে প্রদর্শন করে যে, কিরূপে ভ্রাতার মৃতদেহ আবৃত করিতে হয়; সে বলিয়াছিল—হায়! আমি কি অতঃপর স্বীয় ভ্রাতার শব আবৃত করিতে

হইবে। সুতরাং আয়তের অর্থ হইবে—"তোমার পূর্ব্ব-পাপ আল্লাহতা'লার অবাধ্যতা—যাহার জন্য তোমার উৎসর্গ আল্লাহতা'লা কর্ত্তৃক গৃহীত নাই এবং তৎপর আমার অন্যায় হত্যা-জনিত পাপ—যাহা তুমি এখন করিবার জন্য ইচ্ছা করিতেছ—এই উভয় পাপই তোমার শিরে চাপিয়া তোমাকে পাপ-ভারাক্রান্ত করিয়া তুলিবে।—তঃ মঃ আঃ।

৩০। কাবিল কিছুতেই আত্মদমন অথবা ক্রোধ সংবরণ করিতে না পারিয়া একদা সে সুযোগ মত হাবিলকে হত্যা করিয়া ফেলিল এবং তাহার ফলে সে 'ক্ষতিগ্রস্ত'—অর্থাৎ অভিশপ্ত ও মহাপাপী হইয়া গেল।

বিভিন্ন গ্রন্থে হাবিলের হত্যাকাণ্ড নিম্নলিখিত রূপে বর্ণিত হইয়াছে। কাবিল যখন শয়তানের প্ররোচনায় হাবিলকে হত্যা করিতে একান্ত আগ্রহান্বিত হইয়া উঠিল, তখন হত্যা-ব্যাপার মানব-জগতে সম্পূর্ণ অপরিজ্ঞাত ছিল। কিরূপে হত্যা করিতে হয়, তাহা কাবিল অথবা অন্য কেহই জানিত না। এই অবস্থায় দুরাত্মা শয়তান মানব-মূর্ত্তি পরিগ্রহণ পূর্ব্বক একটী পলায়নশীল সর্পকে প্রস্তরাঘাতে নিহত করিয়া কাবিলকে হত্যা-প্রণালী প্রদর্শন করিল। কাবিলও তদনুযায়ী একখণ্ড বৃহৎ প্রস্তরাঘাতে ঘুমন্ত ভ্রাতা হাবিলের মস্তক চূর্ণ করিয়া ফেলিল। এই বিবরণীর লেখকগণের মতে নারী-প্ররোচনা-জনিত প্রথম পাপের ন্যায় রমণী-সৌন্দর্য্যের জন্যই পৃথিবীতে সর্ব্বপ্রথম হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হইয়াছিল।

৩১। অনন্তর কাবিল যখন নিহত ভ্রাতার মৃতদেহ লইয়া বিপন্ন হইয়া পড়িল—সে কিরূপে উহা গোপন করিবে, তৎসম্বন্ধে যখন কিছুই ভাবিয়া স্থির করিতে পারিতেছিল না, তখন আল্লাহ মানব-জাতিকে মৃতদেহ আচ্ছাদন বা কবরস্থ করিবার প্রণালী শিক্ষা দিবার জন্য দুইটী কাক প্রেরণ করিলেন। কাকদ্বয় সেখানে উপস্থিত হইয়া কা কা রবে তুমুল কলহ আরম্ভ করিয়া দিল এবং অল্পক্ষণ পরেই একটী কাক অপরটী কর্ত্তৃক নিহত হইল। তখন সেই হত্যাকারী কাক চঞ্চু দ্বারা মৃত্তিকা খুঁড়িয়া নিহত কাকটীকে তন্মধ্যে প্রোথিত করিয়া তথা হইতে উড়িয়া গেল। তদ্দর্শনে কাবিল অনুতপ্ত হইয়া বলিতে লাগিল—হায়, নিকৃষ্ট পক্ষী স্বীয় সহচরকে হত্যা করিয়া মৃত্তিকায়

سَوْءَةَ أَخِي ۚ فَأَصْبَحَ مِنَ النّٰدِمِينَ ۚ
٣٢ مِنْ أَجْلِ ذٰلِكَ ۚ كَتَبْنَا عَلٰى
بَنِي إِسْرَاءِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا
بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ
فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا ؕ وَمَنْ
أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا ؕ
وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنٰتِ ثُمَّ
إِنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ بَعْدَ ذٰلِكَ فِي الْأَرْضِ

বায়সের তুল্যও হইব না? তৎপরে সে অনুতপ্ত হইতে লাগিল। ৩২। এই জন্য আমি এসরাইল-বংশীয়দিগের প্রতি বিধিবদ্ধ করিয়াছিলাম যে, যদি এক জন অন্য জনকে হত্যা করে অথবা ভূমণ্ডলে অশান্তি উৎপাদন করে তবে সে যেন সমস্ত লোককে হত্যা করিল; এবং যে কাহারও জীবন-রক্ষা করে, তবে সে যেন সমস্ত লোকের জীবন-রক্ষা করিল; এবং নিশ্চয় আমার রসুলগণ তাহাদের নিকট নিদর্শনাবলী-সহ আগমন করিয়াছিল; বস্তুতঃ ইহার পরেও তাহাদের মধ্যে অনেকে পৃথিবীতে

প্রোথিত করিল; আর আমি স্বীয় ভ্রাতাকেও তাহা করিতে পারিতেছি না। অনন্তর সেও মৃত্তিকা খনন করিয়া হাবিলের মৃতদেহ কবরস্থ করিল। ইহার পর কাবিল দুঃখ অনুতাপে দগ্ধ হইয়া লজ্জা ও সঙ্কোচ বশতঃ আর পিতা-মাতাকে মুখ প্রদর্শন করা সঙ্গত বোধ করিল না। সে তথা হইতে আদনের পূর্ব্বপ্রান্তে যাইয়া অবস্থান করিতে লাগিল।—তঃ হক্কানী।

৩২। আদম নন্দন হাবিল ও কাবিলের প্রসঙ্গ শেষ করিবার পর আল্লাহতা'লা এসরাইল বংশীয়দিগের প্রতি প্রবর্ত্তিত হত্যা-বিনিময়ের শাস্তি ও প্রায়শ্চিতের বিষয় বর্ণনা করিতেছেন।

"কেহ একজনকে হত্যা করিলে সে সমস্ত মানবকে হত্যা করিল কিংবা কাহারও জীবন রক্ষা করিলে সকল লোকেরই জীবন রক্ষা করিল"—এ উক্তির মর্ম্ম ইহা নহে যে, কেহ একজনকে হত্যা করিলেই যে সে সমস্ত মানব-প্রজাতিকে হত্যা করিয়া ফেলিল কিংবা সে একটী হত্যার জন্য সমস্ত মানব-হত্যার জন্য দায়ী হইল অথবা একজনের প্রাণ রক্ষা করিলেই সে সমস্ত লোকের জীবন রক্ষা করিল বা তদনুরূপ পুণ্যফলের অধিকারী হইল। ফলতঃ ঐ উক্তি হত্যার গুরুত্ব এবং জীবের জীবন রক্ষার আবশ্যকতা বিষয়ক একটী চমৎকার উপমা মাত্র। জগতের শান্তি ও মানব-জীবনের নিরাপদতা সংরক্ষণ ধর্ম্ম জগতের একটী প্রধান কর্ত্তব্য। কেহ একজনকে হত্যা করিয়া মানব-হত্যা পাপে লিপ্ত হইলে সে যেমন অন্যকে অথবা সকলকেই হত্যা করিতে পারে, কেহ কর্ত্তব্য বোধে একটী মানবের জীবন রক্ষা করিলেই ঐ সৎ প্রেরণা প্রভাবে সে বহু মানবের ধন-প্রাণের নিরাপদতা ও কল্যাণ সাধন করিতে পারে। আলোচ্য আয়তে সেই ভাবটাই এই উপমা দ্বারা পরিব্যক্ত হইয়াছে।

কেহ কেহ বলেন যে, এস্থলে ঐ উক্তি দ্বারা ইহুদীগণের নবী-হত্যা অথবা হজরত রসুলোল্লার প্রাণ-নাশের ষড়যন্ত্রের প্রতিই লক্ষ্য করা হইয়াছে। এক একজন নবী-হত্যা সমস্ত মানব জাতিকে হত্যা করার তুল্য অনিষ্টকর। কারণ তাঁহার অভাবে সমগ্র মানব-জাতির অবনতি ও বিনাশ অনিবার্য্য। পক্ষান্তরে একজন রসুলের প্রাণ রক্ষা করা সমগ্র মানব-জাতির জীবন রক্ষা করা অপেক্ষা অধিক কল্যাণকর; যেহেতু তাঁহার সৎশিক্ষায় সমগ্র মানব-জাতি নবজীবন লাভ করিয়া থাকে।—তঃ বাঃ কোঃ।

সীমাতিক্রম করিতেছিল। ৩৩। যাহারা আল্লাহ ও তদীয় রসুলের সহিত সংগ্রাম করে এবং পৃথিবীতে অশান্তি-উৎপাদন করিয়া বেড়ায়, নিশ্চয় তাহাদের শাস্তি এই যে, তাহাদিগকে হত্যা কর কিংবা তাহাদিগকে শূল-বিদ্ধ কর অথবা তাহাদের হস্ত-সমূহ ও তাহাদের পদ-সমূহ বিপরীত দিক হইতে কর্ত্তন কর কিংবা তাদিগকে দেশ হইতে বহিষ্কার কর; ইহাই তাহাদের পার্থিব প্রতিফল এবং পরকালে তাহাদের জন্য বিষম

لَمُسْرِفُوْنَ ○ ٣٣- اِنَّمَا جَزٰٓؤُا الَّذِيْنَ
يُحَارِبُوْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ وَيَسْعَوْنَ
فِى الْاَرْضِ فَسَادًا اَنْ يُّقَتَّلُوْٓا اَوْ يُصَلَّبُوْٓا
اَوْ تُقَطَّعَ اَيْدِيْهِمْ وَاَرْجُلُهُمْ مِّنْ
خِلَافٍ اَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْاَرْضِ ؕ ذٰلِكَ
لَهُمْ خِزْيٌ فِى الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِى الْاٰخِرَةِ

৩৩। এই তেজপূর্ণ শাস্তি বিঘোষক আয়তকে পবিত্র ইস্লামের "মার্শিয়াল ল" বা সামরিক আইন বলিয়া অভিহিত করা যাইতে পারে। আরবের বনি-ওরায়না সম্প্রদায়ের একদল লোক মদিনায় আসিয়া ইস্লাম গ্রহণ করিলে হজরত রসুলোল্লাহ তাহাদিগকে বয়তল-মেলান নামক তৃণলতা-বিশিষ্ট স্বাস্থ্যকর স্থানে অবস্থান করিবার অনুমতি প্রদান করেন। ঐ স্থানটী মদিনাবাসী মুসলমানদিগের উষ্ট্রচারণের জন্য নির্দ্ধারিত ছিল। উক্ত নব-দীক্ষিত লোকেরা সেই স্থানে অবস্থান পূর্ব্বক শক্তি ও স্বাস্থ্যলাভ করিয়া মুসলমানদিগের উষ্ট্রপাল অপহরণের জন্য ষড়যন্ত্র করিতে থাকে এবং একদা সুযোগ মত মুসলমান উষ্ট্রচারকদিগকে হত্যা করিয়া উষ্ট্রপাল সহ পলাইয়া যায়। অনন্তর মদিনার মুসলমানেরা ঐ সংবাদে তাহাদের অনুসরণে ধাবিত হন এবং তাহাদিগকে ধৃত ও বন্দী করিয়া মদিনায় আগমন করেন। চুরি, ডাকাতি বিশ্বাসঘাতকতা ও নরহত্যার অভিযোগে অভিযুক্ত ঐ সকল লোকের শাস্তি বিধানের জন্য এই আয়ত অবতীর্ণ হয়। উক্ত চারি প্রকার অপরাধের জন্য এই আয়তে চার প্রকার শাস্তির ব্যবস্থা প্রদান করা হইয়াছে। নরহত্যার বিনিময়ে হত্যা, ডাকাতির জন্য শূলদণ্ড, চুরির জন্য হস্তপদ কর্ত্তন এবং বিশ্বাসঘাতকতার জন্য দেশ হইতে বহিষ্করণ।—তঃ হক্কানী।

কিন্তু বহু তফ্‌সীরকার বলেন যে, আলোচ্য আয়ত যে উপলক্ষেই অবতীর্ণ হউক না কেন, উহার আদেশ সাধারণ। শত্রুর আক্রমণ, যুদ্ধ বিগ্রহ, বিদ্রোহ-বিপ্লব, চুরি-ডাকাতি ও অন্যায় অত্যাচারে দেশের শান্তি ভঙ্গ এবং লোকের ধন-প্রাণ বিপন্ন হইলে আবশ্যকানুযায়ী দেশের শান্তি-স্বাধীনতা, ধর্ম্মের মর্য্যাদা, জাতির অধিকার ও লোকের ধন-প্রাণ রক্ষার জন্য উহার সমস্ত বিধিই অবলম্বিত হইতে পারে। এমাম আবু-হানিফা ও এমাম শাফেয়ী প্রভৃতি জগন্মান্য ধর্ম্ম-নেতাগণের প্রায় সকলেই এই মত সমর্থন করিয়াছেন।

কোন অপরাধের জন্য কাহারও হস্ত-পদ কর্ত্তন করিতে হইলে এক দিকের হস্ত ও অপর দিকের পদ কর্ত্তন করিতে হইবে। "ইউনফাও মেনাল আর্‌দ" বাক্যাংশের 'আর্‌দ' পৃথিবী অর্থে সকলেই 'দেশ' পরিগ্রহণ করিয়াছেন। তবে "দেশ হইতে বহিষ্কার" অর্থে এমাম আবু-হানিফা বলেন 'কারা রুদ্ধ করণ' এবং এমাম শাফেয়ী বলেন 'নির্ব্বাসন'। অধিকাংশ আলেম কর্ত্তৃক এমাম আবু-হানিফার মতই সমীচীন বলিয়া পরিগৃহীত হইয়াছে।—তঃ কবির।

অনন্তর আল্লাহতা'লা আয়তের শেষে বলিতেছেন—এস্থলে হত্যাকারী, চোর, ডাকাত ও বিশ্বাসঘাতক প্রভৃতি জগতের শান্তি-নাশক অত্যাচারী পাপাত্মাদিগের পার্থিব শাস্তির বিধান বিবৃত হইয়াছে মাত্র; কিন্তু উহাদের পারলৌকিক শাস্তি আরও ভয়ঙ্কর—অর্থাৎ উহাদিগকে পরলোকে ইহা অপেক্ষা আরও কঠোরতর শাস্তিভোগ করিতে হইবে।

শাস্তি রহিয়াছে। ৩৪। কিন্তু তুমি তাহাদের উপর শক্তিসম্পন্ন হইবার পূর্ব্বে যাহারা ক্ষমা-প্রার্থনা করে, তবে জান যে আল্লাহ ক্ষমাশীল ও করুণাময়।

عَذَابٌ عَظِيمٌ ۝ ٣٤- إِلَّا الَّذِينَ
تَابُوا مِن قَبْلِ أَن تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ ۚ
فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ۝

৬ষ্ঠ রুকু—চুরি ও অন্যান্য অপরাধের শাস্তি

৩৫। হে বিশ্বাস-স্থাপনকারিগণ, তোমরা আল্লাহকে ভয় কর ও তাঁহার দিকে উপলক্ষ অনুসন্ধান কর এবং তাঁহার পথে প্রাণপণ কর—যেন তোমরা সুফল প্রাপ্ত হও। ৩৬। অবশ্য যাহারা অবিশ্বাস করিয়াছে, তাহারা যদি পৃথিবীর অন্তর্ভুক্ত সমস্ত বিষয় এবং তৎসহ তদনুরূপও প্রাপ্ত হইয়া তদ্দ্বারা উত্থান-দিবসের শাস্তির বিনিময় প্রদান করে—তাহাদের নিকট হইতে উহা গৃহীত হইবে না এবং তাহাদের জন্য যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি রহিয়াছে। ৩৭। তাহারা নরকানল হইতে বহিস্কৃত হইবার ইচ্ছা করিবে এবং তাহা হইতে

٣٥- يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ
وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ وَجَاهِدُوا
فِي سَبِيلِهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ۝ ٣٦- إِنَّ
الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ أَنَّ لَهُم مَّا فِي
الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لِيَفْتَدُوا بِهِ
مِنْ عَذَابِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَا تُقُبِّلَ
مِنْهُمْ ۖ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۝
٣٧- يُرِيدُونَ أَن يَخْرُجُوا مِنَ النَّارِ

৩৪। এই পবিত্র আয়তে মানব-জাতির প্রতি আল্লার অনুপম করুণা এবং ইস্‌লামী সামরিক ও সাধারণ বিধির এক অপূর্ব্ব বিশেষত্ব বিকশিত হইয়া উঠিয়াছে। কেহ কোন অপরাধ করিয়া তজ্জন্য ধৃত অথবা শাস্তিভোগ করিবার পূর্ব্বে যদি অনুতপ্ত চিত্তে ক্ষমা-প্রার্থনা করে, তবে করুণাময় আল্লাহ তাহাকে ক্ষমা করিবেন। এতদ্দ্বারা মুসলমানদিগকেও ঐ অবস্থায় কোন অপরাধী অনুতপ্ত এবং ক্ষমাপ্রার্থী হইলে তাহাকে ক্ষমা করিবার জন্য ইঙ্গিত করা হইতেছে।

৩৫। আল্লাহতা'লা বিশ্বাসী মুসলমানদিগকে লক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন যে, তোমরা আল্লার পথে প্রাণপণ কর এবং আল্লাহকে ভয় করিয়া তাঁহারই অনুগ্রহ ও সাহায্যের উপর নির্ভরশীল হও। "আল্লার পথে প্রাণপণ করা"—অর্থ আল্লাহ ব্যতীত অন্য কাহাকেও ভয় না করিয়া প্রাণপণে তাঁহার আদেশ, নিষেধ ও নির্দ্দেশ সমূহ প্রতিপালন করা এবং "তাঁহারই 'ওসিলা' বা উপলক্ষ অনুসন্ধান করার" মর্ম্ম আল্লার আদেশ, ও নির্দ্দেশ-সমূহ প্রতিপালনে যদি আপদ-বিপদ বা দুঃখ কষ্ট উপস্থিত হয়, তজ্জন্য কিছুমাত্র আশঙ্কা না করিয়া আল্লারই অনুগ্রহ এবং সাহায্যের উপর সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করা। এই পবিত্র আয়তটী মুসলমানের পক্ষে আল্লাহতা'লার প্রতি বিশ্বাস এবং আত্মনির্ভরতা সম্বন্ধে একটী চমৎকার উপদেশ।

৩৬—৩৭। এই দুইটী আয়তে অবিশ্বাসী কাফেরদিগের শোচনীয় পরিণাম সম্বন্ধে স্পষ্টতর অভিব্যক্তি। যাহারা অবিশ্বাসী অবস্থায় মৃত্যুমুখে পতিত হইবে, তাহারা চিরকাল নরকের কঠোর শাস্তিভোগ করিতে থাকিবে। সেই শাস্তির বিনিময়ে তাহারা যদি পৃথিবীর সমস্ত সম্পদের দ্বিগুণ

বহিষ্কৃত হইতে পারিবে না; এবং তাহাদের জন্য চিরস্থায়ী শাস্তি রহিয়াছে। ৩৮। পুরুষ-চোর ও নারী-চোর কিছু অর্জ্জন করিলে, তবে তৎ-পরিবর্ত্তে আল্লাহ হইতে শাস্তি-স্বরূপ তাহাদের হস্ত-সমূহ কর্ত্তন কর; এবং আল্লাহ পরাক্রান্ত বিজ্ঞানময়। ৩৯। কিন্তু যে স্বীয় অত্যাচারের পরে ক্ষমা-প্রার্থনা করে এবং সংশোধিত হয়, তবে অবশ্যই আল্লাহ তাহাকে ক্ষমা করেন; নিশ্চয় আল্লাহ ক্ষমাশীল করুণাময়।

وَمَا هُمْ بِخٰرِجِيْنَ مِنْهَا ز وَلَهُمْ
عَذَابٌ مُّقِيْمٌ ○ ٣٨- وَالسَّارِقُ
وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوْا اَيْدِيَهُمَا
جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللّٰهِ ط وَاللّٰهُ
عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ ○ ٣٩- فَمَنْ تَابَ مِنْ
بَعْدِ ظُلْمِهٖ وَاَصْلَحَ فَاِنَّ اللّٰهَ يَتُوْبُ
عَلَيْهِ ط اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ○

সম্পদও প্রদান করিতে সমর্থ হয়, তথাপি তাহারা উহা হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারিবে না। অবিশ্বাসী নারকীদের পক্ষে পরকালে পার্থিব সম্পদ লাভ করা সম্পূর্ণ অসম্ভব। সুতরাং পার্থিব জীবনে বিশ্বাস-স্থাপন করিয়া আল্লার প্রতি আত্মসমর্পণ পূর্ব্বক পবিত্র ইস্‌লাম গ্রহণ করিয়া মুসলমান না হইলে তাহাদের মুক্তি বা পরিত্রাণের কোনই আশা নাই। এই আয়তের অন্যতর অভিব্যক্তি এই যে, কেহ বিশ্বাস-স্থাপন পূর্ব্বক ইসলাম গ্রহণ না করিয়া পারলৌকিক শাস্তির বিনিময়ে পৃথিবীর সমস্ত সম্পদের দ্বিগুণ সম্পত্তি ব্যয় করিলেও সে নরকের চির-শাস্তি হইতে পরিত্রাণ পাইবে না। অতএব পার্থিব জীবনে প্রত্যেক মানবের পক্ষেই আল্লার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন পূর্ব্বক আত্মসমর্পণকারী মুসলমান হওয়া কর্ত্তব্য।

৩৮। **সরক**—চুরি। 'সারেক' ও 'সারেকা' অর্থ পুরুষ-চোর ও নারী-চোর। কোরান শরিফে সাধারণতঃ পুরুষদিগকে লক্ষ্য করিয়াই যাবতীয় আদেশ উপদেশ ও বিধি-নিষেধ অবতীর্ণ হইয়াছে। ঐ সকল আদেশ ও নির্দ্দেশের প্রায় সমস্তই নর-নারী নির্ব্বিশেষে সকলেইর পক্ষে সাধারণভাবে প্রতিপালনীয়। কোরান শরিফের আদেশ-নিষেধ সম্বন্ধে ঐ সাধারণ ভাবটী পরিব্যক্ত করিবার উদ্দেশ্যেই এস্থানে চুরির শাস্তি দান প্রসঙ্গে নর ও নারী—উভয় জাতির উল্লেখ করা হইয়াছে। অবশ্য কচিৎ কোন কোন আদেশ উপদেশ ও বিধি-নিষেধ পুরুষ অথবা নারীর জন্য বিশেষভাবেও অবতীর্ণ হইয়াছে।—তঃ হক্কানী।

আল্লাহতা'লা বলিতেছেন যে, পুরুষ-চোর অথবা নারী-চোর কিছু "অর্জ্জন" অর্থাৎ কোন দ্রব্য চুরি করিলে তাহার হস্ত-কর্ত্তন কর; ইহাই মহাপরাক্রান্ত বিজ্ঞানময় আল্লার পক্ষ হইতে চুরির জন্য নির্দ্ধারিত শাস্তি। হত্যা এবং ব্যভিচারের ন্যায় পবিত্র ইস্‌লামে চুরি করাও অতি গুরুতর অপরাধ বলিয়া পরিগণিত। সেই জন্য হত্যাকারীকে হত্যা এবং ব্যভিচারীকে বিচূর্ণ করার ন্যায় চোরের চরম শাস্তি হস্ত-কর্ত্তন নির্দ্দেশিত হইয়াছে। কিন্তু আলোচ্য আয়তে চুরির কোনরূপ প্রকারভেদ বা সংজ্ঞা এবং হস্ত কর্ত্তনের সীমা বা পদ্ধতি স্পষ্টরূপে নির্দ্দেশিত না হওয়ায় উহার মর্ম্ম সম্বন্ধে মোসলেম-জগতে অনেক মতভেদ হইয়াছে। অধিকাংশ এমাম, মোজতাহেদ ও তফ্‌সীর-কারের সমবেত মত এই যে, সর্ব্বপ্রকার চুরির জন্য হস্ত-কর্ত্তনই একমাত্র বিশিষ্ট বিধান। উহার জন্য প্রকারভেদে বিভিন্নরূপ শাস্তির ব্যবস্থা হইতে পারে না। সহি হাদিস ও জাতীয় ইতিহাস এই অভিমতের পূর্ণ অনুকূল।

কিন্তু সার সৈয়দ আহমদ ও মৌলবী মোহাম্মদ আলি প্রভৃতি আধুনিক তফ্‌সীরকারগণ বলেন যে, সর্ব্বপ্রকার চুরির জন্য ঐরূপ চরম দণ্ডের ব্যবস্থা কখনই যুক্তিসঙ্গত হইতে পারে না। পুনঃ

৪০। তুমি কি অবগত নহ যে, আল্লারই জন্য নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের আধিপত্য; তিনি যাহাকে ইচ্ছা শাস্তি প্রদান করেন এবং যাহাকে ইচ্ছা ক্ষমা করিয়া

٤٠- اَلَمْ تَعْلَمْ اَنَّ اللّٰهَ لَهٗ مُلْكُ
السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ط يُعَذِّبُ
مَنْ يَّشَآءُ وَيَغْفِرُ لِمَنْ يَّشَآءُ ط وَاللّٰهُ

পুনঃ চুরি অথবা অত্যন্ত ভয়ানক ও গুরুতর চুরির জন্যই হস্ত-কর্ত্তনের চরম প্রতিষেধক বিধি অবতীর্ণ হইয়াছে। সামান্য সামান্য চুরির জন্য—অথবা চুরি করিবার পর চোর অনুতপ্ত ও সংশোধিত হইলে ঐ চরম শাস্তি প্রযোজ্য হইবে না (তঃ মঃ আঃ)। কারণ ইসলামের প্রাথমিক যুগে বিভিন্ন প্রকারের সাধারণ চৌর্য্যাপরাধে হস্ত-কর্ত্তনের চরম শাস্তি প্রদান করা হয় নাই (তঃ সঃ সৈঃ আঃ)। কিন্তু ইহাদের এই মত—সহি হাদিসের বর্ণনা, এমাম মোজতাহেদগণের সিদ্ধান্ত এবং ঐতিহাসিক সত্যের প্রতিকূল (তঃ হক্কানী)। কেহ কেহ বলেন যে,—"তৎকালে কারাগার ছিল না বলিয়াই ঐরূপ দণ্ডের ব্যবস্থা ছিল। বর্ত্তমান যুগে কারাগার প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় চুরি ডাকাতির জন্য হস্ত কর্ত্তনের পরিবর্ত্তে কারাদণ্ডই প্রশস্ত।" বলা বাহুল্য, ঐ ভিত্তিহীন খেয়াল ও উদ্ভট কল্পনা কোরান হাদিসের স্পষ্টতর মর্ম্মের বিরোধী। আধুনিক ধর্ম্মনীতি-বিবর্জ্জিত যে সকল জাতি নিজেদের সুযোগ-সুবিধা ও খেয়াল অনুসারে আইন-কানুন ও বিধি-ব্যবস্থা প্রণয়ন করে, ইহা তাহাদের বিকৃত মতবাদের অসার চর্ব্বিত চর্ব্বন মাত্র।

চুরির সংজ্ঞা এবং হস্ত কর্ত্তন প্রণালী সম্বন্ধেও মতভেদ আছে। কেহ কাহারও সংরক্ষিত দ্রব্য অদৃশ্যভাবে অথবা গোপনে গ্রহণ করিলে তাহাকেই চুরি করা বলে। আবার কেহ কেহ বলেন যে, অরক্ষিত দ্রব্য ঐরূপভাবে গ্রহণ করিলেও চুরি করা হইবে। জগদ্বিখ্যাত এমাম আবু-হানিফার মতে চোরের শাস্তি দিবার জন্য অপহৃত দ্রব্য অন্ততঃ দশ 'দেরহম' বা তদনুরূপ মূল্যের হওয়া আবশ্যক। উহার কম মূল্যের দ্রব্য অপহরণ করিলে তজ্জন্য চুরির শাস্তি প্রযোজ্য হইবে না। বিশেষতঃ নগণ্য মূল্যের দ্রব্য গ্রহণ আদৌ চুরি বলিয়া পরিগণিত নহে এবং উহার গ্রহণকারীও চোর পর্য্যায়ভুক্ত হইবে না। কিন্তু কেহ কেহ বলেন যে, কপর্দ্দক মাত্র অথবা তদনুরূপ মূল্যের দ্রব্য গ্রহণ করিলেও তাহাকে চুরি গণ্য করিয়া গ্রহণকারীকে শাস্তি প্রদান করিতে হইবে। হস্ত-কর্ত্তন শাস্তি-প্রদান সম্বন্ধে এমাম আবু-হানিফার মত প্রথম চৌর্য্য অপরাধের জন্য দক্ষিণ হস্ত এবং দ্বিতীয় অপরাধের জন্য বাম পদ—এই দুইবার মাত্র। কিন্তু এমাম শাফেয়ী তদুপরি তৃতীয় বার চুরি করিলে বাম হস্ত এবং চতুর্থবার দক্ষিণ পদ পর্য্যন্ত কর্ত্তন করিবার ব্যবস্থা দেন।—ফেকাহ গ্রন্থ-সমূহ দ্রষ্টব্য।

পবিত্র কোরানে হত্যা, ব্যভিচার ও চুরি ডাকাতি প্রভৃতি মানব-সমাজের ঘোর অনিষ্টকর অপরাধ সমূহের জন্য যে সকল শাস্তির ব্যবস্থা বিবৃত হইয়াছে, তদ্দর্শনে কোন কোন খ্রীষ্টান ও পৌত্তলিক লেখক ইস্লামের বিধি ব্যবস্থার কঠোরতা ও নির্ম্মমতার প্রতি কটাক্ষ করিতে ব্যর্থ চেষ্টা করিয়া থাকেন। অথচ আশ্চর্য্যের বিষয় যে, বাইবেল ও সংহিতা প্রভৃতি তাহাদের স্ব স্ব ধর্ম্মগ্রন্থে ইহা অপেক্ষা বহুগুণ কঠোরতর ব্যবস্থাবলী বিধি বদ্ধ হইয়াছে। কিন্তু ঐ সকল বিকৃত অথবা কল্পিত গ্রন্থের সহিত আমরা পবিত্র কোরানের তুলনা করিতে চাহি না। আধুনিক সমুন্নত সভ্য-জগতের সুসঙ্গত আইন-কানুন ও বিধি ব্যবস্থার সহিত তুলনা করিলেই কোরান শরিফের স্বর্গীয় বিধির শ্রেষ্ঠত্ব পরিলক্ষিত হইবে। পবিত্র কোরানে একটী হত্যার জন্য একটী মাত্র হত্যার বিধান আছে। কিন্তু আধুনিক সুসভ্য আইনে হত্যা প্রচেষ্টার জন্য হত্যা এবং একটী হত্যার বিনিময়ে বহু হত্যা বিধি-সঙ্গত বলিয়া পরিগণিত! নানা অকিঞ্চিৎকর অপরাধে প্রাণদণ্ড ও ফঁসি ত অতি সাধারণ ঘটনা। তুচ্ছ অবাধ্যতা বা উচ্চ বক্তৃতার জন্য উষ্ণ গোলা গুলি বর্ষণ এবং নিরপরাধ বালক বালিকা ও স্ত্রীলোকের উপর বোমা-বৃষ্টি—বর্ত্তমান সভ্য জগতের নিত্য নৈমিত্তিক ব্যাপার।

থাকেন; এবং আল্লাহ সর্ব্ববিষয়োপরি শক্তিমান। ৪১। হে রসুল, যাহারা অবিশ্বাসে তৎপর—তাহারা যেন তোমাকে দুঃখিত না করে; তাহাদের মধ্যে যাহারা নিজেদের মুখে বলে যে আমরা বিশ্বাস-স্থাপন করিয়াছি—এবং তাহাদের অন্তরে বিশ্বাস নাই; উহাদের মধ্যে ইহুদীও আছে; তাহারা অসত্য শ্রবণ করে এবং অন্যান্য সম্প্রদায়কে শ্রবণ করায়—যাহারা তোমার নিকট আগমন করে নাই;

عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ٤١- يٰٓاَيُّهَا
الرَّسُوْلُ لَا يَحْزُنْكَ الَّذِيْنَ يُسَارِعُوْنَ
فِي الْكُفْرِ مِنَ الَّذِيْنَ قَالُوْٓا اٰمَنَّا
بِاَفْوَاهِهِمْ وَلَمْ تُؤْمِنْ قُلُوْبُهُمْ ج
وَمِنَ الَّذِيْنَ هَادُوْا ج سَمّٰعُوْنَ
لِلْكَذِبِ سَمّٰعُوْنَ لِقَوْمٍ اٰخَرِيْنَ لا

আরও আশ্চর্য্য এই যে, উহা আবার জগতের সর্ব্বাপেক্ষা সভ্যজাতি সমূহের রাষ্ট্রনীতির অনুমোদিত। কুসংস্কার-মূলক স্পর্শ-দোষের জন্য প্রাণী-হত্যার বিধি এদেশে এখনও বিরল নহে। সর্ব্বাপেক্ষা বিস্ময়ের বিষয়, ইহারা আবার পবিত্র ইস্লামের ঐশী-বিধানের প্রতি কটাক্ষ করিতে চাহে।

অবশ্য একথা স্বীকার্য্য যে, ব্যভচার ও চুরি সম্বন্ধে ইস্লামের বিধান কঠোরতর। ঐ সম্বন্ধে অন্য জাতি বা অন্য ধর্ম্মাবলম্বীয় ধর্ম্মশাস্ত্র যাহাই বলুক না কেন, তাহাদের প্রচলিত আইন-কানুন একরূপ 'কিছু না'—বলিলেও চলে। কিন্তু তাহার ফল কি হইয়াছে? কোন অপরাধের জন্য শাস্তিদানের উদ্দেশ্যই হইতেছে সেই অপরাধ নিবারণ ও অপরাধীকে সংশোধিত করা। কিন্তু আধুনিক সভ্য জগতের প্রচলিত আইনে ঐ দুইটী অপরাধ নিবারিত এবং অপরাধিগণের সংশোধিত হইবার কোন সম্ভাবনা আছে কি? বরং তথাকথিত সভ্যতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ঐ দুইটী অপরাধেরও চূড়ান্ত উন্নতি হইতেছে। উহার একমাত্র কারণ—ঐ সকল অপরাধের জন্য কঠোর শাস্তির বিধান না থাকা। হত্যা ও খুনের জন্য কঠোর দণ্ডের ব্যবস্থা থাকায় এই সকল অপরাধ জগতে ক্রমেই বিরল হইয়া যাইতেছে। যদি ব্যভিচার ও চুরির জন্য ইস্লামের নির্দ্দেশিত কঠোর ব্যবস্থা প্রচলিত থাকিত, তবে মানব-সমাজ হইতে এই সকল অপরাধের অস্তিত্বও ক্রমে ক্রমে লোপ প্রাপ্ত হইত। ব্যভিচারীর বিচুর্ণ হইবার আশঙ্কা থাকিলে ঐ পাপে লিপ্ত হইবার সময় তাহার প্রাণ থর থর করিয়া কম্পিত হইত এবং চোরের একখানি হস্ত কাটিয়া দিলে সে আর জীবনেও চুরি করিত না। কিন্তু ব্যভিচার ও চুরির আধুনিক হাল্কা আইনের ফল বরং বিপরীত ফলিতেছে। প্রচলিত আইনে প্রকাশ্য ব্যভিচারের জন্য কোন শাস্তিই নাই। অপ্রকাশ্য ব্যভিচারের জন্য যে লঘুদণ্ডের ব্যবস্থা আছে, তাহাকে ব্যভিচারিরা একটা অতিরিক্ত সখের খরচ বলিয়াই ধরিয়া লইয়াছে। আর চুরির যাহা দণ্ড—তাহাকে কিছু সময়ের জন্য বিশ্রাম-লাভ বলিলেও বলা যাইতে পারে। কারাগারকে ত চোরেরা আরামের আবাস বলিয়াই মনে করিয়া থাকে। অথচ মানব জাতির জাতি-ধর্ম্ম ও নৈতিক পবিত্রতা এবং মানব সমাজের ধন-প্রাণের নিরাপদতার জন্য ঐ দুইটী অপরাধ নিবারিত হওয়া যে একান্ত আবশ্যক, তাহা বোধ হয় কোন বিবেক সম্পন্ন ব্যক্তিই অস্বীকার করিতে পারেন না। সুতরাং একথা বলিলে বোধ হয় কিছুমাত্র অত্যুক্তি হইবে না যে, ব্যভিচার ও চুরি সম্বন্ধে পবিত্র কোরানের স্বর্গীয় বিধি বর্জ্জন করিয়াই আধুনিক মানব-সমাজ অবনতি ও পাপের গভীর অন্ধকারে ডুবিয়া যাইতেছে।

৪১। পবিত্র কোরানের আদেশ-উপদেশ ও বিধি নিষেধ যাহারা অবিশ্বাস ও অগ্রাহ্য করিত এবং যে সকল প্রবঞ্চক ইহুদী তওরাত সম্বন্ধে পবিত্র কোরানে যাহা বর্ণিত হইয়াছে, তাহার অসত্যতা প্রতিপাদন কল্পে তওরাতের বাক্য পরিবর্ত্তন পূর্ব্বক ঐ সকল অবিশ্বাসীকে দেখাইয়া

لَمْ يَأْتُوكَ ط يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ
مِنْ بَعْدِ مَوَاضِعِهِ ج يَقُولُونَ إِنْ
أُوتِيتُمْ هٰذَا فَخُذُوهُ وَإِنْ لَمْ
تُؤْتَوْهُ فَاحْذَرُوا ط وَمَنْ يُرِدِ اللّٰهُ
فِتْنَتَهُ فَلَنْ تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللّٰهِ شَيْئًا ط
أُولٰئِكَ الَّذِينَ لَمْ يُرِدِ اللّٰهُ أَنْ يُطَهِّرَ
قُلُوبَهُمْ ط لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ ج
وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ٥
٤٢- سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ أَكَّالُونَ
لِلسُّحْتِ ط فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُمْ
بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ ج وَإِنْ

তাহারা যথাস্থান হইতে বাক্যাবলী পরিবর্ত্তন করে; তাহারা বলে—যদি তোমরা ইহা প্রাপ্ত হও তবে গ্রহণ কর এবং যদি না পাও তবে বিরত থাক; এবং আল্লাহ যাহাকে শাস্তি প্রদান করিতে ইচ্ছা করেন, তবে আল্লাহ হইতে তোমার জন্য কিছুমাত্র অধিকার নাই; ইহাদেরই অন্তর সমূহ আল্লাহ পবিত্র করিতে ইচ্ছা করেন না; ইহলোকে তাহাদের জন্য লাঞ্ছনা আছে এবং পরলোকেও তাহাদের জন্য মহাশাস্তি রহিয়াছে। ৪২। তাহারা অসত্য শ্রবণ-কারী—অবৈধ ভক্ষণকারী; অতএব যদি তাহারা তোমার নিকট আগমন করে, তবে তাহাদের মধ্যে মীমাংসা কর অথবা তাহাদিগ হইতে নির্লিপ্ত হও;

তাহাদের অবিশ্বাস আরও বৃদ্ধি করিয়া দিত, আল্লাহতা'লা এই আয়তে তাহাদের বিষয় উল্লেখ করিয়া স্বীয় প্রিয়তম রসুলকে সান্ত্বনা প্রদান করিতেছেন যে, তুমি ঐ অবিশ্বাসীদের অবিশ্বাস ও অসদ্ব্যবহার জন্য কিছুমাত্র দুঃখিত হইও না। তুমি উহাদের কল্যাণ সাধনের ইচ্ছা করিলেও তাহা করিতে পারিবে না। কারণ উহাদের মন অপবিত্র ও কুটীল এবং স্ব স্ব দুষ্কার্য্যের জন্য উহাদের ভাগ্যে ইহলৌকিক দুর্গতি ও পারলৌকিক শাস্তিই নির্দ্দিষ্ট আছে।

৪২। হজরত রসুলোল্লার মদিনা আগমনের পর উহার অধিবাসী—বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে যে সন্ধি হয়, তদনুযায়ী তাহাদের যাবতীয় বিষয়ের বিচার-মীমাংসার ভার হজরত রসুলোল্লার প্রতি অর্পিত হইয়াছিল। কিন্তু পরে ইহুদীরা হজরত রসুলোল্লার প্রতি এরূপ বিদ্বেষ ও শত্রুতা পোষণ করিতে লাগিল যে, তিনি এই আয়তে তাহাদের অভিযোগ সমূহের বিচার-মীমাংসা প্রত্যাখ্যান করিবার অধিকার প্রাপ্ত হইলেন। আল্লাহতা'লা বলিয়া দিলেন যে, অসত্যপরায়ণ ও অবৈধ-ভক্ষণকারী ইহুদীরা তোমার নিকট কোন বিচার-মীমাংসার জন্য আগমন করিলে উহার বিচার করা বা না-করা সম্বন্ধে তোমারই পূর্ণ অধিকার। তুমি যদি তাহাদের অভিযোগ সমূহের বিচার-মীমাংসার দায়িত্ব গ্রহণ না কর, তাহাতে তাহারা তোমার কোনই অনিষ্ট করিতে পারে না। কিন্তু যদি তাহাদের অভিযোগের বিচার মীমাংসা কর, তবে অবশ্যই নিরপেক্ষভাবে ন্যায়-বিচার করিবে। কারণ আল্লাহ ন্যায়-বিচারককেই ভালবাসিয়া থাকেন।

تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَنْ يَّضُرُّوْكَ شَيْئًا ط وَاِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ ط اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِيْنَ ۝

٤٣- وَكَيْفَ يُحَكِّمُوْنَكَ وَعِنْدَهُمُ التَّوْرٰىةُ فِيْهَا حُكْمُ اللّٰهِ ثُمَّ يَتَوَلَّوْنَ مِنْ بَعْدِ ذٰلِكَ ط وَمَآ اُولٰٓئِكَ بِالْمُؤْمِنِيْنَ ۝

এবং যদি তুমি তাহাদিগ হইতে নির্লিপ্ত হও, তবে তাহারা তোমার কোনই ক্ষতি করিতে পারিবে না; এবং যদি তুমি তাহাদের মধ্যে মীমাংসা কর তবে তাহাদের মধ্যে সুবিচার করিও; নিশ্চয় আল্লাহ সুবিচারকারিগণকে ভালবাসেন।

৪৩। এবং তাহারা কিরূপে তোমাকে আদেশ-দাতা করিবে? এবং তাহাদের নিকট তওরাত রহিয়াছে—যাহার মধ্যে আল্লার আদেশ বিদ্যমান; অনন্তর ইহার পরে যাহারা ফিরিয়া যাইবে; এবং তাহারা কখনই বিশ্বাসী নহে।

৭ম রুকু—পবিত্র কোরান ও পূর্ব্ববর্ত্তী ধর্ম্মগ্রন্থ

٤٤- اِنَّآ اَنْزَلْنَا التَّوْرٰىةَ فِيْهَا هُدًى وَّنُوْرٌ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّوْنَ الَّذِيْنَ

৪৪। নিশ্চয় আমি তওরাত অবতারণ করিয়াছি—যাহার মধ্যে সুপথ ও জ্যোতি বিদ্যমান; ইহা দ্বারা আত্মসমর্পণকারী

নখয়ী, কাতাদা ও আতা প্রভৃতি বহু জগদ্বিখ্যাত বিদ্বানের মত এই যে, আলোচ্য আয়তে কাফেরদিগের অভিযোগ সমূহের বিচার-মীমাংসার দায়িত্ব গ্রহণ সম্বন্ধে মুসলমান বিচারকের অধিকার ও স্বাধীনতা ঘোষিত হইয়াছে। বিশেষতঃ হজরত এব্নে-আব্বাস, হাসান বছরী ও মোজাহেদ প্রভৃতি মহাত্মাগণের মতে মুসলমান বিচারকের পক্ষে ইস্লামী শরিয়তের বিধি-ব্যবস্থা অনুসারেই কাফেরদিগের অভিযোগ সমূহের বিচার-মীমাংসা করিতে হইবে। মুসলমান বিচারক অন্য ধর্ম্মের বিধি-ব্যবস্থা অনুসরণ করিতে বাধ্য নহে। অবশ্য কেহ কেহ ইহার প্রতিকূল মত প্রকাশ করিলেও বিশিষ্ট তফ্সীরকারগণ কর্ত্তৃক তাহা পরিগৃহীত হয় নাই।—তঃ হক্কানী।

৪৩। ইহুদীরা অনেক সময়ে নিজেদের কলহ-বিবাদের বিচার মীমাংসার জন্য হজরত রসুলোল্লার নিকট উপস্থিত হইত। ইহাতে আল্লাহতা'লা বিস্ময় ব্যক্ত করিয়া স্বীয় রসুলকে বলিতেছেন যে, ইহুদীদের নিকট তওরাত বিদ্যমান থাকিতে তাহারা নিজেদের বিচার-মীমাংসার জন্য তোমার নিকট আগমন করে কেন?—আমার আদেশ-নিষেধ ত তওরাতেই বিধিবদ্ধ আছে। এই উক্তি দ্বারা আল্লাহ প্রকারান্তরে বলিয়া দিলেন যে, ইহুদীদিগের নিকট যে তওরাত আছে এবং যাহাকে উহারা অবিকৃত ঐশীগ্রন্থ বলিয়া দাবী করে, তৎপ্রতি উহাদের কিছুমাত্র বিশ্বাস নাই। যদি থাকিত, তবে কখনই স্ব স্ব বিচার মীমাংসার জন্য তাহারা তোমার নিকট উপস্থিত হইত না। অনন্তর ইহার পরে যাহারা ইহুদীদের তওরাত অবিশ্বাস ও প্রত্যাখ্যান করার ন্যায় তোমার আদেশ-উপদেশ অবিশ্বাস এবং বিচার-মীমাংসা প্রত্যাখ্যান করিবে, তাহারা ধর্ম্মদ্রোহী কাফের হইয়া যাইবে।

৪৪। আল্লাহতা'লা বলিতেছেন,—আমি হজরত মুসার প্রতি যে তওরাত অবতরণ করিয়াছিলাম, তন্মধ্যে নিশ্চয়ই ইহুদীদের জন্য সুপথ প্রদর্শিত ও সদুপদেশ বিবৃত হইয়াছিল। এসরাইল বংশীয় নবিগণ এবং তাঁহাদের "রব্বানিয়া" ও "আহবার" অর্থাৎ ঐশী-অনুগ্রহপ্রাপ্ত তাপস ও ধর্ম্মশাস্ত্রজ্ঞ বিদ্বানগণ ইহুদীদিগকে তদনুযায়ী আদেশ-উপদেশ ও বিধি-ব্যবস্থা প্রদান করিতেন।

নবিগণ এবং ঐশী-গ্রন্থের সংরক্ষক ও উহার সাক্ষ্য-প্রদানকারী প্রভু-ভক্তগণ ও বিদ্বানগণ ইহুদীদিগকে আদেশ করিত; অতএব লোকদিগকে ভয় করিও না এবং আমাকেই ভয় কর এবং আমার

أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا وَالرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِن كِتَابِ اللَّهِ وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ ۚ فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ وَاخْشَوْنِ

কেহ কেহ "রব্বানিয়্যা" অর্থে নেতা, 'মোজতাহেদ' বা ব্যাখ্যাতা এবং 'আহবার' অর্থে ধর্ম্মাচার্য্য বা প্রচারক বলিয়াও অনুমান করিয়াছেন। অনন্তর আল্লাহতা'লা মদিনার ইহুদীদিগকে লক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন যে, লোকদিগকে ভয় না করিয়া আমাকেই ভয় কর এবং আমার নির্দ্দেশাবলী অল্প মূল্যে বিক্রয় করিও না—অর্থাৎ লোকে কি বলিবে কিংবা তাহাদের মনোমত কথা না বলিলে তাহারা অসন্তুষ্ট হইয়া তোমাদের কোনরূপ অনিষ্ট করিবে কিনা—তৎসম্বন্ধে কিছুমাত্র ভীত না হইয়া বরং আমাকেই ভয় কর এবং তুচ্ছ স্বার্থ বা লোভের বশে আমার তওরাতের আদেশ-নিষেধ পরিবর্ত্তন অথবা সুসংবাদ গোপন করিও না। ফলতঃ যাহারা এইরূপ দুষ্কার্য্য করিবে, তাহারা অবিশ্বাসী কাফের হইয়া যাইবে।

তফসীরকারগণের মতে আয়তের শেষাংশের আদেশটী সাধারণ। লোকের ভয়ে কিংবা কোনরূপ স্বার্থহানির আশঙ্কায় আল্লার অবতারিত কেতাবে যে সমস্ত আদেশ-নির্দ্দেশ বিধিবদ্ধ হইয়াছে, কেহ তাহার ব্যতিক্রম করিলে সে কাফের হইয়া যাইবে। কোন মুসলমান যদি কোন বিষয়ের বিচার-মীমাংসায় পবিত্র কোরানের নির্দ্দেশাবলীর বিরুদ্ধে আদেশ প্রদান করে তবে সে অবশ্যই কাফের হইয়া যাইবে। কিন্তু মহাত্মা আকরামা বলেন যে, যে সকল লোক অন্তরে সঙ্গত বিবেচনা করিয়া আল্লার অবতারিত-গ্রন্থের নির্দ্দেশাবলীর বিপরীত আদেশ করে, তাহারাই কাফের হইবে। তদ্ব্যতীত অন্তরে অসঙ্গত জানিয়া ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী গবর্ণমেণ্টের আইন-কানুন অথবা ভিন্ন জাতীয় লোকের রীতি-নীতি অনুযায়ী বিচার-মীমাংসা বা আদেশ প্রদান করিতে বাধ্য হইলে তদ্দ্বারা সে কাফের হইবে না বটে, কিন্তু দুষ্কার্য্যকারী ও অপরাধী হইবে।

তওরাতের তহরিফ—অর্থাৎ পুরাতন বাইবেলের বিকৃতি। এই আয়তও ইহার পরবর্ত্তী আয়ত কতিপয় অবলম্বন করিয়া একদল ইহুদী ও খ্রীষ্টান আধুনিক তওরাত ও ইঞ্জিলের সত্যতা প্রতিপাদনের জন্য বহু ব্যর্থ চেষ্টা করিয়াছেন। লর্ড উইলিয়ম মুয়র, গোল্ডস্মাক প্রমুখ লেখক ও পাদ্রীপুঞ্জ এতদ্দ্বারা আধুনিক তওরাতের সত্যতার দাবী করিয়াছেন (শাহাদতে কোরানী)। কিন্তু তাঁহাদের দাবীর সহিত এই আয়তের কোনই সম্বন্ধ নাই। এস্থানে আল্লাহতা'লা হজরত মুসার প্রতি অবতারিত তওরাতের সত্যতা ঘোষণা করিতেছেন মাত্র। বলা বাহুল্য ঐ সত্যতা সম্বন্ধে মুসলমান-দিগের কোনই সন্দেহ বা মতভেদ নাই। কিন্তু এই আয়তে অথবা কোরান শরিফের অন্য কোন স্থানে এরূপ কোনই উক্তি নাই যে, সেই তওরাত এখন পর্য্যন্ত অবিকৃত আছে অথবা হজরত রসুলোল্লার সময় পর্য্যন্ত ছিল। বরং তদ্বিপরীতে 'তওরাত' বিকৃত ও পরিবর্ত্তিত হওয়ার কথাই বহু স্থানে ঘোষিত হইয়াছে। আলোচ্য আয়তে আমরা ইহাই মাত্র জানিতেছি যে হজরত মুসার পরবর্ত্তী এসরাইল-বংশীয় নবিগণ তওরাত অনুযায়ী ইহুদীদিগকে আদেশ করিতেন এবং তাহাদের ধার্ম্মিক ও বিদ্বান ব্যক্তিরা তওরাতের কিয়দংশ অবগত ছিল। "মেন কেতাব-আল্লাহ" অর্থই আল্লার কেতাব হইতে অংশবিশেষ (মঃ আঃ)। বলা বাহুল্য—ইহা খুবই সম্ভবপর। আমরাও এমন কথা বলি না যে, ইহুদীরা সমস্ত তওরাতই বিকৃত করিয়াছিল কিংবা উহার সমস্ত আদেশ উপদেশই ভুলিয়া গিয়াছিল। আমাদের দাবী এই যে, ইহুদীরা তওরাতের কোন কোন অংশ বিস্মৃত হইয়াছে, কোন কোন অংশ বিকৃত করিয়াছে এবং কোন কোন অংশ নানা দুর্ব্বিপাকে বিধ্বস্ত ও বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। পবিত্র কোরানও সেই কথাই ঘোষণা করে।

নবিগণ এবং ঐশী-গ্রন্থের সংরক্ষক ও উহার সাক্ষ্য-প্রদানকারী প্রভু-ভক্তগণ ও বিদ্বানগণ ইহুদীদিগকে আদেশ করিত; অতএব লোকদিগকে ভয় করিও না এবং আমাকেই ভয় কর এবং আমার

أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا وَالرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ ۚ فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ وَاخْشَوْنِ

কেহ কেহ "রব্বানিয়া" অর্থে নেতা, 'মোজতাহেদ' বা ব্যাখ্যাতা এবং 'আহবার' অর্থে ধর্ম্মাচার্য্য বা প্রচারক বলিয়াও অনুমান করিয়াছেন। অনন্তর আল্লাহতা'লা মদিনার ইহুদীদিগকে লক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন যে, লোকদিগকে ভয় না করিয়া আমাকেই ভয় কর এবং আমার নির্দ্দেশাবলী অল্প মূল্যে বিক্রয় করিও না—অর্থাৎ লোকে কি বলিবে কিংবা তাহাদের মনোমত কথা না বলিলে তাহারা অসন্তুষ্ট হইয়া তোমাদের কোনরূপ অনিষ্ট করিবে কিনা—তৎসম্বন্ধে কিছুমাত্র ভীত না হইয়া বরং আমাকেই ভয় কর এবং তুচ্ছ স্বার্থ বা লোভের বশে আমার তওরাতের আদেশ-নিষেধ পরিবর্ত্তন অথবা সুসংবাদ গোপন করিও না। ফলতঃ যাহারা এইরূপ দুষ্কার্য্য করিবে, তাহারা অবিশ্বাসী কাফের হইয়া যাইবে।

তফ্সীরকারগণের মতে আয়তের শেষাংশের আদেশটী সাধারণ। লোকের ভয়ে কিংবা কোনরূপ স্বার্থহানির আশঙ্কায় আল্লার অবতারিত কেতাবে যে সমস্ত আদেশ-নির্দ্দেশ বিধিবদ্ধ হইয়াছে, কেহ তাহার ব্যতিক্রম করিলে সে কাফের হইয়া যাইবে। কোন মুসলমান যদি কোন বিষয়ের বিচার-মীমাংসায় পবিত্র কোরানের নির্দ্দেশাবলীর বিরুদ্ধে আদেশ প্রদান করে তবে সে অবশ্যই কাফের হইয়া যাইবে। কিন্তু মহাত্মা আকরামা বলেন যে, যে সকল লোক অন্তরে সঙ্গত বিবেচনা করিয়া আল্লার অবতারিত-গ্রন্থের নির্দ্দেশাবলীর বিপরীত আদেশ করে, তাহারাই কাফের হইবে। তদ্ব্যতীত অন্তরে অসঙ্গত জানিয়া ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী গবর্ণমেণ্টের আইন-কানুন অথবা ভিন্ন জাতীয় লোকের রীতি-নীতি অনুযায়ী বিচার-মীমাংসা বা আদেশ প্রদান করিতে বাধ্য হইলে তদ্দ্বারা সে কাফের হইবে না বটে, কিন্তু দুষ্কার্য্যকারী ও অপরাধী হইবে।

তওরাতের তহরিফ—অর্থাৎ পুরাতন বাইবেলের বিকৃতি। এই আয়তও ইহার পরবর্ত্তী আয়ত কতিপয় অবলম্বন করিয়া একদল ইহুদী ও খ্রীষ্টান আধুনিক তওরাত ও ইঞ্জিলের সত্যতা প্রতিপাদনের জন্য বহু ব্যর্থ চেষ্টা করিয়াছেন। লর্ড উইলিয়ম মুয়র, গোল্ডস্ট্যাক প্রমুখ লেখক ও পাদ্রীপুঞ্জ এতদ্দ্বারা আধুনিক তওরাতের সত্যতার দাবী করিয়াছেন (শাহাদতে কোরানী)। কিন্তু তাঁহাদের দাবীর সহিত এই আয়তের কোনই সম্বন্ধ নাই। এস্থানে আল্লাহতা'লা হজরত মুসার প্রতি অবতারিত তওরাতের সত্যতা ঘোষণা করিতেছেন মাত্র। বলা বাহুল্য ঐ সত্যতা সম্বন্ধে মুসলমান-দিগের কোনই সন্দেহ বা মতভেদ নাই। কিন্তু এই আয়তে অথবা কোরান শরিফের অন্য কোন স্থানে এরূপ কোনই উক্তি নাই যে, সেই তওরাত এখন পর্য্যন্ত অবিকৃত আছে অথবা হজরত রসুলোল্লার সময় পর্য্যন্ত ছিল। বরং তদ্বিপরীতে 'তওরাত' বিকৃত ও পরিবর্ত্তিত হওয়ার কথাই বহু স্থানে ঘোষিত হইয়াছে। আলোচ্য আয়তে আমরা ইহাই মাত্র জানিতেছি যে হজরত মুসার পরবর্ত্তী এসরাইল-বংশীয় নবিগণ তওরাত অনুযায়ী ইহুদীদিগকে আদেশ করিতেন এবং তাহাদের ধার্ম্মিক ও বিদ্বান ব্যক্তিরা তওরাতের কিয়দংশ অবগত ছিল। "মেন কেতাব-আল্লাহ" অর্থই আল্লার কেতাব হইতে অংশবিশেষ (মঃ আঃ)। বলা বাহুল্য—ইহা খুবই সম্ভবপর। আমরাও এমন কথা বলি না যে, ইহুদীরা সমস্ত তওরাতই বিকৃত করিয়াছিল কিংবা উহার সমস্ত আদেশ উপদেশই ভুলিয়া গিয়াছিল। আমাদের দাবী এই যে, ইহুদীরা তওরাতের কোন কোন অংশ বিস্মৃত হইয়াছে, কোন কোন অংশ বিকৃত করিয়াছে এবং কোন কোন অংশ নানা দুর্বিপাকে বিধ্বস্ত ও বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। পবিত্র কোরানও সেই কথাই ঘোষণা করে।

নিদর্শনাবলী অল্প মূল্যে বিক্রয় করিও না; এবং আল্লাহ যাহা অবতারণ করিয়াছেন তদনুসারে যাহারা আদেশ না করে, তবে তাহারাই অবিশ্বাসী।

وَلَا تَشْتَرُوْا بِاٰيٰتِيْ ثَمَنًا قَلِيْلًا ط
وَمَنْ لَّمْ يَحْكُمْ بِمَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ
فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْكٰفِرُوْنَ ○

খ্রীষ্টানদিগের আর একটী প্রবল যুক্তি এই যে—"যদি তওরাত বিকৃত হইয়া গিয়াছিল, তবে হজরত রসুলোল্লা তওরাত-যোগে ইহুদীদিগকে বিচারের আহ্বান করিয়াছিলেন কেন? বিকৃত-গ্রন্থ প্রমাণ স্বরূপ উপস্থিত করিবার সার্থকতা কি? এবং কেনই বা কোরান শরিফকে তওরাত ও পূর্ব্ববর্ত্তী অন্যান্য গ্রন্থসমূহের এবং ঐ সকল গ্রন্থকে কোরানের সত্যতা-প্রমাণকারী ও সাক্ষ্যদাতা বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছিল? ফলতঃ ইহা দ্বারাও প্রমাণিত হয় যে, তওরাত ও ইঞ্জিল প্রভৃতি বিকৃতি অথবা পরিবর্ত্তিত হয় নাই" (শাহাদত কোরানী)। বলা বাহুল্য, তাহাদের এই উক্তি একেবারেই যুক্তি-বর্জ্জিত। আমাদের পূর্ব্ববর্ত্তী আলোচনাই ইহার প্রত্যুত্তরের জন্য যথেষ্ট। প্রকৃত কথা এই যে, তওরাত ও ইঞ্জিল প্রভৃতি নানারূপে বিকৃত, বিলুপ্ত এবং প্রক্ষিপ্ত হওয়া সত্ত্বেও উহার মধ্যে হজরত রসুলোল্লার শুভাগমন ও কোরান শরিফের সত্যতা-বিষয়ক বহু ভবিষ্যদ্বাণী বিদ্যমান ছিল। প্রচলিত তওরাত ও ইঞ্জিলে উহার অনেক সুস্পষ্ট ভবিষ্যদ্বাণী এখনও পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু উহা দ্বারা কখনই প্রমাণিত হইতে পারে না, যে, সমস্ত তওরাত বা ইঞ্জিলই অবিকৃত রহিয়াছে। পক্ষান্তরে বর্ত্তমান প্রচলিত তওরাত ও ইঞ্জিলের প্রতি লক্ষ্য করিলে নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয় যে, এই সকল গ্রন্থ যথেষ্ট বিকৃত করা হইয়াছে। নিম্নে তওরাত হইতে তওরাত বিকৃতির কতিপয় প্রমাণ উদ্ধৃত হইল।

তওরাত বিকৃতির প্রমাণ—প্রথমতঃ আমরা তওরাত সংগ্রহের ধারাবাহিক ইতিহাসের প্রতি লক্ষ্য করিলে স্পষ্টই দেখিতে পাই যে, তওরাত একাধিকবার হস্তচ্যুত ও ধ্বংসপ্রাপ্ত হইবার পর নূতন করিয়া সংগৃহীত হইয়াছে। তওরাতের সংরক্ষক ইহুদী জাতি বহুবার ধর্ম্মভ্রষ্ট, পৌত্তলিক এবং জীব ও জড় পূজক হইয়াছিল। সময় সময় ইহুদী জাতির এরূপ শোচনীয় অধঃপতন হইয়াছিল যে, উহারা নিজের নাম, ধাম, ধর্ম্ম, জাতি ও ভাষা পর্য্যন্ত অবগত ছিল না। সে সময় উহারা তওরাতের নাম পর্য্যন্ত ভুলিয়া গিয়াছিল। সুতরাং এইরূপ জাতির নিকট কখনই তওরাত সংরক্ষিত ছিল না বা থাকিতে পারে নাই। যুগযুগান্ত পরে শুধু লোকমুখে শুনিয়া যাহারা নূতন করিয়া তওরাত লিখিয়াছেন, তাহাদের লেখায় সত্য-মিথ্যার সহিত কল্পনার সংমিশ্রণ আদৌ অসম্ভব বা অস্বাভাবিক নহে এবং প্রকৃতপক্ষে ঘটিয়াছেও তাই। প্রচলিত তওরাতের অসংলগ্ন ও প্রক্ষিপ্ত বর্ণনার প্রতি লক্ষ্য করিলেই উহার স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়।

দ্বিতীয়তঃ—হজরত মুসার প্রাপ্ত ও প্রচারিত গ্রন্থের নামই তওরাত। কিন্তু আধুনিক তওরাতের সমস্ত অংশ যে হজরত মুসার প্রচারিত গ্রন্থ নহে, তাহার প্রমাণ তওরাতেই বিদ্যমান আছে, যথা—"তখন সদাপ্রভুর দাস মোশি সদাপ্রভুর বাক্যানুসারে সেই স্থানে মোয়াব দেশে মরিলেন। আর তিনি মোয়াব দেশে বৈতপিয়োরের সম্মুখস্থ উপত্যকাতে তাঁহাকে কবর দিলেন; কিন্তু তাঁহার কবরস্থান অদ্যাপি কেহ জানে না। মরণকালে মোশির বয়স একশত বিংশতি বৎসর হইয়াছিল; তাঁহার চক্ষু ক্ষীণ হয় নাই ও তাঁহার তেজ হ্রাস হয় নাই। পরে এস্রায়েল-সন্তানগণ মোশির নিমিত্ত মোয়াবের তলভূমিতে ত্রিশ দিন রোদন করিল; এইরূপে মোশির শোকে তাহাদের রোদনের দিন পূর্ণ হইল। মোশির তুল্য কোন ভাববাদী এস্রায়েলের মধ্যে আর উৎপন্ন হয় নাই। * * এবং সমস্ত এস্রায়েলের দৃষ্টিতে মোশি পরাক্রান্ত হস্তের ভয়ঙ্করতার কত না কর্ম্ম করিয়াছিলেন।"—তওরাত, দ্বিতীয় বিবরণ ৩৪—৫, ৬, ৭, ৮ এবং ১০ ও ১২।

٤٥ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ ۚ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ

৪৫। এবং আমি তাহাদের নিমিত্ত উহার মধ্যে লিপিবদ্ধ করিয়াছিলাম যে, জীবনের জন্য জীবন ও চক্ষুর জন্য চক্ষু ও নাসিকার জন্য নাসিকা ও কর্ণের জন্য কর্ণ ও দন্তের জন্য দন্ত এবং সকল আঘাতের বিনিময় আছে; কিন্তু যে ইহাতে ক্ষমা করে তবে উহাই তাহার পক্ষে প্রায়শ্চিত্ত;

আমরা ইহুদী ও খ্রীষ্টানদিগকে জিজ্ঞাসা করি, উহাও কি হজরত মুসার প্রচারিত তওরাত? ফলতঃ উহা যে হজরত মুসার মৃত্যুর পরে—বহু ভাববাদীর অভ্যুদয় ও তিরোধান অন্তে—তাঁহার কবরের চিহ্ন পর্য্যন্ত বিলুপ্ত হইবার পরে তওরাতের মধ্যে লিখিত হইয়াছিল, তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই। বিশেষতঃ প্রচলিত তওরাতে বর্ণিত (১) আদন হইতে জৈহুন ও সৈহুন প্রবাহিত হওয়া, (২) আল্লার সহিত ইয়াকুবের মল্লযুদ্ধ, (৩) আদমকে সৃষ্টি করিবার পরে আল্লাহতা'লার অনুতপ্ত হওয়া, (৪) প্রেরিত লুতের পক্ষে মদ খাইয়া স্বীয় কন্যাদের সহিত ব্যভিচার করা এবং হজরত হারুনের গো-বৎস পূজা করা প্রভৃতি ঘটনাবলীকে ইহুদী খ্রীষ্টানেরাও প্রক্ষিপ্ত বলিয়া স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছে। ফলতঃ এইরূপ অনৈতিহাসিক উপকথা প্রচলিত তওরাতে প্রচুর পরিমাণে পরিদৃষ্ট হয়।

এখন তওরাত সম্বন্ধে মুসলমানগণের প্রকৃত অভিমত কি, তাহা বলিয়াই এ প্রসঙ্গের শেষ করিব। আমাদের মতে তওরাতে সত্য-মিথ্যা সবই থাকিতে পারে এবং আছে। সেইজন্য হজরত রসুলোল্লাহ তওরাতকে সত্য বা মিথ্যা বলিতে নিষেধ করিয়াছেন। হজরত ওমর একদা আল্লার কালাম বলিয়া তওরাত পাঠ করায় হজরত রসুলোল্লাহ তাঁহার উপর উষ্মা প্রকাশ করিয়াছিলেন।—সহি বোখারী ও দারমী।

৪৫। পবিত্র কোরানের এই আয়তে তওরাতের যে সকল বিধি-নিষেধের বিষয় বর্ণিত হইয়াছে, তাহা তওরাতে প্রায় অবিকল পরিদৃষ্ট হয়, যথা—"কিন্তু যদি আপদ ঘটে, তবে তোমাকে এই পরিশোধ দিতে হইবে; প্রাণের পরিশোধে প্রাণ, চক্ষুর পরিশোধে চক্ষু, দন্তের পরিশোধে দন্ত, হস্তের পরিশোধে হস্ত, চরণের পরিশোধে চরণ, দাহের পরিশোধে দাহ, ক্ষতের পরিশোধে ক্ষত এবং কালশিরার পরিশোধে কালশিরা।" অন্যত্র—"ভঙ্গের পরিশোধে ভঙ্গ, চক্ষুর পরিশোধে চক্ষু, দন্তের পরিশোধে দন্ত; মনুষ্যের যে যেমন ক্ষতি করে, তাহার প্রতি তেমনি করা যাইবে।"—তওরাত, যাত্রা পুস্তক ২১—২৩ হইতে ২৫ এবং লেবীয় পুস্তক ২৪—১৯ হইতে ২১।

মদিনার বনি-কোরায়জা ও বনি নজির প্রভৃতি ইহুদীরা তওরাতের বিধি-ব্যবস্থার প্রতি কিছুমাত্র লক্ষ্য না করিয়া ব্যক্তি বিশেষের প্রতি শাস্তি প্রদানে গুরুতর তারতম্য করিত। এমন কি, কোন দরিদ্র ও নিঃস্ব ব্যক্তি হত্যা বা ব্যভিচার করিলে তাহাকে হত্যা করিত; কিন্তু কোন ধনী বা সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি ঐরূপ অপরাধ করিলে তাহাকে শুধু তিরস্কার বা সামান্য অর্থদণ্ড করিয়া মুক্তিদান করিত। তাই আল্লাহতা'লা তওরাতের ব্যবস্থা বর্ণনা করিয়া হজরত রসুলোল্লার সহিত জগদ্বাসীকে জানাইয়া দিলেন যে, উহারা তওরাতের বিধি ব্যবস্থারও অনুসরণ করিতেছে না। পূর্ব্ববর্ত্তী আয়তের নির্দ্দেশ অনুসারে একথাও ইঙ্গিত করা হইতেছে যে, ইহুদীরা লোকের ভয়ে আল্লার আদেশের বিরুদ্ধাচরণ করিয়া ধর্ম্মদ্রোহী কাফের হইয়া গিয়াছে।

কেসাস—বিনিময়—শাস্তি। পবিত্র ইস্‌লামের এমাম, মোজতাহেদ ও আলেমগণ এই আয়ত অবলম্বনে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, পূর্ব্ববর্ত্তী নবিগণের প্রবর্ত্তিত যে সকল বিধি-নিষেধ পবিত্র কোরানে রহিত বলিয়া ঘোষিত হয় নাই বরং উহা নবিগণের প্রবর্ত্তিত বিধান বলিয়া

এবং আল্লাহ যাহা অবতারণ করিয়াছেন তদনুসারে যে আদেশ না করে, তবে তাহারাই অত্যাচারী। ৪৬। এবং তাহাদেরই পদাঙ্ক অনুসরণে আমি মরিয়ম-নন্দন ঈসাকে তাহার পূর্ব্ববর্তী তওরাতের সত্যতা-প্রতিপাদন জন্য তাহাদের পরে প্রেরণ করিয়াছিলাম; এবং তাহাকে ইঞ্জিল প্রদান করিয়াছিলাম; তন্মধ্যে সুপথ ও জ্যোতি এবং তাহার পূর্ব্ববর্ত্তী তওরাতের সত্যতা-প্রতিপাদন-কারী ছিল এবং ধর্ম্মভীরুগণের জন্যই

كَفَّارَةٌ لَّهُ ۚ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا
أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ۝
٤٦- وَقَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِم بِعِيسَى ابْنِ
مَرْيَمَ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ
التَّوْرَاةِ ۖ وَآتَيْنَاهُ الْإِنجِيلَ فِيهِ
هُدًى وَنُورٌ وَمُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ
يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةً

বর্ণিত হইয়াছে, তাহাও ইসলামের 'শরীয়ত, বা ধর্ম্ম-নীতি বলিয়া পরিগণিত হইবে। সুতরাং তওরাতের বিনিময়-শাস্তি পবিত্র কোরানের বর্ণনা অনুযায়ী ইসলামী ফেকাহ-শাস্ত্রে "কেসাস" বা বিনিময়-শাস্তি বলিয়া পরিগৃহীত হইয়াছে। অবশ্য তওরাত বা ইঞ্জিলের যে সকল বিধি-নিষেধ রসুলগণের বিধি বলিয়া বর্ণিত হয় নাই, তাহা ইস্লামী 'শরীয়ত' বলিয়া পরিগণিত হইবে না।—নূরল আন্ওয়ার।

এমাম আজম আবু হানিফা ও অন্যান্য প্রসিদ্ধ আলেমগণের মত এই যে, 'কেসাস' বা বিনিময়-শাস্তি প্রদানে ধনি-দরিদ্র, পুরুষ-নারী অথবা বৃদ্ধ, যুবক ও বালক নির্ব্বিশেষে শাস্তির কোনরূপ ব্যতিক্রম হইবে না। কিন্তু নিহত ব্যক্তির উত্তরাধিকারী অথবা আত্মীয়-স্বজন যদি অপরাধী ব্যক্তিকে ক্ষমা করে, তবে উহা উত্তম। কারণ ঐরূপ ক্ষমা দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তির অন্যান্য পাপের প্রায়শ্চিত্ত হইবে। তবে ঐরূপ অবস্থায় হত্যাকারী বা অত্যাচারী ব্যক্তির নিকট হইতে ক্ষতিপূরণ গ্রহণ করা সমীচীন নহে। অবশ্য মতান্তরে ইহার ব্যতিক্রম বর্ণনাও পরিদৃষ্ট হয়।

কাজীর অধিকার—কিন্তু পূর্ব্বোক্তরূপে ক্ষমা প্রদত্ত হইলে দেশের ভারপ্রাপ্ত বিচারক অপরাধীকে কোনরূপ শাস্তি প্রদান করিতে পারেন কি না ইহা লইয়া মতভেদ হইয়াছে। এক সম্প্রদায় বলেন যে, অভিযোগকারী অথবা প্রতিকার-প্রার্থীর অভাবে ঐ স্থলে অপরাধীকে শাস্তি দিতে কাজীর কোনই অধিকার নাই। কিন্তু প্রখ্যাতনামা বিশ্বস্ত আলেমগণ বলেন যে ঐরূপ বিশিষ্ট স্থলে কোন অভিযোগকারী না থাকিলেও সাধারণের শান্তি এবং নিরাপদতার জন্য অপরাধীকে শাস্তি দিতে বিচারকের পূর্ণ অধিকার আছে। ইহাদের মতে আয়তের শেষ বাক্যের উহাই প্রকৃত মর্ম্ম।

৪৬। ইহুদীদিগের ধর্ম্ম-গ্রন্থ তওরাতের প্রসঙ্গ শেষ করিয়া আল্লাহতা'লা খ্রীষ্টানদিগের ধর্ম্মগ্রন্থ ইঞ্জিলের বিষয় বর্ণনা করিতেছেন। এই আয়তে আল্লাহতা'লা স্পষ্ট ভাষায় বলিয়া দিয়াছেন যে, আমি পূর্ব্ববর্ত্তী নবীগণের পরে "তাহাদের পদাঙ্ক অনুসরণে"—অর্থাৎ তাহাদের প্রচারিত সত্যধর্ম্ম প্রচার করিবার জন্যই মরিয়ম-নন্দন ঈসাকে প্রেরণ করিয়াছিলাম। তাহাতে পূর্ব্ববর্ত্তী ধর্ম্মগ্রন্থ তওরাতের সত্যতা-প্রতিপাদনকারী, সুপথ-নির্দ্দেশক ও সদুপদেশপূর্ণ গ্রন্থ ইঞ্জিল প্রদান করিয়াছিলাম। অতএব খ্রীষ্টানেরা যদি সত্যই মরিয়ম-নন্দন ঈসা অথবা তৎপ্রবর্তিত ইঞ্জিলের অনুগামী হয়, তবে ইঞ্জিলের বিধি-নিষেধ অনুযায়ী আদেশ করাই তাহাদের কর্ত্তব্য। যদি না করে, তবে নিশ্চয়ই তাহারা প্রকাশ্য দুষ্কার্য্যকারী (৪৭ আঃ)। এক্ষণে দেখা যাউক, বর্ত্তমান যুগের খ্রীষ্টানেরা ইঞ্জিলের বিরুদ্ধাচারী এবং প্রকাশ্য দুষ্কার্য্যকারী কি না?

ইঞ্জিলের বিলুপ্তি—হযরত ঈসার প্রতি যে ইঞ্জিল অবতীর্ণ হইয়াছে, তাহার তিনটী লক্ষণ বিবৃত হইয়াছে। প্রথমতঃ—উহা সুপথ-নির্দ্দেশক, দ্বিতীয়তঃ—সদুপদেশপূর্ণ এবং তৃতীয়তঃ

لِّلْمُتَّقِينَ ۝ ٤٧- وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ
الْإِنْجِيلِ بِمَا أَنْزَلَ اللّٰهُ فِيهِ ۗ وَمَنْ لَّمْ
يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللّٰهُ فَأُولٰٓئِكَ هُمُ

সুপথ ও সদুপদেশ। ৪৭। এবং ইঞ্জিল-অনুগামিগণের উচিত যে, তন্মধ্যে আল্লাহ যাহা অবতারণ করিয়াছেন তদনুসারে আদেশ করে; এবং আল্লাহ যাহা অবতীর্ণ করিয়াছেন তদনুসারে যে

তওরাতের সত্যতা-প্রতিপাদনকারী। হজরত ঈসা যে তওরাতের সত্যতা প্রতিপাদন করিয়াছিলেন, তাঁহার নিজ উক্তি হইতেই তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। যথা—"মনে করিও না যে, আমি ব্যবস্থা কি ভাববাদীদের গ্রন্থ লোপ করিতে আসিয়াছি। আমি লোপ করিতে আসি নাই এবং পূর্ণ করিতে আসিয়াছি। আমি তোমাদিগকে সত্য কহিতেছি, যে পর্য্যন্ত আকাশ ও পৃথিবী লুপ্ত না হইবে, সে পর্য্যন্ত ব্যবস্থার একমাত্রা কি এক বিন্দুও বিলুপ্ত হইবে না; সমস্তই সফল হইবে। অতএব যে-কেহ সেই সকল ক্ষুদ্রতম আজ্ঞাগুলির মধ্যে একটী আজ্ঞাও লঙ্ঘন করে ও লোকদিগকে সেইরূপ শিক্ষা দেয়, তাহাকে স্বর্গরাজ্যে অতি ক্ষুদ্র বলা যাইবে।"—ইঞ্জিল, মথি ৫—১৭ হইতে ১৯।

অতএব খ্রীষ্টানেরা যদি প্রচলিত ইঞ্জিলের অনুগামী হইতে ইচ্ছুক হয়, তবে তাহাদিগকে হজরত ঈসার উপরোক্ত উক্তি অনুসারে তওরাতের সমস্ত বিধি-ব্যবস্থা অনুসরণ করা কর্ত্তব্য। নচেত তাহাদিগকে স্বর্গরাজ্যে অত্যন্ত হীন ও অবনত হইতে হইবে। অথচ আমরা দেখিতেছি যে, খ্রীষ্টান জগৎ তওরাতের সহিত প্রচলিত ইঞ্জিল পর্য্যন্ত উল্টাইয়া দিয়া অম্লান বদনে ধর্ম্মের ডঙ্কা বাজাইয়া বেড়াইতেছেন। তওরাতের "খাৎনা" বা ত্বক ছেদ চিরকালের নিয়ম, স্ত্রীত্যাগ" বিধিসঙ্গত প্রথা, "কেসাস" বা প্রতিশোধ সুবিচারের আদর্শ নিয়ম এবং ব্যভিচার মহাপাপ বলিয়া উক্ত হইয়াছে (তওরাত, আঃ পুঃ ১৭—১০ হইতে ১৪; যাঃ পুঃ ২১—২৪; ১৪; দ্বিঃ বিঃ ২৪—১, প্রভৃতি)। কিন্তু প্রচলিত ইঞ্জিলে হজরত ঈসার তওরাতের বিধি সমর্থক উপরোক্ত উক্তি থাকা সত্ত্বেও উহার সমগ্রই রহিত করিয়া দেওয়া হইয়াছে (ইঞ্জিল, মথি ৫—৩০ হইতে ৪০)! পক্ষান্তরে ইঞ্জিলে "পরস্ত্রী দর্শন মহাপাপ" বলিয়া ঐরূপ অপরাধের জন্য চক্ষু উৎপাদন এবং হস্ত-কর্ত্তন করিতে এবং তওরাতের সমস্ত বিধি-ব্যবস্থা মান্য করিতে আদেশ দেওয়া হইয়াছে (মথি ৫—২৮ হইতে ৩০)। কিন্তু খ্রীষ্টানেরা তওরাত ও ইঞ্জিলের মস্তকে জর্দ্দনের জল ঢালিয়া দিয়া 'কোর্ট-শিপ' ও 'বল নৃত্য' প্রভৃতি দ্বারা নর-নারীর নগ্ন-বিলাসিতার মহিমায় জগতে সভ্যতার ধ্বজা উড়াইয়া দিয়াছে। এতদ্দ্বারা স্পষ্টই প্রমাণিত হইতেছে যে, জগতে প্রকৃত ইঞ্জিলের অস্তিত্ব নাই এবং বর্ত্তমান খ্রীষ্টান জাতি ধর্ম্মদ্রোহীতা, দুর্নীতি ও দুষ্কার্য্যে জর্জ্জরীভূত হইয়া গিয়াছে।

অতঃপর প্রচলিত তওরাতের সহিত আধুনিক ইঞ্জিলের বিরোধ, ইঞ্জিল সম্বন্ধে খ্রীষ্টান জাতির বিভিন্ন মতামত এবং প্রচলিত ইঞ্জিল সমূহের নানারূপ বিক্ষিপ্ত ও পরস্পর-বিরোধী বর্ণনা দেখিলে মনে সতঃই এই সন্দেহ জাগ্রত হয় যে, ইঞ্জিল কাহাকে বলে এবং জগতে প্রকৃত ইঞ্জিল আছে কি না? ফলতঃ হজরত ঈসার প্রতি তওরাতের সত্যতা-প্রতিপাদক প্রমাণাবলীর সহিত যে সকল বিধি-নিষেধ ও আদেশ-উপদেশ এবং ভবিষ্যদ্বাণী ও সুসংবাদ অবতীর্ণ হইয়াছিল, তাহারই নাম ইঞ্জিল। মুসলমানেরা ঐ ইঞ্জিলকেই ঐশীগ্রন্থ বলিয়া বিশ্বাস করে। কিন্তু হজরত ঈসা ঐ গ্রন্থ লিপিবদ্ধ করিয়া যান নাই এবং তাঁহার অব্যবহিত পরেও তাঁহার কোন বিশ্বস্ত শিষ্য উহা লিপিবদ্ধ করেন নাই। বহুকাল পরে প্রক্ষিপ্ত জনশ্রুতি অবলম্বন করিয়া খ্রীষ্টানেরা হজরত ঈসার যে অসম্পূর্ণ ও বিক্ষিপ্ত জীবনী-সমূহ লিখিয়াছিল, কালক্রমে মূল ইঞ্জিলের অভাবে খ্রীষ্টান-জগত সেইগুলিকেই ইঞ্জিল নামে অভিহিত করিতে বাধ্য হইয়াছে। ঐ সকল পুস্তকের মধ্যে মথি, মার্ক, লুক ও যোহনের লিখিত যে চারিখানি পুস্তিকাকে খ্রীষ্টানেরা বিশ্বস্ত গ্রন্থ বলিয়া মানিয়া লইতে বাধ্য হইয়াছে, তৎপ্রতি একটু অভিনিবেশ সহকারে লক্ষ্য করিলে নিঃসন্দেহে অনুমিত হইবে যে, উহা হজরত ঈসার জনশ্রুতিমূলক অসম্পূর্ণ ও অস্পষ্ট জীবনী মাত্র। উহা কখনই হজরত ঈসার প্রতি

আদেশ না করে, তবে তাহারাই দুষ্কর্ম্মী।

৪৮। এবং আমি তোমার প্রতি সত্য-সহ গ্রন্থ অবতীর্ণ করিয়াছি—যাহা পূর্ব্ববর্ত্তী গ্রন্থের সত্যতা-প্রতিপাদক ও উহার সংরক্ষক; অতএব আল্লাহ যাহা অবতীর্ণ করিয়াছেন তদনুযায়ী আদেশ প্রদান কর এবং তোমার প্রতি সত্য

ٱلْفَٰسِقُونَ ○ ٤٨- وَأَنزَلْنَآ إِلَيْكَ
ٱلْكِتَٰبَ بِٱلْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ
يَدَيْهِ مِنَ ٱلْكِتَٰبِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ
فَٱحْكُم بَيْنَهُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ

অবতারিত ইঞ্জিল বলিয়া পরিগণিত অথবা স্বীকৃত হইতে পারে না। তবে ইহাও সম্ভব যে, ঐ সকল জীবনীর মধ্যে হজরত ঈসার প্রতি অবতারিত কোন কোন আদেশ উপদেশ, ভবিষ্যদ্বাণী ও সুসংবাদ স্থান প্রাপ্ত হইয়াছে। যেমন তওরাতের সত্যতা সমর্থক উক্তি, পূর্ব্ববর্ত্তী নবিগণের বিধি-ব্যবস্থা অনুসরণের আদেশ, শেষনবী হজরত মোহাম্মদ মোস্তফার (সঃ) শুভাগমনের সুসংবাদ এবং পবিত্র কোরান অবতারণের ভবিষ্যদ্বাণী প্রভৃতি।—মথি ৫—১৭, ১৮ ও ১৯; ২৩—৩; যোহন ১৪—১৬, ২৬ এবং ১৬—১২ হইতে ১৪।

পক্ষান্তরে প্রচলিত ইঞ্জিলে এমন সমস্ত অসঙ্গত, অস্বাভাবিক ও ভয়ঙ্কর ভয়ঙ্কর কথা আছে যাহা কখনও একজন মানব-হিতৈষী, সত্যধর্ম্ম প্রচারক, শান্তিকামী নবীর শিক্ষা হইতে পারে না, যথা—"মনে করিও না যে, আমি পৃথিবীতে শান্তি দিতে আসিয়াছি; আমি শান্তি দিতে আসি নাই, বরং খড়্গ দিতে আসিয়াছি। কেননা আমি পিতার সহিত পুত্রের, মাতার সহিত কন্যার এবং শাশুড়ীর সহিত বধুর বিচ্ছেদ জন্মাইতে আসিয়াছি।" অন্যত্র—"আমি পৃথিবীতে অগ্নি নিক্ষেপ করিতে আসিয়াছি; আর এখন যদি তাহা প্রজ্জলিত হইয়া থাকে তবে আর চাই কি?" মথি, ১০—৩৫, ৩৪; লুক ১২—৪৯ হইতে ৫৩।

আশ্চর্য্যের বিষয়—প্রচলিত ইঞ্জিলের স্থানে স্থানে আবার প্রেমের প্রবাহ এবং শান্তির ফোয়ারা উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিয়াছে। ফলতঃ ঐ সকল পরস্পর-বিরোধী বিক্ষিপ্ত বর্ণনা এবং অর্থহীন প্রক্ষিপ্ত উক্তি অবলোকন করিলে নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয়, যে, উহা কখনই হজরত ঈসার ইঞ্জিল নহে। বরং উহা কতকগুলি অন্ধ-বিশ্বাসী লোকের লিখিত অদ্ভুত খেয়াল, অস্বাভাবিক কল্পনা ও অনৈতিহাসিক জনশ্রুতির সমাবেশ মাত্র। সুতরাং মূল ইঞ্জিল যে ধরাবক্ষ হইতে বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে, তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই।—তঃ হক্কানী।

৪৮। **কোরানের শ্রেষ্ঠত্ব ও গৌরব**—তওরাত ও ইঞ্জিলের প্রসঙ্গ শেষ করিয়া আল্লাহতা'লা পবিত্র কোরানের শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণনা করিতেছেন। আল্লাহতা'লা হজরত রসুলোল্লাকে বলিতেছেন যে, আমি তোমার প্রতি যে 'সত্য-গ্রন্থ'—অর্থাৎ কোরান শরিফ অবতারণ করিয়াছি, তাহা পূর্ব্ববর্ত্তী তওরাত, ইঞ্জিল প্রভৃতি গ্রন্থের সত্যতা-প্রতিপাদনকারী ও সংরক্ষক। অতএব তুমি পূর্ব্ববর্ত্তী গ্রন্থ-সমূহের মতভেদ ও বিরোধের প্রতি কিছুমাত্র লক্ষ্য না করিয়া, এই পবিত্র সত্যগ্রন্থ অনুসারেই লোকদিগকে শিক্ষাদান কর। পূর্ব্ববর্ত্তী গ্রন্থসমূহ সম্বন্ধে তোমাদের মধ্যে যে সকল বিষয়ে মতভেদ বা বিরোধ আছে, এই সত্যগ্রন্থ কোরান শরিফেই আমি তদ্বিষয়ের চরম মীমাংসা করিয়া দিব।

মোহায়মেন—সংরক্ষক, অভিভাবক ও সাক্ষ্যদাতা। পবিত্র কোরানকে পূর্ব্ববর্ত্তী গ্রন্থ সমূহের 'মোহায়মেন' অর্থাৎ সংরক্ষক, অভিভাবক ও সাক্ষ্যদাতা—এই গৌরবান্বিত নামে অভিহিত করা হইয়াছে। কারণ ঐ সকল গ্রন্থের যে সমস্ত শিক্ষা উপদেশ বিলুপ্ত অথবা বিকৃত হইয়াছে, পবিত্র কোরান তাহার উদ্ধার-সাধন ও সংশোধন করিয়াছে। পূর্ব্ববর্ত্তী সমস্ত ঐশীগ্রন্থের সার-শিক্ষা এবং নীতি ও উপদেশ একমাত্র কোরান শরিফেই বিদ্যমান আছে। এতদ্ভিন্ন যাবতীয় ধর্ম্মগ্রন্থের শিক্ষা, সদুপদেশ ও ভবিষ্যদ্বাণীর পূর্ণতা কোরান শরিফেই সম্পন্ন হইয়াছে। বিশেষতঃ

أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ ۚ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا ۚ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَٰكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ ۖ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ ۚ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ٤٨ - وَأَنِ احْكُمْ

হইতে যাহা আসিয়াছে তদ্ব্যতীত তাহাদের প্রবৃত্তির অনুসরণ করিও না; আমি তোমাদের প্রত্যেকের জন্যই বিধি ও নিয়ম করিয়াছি; এবং আল্লাহ ইচ্ছা করিলে তোমাদিগকে একই সম্প্রদায় করিতেন—কিন্তু তিনি তোমাদিগকে যাহা প্রদান করিয়াছেন, তদ্দ্বারা তোমাদিগকে পরীক্ষা করিবেন, অতএব তোমরা কল্যাণের দিকে অগ্রসর হও; আল্লার দিকেই তোমাদের সকলকে ফিরিয়া যাইতে হইবে—অতঃপর যদ্বিষয়ে তোমরা বিরোধ করিতেছিলে, তিনি তাহা তোমাদিগকে বিজ্ঞাপিত করিবেন।

৪৯। এবং আল্লাহ যাহা অবতীর্ণ

পূর্ব্ববর্ত্তী ধর্ম্মগ্রন্থ সমূহ বিশেষ বিশেষ দেশ বা জাতির জন্যই নির্দ্ধারিত ছিল। এক জাতির রসুল কখনই ভিন্ন জাতিকে শিক্ষা বা সদুপদেশ প্রদান করেন নাই। তওরাত ও ইঞ্জিলে কেবলমাত্র এসরাইল বংশীয়দের জন্য নির্দ্ধারিত ধর্ম্ম বিধিই বর্ণিত হইয়াছে। হজরত মুসা, হারুন, দাউদ ও ঈসা প্রভৃতি সকলেই ইহুদী জাতীর জন্য মনোনীত নবী ছিলেন। হজরত ঈসা স্বয়ং বলিয়াছেন, "আমি ইস্রায়েল বংশীয় হারান মেষপাল ব্যতীত অন্য কাহারও জন্য প্রেরিত হই নাই।" আর একবার কেনান দেশের একটী ভিন্ন জাতীয় স্ত্রীলোক তাঁহাকে প্রণাম করিয়া সদুপদেশ ও উপকারপ্রার্থী হওয়ায় তিনি উত্তর করিয়া কহিলেন, "সন্তানদের (অর্থাৎ ইহুদীদের) খাদ্য লইয়া কুকুরদের কাছে ফেলিয়া দেওয়া ভাল নয়।"—ইঞ্জিল, মথিঃ ১৫—২৪, ২৫ ও ২৬।

উপরোক্ত বাক্যের ভাষা ও ভাব যাহাই হউক না কেন, কিন্তু উহা দ্বারা স্পষ্টই প্রমাণিত হইতেছে যে, হজরত ঈসা কেবলমাত্র এসরাইল-বংশীয়দের নবী ছিলেন এবং তদীয় ইঞ্জিলের বিধি-নিষেধ শুধু ইহুদী জাতির জন্যই নির্দ্ধারিত হইয়াছিল। কিন্তু হজরত মোহাম্মদ রসুলোল্লাহ (সঃ) সমগ্র জগতের জন্য আল্লার অনুগৃহীত ও মনোনীত নবী এবং সমস্ত জগদ্বাসীর জন্য করুণা স্বরূপ পথ-প্রদর্শক (কোঃ ২১—১০৭) এবং পবিত্র কোরান সমগ্র মানব জাতির জন্য অবতারিত ধর্ম্মগ্রন্থ (৬—১৯, ২৫—১)। এতদ্ভিন্ন পবিত্র কোরানে দেশ-কাল-পাত্র ভেদে সকল যুগ ও সকল জাতির অভাব অভিযোগ সম্পূরণের উপযোগী অফুরন্ত জ্ঞান-বিজ্ঞান ও অসংখ্য বিধি-ব্যবস্থা নিহিত রহিয়াছে। জগতের আর কোন ধর্ম্মগ্রন্থেরই এরূপ মহান্ ব্যাপকতা ও অফুরন্ত জ্ঞান গরিমা নাই। এই সকল কারণেই জগতের সমগ্র ধর্ম্ম-গ্রন্থের উপর পবিত্র কোরানের অভিভাবকত্ব, গৌরব ও শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষিত হইয়াছে।—তঃ বয়জবী।

শেরআতান ও মেন্‌হজান—বিধি ও নিয়ম! 'শরা' বা 'শরিয়ত' এবং 'মেন্‌হাজ' শব্দদ্বয়ের আভিধানিক ধাতুগত অর্থ যথাক্রমে—'ঘাট' ও মুক্ত-পথ এবং মর্ম্মার্থ—ধর্ম্ম-বিধি ও ধর্ম্ম-নীতি। এই জন্য অনেকে উক্ত উভয় শব্দকে একই মর্ম্মবাচক বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু কেহ কেহ বলেন যে, 'শরিয়ত' অর্থ বাহিক ধর্ম্ম-বিধি এবং 'মেন্‌হাজ' তরিকত' অর্থ অর্থাৎ শরিয়তের অন্তর্নিহিত আধ্যাত্মিক তত্ব।—তঃ কবির।

৪৯। পবিত্র কোরানের মহত্ত্ব, গৌরব ও শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণনা করিবার পর আল্লাহতা'লা হজরত রসুলোল্লাকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন যে, অতঃপর তুমি সকলের জন্য এই মহাগ্রন্থ অনুসারেই আদেশ নিষেধ ও বিচার মীমাংসা কর। কাহারও তুষ্টি বা রুষ্টি কিংবা প্রবৃত্তি ও রুচির অনুসরণ পূর্ব্বক কদাচ ইহার ব্যতিক্রম করিও না। সাবধান!—কাহারও কোনরূপ অনুরোধ বা অভিরুচির

করিয়াছেন, তদ্দ্বারা তাহাদিগকে আদেশ কর এবং তাহাদের প্রবৃত্তির অনুসরণ করিও না এবং তাহাদিগ হইতে সতর্ক হও—যেন তোমার প্রতি আল্লাহ যাহা অবতীর্ণ করিয়াছেন, তাহারা উহার কিছু হইতে তোমাকে বিচ্যুত না করে; অনন্তর যদি তাহারা ফিরিয়া যায়, তবে জান যে তাহাদের কোন কোন অপরাধের জন্য আল্লাহ তাহাদিগকে বিপন্ন করিতে ইচ্ছা করেন; এবং মানবমণ্ডলীর মধ্যে অনেকে নিশ্চয়ই দুষ্কার্য্যকারী। ৫০। তবে কি তাহারা অজ্ঞযুগের আদেশ-প্রার্থনা করে? এবং সুবিশ্বাসী সম্প্রদায়ের জন্য আল্লাহ অপেক্ষা কে উত্তম আদেশ-দাতা?

بَيْنَهُمْ بِمَآ أَنْزَلَ اللّٰهُ وَلَا تَتَّبِعْ
أَهْوَآءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَّفْتِنُوْكَ
عَنْ بَعْضِ مَآ أَنْزَلَ اللّٰهُ إِلَيْكَ ط
فَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيْدُ اللّٰهُ
أَنْ يُّصِيْبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوْبِهِمْ ط
وَإِنَّ كَثِيْرًا مِّنَ النَّاسِ لَفٰسِقُوْنَ ○
٥٠- أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُوْنَ ط
وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللّٰهِ حُكْمًا
لِّقَوْمٍ يُّوْقِنُوْنَ ○

৮ম রুকু—মুসলমানদিগের স্বাতন্ত্র্য ও আত্মনির্ভরতা

৫১। হে বিশ্বাসস্থাপনকারিগণ, তোমরা ইহুদী ও খ্রীষ্টানদিগকে বন্ধু-রূপে গ্রহণ করিও না; তাহারা পরস্পর

٥١- يٰٓأَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا لَا تَتَّخِذُوا
الْيَهُوْدَ وَالنَّصٰرٰٓى أَوْلِيَآءَ بَعْضُهُمْ

অনুসরণ করিয়া তুমি আমার আদিষ্ট কোরানের আদেশ-নিষেধ হইতে এক বিন্দুও বিচ্যুত হইও না। তাহাতে যাহারা ফিরিয়া যায়—যাউক; তাহাদের অবাধ্যতা ও ধৃষ্টতার জন্য আল্লাই তাহাদিগকে শাস্তি প্রদান করিবেন।

আল্লাহতা'লা পবিত্র কোরানের আদেশ-নিষেধ ও বিধি-ব্যবস্থা বর্ণে বর্ণে অনুসরণ করিবার জন্য স্বীয় প্রিয়তম রসুলকে সতর্ক করিয়া কিরূপ কঠোর ভাষায় আদেশ করিতেছেন! এতদ্দ্বারা স্পষ্টই প্রমাণিত হইতেছে যে, কোন কারণে কোরানের আদেশ নিষেধ ও বিধি-ব্যবস্থার বিন্দুমাত্র ব্যতিক্রম করাও সিদ্ধ হইবে না। সুতরাং বর্ত্তমান যুগে যে সকল লোক বিধর্ম্মীর সন্তুষ্টি সাধনের জন্য পবিত্র কোরানের নির্দ্দেশের প্রতিকূলে জাতীয় অধিকার—এমন কি ধর্ম্ম কর্ম্ম পর্য্যন্ত পরিবর্ত্তন ও পরিবর্জ্জন করিতে সমুৎসুক, এই আয়তের প্রতি লক্ষ্য করিয়া তাহাদের বিশেষ সতর্ক হওয়া আবশ্যক।

৫০। অনন্তর আল্লাহতা'লা বিশ্বাসীদিগকে লক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন যে, আল্লাহ তোমাদের জন্য উত্তম আদেশ-দাতা এবং পবিত্র কোরানের আদেশ অর্থাৎ বিধি-ব্যবস্থাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট। অতএব প্রত্যেক মুসলমানের পক্ষে কোরান শরিফের বিধি ব্যবস্থা অক্ষরে অক্ষরে প্রতিপালন করা অবশ্য কর্ত্তব্য।

আলোচ্য আয়তের শেষ নির্দ্দেশ এই যে, বিশ্বাসী মুসলমানদিগের জন্য আল্লার আদেশ অর্থাৎ পবিত্র কোরানের আদেশ উপদেশ ও বিধি-নিষেধই সর্ব্বোৎকৃষ্ট। মানব জাতির জন্য ইহা অপেক্ষা উত্তম ও প্রশস্ত বিধান আর হইতে পারে না।

৫১। **ইস্‌লামের স্বাতন্ত্র্য এবং মুসলমানের আত্মনির্ভরতা**—ইতিপূর্ব্বে মুসলমানদিগকে অবিশ্বাসী কাফের ও কপট-বিশ্বাসী প্রবঞ্চকদিগের সহিত বন্ধুত্ব-স্থাপন করিতে নিষেধ

পরস্পরের বন্ধু; তোমাদের মধ্যে যে তাহাদের সহিত বন্ধুত্ব করে, তবে নিশ্চয় সে তাহাদেরই অন্তর্ভুক্ত; নিশ্চয় আল্লাহ অত্যাচারী সম্প্রদায়কে পথ প্রদর্শন

أولياء بعض ط ومن يتولهم منكم فانه منهم ط ان الله لا يهدى القوم الظلمين ○

করা হইয়াছে (৩—২৮; ৪—১৩৯, ১৪৪)। অনন্তর এই আয়তে ইহুদী ও খ্রীষ্টান প্রভৃতি গ্রন্থানুগামী ভ্রান্ত সম্প্রদায়ের সহিত বন্ধুত্ব স্থাপনের নিষেধাজ্ঞা প্রচার করা হইল। ফলতঃ পবিত্র কোরানের সার-শিক্ষা এই যে, প্রকৃত মুসলমানের পক্ষে অবিশ্বাসী ইহুদী, খ্রীষ্টান, অংশীবাদী ও পৌত্তলিক প্রভৃতি কাহারও সাহায্য বা বন্ধুত্বের প্রয়াসী না হইয়া, একমাত্র সর্ব্বশক্তিমান আল্লার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন ও আত্মসমর্পণ পূর্ব্বক আত্মনির্ভরশীল এবং স্বাবলম্বী হওয়াই সর্ব্বোত্তম কর্ত্তব্য। ইস্লামের স্বাতন্ত্র্য ও বৈশিষ্ট্য এবং মুসলমানের ধর্ম্মপ্রাণতা, ঐশী-ভক্তি ও আত্মনির্ভরতা সম্বন্ধে ইহাই আল্লাহতা'লার আদিষ্ট ও মনোনীত বিশিষ্ট বিধি। যাহারা ইহার প্রতি অবিশ্বাসী কিংবা ইহার ব্যতিক্রমকারী, তাহারা কখনই প্রকৃত-বিশ্বাসী মুসলমান বলিয়া পরিগণিত হইবার যোগ্য নহে। অতএব এই আয়তে সত্য বিশ্বাসী মুসলমানের পক্ষে অবিশ্বাসী ইহুদী, খ্রীষ্টান ও পৌত্তলিক প্রভৃতি বিধর্ম্মীদের সহিত (আন্তরিক) বন্ধুত্ব স্থাপন অথবা তাহাদের সাহায্যের প্রয়াসী হওয়া সর্ব্বতোভাবে নিষিদ্ধ বলিয়া ঘোষিত হইয়াছে।—তঃ কবির ও হক্কানী।

মুসলমানদিগকে ইহুদী ও খ্রীষ্টানদিগের সহিত বন্ধুত্ব-স্থাপনে নিষেধ করিয়া আল্লাহতা'লা বলিতেছেন যে, "উহারা পরস্পর পরস্পরের বন্ধু।" ইহার মর্ম্ম এই যে, পবিত্র ইসলামের বিরুদ্ধাচরণ ও ধ্বংস কামনায় অবিশ্বাসী মাত্রই একমতাবলম্বী। ত্রিত্ববাদী মোশরেক বা বহুত্ববাদী কাফের মাত্রই একত্ববাদী মুসলমানের পরম শত্রু। অন্যান্য বিষয়ে উহাদের নিজেদের মধ্যে যতই আত্মকলহ বা মতভেদ থাকুক না কেন, ইস্লামের ধ্বংস কামনা এবং মুসলমানের অনিষ্ট-সাধনে উহারা সকলেই একমতাবলম্বী। জগতের ইতিহাস জলন্ত ভাষায় আল্লাহতা'লার এই উক্তির সত্যতা প্রকাশ করিতেছে। ইস্লাম প্রচারের প্রারম্ভে আরবের ইহুদী, খ্রীষ্টান ও পৌত্তলিক কোরেশদিগের মধ্যে বহু বিষয়ে বদ্ধমূল বিরোধ ও শত্রুতা বিদ্যমান ছিল। তাহারা সর্ব্বদাই পরস্পর পরস্পরকে ভ্রান্ত ও বিপথগামী বলিয়া প্রচার করিত। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়, ইহারা আবার সকলেই সমভাবে ইস্লামের ধ্বংস কামনা করিত। উহারা অনেক সময়ে পূর্ব্ব-শত্রুতা ভুলিয়া পরস্পর বন্ধুত্ব স্থাপন পূর্ব্বক সমবেতভাবে মুসলমান জাতির বিনাশ অথবা অনিষ্ট সাধনের চেষ্টা করিতে একটুও কুণ্ঠিত হইত না। তারপর আমরা দেখিতে পাই যে, খ্রীষ্টান জাতির অভ্যুদয়ে ইহুদীরা খ্রীষ্টান রাজ্যসমূহ হইতে শৃগাল-কুকুরের ন্যায় বিতাড়িত হইয়া ইস্লামী রাজ্য-সমূহে আশ্রয় গ্রহণ পূর্ব্বক নিজেদের অস্তিত্ব ও জীবন রক্ষা করিয়াছে। কিন্তু পরে যখন খ্রীষ্টানদিগের সহিত মুসলমান জাতির সংঘর্ষ ও সংগ্রাম উপস্থিত হইয়াছে, তখন সেই আশ্রিত ইহুদীরাই আবার মুসলমানদিগের অনিষ্ট ও বিনাশ এবং খ্রীষ্টানদিগের বিজয় ও কল্যাণ কামনা করিয়াছে। এমন কি, ইহুদীরা হতভাগ্য অকৃতজ্ঞের ন্যায় প্রকাশ্যভাবে মুসলমান-দিগের অনিষ্ট সাধনের চেষ্টা করিতেও দ্বিধা-বোধ করে নাই। পক্ষান্তরে যে খ্রীষ্টানজাতি নিজেদের অধিকৃত বিস্তীর্ণ ভূভাগে ইহুদী জাতির জন্য এক ইঞ্চি ভূমি ছাড়িয়া দিতেও সম্মত নহে, সেই খ্রীষ্টান জাতিই আবার যখন প্যালেষ্টাইনে মুসলমানের বুকের উপর ইহুদী-রাজ্য স্থাপনের জন্য আগ্রহ ও অধীরতা প্রকাশ করে, তখন পবিত্র কোরান-বাণীর সমুজ্জ্বল সত্যতাই আমাদের নয়ন-সমক্ষে প্রতিভাত হইয়া উঠে। আবার এদেশেও আমরা দেখিতে পাই যে, ভারতবর্ষের হিন্দু, বৌদ্ধ, জৈন, আর্য্য, অনার্য্য, শিখ, ব্রাহ্মণ, শূদ্র, ব্রাহ্ম ও অব্রাহ্ম প্রভৃতি জাতি ও সম্প্রদায়ের মধ্যে অসংখ্য মারাত্মক ভেদ বৈষম্য ও বিরোধ বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও পবিত্র ইস্লামের শত্রুতাচরণ বা অনিষ্ট সাধনের জন্য উহারা সকলেই সমবেতভাবে আগ্রহান্বিত। প্রচলিত হিন্দুধর্ম্ম-সমূহের ধ্বংস ও বিনাশ সাধনের জন্য যে আর্য্য সমাজের প্রতিষ্ঠা, সেই আর্য্য সমাজের "শুদ্ধি" বা "অশুদ্ধ ইস্লাম-দলন যজ্ঞের"

করেন না। ৫২। বস্তুতঃ তুমি দেখিবে যে, যাহাদের অন্তরে রোগ আছে, উহারা তাহাদের মধ্যে প্রধাবিত হইয়া বলে—আমাদের আশঙ্কা হয় যে, আমরা বা কালের আবর্ত্তে পতিত হই; অতএব আল্লাহ অচিরে স্বীয় সন্নিধান হইতে বিজয় অথবা অন্য আদেশ প্রেরণ করিবেন; অতঃপর উহারা যাহা স্বীয় অন্তরে গোপন

৫২- فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ
مَّرَضٌ يُسَارِعُونَ فِيهِمْ يَقُولُونَ
نَخْشَى أَنْ تُصِيبَنَا دَائِرَةٌ ط فَعَسَى
اللّٰهُ أَنْ يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ أَوْ أَمْرٍ مِّنْ
عِنْدِهِ فَيُصْبِحُوا عَلَى مَا أَسَرُّوا فِي

প্রধান সহায় ও উৎসাহদাতা ভারতের সর্ব্বশ্রেণীর হিন্দু-সমাজ! ফলতঃ এইরূপ সহস্র সহস্র ঘটনায় পবিত্র কোরন-বাণীর সত্যতার প্রত্যক্ষ প্রমাণ ও স্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। উপরোক্ত ঘটনা সমূহ পর্য্যালোচনা করিলে স্পষ্টই প্রমাণিত হয় যে, অবিশ্বাসী অমুসলমানেরা কখনই সত্য-বিশ্বাসী মুসলমানের বন্ধু হইতে পারে না। সুতরাং প্রকৃত মুসলমানের পক্ষে কোনরূপ সাহায্য-সহানুভূতির আশায় কোন বিধর্ম্মী—ভিন্ন জাতির বন্ধুত্বের ভিখারী না হইয়া আল্লার প্রতি বিশ্বাস-স্থাপন পূর্ব্বক আত্মনির্ভরশীল হওয়াই যে একমাত্র কর্ত্তব্য, তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই।

আলোচ্য আয়তে "আওলিয়া" শব্দের অর্থ—বন্ধু, সহায় অথবা নেতা। সুতরাং বিধর্ম্মীদের 'বন্ধুত্বের' ন্যায় তাহাদের 'সহায়তার আকাংখা' অথবা নেতৃত্ব বরণ' করাও মুসলমানের পক্ষে অনুচিত। অবশ্য এস্থলে "বন্ধুত্ব" অর্থে আন্তরিক বন্ধুত্ব, সম্প্রীতি বা সৌহার্দ্দ্য বুঝিতে হইবে। জগতের শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য বিধর্ম্মীদের সহিত পার্থিব ব্যাপারে সম্প্রীতি বা সদ্ভাব রক্ষা করা নিষিদ্ধ নহে।—কোঃ ৩—২৮ এবং উহার তফ্সীর দ্রষ্টব্য।

অনন্তর আল্লাহতা'লা বলিতেছেন যে, আমার আদেশ-নির্দ্দেশ অগ্রাহ্য করিয়া যাহারা সত্য-দ্রোহী ইহুদী, বিভ্রান্ত খ্রীষ্টান অথবা অবিশ্বাসী কাফেরদিগের সহিত বন্ধুত্ব স্থাপন করিবে, তাহারা "তাহাদেরই অন্তর্ভুক্ত"—অর্থাৎ তাহারা ইহ-পরকালের জন্য কাফেরদিগেরই সঙ্গী হইবে। অধিকন্তু ইহাও উক্ত হইয়াছে যে, যাহারা আল্লার আদেশ লঙ্ঘন করিয়া বিধর্ম্মীদের সহিত বন্ধুত্ব স্থাপন করিবে, সেই 'অত্যাচারী' অর্থাৎ বিদ্রোহী ও ভ্রান্ত সম্প্রদায় কখনই সুপথ পাইবে না। ফলতঃ এই আয়তের নির্দ্দেশ অনুসারে কোন মুসলমানের পক্ষেই বিধর্ম্মীদের সহিত আন্তরিক বন্ধুত্ব স্থাপন করা উচিত বা সিদ্ধ নহে।—তঃ হক্কানী।

৫২। আবাদা-বেন ছামত পূর্ব্বোক্ত আয়ত অবতীর্ণ হইবার পরে হজরত রসুলোল্লার নিকট উপস্থিত হইয়া বলিয়াছিলেন, 'ইহুদীদিগের সহিত আমার যে পূর্ব্ব-বন্ধুত্ব ছিল, আল্লার আদেশ অনুসারে আজ আমি তাহা সম্পূর্ণরূপে বর্জ্জন করিয়াছি।' কপট বিশ্বাসী আবদুল্লা-বেন ওবায় তখন সেইস্থানে উপস্থিত ছিল। আবাদার কথা শুনিয়া সে বলিল,—'আমি কখনই এরূপ করিতে পারিব না। কারণ ইহুদীগণের সহিত বন্ধুত্ব ছেদন করিলে আমার অনেক অনিষ্ট হইবে।' উপরোক্ত ঘটনা উপলক্ষেই এই আয়ত অবতীর্ণ হয়।—তঃ কবির।

আল্লাহতা'লা বলিয়া দিলেন যে, যাহাদের অন্তরে "রোগ"—অর্থাৎ অবিশ্বাস ও কপটতা আছে, তাহারাই ঐরূপ বলিয়া থাকে। এতদ্সহ এই সুসংবাদও ঘোষিত হইল যে, অচিরেই আল্লাহ মুসলমানদিগকে অবিশ্বাসীদিগের উপর বিজয়ী করিয়া তাহাদিগকে অন্যান্য গৌরব-সম্পদে এরূপ সম্পদশালী করিবেন যে, কপট-বিশ্বাসীরা তখন স্বীয় অন্তর্নিহিত অবিশ্বাস ও কুভাবের জন্য বিসম অনুতপ্ত হইতে থাকিবে। এই ভবিষ্যদ্বাণীর পূর্ণতা পরবর্ত্তী আয়তে বর্ণিত হইয়াছে। ফলতঃ আলোচ্য আয়তে স্পষ্টই প্রমাণিত হইতেছে যে, যাহারা আল্লার আদেশ-নির্দ্দেশ পরিত্যাগ করিয়া বিধর্ম্মীদের

أَنْفُسِهِمْ نٰدِمِيْنَ ع ٥٣- وَيَقُوْلُ
الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَهٰٓؤُلَاۤءِ الَّذِيْنَ اَقْسَمُوْا
بِاللّٰهِ جَهْدَ اَيْمَانِهِمْ ۙ اِنَّهُمْ لَمَعَكُمْ ط
حَبِطَتْ اَعْمَالُهُمْ فَاَصْبَحُوْا خٰسِرِيْنَ ○
٥٤- يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَنْ يَّرْتَدَّ
مِنْكُمْ عَنْ دِيْنِهٖ فَسَوْفَ يَاْتِى اللّٰهُ
بِقَوْمٍ يُّحِبُّهُمْ وَيُحِبُّوْنَهٗ ۙ اَذِلَّةٍ
عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ اَعِزَّةٍ عَلَى الْكٰفِرِيْنَ ز

করিতেছিল, তজ্জন্য অনুতপ্ত হইতে থাকিবে।
৫৩। এবং বিশ্বাস-স্থাপনকারিগণ বলিবে—ইহারাই কি তাহারা যাহারা আল্লার সহিত সুদৃঢ় শপথে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়াছিল যে, আমরা তোমাদেরই সঙ্গে আছি? তাহাদের কৃতকর্ম্ম সমূহ ব্যর্থ হইয়াছে—তজ্জন্য তাহারা ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া যাইবে।
৫৪। হে বিশ্বাস-স্থাপনকারিগণ তোমাদের মধ্যে যাহারা স্বীয় ধর্ম্ম হইতে ফিরিয়া যাইবে, তবে আল্লাহ অচিরে এমন এক সম্প্রদায় প্রেরণ করিবেন, যাহাদিগকে তিনি ভালবাসিবেন এবং তাহারাও তাঁহাকে ভালবাসিবে; তাহারা বিশ্বাসীদিগের প্রতি বিনত হইবে, অবিশ্বাসীদিগের উপর পরাক্রান্ত হইবে

সহিত বন্ধুত্ব স্থাপন করে অথবা কোনরূপ লাভের আশা বা অনিষ্টের আশঙ্কায় তাহাদের কৃপা-ভিখারী হয়, তাহারা নিশ্চয়ই 'মোনাফেক' অর্থাৎ কপট-বিশ্বাসী। মুসলমানের পক্ষে উহাদিগকে ধর্ম্ম ও জাতির ভীষণ শত্রু জ্ঞানে সর্ব্বোতোভাবে বর্জ্জন করা উচিত।—সুরা বকর, ২য় রুকু।

৫৩। এই আয়তে মুসলমান জাতির বিজয়-লাভের পূর্ব্ববর্ণিত ভবিষ্যদ্বাণী আরও স্পষ্টতররূপে ঘোষণা করা হইয়াছে। ঐ বিজয়ের পরে মুসলমানেরা কপট-বিশ্বাসীদিগকে কিরূপভাবে তিরস্কার করিবে, তাহাও আল্লাহতা'লা এইস্থানে বলিয়া দিয়াছেন। আহজাব-যুদ্ধের পরে এই ভবিষ্যদ্বাণীর পূর্ণ সফলতা পরিলক্ষিত হইয়াছিল। কপট বিশ্বাসীরা ঐ যুদ্ধের মুসলমানগণের নিশ্চিত পরাজয় মনে করিয়া বিধর্ম্মীদের সহিত সম্মিলিত হয়; কিন্তু আল্লার অনুগ্রহে মুসলমানেরাই বিজয় মহিমায় অভিষিক্ত হইয়া কপট বিশ্বাসীদিগকে তীব্র তিরস্কার ও শাস্তি প্রদান করেন।—তঃ হক্কানী।

৫৪। **মোরতাদ**—ইহার আভিধানিক শব্দার্থ 'ফিরিয়া যাওয়া'—কিন্তু মর্ম্মার্থ 'ধর্ম্মদ্রোহ'। যাহারা স্বধর্ম্ম অর্থাৎ পবিত্র ইস্‌লাম পরিত্যাগ করিয়া অন্য ধর্ম্ম অবলম্বন করে, শরিয়তের সংজ্ঞা অনুসারে তাহাদিগকেই 'মোরতাদ' বা ধর্ম্মদ্রোহী নামে অভিহিত করা হয়।

আল্লাহতা'লা মুসলমানদিগকে লক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন যে, তোমাদের মধ্যে যাহারা ধর্ম্মদ্রোহী হইবে, তাহাদিগকে শাস্তি প্রদান এবং ধ্বংস করিবার জন্য আল্লাহতা'লা মুসলমানদিগের মধ্যে এরূপ সম্প্রদায়কে সমুত্থিত করিবেন, যাহারা আল্লার প্রতি সম্পূর্ণ নির্ভরশীল এবং তাঁহার প্রিয়পাত্র। তাহারা মুসলমানদিগের সহিত বিনম্রভাবে সম্মিলিত হইয়া কাফেরদিগের উপর পরাক্রান্ত ও বিজয়ী হইবে এবং তাহারা ধর্ম্মের জন্য যুদ্ধ অথবা আত্মোৎসর্গ করিতে কিছুমাত্র ভীত বা বিচলিত হইবে না। তফ্‌সীরকারগণের সমবেত সিদ্ধান্ত এই যে, মোসলেম জগতের শিরোমণি হজরত আবু-বকর সিদ্দিক এবং তাহার সমসাময়িক মহাপরাক্রান্ত 'মোজাহেদ' বা ধর্ম্মযোদ্ধাগণের অলৌকিক সাফল্যের স্বর্গীয় ভবিষ্যদ্বাণীই এই আয়তে পরিব্যক্ত হইয়াছে। হজরত রসুলোল্লার তিরোধানের অব্যবহিত পূর্ব্বে ও পরে অনেকগুলি সম্প্রদায় ধর্ম্মদ্রোহী হইয়া ইসলাম বিনাশের জন্য তুমুল উদ্যোগ-আয়োজন করিয়াছিল। ধর্ম্মদ্রোহীদিগের সংখ্যাধিক্য ও পরাক্রম দর্শনে অনেকেই ইস্‌লামের আসন্ন সঙ্কট মনে করিয়া ভীত হইয়াছিলেন। কিন্তু খলিফা-শ্রেষ্ঠ হজরত আবুবকর ও তাঁহার মহাপ্রাণ

আল্লার পথে যুদ্ধ করিবে এবং কোন তিরস্কারীর তিরস্কারে ভীত হইবে না, ইহাই আল্লার করুণা—তিনি যাহাকে ইচ্ছা প্রদান করেন; এবং আল্লাহ প্রশস্ত মহাজ্ঞানী। ৫৫। একমাত্র আল্লা-ই তোমাদের অভিভাবক এবং তাঁহার রসুল ও বিশ্বাসিবৃন্দ; যাহারা নামাজ প্রতিষ্ঠিত করে ও জাকাত প্রদান করে, তাহারাই বিনত হয়। ৫৬। এবং যে আল্লাহ ও তদীয় রসুল এবং বিশ্বাসিবৃন্দকে বন্ধু-রূপে গ্রহণ করে, তবে সেই আল্লার সম্প্রদায়ই পরাক্রান্ত হইবে।

يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ ۚ ذَٰلِكَ فَضْلُ اللهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ ۚ وَاللهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ۝
৫৫- إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ ۝
৫৬- وَمَنْ يَتَوَلَّ اللهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللهِ هُمُ الْغَالِبُونَ ۝

৯ম রুকু—ধর্ম্মের প্রতি উপহাস ও বিদ্রূপ

৫৭। হে বিশ্বাসস্থাপনকারিগণ, যাহারা তোমাদের ধর্ম্মকে উপহাস ও ক্রীড়া ধারণা করিয়াছে—তোমাদের

৫৭- يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَكُمْ هُزُوًا وَلَعِبًا

সহযোগিগণ কিছুমাত্র ভীত কিংবা বিচলিত না হইয়া অবিলম্বে ধর্ম্মদ্রোহীদিগের বিরুদ্ধে ধর্ম্মযুদ্ধ ঘোষণা করেন। ইহার ফলে আরবে ঘোর সমর-ঝঞ্ঝা প্রবাহিত হয় এবং হজরত আবু-ওবায়দা ও খালেদ প্রভৃতি বিশ্ব-বিজয়ী সেনানীগণ বিক্রান্ত ইস্লাম-সৈন্যসহ বিক্রমে আক্রমণ পূর্ব্বক ধর্ম্মদ্রোহীদিগকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করিয়া ইস্লামের বিজয়-বৈজয়ন্তী উড্ডীন করেন। এই সময় হইতে বহু পরাক্রান্ত সম্প্রদায় পবিত্র ইস্লাম গ্রহণ পূর্ব্বক সত্য-প্রচারের জন্য আত্মোৎসর্গ করিয়া পবিত্র কোরানের অভ্রান্ত ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ করিয়াছিলেন।—তঃ হক্কানী ও মঃ আঃ।

৫৫—৫৬। এই দুইটি আয়তে প্রকৃত বিশ্বাসীর লক্ষণ ও কর্ত্তব্য এবং তাহাদের অবশ্যম্ভাবী মহাবিজয়ের ভবিষ্যদ্বাণী পরিব্যক্ত হইয়াছে। আল্লাহতা'লা বলিতেছেন যে, যাহারা কোনরূপ সাহায্যের আশা কিংবা লোভের বশে বিধর্ম্মীদিগকে সাহায্যকারী অথবা বন্ধুরূপে গ্রহণ না করিয়া আমাকে এবং আমার প্রিয় রসুল ও সত্য-বিশ্বাসী মুসলমানদিগকে অভিভাবক ও বন্ধুরূপে গ্রহণ করিবে এবং আমার নির্দ্দেশ অনুযায়ী ভক্তি-বিনত চিত্তে নিয়মিত নামাজ প্রতিষ্ঠিত করিয়া নির্দ্ধারিত জাকাত প্রদান করিবে, তাহারাই আমার সম্প্রদায় রূপে পরিগণিত হইয়া জগতে মহাবিজয় লাভ করিবে। বলা বাহুল্য, হজরত রসুলোল্লার পরবর্ত্তী মহাগৌরবান্বিত খলিফা-চতুষ্টয়ের জীবনেই এই ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হইয়াছিল। আল্লার অনুগৃহীত বীরকেশরী মোসলেমগণ অবলীলাক্রমে বিশ্ব-বিশ্রুত রোম ও পারস্য সাম্রাজ্য চূর্ণ করিয়া ইস্লাম-সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন।

৫৭—৫৮। ইহুদী খ্রীষ্টানেরা নামাজের জন্য "আজান" অর্থাৎ আহ্বান করাকে বিরক্তিকর কার্য্য বলিয়া মনে করে। গো-কোরবানী করিলে অবিশ্বাসী পৌত্তলিকদিগের অসহ্য অন্তর্দাহ

আল্লার পথে যুদ্ধ করিবে এবং কোন তিরস্কারীর তিরস্কারে ভীত হইবে না, ইহাই আল্লার করুণা—তিনি যাহাকে ইচ্ছা প্রদান করেন; এবং আল্লাহ্ প্রশস্ত মহাজ্ঞানী। ৫৫। একমাত্র আল্লা-ই তোমাদের অভিভাবক এবং তাঁহার রসুল ও বিশ্বাসিবৃন্দ; যাহারা নামাজ প্রতিষ্ঠিত করে ও জাকাত প্রদান করে, তাহারাই বিনত হয়। ৫৬। এবং যে আল্লাহ ও তদীয় রসুল এবং বিশ্বাসি-বৃন্দকে বন্ধু-রূপে গ্রহণ করে, তবে সেই আল্লার সম্প্রদায়ই পরাক্রান্ত হইবে।

يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللّٰهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ ۚ ذٰلِكَ فَضْلُ اللّٰهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ ۚ وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ○
৫৫- إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللّٰهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلٰوةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكٰوةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ ○ ৫৬- وَمَنْ يَتَوَلَّ اللّٰهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللّٰهِ هُمُ الْغَالِبُونَ ○

৯ম রুকু—ধর্ম্মের প্রতি উপহাস ও বিদ্রূপ

৫৭। হে বিশ্বাসস্থাপনকারিগণ, যাহারা তোমাদের ধর্ম্মকে উপহাস ও ক্রীড়া ধারণা করিয়াছে—তোমাদের

৫৭- يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَكُمْ هُزُوًا وَلَعِبًا

সহযোগিগণ কিছুমাত্র ভীত কিংবা বিচলিত না হইয়া অবিলম্বে ধর্ম্মদ্রোহীদিগের বিরুদ্ধে ধর্ম্মযুদ্ধ ঘোষণা করেন। ইহার ফলে আরবে ঘোর সমর-ঝঞ্ঝা প্রবাহিত হয় এবং হজরত আবু-ওবায়দা ও খালেদ প্রভৃতি বিশ্ব-বিজয়ী সেনানীগণ বিক্রান্ত ইস্লাম-সৈন্যসহ বিক্রমে আক্রমণ পূর্ব্বক ধর্ম্মদ্রোহীদিগকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করিয়া ইস্লামের বিজয়-বৈজয়ন্তী উড্ডীন করেন। এই সময় হইতে বহু পরাক্রান্ত সম্প্রদায় পবিত্র ইস্লাম গ্রহণ পূর্ব্বক সত্য-প্রচারের জন্য আত্মোৎসর্গ করিয়া পবিত্র কোরানের অভ্রান্ত ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ করিয়াছিলেন।—তঃ হক্কানী ও মঃ আঃ।

৫৫—৫৬। এই দুইটি আয়তে প্রকৃত বিশ্বাসীর লক্ষণ ও কর্ত্তব্য এবং তাহাদের অবশ্যম্ভাবী মহাবিজয়ের ভবিষ্যদ্বাণী পরিব্যক্ত হইয়াছে। আল্লাহতা'লা বলিতেছেন যে, যাহারা কোনরূপ সাহায্যের আশা কিংবা লোভের বশে বিধর্ম্মীদিগকে সাহায্যকারী অথবা বন্ধুরূপে গ্রহণ না করিয়া আমাকে এবং আমার প্রিয় রসুল ও সত্য-বিশ্বাসী মুসলমানদিগকে অভিভাবক ও বন্ধুরূপে গ্রহণ করিবে এবং আমার নির্দ্দেশ অনুযায়ী ভক্তি-বিনত চিত্তে নিয়মিত নামাজ প্রতিষ্ঠিত করিয়া নির্দ্ধারিত জাকাত প্রদান করিবে, তাহারাই আমার সম্প্রদায় রূপে পরিগণিত হইয়া জগতে মহাবিজয় লাভ করিবে। বলা বাহুল্য, হজরত রসুলোল্লার পরবর্ত্তী মহাগৌরবান্বিত খলিফা-চতুষ্টয়ের জীবনেই এই ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হইয়াছিল। আল্লার অনুগৃহীত বীরকেশরী মোসলেমগণ অবলীলাক্রমে বিশ্ব-বিশ্রুত রোম ও পারস্য সাম্রাজ্য চূর্ণ করিয়া ইস্লাম-সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন।

৫৭—৫৮। ইহুদী খ্রীষ্টানেরা নামাজের জন্য "আজান" অর্থাৎ আহ্বান করাকে বিরক্তিকর কার্য্য বলিয়া মনে করে। গো-কোরবানী করিলে অবিশ্বাসী পৌত্তলিকদিগের অসহ্য অন্তর্দাহ

আল্লার পথে যুদ্ধ করিবে এবং কোন তিরস্কারীর তিরস্কারে ভীত হইবে না, ইহাই আল্লার করুণা—তিনি যাহাকে ইচ্ছা প্রদান করেন; এবং আল্লাহ প্রশস্ত মহাজ্ঞানী। ৫৫। একমাত্র আল্লা-ই তোমাদের অভিভাবক এবং তাঁহার রসুল ও বিশ্বাসিবৃন্দ; যাহারা নামাজ প্রতিষ্ঠিত করে ও জাকাত প্রদান করে, তাহারাই বিনত হয়। ৫৬। এবং যে আল্লাহ ও তদীয় রসুল এবং বিশ্বাসিবৃন্দকে বন্ধু-রূপে গ্রহন করে, তবে সেই আল্লার সম্প্রদায়ই পরাক্রান্ত হইবে।

يُجَاهِدُوْنَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَلَا يَخَافُوْنَ
لَوْمَةَ لَآئِمٍ ط ذٰلِكَ فَضْلُ اللّٰهِ يُؤْتِيْهِ
مَنْ يَّشَآءُ ط وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ ০
৫৫- اِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ
وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوا الَّذِيْنَ يُقِيْمُوْنَ
الصَّلٰوةَ وَيُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ وَهُمْ
رٰكِعُوْنَ ০ ৫৬- وَمَنْ يَّتَوَلَّ اللّٰهَ
وَرَسُوْلَهٗ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا فَاِنَّ
حِزْبَ اللّٰهِ هُمُ الْغٰلِبُوْنَ ০

৯ম রুকু—ধর্ম্মের প্রতি উপহাস ও বিদ্রূপ

৫৭। হে বিশ্বাসস্থাপনকারিগণ, যাহারা তোমাদের ধর্ম্মকে উপহাস ও ক্রীড়া ধারণা করিয়াছে—তোমাদের

৫৭- يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَتَّخِذُوا
الَّذِيْنَ اتَّخَذُوْا دِيْنَكُمْ هُزُوًا وَّلَعِبًا

সহযোগিগণ কিছুমাত্র ভীত কিংবা বিচলিত না হইয়া অবিলম্বে ধর্ম্মদ্রোহীদিগের বিরুদ্ধে ধর্ম্মযুদ্ধ
ঘোষণা করেন। ইহার ফলে আরবে ঘোর সমর-ঝঞ্ঝা প্রবাহিত হয় এবং হজরত আবু-ওবায়দা ও
খালেদ প্রভৃতি বিশ্ব-বিজয়ী সেনানীগণ বিক্রান্ত ইস্‌লাম-সৈন্যসহ বিক্রমে আক্রমণ পূর্ব্বক
ধর্ম্মদ্রোহীদিগকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করিয়া ইস্‌লামের বিজয়-বৈজয়ন্তী উড্ডীন করেন। এই সময় হইতে বহু
পরাক্রান্ত সম্প্রদায় পবিত্র ইস্‌লাম গ্রহণ পূর্ব্বক সত্য-প্রচারের জন্য আত্মোৎসর্গ করিয়া পবিত্র
কোরানের অভ্রান্ত ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ করিয়াছিলেন।—তঃ হক্কানী ও মঃ আঃ।

৫৫—৫৬। এই দুইটি আয়তে প্রকৃত বিশ্বাসীর লক্ষণ ও কর্ত্তব্য এবং তাহাদের অবশ্যম্ভাবী
মহাবিজয়ের ভবিষ্যদ্বাণী পরিব্যক্ত হইয়াছে। আল্লাহতা'লা বলিতেছেন যে, যাহারা কোনরূপ
সাহায্যের আশা কিংবা লোভের বশে বিধর্ম্মীদিগকে সাহায্যকারী অথবা বন্ধুরূপে গ্রহণ না করিয়া
আমাকে এবং আমার প্রিয় রসুল ও সত্য-বিশ্বাসী মুসলমানদিগকে অভিভাবক ও বন্ধুরূপে গ্রহণ
করিবে এবং আমার নির্দ্দেশ অনুযায়ী ভক্তি-বিনত চিত্তে নিয়মিত নামাজ প্রতিষ্ঠিত করিয়া নির্দ্ধারিত
জাকাত প্রদান করিবে, তাহারাই আমার সম্প্রদায় রূপে পরিগণিত হইয়া জগতে মহাবিজয় লাভ
করিবে। বলা বাহুল্য, হজরত রসুলোল্লার পরবর্ত্তী মহাগৌরবান্বিত খলিফা-চতুষ্টয়ের জীবনেই এই
ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হইয়াছিল। আল্লার অনুগৃহীত বীরকেশরী মোসলেমগণ অবলীলাক্রমে বিশ্ব-বিশ্রুত রোম
ও পারস্য সাম্রাজ্য চূর্ণ করিয়া ইস্‌লাম-সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন।

৫৭—৫৮। ইহুদী খ্রীষ্টানেরা নামাজের জন্য "আজান" অর্থাৎ আহ্বান করাকে বিরক্তিকর
কার্য্য বলিয়া মনে করে। গো-কোরবানী করিলে অবিশ্বাসী পৌত্তলিকদিগের অসহ্য অন্তর্দাহ

يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ
لَوْمَةَ لَائِمٍ ط ذَٰلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ
مَنْ يَشَاءُ ط وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ٥
٥٥- إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ
وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ
الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ
رَاكِعُونَ ٥ ٥٦- وَمَنْ يَتَوَلَّ اللَّهَ
وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ
حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ ٥

আল্লার পথে যুদ্ধ করিবে এবং কোন তিরস্কারীর তিরস্কারে ভীত হইবে না, ইহাই আল্লার করুণা—তিনি যাহাকে ইচ্ছা প্রদান করেন; এবং আল্লাহ প্রশস্ত মহাজ্ঞানী। ৫৫। একমাত্র আল্লা-ই তোমাদের অভিভাবক এবং তাঁহার রসুল ও বিশ্বাসিবৃন্দ; যাহারা নামাজ প্রতিষ্ঠিত করে ও জাকাত প্রদান করে, তাহারাই বিনত হয়। ৫৬। এবং যে আল্লাহ ও তদীয় রসুল এবং বিশ্বাসিবৃন্দকে বন্ধু-রূপে গ্রহণ করে, তবে সেই আল্লার সম্প্রদায়ই পরাক্রান্ত হইবে।

৯ম রুকু—ধর্ম্মের প্রতি উপহাস ও বিদ্রূপ

٥٧- يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا
الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَكُمْ هُزُوًا وَلَعِبًا

৫৭। হে বিশ্বাসস্থাপনকারিগণ, যাহারা তোমাদের ধর্ম্মকে উপহাস ও ক্রীড়া ধারণা করিয়াছে—তোমাদের

সহযোগিগণ কিছুমাত্র ভীত কিংবা বিচলিত না হইয়া অবিলম্বে ধর্ম্মদ্রোহীদিগের বিরুদ্ধে ধর্ম্মযুদ্ধ ঘোষণা করেন। ইহার ফলে আরবে ঘোর সমর-ঝঞ্ঝা প্রবাহিত হয় এবং হজরত আবু-ওবায়দা ও খালেদ প্রভৃতি বিশ্ব-বিজয়ী সেনানীগণ বিক্রান্ত ইস্‌লাম-সৈন্যসহ বিক্রমে আক্রমণ পূর্ব্বক ধর্ম্মদ্রোহীদিগকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করিয়া ইস্‌লামের বিজয়-বৈজয়ন্তী উড্ডীন করেন। এই সময় হইতে বহু পরাক্রান্ত সম্প্রদায় পবিত্র ইস্‌লাম গ্রহণ পূর্ব্বক সত্য-প্রচারের জন্য আত্মোৎসর্গ করিয়া পবিত্র কোরানের অভ্রান্ত ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ করিয়াছিলেন।—তঃ হক্কানী ও মঃ আঃ।

৫৫—৫৬। এই দুইটি আয়তে প্রকৃত বিশ্বাসীর লক্ষণ ও কর্ত্তব্য এবং তাহাদের অবশ্যম্ভাবী মহাবিজয়ের ভবিষ্যদ্বাণী পরিব্যক্ত হইয়াছে। আল্লাহতা'লা বলিতেছেন যে, যাহারা কোনরূপ সাহায্যের আশা কিংবা লোভের বশে বিধর্ম্মীদিগকে সাহায্যকারী অথবা বন্ধুরূপে গ্রহণ না করিয়া আমাকে এবং আমার প্রিয় রসুল ও সত্য-বিশ্বাসী মুসলমানদিগকে অভিভাবক ও বন্ধুরূপে গ্রহণ করিবে এবং আমার নির্দ্দেশ অনুযায়ী ভক্তি-বিনত চিত্তে নিয়মিত নামাজ প্রতিষ্ঠিত করিয়া নির্দ্ধারিত জাকাত প্রদান করিবে, তাহারাই আমার সম্প্রদায় রূপে পরিগণিত হইয়া জগতে মহাবিজয় লাভ করিবে। বলা বাহুল্য, হজরত রসুলোল্লার পরবর্ত্তী মহাগৌরবান্বিত খলিফা-চতুষ্টয়ের জীবনেই এই ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হইয়াছিল। আল্লার অনুগৃহীত বীরকেশরী মোসলেমগণ অবলীলাক্রমে বিশ্ব-বিশ্রুত রোম ও পারস্য সাম্রাজ্য চূর্ণ করিয়া ইস্‌লাম-সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন।

৫৭—৫৮। ইহুদী খ্রীষ্টানেরা নামাজের জন্য “আজান” অর্থাৎ আহ্বান করাকে বিরক্তিকর কার্য্য বলিয়া মনে করে। গো-কোরবানী করিলে অবিশ্বাসী পৌত্তলিকদিগের অসহ্য অন্তর্দাহ

مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتٰبَ مِنْ قَبْلِكُمْ
وَالْكُفَّارَ أَوْلِيَاءَ ۚ وَاتَّقُوا اللّٰهَ إِنْ
كُنْتُمْ مُّؤْمِنِينَ ○ ৫৮- وَإِذَا نَادَيْتُمْ
إِلَى الصَّلٰوةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَّلَعِبًا ط
ذٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَعْقِلُونَ ○ ৫৯- قُلْ
يٰأَهْلَ الْكِتٰبِ هَلْ تَنْقِمُونَ مِنَّا إِلَّا
أَنْ آمَنَّا بِاللّٰهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَا
أُنْزِلَ مِنْ قَبْلُ ۙ وَأَنَّ أَكْثَرَكُمْ
فٰسِقُونَ ○ ৬০- قُلْ هَلْ أُنَبِّئُكُمْ
بِشَرٍّ مِّنْ ذٰلِكَ مَثُوبَةً عِنْدَ اللّٰهِ ط

সেই পূর্ব্ববর্ত্তী গ্রন্থ-প্রাপ্তগণ ও অবিশ্বাসীদিগকে বন্ধু-রূপে গ্রহণ করিও না; এবং যদি তোমরা বিশ্বাসী হও তবে আল্লাকেই ভয় কর। ৫৮। এবং যখন তোমরা নামাজের জন্য আহ্বান কর—তাহারা ইহাকে উপহাস ও ক্রীড়া ধারণা করে, যেহেতু তাহারা নির্ব্বোধ সম্প্রদায়। ৫৯। তুমি বল—হে গ্রন্থানুগামিগণ, তোমরা কি এতদ্ব্যতীত আমাদের কোন দোষ লক্ষ্য কর যে, আমরা আল্লাহ এবং আমাদের প্রতি যাহা অবতীর্ণ হইয়াছে ও আমাদের পূর্ব্বে যাহা অবতীর্ণ হইয়াছে তৎপ্রতি বিশ্বাস-স্থাপন করি; এবং তোমাদের মধ্যে অধিকাংশই দুষ্কার্য্যকারী। ৬০। তুমি বল—আমি কি তোমাদিগকে আল্লার নিকট হইতে ইহা অপেক্ষা নিকৃষ্টতর বিষয়ের সংবাদ দিব? আল্লাহ

উপস্থিত হয়। ফলতঃ বিধর্ম্মীরা পবিত্র ইসলামের আজান, নামাজ, রোজা, হজ ও কোরবানী প্রভৃতি ধর্ম্ম-কার্য্যকে বিরক্তিকর ও অন্যায় কার্য্য মনে করিয়া নানারূপ অবজ্ঞা ও উপহাস করিয়া থাকে। তাই আল্লাহতা'লা বলিয়া দিলেন যে, যে সকল নির্ব্বোধ বিধর্ম্মী তোমাদের কোন ধর্ম্ম-কর্ম্মকে বিরক্তিকর কিংবা অন্যায় কার্য্য মনে করিয়া অবজ্ঞা ও উপহাস করে অথবা ঐ সকল কার্য্যকে ক্রীড়ার ন্যায় তুচ্ছ মনে করিয়া থাকে, তোমরা কদাচ তাহাদিগকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করিও না। কারণ ঐ সকল পুণ্যকার্য্যে বিরক্তির কিছুই নাই। নিতান্ত নির্ব্বোধ না হইলে কেহই উহাতে অবজ্ঞা অথবা উপহাস করিতে পারে না।

৫৯। আল্লাহতা'লা হজরত রসুলোল্লাহ ও মুসলমানদিগকে লক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন:—যে সকল ইহুদী ও খ্রীষ্টান তোমাদিগকে অবজ্ঞা ও উপহাস করে, তাহাদিগকে বল যে, তোমরা কি জন্য আমাদের সহিত এইরূপ অসদ্ব্যবহার কর? আমরা আল্লাহতা'লাকে বিশ্বাস করি এবং আমাদের প্রতি যে সত্য অবতীর্ণ হইয়াছে এবং আমাদের পূর্ব্বে তোমাদের প্রতি যে সত্য অবতীর্ণ হইয়াছিল, তাহা বিশ্বাস ও মান্য করিয়া থাকি—ইহাই কি আমাদের অপরাধ? ফলতঃ তোমরা যদি ধর্ম্মদ্রোহী ও দুষ্কার্য্যকারী না হইতে, তাহা হইলে কখনই আমাদের ন্যায় সত্য-ধর্ম্মানুরাগী সম্প্রদায়কে অবজ্ঞা ও উপহাস করিতে পারিতে না। মুসলমানদিগের সৎ-প্রেরণা ও সত্যানুরাগ এবং ইহুদী ও খ্রীষ্টান-দিগের অজ্ঞতা ও ভ্রান্তিই এই আয়তে অতি সুন্দররূপে পরিব্যক্ত হইয়াছে।

৬০। আল্লাহতা'লা হজরত রসুলোল্লাকে বলিতেছেন:—তুমি আমার পক্ষ হইতে ইহুদী-দিগকে তাহাদের পূর্ব্বপুরুষগণের অবাধ্যতা ও দুর্গতির সংবাদ দিয়া বল যে, আমাদের ন্যায় আল্লার অনুগত জাতি কখনই অবজ্ঞা ও উপহাসের পাত্র হইতে পারে না; বরং তোমাদের মধ্যে যাহারা আল্লার আদেশ লঙ্ঘন পূর্ব্বক তৎকর্ত্তৃক অভিশপ্ত হইয়া বানর ও শূকর রূপে পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল

যাহাকে অভিসম্পাত করিয়াছেন এবং যাহার উপর কোপান্বিত হইয়াছেন এবং যাহাদের মধ্য হইতে বানর ও শূকর করিয়া দিয়াছেন এবং যাহারা শয়তানের পূজা করিয়াছে, তাহাদেরই জন্য নিকৃষ্ট বাসস্থান এবং তাহারা সরল পথ হইতে বিভ্রান্ত।
৬১। এবং যখন তাহারা তোমার নিকট আগমন করে তখন বলে, আমরা বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছি—এবং নিশ্চয় তাহারা অবিশ্বাস-সহ প্রবিষ্ট হইয়াছে ও তাহারা তৎসহ নিষ্ক্রান্ত হইবে; এবং তাহারা যাহা গোপন করিতেছে আল্লাহ তাহা পরিজ্ঞাত আছেন।
৬২। এবং তুমি দেখিবে যে, তাহাদের অধিকাংশই পাপে ও সীমা-লঙ্ঘনে এবং অবৈধ ভক্ষণে তৎপর; বস্তুতঃ তাহারা যাহা করিতেছে

مَنْ لَّعَنَهُ اللّٰهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ
مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيْرَ وَعَبَدَ
الطَّاغُوْتَ ؕ اُولٰٓئِكَ شَرٌّ مَّكَانًا وَّاَضَلُّ
عَنْ سَوَآءِ السَّبِيْلِ ۝ ٦١- وَاِذَا
جَآءُوْكُمْ قَالُوْٓا اٰمَنَّا وَقَدْ دَّخَلُوْا
بِالْكُفْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُوْا بِهٖ ؕ وَاللّٰهُ
اَعْلَمُ بِمَا كَانُوْا يَكْتُمُوْنَ ۝
٦٢- وَتَرٰى كَثِيْرًا مِّنْهُمْ يُسَارِعُوْنَ
فِى الْاِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاَكْلِهِمُ السُّحْتَ ؕ
لَبِئْسَ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ۝

এবং যাহারা শয়তানের প্ররোচনায় আল্লার পরিবর্ত্তে পশু ও প্রতিমা পূজা করিয়াছিল, বস্তুতঃ তাহারাই অবজ্ঞা ও উপহাসের পাত্র।

অভিশপ্ত ইহুদীগণের শূকর ও বানরাকৃতি প্রাপ্তি সম্বন্ধে তফ্‌সীরকারগণের মধ্যে মতভেদ হইয়াছে। অনেকে বলেন যে, হজরত দাউদের সময়ে একদল ইহুদী নিষিদ্ধ 'সাবাত' দিবসে শিকার করায় আল্লাহ কর্ত্তৃক অভিশপ্ত হইয়া বানর ও শূকরাকৃতি প্রাপ্ত হইয়াছিল। সেই অবস্থায় তিন দিন পরে তাহারা মৃত্যুমুখে পতিত হয়। কেহ কেহ বলেন যে, ঐ অবাধ্যতার জন্য আল্লার কোপে ইহুদীদের মুখমণ্ডল এরূপভাবে বিবর্ণ ও পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছিল যে, তাহা দেখিলে শূকর অথবা বানরের মুখ বলিয়া ভ্রম হইত। আবার কেহ কেহ বলেন যে, উহা রূপক বর্ণনা মাত্র। আল্লার আদেশ লঙ্ঘনকারী অবাধ্য, ধর্ম্মদ্রোহী, পথভ্রান্ত ও পৌত্তলিক ইহুদীদিগকে এস্থলে বানর ও শূকর বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে।—তঃ কবির, হক্কানী ও মঃ আঃ তুলিতব্য।

৬১—৬২। অনেক অবিশ্বাসী ইহুদী এবং কপট-বিশ্বাসী পৌত্তলিক নানা পার্থিব প্রয়োজন সাধনের জন্য হজরত রসুলোল্লার নিকট উপস্থিত হইয়া বলিত যে, আমরা আপনার প্রতি বিশ্বাসী হইয়াছি; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে উহারা বিশ্বাস করিত না। অন্তরে যেরূপ অবিশ্বাস লইয়া আসিত, ঠিক সেইরূপ অবিশ্বাস লইয়াই উহারা ফিরিয়া যাইত। আল্লাহতা'লা এই দুইটী আয়ত অবতারণ করিয়া হজরত রসুলোল্লাকে ঐ সকল লোকের সংবাদ প্রদান করিতেছেন। আয়তদ্বয়ের মর্ম্ম এই যে, অবিশ্বাসী ও কপটেরা মুখে বিশ্বাস করি বলিলেও কার্য্যতঃ তাহার অন্যথাচরণ পূর্ব্বক পাপকার্য্য, অনাচার ও অবৈধ ভক্ষণ করিয়া থাকে। প্রকৃত বিশ্বাসিগণ কখনই ঐ সকল অধর্ম্ম, অনাচার ও পাপে লিপ্ত হইতে পারে না।

সোহ্‌ত—অবৈধ-বিষয়। ইহার মর্ম্মার্থ অন্যায়ভাবে পরের ধন-সম্পত্তি গ্রহণ, অন্যায় অত্যাচারমূলক লভ্য অথবা সুদ ও ঘুষ প্রভৃতি।—এমাম রাগেব।

٦٣- لَوْلَا يَنْهٰهُمُ الرَّبّٰنِيُّوْنَ وَالْأَحْبَارُ
عَنْ قَوْلِهِمُ الْإِثْمَ وَأَكْلِهِمُ
السُّحْتَ ط لَبِئْسَ مَا كَانُوْا
يَصْنَعُوْنَ ○ ٦٤- وَقَالَتِ الْيَهُوْدُ
يَدُ اللّٰهِ مَغْلُوْلَةٌ ط غُلَّتْ أَيْدِيْهِمْ
وَلُعِنُوْا بِمَا قَالُوْا م بَلْ يَدٰهُ
مَبْسُوْطَتٰنِ لا يُنْفِقُ كَيْفَ يَشَاءُ ط
وَلَيَزِيْدَنَّ كَثِيْرًا مِّنْهُمْ مَّا أُنْزِلَ
إِلَيْكَ مِنْ رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَّكُفْرًا ط
وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ
إِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ ط كُلَّمَا أَوْقَدُوْا

তাহা নিকৃষ্টতর। ৬৩। তাহাদের ধর্ম্ম-নেতা ও বিদ্বানগণ কেন তাহাদিগকে তাহাদের পাপালোচনা ও তাহাদের অবৈধ ভক্ষণ সম্বন্ধে নিষেধ করে নাই? বস্তুতঃ তাহারা যে কার্য্য করিতেছে, তাহা নিকৃষ্টতর। ৬৪। এবং ইহুদীরা বলে যে আল্লার হস্ত আবদ্ধ; তাহা-দেরই হস্তসমূহ শৃঙ্খলাবদ্ধ হইবে এবং তাহারা যাহা বলিয়াছে তজ্জন্য অভিশপ্ত হইবে; বরং তাঁহার উভয় হস্তই প্রসারিত, তিনি যেরূপ ইচ্ছা ব্যয় করিয়া থাকেন; এবং তোমার প্রতিপালক হইতে তোমার প্রতি যাহা অবতীর্ণ হইয়াছে, তাহাতে তাহাদের অনেকেরই বিদ্রোহ ও অবিশ্বাস পরিবর্দ্ধিত হইবে; এবং আমি তাহাদের মধ্যে উত্থান-দিবস পর্য্যন্ত শত্রুতা ও বিদ্বেষ সঞ্চারিত করিয়াছি; যখন তাহারা

৬৩। পূর্ব্ববর্ত্তী আয়তে পাপ-পরায়ণ ও অবৈধ-ভক্ষণকারী লোকদিগের প্রসঙ্গ বর্ণিত হইয়াছে। অনন্তর এই আয়তে আল্লাহতা'লা ঐ সকল সম্প্রদায়ের ধার্ম্মিক ও বিদ্বানদিগকে লক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন যে, তাহারা স্ব স্ব সম্প্রদায়কে পাপকার্য্য ও অবৈধ-ভক্ষণ করা হইতে কেন নিষেধ করিতেছে না? পবিত্র মদিনা ও উহার পার্শ্ববর্ত্তী ইহুদী, খ্রীষ্টান প্রভৃতি বিভিন্ন সম্প্রদায়ের আচরণ এবং তাহাদের ধার্ম্মিক ও বিদ্বানগণের অবহেলা সম্বন্ধে এই আয়ত অবতীর্ণ হইলেও ইহার আদেশটী সাধারণ। প্রত্যেক সম্প্রদায়ের ধার্ম্মিক ও বিদ্বান ব্যক্তিগণের পক্ষে স্ব স্ব সম্প্রদায়কে অধর্ম্ম, অনাচার ও অবৈধ-ভক্ষণ হইতে নিরস্ত রাখিবার জন্য সদুপদেশ প্রদান ও আন্তরিক চেষ্টা করা একান্ত আবশ্যক।

৬৪। মুসলমান জাতির প্রতি আল্লাহতা'লার প্রতিশ্রুত "সাহায্য ও বিজয়" উপস্থিত হইতে যখন বিলম্ব হইতে লাগিল, তখন উহা অলীক ও অসম্ভব মনে করিয়া ইহুদীরা বিদ্রূপের সহিত বলিতে লাগিল যে, তোমাদের আল্লার হস্ত এখন আবদ্ধ হইয়া গিয়াছে; সুতরাং তিনি আর তোমাদিগকে সাহায্য করিতে পারিবেন না (৩—১৮১)। কেহ কেহ বলেন যে, মুসলমানেরা আল্লার নির্দ্দেশ অনুযায়ী ধর্ম্মযুদ্ধ হেতু ধন-সংগ্রহের জন্য আল্লার নামে সাহায্য-প্রার্থী হওয়াতেই অশিষ্ট ইহুদীরা উক্ত রূপ উপহাস করিয়াছিল (২—২২৫)। ইহুদীদিগের অশিষ্টতার উত্তরে আল্লাহতা'লা বলিয়া দিলেন যে, আল্লার হস্ত সর্ব্বদাই প্রসারিত রহিয়াছে। তিনি যখন ইচ্ছা তখনই স্বীয় অনুগ্রহ ও সম্পদ দান করিবেন। কিন্তু তৎপ্রতি অশিষ্ট উক্তির জন্য "তাহাদের হস্তই শৃঙ্খলাবদ্ধ হইবে" অর্থাৎ অবিশ্বাসী ইহুদীরা মুসলমানদিগের প্রতিকূলে তাহাদের শত্রুদিগকে কোনই সাহায্য করিতে পারিবে না। অধিকন্তু তাহারা স্বীয় পাপে অভিশপ্ত হইয়া

تَكُوْنَ ... ٦٣- لَوْلَا يَنْهٰهُمُ الرَّبّٰنِيُّوْنَ وَالْاَحْبَارُ
عَنْ قَوْلِهِمُ الْاِثْمَ وَاَكْلِهِمُ
السُّحْتَ ط لَبِئْسَ مَا كَانُوْا
يَصْنَعُوْنَ ٥ ٦٤- وَقَالَتِ الْيَهُوْدُ
يَدُ اللّٰهِ مَغْلُوْلَةٌ ط غُلَّتْ اَيْدِيْهِمْ
وَلُعِنُوْا بِمَا قَالُوْا م بَلْ يَدٰهُ
مَبْسُوْطَتٰنِ لا يُنْفِقُ كَيْفَ يَشَآءُ ط
وَلَيَزِيْدَنَّ كَثِيْرًا مِّنْهُمْ مَّآ اُنْزِلَ
اِلَيْكَ مِنْ رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَّكُفْرًا ط
وَاَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَآءَ
اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ ط كُلَّمَآ اَوْقَدُوْا

তাহা নিকৃষ্টতর। ৬৩। তাহাদের ধর্ম্ম-
নেতা ও বিদ্বানগণ কেন তাহাদিগকে
তাহাদের পাপালোচনা ও তাহাদের
অবৈধ ভক্ষণ সম্বন্ধে নিষেধ করে নাই?
বস্তুতঃ তাহারা যে কার্য্য করিতেছে,
তাহা নিকৃষ্টতর। ৬৪। এবং ইহুদীরা
বলে যে আল্লার হস্ত আবদ্ধ; তাহা-
দেরই হস্তসমূহ শৃঙ্খলাবদ্ধ হইবে এবং
তাহারা যাহা বলিয়াছে তজ্জন্য অভিশপ্ত
হইবে; বরং তাঁহার উভয় হস্তই প্রসারিত,
তিনি যেরূপ ইচ্ছা ব্যয় করিয়া থাকেন;
এবং তোমার প্রতিপালক হইতে তোমার
প্রতি যাহা অবতীর্ণ হইয়াছে, তাহাতে
তাহাদের অনেকেরই বিদ্রোহ ও অবিশ্বাস
পরিবর্দ্ধিত হইবে; এবং আমি তাহাদের
মধ্যে উত্থান-দিবস পর্য্যন্ত শত্রুতা ও
বিদ্বেষ সঞ্চারিত করিয়াছি; যখন তাহারা

৬৩। পূর্ব্ববর্ত্তী আয়তে পাপ-পরায়ণ ও অবৈধ-ভক্ষণকারী লোকদিগের প্রসঙ্গ বর্ণিত হইয়াছে। অনন্তর এই আয়তে আল্লাহতা'লা ঐ সকল সম্প্রদায়ের ধার্ম্মিক ও বিদ্বানদিগকে লক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন যে, তাহারা স্ব স্ব সম্প্রদায়কে পাপকার্য্য ও অবৈধ-ভক্ষণ করা হইতে কেন নিষেধ করিতেছে না? পবিত্র মদিনা ও উহার পার্শ্ববর্ত্তী ইহুদী, খ্রীষ্টান প্রভৃতি বিভিন্ন সম্প্রদায়ের আচরণ এবং তাহাদের ধার্ম্মিক ও বিদ্বানগণের অবহেলা সম্বন্ধে এই আয়ত অবতীর্ণ হইলেও ইহার আদেশটী সাধারণ। প্রত্যেক সম্প্রদায়ের ধার্ম্মিক ও বিদ্বান ব্যক্তিগণের পক্ষে স্ব স্ব সম্প্রদায়কে অধর্ম্ম, অনাচার ও অবৈধ-ভক্ষণ হইতে নিরস্ত রাখিবার জন্য সদুপদেশ প্রদান ও আন্তরিক চেষ্টা করা একান্ত আবশ্যক।

৬৪। মুসলমান জাতির প্রতি আল্লাহতা'লার প্রতিশ্রুত "সাহায্য ও বিজয়" উপস্থিত হইতে যখন বিলম্ব হইতে লাগিল, তখন উহা অলীক ও অসম্ভব মনে করিয়া ইহুদীরা বিদ্রূপের সহিত বলিতে লাগিল যে, তোমাদের আল্লার হস্ত এখন আবদ্ধ হইয়া গিয়াছে; সুতরাং তিনি আর তোমাদিগকে সাহায্য করিতে পারিবেন না (৩—১৮১)। কেহ কেহ বলেন যে, মুসলমানেরা আল্লার নির্দ্দেশ অনুযায়ী ধর্ম্মযুদ্ধ হেতু ধন-সংগ্রহের জন্য আল্লার নামে সাহায্য-প্রার্থী হওয়াতেই অশিষ্ট ইহুদীরা উক্ত রূপ উপহাস করিয়াছিল (২—২২৫)। ইহুদীদিগের অশিষ্টতার উত্তরে আল্লাহতা'লা বলিয়া দিলেন যে, আল্লার হস্ত সর্ব্বদাই প্রসারিত রহিয়াছে। তিনি যখন ইচ্ছা তখনই স্বীয় অনুগ্রহ ও সম্পদ দান করিবেন। কিন্তু তৎপ্রতি অশিষ্ট উক্তির জন্য "তাহাদের হস্তই শৃঙ্খলাবদ্ধ হইবে" অর্থাৎ অবিশ্বাসী ইহুদীরা মুসলমানদিগের প্রতিকূলে তাহাদের শত্রু-দিগকে কোনই সাহায্য করিতে পারিবে না। অধিকন্তু তাহারা স্বীয় পাপে অভিশপ্ত হইয়া

সমরাগ্নি প্রজ্জ্বলিত করে আল্লাহ তাহা নির্ব্বাপিত করেন এবং তাহারাই পৃথিবীতে অশান্তি-উৎপাদন করিয়া বেড়ায়; এবং আল্লাহ অশান্তিপরায়ণ-দিগকে ভালবাসেন না। ৬৫। এবং গ্রন্থানুগামীরা যদি বিশ্বাস-স্থাপন করিত ও সংযমী হইত, তবে অবশ্যই আমি তাহাদিগ হইতে তাহাদের অমঙ্গল সমূহ আবৃত করিতাম এবং তাহাদিগকে সুখ-সম্পদপূর্ণ স্বর্গোদ্যানে প্রবিষ্ট করিতাম। ৬৬। এবং যদি তাহারা তওরাত ও ইঞ্জিল এবং তাহাদের প্রতি তাহাদের প্রতিপালক হইতে যাহা অবতীর্ণ হইয়াছিল তাহা রক্ষা করিত, তবে নিশ্চয় তাহারা তাহাদের উপর হইতে ও তাহাদের পদতল হইতে ভক্ষণ করিত; তাহাদের মধ্যে ধীরপন্থী সম্প্রদায় আছে; এবং তাহাদের অধিকাংশ যাহা করিতেছে তাহা নিকৃষ্টতর।

نَارًا لِّلْحَرْبِ أَطْفَأَهَا اللَّهُ ۙ وَيَسْعَوْنَ
فِي الْأَرْضِ فَسَادًا ۚ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ
الْمُفْسِدِينَ ۝ ٦٥- وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ
الْكِتَابِ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ
سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأَدْخَلْنَاهُمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ ۝
٦٦- وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ
وَالْإِنجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِم مِّن
رَّبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ وَمِن
تَحْتِ أَرْجُلِهِم ۚ مِّنْهُمْ أُمَّةٌ مُّقْتَصِدَةٌ ۖ
وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ سَاءَ مَا يَعْمَلُونَ ۝

হতভাগ্য জাতির ন্যায় স্বদেশ হইতে বিতাড়িত ও বহিষ্কৃত হইবে। বলা বাহুল্য, এই ভবিষ্যদ্বাণী অচিরেই পূর্ণ হইয়াছিল। পুনঃ পুনঃ বিশ্বাসঘাতকতা, প্রবঞ্চনা ষড়যন্ত্রে উত্যক্ত হইয়া অবশেষে মুসলমানেরা উহাদিগকে মদিনা হইতে বিতারিত এবং নির্ব্বাসন-দণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছিলেন।

"এবং আমি তাহাদের মধ্যে উত্থান-দিবস পর্য্যন্ত শত্রুতা ও বিদ্বেষ সঞ্চারিত করিয়াছি"—এই বাক্যাংশের তফ্‌সীর ইতিপূর্ব্বেই বর্ণিত হইয়াছে।—এই সূরার ১৪ আয়ত দ্রষ্টব্য।

৬৬। আল্লাহতা'লা বলিতেছেন যে, ইহুদী ও খ্রীষ্টানেরা যদি তওরাত ও ইঞ্জিল এবং তাহাদের
প্রতি অন্যান্য যে সকল প্রত্যাদেশ অবতীর্ণ হইয়াছিল, তাহা সযত্নে রক্ষা করিত কিংবা সর্ব্বতোভাবে
ঐ সকল গ্রন্থের অনুসরণকারী হইত, তবে তাহারা স্বর্গ ও মর্ত্তের সমস্ত কল্যাণ ও সম্পদ ভোগ
করিতে থাকিত। "তাহাদের উপর হইতে"—অর্থ স্বর্গীয় কল্যাণ ও শান্তি এবং "পদতল হইতে"
অর্থ পার্থিব সুখ সম্পদ। কেহ কেহ বলেন যে, উপরোক্ত বাক্যাংশ দ্বয়ের অর্থ—যথাক্রমে
আধ্যাত্মিক জ্ঞান ও নৈতিক উন্নতি। আবার কেহ কেহ উহার অর্থ আকাশের বারিধারা এবং
পৃথিবীর ফল-শস্য বলিয়াও নির্দ্দেশ করিয়াছেন!—তঃ হক্কানী।

এই পবিত্র আয়তে আল্লাহতা'লা স্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করিতেছেন যে, ইহুদী ও খ্রীষ্টানেরা
তওরাত, ইঞ্জিল ও অন্যান্য প্রত্যাদেশ রক্ষা করে নাই বলিয়া তাহারা ঐ সকল গ্রন্থের শিক্ষা হইতে
সম্পূর্ণরূপে বিচ্যুত হইয়া গিয়াছে এবং সেইজন্য তাহাদিগকে স্বর্গীয় প্রত্যাদেশ ও পার্থিব
নবুয়তের গৌরব হইতে বঞ্চিত করিয়া বিশ্বনবী হজরত রসুলোল্লাকে আরব জাতির মধ্যে প্রেরণ
করা হইয়াছে।

যে সকল ইহুদী ও খ্রীষ্টান মুসলমানদিগের সহিত বদ্ধমূল হিংসা অথবা মারাত্মক শত্রুতা পোষণ
করে না, তাহাদিগকে ধীরপন্থী বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। কিন্তু এই ধীরপন্থীদের সংখ্যা যে অতি
নগণ্য—তাহাদের অধিকাংশই যে ইস্‌লামের পরম শত্রু, প্রকারান্তরে তাহাও বলিয়া দেওয়া হইয়াছে।

১০ম রুকু ইহুদী ও খ্রীষ্টানদিগের ধর্ম্মদ্রোহিতা ও পথভ্রান্তি

٦٧- يٰٓاَيُّهَا الرَّسُوْلُ بَلِّغْ مَآ اُنْزِلَ
اِلَيْكَ مِنْ رَّبِّكَ ۗ وَاِنْ لَّمْ تَفْعَلْ
فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهٗ ۗ وَاللّٰهُ يَعْصِمُكَ
مِنَ النَّاسِ ۗ اِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِى
الْقَوْمَ الْكٰفِرِيْنَ ۝ ٦٨- قُلْ يٰٓاَهْلَ
الْكِتٰبِ لَسْتُمْ عَلٰى شَىْءٍ حَتّٰى

৬৭। হে রসুল, তোমার প্রতিপালক হইতে তোমার প্রতি যাহা অবতীর্ণ হইয়াছে তাহা প্রচার কর; এবং যদি তাহা না কর, তবে তাঁহার কোনই প্রেরিত-বার্ত্তা প্রচার করিলে না; এবং আল্লাহ তোমাকে মনুষ্যকুল হইতে রক্ষা করিবেন; নিশ্চয় আল্লাহ অবিশ্বাসী সম্প্রদায়কে পথ-প্রদর্শন করেন না।
৬৮। তুমি বল—হে গ্রন্থানুগামিগণ, যে-পর্য্যন্ত তোমরা তওরাত ও ইঞ্জিল এবং তোমাদের প্রতিপালক

৬৭। হজরত রসুলোল্লার মক্কা অবস্থান কালে প্রধানতঃ পৌত্তলিকতার বিরোধী আয়ত সমূহই অবতীর্ণ হইয়াছিল। তাহার ফলে কোরেশেরা তাঁহার উপর ভয়ানক অত্যাচার করে—এমন কি তাঁহার প্রাণ-বিনাশে উদ্যত হয়। তিনি কোরেশদিগের নৃশংস অত্যাচারে মক্কায় অবস্থান করিতে অসমর্থ হওয়ায় প্রিয় জন্মভূমি পরিত্যাগ করিয়া মদিনা গমন করেন। মদিনা আগমনের পরে ইহুদী ও খ্রীষ্টান ধর্ম্মের তীব্র প্রতিবাদ-মূলক জলন্ত আয়ত সমূহ অবতীর্ণ হইতে থাকে। অথচ মদিনায় তখন ইহুদী ও খ্রীষ্টানেরা ক্ষমতাশালী এবং পরাক্রান্ত সম্প্রদায় বলিয়া পরিগণিত। পক্ষান্তরে হজরত রসুলোল্লার মদিনা গমনে কোরেশদিগের ক্রোধ-বহ্নি দ্বিগুণ তেজে প্রজ্জলিত হইয়া উঠে। তদ্ব্যতীত তাহারা আরবের অন্যান্য সম্প্রদায়-সমূহকেও হজরত রসুলোল্লার বিনাশ-সাধনের জন্য উত্তেজিত করিয়া তুলিয়াছিল। এক দিকে এই প্রবল পরাক্রান্ত শত্রুদল—অন্যদিকে হজরত রসুলোল্লার সহায় কেবল মক্কার ধর্ম্মপ্রাণ স্বদেশত্যাগী 'মোহাজের' এবং মদিনার সত্যানুরাগী নিরীহ 'আনসার' সম্প্রদায়। এরূপ বিপজ্জনক অবস্থায় প্রবল পরাক্রান্ত শত্রুদলের বিরুদ্ধে সত্য-প্রচার করিতে হইলে মানব-প্রকৃতির পক্ষে একটু শঙ্কিত অথবা বিচলিত হওয়া আদৌ অস্বাভাবিক নহে। তাই আল্লাহ স্বীয় প্রিয়তম রসুলকে সাহস প্রদান পূর্ব্বক বলিলেন যে, তোমার প্রতি যাহা অবতীর্ণ হইয়াছে, যদি তুমি তাহা লোকদিগের মধ্যে প্রচার করিতে না পার, তবে ত তুমি আমার কোনই কার্য্য সম্পন্ন করিতে পারিলে না। অতএব তুমি নিঃশঙ্কিত চিত্তে আমার প্রত্যাদেশ প্রচার কর! মানব-জাতির শত্রুতা ও ষড়যন্ত্র হইতে আমিই তোমাকে রক্ষা করিব।

বলগ ও রেসালাত—'বলগ' অর্থ পৌঁছান; কিন্তু শব্দের দ্যোতনার প্রতি লক্ষ্য করিয়া আমরা উহার অর্থ 'প্রচার' গ্রহণ করিয়াছি। 'রেসালত' অর্থ ক্ষুদ্র পুস্তিকা বা সংক্ষিপ্ত বার্ত্তা; কিন্তু এস্থলে আল্লার প্রেরিত 'পয়গাম' অথবা প্রেরিত-বার্ত্তা বুঝিতে হইবে।

এই আয়তে প্রমাণিত হয় যে, হজরত রসুলোল্লাহ্ আল্লাহতা'লার সংরক্ষিত নবী ছিলেন এবং তিনি তাঁহার রক্ষণাবেক্ষণের জন্য যে প্রতিশ্রুতি প্রদান করিয়াছিলেন, কোরেশদিগের আক্রমণ ও ইহুদী জাতির ষড়যন্ত্র হইতে একাধিক সঙ্কট মুহূর্ত্তে হজরত রসুলোল্লাকে অলৌকিকভাবে রক্ষা করিয়া আল্লাহতা'লা জগদ্বাসীকে সেই প্রতিশ্রুতির সত্যতা প্রদর্শন করিয়াছেন।

৬৮। ইহুদী ও খ্রীষ্টান জাতিকে বলা হইতেছে যে, তোমরা যদি নিজেদের কল্যাণ চাও, তবে তোমাদের প্রতি তওরাত ও ইঞ্জিল প্রভৃতি যে সকল সত্য গ্রন্থ অবতীর্ণ হইয়াছে, তোমারা ঠিকভাবে তাহারই অনুসরণ কর; নচেত তোমরা কিছুতেই মুক্তি বা পরিত্রাণ পাইবে না। প্রকৃত

হইতে যাহা অবতীর্ণ হইয়াছে, তাহাতে স্থিরপ্রতিষ্ঠ না হও—তোমরা কিছুরই উপর নও; এবং নিশ্চয় তোমার প্রতিপালক হইতে তোমার প্রতি যাহা অবতীর্ণ হইয়াছে, তাহাতে তাহাদের অনেকেরই বিদ্রোহ ও অবিশ্বাস পরিবর্দ্ধিত হইবে অতএব তুমি অবিশ্বাসী সম্প্রদায়ের জন্য বিষণ্ণ হইও না।

৬৯। নিশ্চয় যাহারা বিশ্বাস-স্থাপন করিয়াছে এবং যাহারা ইহুদী ও ছাবেইন ও খ্রীষ্টান—যে আল্লাহ এবং পরকালের প্রতি বিশ্বাস-স্থাপন ও সৎকর্ম্ম করে, বস্তুতঃ তাহাদের কোন ভয় নাই ও তাহারা দুঃখিত হইবে না।

৭০। নিশ্চয় আমি এস্রাইল বংশীয়গণের অঙ্গীকার গ্রহণ করিয়াছিলাম এবং তাহাদের প্রতি রসুলগণ প্রেরণ করিয়াছিলাম, যখন তাহাদের অন্তর যাহা ইচ্ছা করিত না—তৎসহ তাহাদের

تُقِيمُوا التَّوْرٰىةَ وَالْاِنْجِيلَ وَمَا
اُنْزِلَ اِلَيْكُمْ مِّنْ رَّبِّكُمْ ۗ وَلَيَزِيدَنَّ
كَثِيرًا مِّنْهُمْ مَّآ اُنْزِلَ اِلَيْكَ مِنْ
رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَّكُفْرًا ۚ فَلَا تَاْسَ عَلَى
الْقَوْمِ الْكٰفِرِينَ ۝ ٦٩ - اِنَّ الَّذِينَ
اٰمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصّٰبِئُونَ
وَالنَّصٰرٰى مَنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ
الْاٰخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ
وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ۝ ٧٠ - لَقَدْ اَخَذْنَا
مِيثَاقَ بَنِيٓ اِسْرَآءِيلَ وَاَرْسَلْنَآ
اِلَيْهِمْ رُسُلًا ۗ كُلَّمَا جَآءَهُمْ رَسُولٌ

তওরাত বা ইঞ্জিল জগতের কোথাও নাই। যদি থাকিত, তবে সমস্ত বিশ্ববাসীই হজরত রসুলোল্লাহ ও কোরানের সত্যতা অবগত হইয়া পবিত্র ইস্লাম গ্রহণ করিত। আধুনিক তওরাত এবং ইঞ্জিলেও হজরত রসুলোল্লার শুভাগমনের ভবিষ্যদ্বাণী এবং পবিত্র কোরানের সত্যতার সুস্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। সুতরাং এই আয়ত-যোগে ইহুদী ও খ্রীষ্টানদিগকে প্রকারান্তরে ইস্লাম গ্রহণের জন্য আহ্বান করা হইয়াছে। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়, ইস্লামের জলন্ত সত্যতা প্রত্যক্ষ অবলোকন করিয়াও অন্ধ বিশ্বাসী ইহুদী এবং কুসংস্কারাচ্ছন্ন খ্রীষ্টান জাতির ধর্ম্মদ্রোহিতা ও অবিশ্বাস ক্রমেই বাড়িয়া যাইতেছে।

৬৯। কেহ কেহ এই আয়ত অথবা এতদনুরূপ অন্যান্য আয়ত দ্বারা সর্ব্বধর্ম্মাবলম্বীর মুক্তি সপ্রমাণ করিতে ব্যর্থ চেষ্টা করিয়াছেন; কিন্তু ইহা তাহাদের মারাত্মক ভ্রম। পবিত্র কোরানের একাধিক স্থানে ঘোষিত হইয়াছে যে, ইস্লাম ব্যতীত অন্য কোন ধর্ম্মেই মুক্তি নাই। আলোচ্য আয়তেও যেরূপ ধর্ম্ম-বিশ্বাস এবং সৎকার্য্যের জন্য পারলৌকিক নিরাপদতার কথা ঘোষিত হইয়াছে, পবিত্র ইস্লাম ব্যতীত বর্ত্তমান সময়ে জগতের অন্য কোন ধর্ম্মেই সেইরূপ বিশ্বাসের অস্তিত্ব নাই।—কোরান ২—৬২ দ্রষ্টব্য।

৭০। ইহুদী জাতি পূর্ব্বযুগে সত্যানুসরণ ও আনুগত্য-স্বীকার করায় আল্লার অনুগ্রহে তাহাদের মধ্যে অনেক নবী আবির্ভুত হন। কিন্তু প্রকৃতিগত অবিশ্বাসী, ধর্ম্মদ্রোহী, দুর্ব্বিনীতি ও অকৃতজ্ঞ ইহুদী জাতি কোন কালেই আল্লার অনুগ্রহের উপযুক্ত সমাদর অথবা তদীয় দানের যথোচিত

بِمَا لَا تَهْوٰٓى اَنْفُسُهُمْ لا فَرِيْقًا
كَذَّبُوْا وَفَرِيْقًا يَّقْتُلُوْنَ ق

٧١- وَحَسِبُوْٓا اَلَّا تَكُوْنَ فِتْنَةٌ
فَعَمُوْا وَصَمُّوْا ثُمَّ تَابَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ
ثُمَّ عَمُوْا وَصَمُّوْا كَثِيْرٌ مِّنْهُمْ ط
وَاللّٰهُ بَصِيْرٌ بِمَا يَعْمَلُوْنَ ۝

٧٢- لَقَدْ كَفَرَ الَّذِيْنَ قَالُوْٓا اِنَّ اللّٰهَ
هُوَ الْمَسِيْحُ ابْنُ مَرْيَمَ ط وَقَالَ

নিকট কোন রসুল আগমন করিল, তখন তাহারা তাহাদের একদলকে অসত্যা-রোপ করিল এবং অন্যদলকে হত্যা করিতে লাগিল। ৭১। এবং তাহারা ধারণা করিয়াছিল যে কোন বিপদ হইবে না—তন্নিমিত্ত তাহারা অন্ধ ও বধির হইয়া গেল, তৎপর আল্লাহ্ তাহাদিগকে ক্ষমা করিলেন, পুনরায় তাহাদের অনেকেই অন্ধ ও বধির হইল; এবং তাহারা যাহা করিতেছে তদ্বিষয়ে আল্লাহ প্রত্যক্ষকারী। ৭২। যাহারা বলে—মরিয়ম-নন্দন মসীহ্-ই আল্লাহ, নিশ্চয় তাহারা অবিশ্বাসী হইয়াছে; এবং মসীহ বলিয়া-

সম্মান করে নাই। আল্লার প্রেরিত রসুলগণ যখন তাহাদের অন্তর্নিহিত অবিশ্বাস ও অসদিচ্ছার বিরুদ্ধে সত্য প্রচার করিয়াছেন, তখন উহারা তাঁহাদের কতিপয়কে মিথ্যাবাদী বলিয়া অবিশ্বাসের চূড়ান্ত দৃষ্টান্ত দেখাইয়াছে, এবং কোন কোন রসুলকে হত্যা করিয়া ধর্ম্মদ্রোহিতার চরম আদর্শ প্রদর্শন করিয়াছে।—কোঃ ২—৮৭ দ্রষ্টব্য।

৭১। হজরত এবরাহিমের বংশধর বলিয়া ইহুদীরা মনে করিত যে, আমাদের কোন অপরাধ বা দোষ-ত্রুটীর জন্য আল্লাহ আমাদিগকে বিপদাপন্ন কিংবা শাস্তি প্রদান করিবেন না। এই অন্ধ-বিশ্বাস ও কুসংস্কারের বশে তাহারা "অন্ধ ও বধির হইয়া গেল"—অর্থাৎ তাহারা পরবর্ত্তী নবিগণের সদ্দৃষ্টান্ত অবলোকন ও অনুসরণ এবং তাহাদের সদুপদেশ শ্রবণ ও প্রতিপালন করিল না। এইরূপ অবাধ্যতা ও মূর্খতার ফলে তাহারা একাধিকবার কঠোর শাস্তিভোগ করিয়া দুঃখ-দুর্গতির চরম সীমায় উপনীত হইয়াছিল। অনন্তর করুণাময় আল্লাহ তাহাদিগকে পুনঃ পুনঃ ক্ষমা করিয়া অবশেষে তাহাদিগকে সৎপথ প্রদর্শন ও সদুপদেশ প্রদানের জন্য হজরত ইউহান্না এবং হজরত ঈসা নবীকে প্রেরণ করিলেন। কিন্তু দুর্ব্বিনীত ও হতভাগ্য ইহুদীরা পুনরায় "অন্ধ ও বধির হইয়া"—অর্থাৎ তাহারা উপরোক্ত নবীদ্বয়ের প্রদর্শিত সমুজ্জ্বল অলৌকিক নিদর্শনাবলীর প্রতি কিছুমাত্র লক্ষ্য না করিয়া এবং তাঁহাদের প্রচারিত ধর্ম্মনীতি ও সদুপদেশ না শুনিয়া বরং তাঁহাদিগকে হত্যা করিতে উদ্যত হয়! হজরত ইউহান্নার তিরোধান এবং হজরত ঈসার স্বর্গারোহণের পরে খ্রীষ্টানেরাও ইহুদী-দিগের ন্যায় অবিশ্বাসী এবং ধর্ম্মদ্রোহী হইয়া যায়। পরবর্ত্তী আয়তে সেই প্রসঙ্গই বর্ণিত হইয়াছে।

৭২—৭৩। এই দুইটী আয়তে খ্রীষ্টান জাতির দুইটী মারাত্মক ভ্রম-বিশ্বাসের তীব্র প্রতিবাদ করা হইয়াছে। খ্রীষ্টানদিগের কেহ বলে—"প্রভু যীশু স্বয়ং খোদা" অথবা "খোদার বেটা খোদা!" আবার কেহ বলে যে, "আল্লাহ—পিতা, পুত্র ও পবিত্রাত্মা"—এই তিনের অন্যতম!! উপরোক্ত কল্পিত "অবতারবাদ" ও "ত্রিত্ববাদ" বিশ্বাসের সৃষ্টি করিয়া খ্রীষ্টান জাতি অবিকল অংশীবাদী পৌত্তলিক ও ধর্ম্মদ্রোহী ইহুদীর ন্যায় অবিশ্বাসী কাফের হইয়া গিয়াছে। কিন্তু আল্লাহ স্পষ্টভাবে বলিয়া দিতেছেন যে, আমার প্রেরিত ঈসা-মসীহ কখনই ঐরূপ মারাত্মক কুশিক্ষা প্রদান করে নাই। আল্লাহতা'লার একত্ব এবং তদীয় আরাধনা সম্বন্ধে হজরত ঈসার শিক্ষা বলিয়া আলোচ্য আয়তদ্বয়ে যাহা উক্ত হইয়াছে, প্রচলিত ইঞ্জিল বা বাইবেলে এখনও উহার সত্যতার সুস্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া

ছিল—হে এসরাইল-বংশীয়গণ, তোমরা আমার প্রতিপালক ও তোমাদের প্রতিপালক আল্লারই আরাধনা কর; নিশ্চয় যে আল্লার অংশী স্থির করে, তবে অবশ্যই আল্লাহ তাহার জন্য স্বর্গোদ্যান অবৈধ করিয়াছেন এবং নরকানলই তাহার বাসস্থান; অত্যা-চারীদিগের জন্য কোনই সাহায্যকারী নাই। ৭৩। যাহারা বলে যে, আল্লাহ তিনের মধ্যে তৃতীয়—নিশ্চয় তাহারা অবিশ্বাসী হইয়াছে; এবং একমাত্র আল্লাহ ব্যতীত কেহই উপাস্য নাই; এবং তাহারা যাহা বলে যদি তাহা হইতে নিবৃত না হয়, তবে নিশ্চয় তাহাদের মধ্যে যাহারা অবিশ্বাসী হইয়াছে, তাহাদিগকে যন্ত্রণাপ্রদ শাস্তি নিষ্পেষিত করিবে। ৭৪। কি জন্য তাহারা আল্লার দিকে ফিরিতেছে না এবং তাঁহার নিকট ক্ষমা-প্রার্থনা করিতেছে না? এবং আল্লাহ ক্ষমাশীল করুণাময়। ৭৫। মরিয়ম-নন্দন মসীহ রসুল ব্যতীত নহে; নিশ্চয় তাহার

الْمَسِيحُ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اعْبُدُوا اللَّهَ
رَبِّي وَرَبَّكُمْ ط إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ
بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ
وَمَأْوَاهُ النَّارُ ط وَمَا لِلظَّالِمِينَ
مِنْ أَنْصَارٍ ○ ٧٣- لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ
قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ م وَمَا
مِنْ إِلَٰهٍ إِلَّا إِلَٰهٌ وَاحِدٌ ط وَإِنْ لَمْ
يَنْتَهُوا عَمَّا يَقُولُونَ لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ
كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ○
٧٤- أَفَلَا يَتُوبُونَ إِلَى اللَّهِ
وَيَسْتَغْفِرُونَهُ ط وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ○
٧٥- مَا الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ إِلَّا

যায়। হজরত ঈসা বলিয়াছেন,—"তোমার ঈশ্বর প্রভুকেই প্রণাম করিবে এবং কেবল তাঁহারই উপাসনা করিবে।"—ইঞ্জিল, মথি ৪—১০। তওরাতে উক্ত একত্ববাদের শিক্ষা আরও সুস্পষ্টরূপে বর্ণিত দেখিতে পাওয়া যায়, যথা হজরত মুসা বলিতেছেন,—"তুমি আপন ঈশ্বর সদাপ্রভুকেই ভয় করিবে, তাঁহারই সেবা করিবে এবং তাঁহারই নাম লইয়া দিব্যি করিবে। তোমরা অন্য দেবগণের ও চারিদিকের জাতিদের দেবগণের অনুগামী হইও না"—তওরাত, দ্বিতীয় বিবরণ ৬—১৩, ১৪।

পবিত্র কোরানের ঘোষণা এবং তওরাত ও ইঞ্জিলের বর্ণনা অনুযায়ী আধুনিক ইহুদী ও খ্রীষ্টানেরা যে ধর্ম্মদ্রোহী কাফের হইয়া গিয়াছে, তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই। তাই আল্লাহতা'লা পবিত্র কোরানে ঘোষণা করিয়াছেন যে, ইহুদী ও খ্রীষ্টানেরা যদি অংশীবাদিতা, অবিশ্বাস, ত্রিত্ববাদ ও হজরত ঈসার "ঈশ্বরত্ব বা ঈশ্বর-পুত্রত্ব" প্রভৃতি মারাত্মক ভ্রম-বিশ্বাস ও কুসংস্কার পরিত্যাগ করিয়া পবিত্র ইসলামের নির্দ্দেশিত সত্য-বিশ্বাস অবলম্বন না করে, তবে তাহাদিগকে নরকাগ্নির কঠোর যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি ভোগ করিতে হইবে।

৭৪। এই আয়তে আল্লাহতা'লা ইহুদী ও খ্রীষ্টান জাতিকে স্বীয় ক্ষমা ও করুণার বিষয় স্মরণ করাইয়া যাবতীয় ভ্রমবিশ্বাস ও কুসংস্কার বর্জ্জন পূর্ব্বক সত্য-পথের পথিক হইবার জন্য উপদেশ প্রদান করিতেছেন। পবিত্র কোরানের পত্রে পত্রে, ছত্রে-ছত্রে আল্লাহতা'লার এইরূপ অসাধারণ ক্ষমা ও অনুপম করুণার পরিচয় পাওয়া যায়।

৭৫। খ্রীষ্টানদিগের ভ্রম-বিশ্বাস ও কুসংস্কারের প্রতিবাদ করিয়া আল্লাহতা'লা ঘোষণা করিতেছেন যে, মরিয়ম-নন্দন ঈসা-মসীহ আমার প্রেরিত অন্যান্য নবিগণের ন্যায় মানব ও রসুল

رَسُولٌ ۚ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ ۖ
وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ ۖ كَانَا يَأْكُلَانِ الطَّعَامَ ۗ
انْظُرْ كَيْفَ نُبَيِّنُ لَهُمُ الْآيَاتِ ثُمَّ
انْظُرْ أَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ ۝٧٦ قُلْ
أَتَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ
لَكُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا ۚ وَاللَّهُ
هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ۝٧٧ قُلْ
يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ

পূর্ব্বেও রসুলগণ বিগত হইয়াছে; এবং তাহার মাতা সত্যানুরাগিণী ছিল; তাহারা উভয়ে খাদ্য-দ্রব্য আহার করিত; লক্ষ্য কর—কিরূপে আমি তাহাদের জন্য নিদর্শনাবলী ব্যক্ত করিতেছি! আবার ইহাও লক্ষ্য কর যে, তাহারা কিরূপে বিভ্রান্ত হইয়াছে! ৭৬। তুমি বল, তোমরা কি আল্লাহকে পরিত্যাগ করিয়া উহারই পূজা করিতেছ—তোমাদের অপকার বা উপকার করিতে যাহার কোনই অধিকার নাই? এবং আল্লা-ই শ্রবণকারী মহাজ্ঞানী। ৭৭। তুমি বল—হে গ্রন্থানুগামীগণ, সত্য ব্যতীত তোমরা স্বীয় ধর্ম্মে সীমাতিক্রম করিও

ব্যতীত আর কিছুই নহে। ইহার সমুজ্জ্বল প্রমাণ এই যে, আমার প্রেরিত ঈসাও অন্যান্য নবিগণের ন্যায় মাতৃগর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছিল এবং তাহারা মাতা-পুত্র উভয়েই অন্যান্য মানবের ন্যায় পানাহার করিত। পানাহার সৃষ্ট-জীবের অপরিহার্য্য অবলম্বন; তদ্ব্যতীত তাহারা কিছুতেই বাঁচিয়া থাকিতে পারে না। কিন্তু সৃষ্টিকর্ত্তা মহান্ আল্লার পক্ষে মাতৃগর্ভে জন্মগ্রহণ অথবা পানাহার করিবার কোনই প্রয়োজন হইতে পারে না।

অনন্তর আল্লাহতা'লা হজরত রসুলোল্লাকে সম্বোধন পূর্ব্বক বিস্ময় প্রকাশ করিয়া বলিতেছেন, দেখ!—আমি খ্রীষ্টানদিগের ভ্রম-বিশ্বাস ও কুসংস্কারের বিরুদ্ধে কিরূপ অকাট্য প্রমাণ এবং মরিয়ম-নন্দন ঈসার মানবত্ব সম্বন্ধে কিরূপ সমুজ্জ্বল নিদর্শন-সমূহ ব্যক্ত করিতেছি এবং তৎসহ ইহাও লক্ষ্য কর যে, উহারা আমার উক্তির সত্যতা এবং সারবত্তা অনুভব করিয়াও কুসংস্কার বশে কিরূপ সত্যধর্ম্ম গ্রহণ না করিয়া অসত্য ও ভ্রান্তির অনুসরণ করিতেছে। ফলতঃ খ্রীষ্টান জাতি যে তাহাদের ধর্ম্ম-বিশ্বাসের অসারতা এবং ভ্রান্তি অনুভব করিয়াও শুধু একটা সংস্কারের বশে সত্যের পরিবর্ত্তে অসত্যের অনুসরণ করিতেছে, তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই।

৭৬। অবিশ্বাসী ও অংশীবাদী ইহুদী খ্রীষ্টানদিগের কুসংস্কার ও ভ্রান্তির প্রতিকূলে আল্লাহতা'লা এই আয়তে একটী প্রবল প্রমাণ উপস্থিত করিয়াছেন;—উহা লোকের অনিষ্ট অথবা উপকার করিবার ক্ষমতা। এই ক্ষমতাটী সৃষ্টিকর্ত্তা আল্লাহতা'লার অনুপম বিশেষত্ব। আল্লাহ ব্যতীত কোন সৃষ্ট-জীবেরই ঐ অধিকার নাই। তাই আল্লাহতা'লা ইহুদী খ্রীষ্টানদিগকে লক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন যে, তোমরা সৃষ্টিকর্ত্তা সর্ব্বশক্তিমান আল্লাহতা'লাকে পরিত্যাগ করিয়া এরূপ শক্তিহীন সৃষ্ট-জীবের পূজা করিতেছ—যাহারা তোমাদের কোনই অনিষ্ট অথবা উপকার করিতে সমর্থ নহে। ফলতঃ এতদ্দ্বারা ইহুদী-খ্রীষ্টানদিগকে স্পষ্ট করিয়া বলিয়া দেওয়া হইল যে, তাহারা আল্লার অংশীজ্ঞানে হজরত ঈসা ও মরিয়ম প্রভৃতি যে সকল মানুষের পূজা করিতেছে, তাহারা আল্লার ইচ্ছা ব্যতীত নিজেদের ভাল মন্দ করিতে সমর্থ নহে। সুতরাং তাহারা যে জগৎজোড়া পাপের দুর্ব্বহ ভার হইতে ইহুদী ও খ্রীষ্টান জাতিকে উদ্ধার করিয়া পরিত্রাণ বা মুক্তি প্রদান করিতে পারিবে, ইহা একেবারেই অসম্ভব ও হাস্যকর উক্তি। আলোচ্য আয়তে ইহুদী-খ্রীষ্টানদিগের ঐ ভিত্তিহীন অন্ধ-বিশ্বাসের অসারতা একটী মাত্র কথায় অতি সুন্দররূপে পরিব্যক্ত হইয়াছে।

৭৭। এই আয়তে আল্লাহতা'লা খ্রীষ্টানদিগকে তাহাদের অন্ধ-বিশ্বাস অনুযায়ী "ধর্ম্মে সীমাতিক্রম করিত" অর্থাৎ কোন মানুষকে "আল্লাহ" বা "ত্রাণকর্ত্তা" বলিতে নিষেধ করিয়া দিয়াছেন।

না এবং সেই সম্প্রদায়ের প্রবৃত্তির অনুসরণ করিও না—যাহারা পূর্ব্বে বিপথগামী হইয়াছিল ও অনেককেই পথভ্রান্ত করিয়াছিল এবং তাহারা সরল পথ হইতে বিভ্রান্ত হইয়াছিল।

غَيْرَ الْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ قَوْمٍ
قَدْ ضَلُّوا مِنْ قَبْلُ وَأَضَلُّوا كَثِيرًا
وَضَلُّوا عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ ع

১১শ রুকু—ইস্লামের প্রতি খ্রীষ্টান-জাতির উদারতা

৭৮। এসরাইল-বংশীয়গণের মধ্যে যাহারা অবিশ্বাস করিয়াছিল, তাহাদিগকে দাউদ ও মরিয়ম-নন্দন ঈসা রসনা-যোগে ও অভিসম্পাত করিয়াছিল; যেহেতু তাহারা অবাধ্যাচরণ ও সীমাতিক্রম করিয়াছিল। ৭৯। তাহারা যে দুষ্কার্য্য করিত, তদ্বিষয়ে কেহ তাহাকে নিষেধ করিত না; নিশ্চয়ই তাহারা যাহা করিতেছে তাহা নিকৃষ্টতর। ৮০। তুমি তাহাদের মধ্যে অনেককে দেখিবে যে, তাহারা অবিশ্বাসীদের সহিত বন্ধুত্ব করিতেছে; নিশ্চয় তাহারা পূর্ব্বে যাহা প্রেরণ করিয়াছে তাহা তাহাদের নিজেদেরই জন্য নিকৃষ্টতর; এতদ্দ্বারা আল্লাহ তাহাদের প্রতি কোপান্বিত হইয়াছেন এবং তাহারা শাস্তিতে সর্ব্বদা অবস্থান করিবে।

٧٨- لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ
بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُدَ
وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ۚ ذَٰلِكَ بِمَا
عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ ۝
٧٩- كَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُنْكَرٍ
فَعَلُوهُ ۚ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ۝
٨٠- تَرَىٰ كَثِيرًا مِنْهُمْ يَتَوَلَّوْنَ
الَّذِينَ كَفَرُوا ۚ لَبِئْسَ مَا قَدَّمَتْ
لَهُمْ أَنْفُسُهُمْ أَنْ سَخِطَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ
وَفِي الْعَذَابِ هُمْ خَالِدُونَ ۝

খ্রীষ্টানেরা বলিত যে, আমরা পূর্ব্ববর্ত্তী লোকদিগের বিশ্বাস অনুযায়ী বিশ্বাস করিয়া থাকি। তাহার উত্তরে আল্লাহ বলিয়া দিলেন যে, তোমরা যদি কল্যাণ চাও, তবে কদাচ পূর্ব্ববর্ত্তী পথভ্রান্ত ও বিপথগামী লোকের পদাঙ্ক অনুসরণ করিও না। এই আয়তের সাধারণ দ্যোতনা এই যে, কোন মানুষের পক্ষেই পূর্ব্বপুরুষ বা পূর্ব্ববর্ত্তী লোকেরা করিয়াছে বলিয়া সত্যের বিরুদ্ধে কোন ভ্রান্তি বা কুসংস্কারের অনুবর্ত্তন করা সিদ্ধ নহে।

৭৮। হজরত মুসার পরে হজরত দাউদ এবং হজরত ঈসা এসরাইল বংশের মধ্যে আধ্যাত্মিক ও নৈতিক গৌরবে বিশেষ গৌরবান্বিত ছিলেন। কিন্তু ইহুদী জাতি এমনই দুর্ব্বিনীত ও অবাধ্য যে, তাহাদের অবিশ্বাস ও ধর্ম্মদ্রোহিতার জন্য এই দুইজন শ্রেষ্ঠ নবীও তাহাদিগকে অভিসম্পাত করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। হজরত দাউদ কর্ত্তৃক অভিশপ্ত হইয়া 'সাব্বাত' বিধি লঙ্ঘনকারী ইহুদী সম্প্রদায় ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। আর হজরত ঈসার অভিশাপ ত ইহুদী জাতির মাথার উপর এখনও আগুনের মত প্রজ্জ্বলিত হইতেছে।—ইঞ্জিল, মথি দ্রষ্টব্য।

৮০। এই আয়তে ধর্ম্মদ্রোহী ইহুদীদিগের আর একটা দুর্নীতির প্রসঙ্গ বর্ণিত হইয়াছে। উহারা গ্রন্থপ্রাপ্ত সম্প্রদায় বলিয়া বুঝিতে পারিত যে, হজরত রসুলোল্লার প্রচারিত সত্যধর্ম্ম ইস্লামে কোনই দোষ ত্রুটী অথবা অন্ধবিশ্বাস ও কুসংস্কার নাই এবং আরবের অবিশ্বাসী ও অংশীবাদী পৌত্তলিকেরা

৮১। এবং তাহারা যদি আল্লাহ ও নবী এবং তাহার প্রতি যাহা অবতীর্ণ হইয়াছে তৎপ্রতি বিশ্বাস-স্থাপন করিত, তবে তাহারা উহাদিগকে বন্ধু-রূপে গ্রহণ করিত না; কিন্তু তাহাদের অধিকাংশই দুষ্কার্য্যকারী। ৮২। অবশ্য তুমি বিশ্বাস-স্থাপনকারিগণের প্রতি শত্রুতা-সাধনে ইহুদী ও অংশীবাদীদিগকে প্রবলতর প্রাপ্ত হইবে; এবং যাহারা বলে যে আমরা খ্রীষ্টান, তোমরা বন্ধুত্ব-বিষয়ে বহু বিশ্বাসী অপেক্ষা তাহাদিগের মধ্য হইতেই অধিকতর নিকটবর্ত্তী পাইবে; কারণ তাহাদের মধ্যে বিদ্বান ও সাধু লোক আছে এবং যেহেতু তাহারা অহঙ্কার করে না

٨١- وَلَوْ كَانُوْا يُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ
وَالنَّبِيِّ وَمَآ اُنْزِلَ اِلَيْهِ مَا اتَّخَذُوْهُمْ
اَوْلِيَآءَ وَلٰكِنَّ كَثِيْرًا مِّنْهُمْ فٰسِقُوْنَ ○
٨٢- لَتَجِدَنَّ اَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً
لِّلَّذِيْنَ اٰمَنُوا الْيَهُوْدَ وَالَّذِيْنَ
اَشْرَكُوْا ج وَلَتَجِدَنَّ اَقْرَبَهُمْ مَّوَدَّةً
لِّلَّذِيْنَ اٰمَنُوا الَّذِيْنَ قَالُوْٓا اِنَّا
نَصٰرٰى ط ذٰلِكَ بِاَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيْسِيْنَ
وَرُهْبَانًا وَّاَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُوْنَ ○

সত্যদ্রোহী ও বিপথগামী। কিন্তু তথাপি উহারা মুসলমানদিগকে ধ্বংস করিবার জন্য অবিশ্বাসী পৌত্তলিকদিগের সহিত সন্ধি-বন্ধন ও বন্ধুত্ব-সূত্রে আবদ্ধ হইত। তাই আল্লাহ বলিয়া দিলেন যে, এই জঘন্য আচরণের জন্য ইহুদী জাতিকে ইহ-পরলোকে অভিশপ্ত হইয়া অবস্থান করিতে হইবে।

৮১। পূর্ব্ব আয়তে বর্ণিত ইহুদী জাতির দুর্নীতির উল্লেখ করিয়া আল্লাহতা'লা বলিতেছেন যে, উহারা যদি আল্লার এবং আল্লার প্রেরিত যে সকল নবী তাহাদের মধ্যে আবির্ভূত হইয়াছিল এবং তাহাদের প্রতি যে সকল প্রত্যাদেশ অবতারণ করিয়াছিলাম—তৎপ্রতি বিশ্বাস করিত, তবে কখনই তাহারা অবিশ্বাসী ও অংশীবাদী পৌত্তলিকদিগকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করিত না।

৮২। এই আয়তে আল্লাহতা'লা ইস্‌লামের প্রতি শত্রুতা সাধন ব্যাপারে ইহুদী, খ্রীষ্টান ও অংশীবাদী পৌত্তলিকদিগের নীতি ও চরিত্রের পার্থক্য বর্ণনা করিতেছেন। এই তিন জাতি মানবের মধ্যে অংশীবাদী এবং পৌত্তলিকেরাই ইস্‌লামের সর্ব্বাপেক্ষা বড় শত্রু। কারণ উহারা আল্লার পরিবর্ত্তে কল্পিত দেব-দেবী ও জীব-জন্তুর পূজা করিয়া সর্ব্বতোভাবে অবিশ্বাসী কাফের হইয়া গিয়াছে। তৎপর ইহুদী ও খ্রীষ্টান জাতির মধ্যে—বিশেষভাবে খ্রীষ্টানদিগের পক্ষেই মুসলমানের প্রবল শত্রু হওয়া উচিত ছিল। কারণ তাহারা অবিশ্বাস ও ধর্ম্মদ্রোহিতায় অবিশ্বাসী কাফেরদিগের প্রায় নিকটবর্ত্তী। তাহারা হজরত ঈসাকে "খোদা" অথবা "খোদার বেটা খোদা" কল্পনা করিয়া অবিশ্বাস ও ধর্ম্মদ্রোহিতায় যতদূর অগ্রসর হইয়াছে, ইহুদীরা ততদূর অগ্রসর হয় নাই। তাহাদের অবিশ্বাস ও ধর্ম্মদ্রোহিতার শেষ সীমা নবীদ্রোহিতা পর্য্যন্ত। তৎপর ধর্ম্ম-কর্ম্ম ও রীতি-নীতিতে খ্রীষ্টানজাতি অপেক্ষা ইহুদী জাতির সঙ্গেই মুসলমান জাতির বহু বিষয়ে সাদৃশ্য ও নিকট সম্বন্ধ পরিলক্ষিত হয়। এ অবস্থায় খ্রীষ্টান অপেক্ষা ইহুদী জাতির সঙ্গেই মুসলমানদিগের ঘনিষ্ঠতা ও নিকট সম্বন্ধ স্থাপিত হওয়া সম্ভবপর ছিল। কিন্তু আল্লাহতা'লা এই আয়তে ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছেন যে, ভ্রান্ত বিশ্বাসী খ্রীষ্টান অপেক্ষা ধর্ম্মদ্রোহী ইহুদী ও অংশীবাদী পৌত্তলিকেরাই তোমাদের সহিত অধিকতর ঈর্ষা বিদ্বেষ ও শত্রুতা পোষণ করিবে এবং মুসলমানদিগের সহিত বন্ধুত্ব বিষয়ে খ্রীষ্টান জাতিই অনেক সময়ে নিকটতর পরিলক্ষিত হইবে। কারণ তাহাদের মধ্যে অনেক নিরহঙ্কারী, ত্যাগী ও বিদ্বান লোক জন্মগ্রহণ করিবে। পক্ষান্তরে ইহুদী অথবা পৌত্তলিক জাতির মধ্যে আত্মসর্ব্বস্ব ও স্বার্থপর লোক ব্যতীত কখনই সেরূপ উদার ও সত্যানুরাগী লোক জন্মগ্রহণ করিবে না।—তঃ হকানী।

٨١- وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ
وَالنَّبِيِّ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مَا اتَّخَذُوهُمْ
أَوْلِيَاءَ وَلَٰكِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ ۝
٨٢- لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً
لِّلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ
أَشْرَكُوا ۚ وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَّوَدَّةً
لِّلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا
نَصَارَىٰ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيسِينَ
وَرُهْبَانًا وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ ۝

৮১। এবং তাহারা যদি আল্লাহ ও নবী এবং তাহার প্রতি যাহা অবতীর্ণ হইয়াছে তৎপ্রতি বিশ্বাস-স্থাপন করিত, তবে তাহারা উহাদিগকে বন্ধু-রূপে গ্রহণ করিত না; কিন্তু তাহাদের অধিকাংশই দুষ্কার্য্যকারী। ৮২। অবশ্য তুমি বিশ্বাস-স্থাপনকারিগণের প্রতি শত্রুতা-সাধনে ইহুদী ও অংশীবাদীদিগকে প্রবলতর প্রাপ্ত হইবে; এবং যাহারা বলে যে আমরা খ্রীষ্টান, তোমরা বন্ধুত্ব-বিষয়ে বহু বিশ্বাসী অপেক্ষা তাহাদিগের মধ্য হইতেই অধিকতর নিকটবর্ত্তী পাইবে; কারণ তাহাদের মধ্যে বিদ্বান ও সাধু লোক আছে এবং যেহেতু তাহারা অহঙ্কার করে না।

সত্যদ্রোহী ও বিপথগামী। কিন্তু তথাপি উহারা মুসলমানদিগকে ধ্বংস করিবার জন্য অবিশ্বাসী পৌত্তলিকদিগের সহিত সন্ধি-বন্ধন ও বন্ধুত্ব-সূত্রে আবদ্ধ হইত। তাই আল্লাহ বলিয়া দিলেন যে, এই জঘন্য আচরণের জন্য ইহুদী জাতিকে ইহ-পরলোকে অভিশপ্ত হইয়া অবস্থান করিতে হইবে।

৮১। পূর্ব্ব আয়তে বর্ণিত ইহুদী জাতির দুর্নীতির উল্লেখ করিয়া আল্লাহতা'লা বলিতেছেন যে, উহারা যদি আল্লার এবং আল্লার প্রেরিত যে সকল নবী তাহাদের মধ্যে আবির্ভূত হইয়াছিল এবং তাহাদের প্রতি যে সকল প্রত্যাদেশ অবতারণ করিয়াছিলাম—তৎপ্রতি বিশ্বাস করিত, তবে কখনই তাহারা অবিশ্বাসী ও অংশীবাদী পৌত্তলিকদিগকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করিত না।

৮২। এই আয়তে আল্লাহতা'লা ইস্‌লামের প্রতি শত্রুতা সাধন ব্যাপারে ইহুদী, খ্রীষ্টান ও অংশীবাদী পৌত্তলিকদিগের নীতি ও চরিত্রের পার্থক্য বর্ণনা করিতেছেন। এই তিন জাতি মানবের মধ্যে অংশীবাদী এবং পৌত্তলিকেরাই ইস্‌লামের সর্ব্বাপেক্ষা বড় শত্রু। কারণ উহারা আল্লার পরিবর্ত্তে কল্পিত দেব-দেবী ও জীব-জন্তুর পূজা করিয়া সর্ব্বতোভাবে অবিশ্বাসী কাফের হইয়া গিয়াছে। তৎপর ইহুদী ও খ্রীষ্টান জাতির মধ্যে—বিশেষভাবে খ্রীষ্টানদিগের পক্ষেই মুসলমানের প্রবল শত্রু হওয়া উচিত ছিল। কারণ তাহারা অবিশ্বাস ও ধর্ম্মদ্রোহিতায় অবিশ্বাসী কাফেরদিগের প্রায় নিকটবর্ত্তী। তাহারা হজরত ঈসাকে "খোদা" অথবা "খোদার বেটা খোদা" কল্পনা করিয়া অবিশ্বাস ও ধর্ম্মদ্রোহিতায় যতদূর অগ্রসর হইয়াছে, ইহুদীরা ততদূর অগ্রসর হয় নাই। তাহাদের অবিশ্বাস ও ধর্ম্মদ্রোহিতার শেষ সীমা নবীদ্রোহিতা পর্য্যন্ত। তৎপর ধর্ম্ম-কর্ম্ম ও রীতি-নীতিতে খ্রীষ্টানজাতি অপেক্ষা ইহুদী জাতির সঙ্গেই মুসলমান জাতির বহু বিষয়ে সাদৃশ্য ও নিকট সম্বন্ধ পরিলক্ষিত হয়। এ অবস্থায় খ্রীষ্টান অপেক্ষা ইহুদী জাতির সঙ্গেই মুসলমানদিগের ঘনিষ্ঠতা ও নিকট সম্বন্ধ স্থাপিত হওয়া সম্ভবপর ছিল। কিন্তু আল্লাহতা'লা এই আয়তে ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছেন যে, ভ্রান্ত বিশ্বাসী খ্রীষ্টান অপেক্ষা ধর্ম্মদ্রোহী ইহুদী ও অংশীবাদী পৌত্তলিকেরাই তোমাদের সহিত অধিকতর ঈর্ষা বিদ্বেষ ও শত্রুতা পোষণ করিবে এবং মুসলমানদিগের সহিত বন্ধুত্ব বিষয়ে খ্রীষ্টান জাতিই অনেক সময়ে নিকটতর পরিলক্ষিত হইবে। কারণ তাহাদের মধ্যে অনেক নিরহঙ্কারী, ত্যাগী ও বিদ্বান লোক জন্মগ্রহণ করিবে। পক্ষান্তরে ইহুদী অথবা পৌত্তলিক জাতির মধ্যে আত্মসর্ব্বস্ব ও স্বার্থপর লোক ব্যতীত কখনই সেরূপ উদার ও সত্যানুরাগী লোক জন্মগ্রহণ করিবে না।—তঃ হকানী।

৭ম পারা—অ-এজা-সমেউ

৮৩। এবং রসুলের প্রতি যাহা অবতীর্ণ হইয়াছে—যখন তাহারা উহা শ্রবণ করে, তখন তুমি সত্যানুভূতির জন্য তাহাদের চক্ষু হইতে অশ্রু প্রবাহিত হইতে দেখিবে; তাহারা বলে—হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা বিশ্বাস করি, অতএব

٨٣- وَإِذَا سَمِعُوْا مَآ أُنْزِلَ إِلَى
الرَّسُوْلِ تَرٰٓى أَعْيُنَهُمْ تَفِيْضُ
مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوْا مِنَ الْحَقِّ ۚ
يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَآ اٰمَنَّا فَاكْتُبْنَا

আশ্চর্য্যের বিষয়, আল্লাহতা'লার ঐ বিস্ময়কর ভবিষ্যদ্বাণীর সত্যতা আমরা বিগত চতুর্দ্দশ শতাব্দী যাবত প্রতি মুহূর্ত্তে অনুভব করিয়া আসিতেছি। অভিশপ্ত ইহুদী ও অংশীবাদী পৌত্তলিকেরা মুসলমান জাতির প্রতি যেরূপ মারাত্মক শত্রুতা পোষণ করে এবং ধরাবক্ষ হইতে ইস্‌লামের অস্তিত্ব মুছিয়া ফেলিবার জন্য উহাদের যেরূপ অদম্য আগ্রহ পরিলক্ষিত হয়, মুসলমানের সহিত খৃষ্টানের বহু যুদ্ধবিগ্রহ সংঘটিত হইলেও তাহাদের সেরূপ শত্রুতা বা দুষ্প্রবৃত্তি কখনও পরিলক্ষিত হয় নাই। পৌত্তলিক ও ইহুদী জাতির হীন-প্রকৃতি যদি শক্তিশালী খৃষ্টান জাতির মধ্যে সঞ্চারিত হইত, তবে জগৎ হইতে মুসলমান অথবা খৃষ্টান জাতির অস্তিত্ব বিলুপ্ত হইয়া যাইত। আবার ইহাও লক্ষ্য করিবার বিষয় যে, মুসলমান ও খৃষ্টান পরস্পর পরস্পরের রাজ্যাধিকারে সুখে-স্বচ্ছন্দে বসবাস করিয়া থাকে; কেহ কাহারও ধর্ম্ম-কর্ম্ম অথবা ব্যক্তিগত স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করে না। কিন্তু অংশীবাদী পৌত্তলিকেরা কোথাও একটু ক্ষমতা অথবা অধিকার পাইলেই মুসলমানের ধর্ম্ম-কর্ম্ম লোপ এবং তাঁহাদের জাতিগত অধিকার ও ব্যক্তিগত স্বাধীনতা হরণ করিবার জন্য অধীর ও উন্মত্ত হইয়া উঠে। আর বিশ্ব-বিতাড়িত, বিশ্বাসঘাতক ও অভিশপ্ত ইহুদী জাতি পবিত্র ইস্‌লামের শান্তি-ছায়াতলে আশ্রয় গ্রহণ পূর্ব্বক আত্মরক্ষা করিয়া—আশ্রয়দাতা মুসলমানের সর্ব্বনাশ ও অনিষ্ট সাধনের জন্য চিরকাল যেরূপ চেষ্টা ও ষড়যন্ত্র করিয়া আসিতেছে, তাহার উজ্জ্বল সাক্ষী ইতিহাস। ফলতঃ ইহা যে পবিত্র কোরানের অলৌকিক ঐশী-বাণীর সত্যতার সমুজ্জ্বল নিদর্শন, তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই।

৮৩। অধিকাংশ তফ্‌সীরকারের মতে এই আয়তটী আবিসিনিয়ার খৃষ্টান-সম্রাট নজ্জাসী সম্বন্ধে অবতীর্ণ হইয়াছে। ইসলাম-প্রচারের সুপ্রভাতে সত্য-ধর্ম্মের প্রসারতা দেখিয়া যখন অবিশ্বাসী কোরেশেরা মুসলমানদিগের উপর চরম অত্যাচার আরম্ভ করিয়া দিল এবং নির্য্যাতন, অপমান ও লাঞ্ছনা ব্যর্থ হওয়ায় উত্তেজিত কোরেশেরা যখন মুসলমানদিগকে প্রকাশ্যভাবে প্রহার ও হত্যা করিতে আরম্ভ করিল, তখন সেই নির্ম্মম অত্যাচারে অতিষ্ঠ হইয়া বিরাশি জন মুসলমান নর-নারী (৬৯ জন পুরুষ এবং ১৩ জন স্ত্রীলোক) মক্কা পরিত্যাগ পূর্ব্বক আবিসিনিয়া রাজ্যে উপস্থিত হইয়া উহার অধিপতি খৃষ্টান-সম্রাট নজ্জাসীর আশ্রয় গ্রহণ করেন। এই দেশত্যাগী মহাত্মাগণের মধ্যে হজরত ওমর বেন-খাত্তাব এবং জাফর বেন আবু-তালেব প্রভৃতিও বিদ্যমান ছিলেন। কিন্তু মুসলমানেরা যাহাতে সেখানে নিরাপদে থাকিতে না পারে, তজ্জন্য অবিশ্বাসী কোরেশেরা তাহাদিগকে ধৃত, বন্দী অথবা বিতাড়িত করিবার জন্য প্রচুর উপঢৌকন সহ নজ্জাসীর নিকট কতিপয় দুত প্রেরণ করে। দুতদল নজ্জাসীর নিকট উপস্থিত হইয়া অভিযোগ করে যে, ইহারা নূতন ধর্ম্মাবলম্বী সম্প্রদায়; ইহারা শুধু যে আমাদের পৈতৃক ধর্ম্ম এবং দেবদেবীর শত্রু—তাহা নহে; খৃষ্টান ধর্ম্ম এবং হজরত ঈসা নবীরও ইহারা পরম শত্রু। ইহারা হজরত ঈসাকে "আল্লার পুত্র" বলিয়া স্বীকার করে না এবং তদ্ব্যতীত খৃষ্টান ধর্ম্মের আরও নানারূপ কুৎসা ও দুর্ণাম করিয়া থাকে।

مَعَ الشّٰهِدِيْنَ ۝ ٨٤- وَمَا لَنَا
لَا نُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَمَا جَآءَنَا مِنَ
الْحَقِّ ۙ وَنَطْمَعُ اَنْ يُّدْخِلَنَا
رَبُّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصّٰلِحِيْنَ ۝
٨٥- فَاَثَابَهُمُ اللّٰهُ بِمَا قَالُوْا جَنّٰتٍ
تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ
فِيْهَا ؕ وَذٰلِكَ جَزَآءُ الْمُحْسِنِيْنَ ۝
٨٦- وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَكَذَّبُوْا
بِاٰيٰتِنَآ اُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ الْجَحِيْمِ ۝

আমাদিগকে সাক্ষিগণের সহিত লিপিবদ্ধ কর।
৮৪। এবং আমরা কি জন্য আল্লার প্রতি এবং আমাদের প্রতি সত্য হইতে যাহা আসিয়াছে তৎপ্রতি বিশ্বাস-স্থাপন করিব না? এবং আমরা আকাঙ্ক্ষা করি যে, আমাদের প্রতিপালক আমাদিগকে সৎকর্ম্মশীল সম্প্রদায়ের সহিত প্রবিষ্ট করিবেন।
৮৫। অনন্তর তাহারা যাহা বলিয়াছিল, তজ্জন্য আল্লাহ প্রতিদান-স্বরূপ তাহাদিগকে স্বর্গোদ্যান প্রদান করিয়াছেন—যাহার নিম্নে স্রোতস্বিনী-সমূহ প্রবাহিতা, তন্মধ্যে তাহারা সর্ব্বদা অবস্থান করিবে; এবং সৎকর্ম্মশীলগণের জন্য ইহাই প্রতিদান।
৮৬। এবং যাহারা অবিশ্বাস করে ও আমার নিদর্শনাবলীর প্রতি অসত্যারোপ করে—তাহারাই অগ্নি-শিখার অধিবাসী।

নজ্জাসী অত্যন্ত ন্যায়বান নরপতি ছিলেন। তদ্ব্যতীত তওরাত, ইঞ্জিল প্রভৃতি ধর্ম্মগ্রন্থে তাহার বিশেষ অধিকার ছিল। সুতরাং ঐ সকল গ্রন্থ হইতে তিনি শেষ-নবীর আবির্ভাব এবং নব-ধর্ম্ম প্রবর্ত্তনের সুসংবাদ অবগত ছিলেন। কোরেশদিগের অভিযোগে তিনি অনুসন্ধিৎসু হইয়া কতিপয় অভিজ্ঞ ও বিশিষ্ট ধর্ম্মশাস্ত্রজ্ঞ বিদ্বান ব্যক্তিকে লইয়া একটী সভা করেন এবং সেই সভায় মুসলমানদিগকে আহ্বান করিয়া তাঁহাদের সহিত নব-ধর্ম্ম সম্বন্ধে আলোচনা করিতে প্রবৃত্ত হন। হজরত জাফর তাইয়্যার এই আলোচনায় মুসলমানদিগের প্রতিনিধিত্ব করিয়াছিলেন। তিনি হজরত রসুলোল্লার অবস্থা এবং পবিত্র ইসলামের ধর্ম্মবিশ্বাস সংক্ষেপে বর্ণনা করিবার পর নজ্জাসী জিজ্ঞাসা করিলেন, "হজরতের উপর স্বর্গ হইতে কি কোন গ্রন্থ অবতীর্ণ হইতেছে?" জাফর উত্তর করিলেন,—"হাঁ।" নজ্জাসী বলিলেন,—"আমাকে উহার কিছু পাঠ করিয়া শুনান।" হজরত জাফর সুরা মরিয়ম হইতে হজরত ঈসার প্রসঙ্গ পাঠ করিলেন। নজ্জাসী সেই পবিত্র কোরান-বাণী শ্রবণে তৎক্ষণাৎ উহার সত্যতা স্বীকার করিয়া লইলেন এবং তাঁহার চক্ষু দিয়া ভক্তির আবেগে অশ্রু প্রবাহিত হইতে লাগিল। অনন্তর নজ্জাসী কোরেশ-দূতদিগকে ফিরাইয়া দিয়া মুসলমানদিগকে সাদরে আশ্রয়-প্রদান করিলেন। ইহার অব্যবহিত পরেই তিনি সপারিষদ পবিত্র ইস্‌লাম গ্রহণ করিয়া সত্য-বিশ্বাসী হন এবং হজরত রসুলোল্লার নিকট কতিপয় উপঢৌকন প্রেরণ করেন। উপঢৌকন-প্রাপ্তির পর হজরত রসুলোল্লার পক্ষ হইতে মহাপ্রাণ নজ্জাসীর নিকট একখানি পত্রও প্রেরিত হইয়াছিল।

৮৪—৮৫। যে সকল ভিন্ন-ধর্ম্মাবলম্বী হজরত রসুলোল্লাহ ও পবিত্র কোরানের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন পূর্ব্বক ইস্‌লাম গ্রহণ করিয়াছিলেন, এই দুইটী আয়তে তাঁহাদের সত্যানুরাগ ও পুরস্কারের প্রসঙ্গ বর্ণিত হইয়াছে।

৮৬। যে সকল ভিন্ন-ধর্ম্মাবলম্বী পবিত্র কোরান ও ইসলামের সত্যতায় সন্দিহান হইয়া উহার প্রতি অন্যায়ভাবে দোষারোপ করে, এই আয়তে তাহাদিগকে নারকী বলিয়া ঘোষণা করা হইয়াছে।

উপরোক্ত আয়ত কতিপয়ের নির্দ্দেশ অনুসারে বর্ত্তমান কালেও আমরা দুই শ্রেণীর খৃষ্টান দেখিতে পাই। এক শ্রেণী হজরত রসুলোল্লাকে নবী বলিয়া স্বীকার করেন এবং হজরত ঈসা

مَعَ الشّٰهِدِيْنَ ○ ٨٤- وَمَا لَنَا
لَا نُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَمَا جَآءَنَا مِنَ
الْحَقِّ ۙ وَنَطْمَعُ اَنْ يُّدْخِلَنَا
رَبُّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصّٰلِحِيْنَ ○
٨٥- فَاَثَابَهُمُ اللّٰهُ بِمَا قَالُوْا جَنّٰتٍ
تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ
فِيْهَا ۭ وَذٰلِكَ جَزَآءُ الْمُحْسِنِيْنَ ○
٨٦- وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَكَذَّبُوْا
بِاٰيٰتِنَآ اُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ الْجَحِيْمِ ۧ

আমাদিগকে সাক্ষিগণের সহিত লিপিবদ্ধ কর।
৮৪। এবং আমরা কি জন্য আল্লার প্রতি এবং আমাদের প্রতি সত্য হইতে যাহা আসিয়াছে তৎপ্রতি বিশ্বাস-স্থাপন করিব না? এবং আমরা আকাঙ্ক্ষা করি যে, আমাদের প্রতিপালক আমাদিগকে সৎকর্ম্মশীল সম্প্রদায়ের সহিত প্রবিষ্ট করিবেন।
৮৫। অনন্তর তাহারা যাহা বলিয়াছিল, তজ্জন্য আল্লাহ প্রতিদান-স্বরূপ তাহাদিগকে স্বর্গোদ্যান প্রদান করিয়াছেন—যাহার নিম্নে স্রোতস্বিনী-সমূহ প্রবাহিতা, তন্মধ্যে তাহারা সর্ব্বদা অবস্থান করিবে; এবং সৎকর্ম্মশীলগণের জন্য ইহাই প্রতিদান।
৮৬। এবং যাহারা অবিশ্বাস করে ও আমার নিদর্শনাবলীর প্রতি অসত্যারোপ করে—তাহারাই অগ্নি-শিখার অধিবাসী।

নজ্জাসী অত্যন্ত ন্যায়বান নরপতি ছিলেন। তদ্ব্যতীত তওরাত, ইঞ্জিল প্রভৃতি ধর্ম্মগ্রন্থে তাহার বিশেষ অধিকার ছিল। সুতরাং ঐ সকল গ্রন্থ হইতে তিনি শেষ-নবীর আবির্ভাব এবং নব-ধর্ম্ম প্রবর্ত্তনের সুসংবাদ অবগত ছিলেন। কোরেশদিগের অভিযোগে তিনি অনুসন্ধিৎসু হইয়া কতিপয় অভিজ্ঞ ও বিশিষ্ট ধর্ম্মশাস্ত্রজ্ঞ বিদ্বান ব্যক্তিকে লইয়া একটী সভা করেন এবং সেই সভায় মুসলমানদিগকে আহ্বান করিয়া তাঁহাদের সহিত নব-ধর্ম্ম সম্বন্ধে আলোচনা করিতে প্রবৃত্ত হন। হজরত জাফর তাইয়্যার এই আলোচনায় মুসলমানদিগের প্রতিনিধিত্ব করিয়াছিলেন। তিনি হজরত রসুলোল্লার অবস্থা এবং পবিত্র ইসলামের ধর্ম্মবিশ্বাস সংক্ষেপে বর্ণনা করিবার পর নজ্জাসী জিজ্ঞাসা করিলেন, "হজরতের উপর স্বর্গ হইতে কি কোন গ্রন্থ অবতীর্ণ হইতেছে?" জাফর উত্তর করিলেন,—"হাঁ।" নজ্জাসী বলিলেন,—"আমাকে উহার কিছু পাঠ করিয়া শুনান।" হজরত জাফর সুরা মরিয়ম হইতে হজরত ঈসার প্রসঙ্গ পাঠ করিলেন। নজ্জাসী সেই পবিত্র কোরান-বাণী শ্রবণে তৎক্ষণাৎ উহার সত্যতা স্বীকার করিয়া লইলেন এবং তাঁহার চক্ষু দিয়া ভক্তির আবেগে অশ্রু প্রবাহিত হইতে লাগিল। অনন্তর নজ্জাসী কোরেশ-দূতদিগকে ফিরাইয়া দিয়া মুসলমানদিগকে সাদরে আশ্রয়-প্রদান করিলেন। ইহার অব্যবহিত পরেই তিনি সপারিষদ পবিত্র ইস্লাম গ্রহণ করিয়া সত্য-বিশ্বাসী হন এবং হজরত রসুলোল্লার নিকট কতিপয় উপঢৌকন প্রেরণ করেন। উপঢৌকন-প্রাপ্তির পর হজরত রসুলোল্লার পক্ষ হইতে মহাপ্রাণ নজ্জাসীর নিকট একখানি পত্রও প্রেরিত হইয়াছিল।

৮৪—৮৫। যে সকল ভিন্ন-ধর্ম্মাবলম্বী হজরত রসুলোল্লাহ ও পবিত্র কোরানের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন পূর্ব্বক ইস্লাম গ্রহণ করিয়াছিলেন, এই দুইটী আয়তে তাঁহাদের সত্যানুরাগ ও পুরস্কারের প্রসঙ্গ বর্ণিত হইয়াছে।

৮৬। যে সকল ভিন্ন-ধর্ম্মাবলম্বী পবিত্র কোরান ও ইসলামের সত্যতায় সন্দিহান হইয়া উহার প্রতি অন্যায়ভাবে দোষারোপ করে, এই আয়তে তাহাদিগকে নারকী বলিয়া ঘোষণা করা হইয়াছে।

উপরোক্ত আয়ত কতিপয়ের নির্দ্দেশ অনুসারে বর্ত্তমান কালেও আমরা দুই শ্রেণীর খৃষ্টান দেখিতে পাই। এক শ্রেণী হজরত রসুলোল্লাকে নবী বলিয়া স্বীকার করেন এবং হজরত ঈসা

১২শ রুকু—বৈধ ও অবৈধ বিষয়ের বিধি-নিষেধ

٨٧- يَآيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تُحَرِّمُوْا طَيِّبٰتِ مَآ اَحَلَّ اللّٰهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوْا ط اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِيْنَ ○

৮৭। হে বিশ্বাস-স্থাপনকারিগণ, আল্লাহ যাহা তোমাদের জন্য বৈধ করিয়াছেন—সেই পবিত্র-বস্তু সমূহকে অবৈধ করিও না এবং সীমাতিক্রম করিও না; নিশ্চয় আল্লাহ সীমাতিক্রম-কারীদিগকে ভালবাসেন না।

মসীহ ও ইঞ্জিলের সত্যতায় বিশ্বাস হেতু মুসলমানদিগকেও মুক্তির অধিকারী বলেন। ইহারা মুসলমানদিগের সহিত শত্রুতা পোষণ কিংবা তাহাদের অন্যায় নিন্দা ও দুর্ণাম প্রচার করেন না। পবিত্র কোরানে ইহাদিগকে মুসলমানের "নিকটতর" বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। পক্ষান্তরে আর এক শ্রেণীর অবিশ্বাসী ও অত্যাচারী খৃষ্টান আছে—তাহাদের ব্যবসাই হইতেছে পবিত্র ইসলামের অযথা নিন্দা, দুর্ণাম ও কুৎসা রটনা করা। আধুনিক পাদ্রী ও রাজনীতিক ধুরন্ধরেরাই এই দলের শিরোমণি। মুসলমানের পক্ষে ইহাদের সংস্রব সর্ব্বতোভাবে বর্জ্জন করা কর্ত্তব্য।

৮৭। আল্লাহতা'লা মানুষের আহার-বিহার ও উপভোগের জন্য যে সকল দ্রব্য এবং যে সকল বিষয় বৈধ করিয়া দিয়াছেন, কেহ যাহাতে সেই সকল বস্তু বা বিষয় অবৈধ জ্ঞানে পরিত্যাগ না করে, তজ্জন্য এই আয়তে সুদৃঢ় নিষেধাজ্ঞা প্রচার করা হইয়াছে। আল্লাহতা'লা নর ও নারীর জন্য নানারূপ খাদ্য-দ্রব্য, বস্ত্রালঙ্কার ও বিবাহ প্রভৃতি বৈধ করিয়াছেন। কিন্তু কোন কোন ধর্ম্মে ধার্ম্মিকতা বা সংযমশীলতার ভানে ঐ সমস্ত পরিত্যাগ করিবার অস্বাভাবিক নীতি ও উৎকট প্রবৃত্তি পরিলক্ষিত হয়। কেহ মৎস্য-মাংস পরিত্যাগ করিয়া শুধু দুগ্ধ-মিষ্ট ভক্ষণে স্বীয় মাহাত্ম্য প্রচার করে; আর কেহবা মৎস্য-মাংস ও দুগ্ধ-মিষ্ট প্রভৃতি সমস্ত পরিত্যাগ করিয়া শুধু ফল-মূল ও শাক-সব্জী খাইয়া স্বীয় ধার্ম্মিকতার পরিচয় প্রদান করিয়া থাকে; আবার কেহ কেহবা "কামিনী-কাঞ্চন" অবৈধ জ্ঞানে বর্জ্জন করিয়া "চিরকুমার" বা "চিরকুমারী" সাজিয়া সৃষ্টি-নিয়ম লঙ্ঘন পূর্ব্বক পাপের ভরা বর্দ্ধন করিয়া থাকে। কিন্তু ইসলাম ঐরূপ অস্বাভাবিক নীতি-ধর্ম্ম বা অনর্থক ব্রত অবলম্বন সম্বন্ধে কঠোর নিষেধাজ্ঞা প্রচার করিয়াছে।

এতদ্‌সহ আলোচ্য আয়তে উক্ত হইয়াছে যে, "তোমরা সীমাতিক্রম করিও না।" "সীমাতিক্রম" শব্দের অর্থ স্বভাবতঃ অত্যন্ত ব্যাপক। আল্লাহতা'লা যে সমস্ত বিষয় বৈধ করিয়াছেন তাহা বর্জ্জন করা যেরূপ নিষিদ্ধ, নিজের ভোগ-বিলাসের জন্য ঐ সকল বিষয় সম্বন্ধে আল্লার নির্দ্ধারিত সীমা লঙ্ঘন করাও সেইরূপ অবৈধ। উপমা স্বরূপ খাদ্য, বস্ত্র ও বিবাহ প্রথার উল্লেখ করা যাইতে পারে। আল্লাহতা'লা মানুষের জন্য সুখাদ্য ভক্ষণ বৈধ করিয়াছেন। সুতরাং অকারণে সমস্ত সুখাদ্য বর্জ্জন করা যেরূপ নিষিদ্ধ, সেইরূপ উহার অতিরিক্ত অনাচার এবং অপব্যবহারও অত্যন্ত দোষাবহ। নর-নারীর পক্ষে বস্ত্র-ব্যবহার অবশ্য কর্ত্তব্য; কিন্তু অসংযত অথবা অতিরিক্ত ব্যয়বহুল বস্ত্রাদি ব্যবহার করিয়া বিলাসী কিংবা অপব্যয়ী হওয়া কখনই উচিত নহে। নর-নারীর পক্ষে বিবাহিত হওয়া একটী বিশেষ কর্ত্তব্য কার্য্য। আল্লাহতা'লা উহার নির্দ্দিষ্ট সীমাও নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছেন। সুতরাং কোনরূপ খেয়ালের বশে বিবাহ প্রত্যাখ্যান করা যেরূপ অন্যায়, খৃষ্টান জাতির ন্যায় একান্ত অপরিহার্য্য স্থলেও একাধিক বিবাহ না করা কিংবা পৌত্তলিকদিগের মত কেবল স্বার্থ-সাধনা অথবা বিলাস-লালসা নিবারণের জন্য আল্লার নির্দ্ধারিত সীমা-লঙ্ঘন করিয়া ঝাঁকে ঝাঁকে বিবাহ করাও সেইরূপ অসঙ্গত ও অবৈধ। তাই আল্লাহতা'লা সীমা-লঙ্ঘনকারীদিগের প্রতি নিজের অসন্তুষ্টি প্রকাশ করিয়া তাহাদিগকে সতর্ক করিতেছেন।

বৈধ-বিষয় বর্জ্জনের অবৈধতা—এই মহিমান্বিত আয়তে স্পষ্টই প্রমাণিত হইতেছে যে, আল্লাহতা'লা আহার-বিহার ও উপভোগের জন্য যে সকল পবিত্র দ্রব্য এবং যে সমস্ত বিশুদ্ধ বিষয় মানবের জন্য বৈধ করিয়াছেন, কোনরূপ খেয়াল অথবা কাহারও সন্তুষ্টি সাধনের জন্য

٨١- وَلَوْ كَانُوْا يُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ
وَالنَّبِيِّ وَمَآ اُنْزِلَ اِلَيْهِ مَا اتَّخَذُوْهُمْ
اَوْلِيَآءَ وَلٰكِنَّ كَثِيْرًا مِّنْهُمْ فٰسِقُوْنَ ۝
٨٢- لَتَجِدَنَّ اَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً
لِّلَّذِيْنَ اٰمَنُوا الْيَهُوْدَ وَالَّذِيْنَ
اَشْرَكُوْا ج وَلَتَجِدَنَّ اَقْرَبَهُمْ مَّوَدَّةً
لِّلَّذِيْنَ اٰمَنُوا الَّذِيْنَ قَالُوْٓا اِنَّا
نَصٰرٰى ط ذٰلِكَ بِاَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيْسِيْنَ
وَرُهْبَانًا وَّاَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُوْنَ ۝

৮১। এবং তাহারা যদি আল্লাহ্ ও নবী এবং তাহার প্রতি যাহা অবতীর্ণ হইয়াছে তৎপ্রতি বিশ্বাস-স্থাপন করিত, তবে তাহারা উহাদিগকে বন্ধু-রূপে গ্রহণ করিত না; কিন্তু তাহাদের অধিকাংশই দুষ্কার্য্যকারী। ৮২। অবশ্য তুমি বিশ্বাস-স্থাপনকারিগণের প্রতি শত্রুতা-সাধনে ইহুদী ও অংশীবাদীদিগকে প্রবলতর প্রাপ্ত হইবে; এবং যাহারা বলে যে আমরা খ্রীষ্টান, তোমরা বন্ধুত্ব-বিষয়ে বহু বিশ্বাসী অপেক্ষা তাহাদিগের মধ্য হইতেই অধিকতর নিকটবর্ত্তী পাইবে; কারণ তাহাদের মধ্যে বিদ্বান ও সাধু লোক আছে এবং যেহেতু তাহারা অহঙ্কার করে না

সত্যদ্রোহী ও বিপথগামী। কিন্তু তথাপি উহারা মুসলমানদিগকে ধ্বংস করিবার জন্য অবিশ্বাসী পৌত্তলিকদিগের সহিত সন্ধি-বন্ধন ও বন্ধুত্ব-সূত্রে আবদ্ধ হইত। তাই আল্লাহ বলিয়া দিলেন যে, এই জঘন্য আচরণের জন্য ইহুদী জাতিকে ইহ-পরলোকে অভিশপ্ত হইয়া অবস্থান করিতে হইবে।

৮১। পূর্ব্ব আয়তে বর্ণিত ইহুদী জাতির দুর্নীতির উল্লেখ করিয়া আল্লাহতা'লা বলিতেছেন যে, উহারা যদি আল্লার এবং আল্লার প্রেরিত যে সকল নবী তাহাদের মধ্যে আবির্ভূত হইয়াছিল এবং তাহাদের প্রতি যে সকল প্রত্যাদেশ অবতারণ করিয়াছিলাম—তৎপ্রতি বিশ্বাস করিত, তবে কখনই তাহারা অবিশ্বাসী ও অংশীবাদী পৌত্তলিকদিগকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করিত না।

৮২। এই আয়তে আল্লাহতা'লা ইস্লামের প্রতি শত্রুতা সাধন ব্যাপারে ইহুদী, খ্রীষ্টান ও অংশীবাদী পৌত্তলিকদিগের নীতি ও চরিত্রের পার্থক্য বর্ণনা করিতেছেন। এই তিন জাতি মানবের মধ্যে অংশীবাদী এবং পৌত্তলিকেরাই ইস্লামের সর্ব্বাপেক্ষা বড় শত্রু। কারণ উহারা আল্লার পরিবর্ত্তে কল্পিত দেব-দেবী ও জীব-জন্তুর পূজা করিয়া সর্ব্বতোভাবে অবিশ্বাসী কাফের হইয়া গিয়াছে। তৎপর ইহুদী ও খ্রীষ্টান জাতির মধ্যে—বিশেষভাবে খ্রীষ্টানদিগের পক্ষেই মুসলমানের প্রবল শত্রু হওয়া উচিত ছিল। কারণ তাহারা অবিশ্বাস ও ধর্ম্মদ্রোহিতায় অবিশ্বাসী কাফেরদিগের প্রায় নিকটবর্ত্তী। তাহারা হজরত ঈসাকে "খোদা" অথবা "খোদার বেটা খোদা" কল্পনা করিয়া অবিশ্বাস ও ধর্ম্মদ্রোহিতায় যতদূর অগ্রসর হইয়াছে, ইহুদীরা ততদূর অগ্রসর হয় নাই। তাহাদের অবিশ্বাস ও ধর্ম্মদ্রোহিতার শেষ সীমা নবীদ্রোহিতা পর্য্যন্ত। তৎপর ধর্ম্ম-কর্ম্ম ও রীতি-নীতিতে খ্রীষ্টানজাতি অপেক্ষা ইহুদী জাতির সঙ্গেই মুসলমান জাতির বহু বিষয়ে সাদৃশ্য ও নিকট সম্বন্ধ পরিলক্ষিত হয়। এ অবস্থায় খ্রীষ্টান অপেক্ষা ইহুদী জাতির সঙ্গেই মুসলমানদিগের ঘনিষ্ঠতা ও নিকট সম্বন্ধ স্থাপিত হওয়া সম্ভবপর ছিল। কিন্তু আল্লাহতা'লা এই আয়তে ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছেন যে, ভ্রান্ত বিশ্বাসী খ্রীষ্টান অপেক্ষা ধর্ম্মদ্রোহী ইহুদী ও অংশীবাদী পৌত্তলিকেরাই তোমাদের সহিত অধিকতর ঈর্ষা বিদ্বেষ ও শত্রুতা পোষণ করিবে এবং মুসলমানদিগের সহিত বন্ধুত্ব বিষয়ে খ্রীষ্টান জাতিই অনেক সময়ে নিকটতর পরিলক্ষিত হইবে। কারণ তাহাদের মধ্যে অনেক নিরহঙ্কারী, ত্যাগী ও বিদ্বান লোক জন্মগ্রহণ করিবে। পক্ষান্তরে ইহুদী অথবা পৌত্তলিক জাতির মধ্যে আত্মসর্ব্বস্ব ও স্বার্থপর লোক ব্যতীত কখনই সেরূপ উদার ও সত্যানুরাগী লোক জন্মগ্রহণ করিবে না।—তঃ হক্কানী।

৭ম পারা—অ-এজা-সমেউ

৮৩। এবং রসুলের প্রতি যাহা অবতীর্ণ হইয়াছে—যখন তাহারা উহা শ্রবণ করে, তখন তুমি সত্যানুভূতির জন্য তাহাদের চক্ষু হইতে অশ্রু প্রবাহিত হইতে দেখিবে ; তাহারা বলে—হে আমাদের প্রতিপালক ! আমরা বিশ্বাস করি, অতএব

٨٣- وَاِذَا سَمِعُوْا مَآ اُنْزِلَ اِلَى الرَّسُوْلِ تَرٰٓى اَعْيُنَهُمْ تَفِيْضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوْا مِنَ الْحَقِّ ۚ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَآ اٰمَنَّا فَاكْتُبْنَا

আশ্চর্য্যের বিষয়, আল্লাহতা'লার ঐ বিস্ময়কর ভবিষ্যদ্বাণীর সত্যতা আমরা বিগত চতুর্দ্দশ শতাব্দী যাবত প্রতি মুহূর্ত্তে অনুভব করিয়া আসিতেছি। অভিশপ্ত ইহুদী ও অংশীবাদী পৌত্তলিকেরা মুসলমান জাতির প্রতি যেরূপ মারাত্মক শত্রুতা পোষণ করে এবং ধরাবক্ষ হইতে ইস্‌লামের অস্তিত্ব মুছিয়া ফেলিবার জন্য উহাদের যেরূপ অদম্য আগ্রহ পরিলক্ষিত হয়, মুসলমানের সাহত খৃষ্টানের বহু যুদ্ধবিগ্রহ সংঘটিত হইলেও তাহাদের সেরূপ শত্রুতা বা দুষ্প্রবৃত্তি কখনও পরিলক্ষিত হয় নাই। পৌত্তলিক ও ইহুদী জাতির হীন-প্রকৃতি যদি শক্তিশালী খৃষ্টান জাতির মধ্যে সঞ্চারিত হইত, তবে জগৎ হইতে মুসলমান অথবা খৃষ্টান জাতির অস্তিত্ব বিলুপ্ত হইয়া যাইত। আবার ইহাও লক্ষ্য করিবার বিষয় যে, মুসলমান ও খৃষ্টান পরস্পর পরস্পরের রাজ্যাধিকারে সুখে-স্বচ্ছন্দে বসবাস করিয়া থাকে ; কেহ কাহারও ধর্ম্ম-কর্ম্ম অথবা ব্যক্তিগত স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করে না। কিন্তু অংশীবাদী পৌত্তলিকেরা কোথাও একটু ক্ষমতা অথবা অধিকার পাইলেই মুসলমানের ধর্ম্ম-কর্ম্ম লোপ এবং তাঁহাদের জাতিগত অধিকার ও ব্যক্তিগত স্বাধীনতা হরণ করিবার জন্য অধীর ও উন্মত্ত হইয়া উঠে। আর বিশ্ব-বিতাড়িত, বিশ্বাসঘাতক ও অভিশপ্ত ইহুদী জাতি পবিত্র ইস্‌লামের শান্তি-ছায়াতলে আশ্রয় গ্রহণ পূর্ব্বক আত্মরক্ষা করিয়া—আশ্রয়দাতা মুসলমানের সর্ব্বনাশ ও অনিষ্ট সাধনের জন্য চিরকাল যেরূপ চেষ্টা ও ষড়যন্ত্র করিয়া আসিতেছে, তাহার উজ্জ্বল সাক্ষী ইতিহাস। ফলতঃ ইহা যে পবিত্র কোরানের অলৌকিক ঐশী-বাণীর সত্যতার সমুজ্জ্বল নিদর্শন, তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই।

৮৩। অধিকাংশ তফ্‌সীরকারের মতে এই আয়তটী আবিসিনিয়ার খৃষ্টান-সম্রাট নজ্জাসী সম্বন্ধে অবতীর্ণ হইয়াছে। ইসলাম-প্রচারের সুপ্রভাতে সত্য-ধর্ম্মের প্রসারতা দেখিয়া যখন অবিশ্বাসী কোরেশেরা মুসলমানদিগের উপর চরম অত্যাচার আরম্ভ করিয়া দিল এবং নির্য্যাতন, অপমান ও লাঞ্ছনা ব্যর্থ হওয়ায় উত্তেজিত কোরেশেরা যখন মুসলমানদিগকে প্রকাশ্যভাবে প্রহার ও হত্যা করিতে আরম্ভ করিল, তখন সেই নির্ম্মম অত্যাচারে অতিষ্ঠ হইয়া বিরাশি জন মুসলমান নর-নারী (৬৯ জন পুরুষ এবং ১৩ জন স্ত্রীলোক) মক্কা পরিত্যাগ পূর্ব্বক আবিসিনিয়া রাজ্যে উপস্থিত হইয়া উহার অধিপতি খৃষ্টান-সম্রাট নজ্জাসীর আশ্রয় গ্রহণ করেন। এই দেশত্যাগী মহাত্মাগণের মধ্যে হজরত ওমর বেন-খাত্তাব এবং জাফর বেন আবু-তালেব প্রভৃতিও বিদ্যমান ছিলেন। কিন্তু মুসলমানেরা যাহাতে সেখানে নিরাপদে থাকিতে না পারে, তজ্জন্য অবিশ্বাসী কোরেশেরা তাহাদিগকে ধৃত, বন্দী অথবা বিতাড়িত করিবার জন্য প্রচুর উপঢৌকন সহ নজ্জাসীর নিকট কতিপয় দূত প্রেরণ করে। দূতদল নজ্জাসীর নিকট উপস্থিত হইয়া অভিযোগ করে যে, ইহারা নূতন ধর্ম্মাবলম্বী সম্প্রদায় ; ইহারা শুধু যে আমাদের পৈতৃক ধর্ম্ম এবং দেবদেবীর শত্রু—তাহা নহে ; খৃষ্টান ধর্ম্ম এবং হজরত ঈসা নবীরও ইহারা পরম শত্রু। ইহারা হজরত ঈসাকে "আল্লার পুত্র" বলিয়া স্বীকার করে না এবং তদ্ব্যতীত খৃষ্টান ধর্ম্মের আরও নানারূপ কুৎসা ও দুর্ণাম করিয়া থাকে।

৮৮। এবং আল্লাহ তোমাদিগকে যে সকল বৈধ পবিত্র-বস্তু দান করিয়াছেন তাহা ভক্ষণ কর, এবং সেই আল্লাহকে ভয় কর—যাঁহার প্রতি তোমরা বিশ্বাস-স্থাপন করিয়াছ। ৮৯। আল্লাহ তোমাদিগকে তোমাদের অসত্য-শপথের জন্য ধৃত করিবেন না, কিন্তু তোমরা যে সত্য-শপথে আবদ্ধ হইয়াছ, তজ্জন্য ধৃত করিবেন; অতএব ইহার প্রায়শ্চিত্ত এই যে, দশ জন দরিদ্রকে তোমাদের পরিবারের খাদ্যানুরূপ মধ্যম-শ্রেণীর খাদ্য অথবা বস্ত্র প্রদান করিবে, কিংবা একজন দাস বিমুক্ত করিয়া দিবে; কিন্তু যদি সমর্থ না হও তবে তিন দিন রোজা পালন করিবে; ইহাই

٨٨- وَكُلُوْا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللّٰهُ
حَلٰلًا طَيِّبًا ص وَّاتَّقُوا اللّٰهَ الَّذِيْٓ اَنْتُمْ
بِهٖ مُؤْمِنُوْنَ ○ ٨٩- لَا يُؤَاخِذُكُمُ
اللّٰهُ بِاللَّغْوِ فِيْٓ اَيْمَانِكُمْ وَلٰكِنْ
يُّؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُّمُ الْاَيْمَانَ ج
فَكَفَّارَتُهٗٓ اِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسٰكِيْنَ
مِنْ اَوْسَطِ مَا تُطْعِمُوْنَ اَهْلِيْكُمْ
اَوْ كِسْوَتُهُمْ اَوْ تَحْرِيْرُ رَقَبَةٍ ط فَمَنْ لَّمْ
يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلٰثَةِ اَيَّامٍ ط ذٰلِكَ

রোগ-ব্যাধি বা অসমর্থতা প্রভৃতি অপরিহার্য্য কারণ ব্যতীত সেই সমস্ত বিষয় বর্জ্জন করা কদাচ সঙ্গত বা সিদ্ধ নহে। যাহারা বিধর্ম্মীর মনস্তুষ্টির জন্য পবিত্র গো-মাংস ভক্ষণ পরিত্যাগ, কল্যাণকর গো-কোরবাণী প্রথা রহিত এবং আল্লার মসজিদের সম্মান ও পবিত্রতা বিনষ্ট করিতে চাহে, এই সুদৃঢ় আয়তের প্রতি লক্ষ্য করিয়া তাহাদের সতর্ক হওয়া বিশেষ প্রয়োজন। নচেৎ তাহাদিগকেও সীমা-লঙ্ঘনকারী ও ধর্ম্মদ্রোহী হইয়া আল্লার অসন্তুষ্টি-ভাজন হইতে হইবে।

৮৮। এই আয়তে আল্লাহতা'লা বিশ্বাসী মুসলমানদিগকে পুনরায় বিশেষভাবে আদেশ করিতেছেন যে, আমি তোমাদের জন্য যে সকল পবিত্র বস্তু ও বিশুদ্ধ খাদ্য-দ্রব্য বৈধ করিয়াছি এবং তন্মধ্যে আমার অনুগ্রহে যাহা তোমরা প্রাপ্ত হইয়াছ—কাহারও আশঙ্কা অথবা অসন্তুষ্টির প্রতি লক্ষ্য না করিয়া তোমরা নিঃসঙ্কোচে এবং অবাধে সেই সমস্ত দ্রব্য ভক্ষণ কর। বিশেষতঃ এসম্বন্ধে আরও উক্ত হইয়াছে যে, বৈধ দ্রব্য ভক্ষণ সম্বন্ধে অন্য কাহাকেও ভয় না করিয়া সেই আল্লাহকে ভয় কর—যিনি তোমাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছেন এবং যাঁহার প্রতি তোমরা বিশ্বাস-স্থাপন করিয়াছ। সুতরাং এতদ্দ্বারা স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হইতেছে যে, বিধর্ম্মীর মনস্তুষ্টি সাধন অথবা অন্য কাহারও ভয়ে আল্লার নির্দ্ধারিত বৈধ খাদ্য-দ্রব্য পরিহার করা কদাচ সঙ্গত বা সিদ্ধ হইতে পারে না। যাহারা ঐরূপ করিবে, তাহাদিগকে আল্লাহ কঠোরভাবে ভীতি প্রদর্শন করিয়াছেন। সুতরাং ইহাতে কোনই সন্দেহ নাই যে, রোগ-ব্যাধি ও অসমর্থতা প্রভৃতি বিশেষ অপরিহার্য্য কারণ ব্যতীত অন্য কাহারও তুষ্ট বা রুষ্টির জন্য আল্লার নির্দ্ধারিত পবিত্র বস্তু বা বৈধ বিষয় কখনই অবৈধ বলিয়া পরিগণিত অথবা বর্জ্জিত হইতে পারে না।

৮৯। অনন্তর আল্লাহ শপথের বিষয় বর্ণনা করিতেছেন। শপথ কয়েক প্রকার হইতে পারে; কিন্তু এস্থলে সাধারণভাবে সমস্ত শপথকে 'সত্য-শপথ' ও 'অসত্য-শপথ'—এই দুই প্রকারে বিভক্ত করা হইয়াছে। উত্তম ও কল্যাণকর এবং অনিষ্টকারিতা-বিহীন বিষয়ে শপথ করাকে 'সত্য শপথ' বলে এবং নিকৃষ্ট, অনিষ্টকর ও অবৈধতামূলক শপথের নাম 'অসত্য শপথ'। আবার কতগুলি শপথ আদৌ শপথ বলিয়া পরিগণিত নহে—উহা ভ্রম-বিশ্বাস ও ভ্রান্তিমূলক উক্তি মাত্র। কোঃ ২—২২৫। এবং ২২৬ দ্রষ্টব্য।

তোমাদের শপথের প্রায়শ্চিত্ত—যখন তোমরা শপথ কর ; এবং স্বীয় শপথ-সমূহ রক্ষা করিও ; এইরূপে আল্লাহ তোমাদের জন্য তদীয় নিদর্শনাবলী ব্যক্ত করেন—যেন তোমরা কৃতজ্ঞতা-স্বীকার কর। ৯০। হে বিশ্বাস-স্থাপনকারিগণ, মাদক-দ্রব্য ও দ্যুত-ক্রীড়া ও প্রতিষ্ঠিত-প্রস্তরপুঞ্জ এবং ভাগ্য-শরসমূহ শয়তানের অপবিত্র কার্য্য ব্যতীত নহে, অতএব উহা হইতে বিরত হও—যাহাতে তোমরা সুফল প্রাপ্ত হইবে। ৯১। শয়তান এতদ্ব্যতীত ইচ্ছা করে না যে, মাদক-দ্রব্য ও দ্যুত-ক্রীড়া দ্বারা তোমাদের মধ্যে

كَفَّارَةُ اَيْمَانِكُمْ اِذَا حَلَفْتُمْ ط وَاحْفَظُوْٓا
اَيْمَانَكُمْ ط كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ
لَكُمْ اٰيٰتِهٖ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ ۝
৯০- يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِنَّمَا الْخَمْرُ
وَالْمَيْسِرُ وَالْاَنْصَابُ وَالْاَزْلَامُ
رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطٰنِ فَاجْتَنِبُوْهُ
لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ۝ ৯১- اِنَّمَا
يُرِيْدُ الشَّيْطٰنُ اَنْ يُّوْقِعَ بَيْنَكُمُ

এস্থলে শপথের প্রসঙ্গ উল্লেখ করার সার্থকতা এই যে, কেহ যদি কোন বিশুদ্ধ বস্তু অথবা বৈধ বিষয় পরিত্যাগ করিবার জন্য শপথ করে, তবে সেই অসত্য বা অবৈধ শপথ ভঙ্গ করিয়া 'কাফ্‌ফারা' প্রদান পূর্ব্বক তাহাকে তদ্বিষয় অবলম্বন করিতে হইবে। কিন্তু কোন উত্তম ও কল্যাণকর বিষয়ে শপথ করিলে তাহা প্রতিপালন করা অবশ্য কর্ত্তব্য।

শপথ-ভঙ্গের 'কাফ্‌ফারা' বা প্রায়শ্চিত্ত এই যে, দশ জন দরিদ্রকে স্বীয় পরিবারের খাদ্যানুরূপ মধ্যম শ্রেণীর খাদ্য অথবা বস্ত্র বিতরণ কিংবা একজন দাসকে মুক্তি প্রদান। ইহাতে যে অসমর্থ হইবে, তাহাকে তিন দিন রোজাব্রত পালন করিতে হইবে।

৯০। এই আয়তে আল্লাহতা'লা পুনরায় যাবতীয় মাদক-দ্রব্য দ্যুত-ক্রীড়া, 'প্রতিষ্ঠিত প্রস্তরপুঞ্জ' অর্থাৎ—প্রতিমা পূজা এবং 'ভাগ্যশর' বা জুয়া প্রভৃতিকে পাপাত্মা শয়তানের কার্য্য বলিয়া উহা হইতে বিরত হইবার জন্য মুসলমানদিগকে দৃঢ়তার সহিত আদেশ করিতেছেন। কোনঃ ২—২১৯ এবং ৫—৩ দ্রষ্টব্য।

মাদক-দ্রব্যের অবৈধতা—ইতিপূর্ব্বে মাদক-দ্রব্যের অনিষ্টকারিতা বর্ণনা করা হইয়াছিল (২—২১৯)। কিন্তু এই আয়তে প্রতিমা-পূজা ও দ্যুত-ক্রীড়া প্রভৃতির ন্যায় মুসলমানের জন্য মাদক-দ্রব্য ব্যবহার সম্পূর্ণরূপে অবৈধ বলিয়া ঘোষণা করা হইয়াছে। এই পবিত্র আয়ত অবতীর্ণ হইবার পর প্রত্যেক মুসলমান স্ব স্ব সুরা-পাত্র হইতে সমস্ত সঞ্চিত সুরা রাস্তায় ঢালিয়া ফেলিয়া-ছিলেন এবং তাহার ফলে মদিনার পথে সুরার স্রোত প্রবাহিত হইয়াছিল।—সহি বোখারী।

মানুষের জন্য সুরার ন্যায় বদ্ধমূল ও মারাত্মক পাপ আর নাই। অন্যান্য জাতির ধর্ম্ম-বিধি ত দূরের কথা, বর্ত্তমান যুগের কঠোরতম আইন (আমেরিকার মাদক-নিবারণ আইন) পর্য্যন্ত ঐ মহাপাপের উচ্ছেদ সাধনে অসমর্থ হইয়াছে। কিন্তু স্বর্গীয় ইস্‌লাম—পবিত্র ঐশী-বাণী কোরান শরিফের এই একটি মাত্র আয়ত—মোসলেম-জগৎ হইতে চিরদিনের জন্য ঐ মহাপাপের মূল পর্য্যন্ত উৎপাটিত করিয়া দিয়াছে। সমগ্র জগতে এইরূপ বিস্ময়কর ব্যাপার আর কখনও পরিলক্ষিত হয় নাই। তঃ মঃ আঃ।

৯১। **মাদক-দ্রব্যের অনিষ্টকারিতা**—এই আয়তে স্পষ্টতর ভাবে বলিয়া দেওয়া হইয়াছে যে, পাপাত্মা শয়তান মাদক-দ্রব্য দ্বারাই লোকের মধ্যে ঈর্ষা, বিদ্বেষ ও শত্রুতা সঞ্চারিত করে

الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ
وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ
وَعَنِ الصَّلٰوةِ ۚ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ ۝
৯২- وَأَطِيعُوا اللّٰهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ
وَاحْذَرُوا ۚ فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا
أَنَّمَا عَلٰى رَسُولِنَا الْبَلٰغُ الْمُبِينُ ۝
৯৩- لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا
الصّٰلِحٰتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا إِذَا
مَا اتَّقَوْا وَآمَنُوا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ
ثُمَّ اتَّقَوْا وَآمَنُوا ثُمَّ اتَّقَوْا وَأَحْسَنُوا ط
وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ع

শত্রুতা ও বিদ্বেষ সঞ্চারিত হয় এবং
তোমাদিগকে আল্লার স্মরণ ও নামাজ
হইতে বিরত করে—অতএব তোমরা
কি নিবৃত্ত হইবে ? ৯২। এবং আল্লার
অনুগত হও ও রসুলের অনুবর্ত্তী হও
এবং আত্মরক্ষা কর ; কিন্তু যদি ফিরিয়া
যাও, তবে জানিয়া রাখ যে, আমার
রসুলের উপর প্রকাশ্য-প্রচার ব্যতীত নহে।
৯৩। যাহারা বিশ্বাস-স্থাপন করিয়াছে
ও সৎকার্য্য করিতেছে, তাহারা যাহা
ভক্ষণ করিয়াছিল তজ্জন্য তাহাদের
অপরাধ নাই—যখন তাহারা সংযত
হইয়াছে ও বিশ্বাস করিয়াছে এবং সৎকার্য্য
করিতেছে ; তৎপর যাহারা সংযত হয় ও
বিশ্বাস করে—পুনরায় যাহারা সংযমী
হইয়াছে ও উত্তম কার্য্য করিতেছে ; এবং
আল্লাহ সৎকর্ম্মশীলগণকে ভালবাসেন।

এবং মাদকতার প্রভাবেই লোকের চিত্তে কুভাব, কুচিন্তা, কলুষ-কামনা ও পাপমোহ বদ্ধমূল হইয়া তাহাদিগকে নামাজ, রোজা প্রভৃতি ধর্ম্ম-কর্ম্ম হইতে বিরত করিয়া থাকে। মাদক-দ্রব্য ব্যবহারই অত্যাচার, অনাচার, হত্যা ও ব্যভিচার প্রভৃতি জগতের যাবতীয় মহাপাপের এক প্রধানতম মূল কারণ। সুতরাং আল্লার নির্দ্দেশ অনুযায়ী অবৈধ মাদক-দ্রব্যের সংস্রব ও স্পর্শ-সম্ভাবনা বর্জ্জন করা বিশ্বাসী মুসলমানের অবশ্য কর্ত্তব্য।

৯২। অনন্তর আল্লাহতা'লা বলিতেছেন যে, আমার রসুল তোমাদের নিকট যাহা প্রচার করিতেছেন, তদনুযায়ী তোমরা আল্লার এবং আল্লার রসুলের অনুগত হও। যদি না হও তবে তোমাদের সম্বন্ধে আমার রসুলের কোনই দায়িত্ব নাই। নিজেদের অবাধ্যতা ও পাপের জন্য তোমরাই দায়ী হইবে।

৯৩। পবিত্র কোরানে যাবতীয় মাদক-দ্রব্য অবৈধ বলিয়া ঘোষিত হওয়ায় হজরত রসুলোল্লার বিশ্বাসী সহচরগণের মনে অত্যন্ত অনুতাপ হয়। তাঁহারা পূর্ব্ববর্ত্তী সুরাপান-জনিত অপরাধের জন্য পরকালে শাস্তিভোগ করিতে হইবে মনে করিয়া আতঙ্কিত হওয়ায়, তাঁহাদিগকে সান্ত্বনা প্রদানের জন্য এই আয়ত অবতীর্ণ হয়। আল্লাহতা'লা বলিয়া দিলেন যে, যাহারা বিশ্বাস-স্থাপন পূর্ব্বক সংযমী ও সদাচার-পরায়ণ হইয়াছে এবং পূর্ব্ব-অপরাধের জন্য অনুতপ্ত-চিত্তে ক্ষমা-প্রার্থনা করিয়া পবিত্র ইস্‌লামে সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, তাহারা পূর্ব্ববর্ত্তী সুরাপান ও মাদক-দ্রব্য ব্যবহার জনিত অপরাধের জন্য কিছুমাত্র দায়ী হইবে না। করুণাময় আল্লাহ তাহাদের পূর্ব্ববর্ত্তী সমস্ত অপরাধ ক্ষমা করিয়াছেন।

এই আয়তে প্রমাণিত হয় যে, অবিশ্বাসী অবস্থায় অপরাধ বা পাপকার্য্য করিয়া বিশ্বাস-স্থাপন পূর্ব্বক অনুতপ্ত-চিত্তে ক্ষমা-প্রার্থনা পূর্ব্বক সংযমী ও সদাচার-পরায়ণ হইলে আল্লাহ তাহাদের সমস্ত

১৩শ রুকু—কাবার পবিত্রতা ও শান্তি-ভঙ্গের অবৈধতা

৯৪। হে বিশ্বাস-স্থাপনকারিগণ, আল্লাহ তোমাদিগকে এরূপ শিকারের দ্বারা পরীক্ষা করেন—যাহা তোমাদের হস্ত-সমূহ ও তোমাদের বর্শা-সমূহের আয়ত্তাধীন—যাহাতে আল্লাহ বুঝিতে পারেন যে, কে অদৃশ্যভাবে তাঁহাকে ভয় করে; কিন্তু ইহার পরে যে সীমাতিক্রম করে তাহার জন্য যন্ত্রণাপ্রদ শাস্তি আছে।
৯৫। হে বিশ্বাস-স্থাপনকারিগণ, তোমরা এহরাম-বন্ধনকালে শিকার করিও না;

৯৪- يَاۤ اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَيَبْلُوَنَّكُمُ
اللّٰهُ بِشَيْءٍ مِّنَ الصَّيْدِ تَنَالُهٗۤ اَيْدِيْكُمْ
وَرِمَاحُكُمْ لِيَعْلَمَ اللّٰهُ مَنْ يَّخَافُهٗ
بِالْغَيْبِ ج فَمَنِ اعْتَدٰى بَعْدَ ذٰلِكَ
فَلَهٗ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ○ ৯৫- يَاۤ اَيُّهَا الَّذِيْنَ
اٰمَنُوْا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَاَنْتُمْ حُرُمٌ ط

পূর্ব্ব-অপরাধ ক্ষমা করিবেন। বিশ্বাস-স্থাপনের পর পূর্ব্ববর্ত্তী অপরাধের জন্য কেহই দায়ী হইবে না। এই আয়তে "বিশ্বাস-স্থাপন" ও "সংযম" তিনবার উক্ত হওয়ায় এতদ্দ্বারা বিশ্বাস ও সংযম সম্বন্ধীয় দৃঢ়তা অথবা আল্লার প্রতি ও বিশ্বাসীর নিজের প্রতি এবং অপরের প্রতি কর্ত্তব্য নির্দ্দেশ করা হইয়াছে।

৯৪। এই আয়তে কাবার পূত-প্রাঙ্গণে এবং এহরাম-বন্ধনকালে শিকারের নিষেধাজ্ঞাকে আল্লাহতা'লা বিশ্বাসী মুসলমানদিগের বিশ্বাসের পরীক্ষা-স্বরূপ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। আল্লাহতা'লা বলিয়া দিয়াছেন যে, আমি এরূপ শিকারের বিষয়ে নিষেধাজ্ঞা প্রচার করিয়াছি—যাহা তোমাদের হস্ত ও বর্শার আয়ত্তাধীন; অর্থাৎ শিকারের সামান্য ইচ্ছাটুকু দমন করিয়া স্বীয় হস্ত এবং বর্শা সংযত করিলেই তোমরা আমার আদেশ পালন করিতে পার। কেহ ঐ সামান্য আদেশ লঙ্ঘন করিলে নিশ্চিতরূপে বুঝা যাইবে যে, সেই ব্যক্তি কখনই আল্লার প্রতি বিশ্বাস এবং ধর্ম্মভীরু নহে। সুতরাং ঐরূপ লোকদিগকে স্ব স্ব অবাধ্যতার জন্য কঠোর শাস্তিভোগ করিতে হইবে।

ছইদ—অর্থ শিকার। এমাম আবু-হানিফা ও অন্যান্য আলেমগণের মতে শিকার অর্থে-বৈধ-অবৈধ সর্ব্বপ্রকার বন্য জীব-জন্তু ও পশু-পক্ষী বুঝিতে হইবে। সুতরাং এতদনুযায়ী কাবার পূত-প্রাঙ্গণে এবং 'এহ্‌রাম-বন্ধন' কালে সর্ব্বপ্রকার জীব-জন্তু ও পশু-পক্ষী বধ করাই নিষিদ্ধ বুঝিতে হইবে। তবে একান্ত আবশ্যক হইলে চিল-কাক, সর্প-বিছা ও কুকুর প্রভৃতি অনিষ্টকর জীব হত্যা করা যাইতে পারে (হাদিস)।—তঃ হক্কানী।

এমাম শাফিয়ী বলেন যে, শিকার অর্থে ভক্ষণের উপযোগী বৈধ-জীব। অন্যান্য হিংস্র ও অনিষ্টকর জীব হত্যা করা নিষিদ্ধ নহে। কিন্তু আধুনিক তফ্‌সীরকারগণ এমাম আবু-হানিফার মত সমর্থন পূর্ব্বক দৃঢ়তার সহিত বলেন যে, পবিত্র কাবার সম্মান এবং হজ-কালে সমবেত অসংখ্য লোকের জীবনের নিরাপদতার জন্যই ঐ সময়ে শিকার অবৈধ করা হইয়াছে। কারণ শিকার-জনিত উত্তেজনা ও অস্ত্র-নিক্ষেপ দ্বারা পবিত্র কাবার শান্তি ও সম্মান বিনষ্ট এবং লোকের জীবনের অনিষ্ট হওয়া অবশ্যম্ভাবী। সুতরাং উপরোক্ত আশঙ্কা হেতু যখন বৈধ-শিকার পর্য্যন্ত অবৈধ হইয়াছে, তখন অন্যান্য শিকার বৈধ হওয়া কখনই যুক্তিসঙ্গত হইতে পারে না। তবে একান্ত আবশ্যক স্থলে যে সকল বিষাক্ত, হিংস্র অথবা অনিষ্টকর জীবের প্রাণনাশ করা যাইতে পারে, তাহা পূর্ব্বেই বর্ণিত হইয়াছে।—তঃ মঃ আঃ।

৯৫। যাহারা উপরোক্ত আদেশ লঙ্ঘন পূর্ব্বক পবিত্র কাবায় কিংবা এহ্‌রাম-বন্ধন কালে স্বেচ্ছায় প্রাণী-হত্যা অথবা শিকার করিবে, তাহাদিগকে দুইজন মুসলমান বিচারকের নির্দ্দেশ

وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ
مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ
ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ
أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أَوْ عَدْلُ
ذَٰلِكَ صِيَامًا لِيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ ط
عَفَا اللَّهُ عَمَّا سَلَفَ ط وَمَنْ عَادَ
فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ ط وَاللَّهُ عَزِيزٌ
ذُو انْتِقَامٍ ۝ ٩٦- أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ
الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ ج
وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ

এবং তোমাদের মধ্যে যে স্বেচ্ছায় উহা বধ করিবে, তবে পশু হইতে যাহা বধ করা হইয়াছে তৎসদৃশই ইহার বিনিময়, তোমাদের অন্তর্গত দুইজন সুবিচারক তৎসম্বন্ধে যাহা আদেশ করে—সেই উৎসর্গ কাবায় উপস্থিত করিবে অথবা উহার প্রায়শ্চিত্তে দরিদ্রদিগকে ভোজ্য-দান কিংবা তদনুরূপ রোজা-পালন করিবে, যেন সে স্বীয় কৃতকর্মের প্রতিফল আস্বাদন করে; যাহা অতীত হইয়াছে আল্লাহ তাহা ক্ষমা করিয়াছেন; যে ফিরিয়া যাইবে, আল্লাহ তাহা হইতে প্রতিশোধ গ্রহণ করিবেন; এবং আল্লাহ পরাক্রান্ত প্রতিশোধ-গ্রহণকারী। ৯৬। তোমাদের জন্য সমুদ্রের শিকার এবং উহা ভক্ষণ বৈধ করা হইয়াছে—তোমাদের ও পরিব্রাজকদের উপকারের জন্য; এবং এহরাম-কাল পর্য্যন্ত তোমাদের জন্য স্থল-শিকার অবৈধ করা হইয়াছে; এবং

অনুযায়ী নিহত পশুর অনুরূপ পশু কাবায় উপস্থিত করিতে হইবে এবং উৎসর্গীত পশুর মাংস অথবা উহার মূল্য বিনিময়ে ক্রীত খাদ্য-দ্রব্য দরিদ্রগণকে বিতরণ করিয়া দিবে। যদি ইহাতে অসমর্থ হয়, তবে প্রত্যেক দরিদ্রকে ভোজ্যদানের বিনিময়ে এক একটী রোজা পালন করিতে হইবে; নচেৎ আল্লাহ তাঁহার আদেশ-লঙ্ঘনের জন্য অবশ্যই প্রতিশোধ গ্রহণ করিবেন।

রোজার সংখ্যা নির্দ্ধারণ সম্বন্ধে নানা মত পরিলক্ষিত হয়। এমাম আবু-হানিফার মতে প্রায়শ্চিত্তের জন্য উৎসর্গিত পশু অথবা তাহার মূল্য দ্বারা ক্রীত শস্যাদি হইতে প্রত্যেক দরিদ্রকে একদিনের উপযোগী খাদ্য প্রদান করিতে কিংবা উক্ত নির্দ্দেশ অনুযায়ী দরিদ্রের সংখ্যা নির্দ্ধারণ করিয়া তদ্বিনিময়ে রোজা-ব্রত পালন করিতে হইবে।

৯৬। **বহর**—সমুদ্র। এমাম রাজী বলেন যে, এস্থলে সমুদ্র ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। উহা দ্বারা সমুদ্র, নদী, হ্রদ ও পুষ্করিণী প্রভৃতি সর্ব্বপ্রকার জলাশয় বুঝিতে হইবে।—তঃ কবির।

পূর্ব্ববর্ত্তী আয়তে কতিপয়ে 'এহরাম' বন্ধন কালে স্থল-শিকার নিষিদ্ধ বলিয়া ঘোষিত হইয়াছে। অতঃপর এই আয়তে হজ্ব-যাত্রী ও পরিব্রাজকগণের সুবিধার জন্য সামুদ্রিক বা জল শিকার বৈধ বলিয়া ঘোষিত হইল। হজ্ব-প্রার্থীগণ ভক্ষণের জন্য 'এহরাম' বন্ধনকালেও মৎস্য বা জলচর জীব প্রভৃতি শিকার করিতে পারে। কারণ উহাতে পবিত্র কাবার অবমাননা অথবা অন্য কাহারও কোনরূপ অনিষ্টের আশঙ্কা নাই।

"জলচর জীব" এবং উহার বৈধতা সম্বন্ধে সাহাবা, তাবেয়ী ও এমামগণের মধ্যে বহু মতভেদ হইয়াছে। এমাম আজম আবু-হানিফা এবং একদল বিশিষ্ট সাহাবার মতে যে সকল জীব পানির

حُرُمًا ط وَاتَّقُوا اللهَ الَّذِيْ إِلَيْهِ
تُحْشَرُوْنَ ○ ٩٧- جَعَلَ اللهُ الْكَعْبَةَ
الْبَيْتَ الْحَرَامَ قِيٰمًا لِّلنَّاسِ وَالشَّهْرَ
الْحَرَامَ وَالْهَدْيَ وَالْقَلَآئِدَ ط ذٰلِكَ
لِتَعْلَمُوْآ أَنَّ اللهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ
وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَنَّ اللهَ بِكُلِّ
شَيْءٍ عَلِيْمٌ ○ ٩٨- اِعْلَمُوْآ أَنَّ اللهَ شَدِيْدُ
الْعِقَابِ وَأَنَّ اللهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ○

সেই আল্লাহকে ভয় কর—যাঁহার দিকে তোমাদিগকে একত্রিত করা হইবে।
৯৭। আল্লাহ পবিত্র গৃহ 'কা'বাকে' এবং পবিত্র মাস-সমূহ ও উৎসর্গ-পুঞ্জ ও কণ্ঠাভরণ-বিশিষ্টগুলিকে মানব-মণ্ডলীর জন্য নিরাপদ করিয়াছেন; তোমরা ইহা জানিয়া রাখ যে, নভোমণ্ডলে যাহা আছে ও ভূমণ্ডলে যাহা আছে তাহা আল্লারই, এবং নিশ্চয় আল্লাহ সর্ব্ব-বিষয়ে মহাজ্ঞানী।
৯৮। তোমরা জান যে, অবশ্যই আল্লাহ কঠোর শাস্তিদাতা; এবং নিশ্চয়ই আল্লাহ ক্ষমাশীল করুণাময়।

মধ্যে জন্মগ্রহণ পূর্ব্বক পানির মধ্যেই বাস করিয়া জীবিত থাকে, কেবল সেই সকল জীবই জলচর। তদ্ভিন্ন যে সকল জীব জলে বিচরণ ও স্থলে অবস্থান করে, সেই উভচর জীবগুলি স্থলচর বলিয়াই পরিগণিত হইবে।

৯৭। **কা'বা**—'কা-আবা হইতে নিষ্পন্ন। ইহার অর্থ সমুচ্চ, গৌরবান্বিত অথবা বিশিষ্ট। ইহার অন্যতম নাম 'বয়তুল-হরম'—পবিত্র গৃহ এবং 'বয়তুল্লাহ'—আল্লার গৃহ। কাবা-গৃহের পরিমাণ দৈর্ঘ্যে ৫৫ ফুট এবং প্রস্থে ৫০ ফুট। কিন্তু সমস্ত প্রাচীর-বেষ্টিত প্রাঙ্গণের দৈর্ঘ্য ৫৩০ ফুট এবং প্রস্থ ৫০০ ফুট। কোরান শরিফের একাধিক আয়তে সমগ্র বিশ্বজগতের মধ্যে পবিত্র 'কাবার' গৌরব বর্ণিত হইয়াছে। (২—১২৫ এবং ৪—৯৭)।—তঃ কবির।

পবিত্র 'কাবা' মানব জাতির জন্য অনুপম শান্তি-ধাম। আল্লাহতা'লার নির্দ্দেশ ও চিরাচরিত রীত্যানুযায়ী এস্থানে হত্যা, কলহ ও বিবাদ-বিসংবাদ সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ। পবিত্র মাস-সমূহও ঐরূপ শান্তির সময় বলিয়া নির্দ্ধারিত। এই বিশিষ্ট মাস-সমূহে আরবেরা যুদ্ধ-বিগ্রহ ও আত্মকলহ হইতে বিরত হইয়া শান্তির সহিত জীবন অতিবাহিত করিত (৫—২)। কণ্ঠাভরণ-বিশিষ্ট কোরবানীর পশ্বাদি সম্বন্ধেও ঐরূপ নিরাপদ ব্যবস্থা ছিল। উৎসর্গের জন্য চিহ্নিত পশু কেহই স্পর্শ করিত না (৫—২)। আলোচ্য আয়তে আরবাদগের ন্যায় দুর্দ্ধর্ষ ও কলহপ্রিয় জাতির মধ্যে 'কাবা'র ন্যায় নিরাপদ পবিত্র স্থান নির্ব্বাচন, নিষিদ্ধ মাস-সমূহের তুল্য অনাবিল শান্তিপূর্ণ কাল নির্দ্ধারণ এবং কোরবানীর ন্যায় নিঃস্বার্থ আত্মোৎসর্গ-মূলক অনুষ্ঠান সংস্থাপন সম্বন্ধে আল্লাহতা'লা মানব জাতিকে স্বায় অসীম শক্তি, অপরিসীম আধিপত্য এবং অনন্ত মহিমার বিষয় স্মরণ করাইয়া দিতেছেন।

৯৮। এই মহিমান্বিত ক্ষুদ্র আয়তে আল্লাহতা'লার সুবিচার ও শান্তি এবং ক্ষমা ও করুণার বিষয় একসঙ্গে অতি সুন্দরভাবে বর্ণিত হইয়াছে। সুতরাং মানবের স্মরণ করা উচিত যে, সর্ব্বশক্তিমান আল্লাহতা'লা মানব জাতিকে ক্ষমা করিয়া যেরূপ অনুপম পুরস্কার দান করিতে পারেন, তিনি তাহাদের অপরাধের জন্য তাহাদিগকে সেইরূপ কঠোর শাস্তিও প্রদান করিতে সমর্থ। অতএব ইহা স্মরণ করিয়া প্রত্যেক মানুষেরই সৎকর্ম্মশীল হওয়া আবশ্যক।

٩٩- مَا عَلَى الرَّسُوْلِ اِلَّا الْبَلٰغُ ط وَاللّٰهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُوْنَ وَمَا تَكْتُمُوْنَ ○

١٠٠- قُلْ لَّا يَسْتَوِى الْخَبِيْثُ وَالطَّيِّبُ وَلَوْ اَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيْثِ ج فَاتَّقُوا اللّٰهَ يٰاُولِى الْاَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ○ ع

৯৯। রসুলের উপর প্রচার-করা ব্যতীত নহে; এবং তোমরা যাহা প্রকাশ কর ও যাহা গোপন কর—আল্লাহ তাহা পরিজ্ঞাত আছেন। ১০০। তুমি বল—পবিত্র ও অপবিত্র তুল্য নহে এবং যদিও অপবিত্রতার প্রাচুর্য্য তোমার মনোনীত হয়; অতএব হে জ্ঞানবানগণ, আল্লাহকে ভয় কর—যেন তোমরা সুফল প্রাপ্ত হও।

১৪শ রুকু—প্রশ্ন-জিজ্ঞাসা বিষয়ে সতর্ক-বাণী

١٠١- يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَسْـَٔلُوْا عَنْ اَشْيَاۤءَ اِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ ج

১০১। হে বিশ্বাস-স্থাপনকারিগণ, তোমরা বহু-বিষয় জিজ্ঞাসা করিও না—যদি উহা পরিব্যক্ত হয় তবে তোমাদের পক্ষে

৯৯। আল্লাহতা'লা এই আয়তে স্পষ্টই বলিয়া দিয়াছেন যে, রসুলের কার্য্য শুধু সত্যপ্রচার করা। অতএব কেহ বিশ্বাস করুক আর না করুক, তজ্জন্য রসুল কিছুমাত্র দায়ী হইবে না। আল্লাহতা'লা আরও বলিয়া দিলেন যে, তোমরা যাহা প্রকাশ কর অথবা যাহা গোপন কর, তাহা সমস্তই আমি অবগত আছি। অতএব প্রত্যেক মানুষকেই স্ব স্ব কর্ম্মফল ভোগ করিতে হইবে।

১০০। এই আয়তে আল্লাহতা'লা বলিয়া দিলেন যে, অবৈধ ও অপবিত্র বিষয়ে যদিও লোকের চিত্ত অধিকতর আকৃষ্ট হয়, তথাপি উহা কখনই বৈধ ও পবিত্র বিষয়ের তুল্য হইতে পারে না। সুতরাং জ্ঞানী লোকের পক্ষে কখনই অবৈধতা ও অপবিত্রতার দিকে আকৃষ্ট হওয়া উচিত নহে; বরং স্বীয় কল্যাণের জন্য আল্লাহকে ভয় করিয়া বৈধ পবিত্র বিষয়ের প্রতি অনুরক্ত হওয়াই তাহাদের সর্ব্বোত্তম কর্ত্তব্য।

১০১। পূর্ব্ববর্ত্তী ইহুদী ও খৃষ্টান প্রভৃতি জাতির ন্যায় আরবের বিশ্বাসী ও অবিশ্বাসীরা হজরত রসুলোল্লার নিকট নানা প্রাসঙ্গিক ও অপ্রাসঙ্গিক বিষয়ে প্রশ্ন করিত। আবদুল্লা বেন হোজাফা সহমী নামক এক ব্যক্তির জন্ম সম্বন্ধে লোকের মধ্যে সন্দেহ ছিল; তাই সে ঐ সন্দেহ নিবারণ করিবার জন্য একদা রসুলোল্লার নিকট জিজ্ঞাসা করিল,—আমার জনক কে? একরা' বেন জালস নামক জনৈক মুসলমান আর একদিন হজরতকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে, প্রত্যেক বৎসর হজ্জ করা 'ওয়াজেব' অর্থাৎ অত্যাবশ্যক কি না (মোসলেম)? এইরূপে কেহ অদৃশ্য বিষয় জানিবার জন্য, কেহ অলৌকিকতা প্রদর্শন করিবার জন্য এবং কেহ কেহ বা ধর্ম্ম-নীতি ও বিধি-ব্যবস্থা সম্বন্ধে অনাবশ্যকীয় ও অতিরিক্ত বিষয় অবগত হইবার নিমিত্ত হজরত রসুলোল্লাকে নানাবিধ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিত। ঐ শ্রেণীর লোকদিগকে শিষ্ট ও সংযত করিবার জন্য আল্লাহতা'লা এই আয়ত অবতারণ করেন।—তঃ হক্কানী।

আয়তের মর্ম্ম এই যে, মানুষের জন্য আবশ্যক ধর্ম্ম-নীতি এবং প্রয়োজনীয় বিধি-ব্যবস্থা আল্লাহতা'লা স্বীয় রসুলের দ্বারা নিজ হইতেই নির্দ্দেশ করিয়া দেন। ঐ সম্বন্ধে অতিরিক্ত অথবা অনাবশ্যক প্রশ্ন করা অনুচিত। এইরূপ যে সকল বিষয়ের সহিত ধর্ম্ম-বিশ্বাস বা শরিয়তের কোন প্রত্যক্ষ সম্বন্ধ নাই, তদ্বিষয়ে রসুলের নিকট প্রশ্ন করা কিংবা অজ্ঞাত ও অদৃশ্য বিষয় জানিবার

কষ্টকর হইবে; এবং যদি কোরান অবতারণকালে তৎসমূহ জিজ্ঞাসা কর তবে উহা তোমাদের জন্য পরিব্যক্ত হইবে; আল্লাহ উহা হইতে ক্ষমা করিবেন; এবং আল্লাহ ক্ষমাশীল সহিষ্ণু। ১০২। অবশ্যই তোমাদের পূর্ব্ববর্ত্তী এক সম্প্রদায় বহু-বিষয় জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, তৎপর

وَاِنْ تَسْـَٔلُوْا عَنْهَا حِيْنَ يُنَزَّلُ
الْقُرْاٰنُ تُبْدَ لَكُمْ ط عَفَا اللّٰهُ عَنْهَا ط
وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ حَلِيْمٌ ٥ ١٠٢- قَدْ سَاَلَهَا
قَوْمٌ مِّنْ قَبْلِكُمْ ثُمَّ اَصْبَحُوْا بِهَا

অথবা স্বীয় খেয়াল অনুযায়ী অলৌকিক নিদর্শন প্রদর্শন করিবার জন্যও তাঁহাকে বিরক্ত করা সঙ্গত নহে। কারণ ঐরূপ প্রশ্নের ফল মানুষের পক্ষে অপ্রীতিকর অথবা অনিষ্টকরও হইতে পারে। লোকের সম্বন্ধে যাহা অজ্ঞাত এবং অদৃশ্য রহিয়াছে, রসুলের নিকট প্রশ্ন করার ফলে যদি উহা প্রকাশিত হইয়া পড়ে, তবে তদ্দ্বারা লোকের দুঃশ্চিন্তা ও দুঃখ পরিবর্দ্ধিত এবং সম্মান ও মর্য্যাদার হানি হইতে পারে। ধর্ম্ম-নীতি ও শরিয়তে যে সকল বিষয়ের বৈধাবৈধতা নিশ্চিত ও স্পষ্টতর রূপে পরিব্যক্ত হয় নাই, সেই সকল বিষয় আল্লাহ মানুষের জ্ঞান ও বিবেকের উপর সমর্পণ করিয়াছেন। এইরূপ অনেক ধর্ম্ম-কর্ম্ম, বিধি-ব্যবস্থা এবং দায়িত্ব ও কর্ত্তব্য আল্লাহ অনিশ্চিত রাখিয়া দিয়াছেন। মানুষ ঐ সকল বিষয়ে অনিশ্চয়তা বশতঃ ভ্রম-ক্রটী করিলে আল্লাহতা'লা স্বীয় করুণা প্রভাবে তাহা ক্ষমা করিবেন। কিন্তু প্রশ্ন জিজ্ঞাসার ফলে যদি ঐ সকল বিষয়ের বিধি-ব্যবস্থা, বৈধাবৈধতা ও কর্ত্তব্য—প্রত্যাদেশ দ্বারা নিশ্চিতরূপে নির্দ্দেশিত হইয়া যায়, তবে সেই সকল বিধি-নিষেধ মানুষের পক্ষে অপ্রিয় এবং কষ্টকর বোধ হইলেও তাহা পালন করা তাহাদের অবশ্য-কর্ত্তব্য রূপে পরিণত হইবে এবং তখন ঐ সকল পালন না করিলে তাহাদিগকে অপরাধী হইতে হইবে। এই সকল কারণে রসুলের নিকট অতিরিক্ত অথবা অনাবশ্যক প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা নিষিদ্ধ। রসুলের প্রতি সম্মান এবং শিষ্টতা প্রদর্শনও ইহার অন্যতম উদ্দেশ্য। আল্লাহতা'লার এই সহজ ও স্বাভাবিক বাণী বিস্মৃত হওয়ার ফলে—অজ্ঞ, অনভিজ্ঞ ও অযোগ্য লোকের দ্বারা পবিত্র ইস্‌লামের পূত-অঙ্গে যে কত অসার আবর্জ্জনার সৃষ্টি হইয়াছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। তাই আজ সহজ ও স্বাভাবিক পবিত্র ইস্‌লাম মুসলমানের নিকট কঠোর ও দুর্ব্বহ, বিধর্ম্মীর নিকট অনিষ্ট ও অবনতিকর এবং জগদ্বাসীর নিকট ভীতি ও বিপজ্জনক বলিয়া অনুমিত হইতেছে।

কোন কোন তফ্‌সীরকার বলেন যে, পবিত্র ইস্‌লাম অনিশ্চিত বিষয়ে কঠোরতা এবং অতিরিক্ত বাধ্যবাধকতার পরিপন্থী। সেইজন্য পবিত্র কোরানে ধর্ম্মের মূলনীতি এবং প্রধানতম অনুষ্ঠান ও বিধি-নিষেধ সমূহ ব্যতীত অন্যান্য বহু বিষয় অনিশ্চিত ও অস্পষ্ট রহিয়াছে। যুগ-প্রবর্ত্তক এমাম-মোজতাহেদগণ কর্ত্তৃক দেশ-কাল-পাত্র ভেদে ঐ সমস্ত বিষয়ের বিধি-ব্যবস্থা নির্দ্দেশিত হইয়া থাকে। এই মর্ম্মের অনুকূল কতিপয় হাদিসও পরিলক্ষিত হয়।—তঃ হক্কানী ও মঃ আঃ।

১০২। রসুলের নিকট অতিরিক্ত প্রশ্ন জিজ্ঞাসার অসমীচীনতা ও কুফল বর্ণনা করিয়া আল্লাহতা'লা এই আয়তে ঐ শ্রেণীর পূর্ব্ববর্ত্তী প্রশ্নকারীদিগের অবিশ্বাস ও ধর্ম্মদ্রোহিতা স্মরণ করাইয়া দিতেছেন। পূর্ব্ববর্ত্তী জাতি-সমূহ তৎকালীন রসুলগণের নিকট নানা অপ্রাসঙ্গিক প্রশ্ন উত্থাপন ও অশিষ্ট ব্যবহার করার জন্য তাহাদের উপর বহু কঠোর বিধি-ব্যবস্থা অবতীর্ণ হইয়াছিল এবং অনেক বৈধ-নিষেধ তাহাদের জন্য অবৈধ হইয়া গিয়াছিল। তাহারা সেই সকল বিধি-ব্যবস্থা ও আদেশ-নিষেধ প্রতিপালনে অক্ষম হওয়ায় অথবা উহাতে শৈথিল্য প্রকাশ করায়, আল্লাহতা'লার কোপে তাহাদের উপর কঠোর শাস্তি অবতীর্ণ হয়। তাহাদের কোন কোন সম্প্রদায় পুরুষানুক্রমিক দুঃখ-দুর্গতি ও লাঞ্ছনা ভোগ করে এবং কোন কোন সম্প্রদায় একেবারেই ধ্বংস-প্রাপ্ত হইয়া যায়। বাইবেলের পুরাতন নিয়মে এইরূপ বহু ঘটনা লিপিবদ্ধ রহিয়াছে।

كٰفِرِيْنَ ۝ ١٠٣- مَا جَعَلَ اللّٰهُ
مِنْ بَحِيْرَةٍ وَّلَا سَآئِبَةٍ وَّلَا وَصِيْلَةٍ
وَّلَا حَامٍ ۙ وَّلٰكِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا
يَفْتَرُوْنَ عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبَ ؕ وَاَكْثَرُهُمْ

তাহারা উহাতে অবিশ্বাসী হইয়া গিয়াছিল। ১০৩। আল্লাহ 'বহিরা' অথবা 'সায়েবা' কিংবা 'অ-ছিলা' অথবা 'হামি' স্থির করেন নাই; কিন্তু যাহারা অবিশ্বাসী তাহারাই আল্লার প্রতি অসত্যারোপ করে, এবং তাহাদের

১০৩। আল্লার নির্দেশ ব্যতীত অন্ধ-বিশ্বাসী, অজ্ঞান ও বিপথগামী লোকেরা শয়তানের প্ররোচনা-মূলক কল্পনাবশে যে সকল ক্রিয়া-কর্ম্ম, কুপ্রথা ও কুসংস্কার-পুঞ্জকে নিজেদের প্রবৃত্তি অনুসারে ধর্ম্ম বা কর্ত্তব্য-কর্ম্ম রূপে মনোনীত করিয়া লয়, এই আয়তে তৎপ্রতি ইঙ্গিত করা হইয়াছে। পৌত্তলিক আরবেরা তাহাদের প্রতিমাপুঞ্জের প্রতি সম্মান প্রদর্শনার্থ কয়েক শ্রেণীর পশুকে আরোহণ, ভার-বহন ও অন্যান্য কার্য্য হইতে বিমুক্ত করিয়া দিত। ঐ বিমুক্ত পশুগুলি 'বহিরা' 'সায়েবা' 'অছিলা' ও 'হামি' নামে অভিহিত হইত। আল্লাহতা'লা বলিয়া দিলেন যে, ঐ কুপ্রথাগুলি আমার দ্বারা প্রবর্ত্তিত হয় নাই; অন্ধ-বিশ্বাসী পৌত্তলিকেরা স্বয়ং ঐ সকল কুসংস্কার সৃষ্টি করিয়া লইয়াছে। এতদ্দ্বারা পৌত্তলিকতা-মূলক যাবতীয় আচার-অনুষ্ঠান তীব্রভাবে প্রত্যাখ্যান করা হইয়াছে।

বহিরা—'বহর হইতে নিষ্পন্ন; উহার অর্থ ছেদন, কর্ত্তন, বিদীর্ণ বা বিভক্ত করণ। আরবে যে উষ্ট্রীর পাঁচটি বাচ্চা হইত—পঞ্চম বারে তাহার নর-বাচ্চা (কেহ বলেন মাদী-বাচ্চা) হইলে উহার কর্ণ বিদ্ধ করিয়া অথবা ছেদন করিয়া তাহাকে দেবী-প্রতিমার নামে আরোহণ ও ভার-বহন প্রভৃতি কার্য্য হইতে মুক্তি প্রদান পূর্ব্বক ছাড়িয়া দেওয়া হইত। এইরূপ প্রমুক্ত উষ্ট্রের নাম হইত 'বহির'। উহাকে হত্যা অথবা উৎসর্গ করা হইত না এবং উহার পানাহারেও কেহ বাধা প্রদান করিত না।—তঃ হক্কানী।

সায়েবা—সা'বা হইতে নিষ্পন্ন; অর্থ—স্বয়ং বিচরণকারী বা আত্ম-ধাবিকা। ইহাও দেবী প্রতিমার নামে বিমুক্ত উষ্ট্র-জননী। কেহ বলেন—'সায়েবা' বহিরা'র জননী এবং কেহ বলেন, দশটি বাচ্চার প্রসূতি। এইরূপ উষ্ট্রও হত্যা, উৎসর্গ এবং পানাহারের বিঘ্ন হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত থাকিত—এমন কি কেহ তাহার দুগ্ধ পর্য্যন্ত দোহন করিত না।—তঃ মঃ আঃ।

অছিলা—'অ-ছালা' হইতে নিষ্পন্ন; অর্থ—সংযুক্ত বা যুগ্ম। আরবে কোন উষ্ট্রীর (কেহ বলেন ছাগী—মঃ আঃ) নর-বাচ্চা হইলে সেই বাচ্চাকে প্রতিমার নিকট বলিদান করিত এবং মাদী বাচ্চা হইলে তাহা নিজের জন্য রাখিয়া দিত। কিন্তু নর ও মাদী বাচ্চা যমজ জন্মগ্রহণ করিলে উভয়কেই নিজের জন্য রক্ষা করিত এবং উহাকে আর দেব-দেবীর নিকট বলি দিত না।—তঃ কবির।

হামি—'হামা-হু' হইতে নিষ্পন্ন; অর্থ—নিষিদ্ধ বা সংরক্ষিত। ইহা উষ্ট্র-পালের জন্য প্রমুক্ত জনক-উষ্ট্র। এদেশীয় পৌত্তলিকদিগের 'ধর্ম্মের ষাঁড়ের' ন্যায় আরব পৌত্তলিকদিগের সংরক্ষিত বা বিমুক্ত উষ্ট্র-ষাঁড়ই 'হামি' নামে কথিত হইত।—বাঃ কোঃ।

ফলতঃ এই শ্রেণীর পৌত্তলিকানুষ্ঠান, পৌত্তলিকতা, অন্ধ-বিশ্বাস ও কুসংস্কারের মূলোৎপাটনের জন্যই পবিত্র ইস্‌লামের আবির্ভাব। কিন্তু দুঃখের বিষয়, আজ সেই পবিত্র ইস্‌লামই 'পীরের ষাঁড়', 'ফকীরের মোরগ', মহরমের তাজিয়া, কারবালার দুলদুল, কবরের পূজা, গাজীর চামর, বরকতের শিন্নি ও মাদরের বংশ-নর্ত্তন প্রভৃতি শত শত মহাপাপ—পৌত্তলিক-অনুষ্ঠানে আচ্ছন্ন ও জর্জ্জরিত হইয়া পড়িয়াছে। আল্লার পবিত্র বাণী—কোরান শরিফের আদেশ-নিষেধ বিস্মৃত হইয়াই যে মুসলমান জাতির এই শোচনীয় অধঃপতন হইয়াছে, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। ফলতঃ উপরোক্ত পৌত্তলিক-অনুষ্ঠানগুলির সহিত পবিত্র ইস্‌লামের যে কোনই সম্বন্ধ নাই, তাহা প্রত্যেক মুসলমানের অবগত হওয়া উচিত।

অধিকাংশই অনভিজ্ঞ। ১০৪। এবং যখন তাহাদিগকে বলা হয় যে, আল্লাহ যাহা অবতীর্ণ করিয়াছেন তদ্দিকে এবং রসুলের দিকে এস, তাহারা বলে—আমরা আমাদের পিতৃপুরুষগণকে যাহার উপর প্রাপ্ত হইয়াছি তাহাই আমাদের জন্য যথেষ্ট, যদিও তাহাদের পিতৃপুরুষগণের কোনই জ্ঞান ছিল না এবং তাহারা সুপথগামীও ছিল না। ১০৫। হে বিশ্বাস-স্থাপনকারিগণ, তোমরা স্ব স্ব আত্মরক্ষা কর; যখন তোমরা সুপথগামী হইবে তখন যে পথভ্রান্ত হইয়াছে, সে তোমাদের অনিষ্ট করিতে পারিবে না; আল্লারই দিকে তোমাদের সকলের প্রত্যাবর্ত্তন; অতএব তোমরা যাহা করিতেছ তাহা তিনি তোমাদিগকে বিজ্ঞাপিত করিবেন।

لَا يَعْقِلُوْنَ ○ ١٠٤- وَاِذَا قِيْلَ لَهُمْ
تَعَالَوْا اِلٰى مَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ وَاِلَى
الرَّسُوْلِ قَالُوْا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ
اٰبَآءَنَا ط اَوَلَوْ كَانَ اٰبَآؤُهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ
شَيْئًا وَّلَا يَهْتَدُوْنَ ○ ١٠٥- يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ
اٰمَنُوْا عَلَيْكُمْ اَنْفُسَكُمْ ج لَا يَضُرُّكُمْ
مَنْ ضَلَّ اِذَا اهْتَدَيْتُمْ ط اِلَى اللّٰهِ
مَرْجِعُكُمْ جَمِيْعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ

১০৪। আরবের অবিশ্বাসী পৌত্তলিকদিগকে পাপ-পৌত্তলিকতা পরিত্যাগ করিয়া সত্যধর্ম্মে আহ্বান করিলে তাহারা বলিত যে, আমাদের পৈতৃক ধর্ম্মই আমাদের জন্য যথেষ্ট। জগতের সমস্ত অবিশ্বাসী, পৌত্তলিক ও অন্ধবিশ্বাসী জাতিই এইরূপ বলিয়া থাকে। কিন্তু উহারা একবারও ভাবিয়া দেখে না যে, সত্য-ধর্ম্মের বিরুদ্ধে বিপথগামী ও ভ্রান্ত পিতৃপুরুষদিগের অধর্ম্ম ও অসত্য দৃঢ়রূপে ধরিয়া থাকার মত মূর্খতা ও নির্ব্বোধের কার্য্য আর কিছুই হইতে পারে না। পিতা পাপী ছিল বলিয়া যে পুত্রকেও চিরকাল পাপস্রোতে ভাসিয়া জীবনাতিবাহিত করিতে হইবে, এরূপ অদ্ভুত যুক্তি অংশীবাদিতা-কলুষিত অন্তর্ব্বর মস্তিষ্কেই শোভা পায়। আলোচ্য আয়তে স্পষ্টভাবে সেই ভাবটীই পরিস্ফুট হইয়াছে।

১০৫। বিধর্ম্মীদিগকে সদুপদেশ দান করা মুসলমানগণের অবশ্য কর্ত্তব্য। কিন্তু যদি তাহারা সদুপদেশ গ্রহণ না করে, তবে তজ্জন্য মুসলমানগণের কোনই দায়িত্ব নাই। তাই আল্লাহতা'লা বলিয়া দিলেন যে, "তোমরা স্ব স্ব আত্মরক্ষা কর"—অর্থাৎ অবিশ্বাসীরা তোমাদের কথা শুনুক বা না শুনুক, তোমরা আপনাদিগকে সত্যে সুপ্রতিষ্ঠিত কর। ফলতঃ তোমরা যদি সুপথে সত্যানুগামী হও, তবে বিপথগামীদিগের ভ্রান্তি, অবাধ্যতা ও দুষ্কার্য্যের জন্য তোমাদের কোনই অনিষ্ট হইবে না।

হজরত রসুলোল্লার তিরোধানের পর এই আয়তের মর্ম্ম সম্বন্ধে সাহাবাগণের মধ্যে মতভেদ পরিলক্ষিত হয়। কেহ কেহ বলেন যে, স্ব স্ব ধর্ম্ম-বিশ্বাস, রীতি-নীতি ও কার্য্য-কলাপ পরিমার্জ্জিত করাই এই আয়তের প্রকৃত মর্ম্ম। বিধর্ম্মীদিগকে সংশোধিত বা পরিমার্জ্জিত করিতে চেষ্টা করা মুসলমানের অবশ্য কর্ত্তব্য নহে। কিন্তু হজরত আবু-বকর একদা আল্লাহ এবং রসুলের স্তুতি ও প্রশংসার পরে লোকদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছিলেন যে, তোমরা এই আয়তের ঐরূপ সঙ্কীর্ণ মর্ম্ম গ্রহণ করিও না। কারণ আমি হজরত রসুলোল্লাকে বলিতে শুনিয়াছি যে, যাহারা অপরের দুষ্কার্য্য অবলোকন এবং কুকথা শ্রবণ করিয়া তৎপ্রতিকারে চেষ্টিত না হয়, আল্লাহ তাহাদের সকলের উপরেই সাধারণভাবে বিপদ অবতীর্ণ করিয়া থাকেন।—আবু-দাউদ, তেরমিজী, নেসাই ও এব্‌নে মাজা প্রভৃতি।

১০৬। হে বিশ্বাস-স্থাপনকারিগণ, যখন
তোমাদের মধ্যে কাহারও মৃত্যু উপস্থিত
হয়, তখন অন্তিম-উপদেশ-কালে তোমা-
দের মধ্যস্থ দুইজন ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তিকে
সাক্ষী কর, অথবা তোমরা ভিন্ন অপর
সম্প্রদায়ের দুইজন—যদি ভূপর্য্যটন-কালে
তোমাদের উপর মৃত্যুর বিপদ উপস্থিত
হয়; যদি তোমাদের সন্দেহ হয়, তবে
নামাজের পরে উভয়কে দণ্ডায়মান
করিবে, তাহারা উভয়ে আল্লার শপথ
করিবে যে, আমরা ইহার জন্য মূল্য
গ্রহণ করিব না—যদিও সে আত্মীয় হয়;
এবং আমরা আল্লার শপথ গোপন করিব
না, যেহেতু আমরা তাহাতে নিশ্চয়ই পাপী-
দিগের অন্তর্ভুক্ত হইব। ১০৭। অতঃপর
যদি পরিব্যক্ত হয় যে, উহারা উভয়েই

تَعْمَلُوْنَ ○ ١٠٦- يَآاَيُّهَا الَّذِيْنَ
اٰمَنُوْا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ اِذَا حَضَرَ
اَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِيْنَ الْوَصِيَّةِ اثْنٰنِ
ذَوَا عَدْلٍ مِّنْكُمْ اَوْ اٰخَرٰنِ مِنْ
غَيْرِكُمْ اِنْ اَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِى الْاَرْضِ
فَاَصَابَتْكُمْ مُّصِيْبَةُ الْمَوْتِ ط
تَحْبِسُوْنَهُمَا مِنْۢ بَعْدِ الصَّلٰوةِ فَيُقْسِمٰنِ
بِاللّٰهِ اِنِ ارْتَبْتُمْ لَا نَشْتَرِىْ بِهٖ
ثَمَنًا وَّلَوْ كَانَ ذَا قُرْبٰى لا وَلَا نَكْتُمُ
شَهَادَةَ اللّٰهِ اِنَّآ اِذًا لَّمِنَ الْاٰثِمِيْنَ ○
١٠٧- فَاِنْ عُثِرَ عَلٰٓى اَنَّهُمَا اسْتَحَقَّآ

১০৬। এই আয়তের অবতারণ সম্বন্ধে বর্ণিত হইয়াছে যে, ভিন্ন-ধর্ম্মাবলম্বী তমীম দারী ও তদীয় ভ্রাতা আদী, বুদাইল নামক জনৈক মুসলমানের সহিত ব্যবসায় করিবার জন্য সিরিয়া প্রদেশে গমন করে। সেই স্থানে বুদাইলের অন্তিম-কাল উপস্থিত হইলে সে নিজের সমস্ত জিনিস-পত্র স্বীয় উত্তরাধিকারীদিগকে প্রদান করিবার জন্য খৃষ্টান সহযোগী-দ্বয়ের হস্তে অর্পণ করিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হয়। ঐ সকল জিনিস-পত্রের একটী তালিকাও প্রস্তুত করা হইয়াছিল। খৃষ্টান ভ্রাতৃদ্বয় মদিনা প্রত্যাগমন করিয়া অন্যান্য সমস্ত জিনিস-পত্রই বুদাইলের উত্তরাধিকারীদিগকে প্রদান করে; কিন্তু একটী মূল্যবান রৌপ্য-পেয়ালা গোপন করিয়া রাখে। বুদাইলের উত্তরাধিকারিগণ তালিকা দৃষ্টে উক্ত পেয়ালার দাবী করে। অনন্তর ইহার বিচার-ভার হজরতের উপর অর্পিত হইলে তদুপলক্ষে এই আয়ত অবতীর্ণ হয়।

আয়তের মর্ম্ম এই যে, যদি তোমাদের কাহারও মৃত্যুকালে স্বীয় সম্পত্তির ভবিষ্যৎ উত্তরাধিকারিত্ব সম্বন্ধে অন্তিম-উপদেশ প্রদান করা আবশ্যক হয় অথবা যদি বিদেশে অন্তিমকাল উপস্থিত হয়, তবে অন্তিম-উপদেশ প্রদানকালে "তোমাদের মধ্যস্থ দুইজন ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তিকে সাক্ষী করিবে"; কিন্তু যদি তোমাদের মধ্যস্থ লোক উপস্থিত না থাকে, তবে "অপর সম্প্রদায়ের" ঐরূপ দুইজনকে সাক্ষী করিয়া লইবে। এইরূপ স্থলে নির্ব্বাচিত সাক্ষীর সাক্ষ্য যদি মৃতের উত্তরাধিকারিগণ বিশ্বাস ও স্বীকার করিয়া লয়, তবে তাহা খুবই ভাল; কিন্তু যদি তাহাদের সন্দেহ হয়, তবে সাক্ষীদ্বয়কে "নামাজের পরে" আল্লার নামে শপথ করাইবে। তাহারা শপথকালে একথা স্পষ্ট করিয়া বলিবে যে, আমরা কোনরূপ পার্থিব লাভ বা প্রলোভনের বশে মিথ্যা শপথ করিতেছি না।

১০৭। অবশ্য এরূপ অবস্থায় শপথের পরেও যদি উত্তরাধিকারিগণের সন্দেহ দূরীভূত না হয়, তবে তাহাদের মধ্য হইতে মৃতের সর্ব্বাপেক্ষা ঘনিষ্ঠতর আত্মীয়-স্বজনের মধ্য হইতে দুইজনকে

পাপার্জ্জনে অপরাধী হইয়াছে, তবে ঐ
উভয়ের স্থলে তাহাদের মধ্য হইতে
উহাদের বিরুদ্ধে দাবীদার—নিকট আত্মীয়
অপর দুইজন দণ্ডায়মান হইয়া আল্লার
শপথ করিবে যে, আমাদের সাক্ষ্য
উহাদের সাক্ষ্য হইতে সত্য এবং আমরা
সীমাতিক্রম করি নাই—নিশ্চয় তাহা
হইলে আমরা অত্যাচারিগণের অন্তর্ভুক্ত
হইব। ১০৮। ইহা এইজন্য সমীচীন যে,
তাহারা সত্যানুরূপ সাক্ষ্য প্রদান করিবে

إِثْمًا فَآخَرَانِ يَقُومَانِ مَقَامَهُمَا
مِنَ الَّذِينَ اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْأَوْلَيَانِ
فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ لَشَهَادَتُنَا أَحَقُّ مِنْ
شَهَادَتِهِمَا وَمَا اعْتَدَيْنَا إِنَّا
إِذًا لَمِنَ الظَّالِمِينَ ۝ ١٠٨- ذَٰلِكَ
أَدْنَىٰ أَنْ يَأْتُوا بِالشَّهَادَةِ عَلَىٰ وَجْهِهَا

তাহাদের দাবীর সত্যতা সম্বন্ধে আল্লার নামে শপথ করিতে হইবে। উত্তরাধিকারীদিগের মধ্যে দুইজন এইরূপ শপথ করিলে পূর্ব্বোক্ত সাক্ষীদ্বয়ের সাক্ষ্য রহিত হইয়া যাইবে এবং বিরোধী বিষয়ের প্রাপ্তি সম্বন্ধে উত্তরাধিকারিগণের পূর্ণ অধিকার জন্মিবে।

হজরত রসুলোল্লা প্রথমতঃ ইহার পূর্ব্ববর্ত্তী আয়তের নির্দ্দেশ অনুযায়ী উপরোক্ত খৃষ্টান ভ্রাতৃদ্বয়কে আসরের নামাজের পরে আল্লার নামে শপথ করিতে বলেন। তাহারা শপথ করিয়া বিরোধী রৌপ্য-পেয়ালা অপহরণের বিষয় অস্বীকৃত হইলে তাহাদিগকে মুক্তি প্রদান করা হয়। অনন্তর উহার কিছুদিন পরেই ঐ রৌপ্য-পেয়ালা বিক্রয় করিবার সময় ধরা পড়ে। তখন উহার বিচার-ভার পুনরায় হজরতের সম্মুখে উপস্থিত করা হয়। হজরত এই আয়ত-অনুযায়ী বুদাইলের ঘনিষ্টতর দুইজন উত্তরাধিকারীর শপথ গ্রহণ পূর্ব্বক ঐ পেয়ালা তাহাদিগকেই প্রদান করেন। এই ঘটনায় তমীম ইস্‌লাম গ্রহণ করিয়া স্বীকার করে যে, সে পূর্ব্বে মিথ্যা শপথ করিয়াছিল।

আলোচ্য আয়তদ্বয়ের "তোমাদের মধ্যস্থ সাক্ষী" কিংবা "অপর সম্প্রদায়ের সাক্ষী" সম্বন্ধে তফসীর-কারগণের মধ্যে মতভেদ পরিলক্ষিত হয়। কেহ কেহ বলেন যে, উহার অর্থ পর্য্যায়ক্রমে 'মুসলমান' অথবা 'ভিন্ন-ধর্ম্মাবলম্বী'। আবার কেহ কেহ বলেন যে, কাফেরদের সাক্ষ্য শরিয়তে অগ্রাহ্য; সুতরাং উক্ত বাক্যদ্বয়ের অর্থ যথাক্রমে 'স্বীয় আত্মীয়-স্বজন' অথবা 'অপর সম্প্রদায়ের মুসলমান' বুঝিতে হইবে। "নামাজের পরে" শব্দদ্বয়ের অর্থে কেহ বলেন, 'আসরের নামাজের পরে' এবং কেহ বলেন, 'যে কোন নামাজের পরে'। ফলতঃ উহার প্রকৃত উদ্দেশ্য এই যে, ঐ সময়ে প্রভু-সকাশে ভক্তের প্রার্থনা পরিগৃহীত হয় বলিয়া—মিথ্যা কথা বলিতে মানবের মনে স্বভাবতঃই আশঙ্কা উপস্থিত হইয়া থাকে এবং সেইজন্যই নামাজের পরবর্ত্তী সময়কে শপথের জন্য নির্দ্দেশ করা হইয়াছে।

ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী সাক্ষীর সাক্ষ্য পরিগ্রহণ সম্বন্ধে আয়তের অবতারণ-ঘটনার প্রতি লক্ষ্য করিয়া কেহ কেহ নির্দ্দেশ করিয়াছেন যে, পবিত্র কোরানে ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বীর সাক্ষ্য পরিগ্রহণ অনুমোদিত হইয়াছে (মঃ আঃ)। কিন্তু হজরত এব্‌ন-আব্বাস, আবু-মুসা ও হাসান বসরী প্রভৃতি প্রসিদ্ধ 'ফকিহ'গণের মতে ঐ সিদ্ধান্ত অযৌক্তিক। কারণ অবিশ্বাসী কাফেরগণের পক্ষে সত্যবাদী ও ন্যায়-পরায়ণ হওয়া অসম্ভব; সুতরাং কোন বিধর্ম্মীর সাক্ষ্য ইস্‌লামে স্বীকৃত বলিয়া অনুমোদিত হইতে পারে না (হক্কানী)। কেহ কেহ উত্তরাধিকার সম্বন্ধীয় আয়তের দ্বারা এই আয়ত 'রহিত' হইয়াছে বলিয়াও প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু তাহাদের উক্তির অযৌক্তিকতা ইতিপূর্ব্বেই প্রদর্শিত হইয়াছে। প্রকৃত কথা এই যে, উত্তরাধিকার-বিধি সাধারণ এবং ইহা বিশেষ ব্যবস্থা। সুতরাং সাধারণ বিধির সহিত বিশেষ ব্যবস্থার কোনই বিরোধ হইতে পারে না, উহা বুঝিবার দুর্ব্বলতা মাত্র।

১০৮। এই আয়তে সাক্ষীদিগকে সাক্ষ্যপ্রদান বিষয়ে ব্যতিক্রম না করিবার সতর্ক করা হইতেছে। আল্লাহতা'লা বলিতেছেন যে, তোমরা সত্য সাক্ষ্য প্রদান করিবে; কদাচ মিথ্যা

إِثْمًا فَآخَرَانِ يَقُومَانِ مَقَامَهُمَا
مِنَ الَّذِينَ اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْأَوْلَيَانِ
فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ لَشَهَادَتُنَا أَحَقُّ مِنْ
شَهَادَتِهِمَا وَمَا اعْتَدَيْنَا إِنَّا
إِذًا لَمِنَ الظَّالِمِينَ ۝ ১০৮- ذَٰلِكَ
أَدْنَىٰ أَنْ يَأْتُوا بِالشَّهَادَةِ عَلَىٰ وَجْهِهَا

পাপার্জ্জনে অপরাধী হইয়াছে, তবে ঐ উভয়ের স্থলে তাহাদের মধ্য হইতে উহাদের বিরুদ্ধে দাবীদার—নিকট আত্মীয় অপর দুইজন দণ্ডায়মান হইয়া আল্লার শপথ করিবে যে, আমাদের সাক্ষ্য উহাদের সাক্ষ্য হইতে সত্য এবং আমরা সীমাতিক্রম করি নাই—নিশ্চয় তাহা হইলে আমরা অত্যাচারিগণের অন্তর্ভুক্ত হইব। ১০৮। ইহা এইজন্য সমীচীন যে, তাহারা সত্যানুরূপ সাক্ষ্য প্রদান করিবে

তাহাদের দাবীর সত্যতা সম্বন্ধে আল্লার নামে শপথ করিতে হইবে। উত্তরাধিকারীদিগের মধ্যে দুইজন এইরূপ শপথ করিলে পূর্ব্বোক্ত সাক্ষীদ্বয়ের সাক্ষ্য রহিত হইয়া যাইবে এবং বিরোধী বিষয়ের প্রাপ্তি সম্বন্ধে উত্তরাধিকারিগণের পূর্ণ অধিকার জন্মিবে।

হজরত রসুলোল্লা প্রথমতঃ ইহার পূর্ব্ববর্ত্তী আয়তের নির্দ্দেশ অনুযায়ী উপরোক্ত খৃষ্টান ভ্রাতৃ-দ্বয়কে আসরের নামাজের পরে আল্লার নামে শপথ করিতে বলেন। তাহারা শপথ করিয়া বিরোধী রৌপ্য-পেয়ালা অপহরণের বিষয় অস্বীকৃত হইলে তাহাদিগকে মুক্তি প্রদান করা হয়। অনন্তর উহার কিছুদিন পরেই ঐ রৌপ্য-পেয়ালা বিক্রয় করিবার সময় ধরা পড়ে। তখন উহার বিচার-ভার পুনরায় হজরতের সম্মুখে উপস্থিত করা হয়। হজরত এই আয়ত-অনুযায়ী বুদাইলের ঘনিষ্টতর দুইজন উত্তরাধিকারীর শপথ গ্রহণ পূর্ব্বক ঐ পেয়ালা তাহাদিগকেই প্রদান করেন। এই ঘটনায় তমীম ইস্‌লাম গ্রহণ করিয়া স্বীকার করে যে, সে পূর্ব্বে মিথ্যা শপথ করিয়াছিল।

আলোচ্য আয়তদ্বয়ের "তোমাদের মধ্যস্থ সাক্ষী" কিংবা "অপর সম্প্রদায়ের সাক্ষী" সম্বন্ধে তফসীর-কারগণের মধ্যে মতভেদ পরিলক্ষিত হয়। কেহ কেহ বলেন যে, উহার অর্থ পর্য্যায়ক্রমে 'মুসলমান' অথবা 'ভিন্ন-ধর্ম্মাবলম্বী'। আবার কেহ কেহ বলেন যে, কাফেরদের সাক্ষ্য শরিয়তে অগ্রাহ্য; সুতরাং উক্ত বাক্যদ্বয়ের অর্থ যথাক্রমে 'স্বীয় আত্মীয়-স্বজন' অথবা 'অপর সম্প্রদায়ের মুসলমান' বুঝিতে হইবে। "নামাজের পরে" শব্দদ্বয়ের অর্থে কেহ বলেন, 'আসরের নামাজের পরে' এবং কেহ বলেন, 'যে কোন নামাজের পরে'। ফলতঃ উহার প্রকৃত উদ্দেশ্য এই যে, ঐ সময়ে প্রভু-সকাশে ভক্তের প্রার্থনা পরিগৃহীত হয় বলিয়া—মিথ্যা কথা বলিতে মানবের মনে স্বভাবতঃই আশঙ্কা উপস্থিত হইয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে।
থাকে এবং সেইজন্যই নামাজের পরবর্ত্তী সময়কে শপথের জন্য অবতারণ-ঘটনার প্রতি লক্ষ্য করিয়া

ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী সাক্ষীর সাক্ষ্য পরিগ্রহণ সম্বন্ধে আয়তের কেহ কেহ নির্দ্দেশ করিয়াছেন যে, পবিত্র কোরানে ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বীর সাক্ষ্য পরিগ্রহণ অনুমোদিত হইয়াছে (মঃ আঃ)। কিন্তু হজরত এব্‌ন-আব্বাস, আবু-মুসা ও হাসান বসরী প্রভৃতি প্রসিদ্ধ 'ফকিহ'গণের মতে ঐ সিদ্ধান্ত অযৌক্তিক। কারণ অবিশ্বাসী কাফেরগণের পক্ষে সত্যবাদী ও ন্যায়-পরায়ণ হওয়া অসম্ভব; সুতরাং কোন বিধর্ম্মীর সাক্ষ্য ইস্‌লামে স্বীকৃত বলিয়া অনুমোদিত হইতে পারে না (হক্কানী)। কেহ কেহ উত্তরাধিকার সম্বন্ধীয় আয়তের দ্বারা এই আয়ত 'রহিত' হইয়াছে বলিয়াও প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু তাহাদের উক্তির অযৌক্তিকতা ইতিপূর্ব্বেই প্রদর্শিত হইয়াছে। প্রকৃত কথা এই যে, উত্তরাধিকার-বিধি সাধারণ এবং ইহা বিশেষ ব্যবস্থা। সুতরাং সাধারণ বিধির সহিত বিশেষ ব্যবস্থার কোনই বিরোধ হইতে পারে না, উহা বুঝিবার দুর্ব্বলতা মাত্র।

১০৮। এই আয়তে সাক্ষীদিগকে সাক্ষ্যপ্রদান বিষয়ে ব্যতিক্রম না করিবার সতর্ক করা হইতেছে। আল্লাহতা'লা বলিতেছেন যে, তোমরা সত্য সাক্ষ্য প্রদান করিবে; কদাচ মিথ্যা

تَعْمَلُوْنَ ○ ١٠٦- يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ
اٰمَنُوْا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ اِذَا حَضَرَ
اَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِيْنَ الْوَصِيَّةِ اثْنٰنِ
ذَوَا عَدْلٍ مِّنْكُمْ اَوْ اٰخَرٰنِ مِنْ
غَيْرِكُمْ اِنْ اَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِى الْاَرْضِ
فَاَصَابَتْكُمْ مُّصِيْبَةُ الْمَوْتِ ط
تَحْبِسُوْنَهُمَا مِنْ بَعْدِ الصَّلٰوةِ فَيُقْسِمٰنِ
بِاللّٰهِ اِنِ ارْتَبْتُمْ لَا نَشْتَرِىْ بِهٖ
ثَمَنًا وَّلَوْ كَانَ ذَا قُرْبٰى لا وَلَا نَكْتُمُ
شَهَادَةَ اللّٰهِ اِنَّاۤ اِذًا لَّمِنَ الْاٰثِمِيْنَ ○
١٠٧- فَاِنْ عُثِرَ عَلٰۤى اَنَّهُمَا اسْتَحَقَّاۤ

১০৬। হে বিশ্বাস-স্থাপনকারিগণ, যখন তোমাদের মধ্যে কাহারও মৃত্যু উপস্থিত হয়, তখন অন্তিম-উপদেশ-কালে তোমাদের মধ্যস্থ দুইজন ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তিকে সাক্ষী কর, অথবা তোমরা ভিন্ন অপর সম্প্রদায়ের দুইজন—যদি ভূপর্য্যটন-কালে তোমাদের উপর মৃত্যুর বিপদ উপস্থিত হয়; যদি তোমাদের সন্দেহ হয়, তবে নামাজের পরে উভয়কে দণ্ডায়মান করিবে, তাহারা উভয়ে আল্লার শপথ করিবে যে, আমরা ইহার জন্য মূল্য গ্রহণ করিব না—যদিও সে আত্মীয় হয়; এবং আমরা আল্লার শপথ গোপন করিব না, যেহেতু আমরা তাহাতে নিশ্চয়ই পাপীদিগের অন্তর্ভুক্ত হইব। ১০৭। অতঃপর যদি পরিব্যক্ত হয় যে, উহারা উভয়েই

১০৬। এই আয়তের অবতারণ সম্বন্ধে বর্ণিত হইয়াছে যে, ভিন্ন-ধর্ম্মাবলম্বী তমীম দারী ও তদীয় ভ্রাতা আদী, বুদাইল নামক জনৈক মুসলমানের সহিত ব্যবসায় করিবার জন্য সিরিয়া প্রদেশে গমন করে। সেই স্থানে বুদাইলের অন্তিম-কাল উপস্থিত হইলে সে নিজের সমস্ত জিনিস-পত্র স্বীয় উত্তরাধিকারীদিগকে প্রদান করিবার জন্য খৃষ্টান সহযোগী-দ্বয়ের হস্তে অর্পণ করিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হয়। ঐ সকল জিনিস-পত্রের একটী তালিকাও প্রস্তুত করা হইয়াছিল। খৃষ্টান ভ্রাতৃদ্বয় মদিনা প্রত্যাগমন করিয়া অন্যান্য সমস্ত জিনিস-পত্রই বুদাইলের উত্তরাধিকারীদিগকে প্রদান করে; কিন্তু একটী মূল্যবান রৌপ্য-পেয়ালা গোপন করিয়া রাখে। বুদাইলের উত্তরাধিকারিগণ তালিকা দৃষ্টে উক্ত পেয়ালার দাবী করে। অনন্তর ইহার বিচার-ভার হজরতের উপর অর্পিত হইলে তদুপলক্ষে এই আয়ত অবতীর্ণ হয়।

আয়তের মর্ম্ম এই যে, যদি তোমাদের কাহারও মৃত্যুকালে স্বীয় সম্পত্তির ভবিষ্যৎ উত্তরাধিকারিত্ব সম্বন্ধে অন্তিম-উপদেশ প্রদান করা আবশ্যক হয় অথবা যদি বিদেশে অন্তিমকাল উপস্থিত হয়, তবে অন্তিম-উপদেশ প্রদানকালে "তোমাদের মধ্যস্থ দুইজন ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তিকে সাক্ষী করিবে"; কিন্তু যদি তোমাদের মধ্যস্থ লোক উপস্থিত না থাকে, তবে "অপর সম্প্রদায়ের" ঐরূপ দুইজনকে সাক্ষী করিয়া লইবে। এইরূপ স্থলে নির্ব্বাচিত সাক্ষীর সাক্ষ্য যদি মৃতের উত্তরাধিকারিগণ বিশ্বাস ও স্বীকার করিয়া লয়, তবে তাহা খুবই ভাল; কিন্তু যদি তাহাদের সন্দেহ হয়, তবে সাক্ষীদ্বয়কে "নামাজের পরে" আল্লার নামে শপথ করাইবে। তাহারা শপথকালে একথা স্পষ্ট করিয়া বলিবে যে, আমরা কোনরূপ পার্থিব লাভ বা প্রলোভনের বশে মিথ্যা শপথ করিতেছি না।

১০৭। অবশ্য এরূপ অবস্থায় শপথের পরেও যদি উত্তরাধিকারিগণের সন্দেহ দূরীভূত না হয়, তবে তাহাদের মধ্য হইতে মৃতের সর্ব্বাপেক্ষা ঘনিষ্ঠতর আত্মীয়-স্বজনের মধ্য হইতে দুইজনকে

اِثْمًا فَاٰخَرٰنِ يَقُوْمٰنِ مَقَامَهُمَا مِنَ الَّذِيْنَ اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْاَوْلَيٰنِ فَيُقْسِمٰنِ بِاللّٰهِ لَشَهَادَتُنَا اَحَقُّ مِنْ شَهَادَتِهِمَا وَمَا اعْتَدَيْنَا ۖ اِنَّا اِذًا لَّمِنَ الظّٰلِمِيْنَ ○ ১০৮- ذٰلِكَ اَدْنٰۤى اَنْ يَّاْتُوْا بِالشَّهَادَةِ عَلٰى وَجْهِهَاۤ

পাপার্জ্জনে অপরাধী হইয়াছে, তবে ঐ উভয়ের স্থলে তাহাদের মধ্য হইতে উহাদের বিরুদ্ধে দাবীদার—নিকট আত্মীয় অপর দুইজন দণ্ডায়মান হইয়া আল্লার শপথ করিবে যে, আমাদের সাক্ষ্য উহাদের সাক্ষ্য হইতে সত্য এবং আমরা সীমাতিক্রম করি নাই—নিশ্চয় তাহা হইলে আমরা অত্যাচারিগণের অন্তর্ভুক্ত হইব। ১০৮। ইহা এইজন্য সমীচীন যে, তাহারা সত্যানুরূপ সাক্ষ্য প্রদান করিবে

তাহাদের দাবীর সত্যতা সম্বন্ধে আল্লার নামে শপথ করিতে হইবে। উত্তরাধিকারীদিগের মধ্যে দুইজন এইরূপ শপথ করিলে পূর্ব্বোক্ত সাক্ষীদ্বয়ের সাক্ষ্য রহিত হইয়া যাইবে এবং বিরোধী বিষয়ের প্রাপ্তি সম্বন্ধে উত্তরাধিকারিগণের পূর্ণ অধিকার জন্মিবে।

হজরত রসুলোল্লা প্রথমতঃ ইহার পূর্ব্ববর্ত্তী আয়তের নির্দ্দেশ অনুযায়ী উপরোক্ত খৃষ্টান ভ্রাতৃ-দ্বয়কে আসরের নামাজের পরে আল্লার নামে শপথ করিতে বলেন। তাহারা শপথ করিয়া বিরোধী রৌপ্য-পেয়ালা অপহরণের বিষয় অস্বীকৃত হইলে তাহাদিগকে মুক্তি প্রদান করা হয়। অনন্তর উহার কিছুদিন পরেই ঐ রৌপ্য-পেয়ালা বিক্রয় করিবার সময় ধরা পড়ে। তখন উহার বিচার-ভার পুনরায় হজরতের সম্মুখে উপস্থিত করা হয়। হজরত এই আয়ত-অনুযায়ী বুদাইলের ঘনিষ্টতর দুইজন উত্তরাধিকারীর শপথ গ্রহণ পূর্ব্বক ঐ পেয়ালা তাহাদিগকেই প্রদান করেন। এই ঘটনায় তমীম ইস্‌লাম গ্রহণ করিয়া স্বীকার করে যে, সে পূর্ব্বে মিথ্যা শপথ করিয়াছিল।

আলোচ্য আয়তদ্বয়ের "তোমাদের মধ্যস্থ সাক্ষী" কিংবা "অপর সম্প্রদায়ের সাক্ষী" সম্বন্ধে তফসীর-কারগণের মধ্যে মতভেদ পরিলক্ষিত হয়। কেহ কেহ বলেন যে, উহার অর্থ পর্য্যায়ক্রমে 'মুসলমান' অথবা 'ভিন্ন-ধর্ম্মাবলম্বী'। আবার কেহ কেহ বলেন যে, কাফেরদের সাক্ষ্য শরিয়তে অগ্রাহ্য; সুতরাং উক্ত বাক্যদ্বয়ের অর্থ যথাক্রমে 'স্বীয় আত্মীয়-স্বজন' অথবা 'অপর সম্প্রদায়ের মুসলমান' বুঝিতে হইবে। "নামাজের পরে" শব্দদ্বয়ের অর্থে কেহ বলেন, 'আসরের নামাজের পরে' এবং কেহ বলেন, 'যে কোন নামাজের পরে'। ফলতঃ উহার প্রকৃত উদ্দেশ্য এই যে, ঐ সময়ে প্রভু-সকাশে ভক্তের প্রার্থনা পরিগৃহীত হয় বলিয়া—মিথ্যা কথা বলিতে মানবের মনে স্বভাবতঃই আশঙ্কা উপস্থিত হইয়া থাকে এবং সেইজন্যই নামাজের পরবর্ত্তী সময়কে শপথের জন্য নির্দ্দেশ করা হইয়াছে।

ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী সাক্ষীর সাক্ষ্য পরিগ্রহণ সম্বন্ধে আয়তের অবতারণ-ঘটনার প্রতি লক্ষ্য করিয়া কেহ কেহ নির্দ্দেশ করিয়াছেন যে, পবিত্র কোরানে ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বীর সাক্ষ্য পরিগ্রহণ অনুমোদিত হইয়াছে (মঃ আঃ)। কিন্তু হজরত এব্‌ন-আব্বাস, আবু-মুসা ও হাসান বসরী প্রভৃতি প্রসিদ্ধ 'ফকিহ'গণের মতে ঐ সিদ্ধান্ত অযৌক্তিক। কারণ অবিশ্বাসী কাফেরগণের পক্ষে সত্যবাদী ও ন্যায়-পরায়ণ হওয়া অসম্ভব; সুতরাং কোন বিধর্ম্মীর সাক্ষ্য ইস্‌লামে স্বীকৃত বলিয়া অনুমোদিত হইতে পারে না (হক্কানী)। কেহ কেহ উত্তরাধিকার সম্বন্ধীয় আয়তের দ্বারা এই আয়ত 'রহিত' হইয়াছে বলিয়াও প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু তাহাদের উক্তির অযৌক্তিকতা ইতিপূর্ব্বেই প্রদর্শিত হইয়াছে। প্রকৃত কথা এই যে, উত্তরাধিকার-বিধি সাধারণ এবং ইহা বিশেষ ব্যবস্থা। সুতরাং সাধারণ বিধির সহিত বিশেষ ব্যবস্থার কোনই বিরোধ হইতে পারে না, উহা বুঝিবার দুর্ব্বলতা মাত্র।

১০৮। এই আয়তে সাক্ষীদিগকে সাক্ষ্যপ্রদান বিষয়ে ব্যতিক্রম না করিবার সতর্ক করা হইতেছে। আল্লাহতা'লা বলিতেছেন যে, তোমরা সত্য সাক্ষ্য প্রদান করিবে; কদাচ মিথ্যা

অথবা আশঙ্কা করিবে যে, তাহাদের সাক্ষ্যের পরে অন্য সাক্ষ্য উপস্থাপিত হইবে; এবং আল্লাহকে ভয় কর ও শ্রবণ কর; এবং আল্লাহ দুষ্কার্য্যকারী সম্প্রদায়কে পথ-প্রদর্শন করেন না।

أَوْ يَخَافُوا أَنْ تُرَدَّ أَيْمَانٌ بَعْدَ
أَيْمَانِهِمْ ۗ وَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاسْمَعُوا ۗ
وَاللّٰهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفٰسِقِينَ ع

১৫শ রুকু—খৃষ্টান জাতির অন্ধ-বিশ্বাস ও পার্থিব আসক্তি

১০৯। যে দিন আল্লাহ রসুলগণকে একত্রিত করিবার পর বলিবেন, তোমাদিগকে কি উত্তর প্রদত্ত হইয়াছিল? তাহারা বলিবে—আমরা অবগত নহি, নিশ্চয় তুমি অদৃশ্য-বিষয়ে মহাজ্ঞানী। ১১০। যখন আল্লাহ বলিবেন—হে মরিয়ম-নন্দন ঈসা, তোমার প্রতি এবং তোমার মাতার প্রতি আমার অনুগ্রহ স্মরণ কর—যখন আমি পবিত্র-আত্মা যোগে তোমাকে সাহায্য করিয়াছিলাম; তুমি দোলনায় এবং পরিণত-বয়সে লোকদিগের সহিত কথা বলিয়াছিলে;

١٠٩- يَوْمَ يَجْمَعُ اللّٰهُ الرُّسُلَ فَيَقُولُ
مَاذَا أُجِبْتُمْ ۖ قَالُوا لَا عِلْمَ لَنَا ۖ
إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ ○
١١٠- إِذْ قَالَ اللّٰهُ يٰعِيسَى ابْنَ
مَرْيَمَ اذْكُرْ نِعْمَتِي عَلَيْكَ وَعَلٰى
وَالِدَتِكَ ۘ إِذْ أَيَّدْتُّكَ بِرُوحِ
الْقُدُسِ ۖ تُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ

কথা বলিবে না। যদি মিথ্যা সাক্ষ্য প্রদান কর, তবে জানিও যে, তাহাদের আত্মীয়-স্বজন বা ঘনিষ্ঠ ব্যক্তিদিগের সাক্ষ্যে তোমাদের অসত্য সাক্ষ্য রহিত হইবার প্রবল আশঙ্কা রহিয়াছে। সুতরাং তোমরা কদাচ মিথ্যা সাক্ষ্য প্রদান করিয়া অপরাধী হইও না।

১০৯। কোরান শরিফে কোন আদেশ-নিষেধ, বিধি-ব্যবস্থা অথবা লোকের রীতি-নীতি বর্ণিত হইবার পর তৎসহ সাধারণতঃ আল্লাহতা'লার মহিমা-গৌরব, শক্তি-সামর্থ্য ও স্নেহ-করুণা কিংবা পারলৌকিক সুবিচার, শাস্তি ও পুরস্কারের প্রসঙ্গ বর্ণিত হইয়া থাকে। তদনুযায়ী এস্থলে উত্থান-দিবসের অবস্থা বর্ণিত হইতেছে।

আল্লাহতা'লা উত্থান-দিবসে রসুলগণকে সমুত্থিত ও একত্রিত করিয়া জিজ্ঞাসা করিবেন,—"আমি তোমাদিগকে প্রেরণ করিয়া মানব জাতির জন্য যে সকল আদেশ প্রচার করিয়াছিলাম, তাহারা উহার কি উত্তর দিয়াছিল?—অর্থাৎ তাহারা উহা স্বীকার এবং প্রতিপালন করিয়াছিল কি না? তখন রসুলগণ উত্তর করিবেন, হে আল্লাহ! তাহারা কত জনে ও কি পরিমাণে তোমাদের আদেশ প্রতিপালন করিয়াছিল এবং কে উহা কিরূপ ভাবে গ্রহণ করিয়াছিল, তৎসম্বন্ধে আমরা কিছুই জানি না; বরং "নিশ্চয় তুমি অদৃশ্য বিষয়ে মহাজ্ঞানী" অর্থাৎ তুমিই ঐ সমস্ত বিষয় সম্যক পরিজ্ঞাত আছ।

১১০। **রুহোল কুদুস**—বিশুদ্ধ আত্মা, নির্ম্মল প্রবৃত্তি বা অনাবিল শক্তি। হজরত জিবরীল ফেরেশ্‌তা 'রুহোল কুদুস' নামে অভিহিত হন। তিনি হজরত ঈসার নিকট প্রত্যাদেশ আনয়ন করিতেন এবং তাঁহাকে সর্ব্ব-বিষয়ে সাহায্য করিতেন। উক্ত বাক্যের এরূপ অর্থও হইতে

এবং যখন আমি তোমাকে গ্রন্থ ও বিজ্ঞান এবং তওরাত ও ইঞ্জিল শিক্ষা দিয়াছিলাম; এবং যখন তুমি আমার আদেশে মৃত্তিকা হইতে পক্ষীর প্রতিকৃতি নির্ম্মাণ করিতে, তৎপর তন্মধ্যে ফুৎকার প্রদান করিতে—তাহাতে আমার আদেশে পক্ষী হইয়া যাইত এবং তুমি আমার আদেশে জন্মান্ধ ও কুষ্ঠরোগীকে নিরাময় করিতে, এবং যখন তুমি আমার আদেশে মৃতকে বহির্গত করিতে, এবং যখন আমি তোমা হইতে এসরাইল-বংশীয়গণকে নিবৃত্ত করিয়াছিলাম, যখন তুমি তাহাদের নিকট নিদর্শনাবলী আনয়ন করিয়াছিলে—তখন তাহাদের মধ্যে যাহারা অবিশ্বাস করে তাহারা বলিয়াছিল যে, ইহা প্রকাশ্য যাদু ব্যতীত নহে। ১১১। এবং যখন আমি 'হাওয়ারী'গণের জন্য প্রত্যাদেশ করিয়াছিলাম যে, আমার প্রতি ও আমার রসুলের প্রতি বিশ্বাস-স্থাপন কর; তাহারা বলিয়াছিল, আমরা বিশ্বাস করিলাম এবং সাক্ষী থাক যে,

وَكَهْلًا ۚ وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ
وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنجِيلَ ۚ
وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ
الطَّيْرِ بِإِذْنِي فَتَنفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ
طَيْرًا بِإِذْنِي وَتُبْرِئُ الْأَكْمَهَ
وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِي ۚ وَإِذْ تُخْرِجُ
الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِي ۚ وَإِذْ كَفَفْتُ
بَنِي إِسْرَائِيلَ عَنكَ إِذْ جِئْتَهُم
بِالْبَيِّنَاتِ فَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ
إِنْ هَٰذَا إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ ○
111- وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ
أَنْ آمِنُوا بِي وَبِرَسُولِي ۚ قَالُوا
آمَنَّا وَاشْهَدْ بِأَنَّنَا مُسْلِمُونَ ○

পারে যে, আল্লাহতা'লার করুণায় তাঁহার আত্মা পার্থিব লোভ, মোহ ও কামনা প্রভৃতি হইতে বিমুক্ত হইয়া বিশুদ্ধ ও নির্ম্মল হইয়াছিল। কোঃ ২—৮৭।

এই আয়তে হজরত ঈসা ও তদীয় জননী বিবি মরিয়মের প্রতি আল্লার অনুগ্রহ, হজরত ঈসার নবুয়ত প্রাপ্ত ও অলৌকিকতা প্রদর্শন, ইহুদীদিগের মধ্যে সত্য-প্রচার এবং তাহাদের অবজ্ঞা ও প্রত্যাখ্যান প্রভৃতি বিষয় বর্ণিত হইয়াছে। ইহার তফ্‌সীর ইতিপূর্ব্বেই বিবৃত হইয়াছে।—কোরান ৩—৪৫ হইতে ৫১ আয়ত এবং উহার তফ্‌সীর দ্রষ্টব্য।

এই আয়তে হজরত ঈসার প্রদর্শিত যে সমস্ত অলৌকিক কার্য্যের বিষয় বর্ণিত হইয়াছে, প্রচলিত ইঞ্জিল অর্থাৎ নূতন বাইবেলে তাহার প্রায় সমস্তই লিখিত আছে।—মথি, মার্ক, লুক ও যোহন দ্রষ্টব্য।

১১১। "হাওয়ারী"—অর্থাৎ হজরত ঈসার শিষ্য-সহচরগণ যেরূপে তাঁহার বাক্য বিশ্বাস ও স্বীকার করিয়াছিল এবং ইহুদীরা হজরত ঈসাকে ঐন্দ্রজালিক বলিয়া অবিশ্বাস ও প্রত্যাখ্যান করিবার পরেও 'হাওয়ারী'গণ আল্লার অনুগ্রহে অভিষিক্ত হইয়া যেরূপভাবে সত্য-ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিল, এই আয়তে তাহাই বর্ণিত হইয়াছে। কোঃ ৩—৫২, ৫৩ দ্রষ্টব্য।

۱۱۲- إِذْ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ يٰعِيسَى
ابْنَ مَرْيَمَ هَلْ يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ
أَنْ يُنَزِّلَ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِّنَ السَّمَاءِ ط
قَالَ اتَّقُوا اللّٰهَ إِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِينَ ○
۱۱۳- قَالُوا نُرِيدُ أَنْ نَّأْكُلَ مِنْهَا
وَتَطْمَئِنَّ قُلُوبُنَا وَنَعْلَمَ أَنْ قَدْ صَدَقْتَنَا
وَنَكُونَ عَلَيْهَا مِنَ الشّٰهِدِينَ ○
۱۱۴- قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ اللّٰهُمَّ

আমরা আত্মসমর্পণকারী। ১১২। যখন 'হাওয়ারী'গণ বলিয়াছিল—হে মরিয়ম-নন্দন ঈসা, তোমার প্রতিপালক কি আমাদের জন্য আকাশ হইতে খাদ্যাধার অবতারণ করিতে পারেন? সে বলিয়াছিল—যদি তোমরা বিশ্বাসী হও তবে আল্লাহকে ভয় কর। ১১৩। তাহারা বলিয়াছিল, আমরা ইচ্ছা করি যে, উহা হইতে ভক্ষণ করিব এবং আমাদের অন্তর-সমূহ পরিতৃপ্ত হইবে এবং আমরা জানিতে পারিব যে, নিশ্চয় তুমি সত্য বলিয়াছ এবং আমরা তৎপ্রতি সাক্ষ্য-প্রদানকারী হইব। ১১৪। মরিয়ম-নন্দন ঈসা বলিয়াছিল, হে আমার প্রতিপালক আল্লাহ, আকাশ

১১২। **মায়েদা**—'মা-দা' হইতে নিষ্পন্ন; অর্থ—খাদ্য বা খাদ্যাধার। কেহ কেহ ইহার অর্থে অনুগ্রহ, দান ও কল্যাণ গ্রহণ করিয়াছেন (এমাম রাগেব)। আধুনিক তফ্‌সীরকারগণের কেহ কেহ বলেন যে, উহার মর্ম্মার্থ 'আত্মিক খাদ্য' অর্থাৎ জ্ঞান (মঃ আঃ)। এমাম রাজী ইহার অর্থে অনুগ্রহ ও কল্যাণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন।—তঃ কবির।

ইয়াস্‌তাতিয়ু—ইহার অর্থে "তিনি ইহা করিতে পারেন কি? কিংবা "তিনি কি ইহাতে সম্মত হইবেন?" অথবা "তিনি কি ইহা ইচ্ছা করিবেন?" প্রভৃতি নানা মর্ম্ম পরিকল্পিত হইয়াছে।

আয়তের মর্ম্ম এই যে, হজরত ঈসার শিষ্যগণ নিজেদের খাদ্যাভাব হেতু হজরত ঈসার নিকট বলিয়াছিলেন যে, তোমার প্রতিপালক আকাশ হইতে আমাদের জন্য কোন খাদ্য-দ্রব্যপূর্ণ পাত্র অবতারণ করিতে পারেন কি না?—অথবা তিনি কি স্বীয় অনুগ্রহে আমাদের জন্য স্বর্গ হইতে কোন খাদ্যাধার অবতারণ করিবেন? কেহ কেহ বলেন যে, তাহারা আল্লাহতা'লার শক্তি এবং হজরত ঈসার সত্যতা পরীক্ষার জন্যই ঐরূপ প্রশ্ন করিয়াছিল। তাই হজরত ঈসা ঐরূপ প্রশ্নে ক্রুদ্ধ হইয়া বলিয়াছিলেন যে, যদি তোমরা আল্লার প্রতি বিশ্বাস-স্থাপন করিয়া থাক, তবে তাঁহাকে ভয় কর; কারণ বিশ্বাসী দাসের পক্ষে কোন অবস্থাতেই স্বীয় প্রতিপালক প্রভুকে পরীক্ষা করা উচিত নহে।

১১৩। হাওয়ারীগণ হজরত ঈসার উক্তির উত্তরে নিবেদন করিয়াছিল যে, যদি আল্লাহ ঐরূপ অনুগ্রহ করেন, তবে আমরা উহা হইতে ভক্ষণ করিয়া আমাদের ক্ষুৎ-পিপাসাতুর প্রাণ পরিতৃপ্ত করিব এবং তদ্দ্বারা তোমার সত্যতা অবগত হইয়া লোকদিগের মধ্যে তাহা প্রচার করিতে পারিব।

১১৪—১১৫। শিষ্যগণের ঐরূপ বিনীত বাক্য শ্রবণে হজরত ঈসা আল্লার নিকট আকাশ হইতে খাদ্যাধার অবতারণের জন্য প্রার্থনা করিয়াছিলেন। তিনি ইহাও বলিয়াছিলেন যে, হে মহান্ জীবিকা দাতা প্রভো! যদি তুমি এইরূপে আমাদের জন্য জীবিকা প্রদান কর, তবে তোমার ঐ অনুগ্রহের দান আমাদের 'প্রথম' অর্থাৎ সমকালবর্ত্তিগণের এবং পরবর্ত্তী সম্প্রদায়-সমূহের জন্য আনন্দোৎসব-স্বরূপ পরিগণিত হইবে। হজরত ঈসার প্রার্থনার উত্তরে আল্লাহতা'লা বলিয়াছিলেন যে, আমি অবশ্যই তোমার

হইতে আমাদের প্রতি খাদ্যাধার অবতারণ কর—উহা আমাদের জন্য আমাদের প্রথম ও আমাদের পরবর্ত্তীদের জন্য আনন্দোৎসব এবং তোমা হইতে নিদর্শন হইবে ; এবং আমাদিগকে জীবিকা প্রদান কর এবং তুমিই শ্রেষ্ঠতম জীবিকা-দাতা। ১১৫। আল্লাহ বলিয়াছিলেন, আমি অবশ্যই তোমাদের প্রতি উহা অবতারণ করিব ; কিন্তু ইহার পরে তোমাদের মধ্যে যে অবিশ্বাস করিবে, তবে নিশ্চয় আমি তাহাকে এমন শাস্তিতে শাস্তি দিব যে, বিশ্বজগতের কাহাকেও সেরূপ শাস্তি প্রদান করিব না।

رَبَّنَآ اَنْزِلْ عَلَيْنَا مَآئِدَةً مِّنَ السَّمَآءِ
تَكُوْنُ لَنَا عِيْدًا لِّاَوَّلِنَا وَاٰخِرِنَا
وَاٰيَةً مِّنْكَ ۚ وَارْزُقْنَا وَاَنْتَ
خَيْرُ الرّٰزِقِيْنَ ○ ١١٤- قَالَ اللّٰهُ اِنِّيْ
مُنَزِّلُهَا عَلَيْكُمْ ۚ فَمَنْ يَّكْفُرْ بَعْدُ
مِنْكُمْ فَاِنِّيْٓ اُعَذِّبُهٗ عَذَابًا لَّآ اُعَذِّبُهٗٓ
اَحَدًا مِّنَ الْعٰلَمِيْنَ ع

প্রার্থনা পূর্ণ করিয়া খাদ্যাধার অবতারণ করিব। কিন্তু আমার এই অনুগ্রহের দান অবতীর্ণ হইবার পরে যে উহা অবিশ্বাস করিবে, আমি তাহাকে এমন শাস্তি দিব যে, জগতে তাহার তুলনা নাই।

আলোচ্য আয়তদ্বয়ের তফ্‌সীরে নানারূপ মতান্তর পরিলক্ষিত হয়। প্রাচীন তফ্‌সীরকারগণের কেহ কেহ ইহার ব্যাখ্যা করিতে গিয়া এক বিস্ময়কর কাহিনীর অবতারণা করিয়াছেন। তাঁহারা বলেন যে, হজরত ঈসার প্রার্থনা অনুসারে দুইখানি খণ্ড-মেঘের ভিতর অবস্থিত হইয়া এক রক্ত-বর্ণ খাদ্যাধার অবতীর্ণ হয়। উহাতে তৈল-সিক্ত কণ্টক-শূন্য ভর্জ্জিত মৎস্য এবং তৈল, ঘৃত, পনির, মধু ও শুষ্ক মাংস-সহ পাঁচখানি রুটি ছিল। কেহ কেহ বলেন যে, উক্ত খাদ্যাধারে শাক-সব্জী, তরকারী ও ফল-মূল প্রভৃতি আরও নানারূপ উপাদেয় খাদ্য ছিল। হজরত ঈসা উক্ত খাদ্যাধার দর্শনে কৃতজ্ঞ-চিত্তে ও অশ্রু-ভরা নয়নে প্রার্থনা করিয়াছিলেন,—"হে করুণাময় প্রভো! এই খাদ্যাধারকে শাস্তিতে পরিণত না করিয়া শান্তিতে পরিপূর্ণ কর!" কিন্তু তাঁহার শিষ্য-সহচরেরা উহা দেখিয়া বিস্মিত ভাবে বলিয়াছিল, "ইহা স্বর্গীয় খাদ্য না পার্থিব বস্তু?" হজরত ঈসা বলিলেন,—"তাহার কিছুই নহে ; বরং ইহা আল্লার অনুগ্রহ ও মহিমা। তোমরা ইহা কৃতজ্ঞ-চিত্তে ভক্ষণ কর ; তাহা হইলে নিশ্চয়ই কল্যাণ ও সম্পদ লাভ করিবে।" কিন্তু তাহারা সন্দিগ্ধ হইয়া বলিল,—"আপনি ইহার সহিত আরও কিছু অলৌকিকত্ব প্রদর্শন করুন ; তবেই আমাদের বিশ্বাস হইবে।" হজরত ঈসা তখন আল্লার আদেশে সেই ভাজা-মৎস্য জীবিত করিয়া পুনরায় পূর্ব্ব-অবস্থা প্রদান করিলেন। কিন্তু তাঁহার অবিশ্বাসী অনুচরেরা তদ্দর্শনে ভীত হইয়া বলিল,—"নিশ্চয় ইহা ভয়ানক ইন্দ্রজাল! সুতরাং আমরা কখনই ঐ খাদ্য-দ্রব্য স্পর্শ করিব না।" তখন হজরত ঈসা দীন-দুঃখী ও রোগীদিগকে আহ্বান করিয়া সেই খাদ্য বিতরণ করিলেন। সহস্রাধিক লোক উহা ভোজন করিল এবং ভোজনের পরেও খাদ্যাধার যেমন পূর্ণ ছিল, তেমনি পূর্ণ রহিল। ফলতঃ ঐ স্বর্গীয় খাদ্যের কল্যাণে রোগীরা আরোগ্য হইয়া পূর্ণ স্বাস্থ্য লাভ করিল এবং দরিদ্রেরা সম্পদশালী হইল। কিন্তু হজরত ঈসার অবিশ্বাসী অনুচরেরা তাহাদের অবাধ্যতার জন্য আল্লাহ-তা'লার কোপে পতিত হইয়া শূকরাকৃতি প্রাপ্ত হইল এবং তিন দিন পরে দুঃসহ যন্ত্রণা ও ভয়াবহ শাস্তি ভোগ করিয়া ছট্‌ফট্ করিতে করিতে মরিয়া গেল।—তঃ হোসেনী ও হক্কানী।

অবশ্য উক্তরূপ ঘটনা সংঘটিত হওয়া আদৌ অসম্ভব নহে ; কিন্তু পবিত্র কোরান ও হাদিস এবং ইতিহাস ও ইঞ্জিলে এইরূপ কোনই বর্ণনা পরিলক্ষিত হয় না। এইজন্য কোন কোন প্রসিদ্ধ তফ্‌সীরকার ঐ ঘটনার সত্যতায় সন্দেহ করিয়াছেন। পক্ষান্তরে হজরত হাসান বসরী ও মোজাহেদ বলেন যে, হজরত ঈসার মুখে শাস্তির কথা শুনিয়া 'হাওয়ারী'গণ আশঙ্কা বশতঃ উহার জন্য পুনরায়

১৬শ রুকু—হজরত ঈসা-সম্বন্ধীয় ভ্রম-বিশ্বাসের প্রতিবাদ

১১৬। এবং যখন আল্লাহ বলিলেন—হে মরিয়ম-নন্দন ঈসা, তুমি কি লোকদিগকে বলিয়াছিলে যে, আল্লাকে পরিত্যাগ করিয়া আমাকে ও আমার মাতাকে দুই উপাস্য-রূপে গ্রহণ কর? সে বলিবে, তুমি পরম-পবিত্র; আমার কি হইয়াছিল যে, যাহাতে আমার অধিকার নাই আমি তাহাই বলিব? যদি আমি তাহাদিগকে ইহা বলিয়া থাকি, তবে অবশ্যই তুমি তাহা পরিজ্ঞাত আছ; আমার

١١٦- وَإِذْ قَالَ اللّٰهُ يٰعِيْسَى ابْنَ مَرْيَمَ
ءَاَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُوْنِيْ
وَاُمِّيَ اِلٰهَيْنِ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ ط
قَالَ سُبْحٰنَكَ مَا يَكُوْنُ لِيْٓ اَنْ
اَقُوْلَ مَا لَيْسَ لِيْ ق بِحَقٍّ ط اِنْ
كُنْتُ قُلْتُهٗ فَقَدْ عَلِمْتَهٗ ط تَعْلَمُ

প্রার্থনা না করায় আকাশ হইতে আদৌ কোন খাদ্যাধার অবতীর্ণ হয় নাই। যদি ঐরূপ কোন খাদ্যাধার অবতীর্ণ হইত, তবে নিশ্চয় উহা খৃষ্টান জাতির জন্য 'ঈদ' বা আনন্দোৎসবের দিবস বলিয়া পরিগণিত ও প্রচলিত হইত। আবার কেহ বলেন—এক বার মাত্র এবং কেহ কেহ বলেন যে, এক এক দিন অন্তর চল্লিশ দিন পর্য্যন্ত ঐরূপ খাদ্যাধার অবতীর্ণ হইয়াছিল। কিন্তু শেষে ইহুদীরা ঐ ব্যাপারকে ইন্দ্রজাল, যাদু অথবা দৃষ্টি-বিভ্রম বলিয়া সন্দেহ করায় উহার অবতারণ বন্ধ হইয়া যায়।

কিন্তু বিশিষ্ট তফ্‌সীরকারগণ ঐ সকল মতের প্রতিবাদ করিয়া বলেন ঃ—প্রচলিত ইঞ্জিলে পরিদৃষ্ট হয় যে, হজরত ঈসা গালিল সাগরের তীরে অবস্থান কালে একদা খাদ্যাভাব উপস্থিত হওয়ায় শিষ্যদের প্রার্থনা অনুসারে পাঁচখানি রুটি ও দুইটী ভাজা মৎস্য দ্বারা পঞ্চ সহস্র লোককে ভোজন করাইয়াছিলেন এবং ভোজনের পরেও বার-খানি ডালা পূর্ণ খাদ্য-দ্রব্য অবশিষ্ট ছিল (যোহন ৬—৮ হইতে ৬৬)। সুতরাং স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে, আলোচ্য আয়ত-দ্বয়ে সেই ঘটনার প্রতিই লক্ষ্য করা হইয়াছে। কারণ ঐ ঘটনায় "স্বর্গীয় খাদ্যাধার" অর্থাৎ আল্লার করুণা ও প্রাচুর্য্য অবতারণের সুস্পষ্ট নিদর্শন পরিলক্ষিত হয়। খৃষ্টান জাতির প্রাথমিক প্রতিষ্ঠা এবং পরবর্ত্তী সুখ-সম্পদও প্রকারান্তরে এই আয়তের সার্থকতা ঘোষণা করিতেছে।

নব্য তন্ত্রের তফ্‌সীরকারগণ বলেন যে, আলোচ্য আয়ত-দ্বয়ের প্রথম আয়ত—পার্থিব জীবিকা ও কল্যাণের জন্য হজরত ঈসার সাধারণ প্রার্থনা এবং দ্বিতীয় আয়ত—ঐ প্রার্থনা পূর্ণ করা সম্বন্ধে আল্লাহতা'লার প্রতিশ্রুতি ও শর্ত্ত। প্রত্যেক ধর্ম্মেই এইরূপ প্রার্থনা-পদ্ধতি প্রচলিত আছে। সুতরাং উপরোক্ত প্রার্থনা ও প্রতিশ্রুতির সহিত "খাদ্যাধার অবতারণ-বিষয়ক গল্পের" কোনই সম্বন্ধ নাই।—তঃ মঃ আঃ।

১১৬।—খৃষ্টানদিগের অধিকাংশ সম্প্রদায় হজরত ঈসাকে "স্বয়ং খোদা" বলিয়া থাকে। আবার কোন কোন সম্প্রদায় "পিতা-পুত্র পবিত্রাত্মা"র অযৌক্তিক ত্রিত্ববাদের উপরে আরোহণ পূর্ব্বক যীশু-মাতা মরিয়মকে "খোদার মাতা" মনে করিয়া তাঁহাকেও খোদার আসনে বসাইয়া দিয়াছে। উহার ফলে খৃষ্টান-জগতে "মেরী মাতার" পূজা এখনও প্রচলিত আছে। তাই আলোচ্য আয়তে ঐ ভিত্তিহীন ও কাল্পনিক অবৈধ প্রথার তীব্র প্রতিবাদ করা হইয়াছে।

পরকালে আল্লাহতা'লা হজরত ঈসাকে জিজ্ঞাসা করিবেন যে, তুমি কি আমার পরিবর্ত্তে লোকদিগকে তোমার ও তোমার মাতার পূজা করিতে বলিয়াছিলে? হজরত ঈসা উত্তর করিবেন, "হে মহান আল্লাহ! আমি এমন কথা কেন বলিব—যাহাতে আমার কোনই অধিকার নাই? অর্থাৎ আমি কখনও ঐরূপ অসঙ্গত কথা বলি নাই। যদি আমি উহা বলিতাম, তবে নিশ্চয়

অন্তরে যাহা আছে তাহা তুমি জান এবং তোমার অন্তরে যাহা আছে তাহা আমি জানি না; নিশ্চয় তুমি অদৃশ্য বিষয়ে মহাজ্ঞানী। ১১৭। আমি তাহাদিগকে এতদ্ব্যতীত বলি নাই—যাহা তুমি আমাকে আদেশ করিয়াছিলে যে, আমার প্রতিপালক ও তোমাদের প্রতিপালক আল্লারই আরাধনা কর; এবং আমি তাহাদের মধ্যে অবস্থান করা পর্য্যন্ত তাহাদের উপর সাক্ষী ছিলাম; অনন্তর যখন তুমি আমাকে লোকান্তরিত করিলে, তখন তুমিই তাহাদের উপর লক্ষ্যকারী ছিলে; এবং তুমিই সর্ব্ব-বিষয়ের সাক্ষী। ১১৮। যদি তুমি তাহাদিগকে শাস্তি প্রদান কর, তবুও তাহারা তোমারই দাস এবং যদি তুমি তাহাদিগকে ক্ষমা কর তবে নিশ্চয় তুমি মহাপরাক্রান্ত

مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ ط
إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ ○
١١٧- مَا قُلْتُ لَهُمْ إِلَّا مَا أَمَرْتَنِي
بِهِ أَنِ اعْبُدُوا اللّٰهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ ج
وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ
فِيهِمْ ج فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتَ أَنْتَ
الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ ط وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ
شَيْءٍ شَهِيدٌ ○ ١١٨- إِنْ تُعَذِّبْهُمْ
فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ ج وَإِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ
فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ○

তুমি তাহা জানিতে। কারণ তুমি জীবের অন্তর্নিহিত অতি গুপ্ত বিষয় পর্য্যন্ত অবগত আছ এবং তুমি যাহা জান, তাহা আর কেহই জানে না।

এই আয়তে স্পষ্টই প্রমাণিত হইতেছে যে, হজরত ঈসা কখনই খৃষ্টান-জাতির 'ত্রিত্ববাদ' বিশ্বাসের
ন্যায় "যীশু-মূর্ত্তি" ও মেরী-মাতার পূজারূপ অংশীবাদিতা-মূলক কুশিক্ষা প্রদান করেন নাই।
শয়তানী প্ররোচনা প্রভাবেই কোন কোন খৃষ্টান সম্প্রদায় নিজেদের মধ্যে ঐ জঘন্য পৌত্তলিকতা-রূপ
মহাপাপ-প্রথার সৃষ্টি করিয়া লইয়াছে।

হজরত ঈসা লোকদিগকে যে শিক্ষা প্রদান করিয়াছেন বলিয়া উক্ত হইয়াছে,
১১৭। এই আয়তে কোঃ ৫—৭২ এবং মথি ৪—১০ দ্রষ্টব্য।
প্রচলিত ইঞ্জিলেও তাহা স্পষ্টতর পরিলক্ষিত হয়।—সেইজন্য মৌলবী মোহাম্মদ আলী সাহেব এই আয়তের
ওফাত—অর্থ পূর্ণতা অথবা মৃত্যু। "পরে যখন তুমি আমাকে লোকান্তরিত করিলে"—বাক্যাংশের
"ফালাম্মা তাওফ্‌ফায়তানী"—অর্থাৎ হজরত ঈসার যে স্বাভাবিক মৃত্যু হইয়াছে, এই আয়তই
উপর অতিরিক্ত জোর দিয়া বলিয়াছেন,—এ সম্বন্ধে অন্যান্য অভিমত ইতিপূর্ব্বেই আলোচনা করা হইয়াছে।
তাহার চুড়ান্ত প্রমাণ।"
কোঃ ৩—৫৫ এবং ৪—১৫৮ দ্রষ্টব্য।

১১৮। পূর্ব্ব আয়তে উক্ত হইয়াছে :—হজরত ঈসা আল্লাহতা'লাকে বলিবেন যে, আমি যতদিন
তাহাদের মধ্যে ছিলাম, ততদিন তাহারা যাহা করিয়াছিল তাহা আমি দেখিয়াছিলাম। অনন্তর তুমি
আমাকে লোকান্তরিত করিবার পরে তাহারা যাহা করিয়াছে, তাহা কেবল তুমিই অবগত আছ।
অতএব তাহাদিগকে তাহাদের অপরাধের জন্য শাস্তি প্রদান অথবা ক্ষমা করা তোমারই ইচ্ছাধীন।
"নিশ্চয় তুমি মহা পরাক্রান্ত বিজ্ঞানময়"—অর্থাৎ তোমার উপর কাহারও কোনরূপ অধিকার নাই।

১১৯- قَالَ اللّٰهُ هٰذَا يَوْمُ يَنْفَعُ الصّٰدِقِيْنَ صِدْقُهُمْ ط لَهُمْ جَنّٰتٌ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَآ اَبَدًا ط رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ وَرَضُوْا عَنْهُ ط ذٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ○

বিজ্ঞানময়। ১১৯। আল্লাহ বলিবেন, অদ্যকার দিবসে সত্যপরায়ণগণ তাহাদের সততার সুফল প্রাপ্ত হইবে; তাহাদের জন্যই স্বর্গোদ্যান—যাহার নিম্নে স্রোতস্বিনী সমূহ প্রবাহিতা, তন্মধ্যে তাহারা চিরকাল অবস্থান করিবে; আল্লাহ তাহাদের প্রতি প্রসন্ন এবং তাহারাও তাঁহার প্রতি পরিতুষ্ট; ইহাই মহান্ সফলতা

১২০- لِلّٰهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا فِيْهِنَّ ط وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ع

১২০। আল্লারই জন্য নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের এবং তন্মধ্যস্থিত বিষয়ের আধিপত্য; এবং তিনিই সর্ব্ব-বিষয়োপরি শক্তিমান।

১১৯। হজরত ঈসার উক্তি শ্রবণের পর আল্লাহতা'লা বলিবেন, আজ সেই দিন—যেদিন কেবল সত্যপরায়ণ সাধু ব্যক্তিরাই তাহাদের পুণ্যের পুরস্কার স্বরূপ চিরকালের জন্য অফুরন্ত সুখ-সম্পদপূর্ণ স্বর্গোদ্যানে স্থান লাভ করিবে। কারণ তাহারা আমার প্রতি সন্তুষ্ট ও কৃতজ্ঞ ছিল বলিয়া আমিও তাহাদের উপর প্রসন্ন হইয়াছি এবং ইহাই মানব-জীবনের সর্ব্বাপেক্ষা মহান্ সফলতা।

১২০। অনন্তর বিশ্বজগতের উপর আল্লার অখণ্ড আধিপত্য এবং বিশ্বের সমস্ত বিষয়ের উপর তাঁহার অপ্রতিহত শক্তি ও অধিকার ঘোষণা করিয়া এই পবিত্র সুরার উপসংহার করা হইয়াছে।

সুরা মায়েদার সংক্ষিপ্ত-সার

আল্-মায়েদা পবিত্র কোরানের অন্যতম সুবৃহৎ সুরা। এই পবিত্র সুরা ১৬ রুকুতে বিভক্ত এবং ১২০ আয়তে গ্রথিত হইয়াছে। ইহাতে যে সকল মহান্ শিক্ষা এবং বিশিষ্ট বর্ণনা আছে, তন্মধ্যে ১। বৈধাবৈধ সম্বন্ধীয় বিধি-ব্যবস্থা; ২। চুরি ও চোরের শাস্তি; ৩। অজু, গোছল ও তয়ম্মম-বিষয়ক বিধি; ৪। আদম-পুত্র হাবিল ও কাবিলের প্রসঙ্গ; ৫। ইহুদী ও খৃষ্টানগণের অবিশ্বাস, অবাধ্যতা ও শাস্তি; ৬। মাদক দ্রব্যের অবৈধতা ও অনিষ্টকারিতা; ৭। পবিত্র কোরানের সহিত পূর্ব্ববর্ত্তী গ্রন্থসমূহের তুলনা এবং কোরানের শ্রেষ্ঠত্ব ও গৌরব; ৮। ইস্লামের বিরোধী এবং ধর্ম্মের প্রতি উপহাস-বিদ্রূপকারীদিগের সংস্রব বর্জ্জন; ৯। অবৈধ বিষয় বর্জ্জনের আদেশ ও বৈধ বিষয় বর্জ্জনের নিষেধাজ্ঞা; এবং ১০। পবিত্র ইস্লামের পূর্ণ-পরিণতি এবং মুসলমান জাতির স্বাতন্ত্র্য ও আত্মনির্ভরতা প্রভৃতি বিষয় বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এতদ্ভিন্ন শিকার সম্বন্ধীয় বিধান; সুরা, শূকর ও শোনিতের অবৈধতা ও অনিষ্টকারিতা, ইহুদী-জাতির হীন-প্রকৃতি, খৃষ্টান-জাতির ভ্রান্তি ও অধঃপতন, পৌত্তলিকদিগের অন্ধবিশ্বাস ও অজ্ঞতা, ইহুদী ও পৌত্তলিকদিগের ইস্লাম-বিদ্বেষ, ইস্লামের প্রতি খৃষ্টান-জাতির উদারতা, গ্রন্থানুগামী রমণীগণের সহিত বিবাহ-বিধি, অংশীবাদী নারী-বিবাহের নিষেধাজ্ঞা, তওরাতের বিকৃতি, ইঞ্জিলের বিলুপ্তি ও কোরানের শ্রেষ্ঠত্ব এবং পারলৌকিক সুবিচার, শাস্তি ও পুরস্কার প্রভৃতি বহু আবশ্যকীয় বিষয় বর্ণিত হইয়াছে।

বিজ্ঞানময়। ১১৯। আল্লাহ বলিবেন, অদ্যকার দিবসে সত্যপরায়ণগণ তাহাদের সততার সুফল প্রাপ্ত হইবে; তাহাদের জন্যই স্বর্গোদ্যান—যাহার নিম্নে স্রোতস্বিনী সমূহ প্রবাহিতা, তন্মধ্যে তাহারা চিরকাল অবস্থান করিবে; আল্লাহ তাহাদের প্রতি প্রসন্ন এবং তাহারাও তাঁহার প্রতি পরিতুষ্ট; ইহাই মহান্ সফলতা ১২০। আল্লারই জন্য নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের এবং তন্মধ্যস্থিত বিষয়ের আধিপত্য; এবং তিনিই সর্ব্ব-বিষয়োপরি শক্তিমান।

١١٩- قَالَ اللّٰهُ هٰذَا يَوْمُ يَنْفَعُ
الصّٰدِقِيْنَ صِدْقُهُمْ ؕ لَهُمْ جَنّٰتٌ
تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ
فِيْهَآ اَبَدًا ؕ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ وَرَضُوْا
عَنْهُ ؕ ذٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ○
١٢٠- لِلّٰهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ
وَمَا فِيْهِنَّ ؕ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ
شَيْءٍ قَدِيْرٌ ع

১১৯। হজরত ঈসার উক্তি শ্রবণের পর আল্লাহতা'লা বলিবেন, আজ সেই দিন—যেদিন কেবল সত্যপরায়ণ সাধু ব্যক্তিরাই তাহাদের পুণ্যের পুরস্কার স্বরূপ চিরকালের জন্য অফুরন্ত সুখ-সম্পদপূর্ণ স্বর্গোদ্যানে স্থান লাভ করিবে। কারণ তাহারা আমার প্রতি সন্তুষ্ট ও কৃতজ্ঞ ছিল বলিয়া আমিও তাহাদের উপর প্রসন্ন হইয়াছি এবং ইহাই মানব-জীবনের সর্ব্বাপেক্ষা মহান্ সফলতা।

১২০। অনন্তর বিশ্বজগতের উপর আল্লার অখণ্ড আধিপত্য এবং বিশ্বের সমস্ত বিষয়ের উপর তাঁহার অপ্রতিহত শক্তি ও অধিকার ঘোষণা করিয়া এই পবিত্র সুরার উপসংহার করা হইয়াছে।

সুরা মায়েদার সংক্ষিপ্ত-সার

আল্-মায়েদা পবিত্র কোরানের অন্যতম সুবৃহৎ সুরা। এই পবিত্র সুরা ১৬ রুকুতে বিভক্ত এবং ১২০ আয়তে গ্রথিত হইয়াছে। ইহাতে যে সকল মহান্ শিক্ষা এবং বিশিষ্ট বর্ণনা আছে, তন্মধ্যে ১। বৈধাবৈধ সম্বন্ধীয় বিধি-ব্যবস্থা; ২। চুরি ও চোরের শাস্তি; ৩। অজু, গোছল ও তয়ম্মম-বিষয়ক বিধি; ৪। আদম-পুত্র হাবিল ও কাবিলের প্রসঙ্গ; ৫। ইহুদী ও খৃষ্টানগণের অবিশ্বাস, অবাধ্যতা ও শাস্তি; ৬। মাদক দ্রব্যের অবৈধতা ও অনিষ্টকারিতা; ৭। পবিত্র কোরানের সহিত পূর্ব্ববর্ত্তী গ্রন্থসমূহের তুলনা এবং কোরানের শ্রেষ্ঠত্ব ও গৌরব; ৮। ইস্‌লামের বিরোধী এবং ধর্ম্মের প্রতি উপহাস-বিদ্রূপকারীদিগের সংস্রব বর্জ্জন; ৯। অবৈধ বিষয় বর্জ্জনের আদেশ ও বৈধ বিষয় বর্জ্জনের নিষেধাজ্ঞা; এবং ১০। পবিত্র ইস্‌লামের পূর্ণ-পরিণতি এবং মুসলমান জাতির স্বাতন্ত্র্য ও আত্মনির্ভরতা প্রভৃতি বিষয় বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এতদ্ভিন্ন শিকার সম্বন্ধীয় বিধান; সুরা, শূকর ও শোনিতের অবৈধতা ও অনিষ্টকারিতা, ইহুদী-জাতির হীন-প্রকৃতি, খৃষ্টান-জাতির ভ্রান্তি ও অধঃপতন, পৌত্তলিকদিগের অন্ধবিশ্বাস ও অজ্ঞতা, ইহুদী ও পৌত্তলিকদিগের ইস্‌লাম-বিদ্বেষ, ইস্‌লামের প্রতি খৃষ্টান-জাতির উদারতা, গ্রন্থানুগামী রমণীগণের সহিত বিবাহ-বিধি, অংশীবাদী নারী-বিবাহের নিষেধাজ্ঞা, তওরাতের বিকৃতি, ইঞ্জিলের বিলুপ্তি ও কোরানের শ্রেষ্ঠত্ব এবং পারলৌকিক সুবিচার, শাস্তি ও পুরস্কার প্রভৃতি বহু আবশ্যকীয় বিষয় বর্ণিত হইয়াছে।

———

বিজ্ঞানময়। ১১৯। আল্লাহ বলিবেন, অদ্যকার দিবসে সত্যপরায়ণগণ তাহাদের সততার সুফল প্রাপ্ত হইবে; তাহাদের জন্যই স্বর্গোদ্যান—যাহার নিম্নে স্রোতস্বিনী সমূহ প্রবাহিতা, তন্মধ্যে তাহারা চিরকাল অবস্থান করিবে; আল্লাহ তাহাদের প্রতি প্রসন্ন এবং তাহারাও তাঁহার প্রতি পরিতুষ্ট; ইহাই মহান্ সফলতা ১২০। আল্লারই জন্য নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের এবং তন্মধ্যস্থিত বিষয়ের আধিপত্য; এবং তিনিই সর্ব্ব-বিষয়োপরি শক্তিমান।

١١٩- قَالَ اللّٰهُ هٰذَا يَوْمُ يَنْفَعُ الصّٰدِقِيْنَ صِدْقُهُمْ ط لَهُمْ جَنّٰتٌ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَآ اَبَدًا ط رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ وَرَضُوْا عَنْهُ ط ذٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ○

١٢٠- لِلّٰهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا فِيْهِنَّ ط وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ع

১১৯। হজরত ঈসার উক্তি শ্রবণের পর আল্লাহতা'লা বলিবেন, আজ সেই দিন—যেদিন কেবল সত্যপরায়ণ সাধু ব্যক্তিরাই তাহাদের পুণ্যের পুরস্কার স্বরূপ চিরকালের জন্য অফুরন্ত সুখ-সম্পদপূর্ণ স্বর্গোদ্যানে স্থান লাভ করিবে। কারণ তাহারা আমার প্রতি সন্তুষ্ট ও কৃতজ্ঞ ছিল বলিয়া আমিও তাহাদের উপর প্রসন্ন হইয়াছি এবং ইহাই মানব-জীবনের সর্ব্বাপেক্ষা মহান্ সফলতা।

১২০। অনন্তর বিশ্বজগতের উপর আল্লার অখণ্ড আধিপত্য এবং বিশ্বের সমস্ত বিষয়ের উপর তাঁহার অপ্রতিহত শক্তি ও অধিকার ঘোষণা করিয়া এই পবিত্র সুরার উপসংহার করা হইয়াছে।

সুরা মায়েদার সংক্ষিপ্ত-সার

আল্-মায়েদা পবিত্র কোরানের অন্যতম সুবৃহৎ সুরা। এই পবিত্র সুরা ১৬ রুকুতে বিভক্ত এবং ১২০ আয়তে গ্রথিত হইয়াছে। ইহাতে যে সকল মহান্ শিক্ষা এবং বিশিষ্ট বর্ণনা আছে, তন্মধ্যে ১। বৈধাবৈধ সম্বন্ধীয় বিধি-ব্যবস্থা; ২। চুরি ও চোরের শাস্তি; ৩। অজু, গোছল ও তয়ম্মম-বিষয়ক বিধি; ৪। আদম-পুত্র হাবিল ও কাবিলের প্রসঙ্গ; ৫। ইহুদী ও খৃষ্টাণগণের অবিশ্বাস, অবাধ্যতা ও শাস্তি; ৬। মাদক দ্রব্যের অবৈধতা ও অনিষ্টকারিতা; ৭। পবিত্র কোরানের সহিত পূর্ব্ববর্ত্তী গ্রন্থসমূহের তুলনা এবং কোরানের শ্রেষ্ঠত্ব ও গৌরব; ৮। ইস্‌লামের বিরোধী এবং ধর্ম্মের প্রতি উপহাস-বিদ্রূপকারীদিগের সংস্রব বর্জ্জন; ৯। অবৈধ বিষয় বর্জ্জনের আদেশ ও বৈধ বিষয় বর্জ্জনের নিষেধাজ্ঞা; এবং ১০। পবিত্র ইস্‌লামের পূর্ণ-পরিণতি এবং মুসলমান জাতির স্বাতন্ত্র্য ও আত্মনির্ভরতা প্রভৃতি বিষয় বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এতদ্ভিন্ন শিকার সম্বন্ধীয় বিধান; সুরা, শূকর ও শোনিতের অবৈধতা ও অনিষ্টকারিতা, ইহুদী-জাতির হীন-প্রকৃতি, খৃষ্টান-জাতির ভ্রান্তি ও অধঃপতন, পৌত্তলিকদিগের অন্ধবিশ্বাস ও অজ্ঞতা, ইহুদী ও পৌত্তলিকদিগের ইস্‌লাম-বিদ্বেষ, ইস্‌লামের প্রতি খৃষ্টান-জাতির উদারতা, গ্রন্থানুগামী রমণীগণের সহিত বিবাহ-বিধি, অংশীবাদী নারী-বিবাহের নিষেধাজ্ঞা, তওরাতের বিকৃতি, ইঞ্জিলের বিলুপ্তি ও কোরানের শ্রেষ্ঠত্ব এবং পারলৌকিক সুবিচার, শাস্তি ও পুরস্কার প্রভৃতি বহু আবশ্যকীয় বিষয় বর্ণিত হইয়াছে।

———

বিজ্ঞানময়। ১১৯। আল্লাহ বলিবেন, অদ্যকার দিবসে সত্যপরায়ণগণ তাহাদের সততার সুফল প্রাপ্ত হইবে; তাহাদের জন্যই স্বর্গোদ্যান—যাহার নিম্নে স্রোতস্বিনী সমূহ প্রবাহিতা, তন্মধ্যে তাহারা চিরকাল অবস্থান করিবে; আল্লাহ তাহাদের প্রতি প্রসন্ন এবং তাহারাও তাঁহার প্রতি পরিতুষ্ট; ইহাই মহান্ সফলতা ১২০। আল্লারই জন্য নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের এবং তন্মধ্যস্থিত বিষয়ের আধিপত্য; এবং তিনিই সর্ব্ব-বিষয়োপরি শক্তিমান।

١١٩- قَالَ اللّٰهُ هٰذَا يَوْمُ يَنْفَعُ الصّٰدِقِيْنَ صِدْقُهُمْ ط لَهُمْ جَنّٰتٌ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَآ اَبَدًا ط رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ وَرَضُوْا عَنْهُ ط ذٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ○

١٢٠- لِلّٰهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا فِيْهِنَّ ط وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ع

১১৯। হজরত ঈসার উক্তি শ্রবণের পর আল্লাহতা'লা বলিবেন, আজ সেই দিন—যেদিন কেবল সত্যপরায়ণ সাধু ব্যক্তিরাই তাহাদের পুণ্যের পুরস্কার স্বরূপ চিরকালের জন্য অফুরন্ত সুখ-সম্পদপূর্ণ স্বর্গোদ্যানে স্থান লাভ করিবে। কারণ তাহারা আমার প্রতি সন্তুষ্ট ও কৃতজ্ঞ ছিল বলিয়া আমিও তাহাদের উপর প্রসন্ন হইয়াছি এবং ইহাই মানব-জীবনের সর্ব্বাপেক্ষা মহান্ সফলতা।

১২০। অনন্তর বিশ্বজগতের উপর আল্লার অখণ্ড আধিপত্য এবং বিশ্বের সমস্ত বিষয়ের উপর তাঁহার অপ্রতিহত শক্তি ও অধিকার ঘোষণা করিয়া এই পবিত্র সুরার উপসংহার করা হইয়াছে।

সুরা মায়েদার সংক্ষিপ্ত-সার

আল্-মায়েদা পবিত্র কোরানের অন্যতম সুবৃহৎ সুরা। এই পবিত্র সুরা ১৬ রুকুতে বিভক্ত এবং ১২০ আয়তে গ্রথিত হইয়াছে। ইহাতে যে সকল মহান্ শিক্ষা এবং বিশিষ্ট বর্ণনা আছে, তন্মধ্যে ১। বৈধাবৈধ সম্বন্ধীয় বিধি-ব্যবস্থা; ২। চুরি ও চোরের শাস্তি; ৩। অজু, গোছল ও তয়ম্মম-বিষয়ক বিধি; ৪। আদম-পুত্র হাবিল ও কাবিলের প্রসঙ্গ; ৫। ইহুদী ও খৃষ্টাণগণের অবিশ্বাস, অবাধ্যতা ও শাস্তি; ৬। মাদক দ্রব্যের অবৈধতা ও অনিষ্টকারিতা; ৭। পবিত্র কোরানের সহিত পূর্ব্ববর্তী গ্রন্থসমূহের তুলনা এবং কোরানের শ্রেষ্ঠত্ব ও গৌরব; ৮। ইস্লামের বিরোধী এবং ধর্ম্মের প্রতি উপহাস-বিদ্রূপকারীদিগের সংস্রব বর্জ্জন; ৯। অবৈধ বিষয় বর্জ্জনের আদেশ ও বৈধ বিষয় বর্জ্জনের নিষেধাজ্ঞা; এবং ১০। পবিত্র ইস্লামের পূর্ণ-পরিণতি এবং মুসলমান জাতির স্বাতন্ত্র্য ও আত্মনির্ভরতা প্রভৃতি বিষয় বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এতদ্ভিন্ন শিকার সম্বন্ধীয় বিধান; সুরা, শূকর ও শোনিতের অবৈধতা ও অনিষ্টকারিতা, ইহুদী-জাতির হীন-প্রকৃতি, খৃষ্টান-জাতির ভ্রান্তি ও অধঃপতন, পৌত্তলিকদিগের অন্ধবিশ্বাস ও অজ্ঞতা, ইহুদী ও পৌত্তলিকদিগের ইস্লাম-বিদ্বেষ, ইস্লামের প্রতি খৃষ্টান-জাতির উদারতা, গ্রন্থানুগামী রমণীগণের সহিত বিবাহ-বিধি, অংশীবাদী নারী-বিবাহের নিষেধাজ্ঞা, তওরাতের বিকৃতি, ইঞ্জিলের বিলুপ্তি ও কোরানের শ্রেষ্ঠত্ব এবং পারলৌকিক সুবিচার, শাস্তি ও পুরস্কার প্রভৃতি বহু আবশ্যকীয় বিষয় বর্ণিত হইয়াছে।

সর্ব্বপ্রদাতা করুণাময় আল্লার নামে

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

১ম রুকু—আল্লাহতা'লার একত্ব ও একাধিপত্য

১। আল্লারই জন্য সর্ব্ববিধ প্রশংসা, যিনি নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডল সৃষ্টি করিয়াছেন এবং অন্ধকার ও আলোক উদ্ভব করিয়াছেন ; তথাপি অবিশ্বাসকারীরা তাহাদের প্রতিপালকের সদৃশ স্থির করিতেছে! ২। তিনিই তোমাদিগকে মৃত্তিকা হইতে সৃষ্টি করিয়াছেন, তৎপরে

١- اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَجَعَلَ الظُّلُمٰتِ وَالنُّوْرَ ۵ ثُمَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُوْنَ ۝

٢- هُوَ الَّذِيْ خَلَقَكُمْ مِّنْ طِيْنٍ

আন্‌য়াম—'না-য়াম' শব্দের বহুবচন ; অর্থ—চতুষ্পদ পালিত পশু অথবা তৃণভোজী গ্রাম্য পশু। চতুষ্পদ পশ্বাদি সম্বন্ধে পৌত্তলিক আরব-জাতির কতিপয় কুসংস্কার ও কুপ্রথার মূল উৎপাটন পূর্ব্বক আল্লাহতা'লার একত্ব ও একাধিপত্য এবং সত্য-প্রতিষ্ঠার প্রতি সবিশেষ লক্ষ্য করিয়াই এই সুরার নামকরণ করা হইয়াছে। সাধারণভাবে শুধু আল্লাহতা'লার একত্ব প্রচার করাই পবিত্র ইসলামের একমাত্র উদ্দেশ্য নহে ; বরং আল্লাহতা'লার একত্ব ও একাধিপত্যের প্রতিকূল যাবতীয় অন্ধ-বিশ্বাস, কুসংস্কার ও কুপ্রথার মূলোচ্ছেদ করিয়া মানব জাতির সম্মুখে সত্য-বিশ্বাসী মোসলেম-জীবনের বিমল আদর্শ প্রতিফলিত করাই পবিত্র ইসলামের প্রধানতম উদ্দেশ্য। সেই উদ্দেশ্যের পূর্ণতা সাধন কল্পেই এই মহিমান্বিত সুরা অবতীর্ণ হইয়াছে।

তফ্‌সীরকারগণ—মদিনায় অবতারিত
শানে-নজুল—এই পবিত্র সুরা মক্কায় অবতীর্ণ হয়।
সুরা বকর, সুরা নেসা ও সুরা মায়েদার পূর্ব্বে এবং হজরত রসুলোল্লার মক্কা অবস্থানের শেষ বৎসরে
এই সুরার অবতারণ-কাল নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তাঁহারা আরও নির্দ্দেশ করিয়াছেন যে, এই সুরার
সমস্ত অংশ একবারে এবং একই সময়ে অবতীর্ণ হইয় ছিল।—তঃ এবনে আব্বাস ও কবির।
অবিশ্বাসী পৌত্তলিকেরা প্রতিমা-পূজার সহিত যে সকল অনুষ্ঠানে অদ্বিতীয় আল্লার অংশী নির্দ্ধারণ
করিয়া থাকে, তন্মধ্যে আল্লার সৃষ্ট জীব-জন্তু—তাহাদের কল্পিত দেব-দেবীর নামে উৎসর্গ অথবা
বলিদান করা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। সুতরাং এই সুরার 'আন্‌য়াম' নামকরণ যে বিশেষ উপযোগী
হইয়াছে, তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই। এই সুরা ১৬৬ আয়তে গ্রথিত এবং ২০ রুকুতে বিভক্ত
হইয়াছে। কেহ কেহ ইহার আয়ত-সংখ্যা ১৬৫ বলিয়াও নির্দ্দেশ করিয়াছেন।—তঃ হক্কানী।

১—২। অবিশ্বাসী পৌত্তলিকেরা সাধারণভাবে আল্লার অস্তিত্ব স্বীকার করিলেও অংশীবাদিতা
এবং তদনুরূপ অন্ধ-বিশ্বাস হইতে আদৌ বিমুক্ত ছিল না। আল্লাহতা'লার একত্ব ও একাধিপত্য
সম্বন্ধে তাহারা একেবারেই অজ্ঞ ছিল। তাহাদের কোন কোন সম্প্রদায় ভূমণ্ডল ও নভোমণ্ডল এবং
অন্ধকার ও আলোক স্বতন্ত্র স্রষ্টার সৃষ্টি বলিয়া ধারণা করিত। তদ্ভিন্ন জীবন ও মৃত্যু, কল্যাণ ও
অকল্যাণ এবং পুরস্কার ও শাস্তির জন্য পৃথক পৃথক দেবীর অস্তিত্ব ও আধিপত্য বিশ্বাস করিত।

ثُمَّ قَضٰٓى اَجَلًا ؕ وَاَجَلٌ مُّسَمًّى
عِنْدَهٗ ثُمَّ اَنْتُمْ تَمْتَرُوْنَ ۝ ٣- وَهُوَ
اللّٰهُ فِى السَّمٰوٰتِ وَفِى الْاَرْضِ ؕ
يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ
مَا تَكْسِبُوْنَ ۝ ٤- وَمَا تَاْتِيْهِمْ
مِّنْ اٰيَةٍ مِّنْ اٰيٰتِ رَبِّهِمْ اِلَّا كَانُوْا
عَنْهَا مُعْرِضِيْنَ ۝ ٥- فَقَدْ كَذَّبُوْا
بِالْحَقِّ لَمَّا جَآءَهُمْ ؕ فَسَوْفَ يَاْتِيْهِمْ
اَنْۢبٰٓؤُا مَا كَانُوْا بِهٖ يَسْتَهْزِءُوْنَ ۝
٦- اَلَمْ يَرَوْا كَمْ اَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ

নির্দ্দিষ্ট-কাল স্থির করিয়াছেন; এবং
তাঁহারই নিকট নির্দ্দিষ্টকাল নিরূপিত
রহিয়াছে—ইহার পরেও তোমরা সন্দেহ
করিতেছ? ৩। এবং তিনিই নভোমণ্ডল
ও ভূমণ্ডলের আল্লাহ; তিনি তোমাদের
প্রকাশ্য ও তোমাদের গুপ্ত-বিষয় পরিজ্ঞাত
আছেন এবং যাহা তোমরা অর্জ্জন
করিতেছ তাহা তিনি জানেন। ৪। এবং
তাহাদের প্রতিপালকের নিদর্শনাবলী
হইতে যে কোন নিদর্শন তাহাদের নিকট
উপস্থিত হয়, তাহা হইতে বরং তাহারা
বিমুখ হইয়া থাকে। ৫। অতএব
তাহাদের নিকট সমুপস্থিত সত্যে তাহারা
নিশ্চয় অসত্যারোপ করিয়াছে; বস্তুতঃ
অচিরেই তাহাদের নিকট সেই সংবাদ
আসিবে—যাহাতে তাহারা উপহাস
করিয়াছে। ৬। তাহারা কি প্রত্যক্ষ
করিতেছে না যে, আমি তাহাদের পূর্ব্বে

তাই আল্লাহ এই দুই আয়তের প্রথমেই বলিয়া দিলেন যে, সৃষ্টি, স্থিতি ও বিনাশের এবং মানুষের কল্পিত ও কল্পনাতীত অসীম, অনন্ত, গুপ্ত ব্যক্ত ও অবক্তব্য বিষয়ের সমস্ত গৌরবই আমার। আমিই সমগ্র বিশ্বজগতের সহিত অন্ধকার ও আলোক সৃষ্টি করিয়াছি, আমিই মৃত্তিকা দ্বারা মানব সৃষ্টি করিয়া তাহাদের জীবন ও মৃত্যুর কাল নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়াছি এবং তাহাদের শেষ-পরিণাম আমারই নিকট নিরূপিত রহিয়াছে। অতএব এই সমস্ত বিষয় জানিবার পরেও কি তোমরা আমার একত্ব ও একাধিপত্য সম্বন্ধে সন্দেহ করিয়া আমার অংশী স্থির করিবে? ফলতঃ এই দুইটী আয়তে আল্লাহতা'লা স্বীয় একত্ব ও একাধিপত্যের অত্যুজ্জ্বল নিদর্শন এবং অকাট্য যুক্তির অবতারণা করিয়া অবিশ্বাসী কাফেরদিগকে অংশীবাদীতা ও পৌত্তলিকতা পরিবর্জ্জন করিবার জন্য আদেশ করিয়াছেন।

৩। এই আয়তের "প্রকাশ্য" ও "গুপ্ত" বিষয়ের অর্থ যথাক্রমে 'মুখের কথা' ও 'অন্তরের ধারণা'। কোন কোন ব্যাখ্যাতা বলেন যে, উহার অর্থ লোকের 'বাহিক' ও 'আন্তরিক' অবস্থা। আবার কেহ কেহ উহার অর্থে মানবের 'ইহলৌকিক' এবং 'পারলৌকিক' অবস্থা বলিয়াও নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

৪। এই আয়তে অবিশ্বাসী কাফেরদিগের চিরাচরিত প্রকৃতি ও রীতির পরিচয় দেওয়া হইয়াছে। আল্লাহতা'লার কোন নিদর্শন অবলোকন কিংবা কোন প্রত্যাদেশ শ্রবণ করিলে উহারা স্বতঃই অবিশ্বাস ও প্রত্যাখ্যান করিয়া থাকে। বর্ত্তমান যুগেও সত্যের প্রতি অংশীবাদী পৌত্তলিকদিগের অবিশ্বাস ও অবহেলা এবং বদ্ধমূল সন্দেহ-প্রবণ প্রকৃতি একটুও পরিবর্ত্তিত হয় নাই।

৫—৬। আল্লাহতা'লা আরবের অবিশ্বাসী কাফেরদিগের সম্বন্ধে বলিতেছেন :—উহারা আমার সত্যে অসত্যারোপ করিয়া যে গুরুতর অপরাধ করিয়াছে, তাহার ভয়াবহ পরিণামের সংবাদ আমি অচিরেই

কত সম্প্রদায়কে ধ্বংস করিয়াছি,—যাহাদিগকে আমি পৃথিবীতে এরূপ সম্প্রসারিত করিয়াছিলাম যে, তোমাদিগকেও তদ্রূপ সম্প্রসারিত করি নাই এবং আমি তাহাদের উপর আকাশ হইতে বর্ষণশীল মেঘপুঞ্জ প্রেরণ করিয়াছিলাম; এবং আমি তাহাদের নিম্নে স্রোতস্বিনীসমূহ প্রবাহিত করিয়াছিলাম—তৎপর তাহাদের পাপ-সমূহের জন্য তাহাদিগকে ধ্বংস করিয়াছিলাম এবং তাহাদের পরে অন্যান্য সম্প্রদায় সৃষ্টি করিয়াছিলাম।
৭। এবং যদি আমি তোমার প্রতি কাগজে লিখিয়াও প্রেরণ করিতাম, তৎপর তাহারা স্বীয় হস্তসমূহের দ্বারা উহা স্পর্শ করিত—তথাপি যাহারা অবিশ্বাসী তাহারা অবশ্যই বলিত যে, ইহা প্রকাশ্য যাদু মাত্র।
৮। এবং তাহারা বলে, কেন তাহার প্রতি ফেরেশ্‌তা অবতীর্ণ হয় নাই? এবং

مِّنْ قَرْنٍ مَّكَّنّٰهُمْ فِي الْاَرْضِ مَالَمْ
نُمَكِّنْ لَّكُمْ وَاَرْسَلْنَا السَّمَآءَ عَلَيْهِمْ
مِّدْرَارًا وَّجَعَلْنَا الْاَنْهٰرَ تَجْرِيْ
مِنْ تَحْتِهِمْ فَاَهْلَكْنٰهُمْ بِذُنُوْبِهِمْ
وَاَنْشَاْنَا مِنْۢ بَعْدِهِمْ قَرْنًا اٰخَرِيْنَ ۝
٧- وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتٰبًا فِيْ
قِرْطَاسٍ فَلَمَسُوْهُ بِاَيْدِيْهِمْ لَقَالَ
الَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اِنْ هٰذَآ اِلَّا سِحْرٌ مُّبِيْنٌ ۝
٨- وَقَالُوْا لَوْلَآ اُنْزِلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ ط

উহাদিগকে প্রদান করিব। উহারা কি জানে না যে, পূর্ব্বে যে সকল সম্প্রদায় আমার আদেশের বিরুদ্ধাচরণ পূর্ব্বক সত্য-ধর্ম্মে অসত্যারোপ করিয়াছিল, আমি তাহাদিগকে সমূলে ধ্বংস করিয়া তাহাদের স্থানে অন্যান্য সম্প্রদায় সৃষ্টি করিয়াছিলাম। অথচ সেই সকল সম্প্রদায় ধন-জন ও প্রভাব-প্রতিপত্তিতে যেরূপ প্রবল ও শক্তিশালী ছিল, ইহারা এখনও সেরূপ শক্তিশালী হয় নাই।

এই আয়তে সাধারণভাবে নমরুদ, ফেরাউন এবং অবাধ্য ইহুদী সম্প্রদায়ের দুর্গতি ও বিনাশের প্রতি ইঙ্গিত করিয়া—বিশেষভাবে হজরত নূহ নবীর সমসাময়িক অবিশ্বাসী ও অবাধ্য মানব-সম্প্রদায়ের ধ্বংস-প্রাপ্তির প্রতি লক্ষ্য করা হইয়াছে। পৃথিবী-প্লাবী সলিল-স্রোত এবং গগন-বিদারী বারি-বর্ষণে উহারা সবংশে ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়া গিয়াছিল।—কোঃ সুরা হুদ, ৪ রুকু এবং তওরাত, আদি পুস্তক ৬ষ্ঠ অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

৭—৮। আরবের অবিশ্বাসী অংশীবাদীরা হজরত রসুলাল্লাহ এবং কোরানের প্রতি অসত্যারোপ করিয়া বলিত যে, কোরান যদি আল্লার গ্রন্থ হয়, তবে উহা কাগজে লিখিত অবস্থায় একেবারে অবতীর্ণ হয় না কেন? সময় সময় অল্প অল্প করিয়া মৌখিক অবতীর্ণ হওয়ার সার্থকতা কি? আর সত্যই যদি রসুলের নিকট ফেরেশ্‌তা আগমন করে, তবে আমরা তাহাদিগকে দেখিতে পাই না কেন এবং 'রুহোল-কুদুস'ই বা কাহাকে বলে? অবিশ্বাসীদিগের এই সকল অশিষ্ট উক্তির উত্তর-স্বরূপ আলোচ্য আয়ত-দ্বয়ের অবতারণা করা হইয়াছে।

আল্লাহতা'লা বলিয়া দিলেন যে, যাহাদের অন্তরে অবিশ্বাস ও ধর্ম্মোদ্রোহিতা বদ্ধমূল রহিয়াছে, তাহাদের বিশ্বাস উৎপাদনের জন্য যদি আমি কাগজে লিখিত গ্রন্থও অবতীর্ণ করিতাম এবং তাহারা যদি স্ব স্ব হস্ত দ্বারা ঐ গ্রন্থ স্পর্শ করিয়া দেখিত, তথাপি তাহারা উহা বিশ্বাস করিত না; বলিত যে, নিশ্চয় ইহা প্রকাশ্য যাদু মাত্র। কোঃ ৪—১৫৩ দ্রষ্টব্য।

যদি আমি ফেরেশ্‌তা প্রেরণ করিতাম, তবে অবশ্যই কার্য্য নিঃশেষ হইয়া যাইত, তৎপর তাহাদিগকে অবসর প্রদত্ত হইত না। ৯। এবং যদি আমি তাহাকে ফেরেশ্‌তা করিতাম তবে তাহাকে মানব-ই করিতাম এবং আমি তাহা-দিগকে সংশয়াচ্ছন্ন করিতাম—যাহাতে তাহারা সন্দেহ করিতেছ। ১০। এবং নিশ্চয় তোমার পূর্ব্বে রসুলগণের সহিত উপহাস করা হইয়াছিল, কিন্তু যে-বিষয়ে তাহারা উপহাস করিয়াছিল—তাহাদের মধ্যস্থ বিদ্রূপকারিগণকে তাহা পরিবেষ্টন করিয়া লইয়াছিল।

وَلَوْ أَنزَلْنَا مَلَكًا لَّقُضِيَ الْأَمْرُ ثُمَّ
لَا يُنظَرُونَ ۝ ٩- وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا
لَّجَعَلْنَاهُ رَجُلًا وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِم
مَّا يَلْبِسُونَ ۝ ١٠- وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ
بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ
سَخِرُوا مِنْهُم مَّا كَانُوا بِهِ
يَسْتَهْزِئُونَ ۝

অনন্তর আল্লাহতা'লা বলিতেছেন :—যে সকল অবিশ্বাসী ফেরেশ্‌তা দর্শন করিতে সমুৎসুক, সত্য-সত্যই যদি আমি তাহাদিগের প্রতি ফেরেশ্‌তা প্রেরণ করিতাম, তবে তাহাদের অস্তিত্ব তখনই বিলুপ্ত হইয়া যাইত। কারণ ফেরেশ্‌তা অবতীর্ণ হইলে তাহারা অবিশ্বাস ও অবাধ্যতা প্রকাশের জন্য আর এক মুহূর্ত্তও অবসর পাইত না। ইহার মর্ম্ম এই যে, হজরত জিবরিল, মিকাইল প্রভৃতি ফেরেশ্‌তাগণ আল্লার প্রেরিত বার্ত্তা লইয়া কেবল বিশিষ্ট রসুলগণের নিকটেই আগমন করিয়া থাকেন। তদ্ব্যতীত তাঁহারা কখনই সাধারণের নিকট উপস্থিত কিংবা তাহাদের সম্মুখে প্রকাশিত হন না। অবশ্য অবাধ্য ধর্ম্মোদ্রোহীদিগের দৌরাত্ম্য নিবারণ ও শাস্তি বিধানের জন্য কখন কখন তাহাদের বিরুদ্ধে ফেরেশ্‌তা প্রেরিত হইয়াছিল এবং তাঁহারা আল্লার আদেশে সেই সকল জাতিকে সমূলে ধ্বংস করিয়া দিয়াছিলেন। সেই ঘটনার প্রতি ইঙ্গিত করিয়া আল্লাহতা'লা বলিয়া দিলেন যে, তোমাদের অবিশ্বাস ও অবাধ্যতার জন্য সত্যই যদি আমি ফেরেশ্‌তা প্রেরণ করিতাম, তবে সেই মুহূর্ত্তেই তোমাদের অস্তিত্ব বিলুপ্ত হইয়া যাইত। কোঃ ২—২১০ এবং এই সুরার ১৫৭ আয়ত দ্রষ্টব্য।

৯। কোন কোন অবিশ্বাসী বলিত যে, রসুল ফেরেশ্‌তা না হইয়া মানব-রূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন কেন ? তিনি ফেরেশ্‌তা হইলে আমরা অবশ্যই বিশ্বাস করিতাম। তাই আল্লাহ বলিয়া দিলেন যে, যদি আমার রসুল ফেরেশ্‌তা হইত, তথাপি তোমাদের নিকট পরিদৃশ্যমান হইয়া প্রচার-কার্য্য সম্পাদনের জন্য আমি তাহাকে মানব-রূপেই প্রেরণ করিতাম। তখন তোমরাই আবার বলিতে যে, জ্যোতির্ম্ময় অবয়ব-বিশিষ্ট ফেরেশ্‌তার স্থূল জড়দেহ ধারণের আবশ্যকতা কি ? সুতরাং কোন ফেরেশ্‌তাকে নবী-রূপে প্রেরণ করিলেও তোমরা সন্দেহাচ্ছন্ন ও অবিশ্বাসী হইতে। অতএব যদি তোমরা সত্যানুরাগী হও, তবে কোনরূপ সন্দেহ না করিয়া আমার রসুলকেই বিশ্বাস কর।

১০। অনন্তর এই আয়তে আল্লাহতা'লা পূর্ব্ববর্ত্তী অবাধ্য সম্প্রদায়-সমূহের প্রসঙ্গ বর্ণনা করিতেছেন। আল্লাহতা'লা রসুলের প্রতি অবিশ্বাস ও উপহাস-বিদ্রূপকারী কাফেরদিগকে সতর্ক করিয়া বলিতেছেন—পূর্ব্বযুগে যে সকল সম্প্রদায় আমার প্রেরিত রসুলগণকে অবিশ্বাস ও উপহাস করিয়াছিল, তাহাদিগকে তজ্জন্য আমি চরম দণ্ড প্রদান করিয়াছিলাম। অতএব তোমরা যদি আমার রসুলের প্রতি অবিশ্বাস ও উপহাস-বিদ্রূপ করা হইতে ক্ষান্ত না হও, তবে তোমাদিগকেও তজ্জন্য চরম শাস্তি ভোগ করিতে হইবে।

২য় রুকু—আল্লাহতা'লার মহত্ব ও গৌরব

১১। তুমি বল—তোমরা পৃথিবীতে
পরিভ্রমণ করিয়া তৎপর দেখ যে,
অসত্যারোপকারীদিগের পরিণাম কিরূপ
হইয়াছে। ১২। তুমি বল—নভোমণ্ডল
ও ভূমণ্ডলে যাহা আছে, তাহা কাহার?
বল—আল্লারই; তিনি নিজেরই উপর
অনুগ্রহ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন: নিশ্চয়
তিনি তোমাদিগকে উত্থান-দিবসে
একত্রিত করিবেন—ইহাতে কোনই সন্দেহ
নাই; যাহারা স্বীয় জীবনের ক্ষতি
করিয়াছে, বস্তুত তাহারা কখনই বিশ্বাস
করিবে না। ১৩। এবং যাহা রজনী
ও দিবসে অবস্থিত—তাহা তাঁহারই;

١١- قُلْ سِيْرُوْا فِى الْاَرْضِ ثُمَّ انْظُرُوْا
كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِيْنَ ○
١٢- قُلْ لِّمَنْ مَّا فِى السَّمٰوٰتِ
وَالْاَرْضِ ط قُلْ لِّلّٰهِ ط كَتَبَ عَلٰى
نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ ط لَيَجْمَعَنَّكُمْ اِلٰى
يَوْمِ الْقِيٰمَةِ لَا رَيْبَ فِيْهِ ط اَلَّذِيْنَ
خَسِرُوْٓا اَنْفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُوْنَ ○
١٣- وَلَهٗ مَا سَكَنَ فِى الَّيْلِ وَالنَّهَارِ ط

১১। পূর্ব্ববর্ত্তী যে সকল জাতি আল্লার আদেশের বিরুদ্ধাচরণ পূর্ব্বক তৎপ্রেরিত রসূলগণের প্রতি অসত্যারোপ করিয়া ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়া গিয়াছে, এই আয়তে তাহাদের শোচনীয় পরিণামের প্রতি ইঙ্গিত করিয়া আল্লাহতা'লা হজরত রসুলোল্লার প্রতি অসত্যারোপকারী অবিশ্বাসীদিগকে সতর্ক করিতেছেন। ফলতঃ পূর্ব্বযুগের অবিশ্বাসীদিগের পরিণাম সম্বন্ধে ঐতিহাসিক সত্যতার প্রতি লক্ষ্য করিয়া বর্ত্তমান যুগের অবিশ্বাসী ও অংশীবাদী পৌত্তলিকদিগের বিশেষ সতর্ক হওয়া প্রয়োজন।

১২। পবিত্র কোরানে অবাধ্য মানবদিগের দুর্গতি ও ধ্বংসপ্রাপ্তি এবং অবিশ্বাসীদিগের পারলৌকিক শাস্তির প্রসঙ্গ বর্ণিত হওয়ায় তাহারা বলিত যে, মুসলমানদিগের আল্লাহ নিতান্তই নিষ্ঠুর! নচেৎ তিনি লোকদিগকে সামান্য অপরাধের জন্য কখনই এরূপভাবে বিনাশ অথবা শাস্তি প্রদান করিতে পারিতেন না। তাহার উত্তরে আল্লাহ বলিয়া দিলেন যে, আমি ত বিশ্বজগতের জন্য "নিজের উপর অনুগ্রহ লিপিবদ্ধ করিয়াছি"—অর্থাৎ আমি নিজেই জগদ্বাসীর প্রতি অনুগ্রহ করাকে স্বীয় কর্ত্তব্য-রূপে নির্দ্ধারিত করিয়া লইয়াছি। অনুগ্রহ ও করুণা আমার প্রকৃতগত ধর্ম্ম। তোমরা ভাবিয়া দেখ যে, সমস্ত জগৎ আমারই সৃষ্টি; সুতরাং আমি যদি নিষ্ঠুর ও অত্যাচারী অথবা কেবল কঠোর শাস্তিদাতা হইতাম, তবে এই পৃথিবীতে আমার অবাধ্যতা, বিরুদ্ধাচরণ ও অংশী-নির্দ্ধারণ করিয়া কেহ এক মুহূর্ত্তের জন্যও পরিত্রাণ পাইত না; আমি তৎক্ষণাৎ তাহাদিগকে ধ্বংস করিয়া ফেলিতাম। কিন্তু তদ্বিনিময়ে আমি অবাধ্য ও অবিশ্বাসীদিগকে কিরূপভাবে সত্যধর্ম্ম ও সুপথ প্রদর্শনের জন্য পুনঃ পুনঃ আমার অনুগৃহীত রসুলগণকে প্রেরণ করিয়া আসিতেছি এবং কিরূপভাবে তাহাদিগকে ধন-জন ও সুখ-সম্পদ প্রদান করিয়া প্রতিপালন করিতেছি, তাহাও তোমরা লক্ষ্য করিতেছ। পৃথিবীতে বিশ্বাসী ও অবিশ্বাসীরা যে তুল্যভাবে আমার করুণা প্রাপ্ত হইতেছে, তাহাও তোমরা দেখিতেছ। ইহা সত্ত্বেও যদি তোমরা আমার অনন্ত অনুগ্রহ ও অসীম করুণা উপলব্ধি করিতে না পার এবং অবিরত অবাধ্যতা ও বিদ্রোহাচরণ করিতে থাক, তবে আমার সুবিচার ও সত্য-নির্দ্দেশ অনুযায়ী তোমাদিগকে অবশ্যই শাস্তি ভোগ করিতে হইবে। এই পবিত্র আয়তে একাধারে আল্লাহতা'লার অনন্ত মহিমা, অসীম গৌরব, অফুরন্ত করুণা, আদর্শ-নীতি এবং স্বর্গীয় সুবিচারের কি অপূর্ব্ব, অলৌকিক ও অনিন্দ্য-সুন্দর অভিব্যক্তি প্রকাশিত হইয়াছে!

১৩। এই আয়তে "রজনী ও দিবসে অবস্থিত"—কালের উপর আল্লার আধিপত্য ঘোষণা করা হইয়াছে। ইহার মর্ম্ম এই যে, ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান কাল সম্পূর্ণরূপে আল্লারই আয়ত্তাধীন।

এবং তিনিই শ্রবণকারী মহাজ্ঞানী।
১৪। তুমি বল—আমি কি নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের স্রষ্টা আল্লাহ ব্যতীত অপরকে সহায়-রূপে গ্রহণ করিব? এবং তিনি আহার্য্য দান করেন এবং তাঁহাকে আহার্য্য প্রদত্ত হয় না; তুমি বল, আমি আদিষ্ট হইয়াছি যে, আমিই সর্ব্বাগ্রে আত্মসমর্পণ করিব এবং কদাচ অংশীবাদিগণের অন্তর্ভুক্ত হইব না।
১৫। তুমি বল—যদি আমি স্বীয় প্রতিপালকের অবাধ্য হই, তবে নিশ্চয় আমি সেই মহা-দিবসের শাস্তির ভয় করি।
১৬। সেদিন যে উহা হইতে নিরাকৃত হইবে, ফলতঃ নিশ্চয় সে অনুগৃহীত হইয়াছে; এবং ইহাই প্রকাশ্য সফলতা।

وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ○ ١٤- قُلْ
أَغَيْرَ اللَّهِ أَتَّخِذُ وَلِيًّا فَاطِرِ السَّمٰوٰتِ
وَالْأَرْضِ وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ ط قُلْ
إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَسْلَمَ
وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ○
١٥- قُلْ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ
رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ○
١٦- مَنْ يُصْرَفْ عَنْهُ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ
رَحِمَهُ ط وَذٰلِكَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ ○

মানবের জ্ঞানাতীত অন্ধকার ও আলোকে বিরাজিত কাল—কখনই চির-জীবন্ত ও নিত্য-বিরাজমান আল্লার আধিপত্য অতিক্রম করিতে পারিবে না।

১৪। আল্লাহতা'লা স্বীয় গৌরব, মহিমা, অনুগ্রহ ও আধিপত্যের বিষয় বিবৃত করিয়া হজরত রসুলোল্লাকে আদেশ করিতেছেন:—তুমি বল যে, সমগ্র জগৎ আল্লারই সৃষ্টি। তিনিই সকলকে জীবিকা প্রদান করেন—অথচ তাঁহার নিজের জন্য কোনই জীবিকার প্রয়োজন নাই; কারণ তিনি অভাবশূন্য ও প্রয়োজন-প্রমুক্ত। যাহারা আল্লাকে পরিত্যাগ করিয়া নিজেদের উপজীবিকা, ধন-সম্পদ, সুখ-শান্তি ও পরিত্রাণের জন্য অনর্থক অপরের পূজা করিয়া মহাপাপ অর্জ্জন করে, আমি কখনই সেই অংশীবাদী ও পৌত্তলিক কাফেরদিগের অন্তর্ভুক্ত নহি। যেহেতু সর্ব্বপ্রদাতা করুণাময় আল্লাই আমার একমাত্র আরাধ্য প্রভু ও সাহায্যকারী বন্ধু এবং তাঁহার আদেশে তোমাদের মধ্যে আমিই সর্ব্বপ্রথম আত্মসমর্পনকারী মুসলমান। এই পবিত্র আয়তে বিশ্ব-প্রভু আল্লার প্রতি নির্ভরতা এবং সত্যানুরাগী মোসলেম-জীবনের আদর্শ অতি সুন্দর রূপে পরিব্যক্ত হইয়াছে।

১৫—১৬। আল্লাহতা'লার অনন্ত করুণার বিষয় অবগত হইয়া যে সকল অবিশ্বাসী মনে করিত অথবা বলিত যে, করুণাময় আল্লাহ স্বীয় করুণা প্রভাবেই আমাদিগকে ক্ষমা করিবেন; তাহাদিগের ঐ ভ্রম-বিশ্বাস অপনোদন কল্পে আল্লাহতা'লা স্বীয় প্রিয়তম রসুলকে বলিলেন, তুমি অবিশ্বাসীদিগকে বলিয়া দাও যে, আল্লাহ যেরূপ করুণাময় ও ক্ষমাশীল, সেইরূপ সুবিচারক ও শাস্তিদাতা; সুতরাং তাঁহার ন্যায়-বিচারে অবিশ্বাসী ও ধর্ম্মদ্রোহীদিগকে অবশ্যই শাস্তিভোগ করিতে হইবে। এমন কি. আমি নিজে যদিও তাঁহার প্রেরিত নবী এবং তৎপ্রতি সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণকারী, তথাপি যদি আমি তাঁহার আদেশের বিরুদ্ধাচরণ করি, তবে আমার পক্ষেও সেই মহান্ বিচার-দিবসের শাস্তির আশঙ্কা আছে।

আল্লাহতা'লার মনোনীত ও অনুগৃহীত নবীগণ কখনই আল্লার অবাধ্য হইতে পারেন না এবং তাঁহারা কোনরূপ শাস্তিও ভোগ করিবেন না। কারণ আল্লাহতা'লা রসুলগণের পূর্ব্বাপর সমস্ত দোষ-ত্রুটি ক্ষমা করিয়া তাঁহাদিগকে স্বীয় অনুগ্রহে অভিষিক্ত করিয়া লইয়াছেন। এস্থলে অবাধ্য ও অবিশ্বাসী কাফেরদিগকে ভীতি-প্রদর্শনের জন্যই উপরোক্ত উক্তির অবতারণা করা হইয়াছে।

১৭। এবং যদি আল্লাহ তোমাকে ক্ষতিতে সংলিপ্ত করেন, তবে তিনি ব্যতীত কেহই প্রমুক্ত করিতে পারিবে না; এবং যদি তিনি তোমাকে কল্যাণ-মণ্ডিত করেন, তবে তিনিই সর্ব্ব-বিষয়োপরি শক্তিমান। ১৮। এবং তিনি তদীয় দাসদিগের উপর পরাক্রান্ত; এবং তিনিই বিজ্ঞানময় সর্ব্বজ্ঞ। ১৯। তুমি বল, কোন্ বিষয়ের সাক্ষ্য প্রবলতর? বল, আল্লাই—আমার মধ্যে ও তোমাদের মধ্যে সাক্ষী; এবং আমার প্রতি এই কোরান প্রত্যাদিষ্ট হইয়াছে—যেন আমি ইহা দ্বারা তোমাদিগকে এবং যাহার নিকট প্রচারিত হইয়াছে তাহাকে ভয় প্রদর্শন করি; তোমরা কি সাক্ষ্য দিতেছ যে, আল্লার সহিত আরও উপাস্য আছে? তুমি বল—আমি সাক্ষ্য প্রদান করিতেছি না; তুমি বল, কেবল তিনিই একমাত্র উপাস্য এবং তোমরা যে অংশী-স্থির করিতেছ, আমি তাহা হইতে বিমুখ হইয়াছি।

١٧- وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللهُ بِضُرٍّ فَلَا
كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ ط وَإِنْ يَمْسَسْكَ
بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ٥
١٨- وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ ط
وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ ٥ ١٩- قُلْ
أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةً ط قُلِ اللهُ قف
شَهِيدٌ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ قف وَأُوحِيَ
إِلَيَّ هٰذَا الْقُرْآنُ لِأُنْذِرَكُمْ بِهِ
وَمَنْ بَلَغَ ط أَئِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ
مَعَ اللهِ آلِهَةً أُخْرَى ط قُلْ لَا أَشْهَدُ ط
قُلْ إِنَّمَا هُوَ إِلٰهٌ وَاحِدٌ وَإِنَّنِي
بَرِيءٌ مِمَّا تُشْرِكُونَ ٥

১৭—১৮। এই দুইটী আয়তে মহান্ আল্লাহতা'লা হজরত রসুলোল্লা এবং তাঁহার বিশ্বাসী দাসদিগকে উপলক্ষ করিয়া সমগ্র মানব-জাতির ভাল-মন্দ ও কল্যাণ-অকল্যাণ সম্বন্ধে স্বীয় অধিকার, শক্তি ও মহিমা ব্যক্ত করিয়াছেন। কেহ কেহ বলেন যে, আলোচ্য আয়তদ্বয়ে সর্ব্বশক্তিমান আল্লাহতা'লা স্বীয় শক্তি ও অধিকারের বিষয় ঘোষণা করিয়া হজরত রসুলোল্লাকে তাঁহার কল্যাণ সাধনের সুসংবাদ প্রদান করিতেছেন।—তঃ মঃ আঃ।

১৯। পবিত্র কোরানের সত্যতা সম্বন্ধে সর্ব্বশক্তিমান আল্লার সাক্ষীই যে শ্রেষ্ঠতর, সেই কথা ব্যক্ত করিয়া হজরত রসুলোল্লা আল্লাহতা'লার প্রত্যাদেশ অনুসারে আরবের অবিশ্বাসীদিগকে লক্ষ্য করিয়া বলিতেছেনে ঃ—আমি এতদ্দ্বারা তোমাদিগকে এবং জগতে যাহাদের নিকট ইহা প্রচারিত হইবে, তাহাদিগকে সত্যধর্ম্ম গ্রহণ এবং অসত্যের অনুসরণ না করিবার জন্য ভয়-প্রদর্শন করিতেছি। অতএব এই আয়তে স্পষ্টই প্রমাণিত হইতেছে যে, হজরত রসুলোল্লাই সমস্ত জগদ্বাসীর জন্য আল্লার মনোনীত শেষ-নবী এবং তৎপ্রবর্ত্তিত পবিত্র কোরান যাহার নিকট প্রচারিত হইবে, তাহার পক্ষেই সত্য-ধর্ম্ম ইস্‌লাম পরিগ্রহণ করা অত্যাবশ্যক কর্ত্তব্য-রূপে পরিণত হইয়া যাইবে। পবিত্র কোরান ব্যতীত জগতের আর কোন ধর্ম্মগ্রন্থই এরূপ বিশ্বব্যাপী অধিকারের অপূর্ব্ব ও অসাধারণ দাবী করিতে পারে নাই।—তঃ হক্কানী ও মঃ আঃ।

২০। আমি যাহাদিগকে গ্রন্থ প্রদান করিয়াছি, তাহারা তাহাকে এরূপ চিনিতেছে—যেরূপ তাহাদের সন্তান-দিগকে চিনিয়া থাকে ; যাহারা স্বীয় জীবনে অনিষ্ট করিয়াছে—ফলতঃ তাহারাই বিশ্বাস করিবে না।

٢٠- اَلَّذِيْنَ اٰتَيْنٰهُمُ الْكِتٰبَ يَعْرِفُوْنَهٗ
كَمَا يَعْرِفُوْنَ اَبْنَآءَهُمْ ۘ اَلَّذِيْنَ
خَسِرُوْٓا اَنْفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُوْنَ ۟

৩য় রুকু—অবিশ্বাসীদিগের আত্মবিশ্বাস-বিরোধী সাক্ষ্য

২১। যে আল্লার প্রতি অসত্য ধারণা করে অথবা তদীয় নিদর্শন-সমূহে অসত্যা-রোপ করে, তাহার অপেক্ষা কে অধিকতর অত্যাচারী ? নিশ্চয় অত্যাচারীরা সুফল প্রাপ্ত হইবে না। ২২। এবং একদিন আমি তাহাদের সকলকেই একত্রিত করিব, তৎপর যাহারা অংশীবাদিতা করিয়াছে তাহাদিগকে বলিব, তোমাদের সেই অংশী-উপাস্যরা কোথায়—যাহাদিগকে তোমরা নিশ্চিত-ধারণা করিতে ? ২৩। তৎপরে তাহাদের ছলনা কার্য্যকরী

٢١- وَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرٰى
عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا اَوْ كَذَّبَ بِاٰيٰتِهٖ ؕ
اِنَّهٗ لَا يُفْلِحُ الظّٰلِمُوْنَ ۝ ٢٢- وَيَوْمَ
نَحْشُرُهُمْ جَمِيْعًا ثُمَّ نَقُوْلُ لِلَّذِيْنَ
اَشْرَكُوْٓا اَيْنَ شُرَكَآؤُكُمُ الَّذِيْنَ
كُنْتُمْ تَزْعُمُوْنَ ۝ ٢٣- ثُمَّ لَمْ تَكُنْ

২০। গ্রন্থানুগামী ইহুদী ও খৃষ্টানদিগের মধ্যে যাহারা হজরত রসুলোল্লার শুভাবির্ভাব সম্বন্ধে হজরত মুসা ও হজরত ঈসার ভবিষ্যদ্বাণী অবগত ছিল, তাহারা স্বীয় সন্তানের ন্যায় নিঃসন্দেহভাবে হজরত রসুলোল্লাকে চিনিতে সমর্থ হইয়াছিল। কারণ হজরত মুসা ও হজরত ঈসার ভবিষ্যদ্বাণীর পূর্ণ লক্ষণ তাঁহাতেই সম্পূর্ণরূপে বিদ্যমান ছিল। এ পর্য্যন্ত বহু সত্যপরায়ণ ইহুদী ও খৃষ্টান পণ্ডিত এই উক্তির সত্যতার সাক্ষ্য প্রদান করিয়াছেন। কিন্তু পূর্ব্বোক্ত গ্রন্থানুগামী বিদ্বানেরা অবিশ্বাস, ধর্ম্মদ্রোহিতা ও স্বার্থপরতায় এরূপ আচ্ছন্ন ও অভিভূত হইয়া পড়িয়াছিল যে, তাহারা জানিয়া শুনিয়াও সে কথা বিশ্বাস অথবা স্বীকার করে নাই। আশ্চর্য্যের বিষয়, জগতে এরূপ প্রকৃতির লোক এখনও যথেষ্ট পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে। কোঃ ২—১৪৬ দ্রষ্টব্য।

২১। আরবের অবিশ্বাসী পৌত্তলিকদিগের সহিত ইহুদী ও খৃষ্টানদিগের মধ্যে অনেকে জানিয়া-শুনিয়াও আল্লাহতা'লার একত্ব এবং পবিত্র কোরানের সত্যতার প্রতি অসত্যারোপ করিত। তাই আল্লাহ বলিয়া দিলেন যে, ইহারাই সর্ব্বাপেক্ষা অত্যাচারী এবং ইহারা কখনই সুফল প্রাপ্ত হইবে না।

সত্য ও সুবিচারের জয় এবং অসত্য ও অনাচারের পরাজয় সম্বন্ধে এই আয়ত একটী উজ্জ্বলতম ভবিষ্যদ্বাণী। আল্লার নামে অসত্য-প্রচারকারী মিথ্যা-ধর্ম্মপ্রচারক এবং সত্যধর্ম্মের প্রতি অসত্যারোপ-কারী অত্যাচারী সম্প্রদায় যে বিনষ্ট ও ক্ষতিগ্রস্ত হইবে, পবিত্র কোরানের ন্যায় প্রচলিত তওরাত এবং ইঞ্জিলও সে কথা স্বীকার করে (তওরাত, দ্বিতীয় বিবরণ ২১—২৩ এবং ইঞ্জিল, মথি ২৩ অধ্যায়)। সুতরাং হজরত রসুলোল্লার অলৌকিক সাফল্য এবং অবিশ্বাসীদিগের শোচনীয় ব্যর্থতাই স্বর্গীয় ইস্‌লামের সত্যতা ঘোষণা করিতেছে।

২২—২৩। এই দুইটী আয়তে পারলৌকিক বিচার-দিবসের প্রসঙ্গ বর্ণিত হইয়াছে। আল্লাহতা'লা বলিতেছেন :—আমি সেই দিনে সকলকে একত্রিত করিয়া অংশীবাদী পৌত্তলিকদিগকে জিজ্ঞাসা

হইবে না—বরং তাহারা বলিবে যে, আমাদের প্রতিপালক আল্লার শপথ, আমরা অংশীবাদী ছিলাম না। ২৪। দেখ, তাহারা স্বীয় প্রবৃত্তির উপর কিরূপ মিথ্যা বলে এবং তাহারা যাহা ধারণা করিত তাহা বিভ্রান্ত হইবে। ২৫। এবং তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ তোমার প্রতি কর্ণপাত করে এবং আমি তাহাদের অন্তর-সমূহের উপর আবরণ দিয়াছি, যেন তাহারা বুঝিতে না পারে এবং তাহাদের কর্ণ-সমূহে ভারিত্ব আছে; এবং যদিও তাহারা সমস্ত নিদর্শন অবলোকন করে, তবুও ইহা বিশ্বাস করিবে না—এতদূর যে, যখন তাহারা তোমার নিকট আসিয়া তোমার সহিত বিসম্বাদ করে, তখন অবিশ্বাস-কারীরা বলে—ইহাত পূর্ব্বকালীন কাহিনী ব্যতীত নহে। ২৬। এবং তাহারা ইহা হইতে নিষেধ করে এবং নিজেরাও ইহা

فِتْنَتُهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوْا وَاللّٰهِ رَبِّنَا
مَا كُنَّا مُشْرِكِيْنَ ۝ ٢٤- اُنْظُرْ
كَيْفَ كَذَبُوْا عَلٰى اَنْفُسِهِمْ وَضَلَّ
عَنْهُمْ مَّا كَانُوْا يَفْتَرُوْنَ ۝ ٢٥- وَمِنْهُمْ
مَنْ يَّسْتَمِعُ اِلَيْكَ ۚ وَجَعَلْنَا عَلٰى
قُلُوْبِهِمْ اَكِنَّةً اَنْ يَّفْقَهُوْهُ وَفِيْٓ
اٰذَانِهِمْ وَقْرًا ۭ وَاِنْ يَّرَوْا كُلَّ اٰيَةٍ
لَّا يُؤْمِنُوْا بِهَا ۭ حَتّٰٓى اِذَا جَاۗءُوْكَ
يُجَادِلُوْنَكَ يَقُوْلُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا
اِنْ هٰذَآ اِلَّآ اَسَاطِيْرُ الْاَوَّلِيْنَ ۝
٢٦- وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْئَوْنَ

করিব যে, তোমরা আমার পরিবর্ত্তে যে সকল কল্পিত দেব-দেবীর শক্তি-সামর্থ্যে নিশ্চিত বিশ্বাসী ছিলে এবং নানারূপ সাহায্যের আশায় আমার অংশী-স্বরূপ যাহাদের পূজা-অর্চ্চনা করিতে, তাহারা আজ কোথায়? বলা বাহুল্য, তখন অবিশ্বাসীরা তাহাদের পার্থিব প্রকৃতি অনুযায়ী আল্লার শপথ করিয়া বলিবে যে, আমরা কখনই অংশীবাদী ছিলাম না। কিন্তু সেদিন তাহাদের সেই মিথ্যা ছলনা কোনই কাজে আসিবে না।

এই পবিত্র আয়তে অংশীবাদিতার অসারতা সম্বন্ধে যেরূপ জলন্ত উক্তির অবতারণা করা হইয়াছে, আশ্চর্য্যের বিষয় তাহাতেও অবিশ্বাসী পৌত্তলিকদিগের জ্ঞান-চক্ষু উন্মিলিত হয় নাই!

২৫। হজরত এব্‌ন-আব্বাস হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, মক্কায় যখন অবিশ্বাসীদিগের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত ছিল, সেই সময়ে একদা আবু-সুফিয়ান, ওলিদ ও ওক্‌বা প্রভৃতি কোরেশ-বংশের দুর্ব্বিনীত ও প্রধান প্রধান ব্যক্তিগণ হজরতের নিকট কোরান শ্রবণ করিবার জন্য উপস্থিত হয়। হজরত রসুলোল্লা তখন পবিত্র কোরানের কিয়দংশ পাঠ করেন। কিন্তু উহারা কিছুক্ষণ শুনিয়া বলিয়া উঠিল,—"ইহা ত পুরাতন কাহিনী মাত্র!" তাই আল্লাহতা'লা বলিয়া দিলেন যে, "উহাদের অন্তঃকরণ আবৃত এবং কর্ণ ভারাক্রান্ত" করা হইয়াছে—অর্থাৎ সত্যের প্রতি অবিশ্বাস, অবহেলা ও অসত্যারোপ করার জন্য আল্লাহ-কর্ত্তৃক অভিশপ্ত হইয়া উহাদের অন্তঃকরণ রুদ্ধ এবং কর্ণ বধির হইয়া গিয়াছে। সুতরাং উহারা সত্য কথা অভিনিবেশ সহকারে শুনিতে কিংবা শুনিলেও তাহা বুঝিতে পারিবে না। কোঃ ২—৭ ও ১ দ্রষ্টব্য।

২৬। পূর্ব্ববর্ত্তী আয়তে যে সকল বদ্ধমূল অবিশ্বাসীর প্রসঙ্গ বর্ণিত হইয়াছে, উহারা যে শুধু নিজেরাই সদুপদেশ ও সুপথ হইতে বিরত হয়, তাহা নহে; বরং উহারা লোকদিগকেও

হইতে নির্লিপ্ত নহে। এবং তাহারা নিজদিগকে ব্যতীত বিনষ্ট করে না এবং তাহারা অবগত নহে। ২৭। এবং যদি তুমি দেখিতে—যখন তাহাদিগকে নরকাগ্নির সম্মুখে সংস্থাপিত করা হইবে তখন তাহারা বলিবে, যদি আমরা পুনঃপ্রেরিত হইতাম এবং আমরা স্বীয় প্রতিপালকের নিদর্শন-সমূহে অসত্যারোপ করিতাম না এবং বিশ্বাসী-গণের অন্তর্ভুক্ত হইতাম। ২৮। বরং তাহারা পূর্ব্ব হইতে যাহা গোপন করিয়াছিল তাহা তাহাদের জন্য প্রকাশিত হইবে; এবং যদি তাহারা পুন-প্রেরিত হয়, তবে যাহা হইতে নিষেধ করা হইয়াছিল তাহারা তাহাতেই প্রত্যাবর্ত্তিত হইবে—এবং নিশ্চয় তাহারা অসত্যবাদী। ২৯। এবং তাহারা বলে যে, এই পার্থিব জীবন ব্যতীত কিছুই নাই

مِنْهُ ۚ وَاِنْ يُّهْلِكُوْنَ اِلَّآ اَنْفُسَهُمْ
وَمَا يَشْعُرُوْنَ ۝ ٢٧ وَلَوْ تَرٰٓى اِذْ
وُقِفُوْا عَلَى النَّارِ فَقَالُوْا يٰلَيْتَنَا
نُرَدُّ وَلَا نُكَذِّبَ بِاٰيٰتِ رَبِّنَا وَنَكُوْنَ
مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ ۝ ٢٨ بَلْ بَدَا لَهُمْ
مَّا كَانُوْا يُخْفُوْنَ مِنْ قَبْلُ ۖ وَلَوْ
رُدُّوْا لَعَادُوْا لِمَا نُهُوْا عَنْهُ وَاِنَّهُمْ
لَكٰذِبُوْنَ ۝ ٢٩ وَقَالُوْٓا اِنْ هِيَ
اِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا وَمَا نَحْنُ

সুপথ হইতে নিবারণ করিয়া থাকে। সুতরাং এই সকল দুর্ব্বিনীত লোক যে আল্লাহতা'লার অভিসম্পাতের পাত্র তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই।

২৭। মহাবিচারের পরে অবিশ্বাসী অংশীবাদীদিগকে যখন নরকানলের সম্মুখে লইয়া যাওয়া হইবে, তখন তাহারা আতঙ্কে আত্মহারা হইয়া বলিবে—হে প্রভো! আমাদিগকে আর একবার পৃথিবীতে প্রেরণ কর। তাহা হইলে এবার আমরা নিশ্চয়ই তোমার আরাধনা করিব এবং কদাচ তোমার অংশী-নির্দ্ধারণ অথবা তোমার নিদর্শন সমূহের প্রতি অসত্যারোপ করিব না।

২৮। আল্লাহতা'লা বলিতেছেন যে, তাহাদের ঐ অসঙ্গত প্রার্থনা কখনই পূর্ণ হইবে না এবং তাহারা পার্থিব জীবনে যে সকল অপরাধ ও পাপ করিয়া গিয়াছে, তাহাদিগকে তজ্জন্য অবশ্যই শাস্তিভোগ করিতে হইবে। এতদ্‌সহ আল্লাহতা'লা একথাও বলিয়া দিয়াছেন যে, অবিশ্বাসী অংশীবাদীদিগকে যদি পুনরায় পৃথিবীতে প্রেরণ করা হয়, তবে প্রথমবার 'ভাগ্য-নির্দ্দেশ দিবসের' প্রতিশ্রুতি বিস্মৃত হইয়া উহারা যেরূপ পাপ ও অপরাধে লিপ্ত হইয়াছিল, স্বীয় অবাধ্য প্রকৃতির জন্য এবারও স্ব স্ব প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করিয়া তদ্রূপ নিষিদ্ধ বিষয়ে সংলিপ্ত এবং পাপে পতিত হইতে থাকিবে। কারণ অসত্যবাদী পাপ-পরায়ণ লোকের প্রকৃতিই এইরূপ।

এই পৃথিবীতেই আমরা আলোচ্য আয়তের মর্ম্মগত অভিব্যক্তির সত্যতা অহোরহ প্রত্যক্ষ অবলোকন করিতেছি। সাধারণতঃ দেখা যায় যে, কোন কোন লোক একই প্রকার অপরাধের পুনঃ পুনঃ ধৃত, লাঞ্ছিত অথবা শাস্তিভোগ করিয়াও তাহা পরিত্যাগ করিতে অথবা সংশোধিত হইতে পারে না। সুতরাং সর্ব্বজ্ঞ আল্লাহতা'লা অবিশ্বাসীদিগের প্রার্থনা পূর্ণ না-করিবার যে যুক্তিসঙ্গত কারণ প্রদর্শন করিয়াছেন, তদ্দ্বারা তাঁহার অলৌকিক অভিজ্ঞতা ও দূরদর্শিতা এবং জগতে পাপের ভার আর বর্দ্ধিত না-করিবার শুভ-প্রেরণা ও সদিচ্ছা অতি সুন্দররূপে পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে।

২৯—৩০। এই দুইটী আয়তেও অবিশ্বাসীদিগের অন্ধ-বিশ্বাস ও ধর্ম্মদ্রোহিতা এবং তাহাদের পারলৌকিক শাস্তির প্রসঙ্গ বর্ণিত হইয়াছে। যে সকল অবিশ্বাসী নাস্তিক বলিয়া থাকে যে,

এবং আমরা সমুত্থিত হইব না। ৩০। এবং যদি তুমি দেখিতে—যখন তাহাদিগকে তাহাদের প্রতিপালকের সম্মুখে দণ্ডায়মান করা হইবে; তিনি বলিবেন—ইহা কি সত্য নহে? তাহারা বলিবে, হাঁ—আমাদের প্রতিপালকই সাক্ষী; তিনি বলিবেন—তোমরা যে অবিশ্বাস করিয়াছিলে, অতঃপর তাহার শাস্তির আস্বাদ গ্রহণ কর।

بِمَبْعُوْثِيْنَ ۝ ٣٠- وَلَوْ تَرٰى اِذْ
وُقِفُوْا عَلٰى رَبِّهِمْ ط قَالَ اَلَيْسَ
هٰذَا بِالْحَقِّ ط قَالُوْا بَلٰى وَرَبِّنَا ط
قَالَ فَذُوْقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ
تَكْفُرُوْنَ ع

৪র্থ রুকু—সত্যের প্রতি অসত্যারোপ

৩১। নিশ্চয় যাহারা আল্লার সন্দর্শন মিথ্যা বলে তাহারা ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে; এমন কি, যখন তাহাদের নিকট অকস্মাৎ সেই মুহূর্ত্ত উপস্থিত হইবে তখন তাহারা বলিবে—কি পরিতাপ, আমরা ইহাতেই অবহেলা করিয়াছি! এবং তাহারা স্বীয় পৃষ্ঠে তাহাদের দায়িত্বভার উত্তোলন করিবে; সতর্ক হও, তাহারা যে ভার বহন করিবে, তাহা

٣١- قَدْ خَسِرَ الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِلِقَآءِ
اللّٰهِ ط حَتّٰى اِذَا جَآءَتْهُمُ السَّاعَةُ
بَغْتَةً قَالُوْا يٰحَسْرَتَنَا عَلٰى مَا فَرَّطْنَا
فِيْهَا لا وَهُمْ يَحْمِلُوْنَ اَوْزَارَهُمْ
عَلٰى ظُهُوْرِهِمْ ط اَلَا سَآءَ مَا

ইহলোকেই জীব-লীলার পরিসমাপ্তি এবং পরলোক অসার কল্পনা ব্যতীত আর কিছুই নহে; আল্লাহতা'লা পরলোকে ঐ সকল অবিশ্বাসীকে একত্রিত করিয়া জিজ্ঞাসা করিবেন—"আজ বল ত কাহার কথা সত্য?" তখন তাহারা ভীত হইয়া বলিবে,—'হে আমাদের প্রতিপালক! নিশ্চয় তোমার কথাই সত্য।" অনন্তর আল্লাহতা'লা বলিবেন, তবে আমার কথা অনুসারেই আজ তোমরা স্ব স্ব অবিশ্বাস ও পাপের শাস্তি পরিগ্রহণ কর। ফলতঃ অবিশ্বাসী ও নাস্তিকেরা সেদিন নিজেদের স্বীকারোক্তি অনুসারেই স্ব স্ব পাপের শাস্তি গ্রহণ করিতে বাধ্য হইবে।

৩১। মৃত্যুর পর পরলোকে পুনরুত্থান এবং সেই উত্থান-দিবসে আল্লাহতা'লার প্রত্যক্ষ ন্যায়-বিচারের পরে পাপের শাস্তি এবং পুণ্যের পুরস্কার প্রাপ্তি ইসলামী ধর্ম্ম-বিশ্বাসের এক প্রধানতম অঙ্গ। হজরত রসুলোল্লার মুখে—সেই বিচার-দিবসে আল্লাহতা'লার প্রত্যক্ষ ন্যায়-বিচারের কথা শুনিয়া যে সকল অংশীবাদী ও অবিশ্বাসী উহা মিথ্যা বলিয়া অগ্রাহ্য করিত, তাহাদিগকে সতর্ক করিবার জন্যই এই আয়তের অবতারণা। আল্লাহতা'লা বলিয়া দিলেন যে, যাহারা আমার পারলৌকিক সুবিচার ও কর্ম্মফল মিথ্যা বলিয়া অগ্রাহ্য করে, তাহারা নিশ্চয়ই অবিশ্বাসে অধোগামী হইয়াছে। কারণ পুনরুত্থানের পরে যখন অকস্মাৎ তাহাদের সম্মুখে সেই সঙ্কট-মুহূর্ত্ত উপস্থিত হইবে, তখন বৃথা হাহাকার, অনুতাপ ও আর্ত্তনাদ করা ভিন্ন তাহাদের আর কোনই গত্যন্তর থাকিবে না। তাহারা পার্থিব জীবনে আমার সত্যে অবিশ্বাস করিয়া যে মহাপাপ অর্জ্জন করিয়াছে, সেই ভীষণ পাপের ভারে তাহাদের দেহ ভাঙ্গিয়া পড়িবে এবং উহার শাস্তি-স্বরূপ নরকে অবস্থান করিয়া তাহাদিগকে চিরকাল সেই দুর্ব্বহ পাপের বোঝা বহন করিতে হইবে।

يَزِرُوْنَ ○ ٣٢- وَمَا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا
اِلَّا لَعِبٌ وَّلَهْوٌ ط وَلَلدَّارُ الْاٰخِرَةُ
خَيْرٌ لِّلَّذِيْنَ يَتَّقُوْنَ ط اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ ○
٣٣- قَدْ نَعْلَمُ اِنَّهٗ لَيَحْزُنُكَ الَّذِيْ
يَقُوْلُوْنَ فَاِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُوْنَكَ وَلٰكِنَّ
الظّٰلِمِيْنَ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ يَجْحَدُوْنَ ○
٣٤- وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّنْ
قَبْلِكَ فَصَبَرُوْا عَلٰى مَا كُذِّبُوْا
وَاُوْذُوْا حَتّٰى اَتٰىهُمْ نَصْرُنَا ج وَلَا

নিকৃষ্টতর! ৩২। এবং পার্থিব জীবন ক্রীড়া ও কৌতুক ব্যতীত নহে; যাহারা সংযত হয়—তাহাদের জন্য পরলোকের আবাসই শ্রেষ্ঠতর; তোমরা কি বুঝিতেছ না? ৩৩। অবশ্যই আমি পরিজ্ঞাত আছি যে, তাহারা যাহা বলে তাহাতে নিশ্চয়ই তোমার দুঃখ হয়, কিন্তু তাহারা তোমাকেই মিথ্যা বলিতেছে না—বরং সেই অত্যাচারীরা আল্লার নিদর্শনাবলীই অস্বীকার করিতেছে। ৩৪। এবং নিশ্চয় তোমার পূর্ব্বে রসুলগণকে মিথ্যা বলা হইয়াছিল, তৎপর তাহাদের প্রতি অসত্যারোপ ও অত্যাচারে—তাহাদের নিকট আমার সাহায্য উপস্থিত না হওয়া পর্য্যন্ত তাহারা ধৈর্য্যাবলম্বন করিয়াছিল;

৩২। যে সকল অবিশ্বাসী পরলোকের অস্তিত্ব সম্বন্ধে সন্দিহান অথবা যাহারা পরলোকের পরিবর্ত্তে ইহলোকের পার্থিব জীবনকেই সার-সর্ব্বস্ব বলিয়া মনে করে—আল্লাহতা'লা তাহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন যে, পারলৌকিক অনন্ত জীবনের তুলনায় ইহলৌকিক সংসার-জীবন নিতান্তই অলীক ও অকিঞ্চিৎকর। মানবের এই ক্ষণভঙ্গুর পার্থিব জীবন তুচ্ছ ধূলা-খেলার ন্যায় অসার ও অস্থায়ী। সুতরাং ধর্ম্মভীরু লোকদিগের জন্য ইহলোক অপেক্ষা পরলোকই শ্রেষ্ঠতর কাম্য বিষয় হওয়া উচিৎ এবং তাহাদের পক্ষে ইহলৌকিক ধন-সম্পদ ও সম্মান-প্রতিপত্তি অর্জ্জনের পরিবর্ত্তে পরলোকের সম্বল সংগ্রহ করাই সর্ব্বোত্তম কর্ত্তব্য-কার্য্য।

৩৩—৩৪। অবিশ্বাসী পৌত্তলিকেরা পারলৌকিক সুবিচার, শাস্তি ও পুরস্কারের প্রসঙ্গ লইয়া হজরত রসুলোল্লার প্রতি অসত্যারোপ করিত। ইহাতে কখন কখন তিনি অন্তরে বেদনা অনুভব করিতেন। তাই করুণাময় আল্লাহতা'লা হজরত রসুলোল্লাকে সান্ত্বনা প্রদান করিয়া বলিতেছেন, হে রসুল, তোমার অন্তরের ব্যথা আমি অবশ্যই পরিজ্ঞাত আছি। কিন্তু অবিশ্বাসীরা তোমার পূর্ব্ববর্ত্তী রসুলগণকেও এইরূপ মিথ্যাবাদী বলিয়াছিল এবং সেই অবস্থায় আমার সাহায্য উপস্থিত না হওয়া পর্য্যন্ত তাহারা ধৈর্য্য-ধারণ করিয়াছিল। সেই রসুলগণের কোন কোন সংবাদ তোমাকে প্রদান করা হইয়াছে; অতএব তুমিও এজন্য দুঃখানুভব না করিয়া ধৈর্য্যাবলম্বন কর। কারণ অবিশ্বাসীরা এতদ্দ্বারা তোমার প্রতি অসত্যারোপ না করিয়া বরং আমার নিদর্শন-সমূহকেই মিথ্যা বলিয়া প্রত্যাখ্যান করিতেছে। কিন্তু তুমি জানিয়া রাখ যে, "আমার বাণী কেহই পরিবর্ত্তন করিতে পারিবে না"—অর্থাৎ আমার প্রেরিত রসুল এবং অবতারিত কোরানের প্রতি অসত্যারোপকারী অবিশ্বাসীরা আমার অনুগৃহীত ও সাহায্যপ্রাপ্ত বিশ্বাসীগণের দ্বারা অচিরেই পরাভূত ও ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়া যাইবে। বলা বাহুল্য, পরবর্ত্তী কয়েক বৎসরের মধ্যেই আল্লাহতা'লার এই ভবিষ্যদ্বাণী অক্ষরে অক্ষরে পূর্ণ হইয়াছিল এবং ইস্‌লামের অলৌকিক বিজয়-মহিমায় সমগ্র আরব হইতে অবিশ্বাসীদিগের অস্তিত্ব এবং পৌত্তলিকতার চিহ্ন পর্য্যন্ত মুছিয়া গিয়াছিল।

এবং আল্লার বাণী কেহই পরিবর্ত্তন
করিতে পারে না ; এবং নিশ্চয় তোমার
নিকট রসুলগণের কোন কোন সংবাদ
আসিয়াছে। ৩৫। এবং যদি তাহাদের
বিমুখতা তোমার পক্ষে কষ্টকর হয়, তবে
যদি ভূতলে সুড়ঙ্গ অথবা আকাশে সিঁড়ি
অনুসন্ধান করিতে সমর্থ হও, তৎপর
তাহাদের নিকট নিদর্শন আনয়ন কর ;

مُبَدِّلَ لِكَلِمٰتِ اللّٰهِ ۚ وَلَقَدْ جَآءَكَ
مِنْ نَّبَاِی الْمُرْسَلِيْنَ ۝ ٣٥- وَاِنْ
كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ اِعْرَاضُهُمْ فَاِنِ
اسْتَطَعْتَ اَنْ تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي الْاَرْضِ
اَوْ سُلَّمًا فِي السَّمَآءِ فَتَاْتِيَهُمْ بِاٰيَةٍ ؕ

"এবং তাহারা তোমাকে মিথ্যা বলিতেছে না—বরং আল্লার নিদর্শনাবলীই অস্বীকার করিতেছে"—একথা বলিবার তাৎপর্য্য এই যে, হজরত রসুলোল্লার অসাধারণ সত্যবাদিতা এবং অনুপম চরিত্র-মাধুর্য্যের জন্য সমগ্র আরব-সমাজে তিনি "আল্-আমীন" অর্থাৎ 'মহা-বিশ্বাসভাজন' বলিয়া অভিহিত হইতেন। তিনি সারা জীবনে ভ্রমেও কখন অসত্য কথা উচ্চারণ করেন নাই। সেই জন্যই আরবেরা তাঁহাকে "আল্-অমীন" উপাধি প্রদান করিয়াছিল। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়, সেই মহা-সত্যপরায়ণ "আল্-অমীনের" উপর যখন সত্যধর্ম্ম প্রচারের জন্য প্রত্যাদেশ অবতীর্ণ হইতে লাগিল, তখন তিনি তাঁহার সত্য-প্রিয়তার ভক্ত স্বদেশবাসীদিগের দ্বারাই "আল্-কাজ্জাব" অর্থাৎ 'অসত্যবাদী' বলিয়া অভিহিত হইতে লাগিলেন! ফলতঃ ইহাতে যে হজরত রসুলোল্লার প্রতি অসত্যারোপ না করিয়া বরং প্রকৃত পক্ষে আল্লার অবতারিত সত্য-ধর্ম্মকেই অসত্য বলিয়া অবিশ্বাস ও প্রত্যাখ্যান করা হইয়াছিল, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই!—তঃ মঃ আঃ।

"আল্লার বাণী" অর্থ—'আল্লার ভবিষ্যদ্বাণী'। "উহা কেহই পরিবর্ত্তন করিতে পারিবে না" এ কথার মর্ম্ম এই যে, উহার সফলতা অবশ্যম্ভাবী—অর্থাৎ আল্লাহতা'লা স্বীয় অনুগ্রহ ও সাহায্যে সত্যধর্ম্ম জয়যুক্ত এবং মুসলমানদিগকে বিজয়-গৌরবে বিমণ্ডিত করিবার প্রতিশ্রুতি-স্বরূপ যে ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছেন, তাহা অবশ্যই পূর্ণ হইবে।—তঃ হক্কানী।

৩৫। অন্ধ-যুগের অবিশ্বাসীদিগের ন্যায় আরবীয় পৌত্তলিকেরাও হজরত রসুলোল্লার নিকট নানারূপ অলৌকিক নিদর্শন প্রার্থনা করিত। কিন্তু অলৌকিকতা প্রদর্শন করা সম্পূর্ণরূপে আল্লার ইচ্ছা-ধীন (প্রাকৃতিত নিয়মের প্রতিকূল—মঃ আঃ)। তাই হজরত মুসা, হজরত ঈসা প্রভৃতি জগদ্বিখ্যাত নবীগণের কেহই সকল সময়ে—আল্লার ইচ্ছা ব্যতীত স্বীয় বাসনা অথবা লোকের কল্পনা ও প্রার্থনা অনুযায়ী অলৌকিকতা প্রদর্শন করিতে পারেন নাই (তওরাত ও ইঞ্জিল দ্রষ্টব্য)। সুতরাং যিনি অন্ধ-যুগের গাঢ় অমানিশা অপসারিত করিয়া জগতে অনাবিল সত্যের প্রতিষ্ঠা ও সত্য-ধর্ম্মের পূর্ণতা সাধন পূর্ব্বক জ্ঞান-বিজ্ঞানের সমুজ্জ্বল আলোকে—সমুন্নত নব-যুগের সুপ্রভাত সূচনা করিবার জন্যই এই ধরাধামে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, তাঁহার পক্ষে জ্ঞান ও সত্য-দৃষ্টির দিব্যানুভূতি বিতরণ পূর্ব্বক সদুপদেশ প্রদানে মানব-চিত্তের সন্দেহ ও অন্ধকার বিমোচন ব্যতীত—সকল সময়ে লোকদিগকে অলৌকিকতা মোহে আচ্ছন্ন করিয়া সত্যধর্ম্মে আকর্ষণ করা কখনই সমীচীন এবং গৌরবের বিষয় হইতে পারে না।

বর্ত্তমান যুগের উন্নত জ্ঞান-বিজ্ঞান পূর্ব্বযুগের বহু অলৌকিকতাকে অতিক্রম করিয়া গিয়াছে; কিন্তু পবিত্র ইস্‌লামের ধর্ম্ম-নীতি, সদুপদেশ, শিক্ষা এবং আদর্শের একটী বর্ণও কেহ অতিক্রম করিয়া যাইতে পারে নাই। অতএব হজরত রসুলোল্লা স্বীয় অনন্ত জ্ঞানের অতল-খনি এবং অফুরন্ত উপদেশের অপার সমুদ্র-স্বরূপ পবিত্র কোরান ও হাদিসের পরিবর্ত্তে—যদি শুধু কয়েক সহস্র অলৌকিকতার অস্বাভাবিক মলিন স্মৃতি রাখিয়া যাইতেন, তাহা হইলে তিনি শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া জগদ্বাসীর সম্মুখে কখনই এরূপ মহীয়ান্ ও গৌরব-দীপ্ত হইয়া উঠিতেন না। পক্ষান্তরে বিশ্ব-মানবের

وَلَوْ شَاءَ اللّٰهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدٰى
فَلَا تَكُوْنَنَّ مِنَ الْجٰهِلِيْنَ ○
٣٦- إِنَّمَا يَسْتَجِيْبُ الَّذِيْنَ
يَسْمَعُوْنَ ط وَالْمَوْتٰى يَبْعَثُهُمُ اللّٰهُ
ثُمَّ إِلَيْهِ يُرْجَعُوْنَ ○٣٧- وَقَالُوْا لَوْلَا
نُزِّلَ عَلَيْهِ اٰيَةٌ مِّنْ رَّبِّهٖ ط قُلْ

এবং যদি আল্লাহ ইচ্ছা করিতেন, তবে তিনি তাহাদের সকলকেই সুপথে একত্রিত করিতেন, অতএব নির্ব্বোধ-দিগের অন্তর্ভুক্ত হইও না। ৩৬। যাহারা শ্রবণ করিয়াছে কেবল তাহারাই ইহা পরিগ্রহণ করে; এবং আল্লাহ মৃতকে সমুত্থিত করিবেন, তৎপরে উহারা তাঁহারই দিকে প্রত্যাবর্ত্তিত হইবে। ৩৭। এবং তাহারা বলে যে, তদীয় প্রতিপালক হইতে কেন তাহার প্রতি কোন নিদর্শন অবতীর্ণ হয় নাই?

জন্য অনাবিল ও শ্রেষ্ঠতম আদর্শ-মূলক ধর্ম্মনীতি ও সত্য-জ্ঞানের প্রতিষ্ঠা স্থাপন ব্যতীত অলৌকি-কতা প্রদর্শন তাঁহার জীবনের বিশেষত্বও নহে। বিশেষতঃ অলৌকিক-ক্রিয়া সাধারণতঃ লোকদিগকে অন্ধ-বিশ্বাসী, জ্ঞান-হারা ও বিবেক-বর্জ্জিত করিয়া তুলে। তজ্জন্যও হজরত রসুলোল্লা অনেক সময়ে আল্লাহ কর্ত্তৃক অলৌকিকতা প্রদর্শনের নিষেধাজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

একদা হারেস-বেন-নওফেল কতিপয় অবিশ্বাসীর সহিত হজরতের নিকট আসিয়া ইস্‌লাম গ্রহণের বিনিময়ে অলৌকিকতা প্রদর্শনের জন্য অনুরোধ করিয়াছিল; কিন্তু আল্লাহতা'লার ইচ্ছানুযায়ী ঐ সময়ে কোন অলৌকিকতা প্রকাশিত না হওয়ায় তাহারা ইস্‌লাম গ্রহণ না করিয়া চলিয়া যায়। ইহাতে হজরত রসুলোল্লা একটু মনক্ষুণ্ণ হইয়াছিলেন। তাই আল্লাহতা'লা তাঁহাকে সতর্ক করিয়া বলিয়া দিলেন যে, আমার ইচ্ছার অনুসরণ করাই তোমার একমাত্র কর্ত্তব্য। তদ্ব্যতীত অবিশ্বাসীদিগের সন্তুষ্টি-সাধনই যদি তুমি প্রীতিকর মনে কর এবং তাহাদের অসন্তুষ্টি, বিরাগ ও সত্য-বিমুখতা যদি তোমার মনোকষ্টের কারণ হয়, তবে তাহাদিগকে উহা প্রদর্শনের জন্য তুমি আকাশ-পাতাল ও স্বর্গ-মর্ত্ত্য যেখানে ইচ্ছা অনুসন্ধান করিয়া দেখিতে পার; কিন্তু আমার ইচ্ছা ব্যতীত বিশ্বজগতের কোথা হইতেও তুমি স্বীয় ইচ্ছা পূর্ণ করিতে পারিবে না। অনন্তর আল্লাহতা'লা স্বীয় রসুলকে সান্ত্বনা প্রদান করিয়া বলিলেন যে, আমার আদেশ প্রচার করাই তোমার কার্য্য; কিন্তু কে উহা গ্রহণ করিল এবং কে গ্রহণ করিল না, তজ্জন্য তোমার ক্ষুণ্ণ হওয়ার কোনই প্রয়োজন নাই। তুমি জানিয়া রাখ যে, আমি ইচ্ছা করিলে তাহাদের সকলকে সমবেতভাবে এক মুহূর্ত্তের মধ্যেই সত্যধর্ম্মে আনয়ন করিতে পারি। কিন্তু আমি তাহাদিগকে ধর্ম্ম-কর্ম্ম সম্বন্ধে স্বাধীনতা দান করিয়াছি। অতএব তুমি এই সকল ব্যাপারে চিন্তা করিয়া নির্ব্বোধদিগের ন্যায় মনক্ষুণ্ণ হইও না।—তঃ কবির।

৩৬। অনন্তর আল্লাহতা'লা স্বীয় রসুলকে অলৌকিকতা প্রদর্শন না করিবার কারণ বর্ণনা করিতেছেন। তিনি প্রকারান্তরে বলিয়া দিলেন যে, প্রকৃতিগত অবিশ্বাসীদিগকে অলৌকিকতা প্রদর্শন করিয়া কোনই ফল নাই। কারণ উহারা বিশ্বাস ত করিবেই না—বরং উহা প্রত্যাখ্যান ও অবজ্ঞা করিয়া লোকের জন্য অমঙ্গল ডাকিয়া আনিবে। যাহারা বিশ্বাসী, তাহারা সদুপদেশ শুনিয়াই সত্য-ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া থাকে। সুতরাং তাহাদের জন্য অলৌকিকতা প্রদর্শনের কোনই প্রয়োজন নাই।

"আল্লাহ মৃতকে সমুত্থিত করিবেন"—ইহার অর্থে কেহ 'পারলৌকিক সমুত্থান' এবং কেহ বা 'জীবন্মৃত জাতিকে সঞ্জীবিত করা' বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।—তঃ মঃ আঃ।

৩৭। অবিশ্বাসীরা হজরত রসুলোল্লাকে বলিত যে, তোমার আল্লাহ যদি সর্ব্বশক্তিমান হন এবং তিনিই যদি তোমাকে সত্য-নবী রূপে প্রেরণ করিয়া থাকেন, তবে কেন আমাদের ইচ্ছানুরূপ নিদর্শন প্রদর্শিত হইতেছে না? তাহাদের উক্তির উত্তরে আল্লাহতা'লা এই মাত্র বলিয়া দিলেন যে, নিশ্চয়

তুমি বল, নিশ্চয় আল্লাহই নিদর্শন
অবতারণ করিতে শক্তিমান, কিন্তু
তাহাদের অধিকাংশই উহা অবগত
নহে। ৩৮। এবং পৃথিবীতে এমন কোন
বিচরণশীল জীব এবং দুই-পক্ষ-যোগে
উড্ডয়নশীল পক্ষী নাই—যাহারা
তোমাদের অনুরূপ শ্রেণীবদ্ধ নহে; আমি
এই গ্রন্থে কোন বিষয়ই পরিত্যাগ করি
নাই, অনন্তর তাহারা সকলেই তাহাদের
প্রতিপালকের দিকে একত্রিত হইবে।
৩৯। এবং যাহারা আমার নিদর্শন-
সমূহে অসত্যারোপ করে, তাহারা
অন্ধকারের মধ্যে মূক ও বধির হইয়া

إِنَّ اللّٰهَ قَادِرٌ عَلٰٓى أَنْ يُّنَزِّلَ اٰيَةً
وَّلٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ ○
٣٨- وَمَا مِنْ دَآبَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا
طٰٓئِرٍ يَّطِيْرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّآ أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ ط
مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتٰبِ مِنْ شَيْءٍ ثُمَّ
إِلٰى رَبِّهِمْ يُحْشَرُوْنَ ○ ٣٩- وَالَّذِيْنَ
كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا صُمٌّ وَّبُكْمٌ فِي الظُّلُمٰتِ ط

তিনি তোমাদের ইচ্ছানুরূপ নিদর্শন অবতারণ করিতে সমর্থ; কিন্তু কি জন্য উহা তোমাদিগকে প্রদর্শিত হইতেছে না এবং উহাতে কিরূপ অনিষ্ট ও বিপদের আশঙ্কা আছে, তোমাদের অধিকাংশই তাহা অবগত নহে।—পূর্ব্ববর্ত্তী ৩৫ ও ৩৬ আয়তের তফ্‌সীর দ্রষ্টব্য।

৩৮। মানবের জ্ঞান-চক্ষু উন্মীলন করিবার জন্য আল্লাহতা'লা এই আয়তে বিচরণশীল পশু
এবং উড্ডীয়মান পক্ষীর সহিত মানবের সাদৃশ্য বর্ণনা করিতেছেন। জীব-প্রকৃতি ও স্বভাব-ধর্ম্ম
অনুসারে মানবের ন্যায় তাহাদেরও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, রক্ত-মাংস, ক্ষুধা-তৃষ্ণা এবং অভাব-অনটন আছে।
মানবের সমাজ-বন্ধনের ন্যায় তাহাদেরও শ্রেণী-বিভাগ এবং দলভেদ আছে। সুতরাং সেদিক দিয়া
বিবেচনা করিলে ঐ সকল জীবের উপর মানবের কোনই শ্রেষ্ঠত্ব পরিলক্ষিত হয় না; বরং ঐ সকল
জীবের পরাক্রম, শারীরিক শক্তি, দ্রুত-গতি, সর্ব্বত্র বিচরণ-ক্ষমতা ও শূন্যে উড্ডয়ন-নৈপুণ্য প্রভৃতি এমন
কতকগুলি বিশিষ্ট ক্ষমতা আছে—যাহা মানুষের নাই। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব এই জন্য যে,
তাহাদের অন্তরে আল্লাহতা'লার প্রতি ভয়-ভক্তি ও ভালবাসা এবং তাহাদের মধ্যে জ্ঞান, বুদ্ধি, বিবেক
ও হিতাহিত বুঝিবার ক্ষমতা আছে। সুতরাং সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ মানব-জাতির মধ্যে যাহারা তাহাদের
সৃষ্টিকর্ত্তা ও প্রতিপালক প্রভু—আল্লাহ্‌কে পরিত্যাগ করিয়া অপর নিকৃষ্ট জীব-জন্তুর পূজা-আরাধনা
করে এবং ধর্ম্ম ও সত্যকে পরিত্যাগ করিয়া অধর্ম্ম ও অসত্যের পথে ধাবিত হয়, তাহারা পশু-পক্ষী
অপেক্ষাও অধম। কারণ পশু-পক্ষী—নিকৃষ্ট এবং অবোধ জীব হইলেও তাহারা কখনই আল্লাহকে
পরিত্যাগ করিয়া অপরের অথবা নিজের অপেক্ষা নিকৃষ্টতর জীবের পূজা-আরাধনায় অথবা সেবা-
কার্য্যে লিপ্ত হয় না। কারণ ঐরূপ হানতা সৃষ্টি-নিয়ম ও স্বভাব-ধর্ম্মের সম্পূর্ণ প্রতিকূল। অংশীবাদী
পৌত্তলিকদিগের হীনতা ও নির্ব্বুদ্ধিতা—কিরূপ অনুপম উপমা এবং চমৎকার ভাষায় বর্ণিত হইয়াছে!
কেহ কেহ বলেন যে, এস্থলে পশু-পক্ষীর উপমা দ্বারা মানব-জাতির মধ্যেও দুইটী শ্রেণী
নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। প্রথম শ্রেণী—পার্থিব জীবন-সর্ব্বস্ব, স্থূলদর্শী ও জড়বাদী; ইহারা স্থলচর
পশুর মত। আর দ্বিতীয় শ্রেণী—আধ্যাত্মিক আকাশের উড্ডীয়মান সূক্ষ্ম-তত্ত্বদর্শী ভাবুকবৃন্দ; ইহারা
অনন্ত গগনের উড্ডয়নশীল মুক্তপক্ষ বিহঙ্গের অনুরূপ; ধর্ম্মজগতে ইহারাই সমধিক উন্নতি সাধন
করিয়া থাকেন। অতঃপর আল্লাহতা'লা বলিতেছেন যে, পবিত্র কোরানে উহার সকল তত্ত্বই নিহিত
আছে। সুতরাং উহা হইতে জ্ঞান লাভ করা মানবের অবশ্য কর্ত্তব্য।—তঃ মঃ আঃ।
যাহারা আল্লার আদেশ-উপদেশ ও বিধি-নিষেধ বিশ্বাস ও প্রতিপালন করে, আল্লাহতা'লার
অনুগ্রহে তাহারাই সুপথে স্থির থাকে এবং যাহারা উহাতে অসত্যারোপ ও বিদ্রোহাচরণ করে, আল্লার
আক্রোশে তাহারাই বিপথগামী হইয়া যায়। কোঃ ২—২৬ দ্রষ্টব্য।

রহিয়াছে; আল্লাহ যাহাকে ইচ্ছা তাহাকে পথভ্রান্ত করেন; এবং যাহাকে ইচ্ছা তাহাকে সরল পথের উপর পরিচালিত করেন। ৪০। তুমি বল, তোমরা কি লক্ষ্য করিতেছ যে, যদি তোমাদের প্রতি আল্লার শাস্তি আগমন করে অথবা তোমাদের নিকট সেই মুহূর্ত্ত উপস্থিত হয়, তবে কি তোমরা আল্লাহকে ব্যতীত অন্যকে আহ্বান করিবে—যদি তোমরা সত্যবাদী হও? ৪১। বরং তাঁহাকেই আহ্বান করিবে—পরন্তু যাহার উদ্দেশে আহ্বান করিবে, তিনি ইচ্ছা করিলে তাহা নিরাকৃত করিয়া দিবেন, এবং তোমরা যে অংশী করিতেছ তাহা ভুলিয়া যাও।

مَنْ يَّشَاِ اللّٰهُ يُضْلِلْهُ ۖ وَمَنْ يَّشَاْ يَجْعَلْهُ عَلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ○

٤٠- قُلْ اَرَءَيْتَكُمْ اِنْ اَتٰىكُمْ عَذَابُ اللّٰهِ اَوْ اَتَتْكُمُ السَّاعَةُ اَغَيْرَ اللّٰهِ تَدْعُوْنَ ۚ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ○

٤١- بَلْ اِيَّاهُ تَدْعُوْنَ فَيَكْشِفُ مَا تَدْعُوْنَ اِلَيْهِ اِنْ شَاءَ وَتَنْسَوْنَ مَا تُشْرِكُوْنَ ۬

৫ম রুকু—সত্য-ধর্ম্ম প্রত্যাখ্যানের প্রতিফল

৪২। এবং নিশ্চয় আমি পূর্ব্ববর্ত্তী সম্প্রদায়-সমূহের প্রতি রসুল-প্রেরণ করিয়াছিলাম, তৎপর আমি তাহাদিগকে অভাব ও ক্লেশ দ্বারা ধৃত করিয়াছিলাম—যেন তাহারা নম্রতা-প্রকাশ করে। ৪৩। অতঃপর যখন তাহাদের উপর আমার শাস্তি উপনীত হইল, তখন কেন বিনয় প্রকাশ করে নাই? পরন্তু তাহাদের

٤٢- وَلَقَدْ اَرْسَلْنَآ اِلٰٓى اُمَمٍ مِّنْ قَبْلِكَ فَاَخَذْنٰهُمْ بِالْبَاْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُوْنَ ○ ٤٣- فَلَوْلَآ اِذْ جَاءَهُمْ بَاْسُنَا تَضَرَّعُوْا وَلٰكِنْ

৪০—৪১। আল্লাহতা'লা এই দুইটী আয়তে একটী সামান্য উপমা দিয়া স্বীয় একত্ব ও অদ্বিতীয়ত্বের অকাট্য প্রমাণ প্রদর্শন করিয়াছেন। অংশীবাদী, ত্রিত্ববাদী, পৌত্তলিক ও জড়বাদী প্রভৃতি যে কোন সম্প্রদায় হউক না কেন—যখন তাহাদের উপর কোন কঠিন বিপদ অথবা সঙ্কটময় মুহূর্ত্ত উপস্থিত হয়, তখন সমস্ত কল্পিত দেব-দেবী এবং আরাধ্য জীব-জন্তুর কথা বিস্মৃত হইয়া তাহাদের মন ও মুখ হইতে স্বতঃই বহির্গত হইয়া পড়ে,—"হে আল্লাহ, তুমিই রক্ষা কর!" ফলতঃ আল্লাহই তখন তাহাদিগকে বিপন্মুক্ত করিয়া থাকেন। এই স্বাভাবিক সত্য স্মরণ করাইয়া দিয়া আল্লাহতা'লা অংশীবাদীদিগকে বলিতেছেন যে, অতঃপর আমার অংশী-স্বরূপ তোমরা যাহাদের পূজা-অর্চ্চনা করিতেছ—যদি নিজের কল্যাণ চাও, তাহাদিগকে বিস্মৃত হইয়া যাও।

আলোচ্য আয়ত-দ্বয়ে স্পষ্টই প্রমাণিত হইতেছে যে, আল্লাহতা'লার একত্ব স্বীকার করার ন্যায় উহাতে বিশ্বাস-স্থাপন করাও মানবের পক্ষে স্বাভাবিক ধর্ম্ম। কিন্তু শয়তানের প্ররোচনা-বশেই তাহারা বিপথগামী হইয়া অংশীবাদীতা ও পৌত্তলিকতা প্রভৃতি মহাপাপে লিপ্ত হইয়া থাকে।

৪২—৪৩। ইতিপূর্ব্বে আরবের অবিশ্বাসী পৌত্তলিকদিগের প্রকৃতির পরিচয় প্রদান করা হইয়াছে। উহারা ভারতীয় পৌত্তলিকদিগের ন্যায় নানা দেব-দেবীর পূজা করিলেও সর্ব্বশক্তিমান

অন্তর-সমূহ কঠিন হইয়াছিল এবং শয়তান তাহাদের কৃতকর্ম্ম তাহাদের জন্য সুশোভিত করিয়াছিল। ৪৪। অনন্তর তাহাদিগকে যে উপদেশ দেওয়া হইয়াছিল তাহারা তাহা বিস্মৃত হইল—তৎপর আমি তাহাদের জন্য সকল বিষয়ের দ্বার উদ্‌ঘাটিত করিয়াছিলাম; এমন কি, যাহা প্রদত্ত হইয়াছিল—যখন তাহাতেই উহারা পরিতুষ্ট হইল, তখন আমি তাহাদিগকে একযোগে ধৃত করিলাম—তৎপর তাহারা নিরাশ হইয়া পড়িল! ৪৫। অতএব যাহারা অত্যাচারী—সেই সম্প্রদায়-

قَسَتْ قُلُوْبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطٰنُ
مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ○ ٤٤- فَلَمَّا
نَسُوْا مَا ذُكِّرُوْا بِهٖ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ
اَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ ط حَتّٰى اِذَا فَرِحُوْا
بِمَآ اُوْتُوْآ اَخَذْنٰهُمْ بَغْتَةً فَاِذَا هُمْ
مُّبْلِسُوْنَ ○ ٤٥- فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ

আল্লার অস্তিত্বে একেবারে অবিশ্বাসী ছিল না; বরং কঠোর দুঃখ-বিপদ উপস্থিত হইলে যখন অন্যান্য দেব-দেবীর নিকট সাহায্য-প্রার্থনা করিয়া বিফল-মনোরথ হইত, তখন উহারা সর্ব্বশক্তিমান আল্লারই নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিত এবং করুণাময় আল্লাহও তদনুযায়ী তাহাদের দুঃখ-বিপদ দূরীভূত করিয়া দিতেন। কিন্তু অলোচ্য আয়ত-দ্বয়ে আল্লাহতা'লা পূর্ব্ব-যুগের এইরূপ ভীষণ প্রকৃতির অবিশ্বাসী ও অংশীবাদী সম্প্রদায়ের সংবাদ প্রদান করিতেছেন—যাহারা শুধু আল্লার প্রেরিত রসুলগণের আদেশ, উপদেশ ও শিক্ষা অবজ্ঞার সহিত প্রত্যাখ্যান করিয়াই ক্ষান্ত ছিল না; বরং তজ্জন্য আল্লার আক্রোশে দুর্ব্বিসহ দুঃখ-বিপদে পতিত হইয়াও তাহারা তৎপ্রতি বিশ্বাসী কিংবা কোনরূপ নম্র ও নতশির হয় নাই। কারণ পাপাত্মা শয়তানের প্ররোচনায় বদ্ধমূল অবিশ্বাস ও ধর্ম্মদ্রোহিতায় ঐ সকল অবিশ্বাসীর অন্তর প্রস্তরের ন্যায় কঠিন হইয়া গিয়াছিল।

৪৪। পূর্ব্ববর্ত্তী আয়তে বর্ণিত অবিশ্বাসীরা যখন রসুলগণের ধর্ম্মনীতি, সদুপদেশ ও শিক্ষা সম্পূর্ণরূপে বিস্মৃত হইয়া গেল এবং দুঃখ-বিপদে যখন তাহারা একটুও বিচলিত অথবা নতশির হইল না, তখন আমি তাহাদিগকে অন্যভাবে বিশ্বাসী ও বশীভূত করিবার উদ্দেশ্যে "তাহাদের উপর সকল বিষয়ের দ্বার উদ্‌ঘাটিত করিয়া দিলাম"—অর্থাৎ তাহাদের জন্য আমার সর্ব্বপ্রকার অনুগ্রহের দ্বার বিমুক্ত করিয়া দেওয়া হইল এবং তাহার ফলে রাজ্য-সম্পদ, ধন-জন, জ্ঞান-বিজ্ঞান ও শিক্ষা-সভ্যতায় তাহারা জগতের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম জাতি রূপে পরিগণিত হইয়া উঠিল। কিন্তু এরূপ ধন-সম্পদ ও সুখৈশ্বর্য্যের অধিকারী হইয়াও তাহারা আমার প্রতি বিশ্বাসী অথবা কৃতজ্ঞ হইল না; বরং শয়তান তাহাদের অন্তরে এইরূপ বিশ্বাস জাগাইয়া দিল যে, নিজেদের যত্ন, চেষ্টা এবং সাধনার ফলেই তাহারা ঐ সমস্ত লাভ করিয়াছে; ইহাতে অন্য কাহারও কোনরূপ কৃতিত্ব বা অধিকার নাই। ফলে তাহারাও সেইরূপ মনে করিয়া আধুনিক অহঙ্কারী জাতি-সমূহের ন্যায় একেবারেই অবিশ্বাসী ও নাস্তিক হইয়া গেল। এইরূপে যখন তাহাদের অবিশ্বাস ও অবাধ্যতার সীমা নিঃশেষিত হইয়া অত্যাচার, অনাচার ও পাপের ভরা ষোল-কলায় পূর্ণ হইল, তখনই আমি তাহাদিগকে চরম শাস্তি প্রদান করিলাম। আমার কোপ-দৃষ্টিতে তাহারা সকলেই ধ্বংস মুখে পতিত হইল।

৪৫। আধুনিক ইউরোপের ন্যায় পূর্ব্বকালের দুর্ব্বিনীত ও অবিশ্বাসী নাস্তিক সম্প্রদায়সমূহের ধ্বংস-প্রাপ্তির প্রসঙ্গ বর্ণনা করিয়া বিশ্বজগতের প্রভু আল্লাহতা'লা স্পষ্ট ভাষায় বলিয়া দিলেন যে, "অত্যাচারী সম্প্রদায়ের মূল কর্ত্তিত হইল"—অর্থাৎ ধরাবক্ষ হইতে অত্যাচারী, অধার্ম্মিক, অকৃতজ্ঞ ও ধর্ম্মদ্রোহী সম্প্রদায়-সমূহের অস্তিত্ব সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত হইয়া তাহাদের নাম ও নিশানা চিরদিনের জন্য নিশ্চিহ্ন হইয়া মুছিয়া গেল।

الَّذِينَ ظَلَمُوا ط وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ
الْعٰلَمِينَ ○ ٤٦- قُلْ أَرَءَيْتُمْ إِنْ
أَخَذَ اللّٰهُ سَمْعَكُمْ وَأَبْصَارَكُمْ وَخَتَمَ
عَلٰى قُلُوبِكُمْ مَّنْ إِلٰهٌ غَيْرُ اللّٰهِ
يَأْتِيكُمْ بِهِ ط اُنْظُرْ كَيْفَ نُصَرِّفُ

সমূহের মূল কর্ত্তিত হইল; এবং বিশ্ব-জগতের প্রতিপালক আল্লার জন্যই সর্ব্ববিধ প্রশংসা। ৪৬। তুমি বল—তোমরা কি লক্ষ্য করিয়াছ যে, যদি আল্লাহ তোমাদের শ্রবণ-শক্তি ও তোমাদের দর্শন-শক্তি প্রতিগ্রহণ করেন এবং তোমাদের অন্তর সমূহ মোহরাঙ্কিত করিয়া দেন, তবে আল্লাহ ব্যতীত কোন্ উপাস্য তোমাদিগকে উহা প্রত্যর্পণ করিবে? লক্ষ্য কর—আমি কেমন

অবিশ্বাসীদিগের পরিণাম।—অবিশ্বাসী, অধার্ম্মিক ও অত্যাচারী সম্প্রদায়কে বিশ্বাসী, ধর্ম্মভীরু ও সংযত করিবার জন্য আল্লাহতা'লা প্রথমে তাহাদের মধ্যে সুসংবাদ ও সতর্কবাণী অবতারণ পূর্ব্বক সদুপদেশ প্রদান ও ভীতি-প্রদর্শন করেন। তাহাতে যাহারা সংশোধিত না হয়, তিনি তাহাদিগকে নানারূপ অভাব-অনটন, রোগ-শোক ও দুঃখ-বিপদে ফেলিয়া সংশোধিত করিতে চেষ্টিত হন। তাহাতেও যাহারা সংযত ও বিনত না হয়, আল্লাহতা'লা তাহাদিগকে ধন-সম্পদ ও সুখৈশ্বর্য্য প্রদান করিয়া কৃতজ্ঞ ও সুপথগামী হইবার সুযোগ প্রদান করেন। সাধারণতঃ এই তিন অবস্থাতেই লোকে অনুতপ্ত, ক্ষমা-প্রার্থী এবং কৃতজ্ঞ হইয়া আত্ম-জীবনের সংশোধন ও উন্নতি-সাধন করিয়া থাকে। কিন্তু ইহাতেও যাহারা সংশোধিত অথবা সুপথগামী না হয়, তাহারা আল্লার কোপে ধ্বংস প্রাপ্ত হইয়া যায়। ইহাই অবিশ্বাসীদিগের শেষ পরিণাম। এই জন্যই বিশ্বনবী হজরত রসুলোল্লাহ বলিয়াছেন,—"অত্যাচার ও পাপ করিয়া তজ্জন্য শাস্তিলাভের পরিবর্ত্তে যখন সুখ-সৌভাগ্য সমুদিত হইতে থাকে, তখন আল্লার কোপে পতিত হইবার আশঙ্কায় ভীত হওয়া আবশ্যক" (হাদিস)।—তঃ হক্কানী।

তফ্সীরকারগণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন যে, পূর্ব্বোক্ত আয়ত-কতিপয়ে ব্যাবিলন, জেনেভা, ইউনান ও মিসর প্রভৃতি দেশের উন্নতি ও বিনাশ এবং নমরূদ, লুত ও ফেরাউনীয় সম্প্রদায়ের অবিশ্বাস, অবাধ্যতা, ধর্ম্মদ্রোহিতা ও ধ্বংস-প্রাপ্তির প্রসঙ্গে বর্ণিত হইয়াছে। এই সকল জাতির ধন-জন, সুখৈশ্বর্য্য, শিক্ষা-সভ্যতা ও বিলাস-ব্যসন আধুনিক ইউরোপ-আমেরিকা হইতে কোন অংশেই ন্যুন ছিল না। কিন্তু অধর্ম্ম, অনাচার ও অত্যাচারের ফলে আল্লার কোপে পতিত হইয়া জগত হইতে তাহাদের অস্তিত্ব এবং চিহ্ন পর্য্যন্ত বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে।—তঃ হক্কানী।

৪৬। **আয়ত**—বহুবচনে 'আয়াত'; এই শব্দের আভিধানিক অর্থ 'চিহ্ন' অথবা 'নিদর্শন' (এমাম রাগেব)। সাধারণতঃ কোরান শরিফের বিশিষ্ট বাক্য অথবা বাক্যাংশ অর্থেও 'আয়ত' শব্দ ব্যবহৃত হইয়া থাকে। কিন্তু সমগ্র কোরান শরিফে এই শব্দটি প্রচুর পরিমাণে এবং বহু অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। ঐ সকল অর্থের মধ্যে 'নিদর্শন', 'চিহ্ন', 'সাক্ষ্য' অথবা 'প্রমাণ' এবং 'সুসংবাদ', 'প্রেরিত-বার্ত্তা' ও 'অলৌকিকত্ব' প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। কিন্তু অধিকাংশ স্থলে 'আয়ত' শব্দ 'চিহ্ন' অথবা 'নিদর্শন' অর্থে ব্যবহৃত হওয়ায় এবং একমাত্র 'নিদর্শন' শব্দে অন্যান্য অর্থগুলির মর্ম্ম সুপ্রকাশিত হওয়ায় আমরা "আয়ত" শব্দের অনুবাদে প্রায় সর্ব্বত্রই "নিদর্শন" লিখিয়াছি।

তছরিফ-উল-আ-য়াত—অর্থ 'নিদর্শনাবলীর পুনরুক্তি' অথবা 'প্রকারান্তর বর্ণনা'। 'আয়ত-সমূহের অর্থ ও মর্ম্ম অব্যাহত রাখিয়া বিভিন্ন প্রকার বর্ণনা করাও' উহার অর্থ হইতে পারে। যে সকল অবিশ্বাসী আল্লার অনুগ্রহে ধন-সম্পদ ও সুখৈশ্বর্য্য লাভ করিয়াও তজ্জন্য প্রভুর নিকট

الْاٰيٰتِ ثُمَّ هُمْ يَصْدِفُوْنَ ○ ٤٧- قُلْ
اَرَءَيْتَكُمْ اِنْ اَتٰىكُمْ عَذَابُ اللّٰهِ بَغْتَةً
اَوْ جَهْرَةً هَلْ يُهْلَكُ اِلَّا الْقَوْمُ
الظّٰلِمُوْنَ ○ ٤٨- وَمَا نُرْسِلُ
الْمُرْسَلِيْنَ اِلَّا مُبَشِّرِيْنَ وَمُنْذِرِيْنَ ۚ
فَمَنْ اٰمَنَ وَاَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ
وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ ○ ٤٩- وَالَّذِيْنَ
كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا يَمَسُّهُمُ الْعَذَابُ
بِمَا كَانُوْا يَفْسُقُوْنَ ○ ٥٠- قُلْ لَّآ
اَقُوْلُ لَكُمْ عِنْدِيْ خَزَآئِنُ اللّٰهِ وَلَآ

বিভিন্নরূপে নিদর্শন সমূহ বর্ণনা করিয়াছি, তৎপরেও তাহারা ফিরিয়া গিয়াছে !
৪৭। তুমি বল—তোমরা কি লক্ষ্য করিয়াছ যে, যদি আল্লার শাস্তি অকস্মাৎ অথবা প্রত্যক্ষভাবে তোমাদের উপর নিপতিত হয়, তবে অত্যাচারী সম্প্রদায় ব্যতীত কে ধ্বংসপ্রাপ্ত হইবে ?
৪৮। এবং আমি সুসংবাদ-দাতা ও ভয়প্রদর্শক-রূপে ব্যতীত রসুলগণকে প্রেরণ করি নাই ; অনন্তর যে বিশ্বাস স্থাপন করে ও সংশোধিত হয়, তবে তাহাদের কোন ভয় নাই এবং তাহারা দুঃখিত হইবে না।
৪৯। এবং যাহারা আমার নিদর্শন সমূহে অসত্যারোপ করে, তাহারা যে দুষ্কার্য্য করিয়াছে তজ্জন্য তাহাদিগকে শাস্তি স্পর্শ করিবে।
৫০। তুমি বল—আমি তোমাদিগকে বলি না যে, আমারই নিকট আল্লার ভাণ্ডার ;

কৃতজ্ঞতা স্বীকার করে না—বরং বলে যে, আমরা আন্তরিক যত্ন, চেষ্টা ও সাধনা এবং দৃষ্টি-শক্তি ও শ্রবণ-শক্তি প্রভৃতি দৈহিক ক্রিয়া-কলাপের দ্বারাই ইহা অর্জ্জন করিয়াছি; আল্লাহতা'লা ঐ সকল অকৃতজ্ঞ অবিশ্বাসীকে স্মরণ করাইয়া দিতেছেন যে, কে তোমাদিগকে জ্ঞান-বুদ্ধি বিশিষ্ট অন্তর এবং দৃষ্টি-শক্তি ও শ্রবণ-শক্তি প্রদান করিরাছেন ? নিশ্চয় আমিই উহা দান করিয়াছি। অতএব জানিয়া রাখ যে, আমি ইচ্ছা করিলেই তোমাদের ঐ সকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ এবং উহার শক্তি বা ক্রিয়া হরণ করিয়া লইতে পারি। ফলতঃ তোমাদের চক্ষু অন্ধ, কর্ণ বধির এবং অন্তকরণ রুদ্ধ করা—অর্থাৎ তোমাদিগকে অন্ধ, বধির ও নির্ব্বোধ করিয়া দেওয়া আমার নিকট অতি তুচ্ছ কথা। সুতরাং ধনৈশ্বর্য্যের গৌরবে অহঙ্কারী এবং সুখ-সম্পদে আত্মহারা না হইয়া আমার নিকট বিনীত-ভাবে কৃতজ্ঞতা স্বীকার করাই মানবের অবশ্য কর্ত্তব্য।

৪৭। আলোচ্য আয়তের মর্ম্ম এই যে, অবিশ্বাসী, অধার্ম্মিক ও অত্যাচারিগণের উপর যে কোন মুহূর্ত্তে অকস্মাৎ অথবা প্রকাশ্যভাবে আল্লার শাস্তি অবতীর্ণ হইতে পারে।

৪৮—৪৯। সত্যধর্ম্ম প্রচার, সদুপদেশ প্রদান এবং অসৎকার্য্যে ভীতি-প্রদর্শনের জন্যই আল্লাহ স্বীয় অনুগৃহীত রসুলগণকে প্রেরণ করিয়া থাকেন। তদনুযায়ী আল্লার প্রেরিত রসুলগণের শিক্ষা ও উপদেশ অনুসারে যাহারা সংশোধিত হয় এবং সত্যধর্ম্মে বিশ্বাস স্থাপন করে—আলোচ্য আয়ত-দ্বয়ের প্রথম আয়তে তাহাদিগকে অভয় দান করা হইয়াছে এবং যাহারা রসুলগণের শিক্ষা ও সদুপদেশ অগ্রাহ্য করিয়া দুষ্কার্য্যে লিপ্ত হয়—দ্বিতীয় আয়তে তাহাদিগকে পারলৌকিক শাস্তির ভীতি প্রদর্শন করা হইয়াছে।

৫০। **হজরত রসুলোল্লার বিশেষত্ব।**—বিশ্বনবী হজরত মোহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহ আলায়হেস্-সালামের সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান ও অলৌকিক বিশেষত্ব এই যে, তিনি অন্যান্য নবী-

এবং আমি অদৃশ্য-বিষয় অবগত নহি এবং আমি তোমাদিগকে বলি না যে, আমিই ফেরেশ্‌তা ; আমার প্রতি যাহা প্রত্যাদেশ হইয়াছে—আমি তদ্ব্যতীত অনুসরণ করি না ; তুমি বল—অন্ধ ও চক্ষুষ্মান্‌ কি তুল্য ? অনন্তর তোমরা কোন চিন্তা কর না ?

أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَآ أَقُوْلُ لَكُمْ إِنِّيْ
مَلَكٌ ج إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوْحٰى
إِلَيَّ ط قُلْ هَلْ يَسْتَوِى الْأَعْمٰى
وَالْبَصِيْرُ ط أَفَلَا تَتَفَكَّرُوْنَ ع

৬ষ্ঠ রুকু—বিশ্বাসিগণের ক্ষমা-প্রাপ্তি ও পুরস্কার

৫১। এবং যাহারা তাহাদের প্রতিপালকের দিকে সমবেত হইতে ভয় করে, তাহাদিগকে ইহা দ্বারা ভয়-প্রদর্শন কর

٥١- وَأَنْذِرْ بِهِ الَّذِيْنَ يَخَافُوْنَ أَنْ
يُّحْشَرُوْٓا إِلٰى رَبِّهِمْ لَيْسَ لَهُمْ مِّنْ

গণের ন্যায় লোকদিগকে বিস্ময়কর ব্যাপার অথবা ভয়ঙ্কর বিভীষিকা প্রদর্শন করিয়া সত্যধর্ম্মে আকর্ষণ করেন নাই ; তদ্বিপরীতে বরং অনেক সময়ে লোকের অলৌকিকতা প্রদর্শনের প্রার্থনা স্পষ্ট-ভাষায় অস্বীকার ও প্রত্যাখ্যান করিয়া মানব-জাতির অন্তর্নিহিত যাবতীয় বদ্ধমূল অন্ধ-বিশ্বাস ও কুসংস্কারের মূলোৎপাটন পূর্ব্বক তাহাদের অন্তরে সত্যের বিমল শিক্ষা এবং জ্ঞানের উজ্জল আলোক বিকীর্ণ করিয়া দিয়াছেন। তিনি রসুল সম্বন্ধে পূর্ব্ববর্তী মানব-সম্প্রদায়ের অন্ধ-বিশ্বাস ও ভ্রান্তি অপনোদন কল্পে জলদগম্ভীর স্বরে ঘোষণা করিয়াছেন,—"আমি তোমাদেরই মত মানুষ ; তবে আমার প্রতি আল্লার নিকট হইতে যাহা অবতীর্ণ হয়, আমি কেবল তাহাই প্রচার করিয়া থাকি (কোরান)।" কিন্তু তথাপি অন্ধ-বিশ্বাসী আরবেরা অনেক সময়ে তাঁহার নিকট আসিয়া অলৌকিকতা প্রদর্শন এবং অদৃশ্য-বিষয় জ্ঞাপন করিবার জন্য অনুরোধ করিত এবং কেহ কেহ গুপ্ত-ধনের সন্ধান অথবা স্বীয় জীবনের ভূত-ভবিষ্যৎ ফলাফল জানিবার জন্য প্রার্থী হইত ; আবার কেহ কেহ এরূপ কথাও বলিত যে, যদি তিনি সত্য নবী হন, তবে কেন তাঁহার নিকট স্বর্গ হইতে ধন-সম্পদ ও খাদ্য-দ্রব্য অবতীর্ণ হয় না ? এবং কেনই বা তিনি সংসার-ধর্ম্ম প্রতিপালন ও পানাহার করিয়া থাকেন ? অবিশ্বাসীদিগের ঐ সকল অপ্রাসঙ্গিক উক্তির উত্তরে আল্লাহতা'লা প্রথমেই বলিয়া দিয়াছেন যে, আমার প্রিয় রসুল অন্যান্য মানবেরই ন্যায় দৈহিক উপকরণ ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বিশিষ্ট মানব ; তিনি সূক্ষ্মদেহী ফেরেশ্‌তা অথবা অন্য কোন অপরিচিত জীব নহেন। মানব-জাতির মধ্যে সত্যধর্ম্ম প্রচার, সদুপদেশ বিতরণ এবং ভীতি প্রদর্শনের জন্যই আমি তাঁহাকে প্রেরণ করিয়াছি। সুতরাং ঐন্দ্রজালিক, জ্যোতিষী, ভাগ্য-গণক অথবা ভবিষ্যদ্বক্তার ব্যবসায় অবলম্বন তাঁহার পক্ষে কদাচ সঙ্গত ও সমীচীন নহে। অনন্তর আল্লার আদেশে হজরত রসুলোল্লাহ পুনরায় অবিশ্বাসী লোকদিগকে বলিয়া দিলেন,—"আমি আল্লার ভাণ্ডারের অধিকারী নই যে, তোমাদিগকে গুপ্তধনের সন্ধান বলিয়া দিব ; অথবা আমি ফেরেশ্‌তাও নহি যে, সংসার-ধর্ম্ম প্রতিপালন ও পানাহার পরিত্যাগ করিব ; বরং আল্লাহ আমার প্রতি যে ..ল প্রত্যাদেশ অবতারণ করিয়াছেন, আমি কেবল তাহারই অনুসরণ করিয়া থাকি ?"

কি সুন্দর, সরল ও স্পষ্টতর উক্তি ! হজরত রসুলোল্লাহ ব্যতীত আর কোন নবীই অন্ধ-বিশ্বাসী, কুসংস্কারাচ্ছন্ন ও পৌত্তলিক জাতির মধ্যে স্বীয় নবুয়তের আদর্শ সম্বন্ধে এরূপ সরল, অনাবিল ও স্পষ্টতর বাণী প্রকাশ করিতে সাহসী হন নাই। তাঁহারা বরং অধিকাংশ সময়ে প্রীতিকর অথবা ভীতিজনক অলৌকিকতা প্রদর্শন করিয়াই স্ব স্ব উদ্দেশ্য সাধন করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। এইজন্য

دُوْنِهٖ وَلِيٌّ وَّلَا شَفِيْعٌ لَّعَلَّهُمْ
يَتَّقُوْنَ ۝ ٥٢- وَلَا تَطْرُدِ الَّذِيْنَ
يَدْعُوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَدٰوةِ وَالْعَشِيِّ
يُرِيْدُوْنَ وَجْهَهٗ ؕ مَا عَلَيْكَ مِنْ
حِسَابِهِمْ مِّنْ شَيْءٍ وَّمَا مِنْ

যে, তিনি ব্যতীত কেহই সাহায্যকারী ও অনুরোধকারী নাই—যেন তাহারা সংযত হয়। ৫২। এবং তাহাদিগকে বিতাড়িত করিও না—যাহারা প্রভাতে ও সন্ধ্যাকালে তাহাদের প্রতিপালককে আহ্বান করে—তাহারা তাঁহারই আনন আকাঙ্খা করিতেছে; তোমার উপর তাহাদের কোন বিষয়ের হিসাব নাই এবং তাহাদের উপরও তোমার

মানব-জগত জ্ঞান-বিজ্ঞানে যত উন্নত হইয়াছে, ততই হজরত রসুলোল্লার অলৌকিক মহত্ত্ব ও গৌরব, অসাধারণ সত্যপ্রিয়তা ও সৎসাহস এবং অনাবিল ধর্ম্ম-নীতি ও জ্ঞান-শিক্ষা সন্দর্শনে ভক্তি ও বিস্ময়ে বিমুগ্ধ হইতেছে এবং অনেকেই নতশিরে পবিত্র ইস্‌লামের সত্যতা ও শ্রেষ্ঠত্ব অম্লানবদনে স্বীকার করিয়া লইতেছেন।

কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়, কোন কোন স্থূলদর্শী খ্রীষ্টান-সমালোচক এবং তাহাদের অন্ধ-অনুগামী অবিশ্বাসী ও পৌত্তলিক (সেল, গোল্ডস্থাক, দয়ানন্দ সরস্বতী ও কতিপয় হিন্দু) লেখক এতদনুরূপ উচ্চভাবপূর্ণ আয়তসমূহ দ্বারা প্রমান করিতে চেষ্টা করিয়াছেন যে,—"হজরত রসুলোল্লাহ সাধারণ মানব ছিলেন, আল্লার অনন্ত ভাণ্ডার হইতে তিনি কোনই করুণা প্রাপ্ত হন নাই এবং তাঁহার কোনই বিশিষ্ট জ্ঞান কিংবা বিশেষত্ব ছিল না।" আল্লাহতা'লা যাঁহাকে স্বীয় অনুগ্রহে অভিষিক্ত করিয়া বিশ্বজগতের জন্য অনুগ্রহ-স্বরূপ এই ধরাধামে প্রেরণ করিয়াছেন (কোরান), যিনি আল্লার অনুগ্রহে যাবতীয় বিষয়ের জ্ঞান লাভ করিয়া শ্রেষ্ঠতম নবী এবং পূর্ণ-ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠাতা রূপে অভিষিক্ত হইয়াছিলেন, যাঁহার দ্বারা অলক্ষ্যে শত শত অলৌকিকতা বিকশিত হইত, যাঁহার বহু-সংখ্যক বিস্ময়কর ভবিষ্যদ্বাণী তাঁহার জীবনেই পূর্ণ হইয়াছিল এবং যাঁহার প্রচারিত পবিত্র কোরান ও হাদিসে নির্দ্দেশিত সহস্র সহস্র অভ্রান্ত ভবিষ্যদ্বাণী জগদ্বাসীর প্রত্যক্ষ-দৃষ্টি ও সতর্ক-সমালোচনার সম্মুখে অক্ষরে অক্ষরে পূর্ণ হইয়া মানব-জাতির বিস্ময় উৎপাদন করিতেছে, তাঁহার সম্বন্ধে যাহারা এইরূপ ধৃষ্টতাপূর্ণ অশিষ্ট উক্তি করিতে পারে, তাহারা জগতের কৃপার পাত্র! ফলতঃ পবিত্র কোরানের এই শ্রেণীর আয়ত যে, মহানবী হজরত রসুলোল্লার সরলতা, সত্যবাদিতা, বিনয়, গৌরব, মহত্ত্ব, উদারতা ও ঐশী-নির্ভরতার সমুজ্জল ও শ্রেষ্ঠতম নিদর্শন—আশা করি, কোন বিবেক-সম্পন্ন ব্যক্তির পক্ষেই তাহা বুঝিতে বিলম্ব হইবে না।

৫২। হজরত আবদুল্লা এব্‌ন-মসউদ হইতে বর্ণিত হইয়াছে ঃ—"একদা মক্কার প্রধান প্রধান ধনসম্পদশালী সম্ভ্রান্ত ও দাম্ভিক-প্রকৃতি কোরেশ-নেতৃবৃন্দ হজরত রসুলোল্লার নিকট আসিয়া প্রস্তাব করিয়াছিল যে, আপনার অনুগামী দীন-দরিদ্র ও হীন-অবস্থাবিশিষ্ট লোকদিগের সহিত একত্র উপবেশন করিলে আমাদের সম্মানের হানি হয়; সুতরাং আপনি যদি তাহাদিগকে দূরীভূত করিয়া দেন, তবে আমরা আপনার নিকট আসিয়া ধর্ম্ম-কথা শুনিতে এবং ইস্‌লাম গ্রহণ করিতে পারি। তাহাদের এই প্রস্তাবে হজরত রসুলোল্লাহ বলিয়াছিলেন, আপনারা যদি প্রকৃতই ধর্ম্ম-কথা শ্রবণ এবং সত্য-ধর্ম্ম গ্রহণ করিবার জন্য আমার নিকট উপস্থিত হইতে ইচ্ছা করেন, তবে আপনাদের উপস্থিতি-কালে আমার অন্যান্য অনুগামীগণ অন্যত্র অবস্থান করিবে। কিন্তু পবিত্র ইস্‌লামের শিক্ষা ও আদর্শ অনুসারে ধন-সম্পদশালী ও দীন-দরিদ্রের মধ্যে কোনরূপ ভেদ-বৈষম্য নাই; আল্লার দৃষ্টিতে উচ্চ-নীচ, ধনী-দরিদ্র প্রভৃতি সকলেই সমান, বরং যে ধার্ম্মিক ও চরিত্রবান, আল্লার নিকট সে-ই সম্মানিত ও গৌরবান্বিত হইয়া থাকেন। সেইজন্য সমদর্শী ও ন্যায় বিচারক মহান্ আল্লাহ্ হজরত রসুলোল্লাকে সতর্ক করিয়া এই আয়ত অবতারণ করেন। —তঃ কবির।

কোন বিষয়ের হিসাব নাই, অনন্তর তুমি তাহাদিগকে বিতাড়িত করিলে বরং তুমিই অত্যাচারিগণের অন্তর্ভুক্ত হইবে। ৫৩। এবং এইরূপে আমি পরস্পরকে পরস্পরের দ্বারা পরীক্ষা করি—যেন তাহারা বলে যে, আল্লাহ কি আমাদের মধ্যে উহাদেরই উপর অনুগ্রহ করিয়াছেন! আল্লাহ কি কৃতজ্ঞগণকে পরিজ্ঞাত নহেন? ৫৪। এবং যাহারা আমার নিদর্শন সমূহে বিশ্বাস করিয়াছে, তাহারা যখন তোমার নিকট আগমন পূর্ব্বক বলে—তোমার উপর শান্তি হউক, তখন তোমাদের প্রতিপালক তাঁহার নিজেরই উপর অনুগ্রহ লিপিবদ্ধ করেন; যখন তোমাদের মধ্যে কেহ অজ্ঞতা বশতঃ অপরাধ করে, অনন্তর উহার পরে ক্ষমা প্রার্থনা

حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ مِّنْ شَيْءٍ فَتَطْرُدَهُمْ
فَتَكُوْنَ مِنَ الظّٰلِمِيْنَ ০৫৩- وَكَذٰلِكَ
فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لِّيَقُوْلُوْٓا اَهٰٓؤُلَآءِ
مَنَّ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ مِّنْ بَيْنِنَا ط اَلَيْسَ اللّٰهُ
بِاَعْلَمَ بِالشّٰكِرِيْنَ ০৫৪- وَاِذَا جَآءَكَ
الَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِاٰيٰتِنَا فَقُلْ
سَلٰمٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلٰى
نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ لا اَنَّهٗ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ
سُوْٓءًا بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابَ مِنْ بَعْدِهٖ

আলোচ্য আয়তের মর্ম্ম এই যে, যাহারা প্রভাতে ও সন্ধ্যায় আন্তরিকতার সহিত তোমার নিকট সমবেত হইয়া আল্লাহতা'লার উপাসনা ও আরাধনা করে এবং তাঁহারই উপর সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করিয়া থাকে—তুমি অবাধ্য ও অহঙ্কারী লোকদিগের প্রস্তাব অনুসারে কদাচ তাহাদিগকে তোমার নিকট হইতে দূরিভূত করিও না; কারণ অবিশ্বাসী ও দাম্ভিক লোকদিগের কথা ও কার্য্য সম্বন্ধে তোমার কোনই দায়িত্ব নাই। সুতরাং ঐ সকল লোকের প্রস্তাব অনুসারে যদি তুমি সত্যবিশ্বাসী ধর্ম্মপ্রাণ লোকদিগকে বিদূরিত কর, তবে তুমিও তাহাদের ন্যায় অপরাধী হইবে।

কোন কোন তফ্‌সীরকার বলেন যে, এই আয়তটি একই সময়ে অবতারিত সুরা 'আন্‌য়ামের' মধ্যে সাধারণভাবেই অবতীর্ণ হইয়াছে। মক্কার অহঙ্কারী ও অবস্থাপন্ন কোরেশেরা, দীন-দরিদ্র বলিয়া বিশ্বাসী মুসলমানদিগকে অত্যন্ত অবজ্ঞা করিত; তাই আল্লাহতা'লা তাঁহাদের সম্মান, গৌরব ও মর্য্যাদা পরিব্যক্ত ও বর্দ্ধিত করিবার জন্যই এই আয়ত অবতারণ করেন। বস্তুতঃ হজরত রসুলোল্লাহ কখনই সত্যবিশ্বাসী মুসলমানদিগের পরিবর্ত্তে অবিশ্বাসী কাফেরদিগকে শ্রেষ্ঠত্ব ও গৌরব প্রদান করেন নাই; কারণ বিশ্বব্যাপী অনুপম ভ্রাতৃত্ব এবং স্বর্গীয় সাম্যের প্রতিষ্ঠাতা দরিদ্র-বন্ধু হজরত রসুলোল্লার পক্ষে ঐরূপ করা সম্পূর্ণ অসম্ভব ও অস্বাভাবিক।

৫৩। উচ্চ-নীচ ও ধনী-দরিদ্রের প্রতি কোনরূপ লক্ষ্য অথবা পক্ষপাত না করিয়া আল্লাহতা'লা যে সত্য-বিশ্বাসী, ধার্ম্মিক, চরিত্রবান ও কৃতজ্ঞ ব্যক্তিদিগকেই সর্ব্বাপেক্ষা ভালবাসেন, এই আয়তে সেই ভাবটী অতি উত্তমরূপে পরিব্যক্ত হইয়াছে।

৫৪। অতঃপর আল্লাহতা'লা হজরত রসুলোল্লাকে স্পষ্ট ভাষায় বলিয়া দিলেন যে, ধনীই হউক অথবা দরিদ্রই হউক—যে সত্যধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া তোমার নিকট আগমন পূর্ব্বক তোমার শান্তি ও কল্যাণ প্রার্থনা করে এবং স্বীয় অপরাধের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া সংযত ও সংশোধিত হয় তাহাদিগকে ক্ষমা করিয়া স্বীয় অনুগ্রহে অভিষিক্ত করা—আমি নিজের কর্ত্তব্য-স্বরূপ নির্দ্দেশ করিয়া লইয়াছি; যেহেতু আমি ক্ষমাশীল ও করুণাময়।

حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ مِّنْ شَيْءٍ فَتَطْرُدَهُمْ
فَتَكُوْنَ مِنَ الظّٰلِمِيْنَ ۝ ٥٣ - وَكَذٰلِكَ
فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لِّيَقُوْلُوْٓا اَهٰٓؤُلَآءِ
مَنَّ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ مِّنْ بَيْنِنَاؕ اَلَيْسَ اللّٰهُ
بِاَعْلَمَ بِالشّٰكِرِيْنَ ۝ ٥٤ - وَاِذَا جَآءَكَ
الَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِاٰيٰتِنَا فَقُلْ
سَلٰمٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلٰى
نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ ۙ اَنَّهٗ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ
سُوْٓءًۢا بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابَ مِنْ بَعْدِهٖ

কোন বিষয়ের হিসাব নাই, অনন্তর তুমি তাহাদিগকে বিতাড়িত করিলে বরং তুমিই অত্যাচারিগণের অন্তর্ভুক্ত হইবে। ৫৩। এবং এইরূপে আমি পরস্পরকে পরস্পরের দ্বারা পরীক্ষা করি—যেন তাহারা বলে যে, আল্লাহ কি আমাদের মধ্যে উহাদেরই উপর অনুগ্রহ করিয়াছেন! আল্লাহ কি কৃতজ্ঞগণকে পরিজ্ঞাত নহেন? ৫৪। এবং যাহারা আমার নিদর্শন সমূহে বিশ্বাস করিয়াছে, তাহারা যখন তোমার নিকট আগমন পূর্ব্বক বলে—তোমার উপর শান্তি হউক, তখন তোমাদের প্রতিপালক তাঁহার নিজেরই উপর অনুগ্রহ লিপিবদ্ধ করেন; যখন তোমাদের মধ্যে কেহ অজ্ঞতা বশতঃ অপরাধ করে, অনন্তর উহার পরে ক্ষমা প্রার্থনা

আলোচ্য আয়তের মর্ম্ম এই যে, যাহারা প্রভাতে ও সন্ধ্যায় আন্তরিকতার সহিত তোমার নিকট সমবেত হইয়া আল্লাহতা'লার উপাসনা ও আরাধনা করে এবং তাঁহারই উপর সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করিয়া থাকে—তুমি অবাধ্য ও অহঙ্কারী লোকদিগের প্রস্তাব অনুসারে কদাচ তাহাদিগকে তোমার নিকট হইতে দূরিভূত করিও না; কারণ অবিশ্বাসী ও দাম্ভিক লোকদিগের কথা ও কার্য্য সম্বন্ধে তোমার কোনই দায়িত্ব নাই। সুতরাং ঐ সকল লোকের প্রস্তাব অনুসারে যদি তুমি সত্যবিশ্বাসী ধর্ম্মপ্রাণ লোকদিগকে বিদূরিত কর, তবে তুমিও তাহাদের ন্যায় অপরাধী হইবে।

কোন কোন তফ্‌সীরকার বলেন যে, এই আয়তটি একই সময়ে অবতারিত সুরা 'আন্‌য়ামের' মধ্যে সাধারণভাবেই অবতীর্ণ হইয়াছে। মক্কার অহঙ্কারী ও অবস্থাপন্ন কোরেশেরা, দীন-দরিদ্র বলিয়া বিশ্বাসী মুসলমানদিগকে অত্যন্ত অবজ্ঞা করিত; তাই আল্লাহতা'লা তাঁহাদের সম্মান, গৌরব ও মর্য্যাদা পরিব্যক্ত ও বর্দ্ধিত করিবার জন্যই এই আয়ত অবতারণ করেন। বস্তুতঃ হজরত রসুলোল্লাহ কখনই সত্যবিশ্বাসী মুসলমানদিগের পরিবর্ত্তে অবিশ্বাসী কাফেরদিগকে শ্রেষ্ঠত্ব ও গৌরব প্রদান করেন নাই; কারণ বিশ্বব্যাপী অনুপম ভ্রাতৃত্ব এবং স্বর্গীয় সাম্যের প্রতিষ্ঠাতা দরিদ্র-বন্ধু হজরত রসুলোল্লার পক্ষে ঐরূপ করা সম্পূর্ণ অসম্ভব ও অস্বাভাবিক।

৫৩। উচ্চ-নীচ ও ধনী-দরিদ্রের প্রতি কোনরূপ লক্ষ্য অথবা পক্ষপাত না করিয়া আল্লাহতা'লা যে সত্য-বিশ্বাসী, ধার্ম্মিক, চরিত্রবান ও কৃতজ্ঞ ব্যক্তিদিগকেই সর্ব্বাপেক্ষা ভালবাসেন, এই আয়তে সেই ভাবটী অতি উত্তমরূপে পরিব্যক্ত হইয়াছে।

৫৪। অতঃপর আল্লাহতা'লা হজরত রসুলোল্লাকে স্পষ্ট ভাষায় বলিয়া দিলেন যে, ধনীই হউক অথবা দরিদ্রই হউক—যে সত্যধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া তোমার নিকট আগমন পূর্ব্বক তোমার শান্তি ও কল্যাণ প্রার্থনা করে এবং স্বীয় অপরাধের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া সংযত ও সংশোধিত হয় তাহাদিগকে ক্ষমা করিয়া স্বীয় অনুগ্রহে অভিষিক্ত করা—আমি নিজের কর্ত্তব্য-স্বরূপ নির্দ্দেশ করিয়া লইয়াছি; যেহেতু আমি ক্ষমাশীল ও করুণাময়।

حِسَابِكَ عَلَيْهِم مِّن شَيْءٍ فَتَطْرُدَهُمْ
فَتَكُونَ مِنَ الظَّٰلِمِينَ ۝٥٢ وَكَذَٰلِكَ
فَتَنَّا بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لِّيَقُولُوٓا أَهَٰٓؤُلَآءِ
مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنۢ بَيْنِنَا ۗ أَلَيْسَ اللَّهُ
بِأَعْلَمَ بِالشَّٰكِرِينَ ۝٥٣ وَإِذَا جَآءَكَ
الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِـَٔايَٰتِنَا فَقُلْ
سَلَٰمٌ عَلَيْكُمْ ۖ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَىٰ
نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ ۖ أَنَّهُۥ مَنْ عَمِلَ مِنكُمْ
سُوٓءًۢا بِجَهَٰلَةٍ ثُمَّ تَابَ مِنۢ بَعْدِهِۦ

কোন বিষয়ের হিসাব নাই, অনন্তর তুমি তাহাদিগকে বিতাড়িত করিলে বরং তুমিই অত্যাচারিগণের অন্তর্ভুক্ত হইবে।
৫৩। এবং এইরূপে আমি পরস্পরকে পরস্পরের দ্বারা পরীক্ষা করি—যেন তাহারা বলে যে, আল্লাহ কি আমাদের মধ্যে উহাদেরই উপর অনুগ্রহ করিয়াছেন! আল্লাহ কি কৃতজ্ঞগণকে পরিজ্ঞাত নহেন?
৫৪। এবং যাহারা আমার নিদর্শন সমূহে বিশ্বাস করিয়াছে, তাহারা যখন তোমার নিকট আগমন পূর্ব্বক বলে—তোমার উপর শান্তি হউক, তখন তোমাদের প্রতিপালক তাঁহার নিজেরই উপর অনুগ্রহ লিপিবদ্ধ করেন; যখন তোমাদের মধ্যে কেহ অজ্ঞতা বশতঃ অপরাধ করে, অনন্তর উহার পরে ক্ষমা প্রার্থনা

আলোচ্য আয়তের মর্ম্ম এই যে, যাহারা প্রভাতে ও সন্ধ্যায় আন্তরিকতার সহিত তোমার নিকট সমবেত হইয়া আল্লাহতা'লার উপাসনা ও আরাধনা করে এবং তাঁহারই উপর সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করিয়া থাকে—তুমি অবাধ্য ও অহঙ্কারী লোকদিগের প্রস্তাব অনুসারে কদাচ তাহাদিগকে তোমার নিকট হইতে দূরিভূত করিও না; কারণ অবিশ্বাসী ও দাম্ভিক লোকদিগের কথা ও কার্য্য সম্বন্ধে তোমার কোনই দায়িত্ব নাই। সুতরাং ঐ সকল লোকের প্রস্তাব অনুসারে যদি তুমি সত্যবিশ্বাসী ধর্ম্মপ্রাণ লোকদিগকে বিদূরিত কর, তবে তুমিও তাহাদের ন্যায় অপরাধী হইবে।

কোন কোন তফ্‌সীরকার বলেন যে, এই আয়তটি একই সময়ে অবতারিত সুরা 'আন্‌য়ামের' মধ্যে সাধারণভাবেই অবতীর্ণ হইয়াছে। মক্কার অহঙ্কারী ও অবস্থাপন্ন কোরেশেরা, দীন-দরিদ্র বলিয়া বিশ্বাসী মুসলমানদিগকে অত্যন্ত অবজ্ঞা করিত; তাই আল্লাহতা'লা তাঁহাদের সম্মান, গৌরব ও মর্য্যাদা পরিব্যক্ত ও বর্দ্ধিত করিবার জন্যই এই আয়ত অবতারণ করেন। বস্তুতঃ হজরত রসুলোল্লাহ কখনই সত্যবিশ্বাসী মুসলমানদিগের পরিবর্ত্তে অবিশ্বাসী কাফেরদিগকে শ্রেষ্ঠত্ব ও গৌরব প্রদান করেন নাই; কারণ বিশ্বব্যাপী অনুপম ভ্রাতৃত্ব এবং স্বর্গীয় সাম্যের প্রতিষ্ঠাতা দরিদ্র-বন্ধু হজরত রসুলোল্লার পক্ষে ঐরূপ করা সম্পূর্ণ অসম্ভব ও অস্বাভাবিক।

৫৩। উচ্চ-নীচ ও ধনী-দরিদ্রের প্রতি কোনরূপ লক্ষ্য অথবা পক্ষপাত না করিয়া আল্লাহতা'লা যে সত্য-বিশ্বাসী, ধার্ম্মিক, চরিত্রবান ও কৃতজ্ঞ ব্যক্তিদিগকেই সর্ব্বাপেক্ষা ভালবাসেন, এই আয়তে সেই ভাবটী অতি উত্তমরূপে পরিব্যক্ত হইয়াছে।

৫৪। অতঃপর আল্লাহতা'লা হজরত রসুলোল্লাকে স্পষ্ট ভাষায় বলিয়া দিলেন যে, ধনীই হউক অথবা দরিদ্রই হউক—যে সত্যধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া তোমার নিকট আগমন পূর্ব্বক তোমার শান্তি ও কল্যাণ প্রার্থনা করে এবং স্বীয় অপরাধের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া সংযত ও সংশোধিত হয় তাহাদিগকে ক্ষমা করিয়া স্বীয় অনুগ্রহে অভিষিক্ত করা—আমি নিজের কর্ত্তব্য-স্বরূপ নির্দ্দেশ করিয়া লইয়াছি; যেহেতু আমি ক্ষমাশীল ও করুণাময়।

করে ও সংশোধিত হয়, তবে নিশ্চয় তিনি ক্ষমাশীল করুণাময়। ৫৫। এবং এইরূপে আমি নিদর্শন-সমূহ বর্ণনা করি এবং যাহাতে অপরাধিগণের পথ পরিষ্কৃত হয়।

وَاَصْلَحَ ۙ فَاَنَّهٗ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ○
٥٥- وَكَذٰلِكَ نُفَصِّلُ الْاٰيٰتِ
وَلِتَسْتَبِيْنَ سَبِيْلُ الْمُجْرِمِيْنَ ع

৭ম রুকু—অদৃশ্য জ্ঞান এবং স্বর্গীয় সুবিচারের আদর্শ

৫৬। তুমি বল—তোমরা আল্লাকে পরিত্যাগ করিয়া যাহাদিগকে আহ্বান কর—নিশ্চয় আমি তাহাদের আরাধনা করিতে নিষিদ্ধ হইয়াছি; বল—আমি তোমাদের প্রবৃত্তির অনুসরণ করিব না, অন্যথা নিশ্চয় আমি পথভ্রান্ত হইব এবং আমি সুপথগামিগণের অন্তর্ভুক্ত হইব না।
৫৭। তুমি বল—নিশ্চয় আমি স্বীয় প্রতি-পালকের সমুজ্জ্বল প্রমানের উপর আছি এবং তোমরা উহাতে অসত্যারোপ করিয়া থাক; তোমরা যাহাতে তৎপর, তাহা আমার নিকট নাই; আল্লাহ ব্যতীত সুবিচার নাই; তিনি সত্য বর্ণনা করেন এবং তিনিই শ্রেষ্ঠতম মীমাংসাকারী।
৫৮। তুমি বল—তোমরা যাহাতে তৎপর

٥٦- قُلْ اِنِّيْ نُهِيْتُ اَنْ اَعْبُدَ
الَّذِيْنَ تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ ط قُلْ لَّآ
اَتَّبِعُ اَهْوَآءَكُمْ ۙ قَدْ ضَلَلْتُ اِذًا
وَّمَآ اَنَا مِنَ الْمُهْتَدِيْنَ ○ ٥٧- قُلْ
اِنِّيْ عَلٰى بَيِّنَةٍ مِّنْ رَّبِّيْ وَكَذَّبْتُمْ
بِهٖ ط مَا عِنْدِيْ مَا تَسْتَعْجِلُوْنَ بِهٖ ط
اِنِ الْحُكْمُ اِلَّا لِلّٰهِ ط يَقُصُّ الْحَقَّ وَهُوَ
خَيْرُ الْفٰصِلِيْنَ ○ ٥٨- قُلْ لَّوْ اَنَّ عِنْدِيْ

৫৫। অনন্তর আল্লাহতা'লা বলিতেছেন যে, অধার্ম্মিক ও অত্যাচারীদিগকে ধর্ম্ম ও সুপথ প্রদর্শনের জন্যই আমি এই সকল নিদর্শন বর্ণনা করিয়া থাকি। সুতরাং যাহারা ইহা শ্রবণ অথবা বিশ্বাস করে না, নিশ্চয় তাহারা অন্ধ-বিশ্বাস ও ভ্রান্তিতে বিপথগামী হইয়া গিয়াছে।

৫৬। এই পবিত্র আয়ত যাবতীয় অংশীবাদিতা ও পৌত্তলিকতার স্পষ্টতর প্রতিবাদ। আয়তের প্রকৃত মর্ম্ম এই যে, আল্লাহকে পরিত্যাগ করিয়া অন্য কাহারও পূজা-অর্চ্চনা করা সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ। যাহারা স্বীয় প্রবৃত্তির বশে আল্লাহ ব্যতীত অপরের পূজা-আরাধনা করিবে, তাহারা অভিশপ্ত ও পথভ্রান্ত কাফের হইয়া যাইবে।

৫৭—৫৮। অবিশ্বাসীরা পবিত্র ইস্‌লামের প্রতি অসত্যারোপ করায় আল্লার আদেশে হজরত রসুলোল্লাহ তাহাদিগকে শাস্তির ভয় প্রদর্শন করিয়াছিলেন। কিন্তু তৎপরে কিছুদিন অতীত হইলেও যখন কোনরূপ শাস্তি অবতীর্ণ হইল না, তখন অবিশ্বাসীরা মনে করিল যে, উহা মিথ্যা ভয়-প্রদর্শন মাত্র। অনন্তর তাহারা দুঃসাহসের বশে হজরতের নিকট যাইয়া বলিল,—"আমাদের উপর এখন পর্য্যন্ত ত কোনই শাস্তি অবতীর্ণ হইল না। অতএব যদি আল্লাহ এবং তোমার ধর্ম্ম সত্য হয়, তবে শীঘ্র শীঘ্র আমাদের উপর শাস্তি অবতীর্ণ হউক।" ইহার উত্তরে আল্লাহতা'লা

তাহা যদি আমার নিকট হইত, তবে
নিশ্চয় আমার মধ্যে তোমাদের মধ্যে
মীমাংসা হইয়া যাইত ; এবং আল্লাহ
অত্যাচারীদিগকে পরিজ্ঞাত আছেন।
৫৯। এবং তাহারই নিকট অদৃশ্য-
বিষয়ের কুঞ্চিকা আছে—তিনি ব্যতীত
কেহই তাহা অবগত নহে ; এবং ভূতল
ও সমুদ্র মধ্যে যাহা আছে, তিনিই তাহা
পরিজ্ঞাত আছেন ; এবং তাঁহার জ্ঞাতসারে
ব্যতীত কোন পত্রও পতিত হয় না এবং
প্রকাশ্য গ্রন্থে বর্ণিত ভিন্ন পৃথিবীর
অন্ধকারেও কোন শস্য-কণা এবং সরস ও

مَا تَسْتَعْجِلُوْنَ بِهٖ لَقُضِيَ الْاَمْرُ
بَيْنِيْ وَبَيْنَكُمْ ط وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِالظّٰلِمِيْنَ ○
৫৯- وَعِنْدَهٗ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا
اِلَّا هُوَ ط وَيَعْلَمُ مَا فِى الْبَرِّ وَالْبَحْرِ ط
وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَّرَقَةٍ اِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا
حَبَّةٍ فِىْ ظُلُمٰتِ الْاَرْضِ وَلَا رَطْبٍ
وَّلَا يَابِسٍ اِلَّا فِىْ كِتٰبٍ مُّبِيْنٍ ○

হজরত রসুলোল্লাকে বলিলেন,—"তুমি অবিশ্বাসীদিগকে বলিয়া দাও যে, তোমরা অসত্যারোপ করিলেও আমি স্বীয় প্রভুর সমুজ্জ্বল সত্যের অনুসরণ করিতেছি। তোমরা সেই সত্যে অসত্যারোপ করার বিনিময়ে অবিলম্বে যে শাস্তি প্রার্থনা করিতেছ—আমার তাহা প্রদান করিবার কোনই অধিকার নাই। যদি আমার শাস্তি প্রদানের অধিকার থাকিত, তবে নিশ্চয়ই আমি এতদিনে তোমাদের সহিত চরম মীমাংসা করিয়া লইতে পারিতাম। কিন্তু তোমাদিগকে অবিশ্বাস ও অবাধ্যতার জন্য শাস্তি প্রদান করা বা না-করা সম্পূর্ণরূপে আল্লারই ইচ্ছাধীন। পরন্তু তিনি পরম দয়ালু ও এবং ন্যায়বান সুবিচারক। সুতরাং তিনি মানবের অবিশ্বাস ও অবাধ্যতার শাস্তি-স্বরূপ কথায় কথায় তাহাদের উপর আকাশ হইতে বজ্র-বিদ্যুৎ কিংবা প্রস্তর ও অগ্নি-বৃষ্টি করেন না। যদি তাহা করিতেন, তবে প্রত্যেক মুহূর্ত্তে জগতে প্রলয়কাণ্ড উপস্থিত হইত এবং পৃথিবী হইতে অবিশ্বাস ও ধর্ম্মদ্রোহিতার অস্তিত্ব বহু দিন পূর্ব্বেই বিলুপ্ত হইয়া যাইত। পক্ষান্তরে তোমরা একথাও জানিয়া রাখ যে, তিনি অধার্ম্মিক ও অত্যাচারীদিগকে অবশ্যই অবগত আছেন। সুতরাং যখন তাহাদের অবিশ্বাস ও অবাধ্যতা চরম সীমায় উপনীত হইয়া পাপের ভরাপূর্ণ হইবে, তখন তিনি তাহাদিগকে, উপযুক্ত শাস্তি প্রদান করিতে একটুও কালবিলম্ব করিবেন না—এই সুরার ৬৭ আয়ত দ্রষ্টব্য।

৫৯। **মাফাতেহ্**—"মেফ্তা" ও "মাফ্ত" শব্দের বহুবচন ; উহার অর্থ যথাক্রমে 'কুঞ্চিকা' ও 'ভাণ্ডার'। তফ্সীরকারগণ এস্থলে উক্ত উভয় অর্থই পরিগ্রহণ করিয়াছেন।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, অবিশ্বাসীরা তাহাদের চিরাচরিত রীত্যনুসারে হজরত রসুলোল্লার নিকট নানারূপ অদৃশ্য সংবাদ, ভূত-ভবিষ্যৎ ফলাফল ও গুপ্তধনের সন্ধান জানিতে চাহিত। হজরত রসুলোল্লাহ তদুত্তরে আল্লাহতা'লার প্রত্যাদেশ অনুযায়ী স্পষ্ট ভাষায় বলিয়া দিলেন যে, একমাত্র আল্লাহতা'লাই অদৃশ্য-জগতের প্রভু। অদৃশ্য বিষয়ের কুঞ্চিকা অথবা গুপ্ত ধন-ভাণ্ডার তাঁহারই নিকট রহিয়াছে—অর্থাৎ তিনিই ঐ সকল বিষয়ের রহস্য ও তত্ত্ব সম্যক পরিজ্ঞাত আছেন। এমন কি, তাঁহার অজ্ঞাতসারে একটি বৃক্ষপত্রও পতিত হয় না ; জলে-স্থলে, সাগরে-কান্তারে এবং আলোকে-আঁধারে যেখানে যাহা আছে—তাহার ক্ষুদ্র শস্য-কণা—এমন কি অণু-পরমাণু পর্য্যন্ত তাঁহার "প্রকাশ্য গ্রন্থে" অর্থাৎ "সংরক্ষিত জ্ঞান-ফলকে" লিখিত রহিয়াছে। সর্ব্বজ্ঞ আল্লাহতা'লা ব্যতীত জগতের আর কেহই সেই বিপুল বিশ্ব-রহস্য কিংবা ঐ সকল বিষয়ের প্রকৃত তত্ত্ব অবগত নহে।

এই আয়তে স্পষ্ট ভাষায় ঘোষিত হইয়াছে যে একমাত্র আল্লাহতা'লাই সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্ব জ্ঞানাধার। আল্লাহ ব্যতীত আর কাহারও বিশ্ব-রহস্য, গুপ্ত-তত্ত্ব এবং অদৃশ্য বিষয়ের জ্ঞান নাই।

مَا تَسْتَعْجِلُوْنَ بِهٖ لَقُضِيَ الْاَمْرُ بَيْنِيْ وَبَيْنَكُمْ ط وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِالظّٰلِمِيْنَ ○

৫৯- وَعِنْدَهٗ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا اِلَّا هُوَ ط وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ ط وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَّرَقَةٍ اِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِيْ ظُلُمٰتِ الْاَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَّلَا يَابِسٍ اِلَّا فِيْ كِتٰبٍ مُّبِيْنٍ ○

তাহা যদি আমার নিকট হইত, তবে নিশ্চয় আমার মধ্যে তোমাদের মধ্যে মীমাংসা হইয়া যাইত; এবং আল্লাহ অত্যাচারীদিগকে পরিজ্ঞাত আছেন।

৫৯। এবং তাহারই নিকট অদৃশ্য-বিষয়ের কুঞ্জিকা আছে—তিনি ব্যতীত কেহই তাহা অবগত নহে; এবং ভূতল ও সমুদ্র মধ্যে যাহা আছে, তিনিই তাহা পরিজ্ঞাত আছেন; এবং তাঁহার জ্ঞাতসারে ব্যতীত কোন পত্রও পতিত হয় না এবং প্রকাশ্য গ্রন্থে বর্ণিত ভিন্ন পৃথিবীর অন্ধকারেও কোন শস্য-কণা এবং সরস ও

হজরত রসুলোল্লাকে বলিলেন,—"তুমি অবিশ্বাসীদিগকে বলিয়া দাও যে, তোমরা অসত্যারোপ করিলেও আমি স্বীয় প্রভুর সমুজ্জল সত্যের অনুসরণ করিতেছি। তোমরা সেই সত্যে অসত্যারোপ করার বিনিময়ে অবিলম্বে যে শাস্তি প্রার্থনা করিতেছ—আমার তাহা প্রদান করিবার কোনই অধিকার নাই। যদি আমার শাস্তি প্রদানের অধিকার থাকিত, তবে নিশ্চয়ই আমি এতদিনে তোমাদের সহিত চরম মীমাংসা করিয়া লইতে পারিতাম। কিন্তু তোমাদিগকে অবিশ্বাস ও অবাধ্যতার জন্য শাস্তি প্রদান করা বা না-করা সম্পূর্ণরূপে আল্লারই ইচ্ছাধীন। পরন্তু তিনি পরম দয়ালু ও এবং ন্যায়বান সুবিচারক। সুতরাং তিনি মানবের অবিশ্বাস ও অবাধ্যতার শাস্তি-স্বরূপ কথায় কথায় তাহাদের উপর আকাশ হইতে বজ্র-বিদ্যুৎ কিংবা প্রস্তর ও অগ্নি-বৃষ্টি করেন না। যদি তাহা করিতেন, তবে প্রত্যেক মুহূর্তে জগতে প্রলয়কাণ্ড উপস্থিত হইত এবং পৃথিবী হইতে অবিশ্বাস ও ধর্মদ্রোহিতার অস্তিত্ব বহু দিন পূর্ব্বেই বিলুপ্ত হইয়া যাইত। পক্ষান্তরে তোমরা একথাও জানিয়া রাখ যে, তিনি অধার্ম্মিক ও অত্যাচারীদিগকে অবশ্যই অবগত আছেন। সুতরাং যখন তাহাদের অবিশ্বাস ও অবাধ্যতা চরম সীমায় উপনীত হইয়া পাপের ভরাপূর্ণ হইবে, তখন তিনি তাহাদিগকে, উপযুক্ত শাস্তি প্রদান করিতে একটুও কালবিলম্ব করিবেন না—এই সুরার ৬৭ আয়ত দ্রষ্টব্য।

৫৯। **মাফাতেহ্**—"মেক্‌তা" ও "মাফ্‌ত" শব্দের বহুবচন; উহার অর্থ যথাক্রমে 'কুঞ্জিকা' ও 'ভাণ্ডার'। তফ্‌সীরকারগণ এস্থলে উক্ত উভয় অর্থ ই পরিগ্রহণ করিয়াছেন।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, অবিশ্বাসীরা তাহাদের চিরাচরিত রীত্যনুসারে হজরত রসুলোল্লার নিকট নানারূপ অদৃশ্য সংবাদ, ভূত-ভবিষ্যৎ ফলাফল ও গুপ্তধনের সন্ধান জানিতে চাহিত। হজরত রসুলোল্লাহ তদুত্তরে আল্লাহতা'লার প্রত্যাদেশ অনুযায়ী স্পষ্ট ভাষায় বলিয়া দিলেন যে, একমাত্র আল্লাহতা'লাই অদৃশ্য-জগতের প্রভু। অদৃশ্য বিষয়ের কুঞ্জিকা অথবা গুপ্ত ধন-ভাণ্ডার তাঁহারই নিকট রহিয়াছে—অর্থাৎ তিনিই ঐ সকল বিষয়ের রহস্য ও তত্ত্ব সম্যক পরিজ্ঞাত আছেন। এমন কি, তাঁহার অজ্ঞাতসারে একটি বৃক্ষপত্রও পতিত হয় না; জলে-স্থলে, সাগরে-কান্তারে এবং আলোকে-আঁধারে যেখানে যাহা আছে—তাহার ক্ষুদ্র শস্য-কণা—এমন কি অণু-পরমাণু পর্য্যন্ত তাঁহার "প্রকাশ্য গ্রন্থে" অর্থাৎ "সংরক্ষিত জ্ঞান-ফলকে" লিখিত রহিয়াছে। সর্ব্বজ্ঞ আল্লাহতা'লা ব্যতীত জগতের আর কেহই সেই বিপুল বিশ্ব-রহস্য কিংবা ঐ সকল বিষয়ের প্রকৃত তত্ত্ব অবগত নহে।

এই আয়তে স্পষ্ট ভাষায় ঘোষিত হইয়াছে যে একমাত্র আল্লাহতা'লাই সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্ব জ্ঞানাধার। আল্লাহ ব্যতীত আর কাহারও বিশ্ব-রহস্য, গুপ্ত-তত্ত্ব এবং অদৃশ্য বিষয়ের জ্ঞান নাই।

শুষ্ক দ্রব্য নাই। ৬০। এবং তিনিই তোমা-
দিগকে রজনীতে জীবনীশূন্য করেন এবং
তোমরা দিবসে যাহা অর্জ্জন কর—তিনি
পরিজ্ঞাত আছেন, তৎপর তন্মধ্যে তোমা-
দিগকে সমুত্থিত করেন—যেন নির্দ্দিষ্ট-
কাল পূর্ণ হয়; অবশেষে তাঁহারই দিকে
তোমাদের প্রত্যাবর্ত্তন—অনন্তর তোমরা
যাহা করিতেছিলে, তিনি তোমাদিগকে
তাহা বিজ্ঞাপিত করিবেন।

٦٠- وَهُوَ الَّذِيْ يَتَوَفّٰىكُمْ بِالَّيْلِ
وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ بِالنَّهَارِ ثُمَّ
يَبْعَثُكُمْ فِيْهِ لِيُقْضٰٓى اَجَلٌ مُّسَمًّى ج
ثُمَّ اِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ ثُمَّ يُنَبِّئُكُمْ
بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ع

৮ম রুকু—আল্লাহতা'লার সাহায্য ও স্বর্গীয় সুবিচার

৬১। এবং তিনি তদীয় দাসদিগের
উপর প্রতাপান্বিত এবং তিনি তোমাদের
উপর তত্ত্বাবধানকারী প্রেরণ করিয়া
থাকেন; এমন কি—যখন তোমাদের
কাহারও মৃত্যু উপস্থিত হয়, তখন
আমার প্রেরিতগণ তাহাকে লোকান্তরিত
করেন এবং তাহারা ব্যতিক্রম করে না।
৬২। তৎপর তাহারা তাহাদের সত্য প্রভুর
দিকে প্রত্যার্পিত হইবে; সতর্ক হও!
সুবিচার তাঁহারই; এবং তিনি সত্বর

٦١- وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهٖ وَيُرْسِلُ
عَلَيْكُمْ حَفَظَةً ط حَتّٰٓى اِذَا جَآءَ اَحَدَكُمُ
الْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفَرِّطُوْنَ ○
٦٢- ثُمَّ رُدُّوْٓا اِلَى اللّٰهِ مَوْلٰىهُمُ الْحَقِّ ط
اَلَا لَهُ الْحُكْمُ قف وَهُوَ اَسْرَعُ الْحٰسِبِيْنَ ○

৬০। এই আয়তটীর সহজবোধ্য সাধারণ মর্ম্ম এই যে, আল্লাহতা'লার প্রবর্ত্তিত প্রাকৃতিক নীতি অনুসারেই লোকে রজনীতে "জীবনী-শূন্য" অর্থাৎ নিদ্রিত ও চেতনাহীন এবং দিবাভাগে সমুত্থিত অর্থাৎ জাগ্রত হইয়া থাকে। এইভাবেই মানব-জীবনের আয়ুষ্কাল পূর্ণ হয় এবং অবশেষে তাহারা ইহলোক পরিত্যাগ করিয়া 'আল্লার দিকে' অর্থাৎ পরলোকে চলিয়া যায়। কিন্তু কোন কোন তফ্সীরকার এই আয়তের 'রজনী' অর্থে মৃত্যুর পর পুনরুত্থান পর্য্যন্ত অন্ধকার বা অচেতনকাল এবং 'দিবস' অর্থ 'মহাবিচার দিবস' পরিকল্পনা করিয়া সমস্ত আয়তের অর্থে 'মৃত্যু' ও 'পুনরুত্থান' এবং বিচারান্তে পারলৌকিক 'শাস্তি' ও 'পুরস্কারপ্রাপ্তি' বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।—তঃ হক্কানী।

৬১। এই আয়তের **"কাহের"** অর্থ—পরাক্রম, প্রতাপান্বিত ও ক্ষমতাশালী এবং **"হাফাজা"** অর্থ—তত্ত্বাবধানকারী ফেরেশ্‌তা। কোঃ ২—৮৭ এবং ১৩—১১ দ্রষ্টব্য।

আয়তের প্রকৃত মর্ম্ম এই যে, আল্লাহতা'লা মানবের বিভিন্ন অবস্থায় তাহাদের রক্ষণাবেক্ষণ, তত্ত্বাবধান ও কৃতকর্ম্ম-সমূহ লিপিবদ্ধ করিবার জন্য বিভিন্ন শ্রেণীর তত্ত্বাবধানকারী ফেরেশ্‌তা নিযুক্ত করিয়া থাকেন। এমন কি যখন কাহারও মৃত্যুকাল উপস্থিত হয়, তখন আল্লার প্রেরিত ফেরেশ্‌তাই তাহার প্রাণ-হরণ করিয়া থাকে। ইহাতে কোনই ব্যতিক্রম হইবার উপায় নাই।

৬২। মৃত্যুর পর প্রত্যেক মানবকেই তাহার প্রকৃত প্রভুর নিকট উপস্থিত হইয়া স্ব স্ব কৃতকর্ম্মের হিসাব প্রদান পূর্ব্বক তাঁহার প্রত্যক্ষ সুবিচার অনুযায়ী পুরস্কার অথবা শাস্তিভোগ করিতে হইবে। সুতরাং মৃত্যুর পূর্ব্বে যাহাতে অংশীবাদিতা, অধর্ম্ম ও অনাচারে জীবন কলুষিত হইয়া সত্য প্রভুর বিরাগ ও কোপ-দৃষ্টির লক্ষীভূত হইতে না হয়, তজ্জন্য সকলেরই সতর্ক হওয়া আবশ্যক।

হিসাব-গ্রহনকারী। ৬৩। তুমি বল ভূতল ও সমুদ্রের অন্ধকার হইতে কে তোমাদিগ.ক উদ্ধার করেন—যখন তোমরা তাহাকে বিনীতভাবে ও গোপনে আহ্বান কর যে, যদি তিনি আমাদিগকে এই বিপদ হইতে উদ্ধার করেন, তবে নিশ্চয় আমরা কৃতজ্ঞগণের অন্তর্ভুক্ত হইব। ৬৪। তুমি বল—আল্লহই তোমাদিগকে উহা হইতে এবং সকল দুঃখ-বিপদ হইতে উদ্ধার ক.রন, তৎপরেও তোমরা অংশীবাদিতা কর। ৬৫। তুমি বল—তিনি তোমাদের উপর হইতে ও পদ-তল হইতে তোমাদের প্রতি শাস্তি প্রেরণ করিতে অথবা তোমাদের মধ্যে অনৈক্য সঞ্চারিত করিতে এবং তোমাদের পরস্পরের দ্বারা পরস্পরকে যুদ্ধের আস্বাদন করাইতে শক্তিমান; লক্ষ্য কর, আমি কিরূপে নিদর্শনাবলীর পুনরুক্তি করিতেছি

٦٣- قُلْ مَنْ يُّنَجِّيْكُمْ مِّنْ ظُلُمٰتِ
الْبَرِّ وَالْبَحْرِ تَدْعُوْنَهٗ تَضَرُّعًا وَّخُفْيَةً ۚ
لَئِنْ اَنْجٰنَا مِنْ هٰذِهٖ لَنَكُوْنَنَّ مِنَ
الشّٰكِرِيْنَ ○ ٦٤- قُلِ اللّٰهُ يُنَجِّيْكُمْ
مِّنْهَا وَمِنْ كُلِّ كَرْبٍ ثُمَّ اَنْتُمْ
تُشْرِكُوْنَ ○ ٦٥- قُلْ هُوَ الْقَادِرُ
عَلٰٓى اَنْ يَّبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّنْ
فَوْقِكُمْ اَوْ مِنْ تَحْتِ اَرْجُلِكُمْ اَوْ
يَلْبِسَكُمْ شِيَعًا وَّيُذِيْقَ بَعْضَكُمْ بَاْسَ
بَعْضٍ ؕ اُنْظُرْ كَيْفَ نُصَرِّفُ الْاٰيٰتِ

৬৩—৬৪। **জুলুমাত**—"জোলমাত" শব্দের বহুবচন। ইহার আভিধানিক শব্দার্থ 'অন্ধকার'; যদিও অধিকাংশ প্রসিদ্ধ তফসীরকারই এস্থলে উহার অর্থ "দুঃখ-বিপদ ও ভীতি" পরিগ্রহণ করিয়াছেন।—তঃ কবির, বয়জবী ও বহরুল উলুম।

আরবের অংশীবাদী পৌত্তলিকেরা ব্যবসায়-বাণিজ্য উপলক্ষে কখনও ভয়াবহ মরু-কান্তার অতিক্রম করিয়া এবং কখনও বা সমুদ্র-যাত্রী হইয়া দেশ-বিদেশে যাতায়াত করিত। ঐরূপ যাতায়াত কালে যদি তাহাদের উপর হিংস্র-জন্তু অথবা দস্যু-তস্করের আক্রমন কিংবা মরু-'সিরোক্কার' 'সমুম' ও ঝঞ্ঝা প্রভৃতি নৈসর্গিক ও অনৈসর্গিক বিপদ সমূহ উপস্থিত হইত, তখন তাহারা তাহাদের সমস্ত আরাধ্য দেব-দেবীর নাম বিস্মৃত হইয়া মানুষের স্বভাবধর্ম্ম অনুসারে আল্লারই নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিত। তাই আল্লাহতা'লা হজরত রসুলোল্লাকে বলিতেছেন,—তুমি অবিশ্বাসীদিগকে বলিয়া দাও যে, তোমরা গোপনে আল্লার নিকট যে সাহার্য্য প্রার্থনা কর, সেই প্রার্থনা অনুসারে তিনিই তোমাদিগকে সকল বিপদ হইতে উদ্ধার করিয়া থাকেন। অতএব হে অকৃতজ্ঞ অবিশ্বাসিগণ, এইরূপ প্রত্যক্ষ সাহায্য-সহানুভূতির পরেও কি তোমরা আল্লার অংশী-নির্দ্ধারণ করিবে?

৬৫। এই সুরার ৫৭ ও ৫৮ আয়তে অবিশ্বাসীদিগের যে শাস্তি-প্রার্থনার প্রসঙ্গ বর্ণিত হইয়াছে, এই আয়তে আল্লাহতা'লা তাহাদিগকে সেই শাস্তি প্রদানের ভবিষ্যদ্বাণী করিতেছেন। আল্লাহতা'লা হজরত রসুলোল্লাকে বলিতেছেন—তুমি অবিশ্বাসীদিগকে বলিয়া দাও যে, আল্লাহতা'লা তোমাদের প্রতি উপর হইতে ও নিম্ন হইতে বিপদ অবতীর্ণ করিয়া এবং তোমাদের মধ্যে আত্মকলহ, ভেদনীতি ও গৃহযুদ্ধ সঞ্চারিত করিয়া দিয়া তোমাদিগকে শাস্তি প্রদান করিবেন। অবিশ্বাসীদিগকে এই তিন প্রকার শাস্তি প্রদানের ভবিষ্যদ্বাণী অচিরেই পূর্ণ হইয়াছিল। ইহার পরবর্ত্তী কয়েক বৎসরের মধ্যে নিম্নের বিপদ স্বরূপ মক্কার সপ্ত-বর্ষ ব্যাপী অজন্মা ও দুর্ভিক্ষ হইয়া কোরেশেরা জর্জ্জরিত হইতে থাকে।

যেন তাহারা হৃদয়ঙ্গম করে। ৬৬। এবং তোমার সম্প্রদায় ইহাতে অসত্যারোপ করিল এবং উহাই সত্য; তুমি বল, আমি তোমাদের প্রতিভূ নহি। ৬৭। প্রত্যেক ভবিষ্যদ্বাণীর জন্য নির্দ্দিষ্ট-সময় আছে এবং অচিরেই তোমরা অবগত হইবে। ৬৮। এবং যখন তুমি তাহাদিগকে দেখিবে যে, তাহারা আমার নিদর্শনাবলী সম্বন্ধে বিতর্ক করিতেছে, তখন তুমি তাহাদিগ হইতে বিমুখ হও,

لَعَلَّهُمْ يَفْقَهُوْنَ ○ ٦٦- وَكَذَّبَ بِهٖ
قَوْمُكَ وَهُوَ الْحَقُّ ؕ قُلْ لَّسْتُ
عَلَيْكُمْ بِوَكِيْلٍ ؕ ٦٧- لِكُلِّ
نَبَاٍ مُّسْتَقَرٌّ وَّسَوْفَ تَعْلَمُوْنَ ○
٦٨- وَاِذَا رَاَيْتَ الَّذِيْنَ يَخُوْضُوْنَ فِيْٓ
اٰيٰتِنَا فَاَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتّٰى يَخُوْضُوْا

অনন্তর মুষ্টিমেয় মুসলমানদিগকে সমূলে ধ্বংস করিবার জন্য যখন দশ সহস্র কোরেশ-সৈন্য মদিনা আক্রমন করিয়াছিল, তখন উপরের শাস্তি-স্বরূপ আকস্মিক ঝটিকা ও শিলা-বৃষ্টি সম্পাতে তাহারা অত্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া পলায়ন করিতে বাধ্য হইয়াছিল। ইহার পর আত্মকলহ, মতভেদ ও গৃহযুদ্ধে কোরেশেরা দুর্ব্বল হইয়া পড়ে এবং হজরত রসুলোল্লা উন্নতিশীল মোস্লেম-শক্তির সাহায্যে পুণ্যভূমি মক্কা অধিকার করিয়া লন।—তঃ মঃ আঃ।

হজরত এব্‌ন-আব্বাস ও এমাম রাজী উপরের "শাস্তি" অর্থে 'নেতৃগণের হস্তে শাস্তি' এবং "পদতলের শাস্তি" অর্থে 'পদানত ও চিরদাসত্ব-শৃঙ্খলে আবদ্ধ দাসদিগের প্রদত্ত শাস্তি' বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন (তঃ কবির)। আবার অনেক প্রসিদ্ধ তফ্‌সীরকার উহার অর্থে যথাক্রমে 'বজ্র, বিদ্যুৎ, ঝটিকা ও শিলাবৃষ্টি' এবং 'দুর্ভিক্ষ, ভূমিকম্প ও জল-প্লাবন' বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।—তঃ হক্কানী।

হাদিস শরিফে বর্ণিত হইয়াছে যে, হজরত রসুলোল্লা এই শাস্তির প্রসঙ্গ অবগত হইয়া স্বীয় অনুগামীদিগের জন্য তিনটী প্রার্থনা করিয়াছিলেন; কিন্তু তন্মধ্যে দুইটী স্বীকৃত হইয়াছিল এবং একটী স্বীকৃত হয় নাই। স্বীকৃত দুইটীর প্রথম এই যে, তাহারা অজন্মা ও দুর্ভিক্ষে ধ্বংসপ্রাপ্ত হইবে না এবং দ্বিতীয়—অপরে পরাক্রান্ত হইয়া তাহাদিগকে সমবেতভাবে সত্য-বিচ্যুত বা আদর্শহীন করিতে পারিবে না। তৃতীয় প্রার্থনাটী ছিল—মুসলমানদিগের মধ্য হইতে আত্মকলহ ও মতভেদ দূরীভূত করিবার জন্য। বলা বাহুল্য, আল্লাহতা'লা কর্ত্তৃক এ প্রার্থনা গৃহীত হয় নাই। তাই হজরত রসুলোল্লার তিরোধানের অব্যবহিত পরবর্ত্তী-কাল হইতেই মোস্লেম-জগতে মতভেদ ও আত্মকলহ প্রকাশিত হইয়াছে।—সহি বোখারী।

৬৬—৬৭। দুর্ব্বিনীত অবিশ্বাসীরা হজরত রসুলোল্লাকে এরূপ কথাও বলিত যে, কবে আমাদের উপর শাস্তি অবতীর্ণ হইবে, তাহা নির্দ্দিষ্ট করিয়া বলুন; যদি বাস্তবিকই সেই দিন শাস্তি উপস্থিত হয় তবে আমরা আপনার প্রতি বিশ্বাস করিয়া সত্যধর্ম্ম গ্রহণ করিব। তদুত্তরে আল্লাহতা'লা হজরত রসুলোল্লাকে বলিলেন—তুমি অবিশ্বাসীদিগকে বলিয়া দাও যে, আমি যাহা প্রচার করিতেছি, তাহা নিশ্চয় সত্য। যদি তোমরা এই সত্য গ্রহণ না কর, তবে তজ্জন্য আমি কিছুমাত্র দায়ী হইব না এবং তোমাদিগকে স্বীয় অবিশ্বাস ও অবাধ্যতার জন্য শাস্তি প্রদান সম্বন্ধেও আমার কোন দায়িত্ব বা অধিকার নাই। তবে ইহাও জানিয়া রাখ যে, আল্লার প্রত্যক্ষ ভবিষ্যদ্বাণী অভ্রান্ত; সুতরাং নির্দ্দিষ্ট সময়ে উহা অবশ্যই পূর্ণ হইবে এবং তখন তোমরা আল্লার বাণীর সত্যতা ও শাস্তির আস্বাদ উত্তমরূপেই অনুভব করিতে পারিবে।

৬৮। যে সকল অবিশ্বাসী কাফের পবিত্র ইস্লাম সম্বন্ধে উপহাস-বিদ্রূপ করে, এই আয়তে তাহাদের সহিত উপবেশন করা পর্য্যন্ত নিষিদ্ধ বলিয়া ঘোষিত হইয়াছে। কেহ ভ্রমবশতঃ যদি

فِيْ حَدِيْثٍ غَيْرِهٖ ط وَاِمَّا يُنْسِيَنَّكَ
الشَّيْطٰنُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرٰى
مَعَ الْقَوْمِ الظّٰلِمِيْنَ ○ ٦٩- وَمَا
عَلَى الَّذِيْنَ يَتَّقُوْنَ مِنْ حِسَابِهِمْ
مِّنْ شَيْءٍ وَّلٰكِنْ ذِكْرٰى لَعَلَّهُمْ يَتَّقُوْنَ ○
٧٠- وَذَرِ الَّذِيْنَ اتَّخَذُوْا دِيْنَهُمْ لَعِبًا
وَّلَهْوًا وَّغَرَّتْهُمُ الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا وَذَكِّرْ
بِهٖ اَنْ تُبْسَلَ نَفْسٌ بِمَا كَسَبَتْ ق صلے
لَيْسَ لَهَا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَلِيٌّ وَّلَا
شَفِيْعٌ ج وَاِنْ تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ
لَّا يُؤْخَذْ مِنْهَا ط اُولٰئِكَ الَّذِيْنَ اُبْسِلُوْا
بِمَا كَسَبُوْا ج لَهُمْ شَرَابٌ مِّنْ حَمِيْمٍ
وَّعَذَابٌ اَلِيْمٌ بِمَا كَانُوْا يَكْفُرُوْنَ ع

যে পর্য্যন্ত তাহারা অন্য কথার আলোচনা না করে; এবং যদি শয়তান তোমাকে বিস্মৃত করাইয়া দেয়, তবে স্মরণ হওয়ার পর অত্যাচারী সম্প্রদায়ের সহিত উপবেশন করিওনা। ৬৯। এবং সংযমকারীদিগের উপর তাহাদের কোন হিসাব নাই, কিন্তু উপদেশ দান কর—সম্ভবতঃ তাহারা সংযমী হইবে।
৭০। এবং যাহারা তাঁহাদের ধর্ম্মকে ক্রীড়া ও কৌতুক ধারণা করিয়াছে এবং পার্থিব জীবন যাহাদিগকে প্রবঞ্চিত করিয়াছে তাহাদিগকে পরিত্যাগ কর এবং এতদ্দ্বারা উপদেশ দান কর যে, তাহারা যাহা উপার্জ্জন করিয়াছে তাহাতে বা বিনষ্ট হয়; তাহার জন্য আল্লাহ ব্যতীত কোন সহায় ও অনুরোধকারী নাই; এবং যদি সমস্ত বিনিময়ের বিনিময় প্রদান করে—তাহাদিগ হইতে গৃহীত হইবে না; তাহারা যাহা অর্জ্জন করিয়াছে, তজ্জন্য তাহারাই বিনষ্ট হইবে; তাহাদের জন্য পানীয়-স্বরূপ উত্তপ্ত সলিল ও যন্ত্রণাপ্রদ শাস্তি আছে—যেহেতু তাহারা অবিশ্বাস করিয়াছিল।

কাফেরদিগের এই শ্রেণীর আলোচনা-ক্ষেত্রে উপস্থিত থাকে, তবে আল্লার আদেশ স্মরণ হওয়া মাত্র তাহার পক্ষে ঐ সকল লোকের সংশ্রব বর্জ্জন করা কর্ত্তব্য। কোঃ ৪—১৪০ দ্রষ্টব্য।

৬৯। অবিশ্বাসী ও অধার্ম্মিক ব্যক্তিদিগের কার্য্যকলাপ সম্বন্ধে যদিও বিশ্বাসী ধর্ম্মপ্রাণ ব্যক্তিদিগের কোনই দায়িত্ব নাই, তথাপি তাহাদিগকে সদুপদেশ দান করা মুসলমানদিগের অবশ্য কর্ত্তব্য। কারণ সদুপদেশ শ্রবণের ফলে তাহারা বিশ্বাসী এবং সংযমী হইলেও হইতে পারে। কোঃ ৫—১০৫ দ্রষ্টব্য

৭০। বর্ত্তমান সময়ে ধর্ম্ম-জগতের প্রতি লক্ষ্য করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, একমাত্র সত্য-বিশ্বাসী মুসলমাম ব্যতীত আর সমস্ত ধর্ম্মাবলম্বীই নিজেদের ধর্ম্মকে একটা ক্রীড়া-কৌতুক ও আমোদ-প্রমোদের ব্যাপার করিয়া তুলিয়াছে। ইহুদী ও খৃষ্টান জাতির গির্জ্জাগুলি নর-নারীর অবাধ সম্মিলন এবং রূপ-যৌবন ও সৌন্দর্য্য-বিকাশের লীলা-নিকেতনে পরিণত হইয়াছে; আর পৌত্তলিকদিগের পূজা-পার্ব্বণ ও মন্দির-সমূহ নৃত্য-গীত ও আমোদ-প্রমোদের অফুরন্ত উৎস হইয়া উঠিয়াছে। পক্ষান্তরে অনেক জাতির ধর্ম্ম-কর্ম্মে অনাচার ও ব্যবিচারের এরূপ প্রাচুর্য্য পরিলক্ষিত হয় যে, তাহা লেখা ত দূরের কথা—মনে করিলেও লজ্জায় মাথা নত হইয়া পড়ে। তাই পরম পবিত্র আল্লাহতা'লা বলিতেছেন যে, তোমরা ঐ সকল নিকৃষ্ট জাতিকে বর্জ্জন কর; কারণ উহাদের সৎকার্য্য-সমূহ ব্যর্থ ও বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে। সুতরাং উহারা স্ব স্ব দুষ্কার্য্যের জন্য নরকের ভয়াবহ শাস্তি ভোগ করিবে এবং পরকালে কেহই উহাদিগকে সাহায্য করিবে না।

৯ম রুকু—হজরত এব্রাহিমের ধর্ম্ম-নীতি ও আত্মসমর্পণ

৭১। তুমি বল—আমরা কি আল্লাহকে পরিত্যাগ করিয়া উহাকে আহ্বান করিব—যে আমাদের কোন লাভ ও আমাদের কোন ক্ষতি করিতে পারে না, এবং আল্লাহ আমাদিগকে পথ-প্রদর্শনের পর আমরা কি তাহার ন্যায় পশ্চাৎপদে ফিরিয়া যাইব—যাহাকে শয়তানেরা পার্থিব ভ্রান্তিতে হতবুদ্ধি করিয়া দিয়াছে; তাহার সহচরেরা তাহাকে আহ্বান করিতেছে যে, সুপথে আমাদের দিকে এস; তুমি বল—নিশ্চয় আল্লার পথই সুপথ; এবং আমরা বিশ্ব-জগতের প্রতিপালককে আত্মসমর্পণ করিতে আদিষ্ট হইয়াছি।
৭২। এবং যেন আমরা নামাজ প্রতিষ্ঠিত করি ও তাঁহাকে ভয় করি, এবং তাঁহারই দিকে তোমাদিগকে একত্রিত করা হইবে।

٧١- قُلْ أَنَدْعُوْا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مَا لَا
يَنْفَعُنَا وَلَا يَضُرُّنَا وَنُرَدُّ عَلٰٓى أَعْقَابِنَا
بَعْدَ إِذْ هَدٰىنَا اللّٰهُ كَالَّذِى اسْتَهْوَتْهُ
الشَّيٰطِيْنُ فِى الْأَرْضِ حَيْرَانَ ۪ لَهٗٓ
أَصْحٰبٌ يَّدْعُوْنَهٗٓ إِلَى الْهُدَى ائْتِنَا ۭ
قُلْ إِنَّ هُدَى اللّٰهِ هُوَ الْهُدٰى ۭ
وَأُمِرْنَا لِنُسْلِمَ لِرَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۙ
٧٢- وَأَنْ أَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاتَّقُوْهُ ۭ
وَهُوَ الَّذِيْٓ إِلَيْهِ تُحْشَرُوْنَ ۝

ইস্‌তাহ্‌ওয়াত-হু—"হাওয়া" হইতে নিষ্পন্ন। ইহার অর্থ "উচ্চ-স্থান হইতে নিম্ন-স্থানে নিপতিত হওয়া"। সুতরাং "ইস্‌তাহ্‌ওয়াত-হু শায়াতিন" অর্থ 'শয়তানেরা তাহাকে অধঃপতিত করিয়াছে' বুঝিতে হইবে। মূল শব্দের মর্ম্মার্থে 'হতবুদ্ধি' 'প্রবঞ্চিত' 'বিপদগামী' অথবা 'কিংকর্ত্তব্য-বিমূঢ়' ও হইতে পারে।—তঃ এব্‌নে আব্বাস, মাল'ম ও কবির।

পৌত্তলিকতার অসারতা।—এই পবিত্র আয়ত হইতে অকাট্য যুক্তি দ্বারা প্রতিমা-পূজার
অসারতা প্রমাণ করা হইয়াছে। পৌত্তলিকতা যে সর্ব্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট ভ্রান্তি, তাহার প্রধানতম প্রমাণ
এই যে, পৌত্তলিকদিগের পূজ্য প্রতিমাগুলি মানবের কল্যাণ অথবা অকল্যাণ করিতে পারেনা এবং
ঐ সকল কল্পিত জড় মূর্ত্তি কাহারও ভাল বা মন্দ করিতে সম্পূর্ণ অসমর্থ। সুতরাং যাহার ভাল-মন্দ
করিবার কোনই ক্ষমতা নাই, তাহার পূজা-আরাধনা করা অপেক্ষা নিকৃষ্টতর নির্ব্বোধের কার্য্য
আর কি হইতে পারে! এই জন্যই পবিত্র ইস্‌লামে প্রতিমা-পূজা সর্ব্বাপেক্ষা ঘৃণিত পাপ বলিয়া উক্ত
হইয়াছে এবং তৎসহ ইহাও ঘোষণা করা হইয়াছে যে, পাপাত্মা শয়তানদিগের দ্বারা অধঃপতিত,
হতবুদ্ধি অথবা প্রবঞ্চিত হইয়াই লোকে ঐ নিকৃষ্টতর দুষ্কার্য্যে লিপ্ত হইয়া থাকে।—তঃ হক্কানী

প্রতিমা-পূজার অসারতা ঘোষণা করিবার পর আলোচ্য আয়তেই আল্লাহতা'লা সত্যধর্ম্মের
স্বরূপ নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছেন। উহা এই:—প্রথমতঃ "বিশ্বপালক আল্লার প্রতি আত্মসমর্পণ" এবং
দ্বিতীয় তাঁহার নির্দ্দেশিত "সুপথ"—অর্থাৎ আদেশ-উপদেশ ও বিধি-নিষেধ অনুসরণ করিয়া
পবিত্রভাবে ও সৎকার্য্যে জীবন-যাপন। ইহাই পবিত্র ইস্‌লামের সার-শিক্ষা।

৭২। **নামাজের শ্রেষ্ঠত্ব**।—যাহারা আল্লার প্রতি আত্মসমর্পণ পূর্ব্বক পবিত্রভাবে পুণ্যকার্য্য
করিয়া জীবন যাপন করিতে সমুৎসুক, তাহাদের পক্ষে আল্লাহকে ভয় করিয়া নিয়মিতভাবে
'নামাজ' পাঠ করা একান্ত কর্ত্তব্য। কারণ যাবতীয় পুণ্যকার্য্যের মধ্যে নামাজই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। এই জন্যই

৭৩। তিনিই সত্যভাবে নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডল সৃষ্টি করিয়াছেন; এবং তিনি বলিবেন, হও—তাহাতেই হইয়া যাইবে। তাঁহার কথাই সত্য; যেদিন শিঙ্গায় ফুৎকার করা হইবে—সেদিন তাঁহারই আধিপত্য; তিনি অদৃশ্য ও প্রত্যক্ষ বিষয়ে মহাজ্ঞানী; এবং তিনি বিজ্ঞানময় অভিজ্ঞ। ৭৪। এবং যখন এবরাহিম তদীয় পিতা আজরকে বলিয়াছিল—তুমি কি প্রতিমাপুঞ্জকে উপাস্য-রূপে গ্রহণ করিয়াছ? নিশ্চয় আমি তোমাকে ও তোমার সম্প্রদায়কে প্রকাশ্য ভ্রান্তির

٧٣- وَهُوَ الَّذِيْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ
وَالْاَرْضَ بِالْحَقِّ ط وَيَوْمَ يَقُوْلُ كُنْ
فَيَكُوْنُ ۵ قَوْلُهُ الْحَقُّ ط وَلَهُ
الْمُلْكُ يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّوْرِ ط
عٰلِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ ط وَهُوَ الْحَكِيْمُ
الْخَبِيْرُ ۝ ٧٤- وَاِذْ قَالَ اِبْرٰهِيْمُ
لِاَبِيْهِ اٰزَرَ اَتَتَّخِذُ اَصْنَامًا اٰلِهَةً ج
اِنِّيْٓ اَرٰىكَ وَقَوْمَكَ فِيْ ضَلٰلٍ

এস্থলে বিশেষভাবে নামাজ প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য আদেশ করা হইয়াছে। পবিত্র ইস্‌লামের বিধান অনুযায়ী মুসলমানদিগের পক্ষে নিয়মিতভাবে নামাজ পাঠ করা "ফরজ"—অর্থাৎ অপরিহার্য্য কর্ত্তব্য বলিয়া নির্দ্দেশিত হইয়াছে।

৭৩। অংশীবাদিতা ও পৌত্তলিকতা যে নিতান্ত অসার অনুষ্ঠান এবং ভ্রান্তি-মাত্র, এই দুইটী আয়তে তাহার আরও দুইটী চমৎকার প্রমাণ পরিব্যক্ত হইয়াছে। প্রথমতঃ আল্লাহতা'লা স্পষ্ট ভাষায় বলিয়া দিতেছেন যে, একমাত্র তিনিই সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়ের অধিপতি। একমাত্র তিনিই এই বিশ্বজগত সৃষ্টি করিয়াছেন, উহাতে কাহারও কোনরূপ সাহায্যের আবশ্যক হয় নাই। তাঁহার ইচ্ছামাত্র নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডল সৃষ্টি হইয়াছে এবং তিনি যখন যাহা ইচ্ছা করিয়া 'হও' বলিবেন, তৎক্ষণাৎ তাহা হইয়া যাইবে। দ্বিতীয়তঃ তিনি যেদিন সৃষ্টি ধ্বংস করিবেন, সেদিন কেবলমাত্র তাঁহার অখণ্ড আধিপত্য ভিন্ন আর কিছুরই অস্তিত্ব থাকিবে না। সুতরাং এরূপ সর্ব্বশক্তিমান মহাবিজ্ঞানময় প্রতিপালক প্রভুকে পরিত্যাগ করিয়া মানবের পক্ষে কল্পিত দেব-দেবী, জীব-জন্তু অথবা প্রস্তর-প্রতিমা প্রভৃতি জড়-পদার্থের পূজা আরাধনা করা কখনই সঙ্গত নহে।

৭৪। **হজরত এবরাহিম**—পবিত্র কোরানের বহু স্থানে হজরত এবরাহিমের প্রসঙ্গ বর্ণিত হইয়াছে। সুরা বকরায় আমরা হজরত এবরাহিমের নবুয়ত-প্রাপ্তি, সত্য-ধর্ম্ম প্রচার এবং শুভ-প্রার্থনার বিষয় সংক্ষেপে বর্ণনা করিয়াছি (২—১২৪)। তিনি গ্রন্থানুগামী ইহুদী, খৃষ্টান ও মুসলমান এবং আরব্য পৌত্তলিক জাতির মহাসম্মানিত পূর্ব্বপুরুষ এবং সর্ব্বজনমান্য নবী বলিয়া পৌত্তলিকতার প্রতিবাদ কল্পে এস্থলে তাঁহারই দৃষ্টান্ত বর্ণিত হইয়াছে।

আজর—হজরত এবরাহিমের পিতার নাম। কিন্তু এই নাম লইয়া তফ্‌সীরকারগণের মধ্যে বহু মতভেদ পরিদৃষ্ট হয়। তওরাতে হজরত এবরাহিমের পিতার নাম 'তিরাহ' বা 'তেরহ' বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে (আদি পুস্তক)। কোন কোন তফ্‌সীরকার তাহার নাম 'তারেখ' বলিয়াও নির্দ্দেশ করিয়াছেন। কেহ বলেন,—'আজর' একটি প্রতিমার নাম (বাঃ কোঃ)। আবার কেহ কেহ বলেন,—'আজর' আদৌ কাহারও নাম নহে; উহার অর্থ 'মূর্খতা' বা ভ্রান্তি। কেহ বলেন, আজর হজরত এবরাহিমের পিতা নহে—পিতৃব্য কিংবা পূর্ব্বপুরুষ (মাঃ আঃ)। কিন্তু ঐ সকল বিভিন্ন মতামত আলোচনা করিলে মনে হয়, হজরত এবরাহিমের পিতার প্রকৃত নাম 'তারাহ' বা

মধ্যে দেখিতেছি। ৭৫। এবং এইরূপে আমি এবরাহিমকে নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের সাম্রাজ্য প্রদর্শন করিতেছিলাম এবং যেন সে নিশ্চিত-বিশ্বাসকারিগণের অন্তর্ভুক্ত হয়। ৭৬। অনন্তর যখন তাহার উপর রজনী সমাচ্ছন্ন হইল, তখন সে নক্ষত্র নিরীক্ষণ করিয়া বলিল, ইহাই কি আমার প্রতিপালক? পরে যখন উহা অস্তমিত হইল—সে বলিল,

مُّبِيْنٍ ۝ ٧٥- وَكَذٰلِكَ نُرِيْٓ
اِبْرٰهِيْمَ مَلَكُوْتَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ
وَلِيَكُوْنَ مِنَ الْمُوْقِنِيْنَ ۝
٧٦- فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ الَّيْلُ رَاٰ كَوْكَبًا ج
قَالَ هٰذَا رَبِّيْ ج فَلَمَّآ اَفَلَ قَالَ

'তারেখ' ছিল; 'আজর' তাহার উপাধি মাত্র (হক্কানী)। আরবী ভাষায় নাম ও উপাধির বিশিষ্ট ব্যবহার-প্রণালী এবং বিভিন্ন ভাষায় একই নামের অপভ্রংশ অথবা রূপান্তরিত অবস্থার প্রতি লক্ষ করিলে এই মতই সমীচীন বলিয়া মনে হয়।—৭৬ আয়ত দ্রষ্টব্য।

৭৫। হজরত এবরাহিম হজরত ঈসার আনুমানিক দুই সহস্র বৎসর পূর্ব্বে এরাক অথবা বাবেল প্রদেশের রাজধানীর নিকটবর্ত্তী কোন পল্লীগ্রামে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি যখন জন্মগ্রহণ করেন, তখন প্রবল প্রতাপান্বিত ধর্ম্মদ্রোহী সম্রাট নমরুদের রাজত্ব বিদ্যমান। নমরুদ ভবিষ্যদ্বক্তাদিগের নিকট জানিতে পারিয়াছিল যে, অচিরেই একজন নবী জন্মগ্রহণ করিয়া তাহার সাম্রাজ্য ধ্বংস এবং আধিপত্য বিনষ্ট করিয়া দিবেন। ইহাতে সে শঙ্কিত হইয়া উক্ত নবী জন্মগ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে অথবা পূর্ব্বেই যাহাতে নিহত হন, তজ্জন্য সমগ্র দেশে স্ত্রী-হত্যা, ভ্রূণ-হত্যা ও শিশু-হত্যা প্রভৃতি পাপের অপ্রতিহত স্রোত প্রবাহিত করিয়াছিল। কিন্তু আল্লার নির্দ্ধারিত নিয়তি কিছুতেই লঙ্ঘিত হইবার নহে। হজরত এবরাহিমের জন্মের পরেই তদীয় মাতা তাঁহাকে একটী পর্ব্বত-গুহা অথবা নির্জ্জন গভীর গহ্বরে লুকাইয়া রাখেন এবং বোধ-শক্তি বিকশিত না হওয়া পর্য্যন্ত তিনি সেইখানেই গোপনে প্রতিপালিত ও বর্দ্ধিত হন। অনন্ত তিনি আল্লাহতা'লার অপার করুণা লাভ করিয়া যেরূপে সত্য-বিশ্বাসী এবং বিশ্ব-বরেণ্য নবী হইয়াছিলেন, পরবর্ত্তী আয়ত সমূহে যথাক্রমে তাহাই বর্ণিত হইয়াছে।

৭৬। হজরত এবরাহিমের বোধ-শক্তি ও জ্ঞান-বুদ্ধি বিকশিত হইবার পর যখন তিনি গহ্বর
হইতে মুক্ত প্রকৃতির প্রশস্ত বক্ষে বাহির হইয়া আসিলেন, তখন সন্ধ্যার ম্লান ছায়াচ্ছন্ন শ্রান্ত ধরণী
বাবেল-নিবাসী পৌত্তলিকগণের পূজা-অর্চ্চনায় মুখরিত হইয়া উঠিয়াছিল। হজরত এবরাহিম তাঁহার
পিতাকেও অন্য সকলের সহিত প্রতিমা পূজা করিতে দেখিলেন। তদ্দর্শনে তিনি স্বীয় পিতার
নিকট জিজ্ঞাসা করিয়া প্রতিমা-পূজা সম্বন্ধে যাহা জানিতে পারিলেন, তাহাতেই সেই অলৌকিক
প্রতিভাশালী বালক নির্ভীক কণ্ঠে স্বীয় পিতাকে লক্ষ করিয়া বলিলেন,—"নিশ্চয় তুমি এবং
তোমার সম্প্রদায় পথভ্রান্ত। নচেৎ তোমরা এই প্রাণহীন মাটীর পুতুলগুলির পূজা করিতেছ
কেন?" কিন্তু ঐ কথা বলিবার সঙ্গে সঙ্গেই তাঁহার অন্তরে প্রকৃত উপাস্য আল্লাহকে সন্ধান করিবার
আকাঙ্ক্ষা ও অনুসন্ধিৎসা-বৃত্তি জাগ্রত হইয়া উঠিল।—৭৫ আয়ত দ্রষ্টব্য।

অনন্তর যখন ধীরে ধীরে রজনীর অন্ধকার অবনী আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল, তখন তিনি
চিন্তাভারাবনত চিত্তে একবার ঊর্দ্ধে—অনন্ত আকাশের পানে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন। সহসা
সান্ধ্য-তারকার উজ্জ্বল দীপ্তি তাঁহার দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া লইল। তিনি ভাবিলেন, তবে ইহাই কি
আমার প্রতিপালক আল্লাহ? কিন্তু কিছুক্ষণ পরে যখন ঐ নক্ষত্রটী গগন-প্রান্তে বিলীন হইয়া
গেল, তখন তিনি ভাবিলেন, যাহা এইরূপভাবে লুক্কায়িত হয়, তাহা কখনও বিশ্ব জগতের প্রতিপালক
প্রভু হইতে পারে না।

لَآ اُحِبُّ الْاٰفِلِيْنَ ○ ٧٧- فَلَمَّا
رَاَ الْقَمَرَ بَازِغًا قَالَ هٰذَا رَبِّيْ ج
فَلَمَّآ اَفَلَ قَالَ لَئِنْ لَّمْ يَهْدِنِيْ
رَبِّيْ لَاَكُوْنَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّآلِّيْنَ ○
٧٨- فَلَمَّا رَاَ الشَّمْسَ بَازِغَةً قَالَ
هٰذَا رَبِّيْ هٰذَآ اَكْبَرُ ج فَلَمَّآ اَفَلَتْ
قَالَ يٰقَوْمِ اِنِّيْ بَرِيْٓءٌ مِّمَّا
تُشْرِكُوْنَ ○ ٧٩- اِنِّيْ وَجَّهْتُ
وَجْهِيَ لِلَّذِيْ فَطَرَ السَّمٰوٰتِ
وَالْاَرْضَ حَنِيْفًا وَّمَآ اَنَا مِنَ

আমি অস্তগামীদিগকে ভালবাসি না।
৭৭। তৎপর যখন সে জ্যোৎস্নাময়ী
চন্দ্রিকা দর্শন করিল, তখন বলিল—ইহাই
কি আমার প্রতিপালক? পরে যখন উহা
বিলীন হইল, সে বলিল—যদি আমার
প্রতিপালক আমাকে পথ-প্রদর্শন না
করেন—নিশ্চয় আমি বিভ্রান্ত সম্প্রদায়ের
অন্তর্ভুক্ত হইয়া যাইব। ৭৮। অতঃপর
যখন সে সমুজ্জ্বল সূর্য্য অবলোকন করিল
তখন বলিল—ইহাই কি আমর প্রতি-
পালক, ইহাই ত বৃহত্তর? পরে যখন
উহাও অস্তমিত হইল, সে বলিল—হে
আমার সম্প্রদায়! তোমরা যে অংশী-
স্থির করিতেছ, আমি তাহা হইতে বিমুক্ত।
৭৯। নিশ্চয় আমি সুদৃঢ়ভাবে তাঁহারই
দিকে স্বীয় আনন স্থাপন করিলাম---যিনি
নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডল সৃষ্টি করিয়াছেন

হাজা-রব্বি—বাক্যের সাধারণ শব্দার্থ "ইহাই আমার প্রতিপালক"; কিন্তু একজন রসুলের পক্ষে আল্লাহ সম্বন্ধে ঐরূপ অস্বাভাবিক উক্তি সম্পূর্ণ অসম্ভব। সুতরাং উহা কখনই হজরত এবরাহিমের সিদ্ধান্ত বা স্বীকারোক্তি বলিয়া পরিগৃহীত হইতে পারে না। প্রকৃতপক্ষে উহা তাঁহার অন্তরের চিন্তা-ধারা অথবা ভাবের সন্দেহ-মূলক অভিব্যক্তি মাত্র (হক্কানী)। কিন্তু কোন কোন অধিকতর বিশিষ্ট তফসীরকার বলেন যে, উহা একটী জিজ্ঞাসা-বোধক বাক্যাংশ বা বিশিষ্ট 'বাক-ধারা'। উহার 'আলিফ' বর্ণটী উহ্য থাকার জন্যই উপরোক্ত মর্ম্ম পরিব্যক্ত হইয়াছে (তঃ কবির)। আমাদের বিবেচনায় শেষোক্ত মতই সমীচীন ও সুসঙ্গত।

৭৭। সান্ধ্য-নক্ষত্র অদৃশ্য হইবার পর যখন কৃষ্ণ-পক্ষের সমুজ্জ্বল চন্দ্র স্নিগ্ধ-জ্যোৎস্না-ধারায় আকাশ-অবনী প্লাবিত করিয়া সমুদিত হইল, তখন হজরত-এবরাহিম ভাবিলেন,—"তবে ইহাই কি আমার প্রতিপালক প্রভু?" কিন্তু রজনী অবসানের সঙ্গে সঙ্গে যখন চাঁদের আলো নিভিয়া গেল, তখন তিনি ভাবিলেন, যদি আমার প্রভু আমাকে তাঁহার প্রকৃত স্বরূপ বুঝাইয়া না দেন, তবে আমি কিছুই বুঝিতে পারিব না; বরং এইরূপ নানা অলীক কল্পনা করিয়া নিশ্চই আমি বিপথগামী হইয়া যাইব।

৭৮—৭৯। অনন্তর প্রভাতের তমসা-মুক্ত নবীন প্রকৃতির সর্ব্বাঙ্গে নব--জীবনের স্নিগ্ধোজ্জ্বল হাসি ফুটাইয়া যখন জ্যোতির্ম্ময় সূর্য্য সমুদিত হইল এবং স্বীয় কিরণ-রেখা ছড়াইয়া যখন সমগ্র জগত আলোকে উদ্ভাসিত করিয়া তুলিল, তখন তিনি ভাবিলেন,—"তবে এই বিরাট জ্যোতির্ম্ময় সূর্য্যই কি আমার প্রভু?" কিন্তু দিবা-শেষে যখন সান্ধ্য আকাশে রক্তিম-রাগ ছড়াইয়া সূর্য্যও অস্তমিত হইল, তখন তিনি স্বীয় সম্প্রদায়কে লক্ষ করিয়া বলিলেন,—"হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা চন্দ্র, সূর্য্য, নক্ষত্র ও প্রস্তর-প্রতিমা প্রভৃতি যে সকল ক্ষণস্থায়ী ও নিত্য-পরিবর্ত্তনশীল অসার জড়-পদার্থের পূজা কর,

এবং আমি অংশীবাদীদিগের অন্তর্ভুক্ত নহি। ৮০। এবং তদীয় সম্প্রদায় তাহার সহিত বিতর্ক করিয়াছিল; সে বলিয়াছিল—তোমরা কি আল্লাহ সম্বন্ধে আমার সহিত বিতর্ক করিতেছ? এবং নিশ্চয় তিনি আমাকে পথ-প্রদর্শন করিয়াছেন; এবং আমার প্রতিপালক যে বিষয় ইচ্ছা করেন তদ্ব্যতীত তোমরা তাঁহার সহিত যে অংশী-স্থির করিতেছ, তাহাকে আমি ভয় করি না; আমার প্রতিপালক সর্ব্ববিষয়ক জ্ঞানে সুপ্রশস্ত; তবে কি তোমরা উপদেশ-গ্রহণ করিবে না? ৮১। এবং তোমরা যে অংশী-স্থির করিতেছ তাহা আমি কেন ভয় করিব? এবং তোমরাই ভয় কর না, যেহেতু তোমরা আল্লার যে অংশী-স্থির করিয়াছ তদ্বিষয়ে তোমাদের প্রতি কোন-প্রমাণ অবতীর্ণ হয় নাই; অতএব উভয়দলের মধ্যে কে শান্তিলাভের

الْمُشْرِكِيْنَ ۝ ٨٠- وَحَاجَّهُ
قَوْمُهُ ط قَالَ اَتُحَاجُّوْنِّيْ فِي اللّٰهِ
وَقَدْ هَدٰنِ ط وَلَآ اَخَافُ مَا تُشْرِكُوْنَ
بِهٖٓ اِلَّآ اَنْ يَّشَآءَ رَبِّيْ شَيْئًا ط وَسِعَ
رَبِّيْ كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا ط اَفَلَا
تَتَذَكَّرُوْنَ ۝ ٨١- وَكَيْفَ اَخَافُ مَآ
اَشْرَكْتُمْ وَلَا تَخَافُوْنَ اَنَّكُمْ اَشْرَكْتُمْ
بِاللّٰهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهٖ عَلَيْكُمْ سُلْطٰنًا ط
فَاَيُّ الْفَرِيْقَيْنِ اَحَقُّ بِالْاَمْنِ ج

আমি তাহা হইতে প্রমুক্ত। বরং যিনি চন্দ্র-সূর্য্য, গ্রহ-নক্ষত্র, আকাশ-পৃথিবী এবং আলোক-অন্ধকার প্রভৃতি সমগ্র নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডল সৃষ্টি করিয়াছেন, আমি তাঁহারই দিকে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া আত্মসমর্পণ করিলাম। তিনি ব্যতীত আর কেহই উপাস্য নাই এবং আমি কদাচ তাঁহার সহিত অন্য কাহাকেও অংশী করিব না।

৮০। হজরত এবরাহিমের অপূর্ব্ব উক্তি এবং বিস্ময়কর অভিমত শুনিয়া বাবেলের পৌত্তলিক ও জড়-পূজকেরা তাঁহার সহিত উপাস্য সম্বন্ধে যে সকল তর্ক-বিতর্ক করিয়াছিল এবং তাহাদের উপাস্য দেব-দেবীর প্রতি অবজ্ঞা ও প্রত্যাখ্যান করার জন্য হজরত এবরাহিমকে যেরূপে ভয়-প্রদর্শন করা হইয়াছিল, এই আয়তে তদ্বিষয়ক আভাস রহিয়াছে। কিন্তু হজরত এবরাহিম তাহাদিগকে স্পষ্টই বলিয়া দিয়াছিলেন যে, আমার প্রতিপালক অবশ্যই আমাকে সত্যপথ প্রদর্শন করিয়াছেন এবং ইহাই প্রকৃত ধর্ম্ম। তোমরা আল্লার অংশী মনে করিয়া যে সকল দেব-দেবী ও প্রস্তর-প্রতিমার পূজা কর, আমি সেই অসার ও নির্জীব পদার্থগুলিকে একটুও ভয় করি না; বরং তোমরা যদি কল্যাণ চাও তবে আমার উপদেশ গ্রহণ পূর্ব্বক ঐ সকল মিথ্যা পাপানুষ্ঠান পরিত্যাগ করিয়া সত্যধর্ম্ম গ্রহণ এবং আল্লার উপাসনা কর।

৮১। হজরত এবরাহিম তাহাদিগকে আরও বলিয়াছিলেন ঃ—তোমরা জান যে, এই সকল পূজা-আরাধনা সম্বন্ধে আল্লার নিকট হইতে কোনই আদেশ-উপদেশ অবতীর্ণ হয় নাই। তোমরা ইহাও জান যে, ঐ অসার প্রতিমাগুলির কোনই শক্তি বা ক্ষমতা নাই। এই অভিজ্ঞতা হেতু তোমরাই যখন তোমাদের প্রতিমাগুলিকে ভয় কর না, তখন আমিই বা কেন ঐ অসার পদার্থগুলিকে ভয় করিব? ফলতঃ যাহার স্বর্গীয় প্রমাণ নাই, আমি তাহাকে কখনই গ্রাহ্য অথবা ভয় করি না।

অধিকারী—যদি তোমরা জানিয়া থাক। ৮২। যাহারা বিশ্বাস-স্থাপন করিয়াছে এবং স্বীয় বিশ্বাসের সহিত অত্যাচার মিশ্রিত করে নাই—তাহাদেরই জন্য শান্তি এবং তাহারাই সুপথগামী।

إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ○ ٨٢- اَلَّذِيْنَ
اٰمَنُوْا وَلَمْ يَلْبِسُوْٓا إِيْمَانَهُمْ بِظُلْمٍ
أُولٰٓئِكَ لَهُمُ الْاَمْنُ وَهُمْ مُّهْتَدُوْنَ ○ع

১০ম রুকু—হজরত এবরাহিমের পরবর্ত্তী নবীগণ

৮৩। এবং ইহাই প্রমাণ—যাহা আমি এবরাহিমকে তদীয় সম্প্রদায়ের উপর প্রদান করিয়াছিলাম; আমি যাহাকে ইচ্ছা মর্য্যাদায় সমুন্নত করি; নিশ্চয় তোমার প্রতিপালক বিজ্ঞানময় মহাজ্ঞানী। ৮৪। এবং আমি তাহাকে এস্হাক ও এয়াকুব দান করিয়াছিলাম, তাহাদের সকলকেই আমি পথ-প্রদর্শন করিয়াছিলাম; এবং ইতিপূর্ব্বে নূহ ও

٨٣- وَتِلْكَ حُجَّتُنَآ اٰتَيْنٰهَآ إِبْرٰهِيْمَ
عَلٰى قَوْمِهٖ ط نَرْفَعُ دَرَجٰتٍ مَّنْ
نَّشَآءُ ط إِنَّ رَبَّكَ حَكِيْمٌ عَلِيْمٌ ○
٨٤- وَوَهَبْنَا لَهٗٓ إِسْحٰقَ وَيَعْقُوْبَ ط
كُلًّا هَدَيْنَا ج وَنُوْحًا هَدَيْنَا مِنْ قَبْلُ

৮২। আরবীয় অংশীবাদী পৌত্তলিকদিগের ভ্রান্তি ও ধর্ম্মদ্রোহিতার প্রতিবাদ-কল্পে সর্ব্বজনমান্য নবী হজরত এবরাহিমের প্রসঙ্গ বর্ণনা করিয়া আল্লাহতা'লা এই আয়তে স্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করিতেছেন যে, যাহারা সত্য-ধর্ম্ম ইস্লামে বিশ্বাস-স্থাপন পূর্ব্বক সুপথগামী হইয়াছে এবং পবিত্র ধর্ম্ম-বিশ্বাসের সহিত অংশীবাদীতা ও পৌত্তলিকতার ভ্রান্তি অথবা কুসংস্কার মিশ্রিত করে নাই, তাহারাই পারলৌকিক শান্তি ও কল্যাণ লাভের প্রকৃত অধিকারী। পক্ষান্তরে অবিশ্বাসী অংশীবাদীদিগকে পরলোকে কেবল অনন্তকাল ব্যাপী অপমান, লাঞ্ছনা, শাস্তি ও দুর্গতি ভোগ করিতে হইবে।

৮৩। অংশীবাদীতা ও পৌত্তলিকতার তীব্র প্রতিবাদ করিয়া "তওহিদ" বা একত্ববাদের চির-সত্যতা প্রমাণ করিবার জন্য আল্লাহতা'লা এই স্থান হইতে জগদ্বিখ্যাত ও সর্ব্বজনমান্য নবীগণের প্রচারিত ধর্ম্মের বিষয় বর্ণনা করিতেছেন। প্রথমেই একত্ববাদের অন্যতম সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সেবক হজরত এবরাহিমের প্রসঙ্গ উত্থাপিত হইয়াছে। আল্লাহতা'লা বলিতেছেন যে, আমার অনুগ্রহে গৌরবান্বিত ও শক্তি-সম্পন্ন হইয়া এবরাহিম স্বীয় অংশীবাদী ও পৌত্তলিক সম্প্রদায়ের উপর যে অভ্রান্ত বাণী প্রচার করিয়াছিল তাহাই প্রকৃত সত্য-ধর্ম্ম। মানব-জাতির জন্য আমি ঐ ধর্ম্মই মনোনীত করিয়াছি এবং আমি স্বীয় অনুগ্রহে আমার অনুগত সেবকগণের মধ্য হইতে উপযুক্ত ব্যক্তিকেই ঐ মহাসত্য প্রচারের গৌরব দান করিয়া থাকি।

৮৪। হজরত এবরাহিমের পরেই আল্লাহতা'লা তাঁহার পূর্ব্বপুরুষ হজরত নূহ এবং বংশধর এসহাক ও এয়াকুব এবং তাঁহাদের বংশোদ্ভূত নবীগণের প্রসঙ্গ বর্ণনা করিয়াছেন। এই নবীগণের মধ্যে হজরত নূহ-নবীর বংশগৌরব—হজরত এবরাহিমের বংশোদ্ভব হজরত এসহাক ও তৎপুত্র এয়াকুব; হজরত এয়াকুবের পুত্র ইউসফ, হজরত ইউসফ-বংশের দীপ্ত-সূর্য্য হজরত মুসা এবং তদীয় ভ্রাতা হারুন; তৎপর ইউসফ বংশে অন্যতম শাখা-সমুদ্ভূত পরাক্রান্ত নবী হজরত দাউদ ও তৎপুত্র সোলায়মান এবং হজরত নূহ নবীর অন্যতম শাখা-সমুদ্ভূত মহাধৈর্য্যশীল হজরত আইউব প্রভৃতি নবীগণ

তাহার বংশধর এবং দাউদ ও সোলায়মান এবং আইউব ও ইউসফ এবং মুসা ও হারুনকে পথ-প্রদর্শন করিয়াছিলাম, এবং এইরূপে আমি সৎকর্ম্মশীলগণকে প্রতিদান প্রদান করিয়া থাকি।

৮৫। এবং জেকরিয়া ও এহিয়া এবং ঈসা ও ইলিয়াস—সকলেই পুণ্যবানগণের অন্তর্ভুক্ত ছিল; ৮৬। এবং এসমাইল ও ইসায়া ও ইউনুস এবং লুত-ও; এবং আমি সকলকেই এই পৃথিবীর উপর গৌরবান্বিত করিয়াছিলাম; ৮৭। এবং তাহাদের পিতৃ-পুরুষ ও তাহাদের বংশধর এবং তাহাদের ভ্রাতৃগণ হইতে-ও; এবং আমি তাহাদিগকে নির্ব্বাচিত করিয়াছিলাম এবং তাহাদিগকে সরল

وَمِن ذُرِّيَّتِهٖ دَاوٗدَ وَسُلَيْمٰنَ وَاَيُّوْبَ
وَيُوْسُفَ وَمُوْسٰى وَهٰرُوْنَ ط
وَكَذٰلِكَ نَجْزِى الْمُحْسِنِيْنَ ۝
٨٥- وَزَكَرِيَّا وَيَحْيٰى وَعِيْسٰى
وَاِلْيَاسَ ط كُلٌّ مِّنَ الصّٰلِحِيْنَ ۝
٨٦- وَاِسْمٰعِيْلَ وَالْيَسَعَ وَيُوْنُسَ
وَلُوْطًا ط وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعٰلَمِيْنَ ۝
٨٧- وَمِنْ اٰبَآئِهِمْ وَذُرِّيّٰتِهِمْ وَاِخْوَانِهِمْ ج
وَاجْتَبَيْنٰهُمْ وَهَدَيْنٰهُمْ اِلٰى صِرَاطٍ

জগত-প্রসিদ্ধ। তাই আল্লাহতা'লা জলদগম্ভীর-স্বরে ঘোষণা করিতেছেন যে, ইহারা সকলেই একত্ববাদী, সত্যপরায়ন, সুপথগামী ও সৎকর্ম্মশীল ছিল। ফলতঃ ইহাদের কেহই অংশীবাদী, পৌত্তলিক অথবা বিপথগামী ছিলেন না; বরং তাঁহারা সকলেই আল্লাহতা'লার মনোনীত একত্ববাদ ও সত্যধর্ম্ম প্রচার করিয়াছিলেন।

৮৫। এই আয়তে হজরত এবরাহিমের পৌত্র এয়াকুব—অর্থাৎ এসরাইল-বংশোদ্ভব শেষ-যুগের নবী হজরত জেকরিয়া, হজরত এহিয়া, হজরত ঈসা, ও হজরত ইলিয়াসের প্রসঙ্গ উল্লেখ করা হইয়াছে। এসরাইল-বংশের 'নবুয়ত' এই পর্যন্তই শেষ। ইহাদের পরে এসরাইল-বংশে আর কোন নবী জন্মগ্রহণ করেন নাই। আল্লাহতা'লা বলিতেছেন যে, ইহারাও অংশীবাদী অথবা পৌত্তলিক ছিল না; বরং তাহারা সকলেই সত্যধর্ম্ম-প্রচারক, সত্যপরায়ণ ও পুণ্যবান নবী ছিল।

৮৬। অনন্তর হজরত এবরাহিমের জগদ্বিখ্যাত পুত্র—আল্লার উদ্দেশ্যে উৎসর্গীত হজরত এসমাইল ও ভ্রাতুষ্পুত্র হজরত লুত এবং তাঁহাদের বংশোদ্ভব হজরত ইসায়া ও ইউনুস প্রভৃতি নবীগণের প্রসঙ্গ উক্ত হইয়াছে। হজরত এসমাইল ভূবন-বিখ্যাত আরবজাতি এবং বিশ্বনবী হজরত মোহাম্মদ মোস্তফার (সঃ) পূর্ব্বপুরুষ। আল্লাহতা'লা বলিতেছেন যে, ইহাদের মধ্যেও কেহ অংশীবাদী পৌত্তলিক ছিল না। তাহারা সকলেই একত্ববাদী ও সত্যপরায়ণ নবী ছিল এবং আমি স্বীয় অনুগ্রহে তাহাদিগকে বিশ্বজগতের উপর গৌরবান্বিত করিয়াছিলাম।

৮৭। অতঃপর আল্লাহতা'লা বলিতেছেন যে, আমার মনোনীত একত্ববাদ ও সত্যধর্ম্ম যে কেবল হজরত নূহ অথবা এবরাহিম কিংবা তাহদের বংশধরগণের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল, তাহা নহে; বরং তাহাদের পূর্ব্বপুরুষ, ভ্রাতৃবংশ এবং তাহাদের শাখা-প্রশাখা অথবা অন্যান্য সম্প্রদায় হইতেও আমি বহু সত্যধর্ম্ম-প্রচারক নির্ব্বাচিত ও মনোনীত করিয়াছিলাম। তাহাদের মধ্যেও কেহ অংশীবাদী এবং পৌত্তলিক ছিল না; বরং তাহায়া সকলেই একত্ববাদী, সত্যপরায়ণ ও সুপথগামী ছিল।

তাহার বংশধর এবং দাউদ ও সোলায়মান
এবং আইউব ও ইউসফ এবং মুসা ও
হারুনকে পথ-প্রদর্শন করিয়াছিলাম,
এবং এইরূপে আমি সৎকর্ম্মশীলগণকে
প্রতিদান প্রদান করিয়া থাকি।
৮৫। এবং জেকরিয়া ও এহিয়া এবং ঈসা
ও ইলিয়াস—সকলেই পুণ্যবানগণের
অন্তর্ভুক্ত ছিল; ৮৬। এবং এসমাইল
ও ইসায়া ও ইউনুস এবং লুত-ও; এবং
আমি সকলকেই এই পৃথিবীর উপর
গৌরবান্বিত করিয়াছিলাম; ৮৭। এবং
তাহাদের পিতৃ-পুরুষ ও তাহাদের বংশধর
এবং তাহাদের ভ্রাতৃগণ হইতে-ও;
এবং আমি তাহাদিগকে নির্ব্বাচিত
করিয়াছিলাম এবং তাহাদিগকে সরল

وَمِنْ ذُرِّيَّتِهٖ دَاوٗدَ وَسُلَيْمٰنَ وَاَيُّوْبَ
وَيُوْسُفَ وَمُوْسٰى وَهٰرُوْنَ ؕ
وَكَذٰلِكَ نَجْزِى الْمُحْسِنِيْنَ ۙ
٨٥- وَزَكَرِيَّا وَيَحْيٰى وَعِيْسٰى
وَاِلْيَاسَ ؕ كُلٌّ مِّنَ الصّٰلِحِيْنَ ۙ
٨٦- وَاِسْمٰعِيْلَ وَالْيَسَعَ وَيُوْنُسَ
وَلُوْطًا ؕ وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعٰلَمِيْنَ ۙ
٨٧- وَمِنْ اٰبَآئِهِمْ وَذُرِّيّٰتِهِمْ وَاِخْوَانِهِمْ ۚ
وَاجْتَبَيْنٰهُمْ وَهَدَيْنٰهُمْ اِلٰى صِرَاطٍ

জগত-প্রসিদ্ধ। তাই আল্লাহতা'লা জলদগম্ভীর-স্বরে ঘোষণা করিতেছেন যে, ইহারা সকলেই একত্ববাদী, সত্যপরায়ন, সুপথগামী ও সৎকর্ম্মশীল ছিল। ফলতঃ ইহাদের কেহই অংশীবাদী, পৌত্তলিক অথবা বিপথগামী ছিলেন না; বরং তাঁহারা সকলেই আল্লাহতা'লার মনোনীত একত্ববাদ ও সত্যধর্ম্ম প্রচার করিয়াছিলেন।

৮৫। এই আয়তে হজরত এবরাহিমের পৌত্র এয়াকুব—অর্থাৎ এসরাইল-বংশোদ্ভব শেষ-যুগের নবী হজরত জেকরিয়া, হজরত এহিয়া, হজরত ঈসা, ও হজরত ইলিয়াসের প্রসঙ্গ উল্লেখ করা হইয়াছে। এসরাইল-বংশের 'নবুয়ত' এই পর্যন্তই শেষ। ইহাদের পরে এসরাইল-বংশে আর কোন নবী জন্মগ্রহণ করেন নাই। আল্লাহতা'লা বলিতেছেন যে, ইহারাও অংশীবাদী অথবা পৌত্তলিক ছিল না; বরং তাহারা সকলেই সত্যধর্ম্ম-প্রচারক, সত্যপরায়ণ ও পুণ্যবান নবী ছিল।

৮৬। অনন্তর হজরত এবরাহিমের জগদ্বিখ্যাত পুত্র—আল্লার উদ্দেশ্যে উৎসর্গীত হজরত এসমাইল ও ভ্রাতুষ্পুত্র হজরত লুত এবং তাঁহাদের বংশোদ্ভব হজরত ইসায়া ও ইউনুস প্রভৃতি নবীগণের প্রসঙ্গ উক্ত হইয়াছে। হজরত এসমাইল ভুবন-বিখ্যাত আরবজাতি এবং বিশ্বনবী হজরত মোহাম্মদ মোস্তফার (সঃ) পূর্ব্বপুরুষ। আল্লাহতা'লা বলিতেছেন যে, ইহাদের মধ্যেও কেহ অংশীবাদী পৌত্তলিক ছিল না। তাহারা সকলেই একত্ববাদী ও সত্যপরায়ণ নবী ছিল এবং আমি স্বীয় অনুগ্রহে তাহাদিগকে বিশ্বজগতের উপর গৌরবান্বিত করিয়াছিলাম।

৮৭। অতঃপর আল্লাহতা'লা বলিতেছেন যে, আমার মনোনীত একত্ববাদ ও সত্যধর্ম্ম যে কেবল হজরত নূহ অথবা এবরাহিম কিংবা তাহদের বংশধরগণের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল, তাহা নহে; বরং তাহাদের পূর্ব্বপুরুষ, ভ্রাতৃবংশ এবং তাহাদের শাখা-প্রশাখা অথবা অন্যান্য সম্প্রদায় হইতেও আমি বহু সত্যধর্ম্ম-প্রচারক নির্ব্বাচিত ও মনোনীত করিয়াছিলাম। তাহাদের মধ্যেও কেহ অংশীবাদী এবং পৌত্তলিক ছিল না; বরং তাহায়া সকলেই একত্ববাদী, সত্যপরায়ণ ও সুপথগামী ছিল।

مُسْتَقِيْمٍ ۝ ৮৮- ذٰلِكَ هُدَى اللّٰهِ
يَهْدِيْ بِهٖ مَنْ يَّشَآءُ مِنْ عِبَادِهٖ ؕ وَلَوْ
اَشْرَكُوْا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَّا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ۝
৮৯- اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ اٰتَيْنٰهُمُ الْكِتٰبَ
وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ ۚ فَاِنْ يَّكْفُرْ بِهَا
هٰٓؤُلَآءِ فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا قَوْمًا لَّيْسُوْا بِهَا

পথে পথ-প্রদর্শন করিয়াছিলাম।
৮৮। ইহাই আল্লার সুপথ—তিনি স্বীয় সেবকগণের মধ্যে যাহাকে ইচ্ছা পথ-প্রদর্শন করেন; এবং যদি তাহারা অংশী-বাদিতা করিত তবে নিশ্চয় তাহারা যাহা করিয়াছিল—তাহাদের জন্য তাহা ব্যর্থ হইয়া যাইত।
৮৯। উহাদিগকেই আমি গ্রন্থ ও ধর্ম্ম-বিধি এবং সুসংবাদ দান করিয়াছিলাম; অতএব যদি তাহারা ইহাতে অবিশ্বাস করে তবে নিশ্চয় আমি তজ্জন্য এমন সম্প্রদায় স্থির করিয়াছি—যাহারা ইহাতে অবিশ্বাস

৮৮। সত্যধর্ম্ম-প্রচারক রসুল ও একত্ববাদী মহামানবগণের প্রসঙ্গ বর্ণনা করিবার পর আল্লাহতা'লা বলিতেছেন যে, আমার অনুগৃহীত ঐ সকল সত্যপরায়ণ নবী যে একত্ববাদ-মূলক সত্যধর্ম্ম প্রচার করিয়া গিয়াছেন, তাহাই আমার মনোনীত সুপথ এবং উহাই চিরন্তন সত্য "ইসলাম"। তাহারা সকলেই একত্ববাদী ছিল—কেহই অংশীবাদী অথবা পৌত্তলিক ছিল না। যদি তাহারা ভ্রমেও অংশীবাদীতা পাপ অথবা পৌত্তলিকতা-মূলক দুষ্কার্য্যে লিপ্ত হইত, তবে তাহাদের সমস্ত কৃতকর্ম্ম ব্যর্থ হইয়া তাহারা অধঃপতিত ও বিপথগামী হইয়া যাইত।

উপরোক্ত আয়ত সমূহে সর্ব্বশুদ্ধ আঠার জন নবীর প্রসঙ্গ বর্ণিত হইয়াছে; তন্মধ্যে চৌদ্দ জন হজরত এবরাহিম-বংশীয় এবং অবশিষ্ট তাঁহার পূর্ব্বপুরুষ হজরত নূহ নবীর অন্যতম শাখা-সমুদ্ভূত। ইহারাই বর্ত্তমান মানব-জাতির আদিপুরুষ এবং বিশেষ করিয়া হজরত রসুলোল্লার সমসাময়িক ইহুদী, খ্রীষ্টান ও পৌত্তলিক আরবগণের সুপরিচিত পূর্ব্বপুরুষ। তাই আল্লাহতা'লা উপরোক্ত নবীগণের প্রসঙ্গ বর্ণনা করিবার পর প্রকারান্তরে অবিশ্বাসী অংশীবাদীদিগকে লক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন যে, তোমরা যে সকল নবীকে মান্য কর এবং যাহাদের বংশধর বলিয়া গৌরব কর, তাহারা সকলেই সত্যপরায়ণ ও একত্ববাদী ছিল। অতএব তোমরা তাহাদের ধর্ম্মের অনুসরণ না করিয়া শয়তানের প্ররোচনামূলক মহাপাপ, অংশীবাদীতা ও পৌত্তলিকতায় লিপ্ত হইয়া অধঃপতন ও নরকের পথ প্রশস্ত করিতেছ কেন? যদি কল্যাণ চাও, তবে আমার প্রেরিত রসুল তোমাদের মধ্যে যে বিশুদ্ধ ধর্ম্ম প্রচার করিতেছেন—তোমাদের পূর্ব্বপুরুষের প্রচারিত সেই সত্যধর্ম্ম গ্রহণ কর।

৮৯। উপরে যে সকল পয়গম্বরের প্রসঙ্গ বর্ণিত হইয়াছে, তাহাদিগকে আল্লাহতা'লা তিন প্রকারে গৌরবান্বিত করিয়াছেন। যথা—(১) গ্রন্থ বা প্রত্যাদেশ, (২) শরীয়ত বা ধর্ম্ম-বিধি, তত্ত্বজ্ঞান ইহারই অন্তর্ভুক্ত এবং (৩) সুসংবাদ বা ভবিষ্যদ্বাণী। আল্লাহতা'লা কর্ত্তৃক কোন নবী উহার একটী এবং কোন কোন নবী একাধিক অনুগ্রহে অনুগৃহীত হইয়াছিলেন; যেমন বিশুদ্ধ ধর্ম্মনীতিতে হজরত এবরাহিম, গ্রন্থ ও শরিয়তে হজরত মুসা এবং তত্ত্বজ্ঞান, সুসংবাদ ও অলৌকিকতায় হজরত ঈসা প্রভৃতি। কিন্তু শেষ নবী হজরত মোহাম্মদ মোস্তফা একাধারে ধর্ম্মবিশ্বাস, গ্রন্থ, শরিয়ত, সুসংবাদ ও তত্ত্বজ্ঞান প্রভৃতি আল্লাহতা'লার সমস্ত অনুগ্রহে অভিষিক্ত এবং উচ্চ-মানবতার পূর্ণ-আদর্শ ও জগতের যাবতীয় শ্রেষ্ঠতম গুণ-গরিমায় বিভূষিত ছিলেন।

অনন্তর আল্লাহতা'লা অবিশ্বাসীদিগকে বলিতেছেন:—আমি যে সত্য তোমাদের নিকট প্রকাশ করিলাম, যদি তোমরা উহা বিশ্বাস না কর তবে তোমাদিগকে বিনাশ করিয়া আমি এমন সম্প্রদায় সৃষ্টি করিব—যাহারা স্থির ও অবিচলিত চিত্তে আমার সত্য বরণ করিয়া লইবে। এই ভবিষ্যদ্বাণী হজরত রসুলোল্লার জীবনে পূর্ণ হইয়াছিল।

করিবে না। ৯০। ইহাদিগকেই আল্লাহ পথ-প্রদর্শন করিয়াছেন, অতএব তাহাদের পথ অনুসরণ কর; তুমি বল—আমি তোমাদের নিকট ইহার জন্য কোনই বিনময় প্রার্থনা করি না; বরং ইহা জগদ্বাসীর জন্য উপদেশ মাত্র।

بِكٰفِرِيْنَ ۝ ٩٠- اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ
هَدَى اللّٰهُ فَبِهُدٰىهُمُ اقْتَدِهْ ط قُلْ لَّآ
اَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ اَجْرًا ط اِنْ هُوَ اِلَّا
ذِكْرٰى لِلْعٰلَمِيْنَ ع

১১শ রুকু—স্বর্গীয় প্রত্যাদেশের সত্যতা

৯১। এবং তাহারা আল্লাহকে তাঁহার উপযুক্ত সম্মানে সম্মানিত করে নাই—যখন তাহারা বলিয়াছিল যে, আল্লাহ কোন মানবের প্রতি কিছুই অবতীর্ণ করেন নাই; তুমি বল—কে ঐ গ্রন্থ অবতীর্ণ করিয়াছিলেন—যাহা মুসা মানব-মণ্ডলীর জন্য জ্যোতি ও উপদেশ-স্বরূপ আনয়ন করিয়াছিল—যাহা

٩١- وَمَا قَدَرُوا اللّٰهَ حَقَّ قَدْرِهٖٓ اِذْ
قَالُوْٓا مَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ عَلٰى بَشَرٍ مِّنْ
شَيْءٍ ط قُلْ مَنْ اَنْزَلَ الْكِتٰبَ
الَّذِيْ جَآءَ بِهٖ مُوْسٰى نُوْرًا وَّهُدًى

৯০। আল্লাহতা'লা হজরত রসুলোল্লাকে বলিতেছেন—তুমি অবিশ্বাসী, অংশীবাদী ও পৌত্তলিক-দিগকে বলিয়া দাও যে, উপরোক্ত পয়গম্বরগণের পথই সুপথ—তাঁহাদের প্রচারিত ধর্ম্মই সত্য-ধর্ম্ম এবং আমি সেই সত্যধর্ম্মই তোমাদের নিকট প্রচার করিতেছি। অতএব তোমরা নিঃসন্দেহ চিত্তে ইহার অনুসরণ কর। আমি তোমাদের নিকট ইহার জন্য কোনই প্রতিদান প্রার্থনা করিতেছি না এবং কোনরূপ প্রলোভন অথবা লাভের আশায়ও এই ব্রত গ্রহণ করি নাই; বরং তোমাদের হিত-কামনা এবং বিশ্বজগতের কল্যাণ সাধনের জন্যই আমি এই মহান স্বর্গীয় সত্য প্রচার করিতেছি।

৯১। তফসীরকারগণের বিভিন্ন মন্তব্যের প্রতি লক্ষ্য করিলে নিঃসন্দেহে অনুমিত হয় যে, প্রবঞ্চক ইহুদী সম্প্রদায় এবং তাহাদের মতানুসরণকারী অংশীবাদীদের সম্বন্ধেই এই আয়ত অবতীর্ণ হইয়াছে। হজরত রসুলোল্লার উপর কোরান অবতারণ আরম্ভ হইলে কোন কোন ঈর্ষাপরায়ণ ইহুদী বলিয়াছিল যে আল্লাহতা'লা ঐ প্রকারে কোন মানুষের উপর কোন বিষয় অবতীর্ণ করেন নাই। তদুত্তরে আল্লাহতা'লা বলিয়া দিলেন যে, উহারা আল্লাহতা'লাকে তাঁহার উপযুক্ত সম্মানে সম্মানিত করিতে বিরত হইয়াছে। কারণ আল্লাহতা'লার প্রত্যাদেশ অস্বীকার করা—তাঁহাকেই অস্বীকার এবং অসম্মান করার তুল্য। দুর্ব্বৃত্ত ইহুদীরা হজরত রসুলোল্লার প্রতি অবতারিত প্রত্যাদেশ অস্বীকার করিয়া প্রকারান্তরে আল্লাহতা'লাকেই অস্বীকার এবং অসম্মান করিয়াছে।—তঃ এব্‌ন আব্বাস ও কবির।

অনন্তর আল্লাহতা'লা ইহুদীদিগের প্রবঞ্চনার প্রত্যুত্তর-স্বরূপ হজরত মুসার উপরে অবতারিত তওরাতের প্রতি ইঙ্গিত করিতেছেন। আল্লাহ বলিতেছেন যে, যদি আমি মানুষের প্রতি কখনও কিছু অবতারণ না করিয়া থাকি, তবে তোমাদের তওরাত কে অবতীর্ণ করিয়াছিল? ফলতঃ তওরাত যে আল্লার অবতারিত গ্রন্থ—একথা সর্ব্ববাদীসম্মত। ইহুদী, খ্রীষ্টান প্রভৃতি কেহই একথা অস্বীকার করে না। তাই আল্লাহ বলিয়া দিলেন যে, আমি যেরূপে মুসার প্রতি তওরাত অবতীর্ণ করিয়াছি, সেইরূপ আমার প্রিয় রসুলের প্রতিও কোরান অবতারণ করিতেছি। আল্লার প্রতি বিশ্বাসী কেহই ইহা অস্বীকার করিতে পারে না।

লِّلنَّاسِ تَجْعَلُوْنَهٗ قَرَاطِيْسَ تُبْدُوْنَهَا
وَتُخْفُوْنَ كَثِيْرًا ۚ وَعُلِّمْتُمْ مَّا لَمْ
تَعْلَمُوْٓا اَنْتُمْ وَلَآ اٰبَآؤُكُمْ ؕ قُلِ اللّٰهُ ۙ
ثُمَّ ذَرْهُمْ فِيْ خَوْضِهِمْ يَلْعَبُوْنَ ۝
৯২- وَهٰذَا كِتٰبٌ اَنْزَلْنٰهُ مُبٰرَكٌ
مُّصَدِّقُ الَّذِيْ بَيْنَ يَدَيْهِ وَلِتُنْذِرَ
اُمَّ الْقُرٰى وَمَنْ حَوْلَهَا ؕ وَالَّذِيْنَ

তোমরা বিক্ষিপ্ত-পত্রে রক্ষা করিয়া উহার কিছু প্রকাশ করিতেছ এবং বহুলাংশ গোপন করিতেছ; এবং তোমরা ও তোমাদের পিতৃপুরুষগণ যাহা জানিতে না, তাহাই তোমাদিগকে শিক্ষাদান করা হইয়াছে; তুমি বল, আল্লা-ই তৎপরে তাহাদিগকে বিতর্ক-ক্রীড়ার মধ্যে পরিত্যাগ করিয়াছেন।
৯২। এবং আমি এই শুভ গ্রন্থকে পূর্ব্ববর্ত্তী বর্ণনা-সমূহের সত্যতা প্রতিপাদক-রূপে অবতীর্ণ করিয়াছি এবং যেন তুমি এতদ্দারা জনপদ-জননী ও উহার পার্শ্ব-সমূহে ভয়-প্রদর্শন কর; এবং যাহারা

কারাতিস্—"কেরতাস" শব্দের বহুবচন; অর্থ—কাগজ। এস্থলে আল্লাহুতা'লা স্পষ্টভাবে বলিয়া দিলেন যে, ইহারা যদিও বিক্ষিপ্ত কাগজে তওরাত লিখিয়া রাখিয়াছে, তথাপি তাহারা লোকদিগকে উহা প্রদর্শন করে না। যখন তাহাদিগকে তওরাত প্রদর্শনের জন্য আহ্বান করা হয়, তখন তাহারা কিয়দংশ প্রদর্শন করে এবং অধিকাংশই গোপন করিয়া থাকে।

ইহুদীদের প্রবঞ্চনা ও বিশ্বাসঘাতকতা প্রকাশ করিয়াই আল্লাহতা'লা কোরানের সত্যতার প্রমাণ উপস্থিত করিয়াছেন। আল্লাহতা'লা ইহুদীদিগকে বলিতেছেন, আমার অবতারিত পবিত্র কোরান যে সত্যগ্রন্থ—তাহার প্রধানতম প্রমাণ এই যে, তোমরা যাহা গোপন কর, ইহাতে তাহা প্রকাশিত হয়; এবং তোমরা যাহা জান না অথবা বিস্মৃত হইয়াছ, ইহা তাহা স্মরণ করাইয়া দেয় ও তদ্বিষয়ে শিক্ষাদান করে। ইহাতে যদি তোমরা কোরানের সত্যতা স্বীকার না কর তবে আল্লাহতালা তোমাদিগকে বৃথা বাক্-বিতণ্ডার অভিনয় করিবার জন্য বর্জ্জন করিতেছেন। তোমরা কপটতা ও ভ্রান্তি ব্যতীত কখনই সুপথ প্রাপ্ত হইবে না।

৯২। **উম্মুল-কোরা**—জনপদ-জননী, শহর ও পল্লীসমূহের প্রসূতি অথবা সর্ব্বপ্রথম মানব-অধ্যুষিত নগরী। মহানগরী মক্কার বিশিষ্ট নাম "উম্মুল-কোরা"। সুতরাং ইহুদীদিগের প্রসঙ্গ দেখিয়া যাহারা এই সুরা মদিনায় অবতীর্ণ হইয়াছিল বলিয়া অনুমান করে, তাহারা একেবারেই ভ্রান্ত। ইহা যে মক্কায় অবতারিত সুরা তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই।

জনপদ-জননী পবিত্র মক্কাভূমি শুধু আরবেরই আধ্যাত্মিক ও নৈতিক জ্ঞানের কেন্দ্রভূমি নহে; বরং ইহা সমস্ত জগদ্বাসীর লক্ষ্যস্থল এবং বিশ্বজগতের জননী স্বরূপিনী—আধ্যাত্মিক ও নৈতিক জ্ঞান-গরিমার কেন্দ্রভূমি (মঃ আঃ)। এই পবিত্র তীর্থ-জননীর চতুঃপার্শ্বেই এশিয়া, ইউরোপ ও আফ্রিকার বিস্তীর্ণ জনপদ-সমূহ অবস্থিত। তাই আল্লাহতা'লা হজরত রসুলোল্লাকে আদেশ করিতেছেন যে তুমি আমার পবিত্র বাণী কোরান শরিফ দ্বারা জনপদ জননী মক্কা এবং উহার পার্শ্ববর্ত্তী এশিয়া, ইউরোপ ও আফ্রিকার অধিবাসীদিগকে সত্যধর্ম্ম গ্রহণের জন্য আহ্বান এবং অসত্য ও অংশীবাদিতা পরিত্যাগ করিবার জন্য ভয়-প্রদর্শন কর। যে সকল খ্রীষ্টান সমালোচক এই আয়ত অবলম্বনে পবিত্র ইস্‌লাম—কেবল পুণ্যভূমি মক্কা এবং উহার পার্শ্ববর্ত্তী আরব অথবা হেজাজের ধর্ম্ম বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে ব্যর্থ চেষ্টা করিয়াছেন, তাহারা আলোচ্য আয়তের অর্থ আদৌ বুঝিতে পারেন নাই—অথবা ঈর্ষাবশে কূট-ব্যাখ্যা করিয়াছেন (**তঃ হক্কানী**)। **ফলতঃ এই আয়তেই নিঃসন্দেহ-রূপে** প্রমাণিত

يُؤْمِنُوْنَ بِالْاٰخِرَةِ يُؤْمِنُوْنَ بِهٖ
وَهُمْ عَلٰى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُوْنَ ○
٩٣- وَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرٰى
عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا اَوْ قَالَ اُوْحِيَ اِلَيَّ
وَلَمْ يُوْحَ اِلَيْهِ شَيْءٌ وَّمَنْ قَالَ
سَاُنْزِلُ مِثْلَ مَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ ط وَلَوْ تَرٰٓى
اِذِ الظّٰلِمُوْنَ فِيْ غَمَرٰتِ الْمَوْتِ
وَالْمَلٰٓئِكَةُ بَاسِطُوْٓا اَيْدِيْهِمْ ج اَخْرِجُوْٓا
اَنْفُسَكُمْ ط اَلْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ
الْهُوْنِ بِمَا كُنْتُمْ تَقُوْلُوْنَ عَلَى
اللّٰهِ غَيْرَ الْحَقِّ وَكُنْتُمْ عَنْ اٰيٰتِهٖ

পরকাল বিশ্বাস করে তাহারা ইহাতেও বিশ্বাস-স্থাপন করিবে এবং তাহারা তাহাদের নামাজ সংরক্ষণ করিবে।
৯৩। এবং তাহার অপেক্ষা কে অত্যাচারী—যে আল্লার উপর অসত্য ধারণা করে, অথবা বলে যে, আমার প্রতি প্রত্যাদেশ হইয়াছে অথচ তাহার প্রতি কোনই প্রত্যাদেশ হয় নাই, এবং যে বলে—আল্লাহ যাহা অবতারণ করিয়াছেন, আমিও তদনুরূপ অবতারন করিতে পারি; এবং যদি তুমি দেখিতে—যখন অত্যাচারী মৃত্যু যন্ত্রণায় অভিভূত হয় এবং ফেরেশ্‌তাগণ স্বীয় হস্ত সমূহ প্রসারিত করিয়া আছে যে, তোমাদের আত্মা বহির্গত কর; আজ তোমাদিগকে অবমাননাকর শাস্তি প্রদত্ত হইবে—যেহেতু তোমরা আল্লাহ্‌ সম্বন্ধে অসত্য বলিতে এবং তাঁহার

হয় যে, আল্লাহতা'লা হজরত রসুলোল্লাকে সমগ্র আরব এবং আজম-বাসী দগের জন্য ইস্‌লাম প্রচার করিতে আদেশ করিয়াছেন। "পার্শ্ববর্ত্তী" শব্দের অন্যতম প্রতিশব্দ "আজম"—উহার অর্থ অন্যান্য প্রদেশ। কোরান শরিফের বহু আয়ত এবং পবিত্র হাদিসের নির্দ্দেশ এই মতই জলন্ত ভাষায় সমর্থন করিতেছে।

৯৩। **ভণ্ড-নবীর পরিণাম**—কোন কোন তফ্‌সীরকার অনুমান করেন যে মোসায়লমাতুল কাজ্জাব প্রভৃতি যে সকল প্রতারক ও প্রবঞ্চক হজরত রসুলোল্লার প্রভাব-প্রতিপত্তি দর্শনে প্রলোভিত হইয়া আপনাদিগকে প্রত্যাদিষ্ট নবী বলিয়া প্রচার করিয়াছিল—সেই সকল ভণ্ডনবীর প্রতারণা ও দুষ্কার্য্য সম্বন্ধেই এই আয়ত অবতীর্ণ হইয়াছে। কিন্তু উহা এই সুরা অবতারণের অনেক পরবর্ত্তী—হজরত রসুলোল্লার তিরোধানের অব্যবহিত পূর্ব্বকালের ঘটনা বলিয়া বিশিষ্ট তফ্‌সীর-কারগণ ঐ মত পরিগ্রহণ করেন নাই। তাঁহারা বলেন, যে সকল লোক হজরত রসুলোল্লার প্রত্যাদেশ-প্রাপ্তি অসত্য বলিয়া ধারণা করিত—অথবা বলিত যে, আমরাও ঐরূপ প্রত্যাদেশ রচনা করিতে পারি, তাহাদের সম্বন্ধেই এই আয়ত অবতীর্ণ হইয়াছে। অবিশ্বাসীদিগের উক্তির প্রত্যুত্তর-স্বরূপ হজরত রসুলোল্লাহ প্রত্যাদিষ্ট হইয়া বলিয়া দিলেন যে, যাহারা প্রত্যাদেশ লাভ না করিয়া বলে যে, আমি প্রত্যাদিষ্ট হইয়াছি অথবা যাহারা লোকদিগকে প্রবঞ্চিত করিবার জন্য বলিয়া বেড়ায় যে, আমরাও ঐরূপ প্রত্যাদেশ রচনা করিতে পারি; তাহাদের অপেক্ষা অত্যাচারী প্রবঞ্চক ও দুষ্কার্য্যকারী পাপাত্মা আর কেহই হইতে পারে না এবং ঐ গুরুতর অপরাধের জন্য তাহাদিগকে মৃত্যুকালে এবং মৃত্যুর পর পরলোকে ভয়াবহ শাস্তি ভোগ করিতে হইবে। এই ব্যাখ্যা খুবই সুসঙ্গত ও সমীচীন। তবে কেহ কেহ এরূপও অনুমান করেন যে, এই আয়ত পরবর্ত্তী যুগের প্রবঞ্চক

নিদর্শনাবলী সম্বন্ধে অহঙ্কার করিতে।
৯৪। এবং নিশ্চয় তোমরা আমার নিকট নিঃসঙ্গ-ভাবে আসিয়াছ—যেরূপ আমি তোমাদিগকে প্রথমে সৃষ্টি করিয়াছিলাম এবং আমি তোমাদিগকে যাহা প্রদান করিয়াছিলাম, তাহা তোমরা স্বীয় পশ্চাতে রাখিয়া আসিয়াছ; এবং আমি তোমাদের সহিত তোমাদের অনুরোধকারীদিগকে দেখিতেছি না, তোমাদের মধ্যে যাহাদিগকে তোমরা নিশ্চিত-ভাবে অংশী-স্থির করিয়াছিলে; নিশ্চয় তোমাদের সম্বন্ধ কর্ত্তিত হইল এবং তোমরা যাহা ধারণা করিতে তাহা ব্যর্থ হইয়া গেল।

تَسْتَكْبِرُوْنَ ○ ৯৪- وَلَقَدْ جِئْتُمُوْنَا
فُرَادٰى كَمَا خَلَقْنٰكُمْ اَوَّلَ مَرَّةٍ
وَّتَرَكْتُمْ مَّا خَوَّلْنٰكُمْ وَرَاۤءَ
ظُهُوْرِكُمْ ج وَمَا نَرٰى مَعَكُمْ شُفَعَاۤءَكُمُ
الَّذِيْنَ زَعَمْتُمْ اَنَّهُمْ فِيْكُمْ شُرَكٰٓؤُا ط
لَقَدْ تَّقَطَّعَ بَيْنَكُمْ وَضَلَّ عَنْكُمْ
مَّا كُنْتُمْ تَزْعُمُوْنَ ع

১২শ রুকু—আল্লার শক্তি ও সত্যতা নির্দ্ধারণে প্রকৃতির সাক্ষ্য

৯৫। নিশ্চয় আল্লা-ই আঁটী ও বীজ অঙ্কুরণকারী; তিনি মৃত হইতে জীবিতের উদ্ভব করেন এবং তিনি জীবিত হইতে

৯৫- اِنَّ اللّٰهَ فَالِقُ الْحَبِّ وَالنَّوٰى ط
يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَمُخْرِجُ

'ভণ্ড-নবী' এবং সত্যদ্রোহী প্রত্যাদেশ-প্রত্যাখ্যানকারীদিগের আচরণ ও পরিণাম সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী স্বরূপ অবতীর্ণ হইয়াছিল। বলা বাহুল্য, ইহাও আদৌ অসম্ভব নহে। কারণ পবিত্র কোরানে এরূপ আয়ত অবতীর্ণ হইবার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়।

৯৪। এই আয়তে অবিশ্বাসী, অংশীবাদী ও ধর্ম্মদ্রোহীদিগের পারলৌকিক নিঃসহায় অবস্থা এবং দুঃখময় পরিণামের প্রতি ইঙ্গিত করা হইয়াছে। মৃত্যুর পর যখন উহাদের আত্মা ইহলোক হইতে পরলোকে নীত হইবে, তখন আল্লাহতা'লা তাহাদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিবেন—হে অবিশ্বাসীগণ, মনে করিয়া দেখ—আমি প্রথমে তোমাদিগকে যেরূপ নিঃসহায় অবস্থায় সৃষ্টি করিয়াছিলাম, আজ তেমনি নিঃসহায় অবস্থায় আমার নিকট আসিতে বাধ্য হইয়াছ। তোমাদের পার্থিব ধন-সম্পদ, গর্ব্ব-অহঙ্কার ও আত্মীয়-স্বজন সমস্তই পশ্চাতে অর্থাৎ সেই পৃথিবীতে পড়িয়া রহিয়াছে। বিশেষতঃ তোমরা আমাকে পরিত্যাগ করিয়া সাহায্যকারী জ্ঞানে যে সকল কল্পিত উপাস্যের পূজা করিতে—আজ তাহারাও তোমাদের সঙ্গি হয় নাই—তাহাদের সহিত তোমাদের সকল সম্বন্ধই বিচ্ছিন্ন হইয়া গিয়াছে এবং সেই সকল কল্পিত উপাস্য হইতে সাহায্য-প্রাপ্তি সম্বন্ধে তোমাদের যে ভ্রম-বিশ্বাস ও বদ্ধমূল ধারণা ছিল, আজ তাহা সমস্তই ব্যর্থ ও নিস্ফল হইয়া গেল। ফলতঃ এই আয়তে জলন্ত ভাষায় ঘোষণা করা হইয়াছে যে, যাহারা আল্লাহকে পরিত্যাগ করিয়া অন্য দেব-দেবী অথবা জীব-জন্তুর উপাসনা করে—তাহারা পরলোকে আল্লার শাস্তি হইতে পরিত্রাণের জন্য কোনই সাহায্যকারী পাইবে না।

৯৫। **ফালেক**—"ফলক" হইতে নিষ্পন্ন; অর্থ বিদীর্ণ করা, ফাড়িয়া ফেলা, চিরিয়া বিভক্ত করা প্রভৃতি। কিন্তু এস্থানে আঁটি ও বীজ "অঙ্কুরিত করা" অর্থেই উক্ত শব্দ প্রযুজ্য হইয়াছে। সেই জন্য "ফালেক" অর্থে 'অঙ্কুরণকারী' লিখিত হইল।

অংশীবাদীতার প্রতিবাদ এবং একত্বের প্রমাণ পরিব্যক্ত করিবার পর আল্লাহতা'লা এই আয়ত হইতে স্বীয় অলৌকিক শক্তি এবং স্বর্গীয় মহিমার কতিপয় জলন্ত প্রমাণ বর্ণনা করিতেছেন। প্রথমতঃ

الْمَيِّتِ مِنَ الْحَيِّ ۚ ذَٰلِكُمُ اللَّهُ
فَأَنَّىٰ تُؤْفَكُونَ ○ ٩٦- فَالِقُ
الْإِصْبَاحِ ج وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَنًا
وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ حُسْبَانًا ط ذَٰلِكَ
تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ ○ ٩٧- وَهُوَ
الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِتَهْتَدُوا
بِهَا فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ ط قَدْ
فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ○
٩٨- وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَكُمْ مِنْ نَفْسٍ
وَاحِدَةٍ فَمُسْتَقَرٌّ وَمُسْتَوْدَعٌ ط قَدْ
فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَفْقَهُونَ ○

মৃতের বহির্গমন-কারী; এই ত আল্লাহ! অতঃপর তোমরা কোথায় চলিয়া যাইতেছ!
৯৬। তিনিই প্রভাতের উন্মেষক; এবং তিনি রজনীকে বিশ্রামাগার এবং সূর্য্য ও চন্দ্রকে কাল-সংখ্যা-নির্দ্দেশক করিয়াছেন; ইহাই পরাক্রান্ত জ্ঞানময়ের নির্দ্ধারন।
৯৭। এবং তিনিই তোমাদের জন্য নক্ষত্রপুঞ্জ সৃষ্টি করিয়াছেন যেন ইহা দ্বারা তোমরা ভূতল ও সমুদ্রের অন্ধকারে পথপ্রাপ্ত হও, নিশ্চয় আমি অভিজ্ঞ সম্প্রদায়ের জন্য নিদর্শনাবলী স্পষ্টরূপে বর্ণনা করিয়াছি।
৯৮। এবং তিনি তোমাদিগকে একই ব্যক্তি হইতে উৎপাদন করিয়াছেন, অনন্তর তোমাদের জন্য অবস্থানাধার ও আশ্রয়স্থল আছে, নিশ্চয় আমি অভিজ্ঞ সম্প্রদায়ের জন্য নিদর্শনাবলী স্পষ্টরূপে বর্ণনা করিয়াছি।

তিনি কঠিন আবরণ-বিশিষ্ট আঁটি এবং খোসা-যুক্ত কোমল বীজ অঙ্কুরণ পূর্ব্বক তরু-লতিকা সৃষ্ট করিয়া যেরূপ সুদৃশ্য পত্র-পুষ্প-ফলে এবং মনোহর বর্ণে-গন্ধে সুশোভিত করিয়া থাকেন, তদ্দর্শনে তাঁহার অলৌকিক মহিমা অবলোকন করিয়া কাহার হৃদয় ভক্তি-বিস্ময়ে বিমুগ্ধ না হয়।—৯৮ আয়ত দ্রষ্টব্য।

দ্বিতীয়তঃ—"মৃতের মধ্য হইতে জীবিতের উদ্ভব এবং জীবিত হইতে মৃতের নির্গমন"—আল্লাহ-তা'লার আর এক অসাধারণ ও অলৌকিক শক্তি-মহিমা। ইহার অর্থ অত্যন্ত ব্যাপক; জীব-জগতের জন্ম-মৃত্যু, উত্থান-পতন ও উন্নতি-অবনতি প্রভৃতি সমস্ত ভাব-রাশিই ইহার মধ্যে নিহিত রহিয়াছে।—কোঃ ৩—২৭ দ্রষ্টব্য।

৯৬। এই আয়তে আল্লাহতা'লা দিবস ও রজনী এবং সূর্য্য ও চন্দ্রকে স্বীয় অলৌকিক মহিমার পরিচায়ক বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি আরও বলিতেছেন যে, আমি দিবসকে তোমাদের কর্ম্মক্ষেত্র এবং রজনীকে বিশ্রামাগার করিয়াছি এবং তোমাদের যুগ, বর্ষ, মাস ও তারিখ প্রভৃতি কাল-গণনা করিবার জন্য সূর্য্য ও চন্দ্রকে নিয়মিতভাবে স্ব স্ব কক্ষগামী করিয়া দিয়াছি।

৯৭। আল্লাহতা'লা আরও বলিতেছেন যে, যাহাতে তোমরা "ভূতল ও সমুদ্রের" অন্ধকারে অর্থাৎ গভীর গহন ও সুদূর সমুদ্রে দিক্‌ভ্রান্ত না হও, তজ্জন্য আমি সমস্ত নীলাকাশ ব্যাপিয়া বিভিন্ন দিক্-নির্দ্দেশক সমুজ্জ্বল নক্ষত্রপুঞ্জ সৃষ্টি করিয়াছি।

৯৮। তোমরা আরও লক্ষ্য করিয়া দেখ যে, আমি তোমাদিগকে একই ব্যক্তি—অর্থাৎ হজরত আদম হইতে উৎপাদন করিয়া বিশাল বিশ্বে কিরূপভাবে সম্প্রসারিত করিয়াছি এবং তোমাদের জন্য কিরূপ অবস্থানাধার ও আশ্রয়স্থল নির্দ্ধারণ করিয়া দিয়াছি।

মোস্‌তাকার্ ও মোস্‌তাউদা—অর্থ যথাক্রমে অবস্থানাধার ও আশ্রয়স্থল লিখিত হইল। কিন্তু তফ্‌সীরকারগণ এই শব্দদ্বয়ের নানারূপ মর্ম্ম পরিকল্পনা করিয়াছেন। নিম্নে ঐ অর্থগুলি

৯৯। এবং তিনি আকাশ হইতে বারি
বর্ষণ করেন ; তৎপরে আমি তদ্দ্বারা সমস্ত
বিষয়ের অঙ্কুর নির্গত করি, তৎপর তাহা
হইতে হরিৎ-পত্র বহির্গত করি—তন্মধ্য
হইতে যুগ্ম-বীজ বহির্গত করি ; এবং
খর্জ্জুর-কাণ্ড হইতে আমি সন্নিকটবর্ত্তী
গুচ্ছ বাহির করি ; এবং আমি আঙ্গুর ও
জয়তুন ও দাড়িম্বের উদ্যান-সমূহ করিয়াছি,
সাদৃশ্যাত্মক ও সাদৃশ্যহীন ; উহার ফলের
প্রতি লক্ষ্য কর—যখন উহা জন্মে ও
পরিপক্ক হয় ; নিশ্চয় বিশ্বাসী সম্প্রদায়ের
জন্য ইহার মধ্যে নিদর্শনাবলী আছে।
১০০। এবং তাহারা জেনদিগকে আল্লার

٩٩- وَهُوَ الَّذِيْٓ اَنْزَلَ مِنَ السَّمَآءِ
مَآءً ج فَاَخْرَجْنَا بِهٖ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ
فَاَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا نُّخْرِجُ مِنْهُ حَبًّا
مُّتَرَاكِبًا ج وَمِنَ النَّخْلِ مِنْ طَلْعِهَا
قِنْوَانٌ دَانِيَةٌ وَّجَنّٰتٍ مِّنْ اَعْنَابٍ
وَّالزَّيْتُوْنَ وَالرُّمَّانَ مُشْتَبِهًا وَّغَيْرَ
مُتَشَابِهٍ ط اُنْظُرُوْٓا اِلٰى ثَمَرِهٖٓ اِذَآ اَثْمَرَ
وَيَنْعِهٖ ط اِنَّ فِيْ ذٰلِكُمْ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ
يُّؤْمِنُوْنَ ١٠٠- وَجَعَلُوْا لِلّٰهِ شُرَكَآءَ

যথাক্রমে উদ্ধৃত হইল :—(১) পিতার পৃষ্ঠদণ্ড ও মাতার গর্ভকোষ, (২) মাতৃগর্ভ ও ভূপৃষ্ঠ, (৩) মর্ত্ত্যভূমি ও সমাধি-গহ্বর, (৪) ইহলোক ও পরলোক এবং (৫) জীবনের অবলম্বন ও পারলৌকিক সম্বল।—তঃ কবির ও বহরুল উলুম।

৯৯। আল্লাহতা'লার সঞ্জীবনী শক্তি-স্বরূপ আকাশ হইতে বারি বর্ষিত হয় ; তদ্দ্বারা সমস্ত প্রকৃতির বক্ষে তরু-লতা ও তৃণ-গুল্মের বীজ-সমূহ অঙ্কুরিত হয়, তৎপর তাহা হইতে সবুজবর্ণের পত্র এবং নানারঙ্গে রঞ্জিত পুষ্প-মুকুলাদি বিকশিত হয় ; তৎপর তাহাতে ফল ধরিয়া আবার পূর্ব্বের মত বীজ সৃষ্ট হয়! নীরস কঠিন খর্জ্জুর-কাণ্ড হইতে কেমন সুন্দর ও সরস খর্জ্জুরগুচ্ছ বহির্গত হইয়া থাকে। আঙ্গুর, দাড়িম্ব ও জয়তুন প্রভৃতি সুস্বাদু ও সুরসাল ফলোদ্যানের দিকে লক্ষ্য কর ; কোথাও সাদৃশ্য আছে এবং কোথাও নাই—অথচ সেই সকল বিভিন্ন রকমের ফল কেমন মধুর বর্ণ-গন্ধ ও স্বাদ পূর্ণ! আবার একই জাতীয় কাঁচা এবং পাকা ফলপুঞ্জের মধ্যেই বা কত পার্থক্য!

আল্লাহতা'লা স্বীয় শক্তি ও মহিমার প্রমাণ স্বরূপ উপরোক্ত প্রাকৃতিক প্রমাণ-সমূহের উল্লেখ করিয়া প্রত্যেক আয়তের শেষে যাহা বলিয়াছেন—তাহার সার মর্ম্ম এই যে, ঐ সকল নৈসর্গিক ব্যাপারের মধ্যে আল্লাহতা'লার একত্ব, অদ্বিতীয়ত্ব এবং শক্তি-মহিমার সমুজ্জ্বল প্রমাণ সমূহ নিহিত রহিয়াছে। যে কোন জ্ঞানবান বিশ্বাসী ব্যক্তিই উহা হইতে আল্লাহতা'লার গুণ-গরিমা ও শক্তি-মহিমা উপলব্ধি করিতে পারে। তাই আল্লাহতা'লা অবিশ্বাসী ও অংশীবাদীদিগকে লক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন যে, এই সকল প্রত্যক্ষ প্রমাণ অবলোকন করিবার পরে তোমরা আমার সত্য হইতে কোথায় ফিরিয়া যাইতেছ (৯৫ আয়ত)?—ইহার উত্তর পরবর্ত্তী আয়তে প্রদত্ত হইয়াছে।

১০০। অবিশ্বাসী অংশীবাদী এবং ভ্রান্ত দ্বিত্ববাদিগণ আল্লাহতা'লার একত্ব, অদ্বিতীয়ত্ব এবং শক্তি ও মহিমার পরিচয় পাইয়াও তাহারা অজ্ঞতা বশতঃ অন্যান্য জীব-জন্তুকে আল্লার অংশী-স্থির করিয়া লয়। আরব জাতি এইরূপ ভাবে অদৃশ্য জেন-জাতির শক্তি ও অধিকার সম্বন্ধে অত্যন্ত আস্থাবান ছিল এবং জেনেরা যে মানবের ভাল মন্দ করিতে পারে, তদ্বিষয়ে তাহাদের নিশ্চিত

অংশী-স্থির করে এবং তিনি তাহাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছেন এবং তাহারা অজ্ঞতা বশতঃ তাঁহার পুত্র ও কন্যা সকল গড়িয়া লইয়াছে; তাহাদের বর্ণনা হইতে তিনি পবিত্র ও সমুন্নত।

الْجِنَّ وَخَلَقَهُمْ وَخَرَقُوْا لَهٗ بَنِيْنَ
وَبَنٰتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ ط سُبْحٰنَهٗ وَتَعٰلٰى
عَمَّا يَصِفُوْنَ ع

১৩শ রুকূ—সত্যানুভূতি এবং ভ্রান্তি-বর্জ্জন

১০১। তিনিই নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের আদি-স্রষ্টা; কিরূপে তাঁহার সন্তান হইতে পারে—যখন তাঁহার কোন সহযোগিনী নাই, এবং তিনি সমস্ত বিষয় সৃষ্টি করিয়াছেন এবং তিনিই সর্ব্ব বিষয়ে অভিজ্ঞ। ১০২। এইত তোমাদের প্রতিপালক আল্লাহ; তিনি ব্যতীত উপাস্য নাই; তিনিই সর্ব্ব-বিষয়ের স্রষ্টা—অতএব তাঁহারই আরাধনা কর; এবং তিনিই সমস্ত বিষয়ের সম্পাদন-কারী। ১০৩। চক্ষু তাঁহাকে দর্শন করিতে পারে না এবং তিনি সকল চক্ষু

١٠١- بَدِيْعُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ط
اَنّٰى يَكُوْنُ لَهٗ وَلَدٌ وَّلَمْ تَكُنْ لَّهٗ
صَاحِبَةٌ ط وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ ج وَهُوَ
بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ ○ ١٠٢- ذٰلِكُمُ اللّٰهُ
رَبُّكُمْ ج لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ج خَالِقُ كُلِّ
شَيْءٍ فَاعْبُدُوْهُ ج وَهُوَ عَلٰى كُلِّ
شَيْءٍ وَّكِيْلٌ ○ ١٠٣- لَا تُدْرِكُهُ
الْاَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْاَبْصَارَ ج

বিশ্বাস ছিল। এই ভ্রান্ত-বিশ্বাসের ফলে তাহারা জেন-জাতির মধ্যে আল্লাহতা'লার স্ত্রী, পুত্র ও কন্যা প্রভৃতি কল্পনা করিয়া তাহাদের পূজা-আরাধনা করিত। (জেন-বিষয়ক আলোচনা এই সূরার ১২৯ আয়তে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে)।—তঃ কবির।

আল্লাহতা'লা একটী মাত্র কথায় এস্থানে অবিশ্বাসীদিগের উক্তির প্রতিবাদ করিয়াছেন। তিনি বলিতেছেন যে, উহারা যাহা কল্পনা করে অথবা বলে, আমি তাহা হইতে পবিত্র ও সমুন্নত—অর্থাৎ আমার শক্তি ও স্বরূপ উহারা কিছুই বুঝিতে পারে নাই।—পরবর্ত্তী আয়ত দ্রষ্টব্য।

১০১। যে সকল অবিশ্বাসী আল্লাহতা'লার পুত্র ও কন্যা আছে বলিয়া কল্পনা করে, এই আয়তে তাহাদের উক্তির প্রতিবাদ করা হইয়াছে। আল্লাহতা'লা অংশীবাদীদিগকে বুঝাইবার জন্য সুন্দর যুক্তির অবতারণা করিয়া বলিতেছেন যে, যিনি নিষ্কাম ও পবিত্র—যাঁহার আকার-অবয়ব, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ অথবা সহযোগিনী নাই, তাঁহার পুত্র-কন্যা হইবে কেমন করিয়া? আর যিনি নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডল সহ সমগ্র বিশ্বজগত সৃষ্টি করিয়াছেন—যাঁহার ইচ্ছা মাত্র কোটী কোটী জীব সৃষ্ট হইতে পারে, তাঁহার পক্ষে পুত্র-কন্যা উৎপাদনের প্রয়োজনই বা কি থাকিতে পারে? ফলতঃ আল্লাহ-তা'লার স্ত্রী-পুত্র-কন্যার অস্তিত্বে বিশ্বাসী অংশীবাদী পৌত্তলিকদিগের অসার কল্পনা যে একেবারেই ভিত্তিহীন ও অস্বাভাবিক, এই আয়তে তাহা স্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করা হইয়াছে।

১০২—১০৩। আল্লাহতা'লা আলোচ্য আয়ত-দ্বয়ের প্রথম আয়তে তাঁহার উপাসনার আদেশ প্রদান পূর্ব্বক দ্বিতীয় আয়তে দৃষ্টিশক্তি সম্বন্ধে স্বীয় স্বরূপ বর্ণনা করিতেছেন। মানব-চক্ষু মহান আল্লাহতা'লাকে দর্শন করিতে সম্পূর্ণ অসমর্থ। কারণ স্থূল-দেহবিশিষ্ট মানব-চক্ষুর স্থূল-দৃষ্টি স্থূল

অংশী-স্থির করে এবং তিনি তাহাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছেন এবং তাহারা অজ্ঞতা বশতঃ তাঁহার পুত্র ও কন্যা সকল গড়িয়া লইয়াছে; তাহাদের বর্ণনা হইতে তিনি পবিত্র ও সমুন্নত।

الْجِنَّ وَخَلَقَهُمْ وَخَرَقُوا لَهُ بَنِيْنَ
وَبَنٰتٍۭ بِغَيْرِ عِلْمٍ ط سُبْحٰنَهُ وَتَعٰلٰى
عَمَّا يَصِفُوْنَ ۵

১৩শ রুকু—সত্যানুভূতি এবং ভ্রান্তি-বর্জ্জন

১০১। তিনিই নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের আদি-স্রষ্টা; কিরূপে তাঁহার সন্তান হইতে পারে—যখন তাঁহার কোন সহযোগিনী নাই, এবং তিনি সমস্ত বিষয় সৃষ্টি করিয়াছেন এবং তিনিই সর্ব্ব বিষয়ে অভিজ্ঞ। ১০২। এইত তোমাদের প্রতিপালক আল্লাহ; তিনি ব্যতীত উপাস্য নাই; তিনিই সর্ব্ব-বিষয়ের স্রষ্টা—অতএব তাঁহারই আরাধনা কর; এবং তিনিই সমস্ত বিষয়ের সম্পাদন-কারী। ১০৩। চক্ষু তাঁহাকে দর্শন করিতে পারে না এবং তিনি সকল চক্ষু

١٠١ - بَدِيْعُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ط
اَنّٰى يَكُوْنُ لَهُ وَلَدٌ وَّلَمْ تَكُنْ لَّهُ
صَاحِبَةٌ ط وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ ج وَهُوَ
بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ ۵ ١٠٢ - ذٰلِكُمُ اللّٰهُ
رَبُّكُمْ ج لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ج خَالِقُ كُلِّ
شَيْءٍ فَاعْبُدُوْهُ ج وَهُوَ عَلٰى كُلِّ
شَيْءٍ وَّكِيْلٌ ۵ ١٠٣ - لَا تُدْرِكُهُ
الْاَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْاَبْصَارَ ج

বিশ্বাস ছিল। এই ভ্রান্ত-বিশ্বাসের ফলে তাহারা জেন-জাতির মধ্যে আল্লাহতা'লার স্ত্রী, পুত্র ও কন্যা প্রভৃতি কল্পনা করিয়া তাহাদের পূজা-আরাধনা করিত। (জেন-বিষয়ক আলোচনা এই সূরার ১২৯ আয়তে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে)।—ডঃ কবির।

আল্লাহতা'লা একটী মাত্র কথায় এস্থানে অবিশ্বাসীদিগের উক্তির প্রতিবাদ করিয়াছেন। তিনি বলিতেছেন যে, উহারা যাহা কল্পনা করে অথবা বলে, আমি তাহা হইতে পবিত্র ও সমুন্নত—অর্থাৎ আমার শক্তি ও স্বরূপ উহারা কিছুই বুঝিতে পারে নাই।—পরবর্তী আয়ত দ্রষ্টব্য।

১০১। যে সকল অবিশ্বাসী আল্লাহতা'লার পুত্র ও কন্যা আছে বলিয়া কল্পনা করে, এই আয়তে তাহাদের উক্তির প্রতিবাদ করা হইয়াছে। আল্লাহতা'লা অংশীবাদীদিগকে বুঝাইবার জন্য সুন্দর যুক্তির অবতারণা করিয়া বলিতেছেন যে, যিনি নিষ্কাম ও পবিত্র—যাঁহার আকার-অবয়ব, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ অথবা সহযোগিনী নাই, তাঁহার পুত্র-কন্যা হইবে কেমন করিয়া? আর যিনি নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডল সহ সমগ্র বিশ্বজগত সৃষ্টি করিয়াছেন—যাঁহার ইচ্ছা মাত্র কোটী কোটী জীব সৃষ্ট হইতে পারে, তাঁহার পক্ষে পুত্র-কন্যা উৎপাদনের প্রয়োজনই বা কি থাকিতে পারে? ফলতঃ আল্লাহ-তা'লার স্ত্রী-পুত্র-কন্যার অস্তিত্বে বিশ্বাসী অংশীবাদী পৌত্তলিকদিগের অসার কল্পনা যে একেবারেই ভিত্তিহীন ও অস্বাভাবিক, এই আয়তে তাহা স্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করা হইয়াছে।

১০২—১০৩। আল্লাহতা'লা আলোচ্য আয়ত-দ্বয়ের প্রথম আয়তে তাঁহার উপাসনার আদেশ প্রদান পূর্ব্বক দ্বিতীয় আয়তে দৃষ্টিশক্তি সম্বন্ধে স্বীয় স্বরূপ বর্ণনা করিতেছেন। মানব-চক্ষু মহান আল্লাহতা'লাকে দর্শন করিতে সম্পূর্ণ অসমর্থ। কারণ স্থূল-দেহবিশিষ্ট মানব-চক্ষুর স্থূল-দৃষ্টি স্থূল

অংশী-স্থির করে এবং তিনি তাহাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছেন এবং তাহারা অজ্ঞতা বশতঃ তাঁহার পুত্র ও কন্যা সকল গড়িয়া লইয়াছে; তাহাদের বর্ণনা হইতে তিনি পবিত্র ও সমুন্নত।

الْجِنَّ وَخَلَقَهُمْ وَخَرَقُوْا لَهٗ بَنِيْنَ
وَبَنٰتٍۢ بِغَيْرِ عِلْمٍ ؕ سُبْحٰنَهٗ وَتَعٰلٰى
عَمَّا يَصِفُوْنَ ۝

১৩শ রুকু—সত্যানুভূতি এবং ভ্রান্তি-বর্জ্জন

১০১। তিনিই নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের আদি-স্রষ্টা; কিরূপে তাঁহার সন্তান হইতে পারে—যখন তাঁহার কোন সহযোগিনী নাই, এবং তিনি সমস্ত বিষয় সৃষ্টি করিয়াছেন এবং তিনিই সর্ব্ব বিষয়ে অভিজ্ঞ। ১০২। এইত তোমাদের প্রতিপালক আল্লাহ; তিনি ব্যতীত উপাস্য নাই; তিনিই সর্ব্ব-বিষয়ের স্রষ্টা—অতএব তাঁহারই আরাধনা কর; এবং তিনিই সমস্ত বিষয়ের সম্পাদন-কারী। ১০৩। চক্ষু তাঁহাকে দর্শন করিতে পারে না এবং তিনি সকল চক্ষু

١٠١ - بَدِيْعُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ؕ
اَنّٰى يَكُوْنُ لَهٗ وَلَدٌ وَّلَمْ تَكُنْ لَّهٗ
صَاحِبَةٌ ؕ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ ۚ وَهُوَ
بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ ۝ ١٠٢ - ذٰلِكُمُ اللّٰهُ
رَبُّكُمْ ۚ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۚ خَالِقُ كُلِّ
شَيْءٍ فَاعْبُدُوْهُ ۚ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ
شَيْءٍ وَّكِيْلٌ ۝ ١٠٣ - لَا تُدْرِكُهُ
الْاَبْصَارُ ۫ وَهُوَ يُدْرِكُ الْاَبْصَارَ ۚ

বিশ্বাস ছিল। এই ভ্রান্ত-বিশ্বাসের ফলে তাহারা জ্বেন-জাতির মধ্যে আল্লাহতা'লার স্ত্রী, পুত্র ও কন্যা প্রভৃতি কল্পনা করিয়া তাহাদের পূজা-আরাধনা করিত। (জ্বেন-বিষয়ক আলোচনা এই সুরার ১২৯ আয়তে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে)।—তঃ কবির।

আল্লাহতা'লা একটী মাত্র কথায় এস্থানে অবিশ্বাসীদিগের উক্তির প্রতিবাদ করিয়াছেন। তিনি বলিতেছেন যে, উহারা যাহা কল্পনা করে অথবা বলে, আমি তাহা হইতে পবিত্র ও সমুন্নত—অর্থাৎ আমার শক্তি ও স্বরূপ উহারা কিছুই বুঝিতে পারে নাই।—পরবর্ত্তী আয়ত দ্রষ্টব্য।

১০১। যে সকল অবিশ্বাসী আল্লাহতা'লার পুত্র ও কন্যা আছে বলিয়া কল্পনা করে, এই আয়তে তাহাদের উক্তির প্রতিবাদ করা হইয়াছে। আল্লাহতা'লা অংশীবাদীদিগকে বুঝাইবার জন্য সুন্দর যুক্তির অবতারণা করিয়া বলিতেছেন যে, যিনি নিষ্কাম ও পবিত্র—যাঁহার আকার-অবয়ব, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ অথবা সহযোগিনী নাই, তাঁহার পুত্র-কন্যা হইবে কেমন করিয়া? আর যিনি নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডল সহ সমগ্র বিশ্বজগত সৃষ্টি করিয়াছেন—যাঁহার ইচ্ছা মাত্র কোটী কোটী জীব সৃষ্ট হইতে পারে, তাঁহার পক্ষে পুত্র-কন্য উৎপাদনের প্রয়োজনই বা কি থাকিতে পারে? ফলতঃ আল্লাহ-তা'লার স্ত্রী-পুত্র-কন্যার অস্তিত্বে বিশ্বাসী অংশীবাদী পৌত্তলিকদিগের অসার কল্পনা যে একেবারেই ভিত্তিহীন ও অস্বাভাবিক, এই আয়তে তাহা স্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করা হইয়াছে।

১০২—১০৩। আল্লাহতা'লা আলোচ্য আয়ত-দ্বয়ের প্রথম আয়তে তাঁহার উপাসনার আদেশ প্রদান পূর্ব্বক দ্বিতীয় আয়তে দৃষ্টিশক্তি সম্বন্ধে স্বীয় স্বরূপ বর্ণনা করিতেছেন। মানব-চক্ষু মহান আল্লাহতা'লাকে দর্শন করিতে সম্পূর্ণ অসমর্থ। কারণ স্থুল-দেহবিশিষ্ট মানব-চক্ষুর স্থুল-দৃষ্টী স্থুল

وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ ○ ١٠٤- قَدْ
جَاءَكُمْ بَصَائِرُ مِنْ رَبِّكُمْ ج فَمَنْ
أَبْصَرَ فَلِنَفْسِهِ ج وَمَنْ عَمِيَ
فَعَلَيْهَا ط وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيظٍ ○
١٠٥- وَكَذَٰلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ
وَلِيَقُولُوا دَرَسْتَ وَلِنُبَيِّنَهُ لِقَوْمٍ
يَعْلَمُونَ ○ ١٠٦- اتَّبِعْ مَا أُوحِيَ
إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ ج لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ج
وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ ○
١٠٧- وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكُوا ط وَمَا
جَعَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا ج وَمَا أَنْتَ

অবলোকন করেন; এবং তিনি সূক্ষ্মদর্শী
অভিজ্ঞ। ১০৪। নিশ্চয় তোমাদের প্রতি-
পালক হইতে তোমাদের নিকট প্রমাণ-
সমূহ আসিয়াছে; অতএব যে প্রত্যক্ষ
করিবে তবে তাহার নিজেরই জন্য, এবং
যে অন্ধ হইবে তবে সে তাহারই জন্য;
এবং আমি তোমাদের উপর সংরক্ষক নহি।
১০৫। এবং এইরূপে আমি নিদর্শনাবলীর
পুনরুক্তি করি এবং যেন তাহারা বলে
যে, তুমি ত ইহা পড়িয়াছ, এবং এতদ্দ্বারা
আমি অভিজ্ঞ সম্প্রদায়ের জন্য পরিব্যক্ত
করিয়া থাকি। ১০৬। তোমার প্রতিপালক
হইতে তোমার প্রতি যাহা প্রত্যাদেশ
হইয়াছে তাহার অনুসরণ কর; তিনি
ব্যতীত উপাস্য নাই; এবং তুমি অংশী-
বাদীগণ হইতে বিমুখ হও। ১০৭। এবং
যদি আল্লাহ ইচ্ছা করিতেন, তবে তাহারা
অংশীবাদিতা করিত না; এবং আমি
তাহাদের উপর তোমাকে রক্ষক করি
নাই; এবং তুমি তাহাদের প্রতিভূ নহ।

পদার্থ ব্যতীত কোনই সূক্ষ্ম পদার্থ দর্শন করিতে পারে না। পক্ষান্তরে আল্লাহতা'লার অলৌকিক ও অনুপম সূক্ষ্মদৃষ্টির সম্মুখে বিশ্বজগতের স্থূল-সূক্ষ্ম সমস্ত বিষয়ই প্রতিবিম্বিত রহিয়াছে।

১০৪। পূর্ব্ববর্ত্তী আয়ত-সমূহে বর্ণিত সমুজ্জল নিদর্শনাবলী বর্ণনা করিবার পর আল্লাহতা'লা হজরত রসুলোল্লাকে বলিতেছেন ঃ—তুমি অবিশ্বাসী পৌত্তলিকদিগকে বলিয়া দাও যে, আমি তোমাদের মঙ্গলের জন্যই এই সত্য-ধর্ম্ম প্রচার করিতেছি। অতএব যে ইহা বিশ্বাস করিবে, সে নিজের কল্যাণ সাধন করিবে; আর যে অবিশ্বাস করিবে, সে নিজেরই অমঙ্গল ডাকিয়া লইবে। সুতরাং তাহার জন্য আমার কোন দায়িত্ব নাই।

১০৫। "নিদর্শনাবলীর পুনরুক্তি" অর্থ নিদর্শন-সমূহের বিভিন্ন প্রকার বর্ণনা।—এই সুরার ৪৫ আয়ত দ্রষ্টব্য।

১০৬—১০৭। অবিশ্বাসী অংশীবাদীরা হজরত রসুলোল্লার দীর্ঘকাল-ব্যাপী প্রচারেও যখন সত্যধর্ম্ম গ্রহন করিল না, তখন আল্লাহতা'লা হজরত রসুলোল্লাকে বলিলেন যে, তুমি আর ঐ বদ্ধমূল অবিশ্বাসীদিগকে সুপথে আনিবার জন্য বৃথা চেষ্টা না করিয়া স্বীয় ধর্ম্ম-কর্ম্মে নিরত হও এবং ঐ হতভাগ্যদিগের সংস্রব বর্জ্জন কর। উহাদের ধর্ম্মদ্রোহিতা ও পাপাচারণ সম্বন্ধে তোমার কোনই দায়িত্ব নাই। কেহ কেহ অনুমান করেন যে, এই আয়তেই হজরত রসুলোল্লাকে মক্কার অবিশ্বাসীদিগের সংস্রব বর্জ্জন করিয়া মদিনা গমনের জন্য ইঙ্গিত করা হইয়াছে।—তঃ মঃ আঃ।

১০৮। এবং তাহারা যাহাদিগকে আহ্বান করে, তুমি তাহাদিগকে দুর্ব্বাক্য বলিও না, পরন্তু তাহারা না-জানিয়া অসংযম-বশতঃ আল্লাহকে দুর্ব্বাক্য বলিবে; এইরূপে আমি সকল সম্প্রদায়ের কৃতকর্ম্ম সমুহ সুশোভিত করি; ইহার পরে তাহাদিগকে তাহাদের প্রতিপালকের নিকট ফিরিয়া যাইতে হইবে, অনন্তর তাহারা যাহা করিতেছে—তিনি তাহাদিগকে উহা বিজ্ঞাপিত করিবেন। ১০৯। এবং তাহারা আল্লার সহিত সুদৃঢ় শপথে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়াছে যে, যদি তাহাদের নিকট কোন নিদর্শন উপস্থিত হয় তবে তাহাতে বিশ্বাস-স্থাপন করিবে; তুমি

عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ ۝١٠٨ - وَلَا تَسُبُّوا
الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا
اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ ط كَذَٰلِكَ زَيَّنَّا
لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ص ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِم
مَّرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُم بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۝
١٠٩ - وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ
لَئِن جَاءَتْهُمْ آيَةٌ لَّيُؤْمِنُنَّ بِهَا ط

১০৮। এই আয়তে আল্লাহতা'লা মুসলমানদিগকে অবিশ্বাসীদিগের উপাস্য দেব-দেবী অথবা প্রতিমা প্রভৃতিকে দুর্ব্বাক্য বলিতে অথবা গালি দিতে নিষেধ করিয়াছেন। কারণ আল্লাহতা'লা বলিতেছেন যে, তোমরা যদি তাহাদের অসত্য উপাস্যদিগকে দুর্ব্বাক্য বল অথবা গালি দাও, তাহা হইলে সেই আক্রোশে তাহারা অজ্ঞতাবশতঃ তোমাদের সত্য-উপাস্য আল্লাহতা'লাকে দুর্ব্বাক্য বলিবে কিংবা গালি দিতে থাকিবে। সুতরাং ইহা দ্বারা প্রকৃতপক্ষে তোমরাই আল্লাহতা'লাকে দুর্ব্বাক্য বলার জন্য দায়ী হইবে। এই আয়তের প্রতি লক্ষ্য করিয়া মুসলমানদিগের পক্ষে দুর্ব্বাক্য ও গালাগালি হইতে বিরত থাকা এবং ধর্ম্মালোচনা ও আবশ্যকীয় বাদ প্রতিবাদ প্রভৃতি প্রত্যেক ব্যাপারেই স্বীয় সংযত ও সুশোভন করা একান্ত কর্ত্তব্য।

অবশ্য এই আয়তের মর্ম্মে কেহ যেন এরূপ মনে না করেন যে, অন্য ধর্ম্মের প্রতিবাদ অথবা সমালোচনা নিষিদ্ধ। এতদ্দারা ভিন্ন-ধর্ম্মাবলম্বী অথবা তাহাদের উপাস্যদিগকে গালি দিতে নিষেধ করা হইয়াছে মাত্র; কিন্তু যুক্তিসঙ্গত আলোচনা, প্রতিবাদ ও প্রত্যাখ্যান দ্বারা ভিন্ন-ধর্ম্মের ভ্রান্তি-প্রদর্শন এবং তাহাদের উপাস্যগণের অসারতা প্রকাশ করিতে নিষেধ করা হয় নাই। দুর্ব্বাক্য অথবা গালাগালির সহিত ন্যায়সঙ্গত প্রতিবাদ ও যুক্তিযুক্ত আলোচনার আকাশ-পাতাল পার্থক্য। আল্লাহতা'লা পবিত্র কোরানের শত শত স্থানে অংশীবাদিতা ও পৌত্তলিকতার সহিত ইহুদী ও খ্রীষ্টান ধর্ম্মের তীব্র প্রতিবাদ করিয়াছেন; কিন্তু কোন স্থানে ভ্রমেও একটী দুর্ব্বাক্য অথবা গালি প্রয়োগ করেন নাই। হজরত রসুলোল্লার জীবনেও এই আদর্শের পূর্ণ-বিকাশ দেখিতে পাওয়া যায়। তিনি আজীবন অংশীবাদিতা ও পৌত্তলিকতার প্রতিবাদ এবং ইহুদী ও খ্রীষ্টান ধর্ম্মের ভ্রান্তি প্রদর্শন করিয়াছেন, পবিত্র কাবাগৃহ হইতে আরম্ভ করিয়া সমগ্র আরব প্রতিমা-শূন্য করিয়াছেন; কিন্তু কোথাও ঐ সকল ধর্ম্ম অথবা তাহাদের উপাস্যগণের প্রতি কখনই দুর্ব্বাক্য অথবা গালি প্রয়োগ করেন নাই। সুতরাং এই অনুপম নীতিই প্রকৃত মোসলেম-জীবনের আদর্শ হওয়া উচিত।

১০৯। মক্কার কতিপয় অবিশ্বাসী আল্লার শপথ করিয়া বলিয়াছিল যে, কোন অলৌকিক নিদর্শন উপস্থিত হইলেই আমরা ইসলাম গ্রহণ করিব। উহাদের সম্বন্ধে আল্লাহতা'লা হজরত রসুলোল্লাকে আদেশ করিলেন—তুমি ঐ অবিশ্বাসীদিগকে বলিয়া দাও যে, অলৌকিকতা প্রদর্শন আল্লারই অধিকার। ইহার সহিত সত্য-বিশ্বাসী অথবা রসুলের কর্ত্তব্যের কোনই সম্বন্ধ নাই।

অনন্তর উপরোক্ত ঘটনায় হজরত রসুলোল্লা কোন অলৌকিকতা প্রদর্শন না করায় যে সকল হীন-বিশ্বাসী মুসলমানের মনে একটু দ্বিধা উপস্থিত হইয়াছিল, আল্লাহতা'লা তাহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া

قُلْ اِنَّمَا الْاٰيٰتُ عِنْدَ اللّٰهِ وَمَا يُشْعِرُكُمْ ۙ اَنَّهَاۤ اِذَا جَآءَتْ لَا يُؤْمِنُوْنَ ۝

١١٠- وَنُقَلِّبُ اَفْـِٕدَتَهُمْ وَاَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوْا بِهٖۤ اَوَّلَ مَرَّةٍ وَّنَذَرُهُمْ فِيْ طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُوْنَ ۝

বল—আল্লার নিকট হইতে ব্যতীত নিদর্শনাবলী নাই, এবং তোমরা কিরূপে বুঝিলে যে, যখন উহা উপস্থিত যইবে তখন তাহারা বিশ্বাস করিবে না। ১১০। এবং আমি তাহাদের অন্তঃকরণ ও তাহাদের চক্ষু সকল পরিবর্ত্তন করিয়া দিব—যেরূপ তাঁহারা প্রথমবার ইহাতে বিশ্বাস করে নাই এবং আমি তাহাদিগকে উদ্‌ভ্রান্ত অবাধ্যতার মধ্যে পরিত্যাগ করিয়াছি।

বলিলেন যে, যে সকল অবিশ্বাসী আমার রসুলকে পুনঃ পুনঃ পরীক্ষা করিয়াও সত্যধর্ম্ম গ্রহণ করে নাই—তাহাদের নিকট পুনরায় অলৌকিকতা প্রকাশিত হইলেও তাহারা বিশ্বাস করিবে না। সুতরাং উহাদিগকে অলৌকিকতা প্রদর্শন করিয়া কোনই ফল নাই।

১১০। পূর্ব্ববর্ত্তী আয়তের কুট-ব্যাখ্যা করিয়া কোন কোন খ্রীষ্টান সমালোচক প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন যে, হজরত রসুলোল্লা কোনই অলৌকিকতা প্রদর্শন করেন নাই। অবশ্য পূর্ব্বোক্ত আয়তে ঐরূপ মর্ম্মের কোন উক্তি না থাকিলেও তাঁহারা বহু চেষ্টা, সাধনা ও কল্পনা করিয়া হজরত রসুলোল্লার অলৌকিকতা প্রদর্শনের প্রতিকূলে যে যুক্তি সৃষ্টি করিয়াছিলেন, এই পবিত্র আয়ত তাহার মস্তকে ভীষণ বজ্রাঘাত করিয়া দিয়াছে। কারণ এই আয়তে স্পষ্ট ভাষায় বর্ণিত হইয়াছে যে, অবিশ্বাসীরা প্রথমবার অলৌকিক নিদর্শন ও সত্যধর্ম্ম অবিশ্বাস ও অস্বীকার করিয়া যে মহাপাপ করিয়াছে, তাহার ফলে উহাদের অন্তঃকরণ ও চক্ষু রুদ্ধ হইয়া গিয়াছে। সুতরাং পুনরায় কোন নিদর্শন প্রদর্শিত হইলেও সত্যানুভূতির এবং দিব্য-দৃষ্টির অভাবে উহারা তাহা বিশ্বাস অথবা পরিগ্রহণ করিতে পারিবে না।

কিন্তু ইহাতেও যদি খ্রীষ্টান সমালোচকদিগের পরিতৃপ্তি না হয়, তবে আমরা তাহাদিগকে তাহাদের পবিত্র বাইবেল-খানিই একবার খুলিয়া পাঠ করিতে অনুরোধ করি। কারণ আল্লার নির্দ্দেশ অনুসারে হজরত রসুলোল্লা অবিশ্বাসীদিগকে অলৌকিকতা প্রদর্শন করিতে অস্বীকার করিয়াছিলেন মাত্র; কিন্তু হজরত ঈসা অবিশ্বাসীদিগকে অলৌকিক ক্রিয়া দেখাইতে সম্পূর্ণ অসমর্থ হইয়াছিল। প্রমাণ যথা :—"কিন্তু যিশু তাহাদিগকে কহিলেন, আপনার দেশ ও কুল ছাড়া আর কোথাও ভাববাদী অনাদৃত হন না। আর তাহাদের অবিশ্বাস প্রযুক্ত তিনি সেখানে কোন পরাক্রম কার্য্য করিলেন না।" অন্যত্র বর্ণিত হইয়াছে :—"তখন যীশু তাহাদিগকে কহিলেন, আপনার দেশ ও আত্মীয়-স্বজন এবং আপনার বাটী ভিন্ন আর কোথাও ভাববাদী অসম্মানিত হন না। তখন তিনি সে স্থানে আর কোন পরাক্রম কার্য্য করিতে পারিলেন না। আর তিনি তাহাদের অবিশ্বাস প্রযুক্ত আশ্চর্য্য জ্ঞান করিলেন।"—ইঞ্জিল, মথি ১৩—৫৭, ৫৮ এবং মার্ক ৬ হইতে ৪৬ পর্য্যন্ত।

আলোচ্য আয়তের মর্ম্ম এই যে, যাহারা কোন রসুলের প্রদর্শিত অলৌকিক নিদর্শন দেখিয়া অবিশ্বাস ও প্রত্যাখ্যান করে, আল্লাহতা'লার কোপে অভিশপ্ত হইয়া তাহাদের সত্যানুভূতি ও দিব্য-দৃষ্টি লোপ প্রাপ্ত হয়। তখন উহারা বদ্ধমূল অবিশ্বাস ও ভ্রান্তির মধ্যে বিবর্জ্জিত অবস্থায় উদ্‌ভ্রান্তভাবে ঘুরিয়া বেড়াইতে থাকে, সুতরাং মক্কার যে সকল অবিশ্বাসী হজরত রসুলোল্লার একাধিক নিদর্শন দেখিয়াও তাঁহাকে অবিশ্বাস ও প্রত্যাখ্যান করিয়াছিল, এস্থানে সেই অবিশ্বাসীদের প্রসঙ্গই বর্ণিত হইয়াছে। আল্লাহতা'লা বলিয়া দিলেন যে উহাদের অনুভূতি ও দৃষ্টি বিকৃত হইয়া গিয়াছে; সুতরাং উহারা কিছুতেই সত্য-ধর্ম্মে বিশ্বাস স্থাপন করিবে না।—তঃ এব্‌ন-আব্বাস।

৮ম পারা—অ-লাও আন্নানা

১৪শ রুকু—অংশীবাদিতার তীব্র প্রতিবাদ

১১১। এবং যদি আমি তাহাদের প্রতি ফেরেশ্‌তা অবতারণ করি ও মৃত তাহাদের সহিত কথা বলে এবং তাহাদের সম্মুখে সমস্ত বিষয় সমুখিত করি, তথাপি আল্লার ইচ্ছা ব্যতীত তাহারা বিশ্বাস করিবে না—পরন্তু তাহাদের অধিকাংশই মূর্খতা করিতেছে। ১১২। এবং এইরূপে আমি প্রত্যেক নবীর জন্য শয়তান-রূপী মানব ও জেনদিগকে শত্রু করিয়াছি—তাহারা পরস্পর পরস্পরের প্রতি প্রতারণা-মূলক লোভনীয় বাক্য সঞ্চারিত করে; এবং যদি তোমার প্রভু ইচ্ছা করিতেন, তবে তাহারা উহা করিত না, অতএব তাহারা যাহা ধারণ করে তাহাতেই তাহাদিগকে পরিত্যাগ কর।

١١١- وَلَوْ اَنَّنَا نَزَّلْنَا اِلَيْهِمُ الْمَلٰٓئِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتٰى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَّا كَانُوْا لِيُؤْمِنُوْٓا اِلَّآ اَنْ يَّشَاۗءَ اللّٰهُ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُوْنَ○

١١٢- وَكَذٰلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيٰطِيْنَ الْاِنْسِ وَالْجِنِّ يُوْحِيْ بَعْضُهُمْ اِلٰى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُوْرًا ؕ وَلَوْ شَاۗءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوْهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُوْنَ○

১১১। আল্লাহতা'লা এই আয়তে প্রকৃতিগত অবিশ্বাসীদিগের প্রসঙ্গ বর্ণনা করিতেছেন। যে সকল অবিশ্বাসী ইতিপূর্ব্বে হজরত রসুলোল্লার অলৌকিকতা অবলোকন করিয়াও বিশ্বাস স্থাপন করে নাই, তাহারা পুনরায় হজরত রসুলোল্লার নিকট অলৌকিকতা দর্শনের অভিলাষ জ্ঞাপন করিয়া আল্লাহতা'লা কর্ত্তৃক প্রত্যাখ্যাত হয় (১১০)। অনন্তর আল্লাহতা'লা হজরত রসুলোল্লা (সঃ) কে লক্ষ্য করিয়া বলিয়া দিলেন যে, সত্যের প্রতি অবিশ্বাস ও ধর্ম্মদ্রোহিতা প্রযুক্ত তাহাদের চক্ষু অন্ধ, কর্ণ বধির এবং অন্তঃকরণ রুদ্ধ হইয়া গিয়াছে (১১১); সুতরাং উহাদের অভিলাষ অনুযায়ী যদি ফেরেশ্‌তাগণ ভূতলে অবতীর্ণ হয়, মৃত ব্যক্তিরা উহাদের সহিত কথা বলে এবং আমি সমস্ত মৃত অথবা বিলুপ্ত জীব-জন্তুকে উহাদের সম্মুখে সমুখিত করি, তথাপি ঐ প্রকৃতিগত ও বদ্ধমূল অবিশ্বাসীরা কিছুতেই বিশ্বাস স্থাপন করিবে না। কারণ অবাধ্যতা, অজ্ঞতা ও মূর্খতায় উহাদের অধিকাংশই আচ্ছন্ন হইয়া রহিয়াছে। অবশ্য যদি আল্লাহতা'লার ইচ্ছা ও অনুগ্রহ হয়, তবে ঐ সকল অবিশ্বাসীদেরও জ্ঞানচক্ষু উন্মিলিত হইয়া সত্যের শুভ্রোজ্জ্বল আলোক অবলোকন করিতে পারে। কিন্তু আল্লাহতা'লার ইচ্ছা ও অনুগ্রহ ব্যতীত প্রকৃতিগত অবিশ্বাসীদের সত্যানুভূতি ও সুপথ-প্রাপ্তির কোনই সম্ভাবনা নাই!

১১২। মানব ও জেন জাতির মধ্যে যাহারা অত্যাচারী, অধার্ম্মিক ও পাপাসক্ত, তাহাদিগকেই এই আয়তে শয়তান বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে। ঐ সকল মানব ও জেন পরস্পর পরস্পরের মধ্যে শয়তানী ও পাপের প্রেরণা সঞ্চারিত করে বলিয়া তাহারা আল্লাহতা'লার অনুগ্রহ হইতে

১১৩। এবং যাহারা পরকালে বিশ্বাস স্থাপন করে না—তাহাদের অন্তর যেন উহারই দিকে অনুরক্ত হয় এবং তাহারা যেন উহাতেই পরিতুষ্ট থাকে এবং তাহারা যাহা করিতেছে—যেন তাহাই করিতে থাকে। ১১৪। তবে কি আমি আল্লাহ ব্যতীত আদেশ-দাতা অনুসন্ধান করিব?—এবং তিনিই তোমাদের প্রতি সুস্পষ্ট গ্রন্থ অবতারণ করিয়াছেন; এবং আমি যাহাদিগকে গ্রন্থ প্রদান করিয়াছি তাহারা অবগত আছে যে, নিশ্চয় ইহা তোমার নিকট তোমার প্রতিপালক হইতে সত্য-সহ অবতীর্ণ হইয়াছে, অতএব তুমি সংশয়িগণের অন্তর্ভুক্ত হইও না। ১১৫। এবং তোমার প্রতিপালকের বাক্য সত্য ও সুবিচারে সম্পূর্ণ হইয়াছে;

১১৩- وَلِتَصْغَىٰٓ إِلَيْهِ أَفْـِٔدَةُ الَّذِينَ
لَا يُؤْمِنُونَ بِالْـَٔاخِرَةِ وَلِيَرْضَوْهُ
وَلِيَقْتَرِفُوا۟ مَا هُم مُّقْتَرِفُونَ ۝
১১৪- أَفَغَيْرَ اللَّهِ أَبْتَغِى حَكَمًا وَهُوَ
الَّذِىٓ أَنزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَٰبَ
مُفَصَّلًا ۚ وَالَّذِينَ ءَاتَيْنَٰهُمُ الْكِتَٰبَ
يَعْلَمُونَ أَنَّهُۥ مُنَزَّلٌ مِّن رَّبِّكَ
بِالْحَقِّ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ ۝
১১৫- وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ

বঞ্চিত হইয়া যায়। ফলতঃ এই জন্যই সেই সকল অভিশপ্ত ব্যক্তিরা আল্লার প্রেরিত সত্য-প্রচারক রসুলগণের সহিত শত্রুতা করিয়া থাকে। যদি উহাদের উপর আল্লার অনুগ্রহের লেশমাত্রও অবশিষ্ট থাকিত, তাহা হইলে উহারা কখনই এইরূপ অবাধ্যতা ও অসৎকার্য্যে লিপ্ত হইত না। তাই আল্লাহতা'লা বলিয়া দিলেন যে, উহারা যে সকল ভ্রান্ত ধারণা ও অসৎকার্য্যে লিপ্ত রহিয়াছে, উহাদিগকে তাহাতেই পরিত্যাগ কর। কারণ উহাদিগকে সৎপথে আনয়নের বৃথা চেষ্টা করিয়া কোনই ফল হইবে না।

১১৩। এই আয়তে বদ্ধমূল অবিশ্বাসীদিগের প্রকৃতি বর্ণিত হইয়াছে। এই শ্রেণীর অবিশ্বাসীরা সাধারণতঃ পরকাল অবিশ্বাস করিয়া থাকে। আর যাহারা পরকালের অবিশ্বাসী, তাহারা পার্থিব জীবনকে সার-সর্ব্বস্ব মনে করিয়া অধর্ম্ম-অনাচারে অনুরক্ত এবং পাপ-কার্য্যেই পরিতুষ্ট হইয়া থাকে।

১১৪। পবিত্র কোরানের আদেশ-নিষেধ সম্বন্ধে অবিশ্বাসীদিগের উক্তির প্রতি লক্ষ্য করিয়া আল্লাহতা'লা হজরত রসুলোল্লাকে বলিয়া দিলেন :—তুমি বল যে, একমাত্র আল্লাহতালাই আদেশদাতা। তিনি সত্য-সহ যে সুস্পষ্ট গ্রন্থ অবতারণ করিয়াছেন, তাহাই তদীয় সত্যতা, সুবিচার এবং আধিপত্যের প্রত্যক্ষ প্রমাণ। যে সকল সম্প্রদায় ইতিপূর্ব্বে গ্রন্থ প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহারা অবশ্যই অবগত আছে যে, নিশ্চয়ই এই মহাগ্রন্থ কোরান শরিফ তোমার প্রতিপালকের সন্নিধান হইতে অবতীর্ণ হইয়াছে। অতএব তুমি অবিশ্বাসীদিগের বাক্যানুসারে ইহার প্রতি কোনই সন্দেহ পোষণ করিও না। কিন্তু এই সন্দেহ-পোষণের প্রতিকূল বাক্য হজরত রসুল্লোল্লার প্রতি প্রযোজ্য বলিয়া পরিলক্ষিত হইলেও এতদ্দ্বারা প্রকৃতপক্ষে সমস্ত মানব জাতিকেই সতর্ক করা হইয়াছে।

১১৫। এই আয়তে পবিত্র কোরানের অন্তর্ভুক্ত বিষয় সমূহকে দুইভাগে বিভক্ত বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে; উহার একটী সত্য এবং অপরটী সুবিচার। যে সকল আয়তে আল্লাহতা'লার স্বরূপ ও গুণ-গরিমা এবং মূল-নীতি বর্ণিত হইয়াছে, তাহাকে "ছেদ্‌কান" বা সত্য এবং যে

صِدْقًا وَّعَدْلًا ۭ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمٰتِهٖ ۚ
وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ○ ١١٦- وَاِنْ
تُطِعْ اَكْثَرَ مَنْ فِي الْاَرْضِ يُضِلُّوْكَ
عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ۭ اِنْ يَّتَّبِعُوْنَ اِلَّا
الظَّنَّ وَاِنْ هُمْ اِلَّا يَخْرُصُوْنَ ○
١١٧- اِنَّ رَبَّكَ هُوَ اَعْلَمُ مَنْ يَّضِلُّ
عَنْ سَبِيْلِهٖ ۚ وَهُوَ اَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِيْنَ ○
١١٨- فَكُلُوْا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللّٰهِ عَلَيْهِ
اِنْ كُنْتُمْ بِاٰيٰتِهٖ مُؤْمِنِيْنَ ○
١١٩- وَمَا لَكُمْ اَلَّا تَاْكُلُوْا مِمَّا

কেহই তাঁহার বাক্যের পরিবর্ত্তনকারী
নাই, এবং তিনি শ্রবণকারী মহাজ্ঞানী।
১১৬। এবং যদি তুমি পৃথিবীর অধিকাংশ
লোকের অনুসরণ কর—তাহারা তোমাকে
আল্লার পথ হইতে বিভ্রান্ত করিবে;
তাহারা কল্পনা ব্যতীত অনুসরণ করে না।
এবং কেবল মাত্র অনুমান করিয়া থাকে।
১১৭। নিশ্চয় তোমার প্রতিপালক
পরিজ্ঞাত আছেন যে, কে তাঁহার পথ
হইতে বিভ্রান্ত হয়; এবং তিনি সুপথ-
গামীদিগকেও পরিজ্ঞাত আছেন।
১১৮। যদি তোমরা তাঁহার নিদর্শন-
সমূহে বিশ্বাসী হও, তবে যাহার উপর
আল্লার নাম উচ্চারিত হইয়াছে তাহা
হইতে ভক্ষণ কর। ১১৯। এবং যাহার
উপর আল্লার নাম উচ্চারিত হইয়াছে

সমস্ত আয়তে আরাধনা-প্রণালী, আদেশ-নিষেধ ও বিধি-ব্যবস্থা সমূহ বর্ণিত হইয়াছে, তাহাকে "আদ্‌লান" বা সুবিচার নামে অভিহিত করা হইয়াছে। অধিকন্তু এ কথাও ঘোষণা করা হইয়াছে যে, আল্লাহতা'লার সত্য ও সুবিচার-সংবলিত পবিত্র কোরানের নীতি-ধর্ম্ম, বিধি-ব্যবস্থা ও আদেশ-নিষেধ পরিবর্ত্তন করিতে কাহারও অধিকার নাই।—তঃ হক্কানী

১১৬—১১৭। এই আয়তে আল্লাহতা'লা জলদ্‌গম্ভীর স্বরে ঘোষণা করিতেছেন যে, আল্লার প্রেরিত রসুলের পক্ষে কেবল তাঁহারই প্রত্যাদেশের অনুসরণ করা কর্ত্তব্য। তদ্ব্যতীত—অর্থাৎ প্রত্যাদেশের প্রতিকূলে পৃথিবীর অধিকাংশ লোকেও যদি কোন কথা বলে, তাহা অনুসরণ করা রসুলের কর্ত্তব্য নহে; কারণ মানবের জ্ঞান অসম্পূর্ণ; তাহারা সাধারণতঃ অনিশ্চিত অনুমানের উপর নির্ভর করিয়া কথা বলে অথবা অলীক কল্পনার অনুসরণ করিয়া থাকে; কিন্তু রসুলের নিকট সর্ব্বশক্তিমান ও সর্ব্বজ্ঞ আল্লার নিকট হইতে প্রত্যক্ষ সত্য অবতীর্ণ হয়। এ অবস্থায় কোন রসুলও যদি প্রত্যাদেশ পরিত্যাগ করিয়া লোকের অনুমান ও কল্পনামূলক বাক্যের অনুসরণকারী হয়, তবে তাঁহার পক্ষেও পথভ্রান্ত হইবার প্রবল আশঙ্কা বিদ্যমান রহিয়াছে। তাই করুণাময় আল্লাহতা'লা স্বীয় প্রিয়তম রসুলকে প্রত্যাদেশের প্রতিকূলে লোকের কথায় কর্ণপাত না করিবার জন্য সতর্ক করিয়া দিয়াছেন।

১১৮—১১৯। পবিত্র কোরানে শব, শোণিত, সুরা, শূকর, মৃত-জীব এবং আল্লাহ ব্যতীত অপরের নাম-যোগে নিহত জীবের মাংস ভক্ষণের নিষেধাজ্ঞা প্রচার হওয়ায় (সুরা মায়দা—১ম রুকু) অবিশ্বাসী কাফেরেরা বলিত যে, এই সকল দ্রব্য ভক্ষণে কোনই দোষ নাই। তাহারা আরও বলিত যে, কোরানের এই সকল ব্যবস্থা যুক্তিহীন। কারণ আল্লাহতা'লা রোগ-ব্যাধি বা বয়োধিক্য প্রভৃতি স্বাভাবিক অবস্থায় যে সকল জীবকে মৃত্যুদান করেন, ইহাতে সেই সকল জীব ভক্ষণের নিষেধাজ্ঞা প্রচার করা হইয়াছে; অথচ মুসলমানেরা স্বয়ং যে সকল জীব হত্যা করে, তাহা ভক্ষণ করা বৈধ বলিয়া নির্দ্ধারিত হইয়াছে; ইহা কিরূপে সুসঙ্গত হইতে পারে? অবিশ্বাসীদিগের

ذُكِرَ اسْمُ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ
مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ اِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ
اِلَيْهِ ط وَاِنَّ كَثِيْرًا لَّيُضِلُّوْنَ بِاَهْوَآئِهِمْ
بِغَيْرِ عِلْمٍ ط اِنَّ رَبَّكَ هُوَ اَعْلَمُ
بِالْمُعْتَدِيْنَ ٥ ١٢٠- وَذَرُوْا ظَاهِرَ
الْاِثْمِ وَبَاطِنَهٗ ط اِنَّ الَّذِيْنَ يَكْسِبُوْنَ
الْاِثْمَ سَيُجْزَوْنَ بِمَا كَانُوْا يَقْتَرِفُوْنَ ٥

তোমরা কি জন্য তাহা ভক্ষণ করিবে না ?
এবং তোমরা তাহাতে নিরুপায় হওয়া
ব্যতীত তোমাদের জন্য যাহা অবৈধ,
নিশ্চয় তিনি তাহা তোমাদের জন্য
বিশদরূপে বর্ণনা করিয়াছেন ; এবং অবশ্যই
অনেকে অজ্ঞতা বশতঃ তাহাদের প্রবৃত্তি
দ্বারা বিপথগামী করিয়া থাকে ; নিশ্চয়
তোমার প্রতিপালক সীমাতিক্রমকারী-
দিগকে পরিজ্ঞাত আছেন। ১২০। এবং
প্রকাশ্য ও প্রচ্ছন্ন পাপ পরিত্যাগ
কর ; নিশ্চয় যাহারা পাপ অর্জ্জন
করিয়াছে—তাহারা যাহা করিতেছে।
তজ্জন্য অচিরেই প্রতিফল পাইবে।

এই সকল কথার উত্তরে আল্লাহতা'লা বলিয়া দিলেন যে, অবিশ্বাসীদিগের অলীক কথায় কর্ণপাত না করিয়া যদি তোমরা বিশ্বাসী হও, তবে যে সকল বৈধ জীব আল্লার নাম-যোগে নিহত অর্থাৎ "বিস্‌মিল্লাহ্ আল্লাহু আকবর" অথবা "বিস্‌মিল্লাহ" বলিয়া জবহ করা হইয়াছে, তোমরা নিঃসন্দেহে সেই সকল জীবের মাংস ভক্ষণ কর। অবশ্য যে সকল দ্রব্য ভক্ষণ করা অবৈধ, তাহা তোমাদের জন্য ইতিপূর্ব্বেই বিশদরূপে বর্ণনা করা হইয়াছে। অবিশ্বাসী অজ্ঞেরা উহার নিগূঢ় মর্ম্ম বুঝিতে না পারিয়া স্ব স্ব প্রবৃত্তির প্ররোচনায় অবৈধ ভক্ষণ পূর্ব্বক বিপথগামী ও পাপাসক্ত হইয়া যাইতেছে।—সুরা মায়দা, ১ম রুকু দ্রষ্টব্য।

উপরোক্ত আয়ত-দ্বয়ে স্পষ্টতর রূপে নির্দ্দেশিত হইয়াছে যে, আল্লার নাম উচ্চারণ ব্যতীত যে সকল পশু পক্ষী—দেব-দেবী, পীর-ফকির অথবা প্রস্তর প্রতিমাদির নামে নিহত হইবে কিংবা যে সকল জীব অন্যভাবে মরিয়া যাইবে, সেই সকল জীবের মাংস ভক্ষণ অবৈধ। পশু-পক্ষী জবহ করিবার সময়ে ইচ্ছাপূর্ব্বক আল্লার নাম উচ্চারণ করা আবশ্যক ; ইহাই এমাম আজম আবু-হানিফা ও এমাম মালেক প্রভৃতি জগদ্বিখ্যাত এমামগণের মত। কিন্তু হজরত আলি, এব্‌ন-আব্বাস ও সাইদ বেন মসিব প্রভৃতি মহাত্মাগণ বলেন যে, ভ্রম-বশতঃ আল্লার নাম উচ্চারিত না হইলেও জবহ সিদ্ধ হইবে এবং এই মতের সমর্থনে কেহ কেহ ভক্ষণের সময়ে নাম উচ্চারণ করা আবশ্যক বলিয়া মত প্রকাশ করিয়াছেন। পক্ষান্তরে এমাম শাফিয়ী বলেন যে, জবহ করিবার সময়ে অন্তরে আল্লার নাম স্মরণ করিলেই উহা সিদ্ধ হইবে ; মুখে উচ্চারণ না করিলে বিশেষ কোনই দোষ হইবে না। কিন্তু প্রসিদ্ধ তফ্‌সীরকারগণ মূল আয়তের ব্যঞ্জনা অনুযায়ী জবহ করিবার সময়ে মুখে আল্লার নাম উচ্চারণ করাই প্রশস্ত বিধি বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন।—তঃ হক্কানী।

১২০। পবিত্র ইস্‌লাম ব্যতীত অন্যান্য ধর্ম্মে প্রকাশ্য সামাজিক পাপ ব্যতীত ব্যক্তিগত ও গুপ্ত পাপ সম্বন্ধে অতি বিস্ময়কর ঔদাসীন্য ও শৈথিল্য পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে। আধুনিক গ্রন্থানুগামী ও পৌত্তলিক সমাজের প্রতি লক্ষ্য করিলেই ইহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ পরিদৃষ্ট হয়। কিন্তু ইহা যে নীতি-ধর্ম্মের অতীব হীন ও নিকৃষ্ট আদর্শ ; তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই। সেইজন্য পবিত্র ইস্‌লামে প্রকাশ্য সামাজিক ও ব্যক্তিগত গুপ্ত-পাপ তুল্যরূপে নিন্দনীয়, ঘৃণাস্কর ও বর্জ্জনীয় বলিয়া পরিব্যক্ত হইয়াছে। ফলতঃ এতদ্দ্বারা পবিত্র ইস্‌লামের সমুন্নত বিমল আদর্শ এবং হজরত রসুলোল্লার বাহ্যিক ও আভ্যন্তরিক চরিত্রের অনাবিল পবিত্রতা অতি উজ্জ্বলভাবে প্রস্ফুটিত হইয়া উঠিয়াছে।

১২১। এবং যাহার উপর আল্লার নাম উচ্চারিত না হয়, তাহা ভক্ষণ করিও না এবং নিশ্চয় উহা দুষ্কার্য্য; এবং অবশ্যই শয়তানেরা তাহাদের বন্ধুদিগকে তোমার সহিত কলহ করিতে প্ররোচিত করে; এবং যদি তুমিও তাহাদের অনুগমন কর নিশ্চয় তুমি অংশীবাদী হইয়া যাইবে।

١٢١- وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ
اللّٰهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ ط وَإِنَّ
الشَّيٰطِيْنَ لَيُوْحُوْنَ إِلٰى أَوْلِيٰئِهِمْ
لِيُجَادِلُوْكُمْ ج وَإِنْ أَطَعْتُمُوْهُمْ
إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُوْنَ ع

১৫শ রুকু—অত্যাচারীদিগের শত্রুতা ও শাস্তিভোগ

১২২। সেই—যে নির্জ্জীব ছিল পরে আমি তাহাকেই সঞ্জীবিত করিয়াছি এবং আমি তাহার জন্য আলোক সৃষ্টি করিয়াছি—যদ্দ্বারা সে লোকদিগের মধ্যে পরিভ্রমণ করিয়া থাকে, সে কি তাহার অনুরূপ—যে অন্ধকারের মধ্যে উহা হইতে বহির্গত হইতে পারে না? এইরূপে আমি অবিশ্বাসীদিগের জন্য তাহারা যাহা করিতেছে তাহা সুশোভিত করিয়া থাকি। ১২৩। এবং এইরূপে আমি প্রত্যেক জন-পল্লীর মধ্যস্থ অপরাধী-

١٢٢- أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنٰهُ
وَجَعَلْنَا لَهٗ نُوْرًا يَّمْشِيْ بِهٖ فِي النَّاسِ
كَمَنْ مَّثَلُهٗ فِي الظُّلُمٰتِ لَيْسَ
بِخَارِجٍ مِّنْهَا ط كَذٰلِكَ زُيِّنَ
لِلْكٰفِرِيْنَ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ○
١٢٣- وَكَذٰلِكَ جَعَلْنَا فِيْ

১২১। এই আয়ত অবৈধভাবে জবহ-করা জীবের মাংস ভক্ষণের নিষেধাজ্ঞা-সম্বন্ধীয় পুনরুক্তি। ফলতঃ উহা যে শয়তানের প্ররোচনা-মূলক দুষ্কার্য্য, তদ্বিষয় ব্যক্ত করিয়া আল্লাহতা'লা হজরত রসুলোল্লাকে ঐরূপ কার্য্য হইতে নির্লিপ্ত থাকিবার জন্য সতর্ক করিয়া দিয়াছেন।—১১৮ ও ১১৯ আয়তের তফসীর দ্রষ্টব্য।

১২২। এই পবিত্র আয়তের প্রথমে হজরত রসুলোল্লার অলৌকিক উন্নতি ও মহাগ্রন্থ কোরান শরিফের গৌরব এবং তৎপর অবিশ্বাসীদিগের অবস্থা ও অন্ধ-বিশ্বাসের দুর্গতি বর্ণিত হইয়াছে। সাধারণ মানব জ্ঞানহীন নির্জীবের তুল্য; কিন্তু আল্লাহতা'লা হজরত রসুলোল্লাকে সেই অবস্থা হইতে নবুয়তের অলৌকিক জ্ঞান ও আধ্যাত্মিক শক্তিযোগে সমুন্নত ও সঞ্জীবিত করিয়া বিশ্ববাসীকে সত্যধর্ম্ম, সদুপদেশ ও জ্ঞান বিতরণ করিবার জন্য তাঁহাকে স্বর্গীয় জ্যোতি-স্বরূপ মহাগ্রন্থ কোরান প্রদান করিলেন। পক্ষান্তরে অবিশ্বাসীরা অধর্ম্ম ও ভ্রান্তির অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন থাকিয়া নিজেদের অজ্ঞতাকেই প্রশস্ত মনে করিতে লাগিল। তাই আল্লাহতা'লা বলিয়া দিলেন যে, যিনি আধ্যাত্মিক শক্তি লাভ করিয়া স্বর্গীয় প্রদীপের সমুজ্জ্বল জ্যোতি দ্বারা জগদ্বাসীকে পথপ্রদর্শন করেন, অজ্ঞানতার অন্ধকার পথহারা অবিশ্বাসীরা কখনই তাঁহার তুল্য হইতে পারে না।

১২৩। অনন্তর আল্লাহতালা বলিয়া দিলেন যে, আমার অলৌকিক সৃষ্টি-কৌশলে প্রত্যেক জনপদ ও নগর-পল্লীর অত্যাচারী অধিবাসীরা সাধারণতঃ নানারূপ চক্রান্ত বা ছলে-বলে লোকদিগের

কُلِّ قَرْيَةٍ اَكٰبِرَ مُجْرِمِيْهَا لِيَمْكُرُوْا
فِيْهَا ط وَمَا يَمْكُرُوْنَ اِلَّا بِاَنْفُسِهِمْ
وَمَا يَشْعُرُوْنَ ○ ١٢٤- وَاِذَا جَآءَتْهُمْ
اٰيَةٌ قَالُوْا لَنْ نُّؤْمِنَ حَتّٰى نُؤْتٰى
مِثْلَ مَآ اُوْتِىَ رُسُلُ اللّٰهِ ط اَللّٰهُ اَعْلَمُ
حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهٗ ط سَيُصِيْبُ
الَّذِيْنَ اَجْرَمُوْا صَغَارٌ عِنْدَ اللّٰهِ
وَعَذَابٌ شَدِيْدٌ بِمَا كَانُوْا يَمْكُرُوْنَ ○
١٢٥- فَمَنْ يُّرِدِ اللّٰهُ اَنْ يَّهْدِيَهٗ

দিগকে প্রধান করিয়া থাকি—যাহাতে তাহারা চক্রান্ত করে; এবং তাহারা নিজেদের সহিত ব্যতীত চক্রান্ত করে না এবং তাহারা বুঝিতে পারে না।
১২৪। এবং যখন তাহাদের নিকট কোন নিদর্শন উপস্থিত হয় তাহারা বলে, আমরা কখনই বিশ্বাস করিব না—যে পর্য্যন্ত আল্লার রসুলগণকে যাহা প্রদত্ত হইয়াছে; তদনুরূপ আমাদিগকে প্রদত্ত না হয়; আল্লাহ পরিজ্ঞাত আছেন যে, তাঁহার সুসমাচার কোথায় ব্যক্ত করিবেন; যাহারা পাপ করিতেছে, তাহাদের চক্রান্তের জন্য অচিরেই আল্লার নিকট হইতে লাঞ্ছনা ও কঠোর শাস্তি উপস্থিত হইবে।
১২৫। অনন্তর আল্লাহ যাহাকে পথ-প্রদর্শন করিতে ইচ্ছা করেন

মধ্যে প্রাধান্য লাভ করে এবং তাহারা বুঝিতে না পারিয়া অবিরত চক্রান্ত অথবা ছল-কৌশল অবলম্বন পূর্ব্বক নিজেদেরই ইহ-পরকাল বিনষ্ট করিয়া থাকে। পৃথিবীর মানব-সমাজের প্রতি লক্ষ্য করিলেই এই আয়তের সত্যতার প্রত্যক্ষ প্রমাণ পরিদৃষ্ট হয়। ক্ষমতা-মদ গর্ব্বিত অত্যাচারী ব্যক্তিরা নানারূপ প্রবঞ্চনা প্রতারণা করিয়া যেরূপে অপরের সর্ব্বনাশ সাধন পূর্ব্বক নিজের জীবন কলুষিত এবং নরকের পথ প্রশস্ত করিয়া থাকে, তাহা কাহারও অবিদিত নাই।

১২৪। পুণ্যভূমি মক্কার অত্যাচারী কোরেশ-দলপতি আবু-জেহেল ও ওলিদ বেন মগিরা প্রভৃতি হজরত রসুলোল্লার শক্তি ও অলৌকিকতা দর্শনে প্রলুব্ধ হইয়া বলিত যে, যে পর্য্যন্ত আমরা ঐরূপ শক্তি ও অলৌকিকতা লাভ না করিব, সে পর্যন্ত আমরা কিছুতেই তৎপ্রতি বিশ্বাস স্থাপন করিব না। কারণ আল্লাহতা'লা হজরত মোহাম্মদ (সঃ) ও অন্যান্য নবীগণকে যেরূপ গৌরব দান করিয়াছেন, সেইরূপ গৌরব লাভের শক্তি এবং অধিকার আমাদেরও আছে। আবু-জেহেল ও মগিরার উক্তির উত্তরে আল্লাহতা'লা বলিয়া দিলেন যে, কে আল্লাহতা'লার নবুয়তের গৌরব লাভ করিবার উপযুক্ত, তাহা তিনিই সম্যক পরিজ্ঞাত আছেন। কিন্তু যাহারা আল্লার আদেশের প্রতি অবহেলা এবং তদীয় প্রিয় রসুলের বিরুদ্ধাচরণ পূর্ব্বক মহাপাপ অর্জ্জন করিতেছে, তাহারা অচিরেই স্ব স্ব পাপের প্রতিফল স্বরূপ কঠোর শাস্তি ও লাঞ্ছনা ভোগ করিবে।

আলোচ্য আয়তের শেষ বাক্যটী মক্কার ধর্ম্মদ্রোহী কোরেশ-দলপতিদিগের অধঃপতন ও পরাজয়ের স্পষ্টতর ভবিষ্যদ্বাণী। বদর যুদ্ধ এবং মক্কা বিজয়ে এই ভবিষ্যদ্বাণী অক্ষরে অক্ষরে পূর্ণ হইয়াছিল।

১২৫। এই আয়তটীর দুই প্রকার মর্ম্ম পরিকল্পিত হইয়াছে। প্রথম মর্ম্ম এই যে, সত্যালোক প্রাপ্তি ও অজ্ঞানতার অন্ধকারে পথভ্রান্তি—সমস্তই আল্লাহতা'লার ইচ্ছা ও অনুগ্রহ এবং ভাগ্যলিপির নির্দ্দেশিত নিয়তির উপর নির্ভর করে। কিন্তু কোন কোন বিচক্ষণ তফ্‌সীরকার ভাগ্যলিপির জটিল তর্কজাল অতিক্রম করিয়া এই আয়তের একটী সুন্দর ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তাঁহারা বলেন যে, যে সকল ব্যক্তি সত্যালোক-প্রাপ্তির সদিচ্ছা ও সৎ-প্রেরণা প্রভাবে আল্লাহতা'লার শুভ ইচ্ছা ও

ইসলামের জন্য তাহার হৃদয় উন্মুক্ত করিয়া দেন, এবং যাহাকে বিপথগামী করিতে ইচ্ছা করেন তাহার হৃদয় রুদ্ধ ও সঙ্কীর্ণ করিয়া থাকেন—যেন সে আকাশে আরোহণ করিতেছে; এইরূপে আল্লাহ, যাহারা বিশ্বাস-স্থাপন করে না তাহাদের উপর অপবিত্রতা নিক্ষেপ করেন।
১২৬। এবং ইহাই তোমার প্রতি-পালকের সরল পথ; নিশ্চয় আমি বুদ্ধিমান সম্প্রদায়ের জন্য নিদর্শনাবলী বিবৃত করিয়া থাকি। ১২৭। তাহাদের জন্য তাহাদের প্রতিপালকের নিকট শান্তি-নিকেতন রহিয়াছে এবং তাহারা যাহা করে তজ্জন্য তিনিই তাহাদের পৃষ্ঠপোষক। ১২৮। এবং যেদিন তিনি তাহাদের সকলকে একত্রিত করিয়া বলিবেন—হে জ্বেন সম্প্রদায়,

يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ ۚ وَمَنْ يُرِدْ
أَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا
كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ ۚ كَذَٰلِكَ
يَجْعَلُ اللَّهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ
لَا يُؤْمِنُونَ ○ ١٢٦- وَهَٰذَا صِرَاطُ
رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا ۚ قَدْ فَصَّلْنَا
الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ ○ ١٢٧- لَهُمْ
دَارُ السَّلَامِ عِنْدَ رَبِّهِمْ ۖ وَهُوَ وَلِيُّهُمْ
بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ○ ١٢٨- وَيَوْمَ
يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ۚ يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ

অনুগ্রহ আকর্ষণ করিতে সমর্থ হয়, আল্লাহতা'লা স্বীয় মহিমা বলে তাহাদের জ্ঞানচক্ষু উন্মিলিত ও হৃদয় প্রমুক্ত করিয়া দেন এবং তাহার ফলে ঐ সকল লোক পবিত্র ইসলাম গ্রহণ করিয়া সমুন্নত ধর্ম্মজীবন লাভ করিয়া থাকে। আর যে সকল লোক অসৎ প্রেরণা-জনিত পাপাচারে প্রলিপ্ত হইয়া অধর্ম্মের পথে অগ্রসর হইতে থাকে, আল্লাহতা'লার আক্রোশে তাহাদের হৃদয় সঙ্কীর্ণ ও রুদ্ধ এবং সত্যানুভূতি বিলুপ্ত হইয়া যায়। এই সকল লোক যদিও অধর্ম্মের অন্ধকারে পথ হারাইয়া অবিরত নরকের দিকে অগ্রসর হইতে থাকে, তথাপি তাহারা মনে করে যে, "যেন তাহারা আকাশে আরোহণ করিতেছে" অর্থাৎ তাহাদের বিশ্বাস যে, তাহারা ধর্ম্ম ও পার্থিব জীবনে খুবই উন্নতি করিয়াছে। তাই আল্লাহতা'লা বলিয়া দিলেন যে, অবিশ্বাসীদের ঐ ভ্রান্তিপূর্ণ অপবিত্র ধারণাতেই তাহাদের জীবন চিরকাল আচ্ছন্ন হইয়া থাকে।

১২৬—১২৭। সত্যালোক ও ভ্রান্তির পার্থক্য স্পষ্টতর ভাষায় নির্দ্দেশ করিবার পর আল্লাহতা'লা বলিয়া দিলেন যে, একমাত্র ইসলামই মানবজাতির জন্য সত্য ও সরল পথ। বুদ্ধিমান ও জ্ঞানী ব্যক্তিরা একটু অভিনিবেশ সহকারে লক্ষ্য করিলেই এ কথার সত্যতা ও সার্থকতা উপলব্ধি করিতে পারিবে। যাহারা এই পথের যাত্রী, আল্লাহই তাহাদের পৃষ্ঠপোষক এবং পরকালের "শান্তি-নিকেতন" বা স্বর্গোদ্যান তাহাদেরই পুরস্কার।

দারুস্-সালাম—শান্তিধাম, নিরাপদ-নিকেতন অথবা অনাবিল সুখ-শান্তিপূর্ণ স্থান; ইহার মর্ম্মার্থ 'জেন্নাত' বা স্বর্গোদ্যান।

১২৮—১২৯।—যে সকল জ্বেন ও পিশাচ প্রবঞ্চনা পূর্ব্বক লোকদিগকে পথভ্রান্ত করিয়া থাকে, এই আয়তে তাহাদের এবং তাহাদের অনুগামী লোকদিগের শাস্তির প্রসঙ্গ বর্ণিত হইয়াছে। যদি

قَدِ اسْتَكْثَرْتُمْ مِنَ الْإِنْسِ ج وَقَالَ أَوْلِيَاؤُهُمْ مِنَ الْإِنْسِ رَبَّنَا اسْتَمْتَعَ بَعْضُنَا بِبَعْضٍ وَبَلَغْنَا أَجَلَنَا الَّذِي أَجَّلْتَ لَنَا ط قَالَ النَّارُ مَثْوَاكُمْ خَالِدِينَ فِيهَا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ ط إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ ○ ١٢٩- وَكَذَٰلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ع

নিশ্চয় তোমরা বহু লোককে অনুগত করিয়াছিলে; মানবগণ হইতে তাহাদের বন্ধুরা বলিবে—হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা পরস্পর পরস্পরের দ্বারা ফললাভ করিয়াছি এবং তুমি আমাদের জন্য যাহা নির্দ্ধারণ করিয়াছিলে, আমরা সেই নির্দ্দিষ্ট-সময়ে উপনীত হইয়াছি; তিনি বলিবেন—নরকাগ্নিই তোমাদের বাসস্থান, তোমরা তন্মধ্যে সর্ব্বদা অবস্থান করিবে—কিন্তু আল্লাহ যাহা ইচ্ছা করেন; নিশ্চয় তোমার প্রতিপালক বিজ্ঞানময় মহাজ্ঞানী। ১২৯। এবং এইরূপে আমি—তাহারা যাহা অর্জ্জন করিয়াছে তজ্জন্য অত্যাচারীদিগকে পরস্পর পরস্পরের বন্ধু করিয়াছি।

১৬শ রুকু—বিশ্বাসীদিগের পুরস্কার ও অবিশ্বাসীদের শাস্তি

١٣٠- يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِنْكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِي وَيُنْذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ

১৩০। হে জেন ও মানব সম্প্রদায়! তোমাদের মধ্য হইতে কি রসুলগণ তোমাদের নিকট আগমন করে নাই, যাহারা তোমাদিগকে আমার নিদর্শনাবলী বর্ণনা করিত এবং তোমাদিগকে সেই দিবসের সাক্ষাতের ভয় প্রদর্শন করিত;

আল্লার বিশেষ অনুগ্রহ না হয়, তবে ঐ সকল বিপথগামী জেন ও পিচাশ এবং তাহাদের অনুগামী মানবেরা চিরকাল নরকানলে অবস্থান করিতে বাধ্য হইবে।

অনাচারী জেন ও মানব সম্প্রদায় যে পরস্পর পরস্পরের দ্বারা উপকৃত হয়, ভারতের জেন-ভূত আয়ত্তকারী ভণ্ড ফকির এবং পিচাশ-সিদ্ধ যোগী, সন্ন্যাসী ও ঐন্দ্রজালিকদিগের কার্য্যকলাপের প্রতি লক্ষ্য করিলেই তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাওয়া যায়।

১৩০। পরলোকে মহাবিচারের দিন আল্লাহতা'লা যখন জেন ও মানবদিগকে একত্রিত করিয়া জিজ্ঞাসা করিবেন :—হে জেন ও মানব সম্প্রদায়, তোমাদেরই স্বজাতির মধ্য হইতে কি আমার প্রেরিত রসুলগণ তোমাদিগকে আমার আদেশ-নিষেধ প্রচার ও নিদর্শনাবলী প্রদর্শন পূর্ব্বক অদ্যকার মহাবিচারের সংবাদ প্রদান করে নাই?—তখন অবিশ্বাসী জেন ও মানব সম্প্রদায় নিরুপায় হইয়া বলিবে যে, পার্থিব প্রলোভনে প্রতারিত হওয়ার জন্যই আমরা বিপথগামী হইয়াছিলাম। সেদিন এইরূপে যাবতীয় অবিশ্বাসী সম্প্রদায় তাহাদের অবিশ্বাস ও ভ্রান্তি স্বীকার করিতে বাধ্য হইবে।

রসুলোম-মেনকুম—অর্থাৎ তোমাদের মধ্য হইতে বা তোমাদের স্বজাতীয় রসুলগণ; এই বাক্যাংশের মর্ম্ম লইয়া তফ্‌সীরকারগণের মধ্যে মতভেদ হইয়াছে। জোহাকের মতে মানব-জাতির ন্যায় জেন জাতির মধ্যেও রসুল প্রেরিত হইয়াছে। মৌলবী মোহাম্মদ আলি বলেন, উপরোক্ত

قَدِ اسْتَكْثَرْتُم مِّنَ الْإِنسِ ۖ وَقَالَ
أَوْلِيَاؤُهُم مِّنَ الْإِنسِ رَبَّنَا اسْتَمْتَعَ
بَعْضُنَا بِبَعْضٍ وَبَلَغْنَا أَجَلَنَا الَّذِي
أَجَّلْتَ لَنَا ۚ قَالَ النَّارُ مَثْوَاكُمْ
خَالِدِينَ فِيهَا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ ۗ إِنَّ
رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ ○ ١٢٩ - وَكَذَٰلِكَ
نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا
كَانُوا يَكْسِبُونَ ع

নিশ্চয় তোমরা বহু লোককে অনুগত করিয়াছিলে; মানবগণ হইতে তাহাদের বন্ধুরা বলিবে—হে আমাদের প্রতি-পালক! আমরা পরস্পর পরস্পরের দ্বারা ফললাভ করিয়াছি এবং তুমি আমাদের জন্য যাহা নির্দ্ধারণ করিয়াছিলে, আমরা সেই নির্দ্দিষ্ট-সময়ে উপনীত হইয়াছি; তিনি বলিবেন—নরকাগ্নিই তোমাদের বাসস্থান, তোমরা তন্মধ্যে সর্ব্বদা অবস্থান করিবে—কিন্তু আল্লাহ যাহা ইচ্ছা করেন; নিশ্চয় তোমার প্রতিপালক বিজ্ঞানময় মহাজ্ঞানী। ১২৯। এবং এইরূপে আমি—তাহারা যাহা অর্জ্জন করিয়াছে তজ্জন্য অত্যাচারীদিগকে পরস্পর পরস্পরের বন্ধু করিয়াছি।

১৬শ রুকু—বিশ্বাসীদিগের পুরস্কার ও অবিশ্বাসীদের শাস্তি

١٣٠- يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ أَلَمْ
يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ
آيَاتِي وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ

১৩০। হে জেন ও মানব সম্প্রদায়! তোমাদের মধ্য হইতে কি রসুলগণ তোমাদের নিকট আগমন করে নাই, যাহারা তোমাদিগকে আমার নিদর্শনাবলী বর্ণনা করিত এবং তোমাদিগকে সেই দিবসের সাক্ষাতের ভয় প্রদর্শন করিত;

আল্লার বিশেষ অনুগ্রহ না হয়, তবে ঐ সকল বিপথগামী জেন ও পিচাশ এবং তাহাদের অনুগামী মানবেরা চিরকাল নরকানলে অবস্থান করিতে বাধ্য হইবে।

অনাচারী জেন ও মানব সম্প্রদায় যে পরস্পর পরস্পরের দ্বারা উপকৃত হয়, ভারতের জেন-ভূত আয়ত্তকারী ভণ্ড ফকির এবং পিচাশ-সিদ্ধ যোগী, সন্ন্যাসী ও ঐন্দ্রজালিকদিগের কার্য্যকলাপের প্রতি লক্ষ্য করিলেই তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাওয়া যায়।

১৩০। পরলোকে মহাবিচারের দিন আল্লাহতা'লা যখন জেন ও মানবদিগকে একত্রিত করিয়া জিজ্ঞাসা করিবেন:—হে জেন ও মানব সম্প্রদায়, তোমাদেরই স্বজাতির মধ্য হইতে কি আমার প্রেরিত রসুলগণ তোমাদিগকে আমার আদেশ-নিষেধ প্রচার ও নিদর্শনাবলী প্রদর্শন পূর্ব্বক অদ্যকার মহাবিচারের সংবাদ প্রদান করে নাই?—তখন অবিশ্বাসী জেন ও মানব সম্প্রদায় নিরুপায় হইয়া বলিবে যে, পার্থিব প্রলোভনে প্রতারিত হওয়ার জন্যই আমরা বিপথগামী হইয়াছিলাম। সেদিন এইরূপে যাবতীয় অবিশ্বাসী সম্প্রদায় তাহাদের অবিশ্বাস ও ভ্রান্তি স্বীকার করিতে বাধ্য হইবে।

রসুলোম-মেন্‌কুম—অর্থাৎ তোমাদের মধ্য হইতে বা তোমাদের স্বজাতীয় রসুলগণ; এই বাক্যাংশের মর্ম্ম লইয়া তফসীরকারগণের মধ্যে মতভেদ হইয়াছে। জোহাকের মতে মানব-জাতির ন্যায় জেন জাতির মধ্যেও রসুল প্রেরিত হইয়াছে। মৌলবী মোহাম্মদ আলি বলেন, উপরোক্ত

هٰذَا ط قَالُوْا شَهِدْنَا عَلٰۤى اَنْفُسِنَا
وَغَرَّتْهُمُ الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا وَشَهِدُوْا
عَلٰۤى اَنْفُسِهِمْ اَنَّهُمْ كَانُوْا كٰفِرِيْنَ ۝
۱۳۱- ذٰلِكَ اَنْ لَّمْ يَكُنْ رَّبُّكَ مُهْلِكَ
الْقُرٰى بِظُلْمٍ وَّاَهْلُهَا غٰفِلُوْنَ ۝
۱۳۲- وَلِكُلٍّ دَرَجٰتٌ مِّمَّا عَمِلُوْا ط
وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُوْنَ ۝
۱۳۳- وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ ط
اِنْ يَّشَاْ يُذْهِبْكُمْ وَيَسْتَخْلِفْ
مِنْۢ بَعْدِكُمْ مَّا يَشَآءُ كَمَآ
اَنْشَاَكُمْ مِّنْ ذُرِّيَّةِ قَوْمٍ اٰخَرِيْنَ ۝

তাহারা বলিবে—আমরা নিজেদেরই জন্য
সাক্ষ্য দিতেছি ; এবং পার্থিব জীবনই
তাহাদিগকে প্রতারিত করিয়াছিল এবং
তাহারা নিজেদের সম্বন্ধে সাক্ষ্য প্রদান
করিবে যে, তাহারা অবিশ্বাসী ছিল।
১৩১। তোমার প্রতিপালক অত্যাচারের
জন্য জন-পল্লীসমূহের এরূপ ধ্বংসকারী
নহেন যে, উহার অধিবাসীরা অপরিজ্ঞাত
থাকিবে। ১৩২। এবং প্রত্যেকে যাহা
করে, তজ্জন্য পদ-মর্য্যাদা রহিয়াছে ; এবং
তাহারা যাহা করিতেছে, তোমার প্রতি-
পালক তদ্বিষয়ে অমনোযোগী নহেন।
১৩৩। এবং তোমার প্রতিপালক মহা-
সম্পদশালী করুণাধার—যদি তিনি ইচ্ছা
করেন তবে তোমাদিগকে অপসৃত করিবেন
এবং তিনি যাহাকে ইচ্ছা তোমাদের পরে
প্রতিনিধিত্ব প্রদান করিবেন—যেরূপ
ভাবে তিনি অপর সম্প্রদায়ের বংশধর
হইতে তোমাদিগকে উদ্ভব করিয়াছেন।

উক্তির দ্বারা স্পষ্টই অনুমিত হয় যে, জেন সম্প্রদায় মানবাতিরিক্ত কোন স্বতন্ত্র সৃষ্টি নহে ; কারণ মানবীয় রসুলগণই এস্থলে তাহাদের স্বজাতীয় রসুল বলিয়া উক্ত হইয়াছে। কিন্তু জগতের অধিকাংশ আলেম এবং প্রসিদ্ধ তফসীরকারগণের মত এই যে, রসুল কেবলমাত্র মানব জাতির মধ্যেই প্রেরিত হইয়াছেন, জেন সম্প্রদায়ের মধ্যে কোন রসুল প্রেরিত হন নাই। এস্থলে 'মেন্‌কুম' শব্দের দ্বারা মানবীয় রসুলগণকেই জেন ও মানব জাতির রসুল বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে।—তঃ হক্কানী।

১৩১। এই আয়তের মর্ম্ম এই যে, কোন জনপদ বা নগর-পল্লীর অধিবাসীরা আল্লাহতা'লার আদেশ-নিষেধ ও শাস্তির সংবাদ অবগত না হওয়া পর্য্যন্ত তাহাদের অজ্ঞানকৃত অপরাধের জন্য আল্লাহতালা তাহাদিগকে ধ্বংস করিবেন না। এতদ্দ্বারা স্পষ্টই অনুমিত হইতেছে যে, আল্লাহতালা প্রত্যেক সম্প্রদায়ের জন্য ধর্ম্মপ্রচারক, ভয়প্রদর্শক ও সুসংবাদদাতা প্রেরণ করিয়া থাকেন। শেষনবী হজরত রসুলোল্লার তিরোধানের পর মানব জাতিকে সুপথ-প্রদর্শনের ভার তাঁহার প্রতিনিধি স্থানীয় আলেম সম্প্রদায়ের উপর অর্পিত হইয়াছে। সুতরাং সমস্ত জনপদ ও পল্লী-নগরীর অধিবাসীদিগের নিকট ধর্ম্মপ্রচার, সুসংবাদ-প্রদান ও ভয় প্রদর্শন তাঁহাদের অন্যতম অবশ্য কর্ত্তব্য বলিয়া পরিগণিত।

১৩৩। এই আয়তে একাধারে আল্লাহতা'লার শক্তি-সম্পদ ও করুণার বিষয় বর্ণিত হইয়াছে। তিনি স্বীয় মহিমায় কোন জাতি বা কোন সম্প্রদায়কে স্বীয় অনুগ্রহে অভিষিক্ত করিয়া উন্নতিশীল ও শক্তিশালী করিবার পর যদি তাহারা অবাধ্য, অকৃতজ্ঞ ও দুর্নীতিপরায়ণ হইয়া উঠে, তবে তিনি অবলীলাক্রমে সেই সম্প্রদায়কে ধ্বংস করিয়া তাহাদের স্থানে অন্য জাতি বা অন্য সম্প্রদায়কে অনুগৃহীত ও উন্নতিশীল করিতে পারেন। জগতের ইতিহাসে আল্লাহতা'লার এই অসাধারণ ও করুণার অসংখ্য প্রমাণ লিপিবদ্ধ রহিয়াছে।

১৩৪। নিশ্চয় তোমাদিগকে যে বিষয়ে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হইয়াছে, তাহা অবশ্যই উপনীত হইবে এবং তোমরা তাহা প্রতিরোধ করিতে পারিবে না।
১৩৫। তুমি বল—হে সম্প্রদায়, তোমরা তোমাদের রীত্যানুসারে কার্য্য কর, নিশ্চয় আমিও করিতেছি; ফলতঃ তোমরা অচিরেই অবগত হইবে যে, পারলৌকিক নিকেতন কাহার জন্য? নিশ্চয় অত্যাচারীরা সুফল পাইবে না।
১৩৬। এবং তাহারা আল্লার সৃষ্ট শস্য-ক্ষেত্র ও জীব-জন্তু হইতে একাংশ নিদ্ধারণ করে, তৎপর তাহাদের ধারণা অনুসারে বলে যে, ইহা আল্লার জন্য এবং উহা আমাদের অংশী-উপাস্যগণের জন্য; অতঃপর যাহা তাহাদের অংশী-উপাস্য-গণের জন্য নিদ্ধারিত হয়, ফলতঃ তাহা আল্লার দিকে উপনীত হয় না; এবং যাহা আল্লার জন্য নিদ্ধারিত হয়, বস্তুতঃ তাহা

١٣٤- اِنَّ مَا تُوْعَدُوْنَ لَاٰتٍ ۙ
وَّمَاۤ اَنْتُمْ بِمُعْجِزِيْنَ ○ ١٣٥- قُلْ
يٰقَوْمِ اعْمَلُوْا عَلٰى مَكَانَتِكُمْ اِنِّيْ
عَامِلٌ ۚ فَسَوْفَ تَعْلَمُوْنَ ۙ مَنْ
تَكُوْنُ لَهٗ عَاقِبَةُ الدَّارِ ؕ اِنَّهٗ لَا
يُفْلِحُ الظّٰلِمُوْنَ ○ ١٣٦- وَجَعَلُوْا لِلّٰهِ
مِمَّا ذَرَاَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْاَنْعَامِ
نَصِيْبًا فَقَالُوْا هٰذَا لِلّٰهِ بِزَعْمِهِمْ
وَهٰذَا لِشُرَكَآئِنَا ۚ فَمَا كَانَ لِشُرَكَآئِهِمْ
فَلَا يَصِلُ اِلَى اللّٰهِ ۚ وَمَا كَانَ لِلّٰهِ فَهُوَ

১৩৪। আল্লাহতা'লা এই আয়তে আরও বলিয়া দিতেছেন যে, স্ব স্ব কৃতকর্ম্মের জন্য তোমাদিগকে যে শাস্তি বা পুরস্কারের প্রতিশ্রুতি প্রদান করা হইয়াছে, তাহা তোমাদিগকে অবশ্যই ভোগ করিতে হইবে। আল্লাহতা'লার প্রদত্ত সেই শাস্তি বা পুরস্কার তোমরা কেহই প্রতিরোধ করিতে পারিবে না।

১৩৫। যাহারা আল্লাহতালার আদেশ-নিষেধ অগ্রাহ্য এবং শাস্তি ও পুরস্কারের প্রসঙ্গ অবিশ্বাস করে, তাহাদিগকে সতর্ক ও সংশোধিত করিবার জন্য আল্লাহতালা হজরত রসুলোল্লাকে লক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন :—তুমি উহাদিগকে বলিয়া দাও যে, যদি তোমরা আমার কথা বিশ্বাস না কর, তবে তোমরা স্ব স্ব বিশ্বাস, ধারণা ও রীত্যানুযায়ী কার্য্য করিতে থাক এবং আমিও স্বীয় বিশ্বাস ও ধারণা অনুযায়ী কার্য্য করিতে থাকি। অনন্তর তোমরা অচিরেই অবগত হইবে যে, পরলোক কাহার জন্য সুখ-শান্তির নিকেতনে পরিণত হইবে। তৎসহ আল্লাহতালা এ কথাও বলিয়া দিলেন যে, অবিশ্বাসীরা কখনই পারলৌকিক সুফল বা সুখ-শান্তি লাভ করিতে সমর্থ হইবে না।

১৩৬। আরবীয় পৌত্তলিকেরা তাহাদের প্রতিপালিত পশুপাল ও উৎপাদিত শস্যরাশি বিভক্ত করিয়া কিয়দংশ আল্লার নামে এবং কিয়দংশ তাহাদের উপাস্য দেব-দেবী বা প্রতিমাদির নামে নির্দ্দেশ করিয়া রাখিত। সাধারণতঃ আল্লার নামে নির্দ্ধারিত অংশ দীন-দরিদ্রের ভোজ্য দান অথবা তদনুরূপ অন্য কার্য্যের জন্য ব্যয়িত হইলেও সময় সময় উহার বিশেষ ব্যতিক্রম পরিলক্ষিত হইত; কিন্তু দেব-দেবী বা প্রতিমা-পুঞ্জের নামে নির্দ্ধারিত অংশ সর্ব্বদাই তাহাদের নামীয় নির্দ্দিষ্ট কার্য্যে ব্যবহার

يَصِلُ إِلَىٰ شُرَكَائِهِمْ ۗ سَاءَ مَا
يَحْكُمُونَ ۝ ١٣٧- وَكَذَٰلِكَ زَيَّنَ
لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ
أَوْلَادِهِمْ شُرَكَاؤُهُمْ لِيُرْدُوهُمْ
وَلِيَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ ۗ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ
مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ ۝
١٣٨- وَقَالُوا هَٰذِهِ أَنْعَامٌ وَحَرْثٌ
حِجْرٌ لَّا يَطْعَمُهَا إِلَّا مَن نَّشَاءُ
بِزَعْمِهِمْ وَأَنْعَامٌ حُرِّمَتْ ظُهُورُهَا

তাহাদের অংশী-উপাস্যগণেরই দিকে
উপনীত হইয়া থাকে; তাহাদের সেই
মীমাংসা নিকৃষ্টতর।
১৩৭। এবং এইরূপে
অংশীবাদীদের অধিকাংশের নিকট তাহাদের অংশী-উপাস্যরা তাহাদিগের সন্তান হত্যা করাকে সুমনোনীত করিয়া দিয়াছে—যেন তাহারা বিনষ্ট হয় এবং যেন তাহারা তাহাদের ধর্ম্মে ভ্রান্তি সঞ্চার করে; এবং যদি আল্লাহ ইচ্ছা করিতেন, তবে তাহারা ইহা করিত না; অতএব তুমি তাহাদিগকে ও তাহাদের সেই
ধারণাকে পরিত্যাগ কর।
১৩৮। এবং
তাহারা বলে যে, এই সকল চতুষ্পদ ও ক্ষেত্র নিষিদ্ধ; তাহাদের ধারণা অনুযায়ী আমরা যাহা ইচ্ছা করি—তদ্ব্যতীত কেহই উহা ভক্ষণ করে না এবং অনেক চতুষ্পদের পৃষ্ঠ অবৈধ করা হইয়াছে এবং

করিত। উহারা কখন কখন আল্লার নামে নির্দ্ধারিত অংশ প্রতিমাদির নামীয় অংশের সহিত মিশ্রিত করিয়া লইত; কিন্তু দেব-দেবীর নামে নির্দ্ধারিত অংশ কখনই আল্লার নামীয় অংশের সহিত মিশ্রিত করিত না। পৌত্তলিক সমাজে এইরূপ কুপ্রথার প্রচলন এখনও পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। ধর্ম্মের ষাঁড়, কালীর পাঁঠা ও লক্ষ্মীর সিন্নির জন্য নির্দ্ধারিত পশু ও শস্য ইহার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। আল্লার সৃষ্ট জীব-জন্তু ও ফল-শস্যের এইরূপ অপব্যবহারের জন্য আল্লাহতা'লা ইহাকে জঘন্য কুপ্রথা বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।—তঃ এব্‌ন-আব্বাস ও কবির।

১৩৭। আরবীয় অবিশ্বাসীদিগের 'অংশী-উপাস্য'—অর্থাৎ তাহাদের দেব-দেবী অথবা গুরু-পুরোহিত কিংবা শয়তান প্রকৃতি পরিচালকগণ তাহাদের মনে এই ধারণা বদ্ধমূল করিয়া দিয়াছিল যে, দেব-দেবীগণের নিকট সন্তান প্রার্থনা করিয়া মনস্কামনা সিদ্ধ হইলে, তাহাদের নিকট সন্তান বলি দেওয়া অতীব কল্যাণকর। এই ধারণার বশে অন্ধবিশ্বাসী পৌত্তলিকেরা কতিপয় সন্তান লাভ করিলে একটী অপরিণত বয়স্ক সন্তানকে দেব-দেবীর নামে অথবা তাহাদের আরাধ্য প্রতিমার সম্মুখে বলিদান করিত (কাশ্‌শাফ)। এমাম রাজী বলেন, উপরোক্ত উক্তি দ্বারা আরব-সমাজের বালিকা-বধ এবং শিশু-কন্যা জীবন্ত প্রোথিত করা রূপ জঘন্য কুপ্রথার প্রতি ইঙ্গিত করা হইয়াছে (কবির)। পৃথিবীর পৌত্তলিক সমাজে ঐ নিষ্ঠুর কুপ্রথা রূপান্তরিত হইয়া এখনও বিদ্যমান রহিয়াছে। গঙ্গাসাগরে সন্তান বিসর্জ্জন এবং বিভিন্ন তীর্থ স্থানে বলির পরিবর্ত্তে মানস-লব্ধ সন্তানের সুরক্ষিত জটা বা টীকি কর্ত্তন উহার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। আল্লাহতা'লা বলিতেছেন যে, ধর্ম্মের নামে ভ্রান্তি ও কুসংস্কারে নিমজ্জিত হইয়া বিনষ্ট হইবার জন্যই নির্ব্বোধ-পৌত্তলিকেরা ঐ সকল কুপ্রথা বরণ করিয়া লইয়াছে।

১৩৮। আরবে পৌত্তলিকদিগের ইহাও একটি কুপ্রথা ছিল যে, তাহারা কোন কোন পশু ও ক্ষেত্রকে সম্পূর্ণরূপে দেব-দেবী অথবা প্রতিমার নামে নির্দ্দিষ্ট ও উৎসর্গ করিয়া রাখিত। ধর্ম্মাচার্য্য পুরোহিত ব্যতীত কেহই ঐ সকল পশুর দ্বারা ভার-বহন অথবা উহার পৃষ্ঠে আরোহণ

বহু পশুর উপর ভ্রান্ত ধারণা বশতঃ আল্লার নাম উচ্চারণ করা হয় নাই; তাহারা যাহা ধারণা করিতেছে, তজ্জন্য আল্লাহ অচিরেই তাহাদিগকে প্রতিফল দিবেন। ১৩৯। এবং তাহারা বলে যে, এই সকল চতুষ্পদের উদরে যাহা আছে তাহা আমাদের পুরুষগণের জন্যই বিশেষরূপে নির্দ্দিষ্ট এবং আমাদের নারীদিগের জন্য উহা অবৈধ; এবং যদি উহা মৃত হয় তবে তাহারা ইহাতে অংশী হইবে; তাহাদের কথার জন্য তিনি অচিরেই তাহাদিগকে প্রতিফল দিবেন; নিশ্চয় তিনি বিজ্ঞানময় মহাজ্ঞানী। ১৪০। নিশ্চয় তাহারা ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে—যাহারা অজ্ঞতা বশতঃ নির্ব্বোধের মত তাহাদের সন্তানদিগকে হত্যা করিয়াছে এবং তাহারা আল্লার প্রতি ভ্রান্ত ধারণা বশতঃ আল্লাহ যাহা দান করিয়াছেন তাহা অবৈধ করিয়াছে; নিশ্চয় তাহারা বিপথগামী হইয়াছে এবং সুপথগামী হয় নাই।

وَأَنْعَامٌ لَّا يَذْكُرُونَ اسْمَ اللَّهِ
عَلَيْهَا افْتِرَاءً عَلَيْهِ ط سَيَجْزِيهِم
بِمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ ۝ ١٣٩- وَقَالُوا
مَا فِي بُطُونِ هَٰذِهِ الْأَنْعَامِ خَالِصَةٌ
لِّذُكُورِنَا وَمُحَرَّمٌ عَلَىٰ أَزْوَاجِنَا ج
وَإِن يَكُن مَّيْتَةً فَهُمْ فِيهِ شُرَكَاءُ ط
سَيَجْزِيهِمْ وَصْفَهُمْ ط إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ ۝
١٤٠- قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ قَتَلُوا أَوْلَادَهُمْ
سَفَهًا بِغَيْرِ عِلْمٍ وَحَرَّمُوا مَا رَزَقَهُمُ
اللَّهُ افْتِرَاءً عَلَى اللَّهِ ط قَدْ ضَلُّوا
وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ ع

এবং ঐ সকল ক্ষেত্রের ফল-শস্য ভক্ষণ করিত না। এতদ্ব্যতীত তাহারা ভ্রান্তিবশে আল্লার সৃষ্ট বহু পশু আল্লার নাম না লইয়া অন্য দেব-দেবী অথবা প্রতিমাদির নামে হত্যা করিয়া মহাপাপ সঞ্চয় করিত। তাই আল্লাহতা'লা বলিয়া দিলেন যে, উহাদের ভ্রান্ত-ধারণা ও দুষ্কার্য্যের জন্য পরকালে উহাদিগকে অবিরত কঠোর শাস্তি ভোগ করিতে হইবে।

১৩৯। আরব্য-পৌত্তলিকেরা দেবী-প্রতিমার নামে যে সকল পশু প্রমুক্ত করিয়া দিত, সেই পশুগুলি 'বহিরা' 'সা-য়েবা' 'অসিলা' ও 'হামী' প্রভৃতি বিভিন্ন নামে অভিহিত হইত (সুরা মায়দা, ১০৩ আয়ত)। তন্মধ্যে 'বহিরা' ও 'সা-য়েবা' নামধেয় পশুগুলির জীবিত বৎস জন্মগ্রহণ করিলে উহা পুরুষদের জন্য বৈধ এবং নারীদিগের জন্য অবৈধ মনে করিত; কিন্তু মৃত বৎস জন্মিলে উহা স্ত্রী-পুরুষ সকলে মিলিয়া ভক্ষণ করিত। বিশেষতঃ ঐ ভ্রান্তিমূলক কু-ধারণাকে উহারা ঐশী-বিধান বলিয়া প্রচার করিত। তাই আল্লাহতা'লা বলিয়া দিলেন যে, উপরোক্ত কু-ধারণা ও অলীক বাক্যের জন্য অবশ্যই উহাদিগকে শাস্তিভোগ করিতে হইবে।

১৪০। অনন্তর আল্লাহতা'লা স্পষ্ট ভাষায় বলিয়া দিলেন যে, যাহারা সন্তানহত্যা-রূপ মহাপাপে লিপ্ত হইয়াছে এবং আল্লার প্রদত্ত বৈধ-বস্তুকে অবৈধ এবং অবৈধ বিষয়কে বৈধ বলিয়া আল্লার প্রতি ভ্রান্ত ধারণা ও অসত্যারোপ করিয়া নিজেদের ইহ-পরকাল বিনষ্ট করিয়াছে, তাহারা কখনই সুপথ প্রাপ্ত হয় নাই; বরং তাহারা ধর্ম্মদ্রোহী ও বিপথগামী হইয়া গিয়াছে।

১৭শ রুকু—অংশীবাদীদিগের কাল্পনিক বিধি-নিষেধ

১৪১। এবং তিনিই জাফরী-বিশিষ্ট ও জাফরী-বিহীন উদ্যান সকল এবং খর্জ্জুর ও ক্ষেত্রোৎপন্ন বিভিন্নরূপ ভোজ্য-ফল এবং জয়তুন ও দাড়িম্ব সাদৃশ্যাত্মক ও সাদৃশ্য-বিহীন রূপে সৃষ্টি করিয়াছেন; যখন ফল ধরে তখন উহা হইতে ফল ভক্ষণ কর এবং আহরণের দিন উহার নির্দ্দিষ্ট-দেয় প্রদান কর এবং অপব্যয় করিও না—নিশ্চয় তিনি অপব্যয়ীকে ভালবাসেন না। ১৪২। এবং চতুষ্পদের মধ্যে ভারবাহী ও ভূ-সংলগ্ন আছে; আল্লাহ তোমাদিগকে যে উপজীবিকা দিয়াছেন তাহা হইতে ভক্ষণ কর এবং শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করিও না, নিশ্চয় সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু।

١٤١- وَهُوَ الَّذِيْٓ اَنْشَاَ جَنّٰتٍ
مَّعْرُوْشٰتٍ وَّغَيْرَ مَعْرُوْشٰتٍ وَّالنَّخْلَ
وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا اُكُلُهٗ وَالزَّيْتُوْنَ
وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَّغَيْرَ مُتَشَابِهٍ ؕ
كُلُوْا مِنْ ثَمَرِهٖٓ اِذَآ اَثْمَرَ وَاٰتُوْا
حَقَّهٗ يَوْمَ حَصَادِهٖ ۖ وَلَا تُسْرِفُوْا ؕ
اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِيْنَ ۙ
١٤٢- وَمِنَ الْاَنْعَامِ حَمُوْلَةً وَّفَرْشًا ؕ
كُلُوْا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللّٰهُ وَلَا تَتَّبِعُوْا
خُطُوٰتِ الشَّيْطٰنِ ؕ اِنَّهٗ لَكُمْ عَدُوٌّ

১৪১। **মা-রুশাত**—'আরূশা' হইতে নিষ্পন্ন; উহার অর্থ জাফরী, মঞ্চ অথবা ফল-ভারাবনত লতিকা জাতীয় উদ্ভিদের অবলম্বন।

"ওকুল" অর্থ ফল অথবা ভোজ্য ফল এবং "হাছাদ" অর্থ কর্ত্তন বা আহরণ; আরবে শস্য-কর্ত্তন ও ফল-আহরণ করাকে "হাছাদ" বলে। "হক" শব্দে এস্থলে সংগৃহীত ফল-শস্যের 'জাকাত' বা দান প্রভৃতি নির্দ্ধারিত দেয় নির্দ্দেশ করা হইয়াছে।

আলোচ্য আয়তের মর্ম্ম এই যে, সর্ব্বপ্রকার উদ্যানজাত ও ক্ষেত্রোৎপন্ন ফল শস্য আল্লারই সৃষ্টি। অতএব তোমরা উহা আনন্দ ও তৃপ্তির সহিত ভক্ষণ কর; কিন্তু ফল আহরণ এবং শস্যাদি কর্ত্তনের দিন উহা হইতে নির্দ্দিষ্ট অংশ দান কর। "নির্দ্দিষ্ট-অংশ" অর্থে কেহ জাকাত, কেহ জাকাতের অনুরূপ ভাগের ভাগ অথবা দশমাংশ এবং কেহ কেহবা ফল-শস্য আহরণের দিন উহার নিকট সমাগত অথবা উদ্যান ও ক্ষেত্রের নিকটবর্ত্তী দীন-দরিদ্রদিগের জন্য কিঞ্চিৎ স্বেচ্ছাকৃত দান বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। বিচক্ষণ তফ্‌সীরকারগণ শেষোক্ত মতই সমীচীন বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। পক্ষান্তরে আহরিত ফল-শস্য সম্পূর্ণরূপে বিলাইয়া দেওয়া আল্লার মনোনীত নহে; কারণ ঐরূপ বিতরণ করাকে অপব্যয় বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে।

১৪২। **হামুলা ও ফারূশা**—অর্থ ভারবাহী ও ভূ-সংলগ্ন; 'ফারাশ' শব্দের আভিধানিক অর্থ শয্যা বা সম্প্রসারিত। কিন্তু এস্থলে "হামুলা" শব্দের দ্বারা আরোহণযোগ্য অথবা ভারবাহী উষ্ট্র, গরু প্রভৃতি বৃহৎ পশু এবং "ফারূশা" শব্দের দ্বারা মেষ, ছাগ প্রভৃতি ক্ষুদ্রকায় পশু নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। কারণ ক্ষুদ্রকায় পশুদিগকে ভূমির সহিত সংলগ্ন অথবা ভূতলে বিস্তৃত বা সম্প্রসারিত শয্যা স্বরূপ অনুমিত ও পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে। কেহ কেহ বলেন যে, 'ফারূশা' অর্থ কোরবানীর পশু;

مُّبِيْنٌ ۙ ١٤٣- ثَمٰنِيَةَ اَزْوَاجٍ ۚ
مِنَ الضَّاْنِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْمَعْزِ
اثْنَيْنِ ؕ قُلْ ءٰٓالذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ
اَمِ الْاُنْثَيَيْنِ اَمَّا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ
اَرْحَامُ الْاُنْثَيَيْنِ ؕ نَبِّئُوْنِيْ بِعِلْمٍ
اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ۙ ١٤٤- وَمِنَ
الْاِبِلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ
اثْنَيْنِ ؕ قُلْ ءٰٓالذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ
اَمِ الْاُنْثَيَيْنِ اَمَّا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ
اَرْحَامُ الْاُنْثَيَيْنِ ؕ اَمْ كُنْتُمْ
شُهَدَآءَ اِذْ وَصّٰكُمُ اللّٰهُ بِهٰذَا ۚ

১৪৩। অষ্ট-সংখ্যক পশু-দম্পতি—তন্মধ্যে মেষ-যুগল ও ছাগ-যুগল রহিয়াছে; তুমি বল—আল্লাহ কি উহার পুংপশুদ্বয় অথবা স্ত্রীপশুদ্বয় কিংবা স্ত্রীপশুদ্বয়ের উদরে যাহা আছে তাহা অবৈধ করিয়াছে? যদি তোমরা সত্যবাদী হও তবে অবগত হইয়া আমাকে বিজ্ঞাপিত কর।

১৪৪। এবং উষ্ট্র হইতে যুগল ও গরু হইতে যুগল! তুমি বল—তিনি কি উহার পুংপশুদ্বয় কিংবা স্ত্রীপশুদ্বয়ের উদরে যাহা আছে তাহা অবৈধ করিয়াছেন? যখন আল্লাহ তোমাদিগকে এতদ্‌সম্বন্ধে আদেশ করিয়াছিলেন, তখন কি তোমরা সাক্ষী ছিলে? অনন্তর যে লোকদিগকে

কারণ উৎসর্গের জন্য উহাদিগকে শয্যার মত ভূতলে বিলুণ্ঠিত ও সম্প্রসারিত করা হয়। আবার কোন কোন তফ্‌সীরকার বলেন যে, যে সকল পশুর কেশর বা লোমে শয্যা প্রস্তুত হয়, সেইগুলিকেই 'ফার্‌শা' বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে।—তঃ কবির, হক্কানী ও মঃ আঃ।

১৪৩—১৪৪। এই দুইটি আয়তে আল্লাহতালা বৈধ পশুমাংস ভক্ষণ সম্বন্ধে অবিশ্বাসী পৌত্তলিক-দিগের ভ্রান্তির প্রতিবাদ করিতেছেন। গরু, উষ্ট্র, মেষ ও ছাগ—এই চারি প্রকার বৈধ-পশুর পুরুষ ও স্ত্রী-জাতির সংখ্যা আট। মহিষ ও দুম্বা বৈধ-পশুদলেরই অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহতালা ঐ সকল পশুর মাংস ভক্ষণ বৈধ করিয়াছেন। অবস্থা বিশেষে গরু, উষ্ট্র অথবা ছাগ ও দুম্বা প্রভৃতি কোরবানী করাও অত্যাবশ্যক। কিন্তু অবিশ্বাসীরা অনুমান ও কল্পনা করিয়া উহার কোনটীকে বৈধ এবং কোনটীকে অবৈধ বলিত; কখন পুংপশু বৈধ ও স্ত্রীপশু অবৈধ এবং কখনও বা উভয় প্রকার পশু বৈধ—কিন্তু তাহাদের শাবক অবৈধ মনে করিত! আবার কখনও পুংপশু ও স্ত্রীপশু উভয়কে অবৈধ ধারণা করিয়া উহাদের শাবক বৈধ জ্ঞানে ভক্ষণ করিত। অবিশ্বাসীরা পুরুষ এবং নারীর সম্বন্ধেও ভিন্ন ভিন্ন বিধি-নিষেধ সৃষ্টি করিয়া লইয়াছিল। ফলতঃ এই সকল ভ্রান্তি, কুসংস্কার ও কুপ্রথা যে অংশীবাদিতা ও পৌত্তলিকতার অবশ্যম্ভাবী পরিণাম স্বরূপ আরব সমাজে প্রচলিত হইয়া পড়িয়াছিল, তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই। সেইজন্য আল্লাহতালা ঐ সকল ভ্রান্তি ও কুসংস্কারের মস্তকে বজ্রাঘাত করিয়া বলিয়া দিলেন যে, তিনি কখনই ঐ সকল কাল্পনিক কুপ্রথা প্রবর্ত্তনের আদেশ করেন নাই। যাহারা আল্লার নামে অসত্য বাক্য প্রচার করিয়া লোকদিগকে

فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا لِّيُضِلَّ النَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمٍ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ع

বিপথগামী করিবার জন্য অজ্ঞতা বশতঃ আল্লার উপর অসত্যারোপ করে তাহা অপেক্ষা কে অধিকতর অত্যাচারী? নিশ্চয় আল্লাহ অত্যাচারী সম্প্রদায়কে পথ প্রদর্শন করেন না।

১৮শ রুকু—বৈধ ও অবৈধ খাদ্য-দ্রব্যের মূল বিধি

١٤٥- قُلْ لَّا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَىٰ طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ ۚ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ

১৪৫। তুমি বল—আমি এতদ্ব্যতীত প্রত্যাদেশ প্রাপ্ত হই নাই যে, মৃত জীব অথবা প্রবাহিত শোণিত কিংবা শূকর মাংস ভক্ষণকারীর জন্য ভক্ষণ অবৈধ করা হইয়াছে—যেহেতু উহা অপবিত্র; অথবা যাহাতে আল্লাহ ব্যতীত উচ্চারিত হইয়াছে তাহা দুষ্কার্য্য; কিন্তু যে সীমাতিক্রমকারী ও বিদ্রোহী না হইয়া

বিপথগামী করে, তাহারাই সর্ব্বাপেক্ষা অধম ও অত্যাচারী এবং তাহারা আল্লার আক্রোশে অভিশপ্ত হইয়া কখনই সুপথ প্রাপ্ত হইবে না।

১৪৫। অবিশ্বাসীরা অনুমান ও কল্পনা করিয়া যে সকল বৈধ পশু-পক্ষী ও খাদ্য-দ্রব্য অবৈধ বলিয়া ধারণা করিত, ইতিপূর্ব্বে তদ্বিষয় বর্ণিত হইয়াছে। অনন্তর যে সকল পশু-পক্ষী ও খাদ্য-দ্রব্য মানব জাতির জন্য প্রকৃত-পক্ষে অবৈধ ও নিষিদ্ধ এই আয়তে তাহাই বর্ণিত হইতেছে।

অবৈধ-চতুষ্টয়—পবিত্র কোরান তথা ইস্লামী শরিয়তে চারি প্রকার খাদ্য-দ্রব্য মানব জাতির জন্য অবৈধ বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। তন্মধ্যে প্রথম মৃত-জীব; যে সকল পশু-পক্ষী জবহ ব্যতীত অন্য প্রকারে মৃত্যুমুখে পতিত হয়, তাহার মাংস ভক্ষণ অবৈধ। কিন্তু মৎস্য ও টিড্ডী এই বিধির অন্তর্ভুক্ত নহে; উহা কোন প্রকারে মরিয়া গেলেও অবৈধ হইবে না। দ্বিতীয় প্রবাহিত শোণিত; পশু-পক্ষী জবহ করিবার সময়ে যে তরল রক্তধারা বহির্গত হয়, তাহা ভক্ষণ করা অবৈধ। কিন্তু যে জমাট-বান্ধা শোণিত-পিণ্ড দেহের আভ্যন্তরিক প্রত্যঙ্গ-রূপে পরিণত হয়—যেমন তিল্লি ও কলিজা এবং শোণিত রেখা মাংসের মধ্যে সংমিশ্রিত অবস্থায় থাকে তাহা অবৈধ নহে। তৃতীয় শূকর-মাংস; এই তিন শ্রেণীর বস্তুকে আল্লাহতা'লা অবৈধ ও অপবিত্র বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন। এই দৃষ্টান্ত অনুযায়ী প্রবাহিত শোণিতের ন্যায় অপবিত্র সুরা এবং শূকরের ন্যায় ব্যাঘ্র, ভল্লুক, শৃগাল, কুকুর এবং কাক, চিল, শকুনী প্রভৃতি যাবতীয় অপবিত্র ও ঘৃণিত পশু-পক্ষীর মাংস অবৈধ বলিয়া স্থিরীকৃত হইয়াছে। চতুর্থ আল্লার নাম ব্যতীত যে সকল বৈধ পশু-পক্ষী দেব-দেবী, প্রস্তর-প্রতিমা, পীর-ফকির অথবা অন্যের নামে নিহত কিংবা উৎসর্গীত হয়, সেই সকল পশু-পক্ষীর মাংস ভক্ষণ অবৈধ এবং উহাকে দুষ্কার্য্য বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে। সমগ্র কোরান শরিফ পর্য্যালোচনা করিলে দেখা যায় যে, আল্লাহতা'লা পুণ্যভূমি মক্কা ও মদিনায় অবতারিত সুরা সমূহের একাধিক আয়তে কেবল উপরোক্ত দ্রব্য চতুষ্টয়কেই অবৈধ এবং অপবিত্র ও দুষ্কার্য্য বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

بَاغٍ وَّلَا عَادٍ فَاِنَّ رَبَّكَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ۝
١٤٦- وَعَلَى الَّذِيْنَ هَادُوْا حَرَّمْنَا
كُلَّ ذِيْ ظُفُرٍ ۚ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ
حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُوْمَهُمَآ اِلَّا مَا حَمَلَتْ
ظُهُوْرُهُمَآ اَوِ الْحَوَايَآ اَوْ مَا اخْتَلَطَ
بِعَظْمٍ ؕ ذٰلِكَ جَزَيْنٰهُمْ بِبَغْيِهِمْ ۖ

নিরুপায় হয়, তবে নিশ্চয় তোমার প্রতিপালক ক্ষমাশীল করুণাময়।
১৪৬। এবং ইহুদীদিগের জন্য আমি সমস্ত খুর-বিশিষ্ট পশু অবৈধ করিয়াছিলাম এবং ছাগ ও গরু হইতে উহাদের চর্ব্বি—যাহা পৃষ্ঠ ও অন্ত্রে সংযুক্ত অথবা অস্থিতে সংলিপ্ত—তদ্ব্যতীত তাহাদের জন্য অবৈধ করিয়াছিলাম; এইরূপে আমি তাহাদের অবাধ্যতার জন্য তাহাদিগকে প্রতিফল প্রদান করিয়াছিলাম,

বিচার—পবিত্র কোরানে কেবলমাত্র মৃত-জীব, প্রবাহিত-রক্ত, শূকর-মাংস এবং আল্লাহ ব্যতীত অন্যের নামে নিহত জীব অবৈধ বলিয়া উক্ত হইয়াছে; কিন্তু হজরত রসুলোল্লার বর্ণিত হাদিস এবং জগদ্বিখ্যাত এমামগণের লিখিত ফেকাহ গ্রন্থে অসংখ্য জীব-জন্তু ও পশু-পক্ষী অবৈধ বলিয়া বর্ণিত পরিদৃষ্ট হয়। এস্থলে স্বতঃই মনে হয় যে, কিরূপে ইহার সামঞ্জস্য সাধিত হইতে পারে? উহার প্রশস্ত উত্তর এই যে, সমগ্র বিশ্বজগতে অসংখ্য ভূচর, খেচর ও জলচর জীব-জন্তু এবং পশু-পক্ষী বিদ্যমান আছে। উহাদের সমস্ত নাম পবিত্র কোরানে নির্দ্দেশিত হওয়া সম্পূর্ণ অসম্ভব। বিশেষতঃ কোরান শরিফ প্রাণীতত্ত্ব-বিষয়ক গ্রন্থ নহে যে, সমস্ত জীবের নাম শ্রেণী উহাতে সন্নিবিষ্ট হইবে অথবা ইহা কোন গ্রন্থের ব্যাখ্যা পুস্তকও নহে যে, প্রত্যেক বিষয়ই পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিশ্লেষিত হইবে। ইহা আল্লার প্রত্যাদিষ্ট পূর্ণ-পূত মূল নীতি মাত্র। ইহার তত্ত্ব উদ্‌ঘাটন ও ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করিবার ভার হজরত রসুলোল্লাহ এবং তাঁহার প্রতিনিধি স্বরূপ সত্যপরায়ণ মহাজ্ঞানী আলেমগণের উপর। সেইজন্যই মোসলেম-জগতে হাদিস, তফ্‌সীর ও ফেকাহ-গ্রন্থ সমূহ সঙ্কলিত ও প্রচারিত হইয়াছে। উহা পবিত্র কোরানের বিস্তৃত ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ মাত্র। যেমন পবিত্র কোরানে শূকর ও সুরা অবৈধ বলিয়া বিবৃত করিবার পর উহাকে অনিষ্টকর ও অপবিত্র বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে; অনন্তর এই উক্তিকে মূল-নীতি স্বরূপ অবলম্বন পূর্ব্বক হাদিস, তফ্‌সীর ও ফেকাহ গ্রন্থে যাবতীয় নেশা-জনক অনিষ্টকর দ্রব্য এবং অপবিত্র জীব-জন্তু ও পশু-পক্ষীর মাংস ভক্ষণ অবৈধ বলিয়া বিস্তৃতভাবে বিশ্লেষিত ও বিধিবদ্ধ হইয়াছে। ফলতঃ মূল কোরানের সহিত ঐ সকল গ্রন্থের বিন্দুমাত্রও বিরোধ বা অসামঞ্জস্য নাই।

১৪৬। ইহুদীদিগের প্রতি অবাধ্যতার শাস্তি-স্বরূপ আল্লাহতা'লা তাহাদের জন্য যে সকল বৈধ খাদ্যদ্রব্য অবৈধ করিয়াছিলেন, এই আয়তে তাহার আভাস প্রদান করা হইয়াছে।

জোফর—নখর ও খুর। হজরত এব্‌ন-আব্বাসের মতে "জি-জোফারেন" অর্থে উষ্ট্র; কিন্তু এমাম রাজীর মতে উহার অর্থ নখর ও খুর-বিশিষ্ট জীব। পক্ষান্তরে মোজাহেদ ও কাতাদা বলেন যে, অবিভক্ত খুর বা নখর বিহীন সমস্ত পশু-পক্ষীই "জি-জোফারেন" নামে অভিহিত হইয়া থাকে।—তঃ এব্‌ন আব্বাস ও কবির।

পবিত্র কোরানের এই আয়ত এবং ইহার পূর্ব্ববর্ত্তী আয়তের সহিত তওরাতের বর্ণনার আশ্চর্য্য সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়; যথা—"আর সদাপ্রভু মোশি ও হারোনকে কহিলেন, তোমরা ইস্রায়েল-সন্তানগণকে বল, ভূচর সমস্ত পশুর মধ্যে এই সকল পশু তোমাদের খাদ্য হইবে। পশুগণের মধ্যে যে কোন পশু সম্পূর্ণ দ্বিখণ্ড খুরবিশিষ্ট ও জাওর কাটে, তাহা তোমরা ভক্ষণ করিতে পার; কিন্তু যাহারা জাওর কাটে কিংবা দ্বিখণ্ড খুরবিশিষ্ট, তাহাদের মধ্যে তোমরা এই পশু ভক্ষণ করিও

بَاغٍ وَّلَا عَادٍ فَاِنَّ رَبَّكَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ۝
١٤٦- وَعَلَى الَّذِيْنَ هَادُوْا حَرَّمْنَا
كُلَّ ذِيْ ظُفُرٍ ۚ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ
حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُوْمَهُمَآ اِلَّا مَا حَمَلَتْ
ظُهُوْرُهُمَآ اَوِ الْحَوَايَآ اَوْ مَا اخْتَلَطَ
بِعَظْمٍ ۭ ذٰلِكَ جَزَيْنٰهُمْ بِبَغْيِهِمْ ۖ

নিরুপায় হয়, তবে নিশ্চয় তোমার প্রতিপালক ক্ষমাশীল করুণাময়।
১৪৬। এবং ইহুদীদিগের জন্য আমি সমস্ত খুর-বিশিষ্ট পশু অবৈধ করিয়াছিলাম এবং ছাগ ও গরু হইতে উহাদের চর্ব্বি—যাহা পৃষ্ঠ ও অন্ত্রে সংযুক্ত অথবা অস্থিতে সংলিপ্ত—তদ্ব্যতীত তাহাদের জন্য অবৈধ করিয়াছিলাম; এইরূপে আমি তাহাদের অবাধ্যতার জন্য তাহাদিগকে প্রতিফল প্রদান করিয়াছিলাম,

বিচার—পবিত্র কোরানে কেবলমাত্র মৃত-জীব, প্রবাহিত-রক্ত, শূকর-মাংস এবং আল্লাহ ব্যতীত অন্যের নামে নিহত জীব অবৈধ বলিয়া উক্ত হইয়াছে; কিন্তু হজরত রসুলোল্লার বর্ণিত হাদিস এবং জগদ্বিখ্যাত এমামগণের লিখিত ফেকাহ গ্রন্থে অসংখ্য জীব-জন্তু ও পশু-পক্ষী অবৈধ বলিয়া বর্ণিত পরিদৃষ্ট হয়। এস্থলে স্বতঃই মনে হয় যে, কিরূপে ইহার সামঞ্জস্য সাধিত হইতে পারে? উহার প্রশস্ত উত্তর এই যে, সমগ্র বিশ্বজগতে অসংখ্য ভূচর, খেচর ও জলচর জীব-জন্তু এবং পশু-পক্ষী বিদ্যমান আছে। উহাদের সমস্ত নাম পবিত্র কোরানে নির্দ্দেশিত হওয়া সম্পূর্ণ অসম্ভব। বিশেষতঃ কোরান শরিফ প্রাণীতত্ত্ব-বিষয়ক গ্রন্থ নহে যে, সমস্ত জীবের নাম শ্রেণী উহাতে সন্নিবিষ্ট হইবে অথবা ইহা কোন গ্রন্থের ব্যাখ্যা পুস্তকও নহে যে, প্রত্যেক বিষয়ই পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিশ্লেষিত হইবে। ইহা আল্লার প্রত্যাদিষ্ট পূর্ণ-পূত মূল নীতি মাত্র। ইহার তত্ত্ব উদ্ঘাটন ও ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করিবার ভার হজরত রসুলোল্লাহ এবং তাঁহার প্রতিনিধি স্বরূপ সত্যপরায়ণ মহাজ্ঞানী আলেমগণের উপর। সেইজন্যই মোসলেম-জগতে হাদিস, তফ্‌সীর ও ফেকাহ-গ্রন্থ সমূহ সঙ্কলিত ও প্রচারিত হইয়াছে। উহা পবিত্র কোরানের বিস্তৃত ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ মাত্র। যেমন পবিত্র কোরানে শূকর ও সুরা অবৈধ বলিয়া বিবৃত করিবার পর উহাকে অনিষ্টকর ও অপবিত্র বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে; অনন্তর এই উক্তিকে মূল-নীতি স্বরূপ অবলম্বন পূর্ব্বক হাদিস, তফ্‌সীর ও ফেকাহ গ্রন্থে যাবতীয় নেশা-জনক অনিষ্টকর দ্রব্য এবং অপবিত্র জীব-জন্তু ও পশু-পক্ষীর মাংস ভক্ষণ অবৈধ বলিয়া বিস্তৃতভাবে বিশ্লেষিত ও বিধিবদ্ধ হইয়াছে। ফলতঃ মূল কোরানের সহিত ঐ সকল গ্রন্থের বিন্দুমাত্রও বিরোধ বা অসামঞ্জস্য নাই।

১৪৬। ইহুদীদিগের প্রতি অবাধ্যতার শাস্তি-স্বরূপ আল্লাহতা'লা তাহাদের জন্য যে সকল বৈধ খাদ্যদ্রব্য অবৈধ করিয়াছিলেন, এই আয়তে তাহার আভাস প্রদান করা হইয়াছে।

জোফর—নখর ও খুর। হজরত এব্‌ন-আব্বাসের মতে "জি-জোফারেন" অর্থে উষ্ট্র; কিন্তু এমাম রাজীর মতে উহার অর্থ নখর ও খুর-বিশিষ্ট জীব। পক্ষান্তরে মোজাহেদ ও কাতাদা বলেন যে, অবিভক্ত খুর বা নখর বিহীন সমস্ত পশু-পক্ষীই "জি-জোফারেন" নামে অভিহিত হইয়া থাকে।—তঃ এব্‌ন আব্বাস ও কবির।

পবিত্র কোরানের এই আয়ত এবং ইহার পূর্ব্ববর্ত্তী আয়তের সহিত তওরাতের বর্ণনার আশ্চর্য্য সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়; যথা—"আর সদাপ্রভু মোশি ও হারোনকে কহিলেন, তোমরা ইস্রায়েল-সন্তানগণকে বল, ভূচর সমস্ত পশুর মধ্যে এই সকল পশু তোমাদের খাদ্য হইবে। পশুগণের মধ্যে যে কোন পশু সম্পূর্ণ দ্বিখণ্ড খুরবিশিষ্ট ও জাওর কাটে, তাহা তোমরা ভক্ষণ করিতে পার; কিন্তু যাহারা জাওর কাটে কিংবা দ্বিখণ্ড খুরবিশিষ্ট, তাহাদের মধ্যে তোমরা এই পশু ভক্ষণ করিও

এবং নিশ্চয় আমি সত্যপরায়ণ।
১৪৭। অনন্তর যদি তাহারা তোমাকে
অসত্যারোপ করে, তবে বল—তোমাদের
প্রতিপালক সুপ্রশস্ত করুণাধার, এবং
অপরাধী সম্প্রদায় হইতে তাঁহার শাস্তি
অপসৃত হইবে না। ১৪৮। যাহারা
অংশীবাদী—তাহারা এখনই বলিবে যে,
যদি আল্লাহ ইচ্ছা করিতেন, তবে আমরা
ও আমাদের পিতৃপুরুষ অংশীবাদিতা
করিতাম না এবং আমরা কোন বিষয়ই
অবৈধ করিতাম না; এইরূপে তাহা-
দের পূর্ব্ববর্ত্তীরাও আমার শাস্তি আস্বাদন
না-করা পর্য্যন্ত অসত্যারোপ করিয়াছিল;
তুমি বল—তোমাদের কি কোন জ্ঞান আছে,
তবে উহা আমাদের সম্মুখে প্রকাশ কর?
তোমরা কেবলমাত্র অনুমানের অনুসরণ
করিতেছ এবং কল্পনা ব্যতীত করিতেছ না।

وَإِنَّا لَصٰدِقُوْنَ ○ ١٤٧- فَإِنْ
كَذَّبُوْكَ فَقُلْ رَّبُّكُمْ ذُوْ رَحْمَةٍ
وَّاسِعَةٍ ج وَلَا يُرَدُّ بَأْسُهٗ عَنِ الْقَوْمِ
الْمُجْرِمِيْنَ ○ ١٤٨- سَيَقُوْلُ
الَّذِيْنَ أَشْرَكُوْا لَوْ شَآءَ اللّٰهُ مَآ
أَشْرَكْنَا وَلَآ اٰبَآؤُنَا وَلَا حَرَّمْنَا مِنْ
شَيْءٍ ط كَذٰلِكَ كَذَّبَ الَّذِيْنَ مِنْ
قَبْلِهِمْ حَتّٰى ذَاقُوْا بَأْسَنَا ط قُلْ هَلْ
عِنْدَكُمْ مِّنْ عِلْمٍ فَتُخْرِجُوْهُ لَنَا ط
إِنْ تَتَّبِعُوْنَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ أَنْتُمْ

না। উষ্ট্র তোমাদের পক্ষে অশুচি—কেননা সে জাওর কাটে বটে, কিন্তু দ্বিখণ্ড খুর-বিশিষ্ট নয়। আর শাফন * * আর শশক তোমাদের পক্ষে অশুচি, কেননা সে জাওর কাটে, কিন্তু দ্বিখণ্ড খুর-বিশিষ্ট নয়। আর শূকর তোমাদের পক্ষে অশুচি, কেননা সে সম্পূর্ণ দ্বিখণ্ড খুর-বিশিষ্ট বটে, কিন্তু জাওর কাটে না। তোমরা তাহাদের মাংস ভোজন করিও না এবং তাহাদের শবও স্পর্শ করিও না; কারণ তাহারা তোমাদের পক্ষে অশুচি।” অন্যত্র—“আর সদাপ্রভু মোশিকে কহিলেন, তুমি ইস্রায়েল সন্তানগণকে বল, তোমরা গরুর কিংবা মেষের কিংবা ছাগের মেদ ভোজন করিও না।”—তওরাত, লেবীয় পুস্তক ৭—২২ ও ২৩ এবং ১১—১ হইতে ৮ পদ।

১৪৭। আল্লাহতা'লা হজরত রসুলোল্লাকে বলিতেছেন, এই সকল প্রত্যক্ষ নিদর্শন সত্ত্বেও যদি অবিশ্বাসীরা তোমার প্রতি অসত্যারোপ করে, তবে তাহাদিগকে বলিয়া দাও যে, যদিও সর্ব্বশক্তিমান আল্লাহতা'লা করুণার আধার—যদিও তাঁহার প্রেরিত রসুলের প্রতি অসত্যারোপ করা-রূপ মহা অপরাধের জন্য তদীয় আক্রোশে অবিশ্বাসীরা এখনও ধ্বংসপ্রাপ্ত হইতেছে না, তথাপি তাহারা এই অবাধ্যতার জন্য আল্লার প্রদত্ত শাস্তি হইতে কখনই পরিত্রাণ লাভ করিতে পারিবে না।

১৪৮। অবিশ্বাসীরা যখন যুক্তি-তর্কে পরাস্ত হয়, তখন নিতান্ত নির্ব্বোধের মত বলে যে, আল্লার ইচ্ছা অনুসারেই আমরা এই সকল কার্য্য করিতেছি। যদি তাঁহার ইচ্ছা না হইত, তবে আমরা এবং আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণ কখনই অংশীবাদিতা ও অবৈধ কার্য্য করিতে পারিতাম না। ঐ সকল উক্তির উত্তরে আল্লাহতা'লা বলিয়া দিলেন যে, উহাদের পূর্ব্বপুরুষগণও ঐরূপ নির্ব্বোধ ছিল এবং আমার শাস্তির আস্বাদ গ্রহণ না করা পর্য্যন্ত তাহারা উহা হইতে নিরস্ত হয় নাই। অনন্তর আল্লাহ আরও স্পষ্টতরভাবে বলিয়া দিলেন যে, অলীক অনুমান এবং অসার কল্পনা ব্যতীত উহাদের আর কোনই জ্ঞান নাই।

إِلَّا تَخْرُصُونَ ۝ ١٤٩- قُلْ فَلِلَّهِ
الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ ج فَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ
أَجْمَعِينَ ۝ ١٥٠- قُلْ هَلُمَّ شُهَدَاءَ
كُمُ الَّذِينَ يَشْهَدُونَ أَنَّ اللَّهَ حَرَّمَ
هَٰذَا ج فَإِنْ شَهِدُوا فَلَا تَشْهَدْ مَعَهُمْ ج
وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ كَذَّبُوا
بِآيَاتِنَا وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ
بِالْآخِرَةِ وَهُمْ بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ ع

১৪৯। তুমি বল—আল্লার যুক্তিই প্রবলতর; অতএব যদি তিনি ইচ্ছা করিতেন, তবে তোমাদের সকলকেই পথ-প্রদর্শন করিতেন। ১৫০। তুমি বল—যাহারা সাক্ষ্য প্রদান করে যে, আল্লাহ ইহা নিষেধ করিয়াছেন, তবে তোমাদের সেই সাক্ষিগণকে আনয়ন কর; অনন্তর যদিও তাহারা সাক্ষ্য প্রদান করে, তথাপি তুমি তাহাদের সহিত সাক্ষ্য দান করিও না; এবং যাহারা আমার নিদর্শন-সমূহে অসত্যারোপ করে ও যাহারা পরকালে বিশ্বাস করে না, তাহাদের প্রবৃত্তির অনুসরণ করিও না এবং উহারা তাহাদের প্রতিপালকের সমতা নির্দ্দেশ করিয়া থাকে।

১৯শ রুকু—আল্লার আদিষ্ট বিধি নিষেধ এবং আদর্শ সুনীতি

١٥١- قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ
رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا
بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ج

১৫১। তুমি বল, এস—তোমাদের প্রতিপালক তোমাদের জন্য যাহা অবৈধ করিয়াছেন তাহা আবৃত্তি করিতেছি যে, তাঁহার সহিত কোন অংশী-স্থির করিও না ও পিতামাতার সহিত সদ্ব্যবহার করিও

১৪৯—১৫০। কোন বিষয়ের বৈধাবৈধ এবং কর্ত্তব্য-অকর্ত্তব্য সম্বন্ধে আদেশ-নিষেধ করা সম্বন্ধে আল্লাহতা'লারই পূর্ণ অধিকার। আল্লাহতা'লা স্বীয় রসুলগণের দ্বারা জগদ্বাসীর প্রতি প্রত্যেক বিষয়ের আদেশ-নিষেধ প্রচার করিয়া থাকেন। কিন্তু অবিশ্বাসী কাফেরগণ আল্লার বাণীর প্রতি লক্ষ্য না করিয়া স্ব স্ব অনুমান ও কল্পনা বলে কতকগুলি বিধি নিষেধ স্থির করিয়া লয় এবং ঐশী-বিধান বলিয়া তাহা প্রচার করে। বর্ত্তমান যুগেও অনেক অবিশ্বাসী মানব ঐশী প্রেরণা বলিয়া অনেক অসত্য কথা প্রচার করিয়া থাকে। তাই আল্লাহতা'লা বলিয়া দিলেন যে, অবিশ্বাসীদের ঐ সকল কথার কোনই প্রমাণ নাই। যদি কেহ কোন মিথ্যা প্রমাণ উপস্থিত করে, তবে নিশ্চয়ই সে অংশীবাদী ও অবিশ্বাসী। আল্লার বাণীর প্রতিকূলে উহাদের কথা কখনই বিশ্বাস্য অথবা গ্রাহ্য বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে না। অতএব ঐ সকল লোকের কথা বিশ্বাস অথবা উহার অনুসরণ করা কদাচ সঙ্গত নহে।

১৫১। **আদর্শ নীতি-ধর্ম্ম**—খাদ্য-দ্রব্য বিষয়ক বিধি-নিষেধ বর্ণনা করিবার পর আল্লাহতা'লা মানব-জীবনের নীতি ও কর্ত্তব্য বর্ণনা করিতেছেন। অংশীবাদী পৌত্তলিক ও বিপথগামী গ্রন্থপ্রাপ্ত ইহুদী-খৃষ্টানেরা নানা দেব-দেবী, প্রস্তর-প্রতিমা, ভূত-প্রেত অথবা নবীদিগকে আল্লার অংশী মনে করিয়া তাহাদের পূজা-আরাধনা করে। সেইজন্য এই আয়তে সর্ব্বপ্রথমেই ঐ মহাপাপ অর্থাৎ

এবং অভাব-অনটন বশতঃ তোমাদের সন্তানদিগকে হত্যা করিও না; আমিই তোমাদিগকে ও তাহাদিগকে জীবিকা প্রদান করিয়া থাকি এবং কোন প্রকাশ্য কিংবা কোন প্রচ্ছন্ন অশ্লীলতার নিকটবর্ত্তী হইও না; এবং আল্লাহ যাহা অবৈধ করিয়াছেন—সত্যভাবে ব্যতীত এরূপ জীব হত্যা করিও না; তিনি এইরূপে তোমাদিগকে এতদ্বিষয়ে আদেশ করিয়াছেন যেন তোমরা বুঝিতে পার। ১৫২। এবং বয়ঃপ্রাপ্ত না হওয়া পর্য্যন্ত তোমরা শুভ-উদ্দেশ্য ব্যতীত পিতৃহীনগণের ধন-সম্পত্তির নিকটবর্ত্তী হইও না, এবং ন্যায়ভাবে পরিমাপ ও পরিমাণ পূর্ণ করিও; আমি কাহাকেও তাহার সাধ্যের অতীত কষ্ট প্রদান করি না; এবং যখন তোমরা কথা বল, তবে আত্মীয়-স্বজন হইলেও ন্যায়ভাবে বলিও; এবং আল্লার শপথ পূর্ণ

وَلَا تَقْتُلُوٓا أَوْلَادَكُمْ مِّنْ إِمْلَاقٍ ط
نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ ج وَلَا
تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا
بَطَنَ ج وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي
حَرَّمَ اللّٰهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ط ذٰلِكُمْ
وَصّٰكُمْ بِهٖ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْنَ ۝
١٥٢- وَلَا تَقْرَبُوْا مَالَ الْيَتِيْمِ إِلَّا
بِالَّتِيْ هِيَ أَحْسَنُ حَتّٰى يَبْلُغَ
أَشُدَّهٗ ج وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيْزَانَ
بِالْقِسْطِ ج لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ج
وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوْا وَلَوْ كَانَ
ذَا قُرْبٰى ج وَبِعَهْدِ اللّٰهِ أَوْفُوْا ط

অংশীবাদিতা নিষেধ করা হইয়াছে। অংশীবাদিতা নিষেধ করিবার পরেই আল্লাহতা'লা পিতামাতার প্রতি সদ্ব্যবহার করিবার আদেশ করিয়াছেন। এতদ্দ্বারা দেখা যাইতেছে যে, আল্লাহতা'লা নিজের পরেই মানবের জন্য পিতামাতার স্থান নির্দ্দেশ করিয়াছেন। স্নুতরাং পিতামাতার প্রতি ভক্তি এবং তাহাদের সেবা করা মানবের একান্ত কর্ত্তব্য। তৎপর সন্তানাদির প্রতি পিতামাতার কর্ত্তব্য। আরব্য পৌত্তলিকেরা অভাব-অনটনে পড়িলে অশন-বসন প্রদান ও প্রতিপালনের ভয়ে সন্তান হত্যা করিয়া ফেলিত; কখনও বা পুত্রদিগকে রাখিয়া কন্যাদিগকে নিহত অথবা জীবন্ত প্রোথিত করিত। জগতের পৌত্তলিক জাতি এখনও কন্যাকে দুর্ভাগ্য এবং অমঙ্গলের লক্ষণ বলিয়া মনে করিয়া থাকে। কিন্তু আল্লাহতা'লা পিতামাতার পরেই পুত্র-কন্যার স্থান নির্দ্দেশ করিয়াছেন। স্নুতরাং সন্তানাদির প্রতিপালন ও শিক্ষাবিধান মানবের অন্যতম বিশেষ কর্ত্তব্য। তৎপর প্রকাশ্য ও প্রচ্ছন্ন অশ্লীলতা এবং দুষ্কার্য্য প্রভৃতি হইতে বিরত থাকা। ব্যভিচার হইতে নৃত্য-গীত, হাসি-রহস্য এবং কুকথা ও দুর্ব্বাক্য প্রভৃতি যাবতীয় দুর্নীতি ও দুষ্কার্য্য এতদ্দ্বারা পরিত্যক্ত বলিয়া রহিত করা হইয়াছে। অতঃপর অকারণে ও বিনা প্রয়োজনে কোন জীব হত্যা না করা; পিতৃহীনগণের ধন-সম্পত্তিতে অন্যায়ভাবে হস্তক্ষেপ না করা; ক্রয়-বিক্রয়ে পরিমাপ ও পরিমাণে কোনরূপ ব্যতিক্রম না করা; সকল অবস্থায় সর্ব্বদা সত্য কথা বলা এবং সর্ব্বদা আল্লাহতা'লার আদেশ-উপদেশ পালন করা প্রভৃতি বিষয় বর্ণিত হইয়াছে। ফলতঃ এই পবিত্র আয়ত-দুইটীকে জগতের সমস্ত নীতি-ধর্ম্মের সার সংগ্রহ বলিলেও বোধ হয় অত্যুক্তি হইবে না।

ذٰلِكُمْ وَصّٰكُمْ بِهٖ لَعَلَّكُمْ
تَذَكَّرُوْنَ ۙ ١٥٣ - وَاَنَّ هٰذَا
صِرَاطِيْ مُسْتَقِيْمًا فَاتَّبِعُوْهُ ۚ وَلَا
تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ
سَبِيْلِهٖ ؕ ذٰلِكُمْ وَصّٰكُمْ بِهٖ لَعَلَّكُمْ
تَتَّقُوْنَ ○ ١٥٤ - ثُمَّ اٰتَيْنَا مُوْسَى
الْكِتٰبَ تَمَامًا عَلَى الَّذِيْۤ اَحْسَنَ
وَتَفْصِيْلًا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَّهُدًى
وَّرَحْمَةً لَّعَلَّهُمْ بِلِقَآءِ رَبِّهِمْ
يُؤْمِنُوْنَ ۙ

করিও; এইরূপে তিনি তোমাদিগকে এতদ্সম্বন্ধে আদেশ করিতেছেন—যেন তোমরা স্মরণ রাখ।
১৫৩। এবং নিশ্চয় ইহাই আমার সরল পথ, অতএব তোমরা ইহার অনুসরণ কর; এবং অন্য-পথসমূহের অনুসরণ করিও না, তাহা হইলে তদীয় পথ হইতে তোমা-দিগকে বিচ্যুত করিবে; এইরূপে তিনি তোমাদিগকে এতদ্বিষয়ে আদেশ করিতেছেন—যেন তোমরা সংযত হও।
১৫৪। অতঃপর আমি মূসাকে গ্রন্থ প্রদান করিয়াছিলাম যে, সৎকর্ম্মশীলগণের প্রতি প্রত্যেক বিষয়ের সুবিবৃতি এবং সুপথ ও করুণা পূর্ণ হয়—যাহাতে তাহারা তাহাদের প্রতিপালকের সন্দর্শন বিষয়ে বিশ্বাস স্থাপন করে।

২০শ রুকু—অবিশ্বাসীদের ভ্রান্তি এবং বিশ্বাসীগণের চরম লক্ষ্য

١٥٥ - وَهٰذَا كِتٰبٌ اَنْزَلْنٰهُ مُبٰرَكٌ
فَاتَّبِعُوْهُ وَاتَّقُوْا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ ۙ

১৫৫। এবং আমি এই মঙ্গলময় গ্রন্থ অবতারণ করিয়াছি, অতএব ইহার অনু-সরণ কর ও সংযত হও—যেন তোমরা

১৫৪। অনন্তর আল্লাহতা'লা হজরত রসুলোল্লাকে বলিতেছেন:—আমি যে কেবল তোমাকেই গ্রন্থ প্রদান করিয়া তোমার সম্প্রদায়কে পূর্ণ অনুগ্রহে অভিষিক্ত করিতেছি—তাহা নহে; তোমার পূর্ব্বেও সৎকর্ম্মশীল লোকদিগের প্রতি আমার অনুগ্রহ পূর্ণ করিবার জন্য আমি মুসাকে এইরূপ ধর্ম্মনীতি ও সদুপদেশ পূর্ণ গ্রন্থ দান করিয়াছিলাম। এতদ্দ্বারা স্পষ্টই অনুমিত হয় যে, আল্লাহতা'লা সৎকর্ম্মশীল লোকদিগকে চিরকালই তুল্যভাবে অনুগ্রহ বিতরণ করিয়া আসিতেছেন।

১৫৫। **মোবারক**—মঙ্গলময়, বর্দ্ধনশীল অথবা শুভকর। পবিত্র কোরানের সহিত এস্থলে আলোচ্য বিশেষণটী সংযোজিত হইবার হেতু এই যে, অন্যান্য গ্রন্থ-সমূহ বিশেষ জাতির প্রতি নির্দ্দিষ্ট সময়ের জন্য অবতীর্ণ হইয়াছিল, সেই নির্দ্দিষ্ট সময়ের অবসানে ঐ সকল গ্রন্থ তাহাদের জন্য মঙ্গলজনক বা ফলপ্রদ নহে। কিন্তু পবিত্র কোরান বিশ্ববাসী সকল জাতির কল্যাণ সাধনার্থে সকল যুগের জন্য চির-মঙ্গলময় গ্রন্থ রূপে অবতীর্ণ হইয়াছে। তাই আল্লাহতা'লা বলিয়া দিলেন যে, যাহারা এই কল্যাণকর মহাগ্রন্থের অনুসরণ পূর্ব্বক সংযতভাবে জীবন যাপন করিবে, তাহারা চিরকাল আল্লাহতা'লার অপার অনুগ্রহে অভিষিক্ত হইতে থাকিবে।—তঃ কবির ও মঃ আঃ।

অনুগৃহীত হও। ১৫৬। যেন তোমরা না-বল যে, কেবল আমাদের পূর্ব্ববর্ত্তী দুই দলের জন্যই গ্রন্থ অবতীর্ণ হইয়াছিল এবং আমরা তাহাদের পঠিত বিষয় সম্বন্ধে অপরিজ্ঞাত ছিলাম। ১৫৭। অথবা তোমরা বলিবে যে, যদি আপনাদের প্রতি গ্রন্থ অবতীর্ণ হইত, তবে তাহাদের অপেক্ষা আমরাই পথপ্রাপ্ত হইতাম; অতএব তোমাদের প্রতিপালক হইতে তোমাদের নিকট নিদর্শন এবং সুপথ ও করুণা উপস্থিত হইয়াছে; অতঃপর যে আল্লার নিদর্শন-সমূহে অসত্যারোপ করে এবং উহা হইতে প্রত্যাবর্ত্তিত হয়, তবে তাহার অপেক্ষা কেহ অধিকতর অত্যাচারী? যাহারা আমার নিদর্শনাবলী হইতে প্রত্যাবর্ত্তিত হয় তাহাদের প্রত্যাবর্ত্তনের জন্য আমি তাহাদিগকে নিকৃষ্ট শাস্তির প্রতিফল প্রদান করিব। ১৫৮। কিন্তু তাহারা কি ইহারই জন্য

١٥٦- اَنْ تَقُوْلُوْٓا اِنَّمَآ اُنْزِلَ الْكِتٰبُ
عَلٰى طَآئِفَتَيْنِ مِنْ قَبْلِنَا ۪ وَاِنْ
كُنَّا عَنْ دِرَاسَتِهِمْ لَغٰفِلِيْنَ ۙ
١٥٧- اَوْ تَقُوْلُوْا لَوْ اَنَّآ اُنْزِلَ عَلَيْنَا
الْكِتٰبُ لَكُنَّآ اَهْدٰى مِنْهُمْ ۚ
فَقَدْ جَآءَكُمْ بَيِّنَةٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ
وَهُدًى وَّرَحْمَةٌ ۚ فَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنْ
كَذَّبَ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ وَصَدَفَ عَنْهَا ؕ
سَنَجْزِى الَّذِيْنَ يَصْدِفُوْنَ عَنْ
اٰيٰتِنَا سُوْٓءَ الْعَذَابِ بِمَا كَانُوْا
يَصْدِفُوْنَ ○ ١٥٨- هَلْ يَنْظُرُوْنَ

১৫৬—১৫৭। যে সকল অবিশ্বাসী ও অংশীবাদী সম্প্রদায় কোন ঐশী-গ্রন্থের আদেশ-নিষেধ অবগত কিংবা সুসংবাদ প্রাপ্ত হয় নাই; তাহারা যাহাতে একথা বলিতে না পারে যে, আমাদের পূর্ব্ববর্ত্তী ইহুদী ও খৃষ্টান প্রভৃতি জাতিই কেবল গ্রন্থপ্রাপ্ত হইয়াছিল—আমরা ঐ সম্বন্ধে কিছুই জানিতে পারি নাই এবং যদি আমরা উহা অবগত হইতাম, তবে আমরা তাহাদের অপেক্ষাও ধর্ম্ম-পরায়ণ ও সুপথগামী হইতাম; তজ্জন্য আল্লাহতা'লা ঐ সকল সম্প্রদায়ের আপত্তি খণ্ডন করিবার উদ্দেশ্যে বিশ্ববাসী সমগ্র মানব জাতির জন্য মহাগ্রন্থ কোরান শরিফ অবতীর্ণ করিয়া বলিয়া দিলেন যে, আমার নিকট হইতে ইহাই তোমাদের নিকট স্পষ্টতর নিদর্শন; আমি সমস্ত মানব-জাতির জন্য সুপথ ও করুণা স্বরূপ এই গ্রন্থ অবতীর্ণ করিয়াছি। অনন্তর এই মহাগ্রন্থের আদেশ-নিষেধ অবগত হইবার পর যাহারা ইসলাম গ্রহণ না করিয়া অংশীবাদিতা ও পৌত্তলিকতায় লিপ্ত থাকিবে, তাহাদিগকে পরকালে অবশ্যই নিকৃষ্টতর শাস্তি ভোগ করিতে হইবে।

"পূর্ব্ববর্ত্তী দুই দল"—বাক্যাংশ দ্বারা ইহুদী ও খৃষ্টান সম্প্রদায়কে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। ইহার কারণ এই যে, আরব্য অংশীবাদী পৌত্তলিকদিগের মধ্যে কেবলমাত্র ইহুদী ও খৃষ্টান—এই দুইটী গ্রন্থপ্রাপ্ত সম্প্রদায়ই বিদ্যমান ছিল।

১৫৮। আল্লাহতা'লা পবিত্র কোরান অবতীর্ণ করিয়া সত্যের সহিত মিথ্যার এবং ধর্ম্মের সহিত অধর্ম্মের পার্থক্য পুনঃ পুনঃ স্পষ্টতর রূপে বুঝাইয়া দিয়া—শত শত অকাট্য প্রমাণ, জলন্ত উপমা

إِلَّآ أَنْ تَأْتِيَهُمُ الْمَلٰٓئِكَةُ أَوْ يَأْتِيَ
رَبُّكَ أَوْ يَأْتِيَ بَعْضُ اٰيٰتِ
رَبِّكَ ط يَوْمَ يَأْتِيْ بَعْضُ اٰيٰتِ
رَبِّكَ لَا يَنْفَعُ نَفْسًا إِيْمَانُهَا
لَمْ تَكُنْ اٰمَنَتْ مِنْ قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ
فِيْٓ إِيْمَانِهَا خَيْرًا ط قُلِ انْتَظِرُوْٓا
إِنَّا مُنْتَظِرُوْنَ ○ ١٥٩ - إِنَّ
الَّذِيْنَ فَرَّقُوْا دِيْنَهُمْ وَكَانُوْا

অপেক্ষা করিতেছে যে, ফেরেশ্তাগণ তাহাদের নিকট উপস্থিত হইবে অথবা তোমার প্রতিপালক আগমন করিবেন কিংবা তোমার প্রতিপালকের কোন কোন নিদর্শন উপস্থিত হইবে? যেদিন তোমার প্রতিপালকের কোন কোন নিদর্শন উপস্থিত হইবে—সেদিন যাহারা পূর্ব্বে বিশ্বাস-স্থাপন অথবা স্বীয় বিশ্বাস অনুযায়ী পুণ্য অর্জ্জন করে নাই, তাহাদের কেহই সুফল প্রাপ্ত হইবে না; তুমি বল—তোমরা প্রতীক্ষা কর—আমিও প্রতীক্ষা করিতেছি।
১৫৯। নিশ্চয় যাহারা স্বীয় ধর্ম্মকে বিভক্ত করিয়াছে এবং দল সৃষ্টি করিয়াছে,

ও বিস্ময়কর অলৌকিক নিদর্শন যোগে ইস্‌লামের সত্যতা এবং অংশীবাদিতা ও পৌত্তলিকতার ভ্রান্তি প্রদর্শন করিবার পরেও যখন অবিশ্বাসী কাফেরগণ সত্যধর্ম্ম অবলম্বন অথবা তৎপ্রতি বিশ্বাস স্থাপন করিল না—বরং আরও নানারূপ কাল্পনিক অলোকিকতা প্রদর্শন—এমন কি, আল্লাহতা'লার প্রকাশমান ও ফেরেশ্তাগণের প্রত্যক্ষ আবির্ভাব হওয়ার বিষয় প্রার্থনা করিতে লাগিল (হক্কানী), তখন আল্লাহতা'লা তাহাদের অবিশ্বাস ও ধৃষ্টতার চরম উত্তর স্বরূপ এই আয়ত অবতীর্ণ করিলেন। আল্লাহতা'লা বলিয়া দিলেন যে, সত্যই-কি তাহারা ফেরেশ্তাগণের প্রত্যক্ষ উপস্থিতি, আমার প্রকাশমানতা অথবা আরও স্পষ্টতর নিদর্শনের জন্য অপেক্ষা করিতেছে? কিন্তু যেদিন তাহাদের নিকট ফেরেশ্তা অর্থাৎ মৃত্যুদূত আজরাইল প্রত্যক্ষভাবে উপস্থিত হইবে এবং তাহাদের নিকট আমার অনন্ত মহিমার বিস্ময়কর পারলৌকিক নিদর্শন-সমূহ প্রকাশিত হইতে থাকিবে এবং যেদিন আমি তাহাদের পার্থিব বিশ্বাস ও কর্ম্মফলের বিচার-বিনিময়ের জন্য মহাবিচার ক্ষেত্রে তাহাদের সম্মুখে সুপ্রকাশমান হইব (বয়জবী), সেদিন তাহারা আমার সত্যতায় অবশ্যই বিশ্বাস স্থাপন করিবে; কিন্তু যাহারা মৃত্যুর পূর্ব্বে অথবা পার্থিব জীবনে বিশ্বাস-স্থাপন অথবা তদনুযায়ী কর্ম্ম করে নাই, সেদিন তাহাদের সেই বিশ্বাস কোনই কাজে আসিবে না। সুতরাং যাহারা আল্লার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন ও সত্যধর্ম্ম অবলম্বন করিতেছে না, তুমি তাহাদিগকে সেই দিনের জন্য অপেক্ষা করিতে বল এবং তাহাদিগকে আরও বলিয়া দাও যে, আমিও সেই দিনের অপেক্ষা করিতেছি। অনন্তর যখন সেইদিন উপস্থিত হইবে, তখনই বিশ্বাস ও অবিশ্বাসের সত্যাসত্য নির্ণীত হইয়া যাইবে এবং সকলেই প্রকৃত সত্য উপলব্ধি করিতে পারিবে।

১৫৯। হজরত রসুলোল্লার আন্তরিক ইচ্ছা ছিল—সমগ্র মানব-জাতিকে একত্ববাদী এক ধর্ম্মাবলম্বী এবং এক আল্লার উপাসক করিয়া বিশ্বজগতে এক মহামানব-জাতি গঠন করা; কিন্তু একমাত্র সর্ব্বজনমান্য নবী হজরত এবরাহিমের অনুগামী ও বংশধর বলিয়া দাবীদার—ইহুদী, খৃষ্টান ও আরব্য পৌত্তলিকেরা যেরূপ ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্ম ও সম্প্রদায়ের সৃষ্টি করিয়া দলে দলে বিভক্ত হইয়া পড়িতেছিল এবং হজরত এবরাহিমের সত্যধর্ম্ম বিকৃত করিয়া তাহারা যেরূপ নূতন নূতন অধর্ম্ম-অনাচারের সৃষ্টি করিতেছিল, তদ্দর্শনে হজরত রসুলোল্লার অন্তরে অত্যন্ত ব্যথা অনুভব করিতেন। তাই

তুমি তাহাদের কোন বিষয়েই অন্তর্ভুক্ত নহ; তাহাদের কৃতকর্ম্ম আল্লার দিকে ব্যতীত নহে, তৎপর তাহারা যাহা করিতেছে তদ্বিষয়ে বিজ্ঞাপিত হইবে।
১৬০। যে সৎকার্য্য আনয়ন করিবে, তবে সে তজ্জন্য উহার অনুরূপ দশগুণ পাইবে; এবং যে দুষ্কার্য্য আনয়ন করিবে, ফলতঃ সে তদনুরূপ ব্যতীত কোন প্রতিফল পাইবে না এবং তাহারা অত্যাচারিত হইবে না।
১৬১। তুমি বল—নিশ্চয় আমার প্রতিপালক আমাকে সরল পথের দিকে পদ-প্রদর্শন করিয়াছেন; এবরাহিমের সুদৃঢ় ধর্ম্ম-নীতিই সুপ্রতিষ্ঠিত ধর্ম্ম ছিল এবং সে অংশীবাদিগণের অন্তর্ভুক্ত ছিল না।

شِيَعًا لَّسْتَ مِنْهُمْ فِيْ شَيْءٍ ۭ اِنَّمَا
اَمْرُهُمْ اِلَى اللّٰهِ ثُمَّ يُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوْا
يَفْعَلُوْنَ ○ ١٦٠- مَنْ جَآءَ بِالْحَسَنَةِ
فَلَهٗ عَشْرُ اَمْثَالِهَا ۚ وَمَنْ جَآءَ
بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزٰٓى اِلَّا مِثْلَهَا وَهُمْ
لَا يُظْلَمُوْنَ ○ ١٦١- قُلْ اِنَّنِيْ
هَدٰىنِيْ رَبِّيْٓ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ۚ
دِيْنًا قِيَمًا مِّلَّةَ اِبْرٰهِيْمَ حَنِيْفًا ۚ
وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ○

আল্লাহতা'লা তাঁহাকে সান্ত্বনা প্রদান পূর্ব্বক বলিলেন যে, যাহারা নিজেদের ধর্ম্ম বিভক্ত ও বিকৃত করিয়া দলে দলে বিভক্ত হইতেছে, তাহাদের জন্য তোমার কোনই দায়িত্ব নাই। আমি নিজেই তাহাদের দুষ্কার্য্যের বিচার করিয়া তাহাদিগকে সমুচিত প্রতিফল প্রদান করিব।

ইহুদী জাতির কাল্পনিক ভ্রম-বিশ্বাস ও দুর্নীতি, খৃষ্টান জাতির রোমান-কাথলিক ও প্রোটেষ্ট্যাণ্ট প্রভৃতি মারাত্মক পরস্পর-বিরোধী সম্প্রদায়-ভেদ এবং অংশীবাদী পৌত্তলিকদিগের বিভিন্ন রূপ পূজা-পার্ব্বন ও তজ্জনিত নানাপ্রকার ধর্ম্মভেদ, বর্ণভেদ ও সম্প্রদায়ভেদ প্রভৃতিই এই আয়তের লক্ষ্য। মুসলমানদিগের মধ্যে মনগড়া শিয়া, ওহাবী, বাহাবী, বাবী, কাদিয়ানী প্রভৃতি অভিনব সম্প্রদায় সৃষ্টি এবং কোরান হাদিস-বিরোধী বিভিন্ন-রূপ তরিকা ও তজ্জনিত ভেদনীতি-সমূহও ইহার অন্তর্ভুক্ত। ইহুদী-খৃষ্টানদিগের ন্যায় ধর্ম্মানুষ্ঠান-সমূহের কোন কোন বিষয় পরিগ্রহণ ও কোন কোন বিষয় প্রত্যাখ্যাত এবং পৌত্তলিকদিগের ন্যায় শ্রেণী-বিশেষ বা সম্প্রদায়-বিশেষের জন্য ধর্ম্মকার্য্য-সমূহ বিভাগ করিয়া দেওয়াও এই আয়তে নিষিদ্ধ হইয়াছে। অতএব সর্ব্বপ্রকার বিচ্ছিন্ন সাম্প্রদায়িকতা এবং কলুষ গর্ভ ভেদনীতি হইতে বিমুক্ত থাকা সত্য-বিশ্বাসী মুসলমানগণের অবশ্য কর্ত্তব্য।

১৬০। এই আয়তে একাধারে আল্লাহতা'লার সুবিচার ও করুণার মহিমান্বিত প্রকৃতি অতি উজ্জ্বলভাবে প্রস্ফুটিত হইয়া উঠিয়াছে। কেহ দুষ্কার্য্য করিয়া যদিও ক্ষমাপ্রাপ্ত না হয়, তথাপি সে ঠিক তদনুরূপ শাস্তিই ভোগ করিবে; কোনরূপে অত্যাচারিত অথবা অতিরিক্ত শাস্তি প্রাপ্ত হইবে না। কিন্তু কেহ সৎকার্য্য করিলে সে আল্লাহত'লার অপার করুণা প্রভাবে উহার দশগুণ অথবা বহুগুণ—এমন কি, সাত শত গুণ প্রতিদান ও পুরস্কার লাভ করিবে। সুবিচার ও করুণার কি সুন্দর নিদর্শন!—সহি বোখারী।

১৬১। অনন্তর আল্লাহতা'লা হজরত রসুলোল্লাকে বলিলেন:—তুমি ইহুদী, খৃষ্টান ও অবিশ্বাসী-দিগকে সরলভাবে বলিয়া দাও যে, তোমরা সকলে যে মহাপুরুষকে মান্য কর এবং যে এবরাহিমের অনুগামী ও বংশধর বলিয়া গৌরব প্রকাশ করিয়া থাক, আমি সেই এবরাহিমের সুপ্রতিষ্ঠিত সত্যধর্ম্মই প্রচার করিতেছি! তিনি কখনও তোমাদের ন্যায় অংশীবাদী, পৌত্তলিক অথবা পথভ্রান্ত ছিলেন না।

১৬২। তুমি বল—নিশ্চয় আমার আরাধনা ও আমার উৎসর্গ এবং আমার জীবন ও আমার মৃত্যু বিশ্বজগতের প্রতিপালক আল্লারই জন্য। ১৬৩। তাঁহার কোনই অংশী নাই এবং ইহাই আমি আদিষ্ট হইয়াছি এবং আমিই সর্ব্বপ্রথম মুসলমান। ১৬৪। তুমি বল—আমি কি আল্লাহ ব্যতীত প্রতিপালক অনুসন্ধান করিব? এবং তিনিই সর্ব্ব-বিষয়ে প্রতিপালক;

١٦٢- قُلْ إِنَّ صَلَاتِيْ وَنُسُكِيْ
وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِيْ لِلّٰهِ رَبِّ
الْعٰلَمِيْنَ ۙ ١٦٣- لَا شَرِيْكَ لَهٗ ۚ
وَبِذٰلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ
الْمُسْلِمِيْنَ ○ ١٦٤- قُلْ أَغَيْرَ اللهِ
أَبْغِيْ رَبًّا وَّهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ ط

১৬২—১৬৩। **মোসলেম-জীবনের মহান্ লক্ষ্য**—এই দুইটী আয়তে ইস্‌লামের প্রকৃত আদর্শ এবং মোস্‌লেম-জীবনের মহান্ লক্ষ্য অতি সুন্দরভাবে পরিব্যক্ত হইয়াছে। "ইস্‌লাম" শব্দের প্রকৃত লক্ষ্য—'আল্লার উদ্দেশ্যে আত্মসমর্পণ।' তাই আল্লাহতা'লা হজরত রসুলোল্লাকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন:—তুমি বল যে, আমিই তোমাদের মধ্যে সর্ব্বপ্রথম "মুসলমান"—অর্থাৎ 'আল্লার উদ্দেশ্যে আত্মসমর্পণকারী'। মোসলেম-জীবনের এই মহান আদর্শ হজরত রসুলোল্লাহ্ নিজের অনুপম জীবন-যাপন-প্রণালীর মধ্য দিয়া অতি উজ্জ্বল রূপে সুপরিস্ফুট করিয়া দেখাইয়া গিয়াছেন। তাই তাঁহার স্বর্গীয় জীবনী সমগ্র মোস্‌লেম-জগতের আদর্শস্থল। আলোচ্য আয়তদ্বয়ের প্রথমে আল্লাহতা'লা কর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়া হজরত রসুলোল্লাহ সেই আদর্শেরই প্রকৃত স্বরূপ বর্ণনা করিতেছেন।

মানব সাধারণতঃ আত্মপ্রাণ, স্ত্রী-পুত্র-পরিবার অথবা ধন-সম্পদের মায়ায় আবদ্ধ হইয়া জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহ করে; কেহ কেহ ঐ সংসার-জীবনে যশ-মান ও খ্যাতি-প্রতিপত্তি অর্জ্জনের জন্য ধর্ম্ম ও কর্ম্মক্ষেত্রে আত্মনিয়োগ করে; আবার কেহ কেহ ঐ সাধারণ অবস্থা হইতে একটু উর্দ্ধে আরোহণ করিয়া দেশ-হিতৈষণা, জাতীয় কল্যাণ অথবা জীব-জগতের মঙ্গল সাধনের উদ্দেশ্যে আত্মপ্রাণ উৎসর্গ করিয়া থাকে। কিন্তু মোস্‌লেম-জীবনের আদর্শ ও লক্ষ্য উহা অপেক্ষা অনেক উর্দ্ধে অবস্থিত। তাঁহার স্ত্রী-পুত্র-পরিবার, ধন-সম্পদ, যশ-মান, খ্যাতি-প্রতিপত্তি অথবা লোক-হিতৈষণা ও বিশ্ব-কল্যাণ ব্রত প্রভৃতি সংসার ধর্ম্ম ত অতি তুচ্ছ কথা বরং তাঁহার উপাসনা-আরাধনা এবং ধর্ম্ম-কর্ম্ম পর্য্যন্ত আল্লার উদ্দেশ্যে নিবেদিত; তাঁহার জীবন ও মৃত্যু, ইহকাল ও পরকাল—সমস্তই সে আল্লার জন্য উৎসর্গ করিয়া সংসার-জীবন যাপন করিয়া থাকে। ফলতঃ ইহা অপেক্ষা মানব জীবনের উচ্চ লক্ষ্য ও মহান্ আদর্শ আর কি হইতে পারে? সর্ব্বাপেক্ষা গৌরবের বিষয় এই যে, হজরত রসুলোল্লার ধর্ম্ম ও কর্ম্ম, উপাসনা ও আরাধনা এবং জীবন ও মৃত্যু—উপরোক্ত মহান্ আদর্শের অনাবিল প্রতিকৃতি-স্বরূপ জগদ্বাসী মুক্ত-দৃষ্টি ও সতর্ক সমালোচনার সম্মুখে উজ্জ্বলরূপে দেদীপ্যমান রহিয়াছে—যাহা অন্য কোন ধর্ম্মে অথবা কোন ধর্ম্ম-প্রচারকের জীবনেই পরিস্ফুট হয় নাই।

১৬৪। এই আয়তে আল্লাহতা'লা অতি চমৎকার দৃষ্টান্ত দিয়া খৃষ্টান জাতির প্রায়শ্চিত্তবাদ এবং অংশীবাদী ও পৌত্তলিক জাতির মুক্তিবাদের চরম প্রতিবাদ করিয়াছেন। খৃষ্টানেরা হজরত ঈসা নবীকে "খোদার বেটা খোদা" ও "ত্রাণকর্ত্তা" বলিয়া অর্চ্চনা করে এবং অংশীবাদী পৌত্তলিকেরা ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব,—কালী, দুর্গা, লক্ষ্মী অথবা প্রস্তর ও প্রতিমা-পুঞ্জকে আল্লাহতা'লার অংশী, মাতা, পত্নী বা কন্যা জ্ঞানে মুক্তির আশায় পূজা-অর্চ্চনা করিয়া থাকে। কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে তাহারা সকলেই জানে যে, উহারা আল্লার সৃষ্ট জীব অথবা নির্জ্জীব পদার্থ ব্যতীত আর কিছুই নহে এবং পরিত্রাণ

প্রত্যেক ব্যক্তি তাহারই নিজের জন্য ব্যতীত অর্জ্জন করে না, এবং কোন বহনকারী অন্যের বোঝা বহন করিবে না; তৎপরে তোমাদের প্রতিপালকের দিকেই তোমাদের প্রত্যাবর্ত্তন; অনন্তর তোমরা যাহাতে বিরোধ করিতেছিলে, তিনি তোমাদিগকে তাহা বিজ্ঞাপিত করিবেন।
১৬৫। এবং তিনিই তোমাদিগকে পৃথিবীর প্রতিনিধি করিয়াছেন

وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا
عَلَيْهَا ۚ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ
أُخْرَىٰ ۚ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُم مَّرْجِعُكُمْ
فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ۝
١٦٥- وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَٰئِفَ

বা মুক্তিদান সম্বন্ধেও উহাদের কোনই অধিকার নাই। তাই আল্লাহতা'লা প্রায়শ্চিত্তবাদী খৃষ্টান এবং মুক্তিবাদী পৌত্তলিকদিগকে স্মরণ করাইয়া দিতেছেন যে, আল্লাহ ব্যতীত কেহই পরিত্রাণকারী প্রভু নাই। তোমরা প্রায়শ্চিত্তের আশায় এবং মুক্তির ভরসায় যাহাদের পূজা-অর্চ্চনা কর, আল্লাহতা'লাই তাহাদের সকলের সৃষ্টিকর্ত্তা ও প্রতিপালক প্রভু। তাহারা কেহই তোমাদের পাপের বোঝা বহন করিবে না এবং আল্লাহ ব্যতীত কেহই অপরের পাপ ক্ষমা করিবার অধিকারী নহে। যদি তোমরা এ কথায় অবিশ্বাস অথবা বিরোধ কর তবে মনে রাখিও যে, পরিণামে নিশ্চয় তোমাদিগকে সেই আল্লারই নিকট স্ব স্ব কৃতকর্ম্মের বিচার ও প্রতিফল ভোগ করিবার জন্য উপস্থিত হইতে হইবে এবং সেদিন অবশ্যই তোমরা প্রকৃত সত্য অনুভব করিতে পারিবে।

"প্রত্যেক ব্যক্তি তাহারই জন্য ব্যতীত অর্জ্জন করে না; এবং কোন বহনকারী অন্যের বোঝা বহন করিবে না"—ইহার প্রকৃত মর্ম্ম এই—পাপ অথবা পুণ্য—যে যাহা অর্জ্জন করিবে, সে ঠিক তদনুরূপ প্রতিফল প্রাপ্ত হইবে। একের পুণ্যে অপরের মুক্তি সাধিত কিংবা এক জনের পাপে অন্যে নির্য্যাতিত হইবে না; প্রত্যেকেই নিজ নিজ কর্ম্মফল অনুযায়ী শাস্তি অথবা পুরস্কার ভোগ করিবে। ইহাই ইস্‌লামী পরলোক বিশ্বাসের সার-মর্ম্ম এবং এই যুক্তিপূর্ণ উক্তির দ্বারা ইহুদী, খৃষ্টান ও অংশীবাদী পৌত্তলিকদিগের পারলৌকিক প্রায়শ্চিত্তবাদ ও মুক্তিবাদ প্রভৃতি ভ্রম-বিশ্বাস সমূহ সম্পূর্ণরূপে খণ্ডিত হইয়া গিয়াছে।

১৬৫। মক্কার ধন-সম্পদশালী অবিশ্বাসীরা দরিদ্র মুসলমানদিগকে লক্ষ্য করিয়া বলিত যে, আমাদের উপাস্য দেব-দেবীরাই আমাদিগকে এই ঐশ্বর্য্যরাশি দান করিয়াছে; তোমরা ইহাদিগকে পরিত্যাগ করিয়াছ বলিয়াই দরিদ্র ও অভাবগ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছ। অবিশ্বাসীদের ঐ সকল উক্তির উত্তরে আল্লাহতা'লা বলিয়া দিলেন যে, তিনিই ধন-সম্পদ বিষয়ে এক জাতিকে অপর জাতির প্রতিনিধি করেন এবং এক সম্প্রদায়কে অন্য সম্প্রদায়ের উপর প্রাধান্য দান করিয়া থাকেন। ইহা তাঁহার সৃষ্টি-কৌশল এবং তোমাদের জন্য মহাপরীক্ষা। তোমরা যদি ধন-সম্পদ লাভ করিয়া তৎপ্রতি কৃতজ্ঞতা-প্রকাশ পূর্ব্বক সত্যধর্ম্ম অবলম্বন না কর, তবে তিনি তোমাদিগকে অচিরেই সেই অবাধ্যতা ও অকৃতজ্ঞতার জন্য শাস্তি প্রদান করিয়া অন্য সম্প্রদায়কে তোমাদের উত্তরাধিকারী স্বরূপ পদ-মর্য্যাদায় সমুন্নত করিয়া দিবেন। আর যদি তোমরা এখনও কৃতজ্ঞতা স্বীকার পূর্ব্বক ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া সত্য-ধর্ম্ম গ্রহণ কর, তবে তিনি স্বীয় করুণা-প্রভাবে তোমাদিগকে ক্ষমা করিবেন। ইহাই আলোচ্য আয়তের প্রকৃত মর্ম্ম।—তঃ হক্কানী।

প্রাকৃতিক নিয়মানুযায়ী ধন-সম্পদ ও জ্ঞান গরিমা সম্বন্ধে এক জাতি অন্য জাতির উত্তরাধিকারী হইয়া থাকে। এই স্বাভাবিক নিয়মানুসারেই মক্কার পৌত্তলিক সম্প্রদায় পূর্ব্ববর্ত্তী ধন-সম্পদশালী সম্প্রদায় বিশেষের উত্তরাধিকারিত্ব লাভ করিয়াছিল। কিন্তু এই আয়তে তাহাদের অবিশ্বাস, অকৃতজ্ঞতা

الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ
دَرَجٰتٍ لِّيَبْلُوَكُمْ فِيْ مَآ اٰتٰكُمْ ط
إِنَّ رَبَّكَ سَرِيْعُ الْعِقَابِ ۖ وَإِنَّهٗ
لَغَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ع

এবং তোমাদের পরস্পরকে পরস্পরের উপর পদ-মর্য্যাদায় সমুন্নত করিয়াছেন, যদ্দ্বারা তিনি তোমাদিগকে যাহা দান করিয়াছেন, তদ্বিষয়ে পরীক্ষা করিবেন; নিশ্চয় তোমার প্রতিপালক সত্বর শাস্তি-প্রদানকারী, এবং নিশ্চয় তিনিই ক্ষমাশীল করুণাময়।

ও অযোগ্যতা নিবন্ধন অভ্যুদয়শীল, সত্যানুরাগী ও কৃতজ্ঞ মুসলমান জাতিকে তাহাদের উত্তরাধিকারিত্ব প্রদানের ভবিষ্যদ্বাণী সম্বন্ধে ইঙ্গিত করিয়া আলোচ্য সুরা শেষ করা হইয়াছে। বলা বাহুল্য, অদূরবর্ত্তীকালে এই ইঙ্গিত প্রত্যক্ষ সত্যে পরিণত হইয়াছে।—তঃ মঃ আঃ।

সুরা আন্‌য়াম-এর সংক্ষিপ্ত-সার

আল্ আন্‌য়ামও পবিত্র কোরানের সুবৃহৎ সুরার অন্তর্গত। এই পবিত্র সুরা ২০ রুকুতে বিভক্ত এবং ১৬৫ আয়তে গ্রথিত। ইহাতে যে সকল মহান্ শিক্ষা ও বিশিষ্ট বর্ণনা আছে, তন্মধ্যে ১। আল্লাহতা'লার একত্ব, একাধিপত্য, মহত্ত্ব ও গৌরব; ২। সত্যের সহিত অসত্যের পার্থক্য নির্দ্দেশ; ৩। স্বর্গীয় সুবিচারের সমুন্নত আদর্শ; ৪। অবিশ্বাসীদিগের অবিশ্বাস ও দুর্নীতি; ৫। অত্যাচারী পাপাসক্তদিগের শেষ পরিণাম ও শাস্তি-ভোগ; ৬। বিশ্বাসীদিগের ক্ষমা ও পুরস্কার-প্রাপ্তি; ৭। অংশীবাদিতা ও পৌত্তলিকতার প্রতিবাদ; ৮। পবিত্র কোরানের শ্রেষ্ঠত্ব ও প্রত্যাদেশের সত্যতা; খাদ্য-দ্রব্যের বৈধাবৈধ-বিষয়ক মূল-বিধি এবং ১০। মোস্‌লেম-জীবনের মূল লক্ষ্য ও মহান্ আদর্শ প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এতদ্ব্যতীত প্রসঙ্গক্রমে হজরত এবরাহিমের সত্যানুসরণ ও বিশুদ্ধ ধর্ম্মনীতি, তাঁহার পরবর্ত্তী নবীগণের নীতি-ধর্ম্ম, অবিশ্বাসীদিগের ভ্রান্তি ও প্রত্যাখ্যান, ভণ্ড ভাববাদীর পরিণাম এবং সত্য-ধর্ম্মের স্বরূপ ও অসত্যের অসারতা প্রভৃতি বহু বিষয় বর্ণিত হইয়াছে।

———

মক্কায় অবতীর্ণ	৭। সুরা আ'রাফ—الاعراف	২০৬ আয়াত

১ম রুকু—সত্যানুসরণের-উপদেশ এবং সত্যদ্রোহীর শাস্তি

সর্ব্ব প্রদাতা করুণাময় আল্লার নামে

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

১। আলিফ-লাম-মিম-ছদ। ২। তোমার প্রতি গ্রন্থ অবতীর্ণ হইয়াছে—অনন্তর এতদ্দ্বারা ভয়-প্রদর্শনে যেন তোমার হৃদয়ে কোনরূপ সঙ্কোচ উপস্থিত না হয় এবং বিশ্বাসিগণের জন্য সদুপদেশ।

١- الٓمّٓصٓ ۚ ٢- كِتٰبٌ اُنْزِلَ
اِلَيْكَ فَلَا يَكُنْ فِيْ صَدْرِكَ حَرَجٌ
مِّنْهُ لِتُنْذِرَ بِهٖ وَذِكْرٰى لِلْمُؤْمِنِيْنَ ○

আ-রাফ—সমুন্নত স্থান, স্বর্গ ও নরকের মধ্যবর্ত্তী নিকেতন অথবা সত্যপরায়ণ ও সৎকর্ম্মশীল লোকদিগের জন্য নির্দ্ধারিত অবস্থান-ভূমি।—তঃ মঃ আঃ।

শানে-নজুল—এই পবিত্র সুরা মক্কায় অবতীর্ণ হয়। প্রাচীনতম ও প্রসিদ্ধ তফ্‌সীরকারগণের প্রায় সকলেই এই সুরার আদ্যোপান্ত অংশ মক্কায় অবতীর্ণ হইয়াছিল বলিয়া মত প্রকাশ করিয়াছেন। আলোচ্য সুরার আয়ত সমূহের প্রতি লক্ষ্য করিলে নিঃসন্দেহে অনুমিত হয় যে, হেজরতের অব্যবহিত পূর্ব্বেই ইহা অবতীর্ণ হইয়াছিল। কোন কোন তফ্‌সীরকার ও খৃষ্টান সমালোচকগণ ইহার কিয়দংশ মদিনায় অবতীর্ণ হইয়াছিল বলিয়া যে অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা আদৌ যুক্তযুক্ত অথবা প্রমাণ-সম্মত নহে।—তঃ এব্‌ন-আব্বাস, বহরুল উলুম ও মঃ আঃ।

অনেকদিন প্রশান্ত প্রচার সত্ত্বেও উপযুক্ত সাফল্যের অভাবে হজরত রসুলোল্লা যখন চারিদিকে ব্যর্থতার অন্ধকার অবলোকন করিতেছিলেন—সত্যের প্রতি অবিশ্বাস ও অনাস্থা হেতু অবিশ্বাসী-দিগের ঈর্ষা, বিদ্বেষ ও শত্রুতা যখন চতুর্দ্দিক হইতে তাঁহাকে আচ্ছন্ন করিয়া লইতেছিল এবং আশা ও নিরাশার মাঝখানে দাঁড়াইয়া যখন তিনি প্রতি মুহূর্ত্তে ভীতি ও সঙ্কোচের অপ্রিয় স্পর্শ অনুভব করিতেছিলেন, সেই সময়ে তাঁহাকে সান্ত্বনা ও সাহস প্রদান পূর্ব্বক অসঙ্কোচে সত্য-প্রচারের জন্য অনুপ্রাণিত ও উৎসাহিত করিয়া এই সুরা অবতীর্ণ হয়।

১। **আলিফ-লাম-মিম-ছদ**—এই বিকর্ত্তিত অক্ষর চতুষ্টয়ের প্রথম তিনটী অক্ষরের আনুমানিক ব্যাখ্যা সুরা বকরার প্রথমে বর্ণিত হইয়াছে। অনন্তর "ছদ" অক্ষরের অর্থে কেহ "ছাদিক" অর্থাৎ সত্যপরায়ণ, কেহ "আফজাল" অর্থাৎ সুমীমাংসাকারী এবং কেহবা "ছাবুর" অর্থাৎ মহাধৈর্য্যশীল বলিয়া কল্পনা ও নির্দ্দেশ করিয়াছেন (এব্‌ন-আব্বাস ও তাবরিজী); কিন্তু পবিত্র কোরানোক্ত এই সকল কর্ত্তিত বর্ণের প্রকৃত মর্ম্ম মহান্ আল্লাহ অথবা তদীয় রসুল ব্যতীত আর কেহই অবগত নহে।—তঃ বহরুল-উলুম ও হক্কানী।

২। **হরজ** এবং **জিক্‌রা**—শব্দদ্বয়ের অর্থ যথাক্রমে সঙ্কোচ ও সদুপদেশ; 'হরজ' অর্থ আতঙ্ক অথবা ইতস্ততঃভাব এবং "জিক্‌র" অর্থ স্মারক অথবা স্মরণ করাইয়া দেওয়াও হইতে পারে; কিন্তু প্রথমোক্ত অর্থই সর্ব্বাপেক্ষা সমীচীন ও উপযোগী। সেল সাহেব স্বীয় অনুবাদে "হরজ" শব্দের অর্থ 'সন্দেহ' লিখিয়া মারাত্মক ভ্রম করিয়াছেন। কারণ তাঁহার ঐ ইচ্ছা অথবা অনিচ্ছাকৃত ভ্রমের পোষকতা কোরান-হাদিস অথবা অভিধান ও ইতিহাসের কোথাও বিদ্যমান নাই।

৩। তোমাদের প্রতিপালক হইতে তোমাদের প্রতি যাহা অবতীর্ণ হইয়াছে তাহার অনুসরণ কর এবং তাঁহার পরিবর্ত্তে অন্য উপাস্য-বন্ধুর অনুসরণ করিও না; তোমরা অতি অল্পই বুঝিতেছ। ৪। এবং এমন কত জনপদ যাহা আমি ধ্বংস করিয়াছি—ফলতঃ রজনীযোগে নিদ্রিতাবস্থায় অথবা তাহাদের দ্বিপ্রহরের

٣- اِتَّبِعُوْا مَآ اُنْزِلَ اِلَيْكُمْ مِّنْ
رَّبِّكُمْ وَلَا تَتَّبِعُوْا مِنْ دُوْنِهٖٓ
اَوْلِيَآءَ ط قَلِيْلًا مَّا تَذَكَّرُوْنَ ○ ٤- وَكَمْ
مِّنْ قَرْيَةٍ اَهْلَكْنٰهَا فَجَآءَهَا بَاْسُنَا

অসঙ্কোচ প্রচার আদেশ—"শানে-নজুলের" দ্বিতীয় প্যারায় এই সুরা অবতারণের যে সকল কারণ নির্দ্দেশিত হইয়াছে, তন্মধ্যে মক্কার অবিশ্বাসী কাফেরদিগের অবিরত শত্রুতায় হজরত রসুলোল্লা যখন সত্য-প্রচারে পদে পদে বাধা-বিঘ্ন প্রাপ্ত হইয়া অন্তরে সঙ্কোচ অনুভব করিতেছিলেন, তখন তাঁহাকে অসঙ্কোচে ঐশী-বাণী প্রচারের জন্য উৎসাহিত করিয়া এই সকল আয়ত অবতীর্ণ হয়। আল্লাহতা'লা হজরত রসুলোল্লাকে বলিয়া দিলেন, তোমার উপর যে গ্রন্থ—অর্থাৎ কোরান শরিফ অবতীর্ণ হইয়াছে, তুমি তদ্দ্বারা অসত্যের উপকারিতা ও পরিণাম প্রকাশ পূর্ব্বক লোকদিগকে সত্যধর্ম্ম গ্রহণের জন্য আহ্বান ও ভয়প্রদর্শন করিতে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত অথবা সঙ্কুচিত হইও না। কারণ অবিশ্বাসীরা ইহা প্রত্যাখ্যান পূর্ব্বক তোমার সহিত শত্রুতা করিলেও, যাহারা বিশ্বাসী তাহারা নিশ্চয় এই গ্রন্থ হইতে সদুপদেশ লাভ করিবে।

এই আয়তের নির্দ্দেশ অনুসারে ভয়-ভীতি, লজ্জা-সঙ্কোচ অথবা নিন্দা ও দুর্নামের ভয় না করিয়া মুসলমানদিগের পক্ষে পথভ্রান্ত জগদ্বাসীকে সত্যপথ প্রদর্শন, সদুপদেশ দান ও সত্যধর্ম্মে আহ্বান করা একান্ত কর্ত্তব্য।

৩। আল্লার পবিত্র বাণী কোরান শরিফের নির্দ্দেশিত বিশুদ্ধ ধর্ম্ম-নীতি অনুসরণ না করিয়া অন্যান্য পৌত্তলিকতা-মূলক কাল্পনিক গ্রন্থের নির্দ্দেশিত দেব-দেবী, গ্রহ-নক্ষত্র ও প্রতিমা-পুঞ্জের পূজা-অর্চ্চনা করা অথবা সেই কল্পিত উপাস্যদিগকে সাহায্যকারী বন্ধু-জ্ঞানে তাহাদের নিকট সাহায্য প্রার্থী হওয়া যে নির্ব্বোধের কার্য্য, এই আয়তে তাহাই পরিব্যক্ত হইয়াছে।

৪। যাহারা আল্লাহতা'লার নির্দ্দেশিত নীতি-ধর্ম্মের অবমাননা করিয়া একান্ত অবাধ্য ও চরম দুর্নীতিপরায়ণ হইয়া উঠে, অনেক সময়ে তাহাদের দ্বারা অধ্যুষিত জনপদ ও পল্লী-নগরী আল্লার আক্রোশে ধ্বংস হইয়া যায়। আল্লার প্রদত্ত শাস্তি-স্বরূপ ভূমিকম্প, অগ্ন্যুদ্গার, ঝঞ্ঝাবায়ু, দাবানল, বজ্র-বিদ্যুৎ, বৃষ্টি-ধারা অথবা প্লাবন প্রভৃতি আকস্মিক বিপদে ঐ সকল স্থান বিপন্ন ও বিনষ্ট হইয়া থাকে। পূর্ব্ব যুগের আদ-সমুদ জাতি ও লুতীয় সম্প্রদায় এবং বর্ত্তমান যুগের ইউরোপ, আমেরিকা ও এশিয়ার অন্তর্গত ইংলণ্ড, ফ্রান্স, ইটালী, ভারত, চীন ও জাপান প্রভৃতি দেশের বহু স্থান ঐরূপ প্রাকৃতিক দুর্য্যোগে ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়া ঐ সকল স্থানের লক্ষ লক্ষ অধিবাসী শোচনীয় ভাবে বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে। সুতরাং মানবের পক্ষে অধর্ম্ম ও দুর্নীতি-মূলক কার্য্যে লিপ্ত হইবার পূর্ব্বে আল্লার আক্রোশ ও শাস্তির ভয় করা একান্ত কর্ত্তব্য।

সাধারণভাবে কোন দুর্য্যোগে আচ্ছন্ন হওয়া অপেক্ষা ঘুমঘোরে রজনীর অন্ধকারে অথবা দিবসে বিশ্রামকালে অসতর্ক অবস্থায় উহা দ্বারা আক্রান্ত হওয়া বহুগুণ মারাত্মক ও বিপদজনক। সেইজন্য অবাধ্যতা, দুর্নীতি ও পাপের শাস্তি-স্বরূপ যে সকল বিপদ উপস্থিত হয়, তাহা সাধারণতঃ রজনীর অন্ধকারে অথবা দিবসের বিশ্রামকালে নিদ্রিত ও অসতর্ক অবস্থাতেই উপনীত হইয়া থাকে।

শয়নকালে তাহাদের উপর আমার শাস্তি
উপস্থিত হইয়াছে। ৫। অনন্তর যখন
তাহাদের উপর আমার শাস্তি উপনীত
হইয়াছিল, তখন এতদ্ব্যতীত তাহাদের
চীৎকার ছিল না যে, তাহারা
বলিতেছিল—নিশ্চয় আমরা অত্যাচারী
ছিলাম। ৬। অতঃপর যাহাদের প্রতি
রসুল প্রেরিত হইয়াছিল, আমি অবশ্যই
তাহাদিগকে প্রশ্ন করিব এবং নিশ্চয়
আমি প্রেরিত রসুলগণকেও জিজ্ঞাসা
করিব। ৭। তৎপর আমি অবশ্যই
তাহাদিগকে জ্ঞান-সহকারে বিবৃত
করিব এবং আমি অদৃশ্য ছিলাম
না। ৮। এবং সেদিনের পরিমাণ সত্য;
অনন্তর যে ওজনে গুরুভার হইবে পরে
তাহারাই সুফল প্রাপ্ত হইবে। ৯। এবং

بَيَاتًا اَوْهُمْ قَآئِلُوْنَ ۝ ٥- فَمَا كَانَ
دَعْوٰىهُمْ اِذْ جَآءَهُمْ بَاْسُنَآ اِلَّآ اَنْ
قَالُوْٓا اِنَّا كُنَّا ظٰلِمِيْنَ ۝ ٦- فَلَنَسْـَٔلَنَّ
الَّذِيْنَ اُرْسِلَ اِلَيْهِمْ وَلَنَسْـَٔلَنَّ
الْمُرْسَلِيْنَ ۝ ٧- فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ
بِعِلْمٍ وَّمَا كُنَّا غَآئِبِيْنَ ۝
٨- وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذِنِ الْحَقُّ ۚ
فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِيْنُهٗ فَاُولٰٓئِكَ
هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ۝ ٩- وَمَنْ خَفَّتْ

৫। পূর্ব্ববর্ত্তী আদ-সমুদ ও লুতীয় সম্প্রদায় যখন তৎকালীন প্রেরিত-পুরুষগণের শিক্ষা ও উপদেশ অগ্রাহ্য করিয়া অধর্ম্ম, অনাচার ও পাপের চরম সীমায় উপনীত হইয়াছিল, সেই সময়েই তাহারা আল্লার কোপে ধ্বংস প্রাপ্ত হইয়া যায়। যখন ঐ সকল অবাধ্য সম্প্রদায়ের উপর আল্লার শাস্তি অবতীর্ণ হইয়াছিল, তখন তাহারা চীৎকার করিয়া আল্লার নিকট স্ব স্ব অপরাধের জন্য ত্রুটি-স্বীকার ও ক্ষমা-প্রার্থনা পূর্ব্বক পরিত্রাণ কামনা করিয়াছিল। কিন্তু সেই শেষ-মুহূর্ত্তে তাহাদের প্রার্থনা গৃহীত কিংবা তাহাদের উপরে নিক্ষিপ্ত শাস্তি নিবারিত হয় নাই।

৬। আল্লাহতা'লার প্রেরিত রসুলগণের সহিত যে সকল লোকে অবাধ্যতা ও অসদ্ব্যবহার করে, তাহারা ইহলোকে যেরূপ দুর্গতি ও শাস্তিভোগ করিয়া বিনষ্ট হয়, তাহা পূর্ব্ব আয়তেই বর্ণিত হইয়াছে। অনন্তর ঐ সকল লোক পরকালে যেরূপ বিপন্ন হইয়া লাঞ্ছনা ও শাস্তিভোগ করিবে, এই আয়তে তাহাই বর্ণিত হইতেছে।—তঃ হক্কানী।

যে সকল লোকের নিকট আল্লার প্রেরিত রসুল অথবা তাঁহাদের প্রতিনিধিগণ উপস্থিত হইয়াছেন, আল্লাহ পরকালে মহাবিচারের দিন তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিবেন যে, তোমরা আমার প্রেরিত রসুলগণকে কিরূপভাবে গ্রহণ করিয়াছিলে এবং তাহাদের সহিত কিরূপ ব্যবহার করিয়াছিলে? তৎপর আল্লাহ রসুলগণকেও জিজ্ঞাসা করিবেন যে, এই সকল লোক তোমাদের সহিত কিরূপ ব্যবহার করিয়াছিল এবং তোমাদিগকে কিরূপভাবে গ্রহণ করিয়াছিল?—তঃ মঃ আঃ।

৭। অনন্তর আল্লাহতা'লা বলিতেছেন যে, উপরোক্ত প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিবার পরে তাহারা আমার রসুলগণের সহিত যেরূপ ব্যবহার করিয়াছিল, তাহা আমিই তাহাদিগকে প্রত্যক্ষভাবে জানাইয়া দিব; কারণ আমি তাহাদের প্রত্যেক কার্য্য লক্ষ্য করিয়াছি এবং আমি কখনই অনুপস্থিত ছিলাম না।

৮—৯। পূর্ব্ববর্ত্তী আয়তে বর্ণিত প্রশ্নের পরে আল্লাহতা'লা সত্যভাবে সকলের কৃতকর্ম্মের বিচার ও পাপ-পুণ্যের ওজন করিয়া উপযুক্ত বিনিময় প্রদান করিবেন।

مَوَازِيْنُهٗ فَاُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ خَسِرُوْٓا اَنْفُسَهُمْ بِمَا كَانُوْا بِاٰيٰتِنَا يَظْلِمُوْنَ ○

١٠- وَلَقَدْ مَكَّنّٰكُمْ فِى الْاَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيْهَا مَعَايِشَ ط قَلِيْلًا مَّا تَشْكُرُوْنَ ع

যে ওজনে লঘুভার হইবে, পরে তাহারাই তাহাদের জীবনের জন্য ক্ষতিগ্রস্ত হইবে, যেহেতু তাহারা আমার নিদর্শন-সমূহে অত্যাচার করিয়াছিল। ১০। এবং নিশ্চয় আমিই তোমাদিগকে পৃথিবীতে অবস্থিত করিয়াছি এবং উহাতে তোমাদের জীবিকাবলম্বন করিয়া দিয়াছি, তোমরা অল্পই কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিয়া থাক।

২য় রুকু—হজরত আদমের সহিত শয়তানের শত্রুতা

١١- وَلَقَدْ خَلَقْنٰكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنٰكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلٰٓئِكَةِ اسْجُدُوْا لِاٰدَمَ فَسَجَدُوْٓا اِلَّآ اِبْلِيْسَ ط لَمْ يَكُنْ

১১। এবং নিশ্চয় আমি তোমাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছি—তৎপর তোমাদিগকে আকৃতি-বিশিষ্ট করিয়াছি, অতঃপর আমি ফেরেশ্‌তাদিগকে বলিয়াছিলাম যে, আদমকে 'সেজ্‌দা' কর; বস্তুতঃ ইবলিস ব্যতীত সকলে 'সেজ্‌দা' করিয়াছিল—সে

হাদিছ শরিফে বর্ণিত হইয়াছে যে, মহাবিচারের দিন প্রত্যেক লোকের পাপ ও পুণ্য ওজন করা হইবে। যাহার পাপ অপেক্ষা পুণ্য ওজনে গুরুভার হইবে, সে মুক্তিলাভ করিয়া স্বর্গোদ্যানে প্রবেশ করিবে; আর যাহার পাপ অপেক্ষা পুণ্য লঘুভার হইবে, সে দণ্ডপ্রাপ্ত হইয়া নরকে নিক্ষিপ্ত হইবে।—তঃ হক্কানী।

ওজন—ইহার আভিধানিক শব্দার্থ পরিমাপ বা পরিমাণ; কিন্তু একাধিক প্রসিদ্ধ তফ্‌সীরকার ইহার অনুরূপ মর্ম্মও গ্রহণ করিয়াছেন, যথা পরিমাণ-জ্ঞান, পরিমাপ জানা, সুবিচার অথবা সুমীমাংসা (এব্‌ন-জরীর, মোজাহেদ ও জোহাক)। পরবর্ত্তী বিচক্ষণ তফ্‌সীরকারগণের অনেকে শেষোক্ত মতই গ্রহণ করিয়াছেন।—তঃ কবির ও বহরুল-উলুম।

আলোচ্য আয়তের শেষ বাক্যের মর্ম্ম এই যে, সাধারণতঃ আল্লার আয়ত—অর্থাৎ পবিত্র কোরানের ধর্ম্মনীতি-অস্বীকারকারী অবিশ্বাসীরাই ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া নরকগামী হইতে বাধ্য হইবে।

১০। অনন্তর এই আয়তে আল্লাহতা'লা মানবদিগকে তাহাদের প্রতিষ্ঠা ও জীবিকা অর্জ্জন প্রণালীর প্রতি লক্ষ্য করিয়া এতদ্‌সম্বন্ধে আল্লাহতা'লার অসীম অনুগ্রহের জন্য তৎপ্রতি কৃতজ্ঞ হইবার জন্য ইঙ্গিত করিয়াছেন।

১১। এই আয়তে মানব-জাতির সৃষ্টি-প্রসঙ্গ উল্লেখ করিবার পর ফেরেশ্‌তাগণের প্রতি হজরত আদমকে 'সেজদা' করিবার আদেশ এবং ইবলিসের অবাধ্যতা ও বিদ্রোহাচরণের বিষয় বর্ণিত হইয়াছে।—সুরা বকর, ৩৪ আয়তের তফ্‌সীর দ্রষ্টব্য।

কোন কোন ডারউইন-বাদী কল্পনাপ্রিয় লেখক এই আয়ত অবলম্বনে বিবর্ত্তনবাদ সমর্থন করিবার ব্যর্থ চেষ্টা করিয়া থাকেন। কিন্তু আধুনিক সমুন্নত বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা ও গবেষণা প্রভাবে বিবর্ত্তনবাদের মূল ভিত্তিই যখন উৎপাটিত হইয়া গিয়াছে, তখন ঐরূপ অনর্থক চেষ্টা—অজ্ঞতা ও পণ্ডশ্রম ব্যতীত আর কিছুই হইতে পারে না। মৌলবী মোহাম্মদ আলি সাহেব এতদ্দ্বারা মানবের ক্রমোন্নতিবাদ

সেজ্‌দাকারীগণের অন্তর্গত হয় নাই।
১২। তিনি বলিয়াছিলেন—যখন আমি
তোমাকে আদেশ করিয়াছিলাম তখন
কিসে তোমাকে নিষেধ করিয়াছিল যে,
তুমি সেজ্‌দা করিলে না? সে বলিয়াছিল,
আমি তাহা হইতে শ্রেষ্ঠ; তুমি আমাকে
অগ্নি হইতে সৃষ্টি করিয়াছ এবং
তাহাকে মৃত্তিকা হইতে সৃষ্টি করিয়াছ।
১৩। তিনি বলিয়াছিলেন—এখান হইতে
নামিয়া যাও, বস্তুতঃ তোমার সাধ্য নাই
যে এখানে অহঙ্কার কর, অতএব বাহির
হইয়া যাও—নিশ্চয় তুমি হীনতমগণের
অন্তর্গত। ১৪। সে বলিয়াছিল—তুমি
আমাকে তাহাদের পুনরুত্থান দিবস
পর্য্যন্ত অবসর দাও। ১৫। তিনি

مِّنَ السّٰجِدِيْنَ ○ ١٢- قَالَ مَا
مَنَعَكَ اَلَّا تَسْجُدَ اِذْ اَمَرْتُكَ ط
قَالَ اَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ ج خَلَقْتَنِيْ مِنْ
نَّارٍ وَّخَلَقْتَهٗ مِنْ طِيْنٍ ○ ١٣- قَالَ
فَاهْبِطْ مِنْهَا فَمَا يَكُوْنُ لَكَ اَنْ
تَتَكَبَّرَ فِيْهَا فَاخْرُجْ اِنَّكَ مِنَ
الصّٰغِرِيْنَ ○ ١٤- قَالَ اَنْظِرْنِيْٓ
اِلٰى يَوْمِ يُبْعَثُوْنَ ○ ١٥- قَالَ

সমর্থন করিয়াছেন। কিন্তু সাধারণতঃ আকৃতিহীন ক্ষুদ্রতম জীবাণু হইতে পরিণত ও সুগঠিত মানবের ক্রম-বিকাশমান সৃষ্টি-ধারাই যে এই আয়তের প্রকৃত দ্যোতনা, তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই।

১২। আল্লার আদেশ লঙ্ঘন করিয়া পাপাত্মা শয়তান আদমকে 'সেজদা' না করায় আল্লাহতা'লা যখন তাহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে, আমি আদেশ করা সত্ত্বেও তুমি কি জন্য আদমকে 'সেজদা' করিলে না? তখন দুর্ব্বিনীত শয়তান বলিয়াছিল যে, আমি তাহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ; কারণ তুমি আমাকে অগ্নি হইতে এবং তাহাকে মৃত্তিকা হইতে সৃষ্টি করিয়াছ।

আলোচ্য আয়ত ও অন্যান্য কতিপয় আয়তে স্পষ্টই নির্দ্দেশিত হইয়াছে যে, আল্লাহতা'লা মানব-জাতিকে মৃত্তিকা হইতে এবং শয়তান ও জেন জাতিকে অগ্নি হইতে সৃষ্টি করিয়াছেন। ইহাই সমধিক প্রসিদ্ধ ও সর্ব্ববাদীসম্মত মত। অবশ্য কোন কোন তফ্‌সীরকার নির্দ্দেশ করেন যে, মৃত্তিকা ও অগ্নি শব্দের দ্বারা মানব ও শয়তানের বিভিন্নরূপ প্রকৃতির পরিচয় দেওয়া হইয়াছে মাত্র (মঃ আঃ)। কিন্তু মূল আয়তের সহিত ঐরূপ কাল্পনিক ব্যাখ্যার কোনই নিকটতর সম্বন্ধ নাই। কোঃ ৩—৫৯ আয়ত দ্রষ্টব্য।

১৩। অবাধ্য শয়তানের দর্পপূর্ণ উত্তর শুনিয়া আল্লাহতা'লা বলিলেন, তুমি এখনই এস্থান হইতে নীচে নামিয়া যাও! আমার সম্মুখে অহঙ্কার করিতে তোমার কোন সাধ্য নাই; অতএব তুমি দূর হও! নিশ্চয়ই তুমি অভিশপ্ত হইয়া সর্ব্বাপেক্ষা অধম ও ঘৃণিত জীবে পরিণত হইয়া গিয়াছ।

১৪—১৫। আল্লাহতা'লা কর্ত্তৃক অভিশপ্ত, তিরস্কৃত ও বিতাড়িত হইবার পর দুরাত্মা শয়তান প্রার্থনা করিল যে, আমার পূর্ব্ববর্ত্তী পুণ্যকার্য্যের বিনিময়ে আমাকে পুনরুত্থান-দিবস পর্য্যন্ত তোমার শাস্তি হইতে অবকাশ প্রদান কর! সর্ব্বশক্তিমান আল্লাহতা'লা তাহার প্রার্থনা মঞ্জুর করিয়া বলিলেন,—'নিশ্চয়ই তোমাকে তোমার প্রার্থনা অনুযায়ী অবকাশ প্রদান করা হইল।' কোঃ ২—৩৪ আয়তের তফ্‌সীর দ্রষ্টব্য।

إِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِيْنَ ○ ١٦- قَالَ
فَبِمَآ أَغْوَيْتَنِيْ لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ
الْمُسْتَقِيْمَ ۙ ١٧- ثُمَّ لَاٰتِيَنَّهُمْ مِّنْ
بَيْنِ أَيْدِيْهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ
أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَآئِلِهِمْ ط وَلَا تَجِدُ
أَكْثَرَهُمْ شٰكِرِيْنَ ○ ١٨- قَالَ
اخْرُجْ مِنْهَا مَذْءُوْمًا مَّدْحُوْرًا ط
لَمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ لَأَمْلَئَنَّ جَهَنَّمَ
مِنْكُمْ أَجْمَعِيْنَ ○ ١٩- وَيٰٓاٰدَمُ

বলিয়াছিলেন—অবশ্যই তুমি অবসর-
প্রাপ্তগণের অন্তর্গত। ১৬। সে বলিয়া-
ছিল—ফলতঃ তুমি আমাকে যেরূপ
বিভ্রান্ত করিয়াছ, তদ্রূপ আমিও
তাহাদের জন্য তোমার সরল পথে বসিয়া
থাকিব। ১৭। তৎপর নিশ্চয় আমি
তাহাদের সম্মুখ হইতে ও তাহাদের
পশ্চাৎ হইতে এবং তাহাদের দক্ষিণ হইতে
ও তাহাদের বাম হইতে তাহাদের নিকট
উপস্থিত হইব; এবং তাহাদের অধিকাংশ-
কেই তুমি কৃতজ্ঞ প্রাপ্ত হইবে না।
১৮। তিনি বলিয়াছিলেন—এখান হইতে
লাঞ্ছিত বিতাড়িত ভাবে বাহির হইয়া
যাও; তাহাদের মধ্যে যে তোমার অনুগত
হইবে—নিশ্চয় আমি তোমাদের সকলের
দ্বারা নরক পূর্ণ করিব। ১৯। এবং হে

১৬। **আগওয়া**—'গাওয়া' হইতে নিষ্পন্ন। ইহার অর্থ—বিভ্রান্ত অথবা প্রবঞ্চিত; কেহ কেহ 'আগওয়া' অর্থে নিরাশ, ভ্রান্তি অথবা বিনাশ বলিয়াও নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

আল্লাহতা'লা কর্ত্তৃক সুদীর্ঘ অবকাশের প্রতিশ্রুতি প্রাপ্ত হইয়া পাপাত্মা শয়তান অকুতোভয়ে বলিয়া উঠিল,—'তুমি যে আদমের জন্য আমাকে অভিশপ্ত ও বিভ্রান্ত করিয়া দিয়াছ, আমি তোমার নির্দ্দেশিত সরল পথে অবস্থান করিয়া সেই আদম ও তাহার সন্তানদিগকে পথভ্রান্ত, পাপাসক্ত ও বিপথগামী করিয়া দিব।'

১৭। দুর্ম্মতি শয়তান আরও বলিয়াছিল যে, আমি আদম-সন্তানদিগকে চতুর্দ্দিক হইতে নানারূপ প্রলোভন, প্রবঞ্চনা, প্রতারণা ও কুপ্রবৃত্তি দ্বারা এরূপভাবে পথভ্রান্ত করিব যে, তাহাদের অধিকাংশই অকৃতজ্ঞ ও বিপথগামী হইয়া যাইবে।

১৮। শয়তানের প্রগলভতা শুনিয়া আল্লাহতা'লা আদেশ করিলেন—হে লাঞ্ছিত জীবাধম নিকৃষ্ট শয়তান, তুমি এখান হইতে দূর হইয়া যাও! মানব-সন্তানগণের মধ্যে যাহারা তোমার অনুগত হইবে কিংবা তোমার প্রলোভন ও প্ররোচনায় ভুলিয়া বিপথগামী হইবে, আমি তোমার সহিত তাহাদের সকলকেই নরকেই নিক্ষেপ করিব।

১৯। শয়তানের অবাধ্যতা এবং তজ্জনিত শোচনীয় পরিণামের প্রসঙ্গ শেষ করিয়া আল্লাহ-তা'লা এই আয়তে হজরত আদম ও তৎপত্নী বিবি হাওয়ার স্বর্গোদ্যানে অবস্থিতির প্রসঙ্গ বর্ণনা করিতেছেন। ইহার তফ্‌সীর সুরা বকরায় বর্ণিত হইয়াছে। কোঃ ২—৩৫ আয়ত দ্রষ্টব্য।

শজর—তরু বা বৃক্ষ, কিন্তু "এই বৃক্ষের নিকটবর্ত্তী হইও না"—বাক্যের 'শজর' শব্দের অর্থ ও মর্ম্ম লইয়া বিশেষ মতভেদ পরিলক্ষিত হয়। তফ্‌সীরকারগণের প্রায়ই সকলেই 'শজর' অর্থ ফলবান তরু-বিশেষ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু কোন কোন নব্য ব্যাখ্যাতা বলেন যে, আদম ও হাওয়া দাম্পত্য-সম্মিলনের নিষেধাজ্ঞাই আলোচ্য বাক্যের প্রকৃত মর্ম্ম। সুতরাং কোরান শরিফের

আদম, তুমি এবং তোমার সহধর্ম্মিণী স্বর্গোদ্যানে অবস্থান কর—অনন্তর যথা হইতে ইচ্ছা ভক্ষণ কর, কিন্তু এই বৃক্ষের নিকটবর্ত্তী হইও না ; অন্যথা তোমরা অত্যাচারীদিগের অন্তর্গত হইবে। ২০। অনন্তর শয়তান উভয়কে কুপ্রবৃত্তি দান করিয়াছিল, যাহাতে উভয়ের যাহা আবৃত ছিল—তাহাদের সেই আবৃতাঙ্গ উভয়ের সমক্ষে প্রকাশিত হয় এবং তিনি বলিয়াছিলেন—তোমাদের প্রতিপালক এতদ্ব্যতীত তোমাদিগকে এই বৃক্ষ হইতে নিষেধ করেন নাই যে, তোমরা ফেরেশ্‌তা-যুগল হও অথবা চির-নিবাসী হইয়া যাও। ২১। এবং তিনি তাহাদের নিকট শপথ করিয়াছিলেন যে, নিশ্চয় আমি তোমাদের হিতৈষী থাকিব। ২২। কিন্তু সে উভয়কে প্রতারণা দ্বারা অধঃপতিত করিয়াছিল ; অতঃপর যখন উভয়ে সেই তরু আস্বাদন করিল তখন তাহাদের আবৃতাঙ্গ প্রকাশিত হইয়া গেল এবং তাহারা উভয়ে

اسْكُنْ اَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ فَكُلَا
مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هٰذِهِ
الشَّجَرَةَ فَتَكُوْنَا مِنَ الظّٰلِمِيْنَ ○
۲۰- فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطٰنُ
لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وٗرِيَ عَنْهُمَا مِنْ
سَوْاٰتِهِمَا وَقَالَ مَا نَهٰكُمَا رَبُّكُمَا
عَنْ هٰذِهِ الشَّجَرَةِ اِلَّآ اَنْ تَكُوْنَا
مَلَكَيْنِ اَوْ تَكُوْنَا مِنَ الْخٰلِدِيْنَ ○
۲۱- وَقَاسَمَهُمَآ اِنِّيْ لَكُمَا لَمِنَ
النّٰصِحِيْنَ ۙ ۲۲- فَدَلّٰىهُمَا بِغُرُوْرٍ ۚ
فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا
سَوْاٰتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفٰنِ عَلَيْهِمَا

পবিত্রতম বাক্‌ধারা অনুযায়ী আল্লাহতা'লা রূপকভাবে 'শজর' বা তরু শব্দের দ্বারা উক্ত ভাবটী পরিব্যক্ত করিয়াছেন। পূর্ব্বাপর আয়তমালার দ্যোতনা এই অপূর্ব্ব অভিমতের যথেষ্ট অনুকূল হইলেও তফ্‌সীরকারগণ ঐ মত পরিগ্রহণ করেন নাই। কোঃ ২—৩৫ আয়তের তফ্‌সীর দ্রষ্টব্য।

২০। এই আয়তের প্রথমাংশের তফ্‌সীর সূরা বকরার ৩৫—৩৬ আয়তের ব্যাখ্যায় বিশ্লেষিত হইয়াছে। হজরত আদম ও বিবি হাওয়া যাহাতে আল্লার আদেশ বিস্মৃত হইয়া নিষিদ্ধ তরুর আস্বাদ অথবা উহার ফল উপভোগ করিতে প্রবৃত্ত হন, তজ্জন্য শয়তান তাঁহাদিগকে অবিরত কুমন্ত্রণা প্রদান পূর্ব্বক প্ররোচিত করিত। কিন্তু আল্লাহতা'লা হজরত আদম ও হাওয়াকে বলিয়া দিয়াছিলেন, তোমরা উভয়ে যাহাতে ফেরেশ্‌তা-যুগলের ন্যায় চিরকাল স্বর্গোদ্যানে অবস্থান করিতে পার, তজ্জন্যই তোমাদিগকে ঐ তরুর আস্বাদ গ্রহণ অথবা উহার ফলভোগ করিতে নিষেধ করা হইয়াছে।

২১। যদি আদম ও হাওয়া আল্লার আদেশ লঙ্ঘন না করিতেন, তাহা হইলে তাহাদিগকে সর্ব্বপ্রকার কামনা-বাসনা, পাপ-তাপ ও শোক-দুঃখ হইতে বিমুক্ত রাখিয়া আল্লাহতা'লা তাহাদের হিতসাধনের জন্য প্রতিশ্রুতি হইয়াছিলেন। আলোচ্য আয়তে আল্লাহতা'লা সেই প্রতিশ্রুতির বিষয় প্রকাশ করিয়াছেন।

২২। কিন্তু শয়তানের কুমন্ত্রণা ও প্ররোচনায় আল্লার আদেশ বিস্মৃত হইয়া হজরত আদম ও হাওয়া যখন নিষিদ্ধ তরুর আস্বাদ গ্রহণ করিলেন, তখন তাঁহাদের অঙ্গাবরণ অদৃশ্য অথবা স্বর্গীয় বসন

مِنْ وَّرَقِ الْجَنَّةِ ط وَنَادٰىهُمَا رَبُّهُمَآ
اَلَمْ اَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ وَاَقُلْ
لَّكُمَآ اِنَّ الشَّيْطٰنَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ ○
২৩- قَالَا رَبَّنَا ظَلَمْنَآ اَنْفُسَنَا ছাক্তা وَاِنْ
لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُوْنَنَّ مِنَ
الْخٰسِرِيْنَ ○ ২৪- قَالَ اهْبِطُوْا
بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي
الْاَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَّمَتَاعٌ اِلٰى حِيْنٍ ○
২৫- قَالَ فِيْهَا تَحْيَوْنَ وَفِيْهَا
تَمُوْتُوْنَ وَمِنْهَا تُخْرَجُوْنَ ○ ع

স্বর্গোদ্যানের পত্র-পুঞ্জ দ্বারা আবৃত করিতে আরম্ভ করিল; এবং তাহাদের প্রতিপালক উভয়কে আহ্বান করিয়া বলিয়াছিলেন—আমি কি তোমাদিগকে এই বৃক্ষ হইতে নিষেধ করি নাই এবং তোমাদিগকে কি বলি নাই যে, নিশ্চয় শয়তান তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু?
২৩। তাহারা বলিয়াছিল—হে আমাদের প্রতিপালক, আমরা স্বীয় জীবনের প্রতি অত্যাচার করিয়াছি এবং যদি তুমি আমাদিগকে ক্ষমা না কর এবং আমাদের প্রতি অনুগ্রহ না কর, তবে নিশ্চয় আমরা ক্ষতিগ্রস্তগণের অন্তর্ভুক্ত হইব।
২৪। তিনি বলিয়াছিলেন, তোমরা নামিয়া যাও—তোমরা পরস্পর পরস্পরের শত্রু এবং এই পৃথিবী তোমাদের বাসস্থান ও এক নির্দ্দিষ্ট কাল পর্য্যন্ত ফলভোগ করিবে।
২৫। তিনি বলিয়াছিলেন, এখানেই তোমরা জীবিত থাকিবে এবং এই স্থানেই তোমাদের মৃত্যু হইবে এবং ইহা হইতেই তোমরা বহির্গত হইবে।

অপসৃত হওয়ায় উভয়ের নিকট উভয়ের গুপ্তাঙ্গ সমূহ প্রকাশিত হইয়া পড়িল এবং তাঁহারা অনুতপ্ত ও লজ্জিত হইয়া স্বর্গোদ্যানের পত্র-পুঞ্জ দ্বারা স্ব স্ব অনাবৃত অঙ্গ আচ্ছাদিত করিতে আরম্ভ করিলেন। সেই সময়ে আল্লাহতা'লা তাঁহাদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছিলেন, তোমরা যে শয়তানের প্রতারণায় আমার আদেশ লঙ্ঘন করিয়াছ, আমি তোমাদিগকে কি তাহা পূর্ব্বেই বলিয়া দেই নাই যে, সেই শয়তান তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু!

২৩। আল্লাহতা'লার বাক্যে লজ্জিত ও ভীত হইয়া হজরত আদম নিবেদন করিয়াছিলেন, নিশ্চয় আমরা তোমার আদেশ লঙ্ঘন করিয়া স্বীয় জীবনের অনিষ্ট সাধন করিয়াছি। এখন তুমি যদি আমাদিগকে ক্ষমা না কর, তবে নিশ্চয় আমরা বিনষ্ট হইয়া যাইব। তোমার অনুগ্রহ ব্যতীত আমরা কখনই পরিত্রাণ পাইব না।

২৪। হজরত আদমের প্রার্থনা শুনিয়া আল্লাহতা'লা তাঁহাদিগকে তাঁহাদের অপরাধের শাস্তি স্বরূপ এক নির্দ্দিষ্ট কাল পর্য্যন্ত অবস্থান করিবার জন্য পৃথিবীতে প্রেরণ করিলেন। কোঃ ২—৩৬ আয়ত দ্রষ্টব্য।

২৫। পরিশেষে আল্লাহতা'লা আদম-সন্তানদিগকে বলিয়া দিলেন যে, অতঃপর তোমরা এই পৃথিবীতেই জন্মগ্রহণ করিবে এবং এই স্থানেই তোমাদের মৃত্যু সংঘটিত হইবে; তৎপর পুনরুত্থান দিবসে এই পৃথিবী হইতেই তোমাদিগকে বহির্গত করিয়া মহাবিচারের জন্য একত্রিত করা হইবে।

অতএব হজরত আদমের স্বর্গ-চ্যুতির পর তদীয় সন্তানগণ—অর্থাৎ সমগ্র মানব-জাতির জন্য এই পৃথিবীই জন্ম-মৃত্যু ও অবস্থানের স্থান স্বরূপ নির্দ্ধারিত হইয়াছে।

৩য় রুকু—শয়তানের প্ররোচনা সম্বন্ধে সতর্ক-বাণী

২৬। হে আদম-বংশধরগণ, আমি অবশ্য তোমাদের প্রতি এরূপ পরিচ্ছদ অবতীর্ণ করিয়াছি—যাহা তোমাদের আবৃতাঙ্গ আচ্ছাদিত ও সুসজ্জিত করে; এবং সংযমশীলতার পরিচ্ছদই উত্তম; ইহাই আল্লার নিদর্শনাবলীর অন্তর্গত—যেন তোমরা স্মরণ কর।
২৭। হে আদম-বংশধরগণ, শয়তান যেন তোমাদিগকে প্রতারিত না করে—যেরূপ তোমাদের পিতা-মাতাকে তাহাদের পরিচ্ছদ উন্মোচন করিয়া স্বর্গোদ্যান হইতে উভয়কে বহির্গত করিয়াছিল—যেন উভয়ের আবৃতাঙ্গ উভয়ে নিরীক্ষণ করে; নিশ্চয় সে ও তাহার বংশাবলী যেখান হইতে

٢٦- يٰبَنِيْٓ اٰدَمَ قَدْ اَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ
لِبَاسًا يُّوَارِيْ سَوْاٰتِكُمْ وَرِيْشًا ط
وَلِبَاسُ التَّقْوٰى ذٰلِكَ خَيْرٌ ط ذٰلِكَ
مِنْ اٰيٰتِ اللّٰهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُوْنَ ○
٢٧- يٰبَنِيْٓ اٰدَمَ لَا يَفْتِنَنَّكُمُ الشَّيْطٰنُ
كَمَآ اَخْرَجَ اَبَوَيْكُمْ مِّنَ الْجَنَّةِ يَنْزِعُ
عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا لِيُرِيَهُمَا سَوْاٰتِهِمَا ط
اِنَّهٗ يَرٰىكُمْ هُوَ وَقَبِيْلُهٗ مِنْ حَيْثُ

২৬। আল্লাহতা'লার আদেশের অন্যথাচরণ করা হেতু হজরত আদম ও হাওয়ার স্বর্গীয় গৌরবের পরিচ্ছদ অন্তর্হিত হওয়ায় তাঁহাদের গুপ্তাঙ্গ-সমূহ প্রকাশিত হইয়া পড়িলে, তাঁহারা অত্যন্ত লজ্জিত হইয়া স্বর্গোদ্যানের তরু-লতিকার পত্র-পুঞ্জ দ্বারা স্ব স্ব আবরণীয় অঙ্গ আচ্ছাদিত করিয়াছিলেন। অনন্তর পার্থিব জীবনে ক্ষমাপ্রাপ্তির পর আল্লাহতা'লা তাঁহাদিগকে বস্ত্রবয়ন শিক্ষা-দান করেন। সেই হইতেই হজরত আদম ও তাঁহার সন্তানবর্গ পার্থিব বস্ত্র ব্যবহার করিয়া আসিতেছেন। আলোচ্য আয়তে বস্ত্র-ব্যবহারে দুইটী বিশেষ গুণ বর্ণিত হইয়াছে। প্রথমতঃ উহা দ্বারা নর-নারীর আবরণীয় লজ্জাকর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সমূহ আচ্ছাদিত হয় এবং দ্বিতীয়তঃ উপযুক্ত বস্ত্রে সুসজ্জিত হইলে মানবের শারীরিক সৌন্দর্য্য বর্দ্ধিত হইয়া থাকে। সেই জন্য আল্লাহতা'লা 'স্বীয় নিদর্শন' নামে অভিহিত করিয়া পরিচ্ছদের গৌরব ঘোষণা করিয়াছেন।—তঃ হক্কানী।

আলোচ্য আয়তে সাধারণ শারীরিক পরিচ্ছদ ব্যতীত আর এক প্রকার উত্তম পরিচ্ছদের বিষয় বর্ণিত হইয়াছে; উহা "লেবাসো-তাক্ওয়া" বা সংযমশীলতার আবরণ। সাধারণ পরিচ্ছদে নর-নারীর গুপ্তাঙ্গ-সমূহ আচ্ছাদিত ও সম্ভ্রম সংরক্ষিত হইয়া শারীরিক সৌন্দর্য্য বর্দ্ধিত হয় মাত্র; কিন্তু ধর্ম্মের আবরণে আবৃত হইয়া সংযমশীলতার পরিচ্ছদ পরিধান করিলে, মানব যাবতীয় পাপাচার ও দুষ্কার্য্য হইতে অতি সহজে আত্মরক্ষা করিতে পারে এবং তদ্দ্বারা তাহাদের আধ্যাত্মিক উন্নতি ও নৈতিক সৌন্দর্য্য শতগুণে বর্দ্ধিত হইয়া থাকে। তাই আল্লাহতা'লা মানবের জন্য সাধারণ পরিচ্ছদ অপেক্ষা সংযমশীলতার আবরণকেই শ্রেষ্ঠতর পরিচ্ছদ বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন।

২৭। অনন্তর আল্লাহতা'লা আদম-বংশধর মানব-জাতিকে সতর্ক করিয়া বলিতেছেন যে, শয়তান তোমাদের আদি পিতা-মাতা—আদম ও হাওয়াকে প্রতারণা পূর্ব্বক স্বর্গীয় সংযমশীলতার পরিচ্ছদ হইতে বঞ্চিত করিয়া যেরূপ নগ্নভাবে স্বর্গোদ্যান হইতে বিতাড়িত করিয়াছিল, সেইরূপ তোমাদিগকেও যেন প্রতারণা পূর্ব্বক নৈতিক পরিচ্ছদ হইতে প্রবঞ্চিত ও পাপাসক্ত করিয়া সত্যবিশ্বাস এবং মুক্তিপথ হইতে বিভ্রান্ত না করে। আল্লাহতা'লা আরও বলিয়া দিলেন যে, অদৃশ্য শয়তান ও

لَا تَرَوْنَهُمْ ط إِنَّا جَعَلْنَا الشَّيٰطِيْنَ
أَوْلِيَاءَ لِلَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ ○
২৮- وَإِذَا فَعَلُوْا فَاحِشَةً قَالُوْا وَجَدْنَا
عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَاللهُ أَمَرَنَا بِهَا ط
قُلْ إِنَّ اللهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ ط
أَتَقُوْلُوْنَ عَلَى اللهِ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ ○
২৯- قُلْ أَمَرَ رَبِّيْ بِالْقِسْطِ قف
وَأَقِيْمُوْا وُجُوْهَكُمْ عِنْدَ كُلِّ

তোমাদিগকে দর্শন করিতেছে—তোমরা তাহাদিগকে দেখিতেছ না; নিশ্চয় আমি শয়তানকে অবিশ্বাসকারীদিগের জন্য বন্ধু করিয়া দিয়াছি। ২৮। এবং যখন তাহারা অশ্লীলতা করে তখন বলে যে, আমরা স্বীয় পিতৃপুরুষদিগকে ইহারই উপর প্রাপ্ত হইয়াছি এবং আল্লাহ আমাদিগকে এতদ্‌সহ আদেশ করিয়াছেন; তুমি বল—নিশ্চয় আল্লাহ অশ্লীলতার আদেশ করেন না; কেন তোমরা আল্লাহ সম্বন্ধে উহাই বলিতেছ, যাহা তোমরা জান না? ২৯। তুমি বল—আমার প্রতিপালক সুবিচারের আদেশ করিয়াছেন; এবং প্রত্যেক নামাজের সময়ে তোমাদের মুখমণ্ডল

তাহার অনুচরগণ মানব জাতির ভীষণ শত্রু হইলেও অবিশ্বাসীদিগের পরম বন্ধু, কারণ আদম-সন্তানদিগের বিপথগামী ও পাপাসক্ত করিয়া নিজের অনুগত করাই তাহার ব্রত। তাই যে সকল অবিশ্বাসীর দ্বারা সেই ব্রত সফল হয়, শয়তানেরা তাহাদিগকেই বন্ধু-জ্ঞান করিয়া থাকে।

২৮। শয়তানের অনুগত অবিশ্বাসীরা যখন অনাচার, ব্যভিচার ও দুষ্কার্য্যে লিপ্ত হয়, তখন বলে যে, ঐশী-বিধান অনুযায়ী আমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা এই সকল কার্য্য করিয়া গিয়াছেন বলিয়াই আমরা ইহা করিতেছি। আধুনিক অবিশ্বাসী ও অংশীবাদী পৌত্তলিকদিগের কথা এবং কার্য্যেও এই আয়তের সত্যতার প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাওয়া যায়। তাই আল্লাহতা'লা হজরত রসুলোল্লাকে বলিলেন : তুমি অবিশ্বাসীদিগকে বলিয়া দাও যে, আল্লাহতা'লা কখনই ঐ সকল পাপাচার ও দুষ্কার্য্যের আদেশ করেন নাই। তোমরা অজ্ঞতা বশতঃ আল্লার নামে মিথ্যা কথা বলিয়া কেন মহাপাপ অর্জ্জন করিতেছ?

২৯। পূর্ব্ববর্ত্তী আয়তে অবিশ্বাসীদিগের অজ্ঞতা-মূলক উক্তির উত্তরে আল্লাহতা'লা বলিয়া দিয়াছেন যে, তিনি কখনই পাপাচার ও অসৎকার্য্যের আদেশ করেন নাই। অনন্তর এই আয়তে হজরত রসুলোল্লাকে বলিতেছেন: তুমি বলিয়া দাও যে, আল্লাহতা'লা কেবল সুবিচার ও সৎকার্য্যেরই আদেশ করিয়াছেন এবং সেই সৎকার্য্য-সমূহের মধ্যে নির্ম্মল-চিত্তে আল্লার আনুগত্য স্বীকার পূর্ব্বক তাঁহাকে আহ্বান করা এবং নামাজের সময়ে নিয়মিতভাবে কা'বাভিমুখীন হইয়া নামাজ পাঠ করা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। সুতরাং প্রত্যেক বিশ্বাসীর পক্ষে উহা পালন করা একান্ত কর্ত্তব্য।

কিসৃত—অর্থ সুবিচার লিখিত হইল; কিন্তু ঐ শব্দটী পবিত্র কোরানে সত্য, সুবিচার, উত্তম ও প্রশস্ত প্রভৃতি বহু অর্থে—বহু স্থানে ব্যবহৃত হইয়াছে।—তঃ কবির।

মসজেদ—শব্দের সাধারণ অর্থ 'সেজদা' বা আরাধনার স্থান অথবা উপাসনা-গৃহ। কিন্তু তফ্‌সীরকারগণ এস্থলে 'মসজেদ' অর্থে নামাজ বা 'নামাজের সময়' বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। আর এই আয়তের "দীন" শব্দের অর্থে কেহ ধর্ম্ম এবং কেহবা আনুগত্য-স্বীকার বলিয়া লিখিয়াছেন।

لَا تَرَوْنَهُمْ ۗ إِنَّا جَعَلْنَا الشَّيٰطِيْنَ
أَوْلِيَآءَ لِلَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ ○
٢٨۔ وَإِذَا فَعَلُوْا فَاحِشَةً قَالُوْا وَجَدْنَا
عَلَيْهَآ اٰبَآءَنَا وَاللّٰهُ أَمَرَنَا بِهَا ۗ
قُلْ إِنَّ اللّٰهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَآءِ ۗ
أَتَقُوْلُوْنَ عَلَى اللّٰهِ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ ○
٢٩۔ قُلْ أَمَرَ رَبِّيْ بِالْقِسْطِ ۗ
وَأَقِيْمُوْا وُجُوْهَكُمْ عِنْدَ كُلِّ

তোমাদিগকে দর্শন করিতেছে—তোমরা তাহাদিগকে দেখিতেছ না ; নিশ্চয় আমি শয়তানকে অবিশ্বাসকারীদিগের জন্য বন্ধু করিয়া দিয়াছি।
২৮। এবং যখন তাহারা অশ্লীলতা করে তখন বলে যে, আমরা স্বীয় পিতৃপুরুষদিগকে ইহারই উপর প্রাপ্ত হইয়াছি এবং আল্লাহ আমাদিগকে এতদ্‌সহ আদেশ করিয়াছেন ; তুমি বল—নিশ্চয় আল্লাহ অশ্লীলতার আদেশ করেন না ; কেন তোমরা আল্লাহ সম্বন্ধে উহাই বলিতেছ, যাহা তোমরা জান না ?
২৯। তুমি বল—আমার প্রতিপালক সুবিচারের আদেশ করিয়াছেন ; এবং প্রত্যেক নামাজের সময়ে তোমাদের মুখমণ্ডল

তাহার অনুচরগণ মানব জাতির ভীষণ শত্রু হইলেও অবিশ্বাসীদিগের পরম বন্ধু, কারণ আদম-সন্তানদিগের বিপথগামী ও পাপাসক্ত করিয়া নিজের অনুগত করাই তাহার ব্রত। তাই যে সকল অবিশ্বাসীর দ্বারা সেই ব্রত সফল হয়, শয়তানেরা তাহাদিগকেই বন্ধু-জ্ঞান করিয়া থাকে।

২৮। শয়তানের অনুগত অবিশ্বাসীরা যখন অনাচার, ব্যভিচার ও দুষ্কার্য্যে লিপ্ত হয়, তখন বলে যে, ঐশী-বিধান অনুযায়ী আমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা এই সকল কার্য্য করিয়া গিয়াছেন বলিয়াই আমরা ইহা করিতেছি। আধুনিক অবিশ্বাসী ও অংশীবাদী পৌত্তলিকদিগের কথা এবং কার্য্যেও এই আয়তের সত্যতার প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাওয়া যায়। তাই আল্লাহতা'লা হজরত রসুলোল্লাকে বলিলেন : তুমি অবিশ্বাসীদিগকে বলিয়া দাও যে, আল্লাহতা'লা কখনই ঐ সকল পাপাচার ও দুষ্কার্য্যের আদেশ করেন নাই। তোমরা অজ্ঞতা বশতঃ আল্লার নামে মিথ্যা কথা বলিয়া কেন মহাপাপ অর্জ্জন করিতেছ ?

২৯। পূর্ব্ববর্ত্তী আয়তে অবিশ্বাসীদিগের অজ্ঞতা-মূলক উক্তির উত্তরে আল্লাহতা'লা বলিয়া দিয়াছেন যে, তিনি কখনই পাপাচার ও অসৎকার্য্যের আদেশ করেন নাই। অনন্তর এই আয়তে হজরত রসুলোল্লাকে বলিতেছেন : তুমি বলিয়া দাও যে, আল্লাহতা'লা কেবল সুবিচার ও সৎকার্য্যেরই আদেশ করিয়াছেন এবং সেই সৎকার্য্য-সমূহের মধ্যে নির্ম্মল-চিত্তে আল্লার আনুগত্য স্বীকার পূর্ব্বক তাঁহাকে আহ্বান করা এবং নামাজের সময়ে নিয়মিতভাবে কা'বাভিমুখীন হইয়া নামাজ পাঠ করা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। সুতরাং প্রত্যেক বিশ্বাসীর পক্ষে উহা পালন করা একান্ত কর্ত্তব্য।

কিস্‌ত—অর্থ সুবিচার লিখিত হইল ; কিন্তু ঐ শব্দটী পবিত্র কোরানে সত্য, সুবিচার, উত্তম ও প্রশস্ত প্রভৃতি বহু অর্থে—বহু স্থানে ব্যবহৃত হইয়াছে।—তঃ কবির।

মসজেদ—শব্দের সাধারণ অর্থ 'সেজদা' বা আরাধনার স্থান অথবা উপাসনা-গৃহ। কিন্তু তফ্‌সীরকারগণ এস্থলে 'মসজেদ' অর্থে নামাজ বা 'নামাজের সময়' বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। আর এই আয়তের "দীন" শব্দের অর্থে কেহ ধর্ম্ম এবং কেহবা আনুগত্য-স্বীকার বলিয়া লিখিয়াছেন।

مَسْجِدٍ وَّادْعُوْهُ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ ۵ كَمَا بَدَاَكُمْ تَعُوْدُوْنَ ط

৩০. فَرِيْقًا هَدٰى وَفَرِيْقًا حَقَّ عَلَيْهِمُ الضَّلٰلَةُ ط اِنَّهُمُ اتَّخَذُوا الشَّيٰطِيْنَ اَوْلِيَاۤءَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَيَحْسَبُوْنَ اَنَّهُمْ مُّهْتَدُوْنَ ۝

৩১. يٰبَنِيْٓ اٰدَمَ خُذُوْا زِيْنَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَّكُلُوْا وَاشْرَبُوْا وَلَا تُسْرِفُوْا ج اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِيْنَ ۝

প্রতিষ্ঠিত কর এবং বিশুদ্ধভাবে তাঁহার ধর্ম্মের জন্য আহ্বান কর; যেরূপ তিনি তোমাদিগকে প্রথমবার সৃষ্টি করিয়াছেন, তেমনই প্রত্যাবর্ত্তিত হইবে। ৩০। তিনি এক দলকে পথ-প্রদর্শন করিয়াছেন এবং অন্য দলের জন্য পথভ্রান্তিই সমুচিত; নিশ্চয় তাহারা আল্লাহকে পরিত্যাগ করিয়া শয়তানকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করিয়াছে; এবং তাহারা ধারণা করে যে, অবশ্যই তাহারা সুপথগামী। ৩১। হে আদম-বংশধরগণ, প্রত্যেক নামাজের সময়ে তোমরা সুসজ্জিত হও এবং ভোজন ও পান কর এবং অপব্যয় করিও না; নিশ্চয় তিনি অপব্যয়ীদিগকে ভালবাসেন না।

আয়তের শেষাংশের মর্ম্ম এই যে, লোকে যেমন একাকী জন্মগ্রহণ করে, মৃত্যুকালে তাহাকে ঠিক তেমনি একাকী অসহায়ভাবে পরলোকের যাত্রী হইতে হইবে। তাহার ধন-সম্পদ, বিদ্যা-বুদ্ধি, ক্ষমতা-প্রতাপ, স্ত্রী-পুত্র-পরিবার অথবা লোক-জন সে সময়ে কোনই কাজে আসিবে না। পার্থিব জীবনে সৎ বা অসৎ—যে যেরূপ কার্য্য করিবে, মৃত্যুর পর তাহাকে আল্লাহতা'লার সমক্ষে ঠিক সেইরূপভাবে উপস্থিত হইতে হইবে।—তঃ হক্কানী ও মঃ আঃ।

৩০। সমগ্র মানব-জাতি আল্লার নিকট দুই সম্প্রদায়ে বিভক্ত; তন্মধ্যে এক সম্প্রদায় পথপ্রাপ্ত অর্থাৎ সৎপথ ও সত্য-ধর্ম্মাবলম্বী এবং অন্য সম্প্রদায় পথভ্রান্ত অর্থাৎ অধার্ম্মিক ও বিপথগামী। যাহারা আল্লার আদেশ-নিষেধ পরিত্যাগ করিয়া শয়তানের প্ররোচনায় অনাচার ও কুকার্য্যে লিপ্ত হয়, তাহারাই শয়তানের বন্ধু-রূপে বিপথগামী হইয়া যায়। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়, এই সকল অধার্ম্মিক ও বিপথগামী ব্যক্তিরাও আপনাদিগকে ধর্ম্মপরায়ণ ও সুপথগামী বলিয়া ধারণা করিয়া থাকে।

৩১। এই আয়তে নামাজের সময়ে সুসজ্জিত হইবার এবং বৈধ পান-ভোজন করিবার আদেশের সহিত অপব্যয়ের নিষেধাজ্ঞা প্রচার করা হইয়াছে।

হজরত এবন-আব্বাস হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, আরবের কোন কোন সম্প্রদায় নগ্ন হইয়া কা'বা প্রদক্ষিণ করিত এবং তাহাদের নারীগণ রজনীর অন্ধকারে ঐ প্রদক্ষিণ কার্য্যে ব্রতী হইত। বিশেষতঃ তাহারা ঐ সময়ে ঘৃত, মাংস রুটী বা শরবত প্রভৃতি উত্তম খাদ্য ও পানীয় পান-ভোজন করিত না। তাই আল্লাহতা'লা বলিয়া দিলেন যে, উহা অশ্লীল ও অনিষ্টকর প্রথা। তোমরা যখন প্রার্থনা বা প্রদক্ষিণ করিবার জন্য কা'বা-গৃহে উপনীত হও, তখন স্ব স্ব দেহ উত্তম পরিচ্ছদে আচ্ছাদিত ও সুশোভিত করিও এবং উত্তম খাদ্য-দ্রব্য ভোজন ও পান করা সম্বন্ধে কোন দোষ বা নিষেধাজ্ঞা নাই বলিয়া জানিও। অবশ্য পান ও ভোজনে অত্যাচার অথবা অপব্যয় করিও না। কারণ আল্লাহতা'লা অপব্যয়ীকে কখনই ভালবাসেন না।

৪র্থ রুকু—অবিশ্বাসীদিগের অনুতাপ ও শাস্তি-ভোগ

٣٢ قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِيْنَةَ اللّٰهِ الَّتِيْٓ
اَخْرَجَ لِعِبَادِهٖ وَالطَّيِّبٰتِ مِنَ الرِّزْقِ ؕ
قُلْ هِيَ لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا فِي الْحَيٰوةِ
الدُّنْيَا خَالِصَةً يَّوْمَ الْقِيٰمَةِ ؕ كَذٰلِكَ
نُفَصِّلُ الْاٰيٰتِ لِقَوْمٍ يَّعْلَمُوْنَ ۝
٣٣ قُلْ اِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ
مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْاِثْمَ

৩২। তুমি বল—আল্লাহ যে সৌন্দর্য্য স্বীয় সেবকগণের জন্য উদ্ভব করিয়াছেন তাহা এবং উপজীবিকা হইতে পবিত্র বস্তুসমূহ কে অবৈধ করিয়াছেন? বল—এই সমস্ত বিশ্বাস-স্থাপনকারীদের পার্থিব জীবনের জন্য—বিশেষতঃ উত্থান দিবসে; এইরূপে আমি অভিজ্ঞ সম্প্রদায়ের জন্য নিদর্শনাবলী বিবৃত করি।
৩৩। তুমি বল—আমার প্রতিপালক কেবলমাত্র অশ্লীলতা সমূহ অবৈধ করিয়াছেন—উহা হইতে যাহা প্রকাশ্য ও যাহা গুপ্ত এবং পাপ ও সত্যতা-বিহীন

জিনত ও মসজেদ—শব্দদ্বয়ের আভিধানিক শব্দার্থ যথাক্রমে শোভা-সৌন্দর্য্য এবং উপাসনালয়। কিন্তু অধিকাংশ তফ্‌সীরকারের মতে এস্থানে উহার মর্ম্মার্থ পোশাক-পরিচ্ছদ এবং প্রার্থনা-কাল। সুতরাং এই আয়ত অনুসারে নামাজ পড়িবার সময়ে পুরুষের নাভি হইতে হাঁটু পর্য্যন্ত এবং স্ত্রীলোকের হস্ত, পদ ও মুখমণ্ডল ব্যতীত সর্ব্বাঙ্গ আবৃত করা 'ফরজ' অর্থাৎ অপরিহার্য্য কর্ত্তব্য বলিয়া স্থিরীকৃত হইয়াছে। পবিত্র হাদিসের নির্দ্দেশ অনুসারে অন্যান্য সময়ের জন্যও পুরুষ এবং রমণীর পক্ষে উপরোক্ত 'আওরত' বা আবরণীয় অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ আবৃত করিয়া রাখা অত্যাবশ্যক। কোন কোন তফ্‌সীরকার 'জিনত' অর্থে ক্ষৌরকার্য্য, স্নান ও তৈল-মর্দ্দন হইতে কেশ-সংস্কার ও উত্তম পোশাক-পরিচ্ছদ পরিধান প্রভৃতি সর্ব্বপ্রকার সুশোভন সাজ-সজ্জা বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ইঁহারা আয়তের "ভোজন ও পান কর" বাক্যাংশের দ্বারা সর্ব্বপ্রকার উত্তম ও উপাদেয় খাদ্য-দ্রব্য পান-ভোজনের উপযোগিতাও বিশেষরূপে প্রমাণিত বলিয়া অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন।—তঃ হক্কানী।

৩২। পূর্ব্ববর্ত্তী আয়তের তফসীরে অজ্ঞ আরবদিগের নগ্ন হওয়া এবং উত্তম পান-ভোজন পরিত্যাগ প্রভৃতি যে সকল কুপ্রথা ও কুসংস্কারের বিষয় বর্ণিত হইয়াছে, তাহার মূলোচ্ছেদ করিবার জন্য আল্লাহতা'লা হজরত রসুলোল্লাকে বলিলেন: তুমি বলিয়া দাও যে, আল্লাহতা'লা তোমাদের জন্য যে সকল সুশোভন পোশাক-পরিচ্ছদ এবং উত্তম ও পবিত্র খাদ্য-দ্রব্য বৈধ করিয়াছেন, তোমরা কাহার আদেশে তাহা অবৈধ করিয়া লইয়াছ? ফলতঃ নিশ্চয় উহা তোমাদের পার্থিব জীবনের জন্য বৈধ করা হইয়াছে। অতএব তোমরা কদাচ ঐ সকল অশ্লীল ও অনিষ্টকর কুপ্রথার অনুসরণ করিও না।

"বিশেষতঃ উত্থান দিবসে"—এ কথার মর্ম্ম এই যে, পার্থিব জীবনে বিশ্বাসিগণের ন্যায় অবিশ্বাসীদিগের জন্যও সুশোভন পোশাক-পরিচ্ছদ এবং উত্তম খাদ্য-দ্রব্য বৈধ করা হইয়াছে; কিন্তু পরলোকে উহা কেবল বিশ্বাসিগণের জন্যই বিশেষভাবে নির্দ্দিষ্ট রহিয়াছে।

৩৩। অবিশ্বাসীদিগের কাল্পনিক কুসংস্কার-জনিত বিধি-নিষেধের প্রতিবাদ করিয়া এই আয়তে আল্লাহতা'লা প্রকৃত নিষেধ-বিধির বর্ণনা করিতেছেন। তিনি হজরত রসুলোল্লাকে বলিতেছেন,

وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَاَنْ تُشْرِكُوْا
بِاللّٰهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهٖ سُلْطٰنًا وَّاَنْ تَقُوْلُوْا
عَلَى اللّٰهِ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ ○ ৩৪- وَلِكُلِّ
اُمَّةٍ اَجَلٌ ۚ فَاِذَا جَآءَ اَجَلُهُمْ لَا
يَسْتَاْخِرُوْنَ سَاعَةً وَّلَا يَسْتَقْدِمُوْنَ ○
৩৫- يٰبَنِيْٓ اٰدَمَ اِمَّا يَاْتِيَنَّكُمْ
رُسُلٌ مِّنْكُمْ يَقُصُّوْنَ عَلَيْكُمْ
اٰيٰتِيْ ۙ فَمَنِ اتَّقٰى وَاَصْلَحَ فَلَا
خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ ○
৩৬- وَالَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا
وَاسْتَكْبَرُوْا عَنْهَآ اُولٰٓئِكَ
اَصْحٰبُ النَّارِ ۚ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ○

বিরুদ্ধাচার এবং তোমরা আল্লার যে
অংশীবাদিতা কর—যদ্বিষয়ে কোন
প্রমাণ অবতীর্ণ হয় নাই এবং তোমরা
আল্লাহ সম্বন্ধে না-জানিয়া যাহা বলিয়া
থাক। ৩৪। এবং প্রত্যেক সম্প্রদায়ের
জন্য নির্দ্দিষ্ট সময় আছে; অতএব যখন
তাহাদের নির্দ্দিষ্ট-কাল উপস্থিত হয়,
তখন এক মুহূর্ত্ত বিলম্ব অথবা সত্বরতা
করিতে পারিবে না। ৩৫। হে আদম
বংশধরগণ, যদি কখনও তোমাদের
নিকট তোমাদের মধ্য হইতে রসুলগণ
আগমন করিয়া তোমাদের প্রতি আমার
নিদর্শনাবলী বিবৃত করে, তবে যে সংযত
ও সংশোধিত হয়—পরে তাহাদের জন্য
আশঙ্কা নাই এবং তাহারা দুঃখিত হইবে
না। ৩৬। এবং যাহারা আমার নিদর্শন
সমূহে অসত্যারোপ করে এবং তদ্বিষয়ে
অহঙ্কার করে—তাহারাই অগ্নির অধিবাসী,
তন্মধ্যে তাহারা সর্ব্বদা অবস্থান করিবে।

তুমি বলিয়া দাও যে, আমার প্রতিপালক কেবলমাত্র সর্ব্বপ্রকার গুপ্ত ও ব্যক্ত অশ্লীলতা, যাবতীয় পাপকার্য্য ও অসভ্যতা মূলক অনাচার এবং আল্লাহ-সম্বন্ধে তোমাদের অজ্ঞতা-জনিত অংশীবাদিতা ও পৌত্তলিকতা প্রভৃতি অবৈধ করিয়া দিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত তিনি কোনরূপ সৎকার্য্য ও সদাচার কখনই অবৈধ করেন নাই।

৩৪। অনন্তর আল্লাহতা'লা বলিয়া দিতেছেন যে, প্রত্যেক সম্প্রদায়ের জন্যই উত্থান-পতন এবং অভ্যুদয় ও তিরোধানের সময় নির্দ্দিষ্ট রহিয়াছে। ঐ নির্দ্দিষ্ট সময় অতিক্রম অথবা উহার এক মুহূর্ত্ত অগ্র-পশ্চাৎ করিতে কাহারও সাধ্য নাই। জগতের জাতি-সমূহের অভ্যুদয় ও বিনাশ এবং উত্থান ও পতনের ইতিহাস-ই এই আয়তের সত্যতার জ্বলন্ত প্রমাণ।

সা-য়াত—অর্থ এক ঘণ্টা; কিন্তু আরবেরা সাধারণতঃ এক নির্দ্দিষ্ট-সময়, অল্পকাল অথবা মুহূর্ত্ত অর্থেই "সা-য়াত" শব্দ ব্যবহার করিয়া থাকে।—তঃ মঃ আঃ।

৩৫। যে সকল লোক আল্লার প্রেরিত রসুল অথবা তাঁহাদের প্রতিনিধিগণের শিক্ষা ও সদুপদেশ অনুযায়ী সংযত ও সংশোধিত হইবে—আল্লাহতা'লা বলিয়া দিতেছেন যে, তাহাদের ইহ-পরকাল সম্বন্ধে কোনই চিন্তা বা আশঙ্কা নাই এবং তাহারা কখনই শাস্তি বা দুঃখ ভোগ করিবে না।

৩৭। অনন্তর যে আল্লার প্রতি অসত্য ধারণা করে অথবা তাঁহার নিদর্শন-সমূহে অসত্যারোপ করে, তাহা অপেক্ষা কে অধিকতর অত্যাচারী? তাহারাই গ্রন্থ হইতে তাহাদের অংশ প্রাপ্ত হইবে; এমন কি, যখন তাহাদের প্রাণহরণ করিতে আমার প্রেরিতগণ তাহাদের নিকট উপনীত হইবে—তখন তাহারা বলিবে যে, আল্লাহকে পরিত্যাগ করিয়া তোমরা যাহাদিগকে আহ্বান করিতে তাহারা কোথায়? তাহারা বলিবে, আমাদিগ হইতে তাহারা বিচ্যুত হইয়াছে, এবং তাহারা স্বীয় জীবন সম্বন্ধে সাক্ষ্য দান করিবে যে, নিশ্চয়ই তাহারা অবিশ্বাসী ছিল। ৩৮। তিনি বলিবেন, তোমাদের পূর্ব্ববর্ত্তী জেন ও মানবের মধ্যে যাহারা নরকানলে প্রবিষ্ট হইয়াছে,

٣٧- فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرٰى عَلَى اللّٰهِ
كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِاٰيٰتِهٖ ط أُولٰٓئِكَ
يَنَالُهُمْ نَصِيْبُهُمْ مِّنَ الْكِتٰبِ ط
حَتّٰٓى إِذَا جَآءَتْهُمْ رُسُلُنَا
يَتَوَفَّوْنَهُمْ لا قَالُوْٓا أَيْنَ مَا كُنْتُمْ
تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ ط قَالُوْا ضَلُّوْا
عَنَّا وَشَهِدُوْا عَلٰٓى أَنْفُسِهِمْ أَنَّهُمْ
كَانُوْا كٰفِرِيْنَ ○ ٣٨- قَالَ ادْخُلُوْا
فِيْٓ أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ

৩৭। "তাহারাই গ্রন্থ হইতে তাহাদের অংশ প্রাপ্ত হইবে"—এই বাক্যের মর্ম্ম এই যে, অবিশ্বাসী ও অংশীবাদী লোকদিগের সম্বন্ধে পবিত্র কোরানে যে সকল শাস্তি ও লাঞ্ছনার বিষয় বর্ণিত হইয়াছে, নিশ্চয় তাহাদিগকে সেই সকল শাস্তি ও লাঞ্ছনা ভোগ করিতে হইবে। অধিকন্তু অংশীবাদী পৌত্তলিকেরা মৃত্যুকালে যেরূপ অসহায় ও বিপন্ন হইয়া পড়িবে এবং সেই সময়ে তাহারা ভ্রান্তি বিমুক্ত হইয়া যেরূপভাবে নিজেদের অবিশ্বাস ও অপরাধের সাক্ষ্যদান করিবে, এই আয়তে তাহাও বর্ণিত হইয়াছে।

৩৮। তখন আল্লাহতা'লা বলিবেন :—হে অবিশ্বাসীগণ, তোমরা তোমাদের পূর্ব্ববর্ত্তী যে সকল শয়তান-প্রকৃতি ও ধর্ম্মদ্রোহী জেন ও মানবের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়া আমার প্রতি অসত্যারোপ, আমার রসুলদিগকে প্রত্যাখ্যান ও সত্যধর্ম্মে অবিশ্বাস করিয়াছিলে, এখন তাহাদের সহিত এক দলভুক্ত হইয়া তোমরাও নরকে গমন কর। অনন্তর যখন ঐ সকল অবিশ্বাসী ও ধর্ম্মদ্রোহী সম্প্রদায় নরকানলে প্রবেশ করিবে, তখন এক সম্প্রদায় অন্য সম্প্রদায়কে অভিসম্পাত করিতে থাকিবে। এমন কি, তাহাদের পরবর্ত্তী সম্প্রদায় পূর্ব্ববর্ত্তী সম্প্রদায়ের প্রতি দোষারোপ করিয়া বলিবে যে, উহাদের দোষেই আমরা বিপথগামী হইয়া নরকে প্রবিষ্ট হইয়াছি; অতএব উহাদিগকে দ্বিগুণ শাস্তি প্রদান করা হউক। তখন পূর্ব্ববর্ত্তীরা তাহাদিগকে তিরস্কার করিয়া বলিবে যে, তোমাদের সম্বন্ধে আমাদের কোনই দায়িত্ব অথবা আমাদের অপেক্ষা তোমাদের কোনই গৌরব বা বিশেষত্ব নাই। সুতরাং তোমরা যেমন কার্য্য করিয়াছ, এখন তদনুরূপ প্রতিফল ভোগ কর। কিন্তু আল্লাহতা'লা বলিবেন যে, তোমাদের জন্যই দ্বিগুণ শাস্তি রহিয়াছে; অপরাধের গুরুত্ব অনুসারে ব্যতীত পূর্ব্ববর্ত্তী বা পরবর্ত্তী বলিয়া কাহাকেও অল্প বা অধিক শাস্তি প্রদত্ত হইবে না। এতদ্বারা প্রমাণিত হইতেছে যে, পরকালে সকল যুগের অবিশ্বাসী-অংশীবাদীরাই তুল্যরূপ কঠিন শাস্তি ভোগ করিবে।

তুমিও সেই সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রবেশ কর; যখন এক সম্প্রদায় প্রবিষ্ট হইবে, স্বীয় সহোদরা-সম্প্রদায়কে অভিসম্পাত করিবে; এমন কি, যখন তাহারা সকলে তন্মধ্যে সম্মিলিত হইবে, তখন তাহাদের পরবর্ত্তীরা তাহাদের পূর্ব্ববর্ত্তী-দিগের সম্বন্ধে বলিবে—হে আমাদের প্রতিপালক! উহারাই আমাদিগকে বিপথগামী করিয়াছিল, অতএব তাহাদিগকে নরকানলে দ্বিগুণ শাস্তি প্রদান কর; তিনি বলিবেন—প্রত্যেকেরই জন্য দ্বিগুণ রহিয়াছে—কিন্তু তোমরা জান না।
৩৯। এবং তাহাদের পূর্ব্ববর্ত্তীরা তাহাদের পশ্চাদ্বর্ত্তীদিগকে বলিবে—পরন্তু আমাদের উপর তোমাদের কোন গৌরব নাই, অতএব তোমরা যাহা অর্জ্জন করিয়াছ, তজ্জন্য শাস্তি আস্বাদন কর।

مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ فِي النَّارِ ط كُلَّمَا دَخَلَتْ أُمَّةٌ لَّعَنَتْ أُخْتَهَا ط حَتَّىٰ إِذَا ادَّارَكُوا فِيهَا جَمِيعًا ۙ قَالَتْ أُخْرَاهُمْ لِأُولَاهُمْ رَبَّنَا هَٰؤُلَاءِ أَضَلُّونَا فَآتِهِمْ عَذَابًا ضِعْفًا مِّنَ النَّارِ ط قَالَ لِكُلٍّ ضِعْفٌ وَلَٰكِن لَّا تَعْلَمُونَ ۝
٣٩- وَقَالَتْ أُولَاهُمْ لِأُخْرَاهُمْ فَمَا كَانَ لَكُمْ عَلَيْنَا مِن فَضْلٍ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْسِبُونَ ع

৫ম রুকু—সমুন্নত-স্থানের অধিবাসীদিগের প্রসঙ্গ

৪০। নিশ্চয় যাহারা আমার নিদর্শন সমূহে অসত্যারোপ করে এবং ইহাতে ঔদ্ধত্য প্রকাশ করে, তাহাদের জন্য আকাশের দ্বার সমূহ উদ্‌ঘাটিত

٤٠- إِنَّ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا لَا تُفَتَّحُ لَهُمْ

উখ্‌তা—ভগিনী। আমরা ‘উখ্‌তা’ শব্দের ব্যঞ্জনা বজায় রাখিয়া অনুবাদে “সহোদরা-সম্প্রদায়” লিখিলাম। তুল্য বিশ্বাসী ও তুল্য অপরাধে অপরাধী লোকেরাই আরব্য বাক্‌ধারা অনুসারে “উখ্‌তা” বা ‘সহোদরা-সম্প্রদায়’ নামে অভিহিত হইয়া থাকে।

৪০। পূর্ব্ববর্ত্তী আয়তে অবিশ্বাসীদের মৃত্যুকালীন অবস্থা পরিব্যক্ত হইয়াছে; অনন্তর এই আয়তে মৃত্যুর পরবর্ত্তী অবস্থা বর্ণিত হইতেছে। সাধারণতঃ মৃত্যুর পর ধার্ম্মিক ও পুণ্যশীল মানবাত্মা নভোমণ্ডলের উপরিস্থিত জ্যোতির্ম্ময় প্রদেশের বিভিন্ন স্তরে অবস্থিত হইয়া থাকে। পুনরুত্থানের পর ঐ সকল আত্মা-বিশিষ্ট মানব আল্লার অপার অনুগ্রহে অভিষিক্ত হইয়া চিরকালের জন্য অনন্ত সুখ-সম্পদ পূর্ণ স্বর্গোদ্যানে প্রবেশ করিবে। কিন্তু অধার্ম্মিক ও পাপাসক্ত লোকদিগের আত্মা সমূহের জন্য নভোমণ্ডলের দ্বার প্রমুক্ত না হওয়ায়, উহারা কখনই পুণ্যাত্মাগণের জন্য নির্দ্ধারিত জ্যোতির্ম্ময় প্রদেশে আরোহণ অথবা অবস্থান করিতে পারে না; ঐ সকল আত্মা নভোমণ্ডলের নিম্নস্থ ভূমণ্ডল অথবা পাতালের অন্ধকারময় প্রদেশেই আবদ্ধ থাকিয়া যায় এবং পরকালেও উহারা কখনই স্বর্গোদ্যানে প্রবেশাধিকার পাইবে না। আল্লাহতা'লা একটী অকাট্য উপমা দিয়া সেই কথাটীই অত্যন্ত দৃঢ়তার

أَبْوَابُ السَّمَاءِ وَلَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ
حَتَّىٰ يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْخِيَاطِ ط
وَكَذَٰلِكَ نَجْزِي الْمُجْرِمِينَ ○
٤١- لَهُم مِّن جَهَنَّمَ مِهَادٌ وَمِن
فَوْقِهِمْ غَوَاشٍ ط وَكَذَٰلِكَ نَجْزِي
الظَّالِمِينَ ○ ٤٢- وَالَّذِينَ آمَنُوا
وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا
إِلَّا وُسْعَهَا ز أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ
الْجَنَّةِ ج هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ○
٤٣- وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ

হইবে না এবং তাহারা স্বর্গোদ্যানে প্রবিষ্ট হইবে না—যে পর্য্যন্ত সূচের ছিদ্রে উষ্ট্র প্রবেশ না করে; এবং এইরূপে আমি অপরাধীদিগকে প্রতিফল প্রদান করি।
৪১। তাহাদের জন্য নরকে শয্যা আছে এবং তাহাদের উপর উহারই চাদর; এবং এইরূপে আমি অত্যাচারীদিগকে প্রতিফল প্রদান করিয়া থাকি।
৪২। এবং যাহারা বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছে ও সৎকার্য্য করে, আমি তাহার সাধ্য অপেক্ষা কাহাকেও কষ্ট প্রদান করি না; তাহারাই স্বর্গোদ্যানের অধিবাসী—তন্মধ্যে তাহারা সর্ব্বদা অবস্থান করিবে।
৪৩। এবং আমি—তাহাদের হৃদয়ে সন্দেহের যে গ্লানি আছে তাহা অপসৃত করিব—উহাদের নিম্ন

সহিত প্রকাশ করিয়াছেন—অর্থাৎ সূচের ক্ষুদ্রতম ছিদ্রের মধ্য দিয়া বৃহৎকায় উষ্ট্রের প্রবেশ করা যেরূপ অসম্ভব, অবিশ্বাসীদিগের পক্ষে গুরুভার পাপের বোঝা মাথায় করিয়া স্বর্গোদ্যানে প্রবেশ করাও সেইরূপ অসম্ভব। সমগ্র আয়তের মর্ম্মার্থ এই যে, অবিশ্বাসী-অংশীবাদীরা কখনই উন্নতি-মার্গে আরোহণ অথবা স্বর্গোদ্যানে প্রবেশ করিতে পারিবে না।

৪১। এই আয়তে অবিশ্বাসীদিগের শেষ-পরিণাম এবং পুনরুত্থানের পরবর্ত্তী অবস্থা বর্ণিত হইয়াছে। পুনরুত্থান এবং বিচার-দিবসের পর নরকানলে প্রবিষ্ট হইয়া নরকের সাজ-সজ্জা অবলম্বন ব্যতীত তাহাদের আর কোনই গত্যন্তর নাই।

৪২। অবিশ্বাসীদিগের দুর্গতি ও শেষ-পরিণামের প্রসঙ্গ শেষ করিয়া আল্লাহতা'লা বিশ্বাসীদিগের পারলৌকিক পরিণতি ও পুরস্কারের প্রসঙ্গ বর্ণনা করিতেছেন; তিনি বলিতেছেন যে, যাহারা বিশ্বাস-স্থাপন পূর্ব্বক সৎকার্য্য করিতেছে, তাহারাই চিরকালের জন্য স্বর্গের অনন্ত সুখ-সম্পদ উপভোগ করিবে। এতদ্‌সহ আল্লাহতা'লা এ কথাও বলিয়া দিয়াছেন যে, অলৌকিক পুরস্কার প্রাপ্তির বিনিময়ে আমি লোকদিগকে যে সকল সৎকার্য্য করিতে আদেশ করিয়াছি, তাহা কখনই লোকের সাধ্যাতীত অথবা তাহাদের পক্ষে দুর্ব্বহ ও কষ্টকর নহে; কারণ কাহাকেও অকারণ কষ্ট প্রদান করা কখনই করুণাময় আল্লাহতা'লার উপযোগী কার্য্য হইতে পারে না। তিনি মানবের ভক্তি ও বিশ্বাস পরীক্ষা করিবার জন্য যে সকল সৎকার্য্যের আদেশ করিয়াছেন তাহা মানবের পক্ষে যেরূপ সহজসাধ্য, সেইরূপ উহার বিনিময়ে আল্লাহতা'লা অনন্ত-গুণ পুরস্কার নির্দ্ধারিত করিয়া রাখিয়াছেন। অতএব যাহারা অকারণে অথবা আলস্যের বশে সাধ্যাতীত অথবা কষ্টকর বিবেচনা করিয়া আল্লার আদেশ-নিষেধ প্রতিপালনে অবহেলা করে, তাহারা নিতান্তই হতভাগ্য।

৪৩। এই আয়তে আল্লাহতা'লা অনাবিল সুখ-শান্তিপূর্ণ স্বর্গোদ্যানের অধিবাসীগণের অবস্থা বর্ণনা করিতেছেন। পার্থিব জীবনে মানব যতই ধনৈশ্বর্য্য, রূপ-যৌবন, সুখ-স্বাস্থ্য অথবা খ্যাতি-প্রতিপত্তি

غِلٍّ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ ج
وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا
لِهَٰذَا قف وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ
هَدَانَا اللَّهُ ج لَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا
بِالْحَقِّ ط وَنُودُوا أَنْ تِلْكُمُ
الْجَنَّةُ أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ
تَعْمَلُونَ ۝ ٤٤- وَنَادَىٰ أَصْحَابُ
الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ أَنْ قَدْ وَجَدْنَا
مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقًّا فَهَلْ وَجَدْتُمْ

হইতে স্রোতস্বিনী সমূহ প্রবাহিত হইবে; এবং তাহারা বলিবে—সর্ব্ববিধ প্রশংসাই আল্লার—যিনি আমাদিগকে ইহার দিকে পথ-প্রদর্শন করিয়াছেন; যদি আল্লাহ আমাদিগকে পথ-প্রদর্শন না করিতেন, তবে আমরা কখনও পথপ্রাপ্ত হইতাম না; নিশ্চয় আমাদের প্রতিপালকের রসুলগণ সত্য সহ আগমন করিয়াছিলেন; এবং তাহাদিগকে আহ্বান করিয়া বলা হইবে যে, তোমাদের জন্যই এই স্বর্গোদ্যান, তোমরা যাহা করিয়াছিলে তজ্জন্য তোমাদিগকেই ইহার উত্তরাধিকারী করা হইয়াছে। ৪৪। এবং স্বর্গোদ্যানের অধিবাসীগণ নরকাগ্নির অধিবাসীদিগকে আহ্বান করিয়া বলিবে যে, আমাদের প্রতিপালক যাহা অঙ্গীকার করিয়াছিলেন তাহা আমরা সত্যরূপে প্রাপ্ত হইয়াছি, কিন্তু তোমাদের প্রতিপালক

লাভ করুক না কেন, তাহারা কখনই অনাহত সুখ-শান্তি লাভ করিতে পারে না। কারণ তাহাদের মনে নানাবিধ লোভ-মোহ, কামনা-বাসনা ও ঈর্ষা-বিদ্বেষের গ্লানি উপস্থিত হইয়া সর্ব্বদাই তাহাদের সুখোদ্যানে কণ্টক-তরু উৎপাদন করিয়া থাকে। দরিদ্রের পক্ষে ধনীর ধনে প্রলোভন হওয়া যেরূপ অবশ্যম্ভাবী, সেইরূপ ধনীর পক্ষেও তদপেক্ষা ধন-সম্পদশালীর ধনৈশ্বর্য্যের প্রতি ঈর্ষা হওয়া স্বাভাবিক; কুৎসিত ও অতীত-যৌবন ব্যক্তিরা রূপবানের রূপ-যৌবনে এবং রূপ-যৌবন-বিশিষ্ট নর-নারী অপরের অধিকতর উন্মেষিত রূপ-লাবণ্যে স্বভাবতই ঈর্ষা করিয়া থাকে। মানব-চিত্তে কামনা ও ঈর্ষা-বিদ্বেষের এই গ্লানি আছে বলিয়াই তাহারা পার্থিব জীবনে পূর্ণ সুখী হইতে পারে না—চিরসুখী হওয়া ত অতি দূরের কথা। কিন্তু আল্লাহতা'লা স্বর্গবাসীদিগের অন্তর হইতে ঐ সকল প্রবৃত্তির গ্লানি এবং সংকীর্ণতার মলিনতা সম্পূর্ণরূপে বিদূরিত করিয়া, তাহাদের অন্তর সমূহ নির্ম্মল ও বিশুদ্ধ করিয়া দিবেন। সুতরাং সে অবস্থায় যদিও তাহাদের পদতলে সুখ-সম্ভোগের পরিপূর্ণ স্রোতস্বিনী বহিয়া যাইবে, তথাপি তাহারা সেই অনন্ত সুখ-শান্তি পূর্ণ স্বর্গীয় জীবন লাভের জন্য মুগ্ধচিত্তে মহান্ আল্লার প্রশংসা কীর্ত্তন এবং রসুলগণের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতে থাকিবে এবং সেই সময় এক অদৃশ্য বাণী তাহাদিগকে আহ্বান করিয়া বলিবে যে, ইহাই তোমাদের জীবনের সফলতা এবং এই স্বর্গোদ্যানই তোমাদের কৃতকার্য্যের পুরস্কার!

৪৪। এই আয়তে স্বর্গ ও নরকের অধিবাসীদিগের পরস্পর কথোপকথনের প্রসঙ্গ বর্ণিত হইয়াছে। স্বর্গবাসীগণ নরকবাসীদিগকে আহ্বান করিয়া বলিবে যে, আমাদের প্রতিপালক আমাদের জন্য যে সকল সুখ-সম্পদ প্রদানের প্রতিশ্রুতি প্রদান করিয়াছিলেন, আমরা তাহা প্রাপ্ত হইয়াছি; কিন্তু তোমাদের জন্য যাহা প্রতিশ্রুত ছিল, তাহা তোমরা পাইয়াছ কি? তাহারা বলিবে—হাঁ। সেই সময়ে জনৈক ফেরেশ্‌তা তাহাদিগকে আহ্বান করিয়া বলিবে যে, অবাধ্য অবিশ্বাসীদিগের উপর আল্লার অভিসম্পাত—তাহারা কখনই স্বর্গোদ্যানের সুখ-সম্পদ অবলোকন করিতে পারিবে না।

مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا ط قَالُوْا نَعَمْ ج
فَاَذَّنَ مُؤَذِّنٌۢ بَيْنَهُمْ اَنْ لَّعْنَةُ اللّٰهِ
عَلَى الظّٰلِمِيْنَ ۙ ٤٥۔ الَّذِيْنَ
يَصُدُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَيَبْغُوْنَهَا
عِوَجًا ج وَهُمْ بِالْاٰخِرَةِ كٰفِرُوْنَ ۘ
٤٦۔ وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ ج وَعَلَى
الْاَعْرَافِ رِجَالٌ يَّعْرِفُوْنَ كُلًّاۢ بِسِيْمٰهُمْ ج
وَنَادَوْا اَصْحٰبَ الْجَنَّةِ اَنْ سَلٰمٌ

যাহা অঙ্গীকার করিয়াছিল, তাহা কি তোমরা সত্যরূপে প্রাপ্ত হইয়াছ? তাহারা বলিবে—হাঁ; অনন্তর আহ্বানকারী তাহাদের মধ্যে আহ্বান করিয়া বলিবে যে, অত্যাচারীদিগের উপর আল্লার অভিসম্পাত। ৪৫। যাহারা আল্লার পথ হইতে প্রতিরোধ করে ও উহাতে বক্রতা অন্বেষণ করে—এবং তাহারাই পরকালের প্রতি অবিশ্বাসী। ৪৬। এবং তদুভয়ের মধ্যে যবনিকা থাকিবে, এবং সমুন্নত-স্থান সমূহের উপরিস্থিত লোকেরা তাহাদের চিহ্ন দ্বারা পরিজ্ঞাত হইবে এবং তাহারা স্বর্গোদ্যানের অধিবাসী-দিগকে আহ্বান করিয়া বলিবে যে,

---

অবশ্য এইস্থানে একটী প্রশ্ন আসিয়া পড়ে। স্বর্গোদ্যান নভোমণ্ডলের সর্ব্বোচ্চ স্তরে অবস্থিত শান্তি-নিকেতন বা মহোন্নত স্থান এবং নরক ভূমণ্ডলের সর্ব্বনিম্নস্থ শাস্তিপূর্ণ পাতালপুরী; এ অবস্থায় উভয় স্থানের অধিবাসীদিগের মধ্যে কিরূপে কথোপকথন সম্ভবপর হইবে? তফ্‌সীরকারগণ বিভিন্ন রূপ যুক্তি অবলম্বন করিয়া এই সমস্যার সমাধান করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন। কিন্তু এই সমুন্নত বৈজ্ঞানিক যুগে—সাধারণ মানবই যখন বৈজ্ঞানিক কৌশল অবলম্বন এবং আধ্যাত্মিক উন্নতি ও ইচ্ছাশক্তির বিকাশ করিয়া পৃথিবীর এক প্রান্তে অবস্থান পূর্ব্বক অপর প্রান্তের লোকের সহিত মুহূর্ত্তের মধ্যে বাক্যালাপ করিতে সমর্থ হইতেছে, তখন পরলোকে এইরূপ ব্যাপার অনুষ্ঠিত হওয়া সম্বন্ধে কোনই সন্দেহের অবকাশ নাই।

৪৬। **হেজাব**—যবনিকা, আবরণ, পর্দ্দা অথবা প্রাচীর! অবশ্য এই পর্দ্দা বা প্রাচীর অর্থে কেহ যেন ইষ্টক নির্ম্মিত পার্থিব প্রাচীর অথবা বস্ত্রের যবনিকা না বুঝেন; উহা দুইটী স্থান বা আলয়ের মধ্যবর্ত্তী সীমা-রেখার অনুরূপ বলিয়া অনুমান করিতে হইবে।—তঃ হক্কানী।

আ-রাফ—"অরুফ" শব্দের বহুবচন; উহার অর্থ ঊর্দ্ধ বা উন্নত স্থান। তফ্‌সীরকারগণ "আ-রাফ" শব্দের একাধিক মর্ম্ম পরিকল্পনা করিয়াছেন। কেহ বলেন, উহার অর্থ একরূপ বিশিষ্ট পর্দ্দা বা প্রাচীর; ইহাই হজরত এবন-আব্বাস প্রভৃতি অধিকাংশ তফ্‌সীরকারের মত। কিন্তু হাসান বসরী ও যাজ্জাজ প্রভৃতি বলেন যে, 'আ-রাফ' অর্থ অভিজ্ঞতা বা জানা। যাহারা স্বর্গ ও নরক-নিবাসীদিগকে তাহাদের চিহ্ন দেখিয়া চিনিতে পারেন, তাহাদিগকেই "সমুন্নত-স্থানে অবস্থিত লোক" বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে।—তঃ কবির ও হক্কানী।

"সমুন্নত-স্থান সমূহে অবস্থিত লোক" কাহারা হইবেন, তৎসম্বন্ধেও তফ্‌সীরকারগণের মধ্যে মতভেদ পরিদৃষ্ট হয়। এক সম্প্রদায় বলেন যে, তাঁহারা মহোন্নত শ্রেণী—যথা রসুলগণ, ফেরেশ্‌তাগণ অথবা মহাধার্ম্মিক অভিজ্ঞ সম্প্রদায়। ইহারা আল্লাহতা'লার নির্দ্দেশ অনুসারে স্বর্গ ও নরকের মধ্যবর্ত্তী স্থানে সমুচ্চ আসনে উপবিষ্ট হইয়া লোকদিগের পাপ-পুণ্য ও সদসৎ কার্য্য সম্বন্ধে সাক্ষ্য-দান এবং তাহাদের পরিণাম ও অবস্থা অবলোকন করিবেন, কারণ তাঁহারা পৃথিবীতেও

যাহা অঙ্গীকার করিয়াছিল, তাহা কি তোমরা সত্যরূপে প্রাপ্ত হইয়াছ? তাহারা বলিবে—হাঁ; অনন্তর আহ্বানকারী তাহাদের মধ্যে আহ্বান করিয়া বলিবে যে, অত্যাচারীদিগের উপর আল্লার অভিসম্পাত। ৪৫। যাহারা আল্লার পথ হইতে প্রতিরোধ করে ও উহাতে বক্রতা অন্বেষণ করে—এবং তাহারাই পরকালের প্রতি অবিশ্বাসী। ৪৬। এবং তদুভয়ের মধ্যে যবনিকা থাকিবে, এবং সমুন্নত-স্থান সমূহের উপরিস্থিত লোকেরা তাহাদের চিহ্ন দ্বারা পরিজ্ঞাত হইবে এবং তাহারা স্বর্গোদ্যানের অধিবাসী-দিগকে আহ্বান করিয়া বলিবে যে,

مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا ط قَالُوْا نَعَمْ ج
فَاَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ اَنْ لَّعْنَةُ اللّٰهِ
عَلَى الظّٰلِمِيْنَ ۙ ٤٥- الَّذِيْنَ
يَصُدُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَيَبْغُوْنَهَا
عِوَجًا ج وَهُمْ بِالْاٰخِرَةِ كٰفِرُوْنَ ۘ
٤٦- وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ ج وَعَلَى
الْاَعْرَافِ رِجَالٌ يَّعْرِفُوْنَ كُلًّا بِسِيْمٰهُمْ ج
وَنَادَوْا اَصْحٰبَ الْجَنَّةِ اَنْ سَلٰمٌ

অবশ্য এইস্থানে একটী প্রশ্ন আসিয়া পড়ে। স্বর্গোদ্যান নভোমণ্ডলের সর্ব্বোচ্চ স্তরে অবস্থিত শান্তি-নিকেতন বা মহোন্নত স্থান এবং নরক ভূমণ্ডলের সর্ব্বনিম্নস্থ শাস্তিপূর্ণ পাতালপুরী; এ অবস্থায় উভয় স্থানের অধিবাসীদিগের মধ্যে কিরূপে কথোপকথন সম্ভবপর হইবে? তফ্‌সীরকারগণ বিভিন্ন রূপ যুক্তি অবলম্বন করিয়া এই সমস্যার সমাধান করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন। কিন্তু এই সমুন্নত বৈজ্ঞানিক যুগে—সাধারণ মানবই যখন বৈজ্ঞানিক কৌশল অবলম্বন এবং আধ্যাত্মিক উন্নতি ও ইচ্ছাশক্তির বিকাশ করিয়া পৃথিবীর এক প্রান্তে অবস্থান পূর্ব্বক অপর প্রান্তের লোকের সহিত মুহূর্ত্তের মধ্যে বাক্যালাপ করিতে সমর্থ হইতেছে, তখন পরলোকে এইরূপ ব্যাপার অনুষ্ঠিত হওয়া সম্বন্ধে কোনই সন্দেহের অবকাশ নাই।

৪৬। **হেজাব**—যবনিকা, আবরণ, পর্দ্দা অথবা প্রাচীর! অবশ্য এই পর্দ্দা বা প্রাচীর অর্থে কেহ যেন ইষ্টক নির্ম্মিত পার্থিব প্রাচীর অথবা বস্ত্রের যবনিকা না বুঝেন; উহা দুইটী স্থান বা আলয়ের মধ্যবর্ত্তী সীমা-রেখার অনুরূপ বলিয়া অনুমান করিতে হইবে।—তঃ হক্কানী।

আ-রাফ—"অর্‌ফ" শব্দের বহুবচন; উহার অর্থ উর্দ্ধ বা উন্নত স্থান। তফ্‌সীরকারগণ "আ-রাফ" শব্দের একাধিক মর্ম্ম পরিকল্পনা করিয়াছেন। কেহ বলেন, উহার অর্থ একরূপ বিশিষ্ট পর্দ্দা বা প্রাচীর; ইহাই হজরত এবন-আব্বাস প্রভৃতি অধিকাংশ তফ্‌সীরকারের মত। কিন্তু হাসান বসরী ও যাজ্জাজ প্রভৃতি বলেন যে, 'আ-রাফ' অর্থ অভিজ্ঞতা বা জানা। যাহারা স্বর্গ ও নরক-নিবাসীদিগকে তাহাদের চিহ্ন দেখিয়া চিনিতে পারেন, তাহাদিগকেই "সমুন্নত-স্থানে অবস্থিত লোক" বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে।—তঃ কবির ও হক্কানী।

"সমুন্নত-স্থান সমূহে অবস্থিত লোক" কাহারা হইবেন, তৎসম্বন্ধেও তফ্‌সীরকারগণের মধ্যে মতভেদ পরিদৃষ্ট হয়। এক সম্প্রদায় বলেন যে, তাঁহারা মহোন্নত শ্রেণী—যথা রসুলগণ, ফেরেশ্‌তাগণ অথবা মহাধার্ম্মিক অভিজ্ঞ সম্প্রদায়। ইহারা আল্লাহতা'লার নির্দ্দেশ অনুসারে স্বর্গ ও নরকের মধ্যবর্ত্তী স্থানে সমুচ্চ আসনে উপবিষ্ট হইয়া লোকদিগের পাপ-পুণ্য ও সদসৎ কার্য্য সম্বন্ধে সাক্ষ্য-দান এবং তাহাদের পরিণাম ও অবস্থা অবলোকন করিবেন, কারণ তাঁহারা পৃথিবীতেও

তোমাদের উপর শান্তি হউক; তাহারা উহাতে প্রবিষ্ট হইবে না এবং যদিও তাহারা আকাঙ্ক্ষা করিবে। ৪৭। এবং যখন তাহাদের চক্ষু সমূহ নরকাগ্নির অধিবাসী-গণের দিকে প্রত্যাবর্ত্তিত হইবে তখন তাহারা বলিবে—হে আমাদের প্রতি-পালক! আমাদিগকে অত্যাচারী সম্প্রদায়ের সহিত করিও না।

عَلَيْكُمْ قف لَمْ يَدْخُلُوْهَا وَهُمْ
يَطْمَعُوْنَ ○ ٤٧- وَاِذَا صُرِفَتْ
اَبْصَارُهُمْ تِلْقَاءَ اَصْحٰبِ النَّارِ لا
قَالُوْا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ الْقَوْمِ
الظّٰلِمِيْنَ ع

৬ষ্ঠ রুকু—নরকবাসীদিগের নিষ্ফল কামনা

৪৮। এবং সমুন্নত-স্থান সমূহের অধিবাসীগণ তাহাদ্দিগকে তাহাদের চিহ্ন দ্বারা পরিজ্ঞাত হইয়া সেই লোক-দিগকে আহ্বান করিয়া বলিবে যে, তোমাদের সঞ্চিত-বিষয় এবং তোমরা যে অহঙ্কার করিয়াছিলে তাহা তোমা-দিগকে সমৃদ্ধ করিবে না। ৪৯। ইহা-দেরই সম্বন্ধে কি তোমরা শপথ করিতে যে, তাহাদিগকে আল্লাহ অনুগ্রহ করিবেন না? তোমরা স্বর্গোদ্যানে প্রবেশ কর—তোমাদের জন্য আশঙ্কা

٤٨- وَنَادٰى اَصْحٰبُ الْاَعْرَافِ
رِجَالًا يَّعْرِفُوْنَهُمْ بِسِيْمٰهُمْ قَالُوْا
مَا اَغْنٰى عَنْكُمْ جَمْعُكُمْ وَمَا
كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُوْنَ ○ ٤٩- اَهٰؤُلَاءِ
الَّذِيْنَ اَقْسَمْتُمْ لَا يَنَالُهُمُ اللّٰهُ
بِرَحْمَةٍ ط اُدْخُلُوا الْجَنَّةَ لَا خَوْفٌ

ধর্ম্মাধর্ম্ম এবং সত্যাসত্য সম্বন্ধে আল্লার নিয়োজিত সাক্ষী ছিলেন। অনন্তর মহাবিচার অন্তে ইঁহারা স্বর্গোদ্যানে প্রবেশ করিবেন—যদিও তাহারা পূর্ব্বেই তথায় প্রবেশের জন্য সমুৎসুক হইবেন।

অন্য সম্প্রদায় বলেন যে, পাপ পুণ্যের সমতাবিশিষ্ট যে সকল লোক স্বর্গ অথবা নরকে যাইবার উপযুক্ত বলিয়া বিবেচিত হইবে না, তাহারাই তদুভয়ের মধ্যবর্ত্তী 'আ-রাফ' নামক উর্দ্ধস্থানে অবস্থিত হইবে এবং তথা হইতে স্বর্গবাসীদিগকে সালাম করিয়া তথায় প্রবেশ করিবার জন্য অত্যন্ত আগ্রহান্বিত হইতে থাকিবে।

৪৭। অনন্তর 'আ-রাফ' বা সমুচ্চ-স্থানের লোকেরা যখন নরকের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া তথাকার অধিবাসীদিগের দুর্গতি ও শাস্তি অবলোকন করিবে, তখন তাহারা ভীত হইয়া প্রার্থনা করিবে:—হে আল্লাহ! আমাদিগকে নরকানলে নিক্ষেপ করিয়া ঐ ধর্ম্মদ্রোহী লোকদিগের সঙ্গী করিও না। অনন্তর সকলের শেষে আল্লাহতা'লা স্বীয় অসীম করুণা প্রভাবে ঐ সকল লোককে স্বর্গোদ্যানে প্রবেশ করিবার অনুমতি প্রদান করিবেন। হজরত এব্‌ন-মসউদ ও বিভিন্ন হাদিস দ্বারা এই মত সমর্থিত হইয়াছে।—তঃ হক্কানী।

৪৮—৪৯। সমুন্নত-স্থান সমূহের অধিবাসীরা সাধারণতঃ নির্লিপ্তভাবে সংসার জীবন অতিবাহিত করিয়া থাকেন। তাঁহাদের অনুগামী ধর্ম্মপ্রাণ লোকেরাও উপরোক্ত মহাপুরুষগণের দৃষ্টান্ত অনুসরণ-পূর্ব্বক দীনতার সহিত জীবন যাপন করেন। সেই জন্য তাহাদের দুঃখ-দৈন্য ও অভাব-অনটন দেখিয়া অধার্ম্মিক, ধন-সম্পদশালী ও অহঙ্কারী ব্যক্তিরা তাচ্ছিল্যের সহিত গর্ব্ব করিয়া বলিয়া থাকে যে, আল্লাহতা'লা পরকালেও এই সকল লোকের প্রতি কখনই অনুগ্রহ করিবেন না। কিন্তু

عَلَيْكُمْ وَلَآ اَنْتُمْ تَحْزَنُوْنَ ٥
٥٠- وَنَادٰۤى اَصْحٰبُ النَّارِ اَصْحٰبَ
الْجَنَّةِ اَنْ اَفِيْضُوْا عَلَيْنَا مِنَ الْمَآءِ اَوْ
مِمَّا رَزَقَكُمُ اللّٰهُ ؕ قَالُوْۤا اِنَّ اللّٰهَ حَرَّمَهُمَا
عَلَى الْكٰفِرِيْنَ ۙ ٥١- الَّذِيْنَ اتَّخَذُوْا
دِيْنَهُمْ لَهْوًا وَّلَعِبًا وَّغَرَّتْهُمُ الْحَيٰوةُ
الدُّنْيَا ۚ فَالْيَوْمَ نَنْسٰهُمْ كَمَا نَسُوْا لِقَآءَ
يَوْمِهِمْ هٰذَا ۙ وَمَا كَانُوْا بِاٰيٰتِنَا
يَجْحَدُوْنَ ٥ ٥٢- وَلَقَدْ جِئْنٰهُمْ

নাই এবং তোমরা দুঃখিত হইবে না।
৫০। এই নরকাগ্নির অধিবাসীরা
স্বর্গোদ্যানের অধিবাসীদিগকে আহ্বান
করিয়া বলিবে যে, আমাদের উপর পানি
হইতে অথবা আল্লাহ তোমাদিগকে যে
উপজীবিকা দান করিয়াছেন তাহা
হইতে কিছু নিক্ষেপ কর ; তাহারা বলিবে,
আল্লাহ অবিশ্বাসীদিগের জন্য উভয়ই
অবৈধ করিয়াছেন। ৫১। যাহারা স্বীয়
ধর্ম্মকে ক্রীড়া ও কৌতুক ধারণা করিয়া-
ছিল এবং পার্থিব জীবন তাহাদিগকে
প্রতারিত করিয়াছে, অতএব আজ আমি
তাহাদিগকে বিস্মৃত হইয়াছি—যেরূপ
তাহারা এই দিবসের সন্দর্শন সম্বন্ধে বিস্মৃত
হইয়াছিল এবং যেরূপে তাহারা আমার
নিদর্শন সমূহ প্রত্যাখ্যান করিয়াছিল।
৫২। এবং নিশ্চয় আমি তাহাদের

পরকালে আল্লাহতা'লা ঐ সকল অহঙ্কারী লোককে দেখাইয়া এবং তাহাদের অহঙ্কারমূলক অসার উক্তি স্মরণ করাইয়া দিয়া, ধর্ম্মপ্রাণ দীন-দরিদ্রদিগকে স্বর্গোদ্যানে প্রবেশ করিবার অনুমতি প্রদান করিবেন এবং সঙ্গে সঙ্গে ঐ অধার্ম্মিক, অহঙ্কারী ও ধন-সম্পদশালী লোকদিগকে বলিয়া দেওয়া হইবে যে, তোমাদের পার্থিব ধন-সম্পদ ও গর্ব্ব-অহঙ্কার আজ কোনই কাজে আসিবে না। অবশ্য কোন কোন তফ্‌সীরকার বলেন যে, শেষোক্ত আয়তে সমুন্নত-স্থানের অধিবাসীদিগের স্বর্গোদ্যান প্রবেশের অনুমতির প্রসঙ্গই বর্ণিত হইয়াছে।

৫০। পুনরুত্থান ও মহাবিচারের পরে যখন পুণ্যবানগণ স্বর্গোদ্যানের অফুরন্ত সুখ-সম্পদ এবং পাপ-পরায়ণ ব্যক্তিরা নরকের দুর্ব্বিসহ দুঃখ-দুর্গতি ভোগ করিতে থাকিবে ; সেই সময়ে নিজেদের ক্ষুধা-তৃষ্ণা জনিত অসহ্য কষ্ট কথঞ্চিৎ উপশম করিবার উদ্দেশ্যে নরকবাসীরা স্বর্গবাসীদিগকে আহ্বান করিয়া বিনয় ও কাতরতার সহিত বলিবে যে, তোমাদের খাদ্য ও পানীয় হইতে অনুগ্রহ করিয়া আমাদিগকে কিঞ্চিৎ নিক্ষেপ কর—যেন আমরা উহা দ্বারা আমাদের অসহ্য ক্ষুধা-তৃষ্ণা ও যন্ত্রণার কথঞ্চিৎ উপশম করিতে পারি। কিন্তু স্বর্গবাসীরা তাহাদিগকে বলিবে যে, আল্লাহ তোমাদের জন্য এই তৃপ্তিকর খাদ্য ও পানীয়—উভয়ই অবৈধ করিয়া দিয়াছেন। সুতরাং নরক-নিবাসীরা সুখাদ্য অথবা স্নিগ্ধ পানীয় কোনরূপে প্রাপ্ত হইবে না।

৫১। অনন্তর আল্লাহতা'লা নরকবাসীদিগের সম্বন্ধে বলিবেন যে, যাহারা স্ব স্ব ধর্ম্মকে ক্রীড়া-কৌতুক ও আনন্দোৎসব মনে করিয়া পার্থিব ধন-সম্পদ লাভ ও সুখ-সম্ভোগে মত্ত হইয়া অন্তকার দিনের কথা বিস্মৃত হইয়াছিল এবং পার্থিব জীবনকেই সার-সর্ব্বস্ব মনে করিয়া আমার আদেশ-নিষেধ অস্বীকার ও প্রত্যাখ্যান করিয়াছিল, আজ তাহাদের সেই আচরণ অনুযায়ী আমিও তাহাদিগকে বিস্মৃত হইয়া থাকিব। সুতরাং তাহারা আমার কোনই অনুগ্রহ প্রাপ্ত হইবে না।

৫২। নরকবাসীদিগের পারলৌকিক অবস্থা বর্ণনা করিবার পর আল্লাহতা'লা মানব-জাতিকে সতর্ক করিয়া বলিতেছেন যে, আমি তাহাদের হিত সাধনোদ্দেশ্যে মহাগ্রন্থ কোরান শরিফ প্রেরণ

بِكِتٰبٍ فَصَّلْنٰهُ عَلٰى عِلْمٍ هُدًى
وَّرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُّؤْمِنُوْنَ ○ ٥٣- هَلْ
يَنْظُرُوْنَ اِلَّا تَاْوِيْلَهٗ ط يَوْمَ يَاْتِيْ
تَاْوِيْلُهٗ يَقُوْلُ الَّذِيْنَ نَسُوْهُ مِنْ قَبْلُ
قَدْ جَآءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ ج
فَهَلْ لَّنَا مِنْ شُفَعَآءَ فَيَشْفَعُوْا لَنَآ
اَوْ نُرَدُّ فَنَعْمَلَ غَيْرَ الَّذِيْ كُنَّا
نَعْمَلُ ط قَدْ خَسِرُوْٓا اَنْفُسَهُمْ وَضَلَّ
عَنْهُمْ مَّا كَانُوْا يَفْتَرُوْنَ ع

নিকট গ্রন্থ উপস্থিত করিয়াছি—যাহাতে আমি বিশ্বাসী সম্প্রদায়ের জন্য জ্ঞান, সুপথ এবং করুণা সম্বন্ধে বিবৃত করিয়া দিয়াছি। ৫৩। তাহারা ইহার সুপ্রকাশ ব্যতীত প্রতীক্ষা করিতেছে না; যেদিন ইহা সুপ্রকাশিত হইবে—যাহারা উহা পূর্ব্বে বিস্মৃত হইয়াছিল তাহারা বলিবে, নিশ্চয় আমাদের প্রতিপালক হইতে রসুলগণ সত্য সহ আগমন করিয়াছিলেন; অনন্তর আমাদের জন্য কি কোন অনুরোধকারী আছে যে, আমাদের জন্য অনুরোধ করে, অথবা আমরা পুনঃ-প্রেরিত হই—তাহা হইলে আমরা যাহা করিয়াছিলাম তাহার বিপরীত কার্য্য করিতে পারি; নিশ্চয় তাহারা নিজেদের ক্ষতি করিয়াছে এবং তাহারা যাহা ধারণা করিতেছিল—তাহাদের জন্য তাহা বিচ্যুত হইয়াছে।

৭ম রুকু—সৃষ্টি-প্রসঙ্গ ও প্রাকৃতিক নিয়ম

٥٤- اِنَّ رَبَّكُمُ اللّٰهُ الَّذِيْ خَلَقَ
السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ فِيْ سِتَّةِ اَيَّامٍ

৫৪। নিশ্চয় তোমাদের প্রতিপালক আল্লাহ—যিনি ছয় দিবসে ভূমণ্ডল ও নভোমণ্ডল সৃষ্টি করিয়াছেন—তৎপরে

করিয়াছি—তাহাতে বিশ্বাসীগণের জন্য জ্ঞান, ধর্ম্ম এবং আমার করুণার বিষয় বিশদরূপে বর্ণিত হইয়াছে।

তাবিল—অর্থ সুপ্রকাশ লিখিত হইল; ইহার অন্য অর্থ—প্রত্যাবর্ত্তন, পূর্ণতা, নিঃশেষ অথবা পরিসমাপ্তি।—সুরা নেসা ৫৯ আয়ত দ্রষ্টব্য।

গমনের ভবিষ্যদ্বাণীর সফলতা

যে সকল অবিশ্বাসী পবিত্র কোরানের বর্ণিত পুনরুত্থান ও স্বর্গ-নরক করিতেছিল; সম্বন্ধে সন্দেহ বা অবিশ্বাস করিয়া, উহা কবে সংঘটিত হয়—তজ্জন্য প্রতীক্ষা সেদিন তাহারা তাহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া বলা হইতেছে যে, যেদিন ঐ সকল ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হইবে নিজেদের অবশ্যই আল্লার রসুল ও কোরানের সত্যতা স্বীকার করিতে বাধ্য হইবে এবং তাহারা পরিবর্ত্তিত মুক্তির জন্য অনুরোধকারীর অনুসন্ধান করিতে থাকিবে। কারণ তাহাদের সমস্ত ধারণা সৎকার্য্য হইয়া যাইবে এবং তাহারা ইচ্ছা করিবে যে, যদি আমরা পুনরায় পৃথিবীতে প্রেরিত হই, তবে কৃতকর্ম্মের করিয়া পূর্ব্বকৃত কার্য্যের প্রায়শ্চিত্ত করিব। কিন্তু তখন নরকে গমন পূর্ব্বক পার্থিব জীবনের প্রতিফল স্বরূপ শাস্তি ভোগ করা ভিন্ন তাহাদের কোনই গত্যন্তর থাকিবে না।

৫৪। ইতিপূর্ব্বে পারলৌকিক পুনরুত্থান, মহাবিচার এবং স্বর্গ ও নরকের পুরস্কার ও শাস্তির প্রসঙ্গ বর্ণিত হইয়াছে। উহার প্রমাণ স্বরূপ এই আয়তে আল্লাহতা'লার সৃষ্টি-মহিমা ও বিশ্ব-নিয়ন্ত্রণকারী মহাশক্তির বিষয় বর্ণিত হইতেছে। আলোচ্য আয়তের মর্ম্ম এই যে, যে মহামহিমান্বিত আল্লাহতা'লা

ثُمَّ اسْتَوٰى عَلَى الْعَرْشِ قف يُغْشِى
الَّيْلَ النَّهَارَ يَطْلُبُهٗ حَثِيْثًا ۙ
وَّالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُوْمَ
مُسَخَّرٰتٍۢ بِاَمْرِهٖ ط اَلَا لَهُ الْخَلْقُ
وَالْاَمْرُ ط تَبٰرَكَ اللّٰهُ رَبُّ الْعٰلَمِيْنَ ۝
৫৫- اُدْعُوْا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَّخُفْيَةً ط

'আর্‌শে'র উপর সুপ্রতিষ্ঠিত হইলেন; তিনি দিবসের দ্বারা রজনীকে সমাচ্ছন্ন করিলেন—যাহা উহার অনুসরণে ধাবিত হইতেছে; সূর্য্য ও চন্দ্র ও নক্ষত্রপুঞ্জ তাঁহার আদেশের অনুবর্ত্তী হইয়াছে; সতর্ক হও—সৃষ্টি করা ও আদেশ দেওয়া তাঁহারই জন্য; বিশ্বজগতের প্রতিপালক আল্লাহই মঙ্গলময়।
৫৫। তোমাদের প্রতিপালককে বিনীত-ভাবে ও সংগোপনে আহ্বান কর;

"ছয় দিবসে" অর্থাৎ কতিপয় নির্দ্দিষ্ট-কালের মধ্যে (হক্কানী ও মঃ আঃ) এই বিশ্বজগৎ সৃষ্টি করিয়া সূর্য্য, চন্দ্র ও নক্ষত্রপুঞ্জকে নির্দ্দিষ্ট নিয়মাধীনে পরিচালন-পূর্ব্বক স্বীয় অলৌকিক শক্তি মহিমার প্রত্যক্ষ পরিচয় প্রদান করিতেছেন, তাঁহার পক্ষে পারলৌকিক পুনর্জীবন প্রদান পূর্ব্বক মানবকে শাস্তি বা পুরস্কার প্রদান কিছুমাত্র অসম্ভব নহে। বরং সৃষ্টি, স্থিতি, বিনাশ এবং পুনরুত্থান ক্রিয়া সম্পাদন তাঁহারই কার্য্য, তিনি অবলীলাক্রমে উহা সম্পাদন করিতে পারেন।

আর্‌শ—শব্দের আভিধানিক শব্দার্থ সিংহাসন। সুতরাং "সুম্মাস্‌তাওয়া আলাল আর্‌শে" বাক্যাংশের শাব্দিক অনুবাদ করিলে "পরে আল্লাহ সিংহাসনের উপর অধিষ্ঠান করিলেন" এইরূপ বুঝা যায়। "এস্‌তাওয়া আলাল আর্‌শে" বাক্যটী কোরানের সপ্ত স্থানে (এইস্থান ব্যতীত আরও ছয় স্থানে যথা ১৯—৩, ১৩—২, ২০—৫, ২৫—৫৯, ৩২—৪ এবং ৫৭—৪,) ব্যবহৃত হইয়াছে। হাদিস শরিফেও এতদনুরূপ বাক্যের ব্যবহার পরিদৃষ্ট হয়। এইজন্য জড়বাদী ভ্রান্ত 'কার্‌রমিয়' ও 'আহলে-হাদিস মোহাম্মদী' প্রভৃতি বেদাতি সম্প্রদায় অসীম ও নিরাকার আল্লাহতা'লাকে সসীম ও সাকার মনে করিয়া তাঁহাকে সিংহাসনে উপবিষ্ট অথবা অধিষ্ঠিত বলিয়া ধারণা করিয়াছে; কিন্তু উহা তাহাদের মারাত্মক ভ্রম-বিশ্বাস। কারণ ঐরূপ বিশ্বাস ইস্‌লামী ধর্ম্ম-বিশ্বাসের পূর্ণ প্রতিকূল এবং কাফেরী বিশ্বাসের অতি নিকটবর্ত্তী। বিচক্ষণ তফ্‌সীরকারগণের কেহই ঐ ভ্রান্ত মত সমর্থন করেন নাই।—তঃ কবির, হক্কানী ও মঃ আঃ দ্রষ্টব্য।

আরবী ভাষায় "আর্‌শ" ও "এস্‌তাওয়া" শব্দদ্বয় 'আসন' ও 'অধিষ্ঠান' ব্যতীত আরও বহু অর্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। যথা—"আর্‌শ" অর্থ আশ্রয়স্থান, ছায়াময়, ছাদ-বিশিষ্ট (এমাম রাগেব); শক্তি, আধিপত্য ও সাম্রাজ্য (মঃ আঃ) এবং "এসতাওয়া" অর্থ অধিকার করা, বিজয়ী হওয়া, পরাক্রান্ত হওয়া ও আয়ত্তাধীন রাখা প্রভৃতি। পক্ষান্তরে 'আর্‌শ' ও 'কুরসী' সম-অর্থবোধক। 'কুরসী' সম্বন্ধে পবিত্র কোরানেই উক্ত হইয়াছে যে, উহা সমগ্র নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডল পরিব্যপ্ত হইয়া আছে (২—২৫৫)। এমাম রাজী বলেন, 'আর্‌শ' অর্থ সমগ্র বিশ্বজগতের অধিকার ও আধিপত্যের সিংহাসন এবং 'এস্‌তাওয়া' অর্থ শক্তিসম্পন্ন (কবির)। এই সকল অর্থ ও ধর্ম্মের প্রতি লক্ষ্য করিলে স্পষ্টই অনুমিত হয় যে, আল্লাহতা'লা 'আর্‌শ'—অর্থাৎ কোন নির্দ্দিষ্ট আসন বা বিশ্রাম-স্থানে অধিষ্ঠান করিয়া আছেন—এই ভ্রান্ত ধারণা অজ্ঞতা ও কুসংস্কার ব্যতীত আর কিছুই নহে।

প্রকৃত কথা এই যে, অন্যান্য সৃষ্টির ন্যায় 'আর্‌শ' এবং 'কুরসী'ও আল্লাহতা'লার একটী বিশিষ্ট সৃষ্টি। আমরা উহার নাম মাত্র জানি; কিন্তু 'আর্‌শের' প্রকৃত স্বরূপ আমরা কেহই উপলব্ধি করিতে সমর্থ নহি। 'এস্‌তাওয়া'র প্রকৃত অর্থ পরাক্রান্ত হওয়া, শক্তিসম্পন্ন থাকা অথবা আয়ত্তাধীন রাখা কিংবা উহা আল্লাহতা'লার এরূপ একটি শক্তি-ক্রিয়া—যাহা কোন মানুষই অবগত নহে।

৫৫—৫৬। বিশ্বজগতের সৃষ্টি ও নিয়ন্ত্রণ সম্বন্ধে অধিকার ও মহিমা ব্যক্ত করিবার পর আল্লাহতা'লা মানব-জাতিকে তিনটী বিশিষ্ট আদেশ প্রদান করিতেছেন। প্রথমতঃ আল্লাহতা'লাকে

নিশ্চয় তিনি সীমাতিক্রমকারীদিগকে
ভালবাসেন না। ৫৬। এবং পৃথিবীতে
শান্তি স্থাপনের পরে অশান্তি উৎপাদন
করিও না এবং তাঁহাকে আশঙ্কা ও আশার
সহিত আহ্বান কর ; নিশ্চয় আল্লার করুণা
সৎকর্ম্মশীলগণের নিকটবর্ত্তী। ৫৭। এবং
তিনিই বায়ুরাশিকে স্বীয় অনুগ্রহের
পূর্ব্বে উহার সুসংবাদ-স্বরূপ প্রেরণ
করেন ; এমন কি, যখন তাহা সুবৃহৎ
মেঘমালা উত্তোলন করে, তখন আমি
উহাকে মৃত প্রদেশে পরিচালিত করি,
পরে উহা হইতে বারিধারা অবতারণ
করিয়া থাকি ; অনন্তর আমি উহা দ্বারা
সর্ব্বপ্রকার ফল উদগত করি ; এইরূপে
আমি মৃতদিগকে বহির্গত করি—যেন
তোমরা হৃদয়ঙ্গম কর। ৫৮। এবং

إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ ۝ ٥٦- وَلَا
تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا
وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا ۚ إِنَّ رَحْمَتَ
اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ ۝
٥٧- وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا
بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ ۚ حَتَّىٰ إِذَا
أَقَلَّتْ سَحَابًا ثِقَالًا سُقْنَاهُ لِبَلَدٍ مَّيِّتٍ
فَأَنزَلْنَا بِهِ الْمَاءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِن كُلِّ
الثَّمَرَاتِ ۚ كَذَٰلِكَ نُخْرِجُ الْمَوْتَىٰ
لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ۝ ٥٨- وَالْبَلَدُ

বিনীতভাবে ধীরতার সহিত সংগোপনে আহ্বান করা। এতদ্দ্বারা উপাসনা-আরাধনার মধ্যে কোন
রূপ আমোদ-প্রমোদ ও গর্ব্ব-অহঙ্কার প্রকাশ অথবা চীৎকার ও কোলাহল করা নিষিদ্ধ বলিয়া
প্রমাণিত হইতেছে। ধর্ম্ম-কর্ম্মে লোক-দেখান ভাবও এই নিষেধাজ্ঞার অন্তর্ভুক্ত। দ্বিতীয়তঃ
শান্তিপূর্ণ দেশ ও সমাজের শান্তিভঙ্গ না করা এবং তৃতীয়তঃ আল্লাহতা'লার প্রতি আশা ও
আশঙ্কার সহিত নির্ভরশীল হওয়া। আল্লার উপর শুধু আশা রাখিলে অথবা অসার বাক্যের প্রেম-
প্রীতির ছড়াছড়ি করিলে চলিবে না ; তাঁহাকে ভয় ও ভক্তি করা এবং তাঁহার আদেশ-নিষেধ
বিনম্রভাবে পালন করাও একান্ত কর্ত্তব্য।

৫৭। এই আয়তে আল্লাহতা'লা মৃতদিগকে পুনরুজ্জীবিত করা সম্বন্ধে স্বীয় শক্তি ও মহিমার
একটী সুন্দর উপমা বর্ণনা করিয়াছেন। আল্লাহতা'লা বলিতেছেন :—আমি বারি-বর্ষণের পূর্ব্বে যেমন
উহার সুসন্দেশবাহী স্নিগ্ধ সমীরণ প্রেরণ করি, সেইরূপ তোমাদিগকে পুনরুত্থানের সুসংবাদ প্রদানের
জন্য আমার রসুল ও প্রত্যাদেশ প্রেরণ করিয়াছি। অনন্তর আমি আকাশে সমুত্থিত সুবৃহৎ
মেঘমালা পরিচালন করিয়া মৃত প্রদেশ—অর্থাৎ বিশুষ্ক ভূমিতে বারিবর্ষণ পূর্ব্বক তাহা হইতে যেরূপ
নানা প্রকার তরুলতা ও বিভিন্নরূপ ফলপুঞ্জ উৎপাদন করিয়া থাকি, সেইরূপ আমি পরলোকে স্বীয়
অনুগ্রহ-বারি বর্ষণ করিয়া মৃতদিগকে সঞ্জীবিত করিব।

মৌলবী মোহাম্মদ আলি বলেন যে, পবিত্র কোরান-রূপ ঐশী অনুগ্রহ-বারি বর্ষণে অনুন্নত দেশবাসী
ও অবনত জাতিসমূহের উন্নতি সাধন এবং আধ্যাত্মিক জীবন প্রাপ্তিই এই আয়তের লক্ষ্য।
মুসলমান জাতির আধ্যাত্মিক এবং নৈতিক প্রভৃতি সর্ব্ববিধ উন্নতির অভিব্যক্তিই এই আয়তে
রূপকভাবে বর্ণিত হইয়াছে।—তঃ মঃ আঃ।

৫৮। আল্লাহতা'লার অবতারিত অনুগ্রহস্বরূপ কোরান শরিফের নীতি ও উপদেশ যে সর্ব্বত্র
সমান কার্য্যকারী হয় না, তাহার কারণ স্বরূপ আল্লাহ বলিতেছেন :—একই বৃষ্টি-সম্পাতে উৎকৃষ্ট ও

নিশ্চয় তিনি সীমাতিক্রমকারীদিগকে ভালবাসেন না। ৫৬। এবং পৃথিবীতে শান্তি স্থাপনের পরে অশান্তি উৎপাদন করিও না এবং তাঁহাকে আশঙ্কা ও আশার সহিত আহ্বান কর; নিশ্চয় আল্লার করুণা সৎকর্ম্মশীলগণের নিকটবর্ত্তী। ৫৭। এবং তিনিই বায়ুরাশিকে স্বীয় অনুগ্রহের পূর্ব্বে উহার সুসংবাদ-স্বরূপ প্রেরণ করেন; এমন কি, যখন তাহা সুবৃহৎ মেঘমালা উত্তোলন করে, তখন আমি উহাকে মৃত প্রদেশে পরিচালিত করি, পরে উহা হইতে বারিধারা অবতারণ করিয়া থাকি; অনন্তর আমি উহা দ্বারা সর্ব্বপ্রকার ফল উদ্গত করি; এইরূপে আমি মৃতদিগকে বহির্গত করি—যেন তোমরা হৃদয়ঙ্গম কর। ৫৮। এবং

إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ ۝ ٥٦- وَلَا
تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا
وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا ط إِنَّ رَحْمَتَ
اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ ۝
٥٧- وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيحَ بُشْرًا
بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ ط حَتَّىٰ إِذَا
أَقَلَّتْ سَحَابًا ثِقَالًا سُقْنَاهُ لِبَلَدٍ مَّيِّتٍ
فَأَنزَلْنَا بِهِ الْمَاءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِن كُلِّ
الثَّمَرَاتِ ط كَذَٰلِكَ نُخْرِجُ الْمَوْتَىٰ
لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ۝ ٥٨- وَالْبَلَدُ

বিনীতভাবে ধীরতার সহিত সংগোপনে আহ্বান করা। এতদ্দারা উপাসনা-আরাধনার মধ্যে কোন রূপ আমোদ-প্রমোদ ও গর্ব্ব-অহঙ্কার প্রকাশ অথবা চীৎকার ও কোলাহল করা নিষিদ্ধ বলিয়া প্রমাণিত হইতেছে। ধর্ম্ম-কর্ম্মে লোক-দেখান ভাবও এই নিষেধাজ্ঞার অন্তর্ভুক্ত। দ্বিতীয়তঃ শান্তিপূর্ণ দেশ ও সমাজের শান্তিভঙ্গ না করা এবং তৃতীয়তঃ আল্লাহতা'লার প্রতি আশা ও আশঙ্কার সহিত নির্ভরশীল হওয়া। আল্লার উপর শুধু আশা রাখিলে অথবা অসার বাক্যের প্রেম-প্রীতির ছড়াছড়ি করিলে চলিবে না; তাঁহাকে ভয় ও ভক্তি করা এবং তাঁহার আদেশ-নিষেধ বিনম্রভাবে পালন করাও একান্ত কর্ত্তব্য।

৫৭। এই আয়তে আল্লাহতা'লা মৃতদিগকে পুনরুজ্জীবিত করা সম্বন্ধে স্বীয় শক্তি ও মহিমার একটী সুন্দর উপমা বর্ণনা করিয়াছেন। আল্লাহতা'লা বলিতেছেন:—আমি বারি-বর্ষণের পূর্ব্বে যেমন উহার সুসন্দেশবাহী স্নিগ্ধ সমীরণ প্রেরণ করি, সেইরূপ তোমাদিগকে পুনরুত্থানের সুসংবাদ প্রদানের জন্য আমার রসুল ও প্রত্যাদেশ প্রেরণ করিয়াছি। অনন্তর আমি আকাশে সমুত্থিত সুবৃহৎ মেঘমালা পরিচালন করিয়া মৃত প্রদেশ—অর্থাৎ বিশুষ্ক ভূমিতে বারিবর্ষণ পূর্ব্বক তাহা হইতে যেরূপ নানা প্রকার তরুলতা ও বিভিন্নরূপ ফলপুঞ্জ উৎপাদন করিয়া থাকি, সেইরূপ আমি পরলোকে স্বীয় অনুগ্রহ-বারি বর্ষণ করিয়া মৃতদিগকে সঞ্জীবিত করিব।

মৌলবী মোহাম্মদ আলি বলেন যে, পবিত্র কোরান-রূপ ঐশী অনুগ্রহ-বারি বর্ষণে অনুন্নত দেশবাসী ও অবনত জাতিসমূহের উন্নতি সাধন এবং আধ্যাত্মিক জীবন প্রাপ্তিই এই আয়তের লক্ষ্য। মুসলমান জাতির আধ্যাত্মিক এবং নৈতিক প্রভৃতি সর্ব্ববিধ উন্নতির অভিব্যক্তিই এই আয়তে রূপকভাবে বর্ণিত হইয়াছে।—তঃ মঃ আঃ।

৫৮। আল্লাহতা'লার অবতারিত অনুগ্রহস্বরূপ কোরান শরিফের নীতি ও উপদেশ যে সর্ব্বত্র কেন কার্য্যকারী হয় না, তাহার কারণ স্বরূপ আল্লাহ্ বলিতেছেন:—একই বৃষ্টি-সম্পাতে উৎকৃষ্ট ও

বিশুদ্ধ ভূমিতে উহার প্রতিপালকের আদেশে স্বীয় শ্যামলতা অঙ্কুরিত করে, এবং যাহা অপবিত্র তাহা হইতে নিকৃষ্ট ব্যতীত উৎপন্ন হয় না ; এইরূপে আমি কৃতজ্ঞ সম্প্রদায়ের জন্য নিদর্শনাবলী বিবৃত করিয়া থাকি।

الطَّيِّبُ يَخْرُجُ نَبَاتُهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ ج
وَالَّذِي خَبُثَ لَا يَخْرُجُ إِلَّا نَكِدًا ط
كَذَٰلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ
يَشْكُرُونَ ع

৮ম রুকু—হজরত নূহর প্রসঙ্গ

৫৯। নিশ্চয়ই আমি নূহকে তাহার সম্প্রদায়ের প্রতি প্রেরণ করিয়াছিলাম, অনন্তর সে বলিয়াছিল—হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা আল্লার আরাধনা কর, তিনি ব্যতীত তোমাদের জন্য কোন উপাস্য নাই ; নিশ্চয়ই আমি তোমাদের সম্বন্ধে মহাদিবসের শাস্তির আশঙ্কা করি। ৬০। তাহার সম্প্রদায়ের প্রধানেরা বলিয়াছিল—নিশ্চয় আমরা তোমাকে

٥٧ لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ
فَقَالَ يَٰقَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم
مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ ط إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ
عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ○ ٦٠ قَالَ
الْمَلَأُ مِن قَوْمِهِ إِنَّا لَنَرَاكَ فِي

উর্ব্বর ভূমি তরু-লতিকায় সুশোভিত হইয়া যেরূপ সুন্দর ও সুমধুর ফল-পুষ্প প্রদান করে, নিকৃষ্ট ও অনুর্ব্বর ভূমিতে কখনই সেরূপ তরু-লতা বা ফল-পুষ্প উৎপাদিত হয় না। উহাতে বরং অপেক্ষাকৃত অল্প ও নিকৃষ্ট জাতীয় অগাছা অথবা জঞ্জাল জাতীয় বৃক্ষ-লতাই উৎপন্ন হইয়া থাকে। এই কারণে সৎ লোকেরা পবিত্র কোরানের নীতি ও উপদেশ দ্বারা যেরূপ উপকৃত ও ফল প্রাপ্ত হয়, অসৎ লোকেরা কখনও সেরূপ উপকৃত অথবা ফলপ্রাপ্ত হয় না। ভূমির দোষে যেরূপ বৃষ্টিধারা ব্যর্থ হয়, লোকের প্রকৃতির দোষে সেইরূপ পবিত্র কোরানের অলৌকিক জ্ঞান এবং স্বর্গীয় উপদেশ ব্যর্থ হইয়া থাকে।

৫৯। এই রুকুতে আলোচ্য আয়ত হইতে ৬৪ আয়ত পর্য্যন্ত হজরত নূহ নবীর সত্য-প্রচার এবং তৎকালীন অবাধ্য সম্প্রদায়ের প্রত্যাখ্যান, শত্রুতা ও ধ্বংস-প্রাপ্তির প্রসঙ্গ বর্ণিত হইয়াছে। ইহার পর ক্রমে ক্রমে আরও কতিপয় রসুল এবং তাঁহাদের সমসাময়িক লোকদিগের অবাধ্যতা ও ধর্ম্মদ্রোহিতা বর্ণনা করিয়া আল্লাহতা'লা হজরত রসুলোল্লার সহিত সমগ্র মানব-জাতিকে দুইটী বিশেষ তথ্য জানাইয়া দিতেছেন। প্রথমতঃ—অবিশ্বাসী ধর্ম্মদ্রোহী লোকেরা কেবল হজরত মোহাম্মদ মোস্তফার সঙ্গেই শত্রুতা করিতেছে না, বরং তাহারা ইহার পূর্ব্ববর্ত্তী রসুলগণের সঙ্গেও শত্রুতা করিয়াছিল। দ্বিতীয়তঃ—যে সকল অবিশ্বাসী ও সত্যদ্রোহী লোক আল্লার প্রেরিত রসুলগণের সহিত শত্রুতা করিয়াছিল, তাহারা সকলেই আল্লার কোপে শোচনীয় দুঃখ-দুর্গতি ভোগ করিয়া ধ্বংস-প্রাপ্ত হইয়া গিয়াছে। সুতরাং মক্কার কোরেশেরা যদি হজরত রসুলোল্লার সহিত শত্রুতা এবং সত্যদ্রোহিতা হইতে বিরত না হয়, তবে অদূর ভবিষ্যতে তাহাদিগকেও ধ্বংস হইতে হইবে। আল্লাহতা'লার এই ইঙ্গিত কিরূপ প্রত্যক্ষ-সত্যে পরিণত হইয়াছিল, তাহা ইতিহাস-অভিজ্ঞ ব্যক্তি মাত্রই অবগত আছেন। সুতরাং উহার পুনরুল্লেখ সম্পূর্ণ নিষ্প্রয়োজন।

৬০—৬২। ৫৯ আয়তে স্বীয় সম্প্রদায়ের প্রতি হজরত নূহ নবীর উপদেশ, ৬০ আয়তে অবাধ্য লোকদিগের দলপতি কর্ত্তৃক তাঁহাকে প্রত্যাখ্যান, ৬১ আয়তে নিজের প্রেরিতত্ব সম্বন্ধে হজরত নূহ নবীর সাক্ষ্য এবং ৬২ আয়তে স্বীয় সম্প্রদায়ের জন্য তদীয় সদুপদেশ ও হিতকামনার বিষয় বর্ণিত

প্রকাশ্য ভ্রান্তির মধ্যে অবলোকন করিতেছি। ৬১। সে বলিয়াছিল—হে আমার সম্প্রদায়! আমি বিভ্রান্ত নহি, বরং আমি বিশ্বজগতের প্রতিপালক হইতে প্রেরিত রসুল। ৬২। আমি তোমাদিগকে আমার প্রতিপালকের প্রেরিত-বার্ত্তা প্রচার করিতেছি ও তোমাদের জন্য সদুপদেশ দান করিতেছি এবং তোমরা যাহা জান না—আমি আল্লাহ হইতে তাহা জানি। ৬৩। তোমরা কি বিস্মিত হইতেছ যে, তোমাদের অন্তর্গত এক ব্যক্তির উপর তোমাদের প্রতিপালক হইতে উপদেশ আসিয়াছে—যেন সে তোমাদিগকে ভয়-প্রদর্শন করে ও যেন তোমরা সংযত হও এবং যেন তোমরা অনুগৃহীত হও। ৬৪। কিন্তু তাহারা তাহাকে অসত্যারোপ করিয়াছিল। পরে আমি তাহাকে এবং নৌকার মধ্যস্থ তাহার সঙ্গীদিগকে উদ্ধার করিয়াছিলাম, এবং যাহারা আমার নিদর্শন সমূহে অসত্যারোপ করিয়াছিল, আমি তাহাদিগকে নিমজ্জিত করিয়াছিলাম ; নিশ্চয় তাহারা অন্ধ সম্প্রদায় ছিল।

ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ ۝ ٦١- قَالَ يٰقَوْمِ
لَيْسَ بِيْ ضَلٰلَةٌ وَّلٰكِنِّيْ رَسُوْلٌ
مِّنْ رَّبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۝ ٦٢- اُبَلِّغُكُمْ
رِسٰلٰتِ رَبِّيْ وَاَنْصَحُ لَكُمْ
وَاَعْلَمُ مِنَ اللّٰهِ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ ۝
٦٣- اَوَعَجِبْتُمْ اَنْ جَآءَكُمْ ذِكْرٌ مِّنْ
رَّبِّكُمْ عَلٰى رَجُلٍ مِّنْكُمْ لِيُنْذِرَكُمْ
وَلِتَتَّقُوْا وَلَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ ۝
٦٤- فَكَذَّبُوْهُ فَاَنْجَيْنٰهُ وَالَّذِيْنَ
مَعَهٗ فِى الْفُلْكِ وَاَغْرَقْنَا الَّذِيْنَ
كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا ط اِنَّهُمْ كَانُوْا
قَوْمًا عَمِيْنَ ع

হইয়াছে। আলোচ্য আয়ত সমূহের বর্ণনা এরূপ সহজ, সরল ও সুস্পষ্ট যে, তজ্জন্য কোনই ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের প্রয়োজন নাই

৬৩। এই আয়তে হজরত নূহ ঐ সকল সম্প্রদায়কে আল্লাহতা'লার অনুগ্রহ লাভের জন্য সংযত ও সতর্ক হইবার জন্য যেরূপে ভয়-প্রদর্শন করিয়াছিলেন, তাহাই সংক্ষিপ্ত ভাবে উক্ত হইয়াছে।

৬৪। কিন্তু তথাপি অবিশ্বাসী ও ধর্ম্মদ্রোহী লোকেরা হজরত নূহ নবীর প্রতি অসত্যারোপ করায় আল্লার আক্রোশে তাহাদের উপর এক ভীষণ শাস্তি অবতীর্ণ হয়। ভয়াবহ বৃষ্টিধারা, ঝঞ্ঝাবায়ু ও জলপ্লাবনে নিমজ্জিত হইয়া উহারা সকলেই ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়া যায়। কেবল হজরত নূহ আল্লাহতা'লার আদেশ অনুসারে একখানি বিরাট নৌকা নির্ম্মাণ করিয়া স্বীয় বিশ্বাসী সঙ্গী দল ও কতিপয় জীব-জন্তু সহ উহাতে আরোহণ পূর্ব্বক সেই মহাপ্লাবন হইতে রক্ষা পাইয়াছিলেন।

ঐতিহাসিকগণ অনুমান করেন যে, এশিয়া মাইনর ও আরমেনিয়ার মধ্যবর্ত্তী অঞ্চলে হজরত নূহ নবীর সম্প্রদায়ের বাসস্থান ছিল। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে ঐ অঞ্চলের একটী পর্ব্বতের উপর প্রোথিত অবস্থায় একখানি বিরাটকায় নৌকা প্রত্যক্ষীভূত হয়। উহা দেখিবার জন্য ইউরোপ ও আমেরিকা হইতে বহুলোক ঐ অঞ্চলে আগমন করিয়াছিল এবং বিভিন্ন ভাষায় সংবাদপত্রে ঐ নৌকার বিবরণ বাহির হইয়াছিল। সেই সময়ে কেহ কেহ উহাকেই হজরত নূহ নবীর নৌকা বলিয়া অনুমান করিয়াছিলেন।—তঃ হক্কানী।

৯ম রুকু—হজরত হুদ-এর প্রসঙ্গ

৬৫। এবং আদের প্রতি তাহাদের
ভ্রাতা হুদ; সে বলিয়াছিল—হে আমার
সম্প্রদায়! তোমরা আল্লার আরাধনা কর,
তিনি ব্যতীত তোমাদের জন্য কোন
উপাস্য নাই; অতএব তোমরা কি সংযত
হইবে না? ৬৬। তাহার সম্প্রদায়
হইতে অবিশ্বাসকারীদিগের প্রধানেরা
বলিয়াছিল—নিশ্চয় আমরা তোমাকে
নির্ব্বুদ্ধিতার মধ্যে নিরীক্ষণ করিতেছি
এবং নিশ্চয় তোমাকে অসত্যবাদীগণের
অন্তর্গত ধারণা করিতেছি। ৬৭। সে
বলিয়াছিল—হে সম্প্রদায়! আমাতে
নির্ব্বুদ্ধিতা নাই, বরং আমি বিশ্বজগতের
প্রতিপালক হইতে প্রেরিত রসুল।
৬৮। আমি তোমাদিগকে আমার

٦٥- وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُوْدًا ط قَالَ
يٰقَوْمِ اعْبُدُوا اللّٰهَ مَا لَكُمْ مِّنْ إِلٰهٍ
غَيْرُهُ ط أَفَلَا تَتَّقُوْنَ ۝ ٦٦- قَالَ
الْمَلَأُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ قَوْمِهٖ
إِنَّا لَنَرٰىكَ فِيْ سَفَاهَةٍ وَّإِنَّا لَنَظُنُّكَ
مِنَ الْكٰذِبِيْنَ ۝ ٦٧- قَالَ يٰقَوْمِ
لَيْسَ بِيْ سَفَاهَةٌ وَّلٰكِنِّيْ رَسُوْلٌ
مِّنْ رَّبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۝ ٦٨- أُبَلِّغُكُمْ

পবিত্র কোরানের বহু স্থানে হজরত নূহ নবীর প্রসঙ্গ বর্ণিত হইয়াছে। উহা যথাস্থানে বর্ণিত এবং পরিশিষ্টের বিষয়গত নির্ঘণ্টে নির্দ্দেশিত হইবে।

৬৫। **আদ-সম্প্রদায়**—হজরত নূহ নবীর সমসাময়িক অবাধ্য সম্প্রদায়ের ধ্বংসপ্রাপ্তির পর তৎপুত্র সামের বংশ হইতে আদ-সম্প্রদায়ের উৎপত্তি হয়। আদের বংশ-পরিচয় এইরূপ—যথা হজরত নূহর পুত্র সাম, সামের পুত্র অরম, অরমের পুত্র আওস এবং আওসের পুত্র আদ। আদের বংশ হইতেই পরাক্রান্ত ও পৌত্তলিক আদ-সম্প্রদায়ের উৎপত্তি হয়। এই সম্প্রদায় হজরত এবরাহিমের পূর্ব্ববর্ত্তী; ইহারা আরবের ইয়ামিন প্রদেশের অন্তর্গত 'আল্-আহকাফ' নামক মরু-অঞ্চলে অবস্থান করিত এবং ইহাদের আবাসস্থান ওমান হইতে হজরমুত পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল (তঃ কবির)। এই সম্প্রদায় 'প্রথম আদ' নামেও কথিত হইয়া থাকে; কারণ অনেক ঐতিহাসিক সমুদ জাতিকে 'দ্বিতীয় আদ' বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। আরবের অধিকাংশ অঞ্চলে আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় আদ জাতি অত্যন্ত পরাক্রান্ত হইয়া উঠিয়াছিল। ইহারা 'ছামী', 'হারদ' ও 'হোবাদ' প্রভৃতি নামধেয় দেব-দেবীগণের পূজা করিত (হক্কানী)। কোন কোন তফসীরকার বলেন যে, উহারা প্রধানতঃ 'সাকিয়া', হাফিজা', 'রাজিকা' ও 'সালিমা' নামক দেবী-চতুষ্টয়ের উপাসক ছিল। তাহারা উহাদিগকে যথাক্রমে বৃষ্টি-দায়িনী, বিপদ-বারিণী, জীবিকা-প্রদায়িনী এবং রোগ-নাশিনী ও স্বাস্থ্য-দায়িনী বলিয়া বিশ্বাস করিত।—তঃ মঃ আঃ।

হজরত হুদ—আল্লাহতা'লা আদ-সম্প্রদায়কে সদুপদেশ-প্রদান ও সুপথ-প্রদর্শনের জন্য তাহাদেরই বংশ হইতে হজরত হুদকে নবী রূপে প্রেরণ করেন। হজরত হুদের বংশ-পরিচয় আদের পুত্র খোলুদ, খোলুদের পুত্র রোবা, রোবার পুত্র আবদুল্লাহ্ এবং আবদুল্লার পুত্র হুদ (হক্কানী)। কেহ কেহ হজরত হুদকে হজরত নূহ নবীর প্রপৌত্র অর্থাৎ তাঁহার পৌত্র আরফাকসাদের পৌত্র বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন (কবির—মঃ আঃ)।—তওরাত, আদি-পুস্তক ১০—২৪ দ্রষ্টব্য।

হজরত হুদ আদ-সম্প্রদায়ের মধ্যে উপনীত হইয়া তাহাদিগকে যেরূপভাবে সদুপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন, আলোচ্য আয়তে প্রথমে তাহাই বর্ণিত হইয়াছে।

৬৬—৬৮। কিন্তু দুর্ব্বিনীত আদ-সম্প্রদায়ের প্রধান প্রধান লোকেরা তাঁহাকে নির্ব্বোধ ও মিথ্যাবাদী বলিয়া প্রত্যাখ্যান করায় তিনি বলিয়াছেন যে, হে আমার সম্প্রদায়! আমি নির্ব্বোধ

প্রতিপালকের প্রেরিত-বার্ত্তা প্রচার করিতেছি এবং আমি তোমাদের জন্য বিশ্বস্ত উপদেষ্টা।
৬৯। তোমরা কি বিস্মিত হইতেছ যে, তোমাদের অন্তর্গত এক ব্যক্তির উপর তোমাদের প্রতিপালক হইতে উপদেশ আসিয়াছে—যেন সে তোমাদিগকে ভয়-প্রদর্শন করে; এবং স্মরণ কর—যখন তিনি নূহ্‌র সম্প্রদায়ের পরে তোমাদিগকে প্রতিনিধি করিয়াছেন এবং সৃষ্টির মধ্যে তোমাদিগকে বিস্তৃতভাবে সংবর্দ্ধিত করিয়াছেন; অতএব তোমরা আল্লার সম্পদ স্মরণ কর—যেন তোমরা সুফল-প্রাপ্ত হও।
৭০। তাহারা বলিয়াছিল—তুমি কি আমাদের নিকট এজন্য আসিয়াছ যে, আমরা একমাত্র আল্লার আরাধনা করিব এবং আমাদের পিতৃপুরুষেরা যাহার উপাসনা করিত তাহা পরিত্যাগ করিব? অতএব যদি তুমি সত্যবাদীগণের অন্তর্গত হও, তবে আমাদিগকে যে প্রতিশ্রুতি দিয়াছ তাহা আমাদের নিকট আনয়ন কর।
৭১। সে বলিয়াছিল, নিশ্চয় তোমাদের প্রতিপালক হইতে তোমাদের উপর বিপদ ও শাস্তি

رِسٰلٰتِ رَبِّيْ وَاَنَا لَكُمْ نَاصِحٌ
اَمِيْنٌ ۝ ٦٩- اَوَعَجِبْتُمْ اَنْ جَآءَكُمْ
ذِكْرٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ عَلٰى رَجُلٍ مِّنْكُمْ
لِيُنْذِرَكُمْ ۭ وَاذْكُرُوْٓا اِذْ جَعَلَكُمْ
خُلَفَآءَ مِنْۢ بَعْدِ قَوْمِ نُوْحٍ وَّزَادَكُمْ
فِي الْخَلْقِ بَصْۜطَةً ۚ فَاذْكُرُوْٓا اٰلَآءَ
اللّٰهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ۝ ٧٠- قَالُوْٓا
اَجِئْتَنَا لِنَعْبُدَ اللّٰهَ وَحْدَهٗ وَنَذَرَ مَا كَانَ
يَعْبُدُ اٰبَآؤُنَا ۚ فَاْتِنَا بِمَا تَعِدُنَآ اِنْ
كُنْتَ مِنَ الصّٰدِقِيْنَ ۝ ٧١- قَالَ
قَدْ وَقَعَ عَلَيْكُمْ مِّنْ رَّبِّكُمْ رِجْسٌ

অথবা মিথ্যাবাদী নহি; বরং আমি তোমাদের মঙ্গলের জন্য আল্লার প্রেরিত রসুল-রূপে তোমাদের মধ্যে তাঁহারই বাণী প্রচার করিতেছি।

৬৯। অনন্তর নূহ নবীর সম্প্রদায়ের ধ্বংসপ্রাপ্তির পরে তাহাদের ধন-জন ও রাজ্য-ঐশ্বর্য্যের উত্তরাধিকারী স্বরূপ আল্লাহতা'লা আদ-জাতিকে যেরূপ ধন-জন, বল-বীর্য্য ও রাজ্য-ঐশ্বর্য্য প্রভৃতি পার্থিব সম্পদ প্রদান করিয়াছিলেন; হজরত হূদ তাহাদিগকে আল্লাহতা'লার সেই সকল অনুগ্রহ ও সম্পদ স্মরণ করাইয়া দিয়া বলিয়াছিলেন যে, তোমরা আল্লার ঐ সকল সম্পদ স্মরণ করিয়া তৎপ্রতি কৃতজ্ঞ হও; তাহা হইলে নিশ্চয় তোমরা কল্যাণ লাভ করিবে। আর এখনও যদি তোমরা কৃতজ্ঞ এবং সংযত না হও, তবে নূহ সম্প্রদায়ের ন্যায় তোমরাও ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়া যাইবে।

৭০। তাহারা উত্তর করিয়াছিল ঃ—তুমি কি ইহাই বলিতেছ যে, আমরা আমাদের উপাস্য সমস্ত দেব-দেবীকে পরিত্যাগ করিয়া কেবলমাত্র তোমার আল্লার উপাসনা করিব এবং আমাদের পিতৃপুরুষের ধর্ম্ম ত্যাগ করিব? তাহা আমরা কখনই করিব না। অতএব যদি তুমি সত্যবাদী অথবা আল্লার প্রেরিত সত্য-রসুল হও, তবে তুমি আমাদিগকে যে বিপদ ও শাস্তির ভয়প্রদর্শন করিতেছ, তাহা আমাদের সমক্ষে আনয়ন কর।

৭১। হজরত হূদ বলিয়াছিলেন—তোমরা যে সকল দেব-দেবীর নাম লইয়া আমার সহিত বিরোধ ও বিতর্ক করিতেছ, উহারা কিছুই নহে। তোমাদের পথভ্রান্ত পূর্ব্বপুরুষেরাই কল্পনা

وَغَضَبٌ ۚ أَتُجَادِلُونَنِي فِي أَسْمَاءٍ
سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ مَا
نَزَّلَ اللّٰهُ بِهَا مِنْ سُلْطٰنٍ ۚ فَانْتَظِرُوا
إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ ○
٧٢- فَأَنْجَيْنٰهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ
مِنَّا وَقَطَعْنَا دَابِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا
بِآيٰتِنَا وَمَا كَانُوا مُؤْمِنِينَ ع

উপস্থিত হইবে; অবশ্য তোমরা কি সেই সকল নাম সম্বন্ধে বিতর্ক করিতেছ—যাহা তোমরা ও তোমাদের পিতৃপুরুষেরা নামকরণ করিয়াছে—যদ্বিষয়ে আল্লাহ কোন প্রমাণ অবতারণ করেন নাই; অতএব তোমরা প্রতীক্ষা কর—নিশ্চয় আমিও তোমাদের সহিত প্রতীক্ষাকারী হইব।
৭২। অনন্তর আমি স্বীয় অনুগ্রহে তাহাকে ও তাহার সঙ্গীদিগকে উদ্ধার করিয়াছিলাম এবং যাহারা আমার নিদর্শন-সমূহে অসত্যারোপ করিয়াছিল, তাহাদের মূল কর্ত্তন করিয়াছিলাম এবং তাহারা বিশ্বাসী ছিল না।

করিয়া ঐ সকল নাম সৃষ্টি করিয়া লইয়াছিল। কিন্তু যদি তোমরা বিশ্বাস না কর এবং সংযত ও কৃতজ্ঞ না হও, তবে নিশ্চয়ই তোমাদের উপর ভয়াবহ বিপদ ও শাস্তি অবতীর্ণ হইবে। অতএব যদি তাহাই তোমাদের প্রার্থনীয় হয়, তবে তোমরা অপেক্ষা কর; আমিও তোমাদের সহিত প্রতীক্ষা করিতেছি।

৭২। ইহার পর আল্লাহতা'লা আদ-সম্প্রদায়ের উপর তিন বর্ষ-ব্যাপী দুর্ভিক্ষ প্রেরণ করেন। সেই দীর্ঘকাল-ব্যাপী দুর্ভিক্ষে তাহারা অত্যন্ত দুর্দ্দশাগ্রস্ত এবং হীনবীর্য্য হওয়া সত্ত্বেও হজরত হুদের উপদেশ অনুযায়ী আল্লার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন ও সত্যধর্ম্ম গ্রহণ করিল না; বরং তাহাদের কতিপয় ধার্ম্মিক লোককে সেই বিপদ হইতে উদ্ধার প্রাপ্তির উদ্দেশ্যে প্রার্থনা করিবার জন্য বিশ্ববিশ্রুত কা'বাগৃহে প্রেরণ করিল। কারণ তৎকালে কেহ ঐ পবিত্র স্থানে উপনীত হইয়া কোন বিষয় প্রার্থনা করিলে তাহা আল্লার নিকট পরিগৃহীত হইত। কিন্তু আদ-সম্প্রদায় যে-সকল লোককে কা'বায় প্রেরণ করিয়াছিল, তাহারা মক্কায় উপস্থিত হইয়া আমোদ-প্রমোদ ও সুরা-সঙ্গীতে প্রমত্ত হইয়া রহিল এবং প্রার্থনার কথা একেবারেই বিস্মৃত হইয়া গেল। ইতিমধ্যে একদা আদ-প্রদেশের আকাশ জুড়িয়া একখানি কালমেঘ সমুদিত হইল। আদ-সম্প্রদায় আনন্দে অধীর হইয়া মনে করিতে লাগিল যে, এতদিনের পরে এই বারিবর্ষণে অবশ্যই তাহাদের দেশব্যাপী দুর্ভিক্ষ দূরীভূত হইয়া যাইবে। কিন্তু মূহুর্ত্ত মধ্যে যখন সেই মেঘমালা হইতে এক ভয়াবহ ঝঞ্ঝাবায়ু সমুত্থিত হইয়া ঘর-বাড়ী, তরু-লতা এবং মানুষ ও উষ্ট্রসমূহকে চিল-কাক অথবা শুষ্কপত্রের ন্যায় শূন্যে উড্ডীন করিতে লাগিল, তখন তাহাদের চক্ষু স্থির হইয়া আতঙ্কে আত্মা শুকাইয়া গেল; তাহারা যে যেখানে পারে, ঊর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন করিয়া আশ্রয় অন্বেষণ করিতে লাগিল। কিন্তু দেখিতে দেখিতে তাহাদের সমস্ত আশ্রয় ধ্বংস হইয়া গেল। অষ্ট দিবারাত্রি ব্যাপিয়া সেই ভীষণ ঝঞ্ঝাবায়ু, শিলা-বৃষ্টি ও মুষলধারা সমগ্র আদ-প্রদেশে ধ্বংসক্রিয়া সম্পাদন করিল (৬৯—৭) এবং তাহার ফলে ধরাবক্ষ হইতে অবিশ্বাসী, অবাধ্য ও ধর্ম্ম-দ্রোহী আদ-জাতির অস্তিত্ব ধুইয়া মুছিয়া নিশ্চিহ্ন হইয়া গেল।—তঃ হক্কানী।

আল্লাহতা'লার নির্দ্দেশ অনুসারে এবং তদীয় অনুগ্রহে হজরত হুদ স্বীয় বিশ্বাসী সহচরগণ-সহ এক সুরক্ষিত স্থানে অবস্থান করিয়া ঐ ভয়াবহ দুর্য্যোগের হস্ত হইতে রক্ষা পাইয়াছিলেন। আর আদ সম্প্রদায়ের মধ্যে যাহারা প্রার্থনার জন্য প্রতিনিধি রূপে মক্কায় অবস্থান করিতেছিল, তাহারাও এই

১০ম রুকু—হজরত সালেহ ও হজরত লুত

৭৩। এবং সমুদের প্রতি তাহাদের ভ্রাতা সালেহ; সে বলিয়াছিল—হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা আল্লার আরাধনা কর—তিনি ব্যতীত তোমাদের জন্য কোন উপাস্য নাই; নিশ্চয় তোমাদের নিকট তোমাদের প্রতিপালক হইতে প্রমাণ আসিয়াছে; ইহাই তোমাদের জন্য নিদর্শন-স্বরূপ আল্লার উষ্ট্রী—আল্লার ভূমিতে উহাকে চারণের জন্য ছাড়িয়া দাও এবং অসৎভাবে উহাকে স্পর্শ করিও না, অন্যথা তোমাদিগকে যন্ত্রণা-প্রদ শাস্তি ধৃত করিবে। ৭৪। এবং স্মরণ কর—যখন তিনি আদের পরে

٧٣- وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا ۘ
قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ
إِلَٰهٍ غَيْرُهُ ۖ قَدْ جَاءَتْكُم بَيِّنَةٌ مِّن
رَّبِّكُمْ ۖ هَٰذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آيَةً
فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ ۖ وَلَا
تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ
أَلِيمٌ ○ ٧٤- وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ

দুর্য্যোগের হস্ত হইতে বাঁচিয়া গিয়াছিল। উত্তরকালে উহারাই আদ-জাতির অস্তিত্বাবশেষ বলিয়া কথিত হইয়াছে।—তঃ হক্কানী।

৭৩। **সমুদ-সম্প্রদায়**—ইহারাও হজরত নূহ নবীর বংশধর। সমুদ-সম্প্রদায়ের পূর্ব্ব-পুরুষ ও প্রতিষ্ঠাতার বংশপরিচয় এইরূপ নির্দ্দেশিত হইয়াছে:—হজরত নূহর পুত্র সাম, সামের পুত্র অরম, অরমের পুত্র আবর এবং আবরের পুত্র সমুদ। এই হইতেই সুবিখ্যাত সমুদ-সম্প্রদায়ের উৎপত্তি। ইহারা "দ্বিতীয় আদ" নামেও কথিত হইয়া থাকে।

এই সমুদ সম্প্রদায় আদ-সম্প্রদায়ের ধ্বংসপ্রাপ্তির কিছুদিন (অন্ততঃ ২০০ বৎসর—মঃ আঃ) পরে মদিনা ও সিরিয়ার মধ্যবর্ত্তী 'হজর' নামক অঞ্চল অধিকার করিয়া প্রসিদ্ধ ও পরাক্রমশালী হইয়া উঠে। ইহারা স্থাপত্য-বিদ্যা ও শিল্পকার্য্যে বিশেষ উন্নতি লাভ করিয়াছিল। সমুদেরা সমতল ভূমিতে মৃত্তিকা দ্বারা সুন্দর সুন্দর অট্টালিকা এবং পর্ব্বতগাত্র খোদিত করিয়া চমৎকার প্রকোষ্ঠ সকল নির্ম্মাণ করিয়াছিল। ইহারা শীতকালে সমতল ভূমিতে এবং গ্রীষ্মকালে পার্ব্বত্য প্রকোষ্ঠে বসবাস করিত। কিন্তু নিজেদের দুরদৃষ্ট বশতঃ এই সমুন্নত সমুদ সম্প্রদায়ও অংশীবাদী-পৌত্তলিক এবং অন্যায়-অত্যাচারী হইয়া পড়িয়াছিল।

হজরত সালেহ—সমুদ-সম্প্রদায়কে সত্যপথ-প্রদর্শন এবং সদুপদেশ প্রদানের জন্য আল্লাহতা'লা সমুদের অন্যতম বংশধর হজরত সালেহকে রসুল রূপে প্রেরণ করিয়াছিলেন। হজরত সালেহ সমুদের চতুর্থ অথবা ষষ্ঠ নিম্ন-পুরুষ। তাঁহার বংশপরিচয় এইরূপ নির্দ্দেশিত হইয়াছে; সমুদের পুত্র হাজের, হাজেরের পুত্র ওবায়েদ এবং ওবায়েদের পুত্র হজরত সালেহ।

হজরত সালেহ সমুদ-সম্প্রদায়কে নানারূপ সদুপদেশ প্রদান পূর্ব্বক স্বীয় নবুয়তের সত্যতার নিদর্শন স্বরূপ তাঁহার উষ্ট্রীর অনেক অলৌকিক শক্তি প্রদর্শন করিলেন এবং তাহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন যে, আমার এই উষ্ট্রী আল্লাহতা'লা কর্ত্তৃক আমার বাহন স্বরূপ মনোনীত হইয়াছে। অতএব ইহাকে যথা ইচ্ছা বিচরণ করিতে দাও এবং তোমরা ইহার প্রতি কোনরূপ অন্যায় অত্যাচার করিও না; অন্যথা তোমাদের উপর ভয়ঙ্কর শাস্তি অবতীর্ণ হইবে।

৭৪। অনন্তর হজরত সালেহ সমুদ-সম্প্রদায়ে প্রতির আল্লাহতা'লার অনুগ্রহ স্বরূপ তাহাদের ধন-জন ও সুখ-সম্পদ স্মরণ করাইয়া দিয়া তাহাদিগকে শান্ত ও সংযত হইবার জন্য সদুপদেশ

১০ম রুকু—হজরত সালেহ ও হজরত লুত

৭৩। এবং সমুদের প্রতি তাহাদের ভ্রাতা সালেহ; সে বলিয়াছিল—হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা আল্লার আরাধনা কর—তিনি ব্যতীত তোমাদের জন্য কোন উপাস্য নাই; নিশ্চয় তোমাদের নিকট তোমাদের প্রতিপালক হইতে প্রমাণ আসিয়াছে; ইহাই তোমাদের জন্য নিদর্শন-স্বরূপ আল্লার উষ্ট্রী—আল্লার ভূমিতে উহাকে চারণের জন্য ছাড়িয়া দাও এবং অসৎভাবে উহাকে স্পর্শ করিও না, অন্যথা তোমাদিগকে যন্ত্রণা-প্রদ শাস্তি ধৃত করিবে। ৭৪। এবং স্মরণ কর—যখন তিনি আদের পরে

٧٣- وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا ۘ قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ ۖ قَدْ جَاءَتْكُم بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ ۖ هَٰذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آيَةً فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۝ ٧٤- وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ

দুর্য্যোগের হস্ত হইতে বাঁচিয়া গিয়াছিল। উত্তরকালে উহারাই আদ-জাতির অস্তিত্বাবশেষ বলিয়া কথিত হইয়াছে।—তঃ হক্কানী।

৭৩। **সমুদ-সম্প্রদায়**—ইহারাও হজরত নূহ নবীর বংশধর। সমুদ-সম্প্রদায়ের পূর্ব্ব-পুরুষ ও প্রতিষ্ঠাতার বংশপরিচয় এইরূপ নির্দ্দেশিত হইয়াছে:—হজরত নূহর পুত্র সাম, সামের পুত্র অরম, অরমের পুত্র আবর এবং আবরের পুত্র সমুদ। এই হইতেই সুবিখ্যাত সমুদ-সম্প্রদায়ের উৎপত্তি। ইহারা "দ্বিতীয় আদ" নামেও কথিত হইয়া থাকে।

এই সমুদ সম্প্রদায় আদ-সম্প্রদায়ের ধ্বংসপ্রাপ্তির কিছুদিন (অন্ততঃ ২০০ বৎসর—মঃ আঃ) পরে মদিনা ও সিরিয়ার মধ্যবর্ত্তী 'হজর' নামক অঞ্চল অধিকার করিয়া প্রসিদ্ধ ও পরাক্রমশালী হইয়া উঠে। ইহারা স্থাপত্য-বিদ্যা ও শিল্পকার্য্যে বিশেষ উন্নতি লাভ করিয়াছিল। সমুদেরা সমতল ভূমিতে মৃত্তিকা দ্বারা সুন্দর সুন্দর অট্টালিকা এবং পর্ব্বতগাত্র খোদিত করিয়া চমৎকার প্রকোষ্ঠ সকল নির্ম্মাণ করিয়াছিল। ইহারা শীতকালে সমতল ভূমিতে এবং গ্রীষ্মকালে পার্ব্বত্য প্রকোষ্ঠে বসবাস করিত। কিন্তু নিজেদের দুরদৃষ্ট বশতঃ এই সমুন্নত সমুদ সম্প্রদায়ও অংশীবাদী-পৌত্তলিক এবং অন্যায়-অত্যাচারী হইয়া পড়িয়াছিল।

হজরত সালেহ—সমুদ-সম্প্রদায়কে সত্যপথ-প্রদর্শন এবং সদুপদেশ প্রদানের জন্য আল্লাহতা'লা সমুদের অন্যতম বংশধর হজরত সালেহকে রসুল রূপে প্রেরণ করিয়াছিলেন। হজরত সালেহ সমুদের চতুর্থ অথবা ষষ্ঠ নিম্ন-পুরুষ। তাঁহার বংশপরিচয় এইরূপ নির্দ্দেশিত হইয়াছে; সমুদের পুত্র হাজের, হাজেরের পুত্র ওবায়েদ এবং ওবায়েদের পুত্র হজরত সালেহ।

হজরত সালেহ সমুদ-সম্প্রদায়কে নানারূপ সদুপদেশ প্রদান পূর্ব্বক স্বীয় নবুয়তের সত্যতার নিদর্শন স্বরূপ তাঁহার উষ্ট্রীর অনেক অলৌকিক শক্তি প্রদর্শন করিলেন এবং তাহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন যে, আমার এই উষ্ট্রী আল্লাহতা'লা কর্ত্তৃক আমার বাহন স্বরূপ মনোনীত হইয়াছে। অতএব ইহাকে যথা ইচ্ছা বিচরণ করিতে দাও এবং তোমরা ইহার প্রতি কোনরূপ অন্যায় অত্যাচার করিও না; অন্যথা তোমাদের উপর ভয়ঙ্কর শাস্তি অবতীর্ণ হইবে।

৭৪। অনন্তর হজরত সালেহ সমুদ-সম্প্রদায়ে প্রতির আল্লাহতা'লার অনুগ্রহ স্বরূপ তাহাদের ধন-জন ও সুখ-সম্পদ স্মরণ করাইয়া দিয়া তাহাদিগকে শান্ত ও সংযত হইবার জন্য সদুপদেশ

خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ عَادٍ وَّبَوَّاَكُمْ فِي الْاَرْضِ
تَتَّخِذُوْنَ مِنْ سُهُوْلِهَا قُصُوْرًا
وَّتَنْحِتُوْنَ الْجِبَالَ بُيُوْتًا ۚ فَاذْكُرُوْا
اٰلَاۤءَ اللّٰهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْاَرْضِ
مُفْسِدِيْنَ ○ ٧٥- قَالَ الْمَلَاُ الَّذِيْنَ
اسْتَكْبَرُوْا مِنْ قَوْمِهٖ لِلَّذِيْنَ
اسْتُضْعِفُوْا لِمَنْ اٰمَنَ مِنْهُمْ
اَتَعْلَمُوْنَ اَنَّ صٰلِحًا مُّرْسَلٌ مِّنْ
رَّبِّهٖ ؕ قَالُوْۤا اِنَّا بِمَاۤ اُرْسِلَ بِهٖ
مُؤْمِنُوْنَ ○ ٧٦- قَالَ الَّذِيْنَ
اسْتَكْبَرُوْۤا اِنَّا بِالَّذِيْۤ اٰمَنْتُمْ بِهٖ
كٰفِرُوْنَ ○ ٧٧- فَعَقَرُوا النَّاقَةَ
وَعَتَوْا عَنْ اَمْرِ رَبِّهِمْ وَقَالُوْا يٰصٰلِحُ

তোমাদিগকে প্রতিনিধি করিয়াছিলেন এবং তোমাদিগকে পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন, তোমরা উহার কোমল মৃত্তিকা দ্বারা অট্টালিকা নির্ম্মাণ করিতে এবং পর্ব্বত-সমূহে প্রকোষ্ঠ-সকল খোদিত করিয়া লইতে; অতএব আল্লার সম্পদ স্মরণ কর এবং পৃথিবীতে শান্তি ভঙ্গ করিয়া বেড়াইও না। ৭৫। তাহার সম্প্রদায়ের দাম্ভিক প্রধানেরা তাহাদের অন্তর্গত অশক্ত বিশ্বাস-স্থাপনকারীদিগকে বলিয়াছিল—তোমরা কি জান যে, সালেহ তদীয় প্রতিপালক হইতে প্রেরিত-রসুল? তাহারা বলিয়াছিল—নিশ্চয় তাহার সহিত যাহা প্রেরিত হইয়াছে তৎপ্রতি আমরা বিশ্বাসী হইয়াছি। ৭৬। অহঙ্কারীরা বলিয়াছিল—নিশ্চয় তোমরা যাহাতে বিশ্বাস কর, আমরা তদ্বিষয়ে অবিশ্বাস করি। ৭৭। অতঃপর তাহারা উষ্ট্রীকে হত্যা করিল এবং তাহাদের প্রতিপালকের আদেশের বিরুদ্ধাচরণ করিল এবং তাহারা বলিয়াছিল—হে সালেহ, যদি

প্রদান করিতে লাগিলেন। ইহার ফলে সত্যপরায়ণ দরিদ্র লোকেরা তৎপ্রতি বিশ্বাসী হইল; কিন্তু তাহাদের দাম্ভিক দলপতিরা তাহাকে অবজ্ঞা ও প্রত্যাখ্যান করিতে লাগিল।

৭৫—৭৬। সমুদ সম্প্রদায়ের অবাধ্য ও ধর্ম্মদ্রোহী দলপতিরা দরিদ্র বিশ্বাসীদিগকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছিল যে, তোমরা কি সালেহকে আল্লার রসুল বলিয়া বিশ্বাস কর? তাহারা বলিয়াছিল—হাঁ, আমরা তদীয় নিদর্শনের প্রতি বিশ্বাসী হইয়াছি। তখন অহঙ্কারীরা বলিয়াছিল—আমরা উহা কখনই বিশ্বাস করিব না।

৭৭। সমুদ সম্প্রদায়ের সময় পূর্ণ হইয়া আসিয়াছিল; সেইজন্য তাহারা যে শুধু হজরত সালেহকে অবিশ্বাস ও প্রত্যাখ্যান করিল, তাহা নহে; অধিকন্তু তাহারা তদীয় নিষেধাজ্ঞা অগ্রাহ্য করিয়া তাঁহার উষ্ট্রীকে হত্যা করিয়া ফেলিল এবং তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া বলিল যে, যদি তুমি সত্য সত্যই আল্লার রসুল হও, তবে উষ্ট্রী-হত্যার জন্য যে শাস্তির ভয় প্রদর্শন করিয়াছ, তাহা সমুপস্থিত কর। দুর্ব্বিনীত ও হতভাগ্য জাতির কাল-পূর্ণ হইলে তাহাদের এইরূপ কুমতিই হইয়া থাকে।

তুমি রস্থলগণের অন্তর্গত হও, তবে আমাদিগকে যে প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলে তাহা আমাদের নিকট আনয়ন কর।
৭৮। অতঃপর ভূমিকম্প তাহাদিগকে ধৃত করিয়াছিল, পরে তাহারা তাহাদের গৃহের মধ্যে অধোমুখে পড়িয়াছিল।
৭৯। অনন্তর সে তাহাদিগ হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইয়াছিল এবং বলিয়াছিল—হে সম্প্রদায়, নিশ্চয় আমি তোমাদিগকে আমার প্রতিপালকের প্রেরিত-বার্ত্তা প্রচার করিয়াছি এবং তোমাদের জন্য সদুপদেশ দান করিয়াছি, কিন্তু তোমরা উপদেষ্টাগণকে ভালবাস নাই। ৮০। এবং লুত যখন স্বীয় সম্প্রদায়কে বলিয়াছিল,

اِئْتِنَا بِمَا تَعِدُنَآ اِنْ كُنْتَ مِنَ
الْمُرْسَلِيْنَ ۝ ٧٨- فَاَخَذَتْهُمُ
الرَّجْفَةُ فَاَصْبَحُوْا فِيْ دَارِهِمْ
جٰثِمِيْنَ ۝ ٧٩- فَتَوَلّٰى عَنْهُمْ
وَقَالَ يٰقَوْمِ لَقَدْ اَبْلَغْتُكُمْ
رِسَالَةَ رَبِّيْ وَنَصَحْتُ لَكُمْ
وَلٰكِنْ لَّا تُحِبُّوْنَ النّٰصِحِيْنَ ۝
٨٠- وَلُوْطًا اِذْ قَالَ لِقَوْمِهٖٓ اَتَاْتُوْنَ

৭৮। অনন্তর আল্লাহতা'লার আক্রোশে এক ভয়াবহ ভূমিকম্পে সমগ্র প্রদেশ প্রকম্পিত হইয়া উঠিল এবং সেই ভীষণ ভূমিকম্পের সহিত এক প্রাণন্তকারী ধ্বংস-ধ্বনি সমুত্থিত হওয়ায়, সমস্ত সমুদ সম্প্রদায় প্রাণশূন্য দেহে ভূতলে পড়িয়া রহিল এবং তাহাদের দর্প-দম্ভ ও ধন-ঐশ্বর্য্য চিরকালের জন্য নিঃশেষ হইয়া ধরাবক্ষে শুধু এক আতঙ্ক-জনক স্মৃতির নীরব সমাধি পড়িয়া রহিল।—কোঃ ৫৪—৩১ দ্রষ্টব্য।

৭৯। হজরত সালেহ আল্লাহতা'লার নির্দ্দেশ মত এক নিরাপদ স্থানে অবস্থান করিয়া উপরোক্ত ভূমিকম্প ও ধ্বংস-ধ্বনি হইতে রক্ষা পাইয়াছিলেন। অতঃপর তিনি তথা হইতে বহির্গত হইয়া তাহাদিগকে উদ্দেশ করিয়া বলিয়াছিলেন যে, হে হতভাগ্য সম্প্রদায়, আমি তোমাদের মঙ্গলের জন্যই তোমাদের মধ্যে আল্লার বাণী প্রচার করিয়াছিলাম এবং তোমাদিগকে সদুপদেশ দান করিয়াছিলাম। কিন্তু তোমরা সে সব গ্রাহ্য কর নাই বলিয়াই আজ তোমরা এরূপ শোচনীয়ভাবে বিনষ্ট হইয়া গেলে!

পবিত্র কোরানের বহুস্থানে আদ ও সমুদ জাতির প্রসঙ্গ বর্ণিত হইয়াছে (নির্ঘণ্ট দ্রষ্টব্য)। কিন্তু সমুদ সম্প্রদায়ের অবাধ্যতা সম্বন্ধে আলোচ্য উষ্ট্রীর উৎপত্তি ও অলৌকিকতা এবং উহা হত্যা করিবার ষড়যন্ত্র ও হত্যা-প্রণালীর বিস্তৃত বিবরণ কোথাও বর্ণিত হয় নাই। কারণ আরব দেশে ঐ দুইটী সম্প্রদায়ের কাহিনী এবং তাহাদের অবাধ্যতা ও ধ্বংসপ্রাপ্তির বিবরণ এরূপ সুপ্রচারিত ছিল যে, তাহা বিশেষরূপে বলিবার আবশ্যকতাও অনুভূত হয় নাই। অবশ্য বিশ্বস্ত তফসীরকারগণ ঐ সম্বন্ধে চমৎকার ও মনোজ্ঞ বিবরণীর অবতারণা করিয়াছেন। উহা যথাস্থানে বর্ণিত হইবে। কোঃ ২৭—৫২, ৫১—৪৪, ৫৪—২৩ হইতে ৩১ দ্রষ্টব্য।

৮০। **হজরত লুত**—ইনি নবীবর হজরত এবরাহিমের ভ্রাতুষ্পুত্র ছিলেন। হজরত লুতের নবুয়ত সম্বন্ধে ইহুদী ও খৃষ্টান জাতির মধ্যে মারাত্মক মতভেদ পরিলক্ষিত হয়। প্রচলিত তওরাতের একস্থানে তাঁহাকে সৎকর্ম্মশীল ও সত্যপরায়ণ বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে; আবার অন্যত্র তাঁহাকে বিকৃত ব্যভিচারী—এমন কি, স্বীয় তনয়ার সহিত অবৈধ সংসর্গকারী বলিয়া হীনচিত্রে চিত্রিত করিতেও কুণ্ঠাবোধ করা হয় নাই। প্রচলিত ইঞ্জিলেও হজরত লুত সম্বন্ধে এই উভয় ভাবের ছায়াপাত পরিদৃষ্ট হয়। কিন্তু একজন নবীর পক্ষে ঐরূপ অবৈধ কার্য্যে লিপ্ত হওয়া যে সম্পূর্ণ

الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ
مِّنَ الْعٰلَمِيْنَ ٥ ٨١- إِنَّكُمْ لَتَأْتُوْنَ
الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّنْ دُوْنِ النِّسَآءِ ط
بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُوْنَ ٥ ٨٢- وَمَا
كَانَ جَوَابَ قَوْمِهٖٓ إِلَّآ أَنْ قَالُوْٓا
أَخْرِجُوْهُمْ مِّنْ قَرْيَتِكُمْ ج إِنَّهُمْ أُنَاسٌ
يَّتَطَهَّرُوْنَ ٥ ٨٣- فَأَنْجَيْنٰهُ وَأَهْلَهٗٓ

তোমরা কেন এরূপ অশ্লীলতা করিতেছ,
পৃথিবীতে যাহা কেহই তোমাদের পূর্ব্বে
করে নাই ? ৮১। নিশ্চয় তোমরা
কুপ্রবৃত্তি-বশে নারীদিগকে পরিত্যাগ
করিয়া পুরুষদিগের প্রতি উপনীত
হইতেছ ; বস্তুতঃ তোমরা এক অপকর্ম্মী
সম্প্রদায়। ৮২। এবং এতদ্ব্যতীত তাহার
সম্প্রদায়ের উত্তর ছিল না যে, তাহারা
বলিয়াছিল—তোমাদের পল্লী হইতে
উহাদিগকে বহির্গত করিয়া দাও ;
নিশ্চয় তাহারা পবিত্রতা অন্বেষণ করিয়া
থাকে। ৮৩। অনন্তর আমি তাহাকে
ও তাহার স্ত্রী ব্যতীত তদীয় বংশাবলীকে

অস্বাভাবিক, তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই। তওরাতের এই সকল বিক্ষিপ্ত ও আপত্তিকর অংশ অবলোকন করিলে নিঃসন্দেহে অনুমতি হয় যে, মূল তওরাতের বহুলাংশই বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে এবং তৎপরিবর্ত্তে প্রচলিত তওরাতের অনেকাংশ বিকৃতরুচি ও অসত্যবাদী লোকদিগের দ্বারা সঙ্কলিত হইয়াছে।

৮১। হজরত লুত হজরত এবরাহিমের সমকালে তাঁহার প্রতিনিধি স্বরূপ সদোম ও উহার পার্শ্ববর্ত্তী অস্বাভাবিক দুষ্কার্য্যকারী ও অন্যায় অত্যাচারী লোকদিগের জন্য রসুল-রূপে প্রেরিত হইয়াছিলেন। ঐ সকল লোক এরূপ কুপ্রবৃত্তিপরায়ণ ছিল যে, তাহারা নারীদিগের পরিবর্ত্তে পুরুষদিগের সহিত অবৈধ অনাচারে প্রবৃত্ত হওয়া একান্ত তৃপ্তিকর ও লোভনীয় মনে করিত। হজরত লুত ঐ বিকৃতরুচি সম্প্রদায়ের মধ্যে উপনীত হইয়া বলিলেন যে, তোমরা তোমাদিগের এই ঘৃণিত স্বভাব পরিহার কর ; কারণ তোমাদের পূর্ব্বে জগতের কোন জাতি কখনই এরূপ জঘন্য কুকার্য্যে লিপ্ত হয় নাই। পূর্ব্ববর্ত্তী আয়ত দ্রষ্টব্য।

৮২। কিন্তু ঐ হতভাগ্য সম্প্রদায় হজরত লুতের সদুপদেশ শুনিয়া বিরক্তি-ভরে বলিয়াছিল, এ কোথা হইতে আসিয়া পবিত্র পুরুষ সাজিয়া আমাদের আচার-ব্যবহারের নিন্দা করিতেছে। অতএব উহাকে সপরিবারে আমাদের পল্লীগ্রাম হইতে বাহির করিয়া দাও।

৮৩—৮৪। হতভাগ্য সদোম-বাসীরা হজরত লুতের কথা শুনিয়া সংশোধিত না হওয়ায় তাহাদের উপর আল্লার অভিসম্পাত মূর্ত্তরূপে ঘনাইয়া আসিল। তাহাদিগকে সমুচিত শাস্তি প্রদানের জন্য আল্লার প্রেরিত তিনটী ফেরেশ্‌তা মানব-মূর্ত্তি পরিগ্রহণ পূর্ব্বক সদোম-ধ্বংসের পূর্ব্বদিন বেলা দুই প্রহরের সময় হজরত এবরাহিমের নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে সদোম-ধ্বংসের সংবাদ প্রদান করিলেন। তিনি লুত ও তদীয় অনুগামী পুণ্যবান লোকদিগের সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিলে ফেরেশ্‌তাত্রয় বলিলেন যে, তিনি ও তাঁহার স্বজন-পরিবারের মধ্যে পাঁচজন ধার্ম্মিক ব্যক্তি সুরক্ষিত হইবে ; এতদ্ব্যতীত আর সকলেই ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়া যাইবে। অনন্তর ফেরেশ্‌তাগণ সদোমে উপস্থিত হইয়া হজরত লুতের আতিথ্য গ্রহণ করিলেন। কতিপয় বিদেশী যুবক লুতের গৃহে অতিথি হইয়াছে—এই সংবাদ শুনিয়া সদোম-বাসী নরপশুর দল তাহাদিগকে আয়ত্ত করিবার জন্য দলে দলে তাঁহার গৃহের দ্বারপ্রান্তে আসিয়া উপনীত হইতে লাগিল। হজরত লুত তাহাদিগকে ঐ দুষ্কার্য্য হইতে নিরস্ত করিবার জন্য অনেক রূপে বুঝাইলেন এবং বিনীতভাবে অনেক অনুরোধ করিলেন। এমন কি, অতিথিদিগের

উদ্ধার করিয়াছিলাম, কারণ সে পশ্চাদ্বর্ত্তীদিগের অন্তর্গত ছিল। ৮৪। এবং আমি তাহাদের উপর বৃষ্টিধারা বর্ষণ করিয়াছিলাম, অতঃপর দেখ যে, পাপীদিগের পরিণাম কিরূপ হইয়াছে!

إِلَّا امْرَاَتَهُ ۖ كَانَتْ مِنَ الْغٰبِرِيْنَ ۝
٨٤- وَاَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَّطَرًا ۖ فَانْظُرْ
كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِيْنَ ۝

১১শ রুকু—হজরত শোয়েবের প্রসঙ্গ

৮৫। এবং মাদায়েনের প্রতি তাহাদের ভ্রাতা শোয়াইব; সে বলিয়াছিল—হে সম্প্রদায়, তোমরা আল্লার আরাধনা কর, তিনি ব্যতীত তোমাদের জন্য কোন উপাস্য নাই; নিশ্চয় তোমাদের নিকট তোমাদের প্রতিপালক হইতে প্রমাণ আসিয়াছে, অতএব পরিমাণ ও পরিমাপ পূর্ণ করিও এবং লোকদিগকে তাহাদের দ্রব্যাদি কম প্রদান করিও না এবং পৃথিবীতে শান্তি-

٨٥- وَاِلٰى مَدْيَنَ اَخَاهُمْ شُعَيْبًا ۖ
قَالَ يٰقَوْمِ اعْبُدُوا اللّٰهَ مَا لَكُمْ مِّنْ
اِلٰهٍ غَيْرُهٗ ۖ قَدْ جَآءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِّنْ
رَّبِّكُمْ فَاَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيْزَانَ وَلَا
تَبْخَسُوا النَّاسَ اَشْيَآءَهُمْ وَلَا تُفْسِدُوْا

সম্মানের বিনিময়ে তাহাদিগকে স্বীয় কন্যাদ্বয় অর্পণ করিবার প্রস্তাব করিলেন। কিন্তু তাহারা সে কথায় কর্ণপাত না করিয়া গৃহের দ্বার ভাঙ্গিয়া হজরত লুতকে আক্রমণ করিতে উদ্যত হইল।

এই সময়ে ফেরেশ্তাত্রয় বাহিরে আসিয়া হজরত লুতকে গৃহে আকর্ষণ করিয়া লইলেন এবং স্ব স্ব পালক-প্রহারে দুরাত্মা সদোম-বাসীদিগকে অন্ধ করিয়া দিলেন। অনন্তর ফেরেশ্তাত্রয় হজরত লুতকে সদোম-ধ্বংসের সংবাদ প্রদান পূর্ব্বক তাঁহাকে সপরিবারে স্থানান্তরিত করিলেন; কিন্তু তাঁহার অবিশ্বাসিনী স্ত্রী স্থানত্যাগ করিতে সম্মত হইল না, সে পশ্চাতে অর্থাৎ সেই স্থানেই পড়িয়া রহিল। যাহা হউক, অবশেষে প্রভাত হইবার পূর্ব্বেই ফেরেশ্তাগণ সমগ্র সদোম উৎপাটিত করিয়া উল্টাইয়া দিলেন এবং প্রজ্জলিত অগ্নিধারার সহিত প্রস্তর ও গন্ধক বর্ষণ পূর্ব্বক সমগ্র সদোম নগরীকে বিচূর্ণ ও বিদগ্ধ করিয়া সেই বিস্তীর্ণ জনপদ হইতে অস্বাভাবিক পাপের চিহ্ন মুছিয়া ফেলিলেন। হজরত এবরাহিম প্রভাতে উঠিয়াই সদোম-ধ্বংসের অগ্নিশিখা ও ধুম্র দর্শন করিয়াছিলেন।—তঃ হক্কানী।

প্রচলিত তওরাতের বর্ণনার সহিত তফ্সীর-সমূহের বর্ণনার বহু সাদৃশ পরিলক্ষিত হয়। অবশ্য অনেক স্থানে ব্যতিক্রমও বিদ্যমান আছে। আধুনিক তফ্সীরকারগণের কেহ কেহ উক্ত উভয়বিধ বর্ণনার সারমর্ম্ম গ্রহণ করিয়া ভূমিকম্প এবং অগ্ন্যুদ্গার দ্বারাই সদোম-ধ্বংস হইয়াছিল বলিয়া মত প্রকাশ করিয়াছেন।—তঃ মঃ আঃ।

৮৫। **হজরত শোয়াইব**—ইনি হজরত লুতের পরবর্ত্তী নবী এবং হজরত এবরাহিমের বংশধর। ইহার বংশ-পরিচয় এইরূপ: যথা, হজরত এবরাহিমের পুত্র মাদিয়ানা বা মিদিয়ানা; তৎপুত্র ছাবেত, তৎপুত্র আয়কা, তৎপুত্র ছায়ফুন এবং ছায়ফুনের পুত্র হজরত শোয়াইব। কেহ কেহ বলেন যে, তিনি মিদিয়ানার পৌত্র—মিকাইলের পুত্র ছিলেন। তওরাতে ইনি মাদায়ানের যাজক যিথ্রো বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন। হজরত মুসা মিসর হইতে পলায়ন করিয়া এই যিথ্রো বা শোয়াইবেরই আশ্রয় গ্রহণপূর্ব্বক দশ বৎসর তাঁহার দাসত্বে নিযুক্ত ছিলেন এবং তাঁহার কন্যা সফুরাকে (সিপ্পোরা) বিবাহ করিয়া মিসর প্রত্যাবর্ত্ত কালে তুর পর্ব্বতে স্বর্গীয় জ্যোতি দর্শন পূর্ব্বক আল্লার অনুগ্রহে অভিষিক্ত হইয়া নবুয়ত প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।—তওরাত, যাত্রাপুস্তক ২, ৩ অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا ط ذٰلِكُمْ
خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِينَ ۚ ○
٨٦- وَلَا تَقْعُدُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوعِدُونَ
وَتَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللّٰهِ مَنْ اٰمَنَ
بِهٖ وَتَبْغُونَهَا عِوَجًا ۚ وَاذْكُرُوٓا
إِذْ كُنْتُمْ قَلِيلًا فَكَثَّرَكُمْ ص وَانْظُرُوا
كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ ○
٨٧- وَإِنْ كَانَ طَآئِفَةٌ مِّنْكُمْ اٰمَنُوا
بِالَّذِيٓ أُرْسِلْتُ بِهٖ وَطَآئِفَةٌ لَّمْ
يُؤْمِنُوا فَاصْبِرُوا حَتّٰى يَحْكُمَ اللّٰهُ
بَيْنَنَا ۚ وَهُوَ خَيْرُ الْحٰكِمِينَ ○

স্থাপনের পর অশান্তি উৎপাদন করিও
না ; ইহাই তোমাদের জন্য কল্যাণকর,
যদি তোমরা বিশ্বাসী হও। ৮৬। এবং
আল্লার পথ হইতে—যাহারা তৎপ্রতি
বিশ্বাস করিয়াছে—তাহাদিগকে ভয়-
প্রদর্শন ও প্রতিরোধ করিবার জন্য
প্রত্যেক পথে উপবেশন করিও না এবং
উহাতে বক্রতার অনুসন্ধান করিও না ;
এবং স্মরণ কর—যখন তোমরা অল্প সংখ্যক
ছিলে, পরে তিনি তোমাদিগকে পরিবর্দ্ধিত
করিয়াছেন ; এবং লক্ষ্য কর যে, শান্তিভঙ্গ-
কারীদিগের পরিণাম কিরূপ হইয়াছে।
৮৭। এবং যদি তোমাদের একদল
তৎসহ যাহা প্রেরিত হইয়াছিল—যদি
তাহা বিশ্বাস করে এবং অন্যদল বিশ্বাস
না করে, তবে আল্লাহ আমাদের মধ্যে
মীমাংসা না-করা পর্য্যন্ত ধৈর্য্যধারণ কর,
এবং তিনিই শ্রেষ্ঠতম মীমাংসাকারী।

মাদইয়ানা সম্প্রদায়—হজরত এবরাহিমের অন্যতমা পত্নী কাতুরার গর্ভে মিদিয়ানা নামক এক পুত্রের জন্ম হয় (আদি পুস্তক ২৫—১, ২)। এই মিদিয়ানার বংশধরগণই 'মাদিয়ানা' সম্প্রদায় বলিয়া বিখ্যাত। ইহারা লোহিত সাগরের তীরে সিনাই পর্ব্বতের দক্ষিণ-পূর্ব্ব কোণে অবস্থিত 'মাদিয়ানা' নামক স্থানে বাস করিত এবং ক্রয়-বিক্রয়ে পরিমাপ ও পরিমাণে কমবেশী করিয়া নানারূপে লোকদিগকে প্রবঞ্চিত ও প্রতারিত করিত। এতদ্ব্যতীত লোকের সহিত নানারূপ বিবাদ-বিসংবাদে লিপ্ত হইয়া ইহারা দেশে অশান্তি উৎপাদন করিয়া বেড়াইত। হজরত শোয়াইব উহাদিগকে ঐ সকল অসদাচরণ ও প্রতারণা পরিত্যাগ করিয়া সদাচারী ও সত্যপরায়ণ হইবার জন্য যেরূপ সদুপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন, আলোচ্য আয়তে তাহাই বর্ণিত হইয়াছে।

৮৬। মাদইয়ানা সম্প্রদায়ের লোকেরা হজরত শোয়াইবকে মিথ্যাবাদী ও প্রবঞ্চক বলিয়া নানারূপে তাঁহার বিরুদ্ধাচরণ করিত। যাহারা হজরত শোয়াইবের প্রতি বিশ্বাসী হইয়া তাঁহার নিকট যাতায়াত করিত, উহারা তাহাদিগকে প্রতিরোধ ও ভয় প্রদর্শন করিবার জন্য প্রত্যেক পথে বসিয়া থাকিত। কিন্তু হজরত শোয়াইব তাহাদের প্রতি আল্লার অনুগ্রহ স্মরণ করাইয়া দিয়া—পূর্ব্ববর্ত্তী অবাধ্য ও ধর্ম্মদ্রোহী সম্প্রদায়-সমূহের যেরূপ শোচনীয় পরিণাম হইয়াছে, তাহা উল্লেখ পূর্ব্বক তাহাদিগকে সতর্ক এবং সংযত হইবার জন্য সর্ব্বদাই সদুপদেশ প্রদান করিতেন।

৮৭। কিন্তু তাহারা হজরত শোয়াইবের কথায় কর্ণপাত না করায় অবশেষে তিনি তাহাদিগকে বলিয়াছিলেন যে, তোমরা সকলেই ধৈর্য্যধারণ কর ; বিশ্বাসী ও অবিশ্বাসীদিগের মধ্যে কাহারা সত্যবাদী, সর্ব্বশক্তিমান এবং মহাবিচারক আল্লাহতা'লাই যথাসময়ে তাহার বিচার-মীমাংসা করিয়া দিবেন।

فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا ۚ ذَٰلِكُمْ
خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ۝
٨٦- وَلَا تَقْعُدُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوعِدُونَ
وَتَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ مَنْ آمَنَ
بِهِ وَتَبْغُونَهَا عِوَجًا ۚ وَاذْكُرُوا
إِذْ كُنتُمْ قَلِيلًا فَكَثَّرَكُمْ ۖ وَانظُرُوا
كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ ۝
٨٧- وَإِن كَانَ طَائِفَةٌ مِّنكُمْ آمَنُوا
بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ وَطَائِفَةٌ لَّمْ
يُؤْمِنُوا فَاصْبِرُوا حَتَّىٰ يَحْكُمَ اللَّهُ
بَيْنَنَا ۚ وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ ۝

স্থাপনের পর অশান্তি উৎপাদন করিও
না; ইহাই তোমাদের জন্য কল্যাণকর,
যদি তোমরা বিশ্বাসী হও।
৮৬। এবং
আল্লার পথ হইতে—যাহারা তৎপ্রতি বিশ্বাস করিয়াছে—তাহাদিগকে ভয়-প্রদর্শন ও প্রতিরোধ করিবার জন্য প্রত্যেক পথে উপবেশন করিও না এবং উহাতে বক্রতার অনুসন্ধান করিও না; এবং স্মরণ কর—যখন তোমরা অল্প সংখ্যক ছিলে, পরে তিনি তোমাদিগকে পরিবর্দ্ধিত করিয়াছেন; এবং লক্ষ্য কর যে, শান্তিভঙ্গ-কারীদিগের পরিণাম কিরূপ হইয়াছে।
৮৭। এবং যদি তোমাদের একদল
তৎসহ যাহা প্রেরিত হইয়াছিল—যদি তাহা বিশ্বাস করে এবং অন্যদল বিশ্বাস না করে, তবে আল্লাহ আমাদের মধ্যে মীমাংসা না-করা পর্য্যন্ত ধৈর্য্যধারণ কর, এবং তিনিই শ্রেষ্ঠতম মীমাংসাকারী।

মাদইয়ানা সম্প্রদায়—হজরত এবরাহিমের অন্যতমা পত্নী কাতুরার গর্ভে মিদ্‌য়ানা নামক এক পুত্রের জন্ম হয় (আদি পুস্তক ২৫—১, ২)। এই মিদ্‌য়ানার বংশধরগণই 'মাদিয়ানা' সম্প্রদায় বলিয়া বিখ্যাত। ইহারা লোহিত সাগরের তীরে সিনাই পর্ব্বতের দক্ষিণ-পূর্ব্ব কোণে অবস্থিত 'মাদিয়ানা' নামক স্থানে বাস করিত এবং ক্রয়-বিক্রয়ে পরিমাপ ও পরিমাণে কমবেশী করিয়া নানারূপে লোকদিগকে প্রবঞ্চিত ও প্রতারিত করিত। এতদ্ব্যতীত লোকের সহিত নানারূপ বিবাদ-বিসংবাদে লিপ্ত হইয়া ইহারা দেশে অশান্তি উৎপাদন করিয়া বেড়াইত। হজরত শোয়াইব উহাদিগকে ঐ সকল অসদাচরণ ও প্রতারণা পরিত্যাগ করিয়া সদাচারী ও সত্যপরায়ণ হইবার জন্য যেরূপ সদুপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন, আলোচ্য আয়তে তাহাই বর্ণিত হইয়াছে।

৮৬। মাদইয়ানা সম্প্রদায়ের লোকেরা হজরত শোয়াইবকে মিথ্যাবাদী ও প্রবঞ্চক বলিয়া নানারূপে তাঁহার বিরুদ্ধাচরণ করিত। যাহারা হজরত শোয়াইবের প্রতি বিশ্বাসী হইয়া তাঁহার নিকট যাতায়াত করিত, উহারা তাহাদিগকে প্রতিরোধ ও ভয় প্রদর্শন করিবার জন্য প্রত্যেক পথে বসিয়া থাকিত। কিন্তু হজরত শোয়াইব তাহাদের প্রতি আল্লার অনুগ্রহ স্মরণ করাইয়া দিয়া—পূর্ব্ববর্ত্তী অবাধ্য ও ধর্ম্মদ্রোহী সম্প্রদায়-সমূহের যেরূপ শোচনীয় পরিণাম হইয়াছে, তাহা উল্লেখ পূর্ব্বক তাহাদিগকে সতর্ক এবং সংযত হইবার জন্য সর্ব্বদাই সদুপদেশ প্রদান করিতেন।

৮৭। কিন্তু তাহারা হজরত শোয়াইবের কথায় কর্ণপাত না করায় অবশেষে তিনি তাহাদিগকে বলিয়াছিলেন যে, তোমরা সকলেই ধৈর্য্যধারণ কর; বিশ্বাসী ও অবিশ্বাসীদিগের মধ্যে কাহারা সত্য-বাদী, সর্ব্বশক্তিমান এবং মহাবিচারক আল্লাহতা'লাই যথাসময়ে তাহার বিচার-মীমাংসা করিয়া দিবেন।

فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا ۚ ذَٰلِكُمْ
خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ۝
٨٦- وَلَا تَقْعُدُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوعِدُونَ
وَتَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ مَنْ آمَنَ
بِهِ وَتَبْغُونَهَا عِوَجًا ۚ وَاذْكُرُوا
إِذْ كُنتُمْ قَلِيلًا فَكَثَّرَكُمْ ۖ وَانظُرُوا
كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ ۝
٨٧- وَإِن كَانَ طَائِفَةٌ مِّنكُمْ آمَنُوا
بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ وَطَائِفَةٌ لَّمْ
يُؤْمِنُوا فَاصْبِرُوا حَتَّىٰ يَحْكُمَ اللَّهُ
بَيْنَنَا ۚ وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ ۝

স্থাপনের পর অশান্তি উৎপাদন করিও না; ইহাই তোমাদের জন্য কল্যাণকর, যদি তোমরা বিশ্বাসী হও।
৮৬। এবং আল্লার পথ হইতে—যাহারা তৎপ্রতি বিশ্বাস করিয়াছে—তাহাদিগকে ভয়-প্রদর্শন ও প্রতিরোধ করিবার জন্য প্রত্যেক পথে উপবেশন করিও না এবং উহাতে বক্রতার অনুসন্ধান করিও না; এবং স্মরণ কর—যখন তোমরা অল্প সংখ্যক ছিলে, পরে তিনি তোমাদিগকে পরিবর্দ্ধিত করিয়াছেন; এবং লক্ষ্য কর যে, শান্তিভঙ্গ-কারীদিগের পরিণাম কিরূপ হইয়াছে।
৮৭। এবং যদি তোমাদের একদল তৎসহ যাহা প্রেরিত হইয়াছিল—যদি তাহা বিশ্বাস করে এবং অন্যদল বিশ্বাস না করে, তবে আল্লাহ আমাদের মধ্যে মীমাংসা না-করা পর্য্যন্ত ধৈর্য্যধারণ কর, এবং তিনিই শ্রেষ্ঠতম মীমাংসাকারী।

মাদইয়ানা সম্প্রদায়—হজরত এবরাহিমের অন্যতমা পত্নী কাতুরার গর্ভে মিদিয়ানা নামক এক পুত্রের জন্ম হয় (আদি পুস্তক ২৫—১, ২)। এই মিদিয়ানার বংশধরগণই 'মাদিয়ানা' সম্প্রদায় বলিয়া বিখ্যাত। ইহারা লোহিত সাগরের তীরে সিনাই পর্ব্বতের দক্ষিণ-পূর্ব্ব কোণে অবস্থিত 'মাদিয়ানা' নামক স্থানে বাস করিত এবং ক্রয়-বিক্রয়ে পরিমাপ ও পরিমাণে কমবেশী করিয়া নানারূপে লোকদিগকে প্রবঞ্চিত ও প্রতারিত করিত। এতদ্ব্যতীত লোকের সহিত নানারূপ বিবাদ-বিসংবাদে লিপ্ত হইয়া ইহারা দেশে অশান্তি উৎপাদন করিয়া বেড়াইত। হজরত শোয়াইব উহাদিগকে ঐ সকল অসদাচরণ ও প্রতারণা পরিত্যাগ করিয়া সদাচারী ও সত্যপরায়ণ হইবার জন্য যেরূপ সদুপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন, আলোচ্য আয়তে তাহাই বর্ণিত হইয়াছে।

৮৬। মাদইয়ানা সম্প্রদায়ের লোকেরা হজরত শোয়াইবকে মিথ্যাবাদী ও প্রবঞ্চক বলিয়া নানারূপে তাঁহার বিরুদ্ধাচরণ করিত। যাহারা হজরত শোয়াইবের প্রতি বিশ্বাসী হইয়া তাঁহার নিকট যাতায়াত করিত, উহারা তাহাদিগকে প্রতিরোধ ও ভয় প্রদর্শন করিবার জন্য প্রত্যেক পথে বসিয়া থাকিত। কিন্তু হজরত শোয়াইব তাহাদের প্রতি আল্লার অনুগ্রহ স্মরণ করাইয়া দিয়া—পূর্ব্ববর্ত্তী অবাধ্য ও ধর্ম্মদ্রোহী সম্প্রদায়-সমূহের যেরূপ শোচনীয় পরিণাম হইয়াছে, তাহা উল্লেখ পূর্ব্বক তাহাদিগকে সতর্ক এবং সংযত হইবার জন্য সর্ব্বদাই সদুপদেশ প্রদান করিতেন।

৮৭। কিন্তু তাহারা হজরত শোয়াইবের কথায় কর্ণপাত না করায় অবশেষে তিনি তাহাদিগকে বলিয়াছিলেন যে, তোমরা সকলেই ধৈর্য্যধারণ কর; বিশ্বাসী ও অবিশ্বাসীদিগের মধ্যে কাহারা সত্য-বাদী, সর্ব্বশক্তিমান এবং মহাবিচারক আল্লাহতা'লাই যথাসময়ে তাহার বিচার-মীমাংসা করিয়া দিবেন।

৯ম পারা---কালাল মালাউ

৮৮। তাহার সম্প্রদায়ের অহঙ্কারকারী প্রধানেরা বলিয়াছিল—হে শোয়েব, নিশ্চয় আমরা তোমাকে ও তোমার সঙ্গী বিশ্বাস-স্থাপনকারীদিগকে আমাদের জনপ্রদ হইতে বহিস্কৃত করিয়া দিব অথবা তোমরা আমাদের ধর্ম্মে প্রত্যাবৃত্ত হইবে; সে বলিয়াছিল, যদি উহা আমাদের পক্ষে ঘৃণাস্কর হয়—তবুও কি?

৮৯। আল্লাহ উহা হইতে প্রমুক্ত করিবার পর যদি আমরা তোমাদের ধর্ম্মে প্রত্যাবৃত্ত হই, তবে নিশ্চয় আমরা আল্লার প্রতি অসত্য-ধারণাকারী হইব; এবং আমাদের প্রতিপালক আল্লার ইচ্ছা ব্যতীত উহাতে প্রত্যাবর্তন করিতে আমাদের সাধ্য নাই; এবং সমস্ত বিষয়ই আমাদের প্রতিপালকের জ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত; আমরা আল্লার প্রতিই নির্ভরশীল; হে আমাদের প্রতিপালক, আমার মধ্যে ও আমার সম্প্রদায়ের মধ্যে সত্যভাবে মীমাংসা কর এবং তুমিই

٨٨- قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا
مِن قَوْمِهِ لَنُخْرِجَنَّكَ يٰشُعَيْبُ
وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَكَ مِن قَرْيَتِنَا
أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا ط قَالَ أَوَلَوْ كُنَّا
كٰرِهِينَ ۝ ٨٩- قَدِ افْتَرَيْنَا عَلَى
اللّٰهِ كَذِبًا إِنْ عُدْنَا فِي مِلَّتِكُم بَعْدَ
إِذْ نَجّٰنَا اللّٰهُ مِنْهَا ط وَمَا يَكُونُ
لَنَا أَن نَّعُودَ فِيهَا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللّٰهُ
رَبُّنَا ط وَسِعَ رَبُّنَا كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا ط
عَلَى اللّٰهِ تَوَكَّلْنَا ط رَبَّنَا افْتَحْ بَيْنَنَا
وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ وَأَنتَ خَيْرُ

৮৮। হজরত শোয়েবের সদুপদেশ প্রদানের ফলে সাধারণতঃ ধর্ম্মপ্রাণ দরিদ্র ব্যক্তিরাই সত্যধর্ম্মে বিশ্বাস-স্থাপন করিয়াছিল। তদ্দর্শনে ক্রুদ্ধ হইয়া একদা ঐ সম্প্রদায়ের দাম্ভিক-প্রকৃতি প্রধান লোকেরা একযোগে হজরত শোয়েবকে বলিয়াছিল যে, হয় তুমি তোমার অনুগামীদিগের সহিত আমাদের দেশ হইতে বাহির হইয়া যাও, নচেৎ আমাদের পৈত্রিক ধর্ম্মে ফিরিয়া এস। যদি তুমি সদলে আমাদের ধর্ম্মে প্রত্যাবর্ত্তন না কর, তবে নিশ্চয় আমরা তোমাদিগকে আমাদের দেশ হইতে বিতারিত ও বহিস্কৃত করিয়া দিব।

৮৯। হজরত শোয়েব উহাদের ধর্ম্ম—অর্থাৎ অংশীবাদিতা ও পৌত্তলিকতাকে অন্তরের সহিত ঘৃণা করিতেন। তাই দাম্ভিক দলপতিদিগের প্রস্তাবে তিনি ক্ষুণ্ণ হইয়া বলিয়াছিলেন যে, তোমাদের ধর্ম্ম যদি আমার নিকট অসত্য এবং ঘৃণাস্কর হয়, তথাপি কি আমাকে তোমাদের ধর্ম্মে ফিরিয়া যাইতে হইবে? ফলতঃ তাহা কখনই সম্ভবপর নহে (পূর্ব আয়তের শেষাংশ)। তিনি আরও বলিয়াছিলেন যে, আল্লাহতা'লা আমাদিগকে তোমাদের অনুষ্ঠিত অধর্ম্ম ও অনাচার হইতে প্রমুক্ত করিয়া দিবার পর যদি আমরা আবার ঐ দুষ্কার্য্যে প্রত্যাবর্ত্তিত হই, তবে নিশ্চয়ই আমরা

الفتحين ○ ٩٠- وقال الملأ
الذين كفروا من قومه لئن
اتبعتم شعيبا انكم اذا لخسرون ○
٩١- فاخذتهم الرجفة فاصبحوا
في دارهم جثمين ○ ٩٢- الذين
كذبوا شعيبا كان لم يغنوا فيها ج
الذين كذبوا شعيبا كانوا
هم الخسرين ○ ٩٣- فتولى عنهم

শ্রেষ্ঠতম মীমাংসাকারী
৯০। এবং তাহার সম্প্রদায়ের অবিশ্বাস-কারী প্রধানেরা বলিয়াছিল, যদি তোমরা শোয়েবের অনুসরণ কর—নিশ্চয় তখন তোমরা ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া যাইবে।
৯১। অনন্তর ভূমিকম্প তাহাদিগকে ধৃত করিল, তৎপর তাহারা নিজেদের গৃহের মধ্যে অধোমুখে পড়িয়া রহিল।
৯২। যাহারা শোয়েবকে অসত্যারোপ করিয়াছিল—তাহারা যেন কখনও তথায় ছিল না; যাহারা শোয়েবকে অসত্যারোপ করিয়াছিল, তাহারাই ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া গিয়াছিল।
৯৩। অতঃপর সে তাহাদিগ হইতে প্রত্যাবর্ত্তিত হইল

অসত্যবাদী ও ধর্ম্মদ্রোহী হইয়া যাইব। অতএব তোমরা জানিয়া রাখ যে, আমরা আল্লার প্রতি পূর্ণ নির্ভরশীল। তাঁহার ইচ্ছা ব্যতীত আমরা তোমাদের ভয়-ভীতি অথবা অত্যাচার-নির্য্যাতনে বাধ্য হইয়া কখনই ঐ অসত্য ধর্ম্মে ফিরিয়া যাইব না।

অনন্তর হজরত শোয়েব আল্লাহতা'লার নিকট প্রার্থনা করিয়া বলিয়াছিলেন :—হে করুণাময় আল্লাহ! তুমি আমার ও এই অবিশ্বাসী সম্প্রদায়ের মধ্যে সত্যভাবে মীমাংসা করিয়া দাও; কারণ তুমিই শ্রেষ্ঠতম মীমাংসাকারী। হজরত শোয়েব অংশীবাদীদিগের ধর্ম্মকে মিথ্যা বলিয়া তাহাদিগকে শাস্তির ভয়-প্রদর্শন করিতেন; পক্ষান্তরে অবিশ্বাসীরা হজরত শোয়েবের প্রতি অসত্যারোপ করিয়া তাঁহার অনুগামীদিগকে ক্ষতিগ্রস্ত ও বিনষ্ট হইবার ভয়-প্রদর্শন করিত (৯০ আয়ত)। তাই হজরত শোয়েব আল্লার নিকট প্রার্থনা করিলেন যে, কে সত্যবাদী এবং কে অসত্যবাদী, তুমিই তাহার বিচার-মীমাংসা করিয়া দাও। এই আয়তে হজরত শোয়েব কর্ত্তৃক অবিশ্বাসীদিগের শাস্তি অবতারণ-সূচক প্রার্থনা পরিব্যক্ত হইয়াছে।

৯১। অনন্তর অবিশ্বাসীদিগের অবাধ্যতা ও অত্যাচারের অবশ্যম্ভাবী পরিণাম স্বরূপ একদা আল্লার ভীষণ শাস্তি তাহাদের উপর অবতীর্ণ হইল। বাষ্পাকৃত অত্যুষ্ণ অগ্নিস্রোত, ভূমিকম্প ও ধ্বংস-ধ্বনিতে আক্রান্ত হইয়া তাহাদের প্রাণশূন্য দেহ স্ব স্ব গৃহের মধ্যে পড়িয়া রহিল।

জাছেমিন—'জছম' হইতে নিষ্পন্ন, কিন্তু তফসীরকারগণ 'আহবাহ' শব্দ যোগে উহার বিভিন্ন-রূপ মর্ম্ম পরিগ্রহণ করিয়াছেন। কেহ 'অধোমুখে পতিত হওয়া, কেহ স্বীয় জানুর উপর পড়িয়া থাকা' এবং কেহ বা নিষ্পন্দ দেহে ভূপতিত হওয়া' লিখিয়াছেন।

৯২। উপরোক্ত ধ্বংস-ক্রিয়ার ফলে ঐ স্থান এরূপভাবে বিচূর্ণ ও বিরান হইয়া গিয়াছিল—যেন কোন কালেই তথায় মানবের বাসস্থান ছিল না। ফলতঃ যাহারা হজরত শোয়েবের প্রতি অসত্যারোপ করিয়া তাঁহাকে বিতাড়িত ও বিনষ্ট হইবার ভয়-প্রদর্শন করিয়াছিল, অবশেষে আল্লাহ্‌তা'লার আক্রোশে সেই ধর্ম্মদ্রোহীরাই সমূলে বিনষ্ট হইয়া গিয়াছিল।

৯৩। পূর্ববর্ত্তী অন্যান্য নবীগণের ন্যায় হজরত শোয়েবও স্বীয় বিশ্বাসী অনুগামিগণ-সহ আল্লাহ-তা'লার নির্দ্দেশ অনুসারে এক নিরাপদ-স্থানে অবস্থান করিয়া ঐ ভয়াবহ ধ্বংসক্রিয়া হইতে অব্যাহতি

এবং বলিল—হে সম্প্রদায়, নিশ্চয়ই আমি তোমাদিগকে আমার প্রতি-পালকের প্রেরিত-বার্তা প্রচার করিয়াছি এবং তোমাদের জন্য সদুপদেশ দান করিয়াছি ; তৎপর কিরূপে আমি অবিশ্বাসী সম্প্রদায়ের জন্য ক্ষুণ্ণ হইবে ?

وَقَالَ يٰقَوْمِ لَقَدْ اَبْلَغْتُكُمْ رِسٰلٰتِ رَبِّيْ وَنَصَحْتُ لَكُمْ ۚ فَكَيْفَ اٰسٰى عَلٰى قَوْمٍ كٰفِرِيْنَ ۝

১২শ রুকু—মক্কাবাসীদিগের প্রতি সতর্ক বাণী

৯৪। আমি যে জনপদে কোন নবী প্রেরণ করিয়াছি—এতদ্ব্যতীত উহার অধিবাসীদিগকে দুঃখ ও কষ্টের দ্বারা

٩٤- وَمَآ اَرْسَلْنَا فِيْ قَرْيَةٍ مِّنْ نَّبِيٍّ اِلَّآ اَخَذْنَآ اَهْلَهَا بِالْبَاْسَاۤءِ وَالضَّرَّاۤءِ

লাভ করিয়া ছিলেন। অনন্তর তথা হইতে বহির্গত হইয়া তিনি যখন সেই বিস্তৃত জনপদের শোচনীয় দুরবস্থা অবলোকন করিলেন, তখন ক্ষুণ্ণমনে উহার প্রাণশূন্য অধিবাসীদিগকে উদ্দেশ করিয়া বলিয়াছিলেন :—হে হতভাগ্য সম্প্রদায় ! আমি তোমাদের মঙ্গলের জন্যই তোমাদের মধ্যে আল্লার বাণী প্রচার করিয়া-ছিলাম এবং তোমাদের হিতকামনা করিয়াই আমি তোমাদিগকে সদুপদেশ দান করিয়াছিলাম ; কিন্তু তোমরা তাহা না শুনিয়া এবং আমার কথা গ্রাহ্য না করিয়া যখন নিজদের দোষে অমঙ্গল ডাকিয়া আনিয়া ধ্বংসমুখে পতিত হইয়াছ, তখন আমি তোমাদের জন্য কেমন করিয়া দুঃখ করিব এবং দুঃখ করিলেই বা আর কি ফল হইবে ?

৯৪। আল্লার প্রেরিত রসুলগণের প্রতি অসত্যারোপকারী এবং অবিশ্বাসী ও অত্যাচারী লোকদিগের শোচনীয় পরিণামের বিষয় পরিব্যক্ত করিয়া যখন অবিশ্বাসীদিগকে সতর্ক করা হইতেছিল, তখন তাহারা ঐ সকল বিবরণীর সত্যতা অবগত থাকা সত্বেও বলিয়াছিল যে, অবশ্য কোন কোন স্থানে ঐরূপ দুর্ঘটনা সংঘটিত হইয়াছে ; কিন্তু প্রত্যেক নবীর প্রতি অসত্যারোপ করার জন্য কখনই ঐরূপ দুর্ঘটনা সংঘটিত হয় নাই এবং সকল স্থানে যে হইবে তাহারও কোন নিশ্চয়তা নাই অতএব আমাদের পক্ষে পৈত্রিক ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া হজরত মোহাম্মদের (সঃ) ধর্ম্ম অবলম্বন করিবার কোনই প্রয়োজন নাই।

অবিশ্বাসী আরবদিগের উপরোক্ত অপ-সিদ্ধান্তের উত্তরে আল্লাহতা'লা বলিয়া দিলেন যে, সত্য বটে আমি প্রত্যেক নবীর প্রতি অসত্যারোপ করার জন্য প্রত্যেক জনপদ ধ্বংস করিয়া দেই নাই ; কিন্তু আমি যে স্থানে এবং যে সম্প্রদায়ের মধ্যে কোন নবী প্রেরণ করিয়াছি, নবীগণের সহিত অবাধ্যতা ও অত্যাচার করার জন্য এবং যতদিন তাহারা বিশ্বাসী ও বিনত না হইয়াছে, ততদিন আমি তাহাদিগকে দুঃখ-অভাব, রোগ-শোক এবং অজন্মা ও দুর্ভিক্ষ দ্বারা আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছি সত্যের প্রতি অসত্যারোপ এবং নবীগণের সহিত অসদ্ব্যবহার করিয়া একেবারে কেহ পরিত্রাণ পায় নাই।

এই আয়তে অবিশ্বাসী আরবদিগকে প্রকারান্তরে একথাও বলিয়া দেওয়া হইয়াছিল যে, যদি তোমরা সত্য-ধর্ম্ম গ্রহণ পূর্বক অসত্য পরিহার না কর এবং রসুলের সহিত অসদ্ব্যবহার করা হইতে বিরত না হও, তবে অচিরেই তোমাদিগকে দুঃখ-কষ্ট, অভাব-অনটন এবং অজন্মা ও দুর্ভিক্ষের দ্বারা আক্রান্ত হইতে হইবে। বলা বাহুল্য, ইহার অল্পদিন পরেই আরবে দীর্ঘকাল-ব্যাপী অজন্মা ও দুর্ভিক্ষ আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল।

আক্রান্ত করি নাই—যেন তাহারা বিনত
হয়। ৯৫। তৎপর আমি নিকৃষ্ট স্থলে
উৎকৃষ্টকে পরিবর্তন করিয়াছিলাম—এমন
কি, তাহার পরিবর্দ্ধিত হইয়াছিল এবং
বলিয়াছিল যে, দুঃখ ও সুখ আমাদের
পিতৃপুরুষদিগকেও স্পর্শ করিয়াছিল;
অনন্তর আমি তাহাদিগকে অকস্মাৎ ধৃত
করিয়াছিলাম এবং তাহারা জানিতেও
পারে নাই। ৯৬। এবং যদি সেই
জনপদ-সমূহের অধিবাসীরা বিশ্বাস-
স্থাপন করিত ও সংযত হইত, তবে
আমি নিশ্চয় তাহাদের উপর আকাশ ও

لعلهم يضرعون ○ ٩٥- ثم بدلنا
مكان السيئة الحسنة حتى عفوا
وقالوا قد مس اباءنا الضراء والسراء
فاخذنهم بغتة وهم لا يشعرون ○
٩٦- ولو ان اهل القرى امنوا
واتقوا لفتحنا عليهم بركت من

৯৫। অজন্মা-দুর্ভিক্ষ, রোগ-ব্যাধি এবং দুঃখ-দারিদ্রের ভয় প্রদর্শনে দুর্ব্বিনীত আরবেরা বলিয়াছিল যে, ঐরূপ সুখ-দুঃখ চিরকালই ঘটিয়া আসিতেছে। সুতরাং যদিও আমাদের উপর কোনরূপ দুঃখ-দারিদ্র উপস্থিত হয়, তবে উহার পরে আমরা অবশ্যই পুনরায় সুখ-সম্পদের মুখ দর্শন করিতে পারিব; কারণ আমাদের পূর্ব-পুরুষেরাও পর্য্যায়ক্রমে সুখ-দুঃখ ভোগ করিয়াছেন। বস্তুতঃ ভবিষ্যৎ দুঃখ-কষ্ট অথবা অভাব-অনটনের আশঙ্কায় আমরা কখনই পৈত্রিক ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিতে পারিব না।

অবিশ্বাসীদিগের ঐ ভ্রান্তির উত্তরে আল্লাহতা'লা বলিয়া দিলেন যে, তোমাদের পূর্ব্ববর্ত্তী অবিশ্বাসীরাও তোমাদের ন্যায় ভ্রম-বিশ্বাস পোষণ করিত। কিন্তু অবিশ্বাসীদিগকে দুঃখ-দারিদ্রের পরে সুখ-সম্পদ প্রদান করাও আমার একটি পরীক্ষা। পূর্ববর্ত্তী অবিশ্বাসীরা যখন দুঃখ-দারিদ্রের দুঃসহ নির্য্যাতন ভোগ করিয়াও বিনত অথবা বিশ্বাসী হয় নাই, তখন আমি তাহাদিগকে কৃতজ্ঞ হইবার জন্য সুখ-সম্পদ প্রদান করিয়াছিলাম: এমন কি ধনে-জনে তাহাদিগকে সর্বাপেক্ষা সংবর্দ্ধিত করিয়া দিয়াছিলাম। কিন্তু তাহাতেও যখন তাহারা কৃতজ্ঞ হয় নাই, তখন তাহাদের সম্পূর্ণ অজ্ঞাতসারে অকস্মাৎ আমার শাস্তি তাহাদিগকে আক্রমণ করিয়াছিল এবং তাহারা সমূলে ধ্বংস হইয়া গিয়াছিল।

এতদ্দ্বারা অবিশ্বাসী আরবদিগকে পরোক্ষ-ভাবে অতি স্পষ্ট ভাষায় বলিয়া দেওয়া হইয়াছিল যে, তোমাদের অবিশ্বাস ও অবাধ্যতার জন্য দুঃখ-দারিদ্র উপস্থিত হইলেই তোমরা মনে করিও না যে, উহাই তোমাদের চরম শাস্তি; অথবা দুঃখ-কষ্ট দূরীভূত হইয়া সুখ-সম্পদের মুখ দেখিলেই মনে করিও না যে, তোমাদের অপরাধের শাস্তি শেষ হইয়া গিয়াছে, বরং তোমরা যে পর্য্যন্ত বিনম্র ও কৃতজ্ঞ হইয়া সত্যধর্ম্ম গ্রহণ না করিবে, সে পর্য্যন্ত যে কোন মুহূর্ত্তে তোমাদের উপর আমার শাস্তি অবতীর্ণ হইতে পারে।

আশ্চর্য্যের বিষয়, আধুনিক অবিশ্বাসীদিগের চরিত্র ও ভ্রম-বিশ্বাসের সহিত পূর্ববর্ত্তী অবিশ্বাসীদিগের ভ্রান্তি ও চরিত্রের পূর্ণ সামঞ্জস্য পরিলক্ষিত হয়। ইহারাও আল্লাহতা'লার শক্তি-মহিমা এবং সত্যবিশ্বাসের স্বরূপ উপলব্ধি করিতে না করিতে পারিয়া প্রাকৃতিক বিবর্ত্তন ও পূর্বপুরুষের দৃষ্টান্ত অনুসরণ পূর্বক অসত্য পথে বিচরণ করিয়া থাকে।

৯৬। পূর্ববর্ত্তী যে সকল সম্প্রদায় অবিশ্বাস, অবিনয়, অকৃতজ্ঞতা এবং রসুলগণের সহিত অসদ্ব্যবহার করার জন্য ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়া গিয়াছে, তাহাদিগকে উদ্দেশ করিয়া আল্লাহতা'লা বলিতেছেন যে, যদি উহারা সত্য-ধর্ম্মে বিশ্বাস স্থাপন করিয়া সংযত ও কৃতজ্ঞ হইত তবে আমি

পৃথিবী হইতে কল্যাণরাশি উদ্ঘাটিত করিতাম, কিন্তু তাহারা অসত্যারোপ করিয়াছিল—সুতরাং তাহারা যাহা অর্জ্জন করিয়াছিল তজ্জন্য আমি তাহাদিগকে ধৃত করিয়াছিলাম।
৯৭। তবে কি জনপদ-সমূহের অধিবাসীরা তাহাদের উপর রজনী-যোগে এবং তাহাদের নিদ্রিত-অবস্থায় আমার শাস্তি উপস্থিত হওয়া সম্বন্ধে নিঃশঙ্ক হইয়াছে?
৯৮। তবে কি জনপদ-সমূহের অধিবাসীরা তাহাদের উপর প্রভাতে এবং তাহাদের ক্রীড়া-কালে আমার শাস্তি উপস্থিত হওয়া সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হইয়াছে?
৯৯। তবে কি তাহারা আল্লার কৌশল সম্বন্ধে নিঃশঙ্ক হইয়াছে? পরন্তু ক্ষতিগ্রস্ত সম্প্রদায় ব্যতীত কেহই আল্লার কৌশল হইতে নিশ্চিন্ত হইতে পারে না।

السَّمَاءِ وَالْاَرْضِ وَلٰكِنْ كَذَّبُوا
فَاَخَذْنٰهُمْ بِمَا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ ○
٩٧- اَفَاَمِنَ اَهْلُ الْقُرٰى اَنْ يَّاْتِيَهُمْ
بَاْسُنَا بَيَاتًا وَّهُمْ نَآئِمُوْنَ ۞ ٩٨- اَوَ
اَمِنَ اَهْلُ الْقُرٰى اَنْ يَّاْتِيَهُمْ
بَاْسُنَا ضُحًى وَّهُمْ يَلْعَبُوْنَ ○
٩٩- اَفَاَمِنُوْا مَكْرَ اللّٰهِ ۚ فَلَا يَاْمَنُ
مَكْرَ اللّٰهِ اِلَّا الْقَوْمُ الْخٰسِرُوْنَ ۞

তাহাদিগকে আধ্যাত্মিক ও নৈতিক উন্নতিতে সমুন্নত এবং ইহ-পারলৌকিক সম্পদে বিভূষিত করিয়া জগতের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা সমুন্নত ও গৌরবান্বিত জাতি করিয়া দিতাম; কিন্তু অবিশ্বাস ও ধর্ম্মদ্রোহিতার জন্য আমার আক্রোশে তাহারা সমূলে ধ্বংস হইয়া গিয়াছে।

ইহার পরোক্ষ দ্যোতনা এই যে, হে আরব জাতি! যদি তোমরা আমার প্রেরিত রসূলের উপদেশ অনুযায়ী সত্যধর্ম্মে বিশ্বাস-স্থাপন করিয়া সংযত ও কৃতজ্ঞ হও, তবে নিশ্চয় তোমরা আমার স্বর্গীয় ও পার্থিব সম্পদে বিভূষিত হইয়া জগতের মধ্যে সর্বাপেক্ষা সমুন্নত ও গৌরবান্বিত জাতি-রূপে পরিণত হইবে। আর যদি তোমরা আমার রসূলের প্রতি অসত্যারোপ করিয়া অহঙ্কার বশে সত্য-ধর্ম্মে অবিশ্বাসী এবং অবাধ্য ও অকৃতজ্ঞ হও, তবে পূর্ববর্ত্তী অবাধ্য সম্প্রদায় সমূহের ন্যায় তোমরাও ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়া যাইবে—ধরাবক্ষে তোমাদের অস্তিত্বের কোনই চিহ্ন থাকিবে না।

৯৭—৯৮। এই দুইটী আয়তে আল্লাহতা'লা মক্কার অবিশ্বাসী ও ধর্ম্মদ্রোহীদিগকে উপলক্ষ করিয়া সমগ্র জগতের সত্যদ্রোহীদিগকে ভয় প্রদর্শন করিতেছেন। আল্লাহতা'লা বলিতেছেন যে, পূর্বযুগের অবিশ্বাসীদিগের উপর গভীর রজনীযোগে নিদ্রিতাবস্থায় এবং দিবসে ক্রীড়া-কৌতুক-নিরত বিশ্রামকালে অকস্মাৎ যেরূপে আমার শাস্তি অবতীর্ণ হইয়াছিল, বর্ত্তমান যুগের অবিশ্বাসীদিগের উপর এখনও সেইরূপে আমার শাস্তি অবতীর্ণ হইতে পারে। এ সম্বন্ধে কি তাহাদের কোনই আশঙ্কা বা চিন্তা নাই।

৯৯। আল্লাহতা'লা আরও বলিয়াছেন:—আমি যে অবলীলাক্রমে এবং অপূর্ব কৌশলে অবিশ্বাসী ও ধর্ম্মদ্রোহীদিগকে সমুচিত শাস্তি প্রদান করিতে পারি, তদ্বিষয়ে কি তাহাদের কিছুমাত্র আশঙ্কা নাই? ফলতঃ নিতান্ত হতভাগ্য ও বিপদগামী সম্প্রদায় ব্যতীত আমার শক্তি ও কৌশল সম্বন্ধে আর কেহই নিঃশঙ্ক অথবা নিশ্চিন্ত হইতে পারে না।

উপরোক্ত আয়ত-ত্রয়ে স্পষ্টই অনুমিত হইতেছে যে, পূর্বযুগের অবিশ্বাসী ও ধর্ম্মদ্রোহীদিগকে আল্লাহতা'লা যে সকল ভয়াবহ শাস্তি প্রদান পূর্বক ধ্বংস করিয়া দিয়াছিলেন, তিনি ইচ্ছা করিলে

১৩শ রুকূ—হজরত মুসার বিবরণ

১০০। তবে কি পৃথিবীর উত্তরাধিকারীদিগের জন্য উহার অধিবাসীদিগের পরে ইহা সুপ্রকাশিত হয় নাই যে, যদি আমি ইচ্ছা করিতাম তবে তাহাদের অপরাধের জন্য তাহাদিগকে ধৃত করিতাম ? এবং আমি তাহাদের অন্তর-সমূহে মোহরাঙ্কিত করিয়া দিব—যাহাতে তাঁহারা শুনিতে না পায়। ১০১। আমি সেই সকল জনপদের কোন কোন সংবাদ তোমার প্রতি বিবৃত করিয়াছি ; এবং নিশ্চয়ই তাহাদের নিকট তাহাদের রসুলগণ উজ্জ্বল নিদর্শনাবলী সহ আগমন করিয়াছিল ;

١٠٠- اَوَلَمْ يَهْدِ لِلَّذِيْنَ يَرِثُوْنَ
الْاَرْضَ مِنْ بَعْدِ اَهْلِهَا اَنْ لَّوْ نَشَاءُ
اَصَبْنٰهُمْ بِذُنُوْبِهِمْ ج وَنَطْبَعُ عَلٰى
قُلُوْبِهِمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُوْنَ ○ ١٠١- تِلْكَ
الْقُرٰى نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ اَنْۢبَائِهَا ج
وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنٰتِ ج

এখনও অবলীলাক্রমে অবিশ্বাসী ও পাপাসক্ত লোকদিগকে সেইরূপ শাস্তি প্রদান করিতে পারেন। বর্ত্তমান যুগেও বিভিন্ন দেশে ভূমিকম্প, অগ্ন্যুদগার, ঝঞ্ঝাবায়ু, দাবানল ও জলপ্লাবনের দ্বারা যে সকল আতঙ্কজনক ধ্বংসক্রিয়া সম্পাদিত হইতেছে, তাহাতেও উপরোক্ত আয়ত-সমূহের সত্যতার প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাওয়া যায়। অতএব আল্লার শাস্তি ভয় করিয়া তৎপ্রতি কৃতজ্ঞ এবং সত্যধর্ম্মে বিশ্বাসী হওয়া সকলেরই কর্ত্তব্য।

১০০। পূর্ব্ববর্ত্তী রসুলগণের বিবরণ-সহ তাঁহাদের বিরুদ্ধবাদী—অবিশ্বাসী ও অবাধ্য লোকদিগের শাস্তি ও ধ্বংসপ্রাপ্তির বিষয় বর্ণনা করিয়া আল্লাহতা'লা অবিশ্বাসী আরবদিগের সম্বন্ধে বলিতেছেন যে, তাহারা যাহাদের উত্তরাধিকারী ও বংশধর—তাহাদের সেই পূর্ব্বপুরুষেরা স্ব স্ব অবিশ্বাস ও অবাধ্যতা এবং রসুলগণের সহিত শত্রুতা হেতু কিরূপ শোচনীয় ভাবে ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়া গিয়াছিল, তদ্বিষয় তাহাদের নিকট উত্তমরূপে প্রকাশ করা হইয়াছে। অতএব যদি আমি ইচ্ছা করিতাম, তবে বর্ত্তমান অবিশ্বাসীদিগের অবিশ্বাস ও নবী-দ্রোহিতার জন্য তাহাদিগকেও অবলীলাক্রমে ধ্বংস করিয়া দিতে পারিতাম। কিন্তু তাহা না করিয়া আমি এখনও তাহাদিগকে অবিশ্বাস ও নবী-দ্রোহিতা হইতে বিরত হইবার জন্য সময় ও সুযোগ দান করিতেছি। কিন্তু ইহাতেও যদি তাহারা সত্য-বিশ্বাসী এবং সংযত না হয়, তবে আমি তাহাদের অন্তরসমূহের উপর এরূপভাবে মোহরাঙ্কিত করিয়া দিব যে, তাহারা আর কখনই সত্যের আহ্বান শুনিতে পাইবে না ; বরং চিরকালের অন্য অবিশ্বাসী ও ধর্ম্মদ্রোহী হইয়া থাকিবে।

১০১—১০২। এই দুইটি আয়তে আল্লাহতা'লা হজরতের প্রতি লক্ষ্য করিয়া অবিশ্বাসীদের অন্তঃকরণের উপর মোহরাঙ্কিত করার" স্বরূপ বর্ণনা করিতেছেন। আল্লাহতা'লা বলিতেছেন যে, আমি ইতিপূর্ব্বে আদ, সমুদ প্রভৃতি যে সকল জাতির কোন কোন সংবাদ তোমাদের নিকট বিবৃত করিয়াছি, নিশ্চয় তাহাদের নিকট আমার প্রেরিত রসুলগণ সমুজ্জ্বল প্রমাণ সহ উপস্থিত হইয়াছিল। কিন্তু সেই হতভাগ্য অবিশ্বাসীরা যে সকল দুষ্কার্য করিতেছিল, তাহা হইতে বিরত না হইয়া বরং তাহারা আমার রসুলগণের প্রতিই অসত্যারোপ ও অত্যাচার করিতে বদ্ধপরিকর হইয়াছিল বিশেষতঃ তাহারা একবার যাহা অসত্য বলিয়া অবিশ্বাস করিয়াছিল, পরে বদ্ধমূল কুসংস্কার বশতঃ আর কিছুতেই তাহা সত্য বলিয়া বিশ্বাস ও স্বীকার করে নাই। সুতরাং সত্যের প্রতি যাহাদের অন্তরে এইরূপ বদ্ধমূল কুসংস্কার বিদ্যমান অথবা সত্যের স্বরূপ উপলব্ধি করিবার পরেও যাহারা

فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَذَّبُوا
مِنْ قَبْلُ ۚ كَذَٰلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَىٰ
قُلُوبِ الْكَافِرِينَ ○ ١٠٢- وَمَا
وَجَدْنَا لِأَكْثَرِهِمْ مِنْ عَهْدٍ ۖ
وَإِنْ وَجَدْنَا أَكْثَرَهُمْ لَفَاسِقِينَ ○
١٠٣- ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ مُوسَىٰ
بِآيَاتِنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَظَلَمُوا
بِهَا ۖ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ

কিন্তু তাহারা পূর্ব্বে যাহাতে অসত্যারোপ করিয়াছিল তাহা বিশ্বাস করে নাই; এইরূপে আল্লাহ অবিশ্বাসীদের অন্তর-সমূহের উপর মোহরাঙ্কিত করিয়া থাকেন।
১০২। এবং আমি তাহাদের অধিকাংশকেই অঙ্গীকারাবদ্ধ প্রাপ্ত হই নাই; এবং তাহাদের অধিকাংশকেই অবশ্য দুষ্কার্য্যকারী প্রাপ্ত হইয়াছি।
১০৩। অনন্তর আমি তাহাদের পরে মূসাকে নিদর্শনাবলী সহ ফেরাউন ও তাহার প্রধানদিগের প্রতি প্রেরণ করিয়াছিলাম, কিন্তু তাহারা তৎপ্রতি অত্যাচার করিয়াছিল; অতএব লক্ষ্য কর যে, দুষ্কার্য্যকারীদিগের পরিণাম

পৈত্রিক ধর্ম্ম এবং পূর্ববর্তী সংস্কারের অলীক মোহে আবদ্ধ হইয়া উহা অবিশ্বাস ও অস্বীকার করে, আল্লাহতা'লা তাহাদের অন্তঃকরণের উপর মোহরাঙ্কিত করিয়া দেন—অর্থাৎ তাহাদের সত্যদৃষ্টি, বিবেক সত্যানুভূতি চিরদিনের জন্য বিলুপ্ত হইয়া যায়। তৎপরে উহারা ধর্ম্মাধর্ম্ম, সত্যাসত্য ও সদসৎ বিষয়ের পার্থক্য আর কখনও হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে না জগতের অবিশ্বাসী ও অংশীবাদী সম্প্রদায় সমূহের নীতি ও চরিত্র এবং ক্রীয়া-কর্ম্ম ও আচার-ব্যবহারের প্রতি লক্ষ্য করিলেই আয়তের সত্যতার প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাওয়া যায়। উহারা ধর্ম্ম-কর্ম্মের নামে এরূপ বহু অলৌকিক ও বিকৃত কার্য্য করিয়া থাকে, যাহার অসারতা ও অবৈধতা অতি সহজেই হৃদয়ঙ্গম হইতে পারে। কিন্তু বিবেকের সহিত সত্যদৃষ্টি ও অন্তর্নিহিত সত্যানুভূতি বিলুপ্ত হইয়া যাওয়ার জন্য উহারা তাহা কখনই হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে না। তাই অবিশ্বাসী মাত্রই পুরুষানুগত কুসংস্কারের গড্ডালিকা প্রবাহে ভাসিয়া অসার আচার-অনুষ্ঠানের আবর্জ্জনা অবলম্বনপূর্বক অতি নিকৃষ্ট জীবন-যাত্রা নির্বাহ করিয়া থাকে।

১০৩। **হজরত মুসার বিবরণ**—অন্যান্য নবীগণের প্রসঙ্গ শেষ করিয়া আল্লাহতা'লা এই আয়ত হইতে হজরত মুসার বিবরণ আরম্ভ করিয়াছেন। পবিত্র কোরানের বহুস্থানে হজরত মুসার প্রসঙ্গ বর্ণিত হইলেও (নির্ঘট দ্রষ্টব্য) এই স্থানের বর্ণনাই সর্বাপেক্ষা বিস্তৃত। এই স্থান হইতে একবিংশ রুকু শেষ পর্য্যন্ত কেবল হজরত মুসার প্রসঙ্গই বর্ণিত হইয়াছে। তফসীরকার-গণ কর্ত্তৃক এই সুবিস্তৃত বর্ণনার কয়েকটি সুসঙ্গত কারণ উল্লেখিত হইয়াছে। প্রথমতঃ—হজরত মোহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহ আলায়হেস্-সালামই হজরত মুসা আলায়হেস্-সালামের বর্ণিত এবং আল্লাহতা'লার প্রতিশ্রুত শেষ-নবী (তওরাত দ্বি বিঃ ১৮—১৮, ১৯ কোঃ ৩—৩৭), দ্বিতীয়তঃ হজরত মুসার জীবনের সহিত হজরত রসুলোল্লার জীবনের যেরূপ অপূর্ব সামঞ্জস্য পরিলক্ষিত হয়, অন্য কোন নবীর সঙ্গে তদ্রূপ পরিদৃষ্ট হয় না; এবং তৃতীয়তঃ—হজরত মুসার প্রতি অবতারিত তওরাতের বিধি-ব্যবস্থার সহিত হজরত রসুলোল্লার প্রতি অবতারিত কোরান শরিফের বিধি-ব্যবস্থার বহু সাদৃশ্য ও সমতা বিদ্যমান রহিয়াছে। এই সকল কারণেই এস্থলে হজরত মুসার প্রসঙ্গ বিস্তৃতভাবে বর্ণিত হইয়াছে।

عاقبة المفسدين ۝ ١٠٤ - وقال
موسى يفرعون انى رسول من
رب العلمين ۝ ١٠٥ - حقيق
على ان لا اقول على الله
الا الحق ط قد جئتكم ببينة
من ربكم فارسل معى بنى

কিরূপ হইয়াছে? ১০৪। এবং মুসা বলিয়াছিল—হে ফেরাউন, নিশ্চয় আমি বিশ্বজগতের প্রতিপালক হইতে প্রেরিত-রসুল। ১০৫। আমি ইহার উপর সত্যাবদ্ধ হইয়াছি যে, আল্লাহ সম্বন্ধে সত্য ব্যতীত বলিব না; নিশ্চয় আমি উজ্জ্বল নিদর্শনাবলী সহ তোমাদের প্রতিপালক হইতে তোমাদের নিকট আগমন করিয়াছি; অতএব এসরাইল-বংশীয়দিগকে আমার সহিত প্রেরণ

১০৪—১০৫—হজরত মুসার শুভজন্ম ও নবুয়ত প্রাপ্তির সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রথম পারায়—সূরা বকরার ষষ্ঠ রুকুর তফসীরে বর্ণিত হইয়াছে। অনন্তর হজরত মুসা নবুয়ত-প্রাপ্তির পর এসরাইল-বংশীয়দিগকে মিশরীয়গণের দাসত্ব হইতে বিমুক্ত করিবার জন্য মিসর সম্রাট ফেরাউনের নিকট উপস্থিত হইয়া তাহাকে স্বীয় নবুয়ত ও অলৌকিক নিদর্শনের বিষয় পরিজ্ঞাপন পূর্বক যেরূপে এসরাইল-বংশীয়দিগের মুক্তির দাবী করিয়াছিলেন, আলোচ্য আয়ত-দ্বয়ে তাহাই উক্ত হইয়াছে।

ফেরাউন—আরব্য অভিধানে সাধারণতঃ 'ফেরাউন' শব্দের অর্থ অহঙ্কারী, দাম্ভিক ও দর্পী বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে ঐ শব্দটী মিসরীয় ভাষায় "ফারাওয়া" শব্দ হইতে পরিগৃহীত। উহার অর্থ সম্রাট অথবা মহারাজাধিরাজ। ফেরাউনের বহুবচন—"ফারায়ানা"।

"ফেরাউন কোন সম্রাট বা ব্যক্তি-বিশেষের নাম নহে। 'কায়সার' 'সুলতান' এবং 'রাজা' 'মহারাজা' প্রভৃতি রাজকীয় উপাধির ন্যায় "ফেরাউন" মিসরীয় সম্রাটগণের উপাধি মাত্র।" ইহারা হজরত-নূহ-নন্দন হামের পুত্র মেসরের বংশধর।

'ফেরাউন'গণ চারি শ্রেণীতে বিভক্ত। ইহাদের প্রথম শ্রেণী ১৬২২ বৎসর পর্য্যন্ত মিসরে রাজত্ব করিয়াছিলেন। অতঃপর পারস্য-সম্রাট কর্ত্তৃক উহার শেষ 'ফেরাউন' পরাজিত ও বিধ্বস্ত হন এবং মিসর দেশ পারস্যের অধীনতা- শৃঙ্খলে আবদ্ধ হয়। দ্বিতীয় শ্রেণীর 'ফেরাউন'গণ ম্যাসিডোনিয়ার গ্রীক-সম্রাট আলেকজাণ্ডারের (সেকেন্দর) অভ্যুদয় পর্য্যন্ত ১৯৪ বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন। তৃতীয় শ্রেণীর 'ফেরাউন'গণের রাজত্বকাল আলেকজাণ্ডার হইতে খ্রীঃ পূঃ ৩০ অব্দ পর্য্যন্ত। চতুর্থ বা শেষ 'ফেরাউন'গণ খ্রীঃ পূঃ ৩০ অব্দ হইতে ৬৯ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। ইহার পর অষ্টাদশ হিজরীতে মিসর মোসলমানগণ কর্ত্তৃক অধিকৃত হয়। অধুনা তথায় আংশিক ইংরাজ অভিভাবকত্ব প্রতিষ্ঠিত হওয়া সত্ত্বেও সেই সময় হইতে আজ পর্য্যন্ত মিসর-বক্ষে ইস্লাম-পতাকাই সগৌরবে উড্ডীন হইতেছে।

হজরত মুসার সময়ে খ্রীঃ পূঃ ১৪৯২ অব্দে 'ফেরাউন' দ্বিতীয় আমেন-ফিশ সদলবলে লোহিত-সমুদ্রে নিমজ্জিত হইয়া ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। তৎপর মিসরীয় রাজবংশের অন্য লোক 'ফেরাউন' নির্ব্বাচিত হইয়া রাজত্ব করিতে থাকে। যাহারা বলেন যে, ফেরাউনের ধ্বংসপ্রাপ্তির পর হজরত মুসা সদলবলে মিসরে গমন পূর্ব্বক তথায় ইহুদী-রাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন, তাহাদের কথা সত্য নহে, কারণ কোরান, হাদিস এবং তওরাত ও ইতিহাসে উহার কোনই প্রমাণ নাই।

কর। ১০৬। সে বলিয়াছিল, যদি
তুমি নিদর্শনাবলী সহ আসিয়া থাক
তবে উহা আনয়ন কর—যদি তুমি
সত্যবাদী হও। ১০৭। অতঃপর সে
তাহার যষ্টি নিক্ষেপ করিল, ফলে তখনই
উহা প্রত্যক্ষ সর্প হইল। ১০৮। এবং
সে তাহার হস্ত বাহির করিল, ফলে
তখনই উহা দর্শকগণের নিকট শুভ্রোজ্জ্বল
পরিদৃষ্ট হইল।

إِسْرَاءِيْلَ ۞ ١٠٦- قَالَ إِنْ كُنْتَ
جِئْتَ بِاٰيَةٍ فَأْتِ بِهَا إِنْ كُنْتَ
مِنَ الصّٰدِقِيْنَ ٥ ١٠٧- فَأَلْقٰى
عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُّبِيْنٌ ۞
١٠٨- وَّنَزَعَ يَدَهٗ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ
لِلنّٰظِرِيْنَ ۞

১৪শ রুকু—হজরত মুসার অলৌকিকতা প্রদর্শন

১০৯। ফেরাউন-সম্প্রদায়ের প্রধানেরা
বলিয়াছিল—নিশ্চয় এ অভিজ্ঞ যাদুকর।
১১০। সে তোমাদিগকে তোমাদের
দেশ হইতে বহিষ্কৃত করিতে ইচ্ছুক
অতএব তোমরা কি আদেশ করিতেছ?

١٠٩- قَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ
إِنَّ هٰذَا لَسٰحِرٌ عَلِيْمٌ ۞ ١١٠- يُرِيْدُ
أَنْ يُّخْرِجَكُمْ مِّنْ أَرْضِكُمْ ۚ فَمَاذَا

১০৬—১০৮। আত্মাহঙ্কারী ফেরাউন হজরত মুসার কথা বিশ্বাস না করিয়া অবজ্ঞা ভরে বলিয়াছিল যে, যদি তুমি সত্যবাদী হও এবং প্রকৃতই যদি তোমার কোন নিদর্শন থাকে, তবে তাহা প্রদর্শন কর; তখন হজরত মুসা স্বীয় যষ্টি ভূমিতে নিক্ষেপ করিলেন এবং তৎক্ষণাৎ উহা প্রত্যক্ষ বিষধর সর্পে পরিণত হইয়া গেল। অনন্তর তিনি স্বীয় হস্ত বাহির করিয়া প্রদর্শন করিলে উহার শুভ্রোজ্জ্বল জ্যোতিতে ফেরাউনের চক্ষু ঝলসিয়া যাইতে লাগিল।

হজরত মুসার যষ্টির সর্পাকৃতি ধারণ ও শুভ্রোজ্জ্বলকর-জ্যোতি—এই দুইটী অলৌকিক নিদর্শন পবিত্র কোরানের ন্যায় তওরাতেও বর্ণিত হইয়াছে। কিন্তু পবিত্র কোরানে এই দুইটী অলৌকিকতাই প্রদর্শিত হইয়াছিল বলিয়া উক্ত হইয়াছে; আর তওরাতে লিখিত আছে যে, মাত্র একটি অলৌকিকতাই প্রদর্শিত হইয়াছিল (যাত্রা-পুস্তক—৭ম অধ্যায়)। পক্ষান্তরে তওরাতেই আল্লাহতা'লা হজরত মুসার প্রতি ফেরাউনকে দুইটী নিদর্শন প্রদর্শনের জন্য আদেশ করিয়াছেন (যাত্রা-পুস্তক ৫ অধ্যায়)। তওরাতের উপরোক্ত দুইটী অধ্যায়ের অসঙ্গতি দ্বারা উহার স্পষ্ট বিকৃতি এবং পবিত্র কোরানের সমুজ্জ্বল সত্যতা অতি সুন্দরভাবে প্রমাণিত হইয়েছে।

১০৯—১১০। হজরত মুসার জন্ম ও নবুয়ত-প্রাপ্তির প্রসঙ্গ ইতিপূর্বে সুরা বকরায় বর্ণিত হইয়াছে (কোঃ ২—৬ তফসীর দ্রষ্টব্য)। নবুয়ত-প্রাপ্তির পরে হজরত মুসা আল্লাহতা'লার আদেশানুসারে মিসর সম্রাট ফেরাউনের নিকট উপস্থিত হইয়া সমস্ত এসরাইল-বংশের মুক্তি প্রার্থনা করেন। এসরাইল-বংশীয়গণ সেই সময় ফেরাউন কর্তৃক দাসত্বে আবদ্ধ হইয়া অত্যন্ত নির্মমভাবে নির্যাতিত হইতেছিল (কোঃ ২—৪৯)। ফেরাউনগণ সাধারণতঃ মিসরবাসীদিগের দ্বারা সৃষ্টিকর্তা ও উপাস্যরূপে পূজিত হইত। এইজন্য সে প্রথমে হজরত মুসাকে নির্বোধ ও উন্মাদ বলিয়া নানারূপে অবজ্ঞা ও উপহাস করিল; কিন্তু হজরত মুসা তাহাকে স্বীয় নবুয়তের নিদর্শন-স্বরূপ তদীয় যষ্টির সর্পাকৃতি ধারণের অলৌকিক শক্তি এবং শুভ্রোজ্জ্বলকর-জ্যোতি প্রদর্শন করায়

تَامُرُوْنَ ٥ ١١١- قَالُوْآ اَرْجِهْ وَاَخَاهُ
وَاَرْسِلْ فِى الْمَدَآئِنِ حٰشِرِيْنَ ٥
١١٢- يَاْتُوْكَ بِكُلِّ سٰحِرٍ عَلِيْمٍ ٥
١١٣- وَجَآءَ السَّحَرَةُ فِرْعَوْنَ قَالُوْآ اِنَّ
لَنَا لَاَجْرًا اِنْ كُنَّا نَحْنُ الْغٰلِبِيْنَ ٥
١١٤- قَالَ نَعَمْ وَاِنَّكُمْ لَمِنَ
الْمُقَرَّبِيْنَ ٥ ١١٥- قَالُوْا يٰمُوْسٰى
اِمَّآ اَنْ تُلْقِىَ وَاِمَّآ اَنْ نَّكُوْنَ
نَحْنُ الْمُلْقِيْنَ ٥ ١١٦- قَالَ اَلْقُوْا ج

১১১। তাহারা বলিয়াছিল—তাহাকে ও তাহার ভ্রাতাকে অবসর দাও এবং বিভিন্ন নগরে ঘোষণাকারীদিগকে প্রেরণ কর; ১১২।—যেন তাহারা তোমার নিকট অভিজ্ঞ যাদুকর-দিগকে উপস্থিত করে। ১১৩। এবং যাদুকরেরা ফেরাউনের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিল—যদি আমরা পরাক্রান্ত হই, তবে কি আমাদের জন্য কোন পুরস্কার আছে? ১১৪। সে বলিয়াছিল, হাঁ—এবং নিশ্চয় তোমরা নিকটবর্ত্তী গণের অন্তর্গত হইবে। ১১৫। তাহারা বলিয়াছিল—হে মুসা, তুমি নিক্ষেপ

ফেরাউন বলিল যে, এ ব্যক্তি নিশ্চয় ঐন্দ্রজালিক। অনন্তর সে স্বীয় পরিষদবর্গকে লক্ষ্য করিয়া বলিল যে, এ ব্যক্তি নিশ্চয়ই তোমাদিগকে তোমাদের জন্মভূমি হইতে বিতাড়িত করিবার জন্য এখানে আসিয়াছে। অতএব ইহার দৌরাত্ম্য নিবারণের জন্য তোমরা কি পরামর্শ দাও, আমি তাহাই জানিতে চাই।—তওরাত, যাত্রা-পুস্তক ৭ম অধ্যায়—১১, ১২ পদ তুলিতব্য।

আমর—আদেশ; কিন্তু এস্থলে উপদেশ বা পরামর্শ বুঝিতে হইবে! তঃ মঃ আঃ।

১১১—১১২। ফেরাউনের পরিষদবর্গ তাহাকে বলিয়াছিল যে, আপনি মুসা ও হারুনকে অপেক্ষা করিতে বলিয়া দূত প্রেরণ পূর্ব্বক সুদক্ষ ঐন্দ্রজালিকদিগকে আনয়ন করুন। তাহারা উপস্থিত হইলেই ইহারা আতঙ্কে পলাইয়া যাইতে বাধ্য হইবে।

১১৩—১১৪। পরিষদগণের পরামর্শ অনুসারে ফেরাউন মিসরের প্রধান প্রধান ঐন্দ্রজালিকদিগকে আহ্বান করিল। তদনুসারে ঐন্দ্রজালিকেরা উপস্থিত হইয়া বলিল যে, যদি আমরা মুসাকে পরাস্ত করিতে পারি, তবে কি পুরস্কার প্রাপ্ত হইব? ফেরাউন বলিয়াছিল যে, তাহাকে পরাস্ত করিলে নিশ্চয় তোমরা আমার নিকটতম পারিষদবর্গের অন্তর্ভুক্ত হইবে।

১১৫—১১৬—অনন্তর এক নির্দ্দিষ্ট দিবসে ঐন্দ্রজালিকগণ স্ব স্ব যাদুবিদ্যা ইন্দ্রজাল প্রদর্শনের জন্য ফেরাউনীয় সম্প্রদায়ের সম্মুখে এক সুবৃহৎ প্রান্তরে সমবেত হইল। হজরত মুসা ও স্বীয় নবুয়তের নিদর্শন প্রদর্শনের জন্য সেই স্থানে উপস্থিত হইলেন। ঐন্দ্রজালিকেরা হজরত মুসাকে জিজ্ঞাসা করিল যে, তুমিই আগে স্বীয় শক্তি প্রদর্শন করিবে, না আমরা প্রথমে প্রদর্শন করিব? হজরত মুসা বলিলেন যে, তোমরাই অগ্রে প্রদর্শন কর। তখন তাহারা যাদুবিদ্যা প্রভাবে সমবেত লোকদিগকে সম্মোহিত করিয়া স্ব স্ব রজ্জু ও যষ্টি ভূপৃষ্ঠে নিক্ষেপ করিল এবং দেখিতে দেখিতে সেই সকল রজ্জু ও যষ্টি জীবন্ত সর্পবৎ চতুর্দ্দিকে ধাবিত হইতেছে বলিয়া প্রতীয়মান হইতে লাগিল। পবিত্র কোরানে তাহাকেই মিসরীয় ঐন্দ্রজালিকগনের ভয়ঙ্কর যাদু-ক্রিয়া বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। তওরাতেও

করিবে কিংবা আমরা নিক্ষেপকারী হইব ?
১১৬। সে বলিয়াছিল, তোমরাই নিক্ষেপ
কর; অতঃপর যখন তাহারা নিক্ষেপ
করিল, লোকদিগের চক্ষু সম্মোহিত
করিয়া দিল ও তাহাদিগকে আতঙ্কিত
করিল এবং তাহারা ভয়ঙ্কর যাদু-ক্রিয়া
উপস্থিত করিয়াছিল। ১১৭। এবং আমি
মুসার প্রতি প্রত্যাদেশ করিয়াছিলাম যে,
তুমিও স্বীয় যষ্টি নিক্ষেপ কর; অনন্তর
তাহারা যে অলীকতা করিতেছিল, তাহা
তখনই গ্রাস করিয়া ফেলিল।
১১৮। তৎপর সত্য সুস্থির হইল এবং
তাহারা যাহা করিতেছিল, তাহা ব্যর্থ
হইয়া গেল। ১১৯। ফলতঃ তাহারা
তথায় পরাজিত হইল এবং অপমানের
সহিত প্রতিগমন করিল। ১২০। এবং
যাদুকরেরা প্রণতভাবে নিপতিত হইল;
১২১। তাহারা বলিয়াছিল—আমরা
বিশ্বজগতের প্রতিপালকের প্রতি বিশ্বাস-
স্থাপন করিলাম; ১২২। যিনি মুসা ও
হারুনের প্রতিপালক। ১২৩। ফেরাউন
বলিয়াছিল, আমি তোমাদিগকে আদেশ

فَلَمَّا أَلْقَوْا سَحَرُوا أَعْيُنَ النَّاسِ
وَاسْتَرْهَبُوهُمْ وَجَاءُو بِسِحْرٍ عَظِيمٍ ○
١١٧- وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ
أَلْقِ عَصَاكَ ۚ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا
يَأْفِكُونَ ۞ ١١٨- فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ
مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۞ ١١٩- فَغُلِبُوا
هُنَالِكَ وَانْقَلَبُوا صَاغِرِينَ ۞
١٢٠- وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ ۚ
١٢١- قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ ۞
١٢٢- رَبِّ مُوسَىٰ وَهَارُونَ ○
١٢٣- قَالَ فِرْعَوْنُ آمَنْتُمْ بِهِ قَبْلَ

উক্ত হইয়াছে, "মিসরীয় মন্ত্রবেত্তারাও আপনাদের মায়াবলে সেইরূপ করিল; ফলতঃ তাহারা প্রত্যেকে আপন আপন যষ্টি নিক্ষেপ করিলে সে সকল সর্প হইল।"—তওরাত, যাত্রা পুস্তক ৭—১১, ১২ পদ।

১১৭—১১৮। ঐন্দ্রজালিকদিগের ঐ সম্মোহিনী শক্তি-ক্রিয়া দর্শনে সকলে—এমন কি হজরত মুসা পর্য্যন্ত চমৎকৃত হইয়াছিল; কিন্তু তিনি আল্লাহ কর্ত্তৃক প্রত্যাদিষ্ট হইয়া তৎক্ষণাৎ স্বীয় যষ্টি ভূতলে নিক্ষেপ করায় মুহূর্ত্তের মধ্যে উহা এক সুবৃহৎ সর্পে পরিণত হইল এবং দেখিতে দেখিতে সমস্ত ঐন্দ্রজালিক সর্প গ্রাস করিয়া ফেলিল। এইরূপে সমস্ত ইন্দ্রজাল ব্যর্থ হওয়ায় হজরত মুসার নবুয়তের সত্যতা অতি উজ্জ্বলভাবে প্রমাণিত হইল। তওরাতে লিখিত আছে, "ফলতঃ তাহারা প্রত্যেকে আপন আপন যষ্টি নিক্ষেপ করিলে সে সকল সর্প হইল' কিন্তু হারুনের যষ্টি সকল যষ্টিকে গ্রাস করিল।"—তওরাত, যাত্রা-পুস্তক ৭—১২।

১২০—১২২। ঐন্দ্রজালিকেরা এই ঘটনায় নিজেদের তুচ্ছ যাদুবিদ্যার অসারতা উপলব্ধি করিয়া আল্লার উদ্দেশে প্রণত হইল এবং বিনীতভাবে বলিল যে, আমরা হজরত মুসা ও হারুনের প্রভু বিশ্বজগতের প্রতিপালক আল্লার প্রতি বিশ্বাস-স্থাপন করিলাম। ফলতঃ হজরত মুসার অলৌকিক প্রভাব দর্শনে ঐন্দ্রজালিকেরা তৎক্ষণাৎ আল্লার প্রতি বিশ্বাস-স্থান পূর্ব্বক সত্য-বিশ্বাসী মুসলমান হইয়াছিল।—তঃ হক্কানী।

১২৩। উপরোক্ত ঘটনায় ফেরাউন ক্রোধে প্রজ্জলিত হইয়া বলিয়াছিল যে, আমার আদেশের কিছুমাত্র অপেক্ষা না করিয়া তোমরা মুসার ধর্ম্ম গ্রহণ করায় আমি স্পষ্টই বুঝিতেছি যে, মুসা তোমাদের দলপতি। তোমরা আমাদিগকে দেশান্তরিত করিয়া এই মনোহর মিসর দেশ

آنْ اٰذَنَ لَكُمْ ۚ اِنَّ هٰذَا لَمَكْرٌ
مَّكَرْتُمُوْهُ فِى الْمَدِيْنَةِ لِتُخْرِجُوْا
مِنْهَآ اَهْلَهَا ۚ فَسَوْفَ تَعْلَمُوْنَ ۝
١٢٤- لَاُقَطِّعَنَّ اَيْدِيَكُمْ وَاَرْجُلَكُمْ
مِّنْ خِلَافٍ ثُمَّ لَاُصَلِّبَنَّكُمْ اَجْمَعِيْنَ ۝
١٢٥- قَالُوْٓا اِنَّآ اِلٰى رَبِّنَا مُنْقَلِبُوْنَ ۝
١٢٦- وَمَا تَنْقِمُ مِنَّآ اِلَّآ اَنْ اٰمَنَّا
بِاٰيٰتِ رَبِّنَا لَمَّا جَآءَتْنَا ۗ رَبَّنَآ
اَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَّتَوَفَّنَا مُسْلِمِيْنَ ۝

করিবার পূর্ব্বেই তোমরা তৎপ্রতি বিশ্বাস
করিলে। নিশ্চয়ই ইহা সেই ষড়যন্ত্র—এই
নগরের মধ্যে আসিয়া এস্থান হইতে
ইহার অধিবাসীদিগকে বহিষ্কৃত করিবার
জন্য তোমরা যে ষড়যন্ত্র করিয়াছিলে;
অতএব তোমরা এখনই জানিতে
পারিবে। ১২৪। নিশ্চয় আমি
তোমাদের হস্ত সমূহ ও তোমাদের পদ
সমূহ বিপরীতভাবে কর্তন করিব, তৎপর
নিশ্চয় তোমাদের সকলকে শূলবিদ্ধ
করিব। ১২৫। তাহারা বলিয়াছিল,
নিশ্চয় আমরা স্বীয় প্রতিপালকের দিকে
প্রতিগমনকারী। ১২৬। এবং তুমি
এতদ্ব্যতীত আমাদিগ হইতে প্রতিশোধ
গ্রহণ করিতেছ না যে, আমরা আমাদের
প্রতিপালকের নিদর্শন-সমূহে বিশ্বাস
করিয়াছি—যাহা আমাদের নিকট
সমুপস্থিত হইয়াছে; হে আমাদের
প্রতিপালক! আমাদের উপর ধৈর্য-বর্ষণ
কর এবং আমাদিগকে মুসলমান-রূপে
মৃত্যুদান কর।

করায়ত্ব ও উপভোগ করিবার জন্য সকলে মিলিয়া ষড়যন্ত্র করিয়াই এই অভিনয় প্রদর্শন করিয়াছ। অতএব আমি এখনই তোমাদিগকে উহার উপযুক্ত প্রতিফল প্রদান করিব।

১২৪। অনন্তর ফেরাউন হজরত মুসার প্রতি বিশ্বাস-স্থাপনকারী ঐন্দ্রজালিকদিগকে লক্ষ্য করিয়া আরও বলিয়াছিল যে, তোমরা সকলে ষড়যন্ত্র করিয়া আমার সহিত যেরূপ প্রতারণা করিয়াছ, তাহার প্রতিশোধ স্বরূপ আমি তোমাদের এক হস্ত ও এক পদ বিপরীত দিক হইতে কর্ত্তন করিব এবং তৎপরে তোমাদের সকলকে শূলবিদ্ধ করিয়া ভয়াবহ যন্ত্রণার সহিত হত্যা করিব। ইহাতেই তোমরা বুঝিতে পারিবে যে, আমার এবং মুসার আল্লার মধ্যে কাহার ক্ষমতা বেশী?

১২৫। ফেরাউনের ভীষণ উক্তি শুনিয়া সেই সত্য বিশ্বাসী ব্যক্তিরা উত্তর করিয়াছিল যে, আমরা যখন সত্যধর্ম্মে বিশ্বাস-স্থাপন করিয়াছি, তখন মৃত্যুর জন্য আমাদের কোনই আশঙ্কা নাই। বরং তোমার অত্যাচারে যদি আমাদের মৃত্যু হয়, তবে তাহার ফলে এই নশ্বর জগৎ পরিত্যাগ করিয়া আমরা প্রকৃত প্রভুর নিকটেই উপস্থিত হইব। সুতরাং তোমার ভীতি প্রদর্শন ও শাস্তির জন্য আমাদের কোনই আশঙ্কা নাই।

১২৬। তাহারা ফেরাউনকে লক্ষ্য করিয়া আরও বলিয়াছিল যে, আমরা বিশ্বপালক আল্লাহ-তা'লার প্রত্যক্ষ সত্য-নিদর্শনের প্রতি বিশ্বাস-স্থাপন করিয়াছি বলিয়াই ত তুমি আমাদিগের প্রতি অত্যাচার করিতেছ? কিন্তু মনে রাখিও, ইহার প্রতিফল একদা তোমাকে অবশ্যই ভোগ করিতে হইবে। তাঁহার ন্যায়-বিচারে তুমি কখনই পরিত্রাণ লাভ করিতে পারিবে না অনন্তর তাহারা সত্য-বিশ্বাসী আদর্শ মুসলমানের মত অত্যাচারীর অত্যাচারে ধৈর্য্য ধারণের শক্তিলাভ করিবার জন্য আল্লাহতা'লার নিকট যে প্রাণস্পর্শী প্রার্থনা করিয়াছিল, আয়তের শেষে তাহাই উক্ত হইয়াছে।

১৫শ রুকু—হজরত মুসা-কর্ত্তৃক ইহুদীদিগকে আশ্বাস প্রদান

১২৭। এবং ফেরাউন সম্প্রদায়ের প্রধানেরা বলিয়াছিল—তুমি কি মুসা ও তাহার সম্প্রদায়কে পৃথিবীতে অশান্তি উৎপাদন এবং তোমাকে ও তোমার উপাস্যদিগকে বর্জ্জন করিবার জন্য ছাড়িয়া দিতেছ? সে বলিয়াছিল—আমি অচিরেই তাহাদের সন্তানদিগকে হত্যা করিব এবং তাহাদের নারীদিগকে জীবিত রাখিব এবং নিশ্চয় আমি তাহাদের উপর পরাক্রান্ত। ১২৮। মুসা

١٢٧- وَقَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ
أَتَذَرُ مُوسَىٰ وَقَوْمَهُ لِيُفْسِدُوا فِي
الْأَرْضِ وَيَذَرَكَ وَآلِهَتَكَ ط قَالَ
سَنُقَتِّلُ أَبْنَاءَهُمْ وَنَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ ج
وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ ٥ ١٢٨- قَالَ

দুরাত্মা ফেরাউন ঐ সকল ধর্ম্মপ্রাণ ব্যক্তিকে সত্যই অত্যন্ত যাতনা প্রদান-পূর্ব্বক অতি নির্ম্মম-ভাবে হত্যা করিয়াছিল। কিন্তু আল্লাহতা'লার অপার অনুগ্রহে তাহাদের সত্য-বিশ্বাস কিছুমাত্রও বিচলিত হয় নাই।—তঃ হক্কানী।

হজরত মুসার অলৌকিকতা—পবিত্র কোরানে হজরত মুসার দুইটী অলৌকিক শক্তির বিষয় বর্ণিত হইয়াছে—যথা, তদীয় যষ্টির সর্পাকৃতি ধারণ এবং হস্তের শুভ্রোজ্জল জ্যোতি প্রদর্শন। তওরাতেও হজরত মুসার এই দুইটি অলৌকিকতা ছিল বলিয়া প্রমাণ পাওয়া যায় (যাত্রা-পুস্তক ৪ অধ্যায় ১ হইতে ৮ পদ)। তওরাতে আরও উক্ত হইয়াছে যে, ফেরাউন যদি উপরোক্ত দুইটী অলৌকিকতার প্রথমটী বিশ্বাস না করে, তবে অবশ্যই তাহাকে দ্বিতীয়টী প্রদর্শন করিবে—তৎপর অন্যান্য নিদর্শন (যাঃ পুঃ ৪—পদ)। পবিত্র কোরানে উক্ত হইয়াছে যে, হজরত মুসা ফেরাউনকে ঐ দুইটি অলৌকিকতাই প্রদর্শন করিয়াছিলেন (কোঃ ৭—১০৭ ও ১১০ আয়ত)। কিন্তু যে তওরাতে দুইটি অলৌকিকতা দেখাইবার জন্য হজরত মুসার প্রতি স্পষ্ট আদেশ বিদ্যমান রহিয়াছে, সেই তওরাতেই দেখা যায় যে, তিনি মাত্র একটি অলৌকিকতা প্রদর্শন করিয়াই নিরস্ত হইয়াছিলেন—তাহাও আবার হারুনের দ্বারা! ইহা কি আল্লার আদেশের প্রকাশ্য বিরুদ্ধাচরণ, না তওরাত লেখকদিগের চির-প্রকৃতিগত ভ্রান্তি? তৎপর ঐন্দ্রজালিকদিগের সত্যধর্ম্ম-গ্রহণ সম্বন্ধে পবিত্র কোরানে যে বর্ণনা আছে, তওরাতে তাহা নাই। তওরাত লেখকেরা হজরত মুসার অলৌকিকতার সহিত ঐন্দ্রজালিকদিগের যাদুক্রিয়া দেখাইতে দেখাইতে অবশেষে তাহাদের কথা একেবারেই বিস্মৃত হইয়া গিয়াছেন (যাঃ পুঃ ৭ হইতে ১২শ অধ্যায় দ্রষ্টব্য)। অথচ ইহুদী এন্‌সাইক্লোপিডিয়া এবং তিমথীয় গ্রন্থে (২ তিঃ ৩—৮) পবিত্র কোরানোক্তির সত্যতার স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায় (তঃ মঃ আঃ)। সুতরাং এই সমস্ত ঘটনাপুঞ্জের দ্বারা তওরাতের অসত্যতা ও অসম্পূর্ণতা এবং পবিত্র কোরানের সত্যতা ও পূর্ণতা অতি উজ্জ্বলরূপে প্রমাণিত হইতেছে।

১২৭। ঐন্দ্রজালিকদিগের আত্মসমর্পণ ও হত্যাকাণ্ডের পরে ফেরাউনের পরিষদবর্গ তাহাকে বলিয়াছিল যে, এই সঙ্গে মুসাকেও শাস্তি প্রদান করা হউক; নচেৎ তাহাকে ছাড়িয়া দিলে সে দেশের শান্তিভঙ্গ এবং তোমার ধর্ম্মের বিলোপ সাধন করিয়া বেড়াইবে। ফেরাউন ইহার উত্তরে বলিয়াছিল যে, আমি নিশ্চয়ই তাহাদের উপর পরাক্রান্ত। অতএব আমি অচিরেই তাহাদের পুত্রসন্তানদিগকে বধ করিয়া শুধু কন্যাদিগকে জীবিত রাখিয়া দিব; তাহা হইলে ইহুদীরা আর কখনও দাসত্ব হইতে মুক্তি লাভের জন্য মাথা তুলিতে পারিবে না।

১২৮। উপরোক্ত ঘটনার পরে ফেরাউন ইহুদীদিগের উপর ভীষণ অত্যাচার আরম্ভ করিয়া দিল। পূর্ব্বে মিসরীয়গণ কার্য্যের বিনিময়ে ইহুদীদিগকে খাদ্যাদি প্রদান করিত; কিন্তু তখন হইতে খাদ্যাদি প্রদান বন্ধ করিয়া অবিরত গুরুভার কার্য্য সকল করাইতে লাগিল। একে গুরুভার

তাহার সম্প্রদায়কে বলিয়াছিল যে, তোমরা আল্লার নিকট সাহায্য-প্রার্থনা কর এবং ধৈর্যশীল হও, নিশ্চয় পৃথিবী আল্লার জন্য, তিনি স্বীয় সেবকগণের মধ্যে যাহাকে ইচ্ছা উত্তরাধিকারী করিয়া থাকেন; এবং ধর্ম্মভীরুগণের জন্যই শুভ-পরিণাম। ১২৯। তাহারা বলিয়াছিল, তুমি আমাদের নিকট আসিবার পূর্ব্ব হইতেই আমরা অত্যাচারিত হইতেছি এবং তুমি আসিবার পরেও; সে বলিয়াছিল——অচিরেই তোমাদের প্রতিপালক তোমাদের শত্রুকে ধ্বংস করিবেন এবং তোমাদিগকে পৃথিবীর প্রতিনিধি করিবেন; অতএব তোমরা কিরূপ কার্য্য কর—তিনি তাহা লক্ষ্য করিবেন।

مُوسٰى لِقَوْمِهِ اسْتَعِيْنُوْا بِاللّٰهِ
وَاصْبِرُوْا ۚ إِنَّ الْأَرْضَ لِلّٰهِ ۙ
يُوْرِثُهَا مَنْ يَّشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ ۖ
وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِيْنَ ○ ١٢٩- قَالُوْٓا
أُوْذِيْنَا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَأْتِيَنَا وَمِنْۢ
بَعْدِ مَا جِئْتَنَا ۖ قَالَ عَسٰى رَبُّكُمْ
أَنْ يُّهْلِكَ عَدُوَّكُمْ وَيَسْتَخْلِفَكُمْ
فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُوْنَ ع

১৬শ রুকু—হজরত মুসা কর্ত্তৃক ইহুদীগণের মুক্তিলাভ

১৩০। এবং নিশ্চয় আমি ফেরাউন বংশীয়দিগকে দুর্ভিক্ষ ও ফল-শস্যহানীর দ্বারা ধৃত করিয়াছিলাম—যেমন তাহারা

١٣٠- وَلَقَدْ أَخَذْنَآ اٰلَ فِرْعَوْنَ
بِالسِّنِيْنَ وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرٰتِ

কার্য্যের দুঃসহ চাপ, তদুপরি খাদ্যাদি অন্বেষণের অসহ কষ্ট—এই সকল নির্ম্মম অত্যাচারে অতিষ্ঠ হইয়া ইহুদীরা হজরত মূসার নিকট অভিযোগ উপস্থিত করিল। তিনি বলিলেন, তোমরা ধৈর্য্য ধারণ পূর্বক আল্লার নিকট সাহায্য-প্রার্থনা কর। তিনি ইচ্ছা করিলে অবলীলাক্রমে মিসরীয়দিগকে বিনাশ করিয়া তোমাদিগকে পৃথিবীর আধিপত্য প্রদান করিবেন। ফলতঃ বিশ্বাসী ধার্ম্মিক লোকেরাই প্রভুর অনুগ্রহ এবং পুরস্কার লাভ করিয়া পরিণামে সুখশান্তি উপভোগ করিয়া থাকে।

১২৯। হজরত মূসার বাক্য শ্রবণে ইহুদীরা অভিযোগ করিয়া বলিয়াছিল যে, তুমি আসিবার পূর্ব্ব হইতেই আমরা নির্য্যাতিত হইয়া আসিতেছি এবং তোমার আগমনের পরেও আমাদের উপর অত্যাচার হইতেছে—এবং অত্যাচারের মাত্রা ক্রমেই বাড়িয়া যাইতেছে। এ অবস্থায় কিরূপে আমরা বিশ্বাসের সহিত ধৈর্য্যধারণ করিয়া থাকিব? ইহুদীদিগের এই কথার উত্তরে হজরত মূসা তাহাদিগকে জানাইয়া দিলেন যে, আল্লাই তোমাদের আচরণ অর্থাৎ বিশ্বাস ও ধৈর্য্যের প্রতি লক্ষ্য করিতেছেন। যদি তোমরা তাঁহার অনুগত সেবক-রূপে তদীয় প্রিয়কার্য্য সম্পন্ন করিতে পার, তবে অচিরেই তিনি তোশাদের শত্রুদিগকে ধ্বংস করিয়া তোমাদিগকে পৃথিবীর রাজত্ব প্রদান করিবেন।

১৩০। মিসর-সম্রাট ফেরাউনের আহূত ঐন্দ্রজালিকদিগের পরাজয় ও আত্মসমর্পণের পর তাহাদিগকে অতি নির্ম্মমভাবে হত্যা করিয়া পাপাত্মা ফেরাউন যখন পারিষদগণের পরামর্শে হজরত মূসাকে বধ করিবার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হইয়াছিল, সেই সময়ে আল্লার আক্রোশে নানাবিধ প্রাকৃতিক বিপদ তাহাদিগকে চতুর্দ্দিক হইতে আচ্ছন্ন করিয়া লইল। প্রথমেই ফেরাউনের অবাধ্যতার

লعلهم يذكرون ○ ١٣١- فاذا جاءتهم
الحسنة قالوا لنا هذه ج وان
تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن
معه ط الا انما طئرهم عند الله ولكن
اكثرهم لا يعلمون ○ ١٣٢- وقالوا
مهما تأتنا به من اية لتسحرنا
بها لا فما نحن لك بمؤمنين ○
١٣٣- فارسلنا عليهم الطوفان

হৃদয়ঙ্গম করে। ১৩১। কিন্তু যখন তাহাদের নিকট মঙ্গল উপস্থিত হইয়াছিল—তাহারা বলিয়াছিল,—ইহা ত আমাদেরই জন্য; এবং যখন তাহাদের নিকট অমঙ্গল উপস্থিত হইয়াছিল, তখন উহা মুসা ও তাহার সঙ্গীদের প্রতি আরোপ করিয়াছিল; সতর্ক হও—কেবল তাহাদের জন্যই আল্লার নিকট হইতে দুর্গতি, কিন্তু তাহাদের অধিকাংশই অবগত নহে। ১৩২। এবং তাহারা বলিয়াছিল, তুমি উহা দ্বারা আমাদিগকে সম্মোহিত করিতে আমাদের নিকট যে কোন নিদর্শন আনয়ন কর আমরা উহাতে বিশ্বাসী হইব না। ১৩৩। অনন্তর আমি তাহাদের প্রতি ভিন্ন ভিন্ন নিদর্শন স্বরূপ ঝটিকা ও

প্রতিফল স্বরূপ দীর্ঘদিনব্যাপী অজন্মা, শস্যহানি ও দুর্ভিক্ষে মিসরবাসীরা আক্রান্ত হইল এবং ক্ষুধার্ত্তের করুণ ক্রন্দনে সমগ্র মিসর দেশ মুখরিত হইয়া উঠিল। আল্লাহতা'লা বলিতেছেন যে, ধর্ম্মদ্রোহী ফেরাউন ও পথভ্রান্ত মিসরবাসীদিগকে সত্যধর্ম্মের স্বরূপ শিক্ষা দিবার জন্যই আমি তাহাদের উপর সর্ব্বপ্রথম এই শাস্তি প্রেরণ করিয়াছিলাম।—তঃ হক্কানী।

১৩১। হজরত মুছার স্বীয় নবুয়তের সত্যতার প্রমাণ স্বরূপ স্বীয় যষ্টি ও হস্তের বিস্ময়কর শক্তি ব্যতীত আরও বহু অলৌকিকতা প্রদর্শন করিয়াছিলেন। সেই সকল পরাক্রমপূর্ণ অলৌকিকতা প্রদর্শনের ফলে ফেরাউন ও মিসরীয় সম্প্রদায়ের উপর একে একে বহু আপদ-বিপদ ও দুঃখ-দুর্গতি অবতীর্ণ হইয়াছিল। এক একটি বিপদ অবতারণের ফলে যখন সমস্ত দেশবাসী অধীর ও অতিষ্ঠ হইয়া উঠিত, তখন তাহাদের দুঃখ-যন্ত্রণা ও চীৎকারে ফেরাউন নিরুপায় এবং বাধ্য হইয়া হজরত মুসার নিকট ক্ষমা-প্রার্থনা পূর্ব্বক ঐ বিপদ দূরীভূত করিয়া দিবার জন্য করুণ কণ্ঠে নিবেদন করিত। ফেরাউন ইহাও বলিত যে, যদি তোমার আল্লাহ অবিলম্বে এই বিপদ দূর করিয়া দিতে পারেন, তবে নিশ্চয়ই আমি তৎপ্রতি বিশ্বাস-স্থাপন পূর্বক তোমার ধর্ম্মের অনুসরণ করিব। অনন্তর হজরত মুসার প্রার্থনা অনুসারে যখন ঐ বিপদ বিদূরিত হইয়া যাইত, তখন দুরাত্মা ফেরাউন বলিত যে, জগতে পর্য্যায়ক্রমে এইরূপ সুখ-দুঃখ ও সম্পদ-বিপদ সাধারণতই ঘটিয়া থাকে। সেই প্রাকৃতিক নিয়মানুসারে বরং মুসা এবং তাহার হতভাগ্য-সম্প্রদায়ের দুর্ভাগ্য ও পাপের ফলেই ঐ বিপদ-বিড়ম্বনা উপস্থিত হইয়াছিল; এখন আমাদের সৌভাগ্য ও পুণ্যফল প্রভাবেই সেই সকল দুঃখ-বিপদ দূরীভূত হইয়া এই সুখ-সৌভাগ্য সমুদিত হইয়াছে। ফেরাউনের এই অন্যায় উক্তির উত্তরে আল্লাহতা'লা বলিয়া দিলেন যে, সাবধান! অবাধ্য ও ধর্ম্মদ্রোহী লোকদিগের অবাধ্যতা ও পাপের জন্যই আমার সন্নিধান হইতে পৃথিবীর উপর শাস্তি অবতীর্ণ হইয়া থাকে; কিন্তু অপরাধী ও পাপীদিগের অধিকাংশই তাহা জানিতে বা বুঝিতে পারে না।

১৩২—১৩৩। এই দুইটি আয়তে হজরত মুসার প্রার্থনা অনুসারে ফেরাউন ও মিসরবাসীদিগের উপর যে সকল ভয়াবহ শাস্তি অবতীর্ণ হইয়াছিল, তৎসহ ফেরাউনের অসাধারণ অবাধ্যতার সংক্ষিপ্ত আভাস প্রদান করা হইয়াছে। পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে, ফেরাউনের অবাধ্যতার জন্য প্রথমেই

পঙ্গপাল ও কীট ও ভেক এবং শোণিত প্রেরণ করিয়াছিলাম; কিন্তু তাহারা অহঙ্কার করিয়াছিল এবং তাহারা অপরাধী সম্প্রদায় ছিল। ১৩৪। এবং যখন তাহাদের উপর শাস্তি উপনীত হইয়াছিল, তখন তাহারা বলিয়াছিল, হে মুসা, তুমি আমাদের জন্য তোমার প্রতিপালকের নিকট প্রার্থনা কর, যেরূপ তিনি তোমার নিকট প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন; যদি তুমি আমাদিগ হইতে শাস্তি অপসারিত কর, তবে আমারা নিশ্চয় তোমার প্রতি বিশ্বাস-স্থাপন করিব এবং নিশ্চয় তোমার সহিত এসরাইল-বংশীয়দিগকে পাঠাইয়া দিব।

وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ
وَالدَّمَ اٰيٰتٍ مُّفَصَّلٰتٍ فَاسْتَكْبَرُوْا
وَكَانُوْا قَوْمًا مُّجْرِمِيْنَ ۝١٣٣ - وَلَمَّا
وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرِّجْزُ قَالُوْا يٰمُوْسَى ادْعُ
لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِنْدَكَ ج لَئِنْ
كَشَفْتَ عَنَّا الرِّجْزَ لَنُؤْمِنَنَّ لَكَ
وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ ۚ

অজন্মা, শস্যহানি ও দুর্ভিক্ষে মিসরদেশ জর্জ্জরিত হইতে থাকে। কিন্তু ফেরাউন স্বীয় প্রজাপুঞ্জের করুণ ক্রন্দনে নিরুপায় ও বিপন্ন হইয়া হজরত মুসার নিকট ক্ষমা-প্রার্থনা করিলে, তদীয় প্রার্থনা অনুসারে অজন্মা ও দুর্ভিক্ষ দূরীভূত হইয়া যায়। অনন্তর ফেরাউন পুনরায় বিদ্রোহ ও অত্যাচার আরম্ভ করায় হজরত মুসা আল্লাহতা'লার নির্দ্দেশ অনুসারে স্বীয় যষ্টি দ্বারা মিসরীয় নদীর জলে আঘাত করিলেন। তাহার ফলে সমগ্র মিসরের জলাশয় ও জলাধার সমূহ তরল শোণিত স্রোতে পূর্ণ হইয়া গেল এবং উহার যাবতীয় মৎস্য ও জীবজন্তু মৃত্যুমুখে পতিত হইয়া এক অসহ্য দুর্গন্ধে সমস্ত দেশ আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল। তখন ফেরাউন ত্রুটি-স্বীকার পূর্বক ক্ষমা প্রার্থনা করিলে হজরত মুসার প্রার্থনা অনুসারে আল্লাহতা'লা ঐ বিপদ দূর করিয়া দিলেন। কিন্তু বিপদ দূরীভূত হইবার সঙ্গে সঙ্গেই ফেরাউন আবার বিদ্রোহী হইয়া উঠিল এবং মিসরের উপর পুনরায় নূতন বিপদ অবতীর্ণ হইল। এইরূপে ক্রমান্বয়ে ঝঞ্ঝাবায়ু, শিলাপাত ও অগ্নিবৃষ্টির ধ্বংসলীলা; ভেক, জলৌকা শলভ ও মশা-মাছি প্রভৃতি বিরক্তিকর দংশনকারী কীট-পতঙ্গের অসহ্য উপদ্রব এবং নানাপ্রকার দুরারোগ্য রোগ-ব্যাধি ও মহামারীতে আক্রান্ত এবং ধ্বংস প্রাপ্ত হইয়া হতাবশিষ্ট মিসরবাসীর জীবন ক্রমেই বিষাক্ত ও বিড়ম্বনাজনক হইয়া উঠিতে লাগিল। কিন্তু দুরাত্মা ফেরাউন পুনঃ পুনঃ ক্ষমা-প্রার্থনা পূর্ব্বক ঐ সকল বিপদ হইতে মুক্তিলাভ করিলেও তাহার অবাধ্যতা ও ধর্ম্মদ্রোহিতা কিছুমাত্র হ্রাস প্রাপ্ত হইল না। বরং সে এবং তাহার পারিষদবর্গ হজরত মুসাকে বলিয়াছিল যে, তুমি আমাদিগকে আত্মবিস্মৃত ও সন্মোহিত করিবার জন্য যতই অলৌকিকতা প্রদর্শন কর না কেন, আমরা কিছুতেই তোমার প্রতি বিশ্বাস-স্থাপন করিব না। তওরাতের ৫ম অধ্যায় হইতে আরম্ভ করিয়া ., অধ্যায়ের শেষ পর্য্যন্ত ইহার বিস্তৃত বর্ণনা বিদ্যমান রহিয়াছে। তওরাত, যাত্রা-পুস্তক দ্রষ্টব্য।

১৩৪। ফেরাউন ও তাহার পারিষদবর্গের অবাধ্যতা ও ধর্ম্মদ্রোহিতার ফলে মিসরের উপর ভয়াবহ শাস্তিসমূহ অবতীর্ণ হওয়ায় তাহারা পুনঃ পুনঃ যেরূপভাবে ক্ষমা-প্রার্থনা পূর্ব্বক সত্যধর্ম্ম পরিগ্রহণ ও এসরাইল-বংশীয়দিগের মুক্তি প্রদানের প্রতিশ্রুতি দান করিয়াছিল, এই আয়তে তাহা অতি স্পষ্ট ভাষায় বর্ণিত হইয়াছে। তওরাতেও এই আয়তের সুস্পষ্ট সাক্ষ্য বিদ্যমান রহিয়াছে; যথা—পরে ফরৌন লোক পাঠাইয়া মোশি ও হারোনকে ডাকাইয়া কহিলেন, এইবার আমি পাপ করিয়াছি; সদাপ্রভু ধর্ম্মময়, কিন্তু আমি ও আমার প্রজারা দোষী; তোমরা সদাপ্রভুর কাছে মিনতি কর; আমি তোমাদিকে ছাড়িয়া দিব। তোমাদের আর বিলম্ব হইবে না।" অন্যত্র বর্ণিত

১৩৫। কিন্তু যখন আমি তাহাদিগ হইতে নির্দ্দিষ্ট-কালের জন্য তাহাদের প্রতি আসন্ন শাস্তি অপস্থত করিয়াছিলাম তখন তাহারা প্রতিজ্ঞা-ভঙ্গ করিতেছিল। ১৩৬। অতঃপর আমি তাহাদিগ হইতে প্রতিশোধ লইয়াছিলাম, পরে তাহাদিগকে সমুদ্রে নিমজ্জিত করিয়াছিলাম, যেহেতু তাহারা আমার নিদর্শন-সমূহে অসত্যারোপ করিয়াছিল এবং তদ্বিষয়ে অমনোযোগী হইয়াছিল। ১৩৭। এবং

١٣٥- فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الرِّجْزَ إِلَىٰٓ
أَجَلٍ هُمْ بَٰلِغُوهُ إِذَا هُمْ يَنكُثُونَ ○
١٣٦- فَانتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَٰهُمْ
فِى الْيَمِّ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِـَٔايَٰتِنَا
وَكَانُوا عَنْهَا غَٰفِلِينَ ○ ١٣٧- وَأَوْرَثْنَا

হইয়াছে,—"তখন ফরৌন সত্বর মোশি ও হারোনকে ডাকাইয়া কহিলেন, আমি তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভুর বিরুদ্ধে ও তোমাদের বিরুদ্ধে পাপ করিয়াছি। বিনয় করি, কেবল এইবার আমার পাপ ক্ষমা কর, এবং আমা হইতে এই কাল-স্বরূপকে দূর করিবার জন্য তোমাদের ঈশ্বর সদাপ্রভুর কাছে মিনতি কর।" —তওরাত, যাত্রা পুস্তক ৯—২৭, ২৮ এবং ১০—১৬, ১৭ ও ১৮ পদ দ্রষ্টব্য।

১৩৫। আল্লাহতা'লা বলিতেছেন যে, ফেরাউনের সকাতর ক্ষমা-প্রার্থনা ও প্রতিশ্রুতি অনুসারে আমার প্রিয় নবী মুসার প্রার্থনা শুনিয়া আমি যখন মিসরের উপর নিপতিত বিপদ সমূহ বিদূরীত করিয়া দিতেছিলাম—ফেরাউন ও তাহার সম্প্রদায় তখনই অবাধ্যতা প্রযুক্ত স্ব স্ব প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করিতেছিল। তওরাতে এই অবাধ্যতা ও প্রতিশ্রুতি-ভঙ্গের বিস্তৃত বর্ণনা বিদ্যমান আছে।—তওরাত, যাত্রা পুস্তক, ৮ম হইতে ১১শ অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

১৩৬। ফেরাউন হজরত মুসার পরাক্রমপূর্ণ নিদর্শন-সমূহে বিপন্ন হইয়া পুনঃ পুনঃ ক্ষমাপ্রার্থনা পূর্বক যেরূপে বিপন্মুক্ত হইয়াছিল, তাহা ইতিপূর্বেই বর্ণিত হইয়াছে। কিন্তু বিপন্মুক্ত হইবার পর প্রত্যেক বারেই সে স্বীয় প্রকৃতিগত অবাধ্যতা ও ধর্ম্মদ্রোহিতা প্রভাবে ঐ সকল নিদর্শনের প্রতি অবিশ্বাস ও অসত্যারোপ করিতেছিল। এইরূপ পুনঃ পুনঃ অবাধ্যতার ফলে ফেরাউন অবশেষে আল্লার আক্রোশে পতিত হইয়া সদলবলে সমুদ্রগর্ভে নিমজ্জিত ও ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়া যায়।—কোঃ ২—৫০ আয়ত এবং তওরাত, যাত্রা পুস্তক ১৪শ অধ্যায়।

প্রাচীন তফ্সীরকারগণ বলেন যে, হজরত মুসার যষ্টির আঘাতে সমুদ্রের বারিরাশি দ্বাদশ ভাগে বিভক্ত হইয়া এসরাইলীয়গণের গমনোপযোগী দ্বাদশটী বিশুষ্ক পথ নির্মিত হইয়াছিল এবং প্রত্যেক পথের উভয় পার্শ্বে পর্বত-প্রমাণ স্বচ্ছ ও সচ্ছিদ্র সলিল-প্রাচীর অবস্থান করিতেছিল। এসরাইলীয়গণ ঐ সমুদ্রপথে গমন করিয়া পার হইবার পর যখন ফেরাউন সদলবলে ঐ সমুদ্রপথে তাহাদের পশ্চাদ্ধাবনের জন্য অগ্রসর হইয়াছিল, তখনই সুগভীর—বিগলিত তরল সলিল স্রোতে তাহারা সদলবলে নিমজ্জিত ও ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়া গিয়াছিল।—তঃ এব্নে জরীর, মা-য়ালম, খাজেন ও আজিজী।

কোন কোন নব্য তফ্সীরকার এই মতের বিরোধী। তাহারা বলেন যে, যে পর্য্যন্ত সহি হাদিস ও বিশ্বস্ত ইতিহাসের দ্বারা ঐ বর্ণনা সমর্থিত না হয়, সে পর্য্যন্ত কখনই উহা বিশ্বাসযোগ্য বলিয়া প্রমাণিত হইতে পারে না। ইহাদের মতামত স্থরা বকরায় সঙ্কলিত হইয়াছে।—কোঃ ২য় স্থরার ৫০ আয়তের তফ্সীর দ্রষ্টব্য।

তওরাতের বর্ণনায় উভয় প্রকার মতেরই সমর্থন উক্তি পরিদৃষ্ট হয়; কিন্তু ইহার ঐতিহাসিক সত্য বর্ষীয়সী বিস্মৃতির কোলে অস্পষ্টতার অন্ধকারে আচ্ছন্ন রহিয়াছে।—তওরাত, যাত্রা পুস্তক ১৪শ অধ্যায় এবং ইহুদী বিশ্বকোষ দ্রষ্টব্য।

১৭। ফেরাউনীয় সম্প্রদায়ের ধ্বংসপ্রাপ্তি এবং এসরাইল-বংশীয়গণের মুক্তিলাভের প্রসঙ্গ বর্ণনা করিয়া আল্লাহতা'লা বলিতেছেন:—যে এসরাইল-বংশ মিসরীয়গণের শোচনীয় দাসত্বে

সেই সম্প্রদায়-যাহারা শক্তিহীন
হইয়াছিল, আমি তাহাদিগকে পৃথিবীর
পূর্ব্ব-সমূহে এবং উহার পশ্চিম-সমূহের
উত্তরাধিকারী করিয়াছিলাম—যাহাতে
আমি প্রাচুর্য্য দান করিয়াছিলাম এবং
এসরাইল-বংশীয়দিগের প্রতি তোমার
প্রতিপালকের শুভ বাক্য পূর্ণ হইয়া
ছিল—যেহেতু তাহারা ধৈর্য্য-ধারণ
করিয়াছিল; এবং ফেরাউন ও তাহার
সম্প্রদায় যাহা নির্ম্মাণ করিত এবং যাহা
উত্তোলিত করিত—তাহা আমি বিনষ্ট
করিয়াছিলাম। ১৩৮। এবং আমি
এসরাইল-বংশীয়দিগকে সমুদ্র পার
করিয়া দিয়াছিলাম, তৎপরে তাহারা
এরূপ সম্প্রদায়ের নিকট উপস্থিত
হইয়াছিল—যাহারা তাহাদের প্রতিমা-
সমূহের সমক্ষে উপবিষ্ট ছিল; তাহারা
বলিয়াছিল—হে মুসা, আমাদের জন্যও
উপাস্য নির্ম্মাণ করিয়া দাও—যেরূপ
তাহাদের উপাস্য রহিয়াছে; সে বলিয়া
ছিল, নিশ্চয় তোমরা নির্ব্বোধ সম্প্রদায়।
১৩৯। অবশ্যই ইহারা অলীক বিষয়ের
মধ্যে পতিত হইয়াছে এবং তাহারা

الْقَوْمَ الَّذِيْنَ كَانُوْا يُسْتَضْعَفُوْنَ
مَشَارِقَ الْاَرْضِ وَمَغَارِبَهَا الَّتِىْ
بٰرَكْنَا فِيْهَا ط وَتَمَّتْ كَلِمَتُ
رَبِّكَ الْحُسْنٰى عَلٰى بَنِىْٓ
اِسْرَآءِيْلَ ۵ بِمَا صَبَرُوْا ط وَدَمَّرْنَا
مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهٗ
وَمَا كَانُوْا يَعْرِشُوْنَ ۰ ١٣٨ - وَجٰوَزْنَا
بِبَنِىْٓ اِسْرَآءِيْلَ الْبَحْرَ فَاَتَوْا عَلٰى
قَوْمٍ يَّعْكُفُوْنَ عَلٰٓى اَصْنَامٍ لَّهُمْ ج
قَالُوْا يٰمُوْسَى اجْعَلْ لَّنَآ اِلٰهًا كَمَا لَهُمْ
اٰلِهَةٌ ط قَالَ اِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُوْنَ ۰
١٣٩ - اِنَّ هٰٓؤُلَآءِ مُتَبَّرٌ مَّا هُمْ فِيْهِ

আবদ্ধ হইয়াছিল, আমি স্বীয় অনুগ্রহ প্রভাবে মিসরীয়দিগকে ধ্বংস করিয়া সেই দুর্ব্বল ও পরাধীন ইহুদী জাতিকে উদ্ধার করিয়াছিলাম এবং আমি এবরাহিমের নিকট তাহার বংশধরগণকে যে পুণ্যভূমির আধিপত্য প্রদানের প্রতিশ্রুতি দান করিয়াছিলাম, তাহাদের ধৈর্য্য ও বিশ্বাসের বিনিময়ে তাহাদিগকে সেই পুণ্যভূমি—জর্দ্দানের পূর্ব্ব ও পশ্চিমাংশের আধিপত্য প্রদান করিয়া স্বীয় 'শুভ-বাক্য' অর্থাৎ সুসংবাদ বা ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ করিয়াছিলাম। তওরাত, আদি পুস্তক ১৭—৮ এবং তঃ মঃ আঃ দ্রষ্টব্য।

১৩৮—১৩৯। হজরত মুসা সদলবলে সিরিয়ায় উপস্থিত হইলে এসরাইল-বংশীয়েরা যখন দেখিল যে, তথাকার অধিবাসীরা উৎসব ও আড়ম্বরের সহিত প্রতিমা-পূজা করিতেছে, তখন তাহারাও প্রতিমা-পূজার জন্য আগ্রহান্বিত হইয়া হজরত মুসাকে বলিল যে, তুমিও আমাদের জন্য ঐরূপ কোন উপাস্য-প্রতিমা নির্ম্মান করিয়া দাও। হজরত মুসা তৎশ্রবণে ক্রুদ্ধ হইয়া বলিয়াছিলেন যে, নিশ্চয়ই তোমরা হতভাগ্য ও নির্বোধ সম্প্রদায়। তাই আল্লাহকে পরিত্যাগ করিয়া অলীক প্রতিমা-পূজার

যাহা করিতেছে তাহা অসার। ১৪০। সে বলিয়াছি—তবে কি আমি তোমাদের জন্য আল্লাহ ব্যতীত অন্য উপাস্য অনুসন্ধান করিব এবং তিনিই তোমাদিগকে বিশ্বজগতের উপর গৌরবান্বিত করিয়াছেন। ১৪১। এবং যখন আমি তোমাদিগকে ফেরাউন সম্প্রদায় হইতে মুক্ত করিয়াছিলাম, তাহারা তোমাদিগকে নিকৃষ্ট শাস্তি প্রদান করিত—তোমাদের সন্তানদিগকে হত্যা করিত ও তোমাদের নারীদিগকে জীবিত রাখিত এবং ইহাতে তোমাদের জন্য তোমাদের প্রতিপালক হইতে মহান্ পরীক্ষা ছিল।

وَبَاطِلٌ مَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ ○ ۱۴۰- قَالَ
أَغَيْرَ اللهِ أَبْغِيكُمْ إِلٰهًا وَهُوَ فَضَّلَكُمْ
عَلَى الْعٰلَمِيْنَ ○ ۱۴۱- وَإِذْ أَنْجَيْنٰكُمْ
مِّنْ اٰلِ فِرْعَوْنَ يَسُوْمُوْنَكُمْ سُوْءَ
الْعَذَابِ ج يُقَتِّلُوْنَ أَبْنَاۤءَكُمْ
وَيَسْتَحْيُوْنَ نِسَاۤءَكُمْ ط وَفِيْ ذٰلِكُمْ
بَلَاۤءٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ عَظِيْمٌ ○

১৭শ রুকূ হজরত মুসার তওরাত প্রাপ্তি

১৪২। এবং আমি মুসাকে ত্রিশ রজনীর প্রতিশ্রুতি দান করিয়াছিলাম এবং উহাতে দশ-সংযোগে পূর্ণ করিয়া-ছিলাম, ফলতঃ তাহার প্রতিপালকের

۱۴۲- وَوٰعَدْنَا مُوْسٰى ثَلٰثِيْنَ لَيْلَةً
وَّأَتْمَمْنٰهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيْقَاتُ رَبِّهٖۤ

জন্য আগ্রহান্বিত হইতেছ! তিনি আরও বলিয়াছিলেন যে, এই সকল প্রতিমা-পূজক নিশ্চয়ই ভ্রান্তিতে নিপতিত হইয়াছে এবং ইহারা যে কার্য্য করিতেছে তাহা একান্তই অসার। কারণ ইহাতে কোন পুণ্য ত হইবেই না; বরং ঐ কার্য্যের ফলে উহারা পাপে নিমজ্জিত হইয়া নরকগামী হইবে।

১৪০—১৪১। হজরত মুসা তাহাদিগকে আরও বলিয়াছেন:—হে নির্বোধ সম্প্রদায়, যে আল্লাহতা'লা এই বিশ্বজগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন—যিনি তোমাদিগকে মিসরীয়গণের দাসত্ব ও শোচনীয় দুঃখ-দুর্গতি হইতে উদ্ধার করিয়া এই সুখ-সম্পদ ও গৌরব দান করিয়াছেন, আমি কি সেই মহান্ আল্লাহকে পরিত্যাগ করিয়া তোমাদের জন্য অলীক উপাস্য নির্ম্মাণ করিয়া দিব? ইহা কখনই সম্ভবপর নহে। ধর্ম্মদ্রোহী মিসরবাসীরা তোমাদের পুত্র-সন্তানদিগকে নিহনন পূর্বক শুধু কন্যাদিগকে জীবিত রাখিয়া তোমাদের কি ভীষণ দুর্গতি করিতেছিল এবং তখন তোমরা কিরূপ কঠোর পরীক্ষায় পড়িয়াছিলে তাহা কি তোমাদের স্মরণ নাই? অতএব যদি কল্যাণ চাও, তবে এই সকল অলীক কল্পনা পরিত্যাগ করিয়া একমাত্র তাঁহারই উপাসনা কর —তঃ হক্কানী।

১৪২। হজরত মুসার তওরাত-প্রাপ্তি—হজরত মুসা যখন এসরাইল-বংশীয়দিগকে মিসর হইতে মুক্ত করিয়া লোহিত সাগর অতিক্রম পূর্বক সিরিয়া প্রদেশে আগমন করেন, তখন তাহাদের ধর্ম্মকর্ম্ম-বিষয়ক কোন নির্দ্দিষ্ট নিয়ম ছিল না। কিন্তু আল্লাহতা'লা ইতিপূর্ব্বেই তাঁহাকে বিধি নিষেধ ও নিয়ম-সংবলিত তওরাত প্রদানের প্রতিশ্রুতি দান করিয়াছিলেন এবং ঐ গ্রন্থ-প্রাপ্তির জন্য তুর-পর্বতে একমাস রোজা ও 'এতেকাফ' অর্থাৎ উপবাস ও নীরব-সাধনার জন্য নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছিলেন। তদনুযায়ী হজরত মুসা তদীয় সহোদর-ভ্রাতা হারুনকে স্বীয় প্রতিনিধি

أَرْبَعِينَ لَيْلَةً ۚ وَقَالَ مُوسَىٰ لِأَخِيهِ
هَارُونَ اخْلُفْنِي فِي قَوْمِي وَأَصْلِحْ
وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ ○
١٤٣- وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا
وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ ۙ قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنظُرْ
إِلَيْكَ ۚ قَالَ لَن تَرَانِي وَلَٰكِنِ انظُرْ
إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ
تَرَانِي ۚ فَلَمَّا تَجَلَّىٰ رَبُّهُ لِلْجَبَلِ

প্রতিশ্রুত চল্লিশ রজনী পূর্ণ হইয়াছিল; এবং মুসা তদীয় ভ্রাতা হারুনকে বলিয়াছিল—তুমি আমার সম্প্রদায়ের মধ্যে আমার প্রতিনিধি হও ও মীমাংসা করিতে থাক এবং দুষ্কার্য্যকারীদিগের পথ অনুসরণ করিও না। ১৪৩। এবং যখন মুসা আমার প্রতিশ্রুত সময়ে উপস্থিত হইয়াছিল এবং তাহার প্রতিপালক তৎসহ কথা বলিয়াছিলেন—তখন সে বলিয়াছিল, হে আমার প্রতিপালক! আমাকে দর্শন দাও—যেন আমি তোমাকে প্রত্যক্ষ করিতে পারি; তিনি বলিয়াছিলেন, তুমি কখনই আমাকে দেখিতে পারিবে না—কিন্তু পর্ব্বতের প্রতি দৃষ্টিপাত কর, বস্তুতঃ যদি উহা স্বস্থানে স্থির থাকে, তবেই তুমি আমাকে দেখিতে পারিবে; অতঃপর যখন তাহার প্রতিপালক পর্বতোপরি জ্যোতি-বিকাশ

মনোনয়ন করিয়া তাঁহার উপর ইহুদীদিগের নিয়ন্ত্রণ ও বিচার-মীমাংসার ভার অর্পণ পূর্ব্বক এক মাসের জন্য তুর-পর্বতে গমন করিয়া নীরব সাধনায় লিপ্ত হন। কিন্তু তিনি উনত্রিশ দিন উপবাস ও নীরব সাধনায় লিপ্ত থাকিয়া স্বীয় মুখের দুর্গন্ধ দুর করিবার জন্য আল্লাহতা'লার আদেশ ব্যতীত নিজ ইচ্ছাতেই "মেছওয়াক" অর্থাৎ দন্তধাবন করিয়াছিলেন। এইজন্য আল্লাহতা'লা অসন্তুষ্ট হইয়া তাহাকে আরও অতিরিক্ত দশ দিন রোজা ও 'এতেকাফ' করিয়া চল্লিশ দিবস পূর্ণ করিতে আদেশ প্রদান করেন। তদনুযায়ী হজরত মুসা তুর-পর্ব্বতে আল্লার আদিষ্ট পূর্ণ চল্লিশ দিবা-রজনী উপবাস ও নীরব সাধনায় অতিবাহিত করিয়াছিলেন।

১৪৩। চল্লিশ দিবস ও রজনী নীরব-সাধনায় অতিবাহিত করিবার পর হজরত মুসা যখন আল্লার অনুগ্রহে তাঁহার প্রত্যক্ষবাণী শ্রবণ করিতে সমর্থ হইলেন, তখন তিনি আল্লাহতা'লাকে প্রত্যক্ষ-দৃষ্টিতে দেখিবার জন্য প্রার্থনা করিলেন। আল্লাহতা'লা বলিলেন যে, তুমি এই পার্থিব জীবনে অথবা স্থুল-দৃষ্টিতে কখনই আমাকে দেখিতে সমর্থ হইবে না। অনন্তর আল্লাহতা'লা হজরত মুসাকে প্রবোধ প্রদানের জন্য বলিলেন যে, তুমি ঐ পর্বতের প্রতি লক্ষ্য কর—দেখ উহা আমার জ্যোতি-সম্পাতে স্থির থাকিতে পারে কি না? তাহা হইলেই তুমি স্বীয় প্রার্থনার অযৌক্তিকতা এবং আমাকে দর্শন করিবার অসম্ভব ইচ্ছার পরিণাম হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হইবে।

হজরত মুসাকে উপরোক্ত বাক্য বলিয়া আল্লাহতা'লা পর্বতের উপর জ্যোতি-বিকাশ করিলেন। তাহার ফলে পর্বতের সেই কঠিন প্রস্তর মুহূর্ত্তের মধ্যে ভস্ম ও চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া গেল এবং হজরত মুসাও তদ্দর্শনে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। অনন্তর হজরত মুসা যখন চেতনা প্রাপ্ত হইলেন তখন স্বীয় অসঙ্গত ইচ্ছা ও প্রার্থনার অসম্ভাবিতা হৃদয়ঙ্গম করিয়া বলিয়া উঠিলেন,—'হে প্রভু! নিশ্চয় তুমি পবিত্র ও মহান্; অতএব আমি যে অসঙ্গত প্রার্থনা করিয়াছি, তজ্জন্য আমাকে ক্ষমা কর; যেহেতু বর্ত্তমান এসরাইল-কুলের মধ্যে আমিই তোমার প্রতি সর্বপ্রথম বিশ্বাস-স্থাপনকারী।' অতএব আমি পুনরায় কখনই ঐরূপ অসঙ্গত প্রার্থনা করিব না।

করিলেন, তখন উহা বিচূর্ণ করিয়া ফেলিলেন এবং মুসা অচৈতন্য হইয়া পড়িয়া গেল ; যখন সে প্রকৃতিস্থ হইয়াছিল তখন বলিয়াছিল, তুমিই পবিত্র, আমি তোমার নিকট ক্ষমা-প্রার্থনা করিতেছি এবং আমি সর্ব্ব-প্রথম বিশ্বাস-স্থাপনকারী। ১৪৪। তিনি বলিয়াছিলেন—হে মূসা, নিশ্চয় আমি তোমাকে আমার প্রেরিত বার্ত্তা ও আমার বাক্য-সমূহ দ্বারা মানবমণ্ডলীর উপর তোমাকে যাহা দান করিয়াছি, তাহা গ্রহণ কর এবং কৃতজ্ঞগণের অন্তর্গত হও। ১৪৫। এবং আমি তাহার জন্য ফলকের উপর সর্ব্ব-বিষয়ের উপদেশ এবং সর্ব্ব-বিষয়ের বিবৃতি লিপিবদ্ধ করিয়াছিলাম ; অতএব তুমি উহা দৃঢ়রূপে ধারণ কর এবং তোমার সম্প্রদায়কে উহার উৎকৃষ্ট গ্রহণ করিতে আদেশ কর ; অচিরেই আমি তোমাদিগকে দুষ্কার্য্যকারীদের আবাস প্রদর্শন করিব।

جَعَلَهٗ دَكًّا وَّخَرَّ مُوْسٰى صَعِقًا ۚ
فَلَمَّآ اَفَاقَ قَالَ سُبْحٰنَكَ تُبْتُ
اِلَيْكَ وَاَنَا اَوَّلُ الْمُؤْمِنِيْنَ ○
১৪৪-قَالَ يٰمُوْسٰىٓ اِنِّى اصْطَفَيْتُكَ
عَلَى النَّاسِ بِرِسٰلٰتِىْ وَبِكَلَامِىْ ۖ
فَخُذْ مَآ اٰتَيْتُكَ وَكُنْ مِّنَ الشّٰكِرِيْنَ ○
১৪৫-وَكَتَبْنَا لَهٗ فِى الْاَلْوَاحِ مِنْ كُلِّ
شَىْءٍ مَّوْعِظَةً وَّتَفْصِيْلًا لِّكُلِّ شَىْءٍ ۚ
فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ وَّاْمُرْ قَوْمَكَ يَاْخُذُوْا
بِاَحْسَنِهَا ۭ سَاُورِيْكُمْ دَارَ الْفٰسِقِيْنَ ○

আলোচ্য আয়তে স্পষ্টই প্রমাণিত হইতেছে যে, পার্থিব জীবনে কেহই আল্লাহতা'লার দর্শন লাভ করিতে সমর্থ হইবে না। তওরাতে হজরত মুসা কর্ত্তৃক আল্লাহতা'লার পশ্চাদ্দেশ দর্শনের যে উক্তি আছে এবং ভ্রান্ত সুফী সম্প্রদায়ের মধ্যে আল্লাহতা'লার সন্দর্শন লাভের যে সকল কল্পিত কাহিনী শ্রুত হওয়া যায়, তাহা প্রক্ষিপ্ত ও অগ্রাহ্য। অবশ্য পরলোকে পুণ্যাত্মা স্বর্গবাসিগণ আল্লাহতা'লার সন্দর্শন লাভ করিয়া ধন্য হইবেন—এ কথা সুন্নত-জামাতের অধিকাংশ আলেমই স্বীকার করিয়া থাকেন কারণ পরলোকের সেই মহোন্নত জীবন ও মহাশক্তি-সম্পন্ন সূক্ষ্ম-দৃষ্টির সহিত পার্থিব জড়-জীবন ও স্থূল-দৃষ্টির কোন তুলনাই হইতে পারে না। কিন্তু বিস্ময়ের বিষয়, 'মোতাজেলা' সম্প্রদায় পার্থিব অসম্পূর্ণ চিন্তা-ধারা অবলম্বন পূর্ব্বক আল্লাহতা'লার পারলৌকিক সন্দর্শনও অস্বীকার করিয়া থাকেন। কিন্তু তাহাদের এই যুক্তি যে পবিত্র কোরান ও হাদিসের স্পষ্ট মর্ম্মের বিরোধী, তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই—তঃ হক্কানী।

১৪৪—১৪৫। হজরত মুসার ক্ষমা-প্রার্থনার পরে আল্লাহতা'লা তাঁহাকে স্বীয় অনুগ্রহে অভিষিক্ত করিয়া 'জবরজদ' নামক প্রস্তর-ফলকে লিখিত তওরাত প্রদান পূর্ব্বক এসরাইল-বংশীয়দিগকে সুপথ ও ভীতি-প্রদর্শনের জন্য যেরূপ আদেশ ও উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন, এই দুইটি আয়তে তাহাই বর্ণিত হইয়াছে।

١٤٦- سَاَصْرِفُ عَنْ اٰيٰتِيَ الَّذِيْنَ
يَتَكَبَّرُوْنَ فِي الْاَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ ط
وَاِنْ يَّرَوْا كُلَّ اٰيَةٍ لَّا يُؤْمِنُوْا بِهَا ج
وَاِنْ يَّرَوْا سَبِيْلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوْهُ
سَبِيْلًا ج وَاِنْ يَّرَوْا سَبِيْلَ الْغَيِّ
يَتَّخِذُوْهُ سَبِيْلًا ط ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ كَذَّبُوْا
بِاٰيٰتِنَا وَكَانُوْا عَنْهَا غٰفِلِيْنَ ○
١٤٧- وَالَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا وَلِقَاۤءِ
الْاٰخِرَةِ حَبِطَتْ اَعْمَالُهُمْ ط هَلْ
يُجْزَوْنَ اِلَّا مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ○ع

১৪৬। যাহারা পৃথিবীতে অন্যায় অহঙ্কার করে—আমি শীঘ্রই তাহাদিগকে আমার নিদর্শনাবলী হইতে বিমুখ করিয়া দিব; এবং যদি তাহারা সমস্ত নিদর্শন অবলোকন, তথাপি তাহারা ইহাতে বিশ্বাস করিবে না; এবং যদিও তাহারা সুপথ নিরীক্ষণ করে, তবুও তাহারা ঐ পথ গ্রহণ করিবে না। এবং যদি ভ্রান্তপথ অবলোকন করে, তবে তাহারা সেই পথই অবলম্বন করিবে; ইহা এই জন্য যে, তাহারা আমার নিদর্শন-সমূহে অসত্যারোপ করিয়াছিল এরং উহাতে অমনোযোগী ছিল।

১৪৭। যাহারা আমার নিদর্শনাবলী ও পরকালের সন্দর্শনে অসত্যারোপ করে তাহাদের কৃতকর্ম্ম-সমূহ ব্যর্থ হইয়াছে; তাহারা যে সমস্ত কার্য্য করিয়াছে তদ্ব্যতীত তাহাদিকে প্রতি-দান প্রদত্ত হইবে না।

১৮-শ রুকু—হজরত মুসার ক্রোধ ও ক্ষমা প্রার্থনা

١٤٨- وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوْسٰى مِنْ بَعْدِهٖ
مِنْ حُلِيِّهِمْ عِجْلًا جَسَدًا لَّهٗ خُوَارٌ ط

১৪৮। এবং মুসার সম্প্রদায় তাহার পরে তাহাদের অলঙ্কার-সমূহ দ্বারা এক হাম্বা-রবকারী গো-বৎসের আকৃতি নির্ম্মাণ

১৪৬—১৪৭। আল্লাহতা'লা হজরত মুসাকে আরও বলিয়া দিয়াছিলেন যে, অহঙ্কারী ও অবিশ্বাসীরা এই সকল নিদর্শনে বিশ্বাস-স্থাপন করিয়া কখনই সুপথে পরিচালিত হইবে না; বরং আমার নিদর্শন-সমূহ অবিশ্বাস করিয়া তাহারা ভ্রান্ত পথেরই অনুসরণ করিতে থাকিবে। সুতরাং উহাদের পার্থিব জীবনের সমস্ত কার্য্যই ব্যর্থ হইয়া যাইবে এবং পরকালে উহারা কোনই প্রতিদান প্রাপ্ত হইবে না।

১৪৮। **এসরাইলীয়গণের গোবৎস-পূজা**—হজরত মুসা ত্রিশ দিবস অন্তে নির্দ্দিষ্ট সময়ে তুর-পর্ব্বত হইতে প্রত্যাবর্ত্তিত না হওয়ায় ক্ষীণ-বিশ্বাসী ইহুদীরা বিচলিত হইয়া উঠিল। সেই সময়ে 'ছামেরী' নামক জনৈক গো-বৎস-পূজক ইহুদীদিগের সহিত অবস্থান করিতেছিল। সে মুখে হজরত মুসার প্রতি বিশ্বাস-স্থাপন করিলেও তাহার অন্তরে গো-বৎস-পূজার পূর্ণ অনুরাগ বিদ্য-মান ছিল। কেহ কেহ ঐ ব্যক্তির নাম মুসা অথবা মিখা বলিয়াও নির্দ্দেশ করিয়াছেন। উক্ত ছামেরী

করিল ; তাহারা কি লক্ষ্য করিতেছে না যে উহা তাহাদের সহিত কথা বলে না এবং তাহাদিগকে পথ-প্রদর্শন করিতে পারে না ; তাহারা উহা গ্রহণ করিয়াছিল এবং অত্যাচারী হইয়া গিয়াছিল। ১৪৯। এবং যখন তাহারা স্বীয় হস্তসমূহে লজ্জানত হইল এবং লক্ষ্য করিল যে, নিশ্চয় তাহারা বিভ্রান্ত হইয়াছে, তখন তাহারা বলিয়াছিল যদি আমাদের প্রতিপালক আমাদিগকে অনুগ্রহ এবং আমাদের জন্য ক্ষমা না করেন, তবে নিশ্চয় আমরা ক্ষতিগ্রস্ত-দিগের অন্তর্গত হইবে। ১৫০। এবং যখন মূসা স্বীয় সম্প্রদায়ের দিকে ক্রোধে অনুতপ্ত হইয়া ফিরিয়া আসিল, তখন সে বলিয়াছিল—তোমরা আমার পরে অতি নিকৃষ্ট প্রতিনিধিত্ব করিয়াছ ;

الم يروا انه لا يكلمهم ولا يهديهم
سبيلا ۘ اتخذوه وكانوا ظلمين ٥
١٤٩- ولما سقط في ايديهم وراوا
انهم قد ضلوا ۙ قالوا لئن لم
يرحمنا ربنا ويغفرلنا لنكونن
من الخسرين ٥ ١٥٠- ولما رجع
موسى الى قومه غضبان اسفا ۙ
قال بئسما خلفتموني من بعدي ج

নিপুণ স্বর্ণকার ছিল। হজরত মূসা নির্দ্দিষ্ট সময়ে ফিরিয়া আসিলেন না দেখিয়া সে ইহুদীগণের নিকট হইতে প্রবঞ্চনা করিয়া স্বর্ণ ও রৌপ্যের অলঙ্কার সমূহ সংগ্রহ করিয়া তদ্দ্বারা অত্যন্ত কৌশলের সহিত একটী কম্পনশীল ও শব্দকারী গো-বৎস-মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিল এবং উহার মধ্যে এসরাইলের আল্লাহ আবির্ভূত হইয়াছেন বলিয়া সে তাহাদিগকে উক্ত গো-বৎস মূর্ত্তি পূজা করিবার জন্য আহ্বান করিল। হজরত হারুন নিষেধ করিলেও ইহুদীরা তাহা গ্রাহ্য করিল না ; বরং তাহারা বলিল যে, হজরত মূসা যখন নির্দ্দিষ্ট সময়ে ফিরিয়া আসিতে পারিলেন না, তখন তিনি নিশ্চয়ই আল্লার সাক্ষাৎ লাভ করিতে পারেন নাই। সুতরাং তাঁহার ফিরিয়া আসা পর্য্যন্ত আমরা ঐ মূর্ত্তিরই পূজা-আরাধনা করিব। অনন্তর হজরত হারুন ও তাঁহার কয়েক সহস্র অনুগামী ব্যতীত আর সকলেই ঐ মূর্ত্তির পূজা-আরাধনায় লিপ্ত হইল এবং তদুপলক্ষে ছামেরীর নির্দ্দেশ শিক্ষা অনুযায়ী সকলেই গীত-বাদ্যে প্রমত্ত হইয়া সময় অতিবাহিত করিতে লাগিল।

১৪৯। হজরত মূসা প্রস্তর ফলকে লিখিত তওরাত সহ প্রত্যাবর্ত্তন পূর্ব্বক ইহুদীদিগকে গো-বৎস-পূজা ও গীত-বাদ্যে মত্ত দেখিয়া অত্যন্ত তিরস্কার করায় তাহারা যেরূপ লজ্জিত ও অনুতপ্ত হইয়াছিল—এই আয়তে তাহাই বর্ণিত হইয়াছে।

১৫০। এব্‌ন-উন্ম—মাতৃ-নন্দন, মাতার সন্তান বা পুত্র। বাঙ্গলা 'সহোদর' শব্দ ঠিক ঐ ভাব-প্রকাশ করিয়া আমরা "এব্‌নে-উন্ম"র অনুবাদে 'সহোদর' লিখিলাম।

হজরত মূসা তুর-পর্ব্বত হইতে প্রত্যাবর্ত্তিত হইয়া ইহুদীদিগের গো-বৎস-পূজা ও নৃত্য-গীত দর্শনে ক্রোধে প্রজ্বলিত হইয়া উঠিলেন এবং তওরাত-লিখিত প্রস্তর-ফলক ভূতলে নিক্ষেপ করিয়া স্বীয় ভ্রাতা ও নিয়োজিত প্রতিনিধি হারুনের মস্তক অর্থাৎ দাড়ি বা কেশাকর্ষণ পূর্ব্বক তাঁহাকে তীব্র ভাষায় তিরস্কার করিয়া বলিতে লাগিলেন যে, তুমি কেন এই সকল অবৈধ ও অন্যায় কার্য্য হইতে তাহাদিগকে নিষেধ কর নাই। তখন হারুন বলিয়াছিলেন,—হে আমার সহোদর ভ্রাতা ইহারা আমাকে দুর্ব্বল মনে করিয়া আদৌ গ্রাহ্য করেন নাই ; বরং আমি নিষেধ করায় তাহারা

اعجلتم امر ربكم ج والقى الالواح
واخذ براس اخيه يجره اليه ط قال
ابن ام ان القوم استضعفونى
وكادوا يقتلوننى صلے فلا تشمت بى
الاعداء ولا تجعلنى مع القوم
الظلمين ۝ ۱۵۱- قال رب اغفرلى
ولاخى وادخلنا فى رحمتك صلے
وانت ارحم الرحمين ع

তোমরা কেহ স্বীয় প্রতিপালকের আদেশ সম্বন্ধে সত্বরতা করিয়াছ? এবং সে ঐ ফলক ফেলিয়া দিল এবং স্বীয় ভ্রাতার মস্তক ধরিয়া নিজের দিকে আকর্ষণ করিল; সে বলিয়াছিল—হে আমার সহোদর, নিশ্চয় এই সম্প্রদায় আমাকে দুর্ব্বল স্থির করিয়াছিল এবং আমাকে হত্যা করিতে উদ্যত হইয়াছিল, অতএব তুমি আমার শত্রুদিগকে সন্তুষ্ট করিও না এবং আমাকে অত্যাচারী সম্প্রদায়ের সঙ্গী করিও না। ১৫১। সে বলিয়াছিল, হে আমার প্রতিপালক! তুমি আমাকে ও আমার ভ্রাতাকে মার্জ্জনা কর এবং আমাদিগকে তোমার অনুগ্রহে প্রবিষ্ট কর; এবং তুমিই করুণাময় সর্ব্বদাতা।

১৯শ রুকু—হজরত মুসার ক্রোধ-শান্তি ও প্রতিনিধি-নির্ব্বাচন

۱۵۲- ان الذين اتخذوا العجل
سينالهم غضب من ربهم وذلة

১৫২। নিশ্চয় যাহারা গো-বৎস গ্রহণ করিয়াছে, অচিরেই তাহাদের জন্য তাহাদের প্রতিপালক হইতে শাস্তি এবং

আমাকে হত্যা করিতে উদ্যত হইয়াছিল। অতএব তুমি আমাকে অযথা অপমান করিয়া ঐ ধর্ম্মদ্রোহী শত্রুদিগকে সন্তুষ্ট করিও না।

১৫১! হজরত হারুনের ঐ কাতরোক্তি শ্রবণে তাঁহার নির্দ্দোষিতা জানিতে পারিয়া হজরত মুসার প্রজ্বলিত ক্রোধ-বহ্নি নির্বাপিত হইয়া গেল। অনন্তর তিনি নিক্ষিপ্ত তওরাত ফলক তুলিয়া লইয়া নিজের এবং স্বীয় ভ্রাতা হারুনের জন্য আল্লাহতা'লার নিকট ক্ষমা-প্রার্থনা করিতে লাগিলেন।

তওরাতের প্রক্ষিপ্ত বর্ণনা—তওরাতে বর্ণিত হইয়াছে যে, হজরত মুসার তুর পর্বতে অবস্থান-কালে ইহুদীগণের প্রার্থনা অনুসারে হজরত হারুনই এসরাইলীয় বালক-বালিকাগণের কর্ণাভরণ-স্বর্ণ কুণ্ডলের দ্বারা উক্ত গো-বৎস নির্ম্মাণ করিয়া উহার পূজা-অর্চনায় নিরত হইয়াছিলেন (যাত্রা-পুস্তক ৩২ অধ্যায়) পক্ষান্তরে হজরত হারুন যে হজরত মুসার জন্য আল্লাহতা'লার মনোনীত সহচর ও প্রেরিত-বক্তা তাহাও তওরাতের বহু স্থানে স্পষ্ট ভাষায় বর্ণিত হইয়াছে (যাত্রা পুস্তক ৪ অধ্যায়)। এরূপ অবস্থায় একজন মহানবীর প্রতিনিধি, ভ্রাতা ও আল্লার মনোনীত প্রেরিত-বক্তার পক্ষে ঐরূপ কার্য্য করা শুধু অসঙ্গতই নহে—বরং উহা অসম্ভব ও অস্বাভাবিক। তাই বহু অভিজ্ঞ খ্রীষ্টান পাদরী পর্য্যন্ত তওরাতের ঐ বর্ণনাকে প্রক্ষিপ্ত বলিয়া কোরানোক্তির সত্যতা সমর্থন করিয়াছেন।—ইসলামিক রিভিউ।

১৫২। **গোবৎস-পূজার শাস্তি**—এসরাইল-বংশীয়দিগের গো-বৎস পূজার বিবরণ ইতিপূর্ব্বেই বর্ণিত হইয়াছে। কিন্তু গো-বৎস পূজার জন্য ইহুদীদিগের শাস্তি প্রদান করা

পার্থিব জীবনে দুর্গতি উপস্থিত হইবে; এবং এইরূপে আমি অসত্য-ধারণাকারী-দিগকে প্রতিফল প্রদান করিয়া থাকি। ১৫৩। এবং যাহারা অসৎকার্য্য করে, অনন্তর তাহার পক্ষে ক্ষমা-প্রার্থনা করে ও বিশ্বাস-স্থাপন করে, নিশ্চয় তোমার প্রতিপালক তৎপর অবশ্যই ক্ষমাশীল করুণাময়। ১৫৪। এবং যখন মুসার ক্রোধ অপসৃত হইল, তখন ফলক তুলিয়া লইল এবং যাহারা স্বীয় প্রতিপালককে ভয় করে, তাহাদের জন্য

فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ط وَكَذٰلِكَ
نَجْزِي الْمُفْتَرِيْنَ ○ ١٥٣ - وَالَّذِيْنَ
عَمِلُوا السَّيِّاٰتِ ثُمَّ تَابُوْا مِنْ بَعْدِهَا
وَاٰمَنُوْٓا ز اِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا
لَغَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ○ ١٥٤ - وَلَمَّا سَكَتَ
عَنْ مُّوْسَى الْغَضَبُ اَخَذَ الْاَلْوَاحَ ج
وَفِيْ نُسْخَتِهَا هُدًى وَّرَحْمَةٌ لِّلَّذِيْنَ

হইয়াছিল, তৎসম্বন্ধে তফ্‌সীর ও তওরাতের বর্ণনায় সামঞ্জস্য নাই। কোন কোন তফ্‌সীরে বর্ণিত হইয়াছে যে; "হজরত মূসা উক্ত গো-বৎসকে খণ্ড খণ্ড করিয়া সমুদ্রে ভাসাইয়া দিয়াছিলেন"। কিন্তু তওরাতে বর্ণিত হইয়াছে যে, "মোশি ক্রোধে প্রজ্বলিত হইয়া * * তাহাদের গো-বৎস লইয়া আগুনে পোড়াইয়া দিলেন এবং তাহা ধূলিবৎ পিষিয়া জলের উপরে ছড়াইয়া ইস্রাইল-সন্তানগণকে পান করাইলেন" (যাঃ পুঃ ৩২—২০)। পবিত্র কোরানের একটি আয়ত তওরাতের বর্ণনার সমর্থক বলিয়া অনুমিত হয়, যথা—এবং তাহাদের অবিশ্বাসের নিমিত্ত তাহাদিগকে গো-বৎস-প্রিয়তা পান করান হইল" (কোঃ ২—৯৩)। কিন্তু তফ্‌সীরকারগণ কোরানের উক্তি সমর্থন অথবা উক্ত মর্ম্ম পরিগ্রহণ করেন নাই (মঃ আঃ); বরং গোবৎস-পূজার জন্য তাহারা গো-কোরবানী করিতে আদিষ্ট হইয়াছিল বলিয়াই বিভিন্ন তফ্‌সীরে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। কোঃ ২—৬৭ হইতে ৭১ আয়ত দ্রষ্টব্য।

গোবৎস-পূজার দ্বিতীয় শাস্তি স্বরূপ স্ব স্ব অপরাধী আত্মীয়-স্বজনদিগকে স্বহস্তে বধ করা নির্দ্দেশিত হইয়াছিল। তওরাতে বর্ণিত হইয়াছে যে, হজরত মুসার আদেশে ঐ দিন এসরাইল-বংশীয়গণ অন্যূন তিন সহস্র আত্মীয়-স্বজনকে খড়্গাঘাতে নিহত করিয়াছিল (যাঃ পুঃ ৩২—২৮, ২৯)। কিন্তু তফ্‌সীর সমূহে উক্ত হইয়াছে যে, গোবৎস পূজার জন্য সত্তর হাজার ইহুদী প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হয় এবং তাহারা আল্লাহতা'লা কর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়া হজরত মুসার নির্দ্দেশ অনুসারে স্ব স্ব আত্মীয়-স্বজনের উন্মুক্ত অসিমুখে সেচ্ছায় প্রাণ বিসর্জ্জন পূর্ব্বক গোবৎস-পূজা পাপের প্রায়শ্চিত্ত করে।—কোঃ ২—৫৪ এবং তঃ এব্‌নে জরীর, কবির ও খাজেন।

১৫৪। এই আয়তের তফ্‌সীরে বর্ণিত হইয়াছে যে, হজরত মুসা তুর-পর্ব্বত হইতে প্রত্যাবর্ত্তন পূর্ব্বক ইহুদীদিগকে গো-বৎস পূজা করিতে দেখিয়া ক্ষোভে-দুঃখে তওরাত-ফলক ভূমিতে ফেলিয়া দিয়াছিলেন। অনন্তর হারুনের উক্তি শ্রবণ পূর্ব্বক তাঁহার নির্দ্দোষিতা এবং ছামেরীর প্রতারণা বুঝিতে পারিয়া কথঞ্চিৎ শান্ত হওয়ায় তিনি ঐ ফলক তুলিয়া লন। কিন্তু তওরাতে লিখিত আছে যে, হারুনকে স্বয়ং ঐ পূজায় নিরত দেখিয়া হজরত মুসা ক্রোধভরে প্রাপ্ত ফলকদ্বয় আছড়াইয়া খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিয়াছিলেন। পরে আল্লাহতা'লা তাঁহাকে আর দুইখানি নূতন ফলক প্রদান করেন (যাত্রা-পুস্তক)। আল্লাহতা'লার মনোনীত ও প্রেরিত-বক্তা হারুনের পক্ষে গোবৎস-পূজা করা যেরূপ অসম্ভব, তাঁহার অনুগৃহীত ও প্রিয়তম নবী হজরত মুসার পক্ষে আল্লাহ-প্রদত্ত ফলক

هُمْ لِرَبِّهِمْ يَرْهَبُونَ ١٥٤ - وَاخْتَارَ مُوسٰى قَوْمَهٗ سَبْعِيْنَ رَجُلًا لِّمِيْقَاتِنَا ج فَلَمَّآ اَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ قَالَ رَبِّ لَوْ شِئْتَ اَهْلَكْتَهُمْ مِّنْ قَبْلُ وَاِيَّايَ ط اَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ السُّفَهَآءُ مِنَّا ج اِنْ هِيَ اِلَّا فِتْنَتُكَ ط تُضِلُّ بِهَا مَنْ تَشَآءُ وَتَهْدِيْ مَنْ تَشَآءُ ط اَنْتَ وَلِيُّنَا

উহাতে সুপথ ও করুণা লিখিত ছিল। ১৫৫। এবং মুসা আমার নির্দ্দেশ অনুযায়ী স্বীয় সম্প্রদায় হইতে সত্তর ব্যক্তিকে মনোনীত করিয়াছিল; অনন্তর যখন ভূমিকম্প তাহাদিগকে ধৃত করিয়াছিল, সে বলিয়াছিল—হে আমার প্রতিপালক! যদি তুমি ইচ্ছা করিতে তবে পূর্ব্বেই তাহাদিগকে এবং আমাকেও বিনাশ করিতে; আমাদের অন্তর্গত নির্ব্বোধেরা যাহা করিয়াছে, তুমি কি তজ্জন্য আমাদিগকে বিনাশ করিতেছ? ইহা ত তোমারই পরীক্ষা মাত্র; তুমি এতদ্দ্বারা যাহাকে ইচ্ছা বিভ্রান্ত কর এবং যাহাকে ইচ্ছা পথ-প্রদর্শন করিয়া থাক; তুমিই

আছড়াইয়া চূর্ণ করা ততোধিক অসম্ভব। সুতরাং তওরাতের উক্তি যে প্রক্ষিপ্ত এবং পবিত্র কোরান ও তফ্‌সীরের বর্ণনাই যে প্রকৃত, তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই।—তঃ হক্কানী।

১৫৫। এই আয়তের ব্যাখ্যা সম্বন্ধে তফসীরকারগণের মধ্যে বিশেষ মতভেদ পরিদৃষ্ট হয়। এক সম্প্রদায় ইহাকে গোবৎস-পূজার পূর্ববর্ত্তী ঘটনা বলেন এবং অন্য সম্প্রদায় ইহাকে উহার পরবর্ত্তী ঘটনা বলিয়া নির্দ্দেশ করেন (তঃ হক্কানী)। তওরাতের বর্ণনা অনুসারে ইহাকে পূর্ববর্ত্তী ঘটনা বলিয়াই অনুমিত হয়; কারণ প্রথমবার হজরত মুসা—হারুন, নাদব, অহিবু এবং এসরাইল-বংশের সত্তর জন প্রাচীন ও প্রধান লোকের সহিত তুর-পর্বতে আরোহণ করিয়াছিলেন। (যাত্রা পুস্তক ২৪ অধ্যায়)। পক্ষান্তরে যেবার ইহুদীরা গোবৎস-পূজায় লিপ্ত হইয়াছিল, সেবার হজরত মুসা একাকীই তুর-পর্বতে আরোহণ করিতে আদিষ্ট হইয়াছিলেন। অন্য লোক—এমন কি, পশুপাল-গুলিকে পর্য্যন্ত সেবার পর্বতের নিকটবর্ত্তী হইতে নিষেধ করা হইয়াছিল (যাঃ পুঃ ৩৪ অধ্যায়)। উপরোক্ত বর্ণনার প্রতি লক্ষ্য করিয়া হক্কানী-প্রণেতা মওলানা আবদুল হক সাহেব ইহাকে প্রথমোক্ত ঘটনা বলিয়া অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন (তঃ হক্কানী)। মৌলভী মোহাম্মদ আলি সাহেব বলেন যে, হজরত মুসার বাইবেলোক্ত দ্বিতীয়বার পর্ব্বতারোহণের বিষয় কোরান শরিফে আদৌ উল্লিখিত হয় নাই (তঃ মঃ আঃ)। কিন্তু আমাদের মনে হয়, বাইবেলের বর্ণনার প্রতি লক্ষ্য না করিয়া যে সকল তফ্‌সীরকার ইহাকে গোবৎস-পূজার পরবর্ত্তী ঘটনা বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাহাদের উক্তিই অধিকতর সমীচীন। কারণ এইবার হজরত মুসা যে সকল লোককে নিজের সঙ্গে লইয়া গিয়াছিলেন, তাহারা আল্লাহতা'লার প্রকাশিত জ্যোতি-রেখা দর্শন এবং তদীয় বাক্য-ধ্বনি শ্রবন করিবার পর তাঁহাকে প্রত্যক্ষ দর্শন করিবার ইচ্ছা জ্ঞাপন করিয়া সেই অসঙ্গত প্রার্থনা হেতু বজ্র-বিদ্যুৎ ও ভূমিকম্প দ্বারা আক্রান্ত হইয়াছিল এবং হজরত মুসা তাহাতে ভীত হইয়া সেই নির্বুদ্ধিতার জন্য তাহাদিগকে তিরস্কার এবং আল্লাহতা'লার নিকট ক্ষমা-প্রার্থনা করিয়াছিলেন (তঃ হক্কানী)। সুতরাং এরূপ অনুমান করা আদৌ অসঙ্গত নহে যে, ইহুদীরা হজরত মুসার তুর-পর্ব্বত সংক্রান্ত প্রথমবারের ঘটনা পূর্ণভাবে বিশ্বাস না করার জন্যই তিনি ঐ সকল লোকের সহিত পর্ব্বতারোহণ করিতে আদিষ্ট হইয়াছিলেন। নচেৎ যদি ইহাই প্রথমবারের ঘটনা হইত, তবে হজরত মুসা—আল্লাহতা'লাকে প্রত্যক্ষ করা সম্বন্ধে ইহুদী-

فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنتَ خَيْرُ
الْغَافِرِينَ ١٥٥ - وَاكْتُبْ لَنَا فِي
هَٰذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ إِنَّا
هُدْنَا إِلَيْكَ ۚ قَالَ عَذَابِي أُصِيبُ
بِهِ مَنْ أَشَاءُ ۖ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ
كُلَّ شَيْءٍ ۚ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ
يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ
هُم بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ ١٥٦ - الَّذِينَ
يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ

আমাদের অভিভাবক, অতএব আমাদিগকে মার্জ্জনা কর ও আমাদিগকে কৃপা কর এবং তুমিই শ্রেষ্ঠতম মার্জ্জনাকারী।
১৫৬। এবং তুমি আমাদের জন্য ইহলোকে ও পরলোকে কল্যাণ লিপিবদ্ধ কর—নিশ্চয় আমরা তোমারই দিকে গমন করিতেছি; তিনি বলিয়াছিলেন, এতদ্দ্বারা আমি যাহাকে ইচ্ছা আমার শাস্তিতে উপনীত করি এবং সর্ব্ববিষয়েই আমার করুণা পরিব্যাপ্ত রহিয়াছে? অতএব আমি ইহা তাহাদেরই জন্য লিপিবদ্ধ করিয়াছি—যাহারা সংযত হয় ও জাকাত প্রদান করে এবং যাহারা আমার নিদর্শন-সমূহ বিশ্বাস করিয়া থাকে।
১৫৭। যাহারা ঐ নিরক্ষর প্রেরিত নবীর অনুসরণ করিবে—যাহার

প্রধানগণের অসঙ্গত প্রার্থনার পরিণাম জানিয়া এবং তাহাদিগকে ঐ জন্য নির্বোধ বলিয়া অভিহিত করিয়া দ্বিতীয়বার তিনি স্বয়ং কখনই ঐরূপ প্রার্থনা করিয়া বিপন্ন হইতেন না।

যাহা হউক, হজরত মুসার প্রার্থনা অনুযায়ী আল্লাহতা'লা ইহুদী-প্রধানগণকে ক্ষমা করিয়াছিলেন এবং তাহারা নিরাপদে স্বীয় সম্প্রদায়ের নিকট প্রত্যাবৃত্ত হইয়া হজরত মুসার অলৌকিকতা ও নবুয়তের সত্যতা সম্বন্ধে সাক্ষ্য-দান করিয়াছিল।

১৫৬। পূর্ববর্ত্তী আয়তে বর্ণিত ইহুদী-প্রধানগণের অসঙ্গত প্রার্থনা-জনিত অপরাধের জন্য হজরত মুসা আল্লাহতা'লার নিকট যেরূপভাবে ক্ষমা-প্রার্থনা করিয়াছিলেন, তাহার শেষাংশ এই আয়তের প্রথমে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। অনন্তর আল্লাহতা'লা লোকদিগকে শাস্তি-প্রদান ও করুণা বিতরণ সম্বন্ধে হজরত মুসাকে যাহা বলিয়াছিলেন, এই আয়তে বিশেষভাবে তাহাই বর্ণিত হইয়াছে।

হজরত মুসা স্বীয় সম্প্রদায়ের জন্য ইহ-পারলৌকিক কল্যাণ ও শ্রেষ্ঠত্ব প্রার্থনা করিয়াছিলেন। কিন্তু আল্লাহতা'লা বলিয়া দিলেন যে, আমার শাস্তি বা করুণা কোন বিশেষ জাতি বা সম্প্রদায়ের জন্য নিয়ন্ত্রিত হইতে পারে না। লোকে স্ব স্ব কৃতকার্য্য অনুসারেই আমার শাস্তি বা করুণা প্রাপ্ত হইয়া থাকে। তুমি স্বীয় সম্প্রদায়ের জন্য যে বিশিষ্ট করুণা ও কল্যাণ প্রার্থনা করিতেছ—তোমার সম্প্রদায়ের মধ্যে যাহারা আমার নিদর্শন-সমূহে বিশ্বাস-স্থাপন পূর্বক সংযত হইয়া নির্দ্ধারিত জাকাত দান করিবে, তাহারাই উহা প্রাপ্ত হইবে। অন্যান্য সম্প্রদায়ের মধ্যে যাহারা আল্লার ঐ বিশেষ অনুগ্রহ-রূপ মহাগৌরবের অধিকারী হইবে, আল্লাহতা'লা তাহা পরবর্ত্তী আয়তে বলিয়া দিয়াছেন।

১৫৭। আল্লাহতা'লা হজরত মুসার প্রার্থনার উত্তরে আরও বলিয়া দিয়াছিলেন যে, যাহার নাম আমি তোমাকে জানাইয়াছি এবং তোমার পরবর্ত্তী নবীদিগকেও জ্ঞাপন করিব—পরবর্ত্তী গ্রন্থানুগামী লোকেরা তাহাদের নিকটস্থ তওরাত ও ইঞ্জিলে যাহার নাম লিখিত প্রাপ্ত হইবে, উত্তরকালে যাহারা আমার সেই প্রিয়তম রসুল ও নিরক্ষর নবী মোহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু

الذي يجدونه مكتوبا عندهم
في التورىة والإنجيل يأمرهم
بالمعروف وينههم عن المنكر
ويحل لهم الطيبت ويحرم عليهم
الخبئث ويضع عنهم إصرهم
والأغلل التي كانت عليهم ط
فالذين امنوا به وعزروه ونصروه
واتبعوا النور الذي أنزل معه لا
أولئك هم المفلحون ٥

বিষয় তাহারা তাহাদের নিকটস্থ তওরাত ও ইঞ্জিলে লিখিত প্রাপ্ত হইয়াছে—যিনি তাহাদিগকে সৎকার্য্যে আদেশ করিবেন ও তাহাদিগকে অসৎকার্য্যে নিষেধ করিবেন এবং তাহাদের জন্য পবিত্র-সমূহ বৈধ করিবেন ও তাহাদের জন্য অপবিত্র-সমূহকে অবৈধ করিবেন এবং তাহাদের ভার ও তাহাদের উপর যে নিগড় আছে তাহা অপসৃত করিয়া দিবেন; অনন্তর যাহারা তাহার প্রতি বিশ্বাস-স্থাপন করিবে এবং তাহাকে সম্মান করিবে ও তাহাকে সাহায্য করিবে এবং তাহার সহিত আমি যে জ্যোতি অবতীর্ণ করিব তাহার অনুসরণ করিবে, তাহারাই সুফল প্রাপ্ত হইবে।

আলায়হেস্-সালামের অনুসরণ করিবে—তাঁহার আদেশ-নিষেধ ও নীতি-উপদেশ প্রতিপালন পূর্ব্বক তাহাকে প্রীতি ও সম্মানের সহিত বিশ্বাস ও সাহায্য করিবে এবং তৎপ্রতি অবতারিত জ্যোতি-স্বরূপ কোরান শরিফের আদেশ-উপদেশ ও বিধি-নিষেধ বরণ করিয়া লইবে, তাহারাই সুফল প্রাপ্ত হইয়া ইহ-পারলৌকিক কল্যাণ ও গৌরবের অধিকারী হইবে।

এই আয়তে হজরত রসুলোল্লার দশটী বিশিষ্ট গুণের বর্ণনা করা হইয়াছে। প্রথমতঃ তিনি "রসুলন্নবী" অর্থাৎ নবীগণের প্রতিনিধি। শাহান-শাহ, "মহারাজাধিরাজ" প্রভৃতি বলিলে যেমন সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সম্রাট বা রাজাগণের রাজা বলিয়া বুঝা যায়, সেইরূপ "রসুল-নবী" বলিলে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রসুল অথবা নবীগণের অধিপতি বলিয়া বুঝা যায়। অতএব হজরত মোহাম্মদ মোস্তফা যে "সৈয়দুল-আম্বিয়া" অর্থাৎ নবীগণের সম্রাট, এই আয়তই তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। দ্বিতীয়তঃ—তিনি "উম্মী" অর্থাৎ নিরক্ষর। তিনি কাহারও নিকট কখনও লেখাপড়া শিক্ষা করেন নাই—বিশ্ব-মানবের মধ্যে কেহই তাঁহার শিক্ষক স্থানীয় নহে—অথচ আল্লাহতা'লার অপার করুণার প্রভাবে তিনি সর্ব্ব-জ্ঞানাধার পূর্ণ-মানব এবং সমস্ত জগতের শিক্ষক উপদেষ্টা—মহাগ্রন্থ কোরান ও হাদিস প্রচারক। ইহাই হজরত রসুলোল্লার সর্বশ্রেষ্ঠ অলৌকিকতা। তৃতীয়তঃ—তওরাত, জবুর, ইঞ্জিল প্রভৃতি ঐশীগ্রন্থে তাঁহার সুসংবাদ বিবৃত হইয়াছে। ইহুদী-খ্রীষ্টানেরা শত চেষ্টা করিয়াও সেই সকল সুসংবাদ মুছিয়া ফেলিতে পারে নাই। চতুর্থ—তিনি যাবতীয় সৎকার্য্যে আদেশ করিবেন; পঞ্চম—তিনি সমস্ত অসৎকার্য্য নিষেধ করিয়া দিবেন; ষষ্ঠ—তিনি সমস্ত পবিত্র বস্তু ও উৎকৃষ্ট বিষয় বৈধ করিবেন; সপ্তম—তিনি সমস্ত অপবিত্র বস্তু ও নিকৃষ্ট বিষয় অবৈধ করিয়া দিবেন; অষ্টম ও নবম—তিনি লোকের যাবতীয় কুসংস্কার দুরীভূত এবং সমস্ত কাল্পনিক বিধি-নিষেধ রহিত করিয়া লোকের জীবন-যাপন প্রণালী সহজ করিয়া দিবেন এবং দশম—তাঁহার প্রতি জগদ্বাসীর জ্যোতি-স্বরূপ মহাগ্রন্থ কোরান শরীফ অবতীর্ণ হইবে। ফলতঃ ঐ পবিত্র আয়তটী হজরত রসুলোল্লার গুণ-গরিমা বর্ণনার একটী উজ্জল ও চমৎকার নিদর্শন।

২০শ রুকু—হজরত মুসার বিরুদ্ধাচরণে ইহুদিদের শাস্তি-ভোগ

১৫৮। তুমি বল, হে লোক সকল! নিশ্চয় আমি তোমাদের সকলের প্রতি সেই আল্লার প্রেরিত রসুল—যাঁহার জন্য ভূমণ্ডল ও নভোমণ্ডলের আধিপত্য, তিনি ব্যতীত উপাস্য নাই—তিনিই জীবিত করেন ও মৃত্যুদান করেন; অতএব তোমরা আল্লাহ ও তাঁহার প্রেরিত নিরক্ষর নবীর প্রতি বিশ্বাস-স্থাপন কর—যে আল্লাহ তদীয় বাক্যে বিশ্বাস করিয়াছে এবং তাহাকেই অনুসরণ কর—যেন তোমরা সুপথ প্রাপ্ত হও। ১৫৯। এবং মুসার সম্প্রদায়ের মধ্যে এমন এক দল ছিল—যাহারা সত্যভাবে পথ-প্রদর্শন করিত এবং তাদ্দ্বারা সুবিচার করিত।

١٥٨- قُلْ يٰاَيُّهَا النَّاسُ اِنِّىْ رَسُوْلُ
اللّٰهِ اِلَيْكُمْ جَمِيْعًا نِ الَّذِىْ لَهٗ مُلْكُ
السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ج لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ
يُحْىٖ وَيُمِيْتُ ص فَاٰمِنُوْا بِاللّٰهِ
وَرَسُوْلِهِ النَّبِىِّ الْاُمِّىِّ الَّذِىْ يُؤْمِنُ
بِاللّٰهِ وَكَلِمٰتِهٖ وَاتَّبِعُوْهُ لَعَلَّكُمْ
تَهْتَدُوْنَ ١٥٩- وَمِنْ قَوْمِ مُوْسٰٓى
اُمَّةٌ يَّهْدُوْنَ بِالْحَقِّ وَبِهٖ يَعْدِلُوْنَ ○

১৫৮। হজরত রসুলোল্লার বিশ্ব-নবুয়ত—হজরত মুসা-কর্তৃক বর্ণিত বিশ্বনবীর আগমন-বিষয়ক ভবিষ্যদ্বাণী এবং তাঁহার নিদর্শনাবলী বর্ণনা করিয়া আল্লাহতা'লা হজরত রসুলোল্লাকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন :—তুমি বল যে, হে জগদ্বাসী লোক-সকল, আমি তোমাদের সকলের জন্য বিশ্বজগতের প্রভু—জীবন ও মৃত্যুর অধিপতি একমাত্র উপাস্য আল্লাহ হইতে প্রেরিত হইয়াছি; অতএব তোমরা যদি আল্লাহ ও তাঁহার বাক্যে বিশ্বাস করিয়া তদীয় এই নিরক্ষর নবীর অর্থাৎ আমার অনুসরণ কর, তবে নিশ্চয় তোমরা সুপথ ও সুফল প্রাপ্ত হইয়া মুক্তিলাভ করিবে।

এই পবিত্র আয়তটি হজরত রসুলোল্লার বিশ্ব-নবুয়তের অন্যতম উৎকৃষ্ট প্রমাণ। কারণ আল্লাহ-তা'আলার আদেশে হজরত রসুলোল্লাহ জগদ্বাসী সমস্ত মানব-জাতিকে সম্বোধন করিয়া স্পষ্ট-ভাষায় বলিতেছেন যে, হে মানবগণ! আমি তোমাদের সকলের জন্যই "আল্লার প্রেরিত রসুল।" পক্ষান্তরে তওরাতে বর্ণিত হইয়াছে যে, এসরাইল-বংশের সর্ব্বপ্রধান নবী হজরত মুসা কেবলমাত্র ইহুদীদিগকেই দাসত্ব হইতে প্রমুক্ত এবং স্বাধীনভাবে সুপ্রতিষ্ঠ করিবার জন্য আবির্ভূত হইয়াছিলেন। এসরাইল-বংশের সর্ব্বশেষ ও অন্যতম প্রধান নবী হজরত ঈসা ত স্পষ্টই বলিয়া গিয়াছেন যে, "আমি কেবলমাত্র এসরাইলকুলের পথহারা মেষপালের নিকট প্রেরিত হইয়াছি (মথি, ১৫—২৪)।" অন্যত্র একটি নারী-প্রার্থিনীকে তিনি বলিয়াছিলেন—"সন্তানদের খাদ্য কুকুরদের দেওয়া উচিত নহে" অর্থাৎ ইহুদীদিগের জন্য নির্দ্ধারিত উপদেশ অপরকে দেওয়া অনুচিত (মথি, ১৫—২৬)। সুতরাং তওরাত, জবুর, ইঞ্জিল ও পবিত্র কোরান আলোচনা করিলে নিঃসন্দেহ-রূপে অনুমিত হইবে যে, পূর্ব্ববর্ত্তী নবীগণ বিভিন্ন দেশ ও বিশিষ্ট জাতির জন্য মনোনীত নবী ছিলেন; কিন্তু হজরত রসুলোল্লা সমগ্র জগদ্বাসীর জন্য নবী ও রসুল-রূপে প্রেরিত হইয়াছেন।

আলোচ্য আয়তের আর একটী বিশিষ্ট মর্ম্ম এই যে, ইহুদী ও খ্রীষ্টান প্রভৃতি যে সকল গ্রন্থানুগামী জাতির ধর্ম্মগ্রন্থে হজরত রসুলোল্লার নাম ও সুভাগমনের ভবিষ্যদ্বাণী রহিয়াছে এবং অন্যান্য যে সকল জাতির নিকট হজরত রসুলোল্লার সুসংবাদ উপস্থিত হইবে, তাহারা যদি তৎপ্রতি

১৬০। এবং আমি তাহাদিগকে দ্বাদশ বংশে বিভক্ত করিয়া সুবৃহৎ সম্প্রদায় সমূহ করিয়াছিলাম; এবং আমি মুসার প্রতি—যখন তদীয় সম্প্রদায় তাহার নিকট সলিল প্রার্থনা করিয়াছিল তখন প্রত্যাদেশ করিয়াছিলাম যে, স্বীয় যষ্টির দ্বারা প্রস্তরে আঘাত কর, ফলে উহা হইতে দ্বাদশ প্রস্রবণ উদ্ঘাটিত হইল; প্রত্যেক ব্যক্তি নিশ্চিতভাবে স্ব স্ব ঘাট পরিজ্ঞাত হইল; এবং আমি তাহাদের উপর মেঘের ছায়া করিয়াছিলাম এবং তাহাদের প্রতি মান্না ও সাল্‌ওয়া অবতারণ করিয়াছিলাম; আমি তোমা-দিগকে যে উপজীবিকা দিয়াছি, সেই পবিত্র-বস্তু সমূহ হইতে ভক্ষণ কর; এবং তাহারা আমার প্রতি অত্যাচার করে নাই, কিন্তু তাহারা নিজেদের প্রতিই অত্যাচার করিয়াছিল। ১৬১। এবং যখন তাহাদিগকে বলা হইয়াছিল যে, তোমরা এই জনপদে অবস্থান কর এবং ইহা হইতে যথেচ্ছা ভক্ষণ কর এবং বল

١٦٠- وَقَطَّعْنٰهُمُ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ اَسْبَاطًا
اُمَمًا ؕ وَاَوْحَيْنَا اِلٰى مُوسٰى اِذِ
اسْتَسْقٰهُ قَوْمُهٗ اَنِ اضْرِبْ بِّعَصَاكَ
الْحَجَرَ ۚ فَانْبَجَسَتْ مِنْهُ اثْنَتَا
عَشْرَةَ عَيْنًا ؕ قَدْ عَلِمَ كُلُّ اُنَاسٍ
مَّشْرَبَهُمْ ؕ وَظَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْغَمَامَ
وَاَنْزَلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوٰى ؕ
كُلُوْا مِنْ طَيِّبٰتِ مَا رَزَقْنٰكُمْ ؕ
وَمَا ظَلَمُوْنَا وَلٰكِنْ كَانُوْا اَنْفُسَهُمْ
يَظْلِمُوْنَ ○ ١٦١- وَاِذْ قِيْلَ لَهُمُ
اسْكُنُوْا هٰذِهِ الْقَرْيَةَ وَكُلُوْا مِنْهَا

বিশ্বাস-স্থাপন না করে, তবে তাহারা কিছুতেই মুক্তির অধিকারী হইবে না। হজরত রসুলোল্লাহ্ স্বয়ং বলিয়াছেন, "ইহুদী ও খ্রীষ্টানগণের মধ্যে যাহারা আমার সংবাদ অবগত হইয়া আমার প্রতি বিশ্বাস-স্থাপন না করিবে, তাহারা নিশ্চয়ই নরকগামী হইবে।"—সহি মোস্‌লেম।

অবশ্য যে সকল লোকের নিকট হজরত রসুলোল্লার সুসংবাদ উপস্থিত হয় নাই, তাহারা যদি একত্ববাদী হয় এবং অংশীবাদিতা না করে, তবে আল্লার অনুগ্রহে তাহারা অপরাধী নাও হইতে পারে।—তঃ হক্কানী।

১৬০। এই আয়তে হজরত মুসা কর্তৃক ইহুদীদিগের পরিচালন, ছায়া-শূন্য এবং খাদ্য পানীয়-বিহীন মরুপ্রান্তর অতিক্রম, তথায় তাহাদিগকে অলৌকিকভাবে 'মান্না ও সাল্‌ওয়া' নামক খাদ্য দ্রব্য প্রদান এবং পানীয় জলের জন্য প্রস্তর হইতে দ্বাদশ প্রস্রবণ উদ্ভাবন প্রভৃতি বিষয় বর্ণিত হইয়াছে। ঝটিকা-সম্পাতে ইহুদীদিগের পটমণ্ডপ ছিন্ন-ভিন্ন হইবার পর তাহারা ঐশী করুণা-প্রভাবে মেঘ-ছায়াবৃত হইয়া যেরূপে সেই উত্তপ্ত মরুপ্রান্তর অতিক্রম করিয়াছিল, এই আয়তে তাহারও আভাস প্রদান করা হইয়াছে। এই সকল বিষয়ের তফ্‌সীর আমরা ইহার পূর্ব্বেই বর্ণনা করিয়াছি।—কোঃ সুরা বকর, ৫৭ ও ৬০ আয়ত এবং উহার তফসীর দ্রষ্টব্য।

১৬১—১৬২। হজরত মুসার মৃত্যুর পর পরবর্তী নবী হজরত ইউশার নেতৃত্বে ইহুদীগণ জর্দ্দান নদী পার হইয়া সিরিয়া প্রদেশে গমন করে এবং ভীষণ যুদ্ধে যিরিহো নগর জয় করিয়া

যে, আমাদের পাপ-মুক্ত কর এবং সেজদা করিতে করিতে দ্বারে প্রবেশ কর; আমি তোমাদের অপরাধ সমূহ মার্জ্জনা করিব এবং সৎকর্ম্মশীলগণকে অধিকতর প্রদান করিব। ১৬২। অনন্তর তাহাদিগের মধ্যে যাহারা অত্যাচারী ছিল তাহাদিগকে যাহা বলা হইয়াছিল, তাহা অন্য বাক্যে পরিবর্ত্তন করিয়া লইল; অতঃপর আমি তাহাদের উপর আকাশ হইতে বিপদ অবতীর্ণ করিয়াছিলাম—যেহেতু তাহারা অত্যাচারী ছিল।

حَيْثُ شِئْتُمْ وَقُولُوا حِطَّةٌ وَادْخُلُوا
الْبَابَ سُجَّدًا نَّغْفِرْ لَكُمْ خَطِيٓـَٔتِكُمْ ط
سَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ ○ ١٦٢- فَبَدَّلَ
الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي
قِيلَ لَهُمْ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِجْزًا مِّنَ
السَّمَآءِ بِمَا كَانُوا يَظْلِمُونَ ع

২১শ রুকু—সাব্বাত-বিধিলঙ্ঘনে ইহুদীদের আকৃতি-পরিবর্ত্তন

১৬৩। তুমি সমুদ্র তীরে অবস্থিত ঐ জনপদ সম্বন্ধে তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা কর; যখন তাহারা সাব্বাতের সীমা অতিক্রম করিতেছিল—যখন তাহাদের সাব্বাত দিবসে তাহাদের নিকট পানীর উপর প্রকাশমাণ মৎস-সমূহ উপস্থিত হইত, এবং যেদিন সাব্বাত হইত না—তাহাদের

١٦٣- وَسْـَٔلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي
كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ م إِذْ يَعْدُونَ
فِي السَّبْتِ إِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ
سَبْتِهِمْ شُرَّعًا وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لا

তথাকার আধিপত্য প্রাপ্ত হয়। ইহুদীগণ মরুপ্রান্তর অতিক্রম পূর্বক সর্বপ্রথম সিরিয়ার শস্য শ্যামল জনপদে প্রবেশকালে তাহারা নতশিরে, বিনম্রভাবে ক্ষমা প্রার্থনা করিতে করিতে প্রবেশ করার জন্য আদিষ্ট হইয়াছিল। হজরত মূসা এইরূপ বলিয়া গিয়াছিলেন, কিংবা হজরত ইউশাই তাহাদিগকে ঐরূপ আদেশ করিয়াছিলেন, তাহা নিশ্চিতরূপে জানিবার উপায় নাই। কিন্তু সে যাহা হউক, ইহুদীগণ স্বর্গীয় সাহায্য-প্রভাবে যিরিহো নগর অধিকার পূর্বক বিজয়-গর্ব্বে আত্মহারা হইয়া অতি উদ্ধতভাবে নগরে প্রবেশ করে এবং পূর্ব্বোক্ত আদেশের অবমাননা করিয়া ক্ষমা-প্রার্থনার পরিবর্ত্তে হত্যা', অত্যাচার ও অপহরণ প্রভৃতি পাপে লিপ্ত হয়। ইহার ফলে ইহুদী জাতির ভাগ্যে আবার দুর্গতি ঘনীভূত হইয়া উঠে এবং তাহারা ক্ষুদ্র অয়-নগরী আক্রমণ করিয়া পরাজিত ও বিতাড়িত হয়। অবশ্য হজরত ইউশার সকাতর ক্ষমা-প্রার্থনার ফলে তাহারা পুনরায় পরাক্রান্ত হইয়া অয়-নগরী অধিকার ও ভস্মীভূত করিয়া উহার সমস্ত অধিবাসীকে হত্যা করিয়া ফেলিয়াছিল। আলোচ্য আয়তে সেই ঘটনারই আভাষ প্রদান করা হইয়াছে —যিহোশূয় পুস্তক, ৫—৮ অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

১৬৩। হজরত মূসার তিরোধানের অনেক পরে হজরত দাউদ নবীর সময়ে একদল ইহুদী আল্লাহতা'লার আদিষ্ট 'সাব্বাত'-বিধি লঙ্ঘন করিয়া যেরূপ দুর্গতি ও শাস্তিভোগ করিয়াছিল, এই আয়তে সেই ঘটনার প্রতি ইঙ্গিত করা হইয়াছে। যখন ঐ শোচনীয় ঘটনা সংঘটিত হয়, তখন ইহুদীরা হজরত মূসার প্রবর্ত্তিত সিরিয়া প্রদেশের বিভিন্ন অংশে ইহুদী-রাজ্য প্রতিষ্ঠিত ছিল।

لَا تَأْتِيهِمْ ۚ كَذَٰلِكَ ۚ نَبْلُوهُمْ
بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ ○ ١٦٣ - وَإِذْ
قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ
قَوْمًا ۙ اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ
عَذَابًا شَدِيدًا ۖ قَالُوا مَعْذِرَةً إِلَىٰ
رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ○
١٦٤ - فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ
أَنجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ

নিকট আসিত না; এইরূপে আমি তাহাদিগকে পরীক্ষা করিয়াছিলাম, যেহেতু তাহারা দুষ্কার্য্য করিতেছিল,
১৬৪। এবং যখন তাহাদের অন্তর্গত এক দল বলিয়াছিল যে; কেন ঐ সম্প্রদায়কে উপদেশ দান করিতেছ—যাহাদিগকে আল্লাহ বিনাশ করিবেন অথবা যাহাদিগকে কঠোর শাস্তিতে শাস্তিপ্রদান করিবেন; তাহারা বলিয়াছিল—তোমাদের প্রতিপালক হইতে অতিক্রান্ত হইবার জন্য এবং যাহাতে তাহারা সংযত হইতে পারে।
১৬৫। অনন্তর তাহারা যে উপদেশ প্রাপ্ত হইয়াছিল তাহা যখন বিস্মৃত হইল, তখন যাহারা নিকৃষ্ট হইতে নিষেধ করিত—আমি তাহাদিগকে বিমুক্ত

বিধান অনুযায়ী ছয় দিন কাজকর্ম করিয়া সপ্তম দিবস—অর্থাৎ শনিবারে বিশ্রাম করিত। ঐ দিন তাহাদের পক্ষে পশু-পক্ষী ও মৎসাদি শিকার করা সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ ছিল। কিন্তু লোহিত সাগরের তীরবর্তী এলা নামক স্থানের অধিবাসীরা ঐ বিধি লঙ্ঘন করিয়া শনিবারে মৎস শিকার করে এবং তাহার ফলে আল্লাহতা'লার আক্রোশে বানরাকৃতি প্রাপ্ত হইয়া তিন দিন পরে অত্যন্ত দুঃখ ও যন্ত্রণার সহিত মৃত্যুমুখে পতিত হয়।—তঃ কবির ও হক্কানী।

"সাব্বাত দিবসে তাহাদের নিকট পানীর উপর প্রকাশমান মৎস সমূহ উপস্থিত হইত এবং যেদিন সাব্বাত হইত না—তাহাদের নিকট আসিত না।"—ইহার অর্থে কেহ বলেন যে, আল্লাহতা'লা ইহুদীদিগের বিশ্বাস পরীক্ষা করিবার জন্য ঐরূপ করিতেন—নিষিদ্ধ সাব্বাত দিবসে মৎস সমূহ ভাসিয়া ভাসিয়া তাহাদের নিকটবর্ত্তী হইত, কিন্তু অন্যদিন উহারা সেরূপ আসিত না! আবার কেহ কেহ বলেন যে, অন্যান্য দিন ইহুদীরা মৎস শিকার করিত বলিয়াই উহারা পলাইয়া যাইত। কিন্তু সাব্বাত দিবসে কেহ শিকার না করায় নানারূপ মৎস পানীর উপরে ভাসমান অবস্থায় কিনারে আসিয়া পরিদৃশ্যমান হইত। ফলতঃ এরূপ ঘটনা খুবই স্বাভাবিক এবং ইহাতে মূল ঘটনার অর্থ বা মর্ম্মের ব্যতিক্রম হইবার কোনই হেতু নাই।—তঃ হক্কানী।

১৬৪। পূর্বোক্ত ভাসমান মৎস-শ্রেণী দেখিয়া এলা নগরের একদল অবাধ্য ও অবিশ্বাসী ইহুদী উহা শিকার করিবার জন্য একান্ত অধীর হইয়া উঠে। কিন্তু সাব্বাত দিবসে শিকার করা নিষিদ্ধ বলিয়া একদল ধার্ম্মিক লোক আল্লার আদেশের বিরুদ্ধে ঐরূপ অন্যায় কার্য্য না করিবার জন্য দৃঢ়তার সহিত নিষেধ করে। কিন্তু তাহারা সেই নিষেধ অগ্রাহ্য করিয়া শিকারের জন্য উদ্যোগী হওয়ার জন্য একদল পূর্বোক্ত নিষেধকারিগণকে বলিয়াছিল যে, কেন তোমরা অযথা উহাদিগকে নিষেধ করিতেছ? আল্লার আদেশ লঙ্ঘন করিয়া কঠোর শাস্তিভোগ করা এবং শোচনীয়ভাবে ধ্বংসপ্রাপ্ত হওয়াই উহাদের ভাগ্যে লিখিত আছে। তখন নিষেধকারীগণ বলিয়াছিল যে, আল্লার শাস্তি হইতে সতর্ক এবং সংযত হইবার জন্যই উহাদিগকে নিষেধ করিতেছি।

১৬৫—১৬৬। আলোচ্য আয়ত-দ্বয়ে সাব্বাত-বিধি লঙ্ঘনকারীদিগের শাস্তি এবং উক্ত কার্য্যে নিষেধকারিগণের মুক্তির প্রসঙ্গ বর্ণিত হইয়াছে। আল্লাহতা'লা বলিতেছেন যে, যাহারা আমার

وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ
بَئِيسٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ ○
١٦٦- فَلَمَّا عَتَوْا عَنْ مَا نُهُوا عَنْهُ
قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ ○
١٦٧- وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ
عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ يَسُومُهُمْ
سُوءَ الْعَذَابِ ۗ إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ
الْعِقَابِ ۖ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ ○
١٦٨- وَقَطَّعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَمًا ۖ
مِنْهُمُ الصَّالِحُونَ وَمِنْهُمْ دُونَ

করিয়াছিলাম এবং যাহারা অত্যাচার করিতেছিল তাহাদিগকে নিকৃষ্ট শাস্তির দ্বারা ধৃত করিয়াছিলাম, যেহেতু তাহারা দুষ্কার্য করিতেছিল।
১৬৬। অতঃপর যাহা হইতে নিষেধ করা হইয়াছিল, যখন তাহারা তাহাতে বিরুদ্ধাচারী হইল, তখন আমি তাহাদিগকে বলিয়াছিলাম যে, তোমরা অধম বানর হইয়া যাও।
১৬৭। এবং যখন তোমার প্রতিপালক নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন যে, তিনি তাহাদের উপর এরূপ কাহাকে প্রেরণ করিবেন, যে তাহাদিগকে উত্থান-দিবস পর্য্যন্ত নিকৃষ্ট শাস্তি আস্বাদন করাইবে ; নিশ্চয় তোমার প্রতিপালক সত্বর শাস্তি-প্রদানকারী, এবং নিশ্চয় তিনি ক্ষমাশীল করুণাময়।
১৬৮। এবং আমি তাহাদিগকে পৃথিবীতে দলে দলে বিভক্ত করিয়াছিলাম, তাহাদের মধ্যে সৎকর্ম্মশীল এবং তাহাদের

বিধি লঙ্ঘন-রূপ দুষ্কার্য্যে লিপ্ত হয় নাই—বরং উহা হইতে বিরত থাকিবার জন্য উপদেশ দান করিয়াছিল, তাহাদিগকে কিছুমাত্র শাস্তি বা কষ্ট প্রদান করা হয় নাই : কিন্তু যাহারা আমার বিধি লঙ্ঘন করিয়া নিষিদ্ধ সপ্তম দিবসে মৎস শিকার করিয়াছিল, তাহারা সকলেই আমার আদেশে অধম বানর-রূপে পরিণত হইয়া গিয়াছিল।

তফ্সীরকারগণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন :—আল্লাহতা'লার আক্রোশে ঐ সকল অবাধ্য ও দুষ্কার্য্যকারী ইহুদীদিগের মুখ এরূপভাবে অভিশপ্ত ও বিবর্ণ হইয়া গিয়াছিল যে, উহাদিগকে দগ্ধমুখ বানর বলিয়া প্রতীয়মান হইত। ঐ অবস্থায় তিন দিন পর্য্যন্ত অসহ্য দুঃখ-যাতনা ভোগ করিয়া তাহারা সকলেই শোচনীয়ভাবে মৃত্যুমুখে পতিত হয়।—তঃ হক্কানী।

১৬৭। উপরোক্ত অবাধ্যতা-জনিত শাস্তির প্রসঙ্গ শ্রবণ করিয়া ভীত হইলেও—আরবের দুর্ব্বিনীত ইহুদীরা মনে করিত যে, পূর্বযুগে ধর্ম্মদ্রোহী লোকদিগের জন্য যে সকল কঠোর শাস্তি ঐশী-বিধি লঙ্ঘনের জন্য অবতীর্ণ হইয়াছিল, এযুগে সেরূপ হইবার সম্ভাবনা নাই। কারণ এ যুগে কাহারও উপর সেইরূপ প্রত্যক্ষ শাস্তি অবতীর্ণ হইতেছে না। ইহুদীদিগের ঐ ভ্রান্ত ধারণার উত্তরে আল্লাহতা'লা বলিতেছেন :—তোমরা স্মরণ করিয়া দেখ, আমি পূর্বেই তোমাদের জন্য নির্দ্দেশ করিয়া রাখিয়াছি যে, যদি তোমরা আমার আদেশের অবাধ্য হও অথবা আমার নিদর্শন-সমূহ অবিশ্বাস কর তবে আমি তোমাদের উপর এরূপ পরাক্রান্ত জাতি সৃষ্টি করিব—যাহারা তোমাদিগকে অচ্ছেদ্য দাসত্ব-শৃঙ্খলে আবদ্ধ করিয়া চিরকাল শোচনীয় দুঃখ-কষ্ট ও শাস্তি প্রদান করিতে থাকিবে। এই পবিত্র আয়ত অবতীর্ণ হইবার পর আজ পর্য্যন্ত খ্রীষ্টান ও মুসলমানগণ কর্ত্তৃক অভিশপ্ত ও বিশ্বাসঘাতক ইহুদীজাতির উপর্য্যুপরি শাস্তিভোগ এবং তাহাদের আধুনিক

ذٰلِكَ ز وَبَلَوْنٰهُمْ بِالْحَسَنٰتِ
وَالسَّيِّاٰتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُوْنَ ۝
١٦٩- فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ
وَّرِثُوا الْكِتٰبَ يَاْخُذُوْنَ عَرَضَ
هٰذَا الْاَدْنٰى وَيَقُوْلُوْنَ سَيُغْفَرُ لَنَا ج
وَاِنْ يَّاْتِهِمْ عَرَضٌ مِّثْلُهٗ يَاْخُذُوْهُ ط
اَلَمْ يُؤْخَذْ عَلَيْهِمْ مِّيْثَاقُ الْكِتٰبِ
اَنْ لَّا يَقُوْلُوْا عَلَى اللّٰهِ اِلَّا الْحَقَّ
وَدَرَسُوْا مَا فِيْهِ ط وَالدَّارُ الْاٰخِرَةُ
خَيْرٌ لِّلَّذِيْنَ يَتَّقُوْنَ ط اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ ۝
١٧٠- وَالَّذِيْنَ يُمَسِّكُوْنَ بِالْكِتٰبِ
وَاَقَامُوا الصَّلٰوةَ ط اِنَّا لَا نُضِيْعُ

মধ্যে ইহার বিপরীতও ছিল; এবং তাহা-
দিগকে উৎকৃষ্ট ও অপকৃষ্ট দ্বারা পরীক্ষা
করিয়াছিলাম—যেন তাহারা প্রত্যাবৃত্ত
হয়। ১৬৯। অনন্তর তাহাদের পরে
গ্রন্থের নিকৃষ্ট উত্তরাধিকারী প্রতিনিধি
হইয়াছি—যাহারা ইহার তুচ্ছ সম্ভার
গ্রহণ করিত এবং বলিত যে, ইহা
আমাদের জন্য মার্জ্জনীয়; এবং যদি
তদনুরূপ আরও দ্রব্য তাহাদের নিকট
উপস্থিত হইত—তাহাও উহারা গ্রহণ
করিত; তাহাদের জন্য কি গ্রন্থে প্রতি-
শ্রুতি গ্রহণ করা হয় নাই যে, তাহারা
আল্লাহ সম্বন্ধে সত্য ব্যতীত বলিবে না?
এবং তাহারা উহা অন্তর্ভুক্ত বিষয়
পাঠ করিয়াছে; এবং যাহারা ধর্ম্মভীরু
তাহাদের জন্য পরলোকের আবাসই
শ্রেষ্ঠতর; তবে কি তোমরা বুঝিতেছ
না? ১৭০। এবং যাহারা গ্রন্থকে দৃঢ়ভাবে
ধারণ করিয়াছে ও নামাজ প্রতিষ্ঠিত
করিয়াছে, নিশ্চয় আমি সেই সৎকর্ম্মশীল-

হীনতা ও দুর্গতিই উপরোক্ত ভবিষ্যদ্বাণীর সফলতার সমুজ্জ্বল প্রমাণ। অবিশ্বাসী ও অবাধ্য ইহুদী-জাতি যতদিন পবিত্র তওরাতের নির্দ্দেশ অনুযায়ী হজরত রসুলোল্লার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন পূর্ব্বক সত্য-ধর্ম্ম ইসলাম গ্রহণ না করিবে, ততদিন কিছুতেই তাহাদের অভিশাপ বিমোচন অথবা দুঃখ-দুর্গতি দূরীভূত হইবে না

১৬৯। হজরতের সমসাময়িক সত্যদ্রোহী প্রবঞ্চক ইহুদীগণ যেরূপ তুচ্ছ স্বার্থের লোভে তওরাত হইতে হজরত রসুলোল্লার শুভাগমনের সুসংবাদ ও ভবিষ্যদ্বাণী গোপন করিত এবং তাহাদের মধ্যে যাহারা ধারণা করিত যে, ঐরূপভাবে সত্য-গোপন করার অপরাধ আল্লাহ মার্জ্জনা করিয়া দিবেন; আল্লাহতা'লা তাহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন যে, ঐ সকল লোক এবং উহাদের পূর্বপুরুষগণ কি প্রতিশ্রুত হয় নাই যে, তাহারা আমার বাণী সম্বন্ধে সত্য ব্যতীত মিথ্যা বলিবে না? এবং যাহাতে সেই প্রতিশ্রুতির বিষয় স্পষ্টাক্ষরে লিখিত আছে, উহারা এখনও সেই তওরাত পাঠ করিতেছে। অতএব হে অবাধ্য সম্প্রদায়, তুচ্ছ পার্থিব লোভের জন্য স্বীয় পরকাল বিনষ্ট করিও না। কারণ ইহকাল মাত্র অনিশ্চিত কয়েকদিনের জন্য; পক্ষান্তরে পরকাল অনন্ত এবং ধার্ম্মিকদিগের জন্য ইহকাল অপেক্ষা পরকাল বহুগুণে শ্রেষ্ঠতর।

১৭০। এই পবিত্র আয়তে ধর্ম্ম-গ্রন্থ অনুসরণকারী, নিয়মিত উপাসক ও সৎকর্ম্মশীল ব্যক্তিগণের পারলৌকিক প্রতিদানের প্রসঙ্গ বর্ণিত হইয়াছে।

ذٰلِكَ ۚ وَبَلَوْنٰهُمْ بِالْحَسَنٰتِ
وَالسَّيِّاٰتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُوْنَ ۝
١٦٩- فَخَلَفَ مِنْۢ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ
وَّرِثُوا الْكِتٰبَ يَاْخُذُوْنَ عَرَضَ
هٰذَا الْاَدْنٰى وَيَقُوْلُوْنَ سَيُغْفَرُ لَنَا ۚ ج
وَاِنْ يَّاْتِهِمْ عَرَضٌ مِّثْلُهٗ يَاْخُذُوْهُ ؕ
اَلَمْ يُؤْخَذْ عَلَيْهِمْ مِّيْثَاقُ الْكِتٰبِ
اَنْ لَّا يَقُوْلُوْا عَلَى اللّٰهِ اِلَّا الْحَقَّ
وَدَرَسُوْا مَا فِيْهِ ؕ وَالدَّارُ الْاٰخِرَةُ
خَيْرٌ لِّلَّذِيْنَ يَتَّقُوْنَ ؕ اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ ۝
١٧٠- وَالَّذِيْنَ يُمَسِّكُوْنَ بِالْكِتٰبِ
وَاَقَامُوا الصَّلٰوةَ ؕ اِنَّا لَا نُضِيْعُ

মধ্যে ইহার বিপরীতও ছিল; এবং তাহা-
দিগকে উৎকৃষ্ট ও অপকৃষ্ট দ্বারা পরীক্ষা
করিয়াছিলাম—যেন তাহারা প্রত্যাবৃত্ত
হয়। ১৬৯। অনন্তর তাহাদের পরে
গ্রন্থের নিকৃষ্ট উত্তরাধিকারী প্রতিনিধি
হইয়াছি—যাহারা ইহার তুচ্ছ সম্ভার
গ্রহণ করিত এবং বলিত যে, ইহা
আমাদের জন্য মার্জ্জনীয়; এবং যদি
তদনুরূপ আরও দ্রব্য তাহাদের নিকট
উপস্থিত হইত—তাহাও উহারা গ্রহণ
করিত; তাহাদের জন্য কি গ্রন্থে প্রতি-
শ্রুতি গ্রহণ করা হয় নাই যে, তাহারা
আল্লাহ সম্বন্ধে সত্য ব্যতীত বলিবে না?
এবং তাহারা উহা অন্তর্ভুক্ত বিষয়
পাঠ করিয়াছে; এবং যাহারা ধর্ম্মভীরু
তাহাদের জন্য পরলোকের আবাসই
শ্রেষ্ঠতর; তবে কি তোমরা বুঝিতেছ
না? ১৭০। এবং যাহারা গ্রন্থকে দৃঢ়ভাবে
ধারণ করিয়াছে ও নামাজ প্রতিষ্ঠিত
করিয়াছে, নিশ্চয় আমি সেই সৎকর্ম্মশীল-

হীনতা ও দুর্গতিই উপরোক্ত ভবিষ্যদ্বাণীর সফলতার সমুজ্জল প্রমাণ। অবিশ্বাসী ও অবাধ্য ইহুদী-জাতি যতদিন পবিত্র তওরাতের নির্দ্দেশ অনুযায়ী হজরত রসুলোল্লার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন পূর্ব্বক সত্য-ধর্ম্ম ইসলাম গ্রহণ না করিবে, ততদিন কিছুতেই তাহাদের অভিশাপ বিমোচন অথবা দুঃখ-দুর্গতি দূরীভূত হইবে না

১৬৯। হজরতের সমসাময়িক সত্যদ্রোহী প্রবঞ্চক ইহুদীগণ যেরূপ তুচ্ছ স্বার্থের লোভে তওরাত হইতে হজরত রসুলোল্লার শুভাগমনের সুসংবাদ ও ভবিষ্যদ্বাণী গোপন করিত এবং তাহাদের মধ্যে যাহারা ধারণা করিত যে, ঐরূপভাবে সত্য-গোপন করার অপরাধ আল্লাহ মার্জ্জনা করিয়া দিবেন; আল্লাহতা'লা তাহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন যে, ঐ সকল লোক এবং উহাদের পূর্বপুরুষগণ কি প্রতিশ্রুত হয় নাই যে, তাহারা আমার বাণী সম্বন্ধে সত্য ব্যতীত মিথ্যা বলিবে না? এবং যাহাতে সেই প্রতিশ্রুতির বিষয় স্পষ্টাক্ষরে লিখিত আছে, উহারা এখনও সেই তওরাত পাঠ করিতেছে। অতএব হে অবাধ্য সম্প্রদায়, তুচ্ছ পার্থিব লোভের জন্য স্বীয় পরকাল বিনষ্ট করিও না। কারণ ইহকাল মাত্র অনিশ্চিত কয়েকদিনের জন্য; পক্ষান্তরে পরকাল অনন্ত এবং ধার্ম্মিকদিগের জন্য ইহকাল অপেক্ষা পরকাল বহুগুণে শ্রেষ্ঠতর।

১৭০। এই পবিত্র আয়তে ধর্ম্ম-গ্রন্থ অনুসরণকারী, নিয়মিত উপাসক ও সৎকর্ম্মশীল ব্যক্তিগণের পারলৌকিক প্রতিদানের প্রসঙ্গ বর্ণিত হইয়াছে।

গণের প্রতিদান বিনষ্ট করিব না।

أَجْرَ الْمُصْلِحِينَ ○ ١٧١- وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ وَظَنُّوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ ج خُذُوا مَا آتَيْنَاكُم بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ع

১৭১। এবং যখন আমি তাহাদের উপর পর্বত উত্তোলন করিয়াছিলাম—যাহা ছাদ-স্বরূপ হইয়াছিল এবং তাহারা অনুমান করিয়াছিল যে, উহা তাহাদের উপর নিপতিত হইবে; আমি তোমা-দিগকে যাহা দান করিয়াছি তাহা দৃঢ়রূপে ধারণ কর এবং উহাতে যাহা আছে তাহা স্মরণ কর, যেন তোমরা সংযত হও।

২২ রুকু—স্বর্গীয় সত্যতা সম্বন্ধে মানবাত্মাগণের সাক্ষ্য-দান

١٧٢- وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ ج أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ ط

১৭২। এবং যখন তোমার প্রতি-পালক আদম-বংশের জন্য তাহাদের পৃষ্ঠ হইতে তাহাদের সন্তানগণকে প্রকাশ করিলেন এবং তাহাদিগকে তাহাদের নিজের সম্বন্ধে সাক্ষী করিলেন যে, আমি কি তোমাদের প্রতিপালক নহি? তাহারা

১৭১। এই আয়তের ব্যাখ্যা সম্বন্ধে প্রাচীন ও আধুনিক তফ্সীরকারগণের মধ্যে বিশেষ মতভেদ পরিলক্ষিত হয়। প্রাচীন তফ্সীরকারগণ বলেন যে, হজরত মুসা তুর-পর্ব্বতে গমন পূর্ব্বক আল্লাহতা'লার নিকট হইতে এসরাইল-বংশের জন্য যে সকল আদেশ-উপদেশ ও বিধি-নিষেধ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, ইহুদীরা তাহা পরিগ্রহণ ও প্রতিপালনের জন্য স্বীকারোক্তি করিতে ইতস্ততঃ করায় আল্লাহতা'লা তাহাদের মস্তকের উপর চন্দ্রাতপের ন্যায় তুর-পর্বত উত্তোলন করেন এবং উহা পরিগ্রহণ ও স্বীকার না করিলে তাহাদিগকে তদ্দ্বারা নিষ্পেষিত ও চূর্ণ করিয়া দিবেন বলিয়া ভীতি প্রদর্শন পূর্বক তাহাদের নিকট হইতে ঐ সকল বিধি-নিষেধ প্রতিপালনের প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করেন। সাধারণতঃ ইহাই অধিকাংশ তফ্সীরকারের মত। কিন্তু মৌলবী মোহাম্মদ আলি সাহেব বলেন যে, উক্ত ব্যাখ্যা একেবারেই বিশ্বাস্য অথবা গ্রহণযোগ্য নহে। অনন্তর তিনি উহাকে এসরাইলীয়গণের পর্বত পাদমূলে অবস্থান কালীন ভূমিকম্প বলিয়া প্রমাণ করিবার জন্য বহু যুক্তি-তর্কের অবতারণা করিয়াছেন।—কোঃ ২—৬৩ আয়ত এবং তঃ করির' হক্কানী ও মঃ আঃ তুলিতব্য।

১৭২। এই আয়তের তফ্সীর সম্বন্ধে তফ্সীরকারগণ দুইটী মত অবলম্বন করিয়াছেন। প্রথমতঃ সুন্নী সম্প্রদায়ের অধিকাংশ তফ্সীরকারের মত এই যে, আল্লাহতা'লা আদমকে সৃষ্টি করিবার পরে তদীয় দেহ হইতে অসংখ্য পিপীলিকা-সারির ন্যায় তাঁহার সমস্ত সন্তান-সন্ততি বাহির করিয়া তাহাদিগকে বিবেক ও বাক্শক্তি প্রদান পূর্বক হজরত আদমের সহিত ভূমণ্ডল ও নভো-মণ্ডল সমূহ সাক্ষী করিয়া স্বীয় একত্ব, অদ্বিতীয়ত্ব ও প্রভুত্ব সম্বন্ধে তাহাদের প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করিয়া-ছিলেন। সেই মানবাত্মা-সমূহ তখন একবাক্যে সাক্ষ্য দান করিয়া প্রতিশ্রুত হইয়াছিল যে, তুমিই আমাদের একমাত্র প্রতিপালক প্রভু; আমরা তোমার অংশী স্থির করিব না এবং তোমাকে পরিত্যাগ করিয়া অন্য কাহারও পূজা-আরাধনায় লিপ্ত হইব না। কিন্তু আদম সন্তানগণ পার্থিব জীবনে জন্মগ্রহণ পূর্বক সেই প্রতিশ্রুতি বিস্মৃত হইয়া আল্লার অংশী নির্দ্ধারণ পূর্বক অপরের পূজা-আরাধনায় লিপ্ত হওয়ায় আল্লাহতা'লা তাহাদিগকে সেই অঙ্গীকার প্রতিপালন ও সত্য-ধর্ম্ম শিক্ষা

قَالُوْا بَلٰى ج شَهِدْنَا ج اَنْ تَقُوْلُوْا
يَوْمَ الْقِيٰمَةِ اِنَّا كُنَّا عَنْ هٰذَا غٰفِلِيْنَ ۙ
١٧٣- اَوْ تَقُوْلُوْٓا اِنَّمَآ اَشْرَكَ اٰبَآؤُنَا
مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِّنْ بَعْدِهِمْ ج
اَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُوْنَ ○
١٧٤- وَكَذٰلِكَ نُفَصِّلُ الْاٰيٰتِ

বলিয়াছিল—হাঁ, আমরাই সাক্ষী; নচেৎ তোমরা উত্থান দিবসে বলিবে যে, আমরা এবিষয় অপরিজ্ঞাত ছিলাম। ১৭৩। অথবা কেবল বলিবে যে, আমাদের পিতৃপুরুষগণ পূর্ব্ব হইতেই অংশীবাদিতা করিয়াছিল এবং আমরা তাহাদের পরবর্ত্তী বংশধর ছিলাম; অতএব তুমি কি অলীক কর্ম্মীদের কৃতকার্য্যের জন্য আমাদিগকে বিনাশ করিবে? ১৭৪। এবং এইরূপে আমি নিদর্শনাবলী বিবৃত করিয়া থাকি—যেন

দান করিবার জন্য পৃথিবীতে যুগে যুগে **নবী** ও রসুল প্রেরণ করিয়া আসিতেছেন এবং অবশেষে শেষ-**নবী** দ্বারা সমগ্র মানব-জাতিকে তাহাদের সেই পূর্ব্ব-প্রতিশ্রুতি স্মরণ করাইয়া দিয়াছেন। আল্লাহতা'লা আরও বলিয়া দিতেছেন :—তোমরা যাহাতে একথা বলিতে না পার যে, আমরা ঐ প্রতিশ্রুতি বিস্মৃত হইয়াছিলাম কিংবা উহা অপরিজ্ঞাত ছিলাম—তজ্জন্যই আমি তোমাদিগকে পুনঃ পুনঃ স্মরণ করাইয়া দিতেছি। এমাম আহমদ সাহেব—হজরত ওমর ও হজরত এব্‌নে-আব্বাস প্রভৃতি প্রধানতম সাহাবাগণের বর্ণিত একাধিক হাদিসের দ্বারা উক্ত মত সমর্থন এবং বহু তফ্‌সীরকার এই মতই সত্য বলিয়া পরিগ্রহণ করিয়াছেন।—তঃ হক্কানী।

কিন্তু দ্বিতীয় শ্রেণী—অর্থাৎ তীক্ষ্ণধী 'মোতাজালা' সম্প্রদায়ের তফ্‌সীরকারগণের সুদৃঢ় অভিমত এই যে, উপরোক্ত ব্যাখ্যার সহিত এই আয়তের কোনই সম্পর্ক নাই। বিশেষতঃ ঐরূপভাবে হজরত আদমের দেহ হইতে ক্ষুদ্র পিপীলিকার ন্যায় পুঞ্জিভূত ও পর্ব্বত-প্রমাণ অগণ্য অসংখ্য মানবদেহের সারি বাহির করিয়া সেই সদ্যজাত অজ্ঞ ও অস্ফুটবাক প্রাণী-পুঞ্জের নিকট এইরূপ গুরুতর বিষয়ের প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করা আদৌ যুক্তিযুক্ত অথবা সম্ভবপর নহে। বিশেষতঃ এই আয়তে আদমের দেহজাত সন্তানগণ সম্বন্ধে কোন কথাই নাই। আদম-বংশের সন্তান বলিয়া সাধারণভাবে সমস্ত মানবজাতিকেই উল্লেখ করা হইয়াছে। আয়তের পরিস্কার ও স্পষ্টতর মর্ম্ম এই যে, আল্লাহতা'লা অস্তিত্বহীনতার অন্ধকার হইতে অলৌকিক রহস্যপ্রবাহে দুর্ব্বল অক্ষম মানব-সন্তানদিগকে সৃষ্টি করিয়া তাহাদিগকে বিবেক ও জ্ঞানবুদ্ধি প্রদান করায়, তাহাদের আত্মা প্রকৃতিদত্ত স্বাভাবিক জ্ঞান অনুসারে স্বতঃই সৃষ্টিকর্ত্তা এবং প্রতিপালকের একত্ব, অদ্বিতীয়ত্ব ও প্রভুত্ব সম্বন্ধে সাক্ষ্যদান করিয়া থাকে; কিন্তু কুপ্রবৃত্তি, ভ্রান্তি প্রভৃতি শয়তানের প্ররোচনায় তাহারা আল্লার আরাধনা পরিত্যাগ করিয়া তাঁহার অংশীস্থাপন পূর্বক অন্য দেব-দেবী, জীব-জন্তু ও প্রস্তর-প্রতিমার পুজা-আরাধনায় লিপ্ত হয়। পরন্তু তাহারা পরলোকে যাহাতে একথা বলিতে না পারে যে, আমরা ঐ সকল বিষয় বুঝিতে পারি নাই কিংবা ঐ সম্বন্ধে আমাদের নিকট কোন সুসংবাদ উপস্থিত হয় নাই—তজ্জন্য আল্লাহতা'লা যুগে যুগে **নবী** ও রসুলকে প্রেরণ করিয়া স্বীয় একত্ব ও শক্তি-মহিমার সুসংবাদ প্রদান এবং ভীতি-প্রদর্শন পূর্ব্বক মানব-জাতিকে সতর্ক করিয়া আসিতেছেন। সুতরাং পরলোকে জ্ঞান ও বিবেক-সম্পন্ন মানবের অজ্ঞতার আপত্তি কোনই কাজে আসিবে না।

১৭৩। আলোচ্য আয়তের সার-মর্ম্ম এই যে, যে সকল লোক যুক্তি ও বিবেকের বিরুদ্ধে ভ্রান্তিবশে অথবা পূর্বপুরুষের ধর্ম্ম-কর্ম্ম ও আচার-ব্যবহার অনুসরণ পূর্বক অংশীবাদিতা ও পৌত্তলিকতা-রূপ মহাপাপে লিপ্ত হইবে, তাহারা 'দেশাচার' অথবা 'পূর্বপুরুষের অনুসরণ' করা প্রভৃতি অলীক অজুহাতে কখনই পারলৌকিক শাস্তি হইতে পরিত্রান পাইবে না।

তাহারা—প্রত্যাবৃত্ত হয়। ১৭৫। এবং আমি যাহাদিগকে স্বীয় নিদর্শনাবলী দান করিয়াছি, তুমি তাহাদের প্রতি তাহাদের সুসংবাদ আবৃত্তি কর, অনন্তর সে উহা হইতে অপসৃত হইল—পরে শয়তান তাহার পশ্চাদানুসরণ করিল, অতঃপর সে বিপথগামীদিগের অন্তর্গত হইয়া গেল। ১৭৬। এবং যদি আমি ইচ্ছা করিতাম, তবে এতদ্দ্বারা তাহাকে সমুন্নত করিতাম, কিন্তু সে ভূতলে অবনমিত হইল এবং স্বীয় প্রবৃত্তির অনুসরণ করিল; অতএব তাহার দৃষ্টান্ত সারমেয় সদৃশ, যদি তুমি উহার প্রতি ভারার্পণ কর সে জিহ্বা বাহির করিয়া ফেলিবে, অথবা উহাকে ছাড়িয়া দিলেও সে জিহ্বা বাহির করিয়া থাকিবে; ইহা ঐ সম্প্রদায়ের দৃষ্টান্ত—যাহারা আমার নিদর্শন-সমূহে অসত্যারোপ করিয়াছিল, অতএব তুমি সেই বিবরণ বর্ণনা কর—যেন

وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُوْنَ ○ ١٧٥ وَاتْلُ
عَلَيْهِمْ نَبَاَ الَّذِىْٓ اٰتَيْنٰهُ اٰيٰتِنَا
فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَاَتْبَعَهُ الشَّيْطٰنُ فَكَانَ
مِنَ الْغٰوِيْنَ ○ ١٧٦- وَلَوْ شِئْنَا
لَرَفَعْنٰهُ بِهَا وَلٰكِنَّهٗٓ اَخْلَدَ اِلَى
الْاَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوٰىهُ ج فَمَثَلُهٗ كَمَثَلِ
الْكَلْبِ ج اِنْ تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ ط
اَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ ط ذٰلِكَ مَثَلُ
الْقَوْمِ الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا ج
فَاقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُوْنَ ○

উপরোক্ত আয়ত-দ্বয়ের ব্যাখ্যা সম্বন্ধে আহ্‌লে-সুন্নত ও মোতাজালা সম্প্রদায়ের তফ্‌সীর-কারগণ স্ব স্ব মত সমর্থন-কল্পে বহু যুক্তি-তর্কের অবতারণা করিয়াছে। মোতাজালা সম্প্রদায়ের যুক্তি-তর্ক স্থানে স্থানে অনুধাবনযোগ্য বলিয়া অনুমিত হইলেও সুন্নত-জামাতের অভিমতই হজরত রসুলোল্লাহর হাদিস-সমূহের স্পষ্টতর মর্মের পূর্ণ অনুকূল।

১৭৫—১৭৬। এই আয়ত-দ্বয়ের ব্যাখ্যায় তফ্‌সীরকারগণের তিনটি বিভিন্ন মত পরিলক্ষিত হয়। হজরত এব্‌ন-আব্বাস, এব্‌ন-মসউদ ও মোজাহেদ বলেন যে, হজরত মুসা এসরাইল-বংশীয়গণের সহিত মওয়াব-প্রান্তরে উপস্থিত হইলে, মওয়াব অঞ্চলের অধিপতি শফুর ভীত হইয়া তাহাদিগকে অভিসাপ প্রদানের জন্য বেলয়াম নামক সিদ্ধপুরুষকে আহ্বান করে। বেলয়াম দেশাধিপতির আহ্বানে যাত্রা করিলে তাহার গর্দ্দভ পথের মধ্যে পড়িয়া যায়। বেলায়াম তাহাতেও ক্ষান্ত না হইয়া এসরাইল-বংশীয়দিগকে অভিশাপ প্রদানের জন্য একটি পর্বতের উপর আরোহণ করে; কিন্তু তাহার মুখ দিয়া ইহুদীদের প্রতি অভিশাপের পরিবর্ত্তে আশীর্বচন বাহির হইয়া পড়ে এবং উক্ত দুষ্কার্য্যের জন্য তাহার সমস্ত তপঃশক্তি বিনষ্ট হইয়া যায়। কিন্তু হজরত আবদুল্লাহ এব্‌নে উমর, সাইদ ও জায়েদ প্রভৃতি বলেন যে, উম্মিয়া-বিন আবি-সলত নামক এক ব্যক্তি হজরত রসুলোল্লার নবুয়তের সত্যতা জানিয়াও তাঁহার বিরুদ্ধাচরণ করায় তৎপ্রতি লক্ষ্য করিয়াই এই আয়ত-দ্বয় অবতীর্ণ হইয়াছে (হক্কানী)। পক্ষান্তরে কাতাদা, আকরামা ও আবু-মোসলেম বলেন যে, আয়ত-দ্বয়ের লক্ষ্য সাধারণ। যাহারা জানিয়া-শুনিয়া আত্মাহঙ্কার ও প্রবৃত্তির বশে সত্যের বিরুদ্ধাচরণ করে, আলোচ্য আয়ত-দ্বয় তাহাদিগকেই সতর্ক করা হইয়াছে।—তঃ কবির।

١٧٧- سَآءَ مَثَلَانِ الْقَوْمُ الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا
بِاٰيٰتِنَا وَ اَنْفُسَهُمْ كَانُوْا يَظْلِمُوْنَ ○
١٧٨- مَنْ يَّهْدِ اللّٰهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِيْ ج
وَمَنْ يُّضْلِلْ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْخٰسِرُوْنَ ○
١٧٩- وَلَقَدْ ذَرَاْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيْرًا
مِّنَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ ز لَهُمْ
قُلُوْبٌ لَّا يَفْقَهُوْنَ بِهَا ز وَلَهُمْ
اَعْيُنٌ لَّا يُبْصِرُوْنَ بِهَا ز وَلَهُمْ

তাহারা চিন্তা করে। ১৭৭। সেই সম্প্রদায়ের দৃষ্টান্ত হীনতর—যাহারা আমার নিদর্শন-সমূহে অসত্যারোপ করিয়াছে এবং নিজের প্রতি অত্যাচার করিতেছে। ১৭৮। আল্লাহ যাহাকে পথ-প্রদর্শন করেন, ফলতঃ সে সুপথগামী হয় এবং যাহাকে বিপথগামী করেন, বস্তুতঃ তাহারাই ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া থাকে। ১৭৯। এবং অবশ্যই আমি নরকের জন্য বহু জ্বেন ও মানবের সৃষ্টি করিয়াছি; তাহাদের অন্তর সমূহ আছে—তদ্দ্বারা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে না এবং তাহাদের চক্ষু সকল আছে—তদ্দ্বারা দেখিতে পায় না এবং তাহাদের কর্ণ

আল্লাহতা'লা উপরোক্ত উপমা যোগে প্রকৃতি-পূজক সত্যদ্রোহীদিগের প্রসঙ্গ বর্ণনা পূর্বক হজরত রসুলোল্লাকে লক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন যে, তুমি এই দৃষ্টান্ত বর্ণনা করিয়া তোমার বিরুদ্ধাচারী অবিশ্বাসী ও অসত্যারোপকারীদিগকে সতর্ক করিয়া দাও। যদি তাহারা সংযত হইয়া তোমার প্রতি বিশ্বাস-স্থাপন পূর্বক সত্য-ধর্ম্ম গ্রহণ না করে এবং তোমার প্রতিকুলতাচরণ হইতে ক্ষান্ত না হয়, তবে তাহাদিগকে সকল অবস্থাতেই নিকৃষ্ট কুকুরের ন্যায় ঘৃণা ও লাঞ্ছনা ভোগ করিতে হইবে।

১৭৯। ইহার পূর্ববর্ত্তী আয়ত পাঠে অনুমিত হয়—যেন আল্লাহতা'লাই লোকদিগকে সুপথগামী অথবা বিপথগামী করিয়া থাকেন (১৭৮ আয়ত)। কিন্তু এই আয়তে আল্লাহতা'লা উহার মর্ম্ম অতি পরিষ্কার ভাবে পরিব্যক্ত করিয়া দিয়াছেন। আল্লাহতা'লা বলিতেছেন যে, আমার দুষ্ট একদল মানব ও জেন অবশ্যই নরকগামী হইবে; কিন্তু তাহারা স্ব স্ব প্রকৃতিগত কুপ্রবৃত্তির অনুসরণ পূর্ব্বক দুষ্কার্য্যে লিপ্ত হইয়াই নরকের পথ পরিষ্কার করিয়া লইবে এবং নিজদের কৃতকার্য্যের জন্যই নরকে গমন করিতে বাধ্য হইবে; আমি অকারণে অথবা অন্যায়ভাবে কাহাকেও নরকে নিক্ষেপ করিব না। কারণ আমি প্রত্যেক মানব-সন্তানকেই বিবেক ও স্বাধীন-ইচ্ছা প্রদান করিয়াছি। প্রত্যেক ব্যক্তিকেই একরূপ চক্ষু, কর্ণ প্রভৃতি ইন্দ্রিয় এবং তুল্যরূপ অঙ্গ প্রত্যঙ্গ যোগে সৃষ্টি করিয়াছি। সকলকেই সৎ অথবা অসৎ কার্য্য করিবার জন্য স্বাধীন ইচ্ছা ও শক্তি প্রদান করা হইয়াছে। এ অবস্থায় যাহারা আমার দানের অবমাননা করিয়া স্বীয় অন্তরে সুচিন্তা ও সৎপ্রবৃত্তির পরিবর্ত্তে কুচিন্তা ও কুপ্রবৃত্তি পোষণ করিবে, যাহারা স্ব স্ব চক্ষু-কর্ণ দ্বারা সদ্বিষয় দর্শন ও সৎকথা শ্রবণ করার পরিবর্ত্তে অসদ্বিষয় দর্শন ও অসৎ শ্রবণ করিবার জন্য সর্বদা আগ্রহান্বিত থাকিবে এবং সুপথ ও সদ্বিষয় পরিত্যাগ করিয়া যাহারা কুকার্য্য সাধনের জন্য কুপথে ধাবিত হইবে—সেই সকল অবাধ্য এবং অনাচারী জেন মানবের জন্যই আমি নরক সৃষ্টি করিয়াছি। আল্লাহতা'লা আরও বলিতেছেন যে, উহারা হৃদয় থাকিতেও হৃদয়হীন; কারণ তাহাতে কুপ্রবৃত্তি ভিন্ন সুচিন্তা ও সত্যানুভূতির লেশমাত্র নাই। উহারা চক্ষু থাকিতেও অন্ধ এবং কর্ণ থাকিতেও বধির; কারণ উহাদের সত্য-দৃষ্টি ও সদ্বিষয়-শ্রবণাকাঙ্খা লোপপ্রাপ্ত হইয়াছে। সেই জন্য অসদ্বিষয় দর্শন এবং অসৎকথা শ্রবণেই উহারা সমধিক আনন্দ লাভ করিয়া থাকে। সুতরাং উহারা অধম চতুষ্পদ পশুর তুল্য—বরং তদপেক্ষাও নিকৃষ্টতর। কারণ বিবেকশূন্য নির্বোধ পশুও কোন স্থানে অথবা কোন

সমূহ আছে—তদ্দ্বারা শুনিতে পায় না ; উহারাই চতুষ্পদ তুল্য বরং তাহারা তদপেক্ষা বিভ্রান্ত ; উহারাই—যাহারা অমনোযোগী। ১৮০। এবং আল্লার জন্য উত্তম নাম সকল আছে—অতএব তদ্দ্বারা তাঁহাকে আহ্বান কর এবং যাহারা তাঁহার

آذَانٌ لَّا يَسْمَعُونَ بِهَا ۚ أُولَٰئِكَ
كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ ۚ أُولَٰئِكَ
هُمُ الْغَافِلُونَ ○ ١٨٠- وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ
الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا ۖ وَذَرُوا

বিষয়ে তাহাদের অনিষ্টাশঙ্কা আছে জানিতে পারিলে সেই স্থান এবং সেই বিষয় হইতে সতর্কতার সহিত নিবৃত্ত হইয়া থাকে। কিন্তু হতভাগ্য, দুষ্কার্য্যকারী ও পাপাসক্ত মানব জানিয়া-শুনিয়া ও উহা হইতে বিরত হয় না। তাই আল্লাহতা'লা অংশীবাদী ও পৌত্তলিক প্রভৃতি পাপ-পরায়ণ নারকী লোকদিগকে নিকৃষ্ট পশু অপেক্ষাও নির্বোধ এবং পথভ্রান্ত বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন।

১৮০। **আসমাউল-হোস্না**—উত্তম নাম সমূহ। আল্লাহতা'লার একত্ব, মহত্ব, শক্তি, করুণা ও গুণ-গরিমা প্রকাশ নাম-সমূহকে "আসমাউল-হোস্না" বলিয়া অভিহিত করা হয়। বিভিন্ন ভাষা ও বিভিন্ন গ্রন্থে আল্লাহতা'লার বহু বহু সহস্র উৎকৃষ্ট নাম আছে। ঐ নাম সমূহের সমষ্টিকেই "আসমাউল হোস্না" বা 'উত্তম নাম-সমূহ' বলা হইয়া থাকে।

এসমে-আজম—আল্লাহতা'লার সমস্ত নামের মধ্যে একটী নামকে "এস্মে-আজম" অর্থাৎ 'বৃহত্তম বা শ্রেষ্ঠতম নাম" বলা হয়। কিন্তু আল্লাহতা'লার কোন্ নামটী এস্মে-আজম, তৎসম্বন্ধে মতভেদ আছে। কেহ কেহ বলেন যে, "হাইউল-কাইউম" নামটীই "এস্মে-আজম। আবার কেহ কেহ "জুল্-জালালে অল-একৃরাম" নামটীকেই এস্মে-আজম বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছে। কিন্তু একদল বিশিষ্ট তফ্সীরকারের মত "আল্লাহ"—এই পবিত্র নামটীই "এস্মে-আজম"। বস্তুতঃ এই মতই সর্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ এবং সমধিক যুক্তিযুক্ত।—তঃ কবির।

আল্লার বিশিষ্ট নাম—"আস্মাউল-হোস্নার" মধ্যে আল্লাহতা'লার কোন বিশিষ্ট নাম আছে কি না, এ সম্বন্ধেও তফ্সীরকারগণের মধ্যে মতভেদ পরিদৃষ্ট হয়। একদল বলেন যে, "আল্লাহ" শব্দই আল্লাহতা'লার বিশিষ্ট নাম ; কারণ ইহা কোন বিশেষ ধাতু হইতে উৎপন্ন হয় নাই। সেই জন্য অন্য কোন ভাষায় ইহার অনুবাদ হইতে পারে না এবং ইহার কোন প্রতিশব্দ অথবা লিঙ্গভেদ ও বচনভেদ নাই।—তঃ কবির।

কিন্তু অন্য সম্প্রদায় বলেন যে, "আল্লাহ" শব্দটীও আল্লাহতা'লার বিশিষ্ট নাম নহে ; উহা "আল্-এলাহ" ধাতু হইতে উৎপন্ন একটী গুণবাচক নাম মাত্র—যাহার অর্থ 'উপাস্য'। এতদ্ভিন্ন উক্ত শব্দের আরও বহু প্রতিশব্দ হইতে পারে। পূর্ব্ববর্ত্তী অন্ধযুগে ঐ পবিত্র নামটীও লিঙ্গভেদ বা বচনভেদ প্রভৃতি অন্ধ-সংস্কার মুক্ত ছিল না ; কিন্তু পরে ইসলামী-শরিয়তে উক্ত শব্দকে একমাত্র সত্য-উপাস্যের জন্য বিশিষ্টরূপে মনোনীত করিয়া লওয়া হইয়াছে এবং তাহার ফলে "আল্লাহ" শব্দ আল্লাহতা'লার বিশিষ্টনামরূপে পরিণত হইয়া গিয়াছে।—তঃ এব্নে জরীর ও বয়জবী।

আল্লার নাম সংখ্যা—"আসমাউল-হোস্না" বা আল্লাহতা'লার উত্তম নামের সংখ্যা কত, তাহার কোনই নিশ্চয়তা নাই। যে সকল অজ্ঞ লোক বলে যে, আল্লার উত্তম নাম মাত্র নিরানব্বইটী—তাহারা একেবারেই ভ্রান্ত। কারণ সর্বশক্তিমান, সর্বগুণাধার ও মহা-মহিমান্বিত আল্লাহতা'লার নামের নিদ্দিষ্ট সংখ্যা নির্দ্দেশ করা সম্পূর্ণ অসম্ভব। কেবল কোরান-হাদিসেই আল্লাহতা'লার সহস্রাধিক নাম আছে (তঃ এবনে-কসীর)। এতদ্ভিন্ন তাঁহার এক সহস্র নাম তওরাতে, এক সহস্র জবুরে, এক সহস্র ইঞ্জিলে এবং এক সহস্র নাম "লওহ মাহফুজ" বা সংরক্ষিত ফলকে লিখিত আছে (তঃ কবিরও নায়সাপুরী)। এতদ্ব্যতীত অন্যান্য ভাষা এবং অন্যান্য

الَّذِيْنَ يُلْحِدُوْنَ فِيْٓ اَسْمَآئِهٖ ط
سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ۝
١٨١- وَمِمَّنْ خَلَقْنَآ اُمَّةٌ يَّهْدُوْنَ
بِالْحَقِّ وَبِهٖ يَعْدِلُوْنَ ۵

নাম-সমূহ বিকৃত করে তাহাদিকে পরিত্যাগ কর; তাহারা যাহা করিতেছে, তজ্জন্য অচিরেই প্রতিফল প্রাপ্ত হইবে।
১৮১। এবং আমি স্বীয় সৃষ্টি হইতে এরূপ এক সম্প্রদায় করিয়াছি—যাহারা সত্যসহ পথ প্রদর্শন করে এবং তদ্দ্বারা সুবিচার করিয়া থাকে।

গ্রন্থে আল্লাহতা'লার কত অসংখ্য নাম আছে, তাহা একমাত্র তিনিই বলিতে পারেন।—তঃ এব্‌নে জরীর, কবির, বয়জবী ও নায়সাপুরী দ্রষ্টব্য।

আলোচ্য আয়তে স্পষ্টই প্রমাণিত হইতেছে যে, বিভিন্ন গ্রন্থ ও ভিন্ন ভিন্ন ভাষায় আল্লাহতা'লার যে সকল উত্তম ও উৎকৃষ্ট মর্ম্মবাচক নাম আছে, তাহার যে কোন নামে তাহাকে আহ্বান করা যাইতে পারে। যাহারা বলে যে, "আল্লাহ" অথবা আরবী ভাষার নাম ব্যতীত তাঁহাকে আহ্বান করা সিদ্ধ নহে—কিংবা সাধারণভাবে প্রচলিত নাম ও শব্দ ব্যতীত অন্য নামে অথবা অন্য শব্দে তাঁহাকে আহ্বান কিংবা নির্দ্দেশ করা অসঙ্গত ও অসিদ্ধ, তাহারা নিতান্তই নির্ব্বোধ। এতদ্ভিন্ন যাহারা বলে যে, আল্লাহতা'লার যে সকল উত্তম নামে অন্যান্য দেব-দেবী অথবা মানব-দানব, জেন-পরী, জীব-জন্তু ও প্রস্তর-প্রতিমা প্রভৃতি আহুত হয়, মহান্‌ ও পবিত্র আল্লার প্রতি কখনই সেই সকল নাম প্রয়োগ করা সঙ্গত অথবা সিদ্ধ নহে—তাহারা অতি বড় অজ্ঞ ও অর্ব্বাচীন। কারণ কেহ নবী-অলি, প্রস্তর-প্রতিমা; দেব-দেবী অথবা পীর-ফকিরকে আল্লাহ বলিয়া অভিহিত করিলে, অথবা ব্রহ্মা; বিষ্ণু, রাম, কৃষ্ণ, শিব প্রভৃতি মানব-দানব ও যোগী-সন্ন্যাসীদিগকে সৃষ্টিকর্ত্তা ঈশ্বর বলিয়া সম্বোধন অথবা "রহিম" ও "রাম" এক বলিয়া নির্দ্দেশ করিলেই কি "আল্লাহ" "রহিম" "সৃষ্টিকর্ত্তা" ও "ঈশ্বর" প্রভৃতি উত্তম নাম-সমূহ অস্পৃশ্য ও অপবিত্র হইয়া যাইবে? নিতান্ত কুসংস্কারাচ্ছন্ন বিবেক-বিহীন ব্যক্তির মুখেই এইরূপ যুক্তিহীন উক্তি শোভা পায়।

এই শ্রেণীর লোকের আর একটী অপূর্ব যুক্তি এই যে, 'গড' বা 'ঈশ্বর' শব্দে অনেক সময়ে দেব-দেবীও নির্দ্দেশিত হইয়া থাকে; ঐ সকল শব্দ দ্বারা মানুষের নামও নির্দ্দেশ করা হয় এবং উহার লিঙ্গ-ভেদ ও বচন ভেদ পর্য্যন্ত বিদ্যমান আছে; সুতরাং ঐ সকল কলঙ্কিত শব্দ দ্বারা কিরূপে মহান, পবিত্র ও নিষ্কলঙ্ক আল্লার নাম নির্দ্দেশ অথবা তাঁহাকে আহ্বান করা সঙ্গত হইবে? ইহার উত্তর এই যে, ইংরেজী ভাষায় 'গড' এবং বাঙ্গালা ভাষায় 'ঈশ্বর' আল্লাহতালারই বিশিষ্ট নাম। ঐ সকল ভাষাভিজ্ঞ ব্যক্তিরা উত্তমরূপেই অবগত আছেন যে, যখন ঐ সকল শব্দ বিশ্বজগতের সৃষ্টিকর্ত্তা একমাত্র উপাস্য আল্লাহ অর্থে প্রযুজ্য হয়, তখন উহার লিঙ্গ ভেদ, বচন-ভেদ অথবা দেব-দেবী ও মানব-দানব-নির্দ্দেশক প্রভৃতি সংজ্ঞার কিছুই বিদ্যমান থাকে না। মানুষের অপপ্রয়োগ অথবা কল্পিত মর্ম্মের দ্বারা আল্লার পবিত্র নাম কখনই কলঙ্কিত অথবা বর্জ্জিত হইতে পারে না। অন্ধযুগে আরবে "আল্লাহ" নামেরও বহু অপপ্রয়োগ এবং অপব্যবহার হইত—এমন কি, উহার লিঙ্গ-ভেদ, বচন-ভেদ পর্য্যন্ত বিদ্যমান ছিল; কিন্তু তজ্জন্য ইসলামে আল্লাহ নাম বর্জ্জিত হয় নাই। মানুষের নাম রাখার জন্যও আল্লার কোন উত্তম নাম বর্জ্জিত হইতে পারে না—ইহার প্রমাণ 'রহিম" শব্দ। "রহিম" আল্লাহতা'লার একটী প্রসিদ্ধ গুণবাচক নাম। অথচ মানুষের নাম "রহিম" রাখা সিদ্ধ বলিয়া নির্দ্দেশিত হইয়াছে।—তঃ কাশ্‌শাফ, রউফী ও শেখজাদা।

আলোচ্য আয়তের সারমর্ম্ম এই যে, আল্লাহতা'লাকে তাঁহার যে কোন উত্তম গুণবাচক নামে আহ্বান করা যাইতে পারে। আল্লাহ ব্যতীত অন্য কোন কল্পিত দেব-দেবী অথবা প্রস্তর-প্রতিমাকে তাঁহার বিশিষ্ট অথবা গুণবাচক নামে আহ্বান করা সিদ্ধ নহে। তৎপর বিকৃত অথবা নিকৃষ্ট-মর্ম্মবাচক শব্দ দ্বারাও আল্লাহকে আহ্বান করা অসিদ্ধ। যাহারা ঐরূপ করিবে, তাহারা পরকালে আল্লার নিকট তজ্জন্য কঠোর শাস্তি ভোগ করিবে।

২৩শ রুকু—উত্থান-দিবসের অনিশ্চিত ও আকস্মিক আগমন

১৮২। এবং যাহারা আমার নিদর্শন-সমূহে অসত্যারোপ করে, আমি তাহাদিগকে তথা হইতে ক্রমে ক্রমে আকর্ষণ করিব—তাহারা জানিতেও পারিবে না। ১৮৩। এবং আমিও তাহাদিগকে শিথিল করিয়া দিই, নিশ্চয় আমার নিয়ন্ত্রণ সুদৃঢ়। ১৮৪। তাহারা কি ভাবিয়া দেখে না যে, তাহাদের সহচর কোনরূপ বিকৃত-চিত্ত

۱۸۲- وَالَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُوْنَ ۝
۱۸۳- وَاُمْلِيْ لَهُمْ ؕ اِنَّ كَيْدِيْ مَتِيْنٌ ۝ ۱۸۴- اَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوْا ســكتة
مَا بِصَاحِبِهِمْ مِّنْ جِنَّةٍ ؕ اِنْ هُوَ

"আল্লার নাম-সমূহ বিকৃত করার" অর্থ কল্পিত দেব-দেবী, প্রস্তর-প্রতিমা অথবা মানব-দানব ও তদপেক্ষা নিকৃষ্ট জীব-জন্তুকে আল্লার বিশিষ্ট-গুণবাচক নাম সমূহ যোগে আহ্বান করা ঐ সকল পবিত্র ও উত্তম নামে তাহাদের নামকরণ করা; ইহা সম্পূর্ণরূপে অসিদ্ধ। আবার যে সকল শব্দের মূল-ধাতুতে আল্লাহতা'লার উত্তম নাম-সমূহের অর্থ ও মর্ম্মের সামঞ্জস্য নাই, সেই সকল নামে আল্লাহকে অভিহিত করা কখনই সিদ্ধ নহে—যেমন ব্রহ্ম, বিষ্ণু, শিব ও মহেশ্বর প্রভৃতি। শরিয়তের মূল সূত্রানুযায়ী আল্লার প্রতি এই সকল নাম ও শব্দ ব্যবহার করা সম্পূর্ণরূপে অসিদ্ধ। কিন্তু বিভিন্ন ভাষায় যে সকল শব্দের সহিত আল্লার উত্তম গুণবাচক নাম-সমূহের অর্থ ও মর্ম্মের সামঞ্জস্য আছে, সেই সকল শব্দ আল্লার প্রতি নিঃসন্দেহে ব্যবহার করা যাইতে পারে;—যেমন উপাস্য, ঈশ্বর, সৃষ্টিকর্ত্তা, প্রভু, সর্ব্বপ্রদাতা ও করুণাময় প্রভৃতি। কারণ আল্লাহ, আকবর, খালেক, রব, রহমান ও রহিম প্রভৃতি নাম ও শব্দের সহিত উপরোক্ত শব্দসমূহের অতি নিকট-মর্ম্ম ও ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ বিদ্যমান রহিয়াছে।

১৮২—১৮৩। এই দুইটি আয়তে আল্লাহতা'লা তদীয় রসুল এবং স্বর্গীয় গ্রন্থের ভবিষ্যদ্বাণী প্রভৃতি নিদর্শন-সমূহের প্রতি অসত্যারোপকারী অবিশ্বাসীদিগের শেষ-পরিণাম সম্বন্ধে ইঙ্গিত করিতেছেন! তিনি বলিতেছেন যে, যাহারা আমার সত্যবাক্যে বিশ্বাস না করিয়া উহার বিরুদ্ধা-চরণ পূর্বক অধর্ম্ম ও অনাচারে লিপ্ত হইবে—তাহারা পার্থিব ধন-জন, সুখ-সম্পদ ও মায়া-মোহে আকৃষ্ট হইয়া এরূপ মুগ্ধ ও আত্মবিস্মৃত হইয়া থাকিবে যে, স্বীয় জীবনের শেষ-পরিণাম সম্বন্ধে কিছুমাত্র চিন্তা করিবে না। বরং স্ব স্ব অনুষ্ঠিত অন্যায়-অত্যাচারের জন্য কোনরূপ শাস্তি পাইতেছে না দেখিয়া তাহারা আরও নির্ভয়ে এবং নিশ্চিন্ত মনে নিজেদের পাপের মাত্রা বর্দ্ধিত করিতে থাকিবে। এইরূপে আমি স্বীয় অলৌকিক কৌশলে তাহাদের ভীতি ও সংযমের বল্গা শিথিল করিয়া দিয়া তাহাদিগকে অধর্ম্ম ও অনাচারে আকণ্ঠ নিমজ্জিত হইবার পূর্ণ সুযোগ প্রদান করিব এবং তাহার ফলে ঐ সকল আত্মবিস্মৃত মোহাচ্ছন্ন লোক নিজেদের সম্পূর্ণ অজ্ঞাতসারে এবং ধীরে ধীরে অবনতি ও ধ্বংসের দিকে অগ্রসর হইতে থাকিবে। এইরূপ অবস্থায় রোগ-ব্যাধি, বিপদ-বিড়ম্বনা কিংবা অন্যরূপ শাস্তি অথবা আকস্মিক মৃত্যু উপস্থিত হইয়া তাহাদের যাবতীয় সুখ-শান্তি এবং কল্যাণ ও মুক্তির পথ চিরদিনের জন্য রুদ্ধ করিয়া দিবে।

কায়েদ—নিয়ন্ত্রণ, কৌশল, প্রবঞ্চনা, চক্রান্ত ও হিলা-বাহানা প্রভৃতি। কিন্তু আল্লাহতা'লা "মকর" শব্দের ন্যায় এই শব্দটাও নিজের সম্বন্ধে বিশেষ অর্থে প্রয়োগ করিয়াছেন। অভিধানে এই শব্দের নানা অর্থ নির্দ্দেশিত হইয়াছে, যথা—নিয়ন্ত্রণ, দক্ষতা, নৈপুণ্য, সামঞ্জস্য-সাধন, সুবিবেচনা-সঞ্জাত বিধি বা আদেশ এবং স্বাধীন ইচ্ছার পরিচালন অথবা তদনুরূপ সুবন্দোবস্ত। এতদ্ভিন্ন স্থান-বিশেষে ইহার অর্থে সদসৎ কার্য্যের পরিকল্পনা অথবা যুদ্ধাদিও পরিগৃহীত হইয়া থাকে।

১৮৪। হজরত রসুলোল্লাহ আরবের অংশীবাদিতা ও পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে একত্ববাদ প্রচার করায় কোন কোন অবিশ্বাসী তাঁহাকে বিকৃত-মস্তিষ্ক ও উন্মাদ বলিয়া প্রচার করিত। তাই

الا نذير مبين ۝ ١٨٥- اولم
ينظروا في ملكوت السموت
والارض وما خلق الله من شيء لا
وان عسى ان يكون قد اقترب
اجلهم ج فباي حديث بعده
يؤمنون ۝ ١٨٦- من يضلل الله فلا
هادي له ط ويذرهم في طغيانهم
يعمهون ۝ ١٨٧- يسئلونك
عن الساعة ايان مرسها ط قل انما

নহে; বরং সে প্রকাশ্য ভয়-প্রদর্শক ?
১৮৫। তাহারা কি নভোমণ্ডল ও
ভূমণ্ডলের রাজত্ব এবং আল্লাহ যে সকল
বিষয় সৃষ্টি করিয়াছেন তাহা লক্ষ
করিতেছে না ? এবং তাহাদের নির্দ্দিষ্ট
কাল নিকটবর্ত্তী—যাহা অচিরেই সম্পন্ন
হইবে; অনন্তর ইহার পরে তাহারা
কোন্ কথা বিশ্বাস করিবে ?
১৮৬। আল্লাহ যাহাকে পথভ্রান্ত করেন,
তাহার জন্য কোন পথ-প্রদর্শক নাই;
এবং তিনি তাহাদিগকে তাহাদের
অবাধ্যতায় অন্ধভাবে বিচরণার্থে
পরিত্যাগ করেন। ১৮৭। তাহারা
তোমাকে সেই সময় সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা
করিতেছে যে, কবে উহা সংঘটিত হইবে ?

আল্লাহতা'লা বলিয়া দিলেন:—অবিশ্বাসীরা একটু চিন্তা করিয়া দেখিলেই বুঝিতে পারিবে যে, যিনি নির্ভয়ে সত্যপ্রচার ও ভয়প্রদর্শন পূর্ব্বক দেশব্যাপী অবিশ্বাস ও ভ্রান্তির মূলোৎপাটন করিয়া দিতে পারেন, তিনি কখনও বিকৃত-মস্তিষ্ক অথবা উন্মাদ নহেন। কারণ কোন উন্মাদের পক্ষে এইরূপ মহান সত্য ও অনাবিল ধর্ম্ম-প্রচার করা সম্পূর্ণ অসম্ভব।

১৮৫। এই আয়তে আল্লাহতা'লা হজরত রসুলোল্লার প্রচারিত ধর্ম্মের সত্যতার সমুজ্জল নিদর্শন স্বরূপ বিশাল বিশ্বজগতের প্রতি অবিশ্বাসীদিগের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছেন। তিনি বলিয়া দিতেছেন যে, আমার একত্ব ও মহত্ত্বের কথা কেবল যে আমার প্রিয় রসুলই প্রচার করিতেছে তাহা নহে; বরং সমগ্র নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডল অহোর্নিশিই মহাসত্যের সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। যদি এই সকল প্রত্যক্ষ নিদর্শন অবলোকন করিবার পরেও তোমরা আমার একত্ব ও অদ্বিতীয়ত্বে বিশ্বাস না কর, তবে তোমরা কখনই বিশ্বাসী হইতে পারিবে না।

১৮৬। আল্লাহতা'লা আরও বলিয়া দিতেছেন যে, বিশ্বপ্রকৃতির সৃষ্টি রহস্য ও নিয়ন্ত্রণের প্রতি লক্ষ্য করিয়া যাহারা আমার একত্বে বিশ্বাসী না হইবে, তাহারা সারাজীবন অধর্ম্ম ও ভ্রান্তির মধ্যে ঘূর্ণায়মান হইয়া অবশেষে অবিশ্বাসীরূপে মৃত্যুবরণ পূর্ব্বক নরকগামী হইয়া যাইবে।

১৮৭। পবিত্র কোরানে চারিটী বিষয়ের প্রতি বিশ্বাস-স্থাপন করিতে বিশেষভাবে আদেশ করা হইয়াছে, যথা—আল্লাহতা'লার একত্ব, নবীগণের প্রেরিতত্ব, উত্থান-দিবস এবং নিয়তি ও কর্ম্মফল। আলোচ্য আয়তে উত্থান-দিবসের অনিশ্চয়তা এবং আকস্মিক আগমন সম্বন্ধে ইঙ্গিত করা হইয়াছে। হজরত ইব্‌নে-আব্বাস বলেন যে, একদল ইহুদী হজরত রসুলোল্লার নিকট উত্থান-দিবস কতদিনে উপস্থিত হইবে—জিজ্ঞাসা করায় এই আয়ত অবতীর্ণ হয়। কিন্তু হজরত হাসান ও কাতাদা বলেন যে, মক্কাবাসী কোরেশদিগের প্রশ্নের উত্তরেই আলোচ্য আয়ত অবতীর্ণ হইয়াছিল।—তঃ হক্কানী।

তুমি বল, উহার জ্ঞান কেবল আমার
প্রতিপালকের নিকটই রহিয়াছে,
তিনি ব্যতীত কেহই উহার নির্দ্দিষ্ট-সময়
প্রকাশ করিতে পারে না ; ভূমণ্ডল ও
নভোমণ্ডলের মধ্যে উহা গুরুভার
অকস্মাৎ ব্যতীত উহা তোমাদের নিকট
উপস্থিত হইবে না ; তাহারা তোমাকে
জিজ্ঞাসা করে—যেন তুমিও উহাতে
অনুরক্ত ; তুমি বল—কেবল আল্লার
নিকটেই উহার জ্ঞান, কিন্তু অধিকাংশ
লোকেই জানে না। ১৮৮। তুমি বল,
আল্লার ইচ্ছা ব্যতীত আমি নিজের লাভ
অথবা ক্ষতির অধিকারী নহি ; এবং যদি

عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّي ۚ لَا يُجَلِّيهَا لِوَقْتِهَا
إِلَّا هُوَ ۘ ثَقُلَتْ فِي السَّمٰوٰتِ
وَالْأَرْضِ ۚ لَا تَأْتِيكُمْ إِلَّا بَغْتَةً ۗ
يَسْـَٔلُونَكَ كَأَنَّكَ حَفِيٌّ عَنْهَا ۗ
قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ اللّٰهِ وَلٰكِنَّ
أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ۝
١٨٨- قُلْ لَّآ أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا
وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللّٰهُ ۚ وَلَوْ كُنْتُ

সা য়াত—সময় আরবেরা 'এক মুহূর্ত্ত' হইতে আরম্ভ করিয়া যুগ-যুগান্তব্যাপী বহু "নির্দ্দিষ্ট সময়" অর্থে "সা-য়াত" শব্দ ব্যবহার করিতে থাকে। আলোচ্য আয়তে মহাপ্রলয়, পুনরুত্থান অথবা মহাবিচার দিবস অর্থে উক্ত শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে।

মোরসাহা—'আরসা' হইতে নিষ্পন্ন, ; উহার অর্থ গুরুতর, স্থিরতর, কঠিন ও সঙ্কটজনক ঘটনা প্রভৃতি। 'কেয়ামত'-সংঘটন অত্যন্ত গুরুতর ব্যাপার বলিয়াই উহা "মোরসাহা" শব্দে পরিব্যক্ত করা হইয়াছে। এই জন্য আমরা উহার মর্ম্মার্থ "সংঘটন" গ্রহণ করিয়াছি।

"কেয়ামত" অর্থাৎ মহাপ্রলয় ও পুনরুত্থান সম্বন্ধে অবিশ্বাসী ইহুদী অথবা কোরেশদিগের প্রশ্নের উত্তরে আল্লাহতা'লা হজরত রসুলোল্লাকে বলিয়া দিলেন :—তুমি বল যে, আল্লাহ ভিন্ন উহা সংঘটিত হইবার প্রকৃত সময় কেহই অবগত নহে। উহা অকস্মাৎ সংঘটিত হইবে এবং তখন নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের পক্ষে অতি ভয়াবহ সঙ্কটজনক অবস্থা উপস্থিত হইবে।

একদা হজরত জিবরিল হজরত রসুলোল্লার নিকট মহাপ্রলয় ও পুনরুত্থানের সময় জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। হজরত উত্তর করিয়াছিলেন যে, "আমি ঐ সম্বন্ধে তোমা অপেক্ষা কিছুই অধিক জানি না।" পবিত্র কোরান পাঠে নিঃসন্দেহে অনুমিত হয় যে, আল্লাহ ব্যতীত মহাপ্রলয় ও পুনরুত্থানের সঠিক সময় কেহই অবগত নহে।

১৮৮। হজরত রসুলোল্লার জীবনে বহু বিস্ময়কর অলৌকিকতা প্রকাশিত হইলেও তিনি সাধারণতঃ অলৌকিকতা প্রদর্শনের বিরোধী ছিলেন। কারণ তিনি অলৌকিকতা অথবা মায়াবিদ্যা প্রদর্শন করিয়া লোকদিগকে মুগ্ধ, কুসংস্কারাচ্ছন্ন অথবা প্রতারিত করিবার জন্য ধরাধামে অবতীর্ণ হন নাই—বরং সরলভাবে সত্যপ্রচার করিয়া অজ্ঞানতা ও কুসংস্কার মোহান্ধকার অপসারণ পূর্ব্বক বিবেক ও জ্ঞানের জ্যোতি বিকীর্ণ করিবার জন্যই তিনি এই মর্ত্ত্য-ভূমে আবির্ভূত হইয়া-ছিলেন। তাই যখন অন্ধবিশ্বাসী কুসংস্কারাচ্ছন্ন আরবেরা তাঁহার নিকট আসিয়া অদৃশ্য বিষয় সমূহ জানিতে চাহিত—অথবা বলিত যে, আপনি যদি সত্য-নবী হন, তবে আমাদের প্রার্থনা অনুযায়ী আমাদিগকে ধন-জন ও সুখ-সম্পদ প্রদান করুন কিংবা আমাদের মৃত আত্মীয় স্বজন-দিগকে জীবিত এবং জীবিতদিগকে চির-স্বাস্থ্যসম্পন্ন করুন অথবা আমাদিগকে গুপ্ত ধন-সম্পদের সন্ধান কিংবা সুখ-স্বাস্থ্য অর্জ্জনের উপায় বলিয়া দিন—তখন হজরত রসুলোল্লাহ আল্লাহ কর্তৃক প্রত্যা-

الا نذير مبين ○ ١٨٥ - اولم
ينظروا في ملكوت السموت
والارض وما خلق الله من شيء
وان عسى ان يكون قد اقترب
اجلهم ج فباي حديث بعده
يؤمنون ○ ١٨٦ - من يضلل الله فلا
هادي له ط ويذرهم في طغيانهم
يعمهون ○ ١٨٧ - يسئلونك
عن الساعة ايان مرسها ط قل انما

নহে; বরং সে প্রকাশ্য ভয়-প্রদর্শক?
১৮৫। তাহারা কি নভোমণ্ডল ও
ভূমণ্ডলের রাজত্ব এবং আল্লাহ যে সকল
বিষয় সৃষ্টি করিয়াছেন তাহা লক্ষ
করিতেছে না? এবং তাহাদের নির্দ্দিষ্ট
কাল নিকটবর্ত্তী—যাহা অচিরেই সম্পন্ন
হইবে; অনন্তর ইহার পরে তাহারা
কোন্ কথা বিশ্বাস করিবে?
১৮৬। আল্লাহ যাহাকে পথভ্রান্ত করেন,
তাহার জন্য কোন পথ-প্রদর্শক নাই;
এবং তিনি তাহাদিগকে তাহাদের
অবাধ্যতায় অন্ধভাবে বিচরণার্থে
পরিত্যাগ করেন।
১৮৭। তাহারা
তোমাকে সেই সময় সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা
করিতেছে যে, কবে উহা সংঘটিত হইবে?

আল্লাহতা'লা বলিয়া দিলেন:—অবিশ্বাসীরা একটু চিন্তা করিয়া দেখিলেই বুঝিতে পারিবে যে, যিনি নির্ভয়ে সত্যপ্রচার ও ভয়প্রদর্শন পূর্ব্বক দেশব্যাপী অবিশ্বাস ও ভ্রান্তির মূলোৎপাটন করিয়া দিতে পারেন, তিনি কখনও বিকৃত-মস্তিষ্ক অথবা উন্মাদ নহেন। কারণ কোন উন্মাদের পক্ষে এইরূপ মহান সত্য ও অনাবিল ধর্ম্ম-প্রচার করা সম্পূর্ণ অসম্ভব।

১৮৫। এই আয়তে আল্লাহতা'লা হজরত রসুলোল্লার প্রচারিত ধর্ম্মের সত্যতার সমুজ্জল নিদর্শন স্বরূপ বিশাল বিশ্বজগতের প্রতি অবিশ্বাসীদিগের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছেন। তিনি বলিয়া দিতেছেন যে, আমার একত্ব ও মহত্বের কথা কেবল যে আমার প্রিয় রসুলই প্রচার করিতেছে তাহা নহে; বরং সমগ্র নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডল অহোর্নিশিই মহাসত্যের সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। যদি এই সকল প্রত্যক্ষ নিদর্শন অবলোকন করিবার পরেও তোমরা আমার একত্ব ও অদ্বিতীয়ত্বে বিশ্বাস না কর, তবে তোমরা কখনই বিশ্বাসী হইতে পারিবে না।

১৮৬। আল্লাহতা'লা আরও বলিয়া দিতেছেন যে, বিশ্বপ্রকৃতির সৃষ্টি রহস্য ও নিয়ন্ত্রণের প্রতি লক্ষ্য করিয়া যাহারা আমার একত্বে বিশ্বাসী না হইবে, তাহারা সারাজীবন অধর্ম্ম ও ভ্রান্তির মধ্যে ঘূর্ণায়মান হইয়া অবশেষে অবিশ্বাসীরূপে মৃত্যুবরণ পূর্ব্বক নরকগামী হইয়া যাইবে।

১৮৭। পবিত্র কোরানে চারিটী বিষয়ের প্রতি বিশ্বাস-স্থাপন করিতে বিশেষভাবে আদেশ করা হইয়াছে, যথা—আল্লাহতা'লার একত্ব, নবীগণের প্রেরিতত্ব, উত্থান-দিবস এবং নিয়তি ও কর্ম্মফল। আলোচ্য আয়তে উত্থান-দিবসের অনিশ্চয়তা এবং আকস্মিক আগমন সম্বন্ধে ইঙ্গিত করা হইয়াছে। হজরত ইব্‌নে-আব্বাস বলেন যে, একদল ইহুদী হজরত রসুলোল্লার নিকট উত্থান-দিবস কতদিনে উপস্থিত হইবে—জিজ্ঞাসা করায় এই আয়ত অবতীর্ণ হয়। কিন্তু হজরত হাসান ও কাতাদা বলেন যে, মক্কাবাসী কোরেশদিগের প্রশ্নের উত্তরেই আলোচ্য আয়ত অবতীর্ণ হইয়াছিল।—তঃ হক্কানী।

أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ ۚ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ ۚ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ۝

আমি অদৃশ্য-বিষয় পরিজ্ঞাত হইতাম, তবে আমি কল্যাণ হইতেই অধিকাংশ গ্রহণ করিতাম, এবং অকল্যাণ আমাকে স্পর্শ করিত না; ফলতঃ আমি বিশ্বাসী-সম্প্রদায়ের জন্য ভয়-প্রদর্শক ও সুসংবাদ দাতা ব্যতীত নহি।

দিষ্ট হইয়া নবুয়ত ও সত্যধর্ম্ম সম্বন্ধে তাহাদের কুসংস্কার ও ভ্রান্তি অপনোদনের জন্য স্পষ্ট ভাষায় বলিয়া দিয়াছিলেন যে, আমি দৃশ্যমান ও অদৃশ্য জগতের একমাত্র প্রভু আল্লার প্রেরিত রসুল মাত্র। তাঁহার আদেশে বিশ্বাসীদিগকে ইহ-পারলৌকিক সুখ-সম্পদ ও কল্যাণের সুসংবাদ প্রদান এবং অবিশ্বাসীদিগকে পারলৌকিক দুঃখ-দুর্গতি ও শাস্তি সম্বন্ধে ভীতি-প্রদর্শনের জন্যই আমি এই পৃথিবীতে প্রেরিত হইয়াছি। আল্লাহতা'লা—স্রষ্ট—দৃশ্যমান ও অদৃশ্য জগতের উপর আমার কোন অধিকার নাই; এমন কি, তাঁহার ইচ্ছা ব্যতীত আমি নিজের কোনরূপ ভাল-মন্দ করিতেও সম্পূর্ণ অসমর্থ—অপরের ভাল-মন্দ করা ত দূরের কথা। তোমরা জানিয়া রাখ, যদি আমি অদৃশ্য বিষয়ে জ্ঞান রাখিতাম অথবা সুখ-সৌভাগ্য ও স্বাস্থ্য-সম্পদ লাভের উপায় জানিতাম, তবে অগ্রে নিজেরই জন্য সর্ব্বপ্রকার কল্যাণ সাধন করিয়া লইতাম এবং কখনই আমার কোনরূপ অকল্যাণ হইত না। কিন্তু এই সকল ব্যাপারের সহিত জ্ঞান বা সত্যের বিশেষ কোনই সম্বন্ধ নাই। কি সরল ও স্পষ্টতর প্রানস্পর্শী উক্তি! জগতের আর কোন ধর্ম্মপ্রচারকের মুখ দিয়া কখনও এরূপ সরল ও অনাবিল সত্য এবং এরূপ স্বাভাবিক ও অপকট উক্তি বাহির হইয়াছে কি?

এশিয়ার অন্যান্য দেশের ন্যায় আরববাসীরাও স্বভাবতঃই অলৌকিকতার পরম ভক্ত ছিল। তাঁহাদের অন্ধবিশ্বাস এবং কুসংস্কারেরও সীমা-পরিসীমা ছিল না। পক্ষান্তরে হজরত রসুলোল্লার জীবনে প্রত্যক্ষে ও পরোক্ষে এমন সকল অলৌকিক ব্যাপার সংঘটিত হইত—নৈসর্গিক ঘটনাপুঞ্জ তাঁহার সত্য ও সাধনার সহিত এরূপ বিস্ময়কর আনুকুল্য প্রকাশ করিত যে, তিনি ইচ্ছা করিলে তাহার যে কোন ঘটনা অবলম্বন করিয়া আরববাসীর হৃদয়ে অলৌকিক শক্তি-মহিমার সুদৃঢ় সিংহাসন প্রতিষ্ঠিত করিতে পারিতেন। কিন্তু সত্য-প্রচার যাঁহার জীবনের লক্ষ্য, তিনি কি ঐ সকল তুচ্ছ বিষয়ের প্রতি কখনও ভ্রুক্ষেপ করেন? তাই ঐ সকল ঘটনাপুঞ্জকে তিনি সকল সময়েই অতি সরলভাবে প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন। নিম্নোক্ত ঘটনাটী হজরতের সেই স্বাভাবিক সত্যানুরাগ, সরল প্রকৃতি ও অনাবিল চরিত্র-মাধুর্য্যের একটি অনুপম ও উজ্জ্বল প্রমাণ।

যেদিন হজরতের শিশুপুত্র এবরাহিমের মৃত্যু হয়, সেই দিন সূর্য্যের পূর্ণ-গ্রহণ ছিল বলিয়া সমগ্র বিশ্বপ্রকৃতি অন্ধকারাচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছিল। মনে হইতেছিল—যেন হজরত রসুলোল্লার প্রিয় পুত্রের অপ্রত্যাশিত তিরোধানে মর্ম্মাহত তপন শোক-সাগরে নিমজ্জিত হইয়াছে এবং শোকার্ত্তা মলিন প্রকৃতির বুকের স্পন্দন অকস্মাৎ থামিয়া গিয়াছে। ফলতঃ তখন সত্যই যেন এক বিষাদ-ক্লিষ্ট রুদ্ধ কাতরতার নীরব ক্রন্দন মূর্ত্ত হইতে না পারিয়া বিশ্বের বুকে গুমরিয়া মরিতেছিল। তদ্দর্শনে অনেকে বলিতে লাগিল,—"হজরতের প্রিয় পুত্রের বিরহেই আজ সূর্য্যের এই শোক-বেশ এবং বিশ্ব-প্রকৃতির এই শোচনীয় ম্লান অবস্থা!" হজরত রসুলোল্লা তাহাদের ঐ কথা শুনিতে পাইলেন। যদিও জনসাধারণের ঐরূপ কুসংস্কার ফলে তাঁহার শক্তি-মহিমা বহু পরিমাণে বর্দ্ধিত হইবার সম্ভাবনা ছিল—যদিও লোকের ঐ ভ্রম-বিশ্বাস ভাঙ্গিয়া দিলে স্বীয় শিষ্যগণের এবং সর্ব্বসাধারণের নিকট হীনপ্রভ হইবার আশঙ্কা ছিল, তথাপি সত্যের সেবক—কপটতা ও কুসংস্কারের মূলোচ্ছেদকারী হজরত রসুলোল্লা ধীর ও প্রশান্ত স্বরে সকলকে আহ্বান করিয়া বলিলেন,—"নিশ্চয় সূর্য্য ও চন্দ্র আল্লাহতা'লার দুইটী প্রত্যক্ষ নিদর্শন। প্রাকৃতিক নিয়মানুসারেই উহাদের গ্রহণ হইয়া থাকে। উহার সহিত কাহারও জীবন বা মৃত্যুর কোনই সম্বন্ধ নাই! উহা একটি বিশেষ

২৪শ রুকু—বিশ্ব-মানবের প্রতি আল্লাহতা'লার চরম উপদেশ

১৮৯। তিনি তোমাদিগকে একই ব্যক্তি হইতে সৃষ্টি করিয়াছেন এবং তাহা হইতে তদীয় সহধর্ম্মিণী করিয়াছেন, যেন সে তাহাতে অবস্থান করে; অনন্তর যখন সে তাহাকে আবৃত করে; তখন সে লঘুভাবে ভারবতী হয়, পরে তৎসহ বিচরণ করে; অনন্তর যখন উহা ভারাক্রান্ত হয়, তখন উভয়ে স্বীয় প্রতিপালক আল্লার নিকট প্রার্থনা করে যে, যদি তুমি আমাদিগকে সুসন্তান দান কর, তবে নিশ্চয় আমরা কৃতজ্ঞগণের অন্তর্গত

١٨٩- هُوَ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ
وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا
لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا ۚ فَلَمَّا تَغَشَّاهَا
حَمَلَتْ حَمْلًا خَفِيفًا فَمَرَّتْ بِهِ ۖ
فَلَمَّا أَثْقَلَت دَّعَوَا اللَّهَ رَبَّهُمَا لَئِنْ
آتَيْتَنَا صَالِحًا لَّنَكُونَنَّ مِنَ

নৈসর্গিক ব্যাপার; অতএব যখন উহা সংঘটিত হয় তখন আল্লাহকে স্মরণ কর, তদীয় আরাধনায় লিপ্ত হও এবং দান খয়রাত কর।"—সহি বোখারী।

১৮৯। এই পবিত্র আয়তে মানবের আদি-জননী বিবি-হাওয়ার জন্মতত্ত্ব এবং মানবের সাধারণ সৃষ্টি-ক্রিয়ার প্রতি ইঙ্গিত করা হইয়াছে।

হজরত হাওয়ার জন্ম-বিবরণ—অধিকাংশ তফসীরকারের মত এই যে, আল্লাহতা'লা হজরত আদমের জন্য তাঁহার পত্নী হাওয়াকে তদীয় বাম পঞ্জর বা পঞ্জরাস্থি হইতে সৃষ্টি করিয়াছেন। তওরাত এবং একাধিক হাদিসেও ঠিক এই মত সমর্থিত হয়। কোন কোন হাদিসে স্পষ্টই পরিদৃষ্ট হয় যে, পুরুষের বাম পঞ্জরাস্থি হইতেই নারীর সৃষ্টি হইয়াছে। উহাতে আরও লিখিত আছে যে, পুরুষের বক্র পঞ্জরাস্থি হইতে সৃষ্ট বলিয়া নারী-প্রকৃতি স্বভাবতঃই একটু বক্র। বক্র অস্থিকে অতিরিক্ত সরল করিতে গেলে উহা যেমন ভাঙ্গিয়া যায়, সেইরূপ স্ত্রীজাতিকেও অতিরিক্ত সোজা করিতে গেলে তাহার পক্ষে ভাঙ্গিয়া যাইবার প্রবল আশঙ্কা রহিয়াছে। বলা বাহুল্য, ইহা স্বয়ং হজরত রসুলোল্লার উক্তি।—মেশকাত দ্রষ্টব্য।

কিন্তু কোন কোন তফসীরকার উপরোক্ত আয়ত ও হাদিস-সমূহের অন্যরূপ মর্ম্মার্থ গ্রহণ করিয়াছেন। তাহারা বলেন যে, আলোচ্য আয়ত ও হাদিস-সমূহের সার-মর্ম এই যে, "আল্লাহতা'লা বিবি হাওয়াকে হজরত আদমের "অনুগত পার্শ্বচারিকা সহধর্ম্মিণী" অথবা "নিকটতম সমজাতীয়া সঙ্গিনী" রূপে সৃষ্টি করিয়াছেন। পঞ্জর বা পঞ্জরাস্থি হইতে সৃষ্টি করার উহাই প্রকৃত তাৎপর্য্য।" "বাম-পঞ্জর" নির্দ্দেশ করায় স্ত্রীজাতির পক্ষে পুরুষের নিকটবর্ত্তিতার সহিত তাহাদের আনুগত্য বা অধীনতার ভাব প্রকাশ পাইতেছে।—তঃ কবির ও মঃ আঃ।

ইয়াসকুনা এলায়হা—"সকন" হইতে নিষ্পন্ন; "সকন" অর্থ অবস্থান লিখিত হইল; কিন্তু ইহার প্রকৃত অর্থ স্থিরতা, ধীরতা অথবা অচলতা। মানসিক শান্তি, আকাঙ্খা, অনুরাগ অথবা আকর্ষণীয় ভাবটিও উহা দ্বারা পরিব্যক্ত হইয়া থাকে। এই জন্য "ইয়াসকুনা এলায়হা" অর্থে কেহ "তাহাতে অনুরক্ত" কেহ "তাহার দিকে আকৃষ্ট" এবং কেহবা "তাহার প্রতি আগ্রহান্বিত" হওয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। কিন্তু পুরুষের পক্ষে নানা কাজ-কর্ম্মে দিবা অতিবাহিত করিয়া রজনীতে স্ত্রীর সহিত অবস্থান করা অথবা স্ত্রীর প্রতি আন্তরিক অনুরাগ ও আকর্ষণীয় সঞ্চারিত হওয়াই উক্ত বাক্যাংশের প্রকৃত মর্ম্ম। সুতরাং স্বামী-স্ত্রীর স্বাভাবিক প্রেম-প্রীতি ও ভালবাসার ভাবটীও এতদ্দ্বারা অতি সুন্দররূপে পরিব্যক্ত হইয়াছে।

২৪শ রুকু—বিশ্ব-মানবের প্রতি আল্লাহতা'লার চরম উপদেশ

১৮৯। هُوَ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ
وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا
لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا ۖ فَلَمَّا تَغَشَّاهَا
حَمَلَتْ حَمْلًا خَفِيفًا فَمَرَّتْ بِهِ ۖ
فَلَمَّا أَثْقَلَت دَّعَوَا اللَّهَ رَبَّهُمَا لَئِنْ
آتَيْتَنَا صَالِحًا لَّنَكُونَنَّ مِنَ

১৮৯। তিনি তোমাদিগকে একই ব্যক্তি হইতে সৃষ্টি করিয়াছেন এবং তাহা হইতে তদীয় সহধর্ম্মিণী করিয়াছেন, যেন সে তাহাতে অবস্থান করে; অনন্তর যখন সে তাহাকে আবৃত করে; তখন সে লঘুভাবে ভারবতী হয়, পরে তৎসহ বিচরণ করে; অনন্তর যখন উহা ভারাক্রান্ত হয়, তখন উভয়ে স্বীয় প্রতি-পালক আল্লার নিকট প্রার্থনা করে যে, যদি তুমি আমাদিগকে সুসন্তান দান কর, তবে নিশ্চয় আমরা কৃতজ্ঞগণের অন্তর্গত

নৈসর্গিক ব্যাপার; অতএব যখন উহা সংঘটিত হয় তখন আল্লাহকে স্মরণ কর, তদীয় আরাধনায় লিপ্ত হও এবং দান খয়রাত কর।”—সহি বোখারী।

১৮৯। এই পবিত্র আয়তে মানবের আদি-জননী বিবি-হাওয়ার জন্মতত্ত্ব এবং মানবের সাধারণ সৃষ্টি-ক্রিয়ার প্রতি ইঙ্গিত করা হইয়াছে।

হজরত হাওয়ার জন্ম-বিবরণ—অধিকাংশ তফ্‌সীরকারের মত এই যে, আল্লাহতা'লা হজরত আদমের জন্য তাঁহার পত্নী হাওয়াকে তদীয় বাম পঞ্জর বা পঞ্জরাস্থি হইতে সৃষ্টি করিয়াছেন। তওরাত এবং একাধিক হাদিসেও ঠিক এই মত সমর্থিত হয়। কোন কোন হাদিসে স্পষ্টই পরিদৃষ্ট হয় যে, পুরুষের বাম পঞ্জরাস্থি হইতেই নারীর সৃষ্টি হইয়াছে। উহাতে আরও লিখিত আছে যে, পুরুষের বক্র পঞ্জরাস্থি হইতে সৃষ্ট বলিয়া নারী-প্রকৃতি স্বভাবতঃই একটু বক্র। বক্র অস্থিকে অতিরিক্ত সরল করিতে গেলে উহা যেমন ভাঙ্গিয়া যায়, সেইরূপ স্ত্রীজাতিকেও অতিরিক্ত সোজা করিতে গেলে তাহার পক্ষে ভাঙ্গিয়া যাইবার প্রবল আশঙ্কা রহিয়াছে। বলা বাহুল্য, ইহা স্বয়ং হজরত রছুলোল্লার উক্তি।—মেশ্‌কাত দ্রষ্টব্য।

কিন্তু কোন কোন তফ্‌সীরকার উপরোক্ত আয়ত ও হাদিস-সমূহের অন্যরূপ মর্ম্মার্থ গ্রহণ করিয়াছেন। তাহারা বলেন যে, আলোচ্য আয়ত ও হাদিস-সমূহের সার-মর্ম এই যে, “আল্লাহ-তা'লা বিবি হাওয়াকে হজরত আদমের “অনুগত পার্শ্বচারিকা সহধর্ম্মিণী” অথবা “নিকটতম সমজাতীয়া সঙ্গিনী” রূপে সৃষ্টি করিয়াছেন। পঞ্জর বা পঞ্জরাস্থি হইতে সৃষ্টি করার উহাই প্রকৃত তাৎপর্য্য।” “বাম-পঞ্জর” নির্দ্দেশ করায় স্ত্রীজাতির পক্ষে পুরুষের নিকটবর্ত্তিতার সহিত তাহাদের আনুগত্য বা অধীনতার ভাব প্রকাশ পাইতেছে।—তঃ কবির ও মঃ আঃ।

ইয়াসকুনা এলায়হা—“সকন” হইতে নিষ্পন্ন; “সকন” অর্থ অবস্থান লিখিত হইল; কিন্তু ইহার প্রকৃত অর্থ স্থিরতা, ধীরতা অথবা অচলতা। মানসিক শান্তি, আকাঙ্খা, অনুরাগ অথবা আকর্ষণীয় ভাবটিও উহা দ্বারা পরিব্যক্ত হইয়া থাকে। এই জন্য “ইয়াসকুনা এলায়হা” অর্থে কেহ “তাহাতে অনুরক্ত” কেহ “তাহার দিকে আকৃষ্ট” এবং কেহবা “তাহার প্রতি আগ্রহান্বিত” হওয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। কিন্তু পুরুষের পক্ষে নানা কাজ-কর্ম্মে দিবা অতিবাহিত করিয়া রজনীতে স্ত্রীর সহিত অবস্থান করা অথবা স্ত্রীর প্রতি আন্তরিক অনুরাগ ও আকর্ষণীয় সঞ্চারিত হওয়াই উক্ত বাক্যাংশের প্রকৃত মর্ম্ম। সুতরাং স্বামী-স্ত্রীর স্বাভাবিক প্রেম-প্রীতি ও ভালবাসার ভাবটীও এতদ্দ্বারা অতি সুন্দররূপে পরিব্যক্ত হইয়াছে।

হইব। ১৯০। অতঃপর যখন তিনি উভয়কে সুসন্তান দান করেন—তখন তিনি উভয়কে যাহা প্রদান করেন, তদ্দ্বারা তাঁহার জন্য অংশী-স্থির করিয়া থাকে; কিন্তু তাহারা যে অংশী-স্থির করে, আল্লাহ তাহা হইতে সমুন্নত। ১৯১। তাহারা কি উহাকেই অংশী-স্থির করিতেছে—যে কিছুই সৃষ্টি করিতে পারে না, বরং উহারাই সৃষ্ট হইয়াছে। ১৯২। এবং তাহাদের জন্য উহারা সাহায্য করিতে সমর্থ নহে এবং তাহারা নিজদিগকেও সাহায্য করিতে পারে না। ১৯৩। এবং যদি তোমরা তাহাদিগকে সুপথের দিকে আহ্বান কর—তাহারা তোমাদের অনুসরণ করিবে না; তোমরা তাহা দিগকে আহ্বান কর অথবা নীরব থাক,

الشّٰكِرِيْنَ ○ ١٩٠- فَلَمَّآ اٰتٰهُمَا
صَالِحًا جَعَلَا لَهٗ شُرَكَآءَ فِيْمَآ
اٰتٰهُمَا ج فَتَعٰلَى اللّٰهُ عَمَّا يُشْرِكُوْنَ ○
١٩١- اَيُشْرِكُوْنَ مَا لَا يَخْلُقُ شَيْئًا
وَّهُمْ يُخْلَقُوْنَ ۚ ١٩٢- وَلَا
يَسْتَطِيْعُوْنَ لَهُمْ نَصْرًا وَّلَآ اَنْفُسَهُمْ
يَنْصُرُوْنَ ○ ١٩٣- وَاِنْ تَدْعُوْهُمْ
اِلَى الْهُدٰى لَا يَتَّبِعُوْكُمْ ط سَوَآءٌ
عَلَيْكُمْ اَدَعَوْتُمُوْهُمْ اَمْ اَنْتُمْ

অনন্তর আল্লাহতা'লা অতি সুরুচি-সম্পন্ন স্বর্গীয় ভাষায় স্বামী-স্ত্রীর সম্মিলন এবং তাহার অবশ্যম্ভাবী পরিণাম-স্বরূপ গর্ভসঞ্চারও নরনারীর স্বাভাবিক সন্তান-কামনার প্রসঙ্গ বর্ণনা করিয়াছেন।

১৯০। এই আয়তের ব্যাখ্যায় কোন কোন তফ্সীরকার হজরত আদম ও হাওয়ার পুত্র লাভ এবং তাঁহার অবৈধ নামকরণের প্রসঙ্গ বর্ণনা করিয়াছেন। কিন্তু বিশিষ্ট ও প্রসিদ্ধ তফ্সীরকার-গণের অনেকেই ঐ ব্যাখ্যা গ্রহণ করেন নাই (কবির)। ফলতঃ আয়তের মর্ম্ম অতি সাধারণ; ইহার সহিত অনর্থক একটা গল্প জুড়িয়া দিবার কোনই প্রয়োজন নাই। আল্লাহতা'লা স্পষ্ট ভাষায় বলিয়া দিতেছেন যে, স্বামী-স্ত্রীর সম্মিলনের ফলে স্ত্রীর গর্ভ-সঞ্চার হইলেও সে স্বাভাবিকভাবে বিচরণ ও কাজ-কর্ম্ম করিয়া থাকে; কিন্তু যখন পূর্ণগর্ভা ও ভারাক্রান্ত হইয়া উঠে এবং তাহার মনে নিজের সন্তানের সম্বন্ধে আশঙ্কা সমুদিত হয়, তখন স্বামী-স্ত্রী উভয়েই নিজেদের নিরাপদতা এবং সন্তানের কল্যাণ হেতু আমার সাহায্যপ্রার্থী হয়। (বিপদকালে সকলেই এইরূপ আল্লার আশ্রয়প্রার্থী হইয়া থাকে—পূর্ব্ব আয়ত দ্রষ্টব্য)। কিন্তু যখন আমি তাহাদিগকে সুসন্তান দান করিয়া স্বামী-স্ত্রীর কামনা পূর্ণ করি, তখন তাহারা অকৃতজ্ঞ হইয়া দেব-দেবী, পীর-ফকির, যোগী-সন্ন্যাসী, প্রস্তর-প্রতিমা, দর্গা-কবর ও তরুলতাপুঞ্জকে আমার অংশী স্থির করিতে থাকে!—যেন ঐ গুলির কল্যাণেই তাহারা সন্তান লাভ করিয়াছে!! তাই আল্লাহতা'লা স্পষ্টভাবে বলিয়া দিতেছেন যে, অবিশ্বাসী ও অকৃতজ্ঞ মানবেরা আমারই অনুগ্রহে সন্তান লাভ করিয়া যে সকল জীব-জন্তু বা পদার্থ-নিচয়কে আমার অংশী স্থির করে, আমি তাহাদের অপেক্ষা মহোচ্চ ও মহাশক্তিসম্পন্ন; সুতরাং তাহাদের ঐরূপ কার্য্য অজ্ঞতা ও মূর্খতা ব্যতীত আর কিছুই নহে।

১৯১—১৯৩। অবিশ্বাসীরা যে সকল দেব-দেবী বা প্রস্তর-প্রতিমাপুঞ্জকে আল্লার অংশী স্থির করিয়া তাহাদের পূজা-অর্চ্চনা করে—আল্লাহতা'লা এই তিনটি আয়তে অতি অকাট্য প্রমাণ দিয়া তাহাদের অসারতা ঘোষণা করিতেছেন। প্রথমতঃ তাহাদের সৃষ্টি করিবার কোনই ক্ষমতা

صَامِتُوْنَ ○ ۱۹۴- اِنَّ الَّذِيْنَ تَدْعُوْنَ
مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ عِبَادٌ اَمْثَالُكُمْ
فَادْعُوْهُمْ فَلْيَسْتَجِيْبُوْا لَكُمْ اِنْ
كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ○ ۱۹۵- اَلَهُمْ
اَرْجُلٌ يَّمْشُوْنَ بِهَآ ز اَمْ لَهُمْ اَيْدٍ
يَّبْطِشُوْنَ بِهَآ ز اَمْ لَهُمْ اَعْيُنٌ
يُّبْصِرُوْنَ بِهَآ ز اَمْ لَهُمْ اٰذَانٌ
يَّسْمَعُوْنَ بِهَا ط قُلِ ادْعُوْا شُرَكَآءَكُمْ
ثُمَّ كِيْدُوْنِ فَلَا تُنْظِرُوْنِ ○
۱۹۶- اِنَّ وَلِيِّ اللّٰهُ الَّذِيْ نَزَّلَ
الْكِتٰبَ صلے وَهُوَ يَتَوَلَّى

তোমাদের পক্ষে তুল্য। ১৯৪। অবশ্য
আল্লাহকে পরিত্যাগ করিয়া তোমরা
যাহাদিকে আহ্বান কর, তাহারাও
তোমাদের ন্যায় দাস মাত্র; অতএব
তোমরা তাহাদিগকে আহ্বান করিবার
পর তাহারা তোমাদিগকে উত্তর প্রদান
করুক—যদি তোমরা সত্যবাদী হও।
১৯৫। তাহাদের জন্য কি চরণ-সমূহ
আছে যদ্দারা বিচরণ করে, অথবা তাহা
দের জন্য কি হস্ত-সমূহ আছে—যদ্দারা
ধারণ করে, কিংবা তাহাদের জন্য কি
চক্ষু-সকল আছে—যদ্দারা অবলোকন
করে, অথবা তাহাদের জন্য কি কর্ণ-সমূহ
আছে—যদ্দারা শ্রবণ করে? তুমি বল,
তোমাদের অংশী-উপাস্যদিগকে আহ্বান
কর, পরে আমাকে কৌশলাবদ্ধ কর,
অতঃপর আমাকে অবসর প্রদান করিও
না। ১৯৬। নিশ্চয় আল্লা-ই আমার
পৃষ্ঠপোষক—যিনি এই গ্রন্থ অবতীর্ণ
করিয়াছেন এবং তিনিই সৎকর্ম্মশীলগণকে

নাই। এবং তাহারা সৃষ্ট-জীব বা পদার্থ মাত্র; দ্বিতীয়তঃ তাহারা অপরের 'সাহায্য' অর্থাৎ ভালমন্দ করা ত দূরের কথা—নিজেদেরও কোনরূপ ভালমন্দ করিতে সমর্থ নহে এবং তৃতীয়তঃ তাহারা আহ্বান করিতে অথবা কেহ আহ্বান করিলে তাহার উত্তর দিতে সম্পূর্ণ অসমর্থ। সুতরাং তাহাদিগকে আহ্বান করা না-করা উভয়ই সমান। অতএব ঐ সকল সৃষ্ট-জীব অথবা নির্জীব পদার্থের পূজা-আরাধনা করা অথবা তাহাদের নিকট কোন বিষয় প্রার্থনা করা অপেক্ষা নির্ব্বোধের কার্য্য আর কিছুই হইতে পারে না।

১৯৪। আল্লাহতা'লা আরও বলিয়া দিতেছেন যে, তোমাদের ঐ সকল আরাধ্য দেব-দেবী ও প্রস্তর-প্রতিমা প্রভৃতি ত আমারই অনুগত সৃষ্ট-পদার্থ। তোমরা ভ্রান্তিবশে তাহাদের প্রতি যে সকল অযথা শক্তির আরোপ করিয়া থাক, তাহা অলীক কল্পনা ব্যতীত আর কিছুই নহে। পরন্তু যদি তোমরা সত্যবাদী হও, তবে তাহারা তোমাদের আহ্বানের উত্তর প্রদান করিতে পারে না কেন? ফলতঃ উহাদের সেরূপ কোনই শক্তি নাই।

১৯৫—১৯৭। আল্লাহতা'লা বলিতেছেন:—আরও দেখ, উহাদের হস্ত, পদ, চক্ষু, কর্ণ প্রভৃতি কিছুই নাই এবং উহারা স্বীয় শক্তিতে গমন ও ধারণ কিংবা কোন বিষয় দর্শন এবং শ্রবণ করিতেও সমর্থ নহে।

অনন্তর আল্লাহতা'লা হজরত রসুলোল্লাকে লক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন:—তুমি অবিশ্বাসীদিগকে বলিয়া দাও যে, যদি ইহাতেও স্বীয় উপাস্যদিগের অসারতা ও অক্ষমতা সম্বন্ধে তোমাদের বিশ্বাস না হয়, তবে তোমরা তাহাদিগকে আহ্বান করিয়া আমাকে বিনাশ করিতে বল। কারণ

সাহায্য করিয়া থাকেন। ১৯৭। এবং
তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া তোমরা
যাহাদিগকে আহ্বান কর—তাহারা
তোমাদিগকে সাহায্য করিতে সমর্থ নহে
এবং তাহারা নিজদিগকেও সাহায্য
করিতে পারে না। ১৯৮। এবং যদি
তোমরা তাহাদিগকে সুপথের দিকে
আহ্বান কর—তাহারা শুনিবে না; এবং
তুমি দেখিতেছ যে, তাহারা তোমার
দিকে লক্ষ্য করিতেছে- অথচ তাহারা
দেখিতে পাইতেছে না। ১৯৯। ক্ষমা
অবলম্বন কর ও সদ্বিষয়ে আদেশ কর
এবং নির্ব্বোধগণ হইতে নির্লিপ্ত হও।
২০০। এবং যদি বিঘ্নকারী শয়তান
হইতে তোমাকে বিঘ্ন করা হয়, তবে
আল্লার নিকট আশ্রয়-প্রার্থনা কর;
নিশ্চয় তিনি শ্রবণকারী মহাজ্ঞানী।

الصّٰلِحِيْنَ ○ ١٩٧- وَالَّذِيْنَ
تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِهٖ لَا يَسْتَطِيْعُوْنَ
نَصْرَكُمْ وَلَآ اَنْفُسَهُمْ يَنْصُرُوْنَ ○
١٩٨- وَاِنْ تَدْعُوْهُمْ اِلَى الْهُدٰى
لَا يَسْمَعُوْا ط وَتَرٰىهُمْ يَنْظُرُوْنَ
اِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُوْنَ ○
١٩٩- خُذِ الْعَفْوَ وَاْمُرْ بِالْعُرْفِ
وَاَعْرِضْ عَنِ الْجٰهِلِيْنَ ○
٢٠٠- وَاِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطٰنِ
نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ ط اِنَّهٗ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ○

আমি ত তাহাদের পরম শত্রু। কিন্তু তাহারা আমার কোনই অনিষ্ট করিতে পারিবে না। যেহেতু সর্ব্বশক্তিমান আল্লাহতা'লা আমার সহায় ও পৃষ্ঠপোষক এবং তিনিই সর্ব্বপ্রকার সৎকর্ম্মশীল ব্যক্তিদিগকে সাহায্য করিয়া থাকেন। তোমরা তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া যাহাদিগের পূজা-অর্চ্চনা করিতেছ, তোমাদের ভাল-মন্দ করিতে তাহাদের কোনই ক্ষমতা নাই এবং নিজেদের ভালমন্দ করিতেও তাহারা সক্ষম নহে।

১৯৮—১৯৯। অবিশ্বাসী পৌত্তলিকেরা এই সকল অকাট্য উক্তি শ্রবণেও যখন সত্যের স্বরূপ উপলব্ধি করিতে পারিল না, তখন আল্লাহতা'লা হজরত রসুলোল্লাকে বলিলেন যে, ঐ প্রকৃতিগত অবিশ্বাসীরা কখনই সুপথ অবলম্বন অথবা সদুপদেশ শ্রবণ করিবে না। অতএব তুমি ঐ অবিশ্বাসী নির্ব্বোধদিগকে ক্ষমা করিয়া সদুপদেশ প্রদান করিতে থাক; কারণ সদুপদেশ প্রদান করাই তোমার কর্ত্তব্য কার্য্য। অবিশ্বাসীরা অবজ্ঞা ও কৃপার পাত্র। সুতরাং উহাদের অবিশ্বাস ও অসদ্ব্যবহারে অতিরিক্ত মনোযোগ দিবার কোনই আবশ্যক নাই।

এই আয়ত অবতীর্ণ হইবার পর হজরত রসুলোল্লা ফেরেশ্‌তা-শ্রেষ্ঠ জিবরিলের নিকট উহার মর্ম্ম জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। তিনি উত্তর করিয়াছিলেন যে, ধর্ম্মপ্রচার উপলক্ষে কেহ আপনার সহিত সংস্রব বর্জ্জন করিলেও আপনি তাহার সহিত সম্মিলিত হউন; কেহ আপনার উপর অত্যাচার করিলেও আপনি তাহাকে ক্ষমা করুন এবং কেহ আপনাকে বঞ্চিত করিলেও আপনি তাহাকে দান করুন। ধর্ম্মপ্রচার এবং উন্নত-জীবনের ইহা অপেক্ষা উচ্চ আদর্শ আর কি হইতে পারে?—তঃ হক্কানী।

২০০। আল্লাহতা'লা বলিতেছেন:—হে রসুল, যদি দুরাত্মা শয়তান-প্রকৃতি লোকেরা তোমার কর্ত্তব্য-কার্য্যে বাধা দেয় অথবা তোমার প্রতি অত্যাচার করে, তবে তুমি ধৈর্য্য-ধারণ করিয়া আল্লার আশ্রয় প্রার্থনা করিও। নিশ্চয় তোমার প্রতিপালক প্রভু—মহাজ্ঞানী আল্লাহতা'লা তোমার প্রার্থনা শ্রবণ ও পূর্ণ করিয়া দিবেন।

২০১। অবশ্য যাহারা সংযত হইয়াছে,
যখন শয়তান হইতে তাহাদের প্রতি
কুচিন্তা সঞ্চারিত হয়—তাহারা স্মরণ করে,
অনন্তর তখন তাহারা দেখিতে থাকে।
২০২। এবং উহাদের ভ্রাতৃগণ তাহা-
দিগকে অবাধ্যতার মধ্যে আকর্ষণ করে,
তৎপরেও তাহারা বিরত হয় না।
২০৩। এবং যখন তুমি তাহাদের নিকট
কোন নিদর্শন উপস্থিত না কর তখন
তাহারা বলে—কেন তুমি উহা সংঘটন
করিতেছ না? তুমি বল—আমার প্রতি-
পালক হইতে আমার প্রতি যে প্রত্যাদেশ
হইয়াছে, আমি কেবল তাহারই অনুসরণ
করিতেছি, তোমাদের প্রতিপালক
হইতে ইহাই প্রত্যক্ষ নিদর্শন এবং
বিশ্বাস-স্থাপনকারী সম্প্রদায়ের জন্য
সুপথ ও করুণা। ২০৪। এবং যখন
কোরান পঠিত হয়, তখন উহা শ্রবণ
কর এবং নীরব থাক—যেন তোমরা

٢٠١- إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ
طَٰٓئِفٌ مِّنَ الشَّيْطَٰنِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا
هُم مُّبْصِرُونَ ۝ ٢٠٢- وَإِخْوَٰنُهُمْ
يَمُدُّونَهُمْ فِى الْغَىِّ ثُمَّ لَا يُقْصِرُونَ ۝
٢٠٣- وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِم بِـَٔايَةٍ قَالُوا
لَوْلَا اجْتَبَيْتَهَا ط قُلْ إِنَّمَآ أَتَّبِعُ
مَا يُوحَىٰٓ إِلَىَّ مِن رَّبِّى ج هَٰذَا
بَصَآئِرُ مِن رَّبِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ
لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ۝ ٢٠٤- وَإِذَا
قُرِئَ الْقُرْءَانُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا

২০১—২০২। পূর্ব্ববর্ত্তী আয়তে হজরত রসুলোল্লাকে লক্ষ্য করিয়া অবিশ্বাসীদিগের অন্যায় অত্যাচারে ধৈর্য্যধারণ পূর্ব্বক আল্লার আশ্রয়-প্রার্থী হইবার জন্য সদুপদেশ দান করা হইয়াছে এবং আলোচ্য আয়ত-দ্বয়ে শয়তানের প্ররোচনা হইতে আত্মরক্ষার জন্য মুসলমানদিগকে সতর্ক করা হইতেছে। কারণ তাহারা যদি কোন কারণে শয়তানের প্ররোচনা-জনিত কুচিন্তা ও কুপ্রবৃত্তির বশে ক্রোধান্ধ হইয়া পড়ে, তবে শয়তান অথবা তাহার ভ্রাতৃ-সদৃশ দুষ্ট লোকেরা সহজেই তাহাদিগকে পাপাসক্ত ও পথভ্রান্ত করিয়া ফেলিতে পারে। সেইজন্য মুসলমানদিগের পক্ষে সর্ব্বদা সংযত থাকা ও ধৈর্য্য-ধারণ করা একান্ত আবশ্যক।

২০৩। অবিশ্বাসী কাফেরদিগের অলৌকিক নিদর্শন-প্রার্থনার উত্তরে আল্লাহতা'লা হজরত রসুলোল্লাকে আদেশ করিতেছেন:—তুমি ইহাদিগকে বলিয়া দাও যে, প্রত্যাদেশ অথবা অলৌকিকতা প্রদর্শন আমার ইচ্ছাধীন নহে; উহা সম্পূর্ণরূপে আল্লাহতা'লার ইচ্ছার উপর নির্ভর করে। ফলতঃ আমার প্রতি যে প্রত্যাদেশ অবতীর্ণ হইয়াছে, উহা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট নিদর্শন আর কিছুই হইতে পারে না। যাহারা বিশ্বাসী-তাহাদের জন্য ইহার মধ্যেই সর্ব্বপ্রকার জ্ঞান, ধর্ম্মনীতি, সুপথ ও করুণা এবং পারলৌকিক কল্যাণের উৎস নিহিত আছে।

২০৪। এই পবিত্র আয়তটী কোরান শরিফ পাঠ ও শ্রবণ করা সম্বন্ধে একটী বিশিষ্ট আদেশ। বহু প্রসিদ্ধ সাহাবা, তাবেয়ীন ও এমাম-বুজর্গের মতে এই আয়তের আদেশ সাধারণ। যখন যে অবস্থায়ই হউক না কেন—কোরান শরিফ পাঠ করার স্বর কর্ণে প্রবেশ করিলেই তখন উহা নীরবে শ্রবণ করিতে হইবে। কারণ পবিত্র কোরান পাঠ করার ন্যায় উহা শ্রবণ করাও একটী বিশেষ পুণ্য-কার্য্য। কিন্তু কোন কোন প্রসিদ্ধ মোহাদ্দেস বলেন যে, এই আয়তটী নামাজ পাঠকালীন অবস্থার বিশিষ্ট বিধি। এমাম যখন নামাজে কোরান পাঠ শরিফের কোন অংশ পাঠ করেন, তখন উহা নীরবে ও ধীরচিত্তে শ্রবণ করা মোক্তাদিগণের অবশ্য কর্ত্তব্য। কোন অবস্থাতেই ইহার ব্যতিক্রম

لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ ۝ ٢٠٥- وَاذْكُرْ
رَّبَّكَ فِيْ نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَّخِيْفَةً
وَّدُوْنَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ
وَالْاٰصَالِ وَلَا تَكُنْ مِّنَ الْغٰفِلِيْنَ ۝
٢٠٦- اِنَّ الَّذِيْنَ عِنْدَ رَبِّكَ لَا
يَسْتَكْبِرُوْنَ عَنْ عِبَادَتِهٖ وَيُسَبِّحُوْنَهٗ
وَلَهٗ يَسْجُدُوْنَ ۩

করুণা-প্রাপ্ত হও। ২০৫। এবং তুমি প্রভাতে ও সন্ধ্যায় তোমার প্রতিপালককে স্বীয় অন্তরে বিনীতভাবে ও সভয়ে এবং প্রকাশ্য স্বর ব্যতিরেকে স্মরণ কর এবং অমনোযোগীদিগের অন্তর্গত হইও না।
২০৬। নিশ্চয় যাহারা তোমার প্রতিপালকের সন্নিকটবর্ত্তী—তাহারা তদীয় আরাধনা হইতে অহঙ্কার করে না এবং তাহারা তাঁহার পবিত্রতা বর্ণনা করে এবং তাঁহাকেই সেজদা করিয়া থাকে।

হইতে পারে না। হজরত এব্‌নে-মসউদ ও এমাম আবু-হানিফা প্রমুখ মহাত্মাগণ এই মতই অবলম্বন করিয়াছেন এবং হজরত রসুলোল্লার পবিত্র হাদিস সমূহও এই মতের পূর্ণ অনুকূল।

২০৫। এই আয়তে আল্লাহতা'লা হজরত রসুলোল্লাকে "প্রভাতে ও সন্ধ্যায়" অর্থাৎ দিবা-রাত্রি সর্ব্বদা নীরবে—ভয়-ভক্তি ও নম্রতার সহিত আহ্বান করিবার জন্য আদেশ করিতেছেন। সুতরাং নিঃসন্দেহে অনুমিত হইতেছে যে, উচ্চৈঃস্বরে ও দুর্ব্বিনীতভাবে দর্প-দম্ভ, অহঙ্কার ও উৎসব আড়ম্বরের সহিত আল্লাহতা'লার উপাসনা-আরাধনার অভিনয় করা তাঁহার আদেশের স্পষ্টতর বিরুদ্ধাচরণ। সুতরাং যাহারা নূতন নূতন "হালকা" এবং সমূচ্চ "জেকের-ফেকেরের" সৃষ্টি করিয়া লোকদিগকে পথভ্রান্ত করিতেছে, তাহারা আল্লাহ ও রসুলের বিরুদ্ধাচরণ পূর্ব্বক নরকের পথ পরিষ্কার করিয়া লইতেছে।

"প্রভাত ও সন্ধ্যায়" অর্থে কেহ যেন মনে না করেন যে, দিবা-রাত্রির মধ্যে কেবলমাত্র দুই বার নামাজ পাঠ করিতে হইবে অথবা এই আয়ত অবতীর্ণ হইবার সময় পঞ্চ-বার নামাজের আদেশ অবতীর্ণ হয় নাই; উক্ত বাক্যের মর্ম্মার্থে দিবা-রজনীর মধ্যবর্ত্তী পঞ্চ-বারের ফরজ নামাজ হইতে সর্ব্বপ্রকার সুন্নত ও নফল আরাধনা পর্য্যন্ত সমস্তই বুঝিতে হইবে।

২০৬। এই আয়তে আল্লাহতা'লা তাঁহার সন্নিকটবর্ত্তী ফেরেশ্‌তাগণের অবস্থা-বর্ণনা করিতেছেন। তিনি বলিতেছেন যে, ফেরেশ্‌তাগণ নিষ্কাম ও নিরপরাধ হইয়াও যখন সর্ব্বদা বিনীতভাবে স্বীয় প্রতিপালক আল্লার আরাধনা করিতেছে এবং তদীয় মহিমা বর্ণনা পূর্ব্বক নতশিরে তাঁহাকেই 'সেজদা' করিতেছে, তখন শত অপরাধে অপরাধী—ইন্দ্রিয়াধীন মানবের পক্ষে স্বীয় কল্যাণ ও মুক্তির জন্য আল্লার উপাসনা আরাধনায় লিপ্ত থাকিয়া তাঁহাকে 'সেজদা' করা একান্ত কর্ত্তব্য।

* **কোরান পাঠের সেজ্‌দা**—উপরোক্ত আয়তের শেষাংশ পাঠ অথবা শ্রবণ করার সঙ্গে সঙ্গে 'সেজ্‌দা' করা 'ওয়াজেব'—অর্থাৎ অবশ্য কর্ত্তব্য।

সুরা আ-রাফের সংক্ষিপ্ত সার

আল্‌ আরাফও পবিত্র কোরানের একটী বৃহত্তম সুরা। এই পবিত্র সুরা ২৪ রুকুতে বিভক্ত এবং ২০৬ আয়তে গ্রথিত হইয়াছে। "আ-রাফ" অর্থাৎ পারলৌকিক সমুন্নত-স্থানের অধিবাসীবৃন্দের প্রসঙ্গ এবং হজরত নূহ, হজরত হুদ, হজরত সালেহ, হজরত লুত, হজরত শোয়েব ও হজরত মূসা প্রভৃতি সুবিখ্যাত নবীগণের ধারাবাহিক বিবরণ এবং তাঁহাদের সমসাময়িক অবিশ্বাসীদিগের ধর্ম্মদ্রোহিতা ও ধ্বংসপ্রাপ্তির বর্ণনাই এই সুরার বিশেষত্ব। এতদ্ভিন্ন সৃষ্টি-বিবরণ, হজরত আদমের সহিত পাপাত্মা শয়তানের শত্রুতা, ঐশী-সত্য সম্বন্ধে মানবাত্মাগণের সাক্ষ্যদান এবং সত্যানুসরণের জন্য জগদ্বাসীর প্রতি আল্লাহতা'লার চরম উপদেশ প্রভৃতি বহু বিষয় বর্ণিত হইয়াছে।

মদিনায় অবতীর্ণ	৮। সূরা আন্‌ফাল—الانفال	৭৫ আয়াত

১ম রুকু—বদর-যুদ্ধে স্বর্গীয় সাহায্যের আভাস

সর্ব্ব প্রদাতা করুণাময় আল্লার নামে

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

১। তাহারা তোমাকে অতিরিক্ত দ্রব্য-সম্ভার সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিতেছে; তুমি বল—অতিরিক্ত দ্রব্য-সম্ভার আল্লাহ ও রসুলের জন্য; অতএব আল্লাহকে

١- يَسْـَٔلُوْنَكَ عَنِ الْاَنْفَالِ ط قُلِ الْاَنْفَالُ لِلّٰهِ وَالرَّسُوْلِ ج فَاتَّقُوا اللّٰهَ

আন্‌ফাল—"নফল" শব্দের বহুবচন; ইহার অর্থ অতিরিক্ত অথবা সংযোজন (তঃ বহরুল মহিত)। মূল-বস্তু অথবা নিয়মিত বিষয় হইতে যাহা অতিরিক্ত তাহাকেই নফল বলে (তঃ কবির)। 'নফল' নামাজ ইহার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। নিয়মিত ফরজ অপেক্ষা অতিক্তি বলিয়াই উহাকে 'নফল' বলা হয় (তঃ হক্কানী)। এই সূত্রানুযায়ী সমর-লব্ধ দ্রব্য-সম্ভার অথবা যুযুৎসু শত্রুপক্ষের নিকট হইতে লুণ্ঠিত দ্রব্যাদিকেও "আন্‌ফাল" বলা হইয়া থাকে। কারণ উহা অন্যান্য সম্প্রদায়ের উপর মুসলমানদিগের জন্য একটী অতিরিক্ত অধিকার অথবা যুদ্ধকালীন বিশিষ্ট-বিধি। ইহা আধুনিক সমরনীতির সম্পূর্ণ অনুমোদিত। যাহারা "আন্‌ফাল" অর্থে সাধারণভাবে 'লুণ্ঠন' বা 'লুণ্ঠিত দ্রব্য-সম্ভার' বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাহারা ইচ্ছা বা অনিচ্ছাকৃত ভ্রম করিয়াছেন। অবশ্য "আনফাল" অর্থ 'গনিমত' অর্থাৎ "লুণ্ঠিত দ্রব্য-সম্ভার"—বহু তফ্‌সীরকারগণ কর্ত্তৃক নির্দ্দেশিত হইলেও উহার প্রকৃত অর্থ—মুসলমানদিগের বিরুদ্ধে যুদ্ধ-ঘোষণাকারী বিধর্ম্মীর নিকট হইতে লুণ্ঠিত সমর-সম্ভার—অর্থাৎ অস্ত্র-শস্ত্র, পশুপাল ও রসদাদি কিংবা পরাজিত শত্রুর পরিত্যক্ত দ্রব্যাদি বুঝিতে হইবে (আকরামা; মোজাহেদ, কাতাদা—বহরুল মহিত)। কেহ কেহ বলেন যে, 'আনফাল' অর্থ সমর-লব্ধ দ্রব্য-সম্ভারের অংশ—যাহা যোদ্ধাগণ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। উহার অন্য অর্থ—মুসলমানদিগের বিরুদ্ধে যুদ্ধ-রত অংশীবাদিগণের নিকট হইতে বিচ্ছিন্ন দ্রব্যাদি—যাহা বিনা যুদ্ধে মুসলমানদিগের করায়ত্ত হয়। তঃ এবন-আব্বাস ও কবির।

শানে-নজুল—বদর-যুদ্ধে মুসলমানেরা জয়লাভ করিবার পর শত্রুপক্ষের পরিত্যক্ত যে সকল দ্রব্য-সম্ভার ও রসদাদি হস্তগত করিয়াছিলেন, তাহার বণ্টন লইয়া তাহাদের মধ্যে মতভেদ হয়। অগ্রগামী ও যুবক যোদ্ধাদল জয়লাভে তাহাদের কৃতিত্ব অধিক মনে করিয়া অতিরিক্ত অংশ-প্রাপ্তির দাবী করেন; কিন্তু বৃদ্ধ ও পশ্চাদরক্ষী সৈন্যদল—তাহাদেরই সাহায্য প্রভাবে জয়লাভ সংঘটিত হইয়াছে বলিয়া তুল্য অংশের প্রার্থী হয়। এই ব্যাপার লইয়া উভয় দলে মনোমালিন্য ও কলহের সূচনা হইলে পরে তাহারা ইহার মীমাংসা ও বিচার-ভার হজরত রসুলোল্লার প্রতি অর্পণ করেন এবং তাহারই ফলে এই সূরা অবতীর্ণ হয়। হজরত রসুলোল্লার মদিনা আগমনের পর দ্বিতীয় হিজরীতে বদর-যুদ্ধের অব্যবহিত পূর্ব্বে অথবা পরেই যে এই সূরার অধিকাংশ অবতীর্ণ হইয়াছিল, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। এই পবিত্র সূরা সাধারণতঃ "আনফাল" নামেই প্রসিদ্ধ। পক্ষান্তরে ইহা "সূরা বদর" বলিয়াও কথিত হইয়া থাকে। ইহার আয়ত সংখ্যা পঁচাত্তর; কিন্তু কেহ কেহ আয়ত-সংখ্যা ছিয়াত্তর অথবা সাতাত্তর বলিয়াও নির্দ্দেশ করিয়াছেন।—তঃ হক্কানী।

১। "আনফাল" বা সমর-লব্ধ দ্রব্য-সম্ভারের বিভাগ সম্বন্ধে বদর-বিজয়ী মুসলমানেরা হজরত রসুলোল্লার নিকট যে অভিযোগ উপস্থিত করিয়াছিলেন, তাহার উত্তরে আল্লাহতা'লা হজরত

ভয় কর এবং তোমাদের অন্তর্গত বিষয়ের
সংশোধন কর, এবং আল্লাহ ও তদীয়
রসুলের অনুসরণ কর—যদি তোমরা
বিশ্বাসী হও। ২। যখন আল্লার প্রসঙ্গ
উচ্চারিত হয়, তখন যাহাদের অন্তর
কাঁপিয়া উঠে—কেবল তাহারাই বিশ্বাসী,
এবং যখন তাহাদের সমক্ষে তদীয়
নিদর্শনাবলী পঠিত হয়—তাহাদের বিশ্বাস
পরিবর্দ্ধিত হইয়া থাকে এবং তাহারা
স্বীয় প্রতিপালকের উপরেই নির্ভর
করে। ৩। যাহারা নামাজ প্রতিষ্ঠিত
করে এবং আমি তাহাদিগকে যে
উপজীবিকা দিয়াছি তাহা হইতে ব্যয়
করে ;—৪। তাহারাই প্রকৃত বিশ্বাসী ;
তাহাদেরই জন্য তাহাদের প্রতি-
পালকের নিকট পদ-মর্য্যাদা এবং

وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ ۖ
وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنْ كُنْتُمْ
مُؤْمِنِينَ ○ ٢- إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ
الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ
قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ
زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ
يَتَوَكَّلُونَ ۚ ٣- الَّذِينَ يُقِيمُونَ
الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ۚ
٤- أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا ۚ
لَهُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ

রসুলোল্লাকে প্রত্যাদেশ করিলেন :—তুমি মুসলমানদিগকে বলিয়া দাও যে, আল্লাহ এবং তাঁহার প্রতিনিধি রসুলই উহার প্রকৃত অধিকারী। ঐ সকল দ্রব্যে কাহার কোনই অধিকার নাই। অতএব আল্লাহতা'লার নির্দ্দেশ অনুসারে তাহার রসুল তোমাদিগকে উহা যেরূপভাবে বিভাগ করিয়া দেন—তোমরা যদি প্রকৃত বিশ্বাসী হও, তবে কোন আপত্তি বা গোলযোগ না করিয়া সন্তুষ্ট-চিত্তে তাহাই গ্রহণ কর। অনন্তর আল্লাহতা'লার নির্দ্দেশ অনুসারে হজরত রসুলোল্লাহ ঐ সকল দ্রব্য-সম্ভার মুসলমানদিগের মধ্যে তুল্যাংশে বিভাগ করিয়া দিয়াছিলেন ;—হাকেম কৃত মোসতাদরক।

কোন কোন তফ্‌সীরকার বলেন :—"অতিরিক্ত দ্রব্য-সম্ভার আল্লাহ ও রসুলের জন্য"—ইহার মর্ম্ম এই যে, আল্লার নির্দ্দেশ অনুসারে হজরত রসুলোল্লাই উহা বিভাগ করিয়া দিবেন ; অন্য কাহারও পক্ষে তাহাতে আপত্তি করিবার কোনই অধিকার নাই (বয়জবী)। আবার কেহ কেহ বলেন—উক্ত বাক্যের মর্ম্ম এই যে, যুদ্ধলব্ধ দ্রব্যাদি সাধারণ সম্পত্তি ; উহা কাহারও ব্যক্তিগত সম্পত্তি নহে। সুতরাং উহা ধর্ম্ম ও সমাজের উন্নতি-সাধন কল্পে অথবা সাধারণ হিতকর কার্য্যে ব্যয় করাই প্রশস্ত বিধি।—তঃ মঃ আঃ।

২। এই আয়তে অতি সুন্দর ভাষায় বিশ্বাসী মুসলমানদের প্রকৃতি বর্ণিত হইয়াছে। পূর্ব্ব আয়তে বর্ণিত হইয়াছে যে, প্রকৃত বিশ্বাসী মুসলমানেরা কোনরূপ লাভ বা ক্ষতির প্রতি আদৌ দৃক্‌পাত না করিয়া সন্তুষ্ট চিত্তে আল্লাহ ও রসুলের অনুসরণ করিয়া থাকে। পুনরায় আলোচ্য আয়তে বর্ণিত হইতেছে যে, আল্লাহতা'লার প্রসঙ্গ শুনিলে তাহাদের অন্তর ভয়-ভক্তিতে কম্পিত ও শিহরিত হইয়া উঠে ; তাহাদের বিশ্বাস পরিবর্দ্ধিত হয় এবং তাহারা সর্ব্ববিষয়ে কৃতজ্ঞ ও সন্তুষ্ট-চিত্তে একমাত্র আল্লার উপরেই নির্ভর করিয়া থাকে।

৩—৪। আল্লাহতা'লা আরও বলিতেছেন যে, ঐ সকল বিশ্বাসী মুসলমান নিয়মিত নামাজ পাঠ করে এবং স্ব স্ব অবস্থানুযায়ী জাকাত প্রদান ও দান-খয়রাত করিয়া থাকে। সুতরাং তিনি

ক্ষমা ও সম্মানজনক জীবিকা রহিয়াছে।
৫। তোমার প্রতিপালক তোমাকে কিরূপ সত্যের সহিত স্বীয় গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত করিয়াছেন—যদিও বিশ্বাসীদিগের এক-দল অসন্তুষ্ট হইয়াছিল।
৬। তাহারা উহা সুপ্রকাশিত হইবার পরেও তোমার সহিত সত্য সম্বন্ধে বিতর্ক করিয়াছিল, যেন তাহারা মৃত্যুর দিকে চালিত হইতেছিল এবং তাহারা উহা প্রত্যক্ষ করিতেছিল।
৭। এবং যখন আল্লাহ উভয় দলের এক-দল সম্বন্ধে তোমাদিগকে প্রতিশ্রুতি দান

وَرِزْقٌ كَرِيْمٌ ۝ ٥- كَمَآ اَخْرَجَكَ
رَبُّكَ مِنْ بَيْتِكَ بِالْحَقِّ ص
وَاِنَّ فَرِيْقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِيْنَ
لَكٰرِهُوْنَ ۝ ٦- يُجَادِلُوْنَكَ
فِى الْحَقِّ بَعْدَ مَا تَبَيَّنَ كَاَنَّمَا
يُسَاقُوْنَ اِلَى الْمَوْتِ وَهُمْ يَنْظُرُوْنَ ۝
٧- وَاِذْ يَعِدُكُمُ اللّٰهُ اِحْدَى

এই সমস্ত লোকের অপরাধ ও দোষ-ত্রুটী ক্ষমা করেন এবং সম্মানের সহিত বৈধ জীবিকা প্রদান পূর্ব্বক তাহাদিগকে ইহ-পরলোকে গৌরবান্বিত করিয়া থাকেন।

৫—৬। আলোচ্য আয়ত-দ্বয়ে বদর-যুদ্ধের প্রতি ইঙ্গিত করা হইয়াছে। হজরত রসুলোল্লাহ কোরেশদিগের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হইয়া প্রিয় জন্মভূমি— মহিমান্বিত মক্কাধাম পরিত্যাগ করিয়া পবিত্র মদিনায় গমন করেন। সেখানে অনুদিন তাঁহার শিষ্য-সংখ্যা ও প্রভাব-প্রতিপত্তি বর্দ্ধিত হইতেছে শুনিয়া কোরেশদিগের অসহ অন্তর্দাহ উপস্থিত হয় এবং তাহারা বিপুল আড়ম্বরের সহিত সমরায়োজন করিয়া মদিনা আক্রমণ পূর্ব্বক হজরত রসুলোল্লার সহিত মুসলমানদিগকে সমূলে ধ্বংস করিবার জন্য মক্কা হইতে অভিযান করে। ইতিমধ্যে মুসলমানদিগের প্রতি "জেহাদ" বা ধর্ম্মযুদ্ধের আদেশ অবতীর্ণ হয়। সুতরাং হজরত রসুলোল্লাহ ও আল্লাহতা'লার আদেশ অনুযায়ী আত্মরক্ষা এবং শত্রুপক্ষের আক্রমণ প্রতিরোধ করিবার জন্য মদিনা হইতে যাত্রা করেন। এই অভিযান কালে একদল ক্ষীণ-বিশ্বাসী নবদীক্ষিত মুসলমান যুদ্ধকালীন বিপদ এবং আত্মনাশ ও পরাজয়ের আশঙ্কা করিয়া হজরত রসুলোল্লার প্রতি অসন্তুষ্ট হইয়াছিল। অনন্তর বদর-প্রান্তরে প্রবল শত্রুপক্ষ যখন দুর্বল মুসলমানদিগের সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছিল, তখন ঐ ক্ষীণ-বিশ্বাসীরা হজরত রসুলোল্লার নিকট অভিযোগ করিয়া বলিয়াছিল যে, আপনি আমাদিগকে নিশ্চিত মৃত্যুর মুখে নিক্ষেপ করিবার জন্যই কি মদিনা হইতে এখানে লইয়া আসিয়াছেন? ফলতঃ তাহারা যেন প্রত্যক্ষ দেখিতেছিল যে, এরূপ প্রবল পরাক্রান্ত শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিলে তাহারা নিশ্চয়ই নিহত হইয়া ধ্বংসপ্রাপ্ত ও বিনষ্ট হইয়া যাইবে।

৭। কোন কোন তফ্‌সীরকার বর্ণনা করিয়াছেন:—হিজরী দ্বিতীয় বর্ষের রমজান মাসের প্রথম তারিখে হজরত রসুলোল্লাহ সংবাদ পান যে, আবু-সুফিয়ান চল্লিশ জন যাত্রীর সহিত সিরিয়া হইতে বাণিজ্য করিয়া বহু দ্রব্য-সম্ভার সহ মক্কায় গমন করিতেছে। তৎশ্রবণে তিনি 'মোহাজের' ও 'আনসার' সম্প্রদায়ের তিনশত অনুগামী সঙ্গে লইয়া তাহাদিগকে ধৃত ও বন্দী করিবার জন্য মদিনা হইতে যাত্রা করেন। আবু-সুফিয়ান এই সংবাদ পাইয়া সমুদ্র তীরবর্ত্তী এক দুর্গম পথ ধরিয়া মক্কার দিকে ধাবিত হয় এবং কোরেশদিগের নিকট অবিলম্বে সাহায্য প্রার্থনা করিয়া দূত প্রেরণ করে। কোরেশেরা সেই সংবাদ পাইয়া তৎক্ষণাৎ সহস্রাধিক সুশিক্ষিত সৈন্য ও সমর-সম্ভার লইয়া মুসল-মানদিগকে আক্রমণ এবং আবু-সুফিয়ানকে সাহায্য করিবার জন্য মদিনার দিকে অগ্রসর হয়। এই বর্ণনা অবলম্বনে সেল, পামার প্রভৃতি খ্রীষ্টান কোরান অনুবাদকগণ উহাকে অতিরঞ্জিত করিয়া লিখিয়াছেন যে, "হজরত রসুলোল্লাহ নিজের বহুসংখ্যক অনুচর-সহ নিরস্ত্র বাণিজ্য-যাত্রীদিগের ধন-

করিয়াছিলেন যে, নিশ্চয় ইহা তোমাদের জন্য এবং তোমরা অস্ত্রহীনদিগকে নিজের জন্য মনোনীত করিয়াছিলে এবং আল্লাহ স্বীয় বাক্য দ্বারা সত্যের সত্যতা প্রতিপাদন করিতে এবং

الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ

সম্পত্তি লুণ্ঠন করিবার জন্য অভিযান করিয়াছিলেন। মৌলবী মোহাম্মদ আলি সাহেব ঐ সকল অযৌক্তিক মতের তীব্র প্রতিবাদ করিয়া লিখিয়াছেন যে, উপরোক্ত বর্ণনা পবিত্র কোরানের উক্তি এবং ঐতিহাসিক সত্যের সম্পূর্ণ বিরোধী; কারণ হজরত রসুলোল্লার সহিত 'বদর' নামক স্থানে কোরেশদিগের যুদ্ধ হয়; বদর মদিনা হইতে তিন দিবস এবং মক্কা হইতে দশ দিবসের পথ। অথচ উপরোক্ত বর্ণনায় আছে যে, হজরত রসুলোল্লাহ আবু-সুফিয়ানের অনুসরণ করিলে, সে ভীত হইয়া কোরেশদিগের নিকট সাহায্য প্রার্থনা পূর্ব্বক দূত প্রেরণ করে। সেই দূতের মুখে সংবাদ পাইবার পরে কোরেশেরা সমরায়োজন পূর্বক দশ দিবসের পথ অতিক্রম করিয়া বদর নামক স্থানে উপস্থিত হয়—আর হজরত রসুলোল্লাহ তাহার বহু পূর্বের যাত্রী হইয়া মাত্র তিন দিবসের পথ অতিক্রম করিয়া সেই স্থানে আগমন করেন, ইহা কিরূপে সম্ভবপর হইতে পারে? প্রকৃত কথা এই যে, কোরেশেরা মদিনা আক্রমণের জন্য অভিযান করিবার পর হজরত উক্ত সংবাদ পাইয়া আত্মরক্ষা এবং শত্রুর আক্রমণ প্রতিরোধ করিবার জন্য মদিনা হইতে যুদ্ধ-যাত্রা করেন এবং তিন দিবস পরে বদর নামক স্থানে শত্রুসৈন্যের সম্মুখীন হন। অবশ্য হজরত রসুলোল্লাহ জাফ্‌রান প্রান্তরে অবস্থান কালেই মক্কাযাত্রী আবু-সুফিয়ান ও তাহার নিরস্ত্র সঙ্গীদিগের সংবাদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। সেই সময় তিনি প্রত্যাদিষ্ট হইয়া স্বীয় সঙ্গীদিগকে বলিয়াছিলেন যে, কোরেশেরা শান্তিভঙ্গ করিয়া আমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিয়াছে। এ অবস্থায় তাহাদের সহিত যুদ্ধ করা অথবা তাহাদের স্বজনদিগকে আক্রমণ করিয়া তাহাদের দ্রব্য-সম্ভার ও রসদাদি হস্তগত করা এতদুভয়ের যে কোন পন্থা অবলম্বন করিতে আমাদের পূর্ণ অধিকার আছে। তদ্‌শ্রবণে একদল মুসলমান স্বাভাবিক দৌর্বল্যের বশীভূত হইয়া বলিয়াছিলেন যে, আমাদের পক্ষে অল্পসংখ্যক লোক লইয়া বহুসংখ্যক শত্রুর সম্মুখীন হওয়ার পরিবর্তে আবু-সুফিয়ানকে আক্রমণ করিয়া তাহার দ্রব্য-সম্ভার হস্তগত করাই শ্রেয়; কিন্তু হজরত আবু-বকর, হজরত ওমর ও সাইদ ইবনে মসিব প্রভৃতি প্রধানতম সাহাবাগণ বলিয়াছিলেন যে, আপনি যাহা সঙ্গত ও প্রশস্ত মনে করেন তাহাই করুন। বলা বাহুল্য, হজরত রসুলোল্লাহ কখনই নিরস্ত্র যাত্রীদিগকে লুণ্ঠন করিবার পক্ষপাতী ছিলেন না; সুতরাং আল্লাহতা'লার নির্দ্দেশ এবং তাঁহার বিজয়-প্রতিশ্রুতির উপর নির্ভর করিয়া তিনি নিজের অল্পসংখ্যক অস্ত্র শস্ত্র হীন অনুগামী লইয়া বহুসংখ্যক সশস্ত্র সুশিক্ষিত কোরেশ-সৈন্যের সহিত প্রকাশ্য যুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়াই স্থিরসংকল্প করিলেন। হজরত রসুলোল্লার এই সিদ্ধান্তের ফলে ক্ষীণ-বিশ্বাসী মুসলমানদিগের মধ্যে কিরূপ আতঙ্ক ও নিরাশা আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল, তাহা ইতিপূর্বে বর্ণিত হইয়াছে। তঃ কবির, হক্কানী ও মঃ আঃ তুলিতব্য।

আলোচ্য আয়তের শেষাংশে আল্লাহতা'লা "স্বীয় বাক্য" অর্থাৎ কোরেশদিগকে পরাজিত অথবা ধ্বংস করিয়া মুসলমানদিগকে বিজয়ী করিবার যে ভবিষ্যদ্বাণী প্রতিশ্রুতি প্রদান করিয়াছিলেন, তাহার সত্যতা ও পূর্ণতার প্রতি ইঙ্গিত করিতেছেন। এই যুদ্ধ সংঘটিত হইবার বহু পূর্ব্বে হজরত রসুলোল্লার মক্কা অবস্থান কালে আল্লাহতা'লা এই অলৌকিক বিজয় সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলেন। তখন কোরেশেরা ইহাকে অসম্ভব মনে করিয়া তাচ্ছিল্য ও উপহাস করিয়াছিল। কিন্তু আল্লাহতা'লার অপার করুণায় অচিরকাল মধ্যেই বদরের যুদ্ধে উক্ত ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ সফলতা স্বরূপ হজরত রসুলোল্লাহ জয়লাভ করেন এবং কোরেশ-শক্তি চূর্ণ হইয়া যায়। এই সকল ভবিষ্যদ্বাণী যথাস্থানে উল্লেখিত হইয়াছে।—কোঃ ৫৪—৪৫—দ্রষ্টব্য।

অবিশ্বাসীদিগের মূল কর্তন করিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন ; ৮। যাহাতে তিনি সত্যের সত্যতা এবং অসত্যের অসত্যতা প্রতিপন্ন করিতে পারেন এবং যদিও ইহা অপরাধিগণের পক্ষে অপ্রীতিকর। ৯। যখন তোমরা স্বীয় প্রতিপালকের সাহায্য প্রার্থনা করিতেছিলে, ফলতঃ তখন তিনি তোমাদের জন্য স্বীকারোক্তি করিয়াছিলেন যে, আমি তোমাদিগকে অনুসরণকারী ফেরেশতাগণের এক

وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ ۝
٨- لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ
وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ ۝ ٩- إِذْ
تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ
أَنِّي مُمِدُّكُم بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ

হজরত রসুলোল্লার এই অলৌকিক বিজয়ের ভবিষ্যদ্বাণী শুধু যে কোরানেই উক্ত হইয়াছে তাহা নহে। পবিত্র কোরান অবতারণের বহু পূর্ব্বে তওরাত, জবুর এবং ইঞ্জিলেও হজরত রসুলোল্লার মহাবিজয় এবং কোরেশদিগের শোচনীয় পরাজয়ের প্রত্যক্ষ ভবিষ্যদ্বাণী রহিয়াছে ; যথা—"প্রভু আমাকে এই কথা কহিলেন, বেতনজীবির বৎসরের ন্যায় আর এক বৎসরকাল মধ্যেই কেদরের (কোরেশের) সমস্ত প্রভাব লুপ্ত হইবে; আর কেদর-বংশীয় বীরগণের অল্প ধনুর্দ্ধর মাত্র অবশিষ্ট থাকিবে ; কারণ সদাপ্রভু ইস্রায়েলের ঈশ্বর এই কথা বলিয়াছেন।—"যিশাইয়া ২১—১৬, ১৭, পদ।

উপরোক্ত ভবিষ্যদ্বাণীর পূর্ব্ববর্ত্তী দুই পদে হজরত রসুলোল্লার হেজরতের স্পষ্টতর ভবিষ্যদ্বাণী রহিয়াছে ;—হে দদানীয় পথিক দল-সমূহ, তোমরা আরবে বনের মধ্যে রাত্রি-যাপন করিবে ; তোমরা তৃষিতের কাছে জল আন। হে তেমা দেশবাসীরা, তোমরা অন্ন লইয়া পলাতকদের সহিত সাক্ষাৎ কর। কেননা তাহারা খড়্গের সম্মুখ হইতে—নিষ্কোষিত খড়্গের, আকর্ষিত ধনুর ও ভারি যুদ্ধের সম্মুখ হইতে পলায়ন করিবে।—"যিশাইয়া ১২—১৩, ১৪ ও ১৫ পদ।

উপরোক্ত ভবিষ্যদ্বাণী-সমূহ হজরত রসুলোল্লার হেজরত এবং তৎপরে এক বৎসরের মধ্যে কোরেশদিগের পতন পরাজয় এবং হজরতের অলৌকিক জয়লাভের সহিত অক্ষরে অক্ষরে মিলিয়া যায়। পবিত্র কোরানে অবিশ্বাসীদিগের মূল-কর্ত্তনের যে ভবিষ্যদ্বাণী আছে, তাহার সফলতা স্বরূপ ঐ যুদ্ধে কোরশদিগের সাতজন নেতৃস্থানীয় প্রধান ব্যক্তি নিহত হইয়াছিল। সুতরাং বদর-যুদ্ধ যে হজরত রসুলোল্লার নবুয়তের সত্যতার এক উজ্জ্বলতম প্রত্যক্ষ প্রমাণ, তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই।—তঃ কবির, হক্কানী ও মঃ আঃ।

৮। আল্লাহতা'লা বলিতেছেন যে, আমার ভবিষ্যদ্বাণী এবং রসুলের প্রচারিত সত্য-ধর্ম্মের সত্যতা প্রতিপাদন পূর্বক অবিশ্বাসীদিগের অমূলক ধারণা ও ভ্রান্তি তিরোহিত করিবার জন্যই আমি এই যুদ্ধে অবিশ্বাসী কোরেশদিগকে বিধ্বস্ত করিয়া বিশ্বাসী মুসলমানদিগকে বিজয়-গৌরবে অভিষিক্ত করিয়াছিলাম।

৯। হজরত রসুলোল্লাহ বদর-যুদ্ধে আল্লাহতা'লার পূর্বপ্রদত্ত প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করিবার জন্য যেরূপ বিনীতভাবে ও করুণকণ্ঠে তৎসকাশে সাহায্য-প্রার্থনা করিয়াছিলেন এবং সেই প্রার্থনার উত্তরে আল্লাহতা'লা মুসলমানদিগকে স্বর্গীয় ফেরেশতাপুঞ্জের দ্বারা সাহায্য করিবার যে প্রতিশ্রুতি দান করিয়াছিলেন এই আয়তে তৎপ্রতি ইঙ্গিত করা হইয়াছে।

তাস্‌তাগিছুনা—"গওছ" হইতে নিষ্পন্ন। "গওছ" অর্থ সাহায্য—সুতরাং "তাস্‌তাগিছুনা" অর্থ সাহায্য-প্রার্থনা করা।

মোরদেফিন—অনুসরণকারী অথবা শ্রেণীবদ্ধ। যাহারা পরস্পর অনুসরণকারী হইয়া অথবা যাহাদের এক অন্যকে অনুসরণ করিয়া শ্রেণীবদ্ধভাবে পরিচালিত হয়, তাহাদিগকে "মোরদেফিন" বলে।

সহস্র দ্বারা সাহায্য করিব। ১০। এবং আল্লাহ সুসংবাদ এবং যাহাতে তোমাদের হৃদয় আশ্বস্ত হয়—তদ্ব্যতীত ইহা সম্পন্ন করেন নাই; এবং আল্লার সন্নিকট হইতে ব্যতীত সাহায্য নাই; নিশ্চয় আল্লাহ মহাপরাক্রান্ত বিজ্ঞানময়।

مُرْدِفِينَ ○ ١٠- وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ
إِلَّا بُشْرَىٰ وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ ج
وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ ط
إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ع

২য় রুকু—বদর-বিজয়ের অলৌকিক রহস্য

১১। যখন তিনি তোমাদিগকে স্বীয় সন্নিধান হইতে শান্তি-স্বরূপ তন্দ্রাচ্ছন্ন করিয়াছিলেন এবং আকাশ হইতে তোমাদের উপর বারি-বৃষ্টি হইতেছিল,

١١- إِذْ يُغَشِّيكُمُ النُّعَاسَ أَمَنَةً مِنْهُ
وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً

হজরত এব্‌ন আব্বাস বলিয়াছেন যে, হজরত রসুলোল্লাহ বদর-যুদ্ধের দিন আল্লার নিকট অতি করুণকণ্ঠে প্রার্থনা করিয়া বলিতেছিলেন :—"হে আল্লাহ! আমি সঙ্কট-সময়ে তোমার অঙ্গীকার ও প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করিবার জন্য বিনীতভাবে প্রার্থনা করিতেছি। হে আল্লাহ! যদি তুমি এই ক্ষুদ্র সম্প্রদায়কে বিনষ্ট করিয়া ফেল, তবে এই পৃথিবীতে তোমার আরাধনার জন্য আর কেহই অবশিষ্ট থাকিবে না।" হজরত উক্ত প্রার্থনায় এরূপ তন্ময় হইয়া গিয়াছিলেন যে, তাঁহার পবিত্র মস্তকাবরণী স্খলিত হইয়া পড়িয়াছিল। হজরত আবুবকর সেই সময়ে তাঁহার হস্ত ধারণ করিয়া বলিয়াছিলেন,—"হে আল্লার রসুল, ইহাই যথেষ্ট; আল্লাহ আপনার প্রার্থনা পরিগ্রহণ করিয়াছেন। সেই সময়ে এই স্বর্গীয় সাহায্য-প্রদানের প্রতিশ্রুতি বিষয়ক আয়ত অবতীর্ণ হয় এবং হজরত রসুলোল্লাহ অগ্রসর হইয়া এতদ্‌সহ উচ্চৈঃস্বরে ঘোষণা করেন,—অচিরেই এই শত্রুদল পরাস্ত হইবে এবং তাহারা পৃষ্ঠভঙ্গ দিয়া পলায়ন করিবে" (৫৪—৪৫)!—সহি বোখারী।

১০। তফ্‌সীরকারগণ সকলেই স্বীকার করিয়াছেন যে, বদর-যুদ্ধে মুসলমানদিগকে আশ্বাস প্রদান ও সাহায্য করিবার জন্য আকাশ হইতে ফেরেশতা অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। কিন্তু ফেরেশতাগণ যুদ্ধ করিয়াছিলেন কি না, তৎসম্বন্ধে তফ্‌সীরকারগণের মধ্যে মতভেদ আছে। এক সম্প্রদায় বলেন যে, ফেরেশতাগণ যুদ্ধ করিয়া শত্রুসংহার করিয়াছিলেন এবং অন্য সম্প্রদায় বলেন যে, ফেরেশ্‌তাগণ যুদ্ধ করেন নাই; তাঁহারা মুসলমানদিগের সাহস ও শক্তি বৃদ্ধি করিবার জন্য বিজয়ের সুসংবাদ সহ অবতীর্ণ হইয়াছিলেন মাত্র।

নব্য তফ্‌সীরকারগণের কেহ কেহ যুক্তি-তর্কের অবতারণা করিয়া প্রতিবাদ করিয়াছেন যে, ফেরেশ্‌তাগণ যুদ্ধ করেন নাই (মঃ আঃ)। কিন্তু প্রাচীন তফ্‌সীরকারগণের অনেকেই সহি হাদিছ সমূহ অবলম্বনে প্রমাণ করিয়াছেন যে, ফেরেশ্‌তাগণের যুদ্ধ করার মতই যুক্তিযুক্ত (হক্কানী)। কারণ সহি হাদিসে ফেরেশ্‌তাগণের যুদ্ধ করা, শব্দ করা এবং অদৃশ্য চাবুক-প্রহারে শত্রু-নিপাত করার প্রসঙ্গ বর্ণিত হইয়াছে।—সহি মোসলেম।

১১। হজরত রসুলোল্লাহ স্বীয় অনুগামীগণ-সহ বদর নামক স্থানে উপস্থিত হইবার পূর্বেই অংশীবাদী কোরেশেরা সে স্থানে উপস্থিত হইয়া উহারা সুবিধাজনক স্থান-সমূহ অধিকার করিয়া লইয়াছিল এবং ঐ স্থানের পানীয় জলের আধার তাহাদেরই সম্পূর্ণ আয়ত্তাধীন ছিল। পক্ষান্তরে মুসলমানগণ এরূপ অসুবিধাজনক নিম্ন বালুকা প্রান্তরে অবস্থান করিতেছিলেন যে, সেখানে তাঁহাদের ও ভারবাহী পশুপুঞ্জের পদসমূহ বসিয়া যাইতেছিল। বিশেষতঃ পানীয় জলের অভাবে তাঁহারা অত্যন্ত

যেন তিনি তদ্দ্বারা তোমাদিগকে পবিত্র করেন ও তোমাদিগ হইতে শয়তানী অপবিত্রতা দূরীভূত করিয়া দেন এবং যেন তিনি তোমাদের অন্তর-সমূহ সুদৃঢ় করেন ও তোমাদের চরণ-সমূহ সুপ্রতিষ্ঠিত করেন। ১২। যখন তোমার প্রতিপালক ফেরেশ্‌তাগণের প্রতি প্রত্যাদেশ করিয়াছিলেন যে, আমি তোমাদের সঙ্গে আছি, অতএব বিশ্বাস-স্থাপনকারীদিগকে সুপ্রতিষ্ঠিত কর; আমি অচিরেই অবিশ্বাসকারী-দিগের অন্তরে ভীতি নিক্ষেপ করিতেছি,

لِيُطَهِّرَكُمْ بِهٖ وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ
رِجْزَ الشَّيْطٰنِ وَلِيَرْبِطَ عَلٰى قُلُوْبِكُمْ
وَيُثَبِّتَ بِهِ الْاَقْدَامَ ۝ ١٢ - اِذْ
يُوْحِيْ رَبُّكَ اِلَى الْمَلٰٓئِكَةِ اَنِّيْ
مَعَكُمْ فَثَبِّتُوا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا ط
سَاُلْقِيْ فِيْ قُلُوْبِ الَّذِيْنَ كَفَرُوا

কাতর হইয়া পড়িয়াছিলেন। এমন সময়ে অকস্মাৎ অলৌকিকভাবে তাঁহারা ঘোর নিদ্রাভিভূত হইয়া পড়েন—এমন কি, স্বপ্ন-বিকারে তাঁহাদের মধ্যে অনেকের শারীরিক পবিত্রতা পর্য্যন্ত বিনষ্ট হইয়া যায়। কিছুক্ষণ অন্তে জাগ্রত হইবার পর তাঁহারা অনুভব করিলেন—যেন তাঁহাদের সমস্ত অবসাদ ও ক্লান্তি বিদূরিত হইয়া গিয়াছে। কিন্তু পাপাত্মা শয়তান তাঁহাদের অনেকের মনে এইরূপ কু-ধারণা সঞ্চারিত করিয়া দিতে লাগিল যে, যদি হজরত রসুলোল্লাহ সত্য-নবী হইতেন এবং তোমাদের ধর্ম্ম সত্য হইত, তাহা হইলে তোমরা কখনই পানির অভাবে এরূপ অসুবিধায় পড়িয়া অপবিত্রতা ও তৃষ্ণা-জনিত অশান্তি ভোগ করিতে না। কিন্তু এই সময়ে অকস্মাৎ আল্লার অনুগ্রহে মুসলধারে বৃষ্টিপাত হইয়া সমগ্র প্রান্তর প্লাবিত হওয়ায় তাঁহাদের যাবতীয় অশান্তি ও অসুবিধা দূরীভূত হইয়া গেল। অনন্তর স্বর্গীয় সাহায্য করুণার প্রত্যক্ষ নিদর্শন দেখিয়া তাঁহাদের অন্তর আশ্বস্ত হইল এবং সলিল-সিক্ত বালুকা-প্রান্তর গমনাগমনের বিশেষ উপযোগী হইয়া উঠিল। প্রাচীন তফ্‌সীরকারগণের মতে ইহাই আলোচ্য আয়তের প্রকৃত মর্ম্ম।—তঃ হক্কানী !

কোন কোন আধুনিক তফ্‌সীরকার উক্ত ব্যাখ্যার প্রতি আস্থাবান নহেন। তাঁহারা বলেন যে, উপরোক্ত ব্যাখ্যার অনেক বিষয়ের সহিত আয়তের প্রকৃত দ্যোতনার কোনই সম্বন্ধ বা সার্থকতা নাই। উত্তপ্ত মরুপ্রান্তরে নিদ্রাভিভূত হইয়া পড়া এবং স্বপ্ন-বিকারে অপবিত্র হওয়ার কাহিনীকেই তাঁহারা অধিকতর অপ্রাসঙ্গিক বলিয়া অগ্রাহ্য ও অস্বীকার করেন। তাঁহারা বলেন যে, অসুবিধাজনক বালুকা-প্রান্তরে অবস্থান এবং পানীয় জলের অভাবে তৃষ্ণা-জনিত কষ্টে মুসলমানদিগের অন্তরে আল্লার করুণা এবং হজরত রসুলোল্লাহ ও পবিত্র ইসলামের সত্যতায় যে সন্দেহ হইয়াছিল, তাহাই এস্থলে "শয়তানী অপবিত্রতা" বলিয়া উক্ত হইয়াছে। অনন্তর বারি-বর্ষণের ফলে তাঁহাদের সমস্ত অসুবিধা এবং তৎসহ আন্তরিক কু-ধারণা দূরীভূত হইয়া যায়। ফলতঃ এই ঘটনাই আলোচ্য আয়তে "শান্তি-স্বরূপ তন্দ্রাচ্ছন্ন" হওয়া এবং "পবিত্র" করা বলিয়া উপমিত হইয়াছে।—তঃ মঃ আঃ।

১২। যখন উভয় পক্ষে যুদ্ধ আরম্ভ হইয়াছিল, তখন আল্লাহতা'লা স্বীয় প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী বিশ্বাসী মুসলমানদিগকে শক্তি ও সাহস প্রদান এবং অবিশ্বাসী কাফেরদিগকে ভীতি-প্রদর্শনের জন্য ফেরেশ্‌তা-বাহিনী প্রেরণ করিয়াছিলেন। ঐ ফেরেশ্‌তা বাহিনী সাহায্যকারী সৈন্যদলের ন্যায় মুসলমানদিগের সম্মুখে ও পার্শ্বে অবস্থান করিয়া তাহাদিগকে সাহস প্রদান পূর্ব্বক শত্রু সংহার করিবার জন্য উৎসাহিত করিয়াছিলেন। এতদ্দারা অনুমিত হয় যে, সেদিন ফেরেশ্‌তা-বাহিনী যুদ্ধরত সৈন্যদিগের প্রত্যক্ষ দৃষ্টিগোচর হইয়াছিল এবং তদ্দর্শনে মুসলমানগণ সাহসী ও শক্তিসম্পন্ন

অতএব তাহাদের কণ্ঠ-সমূহের উপর
আঘাত কর এবং তাহাদের প্রত্যেক
অঙ্গুলির সংযোগ-সমূহে প্রহার কর।
১৩। ইহা এই জন্য যে, তাহারা আল্লাহ
এবং তদীয় রসুলের বিরুদ্ধাচরণ করিয়া-
ছিল; এবং যে আল্লাহ ও তদীয় রসুলের
বিরুদ্ধাচরণ করে, তবে নিশ্চয় আল্লাহ
কঠোর শাস্তিদাতা। ১৪। ফলতঃ
তোমরা এইরূপে ইহা আস্বাদন কর;
এবং নিশ্চয় অবিশ্বাসীদিগের জন্য
নরকানলের শাস্তি রহিয়াছে। ১৫। হে
বিশ্বাস-স্থাপনকারিগণ, যখন তোমরা
অবিশ্বাসকারী সৈন্যদলের সম্মুখীন হও,
তখন তাহাদিগকে পৃষ্ঠ-প্রদর্শন করিও
না। ১৬। এবং সেদিন যুদ্ধ-কৌশল
অবলম্বন অথবা স্বদলে আশ্রয় গ্রহণ

الرُّعْبَ فَاضْرِبُوْا فَوْقَ الْاَعْنَاقِ
وَاضْرِبُوْا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ ؕ
١٣- ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ شَاۤقُّوا اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ ج
وَمَنْ يُّشَاقِقِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ فَاِنَّ
اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ ○ ١٤- ذٰلِكُمْ
فَذُوْقُوْهُ وَاَنَّ لِلْكٰفِرِيْنَ عَذَابَ
النَّارِ ○ ١٥- يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا
اِذَا لَقِيْتُمُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا زَحْفًا
فَلَا تُوَلُّوْهُمُ الْاَدْبَارَ ۚ ١٦- وَمَنْ
يُّوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهٗۤ اِلَّا مُتَحَرِّفًا

এবং কাফেরকুল ভীত, কম্পিত ও শক্তিহীন হইয়া পড়িয়াছিল। কিন্তু ফেরেশ্‌তা প্রত্যক্ষীভূত হওয়ার কথা সকল তফ্‌সীরকার স্বীকার করেন নাই। তাঁহারা ফেরেশ্‌তাগণ কর্তৃক অলক্ষ্যে মুসলমানদিগের অন্তরে আশঙ্কা ও অবসাদের পরিবর্ত্তে শক্তি ও সাহস সঞ্চারিত করা এবং অবিশ্বাসীদিগকে ভীতি-বিকম্পিত করিয়া দেওয়াই এই আয়তের প্রকৃত মর্ম্ম বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

আয়তের শেষে কাফেরদিগের কণ্ঠের উপরে এবং করাঙ্গুলির সংযোগ-সমূহে আঘাত করিবার আদেশ রহিয়াছে। অনেকে বলেন যে, ফেরেশ্‌তাগণ যুদ্ধ করিতে জানিতেন না বলিয়াই তাঁহাদিগকে শত্রু সংহারে ঐ পদ্ধতি শিক্ষাদান করা হইয়াছিল। কিন্তু কোন কোন অভিজ্ঞ তফ্‌সীরকার বলেন যে, যুদ্ধ-নিরত মুসলমানদিগকেই এই আদেশটী প্রদান করা হয়। আল্লাহতা'লা ফেরেশ্‌তা-গণের দ্বারা মুসলমানদিগকে জানাইয়া দিয়াছিলেন যে, আমার প্রেরিত ফেরেশ্‌তাগণের আবির্ভাবে শত্রুগণ ভীত, অবসন্ন ও দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছে। অতএব তোমরা এই অবসরে তাহাদের অস্ত্রধারণের অবলম্বন করাঙ্গুলি সমূহ কর্ত্তন ও কণ্ঠছেদন করিয়া ফেল। কেহ কেহ উপরোক্ত বাক্যাংশের অর্থে হস্ত এবং মস্তক ছেদন বলিয়াও নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

১৩—১৪। আল্লাহতা'লা এই দুইটী আয়তে বলিয়া দিয়াছেন যে, আল্লাহ এবং রসুলের বিরুদ্ধাচরণের জন্যই কোরেশদিগকে ঐরূপ কঠোর শাস্তি প্রদান করা হইয়াছিল। বিদ্রোহিগণ চিরকাল এইরূপ শাস্তি ভোগ করিয়া আসিতেছে এবং ভবিষ্যতেও করিবে; বিশেষতঃ পরলোকে তাহাদিগকে নরকানলে আরও ভয়াবহ শাস্তি ভোগ করিতে হইবে।

১৫—১৬। জহফ—মৃদু আন্দোলন অথবা ধীরে ধীরে সন্নিকটবর্ত্তী হওয়া; কিন্তু এস্থলে উহার অর্থ যুদ্ধ অথবা শত্রু-সৈন্যের সম্মুখীন হওয়া বুঝিতে হইবে।

মুসলমান যোদ্ধার কর্ত্তব্য—আলোচ্য আয়ত-দ্বয়ে সমরনিরত মুসলমান যোদ্ধাদিগের পক্ষে শত্রুসৈন্যকে পৃষ্ঠ-প্রদর্শন অর্থাৎ যুদ্ধক্ষেত্র হইতে পলায়ন করা অবৈধ বলিয়া ঘোষিত হইয়াছে।

ব্যতীত যে তাহাদিগকে পৃষ্ঠ-প্রদর্শন করিবে, ফলতঃ সে নিশ্চয় আল্লার কোপ সহ প্রত্যাবর্ত্তিত হইবে এবং তাহার অবস্থান-ভূমি নরক; এবং উহা নিকৃষ্ট প্রত্যাবর্ত্তন-স্থল। ১৭। অতএব তোমরা তাহাদিগকে সংহার কর নাই, বরং আল্লাই তাহাদিগকে নিহত করিয়াছেন; এবং যখন তুমি নিক্ষেপ করিয়াছিলে, তাহা তুমি নিক্ষেপ কর নাই, বরং আল্লাই নিক্ষেপ করিয়াছিলেন; এবং যাহাতে আল্লাহ বিশ্বাসীদিগকে স্বীয় সন্নিধান হইতে উত্তম অনুগ্রহে অনুগৃহীত করিতে পারেন; নিশ্চয় আল্লাহ শ্রবণকারী মহাজ্ঞানী। ১৮। ইহাই প্রকৃত ব্যাপার এবং নিশ্চয় আল্লাহ অবিশ্বাসীদিগের কৌশল

لِّقِتَالٍ اَوْ مُتَحَيِّزًا اِلٰى فِئَةٍ فَقَدْ بَاءَ
بِغَضَبٍ مِّنَ اللّٰهِ وَمَاْوٰىهُ جَهَنَّمُ ط
وَبِئْسَ الْمَصِيْرُ ○ ١٧- فَلَمْ
تَقْتُلُوْهُمْ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ قَتَلَهُمْ ص وَمَا
رَمَيْتَ اِذْ رَمَيْتَ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ رَمٰى ج
وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِيْنَ مِنْهُ بَلَاءً
حَسَنًا ط اِنَّ اللّٰهَ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ○
١٨- ذٰلِكُمْ وَاَنَّ اللّٰهَ مُوْهِنُ كَيْدِ

অদম্য সাহস এবং অটল ধৈর্য্য দৃঢ়তাই যে যুদ্ধে জয়লাভের প্রধান অবলম্বন, বদরের যুদ্ধই তাহার উৎকৃষ্ট প্রমাণ। সেই জন্য আল্লাহতা'লা যুদ্ধক্ষেত্র হইতে পলায়ন অথবা অবিশ্বাসী শত্রু-সৈন্যদিগকে পৃষ্ঠ-প্রদর্শন মুসলমানদিগের জন্য অবৈধ করিয়া দিয়াছেন।

কাতাদা, আকরামা ও জোহাক প্রভৃতি বলিয়াছেন যে, উপরোক্ত আদেশ বদর-যুদ্ধের জন্যই বিশিষ্ট বিধি। অন্যান্য যুদ্ধে ঐ কঠোর বিধি প্রযুজ্য হইতে পারে না। কিন্তু অধিকাংশ তফ্‌সীর-কার তাঁহাদের ঐ মত দুর্ব্বল বলিয়া অগ্রাহ্য করিয়াছেন। তাঁহাদের সমবেত সিদ্ধান্ত এই যে, মুসলমানদিগের পক্ষে রণক্ষেত্র পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন অথবা শত্রুদিগকে পৃষ্ঠ-প্রদর্শন কোন অবস্থাতেই সিদ্ধ নহে। অবশ্য কেহ কেহ শত্রুদিগকে বিচ্ছিন্ন করিবার উদ্দেশ্যে কৌশলে পশ্চাদা-বর্ত্তন এবং শান্ত, ক্লান্ত বা আহত হইয়া বিশ্রাম অথবা আশ্রয়-লাভের উদ্দেশ্যে স্বদলে প্রত্যাবর্ত্তন করিলে তাহা সিদ্ধ হইবে। কেহ কেহ এরূপ বলেন যে, শত্রুসংখ্যা তিনগুণ অথবা বহুগুণ হইলে মুসলমানদিগের পক্ষে আত্মরক্ষার জন্য পলায়ন করা সিদ্ধ হইবে; কিন্তু সমসংখ্যক অথবা দ্বিগুণ শত্রুর সম্মুখ হইতে প্রাণ বাঁচাইবার জন্য পলায়ন করা কখনই সিদ্ধ হইবে না। তঃ হক্কানী।

আলোচ্য আয়ত-দ্বয়ের শেষবাক্যের মর্ম্ম এই যে, যে সকল মুসলমান যোদ্ধা অবৈধভাবে শত্রুদিগকে পৃষ্ঠ-প্রদর্শন পূর্ব্বক রণক্ষেত্র পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করিবে, তাহারা আল্লার আক্রোশযুক্ত অভিশপ্ত জীবন লইয়া প্রত্যাবর্ত্তিত হইবে এবং পরকালে ঐ অপরাধের জন্য নরকগামী হইয়া যাইবে।

১৭—১৮। মোজাহেদ বলেন:—"বদর যুদ্ধের পর কোন কোন মুসলমান গর্ব্ব করিয়া বলিত যে, আমার বীরত্বে অথবা আমারই কৌশলে এইরূপ অপ্রত্যাশিত জয়লাভ সম্ভবপর হইয়াছে।" তাঁহাদের ঐ ভ্রম-বিশ্বাস অপনোদন কল্পে এই আয়ত অবতীর্ণ হয়। আল্লাহতা'লা বলিয়া দিলেন যে, তোমরা স্ব স্ব শক্তি বা কৌশলে শত্রুদিগকে পরাস্ত করিয়া জয়লাভ করিতে পার নাই; বরং আমার অনুগ্রহ ও সাহায্য প্রভাবেই তোমরা শত্রুদিগকে নিপাত করিতে সমর্থ হইয়াছিল। সুতরাং তোমাদের অহঙ্কার করিবার উপযোগী কোনই কৃতিত্ব বা শক্তি নাই। বদর যুদ্ধ যখন অত্যন্ত

الْكٰفِرِيْنَ ۝ ١٩- اِنْ تَسْتَفْتِحُوْا
فَقَدْ جَآءَكُمُ الْفَتْحُ ج وَاِنْ تَنْتَهُوْا
فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ج وَاِنْ تَعُوْدُوْا نَعُدْ ج
وَلَنْ تُغْنِيَ عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ
شَيْئًا وَّلَوْ كَثُرَتْ لا وَاَنَّ اللّٰهَ
مَعَ الْمُؤْمِنِيْنَ ۝

ব্যর্থকারী। ১৯। যদি তোমরা বিজয় আকাঙ্ক্ষা করিয়া থাক—তবে অবশ্যই তোমাদের সমক্ষে সেই বিজয় আসিয়াছে; এবং যদি তোমরা বিরত হও তবে উহা তোমাদের জন্য কল্যাণকর এবং যদি তোমরা পুনরাবর্তন কর, তবে আমরাও প্রত্যাবর্ত্তিত হইব; এবং তোমাদের সৈন্যদল তোমাদের কোনই কাজে আসিবে না—যদিও তাহারা অধিক হয়, এবং নিশ্চয় আল্লাহ বিশ্বাসীগণের সঙ্গী।

ঘনীভূত হইয়া উঠিয়াছিল এবং সহস্রাধিক সুশিক্ষিত ও সশস্ত্র কোরেশ সৈন্য যখন মাত্র তিনশত অশিক্ষিত ও অস্ত্র-শস্ত্র-বিহীন মুসলমানকে পরিবেষ্টন করিয়া লইয়াছিল, তখন হজরত রসুলোল্লাহ এক মুষ্টি বালুকা ও কঙ্কর লইয়া শত্রুদিগের প্রতি নিক্ষেপ করিয়াছিলেন। বিশ্বস্ত ঐতিহাসিকগণ বর্ণনা করিয়াছেন যে, সেই কঙ্কর ও বালুকা-কণা শত্রুদলের প্রত্যেকের চক্ষু মধ্যে প্রবিষ্ট হওয়ায় তাহারা ধরণী অন্ধকার দেখিতেছিল এবং সেই সুযোগ মুসলমানেরা তাহাদিগকে প্রহার করিয়া দলে দলে ধরাশায়ী করিয়া দিয়াছিলেন। এই যুদ্ধের ফলে আবু-জহেল-প্রমুখ প্রধানতম কোরেশ-দলপতিগণ বহু সুশিক্ষিত সৈন্যসহ সমরশায়ী হয়, অনেককে মুসলমানেরা বন্দী করেন এবং হতাবশিষ্ট প্রাণ লইয়া পলাইয়া যায়। ফলতঃ এই যুদ্ধেই কোরেশ-শক্তি একরূপ চূর্ণ হইয়া গিয়াছিল।

যুদ্ধজয় সম্বন্ধে আত্মশক্তির ভ্রম-বিশ্বাসে গর্ব্বিত মুসলমানদিগের ভ্রান্তি দূর করিবার সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহতা'লা হজরত রসুলোল্লাকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন:—তুমি মুসলমানদিগকে ইহাও জানাইয়া দাও যে, তোমার কঙ্কর ও বালুকা নিক্ষেপের ফলে শত্রুদল অন্ধ ও শক্তিহীন হইয়া পড়িয়াছিল, তাহা শুধু তোমার নিক্ষেপের গুণে নহে—বরং আমার ইচ্ছাতেই সেই কঙ্কর ও বালুকাকণা-সমূহ পরিচালিত হইয়া শত্রুদিগকে বিপন্ন করিয়াছিল। এ সব ব্যাপার আমার অদৃশ্য হস্তের সাহায্য ব্যতীত মানবের শক্তি-সামর্থ্যে কখনই সম্পন্ন হইতে পারে না। প্রকৃত কথা এই যে, আমি অবিশ্বাসীদিগের উদ্দেশ্য ও কৌশল ব্যর্থ করিয়া তোমাদিগকেই যে স্বীয় অনুগ্রহে অভিষিক্ত করনান্তর জয়গৌরব অর্পণ করিব, ইহা আমি পূর্ব্ব হইতেই স্থির করিয়া রাখিয়াছিলাম এবং তাহারই ফলে তোমাদের ভাগ্যে অপ্রত্যাশিত জয়লাভ করা সম্ভবপর হইয়াছে।

১৯। কোরেশেরা যখন মুসলমানদিগকে আক্রমণ করিবার জন্য মক্কা হইতে যাত্রা করে, তখন তাহারা কাবা-গৃহে উপস্থিত হইয়া প্রার্থনা করিয়াছিল:—"হে আল্লাহ, তুমি এই দুই সৈন্যদলের উত্তম দলকে, দুই সম্প্রদায়ের বিশিষ্ট সত্যাশ্রয়ী সম্প্রদায়কে, দুই শ্রেণীর সম্ভ্রান্ত শ্রেণীকে এবং দুই ধর্ম্মের উৎকৃষ্টতর ধর্ম্মকে সাহায্য কর" (মঃ আঃ)। অনন্তর আবু-জেহেল বদর যুদ্ধের পূর্বদিন যুদ্ধক্ষেত্রে দাঁড়াইয়া প্রার্থনা করিয়াছিল,—"হে আল্লাহ! আমাদের মধ্যে আত্মীয়-স্বজনের সহিত সম্বন্ধ ছেদনে যে অধিকতর দায়ী এবং অধর্ম্ম, অনাচার ও স্বার্থপরতায় যে অধিকতর আসক্ত—তুমি আগামী কল্য প্রভাতে তাহাকে ধ্বংস করিয়া দাও" (মঃ আঃ)। কোরেশদিগের উপরোক্ত প্রার্থনার উত্তরে বদর-যুদ্ধের পর আল্লাহতা'লা অবিশ্বাসী কাফেরদিগকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছিলেন:—তোমরা সত্যের জয় এবং অসত্যের বিনাশ হেতু যে প্রার্থনা করিতেছিলে, তাহা আমি শুনিয়াছি। ফলতঃ প্রকৃতই যদি তোমরা সত্যের আকাঙ্ক্ষা করিয়া থাক, তবে তাহা তোমাদের সমক্ষে উপস্থিত হইয়াছে। তোমরা এক্ষণে উত্তমরূপেই বুঝিতে পারিতেছ যে, কোনটী সত্য এবং কোনটী মিথ্যা এবং কে জয়গৌরবের অধিকারী হইয়াছে? সুতরাং যদি তোমরা কল্যাণ চাও, তবে ক্ষমা-প্রার্থনা

৩য় রুকু—বিজয়-লাভে আল্লার প্রতি নির্ভরশীলতা

২০। হে বিশ্বাস-স্থাপনকারিগণ, আল্লাহ
ও তদীয় রসুলের অনুগত হও এবং এবং শ্রবণ
করিবার পর তোমরা তাঁহার নিকট হইতে
প্রত্যাবৃত্ত হইও না।
২১। এবং তোমরা
তাহাদের সদৃশ হইও না—যাহারা বলে
যে, আমরা শ্রবণ করিয়াছি অথচ তাহারা
শ্রবণ করে নাই।
২২। নিশ্চয় আল্লার
নিকট সেই সকল মূক বধির বিচরণশীল
জীব নিকৃষ্টতর—যাহারা হৃদয়ঙ্গম করিতে
পারে না।
২৩। এবং যদি আল্লাহ উহা-
দের মধ্যে কোন কল্যাণ অবগত হইতেন,
তবে অবশ্যই তাহাদিগকে শুনাইয়া

۲۰- يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَطِيْعُوا اللّٰهَ
وَرَسُوْلَهٗ وَلَا تَوَلَّوْا عَنْهُ وَاَنْتُمْ
تَسْمَعُوْنَ ۝ ۲۱- وَلَا تَكُوْنُوْا
كَالَّذِيْنَ قَالُوْا سَمِعْنَا وَهُمْ
لَا يَسْمَعُوْنَ ۝ ۲۲- اِنَّ شَرَّ الدَّوَآبِّ
عِنْدَ اللّٰهِ الصُّمُّ الْبُكْمُ الَّذِيْنَ لَا يَعْقِلُوْنَ ۝
۲۳- وَلَوْ عَلِمَ اللّٰهُ فِيْهِمْ خَيْرًا لَّاَسْمَعَهُمْ ط

করিয়া ইস্‌লাম গ্রহণ কর। যদি তোমরা এখনও সংযত ও বিশ্বাসী হইয়া সত্যধর্ম্ম গ্রহণ না কর এবং পুনরায় যুদ্ধবিগ্রহে লিপ্ত হইয়া ইস্‌লামের অনিষ্ট চেষ্টা করিতে থাক, তবে আমি আবার মুসলমানদিগকে জয়যুক্ত করিয়া তোমাদিগকে চরম শাস্তি প্রদান করিব। তোমাদের ধনবল এবং জনবল অতিরিক্ত হইলেও তখন তাহা কোনই কাজে আসিবে না। কারণ বিশ্বাসীরা সংখ্যায় অল্প হইলেও আমি স্বয়ং তাহাদের সঙ্গী ও সহায় রহিয়াছি।

২০। এই পবিত্র আয়তে বিশ্বাসী মুসলমানদিগের মূল-কর্ত্তব্য নির্দ্দেশিত হইয়াছে। আল্লাহ ও রসুলের আনুগত্য স্বীকার এবং পবিত্র কোরানের আদেশ-উপদেশ ও বিধি-নিষেধের অনুসরণ করা প্রত্যেক মুসলমানের কর্ত্তব্য। এতদ্ব্যতীত কেহই পূর্ণ অথবা প্রকৃত মুসলমান বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে না।

২১—২২। অনন্তর আল্লাহতা'লা মুসলমানদিগকে লক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন :—যে সকল অবিশ্বাসী ও কপট আল্লাহতা'লার আদেশ এবং হজরত রসুলোল্লার উপদেশ শ্রবণ করিয়া তাহার অনুসরণ করে না—তোমরা তাহাদের সদৃশ হইও না। কারণ উহারা নির্ব্বোধ পশু অথবা তদনুরূপ নিকৃষ্ট জীব-জন্তর তুল্য। নির্ব্বোধ জীব-জন্ত সমূহ যেমন অন্ধ ও বধিরের ন্যায় কোন বিষয় দর্শন বা শ্রবণ করিয়া উহার মর্ম্ম উপলব্ধি করিতে সমর্থ নহে, সেইরূপ অবিশ্বাসী এবং কপট ব্যক্তিরাও সত্যের স্বরূপ দেখিয়া বা শুনিয়া তাহা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে না। সেই জন্যই অবিশ্বাসী কপটেরা অন্ধ ও বধির জীব-জন্তর সহিত উপনীত হইয়াছে।—কোঃ ২—১৮ আয়ত দ্রষ্টব্য।

২৩। কোন কোন তফ্‌সীরকার বর্ণনা করিয়াছেন যে, অবিশ্বাসী আরবেরা একদা হজরত রসুলোল্লার নিকট আসিয়া বহুপূর্বে লোকান্তরিত কতিপয় ব্যক্তিকে জীবিত করিয়া দিবার জন্য অনুরোধ করিয়াছিল। তাহারা বলিয়াছিল যে, যদি ঐ সকল লোক জীবিত হইয়া আপনার নবুয়তের সত্যতা সম্বন্ধে সাক্ষ্য-দান করে, তবে আমরা আপনার ধর্ম্মগ্রহণ করিব। তাহাদের ঐরূপ উক্তির উত্তরে আল্লাহতা'লা বলিতেছেন :—যদি আমি বুঝিতাম যে, ঐরূপ করিলে তোমাদের কল্যাণ হইবে অর্থাৎ সত্যধর্ম্ম গ্রহণ করিবে, তাহা হইলে আমি অবশ্যই ঐ সকল লোককে জীবিত করিয়া তাহাদের সাক্ষ্য তোমাদিগকে শুনাইয়া দিতাম। কিন্তু আমি জানি যে, ঐরূপ সাক্ষ্য শ্রবণ করিলেও তোমরা পুনরায় ধর্ম্মদ্রোহী হইয়া যাইবে। ফলতঃ যাহারা আল্লার রসুলকে প্রত্যক্ষ অবলোকন এবং তাঁহার পবিত্র বাণী কোরান শরিফের আদেশ-উপদেশ শ্রবণ করিবার

দিতেন ; এবং যদিও তিনি উহাদিগকে শুনাইয়া দিতেন, তথাপি তাহারা বিমুখ হইত। ২৪। হে বিশ্বাস-স্থাপনকারিগণ তোমরা আল্লার জন্য ও রসুলের জন্য স্বীকৃত হও—যখন তিনি তোমাদিগকে তোমাদের নবজীবন দানের জন্য আহ্বান করেন ; এবং তোমরা জান যে, আল্লাহ মানুষ ও তাহার অন্তর সম্বন্ধে বিদিত আছেন এবং নিশ্চয় তোমরা তাঁহারই দিকে একত্রিত হইবে। ২৫। এবং তোমরা সেই অশান্তির আশঙ্কা কর—যাহা কেবল তোমাদের মধ্যস্থ অত্যাচারীদিগকেই স্পর্শ করিবে না ; এবং তোমরা জান যে নিশ্চয় আল্লাহ কঠোর শাস্তিদাতা। ২৬। এবং স্মরণ কর—যখন পৃথিবীতে তোমরা অল্পসংখ্যক শক্তিহীন ছিলে,

وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ ○

٢٤- يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ
وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ
وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ
وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ○
٢٥- وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ
ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً ۚ وَاعْلَمُوا
أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ○ ٢٦- وَ
اذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ

পরেও সুপথগামী হইবে না—সেই প্রকৃতিগত অবিশ্বাসীদিগকে অতিরিক্ত অলৌকিকতা প্রদর্শন করিলে কোনই কল্যাণ বা সুফল হইবে না।

২৪। এই আয়তের মর্ম্ম এই যে, যখন হজরত রসুলোল্লাহ তোমাদিগকে সত্যধর্ম্ম গ্রহণ, পবিত্র কোরানের অনুসরণ অথবা ধর্ম্মযুদ্ধের জন্য আহ্বান করেন—তখন তোমরা আল্লাহ ও রসুলের জন্য তাহা স্বীকার করিয়া লও। তোমারা জীবন-মৃত্যু অথবা সুখ-দুঃখের ভয় করিয়া তাহাতে পশ্চাৎপদ হইও না। কারণ আল্লার রসুল তোমাদিগকে নবজীবন দান করিবার জন্যই আহ্বান করিয়া থাকেন। এস্থলে "নবজীবন" অর্থে আধ্যাত্মিক ও পার্থিব উন্নতি অথবা মৃত্যু অন্তে পারলৌকিক কল্যাণ বুঝিতে হইবে।

২৫। তফ্‌সীরকারগণ এই আয়তের একাধিক মর্ম্ম পরিগ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু সর্বাপেক্ষা সুসঙ্গত অর্থ এই যে, মানুষের অপরাধের জন্য দেশে কোন আপদ-বিপদ উপস্থিত হইলে, কেবল অপরাধীরাই উহাতে বিপদাপন্ন হয় না ; বরং ভালমন্দ সকলেই উহার অনিষ্টকারিতা ভোগ করিয়া থাকে। সেই জন্য দেশের সর্বসাধারণ যাহাতে ধর্ম্মপরায়ণ ও সদাচারী হয় তজ্জন্য প্রত্যেকেরই চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। সেই কর্ত্তব্যে অবহেলা করিলে দুষ্কার্য্যকারীদিগের অপরাধের জন্য যদি কোন শাস্তি অবতীর্ণ হয়, তবে সৎকর্ম্মশীল ব্যক্তিগণেরও তাহাতে বিপন্ন হইবার আশঙ্কা আছে। কেহ কেহ বলেন যে, পরবর্ত্তী যুগে হজরত রসুলোল্লার তিরোধানের পর তাঁহার সহচরগণের মধ্যে যে অশান্তি, বিবাদ ও আত্মকলহ সংঘটিত হইয়াছিল, এই আয়তে তাহারই ভবিষ্যদ্বাণী করা হইয়াছে। ফলতঃ ঐ অশান্তি-গোলযোগে অনেক নিরপরাধ ধার্মিক ব্যক্তিও বিপন্ন এবং বিড়ম্বিত হইয়াছিল।—তঃ হক্কানীর হাশিয়া।

২৬। এই আয়তে আল্লাহতা'লা মুসলমানদিগকে তাহাদের পূর্বাবস্থা এবং তাহাদের প্রতি স্বীয় অসীম অনুগ্রহের বিষয় স্মরণ করাইয়া দিতেছেন। আল্লাহতা'লা বলিয়া দিতেছেন যে,

তখন তোমরা আশঙ্কা করিয়াছিলে যে,
লোকেরা তোমাদিগকে বলপূর্ব্বক লইয়া
যাইবে, অনন্তর তিনি তোমাদিগকে
আশ্রয়-দান করিলেন এবং স্বীয় সাহায্যে
তোমাদিগকে শক্তিসম্পন্ন করিলেন এবং
পবিত্র-সমূহ হইতে তোমাদিগকে জীবিকা
দান করিলেন—যেন তোমরা কৃতজ্ঞ হও।
২৭। হে বিশ্বাস-স্থাপনকারিগণ, তোমরা
আল্লাহ ও রসুলের অপচার করিও না
এবং তোমাদের গচ্ছিত-বিষয়ের অপচয়
করিও না অথচ তোমরা অবগত
আছ। ২৮। এবং জানিয়া রাখ যে,
তোমাদের ধন-সম্পদ ও তোমাদের
সন্তান-সন্ততি বিড়ম্বনা ব্যতীত নহে,
এবং নিশ্চয় আল্লারই নিকট মহান
প্রতিদান রহিয়াছে।

فِي الْأَرْضِ تَخَافُوْنَ اَنْ يَّتَخَطَّفَكُمُ
النَّاسُ فَاٰوٰىكُمْ وَاَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهٖ
وَرَزَقَكُمْ مِّنَ الطَّيِّبٰتِ لَعَلَّكُمْ
تَشْكُرُوْنَ ۝ ٢٧- يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ
اٰمَنُوْا لَا تَخُوْنُوا اللّٰهَ وَالرَّسُوْلَ
وَتَخُوْنُوْۤا اَمٰنٰتِكُمْ وَاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ۝
٢٨- وَاعْلَمُوْۤا اَنَّمَاۤ اَمْوَالُكُمْ وَاَوْلَادُكُمْ
فِتْنَةٌ ۙ وَّاَنَّ اللّٰهَ عِنْدَهٗۤ اَجْرٌ عَظِيْمٌ ۝

তোমরা সংখ্যায় যেরূপ অল্প—সেইরূপ শক্তিহীন ও দুর্বল ছিলে। প্রতি মুহূর্ত্তেই তোমাদের আশঙ্কা হইত যে, শত্রুরা তোমাদিগকে বলপূর্ব্বক ধরিয়া লইয়া বশীভূত অথবা হত্যা করিয়া ফেলিবে। সেই অবস্থা হইতে আমিই তোমাদিগকে স্বীয় অনুগ্রহে শক্তিসম্পন্ন করিয়াছিলাম এবং বৈধ উপজীবিকা প্রদান পূর্বক তোমাদিগকে স্বতন্ত্র ও গৌরবান্বিত করিয়াছিলাম। সুতরাং তোমাদের পক্ষে বর্ত্তমান সৌভাগ্য ও গৌরবে গর্ব্বিত এবং আত্মবিস্মৃত না হইয়া বিনীতভাবে আমার প্রতি কৃতজ্ঞ হওয়াই তোমাদের একমাত্র কর্ত্তব্য।

২৭। পূর্ব আয়তে মুসলমানদিগকে কৃতজ্ঞ হইবার উপদেশ প্রদান পূর্বক আল্লাহতা'লা এই আয়তের কৃতজ্ঞ হইবার উপায় বিবৃত করিতেছেন। কৃতজ্ঞ মুসলমানের প্রথম কর্ত্তব্য—আল্লাহ-রসুলের "অপচার" অর্থাৎ আল্লার আদেশ ও রসুলের উপদেশের অন্যথাচরণ না করা এবং দ্বিতীয় কর্ত্তব্য—গচ্ছিত ধন-সম্পত্তির "অপচয়" অর্থাৎ বিশ্বাসঘাতকতা পূর্বক কাহারও ধন-সম্পত্তির অপব্যবহার ও অপহরণ অথবা স্বীয় কর্ত্তব্যে কোনরূপ অবহেলা না করা। ধর্ম্মনীতির বিরুদ্ধাচরণ, ধন-সম্পত্তির প্রলোভন ও কর্ত্তব্য-বিচ্যুতির দ্বারাই লোকের মধ্যে দুর্নীতি ও কলহ-বিবাদ আত্মপ্রকাশ করিয়া জাতির অবনতি ও ধ্বংস-সাধন করিয়া থাকে। সেইজন্য আল্লাহতা'লা মানবদিগকে ঐ দুইটী বিষয় হইতে বিরত থাকিবার জন্য বিশেষভাবে আদেশ করিয়াছেন। কিন্তু সহস্র পরিতাপের বিষয়, আল্লাহতা'লার ঐ আদেশের অবমাননা ও অন্যথাচরণ করিয়া মোসলেম-জগৎ আজ অবনতি ও দুর্গতির চরম-সীমায় উপনীত হইয়াছে।

২৮। লোকে সাধারণতঃ ধন-সম্পত্তির মোহ এবং সন্তান-সন্ততির ভবিষ্যৎ চিন্তা করিয়াই দুর্নীতি ও দুষ্কার্য্যে লিপ্ত হইয়া থাকে। তাই আল্লাহতা'লা বলিয়া দিলেন যে ঐ অলীক মায়া মোহই তোমাদের পার্থিব জীবনের সমস্ত বিড়ম্বনার মূল। যদি তোমরা ঐ অসার মায়া-মোহ পরিত্যাগ করিয়া ধর্ম্ম ও সুনীতির জন্য আত্মোৎসর্গ করিতে সমর্থ হও, তবে আল্লাহতা'লা পরলোকের জন্য তোমাদিগকে এরূপ মহান্ পুরস্কার প্রদান করিবেন—যাহার তুলনায় পার্থিব ধন-জন ও সুখ-সম্পদ অতি তুচ্ছ। সুতরাং কোন লোকের পক্ষেই পুত্র-কন্যার ভবিষ্যৎ চিন্তা করিয়া কিংবা পার্থিব ধন-সম্পদের প্রলোভনে মুগ্ধ হইয়া অধর্ম্ম-অনাচারে লিপ্ত হওয়া উচিত নহে।

৪র্থ রুকু—কাবা গৃহের আধিপত্য-বিষয়ক ভবিষ্যদ্বাণী

২৯- يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تَتَّقُوا
اللّٰهَ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانًا وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ
سَيِّاٰتِكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ط وَاللّٰهُ
ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ ۝ ٣٠- وَإِذْ
يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ
أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ ط وَيَمْكُرُونَ

২৯। হে বিশ্বাস-স্থাপনকারিগণ, যদি তোমরা আল্লাহকে ভয় কর, তবে তিনি তোমাদিগকে স্বতন্ত্র করিবেন ও তোমাদিগ হইতে তোমাদের অমঙ্গল আবৃত করিবেন এবং তোমাদিগকে ক্ষমা করিয়া দিবেন; এবং আল্লাহ মহান্ গৌরবের অধিকারী। ৩০। এবং যখন অবিশ্বাসকারিগণ তোমার সম্বন্ধে ষড়যন্ত্র করিতেছিল যে, তোমাকে বন্দী করে কিংবা তোমাকে হত্যা করে অথবা তোমাকে বহিষ্কৃত করে; এবং তাহারা

২৯। এই আয়তে মুসলমানদিগের প্রাথমিক অবস্থার প্রতি ইঙ্গিত করা হইয়াছে। যখন অবিশ্বাসী কোরেশদিগের অত্যাচারে মুসলমানেরা অস্থির ও বিপন্ন হইয়া পড়িয়াছিলেন, সেই সময়ে আল্লাহতা'লা তাহাদিগকে ভবিষ্যৎ মঙ্গলের আশ্বাস প্রদান পূর্বক বলিয়া দিলেন যে, তোমরা অত্যাচারী ও অবিশ্বাসীদিগকে ভয় না করিয়া আমাকেই ভয় কর এবং আমার প্রতি নির্ভর করিয়া ধৈর্য্যধারণ পূর্বক স্বীয় ধর্ম্মে স্থির থাক। তাহা হইলে আমিই তোমাদিগের আপদ-বিপদ ও আশঙ্কা দূরীভূত করিয়া তোমাদিগকে নিরাপদ ও গৌরবান্বিত করিয়া দিব। কারণ ঐ সকল বিষয়ে আমারই পূর্ণ অধিকার আছে।

৩০। পবিত্র মদিনা ও অন্যান্য স্থানের সত্যানুরাগী লোকেরা ক্রমে ক্রমে হজরত রসুলোল্লার অনুগামী হইতেছে দেখিয়া, অবিশ্বাসী কোরেশেরা মুসলমানদিগের উপর ভয়ানক অত্যাচার আরম্ভ করিয়া দিল। তাহাদের সেই অসহ্য অত্যাচারে অতিষ্ঠ হইয়া মুসলমানেরা হজরত রসুলোল্লার আদেশ গ্রহণ পূর্বক স্থানান্তরে গমন করিতে লাগিলেন। অনেকেই স্বদেশ-স্বজন পরিত্যাগ করিয়া মদিনা চলিয়া গেলেন। এইরূপে হজরত স্বীয় সহচরগণের প্রস্থানে যখন অনেকটা নিঃসহায় ভাবে মক্কায় অবস্থান করিতেছিলেন, তখন একদা আবু-জেহেল, উৎবা, শায়বা, আবু-সুফিয়ান ও হারেছ প্রভৃতি প্রধান প্রধান কোরেশ-দলপতিগণ তাহাদের "দারুন-নদ্‌ওয়া" বা সাধারণ সভাগৃহে একত্রিত হইয়া হজরতের সম্বন্ধে চরম ব্যবস্থার পরামর্শ করিতে প্রবৃত্ত হইল। কেহ বলিল, তাঁহাকে নির্বাসন দণ্ডে দণ্ডিত করা হউক; কেহ বলিল, যাবজ্জীবন কারারুদ্ধ করিয়া রাখা হউক; কিন্তু দুর্মতি আবু-জেহেল বলিল যে, ঐ সকল উপায়ে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে না; বরং উহাতে দেশের অশান্তি ও বিবাদ-সংঘটিত হইবার আশঙ্কা আছে। সুতরাং আমার মতে একমাত্র প্রকৃষ্ট ব্যবস্থা এই যে, প্রত্যেক বংশের এক একজন নবযুবক একযোগে তাঁহাকে আক্রমণ পূর্বক তরবারীর আঘাতে হত্যা করিয়া ফেলুক। ইহাতে আমাদের দুইটি উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে; প্রথমতঃ শত্রু সম্পূর্ণরূপে নির্ম্মূল হইবে এবং দ্বিতীয়তঃ—হাশেম বংশ এই হত্যার জন্য সকল বংশের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ লইতে অথবা অন্য কিছু করিতে সাহসই পাইবে না। সকলে এই যুক্তি উত্তম মনে করিয়া একবাক্যে স্বীকার করিয়া লইল এবং রজনীযোগে হজরত রসুলোল্লার গৃহ অবরোধ করিয়া তাঁহাকে হত্যা করা হইবে বলিয়া স্থির করা হইল। অনন্তর এই পরামর্শ অনুযায়ী গভীর রাত্রে কোরেশ যুবকেরা হজরতের গৃহ অবরোধ করিয়া দেখিল যে, তিনি তৎপূর্বেই গৃহত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছেন।—এব্‌নে হিশাম।

চক্রান্ত করিতেছিল এবং আল্লাহ ও
কৌশল করিয়াছিলেন ; এবং আল্লাই
শ্রেষ্ঠতম কৌশলী। ৩১। এবং যখন
তাহাদের প্রতি আমার নিদর্শনাবলী
পঠিত হয় তখন তাহারা বলে যে, আচ্ছা
আমরা শুনিলাম, যদি ইচ্ছা করিতাম
তবে আমরাও ইহার অনুরূপ বলিতে
পারিতাম ; ইহা ত পুরাকালীন কাহিনী
ব্যতীত নহে। ৩২। এবং যখন তাহারা
বলিয়াছিল—হে আল্লাহ! যদি ইহাই
তোমার সন্নিধান হইতে সত্য হয়, তবে
আমাদের উপর আকাশ হইতে প্রস্তর
বর্ষণ কর অথবা আমাদিগকে যন্ত্রণাপ্রদ
শাস্তি প্রধান কর। ৩৩। এবং আল্লাহ
তাহাদিগকে শাস্তি প্রদান করিবেন না,
যেহেতু তুমি তাহাদের মধ্যে রহিয়াছ ;

وَيَمْكُرُ اللّٰهُ ط وَاللّٰهُ خَيْرُ الْمٰكِرِيْنَ ۝
٣١- وَاِذَا تُتْلٰى عَلَيْهِمْ اٰيٰتُنَا قَالُوْا
قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَآءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هٰذَا لا
اِنْ هٰذَآ اِلَّآ اَسَاطِيْرُ الْاَوَّلِيْنَ ۝
٣٢- وَاِذْ قَالُوا اللّٰهُمَّ اِنْ كَانَ
هٰذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ فَاَمْطِرْ
عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَآءِ اَوِ ائْتِنَا
بِعَذَابٍ اَلِيْمٍ ۝ ٣٣- وَمَا كَانَ اللّٰهُ
لِيُعَذِّبَهُمْ وَاَنْتَ فِيْهِمْ ط وَمَا كَانَ اللّٰهُ

কোরেশেরা যখন হজরত রসুলোল্লাকে হত্যা করিবার জন্য পরামর্শ ও ষড়যন্ত্র করিতেছিল, সেই সময়ে আল্লাহতা'লা হজরত জিবরিলের দ্বারা তাঁহাকে ঐ ষড়যন্ত্রের সংবাদ প্রদান পূর্ব্বক গৃহত্যাগ করিয়া যাইতে আদেশ করেন। তদনুসারে তিনি হজরত আবু-বকরের সহিত প্রথম রজনীতে গৃহ পরিত্যাগ করিয়া সুর পর্বতে গমন পূর্বক উহার একটি গুহায় আত্মগোপন করিয়া থাকেন। এইরূপে আল্লাহতা'লার অলৌকিক কৌশলে কোরেশদিগের ষড়যন্ত্র ব্যর্থ হইয়া যায়। আলোচ্য আয়তে সেই ঘটনার প্রতিই ইঙ্গিত করা হইয়াছে।—তঃ হক্কানী।

৩১। পবিত্র কোরআনের স্থানে স্থানে নবীগণের বিবরণ এবং কোন কোন প্রাচীন জাতির আংশিক ইতিহাস বর্ণিত হইয়াছে। ঐ সকল বর্ণনা শ্রবণ করিয়া কোন কোন অবিশ্বাসী বলিত যে, উহা ত প্রাচীন যুগের কাহিনী মাত্র। ইচ্ছা করিলে আমরাও ঐরূপ উপাখ্যান বর্ণনা করিতে পারি। বলা বাহুল্য, ইহা তাহাদের অসারও ভিত্তিহীন আস্ফালন মাত্র। কারণ অবিশ্বাসীদিগের ঐ শ্রেণীর উক্তির উত্তরে তাহাদিগকে কোরান শরিফের ক্ষুদ্র একটি সূরা—এমন কি, একটি আয়তের ন্যায় আয়ত উপস্থিত করিবার জন্য জলদগম্ভীর স্বরে আহ্বান করা হইয়াছিল। কিন্তু সমগ্র আরবের কবি ও সাহিত্যিকবৃন্দ সম্মিলিত হইয়াও ইহার অনুরূপ একটি বাক্য রচনা করিতে সমর্থ হয় নাই—কো: ২—২৩, ২৪ আয়ত দ্রষ্টব্য।

৩২—৩৩। অবিশ্বাসী কাফেরেরা হজরত রসুলোল্লাকে বলিত যে, তোমার ধর্ম্ম যদি সত্য হয়, তবে আমাদের উপর আকাশ হইতে প্রস্তর-বৃষ্টি হউক অথবা আমাদের উপর অনুরূপ কঠোর শাস্তি আনয়ন কর। ইহার উত্তরে আল্লাহতা'লা বলিয়া দিলেন যে, দুইটি কারণে উহারা এখন আমার শাস্তি হইতে পরিত্রাণ পাইতেছে ; প্রথমতঃ—আমার প্রেরিত অনুগ্রহ-স্বরূপ নবী তাহাদের মধ্যে অবস্থান করিতেছেন এবং দ্বিতীয়তঃ—ক্ষমা প্রার্থনাশীল ধার্মিক মুসলমানেরা তাহাদের মধ্যে

৫ম রুকু—বদর-যুদ্ধে হজরত রসুলোল্লার সত্যতার দর্শন

٣٨- قُلْ لِّلَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اِنْ يَّنْتَهُوْا يُغْفَرْ لَهُمْ مَّا قَدْ سَلَفَ ۚ وَاِنْ يَّعُوْدُوْا فَقَدْ مَضَتْ سُنَّتُ الْاَوَّلِيْنَ ○

٣٩- وَقَاتِلُوْهُمْ حَتّٰى لَا تَكُوْنَ فِتْنَةٌ وَّيَكُوْنَ الدِّيْنُ كُلُّهٗ لِلّٰهِ ۚ فَاِنِ انْتَهَوْا فَاِنَّ اللّٰهَ بِمَا يَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ ○

٤٠- وَاِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ مَوْلٰىكُمْ ؕ نِعْمَ الْمَوْلٰى وَنِعْمَ النَّصِيْرُ ○

৩৮। অবিশ্বাসকারীদিগকে বল যে, যদি তাহারা বিরত হয় তবে যাহা বিগত হইয়াছে—তাহাদিগকে তাহাদের জন্য উহা ক্ষমা করা হইবে; এবং যদি তাহারা প্রত্যাবর্তন করে, তবে নিশ্চয় পূর্ব্ববর্তীগণের দৃষ্টান্তই অনুসৃত হইয়াছে। ৩৯। এবং অশান্তি নিঃশেষ না হওয়া পর্য্যন্ত তাহাদের সহিত সংগ্রাম কর এবং ধর্ম্ম সম্পূর্ণরূপে আল্লারই জন্য; কিন্তু যদি তাহারা বিরত হয় তবে তাহারা যাহা করিতেছে—নিশ্চয় আল্লাহ তাহার প্রত্যক্ষকারী। ৪০। এবং যদি তাহারা পুনরাবর্তন করে তবে জান যে, আল্লাই তোমাদের পৃষ্ঠপোষক; যিনি সর্ব্বোত্তম সহায় এবং শ্রেষ্ঠতম সাহায্যকারী।

আছে। অনেক অপরাধী নির্দ্দিষ্ট কাল পর্য্যন্ত শাস্তিভোগ করিয়া পরে মুক্তিলাভ করিবে। কিন্তু অংশীবাদী পৌত্তলিকেরা নরকানলের শাস্তি হইতে কখনই পরিত্রাণ পাইবে না।

৩৮। আল্লাহতা'লা হজরত রসুলোল্লাকে আদেশ করিতেছেন :—তুমি বদর-যুদ্ধে পরাজিত অবিশ্বাসীদিগকে বলিয়া দাও যে, এখনও যদি তাহারা ইসলামের শত্রুতা হইতে নিরস্ত হইয়া সত্য-ধর্ম্ম গ্রহণ করে, তবে তাহাদের বিগত সমস্ত অপরাধ মার্জ্জনা করা হইবে। আর যদি তাহারা এখনও ইসলামের শত্রুতা সাধনে সমুৎসুক হইয়া সত্যধর্ম্ম হইতে ফিরিয়া যায়, তবে নবী দ্রোহিতার জন্য পূর্ব্ববর্তী নমরুদ ও ফেরাউনীয় সম্প্রদায়ের লোকেরা যেরূপে ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছিল—সেই চিরাচরিত নিয়মানুযায়ী উহারাও বিনষ্ট হইয়া যাইবে।

৩৯। অনন্তর আল্লাহতা'লা বিশ্বাসী মুসলমানদিগকে আদেশ করিতেছেন যে, যে পর্য্যন্ত অবিশ্বাসী কাফেরগণ তোমাদের বিরুদ্ধাচরণ পরিত্যাগ না করে এবং দেশের অশান্তি বিপ্লব দূরীভূত না হয়, সে পর্য্যন্ত তোমরা তাহাদের সহিত সংগ্রাম কর। কিন্তু যদি তাহারা তোমাদের সহিত শত্রুতাচরণ এবং দেশের শান্তি ভঙ্গ হইতে ক্ষান্ত হয়, তবে তোমরাও ক্ষান্ত হইবে। আল্লাহতা'লা নিশ্চয় সকলের প্রতি লক্ষ্য করিয়া প্রত্যেকের কৃতকার্য্য অনুযায়ী প্রতিফল প্রদান করিবেন।

৪০। আল্লাহতা'লা বিশ্বাসী মুসলমানদিগকে লক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন :—যদি অবিশ্বাসীরা পুনরায় তোমাদের সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য আগমন করে, তবে বিগত বদর-যুদ্ধের ন্যায় আল্লাই তোমাদিগকে রক্ষা করিবেন। তোমরা জানিয়া রাখ যে, সেই সর্ব্বশক্তিমান আল্লাহ স্বয়ং তোমাদের পৃষ্ঠপোষক—যাঁহার অপেক্ষা উত্তম সহায় এবং শ্রেষ্ঠতম সাহায্যকারী আর কেহই নাই। সুতরাং মুসলমানদিগের পক্ষে সুখে-দুঃখে, আপদে-বিপদে সর্ব্বশক্তিমান করুণাময় আল্লার প্রতি নির্ভর করাই সর্ব্বোত্তম কর্ত্তব্য।

১০ম পারা—অ'-লামু

৪১। এবং অবগত হও যে, তোমরা কোন বিষয় হইতে যুদ্ধে যাহা কিছু প্রাপ্ত হও, তবে উহার এক পঞ্চমাংশ আল্লার জন্য ও রসুলের জন্য এবং আত্মীয়-স্বজন ও পিতৃহীন ও দরিদ্র ও পথিকদিগের জন্য—যদি তোমরা আল্লার প্রতি এবং যেদিন উভয় দল সম্মিলিত হইয়াছিল—সেই প্রভেদকারী দিবসে

٤١- وَاعْلَمُوْٓا اَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِّنْ شَيْءٍ فَاَنَّ لِلّٰهِ خُمُسَهٗ وَلِلرَّسُوْلِ وَلِذِى الْقُرْبٰى وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسٰكِيْنِ وَابْنِ السَّبِيْلِ ۙ اِنْ كُنْتُمْ اٰمَنْتُمْ بِاللّٰهِ وَمَآ اَنْزَلْنَا عَلٰى عَبْدِنَا يَوْمَ

৪১। **গানম**—অর্জ্জন করা। যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া শত্রুর নিকট হইতে যে সকল ধন-সম্পদ অধিকৃত হয় অথবা জিজিয়া, টেক্‌স ও ক্ষতিপূরণ স্বরূপ বিনাযুদ্ধে শত্রুপক্ষের নিকট যাহা আদায় করা হইয়া থাকে—উক্ত উভয় প্রকারে অর্জ্জিত ধন-সম্পদের প্রতিই এস্থলে ইঙ্গিত করা হইয়াছে। কিন্তু সাম্রাজ্য অথবা স্থাবর সম্পত্তি এই বিধির অন্তর্ভুক্ত নহে। উহা জাতীয় সম্পত্তি রূপে এমামের তত্ত্বাবধানে রক্ষিত অথবা ব্যবহৃত হইবে। যুদ্ধলব্ধ দ্রব্যাদির সাধারণ সংজ্ঞা "গনিমত"; "আন্‌ফাল" শব্দের ব্যাখ্যায় ইহা স্পষ্টতর-রূপে বর্ণিত হইয়াছে।—তঃ কবির ও বহরুল মহিত।

এই পবিত্র আয়তে আল্লাহতা'লা যুদ্ধলব্ধ দ্রব্য-সম্ভার এবং বিনাযুদ্ধে শত্রুপক্ষের নিকট হইতে পরিগৃহীত ধন-সম্পদের বিভাগ-বিধি বর্ণনা করিতেছেন। যুদ্ধে শত্রুপক্ষের নিকট হইতে যে সকল দ্রব্য-সম্ভার ও ধন-সম্পদ অধিকৃত হইবে, তাহার এক-পঞ্চমাংশকে পুনরায় পাঁচ ভাগে বিভক্ত করিয়া উহার একাংশ হজরত রসুলোল্লাহ এবং একাংশ হজরতের আত্মীয়-স্বজন অর্থাৎ হাশেম-বংশ ও মোতালেব বংশধরগণ প্রাপ্ত হইবেন। অবশিষ্ট তিন পঞ্চমাংশ পিতৃহীন অনাথ বালক 'বালিকাবৃন্দ' দীন-দরিদ্র নরনারীকুল ও অভাবগ্রস্ত প্রবাসী-পথিকদিগের মধ্যে শ্রেণী-নির্ব্বিশেষে তুল্যাংশে বিতরিত হইবে। আলোচ্য আয়তে "আল্লার জন্য" উক্তি সন্নিবিষ্ট থাকায় কেহ কেহ বিভাজ্য ধনের এক-পঞ্চমাংশকে পাঁচ ভাগের পরিবর্ত্তে ছয় ভাগে বিভক্ত করিয়া উহার একাংশ আল্লার গৃহ—কাবা শরিফের তত্ত্বাবধান জন্য ব্যয় করিবার মত প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু পবিত্র হাদিস এই মতের সমর্থক নহে এবং কোন বিশিষ্ট তফ্‌সীরকারও ঐ মত পরিগ্রহণ করেন নাই। বরং তাহারা বলিয়াছেন যে, আল্লার অংশ আল্লার অভাবগ্রস্ত সেবক অথবা দীন-দরিদ্র মাত্রেরই প্রাপ্য। কাবা-গৃহের তত্ত্বাবধানের ভার সমস্ত মুসলমানের প্রতি অর্পিত হইয়াছে।

হজরত রসুলোল্লার তিরোধানের পর তদীয় অংশ কিরূপভাবে ব্যয়িত হইবে, তৎসম্বন্ধে তফ্‌সীর-কারগণ দুই প্রকার মত ব্যক্ত করিয়াছেন। এক সম্প্রদায় বলেন যে, হজরতের অংশ তদীয় আত্মীয়-স্বজন, পিতৃহীন, দরিদ্র ও পথিকদিগের মধ্যে বিতরিত হইবে; কিন্তু হজরত এমাম আবু-হানিফা, এমাম শাফেয়ী ও বহু প্রসিদ্ধ তফ্‌সীরকার বলেন যে, উক্ত অংশ ইসলামের তত্ত্বাবধান, জেহাদ ও জাতীয় প্রয়োজনে ব্যয়িত হইবে। কারণ হজরত আবুবকর ও হজরত ওমর (রাঃ) তাঁহাদের খেলাফত কালে হজরতের অংশ ধর্ম্মযুদ্ধের অস্ত্র-শস্ত্র ও সাজ-সরঞ্জাম নির্ম্মাণে ব্যয় করিয়াছিলেন।—মা'লম।

হজরত রসুলোল্লার আত্মীয় স্বজনের অংশ সম্বন্ধেও মতভেদ আছে। এমাম শাফিয়ী ও এমাম মালেক বলেন যে, হজরতের পরেও তাঁহার আত্মীয়-স্বজন বংশানুক্রমে ঐ অংশ প্রাপ্ত হইবেন। উক্ত

الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعٰنِ ط وَاللّٰهُ
عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ○ ٤٢- إِذْ
أَنْتُمْ بِالْعُدْوَةِ الدُّنْيَا وَهُمْ
بِالْعُدْوَةِ الْقُصْوٰى وَالرَّكْبُ أَسْفَلَ
مِنْكُمْ ط وَلَوْ تَوَاعَدْتُّمْ لَاخْتَلَفْتُمْ فِي
الْمِيْعٰدِ لا وَلٰكِنْ لِّيَقْضِيَ اللّٰهُ أَمْرًا

আমি স্বীয় দাসগণের উপর যাহা অবতীর্ণ করিয়াছিলাম তৎপ্রতি বিশ্বাসী হও; এবং আল্লাহ সর্ব্ববিষয়োপরি শক্তিমান।
৪২। যখন তোমরা প্রান্তর সন্নিকটে এবং তাহারা দূরবর্ত্তী প্রান্তে ছিল এবং যাত্রিদল তোমাদিগ হইতে নিম্নভূমে ছিল; এবং যদি তোমরা প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইতে তথাপি তোমরা তখন তোমাদের প্রতিজ্ঞার ব্যতিক্রম করিতে, কিন্তু যাহা করিবার

মহাত্মাদ্বয় আলোচ্য অংশ হইতে পুরুষের জন্য দুই-তৃতীয়াংশ এবং নারীর জন্য এক-তৃতীয়াংশ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। পক্ষান্তরে এমাম আবু-হানিফা ও অন্যান্য এমামগণ বলেন যে, আত্মীয়-স্বজনের প্রতি হজরত রসুলোল্লার কর্ত্তব্য স্বরূপ ঐ অংশ নির্দ্ধারিত হইয়াছিল। হজরত রসুলোল্লার তিরোধানের সহিত সেই কর্ত্তব্য এবং তৎসহ ঐ অংশও রহিত হইয়া গিয়াছে। সুতরাং এক্ষণে ঐ অংশ "বয়তুল-মালের" অঙ্গীভূত হইয়া পিতৃহীন, দরিদ্র ও পথিকদিগের প্রয়োজনে ব্যয়িত হইবে। রসুলোল্লার আত্মীয়স্বজনগণও ঐ শর্ত্তের অন্তর্ভুক্ত।

"গনিমত" অর্থাৎ যুদ্ধলব্ধ দ্রব্য-সম্ভার ও ধন-সম্পদ সমূহের অবশিষ্ট চারি-পঞ্চমাংশ সম্বন্ধে আলোচ্য আয়তে কোন বিধি-নির্দ্দেশ করা হয় নাই। তফ্‌সীরকার ও এমামগণ পবিত্র হাদিসের নির্দ্দেশ অনুসারে উহা মোজাহেদ বা ধর্ম্মযোদ্ধাগণের মধ্যে বিতরণ করা সাব্যস্ত করিয়াছেন। এমাম আবু-হানিফার মতে অশ্বারোহীগণ উহার দুই অংশ এবং পদাতিকগণ এক অংশ প্রাপ্ত হইবে। কিন্তু এমাম মালেক বলেন যে, উক্ত চারি-পঞ্চমাংশ ব্যয় করা সম্বন্ধে এমামের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হইবে এবং তিনি ধর্ম্ম, সমাজ অথবা দেশ ও জাতীর প্রয়োজনে যেরূপ আবশ্যক মনে করেন, তদ্রূপ ব্যয় করিতে পারিবেন। নচেৎ এমামের পক্ষে ইস্‌লাম সাম্রাজ্য পরিচালন অথবা জাতির আবশ্যকীয় অন্যান্য প্রয়োজন সম্পাদন কখনই সম্ভবপর হইবে না। হজরত রসুলোল্লাহ স্বীয় জীবনে কতিপয় স্থানে এমান আবু-হানিফার পরিগৃহীত মতানুযায়ী আলোচ্য চারি-পঞ্চমাংশ বিভাগ করিয়া গিয়াছেন; তবে উহা এমাম মালেকের মতানুযায়ী অথবা অন্য প্রকারে ব্যয় করা সম্বন্ধেও কোন নিষেধাজ্ঞা প্রচার করিয়া যান নাই। এইজন্য বর্ত্তমান যুগে সৈন্যদিগকে বেতন দিবার প্রথা প্রবর্তিত হওয়ায় এমাম মালেকের অভিমতই কার্য্যকরী ও যুক্তিযুক্ত বলিয়া অনুমিত হয়।—তঃ হক্কানী।

যাহারা গনিমত অর্থাৎ যুদ্ধলব্ধ দ্রব্য সম্ভার হইতে জিজিয়া ও মাসুল প্রভৃতি বিনাযুদ্ধে পরিগৃহীত ধন-সম্পদ স্বতন্ত্র বলিয়া মনে করেন, তাঁহাদের মতে উহা বায়তুল মালের অন্তর্ভুক্ত হইয়া জাতীয় প্রয়োজন অনুযায়ী এমামের বিবেচনা মত ব্যয়িত হইবে।

উপরোক্ত বিধি বর্ণনা করিবার পর আল্লাহতা'লা মুসলমানদিগের স্বীয় শক্তি ও মহিমা সম্বন্ধে বদর যুদ্ধের বিজয়-স্মৃতি স্মরণ করাইয়া দিতেছেন। অর্থাৎ আল্লাহতা'লা বলিতেছেন যে, তোমরা সেইদিন কিরূপ অপ্রত্যাশিত ভাবে আমার প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী প্রবল পরাক্রান্ত ও অধিক সংখ্যক শত্রুর উপর জয়লাভ করিয়াছিলে তাহা স্মরণ কর এবং আমার অনুগ্রহের প্রতি বিশ্বাস-স্থাপন পূর্ব্বক এই হিতকর বিধির অনুসরণ কর।

৪২। এই আয়তে বদর-যুদ্ধের অবস্থার প্রতি ইঙ্গিত করা হইয়াছে। উক্ত যুদ্ধে মুসলমানেরা "প্রান্তর সন্নিকটে" অর্থাৎ মদিনার অদূরবর্ত্তী বদর-উপত্যকার নিকটে, কোরেশ দল "দূরবর্ত্তী-প্রান্তে"

كَانَ مَفْعُوْلًا ۙ لِّيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ
عَنْ بَيِّنَةٍ وَّيَحْيٰى مَنْ حَيَّ
عَنْ بَيِّنَةٍ ؕ وَاِنَّ اللّٰهَ لَسَمِيْعٌ
عَلِيْمٌ ۙ ٤٢- اِذْ يُرِيْكَهُمُ اللّٰهُ
فِيْ مَنَامِكَ قَلِيْلًا ؕ وَلَوْ اَرٰىكَهُمْ
كَثِيْرًا لَّفَشِلْتُمْ وَلَتَنَازَعْتُمْ فِي الْاَمْرِ
وَلٰكِنَّ اللّٰهَ سَلَّمَ ؕ اِنَّهٗ عَلِيْمٌ بِذَاتِ
الصُّدُوْرِ ٤٣- وَاِذْ يُرِيْكُمُوْهُمْ اِذِ
الْتَقَيْتُمْ فِيْٓ اَعْيُنِكُمْ قَلِيْلًا وَّيُقَلِّلُكُمْ
فِيْٓ اَعْيُنِهِمْ لِيَقْضِيَ اللّٰهُ اَمْرًا كَانَ
مَفْعُوْلًا ؕ وَاِلَى اللّٰهِ تُرْجَعُ الْاُمُوْرُ ٤٤

ছিল—আল্লাহ তাহা সম্পন্ন করিয়াছিলেন; ফলতঃ যে নিহত হইবার সে প্রকাশ্য ভাবে নিহত হইবে এবং যে জীবিত থাকিবার সে প্রকাশ্য ভাবেই জীবিত থাকিবে; এবং নিশ্চয় আল্লাহ শ্রবণকারী মহাজ্ঞানী। ৪৩। তখন তোমাকে আল্লাহ স্বপ্নযোগে তাহাদিগকে অল্পসংখ্যক প্রদর্শন করিয়াছিলেন; এবং যদি তিনি তাহাদিগকে অধিক সংখ্যক প্রদর্শন করিতেন—তুমি সঙ্কুচিত হইতে এবং কার্য্য-সম্পাদনে কলহ করিতে, কিন্তু আল্লাহ নিরাপদ করিয়াছিলেন; নিশ্চয় তিনি মহাজ্ঞানী অন্তর্য্যামী। ৪৪। এবং যখন তোমরা তাহাদের সম্মুখীন হইয়াছিলে তখন তিনি তাহাদিগকে তোমাদের চক্ষুতে অল্পসংখ্যক প্রদর্শন করিয়াছিলেন এবং তোমরাও তাহাদের চক্ষুতে অল্প প্রতিভাত হইয়াছিলে—প্রত্যুত যে কার্য্য করিবার ছিল—আল্লাহ তাহা সম্পন্ন করিয়াছিলেন; এবং আল্লার দিকেই কার্য্যসমূহ প্রত্যাবৃত্ত হইয়া থাকে।

অর্থাৎ মদিনা হইতে দূরতর মক্কার সন্নিকটে এবং শত্রুপক্ষের বণিক-যাত্রীদল "নিম্নভূমে" অর্থাৎ সমুদ্রের ধারে অবস্থান করিতেছিল। তারপর আল্লাহতা'লা বলিতেছেন যে, শত্রুদল তোমাদের অপেক্ষা যেরূপ সংখ্যায় অধিক, অস্ত্র-শস্ত্রে সুসজ্জ ত ও প্রবল পরাক্রান্ত ছিল, তাহাতে তোমরা যুদ্ধের জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইলেও আমার অনুগ্রহ এবং সাহায্য ব্যতীত সময়কালে সেই প্রতিজ্ঞা কখনই রক্ষা করিতে পারিতে না। কিন্তু তাহাদিগকে পরাস্ত ও নিহত করিয়া তোমাদিগকে বিজয়ী এবং সঞ্জীবিত করা আমি পূর্ব্ব হইতেই স্থির করিয়া রাখিয়াছিলাম এবং আমার রসুলকে পূর্ব্বেই তাহার সুসংবাদ প্রদান করিয়াছিলাম। সেই সুসংবাদের প্রকাশ্য এবং প্রত্যক্ষ প্রমাণ স্বরূপ শত্রুকুল পরাস্ত এবং তোমরা বিজয়ী হইয়াছিলে।—কোঃ ৩২—২১ এবং ৬৮—৩৩ দ্রষ্টব্য।

৪৩—৪৪। মোজাহেদ ও মোকাতেল বর্ণনা করিয়াছেন যে, বদর-যুদ্ধের দিন আল্লাহতা'লা হজরত রসুলোল্লাকে স্বপ্নযোগে কাফেরদিগের সংখ্যা অত্যল্প প্রদর্শন করিয়াছিলেন। তদনুযায়ী হজরত রসুলোল্লাহ স্বীয় সহচরগণের নিকট অবিশ্বাসীদিগের সংখ্যাল্পতা প্রকাশ করায় তাঁহারা উৎসাহিত হইয়া যুদ্ধে গমন করিয়াছিলেন। অনন্তর দুইদল সমরক্ষেত্রে সম্মুখীন হইলে অবিশ্বাসীরা মুসলমানদিগের সংখ্যাল্পতা দর্শনে যেরূপে তাঁহাদিগকে অবলীলাক্রমে ধ্বংস করিয়া দিবে বলিয়া মনে করিয়াছিল, সেইরূপ অবিশ্বাসীরাও মুসলমানদিগের দৃষ্টিতে অত্যল্প বলিয়া অনুমিত হওয়ায় তাঁহাদের উৎসাহ শতগুণে বর্দ্ধিত হইয়াছিল। হজরত আবদুল্লাহ এবনে-মসউদ বর্ণনা করিয়াছেন যে, আমরা

৬ষ্ঠ রুকু—বিজয়লাভে সংখ্যাধিক্যের অকার্য্যকারিতা

٤٥- يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِذَا لَقِيْتُمْ
فِئَةً فَاثْبُتُوْا وَاذْكُرُوا اللّٰهَ كَثِيْرًا
لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ۚ ٤٦- وَاَطِيْعُوا اللّٰهَ
وَرَسُوْلَهٗ وَلَا تَنَازَعُوْا فَتَفْشَلُوْا
وَتَذْهَبَ رِيْحُكُمْ وَاصْبِرُوْا ؕ اِنَّ اللّٰهَ
مَعَ الصّٰبِرِيْنَ ۚ ٤٧- وَلَا تَكُوْنُوْا
كَالَّذِيْنَ خَرَجُوْا مِنْ دِيَارِهِمْ بَطَرًا
وَّرِئَآءَ النَّاسِ وَيَصُدُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ

৪৫। হে বিশ্বাস-স্থাপনকারিগণ, যখন তোমরা কোন দলের সম্মুখীন হও, তখন অবিচলিত থাকিও এবং আল্লাহকে যথেষ্ট স্মরণ করিও—যেন তোমরা সুফল প্রাপ্ত হও। ৪৬। এবং আল্লাহ ও তদীয় রসুলের অনুগত হও এবং কলহ-বিবাদ করিও না—অন্যথা তোমরা দুর্ব্বলচেতা হইয়া যাইবে ও তোমাদের প্রভাব বিলুপ্ত হইবে এবং তোমরা ধৈর্য্য ধারণ কর,—নিশ্চয় আল্লাহ ধৈর্য্যশীল-গণের সঙ্গী। ৪৭। এবং তোমরা তাহাদের ন্যায় হইও না—যাহারা তাহাদের গৃহসমূহ হইতে সদর্পে—এবং লোক দেখাইবার উদ্দেশ্যে বহির্গত হয় এবং আল্লার পথ হইতে প্রতিরোধ

প্রথমে শত্রুদিগের সংখ্যা মাত্র সত্তর জন বলিয়া অনুমান করিয়াছিলাম। কিন্তু পরে সকলেই জানিতে পারিয়াছিলাম যে, তাহাদের সংখ্যা সহস্রাধিক ছিল। ফলতঃ বদর-যুদ্ধে আল্লাহতা'লার শক্তি ও করুণার প্রত্যক্ষ মহিমা নানাপ্রকারে অতি উজ্জ্বলরূপে প্রতিভাত হইয়াছিল।

৪৫—৪৬। আল্লাহতা'লা মুসলমানদিগকে আদেশ করিতেছেন যে, যখন তোমরা শত্রুপক্ষের সম্মুখীন হও, তখন কোনরূপ ভীত কিংবা বিচলিত না হইয়া সর্ব্বদাই আল্লার অনুগ্রহ লাভের জন্য প্রার্থনা করিও। কারণ তাহা হইলে তোমরা নিশ্চয়ই জয়লাভ করিবে। দ্বিতীয়তঃ আল্লাহ ও রসুলের আদেশ-উপদেশের অন্যথা করিয়া কদাচ আত্মকলহে লিপ্ত হইও না এবং আপদ-বিপদে আল্লার প্রতি নির্ভর করিয়া ধৈর্য্যাবলম্বন করিয়া থাকিও। আত্মকলহে মানব শক্তিহীন এবং শত্রুদিগের নিকট অবজ্ঞাত ও উপেক্ষিত হইয়া থাকে। পক্ষান্তরে সম্মিলিত ভাবে অবস্থান পূর্ব্বক ধৈর্য্যধারণ করিলে আল্লাহতা'লা হিতৈষী সঙ্গীর ন্যায় অবশ্যই তাহাদিগকে সাহায্য করিয়া থাকেন।

"আল্লাহকে যথেষ্ট স্মরণ কর"—অর্থে কেহ ঘন ঘন "তক্‌বীর" বলা অর্থাৎ উচ্চৈঃস্বরে "আল্লাহু আকবর" রবে জয়ধ্বনি করা বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। কাহারও কাহারও মতে তকবীরের ন্যায় সর্ব্বপ্রকার প্রার্থনা-আরাধনাই উহার অন্তর্ভুক্ত বুঝিতে হইবে।—তঃ হক্কানী।

৪৭। পূর্ব্ববর্ত্তী আয়তদ্বয়ে মুসলমানদিগকে যুদ্ধক্ষেত্রের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে উপদেশ দান করিয়া আল্লাহতা'লা এই আয়তে তাহাদিগকে দর্প, দম্ভ ও আত্মাহঙ্কার পরিত্যাগ করিবার জন্য আদেশ করিতেছেন। আল্লাহতা'লা বলিতেছেন যে, কোরেশেরা মুসলমানদিগকে ধ্বংস করিবার জন্য যেরূপ অসার আস্ফালন ও অহঙ্কারের সহিত স্ব স্ব গৃহ হইতে বহির্গত হইয়াছিল এবং তাহারা ইতিপূর্ব্বে সত্যধর্ম্মের প্রতিকুলতা করিয়া যেরূপ অন্যায় অত্যাচারের অনুষ্ঠান করিয়াছিল, তোমরা কদাচ সেরূপ করিও না। কারণ দাম্ভিক ও অত্যাচারী লোকদিগের সমস্ত কার্য্যই আল্লার আক্রোশে ব্যর্থ হইয়া থাকে।

করে; এবং তাহারা যাহা করে—আল্লাহ তাহার পরিবেষ্টনকারী। ৪৮। এবং যখন শয়তান তাহাদের কৃতকর্ম্ম-সমূহ সুশোভিত করিয়াছিল এবং বলিয়াছিল যে, অদ্য মানবমণ্ডলী হইতে কেহই তোমাদের প্রতি পরাক্রান্ত হইবে না এবং আমিই তোমাদের সংরক্ষক; অনন্তর যখন উভয়দল প্রত্যক্ষীভূত হইয়াছিল তখন সে স্বীয় পদদ্বয়ে প্রত্যাবর্ত্তিত হইয়াছিল এবং বলিয়াছিল—নিশ্চয় আমি তোমাদিগ হইতে বিমুক্ত, নিশ্চয় তোমরা যাহা দর্শন কর না—আমি তাহা প্রত্যক্ষ করিতেছি, অবশ্যই আমি আল্লাহকে ভয় করিয়া থাকি; এবং আল্লাহ কঠোর শাস্তিদাতা।

اللّٰهِ ۗ وَاللّٰهُ بِمَا يَعْمَلُوْنَ مُحِيْطٌ ○

٤٨- وَاِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطٰنُ اَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَاِنِّيْ جَارٌ لَّكُمْ ۚ فَلَمَّا تَرَآءَتِ الْفِئَتٰنِ نَكَصَ عَلٰى عَقِبَيْهِ وَقَالَ اِنِّيْ بَرِيْۤءٌ مِّنْكُمْ اِنِّيْۤ اَرٰى مَا لَا تَرَوْنَ اِنِّيْۤ اَخَافُ اللّٰهَ ۗ وَاللّٰهُ شَدِيْدُ الْعِقَابِ ○

৭ম রুকু—মানব-জাতির অবনতি ও পতনের কারণ

৪৯। যখন কপটবিশ্বাসীরা এবং যাহাদের অন্তর-সমূহে ব্যাধি আছে, তাহারা বলিতেছিল যে, তাহাদের ধর্ম্ম তাহাদিগকে গর্ব্বিত করিয়াছে; এবং যে আল্লার উপর নির্ভর করে তবে নিশ্চয়

٤٩- اِذْ يَقُوْلُ الْمُنٰفِقُوْنَ وَالَّذِيْنَ فِيْ قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ غَرَّ هٰۤؤُلَآءِ دِيْنُهُمْ ۗ وَمَنْ يَّتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ فَاِنَّ اللّٰهَ

৪৮। বদর-যুদ্ধের দিন দুরাত্মা শয়তান মোসলেম-বিনাশের জন্য অবিশ্বাসী কোরেশদিগকে যেরূপভাবে উত্তেজিত করিয়াছিল এবং বিজয় লাভের বৃথা আশা দিয়া অবশেষে যেরূপভাবে তাহাদিগকে প্রতারিত করিয়াছিল, এই আয়তে তাহার স্পষ্ট আভাস প্রদান করা হইয়াছে। কেহ কেহ বলেন যে, শয়তান মানবমূর্ত্তি পরিগ্রহণ পূর্ব্বক কোরেশদিগকে বিজয় লাভের আশা ও আশ্বাস প্রদান করিয়াছিল। কিন্তু সে অবশেষে হজরত জিবরিল ও অন্যান্য ফেরেশ্‌তাদিগকে সমরক্ষেত্রে অবতীর্ণ দেখিয়া অদৃশ্য হইয়া পলাইয়া যায়। পক্ষান্তরে আধুনিক ও প্রাচীন অভিজ্ঞ তফ্‌সীরকারগণ বলেন যে, পাপাত্মা শয়তান অদৃশ্যভাবে কোরেশদিগের অন্তরে যে সকল কুমন্ত্রণা সঞ্চারিত করিয়াছিল, আলোচ্য আয়তে তাহাই বর্ণিত হইয়াছে।

৪৯। হজরত রসুলোল্লাহ যখন স্বীয় অল্প সংখ্যক সহচর সহ বহুসংখ্যক কোরেশ সৈন্যের বিরুদ্ধে বদর যুদ্ধে অভিযান করিয়াছিলেন, সেই সময়ে মদিনার কপট-বিশ্বাসীরা বলিয়াছিল যে, ইসলাম-ধর্ম্মের অযথা উৎসাহের জন্যই মুসলমানেরা এইরূপ অসঙ্গত দাম্ভিক হইয়া উঠিয়াছে। নচেৎ অস্ত্র-শস্ত্রবিহীন তিন শত তের জন মুসলমান কখনই সহস্রাধিক সশস্ত্র ও পরাক্রান্ত কোরেশ সৈন্যের বিরুদ্ধে মরিবার জন্য যুদ্ধে গমন করিত না। কপটদিগের এই উক্তির উত্তরে আল্লাহতা'লা বলিয়া দিলেন যে, মুসলমানেরা অবিবেচক ও দাম্ভিক নহে বরং তাহারা আল্লার উপর নির্ভরশীল ও

عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ ○ ٥٠- وَلَوْ تَرٰۤى
اِذْ يَتَوَفَّى الَّذِيْنَ كَفَرُوا الْمَلٰۤئِكَةُ
يَضْرِبُوْنَ وُجُوْهَهُمْ وَاَدْبَارَهُمْ ج
وَذُوْقُوْا عَذَابَ الْحَرِيْقِ ○
٥١- ذٰلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ اَيْدِيْكُمْ
وَاَنَّ اللّٰهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيْدِ ○
٥٢- كَدَاْبِ اٰلِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِيْنَ
مِنْ قَبْلِهِمْ ط كَفَرُوْا بِاٰيٰتِ اللّٰهِ
فَاَخَذَهُمُ اللّٰهُ بِذُنُوْبِهِمْ ط اِنَّ اللّٰهَ
قَوِيٌّ شَدِيْدُ الْعِقَابِ ○ ٥٣- ذٰلِكَ
بِاَنَّ اللّٰهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا نِّعْمَةً اَنْعَمَهَا

আল্লাহ মহাপরাক্রান্ত বিজ্ঞানময়।
৫০। এবং যদি তোমরা অবলোকন
করিতে—যখন ফেরেশ্‌তাগণ অবিশ্বাসী-
দিগের প্রাণহরণ করিবে তখন তাহাদের
মুখমণ্ডলে ও তাহাদের পৃষ্ঠে আঘাত
করিতে থাকিবে যে, তোমরা প্রজ্বলিত
শাস্তির আস্বাদ গ্রহণ কর। ৫১। ইহা
সেইজন্য—যাহা তোমাদের হস্তসমূহ
পূর্ব্বে প্রেরণ করিয়াছে, নিশ্চয় আল্লাহ
দাসগণের প্রতি অত্যাচারী নহেন।
৫২। ফেরআউন সম্প্রদায় ও তাহাদের
পূর্ব্ববর্ত্তীরা তাহাদের প্রতিপালকের
নিদর্শন-সমূহে যেরূপ অসত্যারোপ
করিয়াছিল, তৎপর আল্লাহ তাহাদের
অপরাধ সমূহের জন্য তাহাদিগকে ধ্বংস
করিয়াছিলেন; নিশ্চয় আল্লাহ মহাশক্তি-
শালী কঠোর শাস্তিদাতা। ৫৩। ইহা
এইজন্য যে, কোন সম্প্রদায়ের প্রতি যে
সম্পদ প্রদান করা হয় নিশ্চয় আল্লাহ

কর্ত্তব্যপরায়ণ। ফলতঃ যাহারা আল্লাহতা'লার আদেশ অনুযায়ী তাঁহার উপর নির্ভর করিয়া কর্ত্তব্য পালনে অগ্রসর হয়, তিনিই তাহাদিগকে সর্ব্বতোভাবে সাহায্য করিয়া থাকেন। "আল্লাহ পরাক্রান্ত বিজ্ঞানময়"—এস্থানে ইহার মর্ম্মার্থ এই যে, অবিশ্বাসী শত্রুদল প্রবল পরাক্রান্ত হইলেও আল্লাহতা'লা স্বীয় পরাক্রম ও কৌশলে অল্পসংখ্যক বিশ্বাসীর দ্বারা তাহাদিগকে অবলীলা ক্রমে ধ্বংস করিয়া দিবেন।

৫০—৫১। এই দুইটি আয়তে অবিশ্বাসী ও কপট-বিশ্বাসীদিগের মৃত্যুকালীন অবস্থা বর্ণিত হইয়াছে। ফেরেশ্‌তাগণ কর্ত্তৃক অবিশ্বাসীদের মুখে ও পৃষ্ঠে আঘাত করার মর্ম্মার্থে কোন কোন তফ্‌সীরকার—তাহাদের ইহলৌকিক দুর্গতি, পশ্চাৎবর্ত্তী কৃতকার্য্যের স্মৃতি-সঞ্জাত অনুতাপ এবং পারলৌকিক শাস্তির আভাস-জনিত আতঙ্ক বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।—তঃ হক্কানী।

৫২। ফেরাউনগণ ও তাহাদের পূর্ব্ববর্ত্তী অবিশ্বাসী সম্প্রদায় সমূহ আল্লাহতা'লার নিদর্শন এবং তাঁহার প্রেরিত রসুলগণের প্রতি অবিশ্বাস ও অসত্যারোপ করিয়া যেরূপে ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছিল, এই আয়তে তদ্বিষয় উল্লেখ করা হইয়াছে। ফেরাউন হজরত মুসার সহিত এবং তাহার পূর্ব্ববর্ত্তী ধর্ম্মদ্রোহীরা অন্যান্য নবীগণের সহিত বিদ্রোহাচরণ করিয়া যেরূপে সমুদ্র-সলিলে নিমজ্জিত ও দৈবদুর্ব্বিপাকে ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছিল (৪৪ আয়েত), তাহা উল্লেখ করিয়া আল্লাহতা'লা ইঙ্গিত করিতেছেন যে, আরবের অবিশ্বাসীরা যদি আমার প্রত্যক্ষ নিদর্শন—কোরান-বাণীর প্রতি অবিশ্বাস করিয়া হজরত মোহাম্মদ মোস্তফার (সঃ) সহিত বিরুদ্ধাচরণ করে, তবে তাহাদিগকেও তদ্রূপ সমূলে ধ্বংসপ্রাপ্ত হইতে হইবে।—তঃ মঃ আঃ।

৫৩। এই পবিত্র আয়তে মানব-জাতির অবস্থার পরিবর্ত্তন এবং উন্নতি ও অবনতি সম্বন্ধে একটি বিশেষ তথ্য পরিব্যক্ত হইয়াছে। আল্লাহতা'লা স্পষ্ট ভাষায় বলিয়া দিতেছেন যে, কোন

عَلٰى قَوْمٍ حَتّٰى يُغَيِّرُوْا مَا
بِاَنْفُسِهِمْ ۙ وَاَنَّ اللّٰهَ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ۙ
৫৪- كَدَاْبِ اٰلِ فِرْعَوْنَ ۙ وَالَّذِيْنَ
مِنْ قَبْلِهِمْ ؕ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِ رَبِّهِمْ
فَاَهْلَكْنٰهُمْ بِذُنُوْبِهِمْ وَاَغْرَقْنَآ اٰلَ
فِرْعَوْنَ ۚ وَكُلٌّ كَانُوْا ظٰلِمِيْنَ ○
৫৫- اِنَّ شَرَّ الدَّوَآبِّ عِنْدَ اللّٰهِ
الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فَهُمْ لَا يُؤْمِنُوْنَ ۖ ○

তাহার পরিবর্ত্তন করেন না—যে-পর্য্যন্ত তাহারা স্বীয় অবস্থা পরিবর্ত্তিত না করে; এবং নিশ্চয় আল্লাহ শ্রবণকারী মহাজ্ঞানী। ৫৪। ফেরআউন সম্প্রদায় ও তাহাদের পূর্ব্ববর্ত্তীরা যেরূপে তাহাদের প্রতিপালকের নিদর্শন-সমূহে অসত্যারোপ করিয়াছিল, তৎপর তাহাদের অপরাধ সমূহের জন্য আমি তাহাদিগকে ধ্বংস করিয়াছিলাম এবং আমি ফেরআউন সম্প্রদায়কে নিমজ্জিত করিয়াছিলাম; এবং তাহারা সকলেই অত্যাচারী ছিল। ৫৫। নিশ্চয় আল্লার নিকট জীব-জন্তুকুলের মধ্যে অবিশ্বাসকারীরাই নিকৃষ্টতর—যেহেতু

জাতি নিজেদের সদ্‌গুণ ও সাধনা প্রভাবে আমার অনুগ্রহ লাভ করিয়া জগতের রাজ্য-ঐশ্বর্য্য, ধন-জন, সুখ-সম্পদ ও জ্ঞান-গরিমার অধিকারী হইবার পর যে পর্য্যন্ত তাহারা নিজেদের সদ্‌গুণ ও সাধনা পরিত্যাগ করিয়া লক্ষ্যভ্রষ্ট ও অধঃপতিত না হয়, সে পর্য্যন্ত আমি কখনই তাহাদিগকে স্বীয় অনুগ্রহের দান হইতে বঞ্চিত কিংবা তাহাদের অবস্থার পরিবর্ত্তন করি না। এতদ্দ্বারা স্পষ্টই প্রমাণিত হইতেছে যে, মানব-জাতি নিজেদের দোষেই অবনত ও হীনদশাগ্রস্ত হইয়া থাকে! আল্লাহতা'লা অকারণে কাহাকেও অধঃপতিত অথবা স্বীয় সম্পদ হইতে বঞ্চিত করেন না।

এই আয়তের প্রতি লক্ষ্য করিলে নিঃসন্দেহে বুঝা যায় যে, পূর্ব্ববর্ত্তী মোসলেম জাতি যেরূপ অকপট বিশ্বাস, অনুপম সাধনা, আদর্শ সদ্‌গুণ ও আন্তরিক যত্ন-চেষ্টা প্রভাবে আল্লার অনুগ্রহে অভিষিক্ত হইয়া জগতের শ্রেষ্ঠতম গৌরবান্বিত জাতিরূপে পরিণত হইয়াছিলেন, পরবর্ত্তী মোসলেমগণ সেই বিশ্বাস, সাধনা, সদ্‌গুণ ও যত্ন চেষ্টা পরিত্যাগ করার জন্যই তাহারা তাহাদের সমস্ত সম্পদ ও গৌরব হইতে বঞ্চিত হইয়া আজ জগতের, হীনতম অবনত জাতিরূপে পরিণত হইয়াছে। সুতরাং আধুনিক মুসলমান জাতির যদি পূর্ব্ব গৌরব ও পূর্ব্ব সম্পদ লাভের ইচ্ছা থাকে, তবে আবার তাহাদিগকে পূর্ব্বযুগের মুসলমানগণের মত সেই সকল সদ্‌গুণের অধিকারী হইয়া এবং সেই অকপট বিশ্বাস, স্বর্গীয় সাধনা ও জলন্ত উৎসাহ লইয়া জগতের মাঝে আত্ম-প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে হইবে।

৫৪। পূর্ব্ববর্ত্তী ৫২ আয়তের তফ্‌সীর দ্রষ্টব্য।

৫৫। এই আয়তে আল্লাহতা'লা অবিশ্বাসী কাফেরদিগকে পৃথিবীর সমস্ত জীবজন্তু অপেক্ষা নিকৃষ্টতর ও হীনতম বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন। পবিত্র কোরানের অন্য একটি আয়তে সমস্ত অংশীবাদী অবিশ্বাসীকে অপবিত্র—"নাজাস" বলিয়া ঘোষণা করা হইয়াছে। পক্ষান্তরে পবিত্র কোরানের বর্ণনা অনুসারে মুসলমানেরাই জগতের শ্রেষ্ঠতম জাতি ("খায়রা উম্মতি")। কিন্তু বিস্ময়ের বিষয়, বর্ত্তমান যুগের একদল মুসলমান "অপবিত্র ও নিকৃষ্টতর" বিধর্ম্মীদিগকে "মহাত্মা ও মহাপুরুষ" বানাইয়া—এমন কি, তাহাদিগকে "এমাম" ও "রাহনুমার" পবিত্র আসনে বসাইয়া পূজা করিতেছে! ইহা অপেক্ষা পরিতাপ এবং জাতীয় অধঃপতনের শোচনীয় লজ্জাকর চিত্র আর কি হইতে পারে!!

তাহারা বিশ্বাস করে না। ৫৬। যাহাদের সহিত তুমি প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়াছ, তৎপর তাহারা প্রত্যেক বারই তাহাদের প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করে এবং তাহারা শঙ্কিত হয় না। ৫৭। অনন্তর যদি তুমি তাহাদিগকে যুদ্ধে প্রাপ্ত হও, তবে তাহাদিগকে এরূপ শাস্তি প্রদান কর—যাহাতে উহাদের পশ্চাদ্বর্ত্তীরা পলায়ন করে—যেন তাহাদের স্মরণ থাকে। ৫৮। এবং যদি তুমি কোন সম্প্রদায় হইতে বিশ্বাসঘাতকতার আশঙ্কা কর তবে তুল্যরূপে তাহাদের দিকে তাহাদের প্রতিজ্ঞা নিক্ষেপ কর; নিশ্চয় আল্লাহ বিশ্বাসঘাতকদিগকে ভালবাসেন না।

٥٦- الَّذِينَ عَاهَدتَّ مِنْهُمْ ثُمَّ يَنقُضُونَ عَهْدَهُمْ فِي كُلِّ مَرَّةٍ وَهُمْ لَا يَتَّقُونَ ○ ٥٧- فَإِمَّا تَثْقَفَنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ فَشَرِّدْ بِهِم مَّنْ خَلْفَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ ○ ٥٨- وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِن قَوْمٍ خِيَانَةً فَانبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَىٰ سَوَاءٍ ط إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ ع

৮ম রুকু—সংগ্রাম ও সন্ধি-সংক্রান্ত কর্ত্তব্য

৫৯। এবং অবিশ্বাসকারীরা যেন এরূপ ধারণা না করে যে, তাহারা অগ্রগামী হইয়াছে; নিশ্চয় তাহারা অতিক্রম

٥٩- وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا ط إِنَّهُمْ لَا يُعْجِزُونَ ○

৫৬—৫৭। অবিশ্বাসীরা মুসলমানদিগের সহিত পুনঃ পুনঃ সন্ধি স্থাপন পূর্ব্বক পুনঃ পুনঃ উহা ভঙ্গ করিয়া যেরূপ অশান্তি-বিবাদের সৃষ্টি করিত, তাহার উল্লেখ করিয়া আল্লাহতা'লা বলিতেছেন যে, অতঃপর যদি তাহারা সন্ধি ভঙ্গ করিয়া অশান্তি সৃষ্টি করে কিংবা সমরক্ষেত্রে উপস্থিত হয় তবে তাহাদিগকে এরূপ শাস্তি প্রদান কর—যেন উহা চিরকাল তাহাদের মনে থাকে এবং তাহাদের পরবর্ত্তী লোকেরা পুনরায় সন্ধিভঙ্গ করিয়া অশান্তি-বিবাদ সৃষ্টি করিতে সাহসী না হয়। অবিশ্বাসীদিগের অন্যায় অত্যাচার, বিশ্বাসঘাতকতা ও প্রতারণা হইতে অশান্তি-বিবাদের পথ রোধ করিয়া দেশের শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষা করিবার জন্যই এই কঠোর আদেশ প্রদান করা হইয়াছে।

৫৮। পূর্ব্ববর্ত্তী আয়তে পরিব্যক্ত হইয়াছে যে, অবিশ্বাসীরাই প্রত্যেক বার বিশ্বাসঘাতকতা ও প্রতারণাপূর্ব্বক সন্ধিভঙ্গ করিয়া অশান্তির সৃষ্টি করিত, কিন্তু মুসলমানেরা কখনই সন্ধিভঙ্গ করিতেন না। ইহার ফলে মুসলমানেরা অনেক সময় বিপন্ন ও ক্ষতিগ্রস্ত হইতেন। তাই আল্লাহতা'লা মুসলমানদিগকে আবশ্যকানুযায়ী সন্ধিভঙ্গ করিবার অনুমতি প্রদান করিলেন অর্থাৎ আল্লাহতা'লা বলিয়া দিলেন যে, যদি তাহারা সন্ধিভঙ্গ করে কিংবা তাহাদের দ্বারা বিশ্বাসঘাতকতা এবং তদ্দ্বারা অনিষ্টের আশঙ্কা কর, তবে তোমরাও তাহাদের ন্যায় সন্ধিভঙ্গ করিয়া তাহাদের অনিষ্টকারিতা প্রতিরোধ কর। কিন্তু যদি ঐরূপ কোন কারণ অথবা অনিষ্টের আশঙ্কা না থাকে, তবে তোমরা বিশ্বাসঘাতকতা পূর্ব্বক সন্ধিভঙ্গ করিও না; কারণ আল্লাহতা'লা বিশ্বাসঘাতক ও সন্ধিভঙ্গকারীদিগকে ভালবাসেন না।

৫৯। বদর যুদ্ধের পর মক্কা ও মদিনার যে সকল অবিশ্বাসী ও কপট মনে করিত যে, আমরা বাঁচিয়া গিয়াছি; অতপর আমাদের আর কোনই অনিষ্ট হইবে না। আল্লাহতা'লা তাহাদিগকে

করিতে পারিবে না। ৬০। এবং তোমরা সাধ্যপক্ষে যতদূর সম্ভব তাহাদের জন্য প্রস্তুত হও এবং অশ্বগুলিকে সম্মুখে বন্ধন করিয়া তদ্দ্বারা আল্লার শত্রুকুল ও তোমাদের শত্রুকুলকে ভয়-প্রদর্শন কর এবং তদ্ব্যতীত অন্যান্যদিগকেও—যাহাদিগকে তোমরা জান না, আল্লাহ তাহাদিগকে পরিজ্ঞাত আছেন ; এবং তোমরা যে-কোন বিষয় হইতে আল্লার পথে ব্যয় করিবে তোমাদের প্রতি তাহা পূর্ণরূপে প্রদত্ত হইবে এবং তোমরা অত্যাচারিত হইবে না। ৬১। এবং যদি তাহারা সন্ধির দিকে আকৃষ্ট হয় তবে তুমিও উহাতে আগ্রহান্বিত হও এবং আল্লার উপর নির্ভর কর ; নিশ্চয় তিনিই

٦٠- وَاَعِدُّوْا لَهُمْ مَّا اسْتَطَعْتُمْ مِّنْ
قُوَّةٍ وَّمِنْ رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُوْنَ
بِهٖ عَدُوَّ اللّٰهِ وَعَدُوَّكُمْ وَاٰخَرِيْنَ مِنْ
دُوْنِهِمْ ج لَا تَعْلَمُوْنَهُمْ ج اَللّٰهُ يَعْلَمُهُمْ ط
وَمَا تُنْفِقُوْا مِنْ شَيْءٍ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ
يُوَفَّ اِلَيْكُمْ وَاَنْتُمْ لَا تُظْلَمُوْنَ ○
٦١- وَاِنْ جَنَحُوْا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ
لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ ط اِنَّهٗ

ভবিষ্যদ্বাণী স্বরূপ শুনাইয়া দিলেন যে, তোমরা কখনই বাঁচিতে পারিবে না ; নিশ্চয় তোমাদিগকে অবিশ্বাস ও কপটতার শাস্তি গ্রহণ করিতে হইবে।

৬০। বদর-যুদ্ধে শত্রুদল পরাস্ত এবং মুসলমানেরা বিজয়ী হইলেও তাঁহাদের অবস্থা নিরাপদ এবং সুরক্ষিত ছিল না। যে কোন মুহূর্ত্তে প্রবল পরাক্রান্ত শত্রুদল কর্ত্তৃক তাঁহাদের আক্রান্ত হইবার আশঙ্কা ও সম্ভাবনা ছিল। তাই আল্লাহতা'লা মুসলমানদিগকে আদেশ করিলেন যে, তোমরা নিজেদের শক্তি অনুসারে যতদূর সম্ভব যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হও এবং অস্ত্র-শস্ত্র ও অশ্ব সংগ্রহ কর। তাহা হইলে আল্লাহতা'লার এবং তোমাদের শত্রু অবিশ্বাসীদল তোমাদিগকে আক্রমণ করিতে ভীত হইবে এবং তোমাদের অপরিজ্ঞাত গুপ্তশত্রু—কপটকুল তোমাদের অনিষ্টকারিতা হইতে নিরস্ত থাকিবে।

এই আয়তে স্পষ্টই অনুমিত হইতেছে যে, কোন জাতি ধর্ম্ম-কর্ম্ম, শিক্ষা-সভ্যতা ও জ্ঞান-গৌরব যতই উন্নত হউক না কেন, যুদ্ধোপকরণ ও সমর-সজ্জা ব্যতীত সে জাতিকে কেহই গ্রাহ্য করিবে না ; শত্রুকুলের আক্রমণ হইতেও তাহারা কখনই আত্মরক্ষা করিতে পারিবে না। সুতরাং আধুনিক অতি-আধ্যাত্মিকতার অসার মোহ পরিত্যাগ করিয়া অরাতিকুলের অন্যায় আক্রমণ প্রতিরোধ এবং জগতে শান্তি ও সুবিচার প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য মুসলমান জাতির পক্ষে উপযুক্ত অস্ত্র-শস্ত্রে সুসজ্জিত হওয়া একান্ত কর্ত্তব্য।

এই সঙ্গে আল্লাহতা'লা একথাও বলিয়া দিতেছেন যে, যাহারা ধর্ম্মের গৌরব এবং দেশ ও জাতির স্বাধীনতা ও মর্য্যাদা রক্ষার জন্য যুদ্ধায়োজনে অর্থ ব্যয় করিবে, আল্লাহতা'লা তাহাদিগকে তদ্বিনিময়ে পরলোকে পূর্ণ প্রতিদান প্রদান করিবেন। সুতরাং ধর্ম্মযুদ্ধ ও জাতীয় সংগ্রামে মুসলমানগণের পক্ষে মুক্তহস্তে দান করা আবশ্যক।

৬১। যুদ্ধে লিপ্ত হইবার পরেই হউক কিংবা উহার পূর্ব্বে অথবা অবসানেই হউক, শত্রুদল সন্ধিস্থাপনের জন্য আগ্রহান্বিত হইলে মুসলমানদিগের পক্ষে ন্যায়সঙ্গতভাবে সন্ধি-স্থাপন করা উচিত। যদি ঐরূপভাবে সন্ধি স্থাপনে ভবিষ্যতে অনিষ্টের আশঙ্কা থাকে, তথাপি মুসলমানের পক্ষে সন্ধি-স্থাপনে বিরত হওয়া সঙ্গত নহে। বরং ঐরূপ স্থলে দেশে শান্তি-প্রতিষ্ঠার জন্য ভবিষ্যৎ ভুলিয়া আল্লার উপর নির্ভর পূর্ব্বক সন্ধি-স্থাপন করাই তাহাদের একান্ত কর্ত্তব্য।

শ্রবণকারী মহাজ্ঞানী। ৬২। এবং যদি তাহারা তোমাকে প্রতারিত করিতে ইচ্ছা করে, তবে নিশ্চয় আল্লাহ-ই তোমার জন্য যথেষ্ট; তিনিই স্বীয় সাহায্যে তোমাকে এবং বিশ্বাসীদিগকে শক্তি-সম্পন্ন করিয়াছেন। ৬৩। এবং তিনিই তাহাদের অন্তর-সমূহে প্রীতি সঞ্চারিত করিয়াছেন; যদি তুমি পৃথিবীর সমস্ত বিষয় ব্যয় করিতে—তবুও তাহাদের অন্তর-সমূহে সম্প্রীতি-সঞ্চার করিতে পারিতে না; কিন্তু আল্লাহ তাহাদের মধ্যে প্রীতি-স্থাপন করিয়াছেন; নিশ্চয় তিনি মহাপরাক্রান্ত বিজ্ঞানময়। ৬৪। হে নবী, আল্লাহ-ই তোমার এবং তোমার অনুসরণ-কারী বিশ্বাসিগণের জন্য যথেষ্ট।

هُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ○ ٦٢- وَاِنْ
يُّرِيْدُوْٓا اَنْ يَّخْدَعُوْكَ فَاِنَّ حَسْبَكَ
اللّٰهُ ط هُوَ الَّذِيْٓ اَيَّدَكَ بِنَصْرِهٖ
وَبِالْمُؤْمِنِيْنَ ۙ ٦٣- وَاَلَّفَ بَيْنَ
قُلُوْبِهِمْ ط لَوْ اَنْفَقْتَ مَا فِى الْاَرْضِ
جَمِيْعًا مَّآ اَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوْبِهِمْ
وَلٰكِنَّ اللّٰهَ اَلَّفَ بَيْنَهُمْ ط اِنَّهٗ
عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ ○ ٦٤- يٰٓاَيُّهَا النَّبِيُّ
حَسْبُكَ اللّٰهُ وَمَنِ اتَّبَعَكَ
مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ ع

৯ম রুকু—সাহস ও ধৈর্য্যের অলৌকিক শক্তি

৬৫। হে নবী, বিশ্বাসিগণকে যুদ্ধে উদ্দীপিত কর—যদি তোমাদের মধ্যে কুড়িজন ধৈর্য্যশীল হয়, তবে তাহারা দুই

٦٥- يٰٓاَيُّهَا النَّبِيُّ حَرِّضِ الْمُؤْمِنِيْنَ
عَلَى الْقِتَالِ ط اِنْ يَّكُنْ مِّنْكُمْ

৬২। আল্লাহতা'লা হজরত রসুলোল্লাকে লক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন :—যদি পূর্ব্ব আয়তের অনুরূপ সন্ধি-স্থাপনের দ্বারা শত্রুকুল তোমাকে প্রতারিত ও বিপন্ন করিতে ইচ্ছা করে, তবে আমিই তোমাকে এবং মুসলমানদিগকে স্বীয় সাহায্যে শক্তিসম্পন্ন করিয়া দিব এবং এজন্য আমার সাহায্যই তোমাদের জন্য যথেষ্ট। ফলতঃ আল্লার সাহায্যই যে মুসলমানদিগের জন্য যথেষ্ট, একথা পরবর্ত্তী ৬৪ আয়তেও বর্ণিত হইয়াছে।

৬৩। আল্লাহতা'লা কিরূপ ভাবে স্বীয় সাহায্যে মুসলমানদিগকে শক্তিসম্পন্ন করিবেন, এই আয়তে তাহার আভাস প্রদান করা হইয়াছে। আল্লাহতা'লা হজরত রসুলেল্লোকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন যে, তুমি পৃথিবীর সমস্ত সম্পদ ব্যয় করিয়াও যে আরব-জাতির মধ্যে একতা বা সম্প্রীতি স্থাপন করিতে পারিতে না, আমি স্বীয় অনুগ্রহে তাহাদের মধ্যে একতা ও ভ্রাতৃভাব সংস্থাপন করিয়াছি এবং তাহাদের অন্তরে এরূপ সম্প্রীতি সঞ্চারিত করিয়া দিয়াছি যে, তৎপ্রভাবে তাহারা ক্রমে ক্রমে মহাশক্তিশালী এবং অজেয় হইয়া উঠিতেছে। একতা, সম্প্রীতি ও ভ্রাতৃভাবই যে জাতীয় শক্তির মূল-উৎস, আলোচ্য আয়তে তাহা স্পষ্ট ভাষায় পরিব্যক্ত হইয়াছে। ঐ মহাশক্তির অভাবেই আজ আমরা জগতের মধ্যে সর্ব্বস্বহারা অধম জাতিরূপে পরিণত হইয়াছি।

৬৪। এই পবিত্র আয়তে আল্লাহতা'লা হজরত রসুলোল্লাকে সম্বোধন করিয়া বিশ্বাসী মুসলমান-দিগকে যুদ্ধের জন্য উদ্দীপিত ও উৎসাহিত করিবার জন্য আদেশ করিতেছেন। বিশিষ্ট তফসীর-

শতের উপর পরাক্রান্ত হইবে, এবং যদি তোমাদের মধ্যে একশত হয় তবে তাহারা অবিশ্বাসকারীদিগের সহস্রের উপর পরাক্রান্ত হইবে—কারণ তাহারা অনভিজ্ঞ সম্প্রদায়। ৬৬। এক্ষণ আল্লাহ তোমাদের প্রতি লঘুভার করিয়া দিয়াছেন এবং তিনি পরিজ্ঞাত আছেন যে, তোমাদের মধ্যে দুর্ব্বলতা আছে; অতএব যদি তোমাদের মধ্যে একশত ধৈর্য্যশীল হয় তবে তাহারা দুইশতের উপর পরাক্রান্ত হইবে, এবং যদি তোমাদের মধ্যে এক সহস্র হয় তবে তাহারা আল্লার আদেশে দুই সহস্রের উপর পরাক্রান্ত হইবে; এবং আল্লাহ ধৈর্য্যশীলগণের সঙ্গী।

عِشْرُوْنَ صٰبِرُوْنَ يَغْلِبُوْا مِائَتَيْنِ ج
وَاِنْ يَّكُنْ مِّنْكُمْ مِّائَةٌ يَّغْلِبُوْٓا
اَلْفًا مِّنَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِاَنَّهُمْ
قَوْمٌ لَّا يَفْقَهُوْنَ ○ ٦٦- اَلْـٰٔنَ
خَفَّفَ اللّٰهُ عَنْكُمْ وَ عَلِمَ اَنَّ فِيْكُمْ
ضَعْفًا ط فَاِنْ يَّكُنْ مِّنْكُمْ مِّائَةٌ
صَابِرَةٌ يَّغْلِبُوْا مِائَتَيْنِ ج وَاِنْ
يَّكُنْ مِّنْكُمْ اَلْفٌ يَّغْلِبُوْٓا اَلْفَيْنِ
بِاِذْنِ اللّٰهِ ط وَاللّٰهُ مَعَ الصّٰبِرِيْنَ ○

কারগণ ইহাকে ধর্ম্মযুদ্ধ অথবা আত্মরক্ষার জন্য যুদ্ধের আদেশ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। পবিত্র কোরানেও এই সিদ্ধান্তের অনুকুল স্পষ্টতর আদেশ বিদ্যমান রহিয়াছে, যথা—"এবং যাহারা তোমাদের সঙ্গে যুদ্ধ করে, তোমরাও তাহাদের সহিত আল্লার পথে যুদ্ধ কর এবং সীমাতিক্রম করিও না; এবং আল্লাহ সীমালঙ্ঘনকারিগণকে ভালবাসে না।"—কোঃ ২—১৯০ আয়ত।

আলোচ্য আয়তের অন্যতম স্পষ্টতর ভবিষ্যদ্বাণী এই যে, বিশ্বাসী মুসলমানেরা যদি আল্লার উপর নির্ভর করিয়া সাহস ও ধৈর্য্য সহকারে বিধর্ম্মীদিগের সহিত ধর্ম্মযুদ্ধে প্রবৃত্ত হন, তবে শত্রুদল সংখ্যায় প্রবল—এমন কি দশগুণ অধিক হইলেও মুসলমানগণ আল্লার অনুগ্রহে তাহাদের উপর পরাক্রান্ত এবং বিজয়ী হইবে। হজরত রসুলোল্লার জীবনেই এই ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হইয়াছিল। মুসলমানগণ বদরযুদ্ধে তিনগুণ এবং আজহাব যুদ্ধে দশগুণ শত্রুর উপর পরাক্রান্ত ও বিজয়ী হইয়াছিলেন।

৬৬। পূর্ব্ববর্ত্তী আয়তে মোস্‌লেম-বিজয়ের বিস্ময়কর ভবিষ্যদ্বাণী পরিব্যক্ত করিবার পর আল্লাহতা'লা আরও বলিতেছেন যে, মানুষ তাহার প্রকৃতিগত দুর্ব্বলতা হইতে কখনই সম্পূর্ণ মুক্ত হইতে পারে না। সংখ্যা-হীনতার জন্য তোমাদের অন্তরে যে ভীতি ও আশঙ্কা-জনিত দুর্ব্বলতা আছে, তাহা আমি সম্যক পরিজ্ঞাত আছি; অতএব সুনিশ্চিত বিজয়-লাভের আশায় যদি তোমরা অধিকতর শত্রুসৈন্যের সহিত ধৈর্য্যধারণ পূর্ব্বক যুদ্ধ করিতে সাহসী না হও, তজ্জন্য আমি তোমাদের কর্ত্তব্য-ভার লঘু করিয়া দিলাম। অতঃপর তোমরা সাহস ও ধৈর্য্যের সহিত যুদ্ধ করিলে দ্বিগুণ শত্রুসৈন্যের উপর অবলীলাক্রমে জয়লাভ করিতে পারিবে। হজরত রসুলোল্লার জীবনে এবং তাঁহার তিরোধানের পর রোম ও পারস্যের সহিত যুদ্ধে বহুক্ষেত্রে মোস্‌লেম-বিজয়ের এই স্বর্গীয় ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হইয়াছিল।

কেহ কেহ বলেন :—উপরোক্ত আয়তদ্বয়ের মর্ম্ম এই যে, মুসলমানগণের সংখ্যা যতই অল্প এবং শত্রুগণের সংখ্যা যতই অধিক হউক না কেন—সাহস ও ধৈর্য্যের সহিত যুদ্ধ করিলে পরিণামে মুসলমানেরাই বিজয়-গৌরবের অধিকারী হইবে। ইহা বিশ্বাসী মুসলমানদিগের প্রতি আল্লাহতা'লার একটি বিশেষ অনুগ্রহ বিষয়ক ভবিষ্যদ্বাণী এবং জগতের ইতিহাসে এই ভবিষ্যদ্বাণীর সফলতার অনন্ত সাক্ষ্য উজ্জ্বল অক্ষরে লিখিত হইয়াছে।

٦٧- مَا كَانَ لِنَبِيٍّ اَنْ يَّكُوْنَ لَهٗۤ
اَسْرٰى حَتّٰى يُثْخِنَ فِى الْاَرْضِ ؕ
تُرِيْدُوْنَ عَرَضَ الدُّنْيَا ۖ وَاللّٰهُ
يُرِيْدُ الْاٰخِرَةَ ؕ وَاللّٰهُ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ ○
٦٧- لَوْلَا كِتٰبٌ مِّنَ اللّٰهِ سَبَقَ
لَمَسَّكُمْ فِيْمَاۤ اَخَذْتُمْ عَذَابٌ عَظِيْمٌ ○

৬৭। নবীর জন্য উচিত নয় যে, ভূতলে রক্ত প্রবাহিত না-হওয়া পর্য্যন্ত বন্দী করিয়া রাখে; তোমরা পৃথিবীর সম্পদ কামনা কর এবং আল্লাহ পরলোক আকাঙ্ক্ষা কহিয়া থাকেন; এবং আল্লাহ মহাপরাক্রান্ত বিজ্ঞানময়। ৬৮। যাহা পূর্ব্বে বিগত হইয়াছে—তাহা যদি আল্লাহ হইতে লিপিবদ্ধ না হইত, তবে তোমরা যাহা পরিগ্রহণ করিয়াছিলে তজ্জন্য তোমাদিগকে মহাশাস্তি স্পর্শ করিত।

৬৭। বদর-যুদ্ধে হজরত রসুলোল্লাহ সত্তর জন কোরেশকে বন্দী করিয়া মদিনায় লইয়া আসিয়াছিলেন। উহাদের মধ্যে হজরতের চাচা হজরত আব্বাস এবং হজরত আলির ভ্রাতা হজরত অকিল বিদ্যমান ছিলেন। উক্ত বন্দীগণের সম্বন্ধে কি ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইবে, তৎসম্বন্ধে হজরত রসুলোল্লাহ স্বীয় সহচরগণের মতামত জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। হজরত আবুবকর বলিয়াছিলেন যে, বন্দীগণের অনেকে আপনার আত্মীয়-স্বজন। ভবিষ্যতে ইহারা সত্যধর্ম্ম গ্রহণ করিলেও করিতে পারে। সুতরাং মুক্তি-মূল্য লইয়া ইহাদিগকে মুক্তি দান করা হউক। কিন্তু হজরত ওমর বলিয়াছিলেন যে, আত্মীয় হউক অথবা অনাত্মীয় হউক—অবিশ্বাসী মাত্রই বিশ্বাসী মুসলমানের পরম শত্রু; সুতরাং তাহাদিগকে হত্যা করাই প্রশস্ত। বন্দীদিগকে হত্যা অথবা মুক্তিদান করা হজরতের সম্পূর্ণ ইচ্ছাধীন ছিল; কারণ এ সম্বন্ধে কোন বিশেষ বিধি অবতীর্ণ হয় নাই। কিন্তু কোমল-হৃদয় হজরত রসুলোল্লাহ হজরত আবুবকরের অভিমত মনোনীত ও গ্রহণ করিয়া বদর-বন্দীদিগকে মুক্তিদান করেন। অথচ নব-উন্মেষিত মোস্লেম-জীবনের সেই ঘোর সঙ্কট-সন্ধিক্ষণে শত্রুদিগকে মুক্তিদান করার পরিবর্ত্তে হত্যা করাই প্রশস্ত ও সমীচীন ছিল। তাই আল্লাহতা'লা এই আয়ত অবতীর্ণ করিয়া বলিলেন যে, নবীর পক্ষে প্রবল পরাক্রান্ত শত্রুকে বন্দী করিয়া অবস্থা বিশেষে মুক্তিদান করার পরিবর্ত্তে হত্যা করা আদৌ অশোভন কার্য্য নহে; বরং বর্ত্তমান অবস্থায় স্বধর্ম্ম ও স্বজাতির নিরাপদতার জন্য তাহাদিগকে হত্যা করাই প্রশস্ত ছিল। অনন্তর আল্লাহতা'লা মুসলমানদিগকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়া দিলেন যে, সর্ব্বত্র পার্থিব লোভের প্রতি লক্ষ্য করিলে চলিবে না। শত্রু-বন্দীদিগকে হত্যা করার পরিবর্ত্তে মুক্তি-মূল্য লইয়া মুক্তিদান করায় পার্থিব লাভ আছে সত্য, কিন্তু পরকালের লাভের প্রতি দৃষ্টি রাখাই তাহাদের অধিকতর কর্ত্তব্য; কারণ আল্লার নিকট উহাই সর্ব্বাপেক্ষা স্পৃহনীয়।

৬৮। পূর্ব্বোক্ত আয়ত অবতীর্ণ হইলে হজরত রসুলোল্লাহ এবং হজরত আবুবকর-প্রমুখ সাহাবাগণের অন্তরে ভীতি সঞ্চারিত হইয়াছিল। তাই আল্লাহতা'লা তাহাদিগকে সান্ত্বনা প্রদান পূর্ব্বক বলিলেন যে, বিগত কার্য্যের জন্য তোমরা কোনরূপ দুঃখ বা অনুশোচনা করিও না। আমার লিখিত ভাগ্য ফলকের নির্দ্দেশ অনুসারেই উহা সম্পন্ন হইয়াছে। নচেৎ আমি পূর্ব্বেই ঐ সম্বন্ধে কর্ত্তব্য নির্দ্দেশ করিয়া দিতাম এবং তাহার ব্যতিক্রম করিলে তোমাদের ঐ মুক্তি-মূল্য গ্রহণের জন্য তোমাদের উপর আমার কঠোর শাস্তি অবতীর্ণ হইত।

৬৯। অনন্তর তোমরা যুদ্ধে যাহা প্রাপ্ত হইয়াছ—সেই বৈধ পবিত্র-বিষয় হইতে ভক্ষণ কর এবং আল্লাহকে ভয় কর; নিশ্চয় আল্লাহ ক্ষমাশীল করুণাময়।

٦٩- فَكُلُوْا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلٰلًا طَيِّبًا ۖ
وَّاتَّقُوا اللّٰهَ ۗ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ؏

১০ম রুকু—সত্য-বিশ্বাসীর প্রত্যক্ষ নিদর্শন

৭০। হে নবী! তোমাদের হস্তে যে সকল বন্দী আছে তাহাদিগকে বল যে, যদি আল্লাহ তোমাদের অন্তরে কোন সদিচ্ছা পরিজ্ঞাত হন তবে তোমাদিগ হইতে যাহা গ্রহণ করা হইয়াছিল, তিনি তোমাদিগকে তদপেক্ষা উৎকৃষ্টতর প্রদান করিবেন ও তোমাদিগকে ক্ষমা করিবেন; এবং আল্লাহ ক্ষমাশীল করুণাময়।

৭১। এবং যদি তাহারা তোমাকে প্রতারিত করিতে ইচ্ছা করে তবে নিশ্চয় তাহারা তৎপূর্ব্বে আল্লার সহিত প্রতারণা করিয়াছে, কিন্তু তিনি তোমাকে তাহাদিগ হইতে শক্তি-সম্পন্ন করিয়াছেন, এবং আল্লাহ মহাজ্ঞানী বিজ্ঞানময়।

৭২। নিশ্চয় যাহারা বিশ্বাস-স্থাপন

٧٠- يٰۤاَيُّهَا النَّبِىُّ قُلْ لِّمَنْ فِىْۤ
اَيْدِيْكُمْ مِّنَ الْاَسْرٰٓى ۙ اِنْ يَّعْلَمِ
اللّٰهُ فِىْ قُلُوْبِكُمْ خَيْرًا يُّؤْتِكُمْ
خَيْرًا مِّمَّاۤ اُخِذَ مِنْكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ۗ
وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ○ ٧١- وَاِنْ
يُّرِيْدُوْا خِيَانَتَكَ فَقَدْ خَانُوا اللّٰهَ
مِنْ قَبْلُ فَاَمْكَنَ مِنْهُمْ ۗ وَاللّٰهُ
عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ○ ٧٢- اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا

৬৯। অতএব তোমরা যুদ্ধে যাহা প্রাপ্ত হইয়াছ, তাহা তোমাদের জন্য বৈধ ও পবিত্র। তোমরা আল্লার প্রতি ভয় ভক্তি রাখিয়া উহা হইতে যথারীতি পান ও ভোজন কর। যদিও উহাতে তোমাদের কোন দোষক্রটী বা অপরাধ হইয়া থাকে—ক্ষমাশীল ও করুণাময় আল্লাহতা'লা অবশ্যই তাহা মার্জ্জনা করিয়া দিবেন।

৭০। বদর-বন্দীদিগকে মুক্তিপ্রদান উপলক্ষে এই আয়ত অবতীর্ণ হয়। আল্লাহতা'লা হজরত রসুলোল্লাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন:—হে নবী! তুমি তোমার করায়ত্ত বন্দীদিগকে বলিয়া দাও যে, বদর-যুদ্ধের পরিণাম দর্শনে ইস্‌লামের সত্যতা সম্বন্ধে যদি তোমাদের মনে প্রতীতি জন্মিয়া থাকে এবং আল্লাহ যদি তোমাদের অন্তর্নিহিত সত্যানুরাগ পরিজ্ঞাত হন ও তোমরা সত্যধর্ম্ম গ্রহণ কর, তবে তোমাদের প্রদত্ত মুক্তি-মূল্য অপেক্ষা বহুগুণ উৎকৃষ্ট সম্পদ তোমরা প্রাপ্ত হইবে এবং করুণাময় আল্লাহতা'লা তোমাদের সমস্ত অপরাধ ক্ষমা করিয়া দিবেন।

৭১। অনন্তর আল্লাহতা'লা হজরত রসুলোল্লাকে বলিলেন যে, তুমি স্বীয় প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী বন্দীদিগকে মুক্ত করিয়া দাও। মুক্তিলাভের পর যদি তাহারা তোমার সহিত প্রতারণা করে, তবে সত্য ও সুবিচারের সীমা লঙ্ঘন করিয়া তাহারা আল্লার সঙ্গেই প্রতারণায় প্রবৃত্ত হইবে। কিন্তু তজ্জন্য তোমাদের কোনই চিন্তাই নাই। কারণ মহাজ্ঞানী বিজ্ঞানময় আল্লাহতা'লা তোমাকে তাহাদের উপর সর্ব্বতোভাবে পরাক্রান্ত শক্তিশালী করিয়া দিয়াছেন। সুতরাং তোমার বিরুদ্ধাচরণ করিলে পরিণামে তাহারই ক্ষতিগ্রস্ত ও ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়া যাইবে।

৭২। এই আয়তের প্রথমে 'মোহাজের' ও 'আনসার' সম্প্রদায়ের প্রসঙ্গ বর্ণিত হইয়াছে। মোহাজেরগণ আল্লাহ, রসুল ও ইসলামের প্রতি পূর্ণ-বিশ্বাসী, ধর্ম্মের জন্য স্বদেশ ও স্বজন পরিত্যাগ-

৬৭। নবীর জন্য উচিত নয় যে, ভূতলে রক্ত প্রবাহিত না-হওয়া পর্য্যন্ত বন্দী করিয়া রাখে; তোমরা পৃথিবীর সম্পদ কামনা কর এবং আল্লাহ পরলোক আকাঙ্ক্ষা কহিয়া থাকেন; এবং আল্লাহ মহাপরাক্রান্ত বিজ্ঞানময়। ৬৮। যাহা পূর্ব্বে বিগত হইয়াছে—তাহা যদি আল্লাহ হইতে লিপিবদ্ধ না হইত, তবে তোমরা যাহা পরিগ্রহণ করিয়াছিলে তজ্জন্য তোমাদিগকে মহাশাস্তি স্পর্শ করিত।

٦٧- مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكُونَ لَهُ
أَسْرَىٰ حَتَّىٰ يُثْخِنَ فِي الْأَرْضِ ط
تُرِيدُونَ عَرَضَ الدُّنْيَا ق وَاللَّهُ
يُرِيدُ الْآخِرَةَ ط وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ۝
٦٧- لَوْلَا كِتَابٌ مِنَ اللَّهِ سَبَقَ
لَمَسَّكُمْ فِيمَا أَخَذْتُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ۝

৬৭। বদর-যুদ্ধে হজরত রসুলোল্লাহ সত্তর জন কোরেশকে বন্দী করিয়া মদিনায় লইয়া আসিয়াছিলেন। উহাদের মধ্যে হজরতের চাচা হজরত আব্বাস এবং হজরত আলির ভ্রাতা হজরত অকিল বিদ্যমান ছিলেন। উক্ত বন্দীগণের সম্বন্ধে কি ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইবে, তৎসম্বন্ধে হজরত রসুলোল্লাহ স্বীয় সহচরগণের মতামত জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। হজরত আবুবকর বলিয়াছিলেন যে, বন্দীগণের অনেকে আপনার আত্মীয়-স্বজন। ভবিষ্যতে ইহারা সত্যধর্ম্ম গ্রহণ করিলেও করিতে পারে। সুতরাং মুক্তি-মূল্য লইয়া ইহাদিগকে মুক্তি দান করা হউক। কিন্তু হজরত ওমর বলিয়াছিলেন যে, আত্মীয় হউক অথবা অনাত্মীয় হউক—অবিশ্বাসী মাত্রই বিশ্বাসী মুসলমানের পরম শত্রু; সুতরাং তাহাদিগকে হত্যা করাই প্রশস্ত। বন্দীদিগকে হত্যা অথবা মুক্তিদান করা হজরতের সম্পূর্ণ ইচ্ছাধীন ছিল; কারণ এ সম্বন্ধে কোন বিশেষ বিধি অবতীর্ণ হয় নাই। কিন্তু কোমল-হৃদয় হজরত রসুলোল্লাহ হজরত আবুবকরের অভিমত মনোনীত ও গ্রহণ করিয়া বদর-বন্দীদিগকে মুক্তিদান করেন। অথচ নব-উন্মেষিত মোস্‌লেম-জীবনের সেই ঘোর সঙ্কট-সন্ধিক্ষণে শত্রুদিগকে মুক্তিদান করার পরিবর্ত্তে হত্যা করাই প্রশস্ত ও সমীচীন ছিল। তাই আল্লাহতা'লা এই আয়ত অবতীর্ণ করিয়া বলিলেন যে, নবীর পক্ষে প্রবল পরাক্রান্ত শত্রুকে বন্দী করিয়া অবস্থা বিশেষে মুক্তিদান করার পরিবর্ত্তে হত্যা করা আদৌ অশোভন কার্য্য নহে; বরং বর্ত্তমান অবস্থায় স্বধর্ম্ম ও স্বজাতির নিরাপদতার জন্য তাহাদিগকে হত্যা করাই প্রশস্ত ছিল। অনন্তর আল্লাহতা'লা মুসলমানদিগকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়া দিলেন যে, সর্ব্বত্র পার্থিব লোভের প্রতি লক্ষ্য করিলে চলিবে না। শত্রু-বন্দীদিগকে হত্যা করার পরিবর্ত্তে মুক্তি-মূল্য লইয়া মুক্তিদান করায় পার্থিব লাভ আছে সত্য, কিন্তু পরকালের লাভের প্রতি দৃষ্টি রাখাই তাহাদের অধিকতর কর্ত্তব্য; কারণ আল্লার নিকট উহাই সর্ব্বাপেক্ষা স্পৃহনীয়।

৬৮। পূর্ব্বোক্ত আয়ত অবতীর্ণ হইলে হজরত রসুলোল্লাহ এবং হজরত আবুবকর-প্রমুখ সাহাবাগণের অন্তরে ভীতি সঞ্চারিত হইয়াছিল। তাই আল্লাহতা'লা তাহাদিগকে সান্ত্বনা প্রদান পূর্ব্বক বলিলেন যে, বিগত কার্য্যের জন্য তোমরা কোনরূপ দুঃখ বা অনুশোচনা করিও না। আমার লিখিত ভাগ্য ফলকের নির্দ্দেশ অনুসারেই উহা সম্পন্ন হইয়াছে। নচেৎ আমি পূর্ব্বেই ঐ সম্বন্ধে কর্ত্তব্য নির্দ্দেশ করিয়া দিতাম এবং তাহার ব্যতিক্রম করিলে তোমাদের ঐ মুক্তি-মূল্য গ্রহণের জন্য তোমাদের উপর আমার কঠোর শাস্তি অবতীর্ণ হইত।

-٦٧ مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكُوْنَ لَهٗ
أَسْرٰى حَتّٰى يُثْخِنَ فِي الْأَرْضِ ط
تُرِيْدُوْنَ عَرَضَ الدُّنْيَا ۖ وَاللّٰهُ
يُرِيْدُ الْاٰخِرَةَ ط وَاللّٰهُ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ ○
-٦٧ لَوْلَا كِتٰبٌ مِّنَ اللّٰهِ سَبَقَ
لَمَسَّكُمْ فِيْمَآ أَخَذْتُمْ عَذَابٌ عَظِيْمٌ ○

৬৭। নবীর জন্য উচিত নয় যে, ভূতলে
রক্ত প্রবাহিত না-হওয়া পর্য্যন্ত বন্দী
করিয়া রাখে; তোমরা পৃথিবীর সম্পদ
কামনা কর এবং আল্লাহ পরলোক
আকাঙ্ক্ষা কহিয়া থাকেন; এবং আল্লাহ
মহাপরাক্রান্ত বিজ্ঞানময়। ৬৮। যাহা
পূর্ব্বে বিগত হইয়াছে—তাহা যদি আল্লাহ
হইতে লিপিবদ্ধ না হইত, তবে তোমরা
যাহা পরিগ্রহণ করিয়াছিলে তজ্জন্য
তোমাদিগকে মহাশাস্তি স্পর্শ করিত।

৬৭। বদর-যুদ্ধে হজরত রসুলোল্লাহ সত্তর জন কোরেশকে বন্দী করিয়া মদিনায় লইয়া আসিয়াছিলেন। উহাদের মধ্যে হজরতের চাচা হজরত আব্বাস এবং হজরত আলির ভ্রাতা হজরত অকিল বিদ্যমান ছিলেন। উক্ত বন্দীগণের সম্বন্ধে কি ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইবে, তৎসম্বন্ধে হজরত রসুলোল্লাহ স্বীয় সহচরগণের মতামত জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। হজরত আবুবকর বলিয়াছিলেন যে, বন্দীগণের অনেকে আপনার আত্মীয়-স্বজন। ভবিষ্যতে ইহারা সত্যধর্ম্ম গ্রহণ করিলেও করিতে পারে। সুতরাং মুক্তি-মূল্য লইয়া ইহাদিগকে মুক্তি দান করা হউক। কিন্তু হজরত ওমর বলিয়াছিলেন যে, আত্মীয় হউক অথবা অনাত্মীয় হউক—অবিশ্বাসী মাত্রই বিশ্বাসী মুসলমানের পরম শত্রু; সুতরাং তাহাদিগকে হত্যা করাই প্রশস্ত। বন্দীদিগকে হত্যা অথবা মুক্তিদান করা হজরতের সম্পূর্ণ ইচ্ছাধীন ছিল; কারণ এ সম্বন্ধে কোন বিশেষ বিধি অবতীর্ণ হয় নাই। কিন্তু কোমল-হৃদয় হজরত রসুলোল্লাহ হজরত আবুবকরের অভিমত মনোনীত ও গ্রহণ করিয়া বদর-বন্দীদিগকে মুক্তিদান করেন। অথচ নব-উন্মেষিত মোস্‌লেম-জীবনের সেই ঘোর সঙ্কট-সন্ধিক্ষণে শত্রুদিগকে মুক্তিদান করার পরিবর্ত্তে হত্যা করাই প্রশস্ত ও সমীচীন ছিল। তাই আল্লাহতা'লা এই আয়ত অবতীর্ণ করিয়া বলিলেন যে, নবীর পক্ষে প্রবল পরাক্রান্ত শত্রুকে বন্দী করিয়া অবস্থা বিশেষে মুক্তিদান করার পরিবর্ত্তে হত্যা করা আদৌ অশোভন কার্য্য নহে; বরং বর্ত্তমান অবস্থায় স্বধর্ম্ম ও স্বজাতির নিরাপদতার জন্য তাহাদিগকে হত্যা করাই প্রশস্ত ছিল। অনন্তর আল্লাহতা'লা মুসলমানদিগকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়া দিলেন যে, সর্ব্বত্র পার্থিব লোভের প্রতি লক্ষ্য করিলে চলিবে না। শত্রু-বন্দীদিগকে হত্যা করার পরিবর্ত্তে মুক্তি-মূল্য লইয়া মুক্তিদান করায় পার্থিব লাভ আছে সত্য, কিন্তু পরকালের লাভের প্রতি দৃষ্টি রাখাই তাহাদের অধিকতর কর্ত্তব্য; কারণ আল্লার নিকট উহাই সর্ব্বাপেক্ষা স্পৃহনীয়।

৬৮। পূর্ব্বোক্ত আয়ত অবতীর্ণ হইলে হজরত রসুলোল্লাহ এবং হজরত আবুবকর-প্রমুখ সাহাবাগণের অন্তরে ভীতি সঞ্চারিত হইয়াছিল। তাই আল্লাহতা'লা তাহাদিগকে সান্ত্বনা প্রদান পূর্ব্বক বলিলেন যে, বিগত কার্য্যের জন্য তোমরা কোনরূপ দুঃখ বা অনুশোচনা করিও না। আমার লিখিত ভাগ্য ফলকের নির্দ্দেশ অনুসারেই উহা সম্পন্ন হইয়াছে। নচেৎ আমি পূর্ব্বেই ঐ সম্বন্ধে কর্ত্তব্য নির্দ্দেশ করিয়া দিতাম এবং তাহার ব্যতিক্রম করিলে তোমাদের ঐ মুক্তি-মূল্য গ্রহণের জন্য তোমাদের উপর আমার কঠোর শাস্তি অবতীর্ণ হইত।

৬৯। অনন্তর তোমরা যুদ্ধে যাহা প্রাপ্ত হইয়াছ—সেই বৈধ পবিত্র-বিষয় হইতে ভক্ষণ কর এবং আল্লাহকে ভয় কর; নিশ্চয় আল্লাহ ক্ষমাশীল করুণাময়।

٦٩- فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلٰلًا طَيِّبًا ۖ
وَّاتَّقُوا اللّٰهَ ؕ إِنَّ اللّٰهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ۝ ع

১০ম রুকু—সত্য-বিশ্বাসীর প্রত্যক্ষ নিদর্শন

৭০। হে নবী! তোমাদের হস্তে যে সকল বন্দী আছে তাহাদিগকে বল যে, যদি আল্লাহ তোমাদের অন্তরে কোন সদিচ্ছা পরিজ্ঞাত হন তবে তোমাদিগ হইতে যাহা গ্রহণ করা হইয়াছিল, তিনি তোমাদিগকে তদপেক্ষা উৎকৃষ্টতর প্রদান করিবেন ও তোমাদিগকে ক্ষমা করিবেন; এবং আল্লাহ ক্ষমাশীল করুণাময়।

৭১। এবং যদি তাহারা তোমাকে প্রতারিত করিতে ইচ্ছা করে তবে নিশ্চয় তাহারা তৎপূর্ব্বে আল্লার সহিত প্রতারণা করিয়াছে, কিন্তু তিনি তোমাকে তাহাদিগ হইতে শক্তি-সম্পন্ন করিয়াছেন, এবং আল্লাহ মহাজ্ঞানী বিজ্ঞানময়।

৭২। নিশ্চয় যাহারা বিশ্বাস-স্থাপন

٧٠- يٰٓأَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّمَنْ فِيٓ
أَيْدِيكُمْ مِّنَ الْأَسْرٰىٓ ۙ إِنْ يَّعْلَمِ
اللّٰهُ فِي قُلُوبِكُمْ خَيْرًا يُّؤْتِكُمْ
خَيْرًا مِّمَّآ أُخِذَ مِنْكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ؕ
وَاللّٰهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ۝ ٧١- وَإِنْ
يُّرِيدُوا خِيَانَتَكَ فَقَدْ خَانُوا اللّٰهَ
مِنْ قَبْلُ فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ ؕ وَاللّٰهُ
عَلِيمٌ حَكِيمٌ ۝ ٧٢- إِنَّ الَّذِينَ اٰمَنُوا

৬৯। অতএব তোমরা যুদ্ধে যাহা প্রাপ্ত হইয়াছ, তাহা তোমাদের জন্য বৈধ ও পবিত্র। তোমরা আল্লার প্রতি ভয় ভক্তি রাখিয়া উহা হইতে যথারীতি পান ও ভোজন কর। যদ্যপি উহাতে তোমাদের কোন দোষত্রুটী বা অপরাধ হইয়া থাকে—ক্ষমাশীল ও করুণাময় আল্লাহতা'লা অবশ্যই তাহা মার্জ্জনা করিয়া দিবেন।

৭০। বদর-বন্দীদিগকে মুক্তিপ্রদান উপলক্ষে এই আয়ত অবতীর্ণ হয়। আল্লাহতা'লা হজরত রসুলোল্লাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন:—হে নবী! তুমি তোমার করায়ত্ত বন্দীদিগকে বলিয়া দাও যে, বদর-যুদ্ধের পরিণাম দর্শনে ইস্‌লামের সত্যতা সম্বন্ধে যদি তোমাদের মনে প্রতীতি জন্মিয়া থাকে এবং আল্লাহ যদি তোমাদের অন্তর্নিহিত সত্যানুরাগ পরিজ্ঞাত হন ও তোমরা সত্যধর্ম্ম গ্রহণ কর, তবে তোমাদের প্রদত্ত মুক্তি-মূল্য অপেক্ষা বহুগুণ উৎকৃষ্ট সম্পদ তোমরা প্রাপ্ত হইবে এবং করুণাময় আল্লাহতা'লা তোমাদের সমস্ত অপরাধ ক্ষমা করিয়া দিবেন।

৭১। অনন্তর আল্লাহতা'লা হজরত রসুলোল্লাকে বলিলেন যে, তুমি স্বীয় প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী বন্দীদিগকে মুক্ত করিয়া দাও। মুক্তিলাভের পর যদি তাহারা তোমার সহিত প্রতারণা করে, তবে সত্য ও সুবিচারের সীমা লঙ্ঘন করিয়া তাহারা আল্লার সঙ্গেই প্রতারণায় প্রবৃত্ত হইবে। কিন্তু তজ্জন্য তোমাদের কোনই চিন্তাই নাই। কারণ মহাজ্ঞানী বিজ্ঞানময় আল্লাহতা'লা তোমাকে তাহাদের উপর সর্ব্বতোভাবে পরাক্রান্ত শক্তিশালী করিয়া দিয়াছেন। সুতরাং তোমার বিরুদ্ধাচরণ করিলে পরিণামে তাহারাই ক্ষতিগ্রস্ত ও ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়া যাইবে।

৭২। এই আয়তের প্রথমে 'মোহাজের' ও 'আনসার' সম্প্রদায়ের প্রসঙ্গ বর্ণিত হইয়াছে। মোহাজেরগণ আল্লাহ, রসুল ও ইসলামের প্রতি পূর্ণ-বিশ্বাসী, ধর্ম্মের জন্য স্বদেশ ও স্বজন পরিত্যাগ-

وَهَاجَرُوْا وَجٰهَدُوْا بِاَمْوَالِهِمْ وَاَنْفُسِهِمْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَالَّذِيْنَ اٰوَوْا وَّنَصَرُوْٓا اُولٰٓئِكَ بَعْضُهُمْ اَوْلِيَآءُ بَعْضٍ ؕ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَلَمْ يُهَاجِرُوْا مَا لَكُمْ مِّنْ وَّلَايَتِهِمْ مِّنْ شَيْءٍ حَتّٰى يُهَاجِرُوْا ۚ وَاِنِ اسْتَنْصَرُوْكُمْ فِي الدِّيْنِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ اِلَّا عَلٰى قَوْمٍ ۢ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِّيْثَاقٌ ؕ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ ۝

করিয়াছে ও দেশত্যাগ করিয়াছে এবং তাহাদের ধন ও তাহাদের প্রাণ দ্বারা আল্লার পথে ধর্ম্মযুদ্ধ করিয়াছে এবং যাহারা আশ্রয়দান ও সাহায্য করিয়াছে, তাহারা পরস্পর পরস্পরের বন্ধু; এবং যাহারা বিশ্বাসস্থাপন করিয়াছে ও দেশত্যাগ করে নাই তবে তাহাদের দেশত্যাগ না-করা-পর্য্যন্ত তাহাদের সহিত তোমাদের কোনই সম্পর্ক নাই, এবং যদি তাহারা ধর্ম্ম সম্বন্ধে তোমাদের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করে তবে তোমাদের ও যাহাদের সহিত সন্ধি আছে সেই সম্প্রদায় ব্যতীত তোমরা তাহাদিগকে সাহায্য করিবে; এবং তোমরা যাহা কর আল্লাহ তাহার প্রত্যক্ষকারী।

কারী এবং আল্লার পথে অর্থাৎ সত্যের জন্য ধনপ্রাণ উৎসর্গকারী। হজরত আবুবকর, হজরত ওমর, হজরত ওসমান, হজরত আলি ও হজরত আবদুল্লা এব্‌নে-মাসউদ প্রভৃতি সাহাবা শিরোমণিগণ মোহাজেরগণের আদর্শ। ইহারা প্রিয়তম জন্মভূমি—মক্কার ঘর-বাড়ী, ধন-সম্পদ ও আত্মীয়-স্বজন সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করিয়া হজরতের সেবায় আত্মনিয়োগ পূর্ব্বক মদিনায় আগমন করিয়াছিলেন। পক্ষান্তরে সত্যবিশ্বাসী ধর্ম্মপ্রাণ মদিনাবাসী আন্‌সার সম্প্রদায় তাঁহাদিগকে সর্ব্বতোভাবে আশ্রয় দান ও সাহায্য করিয়া জগতে সত্যানুরাগ, ধর্ম্মপ্রাণতা ও স্বার্থ ত্যাগের অলৌকিক আদর্শ প্রদর্শন করিয়াছিলেন। তাই মহান্ আল্লাহতা'লা পবিত্র কোরানে এই দুই সম্প্রদায়কে পরস্পর পরস্পরের বন্ধু বলিয়া ঘোষণা পূর্ব্বক তাঁহাদের গৌরব প্রচার করিয়াছেন।

অতঃপর মোহাজের ও আন্‌সার সম্প্রদায় ব্যতীত অন্য এক শ্রেণীর মুসলমানের প্রসঙ্গ বর্ণিত হইয়াছে। অর্থাৎ আল্লাহতা'লা বলিতেছেন যে, যাহারা বিশ্বাস-স্থাপন করিয়াছে—কিন্তু মক্কা পরিত্যাগ করিয়া মদিনাআগমন করে নাই, তাহাদের রক্ষণাবেক্ষণ সম্বন্ধে তোমার কোনই দায়িত্ব নাই। অবশ্য ধর্ম্ম সম্বন্ধে যদি তাহারা তোমার সাহায্যপ্রার্থী হয়, তবে তাহাদিগকে সাহায্য করিবে। কিন্তু যে সকল সম্প্রদায়ের সহিত তোমাদের সন্ধি আছে, তাহাদের বিরুদ্ধে উহাদিগকে সাহায্য করিবে না।

এই আয়তে বুঝা যায় যে, মক্কা-বিজয়ের পূর্ব্বে মুসলমানদিগের পক্ষে তথা হইতে 'হেজরত' করা অবশ্য কর্ত্তব্য ছিল। এই দৃষ্টান্ত অনুযায়ী বিশিষ্ট তফ্‌সীরকারগণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন যে, মোস্‌লেম-বিজয়ের পূর্ব্ববর্ত্তী মক্কার ন্যায় যে সকল দেশে মুসলমানের ধর্ম্ম-কর্ম্মে পূর্ণ স্বাধীনতা নাই, সেই সকল দেশ জয় করিয়া ইস্‌লামের স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠা করা অথবা ঐ সকল স্থান পরিত্যাগ করিয়া অন্যত্র চলিয়া যাওয়া মুসলমানের পক্ষে ফরজ—অর্থাৎ অবশ্য কর্ত্তব্য। যাহারা ভূ-সম্পত্তি ও ধন-জনের লোভে অথবা আত্মীয়-স্বজনের মায়ায় এই কর্ত্তব্য-পালনে অবহেলা করিবে, তাহাদের সম্বন্ধে হজরত রসুলোল্লার কোনই দায়িত্ব নাই এবং তাহারা বিশ্বাসী হইলেও মুসলমান জাতির পূর্ণ সাহায্য-সহানুভূতি পাইবার অধিকারী নহে।

৭৩। এবং যাহারা অবিশ্বাস করিয়াছে, তাহারা পরস্পর পরস্পরের বন্ধু; ইহা করা ব্যতীত পৃথিবীতে অশান্তি ও মহা বিশৃঙ্খলা সংঘটিত হইবে। ৭৪। এবং যাহারা বিশ্বাস-স্থাপন করিয়াছে ও দেশত্যাগ করিয়াছে এবং আল্লার পথে ধর্ম্মযুদ্ধ করিয়াছে এবং যাহারা আশ্রয় দান ও সাহায্য করিয়াছে—তাহারাই প্রকৃত বিশ্বাসী; তাহাদের জন্য ক্ষমা ও সম্মানজনক জীবিকা রহিয়াছে। ৭৫। এবং যাহারা ইহার পরে বিশ্বাস-স্থাপন করিয়াছে ও দেশত্যাগ করিয়াছে এবং তোমাদের সহযোগে ধর্ম্মযুদ্ধ করিয়াছে—তাহারাও তোমাদের অন্তর্ভুক্ত; এবং আল্লার গ্রন্থে তাহারা সম্বন্ধ-নির্ব্বিশেষে পরস্পর পরস্পর হইতে শ্রেষ্ঠতর; নিশ্চয় আল্লাহ সর্ব্ব-বিষয়ে মহাজ্ঞানী।

৭৩- وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا بَعْضُهُمْ
اَوْلِيَآءُ بَعْضٍ ط اِلَّا تَفْعَلُوْهُ تَكُنْ
فِتْنَةٌ فِي الْاَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيْرٌ ○
৭৪- وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَهَاجَرُوْا
وَجٰهَدُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَالَّذِيْنَ
اٰوَوْا وَّنَصَرُوْٓا اُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُوْنَ
حَقًّا ط لَهُمْ مَّغْفِرَةٌ وَّرِزْقٌ كَرِيْمٌ ○
৭৫- وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْ بَعْدُ
وَهَاجَرُوْا وَجٰهَدُوْا مَعَكُمْ فَاُولٰٓئِكَ
مِنْكُمْ ط وَاُولُوا الْاَرْحَامِ بَعْضُهُمْ
اَوْلٰى بِبَعْضٍ فِيْ كِتٰبِ اللّٰهِ ط
اِنَّ اللّٰهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ ع

৭৩। এই আয়তে অবিশ্বাসীদিগের প্রকৃতি বর্ণিত হইতেছে। আল্লাহতা'লা বলিতেছেন যে, ইহুদী, খ্রীষ্টান অথবা পৌত্তলিক কাফের প্রভৃতি অবিশ্বাসী মাত্রই এক পর্য্যায়ভুক্ত। উহারা পরস্পর পরস্পরের বন্ধু এবং মুসলমানের পরম শত্রু। অতএব তোমরাও যদি পরস্পর একতা ও বন্ধুত্ব-সূত্রে আবদ্ধ না হও, তবে কখনই পৃথিবীর অশান্তি ও বিশৃঙ্খলা নিবারণ করিতে পারিবে না।

৭৪। এই আয়তে 'মোহাজের' ও 'আন্‌সার' সম্প্রদায়ের পারলৌকিক সম্মানজনক পুরস্কারের প্রসঙ্গ বর্ণিত হইয়াছে।—৭২ আয়তে দ্রষ্টব্য।

৭৫। প্রথম হেজরতের পরে যে সকল মুসলমান দেশত্যাগ করিয়া ধর্ম্মযুদ্ধে আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন এই আয়তে তাঁহাদিগকেও পূর্ব্ববর্ত্তী মোহাজেরগণের তুল্য গৌরবান্বিত বলিয়া ঘোষণা করা হইয়াছে।

সুরা আন্‌ফালের সংক্ষিপ্ত সার

এই পবিত্র সুরা ১০ রুকুতে বিভক্ত এবং ৭৫ আয়তে গ্রথিত। এই পবিত্র সুরায় যে সমস্ত বিষয় বর্ণিত হইয়াছে, তন্মধ্যে বদর-বিজয়ের ভবিষ্যদ্বাণী, বিজয়-লাভের অলৌকিক রহস্য, স্বর্গীয় সাহায্যের অবতারণা, ধর্ম্মযুদ্ধের আদেশ, যুদ্ধলব্ধ দ্রব্যাদির বৈধাবৈধ নির্দ্দেশ ও বিভাগ-বিধি এবং মক্কা অধিকার, কাবাগৃহের ভবিষ্যৎ আধিপত্য ও মোস্‌লেম বিজয়ের ভবিষ্যদ্বাণী প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এতদ্ভিন্ন প্রসঙ্গক্রমে আরও বহু নীতি ও সদুপদেশ বিবৃত হইয়াছে।

মদিনায় অবতীর্ণ	৯। সুরা তওবা—التوبة ٩	১২৯ আয়ত

১ম রুকু—বিধর্ম্মীদিগের সহিত সম্বন্ধ-ছেদন

١- بَرَآءَةٌ مِّنَ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖٓ اِلَى الَّذِيْنَ عٰهَدْتُّمْ مِّنَ الْمُشْرِكِيْنَ ؕ

১। তোমরা যাহাদের সহিত সন্ধিস্থাপন করিয়াছ—আল্লাহ এবং তদীয় রসুল হইতে সেই অংশীবাদিগণের সহিত বিচ্ছেদ।

তওবা—ক্ষমা-প্রার্থনা, অনুতাপ ও প্রত্যাবর্ত্তন প্রভৃতি। এই সুরার ত্রয়োদশটি নাম আছে; তন্মধ্যে "তওবা" ও "বারাত" শব্দদ্বয় সবিশেষ প্রসিদ্ধ।

আল্‌-বারাত—"বারাত" শব্দের আভিধানিক অর্থ বিচ্ছেদ, বিমুখতা, প্রত্যাখ্যান, স্পষ্টোক্তি অথবা ভেদনীতি অবলম্বন। কিন্তু এস্থলে ইহার অর্থ সন্ধি-বিচ্ছেদ, সত্য-বিমুক্তি, দায়িত্ব অপসারণ অথবা সম্বন্ধ-ছেদন বুঝিতে হইবে। অবিশ্বাসী অংশীবাদীরা হজরত রসুলোল্লা এবং মুসলমানদিগের সহিত পুনঃ পুনঃ সন্ধিস্থাপন পূর্ব্বক সেই সন্ধি যথারীতি পালন করার পরিবর্ত্তে নিজেদের সুযোগ ও সুবিধা অনুযায়ী সন্ধিভঙ্গ করিয়া মুসলমানদিগকে প্রতারিত ও ক্ষতিগ্রস্ত করিত। পক্ষান্তরে মুসলমানগণ আল্লাহতা'লার আদেশ ও নির্দ্দেশ অনুযায়ী পূর্ব্বাপর নিজেদের প্রতিশ্রুতি ও সন্ধি-শর্ত্ত পালন করিয়া প্রায়ই বিপদাপন্ন ও ক্ষতিগ্রস্ত হইতেন। তাই আল্লাহতা'লা প্রতারক ও সন্ধি-ভঙ্গকারী অবিশ্বাসীদিগের অনিষ্টকারিতা নিবারণ কল্পে তাহাদের সহিত সংস্থাপিত সন্ধি ভঙ্গ করিয়া তাহাদিগকে সমুচিত শাস্তি প্রদানের জন্য মুসলমানদিগকে এই সুরায় অবস্থাবিশেষে অবিশ্বাসীদিগের সহিত সংস্থাপিত সন্ধি ভঙ্গ করিবার একটি বিশেষ অধিকার দান করিয়াছেন। অবিশ্বাসীদিগের অনিষ্টকারিতা নিবারণ এবং মুসলমানগণের জাতীয় স্বার্থ ও ন্যায়সঙ্গত অধিকার সংরক্ষণ ব্যপদেশে পবিত্র কোরানের এই ঘোষণা মোস্‌লেম-জগৎ ও ইস্‌লাম-প্রচারের ইতিহাসে যথেষ্ট প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। অবস্থা-নির্ব্বিশেষে সন্ধিভঙ্গকারী অবিশ্বাসীদিগকে শাস্তি-প্রদান, এবং ক্ষমা-প্রার্থনা ও সত্যধর্ম্ম গ্রহণ করিলে ক্ষমা দান—আলোচ্য সুরার এই দুইটি বিশিষ্ট নির্দ্দেশের প্রতি লক্ষ্য করিয়াই ইহার "বারাত" ও "তওবা" নামকরণ করা হইয়াছে। সুতরাং সুরার প্রতিপাদ্য বিষয় অনুযায়ী উক্ত নামকরণ যে অত্যন্ত উপযোগী হইয়াছে, তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই।

শানে-নজুল—হিজরী নবম সনে এই সুরা অবতীর্ণ হয়। অষ্টম হিজরীতে পুণ্যভূমি মক্কা বিজিত হইবার পর আরবের বিভিন্ন সম্প্রদায় হজরত রসুলোল্লার সহিত সন্ধি-বন্ধনে আবদ্ধ হইয়াছিল। উক্ত সন্ধি-শর্ত্তে নির্দ্দেশিত হইয়াছিল যে, ঐ সকল সম্প্রদায় হজরত রসুলোল্লা কিংবা তাঁহার প্রতিনিধিগণের সহিত যুদ্ধ-বিগ্রহে লিপ্ত হইবে না; বরং তাহারা সময় বিশেষে মুসলমানদিগকে সাহায্য করিবে। অনন্তর হিজরী নবম শতাব্দীতে যখন হজরত রসুলোল্লা রোমকদিগের মদিনা আক্রমণ আশঙ্কা নিবারণ কল্পে বিংশতি সহস্র মুসলমান সৈন্যসহ সুপ্রসিদ্ধ তবুকে অভিযান করেন, তখন বহু অবিশ্বাসী সম্প্রদায়ই সন্ধি-শর্ত্ত ভঙ্গ করিয়া হজরত রসুলোল্লা এবং মুসলমানদিগের প্রতিকূলতা করিয়াছিল। অতঃপর হজরত রসুলোল্লা তবুক হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইলে সন্ধি-ভঙ্গকারী অবিশ্বাসীদিগকে সমুচিত শাস্তি প্রদান কল্পে এই সুরা অবতীর্ণ হইতে থাকে।

বিশেষ দ্রষ্টব্য—এই সুরার প্রারম্ভে "বিস্‌মিল্লাহ" লিখিত হয় নাই। ইহার কারণ সম্বন্ধে তফ্‌সীরকারগণের মধ্যে একাধিক মত পরিলক্ষিত হয়। কেহ কেহ বলেন যে, ইহা একটি স্বতন্ত্র সুরা নহে—আনফাল সুরার পরিশিষ্ট অংশমাত্র। সেইজন্য ইহার প্রারম্ভে বিস্‌মিল্লা লিখিত হয় নাই। হজরত এব্‌নে-আব্বাস হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, আমি এই সুরাকে আন্‌ফালের

২। অতএব তোমরা চারি মাস ভূমণ্ডলে বিচরণ কর এবং অবগত হও যে, তোমরা আল্লার অবনমনকারী নও এবং নিশ্চয় আল্লাহ অবিশ্বাসীদিগের অবমাননাকারী।

৩। এবং আল্লাহ ও তদীয় রসুল হইতে মহান্ হজ্জ দিবসে মানব-মণ্ডলীর প্রতি বিঘোষিত হইতেছে যে, নিশ্চয় আল্লাহ

٢- فَسِيْحُوْا فِي الْاَرْضِ اَرْبَعَةَ اَشْهُرٍ
وَّاعْلَمُوْٓا اَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِى اللّٰهِ ۙ
وَاَنَّ اللّٰهَ مُخْزِي الْكٰفِرِيْنَ ۝
٣- وَاَذَانٌ مِّنَ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖٓ اِلَى
النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْاَكْبَرِ اَنَّ اللّٰهَ

সহিত একত্রে যেরূপ লিখিত প্রাপ্ত হইয়াছি, ঠিক সেইরূপ ভাবেই গ্রহণ করিয়াছি। ইহা একটি স্বতন্ত্র সুরা কিনা, একথা হজরত রসুলোল্লার নিকট জিজ্ঞাসা করিয়া অবগত হইবার পূর্ব্বেই তাঁহার তিরোভাব হইয়াছিল (তরমিজী)। আবার কেহ কেহ ইহাকে একটি স্বতন্ত্র সুরা বলিয়া নির্দ্দেশ করিলেও মতভেদ হেতু ইহার প্রারম্ভে বিস্‌মিল্লাহ লিখিত হয় নাই। বিস্‌মিল্লাহর সম্মানার্থ পবিত্র কোরান একত্রে লিপিবদ্ধ করিবার সময়ে উক্ত শব্দ লিখনোপযোগী স্থান শূন্য রাখিয়া দেওয়া হইয়াছিল। হাকেম হজরত এব্‌ন-আব্বাস হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, তিনি এ সম্বন্ধে হজরত আলির (কঃ) অভিমত জিজ্ঞাসু হইয়াছিলেন। হজরত আলি উত্তর করিয়াছিলেন যে, শান্তি ও নিরাপদতার স্থলেই বিস্‌মিল্লাহ লিখিত হইয়া থাকে। কিন্তু এই সুরায় তৎপরিবর্ত্তে অবিশ্বাসীদিগের প্রতি আল্লাহতা'লার ক্রোধ ও শাস্তির প্রসঙ্গ ঘোষিত হইয়াছে বলিয়াই ইহার প্রারম্ভে বিস্‌মিল্লাহ লিখিত হয় নাই (মোস্‌তাদরক)। এ সম্বন্ধে আরও কয়েকটি অভিমত প্রাপ্ত হওয়া যায়। কিন্তু এমাম কসির বলেন,—"প্রকৃত ব্যাপার এই যে, হজরত জিবরীল যেভাবে এই সুরা আনয়ন করিয়াছিলেন, সেব ভাবেই লিখিত হইয়াছে। ফলতঃ অন্যান্য সুরার ন্যায় এই সুরার সহিত বিস্‌মিল্লাহ অবতীর্ণ হয় নাই।"—তেসিরুল কারী—শরাহ সহী বোখারী।

১—২। আল্লাহতা'লা এই দুইটি আয়তে অবিশ্বাসীদিগকে চারি মাস সময় দিয়া সত্যবিশ্বাসী মুসলমানদিগের সহিত তাহাদের সমস্ত সন্ধির অবসান ঘোষণা করিতেছেন। যে সকল অবিশ্বাসী মুসলমানদিগের সহিত পুনঃ পুনঃ সন্ধিস্থাপন পূর্ব্বক সময় ও সুযোগ মত সেই সন্ধির শর্ত্ত ভঙ্গ করিয়া তাঁহাদিগকে বিপন্ন ও ক্ষতিগ্রস্ত করিতেছিল (৮—৬১)· এবং বিশেষভাবে হজরত রসুলোল্লার তবুক অভিযানের পরে যাহারা সন্ধি-শর্ত্ত ভঙ্গ করিয়া মুসলমানদিগের প্রতিকূলতা করিয়াছিল, এই ঘোষণা-বাণী তাহাদের বিরুদ্ধেই প্রযুজ্য হইয়াছে। সন্ধিশর্ত্ত-পালনকারী অবিশ্বাসীদিগের বিরুদ্ধে এই ঘোষণাবাণী উচ্চারিত হয় নাই (৪র্থ আয়ত দ্রষ্টব্য)।—তঃ কবির।

এই সঙ্গে আল্লাহতা'লা অবিশ্বাসীদিগকে লক্ষ্য করিয়া প্রকাশ্য ঘোষণা-বাণী দ্বারা এ কথাও জানাইয়া দিতেছেন যে, তোমরা ঐরূপ সন্ধিভঙ্গ ও বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া আল্লার রসুলের কোনরূপ অনিষ্ট এবং তাঁহার প্রচারিত সত্যধর্ম্মের কিছুমাত্র অবমাননা বা প্রতিরোধ করিতে পারিবে না; এবং ঐরূপ আচরণের ফলে তোমরাই লাঞ্ছিত ও ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়া যাইবে।

অবিশ্বাসীদিগকে যে চারি মাস অবসর দেওয়া হইয়াছিল, তৎসম্বন্ধে তফসীকারগণের মধ্যে মতভেদ পরিলক্ষিত হয়। কেহ বলেন যে, উহা আরবের প্রচলিত নিষিদ্ধ চারি মাস এবং কেহ বলেন যে, উহা নবম হিজরীর হজ-দিবসের পরবর্ত্তী চারি মাস।

৩। হজরত রসুলোল্লাহ নবম হিজরীতে যে সকল হজ প্রার্থীকে পুণ্যধাম মক্কা শরিফে প্রেরণ করিয়াছিলেন, হজরত আবু-বকর সিদ্দিক তাঁহাদের নেতৃপদে বরিত হইয়াছিলেন। অনন্তর সুরা বারাতের আয়ত কতিপয় ঘোষণা করিবার জন্য হজরত রসুলোল্লা স্বীয় বাহন সহ হজরত আলিকে

এবং তদীয় রসুল অংশীবাদিগণ হইতে বিমুখ ; কিন্তু যদি তোমরা ক্ষমাপ্রার্থনা কর তবে ইহা তোমাদের জন্য কল্যাণকর এবং যদি ফিরিয়া যাও তবে জান যে, তোমরা আল্লার অবনমনকারী নও ; এবং অবিশ্বাসকারীদিগকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির সংবাদ প্রদান কর। ৪। কিন্তু সেই অংশীবাদিগণ ব্যতীত—যাহাদের সহিত তোমরা সন্ধিস্থাপন করিয়াছিলে, তৎপর তাহারা তোমাদের কোন অহিত করে নাই এবং তোমাদের প্রতিকূলে কাহাকেও সাহায্য করে নাই, অতএব তাহাদের নির্দ্ধারিত-কাল পর্য্যন্ত তাহাদের সহিত তাহাদের সন্ধি পূর্ণ

بَرِيْٓءٌ مِّنَ الْمُشْرِكِيْنَ ۙ۬
وَرَسُوْلُهٗ ؕ فَاِنْ تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ
لَّكُمْ ۚ وَاِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوْٓا اَنَّكُمْ
غَيْرُ مُعْجِزِي اللّٰهِ ؕ وَبَشِّرِ الَّذِيْنَ
كَفَرُوْا بِعَذَابٍ اَلِيْمٍ ۙ﴿۳﴾ اِلَّا الَّذِيْنَ
عٰهَدْتُّمْ مِّنَ الْمُشْرِكِيْنَ ثُمَّ لَمْ
يَنْقُصُوْكُمْ شَيْـًٔا وَّلَمْ يُظَاهِرُوْا
عَلَيْكُمْ اَحَدًا فَاَتِمُّوْٓا اِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ

প্রেরণ করেন। তিনি পথেই হজরত আবু-বকরের সহিত সম্মিলিত হন এবং হজ্জ সমাপনান্তে "জমরাতুল-আক্‌বা" নামক স্থানে দণ্ডায়মান হইয়া সমবেত জনমণ্ডলীকে সম্বোধন পূর্ব্বক এই সুরার প্রথম ত্রয়োদশ (মোজাহেদ) অথবা তিরিশ কিংবা চল্লিশ আয়ত পাঠ করেন। অনন্তর উক্ত আয়তের মর্ম্মানুযায়ী প্রকাশ্যভাবে নিম্নোক্ত ঘোষণাবাণী প্রচার করা হয় :—

(১) অবিশ্বাসীদিগের সহিত অতঃপর আমাদের সমস্ত সন্ধির অবসান হইল ; (২) আগামী বর্ষ হইতে কোন অবিশ্বাসী কাফের কা'বা-গৃহে প্রবেশ করিতে পারিবে না ; (৩) অন্ধযুগের ন্যায় কেহ নগ্নদেহে কা'বা প্রদক্ষিণ করিতে পারিবে না ; (৪) এবং বিশ্বাসী ব্যতীত কেহই স্বর্গোদ্যানে প্রবেশের অধিকারী হইবে না। এই ঘোষণা-বাণী শ্রবণের পর সমবেত অবিশ্বাসীরা উত্তর দিয়াছিল :—"হে আলি ! তুমি স্বীয় ভ্রাতাকে (হজরত রসুলোল্লাকে) যাইয়া সংবাদ দাও যে, আমরা নিজেই ঐ সন্ধির পশ্চাতে নিক্ষেপ করিয়াছি। অতঃপর তীর এবং তরবারিই ভবিষ্যতের জন্য অবশিষ্ট থাকিল।"—তঃ কবির।

ইয়ওমল হজ্জল আকবর—অর্থাৎ 'মহান হজ্জ দিবস' অর্থে অনেকেই আরফাতের মহা-সম্মিলন দিবস বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। পক্ষান্তরে কেহ কেহ বলিয়াছেন যে, উহা 'নহর' বা কোরবানীর দিবস।—তঃ কবির ও হক্কানী।

৪। এই সুরায় মুসলমানদিগকে অবিশ্বাসীদিগের সহিত সন্ধি-শর্ত্ত ভঙ্গ করিবার আদেশ প্রদত্ত হইলেও তাঁহাদিগকে সাধারণভাবে ঐ অধিকার প্রদান করা হয় নাই। যে সকল অবিশ্বাসী মুসলমানদিগের সহিত পুনঃ পুনঃ সন্ধিভঙ্গ করিত, তাহাদের সহিত সন্ধিভঙ্গ করিবার জন্যই মুসলমান-দিগকে উক্ত অধিকার প্রদান করা হইয়াছে। পক্ষান্তরে যে সকল অবিশ্বাসী সন্ধি-শর্ত্ত ভঙ্গ করিয়া মুসলমানদিগের অনিষ্ট অথবা বিরুদ্ধাচরণ করে নাই, আল্লাহতা'লা তাহাদের সহিত সন্ধি-শর্ত্ত ভঙ্গ না করিয়া বরং সেই সন্ধি-শর্ত্ত পূর্ণ করিবার জন্যই আদেশ করিয়াছেন। নিজের সুবিধা বা স্বার্থ সাধনের জন্য অকারণে সন্ধিভঙ্গ করা পবিত্র ইস্‌লামে সমর্থিত হয় নাই।

সমগ্র আরবে বনু-জামরা ও বনু-কেনানা নামক দুইটি অবিশ্বাসী সম্প্রদায় হজরত রসুলোল্লার সহিত সন্ধি-স্থাপন করিয়া তাহার ব্যতিক্রম করে নাই। সেইজন্য আল্লাহতা'লা ঐ দুই সম্প্রদায়ের সহিত সন্ধিভঙ্গ না করিয়া তাহাদের সহিত সন্ধিশর্ত্ত পূর্ণ করিবার জন্য আদেশ করিতেছেন।—তঃ কবির।

কর; নিশ্চয় আল্লাহ ধর্ম্মভীরুগণকে
ভালবাসেন! ৫। অনন্তর যখন পবিত্র
মাস-সমূহ বিগত হয় তখন অংশীবাদী-
দিগকে যেখানে পাও সংহার কর এবং
তাহাদিগকে ধৃত কর ও তাহাদিগকে
অবরোধ কর এবং প্রত্যেক ঘাটি-স্থলে
তাহাদের জন্য অবস্থান কর; কিন্তু যদি
তাহারা ক্ষমা-প্রার্থনা করে ও নামাজ
প্রতিষ্ঠিত করে এবং জাকাত প্রদান করে,
তবে তাহাদের পথ মুক্ত করিয়া দাও;
নিশ্চয় আল্লাহ ক্ষমাশীল করুণাময়।
৬। এবং যদি অংশীবাদিগণ হইতে কেহ
তোমার আশ্রয়-ভিক্ষা করে তবে সে
আল্লার বাণী শ্রবণ করা-পর্য্যন্ত তাহাকে

إِلَىٰ مُدَّتِهِمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ
الْمُتَّقِينَ ○ ٥- فَإِذَا انسَلَخَ
الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ
حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ
وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ
مَرْصَدٍ ۚ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ
وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ ۚ
إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ○ ٦- وَإِنْ
أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ
فَأَجِرْهُ حَتَّىٰ يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ

যে সকল বিধর্ম্মী খ্রীষ্টান ও অবিশ্বাসী পৌত্তলিক ঈর্ষাবশে প্রচার করিয়া থাকে যে, ধর্ম্মপ্রচারের জন্যই ইস্‌লামে তরবারী প্রয়োগ সমর্থিত হইয়াছে—এই পবিত্র আয়তে সেই সকল নিন্দুকের অযথা উক্তির অলীকতা অতি স্পষ্ট ভাষায় ঘোষিত হইয়াছে। যদি ধর্ম্মপ্রচারের জন্য তরবারি ব্যবহার সমর্থিত হইত, তবে পবিত্র কোরানে সমস্ত বিধর্ম্মীর বিরুদ্ধেই সাধারণভাবে আমরা যুদ্ধ করিবার আদেশ দেখিতে পাইতাম। বিধর্ম্মীদিগের পার্থক্য নির্দ্দেশের কি প্রয়োজন ছিল? ফলতঃ সমগ্র কোরান-হাদিস পাঠ করিলে নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয় যে, মুসলমানগণ ধর্ম্মের গৌরব ও আত্মরক্ষার জন্যই যুদ্ধ করিতে এইং সন্ধিশর্ত্ত ভঙ্গের জন্য আক্রমণ করিতে আদিষ্ট হইয়াছিলেন। ইহা যে ন্যায়সঙ্গত ও আধুনিক রাজনীতির অনুমোদিত, তাহা বোধ হয় বিবেক-সম্পন্ন ব্যক্তিই অস্বীকার করিতে পারিবেন না।

৫। এই আয়তে পূর্ব্ব-ঘোষিত সময়-অন্তে অবিশ্বাসী কাফেরদিগকে নিহত অথবা বন্দী কিংবা তাহাদের পলায়নের পথ রুদ্ধ করিবার জন্য আদেশ করা হইয়াছে। কোন কোন বিধর্ম্মী সমালোচক এই আয়ত অবলম্বনে প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন যে, ইস্‌লামে ধর্ম্মের জন্য বল-প্রয়োগ—এমন কি নিহত ও বন্দী করা পর্য্যন্ত সমর্থিত হইয়াছে। কিন্তু পূর্ব্বাপর আয়ত সমূহ আলোচনা করিলে নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয় যে, সন্ধিভঙ্গকারী ও প্রতিকুলাচারী অবিশ্বাসীদিগের বিরুদ্ধেই উপরোক্ত আদেশ অবতীর্ণ হইয়াছে। নচেৎ জগতে যেখানে যত অবিশ্বাসী আছে, তাহাদিগকে নিহত অথবা বন্দী করা কিংবা তাহাদের সকলের পথ রোধ করিয়া দণ্ডায়মান হওয়া সম্পূর্ণ অসম্ভব। পবিত্র কোরানের ন্যায় বৈজ্ঞানিক যুক্তিপূর্ণ ঐশীগ্রন্থে কখনই ঐরূপ অসম্ভব আদেশ ও অসঙ্গত নির্দ্দেশ থাকিতে পারে না।—তঃ হক্কানী ও মঃ আঃ।

৬। পূর্ব্ববর্ত্তী আয়তের শেষাংশে এবং আলোচ্য আয়তে স্পষ্টভাষায় বর্ণিত হইয়াছে যে, কোন অবিশ্বাসীকে তাহার অবিশ্বাস বা পৌত্তলিকতার জন্য হত্যা করা ইস্‌লামের আদেশ নয়! বরং অপরাধী অবিশ্বাসীও যদি ক্ষমা অথবা আশ্রয়-প্রার্থনা করে কিংবা সত্য-ধর্ম্মের তথ্য জানিবার জন্য

আশ্রয়দান কর, তৎপর তাহাকে তাহার নিরাপদ-স্থানে পৌঁছাইয়া দাও; যেহেতু তাহারা অনভিজ্ঞ সম্প্রদায়।

ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ط ذٰلِكَ بِأَنَّهُمْ
قَوْمٌ لَّا يَعْلَمُوْنَ ۝٦

২য় রুকু—বিধর্ম্মীর সহিত বিচ্ছেদের কারণ

৭। তোমরা যাহাদের সহিত পবিত্র মসজিদ সন্নিকটে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়াছিলে—তদ্ব্যতীত আল্লার নিকট ও তদীয় রসুলের নিকট কিরূপে অংশীবাদী-দিগের অঙ্গীকার হইতে পারে? অতঃপর তাহারা তোমাদের জন্য স্থির থাকিলে তবে তোমরাও তাহাদের জন্য স্থির থাকিও; নিশ্চয় আল্লাহ ধর্ম্মভীরুগণকে ভালবাসেন। ৮। এবং যদি তাহারা তোমাদের উপর পরাক্রান্ত হয় তবে তাহারা তোমাদের সম্বন্ধে আত্মীয়তা

٧- كَيْفَ يَكُوْنُ لِلْمُشْرِكِيْنَ عَهْدٌ
عِنْدَ اللّٰهِ وَعِنْدَ رَسُوْلِهٖٓ إِلَّا الَّذِيْنَ
عٰهَدْتُّمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ج
فَمَا اسْتَقَامُوْا لَكُمْ فَاسْتَقِيْمُوْا لَهُمْ ط
إِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِيْنَ ۝ ٨- كَيْفَ
وَإِنْ يَّظْهَرُوْا عَلَيْكُمْ لَا يَرْقُبُوْا فِيْكُمْ

আগ্রহান্বিত হয়, তবে তাহাকে মুক্তি-প্রদান ও আশ্রয়-দান করিয়া নিরাপদ স্থানে পৌঁছাইয়া দিতে হইবে। হজরত এবন-আব্বাস হইতে বর্ণিত হইয়াছে:— "হজরত আলির পূর্ব্বোক্ত ঘোষণার পরে জনৈক অবিশ্বাসী পৌত্তলিক তাঁহার সন্নিকটে উপস্থিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিল যে, যদি সে ধর্ম্মতত্ত্ব শ্রবণ করিবার জন্য হজরত রসুলোল্লার সন্নিধানে গমন করে, তবে কি সে মোসলেমগণ কর্ত্তৃক নিহত হইবে? হজরত আলি বলিয়াছিলেন—কখনই নয়।" অনন্তর তিনি স্বীয় উক্তির সমর্থনে এই আয়ত পাঠ করিয়াছিলেন।—তঃ কবির।

৭। মুসলমানগণ যে কারণে বিধর্ম্মীদিগের সহিত সন্ধি ভঙ্গ করিতে আদিষ্ট হইয়াছিলেন, এই আয়তে সেই কারণ স্পষ্টতর যুক্তির সহিত বর্ণিত হইতেছে। আল্লাহতা'লা বলিয়া দিতেছেন যে, যে সকল অবিশ্বাসী মুসলমানদিগের সহিত সন্ধি স্থাপন করিয়া নিজেদের প্রতিশ্রুতি রক্ষা করে না, আল্লাহ ও রসুলের নিকট তাহাদের স্থাপিত সন্ধি কখনই গ্রাহ্য হইতে বা অবশিষ্ট থাকিতে পারে না। সুতরাং মুসলমানগণ নিঃসন্দেহ চিত্তে তাহাদের সহিত সন্ধি ভঙ্গ করিয়া তাহাদের বিশ্বাসঘাতকা ও প্রবঞ্চনার প্রতিশোধ দিতে পারে। কিন্তু যে সকল বিধর্ম্মী পবিত্র কাবাগৃহের সমক্ষে মুসলমানদিগের সহিত সন্ধি স্থাপন করিয়াছে, তাহারা যতদিন স্বীয় প্রতিজ্ঞায় স্থির থাকিবে, ততদিন মুসলমানেরা তাহাদের সহিত সংস্থাপিত সন্ধি ভঙ্গ করিতে পারিবে না। অতএব যে সকল বিধর্ম্মী লেখক বলেন যে, হজরত রসুলোল্লা সামরিক শক্তি সঞ্চয়ের পরে অকারণে ও অন্যায়ভাবে ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বীদিগের সহিত স্থাপিত সন্ধি ভঙ্গ করিয়া তাহাদিগকে আক্রমণ করিতে আদেশ প্রদান করিয়াছিলেন, পবিত্র কোরানের এই আয়তে তাহাদের ঈর্ষামূলক উক্তি সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন বলিয়া প্রমাণিত হইতেছে।

৮। অতঃপর অবিশ্বাসীবৃন্দ যে সকল অবস্থায় মুসলমানদিগের সহিত সন্ধি ভঙ্গ করে, আল্লাহ-তা'লা তদ্বিষয় বর্ণনা করিতেছেন। এই আয়তে স্পষ্টই উক্ত হইয়াছে যে, বিধর্ম্মীরা শক্তিহীন এবং নিরুপায় হইয়াই মুসলমানদিগের সহিত সন্ধিস্থাপন করে; কিন্তু যদি তাহারা শক্তিসম্পন্ন এবং মুসলমানদিগের উপর পরাক্রান্ত হয়, তবে তাহারা কখনই মুসলমানদিগের সহিত আত্মীয়তা অথবা সন্ধির মর্য্যাদা রক্ষা করে না।

ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ط ذٰلِكَ بِأَنَّهُمْ
قَوْمٌ لَّا يَعْلَمُوْنَ ۶

আশ্রয়দান কর, তৎপর তাহাকে তাহার নিরাপদ-স্থানে পৌঁছাইয়া দাও; যেহেতু তাহারা অনভিজ্ঞ সম্প্রদায়।

২য় রুকু—বিধর্ম্মীর সহিত বিচ্ছেদের কারণ

٧- كَيْفَ يَكُوْنُ لِلْمُشْرِكِيْنَ عَهْدٌ
عِنْدَ اللّٰهِ وَعِنْدَ رَسُوْلِهٖٓ اِلَّا الَّذِيْنَ
عٰهَدْتُّمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ج
فَمَا اسْتَقَامُوْا لَكُمْ فَاسْتَقِيْمُوْا لَهُمْ ط
اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِيْنَ ۝ ٨- كَيْفَ
وَاِنْ يَّظْهَرُوْا عَلَيْكُمْ لَا يَرْقُبُوْا فِيْكُمْ

৭। তোমরা যাহাদের সহিত পবিত্র মসজিদ সন্নিকটে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়াছিলে—তদ্ব্যতীত আল্লার নিকট ও তদীয় রসুলের নিকট কিরূপে অংশীবাদী-দিগের অঙ্গীকার হইতে পারে? অতঃপর তাহারা তোমাদের জন্য স্থির থাকিলে তবে তোমরাও তাহাদের জন্য স্থির থাকিও; নিশ্চয় আল্লাহ ধর্ম্মভীরুগণকে ভালবাসেন। ৮। এবং যদি তাহারা তোমাদের উপর পরাক্রান্ত হয় তবে তাহারা তোমাদের সম্বন্ধে আত্মীয়তা

আগ্রহান্বিত হয়, তবে তাহাকে মুক্তি-প্রদান ও আশ্রয়-দান করিয়া নিরাপদ স্থানে পৌঁছাইয়া দিতে হইবে। হজরত এবন-আব্বাস হইতে বর্ণিত হইয়াছে ঃ—"হজরত আলির পূর্ব্বোক্ত ঘোষণার পরে জনৈক অবিশ্বাসী পৌত্তলিক তাঁহার সন্নিকটে উপস্থিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিল যে, যদি সে ধর্ম্মতত্ত্ব শ্রবণ করিবার জন্য হজরত রসুলোল্লার সন্নিধানে গমন করে, তবে কি সে মোসলেমগণ কর্ত্তৃক নিহত হইবে? হজরত আলি বলিয়াছিলেন—কখনই নয়।" অনন্তর তিনি স্বীয় উক্তির সমর্থনে এই আয়ত পাঠ করিয়াছিলেন।—তঃ কবির।

৭। মুসলমানগণ যে কারণে বিধর্ম্মীদিগের সহিত সন্ধি ভঙ্গ করিতে আদিষ্ট হইয়াছিলেন, এই আয়তে সেই কারণ স্পষ্টতর যুক্তির সহিত বর্ণিত হইতেছে। আল্লাহতা'লা বলিয়া দিতেছেন যে, যে সকল অবিশ্বাসী মুসলমানদিগের সহিত সন্ধি স্থাপন করিয়া নিজেদের প্রতিশ্রুতি রক্ষা করে না, আল্লাহ ও রসুলের নিকট তাহাদের স্থাপিত সন্ধি কখনই গ্রাহ্য হইতে বা অবশিষ্ট থাকিতে পারে না। সুতরাং মুসলমানগণ নিঃসন্দেহ চিত্তে তাহাদের সহিত সন্ধি ভঙ্গ করিয়া তাহাদের বিশ্বাসঘাতকা ও প্রবঞ্চনার প্রতিশোধ দিতে পারে। কিন্তু যে সকল বিধর্ম্মী পবিত্র কাবাগৃহের সমক্ষে মুসলমানদিগের সহিত সন্ধি স্থাপন করিয়াছে, তাহারা যতদিন স্বীয় প্রতিজ্ঞায় স্থির থাকিবে, ততদিন মুসলমানেরা তাহাদের সহিত সংস্থাপিত সন্ধি ভঙ্গ করিতে পারিবে না। অতএব যে সকল বিধর্ম্মী লেখক বলেন যে, হজরত রসুলোল্লা সামরিক শক্তি সঞ্চয়ের পরে অকারণে ও অন্যায়ভাবে ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বীদিগের সহিত স্থাপিত সন্ধি ভঙ্গ করিয়া তাহাদিগকে আক্রমণ করিতে আদেশ প্রদান করিয়াছিলেন, পবিত্র কোর'নের এই আয়তে তাহাদের ঈর্ষামূলক উক্তি সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন বলিয়া প্রমাণিত হইতেছে।

৮। অতঃপর অবিশ্বাসীবৃন্দ যে সকল অবস্থায় মুসলমানদিগের সহিত সন্ধি ভঙ্গ করে, আল্লাহ-তা'লা তদ্বিষয় বর্ণনা করিতেছেন। এই আয়তে স্পষ্টই উক্ত হইয়াছে যে, বিধর্ম্মীরা শক্তিহীন এবং নিরুপায় হইয়াই মুসলমানদিগের সহিত সন্ধিস্থাপন করে; কিন্তু যদি তাহারা শক্তিসম্পন্ন এবং মুসলমানদিগের উপর পরাক্রান্ত হয়, তবে তাহারা কখনই মুসলমানদিগের সহিত আত্মীয়তা অথবা সন্ধির মর্য্যাদা রক্ষা করে না।

অথবা সন্ধির মর্য্যাদা রাখিবে না—তখন
কিরূপ হইবে? তাহারা তোমাদিগকে
তাহাদের মুখ দ্বারা পরিতুষ্ট করে এবং
তাহাদের অন্তর বিমুখ থাকে; এবং
তাহাদের অধিকাংশই দুষ্কার্য্যকারী।
৯। তাহারা আল্লার নিদর্শনাবলী অল্প
মূল্যে বিক্রয় করে এবং তাঁহার পথ হইতে
প্রতিরোধ করিয়া থাকে; নিশ্চয় তাহারা
যাহা করিতেছে তাহা ঘৃণাকর।
১০। তাহারা কোন বিশ্বাসীর সম্বন্ধে
আত্মীয়তা অথবা সন্ধির মর্য্যাদা রক্ষা করে
না; এবং তাহারাই সীমাতিক্রমাকরী।
১১। কিন্তু যদি তাহারা ক্ষমা-প্রার্থনা করে
ও নামাজ প্রতিষ্ঠিত করে এবং জাকাত

إِلًّا وَّلَا ذِمَّةً ؕ يُرْضُوْنَكُمْ بِاَفْوَاهِهِمْ
وَتَاْبٰى قُلُوْبُهُمْ ۚ وَاَكْثَرُهُمْ فٰسِقُوْنَ ۚ
٩ اِشْتَرَوْا بِاٰيٰتِ اللّٰهِ ثَمَنًا قَلِيْلًا
فَصَدُّوْا عَنْ سَبِيْلِهٖ ؕ اِنَّهُمْ سَآءَ
مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ۝ ١٠- لَا يَرْقُبُوْنَ
فِيْ مُؤْمِنٍ اِلًّا وَّلَا ذِمَّةً ؕ وَاُولٰٓئِكَ
هُمُ الْمُعْتَدُوْنَ ۝ ١١- فَاِنْ تَابُوْا
وَاَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتَوُا الزَّكٰوةَ

দ্বিতীয়তঃ অবিশ্বাসীরা যখন একান্ত নিরুপায় হইয়া মুসলমানদিগের বশ্যতা স্বীকারে বাধ্য হয়, তখন মুখে মুখেই তাহাদের সহিত সদ্ভাব ও সন্ধিস্থাপন করে। পক্ষান্তরে তাহাদের অন্তর মোসলেম-বিদ্বেষে দগ্ধ ও জর্জ্জরীভূত হইতে থাকে এবং সুযোগ পাইলেই তাহারা সদ্ভাব ও সন্ধিসূত্র ছিন্ন করিয়া মুসলমানদিগের সর্ব্বনাশ করিতে প্রবৃত্ত হয়। ইহার কারণ এই যে, অবিশ্বাসীরা স্বভাবতঃই দুষ্কার্য্যকারী হইয়া থাকে।

আলোচ্য আয়তে অবিশ্বাসী কাফেরদিগের প্রকৃতি ও আচরণ সম্বন্ধে যাহা বর্ণিত হইয়াছে, জগতের ইতিহাস জলন্ত ভাষায় তাহার সত্যতা প্রমাণ করিতেছে।

৯। এস্থলে অবিশ্বাসী বিধর্ম্মীদিগের তৃতীয় প্রকার প্রকৃতি বর্ণিত হইয়াছে। আল্লাহতা'লা বলিতেছেন যে, ন্যায়ধর্ম্ম ও পরকাল সম্বন্ধে অবিশ্বাসীদিগের কোনরূপ স্থির-বিশ্বাস নাই। সেই জন্যই উহারা অল্প মূল্যে অর্থাৎ তুচ্ছ পার্থিব ধন-সম্পদ ও সম্মানের লোভে আল্লার বাণী পরিবর্ত্তন করিয়া লোকদিগকে সত্যানুসরণ হইতে প্রবঞ্চিত ও পথভ্রষ্ট করিয়া থাকে। ভিন্ন-ধর্ম্মাবলম্বী ধর্ম্মপ্রচারকদিগের রীতি-নীতি ও কার্য্যকলাপের প্রতি লক্ষ্য করিলেই এই আয়তের সত্যতার প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাওয়া যায়।

১০। এই আয়তে আল্লাহতা'লা পুনরায় স্পষ্টভাবে জানাইয়া দিতেছেন যে, অবিশ্বাসী কাফেরকুল একান্ত দায়ে পড়িয়াই সময় সময় বিশ্বাসী মুসলমানদিগের সহিত সদ্ভাব ও সন্ধিস্থাপন করিয়া থাকে; কিন্তু তাহারা কোন কালেই বিশ্বাসী মুসলমানদিগের সহিত স্থাপিত সন্ধির সম্মান অথবা আত্মীয়তা ও সদ্ব্যবহারের মর্য্যাদা রক্ষা করে না; বরং সুযোগ পাইলেই উহার ব্যতিক্রম করিয়া থাকে। কারণ ঐরূপ আচরণ তাহাদের প্রকৃতিগত। ন্যায়-ধর্ম্মের সীমা লঙ্ঘন করিয়া অন্যায় অবিচারের অনুসরণ করাই যে অবিশ্বাসী কাফেরদিগের স্বভাব-ধর্ম্ম—বর্ত্তমান সভ্যযুগেও নানাক্ষেত্রে তাহাদের এই প্রকৃতির স্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। সুতরাং ইস্‌লামের শিক্ষা ও আদর্শ বর্জ্জিত যে সকল রাজ-নৈতিক মুসলমান, বিধর্ম্মীর সহিত স্থাপিত সন্ধি ও সদ্ভাবের উপর নির্ভর করিয়া জাতীয় উন্নতি সাধন করিতে চাহে, আল্লার কালামের প্রতি লক্ষ্য করিয়া তাহাদের সতর্ক হওয়া একান্ত প্রয়োজন।

১১। অনন্তর আল্লাহতা'লা বলিতেছেন যে, পুনঃ পুনঃ সন্ধিভঙ্গ ও বিশ্বাসঘাতকতা হেতু সত্যধর্ম্ম অবিশ্বাসীদিগের বিরুদ্ধে ধর্ম্মযুদ্ধ ঘোষিত হইবার পরেও যদি তাহারা ক্ষমাপ্রার্থনা করিয়া

فَاِخْوَانُكُمْ فِي الدِّيْنِ ط وَنُفَصِّلُ
الْاٰيٰتِ لِقَوْمٍ يَّعْلَمُوْنَ ○ ١٢- وَاِنْ
نَّكَثُوْٓا اَيْمَانَهُمْ مِّنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ
وَطَعَنُوْا فِيْ دِيْنِكُمْ فَقَاتِلُوْٓا اَئِمَّةَ
الْكُفْرِ لا اِنَّهُمْ لَآ اَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ
يَنْتَهُوْنَ ○ ١٣- اَلَا تُقَاتِلُوْنَ قَوْمًا
نَّكَثُوْٓا اَيْمَانَهُمْ وَهَمُّوْا بِاِخْرَاجِ
الرَّسُوْلِ وَهُمْ بَدَءُوْكُمْ اَوَّلَ مَرَّةٍ ط

প্রদান করে তবে তাহারা তোমাদের ধর্ম্মভ্রাতা ; এবং আমি অভিজ্ঞ সম্প্রদায়ের জন্য নিদর্শনাবলী সুবিবৃত করিয়া থাকি।
১২। এবং যদি তাহারা তাহাদের প্রতিশ্রুতির পর তাহাদের প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করে এবং তোমাদের ধর্ম্ম সম্বন্ধে পরিহাস করে তবে এরূপ অবিশ্বাসী নেতৃগণকে সংহার কর, যেহেতু তাহাদের জন্য কোন প্রতিশ্রুতি নাই—যাহাতে তাহারা প্রতিনিবৃত্ত হইবে।
১৩। তোমরা কেন ঐ সম্প্রদায়ের সহিত সংগ্রাম করিবে না—যাহারা তাহাদের প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিয়াছিল এবং রসুলকে বহিষ্কৃত করিতে সংকল্প করিয়াছিল এবং তাহারাই প্রথম বারে তোমাদিগকে আক্রমণ

গ্রহণ পূর্ব্বক নামাজ প্রতিষ্ঠিত ও জাকাত প্রদান করে, তবে তাহারা তোমাদের ধর্ম্মভ্রাতা হইয়া যাইবে। সুতরাং তোমরা তাহাদের সহিত তখন আর যুদ্ধ-বিগ্রহে লিপ্ত হইও না। যাহারা অভিজ্ঞ ও বিবেকসম্পন্ন—তাহারা ইহা দ্বারাই ইস্‌লামের সত্যতা এবং আল্লাহতা'লার শক্তি-মহিমা উপলব্ধি করিতে পারিবে।

১২। যে সকল বিদ্বেষপরায়ণ বিধর্ম্মী লেখক বলেন যে, হজরত রসুলোল্লা কোরান অথবা তরবারি গ্রহণের জন্য জগদ্বাসীকে আহ্বান করিয়াছিলেন—এই আয়তে তাহাদের অসত্যবাদিতার মস্তকে ভীষণ বজ্রাঘাত করিয়া দিয়াছে। কারণ পবিত্র কোরান নিজেই ঘোষণা করিতেছে যে, যে সকল বিধর্ম্মী মুসলমানদিগের সহিত সন্ধিস্থাপন পূর্ব্বক শান্তির সহিত সদ্ভাবে বসবাস করিবার জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়া তৎপরে নিজেদের প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করত দেশে অশান্তি উৎপাদন এবং পবিত্র ইস্‌লামের অনিষ্ট সাধন করিতে প্রবৃত্ত হয়—আল্লাহতা'লা আদেশ করিতেছেন যে, তোমরা তাহাদের বিরুদ্ধেই যুদ্ধ ঘোষণা করিয়া তাহাদের বিশ্বাসঘাতক নেতৃবৃন্দ ও পরিচালকদিগকে সংহার কর। কারণ জগতে এমন কোনই প্রতিশ্রুতি নাই—যাহার প্রভাবে ঐ সকল দুরাচার ও সত্যদ্রোহী শান্তির সহিত সদ্ভাবে অবস্থান করিবে। এই পবিত্র আয়ত পাঠ করিবার পরেও যাহারা বলিবে যে, ইস্‌লাম কোরান অথবা তরবারী গ্রহণের জন্য জগদ্বাসীকে আহ্বান করিয়াছিলেন, তাহাদের বুদ্ধি-বিবেক ও মস্তিষ্ক নিশ্চয়ই বিকৃত হইয়া গিয়াছে।—তঃ মঃ আঃ।

১৩। এই আয়তে বিশেষভাবে হজরত রসুলোল্লার পরম শত্রু—সন্ধিভঙ্গকারী অবিশ্বাসী সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবার জন্য মুসলমানদিগকে আদেশ করা হইয়াছে। আল্লাহতা'লা বলিতেছেন যে, যাহারা প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিয়া প্রথমে তোমাদিগকে আক্রমণ করিয়াছিল এবং আমার প্রিয় রসুলকে স্বীয় জন্মভূমি হইতে বহিষ্কৃত করিবার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হইয়াছিল, তোমরা কেন তাহাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিবে না ? ন্যায়ধর্ম্মের মর্য্যাদা রক্ষার জন্য তাহাদের সহিত যুদ্ধ করিয়া তাহাদের অত্যাচার ও বিশ্বাসঘাতকতার শাস্তি প্রদান করা তোমাদের অবশ্য কর্ত্তব্য। আল্লাহতা'লা আরও বলিতেছেন যে, তবে কি তোমরা তাহাদিগকে ভয় কর ? ফলতঃ যদি তোমরা বিশ্বাসী হও, তবে তাহাদিগকে

করিয়াছিল; তোমরা কি তাহাদিগকে ভয় কর? বস্তুতঃ আল্লাহকেই ভয় করা উচিত—যদি তোমরা বিশ্বাসী হও। ১৪। তাহাদের সহিত সংগ্রাম কর, আল্লাহ তোমাদের হস্তসমূহ দ্বারা তাহাদিগকে শাস্তি-প্রদান করিবেন ও তাহাদিগকে লাঞ্ছিত করিবেন এবং তাহাদের উপর তোমাদিগকে সাহায্য করিবেন এবং বিশ্বাসী সম্প্রদায়ের অন্তর আশ্বস্ত করিবেন। ১৫। এবং তিনি তাহাদের অন্তরের ক্ষোভ নিবারণ করিবেন; এবং আল্লাহ যাহার প্রতি ইচ্ছা তাহাকে ক্ষমা করেন, এবং আল্লাহ মহাজ্ঞানী বিজ্ঞানময়। ১৬। তোমরা কি ধারণা কর যে, তোমরা পরিত্যক্ত হইবে এবং তোমাদের মধ্যে যাহারা

أَتَخْشَوْنَهُمْ ۚ فَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَوْهُ
إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ○ ١٤- قَاتِلُوهُمْ
يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ وَيُخْزِهِمْ
وَيَنْصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدُورَ
قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ ۙ ١٥- وَيُذْهِبْ
غَيْظَ قُلُوبِهِمْ ط وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَىٰ
مَنْ يَشَاءُ ط وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ○
١٦- أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تُتْرَكُوا وَلَمَّا

কিছুমাত্র ভয় না করিয়া বরং আমাকেই ভয় কর এবং আমার আদেশ পালন করিয়া তাহাদের সহিত যুদ্ধে লিপ্ত হও।

অধিকাংশ তফ্সীরকারের মতে কোরেশগণ কর্ত্তৃক ষষ্ঠ হিজরীর হোদায়বিয়ার সন্ধিভঙ্গের জন্যই এই ধর্ম্মযুদ্ধের আদেশ অবতীর্ণ হইয়াছিল।

১৪। এই পবিত্র আয়ত মক্কা বিজয়ের জ্বলন্ত ভবিষ্যদ্বাণী। আল্লাহতা'লা বলিতেছেন যে, তোমরা তাহাদিগকে কিছুমাত্র ভয় না করিয়া যুদ্ধে গমন কর। আমিই তোমাদের হস্তে তাহাদিগকে পরাজিত ও লাঞ্ছিত করিয়া তাহাদের বিশ্বাসঘাতকতা ও ধর্ম্মদ্রোহিতার শাস্তি প্রদান করিব এবং আমিই তোমাদিগকে সাহায্য করিয়া তোমাদের অন্তর আশ্বস্ত করিব—অর্থাৎ তোমাদিগকে বিজয়-গৌরবে অভিষিক্ত করিয়া তোমাদের আন্তরিক কামনা পূর্ণ করিয়া দিব। এই ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী হজরত রসুলোল্লাহ অষ্টম হিজরীতে মক্কা আক্রমণ করিয়া সেই বিশ্ব-বিদিত পুণ্যভূমে ইস্লামের স্বর্গীয় জয় পতাকা প্রোথিত করেন। এই আক্রমণের ফলে অবিশ্বাসী কাফেরদিগের শক্তি ও আধিপত্য চিরদিনের জন্য বিলুপ্ত হইয়া যায় এবং পবিত্র মক্কা ও উহার পার্শ্ববর্ত্তী আরবের অধিকাংশ অধিবাসী ইস্লামের বিশ্বজনীন শান্তি-পতাকা তলে আশ্রয় গ্রহণ করে।—তঃ হক্কানী।

১৫। কোন কোন তফ্সীরকারের অভিমত এই যে, আত্মকলহের জন্য মক্কার যে সকল অধিবাসী প্রবল বিপক্ষগণের দ্বারা নির্য্যাতিত ও লাঞ্ছিত হইয়া মনোকষ্ট ভোগ করিতেছিল এবং অবিশ্বাসী অবস্থায় ইস্লামের অভ্যুদয় দেখিয়া যাহারা ঈর্ষানলে দগ্ধ হইতেছিল—আল্লাহতা'লা বলিতেছেন যে, ইস্লাম গ্রহণের পরে আমি তাহাদের সকলেরই মনের ক্ষোভ নিবারণ করিয়া দিব। ফলতঃ আমার শুভ ইচ্ছা অনুসারেই তাহারা ক্ষমার অধিকারী হইয়া ইহ-পারলৌকিক সুখ-শান্তির অধিকারী হইবে।

১৬। এই আয়তে সত্যবিশ্বাসী মুসলমানের সহিত কপটবিশ্বাসীর পার্থক্য বর্ণিত হইতেছে। যাহারা মনে করে যে, আমরা নামমাত্র মুসলমান হইয়া কিংবা ধর্ম্মযুদ্ধে মুসলমানদিগের সহযাত্রী হইয়াই মুক্তির অধিকারী [illegible] আর আমাদের অন্তরের কথা জানেন না—তাহাদের সম্বন্ধেই

করিয়াছিল ; তোমরা কি তাহাদিগকে ভয় কর ? বস্তুতঃ আল্লাহকেই ভয় করা উচিত—যদি তোমরা বিশ্বাসী হও। ১৪। তাহাদের সহিত সংগ্রাম কর, আল্লাহ তোমাদের হস্তসমূহ দ্বারা তাহাদিগকে শাস্তি-প্রদান করিবেন ও তাহাদিগকে লাঞ্ছিত করিবেন এবং তাহাদের উপর তোমাদিগকে সাহায্য করিবেন এবং বিশ্বাসী সম্প্রদায়ের অন্তর আশ্বস্ত করিবেন। ১৫। এবং তিনি তাহাদের অন্তরের ক্ষোভ নিবারণ করিবেন ; এবং আল্লাহ যাহার প্রতি ইচ্ছা তাহাকে ক্ষমা করেন, এবং আল্লাহ মহাজ্ঞানী বিজ্ঞানময়। ১৬। তোমরা কি ধারণা কর যে, তোমরা পরিত্যক্ত হইবে এবং তোমাদের মধ্যে যাহারা

أَتَخْشَوْنَهُمْ ج فَاللّٰهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَوْهُ
إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِيْنَ ○ ١٤- قَاتِلُوْهُمْ
يُعَذِّبْهُمُ اللّٰهُ بِأَيْدِيْكُمْ وَيُخْزِهِمْ
وَيَنْصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدُوْرَ
قَوْمٍ مُؤْمِنِيْنَ ۙ ١٥- وَيُذْهِبْ
غَيْظَ قُلُوْبِهِمْ ط وَيَتُوْبُ اللّٰهُ عَلٰى
مَنْ يَّشَآءُ ط وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ○
١٦- أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تُتْرَكُوْا وَلَمَّا

কিছুমাত্র ভয় না করিয়া বরং আমাকেই ভয় কর এবং আমার আদেশ পালন করিয়া তাহাদের সহিত যুদ্ধে লিপ্ত হও।

অধিকাংশ তফ্‌সীরকারের মতে কোরেশগণ কর্ত্তৃক ষষ্ঠ হিজরীর হোদায়বিয়ার সন্ধিভঙ্গের জন্যই এই ধর্ম্মযুদ্ধের আদেশ অবতীর্ণ হইয়াছিল।

১৪। এই পবিত্র আয়ত মক্কা বিজয়ের জ্বলন্ত ভবিষ্যদ্বাণী। আল্লাহতা'লা বলিতেছেন যে, তোমরা তাহাদিগকে কিছুমাত্র ভয় না করিয়া যুদ্ধে গমন কর। আমিই তোমাদের হস্তে তাহাদিগকে পরাজিত ও লাঞ্ছিত করিয়া তাহাদের বিশ্বাসঘাতকতা ও ধর্ম্মদ্রোহিতার শাস্তি প্রদান করিব এবং আমিই তোমাদিগকে সাহায্য করিয়া তোমাদের অন্তর আশ্বস্ত করিব—অর্থাৎ তোমাদিগকে বিজয়-গৌরবে অভিষিক্ত করিয়া তোমাদের আন্তরিক কামনা পূর্ণ করিয়া দিব। এই ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী হজরত রসুল্লোল্লাহ অষ্টম হিজরীতে মক্কা আক্রমণ করিয়া সেই বিশ্ব-বিদিত পুণ্যভূমে ইস্‌লামের স্বর্গীয় জয় পতাকা প্রোথিত করেন। এই আক্রমণের ফলে অবিশ্বাসী কাফেরদিগের শক্তি ও আধিপত্য চিরদিনের জন্য বিলুপ্ত হইয়া যায় এবং পবিত্র মক্কা ও উহার পার্শ্ববর্ত্তী আরবের অধিকাংশ অধিবাসী ইস্‌লামের বিশ্বজনীন শান্তি-পতাকা তলে আশ্রয় গ্রহণ করে।—তঃ হক্কানী।

১৫। কোন কোন তফ্‌সীরকারের অভিমত এই যে, আত্মকলহের জন্য মক্কার যে সকল অধিবাসী প্রবল বিপক্ষগণের দ্বারা নির্য্যাতিত ও লাঞ্ছিত হইয়া মনোকষ্ট ভোগ করিতেছিল এবং অবিশ্বাসী অবস্থায় ইস্‌লামের অভ্যুদয় দেখিয়া যাহারা ঈর্ষানলে দগ্ধ হইতেছিল—আল্লাহতা'লা বলিতেছেন যে, ইস্‌লাম গ্রহণের পরে আমি তাহাদের সকলেরই মনের ক্ষোভ নিবারণ করিয়া দিব। ফলতঃ আমার শুভ ইচ্ছা অনুসারেই তাহারা ক্ষমার অধিকারী হইয়া ইহ-পারলৌকিক সুখ-শান্তির অধিকারী হইবে।

১৬। এই আয়তে সত্যবিশ্বাসী মুসলমানের সহিত কপটবিশ্বাসীর পার্থক্য বর্ণিত হইতেছে। যাহারা মনে করে যে, আমরা নামমাত্র মুসলমান হইয়া কিংবা ধর্ম্মযুদ্ধে মুসলমানদিগের সহযাত্রী হইয়াই মুক্তির অধিকারী হইব, আল্লাহ ত আর আমাদের অন্তরের কথা জানেন না—তাহাদের সম্বন্ধেই

ধর্ম্মযুদ্ধ করিয়াছে, তাহাদিগকে আল্লাহ এখনও জানিতে পারেন নাই? এবং তাহারা আল্লাহ ও রসুল এবং বিশ্বাসী-বৃন্দকে পরিত্যাগ করিয়া কাহাকেও বন্ধু-রূপে গ্রহণ করে না; এবং তোমরা যাহা করিতেছ আল্লাহ তদ্বিষয়ে অভিজ্ঞ।

يَعْلَمِ اللّٰهُ الَّذِيْنَ جٰهَدُوْا مِنْكُمْ وَلَمْ يَتَّخِذُوْا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَلَا رَسُوْلِهٖ وَلَا الْمُؤْمِنِيْنَ وَلِيْجَةً ط وَاللّٰهُ خَبِيْرٌ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ع

৩য় রুকু—কাবাগৃহের সহিত অবিশ্বাসীদের চির-সম্বন্ধ ছেদন

১৭। অংশীবাদিগণের জন্য নহে যে, তাহারা আল্লার মসজিদ সুসংস্কৃত করিবে—যখন তাহারা নিজেদের সম্বন্ধেই অবিশ্বাসের সাক্ষ্য দান করিতেছে; ইহাদেরই কৃতকর্ম্ম-সমূহ ব্যর্থ হইবে,

١٧- مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِيْنَ اَنْ يَّعْمُرُوْا مَسٰجِدَ اللّٰهِ شٰهِدِيْنَ عَلٰٓى اَنْفُسِهِمْ بِالْكُفْرِ ط اُولٰٓئِكَ حَبِطَتْ اَعْمَالُهُمْ ج

আল্লাহতা'লা বলিয়া দিতেছেন যে, উহারা ভ্রান্ত। কারণ যাহারা সত্য-বিশ্বাসী মুসলমান, তাহারা কখনই আল্লাহ ও রসুল এবং তাঁহাদের অনুগামী বিশ্বাসী মুসলমানদিগকে পরিত্যাগ করিয়া অন্যকে অর্থাৎ শয়তান ও তাহার অনুগামী অবিশ্বাসী ও অংশীবাদী পৌত্তলিকদিগকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করে না। ফলতঃ তোমাদের কে প্রকৃত বিশ্বাসী মুসলমান ও কে কপটবিশ্বাসী মুনাফেক এবং তোমরা কি উদ্দেশ্যে কে কি করিতেছ, তাহা সমস্তই আমি অবগত আছি।

এ আয়তেও স্পষ্টতর রূপে প্রমাণিত হয় যে, বিশ্বাসী মুসলমানদিগের পক্ষে অবিশ্বাসী কাফের-দিগের সহিত বন্ধুত্ব স্থাপন অবৈধ ও নিষিদ্ধ।

১৭। এই আয়তে "আল্লার মসজেদ" অর্থে যাবতীয় ঐশী-উপাসনালয়ের কেন্দ্রভূমি পবিত্র কাবা গৃহকে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। এই পুণ্যধাম বহুদিন পর্য্যন্ত অংশীবাদী কাফেরকুলের করায়ত্ত ছিল। তাহারাই উক্ত গৃহের সংস্কার ও তত্ত্বাবধান করিত। কিন্তু কাফেরদিগের হস্তে কাবাগৃহের সম্মান ও পবিত্রতা আদৌ রক্ষিত হয় নাই। একমাত্র আল্লার উপসনার জন্য যে পবিত্র মসজেদের প্রতিষ্ঠা, অবিশ্বাসী অংশবাদিরা তাহার মধ্যে বহু প্রতিমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়া উহাকে অংশীবাদিতার কেন্দ্রভূমি স্বরূপ পরিণত করিয়া লইয়াছিল। অনন্তর হজরত রসুলোল্লা মক্কা অধিকার পূর্ব্বক যখন পূণ্যধাম কাবাগৃহ হইতে সমস্ত প্রতিমূর্ত্তি অপসারিত করিয়া উহা হইতে অংশীবাদিতা ও পৌত্তলিকতার শেষ চিহ্ন পর্য্যন্ত মুছিয়া ফেলিলেন, তখন আল্লাহতা'লা এই আয়ত অবতীর্ণ করিয়া বলিয়া দিলেন যে, অতঃপর আমার পবিত্র মসজেদের সহিত অবিশ্বাসী অংশীবাদিগণের সমস্ত সম্বন্ধ রহিত হইয়া গেল। ইহার পরে কাবাগৃহের সংস্কার ও তত্ত্ববধান সম্বন্ধে তাহাদের আর কোনই অধিকার থাকিল না। কারণ যাহারা নিজেদের জীবনে অংশীবাদিতা রূপ মহাপাপের বোঝা বহন করিয়া আমার একত্ব ও অদ্বিতীয়ত্ব সম্বন্ধে অবিশ্বাসের সাক্ষ্যদান করিতেছে, তাহারা কখনই বিশ্বাসী এবং সত্যধর্ম্মাবলম্বী না হওয়া পর্য্যন্ত আমার পবিত্র উপাসনালয়ে সেবা, সংস্কার ও তত্ত্বাবধানের উপযোগী বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে না। উক্ত অবিশ্বাসীরা যদিও আমার উপাসনালয়ের সংস্কার ও তত্ত্বাবধান করিয়াছে, তথাপি আমার প্রতি অবিশ্বাস হেতু তাহাদের সমস্ত কৃতকর্ম্ম ব্যর্থ হইয়া তাহারা চিরকালের জন্য নরকানলে গমন করিতে হইবে।

এবং তাহারা সর্ব্বদা নরকানলে অবস্থান করিবে। ১৮। কেবল সেই ব্যক্তিই আল্লার মসজেদ সমূহ সুসংস্কৃত করিবে—যে আল্লাহ ও পরকালের প্রতি বিশ্বাসস্থাপন করে এবং নামাজ প্রতিষ্ঠিত করে ও জাকাত প্রদান করে এবং আল্লাহ ব্যতীত কাহাকেও ভয় করে না; অতএব ইহারাই সুপথগামিগণের সন্নিকটবর্ত্তী। ১৯। কি আশ্চর্য্য! হাজীদিগকে পানি-প্রদান ও পবিত্র মসজেদের সুসংস্কার করার জন্য তোমরা কি তাহার তুল্য—যে আল্লাহ ও পরকালের প্রতি বিশ্বাস-স্থাপন করে এবং আল্লার পথে ধর্ম্মযুদ্ধ করে? তাহারা আল্লার নিকট তুল্য নহে; এবং আল্লাহ অত্যাচারী সম্প্রদায়কে

وَفِي النَّارِ هُمْ خٰلِدُوْنَ ○ ١٨- اِنَّمَا
يَعْمُرُ مَسٰجِدَ اللّٰهِ مَنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ
وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَاَقَامَ الصَّلٰوةَ وَاٰتَى
الزَّكٰوةَ وَلَمْ يَخْشَ اِلَّا اللّٰهَ فَعَسٰى
اُولٰٓئِكَ اَنْ يَّكُوْنُوْا مِنَ الْمُهْتَدِيْنَ ○
١٩- اَجَعَلْتُمْ سِقَايَةَ الْحَآجِّ وَعِمَارَةَ
الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ كَمَنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ
وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَجٰهَدَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ط
لَا يَسْتَوٗنَ عِنْدَ اللّٰهِ ط وَاللّٰهُ لَا يَهْدِى

১৮। পূর্ব্ব আয়তে আল্লার আদি-উপাসনালয়—পবিত্র কাবাগৃহের সহিত অবিশ্বাসী অংশীবাদী-দিগের সমস্ত সম্বন্ধ অবসানের বাণী ঘোষণা করিয়া এই আয়তে আল্লাহতা'লা বলিয়া দিতেছেন যে, এখন হইতে যাহারা আমার প্রতি ও পরকালের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করিবে এবং সেই বিশ্বাসের নিদর্শন স্বরূপ নামাজ ও জাকাত প্রভৃতি ধর্ম্ম-কর্ম্ম পালন করিয়া আল্লাহ ব্যতীত আর কাহাকেও উপাস্য জ্ঞানে ভয়-ভক্তি বা আরাধনা করিবে না, সেই বিশ্বাসী মুসলমানেরাই আমার পবিত্র উপাসনালয়ের সেবক, সংস্কারক ও তত্ত্বাবধানকারী রূপে নিয়োজিত থাকিবে।

আলোচ্য আয়তদ্বয়ে আল্লাহতা'লা তাঁহার মনোনীত মসজেদ—পবিত্র কাবাগৃহের সহিত অবিশ্বাসী কাফেরদিগের সমস্ত সম্বন্ধ ও অধিকার রহিত করিয়া বিশ্বাসী মুসলমানদিগকেই উহার একমাত্র অধিকারী ও তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত করিবার বাণী ঘোষণা করিয়াছেন।

১৯। হজরত রসুলোল্লার পিতৃব্য হজরত আব্বাসই এই আয়তের লক্ষ্য বলিয়া সাধারণতঃ নির্দ্দেশ করা হইয়া থাকে। তিনি পবিত্র কাবাগৃহের তত্ত্বাবধানকারী ছিলেন এবং হজের সময় হাজীদিগকে পানি প্রদান করিবার ভারও তাঁহার উপর অর্পিত ছিল। এই জন্য তিনি গর্ব্ব করিয়া বলিয়াছিলেন যে, যাহারা আল্লার পথে দেশত্যাগ ও ধর্ম্মযুদ্ধ করিয়া পুণ্য-সঞ্চয় করিয়াছে, আমিও উক্ত সৎকার্য্যের দ্বারা তাহাদের অনুরূপ পুণ্যের অধিকারী হইয়াছি। হজরত আব্বাসের ঐরূপ অলীক ধারণার প্রতিবাদ কল্লেই এই আয়ত অবতীর্ণ হয়।—তঃ হক্কানী।

কিন্তু কোন কোন আধুনিক তফসীরকার বলেন যে, আয়তের বিষয় এবং দ্যোতনা সাধারণ। যাহারা আল্লার পথে দেশত্যাগ ও ধর্ম্মযুদ্ধ প্রভৃতি মহান্ কার্য্য-সমূহকে অন্যান্য সাধারণ জনহিতকর কার্য্যের তুল্য মনে করিত, তাহাদের সেই অন্ধবিশ্বাস ও ভ্রান্তি অপনোদন কল্লেই আলোচ্য আয়ত অবতীর্ণ হইয়াছে।—তঃ মঃ আঃ।

যাহা হউক, আয়তের প্রকৃত মর্ম্ম এই যে, যাহারা কাবাগৃহের সংস্কার এবং হাজীদিগকে পানি প্রদান প্রভৃতি সাধারণ সৎকার্য্য-সমূহ পালন করিয়া মনে করে যে, যে সকল মহাপ্রাণ ব্যক্তি ধর্ম্মের জন্য

الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ ۘ ٢٠- اَلَّذِيْنَ
اٰمَنُوْا وَهَاجَرُوْا وَجٰهَدُوْا فِيْ
سَبِيْلِ اللّٰهِ بِاَمْوَالِهِمْ وَاَنْفُسِهِمْ ۙ
اَعْظَمُ دَرَجَةً عِنْدَ اللّٰهِ ؕ وَاُولٰٓئِكَ
هُمُ الْفَآئِزُوْنَ ۝ ٢١- يُبَشِّرُهُمْ رَبُّهُمْ
بِرَحْمَةٍ مِّنْهُ وَرِضْوَانٍ وَّجَنّٰتٍ لَّهُمْ
فِيْهَا نَعِيْمٌ مُّقِيْمٌ ۙ ٢٢- خٰلِدِيْنَ فِيْهَآ
اَبَدًا ؕ اِنَّ اللّٰهَ عِنْدَهٗٓ اَجْرٌ عَظِيْمٌ ۝
٢٣- يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَتَّخِذُوْٓا

পথ-প্রদর্শন করেন না।
২০। যাহারা বিশ্বাস-স্থাপন করিয়াছে ও দেশত্যাগ করিয়াছে এবং তাহাদের ধন ও তাহাদের প্রাণ দ্বারা আল্লার পথে ধর্ম্ম-যুদ্ধ করিয়াছে—আল্লার নিকট তাহাদের মহান্ মর্য্যাদা রহিয়াছে; এবং তাহারাই সফল-মনোরথ হইবে।
২১। তাহাদের প্রতিপালক নিজ হইতে তাহাদের জন্য করুণা ও সন্তুষ্টি এবং স্বর্গোদ্যানের সুসংবাদ প্রদান করিতেছেন যে, উহার মধ্যে অবিনশ্বর সুখ-সমৃদ্ধি রহিয়াছে।
২২। তাহারা তন্মধ্যে চিরকাল অবস্থান করিবে; নিশ্চয় আল্লার নিকট মহান্ প্রতিদান রহিয়াছে।
২৩। হে বিশ্বাস-স্থাপনকারিগণ, তোমরা তোমাদের

দেশত্যাগ ও ধনপ্রাণ উৎসর্গ করিয়া সত্যানুরাগ ও আত্মোৎসর্গের অলৌকিক নিদর্শন প্রদর্শন করিয়াছেন, আমরাও স্ব স্ব কার্য্য দ্বারা তাহাদের অনুরূপ পুণ্য সঞ্চয় করিয়াছি—তাহাদের ঐ ভ্রান্ত ধারণা নিরাকরণ করিয়া আল্লাহতা'লা বলিয়া দিতেছেন যে, উক্ত উভয় শ্রেণী আল্লার নিকট কখনই তুল্য হইতে পারে না। যাহারা সামান্য অথবা সাধারণ সৎকার্য্য করিয়া নিজদিগকে মহাগৌরবান্বিত "মোহাজের" ও "মোজাহেদ"গণের তুল্য মনে করিবে, তাহাদের পক্ষে অত্যাচারী ও পথভ্রান্ত হইবার প্রবল আশঙ্কা রহিয়াছে।

২০—২২। এই আয়তে বিশ্বাসী মুসলমানদিগের মধ্যে যাহারা আল্লার পথে দেশত্যাগকারী "মোহাজের" এবং ধনপ্রাণ-উৎসর্গকারী "মোজাহেদ" বা ধর্ম্মযোদ্ধা, তাঁহাদের মহান্ গৌরব ও মর্য্যাদার বাণী ঘোষণা করা হইয়াছে। আল্লাহতা'লা স্বীয় অনুপম করুণা ও বিশেষ সন্তুষ্টি হেতু ঐ সকল লোককে সুসংবাদ দান করিতেছেন যে, তাঁহাদের যাবতীয় মনস্কামনা পূর্ণ হইবে এবং তাঁহারা স্বর্গোদ্যানের স্থায়ী অধিবাসী ও অবিনশ্বর সুখ-সম্পদের অধিকারী হইয়া চিরকাল তথায় অবস্থান করিবে। আল্লাহতা'লা আরও বলিতেছেন যে, নিশ্চয় আমার নিকট তাহাদের জন্য ইহা অপেক্ষাও মহান প্রতিদান রহিয়াছে। এই মহান্ প্রতিদানের মর্ম্মার্থে কেহ কেহ আল্লাহতা'লার সন্দর্শন লাভ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।—২৩ ও ২৪ আয়তের তফ্‌সীর দ্রষ্টব্য।

২৩—২৪। এই দুইটী আয়তে ইস্‌লামের আদর্শ এবং মুসলমানের সামাজিক ও পারিবারিক জীবন সম্বন্ধে অতি সুন্দর শিক্ষা রহিয়াছে। সে শিক্ষাটি হইতেছে—মাতা-পিতা, পুত্র-কন্যা, ভ্রাতা-ভগ্নী, পত্নী-পরিজন ও আত্মীয়-স্বজনের উপর ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠত্ব। উপরোক্ত ব্যক্তিগণের মধ্যে যদি কেহ অবিশ্বাসী ও অধার্ম্মিক হয়, তবে তাহাকে বন্ধুরূপে গ্রহণ না করিয়া প্রকারান্তরে বরং বর্জ্জন করিবার জন্যই ইঙ্গিত করা হইয়াছে। দ্বিতীয়তঃ ঐ সকল আত্মীয়-স্বজন ও পত্নী-পরিজনের সহিত যাহারা স্বদেশ-স্বগৃহ, ধন-সম্পদ, প্রভাব-প্রতিপত্তি ও ব্যবসা বাণিজ্যকে আল্লাহ ও রসুলের আদেশ এবং ধর্ম্মযুদ্ধ অপেক্ষা প্রিয় মনে করে—আল্লাহতা'লা বলিতেছেন যে, ঐ বিভ্রান্ত সম্প্রদায় কখনই সত্যের সন্ধান অথবা সুপথ প্রাপ্ত হইবে না। পৃথিবীর অসার মায়া-মোহে মুগ্ধ থাকিয়াই

পিতৃগণ ও তোমাদের ভ্রাতৃগণকে বন্ধু-রূপে গ্রহণ করিও না—যদি তাহারা অবিশ্বাসকে বিশ্বাসের উপর প্রিয় জ্ঞান করে; এবং তোমাদিগের মধ্যে যে তাহাদের সহিত বন্ধুত্ব-স্থাপন করে, ফলতঃ তাহারাই অত্যাচারী। ২৪। তুমি বল, তোমাদের পিতৃগণ ও তোমাদের পুত্রকুল এবং তোমাদের ভ্রাতৃবৃন্দ ও তোমাদের পত্নীসমূহ এবং তোমাদের স্বজন ও ধনসম্পদ—যাহা তোমরা উপার্জ্জন করিয়াছ এবং ব্যবসা-বাণিজ্য—তোমরা যাহার হ্রাস-প্রাপ্তির আশঙ্কা কর এবং বাসগৃহ—যাহা তোমরা প্রিয় জ্ঞান করিয়া থাক, তাহা যদি আল্লাহ ও তদীয় রসুল এবং তাঁহার পথে ধর্ম্মযুদ্ধ অপেক্ষা

آبَاءَكُمْ وَإِخْوَانَكُمْ أَوْلِيَاءَ إِنِ
اسْتَحَبُّوا الْكُفْرَ عَلَى الْإِيمَانِ ط
وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ
الظَّالِمُونَ ○ ٢٣ - قُلْ إِنْ كَانَ
آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ
وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالُ
نِ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ
كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ
إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ

তাহাদের ইহজীবনের পরিসমাপ্তি ঘটিবে এবং পরলোকে আল্লাহতা'লার আদেশে তাহাদিগকে নরকানলের ভয়াবহ শাস্তি ভোগ করিতে হইবে।

এই রুকুতে কয়েকটী বিশিষ্ট শিক্ষা রহিয়াছে। প্রথমতঃ সাধারণ দান-ধ্যান অপেক্ষা আল্লার পথে অর্থাৎ আল্লাহতা'লার আদেশ অনুযায়ী দেশত্যাগ, ধর্ম্মযুদ্ধ ও ধনপ্রাণ উৎসর্গ করার মর্য্যাদা ও গৌরব অনেক অধিক। ধর্ম্মের গৌরব সংরক্ষণ অথবা জাতীয় প্রয়োজনে যখন দেশত্যাগ, ধর্ম্মযুদ্ধ অথবা ধন-জন উৎসর্গ করার আবশ্যকতা উপস্থিত হয়, তখন শুধু ঘরে বসিয়া নামাজ-রোজা, তসবী-তেলাওত ও ওজীফা-জেকেরে মশগুল থাকিলে চলিবে না। ঐ সকল কাজে পুণ্য আছে সত্য, কিন্তু সকল সময় তাহা আল্লাহ-রসুলের আদিষ্ট হেজরত বা জেহাদের অনুরূপ নহে। দ্বিতীয়তঃ ধর্ম্মের গৌরব, ধর্ম্মযুদ্ধ অথবা জাতীয় প্রয়োজনে যখন অর্থের আবশ্যক হয়, তখন সেই কার্য্যে অর্থ-দান না করিয়া যদি কেহ সোনার মসজেদ কিংবা মতির মেহমান-সারাহ নির্ম্মাণ করেন, তবে সে পুণ্যের পরিবর্ত্তে ইহ-পরলোকে বিফলতাই অর্জ্জন করিবে।

পবিত্র কোরানের এই আদর্শ বিস্মৃত হইয়াই মুসলমান জাতির শোচনীয় অধঃপতন আরম্ভ হইয়াছে। বর্ত্তমান যুগে চারিদিক হইতে ইস্‌লামের উপর আক্রমণ চলিতেছে; খ্রীষ্টান ও আর্য্য সম্প্রদায় প্রাণপণে মুসলমানকে "মোরতাদ" বা ধর্ম্মচ্যুত করিতেছে; লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয়ে বেদ, বাইবেলের অনুবাদ এবং কোরানের বিকৃত তফ্‌সীর প্রচার করিতেছে; মুসলমান সমাজের সেদিকে আদৌ ভ্রূক্ষেপ নাই! তাহারা দুনিয়ার যত শরিয়ত-বিরুদ্ধ কার্য্যে নিজেদের অর্থ ও শক্তি অপব্যয় করিতেছে। কিন্তু ধর্ম্মের নামে, জাতির নামে, সমাজের নামে এবং কোরান-হাদিস প্রচারের নামে তাহাদের বজ্রমুষ্টি একটুও শিথিল হইতেছে না; অথচ প্রকৃত প্রস্তাবে এই সকল কার্য্যেই বর্ত্তমান যুগের "জেহাদ" বা ধর্ম্মযুদ্ধ। যদি এখনও এই জাতীয় প্রয়োজনের দিকে মুসলমানের দৃষ্টি আকৃষ্ট না হয়, তবে অদূর ভবিষ্যতে তাহাদের চরম অবমাননা ও শোচনীয় বিনাশ একান্তই অপরিহার্য্য হইয়া উঠিবে!—তঃ হক্কানীর মর্ম্মানুবাদ।

فِيْ سَبِيْلِهٖ فَتَرَبَّصُوْا حَتّٰى يَاْتِيَ اللّٰهُ بِاَمْرِهٖ ؕ وَاللّٰهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الْفٰسِقِيْنَ ۧ

প্রিয়তর হয়, তবে আল্লাহ তদীয় আদেশ আনয়ন করা পর্য্যন্ত অপেক্ষা কর! এবং আল্লাহ দুষ্কার্য্যকারী সম্প্রদায়কে পথ-প্রদর্শন করেন না।

৪র্থ রুকু—অংশীবাদীদিগের জন্য কাবা-প্রবেশের নিষেধাজ্ঞা

٢٥- لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّٰهُ فِيْ مَوَاطِنَ كَثِيْرَةٍ ۙ وَّيَوْمَ حُنَيْنٍ ۙ اِذْ اَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْـًٔا

২৫। নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদিগকে বহু স্থলে এবং হোনায়েন দিবসে সাহায্য করিয়াছিলেন—যখন তোমাদের সংখ্যাধিক্য তোমাদিগকে বিস্ময়োৎফুল্ল করিয়াছিল, কিন্তু উহাতে তোমাদের

পবিত্র ইস্‌লামের আর একটি শিক্ষা এই যে, বিশ্ব-জগতের যাবতীয় বিষয়ের উপর ধর্ম্মকে শ্রেষ্ঠত্ব দান করিতে হইবে। এমন কি পিতা-মাতা, পুত্র-কন্যা, পত্নী-পরিজন ও স্বদেশ-স্বজন প্রভৃতি সমস্ত বিষয় হইতে ধর্ম্মকে শ্রেষ্ঠ ও প্রিয় মনে করিতে হইবে। ইহা আল্লার আদেশ এবং পবিত্র কোরানের বাণী। অতএব বর্ত্তমান ভারতের যে সকল অজ্ঞ-অদূরদর্শী মুসলমান ধর্ম্মের উপর দেশভক্তির ডঙ্কা বাজাইতে গিয়া "আমি আগে মুসলমান" বলার পরিবর্ত্তে "আমি আগে ভারতবাসী বলিতে গৌরব বোধ করে—আল্লার কালামের প্রতি লক্ষ্য করিয়া তাহাদের বিশেষ সতর্ক হওয়া প্রয়োজন।

২৫। এই আয়তে আল্লাহতা'লা মুসলমানদিগকে হোনায়েন যুদ্ধে এবং অন্যান্য যে সকল স্থানে প্রত্যক্ষভাবে সাহায্য করিয়াছিলেন, তাহা স্মরণ করাইয়া দিয়া বলিতেছেন যে, আমার অনুগ্রহ ও সাহায্য ব্যতীত সংখ্যাধিক্য অথবা অন্য কারণে তোমরা জয়লাভ করিতে সমর্থ হও নাই। হোনায়েন যুদ্ধে তোমরাই সংখ্যায় অধিক ছিলে এবং সংখ্যাধিক্য হেতু তোমরা শত্রুকে তুচ্ছ মনে করিয়া গর্ব্বিত হইয়াছিলে। কিন্তু যুদ্ধকালে সেই সংখ্যাধিক্য দ্বারা তোমাদের কোনই উপকার হয় নাই; বরং শত্রুর প্রথম আক্রমণে তোমরা বিশৃঙ্খলভাবে পলায়ন করিয়াছিলে। "ভূতলের বিস্তৃতি সত্ত্বেও উহা তোমাদের জন্য সঙ্কীর্ণ হইয়াছিল"—ইহার মর্ম্মার্থ এই যে, তোমাদের গম্যপথ অতিশয় সঙ্কীর্ণ ছিল এবং শত্রুর আক্রমণে তোমরা দিক্‌বিদিক্ জ্ঞান হারাইয়া পলায়নের পথ খুঁজিয়া পাইতেছিলা না; কিন্তু অবশেষে আল্লার অদৃশ্য সাহায্যে শত্রুকুল পরাস্ত হইয়াছিল এবং তোমরাই বিজয়-গৌরবের অধিকারী হইয়াছিলে।

হোনায়েন যুদ্ধ—হিজরী অষ্টম শতাব্দীতে মক্কা বিজিত হইবার পর যখন বিধর্ম্মীগণের সহিত সন্ধি-বিচ্ছেদের ঘোষণা-বাণী প্রচারিত হয়, তাহার কিছুদিন পরেই এই যুদ্ধ সংঘটিত হইয়াছিল। উপরোক্ত ঘোষণার ফলে যাবতীয় অবিশ্বাসী ও অংশীবাদী পৌত্তলিক সম্প্রদায় একযোগে উদীয়মান ইস্‌লাম-শক্তি ধ্বংস করিতে বদ্ধপরিকর হয়। অবিশ্বাসী কোরেশ ও অন্যান্য সম্প্রদায়ের প্ররোচনায় এবং দৈব সাহায্যের আশায় হাওয়াজীন ও সাকিফ বংশীয় দুর্দ্ধর্ষ বেদুইনগণ ঐ উদ্দেশ্যে মদিনা আক্রমণের জন্য মক্কার তিন মাইল দূরবর্ত্তী হোনায়েন নামক পার্ব্বত্য উপত্যকায় সমবেত হইতে থাকে। তাহাদের সংখ্যা অনুমান চারি সহস্র ছিল। হজরত রসুলোল্লাহ এই সংবাদ পাইয়া বেদুইন সম্প্রদায়ের সমবেত শক্তি অঙ্কুরেই বিনষ্ট করিয়া দিবার জন্য দশ অথবা দ্বাদশ সহস্র মোস্‌লেম সৈন্য-সহ হোনায়েন অভিযান করেন। এই মোস্‌লেম-সেনাদলের অধিকাংশই নবদীক্ষিত ও অপরিপক্ক বিশ্বাসী ছিল। সুতরাং হজরত রসুলোল্লা যখন স্বীয় সৈন্য-বাহিনী সহ সঙ্কীর্ণ পার্ব্বত্যপথ অতিক্রম

কোনই উপকার হয় নাই এবং ভূতলের
বিস্তৃতি সত্ত্বেও উহা তোমাদের জন্য
সঙ্কীর্ণ হইয়াছিল, তৎপর তোমরা পৃষ্ঠ-
প্রদর্শন পূর্ব্বক পশ্চাৎগামী হইয়াছিলে।
২৬। অনন্তর আল্লাহ্ স্বীয় রসুলের প্রতি
ও বিশ্বাসীবৃন্দের প্রতি সান্ত্বনা অবতীর্ণ
করিয়াছিলেন এবং এমন এক সৈন্যদল
অবতীর্ণ করিয়াছিলেন—যাহাদিগকে
তোমরা অবলোকন কর নাই এবং তিনি
অবিশ্বাসকারীদিগকে শাস্তি প্রদান করিয়া-
ছিলেন ; এবং ইহাই অবিশ্বাসীদিগের জন্য
প্রতিফল। ২৭। অনন্তর আল্লাহ ইহার
পরে যাহাকে ইচ্ছা ক্ষমা করিবেন ;
এবং আল্লাহ ক্ষমাশীল করুণাময়।
২৮। হে বিশ্বাস-স্থাপনকারিগণ, অংশীবাদীরা

وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْاَرْضُ بِمَا
رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُمْ مُّدْبِرِيْنَ ۝
٢٦- ثُمَّ اَنْزَلَ اللّٰهُ سَكِيْنَتَهٗ عَلٰى
رَسُوْلِهٖ وَعَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ وَاَنْزَلَ
جُنُوْدًا لَّمْ تَرَوْهَا وَعَذَّبَ الَّذِيْنَ
كَفَرُوْا ؕ وَذٰلِكَ جَزَآءُ الْكٰفِرِيْنَ ۝
٢٧- ثُمَّ يَتُوْبُ اللّٰهُ مِنْ بَعْدِ ذٰلِكَ
عَلٰى مَنْ يَّشَآءُ ؕ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ۝
٢٨- يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا اِنَّمَا

করিতেছিলেন, সেই সময় পর্ব্বতগুহায় লুক্কায়িত অব্যর্থ-লক্ষ্য বেদুইনগণের সুতীক্ষ্ণ শর-বর্ষণে বহু মোস্লেম-সৈন্য হতাহত হয় এবং তাহার ফলে প্রথমে নবদীক্ষিত এবং পরে সমস্ত মোস্লেম-সৈন্য ছত্রভঙ্গ হইয়া পলায়ন করে। কেবল অটল-বিশ্বাসী হজরত রসুলোল্লা একাকী সেই ঘোর বিপজ্জনক প্রাণঘাতী শর-ধারার সম্মুখে দণ্ডায়মান থাকিয়া মুসলমানদিগকে সমবেত হইবার জন্য আহ্বান করিতে থাকেন এবং অবিশ্রান্ত শরবৃষ্টি হইতে আত্মরক্ষার জন্য শত্রুদিগের উদ্দেশ্যে একমুষ্টি ধূলি নিক্ষেপ করেন। কথিত আছে যে, রসুলোল্লার পবিত্র হস্তের নিক্ষিপ্ত ধূলিকণা প্রত্যেক শত্রুর চক্ষুতে প্রবিষ্ট হইয়া তাহাদিগকে অস্থির করিয়া তুলিয়াছিল (হক্কানীর হাশিয়া)। যাহা হউক, ইত্যবসরে হজরতের আহ্বানে মুসলমানগণ সমবেত হইয়া বিপুল বিক্রমে শত্রুদিগকে আক্রমণ পূর্ব্বক পরাস্ত ও বিতাড়িত করিয়া দেন। এ বিষয় পরবর্ত্তী আয়তে বর্ণিত হইয়াছে।

২৬। এই আয়তে প্রমাণিত হয় যে, বদর-যুদ্ধের ন্যায় হোনায়েন যুদ্ধেও ফেরেশ্তাবাহিনী অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। যদিও আয়তে ফেরেশ্তা শব্দ স্পষ্টরূপে উচ্চারিত হয় নাই, তথাপি "এক সৈন্য-দল অবতীর্ণ হইয়াছিল"—অর্থে সমস্ত প্রসিদ্ধ তফসীরকারই ফেরেশ্তা অবতীর্ণ হইয়াছিলেন বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।—তঃ কবির।

"যাহাদিগকে তোমরা অবলোকন কর নাই" বাক্যাংশ অবলম্বন করিয়া কোন কোন আধুনিক তফ্সীরকার লিখিয়াছেন যে, ফেরেশ্তাগণ প্রত্যক্ষভাবে অথবা যোদ্ধাবেশে অবতীর্ণ হন নাই। তাঁহারা অদৃশ্যভাবে মুসলমানদিগের অন্তঃকরণে সাহস ও সান্ত্বনা এবং কাফেরদিগের অন্তরে ভীতি ও উদ্বেগ সঞ্চারিত করিয়াছিলেন।—তঃ মঃ আঃ।

২৭। এই আয়তে হাওয়াজীন সম্প্রদায়ের সহস্রাধিক বন্দী সম্বন্ধে ইঙ্গিত করা হইয়াছে। হজরত রসুলোল্লা স্বীয় অনুগ্রহে তাহাদিগকে মুক্তিপ্রদান করিয়াছিলেন।—তঃ মঃ আঃ।

২৮। আলোচ্য আয়তের প্রকাশ্য ও স্পষ্টতর অর্থ এই যে, অবিশ্বাসী কাফের মাত্রই অপবিত্র এবং তাহাদের পক্ষে পবিত্র মসজেদে প্রবেশ করা বা উহার সন্নিকটবর্ত্তী হওয়া নিষিদ্ধ। সুতরাং অবিশ্বাসী কাফেরদিগকে কোন পবিত্র স্থানে প্রবেশ করিতে দেওয়া উচিত নহে।

الْمُشْرِكُوْنَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هٰذَا ۚ وَاِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيْكُمُ اللّٰهُ مِنْ

অপবিত্র ব্যতীত নহে, অতএব এই বৎসরের পরে তাহারা পবিত্র-মসজিদের সন্নিকটবর্ত্তী হইতে পারিবে না; এবং যদি তোমরা অভাবের আশঙ্কা কর তবে আল্লাহ ইচ্ছা করিলে তোমাদিগকে স্বীয় অনুগ্রহে ধনশালী

কিন্তু উক্ত আয়তের মর্ম্ম সম্বন্ধে তফ্সীরকার ও এমামগণের মধ্যে মতভেদ হইয়াছে। একদল বিচক্ষণ ওলামার মত এই যে, অবিশ্বাসীরা প্রকৃতিগত অপবিত্র; তাহাদের দেহ ও মন সমস্তই পবিত্রতা-পরিশূন্য। সুতরাং আয়তোক্ত "পবিত্র মসজেদ" অর্থাৎ কাবাগৃহ ও অন্যান্য মসজেদ প্রভৃতি সমস্ত পবিত্র স্থানেই তাহাদের প্রবেশ নিষিদ্ধ। তাহাদের হস্তস্পর্শে পবিত্র খাদ্য-দ্রব্যও অপবিত্র হইবার প্রবল সম্ভাবনা রহিয়াছে। কারণ অবিশ্বাসীরা প্রায়ই পবিত্রাপবিত্র-বোধশূন্য হইয়া থাকে। কোন কোন বিশিষ্ট এমামও এই মত সমর্থন করিয়াছেন।

পক্ষান্তরে প্রসিদ্ধ এমাম-চতুষ্টয় এবং অনেক অভিজ্ঞ আলেমের অভিমত এই যে, অবিশ্বাসীরা প্রকৃতিগত অপবিত্র নহে; তাহাদের বিশ্বাস, কার্য্য এবং অন্তরই অপবিত্র বলিয়া বিবৃত হইয়াছে। ইহার প্রমাণ স্বরূপ তাহারা বলেন যে, আল্লাহতা'লা অবিশ্বাসীদের স্পৃষ্ট বা প্রস্তুত খাদ্যদ্রব্য অবৈধ করেন নাই। আর আলোচ্য আয়তের দ্যোতনা অনুযায়ী অবিশ্বাসীদের পক্ষে "পবিত্র মসজেদ" বা কাবা-গৃহে প্রবেশ করাই নিষিদ্ধ বলিয়া ঘোষিত হইয়াছে। এতদ্দ্বারা অন্যান্য মসজেদে প্রবেশ করা নিষিদ্ধ হয় নাই। কারণ হজরত রসুলোল্লার বিদ্যমানতায় কোন কোন বিধর্ম্মী মসজিদে প্রবিষ্ট হইয়াছিল বলিয়া প্রমাণ পাওয়া যায় (হাদিস)। এমাম আজম আবু হানিফা ও এমাম শাফেয়ী এই মত সমর্থন করিয়াছেন। কিন্তু মদিনার ওলামাগণ কাবাগৃহের ন্যায় জামে-মসজিদ সমূহেও বিধর্ম্মীর প্রবেশ নিষিদ্ধ বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন।—তঃ হক্কানী।

আমরা কয়েকটি কারণে অবিশ্বাসী কাফেরদিগের পক্ষে মসজিদে প্রবেশ করা অবিদ্ধ বলিয়া মনে করি। প্রথমতঃ আল্লাহতা'লা উহাদিগকে অপবিত্র বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন। দ্বিতীয়তঃ ইহা নবম হিজরীর অবতীর্ণ আয়ত। এই আয়ত অবতীর্ণ হওয়ার পর হজরত রসুলোল্লার সমক্ষে কোন বিধর্ম্মী মসজেদে প্রবেশ করিয়াছিল কিনা, তাহার কোন স্পষ্টতর প্রমাণ নাই। হজরতের সমক্ষে বিধর্ম্মীর মসজেদ-প্রবেশের হাদিস আছে, তাহা এই আয়ত অবতীর্ণ হইবার পূর্ব্ববর্ত্তী ঘটনা হওয়াই সমধিক সম্ভবপর। যদি তাহাই হয়, তবে উহা পবিত্র কোরানের স্পষ্টতর আয়তের প্রতিকূলে ব্যাখ্যা বা প্রমাণ স্বরূপ গ্রাহ্য হইতে পারে না। নবম হিজরীর পূর্ব্বে বিধর্ম্মীরা কাবাগৃহেও প্রবেশ করিত এবং নগ্নদেহে কাবা প্রদক্ষিণ করিত; কিন্তু এই আয়ত অবতীর্ণ হইলে তাহা নিষিদ্ধ হইয়া যায়। তৃতীয়তঃ কাফেরদিগের পবিত্রতা বোধ নাই; তাহারা অজু-গোসলের আবশ্য-কতা আদৌ অবগত নহে। এ অবস্থায় অপবিত্র দেহে তাহাদের পক্ষে মসজেদ-প্রবেশ সমর্থিত হইতে পারে না। বিশেষতঃ মসজেদ কেবলমাত্র ঐশী-উপাসনার স্থান। তথায় পার্থিব আলোচনা নিষিদ্ধ। অথচ বিধর্ম্মীর পক্ষে উপাসনার জন্য মসজেদে প্রবেশ করা কখনই সম্ভবপর নহে। সুতরাং সকল দিক বিবেচনা করিলে তাহাদের পক্ষে মসজেদে প্রবেশ করা নিষিদ্ধ হইবার মতই অধিকতর সমীচীন বলিয়া অনুমিত হয়।

আলোচ্য আয়তের শেষাংশে আল্লাহতা'লা মুসলমানদিগকে আশ্বাস প্রদান পূর্ব্বক বলিতেছেন যে, কাবা-গৃহে অবিশ্বাসীদিগের আগমন নিষিদ্ধ হওয়ার জন্য যদি তোমাদের ব্যবসায়-বাণিজ্যে ক্ষতি এবং অভাব ও অনিষ্টের আশঙ্কা কর, তবে আল্লার উপর নির্ভর করিলে তিনিই স্বীয় অসীম জ্ঞান ও কৌশলে তোমাদের সে অভাব পূর্ণ করিয়া দিবেন। পুণ্যধাম মক্কা সমগ্র আরব উপদ্বীপের একটি বিশিষ্ট বাণিজ্য-কেন্দ্র। হজ্জ উপলক্ষে তথায় সমস্ত দেশের লোক সমবেত হইয়া নানাবিধ দ্রব্য-সম্ভারের ক্রয়-বিক্রয় করিত এবং এই সুযোগে মক্কা ও উহার চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী অধিবাসীরা

فضله ان شاء ان الله عليم حكيم ۝

٢٩- قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين اوتوا الكتب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صغرون ۝

করিয়া দিবেন ; নিশ্চয় আল্লাহ মহাজ্ঞানী বিজ্ঞানময় ! ২৯। যাহারা আল্লার প্রতি ও পরকালের প্রতি বিশ্বাসস্থাপন করে না এবং আল্লাহ ও তদীয় রসুল যাহা অবৈধ করিয়াছেন তাহা অবৈধ-জ্ঞান করে না, এবং যাহাদিগকে গ্রন্থ প্রদত্ত হইয়াছে তাহাদের মধ্যে যাহারা সত্যধর্ম্ম স্বীকার করে না, তোমরা তাহাদের সহিত সংগ্রাম কর—যে পর্য্যন্ত তাহারা অধীনতা স্বীকার করিয়া স্বহস্তে জিজিয়া প্রদান না করে।

সমস্ত বৎসরের উপযোগী অন্ন-বস্ত্রের সংস্থান করিয়া লইত। কিন্তু তথায় বিধর্ম্মীদের আগমন নিষিদ্ধ হওয়ায় উক্ত ব্যবসায়-বাণিজ্যের অনিষ্ট এবং লোকের অভাব-অনাটন হওয়া সম্পূর্ণ স্বাভাবিক। তাই আল্লাহ প্রকারান্তরে ইঙ্গিত করিয়া বলিয়া দিলেন যে, উপরোক্ত কারণে তোমরা কোনই আশঙ্কা করিও না ; অবিশ্বাসীদিগের আগমন বিনিময়ে আমি উহাকে সমগ্র জগদ্বাসী বিশ্বাসীর তীর্থভূমি ও মিলন-কেন্দ্র করিয়া দিব এবং তাহার ফলে তোমাদের ব্যবসায়-বাণিজ্য ও ধন-সম্পদ বহুগুণে বর্দ্ধিত হইবে।

২৯। এই আয়তের বিভিন্ন প্রকার তফ্‌সীর পরিদৃষ্ট হয়। এক সম্প্রদায় বলেন যে, ইহা 'জেহাদ' বা ধর্ম্মযুদ্ধের অন্যতম আদেশ। মুসলমানগণ শক্তিসম্পন্ন হইলে প্রথমে বিধর্ম্মীদিগকে সত্যধর্ম্ম অর্থাৎ পবিত্র ইসলাম গ্রহণ করিবার জন্য আহ্বান করিবে। অনন্তর যদি তাহারা সেই আহ্বান অনুযায়ী ইসলামের ধর্ম্মবিশ্বাস, কর্ম্মপদ্ধতি ও বিধি-নিষেধ মানিয়া লয়, তবে তাহারা মুসলমান জাতির একাঙ্গ স্বরূপ স্বাধীনতা ও নাগরিক জীবনের পূর্ণ-অধিকারে অধিকারী হইবে। কিন্তু যদি তাহারা উহাতে সম্মত না হয়, তবে তাহাদিগকে মুসলমানের অধীনতা ও প্রাধান্য স্বীকারের নিমিত্ত স্বহস্তে অর্থাৎ স্বেচ্ছায় জিজিয়া প্রদানের জন্য আদেশ করিবে। যদি তাহারা এই আদেশ পালনেও অস্বীকৃত হয়, তবে তাহাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধঘোষণা করিয়া ধর্ম্মযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবে।—তঃ হক্কানী।

জিজিয়া—'জাজা' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন; উহার অর্থ সন্তুষ্টি-কর। তফ্‌সীরকারগণ উক্ত শব্দের অর্থে—মোসলেম সাম্রাজ্যের অধীনস্থ স্বাধীন বিধর্ম্মী প্রজার রক্ষণাবেক্ষণ-জনিত বিশিষ্ট-কর অথবা যুদ্ধ-বিগ্রহে যোগদানের বিনিময়ে বিধর্ম্মীর প্রদত্ত স্বতন্ত্র সমর-ট্যাক্স বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তঃ বহরুল মহিত।

জিজিয়ার কোন নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ নাই। এমামগণের কেহ জন প্রতি এক 'দিনার', কেহ দ্বাদশ হইতে আটচল্লিশ দিনার এবং কেহ কেহ অবস্থানুযায়ী জিজিয়ার পরিমাণ নির্দ্ধারিত হইবে বলিয়া অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন।—তঃ হক্কানী।

আলোচ্য আয়তের অন্যতম প্রসিদ্ধ ব্যাখ্যা এই যে, ইহা জেহাদ বা ধর্ম্ম-যুদ্ধের আক্রমণ-মূলক সাধারণ আদেশ নহে। যে সকল অংশীবাদী কাফের এবং ধর্ম্মদ্রোহী ইহুদী ও খ্রীষ্টান পবিত্র ইসলামের মূলোৎপাটনের জন্য অবিরত চেষ্টা ও ষড়যন্ত্র করিতেছিল, তাহাদের বিরুদ্ধেই সত্যধর্ম্ম গ্রহণ অথবা বশ্যতা-স্বীকার না করা পর্য্যন্ত ধর্ম্মযুদ্ধ করিবার জন্য এই আদেশ অবতীর্ণ হয় (২—১৯০ দ্রষ্টব্য)। অন্যায়ভাবে অগ্র-আক্রমণ, বলপূর্ব্বক সত্যধর্ম্ম গ্রহণ অথবা লোকদিগকে অকারণে অধীনতা শৃঙ্খলে আবদ্ধ করণ পবিত্র কোরান ও হাদিস—তথা বিশ্বধর্ম্ম ইসলামে কখনই সমর্থিত হয় নাই।—তঃ মঃ আঃ।

আলোচ্য আয়তের মর্ম্মানুসারে বর্ত্তমান যুগে ইস্‌লামই একমাত্র সত্যধর্ম্ম। আধুনিক ইহুদী ও খ্রীষ্টান ধর্ম্ম সত্যধর্ম্মের পর্য্যায় হইতে বহির্গত হইয়া গিয়াছে।—তঃ মঃ আঃ।

৫ম রুকু—ইহুদী ও খ্রীষ্টান জাতির বিস্ময়কর ভ্রান্তি

٣٠- وَقَالَتِ الْيَهُوْدُ عُزَيْرُ نِ ابْنُ اللّٰهِ
وَقَالَتِ النَّصٰرَى الْمَسِيْحُ ابْنُ اللّٰهِ ط
ذٰلِكَ قَوْلُهُمْ بِاَفْوَاهِهِمْ ج يُضَاهِـُٔوْنَ
قَوْلَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ قَبْلُ ط
قَاتَلَهُمُ اللّٰهُ ج اَنّٰى يُؤْفَكُوْنَ ۝
٣١- اِتَّخَذُوْٓا اَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ
اَرْبَابًا مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَالْمَسِيْحَ ابْنَ
مَرْيَمَ ج وَمَآ اُمِرُوْٓا اِلَّا لِيَعْبُدُوْٓا اِلٰهًا

৩০। এবং ইহুদীরা বলে যে, ওজায়ের আল্লার পুত্র এবং খ্রীষ্টানেরা বলে যে, মসীহ আল্লার পুত্র ; ইহা তাহাদের নিজেদের মুখের কথা—তাহারা পূর্ব্ববর্ত্তী অবিশ্বাসীদিগের কথার অনুকরণ করিতেছে ; আল্লাহ তাহাদিগকে বিনাশ করুন !—তাহারা কোথায় ফিরিয়া যাইবে ! ৩১। তাহারা আল্লাহকে পরিত্যাগ করিয়া তাহাদের 'আহবার' ও 'রোহবানদিগকে' এবং মরিয়ম-নন্দন ঈসাকে প্রতিপালক স্থির করিয়া লইয়াছে ! এবং তাহাদিগকে এতদ্ব্যতীত আদেশ করা হয় নাই যে, তাহারা

৩০। ইহুদী এবং খ্রীষ্টান জাতির মধ্যে আল্লাহ সম্বন্ধে কিরূপ ভ্রান্ত ধারণা বদ্ধমূল হইয়াছিল, এই আয়তে তাহাই বিবৃত হইয়াছে। খ্রীষ্টানেরা বিবেকের মস্তকে পদাঘাত কারয়া এই বিংশ শতাব্দীর জ্ঞান-বিজ্ঞানমণ্ডিত সভ্যসমুন্নত যুগেও হজরত ঈসাকে আল্লার পুত্র বলিয়া প্রচার করিতে লজ্জিত হইতেছে না ! ইহুদীরা বর্ত্তমান যুগে ঐ কুসংস্কার-মুক্ত হইলেও হজরত রসুলোল্লার সময়ে যে তাহাদের কোন কোন সম্প্রদায়ের মধ্যে ঐ অস্বাভাবিক ও অসঙ্গত ভ্রান্ত-ধারণা বিদ্যমান ছিল, তাহা ইহুদী জাতি অস্বীকার করিতে সমর্থ হয় নাই। বিশেষতঃ মোস্লেম ঐতিহাসিকগণ প্রমাণ করিয়াছেন যে, তখন মদিনা ও সিরিয়ার ইহুদী সম্প্রদায়ের মধ্যে ঐ ভ্রান্তাবশ্বাস বিশেষ ভাবে বিদ্যমান ছিল।—কোস্তলানী প্রণীত কেতাব-উন্-নেকাহ্ ।

হজরত ওজায়ের বা এজরা যে ইহুদী ধর্ম্ম-প্রচারকবৃন্দের মধ্যে বিশেষ গৌরবের আসন-প্রাপ্ত হইয়াছেন, রব্বিনিক সাহিত্যেও তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়।—ইহুদী এন্সাইক্লোপিডিয়া দ্রষ্টব্য।

"কাতালাহোমোল্লাহো"—অর্থাৎ "আল্লাহ তাহাদিগকে বিনাশ করুন" বাক্যটিকে বহু তফ্সীরকারই অভিসম্পাত স্বরূপ গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু কোন কোন তফ্সীরকার বলেন যে, উহা ভূতকাল-জ্ঞাপক স্পষ্টতর বাক্য। সুতরাং উহার অর্থে "আল্লাহ তাহাদিগকে ধ্বংস অথবা বিনাশ করিয়া দিয়াছেন"।—এইরূপ মর্ম্মার্থ পরিগ্রহণ করিতে হইবে।—এমাম রাগেব।

৩১। অধিকাংশ তফ্সীরকারের মত এই যে, ইহুদী ও খ্রীষ্টানেরা অজ্ঞতা বশতঃ তাহাদের "আহবার" ও "রোহবান" অর্থাৎ বিদ্বান ও সাধুপুরুষদিগকে এত অধিক ভয় ও ভক্তি করিত যে, তাহাদের আদেশ-নিষেধ ও বাক্যকে উহারা আল্লার আদেশ-নিষেধ ও বাক্যের অনুরূপ মনে করিত (তঃ কবির)। খ্রীষ্টানেরা হজরত ঈসাকে যেরূপ আল্লার একজাত পুত্র অথবা স্বয়ং খোদা ও উপাস্য-ঈশ্বর বলিয়া অভিহিত করে, উহারাও সেইরূপ কোন কোন আহবার ও রোহবানকে আল্লার অংশী ও উপাস্য বলিয়া মনে করিত (হক্কানী)। আল্লাহতা'লা ইহুদী ও খ্রীষ্টান জাতির ঐ অমূলক ভ্রান্ত ধারণা ও কুসংস্কারের প্রতিবাদ করিয়া বলিয়া দিলেন যে, একমাত্র আমার উপাসনা করিবার জন্যই আমি তাহাদিগকে আদেশ করিয়াছি। এতদ্ব্যতীত মানব জাতির জন্য অন্য উপাস্য অথবা আমার কোনই অংশী নাই। মহান্ আল্লাহ তাহাদের অমূলক ধারণা ও কুসংস্কার হইতে সম্পূর্ণ পবিত্র।

একমাত্র উপাস্যের আরাধনা করিবে, তিনি ব্যতীত কেহই উপাস্য নাই; তাহাদের অংশী-স্থির করা হইতে তিনি পবিত্র।
৩২। তাহারা তাহাদের মুখ-সমূহ দ্বারা আল্লার জ্যোতি নির্ব্বাপিত করিতে ইচ্ছা করে, এবং আল্লাহ স্বীয় জ্যোতি পূর্ণ করা ব্যতীত বিরত হইবেন না—এবং যদিও উহা অবিশ্বাসীদের অপ্রীতিকর।
৩৩। তিনিই স্বীয় রসুলকে সুপথ ও সত্যধর্ম্ম সহ প্রেরণ করিয়াছেন—যেন তিনি ইহাকে

وَاحِدًا ج لَآ إِلٰهَ إِلَّا هُوَ ط سُبْحٰنَهٗ عَمَّا
يُشْرِكُوْنَ ○ ٣٢- يُرِيْدُوْنَ أَنْ يُّطْفِـُٔوْا
نُوْرَ اللّٰهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللّٰهُ إِلَّا
أَنْ يُّتِمَّ نُوْرَهٗ وَلَوْ كَرِهَ الْكٰفِرُوْنَ ○
٣٣- هُوَ الَّذِيْٓ أَرْسَلَ رَسُوْلَهٗ بِالْهُدٰى
وَدِيْنِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهٗ عَلَى الدِّيْنِ

মুসলমানদিগের মধ্যেও যাহারা নিজেদের পীর-বোজর্গ এবং আলেম ও নেতৃবৃন্দকে ঐরূপ সীমাতিরিক্ত-ভক্তি সম্মান ও গৌরবের পাত্র মনে করে এবং আল্লাহ ও রসুলের আদেশ-নিষেধের বিরুদ্ধে তাহাদের আদেশ-নিষেধ পালন করাকে নিজেদের শ্রেষ্ঠতম কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করিয়া থাকে, তাহারাও উপরোক্ত ইহুদী-খৃষ্টান জাতির ন্যায় মহা অপরাধে অপরাধী এবং মহাপাপে অভিশপ্ত হইবে।

৩২—৩৩। অবিশ্বাসী কাফের এবং ধর্ম্মদ্রোহী ইহুদী ও খৃষ্টানেরা যেরূপ ভ্রান্তি ও কুসংস্কারের গভীর অন্ধকারে ডুবিয়া আছে, তাহা বর্ণনা করিবার পর আল্লাহতা'লা ইঙ্গিত করিতেছেন যে, মানব-জাতিকে ঐ সকল অধর্ম্মের অন্ধকার হইতে মুক্ত করিয়া তাহাদিগকে সত্যধর্ম্ম ও সুপথ প্রদর্শন করিবার জন্যই আমি স্বীয় অনুগ্রহে ধর্ম্মজগতের জ্যোতি-স্বরূপ আমার প্রিয়তম রসুলকে ধরাধামে প্রেরণ করিয়াছি। কিন্তু বিধর্ম্মীদের প্রকৃতি এতই হীন—তাহাদের অন্তর এতই মোহাচ্ছন্ন যে, উহারা নিজেদের অবিশ্বাস-কলুষিত পাপমুখের তুচ্ছ বাক্য দ্বারা আল্লার জ্যোতি নির্ব্বাপিত করিয়া দিতে চায়; নানারূপ কাল্পনিক অবিশ্বাস-বাক্য এবং অযথা নিন্দা ও দুর্নাম প্রচার পূর্ব্বক আমার রসুলের প্রভাব বিনষ্ট এবং সত্যধর্ম্মের-বিস্তার প্রতিরোধ করিতে ইচ্ছা করে। তাই আল্লাহতা'লা বলিতেছেন যে, যদিও ইহা অবিশ্বাসীদিগের পক্ষে অতীব অপ্রীতিকর, তথাপি আমি সত্যের শুভ্রোজ্জ্বল জ্যোতিতে সমগ্র জগৎ উদ্ভাসিত করিব এবং আমার প্রেরিত প্রিয়তম রসুল যে সুপথ ও সত্যধর্ম্ম সহ ধরাবক্ষে অবতীর্ণ হইয়াছে, সেই সত্যধর্ম্ম বা স্বর্গীয় ইস্‌লামকে আমি সমস্ত ধর্ম্মের উপর জয়যুক্ত করিয়া দিব। অবিশ্বাসীদিগের বিরাগ ও প্রতিকূলতা আমার এই অবশ্যম্ভাবী ইচ্ছা কখনই প্রতিরোধ করিতে পারিবে না। বলা বাহুল্য, হজরত রসুলোল্লার জীবনেই এই ভবিষ্যদ্বাণীর সফলতার শুভ ঊষা পরিদৃশ্যমান হইয়াছিল এবং তাঁহার তিরোধানের অব্যবহিত পরেই সমগ্র পরিচিত-পৃথ্বী বিশ্ব-বিজয়ী মুসলমানের চরণতলে লুণ্ঠিত হইয়া পবিত্র কোরান-বাণীর সফলতা স্বরূপ সর্ব্ব-ধর্ম্মের উপর স্বর্গীয় ইস্‌লামের জয়-পতাকা প্রোথিত হইয়াছিল।—তঃ হক্কানী।

বর্ত্তমান যুগে খৃষ্টান রাজশক্তির আধিক্য এবং জগদ্বাসীর উপর ইউরোপীয় রাজনীতির প্রাধান্য প্রদর্শন করিয়া কোন কোন খ্রীষ্টধর্ম্ম-প্রচারক বলেন যে, ইস্‌লাম কখনই খৃষ্টধর্ম্মের উপর জয়যুক্ত হইতে পারিবে না; বরং খৃষ্টধর্ম্মই সর্ব্ব-ধর্ম্ম-বিজয়ী হইয়া জগতে একাধিপত্য বিস্তার করিবে। কিন্তু ইহাদের মনে করা উচিত যে, রাজ্য বা রাজ্যাধিপতির সংখ্যাধিক্য এবং রাজনীতিক জয়-পরাজয়ের সহিত ধর্ম্ম-জগতের জয়-পরাজয়ের বিশেষ কোনই সম্পর্ক নাই। কোন ধর্ম্মের মূলনীতি জগতের অধিকাংশ অধিবাসী কর্ত্তৃক পরিগৃহীত হওয়াকেই সেই ধর্ম্মের চরম বিজয় মনে করিতে হইবে। সে হিসাবে ইস্‌লাম এখনও বিশ্ববিজয়ী। ইস্‌লামের প্রভাবে খৃষ্টধর্ম্মের ত্রিত্ববাদ ও মুক্তিবাদ প্রভৃতি ভ্রমবিশ্বাসী ও কুসংস্কার জগদ্বাসীর মন হইতে চিরদিনের জন্য মুছিয়া গিয়াছে; পৌত্তলিকতার অসারতা এখন

كُلِّهٖ لا وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُوْنَ ○
٣٤۔ يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا اِنَّ كَثِيْرًا
مِّنَ الْاَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَاْكُلُوْنَ
اَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّوْنَ
عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ط وَالَّذِيْنَ يَكْنِزُوْنَ
الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُوْنَهَا
فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ لا فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ
اَلِيْمٍ ع ٣٥۔ يَّوْمَ يُحْمٰى عَلَيْهَا
فِيْ نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوٰى بِهَا جِبَاهُهُمْ
وَجُنُوْبُهُمْ وَظُهُوْرُهُمْ ط هٰذَا مَا كَنَزْتُمْ
لِاَنْفُسِكُمْ فَذُوْقُوْا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُوْنَ○

সমস্ত ধর্ম্মের উপর জয়যুক্ত করেন, যদিও ইহা অবিশ্বাসীদিগের অপ্রীতিকর।
৩৪। হে বিশ্বাস-স্থাপনকারিগণ, নিশ্চয় ‘আহবার’ ও ‘রোহবান’গণের মধ্যে অনেকেই মানব-মণ্ডলীর ধন-সম্পদ অন্যায়ভাবে ভক্ষণ করে এবং তাহা-দিগকে আল্লার পথ হইতে প্রতিরোধ করিয়া থাকে; এবং যাহারা স্বর্ণ ও রৌপ্য সংগোপনে-সঞ্চিত করিয়া রাখে এবং উহা আল্লার পথে ব্যয় করে না ফলতঃ তাহাদিগকে যন্ত্রণাপ্রদ শাস্তির সংবাদ প্রদান কর।
৩৫। যে-দিন ঐ সমস্ত নরকাগ্নির মধ্যে উত্তপ্ত করা হইবে, তখন তদ্দ্বারা তাহাদের ললাট-সমূহ ও তাহাদের পার্শ্ব-সমূহ ও তাহাদের পৃষ্ঠ-সমূহ দগ্ধ করা হইবে যে, ইহা তাহাই—যাহা তোমরা নিজের জন্য সঞ্চয় করিয়া ছিলে! ফলতঃ তোমরা যাহা সংগোপনে-সঞ্চিত করিয়াছিলে তাহা আস্বাদন কর।

প্রত্যেক বিবেক-সম্পন্ন মানবই নতাশিরে স্বীকার করিয়া লইয়াছে। পক্ষান্তরে ইস্‌লামের একত্ববাদ আত্ম-সমর্পণ এবং বিশ্বজনীন সাম্য-মৈত্রী-স্বাধীনতা ও কর্ম্মফল প্রভৃতি মূলনীতি ও সার্ব্বজনীন শিক্ষা আজ সমগ্র সভ্য-জগৎ কর্ত্তৃক একবাক্যে স্বীকৃত হইতেছে। ফলতঃ পবিত্র ইস্‌লাম কর্ত্তৃক সর্ব্বধর্ম্ম বিজিত হইবার ইহা অপেক্ষা প্রকাশ্য ও স্পষ্টতর নিদর্শন আর কি হইতে পারে?—তঃ মঃ আঃ।

৩৪। অনন্তর আল্লাহতা'লা ইহুদী ও খ্রীষ্টান জাতির পরম ভক্তিভাজন “আহবার” ও “রোহবান”দিগের হীন প্রকৃতি ও বিকৃত আচরণের বিষয় পরিব্যক্ত করিতেছেন। আল্লাহতা'লা বলিতেছেন যে, উহারা অন্যায়ভাবে লোকের নিকট হইতে ধন-সম্পদ পরিগ্রহণ করে এবং ধনের লোভে লোকদিগকে সত্যধর্ম্ম হইতে বঞ্চিত করিয়া রাখে। কিন্তু যাহারা আল্লার আদেশ অনুযায়ী লোকহিতকর কার্য্যে ধন-সম্পদ ব্যয় না করিয়া উহা সংগোপনে সঞ্চিত করিয়া রাখে, পরকালে তাহাদিগকে ঘোর যন্ত্রণাজনক শাস্তি ভোগ করিতে হইবে।

মুসলমানদিগের মধ্যে যাহারা ধন-সঞ্চয়ের লোভে আল্লার আদেশ অনুযায়ী জাকাত প্রদান করে না, তাহারাও এই পর্য্যায়ের অন্তর্ভুক্ত। জাকাত প্রদান ব্যতীত ধর্ম্ম এবং জাতির অন্যান্য আবশ্যকীয় কার্য্য এবং দীন-দরিদ্র ও অভাবগ্রস্তদিগের সাহায্যার্থ যথাসাধ্য ধন-সম্পদ ব্যয় করা উচিত। অবশ্য নিয়মিত জাকাতাদি প্রদানের পর ধন সঞ্চয় করা পূর্ব্ববর্ত্তী ও পরবর্ত্তী বহু আলেমের মতে সিদ্ধ বলিয়া সমর্থিত হইয়াছে।—তঃ হক্কানী।

৩৫। যাহারা আল্লার আদেশ অনুযায়ী ধন-সম্পদ ব্যয় না করিয়া উহা সংগোপনে সঞ্চিত করিয়া রাখিবে, এই আয়তে তাহাদের শাস্তির প্রসঙ্গ বর্ণিত হইয়াছে। আল্লাহতা'লা বলিতেছেন যে, তাহাদের সঞ্চিত স্বর্ণ ও রোপ্য প্রভৃতি নরকানলে উত্তপ্তকরিয়া তাহাদের ললাট, পৃষ্ঠ ও পার্শ্বদেশ

৩৬। নিশ্চয় আল্লার গ্রন্থে নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের সৃষ্টি-দিবস হইতে আল্লার নিকট মাস-সমূহের সংখ্যা দ্বাদশ মাস, তন্মধ্যে চারি মাস পবিত্র; ইহাই সুপ্রতিষ্ঠিত পন্থা, অতএব তোমরা ইহার মধ্যে নিজেদের প্রতি অত্যাচার করিও না; এবং তোমরা সমবেতভাবে অংশী-বাদীদিগের সহিত সংগ্রাম কর—যেমন তাহারা সমবেতভাবে তোমাদের সহিত সংগ্রাম করে; এবং অবগত হও যে, আল্লা-ই ধর্ম্মভীরুগণের সঙ্গী। ৩৭। ঈদৃশ ব্যতিক্রম অবিশ্বাসের চূড়ান্ত ব্যতীত নহে—যাহাতে অবিশ্বাসকারীরা পথভ্রান্ত

٣٦- اِنَّ عِدَّةَ الشُّهُوْرِ عِنْدَ اللّٰهِ اثْنَا
عَشَرَ شَهْرًا فِيْ كِتٰبِ اللّٰهِ يَوْمَ
خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ مِنْهَا
اَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ط ذٰلِكَ الدِّيْنُ الْقَيِّمُ ۵
فَلَا تَظْلِمُوْا فِيْهِنَّ اَنْفُسَكُمْ
وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِيْنَ كَاۤفَّةً كَمَا
يُقَاتِلُوْنَكُمْ كَاۤفَّةً ط وَاعْلَمُوْۤا
اَنَّ اللّٰهَ مَعَ الْمُتَّقِيْنَ ۝ ٣٧- اِنَّمَا
النَّسِيْۤءُ زِيَادَةٌ فِي الْكُفْرِ يُضَلُّ بِهِ

সমূহ দগ্ধ করিয়া দেওয়া হইবে। ইহাই তাহাদের কৃতকার্য্যের সমুচিত প্রতিফল এবং অবৈধ সঞ্চয়ী কৃপণদিগকে অবশ্যই এই প্রতিফল ভোগ করিতে হইবে।

৩৬। এই আয়তের মর্ম্মানুসারে বুঝা যায় যে, আল্লাহতা'লাই সৃষ্টির পর হইতে মানবের জন্য দ্বাদশ মাসের আবর্ত্তন-বিবর্ত্তন স্থির করিয়া দিয়াছেন। এই দ্বাদশ মাসের মধ্যে চারিটি মাস পবিত্র বলিয়া পরিগণিত; যথা—জেল্কদ, জেলহজ্জ, মহরম ও রজব। এই চারি মাসে যুদ্ধ-বিগ্রহ ও অশান্তি-বিপ্লব সৃষ্টি করা নিষিদ্ধ। হজরত এসমাইল হইতে হজরত রসুলোল্লার আবির্ভাব পর্য্যন্ত আরবের এই প্রথা বিদ্যমান ছিল এবং এই চারি মাস সমগ্র দেশে স্বর্গীয় শান্তি ও সদ্ভাব বিরাজ করিত। কিন্তু পরবর্ত্তী যুগে অবিশ্বাসী অংশীবাদীরা যেরূপ ছল-চাতুরী অবলম্বনে পবিত্র মাস চতুষ্টয়ের অবমাননা করিয়া স্বার্থ সাধনা ও বৈর-নির্য্যাতনে লিপ্ত হইত, পরবর্ত্তী আয়তে তৎপ্রতি ইঙ্গিত করা হইয়াছে। তাহারা মুসলমানদিগের সহিত ঐরূপ অবৈধভাবে সংগ্রামে লিপ্ত হইত। তাই আল্লাহ-তা'লা বলিয়া দিলেন যে, অংশীবাদীরা যদি নিষিদ্ধ মাসে তোমাদের সহিত সমবেতভাবে যুদ্ধে লিপ্ত হয়, তবে তোমরাও সমবেতভাবে তাহাদের সহিত সংগ্রাম কর এবং জানিয়া রাখ যে, আল্লাহতা'লা ধার্ম্মিকদিগকে সাহায্য করিয়া থাকেন।

এই পবিত্র আয়ত অনুযায়ী অধিকাংশ আলেমের মতে পবিত্র ইস্‌লামে উপরোক্ত মাস চতুষ্টয়ের সম্বন্ধে কোনই সম্মান বা বিশেষত্ব অবশিষ্ট নাই। অকারণে যুদ্ধ-বিগ্রহ অথবা অত্যাচার-মূলক কার্য্য প্রত্যেক মাসেই নিষিদ্ধ এবং অপরিহার্য্য কারণ অথবা আবশ্যকানুযায়ী প্রত্যেক মাসেই উহা সুসিদ্ধ। অবশ্য কেহ কেহ উক্ত মাস চতুষ্টয়ের সম্মান ইস্‌লামেও স্বীকৃত হইয়াছে বলিয়া অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন।—তঃ হক্কানী।

৩৭। অবিশ্বাসী অংশীবাদীরা স্বীয় স্বার্থ-সাধন ও বৈর-নির্য্যাতন স্পৃহার বশবর্ত্তী হইয়া নানা প্রকারে সম্মানিত মাস সমূহের অবমাননা করিত। তাহারা নিজেদের সুবিধা অনুযায়ী কোন বৎসর মহরম এবং কোন বৎসর রজব অথবা সফর মাসে বর্ষ আরম্ভ হইল বলিয়া ঘোষণা করিত! কখন কখনও এক মাসের সহিত অন্য মাসের পরিবর্ত্তন করিয়া লইত! কখনও এক মাসকে সরাইয়া দিয়া

الَّذِيْنَ كَفَرُوْا يُحِلُّوْنَهٗ عَامًا
وَّيُحَرِّمُوْنَهٗ عَامًا لِّيُوَاطِـُٔوْا عِدَّةَ
مَا حَرَّمَ اللّٰهُ فَيُحِلُّوْا مَا حَرَّمَ اللّٰهُ ؕ
زُيِّنَ لَهُمْ سُوْٓءُ اَعْمَالِهِمْ ؕ وَاللّٰهُ
لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الْكٰفِرِيْنَ ۝

হয়; তাহারা উহার এক বৎসর বৈধ করে ও এক বৎসর অবৈধ জ্ঞান করিয়া থাকে; আল্লাহ যাহা অবৈধ করিয়াছেন বস্তুতঃ তাহারা তাহাকে বৈধ করিয়া আল্লার কৃত অবৈধ-সংখ্যা পূর্ণ করিয়া থাকে; তাহাদের জন্য তাহাদের নিকৃষ্ট কার্য্যসমূহ সুশোভিত করা হইয়াছে; এবং তিনি অবিশ্বাসী সম্প্রদায়কে পথ-প্রদর্শন করেন না।

৬ষ্ঠ রুকু—তবুক অভিযান

٣٨- يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَا لَكُمْ اِذَا
قِيْلَ لَكُمُ انْفِرُوْا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اثَّا

৩৮। হে বিশ্বাস-স্থাপনকারিগণ, তোমাদের কি হইয়াছে যে, যখন তোমাদিগকে আল্লার পথে বহির্গত

তথায় অন্য মাস লইয়া আসিত! চান্দ্র মাসকে সৌর মাসের সহিত মিশাইয়া কোন কোন বৎসর সেই বর্ষের জন্য একমাস বাড়াইয়া দিত। কখন কখন শীত-গ্রীষ্মের জন্যও মাসের নাম পরিবর্ত্তন করিয়া লইত! অথচ নিজেদের সুবিধা ও স্বার্থ-সাধনের জন্য এইরূপ স্বেচ্ছাচার-মূলক পরিবর্ত্তন, পরিবর্দ্ধন ও বিকৃতি সাধনের পরেও তাহারা সারা বৎসর মোটের উপর আল্লার নির্দ্ধারিত নিষিদ্ধ মাসের সংখ্যা স্থির রাখিত। যে কোন প্রকারে হউক, সমগ্র বৎসরে তাহারা চারি মাস পবিত্র বলিয়া সেই সময়ে যুদ্ধ বিগ্রহ হইতে বিরত থাকিত। কিন্তু আল্লাহতা'লা বলিয়া দিলেন যে, এইরূপ পরিবর্ত্তন ও স্বেচ্ছা-চারিতা অবিশ্বাস ও ধর্ম্মদ্রোহিতার চূড়ান্ত নিদর্শন ব্যতীত আর কিছুই নহে। এইরূপ নিকৃষ্ট ও স্বার্থপর প্রকৃতির জন্যই উহারা চিরকাল অধর্ম্ম ও স্বেচ্ছাচারিতার অন্ধকারে ডুবিয়া থাকিবে। সত্যের আলোক উহারা কখনই দেখিতে পাইবে না।

৩৮। এই পবিত্র আয়তে তবুক অভিযানের প্রতি ইঙ্গিত করা হইয়াছে। হিজরী নবম বর্ষের মধ্যভাগে হজরত রসুলোল্লাহ্ তায়েফ হইতে প্রত্যাগত হইয়া মহাপরাক্রান্ত রোম সম্রাটের বিরুদ্ধে তবুক অভিযানের কথা ঘোষণা করেন। এই বিষম দায়িত্বপূর্ণ অভিযানের ঘোষণা শ্রবণে উদীয়মান মোস্‌লেম-মণ্ডলীর মধ্যে এক অপূর্ব্ব চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হইয়াছিল এবং কপট-বিশ্বাসীরা উক্ত অভিযান ও উহাতে যোগদানের বিরুদ্ধে নানারূপ ওজর-আপত্তি উত্থাপন করিয়াছিল। বিশ্বাসীকুলের স্বাভাবিক ভীতি ও আশঙ্কা এবং কপট বিশ্বাসীদিগের প্রকৃতিগত ওজর-আপত্তির প্রতিকূলে এই আয়ত এবং ইহার পরবর্ত্তী কতিপয় আয়ত অবতীর্ণ হয়।—তঃ হক্কানী।

প্রসিদ্ধ তফ্‌সীরকার ও ঐতিহাসিকগণ তবুক অভিযানের যে সকল কারণ বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা এই :—নবম হিজরীর প্রারম্ভে কোন কোন মোসলেম-বিদ্বেষী কাফের রোম-সম্রাট হেরাকিলকে বিজ্ঞা-পিত করে যে, ইস্‌লাম-রবি হজরত রসুলোল্লার তিরোভাব ঘটিয়াছে। বিশযতঃ আরবে এখন অজন্মা, ‍দুর্ভিক্ষ ও বিশৃঙ্খলা বিদ্যমান। সুতরাং এই সুযোগে উদীয়মান মোস্‌লেম-শক্তিকে পর্য্যুদস্ত করিয়া আরবদেশ অধিকার করা খুবই সহজ হইবে। তদনুসারে রোম-সম্রাট আরব অধিকারের জন্য কোবাদ নামক এক বিক্রান্ত যোদ্ধার অধীনে চল্লিশ সহস্র সুশিক্ষিত সৈন্য প্রেরণ করেন এবং তাহাকে সাহায্য করিবার জন্য সিরিয়া ও আরবের সমস্ত খৃষ্টান দলপতিকে আদেশপত্র পাঠাইয়া দেন। হজরত রসুলোল্লাহ এই সংবাদ পাইয়া অবিলম্বে রোম-সম্রাটের বিরুদ্ধে-ধর্ম্মযুদ্ধ ঘোষণা পূর্ব্বক সদলবলে তবুক

الَّذِيْنَ كَفَرُوْا يُحِلُّوْنَهٗ عَامًا
وَّيُحَرِّمُوْنَهٗ عَامًا لِّيُوَاطِئُوْا عِدَّةَ
مَا حَرَّمَ اللّٰهُ فَيُحِلُّوْا مَا حَرَّمَ اللّٰهُ ؕ
زُيِّنَ لَهُمْ سُوْٓءُ اَعْمَالِهِمْ ؕ وَاللّٰهُ
لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الْكٰفِرِيْنَ ۵

হয়; তাহারা উহার এক বৎসর বৈধ করে ও এক বৎসর অবৈধ জ্ঞান করিয়া থাকে; আল্লাহ যাহা অবৈধ করিয়াছেন বস্তুতঃ তাহারা তাহাকে বৈধ করিয়া আল্লার কৃত অবৈধ-সংখ্যা পূর্ণ করিয়া থাকে; তাহাদের জন্য তাহাদের নিকৃষ্ট কার্য্যসমূহ সুশোভিত করা হইয়াছে; এবং তিনি অবিশ্বাসী সম্প্রদায়কে পথ-প্রদর্শন করেন না।

৬ষ্ঠ রুকু—তবুক অভিযান

٣٨- يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَا لَكُمْ اِذَا
قِيْلَ لَكُمُ انْفِرُوْا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اثَّا

৩৮। হে বিশ্বাস-স্থাপনকারিগণ, তোমাদের কি হইয়াছে যে, যখন তোমাদিগকে আল্লার পথে বহির্গত

তথায় অন্য মাস লইয়া আসিত! চান্দ্র মাসকে সৌর মাসের সহিত মিশাইয়া কোন কোন বৎসর সেই বর্ষের জন্য একমাস বাড়াইয়া দিত। কখন কখন শীত-গ্রীষ্মের জন্যও মাসের নাম পরিবর্ত্তন করিয়া লইত! অথচ নিজেদের সুবিধা ও স্বার্থ-সাধনের জন্য এইরূপ স্বেচ্ছাচার-মূলক পরিবর্ত্তন, পরিবর্দ্ধন ও বিকৃতি সাধনের পরেও তাহারা সারা বৎসর মোটের উপর আল্লার নির্দ্ধারিত নিষিদ্ধ মাসের সংখ্যা স্থির রাখিত। যে কোন প্রকারে হউক, সমগ্র বৎসরে তাহারা চারি মাস পবিত্র বলিয়া সেই সময়ে যুদ্ধ বিগ্রহ হইতে বিরত থাকিত। কিন্তু আল্লাহতা'লা বলিয়া দিলেন যে, এইরূপ পরিবর্ত্তন ও স্বেচ্ছাচারিতা অবিশ্বাস ও ধর্ম্মদ্রোহিতার চূড়ান্ত নিদর্শন ব্যতীত আর কিছুই নহে। এইরূপ নিকৃষ্ট ও স্বার্থপর প্রকৃতির জন্যই উহারা চিরকাল অধর্ম্ম ও স্বেচ্ছাচারিতার অন্ধকারে ডুবিয়া থাকিবে। সত্যের আলোক উহারা কখনই দেখিতে পাইবে না।

৩৮। এই পবিত্র আয়তে তবুক অভিযানের প্রতি ইঙ্গিত করা হইয়াছে। হিজরী নবম বর্ষের মধ্যভাগে হজরত রসুলোল্লাহ্ তায়েফ হইতে প্রত্যাগত হইয়া মহাপরাক্রান্ত রোম সম্রাটের বিরুদ্ধে তবুক অভিযানের কথা ঘোষণা করেন। এই বিষম দায়িত্বপূর্ণ অভিযানের ঘোষণা শ্রবণে উদীয়মান মোস্‌লেম-মণ্ডলীর মধ্যে এক অপূর্ব্ব চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হইয়াছিল এবং কপট-বিশ্বাসীরা উক্ত অভিযান ও উহাতে যোগদানের বিরুদ্ধে নানারূপ ওজর-আপত্তি উত্থাপন করিয়াছিল। বিশ্বাসীকুলের স্বাভাবিক ভীতি ও আশঙ্কা এবং কপট বিশ্বাসীদিগের প্রকৃতিগত ওজর-আপত্তির প্রতিকূলে এই আয়ত এবং ইহার পরবর্ত্তী কতিপয় আয়ত অবতীর্ণ হয়।—তঃ হক্কানী।

প্রসিদ্ধ তফ্‌সীরকার ও ঐতিহাসিকগণ তবুক অভিযানের যে সকল কারণ বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা এই :—নবম হিজরীর প্রারম্ভে কোন কোন মোসলেম-বিদ্বেষী কাফের রোম-সম্রাট হেরাকিলকে বিজ্ঞাপিত করে যে, ইস্‌লাম-রবি হজরত রসুলোল্লার তিরোভাব ঘটিয়াছে। বিশেষতঃ আরবে এখন অজন্মা, দুর্ভিক্ষ ও বিশৃঙ্খলা বিদ্যমান। সুতরাং এই সুযোগে উদীয়মান মোস্‌লেম-শক্তিকে পর্য্যুদস্ত করিয়া আরবদেশ অধিকার করা খুবই সহজ হইবে। তদনুসারে রোম-সম্রাট আরব অধিকারের জন্য কোবাদ নামক এক বিক্রান্ত যোদ্ধার অধীনে চল্লিশ সহস্র সুশিক্ষিত সৈন্য প্রেরণ করেন এবং তাহাকে সাহায্য করিবার জন্য সিরিয়া ও আরবের সমস্ত খৃষ্টান দলপতিকে আদেশপত্র পাঠাইয়া দেন। হজরত রসুলোল্লাহ এই সংবাদ পাইয়া অবিলম্বে রোম-সম্রাটের বিরুদ্ধে-ধর্ম্মযুদ্ধ ঘোষণা পূর্ব্বক সদলবলে তবুক

হয়; তাহারা উহার এক বৎসর বৈধ করে ও এক বৎসর অবৈধ জ্ঞান করিয়া থাকে; আল্লাহ যাহা অবৈধ করিয়াছেন বস্তুতঃ তাহারা তাহাকে বৈধ করিয়া আল্লার কৃত অবৈধ-সংখ্যা পূর্ণ করিয়া থাকে; তাহাদের জন্য তাহাদের নিকৃষ্ট কার্য্যসমূহ সুশোভিত করা হইয়াছে; এবং তিনি অবিশ্বাসী সম্প্রদায়কে পথ-প্রদর্শন করেন না।

الَّذِينَ كَفَرُوا يُحِلُّونَهُ عَامًا وَيُحَرِّمُونَهُ عَامًا لِّيُوَاطِئُوا عِدَّةَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ فَيُحِلُّوا مَا حَرَّمَ اللَّهُ ط زُيِّنَ لَهُمْ سُوءُ أَعْمَالِهِمْ ط وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ ۝

৬ষ্ঠ রুকু—তবুক অভিযান

৩৮। হে বিশ্বাস-স্থাপনকারিগণ, তোমাদের কি হইয়াছে যে, যখন তোমাদিগকে আল্লার পথে বহির্গত

٣٨- يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمُ انفِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اثَّا

তথায় অন্য মাস লইয়া আসিত! চান্দ্র মাসকে সৌর মাসের সহিত মিশাইয়া কোন কোন বৎসর সেই বর্ষের জন্য একমাস বাড়াইয়া দিত। কখন কখন শীত-গ্রীষ্মের জন্যও মাসের নাম পরিবর্ত্তন করিয়া লইত! অথচ নিজেদের সুবিধা ও স্বার্থ-সাধনের জন্য এইরূপ স্বেচ্ছাচার-মূলক পরিবর্ত্তন, পরিবর্দ্ধন ও বিকৃতি সাধনের পরেও তাহারা সারা বৎসর মোটের উপর আল্লার নির্দ্ধারিত নিষিদ্ধ মাসের সংখ্যা স্থির রাখিত। যে কোন প্রকারে হউক, সমগ্র বৎসরে তাহারা চারি মাস পবিত্র বলিয়া সেই সময়ে যুদ্ধ বিগ্রহ হইতে বিরত থাকিত। কিন্তু আল্লাহতা'লা বলিয়া দিলেন যে, এইরূপ পরিবর্ত্তন ও স্বেচ্ছা-চারিতা অবিশ্বাস ও ধর্ম্মদ্রোহিতার চূড়ান্ত নিদর্শন ব্যতীত আর কিছুই নহে। এইরূপ নিকৃষ্ট ও স্বার্থপর প্রকৃতির জন্যই উহারা চিরকাল অধর্ম্ম ও স্বেচ্ছাচারিতার অন্ধকারে ডুবিয়া থাকিবে। সত্যের আলোক উহারা কখনই দেখিতে পাইবে না।

৩৮। এই পবিত্র আয়তে তবুক অভিযানের প্রতি ইঙ্গিত করা হইয়াছে। হিজরী নবম বর্ষের মধ্যভাগে হজরত রসুলোল্লাহ্ তায়েফ হইতে প্রত্যাগত হইয়া মহাপরাক্রান্ত রোম সম্রাটের বিরুদ্ধে তবুক অভিযানের কথা ঘোষণা করেন। এই বিষম দায়িত্বপূর্ণ অভিযানের ঘোষণা শ্রবণে উদীয়মান মোস্লেম-মণ্ডলীর মধ্যে এক অপূর্ব্ব চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হইয়াছিল এবং কপট-বিশ্বাসীরা উক্ত অভিযান ও উহাতে যোগদানের বিরুদ্ধে নানারূপ ওজর-আপত্তি উত্থাপন করিয়াছিল। বিশ্বাসীকুলের স্বাভাবিক ভীতি ও আশঙ্কা এবং কপট বিশ্বাসীদিগের প্রকৃতিগত ওজর-আপত্তির প্রতিকূলে এই আয়ত এবং ইহার পরবর্ত্তী কতিপয় আয়ত অবতীর্ণ হয়।—তঃ হক্কানী।

প্রসিদ্ধ তফ্সীরকার ও ঐতিহাসিকগণ তবুক অভিযানের যে সকল কারণ বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা এই:—নবম হিজরীর প্রারম্ভে কোন কোন মোসলেম-বিদ্বেষী কাফের রোম-সম্রাট হেরাকিলকে বিজ্ঞা-পিত করে যে, ইস্লাম-রবি হজরত রসুলোল্লার তিরোভাব ঘটিয়াছে। বিশষতঃ আরবে এখন অজন্মা, দুর্ভিক্ষ ও বিশৃঙ্খলা বিদ্যমান। সুতরাং এই সুযোগে উদীয়মান মোস্লেম-শক্তিকে পর্য্যুদস্ত করিয়া আরবদেশ অধিকার করা খুবই সহজ হইবে। তদনুসারে রোম-সম্রাট আরব অধিকারের জন্য কোবাদ নামক এক বিক্রান্ত যোদ্ধার অধীনে চল্লিশ সহস্র সুশিক্ষিত সৈন্য প্রেরণ করেন এবং তাহাকে সাহায্য করিবার জন্য সিরিয়া ও আরবের সমস্ত খৃষ্টান দলপতিকে আদেশপত্র পাঠাইয়া দেন। হজরত রসুলোল্লাহ এই সংবাদ পাইয়া অবিলম্বে রোম-সম্রাটের বিরুদ্ধে-ধর্ম্মযুদ্ধ ঘোষণা পূর্ব্বক সদলবলে তবুক

قَلْتُمْ إِلَى الْأَرْضِ ۚ أَرَضِيتُمْ بِالْحَيٰوةِ
الدُّنْيَا مِنَ الْآخِرَةِ ۚ فَمَا مَتَاعُ
الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا قَلِيلٌ ○
٣٩- إِلَّا تَنْفِرُوا يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا
أَلِيمًا ۙ وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ
وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْئًا ۗ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ
شَيْءٍ قَدِيرٌ ○ ٤٠- إِلَّا تَنْصُرُوهُ

হইতে বলা হয়, তখন তোমরা ভূতলে বিলুণ্ঠিত হইতে থাক; তবে কি তোমরা পরোলোক অপেক্ষা পার্থিব জীবন মনো-নীত করিয়াছ? কিন্তু পরলোকের তুলনায় পার্থিব জীবনের সম্পদ অকিঞ্চিৎকর ব্যতীত নহে।
৩৯। যদি তোমরা বহির্গত না হও, তিনি তোমাদিগকে যন্ত্রণাপ্রদ শাস্তিতে শাস্তি-প্রদান করিবেন ও তোমাদের স্থানে অন্য সম্প্রদায়কে পরিবর্ত্তিত করিবেন এবং তোমরা তাহার কোনই অনিষ্ট করিতে পারিবে না; এবং আল্লাহ সর্ব্ববিষয়োপরি শক্তিমান।
৪০। তোমরা তাহাকে সাহায্য করা

অভিযানে যোগদানের জন্য আরবের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের নিকট দূত প্রেরণ করেন। হজরত রসুলোল্লার এই তেজোদীপ্ত আহ্বানে অবিশ্বাসী এবং কপটকূলের প্রবল প্রতিকূলতা ও ভীতি-প্রদর্শন এবং মোস্‌লেমবৃন্দের উদ্যোগ -আয়োজনের অসম্পূর্ণতা ও অভাব-অনটন সত্ত্বেও তিরিশ সহস্র অথবা সত্তর সহস্র আত্মোৎসর্গকারী বিশ্বাসী মোস্‌লেম যোদ্ধা তাঁহার বিশ্ববিজয়ী জাতীয়-পতাকা তলে সমবেত হন।—তঃ হক্কানী।

কপটবিশ্বাসীরা যে সকল ওজর-আপত্তি উথাপন পূর্ব্বক তবুক অভিযানের প্রতিকূলতা করিয়াছিল, তাহা এই :—১। দেশব্যাপী দুর্ভিক্ষ; ২। গ্রীষ্মের প্রচণ্ড প্রাদুর্ভাব; ৩। শস্য কর্ত্তনের সময়; ৪। সুদূরবর্ত্তী পথ এবং ৫। প্রবল পরাক্রান্ত ও সুশিক্ষিত সমরনিপুণ রোমক সৈন্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধ।—তঃ কবির।

কিন্তু উপরোক্ত অসুবিধা-সমূহের প্রতি কিছুমাত্র ভ্রূক্ষেপ না করিয়া আল্লাহতা'লার আদেশ এবং হজরত রসুলোল্লার আহ্বান অনুযায়ী ৩০,০০০ তিরিশ সহস্র বিশ্বাসী মুসলমান বিশ্বনবী হজরত রসুলোল্লার পার্শ্বে সমবেত হইয়াছিলেন।—তঃ মঃ আঃ।

৩৯। হজরতের আহ্বান অনুযায়ী তবুক অভিযানে যোগদান করিতে ইতস্ততঃ ও ওজর-আপত্তি করায় পূর্ব্ববর্ত্তী আয়তে আল্লাহতা'লা বিশ্বাসী ও কপট-বিশ্বাসীদিগকে তিরস্কার করিয়া বলিয়াছেন, তোমাদের কি হইয়াছে যে, তোমাদিগকে আল্লার পথে ধর্ম্মযুদ্ধ করিবার জন্য আহ্বান করিলে তোমরা অনর্থক ওজর-আপত্তি উথাপন পূর্ব্বক স্ব স্ব অসমর্থতা জ্ঞাপনে শয্যাশায়ী রোগীর ন্যায় ধরাশায়ী অথবা চলৎশক্তিহীন পঙ্গু হইয়া পড়! যদি তোমরা পারলৌকিক অনন্ত জীবনের তুলনায় পার্থিব অস্থায়ী জীবনকে শ্রেষ্ঠ মনে করিয়া থাক, তবে তাহা তোমাদের বিষম ভ্রম। কারণ পারলৌকিক অনন্ত জীবনের সুখ-সম্পদের তুলনায় পার্থিব জীবনের ভোগ-সুখ অতি তুচ্ছ ও অকিঞ্চিৎকর! অনন্তর এই আয়তে আল্লাহতা'লা বলিতেছেন যে, যদি তোমরা আমার রসুলের আহ্বান অনুযায়ী তাঁহার সহিত অভিযানে যোগদান না কর, তবে আমি তজ্জন্য তোমাদিগকে ইহ-পরকালে অতি কোঠর শাস্তি প্রদান করিব এবং আমার রসুলের সাহায্যের জন্য তোমাদের পরিবর্ত্তে আমি অন্য সম্প্রদায়কে সমুত্থিত করিব। ফলতঃ তোমরা তাঁহার সহযাত্রী হও বা না হয় এবং তাঁহাকে সাহায্য কর বা না কর, তাহাতে আমার রসুলের কোনই অনিষ্ট হইবে না। কারণ সর্ব্বশক্তিমান আল্লা-ই তাঁহার সর্ব্বোত্তম সহায়।

৪০। অনন্তর আল্লাহতা'লা বিশ্বাসী ও কপট-বিশ্বাসীদিগকে স্মরণ করাইয়া দিতেছেন যে, তোমরা সাহায্য না করিলেও আমার রসুলের কোনই ক্ষতিবৃদ্ধি নাই। কারণ তোমরা কেহই

فَقَدْ نَصَرَهُ اللّٰهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ
كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ
إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللّٰهَ
مَعَنَا ۚ فَأَنْزَلَ اللّٰهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ
وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا وَجَعَلَ كَلِمَةَ
الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَىٰ ۗ وَكَلِمَةُ اللّٰهِ
هِيَ الْعُلْيَا ۗ وَاللّٰهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ۝

ব্যতীত যখন অবিশ্বাসীরা তাহাকে বহিস্কৃত করিয়াছিল ফলতঃ তখন আল্লা-ই তাহাকে সাহায্য করিয়াছিলেন; যখন উভয়ে গুহার মধ্যে ছিল—সে দুইয়ের দ্বিতীয় ছিল তখন সে স্বীয় সঙ্গীকে বলিয়াছিল যে, তুমি বিষণ্ণ হইও না, নিশ্চয় আল্লাহ আমাদের সঙ্গে আছেন; অতঃপর আল্লাহ তাহাদের উপর সান্ত্বনা অবতীর্ণ করিয়াছিলেন এবং তাহাকে সৈন্যদল দ্বারা সাহায্য করিয়াছিলেন—যাহাদিগকে তোমরা অবলোকন কর নাই, এবং তিনি অবিশ্বাস-কারীদের বাক্য অনুচ্চ করিয়াছিলেন; এবং আল্লার বাণীই সমুচ্চ; এবং আল্লাহ

যখন তাহার সাহায্যকারী ছিলে না—যখন সমগ্র আরববাসীর মধ্যে একমাত্র আবু-বকর তাঁহার সাহায্যকারী সঙ্গী ছিল এবং অবিশ্বাসীরা তাঁহার প্রাণ-সংহার করিতে উদ্যত হওয়ায় যখন তিনি স্বীয় জন্মভূমি পরিত্যাগ করিয়া পর্ব্বত-গহ্বরে আত্মগোপন করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন, তখন আমিই স্বর্গীয় সান্ত্বনা এবং অদৃশ্য সৈন্যদল অবতীর্ণ করিয়া তাঁহাকে সাহায্য করিয়াছিলাম। অতঃপর অবিশ্বাসীদের "বাক্য অনুচ্চ" অর্থাৎ তাহাদের সকল ষড়যন্ত্র ব্যর্থ করিয়া "আমার বাণী সমুচ্চ" অর্থাৎ সত্য-প্রচার সম্বন্ধে আমার ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ ও জয়যুক্ত করিয়াছিলাম।

"সে দুইয়ের দ্বিতীয় ছিল"—এই বাক্যাংশ দ্বারা হজরত রসুলোল্লার সহিত হজরত আবু-বকর সিদ্দিকের উল্লেখ করা হইয়াছে। হজরত আবু-বকর হজরত রসুলোল্লার প্রতি এরূপভাবে আত্ম-সমর্পণ করিয়াছিলেন—তাঁহার সুখ-দুঃখকে নিজের জীবনের সহিত এমন অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত করিয়াছিলেন যে, তাহার প্রভাবে তিনি পবিত্র কোরানে হজরত রসুলোল্লার সহিত "দুইয়ের দ্বিতীয়" এই বাক্‌ধারা যোগে দ্বিতীয় স্থানীয় বলিয়া সম্মানিত ও গৌরবান্বিত হইয়াছেন। আলোচ্য ঘটনাটি এই:—যখন মক্কার অবিশ্বাসী কোরেশকুলের সমস্ত প্রতিকূলতা ব্যর্থ হওয়ায় তাহারা হজরত রসুলোল্লার প্রাণ-সংহারের জন্য ষড়যন্ত্র করিয়া উহার কার্য্যপদ্ধতি স্থির করে, তখন হজরত রসুলোল্লা সংগোপনে মক্কা পরিত্যাগ করিয়া মদিনায় চলিয়া যাইতে আদিষ্ট হন। হজরত এই কথা তাঁহার সর্ব্বাপেক্ষা অন্তরঙ্গ ভক্ত-বন্ধু হজরত আবু-বকরের নিকট প্রকাশ করায়, অল্পক্ষণ আলোচনার ফলে তিনিও সর্ব্বস্ব পরিত্যাগ করিয়া হজরতের সহযাত্রী হইতে ইচ্ছা প্রকাশ করেন। তদনুসারে হজরত রসুলোল্লাহ হজরত আবু-বকরের সহিত রজনীযোগে জন্মভূমি মক্কার বাসগৃহ পরিত্যাগ করিয়া মদিনা অভিমুখে যাত্রা করেন। কিন্তু তাঁহারা অল্পদূর যাইতে না যাইতেই অনুসরণকারী অরাতিকুলের আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষার জন্য মক্কার আনুমানিক তিন মাইল দূরবর্ত্তী "গারে-সুর" নামক পর্ব্বত-গহ্বরে আত্মগোপন করিতে বাধ্য হন। তাঁহারা তিন দিবস সেই পর্ব্বত-গহ্বরে অবস্থান করিয়াছিলেন। ইতিমধ্যে কোরেশেরা হজরতের সন্ধান করিতে করিতে উক্ত গহ্বরের নিকট-বর্ত্তী হইলে তাহাদের পদশব্দ শুনিয়া হজরত আবু-বকর সভয়ে হজরতের প্রতি লক্ষ্য করিয়া বলিয়া-ছিলেন, "যদি তাহারা আমাদিগকে দেখিতে পায়, তবে কি হইবে? আমরা ত দুইজন মাত্র!" তখন হজরত রসুলুল্লাহ আল্লার প্রতি অভূতপূর্ব্ব পূর্ণ নির্ভরতার সহিত বলিয়াছিলেন,—"আবু-বকর! কোনই চিন্তা করিও না; আমরা দুইজন বটে, কিন্তু আমাদের মধ্যে তৃতীয় একজন আছেন—তিনি সর্ব্বশক্তিমান আল্লাহ।"—সহি বোখারী ও মুয়র।

٤١- اِنْفِرُوْا خِفَافًا وَّثِقَالًا وَّجَاهِدُوْا
بِاَمْوَالِكُمْ وَاَنْفُسِكُمْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ط
ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ○
٤٢- لَوْ كَانَ عَرَضًا قَرِيْبًا وَّسَفَرًا
قَاصِدًا لَّاتَّبَعُوْكَ وَلٰكِنْ بَعُدَتْ
عَلَيْهِمُ الشُّقَّةُ ط وَسَيَحْلِفُوْنَ بِاللّٰهِ
لَوِ اسْتَطَعْنَا لَخَرَجْنَا مَعَكُمْ ج
يُهْلِكُوْنَ اَنْفُسَهُمْ ج وَاللّٰهُ يَعْلَمُ
اِنَّهُمْ لَكٰذِبُوْنَ ع

মহাপরাক্রান্ত বিজ্ঞানময়।
৪১। তোমারা লঘুভারে ও গুরুভারে বহির্গত হও এবং তোমাদের ধন ও তোমাদের প্রাণ দ্বারা আল্লার পথে ধর্ম্মযুদ্ধ কর; ইহাই তোমাদের জন্য কল্যাণকর—যদি তোমরা বুঝিয়া থাক।
৪২। যদি সন্নিকটবর্ত্তী সুযোগ ও সহজ-গম্য প্রবাস-যাত্রা হইত, তবেই তাহারা তোমার অনুগামী হইত, কিন্তু সুদূর-যাত্রা তাহাদের জন্য দীর্ঘতর অনুভূত হইয়াছিল; এবং তাহারা এখনই আল্লার শপথ করিবে যে, যদি আমাদের সাধ্য হইত তবে আমরা তোমাদের সহিত বহির্গত হইতাম; তাহারা নিজেদেরই জীবন বিনষ্ট করিতেছে, এবং আল্লাহ পরিজ্ঞাত আছেন যে, নিশ্চয় তাহারা অসত্যবাদী।

৪১। এই আয়তে আল্লাহতা'লা মুসলমানদিগকে "জেহাদ" বা ধর্ম্মযুদ্ধের জন্য হজরত রসুলোল্লার সহিত অভিযান করিতে এবং তজ্জন্য ধন-প্রাণ উৎসর্গ করিতে আদেশ প্রদান করিয়াছেন। তৎসহ একথাও বলা হইয়াছে যে, ধর্ম্মযুদ্ধ মুসলমানের জন্য অতীব কল্যাণকর।

"তোমরা লঘুভারে ও গুরুভারে বহির্গত হও"—এই বাক্যাংশের একাধিক মর্ম্ম পরিগৃহীত হইয়াছে। মোজাহেদ উহার অর্থে যুবক-বৃদ্ধকে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। কেহ কেহ বলেন যে, উহার অর্থ ধনী ও দরিদ্র (হক্কানী)। এমাম রাজী বলেন যে, উহার অর্থ সহজ অথবা কঠিন কিংবা সশস্ত্র অথবা অস্ত্রহীন অবস্থা।—তঃ কবির।

ফলতঃ প্রত্যেক অবস্থায় ধর্ম্মযুদ্ধে যোগদান করাই উক্ত আয়তের প্রকৃত লক্ষ্য বলিয়া অনুমিত হয়।

৪২। আরবেরা সাধারণতঃ স্বদেশ এবং সন্নিকটবর্ত্তী স্থানেই যুদ্ধে অভ্যস্ত ছিল। সুদূরে অভিযান পূর্ব্বক যুদ্ধে লিপ্ত হওয়া তাহাদের প্রকৃতি-বিরুদ্ধ। কিন্তু তাহাদের উপর বিশ্বধর্ম্ম ইস্‌লাম প্রচারের ভার অর্পিত হওয়ায় ভবিষ্যতের জন্য নানা কারণে তাহাদের পক্ষে সুদূর অভিযান এবং পৃথিবীর বিভিন্ন কেন্দ্রে গমনাগমন একরূপ অপরিহার্য্য কর্ত্তব্য-স্বরূপ পরিণত হইয়াছিল। ফলতঃ তাহারই পূর্ব্বাভাস স্বরূপ পবিত্র কোরানে এই সুদূর যুদ্ধযাত্রার আদেশ এবং স্বয়ং হজরত রসুলোল্লাহ কর্ত্তৃক তবুক অভিযান। পক্ষান্তরে যে সকল কপট-বিশ্বাসী এই অভিযানে হজরত রসুলোল্লার সহযাত্রী হইয়াছিল, তাহারা নানা অলীক ওজর-আপত্তি উত্থাপনে স্ব স্ব অসমর্থতা জ্ঞাপন পূর্ব্বক যুদ্ধাভিযান হইতে অব্যাহতি পাইবার জন্য হজরতের অনুমতি প্রার্থনা করিত। তাই আল্লাহতা'লা তাহাদের কপটতা প্রকাশ করিয়া বলিয়া দিলেন যে, যদি নিকটবর্ত্তী স্থানে যুদ্ধ হইত এবং ধন-সম্পদ লাভের আশা থাকিত, তবে উহারা সানন্দে তোমার অনুগামী হইত। সুদূর অভিযান বলিয়াই উহারা তোমার নিকট মিথ্যা শপথ করিয়া অব্যাহতি প্রার্থনা করিতেছে। অতঃপর ঐরূপ শপথকারীরা যে কপট ও মিথ্যাবাদী, আয়তের শেষে আল্লাহতা'লা তাহা স্পষ্টতর ভাষায় ঘোষণা করিয়াছেন।

৭ম রুকু—কপটকুলের নীতি ও প্রকৃতি

৪৩। আল্লাহ তোমাকে ক্ষমা
করুন! তোমার নিকট সত্যবাদিগণ
প্রকাশিত না-হওয়া-পর্য্যন্ত তুমি কেন
তাহাদিগকে অনুমতি প্রদান করিলে
এবং তুমি অসত্যবাদীদিগকেও অবগত
হইতে? ৪৪। যাহারা আল্লাহ ও পর-
কালের প্রতি বিশ্বাস-স্থাপন করিয়াছে
তাহারা তাহাদের ধন ও তাহাদের
প্রাণ দ্বারা ধর্ম্মযুদ্ধ করিতে তোমার
অনুমতি প্রার্থনা করে না; এবং আল্লাহ
ধর্ম্মভীরুদিগকে পরিজ্ঞাত আছেন।
৪৫। যাহারা আল্লাহ ও পরকালের
প্রতি বিশ্বাস করে না—তাহারাই কেবল
তোমার অনুমতি প্রার্থনা করিয়া থাকে,

٤٣- عَفَا اللّٰهُ عَنْكَ ۚ لِمَ اَذِنْتَ
لَهُمْ حَتّٰى يَتَبَيَّنَ لَكَ الَّذِيْنَ صَدَقُوْا
وَتَعْلَمَ الْكٰذِبِيْنَ ○ ٤٤- لَا يَسْتَاْذِنُكَ
الَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ
الْاٰخِرِ اَنْ يُّجَاهِدُوْا بِاَمْوَالِهِمْ
وَاَنْفُسِهِمْ ۗ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌۢ بِالْمُتَّقِيْنَ ○
٤٥- اِنَّمَا يَسْتَاْذِنُكَ الَّذِيْنَ
لَا يُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ

৪৩। যে সকল কপট-বিশ্বাসী তবুক অভিযান হইতে অব্যাহতি লাভের জন্য হজরত রসুলোল্লার নিকট অব্যাহতি প্রার্থনা করিয়াছিল, হজরত রসুলোল্লা তাহাদের মধ্যে কোন কোন ব্যক্তিকে অব্যাহতি প্রদান করিয়াছিলেন। তাই আল্লাহতা'লা বলিতেছেন যে, যদি তুমি অনুমতি প্রদান না করিতে, তবে উহাদের মধ্যে কে সত্যবাদী ও কে অসত্যবাদী এবং কে বিশ্বাসী ও কে অবিশ্বাসী, তাহা তোমার নিকট সম্যক প্রকাশিত হইত। কারণ কপট-বিশ্বাসীরা তোমার অনুমতি না পাইলেও যুদ্ধভিযান হইতে পলায়ন করিত এবং তদ্দ্বারা তুমি অসত্যবাদী কপটদিগকে উত্তমরূপে চিনিতে পারিতে।

উপরোক্ত অনুমতি প্রদানে হজরত রসুলোল্লার কোনই অপরাধ হয় নাই এবং ঐরূপ অনুমতি প্রদান কোন স্বর্গীয় আদেশের ব্যতিক্রম অথবা ন্যায়ধর্ম্মের অন্যথাচরণও নহে। কিন্তু তথাপি এই আয়তের প্রারম্ভে "আফা আল্লাহো আন্‌কা" অর্থাৎ "আল্লাহ তোমাকে ক্ষমা করুন"—এই বাক্‌ধারাটি সংযোজিত হওয়ায় কতিপয় বিধর্ম্মী সমালোচক এতদ্দ্বারা হজরতের অপরাধ সপ্রমাণ করিবার জন্য ব্যর্থ চেষ্টা করিয়াছেন। ঐ সকল বিধর্ম্মী লেখক আরব্য বাক্‌ধারার প্রয়োগ প্রণালী ও ভাব-ব্যঞ্জনা সম্বন্ধে একেবারেই অনভিজ্ঞ। ফলতঃ উক্ত বাক্যাংশের দ্বারা হজরত রসুলোল্লা কর্ত্তৃক অযোগ্য পাত্রে অনুগ্রহ বিতরণের জন্য তৎপ্রতি আল্লাহতা'লার অতিরিক্ত অনুকম্পা ও প্রীতির একটি অনির্ব্বাচনীয় ভাবের অভিব্যক্তিই প্রকাশিত হইয়াছে। অতিরিক্ত দয়ালু ব্যক্তিকে তাহার হিতৈষী অভিভাবক যেরূপ স্নেহ-গৌরব-বিমণ্ডিত ভাষায় তিরস্কার করে, ইহাও সেইরূপ অতিরিক্ত প্রীতি ও গৌরব প্রকাশক স্নেহ-সম্ভাষণ—বিরক্তিকর ও নীরস তিরস্কার নহে।—তঃ কবির ও মঃ আঃ।

৪৪—৪৫। এই দুইটি আয়তে আল্লাহতা'লা আরও বলিয়া দিতেছেন যে, যাহারা আল্লাহ ও পরকালের প্রতি বিশ্বাসী প্রকৃত মুসলমান, তাহারা কখনই আল্লার পথে স্ব স্ব ধন-প্রাণ উৎসর্গ করিতে তোমার নিকট অব্যাহতির অনুমতি প্রার্থনা করে না। পক্ষান্তরে যাহারা উক্ত সত্যের প্রতি বিশ্বাসী নহে, তাহারাই ঐরূপ অনুমতি প্রার্থনা করিয়া থাকে। আল্লাহতা'লা সত্য-বিশ্বাসী

এবং তাহাদের অন্তর-সমূহ সংশয়াচ্ছন্ন; অতএব তাহারাই স্বীয় সন্দেহে দোদুল্যমান রহিয়াছে। ৪৬। এবং যদি তাহারা বহির্গত হইতে ইচ্ছা করিত তবে তাহারা তজ্জন্য উদ্যোগ-আয়োজন করিত, কিন্তু আল্লাহ তাহাদের বহির্গমনে বীতশ্রদ্ধ; সুতরাং তিনিই তাহাদিগকে সংরুদ্ধ করিয়াছেন এবং তাহাদিগকে বলা হইয়াছিল যে, তোমরা উপবিষ্ট-গণের সহিত উপবেশন করিয়া থাক। ৪৭। যদি তাহারা তোমাদের সঙ্গে বহির্গত হইত তবে বিশৃঙ্খলা ব্যতীত তোমাদের কিছুই বর্দ্ধিত করিত না, এবং তোমাদের মধ্যে অশান্তি কামনায় তাহারা তোমাদের সহিত অশ্ব-ধাবন করিত, এবং তোমাদের মধ্যে তাহাদের জন্য কর্ণপাতকারী আছে; এবং আল্লাহ অত্যাচারীদিগকে পরিজ্ঞাত আছেন। ৪৮। নিশ্চয় তাহারা পূর্ব্বেই অশান্তি কামনা করিয়াছিল এবং সত্যের আগমন পর্য্যন্ত তাহারা তোমার কার্য্যসমূহ সম্বন্ধে ষড়যন্ত্র করিয়াছিল, এবং আল্লার আদেশ সুপ্রকাশিত হইয়াছে ও

وَارْتَابَتْ قُلُوبُهُمْ فَهُمْ فِي رَيْبِهِمْ
يَتَرَدَّدُونَ ○ ٤٦- وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ
لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً وَلَٰكِنْ كَرِهَ اللَّهُ
انْبِعَاثَهُمْ فَثَبَّطَهُمْ وَقِيلَ اقْعُدُوا مَعَ
الْقَاعِدِينَ ○ ٤٧- لَوْ خَرَجُوا فِيكُمْ
مَا زَادُوكُمْ إِلَّا خَبَالًا وَلَأَوْضَعُوا خِلَالَكُمْ
يَبْغُونَكُمُ الْفِتْنَةَ ج وَفِيكُمْ سَمَّاعُونَ لَهُمْ ط
وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ ○ ٤٨- لَقَدِ
ابْتَغَوُا الْفِتْنَةَ مِنْ قَبْلُ وَقَلَّبُوا لَكَ
الْأُمُورَ حَتَّىٰ جَاءَ الْحَقُّ وَظَهَرَ أَمْرُ اللَّهِ

ও কপট-বিশ্বাসী—উভয় শ্রেণীকেই পরিজ্ঞাত আছেন। কপটদিগের অন্তর সংশয়াচ্ছন্ন; সুতরাং তাহাদের সন্দেহ কখনই বিদূরিত হইবে না।

৪৬—৪৭। এস্থলে আল্লাহতা'লা কপট-বিশ্বাসীদের আরও দুইটি প্রকৃতি বর্ণনা করিতেছেন। প্রথমতঃ যদি তাহারা তবুক অভিযানে গমনের জন্য ইচ্ছুক থাকিত, তবে তাহারা পূর্ব্বেই তদনুরূপ উদ্যোগ-আয়োজন করিত। কিন্তু তাহারা কোনরূপ উদ্যোগ-আয়োজন না করিয়া যে সকল অযথা ওজর-আপত্তি উত্থাপন পূর্ব্বক যুদ্ধাভিযান হইতে অব্যাহতি প্রার্থনা করিতেছে, তাহাতেই তাহাদের কপটতা সুস্পষ্ট রূপে প্রকাশিত হইয়াছে। ফলতঃ ঐ সকল কপটের ভাগ্যে ধর্ম্মযুদ্ধে যোগদানের পুণ্য লিখিত হয় নাই; উহারা অলস ও অকর্ম্মাদিগের সহিত একত্রে বসিয়া ধর্ম্ম-কর্ম্মবিহীন অসার জীবন অতিবাহিত করিবে।

দ্বিতীয়তঃ কপট-বিশ্বাসীরা যদি তবুক-অভিযানে তোমাদের সহযাত্রী হইত, তথাপি তাহাদের দ্বারা তোমাদের কোনই উপকার হইত না। বরং তাহারা তোমাদের সঙ্গে সঙ্গে থাকিয়া প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে তোমাদের অনিষ্ট কামনা করিত এবং শত্রুপক্ষের ও সাধারণের নিকট তোমাদের অযথা নিন্দা ও দুর্নাম প্রচারের সুযোগ অন্বেষণ করিয়া বেড়াইত।

৪৮। অনন্তর আল্লাহতা'লা বলিতেছেন যে, আমি দুষ্কার্য্যকারীদিগকে উত্তমরূপে অবগত আছি। কপটেরা যে শুধু বর্ত্তমান সময়েই তোমাদের অনিষ্ট কামনা করিতেছে তাহা নহে; বরং তাহারা পূর্ব্ব হইতেই তোমাদের প্রতিকূলে শত্রুতা ও ষড়যন্ত্র করিয়া আসিতেছে। কিন্তু আমার অখণ্ডনীয়

وَهُمْ كٰرِهُوْنَ ۝ ٤٩- وَمِنْهُمْ
مَّنْ يَّقُوْلُ ائْذَنْ لِّيْ وَلَا تَفْتِنِّيْ ط
اَلَا فِي الْفِتْنَةِ سَقَطُوْا ط وَاِنَّ جَهَنَّمَ
لَمُحِيْطَةٌ بِالْكٰفِرِيْنَ ۝ ٥٠- اِنْ
تُصِبْكَ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ ج وَاِنْ
تُصِبْكَ مُصِيْبَةٌ يَّقُوْلُوْا قَدْ اَخَذْنَا اَمْرَنَا
مِنْ قَبْلُ وَيَتَوَلَّوْا وَّهُمْ فَرِحُوْنَ ۝
٥١- قُلْ لَّنْ يُّصِيْبَنَا اِلَّا مَا كَتَبَ
اللّٰهُ لَنَا ج هُوَ مَوْلٰىنَا ج وَعَلَى اللّٰهِ

তাহারা বীতশ্রদ্ধ রহিয়াছে।
৪৯। এবং তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ বলে যে, আমাকে অব্যাহতি প্রদান কর এবং অশান্তি-মগ্ন করিও না; সতর্ক হও! তাহারাই অশান্তির মধ্যে নিপতিত রহিয়াছে; এবং নিশ্চয়ই নরক অবিশ্বাসী-দিগকে পরিবেষ্টন করিয়া আছে।
৫০। যদি তোমার প্রতি সুমঙ্গল সমুপস্থিত হয়—তাহারা অসন্তুষ্ট হইয়া থাকে এবং যদি তোমার প্রতি বিপদ উপস্থিত হয় তবে তাহারা বলে যে, নিশ্চয় আমরা পূর্ব্বেই আমাদের বক্তব্য-বিষয় পরিগ্রহণ করিয়াছি; এবং তাহারা প্রতি-গমন করে ও পরিতুষ্ট হয়।
৫১। তুমি বল—আল্লাহ যাহা আমাদের জন্য লিপিবদ্ধ করিয়াছেন তদ্ব্যতীত কিছুই আমাদিগকে স্পর্শ করিবে না; তিনিই আমাদের প্রভু; এবং বিশ্বাসিগণের

ইচ্ছায় তাহাদের সমস্ত শত্রুতা ও ষড়যন্ত্র ব্যর্থ হওয়া সত্ত্বেও তাহাদের প্রকৃতি তোমাদের প্রতি বিরূপ এবং তাহাদের অন্তরে তোমাদের শত্রুতা-সাধনেচ্ছা বদ্ধমূল হইয়া রহিয়াছে।

৪৯। অশান্তি ও বিপদের ভয়ে যাহারা তবুক-অভিযান হইতে অব্যাহতি প্রার্থনা করিয়াছিল, আল্লাহতা'লা বলিয়া দিলেন যে, প্রকৃতপক্ষে ঐ সকল ক্ষীণ ও কপট-বিশ্বাসী লোকই অশান্তির মধ্যে পরিবেষ্টিত রহিয়াছে। কারণ ইহজীবনের অবসানে উহাদিগকে নরকানলে প্রবেশ করিয়া অবর্ণনীয় অশান্তি ও বিপদ-বিড়ম্বনা ভোগ করিতে হইবে।

৫০। আল্লাহতা'লা বলিতেছেন :—হে রসুল! যখন তুমি বিজয় গৌরবের অধিকারী অথবা অন্যবিধ সম্পদে সম্পদশালী হও, তখন কপট-বিশ্বাসীরা অন্তরে অন্তরে অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হইয়া থাকে। কিন্তু তোমার উপর যুদ্ধ-বিগ্রহ জনিত কোনরূপ আপদ-বিপদ উপস্থিত হইলে উহারা বলে যে, এ কথা ত আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছিলাম; আমাদের কথা অনুযায়ী কাজ করিয়া আমরা ভালই করিয়াছি। ফলতঃ তোমাদের বিপদে পরিতুষ্ট এবং তোমার সম্পদে অসন্তুষ্ট ও প্রত্যাবৃত্ত হওয়াই কপট-বিশ্বাসীদের স্বভাব-ধর্ম্ম।

৫১। পূর্ব্ব আয়তে কপট-বিশ্বাসীদিগের যে প্রকৃতি বর্ণিত হইয়াছে, এই আয়তটী তাহার প্রত্যুত্তর। আল্লাহতা'লা হজরত রসুলোল্লাকে বলিতেছেন :—তুমি কপটদিগকে বলিয়া দাও যে, আল্লাহতা'লার সদিচ্ছা-সঞ্জাত ভাগ্যলিপির নির্দ্দেশ ব্যতীত আমাদের কোনই অনিষ্ট হইবে না। তিনিই আমাদের একমাত্র প্রভু; সুতরাং সুখে দুঃখে, সম্পদে বিপদে—সকল অবস্থায় তাঁহার প্রতি নির্ভর করাই আমাদের একমাত্র কর্ত্তব্য।

পক্ষে আল্লার উপরেই নির্ভর করা উচিত। ৫২। তুমি বল—তোমরা কি আমাদের জন্য দুইটি উত্তমের একটি ব্যতীত প্রতীক্ষা করিতেছ না? এবং আমরা তোমাদের জন্য অপেক্ষা করিতেছি যে, আল্লাহ স্বীয় সন্নিধান হইতে অথবা আমাদের হস্ত দ্বারা তোমাদিগকে শাস্তি-প্রদান করেন; অতএব তোমরা প্রতীক্ষা কর—নিশ্চয় আমরাও তোমাদের সহিত প্রতীক্ষায় রহিলাম। ৫৩। তুমি বল—তোমরা সন্তুষ্টি অথবা অসন্তুষ্টি সহকারে যে ব্যয় কর—তোমাদিগ হইতে তাহা কখনই পরিগৃহীত হইবে না; নিশ্চয় তোমরা দুষ্কার্য্যকারী সম্প্রদায়। ৫৪। এবং এতদ্ব্যতীত তাহাদিগ হইতে তাহার ব্যয়-পরিগ্রহণে নিষেধ করা হয় নাই

فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُوْنَ ۝ ৫২- قُلْ
هَلْ تَرَبَّصُوْنَ بِنَآ اِلَّآ اِحْدَى
الْحُسْنَيَيْنِ ط وَنَحْنُ نَتَرَبَّصُ بِكُمْ
اَنْ يُّصِيْبَكُمُ اللّٰهُ بِعَذَابٍ مِّنْ عِنْدِهٖٓ
اَوْ بِاَيْدِيْنَا صلے فَتَرَبَّصُوْٓا اِنَّا مَعَكُمْ
مُّتَرَبِّصُوْنَ ۝ ৫৩- قُلْ اَنْفِقُوْا
طَوْعًا اَوْ كَرْهًا لَّنْ يُّتَقَبَّلَ مِنْكُمْ ط
اِنَّكُمْ كُنْتُمْ قَوْمًا فٰسِقِيْنَ ۝ ৫৪- وَمَا
مَنَعَهُمْ اَنْ تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقٰتُهُمْ اِلَّآ

৫২। পূর্ব্বোক্ত আয়তের সহিত কপট বিশ্বাসীদিগকে আরও বলিয়া দেওয়া হইতেছে যে, আমাদের সুখ-দুঃখ বা সম্পদ-বিপদের জন্য কিছু আসে যায় না। আল্লাহতা'লা আমাদের দ্বারাই হউক অথবা অন্য প্রকারেই হউক, তোমাদিগকে অবশ্যই কপটতার সমুচিত শাস্তি প্রদান করিবেন। অতএব তোমরা সেই সময়ের জন্য অপেক্ষা কর; আমরাও উহার জন্য তোমাদের সহিত প্রতীক্ষা করিতে থাকিলাম।

এই আয়তের "দুইটি কল্যাণ" বাক্য দ্বারা স্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করা হইতেছে যে, "বিজয়ী" অথবা "শহীদ"—এই দুইটি কল্যাণের একটি লাভের জন্যই আমরা জীবন ধারণ করিয়া থাকি। প্রকৃত বিশ্বাসী মুসলমানের নিকট পরাজয় অপরিজ্ঞাত। সুতরাং জয়-পরাজয় অথবা সম্পদ-বিপদের জন্য আমরা কিছুমাত্র চিন্তা করি না এবং কপট-বিশ্বাসীদেরও তাহাতে আনন্দিত হইবার বা পরিত্রাণ পাইবার কিছুমাত্র সম্ভাবনা নাই।

এই আয়ত অবতীর্ণ হইবার অব্যবহিত পরেই কপট-বিশ্বাসীরা সত্যবিশ্বাসী মুসলমানগণ কর্ত্তৃক প্রকাশ্যভাবে "মোনাফেক" অর্থাৎ কপট-বিশ্বাসী নামে অভিহিত হইয়া মসজিদ হইতে বহিষ্কৃত হইয়াছিল। কিন্তু এই বহিষ্কার ব্যতীত তাহাদিগকে হজরত রসুলোল্লার জীবনে অথবা পরবর্ত্তী কালে অন্য কোনরূপে নির্য্যাতন করা হয় নাই।—৭৫ আয়ত, তঃ কবির।

৫৩—৫৪। এই দুইটি আয়তে অবিশ্বাসী ও কপট-বিশ্বাসীদিগের সমূহ দান দুই কারণে ব্যর্থ হইবে বলিয়া ঘোষণা করা হইয়াছে। প্রথমতঃ যাহারা আল্লাহ-রসুলের আদিষ্ট ধর্ম্মযুদ্ধ হইতে অব্যাহতি লাভের জন্য সন্তুষ্টি অথবা অসন্তুষ্টির সহিত উক্ত কার্য্যে সহায়তা স্বরূপ ধন-সম্পদ প্রদান করে, এবং দ্বিতীয়তঃ যাহারা আল্লাহ-রসুলের প্রতি বিশ্বাস-স্থাপন ও নিয়মিত নামাজ পাঠ না করিয়া অনিচ্ছার সহিত সৎকার্য্যে দান করিয়া থাকে—আল্লাহতা'লা বলিয়া দিতেছেন যে, ঐরূপ অবিশ্বাসী অথবা দুষ্কার্য্যকারী সম্প্রদায়ের দান কখনই পরিগৃহীত হইবে না, ফলতঃ উহা সম্পূর্ণ ব্যর্থ হইয়া যাইবে।

اَنَّهُمْ كَفَرُوْا بِاللّٰهِ وَبِرَسُوْلِهٖ وَلَا يَاْتُوْنَ
الصَّلٰوةَ اِلَّا وَهُمْ كُسَالٰى وَلَا يُنْفِقُوْنَ
اِلَّا وَهُمْ كٰرِهُوْنَ ○ ৫৫- فَلَا تُعْجِبْكَ
اَمْوَالُهُمْ وَلَآ اَوْلَادُهُمْ ط اِنَّمَا يُرِيْدُ اللّٰهُ
لِيُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا
وَتَزْهَقَ اَنْفُسُهُمْ وَهُمْ كٰفِرُوْنَ ○
৫৬- وَيَحْلِفُوْنَ بِاللّٰهِ اِنَّهُمْ لَمِنْكُمْ ط
وَمَا هُمْ مِّنْكُمْ وَلٰكِنَّهُمْ قَوْمٌ يَّفْرَقُوْنَ ○

যে, তাহারা আল্লার প্রতি ও তদীয় রসুলের প্রতি অবিশ্বাস করে এবং নামাজে উপস্থিত হয় না বরং তাহারা শৈথিল্য করে এবং তাহারা বীতশ্রদ্ধভাবে ব্যতীত ব্যয় করে না।
৫৫। অতঃপর তাহাদের ধন-সম্পদ এবং তাহাদের সন্তান-সন্ততি যেন তোমাকে বিস্মিত না করে; আল্লাহ এতদ্দ্বারা তাহাদিগকে পার্থিব জীবনে শাস্তিদান ব্যতীত ইচ্ছা করেন না এবং তাহাদের জীবন নিষ্ক্রান্ত হইবে ও তাহারা অবিশ্বাসী থাকিয়া যাইবে।
৫৬। এবং তাহারা আল্লার শপথ করে যে, নিশ্চয় তাহারা তোমাদের অন্তর্গত; এবং তাহারা তোমাদের অন্তর্ভুক্ত নহে এবং তাহারা এক স্বতন্ত্র সম্প্রদায়।

উপরোক্ত দুইটি আয়তে স্পষ্টই প্রমাণিত হয় যে, যখন আল্লাহ-রসুলের আদেশ ও নির্দ্দেশ অনুযায়ী জেহাদ ও হেজরত প্রভৃতি শারীরিক কর্ত্তব্য পালন একান্ত প্রয়োজন হইয়া পড়ে, তখন মুসলমানের পক্ষে তদ্বিনিময়ে ধন-সম্পদ দান অথবা দোওয়া-তাবিজ বিতরণ করিলে তাহাতে কোনই ফল হইবে না; বরং আল্লার নিকট তাহাদের ঐ সকল কার্য্য সম্পূর্ণ ব্যর্থ ও অগ্রাহ্য হইয়া থাকে। দ্বিতীয়তঃ অবিশ্বাসী ও অনিয়মিত নামাজ-পাঠকারীর দান ও সৎকার্য্যের কোনই সার্থকতা নাই। তাহারা সাধারণতঃ অনিচ্ছার সহিত লোক-দেখান ভাবে দান-ধ্যান করিয়া থাকে; কিন্তু ঐরূপ অনিচ্ছাকৃত দান আল্লার নিকট সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য।

৫৫। অতঃপর কপট-বিশ্বাসীরা তাহাদের ধন-সম্পদ ও তাহাদের সন্তান-সন্ততি দ্বারা পার্থিব জীবনে কিরূপ অবক্তব্য বিড়ম্বনা ভোগ করিয়া অবিশ্বাসী-রূপে মৃত্যুমুখে পতিত হইবে, এই আয়তে তাহাই উক্ত হইয়াছে। কপট-বিশ্বাসীরা অন্তরে অন্তরে ইস্‌লামের ঘোর শত্রু হইলেও নানা কারণে তাহারা প্রকাশ্যভাবে মুসলমান নামে পরিচিত হইয়া থাকে এবং এই প্রকাশ্য পরিচয়ের জন্য তাহারা সময় সময় ইস্‌লামের হিতকর কার্য্যে ধন-সম্পদ দান করিতে বাধ্য হয়। অথচ অন্তরে যাহার সহিত ঘোর শত্রুতা, প্রকাশ্যে তাহারই উন্নতি-সাধন ও হিতকল্পে ধন-সম্পদ দান করা কিরূপ বিষম বিড়ম্বনা তাহা বোধ হয় কাহাকেও বলিয়া দিতে হইবে না। দ্বিতীয়তঃ কপটদিগের সন্তান-সন্ততিগণ সাধারণতঃ প্রকাশ্য পৈত্রিক ধর্ম্মেই বর্দ্ধিত ও পরিপুষ্ট হইয়া উত্তরকালে উহারই উন্নতি-সাধন ও শক্তি বর্দ্ধন করিয়া থাকে। সুতরাং সত্যের শত্রু কপটেরা স্বীয় জীবনেই ইহা অনুভব করিয়া কিরূপ অসহ্য আত্মদাহ ভোগ করিয়া থাকে, তাহা বলাই বাহুল্য। তাই আল্লাহতা'লা হজরত রসুলোল্লাকে বলিতেছেন যে, তুমি বিস্মিত হইও না—আমি কপট-বিশ্বাসীদিগকে তাহাদের ধন-সম্পদ ও তাহাদের সন্তান-সন্ততি দ্বারা ইহ-জীবনেই একরূপ কঠোর শাস্তি প্রদান করিব। তাহারা মৃত্যুর পূর্ব্বেই অনুভব করিয়া যাইবে যে, তাহাদের ধন-সম্পদ তাহাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে ব্যয়িত হইয়াছে এবং তাহাদের সন্তান-সন্ততিরা তাহাদের আন্তরিক শত্রুদিগেরই পুষ্টিসাধন করিতেছে।

৫৬। আল্লাহতা'লা বলিতেছেন :—কপট-বিশ্বাসীরা যদি আল্লার শপথ করিয়াও বলে যে, আমরা তোমাদের সম-সম্প্রদায়ভুক্ত মুসলমান, তথাপি তাহা বিশ্বাসযোগ্য বলিয়া গৃহীত হইবে না। নিশ্চয় তাহারা বিশ্বাসী মুসলমানদিগের অন্তর্ভুক্ত নহে—বরং তাহারা এক স্বতন্ত্র সম্প্রদায়।

৫৭। যদি তাহারা কোন আশ্রয়-স্থল বা গহ্বর কিংবা প্রবেশ-যোগ্য স্থান প্রাপ্ত হয়, তবে তাহারা তদ্দিকে প্রতিগমন করিবে ও প্রধাবিত হইবে। ৫৮। এবং তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ ছদকা-বণ্টনে তোমাকে অপবাদ প্রদান করিতেছে, অতঃপর যদি উহা হইতে তাহাদিগকে প্রদান করা হয়, তবে তাহারা পরিতুষ্ট হইবে এবং যদি উহা হইতে তাহাদিগকে প্রদান করা না হয় তখন তাহারা কুপিত হইয়া থাকে। ৫৯। এবং আল্লাহ ও তদীয় রসুল তাহাদিগকে যাহা দান করিয়াছেন তাহারা যদি উহাতে পরিতুষ্ট হয় এবং বলে যে, আল্লা-ই আমাদের জন্য যথেষ্ট—তবে অচিরেই আল্লাহ ও তদীয় রসুল স্বীয় অনুগ্রহ হইতে আমাদিগকে দান করিবেন, নিশ্চয় আমরা আল্লারই দিকে আকৃষ্ট।

৫৭- لَوْ يَجِدُونَ مَلْجَأً أَوْ مَغٰرٰتٍ أَوْ
مُدَّخَلًا لَّوَلَّوْا إِلَيْهِ وَهُمْ يَجْمَحُونَ ○
৫৮- وَمِنْهُم مَّن يَلْمِزُكَ
فِي الصَّدَقٰتِ ۚ فَإِنْ أُعْطُوا مِنْهَا
رَضُوا وَإِن لَّمْ يُعْطَوْا مِنْهَا إِذَا هُمْ
يَسْخَطُونَ ○ ৫৯- وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا
مَا آتٰهُمُ اللّٰهُ وَرَسُولُهُ وَقَالُوا
حَسْبُنَا اللّٰهُ سَيُؤْتِينَا اللّٰهُ مِن فَضْلِهِ
وَرَسُولُهُ إِنَّا إِلَى اللّٰهِ رٰغِبُونَ ع

৮ম রুকু—কপটকুলের শাস্তি-ভোগ

৬০। ছদকা কেবল-মাত্র দরিদ্রকুল ও অভাবগ্রস্তগণ ও ভারাপিত কর্ম্মচারি-বৃন্দ ও অনুরাগী অন্তর-বিশিষ্টদিগের এবং

৬০- إِنَّمَا الصَّدَقٰتُ لِلْفُقَرَاءِ وَ
الْمَسٰكِينِ وَالْعٰمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ

৫৭। এই আয়াতের মর্ম্ম এই যে, কপট-বিশ্বাসীরা একান্ত নিরুপায় হইয়াই নানাবিধ স্বার্থ সাধনোদ্দেশ্যে ইস্‌লাম গ্রহণ করিয়াছে। কিন্তু যদি তাহারা কোন সাহায্যকারী অথবা আশ্রয়স্থান প্রাপ্ত হয়, তবে তৎক্ষণাৎ মুসলমানদিগকে পরিত্যাগ করিয়া সেই স্থানে চলিয়া যাইবে।

৫৮। হজরত রসুলোল্লাহ স্বয়ং ছদ্‌কা, জাকাত ও যুদ্ধলব্ধ দ্রব্যাদি সংগ্রহ করিয়া—উহা পাইবার অধিকারী উপযুক্ত ব্যক্তিগণের মধ্যে বিতরণ করিতেন অথবা বিভাগ করিয়া দিতেন। ইহাতে কোন কোন কপট-বিশ্বাসী ঐ কার্য্য উপলক্ষে হজরত রসুলোল্লার প্রতি অনধিকার-কার্য্য, পক্ষপাত অথবা অন্যায়াচরণের অযথা দোষারোপ করিত (সহি বোখারী)। ঐ সকল অযথা উক্তির প্রতিবাদ স্বরূপ এই আয়ত অবতীর্ণ হইয়াছে। আল্লাহতা'লা বলিয়া দিলেন যে, উহারা নিজেরা না পাওয়ার জন্যই ঐরূপ বলিয়া থাকে। যদি উপরোক্ত ধন-সম্পদের কোন অংশ উহারা প্রাপ্ত হইত, তবে কখনই ঐরূপ অযথা বাক্য প্রচার করিয়া বেড়াইত না। প্রলুব্ধ-প্রকৃতি কপটদিগের ইহাও একটি স্বভাব-ধর্ম্ম।

৫৯। যাহারা পুর্ব্বোক্ত আয়তের নির্দ্দেশিত ছদকা-সমূহের প্রাপ্য অংশের অল্প বা অধিক প্রাপ্তি সম্বন্ধে মতভেদ প্রকাশ করিত—এই আয়তে তাহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া বলা হইয়াছে যে, আল্লাহ ও রসুলের নির্দ্দেশ অনুসারে তাহারা যাহা প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহাতেই প্রকৃত বিশ্বাসী মুসলমানের সন্তুষ্ট-চিত্তে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ পূর্ব্বক অধিকতর লাভের জন্য তাঁহারই উপর নির্ভর করা কর্ত্তব্য।

৬০। ছদ্‌কা—অর্থে সর্ব্ববিধ দান বুঝাইলেও এস্থলে "জাকাত" অর্থাৎ বাধ্যতা-মূলক দান অর্থেই উক্ত শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। কারণ আয়তের শেষে স্পষ্টভাবেই উক্ত হইয়াছে যে,

বন্দিবৃন্দ ও ঋণগ্রস্তগণের এবং আল্লার পথ ও পথিকদিগের জন্য; ইহা আল্লাহ হইতে নির্দ্ধারিত; এবং আল্লাহ মহাজ্ঞানী বিজ্ঞানময়। ৬১। এবং তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ নবীকে কষ্ট প্রদান করিয়া থাকে এবং বলে যে, সে বহু-

قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَ
فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۖ فَرِيضَةً
مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ○
٦١- وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ وَ

"ইহা আল্লাহ হইতে নির্দ্ধারিত।" জাকাত ব্যতীত অন্যবিধ ইচ্ছাকৃত দান আল্লাহ কর্ত্তৃক অবশ্য কর্ত্তব্য রূপে নির্দ্ধারিত হয় নাই। ফলতঃ আল্লাহতা'লা এই আয়তে জাকাত প্রদানের বিধি ও নিয়ম স্পষ্টতর-রূপে নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছেন।

আলোচ্য আয়তে আট শ্রেণীর লোক জাকাত পাইবার অধিকারী বলিয়া নির্দ্দেশিত হইয়াছে। তন্মধ্যে দীন-দরিদ্রকুল প্রথম এবং অভাবগ্রস্ত ব্যক্তিগণ দ্বিতীয় শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। এ সম্বন্ধে তফসীরকারগণের কোনই মতভেদ নাই।

তৃতীয়—ভারার্পিত কর্ম্মচারীবৃন্দ। এতদ্দ্বারা স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে যে, জাকাতের অর্থ বিশৃঙ্খলভাবে এবং অপাত্রে দান না করিয়া উহা দ্বারা একটি স্থায়ী সাধারণ-তহবীল সংগঠন পূর্ব্বক নিয়মিতভাবে ও যোগ্য পাত্রে জাকাত প্রদান করাই সর্ব্বাপেক্ষা সমীচীন ও সুপ্রশস্ত বিধি। উক্ত তহবিলের সহিত সংসৃষ্ট জাকাত-সংগ্রহকারী এবং সংগৃহীত অর্থ-বিতরণকারী কর্ম্মচারীদিগের বেতনও উক্ত তহবিল হইতে প্রদান করিতে হইবে। দুঃখের বিষয়, জাকাত সংক্রান্ত এই সুন্দর ব্যবস্থা ও উন্নতি-মূলক বিধি বর্ত্তমান যুগের মুসলমানগণ কর্ত্তৃক অতি অন্যায়রূপে অবহেলিত হইতেছে।

চতুর্থ—অনুরাগী অন্তর-বিশিষ্টগণ। জাকাত পাইবার অধিকারী এই শ্রেণী সম্বন্ধে তফসীরকারগণের মধ্যে মতভেদ হইয়াছে। হজরত এব্‌ন-আব্বাস আরবের কতিপয় বিশিষ্ট ব্যক্তিকে এই সংজ্ঞার লক্ষ্যস্থল বলিয়া নির্দ্দেশ করিলেও পরবর্ত্তী বিচক্ষণ তফসীরকারগণ তাঁহার মত পরিগ্রহণ করেন নাই। এমাম রাজী এবং আধুনিক কোন কোন বিচক্ষণ তফসীরকারের মতে সত্যধর্ম্ম গ্রহণের জন্য আন্তরিক অনুরাগী—অথচ ন্যায়সঙ্গত-রূপে প্রয়োজনানুরূপ অর্থ পাইবার জন্য আগ্রহান্বিত এইরূপ ব্যক্তিরাই আলোচ্য বাক্যাংশের লক্ষ্যস্থল। এই নির্দ্দেশ অনুযায়ী কোন কোন আধুনিক তফসীরকার নবদীক্ষিত মুসলমানদিগকে জাকাত হইতে প্রয়োজনানুরূপ অর্থ সাহায্য করা কর্ত্তব্য বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

বন্দী এবং ঋণী ব্যক্তিগণ পঞ্চম ও ষষ্ঠ শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। মুসলমান বন্দিবৃন্দের মুক্তি-বিনিময় এবং ঋণগ্রস্তদিগের ঋণ-পরিশোধ জন্যও জাকাত-তহবিল হইতে অর্থ-সাহায্য করা নির্দ্দেশিত হইয়াছে। কিন্তু ঋণী ব্যক্তির ঋণ-পরিশোধের জন্য কোন উপযুক্ত অবলম্বন আছে কি না, জাকাতের অর্থ প্রদান করিবার পূর্ব্বে তৎপ্রতি বিশেষ লক্ষ্য করা আবশ্যক।

আল্লার পথ ও পথিক—সপ্তম ও অষ্টম শ্রেণী। আল্লার পথ অর্থে কেহ ধর্ম্মযুদ্ধ বা যোদ্ধৃবৃন্দের মধ্যে জাকাত প্রদান সীমাবদ্ধ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন এবং কেহ কেহ ধর্ম্মযুদ্ধের ন্যায় ধর্ম্ম-প্রচার ও প্রচারকবৃন্দকে—এমন কি যাবতীয় জনহিতকর কার্য্যকে উক্ত পর্য্যায়ের অন্তর্ভুক্ত বলিয়াছেন। পথিক অর্থ-অভাবগ্রস্ত প্রবাসী বা পরিব্রাজক। উপরোক্ত আট শ্রেণীই জাকাত তহবিল হইতে অর্থ সাহায্য পাইবার প্রকৃত অধিকারী। কিন্তু বিস্ময়ের বিষয়, অধুনা যোগ্য পাত্রের পরিবর্ত্তে অযোগ্য পাত্রদিগকেই জাকাত প্রদান করা হইয়া থাকে এবং তাহাদের মধ্যে অনেক ধনসম্পদশালী আলেমকেও উহা অম্লান বদনে পরিগ্রহণ করিতে দেখা যায়।

৬১। **ইয়ুজুন**—শব্দের আভিধানিক অর্থ কর্ণ; কিন্তু এস্থলে "তিনি বহু বিষয়ে কর্ণপাত করেন" অথবা "যাহা শ্রবণ করেন তাহাই বিশ্বাস করিয়া থাকেন"—এই অর্থেই উক্ত শব্দ

يقولون هو اذن ط قل اذن خير لكم
يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين و
رحمة للذين امنوا منكم ط والذين
يؤذون رسول الله لهم عذاب
اليم ○ ٦٢- يحلفون بالله لكم
ليرضوكم ج والله ورسوله احق
ان يرضوه ان كانوا مؤمنين ○
٦٣- الم يعلموا انه من يحادد الله
ورسوله فان له نار جهنم خالدا
فيها ط ذلك الخزي العظيم ○
٦٤- يحذر المنفقون ان تنزل

বিষয় কর্ণপাতকারী ; তুমি বল যে, সে
তোমাদের কল্যাণকর বিষয় শ্রবণ করে,
আল্লার প্রতি বিশ্বাস করে এবং বিশ্বাসী-
দিগকে বিশ্বাস করিয়া থাকে এবং
তোমাদের মধ্যে যে বিশ্বাস করে
তাহারই জন্য করুণা স্বরূপ ; এবং যাহারা
আল্লার রস্থলকে কষ্ট প্রদান করে তাহা-
দের জন্য যন্ত্রণাপ্রদ শাস্তি রহিয়াছে।
৬২। তাহারা তোমার নিকট আল্লার
শপথ করে—যেন তুমি সন্তুষ্ট হও ;
এবং যদি তাহারা বিশ্বাসী হয়, তবে
আল্লাহ এবং তদীয় রস্থলকে সন্তুষ্ট
করাই তাহাদের কর্ত্তব্য। ৬৩। তাহারা
কি জানে না—যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তদীয়
রস্থলকে অসন্তুষ্ট করে তবে তাহার জন্য
নরকানল রহিয়াছে ? সে তন্মধ্যে সর্ব্বদা
অবস্থান করিবে—ইহা বিষম লাঞ্ছনা।
৬৪। কপট-বিশ্বাসীরা আশঙ্কা করে যে,
যদি তাহাদের প্রতি এরূপ স্থরা অবতীর্ণ

ব্যবহৃত হইয়াছে। কপট-বিশ্বাসীরা হজরত রস্থলোল্লার প্রতি অন্যান্য দুর্নামের সহিত এই অযথা ও অন্যায় দোষারোপ করিত। তাই আল্লাহতা'লা এই আয়তে বলিয়া দিলেন যে, তোমাদের ধারণা সম্পূর্ণ ভুল। আমার রস্থল স্বভাবতঃই আমার প্রতি পূর্ণ-বিশ্বাসী ; স্থতরাং যাহারা আল্লার প্রতি আন্তরিক বিশ্বাস-স্থাপন করিয়াছেন, সেই বিশ্বাসী মুসলমানদিগকেও তিনি বিশ্বাস করিয়া থাকেন। অতএব কপট-বিশ্বাসীরা যদি আল্লার উপর সত্য ভাবে বিশ্বাস করিয়া রস্থলের প্রতি বিশ্বাসী হইতে পারে, তবে তাহাদের জন্য উহা অতীব কল্যাণকর। পক্ষান্তরে যাহারা উহার ব্যতিক্রম করিয়া অযথা ও অন্যায় বাক্য দ্বারা আল্লার রস্থলের মনে কষ্ট প্রদান করিবে, তাহাদিগকে অবশ্যই নরকের কঠোর শাস্তি ভোগ করিতে হইবে।

৬২—৬৩। এই দুইটি আয়তে কপট-বিশ্বাসীদের প্রকৃতি ও কার্য্যের পরিণাম সম্বন্ধে পুনরুক্তি করা হইয়াছে। আল্লাহতা'লা বলিতেছেন যে, কপটেরা আমার রস্থলকে বাহ্যিক সন্তুষ্ট করিবার জন্য আল্লার শপথ করিয়া থাকে। কিন্তু ইহা অসম্ভব। কেননা আমি তাহাদের অন্তরের সমস্ত কথাই অবগত আছি। যদি তাহারা প্রকৃত প্রস্তাবে আল্লাহ ও তদীয় রস্থলকে সন্তুষ্ট করিতে ইচ্ছুক হইয়া থাকে, তবে অন্তরের কপটতা পরিহার পূর্ব্বক সত্যধর্ম্ম ইসলামকে সত্য-ভাবে অন্তরের সহিত বিশ্বাস করাই তাহাদের একমাত্র কর্ত্তব্য। এতদ্ব্যতীত যাহারা কপটতা বশে আমার রস্থলের নিকট আমার নামে মিথ্যা শপথ করিবে, তাহাদিগকে চিরকাল নরকানলের অসহ্য শাস্তি ভোগ করিতে হইবে।

৬৪। কপট-বিশ্বাসীরা সংগোপনে আল্লাহ ও রস্থল এবং পবিত্র ইস্লাম সম্বন্ধে নানারূপ উপহাস-বিদ্রূপ করিত। কিন্তু তাহাদের মনে এ আশঙ্কাও বিদ্যমান ছিল যে, যদি আল্লাহতা'লা আমাদের

عَلَيْهِمْ سُورَةٌ تُنَبِّئُهُم بِمَا فِي قُلُوبِهِمْ ط
قُلِ اسْتَهْزِءُوا ج إِنَّ اللَّهَ مُخْرِجٌ مَّا
تَحْذَرُونَ ○ ٦٥ - وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ
لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ ط
قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنتُمْ
تَسْتَهْزِءُونَ ○ ٦٦ - لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ
كَفَرْتُم بَعْدَ إِيمَانِكُمْ ط إِن نَّعْفُ عَن
طَائِفَةٍ مِّنكُمْ نُعَذِّبْ طَائِفَةً بِأَنَّهُمْ
كَانُوا مُجْرِمِينَ ع

হয়—যাহাতে তাহাদের অন্তরের বিষয় প্রকাশিত হইয়া পড়ে; তুমি বল, তোমরা পরিহাস করিতে থাক, তোমরা যাহা ভয় করিতেছ—নিশ্চয় আল্লাহ তাহা উদঘাটিত করিবেন। ৬৫। এবং যদি তোমরা তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা কর তবে তাহারা বলিবে যে, আমরা ত কেবলমাত্র হাসি-রহস্য ও ক্রীড়া-কৌতুক করিতেছিলাম; তুমি বল—তবে কি তোমরা আল্লাহ ও তদীয় নিদর্শনাবলী এবং তাঁহার রসুল সম্বন্ধে হাস্য-কৌতুক করিতেছিলে? ৬৬। তোমরা ছলনা করিও না—নিশ্চয় তোমাদের বিশ্বাস-স্থাপনের পরে তোমরা অবিশ্বাসী হইয়াছ; যদিও আমি তোমাদের অন্তর্গত এক দলকে ক্ষমা করি—অন্য দলকে শাস্তি-প্রদান করিব—যেহেতু তাহারা অপরাধী ছিল।

এই ব্যবহার ব্যক্ত করিয়া কোন আয়ত অবতীর্ণ করেন, তখন কি হইবে। আল্লাহতা'লা কপটকুলের ঐ গুপ্ত ধারণা ব্যক্ত করিয়া বলিয়া দিলেন:—হে রসুল, তুমি কপটদিগকে বলিয়া দাও যে, তোমরা যত ইচ্ছা উপহাস-বিদ্রূপ করিতে থাক। ফলতঃ তোমরা যেরূপ আশঙ্কা করিতেছ, নিশ্চয় আল্লাহতা'লা তদনুযায়ী তোমাদের সমস্ত কপটতা পরিব্যক্ত করিয়া প্রকাশ্য আয়ত অবতীর্ণ করিবেন এবং তখন তোমাদের কোন ষড়যন্ত্রই গুপ্ত থাকিবে না।

৬৫—৬৬। আল্লাহতা'লা আরও বলিয়া দিলেন যে, উক্ত আয়ত অবতীর্ণ হইবার পর যদি তোমরা কপটদিগকে তাহাদের আচরণ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা কর, তখন তাহারা বলিবে যে, ঐ সকল কথা লইয়া আমরা হাসি-রহস্য করিয়াছিলাম মাত্র—উহা আমাদের প্রকৃত মনের কথা নহে। কপটকুলের উপরোক্ত কপট বাক্যের প্রত্যুত্তরে আল্লাহতা'লা স্বীয় রসুলকে আদেশ করিতেছেন, তুমি কপটদিগকে বলিয়া দাও যে, হে নির্ব্বোধ কপটকুল! আল্লাহ ও রসুল এবং তদীয় নিদর্শনাবলী কি ক্রীড়া-কৌতুকের বিষয় যে, তোমরা তাহা লইয়া হাসি-রহস্য করিবে? ফলতঃ ইহা তোমাদের ছলনা ব্যতীত আর কিছুই নহে। কিন্তু এই ছলনা ও ভণ্ডামীর দ্বারা তোমরা কখনই পরিত্রাণ লাভ করিতে পারিবে না; কারণ তোমরা স্বীয় কপট-প্রকৃতির জন্য বিশ্বাস স্থাপনের পরে অবিশ্বাসী হইয়া অতি অমার্জ্জনীয় অপরাধ করিয়াছ। যদিও ইহার পরে তোমাদের একদল পুনরায় সত্য-বিশ্বাসী দলের অন্তর্ভুক্ত হইয়া মুক্তি লাভের অধিকারী হইবে, তথাপি তোমাদের একদলকে স্ব স্ব অপরাধের জন্য অতি কঠোর শাস্তি ভোগ করিতে হইবে।

ইতিহাস এই আয়তের ভবিষ্যদ্বাণীর সফলতা স্বর্ণাক্ষরে প্রকাশ করিতেছে। উত্তরকালে অধিকাংশ কপট-বিশ্বাসীই অনুতপ্ত হইয়া সত্য-ভাবে সত্যধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিল।—তঃ মঃ আঃ।

৯ম রুকু—কপট-বিশ্বাসীর প্রকৃতি ও পরিণাম

৬৭। কপট-বিশ্বাসীবৃন্দ ও কপট-
বিশ্বাসিনীগণ পরস্পর পরস্পরের অন্তর্গত,
তাহারা অসদ্বিষয়ে আদেশ করে ও
সদ্বিষয়ে নিষেধ করে এবং স্বীয় হস্ত-সমূহ
সঙ্কুচিত করিয়া থাকে; তাহারা আল্লাহকে
বিস্মৃত হইয়াছে, অতএব তিনিও তাহা-
দিগকে বিস্মৃত হইয়াছেন; নিশ্চয় কপট-
বিশ্বাসীরাই দুষ্কার্য্যকারী। ৬৮। আল্লাহ
কপট-বিশ্বাসীবৃন্দ ও কপট-বিশ্বাসিনী-
দিগকে এবং অবিশ্বাসীকুলকে নরকানলের
অঙ্গীকার করিয়াছেন—তাহারা তন্মধ্যে
সর্ব্বদা অবস্থান করিবে; ইহাই তাহাদের
জন্য সমুচিত, এবং আল্লাহ তাহাদিগকে
অভিসম্পাত করিয়াছেন ও তাহাদের
জন্য চিরস্থায়ী শাস্তি রহিয়াছে।
৬৯। তোমাদের পূর্ব্ববর্ত্তীগণের ন্যায়
যাহারা তোমাদের অপেক্ষা অধিক শক্তি-
শালী এবং অধিকতর ধন-সম্পদ ও
সন্তান-সন্ততি-বিশিষ্ট ছিল, বস্তুত তাহারা

٦٧- اَلْمُنٰفِقُوْنَ وَالْمُنٰفِقٰتُ بَعْضُهُمْ
مِّنْ بَعْضٍ ۘ يَاْمُرُوْنَ بِالْمُنْكَرِ
وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوْفِ وَيَقْبِضُوْنَ
اَيْدِيَهُمْ ؕ نَسُوا اللّٰهَ فَنَسِيَهُمْ ؕ اِنَّ
الْمُنٰفِقِيْنَ هُمُ الْفٰسِقُوْنَ ○ ٦٨- وَعَدَ
اللّٰهُ الْمُنٰفِقِيْنَ وَالْمُنٰفِقٰتِ وَالْكُفَّارَ
نَارَ جَهَنَّمَ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ؕ هِيَ
حَسْبُهُمْ ۚ وَلَعَنَهُمُ اللّٰهُ ۚ وَلَهُمْ
عَذَابٌ مُّقِيْمٌ ۙ ٦٩- كَالَّذِيْنَ
مِنْ قَبْلِكُمْ كَانُوْٓا اَشَدَّ مِنْكُمْ
قُوَّةً وَّاَكْثَرَ اَمْوَالًا وَّاَوْلَادًا ؕ

৬৭। ইতিপূর্ব্বে কপট-বিশ্বাসীদিগের রীতি-নীতি ও প্রকৃতি সম্বন্ধে একাধিক আয়ত অবতীর্ণ হইলেও, সেই সকল আয়তে কেবলমাত্র কপট পুরুষদিগের প্রসঙ্গই বর্ণিত হইয়াছে। কিন্তু আলোচ্য আয়তের বিশেষত্ব এই যে, এস্থলে আল্লাহতা'লা কপট পুরুষ ও নারীদিগের প্রসঙ্গ একসঙ্গে বর্ণনা করিয়াছেন। কপট পুরুষেরা যেরূপ সৎকার্য্যে বিরোধী এবং অসৎকার্য্যের অনুরাগী, কপট নারীরাও সেইরূপ সৎকার্য্যের প্রতিকূলতা করিয়া অসৎকার্য্যের অনুরক্ত হইয়া থাকে। তাই আল্লাহতা'লা বলিয়া দিলেন যে, দুষ্কার্য্যে উক্ত উভয় শ্রেণীই তুল্য এবং একে অপরের সাহায্যকারী।

৬৮। এই আয়তে কপট-বিশ্বাসী নর ও নারীর শাস্তির প্রসঙ্গ বর্ণিত হইয়াছে। উহারা আল্লাহ-তা'লা কর্ত্তৃক অভিশপ্ত হইয়া চিরকাল নরকের কঠোর শাস্তি ভোগ করিতে থাকিবে। ইহাই তাহাদের কপটতা ও দুষ্কার্য্যের সমুচিত প্রতিফল।

৬৯। আল্লাহতা'লা কপট বিশ্বাসী নর ও নারীদিগকে সতর্ক করিয়া বলিতেছেন যে, তোমরা যেরূপ আমার রসুলের সহিত অসদ্ব্যবহার এবং সত্যধর্ম্ম ও আমার নিদর্শন সম্বন্ধে উপহাস-বিদ্রূপ ও কুতর্ক করিতেছ, তোমাদের পূর্ব্ববর্ত্তী অনেক সম্প্রদায়ও তৎকালীন রসুল ও সত্যধর্ম্ম সম্বন্ধে ঐরূপ অসদ্ব্যবহার ও কুতর্ক করিয়াছিল এবং তাহাদের ধন-জন ও শক্তি-সামর্থ তোমাদের অপেক্ষা অনেক অধিক ছিল। কিন্তু তাহারা স্ব স্ব দুষ্কার্য্যের অনুরূপ শাস্তি ও লাঞ্ছনা হইতে পরিত্রাণ পায় নাই;

فَاسْتَمْتَعُوْا بِخَلَاقِهِمْ فَاسْتَمْتَعْتُمْ
بِخَلَاقِكُمْ كَمَا اسْتَمْتَعَ الَّذِيْنَ مِنْ
قَبْلِكُمْ بِخَلَاقِهِمْ وَخُضْتُمْ كَالَّذِيْ
خَاضُوْا ط اُولٰٓئِكَ حَبِطَتْ اَعْمَالُهُمْ
فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ ج وَاُولٰٓئِكَ
هُمُ الْخٰسِرُوْنَ ○ ٧٠- اَلَمْ يَاْتِهِمْ
نَبَاُ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ قَوْمِ نُوْحٍ
وَّعَادٍ وَّثَمُوْدَ ۵ وَقَوْمِ اِبْرٰهِيْمَ
وَاَصْحٰبِ مَدْيَنَ وَالْمُؤْتَفِكٰتِ ط
اَتَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنٰتِ ط فَمَا كَانَ
اللّٰهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلٰكِنْ كَانُوْٓا اَنْفُسَهُمْ

তাহাদের অংশানুযায়ী ফলভোগ করিয়াছিল, অতপর তোমরাও তোমাদের অংশানুযায়ী ফলভোগ করিয়াছ—যেমন তোমাদের পূর্ব্ববর্ত্তীগণ তাহাদের অংশানুযায়ী ফলভোগ করিয়াছিল ; এবং তোমরা বিদ্রূপ-বিতর্ক করিয়াছ—যেরূপ তাহারা বিদ্রূপ-বিতর্ক করিয়াছিল ; ইহাদেরই কৃতকর্ম্ম সমূহ ইহলোক ও পরলোকে ব্যর্থ হইবে, এবং ইহারাই ক্ষতিগ্রস্ত।

৭০। তবে কি তাহাদের নিকট তাহাদের পূর্ব্ববর্ত্তী নূহ ও আদ ও সমূদ সম্প্রদায় এবং এবরাহীম সম্প্রদায় ও মাদইয়ানাবাসী এবং বিবর্ত্তিত জনপদ-সমূহের সংবাদ উপস্থিত হয় নাই ? তাহাদের রসুলগণ তাহাদের নিকট উজ্জ্বল নিদর্শনাবলী সহ আগমন করিয়াছিল ; অতএব আল্লাহ এরূপ নহেন যে, তাহাদের উপর অত্যাচার করিবেন, বরং তাহারা নিজেদের প্রতিই অত্যাচার

স্মুতরাং তোমরাও স্ব স্ব ব্যবহারের অনুরূপ সমুচিত প্রতিফল হইতে কখনই পরিত্রাণ পাইবে না। ইহ-পরলোকে তোমাদের সমস্ত কৃতকার্য্য ব্যর্থ হইয়া যাইবে এবং হতভাগ্য ও ক্ষতিগ্রস্ত-রূপে তোমাদিগকে চিরকালের জন্য লাঞ্ছনা ও শাস্তি ভোগ করিতে হইবে।

এই আয়তে পূর্ব্বযুগের যে সকল ধনজন-বিশিষ্ট শক্তিশালী, অবাধ্য ও ধর্ম্মদ্রোহী জাতির প্রতি ইঙ্গিত করা হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে কতিপয় জাতির নাম পরবর্ত্তী আয়তে বর্ণিত হইয়াছে।

৭০। অনন্তর আল্লাহতা'লা কপটকুলের প্রতি লক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন যে, আদ, সমূদ ও নমরুদ প্রভৃতি যে সকল শক্তিশালী সম্প্রদায় আমার প্রেরিত রসুলগণের সহিত অসদ্ব্যবহার এবং সত্যধর্ম্মের প্রতি উপহাস-বিদ্রূপ করিয়া ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়া গিয়াছে এবং ধর্ম্মদ্রোহিতার জন্য যে সকল জনপদ বিধ্বস্ত ও বিবর্ত্তিত করিয়া দেওয়া হইয়াছিল, তোমাদের নিকট কি তাহাদের সংবাদ উপস্থিত হয় নাই ? ঐ সকল হতভাগ্য জাতির প্রতি আমি অন্যায়ভাবে কোন অত্যাচার করি নাই ; বরং সত্য-ধর্ম্মদ্রোহিতা ও রসুলগণের সহিত অসদ্ব্যবহার প্রভৃতি দুষ্কার্য্যের জন্যই তাহারা বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে। অতএব সেই পূর্ব্ববর্ত্তী জাতি ও সম্প্রদায় সমূহের পরিণাম স্মরণ করিয়া আমার রসুল ও সত্যধর্ম্ম ইসলামের প্রতিকুলাচারী অবিশ্বাসী ও কপটকুলের সতর্ক হওয়া একান্ত প্রয়োজন। অন্যথা, পরিণামে পূর্ব্ববর্ত্তী ধর্ম্মদ্রোহী সম্প্রদায় সমূহের ন্যায় ইহাদিগকেও সমূলে ধ্বংস হইতে হইবে।

يَظْلِمُوْنَ ○ ٧١- وَالْمُؤْمِنُوْنَ
وَالْمُؤْمِنٰتُ بَعْضُهُمْ اَوْلِيَآءُ بَعْضٍ ۘ
يَاْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ
الْمُنْكَرِ وَيُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَيُؤْتُوْنَ
الزَّكٰوةَ وَيُطِيْعُوْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ ط
اُولٰٓئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللّٰهُ ط اِنَّ اللّٰهَ عَزِيْزٌ
حَكِيْمٌ ○ ٧٢- وَعَدَ اللّٰهُ الْمُؤْمِنِيْنَ
وَالْمُؤْمِنٰتِ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ
مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا
وَمَسٰكِنَ طَيِّبَةً فِيْ جَنّٰتِ عَدْنٍ ط
وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللّٰهِ اَكْبَرُ ط ذٰلِكَ
هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ع

করিয়াছিল। ৭১। এবং বিশ্বাসীবৃন্দও বিশ্বাসিনীগণ পরস্পর পরস্পরের বন্ধু, তাহারা সদ্বিষয়ে আদেশ করে ও অসদ্বিষয়ে নিষেধ করে এবং নামাজ প্রতিষ্ঠিত করে ও জাকাত প্রদান করে এবং আল্লাহ ও তদীয় রসুলের আনুগত্য স্বীকার করিয়া থাকে; ইহাদিগকে অচিরেই আল্লাহ অনুগৃহীত করিবেন; নিশ্চয় আল্লাহ মহাপরাক্রান্ত বিজ্ঞানময়। ৭২। আল্লাহ বিশ্বাসীবৃন্দ ও বিশ্বাসিনী-গণকে স্বর্গোদ্যান অঙ্গীকার করিয়াছেন, যাহার নিম্নে স্রোতস্বিনী সমূহ প্রবাহিতা, তন্মধ্যে তাহারা সর্ব্বদা অবস্থান করিবে, এবং চিরস্থায়ী স্বর্গোদ্যানের মধ্যে পবিত্র আলয় সমূহ ও আল্লার মহান্ প্রসন্নতা রহিয়াছে; ইহাই মহান্ সফলতা।

১০ম রুকু—কপটদিগের অপরাধ অমার্জ্জনীয়

٧٣- يٰٓاَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ
وَالْمُنٰفِقِيْنَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ ط وَمَاْوٰهُمْ

৭৩। হে নবী, অবিশ্বাসীবৃন্দ ও কপট-বিশ্বাসীদের সহিত ধর্ম্মযুদ্ধ কর এবং তাহাদের প্রতি কঠোরতা কর; এবং

কপটকুলের প্রকৃতি ও পরিণাম বর্ণনা করিয়া আল্লাহতা'লা এই দুইটি আয়তে বিশ্বাসী
৭১—৭২। কপটকুলের প্রকৃতি ও পরিণাম বর্ণনা করিতেছেন। বিশ্বাসী নর ও নারী উভয়
মুসলমান নর ও নারীগণের প্রকৃতি ও পরিণাম বর্ণনা করিতেছেন। তাহারা অসৎকার্য্য হইতে দূরে অবস্থান
সম্প্রদায়ই আল্লাহ-রসুলের পূর্ণ আনুগত্য স্বীকার করে। নামাজ পাঠ ও জাকাত প্রদান
করিয়া সৎকার্য্যে জীবন অতিবাহিত করে এবং নিয়মিতভাবে নামাজ পাঠ ও জাকাত প্রদান
করিয়া থাকে। আল্লাহতা'লা বলিতেছেন যে, আমি এই সকল বিশ্বাসী নর ও নারীর জন্যই অনন্ত
সুখের স্বর্গোদ্যান অঙ্গীকার করিয়াছি। সেই স্বর্গোদ্যানে আমার প্রসন্নতা ও সুখ-সম্পদপূর্ণ শান্তিধাম
সমূহ বিদ্যমান রহিয়াছে; তাহারা চিরকাল তন্মধ্যে অবস্থান করিবে। আল্লার সন্নিধান হইতে
ইহাই মানবজীবনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ও মহান্ সফলতা।

৭৩। এই আয়তে স্পষ্টতর ভাষায় অবিশ্বাসী ও কপট-বিশ্বাসীদের সহিদ 'জেহাদ' বা ধর্ম্মযুদ্ধ করিবার এবং তাহাদের প্রতি কঠোর হইবার আদেশ প্রদান করা হইয়াছে। হজরত এবন

جَهَنَّمُ ؕ وَبِئْسَ الْمَصِيْرُ ۝
৭৪- يَحْلِفُوْنَ بِاللّٰهِ مَا قَالُوْا ؕ وَلَقَدْ
قَالُوْا كَلِمَةَ الْكُفْرِ وَكَفَرُوْا بَعْدَ
اِسْلَامِهِمْ وَهَمُّوْا بِمَا لَمْ يَنَالُوْا ۚ
وَمَا نَقَمُوْٓا اِلَّآ اَنْ اَغْنٰهُمُ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ
مِنْ فَضْلِهٖ ۚ فَاِنْ يَّتُوْبُوْا يَكُ
خَيْرًا لَّهُمْ ۚ وَاِنْ يَّتَوَلَّوْا يُعَذِّبْهُمُ
اللّٰهُ عَذَابًا اَلِيْمًا ۙ فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ ۚ
وَمَا لَهُمْ فِى الْاَرْضِ مِنْ وَّلِيٍّ

তাহাদের বাসস্থান নরক এবং উহা নিকৃষ্ট প্রত্যাবর্ত্তন-স্থল। ৭৪। তাহারা আল্লার শপথ করে যে, আমরা বলি নাই; এবং নিশ্চয় তাহারা অবিশ্বাসিতার বাক্য বলিয়াছে ও তাহারা ইসলাম-গ্রহণের পর অবিশ্বাসী হইয়াছে এবং তাহারা দুষ্প্রাপ্য বিষয়ের ইচ্ছা করিয়াছিল, এবং তাহারা এতদ্ব্যতীত ত্রুটী-লক্ষ্য করে না যে, আল্লাহ ও তদীয় রসুল স্বীয় অনুগ্রহ হইতে তাহাদিগকে সম্পদ-শালী করিয়াছেন, অতঃপর যদি তাহারা ক্ষমা-প্রার্থনা করে তবে তাহাদের জন্য কল্যাণ হইবে; এবং যদি তাহারা ফিরিয়া যায় তবে আল্লাহ তাহাদিগকে ইহলোক ও পরলোকে যন্ত্রণাপ্রদ শাস্তিতে শাস্তি-প্রদান করিবেন, এবং পৃথিবীতে তাহা-দের জন্য কোন বন্ধু বা সাহায্যকারী

আব্বাস বলেন যে, অবিশ্বাসীদের সহিত তরবারি দ্বারা এবং কপট-বিশ্বাসীদিগের সহিত বাক্য দ্বারা সংগ্রাম করাই ইহার প্রকৃত মর্ম্ম (তঃ এব্‌ন-আব্বাস)। কোন কোন তফসীরকার বলেন যে, 'জাহাদা' বা 'জেহাদ' শব্দের অর্থ প্রকৃত প্রস্তাবে সংগ্রাম নহে; শক্তি-প্রয়োগ বা সুদৃঢ় প্রচারই উহার প্রকৃত মর্ম্মার্থ (তঃ মঃ আঃ)। সুন্নত জামাতের বিশিষ্ট তফসীরকারগণ অবিশ্বাসীদিগের অত্যাচার এবং কপটকুলের প্রবঞ্চনা নিবারণের চরম পন্থা স্বরূপ হজরত এব্‌ন-আব্বাসের অভিমতই গ্রহণীয় বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। কপট-বিশ্বাসীদের সহিত অস্ত্র-যোগে ধর্ম্মযুদ্ধ করা সঙ্গত নহে; কারণ তাহারা প্রকাশ্যতঃ মুসলমান। এতদ্দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, জেহাদ বা ধর্ম্মযুদ্ধ সর্ব্বত্র সংগ্রাম অর্থে ব্যবহৃত হয় নাই। বিধর্ম্মী এবং বিরুদ্ধবাদীদের সহিত অপরিহার্য্য অস্ত্রযুদ্ধ, তর্ক-বিতর্ক ও বাদ-প্রতিবাদ প্রভৃতি বিষয়-সমূহও জেহাদ বা ধর্ম্মযুদ্ধ নামে অভিহিত হইতে পারে।—তঃ হক্কানী।

৭৪। এই আয়তে কপট-বিশ্বাসীদের দুর্ব্বাক্য ও মিথ্যা-শপথের কথা উল্লেখ করা হইয়াছে। হজরত এব্‌ন আব্বাস বলেন যে, একদা হজরতের নিন্দা ও দুর্ণাম রটনাকারী এক ব্যক্তি হজরতের নিকট উপস্থিত হইলে হজরত তাহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন,—"তুমি এবং তোমার বন্ধু-বান্ধবেরা কি জন্য আমার অযথা নিন্দা প্রচার করিয়া বেড়াও?" ইহাতে সেই ব্যক্তি স্বদলবলে হজরতের নিকট উপস্থিত হইয়া আল্লার শপথ করিয়া বলিয়াছিল যে, আমরা কখনও আপনার নিন্দা করি নাই। তাহাদের ঐ মিথ্যা শপথের উত্তরে এই আয়ত অবতীর্ণ হয়।—তঃ হক্কানী।

আল্লাহতা'লা তাহাদের সমস্ত কপটতা ও দুরভিসন্ধি প্রকাশ করিয়া বলিতেছেন যে,—"উহারা দুষ্প্রাপ্য বিষয়ের ইচ্ছা করিয়াছিল"—অর্থাৎ ঐ কপট-বিশ্বাসীরা হজরত রসুলোল্লাকে নিহত এবং ইস্‌লামকে ধ্বংস করিবার অতি অসম্ভব ইচ্ছা হৃদয়ে পোষণ করিয়াছিল; সুতরাং উহারা যদি এখনও ক্ষমা-প্রর্থানা করে, তবে উহাদের জন্য মঙ্গল। নচেৎ আমি উহাদিগকে ইহ-পরলোকে এমন কঠোর শাস্তি প্রদান করিব যে, জগতের কেহই তাহা হইতে উহাদিগকে রক্ষা করিতে পারিবে না।

وَلَا نَصِيْرٍ ○ ٧٥- وَمِنْهُمْ مَّنْ عٰهَدَ
اللّٰهَ لَئِنْ اٰتٰنَا مِنْ فَضْلِهٖ لَنَصَّدَّقَنَّ
وَلَنَكُوْنَنَّ مِنَ الصّٰلِحِيْنَ ○
٧٦- فَلَمَّآ اٰتٰهُمْ مِّنْ فَضْلِهٖ بَخِلُوْا بِهٖ
وَتَوَلَّوْا وَّهُمْ مُّعْرِضُوْنَ ○
٧٧- فَاَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِيْ قُلُوْبِهِمْ
اِلٰى يَوْمِ يَلْقَوْنَهٗ بِمَآ اَخْلَفُوا اللّٰهَ مَا
وَعَدُوْهُ وَبِمَا كَانُوْا يَكْذِبُوْنَ ○
٧٨- اَلَمْ يَعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ سِرَّهُمْ
وَنَجْوٰىهُمْ وَاَنَّ اللّٰهَ عَلَّامُ الْغُيُوْبِ ○

নাই। ৭৫। এবং তাহাদের মধ্যে কেহ
কেহ আল্লার শপথ করিয়াছিল যে, যদি
তিনি আমাদিগকে স্বীয় অনুগ্রহ হইতে
দান করেন তবে আমরা 'ছদকা'-প্রদান
করিব এবং সৎকর্ম্মশীলগণের অন্তর্ভুক্ত
হইব। ৭৬। অনন্তর যখন তিনি স্বীয়
অনুগ্রহ হইতে তাহাদিগকে দান করিয়া-
ছিলেন, তাহারা উহাতে কাপণ্য করিয়া-
ছিল এবং তাহারা বিমুখ হইয়া প্রতিগমন
করিয়াছিল। ৭৭। অতএব তিনি তাঁহার
সহিত উহাদের সন্দর্শন দিবস পর্য্যন্ত
তাহাদের অন্তর-সমূহে কপটতা সংযোজিত
করিয়া দিয়াছিলেন—যেহেতু তাহারা
আল্লার সহিত তদীয় অঙ্গীকারের ব্যতিক্রম
করিয়াছিল এবং যেহেতু তাহারা
অসত্য বলিয়াছিল। ৭৮। তাহারা
কি অবগত নহে যে, আল্লাহ তাহাদের
গুপ্ত-রহস্য ও তাহাদের গুপ্ত-পরামর্শ
পরিজ্ঞাত আছেন? এবং আল্লাহ অদৃশ্য

৭৫—৭৬। উপরোক্ত কপট সম্প্রদায়ের কোন কোন লোক 'ছদকা' প্রদান ও সৎকার্য্য করিবার প্রতিশ্রুতি প্রদান পূর্ব্বক হজরত রসুলোল্লার শুভাশীর্ব্বাদে প্রচুর ধন-সম্পদের অধিকারী হইয়া অবশেষে যেরূপ অকৃতজ্ঞ ও ধর্ম্মদ্রোহী কৃপণ হইয়াছিল, এই আয়তে তাহাই বর্ণিত হইয়াছে। কোন কোন তফ্‌সীরকার বলেন যে, এস্থলে সালবা-বেন হাতেব আন্‌সারীর প্রতি লক্ষ্য করা হইয়াছে। সে হজরতের নিকট অঙ্গীকার করিয়াছিল যে, যদি আল্লাহ্ আমাকে ধনসম্পদ প্রদান করেন, তবে আমি নিয়মিতভাবে জাকাত প্রদান করিব এবং অন্যান্য সৎকার্য্যে ব্যয় করিয়া স্বীয় সম্পদের সদ্ব্যবহার করিব। অনন্তর সে হজরতের আশীর্ব্বাদে প্রচুর ধন-সম্পদ ও ছাগ-যুথের অধিকারী হয়। কিন্তু এই পরিবর্ত্তনের ফলে সে ধর্ম্ম-কর্ম্ম ও মদিনার মোসলেম সমাজ পরিত্যাগ করিয়া দুরবর্ত্তী স্থানে চলিয়া যায় এবং হজরতের প্রেরিত লোক তাহার নিকট জাকাতের জন্য উপস্থিত হইলে সে উহা দিতে অস্বীকার করে। উক্ত ঘটনা উপলক্ষে আলোচ্য আয়ত অবতীর্ণ হয়। ইহার পরে সে জাকাত লইয়া হজরতের নিকট উপস্থিত হইলে তিনি তাহা গ্রহণ করিতে অস্বীকার করেন। তৎপর হজরত আবু-বকর, হজরত ওমর ও হজরত ওসমান (রাঃ) স্ব স্ব খেলাফতের শেষ পর্য্যন্ত তাহার নিকট হইতে উহা গ্রহণ করেন নাই।—তঃ হক্কানী।

৭৭। এতদ্দ্বারা অনুমিত হয় যে, পূর্ব্ববর্ত্তী আয়তদ্বয়ে উল্লিখিত কপটকুল আল্লার সহিত প্রত্যক্ষ অঙ্গীকারের ব্যতিক্রম করায় কপটতা তাহাদের প্রকৃতিগত হইয়া গিয়াছিল। সেই জন্যই তাহারা কপটতা পরিহার কিংবা ক্ষমালাভ করিতে পারে নাই।

বিষয়ে মহাজ্ঞানী। ৭৯। যাহারা বিশ্বাসিগণের মধ্যে ছদকা-প্রদানে অত্যানুরাগীদিগকে বিদ্রূপ করে এবং যাহারা স্বীয় পরিশ্রম ব্যতীত প্রাপ্ত হয় না—বস্তুতঃ তাহাদিগকেও উপহাস করিয়া থাকে; আল্লাহ শীঘ্রই তাহাদিগকে উপহাস করিবেন, এবং তাহাদের জন্য যন্ত্রণাপ্রদ শাস্তি রহিয়াছে। ৮০। তুমি তাহাদের জন্য ক্ষমা-প্রার্থনা কর কিংবা ক্ষমা-প্রার্থনা না কর- যদি তুমি তাহাদের জন্য সত্তর বারও ক্ষমা-প্রার্থনা কর, তথাপি আল্লাহ তাহাদের প্রতি

٧٩- اَلَّذِيْنَ يَلْمِزُوْنَ الْمُطَّوِّعِيْنَ
مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ فِي الصَّدَقٰتِ
وَالَّذِيْنَ لَا يَجِدُوْنَ اِلَّا جُهْدَهُمْ
فَيَسْخَرُوْنَ مِنْهُمْ ط سَخِرَ اللّٰهُ مِنْهُمْ ز
وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ٥ ٨٠- اِسْتَغْفِرْ
لَهُمْ اَوْلَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ ط اِنْ تَسْتَغْفِرْ
لَهُمْ سَبْعِيْنَ مَرَّةً فَلَنْ يَّغْفِرَ اللّٰهُ

৭৯। হজরত রসুলোল্লা তবুক অভিযানের জন্য মুসলমানদিগের নিকট আবশ্যকীয় ধন-সম্পদ, সাজ-সরঞ্জাম ও রসদাদি প্রার্থনা করায় বহু বিশ্বাসী মুসলমান অতিরিক্ত আগ্রহের সহিত স্ব স্ব ধন-সম্পদ প্রদান করিয়াছিলেন। কেহ স্বীয় সম্পত্তির অর্দ্ধাংশ, কেহ প্রচুরাংশ এবং কোন কোন দরিদ্র ব্যক্তি সারাদিনের পরিশ্রম-লব্ধ জীবিকার অধিকাংশ হজরতের নিকট উপস্থিত করিয়া তাঁহার পবিত্র মুখের স্বর্গীয় আশীর্ব্বাদ লাভ করিয়াছিলেন; কিন্তু কপটেরা তদ্দর্শনে ইঙ্গিত ও উপহাস করিয়া পরস্পর বলাবলি করিতেছিল যে, ধনী লোকেরা নাম কিনিবার জন্য এবং গরীব লোকেরা হজরতের নিকট নিজেদের ধর্ম্মানুরাগ দেখাইবার উদ্দেশ্যে এইরূপ দান করিতেছে। কপটকুলের উক্ত হীন আলোচনা ও উপহাস-বিদ্রূপ সম্বন্ধে এই আয়ত অবতীর্ণ হয়। আল্লাহতা'লা বলিয়া দিলেন যে, উহারা এখন বিশ্বাসীদিগকে অযথা উপহাস-বিদ্রূপ ও হীন কটাক্ষ করিতেছে; কিন্তু পরিণামে উহাদিগকেই উপহাস্যাস্পদ হইয়া নরকানলের কঠোর শাস্তি ভোগ করিতে হইবে।—তঃ কবির।

৮০। অনন্তর আল্লাহতা'লা হজরত রসুলোল্লাকে বলিয়া দিলেন যে, ঐ সকল কপট আল্লাহ ও রসুলের প্রতি অবিশ্বাস করিয়া অবিশ্বাসী কাফের হইয়া গিয়াছে। কাফেরকুল কখনই মুক্তি পাইবে না। অতএব তুমি ইহাদের মুক্তির জন্য ক্ষমা-প্রার্থনা কর বা না কর—উভয়ই তুল্য; কারণ তুমি কোন কপট-বিশ্বাসী কাফেরের জন্য সত্তর বার ক্ষমা-প্রার্থনা করিলেও সে ক্ষমার অধিকারী হইবে না। এই আয়তে আরও প্রমাণিত হয় যে, কপট-বিশ্বাসীরা পথভ্রান্ত অবস্থায় অবিশ্বাসী ও দুষ্কার্য্যকারীর পর্য্যায়ভুক্ত হইয়া আল্লার অনুগ্রহ ও ক্ষমা হইতে চিরকালের জন্য বঞ্চিত হইয়া যাইবে।—তঃ হক্কানী।

সহি বোখারী এবং কোন কোন তফ্‌সীরে এই আয়তের লক্ষ্য-স্বরূপ সুপ্রসিদ্ধ কপট আবদুল্লা-বিন ওবায়ের মৃত্যু-ঘটনা উক্ত হইয়াছে। কপটকুল-শিরমণি আবদুল্লা বিন ওবায়ের মৃত্যু হইলে তাহার পুত্র হজরতের নিকট আসিয়া স্বীয় পিতার মৃতদেহের কাফন বা অন্তিম আবরণের জন্য তদীয় জামা প্রার্থনা করায় হজরত উহা মঞ্জুর করিয়া স্বীয় জামা প্রদান করেন। তৎপর সে হজরতের নিকট স্বীয় পিতার "জানাজা-নামাজ" বা অন্তিম প্রার্থনা করিবার জন্য প্রার্থনা করে। হজরত তাহার প্রার্থনা অনুযায়ী উঠিয়া দণ্ডায়মান হইলে হজরত ওমর তাঁহার অঙ্গাবরণী ধারণ পূর্ব্বক বাধা দিয়া বলিলেন, "হজরত, আবদুল্লা একজন কপট এবং আল্লাহ তাঁহার রসুলকে কপটদিগের জন্য প্রার্থনা করিতে নিষেধ করিয়াছেন।" হজরত উত্তর করিয়াছিলেন,—"আল্লাহ আমাকে এ বিষয়ে স্বাধীনতা

ক্ষমা করিবেন না—এই হেতু যে, তাহারা আল্লাহ ও তদীয় রসুলের প্রতি অবিশ্বাস করিয়াছে; এবং আল্লাহ দুষ্কার্য্যকারী সম্প্রদায়কে পথপ্রদর্শন করেন না।

لَهُمْ ط ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ كَفَرُوْا بِاللّٰهِ
وَرَسُوْلِهٖ ط وَاللّٰهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ
الْفٰسِقِيْنَ ع

১১শ রুকু—কপটকুলের কল্যাণ-কামনার নিষেধাজ্ঞা

৮১। আল্লার রসুলের পশ্চাতে নিজেদের উপবেশন হেতু পরিত্যক্তগণ সন্তুষ্ট হইয়াছিল এবং তাহারা তাহাদের ধন ও তাহাদের প্রাণ দ্বারা আল্লার পথে ধর্ম্মযুদ্ধ করিতে বীতশ্রদ্ধ ছিল, এবং তাহারা বলিয়াছিল যে, তোমরা উত্তাপে বহির্গত হইও না; তুমি বল—নরকের অগ্নি অধিকতর উত্তপ্ত, যদি তাহারা বুঝিতে পারিত! ৮২। অতএব তাহারা যাহা উপার্জ্জন করিয়াছে, তদ্বিনিময়ে তাহাদের অল্প হাস্য ও

٨١- فَرِحَ الْمُخَلَّفُوْنَ بِمَقْعَدِهِمْ
خِلٰفَ رَسُوْلِ اللّٰهِ وَكَرِهُوْا
اَنْ يُّجَاهِدُوْا بِاَمْوَالِهِمْ وَاَنْفُسِهِمْ
فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَقَالُوْا لَا تَنْفِرُوْا
فِى الْحَرِّ ط قُلْ نَارُ جَهَنَّمَ اَشَدُّ حَرًّا ط
لَوْ كَانُوْا يَفْقَهُوْنَ ○ ٨٢- فَلْيَضْحَكُوْا
قَلِيْلًا وَّلْيَبْكُوْا كَثِيْرًا ج جَزَآءً بِمَا

দিয়াছেন।" অনন্তর তিনি উক্ত আয়ত পাঠ করিয়া বলিলেন,—"যদি সত্তর বারের অধিক প্রার্থনা করিলেও তাহার মুক্তিলাভ সম্ভবপর হইত, তবে আমি মৃতের জন্য অবশ্যই তাহা করিতাম।" তৎপর হজরত তাহার জন্য প্রার্থনা করিলেন। কিন্তু ইহার পরেই প্রকাশ্য কপটকুলের জন্য জানাজা নামাজ পাঠ বা অন্তিম-প্রার্থনা করা নিষিদ্ধ বলিয়া ঘোষিত হয়।—৮৪ আয়ত দ্রষ্টব্য।

৮১—৮২। মদিনার যে সকল কপট-বিশ্বাসী নানারূপ অযথা ওজর-আপত্তি উত্থাপন করিয়া তবুক অভিযানে হজরত রসুলোল্লার সহযাত্রী হন নাই, এই আয়তে তাহাদের প্রসঙ্গ বর্ণিত হইয়াছে। আল্লাহতা'লা বলিতেছেন যে, ঐ সকল কপট সত্যধর্ম্মের জন্য স্ব স্ব ধনপ্রাণ-যোগে হজরত রসুলোল্লার সহযোগে যুদ্ধ করিতে অনিচ্ছুক ও বীতশ্রদ্ধ ছিল বলিয়াই হজরতের সহিত তবুক অভিযানে যোগদান করে নাই। অধিকন্তু উহারা গ্রীষ্মের ভয় প্রদর্শনে লোকদিগকে অভিযান হইতে নিরস্ত করিবার চেষ্টা করিয়াছিল। তাই আল্লাহতা'লা বলিয়া দিলেন যে, তোমরা গ্রীষ্মের উত্তাপের আশঙ্কা ও ভয়প্রদর্শন করিতেছ! কিন্তু জানিয়া রাখ যে, ইহার পরিণাম স্বরূপ তোমাদিগকে প্রচণ্ড নরকানলে দগ্ধ হইতে হইবে এবং সেই অগ্নি এই গ্রীষ্মের উত্তাপ অপেক্ষা বহু—বহুগুণ উত্তপ্ত। আর তোমাদিগকে যুদ্ধাভিযানে যোগদান করিতে হয় নাই বলিয়া স্ব স্ব গৃহ এবং খর্জ্জুর-কুঞ্জে বসিয়া তোমরা বড়ই আমোদ-আহ্লাদ ও হাসি-রহস্য করিতেছ; কিন্তু তোমরা যে গুরুতর অপরাধ করিয়াছ, তাহার ভয়াবহ পরিণাম ভাবিয়া হাস্যের পরিবর্ত্তে অবিরত ক্রন্দন করাই তোমাদের পক্ষে একান্ত কর্ত্তব্য। কারণ পার্থিব জীবনের ক্ষণস্থায়ী দুই দিনের সুখের জন্য তোমরা পরকালের অনন্ত জীবনের অসহ্য দুঃখ-যন্ত্রণা স্বেচ্ছায় ক্রয় করিয়া লইয়াছ।

كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ ۝ ٨٣- فَاِنْ رَّجَعَكَ
اللّٰهُ اِلٰى طَآئِفَةٍ مِّنْهُمْ فَاسْتَاْذَنُوْكَ
لِلْخُرُوْجِ فَقُلْ لَّنْ تَخْرُجُوْا مَعِيَ
اَبَدًا وَّلَنْ تُقَاتِلُوْا مَعِيَ عَدُوًّا ط
اِنَّكُمْ رَضِيْتُمْ بِالْقُعُوْدِ اَوَّلَ مَرَّةٍ
فَاقْعُدُوْا مَعَ الْخٰلِفِيْنَ ۝ ٨٤- وَلَا
تُصَلِّ عَلٰٓى اَحَدٍ مِّنْهُمْ مَّاتَ اَبَدًا وَّلَا
تَقُمْ عَلٰى قَبْرِهٖ ط اِنَّهُمْ كَفَرُوْا

অধিক ক্রন্দন করা উচিত। ৮৩। অনন্তর যদি আল্লাহ তোমাকে তাহাদের অন্তর্গত একদলের দিকে প্রত্যাবর্ত্তিত করেন, অতঃপর তাহারা বহির্গত হইতে তোমার অনুমতি-প্রার্থনা করে; তখন তুমি বলিও যে, তোমরা কখনই আমার সহিত বহির্গত হইবে না এবং আমার সহযোগে শত্রুর সহিত যুদ্ধও করিবে না; নিশ্চয় তোমরা প্রথমবার বসিয়া থাকা মনোনীত করিয়াছিলে, অতএব পরিত্যক্তগণের সহিত বসিয়া থাক। ৮৪। এবং তাহাদের মধ্যে কাহারও মৃত্যু হইলে তুমি কখনও তাহাদের জন্য উপাসনা করিও না এবং তাহার সমাধি-সমক্ষে দণ্ডায়মান হইও না; নিশ্চয় তাহারা আল্লাহ ও

৮৩। এই আয়তেও কপটকুলের প্রসঙ্গ বর্ণিত হইয়াছে। আল্লাহতা'লা বলিয়া দিলেন যে, তুমি তবুক হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া যদি কোন কপট দলের নিকট উপস্থিত হও, তাহারা তখন বলিবে যে, অতঃপর যদি আবশ্যক হয় তবে আমরা আপনার সহযাত্রী হইতে সর্ব্বদা প্রস্তুত আছি। কিন্তু তুমি তখন তাহাদিগকে বলিও যে, তোমরা মিথ্যাবাদী—ধর্ম্মযুদ্ধ এবং আল্লার পথে ধনজন উৎসর্গ করা তোমাদের কাজ নহে। তোমরা প্রথমবারেও এইরূপ বলিয়া শেষে ধর্ম্মদ্রোহী হইয়াছিলে। অতএব তোমরা নিজের গৃহেই বসিয়া থাক; তোমাদের সাহায্যে আমার কোনই প্রয়োজন নাই।

৮৪। এই সুপ্রসিদ্ধ আয়তে অবিশ্বাসীদিগের ন্যায় কপট-বিশ্বাসীদিগের মৃত্যু হইলে, তাহাদের 'জানাজা-নামাজ' বা মুক্তির জন্য প্রার্থনা করা অথবা তাহাদের পারলৌকিক কল্যাণ কামনার জন্য তাহাদের সমাধি-সমক্ষে দণ্ডায়মান হওয়া নিষিদ্ধ বলিয়া ঘোষিত হইয়াছে। কারণ কপট-বিশ্বাসী 'মোনাফেকবৃন্দ' আন্তরিক অবিশ্বাসে অবিশ্বাসী কাফেরদিগেরই সমতুল্য। সুতরাং তাহাদের অন্তিম অনুষ্ঠানে যোগদান, মুক্তির জন্য "জানাজা-নামাজ" পাঠ এবং কল্যাণ কামনার জন্য "কবর জেয়ারত" করা মুসলমানদিগের জন্য সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ।—তঃ কবির ও হক্কানী।

কোন কোন তফ্‌সীরে লিখিত হইয়াছে যে, মদিনার কপট-দলপতি আবদুল্লাহ-বিন্ ওবায় মৃত্যুশয্যায় শায়িত হইয়া মুক্তিলাভের আশায় হজরতের নিকট "কাফন" বা অন্তিম-আবরণের জন্য তদীয় পবিত্র জামা প্রদান এবং তৎকর্তৃক "জানাজা নামাজ" বা মুক্তি প্রার্থনা করিবার জন্য অনুরোধ করিয়াছিলেন। হজরত তদনুযায়ী আবদুল্লা-বিন ওবায়ের মৃত্যুর পর তাহার কাফনের জন্য স্বীয় জামা প্রদান করেন এবং তাহার "জানাজা নামাজ" পড়িবার জন্য দণ্ডায়মান হন। সেই সময়ে তাহাদের জন্য অন্তিম প্রার্থনা নিষিদ্ধ ঘোষণা করিয়া এই আয়ত অবতীর্ণ হয়। কিন্তু বিশিষ্ট তফ্‌সীর ও হাদিস গ্রন্থ পাঠে অবগত হওয়া যায় যে, এই বর্ণনা ঠিক নহে। কারণ হজরত পূর্ব্ববর্ত্তী ৮০ আয়তের নির্দ্দেশিত স্বাধীনতা অনুযায়ী আবদুল্লা-বিন ওবায়ের জানাজা-নামাজ পাঠ করিবার পর কপট-বিশ্বাসীদিগের জন্য জানাজা-নামাজ পাঠ বা মুক্তি-প্রার্থনা, তাহাদের 'দফন কাফন' বা

তদীয় রস্থলের প্রতি অবিশ্বাস করিয়াছে এবং তাহারা দুষ্কার্য্যকারী অবস্থায় মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে। ৮৫। এবং তাহাদের ধন-সম্পদ ও তাহাদের সন্তান-সন্ততি যেন তোমাকে বিস্মিত না করে; এতদ্দ্বারা আল্লাহ তাহাদিগকে ইহজগতে শাস্তি প্রদান করা ব্যতীত ইচ্ছা করেন না, এবং তাহাদের আত্মা-সমূহ বিনির্গত হইবে ও তাহারা অবিশ্বাসী থাকিয়া যাইবে। ৮৬। এবং যখন কোন স্থরা অবতীর্ণ হয় যে, তোমরা আল্লার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন কর এবং তদীয় রস্থলের সহযোগে ধর্ম্মযুদ্ধ কর, তখন তাহাদের অন্তর্গত সমর্থ ব্যক্তিরা তোমার নিকট অনুমতি-প্রার্থনা করে এবং বলে যে, আমাদিগকে ছাড়িয়া দাও যেন আমরা উপবিষ্টগণের সহিত থাকি। ৮৭। তাহারা পরিত্যক্তগণের সহিত থাকা মনোনীত করিয়াছে এবং তাহাদের অন্তর-সমূহ মুদ্রাঙ্কিত হইয়াছে যেহেতু তাহারা বুঝিতে পারে না।

بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَمَاتُوْا وَهُمْ فٰسِقُوْنَ ○
٨٥- وَلَا تُعْجِبْكَ اَمْوَالُهُمْ
وَاَوْلَادُهُمْ ط اِنَّمَا يُرِيْدُ اللّٰهُ اَنْ
يُّعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي الدُّنْيَا وَتَزْهَقَ
اَنْفُسُهُمْ وَهُمْ كٰفِرُوْنَ ○ ٨٦- وَاِذَآ
اُنْزِلَتْ سُوْرَةٌ اَنْ اٰمِنُوْا بِاللّٰهِ
وَجَاهِدُوْا مَعَ رَسُوْلِهِ اسْتَاْذَنَكَ
اُولُوا الطَّوْلِ مِنْهُمْ وَقَالُوْا ذَرْنَا
نَكُنْ مَّعَ الْقٰعِدِيْنَ ○ ٨٧- رَضُوْا
بِاَنْ يَّكُوْنُوْا مَعَ الْخَوَالِفِ وَطُبِعَ
عَلٰى قُلُوْبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُوْنَ ○

সমাধি-অনুষ্ঠানে যোগদান এবং তাহাদের 'কবর জেয়ারত' বা পারলৌকিক কল্যাণ কামনা নিষিদ্ধ ঘোষণা করিয়া এই আয়ত অবতীর্ণ হয়।—সহি বোখারী, তঃ কবির, হক্কানী ও মঃ আঃ।

"সমাধি সমক্ষে দণ্ডায়মান হইও না" অর্থে কপটকুলের "কবর-জেয়ারত" অর্থাৎ সমাধি-পার্শ্বে দণ্ডায়মান হইয়া মুক্তি-প্রার্থনা বা কল্যাণ-কামনা নিষিদ্ধ বলিয়া বুঝিতে হইবে। সাধারণভাবে দণ্ডায়মান হওয়া নিষিদ্ধ নহে।

৮৫—৮৬। কপটকুলের ধন-সম্পদ তাহাদের সম্পূর্ণ ইচ্ছার বিরুদ্ধে যেরূপ ইস্‌লামের কাজে ব্যয়িত হয় এবং তাহাদের সন্তান-সন্ততিরা যেরূপভাবে ইস্‌লামের পরিপুষ্টি সাধন করে—পক্ষান্তরে কপট-বিশ্বাসীরা স্বয়ং যেরূপভাবে ধর্ম্মযুদ্ধ হইতে বিরত থাকে, এই দুইটি আয়তে তাহাই বর্ণিত হইয়াছে। এতদ্বিষয়ের তফ্‌সীর ইতিপূর্ব্বেই বর্ণিত হইয়াছে। ফলতঃ কপট বিশ্বাসীদের অন্তর বাহিরে পার্থক্য প্রদর্শন এবং তজ্জনিত অনিষ্টকারিতা ও শাস্তির বিষয় পরিজ্ঞাপনই আলোচ্য আয়তদ্বয়ের লক্ষ্য।—৫৫ আয়তের তফ্‌সীর দ্রষ্টব্য।

٨٨- لٰكِنِ الرَّسُوْلُ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَعَهٗ جٰهَدُوْا بِاَمْوَالِهِمْ وَاَنْفُسِهِمْ ط وَاُولٰٓئِكَ لَهُمُ الْخَيْرٰتُ ز وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ۝ ٨٩- اَعَدَّ اللّٰهُ لَهُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ط ذٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ع

৮৮। কিন্তু রসুল ও তৎসহ বিশ্বাস স্থাপনকারিগণ তাহাদের ধন ও তাহাদের প্রাণ দ্বারা ধর্ম্মযুদ্ধ করিয়াছিল, এবং ইহাদের জন্যই কল্যাণ রহিয়াছে এবং ইহারাই সুফলপ্রাপ্ত হইবে। ৮৯। আল্লাহ তাহাদের জন্য স্বর্গোদ্যান প্রস্তুত করিয়াছেন—যাহার নিম্নে স্রোতস্বিনী সমূহ প্রবাহিতা, তন্মধ্যে তাহারা সর্ব্বদা অবস্থান করিবে ; ইহাই মহান্ সফলতা।

১২শ রুকু—কপটতা ও সরলতার পার্থক্য

٩٠- وَجَآءَ الْمُعَذِّرُوْنَ مِنَ الْاَعْرَابِ لِيُؤْذَنَ لَهُمْ وَقَعَدَ الَّذِيْنَ كَذَبُوا اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ ط سَيُصِيْبُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا

৯০। মরুপ্রান্তরবাসীদিগের অন্তর্গত আপত্তিকারীরা আসিয়াছে—যেন তাহাদের জন্য অনুমতি প্রদান করা হয়, এবং আল্লাহ ও তদীয় রসুলের প্রতি অসত্যারোপকারীরা বসিয়া রহিয়াছে ; অচিরেই তাহাদের অন্তর্গত অবিশ্বাসকারীদিগের

৮৮—৮৯। কপটকুলের রীতি, প্রকৃতি ও শাস্তির প্রসঙ্গ শেষ করিবার পর আল্লাহতা'লা এই দুইটি আয়তে বিশ্বাসী মুসলমানদিগের ধর্ম্মানুরাগ, প্রকৃতি ও পুরস্কারের প্রসঙ্গ বর্ণনা করিয়াছিলেন।

৯০। **মোয়াজ্জের**—"আজ্জার" অথবা 'ইতাজারা' হইতে নিষ্পন্ন। অর্থ—যথাক্রমে আপত্তিকারী ওজরকারী, অব্যাহতি-প্রার্থী, বিরতকামী অথবা ক্ষমা প্রার্থী। সাধারণতঃ অযথাভাবেই উক্ত শব্দ সমূহের মর্ম্মার্থ বুঝিতে হইবে।—তঃ কবির ও কাশ্শাফ।

আ'রাব—মরুবাসী বা প্রান্তর-পরিভ্রমণকারী আরব। 'আরব' শব্দের সহিত 'আরাব' শব্দের ধাতুগত বিশেষ পার্থক্য না থাকিলেও আরব অর্থে আরবের শহর এবং বিশিষ্ট পল্লীসমূহের সম্ভ্রান্ত ও স্থায়ী অধিবাসীদিগকে বুঝায় ; পক্ষান্তরে আ'রাব অর্থে মরু-প্রান্তরের পরিভ্রমণকারী, আশ্রয় ও সলিল-অন্বেষী বদ্দু বা বেদুইন জাতি সমূহ নির্দ্দেশিত হইয়া থাকে।—আজহারী এবং লিসানুল আরব।

মদিনাবাসী কপটকুল ব্যতীত অন্যান্য স্থানের অধিবাসী এবং মরু-প্রান্তরবাসী বেদুইন সম্প্রদায়ের মধ্যেও কোন কোন সম্প্রদায় তবুক অভিযানে ওজর-আপত্তি উত্থাপন পূর্ব্বক অব্যাহতি প্রার্থনা করিয়াছিল। তফ্সীরকারগণ এইরূপ আচরণকারীদের মধ্যে আসাদ ও গৎফান সম্প্রদায় এবং আমর-এবন্-উত্ তোফায়েল বংশের নাম উল্লেখ করিয়াছেন। আলোচ্য আয়তে ইহারা "মোয়াজ্জেরুনা" বা (অলীক) আপত্তিকারী বলিয়া নিন্দিত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত কোন কোন সম্প্রদায় তবুক অভিযানে যোগদানের আশঙ্কায় হজরতের অনুমতি গ্রহণ না করিয়াই স্ব স্ব গৃহে অবস্থান বা আত্মগোপন করিয়াছিল। ইহারা আল্লাহ-রসুলের প্রতি অসত্যারোপকারী উপবিষ্ট সম্প্রদায়

مِنْهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ٥ ٩١- لَيْسَ
عَلَى الضُّعَفَاءِ وَلَا عَلَى الْمَرْضٰى
وَلَا عَلَى الَّذِيْنَ لَا يَجِدُوْنَ مَا
يُنْفِقُوْنَ حَرَجٌ اِذَا نَصَحُوْا لِلّٰهِ
وَرَسُوْلِهٖ ط مَا عَلَى الْمُحْسِنِيْنَ
مِنْ سَبِيْلٍ ط وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ٥
٩٢- وَّلَا عَلَى الَّذِيْنَ اِذَا مَآ اَتَوْكَ
لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَآ اَجِدُ مَآ اَحْمِلُكُمْ

উপর যন্ত্রণাপ্রদ শাস্তি উপস্থিত হইবে।
৯১। ইহা অসমর্থদিগের উপর অথবা পীড়িতগণের উপর কিংবা যাহারা অভাব-বশতঃ কিছুই ব্যয় করিতে প্রাপ্ত হয় না, তাহাদের উপর নহে—যখন তাহারা আল্লাহ ও তদীয় রসুলের প্রতি অকপট, তখন পুণ্যবানগণের প্রতি কোন পন্থা নাই; এবং আল্লাহ ক্ষমাশীল করুণাময়।
৯২। এবং তাহাদের জন্যও নহে—যাহারা তোমার নিকট বাহনের জন্য আগমন করায় তুমি বলিয়াছিলে,—আমি কিছুই পাইতেছি না যে, তদুপরি তোমাদিগকে আরোহণ করাইব; তখন তাহারা ফিরিয়া

নামে অভিহিত হইয়াছে। আল্লাহতা'লা ঐ সকল অবিশ্বাসী কপট-সম্প্রদায়ের উপর আসন্ন কঠোর শাস্তির অবতারণা ঘোষণা করিয়াছেন।—তঃ হক্কানী ও মঃ আঃ।

৯১। হজরত রসুলোল্লার আহ্বান অনুযায়ী যাহারা তবুক-অভিযানে যোগদান হইতে অব্যাহতি পাইবার জন্য ওজর-আপত্তি করিয়াছিল, তাহারা দুই শ্রেণীতে বিভক্ত। এক শ্রেণীর আপত্তি সত্য, অন্য শ্রেণীর আপত্তি মিথ্যা। মিথ্যা-আপত্তিকারী কপট-সম্প্রদায়ের প্রসঙ্গ ইতিপূর্ব্বেই বর্ণিত হইয়াছে। এই আয়তে আল্লাহতা'লা সত্য-আপত্তিকারীদিগের প্রসঙ্গ বর্ণনা করিতেছেন।

সত্য-আপত্তিকারীদিগের মধ্যে প্রথম শ্রেণীর—'অসমর্থ'। অসমর্থ অর্থে অন্ধ, খঞ্জ, বিকলাঙ্গ, অতিবৃদ্ধ, শিশু ও স্ত্রীলোকদিগকে বুঝিতে হইবে।—তঃ এবন-আব্বাস।

দ্বিতীয় শ্রেণী—'পীড়িত' এবং তৃতীয় শ্রেণী—'অভাবগ্রস্ত'। যাহারা রোগ-ব্যাধিতে শক্তিহীন ও শয্যাশায়ী হইয়া পড়িয়াছিল এবং যাহাদের গ্রাসাচ্ছাদন ও যুদ্ধের সাজ-সরঞ্জাম সংগ্রহের উপযোগী অর্থ ছিল না, তাহারাই উপরোক্ত বাক্যাংশের লক্ষ্যস্থল। তবুক-অভিযানে যোগদান না-করার জন্য উপরোক্ত শ্রেণীত্রয়ের কোনই অপরাধ হয় নাই। কারণ তাহারা আল্লাহর-রসুলের প্রতি পূর্ণ-বিশ্বাসী ছিল। কেবল অসমর্থতা, রোগ-ব্যাধি ও অভাব-অনটনের জন্যই তাহারা তবুর অভিযানে যোগদান করিতে সমর্থ হয় নাই।

আলোচ্য আয়তের "মেন্ সাবিল" বা 'কোন পন্থা' অর্থে 'বিরুদ্ধ পন্থা' অর্থাৎ অপরাধ বা শাস্তি বুঝিতে হইবে।—তঃ মঃ আঃ।

৯২। এতদ্ব্যতীত আর এক শ্রেণীর নিরপরাধ আপত্তিকারীর প্রসঙ্গ এই আয়তে উক্ত হইয়াছে। ইহারা তবুক অভিযানে যোগদানের জন্য পূর্ণ বিশ্বাস ও আন্তরিক অনুরাগের সহিত হজরত রসুলোল্লার সন্নিধানে আগমন করিয়াছিলেন। কিন্তু হজরত রসুলোল্লা তাহাদের যান-বাহন ও অস্ত্র-শস্ত্রের

عَلَيْهِ تَوَلَّوْا وَّأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ
الدَّمْعِ حَزَنًا أَلَّا يَجِدُوا مَا يُنْفِقُونَ ۝
٩٣- إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ
يَسْتَأْذِنُونَكَ وَهُمْ أَغْنِيَاءُ رَضُوا
بِأَنْ يَكُونُوا مَعَ الْخَوَالِفِ وَطَبَعَ
اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ۝

গিয়াছিল এবং তাহারা ব্যয় করিতে কিছুই না পাইয়া দুঃখভারে তাহাদের নয়ন সমূহে অশ্রু প্রবাহিত হইয়াছিল।

৯৩। এতদ্ব্যতীত যাহারা সম্পদশালী হইয়াও তোমার নিকট অনুমতি-প্রার্থনা করিয়াছে তাহাদের জন্য কোন পন্থা নাই; উহারা পরিত্যক্তগণের সহিত থাকা মনোনীত করিয়াছিল এবং আল্লাহ তাহাদের অন্তর-সমূহের উপর মুদ্রাঙ্কিত করিয়া দিয়াছেন—যেহেতু তাহারা বুঝিতে পারে না।

আয়োজন করিতে না পারায় তাহারা অশ্রুসিক্ত নয়নে ফিরিয়া যাইতে বাধ্য হইয়াছিলেন। আল্লাহতা'লা বলিতেছেন যে, তবুক অভিযানে যোগদান না-করার জন্য ইহাদেরও কোন অপরাধ হয় নাই।

যে সকল ধর্ম্মপ্রাণ ব্যক্তি আন্তরিক অনুরাগ ও পূর্ণ আগ্রহের সহিত তবুক-অভিযানে যোগদানের জন্য হজরত রসুলোল্লার সন্নিধানে আগমন করিয়া যান-বাহনের অভাবে ক্ষুণ্ণ মনে ও অশ্রুসিক্ত নয়নে ফিরিয়া যাইতে বাধ্য হইয়াছিলেন, বিভিন্ন তফ্‌সীরে তাঁহাদের মধ্যে ৭ জন বিশিষ্ট ব্যক্তির নাম উল্লেখিত হইয়াছে, যথা,—মা'কল বেন্ ইয়াসার, ছখর বেন খান্‌সা, আবদুল্লা এবনে কা'ব আন্‌সারী, ওলিয়া বেন জায়েদ আনসারী, সালেম বেন উমির, সালবা বেন গনম এবং আবদুল্লা এবনে মগফল মজনী।—তঃ হক্কানী।

৯৩। কিন্তু যে সকল লোক ধন-সম্পদ থাকা সত্ত্বেও নিজেদের অভাব ও অসমর্থতা জ্ঞাপন করিয়া হজরত রসুলোল্লার নিকট তবুক অভিযান হইতে অব্যাহতির অনুমতি প্রার্থনা করিয়াছিল, এই আয়তে পুনরায় সেই সকল অসত্যবাদী কপটের কথা উক্ত হইয়াছে। আল্লাহতা'লা বলিতেছেন যে, ঐ সকল কপট-বিশ্বাসীর পরিত্রাণ ও মুক্তির কোনই উপায় নাই। কারণ তাহারা আমার রসুলের সমক্ষে অসত্য-আপত্তি উত্থাপন করিয়া তবুক অভিযান হইতে অব্যাহতি লাভ করিয়াছে। ফলতঃ এই অমার্জ্জনীয় অপরাধের জন্য তাহাদের "অন্তরসমূহে মোহরাঙ্কিত" করিয়া দেওয়া হইয়াছে—অর্থাৎ তাহাদের বিবেক ও বোধশক্তি বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে।

এই পবিত্র আয়তের ব্যঞ্জনা অনুযায়ী যে সকল লোকের নিকট ধন-সম্পদ থাকা সত্ত্বেও ধর্ম্ম, সমাজ অথবা জাতীয় প্রয়োজনে অর্থ ব্যয় করিবার সময়ে কপটতা বা কার্পণ্য প্রকাশ করে এবং অযথা ওজর-আপত্তি ও অভাব-অনাটন পরিজ্ঞাপন করিয়া ঐ সকল অত্যাবশ্যকীয় কার্য্যে অর্থদান করিতে বিরত হয়, তাহারাও পরিণামে অভিশপ্ত কপটকুলের অন্তর্ভুক্ত এব গুরুতর অপবাদে অপরাধী হইবে। কারণ আল্লাহতা'লা স্বয়ং বলিয়া দিতেছেন যে, ঐ সকল ধনশালী লোকের "কোনই পন্থা" অর্থাৎ তাহাদের পরিত্রাণ ও মুক্তিলাভের কোনই উপায় নাই। সুতরাং ধর্ম্ম, সমাজ অথবা জাতীয় প্রয়োজনে যখন অর্থ দান করিবার আবশ্যকতা উপস্থিত হয়, তখন প্রত্যেক ধনীর পক্ষে ঐ সকল পুণ্যজনক হিতকর কার্য্যে মুক্ত হস্তে দান করা একান্ত কর্ত্তব্য। নচেৎ তাহাদেরও 'অন্তরসমূহ মোহরাঙ্কিত' হইবে অর্থাৎ তাহাদের সৎপ্রবৃত্তি-নিচয় এবং বিবেক ও বোধশক্তি বিলুপ্ত হইয়া যাইবে।

১১শ পারা—ইয়া'তাজেরুনা

৯৪। যখন তোমরা তাহাদের দিকে প্রত্যাবর্ত্তিত হইবে—তাহারা তোমাদের নিকট আপত্তি-উত্থাপন করিতে থাকিবে; তুমি বল, তোমরা আপত্তি-উত্থাপন করিও না—আমরা কখনও তোমাদিগকে বিশ্বাস করিব না, নিশ্চয় আল্লাহ আমাদিগকে তোমাদের সংবাদ-সমূহ পরিজ্ঞাপন করিয়াছেন; এবং অচিরেই আল্লাহ্ ও তদীয় রসুল তোমাদের কার্য্য-সমূহ পরিদর্শন করিবেন, তৎপর তোমার অদৃশ্য ও প্রত্যক্ষ জ্ঞানীর দিকে

৯৪- يَعْتَذِرُوْنَ اِلَيْكُمْ اِذَا رَجَعْتُمْ اِلَيْهِمْ ط قُلْ لَّا تَعْتَذِرُوْا لَنْ نُّؤْمِنَ لَكُمْ قَدْ نَبَّاَنَا اللّٰهُ مِنْ اَخْبَارِكُمْ ط وَسَيَرَى اللّٰهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُوْلُهٗ ثُمَّ تُرَدُّوْنَ اِلٰى عٰلِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ

৯৪। হজরত রসুলোল্লাহ তবুক-অভিযান উপলক্ষে মদিনা হইতে যাত্রা করিবার পর মদিনায় প্রত্যাবর্ত্তনের ভবিষ্যদ্বাণী স্বরূপ এই আয়ত অবতীর্ণ হয়। বলা বাহুল্য, এই ভবিষ্যদ্বাণী অচিরেই পূর্ণ হইয়াছিল।—তঃ মঃ আঃ।

তবুক হইতে প্রত্যাবর্ত্তন।—হজরত রসুলোল্লাহ মদিনা হইতে যাত্রা করিবার সময়ে হজরত আলিকে মদিনার তত্ত্বাবধানের ভার অর্পণ করেন। অনন্তর সৈন্যদলের শৃঙ্খলা সম্পাদনের জন্য হজরত আবু-বকরকে প্রধান পরিচালক পদে নিযুক্ত করিয়া সর্ব্ববৃহৎ পতাকা তাঁহার হস্তে প্রদান করেন। এতদ্ভিন্ন প্রত্যেক সম্প্রদায়ের জন্য স্বতন্ত্র পতাকা প্রদত্ত হইয়াছিল। এইরূপে সুবৃহৎ সৈন্যদলের শৃঙ্খলা সম্পাদন করিয়া হজরত রসুলোল্লাহ সদলবলে রোমক সৈন্যদলের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করেন এবং চতুর্দ্দশ মঞ্জেল অতিক্রম করিয়া মদিনা ও দামেস্কের মধ্যবর্ত্তী তবুক নামক দুর্গ অথবা নির্ঝর-প্রান্তে উপনীত হন। এই স্থানেই রোমক সৈন্যদলের সহিত সাক্ষাৎ ও সংঘর্ষের সম্ভাবনা ছিল। কিন্তু রোম-সম্রাট হেরাকিল ইহার পূর্ব্বেই হজরত রসুলোল্লার বিদ্যমানতা ও নবুয়ত সম্বন্ধে সত্য-সংবাদ অবগত হইয়া এবং আল্লার প্রেরিত রসুলের বিরুদ্ধাচরণ অথবা তাঁহার সহিত সংঘর্ষের পরিণাম ধ্বংসপ্রাপ্তি ও পতন অবশ্যম্ভাবী মনে করিয়া অবিলম্বে সিরিয়া হইতে স্বীয় সৈন্যদলের প্রত্যাবর্ত্তনের আদেশ প্রদান করিয়াছিলেন। সুতরাং হজরত রসুলোল্লাহ সসৈন্য দুইমাস (মতান্তরে বিংশতি অথবা দ্বাদশ দিবস) তবুকে অবস্থান করিয়া যখন রোমক সৈন্যের সন্দর্শন অথবা তাহাদের গতিবিধি ও অস্তিত্বের কোনই সংবাদ পাইলেন না, তখন তিনি সম্পূর্ণ নিরাপদে সসৈন্য মদিনায় ফিরিয়া আসিলেন। বলা বাহুল্য, এই নিরাপদ প্রত্যাবর্ত্তনের ভবিষ্যদ্বাণীই আলোচ্য আয়তে উক্ত হইয়াছে।

এই অভিযানে হজরত রসুলোল্লার বহু বিস্ময়কর অলৌকিকতা প্রকাশিত হইয়াছিল। বিশেষতঃ এই অভিযানের ফলে আরবের বহির্ভূত প্রদেশ-সমূহেও হজরত রসুলোল্লার প্রভাব অতি দ্রুতবেগে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল।—তঃ হক্কানী।

আল্লাহতা'লা বলিয়া দিলেন :—হে রসুল, যখন তুমি মদিনায় ফিরিয়া আসিবে, তখন যে সকল কপট তবুক-অভিযানে তোমার সহযাত্রী হয় নাই, তাহারা তোমার সমক্ষে উপস্থিত হইয়া নানা ওজর-আপত্তি উত্থাপন পূর্ব্বক নিজেদের নির্দ্দোষিতা প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিবে। কিন্তু তুমি তখন তাহাদিগকে বলিয়া দিও যে, তোমাদের অযথা আপত্তি আমি কখনই বিশ্বাস করিব না। কারণ সর্ব্বজ্ঞ আল্লাহতা'লা পূর্ব্বেই আমাদিগকে তোমাদের সংবাদ বিজ্ঞাপিত করিয়াছেন এবং

فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ○
৯৫- سَيَحْلِفُوْنَ بِاللهِ لَكُمْ اِذَا
انْقَلَبْتُمْ اِلَيْهِمْ لِتُعْرِضُوْا عَنْهُمْ ط
فَاَعْرِضُوْا عَنْهُمْ ط اِنَّهُمْ رِجْسٌ ز
وَّمَاْوٰىهُمْ جَهَنَّمُ ج جَزَآءًۢ بِمَا كَانُوْا
يَكْسِبُوْنَ ○ ৯৬- يَحْلِفُوْنَ لَكُمْ
لِتَرْضَوْا عَنْهُمْ ج فَاِنْ تَرْضَوْا عَنْهُمْ
فَاِنَّ اللهَ لَا يَرْضٰى عَنِ الْقَوْمِ

প্রত্যাবর্ত্তিত হইবে, অনন্তর তোমরা যাহা করিতেছ—তিনি তোমাদিগকে তাহা বিজ্ঞাপিত করিবেন। ৯৫। যখন তোমরা তাহাদের দিকে প্রত্যাবর্ত্তিত হইবে, তাহারা তখনই তোমাদের নিকট আল্লার শপথ করিবে—যেন তোমরা তাহাদিগ হইতে বিমুখ হও; অতএব তোমরা তাহাদিগ হইতে বিমুখ হইয়া যাও; নিশ্চয় তাহারা অপবিত্র এবং তাহাদের বাসস্থান নরক; ইহা তদ্বিনিয়ম—যাহা তাহারা উপার্জ্জন করিয়াছে। ৯৬। তাহারা তোমাদের নিকট শপথ করিবে—যেন তোমরা তাহাদের প্রতি পরিতুষ্ট হও.; কিন্তু যদিও তোমরা তাহাদের প্রতি সন্তুষ্ট হও, তথাপি নিশ্চয় আল্লাহ দুষ্কার্য্যকারী সম্প্রদায়ের প্রতি সন্তুষ্ট

আমরা তোমাদের প্রকৃত পরিচয় প্রাপ্ত হইয়াছি। অতএব তোমরা যাহা করিয়াছ—অদৃশ্য ও প্রত্যক্ষ প্রভৃতি সমস্ত বিষয়ের প্রভু সর্ব্বজ্ঞ আল্লার সমক্ষে উপস্থিত হইয়া তোমাদিগকে অচিরেই তাহার প্রতিফল ভোগ করিতে হইবে। তোমরা স্ব স্ব গুপ্ত অথবা ব্যক্ত কৃতকার্য্যের প্রতিফল হইতে কখনই পরিত্রাণ পাইবে না।

৯৫-—৯৬। এই দুইটি আয়তে আল্লাহতা'লা কপট-বিশ্বাসীদের সহিত সম্বন্ধ-ছেদনের আদেশ প্রদান করিতেছেন। আল্লাহতা'লা বলিতেছেন যে, কপট-বিশ্বাসীরা মিথ্যা শপথ করিতে খুবই অভ্যস্ত। সুতরাং তাহাদের একদল আল্লার শপথ করিয়া বলিবে—"যেন তোমরা তাহাদিগ হইতে বিমুখ হও"—অর্থাৎ তোমরা যেন তাহাদিগকে তাহাদের দুষ্কার্য্য সম্বন্ধে ভর্ৎসনা বা তিরস্কার না কর (তঃ কবির ও বাহরুল মহিত)। "অতএব তোমরা তাহাদিগ হইতে বিমুখ হইয়া যাও"—ইহার অর্থ এই যে, তোমরা তাহাদিগের সহিত সমস্ত সম্বন্ধ-ছেদন কর (তঃ এব্‌নে-আব্বাস ও কবির)। কিন্তু মোকাতেল বলেন,—"আবদুল্লাহ বিন ওবায় এবং এব্‌নে আবি-সার হজরতের নিকট শপথ করিয়া বলিয়াছিল যে, আমরা ভবিষ্যতে কোন অভিযানে যোগদান করিতে কখনই পশ্চাৎপদ হইব না। তাহাদের ঐ শপথ সম্বন্ধেই প্রথমোক্ত আয়ত অবতীর্ণ হইয়াছে।"—তঃ বহরুল মহিত।

অনন্তর আল্লাহতা'লা আর এক শ্রেণীর কপটের প্রসঙ্গ উত্থাপন করিয়াছেন। ইহারা আল্লার শপথ করিয়া হজরতের নিকট নিজেদের নির্দ্দোষিতা জ্ঞাপন পূর্ব্বক মুসলমানদের সন্তুষ্টি ও সম্প্রীতি প্রার্থনা করিয়াছিল। কিন্তু আল্লাহতা'লা বলিয়া দিলেন যে, যদিও তোমরা ঐ কপটদিগের কথা বিশ্বাস অথবা তাহাদের অপরাধ ক্ষমা করিয়া তাহাদের প্রতি সন্তুষ্ট হও, তথাপি আল্লাহতা'লা কখনই ঐ দুষ্কার্য্যকারী কপটকুলের প্রতি সন্তুষ্ট হইবেন না, অথবা তাহাদিগকে ক্ষমা করিবেন না। ইহার কারণ প্রথমোক্ত আয়তের শেষে বর্ণিত হইয়াছে।

আল্লাহতা'লা বলিয়া দিয়াছেন যে, কপট-বিশ্বাসীরা প্রকৃতিগত অপবিত্র। সুতরাং উহাদের অন্তর কখনই সরল অথবা সত্যের প্রতি আকৃষ্ট হইবে না। স্ব স্ব দুষ্কার্য্যের বিনিময়ে নরকে

فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ○
৯৫- سَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ إِذَا
انقَلَبْتُمْ إِلَيْهِمْ لِتُعْرِضُوا عَنْهُمْ ط
فَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ ط إِنَّهُمْ رِجْسٌ ز
وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ ج جَزَاءً بِمَا كَانُوا
يَكْسِبُونَ ○ ৯৬- يَحْلِفُونَ لَكُمْ
لِتَرْضَوْا عَنْهُمْ ج فَإِن تَرْضَوْا عَنْهُمْ
فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَرْضَىٰ عَنِ الْقَوْمِ

প্রত্যাবর্ত্তিত হইবে, অনন্তর তোমরা যাহা করিতেছ—তিনি তোমাদিগকে তাহা বিজ্ঞাপিত করিবেন। ৯৫। যখন তোমরা তাহাদের দিকে প্রত্যাবর্ত্তিত হইবে, তাহারা তখনই তোমাদের নিকট আল্লার শপথ করিবে—যেন তোমরা তাহাদিগ হইতে বিমুখ হও; অতএব তোমরা তাহাদিগ হইতে বিমুখ হইয়া যাও; নিশ্চয় তাহারা অপবিত্র এবং তাহাদের বাসস্থান নরক; ইহা তদ্বিনিময়—যাহা তাহারা উপার্জ্জন করিয়াছে। ৯৬। তাহারা তোমাদের নিকট শপথ করিবে—যেন তোমরা তাহাদের প্রতি পরিতুষ্ট হও; কিন্তু যদিও তোমরা তাহাদের প্রতি সন্তুষ্ট হও, তথাপি নিশ্চয় আল্লাহ দুষ্কার্য্যকারী সম্প্রদায়ের প্রতি সন্তুষ্ট

আমরা তোমাদের প্রকৃত পরিচয় প্রাপ্ত হইয়াছি। অতএব তোমরা যাহা করিয়াছ—অদৃশ্য ও প্রত্যক্ষ প্রভৃতি সমস্ত বিষয়ের প্রভু সর্ব্বজ্ঞ আল্লার সমক্ষে উপস্থিত হইয়া তোমাদিগকে অচিরেই তাহার প্রতিফল ভোগ করিতে হইবে। তোমরা স্ব স্ব গুপ্ত অথবা ব্যক্ত কৃতকার্য্যের প্রতিফল হইতে কখনই পরিত্রাণ পাইবে না।

৯৫-—৯৬। এই দুইটি আয়তে আল্লাহতা'লা কপট-বিশ্বাসীদের সহিত সম্বন্ধ-ছেদনের আদেশ প্রদান করিতেছেন। আল্লাহতা'লা বলিতেছেন যে, কপট-বিশ্বাসীরা মিথ্যা শপথ করিতে খুবই অভ্যস্ত। সুতরাং তাহাদের একদল আল্লার শপথ করিয়া বলিবে—"যেন তোমরা তাহাদিগ হইতে বিমুখ হও"—অর্থাৎ তোমরা যেন তাহাদিগকে তাহাদের দুষ্কার্য্য সম্বন্ধে ভৎ'সনা বা তিরস্কার না কর (তঃ কবির ও বাহরুল মহিত)। "অতএব তোমরা তাহাদিগ হইতে বিমুখ হইয়া যাও"—ইহার অর্থ এই যে, তোমরা তাহাদিগের সহিত সমস্ত সম্বন্ধ-ছেদন কর (তঃ এব্‌নে-আব্বাস ও কবির)। কিন্তু মোকাতেল বলেন,—"আবদুল্লাহ বিন ওবায় এবং এব্‌নে আবি-সার হজরতের নিকট শপথ করিয়া বলিয়াছিল যে, আমরা ভবিষ্যতে কোন অভিযানে যোগদান করিতে কখনই পশ্চাৎপদ হইব না। তাহাদের ঐ শপথ সম্বন্ধেই প্রথমোক্ত আয়ত অবতীর্ণ হইয়াছে।"—তঃ বহরুল মহিত।

অনন্তর আল্লাহতা'লা আর এক শ্রেণীর কপটের প্রসঙ্গ উত্থাপন করিয়াছেন। ইহারা আল্লার শপথ করিয়া হজরতের নিকট নিজেদের নির্দ্দোষিতা জ্ঞাপন পূর্ব্বক মুসলমানদের সন্তুষ্টি ও সম্প্রীতি প্রার্থনা করিয়াছিল। কিন্তু আল্লাহতা'লা বলিয়া দিলেন যে, যদিও তোমরা ঐ কপটদিগের কথা বিশ্বাস অথবা তাহাদের অপরাধ ক্ষমা করিয়া তাহাদের প্রতি সন্তুষ্ট হও, তথাপি আল্লাহতা'লা কখনই ঐ দুষ্কার্য্যকারী কপটকুলের প্রতি সন্তুষ্ট হইবেন না, অথবা তাহাদিগকে ক্ষমা করিবেন না। ইহার কারণ প্রথমোক্ত আয়তের শেষে বর্ণিত হইয়াছে।

আল্লাহতা'লা বলিয়া দিয়াছেন যে, কপট-বিশ্বাসীরা প্রকৃতিগত অপবিত্র। সুতরাং উহাদের অন্তর কখনই সরল অথবা সত্যের প্রতি আকৃষ্ট হইবে না। স্ব স্ব দুষ্কার্য্যের বিনিময়ে নরকে

الْفٰسِقِيْنَ ۝ ٩٧- اَلْاَعْرَابُ اَشَدُّ
كُفْرًا وَّنِفَاقًا وَّاَجْدَرُ اَلَّا يَعْلَمُوْا
حُدُوْدَ مَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ عَلٰى رَسُوْلِهٖ ط
وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ۝ ٩٨- وَمِنَ
الْاَعْرَابِ مَنْ يَّتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ
مَغْرَمًا وَّيَتَرَبَّصُ بِكُمُ الدَّوَآئِرَ ط
عَلَيْهِمْ دَآئِرَةُ السَّوْءِ ط وَاللّٰهُ سَمِيْعٌ
عَلِيْمٌ ۝ ٩٩- وَمِنَ الْاَعْرَابِ
مَنْ يُّؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ
وَيَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ قُرُبٰتٍ عِنْدَ اللّٰهِ

হইবেন না। ৯৭। মরু-প্রান্তরবাসীরা অবিশ্বাস ও কপটতায় কঠোরতর এবং আল্লাহ তদীয় রসুলের প্রতি যাহা অবতীর্ণ করিয়াছেন তাহার সীমা-সমূহ অবগত হইবার অযোগ্য; এবং আল্লাহ মহাজ্ঞানী বিজ্ঞানময়। ৯৮। এবং মরু-প্রান্তরবাসীদের মধ্যে কেহ কেহ যাহা ব্যয় করে, তাহাকে অনর্থক অনিষ্ট ধারণা করিয়া থাকে এবং তাহারা তোমাদের জন্য কালচক্র-সমূহের প্রতীক্ষা করিতেছে; তাহাদের উপরেই অনিষ্টকর কালচক্র; এবং আল্লাহ শ্রবণকারী মহাজ্ঞানী। ৯৯। এবং মরু-প্রান্তরবাসীদিগের মধ্যে কেহ কেহ আল্লাহ ও পরকালের প্রতি বিশ্বাস করে এবং তাহারা যাহা ব্যয় করে, তাহাকে আল্লার সান্নিধ্য ও রসুলের আশীর্ব্বাদ

গমনই উহাদের ভাগ্যে লিখিত হইয়াছে। তবুক হইতে প্রত্যাবর্ত্তনের পর হজরত রসুলোল্লাহ সত্য-বিশ্বাসী মুসলমানদিগকে কপট-বিশ্বাসী মোনাফেকদের সহিত সমস্ত সম্বন্ধ ছেদনের আদেশ প্রদান করিয়াছিলেন। তঃ মঃ আঃ।

৯৭—৯৮। এই দুইটি আয়তে মরুপ্রান্তরস্থিত কুঞ্জ-কাননবাসী বিচরণশীল বদ্দু বা বেদুইন সম্প্রদায়ভুক্ত কপট-বিশ্বাসীদের প্রসঙ্গ বর্ণিত হইয়াছে। উহারা অশিক্ষিত, অসভ্য ও বর্ব্বর বলিয়া আল্লাহ-রসুলের আদেশ-নিষেধ সম্বন্ধে অনভিজ্ঞ—সুতরাং ইহাদের অবিশ্বাস এবং কপটতাও অত্যন্ত মারাত্মক। সেইজন্য মুসলমানদিগের অভ্যুদয় দর্শনে ইহারা প্রকাশ্যতঃ ইস্লাম্ গ্রহণ করিয়া ধর্ম্ম ও সামাজিক বাধ্য-বাধকতা হেতু ধর্ম্মযুদ্ধ, জনহিতকর কার্য্য অথবা জাকাত স্বরূপ যাহা ব্যয় করিতে বাধ্য হইত, তাহাকে অনর্থক অনিষ্ট বা ক্ষতি বলিয়া ধারণা করিত। পক্ষান্তরে সময়শিরে অথবা কালচক্রের আবর্ত্তনে মুসলমানদিগের উপর যাহাতে দুর্গতি বা অধঃপতন উপস্থিত হয়, তজ্জন্য আগ্রহের সহিত অপেক্ষা করিত। কিন্তু আল্লাহতা'লা বলিতেছেন যে, সময়ের আবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে উহাদের উপরেই অনিষ্টকর দুর্গতি ও অভিসম্পাত অবতীর্ণ হইবে এবং উহারা অবিশ্বাস ও কপটতার সমুচিত প্রতিফল ভোগ করিবে। বস্তুতঃ ইহা অবিশ্বাসী ও কপট বেদুইনদিগের অধঃপতন ও শাস্তি সম্বন্ধীয় স্পষ্টতর ভবিষ্যদ্বাণী এবং যথা সময়ে এই ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হইয়াছিল।—তঃ হক্কানী ও তঃ মঃ আঃ।

৯৯। এই আয়তে অশিক্ষিত অথচ সরল-বিশ্বাসী মুসলমান—মরুপ্রান্তরবাসী বদ্দুদিগের প্রসঙ্গ বর্ণিত হইয়াছে। আল্লাহতা'লা বলিতেছেন যে, যদিও ইহারা আল্লাহ-রসুলের আদেশ-নিষেধের সীমা পূর্ণভাবে অবগত নহে, তথাপি ইহারা আল্লাহ ও পরকালের প্রতি বিশ্বাস করে এবং রসুলের আশীর্ব্বাদ লাভের জন্য জাকাত প্রদান করে এবং ধর্ম্ম ও সামাজিক কার্য্যে স্বীয় ধন-সম্পদ ব্যয়

وَصَلَوٰتِ الرَّسُوْلِ ۭ اَلَآ اِنَّهَا قُرْبَةٌ
لَّهُمْ ۭ سَيُدْخِلُهُمُ اللّٰهُ فِيْ رَحْمَتِهٖ ۭ
اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ع

ধারণা করিয়া থাকে; অবশ্যই ইহা তাহাদের জন্য সন্নিকটবর্ত্তী; অচিরেই আল্লাহ তাহাদিগকে স্বীয় করুণায় প্রবিষ্ট করিবেন; নিশ্চয় আল্লাহ ক্ষমাশীল করুণাময়।

১৩শ রুকু—মোহাজেরীন ও আনসারের প্রসঙ্গ

١٠٠- وَالسّٰبِقُوْنَ الْاَوَّلُوْنَ مِنَ
الْمُهٰجِرِيْنَ وَالْاَنْصَارِ وَالَّذِيْنَ
اتَّبَعُوْهُمْ بِاِحْسَانٍ ۙ رَّضِيَ اللّٰهُ
عَنْهُمْ وَرَضُوْا عَنْهُ وَاَعَدَّ لَهُمْ جَنّٰتٍ
تَجْرِيْ تَحْتَهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَآ

১০০। মোহাজেরীন ও আনসারের মধ্যে পূর্ব্ববর্ত্তী প্রথম এবং যাহারা সদ্ভাবে তাহাদের অনুসরণ করিয়াছে, আল্লাহ তাহাদের প্রতি সন্তুষ্ট এবং তাহারাও তৎপ্রতি পরিতুষ্ট এবং তিনি তাহাদের জন্য স্বর্গোদ্যান নির্ম্মাণ করিয়াছেন—যাহার নিম্নে স্রোতস্বিনী সমূহ প্রাবাহিতা, তন্মধ্যে তাহারা চিরকাল

করিয়া থাকে। কারণ যাহারা জাকাত প্রদান এবং সৎকার্য্যে ধন-সম্পদ দান করিতেন, হজরত রসুলোল্লাহ তাহাদিগের জন্য ক্ষমাপ্রার্থনা করিয়া তাহাদের মুক্তি ও কল্যাণের জন্য আন্তরিক আশীর্ব্বাদ করিতেন। তাই আল্লাহতা'লা বলিতেছেন যে, ঐ আশীর্ব্বাদ কখনই ব্যর্থ হইবে না। নিশ্চয় আমি তাহাদের সত্য-বিশ্বাস ও সরলতার জন্য তাহাদিগকে ক্ষমা করিয়া যথোচিত পুরস্কার প্রদান করিব।

১০০। **মোহাজেরীন ও আন্সার**—শব্দদ্বয় যথাক্রমে "মোহাজের" ও "নাসির" শব্দের বহুবচন; উহার আভিধানিক অর্থ স্বদেশ-পরিত্যাগকারী ও সাহায্যকারী। হজরত রসুলোল্লার মক্কা অবস্থান কালে যাঁহারা পবিত্র ইসলাম গ্রহণ পূর্ব্বক কোরেশকুলের অত্যাচারে স্বদেশ ও স্বজন পরিত্যাগ করিয়া আবিসিনিয়া অথবা মদিনায় পলায়ন করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন, ইসলামের ইতিহাসে তাঁহারাই "মোহাজের" নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন। "মোহাজের" শব্দের অন্যার্থ পলায়নকারী। ধর্ম্মের জন্য স্বদেশ ও স্বজন পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করাকে "হেজরত" বলে। হজরত রসুলোল্লার "হেজরত" উপলক্ষেই "হিজরী" বর্ষ গণনা আরম্ভ হইয়াছে। হেজরতের পূর্ব্বে পুণ্যভূমি মদিনায় যে সকল অধিবাসী ইস্লাম গ্রহণ করিয়া মদিনায় সমাগত মুসলমানদিগকে সাহায্য ও আশ্রয় দান করিয়াছিলেন, তাঁহারাই "আন্সার" বা সাহায্যকারী নামে গৌরবান্বিত হইয়াছেন।

কিন্তু "মোহাজেরীন" ও "আন্সার" শব্দদ্বয়ের উপরোক্ত ব্যাখ্যা সম্বন্ধে তফ্সীরকারগণের মধ্যে সামান্য মতভেদ পরিলক্ষিত হয়। আবু-মুসা, সাইদ, কাতাদা ও এব্নে-সিরিন বলেন যে, যে সকল মুসলমান "বয়তুল মোকাদ্দস" ও "মক্কা-শরিফ"—এই উভয় কেন্দ্র অভিমুখে নামাজ পড়িয়াছেন, "পূর্ব্ববর্ত্তী প্রথম মোহাজেরীন ও আন্সার" বাক্যে তাঁহারাই লক্ষিত হইয়াছেন। হেজরতের ষোড়শ মাস অন্তে এই কেবলা-পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইয়াছিল। মহাত্মা আতা বলেন যে, মক্কা ও মদিনার যে সকল প্রাথমিক মুসলমান বদর যুদ্ধে উপস্থিত ছিলেন, এই আয়তে তাহাদের প্রতিই লক্ষ্য করা হইয়াছে। শায়বির মতে "বায়তের-রেজয়ান" বা হোদায়বিয়ার অঙ্গীকারকারীরাই এই আয়তের লক্ষ্য। হজরত রসুলোল্লাহ হিজরী ষষ্ঠ শতাব্দীতে হোদায়বিয়ার একটি তরুতলে অবস্থানকালে যে সকল সাহাবার নিকট

অবস্থান করিবে; ইহাই মহান্ সফলতা। ১০১। এবং তোমাদের পার্শ্ববর্ত্তী মরু-প্রান্তরবাসীদের মধ্যে এবং মদিনাবাসী-দের মধ্যে কপট-বিশ্বাসীরা রহিয়াছে; তাহারা কপটতায় অটল, তুমি তাহা-দিগকে জান না; আমি তাহাদিগকে পরিজ্ঞাত আছি; অচিরেই আমি তাহা-দিগকে দুইবার শাস্তি প্রদান করিব, তৎপর তাহারা মহাশাস্তির দিকে প্রত্যাবর্ত্তিত হইবে। ১০২। এবং অন্যান্যেরা তাহাদের অপরাধ-সমূহ স্বীকার করিয়া থাকে, তাহারা উত্তম কার্য্য ও অন্যান্য অপকৃষ্ট সংমিশ্রিত করিয়াছে; সম্ভবতঃ আল্লাহ তাহাদিগের প্রতি ক্ষমাদান করিবেন; নিশ্চয় আল্লাহ ক্ষমাশীল

أَبَدًا ط ذَٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ○
১০১- وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِّنَ الْأَعْرَابِ
مُنٰفِقُوْنَ ط وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِيْنَةِ ق
مَرَدُوْا عَلَى النِّفَاقِ ق لَا تَعْلَمُهُمْ ط
نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ ط سَنُعَذِّبُهُمْ مَّرَّتَيْنِ
ثُمَّ يُرَدُّوْنَ إِلٰى عَذَابٍ عَظِيْمٍ ○
১০২- وَاٰخَرُوْنَ اعْتَرَفُوْا بِذُنُوْبِهِمْ
خَلَطُوْا عَمَلًا صَالِحًا وَّاٰخَرَ سَيِّئًا ط
عَسَى اللّٰهُ أَنْ يَّتُوْبَ عَلَيْهِمْ ط

অঙ্গীকার গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাঁহারাই এই আয়তে "পূর্ব্ববর্ত্তী প্রথম মোহাজেরীন ও আন্‌সার" বলিয়া প্রশংসিত হইয়াছেন (কোঃ—৪৮—১৮ আয়ত)।—তঃ কবির ও বহরুল মহিত।

এই পবিত্র আয়তে প্রথম ও পূর্ব্ববর্ত্তী মোহাজেরীন ও আনসার এবং তাহাদের বিশুদ্ধ আদর্শ অনুসরণকারী হজরত রসুলোল্লার যাবতীয় সহচরের গৌরব ঘোষণা করা হইয়াছে। এতদ্দ্বারা প্রকারান্তরে স্পষ্টই প্রমাণিত হইতেছে যে, সাহাবা অথবা রসুল-সহচরগণের প্রতি অপ্রিয় বা মন্দ ধারণা পোষণ করা কদাচ উচিত নহে। তঃ কবির ও হক্কানী।

১০১। এই আয়তে মদিনার বহির্ভূত পল্লী-প্রান্তরবাসী কপটদিগের প্রসঙ্গ বর্ণিত হইয়াছে। জুহায়না, আস্‌লাম, আশজা এবং গফার প্রভৃতি সম্প্রদায়ই এই আয়তের লক্ষ্য। ইহারা এই সময়ে একযোগে মদিনার চতুঃপার্শ্বে সমবেত হইয়াছিল (কাশ্‌শাফ)। আল্লাহতা'লা বলিয়া দিলেন যে, ঐ সম্প্রদায় ঘোর কপটচারী, তুমি তাহাদিগকে জান না; কারণ কোন সৃষ্ট জীবের পক্ষে কাহারও অন্তরের কথা জানা সম্ভবপর নহে। কিন্তু সর্ব্বজ্ঞ আল্লাহতা'লা প্রত্যেকেরই অন্তরের কথা পরিজ্ঞাত আছেন।

"দুইবার শাস্তি"—অর্থে কেহ বলেন, ইহকাল ও পরকালের শাস্তি এবং কেহ কেহ বলেন যে, কপটকুল কর্ত্তৃক ইসলামের হিতকল্পে অনিচ্ছার সহিত সাহায্য ও জাকাত প্রদান এবং কবরের শাস্তিই উক্ত বাক্যে পরিব্যক্ত হইয়াছে। এই কপট সম্প্রদায়-সমূহ অবশেষে হজরত রসুলোল্লাহ কর্ত্তৃক সুপ্রকাশিত হইয়া মুসলমানগণের সংস্রব পরিত্যাগ করিয়া যাইতে বাধ্য হইয়াছিল।—তঃ এব্‌নে-জরীর।

১০২। বিভিন্ন বর্ণনা অনুযায়ী এইরূপ সদসৎ কার্য্যে নিরত অপরাধ-স্বীকারকারী ব্যক্তিদিগের সংখ্যা তিন হইতে দশ জন বলিয়া নির্দ্দেশিত হইয়াছে। এই শ্রেণীর লোকদিগের পক্ষে আল্লাহতা'লার ক্ষমা লাভ করা অসম্ভব নহে। কারণ ইহারা পাপাচারী কপটকুলের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া তিরস্কৃত হয় নাই।

إِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ○ ١٠٣- خُذْ مِنْ
أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيْهِمْ بِهَا
وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ط إِنَّ صَلٰوتَكَ
سَكَنٌ لَّهُمْ ط وَاللّٰهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ○
١٠٤- أَلَمْ يَعْلَمُوْا أَنَّ اللّٰهَ هُوَ يَقْبَلُ
التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهٖ وَيَأْخُذُ الصَّدَقٰتِ
وَأَنَّ اللّٰهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ ○
١٠٥- وَقُلِ اعْمَلُوْا فَسَيَرَى اللّٰهُ
عَمَلَكُمْ وَرَسُوْلُهٗ وَالْمُؤْمِنُوْنَ ط
وَسَتُرَدُّوْنَ إِلٰى عٰلِمِ الْغَيْبِ
وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ

করুণাময়। ১০৩। তুমি তাহাদের ধন-সম্পদ হইতে 'সদকা' গ্রহণ কর—যেন তদ্দারা তাহাদিগকে পবিত্র ও তাহাদিগকে নির্ম্মল করিতে পার এবং তাহাদের প্রতি আশীর্ব্বাদ কর; নিশ্চয় তোমার আশীর্ব্বাদ তাহাদের জন্য শান্তিপ্রদ; এবং আল্লাহ শ্রবণকারী মহাজ্ঞানী। ১০৪। তাহারা কি জানে না যে, আল্লাহ তদীয় দাস গণের ক্ষমাপ্রার্থনা পরিগ্রহণ করেন এবং 'সাদকা' গ্রহণ করিয়া থাকেন, এবং নিশ্চয় আল্লাহ-ই ক্ষমাগ্রহণকারী করুণাময়। ১০৫। এবং তুমি বল—তোমরা কার্য্য করিতে থাক, অনন্তর নিশ্চয় আল্লাহ ও তদীয় রসুল এবং বিশ্বাসীবৃন্দ তোমাদের কার্য্য পরিদর্শন করিবেন; এবং তোমরা অদৃশ্য ও প্রত্যক্ষ জ্ঞানীর দিকে প্রত্যা-বর্ত্তিত হইবে, অতঃপর তোমরা যাহা করিতেছিলে—তিনি তোমাদিগকে তাহা

১০৩। আল্লাহতা'লা বলিতেছেন :—হে রসুল, তুমি ঐ সকল দোষ-স্বীকারকারী সরল-বিশ্বাসী-দিগের নিকট হইতে তাহাদের পবিত্রতা ও কল্যাণের জন্য জাকাত গ্রহণ কর। কারণ তাহারা অপরাধী হইলেও সরল-বিশ্বাসী। অতএব তুমি তাহাদের জন্য আশীর্ব্বাদ কর। তোমার আশীর্ব্বাদ অবশ্যই তাহাদের জন্য শান্তিপ্রদ ও কল্যাণকর হইবে। এতদ্দারা স্পষ্টই অনুমিত হইতেছে যে, অপরাধীদিগের মধ্যে যাহারা অকপট ও অনুতপ্ত, তাহাদিগের নিকট হইতে জাকাত গ্রহণ নিষিদ্ধ নহে। কিন্তু কপটকুলের নিকট হইতে জাকাত গ্রহণ নিষিদ্ধ বলিয়া ঘোষিত হইয়াছে।

১০৪। যাহারা কপটতা ব্যতিরেকে শুধু আরাম-প্রিয়তা ও বিলাসিতার জন্য তবুক-অভিযানে যোগদান করে নাই, এই আয়তে তাহাদের প্রতি ঈঙ্গিত করা হইয়াছে। ইহারা হজরতের প্রত্যা-বর্ত্তনের পর অত্যন্ত লজ্জিত ও অনুতপ্ত হইয়া মসজিদ-নববীতে গমন পূর্ব্বক মসজিদের প্রাচীরের সহিত নিজদিগকে বন্ধন করিয়া বলিয়াছিল যে, যদি রসুলোল্লাহ আমাদিগকে মুক্ত করিয়া দেন তবেই আমরা মুক্তি লাভ করিব। হজরত রসুলোল্লাহ তাহাদিগকে দর্শন করিয়া বলিয়াছিলেন, "যদি আল্লাহ আমাকে আদেশ করেন, তবেই আমি ইহাদিগকে মুক্ত করিয়া দিব।" অনন্তর উহারা কয়েকদিন ঐ ভাবে আবদ্ধ থাকিয়া ক্ষমালাভের জন্য অবিরত রোদন করিবার পর এই আয়ত এবং ইহার পুর্ব্ববর্ত্তী আয়ত কতিপয় অবতীর্ণ হয়। আল্লাহতা'লা উহাদিগকে ক্ষমাদানের আশ্বাস প্রদান করেন এবং হজরত রসুলোল্লার প্রতি তাহাদিগের নিকট হইতে জাকাত গ্রহণ এবং তাহাদিগকে আশীর্ব্বাদ করিবার অনুমতি প্রদত্ত হয়।—তঃ হক্কানী।

১০৫। অনন্তর আল্লাহতা'লা আদেশ করিতেছেন :—হে রসুল, তুমি ঐ সকল লোককে বল যে, তোমরা স্ব স্ব নিয়মিত ও নির্দ্ধারিত কর্ত্তব্য পালন করিয়া যাও। আল্লাহ, রসুল ও বিশ্বাসী মুসলমানগণ

তَعْمَلُوْنَ ۝١٠٥ - وَاٰخَرُوْنَ مُرْجَوْنَ
لِاَمْرِ اللّٰهِ اِمَّا يُعَذِّبُهُمْ وَاِمَّا يَتُوْبُ
عَلَيْهِمْ ط وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ۝
١٠٧- وَالَّذِيْنَ اتَّخَذُوْا مَسْجِدًا
ضِرَارًا وَّكُفْرًا وَّتَفْرِيْقًا بَيْنَ

বিজ্ঞাপিত করিবেন। ১০৬। এবং অন্যান্যেরা আল্লাহ্‌র আদেশের জন্য অবকাশ প্রদত্ত হইয়াছে যে, তিনি তাহাদিগকে শাস্তি-প্রদান করিবেন অথবা তাহাদের প্রতি ক্ষমাদান করিবেন ; এবং আল্লাহ মহাজ্ঞানী বিজ্ঞানময়।
১০৭। এবং যাহারা বিশ্বাসিগণের মধ্যে বিচ্ছেদ এবং যে পূর্ব্বে আল্লাহ ও তদীয় রসুলের সহিত যুদ্ধ করিয়াছে তাহাকে

তোমাদের ইহ-জীবনের কার্য্যের প্রতি লক্ষ্য রাখিবেন এবং তৎপর তোমরা মৃত্যুর পর এমন সর্ব্বজ্ঞানীর নিকট উপস্থিত হইবে—যিনি তোমাদিগকে তোমাদের ভালমন্দ সমস্ত বিষয় বিজ্ঞাপিত করিবেন এবং তোমরা যেরূপ কার্য্য করিয়া যাইবে, সেখানে ঠিক তদনুরূপ প্রতিফল প্রাপ্ত হইবে।

১০৬। কপট ও অনুতপ্ত অপরাধীদিগের প্রসঙ্গ শেষ করিয়া আল্লাহতা'লা এই আয়তে আর এক শ্রেণীর প্রতি ইঙ্গিত করিতেছেন। ইহারা কপট-বিশ্বাসী নহে এবং কোন কারণ বশতঃ অপরাধ করিয়া তজ্জন্য অনুতপ্ত অথবা ক্ষমাপ্রার্থীও হয় নাই। আল্লাহতা'লা বলিতেছেন যে, তাহাদিগকে ক্ষমা করা বা না করা আমার সম্পূর্ণ ইচ্ছাধীন ; কারণ তাহাদের মধ্যে কে ক্ষমাপ্রাপ্তির যোগ্য এবং কে অযোগ্য তাহা আমি উত্তমরূপেই অবগত আছি।

১০৭। **মসজেদে জেরার**—অনিষ্টকর, বিচ্ছেদ ও দুঃখ-প্রদানকারী মসজেদ। হজরত এবনে-আব্বাসের মতে বিশুদ্ধভাবে আল্লার উপাসনা করিবার জন্য মদিনার প্রান্তরবর্ত্তী কোবা-পল্লীতে "মসজেদ কুয়তে-ইসলাম নামক যে মসজেদ নির্ম্মিত হইয়াছিল—সেই মসজেদ ধ্বংস অথবা উহার অনিষ্ট করিবার উদ্দেশ্যে সত্যদ্রোহী আবু-আমেরের অনুমত্যানুসারে মদিনার দ্বাদশ জন নির্ব্বোধ কপট উক্ত মসজিদের অদূরে যে মসজিদ নির্ম্মাণ করিয়াছিল, ইসলামের ইতিহাসে সেই মসজেদই "মসজিদে-জেরার" বলিয়া অবিহিত হইয়াছে।—তঃ কবির।

আবু-আমের মদিনার অধিবাসী। তাহার বিদ্যাবুদ্ধি ও চাতুর্য্য গুণে প্রভাব-প্রতিপত্তি বৰ্দ্ধিত হইয়া যখন তাহার পক্ষে দেশের অন্যতম প্রধান ব্যক্তিরূপে পরিণত হইবার সম্ভাবনা অনুদিন অদূরবর্ত্তী হইয়া উঠিতেছিল, সেই সময়ে মহামানব হজরত রসুলোল্লাহ মদিনায় আগমন করায় তাহার সমস্ত প্রভাব ও গৌরব একেবারেই মলিন হইয়া যায়। বিশ্বোজ্জলকারী সূর্য্যের প্রদীপ্ত জ্যোতির নিকট খদ্যোতের ম্লান দীপ্তি কেমন করিয়া বিকশিত হইবে! অথচ এই ঈর্ষাবশে হতভাগ্য আবু-আমের হজরত রসুলোল্লার বিরুদ্ধবাদী দলে যোগদান পূর্ব্বক বহুদিন যুদ্ধ-বিগ্রহ অন্তে অবশেষে হাওয়াজীন সম্প্রদায় সহ হোনায়েন যুদ্ধে চরমভাবে পরাস্ত হইয়া সিরিয়ায় পলাইয়া যাইতে বাধ্য হয়। সেখানে গিয়া সে তাহার অনুগত মদিনার কপটদিগকে লিখিয়া পাঠায় যে, আমি শীঘ্রই মোহাম্মদ (সঃ)কে সদলবলে ধ্বংস করিবার জন্য রোম-সম্রাটের বিরাট সৈন্যদল সহ মদিনায় আগমন করিতেছি। তোমরা ইতিমধ্যে শক্তি-সঞ্চয় কর এবং একটি স্বতন্ত্র মসজেদ নির্ম্মাণ করিয়া তথায় উপাসনাদি করিতে থাক। তাহার এই পত্রানুযায়ী মদিনার কপটকুলের মধ্যে নিতান্ত অজ্ঞ ও অদূরদর্শী দ্বাদশ ব্যক্তি একত্র হইয়া আলোচ্য "মসজেদ-জেরার" নির্ম্মাণ করে। কিন্তু আবু-আমের সিরিয়ায় মৃত্যুমুখে পতিত হওয়ায় মসজেদ-নির্ম্মাণকারী কপটেরা নিরুপায় হইয়া চিরাচরিত কপটতা অবলম্বন পূর্ব্বক হজরত রসুলোল্লার সমক্ষে উপস্থিত হইয়া নিবেদন করে যে, আমরা সদুদ্দেশ্যে আল্লার আরাধনা এবং শীতাতপক্লিষ্ট প্রবাসী অভ্যাগতদিগকে আশ্রয় প্রদানের উদ্দেশ্যেই উক্ত মসজেদ নির্ম্মাণ করিয়াছি

সুযোগ-প্রদান এবং অবিশ্বাস ও দুঃখ-প্রদান করিতে মসজেদ নির্ম্মাণ করিয়াছে ; এবং তাহারা শপথ করিবে যে, আমরা উত্তম ব্যতীত কামনা করি নাই ; এবং আল্লাহ সাক্ষ্য-দান করিতেছেন যে, নিশ্চয় তাহারা অসত্যবাদী। ১০৮। তোমরা কখনও উহার মধ্যে দণ্ডায়মান হইও না ; প্রথম দিবস হইতে যে মসজেদের ভিত্তি সংযমের উপর প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, তন্মধ্যে দণ্ডায়মান হওয়াই সমধিক উপযোগী ; তন্মধ্যস্থ লোকেরাই পবিত্র হইতে

الْمُؤْمِنِيْنَ وَاِرْصَادًا لِّمَنْ حَارَبَ
اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ مِنْ قَبْلُ ؕ وَلَيَحْلِفُنَّ
اِنْ اَرَدْنَآ اِلَّا الْحُسْنٰى ؕ وَاللّٰهُ
يَشْهَدُ اِنَّهُمْ لَكٰذِبُوْنَ ١٠٧ - لَا تَقُمْ
فِيْهِ اَبَدًا ؕ لَمَسْجِدٌ اُسِّسَ عَلَى
التَّقْوٰى مِنْ اَوَّلِ يَوْمٍ اَحَقُّ اَنْ
تَقُوْمَ فِيْهِ ؕ فِيْهِ رِجَالٌ يُّحِبُّوْنَ

অতএব আপনি যদি অনুগ্রহ করিয়া ঐ মসজেদে একদিন নামাজ পড়েন, তবে আমরা চিরদিনের জন্য আপনার নিকট কৃতার্থ হইব। হজরত রসুলোল্লাহ তখন তবুক-অভিযানের যাত্রী ছিলেন ; সুতরাং তিনি বলিলেন যে, আমি ইন্‌শা-আল্লাহ তবুক হইতে আসিয়া ঐ মসজেদে নামাজ পড়িব। অনন্তর হজরত রসুলোল্লাহ তবুক হইতে ফিরিয়া আসিবার পর যখন পূর্ব্বোক্ত কপটেরা তৎসমীপে উপস্থিত হইয়া পুনরায় ঐ মসজেদে নামাজ পড়িবার জন্য নিবেদন করিল, সেই সময়ে এই আয়ত অবতীর্ণ হইয়া উক্ত মসজেদের অবৈধতা বিঘোষিত হইয়া গেল।

আল্লাহতা'লা বলিয়া দিলেন যে, ঐ সকল লোক অবিশ্বাস ও অনিষ্টাচরণ এবং আল্লাহ-রসুলের বিরুদ্ধাচারী আবু আমের ও তাহার অনুগামীদিগকে সাহায্য ও সুযোগ প্রদান এবং মুসলমানদিগের মধ্যে ভেদনীতি ও বিচ্ছেদ আনয়ন করিবার উদ্দেশ্যেই উক্ত মসজেদ নির্ম্মাণ করিয়াছে। যদিও উহারা শপথ করিয়া বলিতেছে যে, আমরা সদুদ্দেশ্যে আল্লার আরাধনা এবং লোকের সুবিধার জন্য এই মসজেদ নির্ম্মাণ করিয়াছি, তথাপি তুমি কদাচ উহাদের কথা বিশ্বাস করিও না। কারণ আমি স্বয়ং সাক্ষ্য দিতেছি যে, উহারা ঘোর মিথ্যাবাদী ও কপটাচারী।

১০৮। অনন্তর আল্লাহতা'লা এই আয়তের প্রথমেই আদেশ করিতেছেন যে, তোমরা কদাচ ঐ মসজেদ জেরারে উপস্থিত হইয়া নামাজ পড়িও না ; কারণ ইস্‌লামের অনিষ্টাচরণ ও অবমাননা এবং মুসলমানদিগের মধ্যে ভেদনীতি ও বিচ্ছেদ সংঘটনের উদ্দেশ্যেই উক্ত মসজেদ নির্ম্মিত হইয়াছে, অতএব পূর্ব্বে যে মসজেদ আল্লাহতা'লার সন্তুষ্টি এবং সংযমশীলতা ও সদুদ্দেশে নির্ম্মিত হইয়াছে, তন্মধ্যে নামাজ পাঠ করাই তোমাদের কর্ত্তব্য। কারণ ঐ মসজেদের অনুষ্ঠাতা ও উপাসকগণ বাহিক ও আন্তরিক ভাবে পবিত্র হইতে ইচ্ছুক এবং আল্লাহতা'লা ঐরূপ পবিত্র দেহ-মন-বিশিষ্ট লোকদিগকেই ভালবাসিয়া থাকেন।

এই আয়ত অবতীর্ণ হইবার পর হজরত রসুলোল্লাহ উক্ত "মসজেদ জেরার" ধ্বংস করিবার জন্য কতিপয় লোক প্রেরণ করেন এবং তাঁহারা ঐ মসজেদকে ভুমিসাৎ ও দগ্ধ করিয়া ফেলেন। কথিত আছে যে, আল্লাহতা'লার আক্রোশের নিদর্শন স্বরূপ অনেক দিন পর্য্যন্ত ঐ স্থান হইতে অগ্নিশিখা নির্গত হইয়াছিল। এখন পর্য্যন্ত কোবা-পল্লীর ঐ স্থানে "মসজেদ জেরারের" ধ্বংস-চিহ্ন পরিদৃষ্ট হয়।—তঃ কবির, বহরুল মহিত, কাশ্‌শাফ, হক্কানী ও মঃ আঃ।

আলোচ্য আয়তের "প্রথম দিবস হইতে যে মসজিদের ভিত্তি সংযমের উপর প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে" এই বাক্যাংশের মর্ম্মে কেহ কেহ "কোবার মসজিদ" বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। হজরত

ভালবাসে; এবং আল্লাহ পবিত্রদিগকেই ভালবাসেন। ১০৯। তবে কি যে আল্লার সন্তুষ্টি ও সংযমের উপর স্বীয় অট্টালিকার ভিত্তি স্থাপন করিয়াছে সেই উত্তম, অথবা যে পতনোন্মুখ তীরদেশে স্বীয় অট্টালিকার ভিত্তি স্থাপন করিয়াছে? অতঃপর উহা তৎসহ নরকানলে নিপতিত হইবে; এবং আল্লাহ অত্যাচারী সম্প্রদায়কে পথ-প্রদর্শন করেন না। ১১০। তাহারা যে অট্টালিকা নির্ম্মাণ করিয়াছে, তদ্বিষয়ে তাহাদের অন্তরে সতত সন্দেহ থাকিবে—যে পর্য্যন্ত তাহাদের অন্তর বিকর্ত্তিত না হয়; এবং আল্লাহ মহাজ্ঞানী বিজ্ঞানময়।

أَنْ يَتَطَهَّرُوا ۚ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ ۝ ١٠٩- أَفَمَنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَىٰ تَقْوَىٰ مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٍ خَيْرٌ أَمْ مَنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَىٰ شَفَا جُرُفٍ هَارٍ فَانْهَارَ بِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ ۗ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ۝ 110. لَا يَزَالُ بُنْيَانُهُمُ الَّذِي بَنَوْا رِيبَةً فِي قُلُوبِهِمْ إِلَّا أَنْ تَقَطَّعَ قُلُوبُهُمْ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ۝

রসুলোল্লাহ প্রতি সপ্তাহে একদিন ঐ মসজেদে নামাজ পড়িবার জন্য গমন করিতেন (সহী বোখারী)। কিন্তু অধিকাংশ তফ্‌সীরকারের মতে মদিনার "মসজেদে-নববীই" উক্ত বাক্যাংশের লক্ষ্য (সহী মোস্‌লেম)। কোন কোন অভিজ্ঞ তফ্‌সীরকার মনে করেন যে, আলোচ্য বাক্যাংশ দ্বারা উক্ত উভয় মসজিদই নির্দ্দেশিত হইয়াছে (তঃ কবির)। আবার কোন কোন আধুনিক তফ্‌সীরকারের মতে উক্ত আয়তের দ্যোতনা সাধারণ! সুতরাং সদুদ্দেশ্যে ও বৈধভাবে নির্ম্মিত মসজিদ মাত্রই উক্ত বাক্যাংশের লক্ষীভূত হইতে পারে।—তঃ মঃ আঃ।

উক্ত বাক্যাংশের লক্ষীভূত ... সদুদ্দেশ্যে এবং

১০৯। পূর্ব্ববর্তী আয়ত-কতিপয় অবৈধ ও অনিষ্টকর মসজিদের সহিত সদুদ্দেশ্যে এবং বৈধভাবে বিনির্ম্মিত মসজেদের পার্থক্য প্রদর্শন পূর্ব্বক এই আয়তে আল্লাহতা'লা উভয় প্রকার মসজেদ ও উহার নির্ম্মাতাদিগকে পরস্পরের সহিত তুলনা করিতেছেন। আল্লাহতা'লা বলিতে-ছেন:—যে ব্যক্তি আল্লার সন্তুষ্টি, সদুদ্দেশ্য ও সংযমশীলতার উপর স্বীয় মসজিদ নির্ম্মাণ করে সেই উত্তম—না যে নরকের পতনোন্মুখ তীরদেশে, অসদুদ্দেশ্য ও অনিষ্টকারিতার উপর স্বীয় অট্টালিকা অর্থাৎ "মস্‌জেদ-জেরার"এর ভিত্তি স্থাপন করিয়াছে—সেই উত্তম? ফলতঃ যে ব্যক্তি ঐরূপ অনিষ্টকর অবৈধ মসজেদ নির্ম্মাণ করিবে, নিশ্চয় সে তৎসহ নরকে যাইতে বাধ্য হইবে। উহারা কখনই সুপথে চলিয়া পুণ্য অর্জ্জন করিতে পারিবে না।

১১০। আল্লাহতা'লা আরও বলিয়া দিতেছেন যে, ঐরূপ অট্টালিকা বা "মসজেদ-জেরার" নির্ম্মাণকারীর অন্তর "বিকর্ত্তিত" অর্থাৎ সুস্পষ্ট ক্রটী স্বীকার ও অকপট অনুতাপ ব্যতীত সর্ব্বদাই সন্দিগ্ধ থাকিবে। সে কখনই শান্তিলাভ করিতে পারিবে না।

উপরোক্ত আয়ত সমূহে স্পষ্টই অনুমিত হয় যে, মসজেদ নির্ম্মাণ করা মহাপুণ্য কার্য্য হইলেও অন্যায়ভাবে, অসদুদ্দেশ্যে—ভেদনীতি, বিচ্ছেদ ও অবিশ্বাস বর্দ্ধনের সহায়তা এবং এক মসজিদ বিদ্যমান থাকিতে উহার অহিত কামনায় অনিষ্টকর, নূতন ও প্রতিদ্বন্দ্বী মসজিদ নির্ম্মাণ করা অতি বড় পাপের কার্য্য। ঐরূপ মসজিদ নির্ম্মাণের উপমা নরকের ভগ্নতীরে অট্টালিকা নির্ম্মাণের তুল্য এবং উহার পরিণাম তন্মধ্যস্থ ভয়াবহ শাস্তি। অতএব এ দেশের যে সকল লোক দলাদলি ও

১৪শ রুকু—বিশ্বাসীগণের প্রতি আল্লার অনুগ্রহ

111- اِنَّ اللّٰهَ اشْتَرٰى مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ
اَنْفُسَهُمْ وَ اَمْوَالَهُمْ بِاَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ ط
يُقَاتِلُوْنَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَيَقْتُلُوْنَ
وَ يُقْتَلُوْنَ قف وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا

১১১। নিশ্চয় আল্লাহ বিশ্বাসীবৃন্দ হইতে তাহাদের জন্য স্বর্গোদ্যানের বিনিময়ে তাহাদের জীবন ও তাহাদের ধন-সম্পদ ক্রয় করিয়া লইয়াছেন ; তাহারা আল্লার পথে সংগ্রাম করে, তৎপর সংহার করে এবং নিহত হয় ; ইহাই তওরাত ও

বিবাদ-বিসংবাদ করিয়া পাড়ায় পাড়ায় মসজিদ নির্ম্মাণ করিতেছে এবং যে সকল আলেম তুচ্ছ স্বার্থের লাভে বিবেক বিসর্জ্জন দিয়া ঐ সকল অবৈধ ও অন্যায় কার্য্যে লোকদিগকে সাহায্য করিতেছেন, তাহাদের পক্ষে বিশেষ সতর্ক হওয়া প্রয়োজন।

১১১। তবুক-অভিযান উপলক্ষে কপট-বিশ্বাসী প্রবঞ্চকদিগের প্রকৃতি, পরিচয়, শ্রেণীবিভাগ ও শাস্তির প্রসঙ্গ শেষ করিয়া আল্লাহতা'লা এই আয়তে ধর্ম্মার্থে উৎসর্গপ্রাণ বিশ্বাসীবৃন্দের উচ্চ আদর্শ ও পুরস্কারের প্রসঙ্গ বর্ণনা করিতেছেন। আল্লাহতা'লা বলিতেছেন যে, যাহারা আমার নামে স্ব স্ব জীবন ও ধন-সম্পদ উৎসর্গ করিয়া দেয় এবং আবশ্যক হইলে আমার পথে ধর্ম্মযুদ্ধ করিয়া শত্রুসংহার অথবা আত্মবিসর্জ্জন করে, আমি স্বয়ং স্বর্গোদ্যানের বিনিময়ে তাহাদের জীবন ও ধন-সম্পদ ক্রয় করিয়া লইয়াছি। অর্থাৎ তাহাদের এই আত্মোৎসর্গ ও ত্যাগ স্বীকারের বিনিময়ে আমি তাহাদিগকে অনন্ত সুখ-সম্পদপূর্ণ স্বর্গোদ্যানে প্রবিষ্ট করিব। তওরাত, ইঞ্জিল ও কোরানে আত্মোৎসর্গ ও ত্যাগস্বীকারের বিনিময়ে সমভাবে আমার এই অঙ্গীকার বিঘোষিত হইয়াছে। অতএব হে বিশ্বাসিগণ, তোমরা যে আল্লার সহিত এই অনুপম ক্রয়-বিক্রয় করিতে সমর্থ হইয়াছ, তজ্জন্য আনন্দিত হও ; কারণ ইহাই মানব-জীবনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ও মহান সফলতা। বিশ্বাসীবৃন্দের পক্ষে আল্লার পথে স্ব স্ব জীবন ও ধন-সম্পদ উৎসর্গ করিবার অনুকূলে কি সুন্দর স্বর্গীয় উপদেশ ! এই পবিত্র আয়ত পাঠে অতি বড় মোহ-মায়ামুগ্ধ পাষাণহৃদয় সংসারীর চিত্তও আল্লার পথে আত্মোৎসর্গ করিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া পড়ে না কি ?

মোহাম্মদ বেন কা'ব বলেন যে, "লায়লাতোল আকাবা" অর্থাৎ আকাবা শৈলশৃঙ্গে গভীর রজনী-যোগে সত্তর জন মদিনাবাসী হজরত রসুলোল্লার নিকট পবিত্র ইসলাম ধর্ম্মে দীক্ষিত হন। অনন্তর নবদীক্ষিত মুসলমানগণের মধ্য হইতে আবদুল্লাহ বেন-রাওয়াহা নিবেদন করেন যে, হে রসুলোল্লাহ্ ! আমাদিগকে আল্লার জন্য ও আপনার জন্য যাহা করিতে হইবে, তদ্বিষয়ে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ করুন। তখন হজরত রসুলোল্লাহ উত্তর করিয়াছিলেন যে, তোমরা আল্লার জন্য তাঁহার আরাধনা করিবে এবং কাহাকে তাঁহার অংশী করিবে না ; আর আমার জন্য এই যে, তোমরা যে উদ্দেশ্যে স্বীয় জীবন ও ধন-সম্পদ সংরক্ষণ কর, আমাকেও তাহার অন্তর্ভুক্ত করিবে। অর্থাৎ তোমরা আবশ্যক হইলে স্ব স্ব স্ত্রী-পরিবার ও সন্তান-সন্ততির জন্য যেরূপ নিজেদের জীবন ও ধন-সম্পদ ব্যয় করিতে পার, আবশ্যক হইলে আমার জন্যও তোমাদিগকে সেইরূপ স্ব স্ব জীবন ও ধন-সম্পদ ব্যয় করিতে হইবে। বলা বাহুল্য, নব-দীক্ষিত মুসলমানগণ ঐরূপভাবে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "হে রসুলোল্লাহ্ ! ইহার বিনিময়ে আমরা কি পুরস্কার প্রাপ্ত হইব ?" হজরত রসুলোল্লাহ প্রশান্ত স্বরে উত্তর করিলেন,—"পরলোকে অনন্ত জীবন ও অফুরন্ত সুখ-সম্পদপূর্ণ স্বর্গোদ্যান।" বিশ্বাসিগণ উত্তর করিলেন,—"ইহা সুপ্রচুর, আমরা কখনই এই প্রতিজ্ঞা হইতে বিচ্যুত হইব না।" হজরতের জীবনী লেখকগণ ইহাকে "আকাবার প্রতিজ্ঞা" নামে অভিহিত করিয়াছেন। এই মহান্ প্রতিজ্ঞা উপলক্ষেই আলোচ্য আয়ত অবতীর্ণ হয়।—তঃ মা'লম।

খৃষ্টান সমালোচকগণ এই পবিত্র আয়তকে অত্যন্ত জোরের সহিত অসত্য বলিয়া ঘোষণা করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। কারণ আল্লাহতা'লা বলিতেছেন যে, তওরাত, ইঞ্জিল ও কোরানে আমার এই

ইঞ্জিল ও কোরানে সত্যরূপে অঙ্গীকৃত হইয়াছে ; এবং আল্লাহ অপেক্ষা কে স্বীয় অঙ্গীকারের অধিকতর পূর্ণকারী ? অতএব তোমাদের সহিত যে ক্রয়-বিক্রয় হইয়াছে, সেই ক্রয়-বিক্রয় জন্য আনন্দিত হও ; এবং ইহাই মহান্ সফলতা।

فِي التَّوْرٰىةِ وَالْاِنْجِيْلِ وَالْقُرْاٰنِ ط
وَمَنْ اَوْفٰى بِعَهْدِهٖ مِنَ اللّٰهِ فَاسْتَبْشِرُوْا
بِبَيْعِكُمُ الَّذِيْ بَايَعْتُمْ بِهٖ ط
وَذٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ○

অঙ্গীকার সমভাবে পরিব্যক্ত হইয়াছে। হোয়েরী ব্রিঙ্কম্যানের "নোটস্ অন্ ইস্লাম" উদ্ধৃত করিয়া ঘোষণা করিয়াছেন যে, "সমগ্র কোরানের মধ্যে ইহাই সর্ব্বাপেক্ষা অসত্য" !—কারণ ইঞ্জিল অর্থাৎ বাইবেলে এরূপ কোন শিক্ষা নাই। তিনি আরও বলিয়াছেন, "বাইবেলে শুধু যে এরূপ শিক্ষার অস্তিত্ব নাই তাহা নহে ; বরং এতদ্দ্বারা বাইবেলের সমস্ত মূলনীতির প্রত্যক্ষ বিরুদ্ধাচরণ করা হইয়াছে।" খৃষ্টান জাতির ধর্ম্মগুরু পাদ্রী-পণ্ডিত মহাশয়েরা এই আয়তের যে কোন্ মর্ম্ম পরিগ্রহণ করিয়াছেন, এবং বাইবেলের মূলনীতি বা শিক্ষা বলিতেই বা তাঁহারা কি তত্ত্ব বুঝিয়াছেন, তাহা অনুভব করা আমাদের পক্ষে সম্পূর্ণ ই অসম্ভব (মঃ আঃ)। কারণ আল্লাহতা'লা আলোচ্য আয়তে তওরাত, ইঞ্জিল ও কোরানের যে অঙ্গীকারের কথা উল্লেখ করিয়াছেন, তাহার একমাত্র ও স্পষ্টতর মর্ম্ম এই যে, "যাহারা আল্লার পথে স্ব স্ব জীবন ও ধন-সম্পদ উৎসর্গ করিবে, তিনি তাহাদিগকে স্বীয় অনুগ্রহে অভিষিক্ত করিয়া স্বর্গোদ্যানের অনন্ত জীবন ও অফুরন্ত সুখ-সম্পদ প্রদান করিবেন।" ইহা যদি তওরাত ও বাইবেলের যাবতীয় মূলনীতি বিরোধী হয়, তবে তাহারা যে কোন্ নীতি অবলম্বন করিয়া জগৎময় ধর্ম্মপ্রচার করিয়া বেড়াইতেছেন, তাহা অনুগ্রহপূর্ব্বক বলিয়া দিবেন কি ? কিন্তু পাদ্রীগণের পক্ষে বড়ই পরিতাপের বিষয় যে, তাঁহাদের শত সতর্কতা এবং তওরাত ও ইঞ্জিলের অসংখ্য পরিবর্ত্তন, পরিবর্জ্জন সত্ত্বেও তন্মধ্যে পবিত্র কোরানের এই আত্মোৎসর্গ শিক্ষার জলন্ত নিদর্শন ও স্পষ্ট অভিব্যক্তি আজও বিদ্যমান রহিয়াছে ! যথা—যীশু তাহাকে কহিলেন, যদি সিদ্ধ হইতে ইচ্ছা কর, তবে চলিয়া যাও ; তোমার যাহা আছে, বিক্রয় কর, এবং দরিদ্রদিগকে দান কর, তাহাতে স্বর্গে ধন পাইবে।" * * "তখন পিতর উত্তর করিয়া তাঁহাকে কহিলেন, দেখুন আমরা সমস্তই পরিত্যাগ করিয়া আপনকার পশ্চাদগামী হইয়াছি ; আমরা তবে কি পাইব ?" যীশু তাহাদিগকে কহিলেন, "আমি তোমাদিগকে সত্য কহিতেছি, তোমরা যতজন আমার পশ্চাদগামী হইয়াছ—পুনঃ সৃষ্টিকালে যখন মনুষ্য-পুত্র আপন প্রতাপের সিংহাসনে বসিবেন, তখন তোমরাও দ্বাদশ সিংহাসনে বসিয়া ইস্রায়েলের দ্বাদশ বংশের বিচার করিবে। আর যে কোন ব্যক্তি আমার নামের জন্য বাটী, কি ভ্রাতা, কি ভগিনী, কি পিতামাতা, কি সন্তান, কি ক্ষেত্র পরিত্যাগ করিয়াছে, সে তাহার শতগুণ পাইবে এবং অনন্ত জীবনের অধিকারী হইবে।"—ইঞ্জিল মথি—১৯—২১, ২৭, ২৮ ও ২৯ পদ।

তওরাতে উক্ত হইয়াছে ঃ—"অতএব হে ইস্রায়েল, শুন ; এ সমস্ত যত্নপূর্ব্বক পালন করিও ; তাহাতে তোমার পিতৃপুরুষদের ঈশ্বর সদাপ্রভু তোমাকে যেরূপ বলিয়াছেন, তদনুসারে দুগ্ধমধু-প্রবাহী প্রদেশে তোমার মঙ্গল হইবে। * * * আর তুমি তোমার সমস্ত হৃদয়, তোমার সমস্ত প্রাণ ও তোমার সমস্ত শক্তি দিয়া আপন ঈশ্বর সদাপ্রভুকে প্রেম করিবে।"—তওরাত, দ্বিতীয় বিবরণ ৬—৩ ও ৫ পদ।

পবিত্র কোরানের উক্তি যে স্বর্গীয় সত্য, উপরোক্ত পদসমূহ তাহার জলন্ত প্রমাণ নহে কি ? পাদ্রী-গণ বুঝাইয়া দিতে পারেন যে, পবিত্র কোরানের আলোচ্য আয়তের সহিত তওরাত ও ইঞ্জিলের উদ্ধৃত পদসমূহের অর্থ ও মর্ম্মের কোনরূপ পার্থক্য আছে ?—পরবর্ত্তী আয়ত দ্রষ্টব্য।

১১২। তাহারা ক্ষমা-প্রার্থনাকারী, উপসনাকারী, প্রশংসাকারী পরিভ্রমণকারী রুকুকারী, সেজ্‌দাকারী, সদ্বিষয়ে আদেশ প্রদানকারী ও অসদ্বিষয়ে নিষেধকারী এবং আল্লার সীমাসমূহ সংরক্ষণকারী ; এবং বিশ্বাসীবৃন্দকে সুসংবাদ প্রদান কর। ১১৩। উহারা সুনিশ্চিত নরকের অধিবাসী—ইহা তাহাদের নিকট সুপ্রকাশিত হইবার পর নবী ও বিশ্বাস-স্থাপনকারিগণের জন্য নহে যে, তাহারা

١١٢- اَلتَّآئِبُوْنَ الْعٰبِدُوْنَ الْحٰمِدُوْنَ
السَّآئِحُوْنَ الرّٰكِعُوْنَ السّٰجِدُوْنَ
الْاٰمِرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَالنَّاهُوْنَ عَنِ
الْمُنْكَرِ وَالْحٰفِظُوْنَ لِحُدُوْدِ اللّٰهِ ط
وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِيْنَ ○ ١١٣- مَا كَانَ
لِلنَّبِيِّ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَنْ يَّسْتَغْفِرُوْا
لِلْمُشْرِكِيْنَ وَلَوْ كَانُوْٓا اُولِيْ قُرْبٰى

১১২। পাদ্রীগণ পূর্ব্ববর্ত্তী আয়তের সমালোচনা কালে বোধ হয় মনে করিয়াছিলেন যে, শুধু হত্যা করা অথবা নিহত হওয়াই আল্লার পথে ধন-প্রাণ উৎসর্গ করার একমাত্র ও প্রকৃত মর্ম্ম। কিন্তু তাহাদের সমস্ত ধারণা ও অপবাদ যে একটি অলীক ও অস্বাভাবিক ভ্রান্তির উপর সংস্থাপিত, এই আয়ত তাহার জলন্ত প্রমাণ। কারণ আল্লাহতা'লা স্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করিতেছেন যে, আমি স্বর্গোদ্যানের বিনিময়ে যাহাদের জীবন ও ধন-সম্পদ ক্রয় করিয়াছি এবং যাহারা আবশ্যক হইলে আমার পথে হত্যা করিবার অথবা নিহত হইবার জন্য নিজেদের সর্ব্বস্ব উৎসর্গ করিয়াছে, তাহাদের স্পষ্ট প্রকৃতি এবং পরিচয় এই যে, তাহারা সর্ব্বদা স্ব স্ব দোষ-ত্রুটীর জন্য আমার নিকট "ক্ষমাপ্রার্থনা করে," ভক্তিভাবে ও নিয়মিতরূপে আমার "আরাধনা করে," আন্তরিকতার সহিত আমার "প্রশংসা কীর্ত্তন করে" ; আমার আদেশানুযায়ী উপবাস অথবা ধর্ম্মযুদ্ধ ও জ্ঞানলাভের জন্য ধৈর্য্যের সহিত আধ্যাত্মিক চিন্তারাজ্যে অথবা দেশ-বিদেশে "পরিভ্রমণ করে" ; "রুকু ও সেজ্‌দা" করিয়া বিনতভাবে ভূলুণ্ঠিত হইয়া নিয়মিতভাবে নামাজ পাঠ করে ; আমার নির্দ্দেশানুযায়ী লোকদিগকে "সদ্বিষয়ে আদেশ" ও "অসদ্বিষয়ে নিষেধ" করে এবং সযত্নে আমার নির্দ্ধারিত "সীমাসমূহ সংরক্ষণ করে"—অর্থাৎ ভয় ও ভক্তির সহিত আমার আদিষ্ট বিধি-নিষেধ মান্য করিয়া থাকে। অতএব হে রসুল, তুমি এইরূপ বিশ্বাসী মুসলমানদিগকেই আমার বিনিময় ও পুরস্কারের সুসংবাদ প্রদান কর।—তঃ কবির ও হক্কানী।

ইস্‌লাম-বিদ্বেষী অবিশ্বাসী প্রচারক ও পাদ্রিগণ এই স্থানে আল্লার উদ্দেশ্যে আত্মোৎসর্গ, স্বর্গোদ্যানের বিনিময়ে ধন-প্রাণ বিক্রয় এবং আল্লার পথে সংগ্রাম করা অথবা নিহত হওয়ার মর্ম্ম আদৌ বুঝিতে পারেন নাই।

সায়েহুনা—পরিভ্রমণকারী। কেহ কেহ উহার অর্থে রোজা বা উপবাস পালনকারী বলিয়াও নির্দ্দেশ করিয়াছেন।—তঃ মঃ আঃ।

১১৩। এই আয়তে মদিনার অবিশ্বাসী এবং কপট-বিশ্বাসীদিগের প্রতি লক্ষ্য করা হইলেও ইহার দ্যোতনা সাধারণ। তফ্‌সীরকারগণের মধ্যে এই আয়তের মর্ম্ম সম্বন্ধে একটু মতভেদ পরিলক্ষিত হয়। কেহ কেহ বলেন যে, অবিশ্বাসী-মাত্রই যখন নরকে নিক্ষিপ্ত হইবে—একথা নিশ্চিতরূপে জানিবার পর রসুল ও বিশ্বাসীদিগের পক্ষে তাহাদের জন্য আশীর্ব্বাদ বা ক্ষমাপ্রার্থনা করা নিষিদ্ধ। পক্ষান্তরে কেহ কেহ বলেন যে, সমস্ত অবিশ্বাসীর জন্য এই নিষেধাজ্ঞা নহে।

অংশীবাদীদিগের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে
এবং যদিও তাহারা আত্মীয়-স্বজন হয়।
১১৪। এবং এবরাহিমের জন্য ছিল না যে,
তাঁহার সহিত যে অঙ্গীকার করিয়াছিল
সেই অঙ্গীকার ব্যতীত স্বীয় পিতার জন্য
ক্ষমা-প্রার্থনা করে; অতঃপর যখন ইহা
তাহার নিকট সুপ্রকাশিত হইল যে, সে
আল্লার শত্রু, তখন সে তাহা হইতে
বিমুক্ত হইল; নিশ্চয় এবরাহিম কোমল-
হৃদয় সুধীর ছিল। ১১৫। এবং আল্লাহ
এরূপ নহেন যে, কোন সম্প্রদায়কে

مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحٰبُ
الْجَحِيمِ ○ ١١٤ - وَمَا كَانَ
اسْتِغْفَارُ إِبْرٰهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَنْ مَّوْعِدَةٍ
وَّعَدَهَا إِيَّاهُ ج فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ
عَدُوٌّ لِّلّٰهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ ط إِنَّ إِبْرٰهِيمَ لَأَوَّاهٌ
حَلِيمٌ ○ ١١٥ - وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُضِلَّ

যে সমস্ত অবিশ্বাসীকে নরকগামী বলিয়া নিশ্চতরূপে জানা যাইবে, কেবল তাহাদের জন্যই ক্ষমা-প্রার্থনা করা নিষিদ্ধ বলিয়া ঘোষিত হইয়াছে (মঃ আঃ)। কিন্তু যাহারা অবিশ্বাসী কাফের অবস্থায় মৃত্যুমুখে পতিত হইবে, তাহাদের জন্য যে মুক্তি ও ক্ষমাপ্রার্থনা করা নিষিদ্ধ, ইহাতে কোনই মতভেদ নাই।—তঃ হক্কানী ও মঃ আঃ।

১১৪। হজরত এবরাহিম স্বীয় অবিশ্বাসী পিতার জন্য ক্ষমাপ্রার্থনা করিয়াছিলেন—এতদ্দ্বারা যাহাতে কেহ মনে না করে যে, ঘনিষ্টতর আত্মীয়-স্বজন অবিশ্বাসী হইলেও তাহাদের জন্য প্রার্থনা করা নিষিদ্ধ নহে; সেইজন্য আল্লাহতা'লা পূর্ব্ব আয়তে বলিয়া দিয়াছেন যে, অবিশ্বাসিগণ আত্মীয়-স্বজন হইলেও যদি নিশ্চিতরূপে জানা যায় যে, তাহারা কখনই সত্যধর্ম্মে বিশ্বাস-স্থাপন করিবে না, পরিণামে তাহারা অন্যান্য অবিশ্বাসীদের সঙ্গে অবশ্যই নরকে গমন করিবে; তাহা হইলে রসুল অথবা বিশ্বাসীদের পক্ষে তাহাদের জন্য কদাচ ক্ষমাপ্রার্থনা করা উচিত নহে। অনন্তর এই আয়তে আল্লাহতা'লা আরও স্পষ্টতররূপে বলিয়া দিতেছেন যে, এবরাহিম একটি প্রতিশ্রুতি পালনের জন্যই স্বীয় অবিশ্বাসী পিতার জন্য ক্ষমাপ্রার্থনা করিয়াছিল। কিন্তু যখন সে জানিত পারিয়াছিল যে, তাহার পিতা আল্লার প্রকাশ্য শত্রু এবং সে কখনই পৌত্তলিকতা পরিত্যাগ করিবে না, তখন সে তাহার জন্য প্রার্থনা করা হইতে বিরত হইল। এতদ্দ্বারা জানা যাইতেছে যে, হজরত এবরাহিম প্রথমে স্বীয় প্রতিশ্রুতি পালনের জন্যই তাঁহার পৌত্তলিক পিতার জন্য প্রার্থনা করিয়াছিলেন। কিন্তু সে পৌত্তলিকতা পরিত্যাগ করিয়া সত্যধর্ম্ম গ্রহণে স্পষ্টরূপে অস্বীকৃত হইবার পর আর তাহার জন্য ক্ষমা-প্রার্থনা করেন নাই। সুতরাং মুসলমানদিগের পক্ষেও সত্যধর্ম্ম গ্রহণ না-করা পর্য্যন্ত কোন অবিশ্বাসী পৌত্তলিকের জন্য কল্যাণ বা ক্ষমা প্রার্থনা করা কর্ত্তব্য নহে।

অধুনা অনেক অজ্ঞ, অধার্ম্মিক ও স্বার্থপর মুসলমানকে জীবিত ও মৃত বিধর্ম্মীর প্রতি সম্মান প্রদর্শন উপলক্ষে অনুষ্ঠিত সভাসমিতিতে উপস্থিত হইয়া ক্ষমা-প্রার্থনা ও কল্যাণ-কামনা করিতে দেখা যায়; আবার কোন কোন ধর্ম্ম-জ্ঞানহীন সম্পাদক ও গ্রন্থকার মৃত বিধর্ম্মীর আত্মার মুক্তি ও কল্যাণ-কামনা পর্য্যন্ত করিয়া থাকে! কিন্তু ইহারা যে আল্লাহ-রসুল ও কোরান হাদিস—তথা ইস্‌লামী-শরিয়তের প্রকাশ্য বিরুদ্ধাচরণ করিয়া মহাপাপের ভার বর্দ্ধিত করিতেছে, তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই।

১১৫। পূর্ব্ববর্ত্তী আয়ত-দ্বয়ে অবিশ্বাসী মাত্রই—এমন কি আত্মীয়-স্বজনদিগের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা নিষিদ্ধ হইবার পূর্ব্বে অনেক মুসলমান স্ব স্ব পরলোকগত আত্মীয়-স্বজনের কল্যাণ ও মুক্তির জন্য ক্ষমা-প্রার্থনা করিতেন। সুতরাং আলোচ্য আয়ত অবতীর্ণ হইবার পর তাহারা অত্যন্ত ভীত হইয়া ভাবিতে লাগিল যে, আমরা বোধ হয় ঐরূপ কার্য্য করিয়া মহাপাপী এবং আল্লার অসন্তুষ্টি ভাজন

قَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَدٰهُمْ حَتّٰى يُبَيِّنَ
لَهُمْ مَّا يَتَّقُوْنَ ط إِنَّ اللّٰهَ بِكُلِّ شَيْءٍ
عَلِيْمٌ ○ ١١٦- إِنَّ اللّٰهَ لَهٗ مُلْكُ
السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ ط يُحْيِ
وَيُمِيْتُ ط وَمَا لَكُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ
مِنْ وَّلِيٍّ وَّلَا نَصِيْرٍ ○ ١١٧- لَقَدْ
تَّابَ اللّٰهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهٰجِرِيْنَ

তাহাদের পথপ্রদর্শনের পর বিপথগামী করিবেন—যে-পর্য্যন্ত তিনি তাহাদের নিকট বর্ণনা না করেন—যাহাতে তাহারা সুরক্ষিত হইবে; নিশ্চয় আল্লাহ সর্ব্ব-বিষয়ে মহাজ্ঞানী। ১১৬। নিশ্চয় নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের আধিপত্য আল্লারই জন্য—তিনি জীবিত ও মৃত্যুদান করেন এবং আল্লাহ ব্যতীত কেহই তোমাদের জন্য বন্ধু ও সাহায্যকারী নাই। ১১৭। অবশ্যই আল্লাহ—নবী ও মোহাজেরীন ও আনসারের প্রতি অনুগ্রহ

হইয়া পড়িয়াছি। তাহাদের ঐ আশঙ্কা দুর করিবার জন্য আল্লাহতা'লা বলিয়া দিলেন যে, আমি কোন সম্প্রদায়কে পথপ্রদর্শন করিবার পর কোন বিষয়ের বিধি-নিষেধ তাহাদের জন্য স্পষ্টরূপে বর্ণনা না করা পর্য্যন্ত সেই কার্য্যের জন্য তাহাদিগকে কখনই "পথভ্রান্ত" অর্থাৎ অপরাধী করি না। ইহা আমার পবিত্রতা ও সুবিচারের বহির্ভূত। অতএব আমার আদেশ অবতীর্ণ হইবার পূর্ব্বে তোমরা যে সকল অপরাধ করিয়াছ, তজ্জন্য অনুতপ্ত অথবা ভীত না হইয়া এখন হইতে আমার আদেশের অনুসরণ করিলেই তোমরা সুপথে সুরক্ষিত হইতে পারিবে।

কোন কোন তফ্‌সীরকার লিখিয়াছেন যে, অবিশ্বাসীদিগের চরম ধৃষ্টতার জন্যই আল্লাহতা'লা এই আয়ত অবতীর্ণ করিয়াছিলেন। এতদ্দ্বারা অপরিজ্ঞাত পূর্ব্ব-অপরাধ মার্জ্জনীয় বলিয়া নির্দ্দেশিত হইলেও প্রকারান্তরে অবিশ্বাসীদিগের জন্য ক্ষমা-প্রার্থনা মুসলমানের পক্ষে অবনতিকর ও ভ্রান্তি বলিয়া নির্দ্দেশিত হইয়াছে। এই আদেশের ফলে বিশ্বাসী মুসলমানদিগের সহিত অবিশ্বাসী কাফেরদিগের পার্থিব সম্বন্ধের ন্যায় আত্মিক সম্বন্ধ-সূত্র পর্য্যন্ত ছিন্ন হইয়া গিয়াছে।—তঃ মঃ আঃ।

১১৬। পূর্ব্ববর্ত্তী আয়তদ্বয়ে আত্মীয় ও অনাত্মীয় নির্ব্বিশেষে সমস্ত অবিশ্বাসী বিধর্ম্মীর সহিত পার্থিব ও আত্মিক সমস্ত সম্বন্ধ-ছেদনের আদেশ প্রদত্ত হওয়ায় অনেকের মনে এই আশঙ্কা সমুদিত হইয়াছিল যে, এইরূপভাবে সমস্ত জগতের অবিশ্বাসীকুলের সহিত যাবতীয় সম্বন্ধ-ছেদন ও বিরুদ্ধাচরণ করিয়া আমরা মুষ্টিমেয় মুসলমানগণ কিরূপে আত্মরক্ষা করিতে সমর্থ হইব? তাই আল্লাহতা'লা বলিয়া দিলেন যে, অবিশ্বাসীদিগের সংখ্যাধিক্য অথবা শক্তির এবং নিজেদের সংখ্যাল্পতা ও শক্তি-হীনতার আশঙ্কা না করিয়া নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের অধিপতি—জীবন ও মৃত্যুর মালিক আল্লার প্রতি নির্ভর করাই তোমাদের একমাত্র কর্ত্তব্য। তিনি ভিন্ন তোমাদের জন্য কোন সাহায্যকারী বন্ধু নাই। তিনি ইচ্ছা করিলে স্বীয় আধিপত্য হইতে যাহাকে ইচ্ছা পৃথিবীর রাজ্য-সম্পদ প্রদান এবং যাহাকে ইচ্ছা জীবিত ও বিজয়ী অথবা পরাজিত ও নিহত করিতে পারেন। ইহার কৌশল ও জ্ঞান একমাত্র তাঁহারই করায়ত্ত রহিয়াছে। এই পবিত্র আয়তে পরোক্ষভাবে অবিশ্বাসী কাফেরদিগকে বিধ্বস্ত করিয়া বিশ্বাসী মুসলমানদিগকে বিজয়ী ও রাজ্যাধিকার অর্পণ করিবার ইঙ্গিত রহিয়াছে—যাহা উত্তরকালে হজরত রসুলোল্লার প্রিয় সহচর ও অনুগামীদিগকে অর্পণ করা হইয়াছিল।—তঃ হক্কানী।

১১৭। **সা-য়াতেল-উসরা**—সঙ্কটকাল। তফসীরকারগণ এই সঙ্কটকাল অর্থে 'তবুক-অভিযান" নির্দ্দেশ করিয়াছেন। মহাপরাক্রান্ত শত্রুর বিরুদ্ধে অতিরিক্ত গ্রীষ্ম, খাদ্য ও পানীয়ের অভাব, পশ্বাদির অনাটন প্রভৃতি নানাবিধ অসুবিধা ও সঙ্কটের মধ্য দিয়া এই অভিযান সম্পন্ন হইয়াছিল। খাদ্যাভাবে অনেক সময়ে একটী মাত্র খোরমা বা খর্জ্জুর বিভাগ করিয়া দুই জনের

وَالْاَنْصَارِ الَّذِيْنَ اتَّبَعُوْهُ فِيْ سَاعَةِ
الْعُسْرَةِ مِنْ بَعْدِ مَا كَادَ يَزِيْغُ قُلُوْبُ
فَرِيْقٍ مِّنْهُمْ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ ط
اِنَّهٗ بِهِمْ رَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ ١١٨ - وَّعَلَى
الثَّلٰثَةِ الَّذِيْنَ خُلِّفُوْا ط حَتّٰى اِذَا
ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْاَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ

করিয়াছেন—যাহারা সঙ্কটকালে তাহার অনুসরণ করিয়াছিল, তৎপর তাহাদের এক দলের অন্তর-সমূহ বক্র হইবার উপক্রম হইয়াছিল, পরে তিনি তাহাদের প্রতি অনুগ্রহ করিলেন; নিশ্চয় তিনি তাহাদের প্রতি সুকোমল করুণাময়।
১১৮। এবং সেই তিন জনের প্রতিও যাহারা পশ্চাতে অবস্থান করিয়াছিল; এতদূর যে, যখন ভূতলের বিস্তৃতি সত্ত্বেও উহা তাহাদের উপর সঙ্কীর্ণ হইয়াছিল

আহার্য্য স্বরূপ প্রদত্ত হইত; পানির অভাবে উষ্ট্র হত্যা করিয়া তাহার উদরস্থ সলিল দ্বারা কথঞ্চিৎ পিপাসা নিবারণ করা হইত। এতদ্ভিন্ন দ্বাদশ জন লোকের জন্য একটি মাত্র উষ্ট্র বাহন স্বরূপ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল।—তঃ বহরুল মহিত।

কোন কোন তফসীরকার হজরত রসুলোল্লার প্রচার-জীবনের একবিংশতি বর্ষকেই তাঁহার এবং তদীয় অনুগামী মুসলমানগণের জন্য সঙ্কটকাল বলিয়া অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন।—তঃ মঃ আঃ।

উপরোক্ত সঙ্কট বা অসুবিধার প্রতি লক্ষ্য করিয়া আল্লাহতা'লা বলিতেছেন:—আমার অনুগৃহীত প্রিয় নবীর সহিত মোহাজেরীন ও আনসার প্রভৃতি যে সকল মুসলমান এই সঙ্কট-সঙ্কুল অভিযানে যোগদান করিয়াছিল—অভাব-অনাটনের যাতনা সহ্য করিতে না পারিয়া তাহাদের কাহার কাহারও অন্তর সময় সময় বিরুদ্ধভাবাপন্ন হইলেও তাহারা আমার রসুলের সঙ্গ পরিত্যাগ করে নাই। অনিচ্ছার সহিত দুঃখকষ্ট সহ্য করিয়াও রসুলোল্লার অনুসরণ করিয়াছে। সেইজন্য আমি তাহাদিগকে স্বীয় অনুগ্রহে ক্ষমা করিয়াছি। কারণ আমার প্রিয়-নবীর সঙ্কট সহচরদিগের প্রতি অবশ্যই আমি কোমল-ভাবে করুণা প্রদর্শন করিব।

১১৮। এই আয়তে যে তিনজন পশ্চাদবর্ত্তীর প্রতি আল্লাহতা'লার সুকোমল করুণা ও ক্ষমা ঘোষিত হইয়াছে, তাঁহাদের নাম যথাক্রমে কবি-কাব-বেন-মালেক, মার্রা-বেন-রবি' এবং হেলাল বেন উন্মিয়া। ইঁহারা আনসার সম্প্রদায়ভুক্ত সত্য-বিশ্বাসী মুসলমান ছিলেন; কেবল আরামপ্রিয়তা ও আলস্য বশতঃ তবুক-অভিযানে হজরত রসুলোল্লার সহযাত্রী হন নাই। আল্লাহতা'লা পূর্ব্ব আয়তে বর্ণিত মুসলমানদিগের সহিত ইহাদিগকেও স্বীয় অনুগ্রহে ক্ষমা করিয়া দিয়াছিলেন।

"ভূতলে বিস্তৃতি স্বত্ত্বেও উহা তাহাদের উপর সঙ্কীর্ণ হইয়াছিল এবং তাহাদের জন্য তাহাদের জীবনসমূহ সঙ্কুচিত হইয়াছিল"—এই বাক্যাংশের মর্ম্ম অনুধাবন করিতে হইলে সহি বোখারীর নিম্নোক্ত বিবরণের প্রতি লক্ষ্য করা আবশ্যক।

কাব-বেন-মালেক আনসারী একজন প্রসিদ্ধ সাহাবা ছিলেন। তিনি স্বয়ং বলিয়াছেন,—"আমি আকাবা রজনীর অঙ্গীকারিগণের অন্যতম এবং বদর যুদ্ধে হজরত রসুলোল্লার সঙ্গী ছিলাম। যুদ্ধক্ষেত্রে বিপদ-আপদের সম্মুখীন হইতে আমি কখনও পশ্চাদপদ হই নাই। অথচ হজরত রসুলোল্লাহ্ যখন রোম সম্রাটের বিরুদ্ধে "জেহাদ" ঘোষণা করিয়া তবুক উদ্দেশ্যে যুদ্ধ যাত্রা করিলেন, আমি তখন শুধু আলস্য বশতঃ তাঁহার সঙ্গী না হইয়া মনে করিলাম যে, দুইদিন পরে যাইয়া তৎসহ মিলিত হইব। কিন্তু তৎপর আলস্যবশতঃ আমার আর যাওয়া হইল না। এই সময়ে আমি যখন লক্ষ্য করিয়া দেখিলাম যে, শুধু কপট-বিশ্বাসীরাই মদিনায় অবস্থান করিতেছে, তখন আমার অন্তরে অসহ্য অনুশোচনা জাগিয়া উঠিল। ইহার পর আমি যখন জানিতে পারিলাম যে, হজরত রসুলোল্লাহ্ তবুকে উপস্থিত হইয়া আমার অনুসন্ধান করিয়াছিলেন, তখন লজ্জা, দুঃখ ও অনুতাপে আমার

এবং তাহাদের জন্য তাহাদের জীবন-সমূহ সঙ্কুচিত হইয়াছিল এবং তাহারা বুঝিয়াছিল যে, এই দিকে ব্যতীত আল্লাহ হইতে আশ্রয় নাই; তৎপর তিনি তাহাদের প্রতি অনুগ্রহ করিলেন—যেন তাহারা ক্ষমা-প্রার্থনা করে; নিশ্চয় আল্লা-ই ক্ষমাগ্রহণকারী করুণাময়।

وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنْفُسُهُمْ وَظَنُّوا
أَنْ لَا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ ط
ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا ط إِنَّ اللَّهَ
هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ع

হৃদয় দগ্ধ হইয়া যাইতে লাগিল। কেমন করিয়া রসুলোল্লাকে মুখ দেখাইব ভাবিয়া আমি অস্থির ও অতিষ্ঠ হইয়া উঠিলাম। অনন্তর হজরত রসুলোল্লাহ মদিনায় প্রত্যাবৃত্ত হইলে, যখন তবুক অভিযানে বিরত ব্যক্তিরা তৎসকাশে উপস্থিত হইয়া সত্য-মিথ্যা অজুহাত প্রদর্শন পূর্ব্বক ত্রুটি-স্বীকার ও ক্ষমা প্রার্থনা করিতে লাগিল এবং তিনি তাহাদের মৌখিক কথা বিশ্বাস করিয়া আন্তরিক বিষয়ের জন্য আল্লার উপর সমর্পণ করিতে লাগিলেন; তখন আমি অনেক ভাবিয়া স্থির করিলাম যে, ভাগ্যে যাহাই হউক না কেন—রসুলোল্লার নিকট আমি কখনই অসত্য কথা বলিব না। তৎপর আমি রসুলোল্লার দিকে অগ্রসর হইলাম। তিনি আমার দিকে অসন্তুষ্ট দৃষ্টিতে চাহিয়া জিজ্ঞসা করিলেন, 'হে কা'ব, কেন তুমি তবুক অভিযানে গমন কর নাই?' আমি ভীত, কম্পিত ও অনুতপ্ত কণ্ঠে কহিলাম, 'আলস্যই আমাকে উহা হইতে বঞ্চিত রাখিয়াছিল।' তিনি অসন্তুষ্টভাবে বলিলেন—'তোমার বিচার-মীমাংসার ভার আল্লার উপর।' এই বলিয়া তিনি আমাকে বর্জ্জন—এমন কি, আমার সহিত সালাম-সম্ভাষণ ও বাক্যালাপ পর্য্যন্ত রহিত করিবার জন্য মুসলমানদিগকে আদেশ করিলেন। মার্রা এবং হেলালের প্রতিও এইরূপ ব্যবস্থা হইল। কারণ তাহারাও আমার ন্যায় বৃথা ওজর প্রদর্শনের পরিবর্ত্তে সত্য কথা বলিয়া ত্রুটি-স্বীকার করিয়াছিল। ইহার পর আমরা মুসলমান সমাজ কর্ত্তৃক সম্পূর্ণরূপে বর্জ্জিত হইলাম। প্রত্যেকেই আমাদের সহিত সমস্ত সম্বন্ধ-ছেদন করিয়া ফেলিল। আমি মসজিদে যাইয়া নামাজ পড়িতাম বটে, কিন্তু কেহই আমার সহিত সালাম-সম্ভাষণ বা বাক্যালাপ করিত না। এইরূপে বর্জ্জিত হইয়া পৃথিবী যেন আমার পক্ষে সঙ্কীর্ণ এবং জীবন ভারবহ হইয়া উঠিল। শেষে আমি আর সহ্য করিতে না পারিয়া সমাজ-স্বজন ও স্ত্রী-পরিজন প্রভৃতি সকলের সহিত সকল সম্বন্ধ পরিত্যাগ পূর্ব্বক নীরব-নির্জ্জন অবস্থায় গৃহে বসিয়া ক্ষমা-প্রার্থনা করিতে লাগিলাম। মার্রা এবং হেলাল পূর্ব্বেই হতাশ হইয়া অবরুদ্ধভাবে গৃহে বসিয়া পড়িয়াছিল। এইরূপে পঞ্চাশ দিবা-রজনী অতিবাহিত হইবার পর শেষ রজনীর উষা সমাগমে অদূরবর্ত্তী পর্ব্বত হইতে একটি শব্দ শুনিলাম—যেন কে বলিতেছে, 'হে কা'ব, তোমার জন্য সুসংবাদ!' ইহার পর মুহূর্ত্তেই আমাদের তিন জনের নিকট রসুলোল্লার সন্নিধান হইতে সংবাদ আসিল যে, আমরা আল্লাহতা'লার অনুপম ক্ষমা ও সুকোমল করুণায় অভিষিক্ত হইয়াছি। আমি অধীরভাবে রসুলোল্লার সকাশে উপস্থিত হইয়া কম্পিত কণ্ঠে তাঁহাকে সালাম করিলাম। তিনি আমার দিকে প্রসন্ন দৃষ্টিতে চাহিয়া প্রশান্ত স্বরে কহিলেন,—'হে কা'ব, আজ তোমার জন্য এরূপ আনন্দজনক সুসংবাদ আছে—জন্মাবধি যাহা তুমি কখনই প্রাপ্ত হও নাই।' আমি বলিলাম, 'হজরত! এই স্বর্গীয় সুসংবাদের বিনিময়ে আমি আমার সমস্ত ধন-সম্পদ আল্লার উদ্দেশ্যে দান করিলাম।' হজরত প্রশান্ত স্বরে বলিলেন,—"নিজের জন্যও কিছু রাখিয়া দাও।"—সহি বোখারী।

অন্যান্য বর্ণনাতেও কবি কা'বের মহত্ত্ব, ধর্ম্মপ্রাণতা এবং বিশেষত্বের পরিচয় পাওয়া যায়। একদা গাসানের রাজা কা'বকে পত্র লিখিয়া জানাইয়াছিল যে, যদি কা'ব হজরত রসুলোল্লাকে পরিত্যাগ করিয়া যাইতে সম্মত হন, তবে তিনি তাহাকে নিজের অধীনে একটি সম্মানজনক পদ প্রদান করিবেন। কিন্তু কা'ব উহার কোন উত্তর না দিয়া ঐ পত্র জলন্ত আগুনে নিক্ষেপ করিয়াছিলেন।—এবনে হিশাম।

১৫শ রুকু—বিশ্বাসীগণের কর্ত্তব্য

১১৯। হে বিশ্বাস-স্থাপনকারীগণ, আল্লাহকে ভয় কর এবং সত্যবাদীগণের সঙ্গী হও। ১২০। মদিনার অধিবাসী এবং তাহাদের পার্শ্ববর্ত্তী মরুপ্রান্তরবাসীদিগের উচিত ছিল না যে, তাহারা আল্লার রসুলের পশ্চাতে অবস্থান করে এবং ইহাও নয় যে, তাহারা তদীয় জীবন অপেক্ষা নিজেদের জীবন-সমূহে অনুরাগী হয়; ইহা এই জন্য যে, তাহারা আল্লার পথে তৃষ্ণা অথবা ক্লান্তি কিংবা ক্ষুধায় নিপতিত হয় না এবং তাহারা এরূপ গম্যস্থানে গমন করে না যে, অবিশ্বাসীদিগের ক্রোধ উৎপন্ন হইবে এবং তাহারা সৎকার্য্যের বিনিময়ে তাহাদের জন্য লিপিবদ্ধ হওয়া ব্যতীত শত্রুগণ হইতে কোন গ্রহণীয়

١١٩- يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَكُوْنُوْا مَعَ الصّٰدِقِيْنَ ○

١٢٠- مَا كَانَ لِاَهْلِ الْمَدِيْنَةِ وَمَنْ حَوْلَهُمْ مِّنَ الْاَعْرَابِ اَنْ يَّتَخَلَّفُوْا عَنْ رَّسُوْلِ اللّٰهِ وَلَا يَرْغَبُوْا بِاَنْفُسِهِمْ عَنْ نَّفْسِهٖ ط ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ لَا يُصِيْبُهُمْ ظَمَاٌ وَّلَا نَصَبٌ وَّلَا مَخْمَصَةٌ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَلَا يَطَـُٔوْنَ مَوْطِئًا يَّغِيْظُ الْكُفَّارَ وَلَا يَنَالُوْنَ مِنْ عَدُوٍّ نَّيْلًا اِلَّا كُتِبَ لَهُمْ بِهٖ عَمَلٌ صَالِحٌ ط

১১৯। অপরাধী সত্যপরায়ণদিগের ক্ষমা ও করুণা প্রাপ্তির সংবাদ জ্ঞাপন করিয়া আল্লাহতা'লা বিশ্বাসী মুসলমানদিগকে সত্যবাদী ব্যক্তিদিগের সঙ্গী হইবার জন্য উপদেশ দান করিতেছেন। ইহার মর্ম্ম এই যে, অসত্য ও কপটতায় আপাত-নিরাপদতার সম্ভাবনা এবং সত্য ও সরলতায় বিপদের আশঙ্কা থাকিলেও সরলভাবে সত্যাশ্রয়ী হওয়াই মুসলমানগণের একান্ত কর্ত্তব্য।

১২০। অনন্তর তবুক-অভিযান উপলক্ষ্য করিয়া আল্লাহতা'লা মুসলমানদিগকে আদেশ করিতেছেন যে, মদিনা ও উহার পার্শ্ববর্ত্তী মরুপ্রান্তরবাসীরা আমার রসুলের সংসর্গ লাভ করিয়া যে স্বর্গীয় কল্যাণ ও সম্পদের অধিকারী হইয়াছে, তাহার কৃতজ্ঞতা স্বরূপ তাহাদের পক্ষে আপদ-বিপদ অথবা সঙ্কটের সময়ে কখনই রসুলের পশ্চাতে—অর্থাৎ তাঁহার নিকট হইতে দূরে অবস্থান করা উচিত নহে; এবং ইহাও উচিত নয় যে, তাহারা রসুলের জীবন অপেক্ষা নিজেদের জীবন প্রিয় মনে করিবে। অর্থাৎ রসুলোল্লাহ্ আপদ-বিপদ ও দুঃখ-কষ্ট বরণ করিয়া লইবে, আর বিশ্বাসী মুসলমানেরা আরামে বসিয়া সুখ-সম্পদ উপভোগ করিবে, ইহা কখনই সঙ্গত হইতে পারে না। সুখে-দুঃখে, সম্পদে-বিপদে সকল অবস্থায় রসুলের অনুগামী হওয়াই প্রকৃত মুসলমানের কর্ত্তব্য। তবুক-অভিযানের সময়ে আলস্য ও আরাম-প্রিয়তা বশতঃ প্রথমে যাহারা হজরত রসুলোল্লার সঙ্গী না হইলেও অনতিবিলম্বে উক্ত ভাবের বশবর্ত্তী হইয়া তৎসহ সম্মিলিত হইয়াছিলেন, তন্মধ্যে আবু-খায়জমার নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। হজরত রসুলোল্লাহ্ তবুক-অভিযানে যাত্রা করিবার পর ইনি স্বীয় উদ্যানের কুঞ্জ-বিতানে বসিয়া আপন মনে বলিতে লাগিলেন :—আমি সুশীতল কুঞ্জবিতান-তলে পরমা সুন্দরী পত্নীসহ সুপক্ক খর্জ্জুর ও সুস্নিগ্ধ পানীয় ভক্ষণ করিয়া আয়েশ-আরাম উপভোগ করিতেছি, আর আল্লার রসুল উন্মুক্ত প্রান্তরে অসহ্য গ্রীষ্ম ও তপ্ত বায়ু দ্বারা সন্তপ্ত হইতেছেন!—ইহা কখনই সঙ্গত নহে। অনন্তর তিনি তখনই যাইয়া হজরত রসুলোল্লার সহিত সম্মিলিত হইলেন।—তঃ মঃ আঃ।

إِنَّ اللّٰهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ ○
١٢١- وَلَا يُنْفِقُونَ نَفَقَةً صَغِيرَةً وَّلَا
كَبِيرَةً وَّلَا يَقْطَعُونَ وَادِيًا إِلَّا
كُتِبَ لَهُمْ لِيَجْزِيَهُمُ اللّٰهُ أَحْسَنَ
مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ○ ١٢٢- وَمَا
كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَآفَّةً ط
فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَآئِفَةٌ
لِّيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ
إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ ع

গ্রহণ করে না ; নিশ্চয় আল্লাহ সৎকর্ম্মশীল-
গণের প্রতিদান ব্যর্থ করে না।
১২১। এবং তাহারা ক্ষুদ্র অথবা বৃহৎ দানে
যাহাই ব্যয় করুক না কেন এবং
যে কোন প্রান্তর অতিক্রম করুক না
কেন, কিন্তু তাহাদের জন্য লিখিত
হইয়াছে যে, তাহারা যাহা করিয়াছে
আল্লাহ তাহাদিগকে উৎকৃষ্টতর প্রতিদান
প্রদান করিবেন। ১২২। এবং বিশ্বাসী-
গণের উচিত নয় যে, তাহারা একসঙ্গে
বহির্গত হয় ; অনন্তর তাহাদের প্রত্যেক
সম্প্রদায় হইতে কেন এক একটি দল
বহির্গত হয় না যে, তাহারা ধর্ম্ম-বিষয়ে
শিক্ষা লাভ করিবে এবং যখন তাহারা
তাহাদের দিকে ফিরিয়া যাইবে, তখন
তাহারা স্ব স্ব সম্প্রদায়কে ভয় প্রদর্শন
করিবে—যেন তাহারা প্রতিনিবৃত্ত হয়।

ইয়ানালুনা • • নায়লান—অর্থে কেহ গ্রহণীয় গ্রহণ, কেহ প্রাপ্য পাওয়া এবং কেহ অর্জ্জনীয় অর্জ্জন বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। বিচক্ষণ তফসীরকারগণের মতে উক্ত শব্দ-সংবলিত বাক্যাংশের প্রকৃত মর্ম্ম শত্রুদিগকে পরাস্ত, বন্দী অথবা সংহার করা।—তঃ কবির ও বয়জবী।

১২১। অনন্তর আল্লাহতালা হজরত রসুলোল্লার সাহায্যকারী ও অনুসরণকারীদিগের প্রতি ইঙ্গিত করিতেছেন। তিনি বলিয়া দিতেছেন যে, বিশ্বাসীরা ধর্ম্মযুদ্ধের জন্য অল্প বা অধিক যাহা কিছু দান এবং ধর্ম্মযুদ্ধের জন্য যাত্রা করিয়া দূরে বা নিকটে যে কোন স্থানে গমন করুক না কেন, নিশ্চয় আল্লাহ উহার বিনিময়ে তাহাদিগকে তাহাদের অনুষ্ঠিত কার্য্য অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর পুরস্কার প্রদান কারবেন।

১২২। এই পবিত্র আয়তে একসঙ্গে ধর্ম্মযুদ্ধ, ধর্ম্মনীতি শিক্ষা এবং ধর্ম্ম-প্রচারের উপদেশ অতি অপূর্ব্বভাবে প্রদত্ত হইয়াছে। সমস্ত আয়তের সার-মর্ম্ম এই যে, মুসলমানদিগের পক্ষে একটি মাত্র কার্য্যের জন্য সমবেতভাবে আত্মনিয়োগ করা উচিত নহে। একদলের পক্ষে ধর্ম্মযুদ্ধ ও রাজ্যশাসন সংক্রান্ত ব্যাপারে স্বদেশে অবস্থান অথবা যুদ্ধক্ষেত্রে গমন করা যেরূপ অত্যাবশ্যক, সেইরূপ প্রত্যেক দেশ ও সম্প্রদায় হইতে একদল লোকের পক্ষে দেশ-বিদেশ পরিভ্রমণ পূর্ব্বক ধর্ম্ম ও জ্ঞান শিক্ষা করিয়া স্বজাতি ও ভিন্ন জাতিদিগের মধ্যে ধর্ম্ম-প্রচার এবং জ্ঞান-বিস্তার করাও সেইরূপ অবশ্য কর্ত্তব্য। কারণ অজ্ঞ, অশিক্ষিত ও দুষ্কার্য্যকারী লোকদিগের মধ্যে ধর্ম্ম ও জ্ঞান বিস্তার করিয়া আল্লাহতালার সুবিচার এবং পারলৌকিক শাস্তির ভয়-প্রদর্শন করিলে তাহাদের অনেকের পক্ষেই দুষ্কার্য্য হইতে বিরত হইয়া সুপথগামী হওয়া সম্ভবপর। ফলতঃ এই আয়তে ধর্ম্ম-প্রচারের জন্য দলগঠন অর্থাৎ আঞ্জমন, জমইয়াত, মিশন ও সভা-সমিতি সংস্থাপন "ফরজে কেফায়া" বা অবশ্য জাতীয় কর্ত্তব্য বলিয়া নির্দ্দেশিত হইয়াছে।—তঃ হক্কানী ও মঃ আঃ।

১৬শ রুকু—ধর্ম্মযুদ্ধের সাধারণ আদেশ

১২৩। হে বিশ্বাস-স্থাপনকারীগণ, অবিশ্বাসীদিগের মধ্যে তোমাদের পার্শ্ববর্ত্তীদের সহিত সংগ্রাম কর এবং যেন তাহারা তোমাদের মধ্যে কঠোরতা অনুভব করে ; এবং জান যে, নিশ্চয়

١٢٣- يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا قَاتِلُوا
الَّذِيْنَ يَلُوْنَكُمْ مِّنَ الْكُفَّارِ وَلْيَجِدُوْا
فِيْكُمْ غِلْظَةً ؕ وَاعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ

১২৩। অবিশ্বাসীদিগের অন্যায়াচরণ ও ধর্ম্মদ্রোহ, কপটকূলের কপটতা ও প্রবঞ্চনা এবং বিশ্বাসীবৃন্দের নীতি ও কর্ত্তব্য নির্দ্দেশ করিবার পর আল্লাহতালা মুসলমানদিগকে কাফেরদিগের সহিত ধর্ম্মযুদ্ধ করিবার জন্য আদেশ প্রদান করিতেছেন। ইহা ধর্ম্মযুদ্ধের সাধারণ আদেশ। এই আদেশের সহিত শত্রুর আক্রমণ বা আত্মরক্ষা প্রভৃতি কোন শর্ত্তই নাই। বরং অবিশ্বাসী ও কপটকূলের অবিশ্বাস, ধর্ম্মদ্রোহ, কপটতা, প্রবঞ্চনা, প্রতারণা প্রভৃতি যাবতীয় অনিষ্টকারিতা ও অনাচার হইতে জগদ্বাসীকে মুক্ত করিয়া সত্যের আলোকে সুপথ প্রদর্শন করিবার জন্যই এই আদেশ প্রদত্ত হইয়াছে বলিয়া অনুমিত হয়। অবশ্য আলোচ্য আয়তে স্পষ্টভাবে নির্দ্দেশিত হইয়াছে যে, প্রথমতঃ সন্নিকটবর্ত্তী কাফেরদিগের সহিত যুদ্ধ আরম্ভ করিতে হইবে এবং ক্রমে ক্রমে যতদূর সম্ভব সেই যুদ্ধ ব্যাপক ও বিস্তৃত করিয়া কাফের ধ্বংস করিতে হইবে। এক সঙ্গে অথবা একই সময়ে জগতের সমস্ত অবিশ্বাসী কাফেরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা মুসলমানের অবশ্য কর্ত্তব্য নহে ; কারণ উহা অসম্ভব ও অস্বাভাবিক। তাই সত্যপ্রচারের জন্য সন্নিকটবর্ত্তী কাফেরদিগের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করাই মুসলমানদিগের প্রথম কর্ত্তব্য বলিয়া নির্দ্দেশিত হইয়াছে।—তঃ হক্কানী।

যুদ্ধকালে শত্রুর প্রতি কঠোরতা প্রদর্শন এবং অরাতিকূলের অন্তরে ভীতি-বিভীষিকা সৃষ্টি করা যুদ্ধে সফলতা লাভের একটি প্রধান অবলম্বন। যুদ্ধক্ষেত্রে নীরস নীতি-শাস্ত্রের আলোচনা অথবা সরস বিশ্বপ্রেম বিতরণ করিবার চেষ্টা করিলে আত্মঘাতী বিপরীত ফলই ভোগ করিতে হইবে। সেইজন্য যুদ্ধক্ষেত্রে যতদূর সম্ভব কঠোরতা প্রদর্শন চিরকাল সমর-নীতির অনুমোদিত বলিয়া গণ্য হইয়া আসিতেছে। মানবজাতির আবর্জ্জনা স্বরূপ প্রেম-কাকলি-মুখরিত, পরাধীন কাপুরুষকূল ব্যতীত প্রত্যেক স্বাধীনচেতা বীরাজত—সরল ভাষায় মুখে স্বীকার না করিলেও এই অপরিহার্য্য যুদ্ধনীতি অন্তরের সহিত বিশ্বাস ও অনুসরণ করিয়া থাকে। তাই আল্লাহতালা মুসলমানের জন্যও যুদ্ধক্ষেত্রে কঠোরতা প্রদর্শন বৈধ করিয়া দিয়াছেন। কিন্তু এই কঠোরতা অর্থে কেহ অমানুষিক অত্যাচার ও বর্ব্বরতা বলিয়া অনুমান করিলে তিনি মারাত্মক ভ্রম করিবেন ; কারণ পবিত্র ইস্‌লামে ঐ সকল দুর্নীতি কখনই সমর্থিত হয় নাই। মানবোচিত গৌরবময় বীরত্ব ও রণকৌশল প্রদর্শনই আলোচ্য বাক্যাংশের প্রকৃত মর্ম্ম।

মৌলবী মহম্মদ আলী সাহেব পবিত্র কোরানের যুদ্ধ-বিষয়ক অন্যান্য আয়তের সহায়তা গ্রহণ পূর্ব্বক ইহাকে আত্মরক্ষা সম্বন্ধীয় আদেশ এবং যে সকল নিকটবর্ত্তী অবিশ্বাসী দ্বারা অনিষ্ট হইবার আশঙ্কা আছে, তাহাদের সহিত যুদ্ধ ঘোষণার বিশেষ বিধি বলিয়া প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু আলোচ্য আয়তের স্বাভাবিক ব্যঞ্জনা ও দ্যোতনার প্রতি লক্ষ্য করিলে তাঁহার ঐ মত সমীচীন বলিয়া মনে হয় না ; বরং ঐ সকল যুক্তি-জালকে অনেক স্থলেই সত্যকে চাপা দিবার প্রচ্ছন্ন চেষ্টা বলিয়া অনুমিত হয়। অবশ্য আয়তের শেষ বাক্যের প্রতি লক্ষ্য করিলে স্পষ্টই অনুমিত হয় যে, অকারণ নরহত্যা, রাজ্য-বিস্তার, শান্তিভঙ্গ, লুণ্ঠন ও অত্যাচার প্রভৃতি কখনই আলোচ্য যুদ্ধের উদ্দেশ্য হইতে পারে না। কারণ আল্লাহতালা যুদ্ধের আদেশ প্রদান পূর্ব্বক সঙ্গে সঙ্গে বলিয়া দিতেছেন যে, "নিশ্চয় তিনি ধর্ম্মভীরুগণের সঙ্গী" এবং অত্যাচারী বা পরস্বাপহারীকে তিনি কখনই সাহায্য করিবেন না। সুতরাং সত্য প্রচার ও ধর্ম্মবিস্তার করাই যে উক্ত আদেশের প্রধানতম লক্ষ্য, তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই।

আল্লাহ ধর্ম্মভীরুগণের সঙ্গী। ১২৪। এবং
যখন কোন সুরা অবতীর্ণ হয় তখন
তাহাদের কেহ কেহ বলে যে, ইহা
তোমাদের মধ্যে কাহার বিশ্বাস পরি-
বর্দ্ধিত করিয়াছে? অতএব যাহারা
বিশ্বাস-স্থাপন করিয়াছে, বস্তুতঃ
তাহাদেরই বিশ্বাস বর্দ্ধিত হইয়াছে এবং
তাহারাই সন্তুষ্ট হইয়া থাকে। ১২৫। এবং
যেহেতু যাহাদের অন্তর-সমূহে ব্যাধি আছে,
বস্তুতঃ তাহাদের অপবিত্রতার উপর
অপবিত্রতা বর্দ্ধিত করে এবং তাহারা
অবিশ্বাসী অবস্থায় মৃত্যুপ্রাপ্ত হয়।
১২৬। তবে কি তাহারা দর্শন করে না
যে, প্রত্যেক বৎসর তাহারা একবার
অথবা দুইবার পরীক্ষিত হইয়া থাকে?
ইহার পরেও তাহারা ক্ষমাপ্রার্থনা করে
না কিংবা উপদেশ গ্রহণ করে না।
১২৭। এবং যখন কোন সুরা অবতীর্ণ
হয়- তাহারা পরস্পর পরস্পরের
প্রতি কটাক্ষ করে যে, কেহ কি
তোমাদিগকে লক্ষ্য করিতেছে? তৎপর
তাহারা প্রতিগমন করে; আল্লাহ

مَعَ الْمُتَّقِيْنَ ○ ١٢٤- وَإِذَا مَا
أُنْزِلَتْ سُوْرَةٌ فَمِنْهُمْ مَّنْ يَّقُوْلُ
أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هٰذِهٖ إِيْمَانًا ج فَأَمَّا
الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا فَزَادَتْهُمْ إِيْمَانًا وَّهُمْ
يَسْتَبْشِرُوْنَ ○ ١٢٥- وَأَمَّا الَّذِيْنَ
فِيْ قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا
إِلٰى رِجْسِهِمْ وَمَاتُوْا وَهُمْ كٰفِرُوْنَ ○
١٢٦- أَوَلَا يَرَوْنَ أَنَّهُمْ يُفْتَنُوْنَ فِيْ
كُلِّ عَامٍ مَّرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ
لَا يَتُوْبُوْنَ وَلَا هُمْ يَذَّكَّرُوْنَ ○
١٢٧- وَإِذَا مَا أُنْزِلَتْ سُوْرَةٌ نَّظَرَ
بَعْضُهُمْ إِلٰى بَعْضٍ ط هَلْ يَرٰىكُمْ
مِّنْ أَحَدٍ ثُمَّ انْصَرَفُوْا ط صَرَفَ اللّٰهُ

১২৪—১২৫। পবিত্র কোরানের কোন সুরা অবতীর্ণ হইলে উহার দ্বারা বিশ্বাসীগণ যেরূপ উপকৃত হয় এবং অধিবাসীরা যেরূপ পথভ্রান্ত হইয়া থাকে, এই দুইটি আয়তে পর্য্যায়ক্রমে তাহাই বর্ণিত হইয়াছে। পবিত্র কোরানের কোন সুরা অবতীর্ণ হইলে তদ্দ্বারা বিশ্বাসীদের সত্যানুরাগ পরিবর্দ্ধিত হয় এবং পারলৌকিক সুখ সম্পদের সুসংবাদ প্রাপ্ত হইয়া তাহারা সন্তুষ্টি লাভ করিয়া থাকে। পক্ষান্তরে অবিশ্বাসীদের অন্তরে বদ্ধমূল অবিশ্বাস ও ধর্ম্মদ্রোহিতা বিদ্যমান আছে বলিয়া তাহারা উহা বিশ্বাস করে না; ফলে তাহাদের অবিশ্বাস ও ধর্ম্মদ্রোহিতা ক্রমশঃ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, এবং সেই অবস্থায় তাহারা মৃত্যুমুখে পতিত হইয়া নরকের পথে অগ্রসর হইতে থাকে।

১২৬। এই আয়তটী অবিশ্বাসী অথবা কপট বিশ্বাসী কিংবা উভয় সম্প্রদায়ের প্রতি লক্ষ্য করিয়া অবতীর্ণ হইয়াছে। সত্যধর্ম্মের প্রতিকূলে এবং হজরত রসুলোল্লার বিরুদ্ধাচরণ করিয়া উহারা নানা প্রকার শাস্তি ও বিড়ম্বনা ভোগ করিত। কিন্তু বিস্ময়ের বিষয়, তথাপি উহাদের জ্ঞান-চক্ষু উন্মিলিত হইত না।

১২৭। যখন কোন সুরায় অবিশ্বাসী ও কপটকুলের অপ্রকাশিত ও গুপ্ত অবস্থা-সমূহ সুপ্রকাশিত হইয়া পড়িত, তখন তাহারা পরস্পর পরস্পরের প্রতি ইঙ্গিত করিয়া বলাবলি করিত যে, সত্যই কি কোন অদৃশ্য শক্তি আমাদিগের গুপ্ত ও ব্যক্ত প্রভৃতি সমস্ত কার্য্যের প্রতি লক্ষ্য করিতেছে? কিন্তু

তাহাদের অন্তর-সমূহ ফিরাইয়া দিয়াছেন, যেহেতু তাহারা নির্ব্বোধ সম্প্রদায়।
১২৮। নিশ্চয় তোমাদের নিজেদের মধ্য হইতে তোমাদের নিকট রসুল আগমন করিয়াছে, তোমরা বিপদাপন্ন হও—ইহা তাহার পক্ষে অসহ্য, তিনি তোমাদের হিতাকাঙ্ক্ষী, বিশ্বাসীগণের জন্য স্নেহশীল করুণাময়।
১২৯। অনন্তর যদি তাহারা ফিরিয়া যায় তবে তুমি বল যে, আল্লা ই আমার জন্য যথেষ্ট; তিনি ব্যতীত কেহই উপাস্য নাই; আমি তাঁহারই উপর নির্ভর করি এবং তিনিই মহা-সিংহাসনের প্রভু।

قُلُوْبَهُمْ بِاَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَفْقَهُوْنَ ۝
١٢٨- لَقَدْ جَآءَكُمْ رَسُوْلٌ مِّنْ
اَنْفُسِكُمْ عَزِيْزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ
حَرِيْصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِيْنَ
رَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ ۝ ١٢٩- فَاِنْ تَوَلَّوْا
فَقُلْ حَسْبِيَ اللّٰهُ لَآ اِلٰهَ
اِلَّا هُوَ ؕ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ
الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ ۝

আশ্চর্য্যের বিষয়, উহারা আবার তখনই বিমুখ হইয়া ফিরিয়া যাইত। তাই আল্লাহতালা বলিয়া দিলেন যে, উহারা নিতান্ত নির্ব্বোধ সম্প্রদায় বলিয়াই সত্যের সন্নিকট হইতে এইরূপ ভাবে ফিরিয়া যাইতেছে।

১২৮। অবিশ্বাসীরা ইস্‌লামের সত্যতা, কোরান শরিফের অবতারণ-রহস্য এবং অলৌকিকতা প্রভৃতি বিষয় লইয়া হজরত রসুলোল্লার সহিত যে সকল কুতর্ক করিত, তাহার উত্তরে আল্লাহতালা অতি সহজ সরল ভাষায় বলিয়া দিলেন যে, আমি তোমাদের নিজেদের মধ্য হইতেই তোমাদের জন্য রসুল প্রেরণ করিয়াছি। তোমাদের স্বজাতি হইতেই তিনি তোমাদের জন্য সত্যধর্ম্ম ও হিতকর বিধি-সমন্বিত পবিত্র কোরান লইয়া তোমাদের নিকট আগমন করিয়াছেন। তিনি যে তোমাদের জন্য সত্যধর্ম্ম-প্রচারক ও পরম হিতাকাঙ্ক্ষী, তাহার স্পষ্টতর প্রমাণ এই যে, তোমাদের কোন প্রকার অমঙ্গল বা দুঃখ-কষ্ট তিনি সহ্য করিতে পারেন না। নিজে শত অপমান এবং দুঃখ-দৈন্য সহ্য করিয়াও তিনি তোমাদের কল্যাণ কামনা করিয়া থাকেন। তিনি বিশ্বাসীদিগের প্রতি অতীব স্নেহশীল ও করুণচিত্ত। তাঁহার স্নিগ্ধ স্নেহরসে সমস্ত বিশ্বাসীর তপ্তপ্রাণ সুশীতল হইয়া গিয়াছে। অতএব ইহাতেও কি তোমরা বুঝিতে পারিতেছ না যে, তিনি তোমাদের শুভাকাঙ্ক্ষী সত্যধর্ম্ম-প্রচারক? যদি না বুঝ, তবে তোমাদের জ্ঞানচক্ষু কখনই উন্মিলিত হইবে না।

১২৯। অনন্তর আল্লাহতালা হজরত রসুলোল্লাকে বলিয়া দিলেন যে, আমার এই সকল সত্য নিদর্শন এবং তোমার স্পষ্ট পরিচয় পাইবার পরেও যদি তাহারা সত্যধর্ম্ম গ্রহণ না করিয়া ফিরিয়া যায়, তবে তাহার জন্য তুমি কোনই দুঃখ বা চিন্তা করিও না। বরং তাহাদিগকে স্পষ্ট ভাষায় বলিয়া দাও যে, সমগ্র সৃষ্টির একমাত্র উপাস্য ও অদ্বিতীয় প্রভু আল্লা ই আমার জন্য যথেষ্ট এবং আমি সেই মহা সিংহাসনের অধিপতি আল্লার উপরেই সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করিতেছি।

সুরা তওবার সংক্ষিপ্ত সার

এই পবিত্র সুরা ১৬ রুকুতে বিভক্ত এবং ১২৯ আয়তে গ্রথিত হইয়াছে। ইহাতে যে সমস্ত বিষয় বর্ণিত হইয়াছে, তন্মধ্যে বিধর্ম্মীদিগের সহিত সম্বন্ধ-ছেদন, কাবাগৃহের সহিত অবিশ্বাসীদিগের চির-বিচ্ছেদ, সুপ্রসিদ্ধ তবুক-অভিযান, কপট-বিশ্বাসীদিগের প্রকৃতি-পরিচয় ও স্বরূপ প্রকাশ, কপটকুলের পরিণাম ও ইহ-পারলৌকিক শাস্তি এবং তাহাদের কল্যাণ কামনার নিষেধাজ্ঞা প্রভৃতি সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। এতদ্ভিন্ন প্রসঙ্গক্রমে আরও বহু সুনীতি ও সদুপদেশ বর্ণিত হইয়াছে।

মক্কায় অবতীর্ণ	১০। সুরা ইউনুস—يونس	১০৯ আয়ত

সর্ব্বপ্রদাতা করুণাময় আল্লার নামে — بسم الله الرحمن الرحيم

১ম রুকু—স্বর্গীয় প্রত্যাদেশের সত্যতার নিদর্শন

১। আলিফ-লাম-রা; ইহা বিজ্ঞানময় গ্রন্থের নিদর্শনাবলী। ২। ইহা কি মানবমণ্ডলীর জন্য বিস্ময়কর যে,

١- الٓرٰ تِلْكَ اٰيٰتُ الْكِتٰبِ الْحَكِيْمِ ۞ ٢- اَكَانَ لِلنَّاسِ عَجَبًا

ইউনুস—একজন খ্যাতনামা রসুল বা প্রেরিত-পুরুষের নাম। ইনি নয়নূয় বা নিনেভা নগরবাসীদিগের জন্য প্রেরিত-পুরুষরূপে প্রেরিত হইয়াছিলেন। এই সুরায় হজরত ইউনুসের বিবরণ অতি অল্পই বর্ণিত হইয়াছে; বরং হজরত নূহ এবং হজরত মুসার প্রসঙ্গ অপেক্ষাকৃত বিস্তৃততর। তথাপি আলোচ্য সুরা হজরত ইউনুসের নামে নামকরণ হওয়ার কারণ এই যে, হজরত ইউনুসের সম্প্রদায় নিজেদের অবাধ্যতা প্রযুক্ত আল্লাহতালার শাস্তিতে আক্রান্ত হইবার পর ক্ষমা-প্রার্থনা পূর্ব্বক তাহা হইতে মুক্তিলাভ করিয়া যেরূপে আল্লাহতালার অনুগ্রহে অভিষিক্ত হইয়াছিল, তাহার সহিত হজরত রসুলোল্লার যুগের মক্কাবাসী সম্প্রদায়ের অবাধ্যতা, শাস্তিভোগ, ক্ষমা-প্রার্থনা ও ঐশী-অনুগ্রহ-লাভের অনেক সামঞ্জস্য রহিয়াছে। সেই জন্যই মক্কাবাসীর প্রতি সতর্কতা এবং তাহাদের ভবিষ্যৎ জীবনের পরিণতি স্বরূপ অবতারিত এই সুরার উক্ত নামকরণ বিশেষ সমীচীন হইয়াছে।—৯৮ আয়তের তফ্‌সীর দ্রষ্টব্য।

শানে নজুল—হজরত রসুলোল্লার হেজরতের পূর্ব্বে পুণ্যভূমি মক্কায় অবস্থানকালে যে সকল সুরা অবতীর্ণ হইয়াছিল, ইহা তাহার অন্যতম। যখন সমস্ত জগৎ অজ্ঞানতা ও অধর্ম্মের ঘোর অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছিল—যখন বিশ্বজগতের সৃষ্টিকর্ত্তা ও প্রতিপালক প্রভু—সর্ব্বশক্তিমান এক ও অদ্বিতীয় আল্লাহতালার উপাসনার পরিবর্ত্তে অংশীবাদিতা, পৌত্তলিকতা, জড়োপাসনা ও নাস্তিকতা প্রভৃতি বিকৃত বিশ্বাস ও অধর্ম্ম-অনুষ্ঠান মানবের অন্তর বাহির জুড়িয়া অতি মারাত্মক ভাবে বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছিল, সেই সময় বিশ্ববাসীর জ্ঞানচক্ষু উন্মিলিত করিয়া তাহাদিগকে সত্যের স্বরূপ ও মুক্তি-পথ প্রদর্শনের জন্য এই সুরা অবতীর্ণ হয়। কেহ কেহ বলেন যে, এই সুরার অধিকাংশ মক্কায় অবতীর্ণ হইলেও ইহার ৪০শ আয়তটী মদিনায় অবতীর্ণ হইয়াছিল। (কালবী, তঃ বঃ মঃ)। আবার কেহ কেহ ৯৪ হইতে ৯৭ আয়ত এবং কেহ কেহ ৪০ আয়ত হইতে শেষ পর্য্যন্ত মদিনায় অবতীর্ণ হইয়াছিল বলিয়া অনুমান করেন (তঃ মঃ আঃ ও বঃ মঃ)। তাঁহাদের প্রধানতম যুক্তি এই যে, ঐ সকল আয়তে অথবা উপরোক্ত অংশে ইহুদীদের প্রসঙ্গ বর্ণিত হইয়াছে। কিন্তু মক্কায় অবতারিত সুরায় ইহুদী জাতির প্রসঙ্গ বর্ণিত হইতে পারে না—এ যুক্তি পরবর্ত্তী অধিকাংশ তফ্‌সীরকারই অগ্রাহ্য করিয়াছেন। সুতরাং আলোচ্য সুরার সমস্ত অংশই যে হেজরতের অব্যবহিত পূর্ব্বে পুণ্যধাম মক্কায় অবতীর্ণ হইয়াছিল, তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই। তঃ হক্কানী ও মঃ আঃ।

১। **আলিফ-লাম রা**—এই ব্যবচ্ছেদক বর্ণত্রয় সুরা ইউনুস এবং ইহার পরবর্ত্তী ১১শ, ১২শ, ১৪শ ও ১৫শ সুরার শীর্ষদেশে সংযোজিত হইয়াছে। ১৩শ সুরায় উক্ত বর্ণত্রয়ের সহিত 'মিম'

আমি তাহাদিগের মধ্য হইতে এক ব্যক্তির প্রতি প্রত্যাদেশ করিয়াছি যে, তুমি মানবমণ্ডলীকে ভয়-প্রদর্শন কর; এবং বিশ্বাসস্থাপনকারীদিগকে সুসংবাদ প্রদান কর যে, তাহাদের প্রতিপালকের নিকট তাহাদের জন্য প্রকৃত পদমর্য্যাদা রহিয়াছে; অবিশ্বাসীরা বলে যে, নিশ্চয়

أَنْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ رَجُلٍ مِّنْهُمْ أَنْ
أَنذِرِ النَّاسَ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا
أَنَّ لَهُمْ قَدَمَ صِدْقٍ عِندَ رَبِّهِمْ ط
قَالَ الْكَٰفِرُونَ إِنَّ هَٰذَا لَسِحْرٌ

বর্ণও সংযুক্ত হইয়াছে। সাধারণতঃ এই সকল ব্যবচ্ছেদক বা বিকর্ত্তিত বর্ণাবলীর সুস্পষ্ট অর্থ আল্লাহতা'লা অথবা তাঁহার প্রেরিত রসুল মানব-জাতির জন্য পরিব্যক্ত করেন নাই। তবে তফ্‌সীরকারগণ ইহার যে সকল অর্থ অনুমান এবং মর্ম্ম পরিকল্পনা করিয়াছেন, তন্মধ্যে "আলিফ-লাম-রা" অর্থে "আমি পরিদর্শক আল্লাহ"—এই অর্থই সমধিক সুপ্রচলিত। 'আলিফ ও লাম' বর্ণদ্বয়ের পরিকল্পিত অর্থ ও মর্ম্ম সুরা বকরার প্রারম্ভে সঙ্কলিত হইয়াছে। 'রা' বর্ণের মর্ম্মে তফ্‌সীরকারগণই "রা-ই" অথবা "আ-রা" অর্থাৎ পরিদর্শক কিংবা আমি দর্শন করিতেছি বলিয়া অনুমান করিয়াছেন।

কেতাবুল হাকিম—বিজ্ঞানময় গ্রন্থ। এই আয়তে "কেতাব" অর্থাৎ কোরান শরিফকে বিজ্ঞানময় বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে। কারণ এই মহাগ্রন্থে মানবীয় গ্রন্থাবলীর ন্যায় অজ্ঞানতার অস্তিত্ব আদৌ পরিলক্ষিত হইবে না। বিশেষতঃ এই বিজ্ঞানময় মহাগ্রন্থে সত্যের সহিত অসত্যের এবং সুনিশ্চয়তার সহিত ভ্রান্তির পার্থক্য অতি সুস্পষ্টরূপে প্রদর্শিত হইয়াছে। তদুপরি এই মহাগ্রন্থ পূর্ণ ও নির্দ্দোষ। কারণ ইহাতে অসম্পূর্ণতা, ভ্রান্তি, বিক্ষিপ্ততা ও বিরোধের লেশমাত্রও নাই।—এমাম রাগেব।

২। আধুনিক অবিশ্বাসী যুক্তিবাদীদিগের ন্যায় হজরত রসুলোল্লার আবির্ভাব কালে আরবেও এক শ্রেণীর অবিশ্বাসী যুক্তিবাদী বিদ্যমান ছিল। তাহারা নবুয়ত ও প্রত্যাদেশ সমূহকে একটা অসম্ভব ও বিস্ময়কর ব্যাপার বলিয়া মনে করিত। তাহারা বলিত যে, আল্লাহতায়ালা এত মানুষের মধ্যে মাত্র একজন মানুষকে বিশেষরূপে অনুগৃহীত করিয়া তৎপ্রতি প্রত্যাদেশ অবতীর্ণ করিবেন—ইহা অযৌক্তিক ও অসম্ভব। তিনি ইচ্ছা করিলে ত প্রত্যেক মানুষকেই অনুগৃহীত করিয়া তৎপ্রতি প্রত্যাদেশ অবতীর্ণ করিতে পারেন! কিন্তু তাহা না করিয়া একজনের প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশে পক্ষপাতিতা প্রদর্শন করিতে যাইবেন কেন? ঐ সকল অবিশ্বাসীর কুযুক্তির উত্তরে আল্লাহতালা বলিয়া দিলেন যে, ইহাতে কিছুমাত্র বিস্ময়ের অবকাশ নাই। কারণ আমার সৃষ্টির মধ্যে সকলে সমান নহে; সেইরূপ হইলে সৃষ্টির বৈচিত্র্যই বিনষ্ট হইয়া যাইত। বিশেষতঃ আমি বৈচিত্র্যময় জগৎ সৃষ্টি করিয়াছি। মানব-জাতির মধ্যেও নর-নারী, বালক-বৃদ্ধ, ধার্ম্মিক-অধার্ম্মিক, ধনী-দরিদ্র, প্রবল-দুর্ব্বল, জ্ঞানী-অজ্ঞান ও বিদ্বান-মূর্খ প্রভৃতি নানা শ্রেণী ও নানা সম্প্রদায় বিদ্যমান আছে এবং আমার নিকট তাহাদের প্রত্যেকের জন্যই স্বতন্ত্র পদমর্য্যাদা রহিয়াছে। প্রত্যেক মানুষের পক্ষে স্বীয় দলের অধিপতি অথবা স্বীয় সম্প্রদায়ের শিক্ষক হওয়া কখনই স্বাভাবিক ও সম্ভবপর নহে। সুতরাং মানব-জাতির মধ্যে কেহ আমার বিশেষ অনুগ্রহ লাভ করিয়া জগদ্বাসীর জন্য ধর্ম্মগুরু বা শিক্ষকের আসন লাভ করিলে তাহাতে কোনই বিস্ময়ের কারণ থাকিতে পারে না। আল্লাহতালার এই সকল অকাট্য উক্তির আঘাতে যখন অবিশ্বাসীদের অসার যুক্তি-জাল ছিন্নভিন্ন হইয়া যাইত এবং প্রত্যাদেশের সত্যতা ও অলৌকিকতা যখন তাহাদের নয়ন সমক্ষে সমুজ্জ্বলরূপে সুপ্রকাশিত হইয়া পড়িত, তখন তাহারা নিরুপায় হইয়া বলিত যে, নিশ্চয় এ ব্যক্তি (হজরত রসুলোল্লাহ্ সঃ) ভীষণ যাদুকর! তাই

مُبِينٌ ۝ ٣- إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ
الَّذِي خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضَ
فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوٰى عَلَى الْعَرْشِ
يُدَبِّرُ الْأَمْرَ ط مَا مِنْ شَفِيعٍ إِلَّا مِنْ
بَعْدِ إِذْنِهِ ط ذٰلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ
فَاعْبُدُوهُ ط أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ۝
٤- إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا ط وَعْدَ اللَّهِ
حَقًّا ط إِنَّهُ يَبْدَؤُا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ
لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا

ইনি প্রকাশ্য যাত্নকর। ৩। নিশ্চয় আল্লা ই তোমাদের প্রতিপালক—যিনি ছয় দিবসে নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডল সৃষ্টি করিবার পর মহাসনে সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়া কার্য্য-সমূহ নিয়ন্ত্রিত করিতেছেন; তাঁহার আদেশের পরে ব্যতীত কেহ অনুরোধ-কারী নাই; তিনিই তোমাদের প্রতি-পালক আল্লাহ, অতএব তাঁহারই উপাসনা কর; তবে কি তোমরা স্মরণ করিতেছ না? ৪। তাঁহারই দিকে তোমাদের সকলকে ফিরিয়া যাইতে হইবে; আল্লার অঙ্গীকার সত্য; নিশ্চয় তিনি প্রথমবার সৃষ্টি করিয়াছেন, তৎপর তিনি পুনর্ব্বার করিবেন—যদ্দারা তিনি যাহারা বিশ্বাস-স্থাপন করিয়াছে এবং ন্যায়সঙ্গতভাবে সৎকার্য্য করিয়াছে তাহাদিগকে প্রতিদান

আল্লাহতালা বলিয়া দিলেন যে, অবিশ্বাসীদের পক্ষে ঐরূপ উক্তিই স্বাভাবিক; যেহেতু তাহারা জ্ঞান ও সত্যে কখনই বিশ্বাস স্থাপন করিবে না।—তঃ হক্কানী।

৩। আধুনিক অবিশ্বাসী অংশীবাদী পৌত্তলিকদিগের ন্যায় তৎকালীন কাফেরকুলও তাহাদের কল্পিত উপাস্য দেব-দেবীপুঞ্জের কাহাকে সৃষ্টিকর্ত্তা, কাহাকে পালনকর্ত্তা, কাহাকে সংহারকর্ত্তা, কাহাকে অন্নদায়িনী, কাহাকে ধন-সম্পদ প্রদানকারিনী এবং কাহাকে বিদ্যা-বিতরণী বলিয়া অভিহিত করিত। তাহারা আরও বলিত যে, আল্লাহতালার স্ত্রী, পুত্র ও কন্যা প্রভৃতি বিদ্যমান আছে এবং তাহারা স্ব স্ব উপাসক-শ্রেণীর পাপের জন্য আল্লার নিকট অনুরোধ করিতে পারিবেন। ইহুদী, খৃষ্টান, হিন্দু ও জড়োপাসক সম্প্রদায়ের মধ্যে এখনও ঐরূপ অন্ধবিশ্বাস প্রচুর পরিমাণে পরিদৃষ্ট হয়। কিন্তু আল্লাহতালা ঐ সকল অন্ধবিশ্বাস, ভ্রান্তি ও কুসংস্কারের মূলোচ্ছেদ পূর্ব্বক ঘোষণা করিয়া দিয়াছেন যে, একমাত্র মহাসনের অধিপতি আল্লাহতালাই সমগ্র বিশ্বজগতের সৃষ্টিকর্ত্তা, পালনকর্ত্তা ও সংহারকর্ত্তা। তিনি ভিন্ন আর কেহই উপাস্য নাই। সমগ্র বিশ্বজগৎ তাঁহারই ইচ্ছা ও আদেশে নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত হইতেছে। তাঁহার আদেশ ও অনুগ্রহে অভিষিক্ত হওয়া ব্যতীত কেহই মানবের জন্য অনুরোধ করিতে পারিবে না। অতএব হে অবিশ্বাসীকুল, যদি ইহ-পরকালের কল্যাণ চাও, তবে সমস্ত দেব-দেবী ও জীব জড়োপাসনা পরিত্যাগ করিয়া একমাত্র সেই মহাপ্রভুরই উপাসনা কর। কোঃ ৭—৫৪ আয়তের তফ্‌সীর দ্রষ্টব্য।

৪। আধুনিক ধর্ম্মবিশ্বাস-বিহীন নাস্তিক ও যুক্তিবাদী জড়-বৈজ্ঞানিকদিগের ন্যায় হজরত রসুলোল্লার সময়ে আরবেও ঐরূপ এক সম্প্রদায় বিদ্যমান ছিল। তাহারা পবিত্র কোরানোক্ত পরলোক, পুনরুত্থান, মহাবিচার এবং পাপ-পুণ্যের পুরস্কার ও শাস্তিভোগের বিষয় অবিশ্বাস ও অস্বীকার করিয়া বলিত যে, ও সকল কিছুই নহে। যে সকল উপাদানে মানব-দেহ সৃষ্ট হইয়াছে, মৃত্যুর পর মানব-দেহের বিগলিত উপাদান সমূহ সেই সেই মূল-উপাদানে মিলিত হইবে। উহার কোনই

الصّٰلِحٰتِ بِالْقِسْطِ ط وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا
لَهُمْ شَرَابٌ مِّنْ حَمِيْمٍ وَّعَذَابٌ
اَلِيْمٌۢ بِمَا كَانُوْا يَكْفُرُوْنَ ۝
٥- هُوَ الَّذِيْ جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاۤءً
وَّالْقَمَرَ نُوْرًا وَّقَدَّرَهٗ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوْا
عَدَدَ السِّنِيْنَ وَالْحِسَابَ ط مَا خَلَقَ
اللّٰهُ ذٰلِكَ اِلَّا بِالْحَقِّ ج يُفَصِّلُ
الْاٰيٰتِ لِقَوْمٍ يَّعْلَمُوْنَ ۝ ٦- اِنَّ
فِي اخْتِلَافِ الَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَمَا
خَلَقَ اللّٰهُ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ

প্রদান করিবেন এবং যাহারা অবিশ্বাস
করিয়াছে, তাহাদিগকে উত্তপ্ত সলিল
পান করিতে হইবে এবং তাহারা যে
অবিশ্বাস করিয়াছে—তজ্জন্য যন্ত্রণাপ্রদ
শাস্তি রহিয়াছে। ৫। তিনিই সূর্য্যকে
জ্যোতির্ম্ময় এবং চন্দ্রকে কিরণময়
করিয়াছেন এবং তন্নিমিত্ত কক্ষায়ন-সমূহ
নির্দ্ধারিত করিয়া দিয়াছেন—যাহাতে
তোমরা বর্ষের গণনা ও সংখ্যা অবগত
হইতে পার; আল্লাহ ইহা সত্য-ভাবে
ব্যতীত সৃষ্টি করেন নাই; তিনি অভিজ্ঞ
সম্প্রদায়ের জন্য নিদর্শনাবলী বিবৃত
করিয়াছেন। ৬। নিশ্চয় রজনী ও
দিবসের পরিবর্ত্তনে এবং আল্লাহ নভো-
মণ্ডল ও ভূমণ্ডলে যাহা সৃষ্টি করিয়াছেন,

স্বতন্ত্র অস্তিত্ব থাকিবে না। আল্লাহতালা ঐ সকল অবিশ্বাসী নাস্তিককে সতর্ক করিয়া বলিয়া দিলেন যে, নিশ্চয় আমার অঙ্গীকার সত্য। যিনি একবার এই বিশ্বজগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন—তোমরা জানিয়া রাখ যে, তিনি যতবার ইচ্ছা সেই জগৎকে সৃষ্টি ও ধ্বংস করিতে পারেন। অতএব নিশ্চয় তিনি তোমাদিগকে পুনরায় সঞ্জীবিত করিবেন ও তোমাদিগকে স্ব স্ব কৃতকর্ম্মের ফলভোগ করিবার জন্য অবশ্যই পরলোকে তাঁহার সমক্ষে উপস্থিত হইতে হইবে। মানবের জন্য পাপের প্রতিফল ও পুণ্যের পুরস্কার প্রাপ্ত হওয়া তাঁহার অনিবার্য্য বিধি। তাঁহার ন্যায়-বিচারে ইহার বিন্দুমাত্রও ব্যতিক্রম হইবে না।

৫। অবিশ্বাসী ও অংশীবাদী পৌত্তলিক এবং জড়বাদী যুক্তিসর্ব্বস্ব নাস্তিকদিগের অবিশ্বাস, কুসংস্কার ও ভ্রান্তির প্রতিবাদ করিবার পর আল্লাহতালা স্বীয় একত্ব, অদ্বিতীয়ত্ব ও শক্তি-মহিমার প্রত্যক্ষ নিদর্শন বর্ণনা করিতেছেন। আল্লাহতালা প্রখর জ্যোতিষ্মান সূর্য্য এবং সুস্নিগ্ধ কিরণময় চন্দ্রের উপমা উল্লেখ করিয়া বলিতেছেন যে, তাঁহার এই অনুপম সৃষ্টি কোন অন্ধ-শক্তির কার্য্য নহে। তিনি সত্যভাবে এবং শুভ উদ্দেশ্যে এই বিশ্বজগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন। সূর্য্য ও চন্দ্রের জ্যোতি ও কিরণ তোমাদের জন্য কিরূপ অনুপম ফলপ্রদ। বিশেষতঃ উহার নিয়মিত কক্ষায়নে বর্ষ গণনা ও দিবা-রজনীর গমনাগমন এবং সময়-সংখ্যা অবগত হইবার কি সুন্দর কৌশল নিহিত রহিয়াছে! এরূপ অনুপম সৃষ্টি-ক্রিয়া সম্পাদন ও বিশ্বকার্য্য নিয়ন্ত্রণ কি তোমাদের নগণ্য দেব-দেবীগণের কার্য্য—না ইহা কোন অন্ধ-শক্তির পক্ষে সম্ভবপর? যাহারা অভিজ্ঞ—তাহারা ইহা দ্বারাই আমার অস্তিত্ব ও শক্তি-মহিমার স্বরূপ উপলব্ধি করিতে সমর্থ হইয়া থাকে।

৬। আল্লাহতালা আরও বলিতেছেন :—নিশ্চয় সূর্য্য-চন্দ্রের আবর্ত্তন বিবর্ত্তন-জনিত দিবা-রজনীর পরিবর্ত্তনে এবং আমার এই অদৃশ্য ও দৃশ্যমান সৃষ্টি-সমূহের মধ্যে ধার্ম্মিক ও বিশ্বাসীদিগের জন্য সমুজ্জ্বল নিদর্শন-সমূহ বিদ্যমান আছে। তাহারা বিশ্বজগতের প্রতি লক্ষ্য করিয়া এবং

لَآيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَّقُوْنَ ○ ٧- اِنَّ
الَّذِيْنَ لَا يَرْجُوْنَ لِقَآءَنَا وَرَضُوْا
بِالْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَاطْمَاَنُّوْا بِهَا
وَالَّذِيْنَ هُمْ عَنْ اٰيٰتِنَا غٰفِلُوْنَ ○
٨- اُولٰٓئِكَ مَاْوٰىهُمُ النَّارُ بِمَا كَانُوْا
يَكْسِبُوْنَ ○ ٩- اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا
وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ يَهْدِيْهِمْ رَبُّهُمْ
بِاِيْمَانِهِمْ ج تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهِمُ الْاَنْهٰرُ
فِيْ جَنّٰتِ النَّعِيْمِ ○ ١٠- دَعْوٰىهُمْ
فِيْهَا سُبْحٰنَكَ اللّٰهُمَّ وَتَحِيَّتُهُمْ

তাহাতে ধর্ম্মভীরুগণের জন্য নিদর্শনাবলী
রহিয়াছে। ৭। নিশ্চয় যাহারা আমার
সাক্ষাতের আকাঙ্ক্ষা করে না এবং পাথিব
জীবনে পরিতুষ্ট থাকে এবং উহাতেই
পরিতৃপ্ত হয় এবং যাহারা আমার
নিদর্শনাবলী সম্বন্ধে অমনোযোগী;
৮। উহারাই—তাহারা যাহা অর্জ্জন
করিয়াছে, তজ্জন্য তাহাদের বাসস্থান
নরকানল। ৯। নিশ্চয় যাহারা বিশ্বাস-
স্থাপন করিয়াছে ও সৎকার্য্য করে,
তাহাদের বিশ্বাসের জন্য তাহাদের
প্রতিপালক তাহাদিগকে সুখ-সম্পদপূর্ণ
স্বর্গোদ্যানের দিকে পথ-প্রদর্শন করিবেন,
যাহার নিম্নে স্রোতস্বিনী প্রবাহিতা;
১০। তন্মধ্যে তাহারা আহ্বান করিবে,
হে আল্লাহ! তুমিই পবিত্র এবং তাহারা

প্রাকৃতিক নিয়ম ও শৃঙ্খলার মধ্যে আমার অস্তিত্ব ও সত্যের সুপ্রকাশ দেখিয়া ভক্তি ও বিশ্বাসের সহিত আমার উদ্দেশ্যে মস্তক নত করিয়া থাকে।

৭—৮। অবিশ্বাসীদিগের কুসংস্কার ও ভ্রান্তি এবং বিশ্বাসীগণের জ্ঞান ও সত্যানুভূতির প্রসঙ্গ শেষ করিয়া এই দুইটি আয়তে আল্লাহতা'লা অবিশ্বাসী নাস্তিকদিগের শোচনীয় পরিণাম পরিব্যক্ত করিতেছেন। আল্লাহতালা বলিতেছেন, যাহারা আমার অনুগ্রহ ও সন্দর্শনের আশা করে না, যাহারা আমার নিদর্শনাবলীর সত্যতায় সন্দিহান ও অবিশ্বাসী এবং পরলোকের পরিবর্ত্তে পাথিব জীবনকেই যাহারা একমাত্র অবলম্বন ও সার-সর্ব্বস্ব বলিয়া মনে করে, পরলোকে নিশ্চয় তাহাদিগকে কঠোর শাস্তিপূর্ণ নরকে অবস্থান করিতে হইবে। তাহারা কখনই মুক্তিলাভ করিতে পারিবে না।

৯। অবিশ্বাসীদিগের শাস্তির প্রসঙ্গের সঙ্গে সঙ্গেই আল্লাহতালা বিশ্বাসীগণের পুরস্কার ঘোষণা করিতেছেন। অর্থাৎ বিশ্বাসী মুসলমানেরা তাহাদের সত্য-বিশ্বাস ও সৎকার্য্যের বিনিময়ে সুমধুর স্রোতস্বিনী ও সুবিমল সুখ-সম্পদপূর্ণ স্বর্গোদ্যানে সুপ্রতিষ্ঠিত হইবে—যথায় অশান্তি ও দুঃখ-কষ্টের লেশমাত্রও বিদ্যমান নাই—বরং তৎপরিবর্ত্তে কেবল অনুপম সুখ ও সুবিমল শান্তিই তথায় বিরাজমান রহিয়াছে।

১০। **স্বর্গোদ্যানের সুবিমল আদর্শ**—ইস্‌লামী স্বর্গের আদর্শ কিরূপ হইবে, এই আয়তে তাহার স্পষ্টতর পরিচয় পাওয়া যায়। যাহারা স্বর্গীয় সুখ-সম্পদের বিভিন্ন রূপক বর্ণনা অনুযায়ী ইস্‌লামী-স্বর্গে নিকৃষ্ট সুখ-ভোগ ও বিলাস-লালসার গন্ধ পাইয়া নাসিকা কুঞ্চিত করিয়া থাকেন, তাহারা একবার এই পবিত্র আয়তের প্রতি লক্ষ্য করিয়া ইস্‌লামী-স্বর্গের প্রকৃত স্বরূপ উপলব্ধি করুন। আল্লাহতালা বলিতেছেন :—বিশ্বাসী মুসলমানেরা স্বর্গোদ্যানের মধ্যে প্রথমে "সোবহানাকা" অর্থাৎ "হে আল্লাহ, তুমিই পবিত্র"—এই পূতবাণী উচ্চারণ পূর্ব্বক আল্লাহতালার

তন্মধ্যে "সালাম" সম্ভাষণ করিবে, এবং তাহাদের শেষ আহ্বান হইবে যে, বিশ্বজগতের প্রতিপালক আল্লারই জন্য সর্ব্ববিধ প্রশংসা।

فِيْهَا سَلٰمٌ ۚ وَاٰخِرُ دَعْوٰهُمْ اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۟

২য় রুকু—প্রত্যাদেশের অপরিবর্ত্তনীয়তা

১১। এবং যদি আল্লাহ মানবমণ্ডলীর জন্য অকল্যাণে সত্বরতা করেন যেরূপ তাহারা কল্যাণের জন্য সত্বরতা করিয়া থাকে, তবে তাহাদের জন্য তাহাদের অদৃষ্ট মীমাংসিত হইয়া যাইবে; কিন্তু যাহারা তাহাদের বিভ্রান্ত বিদ্রোহিতা বশতঃ আমার সন্দর্শনের আকাঙ্ক্ষা করে না, আমি তাহাদিগকে পরিত্যাগ করিয়াছি। ১২। এবং যখন মানুষকে অমঙ্গল স্পর্শ করে, তখন সে এলায়িত অথবা

١١- وَلَوْ يُعَجِّلُ اللّٰهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتِعْجَالَهُمْ بِالْخَيْرِ لَقُضِيَ اِلَيْهِمْ اَجَلُهُمْ ؕ فَنَذَرُ الَّذِيْنَ لَا يَرْجُوْنَ لِقَاۤءَنَا فِيْ طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُوْنَ ۟

١٢- وَاِذَا مَسَّ الْاِنْسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا

মহিমা ও পবিত্রতা ঘোষণা করিবে। তৎপর তাহারা "সালাম" অর্থাৎ "শান্তি"-বাণী উচ্চারণ করিয়া পরস্পর শুভ-সম্ভাষণ করিবে। অনন্তর "আলহাম্‌দো লিল্লাহে রব্বেল আলামীন"—অর্থাৎ "বিশ্বজগতের প্রতিপালক আল্লার জন্যই সর্ব্ববিধ প্রশংসা"—এই মহিমান্বিত স্তববাক্যে বিভোর হইয়া থাকিবে। আমরা জগদ্বাসীকে সদর্পে জিজ্ঞাসা করিতেছি—পৃথিবীর কোন জাতি বা কোন ধর্ম্মাবলম্বী কোরানোক্ত ইসলামী-স্বর্গের এই মহান্ ও পবিত্র আদর্শ অপেক্ষা উচ্চতর শ্রেষ্ঠ আদর্শ কল্পনা করিতে সমর্থ হইয়াছেন কি?

১১। লোকে সাধারণতঃ আল্লার নিকট নিজ নিজ সুখ-সম্পদ, স্বাস্থ্য ও কল্যাণ প্রভৃতি শীঘ্র শীঘ্র পাইবার জন্য প্রার্থনা করিয়া থাকে এবং তিনিও স্বীয় ইচ্ছা এবং অনুগ্রহ অনুযায়ী তাহাদের প্রার্থনা পূর্ণ করিয়া থাকেন। পক্ষান্তরে আল্লাহতালা মানবমণ্ডলীকে তাহাদের অপরাধের জন্য শাস্তি প্রদান করিতে কখনই ঐরূপ সত্বরতা প্রকাশ করেন না। ইহা মানবজাতির প্রতি তাঁহার বিশেষ অনুগ্রহ। যদি আল্লাহতালা এই অনুগ্রহ না করিতেন, তবে এক মুহূর্ত্তেই সমস্ত মানবজাতি ধ্বংস প্রাপ্ত হইয়া যাইত। তাই আল্লাহতালা বলিয়া দিতেছেন যে, তোমরা নিজ নিজ সুখ-সম্পদ প্রভৃতি প্রার্থিত বিষয় যেরূপ অবিলম্বে পাইতে ইচ্ছা কর, আমিও যদি সেইরূপ তোমাদের অপরাধের জন্য তোমাদিগকে অবিলম্বে শাস্তি প্রদান করিতে ইচ্ছুক হইতাম, তবে এক মুহূর্ত্তেই তোমাদের অস্তিত্ব বিলুপ্ত হইয়া যাইত। কিন্তু মানব-জাতিকে ঐরূপভাবে বিনাশ করা অনুগ্রহ-প্রবণ প্রকৃতি আল্লাহতালার সৃষ্টি-নিয়মের প্রতিকূল। সুতরাং যে সকল বদ্ধমূল বিদ্রোহী সত্যধর্ম্মের প্রতিকূলতা করিয়া অবিলম্বে স্বর্গীয় শাস্তি অবতারণ করিবার জন্য প্রার্থনা করে (কোঃ ৮—৩২ দ্রষ্টব্য), নিশ্চয় আমি তাহাদিগকে পরিত্যাগ করিয়াছি। যদিও তাহারা আমার প্রকৃতি ও নিয়মের প্রতিকূল বলিয়া সত্বর শাস্তি প্রাপ্ত হইতেছে না, কিন্তু তাহারা জানিয়া রাখুক যে, পরিণামে তাহাদিগকে অতি কঠোর শাস্তি ভোগ করিতে হইবে। কারণ আমি যাহাদিগকে পরিত্যাগ করিব, ইহ-পরলোকে কেহই তাহদিগকে রক্ষা করিতে পারিবে না।

১২। মানুষ অধর্ম্ম ও দুষ্কার্য্যের জন্য বিপদে পড়িয়া যেরূপে প্রত্যেক অবস্থায় আল্লাহকে স্মরণ করে এবং বিপদ-মুক্তির সঙ্গে সঙ্গে যেরূপভাবে আল্লাহকে ভুলিয়া আবার সেই অধর্ম্ম ও

উপবিষ্ট কিংবা দণ্ডায়মান অবস্থায়
আমাকে আহ্বান করে ; অনন্তর যখন
আমি তাহা হইতে অমঙ্গল বিচ্যুত করি,
তখন সে প্রস্থান করে—যেন সে তৎপ্রতি
সংস্পৃষ্ট অমঙ্গলের জন্য আমাকে আহ্বান
করে নাই ; এইরূপে তাহারা যাহা
করিয়াছিল—সেই অসংযতদিগের জন্য
তাহা সুশোভিত করা হইয়াছে।
১৩। এবং নিশ্চয় আমি তোমাদের
পূর্ব্বে তাহাদিগকে—যাহারা অত্যাচার
করিয়াছিল, সেই সাময়িক সম্প্রদায়
সমূহকে বিনষ্ট করিয়া দিয়াছি ; এবং
তাহাদের নিকট তাহাদের রসুল সমুজ্জ্বল
নিদর্শনাবলী সহ আগমন করিয়াছিল,
এবং তাহারা বিশ্বাস করে নাই ; এইরূপে
আমি অপরাধী সম্প্রদায়কে প্রতিফল
প্রদান করিয়া থাকি। ১৪। অতঃপর আমি
তাহাদের পরে তোমাদিগকে ভূতলে
প্রতিনিধি করিয়াছি—কারণ আমি
দেখিব যে, তোমরা কিরূপ কার্য্য কর।

لِجَنْۢبِهٖۤ اَوْ قَاعِدًا اَوْ قَآئِمًا ۚ فَلَمَّا
كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهٗ مَرَّ كَاَنْ لَّمْ
يَدْعُنَاۤ اِلٰى ضُرٍّ مَّسَّهٗ ۭ كَذٰلِكَ
زُيِّنَ لِلْمُسْرِفِيْنَ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ۝
١٣- وَلَقَدْ اَهْلَكْنَا الْقُرُوْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ
لَمَّا ظَلَمُوْا ۙ وَجَآءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ
بِالْبَيِّنٰتِ وَمَا كَانُوْا لِيُؤْمِنُوْا ۭ
كَذٰلِكَ نَجْزِى الْقَوْمَ الْمُجْرِمِيْنَ ۝
١٤- ثُمَّ جَعَلْنٰكُمْ خَلٰۤئِفَ فِى الْاَرْضِ
مِنْ بَعْدِهِمْ لِنَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُوْنَ ۝

দুষ্কার্য্যে লিপ্ত হয়—এই আয়তে অতি সুন্দর ভাষায় তাহা বর্ণিত হইয়াছে। অতঃপর আল্লাহ তাআ্লা বলিয়া দিতেছেন যে, যাহারা অধর্ম্ম অনাচারের জন্য বিপদে পড়িয়া আমার অনুগ্রহ লাভ করিবার পরে পুনরায় নিতান্ত অকৃতজ্ঞের মত সেই সকল দুষ্কার্য্যে লিপ্ত হয়—কৃতঘ্নতার অবশ্যম্ভাবী পরিণাম স্বরূপ সেই সকল অধর্ম্ম, অনাচার ও দুষ্কার্য্য তাহাদের জীবনের অবলম্বন এবং অঙ্গের ভূষণ স্বরূপ পরিণত হইয়া যায়।

১৩। হজরত রসুলোল্লার পূর্ব্ববর্ত্তী রসুলগণের সহিত বিদ্রোহাচরণ করিয়া তৎকালীন ধর্ম্মদ্রোহী সম্প্রদায় সমূহ যেরূপভাবে ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছিল, এই আয়তে তৎপ্রতি ইঙ্গিত করিয়া আরবের ইস্লাম-বৈরীদিগকে সতর্ক করা হইতেছে। আল্লাহতালা বলিতেছেন যে, আমার রসুলের বিরুদ্ধাচারীরা যদি সতর্ক ও সংযত না হয়, তবে নিশ্চয় তাহারা পূর্ব্ববর্ত্তী অবাধ্য সম্প্রদায় সমূহের ন্যায় প্রতিফল ও শাস্তিভোগ করিবে।

১৪। আল্লাহতালা বলিতেছেন ঃ—আমি পূর্ব্ববর্ত্তী অবাধ্য ও ধর্ম্মদ্রোহী সম্প্রদায়-সমূহকে ধ্বংস করিয়া তোমাদিগকে তাহাদের স্থলাভিষিক্ত এবং পৃথিবীর প্রতিনিধি করিয়াছি। অতঃপর তোমরাও যদি অধর্ম্ম ও অনাচারে আচ্ছন্ন হইয়া পড়, তবে আমি তোমাদের পরিবর্ত্তে অন্য সম্প্রদায়কে পৃথিবীর আধিপত্য প্রদান করিব।

١٥- وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا
بَيِّنَاتٍ ۙ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ
لِقَاءَنَا ائْتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَٰذَا أَوْ بَدِّلْهُ ۚ
قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ
تِلْقَاءِ نَفْسِي ۖ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا
مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ ۖ إِنِّي أَخَافُ إِنْ
عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ○
١٦- قُلْ لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا تَلَوْتُهُ عَلَيْكُمْ

১৫। এবং যখন তাহাদের প্রতি আমার উজ্জ্বল নিদর্শনাবলী পঠিত হয়, তখন যাহারা আমার সাক্ষাতের আকাঙ্ক্ষা করে না—তাহারা বলে যে, ইহা ব্যতীত অন্য কোরান আনয়ন কর অথবা ইহাকে পরিবর্ত্তিত কর; তুমি বল, আমার জন্য ইহা সম্ভবপর নয় যে, আমি নিজের পক্ষ হইতে উহা পরিবর্ত্তন করিব; আমার প্রতি যাহা প্রত্যাদিষ্ট হইয়াছে আমি তদ্ব্যতীত অনুসরণ করি না; যদি আমি স্বীয় প্রতিপালকের অবাধ্যাচরণ করি, নিশ্চয় আমার মহাদিবসের শাস্তির আশঙ্কা আছে। ১৬। তুমি বল, যদি আল্লাহ ইচ্ছা করিতেন তবে আমি উহা তোমাদের প্রতি পাঠ করিতাম না এবং

১৫। **কোরান শরিফের স্বর্গীয় সত্যতা**—এই মহিমান্বিত আয়তে পবিত্র কোরানের স্বর্গীয় সত্যতা বিঘোষিত হইয়াছে। কোরান শরিফে অংশীবাদিতা ও পৌত্তলিকতার অসত্যতা ও অসারতা জ্বলন্ত ভাষায় বিঘোষিত হওয়ায় একদল অংশীবাদী পৌত্তলিক অত্যন্ত ক্ষুন্ন হইয়া হজরত রসুলোল্লার নিকট নিবেদন করিয়াছিল যে, আপনি যদি এই কোরান পরিবর্ত্তিত করিয়া ইহা হইতে অংশীবাদিতা ও পৌত্তলিকতার নিন্দা-মূলক অংশ সমূহ বর্জ্জন করেন অথবা আমাদের প্রচলিত ধর্ম্ম ও আচার-ব্যবহার সমর্থন পূর্ব্বক অন্য একখানি স্বতন্ত্র ও নূতন কোরান রচনা করেন, তবে আমরা আপনাকে ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক রূপে স্বীকার করিয়া আপনার ধর্ম্ম গ্রহণ করিব। তাহাদের ঐ অজ্ঞতামূলক ভ্রান্ত-ধারণার মূলচ্ছেদ করিবার জন্য আল্লাহতালা হজরত রসুলোল্লাকে বলিলেন :—তুমি বলিয়া দাও যে, আমি নিজ হইতে কোরান রচনা করিব অথবা ইহার কোন অংশ পরিবর্ত্তন করিব—ইহা আমার পক্ষে সম্পূর্ণ অসম্ভব। আমার প্রতি আল্লাহতালার নিকট হইতে যে সকল প্রত্যাদেশ অবতীর্ণ হয়, আমি কেবল তাহারই অনুসরণ করিয়া থাকি। এই স্বর্গীয় গ্রন্থের আদেশ-নিষেধ অথবা নীতি পরিবর্ত্তন করিতে আমার কোনই অধিকার নাই। যদি আমি আল্লাহতালার ইচ্ছা ও প্রত্যাদেশের প্রতিকূলে স্বীয় প্রভুর অবাধ্যাচরণ করিয়া ইহার কোন অংশ অথবা কোন আদেশ-নিষেধের পরিবর্ত্তন করি, তবে আমার জন্যও মহাদিবসের ভয়াবহ শাস্তির আশঙ্কা রহিয়াছে। ফলতঃ মহাগ্রন্থ কোরান শরিফ যে কোন মানুষের—এমন কি স্বয়ং রসুলোল্লার নিজের রচিত গ্রন্থ নহে—বরং ইহা যে আল্লাহতালার প্রত্যাদিষ্ট অপরিবর্ত্তনীয় স্বর্গীয় বাণী—এই আয়তে তাহা জ্বলন্ত ভাষায় বিঘোষিত হইয়াছে।

আলোচ্য আয়তের শেষ বাক্যের মর্ম্ম ইহা নহে যে, হজরত রসুলোল্লা পারলৌকিক শাস্তির আশঙ্কায় কোরান শরিফ পরিবর্ত্তন করেন নাই; পবিত্র কোরানের সত্যতা ও অপরিবর্ত্তনীয়তার সুদৃঢ় সাক্ষী স্বরূপই উক্ত বাক্য অবতীর্ণ হইয়াছে।

১৬। পূর্ব্ববর্ত্তী আয়তের সত্যতার সমর্থন স্বরূপ আল্লাহতালা হজরত রসুলোল্লাকে আরও বলিতেছেন :—তুমি তাহাদিগকে বলিয়া দাও যে, আমি ত ইহার পূর্ব্বেও তোমাদের মধ্যে সুদীর্ঘপূ

وَلَآ اَدْرٰىكُمْ بِهٖ ۖ فَقَدْ لَبِثْتُ فِيْكُمْ
عُمُرًا مِّنْ قَبْلِهٖ ؕ اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ ○
١٧- فَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرٰى
عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا اَوْ كَذَّبَ بِاٰيٰتِهٖ ؕ اِنَّهٗ
لَا يُفْلِحُ الْمُجْرِمُوْنَ ١٨٠- وَيَعْبُدُوْنَ
مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا
يَنْفَعُهُمْ وَيَقُوْلُوْنَ هٰٓؤُلَآءِ شُفَعَآؤُنَا
عِنْدَ اللّٰهِ ؕ قُلْ اَتُنَبِّـُٔوْنَ اللّٰهَ بِمَا
لَا يَعْلَمُ فِي السَّمٰوٰتِ وَلَا فِي الْاَرْضِ ؕ

তিনি তদ্দ্বারা তোমাদিগকে সুবিদিত করিতেন না; অনন্তর আমি নিশ্চয় ইহার পূর্ব্বে তোমাদের মধ্যে এক বয়স অতিক্রম করিয়াছি, তবুও কি তোমরা বুঝিতে পারিতেছ না? ১৭। অতএব যে আল্লার প্রতি অসত্য ধারণা করে অথবা তাঁহার নিদর্শন সমূহে অসত্যারোপ করে—তাহা অপেক্ষা কে অধিকতর অত্যাচারী? নিশ্চয় অপরাধীরা সুফল পাইবে না। ১৮। এবং তাহারা আল্লাহকে পরিত্যাগ করিয়া যাহার উপাসনা করে, উহা তাহাদের অনিষ্ট অথবা তাহাদের উপকার করিতে পারে না এবং তাহারা বলে যে, উহারা আল্লার নিকট আমাদের অনুরোধকারী হইবে; তুমি বল—তবে কি তোমরা আল্লাহকে তাহাই পরিজ্ঞাপন করিতেছ—যাহার তত্ত্ব নভোমণ্ডলের মধ্যে ও ভূমণ্ডলের মধ্যে

চল্লিশ বৎসর বয়স অতিক্রম করিয়াছি; সুতরাং তোমরা আমার নীতি, চরিত্র ও সত্যবাদিতার বিষয় উত্তমরূপে অবগত আছ। অতএব সেই সুদীর্ঘকালের মধ্যে যখন আমি তোমাদের নিকট কোন প্রত্যাদেশ আবৃত্তি করি নাই, তখন কি উদ্দেশ্যে এখন অযথাভাবে উহা আবৃত্তি করিব? ফলতঃ আল্লার আদেশ না হইলে এবং তিনি মানবমণ্ডলীর জন্য আমার প্রতি প্রত্যাদেশ অবতীর্ণ না করিলে, আমি উহা কখনই তোমাদের নিকট প্রচার করিতাম না। সুদীর্ঘকাল আমার স্বভাব চরিত্র ও সত্যবাদিতা সম্যক অবগত থাকিয়াও কি তোমরা ইহা বিশ্বাস করিতে পারিতেছ না? আলোচ্য আয়তের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় এই যে, হজরত রসুলোল্লার স্বভাব-চরিত্র, নীতি ও সত্যবাদিতা পবিত্র কোরানের সত্যতার আর একটি সমুজ্জ্বল প্রমাণ।

১৭। এই আয়তে বিঘোষিত হইয়াছে যে, যাহারা আল্লার একত্ব ও অদ্বিতীয়ত্ব অথবা তাঁহার অস্তিত্বে অবিশ্বাস করে এবং তাহার নিদর্শন স্বরূপ কোরান শরিফকে অসত্য বলিয়া ধারণা করে, সেই সকল চরম অত্যাচারী এবং বদ্ধমূল অবিশ্বাসী কখনই মুক্তি ও কল্যাণ লাভ করিতে পারিবে না এবং তাঁহাদের ইহ-পরকাল সম্পূর্ণ ব্যর্থ হইয়া যাইবে।

১৮। এই আয়তে অংশীবাদিতা ও পৌত্তলিকতার অসারতা বিঘোষিত হইয়াছে। প্রথমতঃ অবিশ্বাসী কাফের কুলের উপাস্য দেবদেবীপুঞ্জ জগতের অথবা তাহাদের উপাসকবৃন্দের কোনই ভাল মন্দ করিতে পারে না। দ্বিতীয়তঃ অংশীবাদিরা তাহাদের পাপের জন্য আল্লার নিকট অনুরোধ করিবে—এই আশায় তাহার অংশী অথবা পুত্র-কন্যা ধারণায় যাহাদের পূজা-অর্চ্চনা করে—তাহাদের সেরূপ কোনই ক্ষমতা নাই। বিশেষতঃ আল্লাহতালা স্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করিতেছেন যে,

سُبْحٰنَهٗ وَتَعٰلٰى عَمَّا يُشْرِكُوْنَ ۝
١٩- وَمَا كَانَ النَّاسُ اِلَّآ اُمَّةً
وَّاحِدَةً فَاخْتَلَفُوْا ط وَلَوْلَا كَلِمَةٌ
سَبَقَتْ مِنْ رَّبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ
فِيْمَا فِيْهِ يَخْتَلِفُوْنَ ۝ ٢٠- وَيَقُوْلُوْنَ
لَوْلَآ اُنْزِلَ عَلَيْهِ اٰيَةٌ مِّنْ رَّبِّهٖ ج فَقُلْ
اِنَّمَا الْغَيْبُ لِلّٰهِ فَانْتَظِرُوْا ج اِنِّيْ
مَعَكُمْ مِّنَ الْمُنْتَظِرِيْنَ ع

নাই? এবং তাহারা যে অংশী স্থির করিতেছে, তিনি তাহা হইতে পবিত্রতম ও সমুন্নত। ১৯। এবং মানবমণ্ডলী একমাত্র সম্প্রদায় ব্যতীত ছিল না, অতঃপর তাহারা বিভিন্ন হইয়াছে; এবং যদি তোমার প্রতিপালক হইতে উক্ত বাক্য পূর্ব্বে সম্পন্ন না হইত তবে তাহারা যদ্বিষয়ে ভিন্ন মতাবলম্বন করিয়াছিল, নিশ্চয় তাহার সুমীমাংসা হইয়া যাইত। ২০। এবং তাহারা বলে যে, তাহার প্রতিপালক হইতে তৎপ্রতি কেন একটী নিদর্শন অবতীর্ণ হয় নাই? তুমি বল, অদৃশ্য বিষয় একমাত্র আল্লারই জন্য—অতএব তোমরা প্রতীক্ষা কর, নিশ্চয় আমিও তোমাদের সহিত প্রতীক্ষায় রহিলাম।

বিশ্বজগতের মধ্যে অংশীবাদী পৌত্তলিকদিগের উহাই সর্ব্বাপেক্ষা অসম্ভব ও ভিত্তিহীন কল্পনা এবং ঐ কল্পনার স্বরূপ-স্পর্শ হইতে সর্ব্বশক্তিমান অদ্বিতীয় আল্লাহতালা সমুন্নত ও পবিত্র। তাঁহার স্বরূপ সত্ত্বার সহিত ঐ সকল ভিত্তিহীন কল্পনার কোনই সম্বন্ধ নাই।

১৯। অবিশ্বাসী অংশীবাদীরা বলিত যে, নানা ধর্ম্ম ও নানা মত পূর্ব্ব হইতেই আছে এবং সকল ধর্ম্মেরই উদ্দেশ্য এক। সুতরাং ইহা লইয়া কলহ অথবা পরস্পরের ধর্ম্ম বিশ্বাসের ভ্রান্তি প্রতিপাদন অথবা দোষ ত্রুটি প্রদর্শনের কোনই প্রয়োজন নাই। বর্ত্তমান যুগেও বহু উচ্চশিক্ষিত অংশীবাদী পৌত্তলিকের মুখে ঐরূপ উক্তি শ্রুত হওয়া যায়। তাই আল্লাহতালা ঐ কোফর-কলুষিত উক্তির তীব্র প্রতিবাদ করিয়া বলিয়া দিলেন যে, ঐরূপ বিশ্বাস একটা অস্বাভাবিক ভ্রান্ত ধারণা ব্যতীত আর কিছুই নহে। প্রথমতঃ মানব-জাতি একই ধর্ম্মাবলম্বী এবং একই সম্প্রদায়ভুক্ত ছিল; তাহারা সকলেই সত্যধর্ম্মের অনুসরণ পূর্ব্বক একমাত্র উপাস্য আল্লার আরাধনা করিত। কিন্তু পরে তাহারা ক্রমে ক্রমে ভ্রান্ত বিশ্বাস ও কুসংস্কার-বশতঃ অংশীবাদী পৌত্তলিক ও জীব-জড়োপাসক প্রভৃতি নানা ধর্ম্ম ও নানা সম্প্রদায়ে বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছে। সত্য-উপাসনা ও সত্য-ধর্ম্ম কখনই এক ভিন্ন দুই হইতে পারে না। অবশ্য যদি এই ভেদ-বিভিন্নতার মধ্যে আল্লাহতালার কোন বিশেষ উদ্দেশ্য নিহিত না থাকিত, তবে অবিশ্বাস ও ধর্ম্মদ্রোহিতার জন্য ভ্রান্ত সম্প্রদায় সমূহ সমূলে ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়া যাইত। অসত্যের উপর সত্যের বিজয় নিশান উড্ডীয়মান হইয়া যাহাতে আল্লাহতালার গৌরব ও মহিমা জগতে সুপ্রকাশিত হইতে পারে, তজ্জন্যই জগতে অধার্ম্মিক ও ভ্রান্তবিশ্বাসী সম্প্রদায় সমূহের অস্তিত্ব বিদ্যমান রহিয়াছে।

২০। অসত্যের অধোগতি ও সত্যের সমুত্থান এবং অবিশ্বাসীদিগের শাস্তি সম্বন্ধে যে সকল ভবিষ্যদ্বাণী পরিব্যক্ত হইয়াছিল, অবিশ্বাসীরা বিদ্রূপচ্ছলে জিজ্ঞাসা করিত যে, উহা কবে সংঘটিত হইবে? আল্লাহতালা হজরত রসুলোল্লাকে বলিয়া দিলেন ঃ—তুমি বল যে, ভবিষ্যতের কথা আল্লা-ই সম্যক পরিজ্ঞাত আছেন। অতএব তোমাদের জিজ্ঞাস্য বিষয় কবে সংঘটিত হইবে, তাহা তিনিই বলিতে পারেন। তবে একথা নিশ্চিত যে, তাঁহার ভবিষ্যদ্বাণী অবশ্যই পূর্ণ হইবে। তোমরা উহার জন্য অপেক্ষা কর এবং আমিও তোমাদের সহিত প্রতীক্ষায় থাকিলাম।

৩য় রুকু—সদসৎ ব্যবহারের স্বর্গীয় প্রতিদান

২১। এবং আমি যখন লোকদিগকে—তাহাদের দুঃখ-স্পর্শের পরে করুণা আস্বাদন করাই, তখন তাহারা আমার নিদর্শন-সমূহে চক্রান্ত করিয়া থাকে ; তুমি বল—আল্লাহ দ্রুত-কৌশলী ; নিশ্চয় তোমরা যে চক্রান্ত করিতেছ, আমার প্রেরিতগণ তাহা লিপিবদ্ধ করিতেছে। ২২। তিনিই তোমাদিগকে ভূপৃষ্ঠে ও সমুদ্রে পরিভ্রমণ করাইতেছেন, এমন কি, যখন তোমরা নৌকায় আরোহণ কর এবং তৎসহ উহারা সুধীর বাতাসে পরিচালিত হয় এবং তদুপরি ঝঞ্ঝা-বায়ু উপনীত হয় এবং সর্ব্বস্থান হইতে তরঙ্গ আসিতে থাকে এবং অনুভূত হয় যে, উহা তাহাদিগকে পরিবেষ্টন করিয়াছে ; তখন আল্লাহকে আন্তরিকতার সহিত আহ্বান করিয়া তন্নিকট প্রার্থনা করা হয় যে, যদি তুমি ইহা হইতে আমাদিগকে উদ্ধার কর তবে নিশ্চয়

٢١- وَاِذَآ اَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِّنْ بَعْدِ ضَرَّآءَ مَسَّتْهُمْ اِذَا لَهُمْ مَّكْرٌ فِيْٓ اٰيَاتِنَا ط قُلِ اللّٰهُ اَسْرَعُ مَكْرًا ط اِنَّ رُسُلَنَا يَكْتُبُوْنَ مَا تَمْكُرُوْنَ ○

٢٢- هُوَ الَّذِيْ يُسَيِّرُكُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ ط حَتّٰٓى اِذَا كُنْتُمْ فِي الْفُلْكِ ج وَجَرَيْنَ بِهِمْ بِرِيْحٍ طَيِّبَةٍ وَّفَرِحُوْا بِهَا جَآءَتْهَا رِيْحٌ عَاصِفٌ وَّجَآءَهُمُ الْمَوْجُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَّظَنُّوْٓا اَنَّهُمْ اُحِيْطَ بِهِمْ لا دَعَوُا اللّٰهَ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ ج ۵ لَئِنْ اَنْجَيْتَنَا مِنْ هٰذِهٖ لَنَكُوْنَنَّ

২১। আল্লাহতালা বলিতেছেন :—লোকেরা যখন নানা প্রকার দুঃখ-কষ্ট ভোগ করিয়া আল্লার অনুগ্রহে সুখের মুখ দর্শন করে, তখন নিতান্ত অকৃতজ্ঞের মত প্রতারণাপূর্ব্বক আল্লার আদেশ-নিষেধ সংবলিত নিদর্শনাবলী অস্বীকার ও অগ্রাহ্য করিয়া থাকে। তাই আল্লাহতালা বলিতেছেন যে, তোমাদের ঐ সকল প্রতারণায় আমি কখনই প্রতারিত হইব না। আমার প্রেরিত ফেরেশ্‌তাগণ তোমাদের সমস্ত কৃতকার্য্যই লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিতেছে ; সুতরাং পরলোকে তোমাদিগকে নিশ্চয় ইহার প্রতিফল ভোগ করিতে হইবে।

কোন কোন তফ্‌সীরকার ইহাকে সুখ-দুঃখের সাধারণ আবর্ত্তন-বিবর্ত্তন বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন (মঃ আঃ) ; কিন্তু কতিপয় বিশিষ্ট প্রাচীন তফ্‌সীরকারের মতে মক্কার সপ্ত বৎসরব্যাপী দুর্ভিক্ষ এবং উহার পরবর্ত্তী অবস্থাই এই আয়তে পরিব্যক্ত হইয়াছে।—তঃ কবির।

২২—২৩। পূর্ব্বোক্ত আয়তে অকৃতজ্ঞ অবিশ্বাসীদিগের প্রকৃতি ও প্রতারণা সম্বন্ধে যাহা উক্ত হইয়াছে, তাহার প্রকৃষ্ট উপমা স্বরূপ আল্লাহতালা এই দুইটি আয়ত অবতীর্ণ করিয়াছেন। আলোচ্য আয়ত-দ্বয়ের প্রতিপাদ্য বিষয় এই যে, আল্লারই অনুগ্রহে মানব স্থলে বিচরণ ও জলে নৌকারোহণে পরিভ্রমণ করিয়া থাকে। কিন্তু মানবের পক্ষে স্থলে বাস করা যেরূপ নিরাপদ,

আমরা কৃতজ্ঞগণের অন্তর্গত হইব। ২৩। অনন্তর যখন তিনি তাহাদিগকে উদ্ধার করেন, তখন তাহারা অন্যায় ভাবে ভূতলে বিদ্রোহাচরণ করিয়া থাকে; হে লোক সকল, তোমাদের বিদ্রোহাচরণ কেবল তোমাদের নিজেদেরই জন্য—উহা পার্থিব জীবনের সম্বল মাত্র; অবশেষে তোমাদিগকে আমারই দিকে প্রত্যাবৃত্ত হইতে হইবে; অতঃপর তোমরা যাহা করিতেছিলে তাহা তোমাদিগকে বিজ্ঞাপিত করিব। ২৪। পার্থিব জীবনের উপমা সলিল-সদৃশ্য ব্যতীত নহে, আমি উহা আকাশ হইতে অবতারণ করি, তৎপর উহা হইতে সম্মিলিত তরুলতা উদ্গত হয়—যাহা মানুষ ও পশ্বাদি ভক্ষণ করিয়া থাকে; এই অবস্থায় যখন ধরণী সুবর্ণ-রূপ ধারণ করে ও সুশোভিত হয় এবং উহার অধিপতি

مِنَ الشّٰكِرِيْنَ ○ ٢٣- فَلَمَّآ اَنْجٰهُمْ
اِذَا هُمْ يَبْغُوْنَ فِى الْاَرْضِ بِغَيْرِ
الْحَقِّ ط يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّمَا بَغْيُكُمْ
عَلٰٓى اَنْفُسِكُمْ لا مَّتَاعَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ز
ثُمَّ اِلَيْنَا مَرْجِعُكُمْ فَنُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ
تَعْمَلُوْنَ ○ ٢٤- اِنَّمَا مَثَلُ الْحَيٰوةِ
الدُّنْيَا كَمَآءٍ اَنْزَلْنٰهُ مِنَ السَّمَآءِ
فَاخْتَلَطَ بِهٖ نَبَاتُ الْاَرْضِ مِمَّا يَاْكُلُ
النَّاسُ وَالْاَنْعَامُ ط حَتّٰٓى اِذَآ اَخَذَتِ
الْاَرْضُ زُخْرُفَهَا وَازَّيَّنَتْ وَظَنَّ

সলিলে বিহার সেরূপ নিরাপদ নহে। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও ধীর বাতাসে পাল তুলিয়া অথবা অন্য প্রকারের জলযানে পরিভ্রমণ করিয়া মানব বিপুল আনন্দ উপভোগ করে। অথচ সেই অবস্থায় বায়ু প্রবল হইলে ঝটিকা-সংক্ষুব্ধ তরঙ্গরাশি যখন উহার আরোহিদিগকে বিপন্ন করিয়া তুলে, তখন তাহারা শঙ্কাকুল চিত্তে আন্তরিকতার সহিত বিপন্মুক্তির জন্য আল্লার আনুগত্য ও সাহায্য প্রার্থনা করে। অনন্তর আল্লার অনুগ্রহে যখন সেই বিপদের মেঘ কাটিয়া যায় এবং তাহারা নিরাপদে স্থলে উপনীত হয়, তখন নিতান্ত অকৃতজ্ঞের মত আল্লাহকে ভুলিয়া তাঁহার আদেশের অবমাননা পূর্ব্বক জগতে বিদ্রোহাচরণ ও শান্তিভঙ্গ করিয়া থাকে। অবিশ্বাসীগণ সম্বন্ধে এই স্বাভাবিক সত্যের উল্লেখ করিয়া আল্লাহতালা মানব-জাতিকে লক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন যে, তোমাদের ঐ অকৃতজ্ঞতা ও বিদ্রোহাচরণে আমার কোনই অনিষ্ট হইবে না, বরং পার্থিব জীবনের এই অন্যায়াচরণের জন্য পরিণামে তোমরাই ক্ষতিগ্রস্ত হইবে।

২৪। এই আয়তে আল্লাহতালা মানব-জীবনের সহিত বৃষ্টি-ধারার উপমা দিয়া উহার অসারতা অতি সুন্দরভাবে প্রদর্শন করিয়াছেন। আকাশ হইতে বারি-বর্ষণের ফলে নানারূপ তরুলতা উৎপন্ন হইয়া ধরণী যেরূপ শ্যামল শোভায় হাসিয়া উঠে এবং উহার পরিপক্ক ফল-শস্যের ভারে প্রকৃতি যেমন নয়নমোহন সোনার রঙ্গে সুসজ্জিত ও সুশোভিত হয়। তদ্দর্শনে ঐ সকল উদ্যান-ভূমির অধিকারীর মনে কতই না আশার মোহনী মূর্ত্তি জাগ্রত হইয়া উঠে এবং তাহারা মনে করে যে, এখন আমরাই ইহার একমাত্র অধিকারী। ইতিমধ্যে অকস্মাৎ আল্লার আদেশে দিবাভাগে কিংবা রজনীযোগে ঝটিকা, প্লাবন অথবা অনুরূপ প্রাকৃতিক বিপ্লব

أَهْلُهَآ أَنَّهُمْ قَٰدِرُونَ عَلَيْهَآ لا أَتَٰهَآ
أَمْرُنَا لَيْلًا أَوْ نَهَارًا فَجَعَلْنَٰهَا حَصِيدًا
كَأَن لَّمْ تَغْنَ بِالْأَمْسِ ط كَذَٰلِكَ
نُفَصِّلُ الْأَيَٰتِ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ○
۲۵- وَاللّٰهُ يَدْعُوٓا إِلَىٰ دَارِ السَّلَٰمِ ط
وَيَهْدِي مَن يَشَآءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ
مُّسْتَقِيمٍ ○ ۲۶- لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا
الْحُسْنَىٰ وَزِيَادَةٌ ط وَلَا يَرْهَقُ
وُجُوهَهُمْ قَتَرٌ وَلَا ذِلَّةٌ ط أُولَٰٓئِكَ
أَصْحَٰبُ الْجَنَّةِ ج هُمْ فِيهَا خَٰلِدُونَ ○
۲۷- وَالَّذِينَ كَسَبُوا السَّيِّاٰتِ
جَزَآءُ سَيِّئَةٍ بِمِثْلِهَا لا وَتَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ ط
مَا لَهُم مِّنَ اللّٰهِ مِنْ عَاصِمٍ ج كَأَنَّمَآ
أُغْشِيَتْ وُجُوهُهُمْ قِطَعًا مِّنَ الَّيْلِ

অনুভব করে যে, এখন তাহারাই উহার অধিকারী ; তখন রজনী অথবা দিবসে আমার আদেশ উপনীত হয়, তৎপর আমি ঐ সমস্ত এরূপ বিকর্ত্তিত করিয়া দেই—যেন, কল্য উহার কোনই অস্তিত্ব ছিল না ; এইরূপে আমি চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্য নিদর্শনাবলী বিবৃত করিয়া থাকি।
২৫। এবং আল্লাহ তোমাদিগকে শান্তি-নিকেতনের দিকে আহ্বান করেন এবং যাহাকে ইচ্ছা সরল পথে পথ-প্রদর্শন করিয়া থাকেন।
২৬। যাহারা সৎকার্য্য করে তাহাদের জন্যই কল্যাণ এবং অধিকতর ; এবং কলঙ্ক ও লাঞ্ছনা তাহাদের আনন-সমূহ আচ্ছন্ন করিবে না ; উহারাই স্বর্গোদ্যানের অধিবাসী—তাহারা তন্মধ্যে সর্ব্বদা অবস্থান করিবে।
২৭। এবং যাহারা অনিষ্ট অর্জ্জন করিয়াছে, তাহারা তৎপরিবর্ত্তে তাহারই অনুরূপ অনিষ্ট প্রাপ্ত হইবে, এবং তাহাদিগকে লাঞ্ছনা আক্রমণ করিবে ; আল্লাহ হইতে তাহাদের জন্য কোনই সংরক্ষক নাই ; তাহাদের আনন-সমূহ যেন রজনীর অন্ধকারের একাংশ দ্বারা আবৃত করা

উপস্থিত হইয়া ঐ সকল পরিপক্ক ফল-শস্য যেরূপ মুহূর্ত্তে বিনষ্ট হইয়া যায়, মানব-জীবনের অর্জ্জিত ধন-সম্পদ এবং সুসজ্জিত সোনার সংসারের পরিণামও অনেকাংশে সেইরূপ। বিপুল সাম্রাজ্য হইতে ক্ষুদ্র কুটীর এবং দেশ, জাতি বা ব্যক্তিবিশেষের জন্ম-মৃত্যু, উন্নতি-অবনতি এবং পরিবর্ত্তন-পরিণতির প্রতি লক্ষ্য করিলে—এই মহাসত্য আমাদের নয়ন সমক্ষে অতি উজ্জ্বল-রূপে ফুটিয়া উঠে। তাই আল্লাহতালা বলিতেছেন যে,—"এইরূপে আমি চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্য নিদর্শনাবলী বিবৃত করিয়া থাকি"—অর্থাৎ জ্ঞানী ব্যক্তিরা ইহা হইতেই আমার শক্তি-মহিমার স্বরূপ ও সত্যতা উপলব্ধি করিতে সমর্থ হইয়া থাকে।

২৬—২৭। এই দুইটি আয়তে অতি সুস্পষ্ট ও সরল ভাষায় সৎকার্য্যের ইহ-পারলৌকিক পুরস্কার ও প্রতিদান এবং অসৎকার্য্যের লাঞ্ছনা ও শাস্তির প্রসঙ্গ বর্ণিত হইয়াছে। আল্লাহতালা

أَهْلُهَآ أَنَّهُمْ قٰدِرُوْنَ عَلَيْهَآ لا أَتٰهَآ
أَمْرُنَا لَيْلًا أَوْ نَهَارًا فَجَعَلْنٰهَا حَصِيْدًا
كَأَنْ لَّمْ تَغْنَ بِالْأَمْسِ ط كَذٰلِكَ
نُفَصِّلُ الْاٰيٰتِ لِقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ ○
٢٥- وَاللّٰهُ يَدْعُوْٓا إِلٰى دَارِ السَّلٰمِ ط
وَيَهْدِيْ مَنْ يَّشَآءُ إِلٰى صِرَاطٍ
مُّسْتَقِيْمٍ ○ ٢٦- لِلَّذِيْنَ أَحْسَنُوا
الْحُسْنٰى وَزِيَادَةٌ ط وَلَا يَرْهَقُ
وُجُوْهَهُمْ قَتَرٌ وَّلَا ذِلَّةٌ ط أُولٰٓئِكَ
أَصْحٰبُ الْجَنَّةِ ج هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ○
٢٧- وَالَّذِيْنَ كَسَبُوا السَّيِّاٰتِ
جَزَآءُ سَيِّئَةٍ بِمِثْلِهَا لا وَتَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ ط
مَا لَهُمْ مِّنَ اللّٰهِ مِنْ عَاصِمٍ ج كَأَنَّمَآ
أُغْشِيَتْ وُجُوْهُهُمْ قِطَعًا مِّنَ الَّيْلِ

অনুভব করে যে, এখন তাহারাই উহার অধিকারী ; তখন রজনী অথবা দিবসে আমার আদেশ উপনীত হয়, তৎপর আমি ঐ সমস্ত এরূপ বিকর্ত্তিত করিয়া দেই—যেন, কল্য উহার কোনই অস্তিত্ব ছিল না ; এইরূপে আমি চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্য নিদর্শনাবলী বিবৃত করিয়া থাকি। ২৫। এবং আল্লাহ তোমাদিগকে শান্তি-নিকেতনের দিকে আহ্বান করেন এবং যাহাকে ইচ্ছা সরল পথে পথ-প্রদর্শন করিয়া থাকেন। ২৬। যাহারা সৎকার্য্য করে তাহাদের জন্যই কল্যাণ এবং অধিকতর ; এবং কলঙ্ক ও লাঞ্ছনা তাহাদের আনন-সমূহ আচ্ছন্ন করিবে না ; উহারাই স্বর্গোদ্যানের অধিবাসী—তাহারা তন্মধ্যে সর্ব্বদা অবস্থান করিবে। ২৭। এবং যাহারা অনিষ্ট অর্জ্জন করিয়াছে, তাহারা তৎপরিবর্ত্তে তাহারই অনুরূপ অনিষ্ট প্রাপ্ত হইবে, এবং তাহাদিগকে লাঞ্ছনা আক্রমণ করিবে ; আল্লাহ হইতে তাহাদের জন্য কোনই সংরক্ষক নাই ; তাহাদের আনন-সমূহ যেন রজনীর অন্ধকারের একাংশ দ্বারা আবৃত করা

উপস্থিত হইয়া ঐ সকল পরিপক্ক ফল-শস্য যেরূপ মুহূর্ত্তে বিনষ্ট হইয়া যায়, মানব-জীবনের অর্জ্জিত ধন-সম্পদ এবং সুসজ্জিত সোনার সংসারের পরিণামও অনেকাংশে সেইরূপ। বিপুল সাম্রাজ্য হইতে ক্ষুদ্র কুটীর এবং দেশ, জাতি বা ব্যক্তিবিশেষের জন্ম-মৃত্যু, উন্নতি-অবনতি এবং পরিবর্ত্তন-পরিণতির প্রতি লক্ষ্য করিলে—এই মহাসত্য আমাদের নয়ন সমক্ষে অতি উজ্জ্বল-রূপে ফুটিয়া উঠে। তাই আল্লাহতালা বলিতেছেন যে,—"এইরূপে আমি চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্য নিদর্শনাবলী বিবৃত করিয়া থাকি"—অর্থাৎ জ্ঞানী ব্যক্তিরা ইহা হইতেই আমার শক্তি-মহিমার স্বরূপ ও সত্যতা উপলব্ধি করিতে সমর্থ হইয়া থাকে।

২৬—২৭। এই দুইটি আয়তে অতি সুস্পষ্ট ও সরল ভাষায় সৎকার্য্যের ইহ-পারলৌকিক পুরস্কার ও প্রতিদান এবং অসৎকার্য্যের লাঞ্ছনা ও শাস্তির প্রসঙ্গ বর্ণিত হইয়াছে। আল্লাহতালা

হইয়াছে; উহারাই নরকাগ্নির অধিবাসী,
তাহারা তন্মধ্যে সর্ব্বদা অবস্থান করিবে।
২৮। এবং সেই দিন আমি তাহাদের
সকলকে একত্রিত করিব, তৎপর অংশী-
স্থাপনকারীদিগকে বলিব যে, তোমরা
ও তোমাদের অংশী-উপাস্যগণ যথাস্থানে
অবস্থিত হও; অনন্তর আমি তাহা-
দিগকে পরস্পর বিচ্ছিন্ন করিব এবং
তাহাদের অংশী-উপাস্যেরা বলিবে যে,
তোমরা আমাদের উপাসনা কর নাই।
২৯। অতএব আমাদের ও তোমাদের
মধ্যে আল্লার সাক্ষ্যই যথেষ্ট যে, আমরা
তোমাদের উপাসনা সম্বন্ধে সম্পূর্ণ
অপরিজ্ঞাত ছিলাম। ৩০। প্রত্যেক
ব্যক্তিই পূর্ব্বে যাহা প্রেরণ করিয়াছে,
তথায় তাহা প্রাপ্ত হইবে এবং তাহারা
তাহাদের প্রকৃত প্রভু আল্লার দিকে
প্রত্যাবর্ত্তিত হইবে এবং তাহারা যে
ধারণা করিয়াছিল, উহা হইতে বিভ্রান্ত
হইয়া যাইবে।

مُظْلِمًا ط اُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ النَّارِ ج
هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ○ ٢٨- وَيَوْمَ
نَحْشُرُهُمْ جَمِيْعًا ثُمَّ نَقُوْلُ لِلَّذِيْنَ
اَشْرَكُوْا مَكَانَكُمْ اَنْتُمْ وَشُرَكَآؤُكُمْ ج
فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ وَقَالَ شُرَكَآؤُهُمْ
مَّا كُنْتُمْ اِيَّانَا تَعْبُدُوْنَ ○ ٢٩- فَكَفٰى
بِاللّٰهِ شَهِيْدًا ۢ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ اِنْ كُنَّا عَنْ
عِبَادَتِكُمْ لَغٰفِلِيْنَ ○ ٣٠- هُنَالِكَ
تَبْلُوْا كُلُّ نَفْسٍ مَّآ اَسْلَفَتْ وَرُدُّوْٓا
اِلَى اللّٰهِ مَوْلٰىهُمُ الْحَقِّ وَضَلَّ عَنْهُمْ
مَّا كَانُوْا يَفْتَرُوْنَ ع

আরও বলিয়া দিতেছেন যে, পরলোকে দুষ্কার্য্যকারীদিগকে সেই শাস্তি ও লাঞ্ছনা হইতে কেহই রক্ষা করিতে পারিবে না।

২৮—২৯। পরলোকে অংশীবাদিগণ এবং তাহাদের উপাস্যদিগের সম্বন্ধে যে ব্যবস্থা অবলম্বিত হইবে, এই আয়তে তাহা সুস্পষ্ট রূপে বর্ণিত হইয়াছে। আল্লাহতালা অংশীবাদী কাফেরকুল এবং তাহাদের উপাস্য দেব-দেবী ও জীব-জড়-পিণ্ডগুলিকে একত্রিত করিয়া প্রথমে তাহাদের শ্রেণী বিভাগ করিয়া দিবেন। তৎপরে তিনি যখন তাহাদের কৃতকর্ম্ম সম্বন্ধে প্রশ্ন করিবেন, তখন অংশীবাদীরা বলিবে যে. আমরা সুখ-সম্পদ লাভ এবং পরিত্রাণ ও মুক্তির জন্যই ঐ সকল দেব-দেবীর ও জীব-জড়পিণ্ডের পূজা-অর্চ্চনা করিয়াছি। কিন্তু ঐ সকল উপাস্য তখন সে কথা স্পষ্টরূপে অস্বীকার করিয়া বলিবে যে, তোমরা কখনই আমাদের উপাসনা কর নাই। এ সম্বন্ধে আল্লার সাক্ষ্যই যথেষ্ট যে, তোমাদের উপাসনা সম্বন্ধে আমরা কিছুই জানিতাম না। অংশীবাদীরা কিরূপ ভ্রান্ত-বিশ্বাস ও কুসংস্কারের অনুসরণ করিতেছে—তৎসহ অংশীবাদিতা ও পৌত্তলিকতার অসারতা এই আয়তে অতি সুন্দররূপে পরিব্যক্ত হইয়াছে।

৩০। পরিশেষে আল্লাহতালা বলিয়া দিতেছেন যে, প্রত্যেক ব্যক্তিই আল্লার নিকট পরলোকে স্ব স্ব কৃতকার্য্যের অনুরূপ প্রতিদান প্রাপ্ত হইবে এবং অবিশ্বাসী অংশীবাদীরা যে সকল ভ্রান্ত ধারণা ও অলীক আশা-আকাঙ্ক্ষা, লইয়া ইহ-সংসার পরিত্যাগ করিবে, পরলোকে তাহা সমস্তই ব্যর্থ হইয়া যাইবে।

৪র্থ রুকু—কোরানের অলৌকিকত্ব এবং স্বর্গীয় দান

৩১। তুমি বল,—আকাশ ও পৃথিবী হইতে কে তোমাদিগকে জীবিকা-দান করেন—কেই বা শ্রবণ ও দর্শনের অধিপতি? এবং কেহ মৃত হইতে জীবিতের উদ্ভব করেন ও জীবিত হইতে মৃতকে নির্গত করেন? এবং কে কার্য্য সম্পাদন করিয়া থাকেন? বস্তুতঃ তাহারা তখনই বলিবে—আল্লাহ! অতএব তুমি বল, তবে তোমরা কেন সংযত হইতেছ না? ৩২। ফলতঃ আল্লা-ই তোমাদের প্রকৃত প্রতিপালক, অতএব সত্যের পরে ভ্রান্তি ব্যতীত আর কি আছে? অতঃপর তোমরা কোথা হইতে ফিরিয়া যাইতেছ? ৩৩। এইরূপেই তোমার প্রতিপালকের বাক্য দুষ্কার্য্যকারিগণের প্রতি সত্য-সাব্যস্ত হইবে যে, তাহারা বিশ্বাস-স্থাপন করিবে না। ৩৪। তুমি বল,—তোমাদের

৩১- قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمَّنْ يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَنْ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ ؕ فَسَيَقُولُونَ اللّٰهُ ۚ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ ○ ৩২- فَذٰلِكُمُ اللّٰهُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ ۚ فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلٰلُ ۚ فَأَنّٰى تُصْرَفُونَ ○ ৩৩- كَذٰلِكَ حَقَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ فَسَقُوا أَنَّهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ○ ৩৪- قُلْ

৩১। এই আয়তে স্পষ্ট ভাষায় পরিব্যক্ত হইয়াছে যে, একমাত্র আল্লাহতালাই জগদ্বাসীর জীবিকা দাতা এবং তিনি ব্যতীত জীব-জগতের অভাব-অভিযোগ দেখিবার বা শুনিবার আর কেহই নাই। তাঁহারই শক্তি-মহিমা প্রভাবে নির্জীব হইতে জীবনের উদ্ভব এবং জীবিত মৃতে পরিণত হয়। ফলতঃ তিনিই যাবতীয় বিশ্বকার্য্যের একমাত্র নিয়ন্তা। অবিশ্বাসী অংশীবাদীরাও নতশিরে এই স্বাভাবিক সত্য স্বীকার করিয়া থাকে। তাই আল্লাহতালা হজরত রসুলোল্লাকে বলিতেছেন,—তুমি জগদ্বাসীকে বলিয়া দাও যে, এই স্বাভাবিক সত্য অবগত হইবার পরেও কেন তোমরা সংযত হইয়া স্বর্গীয় সত্যধর্ম্মে বিশ্বাস স্থাপন করিতেছ না?

৩২। অনন্তর আল্লাহতালা বলিয়া দিতেছেন:—ইহাতে কোনই সন্দেহ নাই যে, আমিই তোমাদের একমাত্র প্রতিপালক প্রভু। সুতরাং আমার অবতারিত সত্য-ধর্ম্ম ভিন্ন পৃথিবীতে অধর্ম্ম ও অসত্য ব্যতীত আর কিছুই নাই। অতএব তোমরা সত্যধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া কেন অধর্ম্মের অনুসরণ করিতেছ? এই আয়তে স্পষ্টই প্রমাণিত হইতেছে যে, স্বর্গীয় সত্যধর্ম্ম ইস্‌লাম ব্যতীত জগতে মুক্তি বা পরিত্রাণের আর কোনই ধর্ম্ম নাই। অন্যান্য ধর্ম্ম অসার কল্পনা ও ভ্রান্তি ব্যতীত আর কিছুই নহে।

৩৩। আল্লাহতালা আরও বলিয়া দিতেছেন:—এই সকল স্বাভাবিক সত্য সম্যক অবগত হইবার পরেও—যাহারা বদ্ধমূল অবিশ্বাসী, তাহারা কখনই সত্যধর্ম্ম গ্রহণ করিবে না; বরং তাহারা অজ্ঞানতা ও অধর্ম্মের অনুসরণ করিয়াই সংসার-জীবন অতিবাহিত করিবে।

৩৪। অবিশ্বাসী অংশীবাদিগণের কুসংস্কার ও ভ্রান্তির মূলোচ্ছেদ করিয়া আল্লাহতালা বলিয়া দিতেছেন যে, তোমরা যে সকল দেব-দেবী এবং জীব-জন্তুর উপাসনা কর, তাহাদের কি এমন

هَلْ مِنْ شُرَكَآئِكُمْ مَّنْ يَّبْدَؤُا الْخَلْقَ
ثُمَّ يُعِيْدُهٗ ؕ قُلِ اللّٰهُ يَبْدَؤُا الْخَلْقَ
ثُمَّ يُعِيْدُهٗ فَاَنّٰى تُؤْفَكُوْنَ ○ ٣٥- قُلْ
هَلْ مِنْ شُرَكَآئِكُمْ مَّنْ يَّهْدِيْۤ اِلَى
الْحَقِّ ؕ قُلِ اللّٰهُ يَهْدِيْ لِلْحَقِّ ؕ
اَفَمَنْ يَّهْدِيْۤ اِلَى الْحَقِّ اَحَقُّ اَنْ
يُّتَّبَعَ اَمَّنْ لَّا يَهِدِّيْۤ اِلَّاۤ اَنْ يُّهْدٰى ۚ
فَمَا لَكُمْ ۟ كَيْفَ تَحْكُمُوْنَ ○
٣٦- وَمَا يَتَّبِعُ اَكْثَرُهُمْ اِلَّا ظَنًّا ؕ
اِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِيْ مِنَ الْحَقِّ شَيْـًٔا ؕ
اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌۢ بِمَا يَفْعَلُوْنَ ○

অংশী-উপাস্যগণের মধ্যে কি এমন কেহ আছে যে, প্রথমে সৃষ্টি করিয়া উহা পুনরায় করিতে পারে? তুমি বলিয়া দাও যে, আল্লা-ই প্রথমে সৃষ্টি করিয়া পুনরায় উহা করিয়া থাকেন; অতএব তোমরা কোথা হইতে চলিয়া যাইতেছ?
৩৫। তুমি বল—তোমাদের অংশী-উপাস্য-দিগের মধ্যে এমন কি কেহ আছে—যে সত্যের দিকে পথ প্রদর্শন করিতে পারে? তুমি বলিয়া দাও যে, আল্লাই-সত্যপথ প্রদর্শন করিয়া থাকেন; অতএব যে সত্যের দিকে পথ-প্রদর্শন করে, তাঁহারই অনুসরণ করা সমধিক উপযুক্ত—না যে তাহার পথপ্রদর্শন ব্যতীত পথপ্রাপ্ত হয় না? ফলতঃ তোমাদের কি হইয়াছে, তোমরা কিরূপ আদেশ করিতেছ?
৩৬। এবং তাহাদের অধিকাংশই কল্পনার অনুসরণ ব্যতীত করিতেছে না; নিশ্চয় সত্য হইতে কল্পনা কিছুমাত্র ফলপ্রদ নহে; নিশ্চয় তাহারা যাহা করিতেছে, আল্লাহ তদ্বিষয়ে অভিজ্ঞ।

কোন শক্তি আছে যে, এই বিশ্বজগৎ একবার সৃষ্টি করিয়া ধ্বংস করিবার পর পুনরায় ইহা সৃষ্টি করিতে
পারে? তাহারা কখনই তাহা করিতে পারে না। কিন্তু একমাত্র আল্লাতালাই ইচ্ছা করিলে তাঁহার
সৃষ্ট জগৎ ধ্বংস করিয়া পুনরায় উহা সৃষ্টি করিতে পারেন এবং তিনি চিরকাল তাহা করিতেছেন।
জগতের সৃষ্টি-নিয়মের প্রতি লক্ষ্য করিলেই ইহার সত্যতা নিঃসন্দেহ-রূপে অনুমিত হইয়া থাকে।
৩৫। অনন্তর আল্লাহতালা বলিতেছেন যে, বিশ্ববাসীকে সৎপথ-প্রদর্শন করিতে ঐ সকল অলীক
উপাস্যের কোনই শক্তি নাই; বরং আল্লাহতালা সত্যানুভূতি প্রদান না করিলে উহারা নিজেরাই
সত্যাসত্য বুঝিতে সমর্থ নহে। সুতরাং যে নিজে অন্ধ ও পথভ্রান্ত, সে কেমন করিয়া আর এক
দৃষ্টিহীন পথহারাকে পথ-প্রদর্শন করিবে? পক্ষান্তরে একমাত্র আল্লাহতালাই জগদ্বাসীকে সত্যপথ
প্রদর্শন করিয়া থাকেন। অতএব তোমরা ভাবিয়া দেখ যে, সত্যপথ-প্রদর্শনকারী সর্ব্বশক্তিমান
আল্লার অনুসরণ করাই উত্তম—না সত্য-দৃষ্টিহীন বিভ্রান্ত দেবদেবী ও জীব-জন্তুর পূজা-অর্চ্চনা করাই
শ্রেয়? এই পবিত্র আয়ত পাঠে বদ্ধমূল অবিশ্বাসী ব্যতীত প্রত্যেক বিবেক সম্পন্ন আত্মাই আল্লার
আনুগত্য স্বীকার এবং তাঁহারই উপাসনাকে সর্ব্বোত্তম বলিয়া বরণ করিতে বাধ্য হইবে।
৩৬। এই আয়তে স্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করা হইয়াছে যে, অবিশ্বাসী অংশীবাদীদিগের পূজা-
পার্ব্বন ও ক্রিয়া-কলাপ অসার কল্পনা ও বিকৃত ভ্রান্তি ব্যতীত আর কিছুই নহে। পরিণামে মানবের
মুক্তি ও কল্যাণের জন্য উহা কিছুমাত্র ফলপ্রদ হইবে না।

٣٧- وَمَا كَانَ هٰذَا الْقُرْاٰنُ اَنْ يُّفْتَرٰى
مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَلٰكِنْ تَصْدِيْقَ الَّذِيْ
بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيْلَ الْكِتٰبِ
لَا رَيْبَ فِيْهِ مِنْ رَّبِّ الْعٰلَمِيْنَ قف ○
٣٨- اَمْ يَقُوْلُوْنَ افْتَرٰىهُ ط قُلْ فَاْتُوْا
بِسُوْرَةٍ مِّثْلِهٖ وَادْعُوْا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ مِّنْ
دُوْنِ اللّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ○
٣٩- بَلْ كَذَّبُوْا بِمَا لَمْ يُحِيْطُوْا

৩৭। এবং এই কোরান এরূপ নহে যে, আল্লার পরিবর্ত্তে কেহ ইহার অনুকরণ করিতে পারে, কিন্তু ইহা এর পূর্ব্ববর্ত্তী বিষয়ের সত্যতা প্রমাণ-কারী এবং ইহাতে কোনই সন্দেহ নাই যে, ইহা বিশ্বজগতের প্রতিপালক হইতে গ্রন্থ-বিশ্লেষণকারী। ৩৮। তাহারা কি বলে যে, ইহা তাহার স্বরচিত? তুমি বলিয়া দাও যে, তোমরা ইহার অনুরূপ একটী সুরা আনয়ন কর এবং যদি তোমরা সত্যবাদী হও—তবে আল্লাহকে পরিত্যাগ করিয়া যাহাকে ইচ্ছা আহ্বান কর। ৩৯। কিন্তু যাহার জ্ঞান সম্প্রসারিত নহে—তাহারা উহাতে অসত্যারোপ

৩৭। এই পবিত্র আয়তে কোরান শরিফের অলৌকিকত্ব ও মহিমা ঘোষণা করা হইয়াছে। প্রথমতঃ উক্ত হইয়াছে যে, আল্লাহ ব্যতীত অপরের পক্ষে ইহার অনুকরণ করা সম্পূর্ণ অসম্ভব। দ্বিতীয়তঃ এই মহাগ্রন্থ পূর্ব্ববর্ত্তী গ্রন্থ তওরাত, জবুর ও ইঞ্জিলের সত্যতা-প্রতিপাদনকারী এবং সেই সকল গ্রন্থে ইহার সত্যতার সুস্পষ্ট প্রমাণ রহিয়াছে (কোঃ ২—৪১)। তৃতীয়তঃ এই গ্রন্থ পূর্ব্ববর্ত্তী গ্রন্থসমূহের বিশ্লেষণকারী। এতদ্দ্বারা স্পষ্টরূপে প্রমাণিত হইতেছে যে, পবিত্র কোরানের পূর্ব্ববর্ত্তী স্বর্গীয় গ্রন্থের বহু অস্পষ্ট নীতি এবং সংক্ষিপ্ত বিধি নিষেধ সুস্পষ্টরূপেও বিস্তৃতভাবে বিশ্লেষিত হইয়াছে। প্রমাণ স্বরূপ পূর্ব্ববর্ত্তী গ্রন্থসমূহের শেষ গ্রন্থ ইঞ্জিলের কথাই আলোচনা করা যাউক। উহাতে মানবের সংসার-যাত্রা, সামাজিক আচার-ব্যবহার, ধর্ম্মনীতি এবং মৃত্যুর পর পুনরুত্থান ও পরলোক সম্বন্ধে কোন কথাই তেমন সুস্পষ্টরূপে বর্ণিত হয় নাই। সদ্দুকী এবং ফরিশীগণের দ্বারা পুনঃপুনঃ জিজ্ঞাসিত হইয়াও হজরত ঈসা (আঃ) অস্পষ্ট আভাস ব্যতীত উহার কোনই সুস্পষ্ট সদুত্তর দিতে পারেন নাই (মথি ২২, ২৩ অধ্যায় দ্রষ্টব্য)। কিন্তু পবিত্র কোরানে উহার প্রত্যেক বিষয় অতি সুন্দর ও সুবিস্তৃত রূপে বর্ণিত হইয়াছে।—তঃ মঃ আঃ।

৩৮। পবিত্র কোরানের অলৌকিকত্ব, সত্যতা ও মহত্ত্ব অবগত হইবার পরেও যাহারা ইহাকে স্বর্গীয় প্রত্যাদেশ বলিয়া অবিশ্বাস এবং মানব রচিত গ্রন্থ বলিয়া ধারণা করিত, তাহাদিগকে জলদগম্ভীর স্বরে আহ্বান করিয়া বলা হইয়াছে যে, যদি তোমরা সত্যবাদী হও, তবে তোমরা স্বয়ং অথবা আল্লাহ ব্যতীত তোমাদের দেব-দেবী, কবি-বিদ্বান প্রভৃতি যাহাকে ইচ্ছা আহ্বান পূর্ব্বক তাহাদের সাহায্যে এইরূপ একটী সুরা রচনা করিয়া আন! অবিশ্বাসীদিগকে লক্ষ্য করিয়া পবিত্র কোরানে আরও কয়েক স্থানে এইরূপ সুগম্ভীর আহ্বান-বাণী পরিব্যক্ত হইয়াছে। অন্যত্র মানব ও জেন প্রভৃতি সমগ্র জগদ্বাসী একত্রিত হইয়া পরস্পর সাহায্য করিলেও ইহার অনুরূপ গ্রন্থ রচনা করিতে পারিবে না বলিয়া স্পষ্টতর বাণী বিঘোষিত হইয়াছে। ইহা অপেক্ষা পবিত্র কোরানের অলৌকিকতা ও সত্যতার প্রত্যক্ষ প্রমাণ আর কি হইতে পারে?—কোঃ ২—২৩, ১১—১৩, ও ১৭—৮৮ আয়ত দ্রষ্টব্য।

৩৯। আল্লাহতালা বলিতেছেন যে, আমার অবতারিত স্বর্গীয় গ্রন্থের এই সকল সত্যতা ও অলৌকিকতা অবগত হইবার পরেও যাহারা ইহাকে অবিশ্বাস অথবা মানব-রচিত গ্রন্থ বলিয়া ধারণা

করিল এবং তাহাদের নিকট উহার তাৎপর্য্য উপনীত হয় নাই; এইরূপে তাহাদের পূর্ব্ববর্ত্তীরাও অসত্যারোপ করিয়াছিল, অতএব লক্ষ্য কর যে, অত্যাচারীদিগের পরিণাম কিরূপ হইয়াছে? ৪০। এবং তাহাদের কেহ কেহ ইহাতে বিশ্বাস করিয়াছিল এবং তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ ইহাতে বিশ্বাস-স্থাপন করে নাই; এবং তোমার প্রতিপালক দুষ্কার্য্যকারীদিগকে সম্যক পরিজ্ঞাত আছেন।

بِعِلْمِهٖ وَلَمَّا يَأْتِهِمْ تَأْوِيْلُهٗ ۚ كَذٰلِكَ كَذَّبَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظّٰلِمِيْنَ ○

٤٠- وَمِنْهُمْ مَّنْ يُّؤْمِنُ بِهٖ وَمِنْهُمْ مَّنْ لَّا يُؤْمِنُ بِهٖ ۚ وَرَبُّكَ اَعْلَمُ بِالْمُفْسِدِيْنَ ع

৫ম রুকু—অবিশ্বাসীদিগের আস্ফালন ও শাস্তিভোগ

৪১। এবং যদি তাহারা তোমাকে অসত্যারোপ করে তবে তুমি বল যে, আমার কার্য্য আমার জন্য এবং তোমাদের কার্য্য তোমাদের জন্য; আমি যাহা করিতেছি তাহা হইতে তোমরা বিমুক্ত এবং তোমরা যাহা করিতেছ তাহা হইতে আমি প্রমুক্ত। ৪২। এবং তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ তোমার প্রতি কর্ণপাত

٤١- وَاِنْ كَذَّبُوْكَ فَقُلْ لِّيْ عَمَلِيْ وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ ۚ اَنْتُمْ بَرِيْٓـُٔوْنَ مِمَّآ اَعْمَلُ وَاَنَا بَرِيْٓءٌ مِّمَّا تَعْمَلُوْنَ ○

٤٢- وَمِنْهُمْ مَّنْ يَّسْتَمِعُوْنَ اِلَيْكَ ط

করে, নিশ্চয় তাহাদের জ্ঞান অতি সঙ্কীর্ণ এবং ইহার তাৎপর্য্য তাহারা আদৌ বুঝিতে পারে নাই। ফলতঃ ইহাদের পূর্ব্ববর্ত্তী নুহ, লুত, নমরুদ ও ফেরাউনীয় সম্প্রদায়-সমূহও এইরূপে আমার স্বর্গীয় নিদর্শনাবলী অস্বীকার করিয়াছিল। কিন্তু তাহার ফলে সেই সকল সম্প্রদায়ের কিরূপ শোচনীয় পরিণাম হইয়াছিল, তাহা লক্ষ্য করিয়া অবিশ্বাসীদের সতর্ক হওয়া একান্ত কর্ত্তব্য।

৪০। আল্লাহতালা বলিতেছেন ঃ—সেই সকল সম্প্রদায়ের কেহ কেহ আমার নিদর্শনাবলী বিশ্বাস এবং কেহ কেহ অবিশ্বাস করিয়াছে। ফলতঃ যাহারা অবিশ্বাস করিয়াছে, তাহাদিগকে আমি উত্তমরূপেই অবগত আছি এবং পরলোকে নিশ্চয় আমি তাহাদিগকে সমুচিত প্রতিফল প্রদান করিব।

৪১। আল্লাহতালা হজরত রসুলোল্লাকে লক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন ঃ—আমার প্রত্যক্ষ নিদর্শনাবলী অবলোকন করিবার পরেও যদি তাহারা তোমাকে অসত্যপরায়ণ বলিয়া অবিহিত করে, তবে তুমি তাহাদিগকে বলিয়া দাও যে, আমার কার্য্যের জন্য আমি এবং তোমাদের কার্য্যের জন্য তোমরাই দায়ী। আমার উপর তোমাদের বা তোমাদের উপর আমার কার্য্যের কিছুমাত্র দায়িত্ব নাই। সুতরাং তোমরা কেন অন্যায়ভাবে আমার সহিত কলহ-বিবাদে প্রবৃত্ত হইতেছ। স্ব স্ব কার্য্যের উপর যদি তোমাদের বিশ্বাস থাকে, তবে তাহার উপর নির্ভর করাই ত তোমাদের কর্ত্তব্য। আমার কার্য্যের প্রতি দোষারোপ করিয়া তোমাদের অনিষ্ট ভিন্ন কোনই সুফল হইবে না।

৪২—৪৪। এই তিনটী আয়তে আল্লাহতালা বলিয়া দিতেছেন যে, অবিশ্বাসীদের মধ্যে কেহ কেহ তোমার কার্য্য-কলাপের প্রতি মনোযোগী হয় এবং তোমার বাক্য শুনিয়া উহার সত্যতা

أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ وَلَوْ كَانُوا
لَا يَعْقِلُونَ ○ ٤٣- وَمِنْهُمْ مَّنْ
يَّنْظُرُ إِلَيْكَ ط أَفَأَنْتَ تَهْدِي الْعُمْيَ
وَلَوْ كَانُوا لَا يُبْصِرُونَ ○ ٤٤- إِنَّ اللّٰهَ
لَا يَظْلِمُ النَّاسَ شَيْئًا وَّلٰكِنَّ النَّاسَ
أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ○ ٤٥- وَيَوْمَ
يَحْشُرُهُمْ كَأَنْ لَّمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً
مِّنَ النَّهَارِ يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمْ ط
قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِلِقَاءِ اللّٰهِ
وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ ○ ٤٦- وَإِمَّا
نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ

করে, এবং যদি তাহারা না বুঝে তবে কি তুমি বধিরদিগকে শুনাইতে পারিবে?
৪৩। এবং তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ তোমার প্রতি লক্ষ্য করিয়া থাকে; এবং যদি তাহারা দেখিতে না পারে, তবে কি তুমি অন্ধদিগকে পথ প্রদর্শন করিতে পারিবে?
৪৪। নিশ্চয় আল্লাহ মানবের প্রতি কোনই অত্যাচার করেন না, কিন্তু মানব তাহাদের নিজেদের প্রতি অত্যাচার করিয়া থাকে।
৪৫। এবং যেদিন তিনি তাহাদিগকে একত্রিত করিবেন—যেন তাহারা এক দিবসের মুহূর্ত্ত ব্যতীত অবস্থান করে নাই—সেদিন তাহারা পরস্পরকে চিনিতে পারিবে; যাহারা আল্লার সাক্ষাৎ-সম্বন্ধে অসত্যারোপ করিয়াছিল, নিশ্চয় তাহারা ক্ষতিগ্রস্ত হইবে এবং তাহারা সুপথগামী ছিল না।
৪৬। এবং যাহা আমি তাহাদিগকে অঙ্গীকার করিয়াছি—যদি তাহার কিয়দংশ তোমাকে প্রদর্শন করি

অনুভব করিয়া থাকে। কিন্তু স্ব স্ব আত্মার দুর্ব্বলতা-জনিত সঙ্কোচ এবং নানারূপ প্রতিকূলতা ও স্বার্থহানির আশঙ্কায় তাহারা উহা প্রকাশ করে না। তাই আল্লাহতালা বলিয়া দিলেন যে, যাহারা সত্যের স্বরূপ শুনিয়া বধির হয় এবং প্রত্যক্ষ নিদর্শনাবলী দেখিয়া অন্ধের ন্যায় অবস্থান করে, তুমি কখনই তাহাদিগকে সত্যের আহ্বান শুনাইতে অথবা সত্যপথ প্রদর্শন করিতে পারিবে না। অবশ্য আল্লাহতালা উহাদের দর্শন ও শ্রবণশক্তি অপহরণ করিয়া উহাদিগকে বিপদগামী অথবা বিভ্রান্ত করেন নাই; কিন্তু উহারা নিজেদের দোষেই স্ব স্ব জীবন বিপন্ন ও ক্ষতিগ্রস্ত করিয়াছে। ফলতঃ অবিশ্বাসীকুল আত্মদোষেই অধঃপতন ও ভ্রান্তির পথে গমন করিয়া পরিণামে নরকগামী হইয়া থাকে।

৪৫। এই আয়তে আল্লাহতালা অবিশ্বাসীকুলের পারলৌকিক পরিণামের প্রসঙ্গ বর্ণনা করিতেছেন। পরলোকে উহারা যখন মহাবিচারের পর নরকের অনন্তকাল-ব্যাপী অবিরাম শাস্তিভোগ করিতে থাকিবে, তখন তাহাদের মনে হইবে যে, পার্থিব জীবন একটী দিবসের মুহূর্ত্ত ব্যতীত আর কিছুই ছিল না। সেই সময়ে পরলোক ও পুনরুত্থানের প্রতি অসত্যারোপকারী অবিশ্বাসীরা অনুতাপ করিয়া বলিবে যে, হায়!—সেই ক্ষণস্থায়ী পার্থিব জীবনের মোহে কেন আমরা এই অনন্ত জীবন ক্ষতিগ্রস্ত করিয়াছি! কিন্তু সেই সময়ে ঐরূপ অনুতাপে তাহাদের কোনই ফললাভ হইবে না। বিপথগামীদিগকে অবশ্যই নরকের অনন্ত শাস্তি ভোগ করিতে হইবে।

৪৬—৪৭। আল্লাহতালা বলিতেছেন:—আমি অবিশ্বাসীদিগকে যে সকল শাস্তি প্রদান করিব বলিয়া অঙ্গীকার করিয়াছি, তাহাদিগকে অবশ্যই সেই শাস্তি প্রদান করিব। তাহারা

أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ اللَّهُ
شَهِيدٌ عَلَىٰ مَا يَفْعَلُونَ ○ ٤٧- وَلِكُلِّ
أُمَّةٍ رَّسُولٌ ج فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ
بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ○
٤٨- وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ
إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ○ ٤٩- قُلْ لَّآ
أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرًّا وَّلَا نَفْعًا إِلَّا
مَا شَاءَ اللَّهُ ط لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ ط

কিংবা তোমার আয়ু পূর্ণ করিয়া দিই,
যেহেতু তাহাদিগকে আমারই দিকে
প্রত্যাবর্ত্তন করিতে হইবে; অনন্তর
তাহারা যাহা করিতেছে, তদ্বিষয়ে আল্লাহ
সাক্ষী। ৪৭। এবং প্রত্যেক সম্প্রদায়ের
জন্য রসুল ছিল; অনন্তর যখন তাহাদের
রসুল আগমন করিয়াছিল, তখন
তাহাদের মধ্যে ন্যায়সঙ্গত-রূপে মীমাংসা
হইয়া গিয়াছে এবং তাহারা অত্যাচারিত
হয় নাই। ৪৮। এবং তাহারা বলে যে,
যদি তোমরা সত্যবাদী হও, তবে কখন্
সেই অঙ্গীকার উপস্থিত হইবে?
৪৯। তুমি বল যে, আল্লাহ যাহা ইচ্ছা
করেন—তদ্ব্যতীত আমি নিজের জন্যও
কোন ক্ষতি বা লাভের অধিকারী নহি;
প্রত্যেক সম্প্রদায়ের জন্য নির্দ্দিষ্ট-সময়

স্ব স্ব জীবনে সেই শাস্তির কিয়দংশ ভোগ করিবে এবং অবশিষ্ট শাস্তি তাহাদিকে মৃত্যুর পর আমার সমক্ষে উপস্থিত হইয়া ভোগ করিতে হইবে। সুতরাং তুমিও স্বীয় জীবনে সেই শাস্তির কিয়দংশ দেখিতে পাইবে এবং অবশিষ্ট মৃত্যুর পর পরলোকে অবলোকন করিতে সমর্থ হইবে। সুতরাং সেই শাস্তির জন্য রসুলের জীবিত থাকিবার কোনই প্রয়োজন নাই এবং ইহাও শর্ত্ত নহে যে, রসুল জীবিত থাকিয়া স্বহস্তে অবিশ্বাসীদিগকে শাস্তি প্রদান করিবেন। আয়তের প্রকৃত মর্ম্ম এই যে, রসুলের জীবনেই হউক অথবা তাঁহার তিরোধানের পরেই হউক—অবিশ্বাসীদিগের শাস্তিভোগ অনিবার্য্য। আল্লাহতালার অঙ্গীকার কখনই ব্যর্থ হইবে না। তবে শেষোক্ত আয়তে ইঙ্গিত করা হইয়াছে যে, রসুলোল্লার জীবনেই তাহাদের প্রতি অঙ্গীকৃত শাস্তির কিয়দংশ উপস্থিত হইবে এবং ধর্ম্মের সত্যাসত্য সম্বন্ধে পূর্ব্ববর্ত্তী নবীগণের ন্যায় হজরত রসুলোল্লার সঙ্গেও তাঁহার বিরুদ্ধবাদীদিগের সমীচীন সুমীমাংসা হইয়া যাইবে।

শেষোক্ত আয়তে এ কথাও ঘোষণা করা হইয়াছে যে, আল্লাহতালা প্রত্যেক সম্প্রদায়ের নিকট তাহাদিগকে সৎপথ প্রদর্শনের জন্য রসুল প্রেরণ করিয়াছেন। কিন্তু রসুলগণের শিক্ষা অগ্রাহ্য এবং তাঁহাদিগকে প্রত্যাখ্যান ও অবমাননা করার ফলেই তাহাদের উপর শাস্তি ও লাঞ্ছনা অবতীর্ণ হইয়াছে। পরন্তু যাহারা রসুলগণের প্রতি বিশ্বাসস্থাপন করিয়াছিল, তাহাদের প্রতি কিছুমাত্র অত্যাচার বা অবিচার করা হয় নাই। বিশ্ববাসী প্রত্যেক সম্প্রদায়ের নিকট প্রেরিত রসুলগণের সত্যতা সম্বন্ধে এই অনুপম উদার ও সরল স্বীকারোক্তির জন্য জগদ্বাসীর পক্ষে হজরত রসুলোল্লা এবং কোরান শরিফের নিকট চিরকাল কৃতজ্ঞ থাকা উচিত। কোঃ ৩৫—২৪ দ্রষ্টব্য।

৪৮—৪৯। আল্লাহতালার অঙ্গীকৃত শাস্তি সম্বন্ধে অবিশ্বাসীরা অবজ্ঞার সহিত প্রশ্ন করিয়াছিল যে, কবে সেই শাস্তি উপস্থিত হইবে? তদুত্তরে আল্লাহতালা হজরত রসুলোল্লাকে বলিয়াছিলেন, তুমি বলিয়া দাও যে, একমাত্র আল্লাহতালাই উহার নির্দ্দিষ্ট সময় অবগত আছেন। আমি ঐ সম্বন্ধে—এমন কি, নিজের ভাল-মন্দ সম্বন্ধেও আল্লাহতালার ইচ্ছা ব্যতীত কিছুই অবগত নহি।

إِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَلَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً
وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ ○ ٥٠- قُلْ أَرَءَيْتُمْ
إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُهُ بَيَاتًا أَوْ نَهَارًا
مَاذَا يَسْتَعْجِلُ مِنْهُ الْمُجْرِمُونَ ○
٥١- أَثُمَّ إِذَا مَا وَقَعَ آمَنْتُمْ بِهِ ط
آلْآنَ وَقَدْ كُنْتُمْ بِهِ تَسْتَعْجِلُونَ ○
٥٢- ثُمَّ قِيلَ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُوقُوا
عَذَابَ الْخُلْدِ ج هَلْ تُجْزَوْنَ إِلَّا بِمَا
كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ ○ ٥٣- وَيَسْتَنْبِئُونَكَ
أَحَقٌّ هُوَ ط قُلْ إِي وَرَبِّي إِنَّهُ
لَحَقٌّ ط وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ ع

রহিয়াছে ; যখন তাহাদের সেই সময়
উপস্থিত হয়, তখন তাহারা উহার এক
মুহূর্ত্ত বিলম্ব অথবা অগ্রবর্ত্তী হইতে পারে
না। ৫০। তুমি বল—তোমরা লক্ষ্য কর
যে, যদি সত্যই রজনীযোগে অথবা দিবসে
তোমাদের প্রতি তাঁহার শাস্তি উপনীত
হয়, তবে অপরাধীরা উহা হইতে কোন্‌টি
আশু-প্রার্থনা করিতেছে ? ৫১। অতঃপর
যখন উহা সংঘটিত হইবে, তখন কি
উহাতে তোমরা বিশ্বাস-স্থাপন করিবে ?
তবে এখন !—এবং তোমরা ত ইহাই
আশু-প্রার্থনা করিয়াছিলে। ৫২। তৎপর
অত্যাচারকারীদিগকে বলা হইবে যে,
অবিরাম শাস্তি আস্বাদন কর ; তোমরা
যাহা অর্জ্জন করিয়াছিলে, তদ্ব্যতীত
প্রতিফল প্রদত্ত হইবে না। ৫৩। এবং
তাহারা তোমাকে জিজ্ঞাসা করিতেছে
যে, উহা কি সত্য ? তুমি বল—হাঁ,
আমার প্রতিপালকের শপথ যে, নিশ্চয়
উহা সত্য এবং তোমরা উহা প্রতিরোধ
করিতে পারিবে না।

কিন্তু যখন ঐ শাস্তি অবতারণের কাল সমাগত হইবে, তখন উহার এক মুহূর্ত্তও অগ্রপশ্চাৎ ব্যতিক্রম বা বিলম্ব হইবে না।

৫০—৫২। পূর্ব্বোক্ত বাক্য শুনিবার পরেও অবিশ্বাসীরা বলিয়াছিল যে, তবে ঐ শাস্তি শীঘ্র শীঘ্র অবতীর্ণ হউক না কেন ? এতদুত্তরে আল্লাহতালা রসুলোল্লাকে বলিলেন :—তুমি তাহাদিগকে বল যে, সত্যই যদি আল্লার শাস্তি রজনীযোগে তোমাদের সুপ্তিমগ্ন অবস্থায় উপনীত হয় অথবা দিবসে কর্ম্মক্লান্ত অবস্থায় তোমাদিগকে আক্রমণ করে, তখন কি উপায় হইবে ? তোমরা উহার কোন্ প্রকার শাস্তির জন্য আশু-প্রার্থনা করিতেছ ? আল্লার শাস্তি উপস্থিত হইবার পরে কি তোমরা তৎপ্রতি বিশ্বাস-স্থাপন করিবে ? কিন্তু তখন বিশ্বাস-স্থাপন অথবা উহা হইতে পরিত্রাণ লাভের জন্য ক্ষমা-প্রার্থনা করিলে কোনই ফল হইবে না ; বরং তোমাদিগকে বলা হইবে যে, এখন কেমন হইল !—তোমরা ত ইহারই জন্য আশু-প্রার্থনা করিয়াছিলে ? তাহাদিগকে আরও বলা হইবে যে, এখন অনন্তকালের জন্য এই কঠোর ও অবিরাম শাস্তিভোগ করিতে থাক। তোমরা যে অবিশ্বাস ও দুষ্কার্য্য করিয়াছিলে ইহাই তাহার সমুচিত প্রতিফল।

৫৩। পূর্ব্বোক্ত আয়ত অবতারণের পর অবিশ্বাসীরা শঙ্কিতভাবে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল যে, সত্যই কি আমাদের প্রতি ঐরূপ শাস্তি উপনীত হইবে ? তদুত্তরে আল্লাহতালা স্বীয় প্রিয় রসুলকে আদেশ করিলেন—তুমি স্বীয় প্রতিপালকের শপথ করিয়া বলিয়া দাও যে, নিশ্চয় উহা সত্য এবং তোমরা কেহই সেই শাস্তি প্রতিরোধ বা নিবারণ করিতে পারিবে না।

৬ষ্ঠ রুকু—শাস্তির পরিবর্ত্তে করুণা

৫৪। এবং প্রত্যেক ব্যক্তির অত্যাচারের জন্য যদি পৃথিবীর সমস্ত বিষয় উহার পরিবর্ত্তন প্রদত্ত হয়; এবং যখন তাহারা শাস্তি প্রত্যক্ষ করিবে, তখন অনুতাপে অভিভূত হইয়া পড়িবে এবং তাহাদের মধ্যে ন্যায়সঙ্গত-রূপে মীমাংসিত হইবে ও তাহারা অত্যাচারিত হইবে না। ৫৫। সতর্ক হও!—নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলে যাহা আছে, তাহা আল্লারই; সাবধান!—নিশ্চয় আল্লার অঙ্গীকার সত্য, কিন্তু তাহাদের অধিকাংশই অবগত নহে। ৫৬। তিনিই জীবিত ও মৃত্যুদান করেন এবং তাঁহারই দিকে তোমাদিগকে ফিরিয়া যাইতে হইবে। ৫৭। হে লোক-সকল, নিশ্চয় তোমাদের প্রতিপালক হইতে তোমাদের নিকট উপদেশ ও অন্তর্নিহিত বিষয়ের উপশান্তি আসিয়াছে এবং উহা বিশ্বাসীদিগের

৫৪- وَلَوْ اَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ
مَا فِي الْاَرْضِ لَافْتَدَتْ بِهٖ ط وَاَسَرُّوا
النَّدَامَةَ لَمَّا رَاَوُا الْعَذَابَ ج وَقُضِيَ
بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُوْنَ ○
৫৫- اَلَآ اِنَّ لِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ
وَالْاَرْضِ ط اَلَآ اِنَّ وَعْدَ اللّٰهِ حَقٌّ
وَّلٰكِنَّ اَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ ○
৫৬- هُوَ يُحْيٖ وَيُمِيْتُ وَاِلَيْهِ
تُرْجَعُوْنَ ○ ৫৭- يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ
قَدْ جَآءَتْكُمْ مَّوْعِظَةٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ
وَشِفَآءٌ لِّمَا فِي الصُّدُوْرِ ۙ وَهُدًى

৫৪—৫৫। পূর্ব্ব আয়তে অবিশ্বাসীগণের ইহ-পারলৌকিক শাস্তির সত্যতা ঘোষণা করিয়া আল্লাহতালা এই আয়তে উক্ত শাস্তির কঠোরতার আভাস প্রদান করিতেছেন। আল্লাহতালা বলিতেছেন যে, প্রত্যেক অবিশ্বাসী অপরাধী ব্যক্তি যদি স্ব স্ব অপরাধের বিনিময়ে পৃথিবীর সমস্ত সম্পদ প্রদান করে, তথাপি সে ঐ কঠোর শাস্তি হইতে পরিত্রাণ পাইবে না; বরং তাহারা যখন ঐ শাস্তি অবলোকন করিবে, তখন অনুতাপ ও আতঙ্কে একান্তই বিহ্বল হইয়া পড়িবে। তাই আল্লাহতালা অবিশ্বাসীদিগকে আবার সতর্ক করিয়া বলিতেছেন যে, একমাত্র তিনিই এই বিশ্বজগতের অধিপতি। সুতরাং তাঁহার অঙ্গীকৃত শাস্তি বা পুরস্কার কখনই ব্যর্থ হইবে না।

৫৭—৫৮। হজরত রসুলোল্লা যে বিশ্বজগতের প্রতি আল্লাহতালার অনন্ত করুণার পরিপূর্ণ উৎস স্বরূপ মানব-জাতির জন্য ধরাধামে প্রেরিত হইয়াছিলেন, এই আয়ত-দ্বয় তাহার একটী অনুপম প্রমাণ। অবিশ্বাসীরা পুনঃ পুনঃ তাঁহার নিকট সত্বরতা সহকারে স্বর্গীয় শাস্তি প্রার্থনা করিয়াছিল, কিন্তু তিনি তাহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছিলেন যে, হে লোক সকল! তোমাদের প্রতিপালক হইতে তোমাদের জন্য স্বর্গীয় উপদেশ এবং তোমাদের অন্তর্নিহিত রোগ প্রশমনকারী শান্তিধারা স্বরূপ এই পবিত্র কোরান অবতীর্ণ হইয়াছে। তোমরা অজ্ঞতাবশতঃ

وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ ۝ ٥٨- قُلْ
بِفَضْلِ اللّٰهِ وَبِرَحْمَتِهٖ فَبِذٰلِكَ
فَلْيَفْرَحُوْا ط هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُوْنَ ۝
٥٩- قُلْ اَرَءَيْتُمْ مَّآ اَنْزَلَ اللّٰهُ لَكُمْ
مِّنْ رِّزْقٍ فَجَعَلْتُمْ مِّنْهُ حَرَامًا
وَّحَلٰلًا ط قُلْ آٰللّٰهُ اَذِنَ لَكُمْ اَمْ
عَلَى اللّٰهِ تَفْتَرُوْنَ ۝ ٦٠- وَمَا ظَنُّ
الَّذِيْنَ يَفْتَرُوْنَ عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبَ
يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ط اِنَّ اللّٰهَ لَذُوْ فَضْلٍ
عَلَى النَّاسِ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَهُمْ
لَا يَشْكُرُوْنَ ۝ ع

জন্য সুপথ ও করুণা।
৫৮। তুমি বল, ইহা আল্লার অনুগ্রহ ও তাঁহার করুণা, অনন্তর ইহাতেই তাহাদের পরিতুষ্ট হওয়া উচিত; তাহারা যাহা পুঞ্জীভূত করিতেছে তাহা হইতে ইহা শ্রেষ্ঠতর।
৫৯। তুমি বল—তোমরা লক্ষ্য কর যে, আল্লাহ তোমাদের জন্য উপজীবিকা হইতে যাহা অবতারণ করিয়াছেন, ফলতঃ তোমরা উহা হইতে অবৈধ ও বৈধ করিয়া লইয়াছ; তুমি বল—আল্লাহ কি তোমাদের জন্য ইহা আদেশ করিয়াছেন অথবা তোমরাই আল্লার প্রতি অলীক ধারণা করিতেছ?
৬০। এবং যাহারা আল্লাহ সম্বন্ধে অসত্য ধারণা করে, তাহারা উত্থান-দিবস সম্বন্ধে কি কল্পনা করিতেছে? নিশ্চয় আল্লাহ মানবমণ্ডলীর প্রতি অনুগ্রহশীল, কিন্তু তাহাদের অধিকাংশই কৃতজ্ঞতা স্বীকার করে না।

কেন শাস্তি প্রার্থনা করিতেছ। যাহারা এই স্বর্গীয় গ্রন্থে বিশ্বাস-স্থাপন করিবে, নিশ্চয় তাহারা আল্লার করুণা ও সুপথ লাভ করিয়া ধন্য হইবে। ইহা তোমাদের প্রতি আল্লাহতালার বিশেষ অনুগ্রহ ও করুণার স্বর্গীয় দান। ইহাতেই তোমাদের পরিতুষ্ট হওয়া উচিত। তোমরা নিজের জন্য অলৌকিকতার প্রত্যক্ষ নিদর্শন-স্বরূপ যে শাস্তি প্রার্থনা করিতেছ, তোমাদের জন্য তাহা হইতে ইহা শ্রেষ্ঠতম ও কল্যাণকর। আলোচ্য আয়ত-দ্বয়ে মানবের প্রতি আল্লাহ্-রসুলের করুণা কিরূপ সুন্দর ও প্রাণস্পর্শী ভাষায় পরিব্যক্ত হইয়াছে!—কোঃ ২৯—৫১ দ্রষ্টব্য।

৫৯। অনন্তর আল্লাহতালা বলিতেছেন:—তোমরা লক্ষ্য করিয়া দেখ যে, আমি তোমাদের উপজীবিকার জন্য যে সকল ফল-শস্য সৃষ্টি করিয়াছি, তোমরা তাহার সার্থকতা ও উপকারিতা বুঝিতে না পারিয়া আমার আদেশ-নিষেধ ব্যতিরেকেই কুসংস্কার বশে উহার কতকগুলি বৈধ এবং কতকগুলি অবৈধ করিয়া লইয়াছ; কিন্তু ইহাতে তোমাদেরই ক্ষতি হইতেছে। সেইরূপ তোমাদের ইহ-পারলৌকিক কল্যাণের জন্য আমি যে স্বর্গীয় উপদেশ অবতীর্ণ করিয়াছি, তোমরা অবিশ্বাস ও ভ্রান্তিবশতঃ তাহা প্রত্যাখ্যান করিয়া আল্লার প্রতিই অসত্যারোপ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছ। কিন্তু ইহাতে আমার কোনই অনিষ্ট হইবে না; শুধু তোমাদেরই ইহ-পরকাল বিনষ্ট হইয়া যাইবে।

৬০। আল্লার প্রতি অসত্যারোপকারী ও অংশীবাদী অবিশ্বাসীদিগকে লক্ষ্য করিয়া আল্লাহতালা বলিতেছেন যে, যাহারা আমার সম্বন্ধে অসত্য ধারণা করে, তাহারা পরলোকে ও পুনরুত্থান সম্বন্ধে কি উপায় অবলম্বন করিবে বলিয়া কল্পনা করিতেছে? তথায় কে তাহাদিগকে রক্ষা

৭ম রুকু—রসুল ও বিশ্বাসিগণের প্রতি অভয় দান

৬১। এবং তুমি যে অবস্থায়ই থাক, এবং তদীয় কোরান হইতে যাহাই পাঠ কর এবং তোমরা যে কার্য্যই কর না কেন—আমি তোমাদের উপর সাক্ষী ব্যতীত নহি—যখন তোমরা উহাতে লিপ্ত হও; আকাশ অথবা পৃথিবীতে তোমার প্রতিপালকের নিকট উহার বিন্দু পরিমাণও অপ্রকাশিত থাকে না এবং ইহার ক্ষুদ্র অথবা বৃহৎ বিষয় প্রকাশ্য গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত ব্যতীত নহে।
৬২। সতর্ক হও!—নিশ্চয় যাহারা আল্লার বন্ধু, তাহাদের জন্য কোন আশঙ্কা নাই এবং তাহারা দুঃখিত হইবে না।
৬৩। যাহারা বিশ্বাস-স্থাপন

٦١- وَمَا تَكُوْنُ فِيْ شَاْنٍ وَّمَا تَتْلُوْا
مِنْهُ مِنْ قُرْاٰنٍ وَّلَا تَعْمَلُوْنَ مِنْ
عَمَلٍ اِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُوْدًا اِذْ
تُفِيْضُوْنَ فِيْهِ ط وَمَا يَعْزُبُ عَنْ رَّبِّكَ
مِنْ مِّثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي الْاَرْضِ وَلَا فِي
السَّمَآءِ وَلَآ اَصْغَرَ مِنْ ذٰلِكَ وَلَآ اَكْبَرَ
اِلَّا فِيْ كِتٰبٍ مُّبِيْنٍ ○ ٦٢- اَلَآ اِنَّ
اَوْلِيَآءَ اللّٰهِ لَاخَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ
يَحْزَنُوْنَ ○ۚ صلے ٦٣- اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا

করিবে? হে অকৃতজ্ঞ মানব, আমি ত সর্ব্বদাই তোমাদের প্রতি অনুগ্রহ বিতরণ করিতেছি; কিন্তু তোমাদের অনেকে তাহা দেখিয়া এবং বুঝিয়াও কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিতেছ না। ফলতঃ এই অবিশ্বাস ও অকৃতজ্ঞতার জন্যই তোমাদিগকে অধঃপতিত ও লাঞ্ছিত হইতে হইবে।

৬১। আল্লাহতালা হজরত রসুলোল্লাকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন যে, তুমি যে অবস্থায় আছ এবং আমার কোরানের যে সমস্ত বিষয় লোকদিগের মধ্যে প্রচার করিতেছ, আমি তাহা সমস্তই সবিশেষ পরিজ্ঞাত আছি। এতৎসহ মানব-জাতিকে সম্বোধন করিয়া বলা হইয়াছে যে, তোমরা যে সকল সদসৎ কার্য্য করিতেছ, তাহা সমস্তই আমি লক্ষ্য করিতেছি। তোমরা যখন যে অবস্থায় থাক এবং যে উদ্দেশ্যে যে কার্য্যে লিপ্ত হও—এমন কি, বিশ্বজগতের মধ্যে যেখানে যখন যাহা সংঘটিত হয়, তাহার কোন বিষয়ই আমার অগোচর নাই। প্রত্যেক বিষয়ই আমার 'প্রকাশ্য-গ্রন্থে'—প্রাকৃতিক নিয়মানুযায়ী আমার সম্পূর্ণ জ্ঞাতসারে সংঘটিত হইতেছে। সুতরাং সদসৎ, পাপপুণ্য, ন্যায়-অন্যায় বা বৈধাবৈধ প্রভৃতি কোন কার্য্যের বিন্দুমাত্রও কেহ আমার নিকট সংগোপন করিতে পারিবে না।

৬২—৬৪। এই তিনটি আয়তে আল্লাহতালার প্রিয়পাত্র—বিশ্বাসী ও ধর্ম্মপ্রাণ ব্যক্তিদিগকে "অলি-আল্লাহ" নামে অভিহিত করিয়া তাহাদিগকে অভয়-দান এবং ইহ-পরলোক সম্বন্ধে সুসংবাদ প্রদান করা হইয়াছে।

আওলিয়া-আল্লাহ—আল্লার 'ওলি' অথবা আল্লার নিকটবর্ত্তী। 'ওলি' শব্দের আভিধানিক অর্থ নৈকট্য; উহার বহুবচন "আউলিয়া"—যথা 'নবী' শব্দের বহুবচনে "আম্বিয়া"। সাধারণতঃ স্বজন-পরিজন, বংশধর এবং অভিভাবকদিগকেই "ওলি" বলা হইয়া থাকে। প্রিয়পাত্র অথবা বন্ধু-বান্ধবদিগকে 'ওলি' বলা যাইতে পারে। কিন্তু এস্থলে উহার অর্থে আল্লার নিকটবর্ত্তী বা আল্লার প্রিয়পাত্রগণ বলিয়া বুঝিতে হইবে। অবশ্য একের পক্ষে অন্যের

وَكَانُوا يَتَّقُونَ ٦٣- لَهُمُ الْبُشْرَىٰ
فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ ط
لَا تَبْدِيلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ ط ذَٰلِكَ
هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ٦٤- وَلَا يَحْزُنْكَ
قَوْلُهُمْ م إِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا ط
هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ٦٥- أَلَا إِنَّ لِلَّهِ
مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ ط
وَمَا يَتَّبِعُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ
دُونِ اللَّهِ شُرَكَاءَ ط إِنْ يَتَّبِعُونَ

করিয়াছে এবং সংযত হইয়াছে;
৬৪। তাহাদেরই জন্য পার্থিব জীবনে ও পরলোক সম্বন্ধে সুসংবাদ রহিয়াছে; আল্লার বাক্যের পরিবর্ত্তন হয় না; ইহাই সেই মহান্ সফলতা।
৬৫। তুমি তাহাদের বাক্যে দুঃখিত হইও না, নিশ্চয় সমস্ত সম্মান আল্লারই জন্য; তিনিই শ্রবণকারী মহাজ্ঞানী।
৬৬। সতর্ক হও!—নিশ্চয় নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলে যাহা কিছু আছে তাহা আল্লারই জন্য; যাহারা আল্লাহকে পরিত্যাগ করিয়া অংশীদিগকে আহ্বান পূর্ব্বক যদ্বিষয়ের অনুসরণ করে, তাহারা কেবল কল্পনারই

নিকটবর্ত্তী হওয়ার জন্য সম্বন্ধ অথবা আকৃতি ও স্থানের প্রয়োজন; কিন্তু আল্লাহতালার সহিত কাহার কোনরূপ স্বজন-সম্বন্ধও নাই এবং তিনি আকৃতি ও স্থান হইতেও সম্পূর্ণ পবিত্র। এ অবস্থায় কিরূপে মানুষের পক্ষে আল্লার নিকটবর্ত্তী হওয়া সম্ভবপর হইতে পারে? কিন্তু সে কথা এস্থলে আল্লাহ নিজেই বলিয়া দিয়াছেন যে, যাঁহারা বিশ্বাস-স্থাপন পূর্ব্বক সংযতভাবে ও সৎপথে জীবন যাপন করিবেন—তাঁহারাই আল্লাহতালার নিকটবর্ত্তী বন্ধু বা প্রিয়পাত্র বলিয়া পরিগণিত হইবেন। ইহারাই প্রথম শ্রেণীর ওলি-আল্লাহ। এতদ্ভিন্ন আর এক শ্রেণীর বিশিষ্ট অলি-আল্লাহ আছেন—যাঁহারা আল্লাহতালার প্রতি ভক্তি, প্রেম ও আনুগত্যে বিভোর হইয়া পৃথিবীর লোভ-মোহ, সুখ-সম্পদ—এমন কি নিজের প্রবৃত্তিনিচয় পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন দিয়া সম্পূর্ণরূপে আল্লার পথে—আল্লার ধ্যানে আত্মোৎসর্গ করিয়া থাকে। ইহারাও আল্লাহতালার এক বিশিষ্ট মনোনীত সম্প্রদায়। এতদ্ভিন্ন বর্ত্তমান যুগে যে সকল স্বার্থপর লোক পীর সাজিয়া দলে দলে অজ্ঞ-অশিক্ষিত লোককে নিজের মুরিদ বা অনুগত ও পদানত করিয়া স্বয়ং আয়েশ-আরাম ও বিলাস-লীলায় সাঁতার খেলিয়া লোকদিগকে অধর্ম্ম-পরায়ণ, কুসংস্কারাচ্ছন্ন ও বিপথগামী করিয়া থাকে, তাহারা ওলি বা পীর ত নহেই—বরং পীর নামক নর-রূপী শয়তান মাত্র। কবি সত্যই বলিয়াছেন:—"কারে শয়তান মিকুনদ নামশ ওলি; গরওলি ইনাস্ত লানতে বর ওলি।" অর্থাৎ ইহারা শয়তানের কার্য্য করিয়া নিজকে 'ওলি' বা পীর বলিয়া অভিহিত করে। ইহাই যদি 'ওলি' বা পীরের প্রকৃত নিদর্শন হয়, তবে তাহাদের উপর অভিসম্পাৎ অবতীর্ণ হউক।—তঃ হক্কানী।

অনন্তর আল্লাহতালা বলিতেছেন:—তিনি স্বীয় প্রিয়পাত্রগণের সম্বন্ধে যে ইহ-পারলৌকিক সুসংবাদ পরিব্যক্ত করিয়াছেন, তাঁহার সেই ভবিষ্যদ্বাণী কখনই ব্যর্থ হইবে না এবং মানব-জীবনের পক্ষে ঐ সুসংবাদ বা ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণতাই সর্ব্বোত্তম সফলতা বা চরম পুরস্কার।

৬৫—৬৬। যে সকল লোক হজরত রসুলোল্লার বিরুদ্ধাচরণ অথবা তাঁহাকে সত্য-প্রচারের জন্য ভয়-প্রদর্শন করিত, তাহাদের সম্বন্ধে আল্লাহতালা হজরত রসুলোল্লাকে লক্ষ্য করিয়া

إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ ○
٦٧- هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ
لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا ط
إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ ○
٦٨- قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ ط
هُوَ الْغَنِيُّ ط لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا
فِي الْأَرْضِ ط إِنْ عِنْدَكُمْ مِنْ
سُلْطَانٍ بِهَٰذَا ط أَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ
مَا لَا تَعْلَمُونَ ○ ٦٩- قُلْ إِنَّ
الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ
لَا يُفْلِحُونَ ○ ٧٠- مَتَاعٌ فِي الدُّنْيَا

অনুসরণ করিয়া থাকে এবং তাহারা
অনুমান ব্যতীত করে না। ৬৭। তিনিই
তোমাদের জন্য রজনী সৃষ্টি করিয়াছেন
যাহাতে তোমরা বিশ্রাম কর এবং
দিবসকে আলোক-প্রদানকারী; যাহারা
শ্রবণ করে—সেই সম্প্রদায়ের জন্য
নিশ্চয় ইহাতে নিদর্শনাবলী রহিয়াছে।
৬৮। তাহারা বলে যে, আল্লাহ সন্তান
গ্রহণ করিয়াছে—তিনি পরম-পবিত্র;
তিনিই মহাসম্পদশালী; নভোমণ্ডল
ও ভূমণ্ডলে যাহা কিছু আছে, তাহা
তাঁহারই; এ বিষয়ে তোমাদের নিকট
কোনই প্রমাণ নাই; তোমরা যাহা
জান না—তাহাই কি তোমরা আল্লার
প্রতি বর্ণনা করিতেছ? ৬৯। তুমি বল,
যাহারা আল্লার প্রতি অসত্য ধারণা
করে, নিশ্চয় তাহারা সুফল প্রাপ্ত হইবে
না। ৭০। পৃথিবীতেও সম্পদ আছে

বলিতেছেন যে, তুমি উহাদের বাক্যে কিছু মাত্র ক্ষুণ্ণ হইও না। আমি সমস্তই দেখিতেছি ও শুনিতেছি এবং তোমাকে গৌরবান্বিত ও সম্মানিত করিবার শক্তি আমারই সম্পূর্ণ আয়ত্তাধীন রহিয়াছে। অংশীবাদী বিরুদ্ধবাদীদিগের প্রতিকূলতা বা দুর্ব্বাক্যে তোমার কোনই অনিষ্ট হইবে না। উহারা তোমার প্রতি বিরুদ্ধাচরণ করিয়া শুধু অনুমান ও কল্পনার অনুসরণ পূর্ব্বক নিজেদেরই জীবনের অনিষ্ট, অবমাননা ও লাঞ্ছনার পথ পরিষ্কার করিতেছে।

৬৭। অনন্তর আল্লাহতালা মানবের সুবিধার জন্য যেরূপ দিবসকে আলোকিত ও কর্ম্মানুকুল এবং রজনীকে অন্ধকার ও বিরাম-দায়িনী করিয়াছেন, এই আয়তে তাহাই উক্ত হইয়াছে। আল্লাহতালা আরও বলিতেছেন—যাহাদের শুনিবার ও বুঝিবার শক্তি আছে, তাহারা ইহা হইতেই আমার শক্তি-মহিমার স্বরূপ উপলব্ধি করিতে সমর্থ হইবে।

৬৮—৭০। সমগ্র খ্রীষ্টান ও কোন কোন ইহুদী সম্প্রদায় আল্লাহতালার পুত্র—এবং অংশীবাদী আরবেরা আল্লাহতালার কন্যা সকল আছে বলিয়া একটি অসঙ্গত ভ্রান্ত বিশ্বাস পোষণ করিত। খ্রীষ্টান ও পৌত্তলিক জাতিদিগের মধ্যে এখন পর্য্যন্তও ঐ ভ্রান্ত বিশ্বাস বিদ্যমান আছে। আল্লাহতালা ঐ অসঙ্গত কল্পনা ও কলুষিত ভ্রান্তির তীব্র প্রতিবাদ করিয়া হজরত রসুলোল্লাকে আদেশ করিতেছেন:—তুমি অবিশ্বাসী কাফেরকুলকে বলিয়া দাও যে, যাহারা আল্লার প্রতি ঐরূপ অন্যায়

অবশেষে আমারই দিকে তাহাদের প্রত্যাবর্তন, তৎপর আমি তাহাদিগকে কঠোর শাস্তি ভোগ করাইব—যেহেতু তাহারা অবিশ্বাস করিয়াছিল।

ثُمَّ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ نُذِيقُهُمُ
الْعَذَابَ الشَّدِيدَ بِمَا كَانُوا
يَكْفُرُونَ ۝

৮ম রুকু—সত্য-প্রতিষ্ঠায় পূর্ব্বতন নবীগণের দৃষ্টান্ত

৭১। তুমি তাহাদিগের প্রতি নূহের বিবরণ আবৃত্তি কর; যখন সে স্বীয় সম্প্রদায়কে বলিয়াছিল—হে আমার সম্প্রদায়, যদি আমার অবস্থান এবং আল্লার নিদর্শনাবলী-সহ আমার উপদেশ তোমাদের উপর দুঃসহ হয়, তবে আমি আল্লার উপরেই নির্ভর করিতেছি, অতএব তোমাদের কার্য্য ও তোমাদের অংশী-উপাস্যদিগকে একত্রিত কর, অনন্তর তোমাদের কার্য্য তোমাদের নিকট প্রচ্ছন্ন থাকিবে না, তৎপর আমার প্রতি উহা নিষ্পন্ন কর এবং আমাকে অবসর প্রদান করিও না। ৭২। কিন্তু যদি তোমরা প্রতিগমন কর, তবে আমি ত তোমাদের নিকট কোনই প্রতিদান গ্রহণ করি নাই, আমার প্রতিদান আল্লার উপর ব্যতীত নহে, এবং আমাকে আদেশ করা হইয়াছে যে, আমি আত্মসমর্পণকারিগণের অন্তর্ভুক্ত হইব।

71- وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ إِذْ قَالَ
لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنْ كَانَ كَبُرَ
عَلَيْكُمْ مَقَامِي وَتَذْكِيرِي
بِآيَاتِ اللَّهِ فَعَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْتُ
فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ
ثُمَّ لَا يَكُنْ أَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ غُمَّةً
ثُمَّ اقْضُوا إِلَيَّ وَلَا تُنْظِرُونِ ۝
72- فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَمَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ
أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ
وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ۝

ধারণা পোষণ করে অথবা বিনা প্রমাণে না-জানিয়া-শুনিয়া অসঙ্গত দোষারোপ করিয়া থাকে—তাহারা কখনই সুফল বা মুক্তি লাভ করিতে পারিবে না। যাহারা পার্থিব সম্পদ বা সম্মানের লোভে ঐ সকল অসত্য ধারণা পোষণ বা প্রচার করিবে, পরলোকে সেই অবিশ্বাসী প্রবঞ্চকদিগকে আমি কঠোর শাস্তি প্রদান করিব। আমার সেই শাস্তি হইতে কেহই তাহাদিগকে রক্ষা করিতে পারিবে না।

৭১—৭৩। আল্লাহতালা হজরত রসুলোল্লাকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন যে, যে সকল অবিশ্বাসী সম্প্রদায় তোমার প্রতি অসত্যারোপ করিতেছে, তুমি তাহাদিগকে হজরত নূহের বিবরণ বর্ণনা করিয়া সতর্ক হইতে বল। অনন্তর আল্লাহতালা হজরত নূহ ও তাঁহার অনুগামীগণের উদ্ধার এবং তদীয় বিরুদ্ধবাদী অবিশ্বাসীদিগের নিমজ্জন ও ধ্বংসপ্রাপ্তির বিষয় সংক্ষেপে বর্ণনা করিয়াছেন।

ثُمَّ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ نُذِيقُهُمُ
الْعَذَابَ الشَّدِيدَ بِمَا كَانُوا
يَكْفُرُونَ ؏

অবশেষে আমারই দিকে তাহাদের প্রত্যাবর্তন, তৎপর আমি তাহাদিগকে কঠোর শাস্তি ভোগ করাইব—যেহেতু তাহারা অবিশ্বাস করিয়াছিল।

৮ম রুকূ—সত্য-প্রতিষ্ঠায় পূর্ব্বতন নবীগণের দৃষ্টান্ত

٧١- وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ إِذْ قَالَ
لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنْ كَانَ كَبُرَ
عَلَيْكُمْ مَقَامِي وَتَذْكِيرِي
بِآيَاتِ اللَّهِ فَعَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْتُ
فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ
ثُمَّ لَا يَكُنْ أَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ غُمَّةً
ثُمَّ اقْضُوا إِلَيَّ وَلَا تُنْظِرُونِ ۝
٧٢- فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَمَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ
أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ
وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ۝

৭১। তুমি তাহাদিগের প্রতি নূহের বিবরণ আবৃত্তি কর; যখন সে স্বীয় সম্প্রদায়কে বলিয়াছিল—হে আমার সম্প্রদায়, যদি আমার অবস্থান এবং আল্লার নিদর্শনাবলী-সহ আমার উপদেশ তোমাদের উপর দুঃসহ হয়, তবে আমি আল্লার উপরেই নির্ভর করিতেছি, অতএব তোমাদের কার্য্য ও তোমাদের অংশী-উপাস্যদিগকে একত্রিত কর, অনন্তর তোমাদের কার্য্য তোমাদের নিকট প্রচ্ছন্ন থাকিবে না, তৎপর আমার প্রতি উহা নিষ্পন্ন কর এবং আমাকে অবসর প্রদান করিও না। ৭২। কিন্তু যদি তোমরা প্রতিগমন কর, তবে আমি ত তোমাদের নিকট কোনই প্রতিদান গ্রহণ করি নাই, আমার প্রতিদান আল্লার উপর ব্যতীত নহে, এবং আমাকে আদেশ করা হইয়াছে যে, আমি আত্মসমর্পণকারিগণের অন্তর্ভুক্ত হইব।

ধারণা পোষণ করে অথবা বিনা প্রমাণে না-জানিয়া-শুনিয়া অসঙ্গত দোষারোপ করিয়া থাকে—তাহারা কখনই সুফল বা মুক্তি লাভ করিতে পারিবে না। যাহারা পার্থিব সম্পদ বা সম্মানের লোভে ঐ সকল অসত্য ধারণা পোষণ বা প্রচার করিবে, পরলোকে সেই অবিশ্বাসী প্রবঞ্চকদিগকে আমি কঠোর শাস্তি প্রদান করিব। আমার সেই শাস্তি হইতে কেহই তাহাদিগকে রক্ষা করিতে পারিবে না।

৭১—৭৩। আল্লাহতালা হজরত রসুলোল্লাকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন যে, যে সকল অবিশ্বাসী সম্প্রদায় তোমার প্রতি অসত্যারোপ করিতেছে, তুমি তাহাদিগকে হজরত নূহের বিবরণ বর্ণনা করিয়া সতর্ক হইতে বল। অনন্তর আল্লাহতালা হজরত নূহ ও তাঁহার অনুগামীগণের উদ্ধার এবং তদীয় বিরুদ্ধবাদী অবিশ্বাসীদিগের নিমজ্জন ও ধ্বংসপ্রাপ্তির বিষয় সংক্ষেপে বর্ণনা করিয়াছেন।

৭৩। অনন্তর তাহারা তাহাকে অসত্যারোপ করিয়াছিল, সুতরাং আমি তাহাকে ও তাহার সঙ্গীদিগকে নৌকার মধ্যে উদ্ধার করিয়াছিলাম এবং তাহাদিগকে প্রতিনিধিত্ব প্রদান করিয়াছিলাম ; এবং যাহারা আমার নিদর্শন-সমূহে অসত্যারোপ করিয়াছিল, তাহাদিগকে নিমজ্জিত করিয়াছিলাম ; অতএব লক্ষ্য কর—ভীতি-প্রদর্শিতগণের পরিণাম কিরূপ হইয়াছে ?

৭৪। অতঃপর আমি তাহাদের সম্প্রদায়ের প্রতি তাহার পরে রসুল প্রেরণ করিয়াছিলাম, পরে সে উজ্জ্বল নিদর্শনাবলীসহ তাহাদের নিকট আগমন করিয়াছিল, কিন্তু তাহারা পূর্ব্বে যাহাতে অসত্যারোপ করিয়াছিল, তাহাতে কেন বিশ্বাস-স্থাপন করিবে ? এইরূপে আমি সীমাতিক্রমকারীদিগের অন্তর সমূহে

৭৩- فَكَذَّبُوْهُ فَنَجَّيْنٰهُ وَمَنْ مَّعَهٗ
فِي الْفُلْكِ وَجَعَلْنٰهُمْ خَلٰٓئِفَ وَاَغْرَقْنَا
الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا ۚ فَانْظُرْ كَيْفَ
كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنْذَرِيْنَ ۝ ৭৪- ثُمَّ
بَعَثْنَا مِنْۢ بَعْدِهٖ رُسُلًا اِلٰى قَوْمِهِمْ
فَجَآءُوْهُمْ بِالْبَيِّنٰتِ فَمَا كَانُوْا
لِيُؤْمِنُوْا بِمَا كَذَّبُوْا بِهٖ مِنْ قَبْلُ ؕ
كَذٰلِكَ نَطْبَعُ عَلٰى قُلُوْبِ الْمُعْتَدِيْنَ ۝

এ বিষয় ইতিপূর্ব্বে সূরা আ'রাফের অষ্টম রুকুতে বর্ণিত হইয়াছে।—কোঃ ৭—৫৯ হইতে ৬৩ আয়ত এবং উহার তফসীর দ্রষ্টব্য।

৭৪। হজরত নূহ নবীর তিরোধানের পরে তাঁহার পরবর্ত্তী মানব-সম্প্রদায়ের জন্য যে সকল রসুল প্রেরিত হইয়াছিলেন—এই আয়তে তাঁহাদের বিষয় উল্লেখ করিয়া আল্লাহতা'লা বলিতেছেন যে, আমার সেই সকল রসুল সত্য-ধর্ম্ম ও সমুজ্জ্বল নিদর্শনাবলীসহ আগমন করা সত্ত্বেও অবিশ্বাসীরা পূর্ব্বের ন্যায় তাহাদিগকে অবিশ্বাস ও প্রত্যাখ্যান করিয়াছিল। কিন্তু এইরূপে যাহারা পুনঃ পুনঃ সত্যধর্ম্ম অস্বীকার করিয়া আমার সুবিচার ও সহানুভূতির সীমা লঙ্ঘন করে আমি তাহাদের অন্তরের উপর মোহরাঙ্কিত করিয়া দিয়া থাকি।

কিন্তু "অন্তরের উপর মোহরাঙ্কিত করা"—অর্থাৎ বুকের ভিতর কোনরূপ সিল-মোহর মারিয়া দেওয়া নহে ; উহার অর্থ অন্তর রুদ্ধ হওয়া অথবা সত্যানুভূতি, সঙ্কোচ ও সদসৎ বুঝিবার বিবেচনা শক্তি বিলুপ্ত হইয়া যাওয়া। প্রথমতঃ অধর্ম্ম অথবা অন্যায় কার্য্যে লিপ্ত হইতে লোকের মনে স্বভাবতঃই একটা সঙ্কোচ উপস্থিত হয় ; বিবেক এবং সত্যানুভূতির পীড়নেও অনেক অধর্ম্মাচারী সময় সময় ঐ সকল দুষ্কার্য্য হইতে নিরস্ত হইয়া থাকে। কিন্তু পুনঃ পুনঃ অধর্ম্ম ও অন্যায় কার্য্যে লিপ্ত হইলে তাহাদের মনের সেই সঙ্কোচ ও সত্যানুভূতি ক্রমশঃ বিলুপ্ত হইয়া যায় এবং তাহারা তখন সম্পূর্ণ নিঃশঙ্ক চিত্তে পাপ কার্য্যে লিপ্ত হইতে থাকে। অধর্ম্ম ও পাপের প্রতি মানব-মনের এই নিঃশঙ্ক অবস্থার নামই "অন্তরে মোহরাঙ্কিত হওয়া"। যাহারা পুনঃ পুনঃ নিঃশঙ্ক চিত্তে অধর্ম্ম ও পাপ-কার্য্যে লিপ্ত হয় এবং অম্লান বদনে আল্লাহতালার আদেশ-নিষেধ অগ্রাহ্য করিয়া কুপথে গমন করে, পবিত্র কোরানে তাহারাই সীমাতিক্রমকারী বলিয়া উক্ত হইয়াছে। উপর্য্যুপরি সত্যধর্ম্মের বিরুদ্ধাচরণ এবং পাপ-পথে লিপ্ত হওয়ার জন্য ঐ সকল লোকের অন্তরের সঙ্কোচ ও সত্যানুভূতি সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট হইয়া থাকে।

ثُمَّ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ نُذِيقُهُمُ الْعَذَابَ الشَّدِيدَ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ ۝

অবশেষে আমারই দিকে তাহাদের প্রত্যাবর্ত্তন, তৎপর আমি তাহাদিগকে কঠোর শাস্তি ভোগ করাইব—যেহেতু তাহারা অবিশ্বাস করিয়াছিল।

৮ম রুকু—সত্য-প্রতিষ্ঠায় পূর্ব্বতন নবীগণের দৃষ্টান্ত

৭১- وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ يَاقَوْمِ إِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكُمْ مَقَامِي وَتَذْكِيرِي بِآيَاتِ اللَّهِ فَعَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْتُ فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُنْ أَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ غُمَّةً ثُمَّ اقْضُوا إِلَيَّ وَلَا تُنْظِرُونِ ۝

৭২- فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَمَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ۝

৭১। তুমি তাহাদিগের প্রতি নূহের বিবরণ আবৃত্তি কর; যখন সে স্বীয় সম্প্রদায়কে বলিয়াছিল—হে আমার সম্প্রদায়, যদি আমার অবস্থান এবং আল্লার নিদর্শনাবলী-সহ আমার উপদেশ তোমাদের উপর দুঃসহ হয়, তবে আমি আল্লার উপরেই নির্ভর করিতেছি, অতএব তোমাদের কার্য্য ও তোমাদের অংশী-উপাস্যদিগকে একত্রিত কর, অনন্তর তোমাদের কার্য্য তোমাদের নিকট প্রচ্ছন্ন থাকিবে না, তৎপর আমার প্রতি উহা নিষ্পন্ন কর এবং আমাকে অবসর প্রদান করিও না। ৭২। কিন্তু যদি তোমরা প্রতিগমন কর, তবে আমি ত তোমাদের নিকট কোনই প্রতিদান গ্রহণ করি নাই, আমার প্রতিদান আল্লার উপর ব্যতীত নহে, এবং আমাকে আদেশ করা হইয়াছে যে, আমি আত্মসমর্পণকারিগণের অন্তর্ভুক্ত হইব।

ধারণা পোষণ করে অথবা বিনা প্রমাণে না-জানিয়া-শুনিয়া অসঙ্গত দোষারোপ করিয়া থাকে—তাহারা কখনই সুফল বা মুক্তি লাভ করিতে পারিবে না। যাহারা পার্থিব সম্পদ বা সম্মানের লোভে ঐ সকল অসত্য ধারণা পোষণ বা প্রচার করিবে, পরলোকে সেই অবিশ্বাসী প্রবঞ্চকদিগকে আমি কঠোর শাস্তি প্রদান করিব। আমার সেই শাস্তি হইতে কেহই তাহাদিগকে রক্ষা করিতে পারিবে না।

৭১—৭৩। আল্লাহতালা হজরত রসুলোল্লাকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন যে, যে সকল অবিশ্বাসী সম্প্রদায় তোমার প্রতি অসত্যারোপ করিতেছে, তুমি তাহাদিগকে হজরত নূহের বিবরণ বর্ণনা করিয়া সতর্ক হইতে বল। অনন্তর আল্লাহতালা হজরত নূহ ও তাঁহার অনুগামীগণের উদ্ধার এবং তদীয় বিরুদ্ধবাদী অবিশ্বাসীদিগের নিমজ্জন ও ধ্বংসপ্রাপ্তির বিষয় সংক্ষেপে বর্ণনা করিয়াছেন।

٧٥- ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ مُوسَىٰ
وَهَارُونَ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَإِيْهِ بِآيَاتِنَا
فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ ○
٧٦- فَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا
قَالُوا إِنَّ هَٰذَا لَسِحْرٌ مُبِينٌ ○
٧٧- قَالَ مُوسَىٰ أَتَقُولُونَ لِلْحَقِّ
لَمَّا جَاءَكُمْ ط أَسِحْرٌ هَٰذَا ط وَلَا
يُفْلِحُ السَّاحِرُونَ ○ ٧٨- قَالُوا أَجِئْتَنَا
لِتَلْفِتَنَا عَمَّا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا
وَتَكُونَ لَكُمَا الْكِبْرِيَاءُ فِي الْأَرْضِ ط
وَمَا نَحْنُ لَكُمَا بِمُؤْمِنِينَ ○
٧٩- وَقَالَ فِرْعَوْنُ ائْتُونِي بِكُلِّ

মোহরাঙ্কিত করিয়া থাকি। ৭৫। অনন্তর আমি তাহাদের পরে ফেরাউন ও তাহার প্রধানগণের প্রতি মুসা ও হারুনকে আমার নিদর্শনাবলীসহ প্রেরণ করিয়াছিলাম, কিন্তু তাহারা অহঙ্কার করিয়াছিল এবং তাহারা অপরাধী সম্প্রদায় ছিল। ৭৬। অতঃপর যখন আমার নিকট হইতে তাহাদের প্রতি সত্য উপস্থিত হইয়াছিল—তখন তাহারা বলিয়াছিল যে, নিশ্চয় ইহা প্রকাশ্য যাদু। ৭৭। মুসা বলিয়াছিল, তোমরা সেই সত্য সম্বন্ধে কি বলিতেছ—যখন উহা তোমাদের নিকট উপস্থিত হইয়াছে—ইহা কি যাদু? এবং যাদুকরেরা সুফল প্রাপ্ত হইবে না। ৭৮। তাহারা বলিয়াছিল, আমাদের পিতৃপুরুষদিগকে যাহার উপর প্রাপ্ত হইয়াছি, তুমি কি তাহা হইতে আমাদিগকে ফিরাইয়া দিতে আসিয়াছ? এবং যেন পৃথিবীতে তোমাদের উভয়ের শ্রেষ্ঠত্ব হয়; এবং আমরা তোমাদের প্রতি বিশ্বাসী হইব না। ৭৯। এবং ফেরাউন বলিয়াছিল—তোমরা আমার নিকট সমস্ত অভিজ্ঞ যাদুকর আনয়ন

৭৫। অনন্তর আল্লাহতালা এই আয়ত হইতে হজরত মুসা ও হারুন এবং তাহাদের প্রবল পরাক্রান্ত প্রতিদ্বন্দ্বী ফেরাউন ও তাহার সম্প্রদায়ের প্রসঙ্গ বর্ণনা করিতেছেন। সুরা আ'রাফে এ বিষয় বিস্তৃত-রূপে বর্ণিত হইয়াছে।—কোরান, ৯ম পারা—৭ম সুরার ১৩শ হইতে ২০শ রুকু পর্য্যন্ত দ্রষ্টব্য।

৭৬—৭৭। হজরত মুসা, ফেরাউন ও তদীয় ধর্ম্মদ্রোহী সম্প্রদায়কে যে সকল অলৌকিকতা প্রদর্শন করিয়াছিলেন এবং তাহারা ঐ সকল অলৌকিকতাকে যাদুক্রিয়া বা ইন্দ্রজাল বলিয়া যেরূপে প্রত্যাখ্যান করিয়াছিল, এই দুইটি আয়তে তাহারই আভাষ প্রদান করা হইয়াছে।—কোঃ ৭—১০৫ হইতে ১০৯ আয়ত পর্য্যন্ত দ্রষ্টব্য।

৭৮। ফেরাউনীয় সম্প্রদায় হজরত মুসার বাক্য বিশ্বাস না করিয়া তাঁহাকে বলিয়াছিল যে, তোমরা দুই ভাই কি আমাদের পৈত্রিক ধর্ম্ম লোপ করিয়া পৃথিবীতে নিজেদের আধিপত্য স্থাপন করিতে আসিয়াছ? কিন্তু আমরা কখনই তোমাদিগকে বিশ্বাস করিয়া তোমাদের ধর্ম্ম গ্রহণ করিব না।

৭৯—৮১। ফেরাউন যেরূপে মিশরের প্রধান প্রধান যাদুকরদিগকে একত্রিত করিয়া হজরত মুসার সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিয়াছিল এবং হজরত মুসা আল্লার আদেশে স্বীয় যষ্টি

কর। ৮০। অনন্তর যখন যাদুকরেরা উপস্থিত হইয়াছিল, তখন মুসা তাহাদিগকে বলিয়াছিল—তোমাদের যাহা নিক্ষেপ করিবার তাহা নিক্ষেপ কর। ৮১। অনন্তর যখন তাহারা নিক্ষেপ করিল, তখন মুসা বলিয়াছিল—তোমরা এতদ্দ্বারা যাহা আনয়ন করিয়াছ তাহা যাদু-মাত্র; নিশ্চয় আল্লাহ অচিরেই উহা রচিত করিবেন; অবশ্যই আল্লাহ দুষ্কার্য্যকারীদিগের কার্য্য সংশোধন করিবেন না। ৮২। এবং আল্লাহ স্বীয় বাক্য-যোগে সত্যের সত্যতা সাব্যস্ত করিবেন—যদিও উহা অপরাধীদিগের অপ্রীতিকর হয়।

سٰحِرٍ عَلِيْمٍ ○ ٨٠- فَلَمَّا جَآءَ السَّحَرَةُ
قَالَ لَهُمْ مُّوْسٰٓى اَلْقُوْا مَآ اَنْتُمْ
مُّلْقُوْنَ ○ ٨١- فَلَمَّآ اَلْقَوْا قَالَ
مُوْسٰى مَا جِئْتُمْ بِهِ لا السِّحْرُ ط
اِنَّ اللّٰهَ سَيُبْطِلُهٗ ط اِنَّ اللّٰهَ لَا يُصْلِحُ
عَمَلَ الْمُفْسِدِيْنَ ○ ٨٢- وَيُحِقُّ
اللّٰهُ الْحَقَّ بِكَلِمٰتِهٖ وَلَوْ كَرِهَ
الْمُجْرِمُوْنَ ع

৯ম রুকু—ফেরাউনের নিমজ্জন ও কোরানের ভবিষ্যদ্বাণী

৮৩। কিন্তু ফেরাউন ও তাহার প্রধানগণের আশঙ্কায় মুসাকে তদীয় সম্প্রদায় হইতে স্বজন-স্ববংশ ব্যতীত, তাহারা নিগৃহীত হইবে বলিয়া কেহই বিশ্বাস করে নাই; এবং নিশ্চয় ফেরাউন ভূতলে অতি উদ্ধত ছিল, এবং নিশ্চয় সে অপরাধীদিগের অন্তর্গত হইয়াছিল।

٨٣- فَمَآ اٰمَنَ لِمُوْسٰٓى اِلَّا ذُرِّيَّةٌ مِّنْ
قَوْمِهٖ عَلٰى خَوْفٍ مِّنْ فِرْعَوْنَ
وَمَلَا۟ئِهِمْ اَنْ يَّفْتِنَهُمْ ط وَاِنَّ فِرْعَوْنَ
لَعَالٍ فِي الْاَرْضِ ج وَاِنَّهٗ لَمِنَ

নিক্ষেপ করিয়া যেরূপে তাহাদের সমস্ত যাদুক্রিয়া ব্যর্থ করিয়া দিয়াছিলেন, আলোচ্য আয়ত-ত্রয়ে তাহারই সংক্ষিপ্ত আভাষ রহিয়াছে।—কোঃ ৭—১১৫ হইতে ১২০ আয়ত দ্রষ্টব্য।

৮৩। হজরত মুসা এসরাইল-কুলের নবী ছিলেন। সুতরাং আয়তের মর্ম্মে বুঝা যায় যে, প্রথমে "তাহার সম্প্রদায়"—অর্থাৎ এস্রাইলকুলের মধ্যে ফেরাউন কর্ত্তৃক নিগৃহীত হইবার ভয়ে হজরত মুসার স্ববংশ ও আত্মীয়-স্বজন ব্যতীত অন্য কেহই তাঁহাকে নবী বলিয়া বিশ্বাস করিতে অথবা বিশ্বাস করিলেও তাহা প্রচার করিতে সাহস করে নাই। কিন্তু "তাহার সম্প্রদায়" অর্থে কোন কোন তফসীরকার ফেরাউনের সম্প্রদায় বলিয়াও নির্দ্দেশ করিয়াছেন। কারণ অন্য কোন মিশরীয় ফেরাউনের ভয়ে হজরত মুসার প্রতি বিশ্বাস-স্থাপন না করিলেও তাহার স্ত্রী (কোঃ ৬৬—১১) ও কতিপয় পারিষদ এবং যাদুকর সম্প্রদায় হজরত মুসার প্রতি বিশ্বাস-স্থাপন করিয়াছিল।—কোঃ ৭—১, ২০ হইতে ১২২ এবং ৪০—২৮ আয়ত দ্রষ্টব্য।

الْمُسْرِفِينَ ○ ٨٤- وَقَالَ مُوسَىٰ
يَٰقَوْمِ إِنْ كُنْتُمْ اٰمَنْتُمْ بِاللّٰهِ فَعَلَيْهِ
تَوَكَّلُوْٓا إِنْ كُنْتُمْ مُّسْلِمِيْنَ ○
٨٥- فَقَالُوْا عَلَى اللّٰهِ تَوَكَّلْنَا ع
رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِّلْقَوْمِ الظّٰلِمِيْنَ ۙ
٨٦- وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ
الْكٰفِرِيْنَ ○ ٨٧- وَاَوْحَيْنَآ إِلٰى
مُوْسٰى وَاَخِيْهِ اَنْ تَبَوَّاٰ لِقَوْمِكُمَا
بِمِصْرَ بُيُوْتًا وَّاجْعَلُوْا بُيُوْتَكُمْ
قِبْلَةً وَّاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ ط وَبَشِّرِ
الْمُؤْمِنِيْنَ ○ ٨٨- وَقَالَ مُوْسٰى
رَبَّنَآ إِنَّكَ اٰتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلَاَهٗ
زِيْنَةً وَّاَمْوَالًا فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا
رَبَّنَا لِيُضِلُّوْا عَنْ سَبِيْلِكَ ع

৮৪। এবং মুসা বলিয়াছিল —হে আমার
সম্প্রদায়, যদি তোমরা আল্লাহকে বিশ্বাস
করিয়া থাক, তবে তোমরা তাঁহারই
প্রতি নির্ভর কর—যদি তোমরা
আত্মসমর্পণকারী হও। ৮৫। অনন্তর
তাহারা বলিয়াছিল যে, আমরা আল্লার
উপরেই নির্ভর করিতেছি, হে আমাদের
প্রতিপালক! আমাদিগকে অত্যাচারী
সম্প্রদায়ের দ্বারা নিগৃহীত করিও না।
৮৬। এবং তুমি স্বীয় অনুগ্রহে
আমাদিগকে অবিশ্বাসী সম্প্রদায় হইতে
মুক্ত করিয়া দাও। ৮৭। এবং আমি
মুসা ও তাহার ভ্রাতার প্রতি প্রত্যাদেশ
করিয়াছিলাম যে, তোমাদের উভয়ের
সম্প্রদায়ের জন্য মিসরে বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট
কর এবং তোমাদের বাসস্থানকে উপাসনা-
কেন্দ্র করিয়া দাও এবং নামাজ প্রতিষ্ঠিত
কর; এবং বিশ্বাসবৃন্দকে সুসংবাদ
প্রদান কর। ৮৮। এবং মুসা বলিয়াছিল,
হে আমার প্রতিপালক! নিশ্চয় তুমি
ফেরাউন ও তদীয় প্রধানগণকে পার্থিব
জীবনে সৌন্দর্য্য-সমৃদ্ধি ও ধন-সম্পদ
দান করিয়াছ; হে আমাদের প্রতিপালক!
যদ্দারা তাহারা তোমার পথ হইতে

৮৪—৮৫। ফেরাউনের অত্যাচারে হজরত মুসা এসরাইল-বংশীয়দিগকে যেরূপভাবে আল্লার সাহায্য প্রার্থনা করিয়া তাঁহারই উপর নির্ভর করিতে উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন এবং তাহারা যেরূপে সেই উপদেশের অনুবর্ত্তী হইয়া আল্লার প্রতিই পূর্ণ নির্ভরশীল হইয়াছিল, আলোচ্য আয়ত-দ্বয়ে তৎপ্রতি ইঙ্গিত করা হইয়াছে। কোঃ ৭—১২৭ হইতে ১২৯ আয়ত দ্রষ্টব্য।

৮৭। এই আয়তে হজরত মুসার সহিত এস্রাইল-বংশের মিসর পরিত্যাগের পূর্ব্ববর্ত্তী প্রত্যাদেশের বিবরণ বর্ণিত হইয়াছে। "কেবলা" অর্থ উপাসনার লক্ষ্যস্থান, কিন্তু এস্থলে "কেবলা" শব্দে উপাসকগণের উপাসনা করিবার নির্দ্দিষ্ট কেন্দ্র বা স্থান অর্থাৎ উপাসনালয় নির্দ্দেশিত হইয়াছে।—তঃ কাশ্শাফ।

৮৮। ফেরাউন যে সকল ধন-সম্পদ, সৌন্দর্য্য-সমৃদ্ধি ও জনবলে বলীয়ান হইয়া লোকদিগকে ধর্ম্মপথ হইতে সবলে প্রতিরোধ করিত, হজরত মুসা নিরুপায় হইয়া অবশেষে তাহার ঐ সকল

رَبَّنَا اطْمِسْ عَلٰى اَمْوَالِهِمْ وَاشْدُدْ
عَلٰى قُلُوْبِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُوْا حَتّٰى
يَرَوُا الْعَذَابَ الْاَلِيْمَ ۝ ٨٩- قَالَ
قَدْ اُجِيْبَتْ دَّعْوَتُكُمَا فَاسْتَقِيْمَا وَلَا
تَتَّبِعٰٓنِّ سَبِيْلَ الَّذِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ ۝
٩٠- وَجَاوَزْنَا بِبَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ
الْبَحْرَ فَاَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُوْدُهٗ
بَغْيًا وَّعَدْوًا ؕ حَتّٰٓى اِذَآ اَدْرَكَهُ
الْغَرَقُ ۙ قَالَ اٰمَنْتُ اَنَّهٗ لَآ اِلٰهَ اِلَّا
الَّذِيْٓ اٰمَنَتْ بِهٖ بَنُوْٓا اِسْرَآءِيْلَ

বিভ্রান্ত করিতেছে ; হে আমাদের প্রতিপালক! তাহাদের ধন-সম্পদ বিলীন কর এবং তাহাদের অন্তর-সমূহ কঠিন কর—যেহেতু তাহারা যন্ত্রণাপ্রদ শাস্তি প্রত্যক্ষ না-করা পর্য্যন্ত বিশ্বাস করিবে না।
৮৯। তিনি বলিয়াছিলেন—নিশ্চয় তোমাদের উভয়ের প্রার্থনা পরিগৃহীত হইয়াছে, অতএব তোমরা অবিচলিত থাক এবং অপরিজ্ঞাতদিগের পথের অনুসরণ করিও না।
৯০। এবং আমি এসরাইল-বংশীয়দিগকে সমুদ্র পার করিয়া দিয়াছিলাম, অথচ ফেরাউন ও তাহার সৈন্যদল বিদ্বেষ ও বিদ্রোহিতাবশতঃ তাহাদের পশ্চাদানুসরণ করিতেছিল ; এমন কি—যখন সে নিমজ্জিত হইবার উপক্রম হইয়াছিল তখন বলিয়াছিল যে, এসরাইল-বংশীয়েরা যাঁহার প্রতি বিশ্বাস-স্থাপন করিয়াছে, আমিও বিশ্বাস করিতেছি যে, নিশ্চয় তিনি ব্যতীত কেহই উপাস্য নাই এবং

ধন-জন ও সমৃদ্ধি বিনাশ করিয়া দিবার জন্য আল্লার নিকট প্রার্থনা করিয়াছিলেন। কিন্তু এই প্রার্থনার উদ্দেশ্যে—ঈর্ষাবশে তাহাদিগকে ধ্বংস করিয়া দেওয়া নহে। কারণ আয়তের শেষে স্পষ্টই উক্ত হইয়াছে যে, কঠোর যন্ত্রণাপ্রদ শাস্তি প্রত্যক্ষ না-করা পর্য্যন্ত তাহাদের পক্ষে আল্লার প্রতি বিশ্বাস-স্থাপনের কোন সম্ভাবনা ছিল না বলিয়াই হজরত মুসা ঐরূপ প্রার্থনা করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন।

৮৯। আল্লাহতালা হজরত মুসাকে উক্ত প্রার্থনার উত্তরে জানাইয়া দিলেন যে, তোমাদের উভয় ভ্রাতার প্রার্থনা পরিগৃহীত হইয়াছে। আমি ধর্মদ্রোহী ও দাম্ভিক ফেরাউন এবং তাহার সম্প্রদায়ের উপর কঠোর শাস্তি অবতীর্ণ করিব। কিন্তু সেই সময়ে তোমরা অবিচলিত থাকিও এবং অজ্ঞ অবিশ্বাসীদিগের ন্যায় কদাচ বিশ্বাস-হারা হইও না।

৯০। আল্লাহতালা কর্ত্তৃক ফেরাউন ও মিসর-বাসীদিগের উপর বিভিন্ন প্রকার কঠোর শাস্তি অবতীর্ণ হওয়া সত্ত্বেও যখন তাহাদের অবিশ্বাস ও ধর্ম্মদ্রোহিতা বিদূরিত হইল না, বরং এসরাইল বংশের প্রতি ফেরাউনের অত্যাচার ও নির্য্যাতন ক্রমেই বর্দ্ধিত হইতে লাগিল, তখন আল্লাহতালার আদেশে হজরত মুসা এসরাইল-বংশের সহিত যেরূপে সমুদ্র পার হইয়া নিরাপদ স্থানে গমন করেন এবং ফেরাউন সদলবলে সমুদ্র-গর্ভে নিমজ্জিত হইয়া সলিল-সমাধি প্রাপ্ত হয়—আলোচ্য আয়তে তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ বর্ণিত হইয়াছে।

আমি আত্মসমর্পণকারীদিগের অন্তর্গত। ৯১। এখন কেমন!—ইহার পূর্ব্বে তুমিই ত অবাধ্য এবং দুষ্কার্য্যকারীদিগের অন্তর্গত ছিলে! ৯২। কিন্তু আজ আমি তোমার দেহ উদ্ধার করিব—যেন ইহা তোমার পশ্চাদ্বর্ত্তিগণের জন্য নিদর্শন হইতে পারে; এবং নিশ্চয় মানব-মণ্ডলীর অধিকাংশই আমার নিদর্শনাবলী সম্বন্ধে অমনোযোগী রহিয়াছে।

وَاَنَا مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ ○ ٩١- آٰلْئٰنَ
وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنْتَ
مِنَ الْمُفْسِدِيْنَ ○ ٩٢- فَالْيَوْمَ
نُنَجِّيْكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُوْنَ لِمَنْ
خَلْفَكَ اٰيَةً ط وَاِنَّ كَثِيْرًا مِّنَ
النَّاسِ عَنْ اٰيٰتِنَا لَغٰفِلُوْنَ ع

১০ম রুকু—হজরত ইউনুস ও তৎ সম্প্রদায়ের প্রসঙ্গ

৯৩। নিশ্চয় আমি এসরাঈল-বংশীয়দিগকে উত্তম বাসস্থানে আশ্রয় প্রদান করিয়াছিলাম এবং পবিত্র বস্তু-সমূহ হইতে তাহাদিগকে জীবিকা দান করিয়াছিলাম, কিন্তু তাহাদের নিকট জ্ঞান উপস্থিত না-হওয়া পর্য্যন্ত তাহারা

٩٣- وَلَقَدْ بَوَّاْنَا بَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ
مُبَوَّاَ صِدْقٍ وَّرَزَقْنٰهُمْ مِّنَ الطَّيِّبٰتِ ج
فَمَا اخْتَلَفُوْا حَتّٰى جَآءَهُمُ الْعِلْمُ ط

এই আয়তেই প্রকাশ ঃ—ফেরাউন যখন দেখিল যে, আসন্ন মৃত্যু শিয়রে দণ্ডায়মান—উদ্ধারের আর কোনই উপায় নাই, তখন সে সত্য-ধর্ম্মে বিশ্বাস-স্থাপন পূর্ব্বক আল্লার নিকট ক্ষমা-প্রার্থনা করিয়াছিল; কিন্তু পরবর্ত্তী আয়তে সুস্পষ্ট আভাষ রহিয়াছে যে, তাহার সেই আসন্নকালীন বিশ্বাস ও ক্ষমা প্রার্থনা আল্লার নিকট পরিগৃহিত হয় নাই।—পরবর্ত্তী আয়তে দ্রষ্টব্য।

৯২। **ফেরাউনের শব-সন্ধান**।—এই আয়তে স্পষ্টতর ভাষায় ঘোষিত হইয়াছে যে, আল্লাহতালা ফেরাউনের নিমজ্জিত দেহ উদ্ধার করিয়া পরবর্ত্তী কালের লোকদিগের জন্য স্বীয় অলৌকিক মহিমার নিদর্শন স্বরূপ সুরক্ষিত করিয়া রাখিবেন। কিন্তু বাইবেলে এ সম্বন্ধে কোন উক্তি পরিদৃষ্ট না হওয়ায় এবং কোরান অবতারণের পর কয়েক শতাব্দী পর্য্যন্ত ফেরাউনের দেহ সম্বন্ধে কোন সুনিশ্চিত তথ্য আবিষ্কৃত না হওয়ায়—খ্রীষ্টান জাতি স্বর্গীয় কোরানের সত্যতা সম্বন্ধে সন্দেহ প্রচার করিবার একটি বড় সুযোগ পাইয়া আসিতেছিল।

মুসলমান তফ্‌সীরকারগণ ও খ্রীষ্টানদিগের অভিযোগের উত্তরে—"নিশ্চয় কোন পিরামিডের মধ্যে ফেরাউনের দেহ সুরক্ষিত আছে"—এতদ্ভিন্ন কোন সুস্পষ্ট প্রমাণ দিতে পারেন নাই। কিন্তু তাহার পর মিসর হইতে দ্বিতীয় রামেসিসের "মমি" বা সুরক্ষিত শব আবিষ্কৃত এবং উহাই হজরত মুসার সমকালীন ফেরাউনের মৃতদেহ বলিয়া প্রমাণিত হওয়ায় পবিত্র কোরান-বাণীর স্বর্গীয় সত্যতা এবং বাই-বেলের অসম্পূর্ণতা অতি উজ্জ্বলভাবে ও নিঃসন্দেহ-রূপে প্রমাণিত হইয়া গিয়াছে।—এন্‌সাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিয়ার "মমি"--বিষয়ক আলোচনা দ্রষ্টব্য।

৯৩। এস্থানে মক্কায় অবতারিত সুরার মধ্যে ইহুদীদের প্রসঙ্গ বর্ণিত হওয়ায়---তাহাদের নিকট---কোন নবী এবং কোন "জ্ঞান উপস্থিত না হওয়া পর্য্যন্ত তাহারা মতবিরোধ করিয়াছিল," তৎসম্বন্ধে তফ্‌সীরকারগণের মধ্যে মতভেদ হইয়াছে। কেহ কেহ বলেন যে, এই আয়তে হজরত

বিরোধে করিয়াছিল ; তাহারা যদ্বিষয়ে বিরোধ করিতেছে নিশ্চয় তোমার প্রতিপালক উত্থান-দিবসে তাহাদের মধ্যে উহার সুমীমাংসা করিয়া দিবেন।
৯৪। অনন্তর আমি তোমার প্রতি যাহা অবতীর্ণ করিয়াছি, যদি তুমি উহাতে সংশয়াচ্ছন্ন হও, তবে তোমার পূর্ব্বে যাহারা গ্রন্থ পাঠ করিয়াছে তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা কর ; নিশ্চয়ই তোমার প্রতি-পালক হইতে তোমার নিকট সত্য উপনীত হইয়াছে, অতএব তুমি সংশয়ী-দিগের অন্তর্গত হইও না। ৯৫। এবং
তুমি তাহাদের অন্তর্গত হইও না—যাহারা আল্লার নিদর্শন-সমূহে অসত্যারোপ করিয়াছে, অন্যথায় তুমিও ক্ষতিগ্রস্ত-

إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ
فِيْمَا كَانُوْا فِيْهِ يَخْتَلِفُوْنَ ○
৯৪- فَإِنْ كُنْتَ فِيْ شَكٍّ مِّمَّا
أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ فَسْئَلِ الَّذِيْنَ يَقْرَءُوْنَ
الْكِتٰبَ مِنْ قَبْلِكَ ج لَقَدْ جَاءَكَ
الْحَقُّ مِنْ رَّبِّكَ فَلَا تَكُوْنَنَّ
مِنَ الْمُمْتَرِيْنَ ۙ ৯৫- وَلَا تَكُوْنَنَّ
مِنَ الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِ اللّٰهِ
فَتَكُوْنَ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ ○

মূসা ও তাঁহার পরবর্ত্তী এসরাইলীয় নবীগণের আবির্ভাব-কালীন ইহুদী জাতির অবস্থার প্রতিই ইঙ্গিত করা হইয়াছে। কিন্তু অনেক বিচক্ষণ তফসীরকারের মত এই যে, হজরত রসুলোল্লার আবির্ভাবে ইহুদী ধর্ম্মের প্রকৃত স্বরূপ সুপ্রকাশ এবং মদিনার ইহুদী সম্প্রদায়ের মতভেদ ও অদূরবর্ত্তী কালের সামাজিক অবস্থায় ভবিষ্যদ্বাণীই আলোচ্য আয়তের প্রকৃত লক্ষ্য। পরবর্ত্তী আয়ত সমূহে শেষোক্ত মতই সমর্থিত হয়। —তঃ এব্ন-আব্বাস, কবির ও মঃ আঃ তুলিতব্য।

৯৪—৯৫। কেহ কেহ আলোচ্য আয়ত-দ্বয়ে হজরত রসুলোল্লার প্রতি লক্ষ্য করা হইয়াছে বলিয়া ভ্রম করিয়া থাকেন। কিন্তু একথা বিশেষরূপে লক্ষ্য করা এবং স্মরণ রাখা আবশ্যক যে, পবিত্র কোরান শুধু হজরত রসুলোল্লার প্রতি—একমাত্র তাঁহারই জন্য অবতীর্ণ হয় নাই; বরং এই মহাগ্রন্থ মানব-জাতির সকলের প্রতি এবং প্রত্যেকের জন্য অবতীর্ণ হইয়াছে। (কোঃ ২—১৩৬ এবং ১১—১০ দ্রষ্টব্য)। সুতরাং একবচন-যুক্ত সর্ব্বনাম মাত্রই যে হজরত রসুলোল্লার প্রতি লক্ষ্য করা হইয়াছে—এরূপ ধারণা করা অত্যন্ত ভুল। বিশেষতঃ এস্থলে হজরত রসুলোল্লার প্রতি লক্ষ্য করা কোন অবস্থাতেই সমীচীন অভিমত বলিয়া পরিগৃহীত হইতে পারে না। কারণ জগতের মধ্যে পবিত্র কোরানের স্বর্গীয় সত্যতা সম্বন্ধে তিনিই সর্ব্বাগ্রগণ্য ও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বিশ্বাসী। সুতরাং তিনি যে উহার সত্যতা সম্বন্ধে কোনরূপ সন্দেহ পোষণ করিবেন, ইহা সম্পূর্ণ অসম্ভব ও অস্বাভাবিক। সমগ্র কোরান হাদিস পাঠ করিলে ঐরূপ ভ্রান্ত অনুমানের কোনই অবকাশ পাওয়া যাইবে না। কারণ তাঁহার মধ্যে কোরানের সত্যতা সম্বন্ধে যদি বিন্দুমাত্রও সন্দেহের ছায়া প্রতিবিম্বিত থাকিত, তবে তিনি প্রত্যাদেশ অবতারণের প্রারম্ভ হইতে প্রতিদ্বন্দিগণের প্রবল প্রতিরোধ ও ভয়াবহ বিপদঝঞ্ঝা এবং অসাফল্য ও নিরাশার ঘোর ভীতি-বিভীষিকার মধ্যে নির্ভয়ে দাঁড়াইয়া কখনই মুক্তকণ্ঠে উহার সত্যতা ও মহিমা এবং ভবিষ্যৎ বিজয়-বাণীর অবশ্যম্ভাবী সফলতা জলদ্‌গম্ভীর স্বরে প্রচার করিতে পারিতেন না। প্রকৃত কথা এই যে, আলোচ্য আয়ত-দ্বয়ে কোরান শরিফের শ্রোতা এবং পাঠকদিগকে লক্ষ্য করিয়া অধঃপতিত অবিশ্বাসীদিগের প্রসঙ্গ উত্থাপন পূর্ব্বক তাহাদিগকে সতর্ক করা হইয়াছে।—তঃ মঃ আঃ।

٩٦- اِنَّ الَّذِيْنَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَتُ
رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُوْنَ ۙ ٩٧- وَلَوْ
جَآءَتْهُمْ كُلُّ اٰيَةٍ حَتّٰى يَرَوُا الْعَذَابَ
الْاَلِيْمَ ۝ ٩٨- فَلَوْلَا كَانَتْ قَرْيَةٌ

দিগের অন্তর্ভুক্ত হইবে। ৯৬। নিশ্চয় যাহাদের প্রতি তোমার প্রতিপালকের বাক্য সত্য প্রমাণিত হইয়াছে, তাহারাও বিশ্বাস করিবে না;—৯৭। এবং যদিও তাহাদের নিকট সমস্ত নিদর্শন উপনীত হয়—যে পর্য্যন্ত তাহারা যন্ত্রণাপ্রদ শাস্তি অবলোকন না করিবে। ৯৮। কিন্তু ইউনুস সম্প্রদায় ব্যতীত কোনই জনপদ

উপরোক্ত অভিমত অনুযায়ী এস্থলে "পূর্ব্বে যাহারা গ্রন্থ পাঠ করিয়াছে"—অর্থে কোরান শরিফের পূর্ব্ববর্ত্তী পাঠকগণ। আল্লাহতালা বলিতেছেন ঃ—তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিয়া জান যে, হজরত রসুলোল্লার প্রতি প্রত্যাদিষ্ট পূর্ব্ববর্ত্তী ভবিষ্যদ্বাণী সমূহ যথাযথ পূর্ণ হইয়াছে কি না?—তঃ মঃ আঃ।

৯৬—৯৭। এই দুইটি আয়তে বদ্ধমূল অবিশ্বাসীদের শোচনীয় পরিণামের প্রতি ইঙ্গিত করা হইয়াছে। আল্লাহতালা বলিতেছেন যে, আমার সমস্ত ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ এবং সমস্ত নিদর্শন উপস্থিত হইলেও—কঠোর শাস্তি অবতীর্ণ না হওয়া পর্য্যন্ত উহারা কখনই বিশ্বাস স্থাপন করিবে না। যখন তাহাদের স্ব স্ব অবিশ্বাস ও অপরাধের নিমিত্ত আমার অবতারিত যন্ত্রণাপ্রদ শাস্তি উহাদিগকে আচ্ছন্ন করিয়া লইবে, তখনই সমস্ত অবিশ্বাস অপসারিত হইয়া উহারা আমার সত্যে বিশ্বাস-স্থাপন করিবে। কিন্তু তখনই সেই বিশ্বাসে তাহাদের কোনই ফল হইবে না।

৯৮। উপরোক্ত আয়ত-দ্বয়ে বদ্ধমূল অবিশ্বাসীদিগের শোচনীয় পরিণাম ও শাস্তির প্রসঙ্গ বর্ণনা করিয়া আল্লাহতালা বলিতেছেন যে, পূর্ব্ববর্ত্তী জাতিগণের মধ্যে কেবল একমাত্র ইউনুস নবীর সম্প্রদায়ই ঐ অবস্থায় আমার অবতারণোন্মুখ পার্থিব শাস্তি হইতে পরিত্রাণ লাভ করিয়াছিল এবং পূর্ণ একযুগ পর্য্যন্ত তাহারা আমার অনুগ্রহে নব-জীবনের সুখ-সম্পদ ভোগ করিয়াছিল।

হজরত ইউনুস—এসরাইল-বংশীয় অন্যতম প্রসিদ্ধ নবী। হজরত ইউনুস হজরত ঈসার অনুমান ৮৬২ (মতান্তরে ৮৫০) বৎসর পূর্ব্বে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। তিনি স্বীয় ধর্ম্মপ্রাণতা ও চরিত্রগুণে আল্লার অনুগৃহীত নবী-পদে অভিষিক্ত হইয়া সুপ্রসিদ্ধ নিনেভা নগরের অধিবাসীদিগকে ধর্ম্মপথ প্রদর্শনের জন্য তথায় যাইতে আদিষ্ট হন। তাঁহাকে একথাও বলিয়া দেওয়া হয় যে, নিনেভা-বাসিগণ যদি অধর্ম্ম ও অনাচার পরিত্যাগ করিয়া সত্যধর্ম্ম গ্রহণ না করে, তবে সমগ্র নিনেভা নগরী ধ্বংস করিয়া দেওয়া হইবে। কিন্তু নিনেভার ন্যায় সুবৃহৎ শহরের গর্ব্বিত অধিবাসীরা তাঁহাকে গ্রাহ্য অথবা তাঁহার কথা বিশ্বাস করিবে না—এই আশঙ্কায় এবং সেই উপলক্ষে ঐরূপ সুন্দর ও সমৃদ্ধিশালী শহর ধ্বংস করিয়া দেওয়া তাঁহার মনোনীত না হওয়ায়, তিনি আল্লার আদেশের অন্যথাচরণ পূর্ব্বক দেশ পরিত্যাগ করিয়া যাওয়াই শ্রেয় মনে করিলেন। তদনুসারে তিনি যখন সিরিয়ার উপকুল হইতে তরুশীস গামী একখানি জাহাজে আরোহণ পূর্ব্বক যাত্রা করিলেন, তখন আল্লার আক্রোশে প্রচণ্ড ঝটিকা ও সুবৃহৎ তরঙ্গ উঠিয়া উক্ত জাহাজখানি বিপন্ন ও নিমজ্জিত-প্রায় করিয়া তুলিল। তখন উহার আরোহীদল স্ফূর্ত্তি খেলিয়া হজরত ইউনুসকেই ঐ বিপদের হেতু মনে করিয়া তাঁহাকে সমুদ্রে নিক্ষেপ করিল এবং নিক্ষেপ করা মাত্র প্রকৃতি শান্ত ও সমুদ্র স্থির হইয়া গেল।

এদিকে হজরত ইউনুস সমুদ্র সলিলে নিক্ষিপ্ত হওয়া মাত্র এক প্রকাণ্ড মৎস্য আসিয়া তাঁহাকে গিলিয়া ফেলিল। সেই ভয়াবহ অবস্থায় পড়িয়া ইউনুস স্বীয় অবাধ্যতার জন্য আল্লার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা এবং তাঁহার করুণা ভিক্ষা করিতে লাগিলেন। ঐ অবস্থায় তিন দিন তিন রাত্রি অতিবাহিত হইবার পর আল্লাহ তাঁহার প্রতি অনুগ্রহ করিলেন এবং তাঁহার আদেশে ঐ মৎস্য সমুদ্র-তীরে উপস্থিত

ছিল না যে, বিশ্বাস-স্থাপন করিয়া উক্ত বিশ্বাসের দ্বারা ফল লাভ করিয়াছিল; যখন তাহারা বিশ্বাস-স্থাপন করিয়াছিল; তখন আমি তাহাদিগ হইতে পার্থিব জীবনের শাস্তি অপসৃত করিয়াছিলাম এবং তাহাদিগকে একযুগ পর্য্যন্ত

اٰمَنَتْ فَنَفَعَهَآ اِيْمَانُهَآ اِلَّا قَوْمَ
يُوْنُسَ ط لَمَّآ اٰمَنُوْا كَشَفْنَا عَنْهُمْ
عَذَابَ الْخِزْيِ فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا

হইয়া তাঁহাকে উদ্গীরণ করিয়া দিল। সেই স্থানে তিনি অলৌকিক ভাবে খাদ্য ও পানীয় প্রাপ্ত হইয়া যখন কথঞ্চিৎ সুস্থ হইলেন, তখনই চল্লিশ দিবসান্তে আল্লার শাস্তি অবতীর্ণ হওয়ার সংবাদ সহ নিনেভায় যাইতে পুনরায় প্রত্যাদিষ্ট হইলেন। অনন্তর তিনি নিনেভায় উপস্থিত হইয়া প্রত্যাদিষ্ট-বাণী প্রচার করিলে, উহার অধিবাসীরা তাঁহাকে অবিশ্বাস ও অগ্রাহ্য করিল। তখন তিনি চল্লিশ দিবসান্তে নিনেভা-বিনাশের ভবিষ্যদ্বাণী করিয়া যথাসময়ে শহরের ধ্বংস-লীলা দেখিবার জন্য উহার সন্নিকটবর্ত্তী একস্থানে অবস্থান করিতে লাগিলেন। অতঃপর নির্দ্দিষ্ট দিনে আল্লার শাস্তির সমাগম-চিহ্ন দেখিয়া নিনেভা-বাসীরা ভীত ও সন্ত্রস্ত হইয়া পড়িল এবং অন্তরের সহিত সত্য ধর্ম্মে বিশ্বাস স্থাপন করিয়া আসন্ন বিপন্মুক্তির জন্য তাঁহারই অনুগ্রহের উপর আত্মসমর্পণ করিল। এই আন্তরিক আত্মসমর্পণের ফলে আল্লাহতালা সন্তুষ্ট হইয়া তাহাদের সমস্ত বিপদ দূরীভূত করিয়া দিলেন এবং তাহাদিগকে স্বীয় অনুগ্রহে অভিষিক্ত করিয়া লইলেন।

কিন্তু নির্দ্দিষ্ট দিনে নিনেভা ধ্বংস না হওয়ায় হজরত ইউনুস আল্লার প্রতি অভিযোগ করিয়া বলিলেনঃ—আমি জানি যে, তুমি মহান করুণাময়! কিন্তু এরূপ করুণার দ্বারা আমাকে লোক সমাজে মিথ্যাবাদী প্রমাণ করিয়া তোমার কি লাভ হইল? অনন্তর তিনি অত্যন্ত ক্ষুণ্ণমনে ও বিরস বদনে অবস্থান করিতে লাগিলেন। ইতিমধ্যে অকস্মাৎ তাঁহার কুটীরের সম্মুখবর্ত্তী—স্বভাবজ ছায়াদাত্রী এরণ্ড গাছটী কীট-দংশনে ভূমিষ্ট হওয়ায় তিনি রৌদ্রতাপে সন্তপ্ত হইয়া আল্লার প্রতি লক্ষ্য করিয়া বলিলেন,—"এই সতেজ গাছটীকে কেন তুমি সহসা বিনষ্ট করিয়া ফেলিলে?" তখন করুণাময় আল্লাহতালা তাঁহাকে প্রত্যাদেশ করিয়া জানাইয়া দিলেন—"ইউনুস! তুমি তুচ্ছ এরণ্ড গাঁছটীর জন্য অনুতাপ ও দুঃখ করিতেছ—অথচ উহা তুমি স্বয়ং উৎপন্ন কর নাই। আর আমার কত সাধের সৃষ্ট লক্ষাধিক অধিবাসীপূর্ণ সুন্দর নিনেভা শহর বিনষ্ট না করার জন্য তুমি আমার প্রতি দোষারোপ করিতেছ! উহার মধ্যে কত নিরপরাধ শিশু, বালক ও বৃদ্ধ নরনারী রহিয়াছে; কত হিতাহিত-জ্ঞানশূন্য নির্ব্বোধ উহার মধ্যে অবস্থান করিতেছে। সুতরাং ক্ষমা-প্রার্থনা করিবার পর আমি কেমন করিয়া উহাদের প্রতি দয়া বিতরণ না করিয়া থাকিতে পারি এবং সেরূপ অবস্থায় আমার "রহমানুর-রহিম"—করুণাময় নামের মহিমাই বা কিরূপে রক্ষিত হইতে পারে? —তঃ হক্কানী ও বাইবেল।

পূর্ব্ববর্ত্তী নবীগণের মধ্যে হজরত ইউনুসের বিশেষত্ব এই যে, তাঁহার জীবনেই তদীয় অবাধ্য সম্প্রদায় সত্যধর্ম্মে বিশ্বাস-স্থাপন এবং আল্লার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া আসন্ন শাস্তি হইতে পরিত্রাণ লাভ করিয়াছিল। হজরত রসুলোল্লার সহিত এই বিষয়ে তাঁহার জীবনের পূর্ণ সাদৃশ্য পরিদৃষ্ট হয়। কারণ হজরত রসুলোল্লার সম্প্রদায়ও বহু বিরুদ্ধাচরণের পর অবশেষে সত্যধর্ম্ম গ্রহণ পূর্ব্বক আল্লার অনুগ্রহে অভিষিক্ত হইয়া জগতের শ্রেষ্ঠতম জাতি-রূপে অভূতপূর্ব্ব গৌরব ও সম্পদ লাভ করিয়াছিলেন। কিন্তু তৎপূর্ব্বে কোরেশ-বংশের অনেকে ধর্ম্মদ্রোহিতা এবং হজরত রসুলোল্লার সহিত বিরুদ্ধাচরণের জন্য শাস্তি ও লাঞ্ছনা ভোগ করিতে বাধ্য হইয়াছিল—শুধু এই বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য করিয়াই হজরত রসুলোল্লাহ্ একদা বলিয়াছিলেন—"তোমরা ইউনুসের উপর আমার শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা করিও না।"—তঃ মঃ আঃ।

وَمَتَّعْنٰهُمْ اِلٰى حِيْنٍ ○ ٩٩- وَلَوْ شَآءَ
رَبُّكَ لَاٰمَنَ مَنْ فِي الْاَرْضِ كُلُّهُمْ
جَمِيْعًا ط اَفَاَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتّٰى
يَكُوْنُوْا مُؤْمِنِيْنَ ○ ١٠٠- وَمَا
كَانَ لِنَفْسٍ اَنْ تُؤْمِنَ اِلَّا
بِاِذْنِ اللّٰهِ ط وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى
الَّذِيْنَ لَا يَعْقِلُوْنَ ○ ١٠١- قُلِ
انْظُرُوْا مَاذَا فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ط
وَمَا تُغْنِى الْاٰيٰتُ وَالنُّذُرُ عَنْ
قَوْمٍ لَّا يُؤْمِنُوْنَ ○ ١٠٢- فَهَلْ
يَنْتَظِرُوْنَ اِلَّا مِثْلَ اَيَّامِ الَّذِيْنَ خَلَوْا

সম্পদশালী করিয়াছিলাম। ৯৯। এবং
যদি তোমার প্রতিপালক ইচ্ছা করিতেন,
তবে নিশ্চয় পৃথিবীতে যাহা আছে
তাহারা সকলেই একযোগে বিশ্বাস-
স্থাপন করিত; তবে কি সকলে বিশ্বাসী
না-হওয়া পর্য্যন্ত তুমি লোকদিগের প্রতি
বল-প্রয়োগ করিবে? ১০০। এবং আল্লার
আদেশ ব্যতীত কোন ব্যক্তির পক্ষেই
বিশ্বাস-স্থাপন সম্ভবপর নহে; এবং
তিনি নির্ব্বোধদিগের উপর অপবিত্রতা
নিক্ষেপ করিয়া থাকেন। ১০১। তুমি
বল,—নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলে যাহা আছে
তৎপ্রতি লক্ষ্য কর; এবং অবিশ্বাসী
সম্প্রদায়ের জন্য নিদর্শনাবলী ও ভয়-
প্রদর্শনে কোনই ফল হইবে না।
১০২। অতএব তাহাদের পূর্ব্বে যাহারা
বিগত হইয়াছে—তাহারা কি সেইরূপ

৯৯—১০০। আলোচ্য আয়ত-দ্বয়ের মর্ম্ম এই যে, আল্লাহতালা হজরত রসুলোল্লাকে বলিতেছেন, সত্যধর্ম্ম গ্রহণের জন্য কাহারও প্রতি বলপ্রয়োগ করা তোমার কর্ত্তব্য নহে; বরং তাহাদের নিকট সত্য-প্রচার করাই তোমার একমাত্র কর্ত্তব্য। যদি সত্য-ধর্ম্ম গ্রহণের জন্য বলপ্রয়োগ করা বিধি হইত, তাহা হইলে সত্য-প্রচারের কোনই প্রয়োজন থাকিত না। কারণ সে অবস্থায় আল্লাহতালা ইচ্ছা করিলে এক মুহূর্ত্তেই সমগ্র জগদ্বাসীকে সত্যধর্ম্ম গ্রহণে বাধ্য করিতে পারিতেন; কিন্তু আল্লার উদ্দেশ্য তাহা নহে। তাঁহার উদ্দেশ্য—লোকদিগের বিশ্বাস পরীক্ষা করা; কারণ তিনিই তাহাদিগকে সত্যাসত্য ও ভালমন্দ পরীক্ষা করিবার উপযোগী জ্ঞান ও বিবেক প্রদান করিয়াছেন। যাহারা সেই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ না হইবে, সেই নির্ব্বোধ ও অবিশ্বাসী-দিগের উপর তিনি অবশ্যই "অপবিত্রতা নিক্ষেপ করিবেন"—অর্থাৎ তাহাদিগকে কঠোর শাস্তি প্রদান করিবেন।—তঃ মঃ আঃ।

১০১—১০২। আল্লাহতালা বলিতেছেন :—আমার সৃষ্ট নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের মধ্যে আমার একত্ব, সত্যতা ও মহিমার অসংখ্য উজ্জ্বলতম নিদর্শনাবলী বিদ্যমান রহিয়াছে। সুতরাং আমার ঐ বিস্ময়কর মহান সৃষ্টির প্রতি লক্ষ্য করিয়া যাহার জ্ঞান-চক্ষু উন্মিলিত না হইবে, কতকগুলি অস্থায়ী

مِنْ قَبْلِهِمْ ط قُلْ فَانْتَظِرُوْا اِنِّيْ مَعَكُمْ مِّنَ الْمُنْتَظِرِيْنَ ○ ١٠٣- ثُمَّ نُنَجِّيْ رُسُلَنَا وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كَذٰلِكَ ج حَقًّا عَلَيْنَا نُنْجِ الْمُؤْمِنِيْنَ ع

দিবসের অপেক্ষা করিতেছে? তুমি বল, অনন্তর তোমরা প্রতীক্ষা কর, নিশ্চয় আমিও তোমাদের সহিত প্রতীক্ষাকারী রহিলাম। ১০৩। তৎপর আমি এইরূপে আমার রসুলগণ ও বিশ্বাস-স্থাপনকারী-দিগকে উদ্ধার করিয়া থাকি; বিশ্বাসী-দিগকে উদ্ধার করাই আমার কর্ত্তব্য কার্য্য।

১১শ রুকু—আল্লাহতালার অনুগ্রহ ও কর্ম্মফল

١٠٤- قُلْ يٰاَيُّهَا النَّاسُ اِنْ كُنْتُمْ فِيْ شَكٍّ مِّنْ دِيْنِيْ فَلَآ اَعْبُدُ الَّذِيْنَ تَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَلٰكِنْ

১০৪। তুমি বল—হে লোক সকল, যদি আমার ধর্ম্মে তোমাদের সন্দেহ থাকে, তবে আল্লাহকে পরিত্যাগ করিয়া তোমরা যাহাদের উপাসনা কর—আমি তাহাদের আরাধনা করি না, কিন্তু আমি

অলৌকিকতা প্রদর্শন অথবা উপদেশ ও ভয়-প্রদর্শনে তাহার কোনই ফল হইবে না। অতএব হে রসুল, তথাপি যদি ঐ সকল অবিশ্বাসী—পূর্ব্ববর্ত্তী অবিশ্বাসীদিগের শোচনীয় পরিণাম-দিবসের অনুরূপ দিবস প্রত্যক্ষ করিতে চায়, তবে তাহাদিগকে তজ্জন্য অপেক্ষা করিতে বল এবং তাহাদিগকে একথাও বলিয়া দাও যে, আমিও তোমাদের সহিত তোমাদের অবিশ্বাস ও অবাধ্যতার অবশ্যম্ভাবী পরিণাম-দিবসের জন্য প্রতীক্ষায় রহিলাম।

১০৩। অনন্তর আল্লাহতালা চিরকাল স্বীয় রসুলদিগকে তাঁহাদের বিরুদ্ধবাদী সম্প্রদায়ের শত্রুতা হইতে এবং বিশ্বাসীদিগকে অবিশ্বাসীদিগের চক্রান্ত হইতে যেরূপে প্রমুক্ত ও বিজয়ী করিয়া থাকেন, এই আয়তে অতি সরল ও প্রশান্ত ভাষায় তাহা বর্ণনা করিয়াছেন। সঙ্গে সঙ্গে মহান্ আল্লাহ একথাও বলিয়া দিতেছেন যে, ঐরূপ ভাবে সত্যপ্রচারক রসুল এবং সত্যানুগামী বিশ্বাসী-দিগকে রক্ষা করা আমার একটি বিশেষ কর্ত্তব্য কার্য্য। ধর্ম্মপ্রাণ ও সত্যবিশ্বাসী মানবের প্রতি সর্ব্বশক্তিমান আল্লাহতালার কি অনুপম করুণা!

"হাক্কা" শব্দের অর্থ—সত্য; কিন্তু এস্থলে সকলেই উহার অর্থ কর্ত্তব্য বলিয়া পরিগ্রহণ করিয়াছেন। রসুল ও বিশ্বাসিগণের প্রতি স্নেহ-করুণা বশতঃ করুণাময় আল্লাহতালা স্বয়ং এস্থলে তাঁহাদের প্রতি অনুগ্রহ বিতরণ করাকে নিজের কর্ত্তব্য বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেছেন।

১০৪। এই আয়তে আল্লাহতালা হজরত রসুলোল্লাকে আদেশ করিতেছেন:—অবিশ্বাসীরা তোমার কথায় বিশ্বাস-স্থাপন না করিলে তুমি তাহাদিগকে স্পষ্টতর ভাষায় বলিয়া দাও যে, আমার ধর্ম্মে যদি তোমাদের সন্দেহ থাকে, তবে তোমাদের সম্বন্ধে আমার কোনই দায়িত্ব নাই। এবং তোমরা আল্লার পরিবর্ত্তে যে সকল দেব-দেবীর উপাসনা কর, আমি কদাচ তাহাদিগকে উপাস্য বলিয়া মনে করি না। বরং আমি এরূপ মহান্ উপাস্যের উপাসনা করি যে, তোমাদের ও

সেই আল্লার আরাধনা করি, যিনি
তোমাদের প্রাণ-হরণ করেন ; এবং
আমাকে আদেশ করা হইয়াছে যে,
আমি বিশ্বাসিগণের অন্তর্ভুক্ত হইব।
১০৫। এবং ইহাও যে, তুমি সুদৃঢ়
ধর্ম্মে স্বীয় আনন প্রতিষ্ঠিত কর এবং
অংশীবাদীদিগের অন্তর্ভুক্ত হইও না।
১০৬। এবং তুমি আল্লাহকে পরিত্যাগ
করিয়া উহাকে আহ্বান করিও না—যে
তোমাদের লাভ অথবা তোমাদের ক্ষতি
করিতে পারে না ; কিন্তু যদি তুমি এরূপ
কর, তবে নিশ্চয় তুমি তখনি অত্যাচারী-
দিগের অন্তর্গত হইবে। ১০৭। এবং যদি
আল্লাহ তোমাকে অনিষ্ট দ্বারা আক্রান্ত

أَعْبُدُ اللّٰهَ الَّذِيْ يَتَوَفّٰكُمْ ج صلے
وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُوْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ ۙ
١٠٥- وَأَنْ أَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّيْنِ
حَنِيْفًا ج وَلَا تَكُوْنَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ○
١٠٦- وَلَا تَدْعُ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مَا لَا
يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ ج فَإِنْ فَعَلْتَ
فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظّٰلِمِيْنَ ○
١٠٧- وَإِنْ يَّمْسَسْكَ اللّٰهُ بِضُرٍّ فَلَا

তোমাদের দেব-দেবিগণের জীবন মরণ ও অস্তিত্ব সম্পূর্ণ-রূপে তাঁহারই করায়ত্ত রহিয়াছে। অতএব আমি কেবল সেই সর্ব্বশক্তিমান আল্লার প্রতিই বিশ্বাস ও নির্ভর করিতেছি।

বর্ত্তমান যুগে এক শ্রেণীর অস্বাভাবিক উদারপন্থী মুসলমান পরিদৃষ্ট হয়। তাহারা বলে যে, সকল উপাস্যই এক। বিভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী লোক ভিন্ন ভিন্ন রূপে সেই একমাত্র সর্ব্বশক্তিমান প্রভুর উপাসনা বা পূজা-অর্চ্চনা করিয়া থাকে। বলা বাহুল্য, ঐরূপ অসঙ্গত উক্তি তাহাদের অজ্ঞতা ও ভ্রান্তি ব্যতীত আর কিছুই নহে! ইসলামের উপাস্য মহান্ আল্লাহ এবং অংশীবাদী পৌত্তলিকগণের সম্পূজিত কাল্পনিক দেব-দেবীপুঞ্জ কখনই এক হইতে পারে না। এই পবিত্র আয়তের প্রতি লক্ষ্য করিয়া ঐ সকল অনভিজ্ঞ মুসলমানের সতর্ক হওয়া একান্ত আবশ্যক।

১০৫—১০৬। এই দুইটি আয়তে সুদৃঢ় সত্যধর্ম্ম অনুসরণের আদেশ এবং তৎসহ অংশীবাদিতার অসারতা ঘোষিত হইয়াছে। আল্লাহতালা আরও বলিয়া দিতেছেন যে, অংশীবাদিতা দ্বারা অত্যাচারী ও অধার্ম্মিক হওয়া ব্যতীত মানবের আর কোনই ফল লাভ হইবে না।

আলোচ্য আয়তের "দীনে-হানিফা"—অর্থ সুদৃঢ় ধর্ম্ম অর্থাৎ—পবিত্র ইসলাম। আল্লাহতালা কোরান শরিফে স্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করিয়াছেন যে, "ইসলাম ধর্ম্মই আমার নিকট একমাত্র সত্যধর্ম্ম।" বর্ত্তমান জগতে পবিত্র ইসলাম ব্যতীত আর যত ধর্ম্মমত প্রচলিত আছে, তাহা সমস্তই অংশীবাদিতা ও পৌত্তলিকতা পাপে কলুষিত ও বিকৃত হইয়া গিয়াছে। সুতরাং এ যুগে ইসলাম গ্রহণ ব্যতীত মানব-জাতির মুক্তি বা পরিত্রাণের আর কোনই অবলম্বন নাই।

১০৭। আলোচ্য আয়তের প্রতিপাদ্য বিষয় এই যে, সর্ব্বশক্তিমান—অথচ ক্ষমাশীল ও করুণাময় আল্লাহতালাই মানবের ভাল বা মন্দ করিবার একমাত্র অধিকারী। অন্য কোন দেব-দেবী প্রস্তর-প্রতিমা বা জীব-জন্তুর উহাতে কোনই অধিকার নাই।

كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ ۚ وَإِنْ يُرِدْكَ
بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ ۚ يُصِيبُ بِهِ
مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ ۚ وَهُوَ
الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ۝ ١٠٨- قُلْ يَا أَيُّهَا
النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمُ الْحَقُّ مِنْ
رَبِّكُمْ ۚ فَمَنِ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي
لِنَفْسِهِ ۚ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ
عَلَيْهَا ۚ وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ ۝

করেন, তবে তিনি ব্যতীত কেহই উহা হইতে বিমুক্ত করিতে পারে না; এবং যদি তিনি তোমার কল্যাণ কামনা করেন, তবে কেহই তাঁহার অনুগ্রহ প্রতিরোধ করিতে পারে না; তিনি তদীয় দাসগণের মধ্যে যাহার প্রতি ইচ্ছা উহা অর্পণ করিয়া থাকেন; এবং তিনি ক্ষমাশীল করুণাময়। ১০৮। তুমি বল, হে লোক সকল, নিশ্চয় তোমাদের প্রতিপালক হইতে তোমাদের নিকট সত্য উপস্থিত হইয়াছে; অতএব যে সুপথ প্রাপ্ত হয়, তবে সে কেবল নিজেরই জন্য সুপথ পাইয়া থাকে এবং যে বিপথে গমন করে, তবে সে কেবল নিজেরই জন্য বিপথে গমন করিয়া থাকে, এবং আমি তোমাদের জন্য প্রতিভূ নহি।

যাহারা দুঃখ-বিপদ দূরীভূত এবং সুখ-সম্পদ লাভ করিবার জন্য নানাবিধ কাল্পনিক দেব-দেবী বা প্রস্তর-প্রতিমার পূজা-অর্চ্চনা অথবা তাহাদের নিকট স্ব স্ব কামনা প্রার্থনা করে, তাহারা যে কত বড় নির্ব্বোধ ও ভ্রান্ত, আলোচ্য আয়তে তাহা অতি সুন্দরভাবে পরিব্যক্ত হইয়াছে। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়, পবিত্র কোরানের এই সুস্পষ্ট প্রত্যাদেশ-বাণী শুনিয়াও অন্ধ-বিশ্বাসী, ভ্রান্ত ও অংশীবাদী পৌত্তলিকদিগের জ্ঞান-চক্ষু উন্মুলিত হইতেছে না।

১০৮। এই আয়তে আল্লাহতালা হজরত রসুলোল্লাকে আদেশ করিতেছেন :—তুমি লোকদিগকে বলিয়া দাও যে, প্রকৃতই তোমাদের মঙ্গলের জন্য সকলের একমাত্র মহান্ প্রভু আল্লার নিকট হইতে তোমাদের নিকট এই সত্যধর্ম্ম উপস্থিত হইয়াছে। যে এই ধর্ম্ম গ্রহণ করিবে, সে নিজেরই কল্যাণ সাধন করিবে; আর যে ইহা অগ্রাহ্য করিয়া অধর্ম্ম বা ভ্রান্তি-পথে গমন করিবে, সে নিজেরই ইহ-পরকাল বিনষ্ট করিবে। তোমাদের এই কল্যাণ বা অকল্যাণ সম্বন্ধে আমার ব্যক্তিগত কোনই দায়িত্ব বা লাভ-ক্ষতি নাই। আমি আল্লার আদিষ্ট সত্যধর্ম্মের বাহক ও প্রচারক মাত্র। তোমাদের ভাল-মন্দ সম্পূর্ণরূপে তোমাদের নিজের উপর নির্ভর করিতেছে।

আলোচ্য আয়তে স্পষ্টই উক্ত হইয়াছে যে, রসুলগণ আল্লার আদিষ্ট ধর্ম্ম লোক সমাজে প্রচার করিবার জন্যই দায়ী। লোকে সেই ধর্ম্ম গ্রহণ করুক বা না করুক, তৎসম্বন্ধে তাহাদের কোনই দায়িত্ব নাই। সেইরূপ রসুলের অনুসরণকারী মুসলমানগণ এবং তাঁহার প্রতিনিধি স্থানীয় আলেমগণ ও জগদ্বাসীর নিকট সত্যধর্ম্ম প্রচার করিবার জন্য দায়ী রহিয়াছেন। তাহারা সেই ধর্ম্ম গ্রহণ না করিলে মুসলমানগণের কোনই দায়িত্ব নাই। কিন্তু জগদ্বাসী সত্যধর্ম্ম গ্রহণ করিতেছে না বলিয়া যদি মুসলমানেরা ধর্ম্ম-প্রচারে বিরত হন, তবে তাহাদিগকে আল্লাহ-রসুলের নিকট অবশ্যই অপরাধী হইতে হইবে।

১০৯। এবং তোমার প্রতি যাহা প্রত্যাদিষ্ট হইয়াছে তাহার অনুসরণ কর এবং আল্লার আদেশ পর্য্যন্ত ধৈর্য্যধারণ কর ; এবং তিনিই শ্রেষ্ঠতম আদেশ-দাতা।

١٠٩- وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ وَاصْبِرْ حَتَّىٰ يَحْكُمَ اللَّهُ ۚ وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ ۝

১০৯। অনন্তর আল্লাহতালা হজরত রসুলোল্লাকে প্রত্যাদিষ্ট সত্যধর্ম্মের অনুসরণ এবং অবিশ্বাসীদিগের আচরণ ও পরিণাম সম্বন্ধে ধৈর্য্য-ধারণ করিবার জন্য উপদেশ দান করিয়া আলোচ্য সুরার উপসংহার করিয়াছেন।

"আল্লার আদেশ পর্য্যন্ত ধৈর্য্য ধারণ কর"—এই বাক্যাংশের মর্ম্ম এই যে, হে রসুল! যাহারা আল্লাহতালার আদেশ-নিষেধ অগ্রাহ্য করিয়া তোমার এবং সত্য-ধর্ম্ম ইসলামের বিরুদ্ধাচরণ করিতেছে, তুমি তাহাদের ধর্ম্মদ্রোহিতা ও দুষ্কার্য্য দর্শনে বিচলিত না হইয়া ধৈর্য্য ধারণ কর সর্ব্বশক্তিমান আল্লাহতালাই উহাদের অবাধ্যতা ও স্পর্দ্ধা প্রশমিত করিবার জন্য সমুচিত ব্যবস্থা অবলম্বন করিবেন।

সুরা ইউনুসের সংক্ষিপ্ত-সার

এই পবিত্র সুরা ১১শ রুকুতে বিভক্ত এবং ১০৯ আয়তে গ্রথিত হইয়াছে। ইহাতে যে সমস্ত বিষয় বর্ণিত হইয়াছে, তন্মধ্যে আল্লাহতালা কর্ত্তৃক মানবের প্রতি শাস্তির পরিবর্ত্তে অনুগ্রহ বিতরণ এবং পূর্ব্বযুগে বিশ্বাস-স্থাপন ও ক্ষমা-প্রার্থনা দ্বারা আসন্ন শাস্তি হইতে ইউনুস সম্প্রদায়ের মুক্তি ও পরিত্রাণ লাভ সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। এতদ্ব্যতীত প্রসঙ্গক্রমে পবিত্র কোরানের অলৌকিকত্ব, স্বর্গীয় প্রত্যাদেশের সত্যতা ও অপরিবর্ত্তনীয়তা, হজরত নূহ, হজরত মুসা ও হজরত হারুন এবং তাঁহাদের অনুগত-বিশ্বাসী ও বিরুদ্ধবাদী-ধর্ম্মদ্রোহী সম্প্রদায়সমূহের পরিণাম, পাপ পুণ্যের শাস্তি ও পুরস্কার এবং হিতাহিত ও সত্যাসত্য নির্ব্বাচনে মানব-জাতির বিবেক ও স্বাধীনতা প্রভৃতি বহু বিষয় বর্ণিত হইয়াছে।

মক্কায় অবতীর্ণ	১১। সুরা হুদ—هود	১২৩ আয়ত

সর্ব্ব প্রদাতা করুণাময় আল্লার নামে

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

১ম রুকু—মানব-জাতির প্রতি সতর্ক-বাণী

১। আলিফ-লাম-রা; এই গ্রন্থ—ইহার আয়ত-সমূহ সুস্পষ্ট করা হইয়াছে, অনন্তর সর্ব্বজ্ঞ মহাজ্ঞানীর সন্নিধান হইতে সুবিবৃত হইয়াছে—২। যে, তোমরা আল্লাহ ব্যতীত অন্যের উপাসনা করিও না; নিশ্চয় আমি তোমাদের জন্য তাঁহার নিকট হইতে ভয়-প্রদর্শক ও সুসংবাদ-দাতা। ৩। এবং ইহাও যে, তোমরা

١- الٓرٰ قف كِتٰبٌ اُحْكِمَتْ اٰيٰتُهٗ
ثُمَّ فُصِّلَتْ مِنْ لَّدُنْ حَكِيْمٍ خَبِيْرٍ ۙ
٢- اَلَّا تَعْبُدُوْٓا اِلَّا اللّٰهَ ط اِنَّنِيْ لَكُمْ
مِّنْهُ نَذِيْرٌ وَّبَشِيْرٌ ۙ ٣- وَّاَنِ

হুদ—একজন খ্যাতনামা রসুল বা প্রেরিত পুরুষের নাম। আলোচ্য সুরায় হজরত হুদের প্রসঙ্গ বিশেষরূপে বর্ণিত হইয়াছে বলিয়া তাঁহারই নামে এই সুরার নামকরণ করা হইয়াছে। হজরত হুদ, 'আদ' নামক একটি প্রসিদ্ধ ধর্ম্মদ্রোহী সম্প্রদায়ের প্রতি প্রেরিত-পুরুষরূপে প্রেরিত হইয়াছিলেন। সম্ভবতঃ তিনিই আরব উপদ্বীপের সর্ব্বপ্রথম সাম্প্রদায়িক নবী।—কোঃ সুরা আ'রাফ—৯ম রুকু এবং এই সুরা ৫ম রুকু দ্রষ্টব্য।

শানে-নজুল—ইহা মক্কায় অবতারিত শেষোক্ত সুরা সমূহের অন্যতম। তফসীরকারগণ অনুমান করেন যে, পূর্ব্ববর্ত্তী সুরা ইউনুসের অবতারণা শেষ হইবার পর উহার সঙ্গে সঙ্গেই এই সুরা অবতীর্ণ হইয়াছে। হজরত রসুলোল্লার বিরুদ্ধবাদীদিগের প্রতি সুকঠোর সতর্ক-বাণী, স্বর্গীয় প্রত্যা-দেশের অপরিবর্ত্তনীয়তা ও অলোকিক-সত্যতা এবং হজরত রসুলোল্লার ও তাঁহার অনুগামীদিগের প্রতি সত্যধর্ম্ম ও সুবিচারে অবিচলিত এবং সুদৃঢ় থাকিবার উপদেশ সমূহের প্রতি লক্ষ্য করিলে উক্ত অভিমতের সত্যতা অতি উজ্জলরূপে পরিস্ফুট হইয়া উঠে।

১। **আলিফ-লাম-রা**—ইহার তফসীর সুরা ইউনুসের প্রারম্ভে বর্ণিত হইয়াছে। কোঃ ১০ম সুরা দ্রষ্টব্য।

এই সুরার প্রারম্ভেই ঘোষণা করা হইয়াছে যে, এই মহাগ্রন্থ কোরান শরিফ কোন মানবের রচনা নহে। ইহা সেই সর্ব্বশক্তিমান, সর্ব্বজ্ঞ ও মহাজ্ঞানী আল্লাহতালার সন্নিধান হইতে সমাগত প্রত্যাদেশ। তোমাদের কল্যাণের জন্যই ইহার আয়ত-সমূহ তোমাদের নিকট সরল, সুস্পষ্ট ও সহজ বোধগম্য করিয়া দেওয়া হইয়াছে। অনন্তর পরবর্ত্তী আয়ত-সমূহে ইহার সারমর্ম্ম অতি সহজ ও সুন্দর ভাষায় বর্ণনা করা হইয়াছে।

২। মহাগ্রন্থ কোরান শরিফের সর্ব্বপ্রথম ও সর্ব্বপ্রধান শিক্ষা এই যে, আল্লাহ ব্যতীত কেহ উপাস্য নাই; অতএব তোমরা আল্লাহ ব্যতীত কখনই অন্যের উপাসনা করিও না। এতদ্‌সহ একথাও ঘোষণা করা হইয়াছে যে, হজরত রসুলোল্লাহ তাঁহার প্রেরিত-নবী এবং ভয়-প্রদর্শক ও সুসংবাদ-দাতা। অবিশ্বাসী কাফেরদিগকে কঠোর শাস্তির ভয়প্রদর্শন এবং বিশ্বাসী মুসলমানদিগকে স্বর্গীয় সুসংবাদ প্রদান করিবার জন্যই মহান্ আল্লাহ কর্ত্তৃক তিনি এই ধরাধামে প্রেরিত হইয়াছেন।

৩। পবিত্র কোরানের আর একটি মহান্ শিক্ষা এই যে, তোমরা স্ব স্ব দোষ, ত্রুটী ও অপরাধের জন্য আল্লার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর এবং সত্যধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া তাঁহারই দিকে

মক্কায় অবতীর্ণ	১১। সুরা হুদ—هود	১২৩ আয়ত

সর্ব্ব প্রদাতা করুণাময় আল্লার নামে

بسم الله الرحمن الرحيم

১ম রুকু—মানব-জাতির প্রতি সতর্ক-বাণী

১। আলিফ-লাম-রা ; এই গ্রন্থ—ইহার আয়ত-সমূহ সুস্পষ্ট করা হইয়াছে, অনন্তর সর্ব্বজ্ঞ মহাজ্ঞানীর সন্নিধান হইতে সুবিবৃত হইয়াছে—
২। যে, তোমরা আল্লাহ ব্যতীত অন্যের উপাসনা করিও না ; নিশ্চয় আমি তোমাদের জন্য তাঁহার নিকট হইতে ভয়-প্রদর্শক ও সুসংবাদ-দাতা।
৩। এবং ইহাও যে, তোমরা

١- الٓرٰ قف كِتٰبٌ اُحْكِمَتْ اٰيٰتُهٗ ثُمَّ فُصِّلَتْ مِنْ لَّدُنْ حَكِيْمٍ خَبِيْرٍ ۙ
٢- اَلَّا تَعْبُدُوْٓا اِلَّا اللّٰهَ ط اِنَّنِيْ لَكُمْ مِّنْهُ نَذِيْرٌ وَّ بَشِيْرٌ ۙ
٣- وَّ اَنِ

হুদ—একজন খ্যাতনামা রসুল বা প্রেরিত পুরুষের নাম। আলোচ্য সুরায় হজরত হুদের প্রসঙ্গ বিশেষরূপে বর্ণিত হইয়াছে বলিয়া তাঁহারই নামে এই সুরার নামকরণ করা হইয়াছে। হজরত হুদ, 'আদ' নামক একটি প্রসিদ্ধ ধর্ম্মদ্রোহী সম্প্রদায়ের প্রতি প্রেরিত-পুরুষরূপে প্রেরিত হইয়াছিলেন। সম্ভবতঃ তিনিই আরব উপদ্বীপের সর্ব্বপ্রথম সাম্প্রদায়িক নবী।—কোঃ সুরা আ'রাফ—৯ম রুকু এবং এই সুরা ৫ম রুকু দ্রষ্টব্য।

শানে-নজুল—ইহা মক্কায় অবতারিত শেষোক্ত সুরা সমূহের অন্যতম। তফসীরকারগণ অনুমান করেন যে, পূর্ব্ববর্ত্তী সুরা ইউনুসের অবতারণা শেষ হইবার পর উহার সঙ্গে সঙ্গেই এই সুরা অবতীর্ণ হইয়াছে। হজরত রসুলোল্লার বিরুদ্ধবাদীদিগের প্রতি সুকঠোর সতর্ক-বাণী, স্বর্গীয় প্রত্যাদেশের অপরিবর্ত্তনীয়তা ও অলৌকিক-সত্যতা এবং হজরত রসুলোল্লার ও তাঁহার অনুগামীদিগের প্রতি সত্যধর্ম্ম ও সুবিচারে অবিচলিত এবং সুদৃঢ় থাকিবার উপদেশ সমূহের প্রতি লক্ষ্য করিলে উক্ত অভিমতের সত্যতা অতি উজ্জ্বলরূপে পরিস্ফুট হইয়া উঠে।

১। **আলিফ-লাম-রা**—ইহার তফসীর সুরা ইউনুসের প্রারম্ভে বর্ণিত হইয়াছে। কোঃ ১০ম সুরা দ্রষ্টব্য।

এই সুরার প্রারম্ভেই ঘোষণা করা হইয়াছে যে, এই মহাগ্রন্থ কোরান শরিফ কোন মানবের রচনা নহে। ইহা সেই সর্ব্বশক্তিমান, সর্ব্বজ্ঞ ও মহাজ্ঞানী আল্লাহতালার সন্নিধান হইতে সমাগত প্রত্যাদেশ। তোমাদের কল্যাণের জন্যই ইহার আয়ত-সমূহ তোমাদের নিকট সরল, সুস্পষ্ট ও সহজ বোধগম্য করিয়া দেওয়া হইয়াছে। অনন্তর পরবর্ত্তী আয়ত-সমূহে ইহার সারমর্ম্ম অতি সহজ ও সুন্দর ভাষায় বর্ণনা করা হইয়াছে।

২। মহাগ্রন্থ কোরান শরিফের সর্ব্বপ্রথম ও সর্ব্বপ্রধান শিক্ষা এই যে, আল্লাহ ব্যতীত কেহ উপাস্য নাই ; অতএব তোমরা আল্লাহ ব্যতীত কখনই অন্যের উপাসনা করিও না। এতদ্‌সহ একথাও ঘোষণা করা হইয়াছে যে, হজরত রসুলোল্লাহ্ তাঁহার প্রেরিত-নবী এবং ভয়-প্রদর্শক ও সুসংবাদ-দাতা। অবিশ্বাসী কাফেরদিগকে কঠোর শাস্তির ভয়প্রদর্শন এবং বিশ্বাসী মুসলমানদিগকে স্বর্গীয় সুসংবাদ প্রদান করিবার জন্যই মহান্ আল্লাহ কর্ত্তৃক তিনি এই ধরাধামে প্রেরিত হইয়াছেন।

৩। পবিত্র কোরানের আর একটি মহান্ শিক্ষা এই যে, তোমরা স্ব স্ব দোষ, ত্রুটী ও অপরাধের জন্য আল্লার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর এবং সত্যধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া তাঁহারই দিকে

اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ
يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا إِلَى أَجَلٍ
مُسَمًّى وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ
فَضْلَهُ ط وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنِّي أَخَافُ
عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ ○
٤- إِلَى اللهِ مَرْجِعُكُمْ ج وَهُوَ عَلَى
كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ○ ٥- أَلَا إِنَّهُمْ
يَثْنُونَ صُدُورَهُمْ لِيَسْتَخْفُوا مِنْهُ ط
أَلَا حِينَ يَسْتَغْشُونَ ثِيَابَهُمْ لا
يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ ج
إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ○

স্বীয় প্রতিপালকের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর—তৎপর তাঁহারই দিকে প্রত্যাবৃত্ত হও, তিনি তোমাদিগকে এক নির্দ্দিষ্ট কাল পর্য্যন্ত উত্তম সম্পদে সম্পদশালী করিবেন এবং প্রত্যেক সম্মানিত ব্যক্তিকে স্বীয় অনুগ্রহ দান করিবেন; এবং যদি তোমরা ফিরিয়া যাও, তবে নিশ্চয় আমি তোমাদের জন্য সেই মহান্ দিবসের শাস্তির আশঙ্কা করি।
৪। আল্লারই দিকে তোমাদের প্রত্যাবর্ত্তন, এবং তিনিই সর্ব্ববিষয়োপরি শক্তিমান।
৫। সতর্ক হও!—নিশ্চয় তাহারা স্বীয় বক্ষ সঙ্কুচিত করিয়াছে, যেন তাহা হইতে লুক্কায়িত থাকিতে পারে; সাবধান!—যখন তাহারা নিজদিগকে বস্ত্রে আবৃত করে, তখন তাহারা যাহা আচ্ছাদিত করে ও যাহা প্রকাশ করে, তাহা তিনি পরিজ্ঞাত আছেন; নিশ্চয় তিনি তাহাদের অন্তর্নিহিত বিষয়ে অভিজ্ঞ।

প্রত্যাবৃত্ত হও। তাহা হইলে তিনি তোমাদিগকে এক নির্দ্দিষ্ট কাল পর্য্যন্ত স্বীয় অনুগ্রহে অনুগৃহীত করিয়া নানা সম্পদে সম্পদশালী করিবেন এবং তোমাদের মধ্যস্থ সম্মানিত উত্তম ব্যক্তিকে স্বীয় অনুগ্রহে অভিষিক্ত ও গৌরবান্বিত করিয়া দিবেন। কিন্তু যদি তোমরা সত্যধর্ম্ম গ্রহণ না করিয়া অধর্ম্ম-পথে ফিরিয়া যাও, তবে নিশ্চয় তোমাদের জন্য মহাদিবসের শাস্তি ও লাঞ্ছনার আশঙ্কা রহিয়াছে।

জি-ফদল্—অনুগ্রহপ্রাপ্ত, অনুগৃহীত, গৌরবের অধিকারী বা গৌরবান্বিত। আল্লার অনুগ্রহপ্রাপ্ত বিশিষ্ট ব্যক্তিরাই উক্ত গৌরবান্বিত উপাধির প্রকৃত অধিকারী। "ফদল" শব্দের অন্যার্থ অতিরিক্ত বা আধিক্য। সুতরাং যাহাদের অসৎকার্য্য অপেক্ষা সৎকার্য্যের পরিমাণ অধিক, তাহারাও "জি-ফদল" অর্থাৎ অনুগৃহীত ও উত্তম লোক বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে।

৫। **ইয়াস নূনা ছোদুরাহোম**—"তাহারা স্বীয় বক্ষ সঙ্কুচিত করিল" অর্থাৎ তাহারা হজরত রসুলোল্লার প্রতি বিদ্বেষ বশতঃ সত্য গ্রহণে বিমুখ হইল অথবা সত্যধর্ম্ম হইতে স্বীয় অন্তর সঙ্কুচিত করিয়া ফিরাইয়া লইল।—তঃ জামেউল-বায়ান ও কাশ্‌শাফ।

আল্লাহতালা এই আয়তে অবিশ্বাসীদিগকে সতর্ক করিয়া বলিয়া দিতেছেন যে, তাহারা আমার রসুলের প্রতি বিদ্বেষ বশতঃ সত্যধর্ম্ম গ্রহণে বিমুখ হইয়া অন্তর-বাহিরে যে ভাবেই প্রকাশ করুক না কেন, তাহা হইতে সাবধান হওয়া তাহাদের একান্ত আবশ্যক। কারণ তাহাদের গুপ্ত, ব্যক্ত ও অন্তর্নিহিত বিষয় সমস্তই আমি পরিজ্ঞাত আছি। আমার নিকট কোন বিষয়ই অপরিজ্ঞাত বা লুক্কায়িত নাই।

১২শ পারা অ-মা মেন দাব্বাতিন

৬। এবং পৃথিবীতে এরূপ বিচরণশীল-জীব নাই—আল্লার উপর ব্যতীত যাহার জীবিকা আছে এবং তিনি তাহাদের বিশ্রামাগার ও অবস্থান-স্থল অবগত আছেন; ইহার সমস্তই প্রকাশ্য গ্রন্থে রহিয়াছে। ৭। এবং তিনিই ছয় দিবসে নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডল সৃষ্টি করিয়াছেন এবং তাঁহার আসন সলিলের উপরে ছিল—ইহাতে তোমাদিগকে পরীক্ষা করা হইবে যে, তোমাদের মধ্যে কাহার কৃতকার্য্য উৎকৃষ্টতর; এবং যদি তুমি তাহাদিগকে বল যে, মৃত্যুর পর নিশ্চয় তোমরা সমুত্থিত হইবে—তাহাতে অবিশ্বাসকারীরা বলিবে যে, ইহা প্রকাশ্য যাদু ব্যতীত

٦- وَمَا مِنْ دَآبَّةٍ فِي الْاَرْضِ اِلَّا
عَلَى اللّٰهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا
وَمُسْتَوْدَعَهَا ۭ كُلٌّ فِيْ كِتٰبٍ
مُّبِيْنٍ ۝ ٧- وَهُوَ الَّذِيْ خَلَقَ
السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ فِيْ سِتَّةِ اَيَّامٍ
وَّكَانَ عَرْشُهٗ عَلَى الْمَآءِ لِيَبْلُوَكُمْ
اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا ۭ وَلَئِنْ قُلْتَ
اِنَّكُمْ مَّبْعُوْثُوْنَ مِنْۢ بَعْدِ الْمَوْتِ
لَيَقُوْلَنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اِنْ هٰذَآ اِلَّا

৬। আলোচ্য আয়তের মর্ম্ম এই যে, সর্ব্বপ্রদাতা করুণাময় আল্লাহতালাই সমস্ত জীব-জন্তুর জীবিকা-দাতা ও প্রতিপালক প্রভু এবং তিনিই প্রত্যেকের জন্য স্বতন্ত্র কর্ম্মক্ষেত্র বা বিচরণ-ভূমি এবং অবস্থান-স্থল বা বিশ্রামাগার নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছেন। তাঁহার নির্দ্দেশ অনুসারেই কেহ স্থলচর, কেহ জলচর, কেহ বনবাসী এবং কেহ কেহ বা পর্ব্বত, প্রান্তর, উপত্যকা ও জনপদের অধিবাসী। ফলতঃ এ সকল কার্য্য তদীয় ইচ্ছা অনুযায়ী তাঁহারই আদিষ্ট "প্রকাশ্য গ্রন্থ" বা প্রাকৃতিক নিয়মানুযায়ী সম্পাদিত হইতেছে।

৭। ছয় দিবসের সৃষ্টি-ক্রিয়া এবং "আর্শ" শব্দের তফ্‌সীর ইতিপূর্ব্বেই বর্ণিত হইয়াছে (কোঃ ৭—৫৪)। অনন্তর উক্ত হইয়াছে যে, আল্লার "আর্শ" বা আসন সলিলের উপর অবস্থিত ছিল; কিন্তু এস্থলে "আর্শ" শব্দের প্রকৃত অর্থের উপরেই উক্ত বাক্যাংশের মর্ম্ম নির্ভর করিতেছে। আধুনিক তফ্‌সীরকারগণের মতে "আর্শ" শব্দের অর্থ মহিমা অথবা সাম্রাজ্য এবং "মা'য়া" অর্থ সলীল অথবা জীবন। এতদনুসারে আয়তের মর্ম্ম এই যে, জীব-সৃষ্টি এবং জীব-জগতের সজীবতার উপরেই আল্লাহতালার শক্তি-মহিমা বা সাম্রাজ্যের স্বরূপ প্রকাশ হওয়া নির্ভর করিতেছিল। তফ্‌সীরকারগণের উক্তি এই যে, সলিলরাশির ক্রম-বিবর্ত্তন এবং রূপান্তর-পরিণতির ফলেই এই বিশ্ব-ভূমণ্ডল সৃষ্ট হইয়াছে। বিশেষ সলিল ব্যতীত জীবের জীবনধারণ করা অসম্ভব। (২৮—৩০)। বাঙ্গালা ভাষাতেও ঐ যুক্তি অবলম্বনে জলের আর এক নাম জীবন বলিয়া নির্দ্ধারিত হইয়াছে। সুতরাং আলোচ্য বাক্যাংশের উপরোক্ত মর্ম্মে যে যথেষ্ট যুক্তি ও সঙ্গতি বিদ্যমান আছে, তাহা অস্বীকার করিবার কোনই উপায় নাই।—তঃ মঃ আঃ দ্রষ্টব্য।

আয়তের শেষাংশে সৃষ্টির উদ্দেশ্য, সৃষ্ট-জীবের কার্য্য-পরীক্ষা ও মৃত্যুর পর পুনর্জ্জীবন-প্রাপ্তি এবং তৎসম্বন্ধে অবিশ্বাসীদিগের অবিশ্বাস ও অসঙ্গত উক্তির প্রতি ইঙ্গিত করা হইয়াছে।

১২শ পারা অ-মা মেন দাব্বাতিন

৬। এবং পৃথিবীতে এরূপ বিচরণশীল-জীব নাই—আল্লার উপর ব্যতীত যাহার জীবিকা আছে এবং তিনি তাহাদের বিশ্রামাগার ও অবস্থান-স্থল অবগত আছেন; ইহার সমস্তই প্রকাশ্য গ্রন্থে রহিয়াছে। ৭। এবং তিনিই ছয় দিবসে নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডল সৃষ্টি করিয়াছেন এবং তাঁহার আসন সলিলের উপরে ছিল—ইহাতে তোমাদিগকে পরীক্ষা করা হইবে যে, তোমাদের মধ্যে কাহার কৃতকার্য্য উৎকৃষ্টতর; এবং যদি তুমি তাহাদিগকে বল যে, মৃত্যুর পর নিশ্চয় তোমরা সমুত্থিত হইবে—তাহাতে অবিশ্বাসকারীরা বলিবে যে, ইহা প্রকাশ্য যাদু ব্যতীত

٦- وَمَا مِنْ دَآبَّةٍ فِي الْاَرْضِ اِلَّا
عَلَى اللّٰهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا
وَمُسْتَوْدَعَهَا ط كُلٌّ فِيْ كِتٰبٍ
مُّبِيْنٍ ٥ ٧- وَهُوَ الَّذِيْ خَلَقَ
السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ فِيْ سِتَّةِ اَيَّامٍ
وَّكَانَ عَرْشُهٗ عَلَى الْمَآءِ لِيَبْلُوَكُمْ
اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا ط وَلَئِنْ قُلْتَ
اِنَّكُمْ مَّبْعُوْثُوْنَ مِنْ بَعْدِ الْمَوْتِ
لَيَقُوْلَنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اِنْ هٰذَآ اِلَّا

৬। আলোচ্য আয়তের মর্ম্ম এই যে, সর্ব্বপ্রদাতা করুণাময় আল্লাহতালাই সমস্ত জীব-জন্তুর জীবিকা-দাতা ও প্রতিপালক প্রভু এবং তিনিই প্রত্যেকের জন্য স্বতন্ত্র কর্ম্মক্ষেত্র বা বিচরণ-ভূমি এবং অবস্থান-স্থল বা বিশ্রামাগার নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছেন। তাঁহার নির্দ্দেশ অনুসারেই কেহ স্থলচর, কেহ জলচর, কেহ বনবাসী এবং কেহ কেহ বা পর্ব্বত, প্রান্তর, উপত্যকা ও জনপদের অধিবাসী। ফলতঃ এ সকল কার্য্য তদীয় ইচ্ছা অনুযায়ী তাঁহারই আদিষ্ট "প্রকাশ্য গ্রন্থ" বা প্রাকৃতিক নিয়মানুযায়ী সম্পাদিত হইতেছে।

৭। ছয় দিবসের সৃষ্টি-ক্রিয়া এবং "আর্শ" শব্দের তফ্‌সীর ইতিপূর্ব্বেই বর্ণিত হইয়াছে (কোঃ ৭—৫৪)। অনন্তর উক্ত হইয়াছে যে, আল্লার "আর্শ" বা আসন সলিলের উপর অবস্থিত ছিল; কিন্তু এস্থলে "আর্শ" শব্দের প্রকৃত অর্থের উপরেই উক্ত বাক্যাংশের মর্ম্ম নির্ভর করিতেছে। আধুনিক তফ্‌সীরকারগণের মতে "আর্শ" শব্দের অর্থ মহিমা অথবা সাম্রাজ্য এবং "মা'য়া" অর্থ সলীল অথবা জীবন। এতদনুসারে আয়তের মর্ম্ম এই যে, জীব-সৃষ্টি এবং জীব-জগতের সজীবতার উপরেই আল্লাহতালার শক্তি-মহিমা বা সাম্রাজ্যের স্বরূপ প্রকাশ হওয়া নির্ভর করিতেছিল। তফ্‌সীরকারগণের উক্তি এই যে, সলিলরাশির ক্রম-বিবর্ত্তন এবং রূপান্তর-পরিণতির ফলেই এই বিশ্ব-ভূমণ্ডল সৃষ্ট হইয়াছে। বিশেষ সলিল ব্যতীত জীবের জীবনধারণ করা অসম্ভব। (২৮—৩০)। বাঙ্গালা ভাষাতেও ঐ যুক্তি অবলম্বনে জলের আর এক নাম জীবন বলিয়া নির্দ্ধারিত হইয়াছে। সুতরাং আলোচ্য বাক্যাংশের উপরোক্ত মর্ম্মে যে যথেষ্ট যুক্তি ও সঙ্গতি বিদ্যমান আছে, তাহা অস্বীকার করিবার কোনই উপায় নাই।—তঃ মঃ আঃ দ্রষ্টব্য।

আয়তের শেষাংশে সৃষ্টির উদ্দেশ্য, সৃষ্ট-জীবের কার্য্য-পরীক্ষা ও মৃত্যুর পর পুনর্জ্জীবন-প্রাপ্তি এবং তৎসম্বন্ধে অবিশ্বাসীদিগের অবিশ্বাস ও অসঙ্গত উক্তির প্রতি ইঙ্গিত করা হইয়াছে।

নহে। ৮। এবং যদি আমি তাহাদিগ হইতে এক নির্দ্দিষ্ট-কাল পর্য্যন্ত শাস্তি স্থগিত রাখি, তবে নিশ্চয় তাহারা বলিবে যে, কিসে উহাকে স্থগিত রাখিয়াছে? সতর্ক হও—যে দিন উহা তাহাদের নিকট উপস্থিত হইবে, তখন আর উহা তাহাদিগ হইতে নিবারিত হইবে না এবং তাহারা যদ্বিষয়ে উপহাস করিতেছে উহা তাহাদিগকে পরিবেষ্টন করিয়া লইবে।

سِحْرٌ مُّبِيْنٌ ○ ٨- وَلَئِنْ اَخَّرْنَا
عَنْهُمُ الْعَذَابَ اِلٰۤى اُمَّةٍ مَّعْدُوْدَةٍ
لَّيَقُوْلُنَّ مَا يَحْبِسُهٗ ط اَلَا يَوْمَ يَاْتِيْهِمْ
لَيْسَ مَصْرُوْفًا عَنْهُمْ وَحَاقَ بِهِمْ
مَّا كَانُوْا بِهٖ يَسْتَهْزِءُوْنَ ع

২য় রুকু—প্রত্যাদেশের স্বর্গীয় সত্যতার প্রমাণ

৯। এবং যদি আমি মানুষকে আমার অনুগ্রহ আস্বাদন করাই—তৎপর তাহা হইতে উহা অপসৃত করি, তবে নিশ্চয় সে নিরাশ অকৃতজ্ঞ হইয়া থাকে। ১০। এবং যদি আমি তাহার দুঃখ-স্পর্শের পরে তাহাকে সম্পদ আস্বাদন করাই, তবে সে নিশ্চয় বলিবে যে, আমা হইতে অমঙ্গল প্রস্থান করিয়াছে; তখন নিশ্চয় সে হর্ষোৎফুল্ল অহঙ্কারী হইবে।

٩- وَلَئِنْ اَذَقْنَا الْاِنْسَانَ مِنَّا رَحْمَةً
ثُمَّ نَزَعْنٰهَا مِنْهُ ج اِنَّهٗ لَيَئُوْسٌ كَفُوْرٌ ○
١٠- وَلَئِنْ اَذَقْنٰهُ نَعْمَآءَ بَعْدَ ضَرَّآءَ
مَسَّتْهُ لَيَقُوْلَنَّ ذَهَبَ السَّيِّاٰتُ
عَنِّىْ ط اِنَّهٗ لَفَرِحٌ فَخُوْرٌ ○

সেহর—যাদু-ক্রিয়া। অবিশ্বাসীরা মৃত্যুর পর পুনর্জ্জীবন-প্রাপ্তিকে যাদু-ক্রিয়ার ন্যায় অলীক বা বিস্ময়কর বিষয় বলিয়া মনে করে। কিন্তু কোন কোন প্রসিদ্ধ তফসীরকার বলেন যে, এ স্থানে "সেহর" অর্থ প্রবঞ্চনা অথবা মিথ্যা বলিয়া বুঝিতে হইবে।—তঃ কবির ও মঃ আঃ।

৮। অবিশ্বাসীরা আল্লাহতালা এবং তাঁহার রসুলের নিকট নিজেদের অবিশ্বাস ও অবাধ্যতার বিনিময়ে শাস্তি-প্রার্থনা করিয়া চরম ধৃষ্টতা প্রদর্শন করিত। কিন্তু আল্লাহতালা তাহাদিগকে পূর্ব্বেই বলিয়া দিয়াছিলেন যে, যেহেতু হজরত রসুলোল্লা এবং বিশ্বাসিবৃন্দ তাহাদের মধ্যে বিদ্যমান আছেন, সেই হেতু তিনি তাহাদিগকে পূর্ব্ব-যুগের ন্যায় অবিশ্বাস ও অবাধ্যতার চরম শাস্তি প্রদান করিবেন না (৮—৩৩)। কিন্তু নির্ব্বোধ অবিশ্বাসীরা তাহা না বুঝিয়া অথবা বিশ্বাস না করিয়া বলিত যে, কেন আমাদের উপর শাস্তি অবতীর্ণ হইতেছে না? তাহার উত্তরে আল্লাহতালা বলিয়া দিলেন যে, সাবধান!—তোমরা এখন যে শাস্তির বিষয়ে উপহাস-বিদ্রূপ করিতেছ, একদা ঐ শাস্তিই তোমাদিগকে পরিবেষ্টন করিয়া লইবে; এবং যখন ঐ শাস্তি তোমাদের সমক্ষে উপস্থিত হইবে, তখন তাহা আর কিছুতেই নিবারিত হইবে না।

৯—১০। আলোচ্য আয়ত-দ্বয়ে মানবের স্বাভাবিক প্রকৃতির প্রতি লক্ষ্য করা হইয়াছে। মানুষ সাধারণতঃ সুখ-ভোগের পরে দুঃখের আবর্ত্তে পতিত হইলে যেরূপ নিরাশ ও অকৃতজ্ঞ হয় সেইরূপ দুঃখ-ভোগের পর সুখের মুখ দেখিলেও উহা নিজের সৌভাগ্য মনে করিয়া আনন্দের আতিশয্যে গর্ব্বিত ও উদ্ধত হইয়া থাকে। কিন্তু এই উভয় শ্রেণীর লোকই অকৃতজ্ঞ, ধর্ম্মহীন ও নির্ব্বোধ। তাই আল্লাহতালা পরবর্ত্তী আয়তে ধৈর্য্যশীল ও কৃতজ্ঞ লোকের স্বরূপ বর্ণনা করিতেছেন।

١١- إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَمِلُوا
الصّٰلِحٰتِ ط أُولٰٓئِكَ لَهُمْ مَّغْفِرَةٌ
وَّأَجْرٌ كَبِيرٌ ۝ ١٢- فَلَعَلَّكَ تَارِكٌۢ
بَعْضَ مَا يُوحٰىٓ إِلَيْكَ وَضَآئِقٌۢ بِهٖ
صَدْرُكَ أَنْ يَّقُولُوا لَوْلَآ أُنْزِلَ عَلَيْهِ
كَنْزٌ أَوْ جَآءَ مَعَهٗ مَلَكٌ ط إِنَّمَآ
أَنْتَ نَذِيرٌ ط وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ
وَّكِيلٌ ۝ ١٣- أَمْ يَقُولُونَ افْتَرٰىهُ ط
قُلْ فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِّثْلِهٖ مُفْتَرَيٰتٍ
وَّادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ مِّنْ دُونِ اللّٰهِ

১১। কিন্তু যাহারা ধৈর্য্যধারণ করিয়াছে এবং সৎকার্য্য করিতেছে; তাহাদের জন্য ক্ষমা এবং মহান্ প্রতিদান রহিয়াছে।
১২। অনন্তর তবে কি তুমি তোমার প্রতি প্রত্যাদিষ্ট বিষয়ের কিয়দংশ বর্জ্জন করিবে এবং তৎসহ তোমার বক্ষ সঙ্কুচিত হইবে—যেহেতু তাহারা বলে যে, কেন তৎপ্রতি ধন-ভাণ্ডার অবতীর্ণ হয় নাই অথবা তাহার সহিত ফেরেশ্‌তা আগমন করে নাই? তুমি ভয়-প্রদর্শনকারী ব্যতীত নহ; এবং আল্লা-ই সর্ব্ব-বিষয়োপরি তত্ত্বাবধায়ক।
১৩। তবে কি তাহারা বলে যে, ইহা তাঁহারই রচনা? তুমি বল—যদি তোমরা সত্যবাদী হও তবে তোমরা ইহার অনুরূপ দশটি সুরা রচনা করিয়া আনয়ন কর এবং আল্লাহকে পরিত্যাগ করিয়া যাহাকে ইচ্ছা আহ্বান

১১। আল্লাহতালা বলিতেছেন যে, যাহারা দুঃখ-বিপদে বিচলিত ও অধীর এবং সুখ-সম্পদে আত্মহারা ও উদ্ধত না হইয়া সুখে-দুঃখে সকল অবস্থায় ধৈর্য্য-ধারণ ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ পূর্ব্বক আমার নির্দ্দেশিত সৎকার্য্য করে, তাহারাই পরকালে আমার ক্ষমা ও করুণার অধিকারী হইয়া অনুপম স্বর্গীয় পুরস্কার লাভ করিতে সমর্থ হইবে।

১২। অবিশ্বাসীরা হজরত রসুলোল্লার সম্বন্ধে বলিত যে, তিনি যদি প্রকৃতই আল্লার রসুল হন, তবে তাঁহার সত্যতা প্রকাশ বা প্রমাণ করিবার জন্য কেন তাঁহার সহিত স্বর্গ হইতে ফেরেশ্‌তা আগমন করে নাই?—এবং কেনই বা তাঁহার জন্য আকাশ হইতে ধন-ভাণ্ডার অবতীর্ণ হইতেছে না? অবিশ্বাসী কাফেরদিগের ঐ সকল উক্তির উত্তরে আল্লাহতালা হজরত রসুলোল্লাকে বলিয়া দিলেন যে, তাহাদের ঐ সকল অসঙ্গত উক্তির জন্য তুমি কি প্রত্যাদিষ্ট বিষয়ে কোন অংশ পরিত্যাগ করিয়া ইহা হইতে স্বীয় অন্তর ফিরাইয়া লইবে? ফলতঃ ইহা তোমার পক্ষে অসম্ভব। অতএব তুমি তাহাদিগকে বলিয়া দাও যে, স্বর্গীয় ফেরেশ্‌তা অথবা অদৃশ্য ধন-সম্পদের উপর আমার ব্যক্তিগত কোনই অধিকার নাই। সর্ব্বশক্তিমান ও সর্ব্বসম্পদ-দাতা আল্লাহতালাই উহার একমাত্র অধিপতি প্রভু। আমি তোমাদের জন্য তাঁহার পক্ষ হইতে প্রেরিত সৎপথ-প্রদর্শক রসুল ব্যতীত আর কিছুই নহি। তোমরা আমার কথা বিশ্বাস কর বা না কর, তাহাতে আমার কোনই ক্ষতি-বৃদ্ধি হইবে না; কিন্তু সত্য-গ্রহণ না করিলে পরলোকে তোমরাই ক্ষতিগ্রস্ত হইবে।

১৩—১৪। অবিশ্বাসীরা কোরান শরিফকে প্রত্যাদিষ্ট স্বর্গীয় বাণী বলিয়া বিশ্বাস করিত না; তাহারা বলিত যে, ইহা রসুলোল্লা স্বয়ং রচনা করিয়াছেন। অবিশ্বাসীদের এই অসঙ্গত ও ভিত্তিহীন

إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ○ ١٣- فَإِلَّمْ
يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا أُنْزِلَ
بِعِلْمِ اللّٰهِ وَأَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ ج فَهَلْ
أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ○ ١٤- مَنْ كَانَ
يُرِيدُ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا نُوَفِّ
إِلَيْهِمْ أَعْمَالَهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا
لَا يُبْخَسُونَ ○ ١٥- أُولٰئِكَ الَّذِينَ
لَيْسَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ إِلَّا النَّارُ صلے
وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا وَبٰطِلٌ

কর। ১৪। কিন্তু যদি তাহারা তোমাকে কোন উত্তর প্রদান না করে, তবে জান যে, ইহা একমাত্র আল্লারই জ্ঞান-দ্বারা অবতীর্ণ হইয়াছে এবং তিনি ব্যতীত আর কেহই উপাস্য নাই; অনন্তর তোমরা কি আত্মসমর্পণকারী হইবে? ১৫। যে পার্থিব জীবন এবং উহার সৌন্দর্য্য-সমৃদ্ধি কামনা করে, আমি উহাতেই তাহাদিগকে তাহাদের কৃত-কর্ম্মের পূর্ণ প্রতিদান প্রদান করিব এবং ইহাতে তাহারা কিছুই কম প্রাপ্ত হইবে না। ১৬। ইহাদেরই জন্য পরলোকে নরকানল ব্যতীত নাই; এবং এখানে তাহারা যাহা সংগঠিত করিয়াছে তাহা বিনষ্ট হইবে এবং তাহারা যে কার্য্য

উক্তির অসারতা প্রকাশ করিয়া ঐশী-বাণী কোরানের সত্যতা ও অলৌকিকতা প্রমাণ করিবার জন্য আল্লাহতালা পবিত্র কোরানের মধ্যেই চারিবার তাহাদিগকে জলদ্‌গম্ভীর স্বরে আহ্বান করিয়াছেন। প্রথমতঃ ১৭শ সুরার ৮৮ আয়তে সমগ্র জগদ্বাসী জেন ও মানব সম্প্রদায়কে একযোগে ও সমবেত ভাবে পবিত্র কোরানের অনুরূপ—পূর্ণ একখানি গ্রন্থ রচনা করিবার জন্য আহ্বান করা হইয়াছে। কিন্তু তাহাতে অবিশ্বাসীরা সম্পূর্ণ অসমর্থ ও ব্যর্থকাম হওয়ায় আলোচ্য আয়তে আল্লাহতালা তাহাদিগকে এই মহাগ্রন্থের সুরা-সমূহের অনুরূপ মাত্র ১০টি সুরা রচনা করিবার জন্য আহ্বান করিয়াছেন। অনন্তর ১০ম সুরার ৩৮ আয়তে এবং ২য় সুরার ২৩ আয়তে অবিশ্বাসীরা তাহাদের সমস্ত উপাস্য দেব-দেবী ও সাহায্যকারীদিগকে সহায়তা গ্রহণ পূর্ব্বক এতদনুরূপ একটি মাত্র সুরা রচনা করিবার জন্য আহূত হইয়াছে। কিন্তু তৎকালীন ও আধুনিক অবিশ্বাসীকুল যুগান্তব্যাপী প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াও এই আহ্বানের উত্তর দিতে পারে নাই। তাই আল্লাহতালা স্বয়ং প্রকাশ্য ভাষায় একাধিকবার ঘোষণা করিয়াছেন যে, ইহা একমাত্র আমারই জ্ঞান-সঙ্গত পবিত্র বাণী। কবি-ঔপন্যাসিক, মানব-দানব অথবা দেব-দেবীপুঞ্জের কোনই সাধ্য নাই যে, ইহার অনুরূপ রচনা করিতে পারে। সুতরাং তোমরা কখনই ইহার অনুরূপ রচনা করিতে পারিবে না। অতএব হে অবিশ্বাসীকুল, তোমরা এখনও কি আমার একত্ব ও অদ্বিতীয়ত্বে বিশ্বাস করিয়া সত্যধর্ম্ম গ্রহণ পূর্ব্বক আত্মসমর্পণকারী মুসলমান হইবে না?—কোঃ ২—২৩; ১০—৩৮ এবং ১৭—৮৮ দ্রষ্টব্য।

১৫—১৬। আল্লাহতালা বলিতেছেন যে, যাহারা পরকালের প্রতি কিছুমাত্র লক্ষ্য না করিয়া পার্থিব জীবন এবং ইহ-কালের সুখ-সম্পদকেই সার-সর্ব্বস্ব বলিয়া মনে করে, তাহারা ইহ-জীবনে এই পৃথিবীতেই তাহাদের কামনার পূর্ণ প্রতিদান প্রাপ্ত হইবে; কিন্তু পরলোকে তাহারা নরকানলের দুর্ব্বিসহ দুঃখ-সন্তাপ ব্যতীত আর কিছুই প্রাপ্ত হইবে না। অধিকন্তু তাহারা ইহজীবনে যে সকল কার্য্য করিতেছে, পরলোকে তাহা সমস্তই ব্যর্থ হইয়া যাইবে। কোন কোন তফ্‌সীরকার

مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ○ ١٧- أَفَمَن
كَانَ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّهِ وَيَتْلُوهُ
شَاهِدٌ مِّنْهُ وَمِن قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَىٰ
إِمَامًا وَرَحْمَةً ط أُولَٰئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ ط
وَمَن يَكْفُرْ بِهِ مِنَ الْأَحْزَابِ فَالنَّارُ
مَوْعِدُهُ ج فَلَا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِّنْهُ ق
إِنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّكَ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ
النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ ○ ١٨- وَمَنْ
أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا ط
أُولَٰئِكَ يُعْرَضُونَ عَلَىٰ رَبِّهِمْ وَيَقُولُ

করিতেছে, তাহা অগ্রাহ্য হইয়া যাইবে।
১৭। অতএব যে স্বীয় প্রতিপালকের
সমুজ্জ্বল নিদর্শনের উপর অবস্থিত এবং
তৎপর তাহা হইতে তাহার নিকট
এক সাক্ষ্য উপস্থিত হইয়াছে এবং
তৎপূর্ব্বে অগ্রবর্ত্তী ও অনুগ্রহ স্বরূপ
মুসার গ্রন্থ আসিয়াছিল; উহারাই
তাহাতে বিশ্বাস-স্থাপন করিয়াছে এবং
অন্যদল হইতে যে ইহাতে অবিশ্বাস
করিবে, পরে নরকানলই তাহাদের
প্রতিশ্রুত স্থান; অতএব ইহাতে সন্দেহ
করিও না; নিশ্চয় ইহা তোমার প্রতি-
পালকের সত্য, কিন্তু অধিকাংশ লোকেই
বিশ্বাস করে না। ১৮। এবং যে আল্লার
প্রতি অসত্য ধারণা করে, তাহা অপেক্ষা
কে অধিকতর অত্যাচারী? তাহারা
স্বীয় প্রতিপালকের সমক্ষে নীত হইবে

বলেন যে, অবিশ্বাসীগণ কর্ত্তৃক হজরত রসুলোল্লার সহিত বিরুদ্ধাচরণ ও শত্রুতামূলক কার্য্যসমূহ ব্যর্থ হইবার ভবিষ্যদ্বাণীই শেষোক্ত বাক্যে উক্ত হইয়াছে।—তঃ মঃ আঃ।

১৭। এই আয়তের তফ্সীর সম্বন্ধে দুই প্রকার মত পরিদৃষ্ট হয়। অধিকাংশ প্রাচীন তফসীরকারের মতে হজরত রসুলোল্লাই এই আয়তের লক্ষ্য। তিনি আল্লার সমুজ্জ্বল নিদর্শন স্বরূপ পবিত্র কোরানের অটল অনুসরণকারী; হজরত জিবরিল তাঁহার এই সত্যানুসরণের শ্রেষ্ঠতম সাক্ষী (সহি বোখারী ও মোসলেম) এবং হজরত মুসার তওরাত গ্রন্থ তাঁহার সত্যতার অন্যতম নিঃসন্দেহ সাক্ষ্য। কারণ উহাতে স্পষ্টতর ভাষায় হজরত রসুলোল্লার শুভাগমনের সমুজ্জ্বল ভবিষ্যদ্বাণীসমূহ বিদ্যমান রহিয়াছে।—তঃ হক্কানী।

কিন্তু কোন কোন আধুনিক তফ্সীরকার বলেন যে, কোরান শরিফের উপর পূর্ণ-বিশ্বাসী মুসলমানগণের প্রতিই এই আয়তে লক্ষ্য করা হইয়াছে। আল্লার সমুজ্জ্বল নিদর্শন অর্থ কোরান শরিফ। মহাসত্য-পরায়ণ হজরত রসুলোল্লা উহার সত্যতার প্রধানতম সাক্ষী এবং হজরত মুসার গ্রন্থেও উহার সত্যতা সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী পরিব্যক্ত হইয়াছে।—তঃ মঃ আঃ।

অতএব যাহারা পবিত্র কোরানের প্রতি বিশ্বাস-স্থাপন করিবে, তাহারাই ইহলোকে সত্য-পরায়ণ মুসলমান নামে অভিহিত হইয়া পরলোকে স্বর্গোদ্যানের অনন্ত সুখ-সম্পদ লাভ করিবে। আর যাহারা এই মহাগ্রন্থে অবিশ্বাস করিবে—পরলোকে নরকানলে গমন-পূর্ব্বক শাস্তিভোগ করা ভিন্ন তাহাদের আর কোনই গত্যন্তর নাই।

১৮। আল্লাহতালা বলিতেছেন যে, অবিশ্বাসীরা যখন পরলোকে আমার সমক্ষে বিচারের জন্য উপস্থিত হইবে, তখন আমার নির্দ্দেশিত সাক্ষিগণ তাহাদের অবিশ্বাস ও ধর্ম্মদ্রোহিতা সম্বন্ধে

اَلْاَشْهَادُ هٰۤؤُلَاۤءِ الَّذِيْنَ كَذَبُوْا عَلٰى
رَبِّهِمْ ۚ اَلَا لَعْنَةُ اللّٰهِ عَلَى الظّٰلِمِيْنَ ۙ
١٩- الَّذِيْنَ يَصُدُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ
وَيَبْغُوْنَهَا عِوَجًا ؕ وَهُمْ بِالْاٰخِرَةِ
هُمْ كٰفِرُوْنَ ○ ٢٠- اُولٰٓئِكَ لَمْ
يَكُوْنُوْا مُعْجِزِيْنَ فِي الْاَرْضِ وَمَا
كَانَ لَهُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ مِنْ اَوْلِيَاۤءَ ۘ
يُضٰعَفُ لَهُمُ الْعَذَابُ ؕ مَا كَانُوْا
يَسْتَطِيْعُوْنَ السَّمْعَ وَمَا كَانُوْا
يُبْصِرُوْنَ ○ ٢١- اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ
خَسِرُوْۤا اَنْفُسَهُمْ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَّا كَانُوْا
يَفْتَرُوْنَ ○ ٢٢- لَاجَرَمَ اَنَّهُمْ

এবং সাক্ষিগণ বলিবে যে, ইহারাই স্বীয় প্রতিপালকের প্রতি অসত্যারোপ করিয়াছিল; সতর্ক হও—অত্যাচারীদিগের উপর আল্লার অভিসম্পাত! ১৯। যাহারা আল্লার পথ হইতে প্রতিরোধ করে এবং উহাতে বক্রতা অনুসন্ধান করে, এবং তাহারা পরকাল সম্বন্ধেও অবিশ্বাস করিয়া থাকে। ২০। তাহারা পৃথিবীতেও আমার আয়ত্তের অতীত ছিল না এবং আল্লাহ ব্যতীত তাহাদের কোন সহায়ও ছিল না; তাহাদের শাস্তি দ্বিগুণ করা হইবে; তাহারা শুনিতে সমর্থ নহে এবং দেখিতেও পায় না। ২১। উহারাই নিজেদের জীবনের ক্ষতি করিয়াছে এবং তাহারা যে ধারণা করিয়াছিল, তাহা হইতে বিভ্রান্ত হইয়াছে। ২২। ইহাতে

মুক্তকণ্ঠে সাক্ষ্য প্রদান করিবে। আল্লার নির্দ্দেশিত "সাক্ষী" অর্থে কাহারও মতে ফেরেশতাগণ, কাহারও মতে রসুলগণ এবং কাহারও মতে বিশ্বাসিবৃন্দ।—তঃ কবির।

১৯—২০। এই দুইটি আয়তে সত্যপথের প্রতিরোধকারী ধর্ম্মদ্রোহীদিগের প্রসঙ্গ বর্ণিত হইয়াছে। আল্লাহতালা বলিতেছেন যে, উহারা আমার শক্তি-মহিমা এবং পরলোক বিশ্বাস করে না বলিয়াই ঐরূপ বিদ্রোহাচরণ করিতে সাহসী হইয়া থাকে। অথচ আমি ইচ্ছা করিলে এই পৃথিবীতেই যে কোন মুহূর্ত্তে তাহাদের ধর্ম্মদ্রোহিতার সমুচিত শাস্তি প্রদান করিতে পারি; কারণ আমি শাস্তি প্রদান করিলে জগতে কেহই তাহাদিগকে রক্ষা করিতে পারে না। কিন্তু তদ্বিষয়ে কিছুমাত্র চিন্তা না করিয়া তাহারা নির্ভয়ে সত্যদ্রোহিতা করিয়া লোকদিগকে ধর্ম্মপথ হইতে ছলে-বলে-কৌশলে প্রতিরোধ করিতেছে। এইজন্য আমি তাহাদিগকে ইহলৌকিক শাস্তির পরিবর্ত্তে পরলোকে দ্বিগুণতর শাস্তি প্রদান করিব; কারণ উহারা শুধু অসহায় অবিশ্বাসী নহে—বরং চক্ষু এবং কর্ণ থাকিতেও অন্ধ এবং বধিরতুল্য। উহারা নিজেদের কুপ্রবৃত্তি এবং স্বার্থপরতাবশে আমার নিদর্শন দেখিয়াও দেখে না এবং আমার সত্য-বাণী শুনিয়াও শুনিতে চায় না। ইহাই উহাদের দ্বিগুণতর শাস্তি ভোগের প্রধানতম কারণ।

২১—২৩। আলোচ্য আয়ত-ত্রয়ের প্রথম দুইটি আয়তে অবিশ্বাসীদিগের আত্মঘাতী অনিষ্টকারিতা ও শোচনীয় পরিণাম এবং শেষোক্ত আয়তে বিশ্বাসীবৃন্দের উত্তম কৃতকর্ম্ম ও অনুপম পুরস্কারের প্রসঙ্গ বর্ণিত হইয়াছে।

فِي الْاٰخِرَةِ هُمُ الْاَخْسَرُوْنَ ٥
٢٣- اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا
الصّٰلِحٰتِ وَاَخْبَتُوْٓا اِلٰى رَبِّهِمْ ۙ
اُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ الْجَنَّةِ ۚ هُمْ فِيْهَا
خٰلِدُوْنَ ٥ ٢٤- مَثَلُ الْفَرِيْقَيْنِ
كَالْاَعْمٰى وَالْاَصَمِّ وَالْبَصِيْرِ
وَالسَّمِيْعِ ؕ هَلْ يَسْتَوِيٰنِ مَثَلًا ؕ
اَفَلَا تَذَكَّرُوْنَ ٥ ع

কোন সন্দেহ নাই যে, নিশ্চয় পরকালে তাহারা ক্ষতিগ্রস্ত হইবে। ২৩। নিশ্চয় যাহারা বিশ্বাস-স্থাপন করিয়াছে ও সৎকার্য্য করিতেছে এবং স্বীয় প্রতিপালকের দিকে বিনত হইয়াছে, তাহারাই স্বর্গোদ্যানের অধিবাসী; তন্মধ্যে তাহারা সর্ব্বদা অবস্থান করিবে। ২৪। উভয় দলের দৃষ্টান্ত—যেমন এক অন্ধ ও বধির এবং অন্য দৃষ্টিসম্পন্ন ও শ্রবণক্ষম; ইহারা উভয়ে কি সমতুল্য? তবুও কি তাহারা হৃদয়ঙ্গম করিবে না?

৩য় রুকু—হজরত নূহের প্রসঙ্গ

٢٥- وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا نُوْحًا اِلٰى قَوْمِهٖٓ ۫
اِنِّيْ لَكُمْ نَذِيْرٌ مُّبِيْنٌ ٥ ٢٦- اَنْ
لَّا تَعْبُدُوْٓا اِلَّا اللّٰهَ ؕ اِنِّيْٓ اَخَافُ

২৫। এবং নিশ্চয়ই আমি নূহকে তাহার সম্প্রদায়ের দিকে প্রেরণ করিয়াছিলাম;—নিশ্চয় আমি তোমাদের জন্য প্রকাশ্য ভয়-প্রদর্শক। ২৬। অতএব তোমরা আল্লাহ ব্যতীত অন্যের উপাসনা করিও না; নিশ্চয় আমি তোমাদের

২৪। অনন্তর আল্লাহতালা অবিশ্বাসীদিগের সহিত বিশ্বাসীবৃন্দের তুলনা করিয়া বলিতেছেন যে, উহাদের উভয় শ্রেণীর তুলনা—যেমন একদল অন্ধ ও বধির এবং অন্যদল দৃষ্টিশক্তিসম্পন্ন ও শ্রবণক্ষম। সুতরাং উহারা আল্লার নিকট কখনই তুল্য বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে না।

২৫—২৬। এই দুইটি আয়তে হজরত নূহ নবী কর্ত্তৃক তদীয় অবাধ্য সম্প্রদায়ের মধ্যে সত্য-প্রচার এবং অবাধ্যতা-জনিত শাস্তির ভয় প্রদর্শনের প্রসঙ্গ বর্ণিত হইয়াছে। এতদ্দ্বারা বিশেষভাবে প্রদর্শিত ও প্রমাণিত হইতেছে যে, প্রত্যেক রসুলেরই সত্য-প্রচারের আদর্শ এবং মূল-নীতি সমূহ এক ছিল। তাঁহারা সকলেই মানব জাতির হিত-সাধনের জন্য ধরাধামে আবির্ভূত হইয়া আল্লাহতালার একত্ব, মানবের ভ্রাতৃত্ব এবং সৎকার্য্য অবলম্বন ও অসৎকার্য্য পরিত্যাগ করিবার জন্য সদুপদেশ দান করিয়াছিলেন। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়, পবিত্র কোরানের বর্ণিত সত্য-ধর্ম্মসমূহের এই সাধারণ সাদৃশ্য অবলোকন করিয়া কোন কোন অজ্ঞ অদূরদর্শী খ্রীষ্টান এবং তাহাদের পদাঙ্ক-অনুসরণকারী অংশীবাদী ও পৌত্তলিক লেখক স্বর্গীয় কোরানের ভুল ধরিতে ব্যর্থ চেষ্টা করিয়াছেন। তাহাদের প্রধান যুক্তি এই যে, প্রত্যেক রসুল বা ভাববাদীই এক একটী স্বতন্ত্র ধর্ম্মমত প্রচার করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু ইসলাম-প্রচারক হজরত রসুলোল্লা তাহা না জানার জন্যই প্রত্যেক রসুলের মুখে স্ব-প্রচারিত ইসলামের আদর্শ বা মূলনীতিগুলি পুরিয়া দিয়া তাহাই কোরান-আকারে প্রচার করিয়াছেন! অবিশ্বাসীদিগের ঐ অসঙ্গত প্রলাপোক্তি

عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ أَلِيْمٍ ○

٢٧- فَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ

قَوْمِهٖ مَا نَرٰىكَ إِلَّا بَشَرًا مِّثْلَنَا وَمَا

نَرٰىكَ اتَّبَعَكَ إِلَّا الَّذِيْنَ هُمْ أَرَاذِلُنَا

بَادِيَ الرَّأْيِ ج وَمَا نَرٰى لَكُمْ عَلَيْنَا

مِنْ فَضْلٍ بَلْ نَظُنُّكُمْ كٰذِبِيْنَ ○

٢٨- قَالَ يٰقَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كُنْتُ

عَلٰى بَيِّنَةٍ مِّنْ رَّبِّيْ وَاٰتٰنِيْ

رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِهٖ فَعُمِّيَتْ عَلَيْكُمْ ط

জন্য সেই যন্ত্রণাপ্রদ দিবসের শাস্তির আশঙ্কা করি।
২৭। কিন্তু তাহার সম্প্রদায়ের প্রধানতম অবিশ্বাসকারীরা বলিয়াছিল যে, আমরা তোমাকে আমাদের ন্যায় মানুষ ব্যতীত দেখিতেছি না এবং আমাদের মধ্যে যাহারা প্রকাশ্য ধারণায় অধঃপতিত, তাহারা ব্যতীত কাহাকেও তোমার অনুসরণ করিতে দেখি নাই ; এবং আমাদের উপর তোমার কোনই শ্রেষ্ঠত্ব লক্ষ্য করিতেছি না—পরন্তু আমরা তোমাকে মিথ্যাবাদী ধারণা করি।
২৮। সে বলিয়াছিল—হে আমার সম্প্রদায়, তোমরা লক্ষ্য কর যে, যদি আমি স্বীয় প্রতিপালকের নিদর্শনের উপর হই এবং তিনি আমাকে স্বীয় সন্নিধান হইতে অনুগ্রহ দান করেন, তৎপর উহা তোমাদের প্রতি অপ্রকাশিত

সমূহের উত্তর আমরা একাধিকবার প্রদান করিয়াছি। এস্থলে শুধু ইহাই বলিলে যথেষ্ট হইবে যে, সত্য-ধর্ম্ম মাত্রেরই মূল-নীতি ও আদর্শ একরূপ। আল্লাহতালার একত্ব এবং বিশ্ব-ভ্রাতৃই উহার সার-শিক্ষা। আধুনিক তওরাত, জবুর ও ইঞ্জিল—এমন কি, বেদ-বেদান্ত-সমূহ হইতে—একটু সহজ বুদ্ধি অবলম্বনপূর্ব্বক উহার প্রক্ষিপ্ত অংশগুলি পরিত্যাগ করিয়া বিভিন্ন ভাববাদিগণের প্রচারিত সত্যধর্ম্ম-সমূহের আদর্শ ও মূলনীতির প্রতি লক্ষ্য করিলে এই সত্য এখনও নিঃসন্দেহ রূপে প্রমাণিত হইবে। সুতরাং যে সকল ধর্ম্মের নীতি ও আদর্শে ইহার বিন্দুমাত্রও ব্যতিক্রম পরিলক্ষিত হইবে—নিশ্চয় বুঝিতে হইবে যে, সেই সকল ধর্ম্ম কখনই আল্লার প্রেরিত কোন রসুলের দ্বারা প্রচারিত হয় নাই অথবা ঐ সকল ধর্ম্ম পরবর্ত্তী কালে রূপান্তরিত, উহার নীতি ও শিক্ষাগুলি বিকৃত এবং উক্তিগুলি প্রক্ষিপ্তভাবে সংযোজিত হইয়াছে।—কোঃ ৭—৫৯ ও ৬০ এবং তঃ মঃ আঃ।

২৭। হজরত নূহ নবীর অবাধ্য ধর্ম্মদ্রোহী সম্প্রদায় যেরূপে তাহাকে অগ্রাহ্য এবং প্রত্যাখ্যান করিয়াছিল, এই আয়তে তাহাই বর্ণিত হইয়াছে।—কোঃ ৭—৬০ দ্রষ্টব্য।

২৮। হজরত নূহ (আঃ) স্বীয় অবাধ্য সম্প্রদায়কে বহু বৎসর পর্য্যন্ত বুঝাইয়াও যখন তাহাদিগকে বিশ্বাসী অথবা সত্যধর্ম্ম গ্রহণে সম্মত করিতে পারিলেন না ; বরং তাহারা বলিতে লাগিল যে, তুমি ত আমাদেরই মত মানুষ— মানুষের উপর তোমার কোনই শ্রেষ্ঠত্ব বা প্রাধান্য নাই ; তাহাদের মধ্যস্থ কতকগুলি নিম্নশ্রেণীর নীচ জাতীয় লোকই তোমার অনুসরণ করিতেছে ; সুতরাং তুমি আবার আল্লার প্রেরিত নবী হইবে কেমন করিয়া ? পরন্তু আমরা ত তোমাকে

أَنُلْزِمُكُمُوهَا وَأَنتُمْ لَهَا كَارِهُونَ ○
٢٩- وَيَٰقَوْمِ لَآ أَسْـَٔلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا ۖ
إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى ٱللَّهِ ۚ وَمَآ أَنَا
بِطَارِدِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا ۚ إِنَّهُم مُّلَٰقُوا
رَبِّهِمْ وَلَٰكِنِّيٓ أَرَىٰكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ ○
٣٠- وَيَٰقَوْمِ مَن يَنصُرُنِي مِنَ ٱللَّهِ
إِن طَرَدتُّهُمْ ۚ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ○
٣١- وَلَآ أَقُولُ لَكُمْ عِندِي خَزَآئِنُ

রাখা হয়, তবে আমি তোমাদিগকে কিরূপে উহাতে সংলিপ্ত করিব—যখন তোমরা উহাতে বীতশ্রদ্ধ।
২৯। এবং হে আমার সম্প্রদায়, আমি ইহার জন্য তোমাদের নিকট ধন-সম্পদ চাহিতেছি না; যেহেতু আমার প্রতিদান আল্লার উপর ব্যতীত নহে, এবং যাহারা বিশ্বাস-স্থাপন করিয়াছে—আমি তাহাদের বিতাড়নকারী নহি; নিশ্চয় তাহারা তাহাদের প্রতিপালকের সহিত সম্মিলিত হইবে, পরন্তু আমি তোমাদিগকে নির্ব্বোধ সম্প্রদায় লক্ষ্য করিতেছি।
৩০। এবং হে আমার সম্প্রদায়, যদি আমি তাহাদিগকে বিতাড়িত করি, তবে আল্লাহ হইতে কে আমাকে সাহায্য করিবে? তবুও কি তোমরা স্মরণ করিবে না?
৩১। এবং আমি তোমাদিগকে বলি না যে, আল্লার ধন-ভাণ্ডার আমারই নিকট

একজন মিথ্যাবাদী বলিয়াই মনে করি (পূর্ব্ব আয়ত)।—তখন তিনি সেই ধর্ম্মদ্রোহীদিগকে বলিয়াছিলেন—হে অবাধ্য সম্প্রদায়, আল্লাহতালার নিদর্শন ও আনুগত্যের উপর স্থির থাকার জন্য যদি তিনি অনুগ্রহ করিয়া আমাকে কোন গৌরব দান করেন এবং তোমরা উহা জানিতে বা বুঝিতে না পার, তবে তোমরা কখনই সুপথ প্রাপ্ত হইবে না। সত্যকে সরলভাবে বিশ্বাস না করিয়া উহাতে বিমুখ বা বীতশ্রদ্ধ থাকিলে তোমরা কখনই সত্যের সন্ধান পাইবে না।—পরবর্ত্তী আয়ত দ্রষ্টব্য।

২৯—৩০। হজরত নূহ বিদ্রোহীদিগকে আরও বলিয়াছিলেন:—তোমরা লক্ষ্য করিয়া দেখ যে, আমি এই সত্য-প্রচারের জন্য তোমাদের নিকট কোনই ধন-সম্পদ প্রার্থনা করিতেছি না। একমাত্র আল্লার নিকটেই আমার প্রতিদান রহিয়াছে। যাহারা এই সতধর্ম্মে বিশ্বাসস্থাপন করিয়াছে, তোমরা নীচ মনে করিলেও আমি কখনই তাহাদিগকে নীচ মনে করিয়া দূরীভূত করিতে পারি না। বরং ঐ বিশ্বাসীরাই আল্লার অনুগৃহীত পুণ্যবান সম্প্রদায় এবং তাহারাই আল্লাহতালার সহিত সম্মিলিত হইয়া তদীয় অনুগ্রহ লাভ করিবে। সুতরাং তোমাদের কথা মত যদি আমি তাহাদিগকে হেয় মনে করিয়া দূরীভূত করি, তবে আল্লার আক্রোশ হইতে কেহই আমাকে সাহায্য বা রক্ষা করিতে পারিবে না। অতএব হে নির্ব্বোধ সম্প্রদায়, ইহা দ্বারাও কি তোমরা আমার বাক্যের সত্যতা অনুভব করিতে পারিতেছ না?

৩১। হজরত নূহ তাহাদিগকে আরও বলিয়াছিলেন:—তোমরা আমাকে তোমাদেরই মত মানুষ মনে করিয়া অবজ্ঞা ও প্রত্যাখ্যান করিতেছ এবং তোমরা বিস্মিত হইতেছ যে, কেমন করিয়া আমি সামান্য মানুষ হইয়া আল্লার প্রেরিত রসুল হইলাম! কিন্তু আমি ত তোমাদিগকে কখনই বলি নাই যে, আল্লার ধন-ভাণ্ডার আমারই নিকট রহিয়াছে এবং তাঁহার

أَنُلْزِمُكُمُوهَا وَأَنْتُمْ لَهَا كَارِهُونَ ○
۲۹- وَيَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا ط
إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَمَا أَنَا
بِطَارِدِ الَّذِينَ آمَنُوا ط إِنَّهُمْ مُلَاقُوا
رَبِّهِمْ وَلَٰكِنِّي أَرَاكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ ○
۳۰- وَيَا قَوْمِ مَنْ يَنْصُرُنِي مِنَ اللَّهِ
إِنْ طَرَدْتُهُمْ ط أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ○
۳۱- وَلَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ

রাখা হয়, তবে আমি তোমাদিগকে
কিরূপে উহাতে সংলিপ্ত করিব—যখন
তোমরা উহাতে বীতশ্রদ্ধ। ২৯। এবং
হে আমার সম্প্রদায়, আমি ইহার জন্য
তোমাদের নিকট ধন-সম্পদ চাহিতেছি
না; যেহেতু আমার প্রতিদান আল্লার উপর
ব্যতীত নহে, এবং যাহারা বিশ্বাস-স্থাপন
করিয়াছে—আমি তাহাদের বিতাড়ন-
কারী নহি; নিশ্চয় তাহারা তাহাদের
প্রতিপালকের সহিত সম্মিলিত হইবে,
পরন্তু আমি তোমাদিগকে নির্ব্বোধ
সম্প্রদায় লক্ষ্য করিতেছি। ৩০। এবং
হে আমার সম্প্রদায়, যদি আমি তাহা-
দিগকে বিতাড়িত করি, তবে আল্লাহ
হইতে কে আমাকে সাহায্য করিবে?
তবুও কি তোমরা স্মরণ করিবে না?
৩১। এবং আমি তোমাদিগকে বলি না
যে, আল্লার ধন-ভাণ্ডার আমারই নিকট

একজন মিথ্যাবাদী বলিয়াই মনে করি (পূর্ব্ব আয়ত)।—তখন তিনি সেই ধর্ম্মদ্রোহীদিগকে বলিয়াছিলেন—হে অবাধ্য সম্প্রদায়, আল্লাহতালার নিদর্শন ও আনুগত্যের উপর স্থির থাকার জন্য যদি তিনি অনুগ্রহ করিয়া আমাকে কোন গৌরব দান করেন এবং তোমরা উহা জানিতে বা বুঝিতে না পার, তবে তোমরা কখনই সুপথ প্রাপ্ত হইবে না। সত্যকে সরলভাবে বিশ্বাস না করিয়া উহাতে বিমুখ বা বীতশ্রদ্ধ থাকিলে তোমরা কখনই সত্যের সন্ধান পাইবে না।—পরবর্ত্তী আয়ত দ্রষ্টব্য।

২৯—৩০। হজরত নূহ বিদ্রোহীদিগকে আরও বলিয়াছিলেন:—তোমরা লক্ষ্য করিয়া দেখ যে, আমি এই সত্য-প্রচারের জন্য তোমাদের নিকট কোনই ধন-সম্পদ প্রার্থনা করিতেছি না। একমাত্র আল্লার নিকটেই আমার প্রতিদান রহিয়াছে। যাহারা এই সতধর্ম্মে বিশ্বাসস্থাপন করিয়াছে, তোমরা নীচ মনে করিলেও আমি কখনই তাহাদিগকে নীচ মনে করিয়া দূরীভূত করিতে পারি না। বরং ঐ বিশ্বাসীরাই আল্লার অনুগৃহীত পুণ্যবান সম্প্রদায় এবং তাহারাই আল্লাহতালার সহিত সম্মিলিত হইয়া তদীয় অনুগ্রহ লাভ করিবে। সুতরাং তোমাদের কথা মত যদি আমি তাহাদিগকে হেয় মনে করিয়া দূরীভূত করি, তবে আল্লার আক্রোশ হইতে কেহই আমাকে সাহায্য বা রক্ষা করিতে পারিবে না। অতএব হে নির্ব্বোধ সম্প্রদায়, ইহা দ্বারাও কি তোমরা আমার বাক্যের সত্যতা অনুভব করিতে পারিতেছ না?

৩১। হজরত নূহ তাহাদিগকে আরও বলিয়াছিলেন:—তোমরা আমাকে তোমাদেরই মত মানুষ মনে করিয়া অবজ্ঞা ও প্রত্যাখ্যান করিতেছ এবং তোমরা বিস্মিত হইতেছ যে, কেমন করিয়া আমি সামান্য মানুষ হইয়া আল্লার প্রেরিত রসুল হইলাম! কিন্তু আমি ত তোমাদিগকে কখনই বলি নাই যে, আল্লার ধন-ভাণ্ডার আমারই নিকট রহিয়াছে এবং তাঁহার

اللّٰهِ وَلَآ اَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَآ اَقُوْلُ اِنِّيْ
مَلَكٌ وَّلَآ اَقُوْلُ لِلَّذِيْنَ تَزْدَرِيْٓ
اَعْيُنُكُمْ لَنْ يُّؤْتِيَهُمُ اللّٰهُ خَيْرًا ط اَللّٰهُ
اَعْلَمُ بِمَا فِيْٓ اَنْفُسِهِمْ ج اِنِّيْٓ اِذًا
لَّمِنَ الظّٰلِمِيْنَ ○ ٣٢- قَالُوْا يٰنُوْحُ
قَدْ جٰدَلْتَنَا فَاَكْثَرْتَ جِدَالَنَا فَاْتِنَا
بِمَا تَعِدُنَآ اِنْ كُنْتَ مِنَ الصّٰدِقِيْنَ ○
٣٣- قَالَ اِنَّمَا يَاْتِيْكُمْ بِهِ اللّٰهُ اِنْ شَآءَ
وَمَآ اَنْتُمْ بِمُعْجِزِيْنَ ○ ٣٤- وَلَا
يَنْفَعُكُمْ نُصْحِيْٓ اِنْ اَرَدْتُّ اَنْ

রহিয়াছে ; এবং আমি অদৃশ্য-বিষয়ও
অবগত নহি ; এবং আমি বলিতেছি না
যে, নিশ্চয় আমি ফেরেশ্‌তা, এবং
আমি বলি না যে, তোমাদের চক্ষু
যাহাদিগকে নীচ মনে করে—আল্লাহ
তাহাদিগকে কখনই কল্যাণ দান করিবেন
না ; আল্লাহ তাহাদের অন্তর্নিহিত
বিষয় পরিজ্ঞাত আছেন ; অন্যথা নিশ্চয়ই
আমি অত্যাচারীদিগের অন্তর্গত হইয়া
যাইব। ৩২। তাহারা বলিয়াছিল—হে
নূহ, নিশ্চয় তুমি আমাদের সহিত
বিরোধ করিয়াছ—বস্তুতঃ তুমি আমাদের
সহিত অতিরিক্ত কলহ করিয়াছ,
অতএব তুমি আমাদিগকে যাহা
অঙ্গীকার করিয়াছ, তাহা আনয়ন
কর—যদি তুমি সত্যবাদিগণের অন্তর্গত
হও। ৩৩। সে বলিয়াছিল-- কেবল
আল্লা-ই তোমাদের প্রতি উহা আনয়ন
করিবেন—যদি তিনি ইচ্ছা করেন, এবং
তোমরা উহার প্রতিরোধকারী নহ।
৩৪। এবং যদিও আমি তোমাদিগকে
উপদেশ দান করিতে ইচ্ছা করি, আমার

অনন্ত জ্ঞান ও অদৃশ্য বিষয় সমস্তই আমি অবগত আছি। আমি ইহাও বলি না যে, আমি তোমাদের মত মানুষ নই—বরং স্বর্গবাসী ফেরেশ্‌তা! এবং ইহাও আমার উক্তি নয় যে, তোমরা অজ্ঞানতা ও স্থূলদৃষ্টি বশতঃ যাহাদিগকে নীচ মনে কর, আল্লাহ কখনই তাহাদিগকে অনুগৃহীত বা উন্নত করিবে না। কিন্তু তোমরা নিশ্চয় জানিয়া রাখ যে, আল্লাহতালা প্রত্যেকেরই অন্তরের কথা পরিজ্ঞাত আছেন। অতএব যাহারা তাঁহার আদেশের ব্যতিক্রম করিবে, তাহারা নিশ্চয়ই অত্যাচারী-দলে পরিণত হইয়া তজ্জন্য কঠোর শাস্তিভোগ করিবে।

৩২। হজরত নূহের উক্তি শ্রবণে ধর্ম্মদ্রোহী-দল বলিয়াছিল :—হে নূহ, তুমি আমাদের সহিত যথেষ্ট কলহ-বিরোধ ও বাক্-বিতণ্ডা করিয়াছ ; বরং অতিরিক্ত ভয়-ভীতি প্রদর্শন করিয়া আমাদিগকে বিরক্ত ও অস্থির করিয়া তুলিয়াছ। সুতরাং আমরা তোমার আর কোন কথা শুনিতে চাহি না ; বরং তুমি যদি সত্যই আল্লার প্রেরিত রসুল এবং সত্যবাদী হও, তবে আমাদিগকে যে শাস্তির ভয়-প্রদর্শন করিয়াছ, তাহা আনয়ন কর। তোমার ও আমাদের মধ্যে তাহাই একমাত্র মীমাংসা। কলহ-বিরোধ বা বাক্-বিতণ্ডার আর কোনই প্রয়োজন নাই।

৩৩। ধর্ম্মদ্রোহীদিগের চরমবাক্য শুনিয়া হজরত নূহ তাহাদিগকে বলিয়াছিলেন যে, তোমরা যখন কিছুতেই আমার কথা শুনিলে না, তখন আমি আর কি করিব। এখন যদি আল্লার ইচ্ছা হয়, তবে অবশ্যই তিনি তোমাদের উপর সেই ভীষণ শাস্তি অবতীর্ণ করিবেন এবং তোমরা কেহই সেই শাস্তি নিবারণ করিতে পারিবে না।

৩৪। তিনি আরও বলিয়াছিলেন :—যাহারা আল্লাহতালার আদেশ-উপদেশ অন্যথাচরণ

ٱللَّهِ وَلَآ أَعۡلَمُ ٱلۡغَيۡبَ وَلَآ أَقُولُ إِنِّي
مَلَكٞ وَلَآ أَقُولُ لِلَّذِينَ تَزۡدَرِيٓ
أَعۡيُنُكُمۡ لَن يُؤۡتِيَهُمُ ٱللَّهُ خَيۡرًاۖ ٱللَّهُ
أَعۡلَمُ بِمَا فِيٓ أَنفُسِهِمۡ صلے إِنِّيٓ إِذٗا
لَّمِنَ ٱلظَّٰلِمِينَ ○ ٣٢- قَالُواْ يَٰنُوحُ
قَدۡ جَٰدَلۡتَنَا فَأَكۡثَرۡتَ جِدَٰلَنَا فَأۡتِنَا
بِمَا تَعِدُنَآ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّٰدِقِينَ ○
٣٣- قَالَ إِنَّمَا يَأۡتِيكُم بِهِ ٱللَّهُ إِن شَآءَ
وَمَآ أَنتُم بِمُعۡجِزِينَ ○ ٣٤- وَلَا
يَنفَعُكُمۡ نُصۡحِيٓ إِنۡ أَرَدتُّ أَنۡ

রহিয়াছে ; এবং আমি অদৃশ্য-বিষয়ও
অবগত নহি ; এবং আমি বলিতেছি না
যে, নিশ্চয় আমি ফেরেশ্‌তা, এবং
আমি বলি না যে, তোমাদের চক্ষু
যাহাদিগকে নীচ মনে করে—আল্লাহ
তাহাদিগকে কখনই কল্যাণ দান করিবেন
না ; আল্লাহ তাহাদের অন্তর্নিহিত
বিষয় পরিজ্ঞাত আছেন ; অন্যথা নিশ্চয়ই
আমি অত্যাচারীদিগের অন্তর্গত হইয়া
যাইব। ৩২। তাহারা বলিয়াছিল—হে
নূহ, নিশ্চয় তুমি আমাদের সহিত
বিরোধ করিয়াছ—বস্তুতঃ তুমি আমাদের
সহিত অতিরিক্ত কলহ করিয়াছ,
অতএব তুমি আমাদিগকে যাহা
অঙ্গীকার করিয়াছ, তাহা আনয়ন
কর—যদি তুমি সত্যবাদিগণের অন্তর্গত
হও। ৩৩। সে বলিয়াছিল—কেবল
আল্লা-ই তোমাদের প্রতি উহা আনয়ন
করিবেন—যদি তিনি ইচ্ছা করেন, এবং
তোমরা উহার প্রতিরোধকারী নহ।
৩৪। এবং যদিও আমি তোমাদিগকে
উপদেশ দান করিতে ইচ্ছা করি, আমার

অনন্ত জ্ঞান ও অদৃশ্য বিষয় সমস্তই আমি অবগত আছি। আমি ইহাও বলি না যে, আমি তোমাদের মত মানুষ নই—বরং স্বর্গবাসী ফেরেশ্‌তা ! এবং ইহাও আমার উক্তি নয় যে, তোমরা অজ্ঞানতা ও স্থূলদৃষ্টি বশতঃ যাহাদিগকে নীচ মনে কর, আল্লাহ কখনই তাহাদিগকে অনুগৃহীত বা উন্নত করিবে না। কিন্তু তোমরা নিশ্চয় জানিয়া রাখ যে, আল্লাহতালা প্রত্যেকেরই অন্তরের কথা পরিজ্ঞাত আছেন। অতএব যাহারা তাঁহার আদেশের ব্যতিক্রম করিবে, তাহারা নিশ্চয়ই অত্যাচারী-দলে পরিণত হইয়া তজ্জন্য কঠোর শাস্তিভোগ করিবে।

৩২। হজরত নূহের উক্তি শ্রবণে ধর্ম্মদ্রোহী-দল বলিয়াছিল :—হে নূহ, তুমি আমাদের সহিত যথেষ্ট কলহ-বিরোধ ও বাক্-বিতণ্ডা করিয়াছ ; বরং অতিরিক্ত ভয়-ভীতি প্রদর্শন করিয়া আমাদিগকে বিরক্ত ও অস্থির করিয়া তুলিয়াছ। সুতরাং আমরা তোমার আর কোন কথা শুনিতে চাহি না ; বরং তুমি যদি সত্যই আল্লার প্রেরিত রসুল এবং সত্যবাদী হও, তবে আমাদিগকে যে শাস্তির ভয়-প্রদর্শন করিয়াছ, তাহা আনয়ন কর। তোমার ও আমাদের মধ্যে তাহাই একমাত্র মীমাংসা। কলহ-বিরোধ বা বাক্-বিতণ্ডার আর কোনই প্রয়োজন নাই।

৩৩। ধর্ম্মদ্রোহীদিগের চরমবাক্য শুনিয়া হজরত নূহ তাহাদিগকে বলিয়াছিলেন যে, তোমরা যখন কিছুতেই আমার কথা শুনিলে না, তখন আমি আর কি করিব। এখন যদি আল্লার ইচ্ছা হয়, তবে অবশ্যই তিনি তোমাদের উপর সেই ভীষণ শাস্তি অবতীর্ণ করিবেন এবং তোমরা কেহই সেই শাস্তি নিবারণ করিতে পারিবে না।

৩৪। তিনি আরও বলিয়াছিলেন :—যাহারা আল্লাহতালার আদেশ-উপদেশ অন্যথাচরণ

যে উপদেশ তোমাদের জন্য ফলপ্রদ হইবে না—যদি আল্লাহ তোমাদিগকে বিভ্রান্ত করিতে ইচ্ছা করেন; তিনিই তোমাদের প্রতিপালক এবং তাঁহারই দিকে তোমরা প্রত্যাবর্ত্তিত হইবে।

أَنْصَحَ لَكُمْ إِنْ كَانَ اللّٰهُ يُرِيْدُ أَنْ يُّغْوِيَكُمْ ۭ هُوَ رَبُّكُمْ ۣ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ ۞

৩৫। তবুও কি তাহারা বলে যে, ইহা অলীক-রচনা করা হইয়াছে? তুমি বলিয়া দাও যে, যদি আমি ইহা মিথ্যা রচনা করিয়া থাকি, তবে আমার উপরেই তাহার প্রতিফল এবং তোমরা যে অপরাধ করিতেছ—আমি তাহা হইতে বিমুক্ত।

৩৫- أَمْ يَقُوْلُوْنَ افْتَرٰىهُ ۭ قُلْ إِنِ افْتَرَيْتُهٗ فَعَلَيَّ إِجْرَامِيْ وَأَنَا بَرِيْٓءٌ مِّمَّا تُجْرِمُوْنَ ۞

৪র্থ রুকু—হজরত নূহর ইতিহাস ও মহাজলপ্লাবন

৩৬। এবং নূহর প্রতি প্রত্যাদেশ করা হইয়াছিল যে, যাহারা নিশ্চিন্ত বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছে—তদ্ব্যতীত তোমার সম্প্রদায়ের আর কেহই বিশ্বাস

৩৬- وَأُوْحِيَ إِلٰى نُوْحٍ أَنَّهٗ لَنْ يُّؤْمِنَ مِنْ قَوْمِكَ إِلَّا مَنْ قَدْ

করে, আল্লাহ ইচ্ছা করিলে অবশ্যই তাহাদিগকে বিভ্রান্ত ও অধোগামী করিয়া দিবেন এবং আমার প্রাণপণ চেষ্টা ও সদুপদেশে তাহাদের কোনই ফল হইবে না।—কোঃ ৭—১৮ আয়ত দ্রষ্টব্য।

৩৫। হজরত নূহ নবীর সহিত তদীয় অবাধ্য ও ধর্ম্মদ্রোহী সম্প্রদায়ের আচরণের বিষয় বর্ণনা করিয়া আল্লাহতালা হজরত রসুলোল্লাকে লক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন:—যে সকল অবাধ্য ও ধর্ম্ম-দ্রোহী কোরেশ—নূহ নবীর অবাধ্য সম্প্রদায়ের ন্যায় তোমার এবং তোমার প্রতি অবতারিত কোরানের উপর অসত্যারোপ করিতেছে, তুমি তাহাদিগকে বলিয়া দাও যে, যদি আমি ইহা অসত্যভাবে রচনা করিয়া থাকি, তবে আমিই তাহার প্রতিফল ভোগ করিব। অন্যথায় নূহী সম্প্রদায়ের ন্যায় তোমরা যে অমার্জ্জনীয় অপরাধ করিতেছ, তজ্জন্য আমি কিছুমাত্র দায়ী হইব না। ফলতঃ তোমাদিগকেই উহার সমুচিত শাস্তি ভোগ করিতে হইবে।

৩৬। **হজরত নূহ**—একজন জগদ্বিখ্যাত পয়গম্বর। তওরাতের বর্ণনা অনুযায়ী ইনি হজরত ইদরিসের প্রপৌত্র। ইঁহারই সময়ে মহাজলপ্লাবনে সমগ্র পৃথিবী (মতান্তরে দেশ-বিশেষ) নিমজ্জিত এবং উহার (মতান্তরে ঐ ভূভাগের) যাবতীয় জীবজন্তু ও বৃক্ষলতা ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছিল। পরে ইঁনিই আল্লার আদেশে পুনরায় ধরণী আবাদ করেন এবং ইঁহারই সন্তানগণ পৃথিবীর উত্তরাধিকারিত্ব লাভ করে। আধুনিক মানবজাতি ইহারই বংশধর। এইজন্য হজরত নূহ "দ্বিতীয় আদম" বা মানব-জাতির "অন্যতম আদি-পুরুষ" বলিয়া কথিত হইয়া থাকেন। হজরত নূহ অত্যন্ত দীর্ঘজীবি ছিলেন। বাইবেলের বর্ণনা অনুযায়ী তিনি মহাপ্লাবনের পূর্ব্বে ৬০০ বৎসর এবং উহার পরে ৩৫০ বৎসর—সুতরাং সর্ব্বসমেত ৯৫০ বৎসর জীবিত ছিলেন। তওরাত, আদি পুস্তক—৯ম অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

হজরত নূহ যেরূপভাবে স্বীয় অবাধ্য সম্প্রদায়ের নিকট ধর্ম্মপ্রচার করিয়াছিলেন এবং তাহারা তাঁহাকে যেরূপভাবে অগ্রাহ্য ও প্রত্যাখ্যান করিয়াছিল, তাহা ইতিপূর্ব্বেই বর্ণিত হইয়াছে। কিন্তু অবিশ্বাসীরা শুধু অগ্রাহ্য ও প্রত্যাখ্যানে সন্তুষ্ট না হইয়া যখন তাঁহার উপর

করিবে না, অতএব তাহারা যাহা করিতেছে তুমি তজ্জন্য বিষন্ন হইও না। ৩৭। এবং তুমি আমার প্রত্যাদেশে আমার নয়ন-সমক্ষে নৌকা নির্ম্মাণ কর এবং অত্যাচারীদিগের সম্বন্ধে আমাকে কিছু বলিও না; নিশ্চয় তাহারা নিমজ্জিত হইবে। ৩৮। এবং সে নৌকা নির্ম্মাণ করিতে লাগিল; যখন তাহার সম্প্রদায়ের প্রধানেরা উহার পার্শ্ব অতিক্রম করিত, তখন তাহারা তাহাকে উপহাস করিত; সে বলিয়াছিল

آمَنَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ
٣٧- وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا
وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا ۚ
إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ ○ ٣٨- وَيَصْنَعُ
الْفُلْكَ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِنْ
قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ ۚ قَالَ إِنْ

অমানুষিক অত্যাচার ও নির্য্যাতন আরম্ভ করিয়াছিল, তখন সেই অত্যাচারের দুর্ব্বিসহ যাতনায় তিনি অস্থির ও অতিষ্ঠ হইয়া একান্ত বিষন্ন চিত্তে আল্লাহতালার নিকট স্বীয় কৃতকর্ম্ম ও ব্যর্থতা সম্বন্ধে অভিযোগ উপস্থিত করিয়াছিলেন। আল্লাহতালা তদুত্তরে তাঁহাকে বলিয়াছিলেন যে, ধর্ম্মদ্রোহীদিগের আচরণ সম্বন্ধে তুমি কিছুমাত্র দুঃখিত বা বিষন্ন হইও না। নিশ্চয় এই অবাধ্যতা, অত্যাচার ও ধর্ম্মদ্রোহীতার জন্য তাহারা মহাপ্লাবনে নিমজ্জিত হইবে এবং ধরাবক্ষ হইতে তাহাদের অস্তিত্ব নিশ্চিহ্ন হইয়া মুছিয়া যাইবে।—কোঃ ৭১—১, ২ রুকু এবং পরবর্ত্তী আয়ত দ্রষ্টব্য।

৩৭। ধর্ম্মদ্রোহী নূহী সম্প্রদায়ের অত্যাচার ও দুঃসাহস যখন চরমে উঠিল—তখন তাহারা হজরত নূহকে বলিল যে, যদি তুমি আমাদের কথামত নিরস্ত না হও, অথবা অচিরেই অঙ্গীকৃত শাস্তি আনয়ন করিতে না পার, তবে আমরা নিশ্চয় তোমাকে প্রস্তরাঘাতে চূর্ণ করিয়া ফেলিব (২৬—১১৬); তখন হজরত নূহ আল্লাহতালার নিকট কাতরকণ্ঠে প্রার্থনা করিলেন—"হে আল্লাহ! অতঃপর তুমি আমার মধ্যে ও তাহাদের মধ্যে ইহার মীমাংসা করিয়া দাও" (২৬—১১৮)। তৎশ্রবণে আল্লাহতালা তাঁহাকে জানাইয়া দিলেন যে, অচিরেই ধর্ম্মদ্রোহী ধরাবাসীদিগের উপর আমার অভিসম্পাত নিপতিত হইবে; বিশ্বব্যাপী মহাপ্লাবনে সমস্ত জীব-জন্তু ও তরুলতা ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়া যাইবে। অতএব সেই মহাপ্লাবন হইতে রক্ষা পাইবার জন্য তুমি আমার প্রত্যাদেশ ও নির্দ্দেশ অনুসারে এবং আমার প্রত্যক্ষ দৃষ্টির তত্ত্বাবধানে একখানি নৌকা নির্ম্মাণ কর। ঐ তরুণীই তোমার ও তোমার অনুগামী বিশ্বাসীবৃন্দের এবং পৃথিবীর জীব-জন্তু ও তরু-লতাপুঞ্জের জীবন ও অস্তিত্ব রক্ষার একমাত্র অবলম্বন হইবে।

৩৮। **হজরত নূহের নৌকা-নির্ম্মাণ**—আল্লাহতালার প্রত্যাদেশ অনুযায়ী হজরত নূহ নৌকা নির্ম্মাণ আরম্ভ করিলেন। কথিত আছে যে, চল্লিশ বৎসর পূর্ব্বে হজরত জিবরীল কর্ত্তৃক রোপিত একটী বিরাটকায় স্বর্গীয় তরুর সুবৃহৎ তক্তা দ্বারা উক্ত নৌকা নির্ম্মিত হইয়াছিল। উহার প্রত্যেক তক্তায় অলৌকিকভাবে প্রসিদ্ধ পয়গম্বরগণের নাম লিখিত হইয়াছিল; তন্মধ্যে সর্ব্বপ্রথম তক্তার উপর হজরত আদম এবং সর্ব্বশেষ তক্তার উপর হজরত মোহাম্মদ মোস্তফা (সঃ) নাম লিখিত ছিল। কেহ কেহ ইহাও লিখিয়াছেন যে, উক্ত নৌকা নির্ম্মাণে স্বর্গীয় তরুর তক্তা ভিন্ন বিশালকায় উজ-কর্ত্তৃক আনীত প্রকাণ্ড মিসরীয় তরু হইতে প্রস্তুত যে অতিরিক্ত চারিখানি তক্তা লাগিয়াছিল, তাহাতে শেষ-নবী হজরত রসুলোল্লার চারিজন জগদ্বিখ্যাত সহচরের নাম লিখিত ছিল। অবশ্যই এই বর্ণনার সত্যাসত্য সম্বন্ধে প্রসিদ্ধ তফসীর-সমূহ নীরব। কতিপয় সাধারণ তফসীর-ইতিহাস এবং প্রচলিত আম্বিয়া-জীবনী

তَسْخَرُوْا مِنَّا فَاِنَّا نَسْخَرُ مِنْكُمْ
كَمَا تَسْخَرُوْنَ ۝ ٣٩- فَسَوْفَ
تَعْلَمُوْنَ مَنْ يَّاْتِيْهِ عَذَابٌ يُّخْزِيْهِ
وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُّقِيْمٌ ۝
٤٠- حَتّٰۤى اِذَا جَآءَ اَمْرُنَا وَفَارَ التَّنُّوْرُ
قُلْنَا احْمِلْ فِيْهَا مِنْ كُلٍّ زَوْجَيْنِ

যে, যদি তোমরা আমাদিগকে উপহাস কর, তবে নিশ্চয় আমরাও তোমাদিগকে উপহাস করিব—যেরূপ উপহাস তোমরা করিতেছ।
৩৯। তোমরা তখন নিশ্চয় জানিতে পারিবে যে, কাহার প্রতি শাস্তি উপস্থিত হইবে—এবং যদ্দ্বারা সে লাঞ্ছিত হইবে, এবং তাহার উপর স্থায়ী শাস্তি উপনীত হইবে।
৪০। এমন কি, যখন আমার আদেশ সমাগত হইয়াছিল এবং সলিল-রাশি উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিয়াছিল, তখন আমি বলিয়াছিলাম- সমস্ত বিষয়ের যুগল দম্পতি এবং

সংক্রান্ত গ্রন্থেই উক্ত বর্ণনা পরিদৃষ্ট হয়। যাহা হউক, এ কথায় কোনই সন্দেহ নাই যে, হজরত নূহ মহাপ্লাবন হইতে রক্ষা পাইবার জন্য আল্লাহতালার প্রত্যাদেশ অনুযায়ী হজরত জিবরীলের তত্ত্বাবধানে একখানি সুবৃহৎ নৌকা নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন এবং সেই তরণীতে আরোহণ করিয়াই আধুনিক মানব ও জীব-জন্তুকুলের পূর্ব্বপুরুষগণের অস্তিত্ব রক্ষিত হইয়াছিল।

হজরত নূহ মহাপ্লাবনের আশঙ্কায় শুষ্ক ভূমিতে নৌকা নির্ম্মাণ করিতেছেন দেখিয়া অবিশ্বাসীরা তাঁহাকে-অত্যন্ত উপহাস-বিদ্রূপ করিত। তিনি তদুত্তরে তাহাদিগকে বলিয়াছিলেন যে, তোমাদের অত্যাচার ও ধর্ম্মদ্রোহিতার অবশ্যম্ভাবী পরিণামস্বরূপ আসন্ন মৃত্যু ঘনাইয়া আসিতেছে বলিয়াই তোমরা এইরূপ করিতেছ। শুষ্ক ভূমিতে নৌকা নির্ম্মাণ করা নির্ব্বোধের কার্য্য মনে করিয়া তোমরা এখন আমাদের অজ্ঞতা সম্বন্ধে উপহাস করিতেছ; কিন্তু এই অবিশ্বাস ও অবাধ্যতার জন্য যখন তোমরা মহাপ্লাবনে নিমজ্জিত হইতে থাকিবে, তখন তোমরা নিজেদেরই অবিশ্বাস, অজ্ঞতা ও অদূরদর্শিতা সম্বন্ধে উপহাসিত ও অনুতপ্ত অবস্থায় ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়া যাইবে—তঃ কাশ্‌শাফ।

নৌকার পরিমাণ—পবিত্র কোরানের বর্ণনায় বুঝা যায় যে, হজরত নূহর তরণী—তিনি স্বয়ং, তদীয় তিন পুত্র ও পুত্রবধূ, অন্যান আশিজন বিশ্বাসী ও প্রত্যেক জীব-জন্তুর এক এক জোড়া ধরিবার উপযোগী বৃহদাকারে নির্ম্মিত হইয়াছিল। কিন্তু তওরাতের বর্ণনা অনুযায়ী উহার দৈর্ঘ্য ৩০০ হস্ত, প্রস্থ ৫০ হস্ত এবং উচ্চতা ২০ হস্ত ছিল।—তঃ হক্কানী।

৪০। **তন্নূর**—চুল্লি চুলা অথবা রুটী-সেঁকা ‘তন্দুর’। ভিন্ন ভাষার তফ্‌সীরকারগণ প্রায় সকলেই “তন্নূর” শব্দের উক্ত অর্থ গ্রহণ করিয়া আয়তের মর্ম্মে এক অবোধ্য অস্পষ্টতা আনিয়া ফেলিয়াছেন (সেল, রডওয়েল ও পামার দ্রষ্টব্য)। কোন কোন মুসলমান তফ্‌সীকারও ঐ শব্দার্থ গ্রহণ পূর্ব্বক লিখিয়াছেন যে, হজরত নূহ নৌকা নির্ম্মাণ শেষ করিয়া হজরত জিবরীলকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, আমি কিরূপে মহাপ্লাবনের পূর্ব্ব-লক্ষণ বুঝিতে পারিব? তখন হজরত জিবরীল বলিয়াছিলেন যে, যখন চুলা ভেদ করিয়া সলিল-স্রোত নির্গত হইবে, তখনই প্লাবন আরম্ভ হইল জানিয়া আপনি স্বীয় পরিবারবর্গ ও বিশ্বাসিগণের সহিত জাহাজে আরোহণ করিবেন। অনন্তর একদা হজরত নূহ নবীর স্ত্রী যখন রন্ধন করিতেছিলেন—এমন সময় চুল্লি ভেদ করিয়া সলিল নির্গত হওয়ায় তিনি হজরত নূহকে সেই সংবাদ জ্ঞাপন করিলেন। তখন হজরত নূহ স্বীয় পরিজন ও বিশ্বাসী অনুগামীদিগের সহিত প্রত্যেক জীব-জন্তু ও পশু-পক্ষীর এক এক জোড়া এবং তরুলতার বীজ লইয়া নৌকায় আরোহণ করিলেন।

اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ
الْقَوْلُ وَمَنْ آمَنَ ط وَمَا آمَنَ
مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ ۝ ٤١- وَقَالَ ارْكَبُوا
فِيهَا بِسْمِ اللَّهِ مَجْرِيهَا وَمُرْسٰهَا ط
إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رَحِيمٌ ۝ ٤٢- وَهِيَ
تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ قف لا
وَنَادَىٰ نُوحُ نِ ابْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ
يٰبُنَيَّ ارْكَبْ مَعَنَا وَلَا تَكُنْ
مَعَ الْكٰفِرِينَ ۝ ٤٣- قَالَ سَاٰوِي

যাহাদের সম্বন্ধে পূর্ব্বেই কথিত হইয়াছে, তদ্ব্যতীত তোমার পরিবারবর্গ ও যাহারা বিশ্বাস-স্থাপন করিয়াছে—তাহাদিগকে ইহার মধ্যে তুলিয়া লও; এবং অল্প-সংখ্যক ব্যতীত তৎসহ বিশ্বাস-স্থাপন করে নাই।
৪১। এবং সে বলিয়াছিল, ইহাতে আরোহণ কর—আল্লার নামেই ইহার গতি এবং ইহার স্থিতি; নিশ্চয়ই আমার প্রতিপালক ক্ষমাশীল করুণাময়।
৪২। এবং উহা তাহাদিগের সহিত তরঙ্গ-মালার মধ্যে পর্ব্বতের ন্যায় পরিচালিত হইতেছিল; এবং নূহ তাহার পুত্রকে আহ্বান করিয়াছিল ও সে এক-প্রান্তে অবস্থিত ছিল—হে আমার পুত্র, তুমি আমাদের সঙ্গে আরোহণ কর এবং অবিশ্বাসীদিগের সঙ্গী হইও না।
৪৩। সে বলিয়াছিল যে, আমি এখনই

কিন্তু বিচক্ষণ ও আধুনিক তফ্‌সীরকারগণের অনেকে উক্ত বর্ণনার প্রথমাংশে আদৌ আস্থাবান নহেন। তাঁহাদের মতে "তন্নুর" অর্থ ভূভাগের অভ্যন্তরস্থ জলভাগ (তঃ কবির), অথবা জলস্রোত-নিঃসরণকারী উচ্চ ভূ-পৃষ্ঠ (মঃ আঃ)। সঞ্চিত জলাধার, প্রসবণ অথবা উৎস অর্থেও "তন্নুর" শব্দ ব্যবহৃত হইতে পারে। সুতরাং আয়তের প্রকৃত মর্ম্ম এই যে, যখন আল্লাহতালার আদিষ্ট শাস্তি সমাগত হইয়া মহাপ্লাবনের পূর্ব্ব-লক্ষণ স্বরূপ বিভিন্ন সলিল-স্রোত প্রবাহিত ও উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিয়াছিল, তখন আল্লাহতালার নির্দ্দেশ অনুসারে হজরত নূহ প্রত্যেক জীব-জন্তু ও পশু-পক্ষীর যুগ-দম্পতি এবং স্বীয় পরিজন ও বিশ্বাসী অনুগামীদিগের সহিত তরণী আরোহণ করিয়াছিলেন।—৪২ ও ৪৩ আয়তের তফ্‌সীর দ্রষ্টব্য।

৪১। আলোচ্য আয়তের মর্ম্ম এই যে, তোমরা আল্লার নামে অর্থাৎ "বিসমিল্লাহ" বলিয়া নৌকায় আরোহণ কর। তাঁহার নামের মহিমায় ইহার গতি ও স্থিতি নিরাপদ হইবে; যেহেতু আমার প্রভু নিশ্চয়ই ক্ষমাশীল ও করুণাময়।

৪২—৪৩। **মহাপ্লাবন**—অনন্তর উচ্ছ্বসিত সলিল-স্রোত ক্রমেই বর্দ্ধিত হইয়া প্রান্তর-সমূহ প্লাবিত করিয়া দিল এবং সেই সলিল স্রোতে হজরত নূহ নবীর সুবৃহৎ নৌকা ভাসমান হইয়া পর্ব্বতের ন্যায় দোলায়মান হইতে লাগিল। এই সময় হজরত নূহ তাঁহার কেনান নামক অবিশ্বাসী পুত্রকে সলিল-স্রোতের এক প্রান্তে দণ্ডায়মান দেখিয়া তাহাকে ডাকিয়া বলিলেন,—হে আমার পুত্র! তুমি শীঘ্র আমাদের সঙ্গে এই নৌকায় আরোহণ কর; অবিশ্বাসীদিগের সঙ্গী হইয়া স্বীয় জীবন বিনষ্ট করিও না। কিন্তু অবিশ্বাসী কেনান উত্তর করিল যে, "আমি এখনই পর্ব্বতে আশ্রয় গ্রহণ করিতেছি; সেখানে আমি নিরাপদে অবস্থান করিব। কারণ এই সলিল-স্রোত কখনই সেখানে পৌঁছিতে পারিবে না।" হজরত নূহ তৎশ্রবণে তাহাকে বলিলেন যে, আজ আল্লাহতালা

إِلَى جَبَلٍ يَّعْصِمُنِي مِنَ الْمَاءِ ط قَالَ
لَا عَاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ اللّٰهِ إِلَّا مَنْ
رَّحِمَ ج وَحَالَ بَيْنَهُمَا الْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ
الْمُغْرَقِينَ ۝ ٤٣- وَقِيلَ يٰأَرْضُ
ابْلَعِي مَاءَكِ وَيٰسَمَاءُ أَقْلِعِي

পর্ব্বতের দিকে আশ্রয় গ্রহণ করিতেছি, যাহা আমাকে সলিল হইতে রক্ষা করিবে; সে বলিয়াছিল, আজ আল্লার আদিষ্ট-শাস্তি হইতে কোনই রক্ষাকারী নাই—কিন্তু যাহাকে তিনি অনুগ্রহ করিয়াছেন; এবং তরঙ্গ উভয়ের মধ্যে অন্তরায় হইল ও সে নিমজ্জিতগণের অন্তর্ভুক্ত হইয়া গেল। ৪৪। এবং বলা হইয়াছিল—হে পৃথিবী, তুমি স্বীয় সলিল-রাশি সংবরণ কর, এবং হে

স্বীয় অনুগ্রহে যাহাকে রক্ষা করিবেন, তদ্ব্যতীত তাঁহার শাস্তি হইতে কেহই পরিত্রাণ পাইবে না। পর্ব্বত-শিখর তোমার জন্য কখনই নিরাপদ স্থান নহে। কারণ আজ আল্লার আদেশে সমস্ত ধরণী নিমজ্জিত হইবে—পর্ব্বত-শিখরের উপর দিয়াও প্রলয়-প্লাবন অপ্রতিহত বেগে বহিয়া যাইবে। কিন্তু কেনান তৎপ্রতি কর্ণপাত না করিয়া পর্ব্বতের দিকে অগ্রসর হইল এবং দেখিতে দেখিতে প্রবল স্রোত-তরঙ্গের মধ্যে ডুবিয়া প্রাণ পরিত্যাগ করিল। কথিত আছে যে, হজরত নূহ নবীর এক পত্নীও এই মহাপ্লাবনে অবিশ্বাসীদিগের সহিত নিমজ্জিত হইয়াছিল। এই ঘটনার পরবর্ত্তী অংশ ৪৫ ও ৪৬ আয়তে বর্ণিত হইয়াছে।

তফ্সীরকার ও ঐতিহাসিকগণের মতে হজরত নূহ নবীর সময়ের অনুরূপ মহাপ্লাবন পৃথিবীতে আর কখনও সংঘটিত হয় নাই। কিন্তু ঐ প্লাবন সমস্ত পৃথিবীতে সংঘটিত হইয়াছিল, অথবা ভূভাগের অংশবিশেষ উহাতে নিমজ্জিত হইয়াছিল, তৎসম্বন্ধে দুইটি মত পরিদৃষ্ট হয়। তওরাতের বর্ণনা এবং অধিকাংশ তফ্সীরকারের মতে সমগ্র পৃথিবীই ঐ মহাপ্লাবনে নিমজ্জিত হইয়াছিল। তাঁহারা এই অভিমতের প্রমাণ স্বরূপ তওরাতের বর্ণনা এবং মিসরীয়, ফিনিসীয়, ভারতীয় ও চৈনিক প্রভৃতি পৃথিবীর প্রাচীনতম জাতিদিগের পৌরাণিক প্লাবন-বর্ণনার উল্লেখ করিয়া থাকেন। পক্ষান্তরে পৃথিবী-ব্যাপী প্লাবনের বিরুদ্ধ মতাবলম্বিগণ বলেন যে, হজরত নূহ একটি বিশিষ্ট সম্প্রদায়ের জন্য প্রেরিত নবী ছিলেন। সুতরাং সেই সম্প্রদায়ের অবাধ্যতা ও ধর্ম্মোদ্রোহিতার জন্য আল্লাহতালা সমস্ত জগদ্বাসীকে শাস্তি দিয়া ধ্বংস করিবেন, ইহা কখনই সুসঙ্গত বিধান হইতে পারে না। ইহাদের মতে হজরত নূহ নবীর আবাসভূমি আরমেনিয়া-সহ জর্জ্জিয়া, সার্কেসিয়া ও কুর্দ্দিস্থান এবং উহার পার্শ্ববর্ত্তী প্রদেশ-সমূহে প্লাবন হওয়াই সম্ভবপর। হজরত নূহ স্বীয় পরিবার-পরিজন ও বিশ্বাসী অনুচরবর্গ এবং আবশ্যকীয় জীব-জন্তুর এক এক জোড়া ও প্রয়োজনীয় জিনিষপত্রাদিসহ নৌকারোহণ করিতে আদিষ্ট হইয়াছিলেন। নচেৎ তাঁহার পক্ষে সমগ্র পৃথিবী পরিভ্রমণ করিয়া প্রত্যেক জীব-জন্তুর এক এক জোড়া এবং প্রত্যেক তরু-লতার বীজ সংগ্রহ করিয়া তাহাদের প্রতিপালনোপযোগী সমস্ত আবশ্যকীয় দ্রব্যাদি সহ জাহাজে আরোহণ করা সম্পূর্ণ অসম্ভব ও অস্বাভাবিক।—তঃ হক্কানী ও মহম্মদ আলী তুলিতব্য।

৪৪। মহাপ্লাবন সম্বন্ধীয় বিশিষ্ট বর্ণনা-সমূহে পরিদৃষ্ট হয় যে, সুদীর্ঘ চল্লিশ দিবস ব্যাপিয়া পৃথিবী হইতে যেরূপ অজস্র সলিল-স্রোত উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিয়াছিল, আকাশ হইতেও বজ্রধ্বনি এবং বিদ্যুৎ বিকাশের সহিত সেইরূপ বিশ্বপ্লাবী বৃষ্টিধারা বর্ষিত হইয়াছিল। সঙ্গে সঙ্গে ভীষণ প্রলয় ঝঞ্ঝা বহিয়া সেই প্লাবন-প্রবাহকে আরও ভয়াবহ করিয়া তুলিয়াছিল। সমুচ্চ পর্ব্বতমালার উচ্চতম শিখরের উপর দিয়া সেই প্রলয়-প্লাবন বহিয়া গিয়াছিল এবং নিমজ্জিত ভূভাগ পর্ব্বত প্রমাণ তরঙ্গ-সমাকুল মহাসমুদ্রবৎ বলিয়া প্রতীয়মান হইয়াছিল। তওরাতে উক্ত প্লাবনের স্থিতিকাল ৪০ দিবস ও ১৫০ দিবস বলিয়া লিখিত হইয়াছে (যাত্রা পুস্তক)। কোন কোন

وَغِيضَ الْمَاءُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِيِّ وَقِيلَ بُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ۝٤٤ وَنَادَىٰ نُوحٌ رَبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ

আকাশ—তুমি নিবৃত্ত হও; এবং সলিল শুষ্ক হইল ও কার্য্য মীমাংসিত হইল এবং জুদী পর্ব্বত উহা স্থির হইল, এবং বলা হইল যে, অত্যাচারী সম্প্রদায় দূরীভূত হউক। ৪৫। অনন্তর নূহ স্বীয় প্রতিপালককে আহ্বান করিল, পরে বলিল—হে আমার প্রতিপালক! নিশ্চয় আমার পুত্র আমার পরিজনগণের

মুসলমান ঐতিহাসিক উক্ত মহাপ্লাবনের স্থিতিকাল ২রা রজব হইতে ১০ই মহরম পর্য্যন্ত প্রায় সপ্ত-মাস বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

অনন্তর সর্ব্বশক্তিমান আল্লাহতালা আকাশকে বৃষ্টি-বর্ষণ সংবরণ এবং পৃথিবীকে জলস্রোত সংহরণ করিতে আদেশ করিলেন। তদনুসারে আকাশ নির্ম্মল ও মেঘমুক্ত, প্রকৃতি অচঞ্চল ও শান্ত এবং সেই বিপুল সলিল-প্রবাহ হ্রাসপ্রাপ্ত হইতে লাগিল। এতদিন হজরত নূহ নবীর নৌকা সেই ঝটিকা-সংক্ষুব্ধ সমুদ্রবৎ অশান্ত জলপ্রবাহের উপর দোলায়মান অবস্থায় লক্ষ্যহীনভাবে ভাসিয়া বেড়াইতেছিল। কিন্তু এখন সলিল-প্রবাহ হ্রাসপ্রাপ্ত হওয়ায় পর্ব্বতমালার সমুচ্চ শিখর-সমূহ হজরত নূহ নবীর নৌকা বক্ষে ধারণ করিয়া গৌরবান্বিত হইবার জন্যই যেন ধীরে ধীরে জাগিয়া উঠিল; কিন্তু সেই নৌকা কোন উচ্চ পর্ব্বত-শিখরে সংলগ্ন না হইয়া আল্লাহতালার আদেশে সর্ব্বাপেক্ষা অনুচ্চ জুদী-শৈলে সংলগ্ন হইল। এই স্থান হইতেই হজরত নূহ স্বীয় পরিবার-পরিজন ও সঙ্গীদল-সহ ভূতলে অবতরণ করিয়াছিলেন।

জুদী-পর্ব্বত—তফসীর হক্কানীতে লিখিত হইয়াছে যে, নূহ নবীর তরণী সপ্তম মাসের ১৭ই তারিখে উক্ত জুদী পর্ব্বতে সংলগ্ন হইয়াছিল। তওরাতে উহার নাম আরারাত পর্ব্বত বলিয়া নির্দ্দেশিত হইয়াছে (যাত্রা পুস্তক)। জুদী আরমেনিয়ার অন্তর্গত একটি অনুচ্চ পাহাড়। সেল সাহেব বলেন যে, উহা আরমেনিয়া ও দক্ষিণ মেসোপটেমিয়ার অন্তর্গত (বা বিভক্তকারী) পর্ব্বতমালার অন্যতম। গ্রীকেরা উহাকে 'গরডই' বা 'জরডই' পর্ব্বত বলিয়া অভিহিত করে। ঐ অঞ্চলের অধিবাসীদিগের বিশ্বাস যে, উক্ত পর্ব্বতে নূহ নবীর তরণীর তক্তাসমূহের অস্তিতাবশেষ এখনও বিদ্যমান আছে;—কিন্তু উহা অত্যন্ত দুষ্প্রাপ্য। উহার যে সকল খণ্ড পাওয়া গিয়াছে, তদ্দ্বারা বহু দুরারোগ্য ব্যাধির উপর প্রয়োগ করিয়া অতি বিস্ময়কর ফল পাওয়া গিয়াছে (মঃ আঃ)। উক্ত নৌকার অস্তিত্ব সম্বন্ধে আরও অনেক প্রমাণ পাওয়া যায় (এপিক্ষ ও এলম্যাকিন—মঃ আঃ)। কোন কোন তফসীরে লিখিত আছে যে, উক্ত নৌকার নামে জুদী পর্ব্বতে একটি খানকাও নির্ম্মিত হইয়াছিল। কিন্তু খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীর এক ভীষণ বজ্রাঘাতে উহা ধ্বংস হইয়া যায়। এতদ্ভিন্ন 'আল-জুদী' বা জুদী পর্ব্বত সম্বন্ধে আরও বহু জনশ্রুতি প্রচলিত আছে।—তঃ হক্কানী।

মুসলমান পৌরাণিক-ঐতিহাসিকগণ হজরত নূহ নবীর নৌকাযোগে ভাসমান অবস্থায় বিভিন্ন স্থান পরিভ্রমণ, নৌকার উপর অবস্থানের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ, শয়তানের প্রবঞ্চনা, হজরত জিবরীল কর্ত্তৃক সলিল নিঃসরণের জন্য সপ্ত নহর কর্ত্তন বা সপ্ত-সমুদ্রের উৎপত্তি এবং জুদী পর্ব্বত হইতে পৃথিবীর সলিল পরিমাপ করিবার জন্য ক্রমান্বয়ে কুক্কুট, কাক ও পারাবত প্রেরণ সম্বন্ধে বহু বিস্ময়কর বর্ণনা করিয়াছেন; কিন্তু মূল আয়তের সহিত সম্বন্ধ এবং সুনিশ্চিত প্রমাণাভাবে সেগুলি পরিত্যক্ত হইল।

৪৫—৪৬। হজরত নূহ-নবীর অবিশ্বাসী ও অবাধ্য পুত্র কেনান যখন স্বীয় পিতার আদেশ ও উপদেশ অগ্রাহ্য করিয়া মহাপ্লাবন হইতে পরিত্রাণ লাভের জন্য আশ্রয় লাভের আশায় পর্ব্বতের দিকে অগ্রসর হইতেছিল, সেই সময়ে এক প্রবল তরঙ্গ আসিয়া তাহাকে ভাসাইয়া লইয়া যায় এবং

أَهْلِيْ وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ
أَحْكَمُ الْحٰكِمِيْنَ ۝ ٤٦- قَالَ
يٰنُوْحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ ۚ إِنَّهُ
عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ ۖ فَلَا تَسْـَٔلْنِ
مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ ۗ إِنِّيْ أَعِظُكَ
أَنْ تَكُوْنَ مِنَ الْجٰهِلِيْنَ ۝
٤٧- قَالَ رَبِّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ أَنْ
أَسْـَٔلَكَ مَا لَيْسَ لِيْ بِهِ عِلْمٌ ۗ
وَإِلَّا تَغْفِرْ لِيْ وَتَرْحَمْنِيْ أَكُنْ

অন্তর্ভুক্ত; এবং নিশ্চয় তোমার অঙ্গীকার সত্য এবং তুমি আদেশদাতাগণের শ্রেষ্ঠতম আদেশদাতা।
৪৬। তিনি বলিয়াছিলেন—হে নূহ, নিশ্চয় সে তোমার পরিজনের অন্তর্ভুক্ত নহে, নিশ্চয় সে সৎকার্য্য-সমূহের ব্যতিক্রমকারী; অতএব যে বিষয়ে তোমার জ্ঞান নাই তদ্বিষয়ে আমাকে প্রশ্ন করিও না; নিশ্চয় আমি তোমাকে উপদেশ প্রদান করিতেছি যে, ইহাতে তুমি মূর্খদিগের অন্তর্গত হইবে।
৪৭। সে বলিয়াছিল—হে আমার প্রতিপালক! নিশ্চয় আমি তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করিতেছি যে, যাহাতে আমার কোন জ্ঞান নাই—আমি তদ্বিষয়ে তোমাকে প্রশ্ন করিয়াছি; এবং যদি তুমি আমাকে ক্ষমা না কর ও আমাকে অনুগ্রহ না কর—আমি ক্ষতিগ্রস্ত-

---

সে তাহাতেই ডুবিয়া প্রাণ পরিত্যাগ করে। কিন্তু হজরত নূহর পিতৃস্নেহ-সিক্ত প্রাণে ঐ করুণ দৃশ্য সহ্য না হওয়ায় তিনি আল্লার নিকট প্রার্থনা করিয়াছিলেন:—হে করুণাময় আল্লাহ! তুমি ত আমার পরিজনদিগের রক্ষা করিবার অঙ্গীকার করিয়াছ। আমার অবাধ্য পুত্র কেনান অবশ্যই আমার পরিজনগণের অন্তর্ভুক্ত; অতএব তুমি অনুগ্রহ করিয়া তাহাকে রক্ষা কর। হে আমার শ্রেষ্ঠতম আদেশদাতা প্রভু! কেনানকে রক্ষা করিলে নিশ্চয়ই তোমার অঙ্গীকার সত্য এবং পূর্ণ হইবে। তখন আল্লাহতালা হজরত নূহকে বলিয়াছিলেন, অবিশ্বাসী কেনান কখনই তোমার পুত্রপদবাচ্য অথবা পরিজনবর্গের অন্তর্ভুক্ত হইবার উপযুক্ত নহে। আমি ত তোমাকে পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, তুমি অবিশ্বাসী অত্যাচারীদিগের জীবন রক্ষা সম্বন্ধে আমার নিকট কোন প্রার্থনা করিও না, এবং নিশ্চয় তাহারা স্ব স্ব অবিশ্বাসী ও অবাধ্যতার জন্য মহাপ্লাবনে নিমজ্জিত হইয়া ধ্বংসপ্রাপ্ত হইবে (৩৭ আয়ত)। অতএব যে বিষয়ে তোমার কোন জ্ঞান নাই, সে বিষয়ে তুমি আমার নিকট কেন প্রশ্ন করিতেছ? আমি তোমাকে পুনরায় উপদেশ প্রদান করিতেছি যে, অবিশ্বাসী নির্ব্বোধদিগের ন্যায় আমার আদেশের বিরুদ্ধে আমার নিকট প্রার্থনা করিয়া তুমি তাহাদের ন্যায় বিভ্রান্ত ও বিপদগামী হইও না।

৪৭। আল্লাহতালার আদেশ শ্রবণে হজরত নূহ ভীত ও বিচলিত হইয়া প্রার্থনা করিয়াছিলেন, হে করুণাময় আল্লাহ! আমি যাহা জানি না—তদ্বিষয়ে তোমার নিকট নির্ব্বোধের ন্যায় প্রার্থনা করিয়া অমার্জ্জনীয় অপরাধ করিয়াছি। অতএব যদি তুমি আমাকে ক্ষমা এবং অনুগ্রহ না কর, তবে নিশ্চয়ই আমি ঐ অপরাধে—অবিশ্বাসী বিরুদ্ধাচারীদিগের ন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত ও বিনষ্ট হইয়া যাইব।

مِّنَ الْخٰسِرِيْنَ ۝ ٤٨- قِيْلَ يٰنُوْحُ
اهْبِطْ بِسَلٰمٍ مِّنَّا وَبَرَكٰتٍ عَلَيْكَ
وَعَلٰۤى اُمَمٍ مِّمَّنْ مَّعَكَ ؕ وَاُمَمٌ
سَنُمَتِّعُهُمْ ثُمَّ يَمَسُّهُمْ مِّنَّا عَذَابٌ
اَلِيْمٌ ۝ ٤٩- تِلْكَ مِنْ اَنْۢبَآءِ
الْغَيْبِ نُوْحِيْهَآ اِلَيْكَ ۚ مَا كُنْتَ

দিগের অন্তর্গত হইব। ৪৮। বলা হইয়াছিল—হে নূহ, আমা হইতে শান্তি এবং তোমার প্রতি ও তোমার অনুসঙ্গীদেরম ধ্যস্থ সম্প্রদায়-সমূহের প্রতি কল্যাণ-সহ অবতরণ কর; এবং তোমরা বিভিন্ন সম্প্রদায় হইবে—উহাদিগকে আমি অচিরেই সুফল প্রদান করিব, তৎপর আমার যন্ত্রণাপ্রদ শাস্তি তাহাদিগকে স্পর্শ করিবে। ৪৯। ইহা সেই সকল অদৃশ্য সংবাদ—যাহা আমি তোমার প্রতি প্রত্যাদেশ করিতেছি, তুমি

৪৮। অনন্তর আল্লাহতা'লা হজরত নূহ নবীর ক্ষমা-প্রার্থনায় সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে আদেশ করিলেন যে, আমি তোমার প্রতি প্রসন্ন; অতএব তুমি ও তোমার অনুসঙ্গিগণ আমার শান্তি ও কল্যাণসহ অবতরণ কর। তোমাদের বংশ হইতে বিভিন্ন সম্প্রদায় উৎপন্ন হইবে এবং তাহাদের মধ্যে অনেকে সুপথগামী হইয়া আমার অনুগ্রহে অভিষিক্ত হইবে; আবার অনেকে বিপদগামী হইয়া আমার শাস্তিভোগ করিবে।

পৌরাণিক-ঐতিহাসিক ও কোন কোন তফ্‌সীরকার নির্দ্দেশ করিয়াছেন যে, হজরত নূহ জুদী পর্ব্বত হইতে অবতরণ করিয়া সিনার নামক অঞ্চলে বসবাস স্থাপন করিয়াছিলেন। তাঁহার তিন পুত্র সাম, হাম ও ইয়াফসেরা বংশ হইতেই পুনরায় পৃথিবী জনমণ্ডলীতে পরিপূর্ণ হয়। তাহারাই এসিয়া, ইউরোপ ও আফ্রিকার বিভিন্ন দেশে স্ব স্ব বসতি স্থাপন করে এবং কালক্রমে ভিন্ন ভিন্ন জাতিতে পরিণত হয়। তওরাতের বর্ণনাও এই অভিমতের অনুকূল। কিন্তু পবিত্র কোরানে এসম্বন্ধে কোনই বিস্তৃত বিবরণ বর্ণিত হয় নাই।

মহাপ্লাবনের পর আল্লাহতা'লা অঙ্গীকার করিয়াছিলেন যে, তিনি আর কখনও ধরাবাসীকে ঐরূপ সমূলে ধ্বংস করিবেন না।—তওরাত।

৪৯। হজরত নূহ নবীর প্রসঙ্গ শেষ করিয়া আল্লাহতালা বলিতেছেন যে, "তুমি এবং তোমার সম্প্রদায় ইহার পূর্ব্বে যে সকল অদৃশ্য সংবাদ জানিতে না—আমি তাহাই তোমাকে প্রত্যাদেশ করিয়া জানাইয়া দিতেছি। অতএব অবাধ্য নূহী সম্প্রদায়ের ন্যায় অবিশ্বাসী কোরেশকুলের অত্যাচার ও বিরুদ্ধাচরণে তুমি কিছুমাত্র ভীত বা বিচলিত না হইয়া ধৈর্য্যধারণ কর। ধর্ম্মদ্রোহী বিরুদ্ধাচারীদিগের অত্যাচার ও অনাচার নিবারিত হইয়া বিশ্বাসিগণের পরিণাম অবশ্যই শুভ ও কল্যাণকর হইবে।"

আলোচ্য আয়তের অদৃশ্য সংবাদ অর্থে কেহ হজরত নূহ নবী-সংক্রান্ত সংবাদ এবং কেহ বা হজরত রসুলোল্লা ও তাঁহার বিরুদ্ধাচারীদিগের শেষ পরিণাম সম্বন্ধীয় ভবিষ্যদ্বাণী বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন (মঃ আঃ)। হজরত নূহ নবী-সংক্রান্ত সংবাদ জগদ্বাসীর পক্ষে অদৃশ্য বা অপরিজ্ঞাত বিষয় নহে বলিয়াই কোন কোন আধুনিক তফ্‌সীরকার শেষোক্ত মত অবলম্বন করিয়াছেন। কিন্তু তৎকালে তওরাত অতি দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থ ছিল; ইহুদীরা উহা অতি সতর্কতা সহকারে নিজেদের নিকট রক্ষা করিত। পক্ষান্তরে আরবে শুধু মৌখিক কবিতার আলোচনা ভিন্ন লেখা-পড়ার সেরূপ কোনই চর্চ্চা ছিল না। অথচ কোরানে স্পষ্ট ভাষায় "তুমি এবং তোমার সম্প্রদায়" বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। এই অবস্থায় সেই অন্ধযুগে হজরত রসুলোল্লা মক্কা অবস্থানকালে তাঁহার এবং কোরেশ সম্প্রদায়ের নিকট হজরত নূহ নবীর প্রসঙ্গ অদৃশ্য-সংবাদের ন্যায় অপরিজ্ঞাত থাকা

تَعْلَمُهَا أَنْتَ وَلَا قَوْمُكَ مِنْ
قَبْلِ هٰذَا ۛ فَاصْبِرْ ۛ إِنَّ الْعَاقِبَةَ
لِلْمُتَّقِينَ ۝

ইহা অবগত ছিলে না—তুমি অথবা তোমার সম্প্রদায় ইহার পূর্ব্বে; অতএব ধৈর্য্যধারণ কর; নিশ্চয় ধর্ম্মভীরুগণের জন্য শুভ-পরিণাম।

৫ম রুকু—হজরত হুদের বিবরণ

৫০- وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا ۚ قَالَ
يَٰقَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ
غَيْرُهُ ۚ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا مُفْتَرُونَ ۝
৫১- يَٰقَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا ۚ
إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى الَّذِي فَطَرَنِي ۚ
أَفَلَا تَعْقِلُونَ ۝ ৫২- وَيَٰقَوْمِ
اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ
السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً

৫০। এবং আদের প্রতি তাহাদের
ভ্রাতা হুদ; সে বলিয়াছিল—হে আমার
সম্প্রদায়, তোমরা আল্লার উপাসনা
কর, তিনি ব্যতীত তোমাদের কোনই
উপাস্য নাই; তোমরা অসত্য ধারণা-
কারী ব্যতীত নহ। ৫১। হে আমার
সম্প্রদায়, আমি ইহার জন্য তোমাদের
নিকট কোন প্রতিদান প্রার্থনা করিতেছি
না; যিনি আমাকে সৃষ্টি করিয়াছেন
কেবল তাঁহার নিকটেই আমার প্রতিদান;
তবুও কি তোমরা বুঝিবে না? ৫২। এবং
হে আমার সম্প্রদায়, তোমরা স্বীয়
প্রতিপালকের নিকট ক্ষমা-প্রার্থনা কর,
তৎপর তাহারই দিকে প্রত্যাবর্ত্তিত হও;
তিনি তোমাদের উপর বর্ষণশীল মেঘপুঞ্জ
প্রেরণ করিবেন এবং তোমাদের শক্তিতে

কিছুমাত্র অসম্ভব বা অস্বাভাবিক নহে। সুতরাং আলোচ্য আয়তে প্রথমোক্ত সরল অর্থ গ্রহণেও তেমন কোন দোষ বা অসঙ্গতি হয় বলিয়া আমরা আদৌ বিশ্বাস করি না। বরং প্রথমোক্ত অর্থ গ্রহণই স্বাভাবিক ও সঙ্গত বলিয়া মনে হয়। অবশ্য বিবিধ যুক্তি-তর্ক দ্বারা দ্বিতীয় প্রকার মর্ম্মও নিঃসন্দেহে সমর্থন করা যাইতে পারে।

৫০। আরবের অন্তর্গত পরাক্রান্ত আদ-জাতিকে অংশীবাদিতা ও ভ্রান্তি হইতে সত্যধর্ম্ম ও সুপথ প্রদর্শনের জন্য হজরত হুদ, আল্লাহতালা কর্ত্তৃক প্রেরিত রসুল-রূপে জন্মগ্রহণ করেন। হজরত হুদের ধর্ম্মপ্রচার ও ব্যর্থতা এবং আদ-জাতির অবাধ্যতা, প্রত্যাখ্যান ও শোচনীয় পরিণামের প্রসঙ্গ ইতিপূর্ব্বেই সুরা আরাফে বর্ণিত হইয়াছে।—কোরান, ৭ম সুরা, ৯ম রুকুর বিস্তৃত তফসীর দ্রষ্টব্য।

৫১—৫২। এই দুইটি আয়তে আদ-জাতির প্রতি হজরত-হুদের ধর্ম্মোপদেশ এবং পার্থিব সম্পদ-লাভের প্রতিশ্রুতির প্রসঙ্গ বর্ণিত হইয়াছে। আদ-জাতির অবাধ্যতা ও ধর্ম্মদ্রোহিতার জন্য তাহাদের দেশে তিন বৎসর অথবা সপ্ত বৎসর ব্যাপী ভীষণ দুর্ভিক্ষ হইয়াছিল। হজরত

শক্তি বৃদ্ধি করিবেন, এবং তোমরা
অপরাধী-রূপে ফিরিয়া যাইও না।
৫৩। তাহারা বলিয়াছিল—হে হুদ, তুমি
আমাদের নিকট কোন প্রকাশ্য-নিদর্শন
আনয়ন কর নাই, এবং আমরা তোমার
কথায় আমাদের উপাস্যদিগকে পরিত্যাগ
করিব না এবং আমরা তোমার প্রতি
বিশ্বাস-স্থাপনকারী নহি। ৫৪। আমরা
এতদ্ব্যতীত বলি না যে, আমাদের উপাস্য-
গণের কেহ তোমাকে অনিষ্টকারিতা
দ্বারা আঘাত করিয়াছে; সে বলিয়াছিল,
আমি আল্লাহকে সাক্ষী করিতেছি এবং
তোমরাও সাক্ষী থাক যে, নিশ্চয় আমি
উহা হইতে বিমুক্ত—তোমরা যে অংশী-
স্থাপন করিতেছ—৫৫। তাঁহার পরিবর্ত্তে;
অনন্তর তোমরা সকলে আমার জন্য
পন্থা স্থির কর, তৎপর আমাকে অবসর
প্রদান করিও না। ৫৬। নিশ্চয় আমি

إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ ○
٥٣- قَالُوا يَا هُودُ مَا جِئْتَنَا بِبَيِّنَةٍ
وَّمَا نَحْنُ بِتَارِكِي آلِهَتِنَا عَنْ
قَوْلِكَ وَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ ○
٥٤- إِنْ نَقُولُ إِلَّا اعْتَرَاكَ بَعْضُ
آلِهَتِنَا بِسُوءٍ ط قَالَ إِنِّي أُشْهِدُ اللَّهَ
وَاشْهَدُوا أَنِّي بَرِيءٌ مِمَّا تُشْرِكُونَ ○
٥٥- مِنْ دُونِهِ فَكِيدُونِي جَمِيعًا
ثُمَّ لَا تُنْظِرُونِ ○ ٥٦- إِنِّي تَوَكَّلْتُ

হুদ বলিয়াছিলেন যে, যদি তোমরা অধর্ম্ম ও অংশীবাদিতা ত্যাগ করিয়া একত্ববাদ ও সত্যধর্ম্ম অবলম্বন কর, তবে আল্লাহতালা অচিরেই মেঘপুঞ্জ প্রেরণ করিয়া দেশের এই দুর্ব্বিসহ দুর্ভিক্ষ দূরীভূত করিবেন এবং তোমাদিগকে স্বীয় অনুগ্রহে আরও অধিক শক্তিশালী করিয়া দিবেন।

৫৩—৫৪। কিন্তু আদ-জাতি হজরত হুদের বাক্য শুনিয়া যেরূপে তাঁহাকে প্রত্যাখ্যান করিয়াছিল, আলোচ্য আয়ত-দ্বয়ে তাহাই বর্ণিত হইয়াছে। তাহারা বলিয়াছিল—হে হুদ, আমরা তোমাকে আদৌ বিশ্বাস করি না এবং তোমার নবুয়তের কোন নিদর্শনও নাই। সুতরাং তোমার কথায় কেন আমরা আমাদের উপাস্য দেব-দেবীগণকে পরিত্যাগ করিব? বরং আমাদের বিশ্বাস যে, নিশ্চয় আমাদের কোন দেবতা তোমার মতি-বিভ্রম করিয়া দিয়াছে।

৫৫। হজরত হুদ উপরোক্ত বাক্য শ্রবণে বলিয়াছিলেন:--আমি আল্লাহকে সাক্ষী করিতেছি এবং তোমরাও সাক্ষী থাক যে, তোমরা যাহা বলিতেছ এবং আল্লার পরিবর্ত্তে যে সকল অংশী-উপাস্য দেবদেবীর উপাসনা করিতেছ, আমি তাহা হইতে সম্পূর্ণরূপে বিমুক্ত। আমি তাঁহার প্রেরিত-রসুল ব্যতীত বিকৃত-মস্তিষ্ক উন্মাদ অথবা তোমাদের কল্পিত দেবতার অভিশাপগ্রস্ত লোক নহি। যদি আমার কথা তোমাদের বিশ্বাস না হয়, তবে তোমরা তোমাদের দেবদেবী-পুঞ্জের সহিত মিলিত হইয়া আমার বিরুদ্ধে যাহা ইচ্ছা কর এবং আমাকে কোনরূপ অনুগ্রহ বা অবসর প্রদান করিও না।

৫৬। হজরত হুদ আরও বলিয়াছিলেন যে, নিশ্চয় আমি আমার এবং তোমাদের সকলের প্রতিপালক সেই সর্ব্বশক্তিমান আল্লার উপরেই নির্ভর করি। সমগ্র জীব-জগতের ভাগ্যলিপি

আমার প্রতিপালক ও তোমাদের প্রতিপালক আল্লার উপর নির্ভর করি; তিনি উহার অদৃষ্ট ধারণ করিয়া আছেন—এতদ্ব্যতীত কোনই বিচরণশীল জীব নাই; নিশ্চয় আমার প্রতিপালক সরল পথে অবস্থিত। ৫৭। কিন্তু যদি তোমরা ফিরিয়া যাও, তবে নিশ্চয় আমি তোমাদের নিকট উহা প্রচার করিয়াছি, যাহার সহিত আমাকে তোমাদের প্রতি প্রেরণ করা হইয়াছে; এবং আমার প্রতিপালক তোমাদের পরিবর্ত্তে অন্য সম্প্রদায়কে স্থলাভিষিক্ত করিবেন, এবং তোমরা তাঁহার কিছুমাত্র অনিষ্ট করিতে পারিবে না; নিশ্চয় আমার প্রতিপালক সর্ব্ববিষয়োপরি সংরক্ষক। ৫৮। এবং যখন আমার আদেশ সমাগত হইয়াছিল, আমি স্বীয় অনুগ্রহে হুদ ও যে সকল বিশ্বাস-স্থাপনকারী তাহার সঙ্গে ছিল, তাহদিগকে বিমুক্ত করিয়াছিলাম এবং কঠোর শাস্তি হইতে তাহাদিগকে মুক্তি-

عَلَى اللّٰهِ رَبِّىْ وَرَبِّكُمْ ط مَا مِنْ دَآبَّةٍ
اِلَّا هُوَ اٰخِذٌ بِنَاصِيَتِهَا ط اِنَّ رَبِّىْ
عَلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ○ ٥٧- فَاِنْ
تَوَلَّوْا فَقَدْ اَبْلَغْتُكُمْ مَّآ اُرْسِلْتُ بِهٖ
اِلَيْكُمْ ط وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّىْ قَوْمًا
غَيْرَكُمْ ط وَلَا تَضُرُّوْنَهٗ شَيْئًا ط اِنَّ
رَبِّىْ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ حَفِيْظٌ ○
٥٨- وَلَمَّا جَآءَ اَمْرُنَا نَجَّيْنَا هُوْدًا
وَّالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَعَهٗ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا ج
وَنَجَّيْنٰهُمْ مِّنْ عَذَابٍ غَلِيْظٍ ○

একমাত্র তাঁহারই করায়ত্ত রহিয়াছে। তিনি ব্যতীত জীবের ভাল-মন্দ করিবার ক্ষমতা আর কাহারও নাই।

৫৭। অতঃপর যদি তোমরা আমার করা বিশ্বাস ও গ্রাহ্য না কর, তবে নিশ্চয় আমার সর্ব্বশক্তিমান প্রভু তোমাদিগকে ধ্বংস করিয়া অন্য কোন সম্প্রদায়কে তোমাদের স্থলাভিষিক্ত করিবেন। তোমরা কখনই তাঁহার সেই কার্য্য প্রতিরোধ করিতে পারিবে না এবং উহাতে তাঁহার কিছুমাত্রও অনিষ্ট হইবে না। বরং উহার ফলে তোমরাই ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়া যাইবে।

কিন্তু হজরত হুদের উপদেশ হতভাগ্য আদ-জাতির জন্য কিছুমাত্র কার্য্যকরী বা ফলপ্রদ হয় নাই। কারণ অচিরেই তাহারা আল্লাহতালার প্রেরিত ভয়াবহ শাস্তিতে আক্রান্ত হইয়া সমূলে ধ্বংস হইয়া গিয়াছিল।—পরবর্ত্তী আয়ত দ্রষ্টব্য।

৫৮। আল্লাহতালা বলিতেছেন:—আদ সম্প্রদায় কিছুতেই বিশ্বাস-স্থাপন ও সত্যধর্ম্ম গ্রহণ না করায় অবশেষে তাহাদের উপর আমার শাস্তি অবতীর্ণ হইয়াছিল এবং তাহারা সমূলে ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়া গিয়াছিল। কিন্তু সেই ভয়াবহ প্রলয়ঙ্কর শাস্তির মধ্যে আমার অনুগৃহীত রসুল হুদ এবং তাহার অনুগামী বিশ্বাসিগণের কোনই অনিষ্ট হয় নাই। আমি স্বীয় অনুগ্রহে তাহাদিগকে সম্পূর্ণ নিরাপদে রক্ষা করিয়াছিলাম।—কোঃ ৭—১২ আয়ত ও উহার তফ্সীর দ্রষ্টব্য।

দান করিয়াছিলাম। ৫৯। এবং এই আদ :—যাহারা তাহাদের প্রতিপালকের নিদর্শন অস্বীকার করিয়াছিল ও স্বীয় রসুলদিগকে অগ্রাহ্য করিয়াছিল এবং তাহারা প্রত্যেক চরম বিরুদ্ধাচারীর আদেশের অনুসরণ করিয়াছিল।
৬০। পৃথিবীতে ও উত্থান-দিবসে তাহাদের পশ্চাতে অভিসম্পাত প্রেরিত হইয়াছে; সতর্ক হও!—আদ নিশ্চয় তাহাদের প্রতিপালককে অবিশ্বাস করিয়াছিল; সাবধান,—হুদের সম্প্রদায় আদের প্রতি অভিসম্পাদ।

٥٩- وَتِلْكَ عَادٌ جَحَدُوْا بِاٰيٰتِ
رَبِّهِمْ وَعَصَوْا رُسُلَهٗ وَاتَّبَعُوْٓا اَمْرَ
كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيْدٍ ○ ٦٠- وَاُتْبِعُوْا
فِيْ هٰذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَّيَوْمَ الْقِيٰمَةِ ط
اَلَآ اِنَّ عَادًا كَفَرُوْا رَبَّهُمْ ط اَلَا
بُعْدًا لِّعَادٍ قَوْمِ هُوْدٍ ع

৬ষ্ঠ রুকু—হজরত সালেহর বিবরণ

৬১। এবং সমুদের প্রতি তাহাদের ভ্রাতা সালেহ; সে বলিয়াছিল—হে আমার সম্প্রদায়, তোমরা আল্লার উপাসনা কর, তিনি ব্যতীত তোমাদের কোনই উপাস্য নাই; তিনিই তোমাদিগকে মৃত্তিকা হইতে গঠন করিয়াছেন এবং উহাতে তোমাদের বাসস্থান করিয়া দিয়াছেন; অতএব তাঁহার ক্ষমা-প্রার্থনা কর, তৎপর তাঁহারই দিকে প্রত্যাবর্ত্তিত হও; নিশ্চয় আমার প্রতিপালক সন্নিকটবর্ত্তী স্বীকারকারী।
৬২। তাহারা বলিয়াছিল—হে সালেহ, নিশ্চয় তুমি ইহার পূর্ব্বে আমাদের

٦١- وَاِلٰى ثَمُوْدَ اَخَاهُمْ صٰلِحًا م
قَالَ يٰقَوْمِ اعْبُدُوا اللّٰهَ مَا لَكُمْ مِّنْ اِلٰهٍ
غَيْرُهٗ ط هُوَ اَنْشَاَكُمْ مِّنَ الْاَرْضِ
وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيْهَا فَاسْتَغْفِرُوْهُ ثُمَّ
تُوْبُوْٓا اِلَيْهِ ط اِنَّ رَبِّيْ قَرِيْبٌ
مُّجِيْبٌ ○ ٦٢- قَالُوْا يٰصٰلِحُ قَدْ

৫৯—৬০। এই দুইটি আয়তে ঘোর অবিশ্বাসী ও চরম ধর্ম্মদ্রোহী আদ-জাতির প্রতি ইহ-পরলোকের জন্য অভিসম্পাত প্রদান-পূর্ব্বক বিশ্ব-বাসীকে সতর্ক করা হইতেছে যে, আল্লাহতালার প্রতি অবিশ্বাস ও ধর্ম্মদ্রোহিতার পরিণাম এইরূপই হইয়া থাকে। অতএব আদ সম্প্রদায়কে ধিক! ধরা-বক্ষ হইতে ঐরূপ হতভাগ্য জাতির অস্তিত্ব চিরদিনের জন্য দূরীভূত হউক।

৬১। এই আয়তে আদ-জাতির অন্যতম গোত্র সমুদ-সম্প্রদায়ের অবিশ্বাস ও ধর্ম্মদ্রোহিতা এবং হজরত সালেহ কর্ত্তৃক তাহাদের মধ্যে ধর্ম্মপ্রচার ও সদুপদেশ প্রদানের প্রসঙ্গ বর্ণিত হইয়াছে। ইহাদের বিবরণ পূর্ব্ববর্ত্তী সুরা আরাফে বর্ণিত হইয়াছে। কোঃ ৭—৭৩ আয়ত এবং উহার তফ্‌সীর দ্রষ্টব্য।

৬২। হজরত সালেহর উপদেশ শ্রবণে সমুদ-জাতি তাঁহাকে বলিয়াছিল যে, তুমি আমাদেরই স্বজন-বংশ হইয়া এবং এতদিন আমাদেরই মধ্যে অবস্থান করিয়া এখন এ কিরূপ কথা বলিতেছ?

كُنْتَ فِيْنَا مَرْجُوًّا قَبْلَ هٰذَآ اَتَنْهٰىنَا
اَنْ نَّعْبُدَ مَا يَعْبُدُ اٰبَآؤُنَا وَاِنَّنَا لَفِيْ
شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُوْنَآ اِلَيْهِ مُرِيْبٍ ○
٦٣- قَالَ يٰقَوْمِ اَرَءَيْتُمْ اِنْ كُنْتُ
عَلٰى بَيِّنَةٍ مِّنْ رَّبِّيْ وَاٰتٰنِيْ
مِنْهُ رَحْمَةً فَمَنْ يَّنْصُرُنِيْ مِنَ اللّٰهِ
اِنْ عَصَيْتُهٗ قف فَمَا تَزِيْدُوْنَنِيْ غَيْرَ
تَخْسِيْرٍ ○ ٦٤- وَيٰقَوْمِ هٰذِهٖ
نَاقَةُ اللّٰهِ لَكُمْ اٰيَةً فَذَرُوْهَا تَاْكُلْ

মধ্যে আশার-আধার ছিলে; এখন কি তুমি আমাদিগকে উহার উপাসনা করিতে নিষেধ করিতেছ—আমাদের পিতৃপুরুষগণ যাহার উপাসনা করিত? নিশ্চয় তুমি আমাদিগকে যাহার দিকে আহ্বান করিতেছ, তদ্বিষয়ে আমরা সুনিশ্চিত সন্দেহের মধ্যে অশান্তিতে রহিয়াছি। ৬৩। সে বলিয়াছিল—হে আমার সম্প্রদায়, তোমরা কি লক্ষ্য করিতেছ যে, যদি আমি স্বীয় প্রতি-পালকের প্রকাশ্য-নিদর্শনের উপর হই এবং তিনি আমাকে স্বীয় সন্নিধান হইতে অনুগ্রহ দান করিয়া থাকেন অতঃপর যদি আমি তাঁহার অবাধ্য হই, তবে আল্লাহ হইতে কে আমাকে সাহায্য করিবে? তখন ক্ষতিগ্রস্ত করা ব্যতীত তোমরা আমার কিছুই বর্দ্ধিত করিতে পারিবে না। ৬৪। এবং হে আমার সম্প্রদায়, এই আল্লার উষ্ট্রীই তোমাদের জন্য নিদর্শন, অতএব তাহাকে আল্লার

তোমার উপর আমাদের যথেষ্ট আসা-ভরসা ছিল; কিন্তু তুমি তাহা সমস্তই ব্যর্থ করিয়া দিলে। তুমি আমাদিগকে পৈত্রিক ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া যে ধর্ম্মে আহ্বান করিতেছ, তাহার সত্যতা সম্বন্ধে আমাদের যথেষ্ট সন্দেহ আছে। সুতরাং আমরা কিছুতেই তোমার ঐ ধর্ম্ম গ্রহণ করিতে পারি না।

৬৩। হজরত সালেহ তদুত্তরে বলিয়াছিলেন:—হে আমার সম্প্রদায়, তোমরা কি লক্ষ্য করিতেছ না যে, আমি স্বীয় প্রতিপালকের অনুগ্রহে একমাত্র তাঁহারই আদেশ-বাণী প্রচার করিতেছি? তোমাদের কথামত যদি আমি ইহার অন্যথাচরণ করিয়া সত্য-প্রচারে বিরত হই, তবে তাঁহার আক্রোশ হইতে কে আমাকে রক্ষা করিবে? ফলতঃ তোমাদের মতানুসরণ করিলে ইহ-পরলোকে ক্ষতিগ্রস্ত করা ভিন্ন তোমরা আমার কোনই উপকার করিতে পারিবে না।

৬৪। কোন কোন তফ্‌সীরে লিখিত হইয়াছে:—তাহারা হজরত সালেহকে বলিয়াছিল যে, আমরা তোমাকে কিরূপে আল্লার রসুল বলিয়া বিশ্বাস করিব? তুমি যদি প্রকৃতই আল্লার প্রেরিত পয়গম্বর, তবে তোমার কোন নিদর্শন নাই কেন? হজরত সালেহ তদুত্তরে বলিয়া-ছিলেন, তোমরা কি নিদর্শন চাও? তদুত্তরে তাহারা বলিয়াছিল যে, যদি তুমি এই পর্ব্বত হইতে এরূপ একটি দুগ্ধবতী উষ্ট্রী আনয়ন করিতে পার—যাহার দুগ্ধ আমরা সকলে তৃপ্তির সহিত পান করিতে পারিব, তাহা হইলেই আমরা তোমাকে আল্লার প্রেরিত সত্য-রসুল বলিয়া বিশ্বাস করিব। তখন হজরত সালেহ জিবরীল ফেরেশ্‌তার নির্দ্দেশ অনুসারে পর্ব্বত গাত্রে আঘাত করিলেন এবং সেই আঘাতের ফলে তৎক্ষণাৎ পর্ব্বত বিদীর্ণ হইয়া একটি মনোহর দুগ্ধবতী উষ্ট্রী

ভূমিতে চরিবার জন্য ছাড়িয়া দাও এবং তাহাকে অনিষ্টকারিতা-সহ স্পর্শ করিও না—অন্যথা এক সন্নিকটবর্ত্তী শাস্তি তোমাদিগকে ধৃত করিবে।
৬৫। কিন্তু তাহারা উহাকে হত্যা করিয়া ফেলিল—সুতরাং সে বলিল, তোমরা তিন দিবস স্ব স্ব গৃহে ফলভোগ কর ; এই অঙ্গীকার অসত্য হইবে না।
৬৬। অনন্তর যখন আমার আদেশ সমাগত হইয়াছিল এবং আমি সেই দিনের লাঞ্ছনা হইতে স্বীয় অনুগ্রহে সালেহ এবং তাহার সঙ্গীয় বিশ্বাস-

فِيْٓ اَرْضِ اللّٰهِ وَلَا تَمَسُّوْهَا بِسُوْٓءٍ فَيَاْخُذَكُمْ عَذَابٌ قَرِيْبٌ ○
٦٥- فَعَقَرُوْهَا فَقَالَ تَمَتَّعُوْا فِيْ دَارِكُمْ ثَلٰثَةَ اَيَّامٍ ط ذٰلِكَ وَعْدٌ غَيْرُ مَكْذُوْبٍ ○
٦٦- فَلَمَّا جَآءَ اَمْرُنَا نَجَّيْنَا صٰلِحًا وَّالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَعَهٗ

বহির্গত হইয়া আসিল। অনন্তর হজরত সালেহ তাহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, হে আমার সম্প্রদায়, এই উষ্ট্রীই তোমাদের জন্য আল্লার নিদর্শন। অতএব তোমরা ইহার সুপ্রচুর দুগ্ধধারা পান করিয়া পরিতৃপ্ত হও এবং ইহাকে আল্লার ভূমিতে যথেচ্ছা বিচরণের জন্য ছাড়িয়া দাও। তোমরা কদাচ এই স্বর্গীয় উষ্ট্রীর অনিষ্ট-কামনা অথবা ইহার প্রতি কোনরূপ অত্যাচার করিও না। অন্যথায় এক ভয়াবহ আসন্ন শাস্তি সমুপস্থিত হইয়া তোমাদিগকে সমূলে ধ্বংস করিয়া ফেলিবে।

৬৫। উপরোক্ত উষ্ট্রীর আবির্ভাব অবিশ্বাসী সমুদ-জাতি বিস্ময়ে স্তম্ভিত হইল বটে, কিন্তু তাহাদের কতিপয় ধর্ম্মপ্রাণ দরিদ্র ব্যক্তি ভিন্ন কেহই হজরত সালেহ অথবা সত্যধর্ম্মের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করিল না। বিশেষতঃ ঐ স্বর্গীয় সত্যতার নিদর্শন স্বরূপ উষ্ট্রীর আবির্ভাবে সমুদ-জাতির মধ্যে এক নূতন সমস্যার উদয় হইল। কারণ ঐ উষ্ট্রী যদিও তাহাদিগকে প্রচুর পরিমাণে দুগ্ধ প্রদান করিত, কিন্তু তদ্বিনিময়ে সে যথেচ্ছা বিচরণ করিয়া সমুদদিগের শস্যাদি ভক্ষণ করিত এবং কোন কূপ সম্মুখে দেখিলেই সে উহার বারিরাশি অবলীলাক্রমে পান করিয়া ফেলিত। ইহাতে সমুদদিগের উষ্ট্রপাল যথেষ্ট খাদ্য ও পানীয়ের অভাবে ক্রমেই রুগ্ন ও দুর্ব্বল হইয়া যাইতে লাগিল। এতদ্দর্শনে প্রধান প্রধান সমুদেরা ঐ স্বর্গীয় উষ্ট্রীকে এক নূতন বিপদ মনে করিল এবং একদা তাহারা হজরত সালেহর নিষেধ ও ভয়-প্রদর্শন অগ্রাহ্য করিয়া উক্ত উষ্ট্রীকে হত্যা করিয়া ফেলিল।

আকর—পদ-কর্ত্তন করা বা হত্যা করা। বিশিষ্ট তফ্‌সীরকারগণের মতে এ স্থানে হত্যা করা অর্থেই উক্ত শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। উষ্ট্রী-হত্যা করিবার পর হজরত সালেহ সমুদদিগকে বলিলেন যে, তোমাদের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য এবং কল্যাণ-বর্দ্ধনের জন্যই উক্ত উষ্ট্রী আবির্ভূত হইয়াছিল। কিন্তু তোমরা তাহা না বুঝিয়া উক্ত উষ্ট্রী হত্যা করায় আল্লাহতালার কোপে পতিত হইয়াছে। অতএব তোমরা তিন দিন নিরাপদে স্ব স্ব গৃহে অবস্থান করিয়া আয়েশ-আরাম উপভোগ কর। তিন দিন পরে তোমাদের উপর আল্লার সংহার-বজ্র পতিত হইয়া তোমরা সমূলে ধ্বংসপ্রাপ্ত হইবে। আল্লাহতালার এই অঙ্গীকৃত শাস্তি কখনই ব্যর্থ হইবে না। বলা বাহুল্য, হতভাগ্য সমুদ জাতি উহা বিশ্বাস করিল না। তাহারা হজরত সালেহর কথা অবজ্ঞার সহিত অগ্রাহ্য করিল।

৬৬—৬৭। অনন্তর তিন দিন পরে অবিশ্বাসী ও ধর্ম্মদ্রোহী সমুদ-জাতির প্রতি আল্লাহতালার কোপ-বহ্নি প্রজ্বলিত হইল। ভীষণ ভূমিকম্পের সহিত এক বিশ্ব-বিদারী ভয়াবহ ধ্বংস ধ্বনিতে তাহারা সমূলে বিনষ্ট হইয়া গেল।—কোঃ ৭—৭৮ আয়ত দ্রষ্টব্য।

بِرَحْمَةٍ مِّنَّا وَمِنْ خِزْيِ يَوْمِئِذٍ ۗ
إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ ○
٦٧- وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ
فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ ○
٦٨- كَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا ۗ أَلَا إِنَّ
ثَمُودَا كَفَرُوا رَبَّهُمْ ۗ أَلَا
بُعْدًا لِّثَمُودَ ○

স্থাপনকারীদিগকে মুক্তি দান করিয়াছিলাম; নিশ্চয় তোমার প্রতিপালক শক্তিশালী মহাপরাক্রান্ত।
৬৭। এবং অত্যাচারীদিগকে এক ভীষণ-ধ্বনি আক্রমণ করিল, অতঃপর তাহারা অধোমুখে স্ব স্ব গৃহে পড়িয়া রহিল।
৬৮। যেন উহার মধ্যে কখনই তাহাদের বসতি ছিল না; সতর্ক হও!—নিশ্চয় সমূদ তাহাদের প্রতিপালককে অবিশ্বাস করিয়াছিল; সাবধান—সমূদের জন্য অভিসম্পাত!

৭ম রুকু—হজরত লুতের বিবরণ

٦٩- وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرٰهِيمَ
بِالْبُشْرٰى قَالُوا سَلٰمًا ۖ قَالَ سَلٰمٌ
فَمَا لَبِثَ أَنْ جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيذٍ ○

৬৯। এবং নিশ্চয়ই আমার প্রেরিতগণ সুসংবাদ-সহ এবরাহিমের নিকট আসিয়া বলিয়াছিল—সালাম, সেও বলিয়াছিল সালাম! অতঃপর সে ভর্জ্জিত গো-বৎস আনয়নে কিছুমাত্র বিলম্ব করে নাই।

ছয়হা—বজ্রধ্বনিবৎ ভীষণ শব্দ, ধ্বংস-ধ্বনি অথবা ভূমিকম্প। কাহারও মতে উহা ভূমিকম্পের প্রলয়-নিনাদ এবং কাহারও মতে ফেরেশ্‌তার সংহার-শব্দ।—তঃ হক্কানী।

কিন্তু ঐ প্রলয়কাণ্ডের মধ্যে আল্লাহতালা স্বীয় অনুগ্রহে হজরত সালেহ এবং তাহার সত্য-বিশ্বাসী অনুগামীদিগকে সম্পূর্ণ নিরাপদে রক্ষা করিয়াছিলেন।

৬৮। আল্লাহতালা বলিতেছেন:—ঐ ধ্বংস-ধ্বনির প্রভাবে সমূদ-জাতি এরূপভাবে ধ্বংস হইয়া গেল—যেন পূর্ব্বে তাহাদের কোনই অস্তিত্ব ছিল না। অতএব ঐরূপ অবিশ্বাসী জাতির প্রতি অভিসম্পাত—উহারা ধরা-বক্ষ হইতে চিরদিনের জন্য বিদূরিত হউক!

৬৯। পূর্ব্বকালীন যে সকল অবিশ্বাসী ও ধর্ম্মদ্রোহী সম্প্রদায় সত্যধর্ম্ম প্রত্যাখ্যান, পয়গম্বরগণের সহিত শত্রুতা এবং নানারূপ অত্যাচার ও অনাচারের জন্য আল্লাহতালার কঠোর শাস্তি ভোগ করিয়া সমূলে ধ্বংস হইয়া গিয়াছিল, লুত সম্প্রদায় তাহাদের অন্যতম। আদ ও সমূদ সম্প্রদায়ের ধ্বংস-প্রাপ্তির পর লুত-সম্প্রদায় আল্লাহতালার কোপে পতিত হয়। সেইজন্য আদ ও সমূদ জাতির সঙ্গে সঙ্গেই লুত-সম্প্রদায়ের ধ্বংস-বিবরণ বর্ণিত হইয়াছে।

হজরত লুত মহানবী হজরত এবরাহিমের ভ্রাতুষ্পুত্র ও সমসাময়িক প্রেরিত-পুরুষ। তাই পবিত্র কোরানে হজরত এবরাহিমের অনুপম জীবনীর সহিত হজরত লুতের প্রসঙ্গ সংযুক্ত-ভাবে বর্ণনা করা হইয়াছে।

৭০। কিন্তু যখন সে দেখিল যে, তাহাদের
হস্তসমূহ তৎপ্রতি সংযুক্ত হইতেছে না,
তখন সে তাহাদিগকে অপূর্ব্ব অপরিচিত
বলিয়া মনে করিল এবং তাহাদিগ হইতে
অন্তরে ভীত হইল; তাহারা বলিল—ভীত
হইও না, নিশ্চয় আমরা লুত সম্প্রদায়ের
প্রতি প্রেরিত হইয়াছি। ৭১। এবং
তাহার স্ত্রী দণ্ডায়মান ছিল। পরে সে
হাস্য করিল, অনন্তর আমি তাহাকে
এসহাক সম্বন্ধে এবং পরে এসহাক হইতে
ইয়াকুবের সুসংবাদ প্রদান করিয়াছিলাম।
৭২। সে বলিয়াছিল—হা অদৃষ্ট! আমার
সন্তান হইবে?—যখন আমি অতি-বৃদ্ধা

٧٠- فَلَمَّا رَاٰۤ اَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ اِلَيْهِ
نَكِرَهُمْ وَاَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيْفَةً ط
قَالُوْا لَا تَخَفْ اِنَّاۤ اُرْسِلْنَاۤ اِلٰى
قَوْمِ لُوْطٍ ؕ ٧١- وَامْرَاَتُهٗ قَاۤئِمَةٌ
فَضَحِكَتْ فَبَشَّرْنٰهَا بِاِسْحٰقَ لا
وَمِنْ وَّرَآءِ اِسْحٰقَ يَعْقُوْبَ ○
٧٢- قَالَتْ يٰوَيْلَتٰۤى ءَاَلِدُ وَاَنَا عَجُوْزٌ

৭০। হজরত এবরাহিম (আঃ) অতিথি ব্যতীত আহার করিতেন না। তদনুসারে একদা তিনি অতিথির অপেক্ষায় বহির্দ্বারে দণ্ডায়মান ছিলেন—এমন সময় কতিপয় (মতান্তরে দ্বাদশ জন) ভিন্ন দেশীয় লোক আসিয়া তাঁহাকে সালাম-সম্ভাষণ করিলেন। তিনিও সালামের প্রত্যুত্তরে সালাম করিয়া তাঁহাদিগকে সাদরে গৃহে লইয়া আসিলেন। হজরত এবরাহিমের পুণ্যবতী পত্নী বিবি সারা অতিথি দর্শনে আনন্দিতা হইয়া অবিলম্বে নিজের প্রিয় গোবৎসটীকে রন্ধন করিয়া তাঁহাদের সম্মুখে উপস্থিত করিলেন। কিন্তু অতিথিগণ মানব-রূপী ফেরেশ্তা ছিলেন। সুতরাং তাঁহারা মানবীয় আহার্য্য হইতে স্ব স্ব হস্ত সঙ্কুচিত করিয়া লইলেন। তদ্দর্শনে হজরত এবরাহিম সেই নব আগন্তুক অপরিচিত অতিথিদিগকে শত্রু মনে করিয়া অত্যন্ত ভীত হইয়া পড়িলেন। কারণ শত্রুর কোনরূপ খাদ্য বা পানীয় গ্রহণ না করাই সেই যুগের সুপ্রচলিত প্রথা ছিল। ফেরেশ্তাগণ হজরত এবরাহিমের মনোভাব বুঝিয়া বলিলেন,—আপনি কিছুমাত্র ভীত হইবেন না। আমরা স্বর্গীয় ফেরেশ্তা। লূত-সম্প্রদায়কে শাস্তি দিবার জন্য আল্লাহতালা কর্তৃক প্রেরিত হইয়াছি এবং তাঁহারই আদেশ অনুসারে আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছি।

তওরাতের বর্ণনা উপরোক্ত বর্ণনার প্রায় অনুরূপ। তবে তওরাতে ফেরেশ্তাগণ কর্তৃক হজরত এবরাহিম-প্রদত্ত খাদ্যাদি ভক্ষণের যে বর্ণনা আছে, পবিত্র কোরানে তাহা অস্বীকৃত হইয়াছে। সুতরাং ঐ সম্বন্ধে পবিত্র কোরানের বর্ণনাই যে সত্য ও স্বাভাবিক এবং তওরাতের বর্ণনা যে প্রক্ষিপ্ত, তাহা অতি সহজ বুদ্ধিতেই অনুমিত হয়।—আদি পুস্তক ১৮ অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

৭১। হজরত এবরাহিমের স্ত্রী বিবি সারা সেইস্থানে দণ্ডায়মান হইয়া এই বিস্ময়কর ব্যাপার অবলোকন করিতেছিলেন; স্বামীর সঙ্গে অপরিচিত অতিথিদিগের আচরণ দর্শনে তিনিও ভীতা হইয়া পড়িয়াছিলেন। কিন্তু অতিথিগণ শত্রু নহে—আল্লার ফেরেশ্তা, এই কথা শুনিয়া পূর্ব্ব-ভীতির অলীকতার জন্য তিনি হাসিয়া উঠিলেন। তখন ফেরেশ্তাগণ তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন,—হে সারা! আমরা তোমার জন্য সুসংবাদ আনয়ন করিয়াছি। তোমার ধর্ম্ম-প্রাণতা ও আতিথেয়তায় আল্লাহতালা সন্তুষ্ট হইয়াছেন। তদ্বিনিময়ে তিনি তোমাকে এসহাক নামক পুত্র এবং তাহার পরে এয়াকুব নামক পৌত্র প্রদান করিবেন।

৭২। এই সময়ে বিবি সারা নবতি বর্ষীয়া বৃদ্ধা রমণী ছিলেন। সুতরাং তিনি ফেরেশ্তাগণের মুখে পুত্র-লাভের সুসংবাদ শুনিয়া স্ত্রীজাতি-সুলভ চাঞ্চল্যের সহিত বলিয়া উঠিলেন,—"হা কপাল!

وَهٰذَا بَعْلِىْ شَيْخًا ؕ اِنَّ هٰذَا لَشَىْءٌ
عَجِيْبٌ ۝ ٧٣- قَالُوْٓا اَتَعْجَبِيْنَ
مِنْ اَمْرِ اللّٰهِ رَحْمَتُ اللّٰهِ وَبَرَكٰتُهٗ
عَلَيْكُمْ اَهْلَ الْبَيْتِ ؕ اِنَّهٗ حَمِيْدٌ
مَّجِيْدٌ ۝ ٧٤- فَلَمَّا ذَهَبَ عَنْ
اِبْرٰهِيْمَ الرَّوْعُ وَجَآءَتْهُ الْبُشْرٰى
يُجَادِلُنَا فِىْ قَوْمِ لُوْطٍ ؕ ٧٥- اِنَّ
اِبْرٰهِيْمَ لَحَلِيْمٌ اَوَّاهٌ مُّنِيْبٌ ۝
٧٦- يٰٓاِبْرٰهِيْمُ اَعْرِضْ عَنْ هٰذَا ۚ اِنَّهٗ
قَدْ جَآءَ اَمْرُ رَبِّكَ ۚ وَاِنَّهُمْ اٰتِيْهِمْ

এবং আমার এই স্বামী অতি-বৃদ্ধ? নিশ্চয়ই ইহা এক আশ্চর্য্য ব্যাপার!
৭৩। তাহারা বলিয়াছিল, তুমি কি আল্লার আদেশ হইতে আশ্চর্য্যান্বিত হইতেছ? হে গৃহবাসিগণ, তোমাদের প্রতি আল্লার অনুগ্রহ ও তাঁহার কল্যাণ রহিয়াছে; নিশ্চয় তিনি মহাপ্রশংসিত মহা-গৌরবান্বিত।
৭৪। অনন্তর যখন এবরাহিম হইতে ভীতি বিদূরিত হইয়াছিল এবং তাহার নিকট সুসংবাদ উপস্থিত হইয়াছিল, তখন সে আমাদের সহিত লুতের সম্প্রদায় সম্বন্ধে বিতর্ক করিয়াছিল।
৭৫। নিশ্চয়ই এবরাহিম সহিষ্ণু, কোমল-হৃদয় প্রত্যাবর্ত্তনকারী ছিল।
৭৬। হে এবরাহিম! ইহা হইতে নিবৃত্ত হও; নিশ্চয়ই তোমার প্রতিপালকের আদেশ সমাগত হইয়াছে, এবং নিশ্চয় তাহাদের

এই বয়সে আমার আবার সন্তান হইবে! আমি ত বিগত-বয়সী বৃদ্ধা, আর আমার স্বামীও ততোধিক বৃদ্ধ। এ অবস্থায় আমাদের সন্তান হওয়ার ন্যায় আশ্চর্য্য ও বিস্ময়কর কথা আর কি হইতে পারে?"—তওরাত, আদি পুস্তক—১৮শ অধ্যায়।

৭৩। তখন ফেরেশ্‌তাগণ তাঁহাকে বলিয়াছিলেন:—হে সারা, তুমি কি আল্লার আদেশকে বিস্ময়কর মনে করিতেছ? নিশ্চয় তোমাদের প্রতি মহাপ্রশংসিত ও মহাগৌরবান্বিত আল্লার অপার অনুগ্রহ রহিয়াছে। তাঁহার অনুগ্রহে এ বয়সে সন্তান লাভ কিছুমাত্র বিস্ময়কর ব্যাপার নহে।

আহলে-বয়েত—অর্থ 'গৃহবাসিগণ' লিখিত হইল। কোন ব্যক্তিকে সস্ত্রীক বা সপরিবারে উল্লেখ করিতে হইলে "আহলে-বয়েত" শব্দ ব্যবহৃত হয়। এস্থানে হজরত এবরাহিম ও তাঁহার পত্নীকে "আহলে-বয়েত" বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। হজরত রসুলোল্লা এবং তাঁহার পত্নীগণও ঠিক এই "আহলে-বয়েত" নামে অভিহিত হইয়াছেন। হজরত রসুলোল্লার পরিবারবর্গ এবং তাঁহার বংশধরদিগকেও "আহলে-বয়েত" বলা হয়।

৭৪—৭৫। আগন্তুকদিগের সম্বন্ধে সমস্ত সন্দেহ ও ভীতি বিদূরিত হইবার পর পুত্রলাভের সুসংবাদ পাইয়া হজরত এবরাহিম অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন এবং তখন তিনি লুত-সম্প্রদায়কে বিনষ্ট না করিবার জন্য ফেরেশ্‌তাদিগকে অনুরোধ করিতে লাগিলেন। তিনি স্বীয় হৃদয়ের স্বাভাবিক কোমলতার জন্যই ফেরেশ্‌তাদিগকে ঐরূপ অনুরোধ করিয়াছিলেন।

৭৬। তখন ফেরেশ্‌তাগণ তাঁহাকে বলিয়াছিলেন:—হে এবরাহিম! তুমি এইরূপ অনুরোধ করা হইতে নিরস্ত হও। কারণ লুত-সম্প্রদায়ের প্রতি অবশ্যই আল্লার শাস্তি নিপতিত হইবে এবং উহা আর কিছুতেই নিবারিত হইবে না।

প্রতি অনিবার্য্য শাস্তি উপস্থিত হইবে।
৭৭। এবং যখন আমার প্রেরিতগণ
লুতের নিকট উপস্থিত হইয়াছিল, সে
তাহাদের জন্য দুঃখিত হইয়াছিল এবং
তাহাদের সম্বন্ধে অন্তরে সঙ্কুচিত হইয়া-
ছিল এবং সে বলিয়াছিল—ইহা কঠিন
দিবস। ৭৮। এবং তাহার সম্প্রদায়
তৎপ্রতি প্রধাবিতভাবে তাহার নিকট
উপস্থিত হইয়াছিল, এবং তাহারা ইহার
পূর্ব্ব হইতেই অকার্য্যসমূহ করিতেছিল;
সে বলিয়াছিল—হে আমার সম্প্রদায়,
এই আমার কন্যাগণ—ইহারা তোমাদের
জন্য পবিত্রতর, অতএব আল্লাকে ভয়
কর এবং আমার অতিথিগণের মধ্যে
আমাকে অপ্রস্তুত করিও না; তোমাদের

عَذَابٌ غَيْرُ مَرْدُوْدٍ ۝٧٧- وَلَمَّا
جَآءَتْ رُسُلُنَا لُوْطًا سِيْٓءَ بِهِمْ
وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَّقَالَ هٰذَا يَوْمٌ
عَصِيْبٌ ۝٧٨- وَجَآءَهٗ قَوْمُهٗ
يُهْرَعُوْنَ إِلَيْهِ ط وَمِنْ قَبْلُ كَانُوْا
يَعْمَلُوْنَ السَّيِّاٰتِ ط قَالَ يٰقَوْمِ
هٰٓؤُلَآءِ بَنَاتِيْ هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ فَاتَّقُوا اللّٰهَ
وَلَا تُخْزُوْنِ فِيْ ضَيْفِيْ ط أَلَيْسَ

৭৭। লুত সম্প্রদায়ের অস্বাভাবিক অনাচার ও বিকৃত রুচি জগতের ইতিহাস কলঙ্কিত করিয়াছেন। এই পশুপ্রবৃত্তি-পরায়ণ হতভাগ্য জাতি—নর-নারী সৃষ্টির স্বাভাবিক উদ্দেশ্য বিস্মৃত হইয়া অস্বাভাবিক পুংব্যভিচারে এরূপ প্রমত্ত হইয়া পড়িয়াছিল যে, ইহাকে তাহারা কোনরূপ অপরাধ বলিয়াই মনে করিত না। স্বদেশী বা বিদেশী কোন সুদর্শন বালক বা যুবক ঐ পশু-পালের হস্তে পড়িলে কিছুতেই পরিত্রাণ পাইত না। হজরত লুত নানাপ্রকারে বুঝাইয়াও তাহাদিগকে ঐ বিকৃত পাপাচার হইতে নিরস্ত করিতে পারিলেন না; বরং ঐ কার্য্যে নিষেধ করার জন্য তাহারা হজরত লুতের উপর নানারূপ অত্যাচার করিতে আরম্ভ করিল। এইরূপে তাহাদের পাপের ভরা যখন ষোল কলায় পূর্ণ হইল, তখনই আল্লাহতালা তাহাদিগকে সমূলে ধ্বংস করিবার জন্য হজরত জিবরীলের সহিত কতিপয় ফেরেশ্‌তা পাঠাইয়া দিলেন। এই প্রেরিত ফেরেশ্‌তাগণের সঙ্গেই ইতিপূর্ব্বে হজরত এবরাহিমের সাক্ষাৎ ও আলোচনা হইয়াছে।—পূর্ব্ববর্ত্তী আয়ত-সমূহ এবং কোঃ ৭—৮০, ৮১ ও ৮২ আয়ত দ্রষ্টব্য।

একদা সন্ধ্যাকালে সদোমের রাজপথ দিয়া কতিপয় তরুণ-বয়স্ক অনিন্দ্য-সুন্দর যুবক ধীরে ধীরে হজরত লুতের আবাসে উপস্থিত হইয়া আশ্রয় প্রার্থনা করিলেন। হজরত লুত তখন উপাসনা করিতেছিলেন; সুতরাং তাঁহার কুমারী কন্যাগণ অতিথিদিগকে আহ্বান করিয়া তাহাদের পিতার উপাসনা শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিতে বলিলেন। অনন্তর হজরত লুত বাহিরে আসিয়া অতিথিদিগের স্ফুটনোন্মুখ তরুণ কান্তি দর্শনে—স্বজাতির কুরীতি ও অনাচার স্মরণ পূর্ব্বক অত্যন্ত দুঃখিত হইলেন এবং তাহাদের সম্মান রক্ষার জন্য মনে মনে চিন্তিত ও বিচলিত হইয়া পড়িলেন। কিন্তু সেই সঙ্কটজনক কঠিন দিনেও তিনি অতিথিদিগকে সাদরে অভ্যর্থনা করিতে কোনরূপ ত্রুটি করিলেন না।

৭৮। হজরত লুত পাপাচারী স্বদেশবাসীদিগের ভয়ে অতিথিদিগকে গৃহের মধ্যে লইয়া গিয়া দ্বার রুদ্ধ করিয়া দিলেন এবং তাহাদিগের বিশ্রামের ব্যবস্থা করিয়া আহারাদির আয়োজন করিতে লাগিলেন। এমন সময়ে তদীয় অবিশ্বাসী স্ত্রী দ্বারা সংবাদ পাইয়া পাপাচারী সদোম-বাসীরা দলে দলে তাঁহার দ্বার-প্রান্তে সমবেত হইয়া অতিথিদিগকে সমর্পণ করিবার জন্য অনুরোধ করিতে

মধ্যে কি কোনই সুসভ্য লোক নাই? ৭৯। তাহারা বলিয়াছিল, তুমি নিশ্চয়ই অবগত আছ যে, তোমার কন্যাগণের সম্বন্ধে আমাদের কোনই দাবী নাই; এবং তুমি অবশ্যই জান—যাহা আমরা কামনা করিতেছি। ৮০। সে বলিয়াছিল—হায়, যদি তোমাদের উপর আমার শক্তি থাকিত অথবা আমি কোন সুদৃঢ় স্তম্ভ আশ্রয় করিতে পারিতাম! ৮১। তাহারা বলিয়াছিল—হে লূত, নিশ্চয় আমরা তোমার প্রতিপালকের প্রেরিত, উহারা কিছুতেই তোমার প্রতি উপনীত হইতে পারিবে না, অতএব তুমি রজনীর একাংশে তোমার পরিজনসহ স্থানান্তরিত হও এবং তোমার স্ত্রী ভিন্ন তোমাদের

مِنْكُمْ رَجُلٌ رَّشِيْدٌ ۝ ٧٩- قَالُوْا
لَقَدْ عَلِمْتَ مَا لَنَا فِيْ بَنٰتِكَ مِنْ
حَقٍّ ۚ وَاِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا نُرِيْدُ ۝
٨٠- قَالَ لَوْ اَنَّ لِيْ بِكُمْ قُوَّةً
اَوْ اٰوِيْٓ اِلٰى رُكْنٍ شَدِيْدٍ ۝
٨١- قَالُوْا يٰلُوْطُ اِنَّا رُسُلُ رَبِّكَ لَنْ
يَّصِلُوْٓا اِلَيْكَ فَاَسْرِ بِاَهْلِكَ بِقِطْعٍ
مِّنَ الَّيْلِ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ اَحَدٌ

লাগিল। বলা বাহুল্য, উহারা ইতিপূর্ব্বেও এইরূপ বহু অত্যাচার করিয়াছিল। ইহাতে হজরত লূত ভীত হইয়া বলিলেন, তোমরা অতিথিদিগের পরিবর্ত্তে আমার বয়স্থা সুন্দরী কন্যাগণকে লইয়া যাও; এবং তাহাদিগকে বিধিমতে বিবাহ করিয়া উপভোগ কর। প্রত্যুত তোমরা অতিথিগণের অসম্মান করিয়া আমাকে অপ্রস্তুত ও অপমান করিও না।

৭৯। পশু-প্রকৃতি সদোমবাসীরা বলিয়াছিলেন :—হে লূত, তোমার কন্যাগণকে আমরা চাহি না; তাহাদের দ্বারা আমাদের কোনই প্রয়োজন নাই। আমরা যাহা চাহিতেছি, তাহা তুমি নিশ্চয়ই অবগত আছ। অতএব নিজের মঙ্গল চাও ত অতিথিদিগকে আমাদের হস্তে সমর্পণ কর।

৮০। হজরত লূত বলিয়াছিলেন :—হে অসভ্য পশু-পাল, তোমাদের মধ্যে কি একটীও সুসভ্য বা সুরুচিসম্পন্ন মানুষ নাই? যদি আমার শক্তি থাকিত, অথবা আমি কোন শক্তিশালী আশ্রয় বা সাহায্যকারী পাইতাম, তবে এখনই তোমাদিগকে ইহার সমুচিত শাস্তি প্রদান করিতাম।

৮১। অনন্তর হজরত লূতের বাক্য শ্রবণে যখন দুরাচার সদোমবাসীরা দ্বার ভাঙ্গিয়া বলপূর্ব্বক গৃহ-প্রবেশে উদ্যত হইল, তখন হজরত লূত অত্যন্ত ভীত হইয়া পড়িয়াছেন দেখিয়া আগন্তুক অতিথিগণ বলিলেন :—হে লূত, তুমি কিছুমাত্র ভীত হইও না। আমরা আল্লার প্রেরিত ফেরেশ্‌তা; এবং তাঁহারই আদেশে পাপাচারী সদোমবাসীদিগকে শাস্তি দিবার জন্য আসিয়াছি। তুমি রজনীর একাংশ অবশিষ্ট থাকিতেই স্বীয় পরিজনসহ স্থানান্তরিত হও; অনাচারী সদোমবাসীরা তোমার কোনই অনিষ্ট করিতে পারিবে না। কিন্তু তোমার অবিশ্বাসী স্ত্রী ভিন্ন আর কেহই যেন পশ্চাতে দৃষ্টিপাত না করে; কারণ তোমার ঐ স্ত্রীও ধর্ম্মদ্রোহিতা এবং বিশ্বাসঘাতকতার জন্য সদোমবাসীদিগের সহিত সমান শাস্তি ভোগ করিবে।

কথিত আছে যে, ফেরেশ্‌তাগণের মধ্যে হজরত জিবরীল বিদ্যমান ছিলেন। তিনি স্বীয় পক্ষাঘাতে গৃহ আক্রমণকারী দুরাত্মাদিগকে অন্ধ করিয়া দিলে তাহারা অতিথিদিগকে যাদুকর মনে করিয়া সভয়ে পলাইয়া যায়; এবং হজরত লূত সেই অবসরে সপরিবারে স্থানান্তরে গমন

মধ্যস্থ আর কেহই যেন পশ্চাৎদৃষ্টি না করে ; কারণ তাহাদের প্রতি যাহা উপস্থিত হইবে, উহার প্রতিও তাহার উপস্থিত সুনিশ্চিত ; নিশ্চয় প্রভাত তাহাদের অঙ্গীকৃত সময় ; প্রভাত কি সন্নিকটবর্ত্তী নহে ? ৮২। অনন্তর যখন আমার আদেশ সমাগত হইয়াছিল, তখন আমি তাহাদের উর্দ্ধভাগ তাহাদের নিম্নবর্ত্তী করিয়া দিয়াছিলাম, এবং আমি তাহাদের উপর একাদিক্রমে কঙ্কর-জাতীয় প্রস্তর বর্ষণ করিয়াছিলাম। ৮৩। উহা তোমার প্রতিপালকের সন্নিধান হইতে লক্ষীকৃত ; এবং অত্যাচারীবৃন্দ হইতে উহা দূরবর্ত্তী ছিল না।

إِلَّا امْرَأَتَكَ ط إِنَّهُ مُصِيبُهَا مَا
أَصَابَهُمْ ط إِنَّ مَوْعِدَهُمُ الصُّبْحُ ط
أَلَيْسَ الصُّبْحُ بِقَرِيبٍ ۝ ٨٢- فَلَمَّا
جَاءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا
وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّنْ سِجِّيلٍ ۝
مَّنْضُودٍ ۝ ٨٣- مُّسَوَّمَةً عِنْدَ
رَبِّكَ ط وَمَا هِيَ مِنَ الظّٰلِمِيْنَ
بِبَعِيْدٍ ۝

৮ম রুকু—হজরত শোয়েবের বিবরণ

৮৪। এবং মাদায়েনের প্রতি তাহাদের ভ্রাতা শোয়েব ; সে বলিয়াছিল—হে আমার সম্প্রদায়, তোমরা আল্লার উপাসনা কর—তিনি ব্যতীত তোমাদের জন্য কোনই উপাস্য নাই ; তোমরা পরিমাপ ও পরিমাণে কম করিও না,

٨٤- وَإِلٰى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا ط
قَالَ يٰقَوْمِ اعْبُدُوا اللّٰهَ مَا لَكُمْ مِّنْ
إِلٰهٍ غَيْرُهُ ط وَلَا تَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ

করেন। কিন্তু তাঁহার অবিশ্বাসিনী স্ত্রী স্বামীর কথা অবিশ্বাস ও অগ্রাহ্য করিয়া সেই স্থানেই অবস্থান করিয়াছিল।—কোঃ ৭—৮৩, ৮৪ আয়ত—তঃ হক্কানী।

হজরত লুত যাত্রাকালে ফেরেশ্‌তাদিগকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে, কখন সেই শাস্তি উপস্থিত হইবে ? ফেরেশ্‌তাগণ বলিয়াছিলেন,—প্রভাতেই ঐ শাস্তি অবতীর্ণ হইবে এবং উহার আর বেশী বিলম্ব নাই।

৮২। অতঃপর প্রভাত হইবার পূর্ব্ব-মুহূর্ত্তেই আল্লার আদিষ্ট শাস্তি সমাগত হইল। ফেরেশ্‌তাগণ সমগ্র সদোম-নগরী উৎপাটিত করিয়া উল্টাইয়া দিলেন এবং প্রজ্জলিত অগ্নিধারা ও বারি-বর্ষণের সহিত কঙ্কর জাতীয় প্রস্তর, গন্ধক ও বিদগ্ধ মৃত্তিকা বর্ষণ পূর্ব্বক সমগ্র সদোম নগরী বিচূর্ণ ও বিদগ্ধ করিয়া সেই বিস্তীর্ণ জনপদ হইতে অস্বাভাবিক পাপের চিহ্ন পর্য্যন্ত মুছিয়া ফেলিলেন। কোঃ ৭—৮৩ ও ৮৫ আয়ত এবং উহার তফসীর দ্রষ্টব্য।

৮৩। এই আয়তে মক্কার অবিশ্বাসীদিগকে সতর্ক করিয়া বলা হইতেছে যে, আল্লার ঐ সকল শাস্তি সুদূরে অবস্থিত নহে। তিনি ইচ্ছা করিলে যে কোন মুহূর্ত্তে অবিশ্বাসী পাপাচারীদিগকে ঐরূপ ভয়াবহ কঠোর শাস্তি প্রদান করিতে পারেন।

৮৪। অনাচারী লুত সম্প্রদায়ের ধ্বংস-বিবরণ বর্ণনা করিবার পর আল্লাহতালা হজরত শোয়েব

وَالْمِيزَانَ إِنِّيٓ أَرَاكُم بِخَيْرٍ وَإِنِّيٓ
أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُّحِيطٍ ۝
٨٥- وَيَٰقَوْمِ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ
بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَآءَهُمْ
وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ۝
٨٦- بَقِيَّتُ اللَّهِ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُم
مُّؤْمِنِينَ ۚ وَمَآ أَنَا عَلَيْكُم بِحَفِيظٍ ۝
٨٧- قَالُوا يَٰشُعَيْبُ أَصَلَوٰتُكَ
تَأْمُرُكَ أَن نَّتْرُكَ مَا يَعْبُدُ آبَآؤُنَآ

অবশ্য আমি তোমাদিগকে কল্যাণ-সহ লক্ষ্য করিতেছি এবং নিশ্চয় আমি তোমাদের জন্য পরিবেষ্টনকারী দিবসের শাস্তির আশঙ্কা করিতেছি। ৮৫। এবং হে আমার সম্প্রদায়, তোমরা ন্যায়ভাবে পরিমাপ ও পরিমাণ পূর্ণ কর এবং লোকদিগকে তাহাদের কোন বিষয়ে কম প্রদান করিও না এবং অত্যাচারী-রূপে পৃথিবীতে অহিতাচরণ করিয়া বেড়াইও না। ৮৬। যদি তোমরা বিশ্বাসী হও, তবে আল্লার প্রদত্ত অবশিষ্টই তোমাদের জন্য কল্যাণকর, এবং আমি তোমাদের জন্য সংরক্ষক নহি। ৮৭। তাহারা বলিয়াছিল—হে শোয়েব, তোমার উপাসনা কি তোমাকে আদেশ করিতেছে যে, আমাদের পিতৃ-পুরুষগণ যাহার উপাসনা করিয়াছে,

---

এবং ধর্ম্মদ্রোহী ও প্রতারক মাদিয়ানা সম্প্রদায়ের প্রসঙ্গ বর্ণনা করিতেছেন। ইহাদের সংক্ষিপ্ত বিবরণ পূর্ব্ববর্ত্তী স্থুরা আ'রাফে বর্ণিত হইয়াছে। কোঃ ৭—১১শ রুকু এবং উহার তফ্‌সীর দ্রষ্টব্য।

৮৫। **তাবখাস্থু**—তফ্‌সীরকারগণ "তাবখাস্থু" শব্দের বিভিন্ন অর্থ পরিগ্রহণ করিয়াছেন, যথা—কম প্রদান, প্রবঞ্চনা, প্রতারণা, বিশ্বাসঘাতকতা বা ঠকান।

মাদিয়ানা সম্প্রদায় ধর্ম্মদ্রোহিতার সহিত জিনিস-পত্রের ক্রয়-বিক্রয় বা আদান-প্রদানে পরিমাপ ও পরিমাণে কম-বেশী করিয়া লোকদিগকে প্রতারিত করিত। বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া লোক-ঠকান তাহাদের প্রকৃতিগত স্বভাব-ধর্ম্মে পরিণত হইয়াছিল। হজরত শোয়েব তাহাদিগকে ঐ কুস্বভাব পরিত্যাগ করিবার জন্য যেরূপ সদুপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন, আলোচ্য আয়তে তাহাই বর্ণিত হইয়াছে।

৮৬। **বাকিয়াতুল্লাহ**—অর্থে আল্লার সহিত সংশ্লিষ্ট বা গৃহীত অথবা আল্লার প্রদত্ত লভ্য বুঝিতে হইবে। হজরত শোয়েব মাদিয়ানা সম্প্রদায়কে বলিয়াছিলেন যে, তোমরা অন্যায়ভাবে লোক না ঠকাইয়া নিয়মিতরূপে মাপিয়া ও ওজন করিয়া ক্রয় বিক্রয় করিলে আল্লাহতালা যে লাভ অবশিষ্ট রাখিবেন, তাহাই তোমাদের জন্য কল্যাণকর। কিন্তু তোমরা যদি আমার কথা না শুন, তবে আমি তোমাদের জন্য কিছুমাত্র দায়ী হইব না। পরিণামে তোমাদিগকেই স্ব স্ব অন্যায় কৃতকর্ম্মের ফলভোগ করিতে হইবে।

৮৭। অবিশ্বাসী মাদিয়ানগণ হজরত শোয়েবের বাক্য শুনিয়া তাঁহাকে অবজ্ঞা ও বিদ্রূপস্বরে বলিয়াছিল—"আচ্ছা শোয়েব, তোমার নামাজ কি তোমাকে বলিয়া দিয়াছে যে, তোমার কথা মত আমরা আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণের উপাস্য দেব-দেবীগণের পূজা-অর্চ্চনা পরিত্যাগ করিব এবং আমাদের ধন-সম্পত্তি আমাদের ইচ্ছামত ব্যবহার করিয়া লাভবান হওয়ার পরিবর্ত্তে তোমার কথামত ক্ষতিগ্রস্ত হইব? তুমি একজন ধীর—শান্ত বুদ্ধিমান লোক হইয়া কিরূপে এই সকল কথা

অবশ্য আমি তোমাদিগকে কল্যাণ-সহ লক্ষ্য করিতেছি এবং নিশ্চয় আমি তোমাদের জন্য পরিবেষ্টনকারী দিবসের শাস্তির আশঙ্কা করিতেছি। ৮৫। এবং হে আমার সম্প্রদায়, তোমরা ন্যায়ভাবে পরিমাপ ও পরিমাণ পূর্ণ কর এবং লোকদিগকে তাহাদের কোন বিষয়ে কম প্রদান করিও না এবং অত্যাচারী-রূপে পৃথিবীতে অহিতাচরণ করিয়া বেড়াইও না। ৮৬। যদি তোমরা বিশ্বাসী হও, তবে আল্লার প্রদত্ত অবশিষ্টই তোমাদের জন্য কল্যাণকর, এবং আমি তোমাদের জন্য সংরক্ষক নহি। ৮৭। তাহারা বলিয়াছিল—হে শোয়েব, তোমার উপাসনা কি তোমাকে আদেশ করিতেছে যে, আমাদের পিতৃ-পুরুষগণ যাহার উপাসনা করিয়াছে,

وَالْمِيْزَانَ اِنِّيْٓ اَرٰىكُمْ بِخَيْرٍ وَّاِنِّيْٓ
اَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُّحِيْطٍ ○
٨٥- وَيٰقَوْمِ اَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيْزَانَ
بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ اَشْيَآءَهُمْ
وَلَا تَعْثَوْا فِى الْاَرْضِ مُفْسِدِيْنَ ○
٨٦- بَقِيَّتُ اللّٰهِ خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ
مُّؤْمِنِيْنَ ج وَمَآ اَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيْظٍ ○
٨٧- قَالُوْا يٰشُعَيْبُ اَصَلٰوتُكَ
تَاْمُرُكَ اَنْ نَّتْرُكَ مَا يَعْبُدُ اٰبَآؤُنَآ

এবং ধর্ম্মদ্রোহী ও প্রতারক মাদিয়ানা সম্প্রদায়ের প্রসঙ্গ বর্ণনা করিতেছেন। ইহাদের সংক্ষিপ্ত বিবরণ পূর্ব্ববর্তী সুরা আ'রাফে বর্ণিত হইয়াছে। কোঃ ৭—১১শ রুকু এবং উহার তফ্‌সীর দ্রষ্টব্য।

৮৫। **তাবখাসু**—তফ্‌সীরকারগণ "তাবখাসু" শব্দের বিভিন্ন অর্থ পরিগ্রহণ করিয়াছেন, যথা—কম প্রদান, প্রবঞ্চনা, প্রতারণা, বিশ্বাসঘাতকতা বা ঠকান।

মাদিয়ানা সম্প্রদায় ধর্ম্মদ্রোহিতার সহিত জিনিস-পত্রের ক্রয়-বিক্রয় বা আদান-প্রদানে পরিমাপ ও পরিমাণে কম-বেশী করিয়া লোকদিগকে প্রতারিত করিত। বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া লোক-ঠকান তাহাদের প্রকৃতিগত স্বভাব-ধর্ম্মে পরিণত হইয়াছিল। হজরত শোয়েব তাহাদিগকে ঐ কুস্বভাব পরিত্যাগ করিবার জন্য যেরূপ সদুপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন, আলোচ্য আয়তে তাহাই বর্ণিত হইয়াছে।

৮৬। **বাকিয়াতুল্লাহ**—অর্থে আল্লার সহিত সংলিপ্ত বা গৃহীত অথবা আল্লার প্রদত্ত লভ্য বুঝিতে হইবে। হজরত শোয়েব মাদিয়ানা সম্প্রদায়কে বলিয়াছিলেন যে, তোমরা অন্যায়ভাবে লোক না ঠকাইয়া নিয়মিতরূপে মাপিয়া ও ওজন করিয়া ক্রয় বিক্রয় করিলে আল্লাহতালা যে লাভ অবশিষ্ট রাখিবেন, তাহাই তোমাদের জন্য কল্যাণকর। কিন্তু তোমরা যদি আমার কথা না শুন, তবে আমি তোমাদের জন্য কিছুমাত্র দায়ী হইব না। পরিণামে তোমাদিগকেই স্ব স্ব অন্যায় কৃতকর্ম্মের ফলভোগ করিতে হইবে।

৮৭। অবিশ্বাসী মাদিয়ানগণ হজরত শোয়েবের বাক্য শুনিয়া তাঁহাকে অবজ্ঞা ও বিদ্রূপভরে বলিয়াছিল—"আচ্ছা শোয়েব, তোমার নামাজ কি তোমাকে বলিয়া দিয়াছে যে, তোমার কথা মত আমরা আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণের উপাস্য দেব-দেবীগণের পূজা-অর্চ্চনা পরিত্যাগ করিব এবং আমাদের ধন-সম্পত্তি আমাদের ইচ্ছামত ব্যবহার করিয়া লাভবান হওয়ার পরিবর্ত্তে তোমার কথামত ক্ষতিগ্রস্ত হইব? তুমি একজন ধীর—শান্ত বুদ্ধিমান লোক হইয়া কিরূপে এই সকল কথা

أَوْ أَنْ نَّفْعَلَ فِيْٓ أَمْوَالِنَا مَا نَشٰٓؤُا ط
إِنَّكَ لَأَنْتَ الْحَلِيْمُ الرَّشِيْدُ ○
٨٨- قَالَ يٰقَوْمِ أَرَءَيْتُمْ إِنْ كُنْتُ
عَلٰى بَيِّنَةٍ مِّنْ رَّبِّيْ وَرَزَقَنِيْ مِنْهُ
رِزْقًا حَسَنًا ط وَمَآ أُرِيْدُ أَنْ أُخَالِفَكُمْ إِلٰى
مَآ أَنْهٰكُمْ عَنْهُ ط إِنْ أُرِيْدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ
مَا اسْتَطَعْتُ ط وَمَا تَوْفِيْقِيْٓ إِلَّا بِاللّٰهِ ط
عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيْبُ ○
٨٩- وَيٰقَوْمِ لَا يَجْرِمَنَّكُمْ شِقَاقِيْٓ
أَنْ يُّصِيْبَكُمْ مِّثْلُ مَآ أَصَابَ قَوْمَ
نُوْحٍ أَوْ قَوْمَ هُوْدٍ أَوْ قَوْمَ صٰلِحٍ ط

অথবা আমাদের ধন-সম্পত্তি সম্বন্ধে আমরা যাহা ইচ্ছা করি, তাহা পরিত্যাগ করিব ? অবশ্যই তুমি ত একজন সহিষ্ণু বুদ্ধিমান।
৮৮। সে বলিয়াছিল, হে আমার সম্প্রদায়, তোমরা কি লক্ষ্য করিতেছ যে, যদি আমি স্বীয় প্রতিপালকের প্রকাশ্য নিদর্শনের উপর হই, এবং তিনি আমাকে নিজ হইতে উত্তম জীবিকায় জীবিকা-প্রদান করেন ; এবং আমি ইচ্ছা করি না যে, আমি তোমাদিগকে যদ্বিষয়ে নিষেধ করিয়াছি, তাহা হইতে স্বয়ং তোমাদিগের বিরুদ্ধাচরণ করিব ; আমি এতদ্ব্যতীত ইহাও ইচ্ছা করি না যে,—যতদূর আমার সাধ্য তাহা সংশোধন করিব ; এবং আল্লার সহযোগ ভিন্ন আমার কোনই সম্বল নাই, আমি তাঁহার উপরেই নির্ভর করি এবং তাঁহারই দিকে প্রত্যাবর্ত্তন।
৮৯। এবং হে আমার সম্প্রদায়, আমার বিরুদ্ধাচরণ যেন তোমাদিগকে অপরাধী না করে, অন্যথা নূহর সম্প্রদায় কিংবা হুদের সম্প্রদায় অথবা সালেহর সম্প্রদায়ের উপর যাহা নিপতিত হইয়াছিল, তোমাদের প্রতিও তদনুরূপ পতিত হইতে পারে ;

বলিতেছ ? আয়তের মর্ম্ম এই যে, তোমার কথায় আমরা আমাদের পৈত্রিক ধর্ম্ম এবং প্রচলিত পরিমাণ ও পরিমাপ-পদ্ধতি কিছুতেই পরিত্যাগ করিব না।

৮৮। পূর্ব্ববর্ত্তী আয়তের উত্তরে হজরত শোয়েব তাহাদিগকে বলিয়াছিলেন :—তোমরা লক্ষ্য করিয়া দেখ যে, আমি তোমাদের ন্যায় প্রতারণা-প্রবঞ্চনা ব্যতীত সম্পূর্ণ ন্যায়পথে থাকিয়াও আল্লার অনুগ্রহে উত্তম জীবিকা প্রাপ্ত হইয়াছি। সুতরাং তোমরা আমার কথা শুন বা না শুন আমি নিশ্চয়ই আমার প্রচারিত স্বর্গীয় আদেশের অনুসরণ করিব ; এবং যথাসাধ্য দেশব্যাপী কুরীতি ও কুপ্রথা হইতে লোকদিগকে নিরস্ত করিতে চেষ্টা করিব। এই মহান কর্ত্তব্য কার্য্যে আল্লাই আমার একমাত্র সহায় এবং আমি তাঁহার উপরেই সম্পূর্ণ নির্ভর করিতেছি।

৮৯—৯০। হজরত শোয়েব তাহাদিগকে আরও বলিয়াছিলেন :—হে আমার সম্প্রদায়, যদি তোমরা সত্যধর্ম্ম গ্রহণ না করিয়া আমার সহিত শত্রুতাচরণ কর এবং প্রবঞ্চনা ও প্রতারণা প্রভৃতি লোক-ঠকান দুষ্কার্য্য হইতে নিবৃত্ত না হও, তবে সেই অপরাধে—হজরত নূহ, হুদ ও সালেহ নবীর সম্প্রদায়সমূহের উপর যেরূপ ভয়াবহ বিপদ ও শাস্তি অবতীর্ণ হইয়াছিল, তোমাদের প্রতিও সেইরূপ বিপদ বা শাস্তি অবতীর্ণ হওয়া কিছুমাত্র অসম্ভব নহে। বিশেষতঃ অদূরবর্ত্তী-পূর্ব্বে লূতীয় সম্প্রদায় কিরূপে বিনষ্ট হইয়াছে, তাহাও তোমাদের লক্ষ্য করা উচিত। অতএব তোমরা

وَمَا قَوْمُ لُوطٍ مِّنكُم بِبَعِيدٍ ○
৯০- وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا
إِلَيْهِ ط إِنَّ رَبِّي رَحِيمٌ وَدُودٌ ○
৯১- قَالُوا يَشُعَيْبُ مَا نَفْقَهُ كَثِيرًا
مِّمَّا تَقُولُ وَإِنَّا لَنَرَىٰكَ فِينَا ضَعِيفًا ج
وَلَوْلَا رَهْطُكَ لَرَجَمْنَاكَ ز وَمَا
أَنتَ عَلَيْنَا بِعَزِيزٍ ○ ৯২- قَالَ
يَقَوْمِ أَرَهْطِي أَعَزُّ عَلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ ط
وَاتَّخَذْتُمُوهُ وَرَاءَكُمْ ظِهْرِيًّا ط
إِنَّ رَبِّي بِمَا تَعْمَلُونَ مُحِيطٌ ○
৯৩- وَيَقَوْمِ اعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ

এবং লূতের সম্প্রদায়ও তোমাদিগ হইতে দূরবর্ত্তী নহে। ৯০। এবং তোমাদের প্রতিপালকের ক্ষমাপ্রার্থনা কর, তৎপর তাঁহারই দিকে প্রত্যাবর্ত্তিত হও; নিশ্চয় আমার প্রতিপালক করুণাময় ও প্রেমময়। ৯১। তাহারা বলিয়াছিল, হে শোয়েব, তুমি যাহা বলিতেছ তাহার অধিকাংশই আমরা বুঝিতে পারি না; নিশ্চয়ই আমরা তোমাকে আমাদের মধ্যে অসমর্থ লক্ষ্য করিতেছি; এবং যদি তোমার স্বজনবর্গ না হইত তবে নিশ্চয়ই আমরা তোমাকে প্রস্তরাঘাতে চূর্ণ করিতাম, এবং তুমি আমাদের মধ্যে শক্তিশালী নহ। ৯২। সে বলিয়াছিল, হে আমার সম্প্রদায়, আমার স্বজনবর্গ কি তোমাদের পক্ষে আল্লাহ হইতেও পরাক্রান্ত? এবং তোমরা তাঁহাকে তোমাদের পশ্চাতে অবস্থিত বলিয়া ধারণা করিতেছ! এবং তোমরা যাহা করিতেছ, নিশ্চয় আমার প্রতিপালক তাহার পরিবেষ্টনকারী। ৯৩। এবং হে আমার সম্প্রদায়, তোমরা নিজেদের অবস্থানের উপর কার্য্য কর—নিশ্চয়

এখনও স্বীয় প্রতিপালক প্রভুর নিকট ক্ষমাপ্রার্থনা করিয়া তাঁহার আদেশের অনুসরণ কর। তাহা হইলে তিনি স্বীয় করুণায় অবশ্যই তোমাদিগকে ক্ষমা করিবেন।

৯১। তাহারা বলিয়াছিল:—হে শোয়েব, তোমার কথার অধিকাংশই আমরা বুঝি না। কিন্তু তুমি আমাদের ধর্ম্ম ও আচার-ব্যবহারের বিরুদ্ধে যে সকল অনিষ্টকর কথা বলিতেছ—যদি তোমার আত্মীয়-স্বজন সহায় না থাকিত, তাহা হইলে এই অপরাধে আমরা নিশ্চয় তোমাকে প্রস্তরাঘাতে চূর্ণ করিয়া ফেলিতাম। কারণ তুমি কখনই আমাদের অপেক্ষা পরাক্রান্ত বা শক্তিশালী নহ—বরং দুর্ব্বল ও শক্তিহীন।

৯২। হজরত শোয়েব বলিয়াছিলেন:—হে অবোধ দল, তোমরা আমার কতিপয় নগণ্য আত্মীয়-স্বজনকে ভয় করিতেছ—অথচ তাহাদের ও তোমাদের স্থষ্টিকর্ত্তা মহাশক্তিশালী আল্লার কথা না শুনিয়া তাঁহার প্রত্যক্ষ আদেশ পশ্চাতে রাখিয়া হেলায় প্রত্যাখ্যান করিতেছ। তোমাদিগকে সর্ব্বশক্তিমান আল্লার নিকট অবশ্যই ইহার প্রতিফল ভোগ করিতে হইবে।

রহত—আত্মীয়-স্বজন, পরিজন অথবা বন্ধু-বান্ধব। অনতিরিক্ত দশজন সাহায্যকারী সম্প্রদায়কেও "রহত" বলা হইয়া থাকে।

৯৩। হজরত শোয়েব আরও বলিয়াছিলেন:—তোমরা স্ব স্ব গৃহে বসিয়া যাহা ইচ্ছা কর

আমিও কার্য্য করিতেছি; অচিরেই তোমরা জানিবে যে, কাহার উপর তাহাকে লাঞ্ছনা করিতে শাস্তি উপস্থিত হইবে এবং কে সেই মিথ্যাবাদী? এবং তোমরা অপেক্ষা কর—নিশ্চয় আমিও তোমাদের সহিত প্রতীক্ষাকারী।

৯৪। এবং যখন আমার আদেশ উপস্থিত হইয়াছিল—তখন আমি নিজ হইতে অনুগ্রহ দ্বারা শোয়েব ও তাহার সঙ্গীয় বিশ্বাস-স্থাপনকারীদিগকে রক্ষা করিয়াছিলাম; এবং অত্যাচারীদিগকে এক ভীষণ-ধ্বনি আক্রমণ করিয়াছিল, তৎপর তাহারা স্ব স্ব গৃহের মধ্যে অধোমুখে পড়িয়াছিল।—

৯৫। যেন ইহার মধ্যে কখনই তাহাদের বসতি ছিল না; সতর্ক হও! মাদায়েনের জন্য অভিসম্পাত—যেরূপ সমুদ অভিশপ্ত হইয়াছিল।

إِنِّي عَامِلٌ ط سَوْفَ تَعْلَمُونَ
مَنْ يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَمَنْ
هُوَ كَاذِبٌ ط وَارْتَقِبُوا إِنِّي مَعَكُمْ
رَقِيبٌ ○ ٩٤- وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا
نَجَّيْنَا شُعَيْبًا وَّالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ
بِرَحْمَةٍ مِّنَّا وَأَخَذَتِ الَّذِينَ ظَلَمُوا
الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ
جٰثِمِينَ ۙ ٩٥- كَأَنْ لَّمْ يَغْنَوْا
فِيهَا ط أَلَا بُعْدًا لِّمَدْيَنَ كَمَا
بَعِدَتْ ثَمُودُ ع

৯ম রুকু—ধর্ম্মদ্রোহীদিগের সুনিশ্চিত শাস্তি-বিধান

৯৬। এবং অবশ্যই আমি মুসাকে স্বীয় নিদর্শন ও প্রকাশ্য-প্রমাণ সহ প্রেরণ করিয়াছিলাম—

৯৭। ফেরাউন ও তাহার প্রধানগণের প্রতি; কিন্তু তাহারা ফেরাউনের আদেশের অনুসরণ করিয়াছিল; এবং ফেরাউনের আদেশ সত্যানুযায়ী ছিল না।

৯৮। সে উত্থান-

٩٦- وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسٰى بِاٰيٰتِنَا
وَسُلْطٰنٍ مُّبِينٍ ۙ ٩٧- إِلٰى فِرْعَوْنَ
وَمَلَإِيْهِ فَاتَّبَعُوا أَمْرَ فِرْعَوْنَ ج وَمَا
أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ ○ ٩٨- يَقْدُمُ

এবং আমিও আমার কার্য্য করিয়া যাই। তৎপর শীঘ্রই জানিতে পারিবে যে, কে সত্যবাদী আর কে মিথ্যাবাদী এবং কাহার উপরেই বা আল্লার শাস্তি ও লাঞ্ছনা অবতীর্ণ হয়।

৯৪—৯৫। এই দুইটি আয়তে মাদ্‌য়ানা সম্প্রদায়ের ধ্বংস-বিবরণ বর্ণিত হইয়াছে।—কোঃ ৯১ ও ৯২ আয়ত এবং উহার তফ্‌সীর দ্রষ্টব্য।

৯৬—৯৭। এই দুইটি আয়তে হজরত মুসা ও ফেরাউন এবং তাহার সমসাময়িক ধর্ম্মদ্রোহী সম্প্রদায়ের প্রসঙ্গ বর্ণিত হইয়াছে। ফেরাউন ও তাহার প্রধানতম পরিষদগণ হজরত মুসাকে অগ্রাহ্য ও প্রত্যাখ্যান করিয়া সদলবলে সলিল-সমাধি প্রাপ্ত হইয়াছিল।—কো ২, সুরা বকর—৬ষ্ঠ রুকুর তফ্‌সীর দ্রষ্টব্য।

৯৮—৯৯। আল্লাহতালা বলিতেছেন যে, ধর্ম্মদ্রোহী ফেরাউন পরলোকে স্বীয় দলের অগ্রগামী হইয়া সদলবলে নরকানলে গমন করিবে। ঐ নরক ভয়াবহ শাস্তির অতি নিকৃষ্ট স্থান। তাহারা

قَوْمَهٗ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ فَاَوْرَدَهُمُ النَّارَ ؕ
وَبِئْسَ الْوِرْدُ الْمَوْرُوْدُ ۝
৯৯- وَاُتْبِعُوْا فِيْ هٰذِهٖ لَعْنَةً وَّيَوْمَ
الْقِيٰمَةِ ؕ بِئْسَ الرِّفْدُ الْمَرْفُوْدُ ۝
১০০- ذٰلِكَ مِنْ اَنْۢبَآءِ الْقُرٰى نَقُصُّهٗ
عَلَيْكَ مِنْهَا قَآئِمٌ وَّحَصِيْدٌ ۝
১০১- وَمَا ظَلَمْنٰهُمْ وَلٰكِنْ ظَلَمُوْۤا
اَنْفُسَهُمْ فَمَاۤ اَغْنَتْ عَنْهُمْ اٰلِهَتُهُمُ الَّتِيْ
يَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مِنْ شَيْءٍ
لَّمَّا جَآءَ اَمْرُ رَبِّكَ ؕ وَمَا زَادُوْهُمْ

দিবসে স্বীয় দলের অগ্রগামী হইবে, পরে তাহাদিগকে নরকানলে উপস্থিত করিবে; নিকৃষ্ট স্থানে তাহাদের সেই উপস্থিতি—উত্থান-দিবসেও।
৯৯। এবং ইহলোকে অভিসম্পাত তাহাদের অনুসরণ করিয়াছে এবং উত্থান-দিবসেও; নিকৃষ্ট সেই দান—যাহা তাহাদিগকে প্রদত্ত হইবে।
১০০। আমি যে-সকল জনপদের এই সংবাদ-সমূহ তোমার প্রতি বর্ণনা করিতেছি, উহার কতিপয় বিদ্যমান আছে এবং অবশিষ্ট বিকর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে।
১০১। এবং আমি তাহাদের প্রতি অত্যাচার করি নাই, কিন্তু তাহারাই স্ব স্ব জীবনের প্রতি অত্যাচার করিয়াছে; অতএব যখন তোমার প্রতিপালকের আদেশ উপস্থিত হইয়াছিল, তখন তাহারা আল্লার পরিবর্ত্তে যাহাদিগকে আহ্বান করিয়াছে—তাহাদের সেই উপাস্যগণ কিছুমাত্র উপকার করে নাই; এবং বিনষ্ট করা ব্যতীত তাহাদের কিছুই

ইহলোকে আল্লার প্রেরিত রসূলের বিরুদ্ধাচরণ ও ধর্ম্মদ্রোহিতার জন্য যে কঠোর শাস্তি ভোগ করিয়াছিল, পরলোকেও সেই শাস্তি তাহাদের অনুসরণ করিবে এবং তাহারা স্ব স্ব কৃতকার্য্যের জন্য অতি জঘন্য প্রতিফল প্রাপ্ত হইবে।

১০০—১০১। পূর্ব্ববর্ত্তী রসূলগণের প্রতি অসত্যারোপকারী—ধর্ম্মদ্রোহী আদ, সমুদ, মাদিয়ানা ও ফেরাউনীয় সম্প্রদায়ের প্রসঙ্গ বর্ণনা করিয়া আল্লাহতাআলা হজরত রসূলোল্লাকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন যে, আমি তোমাকে যে সকল অভিশপ্ত ও ধ্বংসপ্রাপ্ত জনপদের বিবরণ বর্ণনা করিতেছি উহার কতিপয় এখনও বিদ্যমান আছে এবং অবশিষ্ট সম্পূর্ণরূপে ধ্বংসপ্রাপ্ত ও বিরান হইয়া গিয়াছে। কিন্তু আমি অন্যায়ভাবে ঐ সকল জনপদের অধিবাসীদিগের প্রতি অত্যাচার করি নাই; বরং তাহারাই অবিশ্বাস ও ধর্ম্মদ্রোহিতা দ্বারা স্ব স্ব জীবনের অনিষ্ট করিয়া নিজেদের বিপদ ডাকিয়া আনিয়াছিল। সুতরাং অবিশ্বাসী অংশীবাদীদিগের ইহাও লক্ষ্য করিয়া দেখা উচিত যে, পূর্ব্ববর্ত্তী অবিশ্বাসী ও অংশীবাদীরা আমার পরিবর্ত্তে যে সকল দেব-দেবীর বা প্রস্তর-প্রতিমার পূজা-অর্চ্চনা করিয়াছিল, তাহারা আমার শাস্তি হইতে ঐ সকল অপরাধীকে রক্ষা করিতে পারে নাই এবং উহাদের দ্বারা তাহাদের অপকার ভিন্ন কিছুমাত্র উপকার হয় নাই।

غَيْرَ تَتْبِيْبٍ ○ ١٠٢- وَ كَذٰلِكَ
اَخْذُ رَبِّكَ اِذَآ اَخَذَ الْقُرٰى وَ هِيَ
ظَالِمَةٌ ط اِنَّ اَخْذَهٗٓ اَلِيْمٌ شَدِيْدٌ ○
١٠٣- اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً لِّمَنْ خَافَ
عَذَابَ الْاٰخِرَةِ ط ذٰلِكَ يَوْمٌ مَّجْمُوْعٌ
لَّهُ النَّاسُ وَ ذٰلِكَ يَوْمٌ مَّشْهُوْدٌ ○
١٠٤- وَمَا نُؤَخِّرُهٗٓ اِلَّا لِاَجَلٍ مَّعْدُوْدٍ ط
١٠٥- يَوْمَ يَاْتِ لَا تَكَلَّمُ نَفْسٌ اِلَّا
بِاِذْنِهٖ ج فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَّ سَعِيْدٌ ○
١٠٦- فَاَمَّا الَّذِيْنَ شَقُوْا فَفِى النَّارِ لَهُمْ

বৰ্দ্ধিত করে নাই। ১০২। এবং এইরূপই তোমার প্রতিপালকের আক্রমণ—তখনই তিনি জনপদ-সমূহকে আক্রমণ করেন, যখন তাহারা অত্যাচারী হয়; নিশ্চয় তাহার আক্রমণ কঠোর যন্ত্রণাপ্রদ। ১০৩। যে পরলোকের শাস্তির আশঙ্কা করে—অবশ্যই ইহাতে তাহার জন্য নিশ্চিত-নিদর্শন আছে, এই দিন উহার জন্য লোকদিগকে সমবেত করা হইবে, এবং এই দিন সকলেই সমুপস্থিত হইবে। ১০৪। এবং এক গণিত নির্দ্দিষ্ট-কাল ব্যতীত আমি উহাতে বিলম্ব করিব না। ১০৫। ঐ দিন সমাগত হইলে তাঁহার অনুমতি ব্যতীত কোন ব্যক্তিই বাক্যালাপ করিবে না; অতঃপর তাহাদের মধ্যে দুরদৃষ্ট ও শুভাদৃষ্ট হইবে। ১০৬। অতএব যাহারা দুরদৃষ্ট হইবে, পরে তাহারা নরকানলের অন্তর্ভুক্ত হইবে—তন্মধ্যে

১০২—১০৩। অনন্তর আল্লাহতালা হজরত রসুলোল্লাকে বলিতেছেন ঃ—যখন কোন জনপদ বা পল্লী-নগরীর অধিবাসিগণ অবিশ্বাসের বশে ধর্ম্মদ্রোহী ও অত্যাচারী হইয়া উঠে, তখন এইরূপেই তোমার প্রতিপালক আল্লাহ তাহাদিগকে আক্রমণ করিয়া থাকেন এবং সেই আক্রমণের শাস্তি অতীব কঠোর ও যন্ত্রণাপ্রদ। পরলোকে যেদিন সকলকে একত্রিত করিবার পর তাহাদের কৃত-কর্ম্মানুযায়ী শাস্তি বা পুরস্কার প্রদান করা হইবে—যাহারা সেই মহা দিবসের শাস্তির আশঙ্কা করে, এই সমস্ত বর্ণনায় নিশ্চয় তাহাদের জন্য সতর্কবাণী ও সদুপদেশ রহিয়াছে।

১০৪—১০৫। আল্লাহতালা বলিতেছেন ঃ—আমি পূর্ব্বে যে নির্দ্দিষ্ট সময় স্থির করিয়া রাখিয়াছি, সেই সময় অতীত হইলেই ঐ মহাদিবস সকলের সম্মুখে সমাগত হইবে এবং সেই গণিত বা নির্দ্দিষ্ট কালের এক মুহূর্ত্ত ও বিলম্ব হইবে না। এবং সেই দিন আমার আদেশ ব্যতীত কেহই কোন কথা বলিতে পারিবে না। অতঃপর আমিই ন্যায় বিচার করিয়া তাহাদের মধ্যে হতভাগ্য ও ভাগ্যবান লোকদিগকে নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিব এবং তাহাদিগকে স্ব স্ব কৃতকর্ম্মের উপযুক্ত শাস্তি বা পুরস্কার প্রদান করিব।

শাকিউন ও সাইদুন—শব্দের আভিধানিক অর্থ দুরদৃষ্ট ও শুভাদৃষ্ট; ভাগ্যহীন এবং সৌভাগ্যশালী শব্দেও উহার অনুবাদ করা যাইতে পারে। তফসীরকারগণ উহার মর্ম্মার্থে পাপী ও পুণ্যবান (হক্কানী), বিমর্ষ ও আনন্দিত (মঃ আঃ) এবং শাস্তিপ্রাপ্ত ও পুরস্কৃত প্রভৃতি বিভিন্ন শব্দ গ্রহণ করিয়াছেন।

১০৬—১০৭। **জফির ও শহিক**—উভয় শব্দের অর্থই গর্দ্দভ-ধ্বনি অথবা গর্দ্দভ-গর্জ্জনবৎ বিকট চীৎকার। কিন্তু মর্ম্মার্থের প্রতি লক্ষ্য করিয়া উহার অনুবাদে চীৎকার ও আর্ত্তনাদ লিখিত

فِيْهَا زَفِيْرٌ وَّشَهِيْقٌ ۝١٠٧ - خٰلِدِيْنَ
فِيْهَا مَا دَامَتِ السَّمٰوٰتُ وَالْاَرْضُ
اِلَّا مَا شَآءَ رَبُّكَ ۭ اِنَّ رَبَّكَ فَعَّالٌ

তাহাদের জন্য চীৎকার ও আর্ত্তনাদ রহিয়াছে। ১০৭। তোমার প্রতিপালকের ইচ্ছা ব্যতীত—তাহারা তন্মধ্যে নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের স্থিতি পর্য্যন্ত সর্ব্বদা অবস্থান করিবে; নিশ্চয় তোমার প্রতিপালক

হইল। অতঃপর আল্লাহতালা বলিতেছেন যে, সেই মহাবিচারের দিন যাহারা দুরদৃষ্ট বা অপরাধ বলিয়া পরিগণিত হইবে, তাহারা নরকানলে নিক্ষিপ্ত হইয়া ঘোর চিৎকার ও আর্ত্তনাদ করিতে থাকিবে এবং নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের স্থিতিকাল পর্য্যন্ত তাহারা সর্ব্বদা সেইস্থানে থাকিতে বাধ্য হইবে। কিন্তু যদি আল্লাহতালার অন্যরূপ ইচ্ছা হয়, তবে নিশ্চয় সেই সর্ব্বশক্তিমান প্রভু যাহা ইচ্ছা তাহাই করিতে পারেন। তাহার ইচ্ছার ব্যতিক্রম বা প্রতিরোধ করিবার শক্তি কাহারও নাই।

বিভিন্ন মত ঃ—এই আয়তের মর্ম্ম সম্বন্ধে তফ্‌সীরকারগণের দুইটী মত পরিদৃষ্ট হয়। অধিকাংশ তফসীরকারের মত এই যে, নরকের আকাশ ও ভূমি চিরকাল বিদ্যমান রহিবে এবং অবিশ্বাসী কাফেরগণ তন্মধ্যে চিরকাল অবস্থান করিয়া নরকের কঠোর শাস্তি ভোগ করিতে থাকিবে। কারণ পবিত্র কোরান শরিফে আল্লাহতালা তিন স্থানে "আবাদান" অর্থাৎ 'চিরকাল' শব্দ-যোগে অবিশ্বাসীরা নরকের চিরস্থায়ী অধিবাসী হইবে বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন (কোঃ ৪—১৬৯, ৩৩—৬৫ এবং ৭২—২৩ দ্রষ্টব্য)। কিন্তু যে সকল বিশ্বাসী মুসলমান স্ব স্ব অপরাধের জন্য নরক-গামী হইবে, তাহারা তথায় এক নির্দ্দিষ্টকাল শাস্তি ভোগ করিয়া পরে আল্লাহতালার ইচ্ছা ও অনুগ্রহে স্বর্গোদ্যানে প্রবেশ করিবার সৌভাগ্য লাভ করিবে। অবশ্য অবিশ্বাসীদিগকেও স্বীয় ইচ্ছা ও অনুগ্রহে মুক্তিদান করিবার পূর্ণ ক্ষমতা যে আল্লাহতালার আছে—তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই; কিন্তু অংশীবাদী অবিশ্বাসী-দল আল্লার অনুগ্রহ-প্রাপ্তির অযোগ্য পাত্র বলিয়া তিনি তাহাদিগকে স্বীয় অনুগ্রহ বিতরণ করিবেন না—ইহাই কোরান হাদিসের বর্ণনার সারমর্ম্ম।—তঃ হক্কানী।

পক্ষান্তরে কতিপয় তফসীরকারের অভিমত এই যে, নরকের শাস্তি যতই কঠোর এবং দীর্ঘকাল স্থায়ী হউক না কেন, উহা কাহারও জন্য অথবা কখনই চিরস্থায়ী নহে। সীমাবদ্ধ পার্থিব জীবনের কৃত অপরাধের জন্য মহান্যায়পরায়ণ করুণাময় আল্লাহতালা কাহাকেও অসীম বা চিরস্থায়ী শাস্তি প্রদান করিবেন—ইহা কখনই ন্যায়পরায়ণতা অথবা সুবিচারের আদর্শ হইতে পারে না। আল্লাহতালা ইচ্ছা করিলেই যে কোন অপরাধীকে স্বীয় অনুগ্রহে মুক্তি প্রদান করিতে পারেন—তিনি পবিত্র কোরানের দুইস্থানে এই মহান উক্তি সন্নিবিষ্ট করিয়া নরকের শাস্তি হইতে প্রত্যেক মানবের ভবিষ্যৎ মুক্তির ইঙ্গিত করিয়াছেন।—আলোচ্য আয়ত এবং কোঃ ৬—১২৯ আয়ত দ্রষ্টব্য।

মৌলবী মহম্মদ আলী সাহেব এই অভিমতের উপর জোর দিয়া ইহার সমর্থক প্রমাণ স্বরূপ কতিপয় হাদিস এবং বহু যুক্তি-তর্কের অবতারণা করিয়াছেন; যথা—"ফেরেশ্‌তাগণ, রসুলগণ ও বিশ্বাসিগণ পর্য্যায়ক্রমে অপরাধীদিগের জন্য অনুরোধ করিবেন; তৎপর তথায় মহা-অনুগ্রহ-কারীর মহা-অনুগৃহিত ভিন্ন অনুরোধ করিবার জন্য আর কেহই অবশিষ্ট থাকিবেন না। তখন তিনি উহা হইতে এক মুষ্টি অগ্নি গ্রহণ করিবেন এবং এমন এক ব্যক্তিকে বহির্গত করিবেন—যে কখনই কোন সৎকার্য্য করে নাই" (সহি মোসলেম)। "নিশ্চয় নরকের উপর এমন একদিন আসিবে—যখন উহা কর্ষণোপযোগী বিশুষ্ক শস্যক্ষেত্র তুল্য হইবে" এবং "দোজখের উপর এমন দিন উপস্থিত হইবে—যখন তথায় কোনই সচেতন জীবের অস্তিত্ব থাকিবে না" (কান্‌জুল উম্মাল, ৭ম ভাগ—২৪৫ পৃষ্ঠা)। হজরত ওমরের একটি উক্তিও উপরোক্ত অভিমতের অনুকূলে উদ্ধৃত করা হইয়াছে ঃ—"যদিও নরক নিবাসীদিগের সংখ্যা মরুপ্রান্তরের বালুকারাশির ন্যায় অসংখ্য হইবে, তথাপি নিশ্চয় এমন একদিন আসিবে যে, তাহাদিগকে উহা হইতে বহির্গত করা হইবে।" ফতহোল-বয়ান, ফতহোল-বারী, দোর্‌রে-মন্‌সুর এবং হজ্‌জেল আরওয়া—এবনল-কাইউম।

যাহা ইচ্ছা করেন, তাহাই করিয়া থাকেন।
১০৮। এবং যাহারা শুভাদৃষ্ট হইবে, পরে তাহারা স্বর্গোদ্যানের অন্তর্গত হইবে, তোমার প্রতিপালকের ইচ্ছা ব্যতীত তাহারা নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের স্থিতি পর্য্যন্ত তথায় সর্ব্বদা অবস্থান করিবে; এই দান কখনই কর্ত্তিত হইবে না।
১০৯। অতএব তাহারা যে বিষয়ের উপাসনা করে, তুমি তদ্বিষয়ে সন্দেহে

لِّمَا يُرِيدُ ○ ١٠٨- وَأَمَّا الَّذِينَ
سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا
مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا
مَا شَاءَ رَبُّكَ عَطَاءً غَيْرَ مَجْذُوذٍ ○
١٠٩- فَلَا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِّمَّا يَعْبُدُ

উপরোক্ত অভিমতের তফসীরকারগণ "আবাদান" শব্দের অর্থ 'চিরকাল' এর পরিবর্ত্তে 'সুদীর্ঘ কাল বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। অবশ্য "আবাদান" আরবী-সাহিত্যে সুদীর্ঘকাল অর্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। পবিত্র কোরানের একটী আয়তও এই অভিমতের সমর্থক বলিয়া উদ্ধৃত করা যায়; যথা—অবিশ্বাসীরা "আহকাব" অর্থাৎ বহু "নির্দ্দিষ্টকাল' নরকে অবস্থান করিবে (কোঃ ৭৮—২৩)। "আহকাব" "হোকব" শব্দের বহুবচন। সত্তর হইতে সত্তর সহস্র বর্ষ কালকে এক "হোকবা" বলা হয়। সুতরাং "আবাদ" ও "হোকবা" শব্দের সামঞ্জস্যের প্রতি লক্ষ্য করিলে নিঃসন্দেহে অনুমিত হইবে যে, সুদীর্ঘকাল নরকে অবস্থিতি আলোচ্য আয়তের প্রকৃত মর্ম্ম; নরকানলে চিরস্থিতি পবিত্র কোরানে সমর্থিত হয় নাই।—তঃ মঃ আঃ।

উপরোক্ত অভিমত-দ্বয় ভিন্ন পবিত্র কোরানের বিভিন্ন আয়ত আলোচনা করিলে ইহাও প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহতালা বিশ্বাসী পূণ্যবানদিগের জন্যই স্বর্গোদ্যান সৃষ্টি করিয়াছেন এবং অবিশ্বাসী অপরাধীরা তথায় কখনই প্রবেশাধিকার লাভ করিবে না। এই শ্রেণীর সর্ব্ববিধ বর্ণনার সামঞ্জস্য সাধনের জন্য কোন কোন আলেম বলেন যে, অবিশ্বাসীরা যথোচিত শাস্তি পাইবার পর নরকানল হইতে মুক্তি লাভ করিলেও তাহারা কখনই স্বর্গোদ্যানে প্রবেশাধিকার পাইবে না। অন্যান্য নিকৃষ্ট জীব-জন্তুর ন্যায় আল্লাহতালা তাহাদের অস্তিত্ব বিলীন করিয়া দিবেন। কারণ পবিত্র কোরানে অবিশ্বাসী ও অংশীবাদী কাফেরকুল পৃথিবীর যাবতীয় জীবজন্তু অপেক্ষা অধম ও নিকৃষ্ট বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে।—কোঃ ৮—৫৫ আয়ত।

১০৮। অতঃপর আল্লাহতালা বলিতেছেন যে, পরলোকে যাহারা শুভাদৃষ্ট বা পূণ্যবান বলিয়া পরিগণিত হইবে, তাহারা স্বর্গোদ্যানে প্রবেশ করিয়া চিরকাল তথায় অনুপম স্বর্গীয় সুখ-সম্পদ ভোগ করিবে। অবশ্য এই আয়তেও পূর্ব্ব আয়তের ন্যায় আল্লাহতালার ইচ্ছা এবং নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের স্থিতিকাল পর্য্যন্ত বাক্যটি সংযোজিত হইয়াছে। উহার মর্ম্ম এই যে, আল্লাহতালা ইচ্ছা করিলে স্বর্গবাসীদিগকেও স্বর্গোদ্যান হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিতে পারেন; এ সম্বন্ধে তাঁহার পূর্ণ ক্ষমতা আছে। কিন্তু আয়তের শেষবাক্যে আল্লাহতালা স্বয়ং বলিয়া দিয়াছেন যে, আমার এই দান কখনই কর্ত্তিত হইবে না। অর্থাৎ কেহ একবার আল্লাহতালার অনুপম অনুগ্রহ ও স্বর্গীয় দান লাভ করিয়া স্বর্গোদ্যানে প্রবেশ করিলে সে আর কখনই উহা হইতে বহিষ্কৃত বা বঞ্চিত হইবে না। স্বর্গবাসীরা চিরকাল তথায় অবস্থান করিয়া উহার অনুপম সুখ-সম্পদ ভোগ করিতে থাকিবে। স্বর্গবাসীদিগের এই অমরতা ও চিরসুখ আল্লাহতালার একটি বিশিষ্ট দান; ঐ দান কখনই বিকর্ত্তিত বা প্রত্যাহৃত হইবে না।

১০৯। মৌলবী মোহম্মদ আলি সাহেব তাঁহার অনুমোদিত পূর্ব্ববর্ত্তী আয়তের ব্যাখ্যা সমর্থন কল্পে এই আয়ত অবলম্বনে অবিশ্বাসী অংশীবাদিগণের সুদূরবর্ত্তী পারলৌকিক মুক্তির প্রতি অস্পষ্ট ইঙ্গিত করিয়াছেন। কিন্তু আলোচ্য আয়তের মর্ম্ম অতি সহজ ও সুস্পষ্ট। আল্লাহতালা

هٰؤُلَاءِ ط مَا يَعْبُدُونَ اِلَّا كَمَا يَعْبُدُ اٰبَاؤُهُمْ مِّنْ قَبْلُ ط وَاِنَّا لَمُوَفُّوْهُمْ نَصِيْبَهُمْ غَيْرَ مَنْقُوْصٍ ۝

থাকিও না; ইহার পূর্ব্বে তাহাদের পিতৃপুরুষগণ যেরূপ উপাসনা করিয়াছে ইহারা তদ্ব্যতীত উপাসনা করে না; এবং নিশ্চয়ই আমি তাহাদিগকে তাহাদের অন্যূন অংশ পূর্ণরূপে প্রত্যার্পণ করিব।

১০ম রুকু—অবিশ্বাসীদিগের অবশ্যম্ভাবী পরিণাম

110- وَلَقَدْ اٰتَيْنَا مُوْسَى الْكِتٰبَ فَاخْتُلِفَ فِيْهِ ط وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَّبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ ط وَاِنَّهُمْ لَفِيْ شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيْبٍ ۝

111- وَاِنَّ كُلًّا لَّمَّا لَيُوَفِّيَنَّهُمْ

১১০। এবং অবশ্যই আমি মূসাকে গ্রন্থ প্রদান করিয়াছিলাম, পরে উহাতে ব্যতিক্রম করা হইয়াছে; এবং যদি তোমার প্রতিপালকের বাক্য পূর্ব্ব-নির্দ্ধারিত না হইত, তবে নিশ্চয়ই তাহাদের মধ্যে মীমাংসা হইয়া যাইত; এবং অবশ্যই তাহারা উহাতে আনুমানিক সন্দেহাচ্ছন্ন রহিয়াছে। ১১১। এবং অবশ্য তোমার প্রতিপালক প্রত্যেককে

হজরত রসুলোল্লাকে লক্ষ্য করিয়া জগদ্বাসীর প্রতি এই কথা পরিব্যক্ত করিতেছেন যে, অবিশ্বাসীদিগের অংশীবাদিতা ও অনাচারের সহিত তাহাদের সুখ-সম্পদ ও তজ্জনিত প্রতিবাদ মূলক দর্প-দম্ভ দেখিয়া তোমরা বিস্মিত হইও না। তাহাদের পূজা-অর্চ্চনা ও উপাসনা-আরাধনা পূর্ব্ববর্ত্তী ধর্ম্মদ্রোহিদিগের পূজা-আরাধনার অনুরূপ নামান্তর ভিন্ন আর কিছুই নহে। তথাপি যে তাহারা কোন কোন বিষয়ে সুখ-সম্পদ ও আয়েশ-আরাম উপভোগ করিতেছে, তাহার কারণ এই যে, আমি উহাদিগকে স্ব স্ব সদসৎ কার্য্যের পূর্ণ প্রতিদান প্রদান করিব। উহারা দান-ধ্যান প্রভৃতি সৎকার্য্যসমূহের প্রতিদান ইহলোকেই প্রাপ্ত হইবে; এবং পরলোকে অসৎ কার্য্য সমূহের পূর্ণ প্রতিদান স্বরূপ নরকানলে কঠোর শাস্তি ভোগ করিবে।—তঃ হক্কানী।

১১০। স্বয়ং আল্লাহতালার প্রত্যাদৃষ্ট গ্রন্থ পবিত্র কোরান—সকলে সমবেতভাবে ও একবাক্যে গ্রহণ না করায় হজরত রসুলোল্লাহ মানব জাতির আচরণ ও অবাধ্যতা লক্ষ্য করিয়া বিস্মিত হইয়াছিলেন। তাই আল্লাহতালা তাঁহাকে জানাইয়া দিলেন যে, ইহাতে বিস্ময়ের বিষয় কিছুই নাই। কারণ আমি তোমার পূর্ব্বে আমার অন্যতম প্রিয় নবী মুসাকে যে তওরাত গ্রন্থ প্রদান করিয়াছিলাম, বিশ্বাসী এসরাইল-বংশ ব্যতীত অবিশ্বাসীরা তাহাও অম্লানবদনে প্রত্যাখ্যান করিয়াছিল। সুতরাং অবিশ্বাসী মানব-কর্ত্তৃক ঐশীগ্রন্থ প্রত্যাখ্যাত হওয়া জগতে নূতন ব্যাপার নহে। অবশ্য এই অবাধ্যতা ও ধর্ম্মদ্রোহিতার জন্য যদি আমি পূর্ব্বেই পরলোকে মহাবিচারের দিন নির্দ্দিষ্ট করিয়া না রাখিতাম, অথবা সদসৎ সর্ব্বপ্রকার মানব ও জীব-জন্তুর দ্বারা পৃথিবী আবাদ করা যদি আমার পূর্ব্ব-নির্দ্ধারিত নিয়তি না হইত, তবে এই পৃথিবীতেই উহার সুমীমাংসা হইয়া অবিশ্বাসী ও ধর্ম্মদ্রোহী দল-সমূহ সমূলে ধ্বংস প্রাপ্ত হইয়া যাইত।

১১১—১১২। এই দুইটি আয়তে আল্লাহতালা হজরত রসুলোল্লাকে উপলক্ষ্য করিয়া মানব-জাতিকে জানাইয়া দিতেছেন যে, পরলোকে প্রত্যেকেই স্ব স্ব কৃতকর্ম্ম অনুযায়ী পূর্ণ প্রতিদান

رَبُّكَ أَعْمَالَهُمْ ۚ إِنَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ
خَبِيرٌ ○ ١١٢- فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ
وَمَنْ تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطْغَوْا ۚ
إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ○ ١١٣- وَلَا
تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا
فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ ۙ وَمَا لَكُمْ مِنْ
دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ ثُمَّ لَا تُنْصَرُونَ ○
١١۴- وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ
وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ ۚ إِنَّ الْحَسَنَاتِ

তাহাদের কার্য্যসমূহ পূর্ণরূপে প্রত্যর্পণ করিবেন ; এবং নিশ্চয় তিনি তাহাদের কৃতকার্য্য সম্বন্ধে অভিজ্ঞ।
১১২। অনন্তর তুমি ও তোমার সহিত যাহারা ক্ষমা-প্রার্থনা করিয়াছে—যেরূপ আদিষ্ট হইয়াছে তাহাতে স্থির থাক এবং তোমরা অতিরিক্ত করিও না ; এবং নিশ্চয় তিনি তোমাদের কৃতকার্য্য সম্বন্ধে প্রত্যক্ষকারী।
১১৩। এবং তোমরা অত্যাচারকারী-দিগের প্রতি অনুরক্ত হইও না, অন্যথায় নরকাগ্নি তোমাদিগকে স্পর্শ করিবে ; এবং আল্লার পরিবর্ত্তে তোমাদের জন্য কোনই সহায় নাই, তৎপর তোমরা সাহায্য প্রাপ্ত হইবে না।
১১৪। এবং তোমরা দিবসের দুইভাগে ও রজনীর প্রথমাংশে নামাজ প্রতিষ্ঠিত কর ;

প্রাপ্ত হইবে। অতএব তোমাদিগকে যেরূপ আদেশ করা হইয়াছে, তোমরা তাহাতে স্থির থাক। আমার আদেশের পরিবর্ত্তন, পরিবর্দ্ধন ও হ্রাস-বৃদ্ধি বা ব্যতিক্রম করিও না। তোমরা নিশ্চয় জানিও যে, তোমাদের সমস্ত কৃতকর্ম্মই আমি প্রত্যক্ষ করিতেছি।

১১৩। এই পবিত্র আয়তটি মুসলমানের ব্যক্তিগত চরিত্র ও জাতীয় আদর্শের নির্ম্মলতা সংরক্ষণের একটি সমুজ্জ্বল স্বর্গীয় বাণী। মুসলমানের পক্ষে শুধু ব্যক্তিগতভাবে অবিশ্বাস, অনাচার ও দুষ্কার্য্য হইতে নিরস্ত থাকাই যে একমাত্র কর্ত্তব্য—তাহা নহে ; বরং যাহারা অবিশ্বাস অনাচার ও দুষ্কার্য্যে সংলিপ্ত আছে, তাহাদের সহিত কোনরূপ সম্বন্ধ রাখা—এমন কি, তাহাদের প্রতি অস্বাভাবিক অনুরাগ এবং সম্প্রীতি প্রকাশ করাও এই আয়তে দৃঢ়তার সহিত নিষিদ্ধ হইয়াছে। অবশ্য এই আদেশ অনেকের এবং আধুনিক দুর্ব্বলচেতা তথাকথিত দেশভক্তদের নিকট কঠোরতর বলিয়া অনুমিত হইতে পারে ; কিন্তু এই আদেশের অনুসরণ ব্যতীত ধর্ম্ম ও জাতীয় আদর্শের পবিত্রতা এবং সমাজ ও ব্যক্তিগত চরিত্রের নির্ম্মলতা রক্ষার আর কোনই উপায় নাই। বর্ত্তমান যুগের অস্বাভাবিক, অবৈধ মিলনকামী সর্ব্বভুক মুসলমান সম্প্রদায়ের রীতি ও চরিত্রের প্রতি লক্ষ্য করিলেই ইহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ পরিদৃষ্ট হইবে।

কোন কোন তফসীরকারের মতে "অত্যাচারীদিগের প্রতি অনুরক্ত হওয়া" অর্থ—তাহাদের ধর্ম্ম ও রীতি-নীতি উত্তম মনে করা এবং তাহাতে সংলিপ্ত হওয়া। পার্থিব ব্যাপারের সহিত ইহার কোন সম্বন্ধ নাই।—তঃ কবির।

১১৪। এই পবিত্র আয়তে নামাজের সময় সমূহ নির্দ্দেশিত হইয়াছে। মুসলমানদিগকে দিবা-রজনীর মধ্যে পাঁচবার নামাজ পড়িতে হয় ; যথা—দিবসের প্রথমভাগে একবার, দিবসের দ্বিতীয়ভাগে দুইবার এবং রজনীর প্রথমাংশে দুইবার। সাধারণতঃ দিবসের প্রথমাংশ বলিতে সূর্য্যোদয়ের পরবর্ত্তী কাল এবং দ্বিতীয়াংশ বলিতে সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্ববর্ত্তী কাল বুঝাইয়া থাকে।

নিশ্চয় সৎ-কার্য্যাবলী দুষ্কার্য্য-সমূহ দূরীভূত করে; স্মরণকারীদিগের জন্য ইহা সদুপদেশ। ১১৫। এবং তোমরা ধৈর্য্যাবলম্বন কর—যেহেতু নিশ্চয় আল্লাহ সৎকর্ম্মশীলগণের প্রতিদান বিনষ্ট করেন না। ১১৬। অতঃপর তোমাদের পূর্ব্ববর্ত্তী যুগ-সমূহে তাহাদের মধ্য হইতে আমি যাহাদিগকে রক্ষা করিয়াছিলাম, তন্মধ্যে জ্ঞানবান লোক-দিগের অল্প-সংখ্যক ব্যতীত পৃথিবীর উপদ্রব নিবারণে কেন নিষেধ করে নাই? এবং অত্যাচারকারীদিগকে যে সুখ-সম্পদ প্রদত্ত হইয়াছিল, তাহারা

يُذْهِبْنَ السَّيِّاٰتِ ۭ ذٰلِكَ ذِكْرٰي
لِلذّٰكِرِيْنَ ۚ ١١٥- وَاصْبِرْ
فَاِنَّ اللّٰهَ لَا يُضِيْعُ اَجْرَ الْمُحْسِنِيْنَ ○
١١٦- فَلَوْلَا كَانَ مِنَ الْقُرُوْنِ مِنْ
قَبْلِكُمْ اُولُوْا بَقِيَّةٍ يَّنْهَوْنَ عَنِ الْفَسَادِ
فِي الْاَرْضِ اِلَّا قَلِيْلًا مِّمَّنْ اَنْجَيْنَا
مِنْهُمْ ۚ وَاتَّبَعَ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا

কিন্তু এস্থলে আরব-জাতির ধারণা অনুসারেই আয়তের মর্ম্ম পরিগৃহীত হইবে। আরবদিগের ধারণা অনুযায়ী "সোবেহ-সাদেক" বা প্রথম উষার শুভ্র-আভা বিকশিত হইবার সঙ্গে-সঙ্গেই দিবসের প্রথমাংশ আরম্ভ হয় এবং মধ্য-আকাশ হইতে সূর্য্য একটু ঢলিয়া পড়িলেই দিবসের দ্বিতীয়াংশ আরম্ভ হইয়া থাকে। সুতরাং দিবসের প্রথম ভাগের নামাজ বলিতে সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্ববর্ত্তী "ফজর" নামাজ বা প্রভাতকালীন প্রার্থনা, দ্বিতীয় ভাগের নামাজ অর্থে "জোহর" ও "আসর" নামাজ—অর্থাৎ দিবা দ্বিপ্রহরের পরবর্ত্তী মাধ্যাহ্নিক বৈকালিক প্রার্থনা এবং রজনীর প্রথমাংশের নামাজ বলিতে সূর্য্যাস্তের পরবর্ত্তী "মগরব" ও এশার নামাজ--অর্থাৎ সন্ধ্যা ও নৈশ উপাসনা বুঝিতে হইবে। এমাম আজম আবু-হানিফা ইহার উপর "বেতের" বা বিজোড় নৈশ-নামাজ পাঠ করাও এই আয়ত অনুযায়ী "ওয়াজেব" অর্থাৎ অত্যাবশ্যক বলিয়া অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। বিশিষ্ট তফছীর সমূহে এই মতই সর্ব্বসম্মতিক্রমে সমর্থিত হইয়াছে। —তঃ কবির, হক্কানী ও মঃ আঃ।

এই আয়তের "হাসানাত" বা সৎকার্য্যাবলী শব্দে নামাজ এবং "সাইয়াত" বা দুষ্কার্য্যসমূহ শব্দে পাপের প্রতি ইঙ্গিত করা হইয়াছে। হাদিস শরীফে হজরত এবনে-মসউদ হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, কোন ব্যক্তি এক রমণীকে চুম্বন করিয়া হজরত রসুলোল্লার নিকট উপস্থিত হয় এবং স্বীয় অসংযত অপরাধের জন্য আল্লাহতালার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করে। সেই সময় এই আয়ত অবতীর্ণ হইলে সেই ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করিয়াছিল,—"হে রসুলোল্লা! ইহা কি শুধু আমার জন্য অথবা সর্ব্বসাধারণের জন্য"? হজরত উত্তর করিয়াছিলেন—"আমার যে কোন অনুগামী ইহার অনুসরণ করিবে, ইহা তাহারই জন্য।"—সহি বোখারী।

হজরত এবন-আব্বাসের মতে এস্থলে "হাসানাত" এর মর্ম্মার্থ পঞ্চ-বারের নামাজ। কারণ এতদ্দারা যাবতীয় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পাপ বিদূরিত হইয়া থাকে।—তঃ হক্কানী।

১১৬। **উলু-বাকিয়া**—"বাকিয়া" শব্দটি কোরান শরীফে একাধিক অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে; যথা—জ্ঞান, বুদ্ধি, বিবেক, শ্রেষ্ঠত্ব, নম্রতা, শিষ্টতা, সম্মান বা সংরক্ষণ। তঃ বয়জবী, আজহারী ও আরবী অভিধানসমূহ দ্রষ্টব্য।

আল্লাহতালা বলিতেছেন যে, পৃথিবীতে আমার শাস্তি অবতীর্ণ হইবার পরে যে সকল জাতি বা সম্প্রদায় উহা হইতে সুরক্ষিত হইয়াছিল, তাহাদের অন্তর্গত জ্ঞানবান ও বুদ্ধি-বিবেক-

مَا اُتْرِفُوْا فِيْهِ وَكَانُوْا مُجْرِمِيْنَ ○
117- وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ
الْقُرٰى بِظُلْمٍ وَّ اَهْلُهَا مُصْلِحُوْنَ ○
118- وَلَوْ شَآءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ
اُمَّةً وَّاحِدَةً وَّلَا يَزَالُوْنَ مُخْتَلِفِيْنَ ۙ
119- اِلَّا مَنْ رَّحِمَ رَبُّكَ ط وَلِذٰلِكَ
خَلَقَهُمْ ط وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ

উহারই অনুসরণ করিয়াছিল এবং তাহারা অপরাধী হইয়াছিল।
১১৭। এবং তোমার প্রতিপালক এরূপ নহেন যে, জনপদ-সমূহকে অন্যায়ভাবে ধ্বংস করিবেন এবং উহার অধিবাসীরা পুণ্যবান হইবে।
১১৮। এবং যদি তোমার প্রতিপালক ইচ্ছা করিতেন তবে তিনি লোকদিগকে একই সম্প্রদায় করিয়া দিতেন এবং তাহারা ভিন্ন-মতাবলম্বন করিত না,
১১৯। তদ্ব্যতীত যাহার উপর তোমার প্রতিপালকের অনুগ্রহ রহিয়াছে; এবং এই জন্যই তিনি তাহাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছেন; এবং তোমার প্রতিপালকের

সম্পন্ন লোকদিগের মধ্যে অতি অল্পসংখ্যক লোকেই সত্যধর্ম্মের অনুসরণ পূর্ব্বক পৃথিবীর অধর্ম্ম ও অনাচার দমনে চেষ্টা করিয়াছে। পক্ষান্তরে উহাদের অধিকাংশ লোকই পৃথিবীর সুখ-সম্পদ লাভ করতঃ তাহাতেই প্রমত্ত হইয়া স্ব স্ব জীবন অতিবাহিত করিয়াছে। আমার আদেশ এবং প্রেরিত-পুরুষগণের উপদেশ তখন তাহাদের মনেই ছিল না। ফলতঃ এইরূপ আত্ম-বিস্মৃতি ও দুষ্কার্য্যের জন্যই ঐসকল জাতির উপর অধঃপতন ও দুর্দ্দিন উপস্থিত হইয়াছিল এবং তাহারা অভিশপ্ত অপরাধী-রূপে বিনষ্ট হইয়া প্রাণ-পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিল।

১১৭। আল্লাহতালা বলিতেছেন :—তিনি এরূপ নহেন যে, কোন জনপদ বা পল্লী-নগরীর অধিবাসীরা বিশ্বাসী, পুণ্যবান ও সৎকর্ম্মশীল হওয়া সত্ত্বেও তিনি অন্যায়ভাবে তাহাদিগকে ধ্বংস বা বিপন্ন করিবেন। এতদ্দ্বারা স্পষ্টই প্রমাণিত হইতেছে যে, যে সকল জনপদ বা উহার অধিবাসীগণ ঐশী অভিশাপ-স্বরূপ প্রাকৃতিক বিপ্লব বা মহামারী প্রভৃতি দ্বারা ধ্বংস প্রাপ্ত হয়, মহা-ন্যায়বান আল্লাহতালা তাহাদিগকে অন্যায়ভাবে বিনষ্ট করেন না। নিজেদের অবিশ্বাস, অনাচার, অত্যাচার, অবিচার এবং দুষ্কার্য্যের জন্যই তাহারা ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়া থাকে।

জুলুম—অত্যাচার, অবিচার অথবা অন্যায়। কিন্তু আলোচ্য আয়তের 'জুলুম' শব্দের অর্থ ও মর্ম্ম সম্বন্ধে তফসীরকারগণের বিভিন্ন মত পরিদৃষ্ট হয়। এমাম রাজী ও কাজী বয়জবী এ স্থলে উহার মর্ম্মার্থে অবিশ্বাস ও অংশীবাদিতা গ্রহণ করিয়াছেন। মৌলবী মহম্মদ আলী সাহেব উহার অনুবাদে কুবিশ্বাস লিখিয়াছেন। ফলতঃ 'জুলুম' শব্দের এই সকল মর্ম্মার্থ গ্রহণ করিলে আয়তের অর্থ এইরূপ হয়, যথা—"কোন জনপদ বা পল্লী-নগরীর অধিবাসীরা যদি সৎকর্ম্মশীল হয়, তবে তাহাদের অবিশ্বাস, অংশীবাদিতা বা কুবিশ্বাসের জন্য করুণাময় আল্লাহ কখনই তাহাদিগকে সমূলে ধ্বংস করেন না।"—তঃ মঃ আঃ দ্রষ্টব্য।

১১৮—১১৯। আলোচ্য আয়তের মর্ম্ম এই যে, আল্লাহতালা মানব-জাতিকে এক ধর্ম্মাবলম্বী এবং এক সম্প্রদায়ভুক্ত হইবার জন্যই সৃষ্টি করিয়াছেন। কিন্তু তাহাদের প্রকৃতি এইরূপ ধাতুতে গঠিত হইয়াছে যে, তাহারা আল্লার আদিষ্ট সেই সনাতন সত্যধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া ধর্ম্মের নামে নানারূপ অধর্ম্ম সৃষ্টি করে এবং ক্রমেই ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায় বিভক্ত হয়। এইরূপে আল্লার অনুগ্রহ হইতে বঞ্চিত হইয়া, তাঁহার নির্দ্দেশিত সত্যধর্ম্ম বর্জ্জন পূর্ব্বক যাহারা বিভিন্ন ধর্ম্ম

لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِيْنَ ○ ١٢٠- وَكُلًّا نَّقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهٖ فُؤَادَكَ ج وَجَاءَكَ فِيْ هٰذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَّذِكْرٰى لِلْمُؤْمِنِيْنَ ○ ١٢١- وَقُلْ لِّلَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ اعْمَلُوْا عَلٰى مَكَانَتِكُمْ ط إِنَّا عٰمِلُوْنَ ○ ١٢٢- وَانْتَظِرُوْا ج إِنَّا مُنْتَظِرُوْنَ ○ ١٢٣- وَلِلّٰهِ غَيْبُ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ

বাক্য পূর্ণ হইয়াছে যে, নিশ্চয় আমি জেন-কুল ও মানব-কুল হইতে একত্র করিয়া নরক পূর্ণ করিব। ১২০। এবং আমি রসুলগণের বিবরণ হইতে প্রত্যেক বিষয় তোমার প্রতি বর্ণনা করিতেছি যাহা তোমার অন্তরকে এতদ্‌সহ সুস্থির রাখিবে, এবং ইহার মধ্যে তোমার নিকট সত্য ও সদুপদেশ এবং বিশ্বাসী-দিগের জন্য স্মরণীয় বিষয় উপস্থিত হইয়াছে। ১২১। এবং যাহারা বিশ্বাস করে না তাহাদিগকে বল যে, তোমরা তোমাদের অবস্থানের উপর কার্য্য কর, নিশ্চয় আমরাও কার্য্য করিতেছি। ১২২। এবং অপেক্ষা কর, নিশ্চয় আমরাও প্রতীক্ষাকারী রহিলাম। ১২৩। এবং নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের অদৃশ্য বিষয়

অবলম্বন করিয়া বিপথগামী হইবে। মানবজাতির পরিণাম সম্বন্ধে আল্লার ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হইয়া তাহারা সকলেই নরকগামী হইবে এবং ঐশী-বাণীর সফলতা স্বরূপ তাহাদের দ্বারা নরক পূর্ণ হইয়া যাইবে।

আল্লার অনুগ্রহের দ্বার মানবের জন্য সর্ব্বদাই উন্মুক্ত রহিয়াছে। কিন্তু সেই অনুগ্রহ লাভ করিতে হইলে মানবের পক্ষে বিভিন্ন ধর্ম্ম, সমাজ ও সম্প্রদায়-ভেদ পরিত্যাগ করিয়া আল্লার নির্দ্দিষ্ট একমাত্র সত্য-ধর্ম্ম ইস্‌লাম গ্রহণ পূর্ব্বক এক সম্প্রদায়ভুক্ত মুসলমান হওয়া একান্ত আবশ্যক।

১২০। হজরত নূহ, লুত, হুদ, সালেহ ও শোয়ায়েব প্রভৃতি পয়গম্বরগণের বিবরণ এবং তাহাদের বিরুদ্ধবাদী সম্প্রদায়-সমূহের অত্যাচার, অবিচার ও শেষ পরিণাম বর্ণনা করিয়া আল্লাহতালা হজরত রসুলোল্লাকে সম্বোধন পূর্ব্বক বলিতেছেন:—আমি পূর্ব্ববর্ত্তী রসুলগণের জীবনের প্রত্যেক বিষয় তোমার নিকট এইজন্য বর্ণনা করিতেছি যে, তদ্দ্বারা তুমি স্বীয় বিরুদ্ধবাদী সম্প্রদায়ের অত্যাচার ও শত্রুতা এবং তজ্জনিত আপদ-বিপদে বিচলিত না হইয়া স্বীয় অন্তর স্থির রাখিতে পারিবে। ফলতঃ এই সকল সত্য বিবরণে তোমার জন্য সদুপদেশ এবং তোমার অনুগামী সত্য-বিশ্বাসীদিগের জন্য শিক্ষা ও স্মরণযোগ্য প্রচুর বিষয় বর্ণিত হইয়াছে।

১২১—১২২। আর যে সকল অবিশ্বাসী এই সমস্ত বিবরণ বিশ্বাস করে না, তুমি তাহাদিগকে বলিয়া দাও যে, তোমরা স্ব স্ব গৃহে বসিয়া নিজেদের মনোনীত কার্য্য কর এবং আমরাও আমাদের মনোনীত কার্য্য করিতে থাকি। তৎপর ইহার পরিণামের জন্য তোমরা অপেক্ষা কর এবং আমরাও প্রতীক্ষা করিতেছি। অতঃপর কে সত্যের উপর সুপ্রতিষ্ঠিত এবং কে অসত্যের অনুসরণকারী, যথাসময়ে আল্লা-ই তাহার মীমাংসা করিয়া দিবেন।

১২৩। অনন্তর সর্ব্বশক্তিমান আল্লাহতালা বিশ্বজগতের যাবতীয় দৃশ্যমান ও অদৃশ্য-বিষয় সম্বন্ধে নিজের অলৌকিক শক্তি ও অনন্ত জ্ঞান এবং যাবতীয় জীবের শেষ-পরিণাম স্মরণ করাইয়া

وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ ۚ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ۝

আল্লারই জন্য এবং তাঁহারই দিকে সমস্ত কার্য্য প্রত্যাবর্ত্তিত হয়; অনন্তর তাঁহারই আরাধনা কর এবং তাঁহার প্রতিই নির্ভর কর; এবং তোমরা যাহা করিতেছ তদ্বিষয়ে তোমার প্রতিপালক অমনোযোগী নহেন।

দিয়া মানব-জাতিকে তাঁহারই উপাসনা এবং তাঁহারই প্রতি নির্ভর করিবার জন্য উপদেশ প্রদান পূর্ব্বক আলোচ্য সুরা শেষ করিয়াছেন। সঙ্গে সঙ্গে তিনি একথাও বলিয়া দিয়াছেন যে, তোমরা যাহা কিছু করিতেছ, তদ্বিষয়ে তিনি একটু "গাফেল" বা অমনোযোগী নহেন। উহার প্রত্যেক বিষয় তিনি অবগত আছেন এবং অভিনিবেশ সহকারে লক্ষ্য করিতেছেন। আল্লার অনন্ত প্রসারিত ও সর্ব্বভেদী দৃষ্টি অতিক্রম করিয়া কিছু করিবার সাধ্য কোন জীবেরই নাই।

সুরা হুদের সংক্ষিপ্ত সার

সুরা হুদ কোরান শরিফের অন্যতম বৃহৎ সুরা। এই পবিত্র সুরা দশ রুকুতে বিভক্ত এবং ১২৩ আয়তে গ্রথিত হইয়াছে। ইহাতে আল্লাহতালা মানব-জাতিকে সত্যধর্ম্মের বিরুদ্ধাচরণ ও পয়গম্বরগণের সহিত শত্রুতা করার অবশ্যম্ভাবী পরিণাম সম্বন্ধে সতর্ক করিয়া, তাহাদের জ্ঞানচক্ষু উন্মীলনের জন্য হজরত নূহ, হুদ, সালেহ, লুত ও শোয়েব প্রভৃতি নবীগণের ইতিহাস এবং তাহাদের বিরুদ্ধবাদী নূহী, আদ, সমূদ, লুতীয় ও মাদিয়ানা প্রভৃতি ধর্ম্মদ্রোহী সম্প্রদায়ের ধ্বংস-বিবরণ বর্ণনা করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত প্রসঙ্গক্রমে প্রত্যাদেশের সত্যতা, অবিশ্বাস ও ধর্ম্মদ্রোহিতার পরিণাম এবং সত্যানুসরণ ও সৎকার্য্যের অনুপম স্বর্গীয় প্রতিদান সম্বন্ধে বহু বিষয় বর্ণিত হইয়াছে।

মক্কায় অবতীর্ণ	১২। সুরা ইউসুফ— يُوسُف	১১১ আয়ত

সর্ব্ব প্রদাতা করুণাময় আল্লাহর নামে

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

১ম রুকু—হজরত ইউসুফের স্বপ্ন-দর্শন

১। আলিফ-লাম-রা; প্রকাশ্য গ্রন্থের
এই আয়ত-সমূহ। ২। নিশ্চয় আমি
ইহা আরবী কোরান-রূপে অবতারণ

١- الۤرٰ تِلْكَ اٰيٰتُ الْكِتٰبِ
الْمُبِيْنِ ○ ٢- اِنَّآ اَنْزَلْنٰهُ قُرْءٰنًا

ইউসুফ—একজন খ্যাতনামা প্রেরিত-পুরুষ। হজরত ইউসুফ মহানবী হজরত এবরাহিমের প্রপৌত্র, নবীবর হজরত এসহাকের পৌত্র এবং এসহাক নন্দন এয়াকুব নবীর প্রিয়তম পুত্র ছিলেন। হজরত এয়াকুব পিতৃ-আশীর্ব্বাদে অভিষিক্ত হইবার পরে ভ্রাতৃ-ভয়ে দেশান্তরে গমন পূর্ব্বক লিয়া ও রাহিলা নাম্নী সহোদরা ভগ্নীদ্বয়কে বিবাহ করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে সুর-সুন্দরী রাহিলার গর্ভে অনুপম দৈহিক সৌন্দর্য্য ও অসাধারণ চরিত্র-মাধুর্য্যের আধার হজরত ইউসুফ জন্মগ্রহণ করেন। কথিত আছে যে, আল্লাহতালার অপার করুণা প্রভাবে স্বর্গীয় সৌন্দর্য্যের পূর্ণ অবতার রূপে হজরত ইউসুফ এই ধরাধামে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। হজরত ইউসুফ ব্যতীত রাহিলার গর্ভে বনি-ইয়ামীন নামক হজরত এয়াকুবের আরও একটি পুত্রের জন্ম হয়। এতদ্ভিন্ন তদীয় জ্যেষ্ঠা পত্নী লিয়ার গর্ভে ছয়টি এবং উভয় পত্নীর দাসী-দ্বয়ের গর্ভে চারিটি পুত্র জন্মগ্রহণ করিয়াছিল। সুতরাং হজরত এয়াকুব সর্ব্বসমেত দ্বাদশ পুত্রের পিতা ছিলেন। এই দ্বাদশ পুত্রের মধ্যে একমাত্র হজরত ইউসুফই আল্লাহতালার অনুগ্রহে প্রত্যাদিষ্ট নবী-পদে অভিষিক্ত হইয়াছিলেন।—তওরাতের বর্ণনা দ্রষ্টব্য।

এই সুরায় প্রধানতঃ হজরত ইউসুফের ইতিহাস বর্ণিত হইয়াছে বলিয়া ইহার "ইউসুফ" নামকরণ হইয়াছে। ফলতঃ এইরূপ উপযুক্ত নামকরণের আনুকুল্যে যুক্তি-প্রমাণের কোনই প্রয়োজন নাই।

শানে নজুল—এই পবিত্র সুরা মক্কায় অবতীর্ণ হইয়াছিল। তফসীরকারগণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন ঃ—ইহুদীগণ কোরান শরীফের বিভিন্ন সুরায় লুতী সম্প্রদায় এবং আদ ও সমুদ প্রভৃতি জাতির বর্ণনা শ্রবণ করিয়া মক্কার কাফেরদিগকে বলিয়া পাঠাইয়াছিল যে, লুতী সম্প্রদায় এবং আদ ও সমুদ জাতির ধ্বংসকাহিনী আরবের অধিকাংশ লোকেই অবগত আছে; সুতরাং মোহাম্মদের (সঃ) পক্ষে ঐসকল কাহিনী বর্ণনা করা কিছুমাত্র অসম্ভব বা বিচিত্র ব্যাপার নহে। তোমরা তাঁহার নিকট জিজ্ঞাসা কর যে, এয়াকুবের বংশধরগণ কিরূপে মিসরে উপনীত হইয়াছিল? এয়াকুব-নন্দন ইউসুফের সহিত তাঁহার ভ্রাতৃগণের কি কি ঘটনা সংঘটিত হইয়াছিল এবং কিরূপে ইউসুফ মিসরে সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন? বলা বাহুল্য, তৎকালে এই সকল ঘটনা আরববাসীগণের এবং অশিক্ষিত ও তওরাত অনভিজ্ঞ ইহুদী-খৃষ্টানদিগের নিকট সম্পূর্ণ অপরিজ্ঞাত ছিল। ইহুদীদিগের নির্দ্দেশানুসারে কোরেশেরা হজরত রসুলোল্লার নিকট উপরোক্ত বিবরণ সম্বন্ধে প্রশ্ন করায় আলোচ্য সুরা অবতীর্ণ হয়। ইহুদীরা সুরা ইউসুফের বর্ণিত বিষয় সমূহ অবগত হইয়া নিঃসন্দেহে বুঝিতে পারিয়াছিল যে, নিশ্চয়ই ইহা স্বর্গীয় প্রত্যাদেশ এবং হজরত মোহাম্মদ প্রতিশ্রুত শেষ-নবী। কিন্তু নিজেদের প্রতিষ্ঠা ও সম্মান-হানির ভয়ে তাহারা সে কথা স্বীকার বা প্রচার করিতে সাহসী হয় নাই।—তঃ হক্কানী।

১—২। **আলিফ-লাম-রা**—ইহার তফ্‌সীর সুরা ইউনুসের প্রারম্ভে বর্ণিত হইয়াছে।
কোঃ ১০ম ও ১১শ সুরার প্রারম্ভ দ্রষ্টব্য।

মক্কায় অবতীর্ণ	১৮ সুরা কাহফ—الكهف	১১০ আয়ত

১ম রুকু—ইহুদী ও খ্রীষ্টানদিগের প্রতি সতর্ক বাণী

সর্ব্ব প্রদাতা করুণাময় আল্লার নামে

بسم الله الرحمن الرحيم

১। আল্লার জন্যই সর্ব্ববিধ প্রশংসা যিনি স্বীয় সেবকের প্রতি গ্রন্থ অবতীর্ণ করিয়াছেন এবং উহাতে কোনই বক্রতা

١- اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْٓ اَنْزَلَ عَلٰى عَبْدِهِ الْكِتٰبَ وَلَمْ يَجْعَلْ لَّهٗ عِوَجًا ۞

কাহফ—গুহা, গর্ত্ত অথবা গুপ্তস্থান। প্রাগ ইসলামিক যুগে কতিপয় ধর্ম্মপ্রাণ যুবক তিনশত নয় বৎসর পর্য্যন্ত এক নির্জ্জন পর্ব্বত-গুহায় নিদ্রিত অথবা অচেতন অবস্থায় অবস্থান করিয়াছিলেন। ঐ যুবকগণের সম্বন্ধে আরব ও আজমের অবিশ্বাসী পৌত্তলিক এবং বিভ্রান্ত ইহুদী খ্রীষ্টান জাতির মধ্যে নানারূপ কিংবদন্তি প্রচলিত ছিল। আলোচ্য সুরায় সেই গুহাবাসী যুবকগণের প্রসঙ্গ বর্ণিত হইয়াছে বলিয়াই এই সুরার "কাহফ" অর্থাৎ গুহা নামকরণ করা হইয়াছে।

শানে-নজুল—এই সুরার সমস্ত অংশই মক্কায় অবতীর্ণ হইয়াছিল। মক্কায় অবস্থানের মধ্য-যুগে এই সুরা অবতীর্ণ হইয়াছিল বলিয়াই তফসীরকারগণ অনুমান করিয়াছেন। মোহাম্মদ বেন-এসহাক হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, হারেস প্রমুখ কতিপয় দুষ্ট প্রকৃতি কোরেশ ইহুদীদিগের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিয়াছিল—আমাদিগকে এমন কোন অপরিজ্ঞাত ঘটনা বলিয়া দাও, যাহা সাধারণের জ্ঞানাতীত। আমরা এই বিষয় জিজ্ঞাসা করিয়া মোহাম্মদের (সঃ) নবুয়তের সত্যতা পরীক্ষা করিব। তদনুযায়ী ইহুদীরা "কাহফ" বা গুহাবাসী যুবকগণ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিতে শিখাইয়া দিয়া তৎসহ এ কথাও বলিয়া দিয়াছিল যে, যদি মোহাম্মদ (সঃ) নিরক্ষর হইয়াও উক্ত ঘটনা যথাযথ বর্ণনা করিতে পারেন, তাহা হইলে তোমরা নিশ্চয় জানিও যে, তিনি সত্য-নবী; অন্যথা মিথ্যাবাদী প্রবঞ্চক মাত্র। অবিশ্বাসী কোরেশেরা উক্ত নির্দ্দেশ অনুযায়ী হজরতের নিকট গুহাবাসী যুবকগণের বিষয় জিজ্ঞাসা করিলে তদনুসারে এই সুরার বহুলাংশ অবতীর্ণ হয়। আবার কেহ কেহ বলেন যে, আল্লাহতা'লার শক্তি, মহিমা ও অলৌকিকতা সম্বন্ধে অবিশ্বাসীদের অন্তরে যে বদ্ধমূল অবিশ্বাস বিদ্যমান ছিল এবং গর্ত্তবাসী যুবকগণের সম্বন্ধে দেশের মধ্যে যেরূপ পরস্পর বিরোধী কিংবদন্তী সমূহ প্রচারিত হইয়াছিল তাহা অপনোদন করিয়া লোকদিগকে সত্য-বিশ্বাসের মহিমা এবং গর্ত্তবাসী যুবকগণ সম্বন্ধীয় প্রকৃত তথ্য জ্ঞাপন করিবার জন্যই এই সুরা অবতীর্ণ হইয়াছিল।

১। বহু বিশিষ্ট সুরার ন্যায় আল্লাহতা'লার প্রশংসা-সংবলিত আয়ত-যোগেই সুরা "কাহফ" আরম্ভ করা হইয়াছে এবং হজরত রসুলোল্লার প্রতি কোরান শরিফের ন্যায় বক্রতা-বিহীন, সন্দেহ-শূন্য অপরিবর্ত্তনীয় মহাগ্রন্থ অবতীর্ণ করার জন্য আল্লাহতা'লার প্রতি কৃতজ্ঞতা স্বীকার করা হইয়াছে। "উহাতে কোনই বক্রতা নাই"—এ কথার মর্ম্ম এই যে, এই মহাগ্রন্থে কৃত্রিমতা, জটিলতা, কষ্ট-কল্পনা অথবা কুটিলতার কোনই সংশ্রব নাই এবং বিশ্ববাসীর জন্য ইহা চিরকাল অভ্রান্ত ও অপরিবর্ত্তনীয় ধর্ম্মগ্রন্থ-রূপে বিদ্যমান থাকিবে।

২. قَيِّمًا لِّيُنْذِرَ بَاْسًا شَدِيْدًا مِّنْ
لَّدُنْهُ وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِيْنَ الَّذِيْنَ
يَعْمَلُوْنَ الصّٰلِحٰتِ اَنَّ لَهُمْ اَجْرًا
حَسَنًا ۝ ৩. مَّاكِثِيْنَ فِيْهِ اَبَدًا ۝
৪. وَّيُنْذِرَ الَّذِيْنَ قَالُوا اتَّخَذَ اللّٰهُ
وَلَدًا ۝ ৫. مَا لَهُمْ بِهٖ مِنْ عِلْمٍ
وَّلَا لِاٰبَآئِهِمْ ۚ كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ

নাই। ২। ইহা সুপ্রতিষ্ঠিত—যেন তাঁহার কঠোর শাস্তি সম্বন্ধে ভয় প্রদর্শন করে এবং যাহারা সৎকর্ম্ম করে সেই বিশ্বাসীদিগকে সুসংবাদ প্রদান করে যে, তাহাদের জন্য উত্তম প্রতিদান রহিয়াছে; ৩। তন্মধ্যে তাহারা চির-অবস্থানকারী। ৪। এবং তাহাদিগকেও ভয়-প্রদর্শন করে—যাহারা বলে যে, আল্লাহ পুত্র-পরিগ্রহণ করিয়াছেন। ৫। এতদ্‌সম্বন্ধে তাহাদের ও তাহাদের পিতৃ-পুরুষগণের কোনই জ্ঞান নাই; ইহা অতি গুরুতর কথা—যাহা তাহাদের মুখ হইতে নির্গত

২—৩। **কাইয়্যেমা**—সুপ্রতিষ্ঠিত। এতদ্বারা কোরান শরিফের অভ্রান্ততা, নিশ্চয়তা ও চির স্থায়িত্বের গৌরব বিঘোষিত হইয়াছে। প্রথমতঃ যাহারা সত্যধর্ম্ম অবিশ্বাস ও অস্বীকার করিবে সুপ্রতিষ্ঠিত কোরানে তাহাদিগকে যে ইহ-পারলৌকিক কঠোর শাস্তির ভয় প্রদর্শন করা হইয়াছে, সেই শাস্তি তাহাদিগকে অবশ্যই ভোগ করিতে হইবে; অবিশ্বাসীরা কিছুতেই ঐ শাস্তি হইতে পরিত্রাণ পাইবে না। দ্বিতীয়তঃ যাহারা বিশ্বাসী ও সৎকর্ম্মশীল, তাহাদিগকে দুইটি নিশ্চিত পুরস্কারের সংবাদ প্রদান করা হইয়াছে; উহার প্রথম পুরস্কার এই যে, তাহার স্ব স্ব সৎকর্ম্মের জন্য উত্তম প্রতিদান প্রাপ্ত হইবে এবং দ্বিতীয় পুরস্কার এই যে, সত্য-বিশ্বাসের সহিত সৎকর্ম্ম করার জন্য তাহারা অনন্ত সুখ-সম্পদপূর্ণ স্বর্গোদ্যানে চিরকাল অবস্থান করিবার সৌভাগ্য লাভ করিবে। এই পবিত্র আয়তের দ্বারা আরও প্রমাণিত হইতেছে যে, মোসলেম জীবনের পূর্ণতা সাধনের জন্য “ঈমানের” সহিত “আমালে সালেহা” অর্থাৎ বিশ্বাসের সহিত সৎকার্য্যে সংযোগ থাকা একান্ত আবশ্যক। সৎকার্য্য-বিহীন বিশ্বাস অথবা বিশ্বাস-বিহীন সৎকার্য্য সমূহের দ্বারা কেহই আদর্শ মোসলেম-রূপে পরিগণিত অথবা আল্লাহতা'লার পূর্ণ-অনুগ্রহের অধিকারী হইয়া অভীষ্ট লাভ করিতে পারিবে না।

৪—৫। **খৃষ্ট-ধর্ম্মের প্রতিবাদ**—পবিত্র কোরানে অবিশ্বাস, অংশীবাদিতা ও ধর্ম্ম-দ্রোহিতার জন্য যে সকল সম্প্রদায়কে সতর্ক ও ভয় প্রদর্শন করা হইয়াছে, তন্মধ্যে বিভ্রান্ত ইহুদী ও খ্রীষ্টান এবং সত্যালোক হইতে চির-বঞ্চিত পৌত্তলিক সম্প্রদায় সমূহ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। অংশীবাদী পৌত্তলিকেরা আল্লার পরিবর্ত্তে অন্য উপাস্য কল্পনা করতঃ তাহাদের পূজা-অর্চ্চনা করিয়া মহাপাপে লিপ্ত হইয়াছে; পক্ষান্তরে বিভ্রান্ত ইহুদী ও খ্রীষ্টান জাতি অংশীবাদিতার উপর আল্লাহতা'লার পুত্র পরিকল্পনা করিয়া সেই মহাপাপের ভার আরও সহস্র গুণ বর্দ্ধিত করিয়া তুলিয়াছে। ইহুদী জাতির এক সম্প্রদায়ের বিশ্বাস অনুসারে হজরত ওজায়ের এবং খ্রীষ্টান জাতির আধুনিক ধর্ম্ম-বিশ্বাসের মূল-সূত্র অনুসারে হজরত ঈসা আল্লাহতা'লার একজাত পুত্র। তাই আল্লাহতা'লা এই সূরার প্রথমেই ভ্রান্ত-বিশ্বাসী ইহুদী খ্রীষ্টান জাতিকে ভয় প্রদর্শন-পূর্ব্বক সতর্ক করিয়া বলিয়া দিতেছেন যে, আল্লাহতা'লার সম্বন্ধে পুত্র পরিগ্রহণ করার ন্যায় মারাত্মক অপরাধ ও কোফরী কল্পনা আর কিছুই হইতে পারে না। তাহাদের মুখ হইতে যে পাপ-কথা নির্গত হইতেছে

হয়; তাহারা অসত্য ব্যতীত বলিতেছে না। ৬। অতঃপর ইহা কি সম্ভব যে, যদি তাহারা এই কথা বিশ্বাস না করে, তবে তুমি সেই দুঃখে তাহাদের পশ্চাতে স্বীয় জীবন বিনষ্ট করিবে? নিশ্চয় পৃথিবীর উপরে যাহা আছে, আমি তাহা উহারই জন্য সুশোভিত করিয়াছি যেন তাহাদিগকে পরীক্ষা করিব যে, কৃতকর্ম্মে তাহাদের কে উৎকৃষ্টতর।
৮। এবং নিশ্চয় আমি উহার উপর

مِنْ أَفْوَاهِهِمْ ۚ إِنْ يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبًا ۝
٦- فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَّفْسَكَ عَلَىٰ
آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ
أَسَفًا ۝ ٧- إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى
الْأَرْضِ زِينَةً لَّهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ
أَحْسَنُ عَمَلًا ۝ ٨- وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ

তৎসম্বন্ধে তাহাদের বা তাহাদের পূর্ব্ব-পুরুষগণের কোনই জ্ঞান নাই। উহা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন মিথ্যা কল্পনা এবং অতি গুরুতর অপরাধ। ইহার জন্য তাহাদিগকে অতি কঠোর শাস্তি ভোগ করিয়া চিরকালের জন্য নিরয়গামী হইতে হইবে।

৬। বিশ্বনবী হজরত রসুলোল্লাহ (সঃ) মানব জাতিকে সৎপথ প্রদর্শনের জন্য কিরূপ ব্যাকুল ছিলেন, তাহাদের হিতকামনা, কল্যাণ, মুক্তি ও উদ্ধারের জন্য তিনি কিরূপ আকুল উৎকণ্ঠা অনুভব করিতেন, তাহাদের অধর্ম্ম, অনাচার, ভ্রান্তি ও কুসংস্কার দর্শনে তিনি কিরূপ বিচলিত হইতেন এবং তাহাদের পরিণাম-চিন্তা তদীয় সুকোমল পবিত্র অন্তঃকরণে কিরূপ বিষাক্ত শেলের মত বিদ্ধ হইত, এই আয়তে তাহার স্পষ্টতর পরিচয় পাওয়া যায়। তাই আল্লাহতা'লা হজরত রসুলোল্লাকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন,—হে আমার প্রিয় নবী, যদি অবিশ্বাসীরা তোমাকে অথবা তোমার কথা বিশ্বাস না করিয়া বিপথেই ধাবিত হইয়া আত্মবিনাস করে, তবে সেই দুঃখে তাহাদের জন্য তুমি কি আত্মপ্রাণ বিসর্জ্জন দিবে? ফলতঃ যাহারা বদ্ধমূল অবিশ্বাসী, অধর্ম্ম, অনাচার ও পাপ-কলুষে যাহাদের আপাদ-মস্তক জর্জ্জরিত হইয়া রহিয়াছে, তুমি স্বীয় প্রাণ বিসর্জ্জন দিয়াও তাহাদিগকে সুপথে আনয়ন করিতে পারিবে না। অতএব তাহাদের জন্য অতিরিক্ত দুঃখ করিরা কোনই লাভ নাই।

৭। আলোচ্য আয়তের মর্ম্ম এই যে, পৃথিবীতে যে সকল সুখ-সম্পদের উপকরণ আছে, মানবের পার্থিব জীবনে—এই পৃথিবীতেই তাহার পরিসমাপ্তি। মানবের মধ্যে কে কৃতজ্ঞ ও কে অকৃতজ্ঞ এবং কে সৎকর্ম্মশীল ও কে দুষ্কার্য্যকারী, তাহা পরীক্ষা করিবার জন্যই আমি ঐ সকল উপকরণ সৃষ্টি করিয়াছি। এতদ্ভিন্ন উহার আর কোনই সার্থকতা বা স্থায়িত্ব নাই।

৮। এই পৃথিবীতে যে সকল সুখ-সম্পদের উপকরণ এবং প্রাকৃতিক শোভা-সৌন্দর্য্য সৃষ্ট হইয়াছে, পূর্ব্ব আয়তে তাহার উদ্দেশ্য ব্যক্ত করিবার পর এই আয়তে আল্লাহতা'লা উহার অসারতা ঘোষণা করিতেছেন। আয়তের মর্ম্ম এই যে; মানবের পার্থিব জীবনের ন্যায় পৃথিবীর এই প্রাকৃতিক অবস্থাও নিত্য-পরিবর্ত্তনশীল। আজ যেখানে জনপূর্ণ সুদৃশ্য নগরী বিরাজ করিতেছে, কাল সেখানে হয়ত জনশূন্য বিরাণ সমাধি-ক্ষেত্রে পরিণত হইবে; আজ যে মনোহর প্রাকৃতিক দৃশ্য অবলোকন করিয়া তোমরা বিমোহিত হইতেছ, কাল হয়ত আমি তাহা ভয়ঙ্কর শষ্পশূন্য মরুভূমিতে পরিণত করিয়া দিব। এইরূপে আমার ইচ্ছায় পৃথিবীর সমস্ত শোভা-সৌন্দর্য্যই এক দিন বিলুপ্ত হইয়া যাইবে। অতএব পার্থিব শোভা-সৌন্দর্য্যে আত্মহারা এবং ভোগ-বিলাসে প্রমত্ত হইয়া অকৃতজ্ঞ এবং বিশ্বপ্রভু আল্লার আদেশ বিস্মৃত হওয়া কোন মানুষের পক্ষেই উচিত নহে।

مَا عَلَيْهَا صَعِيْدًا جُرُزًا ۝ ٩- أَمْ
حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحٰبَ الْكَهْفِ
وَالرَّقِيْمِ ، كَانُوْا مِنْ اٰيٰتِنَا عَجَبًا ۝
١٠- إِذْ أَوَى الْفِتْيَةُ إِلَى الْكَهْفِ
فَقَالُوْا رَبَّنَآ اٰتِنَا مِنْ لَّدُنْكَ رَحْمَةً
وَّهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا ۝
١١- فَضَرَبْنَا عَلٰٓى اٰذَانِهِمْ فِى

যাহা আছে, তাহাকে শষ্পহীন সমতল
করিয়া দিব। ৯। তবে কি তুমি
গুহাবাসিগণ ও খোদিত-লিপিকে আমার
নিদর্শনাবলী হইতে বিস্ময়কর বলিয়া
ধারণা কর? ১০। যখন যুবকগন গুহার
দিকে স্থান-গ্রহণ করিয়াছিল, তখন
তাহারা বলিয়াছিল—হে আমাদের প্রতি-
পালক, তুমি স্বীয় সন্নিধান হইতে
আমাদিগকে অনুগ্রহ দান কর এবং
আমাদের জন্য আমাদের কার্য্য সুপথে
পরিচালিত কর। ১১। অনন্তর আমি
নির্দ্ধারিত বর্ষ-সমূহের জন্য গুহা মধ্যে

৯। **আস্হাবুল-কাহফ**—গুহাবাসিগণ। এই স্থানেই "আস্হাবুল কাহফ" অর্থাৎ গুহাবাসিগণের প্রসঙ্গ আরম্ভ হইয়াছে। ইহার 'শানে-নজুল' ও মর্ম্মার্থ এই সূরার প্রথমেই বর্ণিত হইয়াছে।

রকিম—খোদিত প্রস্তর-ফলক অথবা স্মৃতিলিপি। গুহাবাসি যুবকগণ যে স্থানে অবস্থান করিয়াছিলেন, সেই স্থানে অথবা উহার দ্বারদেশে যে স্মৃতি-স্তম্ভ নির্ম্মিত অথবা স্মৃতি ফলক সংস্থাপিত হইয়াছিল, 'রকিম' শব্দ দ্বারা তাহাই নির্দ্দেশ করা হইয়াছে।

আরবীয় পৌত্তলিক এবং ইহুদী ও খ্রীষ্টান সম্প্রদায় গুহাবাসী যুবকগণের প্রসঙ্গকে অত্যন্ত বিস্ময়কর ব্যাপার বলিয়া মনে করিত; আবার অনেকে ঐ ঘটনার সত্যতায় সন্দেহ প্রকাশ করিতেও কুণ্ঠিত হইত না। তাই আল্লাহতা'লা এস্থানে বলিয়া দিলেন যে, আমার অনন্ত সৃষ্টি-রহস্য ও অলৌকিক নিদর্শনাবলীর তুলনায় ঐ অকিঞ্চিৎকর ঘটনা বিশেষ কিছুই নহে। অতএব হে নবী, তুমি ঐ ঘটনা কিছুমাত্র অসম্ভব মনে করিও না। বরং প্রতিনিয়ত তুমি আমার যে অলৌকিক সৃষ্টি-নিদর্শন ও শক্তি-মহিমা অবলোকন করিতেছ, তাহার তুলনায় ঐ ঘটনা কিছুমাত্র বিস্ময়কর নহে।

১০। **আস্হাবুল-কাহফের বিবরণ**—গর্ত্তবাসী যুবকগণের এই বিস্ময়কর ঘটনা কোন্ সময়ে কোন্ স্থাদে সংঘটিত হইয়াছিল, তৎসম্বন্ধে তফসীরকারগণের মধ্যে মতভেদ হইয়াছে। কেহ বলেন যে, ধর্ম্মদ্রোহী সম্রাট দকিয়ানুসের রাজত্বকালে যখন দেশের সমস্ত নর-নারীকে প্রতিমা-পূজার জন্য নির্য্যাতিত ও নিপীড়িত করা হইতেছিল, তখন কতিপয় সদ্বংশজ ধর্ম্মপ্রাণ যুবক আল্লাহতা'লার অনভিপ্রেত অংশীবাদিতা ও পৌত্তলিকতা এবং সম্রাট দকিয়ানুসের অত্যাচার ও নির্য্যাতন হইতে পরিত্রাণ পাইবার জন্য লোকালয় হইতে পলায়ন করিয়া দকিয়ানুসের রাজধানী আফ্সুস নগরের অনতিদুরবর্ত্তী রকিম প্রান্তরস্থিত তরাবলুস পর্ব্বতে জিরম নামক গহ্বরে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া নিজেদের নিরাপদতা ও ধর্ম্ম-রক্ষার জন্য আল্লাহতা'লার সাহায্য প্রার্থনা করিয়াছিল। তাহাদের উক্ত প্রার্থনার বিষয়ই আলোচ্য আয়তে বর্ণিত হইয়াছে।

১১। সর্ব্বশক্তিমান আল্লাহতা'লা উক্ত ধর্ম্মপ্রাণ যুবকগণের প্রার্থনা পরিগ্রহণ করিয়া তাহাদিগকে নির্দ্দিষ্ট বর্ষ-সমূহের জন্য ঐ পর্ব্বত-গুহার মধ্যে নিদ্রিত করিয়া রাখেন। আরব্য বাক্ধারা অনুযায়ী "কর্ণ আবৃত করা" অথবা "কর্ণে" আবরণ স্থাপিত হওয়া" অর্থ নিদ্রাচ্ছন্ন করা বা নিদ্রিত হওয়া। কারণ নিদ্রিত অবস্থায় বাহিরের কোন শব্দ অথবা বহির্জ্জগতের কল-কোলাহল কর্ণে প্রবিষ্ট কিংবা কর্ণ-পটাহে প্রতিধ্বনিত হয় না।—তঃ হক্কানী।

الْكَهْفِ سِنِيْنَ عَدَدًا ۝١١ ثُمَّ بَعَثْنٰهُمْ لِنَعْلَمَ اَيُّ الْحِزْبَيْنِ اَحْصٰى لِمَا لَبِثُوْٓا اَمَدًا ۝١٢

তাহাদের কর্ণ-সমূহ আবৃত করিয়াছিলাম। ১২। তৎপর আমি তাহাদিগকে উঠাইয়াছিলাম—যেন আমি জ্ঞাপন করি যে, তাহাদের উভয় দলের মধ্যে কে তদীয় নির্দ্ধারিত অবস্থান কাল গণনা করিতে সমর্থ।

২য় রুকু—আস্‌হাবুল-কাহফ বা গুহাবাসী যুবকগণের বিবরণ

١٣- نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ نَبَاَهُمْ بِالْحَقِّ ط اِنَّهُمْ فِتْيَةٌ اٰمَنُوْا بِرَبِّهِمْ

১৩। আমি সত্যরূপে উহাদের সংবাদ তোমার প্রতি বর্ণনা করিব; নিশ্চয় তাহারা কতিপয় যুবক ছিল যাহারা স্বীয় প্রতিপালকের প্রতি বিশ্বাস-স্থাপন

কেহ কেহ "কর্ণ আবৃত করা" বাক্যের অন্যরূপ মর্ম্ম পরিকল্পনা করিয়াছেন। ইহাদের মতে বহির্জ্জগতের কোন বিষয় শুনিতে বা জানিতে উক্ত যুবকগণকে নিরস্ত করা হইয়াছিল এবং ঐ অবস্থায় তাহারা লোকালয়ের সংশ্রব বর্জ্জন পূর্ব্বক উক্ত পর্ব্বত-গহ্বরে কয়েক বৎসরের জন্য নির্জ্জন বাস করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। উপরোক্ত মোজেজা-বিরোধী তফ্‌সীরকারগণ এতদ্দ্বারা প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন যে, উক্ত গুহাবাসী যুবকগণ কয়েক শত বৎসরের জন্য পর্ব্বত-গহ্বরে অনাহত নিদ্রিত অবস্থায় শায়িত ছিল বলিয়া যে জনশ্রুতি আছে, পবিত্র কোরানে তাহা সমর্থিত হয় নাই; বরং কোরানোক্ত শব্দ-বিন্যাসের ব্যঞ্জনা ও দোতনা অনুযায়ী অনুমিত হয় যে, তাঁহারা স্বাভাবিক ভাবে নিদ্রিত, জাগ্রত ও শায়িত অবস্থায়ই লোক-সমাজের অগোচরে নির্জ্জন বাস করিয়াছিলেন।—তঃ মঃ আলি।

কিন্তু কোরান শরিফের পরবর্ত্তী স্পষ্টতর আয়ত-সমূহে এবং বিভিন্ন বিশ্বস্ত তফ্‌সীরে উপরোক্ত অনুমান ও কষ্ট কল্পনা সম্পূর্ণরূপে খণ্ডিত হইয়া গিয়াছে। সুতরাং উপরোক্ত ঘটনা যে আল্লাহতা'লার অলৌকিক শক্তি-মহিমার একটি উজ্জ্বল নিদর্শন, তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই।

১২। অনন্তর আল্লাহতা'লা বলিতেছেন—সুদীর্ঘ নিদ্রার পর আমি সেই গুহানিবাসী যুবকগণকে এইজন্য জাগ্রত করিয়াছিলাম যে, তাহাদের উভয় দলের মধ্যে কে আমার নির্দ্ধারিত কাল গণনা করিতে সমর্থ, তাহা আমি পরীক্ষা করিব। এস্থলে উভয় দলের মর্ম্মে কেহ বলেন যে যুবকগণ জাগ্রত হইবার পর তাহারা তাহাদের নিদ্রার সময় সম্বন্ধে দ্বিমত অবলম্বন করিয়াছিল, কেহ বলিয়াছিল যে, উহা পূর্ণ এক দিবস এবং কেহ বলিয়াছিল যে, এক দিবসের কিয়দংশ। আবার কেহ কেহ বলেন যে, জনসাধারণের মধ্যে একদল উক্ত সময়কে তিনশত বৎসর এবং অন্য দল তিনশত নয় বৎসর বলিয়া প্রচার করিত। এস্থলে সেই দুই দলের প্রতিই ইঙ্গিত করা হইয়াছে। মতান্তরে খ্রীষ্টান ও মুসলমান জাতির মধ্যে উক্ত সময় সম্বন্ধে যে মতভেদ চলিয়া আসিতেছে, আলোচ্য আয়তে তৎপ্রতিই ইঙ্গিত করা হইয়াছে। এ বিষয়ে পরবর্ত্তী আয়ত-সমূহে যথাযথ বিস্তৃত বর্ণনা প্রদত্ত হইয়াছে।

১৩। অনন্তর আল্লাহতা'লা বলিতেছেন যে, আমি ঐ গুহাবাসী যুবকগণের সত্য-সংবাদ তোমার নিকট বিবৃত করিব। তাহারা কতিপয় বিশ্বাসী যুবক ছিল এবং আমি স্বীয় অনুগ্রহে তাহাদের ধর্ম্ম-বিশ্বাস ও অন্তরের বল বর্দ্ধিত করিয়া দিয়াছিলাম।

বিভিন্ন পৌরাণিক ইতিহাসে ইহারা পর্ব্বত-গুহার মধ্যে অবস্থানকারী "নিদ্রিত সপ্ত যুবক" বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, এই প্রসিদ্ধ ঘটনার স্থান-কাল-পাত্র সম্বন্ধে ঐতিহাসিক ও তফ্‌সীরকারগণের মধ্যে মতভেদ হইয়াছে এবং সেই মতভেদ এখনও সমভাবে চলিয়া আসিতেছে।

তাহাদের কর্ণ-সমূহ আবৃত করিয়াছিলাম। ১২। তৎপর আমি তাহাদিগকে উঠাইয়াছিলাম—যেন আমি জ্ঞাপন করি যে, তাহাদের উভয় দলের মধ্যে কে তদীয় নির্দ্ধারিত অবস্থান কাল গণনা করিতে সমর্থ।

الْكَهْفِ سِنِيْنَ عَدَدًا ۝١١ ١٢- ثُمَّ بَعَثْنٰهُمْ لِنَعْلَمَ اَيُّ الْحِزْبَيْنِ اَحْصٰى لِمَا لَبِثُوْٓا اَمَدًا ۝١٢

২য় রুকু—আস্‌হাবুল-কাহফ বা গুহাবাসী যুবকগণের বিবরণ

১৩। আমি সত্যরূপে উহাদের সংবাদ তোমার প্রতি বর্ণনা করিব; নিশ্চয় তাহারা কতিপয় যুবক ছিল যাহারা স্বীয় প্রতিপালকের প্রতি বিশ্বাস-স্থাপন

١٣- نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ نَبَاَهُمْ بِالْحَقِّ ط اِنَّهُمْ فِتْيَةٌ اٰمَنُوْا بِرَبِّهِمْ

কেহ কেহ "কর্ণ আবৃত করা" বাক্যের অন্যরূপ মর্ম্ম পরিকল্পনা করিয়াছেন। ইহাদের মতে বহির্জ্জগতের কোন বিষয় শুনিতে বা জানিতে উক্ত যুবকগণকে নিরস্ত করা হইয়াছিল এবং ঐ অবস্থায় তাহারা লোকালয়ের সংশ্রব বর্জ্জন পূর্ব্বক উক্ত পর্ব্বত-গহ্বরে কয়েক বৎসরের জন্য নির্জ্জন বাস করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। উপরোক্ত মোজেজা-বিরোধী তফ্‌সীরকারগণ এতদ্দ্বারা প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন যে, উক্ত গুহাবাসী যুবকগণ কয়েক শত বৎসরের জন্য পর্ব্বত-গহ্বরে অনাহত নিদ্রিত অবস্থায় শায়িত ছিল বলিয়া যে জনশ্রুতি আছে, পবিত্র কোরানে তাহা সমর্থিত হয় নাই; বরং কোরানোক্ত শব্দ-বিন্যাসের ব্যঞ্জনা ও দোতনা অনুযায়ী অনুমিত হয় যে, তাঁহারা স্বাভাবিক ভাবে নিদ্রিত, জাগ্রত ও শায়িত অবস্থায়ই লোক-সমাজের অগোচরে নির্জ্জন বাস করিয়াছিলেন।—তঃ মঃ আলি।

কিন্তু কোরান শরিফের পরবর্ত্তী স্পষ্টতর আয়ত-সমূহে এবং বিভিন্ন বিশ্বস্ত তফ্‌সীরে উপরোক্ত অনুমান ও কষ্ট কল্পনা সম্পূর্ণরূপে খণ্ডিত হইয়া গিয়াছে। সুতরাং উপরোক্ত ঘটনা যে আল্লাহ-তা'লার অলৌকিক শক্তি-মহিমার একটি উজ্জ্বল নিদর্শন, তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই।

১২। অনন্তর আল্লাহতা'লা বলিতেছেন—সুদীর্ঘ নিদ্রার পর আমি সেই গুহানিবাসী যুবকগণকে এইজন্য জাগ্রত করিয়াছিলাম যে, তাহাদের উভয় দলের মধ্যে কে আমার নির্দ্ধারিত কাল গণনা করিতে সমর্থ, তাহা আমি পরীক্ষা করিব। এস্থলে উভয় দলের মর্ম্মে কেহ বলেন যে যুবকগণ জাগ্রত হইবার পর তাহারা তাহাদের নিদ্রার সময় সম্বন্ধে দ্বিমত অবলম্বন করিয়াছিল, কেহ বলিয়াছিল যে, উহা পূর্ণ এক দিবস এবং কেহ বলিয়াছিল যে, এক দিবসের কিয়দংশ। আবার কেহ কেহ বলেন যে, জনসাধারণের মধ্যে একদল উক্ত সময়কে তিনশত বৎসর এবং অন্য দল তিনশত ময় বৎসর বলিয়া প্রচার করিত। এস্থলে সেই দুই দলের প্রতিই ইঙ্গিত করা হইয়াছে। মতান্তরে খ্রীষ্টান ও মুসলমান জাতির মধ্যে উক্ত সময় সম্বন্ধে যে মতভেদ চলিয়া আসিতেছে, আলোচ্য আয়তে তৎপ্রতিই ইঙ্গিত করা হইয়াছে। এ বিষয়ে পরবর্ত্তী আয়ত-সমূহে যথাযথ বিস্তৃত বর্ণনা প্রদত্ত হইয়াছে।

১৩। অনন্তর আল্লাহতা'লা বলিতেছেন যে, আমি ঐ গুহাবাসী যুবকগণের সত্য-সংবাদ তোমার নিকট বিবৃত করিব। তাহারা কতিপয় বিশ্বাসী যুবক ছিল এবং আমি স্বীয় অনুগ্রহে তাহাদের ধর্ম্ম-বিশ্বাস ও অন্তরের বল বর্দ্ধিত করিয়া দিয়াছিলাম।

বিভিন্ন পৌরাণিক ইতিহাসে ইহারা পর্ব্বত-গুহার মধ্যে অবস্থানকারী "নিদ্রিত সপ্ত যুবক" বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, এই প্রসিদ্ধ ঘটনার স্থান-কাল-পাত্র সম্বন্ধে ঐতিহাসিক ও তফ্‌সীরকারগণের মধ্যে মতভেদ হইয়াছে এবং সেই মতভেদ এখনও সমভাবে চলিয়া আসিতেছে।

وَزِدْنٰهُمْ هُدًى ۝ ۱۴- وَرَبَطْنَا
عَلٰى قُلُوْبِهِمْ اِذْ قَامُوْا فَقَالُوْا رَبُّنَا
رَبُّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ لَنْ نَّدْعُوَا
مِنْ دُوْنِهٖۤ اِلٰهًا لَّقَدْ قُلْنَآ اِذًا شَطَطًا ۝
۱۵- هٰۤؤُلَآءِ قَوْمُنَا اتَّخَذُوْا مِنْ دُوْنِهٖۤ
اٰلِهَةً ط لَوْلَا يَاْتُوْنَ عَلَيْهِمْ بِسُلْطٰنٍ
بَيِّنٍ ط فَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرٰى
عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا ۝ ۱۶- وَاِذِ اعْتَزَ

করিয়াছিল, এবং আমি তাহাদিগকে
অধিকতর সুপথ প্রদান করিয়াছিলাম।
১৪। এবং আমি তাহাদের অন্তর-সমূহে
শান্তিদান করিয়াছিলাম এবং যখন
তাহারা দণ্ডায়মান হইয়াছিল তখন
বলিয়াছিল—আমাদের প্রতিপালকই
নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের প্রতিপালক ;
আমরা তাহার পরিবর্ত্তে অন্য উপাস্যকে
আহ্বান করিব না, নিশ্চয়ই তখন আমরা
অতিরিক্ত কথা বলিয়াছিলাম। ১৫। এই
আমাদের সম্প্রদায়—যে তাহার পরিবর্ত্তে
অন্য উপাস্য গ্রহণ করিয়াছে ; তাহারা
কেন এতদ্‌সম্বন্ধে প্রকাশ্য প্রমাণ আনয়ন
করে না? অতঃপর যে আল্লার উপর
অসত্যারোপ করে, তাহা অপেক্ষা কে
অধিকতর অত্যাচারী। ১৬। এবং যখন

পবিত্র কোরানে আলোচ্য ঘটনার যথাযথ বর্ণনা ভিন্ন উহার স্থান-কাল-পাত্র সম্বন্ধে কোন নিশ্চিত নির্দ্দেশ নাই বলিয়াই তফ্‌সীরকারগণ এ সম্বন্ধে বিভিন্ন মত অবলম্বন করিয়াছেন।

১৪। সম্রাট দকিয়ানুস যখন ঐ ধর্ম্মপ্রাণ যুবকগণকে আহ্বান করিয়া তাহাদিগকে প্রতিমা-পূজায় লিপ্ত হইবার জন্য আদেশ করিয়াছিল, তখন তাহারা আল্লাহতা'লার অনুগ্রহে অন্তরে বল সঞ্চয় করিয়া সম্রাটের মুখের উপর স্পষ্ট ভাষায় বলিয়া দিয়াছিল যে, এই বিশ্ব জগতের স্রষ্টা ও প্রতিপালক প্রভু আল্লাহ ভিন্ন আমরা কখনই অন্য কাহারও পূজা-আরাধনা করিতে পারিব না।

এতদ্দ্বারা বুঝা যায় যে, উক্ত যুবকগণ প্রাথমিক যুগেও সত্য-পরায়ণ খ্রীষ্টান অর্থাৎ হজরত ঈসার প্রকৃত অনুসরণকারী ছিলেন। কোন কোন ঐতিহাসিক নির্দ্দেশ করেন যে, এতদ্দ্বারা আরিমোথিয়ার যোসেফকে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। ইনি কতিপয় সহচর-সহ খ্রীষ্ট-ধর্ম্ম প্রচারের জন্য সেণ্ট-ফিলিপ কর্ত্তৃক ইংলণ্ডে প্রেরিত হইয়াছিলেন। ইহারা ইউনেটিরিয়ান বা একত্ববাদী সম্প্রদায়ভুক্ত। ইংলণ্ডের তদানীন্তন ত্রিত্ববাদী সম্প্রদায়ের প্রতিকূলতায় ইহারা ইংলণ্ডের গ্লাস্‌টোনবারী নামক স্থানে নির্ব্বাসিত অথবা নির্জ্জন জীবন যাপন করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন।—এন্‌ঃ ব্রিটাঃ।

আয়তের শেষাংশে বুঝা যায় যে, সত্য-সনাতন একত্ববাদের পরিবর্ত্তে খ্রীষ্টান জাতি কর্ত্তৃক ভ্রান্ত ত্রিত্ববাদ গৃহীত হওয়ার জন্যই অনুতাপ-ছলে বলা হইয়াছে যে, তখন আমরা অতিরিক্ত অর্থাৎ অসত্য কথা বলিয়াছিলাম। কারণ আমরা স্বীয় বাক্যের মর্য্যাদা রক্ষা করিতে পারি নাই।

১৫। এই আয়ত পূর্ব্ব আয়তেরই পরিশিষ্ট। ইহার মর্ম্ম এই যে, বিশ্ব-জগতের প্রভু একমাত্র আল্লাহ ভিন্ন অপরের উপাসনা করিব না বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিলেও আমরা সেই বাক্যের মর্য্যাদা রক্ষা করিতে পারি নাই। আমাদের সম্প্রদায় ভ্রান্ত ও বিপথগামী হইয়া আল্লার পরিবর্ত্তে অন্য উপাস্য গ্রহণ করিয়াছে এবং তাঁহার পত্নী ও পুত্র পরিকল্পনা করিয়া অংশীবাদী কাফের হইয়া গিয়াছে। উক্ত ধর্ম্মপ্রাণ যুবকগণ সম্রাটকে আরও বলিয়াছিল যে, এই ভ্রান্ত অংশীবাদিতা ও পৌত্তলিকতার কোনই প্রমাণ নাই। এতদ্দ্বারা আল্লার উপর প্রকাশ্যভাবে অসত্যারোপ করা হইতেছে এবং যাহারা আল্লার উপর দোষারোপ করে, তাহাদের অপেক্ষা ভ্রান্ত ও অত্যাচারী আর কেহই নাই।

১৬। সম্রাট যুবকগণের এই স্পষ্ট কথায় অত্যন্ত রুষ্ট হইলেও অল্পবয়স্ক এবং সম্মানিত ও সম্ভ্রান্ত বংশোদ্ভব বলিয়া ভাবিয়া-চিন্তিয়া মত স্থির করিবার জন্য তাহাদিগকে কয়েক দিন সময় প্রদান

তোমরা তাহাদিগকে এবং আল্লাহ ব্যতীত
তাহাদের উপাস্যদিগকে পরিত্যাগ করিবে,
তখন তোমরা গুহার দিকে স্থান-গ্রহণ
করিও; তোমাদের প্রতিপালক তোমাদের
প্রতি স্বীয় অনুগ্রহ হইতে সম্প্রসারিত
করিবে; এবং তোমাদের জন্য
তোমাদের কার্য্য-সমূহকে সহজসাধ্য
করিয়া দিবেন। ১৭। এবং তুমি দেখিবে
যে, সূর্য্য যখন সমুদিত হয় তখন তাহাদের
গুহার দক্ষিণ দিক হইতে অধিরোহণ
করে এবং যখন অস্তগামী হয় তখন বাম
দিক হইতে অতিক্রম করিয়া থাকে এবং
উহা তথায় বিস্তৃত প্রান্তর মধ্যে অবস্থান
করে; ইহা আল্লার নিদর্শনাবলীরই
অন্তর্গত; আল্লাহ যাহাকে পথ-প্রদর্শন
করেন, বস্তুতঃ সেই সুপথ প্রাপ্ত হয় এবং
যাহাকে বিভ্রান্ত করেন, ফলতঃ তুমি
তাহার জন্য কোনই পথ-প্রদর্শনকারী
অভিভাবক পাইবে না।

لْتُمُوْهُمْ وَمَا يَعْبُدُوْنَ اِلَّا اللّٰهَ فَأْوا
اِلَى الْكَهْفِ يَنْشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِّنْ
رَّحْمَتِهٖ وَيُهَيِّئْ لَكُمْ مِّنْ اَمْرِكُمْ
مِّرْفَقًا ○ ١٧- وَتَرَى الشَّمْسَ اِذَا
طَلَعَتْ تَّزٰوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِيْنِ
وَاِذَا غَرَبَتْ تَّقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ
وَهُمْ فِيْ فَجْوَةٍ مِّنْهُ ط ذٰلِكَ مِنْ
اٰيٰتِ اللّٰهِ ط مَنْ يَّهْدِ اللّٰهُ فَهُوَ
الْمُهْتَدِ ج وَمَنْ يُّضْلِلْ فَلَنْ
تَجِدَ لَهٗ وَلِيًّا مُّرْشِدًا ع

৩য় রুকু—গুহাবাসী যুবকগণের অলৌকিক ইতিহাস

১৮। এবং তুমি তাহাদিগকে জাগ্রত
ধারণা করিতেছ, কিন্তু তাহারা ত নিদ্রিত
ছিল; এবং আমি তাহাদিগকে দক্ষিণ দিক

١٨- وَتَحْسَبُهُمْ اَيْقَاظًا وَّهُمْ
رُقُوْدٌ ق وَّنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِيْنِ

করে। এই সময়ে আল্লাহতা'লা ঐ ধর্ম্মপ্রাণ যুবকদিগকে জানাইয়া দেন যে, যদি তোমরা ধর্ম্মের জন্য ও সত্যের জন্য এই ধর্ম্মদ্রোহী সম্প্রদায় ও তাহাদের অত্যাচারী সম্রাট এবং তাহাদের ভ্রান্ত উপাস্যদিগকে পরিত্যাগ করিয়া নিরাপদে নিজেদের ধর্ম্ম ও ঈমান রক্ষা করিতে চাও, তবে তোমরা নির্জ্জন পর্ব্বত গহ্বরে আশ্রয় গ্রহণ কর। তথায় আল্লাহতা'লা তোমাদের উপর স্বীয় অনুগ্রহ সম্প্রসারিত করিবেন এবং তোমাদের জন্য তোমাদের কার্য্য সহজসাধ্য করিয়া দিবেন—অর্থাৎ আল্লার অসীম অনুগ্রহে তোমরা তথায় নিরাপদে অবস্থান করিয়া স্বীয় ধর্ম্ম ও ঈমান রক্ষা করিতে পারিবে।

১৭। এই আয়তে—উক্ত পর্ব্বতগুহা কিরূপ স্থানে অবস্থিত এবং তথায় দিবসের প্রথম ভাগে ও দিবাবসানে কিরূপভাবে সূর্য্যের আলোক পতিত হয়, তাহাই কেবল বর্ণিত হইয়াছে। এস্থলে অলৌকিকতার অনুকূলে বা প্রতিকূলে অকারণে কষ্ট-কল্পনা করিবার কোনই প্রয়োজন নাই।

১৮। এই আয়তে আল্লাহতা'লা বলিতেছেন যে, উক্ত যুবকগণ সম্পূর্ণ নিদ্রিত অবস্থায় গুহা মধ্যে অবস্থান করিয়াছিল এবং যাহাতে তাহাদের দেহ বিনষ্ট না হয়, তজ্জন্য আমি ঐ অবস্থায় তাহাদিগকে যথারীতি পার্শ্ব-পরিবর্ত্তন করিয়াছিলাম। তাহাদের সঙ্গীয় কুকুরটি উহার থাবাদ্বয় বিস্তৃত করিয়া উক্ত গুহার দ্বারদেশে অবস্থান করিয়াছিল। দীর্ঘ দিন অবস্থানের ফলে তাহাদের কেশ, শ্মশ্রু ও নখ ইত্যাদি বর্দ্ধিত হইয়া তাহারা এরূপ ভয়ঙ্কর আকৃতি প্রাপ্ত হইয়াছিল যে, যদি

তোমরা তাহাদিগকে এবং আল্লাহ ব্যতীত
তাহাদের উপাস্যদিগকে পরিত্যাগ করিবে,
তখন তোমরা গুহার দিকে স্থান-গ্রহণ
করিও; তোমাদের প্রতিপালক তোমাদের
প্রতি স্বীয় অনুগ্রহ হইতে সম্প্রসারিত
করিবে; এবং তোমাদের জন্য
তোমাদের কার্য্য-সমূহকে সহজসাধ্য
করিয়া দিবেন। ১৭। এবং তুমি দেখিবে
যে, সূর্য্য যখন সমুদিত হয় তখন তাহাদের
গুহার দক্ষিণ দিক হইতে অধিরোহণ
করে এবং যখন অস্তগামী হয় তখন বাম
দিক হইতে অতিক্রম করিয়া থাকে এবং
উহা তথায় কিস্তৃত প্রান্তর মধ্যে অবস্থান
করে; ইহা আল্লার নিদর্শনাবলীরই
অন্তর্গত; আল্লাহ যাহাকে পথ-প্রদর্শন
করেন, বস্তুতঃ সেই সুপথ প্রাপ্ত হয় এবং
যাহাকে বিভ্রান্ত করেন, ফলতঃ তুমি
তাহার জন্য কোনই পথ-প্রদর্শনকারী
অভিভাবক পাইবে না।

لْتُمُوْهُمْ وَمَا يَعْبُدُوْنَ إِلَّا اللّٰهَ فَأْوٗا
إِلَى الْكَهْفِ يَنْشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِّنْ
رَّحْمَتِهٖ وَيُهَيِّئْ لَكُمْ مِّنْ أَمْرِكُمْ
مِّرْفَقًا ۝ ١٧- وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا
طَلَعَتْ تَّزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِيْنِ
وَإِذَا غَرَبَتْ تَّقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ
وَهُمْ فِيْ فَجْوَةٍ مِّنْهُ ؕ ذٰلِكَ مِنْ
اٰيٰتِ اللّٰهِ ؕ مَنْ يَّهْدِ اللّٰهُ فَهُوَ
الْمُهْتَدِ ۚ وَمَنْ يُّضْلِلْ فَلَنْ
تَجِدَ لَهٗ وَلِيًّا مُّرْشِدًا ع

৩য় রুকু—গুহাবাসী যুবকগণের অলৌকিক ইতিহাস

১৮। এবং তুমি তাহাদিগকে জাগ্রত
ধারণা করিতেছ, কিন্তু তাহারা ত নিদ্রিত
ছিল; এবং আমি তাহাদিগকে দক্ষিণ দিক

١٨- وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَّهُمْ
رُقُوْدٌ ۖ وَّنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِيْنِ

করে। এই সময়ে আল্লাহতা'লা ঐ ধর্ম্মপ্রাণ যুবকদিগকে জানাইয়া দেন যে, যদি তোমরা ধর্ম্মের জন্য ও সত্যের জন্য এই ধর্ম্মদ্রোহী সম্প্রদায় ও তাহাদের অত্যাচারী সম্রাট এবং তাহাদের ভ্রান্ত উপাস্যদিগকে পরিত্যাগ করিয়া নিরাপদে নিজেদের ধর্ম্ম ও ঈমান রক্ষা করিতে চাও, তবে তোমরা নির্জ্জন পর্ব্বত গহ্বরে আশ্রয় গ্রহণ কর। তথায় আল্লাহতা'লা তোমাদের উপর স্বীয় অনুগ্রহ সম্প্রসারিত করিবেন এবং তোমাদের জন্য তোমাদের কার্য্য সহজসাধ্য করিয়া দিবেন—অর্থাৎ আল্লার অসীম অনুগ্রহে তোমরা তথায় নিরাপদে অবস্থান করিয়া স্বীয় ধর্ম্ম ও ঈমান রক্ষা করিতে পারিবে।

১৭। এই আয়তে—উক্ত পর্ব্বতগুহা কিরূপ স্থানে অবস্থিত এবং তথায় দিবসের প্রথম ভাগে ও দিবাবসানে কিরূপভাবে সূর্য্যের আলোক পতিত হয়, তাহাই কেবল বর্ণিত হইয়াছে। এস্থলে অলৌকিকতার অনুকূলে বা প্রতিকূলে অকারণে কষ্ট-কল্পনা করিবার কোনই প্রয়োজন নাই।

১৮। এই আয়তে আল্লাহতা'লা বলিতেছেন যে, উক্ত যুবকগণ সম্পূর্ণ নিদ্রিত অবস্থায় গুহা মধ্যে অবস্থান করিয়াছিল এবং যাহাতে তাহাদের দেহ বিনষ্ট না হয়, তজ্জন্য আমি ঐ অবস্থায় তাহাদিগকে যথারীতি পার্শ্ব-পরিবর্ত্তন করিয়াছিলাম। তাহাদের সঙ্গীয় কুকুরটি উহার থাবাদ্বয় বিস্তৃত করিয়া উক্ত গুহার দ্বারদেশে অবস্থান করিয়াছিল। দীর্ঘ দিন অবস্থানের ফলে তাহাদের কেশ, শ্মশ্রু ও নখ ইত্যাদি বর্দ্ধিত হইয়া তাহারা এরূপ ভয়ঙ্কর আকৃতি প্রাপ্ত হইয়াছিল যে, যদি

হইতে ও বাম দিক হইতে পার্শ্ব-পরিবর্ত্তন
করাইয়াছিলাম এবং তাহাদের সারমেয়
দ্বারদেশে উহার থাবাদ্বয় প্রসারিত
করিয়াছিল। যদি তুমি তাহাদের প্রতি
দৃষ্টিপাত করিতে, তবে নিশ্চয় তুমি
পৃষ্ঠ-প্রদর্শনপূর্ব্বক পলায়ন করিতে এবং
নিশ্চয় তুমি তাহাদিগ হইতে আতঙ্কে
অভিভূত হইতে। ১৯। এবং এইরূপে
আমি তাহাদিগকে জাগ্রত করিয়াছিলাম,
যেন তাহারা পরস্পর জিজ্ঞাসা করে;
তাহাদের মধ্যস্থ জনৈক বক্তা বলিয়া-
ছিল—কতক্ষণ অবস্থান করিয়াছ?
তাহারা বলিয়াছিল—আমরা এক দিন
অথবা দিবসের কিয়দংশ অবস্থান করি-
য়াছি; তাহারা বলিয়াছিল—তোমরা
যে কতক্ষণ অবস্থান করিয়াছিলে, তাহা
তোমাদের প্রতিপালকই পরিজ্ঞাত
আছেন; অনন্তর তোমাদের একজনকে

وَذَاتَ الشِّمَالِ ۖ وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ
ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ ۚ لَوِ اطَّلَعْتَ
عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلِئْتَ
مِنْهُمْ رُعْبًا ۝ ١٩- وَكَذَٰلِكَ بَعَثْنَاهُمْ
لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ ۚ قَالَ قَائِلٌ مِنْهُمْ
كَمْ لَبِثْتُمْ ۖ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا
أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ ۚ قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا
لَبِثْتُمْ ۚ فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَٰذِهِ

তুমি সেই অবস্থায় তাহাদিগদক অবলোকন করিতে, তবে নিশ্চয়ই আতঙ্কে অভিভূত হইয়া তথা হইতে পলায়ন করিতে।

সম্রাট দকিয়ানুসের প্রদত্ত সময় অতীত হইবার পূর্ব্বেই উক্ত ধর্ম্মপ্রাণ যুবকগণ নিজেদের ধর্ম্ম রক্ষা করিবার জন্য পর্ব্বত-গুহায় আশ্রয় গ্রহণ করে। উক্ত সময় অতীত হইবার পর সম্রাট যখন জানিতে পারিল যে, যুবকগণ পলায়ণ করিয়া পর্ব্বত-গুহায় আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে তখন সে যুবকদিগকে ধৃত করিবার জন্য পর্ব্বত-গুহার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া দেখিল যে, উক্ত গুহা ঘোর অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন। তখন সে যুবকদিগকে জীবন্ত সমাধি দিবার জন্য প্রস্তর-খণ্ড সমূহ আনিয়া উক্ত গুহার দ্বার রুদ্ধ করিয়া দিল। কেহ কেহ বলেন যে, দকিয়ানুস এক প্রাচীর নির্ম্মাণ করিয়া উক্ত গুহার দ্বার রুদ্ধ করিয়া দিয়াছিল এবং যুবকগণের জনৈক আত্মীয় একখানি শিশাতে বা প্রস্তরফলকে তাহাদের নাম-ধাম লিখিয়া উক্ত প্রাচীরের সহিত সংযুক্ত করিয়া দিয়াছিল। সেই অবস্থায় আল্লাহতা'লা যুবকগণকে উক্ত গুহার মধ্যে যেরূপভাবে গভীর নিদ্রায় নিমগ্ন করিয়া তাহাদের রক্ষণাবেক্ষণ করিয়াছিলেন, আলোচ্য আয়তে তাহাই বর্ণিত হইয়াছে।

কেহ কেহ এই আয়তকে রূপক বর্ণনা মনে করিয়া ইহার নানারূপ মর্ম্মার্থ পরিকল্পনা করিয়াছেন। বাহুল্য ভয়ে সেগুলির উল্লেখ ও আলোচনা পরিত্যক্ত হইল।

১৯। অনন্তর আল্লাহতা'লা বলিতেছেন যে, যেরূপে আমি তাহাদিগকে সুদীর্ঘকাল নিদ্রিত অবস্থায় রাখিয়াছিলাম, সেইরূপে পুনরায় তাহাদিকে জাগ্রত করিয়া দিয়াছিলাম। তখন তাহারা জাগ্রত হইয়া পরস্পর জিজ্ঞাসা করিতেছিল যে, আমরা কতক্ষণ নিদ্রায় অতিবাহিত করিয়াছি? তাহারা যে সময় গুহায় প্রবিষ্ট হইয়াছিল, তখন পূর্ব্বাহ্ণ ছিল এবং যখন জাগ্রত হইয়াছিল তখন অপরাহ্ণ। সুতরাং সেই অপরাহ্ণ সময়ের প্রতি লক্ষ্য করিয়া তাহাদের কেহ কেহ বলিয়াছিল যে, আমরা এক দিবসের কিছু কম সময় নিদ্রায় অতিবাহিত করিয়াছি; কিন্তু তাহাদের কেহ কেহ যখন নিজেদের সুদীর্ঘ কেশ ও নখ-শ্মশ্রুর প্রতি লক্ষ্য করিল, তখন অনুমান করিল যে, নিশ্চয়ই

তোমাদের এই রৌপ্য-মুদ্রা সহ নগরে প্রেরণ কর, তৎপর সে যেন উৎকৃষ্ট খাদ্য দেখিয়া পরে তাহা হইতে তোমাদের নিকট উপজীবিকা লইয়া আসে, এবং সে যেন নম্রভাবে চলে ও তোমাদের সম্বন্ধে যেন কাহাকেও জ্ঞাপন না করে।
২০। নিশ্চয় যদি তাহারা তোমাদের উপর পরাক্রান্ত হয়, তবে তাহারা তোমাদিগকে প্রস্তরাঘাতে বিচূর্ণ করিয়া ফেলিবে অথবা তোমাদিগকে তাহাদের ধর্ম্মে প্রত্যাবর্ত্তিত করিবে এবং তখন তোমরা কোন কালেই সুফল লাভ করিতে পারিবে না।
২১। এবং এইরূপে আমি তাহাদিগকে সুপ্রকাশ করিয়াছিলাম—যেন তাহারা অবগত হয় যে, আল্লার অঙ্গীকার সত্য এবং নিশ্চয় সেই সময় সম্বন্ধে কোনই সন্দেহ নাই; যখন তাহারা পরস্পর তাহাদের কৃতকার্য্য সম্বন্ধে বিতর্ক করিতেছিল তখন তাহারা বলিয়াছিল—তাহাদের উপর এক সৌধ নির্ম্মাণ কর; তাহাদের প্রতিপালক তাহাদিগকে পরিজ্ঞাত আছেন; যাহারা

إِلَى الْمَدِيْنَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَآ أَزْكٰى
طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ
وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا ۝
٢٠- إِنَّهُمْ إِنْ يَّظْهَرُوْا عَلَيْكُمْ يَرْجُمُوْكُمْ
أَوْ يُعِيْدُوْكُمْ فِيْ مِلَّتِهِمْ وَلَنْ تُفْلِحُوْٓا
إِذًا أَبَدًا ۝ ٢١- وَكَذٰلِكَ أَعْثَرْنَا
عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوْٓا أَنَّ وَعْدَ اللّٰهِ حَقٌّ
وَّأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيْهَا ج إِذْ
يَتَنَازَعُوْنَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ فَقَالُوا ابْنُوْا
عَلَيْهِمْ بُنْيَانًا ط رَبُّهُمْ أَعْلَمُ بِهِمْ ط

আমাদের নিদ্রিত অবস্থায় অনেক দিন গত হইয়া গিয়াছে। কিন্তু ঐ অবস্থায় যে তিন শতাধিক বর্ষ অতীত হইয়াছে, ইহা তাহারা কেহই অনুমান করিতে পারে নাই। তাই তাহাদের কেহ কেহ বলিল যে, আমাদের নিদ্রিতাবস্থায় কত সময় বা কত দিন অতীত হইয়াছে, তাহা একমাত্র সর্ব্বজ্ঞ আল্লাহতা'লাই পরিজ্ঞাত আছেন।

গুহা মধ্যে জাগ্রত হইবার পর তাহারা যখন ক্ষুধা-তৃষ্ণা অনুভব করিল, তখন তাহারা বলিল যে আমাদের একজনকে রৌপ্যমুদ্রা সহ নগরে পাঠাইয়া দেওয়া হউক; সে সকলের জন্য উৎকৃষ্ট খাদ্য-দ্রব্য লইয়া আসিবে। কিন্তু সে যেন ধীরে ধীরে সংগোপনে যায় এবং আমাদের কথা যেন কাহারও নিকট প্রকাশ না করে।

২০। কারণ যদি সম্রাট দকিয়ানুস অথবা দেশের লোক আমাদের কথা জানিতে পারে, তবে নিশ্চয়ই আমাদিগকে ধৃত অথবা বন্দী করিয়া লইবে কিংবা পলায়নের জন্য আমাদিগকে আর কিছুমাত্র অবকাশ না দিয়া প্রস্তরাঘাতে চূর্ণ করিয়া ফেলিবে, অথবা আমাদিগকে বাধ্য হইয়া তাহাদের ধর্ম্ম গ্রহণ করিতে হইবে—যাহা আমাদের জন্য কখনই সুফল-প্রসূ অথবা কল্যাণকর হইবে না।

২১। যুবকগণের মধ্যে যে রৌপ্যমুদ্রা লইয়া নগরে গিয়াছিল, সে সহরের বাহির ও ভিতরের অভিনব দৃশ্য এবং নূতন নূতন ধরণের নূতন নূতন লোকজন এবং তাহাদের অপূর্ব্ব হাব-ভাব; কথা-বার্ত্তা ও চাল-চলন দেখিয়া বিষম বিস্মিত হইয়া পড়িয়াছিল। তাহারা যাহা কিছু দেখিয়া গুহায় প্রবিষ্ট হইয়াছিল, তাহা সমস্তই যেন অকস্মাৎ কোন্ এক যাদুমন্ত্রে অদৃশ্য হইয়া তথায় এক নূতন জগৎ ও

قَالَ الَّذِيْنَ غَلَبُوْا عَلٰٓى اَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَّسْجِدًا ○
২২. سَيَقُوْلُوْنَ ثَلٰثَةٌ رَّابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ ج وَيَقُوْلُوْنَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ رَجْمًا بِالْغَيْبِ ج وَيَقُوْلُوْنَ سَبْعَةٌ

তাহাদের কৃতকার্য্যের উপর পরাক্রান্ত ছিল, তাহারা বলিয়াছিল—নিশ্চয় আমরা সমাধির উপর মসজেদ নির্ম্মাণ করিব। ২২। তাহারা তখনই বলিবে যে উহারা তিনজন ছিল—চতুর্থ তাহাদের সারমেয়; অপরেরা অদৃশ্য হইতে অনুমান করিয়া বলিবে যে, উহারা পাঁচজন—ষষ্ঠ উহাদের সারমেয় এবং

নূতন দৃশ্য অবতারিত হইয়াছে। এই অবস্থায় সে এক খাদ্য-দ্রব্য বিক্রেতার নিকট উপস্থিত হইয়া যখন প্রার্থিত খাদ্য-দ্রব্যের বিনিময়ে রৌপ্য-মুদ্রা প্রদান করিল, তখন সেই বিক্রেতা তিনশত বৎসরের পূর্ব্ববর্ত্তী দাকিয়ানুসের যুগের মুদ্রা দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল—তুমি এত পুরাতন মুদ্রা কোথায় পাইলে? যুবক এ কথার যে উত্তর দিল, খাদ্য-বিক্রেতার তাহা বিশ্বাস না হওয়ায় সে ডাকিয়া আরও অনেক লোক একত্রিত করিল এবং সকলে যুবককে ধরিয়া তৎকালীন সম্রাটের সভায় উপস্থিত করিল। সম্রাট যুবককে অভয় দিয়া সত্য কথা বলিবার জন্য অনুরোধ করিলে যুবক আদ্যান্ত সকল কথা যথাযথ বর্ণনা করিল। সম্রাট অতিমাত্র বিস্মিত হইয়া বলিল—আজ তিনশত বৎসর অতীত হয়, ধর্ম্মদ্রোহী দকিয়ানুসের জীবন ও রাজত্বের পরিসমাপ্তি ঘটিয়াছে এবং তাহার পরে আরও বহু রাজার রাজত্ব শেষ হইয়া গিয়াছে। এক্ষণে আমিই এদেশের বর্ত্তমান অধিপতি এবং তোমাদের ধর্ম্ম-বিশ্বাসের অনুরূপ খ্রীষ্ট-ধর্ম্মেই এক্ষণে এদেশে প্রবর্ত্তিত ও প্রচলিত হইয়াছে। যাহা হউক, আমি তোমার সঙ্গে সেই গুহা পর্য্যন্ত গমন করিয়া গুহাবাসী অন্যান্য যুবকগণেরও সন্দর্শন লাভ করিয়া ধন্য হইব। যুবক সম্রাটের বাক্যে সম্মত হইয়া তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া গুহার দ্বারে উপনীত হইল এবং সম্রাটকে গুহা মুখে রাখিয়া তাহার সঙ্গীদিগকে সংবাদ দিবার জন্য একাকীই ভিতরে প্রবেশ করিল; কিন্তু তদবস্থায় বহুক্ষণ অতীত হইয়া গেলেও যুবক আর বহির্গত হইল না। তখন সম্রাট যুবকগণের সন্ধানার্থে গুহা মধ্যে প্রবেশ করিবার জন্য বহু চেষ্টা করিলেন, কিন্তু তিনি কিছুতেই তাহাতে সফলকাম হইতে পারিলেন না। আবার কেহ কেহ বলেন যে, সম্রাট গুহা মধ্যে প্রবেশ পূর্ব্বক যুবকগণের সন্দর্শন লাভ করিয়াছিলেন এবং তাঁহাদের নির্দ্দেশ মত উক্ত গুহার দ্বার সম্পূর্ণরূপে রুদ্ধ করিয়া দিয়াছিলেন। ইহার পর আর কেহই যুবকগণের সন্দর্শন লাভ করে নাই।—আরায়েস।

আয়তের মর্ম্মার্থ এই যে, পরকালে মানবদিগকে পুনর্জ্জীবন প্রদান সম্বন্ধে আমার অঙ্গীকার যে সত্য, তাহা উক্ত ধর্ম্মপ্রাণ যুবকদিগের জানাইয়া দিবার জন্যই আমি তাহাদিগকে তিনশত নয় বৎসর পরে জাগ্রত বা পুনর্জ্জীবিত করিয়াছিলাম! অনন্তর নগর-প্রত্যাগত যুবকবৃন্দ গুহায় প্রবিষ্ট হইয়া নিজেদের অবস্থা ও কৃতকার্য্য সম্বন্ধে তাহারা নিজেরাই যখন পরস্পর বিতর্ক করিতেছিল, তখন আমি তাহাদিগকে পুনরায় যথারীতি মৃত্যুদান করিয়াছিলাম। আবার কেহ কেহ বলেন যে, তাহারা সেই ভাবেই পুনরায় শায়িত ও নিদ্রিত হইয়া পড়িয়াছিল। অনন্তর তাহাদের সেই নির্জ্জন সমাধির উপর অথবা গুহা মুখে একটি অট্টালিকা কিংবা উপাসনালয় নির্ম্মাণের জন্য জনসাধারণের মধ্যে যে কল্পনা জল্পনা চলিয়াছিল, আয়তের শেষাংশে তাহাই বর্ণিত হইয়াছে।

২২। এই আয়তে গুহাবাসী যুবকগণের সংখ্যা-সম্বন্ধীয় সন্দেহ ও বিতর্কের মীমাংসা করা হইয়াছে। আরবের ইহুদীরা বলিত যে, গুহাবাসী যুবকগণের সংখ্যা তিনজন ছিল এবং চতুর্থ তাহাদের সারমেয়। খ্রীষ্টানেরা অনুমান করিয়া বলিত যে, সঙ্গীয় কুকুর-সহ উহাদের সংখ্যা ছয় জন ছিল। মুসলমানেরা উহাদের সংখ্যা সাতজন এবং অষ্টম তাহাদের কুকুর বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

قَالَ الَّذِيْنَ غَلَبُوْا عَلٰۤى اَمْرِهِمْ
لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَّسْجِدًا ۝
٢٢- سَيَقُوْلُوْنَ ثَلٰثَةٌ رَّابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ ج
وَيَقُوْلُوْنَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ
رَجْمًا بِالْغَيْبِ ج وَيَقُوْلُوْنَ سَبْعَةٌ

তাহাদের কৃতকার্য্যের উপর পরাক্রান্ত ছিল, তাহারা বলিয়াছিল—নিশ্চয় আমরা সমাধির উপর মসজেদ নির্ম্মাণ করিব। ২২। তাহারা তখনই বলিবে যে উহারা তিনজন ছিল—চতুর্থ তাহাদের সারমেয়; অপরেরা অদৃশ্য হইতে অনুমান করিয়া বলিবে যে, উহারা পাঁচজন—ষষ্ঠ উহাদের সারমেয় এবং

নূতন দৃশ্য অবতারিত হইয়াছে। এই অবস্থায় সে এক খাদ্য-দ্রব্য বিক্রেতার নিকট উপস্থিত হইয়া যখন প্রার্থিত খাদ্য-দ্রব্যের বিনিময়ে রৌপ্য-মুদ্রা প্রদান করিল, তখন সেই বিক্রেতা তিনশত বৎসরের পূর্ব্ববর্ত্তী দাকিয়ানুসের যুগের মুদ্রা দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল—তুমি এত পুরাতন মুদ্রা কোথায় পাইলে? যুবক এ কথার যে উত্তর দিল, খাদ্য-বিক্রেতার তাহা বিশ্বাস না হওয়ায় সে ডাকিয়া আরও অনেক লোক একত্রিত করিল এবং সকলে যুবককে ধরিয়া তৎকালীন সম্রাটের সভায় উপস্থিত করিল। সম্রাট যুবককে অভয় দিয়া সত্য কথা বলিবার জন্য অনুরোধ করিলে যুবক আদ্যান্ত সকল কথা যথাযথ বর্ণনা করিল। সম্রাট অতিমাত্র বিস্মিত হইয়া বলিল—আজ তিনশত বৎসর অতীত হয়, ধর্ম্মদ্রোহী দকিয়ানুসের জীবন ও রাজত্বের পরিসমাপ্তি ঘটিয়াছে এবং তাহার পরে আরও বহু রাজার রাজত্ব শেষ হইয়া গিয়াছে। এক্ষণে আমিই এদেশের বর্ত্তমান অধিপতি এবং তোমাদের ধর্ম্ম-বিশ্বাসের অনুরূপ খ্রীষ্ট-ধর্ম্মেই এক্ষণে এদেশে প্রবর্ত্তিত ও প্রচলিত হইয়াছে। যাহা হউক, আমি তোমার সঙ্গে সেই গুহা পর্য্যন্ত গমন করিয়া গুহাবাসী অন্যান্য যুবকগণেরও সন্দর্শন লাভ করিয়া ধন্য হইব। যুবক সম্রাটের বাক্যে সম্মত হইয়া তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া গুহার দ্বারে উপনীত হইল এবং সম্রাটকে গুহা মুখে রাখিয়া তাহার সঙ্গীদিগকে সংবাদ দিবার জন্য একাকীই ভিতরে প্রবেশ করিল; কিন্তু তদবস্থায় বহুক্ষণ অতীত হইয়া গেলেও যুবক আর বহির্গত হইল না। তখন সম্রাট যুবকগণের সন্ধানার্থে গুহা মধ্যে প্রবেশ করিবার জন্য বহু চেষ্টা করিলেন, কিন্তু তিনি কিছুতেই তাহাতে সফলকাম হইতে পারিলেন না। আবার কেহ কেহ বলেন যে, সম্রাট গুহা মধ্যে প্রবেশ পূর্ব্বক যুবকগণের সন্দর্শন লাভ করিয়াছিলেন এবং তাঁহাদের নির্দ্দেশ মত উক্ত গুহার দ্বার সম্পূর্ণরূপে রুদ্ধ করিয়া দিয়াছিলেন। ইহার পর আর কেহই যুবকগণের সন্দর্শন লাভ করে নাই।—আরায়েস।

আয়তের মর্ম্মার্থ এই যে, পরকালে মানবদিগকে পুনর্জ্জীবন প্রদান সম্বন্ধে আমার অঙ্গীকার যে সত্য, তাহা উক্ত ধর্ম্মপ্রাণ যুবকদিগের জানাইয়া দিবার জন্যই আমি তাহাদিগকে তিনশত নয় বৎসর পরে জাগ্রত বা পুনর্জ্জীবিত করিয়াছিলাম! অনন্তর নগর-প্রত্যাগত যুবকবৃন্দ গুহায় প্রবিষ্ট হইয়া নিজেদের অবস্থা ও কৃতকার্য্য সম্বন্ধে তাহারা নিজেরাই যখন পরস্পর বিতর্ক করিতেছিল, তখন আমি তাহাদিপকে পুনরায় যথারীতি মৃত্যুদান করিয়াছিলাম। আবার কেহ কেহ বলেন যে, তাহারা সেই ভাবেই পুনরায় শায়িত ও নিদ্রিত হইয়া পড়িয়াছিল। অনন্তর তাহাদের সেই নির্জ্জন সমাধির উপর অথবা গুহা মুখে একটি অট্টালিকা কিংবা উপাসনালয় নির্ম্মাণের জন্য জনসাধারণের মধ্যে যে কল্পনা জল্পনা চলিয়াছিল, আয়তের শেষাংশে তাহাই বর্ণিত হইয়াছে।

২২। এই আয়তে গুহাবাসী যুবকগণের সংখ্যা-সম্বন্ধীয় সন্দেহ ও বিতর্কের মীমাংসা করা হইয়াছে। আরবের ইহুদীরা বলিত যে, গুহাবাসী যুবকগণের সংখ্যা তিনজন ছিল এবং চতুর্থ তাহাদের সারমেয়। খ্রীষ্টানেরা অনুমান করিয়া বলিত যে, সঙ্গীয় কুকুর-সহ উহাদের সংখ্যা ছয় জন ছিল। মুসলমানেরা উহাদের সংখ্যা সাতজন এবং অষ্টম তাহাদের কুকুর বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

কেহ কেহ বলিবে যে, সাতজন—অষ্টম উহাদের সারমেয়; তুমি বল—আমার প্রতিপালকই উহাদের সংখ্যা পরিজ্ঞাত আছেন—অল্পসংখ্যক ব্যতীত অপর কেহ অবগত নহে; অতএব তোমরা তাহাদের সম্বন্ধে প্রকাশ্য আলোচনা ব্যতীত বিতর্ক করিও না এবং তাহাদের কাহারও নিকট তৎসম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিও না।

وَّثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ ط قُلْ رَّبِّيْٓ أَعْلَمُ
بِعِدَّتِهِمْ مَّا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيْلٌ ۵ قف
فَلَا تُمَارِ فِيْهِمْ إِلَّا مِرَآءً ظَاهِرًا ص وَّلَا
تَسْتَفْتِ فِيْهِمْ مِّنْهُمْ أَحَدًا ع

৪র্থ রুকু—কোরান শরিফের উপর নির্ভরতার উপদেশ

২৩। এবং কোন বিষয়েই বলিও না যে, নিশ্চয় আমি ইহা কল্য করিব,
২৪।—কিন্তু যদি আল্লাহ ইচ্ছা করেন; এবং যখন তুমি বিস্মৃত হও, তখন স্বীয় প্রতিপালককে স্মরণ করিও এবং বলিও যে, সম্ভবতঃ অচিরেই আমার প্রতিপালক আমাকে ইহা অপেক্ষাও নিকটতর পুণ্য-

٢٣- وَلَا تَقُوْلَنَّ لِشَايْءٍ إِنِّيْ فَاعِلٌ
ذٰلِكَ غَدًا ۵ ٢٤- إِلَّآ أَنْ يَّشَآءَ اللّٰهُ ز
وَاذْكُرْ رَّبَّكَ إِذَا نَسِيْتَ وَقُلْ عَسٰٓى
أَنْ يَّهْدِيَنِ رَبِّيْ لِأَقْرَبَ مِنْ هٰذَا

হজরত রসুলোল্লার (সঃ) নির্দ্দেশ অনুযায়ী উহাদের সংখ্যা সাতজন বলিয়াই জানা যায়। হজরত আলী ও হজরত এব্‌ন-আব্বাস উহাদের সংখ্যা সাতজন বলিয়াই নির্দ্দেশ করিয়াছেন। হজরত আলী উহাদের নাম পর্য্যন্ত প্রকাশ করিয়াছেন। উহাদের ছয়জন সহরবাসী যুবক; সপ্তম তাহাদের অনুসরণকারী পশুপালক এবং অষ্টম উক্ত রাখালের সঙ্গীয় কুকুর।—তঃ বয়জবী, হক্কানী ও মোহাম্মদ আলী।

২৩—২৪। তফ্‌সীরকারগণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন যে, হজরত রসুলোল্লাহ অবিশ্বাসী কোরেশগণ কর্ত্তৃক "আসহাবুল-কাহফ", "জুলকার-নায়েন" ও "রুহ" অর্থাৎ গুহাবাসী যুবকগণের প্রসঙ্গ, দ্বিশৃঙ্গ-বিশিষ্টের বিবরণ ও আত্মার স্বরূপ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসিত হইয়া আগামীকল্য ইহার উত্তর দিব বলিয়া তাহাদিগকে বিদায় করিয়া দিয়াছিলেন। কিন্তু ভ্রমবশতঃ তিনি ঐ সঙ্গে "ইন্‌শা-আল্লাহ" অর্থাৎ "যদি আল্লাহ ইচ্ছা করেন" এই বাক্যটি বলেন নাই। এই ত্রুটির জন্য ঐ দিন হইতে পনর দিন (মতান্তরে চল্লিশ দিন) পর্য্যন্ত হজরতের প্রতি প্রত্যাদেশ অবতীর্ণ হওয়া বন্ধ থাকে এবং ঐ সময় পর্য্যন্ত তিনি কোরেশদিগের প্রশ্নের উত্তর দিতে অসমর্থ হন। অনন্তর এই আয়ত-সহ গুহাবাসী যুবকগণ সম্বন্ধীয় প্রত্যাদেশ অবতীর্ণ হয়।—তঃ হক্কানী।

আয়তের মর্ম্ম এই যে, হে নবী! তুমি কখনই নিজ হইতে আগামীকল্য অথবা কোন নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে কোন বিষয় সম্পন্ন করিব—এরূপ কথা বলিও না; বরং ঐরূপ কথা বলিলে তৎসহ বলিও যে, "ইন্‌শা-আল্লাহ" অর্থাৎ যদি আল্লাহ ইচ্ছা করেন, তবেই ইহা করিব। যদি তুমি ঐরূপ কোন কথা বলার সময়ে "ইন্‌শা আল্লাহ"—অর্থাৎ যদি আল্লাহ ইচ্ছা করেন বলিতে ভুলিয়া যাও, তবে উহা যখনই স্মরণ হইবে, তখনই "ইন্‌শা-আল্লাহ" বলিয়া আল্লাহতা'লার অনুগ্রহ ও করুণার শরণাগত হইও।

এমাম শাফিয়ী প্রমুখ কোন কোন বিদ্বান আলোচ্য আয়তের উপরোক্ত মর্ম্মানুযায়ী কোন কথা বলিয়া যে কোন সময়ে 'ইন্‌শা-আল্লাহ' বলিলেই তাহা সিদ্ধ হইবে বলিয়াছেন; কিন্তু এমাম আজম

رَشَدًا ○ ٢٥- وَلَبِثُوْا فِيْ كَهْفِهِمْ
ثَلٰثَ مِائَةٍ سِنِيْنَ وَازْدَادُوْا تِسْعًا ○
٢٦- قُلِ اللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوْا ۚ لَهٗ
غَيْبُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۭ اَبْصِرْ بِهٖ
وَاَسْمِعْ ۭ مَا لَهُمْ مِّنْ دُوْنِهٖ مِنْ
وَّلِيٍّ ز وَّلَا يُشْرِكُ فِيْ حُكْمِهٖٓ اَحَدًا ○
٢٧- وَاتْلُ مَآ اُوْحِيَ اِلَيْكَ مِنْ

পথ প্রদর্শন করিবেন। ২৫। এবং
তাহারা তাহাদের গুহায় তিন-শতাধিক
নয় বৎসর অবস্থান করিয়াছিল।
২৬। তুমি বল—তাহারা কিরূপে অবস্থান
করিয়াছিল, তাহা আল্লাই পরিজ্ঞাত
আছেন; তাঁহারই জন্য নভোমণ্ডল ও
ভূমণ্ডলের অদৃশ্য-জ্ঞান; কেমন তাঁহার
দর্শন ও শ্রবণ শক্তি! এবং তিনি ব্যতীত
তাহাদের জন্য কোনই অভিভাবক ছিল না
এবং তিনি স্বীয় আদেশ সম্বন্ধে কাহাকেও
অংশী করেন না। ২৭। এবং তোমার
প্রতিপালকের গ্রন্থ হইতে তোমার প্রতি
যাহা প্রত্যাদিষ্ট হইয়াছে, তাহা আবৃত্তি

প্রমুখ জগতের অধিকাংশ এমাম ও ওলামা ঐরূপ কথা বলার সঙ্গে সঙ্গেই ইন্‌শা-আল্লাহ বলা আবশ্যক বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

২৫—২৬। এই দুইটি আয়তে গুহাবাসী যুবকগণের অবস্থান কালের পরিমাণ এবং তাহারা কিরূপভাবে ঐ অবস্থায় সুদীর্ঘকাল অবস্থান করিয়াছিল, তাহা নির্দ্দেশ করিয়া দিয়া উক্ত ঘটনার উপসংহার করা হইয়াছে। যুবকগণ কতদিন গুহামধ্যে অবস্থান করিয়াছিল এবং কতদিন পরে তাহারা পুনর্জ্জীবিত বা জাগ্রত হইয়াছিল, তৎসম্বন্ধে ইহুদী, খৃষ্টান ও মুসলমানদিগের মধ্যে বিভিন্ন মতবাদ প্রচলিত আছে। কেহ কেহ বলেন যে, যুবকগণ পর্ব্বত-গুহা মধ্যে প্রবেশ করিবার পর সম্রাট দকিয়ানুস সুবৃহৎ প্রস্তর-সমূহের দ্বারা উক্ত গুহার মুখ বন্ধ করিয়া দেয় এবং সেই অবস্থায় যুবকগণ গুহামধ্যে অলৌকিক ভাবে নিদ্রিত হইয়া ১৮৭ বৎসর তথায় অবস্থান করে। অনন্তর সম্রাট থিয়োডসিয়াসের সময়ে একটি প্রাসাদ নির্ম্মাণের জন্য উক্ত প্রস্তর-সমূহ অপসারিত ও স্থানান্তরিত হইলে যুবকগণ বিস্ময়করভাবে জাগ্রত হইয়া উঠে (গিবন)। আবার কেহ কেহ বলেন যে, ঐ অবস্থায় যুবকগণ ৩৭৫ বৎসর গুহামধ্যে অবস্থান করিয়াছিল (মঃ আঃ)। কিন্তু আলোচ্য আয়তে উক্ত অবস্থান-কাল ৩০৯ বৎসর বলিয়া নির্দ্দেশিত হইয়াছে এবং কিরূপে তাহারা এই সুদীর্ঘ কাল নিদ্রিত বা অচেতন অবস্থায় অবিকৃতভাবে অবস্থান করিয়াছিল, তাহা সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্বশক্তিমান আল্লাহতা'লাই অবগত আছেন; মানবের এ সম্বন্ধে কোনই জ্ঞান বা অভিজ্ঞতা নাই।—তঃ হক্কানী।

আবার কেহ কেহ বলেন যে, ৩০৯ বৎসরও যুবকগণের অবস্থান-কালের অন্যতম জনশ্রুতি। আল্লাহতা'লা এস্থলে ঐ জনশ্রুতিরই উল্লেখ করিতেছেন এবং "তাহারা বলে"—এই কথাটুকু এখানে উহ্য রহিয়াছে। এই মতাবলম্বী তফ্‌সীরকারগণ আলোচ্য আয়তদ্বয়ের শেষ আয়ত এবং ২২ আয়তের শেষাংশের অনুরূপ মর্ম্মার্থ পরিগ্রহণ করিয়া বলেন যে, যুবকগণের অবস্থা ও অবস্থিতি সম্বন্ধে পবিত্র কোরানে পূর্ব্বাপর কেবল ভ্রান্ত জনশ্রুতিরই উল্লেখ করা হইয়াছে। প্রকৃত ঘটনা এবং উহার স্থান-কাল-পাত্র সম্বন্ধে প্রকৃত তথ্য একমাত্র সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্বশক্তিমান আল্লাহতা'লাই পরিজ্ঞাত আছেন। সুতরাং ঐ সম্পর্কে পবিত্র কোরানে যাহা উক্ত হইয়াছে, সরলভাবে তাহা বলিয়া দেওয়া ভিন্ন ঐ সম্বন্ধে কোনরূপ বিতর্ক অথবা কাহারও নিকট অতিরিক্ত কোন কথা জিজ্ঞাসা করা নিষেধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে (২২ আয়তের শেষাংশ); তঃ মঃ আঃ।

২৭। অনন্তর আল্লাহতা'লা হজরত রসুলোল্লাকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন যে, অবিশ্বাসী-দের বাক্যে কর্ণপাত না করিয়া তোমার প্রতি যাহা প্রত্যাদেশ করা হইয়াছে, তুমি অকপটে তাহা আবৃত্তি কর এবং লোকদিগকে শুনাইয়া দাও। কারণ আমার এই পবিত্র বাণীর একটি শব্দও

কর; কেহই তাঁহার বাক্য পরিবর্ত্তন
করিতে পারে না; এবং তুমি তাঁহাকে
ব্যতীত কখনই আশ্রয় পাইবে না।
২৮। এবং তুমি নিজকে তাহাদের সহিত
প্রতিরোধ কর—যাহারা তাঁহার সন্তুষ্টি
কামনায় প্রভাত ও সন্ধ্যায় স্বীয় প্রতি-
পালককে আহ্বান করে, এবং তাহাদিগ
হইতে তোমার দৃষ্টি ফিরাইও না—যাহারা
পার্থিব-জীবনের সুখ-সৌন্দর্য্য কামনা
করে; তাহার অনুসরণ করিও না—যাহার
অন্তরকে আমি আমার স্মরণ হইতে
অমনোযোগী করিয়াছি এবং সে স্বীয়
প্রবৃত্তিরই অনুসরণ করিয়া থাকে এবং
তাহার কার্য্য সীমাতিক্রম করিয়াছে।
২৯। এবং তুমি বল—তোমাদের প্রতি-
পালক হইতেই সত্য সমুদ্গত; অতএব
যে ইচ্ছা করে ফলতঃ সে বিশ্বাস করিবে
এবং যে ইচ্ছা করে পরন্তু সে অবিশ্বাস
করিবে; এবং আমি অত্যাচারীদিগের
জন্য নরকাগ্নি প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছি,

قف
كِتَابِ رَبِّكَ ج لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمٰتِهٖ ج
وَلَنْ تَجِدَ مِنْ دُوْنِهٖ مُلْتَحَدًا ۝
٢٨- وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِيْنَ
يَدْعُوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَدٰوةِ وَالْعَشِيِّ
يُرِيْدُوْنَ وَجْهَهٗ وَلَا تَعْدُ عَيْنٰكَ
عَنْهُمْ ج تُرِيْدُ زِيْنَةَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ج
وَلَا تُطِعْ مَنْ اَغْفَلْنَا قَلْبَهٗ عَنْ ذِكْرِنَا
وَاتَّبَعَ هَوٰىهُ وَكَانَ اَمْرُهٗ فُرُطًا ۝
٢٩- وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَّبِّكُمْ قف فَمَنْ
شَآءَ فَلْيُؤْمِنْ وَّمَنْ شَآءَ فَلْيَكْفُرْ لا
اِنَّآ اَعْتَدْنَا لِلظّٰلِمِيْنَ نَارًا لا اَحَاطَ بِهِمْ

কেহ পরিবর্ত্তন করিতে পারিবে না এবং ইহার একটি বাক্যও ব্যর্থ হইবে না। বরং ইহার প্রত্যেকটি ভবিষ্যদ্বাণীই সফল ও পূর্ণ হইবে।

২৮। মক্কার ধনী ও অহঙ্কারী কোরেশেরা একবার হজরত রসুলোল্লার নিকট প্রস্তাব করিয়াছিল যে, সাধারণতঃ দীন-দরিদ্র হীন শ্রেণীর লোকেরাই তোমার নিকট উপবেশন করিয়া থাকে। ঐ সকল লোকের সহিত একত্র উপবেশন করা আমরা নিজেদের পক্ষে অপমানজনক বলিয়া মনে করি। যদি তুমি ঐ সকল লোককে তোমার নিকট হইতে অপসারিত করিয়া দাও, তাহা হইলে আমরা তোমার নিকট উপবেশন করিতে এবং তোমার ধর্ম্মোপদেশ শ্রবণ করিতে পারি। অবিশ্বাসীদের অসার আত্মম্ভরিতার উত্তরে আল্লাহতা'লা প্রথমে পার্থিব ধন-সম্পদের অসারতা পরিব্যক্ত করিয়া (১ম রুকু—৭, ৮ আয়ত) এই আয়তে হজরত রসুলোল্লাকে বলিয়া দিতেছেন যে, তুমি অবিশ্বাসী ও অহঙ্কারী লোকদিগের কথায় যে সকল বিশ্বাসী মুসলমান প্রভাতে ও সন্ধ্যায় অর্থাৎ দিবসে ও রজনীযোগে আমার আদেশ পালন পূর্ব্বক নিয়মিত ভাবে আমার উপাসনা করে, কখনই তাহাদিগকে অপসারিত অথবা পরিত্যাগ করিও না এবং যে সকল অবিশ্বাসী ও অহঙ্কারী লোক আমার আদেশ-নিষেধ ও উপাসনা বিস্মৃত হইয়া শুধু পার্থিব সুখ-সৌন্দর্য্য কামনা করে এবং সর্ব্বদা নিজেদের প্রবৃত্তির অনুসরণ করিয়া থাকে, তুমি তাহাদিগকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য কদাচ তাহাদের প্রতি দৃকপাত করিও না। কারণ ঐ সকল দাম্ভিক লোক ধর্ম্মদ্রোহী ও সীমাতিক্রমকারী। উহাদের কথা ও কার্য্যের কোনই সার্থকতা নাই।

২৯। আল্লাহতা'লা হজরত রসুলোল্লাকে আরও আদেশ করিয়াছেন—তুমি ঐ সকল অবিশ্বাসী, দাম্ভিক ও ধর্ম্মদ্রোহীদিগের বলিয়া দাও যে, বিশ্বপ্রভু আল্লার নিকট হইতেই আমার

سُرَادِقُهَا ط وَإِنْ يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا
بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ ط بِئْسَ
الشَّرَابُ ط وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا ○
٣٠- إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا
الصّٰلِحٰتِ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ
أَحْسَنَ عَمَلًا ۚ ٣١- أُولٰئِكَ لَهُمْ
جَنّٰتُ عَدْنٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمُ
الْأَنْهٰرُ يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ
ذَهَبٍ وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضْرًا مِّنْ
سُنْدُسٍ وَّإِسْتَبْرَقٍ مُّتَّكِئِينَ فِيهَا
عَلَى الْأَرَائِكِ ط نِعْمَ الثَّوَابُ ط
وَحَسُنَتْ مُرْتَفَقًا ع

যাহার আবরণ তাহাদিগকে পরিবেষ্টন করিয়া লইবে; এবং যদি তাহারা পানি প্রার্থনা করে তবে তাহাদের প্রার্থনা গলিত তাম্র সদৃশ সলিল দ্বারা পূর্ণ করা হইবে—যাহা তাহাদের মুখমণ্ডল ঝল্‌সাইয়া দিবে; সেই পানীয় নিকৃষ্টতর এবং নিকৃষ্টতম অবস্থান-স্থল। ৩০। অবশ্য যাহারা বিশ্বাস-স্থাপন করিয়াছে ও সৎকর্ম্ম করে, নিশ্চয়ই আমি তাহাদের উৎকৃষ্টতর কৃতকর্ম্মের প্রতিদান বিনষ্ট করিব না। ৩১। তাহাদের জন্যই চিরস্থায়ী স্বর্গোদ্যান রহিয়াছে—যাহার নিম্নে স্রোতস্বিনী-সমূহ প্রবাহিতা, তন্মধ্যে তাহাদিগকে সুবর্ণ কঙ্কণে সজ্জিত করা হইবে এবং তাহাদিগকে সূক্ষ্ম সবুজ রেশমী বস্ত্র ও কারুকার্য্য-খচিত কিংখাপ পরিধান করান হইবে তথায়—তাহারা পর্য্যাঙ্কোপরি এলায়িতভাবে অবস্থান করিবে; কি উপাদেয় প্রতিদান এবং উৎকৃষ্টতর সুখ-নিকেতন!

প্রতি এই স্বর্গীয় সত্য—কোরান শরিফ সমাগত হইয়াছে। সুতরাং যাহার ইচ্ছা হয়, ইহা বিশ্বাস করিবে এবং যাহার ইচ্ছা হয় অবিশ্বাস করিবে; তজ্জন্য আমার কোনই দায়িত্ব বা ক্ষতি-বৃদ্ধি নাই। কিন্তু যে ইহা অবিশ্বাস করিবে, পরকালে তাহার জন্য ঘোর যাতনাময় শাস্তির আধার নরক বিদ্যমান রহিয়াছে; উহার জলন্ত অগ্নিশিখা তাহাদিগকে অতি ভয়াবহভাবে পরিবেষ্টন করিয়া লইবে এবং তথায় অনলোত্তাপে পিপাসার্ত্ত হইয়া সেই পিপাসা নিবারণের জন্য পানীয় প্রার্থনা করিলে তাহাদিগকে গলিত-তাম্র-সদৃশ ভীষণ উত্তপ্ত পানীয় প্রদান করা হইবে এবং উহার স্পর্শে তাহাদের মুখমণ্ডল মুহূর্ত্ত মধ্যে ঝলসিত ও বিদগ্ধ হইয়া যাইবে। তথায় তাহাদের পার্থিব ধন-সম্পদ, মান-অভিমান ও গর্ব্ব-অহঙ্কার কোনই কাজে আসিবে না।

৩০—৩১। আর যাহারা কোরান শরিফের প্রতি বিশ্বাস-স্থাপন করিয়া সত্য-ধর্ম্মের অনুসরণ করিবে, তাহাদের সৎকার্য্যের প্রতিদান কখনই বিনষ্ট হইবে না। তাহাদের জন্য পরকালে অফুরন্ত সুখ-নিকেতন স্বরূপ চিরস্থায়ী স্বর্গোদ্যানে বিরাজমান রহিয়াছে—যাহার নিম্নে সর্ব্বদা সুপেয় সলিল-পূর্ণ ফোয়ারা প্রবাহিত হইবে। তথায় তাহাদিগকে সুরম্য স্বর্ণালঙ্কার ও মনিমুক্তা-বিখচিত মনোরম বসন-ভূষণে সুসজ্জিত ও বিভূষিত করা হইবে এবং তথায় তাহারা পর্য্যাঙ্কোপরি এলায়িত বা অর্দ্ধ-শায়িত ভাবে এরূপ পরম সুখে অবস্থান করিবে যে, পৃথিবীতে তাহার কোনই তুলনা নাই।

মিঃ মোহাম্মদ আলী প্রমুখ আধ্যাত্মিক স্বর্গবাদী তফ্‌সীরকারগণ আলোচ্য আয়তদ্বয়কে সত্য-বিশ্বাসী মুসলমান তথা আরব জাতির আসন্ন উন্নতির ভবিষ্যদ্বাণী বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

৫ম রুকু—পার্থিব ধন-সম্পদের অনিত্যতার উপমা

৩২। এবং তাহাদের জন্য সেই ব্যক্তিদ্বয়ের উপমা বিবৃত কর—যাহাদের একজনের জন্য আমি দুইটি আঙ্গুরের উদ্যান করিয়াছিলাম। এবং আমি উহা খর্জ্জুর বৃক্ষ-সমূহ দ্বারা পরিবেষ্টন করিয়াছিলাম এবং উহাদের মধ্যে শস্য-ক্ষেত্র করিয়াছিলাম। ৩৩। উভয় উদ্যানই উহার ফলপুঞ্জ প্রদান করিয়াছিল এবং তন্মধ্যে কিছুই ব্যতিক্রম করে নাই এবং আমি উহাদের মধ্যস্থলে স্রোতস্বিনী উদ্গত করিয়াছিলাম; ৩৪। এবং তাহার জন্য সুফল হইয়াছিল; অনন্তর সে স্বীয় সহচরের জন্য কথোপকথন-ছলে বলিয়াছিল—আমি তোমা অপেক্ষা ধনে অধিকতর ও জনে শ্রেষ্ঠতর। ৩৫। এবং সে স্বীয় উদ্যানে প্রবেশ করিয়াছিল এবং সে নিজের প্রতি অত্যাচার করিতেছিল;

٣٢- وَاضْرِبْ لَهُمْ مَّثَلًا رَّجُلَيْنِ
جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ
وَّحَفَفْنٰهُمَا بِنَخْلٍ وَّجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا
زَرْعًا ۞ ٣٣- كِلْتَا الْجَنَّتَيْنِ اٰتَتْ
أُكُلَهَا وَلَمْ تَظْلِمْ مِّنْهُ شَيْئًا وَّفَجَّرْنَا
خِلٰلَهُمَا نَهَرًا ۞ ٣٤- وَّكَانَ لَهٗ
ثَمَرٌ فَقَالَ لِصَاحِبِهٖ وَهُوَ يُحَاوِرُهٗ
أَنَا أَكْثَرُ مِنْكَ مَالًا وَّأَعَزُّ نَفَرًا ۞
٣٥- وَدَخَلَ جَنَّتَهٗ وَهُوَ ظَالِمٌ

ইহারা বলেন যে, এই ভবিষ্যদ্বাণীর সফলতা-স্বরূপ রোম ও পারস্যের বিশাল সাম্রাজ্য ও বিপুল সুখৈশ্বর্য্য আরব-জাতির চরণ-তলে লুণ্ঠিত হইয়াছিল এবং পারস্য, সিরিয়া ও এরাকের মনোরম উদ্যান-সমূহ তাহারা উত্তরাধিকার-সূত্রে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু আমাদের মনে হয়; আধ্যাত্মিকতার অলীক মোহে পারলৌকিক বাস্তব স্বর্গকে ইহলৌকিক প্রমাণ করিবার জন্য ইহা অনর্থক কষ্ট-কল্পনা মাত্র।

৩২—৩৪। তফ্‌সীরকারগণের এক সম্প্রদায় আলোচ্য আয়ত-সমূহে বর্ণিত ঘটনাটিকে পার্থিব ধন-জনের অনিত্যতা-বিষয়ক একটি উপমা মাত্র বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ইহাদের মতে ইসলাম প্রচারের প্রাথমিক অবস্থায় সত্য-বিশ্বাসী মুসলমানদিগের সংখ্যা-হীনতা ও দারিদ্র দেখিয়া অবিশ্বাসী কাফেরেরা যখন নিজেদের ধন-জনের গর্ব্ব করিত, তখন আল্লাহতা'লা ঐরূপ অবস্থাপন্ন দুই ব্যক্তির উপমা-যোগে তাহাদিগকে বলিয়া দিলেন যে, অবিশ্বাস ও ধর্ম্মদ্রোহিতার জন্য তোমাদের এই ধন-সম্পদ ও জনবল অচিরেই বিনষ্ট হইয়া যাইবে এবং সত্য-বিশ্বাসী মুসলমানেরা শীঘ্রই আমার অনুগ্রহে অভিষিক্ত হইয়া ইহ-পারলৌকিক চিরস্থায়ী নিত্য পুরস্কারে পুরস্কৃত ও স্বর্গীয়-সম্পদে সম্পদশালী হইবে। আবার কোন কোন তফ্‌সীরকার বলেন যে, এসরাইল-বংশের অবিশ্বাসী ধনী এবং বিশ্বাসী দরিদ্র দুই ভ্রাতার অবস্থাই আলোচ্য আয়ত-সমূহে বর্ণিত হইয়াছে। কিন্তু পবিত্র কোরানে এই ঘটনাটি "মাছালান" বা উপমা শব্দেই অভিহিত হইয়াছে।

আয়ত-সমূহের মর্ম্ম এই যে—হে রসুল, তুমি লোকদিগকে সেই দুই ব্যক্তির উপমা শুনাইয়া দাও—যাহাদের একজনকে আমি খর্জ্জুর বৃক্ষরাজি পরিবেষ্টিত দুইটি মনোরম আঙ্গুরের উদ্যান প্রদান করিয়াছিলাম—যাহার মধ্যে শস্যক্ষেত্র ও স্রোতস্বিনী বিদ্যমান ছিল এবং উক্ত উদ্যানদ্বয় তাহাকে প্রচুর ফল-শস্য প্রদান করিত। অনন্তর সে দরিদ্র ব্যক্তিকে আহ্বান করিয়া গর্ব্বভরে বলিয়াছিল যে, দেখ—আমি তোমা অপেক্ষা ধন-জনে কত শ্রেষ্ঠতর।

৩৫—৩৬। উক্ত উদ্যান-দ্বয়ের অধিকারী ধনী দম্ভভরে দরিদ্র ব্যক্তিকে আরও বলিয়াছিল যে,

لِّنَفْسِهِ ج قَالَ مَآ أَظُنُّ أَن تَبِيدَ هَٰذِهِ
أَبَدًا ۝ ٣٦- وَّمَآ أَظُنُّ السَّاعَةَ
قَآئِمَةً لا وَّلَئِن رُّدِدتُّ إِلَىٰ رَبِّي
لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنقَلَبًا ۝
٣٧- قَالَ لَهُ صَاحِبُهُ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ
أَكَفَرْتَ بِالَّذِي خَلَقَكَ مِن تُرَابٍ
ثُمَّ مِن نُّطْفَةٍ ثُمَّ سَوّٰلكَ رَجُلًا ط
٣٨- لَّٰكِنَّا هُوَ اللَّهُ رَبِّي وَلَآ أُشْرِكُ
بِرَبِّي أَحَدًا ۝ ٣٩- وَلَوْلَآ إِذْ
دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَآءَ اللَّهُ لا
لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ ج إِن تَرَنِ أَنَا أَقَلَّ

সে বলিয়াছিল—আমি ধারণা করি নাই
যে, কোন কালেই ইহা বিনষ্ট হইবে;
৩৬। এবং আমি ধারণা করি নাই যে, সেই
সময় সমুপস্থিত হইবে এবং যদি আমি
স্বীয় প্রতিপালকের দিকে প্রত্যাবর্ত্তিত
হই, তবে নিশ্চয়ই আমি ইহা অপেক্ষা
উৎকৃষ্টতর প্রত্যাবর্ত্তন-স্থান প্রাপ্ত
হইব। ৩৭। তাহার সহচর তাহার জন্য
কথোপকথন-ছলে বলিয়াছিল—তুমি কি
তাঁহাকে অবিশ্বাস করিতেছ? তিনি
তোমাকে মৃত্তিকা হইতে তৎপর শুক্র
হইতে সৃষ্টি করিয়াছেন—তৎপর তিনি
তোমাকে মানবাকৃতি দান করিয়াছেন।
৩৮। কিন্তু আমার জন্য তিনিই আমার
প্রতিপালক আল্লাহ, এবং আমি আমার
প্রতিপালকের সহিত কাহাকেও অংশী
স্থির করি না। ৩৯। এবং তুমি স্বীয়
উদ্যানে প্রবেশ-কালে কেন বল নাই যে,
আল্লার যাহা ইচ্ছা—আল্লাহ ব্যতীত
কোনই শক্তি নাই; যদিও তুমি আমাকে
তোমা অপেক্ষা ধনে ও জনে অল্পতর

আমার এই অফুরন্ত ধন-জন ও মনোরম উদ্যানদ্বয় কখনই বিনষ্ট হইবে না এবং তুমি যে পুনরুত্থান বা পরলোকের কথা বল, বাস্তবিক তাহা আছে কিংবা কখনও উহা সংঘটিত হইবে বলিয়া আমার আদৌ বিশ্বাস হয় না। ফলতঃ প্রকৃতই যদি পরলোকের কোন অস্তিত্ব থাকে এবং সে সময়ে সত্য-সত্যই যদি আমি স্বীয় প্রতিপালকের সম্মুখে প্রতিফলের জন্য উপস্থিত হই, তবে পার্থিব জীবনের সৌভাগ্য বিবেচনায় সেখানেও আমি ইহা অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর ধন-সম্পদ, বাস-ভবন ও উদ্যানাদি প্রাপ্ত হইব।

৩৭—৩৮। উক্ত ধনী ব্যক্তির অবিশ্বাস ও অহমিকা-পূর্ণ উক্তির উত্তরে সত্য-বিশ্বাসী দরিদ্র ব্যক্তি বলিয়াছিল—যে সর্ব্বশক্তিমান বিশ্ব-প্রভু আল্লাহতা'লা তোমাকে তুচ্ছ মৃত্তিকা-জাত শুক্রকীট হইতে মানব-রূপে সৃষ্টি করিয়াছেন, তুমি কি তদীয় অলৌকিক শক্তি-মহিমা বিস্মৃত হইয়া তাঁহাকে অবিশ্বাস করিতেছ? আমি অন্তরের সহিত বিশ্বাস করি যে, সর্ব্বশক্তিমান আল্লাহতা'লাই আমার প্রতিপালক প্রভু। তাঁহার উদ্দেশ্য বুঝিবার শক্তি সীমাবদ্ধ জ্ঞান-বিশিষ্ট মানুষের নাই। তিনি আমাকে যে অবস্থায়ই রাখুন না কেন, আমি কখনই অকৃতজ্ঞের ন্যায় তাঁহার সহিত অংশী-স্থাপন অথবা তাঁহার পরিবর্ত্তে অপরের উপাসনা করিব না।

৩৯—৪০। উক্ত ধর্ম্মপ্রাণ দরিদ্র দাম্ভিক ধনীকে আরও বলিয়াছিল—তুমি স্বীয় ধন-জন ও উদ্যানের স্থায়িত্ব সম্বন্ধে কেন সর্ব্বশক্তিমান আল্লার ইচ্ছার উপর নির্ভর করিতেছ না? যদিও আমি তোমা অপেক্ষা ধনে-জনে দরিদ্র, তথাপি আমার সর্ব্বশক্তিমান প্রতিপালক প্রভু ইচ্ছা করিলে

দেখিতেছ ; ৪০। তথাপি অচিরেই হয়ত আমার প্রতিপালক আমাকে তোমা অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর উদ্যান প্রদান করিবেন এবং ইহার উপর আকাশ হইতে বিপদ প্রেরণ করিবেন—যাহাতে উহা শষ্পশূন্য সমতল হইয়া যাইবে। ৪১। অথবা উহার সলিলরাশি অন্তর্নিবিষ্ট হইয়া যাইবে—তখন তুমি উহা চাহিয়াও পাইবে না। ৪২। এবং তাহার ফলপুঞ্জ বিঘ্ন-বিশিষ্ট হইয়া গেল—তৎপর সে উহাতে যাহা ব্যয় করিয়াছিল, তজ্জন্য স্বীয় কর-দ্বয় মর্দ্দন করিতে লাগিল এবং উহা স্বীয় ছাদের উপর পড়িয়াছিল এবং সে বলিয়াছিল—হায়! যদি আমি স্বীয় প্রতিপালকের সহিত কাহাকেও অংশী-স্থির না করিতাম! ৪৩। এবং তাহাকে সাহায্য করিতে আল্লাহ ব্যতীত কোন দলই তাহার জন্য হইবে না এবং সে প্রতিশোধ-গ্রহণকারীও হইতে পারিবে না। ৪৪। এস্থলে একমাত্র সত্য-

مِنْكَ مَالًا وَّوَلَدًا ۚ ٤٠- فَعَسٰى
رَبِّيْٓ اَنْ يُّؤْتِيَنِ خَيْرًا مِّنْ جَنَّتِكَ
وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِّنَ السَّمَاۤءِ
فَتُصْبِحَ صَعِيْدًا زَلَقًا ۙ ٤١- اَوْ
يُصْبِحَ مَاۤؤُهَا غَوْرًا فَلَنْ تَسْتَطِيْعَ
لَهٗ طَلَبًا ○ ٤٢- وَاُحِيْطَ بِثَمَرِهٖ
فَاَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلٰى مَآ اَنْفَقَ
فِيْهَا وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلٰى عُرُوْشِهَا
وَيَقُوْلُ يٰلَيْتَنِيْ لَمْ اُشْرِكْ بِرَبِّيْٓ
اَحَدًا ○ ٤٣- وَلَمْ تَكُنْ لَّهٗ فِئَةٌ
يَّنْصُرُوْنَهٗ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَمَا كَانَ
مُنْتَصِرًا ۗ ٤٤- هُنَالِكَ الْوَلَايَةُ

অচিরেই হয়ত আমাকে তোমার অপেক্ষাও উৎকৃষ্টতর ধন-জন ও বিষয়-সম্পদ প্রদান করিবেন এবং আকাশ হইতে নৈসর্গিক আপদ-বিপদ প্রেরণ করিয়া তোমার ধন-জন ধ্বংস এবং সেই মনোহর তরুলতা ও ফলশস্য পূর্ণ উদ্যান বিরাণ করিয়া ইহাকে শ্যামলতা-বিহীন শষ্পশূন্য অনুর্ব্বর মরুভূমিতে পরিণত করিয়া দিবেন। ইঁহা তাঁহার পক্ষে কিছুমাত্র অসম্ভব নহে।

৪১। তখন এই যে প্রবাহমাণা স্রোতস্বিনী দেখিতেছ—ইহার স্বপেয় সলিলরাশি সম্পূর্ণরূপে বিশুদ্ধ ও অন্তর্নিবিষ্ট হইয়া যাইবে। তুমি অশেষ অনুসন্ধান করিয়াও উহার অস্তিত্ব পাইবে না।

৪২। অনন্তর আল্লাহতা'য়ালার ইচ্ছায় যখন সেই দাম্ভিক ধনী ব্যক্তির ধন-জন বিনষ্ট এবং তাহার মনোহর ফলশস্য পূর্ণ উদ্যান বিরাণ হইয়া গিয়াছিল, তখন সে উহাতে যে অপরিমিত অর্থ ব্যয় করিয়াছিল, তজ্জন্য অনুতাপ করিয়া করাঘাত করিয়া বলিয়াছিল—হায়, যদি আমি অংশী-বাদিতা ও অধর্ম্মে লিপ্ত না হইতাম এবং স্বীয় প্রতিপালক প্রভুর ইচ্ছার উপর নির্ভর করিতাম, তাহা হইলে হয়ত আমার এই ধন-জন ও উদ্যানাদি কখনই বিনষ্ট হইত না। অবিশ্বাসী দাম্ভিকেরা পার্থিব ধন-সম্পদের অধিকারী হইলেও পরিণামে এবং পরলোকে তাহাদিগদক এইরূপেই অনুতাপ করিয়া নিরয়গামী হইতে হইবে। এই স্থানেই আলোচ্য উপমার পরিসমাপ্তি।

৪৩—৪৪। উপরোক্ত উপমা শেষ করিয়া আল্লাহত'লা বলিয়া দিতেছেন যে, লোকদিগকে ধন-জন প্রদান এবং উহা প্রতি-গ্রহণে একমাত্র সর্ব্বশক্তিমান আল্লাহতা'লারই পূর্ণ অধিকার।

লِلّٰهِ الْحَقِّ ط هُوَ خَيْرٌ ثَوَابًا وَّخَيْرٌ
عُقْبًا ع

সনাতন আল্লারই অধিকার; তিনি প্রতিদান-প্রদানে মহত্তর ও প্রতিশোধ-গ্রহণে শ্রেষ্ঠতর।

৬ষ্ঠ রুকু—পারলৌকিক সুবিচারের প্রসঙ্গ

৪৫- وَاضْرِبْ لَهُمْ مَّثَلَ الْحَيٰوةِ
الدُّنْيَا كَمَآءٍ اَنْزَلْنٰهُ مِنَ السَّمَآءِ
فَاخْتَلَطَ بِهٖ نَبَاتُ الْاَرْضِ فَاَصْبَحَ
هَشِيْمًا تَذْرُوْهُ الرِّيٰحُ ط وَكَانَ اللّٰهُ
عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ مُّقْتَدِرًا ৪৬- اَلْمَالُ
وَالْبَنُوْنَ زِيْنَةُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ج
وَالْبٰقِيٰتُ الصّٰلِحٰتُ خَيْرٌ عِنْدَ
رَبِّكَ ثَوَابًا وَّخَيْرٌ اَمَلًا ۝

৪৫। এবং তুমি তাহাদের জন্য পার্থিব জীবনের উপমা বিবৃত কর, উহা বৃষ্টি-ধারার ন্যায়—যাহা আমি আকাশ হইতে বর্ষণ করি, পরে তদ্দারা ভূমিতে উদ্ভিদ উদ্গত হয়, অনন্তর উহা বিশুষ্ক-বিচূর্ণ হইলে বায়ু উহাদিগকে উড়াইয়া লইয়া যায়; এবং আল্লাহ সর্ব্ব-বিষয়োপরি শক্তিমান। ৪৬। ধনসম্পদ ও সন্তান-সন্ততি পার্থিব জীবনের সৌন্দর্য্য; এবং অবশিষ্ট সৎকার্য্য-সমূহ তোমার প্রতিপালকের নিকট প্রতিদানে শ্রেষ্ঠতর এবং আশা-আকাঙ্খায় উৎকৃষ্টতর

উহাতে অন্য কাহারও শক্তি বা অধিকার নাই। তাঁহার দয়া-মায়া ও অনুগ্রহ যেমন অসীম ও অনন্ত, তাঁহার প্রতিশোধ এবং শাস্তিও সেইরূপ কঠোর ও যন্ত্রণাপ্রদ। ইহা বিবেচনা করিয়া পার্থিব ধন-জনের গর্ব্ব ও অহঙ্কার পরিত্যাগ পূর্ব্বক পারলৌকিক পরিণামের জন্য প্রত্যেক মানুষের পক্ষেই সতর্ক ও সংযত হওয়া কর্ত্তব্য।

৪৫। পূর্ব্ব রুকুতে পার্থিব ধন-জন ও বিষয়-সম্পদের অনিত্যতা সম্বন্ধে দুই ব্যক্তির উপমা বর্ণনা করিয়া আল্লাহতা'লা এস্থলে পার্থিব জীবনের অসারতা সম্বন্ধে বৃষ্টি-ধারার উপমা বর্ণনা করিতেছেন। আয়তের মর্ম্ম এই যে, আকাশ হইতে বৃষ্টি-ধারা বর্ষণের ফলে এই পৃথিবীতে কত তরুলতা সমুদ্গত হয় এবং উহার নানাবর্ণ ফলফুলের বিচিত্র সোভায় ধরণী বিশোভিত হইয়া উঠে। কিন্তু উহা কয়েক দিনের জন্য মাত্র। অনন্তর উহা যথাসময়ে বিশুষ্ক ও বিচূর্ণ হইয়া বাতাসে উড়িয়া সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন হইয়া যায়, তখন উহার আর কোনই অস্তিত্ব পাওয়া যায় না। মানবের পার্থিব জীবনও ঐরূপ; তাহাদের কৈশোর ও যৌবন যেমন আশা-আকাঙ্খা ও আনন্দে পরিপূর্ণ থাকে পরিণত বয়সে যেরূপ ধন-জনে পরিপূর্ণ হইয়া উঠে, বার্দ্ধক্যে উহা তেমনি লয় পাইতে থাকে এবং মৃত্যুর পর জীবনের শোভা সৌন্দর্য্য, সুখ-বিলাস আশা-আকাঙ্খা সমস্তই বিলুপ্ত হইয়া যায়। ইহা সর্ব্বশক্তিমান আল্লাহতা'লার অলক্ষ্য সৃষ্টি-নিয়ম। এ নিয়ম কখনই ব্যর্থ হইতে পারে না।

৪৬। তাই আল্লাহতা'লা বলিয়া দিতেছেন যে, ধন-জন ও বিষয়-সম্পদ তোমাদের পার্থিব জীবনের শোভা-সৌন্দর্য্য হইলেও উহা অনিত্য ও অচিরস্থায়ী। পরকালে উহা তোমাদের কোনই কাজে আসিবে না। কিন্তু যদি তোমরা জীবনে সৎকার্য্য করিয়া থাক, তবে আল্লার নিকট তাহাই চিরস্থায়ী নিত্য-সম্পদ-রূপে পরিগণিত হইবে এবং পরকালে একমাত্র ঐ সৎকার্য্যই তোমাদের উপকারে আসিবে।

৪৭। এবং যেদিন আমি পর্ব্বত-সমূহকে বিচলিত করিব এবং তুমি পৃথিবীকে উন্মুক্ত অবলোকন করিবে এবং আমি তাহাদিগকে একত্রিত করিব, তৎপর আমি তাহাদের কাহাকেও ছাড়িয়া দিব না। ৪৮। এবং তাহাদিগকে শ্রেণীবদ্ধ-ভাবে তোমার প্রতিপালকের সম্মুখীন করা হইবে যে, নিশ্চয়ই এক্ষণে তোমরা আমার সমক্ষে সমবেত হইয়াছ—যেরূপ আমি তোমাদিগকে প্রথমবার সৃষ্টি করিয়াছিলাম ; বরং তোমরা ধারণা করিয়াছিলে যে, আমি তোমাদের জন্য কোন সময় নির্দ্ধারিত করিব না। ৪৯। এবং গ্রন্থ উপস্থাপিত করা হইবে, তখন তুমি অপরাধীদিগকে তন্মধ্যস্থ বিষয় সম্বন্ধে আতঙ্কিত হইতে দেখিবে এবং তাহারা বলিতে থাকিবে—হায়! উহা কি পরিতাপ—এ কেমন গ্রন্থ যে, ক্ষুদ্র অথবা বৃহৎ কিছুই পরিত্যাগ করে নাই, বরং সমস্তই পরিগণিত হইয়াছে ; এবং তাহারা যাহা করিয়াছিল, সমস্তই বিদ্যমান পাইবে ; এবং তোমার প্রতি-পালক কাহাকেও অত্যাচার করেন না।

٤٧- وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَى
الْأَرْضَ بَارِزَةً لا وَّحَشَرْنٰهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ
مِنْهُمْ أَحَدًا ج ٤٨- وَعُرِضُوْا عَلٰى
رَبِّكَ صَفًّا ط لَقَدْ جِئْتُمُوْنَا كَمَا
خَلَقْنٰكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ ز بَلْ زَعَمْتُمْ أَلَّنْ
نَّجْعَلَ لَكُمْ مَّوْعِدًا ○ ٤٩- وَوُضِعَ
الْكِتٰبُ فَتَرَى الْمُجْرِمِيْنَ مُشْفِقِيْنَ
مِمَّا فِيْهِ وَيَقُوْلُوْنَ يٰوَيْلَتَنَا مَالِ
هٰذَا الْكِتٰبِ لَا يُغَادِرُ صَغِيْرَةً وَّلَا
كَبِيْرَةً إِلَّا أَحْصٰهَا ج وَوَجَدُوْا مَا
عَمِلُوْا حَاضِرًا ط وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ
أَحَدًا ع

৪৭। পার্থিব জীবনে ও পার্থিব ধন-সম্পদের অনিত্যতা ও অসারতার বিষয় বর্ণনা করিবার পর আল্লাহতা'লা মহাপ্রলয় ও বিচার-দিবসের বিষয় স্মরণ কয়াইয়া দিয়া মানব-জাতিকে সতর্ক করিয়া বলিয়া দিতেছেন যে, সেদিন পর্ব্বতমালা বিচলিত ও বিচূর্ণ এবং পৃথিবী উন্মুক্ত ও সমতলভূমি হইয়া যাইবে এবং সকলকেই একত্রিত হইয়া স্থবিচারের জন্য আমার সমক্ষে উপস্থিত হইতে হইবে। ফলতঃ সেদিন আমার সেই ন্যায়-বিচার হইতে কেহই মুক্তি বা পরিত্রাণ পাইবে না এবং কাহাকেও আমি বিনা-বিচারে ছাড়িয়া দিব না।

৪৮। অতঃপর সেই মহা-বিচারের দিন সকলে শ্রেণীবদ্ধভাবে স্থবিচারের জন্য আল্লাহ-তা'লার সমক্ষে উপস্থিত হইবে, তখন আল্লাহতা'লা অবিশ্বাসীদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিবেন, প্রথমে আমি পৃথিবীতে তোমাদিগকে যেরূপভাবে সৃষ্টি করিয়াছিলাম, আজ পুনরায় তোমাদিগকে সেইরূপভাবে পুনর্জ্জীবিত করিয়া আমার সমক্ষে সমবেত করিয়াছি। কিন্তু তোমরা ইহা অবিশ্বাস করিয়াছিলে এবং ধারণা করিয়াছিলে যে, আমি কখনই তোমাদিগকে পুনর্জ্জীবিত করিয়া তোমাদের কৃতকর্ম্মের স্থবিচার করিব না! কিন্তু আজ দেখ—আমার সেই প্রতিশ্রুতি কিরূপ অভ্রান্ত সত্য এবং আজ সকলকেই স্ব স্ব কৃতকর্ম্মানুযায়ী ফলভোগ করিতে হইবে।

৪৯। অনন্তর প্রত্যেক মানবের 'আমল-নামা' বা কৃতকর্ম্ম-লিখিত গ্রন্থ তাহার সমক্ষে উপস্থিত করা হইবে এবং তখন তাহারা বিস্মিত ও ভীত হইয়া দেখিবে যে, তাহাদের জীবনের প্রত্যেক বিষয়ই উহাতে লিপিবদ্ধ রহিয়াছে। তখন তাহারা স্ব স্ব কৃতকর্ম্মের বিষয় স্মরণ করিয়া অনুতাপ ও

৭ম রুকু—অবিশ্বাসী অংশীবাদীদিগের শোচনীয় পরিণাম

৫০। এবং যখন আমি ফেরেশ্‌তাগণকে বলিয়াছিলাম যে তোমরা আদমকে সেজদা কর, কিন্তু ইবলিস ব্যতীত সকলেই সেজদা করিয়াছিল; সে জ্বেনের অন্তর্গত ছিল, তজ্জন্য সে স্বীয় প্রতিপালকের আদেশের ব্যতিক্রম করিয়াছিল; অতঃপর তোমরা কি আমাকে পরিত্যাগ করিয়া তাহাকে ও তাহার সন্তানবর্গকে অভিভাবক-রূপে গ্রহণ করিবে? এবং তাহারা ত তোমাদের শত্রু; অত্যাচারিগণের প্রতিফল নিকৃষ্টতর। ৫১। নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডল-সৃষ্টি করিতে অথবা উহাদিগকেই সৃষ্টি করিতে আমি তাহাদিগকে সাক্ষী করি নাই এবং না আমি কুপথ-প্রদর্শনকারীদিগকে সাহায্যকারী গ্রহণ করিয়াছিলাম। ৫২। এবং যেদিন তিনি বলিবেন—তোমরা যাহাদের দাবী করিতে আমার সেই অংশীদিগকে আহ্বান কর,

٥٠- وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَٰٓئِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوٓا إِلَّآ إِبْلِيسَ ط كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ ط أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَآءَ مِن دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ ط بِئْسَ لِلظَّٰلِمِينَ بَدَلًا ○ ٥١- مَآ أَشْهَدتُّهُمْ خَلْقَ السَّمَٰوَٰتِ وَالْأَرْضِ وَلَا خَلْقَ أَنفُسِهِمْ ص وَمَا كُنتُ مُتَّخِذَ الْمُضِلِّينَ عَضُدًا ○ ٥٢- وَيَوْمَ يَقُولُ نَادُوا شُرَكَآءِيَ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ

পরিতাপে 'হায় আফ্‌সোস' করিতে থাকিবে। কিন্তু সেদিন আল্লাহতা'লা কাহারও প্রতি অবিচার করিবেন না। প্রত্যেকেই স্ব স্ব কৃতকর্ম্মানুযায়ী শাস্তি বা পুরস্কার প্রাপ্ত হইবে।

৫০। হজরত আদমের সৃষ্টি-প্রসঙ্গ, ফেরেশ্‌তাগণ কর্ত্তৃক হজরত আদমের শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার ও তৎপ্রতি সেজ্‌দা-যোগে সম্মান-প্রদর্শন, জ্বেন-বংশোদ্ভব পাপাত্মা দাম্ভিক ইবলিস কর্ত্তৃক আল্লাহতা'লার আদেশ-লঙ্ঘন ও অভিসম্পাত প্রাপ্তি এবং অভিশপ্ত ইবলিস কর্ত্তৃক মানবের সহিত শত্রুতা-ঘোষণার প্রসঙ্গ ইতিপূর্ব্বে বর্ণিত হইয়াছে।

আল্লাহতা'লা এস্থলে ঐ প্রসঙ্গ উল্লেখ করিয়া মানব-জাতিকে সতর্কতা স্বরূপ বলিয়া দিতেছেন যে, পাপাত্মা ইবলিস যেরূপ আমার আদেশ লঙ্ঘন পূর্ব্বক অভিশপ্ত ও বিপথগামী হইয়া গিয়াছে, তোমরাও কি তোমাদের সেই চির-শত্রু ইবলিসের অনুসরণ পূর্ব্বক আমার আদেশ লঙ্ঘন করিয়া অভিশপ্ত বিপথগামী হইয়া যাইবে?

৫১। মানুষ পাপাত্মা শয়তানের প্ররোচনায় আল্লাহতা'লাকে পরিত্যাগ করিয়া যে সকল কল্পিত দেব-দেবী ও প্রস্তর-প্রতিমার পূজা-আরাধনা করে, আল্লাহতা'লা সেই সকল ভ্রান্ত উপাস্য সম্বন্ধে বলিয়া দিতেছেন যে, আমি যখন এই বিশ্ব-জগৎ সৃষ্টি করিয়াছিলাম, তখন তোমাদের ঐ সকল কল্পিত উপাস্যের কোনই অস্তিত্ব ছিল না এবং যে পাপাত্মা শয়তান তোমাদিগকে এই সকল ভ্রান্ত শিক্ষা দিয়া কুপথে পরিচালিত করিতেছে, এই সৃষ্টি-ব্যাপারে আমি তাহারও কোনরূপ সাহায্য গ্রহণ করি নাই।

৫২। অনন্তর সেই মহাবিচারের দিন আল্লাহতা'লা অবিশ্বাসী অংশীবাদীদিগকে যখন বলিবেন যে, আজ এই বিপদের সময়ে তোমরা তোমাদের সেই আরাধ্য দেব-দেবীগণকে আহ্বান করিয়া দেখ—আজ তাহারা তোমাদের কোনরূপ সাহায্য বা উপকার করিতে পারে কিনা?

তখন উহারা তাহাদিগকে আহ্বান করিবে, কিন্তু তাহারা উহাদিগকে উত্তর প্রদান করিবে না, এবং আমি তাহাদের মধ্যে ধ্বংসকর পার্থক্য সৃষ্টি করিয়া দিব। ৫৩। এবং অপরাধীরা যখন নরকাগ্নি অবলোকন করিবে, তখন ধারণা করিবে যে, তাহাদিগকে তন্মধ্যেই নিক্ষিপ্ত হইতে হইবে এবং তথা হইতে কোনই প্রত্যাবর্ত্তন-স্থল পাইবে না।

فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ
وَجَعَلْنَا بَيْنَهُم مَّوْبِقًا ۝ ৫৩- وَرَأَى
الْمُجْرِمُونَ النَّارَ فَظَنُّوا أَنَّهُم
مُّوَاقِعُوهَا وَلَمْ يَجِدُوا عَنْهَا
مَصْرِفًا ع

৮ম রুকু—নবী-দ্রোহিতা ও সত্যধর্ম্ম প্রত্যাখ্যানের পরিণাম

৫৪। এবং নিশ্চয়ই আমি মানব-মণ্ডলীর জন্য এই কোরানে সর্ব্ববিধ উপমা হইতে সুবিবৃত করিয়াছি; এবং মানুষ অধিকাংশ বিষয়েই বিতর্ক করিয়া থাকে। ৫৫। এবং মানব-মণ্ডলীকে—যখন তাহাদের নিকট সদুপদেশ আসিয়াছিল, তখন তৎপ্রতি বিশ্বাস-স্থাপন করিতে এবং তাহাদের প্রতিপালকের নিকট ক্ষমা-প্রার্থনা করিতে কিছুই নিষেধ করে নাই; কিন্তু যেন তাহাদের নিকট পূর্ব্ববর্ত্তীদের অনুরূপ-উপস্থিত হয় কিংবা তাহাদের নিকট সম্মুখ হইতে শাস্তি আগমন করে। ৫৬। এবং আমি

৫৪- وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَٰذَا الْقُرْآنِ
لِلنَّاسِ مِن كُلِّ مَثَلٍ ط وَكَانَ
الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا ۝ ৫৫- وَمَا
مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ
الْهُدَىٰ وَيَسْتَغْفِرُوا رَبَّهُمْ إِلَّا أَن
تَأْتِيَهُمْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ
الْعَذَابُ قُبُلًا ۝ ৫৬- وَمَا نُرْسِلُ

৫৩। এবং সেই সময়ে অবিশ্বাসীদিগকে সম্মুখে প্রজ্জলিত ভয়ঙ্কর নরকাগ্নি উপস্থিত করা হইবে এবং তাহা অবলোকন করিয়াই আতঙ্কে অবিশ্বাসীদের প্রাণ উড়িয়া যাইবে।

৫৪। আল্লাহতা'লা বলিতেছেন—আমি মানব-জাতির কল্যাণের জন্যই এই পবিত্র কোরান সর্ব্বপ্রকার উপমা-যোগে সদুপদেশ প্রদান ও সুপথ-প্রদর্শন করিয়াছি; কিন্তু তাহারা এমনই অকৃতজ্ঞ ও ভ্রান্ত যে, অনর্থক বিতর্ক করিয়া নিজেদের অকল্যাণ ডাকিয়া আনে এবং পরিণামে বিপথগামী হইয়া যায়।

৫৫। আল্লাহতা'লা আরও বলিতেছেন:—অবিশ্বাসীদের নিকট সত্যধর্ম্ম-প্রচারক রসুল ও সদুপদেশ উপস্থিত হইবার পর সাধারণতঃ দুইটি কারণে তাহারা উহা প্রত্যাখ্যান করে। প্রথমতঃ নবীগণের বিরুদ্ধাচরণ ও সত্যধর্ম্ম প্রত্যাখ্যান করিয়া অধর্ম্ম ও অসত্যের অনুসরণ করাই অবিশ্বাসীদের পূর্ব্বাপর চিরন্তন নীতি; দ্বিতীয়তঃ অবিশ্বাস ও অধর্ম্মের অনুসরণ-জনিত শাস্তি সত্যসত্যই তাহাদের সম্মুখে উপস্থিত হয় কিনা, তজ্জন্য তাহার প্রতীক্ষা করিতে থাকে। অনন্তর সত্যসত্যই যখন ঐ শাস্তি সমাগত হয়, যখন অবিশ্বাসীরা বিশ্বাস স্থাপনের কোনই অবকাশ প্রাপ্ত হয় না এবং সেই অবিশ্বাসী অবস্থাতেই তাহারা বিনষ্ট ও ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়া যায়।

৫৬—৫৭। তাই আল্লাহতা'লা বলিয়া দিতেছেন যে, মানব-জাতির কল্যাণের জন্যই আমি সুসংবাদদাতা ও ভয়প্রদর্শক রূপে আমার রসুলগণকে প্রেরণ করিয়াছি। এ অবস্থায় যাহারা

الْمُرْسَلِيْنَ اِلَّا مُبَشِّرِيْنَ وَ مُنْذِرِيْنَ ع
وَ يُجَادِلُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِالْبَاطِلِ
لِيُدْحِضُوْا بِهِ الْحَقَّ وَ اتَّخَذُوْٓا
اٰيٰتِيْ وَ مَآ اُنْذِرُوْا هُزُوًا ۝
৫৭- وَ مَنْ اَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِاٰيٰتِ
رَبِّهٖ فَاَعْرَضَ عَنْهَا وَ نَسِيَ
مَا قَدَّمَتْ يَدٰهُ ط اِنَّا جَعَلْنَا عَلٰى
قُلُوْبِهِمْ اَكِنَّةً اَنْ يَّفْقَهُوْهُ وَ فِيْٓ
اٰذَانِهِمْ وَقْرًا ط وَ اِنْ تَدْعُهُمْ اِلَى
الْهُدٰى فَلَنْ يَّهْتَدُوْٓا اِذًا اَبَدًا ۝
৫৮- وَ رَبُّكَ الْغَفُوْرُ ذُو الرَّحْمَةِ ط
لَوْ يُؤَاخِذُهُمْ بِمَا كَسَبُوْا لَعَجَّلَ لَهُمُ
الْعَذَابَ ط بَلْ لَّهُمْ مَّوْعِدٌ
لَّنْ يَّجِدُوْا مِنْ دُوْنِهٖ مَوْئِلًا ۝
৫৯- وَ تِلْكَ الْقُرٰٓى اَهْلَكْنٰهُمْ لَمَّا
ظَلَمُوْا ع وَ جَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِمْ مَّوْعِدًا ۝ ع

রসুলগণকে সংবাদদাতা ও ভয়প্রদর্শন-কারী-রূপে ব্যতীত প্রেরণ করি নাই; এবং অবিশ্বাসকারীরা ভিত্তিহীন বিষয়েই বিতর্ক করিয়া থাকে—যেন তদ্দারা সত্য ধর্ম্ম ব্যর্থ করিয়া দেয় এবং তাহারা আমার নিদর্শনাবলী ও যদ্দারা তাহা-দিগকে ভয়-প্রদর্শন করা হইয়া থাকে, তাহা বিদ্রূপছলে গ্রহণ করে। ৫৭। এবং তাহার অপেক্ষা কে অধিক অত্যাচারী, যাহাকে তদীয় প্রতিপালকের নিদর্শনা-বলী হইতে স্মরণ করাইয়া দিলেও তৎপরে উহা হইতে বিমুখ হইয়া থাকে, এবং তাহার হস্তদ্বয় যাহা পূর্ব্বে প্রেরণ করিয়াছে—তাহা বিস্মৃত হইয়া যায়; নিশ্চয় আমি ইহা হৃদয়ঙ্গম করা হইতে তাহাদের অন্তর-সমূহ আবৃত করিয়াছি এবং তাহাদের কর্ণ-সমূহ ভারাক্রান্ত করিয়া দিয়াছি; এবং যদি তুমি তাহা-দিগকে সুপথে আহ্বান কর, তথাপি তাহারা কোনকালেও পথপ্রাপ্ত হইবে না। ৫৮। এবং তোমার প্রতিপালক ক্ষমাশীল করুণাময়; এবং তাহারা যাহা অর্জ্জন করিতেছে, তজ্জন্য যদি তিনি তাহাদিগকে ধৃত করেন, তবে নিশ্চয় তিনি তাহা-দিগকে অচিরেই শাস্তি প্রদান করিবেন; কিন্তু তাহাদের জন্য নির্দ্ধারিত সময় রহিয়াছে যে, তাঁহাকে ব্যতীত উহারা কোনই আশ্রয় পাইবে না। ৫৯। এবং এই সকল জনপদ—যখন তাহারা অত্যাচার করিয়াছিল তখনই আমি তাহাদিগকে ধ্বংস করিয়াছিলাম এবং আমি উহাদিগকে এক-নির্দ্ধারিত সময়েই বিধ্বংস করিয়া দিয়াছিলাম।

আমার রসুলগণের সহিত বিতর্ক ও বিরোধ করে, তাহাদের অপেক্ষা অত্যাচারী ও হতভাগ্য আর কেহই নাই। ফলতঃ উহাদের অন্তর অনুভূতিহীন, কর্ণ বধির এবং চক্ষু অন্ধ হইয়া গিয়াছে। সুতরাং উহারা কখনই সুপথ প্রাপ্ত হইবে না।

৫৮—৫৯। আল্লাহতা'লা অবিশ্বাসীদিগকে যখন তাহাদের কৃতকার্য্যের জন্য ধৃত করিবেন, তখন কিছুমাত্র অপেক্ষা না করিয়া তাহাদিগকে অতি কঠোর শাস্তি প্রদান করিবেন। কিন্তু এই

৯ম রুকু—হজরত মুসার অদৃশ্য জ্ঞানের সাধনা

৬০। এবং যখন মুসা স্বীয় যুবককে বলিয়াছিল—আমি উভয় নদীর সঙ্গম-স্থলে উপনীত না হওয়া পর্য্যন্ত নিরস্ত

٦٠- وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَٰهُ لَآ أَبْرَحُ
حَتَّىٰٓ أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ

শাস্তির জন্ত আল্লাহতা'লা উপযুক্ত সময় নির্দ্ধারিত করিয়া রাখিয়াছেন। যখন সেই নির্দ্ধারিত সময় উপস্থিত হইবে, তখন পূর্ব্ব-যুগের অবাধ্য জনপদ ও অবিশ্বাসী জাতি-সমূহের ন্যায় হজরত রসুলোল্লার বিরুদ্ধাচরণকারী ধর্ম্মদ্রোহীদিগকেও আল্লাহতা'লা সমূলে ধ্বংস করিয়া দিবেন।

৬০। **ফাতা**—যুবক। এস্থলে এই যুবকের মর্ম্মার্থ খাদেম—অর্থাৎ সেবক বা দাস। তফ্‌সীরকারগণ ইহার নাম ইউশা (যোশুয়া) বেন্ নুন বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

মাজমায়াল-বাহরায়েন—উভয় নদীর সঙ্গম-স্থল। তফ্‌সীরকারগণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন—নীল নদীর দুইটি প্রসিদ্ধ শাখা 'বহুর-উল-আবয়াদ' ও 'বাহুর-উল-আসওয়াদ' অর্থাৎ শ্বেত-নদী ও নীল নদী নামে পরিচিত। উক্ত দুইটি প্রসিদ্ধ শাখা খারটুম নামক স্থানে সম্মিলিত হইয়াছে এবং আলোচ্য আয়তে নীল নদীর ঐ সঙ্গম-স্থলই নির্দ্দেশিত হইয়াছে।

হোকুবান—যুগযুগান্ত। ইহার অর্থ এক বর্ষ, এক যুগ, সত্তর বর্ষ, আশি বর্ষ, বহু বৎসর অথবা সুদীর্ঘ কালও হইতে পারে।

আসহাবুল-কাহফের প্রসঙ্গ এবং দুই ভ্রাতার উপমার পর হজরত মুসার এই বিস্ময়কর ভ্রমণ-বৃত্তান্ত সম্বন্ধীয় প্রত্যাদেশে অবতীর্ণ হয়। খ্রীষ্টানেরা যেরূপ হজরত ঈসাকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নিস্পাপ নবী এবং 'খোদা' বা 'খোদার বেটা খোদা' বলিয়া অভিহিত করে, ইহুদীরাও সেইরূপ হজরত মুসাকেই জগতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম-প্রবর্ত্তক এবং সর্ব্বাপেক্ষা জ্ঞানী ও শক্তিশালী নবী বলিয়া ধারণা ও প্রচার করিত এবং সেই ভ্রান্ত-ধারণা ও অসার অভিমান বশেই তাহারা বিশ্বনবী হজরত রসুলোল্লাকে প্রত্যাখ্যান করিয়াছিল। তাই আল্লাহতা'লা আলোচ্য ঘটনা প্রকাশ করিয়া ইহুদী-জাতি তথা জগদ্বাসীকে জানাইয়া দিলেন যে, যদিও আমার অন্যতম প্রিয় নবী মুসা ইসরাইল-বংশের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নবী এবং সর্ব্বাপেক্ষা জ্ঞানী ও শক্তিশালী পুরুষ ছিল তথাপি আমি আমার প্রিয়তম রসুল হজরত মোহাম্মদ মোস্তফাকে আরও অধিকতর জ্ঞান-গৌরব দান করিয়া তাঁহাকে বিশ্ব-জগতের মধ্যে সর্ব্বোচ্চ আসনে অভিষিক্ত করিয়াছি। তোমরা যে মুসাকে সর্ব্বাপেক্ষা জ্ঞানী ধারণা করিয়া বিশ্ব-নবীকে প্রত্যাখ্যান করিতেছ, আমি সেই মুসার সময়েই তাঁহার অপেক্ষা বহু জ্ঞান-সম্পন্ন পুরুষ সৃষ্টি করিয়াছিলাম এবং
মুসা তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াও তদীয় অগাধ জ্ঞানের অনুসরণ করিতে অসমর্থ হইয়াছিল।

মহাজ্ঞানি খেজের ও মুসার প্রসঙ্গ—উবায় বেনে কাব হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে,
একদা হজরত মুসা এসরাইল-বংশীয় লোকদিগকে ধর্ম্মোপদেশ প্রদান করিতেছিলেন, এমন সময়
কেহ তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল যে, জগতে সর্ব্বাপেক্ষা জ্ঞানী ও অভিজ্ঞ ব্যক্তি কে? হজরত মুসা
উত্তর করিলেন—আমি। ইহাতে সর্ব্বজ্ঞ আল্লাহতা'লা তৎপ্রতি অসন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে জানাইয়া
দিলেন যে, তোমার পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা জ্ঞানী বলিতে আমাকেই নির্দ্দেশ করা উচিত ছিল; কারণ
আমিই সমস্ত জ্ঞানের অধিপতি। অনন্তর আল্লাহতা'লা তাঁহাকে আদেশ করিলেন যে, আমার
অগাধ ও অনন্ত জ্ঞান-গরিমা সম্বন্ধে যদি তুমি কিছু অভিজ্ঞতা লাভ করিতে চাও, তবে তুমি
'মাজমায়াল-বাহরায়েন' অর্থাৎ উভয় নদীর সঙ্গম-স্থলে আমার এক বিশিষ্ট সেবকের সহিত সাক্ষাৎ
কর। হজরত মুসা লজ্জিত হইয়া নিবেদন করিলেন,—আমি কোথায় কিরূপে তাঁহার সাক্ষাৎ
পাইব? আল্লাহতা'লা বলিয়া দিলেন—তুমি স্বীয় থলির মধ্যে একটি মৎস্য লইয়া তাঁহার উদ্দেশ্যে
গমন কর; অনন্তর যেখানে উক্ত মৎস্য অদৃশ্য হইয়া যাইবে, সেই স্থানেই তুমি তাঁহার সাক্ষাৎ
পাইবে। এই নিদর্শন অবগত হইয়া হজরত মুসা স্বীয় দাস ইউশার সহিত একটি মৎস্য সহ উপরোক্ত
মহাপুরুষের উদ্দেশ্যে যাত্রা করিলেন এবং তিনি ইউশাকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন যে, যে পর্য্যন্ত

হইব না অথবা যুগ-যুগান্ত ব্যাপিয়া
চলিতে থাকিব। ৬১। অতঃপর যখন
তাহারা নদী-দ্বয়ের সঙ্গমস্থলে উপনীত
হইল, তখন তাহারা স্বীয় মৎস্য-বিস্মৃত
হইয়াছিল ; বস্তুতঃ উহা ছিদ্র-যোগে
সমুদ্র-মধ্যে স্বীয় পথ গ্রহণ করিয়াছিল।
৬২। অনন্তর যখন উভয়ে অগ্রসর হইয়া-
ছিল তখন মুসা স্বীয় যুবককে বলিয়াছিল,
তুমি আমার প্রভাতের খাদ্য আনয়ন কর,
নিশ্চয়ই আমরা এই পরিভ্রমণে ক্লান্তি
অনুভব করিয়াছি। ৬৩। সে বলিয়া-
ছিল—তুমি কি লক্ষ্য কর নাই যে, যখন
আমরা শিলা-খণ্ডে অবস্থান করিয়াছিলাম,
তখন নিশ্চয় আমি মৎস্য বিস্মৃত হইয়া-
ছিলাম এবং শয়তান ব্যতীত কেহই
আমাকে বিস্মরণ করে নাই যে, তদ্বিষয়ে
উল্লেখ করি এবং উহা আশ্চর্য্যরূপে
সমুদ্রের মধ্যে পথ গ্রহণ করিয়াছিল।
৬৪। সে বলিয়াছিল—আমি যাহা
অণ্বেষণ করিতেছিলাম—ইহা তাহাই ;
তৎপর তাহারা উভয়ে তাহাদের পদ-

أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا ○ ٦١- فَلَمَّا بَلَغَا
مَجْمَعَ بَيْنِهِمَا نَسِيَا حُوتَهُمَا
فَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَبًا ○
٦٢- فَلَمَّا جَاوَزَا قَالَ لِفَتَاهُ آتِنَا
غَدَاءَنَا ز لَقَدْ لَقِينَا مِنْ سَفَرِنَا
هَٰذَا نَصَبًا ○ ٦٣- قَالَ أَرَءَيْتَ
إِذْ أَوَيْنَا إِلَى الصَّخْرَةِ فَإِنِّي
نَسِيتُ الْحُوتَ ز وَمَا أَنْسَانِيهُ إِلَّا
الشَّيْطَانُ أَنْ أَذْكُرَهُ ج وَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ
فِي الْبَحْرِ ق عَجَبًا ○ ٦٤- قَالَ
ذَٰلِكَ مَا كُنَّا نَبْغِ ق فَارْتَدَّا عَلَىٰ

আমি উভয় নদীর নির্দ্ধারিত সঙ্গমস্থলে উপস্থিত হইতে না পারিব, সে পর্যান্ত আমি কিছুতেই নিরস্ত হইব না এবং এজন্য প্রয়োজন হইলে আমি যুগ-যুগান্ত ধরিয়া চলিতে থাকিব। এই উদ্দিষ্ট মহাপুরুষের নামই মহাজ্ঞানী হজরত খেজের।—সহি বোখারী।

৬১। হজরত মুসা যখন ইউশার সহিত উভয় নদীর অভিলষিত সঙ্গমস্থানের তীরে উপস্থিত হইয়া শিলা-খণ্ডে শির রাখিয়া নিদ্রা গিয়াছিলেন, সেই সময়ে তাঁহার থলির মধ্য হইতে উক্ত মৎস্যটি বাহির হইয়া নদীর মধ্যে চলিয়া গিয়াছিল। হজরত মুসার সেবক ইউশা উক্ত ব্যাপার দেখিয়া-ছিলেন সত্য ; কিন্তু তিনি বিস্মৃত হইয়া স্বীয় প্রভুকে জ্ঞাপন করেন নাই।

৬২। অনন্তর হজরত মুসা তথা হইতে জাগ্রত হইয়া স্বীয় দাসের সহিত যখন আরও বহু দূর অগ্রসর হইলেন, তখন তিনি অত্যন্ত শ্রান্ত-ক্লান্ত হইয়া ইউশাকে তাঁহার প্রাতঃভোজনের খাদ্যাদি আনিতে আদেশ করিলেন।

৬৩। ইউশা তখন হজরত মুসাকে বলিল যে, আমরা যখন নদীর তীরে শিলা-খণ্ডে অবস্থান পূর্ব্বক বিশ্রাম করিতেছিলাম, সেই সময়ে আপনার মৎস্যটি নদীর মধ্যে পলাইয়া গিয়াছে। এক্ষণে আমি কি দিয়া প্রাতরাশ প্রস্তুত করিব! পাপাত্মা শয়তানের প্রতারণায় বিস্মৃত হইয়াই আমি তখন সে কথা আপনাকে জানাইতে ভুলিয়া গিয়াছিলাম।

৬৪। হজরত মুসা তখন ইউশাকে বলিয়াছিলেন যে, উহাই আমার উদ্দিষ্ট স্থান। আমি এতদিন ঐ স্থানেরই অনুসন্ধান করিতেছি এবং ঐ স্থানেই আমাকে ফিরিয়া যাইতে হইবে। অনন্তর তাহারা তথা হইতে ফিরিয়া সেই নদীর তীরে আসিয়া উপনীত হইলেন।

آثَارِهِمَا قَصَصًا ۝ ٦٥- فَوَجَدَا عَبْدًا
مِّنْ عِبَادِنَآ اٰتَيْنٰهُ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا
وَعَلَّمْنٰهُ مِنْ لَّدُنَّا عِلْمًا ۝ ٦٦- قَالَ
لَهٗ مُوْسٰى هَلْ اَتَّبِعُكَ عَلٰٓى اَنْ
تُعَلِّمَنِ مِمَّا عُلِّمْتَ رُشْدًا ۝
٦٧- قَالَ اِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيْعَ مَعِيَ
صَبْرًا ۝ ٦٨- وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلٰى
مَا لَمْ تُحِطْ بِهٖ خُبْرًا ۝ ٦٩- قَالَ
سَتَجِدُنِيْٓ اِنْ شَآءَ اللّٰهُ صَابِرًا وَّلَآ
اَعْصِيْ لَكَ اَمْرًا ۝ ٧٠- قَالَ فَاِنِ

চিহ্নের অনুসরণে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছিল।
৬৫। অনন্তর সে আমার সেবকগণের
মধ্যে এরূপ এক সেবককে প্রাপ্ত হইয়া-
ছিল—যাহাকে আমি স্বীয় সন্নিধান
হইতে অনুগ্রহ প্রদান করিয়াছিলাম এবং
যাহাকে আমি নিজ হইতে জ্ঞান শিক্ষা
দিয়াছিলাম। ৬৬। মুসা তাহাকে
বলিয়াছিল—আমি কি এতদ্বিষয়ে তোমার
অনুসরণ করিব যে, তোমাকে যে শিক্ষা
দেওয়া হইয়াছে, তুমি তাহা হইতে
আমাকে সঠিক জ্ঞান শিক্ষা দিবে?
৬৭। সে বলিয়াছিল—নিশ্চয় তুমি
আমার সহিত ধৈর্য্য-ধারণ করিতে
পারিবে না। ৬৮। এবং তুমি কিরূপে
তৎসম্বন্ধে ধৈর্য্য-ধারণ করিবে—যে বিষয়
তোমার অভিজ্ঞতার অন্তর্গত নহে
৬৯। সে বলিয়াছিল—যদি আল্লাহ ইচ্ছা
করেন, তবে তুমি নিশ্চয়ই আমাকে
ধৈর্য্যশীল প্রাপ্ত হইবে এবং আমি কোন
কার্য্যেই তোমার বিরুদ্ধাচরণ করিব না।
৭০। সে বলিয়াছিল—বস্তুতঃ যদি তুমি

৬৫। **লাদুন্না এল্‌মান**—এল্‌মে-লাদুন্নি, আল্লাহতা'লার নিজের বিশিষ্ট জ্ঞান, অলৌকিক অথবা অদৃশ্য জ্ঞান, ভবিষ্যৎ দর্শন অথবা গুপ্ত-তত্ত্ব। এই জ্ঞান কোন মানুষের নিকট শিক্ষা করা সম্ভবপর নহে; একমাত্র আল্লাহতা'লার অনুগ্রহেই এই অপার্থিব জ্ঞান লাভ হইয়া থাকে।

আল্লাহতা'লা বলিতেছেনঃ—হজরত মুসা সেই নদীর তীরবর্ত্তী শিলাখণ্ডের নিকট ফিরিয়া আসিবার পর তথায় আমার সেই প্রিয় সেবক মহাজ্ঞানী খেজেরের সন্দর্শন লাভ করিয়াছিল—যাহাকে আমি স্বীয় অনুগ্রহে নিজ হইতে অদৃশ্য জ্ঞান ও আধ্যাত্মিক তত্ত্ব-সমূহ শিক্ষা দান করিয়াছিলাম।

৬৬। যথারীতি সালাম-সম্ভাষণ ও পরিচয়ের পর হজরত মুসা হজরত খেজেরের নিকট প্রস্তাব করিলেন যে, আল্লাহতা'লা আপনাকে যে অদৃশ্য-জ্ঞান দান করিয়াছেন, তাহা শিক্ষা করিবার জন্যই আমি আপনার নিকট আসিয়াছি। আশা করি, আপনি আমাকে যথারীতি উহা শিক্ষা দিবেন।

৬৭—৬৮। হজরত খেজের তখন নবীবর মুসাকে বলিয়াছিলেন—আল্লাহতা'লা আমাকে এক বিষয়ের জ্ঞান দান করিয়াছেন এবং তোমাকে অন্য বিষয়ে জ্ঞান প্রদান করিয়াছেন। কিন্তু তিনি আমাকে যে অদৃশ্য জ্ঞান দান করিয়াছেন, তৎসম্বন্ধে তোমার কোনই জ্ঞান বা অভিজ্ঞতা নাই। অতএব তুমি কিছুতেই ধৈর্য্য ধারণ করিয়া ইহা শিক্ষা করিতে পারিবে না।

৬৯—৭০। হজরত মুসা বলিয়াছিলেন,—আল্লাহতা'লার ইচ্ছা ও অনুগ্রহ হইলে আমি অবশ্যই ধৈর্য্য ধারণ করিয়া উহা শিক্ষা করিতে পারিব এবং আমি কোন বিষয়েই আপনার বিরুদ্ধাচরণ করিব না। তখন হজরত খেজের তাঁহাকে বলিয়াছিলেন যে, একান্তই যদি তুমি আমার সহিত থাকিয়া ইহা শিক্ষা করিতে চাও, তবে আমি নিজে উল্লেখ না করা পর্য্যন্ত আমার কৃতকার্য্য অথবা আমার আচার-ব্যবহার সম্বন্ধে তুমি আমার নিকট কখনও কোন প্রশ্ন জিজ্ঞাসিত করিতে পারিবে না।

আমার অনুসরণ কর, তবে তুমি কোন বিষয়েই আমাকে প্রশ্ন করিও না—যে পর্য্যন্ত আমি তৎসম্বন্ধে উল্লেখ না করি।

اتَّبَعْتَنِي فَلَا تَسْـَٔلْنِي عَن شَيْءٍ
حَتّٰى أُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا ع

১০ম রুকু—হজরত খেজেরের অদৃশ্য জ্ঞানের নিদর্শন

৭১। তৎপরে তাহারা উভয়ে নৌকায় আরোহণ করা পর্য্যন্ত পথাতিক্রম করিল, সে উহাতে ছিদ্র করিয়াছিল; সে বলিয়াছিল—তুমি কি ইহার আরোহী-দিগকে নিমজ্জিত করিবার জন্য ইহাতে ছিদ্র করিয়াছিলে? নিশ্চয় তুমি গুরুতর কার্য্য করিয়াছ। ৭২। সে বলিয়া-ছিল—আমি কি তোমাকে বলি নাই যে, তুমি কখনই আমার সহিত ধৈর্য্য-ধারণ করিতে পারিবে না! ৭৩। সে বলিয়া-ছিল আমি যাহা বিস্মৃত হইয়াছি, তজ্জন্য আমাকে ধৃত করিও না এবং আমার কার্য্যে আমার প্রতি কঠোরতা প্রয়োগ করিও না। ৭৪। অনন্তর তাহারা এতদূর গমন করিয়াছিল যে, একটি বালকের সহিত সাক্ষাৎ হইল, তখন সে উহাকে হত্যা করিয়া ফেলিল; সে বলিল—তুমি কেন একটি নিরপরাধ জীবনকে হত্যা করিলে; নিশ্চয়ই তুমি অন্যায় কার্য্য করিয়াছ।

٧١- فَانْطَلَقَا حَتّٰى إِذَا رَكِبَا فِي
السَّفِينَةِ خَرَقَهَا ط قَالَ أَخَرَقْتَهَا
لِتُغْرِقَ أَهْلَهَا ج لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا
إِمْرًا ٥ ٧٢- قَالَ أَلَمْ أَقُلْ إِنَّكَ
لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا ٥
٧٣- قَالَ لَا تُؤَاخِذْنِي بِمَا نَسِيتُ
وَلَا تُرْهِقْنِي مِنْ أَمْرِي عُسْرًا ٥
٧٤- فَانْطَلَقَا حَتّٰى إِذَا لَقِيَا غُلٰمًا
فَقَتَلَهُ لا قَالَ أَقَتَلْتَ نَفْسًا زَكِيَّةً
بِغَيْرِ نَفْسٍ ط لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا نُّكْرًا ٥

৭১। হজরত মূসা উপরোক্ত প্রস্তাবে সম্মত হইয়া হজরত খেজেরের সহিত একত্রে যাত্রা করিলেন। উভয়ে কিছুদূর গমন করিবার পর তাহারা একখানি নৌকায় আরোহণ করিয়া নদী পার হইলেন এবং পার হইবার পর হজরত খেজের উক্ত নৌকাখানিতে একটি ছিদ্র করিয়া উহা ডুবাইয়া দিলেন। হজরত মূসা তদ্দর্শনে অত্যন্ত বিরক্ত ও বিচলিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"এ কিরূপ কার্য্য; এ যে অতি গুরুতর অন্যায়।"

১২—১৩। হজরত খেজের তখন মূসাকে বলিলেন,—আমি পূর্ব্বেই ত তোমাকে বলিয়াছি যে, তুমি আমার সহিত ধৈর্য্য ধারণ করিয়া থাকিতে পারিবে না। অতএব তুমি আমার সংসর্গ হইতে বিদায় হও। হজরত মূসা তখন লজ্জিত হইয়া বলিলেন,—আমি স্বীয় প্রতিজ্ঞা ভুলিয়া গিয়াছিলাম। এবারকার মত আমাকে ক্ষমা করুন। আমি পুনরায় কখনও ঐরূপ প্রশ্ন করিব না।

৭৪। অনন্তর পুনরায় একত্রে কিছুদূর গমন করিবার পর একটি বালকের সহিত তাহাদের সাক্ষাৎ হইল। উক্ত বালক আপন মনে আনন্দের সহিত খেলা করিতেছিল। কিন্তু হজরত খেজের ঐ বালকটিকে ধরিয়া হত্যা করিয়া ফেলিলেন। তদ্দর্শনে হজরত মূসা অত্যন্ত বিরক্ত ও উত্তেজিত হইয়া হজরত খেজেরকে বলিলেন—কেন আপনি অকারণে এই নিরপরাধ বালককে হত্যা করিলেন? এ আপনার অতি অন্যায় কার্য্য।

اِتَّبَعْتَنِيْ فَلَا تَسْـَٔلْنِيْ عَنْ شَيْءٍ
حَتّٰى اُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا ع

আমার অনুসরণ কর, তবে তুমি কোন বিষয়েই আমাকে প্রশ্ন করিও না—যে পর্য্যন্ত আমি তৎসম্বন্ধে উল্লেখ না করি।

১০ম রুকু—হজরত খেজেরের অদৃশ্য জ্ঞানের নিদর্শন

٧١- فَانْطَلَقَا حَتّٰى اِذَا رَكِبَا فِي
السَّفِيْنَةِ خَرَقَهَا ط قَالَ اَخَرَقْتَهَا
لِتُغْرِقَ اَهْلَهَا ج لَقَدْ جِئْتَ شَيْـًٔا
اِمْرًا ○ ٧٢- قَالَ اَلَمْ اَقُلْ اِنَّكَ
لَنْ تَسْتَطِيْعَ مَعِيَ صَبْرًا ○
٧٣- قَالَ لَا تُؤَاخِذْنِيْ بِمَا نَسِيْتُ
وَلَا تُرْهِقْنِيْ مِنْ اَمْرِيْ عُسْرًا ○
٧٤- فَانْطَلَقَا حَتّٰى اِذَا لَقِيَا غُلٰمًا
فَقَتَلَهُ لا قَالَ اَقَتَلْتَ نَفْسًا زَكِيَّةً
بِغَيْرِ نَفْسٍ ط لَقَدْ جِئْتَ شَيْـًٔا نُكْرًا ○

৭১। তৎপরে তাহারা উভয়ে নৌকায় আরোহণ করা পর্য্যন্ত পথাতিক্রম করিল, সে উহাতে ছিদ্র করিয়াছিল; সে বলিয়াছিল—তুমি কি ইহার আরোহী-দিগকে নিমজ্জিত করিবার জন্য ইহাতে ছিদ্র করিয়াছিলে? নিশ্চয় তুমি গুরুতর কার্য্য করিয়াছ। ৭২। সে বলিয়া-ছিল—আমি কি তোমাকে বলি নাই যে, তুমি কখনই আমার সহিত ধৈর্য্য-ধারণ করিতে পারিবে না! ৭৩। সে বলিয়া-ছিল আমি যাহা বিস্মৃত হইয়াছি, তজ্জন্য আমাকে ধৃত করিও না এবং আমার কার্য্যে আমার প্রতি কঠোরতা প্রয়োগ করিও না। ৭৪। অনন্তর তাহারা এতদূর গমন করিয়াছিল যে, একটি বালকের সহিত সাক্ষাৎ হইল, তখন সে উহাকে হত্যা করিয়া ফেলিল; সে বলিল—তুমি কেন একটি নিরপরাধ জীবনকে হত্যা করিলে; নিশ্চয়ই তুমি অন্যায় কার্য্য করিয়াছ।

৭১। হজরত মূসা উপরোক্ত প্রস্তাবে সম্মত হইয়া হজরত খেজেরের সহিত একত্রে যাত্রা করিলেন। উভয়ে কিছুদূর গমন করিবার পর তাহারা একখানি নৌকায় আরোহণ করিয়া নদী পার হইলেন এবং পার হইবার পর হজরত খেজের উক্ত নৌকাখানিতে একটি ছিদ্র করিয়া উহা ডুবাইয়া দিলেন। হজরত মূসা তদ্দর্শনে অত্যন্ত বিরক্ত ও বিচলিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"এ কিরূপ কার্য্য; এ যে অতি গুরুতর অন্যায়।"

৭২—৭৩। হজরত খেজের তখন মূসাকে বলিলেন,—আমি পূর্ব্বেই ত তোমাকে বলিয়াছি যে, তুমি আমার সহিত ধৈর্য্য ধারণ করিয়া থাকিতে পারিবে না। অতএব তুমি আমার সংসর্গ হইতে বিদায় হও। হজরত মূসা তখন লজ্জিত হইয়া বলিলেন,—আমি স্বীয় প্রতিজ্ঞা ভুলিয়া গিয়াছিলাম। এবারকার মত আমাকে ক্ষমা করুন। আমি পুনরায় কখনও ঐরূপ প্রশ্ন করিব না।

৭৪। অনন্তর পুনরায় একত্রে কিছুদূর গমন করিবার পর একটি বালকের সহিত তাহাদের সাক্ষাৎ হইল। উক্ত বালক আপন মনে আনন্দের সহিত খেলা করিতেছিল। কিন্তু হজরত খেজের ঐ বালকটিকে ধরিয়া হত্যা করিয়া ফেলিলেন। তদ্দর্শনে হজরত মূসা অত্যন্ত বিরক্ত ও উত্তেজিত হইয়া হজরত খেজেরকে বলিলেন—কেন আপনি অকারণে এই নিরপরাধ বালককে হত্যা করিলেন? এ আপনার অতি অন্যায় কার্য্য।

১৬শ পারা—ক্বালা আলাম

৭৫। সে বলিয়াছিল—আমি কি
তোমাকে বলি নাই যে, তুমি কখনই
আমার সহিত ধৈর্য্য-ধারণ করিতে
পারিবে না? ৭৬। সে বলিয়াছিল,
যদি ইহার পর আমি তোমাকে কোন
বিষয় জিজ্ঞাসা করি, তবে তুমি আমাকে
তোমার সংসর্গে রাখিও না—নিশ্চয়
আমা হইতেই আপত্তির হেতু উপস্থিত
হইয়াছে। ৭৭। অনন্তর তাহারা এতদূর
পর্য্যটন করিয়াছিল যে, এক জনপদ-
বাসীদের নিকট উপস্থিত হইয়া উহার
অধিবাসীদিগের নিকট খাদ্য প্রার্থনা
করিয়াছিল; কিন্তু উহারা তাহাদিগকে
নিমন্ত্রণ করিতে অস্বীকার করিয়াছিল;
অতঃপর তাঁহারা একটি প্রাচীর প্রাপ্ত
হইয়াছিল—যাহা পতিত হইবার উপক্রম
হইয়াছিল; তখন সে উহা সুপ্রতিষ্ঠিত
করিয়া দিয়াছিল; সে বলিয়াছিল—যদি
তুমি ইচ্ছা করিতে, তবে অবশ্যই

٧٥- قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَّكَ إِنَّكَ لَنْ
تَسْتَطِيْعَ مَعِيَ صَبْرًا ○ ٧٦- قَالَ
إِنْ سَأَلْتُكَ عَنْ شَيْءٍ بَعْدَهَا
فَلَا تُصٰحِبْنِيْ ج قَدْ بَلَغْتَ مِنْ
لَّدُنِّيْ عُذْرًا ○ ٧٧- فَانْطَلَقَا وقف
حَتّٰى إِذَا أَتَيَا أَهْلَ قَرْيَةِ نِ اسْتَطْعَمَا
أَهْلَهَا فَأَبَوْا أَنْ يُّضَيِّفُوْهُمَا فَوَجَدَا
فِيْهَا جِدَارًا يُّرِيْدُ أَنْ يَّنْقَضَّ
فَأَقَامَهٗ ط قَالَ لَوْ شِئْتَ لَتَّخَذْتَ

৭৫। হজরত খেজের কর্ত্তৃক নিরপরাধ বালক-হত্যা দর্শনে হজরত মুসা যখন বিচলিত হইয়া তৎপ্রতি দোষারোপ করিয়াছিলেন (১৫শ পারা শেষ আয়ত দ্রষ্টব্য), তখন হজরত খেজের তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছিলেনঃ— আমি ত তোমাকে পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, তুমি কখনই আমার কৃতকর্ম্মের মর্ম্ম অনুধাবন করিতে অথবা আমার সহিত ধৈর্য্য ধারণ করিয়া থাকিতে পারিবে না; অতএব তুমি আমার সংসর্গ পরিত্যাগ কর।

৭৬। হজরত মুসা তখন ত্রুটী স্বীকার করিয়া বলিলেন যে, এবারও আমাকে ক্ষমা করুন। পুনরায় যদি আমি আপনাকে কোন বিষয়ে প্রশ্ন করি, তখন আপনি আমাকে আপনার সংসর্গ হইতে বিদায় করিয়া দিবেন।

৭৭। অনন্তর হজরত খেজের ও মুসা বহু দূর পর্য্যটন করিয়া এক গ্রামে উপস্থিত হইলেন। তাঁহারা তখন ক্ষুধা-তৃষ্ণায় অত্যন্ত কাতর হইয়া উক্ত গ্রামবাসীদের আতিথ্য এবং তাহাদের নিকট খাদ্য-দ্রব্য প্রার্থনা করিলেন। কিন্তু তাহারা তাঁহাদিগকে নিমন্ত্রণ অথবা খাদ্য-দ্রব্য প্রদান করিতে সম্পূর্ণ অস্বীকার করিল। তখন অগত্যা উভয়ে উক্ত গ্রামের এক প্রান্তে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন যে, তখন একটী পুরাতন প্রাচীর পতনোন্মুখ অবস্থায় হেলিয়া পড়িয়াছে। হজরত খেজের তখন হজরত মুসার সহিত একত্রে বহু পরিশ্রমে উক্ত প্রাচীর সোজা ও সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়া দিলেন এবং তজ্জন্য কাহারও নিকট কোনরূপ পারিশ্রমিক না লইয়াই তথা হইতে প্রস্থান করিলেন। হজরত মুসা তখন ক্ষুধা-তৃষ্ণায় অত্যন্ত কাতর এবং পথ-পর্য্যটনে সম্পূর্ণ অসমর্থ হইয়া পড়িয়াছিলেন। সুতরাং

عَلَيْهِ اَجْرًا ○ ٧٨- قَالَ هٰذَا فِرَاقُ
بَيْنِيْ وَبَيْنِكَ ج سَاُنَبِّئُكَ بِتَاْوِيْلِ
مَالَمْ تَسْتَطِعْ عَّلَيْهِ صَبْرًا ○
٧٩- اَمَّا السَّفِيْنَةُ فَكَانَتْ لِمَسٰكِيْنَ
يَعْمَلُوْنَ فِي الْبَحْرِ فَاَرَدْتُّ اَنْ
اَعِيْبَهَا وَكَانَ وَرَآءَهُمْ مَّلِكٌ يَّاْخُذُ
كُلَّ سَفِيْنَةٍ غَصْبًا ○ ٨٠- وَاَمَّا
الْغُلٰمُ فَكَانَ اَبَوٰهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِيْنَآ

ইহার প্রতিদান গ্রহণ করিতে পারিতে।
৭৮। সে বলিয়াছিল—ইহাই আমার মধ্যে ও তোমার মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টি করিবে, এক্ষণ আমি তোমাকে উহার তাৎপর্য্য জ্ঞাপন করিতেছি—যাহার উপর তুমি ধৈর্য্য-ধারণ করিতে পার নাই।
৭৯। ঐ যে নৌকা—ফলতঃ উহা কতিপয় দরিদ্র ব্যক্তির ছিল, তাহারা নদীর মধ্যেই কার্য্য করিত, তৎপর আমি উহাকে ত্রুটীযুক্ত করিতে ইচ্ছা করিয়াছিলাম ; এবং উহাদের পশ্চাতে এক নৃপতি ছিল—যে বলপূর্ব্বক প্রত্যেক নৌকা কাড়িয়া লইত।
৮০। এবং ঐ যে বালক—ফলতঃ তাহার পিতা-মাতা বিশ্বাসী ছিল, সেই হেতু আমি শঙ্কিত হইয়াছিলাম যে, তাহারা

হজরত খেজেরের আচরণে তিনি অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া বলিলেন,—আপনি অকারণে এরূপ পরিশ্রম করিলেন কেন ? ইচ্ছা করিলে ত ইহার পারিশ্রমিক গ্রহণ করিয়াই আমরা প্রয়োজনীয় খাদ্য-দ্রব্য সংগ্রহ করিতে পারিতাম।

৭৮। হজরত খেজের তখন অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া হজরত মুসাকে বলিয়াছিলেন ঃ—এই তৃতীয় বার তুমি নির্দ্ধারিত শর্ত্ত ও স্বীয় প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করিয়া আমার নিকট প্রশ্ন করিয়াছ, সুতরাং তুমি আর আমার সংসর্গে থাকিতে পারিবে না। আমি তোমা হইতে এখনই পৃথক হইয়া যাইব ; কিন্তু তৎপূর্ব্বে তুমি যে তিনটি ঘটনা দর্শনে ধৈর্য্য-ধারণ করিতে অসমর্থ হইয়া আমার নিকট প্রশ্ন করিয়াছ, আমি তাহার প্রকৃত রহস্য তোমাকে বলিয়া দিতেছি।

৭৯। প্রথমতঃ তুমি যে নৌকাখানিতে ছিদ্র করিয়া দেওয়ার জন্য বিরক্ত হইয়া আমার নিকট প্রশ্ন করিয়াছিলে, উহা কতিপয় দরিদ্র ব্যক্তির নৌকা এবং ঐ নৌকাখানিই তাহাদের জীবন ও জীবিকার একমাত্র সম্বল। ঐ নৌকাখানির সাহায্যেই তাহারা কাজ-কর্ম্ম করিয়া জীবিকা অর্জ্জন করিয়া থাকে। পক্ষান্তরে আজ এই নদীপথে একজন অত্যাচারী নৃপতি গমন করিতেছে এবং সে সকলের ভাল ভাল নৌকাগুলি জোর করিয়া কাড়িয়া লইতেছে। ঐ নৃপতি উক্ত নৌকাখানিও লইয়া যাইবার জন্য উহার নিকট উপস্থিত হইয়াছিল। কিন্তু আমরা উহার তক্তা খুলিয়া উহাতে ছিদ্র করিয়া দেওয়ায় সে ভগ্ন ও ছিদ্রযুক্ত দেখিয়া গরীবদের ঐ নৌকাখানি গ্রহণ করে নাই। ফলে তাহারা অতি সহজেই উহা যথারীতি মেরামত করিয়া কার্য্য করিতেছে এবং উহার সাহায্যে নিজেদের জীবিকা অর্জ্জন করিতেছে। এখন তুমি বিবেচনা করিয়া দেখ, আমার ঐ কার্য্য সঙ্গত ও কল্যাণকর হইয়াছে কিনা ?

৮০। দ্বিতীয়তঃ যে বালকটীকে আমি অকারণে অন্যায়ভাবে হত্যা করিয়াছি বলিয়া তুমি ধারণা করিয়াছ, প্রকৃতপক্ষে সে উত্তরকালে এক অত্যাচারী, দুর্দ্দান্ত ও ধর্ম্মদ্রোহী দস্যু-রূপে পরিণত হইত এবং উক্ত পুত্রের দ্বারা তাহার ধার্ম্মিক পিতা-মাতারও চরম অধঃপতন সংঘটিত হইত অথবা উক্ত ধর্ম্মদ্রোহী পুত্রই উত্তরকালে তাহাদিগকে হত্যা করিয়া ফেলিত। সেই আশঙ্কায়

أَنْ يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَّكُفْرًا ۚ
٨١- فَأَرَدْنَا أَنْ يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا
خَيْرًا مِّنْهُ زَكٰوةً وَّأَقْرَبَ رُحْمًا ○
٨٢- وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلٰمَيْنِ
يَتِيْمَيْنِ فِي الْمَدِيْنَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ

উভয়ে অবাধ্যতা ও অবিশ্বাসে আক্রান্ত
হইবে। ৮১। অনন্তর আমি ইচ্ছা
করিয়াছিলাম যে, তাহাদের প্রতিপালক
তাহাদের উভয়কে তাহার অপেক্ষাও
পবিত্রতর কল্যাণ ও নিকটতর করুণা
প্রদান করিবেন। ৮২। এবং ঐ যে
প্রাচীর—ফলতঃ উহা নগরের দুইটী
পিতৃহীন-বালকের ছিল এবং উহার নীচে

আল্লাহতা'লার ইচ্ছানুসারে উক্ত ধর্মদ্রোহী অবাধ্য পুত্রের অনিষ্টকারিতা হইতে তাঁহার ধার্ম্মিক পিতা-মাতাকে রক্ষা করিবার জন্যই আমি তাহাকে হত্যা করিয়া ফেলিয়াছি।

৮১। আমার আশা আছে যে, উক্ত অবাধ্য ও ধর্মদ্রোহী পুত্রের পরিবর্ত্তে আল্লাহতা'লা অচিরেই তাহার ধার্ম্মিক পিতা-মাতাকে অনুগত, ধার্ম্মিক ও পিতৃমাতৃ-ভক্ত সন্তান প্রদান করিবেন এবং আল্লাহতা'লার অনুগ্রহ ও কল্যাণ স্বরূপ উক্ত ধার্ম্মিক সন্তানের দ্বারা পরিণামে তাহার পিতা-মাতাও পরম উপকৃত হইবে। এখন তুমি ভাবিয়া দেখ, আমার ঐ কার্য্য উত্তম ও মঙ্গলজনক হইয়াছে কিনা ?

৮২। তৃতীয়তঃ যে পতনোন্মুখ পুরাতন প্রাচীর আমরা মেরামত ও সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়া দিয়াছি, উহার নীচে ঐ গ্রামের দুইটি পিতৃহীন এতিম শিশুর পৈত্রিক ধন প্রোথিত রহিয়াছে। যদি এখন উক্ত প্রাচীর পতিত হইত, তবে ঐ গুপ্ত-ধন অপরের করায়ত্ত হইয়া উক্ত শিশুদ্বয় উহা হইতে চিরতরে বঞ্চিত হইয়া যাইত। পক্ষান্তরে উক্ত প্রাচীর মেরামত ও সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়া দেওয়ার ফলে ঐ ধন সুরক্ষিত থাকিবে এবং পিতৃহীন শিশুদ্বয় বয়ঃপ্রাপ্ত হইবার পর উহা বাহির করিয়া লইবে। এখন তুমি বিবেচনা করিয়া দেখ, আমার এই কার্য্য সঙ্গত ও সার্থক হইয়াছে কিনা ?

অনন্তর হজরত খেজের হজরত মুসাকে আরও বলিয়া দিলেন যে, আমি নিজের ইচ্ছায় ঐ সকল কার্য্য করি নাই ; সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্বশক্তিমান আল্লাহতা'লার ইচ্ছা ও ইঙ্গিত অনুসারেই আমি ঐ সকল কার্য্য করিয়াছি। এতদ্দ্বারা স্পষ্টই প্রমাণিত হইতেছে যে, আল্লাহতা'লার ইচ্ছা এবং ইঙ্গিত অনুসারেই তাঁহার করুণাপ্রাপ্ত মহাপুরুষগণ কোন অলৌকিক উপায়ে এই অপার্থিব জ্ঞান লাভ করিয়া থাকেন। ইহার সহিত তথাকথিত আধ্যাত্মিকতা, যোগ-সাধন মন্ত্র-তন্ত্রের কোনই সম্পর্ক নাই। এতদ্দ্বারা আরও জানা যাইতেছে যে, পার্থিব আপদ-বিপদ, রোগ-ব্যাধি, শোক-তাপ ও জ্বালা-যন্ত্রণা প্রভৃতি সাধারণতঃ অনিষ্টকর বলিয়া অনুমিত ব্যাপার-সমূহের মধ্যেও অনেক সময়ে মহান্ মঙ্গলময় প্রভুর মঙ্গল হস্তের করুণা-সঙ্কেত বিদ্যমান থাকে ; কিন্তু সীমাবদ্ধ জ্ঞান-বিশিষ্ট মানব সাধারণ বুদ্ধি ও আপাতদৃষ্টির দ্বারা তাহার মর্ম্ম অনেক সময়ে উপলব্ধি করিতে পারে না বলিয়াই নিজেকে বিপন্ন ও ক্ষতিগ্রস্ত মনে করিয়া থাকে।

আলোচ্য ঘটনা-ত্রয়ের উপরোক্ত মর্ম্ম পরিব্যক্ত করিবার পরই হজরত খেজের ও হজরত মুসা যথারীতি সালাম-সম্ভাষণ অন্তে পরস্পর পৃথক হইয়া স্বতন্ত্র গম্যপথে গমন পূর্ব্বক স্ব স্ব কর্ত্তব্য-পালন করিতে ব্রতী হন।

হজরত মুসার আধ্যাত্মিক জ্ঞানের সাধনা এবং হজরত খেজেরের প্রসঙ্গ এই স্থানেই শেষ করা হইয়াছে। হজরত মুসার জীবনে কোন্ সময়ে এই ঘটনা সংঘটিত হইয়াছিল, তৎসম্বন্ধে তওরাত বা প্রচলিত বাইবেল-সমূহে কোনই বর্ণনা বিদ্যমান নাই। সম্ভবতঃ বাইবেলের বহু অংশের ন্যায় উহাও বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। পবিত্র কোরান ও হাদিস শরিফে এ সম্বন্ধে যাহা উল্লেখ হইয়াছে, তাহাও অতি সংক্ষিপ্ত। সুতরাং এই ঘটনার স্থান-কাল-পাত্র সম্বন্ধে ঐতিহাসিক ও তফসীরকারগণের মধ্যে যথেষ্ট মতভেদ হইয়াছে।

كَنْزُهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا ج
فَأَرَادَ رَبُّكَ أَنْ يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا
وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا صلے رَحْمَةً مِّنْ
رَّبِّكَ ج وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي ط
ذَٰلِكَ تَأْوِيلُ مَا لَمْ تَسْطِعْ عَّلَيْهِ
صَبْرًا ع

উভয়ের জন্য ধনরাশি ছিল এবং তাহাদের পিতা সৎকর্ম্মশীল ছিল, এবং তোমার প্রতিপালক ইচ্ছা করিয়াছিলেন যে, তাহারা যৌবনে উপনীত হয় ও তোমার প্রতিপালকের অনুগ্রহে তাহাদের ধনরাশি বাহির করিয়া লয়; এবং আমি ত উহা নিজের ইচ্ছায় করি নাই; ইহাই উহার তাৎপর্য্য—যাহার উপর তুমি ধৈর্য্য-ধারণ করিতে পার নাই।

হজরত খেজের—হজরত খেজের কে ছিলেন এবং তাঁহার জন্ম ও জীবনীর ঐতিহাসিক বিবরণের একান্ত অভাব পরিদৃষ্ট হয়। মুসলমান ওলামা ও তফ্‌সীরকারগণের কেহ কেহ হজরত খেজেরকে নবী এবং কেহ কেহ তাঁহাকে বিশিষ্ট অলি-আল্লাহ বলিয়া ধারণা ও সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। বাইবেল ও হাদিস শরিফের অস্পষ্টতর সংক্ষিপ্ত বর্ণনা অনুসারে অনুমিত হয় যে, ইনি হজরত এবরাহিমের আশীর্ব্বাদ-সিক্ত একজন বিশিষ্ট মহাপুরুষ বা অলি-আল্লাহ ছিলেন। তিনি যেস্থানে উপাসনা করিতেন, সেই স্থান সবুজ-বর্ণে সুশোভিত ও হরিৎ-বর্ণে বিভূষিত হইত বলিয়াই ইনি খেজের নামে অভিহিত হইয়াছেন। খেজের অর্থ সবুজ-বর্ণ। হজরত খেজের সম্বন্ধে বহু অতিরঞ্জিত কিংবদন্তী প্রচলিত আছে। অনেকের ধারণা যে, তিনি অমর এবং পৃথিবীর সমগ্র জল ভাগের অধিপতি। কিন্তু এরূপ ধারণা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত ও অমূলক বলিয়াই অনুমিত হয়। কারণ পবিত্র কোরান, হাদিস বা ইতিহাসে ইহার কোনই প্রমাণ নাই। হাদিস শরিফের নির্দ্দেশ অনুসারে তিনি যথাসময়ে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছেন বলিয়াই অনুমিত হয়। মহাপুরুষ হজরত খেজের যদিও মহানবী হজরত এবরাহিমের আশীর্ব্বাদের কল্যাণে আধ্যাত্মিক জ্ঞানে বিস্ময়কর উন্নতি লাভ করিয়া অসাধারণ শক্তি ও সুদীর্ঘ জীবন লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন—যদিও ইচ্ছামাত্র মানব-দৃষ্টির অন্তরালে অদৃশ্য হইবার, মুহূর্ত্তের মধ্যে দুরদুরান্তরে গমনাগমন করিবার এবং স্থল-ভাগের ন্যায় জল-ভাগের মধ্যেও সর্ব্বত্র অবাধে বিচরণ করিবার অসাধারণ শক্তি তাঁহার আয়ত্তাধীন হইয়াছিল এবং যদিও নবীবর হজরত মুসা আধ্যাত্মিক জ্ঞানের সাধনার জন্য তাঁহার অনুসরণ করিতে আদিষ্ট হইয়াছিলেন, তথাপি নবীবর হজরত মুসা অপেক্ষা তাঁহার শ্রেষ্ঠত্ব ও গৌরবের কোনই প্রমাণ নাই। এতদ্দারা শুধু ইহাই প্রমাণিত হয় যে, হজরত খেজের 'এল্‌ম-লাদুন্নি' বা আধ্যাত্মিক জ্ঞানের একজন অসাধারণ শক্তিশালী সাধক ছিলেন। পক্ষান্তরে ঐ জ্ঞান সম্বন্ধে হজরত মুসার কোনই পূর্ব্ব-অভিজ্ঞতা ছিল না এবং অভিজ্ঞতা লাভের পরেও স্বীয় নবুয়তের এল্‌মের তুলনায় তিনি উহা অকিঞ্চিৎকর ও অনাবশ্যক বোধে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। মহাপরাক্রান্ত নবী হজরত মুসার আদর্শ অনুসারে বিশ্বহিত-সম্পাদন বা বিশ্ব-মানবের কল্যাণ সাধনের জন্য 'এল্‌মে-নবুয়ত' বা 'এল্‌মে-শরিয়তের সমক্ষে এল্‌ম-লাদুন্নি' বা এল্‌মে-মারেফাতের আবশ্যকতা ও কার্য্যকারিতা সম্পূর্ণরূপে নিষ্প্রভ ও মলিন হইয়া গিয়াছে।

মোসলেম জগতের এমাম ও ওলামাগণের বিশিষ্ট অভিমত এই যে, হজরত খেজের—আধ্যাত্মিক জ্ঞানের একজন অসাধারণ অধিকারী ও মহাশক্তিশালী পুরুষ ছিলেন সত্য; কিন্তু বিশ্বনবী হজরত মোহাম্মদ মোস্তফার উম্মতের মধ্যেই যুগে যুগে তাঁহার গুণ-সম্পন্ন ও তত্তুল্য বহু মহাপুরুষ জন্মগ্রহণ করিয়া আসিতেছেন। ইহারা বিশ্ব-জগতের কেন্দ্রে কেন্দ্রে অবস্থান করিয়া জীব-জগতের কল্যাণ সাধন করেন। মোসলেম জগতে ঐ সকল মহাপুরুষ সাধারণতঃ আওলিয়া, আবদাল, আওতাদ ও আকৃতাব নামে সুপরিচিত—তঃ হক্কানী।

১১শ রুকু—জুলকারনায়েন ও এয়াজুজ-মাজুজের প্রসঙ্গ

৮৩। এবং তাহারা তোমাকে 'জুলকারনায়েন' সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিতেছে; তুমি বল—এখনই আমি তোমাদের নিকট উহা হইতে কিঞ্চিৎ বিবরণ আবৃত্তি করিব। ৮৪। নিশ্চয় আমি তাহাকে পৃথিবীতে পরাক্রান্ত করিয়াছিলাম এবং আমি তাহাকে

٨٣- وَيَسْـَٔلُوْنَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ ط

قُلْ سَاَتْلُوْا عَلَيْكُمْ مِّنْهُ ذِكْرًا ۝

٨٤- اِنَّا مَكَّنَّا لَهٗ فِي الْاَرْضِ وَاٰتَيْنٰهُ

৮৩। "আহলে-কেতাব"—ইহুদী-খৃষ্টান প্রভৃতি স্বার্থপর ভ্রান্ত সম্প্রদায়-সমূহের নির্দ্দেশ অনুসারেই অবিশ্বাসী কোরেশেরা হজরত রসুলোল্লার নিকট "জুলকারনায়েন" সম্বন্ধীয় প্রাগ-ঐতিহাসিক যুগের এক অপরিজ্ঞাত বিবরণ সম্বন্ধে প্রশ্ন করিয়াছিল। তদনুসারে আল্লাহতা'লা কর্ত্তৃক প্রত্যাদিষ্ট হইয়া হজরত রসুলোল্লাহ কোরেশদিগের নিকট "জুলকারনায়েন"এর কর্ম্ম-বহুল বহু-বিস্তৃত জীবনীর কয়েকটী ঘটনা সম্বন্ধে যে সংক্ষিপ্ত বর্ণনা প্রদান করিয়াছিলেন, আলোচ্য আয়ত এবং পরবর্ত্তী আয়ত-সমূহে তাহাই যথাযথ বর্ণিত হইয়াছে।

"জুলকারনায়েন"—দুই যুগের অধিকারী বা দ্বি-শৃঙ্গ-বিশিষ্ট। "জুলকারনায়েন" "করণ" শব্দের দ্বিবচন—উহার অর্থ শৃঙ্গ অথবা কাল, যুগ, অশিতি বর্ষ ও শতাব্দ প্রভৃতি।

"জুলকারনায়েন" প্রকৃতপক্ষে কে ছিলেন—তাহা লইয়া ইহুদী, খৃষ্টান ও মুসলমান ঐতিহাসিক তফ্‌সীরকারগণের মধ্যে বহু মতভেদ পরিদৃষ্ট হয়। কেহ কেহ ম্যাসিডোনিয়ার দিগ্বিজয়ী সম্রাট আলেকজাণ্ডার বা সেকেন্দর রুমীকেই "জুলকারনায়েন" বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। কিন্তু বিশেষ আলোচনা দ্বারা এ মত ভ্রান্ত বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছে। আবার কেহ কেহ বলেন যে, "জুলকারনায়েন" কোন ব্যক্তি বিশেষ বা সম্রাট-বিশেষের নাম নহে। উহা "ফেরাউন" ও "কায়সার" প্রভৃতি শব্দের ন্যায় কোন সম্রাট-বংশের সম্মানিত উপাধি মাত্র। ইহারা এই মত সমর্থনের জন্য মানুষের মস্তক ও স্কন্ধোপরি শৃঙ্গ আকার অলীক কিংবদন্তীর ন্যায় দুই শৃঙ্গ-বিশিষ্ট রাজ-মুকুট প্রভৃতি বহু অবান্তর কথা কল্পনা করিয়াছেন। কিন্তু এই সব বর্ণনার কোনই বিশ্বস্ত প্রমাণ নাই। আবার কেহ কেহ "কারনায়েন" অর্থে দুই যুগ অর্থাৎ আলোচ্য দিগ্বিজয়ী সম্রাটের যৌবন ও বার্দ্ধক্য বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ইহাদের মতে তিনি দুই সম্রাজ্যের অধিশ্বর অথবা যৌবন হইতে বার্দ্ধক্য পর্য্যন্ত সমভাবে দিগ্বিজয় এবং সাম্রাজ্য শাসন করিয়াছিলেন। আবার কেহ কেহ বলেন যে, তিনি আরব, পারস্য, সিরিয়া অথবা ব্যাবিলনের কোন খ্যাতনামা সম্রাট ছিলেন। মিঃ মহাম্মদ আলী ইহুদী, খৃষ্টান ও বৃটিশ এন্‌সাইক্লোপিডিয়া আলোচনা করিয়া "জুলকারনায়েন"কে পারস্য ও মিডিয়ার অধিপতি দারিয়াস (দারা ?) বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। কাহারও কাহারও মতে তিনি পারস্য সম্রাট ফরিদুন বা দারা। এমাম রাজির মতে ইনি জনৈক পরাক্রান্ত দিগ্বিজয়ী হামিরী বাদশাহ ছিলেন। অধিকাংশ প্রসিদ্ধ মোসলেম তফসীরকারই এই মত সর্ব্বাপেক্ষা বিশ্বস্ত বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন।—তঃ হক্কানী।

৮৪। আল্লাহতা'লা বলিতেছেন যে, আমি "জুলকারনায়েনকে" পৃথিবীতে পরাক্রান্ত ও সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলাম এবং তাহাকে বল-বীর্য্য, রাজ্য-ঐশ্বর্য্য, জ্ঞান-গরিমা ও কলা-কৌশল প্রভৃতি সর্ব্বপ্রকার পার্থিব সম্পদ প্রদান করিয়াছিলাম। এতদ্দ্বারা বুঝা যাইতেছে যে, জুলকারনায়েন একজন অতুল ঐশ্বর্য্যশালী, মহাপরাক্রান্ত, দিগ্বিজয়ী সুশিক্ষিত সম্রাট ছিলেন। কোন কোন তফ্‌সীরে জুলকারনায়েন কর্ত্তৃক আলোক, অন্ধকার ও মেঘের উপর আধিপত্য-স্থাপন এবং মেঘমালার উপর আরোহণ করিয়া যথা ইচ্ছা গমনাগমনের বহু কিংবদন্তী সঙ্কলিত হইয়াছে। কিন্তু ঐ সকল কিংবদন্তীর সত্যতার কোনই বিশ্বস্ত বা ঐতিহাসিক প্রমাণ নাই।

مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا ۙ ٨٥- فَاَتْبَعَ
سَبَبًا ○ ٨٦- حَتّٰى إِذَا بَلَغَ مَغْرِبَ
الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَغْرُبُ فِيْ عَيْنٍ
حَمِئَةٍ وَّوَجَدَ عِنْدَهَا قَوْمًا ط قُلْنَا
يٰذَا الْقَرْنَيْنِ إِمَّآ أَنْ تُعَذِّبَ وَإِمَّآ
أَنْ تَتَّخِذَ فِيْهِمْ حُسْنًا ○ ٨٧- قَالَ

সর্ব্বপ্রকার বিষয়-সম্পদ প্রদান করিয়া-
ছিলাম। ৮৫। অতঃপর সে বিষয়-সম্পদেরই
অনুসরণ করিয়াছিল। ৮৬। এতদূর
যে, সে যখন সূর্য্যাস্ত-স্থলে উপনীত
হইল, তখন সে উহাকে এক উত্তপ্ত-কৃষ্ণ
সাগরে নিমজ্জমান-অবস্থায় প্রাপ্ত হইল,
এবং উহার সন্নিকটে এক সম্প্রদায়কে
প্রাপ্ত হইয়াছিল; আমি বলিয়াছিলাম,
হে জুলকারনায়েন, তুমি হয় উহাদিগকে
শাস্তি প্রদান কর অথবা উহাদের সহিত
সদ্ব্যবহার কর। ৮৭। সে বলিয়াছিল,

৮৫। আয়তের মর্ম্ম এই যে, জুলকারনায়েন তাহার সাম্রাজ্য ও সম্পদ আরও বিস্তৃত ও বর্দ্ধিত করিবার জন্য বিপুল উদ্যমে দিগ্বিজয়ে বহির্গত হইয়াছিলেন এবং সর্ব্বত্র জয়-পতাকা প্রোথিত করিয়া পশ্চিমে সমুদ্রের সীমা-রেখা বা বেলা-ভূমি পর্য্যন্ত স্বীয় সাম্রাজ্য বিস্তৃত করিয়াছিলেন।

৮৬। জুলকারনায়েন দিগ্বিজয়ে বহির্গত হইয়া প্রথমতঃ পশ্চিমে অভিযান করেন এবং এক কৃষ্ণকায় সাগরের তীরে উপনীত হইয়া সূর্য্যকে উহার উক্ত সলিলে অস্তমিত হইতে অবলোকন করেন। প্রাচীন ও আধুনিক বিশিষ্ট তফ্‌সীরকারগণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন যে, জুলকারনায়েন হামিরী সাম্রাজ্য—পারস্য অথবা মিডিয়া হইতে বহির্গত হইয়া দেশ জয় করিতে করিতে সমগ্র আরমেনিয়া প্রদেশ অধিকার করিয়া লন এবং উহার পশ্চিম-উত্তর প্রান্তে অবস্থিত কৃষ্ণ-সাগরের তীরে উপনীত হইয়া কৃষ্ণ-সাগর, ককেসস প্রদেশ ও উহার পর্ব্বতমালা পর্য্যন্ত হামিরী বা পারস্য সাম্রাজ্য বিস্তার করেন।

আয়নেন্-হামিয়া—একটি উত্তপ্ত কৃষ্ণ-সাগর অথবা কৃষ্ণকায় উত্তপ্ত সাগর। এই আয়নেন্-হামিয়া"কে বিশিষ্ট তফ্‌সীরকারগণ পারস্যের উত্তর-পশ্চিম কোণে অবস্থিত কৃষ্ণ-সাগর বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। কেহ কেহ উহা সিরিয়ার পশ্চিমে অবস্থিত মর্ম্মর-সাগর হইতে পারে বলিয়াও অনুমান করেন। কিন্তু এই অনুমানের বিশেষ কোনই ভিত্তি নাই।

সূর্য্যকে "সাগরে নিমজ্জমান অবস্থায় প্রাপ্ত হইল" অর্থাৎ সাগর-জলে সূর্য্য-অস্তমিত হইল, এই অতি সাধারণ বাক্যের মর্ম্ম বা তাৎপর্য্য বুঝিতে না পারিয়া কোন কোন অজ্ঞ বিধর্ম্মী লেখক স্বর্গীয় কোরান শরিফের উপর কটাক্ষ করিতে ব্যর্থ চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু সূর্য্য সুদূর নভোমণ্ডলে অবস্থিত হইলেও উহার উদয়াস্তের সময় সমুদ্রের তীরে দাঁড়াইলে সূর্য্যকে সাগর জল হইতে সমুত্থিত বা সাগর জলে অস্তমিত হইতে অবলোকন করা এবং এইরূপ ভাবে পর্ব্বত, কানন বা পল্লী-প্রান্তে দাঁড়াইলে উহার এক পার্শ্ব হইতে সূর্য্যোদয় ও অপর পার্শ্বে সূর্য্যাস্ত হইতে দেখা অতি সাধারণ ব্যাপার এবং সূর্য্যের উদয়াস্ত সম্বন্ধে এই ধরণের শব্দ-বিন্যাস ও বাক্য-গঠন পদ্ধতি পৃথিবীর সকল ভাষা এবং সকল সাহিত্যেই আছে। সুতরাং ইহা লইয়া যাহারা অনর্থক আলোচনা সৃষ্টি করে, তাহারা নিতান্ত অজ্ঞ, অশিক্ষিত ও কুসংস্কারাচ্ছন্ন লোক ব্যতীত আর কিছুই নহে।

উক্ত সমুদ্রের তীরে তিনি এক অত্যাচারী, দুর্দ্দান্ত পৌত্তলিক সম্প্রদায়কে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন এবং তিনি আল্লাহতা'লা কর্ত্তৃক তাহাদিগকে উপযুক্ত শাস্তি দিতে অথবা তাহাদের সহিত যথোচিত সদ্ব্যবহার করিতে আদিষ্ট হইয়াছিলেন। এই আদেশকে প্রত্যাদেশ মনে করিয়া কেহ কেহ জুলকারনায়েনকে পয়গম্বর বলিয়াও অনুমান করিয়াছেন। তিনি তথায় যে জাতিকে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তাহারা সম্ভবতঃ পার্ব্বত্য তাতার বা তুর্কী জাতি ছিল।

৮৭—৮৮। জুলকারনায়েন বলিয়াছিলেন—ইহাদের মধ্যে যাহারা অত্যাচারী ও অধার্ম্মিক,

যে অত্যাচারী—ফলতঃ নিশ্চয় আমি
তাহাকে শাস্তি প্রদান করিব; তৎপরে
সে স্বীয় প্রতিপালকের দিকে প্রেরিত
হইবে, তখন তিনি তাহাকে কঠোর
শাস্তিতে শাস্তি প্রদান করিবেন।
৮৮। কিন্তু যে-ব্যক্তি বিশ্বাস-স্থাপন
করিয়াছে ও সৎকার্য্য করে, ফলতঃ
তাহার জন্য উৎকৃষ্টতর প্রতিদান রহি-
য়াছে; এবং অচিরেই আমি স্বীয়
আদেশ হইতে তাহার জন্য সহজসাধ্য
বাক্য বলিব। ৮৯। তৎপরে সে অন্য-
বিষয়ের অনুসরণ করিয়াছিল। ৯০। এত-
দূর যে, সে যখন সূর্য্যোদয়-স্থানে
উপনীত হইয়াছিল, তখন সে উহাকে
এমন এক সম্প্রদায়ের উপর উদীয়মান-
অবস্থায় প্রাপ্ত হইয়াছিল—যাহাদের জন্য
আমি উহা হইতে কোন আচ্ছাদন করি
নাই। ৯১। এইরূপেই—এবং তাহার
নিকট যে সংবাদ ছিল, তাহা সমস্তই

أَمَّا مَنْ ظَلَمَ فَسَوْفَ نُعَذِّبُهُ ثُمَّ يُرَدُّ
إِلَىٰ رَبِّهِ فَيُعَذِّبُهُ عَذَابًا نُّكْرًا ○
٨٨- وَأَمَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا
فَلَهُ جَزَاءً الْحُسْنَىٰ ج وَسَنَقُولُ
لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا ○ ٨٩- ثُمَّ أَتْبَعَ
سَبَبًا ○ ٩٠- حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ مَطْلِعَ
الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَطْلُعُ عَلَىٰ قَوْمٍ
لَّمْ نَجْعَل لَّهُم مِّن دُونِهَا سِتْرًا ○
٩١- كَذَٰلِكَ ط وَقَدْ أَحَطْنَا بِمَا

আমি তাহাদিগকে সমুচিত শাস্তি প্রদান করিব; তাহারা সকলেই প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হইবে এবং মৃত্যুর পর তাহারা মহাবিচারক আল্লাহতা'লার সমক্ষে উপনীত হইয়া আরও কঠোরতর শাস্তি ভোগ করিবে। আর ইহাদের মধ্যে যাহারা বিশ্বাসী ও সৎকর্ম্মশীল, আমি তাহাদিগকে উপযুক্ত পুরস্কারে পুরস্কৃত করিব এবং তাহারা যাহাতে সহজে সুখ-শান্তির সহিত নিজেদের জীবন যাপন ও জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে পারে, আমি তাহাদের জন্য তদ্রূপ বিধি-ব্যবস্থা করিয়া দিব। সম্ভবতঃ জুলকারনায়েন উক্ত সম্প্রদায়ের সহিত স্বীয় বাক্যানুযায়ী ব্যবহারই করিয়াছিলেন।—তঃ হক্কানী।

কেহ কেহ বলেন যে, জুলকারনায়েন পারস্যের বিখ্যাত ভাববাদী ও ধর্ম্ম-প্রচারক জোরওয়াস্তরের অনুগামী ছিলেন এবং সম্ভবতঃ ককেসস সীমান্তের তুর্ক বা তাতার জাতিদিগকে তিনি উক্ত ধর্ম্ম গ্রহণের জন্যই আহ্বান করিয়াছিলেন। যাহারা উক্ত ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিল, তাহারা জুলকারনায়েন কর্ত্তৃক পুরস্কৃত হইয়াছিল এবং যাহারা উহা গ্রহণে অস্বীকার করিয়াছিল, তাহারা তৎকর্ত্তৃক দণ্ডিত অথবা নিহত হইয়াছিল।—তঃ মঃ আলি

৯০—৯১। এই দুইটি আয়তে জুলকারনায়েনের পূর্ব্ব-সীমান্তের অভিযানের প্রসঙ্গ বর্ণিত হইয়াছে। আয়তের মর্ম্ম এই যে, পশ্চিমে কৃষ্ণ-সাগরের তীর পর্য্যন্ত অধিকার করিয়া তিনি অন্যদিকে অর্থাৎ পূর্ব্বদিকে অভিযান করেন এবং পূর্ব্ব-সীমান্তে কাস্পিয়ান সাগরের তীরে উপনীত হন। আলোচ্য আয়তে "সূর্য্যোদয় স্থান" অর্থে কৃষ্ণ-সাগরের সূর্য্যাস্ত দৃশ্যের ন্যায় কাস্পিয়ান সাগরের সূর্য্যোদয় দৃশ্যের প্রতিই ইঙ্গিত করা হইয়াছে। এখানে তিনি গেলী, তাপুরী, কাডুসী, আমারী ও তুরী জাতীয় এমন কতগুলি অশিক্ষিত ও অসভ্য উপজাতিকে প্রাপ্ত হইলেন যে, তাহারা শীতাতপ ও ঝড়-বৃষ্টি হইতে আশ্রয় গ্রহণ বা আত্মরক্ষার জন্য গৃহাদি পর্য্যন্ত নির্ম্মাণ করিতে জানিত না। উহারা সাধারণতঃ পর্ব্বত-গহ্বরে অথবা ঝোপে-জঙ্গলে অবস্থান করিয়া পশুর ন্যায় জীবন যাপন করিত। অনন্তর আল্লাহতা'লা বলিতেছেন যে, এইরূপেই—জুলকারনায়েন সম্বন্ধে যে

لَدَيْهِ خُبْرًا ○ ٩٢- ثُمَّ أَتْبَعَ سَبَبًا ○
٩٣- حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ بَيْنَ السَّدَّيْنِ
وَجَدَ مِن دُونِهِمَا قَوْمًا ۙ لَّا يَكَادُونَ
يَفْقَهُونَ قَوْلًا ○ ٩٤- قَالُوا يَٰذَا
الْقَرْنَيْنِ إِنَّ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ
مُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ فَهَلْ نَجْعَلُ
لَكَ خَرْجًا عَلَىٰ أَن تَجْعَلَ بَيْنَنَا

আমি পরিবেষ্টন করিয়া লইয়াছিলাম।
৯২। অতঃপর সে অন্য-বিষয়ের অনুসরণ করিয়াছিল। ৯৩। এতদূর যে, যখন সে দুই পর্ব্বতের মধ্যে উপনীত হইয়াছিল, তখন সে তথায় এমন এক সম্প্রদায় প্রাপ্ত হইয়াছিল—যাহারা কোন বাক্য উপলব্ধি করিবার উপযোগী ছিল না।
৯৪। তাহারা বলিয়াছিল—হে জুলকারনায়েন, নিশ্চয় 'এয়াজুজ' ও 'মাজুজ' পৃথিবীতে অশান্তি-উৎপাদনকারী; অতএব আমরা কি তোমার জন্য কোন কর নির্দ্ধারণ করিয়া দিব যে, তুমি আমাদের ও তাহাদের মধ্যে একটী

সমস্ত ঘটনা সংঘটিত হইয়াছিল, তাহা সমস্তই আমি পরিজ্ঞাত আছি; আমি ভিন্ন অন্য কেহই তাহা সম্যক অবগত নহে এবং অবগত হইবার কোন সম্ভাবনাও নাই।

৯২—৯৩। আলোচ্য আয়তে জুলকারনায়েনের তৃতীয় অভিযানের প্রসঙ্গ বর্ণিত হইয়াছে। সম্রাট জুলকারনায়েন তাঁহার প্রতিষ্ঠিত সাম্রাজ্য বা দিগ্বিজয়ের পূর্ব্ব-সীমান্ত হইতে অন্যদিকে অভিযান করিলেন এবং দুই পর্ব্বতের মধ্যবর্ত্তী এক ঘাটিতে গিয়া উপস্থিত হইলেন। আয়তে দিক-নির্দ্দেশ না থাকিলেও বুঝা যাইতেছে যে, তিনি উত্তর দিকেই এই অভিযান করিয়াছিলেন এবং আরমেনিয়া ও আজরবাইজান পর্ব্বতমালা মধ্যবর্ত্তী ঘাটি-পথে উপনীত হইয়া তথায় এমন এক অশিক্ষিত অথবা অপরিচিত সম্প্রদায়কে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন যে, তাহারা পরস্পরের কথাবার্ত্তা বুঝিতে সম্পূর্ণ অসমর্থ হইয়াছিল।

৯৪। অনন্তর উক্ত সম্প্রদায় পরস্পরের ভাষা-অভিজ্ঞ ব্যক্তিগণের সহায়তায় সম্রাট জুলকারনায়েনের পরিচয় পাইয়া তাঁহার বশ্যতা স্বীকার করিল এবং তাঁহার নিকট প্রার্থনা করিল যে, অত্যাচারী এয়াজুজ ও মাজুজ সম্প্রদায়ের অত্যাচার ও নির্য্যাতন হইতে আমাদিগকে রক্ষা করিবার জন্য আপনি এই দুই পর্ব্বতের মধ্যবর্ত্তী ঘাটি-পথে আমাদের জন্য একটী প্রাচীর নির্ম্মাণ করিয়া দিন; আমরা উহার জন্য নির্দ্দিষ্ট কর প্রদান করিতেও প্রস্তুত আছি।

এয়াজুজ ও মাজুজ—মধ্য-এশিয়া অথবা ককেসস পর্ব্বতমালার উত্তর ভূভাগে অবস্থিত এক পরাক্রান্ত ও দুর্দ্ধর্ষ জাতি। ইহারাই বাইবেলে "গগ্ ও ম্যাগগ্" নামে অভিহিত হইয়াছে। ইহারা আরমেনিয়া ও আজারবাইজান পর্ব্বতমালার মধ্যবর্ত্তী পথ দিয়া দক্ষিণ প্রদেশে আগমন করিত এবং উহার অধিবাসীদের উপর অত্যাচার-নির্য্যাতন অথবা তাহাদিগকে হত্যা করিয়া তাহাদের সমস্ত ধন-সম্পত্তি, খাদ্য-শস্য ও পশুপাল-সমূহ লুণ্ঠন করিয়া লইয়া যাইত। উহাদের অত্যাচার ও নির্য্যাতনের ভয়ে দক্ষিণ প্রদেশের অধিবাসীবৃন্দের অন্তরে একটুও সুখ-শান্তি ছিল না। সেইজন্য তাহারা পরাক্রান্ত সম্রাট জুলকারনায়েনকে পাইয়া সানন্দে তাঁহার বশ্যতা স্বীকার পূর্ব্বক এয়াজুজ-মাজুজের গমনাগমনের পথ বন্ধ করিয়া দিবার জন্য তাহার নিকট অনুরোধ করিয়াছিল। বিশিষ্ট তফসীরকারগণ এই এয়াজুজ ও মাজুজ সম্প্রদায়কে দুর্দ্ধর্ষ সিথিয়ান অথবা দুর্দ্দান্ত তুরাণী ও তাতার জাতীয় বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

এয়াজুজ-মাজুজ সম্বন্ধে ইহুদী ও খৃষ্টান জাতির পৌরাণিক গ্রন্থ-সমূহে এবং মুসলমানদিগের কোন কোন হাদিস ও তফসীরে বহু বিস্ময়কর বিবরণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। কিন্তু সেই সমস্ত বর্ণনার ভিত্তি কতদূর সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত, তাহা নির্ণয় করা একান্তই দুরূহ।

প্রাচীর নির্ম্মাণ করিয়া দিবে। ৯৫। সে
বলিয়াছিল—এতদ্ বিষয়ে আমার প্রতি-
পালক আমাকে যে ক্ষমতা প্রদান
করিয়াছেন, তাহাই উৎকৃষ্টতর; অতএব
তোমরা শক্তির দ্বারা আমাকে সাহায্য
কর—আমি তোমাদের ও তাহাদের মধ্যে
এক প্রশস্ত-প্রাচীর নির্ম্মাণ করিয়া দিব।
৯৬। তোমরা আমার নিকট লৌহখণ্ড-
সমূহ আনয়ন কর—এতদূর যে, যখন
সে উভয় পর্ব্বতের মধ্যস্থল সমতল করিয়া
দিল, তখন সে বলিয়াছিল—তোমরা
ফুৎকার প্রদান কর—যে-পর্য্যন্ত অগ্নি
উৎপাদিত না হয়; সে বলিয়াছিল,
তোমরা বিগলিত তাম্ররাশি আনিয়া
উহাতে নিক্ষেপ কর। ৯৭। অতঃপর
তাহারা উহার উপর অধিরোহণ করিতে

وَبَيْنَهُمْ سَدًّا ○ ٩٥- قَالَ مَا مَكَّنِّىْ
فِيْهِ رَبِّىْ خَيْرٌ فَاَعِيْنُوْنِىْ بِقُوَّةٍ
اَجْعَلْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ رَدْمًا ۙ
٩٦- اٰتُوْنِىْ زُبَرَ الْحَدِيْدِ ؕ حَتّٰى
اِذَا سَاوٰى بَيْنَ الصَّدَفَيْنِ قَالَ
انْفُخُوْا ؕ حَتّٰى اِذَا جَعَلَهٗ نَارًا ۙ
قَالَ اٰتُوْنِىْ اُفْرِغْ عَلَيْهِ قِطْرًا ؕ
٩٧- فَمَا اسْطَاعُوْا اَنْ يَّظْهَرُوْهُ

৯৫। জুলকারনায়েন ঐ অপরিচিত সম্প্রদায়ের প্রার্থনা এবং তাহাদের মুখে অত্যাচারী দুর্দ্দান্ত এয়াজুজ-মাজুজের সংখ্যা, শক্তি, পরাক্রম ও তাহাদের অত্যাচার-নির্য্যাতনের কথা শুনিয়া ঐ অত্যাচারী সম্প্রদায়ের গমনাগমনের পথ চিরদিনের জন্য রুদ্ধ করিয়া দিতে কৃতসঙ্কল্প হন এবং তিনি তাহাদিগকে বলেন যে, এজন্য আমাকে অর্থ-সাহায্য করিবার কোনই প্রয়োজন নাই; কারণ আল্লাহতা'লা আমাকে যে অফুরন্ত ধন-সম্পদ দান করিয়াছেন, আমার জন্য তাহাই যথেষ্ট। তোমরা বরং শারীরিক শক্তি ও পরিশ্রম দ্বারা আমাকে সাহায্য কর; তাহা হইলেই আমি তোমাদের জন্য উক্ত প্রাচীর নির্ম্মাণ করিয়া দিতে পারিব।

৯৬। অনন্তর তিনি তাহাদিগকে আদেশ করিলেন যে, তোমাদের দেশের যেখানে যত লৌহখণ্ড আছে, তাহা সমস্তই ঐ পর্ব্বত-প্রান্তে আনিয়া জমা কর। যখন উহা দ্বারা পর্ব্বতের মধ্যবর্ত্তী পথ সমুচ্চ প্রাচীরের ন্যায় সমতল হইয়া যাইবে, তখন অগ্নি প্রজ্বলিত করিয়া তাম্র প্রভৃতি ধাতু গলাইয়া তাহা উহার উপর নিক্ষেপ কর। তাহা হইলেই এয়াজুজ-মাজুজের পক্ষে চিরদিনের জন্য এক অভেদ্য ও দুরারোহ প্রাচীর নির্ম্মিত হইয়া যাইবে।

৯৭—৯৮। অনন্তর সম্রাট জুলকারনায়েনের আদেশ ও নির্দ্দেশ অনুসারে বিগলিত তাম্র ও সীসা প্রভৃতি দ্বারা লৌহ-প্রস্তর প্রভৃতি গ্রথিত করিয়া যখন ঐ সমুচ্চ ও সুপ্রশস্ত দুর্ভেদ্য প্রাচীর নির্ম্মিত হইল, তখন তিনি স্থানীয় অধিবাসীদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন যে, আল্লাহতা'লার অসীম অনুগ্রহেই তোমাদের নিরাপদতার জন্য এয়াজুজ-মাজুজের গমনাগমনের পার্ব্বত্য ঘাটি-পথ রুদ্ধ করিয়া এই দুর্ভেদ্য প্রাচীরের নির্ম্মাণ কার্য্য শেষ করা সম্ভবপর হইয়াছে। এখন তোমরা নিশ্চিন্ত অবস্থায় নিরাপদে নিজ দেশে অবস্থান কর। এয়াজুজ-মাজুজেরা কখনই এই সমুচ্চ প্রাচীরের উপর আরোহণ করিতে অথবা ইহা ভগ্ন বা ভেদ করিয়া তোমাদের দেশে আসিয়া তোমাদের উপর অত্যাচার ও নির্য্যাতন করিতে পারিবে না। অবশ্য যখন আমার প্রতিপালকের ইচ্ছায় ইহা ধ্বংস ও সমভূমি হওয়ার নির্দ্ধারিত সময় উপস্থিত হইবে, তখনই কেবল এয়াজুজ-মাজুজের পক্ষে এই দুর্ভেদ্য প্রাচীর ভগ্ন, ভেদ বা অতিক্রম করা সম্ভবপর হইবে। আমার প্রতিপালক প্রভুর সেই সত্য-অঙ্গীকার বা নির্দ্ধারিত সময় একদা অবশ্যই উপস্থিত হইবে। অতএব

وَمَا اسْتَطَاعُوْا لَهٗ نَقْبًا ○ ٩٨- قَالَ
هٰذَا رَحْمَةٌ مِّنْ رَّبِّىْ ۚ فَاِذَا جَآءَ
وَعْدُ رَبِّيْ جَعَلَهٗ دَكَّآءَ ۚ وَكَانَ وَعْدُ

পারিবে না এবং উহাতে ছিদ্র করিতেও পারিবে না। ৯৮। সে বলিয়াছিল, ইহা আমার প্রতিপালকেরই অনুগ্রহ ; কিন্তু যখন আমার প্রতিপালকের অঙ্গীকার উপনীত হইবে, তখন তিনি উহাকে সমতল করিয়া দিবেন ; এবং আমার প্রতিপালকের অঙ্গীকার সত্য।

তোমরা নিজদিগকে চিরদিনের জন্য নিরাপদ মনে করিয়া কদাচ আত্মবিস্মৃত হইও না এবং তাহাকে বিস্মৃত হইয়া কখনও অধর্ম্ম অথবা অন্যায়-অত্যাচারের অনুসরণ করিও না।

পবিত্র কোরানে জুলকারনায়েনের তৃতীয় অভিযান এবং প্রাচীর নির্ম্মাণ সম্বন্ধে এইটুকুই মাত্র বর্ণিত হইয়াছে। কিন্তু এই সংক্ষিপ্ত বর্ণনা অবলম্বন করিয়া কোন কোন তফ্‌সীরকার অনেক অসম্ভব ও অতিরঞ্জিত কাহিনীর অবতারণা করিয়াছেন। ইহাদের কাহার কাহারও মতে সম্রাট জুলকারনায়েনের বিজয় অভিযান ইউরোপের পশ্চিম সীমান্ত আটলান্টিক মহাসাগর হইতে এসিয়ার পূর্ব্ব-সীমান্ত প্রশান্ত মহাসাগর পর্য্যন্ত পরিচালিত হইয়াছিল এবং তিনিই চীনের বিশ্ব-শ্রুত পঞ্চদশ শত মাইল ব্যাপী সুদীর্ঘ প্রাচীর নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। ইহাদের মতে এয়াজুজ-মাজুজ রুশিয়ার উত্তর সীমান্তে অবস্থিত এক মহাপরাক্রান্ত, দীর্ঘ-কর্ণ, তীক্ষ্ণ-দন্ত ও ধারাল জিহ্বা-বিশিষ্ট দুর্দ্দান্ত নরমাংসভোজী অসভ্য জাতি। ইহাদের অভিযান প্রতিরোধ করিবার জন্যই নাকি সম্রাট জুলকারনায়েন ঐ বিখ্যাত প্রাচীর নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। ইহারা আরও বলেন যে, মহাপ্রলয়ের পূর্ব্বে ঐ দুর্দ্ধর্ষ জাতি চীনের প্রাচীর ভগ্ন করিয়া অগণিত অসংখ্য পঙ্গপালের ন্যায় পৃথিবীর দক্ষিণাঞ্চলে ধাবিত হইবে এবং সমস্ত জনপদ ও মানব-জাতির ধ্বংস-সাধন করিয়া আল্লাহতা'লার কোপে শেষে নিজেরাও সমূলে ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়া যাইবে। কিন্তু এই বর্ণনা যেরূপ অনৈতিহাসিক, সেইরূপ অসম্ভব ও অস্বাভাবিক। এ সম্বন্ধে আর একটী বর্ণনা এই যে, জুলকারনায়েনের নির্ম্মিত প্রাচীর ভগ্ন ও ভূমিস্মাৎ করিয়া ধর্ম্মদ্রোহী এয়াজুজ-মাজুজ সম্প্রদায় পিপীলিকা শ্রেণীর ন্যায় সিরিয়া দেশে ধাবিত হইবে এবং ঐ অঞ্চলের সমস্ত অধিবাসীর হত্যা সাধন পূর্ব্বক সমস্ত পৃথিবী জয় করিয়াছি মনে করিয়া তাহারা আকাশের অধিপতিকে সংহার করিবার জন্য শূন্যে শর নিক্ষেপ করিতে থাকিবে। অনন্তর আল্লাহতা'লার ইচ্ছায় শূন্য হইতে শোণিত-সিক্ত তীর-সমূহ তাহাদের প্রতি প্রত্যার্পিত হইবে এবং ঐ রক্ত-রঞ্জিত তীর প্রাপ্ত হইয়া তাহারা আল্লাহতা'লাকে সংহার করিয়াছি মনে করিয়া আনন্দ-উল্লাস করিতে থাকিবে। ঠিক সেই সময়ে আল্লাহতা'লার কোপে এক প্রকার বিষাক্ত স্ফোটক দ্বারা আক্রান্ত হইয়া তাহারা সকলেই মৃত্যুমুখে পতিত হইবে এবং তাহাদের পরিত্যক্ত অসংখ্য তীর-ধনুক সমূহ ঐ সকল দেশের অবশিষ্ট অধিবাসীরা সুদীর্ঘ ছয় বৎসর পর্য্যন্ত ইন্ধন বা জ্বালানী-কাষ্ঠ রূপে ব্যবহার করিবে। কিন্তু এই সকল বর্ণনা বা ভবিষ্যদ্বাণীর কোন প্রত্যক্ষ নিদর্শন এখনও আমাদের সমক্ষে উপস্থিত হয় নাই।—তঃ হক্কানী।

কিন্তু উপরোক্ত বর্ণনার প্রতি লক্ষ্য না করিয়া প্রাচীন ও আধুনিক বিচক্ষণ তফসীরকার, ঐতিহাসিক ও ভৌগোলিকগণ সুবিখ্যাত ককেসিয়ান প্রাচীরকেই জুলকারনায়েন নির্ম্মিত প্রাচীর বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। এই ককেসিয়ান প্রাচীর আলেকজাণ্ডার বা সেকেন্দরের প্রাচীর নামেও পরিচিত হইয়া থাকে। এই সেকেন্দর নামে বিভ্রান্ত হইয়াই সম্ভবতঃ বহু তফসীরকার জুলকারনায়েনকে সেকেন্দর বলিয়া ভ্রম করিয়াছেন। এই প্রাচীর ৫০মাইল দৈর্ঘ্য, ১০ফুট প্রশস্ত ও ২৩ ফুট উচ্চ ছিল। ইহা পারস্য ও মিডিয়া সাম্রাজ্যের উত্তর সীমান্তে দারবন্দ নামক স্থানে অবস্থিত। ইহা ককেসাস পর্ব্বতমালা, কৃষ্ণসাগর ও কাসপিয়ান সাগরের মধ্যবর্ত্তী প্রশস্ত পার্ব্বত্য ঘাটি-সমূহ রুদ্ধ করিয়া বিরাজমান রহিয়াছে। দুর্দ্ধর্ষ তাতার বা তুরানীদিগের আক্রমণ হইতে পারস্য ও মিডিয়া সাম্রাজ্যের উত্তর সীমান্ত সুরক্ষিত করিবার জন্যই এই সুদৃঢ় প্রাচীর নির্ম্মিত

৯৯। এবং আমি সেদিন উহাদের এক দলকে অপর দলের উপর ছাড়িয়া দিব; এবং শিঙ্গায় ফুৎকার প্রদান করা হইবে, তৎপর আমি তাহাদিগকে সমবেতভাবে একত্রিত করিব। ১০০। এবং আমি সেদিন অবিশ্বাসীদের সম্মুখে নরক উপস্থাপিত করিব। ১০১। আমার স্মরণ হইতে তাহাদের নয়ন-সমূহের উপর আবরণ পড়িয়াছিল এবং তাহারা শ্রবণ করিতেও সমর্থ হইবে না।

رَبِّي حَقًّا ۝ ٩٩- وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ
يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ وَنُفِخَ فِي
الصُّورِ فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا ۝ ١٠٠- وَ
عَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِّلْكَافِرِينَ
عَرْضًا ۝ ١٠١- نِ الَّذِينَ كَانَتْ
أَعْيُنُهُمْ فِي غِطَاءٍ عَن ذِكْرِي وَكَانُوا
لَا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعًا ۝

হইয়াছিল। ইহার লৌহ-তোরণ বা কাসপিয়ান গেট লৌহ, পিত্তল প্রভৃতি কঠিনতম ধাতু-যোগে নির্ম্মিত হইয়াছে। সুতরাং দারবন্দের এই ককেসীয় প্রাচীরের ঐতিহাসিক বিবরণ ও ভৌগোলিক অবস্থানের সহিত পবিত্র কোরান শরিফে উল্লেখিত জুলকারনায়েন নির্ম্মিত প্রাচীরের যে অপূর্ব্ব সামঞ্জস্য পরিলক্ষিত হয়, তাহা অতি বিস্ময়কর। এইজন্যই বিচক্ষণ ও বিশিষ্ট তফ্সীরকারগণ ককেসীয় প্রাচীরকেই জুলকারনায়েন নির্ম্মিত প্রাচীর বলিয়া স্থির-সিদ্ধান্ত করিয়াছেন (মারাসিদ-উল-এত্তেলা, এবনোল-ফকিহ, পোরটুস এলব্যানি ও ক্যাস্পী এবং এনসাইক্লোঃ বৃটাঃ তুলিতব্য)।—তঃ মঃ আলি।

৯৯। জুলকারনায়েন ও এয়াজুজ-মাজুজের প্রসঙ্গ শেষ করিবার পর আল্লাহতা'লা মহা-প্রলয়ের পূর্ব্বাভাস বর্ণনা করিতেছেন। আয়তের মর্ম্ম এই যে, ঐ সময়ে ভয়াবহ ভূমিকম্প অথবা অন্য প্রকার দুর্যোগে জুলকারনায়েন নির্ম্মিত প্রাচীর ভগ্ন ও ভূমিস্মাৎ হইয়া যাইবে এবং এয়াজুজ ও মাজুজ বহির্গত হইয়া বিভিন্ন অঞ্চলের অধিবাসীদিগকে আক্রমণ ও হতাহত করিতে থাকিবে। অথবা আয়তের মর্ম্ম ইহাও হইতে পারে যে, যখন ঐ নির্দ্ধারিত সময় উপস্থিত হইবে, তখন পৃথিবীর সুখ-শান্তি ও শৃঙ্খলা সম্পূর্ণরূপে দূরীভূত হইয়া যাইবে। তখন হীনতর আত্মগ্রাসী নীতি ও স্বার্থপরতায় অন্ধ হইয়া এক জাতি অপর জাতিকে আক্রমণ করিতে থাকিবে এবং যুদ্ধ-বিগ্রহ বিপদ-বিসম্বাদ জনিত রক্তপাতে ধরিত্রী রঞ্জিত হইতে থাকিবে। এইরূপে যখন সমগ্র পৃথিবী অশান্তি ও বিপ্লবের লীলা-নিকেতনে পরিণত হইবে; অধর্ম্ম, অত্যাচার, অনাচার ও ব্যভিচারের অদম্য স্রোতে যখন ধরিত্রী ভারাক্রান্ত হইয়া উঠিবে এবং দুনিয়া হইতে যখন সুনীতি-সদাচার, সংযম শিষ্টাচার, পর্দ্দা-পবিত্রতা, নীতি-ধর্ম্ম ও সামাজিক শৃঙ্খলা সম্পূর্ণরূপে অন্তর্হিত হইয়া যাইবে, তখন আমার আদেশে মহা-প্রলয়ের শিঙ্গায় ফুৎকার প্রদান করা হইবে। সেই প্রলয়-আরাবে সমস্ত জগৎ ধ্বংস হইয়া যাইবে। অনন্তর মানব-জাতিকে আমি তাহাদের কৃতকর্ম্মানুযায়ী পাপ-পুণ্যের প্রতিদান প্রদান করিবার জন্য পুনর্জ্জীবিত ও একত্রিত করিয়া আমার সমক্ষে উপস্থিত করিব এবং যথারীতি সুবিচার করিয়া পুরস্কার বা শাস্তি প্রদান করিব।

১০০—১০১। সেই মহাবিচারের দিন—যে সকল অবিশ্বাসী কাফের ও ধর্ম্মদ্রোহী বে-ঈমান অধর্ম্ম, অনাচার ও পাপকার্য্যে জীবন অতিবাহিত করিয়া গিয়াছে, আমার অনন্ত মহিমার প্রত্যক্ষ নিদর্শন যাহারা দেখিয়াও দেখে নাই এবং আমার পবিত্র বাণী যাহারা শুনিয়াও শুনে নাই, আমি সেই সকল মোশরেক, কাফের, মোরতাদ ও মলউনের সম্মুখে সেদিন ভয়াবহ নরক উপস্থিত করিব এবং আমার ন্যায়-বিচারের পর তাহারা সকলেই ভীষণ নরকানলে নিক্ষিপ্ত হইবে।

১২শ রুকু—খৃষ্টান জাতির অবাধ্যতার অন্তিম পরিণাম

১০২। তবে কি অবিশ্বাসীরা ধারণা করিয়াছে যে, তাহারা আমাকে পরিত্যাগ করিয়া আমার দাসদিগকে অভিভাবক-রূপে পরিগ্রহণ করিবে? নিশ্চয় আমি নরককে অবিশ্বাসীদের ভোগের জন্য প্রস্তুত করিয়াছি। ১০৩। তুমি বল, আমি কি তোমাদিগকে কৃতকর্ম্মে ক্ষতি-গ্রস্তদিগের বিষয় বিজ্ঞাপিত করিব? ১০৪। পার্থিব জীবনে যাহাদের প্রচেষ্টা বিভ্রান্ত হইয়াছে এবং তাহারা ধারণা করিতেছে যে, তাহারাই উৎকৃষ্টতর কার্য্য করিতেছে। ১০৫। ইহারাই স্বীয় প্রতিপালকের নির্দশনাবলী এবং তাঁহার সন্দর্শন সম্বন্ধে অবিশ্বাস করিতেছে; ফলতঃ তাহাদের কৃতকর্ম্ম-সমূহ বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে, অতঃপর উত্থান-দিবসে আমি তাহাদের জন্য কোনই পরিমাণ প্রতিষ্ঠিত করিব না। ১০৬। এইরূপে নরকই তাহাদের প্রতিফল—যেহেতু

١٠٢- أَفَحَسِبَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا أَنْ
يَّتَّخِذُوْا عِبَادِيْ مِنْ دُوْنِيْٓ
أَوْلِيَآءَ ط إِنَّآ أَعْتَدْنَا جَهَنَّمَ لِلْكٰفِرِيْنَ
نُزُلًا ○ ١٠٣- قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ
بِالْأَخْسَرِيْنَ أَعْمَالًا ط ١٠٤- أَلَّذِيْنَ
ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَهُمْ
يَحْسَبُوْنَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُوْنَ صُنْعًا ○
١٠٥- أُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِاٰيٰتِ
رَبِّهِمْ وَلِقَآئِهٖ فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ
فَلَا نُقِيْمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ وَزْنًا ○
١٠٦- ذٰلِكَ جَزَآؤُهُمْ جَهَنَّمُ بِمَا

১০২। পারলৌকিক মহাবিচারের প্রসঙ্গ উল্লেখ করিবার পর আল্লাহতা'লা অবিশ্বাসী কাফের ও মোশরেকদিগকে সতর্ক করিয়া বলিয়া দিতেছেন যে,. যে সকল অকৃতজ্ঞ অবিশ্বাসী ধারণা করিয়াছে যে, তাহারা আমার পরিবর্ত্তে আমার নগণ্য সৃষ্টি দেব-দেবী, প্রস্তর-প্রতিমা ও জীব-জন্তুর পূজা-আরাধনা করিয়াই ইহলৌকিক কল্যাণ ও পারলৌকিক মুক্তি লাভ করিবে, তাহারা সকলেই ভ্রান্ত ও বিপথগামী। ঐ সকল অবিশ্বাসীর শাস্তিভোগের জন্যই আমি ভীষণ নরক সৃষ্টি করিয়াছি এবং পরলোকে উহারা সকলেই নরকে নিক্ষিপ্ত হইয়া অতি কঠোর শাস্তি ভোগ করিবে।

১০৩—১০৪। অবিশ্বাসী কাফেরেরা অধর্ম্ম এবং অনাচারে লিপ্ত থাকিয়াও মনে করে যে, পৃথিবীতে তাহারাই সর্ব্বাপেক্ষা উত্তম কার্য্য করিয়া লাভবান হইতেছে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে পার্থিব জীবনে ও পরলোকে উহারাই সর্ব্বাপেক্ষা ক্ষতিগ্রস্ত। কারণ পার্থিব জীবনের ঐ সকল কার্য্য তাহাদের কোনই কাজে আসিবে না এবং স্ব স্ব কৃতকর্ম্মের জন্য তাহারা সকলেই নরকানলের ভয়াবহ শাস্তি ভোগ করিতে বাধ্য হইবে।

১০৫। অবিশ্বাসী কাফেরেরা স্বীয় প্রতিপালকের নিদর্শনাবলী এবং তাঁহার পারলৌকিক সন্দর্শন অবিশ্বাস ও অস্বীকার করিয়া সত্য-ধর্ম্ম ও মুক্তি-পথ হইতে বিচ্যুত হইয়া গিয়াছে এবং তাহার ফলে তাহাদের পার্থিব জীবনের সমস্ত কৃতকর্ম্মই বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে। সুতরাং পরকালে তাহারা উহার জন্য কোনই প্রতিদান প্রাপ্ত হইবে না।

১০৬। এইরূপে যাহারা আল্লাহতা'লার নিদর্শনাবলী অবিশ্বাস করিয়া তাঁহার প্রেরিত

তাহারা অবিশ্বাস করিয়াছে এবং আমার নিদর্শনাবলী ও রসুলগণকে বিদ্রূপ-স্বরূপ পরিগ্রহণ করিয়াছে। ১০৭। নিশ্চয় যাহারা বিশ্বাস-স্থাপন করিয়াছে ও সৎকার্য্য করে, তাহাদের উপভোগের জন্যই স্বর্গীয় উদ্যান রহিয়াছে; ১০৮। তাহারা তন্মধ্যে সর্ব্বদা অবস্থান করিবে—তথা হইতে অপসৃত হইতে ইচ্ছা করিবে না। ১০৯। তুমি বল—যদি আমার প্রতিপালকের বাক্যাবলী প্রকাশের জন্য সমুদ্র কালি হয়, তবে নিশ্চয় আমার প্রতিপালকের বাক্যাবলী পরিসমাপ্তির পূর্ব্বেই সমুদ্র নিঃশেষিত হইয়া যাইবে—যদিও আমি উহার সাহায্যের

كَفَرُوْا وَاتَّخَذُوْٓا اٰيٰتِىْ وَرُسُلِيْ
هُزُوًا ۝ ١٠٧- اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَ
عَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنّٰتُ
الْفِرْدَوْسِ نُزُلًا ۙ ١٠٨- خٰلِدِيْنَ
فِيْهَا لَا يَبْغُوْنَ عَنْهَا حِوَلًا ۝
١٠٩- قُلْ لَّوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا
لِّكَلِمٰتِ رَبِّيْ لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ
اَنْ تَنْفَدَ كَلِمٰتُ رَبِّيْ وَلَوْ جِئْنَا

রসুলগণকে অস্বীকার ও উপহাস-বিদ্রূপ করে, নরকানলের ভয়াবহ শাস্তিই তাহাদের একমাত্র সমুচিত প্রতিফল এবং স্ব স্ব অবিশ্বাস ও অবাধ্যতার জন্য ঐ শাস্তি তাহাদিগকেই অবশ্যই ভোগ করিতে হইবে।

১০৭—১০৮। অবিশ্বাসী কাফেরদিগের শাস্তির প্রসঙ্গ বর্ণনা করিবার পর এই দুইটী আয়তে বিশ্বাসী মুসলমানদিগের অনুপম পারলৌকিক পুরস্কারের বিষয় বর্ণিত হইয়াছে। আয়তের মর্ম্ম এই যে, সৎকর্ম্মশীল বিশ্বাসীগণের উপভোগের জন্যই আমি অফুরন্ত সুখ-সম্পদ পূর্ণ স্বর্গোদ্যান সৃষ্টি করিয়া রাখিয়াছি। বিশ্বাসীরা পরকালে তন্মধ্যে সর্ব্বদা অবস্থান করিবে; তাহারা তথা হইতে কখনই বহির্গত হইতে চাহিবে না এবং যাহারা একবার তন্মধ্যে প্রবিষ্ট হইবে, তাহাদিগকে তথা হইতে কখনই অপসৃত করা হইবে না।

১০৯। আলোচ্য আয়তে আল্লাহতা'লার অসীম ও অনন্ত শক্তি মহিমার আভাস প্রদান করা হইয়াছে। এই সুরায় গর্ত্ত নিবাসী যুবকগণের বিস্ময়কর বিবরণ, আত্মার অপরিজ্ঞাত স্বরূপ, হজরত মূসা ও হজরত খেজেরের প্রসঙ্গ এবং জুলকারনায়েনের দিগ্বিজয়-কাহিনী প্রভৃতি আল্লাহ তা'লার অলৌকিক শক্তি-মহিমা সম্বন্ধে কতিপয় বিস্ময়কর বিবরণ বর্ণিত হইয়াছে। ঐ সমস্ত বিবরণ শুনিয়া অবিশ্বাসী কোরেশেরা অত্যন্ত বিস্মিত ও স্তম্ভিত হইয়াছিল এবং কেহ কেহ ঐ সকল ঘটনা অসম্ভব বলিয়াও প্রকাশ করিয়াছিল। তাই আল্লাহতা'লা হজরত রসুলোল্লাকে আদেশ করিতেছেন,—তুমি অবিশ্বাসীদিগকে বলিয়া দাও যে, বিশ্ব-প্রভু আল্লাহতা'লার অতুলনীয় শক্তি-মহিমা সম্বন্ধে এই অতি তুচ্ছ বিবরণ শুনিয়া তোমরা বিশ্বাস করিতে পারিতেছ না; কিন্তু তাঁহার অসীম ও অনন্ত শক্তি মহিমা বর্ণনা করিবার জন্য যদি সমস্ত মহাসাগরের পানি কালিতে পরিণত হয় এবং তিনি তৎসদৃশ আরও কালি-পূর্ণ মহাসাগর সমূহ সৃষ্টি করিয়া দেন, তথাপি তদ্দ্বারা তাঁহার শক্তি-মহিমা লিখিয়া শেষ করা সম্ভবপর হইবে না। বরং উহার কিয়দংশ লিখিয়া শেষ করিবার পূর্ব্বেই মহাসাগর-সমূহের সমস্ত সলিল-রাশি নিঃশেষিত হইয়া যাইবে। আল্লাহতা'লার অসীম ও অনন্ত শক্তি-মহিমা সম্বন্ধে মানবীয় ভাষায় ইহা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট নিদর্শন ও ব্যাপক বর্ণনা আর কিছুই হইতে পারে না।

بِمِثْلِهٖ مَدَدًا ○ ١١٠- قُلْ اِنَّمَآ
اَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوْحٰٓى اِلَىَّ اَنَّمَآ
اِلٰهُكُمْ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ ۚ فَمَنْ كَانَ يَرْجُوْا
لِقَآءَ رَبِّهٖ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَّلَا
يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهٖٓ اَحَدًا ○

জন্য তৎসদৃশ আরো আনয়ন করি।
১১০। তুমি বল—আমি তোমাদের অনুরূপ মানব ব্যতীত নহি; আমার প্রতি প্রত্যাদেশ হইয়াছে যে, তোমাদের উপাস্য একমাত্র উপাস্য ব্যতীত নহেন; অতএব যে-ব্যক্তি স্বীয় প্রতিপালকের সন্দর্শন কামনা করে, ফলতঃ সে সৎকার্য্য করিবে এবং স্বীয় প্রতিপালকের উপাসনায় কাহাকেও অংশী-স্থাপন করিবে না।

১১০। অনন্তর সমগ্র জগদ্বাসী ও বিভিন্ন ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ের সমস্ত ভ্রম-বিশ্বাসের মূলোচ্ছেদ করিয়া এই আয়তে পরোক্ষভাবে বলিয়া দেওয়া হইতেছে যে, বিশ্ব-জগতে আল্লাহতা'লার অংশী-উপাস্য, উত্তরাধিকারী অথবা পিতা-মাতা-ভ্রাতা ও স্ত্রী-পুত্র-কন্যা কেহই নাই। সকলেই তাঁহার সৃষ্ট দাস মাত্র। এমন কি, তিনি যে আমাকে সমগ্র জগতের অনুগ্রহ-স্বরূপ সর্ব্বোচ্চ পদে অভিষিক্ত করিয়া এই ধরাধামে প্রেরণ করিয়াছেন, তাহা সত্ত্বেও আমি তাঁহারই অনুগৃহীত সৃষ্ট দাস মাত্র এবং তাঁহার অসীম ও অনন্ত শক্তি-মহিমার তুলনায় আমি তোমাদেরই মত শক্তিহীন সাধারণ মানব ব্যতীত আর কিছুই নহি। তোমাদের ও আমার মধ্যে এই মাত্র পার্থক্য বিদ্যমান আছে যে, আমার প্রতি তাঁহার অসীম অনুগ্রহের নিদর্শন স্বরূপ প্রত্যাদেশ অবতীর্ণ হইয়াছে এবং তদ্দ্বারা আমি বিশ্ববাসীকে এই শিক্ষা দিতে আদিষ্ট হইয়াছি যে, সেই একমাত্র অনাদি, অনন্ত, সর্ব্বশক্তিমান বিশ্বস্রষ্টা আল্লাহ ভিন্ন মানবের আর কোনই উপাস্য নাই। অতএব যে ইহ-পারলৌকিক মুক্তি ও কল্যাণ কামনা করে এবং স্বীয় প্রতিপালকের অনুগ্রহ ও সন্দর্শন লাভ করিতে সমুৎসুক, সে যেন কদাচ আল্লার সহিত অংশী-স্থাপন অথবা তাঁহার স্ত্রী-পুত্র-কন্যা পরিকল্পনা করিয়া তাহাদের পূজা আরাধনা না করে। অতএব আলোচ্য আয়তে অংশীবাদিতা অর্থাৎ শের্ক-কোফরীর সমস্ত ভ্রান্তি-কুহেলিকা অপসারিত করিয়া ইসলামী তওহীদের অনাবিল, অনুপম স্বর্গীয় শিক্ষার সার-বাণী ঘোষণা করার সঙ্গে সঙ্গেই সুরা কাহফের উপসংহার করা হইয়াছে।

মক্কায় অবতীর্ণ	১৯। সুরা মরিয়ম—سورة مريم	৯৮ আয়ত

সর্ব্ব প্রদাতা করুণাময় আল্লার নামে

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

১ম রুকু—হজরত জাকারিয়া ও ইয়াহিয়ার বিবরণ

১। কা-হা-ইয়া-আ'ইন-ছদ। ২। ইহা তদীয় সেবক জাকারিয়ার প্রতি তোমার প্রতিপালকের অনুগ্রহের বিবরণ।

١- كٓهٰيٰعٓصٓ ۚ ٢- ذِكْرُ رَحْمَتِ رَبِّكَ عَبْدَهٗ زَكَرِيَّا ۚ

মরিয়ম—হজরত ঈসার জননী বিবি মরিয়মের নামানুসারেই এই সুরার নামকরণ করা হইয়াছে। রমণীকুল-গৌরব বিবি মরিয়ম ও তৎপুত্র নবীবর হজরত ঈসা সম্বন্ধে খৃষ্টান জাতির মধ্যে যে ভ্রম-বিশ্বাস ও ভ্রান্ত মতবাদ-সমূহ প্রচলিত ও বদ্ধমূল হইয়া পড়িয়াছে, এই সুরায় তাহার তীব্র প্রতিবাদ করা হইয়াছে। ভ্রান্ত-খৃষ্টানেরা অংশীবাদী পৌত্তলিকদিগের ন্যায় হজরত ঈসাকে "ঈশ্বরের একজাত পুত্র" অর্থাৎ "খোদা" বা "খোদার বেটা খোদা" রূপে পরিকল্পনা করিয়া তাঁহার জননী বিবি মরিয়মকেও খোদার স্ত্রী-রূপে ঈশ্বরীর আসনে বসাইয়া দিয়াছে। এইজন্য কোন কোন খৃষ্টান সম্প্রদায় তাহাদের কল্পিত "খোদা" বা "খোদার "বেটা খোদা" যীশু-খৃষ্টের সহিত তাঁহার জননী "মাতা মেরী" অর্থাৎ বিবি মরিয়মেরও পূজা-অর্চ্চনা করিয়া থাকে। বিবি মরিয়ম ও হজরত ঈসা সম্বন্ধে খৃষ্টান জাতির এই হীন কল্পনা যে কিরূপ ভয়াবহ গুরুতর অপরাধ, এই পবিত্র সুরায় তাহা অতি স্পষ্টতর জলন্ত ভাষায় বর্ণিত হইয়াছে।—এই সুরার ৮৮—৯০ আয়ত দ্রষ্টব্য।

শানে-নজুল—হজরত রসুলোল্লার নবুয়তের পঞ্চম বর্ষে পবিত্র মক্কা নগরীতেই এই সুরা অবতীর্ণ হইয়াছিল। অবিশ্বাসী কোরেশদিগের অত্যাচার ও নির্য্যাতনে একান্ত অতিষ্ঠ হইয়া ঐ বৎসর মক্কার যে সকল সত্য-বিশ্বাসী মুসলমান ধর্ম্মের জন্য স্ব স্ব জন্মভূমি পরিত্যাগ করিয়া আবিসিনিয়ার খৃষ্টান সম্রাটের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহাদিগকে ঐ স্থান হইতে বিতাড়িত করিয়া দিবার উদ্দেশ্যে ইসলাম ধর্ম্মের অলীক নিন্দা-কুৎসা এবং মুসলমানদিগের কল্পিত দুর্নাম প্রচার করিবার জন্য অবিশ্বাসী কোরেশেরা উক্ত সম্রাটের নিকট এক প্রতিনিধি-দল প্রেরণ করিয়াছিল। উক্ত প্রতিনিধি দলের অযথা উক্তির উত্তরে মোসলেম মোহাজের দলের নেতা হজরত জা'ফর এই সুরা পাঠ করায় কোরেশ প্রতিনিধি দল ব্যর্থ-মনোরথ হইয়া ফিরিয়া আসিতে বাধ্য হয়। এতদ্দ্বারা স্পষ্টই প্রমাণিত হইতেছে যে, এই সুরা মুসলমানদিগের প্রথম হেজরতের পূর্ব্ববর্ত্তী প্রত্যাদেশ এবং স্বর্গীয় ইসলাম ধর্ম্ম প্রথম হইতেই স্পষ্টতর ভাষায় অংশীবাদিতা ও পৌত্তলিকতার সহিত খৃষ্টান ধর্ম্মের বিকৃতি এবং খৃষ্টান জাতির ভ্রম-বিশ্বাস ও ভ্রান্ত-মতবাদের তীব্র প্রতিবাদ করিয়া আসিতেছে। সুতরাং যে সকল কল্পনা-প্রিয় খৃষ্টান সমালোচক বলেন যে, হজরত রসুলোল্লাহ প্রথমতঃ খৃষ্ট-ধর্ম্মের অনুরক্ত অনুগামী ছিলেন; কিন্তু পরে খৃষ্টান ধর্ম্ম-প্রচারকগণের সহিত মতদ্বৈধতা হেতুই তিনি নবধর্ম্ম ইসলাম প্রচার করেন—এতদ্দ্বারা তাহাদের ঐ অলীক কল্পনা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন বলিয়া প্রমাণিত হইতেছে।—তঃ মঃ আলি।

১ম ও ২য় আয়তের তফ্‌সীর পরপৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

٣- إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُۥ نِدَآءً خَفِيًّا ٤- قَالَ
رَبِّ إِنِّى وَهَنَ ٱلْعَظْمُ مِنِّى
وَٱشْتَعَلَ ٱلرَّأْسُ شَيْبًا وَلَمْ أَكُنۢ
بِدُعَآئِكَ رَبِّ شَقِيًّا ٥- وَإِنِّى
خِفْتُ ٱلْمَوَٰلِىَ مِن وَرَآءِى
وَكَانَتِ ٱمْرَأَتِى عَاقِرًا فَهَبْ لِى
مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا ٦- يَرِثُنِى
وَيَرِثُ مِنْ ءَالِ يَعْقُوبَ ۖ وَٱجْعَلْهُ

৩। যখন সে স্বীয় প্রতিপালককে সংগোপনে আহ্বান করিয়াছিল। ৪। সে বলিয়াছিল—হে আমার প্রতিপালক, নিশ্চয় আমার অস্থিপুঞ্জ শিথিল হইয়া গিয়াছে এবং আমার মস্তক শুভ্রতায় সমুজ্জ্বল হইয়াছে এবং হে আমার প্রতিপালক, আমি তোমাকে আহ্বান করিতে কখনই ক্লান্ত হই নাই। ৫। এবং নিশ্চয় আমি আমার পরে স্বীয় উত্তরাধিকারী সম্বন্ধে আশঙ্কা করিতেছি এবং আমার স্ত্রীও বন্ধ্যা; অতএব তুমি স্বীয় সন্নিধান হইতে আমাকে প্রতিভূ প্রদান কর; ৬। যে আমার উত্তরাধিকারী হইবে এবং এয়াকুব-বংশেরও উত্তরাধিকারী হইবে।

১। **কা-হা-ইয়া-আ'ইন-ছদ**—কাফ্, হে, ইয়া আইন ও ছদ—এই পাঁচটি প্রক্ষিপ্ত বর্ণ-যোগে আলোচ্য সুরা আরম্ভ করা হইয়াছে। কোন কোন বিশিষ্ট তফসীরকার বলেন যে, উক্ত পাঁচটী বর্ণ হইতেছে আল্লাহতা'লার পাঁচটী মহিমান্বিত নামের আদ্যক্ষর। উহার প্রত্যেকটি বর্ণ দ্বারা আল্লাহতা'লার এক একটি গুণবাচক নাম প্রকাশ পাইতেছে, যথা—'কাফ' হইতে "কাফী" "হে" হইতে "হাদী" প্রভৃতি (তঃ কাশ্শাফ, কবির)। আবার কেহ কেহ মধ্যের 'ইয়া' অক্ষরটীকে সম্বোধন পদ রূপে ধরিয়া লইয়া অবশিষ্ট আদ্যক্ষর-বিশিষ্ট চতুষ্টয়ের অর্থ ও মর্ম্মের একটি সামঞ্জস্য সাধন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন, যথা—'ইয়া কাফী অ-হাদী অ-আলিম অ-সাদিক" অর্থাৎ 'হে সর্ব্বজ্ঞ' প্রভু, তুমি 'সত্যময়' ও 'পথ-প্রদর্শক' এবং তুমিই তোমার নিজের জন্য ও সকলের জন্য 'যথেষ্ট' (তঃ মঃ আম্বি)। কিন্তু আমাদের মনে হয়—এ সমস্তই অনুমান বা পাণ্ডিত্যপূর্ণ পরিকল্পনা মাত্র। কারণ সর্ব্বজ্ঞ আল্লাহতা'লা ভিন্ন ঐ সকল প্রক্ষিপ্ত বর্ণ-মালার প্রকৃত অর্থ ও মর্ম্ম আর কেহই অবগত নহে।

২। **জাকারিয়া**—হজরত জাকারিয়া এসরাঈল-বংশের একজন বিশিষ্ট পয়গম্বর এবং বয়তুল-মোকাদ্দস বা জেরুজালেমের সর্ব্বপ্রধান 'কাহেন' বা এমাম ছিলেন। ইনি আল্লাহতা'লার অনুগ্রহে বৃদ্ধ বয়সে যেরূপভাবে মনোনীত পুত্র-সন্তান লাভ করিয়াছিলেন, এস্থলে হজরত রসুলোল্লাকে লক্ষ্য করিয়া আল্লাহতা'লা সেই প্রসঙ্গ বর্ণনা করিতেছেন।

৩—৪। হজরত জাকারিয়ার স্ত্রী বন্ধ্যা ছিলেন; সেইজন্য তাঁহার কোনই সন্তানাদি হয় নাই। অতঃপর তিনি যখন বার্দ্ধক্যে উপনীত হইলেন, তখন আল্লাহতা'লার নিকট সংগোপনে ও সকাতরে প্রার্থনা করিলেন যে—হে আমার প্রভু, আমি এখন বৃদ্ধ হইয়া গিয়াছি; আমার মস্তকের কেশ-সমূহ শুভ্র এবং অস্থি-মাংস সমস্তই শিথিল হইয়া গিয়াছে। কিন্তু আমি তোমার উপাসনা আরাধনা করিতে কখনও ক্লান্ত হই নাই এবং তোমার নিকট প্রার্থনা করিয়া কোন বিষয়ই আমাকে বিফল-মনোরথ হইতে হয় নাই।

৫—৬। কিন্তু এখন আমি বার্দ্ধক্যে উপনীত হইয়াছি এবং আমার স্ত্রী চির-বন্ধ্যা বলিয়া আমার আশঙ্কা হইতেছে যে, আমার ভবিষ্যৎ উত্তরাধিকারী সম্বন্ধে আমার আশা কিরূপে পূর্ণ হইবে?

رَبِّ رَضِيًّا ○ ٧- يٰزَكَرِيَّآ اِنَّا
نُبَشِّرُكَ بِغُلٰمِ نِ اسْمُهٗ يَحْيٰى ۙ
لَمْ نَجْعَلْ لَّهٗ مِنْ قَبْلُ سَمِيًّا ○
٨- قَالَ رَبِّ اَنّٰى يَكُوْنُ لِيْ غُلٰمٌ
وَّكَانَتِ امْرَاَتِيْ عَاقِرًا وَّقَدْ بَلَغْتُ
مِنَ الْكِبَرِ عِتِيًّا ○ ٩- قَالَ كَذٰلِكَ ج
قَالَ رَبُّكَ هُوَ عَلَيَّ هَيِّنٌ وَّقَدْ
خَلَقْتُكَ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ تَكُ شَيْئًا ○
١٠- قَالَ رَبِّ اجْعَلْ لِّيْ اٰيَةً ط

এবং হে আমার প্রতিপালক, তাহাকে মনোনীত করিও।
৭। হে জাকারিয়া, নিশ্চয় আমি তোমাকে একটী পুত্র-সন্তান সম্বন্ধে সুসংবাদ প্রদান করিতেছি—তাহার নাম ইয়াহিয়া; ইহার পূর্ব্বে আমি কাহাকেও ঐ নাম-বিশিষ্ট করি নাই।
৮। সে বলিয়াছিল—হে আমার প্রতিপালক, কিরূপে আমার জন্য পুত্র-সন্তান হইবে এবং আমার স্ত্রী ত বন্ধ্যা এবং নিশ্চয় আমি চরম বার্দ্ধক্যে উপনীত হইয়াছি!
৯। সে বলিয়াছিল—এইরূপেই হয়; তোমার প্রতিপালক বলিয়াছেন—উহা আমার পক্ষে সহজসাধ্য; এবং নিশ্চয় আমি ইহার পূর্ব্বে তোমাকে সৃষ্টি করিয়াছিলাম—যখন তোমার কিছুই ছিল না।
১০। সে বলিয়াছিল—হে আমার প্রতিপালক, তুমি আমার জন্য কোন নিদর্শন করিয়া

তবে তুমি যদি অনুগ্রহ কর, তাহা হইলে অবশ্যই আমার আশা পূর্ণ হইতে পারে। অতএব আমার প্রার্থনা পূর্ণ করা যদি তোমার ইচ্ছা হয়, তবে আমাকে এমন এক সন্তান দান কর—যেন সে আমার ও এয়াকুব-বংশের উপযুক্ত উত্তরাধিকারী হইতে পারে এবং সে যেন তোমার মনোনীত ও প্রিয়পাত্র হয়।

৭। **ইয়াহিয়া**—ইউহান্না বা যোহন (জন)। ইনি হজরত জাকারিয়ার পুত্র এবং এসরাঈল-বংশের একজন বিশিষ্ট নবী। ইনিই হজরত ঈসার দীক্ষাদাতা গুরু।—বাইবেল, নিউ টেষ্টামেণ্ট দ্রষ্টব্য।

হজরত জাকারিয়ার প্রার্থনার উত্তরে আল্লাহতা'লা তাঁহাকে ফেরেশ্তা দ্বারা জানাইয়াছিলেন যে, হে জাকারিয়া, নিশ্চয় আমি তোমাকে একটি পুত্র-সন্তান প্রদান করিব। তুমি তাহার নাম ইয়াহিয়া রাখিও এবং তুমি জানিয়া রাখ যে, ইতিপূর্ব্বে এ নামে আর কোন লোকই জন্মগ্রহণ করে নাই।

৮। হজরত জাকারিয়া তখন উক্ত সংবাদ-বাহক ফেরেশ্তার নিকট নিজের মনের সন্দেহ প্রকাশ করিয়া বলিয়াছিলেন যে, আমি অতিরিক্ত বৃদ্ধ হইয়াছি এবং আমার স্ত্রী ত চির-বন্ধ্যা; অতএব কিরূপে আমার পুত্র-সন্তান হইবে ?

৯। উক্ত ফেরেশ্তা তখন বলিয়াছিলেন যে, আল্লাহতা'লার ইচ্ছা এইরূপেই পূর্ণ হইয়া থাকে এবং তোমার প্রতিপালক আল্লাহতা'লাই বলিয়া দিয়াছেন যে, ইহা তাহার পক্ষে অতি সহজ। যিনি সম্পূর্ণ অনস্তিত্ব হইতে এই বিরাট বিশ্ব-জগৎ ও জীব-জগতের সহিত তোমাকে সৃষ্টি করিয়াছেন, তাঁহার পক্ষে ইহা কিছুমাত্র বিচিত্র নহে।

১০। হজরত জাকারিয়া তখন আল্লার নিকট প্রার্থনা করিলেন—হে আমার প্রভু, এই বয়সে যে আমার সন্তান হইবে, তাহার অবশ্যম্ভাবী সত্যতা স্বরূপ তুমি আমার জন্য কোন নিদর্শন করিয়া দাও। তখন আল্লাহতা'লা তাঁহাকে জানাইয়া দিলেন যে, যখন তাঁহার সন্তান হইবার সময় উপস্থিত হইবে এবং তাঁহার স্ত্রী গর্ভধারণ করিবে, তখন তিনি সুস্থ অবস্থায়ও তিন রাত্রি-দিবস

قَالَ اٰيَتُكَ اَلَّا تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلٰثَ
لَيَالٍ سَوِيًّا ○ ١١- فَخَرَجَ عَلٰى
قَوْمِهٖ مِنَ الْمِحْرَابِ فَاَوْحٰى
اِلَيْهِمْ اَنْ سَبِّحُوْا بُكْرَةً وَّعَشِيًّا ○
١٢- يٰيَحْيٰى خُذِ الْكِتٰبَ بِقُوَّةٍ ط
وَاٰتَيْنٰهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا ۙ ١٣- وَّحَنَانًا
مِّنْ لَّدُنَّا وَزَكٰوةً ط وَكَانَ تَقِيًّا ۙ
١٤- وَّبَرًّا بِوَالِدَيْهِ وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا
عَصِيًّا ○ ١٥- وَسَلٰمٌ عَلَيْهِ يَوْمَ
وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوْتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ
حَيًّا ۙ

দাও; তিনি বলিয়াছিলেন—তোমার
নিদর্শন এই যে, তুমি সুস্থ-শরীরেও তিন
রাত্রি লোকদিগের সহিত কথা বলিবে না।
১১। অনন্তর সে উপাসনালয় হইতে
স্বীয় সম্প্রদায়ের উদ্দেশ্যে বহির্গত হইয়া-
ছিল; তৎপর সে তাহাদিগকে আদেশ
করিয়াছিল যে, তোমরা প্রভাতে ও
সন্ধ্যায় মহিমা-বর্ণন করিও। ১২। হে
ইয়াহিয়া, তুমি সবলে গ্রন্থ ধারণ কর
এবং আমি তাহাকে শৈশবেই জ্ঞান দান
করিয়াছিলাম। ১৩। এবং আমি স্বীয়
সন্নিধান হইতে তাহাকে কোমলতা ও
পবিত্রতা প্রদান করিয়াছিলাম এবং সে
সংযমী ছিল। ১৪। এবং সে স্বীয়
পিতা-মাতার অনুগত ছিল এবং উদ্ধত
অবাধ্য ছিল না। ১৫। এবং তাহার
উপর শান্তি—যেদিন সে জন্মগ্রহণ
করিয়াছিল ও যেদিন সে মৃত্যু-প্রাপ্ত
হইবে এবং যেদিন সে জীবিত-অবস্থায়
সমুত্থিত হইবে।

লোকের সহিত কথা বলিতে পারিবেন না। কেহ কেহ বলেন যে, এতদ্দ্বারা তাঁহাকে ঐ সময়ে তিন দিন পর্য্যন্ত লোকের সহিত কথাবার্ত্তা না বলিয়া আল্লাহতা'লার উপাসনা-আরাধনায় নিমগ্ন থাকিবার জন্য আদেশ করা হইয়াছিল।

১১। কিছুদিন পর যখন ঐ শুভ সময় উপস্থিত হইল, তখন তিনি উপাসনায় এমামতী করিবার জন্য যথারীতি উপাসনালয়ে উপস্থিত হইয়াও কাহারো সহিত বাক্যালাপ করিতে বা কোন কথা বলিতে পারিলেন না। তিনি শুধু ইঙ্গিত করিয়া লোকদিগকে যথারীতি প্রাতঃ-সন্ধ্যা উপাসনা করিবার জন্য আদেশ করিলেন। মতান্তরে পূর্ব্ববর্ত্তী নিদর্শন-সম্বন্ধীয় প্রত্যাদেশ অনুযায়ী ঐ সময়ে তিনি নিজেও কাহারো সহিত বাক্যালাপ করিলেন না এবং অন্যান্য সকলকেও বৃথা বাক্যালাপ বন্ধ করিয়া যথারীতি প্রাতঃ-সন্ধ্যা উপাসনায় নিমগ্ন থাকিবার জন্য আদেশ করিলেন।

১২—১৪। অনন্তর আল্লাহতা'লার অনুগ্রহে যথাসময়ে হজরত ইয়াহিয়া জন্মগ্রহণ করিলেন। ইনিই হজরত ঈসার দীক্ষাদাতা যোহন (জন)। শৈশব হইতেই হজরত এয়াহিয়ার জীবনে নানারূপ সদ্‌গুণ বিকশিত হইয়াছিল। তিনি স্বীয় পিতা-মাতার একান্ত বাধ্য ও অনুগত ছিলেন এবং কাহারও সহিত কোনরূপ ঔদ্ধত্য বা অন্যায় ব্যবহার করিতেন না। তাঁহার স্বভাব যেমন কোমল, চরিত্রও সেইরূপ পবিত্র ছিল। আল্লাহতা'লা অতি শৈশবেই তাঁহাকে জ্ঞান দান করিয়াছিলেন এবং বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তিনি "ঐশী-গ্রন্থ" অর্থাৎ হজরত মুসার শরিয়ত দৃঢ়তার সহিত অনুসরণ করিয়া পয়গম্বর পদে অভিষিক্ত হইয়াছিলেন।

১৫। হজরত ইয়াহিয়ার অনুপম স্বভাব-চরিত্র ও উপরোক্ত সদ্‌গুণ-সমূহের জন্যই তিনি আল্লাহতা'লা কর্ত্তৃক পবিত্র কোরানে প্রশংসিত হইয়াছেন এবং তাঁহার জন্ম, মৃত্যু ও পুনরুত্থান কল্যাণকর "শান্তি-বাক্যে" অভিষিক্ত হইয়াছে।

২য় রুকু—বিবি মরিয়ম ও হজরত ঈসার জন্ম-বৃত্তান্ত

١٦- وَاذْكُرْ فِي الْكِتٰبِ مَرْيَمَ ۘ اِذِ انْتَبَذَتْ مِنْ اَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا ۙ
١٧- فَاتَّخَذَتْ مِنْ دُوْنِهِمْ حِجَابًا ۚ فَاَرْسَلْنَا اِلَيْهَا رُوْحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا ○
١٨- قَالَتْ اِنِّيْٓ اَعُوْذُ بِالرَّحْمٰنِ مِنْكَ اِنْ

১৬। এবং গ্রন্থের অন্তর্গত মরিয়মের বর্ণনা কর—যখন সে স্বীয় পরিজন হইতে পূর্ব্বদিকের আশ্রয়ে অপসারিত হইল,
১৭। তখন সে তাহাদিগ হইতে আবরণ স্থাপন করিয়াছিল; অতঃপর আমি তাহার নিকট আমার ফেরেশ্‌তাকে প্রেরণ করিয়াছিলাম, তখন সে তাহার সম্মুখে সম্পূর্ণ মানবাকৃতি ধারণ করিয়াছিল।
১৮। সে বলিয়াছিল, নিশ্চয় আমি তোমা হইতে সর্ব্ব-প্রদাতার আশ্রয় প্রার্থনা করিতেছি—যদি তুমি ধর্ম্মভীরু

১৬। **মরিয়ম**—হজরত ঈসার জননী মেরী বা বিবি মরিয়ম। ইনি অতি ধর্ম্ম-পরায়ণা ও পূত চরিত্রা রমণী ছিলেন। পূর্ব্বকালে অনেকে ধর্ম্মকার্য্যের জন্য পুত্র-সন্তান মানস করিতেন এবং ঐরূপ অবস্থায় সন্তান জন্মগ্রহণ করিলেই তাহাকে কোন 'মেহরাব', 'মঠ' বা উপাসনালয়ে উৎসর্গ করিয়া দিতেন। এই সমস্ত সন্তান সাধারণতঃ মঠ বা উপাসনালয়ে অবস্থান করিয়া সংসার জীবন অবলম্বনের পরিবর্ত্তে অবিবাহিত অবস্থায় উপাসনা-আরাধনা করিয়াই জীবন অতিবাহিত করিত। বিবি মরিয়মের পিতা-মাতাও ঐ উদ্দেশ্যে বয়তুল-মোকাদ্দস বা জেরুজালেমের উপাসনালয়ে অর্পণ করিবার জন্য পুত্র-সন্তান মানস করিয়াছিলেন। ইহুদীদিগের মধ্যে বহুদিন যাবৎ এইরূপ সন্তান উৎসর্গ করিবার প্রথা চলিয়া আসিতেছিল। কিন্তু পুত্রের পরিবর্ত্তে যখন তাহাদের কন্যা জন্মগ্রহণ করিল তখন উক্ত কন্যা বিবি মরিয়মের পিতা-মাতা কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া আল্লার নিকট প্রার্থনা করিলেন যে, এই কন্যাকে আমরা কিরূপে বয়তুল-মোকাদ্দসের পবিত্র উপাসনালয়ে অর্পণ করিব? তখন আল্লাহতা'লা তাহাদিগকে জানাইয়া দিলেন যে, এই ভাগ্যবতী কন্যারত্ন পুত্র অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠতর। তোমরা সচ্ছন্দে তাহাকে ধর্ম্মকার্য্যের জন্য উৎসর্গ করিতে পার। তদনুসারে তাহারা বিবি মরিয়মকে শৈশবেই বয়তুল-মোকাদ্দসে অর্পণ করিয়াছিলেন। বয়তুল-মোকাদ্দসের প্রধান ধর্ম্ম-যাজক বা এমাম হজরত জাকারিয়া মরিয়মের মাতার ভগিনী-পতি হইতেন। সুতরাং প্রধান ধর্ম্মাধ্যক্ষ ও আত্মীয় হিসাবে তাঁহার উপরেই বিবি মরিয়মের প্রতিপালনের ভার অর্পিত হইয়াছিল।

অনন্তর বিবি মরিয়ম শৈশব ও কৈশোর অতিক্রম করিয়া যখন যৌবনে উপনীতা হইলেন, তখন তিনি সাধারণ উপাসনালয় পরিত্যাগ করিয়া উহার পূর্ব্বদিকের একটি গৃহে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন।

১৭—১৮। বিবি মরিয়ম যখন সাধারণ উপাসনালয় পরিত্যাগ করিয়া পূর্ব্বদিকের একটি গৃহে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন, তখন তিনি স্বীয় চরিত্র ও পবিত্রতা রক্ষা করিবার জন্য যথারীতি পর্দ্দা স্থাপন করিয়া সকলের সহিত দেখা-সাক্ষাৎ বন্ধ করিয়া দিলেন। সেই অবস্থায় আল্লাহতা'লা বিবি মরিয়মের নিকট স্বীয় ফেরেশ্‌তাকে (হজরত জিবরিলকে) পাঠাইয়া দিলেন। উক্ত ফেরেশ্‌তা সম্পূর্ণ মানবাকৃতি ধারণ করিয়া তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। বিবি মরিয়ম সেই অপরিচিত পুরুষ-রূপী ফেরেশ্‌তাকে স্বীয় সন্নিকটে উপস্থিত দেখিয়া ভীত হইয়া বলিলেন যে, যদি তুমি ধর্ম্মভীরু হও, তবে কদাচ আমার উপর কোনরূপ অত্যাচার করিও না; আমি তোমা হইতে সর্ব্ব-প্রদাতা আল্লাহতা'লার আশ্রয় প্রার্থনা করিতেছি।

হও। ১৯। সে বলিয়াছিল—আমি তোমার প্রতিপালকের প্রেরিত ব্যতীত নহি—যেন আমি তোমাকে পবিত্র পুত্র প্রদান করি। ২০। সে বলিয়াছিল, কিরূপে আমার জন্য সন্তান হইবে, এবং কোন মানুষ ত আমাকে স্পর্শ করে নাই এবং আমি ব্যভিচারিণীও নহি। ২১। সে বলিয়াছিল—এইরূপেই হয়; তোমার প্রতিপালক বলিয়াছেন যে, উহা আমার পক্ষে সহজসাধ্য; এবং যেন আমি তাহাকে মানব-মণ্ডলীর জন্য নিদর্শন ও আমার করুণা-স্বরূপ করি; এবং এ-বিষয় স্থির-সিদ্ধান্ত হইয়া গিয়াছে। ২২। অতঃপর সে গর্ভবতী হইল, পরে সে তৎসহ সুদূর আশ্রয়ে অপসারণ করিল। ২৩। অনন্তর সে প্রসব-বেদনায় এক খর্জ্জুর-বৃক্ষের দিকে গমন করিল; সে বলিতে লাগিল—অহো! ইহার পূর্ব্বেই যদি আমি মরিয়া যাইতাম এবং স্মৃতি-

كُنْتَ تَقِيًّا ○ ١٩- قَالَ إِنَّمَا أَنَا
رَسُوْلُ رَبِّكِ ۖ لِأَهَبَ لَكِ
غُلٰمًا زَكِيًّا ○ ٢٠- قَالَتْ أَنّٰى
يَكُوْنُ لِيْ غُلٰمٌ وَّلَمْ يَمْسَسْنِيْ
بَشَرٌ وَّلَمْ أَكُ بَغِيًّا ○ ٢١- قَالَ
كَذٰلِكِ ۚ قَالَ رَبُّكِ هُوَ عَلَيَّ
هَيِّنٌ ۚ وَلِنَجْعَلَهٗٓ اٰيَةً لِّلنَّاسِ
وَرَحْمَةً مِّنَّا ۚ وَكَانَ أَمْرًا مَّقْضِيًّا ○
٢٢- فَحَمَلَتْهُ فَانْتَبَذَتْ بِهٖ مَكَانًا
قَصِيًّا ○ ٢٣- فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلٰى
جِذْعِ النَّخْلَةِ ۚ قَالَتْ يٰلَيْتَنِيْ مِتُّ
قَبْلَ هٰذَا وَكُنْتُ نَسْيًا مَّنْسِيًّا ○

১৯—২০। হজরত জিবরিল তখন বিবি মরিয়মকে অভয় দিয়া বলিলেন যে, তুমি কোনরূপ ভয় করিও না। আমি মানব নহি—বরং আল্লার প্রেরিত ফেরেশ্‌তা। তোমাকে একটি মহা-ভাগ্যবান পবিত্র পুত্র রত্নের সুসংবাদ প্রদান করিবার জন্যই আমি তোমার নিকট উপস্থিত হইয়াছি। হজরত মরিয়ম তখন বিস্মিত হইয়া বলিলেন—কিরূপে আমার পুত্র-সন্তান হইবে! এ পর্য্যন্ত আমার বিবাহ হয় নাই—কোন পুরুষও আমাকে স্পর্শ করে নাই—এবং আমি ব্যভিচারিণীও নহি; এ যে অতি অসম্ভব কথা!

২১। হজরত জিবরিল তখন বিবি মরিয়মকে বলিলেন যে, আল্লার ইচ্ছা এইরূপেই পূর্ণ হইয়া থাকে এবং ইহা তাঁহার পক্ষে অতি সহজসাধ্য। হজরত জিবরিল আরও বলিলেন, আল্লাহতা'লার ইচ্ছায় তোমার এ বিষয় সম্পূর্ণরূপে স্থিরীকৃত হইয়া গিয়াছে এবং তোমার ঐ মহা ভাগ্যবান পবিত্র পুত্র-রত্ন আল্লাহতা'লার করুণা-স্বরূপ জগদ্বাসীর জন্য এক অলৌকিক নিদর্শন-রূপে জন্মগ্রহণ করিবে।

২২—২৩। অনন্তর আল্লাহতা'লার ইচ্ছায় বিবি মরিয়ম সেই অবস্থায়ই গর্ভবতী হইলেন এবং তিনি লোক-লজ্জা এড়াইবার জন্য তথা হইতে কয়েক মাইল দূরবর্ত্তী বৈতলহম নামক গ্রামে যাইয়া অথবা স্বীয় খালা হজরত জাকারিয়ার স্ত্রীর নিকট উপস্থিত হইয়া আশ্রয় গ্রহণ করিলেন এবং যথাসময়ে প্রসব-বেদনা উপস্থিত হইলে উহার অদূরবর্ত্তী এক খর্জ্জুর বৃক্ষের তলে উপস্থিত হইয়া প্রসব-কালের উপযুক্ত উপকরণ ও সাহায্যের অভাবে, অনভিজ্ঞতা, ভীতি ও যাতনায় এবং ক্ষুধা-তৃষ্ণায় অধীর হইয়া বলিতে লাগিলেন—হায়, এইরূপভাবে সন্তান প্রসব করা অপেক্ষা পূর্ব্বেই যদি আমি মরিয়া যাইতাম কিংবা আমার স্মৃতি-ভ্রংশ হইয়া যাইত, তাহাও আমার পক্ষে ভাল ছিল।

বিভ্রান্ত হইতাম! ২৪। অনন্তর তাহার নিম্ন হইতে তাহাকে আহ্বান করিয়া বলিল যে, তুমি বিষণ্ণ হইও না; নিশ্চয় তোমার প্রতিপালক তোমার নিম্ন হইতে ফোয়ারা প্রবাহিত করিয়া দিয়াছেন। ২৫। এবং তোমার দিকে খর্জ্জুর শাখা অবনমিত কর, উহা তোমার প্রতি সদ্য-সুপক্ক খর্জ্জুর-পুঞ্জ নিক্ষেপ করিবে। ২৬। অতএব তুমি ভক্ষণ কর ও পান কর এবং নয়ন পরিতৃপ্ত কর; অতঃপর যদি তুমি মানব-মণ্ডলীর কাহাকেও অবলোকন কর তবে বলিও যে, নিশ্চয় আমি সর্ব্ব-প্রদাতার উদ্দেশ্যে রোজা মানস করিয়াছি তজ্জন্য আজ আমি কোন লোকের সহিতই কথা বলিব না। ২৭। অনন্তর সে তাহাকে বহন করিয়া তৎসহ স্বীয় সম্প্রদায়ের নিকট উপস্থিত হইল; তাহারা বলিল—ও মরিয়ম, নিশ্চয় তুমি এক বিস্ময়কর ব্যাপার আনয়ন করিয়াছ। ২৮। ও হারুনের ভগিনী, তোমার পিতা ত অসৎ লোক ছিল না এবং তোমার মাতাও ত

২৪- فَنَادٰىهَا مِنْ تَحْتِهَآ اَلَّا تَحْزَنِيْ
قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تَحْتَكِ سَرِيًّا ○
২৫- وَهُزِّيْٓ اِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ
تُسٰقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا ○
২৬- فَكُلِيْ وَاشْرَبِيْ وَقَرِّيْ عَيْنًا ج
فَاِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ اَحَدًا لا
فَقُوْلِيْٓ اِنِّيْ نَذَرْتُ لِلرَّحْمٰنِ صَوْمًا
فَلَنْ اُكَلِّمَ الْيَوْمَ اِنْسِيًّا ○ ২৭- فَاَتَتْ
بِهٖ قَوْمَهَا تَحْمِلُهٗ ط قَالُوْا يٰمَرْيَمُ
لَقَدْ جِئْتِ شَيْـًٔا فَرِيًّا ○ ২৮- يٰٓاُخْتَ
هٰرُوْنَ مَا كَانَ اَبُوْكِ امْرَاَ سَوْءٍ
وَّمَا كَانَتْ اُمُّكِ بَغِيًّا ○ صلے

২৪। সেই সঙ্কট সময়ে আল্লাহতা'লার প্রেরিত সাহায্যকারী ফেরেশ্‌তা বিবি মরিয়মকে আহ্বান করিয়া বলিলেন যে, হে মরিয়ম, ঐ দেখ—তোমার প্রতিপালক আল্লাহ তোমার জন্য নিম্ন হইতে সুপেয় সলিলের উৎস উৎসারিত করিয়াছেন এবং তোমার সাহায্য ও তোমার পান-ভোজনের সমস্ত উপকরণই তিনি সৃষ্টি করিয়া রাখিয়াছেন।

২৫—২৬। তুমি ঐ খর্জ্জুর-শাখা অবনমিত করিলেই সদ্য সুপক্ক খর্জ্জুর-সমূহ প্রাপ্ত হইবে এবং তোমার নিম্নে সুস্বাদু সুনির্ম্মল সলিলের উৎস রহিয়াছে; অতএব তুমি উহা হইতে যদৃচ্ছা পান ও ভোজন কর এবং পুত্র-রত্নের মুখ দেখিয়া নয়ন ও মন পরিতৃপ্ত কর। আর আজ তুমি সম্পূর্ণ বিশ্রাম কর এবং কোন লোকের সহিত কথা বলিও না।

২৭—২৮। অনন্তর বিবি মরিয়ম যখন উক্ত পুত্র-রত্নকে লইয়া স্বীয় সম্প্রদায়ের নিকট ফিরিয়া আসিলেন, তখন তাহারা বিস্মিত হইয়া তৎপ্রতি অপবাদ প্রদান পূর্ব্বক বলিতে লাগিল যে, তোমার পিতা-মাতা ত অসৎ-লোক ছিল না; কিন্তু তুমি কেমন করিয়া কুমারী অবস্থায় এইরূপ হীন দুষ্কার্য্যে লিপ্ত হইয়া পুত্রের জননী হইলে!

ব্যভিচারিণী নহে। ২৯। তখন সে তাহারই
দিকে ইঙ্গিত করিল ; তাহারা বলিয়াছিল,
আমরা কিরূপে উহার সহিত কথা
বলিব—যে দোলনার শিশু মাত্র!
৩০। সে বলিয়াছিল—নিশ্চয় আমি
আল্লারই দাস ; তিনি আমাকে গ্রন্থ
প্রদান করিয়াছেন ও নবী করিয়া
দিয়াছেন। ৩১। এবং আমি যেখানেই
থাকি, তিনি আমাকে বর্দ্ধনশীল
করিয়াছেন এবং তিনি আমাকে
আমার জীবিত কাল পর্য্যন্ত নামাজ ও
জাকাত সম্বন্ধে উপদেশ দান করিয়াছেন,
৩২। এবং আমার জননীর আনুগত্য ;
এবং তিনি আমাকে উদ্ধত হতভাগ্য
করেন নাই ; ৩৩। এবং আমার প্রতি
শান্তি—যেদিন আমি জন্মগ্রহণ করিয়াছি
ও যেদিন আমি মৃত্যু-প্রাপ্ত হইব এবং
যেদিন আমি জীবন্ত অবস্থায় সমুত্থিত হইব।
৩৪। এই ত মরিয়ম-নন্দন ঈসা ; ইহাই
সত্য কথা—তাহারা যদ্বিষয়ে সন্দেহ
করিতেছে। ৩৫। ইহা আল্লার জন্য
নহে যে, তিনি সন্তান গ্রহণ করিবেন,

٢٩- فَاَشَارَتْ اِلَيْهِ ؕ قَالُوْا كَيْفَ
نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا ۝
٣٠- قَالَ اِنِّيْ عَبْدُ اللّٰهِ ۟ اٰتٰنِيَ
الْكِتٰبَ وَجَعَلَنِيْ نَبِيًّا ۙ ٣١- وَّ
جَعَلَنِيْ مُبٰرَكًا اَيْنَ مَا كُنْتُ ۠
وَاَوْصٰنِيْ بِالصَّلٰوةِ وَالزَّكٰوةِ
مَا دُمْتُ حَيًّا ۝ ٣٢- وَّبَرًّا
بِوَالِدَتِيْ ۡ وَلَمْ يَجْعَلْنِيْ جَبَّارًا
شَقِيًّا ۝ ٣٣- وَالسَّلٰمُ عَلَيَّ يَوْمَ
وُلِدْتُّ وَيَوْمَ اَمُوْتُ وَيَوْمَ اُبْعَثُ
حَيًّا ۝ ٣٤- ذٰلِكَ عِيْسَى ابْنُ
مَرْيَمَ ۚ قَوْلَ الْحَقِّ الَّذِيْ فِيْهِ
يَمْتَرُوْنَ ۝ ٣٥- مَا كَانَ لِلّٰهِ اَنْ يَّتَّخِذَ

২৯—৩০। তখন বিবি মরিয়ম স্বীয় ক্রোড়স্থিত শিশু হজরত ঈসার প্রতি ইঙ্গিত করিয়া বলিলেন যে, তোমরা এই শিশুকেই এ বিষয় জিজ্ঞাসা কর ; সে-ই তোমাদের কথার উত্তর প্রদান করিবে। তাহারা আরও বিস্মিত ও বিরক্ত হইয়া বলিল—আমরা কিরূপে এই দুগ্ধপোষ্য দোলনার শিশুর সহিত কথা বলিব! এ-ও কি কখনও সম্ভব? তখন সেই শিশু হজরত ঈসা অলৌকিকভাবে বলিয়া উঠিলেন—নিশ্চয় আমি আল্লারই দাস এবং তিনিই স্বীয় অনুগ্রহে আমাকে গ্রন্থ দান করিয়াছেন এবং আমাকে তোমাদের জন্য মনোনীত নবী করিয়া পাঠাইয়াছেন।

৩১—৩৩। শিশু হজরত ঈসা আরও বলিলেন যে, সর্ব্বত্র এবং সকল অবস্থায়ই আমার প্রভু আল্লাহ আমাকে বর্দ্ধনশীল ও কল্যাণযুক্ত করিয়াছেন এবং স্বীয় জননীর অনুগত থাকিয়া আমার জীবিত কাল পর্য্যন্ত আমাকে প্রার্থনা-উপাসনা ও দান সম্বন্ধে লোকদিগকে উপদেশ প্রদান করিবার জন্য আদেশ করিয়াছেন। দয়াময় আল্লাহতা'লা আমাকে উদ্ধত ও হতভাগ্য করেন নাই এবং আমার জন্ম, জীবন, মৃত্যু ও পুনরুত্থান তিনিই স্বীয় অনুগ্রহে শান্তি ও সৌভাগ্য-যুক্ত করিয়া দিয়াছেন।

৩৪—৩৫। উপরোক্ত আয়ত-সমূহে হজরত ঈসার জন্ম-বৃত্তান্ত বর্ণনা করিবার পর আল্লাহতা'লা দৃঢ়তার সহিত বলিয়া দিতেছেন যে, তোমরা মরিয়ম-নন্দন ঈসার জন্ম, জীবন ও স্বরূপ সম্বন্ধে যে সমস্ত অন্যায় সন্দেহ পোষণ ও অসম্ভব ধারণা অবলম্বন করিতেছ, তৎসম্বন্ধে ইহাই প্রকৃত এবং সত্য বিবরণ। এ সম্বন্ধে তোমরা সকলেই ভ্রান্তির মধ্যে রহিয়াছ।

তিনি পবিত্রতম ; যখন তিনি কোন কার্য্য করিতে মনস্থ করেন, তখন উহার জন্য কেবল মাত্র বলেন—হও, তাহাতেই

مِنْ وَّلَدٍ ۙ سُبْحٰنَهٗ ؕ اِذَا قَضٰٓى اَمْرًا
فَاِنَّمَا يَقُوْلُ لَهٗ كُنْ فَيَكُوْنُ ۝

হজরত ঈসার জন্ম, জীবন ও স্বরূপ সম্বন্ধে ইহুদী ও খৃষ্টান জাতির মধ্যে পরস্পর-বিরোধী অতি অন্যায় ও অসঙ্গত ধারণা বিদ্যমান রহিয়াছে। খৃষ্টানেরা বলে যে, হজরত ঈসা "ঈশ্বরের একজাত পুত্র" এবং তিনি "স্বয়ং খোদা বা খোদার বেটা খোদা!" এবং তিনি পিতা ব্যতীত "পবিত্র-আত্মা" (হোলী গোষ্ট) দ্বারা মাতৃগর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। বাইবেল পাঠে আরও অবগত হওয়া যায় যে, হজরত ঈসার মাতা মেরী পবিত্র-আত্মা হইতে গর্ভবতী হইয়া যোসেফ বা ইউসুফ নামক জনৈক দাউদ-বংশীয় যুবকের সহিত বাগদত্তা অথবা পরিণয়-সূত্রে আবদ্ধ হন। অনন্তর যোসেফ যখন জানিতে পারিলেন যে, মেরী বিবাহের পূর্ব্বেই গর্ভবতী হইয়াছেন, তখন তিনি তাঁহাকে সংগোপনে পরিত্যাগ করিতে ইচ্ছা করিলেন। কিন্তু সেই সময়ে "গাব্রিয়েল" বা জিবরিল ফেরেশ্তা তাঁহাকে স্বপ্নযোগে জানাইয়া দিলেন যে, তাঁহার স্ত্রী মেরী পবিত্র-আত্মা হইতে গর্ভবতী হইয়াছে এবং সেই গর্ভ হইতে "ইহুদী জাতীর রাজা" বা "ইস্রায়েল বংশের ত্রাণকর্ত্তা" যীশুখৃষ্ট জন্মগ্রহণ করিবেন। সুতরাং তিনি যেন স্বীয় স্ত্রীকে পরিত্যাগ না করেন। তদনুসারে যোসেফ মেরীকে পরিত্যাগ করিতে বিরত হন। অনন্তর যথাসময়ে হজরত ঈসা জন্মগ্রহণ করেন। বাইবেল পাঠে আরও অবগত হওয়া যায় যে, যোসেফের ঔরসে বিবি মেরীর গর্ভে আরও কয়েকটী সন্তান-সন্ততি জন্মগ্রহণ করিয়াছিল। এ জন্য যীশু তাঁহার মাতা মেরী হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া গিয়াছিলেন এবং বহুদিন পরে যখন বিবি মেরী তাঁহার অন্যান্য পুত্র-কন্যা সহ তাঁহার প্রথম পুত্র যীশুর নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিবার জন্য উপস্থিত হইয়াছিলেন, তখন তিনি তৎপ্রতি একান্ত বিরক্তি প্রকাশ পূর্ব্বক অপমানজনক বাক্য বলিয়া তাঁহাকে বিদায় করিয়াছিলেন। বাইবেলের এই সকল বিক্ষিপ্ত বর্ণনা হইতেই খৃষ্টান জগৎ ধারণা করিয়া লইয়াছে যে, যীশুখৃষ্ট বা হজরত ঈসা "আল্লাহতা'লার একজাত পুত্র" এবং তিনি "স্বয়ং খোদা বা খোদার বেটা খোদা।"

পক্ষান্তরে ইহুদীগণ বলে যে, যীশুর মাতা মেরী অসৎ-চরিত্রা, কুলটা ও ব্যভিচারিণী ছিল এবং যীশু তাহার জারজ সন্তান (নাউজ)! তাহারা হজরত ঈসা ও তাঁহার জননী বিবি মরিয়মকে যতদূর সম্ভব হীন বর্ণে চিত্রিত করিয়া তাঁহাকে ভণ্ড, কপট, স্বার্থপর ও ধর্ম্মদ্রোহী দুরাচার বলিয়া অভিহিত করিয়াছে।—তঃ হক্কানী।

উক্ত উভয় মতবাদের ভ্রান্তি ও অসারতা স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করিয়া আল্লাহতা'লা বলিয়া দিলেন যে, হজরত ঈসা কখনই "খোদা বা খোদার বেটা" নহেন এবং তাঁহার জননীও ব্যভীচারিণী ছিলেন না। মহান আল্লার পক্ষে পুত্র-জন্মদান এবং পুত্র-পরিগ্রহণের ন্যায় ভয়ঙ্কর দোষারোপ ও অসম্ভব পরিকল্পনা আর কিছুই হইতে পারে না। হজরত ঈসা অন্যান্য মানবের ন্যায় আল্লাহতা'লারই সৃষ্ট দাস এবং তাঁহার অনুগৃহীত ও প্রশংসিত নবী মাত্র। সর্ব্ব-শক্তিমান আল্লাহতা'লা জগদ্বাসীকে স্বীয় অলৌকিক শক্তি-মহিমার নিদর্শন-প্রদর্শনের জন্যই তাঁহাকে সতী-সাধ্বী, অপাপবিদ্ধা কুমারী জননীর গর্ভে সৃষ্টি করিয়াছিলেন। যিনি সম্পূর্ণ অনস্তিত্ব হইতে এই বিরাট বিপুল বিশ্বজগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন, তাঁহার পক্ষে ইহা কিছুমাত্র অসম্ভব ব্যাপার বা অসাধ্য কার্য্য নহে।

অলৌকিক নিদর্শন বা 'মোজেজা'-বিরোধী কোন কোন নব্য তফ্সীরকার হজরত ঈসার জন্ম-বিষয়ক অলৌকিকতা অস্বীকার করিবার জন্য কোরান শরীফের স্পষ্টতর অর্থ ও মর্ম্মের বিরুদ্ধে বহু কষ্ট-কল্পনার আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন। ইহারা বলেন যে, ফেরেশ্তা বা হজরত জিবরিল কর্ত্তৃক কুমারী মরিয়মের পুত্র-লাভের সংবাদ স্বপ্ন মাত্র এবং হজরত ঈসা স্বাভাবিক ভাবেই জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। ইহারা এই যুক্তির অনুকূলে বাইবেলে বর্ণিত যোসেফ বা ইউসুফের সহিত বিবি মরিয়মের বিবাহ এবং যোসেফের ঔরসে বিবি মরিয়মের গর্ভে একাধিক সন্তান-সন্ততির জন্ম-

হইয়া যায় ; ৩৬। নিশ্চয় আল্লাহ আমার
প্রতিপালক ও তোমাদের প্রতিপালক ;
অতএব তোমরা তাঁহারই উপাসনা কর ;
ইহাই সরল সুপথ। ৩৭। কিন্তু তাহাদের
অন্তর্গত দল-সমূহ পরস্পর বিরোধ
করিয়াছিল, অতএব তাহাদের জন্য
পরিতাপ—যাহারা সেই মহাদিবসের
উপস্থিতি সম্বন্ধে অবিশ্বাস করে!
৩৮। যেদিন তাহারা আমার সম্মুখে
উপস্থিত হইবে, তখন কেমন সুস্পষ্টভাবে
শ্রবণ করিবে ও কেমন স্পষ্টতরভাবে
প্রত্যক্ষ করিবে! কিন্তু আজ অত্যাচারীরা
প্রকাশ্য ভ্রান্তির মধ্যে রহিয়াছে।
৩৯। এবং তুমি তাহাদিগকে সেই
অনুতাপ-দিবস সম্বন্ধে ভয়-প্রদর্শন কর,
যখন কার্য্য সুমীমাংসিত হইয়া যাইবে ;
এবং তাহারা অমনোযোগিতার মধ্যেই
রহিয়াছে এবং তাহারা বিশ্বাস-স্থাপনও
করিবে না। ৪০। নিশ্চয় আমিই
পৃথিবী ও তদুপরিস্থ বিষয়-সমূহের
উত্তরাধিকারী হইব এবং আমারই দিকে
তাহাদিগকে প্রত্যাবর্ত্তিত হইতে হইবে।

٣٦- وَاِنَّ اللّٰهَ رَبِّيْ وَ رَبُّكُمْ
فَاعْبُدُوْهُ ط هٰذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيْمٌ ۝
٣٧- فَاخْتَلَفَ الْاَحْزَابُ مِنْۢ بَيْنِهِمْ ج
فَوَيْلٌ لِّلَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ مَّشْهَدِ
يَوْمٍ عَظِيْمٍ ۝ ٣٨- اَسْمِعْ بِهِمْ وَ
اَبْصِرْ لا يَوْمَ يَاْتُوْنَنَا لٰكِنِ الظّٰلِمُوْنَ
الْيَوْمَ فِيْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ ۝ ٣٩- وَ
اَنْذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ اِذْ قُضِيَ
الْاَمْرُ م وَهُمْ فِيْ غَفْلَةٍ وَّ هُمْ
لَا يُؤْمِنُوْنَ ۝ ٤٠- اِنَّا نَحْنُ نَرِثُ
الْاَرْضَ وَ مَنْ عَلَيْهَا وَ اِلَيْنَا
يُرْجَعُوْنَ ع

গ্রহণের বিষয় উল্লেখ করেন। এই সম্পর্কীয় অন্যান্য আয়ত সম্বন্ধেও ইহারা বহু কষ্ট-কল্পনার আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন (তঃ মঃ আলি দ্রষ্টব্য)। কিন্তু পবিত্র কোরানে বিবি মরিয়মের বিবাহ ও অন্যান্য সন্তান-সন্ততির জন্মগ্রহণ সম্বন্ধে কোন কথাই উক্ত হয় নাই। সুতরাং কোরান শরিফে স্পষ্টতর ভাষায় যাহা বর্ণিত হইয়াছে, তাহার বিরুদ্ধে এবং যে সমস্ত বিষয় বর্ণিত হয় নাই, তৎসম্বন্ধে কোনরূপ কল্পনা বা কষ্ট-কল্পনার আশ্রয় গ্রহণ করা সম্পূর্ণ অপ্রাসঙ্গিক ও অনাবশ্যক বলিয়া আমরা মনে করি।

৩৬—৩৭। অনন্তর আল্লাহতা'লা হজরত রসুলোল্লাকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন :—ইহুদী ও খৃষ্টান প্রভৃতি যে সকল ভ্রান্ত সম্প্রদায় আমার এই সমস্ত অলৌকিক নিদর্শন এবং পরকালের বিষয় অবিশ্বাস করে, তুমি তাহাদিগকে বলিয়া দাও যে, আমার ও তোমাদের সকলের সৃষ্টি-কর্ত্তা ও প্রতিপালক প্রভুর বাক্যের প্রতি বিশ্বাস-স্থাপন করিয়া তাঁহার উপাসনা করাই সকলের কর্ত্তব্য এবং ইহাই মানবের একমাত্র মুক্তিপথ।

৩৮—৩৯। আল্লাহতা'লা আরও বলিয়া দিতেছেন—এখনও যে সকল অবিশ্বাসী প্রকাশ্য ভ্রান্তির মধ্যে রহিয়াছে, তুমি তাহাদিগকে ভয়-প্রদর্শন পূর্ব্বক বলিয়া দাও যে, যেদিন তাহারা আমার সম্মুখে উপস্থিত হইবে, সেদিন তাহারা স্পষ্টতর ভাবেই সমস্ত বিষয় দেখিতে, শুনিতে ও জানিতে পারিবে। কিন্তু সেদিন অনুতাপ করিয়া কোনই ফল হইবে না ; কারণ সেদিন আমি বিশ্বাস-অবিশ্বাস এবং পাপ-পুণ্য প্রত্যেক বিষয়ের যথারীতি সুবিচার ও সুমীমাংসা করিয়া প্রত্যেককেই উপযুক্ত শাস্তি বা পুরস্কার প্রদান করিব। সেদিন ইহার কোনই ব্যতিক্রম হইবে না।

৪০। এবং সেই মহাবিচারের দিন বিশ্ব-জগতের সমস্ত বিষয়ই আমার প্রত্যক্ষ আয়ত্তাধীন হইবে।

৩য় রুকু—হজরত এবরাহিমের প্রসঙ্গ

৪১। এবং গ্রন্থের অন্তর্গত এবরাহিমের বর্ণনা কর, নিশ্চয় সে সত্যপরায়ণ নবী ছিল। ৪২। যখন সে স্বীয় পিতাকে বলিয়াছিল—হে আমার পিতা, কেন তুমি উহার উপাসনা করিতেছ—যে শ্রবণ করিতে অথবা দর্শন করিতে পারে না এবং তোমার কোন উপকার করিতেও পারে না। ৪৩। হে আমার পিতা, নিশ্চয় আমার নিকট জ্ঞান হইতে যাহা আসিয়াছে, তাহা তোমার নিকট আসে নাই। অতএব তুমি আমার অনুসরণ কর, আমি তোমাকে সরল সুপথ প্রদর্শন করিব। ৪৪। হে আমার পিতা, তুমি শয়তানের উপাসনা করিও না, নিশ্চয় শয়তান সর্ব্ব প্রদাতার অবাধ্য। ৪৫। হে আমার পিতা, নিশ্চয় আমি আশঙ্কা করিতেছি যে, সর্ব্বপ্রদাতার শাস্তি তোমাকে স্পর্শ করিবে, পরে তুমি

۴۱- وَاذْكُرْ فِي الْكِتٰبِ اِبْرٰهِيْمَ ۬ؕ
اِنَّهٗ كَانَ صِدِّيْقًا نَّبِيًّا ۝ ۴۲- اِذْ قَالَ
لِاَبِيْهِ يٰۤاَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ
وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِيْ عَنْكَ شَيْـًٔا ۝
۴۳- يٰۤاَبَتِ اِنِّيْ قَدْ جَآءَنِيْ مِنَ
الْعِلْمِ مَا لَمْ يَاْتِكَ فَاتَّبِعْنِيْۤ
اَهْدِكَ صِرَاطًا سَوِيًّا ۝ ۴۴- يٰۤاَبَتِ
لَا تَعْبُدِ الشَّيْطٰنَ ؕ اِنَّ الشَّيْطٰنَ
كَانَ لِلرَّحْمٰنِ عَصِيًّا ۝ ۴۵- يٰۤاَبَتِ
اِنِّيْۤ اَخَافُ اَنْ يَّمَسَّكَ عَذَابٌ
مِّنَ الرَّحْمٰنِ فَتَكُوْنَ لِلشَّيْطٰنِ

এবং স্ব স্ব কৃতকার্য্যের প্রতিফল গ্রহণ করিবার জন্য সকলকেই আমার দিকে প্রত্যাবর্ত্তিত অর্থাৎ আমার সমক্ষে উপস্থিত হইতে হইবে।

৪১। হজরত ঈসা ও তদীয় জননী বিবি মরিয়মের প্রসঙ্গ শেষ করিয়া আল্লাহতা'লা মহানবী হজরত এবরাহিমের প্রসঙ্গ বর্ণনা করিতেছেন। এস্থলে এই বর্ণনার উদ্দেশ্য এই যে, কেবলমাত্র মরিয়ম-নন্দন ঈসার প্রতি অনুগ্রহ করিয়াই যে আল্লাহ তাঁহাকে স্বীয় মনোনীত নবীপদে অভিষিক্ত করিয়াছিলেন তাহা নহে; তৎপূর্ব্বে আরও বহু ধর্ম্মপ্রাণ ব্যক্তি আল্লার অসীম অনুগ্রহ লাভ করিয়া নবীপদে অভিষিক্ত হইয়াছিলেন। হজরত এবরাহিম তন্মধ্যে অন্যতম এবং তিনি আল্লাহতা'লার বিশেষ অনুগৃহীত ও মহা-সত্যপরায়ণ নবী ছিলেন।

৪২—৪৫। হজরত এবরাহিম বয়প্রাপ্ত হইবার পর আল্লাহতা'লার প্রত্যাদেশ লাভ করিয়া ভ্রান্ত প্রতিমা-পূজার বিরুদ্ধে স্বীয় পিতাকে যেরূপভাবে সদুপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন, আলোচ্য আয়ত-কতিপয়ে তাহাই বর্ণিত হইয়াছে। তিনি স্বীয় পিতাকে বলিয়াছিলেন যে, যে সকল প্রাণ-হীন প্রতিমা দেখিতে, শুনিতে বা তোমার কোনই উপকার করিতে পারে না, তুমি কেন বৃথা তাহাদের উপাসনা করিয়া নিজের ইহ-পরকাল বিনষ্ট করিতেছ; তৎপরিবর্ত্তে আমি আল্লাহতা'লার সন্নিধান হইতে যে সত্যজ্ঞান লাভ করিয়াছি, তুমি তদনুযায়ী সেই সর্ব্বপ্রদাতা প্রভুর উপাসনা কর, নিশ্চয় তিনি তোমাকে ইহ-পারলৌকিক কল্যাণ ও মুক্তি প্রদান করিবেন।

وَلِيًّا ○ ৪৬- قَالَ اَرَاغِبٌ اَنْتَ
عَنْ اٰلِهَتِيْ يٰاِبْرٰهِيْمُ ج لَئِنْ لَّمْ
تَنْتَهِ لَاَرْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْنِيْ مَلِيًّا ○
৪৭- قَالَ سَلٰمٌ عَلَيْكَ ج سَاَسْتَغْفِرُ لَكَ
رَبِّيْ ط اِنَّهٗ كَانَ بِيْ حَفِيًّا ○
৪৮- وَاَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُوْنَ مِنْ
دُوْنِ اللّٰهِ وَاَدْعُوْا رَبِّيْ صلے عَسٰٓي
اَلَّآ اَكُوْنَ بِدُعَآءِ رَبِّيْ شَقِيًّا ○
৪৯- فَلَمَّا اعْتَزَلَهُمْ وَمَا يَعْبُدُوْنَ
مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ لا وَهَبْنَا لَهٗٓ اِسْحٰقَ
وَيَعْقُوْبَ ط وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا ○
৫০- وَوَهَبْنَا لَهُمْ مِّنْ رَّحْمَتِنَا
وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا ع

শয়তানের বন্ধু হইয়া যাইবে। ৪৬। সে বলিয়াছিল—হে এবরাহিম, তুমি কি আমার উপাস্যকে অবজ্ঞা করিতেছ? যদি তুমি প্রকৃতই নিরস্ত না হও, তবে নিশ্চয় আমি তোমাকে প্রস্তরাঘাতে বিচূর্ণ করিব এবং তুমি আপাততঃ আমা হইতে দূরীভূত হইয়া যাও। ৪৭। সে বলিয়াছিল, তোমার প্রতি শান্তি হউক, শীঘ্রই আমি তোমার জন্য আমার প্রতিপালকের নিকট ক্ষমা-প্রার্থনা করিব—নিশ্চয় তিনি আমার প্রতি স্নেহশীল। ৪৮। এবং আমি তোমাকে—এবং আল্লাহ ব্যতীত তুমি যাহাকে আহ্বান করিয়া থাক, তাহাকেও পরিত্যাগ করিয়া যাইব এবং আমি আমার প্রতিপালককেই আহ্বান করিব; এবং সম্ভবতঃ আমি স্বীয় প্রতিপালককে আহ্বান করিয়া বঞ্চিত হইব না। ৪৯। অনন্তর যখন সে তাহাদিগকে এবং তাহারা আল্লাহ ব্যতীত যাহাদের উপাসনা করে তাহাদিকে পরিত্যাগ করিয়া গেল, তখন আমি তাহাকে এসহাক ও এয়াকুবকে দান করিয়াছিলাম এবং তাহাদের প্রত্যেককে আমি নবী করিয়াছিলাম। ৫০। এবং আমি তাহাদিগকে আমার অনুগ্রহ-সম্পদ দান করিয়াছিলাম এবং আমি তাহাদিগকে সমুন্নত সত্যভাষী করিয়াছিলাম।

৪৬। হজরত এবরাহিমের পৌত্তলিক পিতা পুত্রের মুখে ঐ অপূর্ব্ব বাক্য শ্রবণ করিয়া ক্রোধে অন্ধ হইয়া বলিয়াছিল যে, তুমি আমারই সম্মুখে আমার উপাস্য দেবগণের নিন্দা করিতেছ! তুমি এখনই আমার সম্মুখ হইতে দূর হইয়া যাও! অন্যথা নিশ্চয় আমি তোমার মত ধর্ম্মদ্রোহী পুত্রকে প্রস্তরাঘাতে নিহত করিয়া ফেলিব।

৪৭—৪৮। হজরত এবরাহিম তখন পিতার সুমতি প্রার্থনা করিয়া তাহার নিকট হইতে বিদায় লইয়া বলিয়াছিলেন যে, আমি এখনই তোমাকে এবং তোমাদের কল্পিত দেব-দেবীদিগকে পরিত্যাগ করিয়া যাইতেছি। আমি আমার সেই সৃষ্টি-কর্ত্তা মহান আল্লারই উপাসনা করিব এবং আমি আশা করি যে, তাঁহার উপাসনা করিয়া তদীয় করুণা হইতে আমি কখনই বঞ্চিত হইব না।

৪৯—৫০। অনন্তর আল্লাহতা'লা বলিতেছেন যে, আমার সেই সত্যপরায়ণ সেবক এবরাহিম যখন ধর্ম্ম ও সত্যের জন্য স্বীয় পিতা ও ভ্রান্ত উপাস্যদিগকে পরিত্যাগ করিয়া আমার প্রতি আত্মোৎসর্গ করিয়াছিল, তখন আমি স্বীয় অনুগ্রহে তাহাকে পুত্র এসহাক ও পৌত্র এয়াকুবকে দান করিয়াছিলাম এবং তাহারা উভয়েই নবীপদে অভিষিক্ত হইয়াছিল।

৪র্থ রুকু—হজরত মুসা, এসমাইল ও ইদ্‌রিসের প্রসঙ্গ

৫১। এবং গ্রন্থের অন্তর্গত মুসার
বর্ণনা কর—নিশ্চয় সে নির্ম্মল ছিল এবং
সে প্রেরিত নবী ছিল। ৫২। এবং আমি
তাহাকে তুর পর্ব্বতের দক্ষিণ পার্শ্ব হইতে
আহ্বান করিয়াছিলাম এবং আমি তাহাকে
কথোপকথনে নিকটবর্ত্তী করিয়াছিলাম।
৫৩। এবং আমি তাহাকে স্বীয় করুণায়
তদীয় ভ্রাতা হারুণকে নবী-রূপে দান
করিয়াছিলাম। ৫৪। এবং গ্রন্থের
অন্তর্গত এসমাইলের বর্ণনা কর, নিশ্চয়
সে প্রতিজ্ঞায় সত্যপরায়ণ ও প্রেরিত
নবী ছিল। ৫৫। সে স্বীয় পরিজনের
জন্য নামাজ ও জাকাতের আদেশ করিত
এবং সে স্বীয় প্রতিপালকের নিকট
প্রিয়তর ছিল। ৫৬। এবং গ্রন্থের
অন্তর্গত ইদরিসের বর্ণনা কর, নিশ্চয়
সে সত্যপরায়ণ নবী ছিল; ৫৭। এবং
আমি তাহাকে সমুন্নত স্থানে উন্নীত

٥١- وَاذْكُرْ فِي الْكِتٰبِ مُوْسٰى ز
اِنَّهٗ كَانَ مُخْلَصًا وَّكَانَ رَسُوْلًا
نَّبِيًّا ○ ٥٢- وَ نَادَيْنٰهُ مِنْ
جَانِبِ الطُّوْرِ الْاَيْمَنِ وَقَرَّبْنٰهُ
نَجِيًّا ○ ٥٣- وَ وَهَبْنَا لَهٗ مِنْ
رَّحْمَتِنَا اَخَاهُ هٰرُوْنَ نَبِيًّا ○
٥٤- وَاذْكُرْ فِي الْكِتٰبِ اِسْمٰعِيْلَ ز
اِنَّهٗ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُوْلًا
نَّبِيًّا ج ٥٥- وَ كَانَ يَاْمُرُ اَهْلَهٗ
بِالصَّلٰوةِ وَالزَّكٰوةِ ص وَ كَانَ
عِنْدَ رَبِّهٖ مَرْضِيًّا ○ ٥٦- وَاذْكُرْ
فِي الْكِتٰبِ اِدْرِيْسَ ز اِنَّهٗ كَانَ
صِدِّيْقًا نَّبِيًّا لا ق ٥٧- وَّرَفَعْنٰهُ مَكَانًا

৫১—৫৩। আল্লাহতা'লা বলিতেছেন :—মরিয়ম-নন্দন ঈসার পূর্ব্বে এবরাহিম ব্যতীত আমার
আরও বহু প্রিয়তম দাসকে আমি নবীপদে অভিষিক্ত করিয়াছিলাম। ঐ সমস্ত নবীর মধ্যে মুসা,
এসমাইল ও ইদরিসের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। মুসাকে আমি এই পার্থিব জীবনেই তুর পর্ব্বত
হইতে আহ্বান করিয়া আমার (সৃষ্ট) এক অনুপম জ্যোতি প্রদর্শন করাইয়াছিলাম এবং আমার
অলৌকিক রহস্য-যবনিকার অন্তরাল হইতে আমার প্রত্যাদেশ শ্রবণে পূর্ব্ববর্ত্তী নবীগণের মধ্যে
তাহাকে সর্ব্বাপেক্ষা সন্নিকটবর্ত্তী করিয়াছিলাম এবং তাহাকে সত্য-প্রচারে সাহায্য করিবার জন্য
তাহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা হারুণকেও আমি নবীপদে অভিষিক্ত করিয়াছিলাম।

৫৪—৫৫। নবীবর এবরাহিমের অন্যতম পুত্র এসমাইলকেও আমি আমার প্রিয়তম রসুল ও
নবীপদে অভিষিক্ত করিয়াছিলাম। সে স্বীয় পিতার স্বপ্নকে সত্যে পরিণত করিয়া অবলীলাক্রমে
স্বীয় জীবন আমার উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করিয়া আমার অতি প্রিয়পাত্র হইয়াছিল—যাহার প্রতিদান
স্বরূপ তাহারই বংশে আমার সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয়পাত্র বিশ্বনবী মোহাম্মদ মোস্তফাকে সমগ্র জগদ্বাসীর
জন্য অনুগ্রহের অবদান স্বরূপ প্রেরণ করিয়াছি।

৫৬—৫৭। এইরূপ ইদরিসকেও আমি নবীপদে অভিষিক্ত করিয়া অতি উচ্চপদ প্রদান
করিয়াছিলাম।

করিয়াছিলাম। ৫৮। ইহারাই আদম-বংশের অন্তর্গত নবীগণ—যাহাদিগকে আল্লাহ অনুগৃহীত করিয়াছিলেন; এবং যাহাদিগকে আমি নূহের সহিত আরোহণ করাইয়াছিলাম; এবং ইসমাইল ও এসরাইল-বংশের অন্তর্গত; এবং যাহাদিগকে আমি সুপথগামী ও মনোনীত করিয়াছিলাম; এবং যখন তাহাদের নিকট সর্ব্ব প্রদাতার নিদর্শন পাঠ করা যাইত, তখন তাহারা সেজদায় পতিত হইত ও ক্রন্দন করিত *। ৫৯। অনন্তর তাহাদের পরে অসৎ-বংশীয়েরা উত্তরাধিকারী হইয়াছিল, যাহারা নামাজ বিনষ্ট করিয়াছিল ও কুপ্রবৃত্তির অনুসরণ করিয়াছিল; ফলতঃ তাহারা অচিরেই শাস্তি প্রত্যক্ষ করিবে। ৬০। কিন্তু যাহারা ক্ষমাপ্রার্থী হইয়াছিল ও বিশ্বাস-স্থাপন করিয়াছিল এবং সৎকার্য্য করিয়াছিল, ফলতঃ তাহারাই স্বর্গোদ্যানে প্রবিষ্ট হইবে এবং তাহারা কিছুমাত্র অত্যাচারিত হইবে না।

عَلِيًّا ۝ ٥٨- أُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ اَنْعَمَ
اللّٰهُ عَلَيْهِمْ مِّنَ النَّبِيّٖنَ مِنْ ذُرِّيَّةِ
اٰدَمَ ق وَمِمَّنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوْحٍ ز
وَّمِنْ ذُرِّيَّةِ اِبْرٰهِيْمَ وَاِسْرَآءِيْلَ ز
وَمِمَّنْ هَدَيْنَا وَاجْتَبَيْنَا ط اِذَا
تُتْلٰى عَلَيْهِمْ اٰيٰتُ الرَّحْمٰنِ خَرُّوْا
سُجَّدًا وَّبُكِيًّا ۝ ٥٩- فَخَلَفَ
مِنْۢ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ اَضَاعُوا
الصَّلٰوةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوٰتِ فَسَوْفَ
يَلْقَوْنَ غَيًّا ۙ ٦٠- اِلَّا مَنْ تَابَ
وَاٰمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَاُولٰٓئِكَ
يَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُوْنَ شَيْئًا ۙ

৫৮। অনন্তর আল্লাহতা'লা বলিতেছেন যে, আদম-বংশের অর্থাৎ মানব-কুলের মধ্যে ইহারা সকলেই আমার প্রিয়তম ও মনোনীত নবী। আমার অনুগত সেবক ও মনোনীত নবী ব্যতীত ইহারা কেহই আমার পুত্র বলিয়া দাবী করে নাই এবং ইহাদের কেহই ভ্রান্ত পৌত্তলিক ছিল না। আমার প্রিয় নবী এবরাহিম এবং তাহার পুত্র এসমাইল ও এসহাকের বংশধর এবং ঐ বংশীয় নবীগণের অনুগামী বলিয়া যাহারা দাবী করে, সেই আরবীয় পৌত্তলিক, বিপথগামী ইহুদী ও ভ্রান্ত খৃষ্টানগণের উচিত—নিজেদের ভ্রান্ত বিশ্বাস ও পৌত্তলিকতা পরিত্যাগ করিয়া তাহাদের পূর্ব্ব-পুরুষ ও তদন্তর্গত সত্যপরায়ণ নবীগণের ন্যায় আমার প্রেরিত রসুলের আনুগত্য স্বীকার করিয়া সত্য-ধর্ম্মের অনুসরণ করা। কারণ তাহাদের নিকট যখন আমার প্রত্যাদেশ পাঠ করা হইত, তখন তাহারা ভয় ও ভক্তিতে ক্রন্দন করিয়া সেজদায় পতিত হইত।

* এই পবিত্র আয়ত পাঠ করার সঙ্গে সঙ্গেই সেজদা প্রদান করিতে হইবে।—সুরা আ'রাফের শেষ আয়ত দ্রষ্টব্য।

৫৯। আয়তের মর্ম্ম এই যে, পূর্ব্ববর্ণিত নবীগণ ও তাহাদের সত্যপরায়ণ অনুগামীবৃন্দের পরে যাহারা তাহাদের উত্তরাধিকারী-রূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিল, তাহারা ভ্রান্ত ও বিপদগামী হইয়াছিল এবং সত্যধর্ম্ম ও সৎকার্য্য পরিত্যাগ করিয়া শয়তানের প্ররোচনায় কুপ্রবৃত্তির অনুসরণ করিয়াছিল। উহার জন্য তাহাদিগকে অবশ্যই শাস্তিভোগ করিতে হইবে।

৬০—৬৩। ঐ সকল ভ্রান্ত ও বিপথগামী লোকদিগের মধ্যে যাহারা অনুতপ্ত চিত্তে ক্ষমাপ্রার্থনা

٦١- جَنّٰتِ عَدْنِ نِ الَّتِيْ وَعَدَ
الرَّحْمٰنُ عِبَادَهٗ بِالْغَيْبِ ؕ اِنَّهٗ كَانَ
وَعْدُهٗ مَاْتِيًّا ۝ ٦٢- لَا يَسْمَعُوْنَ
فِيْهَا لَغْوًا اِلَّا سَلٰمًا ؕ وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ
فِيْهَا بُكْرَةً وَّعَشِيًّا ۝ ٦٣- تِلْكَ
الْجَنَّةُ الَّتِيْ نُوْرِثُ مِنْ عِبَادِنَا
مَنْ كَانَ تَقِيًّا ۝ ٦٤- وَمَا نَتَنَزَّلُ
اِلَّا بِاَمْرِ رَبِّكَ ۚ لَهٗ مَا بَيْنَ اَيْدِيْنَا
وَمَا خَلْفَنَا وَمَا بَيْنَ ذٰلِكَ ۚ وَمَا
كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا ۞ ٦٥- رَبُّ
السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا
فَاعْبُدْهُ وَاصْطَبِرْ لِعِبَادَتِهٖ ؕ هَلْ
تَعْلَمُ لَهٗ سَمِيًّا ۞

৬১। চিরস্থায়ী স্বর্গোদ্যান যাহা সর্ব্বপ্রদাতা স্বীয় দাসগণের জন্য অদৃশ্য হইতে অঙ্গীকার করিয়াছেন; নিশ্চয় তাঁহার অঙ্গীকার সমুপস্থিত হইবে।
৬২। তথায় তাহারা শান্তি-সম্ভাষণ ব্যতীত কোনই অবান্তর কথা শুনিবে না এবং তথায় তাহাদের জন্য প্রভাত ও সন্ধ্যায় তাহাদের উপ-জীবিকা রহিয়াছে।
৬৩। ইহাই স্বর্গোদ্যান—আমি স্বীয় দাসগণের মধ্য হইতে ধর্ম্মভীরুদিগকে যাহার উত্তরাধিকারী করিয়াছি।
৬৪। এবং তোমার প্রতিপালকের আদেশ ব্যতীত আমরা অবতরণ করি না; যাহা আমাদের সম্মুখে ও যাহা আমাদের পশ্চাতে এবং যাহা উহার মধ্যে রহিয়াছে তাহা তাঁহারই জন্য এবং তোমার প্রতিপালক ভ্রমশীল নহেন।
৬৫। তিনি নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডল এবং তন্মধ্যস্থ বিষয় সমূহের প্রতিপালক; অতএব তাঁহারই উপাসনা কর ও তদীয় উপাসনায় ধৈর্য্যশীল হও তোমরা কি তাহার সমনামযুক্ত কাহাকেও অবগত আছ?

করিয়াছে বা করিবে, তাহারা স্বীয় প্রতিপালকের সত্য অঙ্গীকার অনুযায়ী অবশ্যই চিরস্থায়ী সুখ-নিকেতন স্বর্গোদ্যানে প্রবিষ্ট হইবে এবং তাহারা তথায় অনাবিল শান্তির সহিত অনুপম সুখ-সম্পদ ও ভোগ-বিলাসে জীবন অতিবাহিত করিবে। আল্লাহতা'লা আরও বলিয়া দিতেছেন যে, আমি মানব-কুলের মধ্যে আমার ধর্ম্মভীরু দাসগণের জন্যই ঐ স্বর্গোদ্যান সৃষ্টি করিয়া রাখিয়াছি এবং তাহাদিকেই উহার উত্তরাধিকারী করিব।

৬৪—৬৫। এই দুইটী আয়তকে কেহ কেহ আলোচ্য রুকুর উপসংহার এবং কেহ বা স্বতন্ত্র প্রত্যাদেশ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। হজরত এব্‌ন-আব্বাস হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, হজরত রসুলোল্লাহ একদা হজরত জিবরিলকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন,—তুমি শীঘ্র শীঘ্র আমার নিকট উপস্থিত হও না কেন? উহার উত্তরে আল্লাহতা'লা হজরত জিবরিলেরই প্রমুখাৎ হজরত রসুলোল্লাকে জানাইয়া দিলেন যে, বিশ্বজগতের প্রতিপালক ও পূর্ব্বাপর সর্ব্ব-বিষয়ের অধিপতি সর্ব্বশক্তিমান আল্লাহতা'লার আদেশ ও নির্দ্দেশ অনুসারেই আমরা পৃথিবীতে অবতরণ করিয়া থাকি। আমাদের নিজের কোনই শক্তি বা অধিকার নাই। অতএব তুমি বিচলিত না হইয়া এ সম্বন্ধে ধৈর্য্য-ধারণ পূর্ব্বক তাঁহারই উপাসনা কর। তিনি যেরূপ ইচ্ছা করিবেন, সেইরূপ ভাবেই সমস্ত বিষয় সম্পন্ন হইবে এবং তাহার সমকক্ষ বা সমনামযুক্ত আর কেহই নাই।

৫ম রুকু—অবিশ্বাসীদিগের অন্তিম পরিণাম

৬৬। এবং মানুষ বলে—যখন আমি মরিয়া যাইব, তখন সত্যই কি জীবিত অবস্থায় বহির্গত হইব? ৬৭। মানুষ কি স্মরণ করে না যে, পূর্ব্বেও আমি তাহাকে সৃষ্টি করিয়াছিলাম—যখন তাহার কিছুই ছিল না। ৬৮। অতএব তোমার প্রতিপালকের শপথ, নিশ্চয় আমি তাহাদিগকে ও শয়তানদিগকে একত্রিত করিব, তৎপরে নিশ্চয় আমি তাহাদিগকে নরকের চতুপার্শ্বে নতজানু অবস্থায় উপস্থাপিত করিব। ৬৯। তৎপর নিশ্চয় আমি তাহাকে প্রত্যেক শ্রেণী হইতে বহির্গত করিব—যে সর্ব্ব প্রদাতার প্রতি অধিকতর বিরুদ্ধাচরণকারী। ৭০। অতঃপর নিশ্চয় আমি তাহাদিগকে পরিজ্ঞাত আছি—যে তন্মধ্যে নিক্ষিপ্ত হইবার অধিকতর উপযুক্ত। ৭১। এবং তোমাদের মধ্যে এমন কেহই নাই যে, উহার দিক হইতে অতিক্রান্ত না হইবে; ইহা তোমার প্রতিপালকের অনিবার্য্য নির্দ্দেশ। ৭২। অনন্তর যাহারা ধর্ম্মভীরু, আমি তাহাদিগকে প্রমুক্ত করিব এবং

٦٦- وَيَقُوْلُ الْاِنْسَانُ ءَاِذَا مَا مِتُّ
لَسَوْفَ اُخْرَجُ حَيًّا ○ ٦٧- اَوَلَا
يَذْكُرُ الْاِنْسَانُ اَنَّا خَلَقْنٰهُ مِنْ قَبْلُ
وَلَمْ يَكُ شَيْـًٔا ○ ٦٨- فَوَرَبِّكَ
لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّيٰطِيْنَ ثُمَّ
لَنُحْضِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ جِثِيًّا ۚ
٦٩- ثُمَّ لَنَنْزِعَنَّ مِنْ كُلِّ شِيْعَةٍ اَيُّهُمْ
اَشَدُّ عَلَى الرَّحْمٰنِ عِتِيًّا ۚ ٧٠- ثُمَّ
لَنَحْنُ اَعْلَمُ بِالَّذِيْنَ هُمْ اَوْلٰى
بِهَا صِلِيًّا ○ ٧١- وَاِنْ مِّنْكُمْ اِلَّا
وَارِدُهَا ۚ كَانَ عَلٰى رَبِّكَ حَتْمًا
مَّقْضِيًّا ۚ ٧٢- ثُمَّ نُنَجِّى الَّذِيْنَ

৬৬—৬৭। অবিশ্বাসী কাফের ও নাস্তিকেরা সাধারণতঃ বলে যে, মৃত্যুর পর আমাদের কোনই অস্তিত্ব থাকিবে না; আমাদের দেহ, মন ও মস্তিষ্কের সমস্ত অণু-পরমাণুই বিশ্ব-প্রকৃতির মূল উপাদান-পুঞ্জের সহিত মিশিয়া যাইবে। সুতরাং মৃত্যুর পর মানুষের পক্ষে পুনর্জ্জীবন প্রাপ্তি কখনই সম্ভবপর নহে। আল্লাহতা'লা উহার উত্তরে বলিতেছেন যে, তোমাদের সৃষ্টির পূর্ব্বেও ত তোমাদের কোন অস্তিত্ব ছিল না। সুতরাং সেই অনস্তিত্ব হইতে তোমাদিগকে একবার সৃষ্টি করা যদি সম্ভবপর হইয়া থাকে, তবে মৃত্যুর পর তোমাদিগকে পুনর্জ্জীবিত করা আমার পক্ষে আদৌ অসম্ভব হইবে না।

৬৮—৭০। অনন্তর আল্লাহতা'লা নিজের অর্থাৎ স্বীয় শক্তি-মহিমার শপথ করিয়া বলিতেছেন যে, নিশ্চয় আমি পরলোকে সমগ্র মানব-জাতিকে তাহাদের অন্তর্ভুক্ত 'শয়তান' অর্থাৎ পাপ প্ররোচনাকারীদিগের সহিত পুনর্জ্জীবিত করিয়া নরকের সন্নিকটে নতজানু অবস্থায় (বাধ্যতামূলক-ভাবে) উপস্থিত করিব; তৎপর তাহাদের মধ্য হইতে অবাধ্য ও ধর্ম্মদ্রোহীদিগকে বহির্গত করিয়া নরকানলে নিক্ষেপ করিব এবং এই ধর্ম্মদ্রোহী পাপাত্মাদিগকে আমি উত্তমরূপেই অবগত আছি।

৭১—৭২। এই দুইটী আয়তের মর্ম্ম এই যে, অপরাধীদিগের কেহই নরকের ভয়াবহ শাস্তি হইতে পরিত্রাণ লাভ করিতে পারিবে না—ইহা আল্লাহতা'লার অনিবার্য্য নির্দ্দেশ; কিন্তু যাহারা ধার্ম্মিক ও সত্যপথানুগামী, আল্লাহতা'লার অনুগ্রহে তাহারা সকলেই মুক্তিলাভ করিয়া সানন্দে

اتَّقَوْا وَّنَذَرُ الظّٰلِمِيْنَ فِيْهَا جِثِيًّا ۝
٧٣- وَاِذَا تُتْلٰى عَلَيْهِمْ اٰيٰتُنَا
بَيِّنٰتٍ قَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لِلَّذِيْنَ
اٰمَنُوْٓا ۙ اَيُّ الْفَرِيْقَيْنِ خَيْرٌ مَّقَامًا
وَّاَحْسَنُ نَدِيًّا ۝ ٧٤- وَكَمْ اَهْلَكْنَا
قَبْلَهُمْ مِّنْ قَرْنٍ هُمْ اَحْسَنُ اَثَاثًا
وَّرِءْيًا ۝ ٧٥- قُلْ مَنْ كَانَ
فِي الضَّلٰلَةِ فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمٰنُ
مَدًّا ۚ حَتّٰٓى اِذَا رَاَوْا مَا يُوْعَدُوْنَ
اِمَّا الْعَذَابَ وَاِمَّا السَّاعَةَ ؕ
فَسَيَعْلَمُوْنَ مَنْ هُوَ شَرٌّ مَّكَانًا وَّ

আমি অত্যাচারীদিগকে তন্মধ্যে নতজানু অবস্থায় পরিত্যাগ করিব।
৭৩। এবং যখন তাহাদের প্রতি আমার প্রকাশ্য নিদর্শনাবলী পঠিত হয়, তখন অবিশ্বাস-কারীরা বিশ্বাস-স্থাপনকারীদিগকে বলে, আমাদের দুই দলের মধ্যে কে অবস্থানে উৎকৃষ্টতর এবং সংসর্গে শ্রেষ্ঠতর?
৭৪। এবং তাহাদের পূর্ব্বে আমি এমন কত সম্প্রদায়কে ধ্বংস করিয়াছি—যাহারা ধন-সম্পদে ও বহিদৃশ্যে উৎকৃষ্টতর ছিল।
৭৫। তুমি বল—যে ভ্রান্তির মধ্যে রহিয়াছে, ফলতঃ সর্ব্ব প্রদাতা তাহার জন্য সময় সম্প্রসারিত করেন—এতদূর যে, তাহারা যদ্বিষয়ে অঙ্গীকার করিয়াছিল, সেই শাস্তি বা সময় প্রত্যক্ষ করিবে; তখন তাহারা অবগত হইবে যে, কে নিকৃষ্টতর স্থানে এবং দুর্ব্বলতর দলে

স্বর্গোদ্যানে গমন করিবে। নরকের শাস্তি তাহাদিগকে আদৌ স্পর্শ করিতে পারিবে না—এমন কি, উহার শব্দ পর্য্যন্তও তাহাদের কর্ণ-কুহরে প্রবিষ্ট হইবে না।—কোঃ ২১—১০২ ও ৮৫—৬ তুলিতব্য।

৭৩—৭৪। অবিশ্বাসী কাফেরদিগের নিকট আল্লার আদেশ—কোরানের বাণী পাঠ করা হইলে তাহারা নিজেদের ধন-বল ও জন-বলের প্রতি লক্ষ্য করিয়া বলিত যে, তোমাদের অপেক্ষা আমরাই ত ধন-জনে ও সমাজ-সভ্যতায় শ্রেষ্ঠ; সুতরাং আমরা পৈত্রিক ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া অল্পসংখ্যক দুর্ব্বল ও দরিদ্রের ধর্ম্ম গ্রহণ করিব কেন? জগতের অবিশ্বাসী কাফেরেরা এখনও অনেক স্থলে ঐরূপ কথা বলিয়া থাকে। তাই আল্লাহতা'লা তাহাদের উক্তির উত্তরে বলিয়া দিলেন যে, যাহারা বহিঃদৃশ্যে অর্থাৎ ধন-জন ও সমাজ-সভ্যতায় তোমাদের অপেক্ষা বহু গুণে শ্রেষ্ঠতর ছিল, এরূপ বহু সম্প্রদায়কে আমি অনাচার ও ধর্ম্মদ্রোহিতার জন্য সমূলে ধ্বংস করিয়া দিয়াছি। অতএব তোমরাও যদি সংযত ও সতর্ক হইয়া সত্যধর্ম্ম গ্রহণ না কর, তবে অদূর ভবিষ্যতে তোমাদিগকেও ধ্বংসপ্রাপ্ত হইতে হইবে।

৭৫। এই আয়তে অবিশ্বাস, ভ্রান্তি ও ধর্ম্মদ্রোহিতার অন্তিম পরিণাম বর্ণিত হইয়াছে। যাহারা অবিশ্বাস ও ধর্ম্মদ্রোহিতা অবলম্বন করে, আল্লাহতা'লা তাহাদিগকে এক নির্দ্ধারিত সময় পর্য্যন্ত অবকাশ প্রদান করেন। ঐ সময়ে তাহারা ধন-জন ও ভোগ-বিলাসে আত্মহারা হইয়া অবাধ্যতা, অনাচার ও ধর্ম্মদ্রোহিতার চরম সীমায় উপনীত হয়। অনন্তর পার্থিব অধঃপতন ও অনিবার্য্য মৃত্যু আসিয়া তাহাদের সকল লীলার অবসান করিয়া দেয় এবং মৃত্যুর পর কঠোরতর শাস্তি ভোগ করিতে করিতে অবশেষে তাহারা ঘোর যাতনাময় নরকে গমন করে। ফলতঃ সেই সময়েই তাহারা বুঝিতে পারিবে যে, পার্থিব জীবনে কে শ্রেষ্ঠতম এবং কে নিকৃষ্টতর ছিল।

রহিয়াছে। ৭৬। এবং যাহারা সুপথগামী আল্লাহ তাহাদের পথ প্রশস্ত করেন এবং তোমার প্রতিপালকের নিকট অবশিষ্ট সৎকার্য্য সমূহ পুণ্যদানে শ্রেষ্ঠতর ও ফলদানে উৎকৃষ্টতর। ৭৭। তুমি কি তাহাকে লক্ষ্য করিয়াছ—যে আমার নিদর্শনাবলী অবিশ্বাস করে এবং বলে যে, নিশ্চয় আমাকে ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি প্রদত্ত হইবে? ৭৮। তবে কি সে অদৃশ্য বিষয় পরিজ্ঞাত হইয়াছে অথবা সে সর্ব্ব প্রদাতার নিকট প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করিয়াছে? ৭৯। কখনই নহে; সে যাহা বলিতেছে তাহা আমি লিপিবদ্ধ করিতেছি এবং আমি উহার জন্যই বর্দ্ধিত শাস্তি পরিবর্দ্ধিত করিব। ৮০। এবং উহারা যাহা বলিয়া থাকে, আমি তদ্বিষয়ে তাহাদিগকেই উত্তরাধিকারী করিব এবং সে একাকীই আমার নিকট উপস্থিত হইবে। ৮১। এবং তাহারা আল্লার পরিবর্ত্তে অন্য উপাস্য গ্রহণ করিয়াছে—যেন সে তাহাদের জন্য সম্মান-দায়ক হয়। ৮২। কখনই নহে;

أَضْعَفُ جُنْدًا ۝ ٧٦- وَيَزِيدُ اللّٰهُ
الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى ۗ وَالْبٰقِيٰتُ
الصّٰلِحٰتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَّ
خَيْرٌ مَّرَدًّا ۝ ٧٧- أَفَرَءَيْتَ الَّذِي
كَفَرَ بِاٰيٰتِنَا وَقَالَ لَأُوتَيَنَّ مَالًا وَّ
وَلَدًا ۝ ٧٨- أَطَّلَعَ الْغَيْبَ أَمِ
اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمٰنِ عَهْدًا ۝
٧٩- كَلَّا ۗ سَنَكْتُبُ مَا يَقُولُ وَنَمُدُّ
لَهٗ مِنَ الْعَذَابِ مَدًّا ۝ ٨٠- وَّ
نَرِثُهٗ مَا يَقُولُ وَيَأْتِينَا فَرْدًا ۝
٨١- وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللّٰهِ اٰلِهَةً
لِّيَكُونُوا لَهُمْ عِزًّا ۝ ٨٢- كَلَّا ۗ

৭৬। পক্ষান্তরে যাহারা বিশ্বাসী ও সত্যপরায়ণ, আপদ-বিপদ ও সুখ-সম্পদের সকল অবস্থায়ই আল্লাহতা'লা তাহাদের পথ প্রশস্ত করেন এবং পরিণামে তাঁহারা পার্থিব জীবনের সাফল্য ও স্ব স্ব সৎকার্য্যের প্রতিদান স্বরূপ আল্লাহতা'লার অনুগ্রহে অভিষিক্ত হইয়া অনন্ত সুখ-সম্পদ ও ভোগ-বিলাস-পূর্ণ স্বর্গোদ্যানে গমন করিয়া থাকে।

৭৭—৭৮। অবিশ্বাসীরা নিজেদের পার্থিব ধন-জন ও ভোগ-বিলাসের প্রাচুর্য্য দেখিয়া সাধারণতঃ মনে করে যে, আল্লাহতা'লা তাহাদেরই জন্য এ সমস্ত বিষয় নির্দ্ধারিত করিয়া রাখিয়াছেন এবং তাহাদের ঐ ধন-জন ও সুখ-সম্পদ ক্রমেই বর্দ্ধিত হইবে। তাহাদের কার্য্য-কলাপ ও আচরণ দেখিয়া মনে হয়—যেন তাহারা অদৃশ্য সংবাদ অবগত হইয়াছে অথবা তাহারা আল্লাহতা'লার নিকট এসম্বন্ধে নিশ্চিত প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করিয়াছে!

৭৯—৮০। আল্লাহতা'লা অবিশ্বাসীদিগের ঐ অলীক ধারণা সম্বন্ধে বলিয়া দিতেছেন যে, উহা তাহাদের ভ্রান্ত ধারণা মাত্র। উহারা ঐ ভ্রান্ত ধারণার জন্য অভিশপ্ত ও অবনমিত হইয়া অধিকতর শাস্তি ভোগ করিবে এবং সেই শাস্তি ভোগের জন্য উহাদিগকে একাকীই আমার সমক্ষে উপনীত হইতে হইবে। পক্ষান্তরে উহাদের ধন-জন, রাজ্য-ঐশ্বর্য্য ও বিষয়-সম্পদ সমস্তই আমি অপহরণ করিয়া আমার বিশ্বাসী দাস—মুসলমানদিগকে প্রদান করিব এবং তাহাদিগকেই উহার উত্তরাধিকারী করিয়া দিব।

৮১—৮২। আল্লাহতা'লা আরও বলিয়া দিতেছেন যে, অবিশ্বাসীরা আমার পরিবর্ত্তে অন্য উপাস্য গ্রহণ পূর্ব্বক সেই সকল শক্তিহীন দেব-দেবী ও প্রস্তর-প্রতিমার পূজা-অর্চ্চনা করিয়া মনে

অচিরেই তাহারা উহাদের উপাসনা সম্বন্ধে
অস্বীকার করিবে এবং তাহাদের প্রতি
শত্রুতাচরণ করিবে।

سَيَكْفُرُوْنَ بِعِبَادَتِهِمْ وَيَكُوْنُوْنَ
عَلَيْهِمْ ضِدًّا ۝

৬ষ্ঠ রুকু—খৃষ্টীয় ভ্রান্ত পুত্রত্ববাদের তীব্র প্রতিবাদ

৮৩। তুমি কি লক্ষ্য করিতেছ না যে,
আমি শয়তানদিগকে অবিশ্বাসীদের প্রতি
প্রেরণ করিয়াছি—তাহাদিগকে উত্তেজনায়
উত্তেজিত করিতে। ৮৪। অতএব তুমি
তাহাদের প্রতি সত্বরতা করিও না;
আমি তাহাদের জন্য সময়-সংখ্যা গণনা
করিতেছি। ৮৫। যেদিন আমি ধর্ম্মভীরু-
দিগকে সর্ব্ব-প্রদাতার দিকে অতিথি-রূপে
সমুত্থিত করিব; ৮৬। এবং অপরাধী-
দিগকে নরকের দিকে তৃষ্ণার্ত্ত অবস্থায়
প্রধাবিত করিব। ৮৭। যে সর্ব্ব-
প্রদাতার নিকট প্রতিশ্রুতি গ্রহণ
করিয়াছে তদ্ব্যতীত তাহাদের অনুরোধ

٨٣- اَلَمْ تَرَ اَنَّآ اَرْسَلْنَا الشَّيٰطِيْنَ
عَلَى الْكٰفِرِيْنَ تَؤُزُّهُمْ اَزًّا ۝
٨٤- فَلَا تَعْجَلْ عَلَيْهِمْ ط اِنَّمَا نَعُدُّ
لَهُمْ عَدًّا ۝ ٨٥- يَوْمَ نَحْشُرُ
الْمُتَّقِيْنَ اِلَى الرَّحْمٰنِ وَفْدًا ۝
٨٦- وَّنَسُوْقُ الْمُجْرِمِيْنَ اِلٰى
جَهَنَّمَ وِرْدًا ۝ ٨٧- لَا يَمْلِكُوْنَ
الشَّفَاعَةَ اِلَّا مَنِ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمٰنِ

করিতেছে যে, ঐ সকল উপাস্যই তাহাদিগকে ধন-জন, বিষয়-সম্পদ ও সম্মান-প্রতিপত্তি প্রদান করিবে। কিন্তু ইহা তাহাদের ভ্রান্ত ধারণা মাত্র। এ সম্বন্ধে ঐ সকল অলীক উপাস্যের কোনই শক্তি নাই। বরং পরকালে উহারা অবিশ্বাসীদের উপাসনা ও পূজা-অর্চ্চনার বিষয় সম্পূর্ণ অস্বীকার করিবে এবং তখন শত্রুরূপে উহারা এজন্য অবিশ্বাসীদিগকেই দায়ী করিয়া আমার নিকট আশ্রয় প্রার্থী হইবে। ফলতঃ ঐ সকল ভ্রান্ত উপাস্য ইহকালে বা পরকালে অবিশ্বাসীদের কোনই উপকার করিতে পারিবে না এবং মানবের হিতাহিত করার শক্তিও তাহাদের নাই।

৮৩—৮৪। পাপাত্মা ইবলিস ও তাহার অনুচর-রূপী জেন ও মানব জাতীয় শয়তানগণ যেরূপ-ভাবে মানবদিগকে দুষ্কার্য্যে প্ররোচিত করে, তৎপ্রতি হজরত রসুলোল্লার দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া আল্লাহতা'লা বলিয়া দিতেছেন যে, তুমি উহাদের পরিণাম সম্বন্ধে সত্বরতা করিও না। কারণ আমি যথাসময়েই উহাদিগকে সমুচিত শাস্তি প্রদান করিব।

৮৫—৮৬। সেই প্রতিফল-দিবসে আমি বিশ্বাসী মুসলমানদিগকে আমার অতিথি-রূপে সমুত্থিত করিব; পক্ষান্তরে অবিশ্বাসী কাফেরকুল সেদিন শ্রান্ত, ক্লান্ত ও তৃষ্ণার্ত্ত অবস্থায় নরকের দিকে প্রধাবিত হইতে বাধ্য হইবে।

৮৭। সেদিন আল্লাহতা'লার অনুগৃহীত ও করুণা-প্রাপ্ত নবী ও রসুলগণ (মতান্তরে বিশিষ্ট অলি-আল্লাহগণও) ব্যতীত আল্লার নিকট আর কাহারই কোনরূপ অনুরোধ করিবার ক্ষমতা থাকিবে না। আবার কেহ কেহ বলেন যে, এতদ্দ্বারা কেবল মাত্র হজরত রসুলোল্লার অনুরোধ করিবার অধিকারের প্রতিই ইঙ্গিত করা হইয়াছে।

রহিয়াছে। ৭৬। এবং যাহারা সুপথগামী
আল্লাহ তাহাদের পথ প্রশস্ত করেন এবং
তোমার প্রতিপালকের নিকট অবশিষ্ট
সৎকার্য্য সমূহ পুণ্যদানে শ্রেষ্ঠতর ও
ফলদানে উৎকৃষ্টতর। ৭৭। তুমি কি
তাহাকে লক্ষ্য করিয়াছ—যে আমার
নিদর্শনাবলী অবিশ্বাস করে এবং বলে যে,
নিশ্চয় আমাকে ধন-সম্পদ ও সন্তান-
সন্ততি প্রদত্ত হইবে? ৭৮। তবে কি
সে অদৃশ্য বিষয় পরিজ্ঞাত হইয়াছে অথবা
সে সর্ব্ব প্রদাতার নিকট প্রতিশ্রুতি গ্রহণ
করিয়াছে? ৭৯। কখনই নহে; সে যাহা
বলিতেছে তাহা আমি লিপিবদ্ধ
করিতেছি এবং আমি উহার জন্যই বর্দ্ধিত
শাস্তি পরিবর্দ্ধিত করিব। ৮০। এবং
উহারা যাহা বলিয়া থাকে, আমি
তদ্বিষয়ে তাহাদিগকেই উত্তরাধিকারী
করিব এবং সে একাকীই আমার নিকট
উপস্থিত হইবে। ৮১। এবং তাহারা
আল্লার পরিবর্ত্তে অন্য উপাস্য গ্রহণ
করিয়াছে—যেন সে তাহাদের জন্য
সম্মান-দায়ক হয়। ৮২। কখনই নহে;

أَضْعَفُ جُندًا ۝ ٧٦- وَيَزِيدُ اللّٰهُ
الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى ط وَالْبٰقِيٰتُ
الصّٰلِحٰتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَّ
خَيْرٌ مَّرَدًّا ۝ ٧٧- اَفَرَءَيْتَ الَّذِي
كَفَرَ بِاٰيٰتِنَا وَقَالَ لَاُوْتَيَنَّ مَالًا وَّ
وَلَدًا ۝ ٧٨- اَطَّلَعَ الْغَيْبَ اَمِ
اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمٰنِ عَهْدًا ۝
٧٩- كَلَّا ط سَنَكْتُبُ مَا يَقُوْلُ وَنَمُدُّ
لَهٗ مِنَ الْعَذَابِ مَدًّا ۝ ٨٠- وَّ
نَرِثُهٗ مَا يَقُوْلُ وَيَاْتِيْنَا فَرْدًا ۝
٨١- وَاتَّخَذُوْا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ اٰلِهَةً
لِّيَكُوْنُوْا لَهُمْ عِزًّا ۝ ٨٢- كَلَّا ط

৭৬। পক্ষান্তরে যাহারা বিশ্বাসী ও সত্যপরায়ণ, আপদ-বিপদ ও সুখ-সম্পদের সকল অবস্থায়ই আল্লাহতা'লা তাহাদের পথ প্রশস্ত করেন এবং পরিণামে তাঁহারা পার্থিব জীবনের সাফল্য ও স্ব স্ব সৎকার্য্যের প্রতিদান স্বরূপ আল্লাহতা'লার অনুগ্রহে অভিষিক্ত হইয়া অনন্ত সুখ-সম্পদ ও ভোগ-বিলাস-পূর্ণ স্বর্গোদ্যানে গমন করিয়া থাকে।

৭৭—৭৮। অবিশ্বাসীরা নিজেদের পার্থিব ধন-জন ও ভোগ-বিলাসের প্রাচুর্য্য দেখিয়া সাধারণতঃ মনে করে যে, আল্লাহতা'লা তাহাদেরই জন্য এ সমস্ত বিষয় নির্দ্ধারিত করিয়া রাখিয়াছেন এবং তাহাদের ঐ ধন-জন ও সুখ-সম্পদ ক্রমেই বর্দ্ধিত হইবে। তাহাদের কার্য্য-কলাপ ও আচরণ দেখিয়া মনে হয়—যেন তাহারা অদৃশ্য সংবাদ অবগত হইয়াছে অথবা তাহারা আল্লাহ-তা'লার নিকট এসম্বন্ধে নিশ্চিত প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করিয়াছে!

৭৯—৮০। আল্লাহতা'লা অবিশ্বাসীদিগের ঐ অলীক ধারণা সম্বন্ধে বলিয়া দিতেছেন যে, উহা তাহাদের ভ্রান্ত ধারণা মাত্র। উহারা ঐ ভ্রান্ত ধারণার জন্য অভিশপ্ত ও অবনমিত হইয়া অধিকতর শাস্তি ভোগ করিবে এবং সেই শাস্তি ভোগের জন্য উহাদিগকে একাকীই আমার সমক্ষে উপনীত হইতে হইবে। পক্ষান্তরে উহাদের ধন-জন, রাজ্য-ঐশ্বর্য্য ও বিষয়-সম্পদ সমস্তই আমি অপহরণ করিয়া আমার বিশ্বাসী দাস—মুসলমানদিগকে প্রদান করিব এবং তাহাদিগকেই উহার উত্তরাধিকারী করিয়া দিব।

৮১—৮২। আল্লাহতা'লা আরও বলিয়া দিতেছেন যে, অবিশ্বাসীরা আমার পরিবর্ত্তে অন্য উপাস্য গ্রহণ পূর্ব্বক সেই সকল শক্তিহীন দেব-দেবী ও প্রস্তর-প্রতিমার পূজা-অর্চ্চনা করিয়া মনে

অচিরেই তাহারা উহাদের উপাসনা সম্বন্ধে অস্বীকার করিবে এবং তাহাদের প্রতি শত্রুতাচরণ করিবে।

سَيَكْفُرُوْنَ بِعِبَادَتِهِمْ وَيَكُوْنُوْنَ
عَلَيْهِمْ ضِدًّا ۞

৬ষ্ঠ রুকু—খৃষ্টীয় ভ্রান্ত পুত্রত্ববাদের তীব্র প্রতিবাদ

৮৩। তুমি কি লক্ষ্য করিতেছ না যে, আমি শয়তানদিগকে অবিশ্বাসীদের প্রতি প্রেরণ করিয়াছি—তাহাদিগকে উত্তেজনায় উত্তেজিত করিতে। ৮৪। অতএব তুমি তাহাদের প্রতি সত্বরতা করিও না; আমি তাহাদের জন্য সময়-সংখ্যা গণনা করিতেছি। ৮৫। যেদিন আমি ধর্ম্মভীরু-দিগকে সর্ব্ব-প্রদাতার দিকে অতিথি-রূপে সমুত্থিত করিব; ৮৬। এবং অপরাধী-দিগকে নরকের দিকে তৃষ্ণার্ত্ত অবস্থায় প্রধাবিত করিব। ৮৭। যে সর্ব্ব-প্রদাতার নিকট প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করিয়াছে তদ্ব্যতীত তাহাদের অনুরোধ

٨٣- أَلَمْ تَرَ أَنَّآ أَرْسَلْنَا الشَّيٰطِيْنَ
عَلَى الْكٰفِرِيْنَ تَؤُزُّهُمْ أَزًّا ۞
٨٤- فَلَا تَعْجَلْ عَلَيْهِمْ ط إِنَّمَا نَعُدُّ
لَهُمْ عَدًّا ۞ ٨٥- يَوْمَ نَحْشُرُ
الْمُتَّقِيْنَ إِلَى الرَّحْمٰنِ وَفْدًا ۞
٨٦- وَّنَسُوْقُ الْمُجْرِمِيْنَ إِلٰى
جَهَنَّمَ وِرْدًا ۞ ٨٧- لَا يَمْلِكُوْنَ
الشَّفَاعَةَ إِلَّا مَنِ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمٰنِ

করিতেছে যে, ঐ সকল উপাস্যই তাহাদিগকে ধন-জন, বিষয়-সম্পদ ও সম্মান-প্রতিপত্তি প্রদান করিবে। কিন্তু ইহা তাহাদের ভ্রান্ত ধারণা মাত্র। এ সম্বন্ধে ঐ সকল অলীক উপাস্যের কোনই শক্তি নাই। বরং পরকালে উহারা অবিশ্বাসীদের উপাসনা ও পূজা-অর্চ্চনার বিষয় সম্পূর্ণ অস্বীকার করিবে এবং তখন শত্রুরূপে উহারা এজন্য অবিশ্বাসীদিগকেই দায়ী করিয়া আমার নিকট আশ্রয় প্রার্থী হইবে। ফলতঃ ঐ সকল ভ্রান্ত উপাস্য ইহকালে বা পরকালে অবিশ্বাসীদের কোনই উপকার করিতে পারিবে না এবং মানবের হিতাহিত করার শক্তিও তাহাদের নাই।

৮৩—৮৪। পাপাত্মা ইবলিস ও তাহার অনুচর-রূপী জেন ও মানব জাতীয় শয়তানগণ যেরূপ-ভাবে মানবদিগকে দুষ্কার্য্যে প্ররোচিত করে, তৎপ্রতি হজরত রসুলোল্লার দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া আল্লাহতা'লা বলিয়া দিতেছেন যে, তুমি উহাদের পরিণাম সম্বন্ধে সত্বরতা করিও না। কারণ আমি যথাসময়েই উহাদিগকে সমুচিত শাস্তি প্রদান করিব।

৮৫—৮৬। সেই প্রতিফল-দিবসে আমি বিশ্বাসী মুসলমানদিগকে আমার অতিথি-রূপে সমুত্থিত করিব; পক্ষান্তরে অবিশ্বাসী কাফেরকুল সেদিন শ্রান্ত, ক্লান্ত ও তৃষ্ণার্ত্ত অবস্থায় নরকের দিকে প্রধাবিত হইতে বাধ্য হইবে।

৮৭। সেদিন আল্লাহতা'লার অনুগৃহীত ও করুণা-প্রাপ্ত নবী ও রসুলগণ (মতান্তরে বিশিষ্ট অলি-আল্লাহগণও) ব্যতীত আল্লার নিকট আর কাহারই কোনরূপ অনুরোধ করিবার ক্ষমতা থাকিবে না। আবার কেহ কেহ বলেন যে, এতদ্দ্বারা কেবল মাত্র হজরত রসুলোল্লার অনুরোধ করিবার অধিকারের প্রতিই ইঙ্গিত করা হইয়াছে।

عَهْدًا ۝ ۸۸- وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمٰنُ
وَلَدًا ۝ ۸۹- لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْـًٔا إِدًّا ۝ۙ
۹۰- تَكَادُ السَّمٰوٰتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ
وَتَنْشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ
هَدًّا ۝ۙ أَنْ دَعَوْا لِلرَّحْمٰنِ
وَلَدًا ۝ۚ ۹۲- وَمَا يَنْبَغِي لِلرَّحْمٰنِ
أَنْ يَتَّخِذَ وَلَدًا ۝ ۹۳- إِنْ كُلُّ
مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا اٰتِي
الرَّحْمٰنِ عَبْدًا ۝ ۹۴- لَقَدْ أَحْصٰهُمْ
وَعَدَّهُمْ عَدًّا ۝ ۹۵- وَكُلُّهُمْ اٰتِيْهِ يَوْمَ
الْقِيٰمَةِ فَرْدًا ۝ ۹۶- إِنَّ الَّذِيْنَ

করিবার ক্ষমতা থাকিবে না। ৮৮। এবং
তাহারা বলে যে, সর্ব্ব-প্রদাতা সন্তান
গ্রহণ করিয়াছে; ৮৯। নিশ্চয় তোমরা
গুরুতর বিষয় আনয়ন করিয়াছ;
৯০। যদ্দ্বারা অচিরেই নভোমণ্ডল বিদীর্ণ
হইবে ও ভূমণ্ডল বিচূর্ণ হইয়া যাইবে
এবং পর্ব্বতমালা খণ্ডাকারে নিপতিত
হইবে! ৯১। যেহেতু তাহারা সর্ব্ব-
প্রদাতার জন্য সন্তান দাবী করিয়া থাকে!
৯২। ইহা সর্ব্ব-প্রদাতার জন্য উপযুক্ত নয়
যে, তিনি পুত্র পরিগ্রহণ করেন।
৯৩। এতদ্ব্যতীত নহে যে, নভোমণ্ডল ও
ভূমণ্ডলে যাহা আছে, তৎসমস্তই সর্ব্ব-
প্রদাতার নিকট দাসরূপে উপস্থিত হইবে।
৯৪। নিশ্চয় তিনি তাহাদিগকে পরিবেষ্টন
করিয়া লইয়াছেন এবং তাহাদের সংখ্যা
গণনা করিয়া রাখিয়াছেন। ৯৫। এবং
উত্থান-দিবসে তাহাদের প্রত্যেককেই
একাকী তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইতে
হইবে। ৯৬। বস্তুতঃ যাহারা বিশ্বাস-

৮৮—৯১। এই চারিটী আয়তে অতি ভীতিপ্রদ ও জ্বলন্ত ভাষায় খৃষ্টানদিগের হজরত ঈসা বিষয়ক ভ্রান্ত পুত্রত্ব-বাদ ও ঈশ্বরত্ব-বাদের তীব্র প্রতিবাদ করা হইয়াছে। হজরত রসুলোল্লার নবুয়তের ষষ্ঠ বর্ষেই খৃষ্টান জাতি ও খৃষ্ট-ধর্ম্মের ভ্রম-বিশ্বাসের প্রতিবাদে এই স্পষ্টতর আয়ত-সমূহ অবতীর্ণ হইয়াছিল। আল্লাহতা'লা জ্বলন্ত ভাষায় বলিয়া দিতেছেন যে, যাহারা বলে—মরিয়ম-নন্দন ঈসা "স্বয়ং খোদা বা খোদার বেটা খোদা"—তাহারা এরূপ ভয়াবহ গুরুতর অপরাধ করিতেছে যে, এই ভীষণ অপরাধের জন্য নভোমণ্ডল বিদীর্ণ, ভূমণ্ডল চূর্ণ-বিচূর্ণ এবং পর্ব্বতমালা খণ্ড খণ্ড হইয়া পতিত হওয়াও অসম্ভব নহে! এতদ্দ্বারা স্পষ্টই প্রমাণিত হইতেছে যে, অবিশ্বাসী কাফেরদিগের অমার্জ্জনীয় অংশীবাদিতা অপেক্ষাও ভ্রান্ত-বিশ্বাসী খৃষ্টানদিগের এই ভ্রান্ত "ঈশ্বরবাদ" ও "পুত্রত্ববাদ" ভয়াবহ গুরুতর অপরাধ।

৯২—৯৫। এই চারিটী আয়ত পূর্ব্বোক্ত আয়ত-চতুষ্টয়ের উপসংহার বা পরিশিষ্ট। ইহার মর্ম্ম এই যে, সর্ব্বশক্তিমান ও সর্ব্ব-প্রদাতা আল্লাহতা'লার পক্ষে অংশী-গ্রহণের ন্যায় পুত্র-পরিগ্রহণও সম্পূর্ণ অশোভন, অযৌক্তিক ও অস্বাভাবিক। সমগ্র বিশ্বজগতে যাহা কিছু আছে, তাহা সমস্তই তাঁহার সৃষ্ট, আশ্রিত ও আয়ত্তাধীন দাস মাত্র এবং উত্থান-দিবসে সকলকেই আশ্রয়হীন একাকী তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইতে হইবে। সুতরাং তাঁহার পিতা-মাতা, স্ত্রী-পুত্র-কন্যা অথবা অংশী কেহই নাই। তিনিই একমাত্র সর্ব্বশক্তিমান ও সকলের উপাস্য প্রভু।

৯৬। সেদিন কেবল মাত্র সত্য-পরায়ণ বিশ্বাসী ও সৎকর্ম্মশীল ব্যক্তিগণই আল্লাহতা'লার

ءَامَنُوا۟ وَعَمِلُوا۟ ٱلصَّٰلِحَٰتِ سَيَجْعَلُ
لَهُمُ ٱلرَّحْمَٰنُ وُدًّا ۝ ٩٧ - فَإِنَّمَا
يَسَّرْنَٰهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ ٱلْمُتَّقِينَ
وَتُنذِرَ بِهِۦ قَوْمًا لُّدًّا ۝ ٩٨ - وَكَمْ
أَهْلَكْنَا قَبْلَهُم مِّن قَرْنٍ ؕ هَلْ
تُحِسُّ مِنْهُم مِّنْ أَحَدٍ أَوْ تَسْمَعُ
لَهُمْ رِكْزًۢا ؏

স্থাপন করিয়াছে ও সৎকার্য্য করে, অচিরেই সর্ব্ব-প্রদাতা তাহাদের জন্য প্রেম সৃষ্টি করিবেন। ৯৭। অতঃপর আমি ইহা তোমার ভাষায় সহজ ব্যতীত করি নাই—যেন তুমি এতদ্দারা ধর্ম্মভীরু-দিগকে সুসংবাদ প্রদান কর এবং তদ্দারা কলহপরায়ণ সম্প্রদায়কে ভয়-প্রদর্শন কর। ৯৮। এবং আমি উহাদের পূর্ব্বে কত সম্প্রদায়কে ধ্বংস করিয়াছি—তুমি কি তাহাদের কাহাকেও অবলোকন করিতেছ অথবা তাহাদের শব্দ শ্রবণ করিতেছ ?

অনুগ্রহ ও প্রীতি লাভ করিয়া ধন্য হইবে। অবিশ্বাসী, ধর্ম্মদ্রোহী ও কোফরী-কল্পনাকারীদের কেহই সেদিন তাঁহার অনুগ্রহের অধিকারী হইতে পারিবে না।

৯৭। অনন্তর আল্লাহতা'লা হজরত রসুলোল্লাকে বলিতেছেন যে, আমার এই পবিত্র বাণী কোরানকে তোমার ভাষায় এজন্য সহজ করিয়া অবতীর্ণ করিয়াছি—যেন তুমি এতদ্দারা জগদ্বাসী ধর্ম্মভীরু লোকদিগকে সুসংবাদ এবং অবাধ্য ও অধার্ম্মিকদিগকে ভীতি-প্রদর্শন করিতে পার।

৯৮। যাহারা আমার বাণী অবিশ্বাস বা অস্বীকার করিতেছে, তুমি তাহাদিগকে বলিয়া দাও যে, এইরূপ অবিশ্বাস ও অবাধ্যতার জন্য ইহাদের পূর্ব্বে বহু সম্প্রদায় ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছে। আজ দুনইয়ার বুকে তাহাদের কোনই অস্তিত্ব নাই এবং তাহাদের অবিশ্বাস, অবাধ্যতা, ধর্ম্মদ্রোহিতা দর্প-অহঙ্কার ও কল-কোলাহল সমস্তই চিরতরে নীরব-নিস্তব্ধ হইয়া বিস্মৃতির কোলে বিলীন হইয়া গিয়াছে !

মক্কায় অবতীর্ণ	২০। সুরা তা-হা—طٰهٰ	১৩৫ আয়ত

সর্ব্ব প্রদাতা করুণাময় আল্লার নামে

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

১ম রুকু—হজরত মুসার ইতিহাস—তুর-পর্ব্বতের প্রত্যাদেশ

১। তা-হা ২। আমি তোমার প্রতি এজন্য কোরান অবতীর্ণ করি নাই যে, তুমি অকৃতকার্য্য হইবে। ৩। বরং

١- طٰهٰ ۚ ٢- مَآ اَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْاٰنَ لِتَشْقٰٓى ۙ ٣- اِلَّا تَذْكِرَةً

শানে-নজুল—এই সুরা হজরত রসুলোল্লার নবুয়ত-প্রাপ্তির ষষ্ঠ বর্ষে মক্কা শরিফে অবতীর্ণ হইয়াছিল। এই সময়ে হজরত রসুলোল্লাহ প্রায় সারা রাত্রি জাগিয়া এত অধিক উপাসনা করিতেন যে, নামাজে দাঁড়াইয়া থাকিতে থাকিতে তাঁহার পবিত্র পদদ্বয় স্ফীত হইয়া উঠিয়াছিল এবং দিবসে তিনি লোকদিগকে এত অধিক ধর্ম্মোপদেশ প্রদান করিতেন যে, তজ্জন্য তাঁহাকে জীবনের সমস্ত সুখ-সুবিধা ও আয়েশ-আরাম সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করিতে হইয়াছিল। অবিশ্বাসী কোরেশেরা তদ্দর্শনে বলিত যে, এই কোরান মোহাম্মদের (সঃ) উপর আপদ-স্বরূপ অবতীর্ণ হইয়াছে; কারণ, এত অধিক রাত্রি জাগরণ ও পরিশ্রম করিয়া সে জীবনে কিছুতেই কৃতকার্য্য হইতে পারিবে না। তাই আল্লাহতা'লা এই সুরা অবতারণ করিয়া হজরত রসুলোল্লাকে জানাইয়া দিলেন যে, তাহার জীবনে অকৃতকার্য্যতার জন্য কোরান শরিফ অবতীর্ণ হয় নাই; বরং তাহার জীবনে মহান্ সাফল্য আনয়ন করিবার জন্যই তৎপ্রতি উহা অবতীর্ণ হইয়াছে। এব্নে-আব্বাস।

এই পবিত্র সুরা ৮ রুকুতে বিভক্ত এবং ১৩৫ আয়তে গ্রথিত হইয়াছে। ইহার প্রথম পাঁচ রুকুতে মহানবী হজরত মুসার ধারাবাহিক ইতিহাস বর্ণিত হইয়াছে এবং পরবর্ত্তী তিন রুকুতে হজরত রসুলোল্লার বিরুদ্ধাচরণকারীদিগের অধঃপতন ও শোচনীয় পরিণাম, পাপাত্মা শয়তানের প্ররোচনা এবং পারলৌকিক শাস্তির প্রসঙ্গ বর্ণিত হইয়াছে। কথিত আছে যে, এই পবিত্র সুরাই হজরত রসুলোল্লার তৎকালীন পরম শত্রু হজরত ওমরের জীবনে মহা পরিবর্ত্তন আনয়ন করিয়াছিল। তিনি হজরত রসুলোল্লাকে সংহার করিবার জন্য উন্মুক্ত অসি হস্তে বাহির হইবার পর স্বীয় ভগিনীর মুখে এই সুরার আবৃত্তি শুনিয়াই তরবারী ফেলিয়া দিয়া ইস্লাম-গুরুর নিকট উপস্থিত হইয়া আত্মসমর্পণ করিয়াছিলেন এবং সেই হইতে জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত ইস্লামের সেবায় আত্মোৎসর্গ করিয়া দিয়াছিলেন।—এব্‌ন-হিশাম ও এব্‌ন-সা'দ।

১। **তা-হা**—এই দুইটী বিক্ষিপ্ত বর্ণ-যোগে এই সুরা আরম্ভ এবং ইহার নামকরণ করা হইয়াছে। তফ্সীরকারগণ এই দুইটী বর্ণের একাধিক অর্থ ও মর্ম্ম পরিকল্পনা করিয়াছেন। কেহ কেহ বলেন যে, 'তা-হা' হজরত রসুলোল্লার অন্যতম নাম অথবা বিশেষণ। কিন্তু বিশিষ্ট তফ্সীরকারগণের মতে উহা একটী সম্বোধন-বাচক ধ্বনি; উহার অর্থ "হে মানব" অথবা "হে তুমি"।—তঃ কবির ও কাশ্শাফ।

২—৩। কোরান শরিফ যে হজরত রসুলোল্লার জীবনের মহা সাফল্যের নিদর্শন এবং উহা যে ধর্ম্মভীরু মানবগণের জন্য অমূল্য সদুপদেশ, এই দুইটী আয়তে তাহাই বর্ণিত হইয়াছে।—শানে নজুল দ্রষ্টব্য।

ইহা তাহার জন্য সদুপদেশ—যে ভয়প্রাপ্ত
হয়। ৪। ইহা তাঁহারই সন্নিধান হইতে
অবতীর্ণ হইয়াছে—যিনি ভূমণ্ডল ও
নভোমণ্ডল সৃষ্টি করিয়াছেন। ৫। তিনিই
সর্ব্ব প্রদাতা, যিনি আর্শ-পরি সুপ্রতিষ্ঠিত।
৬। নভোমণ্ডলে যাহা ও ভূমণ্ডলে যাহা
আছে এবং যাহা উভয়ের মধ্যে ও
যাহা মৃত্তিকার নিম্নে রহিয়াছে, তাহা
তাঁহারই জন্য। ৭। এবং যদি তুমি
উচ্চৈঃস্বরে বাক্য উচ্চারণ কর, তথাপি
তিনি গুপ্ত ও প্রচ্ছন্নতর বিষয় পরিজ্ঞাত
আছেন। ৮। আল্লাহ—তিনি ব্যতীত
কোনই উপাস্য নাই; তাঁহারই জন্য
উত্তম নাম-সমূহ। ৯। এবং তোমার
নিকট কি মুসার বিবরণ আসিয়াছে?
১০। যখন সে অগ্নি অবলোকন করিয়া-
ছিল, তখন সে স্বীয় পরিজনদিগকে
বলিয়াছিল—থামো! নিশ্চয় আমি
অগ্নি প্রত্যক্ষ করিতেছি; সম্ভবতঃ আমি
উহা হইতে তোমাদের নিকট অঙ্গার
আনয়ন করিতে পারিব অথবা অগ্নির

لِّمَنْ يَّخْشٰى ﴿٣﴾ ٤- تَنْزِيْلًا مِّمَّنْ
خَلَقَ الْاَرْضَ وَالسَّمٰوٰتِ الْعُلٰى ﴿٤﴾
٥- اَلرَّحْمٰنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوٰى ۝
٦- لَهٗ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا
فِى الْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا
تَحْتَ الثَّرٰى ۝ ٧- وَاِنْ تَجْهَرْ
بِالْقَوْلِ فَاِنَّهٗ يَعْلَمُ السِّرَّ وَاَخْفٰى ۝
٨- اَللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۗ لَهُ الْاَسْمَآءُ
الْحُسْنٰى ۝ ٩- وَهَلْ اَتٰىكَ
حَدِيْثُ مُوْسٰى ﴿٩﴾ ١٠- اِذْ رَاٰ نَارًا
فَقَالَ لِاَهْلِهِ امْكُثُوْٓا اِنِّيْٓ اٰنَسْتُ
نَارًا لَّعَلِّيْٓ اٰتِيْكُمْ مِّنْهَا بِقَبَسٍ اَوْ اَجِدُ

৪—৫। "আর্শপরি সুপ্রতিষ্ঠিত" অথবা আর্শের অধিপতি আল্লাহ হইতেই যে পবিত্র কোরান অবতীর্ণ হইয়াছে, এই দুইটি আয়তে তাহাই ঘোষণা করা হইয়াছে। আর্শের স্বরূপ এবং তদুপরি সুপ্রতিষ্ঠিত হওয়ার মর্ম্ম সম্বন্ধে স্থরা আ'রাফের ৫৪ আয়ত এবং উহার তফসীর দ্রষ্টব্য।

৬—৭। **তাহ্‌তাছ-ছারা**—পাতাল অথবা মৃত্তিকার নিম্নস্থ কর্দ্দমাক্ত স্তর। আয়তের মর্ম্ম এই যে, আল্লাহতা'লাই স্বর্গ, মর্ত্ত্য, পাতাল ও তন্মধ্যবর্ত্তী সমস্ত বিষয়ের সৃষ্টি-কর্ত্তা ও প্রভু এবং তিনি মানবের গুপ্ত-ব্যক্ত সমস্ত বিষয়ই পরিজ্ঞাত আছেন।

৮। আয়তের মর্ম্ম এই যে, আল্লাহতা'লাই সমস্ত উত্তম ও গৌরবান্বিত নামের উপযুক্ত অধিকারী এবং তিনি ব্যতীত মানবের আর কোনই উপাস্য নাই।

৯—১০। এই আয়ত-দ্বয় হইতে হজরত মুসার ধারাবাহিক ইতিহাস আরম্ভ হইয়াছে; কোরান শরিফে আর কোন নবী সম্বন্ধেই এরূপ ধারাবাহিক বিস্তৃত ইতিহাস বর্ণিত হয় নাই। ইহার কারণ এই যে, ইহুদী ও খৃষ্টান-জাতীর ধর্ম্মগ্রন্থে (পুরাতন বাইবেল) হজরত মুসা এসরাইল-বংশের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মহাপরাক্রান্ত নবী বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে; পক্ষান্তরে হজরত মুসা নিজেই ভবিষ্যদ্বাণী করিয়া গিয়াছেন যে, এসরাইল-বংশের ভ্রাতৃগণের মধ্যে অর্থাৎ এসমাইল বংশে তৎসদৃশ বা তাঁহার আদর্শ-সম্পন্ন মহাশক্তিশালী ও মহাপরাক্রান্ত নবী জন্মগ্রহণ করিয়া সত্য-ধর্ম্মের পূর্ণতা-সাধন করিবেন। হজরত মোহাম্মদ মোস্তফাই সেই ভবিষ্যদ্বাণীর সফলতা। বিশেষতঃ উভয় নবীর জীবনের মধ্যে অসাধারণ সাদৃশ বিদ্যমান আছে বলিয়াই হজরত মুসার বিবরণ কোরান শরিফে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণে বিবৃত হইয়াছে।

সমক্ষে পথ-প্রদর্শক প্রাপ্ত হইব।
১১। অতঃপর যখন সে উহার নিকট
গমন করিল, তখন এক শব্দ হইল,
হে মুসা, ১২। নিশ্চয় আমিই তোমার
প্রতিপালক, অতএব তুমি স্বীয় পাদুকাদ্বয়
উন্মোচন কর; নিশ্চয় তুমি কল্যাণপ্রদ
পবিত্র প্রান্তরে রহিয়াছ। ১৩। এবং
আমি তোমাকে মনোনীত করিয়াছি;
অতঃপর যাহা অবতীর্ণ হইতেছে তাহা
শ্রবণ কর:—১৪। নিশ্চয় আমিই আল্লাহ,
আমা ব্যতীত কোনই উপাস্য নাই;
অতএব আমারই উপাসনা কর এবং
আমার স্মরণের জন্য নামাজ প্রতিষ্ঠিত
কর। ১৫। নিশ্চয় সেই সময় আসিতেছে;
আমি উহা এজন্য সংগোপনের সন্নিকট-
বর্ত্তী করিয়াছি—যেন প্রত্যেকে স্বীয়
প্রচেষ্টার অনুরূপ প্রতিদান প্রাপ্ত হয়।
১৬। অতঃপর যে-কেহ তদ্বিষয়ে বিশ্বাস
করে না এবং স্বীয় প্রবৃত্তির অনুসরণ
করে, সেই উহা হইতে তোমাকে
প্রতিরোধ করে—যাহাতে তুমি ধ্বংস

عَلَى النَّارِ هُدًى ○ ١١- فَلَمَّا
أَتٰهَا نُودِيَ يٰمُوسٰى ط ١٢- إِنِّيٓ
أَنَا رَبُّكَ فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ ج إِنَّكَ
بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى ط ١٣- وَأَنَا
اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحٰى ○
١٤- إِنَّنِيٓ أَنَا اللّٰهُ لَآ إِلٰهَ إِلَّآ أَنَا
فَاعْبُدْنِي لا وَأَقِمِ الصَّلٰوةَ لِذِكْرِيْ ○
١٥- إِنَّ السَّاعَةَ اٰتِيَةٌ أَكَادُ أُخْفِيهَا
لِتُجْزٰى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا تَسْعٰى ○
١٦- فَلَا يَصُدَّنَّكَ عَنْهَا مَنْ لَّا
يُؤْمِنُ بِهَا وَاتَّبَعَ هَوٰهُ فَتَرْدٰى ○

আরবের অবিশ্বাসী ইহুদী-খৃষ্টান ও অংশীবাদী মোশরেকগণ হজরত রসুলোল্লার নবুয়ত বা প্রত্যাদেশ-প্রাপ্তি সম্বন্ধে অবিশ্বাস করিয়া উপহাস-বিদ্রূপ করিত; পক্ষান্তরে উহারা সকলেই হজরত মুসার নবুয়ত ও প্রত্যাদেশ লাভের বিবরণ বিশ্বাস করিত। তাই আল্লাহতা'লা হজরত মুসার বিবরণ বর্ণনা করিয়া বলিয়া দিতেছেন যে, মুসা ত এইরূপ ভাবেই আমার প্রত্যাদেশ লাভ করিয়াছিল। সে যখন তুর পর্ব্বতে আমার শক্তি-মহিমার সমুজ্জ্বল অগ্নি-শিখা দর্শন করিয়াছিল, তখন নিজের সঙ্গী ও পরিজনদিগকে বলিয়াছিল যে, তোমরা থামো; আমি ঐ পর্ব্বতে গিয়া তোমাদের জন্য আগুন লইয়া আসিব এবং ঐ আগুনের নিকট যে লোক আছে, তাহার নিকট পথের সন্ধানও জানিয়া আসিতে পারিব।

১১—১৩। অনন্তর হজরত মুসা পরিদৃশ্যমান অগ্নির অনুসরণ করিয়া যখন তুর পর্ব্বতে উপস্থিত হইলেন, তখন আল্লাহতা'লার পক্ষ হইতে এইরূপ এক অদৃশ্য শব্দ হইল যে, হে মুসা, আমার অনুগ্রহ-সিক্ত এই পবিত্র ভূমিতে পদার্পণ করিবার পূর্ব্বে তুমি স্বীয় পাদুকা উন্মোচন কর। কারণ, আমি তোমাকে আমার অনুগৃহীত নবী-রূপে মনোনীত করিয়াছি। অতএব তুমি মনোযোগী হইয়া আমার প্রত্যাদেশ শ্রবণ কর।

১৪—১৬। আমি মানবের একমাত্র উপাস্য আল্লাহ। তোমরা সকলে আমারই উপাসনা কর এবং তজ্জন্য নিয়মিত ভাবে নামাজ প্রতিষ্ঠিত কর। তুমি আরও ঘোষণা করিয়া দাও যে, পুনরুত্থান ও মহাবিচারের দিন ক্রমেই নিকটবর্ত্তী হইয়া আসিতেছে এবং সেদিন সকলেই স্ব স্ব কৃতকর্ম্মের অনুরূপ প্রতিদান প্রাপ্ত হইবে। যাহারা অবিশ্বাসী ও ধর্ম্মদ্রোহী, কেবল তাহারাই ইহা বিশ্বাস করিবে না।

١٧- وَمَا تِلْكَ بِيَمِيْنِكَ
يٰمُوْسٰى ○ ١٨- قَالَ هِيَ عَصَايَ ج
اَتَوَكَّؤُا عَلَيْهَا وَاَهُشُّ بِهَا عَلٰى
غَنَمِيْ وَلِيَ فِيْهَا مَاٰرِبُ اُخْرٰى ○
١٩- قَالَ اَلْقِهَا يٰمُوْسٰى ○
٢٠- فَاَلْقٰهَا فَاِذَا هِيَ حَيَّةٌ
تَسْعٰى ○ ٢١- قَالَ خُذْهَا وَلَا
تَخَفْ وقفه سَنُعِيْدُهَا سِيْرَتَهَا الْاُوْلٰى ○
٢٢- وَاضْمُمْ يَدَكَ اِلٰى جَنَاحِكَ
تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوْءٍ اٰيَةً
اُخْرٰى ۙ ٢٣- لِنُرِيَكَ مِنْ اٰيٰتِنَا
الْكُبْرٰى ۚ ٢٤- اِذْهَبْ اِلٰى
فِرْعَوْنَ اِنَّهٗ طَغٰى ۙ

প্রাপ্ত হও। ১৭। এবং হে মুসা, তোমার
দক্ষিণ হস্তে কি রহিয়াছে? ১৮। সে
বলিয়াছিল—ইহা আমার যষ্টি; আমি
ইহার উপর ভর দিয়া থাকি এবং ইহা
দ্বারা আমি আমার ছাগপালের উপর
বৃক্ষপত্র নিক্ষেপ করি এবং ইহা দ্বারা
আমার অন্যান্য প্রয়োজনও সম্পন্ন হইয়া
থাকে। ১৯। তিনি বলিয়াছিলেন—হে
মুসা, তুমি উহা নিক্ষেপ কর! ২০। তখন
সে উহা নিক্ষেপ করিলে পরে তখনই
উহা সর্প হইয়া বিচরণ করিতে লাগিল।
২১। তিনি বলিয়াছিলেন—তুমি উহাকে
ধৃত কর এবং ভীত হইও না; আমি
উহাকে এখনই প্রথম বারের ন্যায়
পরিবর্ত্তিত করিয়া দিতেছি। ২২। এবং
তুমি তোমার হস্ত স্বীয় বগলে সংলগ্ন
কর—কোন দোষ ব্যতিরেকে অন্যতম
নিদর্শন স্বরূপ উহা শুভ্র বর্ণে বিকশিত
হইবে; ২৩। যেন আমি তোমাকে বৃহত্তর
নিদর্শনাবলী প্রদর্শন করি। ২৪। তুমি
ফেরাউনের নিকট গমন কর, নিশ্চয় সে
অবাধ্যচারী হইয়াছে।

১৭—২১। হজরত মুসার দুইটী বিশিষ্ট অলৌকিকতা ছিল—একটী তাঁহার 'আসা' বা যষ্টি, দ্বিতীয়টী তাঁহার হস্তে বিকাশমান সমুজ্জ্বল শুভ্র জ্যোতি! হজরত মুসার ঐ লাঠি ভূতলে নিক্ষেপ করিলে উহা ভয়ঙ্কর সর্পাকৃতি ধারণ করিয়া বিচরণ ও গর্জ্জন করিত; আবার হজরত মুসা ধৃত করিলেই উহা পূর্ব্ববৎ লাঠি হইয়া যাইত। তখন তিনি উহার উপর ভর দিয়া গমনাগমন করিতেন, স্বীয় ছাগপালকে বৃক্ষপত্র পাড়িয়া দিতেন এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় কার্য্য সম্পন্ন করিতেন। এ সম্বন্ধে অন্যান্য সুরায় পূর্ব্বেও বর্ণিত হইয়াছে।

২২—২৪। এই তিনটী আয়তের প্রথমে হজরত মুসার দ্বিতীয় নিদর্শনের বিষয় বর্ণিত হইয়াছে; ইহা এই যে, তিনি স্বীয় বগলে হস্তার্পণ করিলেই হস্তপৃষ্ঠ হইতে অতি শুভ্র সমুজ্জ্বল জ্যোতিরাশি বিচ্ছুরিত হইত। এতদ্ভিন্ন আল্লাহতা'লা তাঁহাকে জানাইয়া দিলেন যে, প্রয়োজন হইলে আমি তোমাকে ইহা অপেক্ষাও বৃহত্তর নিদর্শন সমূহ প্রদান করিব। অতএব তুমি এখন ধর্ম্মদ্রোহী ফেরাউনকে সদুপদেশ প্রদান করিবার জন্য তাহার নিকট গমন কর।

২য় রুকু—হজরত মুসার শৈশব-জীবন ও নবুয়ত-প্রাপ্ত

২৫। সে বলিয়াছিল—হে আমার
প্রতিপালক, আমার হৃদয় প্রশস্ত কর;
২৬। এবং আমার কার্য্য সহজ-সাধ্য কর।
২৭। এবং আমার রসনা হইতে গ্রন্থি
উন্মোচন কর; ২৮। যেন তাহারা
আমার বাক্য উপলব্ধি করিতে পারে।
২৯। এবং আমার পরিজন হইতে আমার
জন্য সচিব করিয়া দাও—৩০।—আমার
ভ্রাতা হারুনকে। ৩১। তাহার দ্বারা
আমার শক্তি সুদৃঢ় কর; ৩২। এবং
তাহাকে আমার কার্য্যের অংশী কর।
৩৩। যেন আমরা তোমার অধিকতর
মহিমা-প্রচার করিতে পারি; ৩৪। এবং
তোমাকে ততধিক স্মরণ করিতে পারি।
৩৫। নিশ্চয় তুমিই আমার পরিদর্শক।
৩৬। তিনি বলিয়াছিলেন—হে মুসা,
নিশ্চয় তোমার প্রার্থনা পরিগৃহীত
হইয়াছে। ৩৭। নিশ্চয় আমি তোমার
প্রতি বারংবার অনুগ্রহ করিয়াছি।

٢٥- قَالَ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي ۙ
٢٦- وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي ۙ ٢٧- وَاحْلُلْ
عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي ۙ ٢٨- يَفْقَهُوا
قَوْلِي ۖ ٢٩- وَاجْعَل لِّي وَزِيرًا
مِّنْ أَهْلِي ۙ ٣٠- هَارُونَ أَخِي ۙ
٣١- اشْدُدْ بِهِ أَزْرِي ۙ ٣٢- وَأَشْرِكْهُ
فِي أَمْرِي ۙ ٣٣- كَيْ نُسَبِّحَكَ
كَثِيرًا ۙ ٣٤- وَنَذْكُرَكَ كَثِيرًا ۙ
٣٥- إِنَّكَ كُنتَ بِنَا بَصِيرًا ۝
٣٦- قَالَ قَدْ أُوتِيتَ سُؤْلَكَ
يَا مُوسَىٰ ۝ ٣٧- وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ

২৫—২৬। হজরত মুসা তুর পর্ব্বতে নবুয়ত ও প্রত্যাদেশ লাভ করার পর ধর্ম্মদ্রোহী মিসর-রাজ ফেরাউনকে সদুপদেশ প্রদান করিবার জন্য আদিষ্ট হইয়া আল্লাহতা'লার নিকট প্রার্থনা করিয়াছিলেন :—হে আমার প্রতিপালক প্রভু, তোমার আদেশ প্রতিপালনের জন্য তুমিই স্বীয় অনুগ্রহে আমার কার্য্য সহজসাধ্য করিয়া জিহ্বার জড়তা মুক্ত করিয়া দাও—যেন তাহারা আমার কথা বুঝিতে পারে। শৈশবে জলন্ত অঙ্গার মুখে দেওয়ার জন্য হজরত মুসার বাকশক্তি জড়তা প্রাপ্ত হইয়াছিল। কেহ কেহ বলেন যে, ইহার ফলে তিনি তোৎলা হইয়া গিয়াছিলেন এবং সেই জন্যই তিনি আল্লাহতা'লার নিকট উপরোক্ত রূপ প্রার্থনা করিয়াছিলেন।

২৯—৩২। হজরত মুসা আল্লাহতা'লার নিকট আরও প্রার্থনা করিয়াছিলেন :—হে আল্লাহ, তোমার আদিষ্ট এই মহান কর্ত্তব্য পালনের জন্য তুমি আমার পরিজন হইতে আমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা হারুনকে আমার সহকারী ও পরামর্শদাতা করিয়া দাও এবং তাহাকে আমার সহযোগী নবী-রূপে মনোনীত করিয়া আমার শক্তি সুদৃঢ় কর।

৩৩—৩৫। তিনি আল্লার নিকট আরও প্রার্থনা করিয়াছিলেন যে, আমার এই প্রার্থনা পূর্ণ হইলে আমরা উভয়ে মিলিয়া তোমার অধিকতর মহিমা প্রকাশ করিতে পারিব। তোমার আদেশ পালন ও মহিমা-প্রচারে তুমিই আমাদের একমাত্র পরিদর্শক ও সাহর্য্যকারী প্রভু।

৩৬—৩৭। আল্লাহতা'লা হজরত মুসার প্রার্থনা পরিগ্রহণ করিয়া তাঁহাকে উহা জানাইয়া দিয়াছিলেন এবং সেই সঙ্গে ইহাও বলিয়াছিলেন যে, ইতিপূর্ব্বেও আমি তোমার প্রতি পুনঃ পুনঃ এইরূপ অনুগ্রহ প্রকাশ করিয়াছি।

مَرَّةً أُخْرَىٰٓ ۝ ٣٨- إِذْ أَوْحَيْنَآ
إِلَىٰٓ أُمِّكَ مَا يُوحَىٰٓ ۝ ٣٩- أَنِ
اقْذِفِيهِ فِي التَّابُوتِ فَاقْذِفِيهِ
فِي الْيَمِّ فَلْيُلْقِهِ الْيَمُّ بِالسَّاحِلِ
يَأْخُذْهُ عَدُوٌّ لِّي وَعَدُوٌّ لَّهُ ۚ وَ
أَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي ۝
وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِيٓ ۝
٤٠- إِذْ تَمْشِيٓ أُخْتُكَ فَتَقُولُ هَلْ
أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ مَن يَكْفُلُهُ ۖ فَرَجَعْنَاكَ
إِلَىٰٓ أُمِّكَ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا
تَحْزَنَ ۚ وَقَتَلْتَ نَفْسًا فَنَجَّيْنَاكَ
مِنَ الْغَمِّ وَفَتَنَّاكَ فُتُونًا ۚ فَلَبِثْتَ
سِنِينَ فِيٓ أَهْلِ مَدْيَنَ ۝ ثُمَّ
جِئْتَ عَلَىٰ قَدَرٍ يَٰمُوسَىٰ ۝

৩৮। যখন আমি তোমার মাতার প্রতি
প্রত্যাদিষ্ট-বিষয় প্রত্যাদেশ করিয়াছিলাম
৩৯। যে, তুমি তাহাকে সিন্ধুকের মধ্যে আবদ্ধ করিয়া পরে উহা নদীর মধ্যে নিক্ষেপ কর; অতঃপর নদী উহাকে তীরে নিক্ষেপ করিবে; অনন্তর আমার শত্রু ও তাহার শত্রুই তাহাকে লইয়া যাইবে; এবং আমি তোমার প্রতি স্বীয় স্নেহ-আশীর্ব্বাদ নিক্ষেপ করিয়াছি এবং যেন তুমি আমার দৃষ্টির সম্মুখে পরিবর্দ্ধিত হও।
৪০। যখন তোমার ভগিনী গমনাগমন করিত, তখন বলিত—আমি কি এরূপ নির্দ্দেশ করিয়া দিব—যে উহার ভার পরিগ্রহণ করিবে? অতঃপর আমি তোমাকে তোমার মাতার নিকট ফিরাইয়া আনিয়াছিলাম—যেন তাহার নয়ন শীতল হয় ও সে বিষণ্ণ না হয়; এবং তুমি এক ব্যক্তিকে নিহত করিয়াছিলে, তৎপর আমি তোমাকে অনুশোচনা হইতে বিমুক্ত করিয়াছিলাম এবং তোমাকে পরীক্ষা দ্বারা পরীক্ষা করিয়াছিলাম; তৎপর তুমি মাদায়েন-বাসিগণের মধ্যে কয়েক বর্ষ অবস্থান করিয়াছিলে; তৎপরে হে মুসা, তুমি যথাসময় আগমন করিয়াছিলে।

৩৮—৩৯। অনন্তর আল্লাহতা'লা হজরত মুসাকে পূর্ব্ব-অনুগ্রহের বিষয় স্মরণ করাইয়া দিয়া বলিতেছেন যে, যখন ধর্ম্মদ্রোহী ফেরাউন এসরাইল-বংশকে অর্থাৎ সমগ্র ইহুদী-জাতিকে ক্রীতদাস-রূপে কঠোর দাসত্বের বন্ধনে আবদ্ধ করিয়া তাহাদের সদ্যজাত সমস্ত পুত্র-সন্তান নীল-নদীতে নিক্ষেপ করিয়া সংহার করিতেছিল এবং শুধু তাহাদের কন্যা-সন্তানদিগকে দাসীবৃত্তির জন্য জীবিত রাখিতেছিল, সেই সময়ে আমার নির্দ্দেশ অনুসারেই তোমার মাতা তোমার জন্মের পর তোমাকে তিন মাস পর্য্যন্ত সংগোপনে রাখিয়া এবং আর অধিক দিন সংগোপনে রাখিতে অসমর্থ হইয়া একটী কাঠের সিন্ধুকে ভরিয়া তোমাকে নীল-নদীতে ভাসাইয়া দিয়াছিল। পরে আমার নির্দ্দেশ অনুসারেই আমার ও তোমার পরম শত্রু ফেরাউনের পত্নী অথবা কন্যা তোমাকে সেই ভাসমান অবস্থা হইতে তুলিয়া লয়। তৎপর আমার অনুগ্রহেই তুমি তথায় নিরাপদে প্রতিপালিত ও বর্দ্ধিত হইয়াছিলে।—তওরাত : ২—১—১০।

৪০। অতঃপর আমি স্বীয় অনুগ্রহে তোমার ভগিনীর দ্বারা তোমার মাতাকেই তোমার প্রতিপালিকা ধাত্রীরূপে নিযুক্ত করিয়া দিয়াছিলাম এবং এইরূপে আমি তোমার প্রতিপালনের ব্যবস্থা করিয়া দিয়া তোমার পুত্র-বিয়োগ বিধুরা জননীকে শান্তি ও সান্ত্বনা দান করিয়াছিলাম। ইহার

৪১। এবং আমি তোমাকে আমার জন্য মনোনীত করিয়াছিলাম। ৪২। তুমি ও তোমার ভ্রাতা আমার নিদর্শনাবলী-সহ গমন কর এবং আমার স্মরণে আলস্য করিও না। ৪৩। তোমরা উভয়ে ফেরাউনের নিকট গমন কর, নিশ্চয় সে অবাধ্যাচারী হইয়াছে। ৪৪। অতঃপর তোমরা তাহাকে কোমল বাক্য বলিও—যেন সে উপদেশ-গ্রহণ করে ও ভয়প্রাপ্ত হয়। ৪৫। তাহারা বলিয়াছিল—হে আমাদের প্রতিপালক, নিশ্চয় আমরা আশঙ্কা করিতেছি যে, সে আমাদের প্রতি অতর্কিতাচরণ অথবা অবাধ্যতাচরণ করিবে। ৪৬। তিনি বলিয়াছিলেন, তোমরা ভীত হইও না, নিশ্চয় আমি তোমাদের সঙ্গে থাকিয়া শ্রবণ করিব ও দর্শন করিব। ৪৭। অতঃপর তোমরা উভয়ে তাহার নিকট গমন কর এবং বল যে, নিশ্চয় আমরা উভয়ে তোমার প্রতি-পালকের প্রেরিত; অতএব তুমি এসরাইল-বংশীয়দিগকে আমাদের সহিত প্রেরণ

৪১- وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي ۚ
৪২- اِذْهَبْ اَنْتَ وَاَخُوْكَ بِاٰيٰتِيْ
وَلَا تَنِيَا فِيْ ذِكْرِيْ ۚ ৪৩- اِذْهَبَآ
اِلٰى فِرْعَوْنَ اِنَّهٗ طَغٰى ۚ
৪৪- فَقُوْلَا لَهٗ قَوْلًا لَّيِّنًا لَّعَلَّهٗ يَتَذَكَّرُ
اَوْ يَخْشٰى ○ ৪৫- قَالَا رَبَّنَآ اِنَّنَا
نَخَافُ اَنْ يَّفْرُطَ عَلَيْنَآ اَوْ
اَنْ يَّطْغٰى ○ ৪৬- قَالَ لَا تَخَافَآ
اِنَّنِيْ مَعَكُمَآ اَسْمَعُ وَاَرٰى ○
৪৭- فَاْتِيٰهُ فَقُوْلَآ اِنَّا رَسُوْلَا رَبِّكَ
فَاَرْسِلْ مَعَنَا بَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ ۵ۙ وَلَا

পরে তুমি বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া জনৈক মিসরবাসীকে হত্যা করিয়া ফেরাউনের ভয়ে পলায়ন করিয়াছিলে এবং কয়েক বৎসর মাদায়েনে অবস্থান পূর্ব্বক আমার ক্ষমা ও অনুগ্রহ লাভ করিয়া যথাসময়ে তথা হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছিলে।—তওরাত : ৭—৯ ও ১১—১৫।

৪১—৪৪। এই সমস্ত ঘটনার পর আমি স্বীয় অনুগ্রহে তোমাকে নবীরূপে মনোনীত করিয়াছিলাম এবং অদ্য তোমার প্রার্থনা অনুযায়ী তোমার ভ্রাতা হারুনকেও আমি তোমার সহকারী নবী পদে অভিষিক্ত করিয়া দিলাম। এখন হইতে তোমরা আমার উপাসনায় অথবা আমার আদেশ পালনে কদাচ শৈথিল্য করিও না। তোমরা দুই ভ্রাতা এখনই ধর্ম্মদ্রোহী ও অবাধ্যাচারী ফেরাউনের নিকট গমন কর এবং কোমল বাক্যে সদুপদেশ প্রদান করিয়া ও পরকালের শাস্তির ভয় দেখাইয়া তাহাকে সুপথে আনিবার জন্য চেষ্টা কর।

৪৫। হজরত মুসা ও হারুন তখন আল্লাহতা'লার নিকট নিবেদন করিয়াছিলেন :—আমাদের আশঙ্কা হইতেছে যে, দাম্ভিক ও ধর্ম্মদ্রোহী ফেরাউন আমাদিগকে গ্রাহ্য করিবে না অথবা সে হয়ত অতর্কিত ভাবে হঠাৎ আমাদিগকে আক্রমণ করিয়া বিপন্ন বা বিনষ্ট করিবার চেষ্টা করিবে।

৪৬। আল্লাহতা'লা তখন হজরত মুসা ও হারুনকে আশ্বাস প্রদান করিয়া বলিয়াছিলেন যে, তোমরা কিছুমাত্র ভয় করিও না। আমি স্বয়ং তোমাদের সঙ্গীরূপে বিদ্যমান থাকিয়া সমস্ত বিষয় দর্শন, শ্রবণ ও যথোচিত ব্যবস্থা অবলম্বন করিব।

৪৭—৪৮। অনন্তর আল্লাহতা'লা হজরত মুসা ও হারুনের প্রতি আদেশ করিলেন :—তোমরা দুই ভাই ফেরাউনের নিকট যাইয়া বল যে, আমরা আল্লার প্রেরিত নবী—তাঁহার প্রদত্ত নিদর্শন-সহ আমরা তোমার নিকট আসিয়াছি ; তুমি এসরাইল-বংশের প্রতি আর কোন অত্যাচার

تُعَذِّبْهُمْ ۖ قَدْ جِئْنٰكَ بِاٰيَةٍ مِّنْ
رَّبِّكَ ۖ وَالسَّلٰمُ عَلٰى مَنِ اتَّبَعَ
الْهُدٰى ○ ٤٨- اِنَّا قَدْ اُوْحِيَ
اِلَيْنَآ اَنَّ الْعَذَابَ عَلٰى مَنْ كَذَّبَ
وَتَوَلّٰى ○ ٤٩- قَالَ فَمَنْ رَّبُّكُمَا
يٰمُوْسٰى ○ ٥٠- قَالَ رَبُّنَا الَّذِيْٓ
اَعْطٰى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهٗ ثُمَّ هَدٰى ○
٥١- قَالَ فَمَا بَالُ الْقُرُوْنِ الْاُوْلٰى ○
٥٢- قَالَ عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّيْ فِيْ
كِتٰبٍ ۚ لَا يَضِلُّ رَبِّيْ وَلَا يَنْسَى ○
٥٣- الَّذِيْ جَعَلَ لَكُمُ الْاَرْضَ
مَهْدًا وَّسَلَكَ لَكُمْ فِيْهَا سُبُلًا وَّ
اَنْزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً ۚ فَاَخْرَجْنَا بِهٖٓ

কর ও তাহাদিগকে নির্য্যাতন করিও না; নিশ্চয় আমরা তোমার প্রতিপালক হইতে তোমার নিকট নিদর্শন আনয়ন করিয়াছি, এবং তাহারই উপর শান্তি—যে সুপথের অনুসরণ করে।
৪৮। নিশ্চয়ই আমরা প্রত্যাদিষ্ট হইয়াছি যে, শাস্তি তাহারই উপর—যে অসত্যারোপ করে ও বিমুখ হয়।
৪৯। সে বলিয়াছিল—হে মুসা, তোমার প্রতিপালক কে?
৫০। সে বলিয়াছিল—তিনিই আমাদের প্রতিপালক, যিনি স্বীয় সৃষ্টিতে সমস্ত বিষয় দান করিয়াছেন, পরে উহা সুপরিচালিত করিতেছেন।
৫১। সে বলিয়াছিল—তবে প্রাথমিক যুগবাসীদিগের কি অবস্থা হইয়াছে?
৫২। সে বলিয়াছিল—ইহার জ্ঞান আমার প্রতিপালকের নিকট গ্রন্থে রহিয়াছে; আমার প্রতিপালক বিভ্রান্ত হন না ও বিস্মৃত হন না।
৫৩। যিনি তোমাদের জন্য ভূমণ্ডলকে শয্যা করিয়াছেন এবং তন্মধ্যে তোমাদের জন্য পথসমূহ পরিচালিত করিয়াছেন এবং আকাশ হইতে বারি বর্ষণ করিয়াছেন,

---

করিও না; তাহাদিগকে দাসত্বের বন্ধন হইতে স্বাধীন ও প্রমুক্ত করিয়া দাও এবং তুমি ধর্ম্মদ্রোহিতা পরিত্যাগ করিয়া সত্যধর্ম্ম গ্রহণ কর। আমরা আল্লাহতা'লা কর্ত্তৃক প্রত্যাদিষ্ট হইয়াছি যে, যে ব্যক্তি সত্যধর্ম্ম গ্রহণ করিবে, সে অনাবিল শান্তি ও সুখের অধিকারী হইবে এবং যে উহা অবিশ্বাস ও প্রত্যাখ্যান করিবে, সে কঠোর শাস্তি ভোগ করিয়া নরকে গমন করিবে।

৪৯—৫০। ফেরাউন হজরত মুসার মুখে ঐ সমস্ত উক্তি শুনিয়া সরোষে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, "কে তোমাদের প্রতিপালক?" হজরত মুসা বলিয়াছিলেন—"যিনি এই বিরাট বিশ্বজগৎ সৃষ্টি করিয়া অতি অনুপম নিয়ম ও শৃঙ্খলার সহিত পরিচালন করিতেছেন এবং সমগ্র মানব-দানব প্রভৃতি জীব ও জড়-জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন—তিনিই আমাদের প্রতিপালক আল্লাহ!"

৫১—৫২। ফেরাউন তখন জিজ্ঞাসা করিয়াছিল—আমাদের পূর্ব্বে যুগে যুগে যে সকল লোক জন্মগ্রহণ করিয়াছিল, তাহাদের পরিণাম কি হইয়াছে, তাহা কি তুমি জান? হজরত মুসা বলিয়াছিলেন—আমার প্রতিপালক আল্লাহতা'লাই তদ্বিষয়ে সম্যক অবগত আছেন এবং অতীত, বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ বিষয় সম্বন্ধে তিনিই একমাত্র অভ্রান্ত ও অভিজ্ঞ প্রভু।

৫৩—৫৪। হজরত মুসা আরও বলিয়াছিলেন:— হে ফেরাউন, সেই সর্ব্বশক্তিমান সর্ব্বজ্ঞ আল্লাহতা'লাই তোমাদের অবস্থানের ও বসবাসের জন্য শয্যা-স্বরূপ এই পৃথিবী সৃষ্টি করিয়াছেন এবং তিনিই তোমাদের গমনের জন্য জলে-স্থলে ও আকাশে-পাতালে নানারূপ পথ-ঘাট এবং

أَزْوَاجًا مِّن نَّبَاتٍ شَتَّىٰ ○

৫৪- كُلُوا وَارْعَوْا أَنْعَامَكُمْ ۗ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّأُولِي النُّهَىٰ ○

তদ্দ্বারা আমি বিবিধ তরু-লতা হইতে নানাবিধ উৎপন্ন করিয়া থাকি। ৫৪। তোমরা ভক্ষণ কর ও স্বীয় পালিত-পশুদিগকে চারণ কর; নিশ্চয় ইহার মধ্যে উপদেশ-গ্রাহিগণের জন্য নিদর্শনাবলী রহিয়াছে।

৩য় রুকু—মিসরে হজরত মুসার অলৌকিক পরীক্ষা

৫৫- مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَىٰ ○

৫৬- وَلَقَدْ أَرَيْنَاهُ آيَاتِنَا كُلَّهَا فَكَذَّبَ وَأَبَىٰ ○ ৫৭- قَالَ أَجِئْتَنَا لِتُخْرِجَنَا مِنْ أَرْضِنَا بِسِحْرِكَ يَا مُوسَىٰ ○ ৫৮- فَلَنَأْتِيَنَّكَ بِسِحْرٍ مِّثْلِهِ فَاجْعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا لَّا نُخْلِفُهُ نَحْنُ وَلَا أَنتَ

৫৫। আমি ইহা হইতে তোমাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছি এবং ইহারই মধ্যে তোমাদিগকে প্রেরণ করিব এবং ইহা হইতেই তোমাদিগকে পুনরায় সমুত্থিত করিব। ৫৬। এবং নিশ্চয় আমি তাহাকে আমার নিদর্শনাবলীর সমস্তই প্রদর্শন করিয়াছি, কিন্তু সে অসত্যারোপ করিয়াছিল ও অগ্রাহ্য করিয়াছিল। ৫৭। সে বলিয়াছিল—হে মুসা, তুমি কি আমাদের নিকট এই জন্য আসিয়াছ যে, তোমার যাদুক্রিয়া দ্বারা আমাদিগকে আমাদের দেশ হইতে বহির্গত করিয়া দিবে? ৫৮। অতঃপর আমরাও তোমাদের নিকট তদনুরূপ যাদু আনয়ন করিব; অতএব আমাদের মধ্যে ও তোমার মধ্যে কোন প্রশস্ত স্থানে একটি সময়-স্থির কর—যাহার না আমরা ব্যতিক্রম করিব

যান-বাহনের সৃষ্টি করিয়া দিয়াছেন। এতদ্ভিন্ন তিনি তোমাদের জন্য আকাশ হইতে বারি-বর্ষণ করেন—যাহার দ্বারা নানারূপ তরু-লতা সৃষ্টি হইয়া তাহা হইতে তোমাদের জীবন ধারণের উপযোগী বিবিধ ফল-শস্য ও পুষ্প-পত্র উৎপন্ন হয়—যাহা ভক্ষণ করিয়া তোমরা জীবন-ধারণ কর এবং যাহাতে তোমাদের পশুপাল-সমূহকে চারণ করিয়া থাক। আল্লাহতা'লার অস্তিত্ব ও শক্তি-মহিমা সম্বন্ধে চিন্তাশীল, জ্ঞানবান ও উপদেশ গ্রাহিগণের নিকট ইহা অপেক্ষা উজ্জ্বল নিদর্শন ও প্রত্যক্ষ প্রমাণ আর কি হইতে পারে।

৫৫—৫৬। আল্লাহতা'লা বলিতেছেন যে, মানুষকে আমি মাটি হইতে সৃষ্টি করিয়াছি এবং মৃত্যুর পর তাহারা মাটির মধ্যে প্রোথিত হয়; অনন্তর মাটির মধ্য হইতেই তাহারা পুনরুত্থিত হইবে। কিন্তু এ সমস্ত বিষয়ে কিছুমাত্র চিন্তা না করিয়া ধর্ম্মদ্রোহী ফেরাউনকে আমি আমার বহু নিদর্শন প্রদর্শন করা সত্ত্বেও সে তৎসমুদয় অগ্রাহ্য করিয়া সত্যধর্ম্মের প্রতি অসত্যারোপ করিয়াছিল।

৫৭—৫৮। সে আমার প্রেরিত রসুল মুসার প্রদর্শিত অলৌকিক নিদর্শনাবলীকে যাদুক্রিয়া মনে করিয়া বলিয়াছিল—হে মুসা, তুমি সম্ভবতঃ তোমার যাদুক্রিয়া দ্বারা আমাদিগকে ভয়-প্রদর্শন পূর্ব্বক আমাদের দেশ হইতে বিতাড়িত করিতে আসিয়াছ। কিন্তু ইহা তোমার ভ্রম মাত্র। বরং তুমি একটি সময় স্থির কর; সেই সময়ে আমরাও তোমার অনুরূপ যাদুক্রিয়া প্রদর্শন করিব।

এবং না তুমি। ৫৯। সে বলিয়াছিল—কোন
পর্ব্বোৎসব দিবসে তোমাদের সময়-স্থির
কর এবং যেন লোকেরা পূর্ব্বাহ্ণেই
সমবেত হয়। ৬০। অনন্তর ফেরাউন
প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছিল; তৎপর সে
তাহার কৌশল সংগ্রহ করিয়া পরে
উপস্থিত হইয়াছিল। ৬১। মুসা তাহা-
দিগকে বলিয়াছিল—ধিক্ তোমাদিগকে,
তোমরা আল্লার প্রতি অসত্য রচনা
করিও না, অন্যথা তিনি তোমাদিগকে
শাস্তি দ্বারা বিধ্বস্ত করিবেন এবং যে
অসত্য-রচনা করে, নিশ্চয় সে ব্যর্থকাম
হইবে। ৬২। তৎপর তাহারা তাহাদের
কার্য্য সম্বন্ধে পরস্পর বিতর্ক করিয়াছিল
এবং তাহাদের সিদ্ধান্ত সংগোপনে
রাখিয়াছিল। ৬৩। তাহারা বলিয়াছিল,
নিশ্চয় উহারা উভয়েই যাদুকর—যাহারা
তোমাদিগকে স্বীয় যাদুক্রিয়ার দ্বারা
তোমাদের দেশ হইতে বহিষ্কার করিয়া
দিতে এবং তোমাদের উৎকৃষ্ট আচার-
পদ্ধতি হইতে তোমাদিগকে অপসৃত
করিতে ইচ্ছা করে। ৬৪। অতএব
তোমাদের সমস্ত কৌশল সংগ্রহ করিয়া

مَكَانًا سُوًى ○ ٥٩- قَالَ مَوْعِدُكُمْ
يَوْمُ الزِّيْنَةِ وَاَنْ يُّحْشَرَ النَّاسُ
ضُحًى ○ ٦٠- فَتَوَلّٰى فِرْعَوْنُ
فَجَمَعَ كَيْدَهٗ ثُمَّ اَتٰى ○ ٦١- قَالَ
لَهُمْ مُّوْسٰى وَيْلَكُمْ لَا تَفْتَرُوْا
عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا فَيُسْحِتَكُمْ بِعَذَابٍ ۚ
وَقَدْ خَابَ مَنِ افْتَرٰى ○
٦٢- فَتَنَازَعُوْٓا اَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ وَاَسَرُّوا
النَّجْوٰى ○ ٦٣- قَالُوْٓا اِنْ هٰذٰنِ
لَسٰحِرٰنِ يُرِيْدٰنِ اَنْ يُّخْرِجٰكُمْ مِّنْ
اَرْضِكُمْ بِسِحْرِهِمَا وَيَذْهَبَا
بِطَرِيْقَتِكُمُ الْمُثْلٰى ○ ٦٤- فَاَجْمِعُوْا

৫৯—৬১। হজরত মুসা বলিয়াছিলেন—আগামী পর্ব্ব দিবসেই এ বিষয়ে আমাদের প্রতিযোগিতা হইবে এবং তুমি ঘোষণা করিয়া দাও যে, সেদিন লোকেরা যেন পূর্ব্বাহ্ণেই আসিয়া উপস্থিত হয়। অনন্তর নির্দ্ধারিত দিবসে ফেরাউন মিসরের প্রসিদ্ধ যাদুকরদিগকে লইয়া হজরত মুসার সহিত প্রতিযোগিতার জন্য উপস্থিত হইল। হজরত মুসাও যথাসময়ে তথায় উপস্থিত হইয়া যাদুকরদিগকে দেখিয়া বলিলেন—তোমাদিগকে শত ধিক যে, তোমরা আল্লাহতা'লার নিদর্শনাবলীর প্রতি অসত্যারোপ করিতে উপস্থিত হইয়াছ! কিন্তু এইরূপ অসত্য-রচনাকারী—অর্থাৎ অসত্য যাদু-ক্রিয়ার অভিনয়কারীরা কখনই সাফল্য লাভ করিতে পারিবে না; বরং এই দুষ্কার্য্যের জন্য আল্লাহতা'লার কোপে তাহাদিগকে ব্যর্থকাম ও ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়া অতি কঠোর শাস্তি ভোগ করিতে হইবে।

৬২—৬৪। হজরত মুসার তিরস্কারে যাদুকরেরা পরস্পর পরামর্শ ও তর্ক-বিতর্ক করিয়া তাহাদের কার্য্য-পদ্ধতি স্থির করিয়া উহা সংগোপনে রাখিল। এই সময়ে ধর্ম্মদ্রোহী ফেরাউন তাহাদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিল যে, এই দুইজন প্রচণ্ড যাদুকর। ইহারা স্ব স্ব যাদুক্রিয়া দ্বারা ভয়-প্রদর্শন পূর্ব্বক তোমাদিগকে দেশ হইতে তাড়াইয়া দিতে এবং তোমাদের উৎকৃষ্ট ধর্ম্ম ও জাতীয় আচার-পদ্ধতি বিনষ্ট করিতে আসিয়াছে। অতএব তোমরা শ্রেণীবদ্ধভাবে সম্মিলিত হইয়া সকলে একযোগে তোমাদের যাদুক্রিয়া প্রদর্শন কর। আজ এই প্রতিযোগিতায় যাহারা জয়ী হইবে,

كَيْدَكُمْ ثُمَّ ائْتُوا صَفًّا ۚ وَقَدْ أَفْلَحَ
الْيَوْمَ مَنِ اسْتَعْلَىٰ ○ ٦٥ـ قَالُوا
يٰمُوسَىٰ إِمَّا أَنْ تُلْقِيَ وَإِمَّا أَنْ
نَّكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَلْقَىٰ ○ ٦٦ـ قَالَ
بَلْ أَلْقُوا ۚ فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ
يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّهَا
تَسْعَىٰ ○ ٦٧ـ فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ
خِيفَةً مُّوسَىٰ ○ ٦٨ـ قُلْنَا لَا تَخَفْ
إِنَّكَ أَنْتَ الْأَعْلَىٰ ○ ٦٩ـ وَأَلْقِ
مَا فِي يَمِينِكَ تَلْقَفْ مَا صَنَعُوا ۗ
إِنَّمَا صَنَعُوا كَيْدُ سٰحِرٍ ۗ وَلَا يُفْلِحُ
السّٰحِرُ حَيْثُ أَتَىٰ ○ ٧٠ـ فَأُلْقِيَ

পরে শ্রেণীবদ্ধভাবে আগমন কর এবং যে আজ পরাক্রান্ত হইবে, সে-ই সুফল লাভ করিবে। ৬৫। তাহারা বলিয়াছিল—হে মুসা, তুমিই নিক্ষেপ করিবে অথবা আমরাই প্রথম নিক্ষেপকারী হইব?
৬৬। সে বলিয়াছিল—বরং তোমরাই নিক্ষেপ কর, অতঃপর তাহাদের যাদু ক্রিয়ার প্রভাবে তখনই তাহাদের রজ্জু ও যষ্ঠি-সমূহ বিচরণ করিতেছে বলিয়া অনুমিত হইল—৬৭। যাহাতে মুসা স্বীয় অন্তরে ভীতি অনুভব করিয়াছিল।
৬৮। আমি বলিয়াছিলাম—তুমি ভীত হইও না, নিশ্চয় তুমিই উপরে থাকিবে।
৬৯। এবং তোমার দক্ষিণ হস্তে যাহা আছে তাহা নিক্ষেপ কর, তাহারা যাহা নির্ম্মাণ করিয়াছে ইহা তাহা গ্রাস করিয়া ফেলিবে; নিশ্চয় তাহারা কেবল মাত্র যাদুর কৌশলই রচনা করিয়াছে এবং যেখান হইতেই সে আগমন করুক, যাদুকর কখনই কৃতকার্য্য হইবে না।
৭০। এবং যাদুকরেরা প্রণতভাবে

তাহারাই পুরস্কৃত ও লাভবান হইতে পারিবে এবং তাহারাই দেশবাসীর উপর আধিপত্য বিস্তার করিতে সমর্থ হইবে।

৬৫—৬৬। যাদুকরেরা তখন হজরত মুসাকে সম্বোধন করিয়া বলিল যে, তুমিই অগ্রে তোমার কৌশল প্রদর্শন করিবে—না আমরাই প্রথমে উহা প্রদর্শন করিব? হজরত মুসা বলিলেন—তোমরাই প্রথমে প্রদর্শন কর। তখন যাদুকরেরা তাহাদের যষ্ঠি ও রজ্জু সমূহ ভূতলে নিক্ষেপ করিল এবং ঐগুলির আভ্যন্তরীণ কৌশল ও প্রক্রিয়া প্রভাবে উহা বিচরণ করিতেছে বলিয়া প্রতীয়মান হইল। ঐন্দ্রজালিকেরা এখনও লোকের দৃষ্টি সম্মোহিত করিয়া ঐরূপ বিবিধ কলা-কৌশল প্রদর্শন পূর্ব্বক 'ম্যাজিক' বা ভোজবাজীর ব্যবসায় চালাইয়া থাকে।

৬৭—৬৯। হজরত মুসা যাদুকরদিগের ঐ সকল প্রক্রিয়া দর্শনে প্রথমে একটু ভীতি অনুভব করিয়াছিলেন; কিন্তু আল্লাহতা'লা তাঁহাকে জানাইয়া দিলেন যে, তুমি কিছুমাত্র ভয় করিও না। তোমার হাতের যষ্ঠি ভূতলে নিক্ষেপ কর—এখনই তুমি আমার মহিমা অবলোকন করিতে পারিবে এবং যাদুকরদিগের সমস্ত কৌশল ব্যর্থ হইয়া তুমিই তাহাদের উপর পরাক্রান্ত ও বিজয়ী হইবে। তদনুসারে হজরত মুসা তাঁহার যষ্ঠি ভূতলে নিক্ষেপ করিলেন। তৎক্ষণাৎ উহা বিরাটকায় অজগরের মূর্ত্তি ধারণ করিয়া গর্জ্জন করিতে লাগিল এবং মুহূর্ত্তের মধ্যে যাদুকরদিগের সমস্ত যষ্ঠি ও রজ্জু গ্রাস করিয়া ফেলিল—তাহাদের সমস্ত আয়োজন ও কৌশল ব্যর্থ হইয়া গেল।

৭০। যাদুকরেরা যখন দেখিল যে, তাহাদের সমস্ত যাদুবিদ্যা বিফল হইয়া গেল এবং যখন তাহারা বুঝিতে পারিল যে, ইহা অলীক যাদুক্রিয়ার কার্য্য নহে—নিশ্চয় হজরত মুসার মধ্যে কোন

السَّحَرَةُ سُجَّدًا قَالُوْٓا اٰمَنَّا بِرَبِّ
هٰرُوْنَ وَمُوْسٰي ○ ٧١- قَالَ اٰمَنْتُمْ
لَهٗ قَبْلَ اَنْ اٰذَنَ لَكُمْ ط اِنَّهٗ
لَكَبِيْرُكُمُ الَّذِيْ عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ ج
فَلَاُقَطِّعَنَّ اَيْدِيَكُمْ وَاَرْجُلَكُمْ مِّنْ
خِلَافٍ وَّلَاُوصَلِّبَنَّكُمْ فِيْ جُذُوْعِ
النَّخْلِ ز وَلَتَعْلَمُنَّ اَيُّنَآ اَشَدُّ عَذَابًا
وَّاَبْقٰي ○ ٧٢- قَالُوْا لَنْ نُّؤْثِرَكَ
عَلٰي مَا جَآءَنَا مِنَ الْبَيِّنٰتِ
وَالَّذِيْ فَطَرَنَا فَاقْضِ مَآ اَنْتَ
قَاضٍ ط اِنَّمَا تَقْضِيْ هٰذِهِ الْحَيٰوةَ
الدُّنْيَا ○ ٧٣- اِنَّآ اٰمَنَّا بِرَبِّنَا
لِيَغْفِرَ لَنَا خَطٰيٰنَا وَمَآ اَكْرَهْتَنَا عَلَيْهِ

নিপতিত হইয়া বলিয়াছিল—আমরা
হারুন ও মুসার প্রতিপালকের প্রতি
বিশ্বাস-স্থাপন করিলাম। ৭১। সে
বলিয়াছিল—আমি তোমাদিগকে আদেশ
করিবার পূর্ব্বেই তোমরা তৎপ্রতি
বিশ্বাস-স্থাপন করিলে; নিশ্চয় সে
তোমাদের প্রধানতম—যে তোমাদিগকে
যাদু শিক্ষা দিয়াছে; অতএব নিশ্চয়
আমি তোমাদের হস্ত ও পদ-সমূহ
বিপরীতভাবে কর্ত্তন করিব এবং নিশ্চয়
তোমাদিগকে খর্জ্জুরকাণ্ডে শূলবিদ্ধ
করিব এবং তখন তোমরা অবগত হইবে
যে, আমাদের মধ্যে কাহার শাস্তি
কঠোরতর ও দীর্ঘস্থায়ী। ৭২। তাহারা
বলিয়াছিল—প্রকাশ্য নিদর্শনাবলী হইতে
যাহা আমাদের নিকট আসিয়াছে এবং
যিনি আমাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছেন,
তাঁহার সমক্ষে আমরা কখনই তোমাকে
আধিপত্য প্রদান করিব না; তুমি যাহা
স্থির-মীমাংসা করিয়াছ তাহাই আদেশ
কর; নিশ্চয় তুমি কেবলমাত্র পার্থিব
জীবনেই আদেশ করিবে। ৭৩। নিশ্চয়
আমরা স্বীয় প্রতিপালকের প্রতিই
বিশ্বাস-স্থাপন করিয়াছি যে, তিনি
আমাদের অপরাধ-সমূহ এবং তুমি
আমাদিগকে যাহা করিতে বাধ্য করিয়া-

অলৌকিক শক্তি নিহিত রহিয়াছে, তখন তাহারা প্রণত হইয়া হজরত মুসার আনুগত্য স্বীকার পূর্ব্বক আল্লাহতা'লার প্রতি বিশ্বাস-স্থাপন করিল। এইরূপে হজরত মুসা যাদুকরদিগের উপর পরাক্রান্ত ও বিজয়ী হইয়া মিসরে সর্ব্বপ্রথম সত্যের জয়পতাকা প্রোথিত করিলেন।

৭১। ফেরাউন তদ্দর্শনে ক্রোধে অন্ধ হইয়া বলিল—আমার আদেশ গ্রহণের পুর্ব্বেই তোমরা মুসার প্রতি বিশ্বাস-স্থাপন করিলে! আমি নিশ্চয় বুঝিতেছি—সে সর্ব্বপ্রধান যাদুকর ও তোমাদের শিক্ষাদাতা গুরু। অতএব এই অপরাধে আমি তোমাদের হস্ত ও পদ-সমূহ কর্ত্তন করিয়া ফেলিব এবং তোমাদিগকে খর্জ্জুর কাণ্ডের সহিত শূলবিদ্ধ করিয়া সংহার করিব। তাহা হইলেই তোমরা বুঝিতে পারিবে যে, মুসার ও আমার মধ্যে কাহার শক্তি অধিক এবং কাহার শাস্তি কঠোরতর ও দীর্ঘস্থায়ী।

১২—১৩। তখন সেই সত্য-বিশ্বাসী যাদুকরেরা ফেরাউনকে বলিয়াছিল যে, তুমি আমাদিগকে যেরূপ ইচ্ছা শাস্তি প্রদান করিতে পার; কিন্তু আমরা আল্লাহতা'লার এই প্রত্যক্ষ নিদর্শন অবিশ্বাস করিতে এবং যিনি আমাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছেন, তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া কখনই তোমাকে প্রভু বা উপাস্য রূপে গ্রহণ করিতে পারিব না। তুমি কেবল মাত্র আমাদের পার্থিব জীবনের

مِنَ السِّحْرِ ۗ وَاللّٰهُ خَيْرٌ وَّاَبْقٰى ۝
٧٤- اِنَّهٗ مَنْ يَّاْتِ رَبَّهٗ مُجْرِمًا
فَاِنَّ لَهٗ جَهَنَّمَ ۗ لَا يَمُوْتُ فِيْهَا
وَلَا يَحْيٰى ۝ ٧٥- وَمَنْ يَّاْتِهٖ
مُؤْمِنًا قَدْ عَمِلَ الصّٰلِحٰتِ فَاُولٰٓئِكَ
لَهُمُ الدَّرَجٰتُ الْعُلٰى ۝ ٧٦- جَنّٰتُ
عَدْنٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ
خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ۗ وَذٰلِكَ جَزٰٓؤُا مَنْ
تَزَكّٰى ۝

ছিলে, সেই যাদু হইতে ক্ষমা করিবেন; এবং আল্লাহ শ্রেষ্ঠতম ও নিত্য-বিরাজমান। ৭৪। যে কেহ স্বীয় প্রতিপালকের নিকট অপরাধী রূপে উপস্থিত হইবে, তবে নিশ্চয় তাহার জন্য নরক রহিয়াছে; সে তন্মধ্যে মরিবে না অথবা বাঁচিবেও না। ৭৫। এবং যে তাঁহার সমক্ষে বিশ্বাসী-রূপে উপস্থিত হইবে, পরন্তু সৎকার্য্যও করিয়াছে—তবে তাহার জন্য মহান্ মর্য্যাদা রহিয়াছে; ৭৬। চিরস্থায়ী স্বর্গোদ্যান—যাহার নিম্নে স্রোতস্বিনী-সমূহ প্রবাহিতা—তাহারা তন্মধ্যে সর্ব্বদা অবস্থান করিবে, এবং যে পবিত্র হইয়াছে ইহাই তাহার প্রতিদান।

৪র্থ রুকু—হজরত মুসা কর্ত্তৃক এস্‌রাইল-বংশের উদ্ধার-সাধন

٧٧- وَلَقَدْ اَوْحَيْنَآ اِلٰى مُوْسٰٓى ۵
اَنْ اَسْرِ بِعِبَادِيْ فَاضْرِبْ لَهُمْ
طَرِيْقًا فِي الْبَحْرِ يَبَسًا ۙ لَا تَخٰفُ

৭৭। এবং নিশ্চয় আমি মুসার প্রতি প্রত্যাদেশ করিয়াছিলাম যে, তুমি রজনী-যোগে আমার দাসদিগকে লইয়া যাত্রা কর; তৎপর সমুদ্র মধ্যে তাহাদের জন্য শুষ্ক-পথ সন্ধান কর, না ধৃত হইবার ভয় আছে, না কোন

উপরই শাস্তি প্রদান করিতে পারিবে—মৃত্যুর পর পরলোকে তোমার কোনই শক্তি ও অধিকার নাই। বরং আমরা আশা করি যে, তোমার প্রদত্ত শাস্তি দ্বারাই সর্ব্বশক্তিমান আল্লাহতা'লা আমাদিগকে তোমার প্ররোচনা-জনিত অবৈধ যাদুক্রিয়ার অপরাধ হইতে অব্যাহতি প্রদান করিবেন এবং আমাদের অজ্ঞতা-জনিত সমস্ত অপরাধ মার্জ্জনা করিয়া দিবেন।

৭৪—৭৬। আমরা এখনই ইহাও বুঝিতে পারিয়াছি যে, আল্লাহতা'লার অবাধ্য, অধর্ম্মচারীরা জীবন্মৃত অবস্থায় নরকের কঠোর শাস্তি ভোগ করিবে এবং তাহার অনুগত বিশ্বাসী ও সৎকর্ম্মশীল সেবকেরা চিরস্থায়ী স্বর্গোদ্যানে প্রবিষ্ট হইয়া তাঁহার অনুগ্রহে অতি মহান্ মর্য্যাদা প্রাপ্ত হইবে এবং চিরকাল সেই স্বর্গোদ্যানে অবস্থান করিয়া উহার অফুরন্ত সুখ-সম্পদ ভোগ করিবার সৌভাগ্য লাভ করিবে।

৭৭। হজরত মুসা মিসরে অবস্থান পূর্ব্বক ফেরাউনকে সুপথে আনয়ন ও এসরাইল-বংশের মুক্তির জন্য যেরূপ চেষ্টা ও সাধনা এবং যে সমস্ত অলৌকিকতা প্রদর্শন করিয়াছিলেন, তাহা সুরা বকর ও অন্যান্য সুরায় বর্ণিত হইয়াছে (সুরা বকর—৬ষ্ঠ রুকুর তফ্‌সীর দ্রষ্টব্য)। সেই জন্য এখানে তাহার উল্লেখ করা হয় নাই। কিন্তু ফেরাউন যখন কিছুতেই সত্যধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া সুপথে আসিল না এবং এসরাইল-বংশকে মুক্তি প্রদান করিতেও সম্মত হইল না, বরং হজরত মুসার প্রতি

আশঙ্ক। ৭৮। অতঃপর ফেরাউন স্বীয়
সৈন্যদল সহ তাহাদের পশ্চাৎ অনুসরণ
করিয়াছিল; তৎপর যাহা তাহাদিগকে
আবরিত করিয়াছিল, সেই নদীই উহা
দিগকে আবৃত করিয়া লইল। ৭৯। এবং
ফেরাউন স্বীয় সম্প্রদায়কে বিপথগামী
করিয়াছিল ও পথ-প্রদর্শন করে নাই।
৮০। হে এসরাইল-বংশীয়গণ, নিশ্চয়
আমি তোমাদের শত্রু হইতে তোমা-
দিগকে উদ্ধার করিয়াছিলাম এবং আমি
তুর-পর্ব্বতের কল্যাণ-প্রান্তে তোমাদের
সহিত অঙ্গীকার করিয়াছিলাম এবং
তোমাদের উপর মান্না ও সলওয়া
অবতারণ করিয়াছিলাম। ৮১। এবং
আমি লোকদিগকে যে উপজীবিকা দান
করিয়াছি, সেই পবিত্র বস্তু হইতে ভক্ষণ
কর এবং তদ্বিষয়ে অহিতাচরণ করিও না,
অন্যথা তোমাদের উপর আমার অভি-
সম্পাত নিপতিত হইবে; এবং যাহার
প্রতি আমার অভিসম্পাত নিপতিত
হয়, নিশ্চয় সে ধ্বংসপ্রাপ হইয়া যায়।

دَرَكًا وَّلَا تَخْشٰى ○ ٧٨- فَاَتْبَعَهُمْ
فِرْعَوْنُ بِجُنُوْدِهٖ فَغَشِيَهُمْ مِّنَ الْيَمِّ
مَا غَشِيَهُمْ ○ ٧٩- وَاَضَلَّ فِرْعَوْنُ
قَوْمَهٗ وَمَا هَدٰى ○ ٨٠- يٰبَنِىْٓ
اِسْرَآءِيْلَ قَدْ اَنْجَيْنٰكُمْ مِّنْ عَدُوِّكُمْ
وَوٰعَدْنٰكُمْ جَانِبَ الطُّوْرِ الْاَيْمَنَ وَنَزَّلْنَا
عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوٰى ○ ٨١- كُلُوْا
مِنْ طَيِّبٰتِ مَا رَزَقْنٰكُمْ وَلَا تَطْغَوْا
فِيْهِ فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِىْ ج وَمَنْ
يَّحْلِلْ عَلَيْهِ غَضَبِىْ فَقَدْ هَوٰى ○

অত্যাচার ও নির্য্যাতন করিতে বদ্ধপরিকর হইল, তখন আল্লাহতা'লা হজরত মুসাকে আদেশ করিলেন যে, তুমি রজনী-যোগে এসরাইল-বংশের সহিত মিসর পরিত্যাগ কর এবং শুষ্কপথে সমুদ্র পার হইয়া নিরাপদে চলিয়া যাও। ইহাতে তোমার কোনই বিপদের আশঙ্কা নাই।

৭৮—৭৯। ফেরাউন যখন জানিতে পারিল যে, হজরত মুসা তাহার সমস্ত ষড়যন্ত্র ও দুরভিসন্ধি ব্যর্থ করিয়া এসরাইল-বংশের সহিত মিসর পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছেন, তখন সে হজরত মুসা ও ইহুদীদিগকে ধৃত, বন্দী অথবা সংহার করিবার জন্য সসৈন্য ধাবিত হইল। কিন্তু সমুদ্রের মধ্যবর্ত্তী যে পথ দিয়া হজরত মূসা সদলবলে নিরাপদে অতিক্রম করিয়া গিয়াছিলেন, সেই পথে সমুদ্র মধ্যে প্রবেশ করিতেই উহার অগাধ বারিরাশি তাহাদিগকে আচ্ছন্ন করিয়া লইল এবং সেই সমুদ্র সলিলে নিমজ্জিত হইয়াই পাপাত্মা ফেরাউন সদলবলে ধ্বংস হইয়া গেল। হজরত মুসার সমুদ্র অতিক্রম এবং ফেরাউনের সলিল-সমাধি সম্বন্ধে তফ্সীরকারগণের মধ্যে যে মতভেদ রহিয়াছে, তাহা পূর্ব্বেই আলোচিত হইয়াছে।—সুরা বকরের তফ্সীর দ্রষ্টব্য।

৮০। অনন্তর আল্লাহতা'লা এসরাইল-বংশকে যেরূপভাবে মিসরবাসীর দাসত্ব ও ফেরাউনের কবল হইতে উদ্ধার করিয়া তুর পর্ব্বতে হজরত মুসার সহিত তাহাদের প্রতি অনুগ্রহের অঙ্গীকার করিয়াছিলেন এবং তরুলতা-বিহীন বিজন প্রান্তরে মান্না ও সলওয়া অবতারণ করিয়া যেরূপভাবে তাহাদের প্রাণরক্ষা করিয়াছিলেন, এই আয়তে তৎপ্রতি ইঙ্গিত করা হইয়াছে।—সুরা বকর—৫৭ আয়তের তফ্সীর দ্রষ্টব্য।

৮১—৮২। এসরাইল-বংশের প্রতি বৈধ ও পবিত্র বস্তু ভক্ষণ করিতে এবং তদ্বিষয়ে কোনরূপ অহিতাচরণ না করিতে যে আদেশ করা হইয়াছিল এবং উক্ত আদেশের ব্যতিক্রম করিলে

৮২। এবং নিশ্চয়ই আমি তাহার জন্য
ক্ষমাদানকারী—যে ক্ষমাপ্রার্থনা করে ও
সৎকার্য্য করে, তৎপরে সুপথে চালিত
হয়। ৮৩। এবং হে মুসা, তুমি স্বীয়
সম্প্রদায় হইতে কি জন্য শীঘ্র আগমন
করিয়াছ? ৮৪। সে বলিয়াছিল,
তাহারাও আমার অনুসরণে এখানে
আসিতেছে; এবং হে প্রতিপালক, আমি
এ জন্য দ্রুত আসিয়াছি যে, তুমি সন্তুষ্ট
হইবে। ৮৫। তিনি বলিয়াছিলেন,
ফলতঃ নিশ্চয় আমি তোমার পশ্চাতে
তোমার সম্প্রদায়কে পরীক্ষা করিয়াছি।

٨٢- وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِّمَن تَابَ وَآمَنَ
وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَىٰ ○
٨٣- وَمَا أَعْجَلَكَ عَن قَوْمِكَ
يَا مُوسَىٰ ○ ٨٤- قَالَ هُمْ أُولَاءِ عَلَىٰ
أَثَرِي وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ
لِتَرْضَىٰ ○ ٨٥- قَالَ فَإِنَّا قَدْ فَتَنَّا
قَوْمَكَ مِن بَعْدِكَ وَأَضَلَّهُمُ

আল্লাহতা'লা কর্ত্তৃক অভিশপ্ত হইয়া তাহাদিগকে যেরূপ লাঞ্ছনা ও দুর্গতি ভোগ করিতে হইবে, তদ্বিষয়ে তাহাদিগকে যেরূপভাবে সতর্ক করিয়া দেওয়া হইয়াছিল, তৎপ্রতি ইঙ্গিত করিয়া আল্লাহতা'লা বলিতেছেন যে, কোন বিষয় অপরাধ করিবার পরেও যাহারা ক্ষমাপ্রার্থী হয় ও সৎকার্য্য করে, নিশ্চয় আমি তাহাদিগকে ক্ষমা করিয়া থাকি। কারণ আমি সর্ব্বাপেক্ষা ক্ষমাশীল-করুণাময়।

৮৩—৮৪। হজরত মুসা স্বীয় সম্প্রদায়সহ তুর পর্ব্বতের নিকটবর্ত্তী হইলে তাহারাও আল্লাহতা'লার মহিমা-জ্যোতি দর্শনের জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিতে থাকে। হজরত মুসা তদ্বিষয়ে আল্লাহতা'লার আদেশপ্রার্থী হইলে তিনি তাঁহাকে জানাইয়া দেন যে, এসরাইল-বংশীয়েরা পবিত্র অবস্থায় তুর প্রান্তে উপস্থিত হইলে তাহারাও আল্লাহতা'লার মহিমা-জ্যোতি দর্শন করিতে পারিবে। হজরত মুসা সেইরূপভাবে পবিত্র হইয়া তাহাদিগকে তুর-প্রান্তে অগ্রসর হইবার আদেশ করিয়া স্বয়ং একাকী তুর পর্ব্বতে উপস্থিত হন। তখন আল্লাহতা'লা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করেন যে, তুমি তাহাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া এত শীঘ্র একাকী অগ্রে আসিয়াছ কেন? হজরত মুসা তখন বলেন যে, হে আমার প্রভু, তুমি সন্তুষ্ট হইবে বলিয়াই আমি একাকী অগ্রে চলিয়া আসিয়াছি এবং তাহারাও আমার অনুসরণে তুর-প্রান্তে আসিতেছে।

৮৫। হজরত মুসা স্বীয় সম্প্রদায়ের নিকট বলিয়া গিয়াছিলেন যে, তিনি একমাস তুর-পর্ব্বতে অবস্থান করিবেন; কিন্তু আল্লাহতা'লা কর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়া তিনি চল্লিশ দিন তুর-পর্ব্বতে অবস্থান করেন। সুতরাং একমাস অতীত হইলেই অবাধ্য ও চঞ্চল-প্রকৃতি ইহুদীরা মনে করিতে লাগিল যে, হজরত মুসা বিপন্ন অথবা মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে; তাহার ফিরিয়া আসিবার আর কোনই সম্ভাবনা নাই। তখন তাহারা হজরত মুসার মুখে আল্লাহতা'লার যে অনুগ্রহের অঙ্গীকার শ্রবণ করিয়াছিল, তৎসম্বন্ধে নিরাশ হইয়া অতঃপর কি করা কর্ত্তব্য, তদ্বিষয়ে পরামর্শ করিতে লাগিল। তখন সামেরী নামক এক মিসরীয় কব্‌তী—যে হজরত মুসার শক্তি ও পরাক্রম দর্শনে ইহুদীদের সহিত হজরত মুসার সঙ্গে চলিয়া আসিয়াছিল, সে বলিল—হজরত মুসার দ্বারা আর কোনই উপকারের আশা নাই; বরং তোমরা মিসরীয়দের অনুকরণে গো-বৎস নির্ম্মাণ করিয়া তাহার পূজা কর—তোমাদের কল্যাণ হইবে। নির্ব্বোধ ইহুদীরা সামেরীর উপদেশ ও নির্দ্দেশ মত তাহাদের সঙ্গীয় সমস্ত স্বর্ণ-রৌপের অলঙ্কার আগুনে নিক্ষেপ করিল; সামেরী নিজেও তাহার স্বর্ণ-রৌপ্য উহাতে ঢালিয়া দিল এবং তৎসমস্ত গলাইয়া এক শব্দকারী গো-বৎস নির্ম্মাণ করিল। অনন্তর সকলে মিলিয়া তাহার পূজা করিতে লাগিল। হজরত হারুন তাহাদিগকে পুনঃ পুনঃ

السَّامِرِيُّ ○ ٨٦- فَرَجَعَ مُوسَىٰ
إِلَىٰ قَوْمِهِ غَضْبَانَ أَسِفًا ۚ قَالَ
يَٰقَوْمِ أَلَمْ يَعِدْكُمْ رَبُّكُمْ وَعْدًا حَسَنًا ۚ
أَفَطَالَ عَلَيْكُمُ الْعَهْدُ أَمْ أَرَدْتُمْ
أَن يَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبٌ مِّن رَّبِّكُمْ
فَأَخْلَفْتُم مَّوْعِدِي ○ ٨٧- قَالُوا
مَا أَخْلَفْنَا مَوْعِدَكَ بِمَلْكِنَا وَلَٰكِنَّا
حُمِّلْنَا أَوْزَارًا مِّن زِينَةِ الْقَوْمِ
فَقَذَفْنَاهَا فَكَذَٰلِكَ أَلْقَى السَّامِرِيُّ ۙ
٨٨- فَأَخْرَجَ لَهُمْ عِجْلًا جَسَدًا لَّهُ
خُوَارٌ فَقَالُوا هَٰذَا إِلَٰهُكُمْ وَإِلَٰهُ

এবং সামেরী তাহাদিগকে বিভ্রান্ত
করিয়াছে। ৮৬। অতঃপর মুসা দুঃখের
সহিত ক্রোধভরে স্বীয় সম্প্রদায়ের দিকে
প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া বলিয়াছিল—হে
সম্প্রদায়, তোমাদের প্রতিপালক কি
তোমাদের সহিত উত্তম অঙ্গীকারে
অঙ্গীকারাবদ্ধ হন নাই? তবে কি
তোমাদের উপর সেই সময় উত্তীর্ণ হইয়া
গিয়াছে অথবা তোমরা কি ইচ্ছা কর
যে, তোমাদের উপর তোমাদের প্রতি-
পালকের অভিসম্পাত নিপতিত হয়?
বস্তুতঃ তোমরা আমার অঙ্গীকার ভঙ্গ
করিয়াছ। ৮৭। তাহারা বলিয়াছিল,
আমরা তোমার অঙ্গীকার স্ব-ইচ্ছায় ভঙ্গ
করি নাই; বরং আমরা এক সম্প্রদায়ের
অলঙ্কারের ভার বহন করিয়াছিলাম,
তৎপরে আমরা উহা অনলে-নিক্ষেপ
করিয়াছিলাম; অতঃপর সামেরীও ঐরূপ
নিক্ষেপ করিয়াছিল; ৮৮। অনন্তর সে
তাহাদের জন্য এক শব্দকারী আকৃতি-
বিশিষ্ট গো-বৎস বহির্গত করিয়াছিল;
তখন তাহারা বলিয়াছিল—ইহাই
তোমাদের উপাস্য ও মুসার উপাস্য;

নিষেধ করিলেন; কিন্তু তাঁহার কথা কেহই গ্রাহ্য করিল না। এ দিকে চল্লিশ দিন পরে আল্লাহ-তা'লার প্রত্যাদেশ লাভ করিয়া হজরত মুসা যখন স্বীয় সম্প্রদায়ের নিকট ফিরিয়া আসিতে উদ্যোগী হইলেন, তখন আল্লাহতা'লা তাঁহাকে জানাইয়া দিলেন যে, তোমার সম্প্রদায় তুমি এখানে আসিবার পর বিষম পরীক্ষায় পড়িয়াছিল; সেই পরীক্ষায় তাহারা কেহই নিজের ধর্ম্ম ও ঈমান রক্ষা করিতে পারে নাই। বিভ্রান্ত সামেরীর দ্বারা তাহারা সকলেই বিপথগামী গো-বৎস-পূজক হইয়া গিয়াছে।

৮৬। হজরত মুসা তখন তুর-পর্ব্বত হইতে স্বীয় সম্প্রদায়ের নিকট উপস্থিত হইয়া যেরূপভাবে তাহাদিগকে তিরস্কার করিয়াছিল—এই আয়তে তাহাই বর্ণিত হইয়াছে। তিনি তাহাদিগকে বলিয়াছিলেন যে, তোমাদের এই অবাধ্যতা, ধর্ম্মদ্রোহিতা ও অঙ্গীকার-ভঙ্গের জন্য তোমাদের উপর আল্লাহতা'লার অভিসম্পাত নিপতিত হইবার আশঙ্কা উপস্থিত হইয়াছে।

৮৭—৮৮। তাহারা তখন বলিয়াছিল যে, আমরা নিজের ইচ্ছায় এই কার্য্য করি নাই এবং আমাদের কোনই দোষ নাই। সামেরীর উপদেশ ও নির্দ্দেশ মতই আমরা ইহা করিয়াছি। সে-ই আমাদের ও তাহার অলঙ্কারাদি গলাইয়া এই শব্দকারী গো-বৎস নির্ম্মাণ করিয়া আমাদিগকে পূজা করিতে বলিয়াছে; তাই আমরা উক্ত গো-বৎসের পূজায় প্রবৃত্ত হইয়াছি।

مُوْسٰي ۵ فَنَسِيَ ؕ ٨٩- اَفَلَا يَرَوْنَ
اَلَّا يَرْجِعُ اِلَيْهِمْ قَوْلًا ۵ وَّلَا يَمْلِكُ
لَهُمْ ضَرًّا وَّلَا نَفْعًا ؕ

কিন্তু সে বিস্মৃত হইয়াছিল। ৮৯। তবে কি তাহারা লক্ষ্য করে নাই যে, উহা তাহাদিগকে বাক্যের প্রত্যুত্তর প্রদান করে না এবং উহা তাহাদের কোনই লাভ অথবা ক্ষতি করিতেও পারে না।

৫ম রুকু—হজরত মুসা কর্ত্তৃক পৌত্তলিকতা দাহন

٩٠- وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هٰرُوْنُ مِنْ
قَبْلُ يٰقَوْمِ اِنَّمَا فُتِنْتُمْ بِهٖ ج وَاِنَّ
رَبَّكُمُ الرَّحْمٰنُ فَاتَّبِعُوْنِيْ وَاَطِيْعُوْٓا
اَمْرِيْ ۝ ٩١- قَالُوْا لَنْ نَّبْرَحَ
عَلَيْهِ عٰكِفِيْنَ حَتّٰي يَرْجِعَ اِلَيْنَا
مُوْسٰي ۝ ٩٢- قَالَ يٰهٰرُوْنُ مَا
مَنَعَكَ اِذْ رَاَيْتَهُمْ ضَلُّوْٓا ؕ ٩٣- اَلَّا
تَتَّبِعَنِ ط اَفَعَصَيْتَ اَمْرِيْ ۝
٩٤- قَالَ يَبْنَؤُمَّ لَا تَاْخُذْ بِلِحْيَتِيْ

৯০। এবং নিশ্চয় হারুন পূর্ব্বেই তাহাদিগকে বলিয়াছিল—হে আমার সম্প্রদায়, ইহা দ্বারা তোমাদিগকে পরীক্ষা ব্যতীত করা হয় নাই এবং নিশ্চয় তোমাদের প্রতিপালকই সর্ব্বপ্রদাতা; অতএব তোমরা আমার অনুসরণ কর এবং আমারই আদেশের অনুবর্ত্তন কর। ৯১। তাহারা বলিয়াছিল—আমাদের নিকট মুসার প্রত্যাবর্ত্তন পর্য্যন্ত আমরা ইহার প্রতিই অনুরক্ত থাকিব। ৯২। সে বলিয়াছিল—হে হারুন, যখন তুমি ইহাদিগকে বিভ্রান্ত হইতে দেখিলে, তখন কিসে তোমাকে নিষেধ করিয়াছিল। ৯৩। যে, তুমি আমার অনুসরণ করিলে না? তবে কি তুমি আমার আদেশ অগ্রাহ্য করিয়াছ? ৯৪। সে বলিয়াছিল—হে আমার মাতৃ-নন্দন, তুমি আমার শ্মশ্রু ও মস্তক ধৃত করিও না;

৮৯। হজরত মুসা তখন প্রত্যাদিষ্ট হইয়া তাহাদিগকে বলিলেন—হে হতভাগ্য নির্ব্বোধগণ, তোমরা কি একটুও লক্ষ্য করিয়া দেখিলে না যে, উহা এক অর্থহীন অসার শব্দকারী গো-বৎসের প্রতিমূর্ত্তি মাত্র এবং কাহারও কোন কথার উত্তর দিবার অথবা মানুষের ভাল-মন্দ করিবার কোনই শক্তি উহার নাই?

৯০—৯১। অবাধ্য এসরাইল-বংশীয়েরা যখন সামেরীর নির্দ্দেশ অনুসারে গো-বৎসের প্রতিমূর্ত্তি পূজায় নিরত হইয়াছিল, তখন হজরত হারুন তাহাদিগকে বলিয়াছিলেন যে, তোমরা কদাচ এই ভ্রান্তি ও পৌত্তলিকতায় লিপ্ত হইয়া অধর্ম্মের অনুসরণ করিও না; তোমরা আমার উপদেশানুসারে তোমাদের প্রতিপালক ও উদ্ধারকর্ত্তা আল্লাহতা'লারই অনুসরণ কর। কিন্তু ধর্ম্মদ্রোহী ইহুদীরা তাহা না শুনিয়া বলিয়াছিল যে, হজরত মুসার আগমন পর্য্যন্ত আমরা এই ধর্ম্মেরই অনুসরণ করিব।

৯২—৯৪। অনন্তর হজরত মুসা তুর-পর্ব্বত হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া ক্রোধভরে যখন স্বীয় ভ্রাতা হারুনকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে, আমার অনুসরণ করিয়া কেন তুমি ইহাদিগকে এই অধর্ম্ম ও পৌত্তলিকতায় লিপ্ত হইতে নিষেধ কর নাই? হজরত হারুন তখন বলিয়াছিলেন যে, আমি নিষেধ করিয়াছিলাম, কিন্তু ইহারা আমার কথা শুনে নাই। অতঃপর ইহা লইয়া বাড়াবাড়ি

وَلَا بِرَأْسِيْ ج اِنِّيْ خَشِيْتُ اَنْ
تَقُوْلَ فَرَّقْتَ بَيْنَ بَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ
وَلَمْ تَرْقُبْ قَوْلِيْ ○ ٩٥- قَالَ
فَمَا خَطْبُكَ يٰسَامِرِيُّ ○ ٩٦- قَالَ
بَصُرْتُ بِمَا لَمْ يَبْصُرُوْا بِهٖ فَقَبَضْتُ
قَبْضَةً مِّنْ اَثَرِ الرَّسُوْلِ فَنَبَذْتُهَا
وَكَذٰلِكَ سَوَّلَتْ لِيْ نَفْسِيْ ○
٩٧- قَالَ فَاذْهَبْ فَاِنَّ لَكَ
فِي الْحَيٰوةِ اَنْ تَقُوْلَ لَا مِسَاسَ ص

নিশ্চয় আমি এই জন্য আশঙ্কা করিয়াছিলাম যে, পরে তুমি বলিবে—তুমি এসরাইল বংশের মধ্যে পার্থক্য-সৃষ্টি করিয়াছ এবং আমার বাক্যের প্রতীক্ষা কর নাই।
৯৫। সে বলিয়াছিল—হে সামেরী, তোমার কি হইয়াছিল?
৯৬। সে বলিয়াছিল—আমি যাহা প্রত্যক্ষ করিয়াছিলাম, তাহারা উহা কখনই অবলোকন করে নাই; তৎপর আমি রসুলের স্মৃতি হইতে কিছু গ্রহণ করিয়াছিলাম, তৎপরে উহা নিক্ষেপ করিয়াছিলাম; এইরূপে আমার প্রবৃত্তি আমাকে তৃপ্তিদান করিয়াছিল।
৯৭। সে বলিয়াছিল—অতঃপর চলিয়া যাও, অনন্তর নিশ্চয় তুমি তোমার ইহ-জীবনেই বলিবে যে, আমাকে স্পর্শ করিও না;

করিলে এসরাইল-বংশের মধ্যে যদি মতভেদ ও পার্থক্য সৃষ্টি হয়, তাহা হইলে হয়ত তুমি অসন্তুষ্ট হইবে মনে করিয়াই আমি কোনরূপ জোর-জবরদস্তি করি নাই; বরং তোমার আগমন পর্য্যন্ত অপেক্ষা করাই আমি সঙ্গত মনে করিয়াছি। অতএব তুমি এজন্য আমার প্রতি অসন্তুষ্ট হইও না।

৯৫। অনন্তর হজরত মুসা সামেরীকে জিজ্ঞাসা করিলেন—তোমার কি হইয়াছিল যে, তুমি এই অধর্ম্ম কার্য্যে লিপ্ত হইয়া সকলের ধর্ম্ম ও ঈমান নষ্ট করিয়াছ?

৯৬। এই আয়তটি হজরত মুসার প্রতি সামেরীর প্রত্যুত্তর। ইহার তফ্‌সীরে বিভিন্ন মত পরিদৃষ্ট হয়। একদল তফ্‌সীরকার বলেন যে, "আসারে-রসুল" অর্থ হজরত জিবরিলের নিদর্শন, অর্থাৎ সামেরী খোদাতা'লার প্রেরিত ফেরেশ্‌তা জিবরিলকে অশ্বারোহী অবস্থায় দেখিলে উক্ত অশ্বের পদচিহ্ন হইতে কিঞ্চিৎ মৃত্তিকা লইয়া রাখিয়া দিয়াছিল এবং উক্ত মৃত্তিকা বিগলিত স্বর্ণ ও রৌপ্যালঙ্কারের মধ্যে নিক্ষেপ করিয়া তদ্দ্বারা শব্দকারী গো-বৎসের প্রতিমা নির্ম্মাণ পূর্ব্বক সকলের সহিত ইহার পূজা-আরাধনায় লিপ্ত হইয়াছিল। কিন্তু আধুনিক তফ্‌সীরকারগণ এই মত অনৈতিহাসিক ও অযৌক্তিক বলিয়া মনে করেন। তাহাদের মতে রসুল অর্থ হজরত মুসা এবং আসারে-রসুল অর্থ হজরত মুসার শিক্ষা, সদুপদেশ ও আদর্শ। সুতরাং আয়তের মর্ম্ম এই যে, মিসরবাসী সামেরী সর্ব্বতোভাবে হজরত মুসার ধর্ম্ম অনুসরণ বা গ্রহণ করিতে পারে নাই। সে হজরত মুসার প্রভাব দর্শনে "আসারে-রসুল" অর্থাৎ হজরত মুসার ধর্ম্ম হইতে কিছু কিছু গ্রহণ করিয়াছিল এবং তাঁহার অবর্ত্তমানে উহা নিক্ষেপ অর্থাৎ পরিত্যাগ করিয়া তাহার পূর্ব্বপুরুষের রীতি এবং স্বীয় প্রকৃতির অনুসরণ করিয়া গো-বৎস পূজায় লিপ্ত হইয়াছিল। আলোচ্য আয়তে হজরত মুসার প্রশ্নের উত্তরে সে উপরোক্ত উত্তরই প্রদান করিয়াছিল।—তঃ হক্কানী ও মঃ আলি তুলিতব্য।

৯৭। হজরত মুসা তখন ক্রোধভরে সামেরীকে বলিয়াছিলেন—পাপাত্মা, তুমি এখনই এখান হইতে দূর হইয়া যাও। তোমার এই ধর্ম্মদ্রোহিতার শাস্তি এই যে, তুমি ইহ-জীবনেই সর্ব্বসাধারণ কর্ত্তৃক বর্জ্জিত হইয়া ঘৃণিত ও অস্পৃশ্য অবস্থায় থাকিতে বাধ্য হইবে; কিছুতেই ইহার ব্যতিক্রম হইবে না। আর তোমার উপাস্য গো-বৎসের প্রতিমূর্ত্তিকে আমি এখনই দগ্ধ ও ভস্মীভূত করিয়া

এবং তোমার জন্য নির্দ্ধারিত রহিয়াছে যে, উহা কখনই ব্যতিক্রম হইবে না ; এবং তুমি যাহার অনুরক্ত হইয়াছিলে, তোমার সেই উপাস্যের দিকে লক্ষ্য কর—আমি এখনই উহাকে জ্বালাইয়া দিব, তৎপর নিশ্চয় উহা নদীর মধ্যে বিক্ষিপ্তভাবে ছড়াইয়া ফেলিব। ৯৮। একমাত্র আল্লা-ই তোমাদের উপাস্য ; তিনি ব্যতীত কোনই উপাস্য নাই ; তাঁহার জ্ঞান সর্ব্ব-বিষয়েই সম্প্রসারিত রহিয়াছে। ৯৯। এইরূপে আমি তোমার প্রতি সেই সংবাদ-সমূহ হইতে বিবৃত করিতেছি, নিশ্চয় যাহা পূর্ব্বে অতিক্রান্ত হইয়াছে এবং নিশ্চয় আমি তোমাকে স্বীয় সন্নিধান হইতে স্মৃতিগ্রন্থ প্রদান করিয়াছি। ১০০। যে-কেহ উহা হইতে বিমুখ হয়, ফলতঃ সে উত্থান-দিবসে ভার বহন করিবে ; ১০১। তন্মধ্যে সর্ব্বদা অবস্থান করিবে এবং উত্থান-দিবসে তাহাদের জন্য উহা নিকৃষ্ট ভার হইবে। ১০২। যেদিন শিঙ্গায় ফুৎকার প্রদান করা হইবে এবং সেই দিন আমি নীলচক্ষু-বিশিষ্ট অপরাধী-

وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا لَّنْ تُخْلَفَهُ ج
وَانْظُرْ إِلَىٰ إِلَٰهِكَ الَّذِي ظَلْتَ
عَلَيْهِ عَاكِفًا ط لَنُحَرِّقَنَّهُ ثُمَّ لَنَنْسِفَنَّهُ
فِي الْيَمِّ نَسْفًا ۝ ٩٨- إِنَّمَا إِلَٰهُكُمُ
اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ط وَسِعَ كُلَّ
شَيْءٍ عِلْمًا ۝ ٩٩- كَذَٰلِكَ نَقُصُّ
عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ مَا قَدْ سَبَقَ ج
وَقَدْ آتَيْنَاكَ مِنْ لَدُنَّا ذِكْرًا ۝ صلے
١٠٠- مَنْ أَعْرَضَ عَنْهُ فَإِنَّهُ يَحْمِلُ
يَوْمَ الْقِيَامَةِ وِزْرًا ۝ ١٠١- خَالِدِينَ
فِيهِ ط وَسَاءَ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حِمْلًا ۝
١٠٢- يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ وَنَحْشُرُ
الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ زُرْقًا ۝ صلے

নদীর মধ্যে ছড়াইয়া ফেলিয়া দিব। তাহা হইলেই সকলে বুঝিতে পারিবে যে, ঐ অসার গো-বৎস মূর্ত্তির কোনই শক্তি সামর্থ্য নাই।

৯৯—১০১। হজরত মুসার প্রসঙ্গ শেষ করিয়া আল্লাহতা'লা হজরত রসুলোল্লাকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন যে, এতদ্দ্বারা আমি তোমাকে তোমার পূর্ব্ববর্ত্তী অতীত ঘটনাবলীর কিছু কিছু সংবাদ জ্ঞাপন করিলাম এবং আমি স্বীয় সন্নিধান হইতে উহার স্মৃতি-রক্ষাকারী অবিস্মরণীয় ও অপরিবর্ত্তনীয় কোরান শরিফও তোমার প্রতি অবতীর্ণ করিয়াছি ; যাহারা ইহা অবিশ্বাস ও অগ্রাহ্য করিবে, তাহাদিগকে পরকালে ভয়াবহ শাস্তির ভার বহন করিতে হইবে এবং তাহারা সর্ব্বদা ঐ শাস্তি-নিকেতন নরকে অবস্থান করিতে বাধ্য হইবে।

১০২। আল্লাহতা'লা আরও বলিতেছেন যে, সেই মহাপ্রলয় ও পুনরুত্থানের দিনে আমি সমস্ত অপরাধীকে নীল-নয়নবিশিষ্ট অবস্থায় সমুত্থিত করিব। নীল-নয়নের মর্ম্মার্থ ঘৃণিত অথবা আতঙ্কিত। কেহ কেহ বলেন যে, আরবেরা নীল-নয়ন-বিশিষ্ট গ্রীক ও রোমক জাতিকে অত্যন্ত ঘৃণা করিত বলিয়া আরব-সমাজে ঘৃণিত ব্যক্তিরা "নীলাক্ষি" বা নীলচক্ষু-বিশিষ্ট নামে অভিহিত

١٠٣- يَتَخَافَتُوْنَ بَيْنَهُمْ اِنْ لَّبِثْتُمْ
اِلَّا عَشْرًا ○ ١٠٤- نَحْنُ اَعْلَمُ بِمَا
يَقُوْلُوْنَ اِذْ يَقُوْلُ اَمْثَلُهُمْ طَرِيْقَةً
اِنْ لَّبِثْتُمْ اِلَّا يَوْمًا ۝

দিগকে সমবেত করিব। ১০৩। তাহারা পরস্পর নীরবে বলাবলি করিবে, তোমরা দশ দিন ব্যতীত অবস্থান কর নাই; ১০৪। যখন তাহাদের অপেক্ষা উৎকৃষ্ট-পন্থিগণ বলিবে যে, তোমরা এক দিন ব্যতীত অবস্থান কর নাই—তখন তাহারা যাহা বলিবে, তাহা আমি সম্যক পরিজ্ঞাত আছি।

৬ষ্ঠ রুকু—অবিশ্বাসীদের অন্তিম পরিণাম ও শাস্তিভোগ

١٠٥- وَيَسْـَٔلُوْنَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ
يَنْسِفُهَا رَبِّىْ نَسْفًا ۝ ١٠٦- فَيَذَرُهَا
قَاعًا صَفْصَفًا ۝ ١٠٧- لَّا تَرٰى فِيْهَا
عِوَجًا وَّلَآ اَمْتًا ۝ ١٠٨- يَوْمَئِذٍ
يَّتَّبِعُوْنَ الدَّاعِىَ لَا عِوَجَ لَهٗ ۚ
وَخَشَعَتِ الْاَصْوَاتُ لِلرَّحْمٰنِ فَلَا

১০৫। এবং তাহারা তোমাকে পর্ব্বত-সমূহ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিতেছে, অতএব তুমি বল—আমার প্রতিপালক ঐ গুলিকে সমূলে উৎপাটিত করিবেন। ১০৬। তৎপর তিনি উহাকে উন্মুক্ত সমতল করিয়া দিবেন। ১০৭। তুমি তন্মধ্যে বক্রতা বা উচ্চতা অবলোকন করিবে না। ১০৮। সেদিন তাহারা আহ্বানকারীর অনুসরণ করিবে, তন্মধ্যে বক্রতা থাকিবে না এবং সর্ব্বপ্রদাতার সমক্ষে সমস্ত শব্দ নিস্তব্ধ হইয়া যাইবে;

হইত। আবার কেহ কেহ বলেন যে, আতঙ্কে ঐ সকল অপরাধীর চক্ষু শোণিত-শূন্য নীলবর্ণে রঞ্জিত হইবে বলিয়াই উহাদিগকে নীল-নয়ন-বিশিষ্ট বলা হইয়াছে।

১০৩—১০৪। অপরাধীরা সেই মহাসঙ্কটের দিনে পরপর বলাবলি করিবে যে, পৃথিবীতে ত আমরা অতি অল্প সময়—দশদিন মাত্র অবস্থান করিয়াছিলাম; কিন্তু উহাদের মধ্যে যাহারা অপেক্ষাকৃত বুদ্ধিমান, তাহারা বলিবে—তোমরা আরও অল্প সময়—একদিন মাত্র পৃথিবীতে অবস্থান করিয়াছিলে—অর্থাৎ পারলৌকিক জীবনের তুলনায় তাহারা তখন পার্থিব জীবনকে ঐরূপ অত্যল্প বলিয়াই ধারণা করিবে।—তঃ হক্কানী।

মিঃ মোহাম্মদ আলি এই আয়তের দশদিন অর্থ দশ শতাব্দী এবং একদিন অর্থ সহস্র বর্ষ পরিকল্পনা করিয়া উহাকে অপরাধীদিগের জাতীয় জীবনের স্থিতিকাল রূপে প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছে; কিন্তু তাঁহার এই যুক্তি-জালের মর্ম্ম আমাদের নিকট একান্তই অনধিগম্য বলিয়া অনুমিত হইল।

১০৫—১০৭। এই তিনটি আয়তে কেয়ামত বা পুনরুত্থান-দিবসের অবস্থা বর্ণিত হইয়াছে। অবিশ্বাসীরা হজরত রসুলোল্লাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল যে, এই সকল সুবৃহৎ পর্ব্বত-মালার অবস্থা সেদিন কিরূপ হইবে। তাহার উত্তরে বলিয়া দেওয়া হইল যে, আল্লাহতা'লা সেদিন ঐ সমস্ত সমূলে উৎপাটিত ও চূর্ণ-বিচূর্ণ করিয়া সমভূমিতে পরিণত করিয়া দিবেন। সেদিন ভূতলে কোনরূপ উচ্চতা বা বক্রতা আদৌ বিদ্যমান থাকিবে না।

১০৮—১০৯। অধিকাংশ তফ্‌সীরকারের মতে এই দুইটী আয়তে হজরত রসুলোল্লার পারলৌকিক মুক্তি-অনুরোধের বিষয় বর্ণিত হইয়াছে। হজরত রসুলোল্লার অথবা আহ্বানকারী ফেরেশ্‌তার আহ্বানে সেই মহাবিচারের দিন সকলে নীরবে আল্লাহতা'লার সমক্ষে সমবেত হইবে

تَسْمَعُ إِلَّا هَمْسًا ○ ١٠٩- يَوْمَئِذٍ لَّا
تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ
الرَّحْمٰنُ وَرَضِيَ لَهُ قَوْلًا ○
١١٠- يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا
خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا ○
١١١- وَعَنَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ
الْقَيُّومِ ۗ وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ
ظُلْمًا ○ ١١٢- وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ
الصّٰلِحٰتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا يَخَافُ
ظُلْمًا وَّلَا هَضْمًا ○ ١١٣- وَكَذٰلِكَ
أَنْزَلْنٰهُ قُرْاٰنًا عَرَبِيًّا وَّصَرَّفْنَا فِيهِ
مِنَ الْوَعِيدِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ أَوْ
يُحْدِثُ لَهُمْ ذِكْرًا ○ ١١٤- فَتَعٰلَى

তখন তুমি ক্ষীণতর স্বর ব্যতীত শ্রবণ
করিবে না। ১০৯। সেদিন সর্ব্বপ্রদাতা
যাহাকে আদেশ করিবেন এবং যাহার
বাক্যে তিনি সন্তুষ্ট, তদ্ব্যতীত কাহারও
অনুরোধ ফলপ্রদ হইবে না। ১১০। যাহা
তাহাদের সম্মুখে ও যাহা তাহাদের
পশ্চাতে রহিয়াছে, তাহা তিনি পরিজ্ঞাত
আছেন এবং তাহারা উহার জ্ঞান ধারণা
করিতে পারে না। ১১১। এবং চির-
জীবন্ত ও নিত্য-বিরাজমানের সম্মুখে
সমস্ত আনন বিনত হইবে এবং যে
অত্যাচার করিয়াছে, সে ক্ষতিগ্রস্ত
হইবে। ১১২। এবং যে সৎকার্য্য-সমূহ
করিয়াছে এবং সে বিশ্বাসীও হয়, তবে
তাহার নির্য্যাতিত অথবা অভাবগ্রস্ত
হইবার আশঙ্কা নাই। ১১৩। এবং
এইরূপে আমি ইহাকে আরবী কোরান-
রূপে অবতীর্ণ করিয়াছি এবং ইহাতে
আমি ভীতিপ্রদ বিষয়-সমূহ সুবিবৃত
করিয়াছি—যেন তাহারা সংযত হয়
অথবা ইহা তাহাদের জন্য উপদেশজনক
হয়। ১১৪। অতএব সেই সত্য-সনাতন

এবং সেদিন নিজ নিজ পরিণাম সম্বন্ধে অস্ফুট বাক্য ব্যতীত কাহারও মুখেই উচ্চবাচ্য থাকিবে না এবং খোদাতা'লার অনুগৃহীত প্রিয়পাত্র হজরত রসুলোল্লাহ ব্যতীত সেদিন কাহারই অনুরোধ ফলপ্রদ হইবে না।

১১০—১১১। আয়তের মর্ম্ম এই যে, মানবের অতীত অবস্থা এবং তাহার ভবিষ্যৎ পরিণতি সম্বন্ধে সর্ব্বজ্ঞ আল্লাহতা'লাই সমস্ত বিষয় পরিজ্ঞাত আছেন এবং ঐ অনন্ত জ্ঞান অন্য কাহারই ধারণা করিবার সাধ্য নাই। অনন্তর আল্লাহতা'লা বলিতেছেন যে, সেই মহাবিচারের দিন সকলকেই তাঁহার নিকট নতশিরে অবস্থান করিতে হইবে এবং অধার্ম্মিক ও অত্যাচারীরা সেদিন অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া শাস্তি ভোগ করিবে।

১১২। কিন্তু যাহারা বিশ্বাসী ও সৎকর্ম্মশীল, সেদিন তাহাদের পক্ষে নির্য্যাতিত অথবা ক্ষতিগ্রস্ত হইবার কোনই আশঙ্কা নাই।

১১৩। অনন্তর আল্লাহতা'লা হজরত রসুলোল্লাকে বলিয়া দিতেছেন—হে নবী, তুমি যাহাতে সহজে লোকের নিকট এই সমস্ত বিষয় বিবৃত করিতে পার এবং লোকেরা যাহাতে ইহা শুনিয়া উপদেশ গ্রহণ করিতে ও সতর্ক হইতে পারে, তজ্জন্যই আমি এই কোরান তোমার মাতৃভাষা আরবীতে অবতীর্ণ করিয়া ইহাতে উপদেশ-মূলক ও ভীতিপ্রদ বিষয়-সমূহ একত্রে বর্ণনা করিয়াছি।

১১৪। এই আয়তে কোন প্রত্যাদেশ সম্পূর্ণরূপে অবতীর্ণ হইবার পূর্ব্বে তাড়াতাড়ি উহা আবৃত্তি করিতে অথবা উহা পাঠ করিয়া লোকদিগকে শুনাইতে নিষেধ করা হইয়াছে। বরং এই

اللّٰهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ ۚ وَلَا تَعْجَلْ
بِالْقُرْاٰنِ مِنْ قَبْلِ اَنْ يُّقْضٰۤى
اِلَيْكَ وَحْيُهٗ ۫ وَقُلْ رَّبِّ زِدْنِيْ
عِلْمًا ۝ ١١٤- وَلَقَدْ عَهِدْنَاۤ اِلٰۤى
اٰدَمَ مِنْ قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ
لَهٗ عَزْمًا ع

অধিপতি আল্লাই সমুন্নত; এবং তোমার প্রতি ইহার প্রত্যাদেশ সম্পূর্ণ না হইবার পূর্ব্বেই কোরান-পাঠ সম্বন্ধে সত্বরতা করিও না; এবং তুমি বল- হে আমার প্রতিপালক, আমার জ্ঞান পরিবর্দ্ধিত করিয়া দাও। ১১৫। এবং নিশ্চয়ই আমি ইতিপূর্ব্বে আদমের প্রতি প্রতিশ্রুতি দান করিয়াছিলাম, কিন্তু সে বিস্মৃত হইয়াছিল এবং আমি তাহার মধ্যে কোনই সুদৃঢ়-সঙ্কল্প প্রাপ্ত হই নাই।

৭ম রুকু—হজরত আদমের সহিত শয়তানের শত্রুতা ও প্রবঞ্চনা

١١٦- وَاِذْ قُلْنَا لِلْمَلٰۤئِكَةِ اسْجُدُوْا
لِاٰدَمَ فَسَجَدُوْۤا اِلَّاۤ اِبْلِيْسَ ؕ اَبٰى ۝
١١٧- فَقُلْنَا يٰۤاٰدَمُ اِنَّ هٰذَا عَدُوٌّ لَّكَ
وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ
الْجَنَّةِ فَتَشْقٰى ۝ ١١٨- اِنَّ لَكَ
اَلَّا تَجُوْعَ فِيْهَا وَلَا تَعْرٰى ۙ
١١٩- وَاَنَّكَ لَا تَظْمَؤُا فِيْهَا وَلَا
تَضْحٰى ۝ ١٢٠- فَوَسْوَسَ اِلَيْهِ
الشَّيْطٰنُ قَالَ يٰۤاٰدَمُ هَلْ اَدُلُّكَ
عَلٰى شَجَرَةِ الْخُلْدِ وَمُلْكٍ لَّا
يَبْلٰى ۝ ١٢١- فَاَكَلَا مِنْهَا فَبَدَتْ

১১৬। এবং যখন আমি ফেরেশ্‌তা-গণকে বলিয়াছিলাম যে, তোমরা আদমকে সেজদা কর; তখন তাহারা তাহাকে সেজদা করিয়াছিল, কিন্তু ইবলিস অগ্রাহ্য করিয়াছিল। ১১৭। অতঃপর আমি বলিয়াছিলাম—হে আদম, নিশ্চয় এ তোমার ও তোমার সহধর্ম্মিণীর শত্রু; অতএব সে যেন তোমাদের উভয়কে স্বর্গোদ্যান হইতে বহির্গত না করে, যাহাতে তোমরা পরিশ্রান্ত হইবে। ১১৮। নিশ্চয় ইহার মধ্যে তুমি ক্ষুধার্ত্ত অথবা অনাবৃত হইবে না। ১১৯। এবং ইহার মধ্যে তুমি তৃষ্ণার্ত্ত অথবা রৌদ্রতপ্ত হইবে না। ১২০। তৎপর শয়তান তাহাকে কুপ্ররোচনা দিয়া বলিয়াছিল, হে আদম, আমি কি তোমাকে চিরস্থায়ী বৃক্ষ ও অক্ষয় রাজত্বের প্রতি নির্দ্দেশ করিয়া দিব? ১২১। তৎপর তাহারা উভয়ে উহা হইতে ভক্ষণ করিয়াছিল,

আয়তে হজরত রসুলোল্লাকে বলিয়া দেওয়া হইতেছে যে, অধিকতর প্রত্যাদেশ লাভ করিয়া এবং উহার অর্থ ও মর্ম্ম অবগত হইয়া যদি তুমি স্বীয় জ্ঞান বৃদ্ধি করিতে চাও, তবে তজ্জন্য আমারই নিকট প্রার্থনা করিও।

১১৫—১২২। এই কয়েকটী আয়তে হজরত আদমের প্রতি আল্লাহতা'লার অঙ্গীকার, পাপাত্মা শয়তানের প্ররোচনায় সেই অঙ্গীকার সম্বন্ধে হজরত আদমের বিস্মৃতি ও তজ্জনিত অপরাধ এবং

পরে তাহাদের অঙ্গ অনাবৃত হইয়া গেল এবং তাহারা উদ্যানের বৃক্ষপত্রে নিজ-দিগকে আবৃত করিতে লাগিল; এবং আদম স্বীয় প্রতিপালকের অবাধ্যাচরণ করিয়াছিল, তজ্জন্য সে বিভ্রান্ত হইয়াছিল। ১২২। অনন্তর তাহার প্রতিপালক তাহাকে পরিগ্রহণ করিয়াছিলেন, পরে তিনি তৎপ্রতি প্রত্যাবর্ত্তিত হইয়াছিলেন এবং তাহাকে পথপ্রদর্শন করিয়াছিলেন। ১২৩। তিনি বলিয়াছিলেন—তোমরা সকলে একত্রে নামিয়া যাও, তোমরা পরস্পর পরস্পরের শত্রু; অতঃপর যখন আমা হইতে সদুপদেশ আসিবে, তখন যে আমার সদুপদেশের অনুসরণ করিবে, ফলতঃ সে বিভ্রান্ত হইবে না ও পরিশ্রান্ত হইবে না। ১২৪। এবং যে আমার স্মরণ হইতে বিমুখ হয়, তবে নিশ্চয় তাহার জীবন সঙ্কুচিত হইবে এবং নিশ্চয় আমি তাহাকে উত্থান-দিবসে অন্ধ-রূপে সমুত্থিত করিব। ১২৫। সে বলিবে—হে আমার প্রতিপালক, কেন আমাকে অন্ধ-রূপে সমুত্থিত করিয়াছ, এবং আমি নিশ্চয়ই চক্ষুষ্মান ছিলাম। ১২৬। তিনি বলিবেন, এইরূপেই তোমার প্রতি আমার নিদর্শনাবলী উপস্থিত হইয়াছিল, কিন্তু তুমি বিস্মৃত হইয়াছিলে, এবং সেই রূপে আজ তুমিও বিস্মৃত হইবে। ১২৭। এবং যে অপব্যয় করে ও স্বীয় প্রতিপালকের নিদর্শন-সমূহে বিশ্বাস-স্থাপন করে না, আমি এইরূপেই তাহাকে প্রতিফল

لَهُمَا سَوْاٰتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفٰنِ
عَلَيْهِمَا مِنْ وَّرَقِ الْجَنَّةِ ز وَعَصٰى
اٰدَمُ رَبَّهٗ فَغَوٰى ۖ ١٢٢- ثُمَّ اجْتَبٰهُ
رَبُّهٗ فَتَابَ عَلَيْهِ وَهَدٰى ○
١٢٣- قَالَ اهْبِطَا مِنْهَا جَمِيْعًا
بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ ج فَاِمَّا يَاْتِيَنَّكُمْ
مِّنِّىْ هُدًى لا فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَاىَ
فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقٰى ○ ١٢٤- وَ
مَنْ اَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِىْ فَاِنَّ لَهٗ
مَعِيْشَةً ضَنْكًا وَّنَحْشُرُهٗ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ
اَعْمٰى ○ ١٢٥- قَالَ رَبِّ لِمَ
حَشَرْتَنِىْٓ اَعْمٰى وَقَدْ كُنْتُ
بَصِيْرًا ○ ١٢٦- قَالَ كَذٰلِكَ اَتَتْكَ
اٰيٰتُنَا فَنَسِيْتَهَا ج وَكَذٰلِكَ الْيَوْمَ
تُنْسٰى ○ ١٢٧- وَكَذٰلِكَ نَجْزِىْ
مَنْ اَسْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِنْۢ بِاٰيٰتِ

অবশেষে হজরত আদমের ক্ষমা প্রার্থনা ও ঐশী-করুণা প্রাপ্তি সম্বন্ধে ইঙ্গিত করা হইয়াছে। এ বিষয়ে আরও কতিপয় স্থানে আলোচিত হইয়াছে।—সুরা বকর-এর তফ্‌সীর দ্রষ্টব্য।

১২৩—১২৪। পৃথিবীতে হজরত আদম ও তাঁহার বংশধরগণের সহিত শয়তান ও তাহার অনুগামীরা যেরূপ শত্রুতাচরণ করিবে, এই আয়ত তাহারই অন্যতম অভিব্যক্তি এ বিষয়ে ইতিপূর্ব্বেও যথারীতি বর্ণিত হইয়াছে।—সুরা বকর-এর তফ্‌সীর দ্রষ্টব্য

১২৫—১২৮। সেই পুনরুত্থান দিবসে ধর্ম্মদ্রোহী বিপথগামীরা যাহা বলিয়া অনুতাপ করিবে এবং আল্লাহতা'লা তাহাদিগকে যে প্রত্যুত্তর প্রদান করিবেন, তৎসহ এই চারিটী আয়তে অবিশ্বাসীদের অন্তিম পরিণাম স্মরণ করাইয়া দিয়া তাহাদিগকে সতর্ক করা হইয়াছে।

প্রদান করিয়া থাকি এবং পারলৌকিক শাস্তি অবশ্যই কঠোরতর ও চিরস্থায়ী।
১২৮। তবে কি তাহারা এতদ্দ্বারা উপদেশ গ্রহণ করে না যে, আমি তাহাদের পূর্ব্বে এরূপ কত জনপদ ধ্বংস করিয়া দিয়াছি, যাহাদের বাসস্থান দিয়া তাহারা অতিক্রম করিয়া থাকে; নিশ্চয় ইহাতে উপদেশ-গ্রাহিগণের জন্য নিদর্শনাবলী রহিয়াছে।

رَبِّهٖ ط وَلَعَذَابُ الْاٰخِرَةِ اَشَدُّ
وَاَبْقٰى ○ ١٢٨- اَفَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ
اَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِّنَ الْقُرُوْنِ يَمْشُوْنَ
فِيْ مَسٰكِنِهِمْ ط اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ
لِّاُولِى النُّهٰى ع

৮ম রুকু—পারলৌকিক শাস্তির সুনিশ্চিত ভবিষ্যদ্বাণী

১২৯। এবং তোমার প্রতিপালক হইতে যদি একটী বাক্য অতিক্রান্ত এবং সময় নির্দ্ধারিত না হইত, তবে তাহারা বিদীর্ণ হইয়া যাইত।
১৩০। অতঃপর তাহারা যাহা বলে, তৎপ্রতি ধৈর্য্য ধারণ কর এবং সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে এবং উহা অস্তমিত হইবার পূর্ব্বে এবং প্রশংসা-সহ তোমার প্রতিপালকের মহিমা-বর্ণন কর এবং রজনীর ঘটীকা-সমূহে মহিমা-বর্ণন কর এবং দিবাভাগের প্রান্তেও—যাহাতে তুমি পরিতৃপ্ত হও।
১৩১। এবং তদ্দিকে তুমি স্বীয় নয়ন-দ্বয় বিস্ফারিত করিও না—যাহা আমি তাহাদিগকে পার্থিব জীবনে বিবিধ সমৃদ্ধি দান করিয়াছি যে, আমি তাহাদিগকে তদ্দ্বারা পরীক্ষা

١٢٩- وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ
رَّبِّكَ لَكَانَ لِزَامًا وَّاَجَلٌ مُّسَمًّى ع
١٣٠- فَاصْبِرْ عَلٰى مَا يَقُوْلُوْنَ
وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوْعِ
الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوْبِهَا ج وَمِنْ
اٰنَآئِ الَّيْلِ فَسَبِّحْ وَاَطْرَافَ
النَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضٰى ○ ١٣١- وَلَا
تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ اِلٰى مَا مَتَّعْنَا بِهٖ
اَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ○ لا

১২৯—১৩০। অবিশ্বাসীরা 'কেয়ামত' বা পুনরুত্থান এবং আল্লাহতা'লার শাস্তির আগমন সম্বন্ধে হজরত রসুলোল্লাকে কটাক্ষ করিয়া যে সকল কথা বলিত, আল্লাহতা'লা তাহার উত্তরে বলিয়া দিতেছেন যে, এ বিষয় যদি আমার নিশ্চিত আদেশ ও নির্দ্ধারিত সময় স্থিরীকৃত না থাকিত, তবে তাহারা ঐ অপরাধে এখনই ধ্বংস-প্রাপ্ত হইয়া যাইত। অতঃপর হে রসুল, তুমি উহাদের বাক্যে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া ধৈর্য্যের সহিত সূর্যোদয়ের পূর্ব্বে 'ফজর' সূর্য্যাস্তের পূর্ব্বে 'আসর', রজনীর ঘটিকা-সমূহে 'মগরেব', 'এশা' ও 'তাহাজ্জদ, এবং দিবসের প্রান্তে 'দোহা' জোহরের নামাজ প্রতিষ্ঠিত কর। তুমি উহাতেই শান্তি ও পরিতৃপ্তি লাভ করিতে পারিবে। 'ফরজ' ও 'নফল' নামাজ নিয়মিত ভাবে পড়িবার ইহা একটী বিশিষ্ট আদেশ। হজরত স্বয়ং বলিয়াছেন—"নামাজে অন্তর পরিতৃপ্ত এবং নয়ন স্নিগ্ধ ও শীতল হয়।"—হাদিস।

১৩১—১৩২। এই আয়তে আল্লাহতা'লা অবিশ্বাসী কাফেরদিগের ধন-সম্পদ সম্বন্ধে বলিতেছেন যে, পার্থিব জীবনের পরীক্ষার জন্যই আমি তাহাদিগকে উহা দান করিয়াছি। পরকালে উহা তাহাদের কোনই কাজে আসিবে না। পক্ষান্তরে আমি বিশ্বাসীদিগকে পরকালে যে পবিত্র

لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ ؕ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَّ
أَبْقٰى ○ ١٣٢- وَأْمُرْ أَهْلَكَ
بِالصَّلٰوةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا ؕ لَا
نَسْئَلُكَ رِزْقًا ؕ نَحْنُ نَرْزُقُكَ ؕ
وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوٰى ○ ١٣٣- وَقَالُوْا
لَوْلَا يَأْتِيْنَا بِاٰيَةٍ مِّنْ رَّبِّهٖ ؕ أَوَلَمْ
تَأْتِهِمْ بَيِّنَةُ مَا فِي الصُّحُفِ
الْأُوْلٰى ○ ١٣٤- وَلَوْ أَنَّا أَهْلَكْنٰهُمْ
بِعَذَابٍ مِّنْ قَبْلِهٖ لَقَالُوْا رَبَّنَا لَوْلَا
أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُوْلًا فَنَتَّبِعَ اٰيٰتِكَ
مِنْ قَبْلِ أَنْ نَّذِلَّ وَنَخْزٰى ○
١٣٥- قُلْ كُلٌّ مُّتَرَبِّصٌ فَتَرَبَّصُوْا ۚ
فَسَتَعْلَمُوْنَ مَنْ أَصْحٰبُ الصِّرَاطِ
السَّوِيِّ وَمَنِ اهْتَدٰى ۧ

করিব; এবং তোমার প্রতিপালকের উপজীবিকাই উৎকৃষ্টতর ও চিরস্থায়ী। ১৩২। এবং তুমি স্বীয় পরিজনদিগকে নামাজ সম্বন্ধে আদেশ কর এবং তদুপরি ধৈর্য্য-ধারণ কর; আমি তোমাকে উপজীবিকা সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিতেছি না, আমিই জীবিকা দান করিয়া থাকি; এবং ধর্ম্মভীরুগণের জন্যই সুপরিণাম। ১৩৩। এবং তাহারা বলে—কেন সে স্বীয় প্রতিপালক হইতে আমাদের নিকট কোন নিদর্শন আনয়ন করে না? তাহাদের নিকট কি প্রকাশ্য প্রমাণ উপস্থিত হয় নাই—যাহা পূর্ব্ববর্ত্তী পুস্তিকা-সমূহে রহিয়াছে? ১৩৪। এবং যদি আমি তাহাদিগকে উহার পূর্ব্বে শাস্তি-সহ বিধ্বস্ত করিতাম, নিশ্চয় তাহারা বলিত—হে আমাদের প্রতিপালক, কেন তুমি আমাদের প্রতি রসুল প্রেরণ কর নাই—যাহাতে আমরা অবজ্ঞাত ও লজ্জিত হইবার পূর্ব্বেই তোমার অনুসরণ করিতাম? ১৩৫। তুমি বল—প্রত্যেকেই প্রতীক্ষা করিতেছে, অতএব তোমরাও প্রতীক্ষা কর; তৎপর অচিরেই তোমরা অবগত হইবে যে, কে সমতল পথের অনুসরণকারী এবং কে সুপথগামী।

উপজীবিকা দান করিব তাহাই উৎকৃষ্টতর ও চিরস্থায়ী। অতএব তুমি স্বীয় পরিজন ও বিশ্বাসীদিগকে ধৈর্য্য-ধারণ পূর্ব্বক যথারীতি নামাজ প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য আদেশ কর।

১৩৩—১৩৪। যে সকল অবিশ্বাসী বলিত যে, হজরত রসুলোল্লাহ কেন পূর্ব্ববর্ত্তী নবীগণের অনুরূপ অলৌকিকতা ও নিদর্শনাবলী প্রদর্শন করিতেছেন না? আল্লাহতা'লা তাহাদের সম্বন্ধে বলিতেছেন যে, উহারা এখন আমার রসুলকে ঐরূপ বলিতেছেন; কিন্তু যদি ইহার পূর্ব্বে আমি তাহাদিগকে ধ্বংস করিয়া দিতাম, তবে উহারা বলিত যে, কেন তুমি তোমার রসুল প্রেরণ করিয়া পূর্ব্বে আমাদিগকে সতর্ক কর নাই, ফলতঃ অবিশ্বাসীদিগের প্রকৃতিই ঐরূপ।

১৩৫। অনন্তর আল্লাহতা'লা হজরত রসুলোল্লাহকে আদেশ করিতেছেন—তুমি অবিশ্বাসীদিগকে বলিয়া দাও যে, সকলেই স্ব স্ব কৃতকর্ম্মের ফলাফল ভোগ করিবার জন্য অপেক্ষা করিতেছে; অতএব তোমরাও অপেক্ষা কর। অনন্তর, কে সৎপথের অনুসরণকারী—সুপথগামী এবং কে বিপথগামী ভ্রান্ত, তাহা শীঘ্রই তোমরা জানিতে পারিবে এবং সেই মহাবিচারের দিনই ইহার চরম মীমাংসা হইয়া যাইবে।

———

মক্কায় অবতীর্ণ	২১। সুরা আম্বিয়া— الانبياء	১১২ আয়ত

সর্ব্ব প্রদাতা করুণাময় আল্লার নামে

بسم الله الرحمن الرحيم

১ম রুকু—অবিশ্বাস ও ধর্ম্মদ্রোহিতার অনিবার্য্য শাস্তি-ভোগ

১। মানব-মণ্ডলীর জন্য তাহাদের হিসাব নিকটবর্ত্তী হইতেছে এবং তাহারা অমনোযোগিতার মধ্যে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছে। ২। তাহাদের প্রতিপালক

١- اِقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ وَهُمْ فِيْ غَفْلَةٍ مُّعْرِضُوْنَ ۚ ٢- مَا يَأْتِيْهِمْ

শানে-নজুল—এই সুরা মক্কা শরিফে অবতীর্ণ হইয়াছিল। তফ্‌সীরকারগণ এই সুরা হজরত রসুলোল্লার মক্কা-জীবনের মধ্যবর্ত্তী সময়ে অবতীর্ণ হইয়াছিল বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। এই সুরা সর্ব্বশুদ্ধ ৭ রুকুতে বিভক্ত এবং ১১২ আয়তে গ্রথিত হইয়াছে। বর্ত্তমান সময়ে খৃষ্টান পাদ্রীগণ এবং তাহাদের অন্ধ-অনুকরণকারী পৌত্তলিকেরা পবিত্র কোরান শরীফের উপর যেরূপ নানা অলীক অপবাদ প্রদান করিবার চেষ্টা করে, হজরত রসুলোল্লার সময়ে অবিশ্বাসী কোরেশেরাও সেইরূপ করিত। তাহারা এই স্বর্গীয় মহাগ্রন্থকে যাদুমন্ত্র, উপকথা, কল্পিত-কবিতা অথবা ক্রীড়া-বাক্য বলিয়া এবং হজরত রসুলোল্লাকে উদ্‌ভ্রান্ত, উন্মাদ, যাদুকর অথবা কবি নামে অভিহিত করিয়া পবিত্র ইসলামকে ক্রীড়া-কৌতুকের ন্যায় অবজ্ঞা করিয়া উড়াইয়া দিবার জন্য চেষ্টা করিত। তাহারা আরও বলিত যে, মোহাম্মদ (সঃ) ত সাধারণের ন্যায় মানুষ মাত্র। পূর্ব্ববর্ত্তী নবীগণের অনুরূপ কোনই শক্তি বা অলৌকিকতা তাঁহার মধ্যে নাই। আলোচ্য সুরায় অবিশ্বাসী কাফের-দিগের ঐ সমস্ত উক্তির প্রতিবাদ কারয়া এবং প্রসঙ্গক্রমে পূর্ব্ববর্ত্তী কতিপয় প্রসিদ্ধ নবীর বিষয় বর্ণনা করিয়া দেখাইয়া দেওয়া হইয়াছে যে, তাঁহারাও হজরত রসুলোল্লার ন্যায় জীবন-মৃত্যুর অধীন এবং পানাহারকারী মানুষ ছিলেন। তবে সাধারণ মানুষদিগের সহিত তাঁহাদের পার্থক্য এই যে, আল্লাহতা'লা স্বীয় অনুগ্রহে তাঁহাদের এক একজনকে এক এক বিষয়ে শক্তি ও বৈশিষ্ট প্রদান করিয়াছিলেন। সেইরূপ আল্লাহতা'লা হজরত রসুলোল্লাকে বহু বিষয়ে শক্তি ও বৈশিষ্ট প্রদান করিয়া তাঁহাকে মানব-জীবনের শ্রেষ্ঠতম ও পূর্ণ আদর্শ-রূপে সৃষ্টি করিয়াছেন। এই বিষয় প্রতিপন্ন করিবার জন্য কতিপয় প্রসিদ্ধ নবীর জীবনইতিহাসের প্রসঙ্গ বর্ণিত হওয়ায় আলোচ্য সুরা "আল-আম্বিয়া" বা "নবীগণ" নামে অভিহিত হইয়াছে।

১। **হেসাব**—হিসাব বা গণনা। তফ্‌সীরকারগণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন যে, এস্থলে 'হেসাব' অর্থে কেয়ামত বা পুনরুত্থান-দিবসের হিসাব-নিকাশ বা পাপ-পুণ্যের ফলাফল সম্বন্ধেই ইঙ্গিত করা হইয়াছে। আল্লাহতা'লা বলিয়া দিতেছেন যে, মানুষের ভাগ্য-নিয়ন্ত্রণের সেই সঙ্কটময় দিবস ক্রমেই নিকটবর্ত্তী হইতেছে; কিন্তু মানুষ তৎসম্বন্ধে কিছুমাত্র চিন্তা না করিয়া অমনোযোগিতার মধ্যে আত্মবিস্মৃত হইয়া অবিশ্বাস, অধর্ম্ম, অনাচার ও স্বেচ্ছাচারিতা পাপ-প্রবাহের মধ্যে ডুবিয়া যাইতেছে।

২—৩। অবিশ্বাসীরা বলিত যে, (হজরত) মোহাম্মদ ত একজন সাধারণ মানুষ এবং তাহার

مِّنْ ذِكْرٍ مِّنْ رَّبِّهِمْ مُّحْدَثٍ اِلَّا
اسْتَمَعُوْهُ وَهُمْ يَلْعَبُوْنَ ۙ ٣- لَا
هِيَةً قُلُوْبُهُمْ ؕ وَاَسَرُّوا النَّجْوَى ۖ قف
الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا ۖ قف هَلْ هٰذَآ اِلَّا بَشَرٌ
مِّثْلُكُمْ ۚ اَفَتَاْتُوْنَ السِّحْرَ وَاَنْتُمْ
تُبْصِرُوْنَ ○ ٤- قٰلَ رَبِّيْ يَعْلَمُ
الْقَوْلَ فِي السَّمَآءِ وَالْاَرْضِ ۫ وَهُوَ
السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ○ ٥- بَلْ قَالُوْٓا
اَضْغَاثُ اَحْلَامٍۭ بَلِ افْتَرٰىهُ بَلْ هُوَ
شَاعِرٌ ۚ ۖ فَلْيَاْتِنَا بِاٰيَةٍ كَمَآ اُرْسِلَ
الْاَوَّلُوْنَ ○ ٦- مَآ اٰمَنَتْ قَبْلَهُمْ
مِّنْ قَرْيَةٍ اَهْلَكْنٰهَا ۚ اَفَهُمْ
يُؤْمِنُوْنَ ○ ٧- وَمَآ اَرْسَلْنَا قَبْلَكَ

হইতে তাহাদের নিকট এতদ্ব্যতীত কোনই
নূতনতর উপদেশ উপনীত হয় নাই যে,
তাহারা উহা ক্রীড়া-ছলে শ্রবণ করিবে।
৩। তাহাদের অন্তর-সমূহ অমনোযোগী
রহিয়াছে এবং অত্যাচারীরা সংগোপনে
পরামর্শ করিয়াছে যে, এ-ত তোমাদের
অনুরূপ মানুষ ব্যতীত নহে; তবে কি
তোমরা প্রত্যক্ষ করা সত্ত্বেও যাদুর
নিকটবর্ত্তী হইতেছ? ৪। সে বলিয়া-
ছিল—আমার প্রতিপালক নভোমণ্ডল
ও ভূমণ্ডলের অন্তর্গত কথোপকথন
পরিজ্ঞাত আছেন এবং তিনিই শ্রবণকারী
মহাজ্ঞানী। ৫। তাহারা বলিয়া-
ছিল—ইহা ত অলীক কল্পনা, বরং সে ত
নিজেই ইহা রচনা করিয়াছে, বরং সে ত
কবি; অতএব সে আমাদের নিকট এমন
কোন নিদর্শন আনয়ন করুক—যেরূপ
প্রাথমিকেরা প্রেরিত হইয়াছিল।
৬। কোন জনপদই—আমি উহাকে
ধ্বংস করিবার পূর্ব্বে বিশ্বাস-স্থাপন করে
নাই; অতঃপর তাহারা কি বিশ্বাস-স্থাপন
করিবে? ৭। এবং তোমার পূর্ব্বে আমি

এই কোরান যাদু-ক্রিয়া অথবা যাদুময় আকর্ষণকারী-বাক্য মাত্র। সুতরাং আমরা ইহা জানিয়া শুনিয়া পৈত্রিক ধর্ম্ম পরিত্যাগ পূর্ব্বক তাহার অনুসরণ করিব কেন?

৪। হজরত রসুলোল্লাহ বলিতেন, বিশ্বজগতের প্রভু—সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্ববিষয় শ্রবণকারী আল্লাহ-তা'লা অবশ্যই এ সমস্ত কথা শ্রবণ করিতেছেন এবং তিনিই ইহার সুমীমাংসা করিয়া দিবেন।

৫—৬। অবিশ্বাসীরা অন্যান্য অপবাদের সহিত ইহাও বলিত যে, (হজরত) মোহাম্মদ একজন কবি ও কল্পনাপ্রিয় ব্যক্তি এবং কোরান তাঁহার স্বকপোল-কল্পিত—নিজস্ব রচনা মাত্র। যদি সে সত্যই নবী হয়, তবে আমাদের নিকট পূর্ব্ববর্ত্তী নবীগণের অনুরূপ নিদর্শনাবলী বা শাস্তি আনয়ন করুক। ইহার উত্তরে আল্লাহতা'লা বলিয়া দিতেছেন যে, পূর্ব্বতন নবীগণের সময়ে পূর্ব্ববর্ত্তী অবিশ্বাসীরাও ঐরূপ শাস্তি ও নিদর্শনাবলী দাবী করিয়াছিল; কিন্তু আমি তাহাদের অবাধ্যতা ও ধর্ম্মদ্রোহিতার জন্য তাহাদিগকে সমূলে ধ্বংস না করা পর্য্যন্ত তাহারা কোন নিদর্শনের প্রতিই বিশ্বাস স্থাপন করে নাই। সুতরাং ইহাদেরও সেইরূপ অবস্থা অর্থাৎ শোচনীয় দুর্দ্দশা অথবা ধ্বংসকাল উপস্থিত না হইলে ইহারাও সত্যধর্ম্মে বিশ্বাস-স্থাপন করিবে না।

৭—৮। আল্লাহতা'লা আরও বলিতেছেন—আমার প্রিয় নবী মানুষ বলিয়া অবিশ্বাসীরা

মানুষ ব্যতীত এমন কাহাকেও প্রেরণ করি নাই—যাহাদিগকে আমি প্রত্যাদেশ করিয়াছিলাম ; অতএব তোমরা স্মৃতি-গ্রন্থ অনুগামীদিগকে জিজ্ঞাসা কর—যদি তোমরা অবগত না থাক। ৮। এবং আমি তাহাদিগকে এরূপ দেহ-বিশিষ্ট করি নাই যে, তাহারা আহার্য্য ভক্ষণ করিত না এবং তাহারা চিরস্থায়ীও ছিল না। ৯। অতঃপর আমি তাহাদের সহিত আমার অঙ্গীকার সত্যে পরিণত করিয়াছিলাম ; তৎপর আমি তাহাদিগকে এবং যাহাকে ইচ্ছা মুক্তি দান করিয়াছিলাম এবং অপরাধীদিগকে ধ্বংস করিয়াছিলাম। ১০। নিশ্চয় আমি তোমাদের প্রতি এরূপ গ্রন্থ অবতীর্ণ করিয়াছি—যাহার মধ্যে তোমাদের জন্য উপদেশ রহিয়াছে ; তবুও কি তোমরা উপলব্ধি করিতে পারিতেছ না ?

إِلَّا رِجَالًا نُّوحِيٓ إِلَيْهِمْ فَسْـَٔلُوٓا أَهْلَ
الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ○
٨- وَمَا جَعَلْنٰهُمْ جَسَدًا لَّا يَأْكُلُونَ
الطَّعَامَ وَمَا كَانُوا خٰلِدِينَ ● ٩- ثُمَّ
صَدَقْنٰهُمُ الْوَعْدَ فَأَنجَيْنٰهُمْ وَمَن
نَّشَآءُ وَأَهْلَكْنَا الْمُسْرِفِينَ ○
١٠- لَقَدْ أَنزَلْنَآ إِلَيْكُمْ كِتٰبًا فِيهِ
ذِكْرُكُمْ ط أَفَلَا تَعْقِلُونَ ع

২য় রুকু—সত্যের জয় সম্বন্ধে সুনিশ্চিত ভবিষ্যদ্বাণী

১১। এবং যাহারা অত্যাচারী ছিল, এরূপ কত জনপদ আমি ধ্বংস করিয়াছি এবং তাহাদের পরে আমি অন্যান্য

١١- وَكَمْ قَصَمْنَا مِن قَرْيَةٍ كَانَتْ
ظَالِمَةً وَأَنشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ ○

অবজ্ঞা ও উপেক্ষা করিতেছে এবং তাহাকে নবী বলিয়া বিশ্বাস করিতে চাহিতেছে না ; অথচ পূর্ব্বতন নবীগণকে ইহারা নবী বলিয়াই অভিহিত করে। কিন্তু এই অবিশ্বাসী মূর্খরা লক্ষ্য করিয়া দেখে না যে, সেই সমস্ত নবীও আমার প্রেরিত রসুলের ন্যায় জন্ম-মৃত্যুর অধীন মানুষ ছিল এবং তাহারাও পানাহার করিত।

৯। এই আয়তে আল্লাহতা'লা বলিয়া দিতেছেন যে, আমার সত্য অঙ্গীকার অনুযায়ী পূর্ব্ব-যুগেও যেরূপভাবে বিশ্বাসীরা পুরস্কৃত এবং অবিশ্বাসীরা ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছিল, এ যুগেও সেইরূপ হইবে ; কদাচ উহার ব্যতিক্রম হইবে না।

১০। অতঃপর আল্লাহতা'লা অবিশ্বাসীদিগকে বলিয়া দিতেছেন যে, তোমরা নির্ব্বোধের ন্যায় আমার শাস্তি বা নিদর্শন প্রার্থনা করিতেছ ; কিন্তু তোমাদিগকে সদুপদেশ প্রদান, সত্যপথ-প্রদর্শন ও সমুন্নত করিবার জন্যই আমি আমার অনুগ্রহ স্বরূপ এই কোরান অবতীর্ণ করিয়াছি। যদি তোমরা ইহা বুঝিয়া এতদ্প্রতি বিশ্বাস স্থাপন ও সত্যধর্ম্ম গ্রহণ কর, তবে তোমাদেরই উন্নতি ও কল্যাণ হইবে এবং না বুঝিলে তোমাদেরই অকল্যাণ ও দুর্গতি ঘনাইয়া আসিবে।

১১। এই আয়তে পূর্ব্ববর্ত্তী অবিশ্বাসী সম্প্রদায় সমূহের ধ্বংস-ক্রিয়ার প্রতি ইঙ্গিত করা হইয়াছে। আল্লাহতা'লা বলিতেছেন যে, বর্ত্তমান অবিশ্বাসীদের ন্যায় পূর্ব্বেও বহু অবিশ্বাসী জাতি বিদ্যমান ছিল এবং তাহারাও আমার রসুলগণের সহিত অবাধ্যতা ও শত্রুতাচরণ করিয়াছিল ; কিন্তু

সম্প্রদায়কে সৃষ্টি করিয়াছি। ১২। অতঃপর
যখন তাহারা আমার শাস্তি প্রাপ্ত
হইয়াছিল, তখন তাহারা উহা হইতে
পলায়ন করিতেছিল। ১৩। তোমরা
পলায়ন করিও না, এবং যাহাতে তোমরা
সুখভোগ ও অবস্থান করিতে, তোমরা
তদ্দিকেই প্রত্যাবর্ত্তন কর—যেহেতু
তোমরা জিজ্ঞাসিত হইবে। ১৪। তাহারা
বলিয়াছিল—আমাদের জন্য পরিতাপ,
নিশ্চয় আমরা অত্যাচারী ছিলাম।
১৫। আমি তাহাদিগকে সমূলে কাটিয়া
বিলুপ্ত করা পর্য্যন্ত তাহাদের ঈদৃশ
চীৎকার থামিবে না। ১৬। এবং
আমি নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলকে এবং

١٢- فَلَمَّآ أَحَسُّوا بَأْسَنَآ إِذَا هُمْ مِّنْهَا
يَرْكُضُونَ ط ١٣- لَا تَرْكُضُوا
وَارْجِعُوٓا إِلَىٰ مَآ أُتْرِفْتُمْ فِيهِ
وَمَسَٰكِنِكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْـَٔلُونَ ○
١٤- قَالُوا يَٰوَيْلَنَآ إِنَّا كُنَّا ظَٰلِمِينَ ○
١٥- فَمَا زَالَت تِّلْكَ دَعْوَىٰهُمْ
حَتَّىٰ جَعَلْنَٰهُمْ حَصِيدًا خَٰمِدِينَ ○
١٦- وَمَا خَلَقْنَا السَّمَآءَ وَالْأَرْضَ

তাহাদিগকে ঐ অপরাধের জন্য সমূলে ধ্বংস করিয়া দিয়া তাহাদের স্থানে আমি নূতন নূতন সম্প্রদায় সৃষ্টি করিয়াছিলাম। সুতরাং বর্ত্তমান অবিশ্বাসীরাও যদি আমার রসূলের প্রতি বিশ্বাস-স্থাপন পূর্ব্বক সত্যধর্ম্ম গ্রহণ না করে, তবে তাহাদিগকেও আমি ধ্বংস করিয়া দিয়া তাহাদের উপর অন্য জাতিকে পরাক্রান্ত ও সমুন্নত করিব।

১২—১৩। এই দুইটি আয়তে পূর্ব্ববর্ত্তী অবিশ্বাসী জাতি-সমূহের ধ্বংসপ্রাপ্তির অবস্থা বর্ণিত হইয়াছে। ইহারাও আল্লাহতা'লার নিদর্শন বা শাস্তি অবলোকন করিবার জন্য রসূলগণকে উত্যক্ত করিত। অনন্তর যখন সত্য-সত্যই তাহাদের উপর আল্লার শাস্তি নিপতিত হইয়াছিল, তখন তাহারা ঐ শাস্তি হইতে পরিত্রাণ লাভের জন্য দ্রুত পলায়ন করিতে চেষ্টা করিয়াছিল; কিন্তু তখন পলাইবার স্থান কোথায়? আল্লার ফেরেশ্‌তা অথবা অদৃশ্যবাণী তখন তাহাদিগকে আহ্বান করিয়া বলিয়াছিল যে, এতদ্দিন তোমরা আল্লার নিদর্শন বা শাস্তি অবলোকন করিবার এত আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছ; কিন্তু তোমরা আজ উহা পরিদৃশ্যমান হইতে না হইতেই পলাইবার চেষ্টা করিতেছ কেন? বরং যে ধন-জন, সুখ-সম্পদ ও কোঠা-বালাখানা প্রাপ্ত হইয়াও তোমরা অধম অকৃতজ্ঞের ন্যায় সর্ব্বপ্রদাতা প্রভুর কৃতজ্ঞতা-স্বীকার কর নাই, আজ সেই দিকেই তোমরা ফিরিয়া যাও। আজ তোমাদের পলাইয়া পরিত্রাণ লাভের কোনই উপায় নাই। যে ধন-জন ও সুখ-সম্পদের গর্ব্বে আত্মহারা হইয়া তোমরা সত্যধর্ম্ম গ্রহণ কর নাই, আজ সেই সমস্তের সহিত তোমাদিগকে সমূলে ধ্বংসপ্রাপ্ত হইতে হইবে।

১৪—১৫। যখন অবিশ্বাসী সম্প্রদায় সমূহের উপর আল্লাহতা'লার শাস্তি উপস্থিত হইয়াছিল, তখন ব্যর্থ পরিতাপ করা ভিন্ন তাহাদের আর কোনই গত্যন্তর ছিল না। তাই আল্লাহতা'লা বলিতেছেন যে, অবিশ্বাসীদের প্রকৃতিই ঐরূপ। আমি উহাদিগকে সমূলে বিনাশ না করা পর্য্যন্ত উহাদের অবিশ্বাস, অবাধ্যতা ও হটকারিতা কখনই উপশমিত হইবে না।

১৬। অবিশ্বাসী কাফেরেরা সাধারণতঃ বলিয়া থাকে যে, এই সৃষ্টি লীলাময়ের লীলা-খেলা মাত্র। তাঁহার খোশ-খেয়াল অনুসারেই এই বিশ্ব সৃষ্টি হইয়াছে, আবার তাঁহার ইচ্ছা হইলেই ইহা অনন্তে বিলীন হইয়া যাইবে। ধর্ম্মাধর্ম্ম, পাপ-পুণ্য সকলই তাঁহার লীলা-খেলা। ইহার সহিত হিসাব-নিকাশ, পাপ-পুণ্য বা ইহকাল ও পরকাল প্রভৃতি সত্যিকার উদ্দেশ্যের কোনই সম্বন্ধ নাই। আবার

وَمَا بَيْنَهُمَا لٰعِبِيْنَ ○ ١٧- لَوْ
اَرَدْنَا اَنْ نَّتَّخِذَ لَهْوًا لَّاتَّخَذْنٰهُ
مِنْ لَّدُنَّا ۖ اِنْ كُنَّا فٰعِلِيْنَ ○
١٨- بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى
الْبَاطِلِ فَيَدْمَغُهٗ فَاِذَا هُوَ زَاهِقٌ ۚ
وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُوْنَ ○
١٩- وَ لَهٗ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ
وَالْاَرْضِ ۚ وَمَنْ عِنْدَهٗ لَا يَسْتَكْبِرُوْنَ
عَنْ عِبَادَتِهٖ وَلَا يَسْتَحْسِرُوْنَ ○
٢٠- يُسَبِّحُوْنَ الَّيْلَ وَالنَّهَارَ لَا

উভয়ের মধ্যস্থ বিষয় সমূহকে ক্রীড়া-ছলে
সৃষ্টি করি নাই ; ১৭। যদি আমি
ইচ্ছা করিতাম যে, খেলনা নির্ম্মাণ করি,
তবে নিশ্চয় আমি নিজ হইতেই উহা
নির্ম্মাণ করিয়া লইতাম— যদি উহা
করা প্রয়োজন হইত ! ১৮। বরং
আমি অসত্যের উপরই সত্যকে নিক্ষেপ
করি যে, উহার মস্তক ভঙ্গ করে, তৎপর
উহা তখনই অন্তর্হিত হইয়া যায় ; এবং
তোমরা যাহা বিবৃত করিতেছ, তজ্জন্য
তোমাদের প্রতি আক্ষেপ ! ১৯। এবং
নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলে যাহা আছে,
তাহা তাঁহারই জন্য ; এবং যাহারা
তাঁহার সন্নিকটে আছে, তাহারা তদীয়
উপাসনা সম্বন্ধে অহঙ্কার করে না এবং
পরিশ্রান্তও হয় না। ২০। তাহারাই
রজনীতে ও দিবসে মহিমা-বর্ণন করিয়া
থাকে এবং কখনও ক্লান্ত হয় না।

কোন কোন-ভ্রান্ত-বিশ্বাসী নাস্তিক ও অর্দ্ধ-নাস্তিক সম্প্রদায় বলে যে, প্রকৃতির সৃষ্টিক্রিয়া হইতে আপনিই এই বিশ্ব-জগৎ সৃষ্টি হইয়াছে ; আবার প্রাকৃতিক নিয়মানুযায়ী আপনিই একদিন ইহা মিটিয়া যাইবে। মৃত্যুর পর জীবনের কোনই অস্তিত্ব থাকিবে না এবং কাহাকেও পাপ-পুণ্য বা হিসাব-নিকাশের জন্য দায়ী হইতে হইবে না। স্বর্গীয় ইসলাম ঐ সকল ভ্রান্ত-বিশ্বাসের মূলোৎপাটন করিয়া দিয়া ঘোষণা করিতেছে যে, এই সৃষ্টি উদ্দেশ্য মূলক ; ইহা কোন খোশ-খেয়ালীর খেয়াল বা ক্রীয়া-কৌতুক নহে। আল্লাহতা'লা উদ্দেশ্যহীন ভাবে এই বিপুল বিশ্বজগৎ সৃষ্টি করেন নাই এবং এই জগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও নিয়ন্ত্রণ নেচার বা প্রাকৃতিক শক্তির ন্যায় কোন অন্ধ শক্তির কার্য্য নহে। যাহারা আল্লাহতা'লাকে উদ্দেশ্যহীন, লক্ষ্যহীন, খোশ-খেয়ালী, ক্রিয়াশীল বা লীলাময় বলিয়া বিশ্বাস করে, তাহাদের ন্যায় হতভাগ্য, নির্ব্বোধ ও ভ্রান্ত আর কেহই নাই।

১৭। আল্লাহাতা'লা আরও বলিতেছেন যে, যদি আমি উদ্দেশ্যহীন, অসার ক্রীড়নক রূপে এই বিশ্ব-জগৎ সৃষ্টি করিতাম, তাহা হইলে তন্মধ্যে এই অনুপম ও অপরিবর্ত্তনীয় নিয়ম-শৃঙ্খলা কখনই বিদ্যমান থাকিত না। সেরূপ সৃষ্টির ইচ্ছা করিলে আমি নিজ হইতেই প্রতি মুহূর্ত্তে ঐরূপ কোটি কোটি জগৎ সৃষ্টি ও ধ্বংস করিতে পারিতাম ; তজ্জন্য আমাকে যুগ-যুগান্ত ধরিয়া ধর্ম্মনীতি ও সদুপদেশ প্রচারের কোনই আবশ্যকতা হইত না।

১৮। অতএব আমি সত্যকে অসত্যের উপর অবশ্যই জয়যুক্ত করিব। সত্যের আঘাতে অসত্যের মস্তক চূর্ণ হইবে অর্থাৎ সত্যধর্ম্ম প্রচারিত হইবার পর অসত্য ও ভ্রম-বিশ্বাস আপনিই অদৃশ্য বা তিরোহিত হইয়া যাইবে

১৯—২০। আল্লাহতা'লাই সমগ্র বিশ্ব-জগতের প্রভু। যাহারা তাঁহার সন্নিকটবর্ত্তী অথবা তাঁহার শক্তি ও মহিমা সম্বন্ধে যাহারা জ্ঞান অর্জ্জন করিয়াছে, তাহারা তদীয় উপাসনা অথবা সত্যধর্ম্ম সম্বন্ধে কখনই অহঙ্কার বা উপেক্ষা প্রকাশ করে না এবং তাহারা দিবা-রজনী নিয়মিত ভাবে তাঁহার আরাধনা-উপাসনায় অক্লান্তভাবে লিপ্ত থাকে।

২১। তবে কি তাহারা পৃথিবী হইতে উপাস্য-সমূহ গ্রহণ করিয়াছে—যে সৃষ্টি করিতে পারে? ২২। যদি উহার উভয়ের মধ্যে আল্লাহ ব্যতীত অন্য উপাস্য থাকিত তবে নিশ্চয় উভয়ের মধ্যে অশান্তি-উৎপাদিত হইত; অতএব তাহারা যেরূপ প্রশংসা-কীর্ত্তন করে, আর্শের প্রতিপালক তাহা হইতে পবিত্র। ২৩। তিনি যাহা করেন তদ্বিষয়ে প্রশ্ন হইবে না; এবং উহারাই জিজ্ঞাসিত হইবে। ২৪। তবে কি তাহারা তাঁহার পরিবর্ত্তে অন্য উপাস্য গ্রহণ করিয়াছে? তুমি বল—তোমাদের প্রকাশ্য-প্রমাণ আনয়ন কর; এই যে আমার সঙ্গে তাহাদের স্মৃতি এবং আমার পূর্ব্ববর্ত্তী-গণের স্মৃতি রহিয়াছে; কিন্তু তাহারা অধিকাংশই সত্যকে অবগত নহে; তজ্জন্য তাহারা বিমুখ হইয়া থাকে। ২৫। এবং আমি তোমার পূর্ব্বে এতদ্ব্যতীত কোন রসুল প্রেরণ করি নাই যে, আমি তাহার প্রতি প্রত্যাদেশ করিয়াছিলাম—নিশ্চয় আমি ব্যতীত অন্য উপাস্য নাই; অতএব

يَفْتُرُوْنَ ○ ٢١- اَمِ اتَّخَذُوْٓا اٰلِهَةً
مِّنَ الْاَرْضِ هُمْ يُنْشِرُوْنَ ○ ٢٢- لَوْ
كَانَ فِيْهِمَآ اٰلِهَةٌ اِلَّا اللّٰهُ لَفَسَدَتَا ج
فَسُبْحٰنَ اللّٰهِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا
يَصِفُوْنَ ○ ٢٣- لَا يُسْئَلُ عَمَّا
يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْئَلُوْنَ ○ ٢٤- اَمِ
اتَّخَذُوْا مِنْ دُوْنِهٖٓ اٰلِهَةً ط قُلْ هَاتُوْا
بُرْهَانَكُمْ ج هٰذَا ذِكْرُ مَنْ مَّعِيَ
وَذِكْرُ مَنْ قَبْلِيْ ط بَلْ اَكْثَرُهُمْ
لَا يَعْلَمُوْنَ لا الْحَقَّ فَهُمْ مُّعْرِضُوْنَ ○
٢٥- وَمَآ اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ
رَّسُوْلٍ اِلَّا نُوْحِيْٓ اِلَيْهِ اَنَّهٗ لَآ اِلٰهَ

২১—২২। যে সকল অংশীবাদী পৌত্তলিক আল্লাহ ব্যতীত অন্য উপাস্যের পূজা-আরাধনা করে, আল্লাহতা'লা তাহাদিকে লক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন যে, যদি আমি ব্যতীত অন্য কোন স্রষ্টা বা উপাস্য থাকিত, তবে পরস্পরে মতভেদ ও প্রতিযোগিতা হেতু এই বিশ্ব-জগৎ অশান্তির লীলা-নিকেতনে পরিণত হইয়া যাইত।

২৩। আল্লাহতা'লা আরও বলিয়া দিতেছেন যে, স্বীয় কার্য্যের জন্য আমাকে কাহারও নিকট কোন কৈফিয়ত দিতে হইবে না; কিন্তু ভ্রান্ত উপাস্য ও উপাসকবৃন্দের সকলেই আমার নিকট উপস্থিত ও অভিযুক্ত হইয়া স্ব স্ব কার্য্যের জবাবদিহী প্রদান ও শাস্তিভোগ করিতে হইবে।

২৪—২৫। আল্লাহতা'লা এই দুইটী আয়তে অবিশ্বাসী কাফেরদিগকে দৃঢ়তার সহিত আহ্বান করিয়া বলিতেছেন যে, আমি আমার একত্ব, অদ্বিতীয়ত্ব ও শক্তি-মহিমা প্রচার করিতে এবং তৎসহ দানব ও মানব-জাতিকে আমারই উপাসনা-পদ্ধতি শিক্ষা দিতে যুগে যুগে নবী ও রসুল প্রেরণ করিয়া আসিতেছি। যদি ইহার বিরুদ্ধে কেহ আমা ব্যতীত অন্য উপাস্যের উপাসনা ও অস্তিত্ব সম্বন্ধে কোন কথা প্রচার করিয়া থাকে, তবে তোমরা পূর্ব্ববর্ত্তী ও পরবর্ত্তী প্রত্যাদিষ্ট গ্রন্থ-সমূহ হইতে তাহার প্রমাণ উপস্থিত কর। এতদ্দ্বারা স্পষ্টই ঘোষণা করা হইতেছে যে, যদিও ইহুদী খৃষ্টান প্রভৃতি গ্রন্থানুগামী সম্প্রদায়-সমূহ অবিশ্বাসী ও অংশীবাদী পৌত্তলিকদিগের ন্যায় ভ্রান্ত ও বিপথগামী হইয়া গিয়াছে; কিন্তু তাহাদের মূল ধর্ম্মগ্রন্থ-সমূহে তাহাদের ঐ সকল অবিশ্বাস বা ভ্রান্তির অনুকূলে কোনই সুস্পষ্ট প্রমাণ নাই

আমারই উপাসনা কর। ২৬। এবং তাহারা বলে যে, সর্ব্বপ্রদাতা সন্তান-সন্ততি গ্রহণ করিয়াছে; তিনি পূত-পবিত্র; বরং তাহারা সম্মানিত সেবক মাত্র। ২৭। তাহারা কথোপকথনে তাহাকে অতিক্রম করে না এবং তাঁহারই আদেশে তাহারা কার্য্য করিয়া থাকে। ২৮। যাহা তাহাদের সম্মুখে ও যাহা তাহাদের পশ্চাতে আছে, তাহা তিনি পরিজ্ঞাত আছেন; তিনি যাহার প্রতি সন্তুষ্ট—তদ্ব্যতীত তাহারা কেহই অনুরোধ করিতে পারে না এবং তাঁহারই ভয়ে তাহারা ভীত হইয়া থাকে। ২৯। তাহাদের মধ্যে যে-কেহ বলিবে যে, নিশ্চয় তাঁহার পরিবর্ত্তে আমিই উপাস্য, তবে আমি তাহাকেই নরকে প্রতিফল প্রদান করিব—অত্যাচারীদিগকে আমি এইরূপেই প্রতিফল প্রদান করিয়া থাকি।

إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُوْنِ ○ ٢٦- وَقَالُوا
اتَّخَذَ الرَّحْمٰنُ وَلَدًا سُبْحٰنَهٗ ط بَلْ
عِبَادٌ مُّكْرَمُوْنَ ۙ ٢٧- لَا يَسْبِقُوْنَهٗ
بِالْقَوْلِ وَهُمْ بِأَمْرِهٖ يَعْمَلُوْنَ ○
٢٧- يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيْهِمْ وَمَا
خَلْفَهُمْ وَلَا يَشْفَعُوْنَ لا إِلَّا لِمَنِ
ارْتَضٰى وَهُمْ مِّنْ خَشْيَتِهٖ
مُشْفِقُوْنَ ○ ٢٩- وَمَنْ يَّقُلْ مِنْهُمْ
إِنِّيْ إِلٰهٌ مِّنْ دُوْنِهٖ فَذٰلِكَ نَجْزِيْهِ
جَهَنَّمَ ط كَذٰلِكَ نَجْزِي الظّٰلِمِيْنَ ع

৩য় রুকু—স্বর্গীয় প্রত্যাদেশের সত্যতার নিদর্শনাবলী

৩০। তবে কি অত্যাচারকারীরা লক্ষ্য করিতেছে না যে, নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডল সংবদ্ধ ছিল, তৎপর আমি উভয়কে প্রমুক্ত করিয়াছি এবং প্রত্যেক

٣٠- أَوَلَمْ يَرَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا أَنَّ
السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا

২৬—২৭। এই আয়তে খৃষ্টান জাতির পুত্রত্ববাদের প্রতিবাদ করিয়া বলিয়া দেওয়া হইতেছে যে, আল্লাহতা'লার অনুগৃহীত নবীগণের মধ্যে কেহই তাঁহার পুত্র নহে; বরং সকলেই তাঁহার কৃতজ্ঞ সেবক ও অনুগৃহীত দাস মাত্র। তাঁহারা অবিশ্বাসীদের ন্যায় আল্লাহতা'লা সম্বন্ধে কখনও ঐরূপ অসঙ্গত কল্পনা মনে স্থান দেন না; বরং তৎপরিবর্ত্তে তাহারা আল্লাহতা'লারই আদেশ ও নির্দ্দেশ অনুসারে সমস্ত কার্য্য করিয়া থাকেন।

২৮। আল্লাহতা'লা আরও বলিতেছেন যে, তিনিই সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্বশক্তিমান। সুতরাং নবীগণের সকলেই তাঁহাকে যথোচিত ভয় করিয়া থাকে এবং তদীয় অনুগ্রহ ব্যতীত কেহই তাঁহার নিকট কোন বিষয়ে অনুরোধ করিতে পারিবে না।

২৯। এই আয়তে আল্লাহতা'লা আরও স্পষ্টতর ভাষায় ঘোষণা করিতেছেন ঃ—নবীগণই হউক অথবা অন্য কেহ হউক, যদি কেহ এরূপ কথা বলে যে, আমি আল্লাহতা'লার পুত্র, দৌহিত্র অথবা তাঁহার উত্তরাধিকারী বা অংশী-উপাস্য, তবে তাহাকে অবশ্যই নরকে গমন করিয়া অতি কঠোর শাস্তি ভোগ করিতে হইবে। অবিশ্বাস ও অংশীবাদিতা-রূপ অমার্জ্জনীয় মহাপাপের প্রায়শ্চিত্ত ও শাস্তি ভোগ না করিয়া কেহই পরিত্রাণ পাইবে না।

৩০। রতক ও ফতক—এই শব্দদ্বয়ের অর্থ যথাক্রমে আবদ্ধ করা বা বদ্ধ হওয়া এবং পৃথক অথবা প্রমুক্ত করা। তফ্সীরকারগণ এই আয়তের বিভিন্নরূপ মর্ম্ম পরিগ্রহণ করিয়াছেন,

চেতন পদার্থকে সলিল হইতে সৃষ্টি
করিয়াছি; তবুও কি তাহারা বিশ্বাস
করিবে না? ৩১। এবং আমি এজন্য
ভূতলে পর্ব্বত-শ্রেণী সৃষ্টি করিয়াছি—যেন
উহা তৎসহ আন্দোলিত না হয়; এবং
আমি তন্মধ্যে প্রশস্ত পথ-সমূহ নির্ম্মাণ
করিয়া দিয়াছি—যেন তাহারা সুপথে
চালিত হয়। ৩২। এবং আমি আকাশকে
সুরক্ষিত ছাদ-স্বরূপ সৃষ্টি করিয়াছি এবং
তাহারা উহার নিদর্শনাবলী হইতে বিমুখ

فَفَتَقْنٰهُمَا ط وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَآءِ
كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ ط أَفَلَا يُؤْمِنُوْنَ ○
٣١- وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ
أَنْ تَمِيْدَ بِهِمْ ص وَجَعَلْنَا فِيْهَا
فِجَاجًا سُبُلًا لَّعَلَّهُمْ يَهْتَدُوْنَ ○
٣٢- وَجَعَلْنَا السَّمَآءَ سَقْفًا
مَّحْفُوْظًا ج وَّهُمْ عَنْ اٰيٰتِهَا

তন্মধ্যে হজরত এব্‌ন-আব্বাস, হাসান ও অধিকাংশ প্রসিদ্ধ তফ্‌সীরকারের মত এই যে, আকাশ বন্ধ হওয়া অর্থ বৃষ্টি না হওয়া এবং পৃথিবী বন্ধ হওয়া অর্থ উহাতে তরু-লতা ও শস্যাদি উদ্গত না হওয়া। পক্ষান্তরে আকাশ প্রমুক্ত করা অর্থ বৃষ্টি হওয়া এবং পৃথিবী প্রমুক্ত করা অর্থ উহাতে তরু-লতা ও ফল-শস্য উৎপন্ন হওয়া। আরব্য বাক্‌ধারা অনুসারে উপরোক্ত মর্ম্মেই আকাশ ও পৃথিবী বন্ধ হওয়া বা প্রমুক্ত হওয়া পদ ব্যবহৃত হইয়া থাকে। সুতরাং আয়তের মর্ম্ম এই যে, অবিশ্বাসীরা লক্ষ্য করিলেই বুঝিতে পারিবে—তাহাদের ধর্ম্মদ্রোহিতা ও অনাচারের জন্যই আমি আরবের আকাশ ও ভূমিকে বন্ধ করিয়া দিয়াছিলাম এবং তাহার ফলে অনাবৃষ্টি, অজন্মা ও দুর্ভিক্ষে সমগ্র দেশ ধ্বংস হইবার উপক্রম হইয়াছিল। অনন্তর আমার রসুলের কল্যাণেই তাহাদের জন্য উহা উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছি এবং তাহারই ফলে সুবৃষ্টি হইয়া প্রচুর তরু-লতা উদ্গত ও ফলশস্য উৎপন্ন হইয়া দেশবাসীর সমস্ত অভাব অভিযোগ ও দুঃখ দৈন্য ঘুচিয়া গিয়াছে। ঐতিহাসিকগণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন যে, হজরত রসুলোল্লার জন্মগ্রহণ ও নবুয়ত প্রাপ্তির অব্যাবহিত পূর্ব্বে ও পরে আরবে ঐরূপ ঘটনা উপস্থিত হইয়াছিল (তঃ হক্কানী)। কিন্তু কোন কোন আধুনিক তফ্‌সীরকার উক্ত আয়তের মর্ম্মে স্বর্গীয় প্রত্যাদেশ ও পার্থিব ধর্ম্ম-জীবনের বিভিন্ন-রূপ পর্য্যায়ক্রম বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।—তঃ মঃ আলি।

আলোচ্য আয়তের আর একটী বিষয় এই যে, আল্লাহতা'লা প্রত্যেক চেতন পদার্থকে সলিল হইতে সৃষ্টি করিয়াছেন। এই বাক্যেরও বিভিন্ন রূপ মর্ম্ম পরিগৃহীত হইতে পারে। প্রথমতঃ ইহা একটি অতি আধুনিক বৈজ্ঞানিক সত্য। সলিল যে সৃষ্টির এবং জীব ও উদ্ভিদ দেহের একটি প্রধানতঃ উপাদান, ইহা বৈজ্ঞানিকগণ অতি অল্পদিন মাত্র আবিষ্কার ও প্রমাণ করিতে সমর্থ হইয়াছেন। হজরত রসুলোল্লার সময়ে এবং তাঁহার পরবর্ত্তী বহু শতাব্দী পর্য্যন্ত লোকে এ তত্ত্ব আদৌ অবগত ছিল না। পবিত্র কোরান যে আল্লাহ হইতে অবতারিত অলৌকিক ঐশীগ্রন্থ, এই শ্রেণীর আয়ত-সমূহ তাহার এক উৎকৃষ্টতর অকাট্য প্রমাণ।

৩১। পৃথিবীতে পর্ব্বতমালা সৃষ্টির উদ্দেশ্য পূর্ব্বেই যথারীতি আলোচিত হইয়াছে। সুতরাং এখানে উহার পুনরুক্তি সম্পূর্ণ নিষ্প্রয়োজন। এই আয়তে প্রশস্ত পথ অর্থ সত্য-ধর্ম্ম। মানব-জাতিকে অধর্ম্ম ও অনাচারের কুপথ পরিত্যাগ করিয়া তাহাদিগকে ধর্ম্ম ও সদাচারের সুপথে পরিচালনা করিবার জন্যই আল্লাহতা'লা যুগে যুগে নবী ও রসুল প্রেরণ পূর্ব্বক সত্যধর্ম্ম প্রচার করিয়া আসিতেছেন।—সুরা নহল ২য় রুকু, ১৫শ আয়তের তফ্‌সীর দ্রষ্টব্য।

৩২। আল্লাহতা'লা বলিতেছেন যে, বিশ্ব-জগতের আবরণী বা ছাদ স্বরূপ আকাশ বা নভোমণ্ডল আমার সৃষ্টি-মহিমার অন্যতম উজ্জল নিদর্শন। অনন্ত আকাশের দ্বারা আমি কিরূপ-

مُعْرِضُونَ ○ ٣٣- وَهُوَ الَّذِي
خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ
وَالْقَمَرَ ؕ كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ ○
٣٤- وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّنْ قَبْلِكَ
الْخُلْدَ ؕ أَفَإِنْ مِّتَّ فَهُمُ
الْخٰلِدُونَ ○ ٣٥- كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ
الْمَوْتِ ؕ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ
فِتْنَةً ؕ وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ ○
٣٦- وَإِذَا رَاٰكَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ
يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا ؕ أَهٰذَا الَّذِي
يَذْكُرُ اٰلِهَتَكُمْ ج وَهُمْ بِذِكْرِ الرَّحْمٰنِ

হইতেছে। ৩৩। এবং তিনিই রজনী ও দিবস এবং সূর্য্য ও চন্দ্রকে সৃষ্টি করিয়াছেন—উহাদের প্রত্যেকেই আকাশে পরিক্রমণ করিতেছে। ৩৪। এবং আমি তোমার পূর্ব্বে কোন মানুষকেই চিরস্থায়ী করি নাই; অতঃপর যদি তুমি মৃত্যুপ্রাপ্ত হও, তবে কি তাহারা চিরকাল অবস্থান করিবে? ৩৫। প্রত্যেক জীবই মৃত্যুর আস্বাদ গ্রহণ করিবে; এবং তোমাকে মঙ্গল ও অমঙ্গলের পরীক্ষা দ্বারা পরীক্ষা করিয়া থাকি এবং তোমাদিগকে আমারই দিকে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে হইবে। ৩৬। এবং অবিশ্বাসকারীরা যখন তোমাকে অবলোকন করে, তখন তাহারা বিদ্রূপ ব্যতীত তোমাকে পরিত্যাগ করে না যে, এই কি সে—যে তোমাদের উপাসকগণ সম্বন্ধে উল্লেখ করিয়া থাকে? এবং উহারাই সর্ব্বপ্রদাতার স্মরণ সম্বন্ধে

ভাবে সমগ্র বিশ্ব-জগৎ পরিবেষ্টন করিয়া রাখিয়াছি, তাহা দেখিয়াও অবিশ্বাসীরা আমার বা আমার রসুলের প্রতি বিশ্বাস-স্থাপন করিতেছে না—বরং তাহারা সত্যের আলোক হইতে অসত্যের অন্ধকারে ফিরিয়া যাইতেছে।

৩৩। এতদ্ভিন্ন চন্দ্র-সূর্য্য ও দিবা-রজনী অনন্ত আকাশে পরিক্রমণ করিয়া আমারই সৃষ্টি-মহিমা প্রচার করিতেছে। ইহা প্রত্যক্ষ অবলোকন করিয়াও অবিশ্বাসীদের জ্ঞানচক্ষু উন্মিলিত হইতেছে না।

৩৪—৩৫। অনন্তর আল্লাহতা'লা হজরত রসুলোল্লাকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন—হে রসুল, তুমি জীবন-মৃত্যুর অধীন বলিয়া যাহারা তোমাকে নবী বলিয়া স্বীকার করিতেছে না এবং তোমার প্রচারিত সত্যধর্ম্ম অস্বীকার করিতেছে, তাহাদের জানা উচিত যে, ইহার পূর্ব্বেও আমি কাহাকেও চিরস্থায়ী অথবা অমর-রূপে সৃষ্টি করি নাই। অতএব তুমি অবিশ্বাসীদিগকে বলিয়া দাও যে, আমার সৃষ্টি-নিয়ম অনুযায়ী প্রত্যেক জীবকেই মৃত্যুর আস্বাদ গ্রহণ করিতে হইবে। তোমার মৃত্যু হইবে বলিয়া যাহারা সত্যধর্ম্ম অস্বীকার করিতেছে, মৃত্যুর হস্ত হইতে তাহারাও পরিত্রাণ পাইবে না। আমি তোমাকে তোমার সংসার জীবনে সুখ-দুঃখ ও মঙ্গল-অমঙ্গলের দ্বারা পরীক্ষা করিব; এ জন্য অবিশ্বাসীদের উৎসাহিত অথবা তোমার বিচলিত হইবার কোনই হেতু নাই। কারণ, পরিণামে তোমাদের সকলকেই স্ব স্ব কৃতকর্ম্মের ফলভোগ করিবার জন্য অবশ্যই আমার সমক্ষে উপস্থিত হইতে হইবে।

৩৬—৩৭। হজরত রসুলোল্লাহ অংশীবাদী আরবদিগের অংশীবাদিতা ও পৌত্তলিকতার প্রতিবাদ করিতেন বলিয়া তাহারা হজরত রসুলোল্লাকে সর্ব্বদাই উপহাস-বিদ্রূপ করিত এবং হজরত রসুলোল্লাহ তাহাদিগকে যে শাস্তির ভয়-প্রদর্শন করিতেন, তাহারা শীঘ্র শীঘ্র সেই শাস্তি আনয়ন করিতে বলিত। কারণ, তাহারা হজরত রসুলোল্লার ঐ ভয়-প্রদর্শনকে ভিত্তিহীন বাক্য

فَفَتَقْنٰهُمَا ط وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَآءِ
كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ ط اَفَلَا يُؤْمِنُوْنَ ۝
٣١- وَجَعَلْنَا فِي الْاَرْضِ رَوَاسِيَ
اَنْ تَمِيْدَ بِهِمْ ص وَجَعَلْنَا فِيْهَا
فِجَاجًا سُبُلًا لَّعَلَّهُمْ يَهْتَدُوْنَ ۝
٣٢- وَجَعَلْنَا السَّمَآءَ سَقْفًا
مَّحْفُوْظًا ج وَهُمْ عَنْ اٰيٰتِهَا

চেতন পদার্থকে সলিল হইতে সৃষ্টি করিয়াছি; তবুও কি তাহারা বিশ্বাস করিবে না? ৩১। এবং আমি এজন্য ভূতলে পর্ব্বত-শ্রেণী সৃষ্টি করিয়াছি—যেন উহা তৎসহ আন্দোলিত না হয়; এবং আমি তন্মধ্যে প্রশস্ত পথ-সমূহ নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছি—যেন তাহারা সুপথে চালিত হয়। ৩২। এবং আমি আকাশকে সুরক্ষিত ছাদ-স্বরূপ সৃষ্টি করিয়াছি এবং তাহারা উহার নিদর্শনাবলী হইতে বিমুখ

তন্মধ্যে হজরত এব্‌ন-আব্বাস, হাসান ও অধিকাংশ প্রসিদ্ধ তফ্‌সীরকারের মত এই যে, আকাশ বন্ধ হওয়া অর্থ বৃষ্টি না হওয়া এবং পৃথিবী বন্ধ হওয়া অর্থ উহাতে তরু-লতা ও শস্যাদি উদ্গত না হওয়া। পক্ষান্তরে আকাশ প্রমুক্ত করা অর্থ বৃষ্টি হওয়া এবং পৃথিবী প্রমুক্ত করা অর্থ উহাতে তরু-লতা ও ফল-শস্য উৎপন্ন হওয়া। আরব্য বাক্‌ধারা অনুসারে উপরোক্ত মর্ম্মেই আকাশ ও পৃথিবী বন্ধ হওয়া বা প্রমুক্ত হওয়া পদ ব্যবহৃত হইয়া থাকে। সুতরাং আয়তের মর্ম্ম এই যে, অবিশ্বাসীরা লক্ষ্য করিলেই বুঝিতে পারিবে—তাহাদের ধর্ম্মদ্রোহিতা ও অনাচারের জন্যই আমি আরবের আকাশ ও ভূমিকে বন্ধ করিয়া দিয়াছিলাম এবং তাহার ফলে অনাবৃষ্টি, অজন্মা ও দুর্ভিক্ষে সমগ্র দেশ ধ্বংস হইবার উপক্রম হইয়াছিল। অনন্তর আমার রসুলের কল্যাণেই তাহাদের জন্য উহা উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছি এবং তাহারই ফলে সুবৃষ্টি হইয়া প্রচুর তরু-লতা উদ্গত ও ফলশস্য উৎপন্ন হইয়া দেশবাসীর সমস্ত অভাব অভিযোগ ও দুঃখ দৈন্য ঘুচিয়া গিয়াছে। ঐতিহাসিকগণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন যে, হজরত রসুলোল্লার জন্মগ্রহণ ও নবুয়ত প্রাপ্তির অব্যাবহিত পূর্ব্বে ও পরে আরবে ঐরূপ ঘটনা উপস্থিত হইয়াছিল (তঃ হক্কানী)। কিন্তু কোন কোন আধুনিক তফ্‌সীরকার উক্ত আয়তের মর্ম্মে স্বর্গীয় প্রত্যাদেশ ও পার্থিব ধর্ম্ম-জীবনের বিভিন্ন-রূপ পর্য্যায়ক্রম বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।—তঃ মঃ আলি।

আলোচ্য আয়তের আর একটী বিষয় এই যে, আল্লাহতা'লা প্রত্যেক চেতন পদার্থকে সলিল হইতে সৃষ্টি করিয়াছেন। এই বাক্যেরও বিভিন্ন রূপ মর্ম্ম পরিগৃহীত হইতে পারে। প্রথমতঃ ইহা একটি অতি আধুনিক বৈজ্ঞানিক সত্য। সলিল যে সৃষ্টির এবং জীব ও উদ্ভিদ দেহের একটি প্রধানতঃ উপাদান, ইহা বৈজ্ঞানিকগণ অতি অল্পদিন মাত্র আবিষ্কার ও প্রমাণ করিতে সমর্থ হইয়াছেন। হজরত রসুলোল্লার সময়ে এবং তাঁহার পরবর্ত্তী বহু শতাব্দী পর্য্যন্ত লোকে এ তত্ত্ব আদৌ অবগত ছিল না। পবিত্র কোরান যে আল্লাহ হইতে অবতারিত অলৌকিক ঐশীগ্রন্থ, এই শ্রেণীর আয়ত-সমূহ তাহার এক উৎকৃষ্টতর অকাট্য প্রমাণ।

৩১। পৃথিবীতে পর্ব্বতমালা সৃষ্টির উদ্দেশ্য পূর্ব্বেই যথারীতি আলোচিত হইয়াছে। সুতরাং এখানে উহার পুনরুক্তি সম্পূর্ণ নিষ্প্রয়োজন। এই আয়তে প্রশস্ত পথ অর্থ সত্য-ধর্ম্ম। মানব-জাতিকে অধর্ম্ম ও অনাচারের কুপথ পরিত্যাগ করিয়া তাহাদিগকে ধর্ম্ম ও সদাচারের সুপথে পরিচালনা করিবার জন্যই আল্লাহতা'লা যুগে যুগে নবী ও রসুল প্রেরণ পূর্ব্বক সত্যধর্ম্ম প্রচার করিয়া আসিতেছেন।—সুরা নহল ২য় রুকু, ১৫শ আয়তের তফ্‌সীর দ্রষ্টব্য।

৩২। আল্লাহতা'লা বলিতেছেন যে, বিশ্ব-জগতের আবরণী বা ছাদ স্বরূপ আকাশ বা নভোমণ্ডল আমার সৃষ্টি-মহিমার অন্যতম উজ্জ্বল নিদর্শন। অনন্ত আকাশের দ্বারা আমি কিরূপ-

হইতেছে। ৩৩। এবং তিনিই রজনী ও দিবস এবং সূর্য্য ও চন্দ্রকে সৃষ্টি করিয়াছেন—উহাদের প্রত্যেকেই আকাশে পরিক্রমণ করিতেছে। ৩৪। এবং আমি তোমার পূর্ব্বে কোন মানুষকেই চিরস্থায়ী করি নাই; অতঃপর যদি তুমি মৃত্যুপ্রাপ্ত হও, তবে কি তাহারা চিরকাল অবস্থান করিবে? ৩৫। প্রত্যেক জীবই মৃত্যুর আস্বাদ গ্রহণ করিবে; এবং তোমাকে মঙ্গল ও অমঙ্গলের পরীক্ষা দ্বারা পরীক্ষা করিয়া থাকি এবং তোমাদিগকে আমারই দিকে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে হইবে। ৩৬। এবং অবিশ্বাসকারীরা যখন তোমাকে অবলোকন করে, তখন তাহারা বিদ্রূপ ব্যতীত তোমাকে পরিত্যাগ করে না যে, এই কি সে—যে তোমাদের উপাসকগণ সম্বন্ধে উল্লেখ করিয়া থাকে? এবং উহারাই সর্ব্বপ্রদাতার স্মরণ সম্বন্ধে

مُّعْرِضُوْنَ ۝ ٣٣- وَهُوَ الَّذِىْ
خَلَقَ الَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ
وَالْقَمَرَ ط كُلٌّ فِىْ فَلَكٍ يَّسْبَحُوْنَ ۝
٣٤- وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّنْ قَبْلِكَ
الْخُلْدَ ط اَفَائِنْ مِّتَّ فَهُمُ
الْخٰلِدُوْنَ ۝ ٣٥- كُلُّ نَفْسٍ ذَآئِقَةُ
الْمَوْتِ ط وَنَبْلُوْكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ
فِتْنَةً ط وَاِلَيْنَا تُرْجَعُوْنَ ۝
٣٦- وَاِذَا رَاٰكَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اِنْ
يَّتَّخِذُوْنَكَ اِلَّا هُزُوًا ط اَهٰذَا الَّذِىْ
يَذْكُرُ اٰلِهَتَكُمْ ج وَهُمْ بِذِكْرِ الرَّحْمٰنِ

ভাবে সমগ্র বিশ্ব-জগৎ পরিবেষ্টন করিয়া রাখিয়াছি, তাহা দেখিয়াও অবিশ্বাসীরা আমার বা আমার রসুলের প্রতি বিশ্বাস-স্থাপন করিতেছে না—বরং তাহারা সত্যের আলোক হইতে অসত্যের অন্ধকারে ফিরিয়া যাইতেছে।

৩৩। এতদ্ভিন্ন চন্দ্র-সূর্য্য ও দিবা-রজনী অনন্ত আকাশে পরিক্রমণ করিয়া আমারই সৃষ্টি-মহিমা প্রচার করিতেছে। ইহা প্রত্যক্ষ অবলোকন করিয়াও অবিশ্বাসীদের জ্ঞানচক্ষু উন্মিলিত হইতেছে না।

৩৪—৩৫। অনন্তর আল্লাহতা'লা হজরত রসুলোল্লাকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন—হে রসুল, তুমি জীবন-মৃত্যুর অধীন বলিয়া যাহারা তোমাকে নবী বলিয়া স্বীকার করিতেছে না এবং তোমার প্রচারিত সত্যধর্ম্ম অস্বীকার করিতেছে, তাহাদের জানা উচিত যে, ইহার পূর্ব্বেও আমি কাহাকেও চিরস্থায়ী অথবা অমর-রূপে সৃষ্টি করি নাই। অতএব তুমি অবিশ্বাসীদিগকে বলিয়া দাও যে, আমার সৃষ্টি-নিয়ম অনুযায়ী প্রত্যেক জীবকেই মৃত্যুর আস্বাদ গ্রহণ করিতে হইবে। তোমার মৃত্যু হইবে বলিয়া যাহারা সত্যধর্ম্ম অস্বীকার করিতেছে, মৃত্যুর হস্ত হইতে তাহারাও পরিত্রাণ পাইবে না। আমি তোমাকে তোমার সংসার জীবনে সুখ-দুঃখ ও মঙ্গল-অমঙ্গলের দ্বারা পরীক্ষা করিব; এ জন্য অবিশ্বাসীদের উৎসাহিত অথবা তোমার বিচলিত হইবার কোনই হেতু নাই। কারণ, পরিণামে তোমাদের সকলকেই স্ব স্ব কৃতকর্ম্মের ফলভোগ করিবার জন্য অবশ্যই আমার সমক্ষে উপস্থিত হইতে হইবে।

৩৬—৩৭। হজরত রসুলোল্লাহ অংশীবাদী আরবদিগের অংশীবাদিতা ও পৌত্তলিকতার প্রতিবাদ করিতেন বলিয়া তাহারা হজরত রসুলোল্লাকে সর্ব্বদাই উপহাস-বিদ্রূপ করিত এবং হজরত রসুলোল্লাহ তাহাদিগকে যে শাস্তির ভয়-প্রদর্শন করিতেন, তাহারা শীঘ্র শীঘ্র সেই শাস্তি আনয়ন করিতে বলিত। কারণ, তাহারা হজরত রসুলোল্লার ঐ ভয়-প্রদর্শনকে ভিত্তিহীন বাক্য

هُمْ كٰفِرُوْنَ ○ ৩৭- خُلِقَ الْاِنْسَانُ
مِنْ عَجَلٍ ؕ سَاُورِيْكُمْ اٰيٰتِيْ فَلَا
تَسْتَعْجِلُوْنِ ○ ৩৮- وَيَقُوْلُوْنَ
مَتٰى هٰذَا الْوَعْدُ اِنْ كُنْتُمْ
صٰدِقِيْنَ ○ ৩৯- لَوْ يَعْلَمُ الَّذِيْنَ
كَفَرُوْا حِيْنَ لَا يَكُفُّوْنَ عَنْ وُجُوْهِهِمُ
النَّارَ وَلَا عَنْ ظُهُوْرِهِمْ وَلَا هُمْ
يُنْصَرُوْنَ ○ ৪০- بَلْ تَاْتِيْهِمْ بَغْتَةً
فَتَبْهَتُهُمْ فَلَا يَسْتَطِيْعُوْنَ رَدَّهَا وَلَا
هُمْ يُنْظَرُوْنَ ○ ৪১- وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ
بِرُسُلٍ مِّنْ قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِيْنَ
سَخِرُوْا مِنْهُمْ مَّا كَانُوْا بِهٖ
يَسْتَهْزِءُوْنَ ع

অস্বীকার করিয়া থাকে। ৩৭। মানুষ সত্বরতা-প্রিয়রূপে সৃষ্ট হইয়াছে; আমি অচিরেই তোমাদিগকে আমার নিদর্শনাবলী প্রদর্শন করিব—অতএব তোমরা সত্বরতা করিও না। ৩৮। এবং তাহারা বলে, কবে এই প্রতিশ্রুতি সংগঠিত হইবে—যদি তোমরা সত্যবাদী হও। ৩৯। যদি অবিশ্বাসকারীরা সেই সময় অবগত হইত—যখন তাহারা স্ব স্ব মুখমণ্ডল হইতে ও পৃষ্ঠদেশ হইতে অগ্নি নিবারিত করিতে পারিবে না এবং তাহারা সাহায্যও প্রাপ্ত হইবে না। ৪০। বরং সেই ঘটিকা তাহাদের নিকট অকস্মাৎ উপনীত হইবে, তখন তাহারা স্তম্ভিত হইয়া যাইবে; অতঃপর তাহারা উহা নিবারণ করিতে পারিবে না এবং তাহারা অবকাশও পাইবে না। ৪১। এবং নিশ্চয় তোমার পূর্ব্বেও রসুলগণের সহিত বিদ্রূপ করা হইয়াছিল; অনন্তর তাহাদের মধ্যে যাহারা বিদ্রূপ করিত; তাহাদিগকে বিদ্রূপ পরিবেষ্টন করিয়া লইয়াছিল—যেরূপ তাহারা বিদ্রূপ করিত।

ব্যতীত আর কিছুই বলিয়া মনে করিত না। তাই আল্লাহতা'লা বলিতেছেন যে, মানুষের স্বভাবই ঐরূপ। আমি তাহাদিগকে পুনঃ পুনঃ আমার অনুগ্রহ প্রার্থনা করিতে বলিতেছি; কিন্তু তাহারা তৎপরিবর্ত্তে নিজেদের স্বভাবধর্ম্ম অনুযায়ী শীঘ্র শীঘ্র আমার শাস্তি প্রার্থনা করিতেছে! ফলতঃ এই হটকারিতার জন্য তাহারা অচিরেই আমার শাস্তি অবলোকন করিবে এবং আমার শাস্তির ভীষণতা ও আমার রসুলের বাক্যের সত্যতা তাহারা তখনই বুঝিতে পারিবে।

৩৮—৩৯। অবিশ্বাসীরা হজরত রসুলোল্লাকে বিদ্রূপ করিয়া বলিত যে, আল্লাহতা'লার সেই বিচার ও শাস্তি কবে সংঘটিত হইবে? আল্লাহতা'লা তাহার উত্তরে বলিয়া দিতেছেন যে, যদি অবিশ্বাসীরা সেই সময় অবগত হইত—যখন তাহারা চারিদিক হইতে নরকের ভয়াবহ অগ্নি দ্বারা আক্রান্ত হইবে এবং সেই অগ্নি নিবারণের কোনই উপায় থাকিবে না এবং তাহারা তথায় কোন সাহায্যও পাইবে না, তাহা হইলে তাহারা কখনই এরূপ কথা বলিত না।

৪০। আল্লাহতা'লা আরও বলিয়া দিতেছেন যে, সেই সঙ্কট সময় তাহাদের নিকট অতি অকস্মাৎ উপস্থিত হইবে এবং তাহারা তখন ভয়ে ও বিস্ময়ে স্তম্ভিত হইয়া যাইবে! তখন তাহাদের পরিত্রাণের কোনই উপায় থাকিবে না এবং তাহারা সেই শাস্তি হইতে একটুও অবকাশ পাইবে না।

৪১। অনন্তর আল্লাহতা'লা হজরত রসুলোল্লাকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন যে, তোমার পূর্ব্ববর্ত্তী রসুলগণের সহিতও অবিশ্বাসীরা আমার ভয় প্রদর্শন ও শাস্তি সম্বন্ধে এইরূপ উপহাস-বিদ্রূপ করিত। কিন্তু পরিণামে সেই ভয়ঙ্কর শাস্তি দ্বারাই তাহারা আক্রান্ত ও ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছিল।

৪র্থ—রুকু আল্লাহতা'লার অনুগ্রহ ও করুণার নিদর্শনাবলী

৪২। তুমি বল—সর্ব্বপ্রদাতা অপেক্ষা কে তোমাদিগকে রজনীতে ও দিবসে সংরক্ষণ করিতেছে—বরং তাহারা স্বীয় প্রতিপালকের স্মরণ হইতে বিমুখ হইতেছে। ৪৩। তাহাদের জন্য কি এরূপ উপাস্যসমূহ আছে—যে তাহাদিগকে সংরক্ষণ করিতেছে—তাহারা ত নিজেকেই সাহায্য করিতে পারে না এবং তাহারা আমা হইতেও সুরক্ষিত হইবে না। ৪৪। বরং আমি তাহাদিগকে ও তাহাদের পিতৃপুরুষদিগকে সুখ-সম্পদ দান করিয়াছি এবং তাহাদের আয়ুষ্কাল অতিক্রান্ত হইয়াছিল; তবুও কি তাহারা লক্ষ্য করিতেছে না যে, আমি পৃথিবীকে উহার প্রান্তসমূহ হইতে সঙ্কোচ করিয়া আসিতেছি; অতঃপর তাহারাই কি পরাক্রান্ত হইবে? ৪৫। তুমি বল—আমি তোমাদিগকে কেবলমাত্র প্রত্যাদেশ দ্বারা ভয়-প্রদর্শন করিতেছি এবং যখন ভয়-প্রদর্শিত হয়, তখন বধির আহ্বান করিলেও শ্রবণ করিতে পারে না।

٤٢- قُلْ مَنْ يَّكْلَؤُكُمْ بِالَّيْلِ وَالنَّهَارِ
مِنَ الرَّحْمٰنِ ط بَلْ هُمْ عَنْ ذِكْرِ
رَبِّهِمْ مُّعْرِضُوْنَ ○ ٤٣- اَمْ لَهُمْ
اٰلِهَةٌ تَمْنَعُهُمْ مِّنْ دُوْنِنَا ط لَا
يَسْتَطِيْعُوْنَ نَصْرَ اَنْفُسِهِمْ وَلَا هُمْ
مِّنَّا يُصْحَبُوْنَ ○ ٤٤- بَلْ مَتَّعْنَا
هٰٓؤُلَاۤءِ وَاٰبَاۤءَهُمْ حَتّٰى طَالَ عَلَيْهِمُ
الْعُمُرُ ط اَفَلَا يَرَوْنَ اَنَّا نَاْتِى
الْاَرْضَ نَنْقُصُهَا مِنْ اَطْرَافِهَا ط اَفَهُمُ
الْغٰلِبُوْنَ ○ ٤٥- قُلْ اِنَّمَاۤ اُنْذِرُكُمْ
بِالْوَحْىِ صلے وَلَا يَسْمَعُ الصُّمُّ
الدُّعَاۤءَ اِذَا مَا يُنْذَرُوْنَ ○ ٤٦- وَلَئِنْ

৪২। অতঃপর আল্লাহতা'লা দিবা-রজনী সর্ব্বক্ষণ যেরূপ সযত্নে মানব-জাতিকে সংরক্ষণ ও প্রতিপালন করিতেছেন, তাহা স্মরণ করাইয়া দিয়া বলিতেছেন যে, এই সমস্ত বিষয় লক্ষ্য করিবার পরেও যাহারা আমার উপাসনা হইতে বিমুখ হইয়া অধর্ম্মের অনুসরণ করে, তাহাদের অপেক্ষা অধম ও অকৃতজ্ঞ আর কেহই নাই।

৪৩। আল্লাহতা'লা ঐ সঙ্গে আরও বলিয়া দিতেছেন যে, আমি ভিন্ন অবিশ্বাসীদের এমন কোনই উপাস্য নাই—যে তাহাদিগকে সংরক্ষণ ও সাহায্য করিতে পারে। বরং তাহাদের ঐ সকল ভ্রান্ত উপাস্য ত নিজেকেই সংরক্ষণ ও সাহায্য করিতে সমর্থ নহে এবং তাহারা আমা হইতেও ঐ সম্বন্ধে কোন সাহায্য প্রাপ্ত হইবে না।

৪৪। আল্লাহতা'লা বলিতেছেন—আমিই অবিশ্বাসীকুল ও তাহাদের পিতৃপুরুষদিগকে ধন-জন ও সুখ-সম্পদ দান করিয়াছিলাম; কিন্তু নিজেদের অবিশ্বাস, অবাধ্যতা, অকৃতজ্ঞতা ও অধর্ম্ম-আচরণের জন্যই তাহারা ধ্বংসপ্রাপ্ত ও মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিল। "পৃথিবীকে উহার প্রান্ত হইতে সঙ্কোচ করার" মর্ম্ম ইতিপূর্ব্বেই বর্ণিত হইয়াছে।—সুরা রা'দ, ৪১ আয়তের তফ্‌সীর দ্রষ্টব্য।

৪৫। আল্লাহতা'লা আরও বলিতেছেন:—আমি লোকের মঙ্গলের জন্যই তাহাদিগকে প্রত্যাদেশ দ্বারা ভয়-প্রদর্শন পূর্ব্বক সতর্ক করিয়া দিতেছি। কিন্তু শ্রুতিশক্তিহীন অবিশ্বাসী বধিরেরা কর্ণ থাকিতেও তাহা শ্রবণ করিতেছে না।

مَسَّتْهُمْ نَفْحَةٌ مِّنْ عَذَابِ رَبِّكَ
لَيَقُولُنَّ يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ ○
٤٧- وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ
الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا ط وَإِنْ
كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ
أَتَيْنَا بِهَا ط وَكَفَىٰ بِنَا حَاسِبِينَ ○
٤٨- وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ وَهَارُونَ
الْفُرْقَانَ وَضِيَاءً وَذِكْرًا لِّلْمُتَّقِينَ ع
٤٩- الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ
وَهُمْ مِّنَ السَّاعَةِ مُشْفِقُونَ ○
٥٠- وَهَٰذَا ذِكْرٌ مُّبَارَكٌ أَنْزَلْنَاهُ ط
أَفَأَنْتُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ ع

৪৬। এবং যদি তোমার প্রতিপালকের
শাস্তি হইতে একটী ঝাপ্‌টা তাহাদিগকে
স্পর্শ করে, তবে তাহারা নিশ্চয় বলিবে,
আমাদের জন্য আক্ষেপ—নিশ্চয়ই আমরা
অত্যাচারী ছিলাম। ৪৭। এবং উত্থান-
দিবসে আমি ন্যায়ের তুলাদণ্ড সংস্থাপিত
করিব, তখন কেহই অত্যাচারিত হইবে
না এবং যদি উহা শর্ষপ-বীজ পরিমিতও
হয়, তবে তাহাও উপস্থাপিত করা হইবে
এবং আমিই হিসাব-গ্রহণে যথেষ্ট।
৪৮। এবং নিশ্চয় আমি মুসা ও হারুনকে
প্রভেদকারী ও আলোক দান করিয়া-
ছিলাম এবং ধর্ম্মভীরুদিগের জন্য
উপদেশ। ৪৯। যাহারা অদৃশ্য বিষয়ে
স্বীয় প্রতিপালকের ভয় করে, তাহারাই
সেই সময় সম্বন্ধে আশঙ্কা করিয়া
থাকে। ৫০। এবং ইহাই কল্যাণকর
উপদেশ—যাহা আমি অবতীর্ণ করিয়াছি,
তবুও কি তোমরা ইহা অগ্রাহ্য করিবে?

৪৬। এই আয়তে বলা হইয়াছে যে, অবিশ্বাসীরা আল্লাহতা'লার যে সকল শাস্তি সম্বন্ধে অবিশ্বাস ও বিদ্রূপ করিয়া থাকে, যদি সেই সকল ভীষণ শাস্তির একটা ঝাপ্‌টা আসিয়া তাহাদিগকে আক্রমণ করে, তখন তাহারা সকলেই অনুতাপ সহকারে আক্ষেপ ও ত্রুটী স্বীকার করিতে থাকিবে।

৪৭। এই আয়তে পুনরুত্থান ও মহাবিচারের দিন আল্লাহতা'লা যে ন্যায়-বিচারের তুলাদণ্ড স্থাপন করিবেন, তদ্বিষয়ে উল্লেখ করা হইয়াছে। সেদিন সমস্ত মানব তাহাদের ক্ষুদ্র-বৃহৎ প্রত্যেক সদসৎ কার্য্যের প্রতিদান ও প্রতিফল প্রাপ্ত হইবে এবং কাহারও প্রতি কোনরূপ অবিচার করা হইবে না।—সুরা আ'রাফ, ৮ম আয়তের তফ্‌সীর দ্রষ্টব্য।

৪৮। অনন্তর আল্লাহতা'লা হজরত মুসা ও হারুনের প্রসঙ্গ উত্থাপন করিয়া বলিতেছেন যে, তাহাদিগকে আমি যেরূপ প্রভেদকারী শক্তি, সত্যের আলোক ও মানব-জাতির জন্য সদুপদেশ প্রদানকারী গ্রন্থ দান করিয়াছিলাম, আমার প্রিয় রসুলকেও আমি সেইরূপ শক্তি, জ্যোতি ও সদুপদেশ-পূর্ণ গ্রন্থ প্রদান করিয়াছি। সুতরাং হজরত মুসার ন্যায় তিনিও পরাক্রান্ত অবিশ্বাসী শত্রুদিগকে পরাস্ত করিয়া জগতে সত্যের আলোক সম্প্রসারিত করিবেন।

৪৯। যাহারা আমার অনন্ত শক্তি ও অদৃশ্য বিষয়-সমূহে বিশ্বাস-স্থাপন করিয়াছে, তাহারা অবশ্যই আমার সুবিচার ও শাস্তি সম্বন্ধে আশঙ্কা করিয়া থাকে।

৫০। অতএব আমার রসুলের প্রতি আমি এই যে কোরান শরিফ অবতীর্ণ করিয়াছি, ইহাই বিশ্ব-মানবের সর্ব্বোৎকৃষ্ট ধর্ম্মগ্রন্থ, মুক্তিপন্থা ও কল্যাণকর উপদেশ। যাহারা ইহা অগ্রাহ্য

৫ম রুকু—হজরত এবরাহিম, এসহাক, এয়াকুব ও লুতের প্রসঙ্গ

৫১। এবং নিশ্চয় আমি পূর্ব্বেই এবরাহিমকে সুদৃঢ়-পথ প্রদান করিয়াছিলাম এবং আমি তাহার সম্বন্ধে সম্যক পরিজ্ঞাত ছিলাম। ৫২। যখন সে তাহার পিতা ও তাহার সম্প্রদায়কে বলিয়াছিল—এগুলি কিসের প্রতিমূর্ত্তি, যাহার প্রতি তোমরা অনুরক্ত রহিয়াছ? ৫৩। তাহারা বলিয়াছিল—আমরা স্বীয় পিতৃপুরুষদিগকে ইহাদের উপাসনায় প্রাপ্ত হইয়াছি। ৫৪। সে বলিয়াছিল, নিশ্চয় তোমরা ও তোমাদের পিতৃপুরুষগণ প্রকাশ্য ভ্রান্তির মধ্যে রহিয়াছে। ৫৫। তাহারা বলিয়াছিল—তুমি কি আমাদের নিকট সত্য আনয়ন করিয়াছ অথবা তুমি ক্রীড়া করিতেছ? ৫৬। সে বলিয়াছিল—তোমাদের প্রতিপালকই নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের প্রতিপালক, যিনি উহাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছেন এবং আমি এতদ্বিষয়ে সাক্ষীগণেরই অন্তর্গত।

৫১- وَلَقَدْ اٰتَيْنَآ اِبْرٰهِيْمَ رُشْدَهٗ مِنْ
قَبْلُ وَكُنَّا بِهٖ عٰلِمِيْنَ ۚ ৫২- اِذْ
قَالَ لِاَبِيْهِ وَقَوْمِهٖ مَا هٰذِهِ التَّمَاثِيْلُ
الَّتِيْٓ اَنْتُمْ لَهَا عٰكِفُوْنَ ০ ৫৩- قَالُوْا
وَجَدْنَآ اٰبَآءَنَا لَهَا عٰبِدِيْنَ ০
৫৪- قَالَ لَقَدْ كُنْتُمْ اَنْتُمْ وَاٰبَآؤُكُمْ
فِيْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ ০ ৫৫- قَالُوْٓا
اَجِئْتَنَا بِالْحَقِّ اَمْ اَنْتَ مِنَ
اللّٰعِبِيْنَ ০ ৫৬- قَالَ بَلْ رَّبُّكُمْ
رَبُّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ الَّذِيْ
فَطَرَهُنَّ ۖ وَاَنَا عَلٰى ذٰلِكُمْ مِّنَ

করিবে, তাহারা নিজ দোষেই নিজেদের অকল্যাণ ও ধ্বংসের উপকরণ ডাকিয়া আনিবে। তাহাদের পরিত্রাণের কোনই উপায় থাকিবে না।

৫১। এই রুকুর প্রথমেই মহানবী হজরত এবরাহিমের প্রসঙ্গ উল্লেখ করা হইয়াছে। হজরত এবরাহিমের প্রসঙ্গ কোরান শরিফের আরও বহুস্থানে বর্ণিত হইয়াছে।—কোঃ ২য়, ৩য়, ৪র্থ, ৬ষ্ঠ, ৯ম, ১১শ, ১২শ, ১৪শ, ১৫শ, ১৬শ, ১৯শ, ২১শ, ২২শ, ২৬শ, ২৯শ, ৩৭শ, ৩৮শ, ৪৩শ, ৫১শ, ৫৭শ, ও ৬০শ স্থরার বিভিন্ন রুকু ও বিভিন্ন আয়তের তফসীর দ্রষ্টব্য

৫২—৫৩। হজরত এবরাহিম স্বীয় দেশবাসী ও আত্মীয়-স্বজনদিগকে অসার প্রতিমা পূজায় নিরত দেখিয়া বলিয়াছিলেন, তোমরা কোন্ ধর্ম্মানুযায়ী এসব কিসের উপাসনা করিতেছ? তাহারা বলিয়াছিল—আমরা আমাদের পিতৃপুরুষদিগকে এই ধর্ম্মে প্রাপ্ত হইয়াছি এবং তাহাদেরই অনুসরণে এই সকল প্রতিমার পূজা-উপাসনা করিতেছি।

৫৪। হজরত এবরাহিম বলিয়াছিলেন—তোমরা ও তোমাদের পূর্ব্ব-পুরুষগণের সকলেই ভ্রান্ত। এই অসার নির্জীব প্রতিমার পূজা-উপাসনা করিয়া তোমাদের কোনই ফল হইবে না।

৫৫—৫৬। তাহারা হজরত এবরাহিমকে বলিয়াছিল—তুমি কি আমাদের নিকট সত্য-সত্যই কোন নূতন ধর্ম্ম আনয়ন করিয়াছ—না ক্রীড়া-ছলে উপহাস-বিদ্রূপ করিতেছ? হজরত এবরাহিম তখন বলিয়াছিলেন যে, একমাত্র মহান্ আল্লাই সমগ্র বিশ্ব-জগতের স্রষ্টা ও প্রতিপালক এবং আমি সাক্ষ্য দিতেছি যে, তিনি ভিন্ন মানবের আর কোনই উপাস্য নাই।

الشّٰهِدِيْنَ ○ ৫৭- وَتَاللّٰهِ لَاَكِيْدَنَّ
اَصْنَامَكُمْ بَعْدَ اَنْ تُوَلُّوْا مُدْبِرِيْنَ ○
৫৮- فَجَعَلَهُمْ جُذٰذًا اِلَّا كَبِيْرًا لَّهُمْ
لَعَلَّهُمْ اِلَيْهِ يَرْجِعُوْنَ ○ ৫৯- قَالُوْا
مَنْ فَعَلَ هٰذَا بِاٰلِهَتِنَآ اِنَّهٗ لَمِنَ
الظّٰلِمِيْنَ ○ ৬০- قَالُوْا سَمِعْنَا
فَتًى يَّذْكُرُهُمْ يُقَالُ لَهٗٓ اِبْرٰهِيْمُ ○
৬১- قَالُوْا فَاْتُوْا بِهٖ عَلٰٓى اَعْيُنِ
النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَشْهَدُوْنَ ○ ৬২- قَالُوْٓا
ءَاَنْتَ فَعَلْتَ هٰذَا بِاٰلِهَتِنَا
يٰٓاِبْرٰهِيْمُ ○ ৬৩- قَالَ بَلْ فَعَلَهٗ قلے

৫৭। এবং আল্লাহ করেন ত—নিশ্চয় তোমাদের পৃষ্ঠ প্রদর্শন পূর্ব্বক ফিরিয়া যাইবার পর আমি তোমাদের প্রতিমা-পুঞ্জের অনিষ্ট-সাধন করিব। ৫৮। অতঃপর সে উহাদের প্রধানতম ব্যতীত উহা-দিগকে বিচূর্ণ করিয়া দিয়াছিল—যেন তাহারা উহারই দিকে প্রত্যাবর্ত্তিত হয়। ৫৯। তাহারা বলিয়াছিল—কে আমাদের উপাস্যগণের সহিত এরূপ করিয়াছে? নিশ্চয়ই সে অত্যাচারিগণের অন্তর্ভুক্ত। ৬০। তাহারা বলিয়াছিল—আমরা জনৈক যুবককে তাহাদের সম্বন্ধে আলোচনা করিতে শুনিয়াছি—তাহাকে এবরাহিম বলা হইয়া থাকে। ৬১। তাহারা বলিয়া-ছিল—অতএব তাহাকে লোক লোচনের সমক্ষে আনয়ন কর—যেন তাহারা সাক্ষ্য প্রদান করিতে পারে। ৬২। তাহারা বলিয়াছিল—হে এবরাহিম, তুমিই কি আমাদের উপাস্যগণের সহিত এরূপ করিয়াছ? ৬৩। সে বলিয়াছিল, অবশ্যই কেহ ইহা করিয়াছে; এই যে উহাদের

৫৭। হজরত এবরাহিম আরও বলিয়াছিলেন যে, আল্লাহতা'লার ইচ্ছা হইলে তোমরা এখান হইতে চলিয়া যাওয়ার পর নিশ্চয় আমি তোমাদের উপাস্য—এই অসার প্রতিমা-পুঞ্জের অনিষ্ট সাধন করিব।

৫৮। অনন্তর পৌত্তলিকেরা চলিয়া যাইবার পর হজরত এবরাহিম প্রধান প্রতিমা ব্যতীত আর সবগুলিকেই ভাঙ্গিয়া চূর্ণ করিয়া রাখিয়া দিয়াছিলেন। ইহুদী ও খৃষ্টান জাতির পৌরাণিক সাহিত্যেও ইহার স্পষ্ট প্রমাণ রহিয়াছে।—তঃ মঃ আলি।

৫৯—৬০। অতঃপর পৌত্তলিকেরা যখন পুনরায় পূজার জন্য ঐ দেব-মন্দিরে উপস্থিত হইয়াছিল, তখন তাহাদের উপাস্য প্রতিমাগুলিকে ভগ্ন ও চূর্ণ অবস্থায় দেখিয়া তাহারা পরস্পর জিজ্ঞাসা করিয়াছিল যে, কে আমাদের উপাস্য প্রতিমাগুলির এইরূপ দুর্দ্দশা করিয়াছে? তখন তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ বলিয়াছিল যে, এবরাহিম নামক জনৈক যুবককেই আমরা প্রতিমা-পূজা সম্বন্ধে বিরুদ্ধ আলোচনা করিতে শুনিয়াছি; সম্ভবতঃ সে-ই ইহা করিয়াছে।

৬১—৬২। তখন তাহারা হজরত এবরাহিমকে তথায় আনয়ন করিয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিল যে, তুমিই কি আমাদের উপাস্য প্রতিমাগুলিকে ভগ্ন-চূর্ণ করিয়া তাহাদের এইরূপ দুর্দ্দশা করিয়াছ?

৬৩। এই আয়তে অনুবাদ ও তফ্‌সীরে বিভিন্ন মত পরিদৃষ্ট হয়। অধিকাংশ তফ্‌সীরকার উক্ত আয়তের অনুবাদে লিখিয়াছেন—"সে বলিয়াছিল, বরং উহাদের প্রধানতমই ইহা করিয়াছে; যদি উহারা বলিতে সমর্থ হয়, তবে উহাদিগকেই জিজ্ঞাসা কর।" উপরোক্ত অনুবাদের মর্ম্ম

প্রধানতঃ ; যদি উহারা বলিতে সমর্থ হয়, তবে উহাদিগকেই জিজ্ঞাসা কর।
৬৪। তখন তাহারা নিজেদের দিকে প্রত্যাবর্ত্তিত হইয়া বলিয়াছিল—নিশ্চয় তোমরাই ত অত্যাচারী।
৬৫। তৎপর তাহারা স্ব স্ব মস্তক অবনত করিয়াছিল ; তুমি সুনিশ্চয় অবগত আছ যে, ইহারা

كَبِيْرُهُمْ هٰذَا فَسْـَٔلُوْهُمْ اِنْ كَانُوْا
يَنْطِقُوْنَ ○ ٦٤- فَرَجَعُوْٓا اِلٰٓي
اَنْفُسِهِمْ فَقَالُوْٓا اِنَّكُمْ اَنْتُمُ الظّٰلِمُوْنَ ○
٦٥- ثُمَّ نُكِسُوْا عَلٰي رُءُوْسِهِمْ ج لَقَدْ
عَلِمْتَ مَا هٰٓؤُلَآءِ يَنْطِقُوْنَ ○

এই যে, অবিশ্বাসী পৌত্তলিকেরা যখন হজরত এবরাহিমকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল যে, তুমিই কি আমাদের উপাস্য প্রতিমা-সমূহকে ভাঙ্গিয়া তাহাদের এইরূপ দুর্দ্দশা করিয়াছ ?—তখন তিনি বলিয়াছিলেন যে, তোমাদের প্রধান প্রতিমাই অন্য সব মূর্ত্তি ভাঙ্গিয়া তাহাদের এই দুর্দ্দশা করিয়াছে। যদি ভগ্ন প্রতিমারা কথা বলিতে সমর্থ হয়, তবে তাহাদিগকেই জিজ্ঞাসা করিয়া দেখ। —তঃ হক্কানী।

মিঃ মোহাম্মদ আলি প্রমুখ আধুনিক তফ্‌সীরকারগণ উক্ত অনুবাদ ও মর্ম্মের কয়েকটী ভ্রম-ত্রুটী প্রদর্শন করিয়াছেন। ইহারা বলেন যে, মূল কোরানে 'ফা'আলাহু' ক্রিয়াপদের শেষে সমাপ্তি-চিহ্ন প্রদত্ত হওয়ায় স্পষ্টই জানা যাইতেছে যে, উহার সহিত 'কবিরোহুম হাজা' অর্থাৎ "তাহাদের এই প্রধানতম" বাক্যাংশের কোনই সম্পর্ক নাই ; উহা একটী স্বতন্ত্র পদ। সুতরাং "তাহাদের এই প্রধানতমই ইহা করিয়াছে" এরূপ অনুবাদ ভ্রমাত্মক। বিশেষতঃ ইহাতে আরও প্রমাণিত হয় যে, নবীশ্রেষ্ঠ হজরত এবরাহিম স্বয়ং প্রতিমাগুলি ভাঙ্গিয়া পরে ইচ্ছা করিয়াই মিথ্যা কথা বলিয়াছিলেন। অথচ হজরত এবরাহিমের ন্যায় মহাসত্যপরায়ণ নবীর পক্ষে ঐরূপ মিথ্যা কথা বলা কখনই সম্ভবপর বা যুক্তিসঙ্গত নহে। প্রকৃতপক্ষে আয়তের অনুবাদ এইরূপ হইবে, যথা—"সে বলিয়াছিল, অবশ্যই কেহ ইহা করিয়াছে ; এই যে উহাদের প্রধানতম ; যদি উহারা বলিতে সমর্থ হয়, তবে উহাদিগকে জিজ্ঞাসা কর। শেষোক্ত অনুবাদের মর্ম্ম এই যে, অবশ্যই কেহ ঐ প্রতিমাগুলিকে ভাঙ্গিয়াছে ; কিন্তু তাহাদের প্রধান প্রতিমা ত এখানে অনাহত অবস্থায় বিদ্যমান আছে। তাহাকেই তোমরা জিজ্ঞাসা করিয়া দেখ, কে এগুলির ভঙ্গকারী।"—তঃ করিব।

উপরোক্ত অনুবাদ ও মর্ম্মে একটী প্রশ্ন উত্থাপিত হয়। উহা এই যে, "কবিরোহুম হাজা" অর্থাৎ "উহাদের এই প্রধানতম" পদের পরে—"যদি সে বলিতে সমর্থ হয়, তবে তাহাকেই জিজ্ঞাসা কর" না বলিয়া একবচনের পরিবর্ত্তে বহুবচনে "যদি উহারা বলিতে সমর্থ হয়, তবে উহাদিগকেই জিজ্ঞাসা কর" ব্যবহৃত হইয়াছে কেন ? কিন্তু আরবী ভাষায় এক বচনের স্থলে বহুবচন এবং বহুবচনের স্থলে এক বচনের ব্যবহার এত বেশী এবং স্বয়ং আল্লাহতা'লা কোরান শরিফে প্রচলিত আরব্য বাক্‌ধারা ও শব্দ-প্রয়োগ-প্রণালী অনুযায়ী নিজের সম্বন্ধে "আমি বা আমার" শব্দের পরিবর্ত্তে "আমরা আমাদের" শব্দ এত অধিক পরিমাণে ব্যবহার করিয়াছেন যে, ঐ সম্বন্ধে কোন কৈফিয়ত বা প্রমাণ প্রয়োগ করা সম্পূর্ণ অনাবশ্যক।—তঃ মঃ আলি।

৬৪—৬৫। হজরত এবরাহিমের বাক্যে অবিশ্বাসী পৌত্তলিকেরা নিজেদের ধর্ম্ম-বিশ্বাস ও প্রতিমা-পূজার অসারতা উপলব্ধি করিয়া প্রথমতঃ লজ্জায় মস্তক অবনত করিল ; কিন্তু তাহার পরেই তাহারা কতকটা আত্মসংবরণ করিয়া হজরত এবরাহিমকে লক্ষ্য করিয়া বলিল—তুমি ত জান যে, এই সকল প্রতিমা কথা বলিতে পারে না ; সুতরাং তাহারা কেমন করিয়া আমাদের প্রশ্নের উত্তর দিবে ?

٦٦- قَالَ أَفَتَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ
مَا لَا يَنْفَعُكُمْ شَيْئًا وَّلَا يَضُرُّكُمْ ؕ
٦٧- أُفٍّ لَّكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِنْ
دُونِ اللّٰهِ ط أَفَلَا تَعْقِلُونَ ○ ٦٨- قَالُوا
حَرِّقُوهُ وَانْصُرُوا آلِهَتَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ
فٰعِلِينَ ○ ٦٩- قُلْنَا يٰنَارُ كُونِي
بَرْدًا وَّسَلٰمًا عَلٰى إِبْرٰهِيمَ ؕ

কথা বলিতে পারে না। ৬৬। সে বলিয়াছিল—তবে কি তোমরা আল্লার পরিবর্ত্তে উহাদের উপাসনা করিতেছ, যাহারা তোমাদের কোনই লাভ বা তোমাদের কোনই ক্ষতি করিতে পারে না? ৬৭। ধিক্ তোমাদিগকে এবং আল্লার পরিবর্ত্তে তোমরা যাহাদের উপাসনা কর তাহাদিগকে। তবুও কি তোমরা উপলব্ধি করিতেছ না? ৬৮। তাহারা বলিয়াছিল—ইহাকে দগ্ধ কর এবং স্বীয় উপাস্যদিগকে সাহায্য কর—যদি তোমরা কিছু করিতে চাও। ৬৯। আমি বলিয়াছিলাম—ও অগ্নি, শীতল হও এবং এবরাহিমের প্রতি শান্তিদান কর।

৬৬—৬৭। তখন হজরত এবরাহিম তাহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছিলেন—হে নির্ব্বোধ পৌত্তলিকের দল, তবে তোমরা সর্ব্বশক্তিমান ও সর্ব্বজ্ঞ আল্লাহতা'লাকে পরিত্যাগ করিয়া কেন এই সকল অসার, বাক্‌শক্তিহীন প্রতিমার পূজা করিতেছ—যাহারা তোমাদের কোনই ভাল বা মন্দ করিতে পারে না—এমন কি, তোমাদের একটী প্রশ্নের উত্তর দিতে এবং যে এই প্রতিমাগুলিকে ভাঙ্গিয়া ইহাদের এইরূপ শোচনীয় দুর্দ্দশা করিয়াছে, তাহার নাম পর্য্যন্ত বলিতে সমর্থ নহে? তোমাদের বুদ্ধিকে এবং তোমাদের এই সকল অসার ও নির্জ্জীব উপাস্যকে শত ধিক! তোমরা কি এখনও তোমাদের পূজা-অর্চ্চনার অসারতা এবং আল্লাহতা'লার শক্তি-মহিমা উপলব্ধি করিতে পারিতেছ না?

৬৮। অবিশ্বাসী পৌত্তলিকেরা তখন ক্রোধে অন্ধ হইয়া বলিতে লাগিল যে, এবরাহিম আমাদের পিতৃপুরুষের ধর্ম্মের অবমাননা করিতেছে এবং আমাদের উপাস্য প্রতিমাগুলির এইরূপ দুর্দ্দশা করিয়াছে, যদি তোমরা তাহাকে উপযুক্ত শিক্ষা দিতে এবং নিজেদের উপাস্য প্রতিমা-সমূহের সম্মান ও মর্য্যাদা রক্ষার জন্য কিছু করিতে চাও, তবে তাহাকে জলন্ত আগুনে দগ্ধ কর।

৬৯। অধিকাংশ তফ্‌সীরকারের অভিমত এই যে, অবিশ্বাসীরা তখন হজরত এবরাহিমকে ধৃত ও বন্দী করিয়া এক প্রকাণ্ড অনল-কুণ্ড প্রজ্জলিত করিয়াছিল এবং সেই ভয়ঙ্কর অগ্নি-শিখার নিকট তিষ্টিতে না পারিয়া পাপাত্মা শয়তানের পরামর্শে উহার দূরবর্ত্তী স্থানে এক চড়কগাছ প্রতিষ্ঠিত করিয়া তাহার সাহায্যে হজরত এবরাহিমকে উক্ত প্রজ্জলিত অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করিয়াছিল। কিন্তু আল্লাহতা'লা তখন অগ্নিকে আদেশ করিয়াছিলেন—"হে অগ্নি, তুমি শীতল হইয়া যাও এবং এবরাহিমের উপর শান্তি দান কর।" কথিত আছে যে, আল্লাহতা'লার এই অপ্রত্যাশিত আদেশে বিশ্বজগতের সমস্ত অগ্নি মুহূর্ত্তের জন্য নির্ব্বাপিত হইয়া গিয়াছিল এবং অবিশ্বাসী কাফেরেরা হজরত এবরাহিমকে দগ্ধ করিবার জন্য যে অগ্নিকুণ্ড প্রজ্জলিত করিয়াছিল, তাহা শান্ত-স্নিগ্ধ ও মনোরম পুষ্পোদ্যানে পরিণত হইয়া হজরত এবরাহিমকে শান্তি বিতরণ করিয়াছিল।

আলোচ্য আয়ত সম্বন্ধে মিঃ মোহাম্মদ আলি সাহেবের ব্যাখ্যা এই যে, অবিশ্বাসী পৌত্তলিকেরা হজরত এবরাহিমের বিরুদ্ধে যে শত্রুতার অগ্নি প্রজ্জলিত করিয়াছিল, আল্লাহতা'লার অনুগ্রহে তিনি তাহা হইতে সম্পূর্ণ নিরাপদে শান্তির সহিত অবস্থান করিয়াছিলেন অথবা অবিশ্বাসীরা

কথা বলিতে পারে না। ৬৬। সে বলিয়াছিল—তবে কি তোমরা আল্লার পরিবর্ত্তে উহাদের উপাসনা করিতেছ, যাহারা তোমাদের কোনই লাভ বা তোমাদের কোনই ক্ষতি করিতে পারে না? ৬৭। ধিক্ তোমাদিগকে এবং আল্লার পরিবর্ত্তে তোমরা যাহাদের উপাসনা কর তাহাদিগকে। তবুও কি তোমরা উপলব্ধি করিতেছ না? ৬৮। তাহারা বলিয়াছিল—ইহাকে দগ্ধ কর এবং স্বীয় উপাস্যদিগকে সাহায্য কর—যদি তোমরা কিছু করিতে চাও। ৬৯। আমি বলিয়াছিলাম—ও অগ্নি, শীতল হও এবং এবরাহিমের প্রতি শান্তিদান কর।

٦٦- قَالَ اَفَتَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ
مَا لَا يَنْفَعُكُمْ شَيْـًٔا وَّلَا يَضُرُّكُمْ ۚ
٦٧- اُفٍّ لَّكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُوْنَ مِنْ
دُوْنِ اللّٰهِ ؕ اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ ○ ٦١- قَالُوْا
حَرِّقُوْهُ وَانْصُرُوْٓا اٰلِهَتَكُمْ اِنْ كُنْتُمْ
فٰعِلِيْنَ ○ ٦٩- قُلْنَا يٰنَارُ كُوْنِيْ
بَرْدًا وَّسَلٰمًا عَلٰٓى اِبْرٰهِيْمَ ۙ

৬৬—৬৭। তখন হজরত এবরাহিম তাহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছিলেন—হে নির্ব্বোধ পৌত্তলিকের দল, তবে তোমরা সর্ব্বশক্তিমান ও সর্ব্বজ্ঞ আল্লাহতা'লাকে পরিত্যাগ করিয়া কেন এই সকল অসার, বাক্‌শক্তিহীন প্রতিমার পূজা করিতেছ—যাহারা তোমাদের কোনই ভাল বা মন্দ করিতে পারে না—এমন কি, তোমাদের একটী প্রশ্নের উত্তর দিতে এবং যে এই প্রতিমাগুলিকে ভাঙ্গিয়া ইহাদের এইরূপ শোচনীয় দুর্দ্দশা করিয়াছে, তাহার নাম পর্য্যন্ত বলিতে সমর্থ নহে? তোমাদের বুদ্ধিকে এবং তোমাদের এই সকল অসার ও নির্জ্জীব উপাস্যকে শত ধিক! তোমরা কি এখনও তোমাদের পূজা-অর্চ্চনার অসারতা এবং আল্লাহতা'লার শক্তি-মহিমা উপলব্ধি করিতে পারিতেছ না?

৬৮। অবিশ্বাসী পৌত্তলিকেরা তখন ক্রোধে অন্ধ হইয়া বলিতে লাগিল যে, এবরাহিম আমাদের পিতৃপুরুষের ধর্ম্মের অবমাননা করিতেছে এবং আমাদের উপাস্য প্রতিমাগুলির এইরূপ দুর্দ্দশা করিয়াছে, যদি তোমরা তাহাকে উপযুক্ত শিক্ষা দিতে এবং নিজেদের উপাস্য প্রতিমা-সমূহের সম্মান ও মর্য্যাদা রক্ষার জন্য কিছু করিতে চাও, তবে তাহাকে জলন্ত আগুনে দগ্ধ কর।

৬৯। অধিকাংশ তফ্‌সীরকারের অভিমত এই যে, অবিশ্বাসীরা তখন হজরত এবরাহিমকে ধৃত ও বন্দী করিয়া এক প্রকাণ্ড অনল-কুণ্ড প্রজ্বলিত করিয়াছিল এবং সেই ভয়ঙ্কর অগ্নি-শিখার নিকট তিষ্টিতে না পারিয়া পাপাত্মা শয়তানের পরামর্শে উহার দূরবর্ত্তী স্থানে এক চড়কগাছ প্রতিষ্ঠিত করিয়া তাহার সাহায্যে হজরত এবরাহিমকে উক্ত প্রজ্বলিত অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করিয়াছিল। কিন্তু আল্লাহতা'লা তখন অগ্নিকে আদেশ করিয়াছিলেন—"হে অগ্নি, তুমি শীতল হইয়া যাও এবং এবরাহিমের উপর শান্তি দান কর।" কথিত আছে যে, আল্লাহতা'লার এই অপ্রত্যাশিত আদেশে বিশ্বজগতের সমস্ত অগ্নি মুহূর্ত্তের জন্য নির্ব্বাপিত হইয়া গিয়াছিল এবং অবিশ্বাসী কাফেরেরা হজরত এবরাহিমকে দগ্ধ করিবার জন্য যে অগ্নিকুণ্ড প্রজ্বলিত করিয়াছিল, তাহা শান্ত-স্নিগ্ধ ও মনোরম পুষ্পোদ্যানে পরিণত হইয়া হজরত এবরাহিমকে শান্তি বিতরণ করিয়াছিল।

আলোচ্য আয়ত সম্বন্ধে মিঃ মোহাম্মদ আলি সাহেবের ব্যাখ্যা এই যে, অবিশ্বাসী পৌত্তলিকেরা হজরত এবরাহিমের বিরুদ্ধে যে শত্রুতার অগ্নি প্রজ্বলিত করিয়াছিল, আল্লাহতা'লার অনুগ্রহে তিনি তাহা হইতে সম্পূর্ণ নিরাপদে শান্তির সহিত অবস্থান করিয়াছিলেন অথবা অবিশ্বাসীরা

কথা বলিতে পারে না। ৬৬। সে বলিয়াছিল—তবে কি তোমরা আল্লার পরিবর্ত্তে উহাদের উপাসনা করিতেছ, যাহারা তোমাদের কোনই লাভ বা তোমাদের কোনই ক্ষতি করিতে পারে না? ৬৭। ধিক্ তোমাদিগকে এবং আল্লার পরিবর্ত্তে তোমরা যাহাদের উপাসনা কর তাহাদিগকে! তবুও কি তোমরা উপলব্ধি করিতেছ না? ৬৮। তাহারা বলিয়াছিল—ইহাকে দগ্ধ কর এবং স্বীয় উপাস্যদিগকে সাহায্য কর—যদি তোমরা কিছু করিতে চাও। ৬৯। আমি বলিয়াছিলাম—ও অগ্নি, শীতল হও এবং এবরাহিমের প্রতি শান্তিদান কর।

٦٦- قَالَ اَفَتَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ
مَا لَا يَنْفَعُكُمْ شَيْئًا وَّلَا يَضُرُّكُمْ ۝
٦٧- اُفٍّ لَّكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُوْنَ مِنْ
دُوْنِ اللّٰهِ ؕ اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ ۝ ٦٨- قَالُوْا
حَرِّقُوْهُ وَانْصُرُوْا اٰلِهَتَكُمْ اِنْ كُنْتُمْ
فٰعِلِيْنَ ۝ ٦٩- قُلْنَا يٰنَارُ كُوْنِيْ
بَرْدًا وَّسَلٰمًا عَلٰۤى اِبْرٰهِيْمَ ۝

৬৬—৬৭। তখন হজরত এবরাহিম তাহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছিলেন—হে নির্ব্বোধ পৌত্তলিকের দল, তবে তোমরা সর্ব্বশক্তিমান ও সর্ব্বজ্ঞ আল্লাহতা'লাকে পরিত্যাগ করিয়া কেন এই সকল অসার, বাক্‌শক্তিহীন প্রতিমার পূজা করিতেছ—যাহারা তোমাদের কোনই ভাল বা মন্দ করিতে পারে না—এমন কি, তোমাদের একটী প্রশ্নের উত্তর দিতে এবং যে এই প্রতিমাগুলিকে ভাঙ্গিয়া ইহাদের এইরূপ শোচনীয় দুর্দ্দশা করিয়াছে, তাহার নাম পর্য্যন্ত বলিতে সমর্থ নহে? তোমাদের বুদ্ধিকে এবং তোমাদের এই সকল অসার ও নির্জ্জীব উপাস্যকে শত ধিক! তোমরা কি এখনও তোমাদের পূজা-অর্চ্চনার অসারতা এবং আল্লাহতা'লার শক্তি-মহিমা উপলব্ধি করিতে পারিতেছ না?

৬৮। অবিশ্বাসী পৌত্তলিকেরা তখন ক্রোধে অন্ধ হইয়া বলিতে লাগিল যে, এবরাহিম আমাদের পিতৃপুরুষের ধর্ম্মের অবমাননা করিতেছে এবং আমাদের উপাস্য প্রতিমাগুলির এইরূপ দুর্দ্দশা করিয়াছে, যদি তোমরা তাহাকে উপযুক্ত শিক্ষা দিতে এবং নিজেদের উপাস্য প্রতিমা-সমূহের সম্মান ও মর্য্যাদা রক্ষার জন্য কিছু করিতে চাও, তবে তাহাকে জলন্ত আগুনে দগ্ধ কর।

৬৯। অধিকাংশ তফ্‌সীরকারের অভিমত এই যে, অবিশ্বাসীরা তখন হজরত এবরাহিমকে ধৃত ও বন্দী করিয়া এক প্রকাণ্ড অনল-কুণ্ড প্রজ্বলিত করিয়াছিল এবং সেই ভয়ঙ্কর অগ্নি-শিখার নিকট তিষ্টিতে না পারিয়া পাপাত্মা শয়তানের পরামর্শে উহার দূরবর্ত্তী স্থানে এক চড়কগাছ প্রতিষ্ঠিত করিয়া তাহার সাহায্যে হজরত এবরাহিমকে উক্ত প্রজ্বলিত অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করিয়াছিল। কিন্তু আল্লাহতা'লা তখন অগ্নিকে আদেশ করিয়াছিলেন—"হে অগ্নি, তুমি শীতল হইয়া যাও এবং এবরাহিমের উপর শান্তি দান কর।" কথিত আছে যে, আল্লাহতা'লার এই অপ্রত্যাশিত আদেশে বিশ্বজগতের সমস্ত অগ্নি মুহূর্ত্তের জন্য নির্ব্বাপিত হইয়া গিয়াছিল এবং অবিশ্বাসী কাফেরেরা হজরত এবরাহিমকে দগ্ধ করিবার জন্য যে অগ্নিকুণ্ড প্রজ্বলিত করিয়াছিল, তাহা শান্ত-স্নিগ্ধ ও মনোরম পুষ্পোদ্যানে পরিণত হইয়া হজরত এবরাহিমকে শান্তি বিতরণ করিয়াছিল।

আলোচ্য আয়ত সম্বন্ধে মিঃ মোহাম্মদ আলি সাহেবের ব্যাখ্যা এই যে, অবিশ্বাসী পৌত্তলিকেরা হজরত এবরাহিমের বিরুদ্ধে যে শত্রুতার অগ্নি প্রজ্বলিত করিয়াছিল, আল্লাহতা'লার অনুগ্রহে তিনি তাহা হইতে সম্পূর্ণ নিরাপদে শান্তির সহিত অবস্থান করিয়াছিলেন অথবা অবিশ্বাসীরা

٧٠- وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ
الْأَخْسَرِينَ ۚ ٧١- وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا
إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا
لِلْعَالَمِينَ ○ ٧٢- وَوَهَبْنَا لَهُ
إِسْحَاقَ ط وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً ط وَكُلًّا
جَعَلْنَا صَالِحِينَ ○ ٧٣- وَجَعَلْنَاهُمْ
أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ
فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ
وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ ج وَكَانُوا لَنَا
عَابِدِينَ ۚ ٧٤- وَلُوطًا آتَيْنَاهُ
حُكْمًا وَعِلْمًا وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْقَرْيَةِ
الَّتِي كَانَتْ تَعْمَلُ الْخَبَائِثَ ط

৭০। এবং তাহারা তাহার সহিত চক্রান্ত
করিতে ইচ্ছা করিয়াছিল, কিন্তু আমি
তাহাদিগকে ক্ষতিগ্রস্ত করিয়া দিয়া-
ছিলাম। ৭১। এবং আমি তাহাকে
ও লূতকে সেই দেশে উদ্ধার করিয়া
আনিয়াছিলাম—যাহাকে আমি বিশ্ব-
জগতের জন্য সৌভাগ্যযুক্ত করিয়াছি।
৭২। এবং আমি তাহাকে এসহাক দান
করিয়াছিলাম এবং এয়াকুবকে অতিরিক্ত
ভাবে এবং প্রত্যেককে আমি সৎকর্ম্মশীল
করিয়াছিলাম। ৭৩। এবং তাহাদিগকে
অধিনায়ক করিয়াছিলাম—তাহারা
আমার আদেশ অনুযায়ী পথ-প্রদর্শন
করিবে এবং তাহাদের প্রতি সৎকার্য্য
করিতে ও নামাজ প্রতিষ্ঠিত করিতে ও
জাকাত প্রদান করিতে প্রত্যাদেশ
করিয়াছিলাম এবং তাহারা আমারই
উপাসনা করিত। ৭৪। এবং আমি
লূতকে বিজ্ঞান ও জ্ঞান দান করিয়া-
ছিলাম এবং তাহাকে সেই জনপদ হইতে
উদ্ধার করিয়াছিলাম—যেখানে অসৎ-
কার্য্য অনুষ্ঠিত হইত; নিশ্চয় তাহারা

তাহাকে অনলে দগ্ধ করিয়া মারিবার জন্য যে চক্রান্ত করিয়াছিল, তাহা সম্পূর্ণ ব্যর্থ হইয়াছিল। পরবর্ত্তী আয়তের 'কায়েদ' বা চক্রান্ত শব্দের দ্বারা তিনি এই মত সমর্থন করিয়াছেন।—তঃ মঃ আঃ।

৭০—৭১। অনন্তর আল্লাহতা'লা স্বীয় অনুগ্রহে হজরত এবরাহিমকে যেরূপভাবে অবিশ্বাসী পৌত্তলিকদিগের অধিপতি নমরুদ ও তাহার ভ্রান্ত অনুগামীদিগের উপর পরাক্রান্ত ও বিজয়ী করিয়াছিলেন এবং যেরূপভাবে তাঁহাকে ও নবীবর হজরত লূতকে তরু-লতা, ফল-পুষ্প ও শস্য-সম্পদে সম্পদশালী ও সৌভাগ্য-যুক্ত সিরিয়া বা শাম দেশের উপর আধিপত্য দান করিয়াছিলেন, আলোচ্য আয়তদ্বয়ে তাহারই ইঙ্গিত করা হইয়াছে।

৭২—৭৩। ঐ স্থানে হজরত এবরাহিমের পুত্র এসহাক ও তৎপুত্র এয়াকুব (এসরাঈল) জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন এবং উত্তরকালে তথায় তাহাদের বংশ বহু বিস্তৃত হইয়া "বনি-এসরাঈল নামে খ্যাতিলাভ করিয়াছিল। ইহারা সকলেই আল্লাহত'লার অনুগৃহীত নবী এবং স্বীয় সম্প্রদায়ের অধিনায়ক ছিলেন এবং আল্লাহতা'লার নির্দ্দেশ ও প্রত্যাদেশ অনুসারে তাহারা স্ব স্ব ধর্ম্ম-কর্ম্ম নির্ব্বাহ করিতেন।

৭৪—৭৫। হজরত এবরাহিমের প্রসঙ্গ শেষ করিবার সঙ্গে সঙ্গেই আল্লাহতা'লা হজরত লূতের প্রসঙ্গ বর্ণনা করিয়াছেন। তাঁহাকে আল্লাহতা'লা নবী-পদে অভিষিক্ত করিয়া নানা

إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوْءٍ فَسِقِيْنَ ۙ

٧٥- وَاَدْخَلْنٰهُ فِيْ رَحْمَتِنَا ۭ اِنَّهٗ مِنَ الصّٰلِحِيْنَ ۧ

অসৎ দুষ্কার্য্যকারী সম্প্রদায় ছিল।
৭৫। এবং আমি তাহাকে আমার অনুগ্রহের মধ্যে প্রবিষ্ট করিয়াছিলাম; নিশ্চয় সে সৎকর্ম্মশীলগণের অন্তর্গত ছিল।

৬ষ্ঠ রুকু—হজরত নূহ, দাউদ, সোলায়মান ও আয়ুবের প্রসঙ্গ

٧٦- وَنُوْحًا اِذْ نَادٰى مِنْ قَبْلُ فَاسْتَجَبْنَا لَهٗ فَنَجَّيْنٰهُ وَاَهْلَهٗ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيْمِ ۚ

٧٧- وَنَصَرْنٰهُ مِنَ الْقَوْمِ الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا ۭ اِنَّهُمْ كَانُوْا قَوْمَ سَوْءٍ فَاَغْرَقْنٰهُمْ اَجْمَعِيْنَ ۝

٧٨- وَدَاوٗدَ وَسُلَيْمٰنَ اِذْ يَحْكُمٰنِ فِي الْحَرْثِ اِذْ نَفَشَتْ فِيْهِ غَنَمُ الْقَوْمِ ۚ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شٰهِدِيْنَ ۙ

৭৬। এবং নূহ যখন ইতিপূর্ব্বে আহ্বান করিয়াছিল তখন আমি তাহার উত্তর প্রদান করিয়াছিলাম; তৎপর আমি তাহাকে ও তাহার পরিজনদিগকে বিষম বিড়ম্বনা হইতে উদ্ধার করিয়াছিলাম।
৭৭। এবং আমি তাহাকে সেই সম্প্রদায় হইতে সাহায্য করিয়াছিলাম—যাহারা আমার নিদর্শন-সমূহে অসত্যারোপ করিত; নিশ্চয় তাহারা দুষ্কার্য্যকারী সম্প্রদায় ছিল, অতঃপর আমি তাহাদের সকলকেই নিমজ্জিত করিয়াছিলাম।
৭৮। এবং দাউদ ও সোলায়মান—যখন শস্যক্ষেত্র সম্বন্ধে বিচার করিতেছিল, যেহেতু তন্মধ্যে এক সম্প্রদায়ের ছাগ-পাল চারণ করিয়াছিল এবং তাহাদের মীমাংসা সম্বন্ধে আমিই সাক্ষী ছিলাম।

বিষয়ে জ্ঞান-বিজ্ঞান শিক্ষাদান পূর্ব্বক এক অস্বাভাবিক দুষ্কার্য্যকারী সম্প্রদায়ের অনাচার হইতে উদ্ধার করিয়া শাম দেশে সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। এ বিষয় বিস্তৃতরূপে পূর্ব্বেই বর্ণিত হইয়াছে। সুরা আ'রাফ ও পূর্ব্ববর্ত্তী অন্যান্য সুরার তফসীর দ্রষ্টব্য।

৭৬—৭৭। এই দুইটী আয়তে হজরত নূহ নবীর প্রসঙ্গ বর্ণিত হইয়াছে। স্বীয় সম্প্রদায়ের অবিশ্বাস, অবাধ্যতা ও অত্যাচারে অতিষ্ঠ হইয়া হজরত নূহ যখন আল্লাহতা'লার নিকট তাহাদের ধ্বংস কামনা করিয়া শাস্তি প্রার্থনা করিয়াছিলেন, তখন আল্লাহতা'লা তাঁহার প্রার্থনা পরিগ্রহণ পূর্ব্বক এক ভয়াবহ মহাপ্লাবনে সমস্ত অবিশ্বাসী সম্প্রদায়কে সমূলে ধ্বংস করিয়া দিয়াছিলেন—সুরা হুদ, ৩য় ও ৪র্থ রুকুর তফসীর দ্রষ্টব্য।

৭৮—৭৯। এই স্থান হইতে হজরত দাউদ ও হজরত সোলায়মানের প্রসঙ্গ আরম্ভ হইয়াছে। ইহারা পরস্পর পিতা-পুত্র এবং প্রত্যেকেই মহাপরাক্রান্ত, দিগ্বিজয়ী সম্রাট ও আল্লাহতা'লার অনুগৃহীত নবী ছিলেন। আল্লাহতা'লার অনুগ্রহে ইহারা উভয়েই বহু জ্ঞান-বিজ্ঞান ও শিল্প-কৌশল শিক্ষা করিয়া সমুন্নত ও শক্তিশালী হইয়াছিলেন।

কথিত আছে যে, এক ব্যক্তির ছাগপাল অন্য কোন ব্যক্তির আঙ্গুর-ক্ষেত্র বিনষ্ট করিয়াছিল। হজরত দাউদের নিকট উক্ত অভিযোগ উপস্থিত হওয়ায় তিনি বিচার করতঃ আঙ্গুর-ক্ষেত্রাধিপতির অনিষ্টের পরিমাণ ছাগ-পালের মূল্যের সমতুল্য স্থির করিয়া তাহার ক্ষতিপূরণ স্বরূপ ক্ষেত্রাধিপতিকে সমগ্র ছাগ-পাল প্রদান করিবার আদেশ প্রদান করিয়াছিলেন। হজরত সোলায়মান এই বিচার-ফল

٧٩- فَفَهَّمْنٰهَا سُلَيْمٰنَ ۚ وَكُلًّا اٰتَيْنَا
حُكْمًا وَّعِلْمًا ۫ وَّسَخَّرْنَا مَعَ دَاوٗدَ
الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَالطَّيْرَ ؕ وَكُنَّا
فٰعِلِيْنَ ○ ٨٠- وَعَلَّمْنٰهُ صَنْعَةَ
لَبُوْسٍ لَّكُمْ لِتُحْصِنَكُمْ مِّنْۢ بَاْسِكُمْ ۚ
فَهَلْ اَنْتُمْ شٰكِرُوْنَ ○ ٨١- وَ
لِسُلَيْمٰنَ الرِّيْحَ عَاصِفَةً تَجْرِيْ
بِاَمْرِهٖۤ اِلَى الْاَرْضِ الَّتِيْ بٰرَكْنَا
فِيْهَا ؕ وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عٰلِمِيْنَ ○
٨٢- وَمِنَ الشَّيٰطِيْنِ مَنْ يَّغُوْصُوْنَ
لَهٗ وَيَعْمَلُوْنَ عَمَلًا دُوْنَ ذٰلِكَ ۚ

৭৯। তৎপর আমি উহা সোলায়মানকে বুঝাইয়া দিয়াছিলাম; এবং প্রত্যেককে আমি বিজ্ঞান ও জ্ঞান দান করিয়াছিলাম; এবং পর্ব্বতমালা ও পক্ষীকুলকে দাউদের আদেশানুগত করিয়াছিলাম যে, মহিমা বর্ণনা করে; এবং আমিই উহা করিয়াছিলাম। ৮০। এবং আমি তাহাকে পরিধেয় শিল্প শিক্ষা দিয়াছিলাম—যাহাতে তোমাদিগকে যুদ্ধ-বিগ্রহে সংরক্ষণ করে; অতঃপর তোমরা কি কৃতজ্ঞ হইবে? ৮১। এবং আমি সোলায়মানের জন্য ঝঞ্ঝা-বায়ুকে আদেশানুগত করিয়াছিলাম যে, উহা তাঁহারই আদেশে সেই ভূভাগের দিকে প্রবাহিত হয়—যাহাতে আমি সৌভাগ্য দান করিয়াছিলাম; এবং আমিই সর্ব্ব-বিষয়ে মহাজ্ঞানী। ৮২। এবং শয়তানগণের মধ্যেও যাহারা তাহার জন্য সমুদ্রে ডুব দিত এবং এতদ্ব্যতীত অন্যান্য কার্য্যও করিত;

শ্রবণ করিয়া মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছিলেন যে, এতদ্দ্বারা ক্ষেত্রাধিপতির ক্ষতিপূরণ হইল বটে; কিন্তু ছাগ পালকের স্বার্থ-রক্ষার জন্য উভয়ের পক্ষে ইহা অপেক্ষা অন্যরূপ সুবিচার হওয়াই বাঞ্ছনীয় ছিল। হজরত দাউদ উহা শুনিয়া সোলায়মানকে ডাকিয়া কিরূপ বিচারের দ্বারা উভয়ের স্বার্থ রক্ষিত হইতে পারে, তদ্বিষয়ে জিজ্ঞাসা করিলেন। হজরত সোলায়মান বলিলেন—ছাগ-পাল ক্ষেত্র স্বামীকে এবং উক্ত আঙুর-ক্ষেত্র ছাগ-পালককে প্রদান করা হউক; যতদিন উক্ত ক্ষেত্র পূর্ব্বানুরূপ অবস্থা প্রাপ্ত না হয়, ততদিন ছাগ-পালক উহার তত্ত্বাবধান করিবে এবং ক্ষেত্র-স্বামী ততদিন পর্য্যন্ত ছাগ-পাল প্রতিপালন করিয়া স্বীয় ক্ষতির বিনিময়ে উহার লভ্যাংশ গ্রহণ করিবে। অনন্তর আঙুর উদ্যান পূর্ব্বাবস্থা প্রাপ্ত হইলেই উভয়ের জিনিষ উভয়ের প্রতি প্রত্যার্পিত হইবে। এই বিচার-মীমাংসায় উভয় পক্ষ সম্মত হওয়ায় হজরত দাউদও উহা সানন্দে মঞ্জুর করিয়াছিলেন।—এব্‌ন-মসউদের বর্ণনা।

৮০—৮২। এই তিনটি আয়তে হজরত দাউদ ও হজরত সোলায়মানের জ্ঞান-গরিমা, শক্তি-সামর্থ্য ও অসাধারণ আধিপত্যের বিষয় ইঙ্গিত করা হইয়াছে। পর্ব্বতমালা ও পক্ষীকুল হজরত দাউদের আদেশের অনুগত ও বাধ্য ছিল; তাঁহার জোবুর পাঠ শুনিয়া পর্ব্বতমালা বিচলিত ও বিগলিত হইত এবং পক্ষীকুল আকুলভাবে তাঁহার স্বরে সুর মিশাইয়া ক্রন্দন করিত। এতদ্ভিন্ন তিনিই সমর-ক্ষেত্রে বর্ম্ম-চর্ম্ম ধারণের প্রথা প্রবর্ত্তিত করিয়া শত্রুর আক্রমণ ও অস্ত্রাঘাত ব্যর্থ করিবার কৌশল আবিষ্কার করিয়াছিলেন। আবার কেহ কেহ বলেন যে, তিনি উহার আদি আবিষ্কারক নহেন; তবে তিনিই এসরাঈলীয় সৈন্যদলের মধ্যে সর্ব্বপ্রথম তৎকালীন ঐ উন্নত সমর-প্রথা প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন। পক্ষান্তরে বায়ু-প্রবাহ হজরত সোলায়মানের ইচ্ছানুসারে

وَكُنَّا لَهُمْ حَافِظِينَ ٨٣- وَأَيُّوبَ
إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ
وَأَنتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ ع
٨٤- فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ
مِن ضُرٍّ وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُم
مَّعَهُمْ رَحْمَةً مِّنْ عِندِنَا وَذِكْرَىٰ

এবং আমি তাহাদের জন্য সংরক্ষণকারী ছিলাম।
৮৩। এবং আয়ুব—যখন স্বীয় প্রতিপালককে আহ্বান করিয়াছিল যে, আমাকে রোগ-যন্ত্রণা স্পর্শ করিয়াছে এবং তুমিই অনুগ্রহকারীগণের মধ্যে অধিকতর অনুগ্রহশীল।
৮৪। তখন আমি তাহার উত্তর প্রদান করিয়াছিলাম, পরে তৎসহ যে রোগ-যন্ত্রণা ছিল—তাহা আমি বিদূরিত করিয়া দিয়াছিলাম, এবং তাহাকে তাহার পরিজনবর্গ ও তৎসহ স্বীয় করুণা হইতে তদনুরূপ প্রদান করিয়াছিলাম এবং উহা উপাসকগণের

প্রবাহিত ও পরিচালিত হইত এবং বহু জেন ও শয়তান তাঁহার অধীন ছিল এবং তাহারা সর্ব্বদাই তদীয় আদেশ পালন করিতে বাধ্য হইত।—তঃ হক্কানী।

আধুনিক তফ্‌সীরকারগণ উপরোক্ত বিষয়-সমূহকে রূপক বর্ণনা বলিয়া ধারণা করিয়াছেন এবং উহার বিভিন্ন রূপ মর্ম্মার্থ কল্পনা করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন, যথা—পক্ষীকুল ও পর্ব্বতমালা আদেশানুগত হওয়ার মর্ম্ম উহার দ্বারা সুকৌশলে ও সাধারণভাবে উপকৃত হওয়া। ঝঞ্ঝাবায়ু আদেশানুগত হওয়ার মর্ম্ম স্বীয় যান-বাহন ও সৈন্যদল সুকৌশলে প্রবল বায়ুর অনুকূলে বা প্রতিকূলে পরিচালন করা এবং জেন ও শয়তানের ডুব দেওয়ার মর্ম্ম দেশের দুর্দ্দান্ত ও দুষ্ট-প্রকৃতি লোকদিগের কঠোর শাসনে শাসিত করিয়া তাহাদিগকে সর্ব্বদা বশীভূত ও বাধ্য রাখা এবং তাহাদের দ্বারা নানাবিধ প্রয়োজনীয় কার্য্য করাইয়া লওয়া। তঃ মঃ আলি প্রভৃতি দ্রষ্টব্য।

৮৩—৮৪। এই দুইটী আয়তে মহাধৈর্য্যশীল ও সংযমী আয়ুব নবীর প্রসঙ্গ বর্ণিত হইয়াছে। হজরত আয়ুব বিশ্ববিশ্রুত সতী-সাধ্বী ও সেবাপরায়ণা সহধর্ম্মিণী বিবি রহিমা'র স্বামী এবং ৭টী পুত্র ও ৩০টী কন্যার জনক ছিলেন। এতদ্ভিন্ন তিনি অফুরন্ত ধন-সম্পদের অধিকারী ছিলেন। কিন্তু ইহা সত্ত্বেও তিনি তৎকালে আল্লাহতা'লার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সংযমী ও কৃতজ্ঞ সেবক ছিলেন এবং সেই জন্য তিনি আল্লার অনুগ্রহে গৌরবান্বিত নবী-পদে অভিষিক্ত হইয়াছিলেন। কথিত আছে যে, হজরত আয়ুবের সম্মান-গৌরব দর্শনে ঈর্ষায় দগ্ধ হইয়া শয়তান একদা আল্লাহতা'লার নিকট বলিয়াছিল যে, তুমি তাহাকে এইরূপ অফুরন্ত ধন-জন ও সুখ-সম্পদের অধিকারী করিয়াছ বলিয়াই সে তোমার প্রতি কৃতজ্ঞ হইয়াছে। ইহার পরিবর্ত্তে অভাব-অনাটন ও দুঃখ-দৈন্য থাকিলে সে কখনই তোমার কৃতজ্ঞ সেবক হইতে পারিত না। শয়তানের এই বাক্যের উত্তরে আল্লাহতা'লা হজরত আয়ুবের অবস্থার উপর শয়তানের পূর্ণ আধিপত্য প্রদান করিয়া বলিয়াছিলেন যে, তুমি যেরূপে ইচ্ছা আমার প্রিয় নবীকে পরীক্ষা করিতে পার। তাহা হইলেই তুমি তাহার প্রকৃত মর্য্যাদা অবগত হইতে পারিবে।

শয়তান এই অধিকার পাইয়া সর্ব্বপ্রথম হজরত আয়ুবের পুত্র-কন্যা, ধন-জন, ব্যবসা-বাণিজ্য ও বিষয়-সম্পত্তি সম্পূর্ণরূপে নষ্ট করিয়া দিল; তিনি সম্পূর্ণ নিঃস্ব ও দরিদ্র হইয়া পড়িলেন। কিন্তু তিনি তাহাতেও বিন্দুমাত্র বিচলিত হইলেন না; বরং আরও অধিকতর ভাবে আল্লাহতা'লার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতে লাগিলেন। অনন্তর তাঁহার স্বাস্থ্য ও সৌন্দর্য্য নষ্ট হইয়া গেল। পতিপ্রাণা সতী বিবি রহিমা ভিন্ন আর সকলেই তাঁহাকে পরিত্যাগ করিল। অতঃপর তাঁহার সর্ব্বাঙ্গব্যাপী দুরারোগ্য ক্ষতে এরূপ যন্ত্রণা ও দুর্গন্ধ হইল যে, গ্রামবাসীরা তাঁহাকে লোকালয় হইতে বাহির করিয়া দিল। বিবি রহিমা বহু কষ্টে প্রত্যহ লোকালয়ে গিয়া শারীরিক পরিশ্রম

জন্য স্মরণীয়। ৮৫। এবং এসমাঈল ও ইদরিস ও জুলকিফল—সকলেই ধৈর্য্য-শীলগণের অন্তর্গত ছিল। ৮৬। এবং আমি তাহাদিগকে স্বীয় অনুগ্রহের মধ্যে প্রবিষ্ট করিয়াছিলাম; নিশ্চয় তাহারা সৎকর্ম্মশীলগণের অন্তর্গত ছিল। ৮৭। এবং জন্নুন—যখন সে ক্রোধভরে গমন করিয়াছিল তখন সে অনুমান করিয়াছিল যে, আমি কখনই তাহার উপর শক্তিশালী হইব না; তখন সে অন্ধকারের মধ্যে আহ্বান করিয়াছিল যে, তুমি ব্যতীত অন্য উপাস্য নাই, তুমিই পবিত্রতম; নিশ্চয় আমি অত্যাচারীদিগের অন্তর্গত

لِلْعٰبِدِيْنَ ۝ ٨٥- وَاِسْمٰعِيْلَ
وَاِدْرِيْسَ وَذَا الْكِفْلِ ؕ كُلٌّ مِّنَ
الصّٰبِرِيْنَ ۝ۖ ٨٦- وَاَدْخَلْنٰهُمْ
فِيْ رَحْمَتِنَا ؕ اِنَّهُمْ مِّنَ الصّٰلِحِيْنَ ۝
٨٧- وَذَا النُّوْنِ اِذْ ذَّهَبَ مُغَاضِبًا
فَظَنَّ اَنْ لَّنْ نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادٰى
فِي الظُّلُمٰتِ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّآ اَنْتَ
سُبْحٰنَكَ ۖ اِنِّيْ كُنْتُ مِنَ

দ্বারা যাহা কিছু খাদ্য-দ্রব্য প্রাপ্ত হইতেন, তাহাই আনিয়া স্বামীর ভরণ-পোষণ, তত্ত্বাবধান ও সেবা-শুশ্রূষা করিতেন। এই মহাপরীক্ষায় পতিত হইয়াও যখন হজরত আয়ুবের ধর্ম্ম, ঈমান ও ধৈর্য্য বিচলিত হইল না; বরং তিনি আরও অধিকতর ধৈর্য্য ও কৃতজ্ঞতার সহিত আল্লাহতা'লার উপাসনা-আরাধনায় লিপ্ত থাকিয়া তাঁহারই ইচ্ছা ও অনুগ্রহের উপর সম্পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণ করিলেন, তখন আল্লাহতা'লার অসীম অনুগ্রহে তাঁহার উপর হইতে শয়তানের আধিপত্য রহিত হইয়া গেল। তিনি অবিলম্বে পূর্ব্বের ন্যায় স্বীয় অনুপম স্বাস্থ্য ও সৌন্দর্য্য লাভ করিলেন এবং তাঁহার ধন-জন, পুত্র-কন্যা, বিষয়-সম্পত্তি ও সুখ-সম্পদ সমস্তই ফিরিয়া পাইলেন; বরং আল্লাহতা'লা স্বীয় অনুগ্রহে হজরত আয়ুবকে আরও অধিকতর বা দ্বিগুণতর দান করিয়া পতিপ্রাণা পত্নী বিবি রহিমার সহিত তাঁহাকে অনাবিল সুখ-শান্তি ও সৌভাগ্যের অধিকারী করিয়া দিলেন। —তঃ হক্কানী এবং পুরাতন বাইবেল—আয়ুব নবীর কেতাব দ্রষ্টব্য।

৮৫। **জুল-কিফল**—এই আয়তে নবীবর হজরত এসমাঈল, ইদরিস ও জুল-কিফলের প্রসঙ্গ উল্লেখ করা হইয়াছে। হজরত ইসমাঈল ও ইদরিসের প্রসঙ্গ অন্যত্র বর্ণিত হইয়াছে এবং সকলেই তাঁহাদের বিষয় অবগত আছেন। কিন্তু জুল-কিফলের বিষয় এই স্থান ব্যতীত কোরান শরিফে আর একস্থানে মাত্র উল্লেখিত হইয়াছে এবং সেখানেও শুধু নাম ব্যতীত তৎসম্বন্ধে আর কোনই প্রসঙ্গ বর্ণিত হয় নাই। এইজন্য জুল-কিফল কে ছিলেন এবং উহা কোন্ মহাত্মার নাম বা উপাধি, তৎসম্বন্ধে তফসীরকারগণের মধ্যে মতভেদ রহিয়াছে। 'কিফল' শব্দের আভিধানিক অর্থ অংশ বিশেষ অথবা উষ্ট্র-পৃষ্ঠের উচ্চ চূড়ায় সংস্থাপিত বস্ত্র-খণ্ড। সেইজন্য জুল-কিফলের মর্ম্মে কেহ হজরত জাকারিয়া, কেহ হজরত ইউশা এবং কেহ বা হজরত ইলিয়াস বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন (কবির)। রডওয়েল সাহেব বলেন যে, আরবেরা ইজিকেল নবীকেই জুল-কিফল নামে অভিহিত করিয়া থাকে। আবার কেহ কেহ বলেন যে, জুল-কিফল নবী ছিলেন না; তিনি ইসরাঈল-বংশের একজন ধার্ম্মিক সম্রাট ছিলেন এবং তাঁহারই প্রচেষ্টায় তখন এসরাঈল বংশ হইতে পৌত্তলিকতা দূরীভূত হইয়াছিল। কোঃ ৩৮—১৪ দ্রষ্টব্য।

৮৭—৮৮ **জন্নুন**—এই দুইটী আয়তে হজরত জন্নুনের প্রসঙ্গ বর্ণিত হইয়াছে। নুন অর্থ মৎস্য— সুতরাং জন্নুন অর্থ মৎস্যাধিপতি। হজরত ইউনুস বা যোনাহ স্বীয় সম্প্রদায়ের

الظّٰلِمِيْنَ ۝ ٨٨- فَاسْتَجَبْنَا لَهٗ ۙ
وَنَجَّيْنٰهُ مِنَ الْغَمِّ ؕ وَكَذٰلِكَ
نُنْجِي الْمُؤْمِنِيْنَ ۝ ٨٩- وَزَكَرِيَّا
اِذْ نَادٰي رَبَّهٗ رَبِّ لَا تَذَرْنِيْ فَرْدًا
وَّاَنْتَ خَيْرُ الْوٰرِثِيْنَ ۝
٩٠- فَاسْتَجَبْنَا لَهٗ ۙ وَوَهَبْنَا لَهٗ
يَحْيٰى وَاَصْلَحْنَا لَهٗ زَوْجَهٗ ؕ اِنَّهُمْ
كَانُوْا يُسٰرِعُوْنَ فِي الْخَيْرٰتِ وَ
يَدْعُوْنَنَا رَغَبًا وَّرَهَبًا ؕ وَكَانُوْا
لَنَا خٰشِعِيْنَ ۝ ٩١- وَالَّتِيْ
اَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيْهَا
مِنْ رُّوْحِنَا وَجَعَلْنٰهَا وَابْنَهَآ اٰيَةً

ছিলাম। ৮৮। অতএব আমি তাহার উত্তর প্রদান করিয়াছিলাম এবং আমি তাহাকে অনুশোচনা হইতে বিমুক্ত করিয়াছিলাম; এবং এইরূপে আমি বিশ্বাস—স্থাপনকারীদিগকে মুক্তি দান করিয়া থাকি। ৮৯। এবং জাকারিয়া যখন স্বীয় প্রতিপালককে আহ্বান করিয়াছিল—হে আমার প্রতিপালক, আমাকে একাকী পরিত্যাগ করিও না; এবং তুমিই শ্রেষ্ঠতম উত্তরাধিকারী। ৯০। অতএব আমি তাহার উত্তর প্রদান করিয়াছিলাম এবং তাহাকে ইয়াহিয়া দান করিয়াছিলাম এবং তাহার জন্য তাহার সহধর্ম্মিণীকে সংশোধন করিয়া দিয়াছিলাম; নিশ্চয় তাহারা কল্যাণ সাধনের জন্য পরস্পর সত্বরতা করিত এবং তাহারা সাগ্রহে ও সশঙ্কিত ভাবে আমাকে আহ্বান করিত এবং তাহারা আমার উদ্দেশ্যে বিনীত থাকিত। ৯১। এবং সেই স্ত্রীলোক—যে স্বীয় সতীত্ব সংরক্ষণ করিয়াছিল, তৎপর আমি তাহার মধ্যে স্বীয় আত্মা ফুৎকার করিয়াছিলাম এবং আমি তাহাকে ও তাহার পুত্রকে বিশ্বজগতের জন্য নিদর্শন

অবাধ্যতা ও অনাচার দর্শনে ক্রোধ ও বিরক্তির সহিত তাহাদের প্রতি বল-প্রয়োগ করিতে অনিচ্ছুক বা অসমর্থ হইয়া আল্লাহতা'লার অনুমতির জন্য অপেক্ষা না করিয়াই তিনি তাহাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যান। অনন্তর এক বিরাটকায় সামুদ্রিক মৎস্য তাঁহাকে গ্রাস করিয়া ফেলে। এই বিপদে পড়িয়া তিনি স্বীয় ভ্রম বুঝিতে পারিয়া আল্লাহতা'লার শরণপ্রার্থী হন এবং আল্লাহতা'লা তখন তাঁহাকে স্বীয় অনুগ্রহে উদ্ধার করিয়া পুনরায় তাঁহার কর্ত্তব্য কার্য্যে নিয়োজিত করিয়া দেন। এই ঘটনা হইতেই তিনি 'জন্নুন' বা মৎস্যাধিপতি নামে অভিহিত হন। ইহার বিস্তৃত বিবরণ পরে বর্ণিত হইয়াছে।—কোঃ সুরা সাফফাত, ৫ম রুকুর তফসীর দ্রষ্টব্য।

৮৯—৯০। এই আয়তদ্বয়ে হজরত জাকারিয়ার প্রসঙ্গ বর্ণিত হইয়াছে। বৃদ্ধ বয়স পর্য্যন্ত পুত্র-সন্তান না হওয়ায় তিনি উহার জন্য যেরূপ করুণভাবে আল্লাহতা'লার নিকট প্রার্থনা করিয়াছিলেন এবং যেরূপভাবে আল্লাহতা'লা তাঁহাকে ও তাঁহার পত্নীকে শেষ বয়সে অনুগ্রহ করিয়া ইয়াহিয়া বা যোহন নামক গৌরবান্বিত পুত্র-সন্তান দান করিয়াছিলেন, আলোচ্য আয়তে তাহারই উল্লেখ করা হইয়াছে। এ বিষয় ইতিপূর্ব্বেই সুরা মরিয়মে বিস্তৃতভাবে বর্ণিত হইয়াছে।

৯০। এই আয়তে বিবি মরিয়ম ও তৎপুত্র নবীবর হজরত ঈসার অলৌকিক জন্ম-বৃত্তান্তের আভাস প্রদান করা হইয়াছে। এ বিষয় পূর্ব্বেই বিস্তৃতরূপে বর্ণিত হইয়াছে।—কোঃ সুরা মরিয়ম তৃতীয় রুকুর তফসীর দ্রষ্টব্য।

করিয়াছি। ৯২। নিশ্চয় ইহারাই তোমাদের সম্প্রদায়—যাহা একই সম্প্রদায়; এবং আমিই তোমাদের প্রতিপালক, অতএব তোমরা আমারই উপাসনা কর। ৯৩। এবং তাহারা পরস্পর তাহাদের কার্য্য ছেদন করিয়াছে; সকলকেই আমার দিকে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে হইবে।

لِّلْعٰلَمِيْنَ ○ ٩٢- إِنَّ هٰذِهٖٓ أُمَّتُكُمْ
أُمَّةً وَّاحِدَةً ۖ وَّأَنَا رَبُّكُمْ
فَاعْبُدُوْنِ ○ ٩٣- وَتَقَطَّعُوْٓا أَمْرَهُمْ
بَيْنَهُمْ ط كُلٌّ إِلَيْنَا رٰجِعُوْنَ ع

৭ম রুকু—হজরত রসুলোল্লার শ্রেষ্ঠত্ব ও বিশ্বাসীগণের সুসংবাদ

৯৪। অতঃপর যে সৎকর্ম্ম করে এবং সে বিশ্বাসীও হয়, তবে তাহার প্রচেষ্টা অস্বীকৃত হইবে না; এবং নিশ্চয় আমিই তাহার জন্য লিপিবদ্ধকারী। ৯৫। এবং যাহা আমি ধ্বংস করিয়াছি, সেই জনপদের উপর ইহা অবৈধ যে, তাহারা

٩٤- فَمَنْ يَّعْمَلْ مِنَ الصّٰلِحٰتِ وَ
هُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهٖ ج وَإِنَّا
لَهٗ كٰتِبُوْنَ ○ ٩٥- وَحَرٰمٌ عَلٰى قَرْيَةٍ
أَهْلَكْنٰهَآ أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُوْنَ ○

৯২। এসরাঈল বংশের প্রধান প্রধান নবীগণের প্রসঙ্গ উল্লেখ করিয়া আল্লাহতা'লা ভ্রান্ত ইহুদী ও বিপদগামী খৃষ্টানদিগকে লক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন যে, ইহারাই ত তোমাদের বংশের শ্রেষ্ঠতম নবী। ইহারা কেহই তোমাদের ন্যায় ভ্রান্ত, অবাধ্য অথবা বিপদগামী ছিল না; বরং তাহারা সকলেই আমার কৃতজ্ঞ সেবক অনুগত উপাসনাকারী ছিল। অতএব তোমরা যদি নিজেদের মুক্তি ও কল্যাণ চাও, তবে আমার প্রিয় রসুল হজরত মোহাম্মদ মোস্তফার অনুসরণ ও আনুগত্য স্বীকার করিয়া আমারই উপাসনা কর।

৯৩। যাহারা ইহার বিরুদ্ধাচরণ করিয়া বিপথে গমন করিবে, তাহাদের স্মরণ রাখা উচিত যে, পরকালে তাহাদের সকলকেই স্ব স্ব কার্য্যের প্রতিফল ভোগ করিবার জন্য আমার সমক্ষে উপস্থিত হইতে হইবে।

৯৪। এই আয়তে বিশ্বাসী ও সৎকর্ম্মশীল ব্যক্তিগণের প্রতিদান ও পুরস্কারের প্রসঙ্গ বর্ণিত হইয়াছে। আল্লাহতা'লা বলিতেছেন যে, তাহাদের চেষ্টা ও সাধনা সম্পূর্ণ সার্থক হইবে এবং তাহারা কখনই ব্যর্থকাম হইবে না।

৯৫। এই আয়তের শব্দ বিন্যাসের প্রতি একটু অভিনিবেশ সহকারে লক্ষ্য করিলে স্পষ্টই অনুমিত হইবে যে, যদিও ইহার শানে-নজুলে ব্যক্তি-বিশেষের মৃত্যুর পর পৃথিবীতে পুনরাগমন প্রার্থনার উত্তরে আল্লাহতা'লার পক্ষ হইতে তাহাকে বলা হইয়াছিল যে, উহা কখনই সংঘটিত হইবে না; তথাপি প্রকৃত প্রস্তাবে আল্লাহতা'লা অবিশ্বাসী কাফেরদিগের পুনর্জন্ম বা জন্মান্তর বাদের ভিত্তিহীন ভ্রম-বিশ্বাসের মূলোচ্ছেদ করিয়া দিয়া বলিতেছেন যে, কোন জনপদ ধ্বংস অর্থাৎ উহার অধিবাসিগণ মৃত্যুমুখে পতিত হইবার পর তাহারা এই পৃথিবীতে আর কখনই ফিরিয়া আসিবে না। তফসীরকারগণ আলোচ্য আয়তের "হারাম" শব্দের মর্ম্মে "ওয়াজেব," "লাজেম" অবশ্য কর্ত্তব্য (কবির) প্রভৃতি একাধিক অর্থ পরিকল্পনা করিয়াছেন। কিন্তু এই পরিকল্পনার ফলে আয়তের অর্থ ও মর্ম্ম বরং জটীল ও দুর্ব্বোধ্যই হইয়া উঠিয়াছে। আলোচ্য আয়তের সর্ব্বাপেক্ষা সহজ ও সরল মর্ম্মার্থ এই যে, কোন জনপদ হইতে কেহ মৃত্যুমুখে পতিত হইবার পর

প্রত্যাবর্ত্তিত হইবে না। ৯৬। এমন কি, যখন এয়াজুজ ও মাজুজকে বিমুক্ত করা হইবে এবং যখন তাহারা প্রত্যেক সমুচ্চ স্থান হইতে প্রধাবিত হইবে। ৯৭। এবং সত্য-অঙ্গীকার নিকটবর্ত্তী হইবে, তখন অবিশ্বাসকারীদের নয়ন-সমূহ বিস্ফারিত হইবে;—ধিক্ আমাদিগকে! নিশ্চয় আমরা ইহাতে অমনোযোগিতার মধ্যে ছিলাম—বরং অত্যাচারীই ছিলাম। ৯৮। নিশ্চয় তোমরা এবং আল্লাহ ব্যতীত তোমরা যাহাদের উপাসনা কর, তাহারাই নরকের ইন্ধন, উহারই সমক্ষে তোমাদিগকে উপনীত হইতে হইবে। ৯৯। যদি তাহারা উপাস্যবৃন্দ হইত, তবে উহার নিকটবর্ত্তী হইত না; এবং তাহারা তন্মধ্যে সর্ব্বদা অবস্থান করিবে। ১০০। তন্মধ্যে তাহাদের আর্ত্তনাদ হইতে থাকিবে এবং তন্মধ্যে তাহারা শ্রবণ

৯৬- حَتّٰٓى اِذَا فُتِحَتْ يَاْجُوْجُ
وَمَاْجُوْجُ وَهُمْ مِّنْ كُلِّ حَدَبٍ
يَّنْسِلُوْنَ ○ ৯৭- وَاقْتَرَبَ الْوَعْدُ
الْحَقُّ فَاِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ اَبْصَارُ
الَّذِيْنَ كَفَرُوْا ط يٰوَيْلَنَا قَدْ كُنَّا فِيْ
غَفْلَةٍ مِّنْ هٰذَا بَلْ كُنَّا ظٰلِمِيْنَ ○
৯৮- اِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ
اللّٰهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ ط اَنْتُمْ لَهَا
وٰرِدُوْنَ ○ ৯৯- لَوْ كَانَ هٰٓؤُلَآءِ اٰلِهَةً
مَّا وَرَدُوْهَا ط وَكُلٌّ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ○
১০০- لَهُمْ فِيْهَا زَفِيْرٌ وَّهُمْ فِيْهَا

তাহার পক্ষে উক্ত জনপদে পুনরায় ফিরিয়া আসা অবৈধ বা নিষিদ্ধ—অর্থাৎ মৃত্যুর পর কেহই পুনরায় পৃথিবীতে ফিরিয়া আসিবে না।

৯৬—৯৭। এই দুইটি আয়ত পূর্ব্ববর্ত্তী আয়তের পরিশিষ্ট। আল্লাহতা'লা আরও স্পষ্টতর ভাবে বলিয়া দিতেছেন যে, মানুষের মৃত্যুর পর পৃথিবীর অন্তিম সময়ে "এয়াজুজ ও মাজুজ" বহির্গত এবং পৃথিবী ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়া আল্লাহতা'লার অঙ্গীকৃত পুনরুত্থান বা মহাবিচারের দিবস উপস্থিত না হওয়া পর্য্যন্ত তাহারা কখনই পুনর্জ্জীবিত বা প্রত্যাবর্ত্তিত হইবে না। অনন্তর যখন সেই পুনরুত্থান বা মহাবিচারের দিন সমুপস্থিত হইবে, তখন অবিশ্বাসীরা পুনর্জ্জীবিত ও পুনরুত্থিত হইয়া স্ব স্ব নয়ন বিস্ময়ে বিস্ফারিত করিয়া বলিবে—নির্ব্বোধ ও ভ্রান্ত আমরা, তাই পার্থিব জীবনে আজিকার এই সঙ্কটময় দিবসের কথা শুনিয়াও বিশ্বাস করি নাই। হায়, পৃথিবীতে সত্য-সত্যই আমরা অবিশ্বাসী, অধার্ম্মিক ও অত্যাচারী ছিলাম। না জানি আমাদের ভাগ্যে আজ কি দুর্গতি সংঘটিত হইবে!

৯৮। তাই আল্লাহতা'লা অবিশ্বাসীদিগকে লক্ষ্য করিয়া আরও বলিয়া দিতেছেন যে, নিশ্চয় তোমরা এবং তোমাদের উপাস্যবৃন্দের সকলেই নরকের ইন্ধন! আমার সেই মহাবিচারের দিন তোমাদের সকলকেই নরকের সমক্ষে উপস্থিত হইয়া আমার আদিষ্ট শাস্তির জন্য অপেক্ষা করিতে হইবে।

৯৯—১০০। আল্লাহতা'লা আরও বলিতেছেন :—হে অবিশ্বাসীবৃন্দ, তোমরা আমার পরিবর্ত্তে যে সকল দেব-দেবী ও প্রস্তর-প্রতিমার উপাসনা কর, যদি তাহারা প্রকৃতই উপাস্য হইত এবং তাহাদের কোন শক্তি-সামর্থ্য থাকিত, তবে তাহারা কখনই নরকের সমক্ষে উপস্থিত হইত না।

করিবে না। ১০১। নিশ্চয় আমা হইতে
যাহাদের জন্য কল্যাণ অগ্রবর্ত্তী হইয়াছে,
তাহারাই উহা হইতে দূরে থাকিবে।
১০২। তাহারা উহার ক্ষীণ স্বরও শ্রবণ
করিবে না এবং তাহাদের অন্তর যাহা
আকাঙ্ক্ষা করিত তাহাতেই তাহারা
সর্ব্বদা অবস্থান করিবে। ১০৩। সেই
মহা আতঙ্কে তাহারা বিষণ্ণ হইবে না
এবং ফেরেশ্‌তাগণ তাহাদের সহিত
সাক্ষাৎ করিয়া বলিবে, ইহাই তোমাদের
সেই সুদিন—যদ্বিষয়ে তোমরা প্রতিশ্রুত
হইয়াছিলে। ১০৪। সেদিন আমি
আকাশ-মণ্ডলীকে গুটাইয়া লইব,
যেরূপ লিখিত তাড়া গুটাইয়া লওয়া
হয়; যেরূপ আমি প্রথমবার সৃষ্টি
করিয়াছিলাম—তদ্রূপ ইহার পরেও
করিব, ইহাই আমার প্রতিশ্রুতি; নিশ্চয়

لَا يَسْمَعُوْنَ ۝ ١٠١- اِنَّ الَّذِيْنَ
سَبَقَتْ لَهُمْ مِّنَّا الْحُسْنٰىٓ ۙ
اُولٰٓئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُوْنَ ۝
١٠٢- لَا يَسْمَعُوْنَ حَسِيْسَهَا ۚ وَهُمْ
فِيْ مَا اشْتَهَتْ اَنْفُسُهُمْ خٰلِدُوْنَ ۝
١٠٣- لَا يَحْزُنُهُمُ الْفَزَعُ الْاَكْبَرُ
وَتَتَلَقّٰىهُمُ الْمَلٰٓئِكَةُ ۗ هٰذَا يَوْمُكُمُ
الَّذِيْ كُنْتُمْ تُوْعَدُوْنَ ۝ ١٠٤- يَوْمَ
نَطْوِي السَّمَآءَ كَطَيِّ السِّجِلِّ
لِلْكُتُبِ ۗ كَمَا بَدَاْنَآ اَوَّلَ خَلْقٍ
نُّعِيْدُهٗ ۗ وَعْدًا عَلَيْنَا ۗ اِنَّا كُنَّا

কিন্তু তাহাদিগকে ও তাহাদের উপাসকদিগকে সর্ব্বদা নরকেই অবস্থান করিতে হইবে; তন্মধ্যেই তাহারা আর্ত্তনাদ ও চীৎকার করিতে থাকিবে এবং তথা হইতে তাহারা কখনই পরিত্রাণ পাইবে না।

১০১—১০৩। অনন্তর আল্লাহতা'লা বলিতেছেন যে, যাহারা আমার সত্য উপাসক, বিশ্বাসী ও সৎকর্ম্মশীল এবং সেই মহাবিচারের দিন যাহারা আমার অনুগ্রহ ও কল্যাণ প্রাপ্ত হইবে, তাহারা ভয়াবহ নরক হইতে বহু দূরে অবস্থান করিবে, নরকের ভয়ঙ্কর কল-কোলাহল আর্ত্তনাদের ক্ষীণ স্বরও তাহাদের কর্ণে প্রবেশ করিবে না এবং তাহারা উহার ভয়ে বিন্দুমাত্রও বিষণ্ণ হইবে না। বরং তাহারা তাহাদের চির-আকাঙ্ক্ষিত সেই অফুরন্ত সুখ-শান্তিপূর্ণ স্বর্গোদ্যানেই স্থায়ীভাবে সর্ব্বদা পরম সুখে অবস্থান করিবে এবং তথায় স্বর্গীয় ফেরেশ্‌তাগণ তাহাদের সমক্ষে উপস্থিত হইয়া তাহাদিগকে অভিনন্দিত ও শান্তি-সম্ভাষণ করিবে।

১০৪। এই আয়তে আল্লাহতা'লা মহাপ্রলয় ও মহাবিচার দিবসের অবস্থার আভাস প্রদান করিতেছেন। আল্লাহতা'লা বলিতেছেন যে, লোকে যেমন সম্প্রসারিত কাগজকে গুটাইয়া সঙ্কুচিত করিয়া লয়, সেদিন আমি সেইরূপ ভাবেই আমার এই বিশাল সৃষ্টিকে গুটাইয়া লইয়া নিশ্চিহ্ন করিয়া দিব। অনন্তর প্রথম বারের ন্যায় পুনরায় আমি এক নূতন জগৎ সৃষ্টি করিব এবং সমগ্র মানব-দানবকে পুনর্জ্জীবিত করিয়া তাহাদের কৃতকর্ম্মানুযায়ী প্রতিফল বা প্রতিদান প্রদান করিব। আমার এই সত্য-অঙ্গীকার অবশ্যই পূর্ণ হইবে; কদাচ ইহার কোনরূপ ব্যতিক্রম হইবে না।

মিঃ মোহাম্মদ আলি উক্ত আয়তের ব্যাখ্যায় লিখিয়াছেন—পুরাতন ধর্ম্ম-সমূহের পতন এবং নূতন ধর্ম্ম ইসলামের প্রতিষ্ঠার সুসংবাদ বা ভবিষ্যদ্বাণী-স্বরূপ রূপকভাবেই উক্ত আয়ত অবতীর্ণ হইয়াছিল।—তঃ মঃ আলি।

فَاعِلِينَ ۝ ١٠٥- وَلَقَدْ كَتَبْنَا
فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ
يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ ۝
١٠٦- إِنَّ فِي هَٰذَا لَبَلَاغًا لِقَوْمٍ
عَابِدِينَ ۝ ١٠٧- وَمَا أَرْسَلْنَاكَ
إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ ۝ ١٠٨- قُلْ

আমি উহা সংঘটন করিব। ১০৫। এবং
নিশ্চয় স্মৃতি-গ্রন্থের পর জোবুর মধ্যে
লিপিবদ্ধ করিয়া দিয়াছি যে, আমার
সৎকর্ম্মশীল সেবকেরাই পৃথিবীর
অধিকারী হইবে। ১০৬। নিশ্চয় ইহাতে
উপাসনাকারী সম্প্রদায়ের জন্য সুসংবাদ
রহিয়াছে। ১০৭। এবং আমি তোমাকে
বিশ্ব-জগতের জন্য অনুগ্রহ-স্বরূপ ব্যতীত
প্রেরণ করি নাই। ১০৮। তুমি বল,

১০৫—১০৬। আল্লাহতা'লা বলিতেছেন যে, আমার পূর্ব্বাপর প্রত্যাদিষ্ট স্মৃতিগ্রন্থ তওরাত জোবুর, ইঞ্জিল ও কোরান প্রভৃতি ধর্ম্মগ্রন্থে আমি স্পষ্টরূপে লিপিবদ্ধ অর্থাৎ নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছি যে, আমার বিশ্বাসী ও সৎকর্ম্মশীল সুবিচারক সেবকেরাই এই পৃথিবীর ধন-জন ও আধিপত্যের অধিকারী হইবে। এতদ্দ্বারা অবিশ্বাসী কাফেরদিগের উপর সত্য-বিশ্বাসী মুসলমানদিগের পরাক্রান্ত ও বিজয়ী হইবার স্পষ্টতর ভবিষ্যদ্বাণী বিবৃত হইয়াছে। জগতের ইতিহাসই এই ভবিষ্যদ্বাণীর সত্যতা ও সফলতার সাক্ষ্য।

১০৭। হজরত রসুলোল্লার গৌরব ও মর্য্যাদা সম্বন্ধে ইহা কোরান শরিফের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আয়ত। এই আয়তে স্পষ্টতর ভাষায় ঘোষণা করা হইয়াছে যে, হজরত রসুলোল্লাই "খায়রুল-বশর" ও "সৈয়দুল-আম্বিয়া" অর্থাৎ তিনি মানব-কুলের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম এবং নবীকুলের সম্রাট। আল্লাহতা'লা অন্যান্য নবীগণকে বিশেষ বিশেষ দেশ, জাতি বা সম্প্রদায়ের জন্য প্রেরণ করিয়াছিলেন। ইঞ্জিল বা বাইবেল পাঠে জানা যায় যে, এসরাঈল বংশের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নবী হজরত মুসা ও হজরত ঈসা কেবলমাত্র ইসরাঈল-বংশ বা ইহুদী জাতির জন্যই প্রেরিত হইয়াছিলেন; যথা হজরত ঈসা স্বয়ং বলিতেছেন "আমি ইসরাঈল-বংশের হারান মেষ-পালের জন্য ব্যতীত প্রেরিত হই নাই" (নিউ টেষ্টামেণ্ট)। কিন্তু হজরত রসুলোল্লার সম্বন্ধে আল্লাহতা'লা স্বয়ং বলিতেছেন—"এবং আমি তোমাকে বিশ্বজগতের জন্য অনুগ্রহ-স্বরূপ ব্যতীত প্রেরণ করি নাই" অর্থাৎ সমগ্র বিশ্বজগৎ এবং জগদ্বাসীর যাবতীয় জীব-জাতির কল্যাণ সাধনের জন্যই আমি তোমাকে ধরাধামে প্রেরণ করিয়াছি। হজরত রসুলোল্লাহ আল্লাহতা'লার এমন অনুপম অনুগ্রহের নিদর্শন যে, তাঁহার অনাবিল আদর্শ ও স্বর্গীয় শিক্ষা দ্বারা বিশ্বাসী ও অবিশ্বাসী মানব দানব প্রভৃতি সমস্ত জীব-জাতি সমানভাবে উপকৃত হইতেছে। বর্ত্তমান জগতের প্রতি লক্ষ্য করিলেও দেখা যায় যে, হজরত রসুলোল্লার একত্ববাদ সাম্যবাদ, বিশ্বমানবতা, বিশ্বপ্রেম, সর্ব্বজনীন জীব হিতৈষণা ও উদার আদর্শ সমূহ সমগ্র মানব-জাতি ইচ্ছা ও অনিচ্ছার সহিত গ্রহণ করিতে বাধ্য হইতেছে এবং ইসলামী শিক্ষাকে আংশিক অসম্পূর্ণভাবে গ্রহণ করিয়াও এশিয়া, ইউরোপ ও আমেরিকার অংশীবাদী মোশরেক এবং ত্রিত্ববাদী খৃষ্টান জাতি জগতে অসাধারণ উন্নতি করিতে সমর্থ হইতেছে। ফলতঃ বিশ্বনবী হজরত রসুলোল্লার প্রচারিত স্বর্গীয় ইসলামী শিক্ষার অনুপম আদর্শ অনুসরণ করিয়াই যে, আজ অ-মুসলমানেরা জগতে অসাধ্য সাধন করিতে সমর্থ হইতেছে, তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই।

১০৮। অনন্তর আল্লাহতা'লা হজরত রসুলোল্লাকে আদেশ করিতেছেন—তুমি জগদ্বাসীকে বলিয়া দাও যে, আমার প্রতি যে সমস্ত ঐশী প্রত্যাদেশ অবতীর্ণ হইয়াছে, তাহার সারমর্ম্ম এই যে, সেই মহান্ উপাস্য বিশ্বজগতের সৃষ্টিকর্ত্তা ও প্রতিপালক আল্লাই সমগ্র জগদ্বাসীর একমাত্র উপাস্য প্রভু। তিনি ভিন্ন আর কোনই উপাস্য নাই এবং সমস্ত ধর্ম্মের এই সার-শিক্ষাকে কেহই

আমি এতদ্ব্যতীত প্রত্যাদিষ্ট হয় নাই যে, সেই একমাত্র উপাস্যই তোমাদের উপাস্য; অতঃপর তোমরা কি মুসলমান হইবে? ১০৯। অতঃপর যদি তাহারা প্রত্যাবর্ত্তন করে, তবে তুমি বল—আমি তোমাদিগকে যথোচিত সতর্ক করিয়াছি; এবং তোমাদিগকে যে প্রতিশ্রুতি প্রদান করা হইয়াছে, তাহা নিকটতর বা দূরতর তদ্বিষয়ে আমি অবগত নহি। ১১০। নিশ্চয় তিনি বাক্যের প্রকাশ্য বিষয় পরিজ্ঞাত আছেন এবং তোমরা যাহা সংগোপন কর তাহাও তিনি সম্যক পরিজ্ঞাত আছেন। ১১১। এবং ইহাই যে তোমাদের জন্য পরীক্ষা এবং এক-যুগের জন্য সুখ-সম্পদ, তাহা আমি অবগত নহি। ১১২। সে বলিয়াছিল, হে আমার প্রতিপালক, তুমি সত্যভাবে মীমাংসা করিয়া দাও এবং আমাদের

إِنَّمَا يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ
وَاحِدٌ ۖ فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ○
١٠٩- فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ آذَنْتُكُمْ عَلَىٰ
سَوَاءٍ ۖ وَإِنْ أَدْرِي أَقَرِيبٌ أَمْ بَعِيدٌ
مَا تُوعَدُونَ ○ ١١٠- إِنَّهُ يَعْلَمُ
الْجَهْرَ مِنَ الْقَوْلِ وَيَعْلَمُ مَا
تَكْتُمُونَ ○ ١١١- وَإِنْ أَدْرِي لَعَلَّهُ
فِتْنَةٌ لَكُمْ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ ○
١١٢- قَالَ رَبِّ احْكُمْ بِالْحَقِّ ۗ

অস্বীকার করিতে পারে না। অনন্তর হে জগদ্বাসী মানব ও দানব, তোমরা কি তোমাদের ভ্রান্ত ধর্ম্ম ও অলীক উপাস্যের পূজা-আরাধনা পরিত্যাগ করিয়া একমাত্র সত্য-সনাতন ইসলাম গ্রহণ পূর্ব্বক সত্য-বিশ্বাসী মুসলমান হইবে? যদি মুসলমান হও, তবে তোমরাই সুফল লাভ করিবে এবং তোমাদেরই ইহ-পরকালের কল্যাণ সাধিত হইবে।

১০৯। আল্লাহতা'লা আরও বলিতেছেন—ইহার পরেও যদি অবিশ্বাসীরা ইসলাম গ্রহণ না করিয়া কোফরীতেই ফিরিয়া যায় এবং তোমার নিকট আমার প্রতিশ্রুত শাস্তি বা নিদর্শনের উপস্থিতির সময় সম্বন্ধে প্রশ্ন করে, তবে তুমি তাহাদিগকে বলিয়া দাও যে, আমার কর্ত্তব্য আমি যথারীতি পালন করিয়াছি এবং তোমাদিগকে যথেষ্ট সতর্ক করিয়া দিয়াছি। সুতরাং এখনও যদি তোমরা আমার কথা না শুনিয়া অধর্ম্মে ফিরিয়া যাও, তবে তোমাদের সম্বন্ধে আল্লাহতা'লা যে শাস্তি নির্দ্ধারণ করিয়া রাখিয়াছেন, তাহা কোন্ সময়ে উপস্থিত হইবে, তাহা তিনিই সম্যক পরিজ্ঞাত আছেন; ঐ সম্বন্ধে আমার কোনই জ্ঞান বা অভিজ্ঞতা নাই; আমি তাঁহার প্রত্যাদেশের প্রচারক মাত্র। ফলতঃ তিনি তোমাদের সম্বন্ধে যথাসময়ে যথোচিত ব্যবস্থা অবলম্বন করিবেন।

১১০। সেই সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্বশক্তিমান আল্লাহতা'লা মানুষের প্রকাশ্য ও গুপ্ত সমস্ত বিষয়ই পরিজ্ঞাত আছেন। কোন বিষয়ে তাঁহার দৃষ্টি অতিক্রম করিবার সাধ্য কাহারও নাই।

১১১। অনন্তর আল্লাহতা'লা হজরত রসুলোল্লাকে বলিতেছেন ঃ—তুমি অবিশ্বাসীদিগকে বলিয়া দাও যে, তোমরা ইহ-জীবনেই তোমাদের অবাধ্যতা ও দুষ্কার্য্যের শাস্তি ভোগ করিবে অথবা তোমাদের ইহ-জীবন সুখ-শান্তি ও আয়েশ-আরামে অতিবাহিত হইয়া পরজগতে তোমরা স্ব স্ব কৃতকর্ম্মের ফলভোগ করিতে বাধ্য হইবে, তৎসম্বন্ধে আমি কিছুই জানি না; বরং আল্লাই ঐ সকল বিষয় সম্যক পরিজ্ঞাত আছেন।

১১২। অবশেষে হজরত রসুলোল্লাহ আল্লাহতা'লার নিকট প্রার্থনা করিয়াছিলেন যে, হে আল্লাহতা'লা, তুমিই আমাদের প্রতিপালক ও সর্ব্বপ্রদাতা প্রভু; অতএব তুমিই তাহাদের ও

প্রতিপালকই সর্ব্বপ্রদাতা ; তোমরা যাহা বর্ণনা কর, আমি তৎসম্বন্ধে তাঁহারই নিকট সাহায্য-প্রার্থনা করিতেছি।

وَرَبُّنَا الرَّحْمٰنُ الْمُسْتَعَانُ عَلٰى مَا تَصِفُوْنَ ۞

আমার মধ্যে সত্যভাবে মীমাংসা করিয়া দাও। হে আল্লাহ, অবিশ্বাসীরা আমাকে যে সকল কথা বলিতেছে এবং আমার প্রতি যে সমস্ত অন্যায় দোষারোপ করিতেছে, আমি তৎসম্বন্ধে তোমারই সাহায্য ও আশ্রয় প্রার্থনা করিতেছি। তুমিই আমার ইহ-পরকালের একমাত্র ভরসা ও অবলম্বন। তোমার ইচ্ছা অতিক্রমণ করিবার সাধ্য কাহারও নাই।

সুরা আম্বিয়ার সংক্ষিপ্ত-সার

সুরা আম্বিয়া কোরান শরিফের বৃহত্তম সুরার অন্তর্ভুক্ত বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকে। এই পবিত্র সুরা ৭ রুকুতে বিভক্ত এবং ১১২ আয়তে গ্রথিত হইয়াছে। এই সুরায় বিশেষভাবে হজরত নুহ, হজরত এবরাহিম, হজরত এসমাঈল, হজরত এসহাক, হজরত এয়াকুব, হজরত মুসা, হজরত ঈসা, হজরত দাউদ, হজরত সোলায়মান, হজরত জাকারিয়া ও হজরত আয়ুব প্রভৃতি জগদ্বিখ্যাত নবীগণের প্রসঙ্গ সংক্ষেপে বর্ণিত হইয়া সর্ব্বোপরি হজরত মোহাম্মদ মোস্তফার শ্রেষ্ঠত্ব ও গৌরব ঘোষণা করা হইয়াছে। আল্লাহতা'লা বলিয়া দিতেছেন যে, পূর্ব্বোক্ত নবীগণের কেহ মহাসত্য-পরায়ণ, কেহ ত্যাগী, কেহ সংযমী এবং কেহ বা অটল ধৈর্য্যশীল ছিলেন। ফলতঃ তাঁহাদের এক একজন এক এক বিষয়ে শ্রেষ্ঠত্ব ও গৌরব অর্জ্জন করিয়াছিলেন এবং তাঁহারা সকলেই দেশ-বিশেষ, জাতি-বিশেষ বা সম্প্রদায়-বিশেষের জন্য প্রেরিত হইয়াছিলেন। তাঁহাদের কেহই সর্ব্বগুণের আধার অথবা সমগ্র মানব-জাতির জন্য প্রেরিত নবী ছিলেন না। পক্ষান্তরে হজরত মোহাম্মদ রসুলোল্লাহ একাধারে সর্ব্বগুণ-গরিমার অনুপম অধিকারী ছিলেন এবং তিনি সমগ্র বিশ্বজগৎ বা সমস্ত জগদ্বাসীর জন্য আল্লাহতা'লার অনন্ত রহমতের নিদর্শন স্বরূপ "রহমতাল্লিল-আলামীন" বা বিশ্বজগতের প্রতি আল্লার করুণা-রূপে এই ধরাধামে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। এইজন্যই তিনি আল্লাহতা'লা কর্ত্তৃক "মোহাম্মদ" ও "রহমতাল্লিল-আলামীন" অর্থাৎ "মহা- প্রশংসিত" ও "বিশ্ব-জগতের করুণা" এবং জগদ্বাসী কর্ত্তৃক "খায়রুল-বশর" ও "সৈয়দুল আম্বিয়া" অর্থাৎ "মানব শ্রেষ্ঠ ও নবীকুল-সম্রাট" উপাধি ভূষণে ভূষিত হইয়াছেন। ফলতঃ হজরত রসুলোল্লাহ যে, জগতের শ্রেষ্ঠতম ও শেষনবী, আলোচ্য সুরায় তাহা বিশেষভাবে উল্লেখ করা হইয়াছে।

এতভিন্ন "আম্বিয়া" বা নবীগণ সম্বন্ধে অবিশ্বাসী কাফের, অংশীবাদী মোশরেক, ভ্রান্ত-বিশ্বাসী ইহুদী ও বিপদগামী খৃষ্টানদিগের যে ভ্রান্ত ধারণা বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছে, আলোচ্য সুরায় তাহার তীব্র প্রতিবাদ করিয়া বলিয়া দেওয়া হইয়াছে যে, নবীগণের সকলেই আল্লাহতা'লার অনুগৃহীত মানব ও তাঁহার অনুগত সেবক ছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে কেহই আল্লাহতা'লার অংশী-উত্তরাধিকারী, পুত্র-পৌত্র অথবা ফেরেশ্‌তা বা জেন ছিলেন না। পক্ষান্তরে তাঁহারা সকলেই আল্লার আদেশানুগত ও জন্ম-মৃত্যুর অধীন মানব ছিলেন। এই সকল বিবৃতি দ্বারা অ-মুসলমান-দিগের যাবতীয় ভ্রান্ত ধারণা এবং কুসংস্কার ও কুতর্কের প্রতিবাদ করিয়া অবশেষে আল্লাহতা'লা সকল মানবকেই বিশ্ববন্ধু শেষ-নবী হজরত রসুলোল্লার আনুগত্য স্বীকার পূর্ব্বক সত্যধর্ম্ম ইসলাম গ্রহণ করিয়া মুসলমান হইবার জন্য আহ্বান করিয়াছেন।

——

মদিনায় অবতীর্ণ	২২। সুরা হজ্জ—الحج	৭৮ আয়ত

সর্ব্ব প্রদাতা করুণাময় আল্লার নামে

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

১ম রুকু—মহাপ্রলয় ও পুনরুত্থানের ভবিষ্যদ্বাণী

১। হে মানবগণ, তোমাদের প্রতিপালককে ভয় কর; নিশ্চয় সেই

١- يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوْا رَبَّكُمْ ج

শানে-নজুল—এই পবিত্র সুরার অধিকাংশই মক্কা শরীফে অবতীর্ণ হইয়াছিল। মক্কার অবিশ্বাসী পৌত্তলিকেরা মহাপ্রলয় ও পুনরুত্থান প্রভৃতি পারলৌকিক ব্যাপার বিশ্বাস করিত না; তাই আল্লাহতা'লা এই সুরার প্রথমেই অবিশ্বাসীদিগের ঐ সকল ভ্রম-বিশ্বাসের প্রতিবাদ করিয়া মহাপ্রলয়, পুনরুত্থান, সুবিচার ও স্বর্গ, নরক প্রভৃতি পারলৌকিক অবশ্যম্ভাবী ঘটনাবলীর অনুকূলে অকাট্য যুক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন। এইজন্য অধিকাংশ তফ্‌সীরকারই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, এই সুরা মক্কা শরিফে অবতীর্ণ হইয়াছিল; কিন্তু ইহার পরবর্ত্তী অধ্যায়-সমূহে বর্ণিত হজবিধি, কোরবানী এবং আত্মরক্ষা ও ধর্ম্মযুদ্ধ-বিষয়ক প্রত্যাদেশ পাঠে ইহার বিভিন্ন অংশ মদিনা শরীফে অবতীর্ণ হইয়াছিল বলিয়াও অনুমিত হয়। এইজন্য কোন কোন তফ্‌সীরকার ইহাকে মক্কার পরবর্ত্তী মদিনার প্রত্যাদেশ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। প্রাথমিক তফ্‌সীরকারগণের এই মতান্তর হেতু পরবর্ত্তী তফ্‌সীরকার ও ঐতিহাসিকগণ ইহাকে মক্কা ও মদিনার সম্মিলিত প্রত্যাদেশ বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন।—এব্‌ন-আব্বাস।

এই পবিত্র সুরা ১০ রুকুতে বিভক্ত এবং ৭৮ আয়তে গ্রথিত হইয়াছে। এই সুরার প্রথমে মানব-জীবনের শেষ-পরিণতি সম্বন্ধে অবিশ্বাসীদিগের ভ্রম বিশ্বাস, মহাপ্রলয়, পুনরুত্থান, সুবিচার, স্বর্গ, নরক ও শয়তানের প্ররোচনার বিষয় বর্ণিত হইয়াছে। অনন্তর প্রসঙ্গক্রমে অংশীবাদিতা ও পৌত্তলিকতার প্রতিবাদ করিয়া অবিশ্বাসী কাফেরদিগের শোচনীয় অন্তিম পরিণাম স্মরণ করাইয়া দিয়া সত্যধর্ম্ম প্রত্যাখ্যান ও নবীদ্রোহিতা সম্বন্ধে তাহাদিগকে সতর্ক করিয়া দেওয়া হইয়াছে। তদুপরি হজ ও কোরবানীর আধ্যাত্মিক শিক্ষা, মানবের ধর্ম্ম-বিশ্বাস, সুনীতি ও সদাচার এবং পৃথিবীর শান্তি শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য অত্যাচার, অবিচার ও অনাচার দমন এবং আত্মরক্ষা ও ধর্ম্ম-যুদ্ধের আবশ্যকতা এই সুরার সবিশেষ উল্লেখযোগ্য উপদেশ। অবশেষে মোসলেম-জীবনের আদর্শ এবং তাহাদের পারলৌকিক পুরস্কারের প্রসঙ্গ বর্ণনা করিয়া আলোচ্য সুরার উপসংহার করা হইয়াছে।

হজ্জ—ইহা মোসলেম-জীবনের একটি বিশিষ্ট ধর্ম্ম-ক্রিয়া এবং ইস্‌লামী ধর্ম্মানুষ্ঠানের অত্যাবশ্যকীয় চতুর্থ "রোকন" নামে সুপরিচিত। এই অত্যাবশ্যকীয় ধর্ম্ম-ক্রিয়া সম্পাদনের জন্য প্রত্যেক সমর্থ মুসলমানের পক্ষে তাহার জীবনে অন্ততঃ একবার পুণ্যভূমি মক্কা শরীফে উপস্থিত হওয়া অপরিহার্য্য কর্ত্তব্য বলিয়া পরিগণিত। মহানবী হজরত এবরাহিম সর্ব্বপ্রথম এই বিশিষ্ট ধর্ম্মানুষ্ঠান প্রবর্ত্তন করেন এবং বিশ্বনবী হজরত রসুলোল্লাহ আল্লাহতা'লা কর্ত্তৃক প্রত্যাদিষ্ট হইয়া পুনরায় উহা সমগ্র মোসলেম-জগতের জন্য অবশ্য কর্ত্তব্য ধর্ম্মানুষ্ঠান বলিয়া ঘোষণা প্রচার করেন। এই পবিত্র ঘোষণাবাণীর ফলে পুণ্যধাম মক্কা ও উহার প্রাচীনতম 'বয়তুল্লাহ' বা ঐশীগৃহ 'কাবা' মোসলেম-জগতের মহামিলনের পুণ্যতীর্থ বা কেন্দ্রভূমি রূপে নির্ণীত হইয়া যায়। ফলতঃ এই হজ

[১ম আয়তের তফ্‌সীর পরপৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

মদিনায় অবতীর্ণ	২২। সুরা হজ্ব—الحج	৭৮ আয়ত

সর্ব্বপ্রদাতা করুণাময় আল্লার নামে

بسم الله الرحمن الرحيم

১ম রুকু—মহাপ্রলয় ও পুনরুত্থানের ভবিষ্যদ্বাণী

১। হে মানবগণ, তোমাদের প্রতিপালককে ভয় কর; নিশ্চয় সেই

١ـ يَاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوْا رَبَّكُمْ ج

শানে-নজুল—এই পবিত্র সুরার অধিকাংশই মক্কা শরীফে অবতীর্ণ হইয়াছিল। মক্কার অবিশ্বাসী পৌত্তলিকেরা মহাপ্রলয় ও পুনরুত্থান প্রভৃতি পারলৌকিক ব্যাপার বিশ্বাস করিত না; তাই আল্লাহতা'লা এই সুরার প্রথমেই অবিশ্বাসীদিগের ঐ সকল ভ্রম-বিশ্বাসের প্রতিবাদ করিয়া মহাপ্রলয়, পুনরুত্থান, সুবিচার ও স্বর্গ, নরক প্রভৃতি পারলৌকিক অবশ্যম্ভাবী ঘটনাবলীর অনুকূলে অকাট্য যুক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন। এইজন্য অধিকাংশ তফ্‌সীরকারই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, এই সুরা মক্কা শরিফে অবতীর্ণ হইয়াছিল; কিন্তু ইহার পরবর্ত্তী অধ্যায়-সমূহে বর্ণিত হজ্ববিধি, কোরবানী এবং আত্মরক্ষা ও ধর্ম্মযুদ্ধ-বিষয়ক প্রত্যাদেশ পাঠে ইহার বিভিন্ন অংশ মদিনা শরীফে অবতীর্ণ হইয়াছিল বলিয়াও অনুমিত হয়। এইজন্য কোন কোন তফ্‌সীরকার ইহাকে মক্কার পরবর্ত্তী মদিনার প্রত্যাদেশ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। প্রাথমিক তফ্‌সীরকারগণের এই মতান্তর হেতু পরবর্ত্তী তফ্‌সীরকার ও ঐতিহাসিকগণ ইহাকে মক্কা ও মদিনার সম্মিলিত প্রত্যাদেশ বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন।—এব্‌ন-আব্বাস।

এই পবিত্র সুরা ১০ রুকুতে বিভক্ত এবং ৭৮ আয়তে গ্রথিত হইয়াছে। এই সুরার প্রথমে মানব-জীবনের শেষ-পরিণতি সম্বন্ধে অবিশ্বাসীদিগের ভ্রম বিশ্বাস, মহাপ্রলয়, পুনরুত্থান, সুবিচার, স্বর্গ, নরক ও শয়তানের প্ররোচনার বিষয় বর্ণিত হইয়াছে। অনন্তর প্রসঙ্গক্রমে অংশীবাদিতা ও পৌত্তলিকতার প্রতিবাদ করিয়া অবিশ্বাসী কাফেরদিগের শোচনীয় অন্তিম পরিণাম স্মরণ করাইয়া দিয়া সত্যধর্ম্ম প্রত্যাখ্যান ও নবীদ্রোহিতা সম্বন্ধে তাহাদিগকে সতর্ক করিয়া দেওয়া হইয়াছে। তদুপরি হজ্ব ও কোরবানীর আধ্যাত্মিক শিক্ষা, মানবের ধর্ম্ম-বিশ্বাস, সুনীতি ও সদাচার এবং পৃথিবীর শান্তি শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য অত্যাচার, অবিচার ও অনাচার দমন এবং আত্মরক্ষা ও ধর্ম্ম-যুদ্ধের আবশ্যকতা এই সুরার সবিশেষ উল্লেখযোগ্য উপদেশ। অবশেষে মোসলেম-জীবনের আদর্শ এবং তাহাদের পারলৌকিক পুরস্কারের প্রসঙ্গ বর্ণনা করিয়া আলোচ্য সুরার উপসংহার করা হইয়াছে।

হজ্ব—ইহা মোসলেম-জীবনের একটি বিশিষ্ট ধর্ম্ম-ক্রিয়া এবং ইস্‌লামী ধর্ম্মানুষ্ঠানের অত্যাবশ্যকীয় চতুর্থ "রোকন" নামে সুপরিচিত। এই অত্যাবশ্যকীয় ধর্ম্ম-ক্রিয়া সম্পাদনের জন্য প্রত্যেক সমর্থ মুসলমানের পক্ষে তাহার জীবনে অন্ততঃ একবার পুণ্যভূমি মক্কা শরীফে উপস্থিত হওয়া অপরিহার্য্য কর্ত্তব্য বলিয়া পরিগণিত। মহানবী হজরত এবরাহিম সর্ব্বপ্রথম এই বিশিষ্ট ধর্ম্মানুষ্ঠান প্রবর্ত্তন করেন এবং বিশ্বনবী হজরত রসুলোল্লাহ আল্লাহতা'লা কর্ত্তৃক প্রত্যাদিষ্ট হইয়া পুনরায় উহা সমগ্র মোসলেম-জগতের জন্য অবশ্য কর্ত্তব্য ধর্ম্মানুষ্ঠান বলিয়া ঘোষণা প্রচার করেন। এই পবিত্র ঘোষণাবাণীর ফলে পুণ্যধাম মক্কা ও উহার প্রাচীনতম 'বয়তুল্লাহ' বা ঐশীগৃহ 'কাবা' মোসলেম-জগতের মহামিলনের পুণ্যতীর্থ বা কেন্দ্রভূমি রূপে নির্ণীত হইয়া যায়। ফলতঃ এই হজ্ব

[১ম আয়তের তফ্‌সীর পরপৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ ○
٢- يَوْمَ تَرَوْنَهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ
عَمَّا أَرْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ
حَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى
وَمَا هُمْ بِسُكَارَى وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ
شَدِيدٌ ○ ٣- وَمِنَ النَّاسِ مَنْ
يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّبِعُ
كُلَّ شَيْطَانٍ مَرِيدٍ ○ ٤- كُتِبَ
عَلَيْهِ أَنَّهُ مَنْ تَوَلَّاهُ فَأَنَّهُ يُضِلُّهُ

কম্পন-কাল গুরুতর বিষয়। ২। সেদিন
তুমি দেখিবে যে, প্রত্যেক স্তনদায়িনী স্তন্যপায়ীদিগকে বিস্মৃত হইবে এবং প্রত্যেক গর্ভবতী স্বীয় গর্ভপাত করিবে এবং তুমি মানবমণ্ডলীকে প্রমত্ত অবস্থায় অবলোকন করিবে—অথচ তাহারা প্রমত্ত নহে; কিন্তু আল্লার শাস্তি কঠোরতর।
৩। এবং মানবমণ্ডলীর মধ্যে এরূপও আছে যে, কোন জ্ঞান ব্যতীত আল্লাহ সম্বন্ধে বিতর্ক করে এবং তাহারা অবাধ্যাচারী শয়তানদিগেরই অনুসরণ করিয়া থাকে। ৪। উহার সম্বন্ধে লিপি-
বদ্ধ হইয়াছে যে, যে-কেহ উহার অনুরক্ত হয়, তবে নিশ্চয় সে তাহাকেই বিভ্রান্ত

অনুষ্ঠানের দ্বারা বিশ্ব-মানবের বার্ষিক মহামিলনের যে অতুলনীয় বিরাট আদর্শ মোসলেম-জগতে স্থায়ীরূপে সংস্থাপিত হইয়াছে, এই ঈর্ষা-বিদ্বেষ ও ভেদনীতি-কলুষিত বিশ্বে তাহার কোনই তুলনা নাই। পবিত্র হজ শুধু মহামিলনের নহে—ইহা সত্যধর্ম্ম এবং সত্য-বিশ্বাসীগণের মহাবিজয়েরও চরম নিদর্শন। এই পুণ্যতীর্থেই হজরত রসুলোল্লাহ তথা মানব-জাতির প্রতি আল্লাহতা'লার অনুগ্রহ বা করুণা-ধারা বর্ষণের পূর্ণতার বাণী বিঘোষিত হইয়াছিল। ঐ শেষ প্রত্যাদেশ অবতীর্ণ হইবার সঙ্গে সঙ্গেই হজরত রসুলোল্লাহ তথা জগদ্বাসীর নিকট তাঁহার মহাপ্রয়ান বা শেষ বিদায়ের মর্ম্মস্পর্শী করুণ আভাস প্রদান করিয়াছিলেন। সুতরাং এই হজ সংক্রান্ত ঘোষণা বাণী ও বিধি-নিষেধ বিবৃত হওয়ার জন্যই আলোচ্য সুরা "আল্ হজ" নামে অভিহিত হইয়াছে।

১। **জাল্‌জালাহ**—এই শব্দের আভিধানিক অর্থ ভীষণ কম্পন বা ভয়াবহ আন্দোলন "জাল্‌জালাতের আবুদ" অর্থ ভূমিকম্প; এস্থলে সেই মহাপ্রলয়কালের ভয়াবহ কম্পন বা আলোড়নের কথাই উল্লেখ করা হইয়াছে। যে সকল অবিশ্বাসী কাফের মহাপ্রলয় বা পুনরুত্থান বিশ্বাস করিত না এবং ঐ প্রসঙ্গ লইয়া হজরত রসুলোল্লার সহিত মূর্খের মত অন্যায় বিতর্ক করিত, আল্লাহতা'লা তাহাদিগকে সতর্ক করিয়া বলিতেছেন যে, তোমরা না জানিয়া ঐ সম্বন্ধে অন্যায় বিতর্ক করিও না; বরং তোমরা ঐ সঙ্কট মুহূর্ত্তের কথা স্মরণ করিয়া আল্লাহতা'লাকে ভয় কর; কারণ উহা অতি গুরুতর বিষয়।

২। যেদিন মহাপ্রলয়ের কম্পন উপস্থিত হইবে, সেদিন মানুষের কিরূপ অবস্থা হইবে, এই আয়তে তাহাই বর্ণিত হইয়াছে। আল্লাহতা'লা বলিতেছেন যে, সেদিন সেই ঘোর সঙ্কটকালে স্তনদায়িনী জননী নিজের স্তন্যপায়ী শিশুদিগকে ভুলিয়া যাইবে, সেই ভীষণ আলোড়নে প্রত্যেক গর্ভবতী নারীর গর্ভপাত হইবে এবং আতঙ্কে সমস্ত নরনারী জ্ঞান-বুদ্ধি হারাইয়া উন্মত্তের মত ছুটাছুটি করিতে থাকিবে।

৩—৪। যাহারা আল্লাহতা'লার শক্তি-মহিমা উপলব্ধি করিতে না পারিয়া মূর্খতা বশতঃ ঐ সম্বন্ধে অন্যায় বিতর্ক এবং ঐরূপ ঘটনা অসম্ভব বিবেচনা করে, আল্লাহতা'লা বলিতেছেন যে,

وَيَهْدِيهِ إِلَىٰ عَذَابِ السَّعِيرِ ۝
٥- يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ
مِّنَ الْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن
تُرَابٍ ثُمَّ مِن نُّطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ
ثُمَّ مِن مُّضْغَةٍ مُّخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ
مُخَلَّقَةٍ لِّنُبَيِّنَ لَكُمْ ۚ وَنُقِرُّ فِي
الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى
ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوا
أَشُدَّكُمْ ۖ وَمِنكُم مَّن يُتَوَفَّىٰ وَمِنكُم
مَّن يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْلَا يَعْلَمَ
مِن بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا ۚ وَتَرَى الْأَرْضَ
هَامِدَةً فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ
اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأَنبَتَتْ مِن كُلِّ

করে এবং তাহাকে শিখা-বিশিষ্ট শাস্তির দিকে পরিচালিত করে।
৫। হে মানব-গণ, যদি তোমরা পুনরুত্থান সম্বন্ধে সন্দিগ্ধ হও, তবে নিশ্চয় আমি এজন্য তোমাদিগকে মৃত্তিকা হইতে, তৎপর শুক্র হইতে, তৎপর রক্তপিণ্ড হইতে, তৎপর মাংসপিণ্ড হইতে পূর্ণাকৃতি ও অসম্পূর্ণাকৃতি সৃষ্টি করিয়াছি—যেন আমি তোমাদিগকে সুবিদিত করি; এবং আমি যাহাকে ইচ্ছা নির্দ্দিষ্টকাল পর্য্যন্ত জরায়ু মধ্যে অবস্থিতি করাই, তৎপর আমি তাহাকে শিশুরূপে বহির্গত করি—যেন তোমরা স্বীয় যৌবনে উপনীত হও; এবং তোমাদের মধ্যে কেহ কেহ মৃত্যুপ্রাপ্ত হয় এবং তোমাদের মধ্যে কেহ কেহ অকর্ম্মণ্য জীবনের দিকে প্রত্যাবর্ত্তিত হইয়া থাকে; অতঃপর জ্ঞান-প্রাপ্তির পরেও সে কিছু অবগত হয় না; এবং তুমি ভূতলকে বিশুষ্ক অবলোকন করিতেছ, কিন্তু যখন আমি উহার উপর বারি-বর্ষণ করি, তখন উহা সরস ও স্ফীত হয় এবং নানাবিধ মনোরম তরু-লতা উদ্গত হইয়া থাকে।

তাহারা অবাধ্য শয়তানের অন্ধ-অনুচর মাত্র। পাপাত্মা শয়তান তাহাদিগকে বিভ্রান্ত করিয়া নরকের দিকেই লইয়া যাইতেছে।

৫। যে সকল অবিশ্বাসী মহাপ্রলয় ও পুনরুত্থান অবিশ্বাস অথবা অসম্ভব বলিয়া মনে করে, আল্লাহতা'লা তাহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন যে, উহারা কি লক্ষ্য করিয়া দেখে না যে, আমি মানুষকে মূলতঃ মৃত্তিকা হইতে সৃষ্টি করিয়া—পরে তাহাদিগকে ক্রমাগত পর্য্যায়ক্রমে পিতার শুক্রবিন্দু হইতে মাতৃগর্ভে রক্তপিণ্ডে, পরে রক্ত পিণ্ড হইতে মাংশপিণ্ডে পরিণত করিয়া থাকি এবং তৎপর কাহাকেও পূর্ণাকৃতি এবং কাহাকেও অসম্পূর্ণাকৃতি অবস্থায় মাতৃগর্ভ হইতে বহির্গত করি; ঐ অবস্থায় তাহারা নির্দ্দিষ্টকাল মাতৃগর্ভে অবস্থান করিয়া পরে শিশুরূপে বহির্গত হয়। তৎপর তাহাদের কেহ কেহ শৈশবে মৃত্যুমুখে পতিত হয় এবং কেহ কেহ বা যৌবনে ও বার্দ্ধক্যে উপনীত হইয়া থাকে। এইরূপ শুধু মানব-জগতে নহে—আমার সৃষ্টি-মহিমা দ্বারা বিশুষ্ক ধরণীও সঞ্জীবিত এবং তরু-লতা ও ফুলে-ফলে সুশোভিত হইয়া থাকে।

زَوْجٍ بَهِيْجٍ ○ ٦- ذٰلِكَ بِاَنَّ اللّٰهَ
هُوَ الْحَقُّ وَاَنَّهٗ يُحْيِ الْمَوْتٰى وَ
اَنَّهٗ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ۙ ٧- وَ
اَنَّ السَّاعَةَ اٰتِيَةٌ لَّا رَيْبَ فِيْهَا ۙ
وَاَنَّ اللّٰهَ يَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُوْرِ ○
٨- وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُّجَادِلُ
فِي اللّٰهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَّلَا هُدًى وَّلَا
كِتٰبٍ مُّنِيْرٍ ۙ ٩- ثَانِيَ عِطْفِهٖ
لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ؕ لَهٗ
فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَّنُذِيْقُهٗ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ
عَذَابَ الْحَرِيْقِ ○ ١٠- ذٰلِكَ بِمَا
قَدَّمَتْ يَدٰكَ وَاَنَّ اللّٰهَ لَيْسَ
بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيْدِ ۙ

৬। ইহা এই হেতু যে, নিশ্চয় আল্লাই
সত্য এবং যেহেতু তিনিই মৃতকে
সঞ্জীবিত করিবেন এবং যেহেতু তিনিই
সর্ব্ববিষয়োপরি শক্তিমান। ৭। এবং
যেহেতু সেই সময় আসিতেছে—যাহাতে
কোনই সন্দেহ নাই, এবং যেহেতু
সমাধি-সমূহে যাহা আছে, আল্লাহ
তাহাদিগকে সমুত্থিত করিবেন। ৮। এবং
মানব-মণ্ডলীর মধ্যে এরূপও আছে যে,
কোন জ্ঞান এবং উপদেশ অথবা
জ্যোতির্ম্ময় গ্রন্থ ব্যতীত আল্লাহ সম্বন্ধে
বিতর্ক করে। ৯। স্কন্ধ ফিরাইয়া যেন
সে আল্লার পথ হইতে অন্যকে বিভ্রান্ত
করে; তাহার জন্য ইহজগতেই লাঞ্ছনা
রহিয়াছে এবং আমি তাহাকে উত্থান—
দিবসে প্রজ্বলিত শাস্তি আস্বাদন
করাইব। ১০। ইহা এই হেতু যে,
তোমাদের হস্তদ্বয় যাহা পূর্ব্বে প্রেরণ
করিয়াছে, এবং যেহেতু আল্লাহ সেবক-
গণের প্রতি কিছুমাত্র অত্যাচার
করিবেন না।

৬। আমার ঐ সকল প্রত্যক্ষ সৃষ্টি-মহিমা এবং মৃতকে জীবিত ও জীবিতকে মৃত করিবার অলৌকিক শক্তি অহোরহ অবলোকন করিয়াও যাহারা আমার অঙ্গীকৃত মহাপ্রলয় পুনরুত্থান বিশ্বাস করে না এবং আমার পক্ষে উহা অসম্ভব ও সাধ্যাতীত বলিয়া ধারণা করে, তাহাদের ন্যায় অন্ধ-বিশ্বাসী ভ্রান্ত আর কেহই নাই। কিন্তু তাহাদের জানা উচিত যে, নিশ্চয় এই জগতের সৃষ্টিকর্ত্তা প্রভু সর্ব্ববিষয়োপরি শক্তিমান; তাঁহার অসাধ্য কিছুই নাই।

৭। অতএব তোমরা নিশ্চয় জানিয়া রাখ যে, সেই সময় অবশ্যই উপস্থিত হইবে—যেদিন আল্লাহ প্রত্যেক মৃত ও সমাধিস্থ মানবকে সমুত্থিত করিয়া তাহাদিগকে স্ব স্ব কৃতকর্ম্মানুযায়ী শাস্তি বা পুরস্কার প্রদান করিবেন।

৮—৯। আল্লাহতা'লা বলিতেছেন যে, মানব-জাতির মধ্যে এরূপ অজ্ঞ ও ভ্রান্ত লোকও আছে—যাহারা স্বর্গীয় গ্রন্থের কোনরূপ জ্ঞান অথবা উপদেশ অবগত না হইয়াও আল্লাতা'লার স্বরূপ সম্বন্ধে লোকের সহিত বিতর্ক করিয়া থাকে। ফলতঃ লোকদিগকে সত্য-ধর্ম্ম ও সরল পথ হইতে বিভ্রান্ত করাই উহাদের কার্য্য। এই অবাধ্যতা ও ধর্ম্মদ্রোহিতার জন্য উহারা ইহ-জীবনে লাঞ্ছিত এবং পরলোকে প্রজ্বলিত নরকানলে দগ্ধীভূত হইবে।

১০। অবশ্য করুণাময় আল্লাহতা'লা কাহারও প্রতি কোনরূপ অবিচার করিবেন না।

২য় রুকু—রসুলোল্লার প্রতি ঐশী-সাহায্যের অবশ্যম্ভাবী অঙ্গীকার

১১। এবং মানব-মণ্ডলীর মধ্যে
এরূপ আছে যে, সংশয়ের উপর আল্লার
উপাসনা করে—তাহাতে যদি কল্যাণ
নিপতিত হয়, তবে সে উহাতে আশ্বস্ত
হয় এবং যদি সে দুঃখে পতিত হয়, তবে
সে স্বীয় আননোপরি পশ্চাদ্বর্ত্তিত হইয়া
থাকে; সে ইহলোকে ও পরলোকে
ক্ষতিগ্রস্ত হইবে—ইহাই স্পষ্টতর ক্ষতি।
১২। সে আল্লাহকে পরিত্যাগ করিয়া
উহাকেই আহ্বান করে—যে তাহার
কোন ক্ষতি অথবা লাভ করিতে পারে
না; ইহাই সুদৃঢ় ভ্রান্তি। ১৩। সে
উহারই আহ্বান করিয়া থাকে—যাহার
ক্ষতি উহার লভ্য হইতে নিকটতর;
এরূপ অভিভাবকও নিকৃষ্টতর। এবং
নিশ্চয় সাহচর্য্যও নিকৃষ্টতর। ১৪। যাহারা
বিশ্বাস-স্থাপন করিয়াছে ও সৎকার্য্য
করে, নিশ্চয় আল্লাহ তাহাদিগকে

۱۱- وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّعْبُدُ اللّٰهَ عَلٰى
حَرْفٍ ج فَاِنْ اَصَابَهٗ خَيْرُ نِاطْمَاَنَّ
بِهٖ ج وَاِنْ اَصَابَتْهُ فِتْنَةُ نِ انْقَلَبَ
عَلٰى وَجْهِهٖ ج قف خَسِرَ الدُّنْيَا
وَ الْاٰخِرَةَ ط ذٰلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ
الْمُبِيْنُ ○ ۱۲- يَدْعُوْا مِنْ دُوْنِ
اللّٰهِ مَا لَا يَضُرُّهٗ وَ مَا لَا يَنْفَعُهٗ ط
ذٰلِكَ هُوَ الضَّلٰلُ الْبَعِيْدُ ○ج
۱۳- يَدْعُوْا لَمَنْ ضَرُّهٗٓ اَقْرَبُ مِنْ
نَّفْعِهٖ ط لَبِئْسَ الْمَوْلٰى وَلَبِئْسَ
الْعَشِيْرُ ○ ۱۴- اِنَّ اللّٰهَ يُدْخِلُ
الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ

তাহাদের স্ব স্ব কৃতকর্ম্মের জন্যই তাহারা লাঞ্ছিত হইয়া শাস্তিভোগ করিবে।

১১। এই আয়তে সন্দিগ্ধ-হৃদয় ক্ষীণ-বিশ্বাসীদের প্রসঙ্গ বর্ণিত হইয়াছে। উহারা সন্দেহবশে সত্য-ধর্ম্ম গ্রহণ এবং বিশ্বাসীদের সহিত উপাসনাদিতে যোগদান করিয়া থাকে। ইহার ফলে যদি কোনরূপ সুফল বা কল্যাণ-প্রাপ্ত হয়, তবে তাহারা আশ্বস্ত ও সন্তুষ্ট হইয়া থাকে; কিন্তু যদি কোনরূপ অকল্যাণ বা দুঃখ-কষ্ট উপস্থিত হয়, তবে তাহারা সত্যধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া বিপথে চলিয়া যায়। সন্দেহ-প্রবল ক্ষীণ-বিশ্বাসীদের ইহাই চিরন্তন রীতি। আল্লাহতা'লা বলিতেছেন যে, ঐ সন্দিগ্ধ-হৃদয় ক্ষীণ-বিশ্বাসীরা ইহ-পরলোকে অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্ত ও লাঞ্ছিত হইবে।

১২—১৩। এই দুইটি আয়তে অবিশ্বাসী পৌত্তলিক ও জড়োপাসকদিগের প্রতি ইঙ্গিত করা হইয়াছে। উহারা আল্লাহতা'লাকে পরিত্যাগ করিয়া এমন সমস্ত জড়-জীব ও প্রস্তর প্রতিমার পূজা আরাধনা করে, যাহারা তাহাদের উপাসকদিগের কোনই উপকার বা অনিষ্ট করিতে পারে না; পক্ষান্তরে ঐ অসার উপাসক দ্বারা তাহারা লাভবান হইবার পরিবর্ত্তে ক্ষতিগ্রস্তই হইয়া থাকে। ফলতঃ অকৃতজ্ঞতা, ভ্রান্তি ও ধর্ম্মদ্রোহিতার ইহাই চূড়ান্ত নিদর্শন। এই শ্রেণীর অলীক উপাস্য ও অসার উপাসনা অপেক্ষা নিকৃষ্টতর অভিভাবক ও হীনতার কার্য্য আর কিছুই হইতে পারে না।

১৪। এই আয়তে বিশ্বাসী ও সৎকর্ম্মশীল মানব এবং তাহাদের পারলৌকিক পুরস্কার ও স্বর্গোদ্যানের স্বরূপ বিবৃত হইয়াছে। এবিষয় আরও বহুস্থানে বর্ণিত হইয়াছে।

স্বর্গোদ্যানে প্রবিষ্ট করিবেন—যাহার
নিম্নে স্রোতস্বিনী-সমূহ প্রবাহিতা ;
নিশ্চয় আল্লাহ যাহা ইচ্ছা করেন
তাহাই করিয়া থাকেন। ১৫। যে-কেহ
ধারণা করে যে, ইহলোক ও পরলোকে
আল্লাহ তাহাকে কোন সাহায্য করিবেন
না, তবে সে যেন আকাশের দিকে
একটি রজ্জু বিলম্বিত করে, তৎপরে সে
যেন উহা কর্ত্তন করে ; অবশেষে সে
যেন লক্ষ্য করে যে, সে যাহাতে রুষ্ট
হইয়াছিল তাহার সেই চক্রান্ত কিরূপে
অতিক্রান্ত হইয়াছে। ১৬। এবং এইরূপে
আমি ইহাকে প্রকাশ্য নিদর্শনাবলী-রূপে
অবতীর্ণ করিয়াছি এবং এতদ্দ্বারা আল্লাহ
যাহাকে ইচ্ছা পথ-প্রদর্শন করেন।
১৭। এবং যাহারা বিশ্বাস-স্থাপন

جَنّٰتٍ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ ط
اِنَّ اللّٰهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيْدُ ○ ١٥- مَنْ
كَانَ يَظُنُّ اَنْ لَّنْ يَّنْصُرَهُ اللّٰهُ
فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ فَلْيَمْدُدْ
بِسَبَبٍ اِلَى السَّمَآءِ ثُمَّ لْيَقْطَعْ
فَلْيَنْظُرْ هَلْ يُذْهِبَنَّ كَيْدُهٗ مَا
يَغِيْظُ ○ ١٦- وَكَذٰلِكَ اَنْزَلْنٰهُ اٰيٰتٍ
بَيِّنٰتٍ لا وَّاَنَّ اللّٰهَ يَهْدِيْ مَنْ
يُّرِيْدُ ○ ١٧- اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا

১৫। তফ্‌সীরকারগণ এই আয়তের বিভিন্নরূপ অর্থ করিয়াছেন। কেহ কেহ বলেন যে, যাহারা ইহ-পরলোকে আল্লার সাহায্য সম্বন্ধে বঞ্চিত হইয়া তৎপ্রতি ক্রোধ ও আক্রোষ পোষণ করে, তাহারা সেই ক্রোধ নিবারণের জন্য 'আকাশ' অর্থাৎ গৃহের উচ্চ ছাদে রজ্জু বিলম্বিত করিয়া 'গলায় দড়ি' দিয়া মরিলেও কোন ফল হইবে না ; আল্লাহ যাহা ইচ্ছা করেন, তাহা অবশ্যই সংঘটিত হইবে।

কিন্তু বহু বিশিষ্ট সাহাবা ও বিচক্ষণ তফ্‌সীরকার নির্দ্দেশ করিয়াছেন যে, আল্লাহতা'লা স্বর্গীয় সাহায্যের দ্বারা হজরত রসুলোল্লাকে ইহ-পরলোকে গৌরবান্বিত করিবার যে প্রতিশ্রুতি প্রদান করিয়াছিলেন, অবিশ্বাসী কাফেরেরা ইচ্ছা করিত যে, সেই সাহায্য যেন তিনি প্রাপ্ত না হন। এই উদ্দেশ্যে অর্থাৎ আল্লাহতা'লার সাহায্য ও অনুগ্রহ হইতে হজরত রসুলোল্লাকে বঞ্চিত করিবার জন্য তাহারা নানারূপ চক্রান্ত করিতেও কুণ্ঠিত হইত না। তাই আল্লাহতা'লা বলিতেছেন যে, আমার রসুলের অনিষ্ট সাধনের জন্য তোমরা যতই চেষ্টা ও চক্রান্ত কর না কেন, এজন্য তোমরা ক্রোধবশে স্বর্গে গিয়া আল্লাকে নিবারণ করিবার জন্য আকাশেই রজ্জু বিলম্বিত কর অথবা বিরক্তিভরে স্বীয় আক্রোশ মিটাইবার জন্য উহা কর্ত্তন করিয়াই ফেল ; ফলতঃ তোমরা যতই বাধা-বিঘ্ন সৃষ্টি এবং চেষ্টা ও ষড়যন্ত্র কর না কেন, তোমাদের সমস্ত দুরভিসন্ধি ও ষড়যন্ত্র ব্যর্থ হইয়া হজরত রসুলোল্লার প্রতি আল্লার অঙ্গীকৃত সাহায্য অবশ্যই উপনীত হইবে এবং আল্লাহতা'লা নিশ্চয়ই তাঁহাকে ইহ-পরলোকে অতুল গৌরবে গৌরবান্বিত করিবেন ; কিছুতেই তাহার অন্যথা অথবা ব্যতিক্রম হইবে না।

১৬। অতএব এই কোরানকে আমি মানব জাতির জন্য প্রকাশ্য নিদর্শন-রূপে অবতীর্ণ করিয়াছি ; আমার অনুগৃহীত ব্যক্তিরা ইহা দ্বারা অবশ্যই সুপথ প্রাপ্ত হইবে।

১৭। বিশ্বাসী মুসলমান এবং বিভ্রান্ত ইহুদী, খৃষ্টান, সাবেইন, ও মজুসী এবং অবিশ্বাসী ও অংশীবাদী কাফের প্রভৃতি সকলেই সত্যধর্ম্মাবলম্বী এবং মুক্তির অধিকারী বলিয়া দাবী করিয়া থাকে ; তাই আল্লাহতা'লা বলিয়া দিতেছেন যে, প্রকৃতপক্ষে কে সত্যানুরাগী মুক্তি পথের পথিক

وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِئِينَ
وَالنَّصَارَىٰ وَالْمَجُوسَ وَالَّذِينَ
أَشْرَكُوا ۖ إِنَّ اللَّهَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ
يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ
شَيْءٍ شَهِيدٌ ○ ١٨- أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ
يَسْجُدُ لَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن
فِي الْأَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ
وَالنُّجُومُ وَالْجِبَالُ وَالشَّجَرُ
وَالدَّوَابُّ وَكَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ ۖ
وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ ۗ وَمَن
يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُّكْرِمٍ ۚ
إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ ○ ١٩- هَٰذَانِ
خَصْمَانِ اخْتَصَمُوا فِي رَبِّهِمْ ۖ

করিয়াছে এবং যাহারা ইহুদী ও সাবেইন
ও খৃষ্টান ও মজুসী এবং যাহারা অংশী-
স্থাপনকারী, নিশ্চয় আল্লাহ উত্থান-দিবসে
তাহাদের মধ্যে মীমাংসা করিয়া দিবেন;
নিশ্চয় আল্লাহ সর্ব্ববিষয়োপরি সাক্ষী।
১৮। তুমি কি লক্ষ্য করিতেছ না যে,
নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলে যাহা আছে এবং
সূর্য্য ও চন্দ্র ও নক্ষত্ররাজি এবং পর্ব্বত-
মালা ও বৃক্ষরাজি ও জীব-জন্তু এবং
মানব-মণ্ডলীর অধিকাংশই আল্লাহকে
তাঁহারই উদ্দেশে সেজদা*
করিতেছে; এবং উহাদের অনেকেরই
উপর শাস্তি সাব্যস্ত হইয়াছে, আল্লাহ
যাহাকে লাঞ্ছিত করেন তবে তাহাকে
কেহই সম্মানিত করিতে পারে না;
নিশ্চয় আল্লাহ যাহা ইচ্ছা করেন তাহাই
করিয়া থাকেন। ১৯। ইহারাই দুইটী
বিরোধী দল—যাহারা তাহাদের প্রতি-
পালক সম্বন্ধে বিতর্ক করে; অনন্তর

এবং কে বিপথগামী ভ্রান্ত, তদ্বিষয়ে সর্ব্বজ্ঞ আল্লাহতা'লাই সর্ব্বোত্তম সাক্ষী। অতএব তিনিই পুনরুত্থান ও মহাবিচারের দিন ইহার চরম মীমাংসা করিয়া দিবেন।

১৮। এই আয়তে বিশ্ব-জগতের উপর সর্ব্বশক্তিমান আল্লাহতা'লার একাধিপত্য ও প্রভুত্ব সম্বন্ধে প্রাকৃতিক নিদর্শন সমূহ প্রদর্শন করা হইয়াছে। আয়তের মর্ম্ম এই যে, নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডল, চন্দ্র-সূর্য্য ও গ্রহ-নক্ষত্র প্রভৃতি সৌর জগৎ, পর্ব্বতমালা, তরুলতা ও জীব-জন্তু এবং মানব ও দানব জাতির অধিকাংশই স্ব স্ব স্বভাব-ধর্ম্ম পালন পূর্ব্বক তাঁহারই আদেশ পালন এবং তাঁহারই আনুগত্য স্বীকার করিতেছে এবং সমস্ত বিশ্বজগৎ তাঁহারই উদ্দেশ্যে মস্তক নত করিয়া তাঁহাকেই সেজদা করিতেছে। তিনি সর্ব্বশক্তিমান প্রভু এবং তিনি যাহাকে ইচ্ছা লাঞ্ছিত ও যাহাকে ইচ্ছা গৌরবান্বিত করিতে পারেন এবং তিনি যাহা ইচ্ছা তাহাই করিয়া থাকেন।

* এই পবিত্র আয়ত পাঠের সঙ্গে সঙ্গে সেজদা প্রদান করিতে হইবে।

১৯—২১। এই আয়ত-ত্রয়ে সর্ব্বশক্তিমান আল্লাহতা'লার অংশী-স্থাপনকারী এবং তাঁহার স্বরূপ সম্বন্ধে অন্যায় বিতর্ককারীদিগের পারলৌকিক শাস্তির প্রসঙ্গ বর্ণিত হইয়াছে। উহাদের অঙ্গ আগ্নেয়-বস্ত্রে আচ্ছাদিত এবং তাহাদের মস্তকোপরি উত্তপ্ত সলিল-ধারা বর্ষিত হইবে; তদ্দ্বারা

فَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا قُطِّعَتْ لَهُمْ ثِيَابٌ
مِّنْ نَّارٍ ط يُصَبُّ مِنْ فَوْقِ رُءُوْسِهِمُ
الْحَمِيْمُ ۚ ٢٠- يُصْهَرُ بِهٖ مَا فِيْ
بُطُوْنِهِمْ وَالْجُلُوْدُ ۚ ٢١- وَلَهُمْ
مَّقَامِعُ مِنْ حَدِيْدٍ ٥ ٢٢- كُلَّمَا
اَرَادُوْا اَنْ يَّخْرُجُوْا مِنْهَا مِنْ غَمٍّ
اُعِيْدُوْا فِيْهَا ق وَذُوْقُوْا عَذَابَ
الْحَرِيْقِ ۚ

যাহারা অবিশ্বাস করিয়াছে, তাহাদের জন্য আগ্নেয় বস্ত্র প্রস্তুত হইয়াছে; তাহাদের মস্তকোপরি উত্তপ্ত সলিল নিক্ষিপ্ত হইবে—২০। যদ্দারা গাত্র-চর্ম্ম ও তাহাদের উদরে যাহা আছে, তাহা বিগলিত করা হইবে, ২১। এবং তাহাদের জন্য লৌহদণ্ড রহিয়াছে। ২২। যখন তাহারা তথা হইতে দুঃখ-যন্ত্রণায় বাহির হইতে ইচ্ছা করিবে, তখন তাহাদিগকে উহারই মধ্যে প্রত্যাবর্ত্তিত করা হইবে;—এবং তোমরা প্রজ্বলিত শাস্তি আস্বাদন কর।

৩য় রুকু—বিশ্বাসীগণের মহাবিজয়ের ভবিষ্যদ্বাণী

٢٣- اِنَّ اللّٰهَ يُدْخِلُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا
وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ
مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ يُحَلَّوْنَ فِيْهَا
مِنْ اَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَّلُؤْلُؤًا ط
وَلِبَاسُهُمْ فِيْهَا حَرِيْرٌ ٥ ٢٤- وَ
هُدُوْا اِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ ۚ

২৩। যাহারা বিশ্বাস-স্থাপন করিয়াছে ও সৎকার্য্য করে, নিশ্চয় আল্লাহ তাহাদিগকে স্বর্গোদ্যানে প্রবিষ্ট করিবেন, যাহার নিম্নে স্রোতস্বিনী-সমূহ প্রবাহিতা, তথায় তাহাদিগকে স্বর্ণ ও মুক্তার কঙ্কণ দ্বারা সুশোভিত করা হইবে এবং তথায় তাহাদের বস্ত্র রেশম-নির্ম্মিত হইবে। ২৪। এবং তাহারা পবিত্র বাক্যের দিকে আকৃষ্ট হইবে এবং তাহারা প্রশংসিত

তাহাদের গাত্র চর্ম্ম ঝলসিত এবং আভ্যন্তরীণ শরীরাংশ বিগলিত হইয়া বাহির হইবে। তদুপরি তাহারা লৌহদণ্ডে নির্ম্মম ভাবে প্রহৃত হইতে থাকিবে।

কোন কোন নব্য তফ্‌সীরকার উপরোক্ত বর্ণনাকে রূপক বলিয়া প্রমাণ করিতে চেষ্টিত হইয়াছেন এবং কেহ কেহ উহার অনুরূপ মর্ম্মও পরিকল্পনা করিয়াছেন—তঃ মঃ আলি দ্রষ্টব্য।

২২। এই আয়তে বলা হইতেছে যে, অবিশ্বাসীরা অসহ্য নরক যাতনা সহ্য করিতে না পারিয়া তথা হইতে বাহির হইবার জন্য চেষ্টা করিবে বটে, কিন্তু তাহারা কিছুতেই বহির্গত হইতে পারিবে না।

২৩—২৪। আল্লাহতা'লার অনুগৃহীত বিশ্বাসী মুসলমানেরা পরলোকে স্বর্গোদ্যানে প্রবিষ্ট হইয়া যেরূপভাবে সুন্দর রেশমী বস্ত্রে সুসজ্জিত এবং মনোরম স্বর্ণ ও মুক্তার অলঙ্কারে বিভূষিত হইবে, এই আয়তে তাহারই আভাস প্রদান করা হইয়াছে।

পথের দিকে পথ-প্রদর্শিত হইবে।

وَهُدُوا إِلَى صِرَاطِ الْحَمِيدِ ۝

২৫। নিশ্চয় যাহারা অবিশ্বাস করিয়াছে, এবং আল্লার পথ ও সেই পবিত্র মসজিদ হইতে প্রতিরোধ করে, যাহাকে আমি তত্রত্য অধিবাসী ও অভ্যাগত লোক-দিগের জন্য সমমূল্য করিয়াছি; এবং যে-কেহ তথায় অত্যাচার করিতে সমুদ্যত হইবে, আমি তাহাদিগকেই যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি আস্বাদন করাইব।

২৫- إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَيَصُدُّونَ
عَنْ سَبِيلِ اللهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ
الَّذِي جَعَلْنٰهُ لِلنَّاسِ سَوَاءَ
نِ الْعَاكِفُ فِيهِ وَالْبَادِ ط وَمَنْ يُرِدْ
فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ
أَلِيمٍ ع

৪র্থ রুকু—হজ্জ ও কা'বা-প্রদক্ষিণ সম্বন্ধীয় প্রত্যাদেশ

২৬। এবং যখন আমি এবরাহিমের জন্য সেই গৃহের স্থান নির্দ্ধারণ করিয়া বলিয়াছিলাম যে, আমার সহিত কোন বিষয়কেই অংশী করিও না এবং প্রদক্ষিণ-কারিগণের জন্য ও দণ্ডায়মানগণের জন্য

২৬-وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرٰهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ
أَنْ لَا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ
بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ

অতি আধুনিক নব্য তফসীরকারগণ উপরোক্ত বর্ণনাকে বিশ্বাসী মুসলমানগণের বিশ্ব-বিজয়ী এবং রাজ্য, ঐশ্বর্য্য ও সুখ-সম্পদের অধিকারী হইবার ভবিষ্যদ্বাণী বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন।

২৫। এই আয়ত মক্কার অবিশ্বাসী ও অত্যাচারী কাফেরদিগের পতন ও পরাজয়ের প্রত্যক্ষ ভবিষ্যদ্বাণী। এই ভবিষ্যদ্বাণী যেরূপ প্রত্যক্ষভাবে পূর্ণ হইয়াছিল, তাহা সকলেই অবগত আছেন।

২৬। এই আয়তে "বায়তুল্লাহ" বা পুণ্যধাম মক্কার জগদ্বিখ্যাত 'কা'বা গৃহের' প্রসঙ্গ বর্ণিত হইয়াছে। আল্লাহতা'লা বলিয়া দিতেছেন যে, আমি আমার অন্যতম প্রিয়নবী এবরাহিমকে আমার মনোনীত এই পবিত্র গৃহ নির্ম্মাণের জন্য স্থান নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছিলাম এবং তাহাকে আদেশ করিয়াছিলাম যে, তুমি কদাচ অংশীবাদিতা ও পৌত্তলিকতায় লিপ্ত হইও না এবং যাহারা পাপ-বিমোচন ও কল্যাণ লাভের জন্য আমার মনোনীত এই উপাসনালয়ে প্রার্থনা করিতে ও ইহা প্রদক্ষিণ করিতে আসিবে, তুমি তাহাদের জন্য এই গৃহ পবিত্র ও প্রমুক্ত করিয়া রাখিও।

কায়েমীন ও তায়েফীন—অর্থ যথাক্রমে দণ্ডায়মান ও প্রদক্ষিণকারিগণ। হজরত এব্‌ন-আব্বাসের মতে উহার মর্ম্ম যথাক্রমে মক্কা-নিবাসী ও অন্যান্য স্থানের অধিবাসীবৃন্দ। আবার কাহার কাহারও মতে কেয়াম, তওয়াফ, রুকু, সেজদা প্রভৃতি শব্দাবলীর দ্বারা প্রকৃতপক্ষে নামাজ এবং নামাজীদিগকেই নির্দ্দেশ করা হইয়াছে; কারণ নামাজের মধ্যে উহার সকল অবস্থা এবং সকল প্রক্রিয়াই বিদ্যমান আছে।—তঃ হক্কানী।

উপরোক্ত আয়তের শানে-নজুলে লিখিত হইয়াছে যে, আরবের অংশীবাদী পৌত্তলিকেরা এবং আরবীয় ইহুদী খৃষ্টান প্রভৃতি সম্প্রদায় হজরত এবরাহিমকে একজন মহামান্য নবী এবং নিজেদের

وَالرُّكَّعِ السُّجُوْدِ ۝ ٢٧- وَاَذِّنْ
فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوْكَ رِجَالًا وَّ
عَلٰى كُلِّ ضَامِرٍ يَّأْتِيْنَ مِنْ كُلِّ
فَجٍّ عَمِيْقٍ ۝ ٢٨- لِّيَشْهَدُوْا مَنَافِعَ
لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللّٰهِ فِيْٓ اَيَّامٍ
مَّعْلُوْمٰتٍ عَلٰى مَا رَزَقَهُمْ مِّنْ
بَهِيْمَةِ الْاَنْعَامِ ۚ فَكُلُوْا مِنْهَا وَ

এবং রুকু-সেজদাকারিগণের জন্য আমার গৃহকে পবিত্র রাখিও। ২৭। এবং মানবগণের মধ্যে হজ্জ সম্বন্ধে ঘোষণা কর; তাহারা তোমার নিকট পদব্রজে ও ক্ষীণকায় উষ্ট্রোপরি সমস্ত সুদূর পথ অতিক্রম করিয়া আগমন করিবে, ২৮। যেন তাহারা নিজেদের উপকারের জন্য উপস্থিত হয়; এবং পরিজ্ঞাত দিবস-সমূহে তিনি তাঁহাদিগকে পালিত পশু-সমূহ হইতে যাহা দান করিয়াছেন, যেন তত্তুপরি তাহারা আল্লার নাম উচ্চারণ করে; অতঃপর উহা হইতে

গৌরবান্বিত পূর্ব্বপুরুষ জ্ঞানে বিশেষভাবে সম্মান করিত; অথচ হজরত এবরাহিমের ধর্ম্মনীতির অবমাননা করিয়া উহারা প্রতিমা-পূজা করিতে কোনরূপ দ্বিধাবোধ করিত না। অধিকন্তু হজরত রসুলোল্লাহ ও তাঁহার অনুগামী সত্য-বিশ্বাসী মুসলমানেরা প্রতিমা-পূজা করিতেন না বলিয়া অবিশ্বাসী কোরেশেরা তাঁহাদিগকে পবিত্র কা'বা-গৃহে উপাসনা-আরাধনা করিতে—এমন কি, তথায় প্রবেশ পর্য্যন্ত করিতে দিত না। তাহাদের ঐ অত্যাচার ও অনাচারের বিরুদ্ধে এই আয়ত অবতীর্ণ হয়। আল্লাহতা'লা বলিয়া দিতেছেন যে, হে অজ্ঞ ও ভ্রান্ত আরববাসী, তোমরা যে এবরাহিমের গৌরব কর, সেই এবরাহিম আমারই আদেশ অনুসারে ঐ স্থানে ঐ গৃহ নির্ম্মাণ করিয়াছিল এবং আমারই আদেশে সে জগদ্বাসীর মধ্যে হজ্জ ও কোরবানীর ঘোষণা প্রচার করিয়াছিল। আমি তাহাকে আদেশ করিয়াছিলাম যে, আমার ঐ পবিত্র গৃহ অংশীবাদিতা ও পৌত্তলিকতা হইতে সম্পূর্ণ পবিত্র রাখিয়া উহা আমার আরাধনা-উপাসনাকারীদের জন্য সর্ব্বদা প্রমুক্ত রাখিও। কিন্তু তোমরা এমনই অকৃতজ্ঞ ও ভ্রান্ত যে, সেই এবরাহিমের বংশধর বলিয়া দাবী করিয়া তোমরা আমার আদেশ ও তাহার উপদেশের বিরুদ্ধে আমার সেই পবিত্র গৃহে প্রতিমা স্থাপন পূর্ব্বক উহার সম্মান ও মর্য্যাদা বিনষ্ট করিয়াছ এবং আমি আমার সেই সত্য উপাসকগণের জন্যই এই পবিত্র গৃহ নির্দ্ধারিত করিয়া দিয়াছি; অথচ তোমরা তাহাদিগকে ইহাতে প্রবেশে বাধা দিয়া ধর্ম্মদ্রোহিতা ও অবাধ্যতার চরম নিদর্শন প্রদর্শন করিতেছ।

২৭—২৮। **হজ্জের আদেশ**—অনন্তর আমি এবরাহিমকে বলিয়াছিলাম ঃ—তুমি সমগ্র মানব-জাতির মধ্যে হজ্জ সম্বন্ধে ঘোষণা করিয়া দাও যে, তাহারা যেন নিজেদের কল্যাণ ও পাপ মুক্তির জন্য প্রতি বৎসর নির্দ্ধারিত দিনে এই পুণ্যধামে উপনীত হয় এবং তাহাদিগের জন্য আমি যে সমস্ত গৃহ-পালিত পশু বৈধ করিয়া দিয়াছি, তন্মধ্য হইতে তাহারা নিজেদের মনোনীত ও নির্দ্ধারিত পশু যেন আমার নামে উৎসর্গ করে। অনন্তর আমার নামে উৎকৃষ্ট উক্ত পবিত্র পশুর মাংস ভক্ষণ করা এবং দীন-দরিদ্র ও অভাবগ্রস্ত ব্যক্তিদিগকে উহা ভক্ষণ করান তাহাদের জন্য বৈধ করা হইল। এই ঘোষণার ফলে দূর-দূরান্তর ও দেশ-দেশান্তর হইতে হজ্জপ্রার্থীগণ প্রতি বৎসর নির্দ্ধারিত সময়ে পদব্রজে ও উষ্ট্র প্রভৃতি যান-বাহনোপরি আরোহণ করিয়া এই পুণ্যধামে উপস্থিত হইবে।

অধিকাংশ তফসীরকারের মতে উপরোক্ত আয়ত-দ্বয়ে হজরত এবরাহিমের প্রতি হজ্জ সম্বন্ধে যে আদেশ করা হইয়াছিল, তাহাই উক্ত হইয়াছে; কিন্তু মো'তাজালা সম্প্রদায় এবং কোন কোন

ভক্ষণ কর এবং অভাবগ্রস্ত ও দীন-
দরিদ্রকে ভক্ষণ করাও। ২৯। তৎপর
যেন তাহারা তাহাদের অপরিচ্ছন্নতা
দূরীভূত করে এবং স্ব স্ব মানস সমূহ
পূর্ণ করে এবং সেই প্রাচীনতম ভবন

أَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ ۝ ٢٩- ثُمَّ
لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ
وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ ۝

বিশিষ্ট তফ্‌সীরকার বলেন যে, হজরত এবরাহিমের প্রসঙ্গ পূর্ব্ববর্ত্তী আয়তেই শেষ হইয়াছে; আলোচ্য আয়ত-দ্বয়ে হজরত রস্থুলোল্লার প্রতিই হজ্জ ফরজ হইবার জন্য ঘোষণা প্রচার করিতে আদেশ করা হইয়াছে। যখন হজরত রস্থুলোল্লাহ্ অবিশ্বাসী কাফেরদিগের শত্রুতা ও অত্যাচারে অতিষ্ঠ হইয়া জন্মভূমি মক্কা পরিত্যাগ করিয়া অন্যত্র গমন করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন, যখন তিনি কা'বাগৃহে প্রবেশাধিকার হইতে সম্পূর্ণ বঞ্চিত হইয়াছিলেন এবং মক্কা ও বয়তুল্লার উপর যখন মুসলমানগণের কোনই অধিকার ছিল না, সেই সময়ে এই হজ্জ-বিষয়ক ভবিষ্যদ্বাণী অবতীর্ণ হইয়াছিল যে, মক্কা ও বয়তুল্লাহ হজরত রস্থুলোল্লার অধিকৃত হইবে এবং উহা মোসলেম-জগতের কেন্দ্রভূমি বা শক্তি-কেন্দ্রে পরিণত হইবে। ঐ সঙ্গে আরও বলিয়া দেওয়া হইয়াছিল যে, দেশ-দেশান্তর ও দূর-দূরান্তর হইতে লোক সকল হজ্জক্রিয়া সম্পাদন করিয়া কল্যাণ ও স্থুফল লাভের জন্য প্রতি বৎসর নির্দ্ধারিত ও পরিজ্ঞাত সময়ে সেখানে উপস্থিত হইবে। এই অলৌকিক ভবিষ্যদ্বাণীর সফলতা সম্বন্ধে কোন কথা বলা সম্পূর্ণ অনাবশ্যক। কারণ হজরত রছুলোল্লার জীবনকাল হইতে আজ প্রায় সাড়ে তেরশত বৎসর যাবৎ বিশ্বাসীরা উহা প্রতিবর্ষেই প্রত্যক্ষ করিয়া আসিতেছে।

আইয়ামে-মা'লুমাত—অর্থ আইয়ামেন্-নহর বা আইয়ামে-তশ্‌রিক অর্থাৎ হজ্জ ও কোরবানীর নির্দ্ধারিত সময়। আরব ও আজমের অধিবাসীরা উহা যথারীতি অবগত ছিল বলিয়াই উহাকে "আইয়ামে-মা'লুমাত" বা পরিজ্ঞাত সময় নামে অভিহিত করা হইয়াছে।

মানাফে—লভ্য অথবা স্থুফল। পবিত্র হজ্জব্রতে যত প্রকার স্থুফল ও কল্যাণ আছে, এতদ্দ্বারা তৎপ্রতি ইঙ্গিত করা হইয়াছে। প্রথমতঃ এই পবিত্র ধর্ম্ম ক্রিয়ার প্রধানতম লক্ষ্যই হইতেছে মোসলেম-জগতের মহামিলন সংঘটন। বিশ্ব-মানবের এরূপ বিরাট মিলন-কেন্দ্র জগতের আর কোথাও নাই। এই মহামিলন-ক্ষেত্রেই প্রতি বৎসর বিভিন্ন দেশবাসী ও বিভিন্ন ভাষা-ভাষী মুসলমানগণের পক্ষে সম্মিলিত ও পরস্পর পরিচিত হইয়া ধর্ম্ম-কর্ম্ম সম্পাদনের সহিত নিজেদের অভাব-অভিযোগ ও সুখ-দুঃখ প্রভৃতি আলোচনার এক অপূর্ব্ব স্থুযোগ উপস্থিত হইয়া থাকে। এতদ্ভিন্ন পার্থিব ও পারলৌকিক কল্যাণত আছেই।

ইয়াজকুরুস্‌মাল্লাহে—আল্লার নাম উচ্চারণ অর্থাৎ পবিত্র কোরবানী ক্রিয়া সম্পাদন। এই আয়তে স্পষ্টই নির্দ্দেশ করা হইয়াছে যে, গরু, উষ্ট্র, ছাগ, দুম্বা প্রভৃতি গৃহ-পালিত বৈধ পশু-সমূহের মধ্যে স্বীয় ইচ্ছা ও সুবিধা অনুযায়ী যে কোন পশুকে আল্লার নাম-যোগে জবহ করিয়া উৎসর্গ করার নামই কোরবানী। কোরবানীর মাংস স্বয়ং ভক্ষণ করা, আত্মীয়-স্বজন ও প্রতিবেশী বন্ধু-বান্ধবকে উপহার দেওয়া এবং দীন-দরিদ্রদিগকে বিতরণ করা আবশ্যক। তফ্‌সীরকার ও ফকিহ্‌গণের মধ্যে এ সম্বন্ধে মতভেদ থাকিলেও উহার এক তৃতীয়াংশ উৎসর্গকারীর পক্ষে সপরিবারে নিজে খাওয়া, এক-তৃতীয়াংশ আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধু-বান্ধবদিগকে প্রদান করা এবং এক-তৃতীয়াংশ দীন-দরিদ্রদিগকে বিতরণ করাই সর্ব্বাপেক্ষা প্রশস্ত মত বলিয়া গৃহীত হইয়াছে।

২৯। **তাফাশ** অপবিত্রতা বা অপরিচ্ছন্নতা। ধূলাবালি প্রভৃতি যে সমস্ত মলিনতা বাহির হইতে শরীরের সহিত সংলগ্ন হয় এবং কেশ, লোম, নখ প্রভৃতি যাহা শরীর হইতে বহির্গত ও বর্দ্ধিত হইয়া থাকে, আরবী ভাষায় সেই সমস্ত মলিনতা ও অপবিত্রতার সমষ্টিকে 'তাফাশ' বলে। আয়তের মর্ম্ম এই যে, প্রত্যেক হজ্জপ্রার্থী হজ্জ ও কোরবানী ক্রিয়া সম্পন্ন করিবার পর 'এহরাম' খুলিয়া ফেলিবে এবং ক্ষৌরকার্য্য ও স্নান করিয়া অপরিচ্ছন্নতা দূর করতঃ শরীর ও মনের পবিত্রতা

প্রদক্ষিণ করে। ৩০। এইরূপে—এবং যে আল্লার পবিত্রতা-সমূহের সম্মান করে তবে উহা তদীয় প্রতিপালকের নিকট তাহার জন্য কল্যাণকর; এবং তোমাদের প্রতি যাহা পঠিত হইতেছে তদ্ব্যতীত সমস্ত পালিত পশুই তোমাদের জন্য বৈধ হইয়াছে; অতএব প্রতিমা পুঞ্জের অপবিত্রতা পরিহার কর এবং অসত্য বাক্যাবলী বর্জ্জন কর। ৩১। আল্লার জন্য সুদৃঢ়-বিশ্বাসিগণ তৎসহ অংশী-স্থাপনকারী নহে; এবং যে আল্লার সহিত অংশী স্থির করে তবে সে আকাশ হইতে পতিত হয়—যেন পক্ষীকুল তাহাকে ছোঁ মারিয়া লয় অথবা—ঝঞ্ঝা তাহাকে দূরবর্ত্তী স্থানে নিক্ষেপ করে। ৩২। এইরূপে—যে আল্লার স্মৃতি-চিহ্নের সম্মান করে; তবে নিশ্চয় উহা আন্তরিক সংযমেরই অন্তর্গত। ৩৩। এক নির্দ্দিষ্ট কাল পর্য্যন্ত তোমাদের জন্য উহাতে

٣٠- ذٰلِكَ ۗ وَمَنْ يُّعَظِّمْ حُرُمٰتِ
اللّٰهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَّهٗ عِنْدَ رَبِّهٖ ۗ وَاُحِلَّتْ
لَكُمُ الْاَنْعَامُ اِلَّا مَا يُتْلٰى عَلَيْكُمْ
فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْاَوْثَانِ
وَاجْتَنِبُوْا قَوْلَ الزُّوْرِ ۙ ٣١- حُنَفَآءَ
لِلّٰهِ غَيْرَ مُشْرِكِيْنَ بِهٖ ۗ وَمَنْ يُّشْرِكْ
بِاللّٰهِ فَكَاَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَآءِ فَتَخْطَفُهُ
الطَّيْرُ اَوْ تَهْوِيْ بِهِ الرِّيْحُ فِيْ مَكَانٍ
سَحِيْقٍ ○ ٣٢- ذٰلِكَ ۗ وَمَنْ
يُّعَظِّمْ شَعَآئِرَ اللّٰهِ فَاِنَّهَا مِنْ تَقْوَى
الْقُلُوْبِ ○ ٣٣- لَكُمْ فِيْهَا مَنَافِعُ

সম্পাদন করিবে। অনন্তর তাহাদের কোন মানস থাকিলে তাহা পূর্ণ করিয়া "বয়তুল-আতিক" অর্থাৎ জগতের প্রাচীনতম ঐশী-উপাসনালয় কা'বাগৃহ প্রদক্ষিণ করিবে। এই তওয়াফ বা প্রদক্ষিণ-ক্রিয়া "ওয়াজেব" অর্থাৎ অবশ্য-কর্ত্তব্য বলিয়া নির্দ্দেশিত হইয়াছে।

৩০। এইরূপে যাহারা আল্লাহতা'লার নির্দ্ধারণ অনুসারে হজ ক্রিয়া সম্পন্ন করিয়া স্বীয় দেহ ও মনের পবিতত্রা সম্পাদন করে, তাহারা নিশ্চয়ই আল্লার নিকট হইতে কল্যাণ প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

অনন্তর এই আয়তে পরিষ্কার ভাবে বলিয়া দেওয়া হইতেছে যে, কোরবানীর জন্য যে সমস্ত পশু নির্দ্ধারিত হইয়াছে তাহা এবং অন্যান্য যে সকল পালিত পশু লোকের জন্য বৈধ হইয়াছে তাহা কোরবানী ব্যতীত অন্যান্য সময়ে ভক্ষণ করাও বৈধ। হজের আর একটি নির্দ্দেশ এই যে, ঐ পবিত্র ধর্ম্ম ক্রিয়া সম্পন্ন করিয়া পূর্ণ-কল্যাণ লাভের জন্য 'এহরাম' অবস্থায় অংশীবাদিতা ও পৌত্তলিকতার সহিত অসত্য ও অশ্লীল বাক্য বর্জ্জন করাও একান্ত আবশ্যক।

৩১। এই আয়তে পূর্ণ বিশ্বাসীর প্রকৃতি বর্ণিত হইয়াছে। আল্লাহতা'লা বলিয়া দিতেছেন যে, প্রকৃত বিশ্বাসী মোমেন মুসলমান কোন অবস্থায় কখনই আল্লার সহিত অংশী স্থির করে না। পক্ষান্তরে অংশীবাদী অবিশ্বাসীরা সত্যধর্ম্ম ও কল্যাণ হইতে এরূপ ভাবে দূরে নিক্ষিপ্ত হয়, যেমন পক্ষী কোন জিনিস ছোঁ মারিয়া লইয়া যায় অথবা ঝঞ্ঝাবায়ু কোন জিনিস উড়াইয়া লইয়া গিয়া দূরে নিক্ষেপ করে।

৩২—৩৩। এইরূপভাবে আল্লার নির্দ্দেশ এবং তাহার পবিত্র স্মৃতি-চিহ্ন অনুসারে কোরবানী করা মানুষের পক্ষে বিশেষ ধৈর্য্যশীলতা ও সংযমের পরিচায়ক। প্রাচীনতম ভবন কা'বার দিকে

উপকার আছে; তৎপরে উহাদিগকে প্রাচীনতম ভবনের দিকে লইয়া উৎসর্গ করিয়া দিবে।

إِلَىٰ أَجَلٍ مُسَمًّى ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَى
الْبَيْتِ الْعَتِيقِ

৫ম রুকু—কোরবানী ও উহার মহান উদ্দেশ্য

৩৪। এবং আমি প্রত্যেক ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ের জন্য ধর্ম্মানুষ্ঠান নির্দ্ধারণ করিয়া দিয়াছি যে, তিনি পালিত পশু-কুল হইতে তাহাদিগকে যাহা দান করিয়া-ছেন তাহা হইতে যেন তাহারা আল্লার পথে দান করে; বস্তুতঃ সেই একমাত্র আল্লাই তোমাদের উপাস্য; অতএব তাঁহারই উদ্দেশ্যে আত্মসমর্পণ কর এবং সেই বিনীতদিগকে সুসংবাদ প্রদান কর;
৩৫। আল্লাহকে স্মরণ করিলে তাহাদের অন্তরসমূহ প্রকম্পিত হয়, এবং সেই ধৈর্য্যশীলগণকে—যাহা তাহাদের উপর নিপতিত হইয়াছিল এবং সেই নামাজ প্রতিষ্ঠানকারীদিগকে এবং তাহাদিগকে যাহা প্রদান করা হইয়াছে, তাহা হইতে যাহারা দান করে।
৩৬। এবং আমি উষ্ট্রপালকে আল্লার নিদর্শন স্বরূপ

٣٤- وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا
لِّيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم
مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ ۗ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ
وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا ۗ وَبَشِّرِ
الْمُخْبِتِينَ ٣٥- الَّذِينَ إِذَا
ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَالصَّابِرِينَ
عَلَىٰ مَا أَصَابَهُمْ وَالْمُقِيمِي
الصَّلَاةِ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ
٣٦- وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن

লইয়া গিয়া অর্থাৎ হজ্জের নির্দ্ধারিত স্থানে পবিত্র কোরবানী ক্রিয়া সম্পন্ন করায় উৎসর্গকারীর জন্য বিশেষ কল্যাণ নিহিত হইয়াছে।

৩৪। এই আয়তের প্রথমেই কোরবানীর ঐতিহাসিক তত্ত্বের প্রতি ইঙ্গিত করা হইয়াছে। আল্লাহতা'লা বলিতেছেন যে, এই কোরবানী ক্রিয়া ইসলামের জন্য কোন অভিনব বিধান নহে। আমি ইহার পূর্ব্ববর্ত্তী প্রত্যেক ধর্ম্ম সম্প্রদায়ের জন্যই কোরবানীর ব্যবস্থা করিয়াছিলাম। হজরত এবরাহিম, ইয়াকুব ও মুসা প্রভৃতি নবীগণের প্রবর্ত্তিত ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ের মধ্যে কোরবানীর ব্যবস্থা ছিল। অগ্নি-পূজক, পৌত্তলিক প্রভৃতি সম্প্রদায়ের মধ্যেও উৎসর্গ বা বলি দিবার প্রথা পরিদৃষ্ট হয়। ফলতঃ ইহা কোন নূতন বিধি নহে। কেরবানীর প্রকৃত উদ্দেশ্য হইতেছে আল্লার নামে পালিত পশু উৎসর্গ করিয়া তৎপ্রতি আত্মসমর্পণ করা। হে রসুল, তুমি অনুগত ও বিনীত বিশ্বাসীদিগকে সুসংবাদ দাও যে, এই পবিত্র কার্য্যের বিনিময়ে তাহাদের জন্য প্রচুর কল্যাণ রহিয়াছে।

৩৫। এই আয়তে কোরবানী বা উৎসর্গকারীদিগের সহিত ধর্ম্মভীরু ও ধৈর্য্যশীল এবং নামাজ প্রতিষ্ঠাতা ও জাকাত প্রদানকারীদিগকেও সুসংবাদ প্রদান করা হইতেছে যে, তাহাদের জন্যও আল্লার নিকট অনুরূপ কল্যাণ রহিয়াছে।

৩৬। এই আয়তে বিশেষভাবে উষ্ট্র-কোরবানীর উদ্দেশ্য ও বিধি বর্ণিত হইয়াছে। কোরবানীর উষ্ট্রকে আরবী ভাষায় 'বোদ্‌না' বলে। সুবৃহৎ 'বদন' বা শরীরের জন্যই উহা বোদ্‌না নামে

شَعَآئِرِ اللّٰهِ لَكُمْ فِيْهَا خَيْرٌ ۖ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللّٰهِ عَلَيْهَا صَوَآفَّ ۚ فَاِذَا وَجَبَتْ جُنُوْبُهَا فَكُلُوْا مِنْهَا وَاَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ ۚ كَذٰلِكَ سَخَّرْنٰهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ ○

তোমাদের জন্য সৃষ্টি করিয়াছি, উহাতে তোমাদের জন্য কল্যাণ রহিয়াছে; অতএব দণ্ডায়মান অবস্থায় তদুপরি আল্লার নাম উচ্চারণ কর; অতঃপর যখন উহা ভূপতিত হইবে, তখন তোমরা উহা হইতে ভক্ষণ কর এবং সহিষ্ণু ও প্রার্থী-দিগকে উহা ভক্ষণ করাও; এইরূপে আমি উহাদিগকে তোমাদের জন্য আয়ত্তাধীন করিয়াছি—যেন তোমরা

অভিহিত হয়। এই অনুসারে গরু, মহিষ প্রভৃতি কোরবানীর পশুও বোদনা নামে অভিহিত হইয়া থাকে। উষ্ট্র, গরু ও মহিষ ব্যতীত ছাগ, দুম্বা প্রভৃতির দ্বারাও কোরবানী ক্রিয়া সম্পন্ন হয়। কিন্তু ক্ষুদ্রকায় বলিয়া উহারা বোদ্না নামে অভিহিত হয় না।—তঃ কবির।

আয়তের মর্ম্ম এই যে, আমি উষ্ট্রপালকে তোমাদের জন্য আমার অসীম অনুগ্রহের নিদর্শন-রূপে সৃষ্টি করিয়াছি। ইহাতে তোমাদের জন্য প্রচুর কল্যাণ রহিয়াছে। উষ্ট্র আরববাসীর অত্যন্ত প্রয়োজনীয় ও উপকারী পশু। তাহারা উষ্ট্রকে প্রাণাপেক্ষাও প্রিয়তম বলিয়া মনে করে। তাই আল্লাহতা'লা আরববাসীকে বিশেষভাবে তাহাদের প্রিয়তম পশু উষ্ট্র কোরবানীর জন্য আদেশ করিয়াছেন। এতদ্দ্বারা বুঝা যায় যে, আল্লার প্রতি আত্মোৎসর্গের নিদর্শন স্বরূপ নিজেদের প্রিয়তম ও উপকারী পশুই আল্লার নামে কোরবানী করা কর্ত্তব্য। এতদনুযায়ী আরববাসীর পক্ষে উষ্ট্র কোরবানী যেরূপ উৎকৃষ্ট, ভারতবাসীর পক্ষে গরু কোরবানী করাও সেইরূপ প্রশস্ত; কারণ, গরুই ভারতবাসীর সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয়তম ও প্রয়োজনীয় পশু। বিশেষতঃ একটি উষ্ট্র ও একটি গরুর দ্বারা সাতজন মুসলমানের কোরবানী ক্রিয়া সম্পন্ন হইতে পারে। পক্ষান্তরে ছাগ-দুম্বা প্রভৃতি ক্ষুদ্র পশু প্রত্যেক লোকের জন্য একটি করিয়া কোরবানী করা আবশ্যক।

নহর—আলোচ্য আয়তে উষ্ট্রকে দণ্ডায়মান অবস্থায় পদদ্বয় বন্ধন করিয়া আল্লার নাম উচ্চারণ পূর্ব্বক অস্ত্রাঘাতে কোরবানী করিবার আদেশ প্রদত্ত হইয়াছে। ইহাকে আরবী ভাষায় নহর বলে। অবশ্য উষ্ট্রকে ভূপাতিত করিয়া জবহ বা কোরবানী করিলে তাহাও সিদ্ধ হইবে; কিন্তু দণ্ডায়মান অবস্থায় নহর করাই 'আফজল' বা উৎকৃষ্টতর। হজরত রসুলোল্লাহ এইরূপই করিয়াছেন (সহি বোখারী)। গরু, ছাগ, দুম্বা প্রভৃতিকে ভূপাতিত করিয়া 'জবহ' করাই উৎকৃষ্ট।—হেদায়া।

ভক্ষণ-বিধি—কোরবানীর পশুকে নহর বা জবহ করিবার পর মৃত্যুপ্রাপ্ত হইলে উহার মাংস ভক্ষণ করা এবং সহিষ্ণু অভাবগ্রস্ত ও প্রার্থী ভিক্ষুকদিগকে উহা যথারীতি বিতরণ করা আবশ্যক। মিঃ মোহাম্মদ আলি আলোচ্য আয়তের এই অংশের ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন ঃ—এতদ্দ্বারা অনুমিত হয় যে, কোরবানীর মাংস অপচয় অথবা অকারণে নষ্ট করা উচিত নহে। বরং উহার যথারীতি সদ্ব্যবহার হওয়া কর্ত্তব্য। এই বলিয়া তিনি, কোরবানীর সময়ে আরফাত প্রান্তরে যে প্রচুর কোরবানীর মাংস বিনষ্ট হইয়া থাকে, তাহা কোরান-হাদিসের নির্দ্দেশের বিরুদ্ধে বলিয়া মত প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু কোরান-হাদিসের নির্দ্দেশ অনুসারেই যখন প্রত্যেক হজপ্রার্থীকে কোরবানী করা আবশ্যক, তখন তথায় কিরূপে সেই প্রচুর মাংসের সদ্ব্যবহার করা যাইতে পারে, তাহা তিনি নির্দ্দেশ করেন নাই। অন্যান্য তফ্সীরেও এ সম্বন্ধে কোনরূপ আলোচনা আমাদের দৃষ্টিগোচর হয় নাই

৩৭- لَنْ يَّنَالَ اللّٰهَ لُحُوْمُهَا وَلَا دِمَاۤؤُهَا وَلٰكِنْ يَّنَالُهُ التَّقْوٰى مِنْكُمْ ؕ كَذٰلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا اللّٰهَ عَلٰى مَا هَدٰىكُمْ ؕ وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِيْنَ ○

৩৮- اِنَّ اللّٰهَ يُدٰفِعُ عَنِ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ خَوَّانٍ كَفُوْرٍ ○

কৃতজ্ঞ হও। ৩৭। উহাদের মাংস অথবা উহাদের রক্ত কখনই আল্লার নিকট উপনীত হয় না, বরং তোমাদের সংযমই তাঁহার নিকট উপনীত হইয়া থাকে; এইরূপেই তিনি উহাদিগকে তোমাদের জন্য আয়ত্তাধীন করিয়াছেন—যেন তোমরা আল্লার মহিমা বর্ণন কর, যেহেতু তিনি তোমাদিগকে পথ প্রদর্শন করিয়াছেন, এবং পুণ্যবানদিগকে সুসংবাদ দিয়াছেন; ৩৮। যেহেতু নিশ্চয় আল্লাহ বিশ্বাসস্থাপনকারীদিগের বিপদ-বারণ করিয়া থাকেন; নিশ্চয় আল্লাহ অকৃতজ্ঞ ও অবিশ্বাসীদিগকে ভালবাসেন না।

৬ষ্ঠ রুকু—মুসলমানগণের প্রতি জেহাদ বা ধর্ম্মযুদ্ধের অনুমতি

৩৯- اُذِنَ لِلَّذِيْنَ يُقٰتَلُوْنَ بِاَنَّهُمْ ظُلِمُوْا ؕ وَاِنَّ اللّٰهَ عَلٰى نَصْرِهِمْ

৩৯। যাহারা নিহত হয় তাহাদিগকে অনুমতি প্রদান করা হইতেছে—যেহেতু তাহারা নির্য্যাতিত হইয়াছে, এবং নিশ্চয়ই আল্লাহ তাহাদের প্রতি সাহায্য

৩৭। অন্ধযুগে অজ্ঞ মানব-সম্প্রদায় কোরবানীর রক্ত-মাংস আল্লার নামে অথবা তাহাদের উপাস্য দেব-দেবীর উদ্দেশ্যে নিবেদন করিয়া আসিত। অংশীবাদী মোশরেক ও অবিশ্বাসী পৌত্তলিক সম্প্রদায় এখনও উপাস্যদের ক্ষুধা-তৃষ্ণা অথবা রক্তপিপাসা মিটাইবার জন্য উৎসর্গের রক্ত-মাংস তাহাদের উদ্দেশ্যে নিবেদন করিয়া থাকে। কিন্তু স্বর্গীয় ইসলাম ঐরূপ কুসংস্কারের ঘোর বিরোধী। তাই আল্লাহতা'লা স্পষ্টতর ভাষায় বলিয়া দিতেছেন যে, কোরবানীর প্রকৃত উদ্দেশ্যই হইতেছে ত্যাগ ও আত্মোৎসর্গের পরীক্ষা। সর্ব্বশক্তিমান আল্লাহতা'লা অভাবগ্রস্ত অথবা রক্ত-মাংসের পিপাসু নহেন। উহাতে তাঁহার কোনই প্রয়োজন নাই এবং উহা তাঁহার নিকট উপস্থিতও হয় না। পক্ষান্তরে উৎসর্গকারীর উদ্দেশ্য, ত্যাগ, ধৈর্য্য, সংযম, আত্মোৎসর্গ ও বিশ্বহিতৈষণাই তাঁহার নিকট উপস্থিত হয় এবং উহাই তিনি গ্রহণ করিয়া উৎসর্গকারীর কল্যাণ সাধন করিয়া থাকেন। আলোচ্য আয়তে আল্লাহতা'লা হজরত রসুলোল্লার প্রতি বিশ্বাসীদিগকে কোরবানী সম্বন্ধে এই শিক্ষা, সদুপদেশ ও সুসংবাদ দিবার জন্য আদেশ করিয়াছেন।

৩৮। পরিশেষে আল্লাহতা'লা বলিয়া দিতেছেন যে, এই সকল ধর্ম্মকার্য্যের জন্য আল্লাহতা'লা বিশ্বাসীদিগকে ভালবাসেন এবং তাহাদের কল্যাণ সাধন করিয়া তাহাদের সমস্ত আপদ-বিপদ দূরীভূত করিয়া দেন। পক্ষান্তরে অকৃতজ্ঞ অবিশ্বাসীদিগকে তিনি কখনই ভালবাসেন না এবং আল্লাহতা'লার অনুগ্রহ এবং কল্যাণ হইতেও তাহারা বঞ্চিত হইয়া থাকে।

৩৯। **জেহাদের অনুমতি**— এই আয়ত জেহাদ অর্থাৎ ধর্ম্মযুদ্ধ বিষয়ক প্রাথমিক বা সর্ব্বপ্রথম প্রত্যাদেশ। মোকাতেল ও অন্যান্য বিশ্বস্ত রাবীগণের বর্ণনা অনুসারে জানা যায় যে, মক্কা শরিফেই এই আয়ত অবতীর্ণ হইয়াছিল। অবিশ্বাসী কাফেরদিগের অমানুষিক অত্যাচারে যখন বিশ্বাসী মুসলমানেরা অস্থির ও অতিষ্ঠ হইয়া উঠিয়াছিল, তাহাদের নির্ম্মম নির্য্যাতনে যখন

لَقَدِيْرُنِ ۙ ۴۰- الَّذِيْنَ اُخْرِجُوْا
مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ اِلَّآ اَنْ
يَّقُوْلُوْا رَبُّنَا اللّٰهُ ؕ وَلَوْ لَا دَفْعُ اللّٰهِ
النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَّهُدِّمَتْ
صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَّصَلَوٰتٌ وَّ
مَسٰجِدُ يُذْكَرُ فِيْهَا اسْمُ اللّٰهِ كَثِيْرًا ؕ
وَلَيَنْصُرَنَّ اللّٰهُ مَنْ يَّنْصُرُهٗ ؕ اِنَّ

করিতে শক্তিমান। ৪০। যাহারা তাহাদের গৃহ-সমূহ হইতে অন্যায়ভাবে বিতাড়িত হইয়াছে, যেহেতু তাহারা বলিয়াছিল—আল্লাই আমাদের প্রতি-পালক এবং যদি আল্লাহ মানব-মণ্ডলীর পরস্পরকে পরস্পরের দ্বারা নিবারণ না করিতেন, তবে যাহাতে আল্লার নাম অধিকতর স্মরণ করা হয়—সেই ধ্যানাগার ও গীর্জ্জা এবং ইহুদী-ভজনালয় ও মসজেদ সমূহ বিচূর্ণিত হইত; এবং নিশ্চয় যে তাঁহার উদ্দেশ্যে সাহায্য করে, আল্লাহ অবশ্যই তাহাকে সাহায্য করিবেন; নিশ্চয়

কয়েকজন মুসলমান নিহত ও শাহাদাত প্রাপ্ত হইয়াছিল, সেই সময়ে মুসলমানদিগকে আত্মরক্ষার জন্য শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবার অনুমতি প্রদান করিয়া এই প্রত্যাদেশ অবতীর্ণ হয়। এই সময়ে মুসলমানেরা সংখ্যায় অতি অল্প এবং শত্রুর শক্তির তুলনায় নিতান্ত দুর্ব্বল ছিল বলিয়া তাহাদিগকে আশ্বাস প্রদান করা হইয়াছিল যে, সর্ব্বশক্তিমান আল্লাহতা'লা তাহাদিগকে সাহায্য করিতে সম্পূর্ণ সক্ষম এবং তিনিই তাহাদিগকে পরাক্রান্ত শত্রুর উপর বিজয়ী করিয়া দিবেন।

৪০। **হেজরত**—এই আয়তের প্রথমে 'হেজরত' বা দেশ-পরিত্যাগের প্রতি ইঙ্গিত করা হইয়াছে। কোরেশদিগের অত্যাচারে প্রথমে কতিপয় মুসলমান আবিসিনিয়ায় গমন করিয়া সুবিখ্যাত ন্যায়পরায়ণ খৃষ্টান নরপতি নজ্জাসীর আশ্রয়প্রার্থী হয়। ইহাই মুসলমানদিগের প্রথম হেজরত। অনন্তর অবিশ্বাসী আরবদিগের অমানুষিক অত্যাচার ও নির্ম্মম নির্য্যাতন হইতে আত্মরক্ষা করিয়া সত্যধর্ম্ম প্রচারের জন্য হজরত রসুলোল্লাহ স্বয়ং জন্মভূমি পরিত্যাগ করিয়া মদিনা গমন করেন। এই ঘটনা দ্বিতীয় হেজরত নামে প্রসিদ্ধ এবং ইহার পর হইতেই ইসলামের অলৌকিক উন্নতি ও অসাধারণ প্রতিষ্ঠার যুগ আরম্ভ হয়। হিজরী সন প্রবর্ত্তনের দ্বারা জগতে এই ঘটনা চিরদিনের জন্য অবিস্মরণীয় হইয়া রহিয়াছে।

আল্লাহতা'লা উপরোক্ত ঘটনার প্রতি ইঙ্গিত করিয়া বলিতেছেন :—"আল্লাই আমাদের প্রতিপালক এবং তিনিই সকলের একমাত্র প্রভু"। শুধু এই কথা বলার জন্যই আমার বিশ্বাসী সেবকেরা অবিশ্বাসী কাফেরদিগের দ্বারা নির্ম্মমভাবে নির্য্যাতিত এবং স্বীয় জন্মভূমি ও স্ব স্ব গৃহ হইতে অন্যায়ভাবে বিতাড়িত হইয়াছিল। এইজন্যই আমি তাহাদিগকে আত্মরক্ষা এবং সত্যধর্ম্মের মর্য্যাদা রক্ষার জন্য 'জেহাদ' বা ধর্ম্মযুদ্ধের অনুমতি প্রদান করিয়াছিলাম। এ অবস্থায়ও যদি বিশ্বাসীদিগকে যুদ্ধের অনুমতি প্রদান করা না হইত এবং যদি আমি যুগে যুগে আমার সত্যপরায়ণ বিশ্বাসী সেবকগণের দ্বারা অবিশ্বাসী অত্যাচারীদিগকে প্রতিহত অথবা নিবারণ না করিতাম, তবে জগতে সত্যধর্ম্মের কোনই অস্তিত্ব থাকিত না। বরং তাহা হইলে অবিশ্বাসীদিগের অত্যাচার ও অনাচারে গির্জ্জা, মসজেদ প্রভৃতি পূর্ব্বতন ও পরবর্ত্তী যাবতীয় ঐশী-উপাসনালয় বিচূর্ণ ও ধ্বংস প্রাপ্ত হইয়া যাইত। অতএব আল্লাহতা'লার আদেশ ও নির্দ্দেশ অনুসারে যাহারা ধর্ম্ম ও সত্যের জন্য সংগ্রাম করিবে, সর্ব্বশক্তিমান ও সুদৃঢ় পরাক্রান্ত আল্লাই তাহাদিকে সাহায্য করিয়া অবিশ্বাসীদের উপর জয়যুক্ত করিবেন এবং তাহাদিগকে জগতে সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়া দিবেন।

ٱللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ ۝ ٤١- ٱلَّذِينَ
إِن مَّكَّنَّٰهُمْ فِى ٱلْأَرْضِ أَقَامُوا۟ ٱلصَّلَوٰةَ
وَءَاتَوُا۟ ٱلزَّكَوٰةَ وَأَمَرُوا۟ بِٱلْمَعْرُوفِ
وَنَهَوْا۟ عَنِ ٱلْمُنكَرِ ۗ وَلِلَّهِ عَٰقِبَةُ
ٱلْأُمُورِ ۝ ٤٢- وَإِن يُكَذِّبُوكَ
فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ
وَثَمُودُ ۝ ٤٣- وَقَوْمُ إِبْرَٰهِيمَ
وَقَوْمُ لُوطٍ ۝ ٤٤- وَأَصْحَٰبُ
مَدْيَنَ ۖ وَكُذِّبَ مُوسَىٰ فَأَمْلَيْتُ
لِلْكَٰفِرِينَ ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ ۖ فَكَيْفَ كَانَ

আল্লাহ সুদৃঢ় পরাক্রান্ত। ৪১। যদি আমি তাহাদিগকে পৃথিবীতে সুপ্রতিষ্ঠিত করি, তবে তাহারা নামাজ প্রতিষ্ঠিত করিবে ও জাকাত প্রদান করিবে এবং তাহারা সৎকার্য্যে আদেশ ও অসৎকার্য্যে নিষেধ করিবে; এবং কার্য্য-সমূহের পরিণাম আল্লারই জন্য। ৪২। এবং যদি তাহারা তোমাকে অসত্যারোপ করে, তবে তোমার পূর্ব্বে নূহী-সম্প্রদায় এবং আদ ও সমুদ জাতিও অসত্যারোপ করিয়াছিল; ৪৩। এবং এবরাহিমের ও লুতের সম্প্রদায়ও; ৪৪। এবং মাদায়েনবাসিগণও; এবং মূসার প্রতিও অসত্যারোপ করা হইয়াছিল; কিন্তু আমি অবিশ্বাসীদিগকে অবকাশ প্রদান করিয়াছিলাম, তৎপর আমি তাহাদিগকে ধৃত করিয়াছিলাম; তখন আমার শাস্তি কেমন

৪১। ধর্ম্মযুদ্ধের আদেশ ও অনুমতি প্রদান পূর্ব্বক আল্লাহতা'লা কি উদ্দেশ্য অবিশ্বাসীদিগের উপর বিশ্বাসীদিগকে বিজয়ী ও সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়া দিবেন, এই আয়তে তাহারই আভাস প্রদান করিতেছেন। আল্লাহতা'লা বলিতেছেন যে, আমার বিশ্বাসী সেবকেরা বিজয়ী ও সুপ্রতিষ্ঠিত হইলে জগতে সত্য প্রচার ও ধর্ম্মরাজ্য স্থাপন করিবে; তাহারা নিয়মিতভাবে নামাজ প্রতিষ্ঠিত ও জাকাত প্রদান করিবে এবং সৎকার্য্যে আদেশ ও অসৎকার্য্যে নিষেধ করিয়া মানব সমাজে সদাচার ও শান্তি শৃঙ্খলা সুপ্রতিষ্ঠিত করিবে। ফলতঃ এই উদ্দেশ্যেই আমি মানব-জাতিকে স্বাধীন ও শ্রেষ্ঠতম জীব-রূপে সৃষ্টি করিয়া পৃথিবীর আধিপত্য প্রদান করিয়াছি।

৪২—৪৪। অনন্তর যে সকল অবিশ্বাসী হজরত রসুলোল্লার প্রতি অসত্যারোপ ও অত্যাচার-নির্য্যাতন করিত, তাহাদের সম্বন্ধে উল্লেখ করিয়া আল্লাহতা'লা হজরত রসুলোল্লাকে বলিতেছেন, শুধু যে অবিশ্বাসী কোরেশেরাই তোমার প্রতি অসত্যারোপ ও অত্যাচার-নির্যাতন করিতেছে তাহা নহে; ইহার পূর্ব্ববর্ত্তী নূহী-সম্প্রদায়, আদ ও সমুদ জাতি, এবরাহিম ও লুতের সম্প্রদায় এবং মিসর ও মাদায়েনবাসী অবিশ্বাসীরাও তৎকালীন নবীগণের প্রতি অসত্যারোপ ও অত্যাচার নির্য্যাতন করিয়াছিল এবং পূর্ব্ববর্ত্তী নূহ, এবরাহিম, লুত মুসা ও ঈসা প্রভৃতি সমস্ত নবীগণের উপরেই অসত্যারোপ ও অত্যাচার-নির্য্যাতন করা হইয়াছিল। কিন্তু আমি প্রথমে অত্যাচারী অবিশ্বাসীদিগকে সংশোধিত ও প্রত্যাবর্ত্তিত হইবার জন্য অবকাশ প্রদান করিয়াছিলাম; কিন্তু তৎপরিবর্ত্তে তাহাদের অত্যাচার ও অবাধ্যতা যখন চরমে উঠিয়াছিল, তখন আমি তাহাদিগকে ধৃত করিয়াছিলাম এবং চরম শাস্তি প্রদান পূর্ব্বক তাহাদের সকললোকই সমূলে ধ্বংস করিয়া দিয়াছিলাম। অবিশ্বাসী কোরেশেরাও যদি শেষ পর্য্যন্ত সংশোধিত হইয়া সত্যধর্ম্ম গ্রহণ না করে, তবে তাহাদিগকেও ঐরূপ চরম শাস্তি ভোগ করিতে হইবে।

نَكِيْرِ ۝ ٤٥- فَكَاَيِّنْ مِّنْ قَرْيَةٍ
اَهْلَكْنٰهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ فَهِيَ خَاوِيَةٌ
عَلٰى عُرُوْشِهَا وَبِئْرٍ مُّعَطَّلَةٍ وَّقَصْرٍ
مَّشِيْدٍ ۝ ٤٦- اَفَلَمْ يَسِيْرُوْا فِي
الْاَرْضِ فَتَكُوْنَ لَهُمْ قُلُوْبٌ يَّعْقِلُوْنَ
بِهَا اَوْ اٰذَانٌ يَّسْمَعُوْنَ بِهَا ۚ فَاِنَّهَا
لَا تَعْمَى الْاَبْصَارُ وَلٰكِنْ تَعْمَى
الْقُلُوْبُ الَّتِيْ فِي الصُّدُوْرِ ۝
٤٧- وَيَسْتَعْجِلُوْنَكَ بِالْعَذَابِ
وَلَنْ يُّخْلِفَ اللّٰهُ وَعْدَهٗ ۗ وَاِنَّ
يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَاَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا

হইয়াছিল।
৪৫। এরূপ কত জনপদ আছে যাহা আমি ধ্বংস করিয়াছি, যেহেতু তাহারা অত্যাচারী ছিল; অতঃপর উহা স্বীয় ছাদোপরি ভূপতিত হইয়াছিল এবং বহু কূপ অকর্ম্মণ্য অবস্থায় রহিয়াছে এবং উচ্চ প্রাসাদও।
৪৬। তবে কি তাহারা পৃথিবীর মধ্যে পরিভ্রমণ করে নাই? অনন্তর তাহাদের কি অন্তর-সমূহ আছে যে, উপলব্ধি করে অথবা কর্ণ-সমূহ আছে যে, উহা শ্রবণ করে? কিন্তু তাহাদের চক্ষু নিশ্চয় অন্ধ হয় নাই—বরং তাহাদের বক্ষের মধ্যে যে অন্তর-সমূহ আছে, তাহাই অন্ধ হইয়াছে।
৪৭। এবং তাহারা তোমার নিকট শাস্তি সম্বন্ধে সত্বরতা করিতেছে; কিন্তু আল্লাহ কখনই স্বীয় অঙ্গীকার ভঙ্গ করিবেন না, এবং নিশ্চয় তোমার প্রতিপালকের নিকট একটি দিবস তোমাদের গণনানুযায়ী সহস্র বৎসরের

৪৫—৪৬। আল্লাহতা'লা বলিতেছেন:—আমার নবীগণের প্রতি অসত্যারোপ ও অত্যাচার এবং সত্যধর্ম্মের বিরুদ্ধাচরণ করার জন্য আমি যে সমস্ত জনপদ ও জাতিকে ধ্বংস করিয়া দিয়াছি, তাহাদের কত স্মৃতি-চিহ্ন এখনও পৃথিবীর বুকে বিদ্যমান রহিয়াছে। ঐ সকল জাতির কত গগন-বিচুম্বী বিরাট প্রাসাদ বিজন ও বিরান অবস্থায় পতিত এবং কত সরোবর ও কূপ সলিল-শূন্য শুষ্ক অকর্ম্মণ্য অবস্থায় বিরাজমান রহিয়াছে। অবিশ্বাসী কাফেরদিগের যদি চক্ষু, কর্ণ ও অন্তঃকরণ থাকিত, তবে নিশ্চয়ই তাহারা ঐ সমস্ত স্মৃতি-চিহ্ন দেখিয়া, শুনিয়া এবং তাহাদের শোচনীয় পরিণাম উপলব্ধি করিয়া সংযত ও সতর্ক হইতে পারিত। অবশ্য অবিশ্বাসীদের চক্ষু অন্ধ অথবা কর্ণ বধির হয় নাই; কিন্তু তাহাদের বক্ষের মধ্যে যে পাপ-কলুষিত ও অনুভূতিহীন অন্তর-সমূহ রহিয়াছে, তাহাই অন্ধ ও বধির হইয়া গিয়াছে। সে জন্যই তাহারা আমার এই সকল প্রত্যক্ষ নিদর্শন দেখিতে, শুনিতে বা উপলব্ধি করিতে পারিতেছে না।

৪৭। যে সকল অবিশ্বাসী আল্লার অঙ্গীকৃত শাস্তি সম্বন্ধে সত্বরতা করিত এবং বলিত যে, আল্লার রসুল ও তাঁহার ধর্ম্মের বিরুদ্ধাচরণ করিলে যে শাস্তি হইবে, তাহা শীঘ্র শীঘ্র অবতীর্ণ হউক; অধিকন্তু ঐ শাস্তি সংঘটনে বিলম্ব দেখিয়া যাহারা অনুরূপ ধারণা অথবা উপহাস-বিদ্রূপ করিত, আল্লাহতা'লা তাহাদিগকে সতর্ক করিয়া দিয়া বলিতেছেন যে, তোমাদের ব্যগ্রতা বা ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের জন্য আল্লাহতা'লার অবধারণ ও অঙ্গীকারের কিছুমাত্র ব্যতিক্রম হইবে না। উহা যথাসময়েই অবতীর্ণ হইবে। যাহারা আমার অঙ্গীকৃত শাস্তি-সংঘটনে বিলম্ব দেখিয়া অবিশ্বাস ও ব্যগ্রতা প্রকাশ করিতেছে, তাহাদের জানা উচিত যে, মানুষের গণনানুযায়ী সহস্র বৎসর—অনন্তকালের অধিপতি আল্লার নিকট একদিনের তুল্যও নহে। সুতরাং এতদ্দ্বারা ইহাও অনুমিত হয় যে,

সমতুল্য। ৪৮। এবং এমন কত জনপদ আছে— যাহাকে আমি অবকাশ প্রদান করিয়াছি এবং তাহারা অত্যাচারী ছিল; তৎপর আমি উহাদিগকে ধৃত করিয়া-ছিলাম এবং আমারই দিকে উহাদের প্রত্যাবর্ত্তন।

تَعُدُّوْنَ ۝ ٤٨- وَكَاَيِّنْ مِّنْ قَرْيَةٍ
اَمْلَيْتُ لَهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ ثُمَّ
اَخَذْتُهَا ۚ وَاِلَيَّ الْمَصِيْرُ ۝

৭ম রুকু—নবীগণের সহিত শত্রুতার শোচনীয় পরিণাম

৪৯। তুমি বল—হেমানবগণ, আমি তোমাদের জন্য প্রকাশ্য ভয়-প্রদর্শনকারী ব্যতীত নহি। ৫০। অনন্তর যাহারা বিশ্বাস-স্থাপন করিয়াছে ও সৎকার্য্য করে, তাহাদের জন্য ক্ষমা ও সম্মানজনক উপজীবিকা রহিয়াছে। ৫১। এবং যাহারা আমার নিদর্শনাবলীকে অপদস্ত করিতে চেষ্টা করে, তাহারাই নরকাগ্নির অধিবাসী। ৫২। এবং আমি তোমার পূর্ব্বে এতদ্ব্যতীত কোনই রসুল অথবা

٤٩- قُلْ يٰاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّمَآ اَنَا
لَكُمْ نَذِيْرٌ مُّبِيْنٌ ۝ ٥٠- فَالَّذِيْنَ
اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَهُمْ
مَّغْفِرَةٌ وَّرِزْقٌ كَرِيْمٌ ۝ ٥١- وَ
الَّذِيْنَ سَعَوْا فِيْٓ اٰيٰتِنَا مُعٰجِزِيْنَ
اُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ الْجَحِيْمِ ۝
٥٢- وَمَآ اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ

ইসলামের বিরুদ্ধাচরণকারী জাতি-সমূহের প্রতি আল্লার অঙ্গীকৃত শাস্তি সহস্রাধিক বর্ষ পরেও অবতীর্ণ হইতে পারে।

৪৮। পরিশেষে আল্লাহতা'লা অবাধ্যতা ও ধর্ম্মদ্রোহিতার জন্য যে সকল জনপদ ও জাতিকে প্রথমে অবকাশ প্রদান করিয়া পরে শাস্তি প্রদান করিয়াছিলেন, তাহাদের প্রসঙ্গ পুনরায় স্মরণ করাইয়া দিয়া আলোচ্য রুকুর উপসংহার করিয়াছেন।

৪৯—৫১। এই আয়ত-ত্রয়ে হজরত রসুলোল্লাকে আদেশ করা হইয়াছে :—তুমি মানবদিগকে বলিয়া দাও যে, আমি তোমাদের জন্য আল্লার প্রেরিত ভয়-প্রদর্শক ও উপদেশ প্রদানকারী মাত্র; যাহারা আমার উপদেশ অনুযায়ী বিশ্বাস-স্থাপন ও সৎকার্য্য করিবে, আল্লাহতা'লাই তাহাদিগকে সম্মানজনক উপজীবিকা ও উত্তম পুরস্কার প্রদান করিবেন। আর যাহারা এই সত্য-ধর্ম্মের বিরুদ্ধাচরণ করিবে, তাহাদিগকে পরলোকে লাঞ্ছিত হইয়া অবশ্যই নরকে গমন করিতে হইবে। ফলতঃ তোমরা যদি আমার উপদেশে কর্ণপাত না কর, তবে তোমাদিগকে সতর্ক করিয়া দেওয়া ভিন্ন তোমাদের সম্বন্ধে আমার আর কোনই দায়িত্ব নাই।

৫২। আয়তের অর্থ ও মর্ম্ম অতি পরিষ্কার। আল্লাহতা'লা বলিতেছেন :—হে রসুল, পাপাত্মা শয়তান অবিশ্বাসীদিগকে প্ররোচিত ও বিভ্রান্ত করিয়া তোমার সৎসঙ্কল্পের বিরুদ্ধে যে সমস্ত বাধা-বিঘ্ন সৃষ্টি করিতেছে, তজ্জন্য তুমি কিছুমাত্র বিচলিত হইও না। আমি তোমার পূর্ব্বে যে সকল রসুল প্রেরণ করিয়াছিলাম, তাহারাও যখন সত্যধর্ম্ম প্রচার এবং লোকদিগকে সুপথগামী করিবার চেষ্টা করিত, তখন শয়তান তাহাদের কার্য্যেও বাধা-বিঘ্ন সৃষ্টি করিত। কিন্তু আমিই সেই সমস্ত বাধা-বিঘ্ন বিদূরিত করিয়া তাহাদের উদ্দেশ্য সফল এবং সত্যধর্ম্ম সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়া

رَسُوْلٍ وَّلَا نَبِيٍّ اِلَّآ اِذَا تَمَنّٰٓى
اَلْقَى الشَّيْطٰنُ فِيْٓ اُمْنِيَّتِهٖ ج
فَيَنْسَخُ اللّٰهُ مَا يُلْقِى الشَّيْطٰنُ
ثُمَّ يُحْكِمُ اللّٰهُ اٰيٰتِهٖ ط وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ
حَكِيْمٌ ۝ ٥٣- لِّيَجْعَلَ مَا يُلْقِى
الشَّيْطٰنُ فِتْنَةً لِّلَّذِيْنَ فِيْ قُلُوْبِهِمْ
مَّرَضٌ وَّالْقَاسِيَةِ قُلُوْبُهُمْ ط وَاِنَّ
الظّٰلِمِيْنَ لَفِيْ شِقَاقٍۭ بَعِيْدٍ ۝
٥٤- وَّلِيَعْلَمَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْعِلْمَ اَنَّهُ
الْحَقُّ مِنْ رَّبِّكَ فَيُؤْمِنُوْا بِهٖ
فَتُخْبِتَ لَهٗ قُلُوْبُهُمْ ط وَاِنَّ اللّٰهَ

নবী প্রেরণ করি নাই যে, যখন সে সঙ্কল্প করিত তখন শয়তান তাহার সঙ্কল্পের মধ্যে বিঘ্ন নিক্ষেপ করিত; কিন্তু শয়তান যাহা নিক্ষেপ করিত, আল্লাহ তাহা বিদূরিত করিয়া পরে স্বীয় নিদর্শনাবলী প্রতিষ্ঠিত করিতেন, এবং আল্লাহ মহাজ্ঞানী বিজ্ঞানময়;
৫৩। এইরূপে শয়তান যাহা নিক্ষেপ করিয়াছিল, তিনি উহা তাহাদেরই জন্য পরীক্ষা স্বরূপ করিয়াছিলেন—যাহাদের অন্তর-সমূহ রোগাক্রান্ত এবং যাহাদের অন্তর-সমূহ কঠোরতম! এবং নিশ্চয় অত্যাচারীরা সুদৃঢ় বিরুদ্ধাচরণের মধ্যে রহিয়াছে।
৫৪। এবং এই হেতু যাহারা জ্ঞান-প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহারাই অবগত আছে যে, ইহা তোমার প্রতিপালকের সত্য—যেন তাহারা এতদ্‌সহ বিশ্বাস-স্থাপন করে, তৎপর তাহাদের অন্তরসমূহ তাঁহারই উদ্দেশ্যে বিনত হয়; এবং নিশ্চয় আল্লাহ

দিতাম। অতএব হে রসুল, শয়তানের অনুসরণকারী অবিশ্বাসী কাফেরেরা তোমার বিরুদ্ধে যে সকল ষড়যন্ত্র এবং তোমার কার্য্যে যে সকল বাধা-বিঘ্ন সৃষ্টি করিতেছে, আমিই তাহা ব্যর্থ করিয়া তোমাকে বিশ্বজগতের উপর গৌরবান্বিত এবং তোমার ধর্ম্মকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়া দিব।

এই আয়তের তফ্‌সীরে কোন কোন তফ্‌সীরকার লিখিয়াছেন যে, হজরত একদা সুরা নজম পাঠ করিতেছিলেন; সেই সময়ে কোরেশ দলপতিগণ তথায় উপস্থিত ছিল এবং তিনি তাহাদিগকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য ঐ সুরার আয়ত-বিশেষের সঙ্গে কোরেশদিগের উপাস্য প্রতিমা-পুঞ্জের প্রশংসা-সূচক কতিপয় বাক্য পাঠ করিয়াছিলেন অথবা তাঁহার কেরাতের সঙ্গে শয়তান কর্ত্তৃক ঐ মর্ম্মের বাক্য উচ্চারিত হওয়ায় কোরেশদিগের অসন্তুষ্টির ভয়ে তিনি তাহা নীরবে সমর্থন করিয়াছিলেন। পরে জিবরিল কর্ত্তৃক ঐ বিষয়ের গুরুত্ব অবগত হইয়া তিনি উহার প্রতিবাদ করেন এবং মনে মনে অতিশয় ক্ষুণ্ণ হন। তাই আল্লাহতা'লা হজরতকে সান্ত্বনা দিবার জন্য—শয়তানের চক্রান্তে সকল নবীরই ঐরূপ ভুলভ্রান্তি হইত বলিয়া এই আয়ত অবতারণ করেন। কিন্তু পবিত্র কোরান ও হাদিসে এই অলীক কাহিনীর সমর্থনে কোনই প্রমাণ নাই। তাই এমাম রাজী ও কাজী বয়জবী প্রমুখ বিশিষ্ট তফ্‌সীরকার ও ঐতিহাসিকগণ ইহাকে সম্পূর্ণ অস্বাভাবিক ও ভিত্তিহীন বাতিল কল্পনা বলিয়া প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন।—তঃ হক্কানী ও মঃ আলি।

৫৩—৫৪। অনন্তর আল্লাহতা'লা বলিতেছেন যে, এইরূপে অবিশ্বাসীরা শয়তানের প্ররোচনায় আমার নবীগণের বিরুদ্ধে যে সকল চক্রান্ত এবং তাহাদের সঙ্কল্পিত কার্য্যে যে সমস্ত বাধা-বিঘ্ন সৃষ্টি করিত, তদ্দ্বারা পরিণামে তাহারাই বিভ্রান্ত ও বিপথগামী হইয়া ইহ-পরকালের জন্য ক্ষতিগ্রস্ত হইত। উহা দ্বারা আমার নবীগণের কোনই অনিষ্ট সাধিত হইত না। পক্ষান্তরে যাহারা বিশ্বাস

বিশ্বাস-স্থাপনকারীদিগকে সরল পথে পথ-প্রদর্শন করিয়া থাকেন। ৫৫। এবং অবিশ্বাসকারীরা—অকস্মাৎ সেই সময় তাহাদের সমক্ষে সমাগত অথবা ধ্বংস-কারী দিবসের শাস্তি তাহাদের নিকট উপস্থিত না হওয়া পর্য্যন্ত কখনই উহা হইতে সন্দেহ মুক্ত হইবে না। ৫৬। সেই দিন আল্লারই একাধিপত্য হইবে, তিনিই তাহাদের মধ্যে মীমাংসা করিয়া দিবেন; অতএব যাহারা বিশ্বাস-স্থাপন ও সৎকার্য্য করিয়াছিল তাহারাই সুখ-সম্পদপূর্ণ স্বর্গোদ্যানে অবস্থান করিবে। ৫৭। এবং যাহারা অবিশ্বাস করিয়াছিল এবং আমার নিদর্শন-সমূহে অসত্যারোপ করিয়াছিল, তাহাদের জন্য ঘৃণিত শাস্তি হইবে।

لَهَادِ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ۝ ٥٥- وَلَا يَزَالُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فِيْ مِرْيَةٍ مِّنْهُ حَتّٰى تَاْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً اَوْ يَاْتِيَهُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَقِيْمٍ ۝ ٥٦- اَلْمُلْكُ يَوْمَئِذٍ لِّلّٰهِ ؕ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ ؕ فَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ فِيْ جَنّٰتِ النَّعِيْمِ ۝ ٥٧- وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَكَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا فَاُولٰٓئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِيْنٌ ۝ ع

৮ম রুকু—বিশ্বাসীদের মহাবিজয় ও পারলৌকিক পুরস্কার

৫৮। এবং যাহারা আল্লার পথে দেশত্যাগ করিয়াছে, তৎপরে নিহত অথবা মৃত্যুপ্রাপ্ত হইয়াছে, নিশ্চয়

٥٨- وَالَّذِيْنَ هَاجَرُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ثُمَّ قُتِلُوْٓا اَوْ مَاتُوْا لَيَرْزُقَنَّهُمُ اللّٰهُ

ও জ্ঞানবান, তাহারাই আমার অবতারিত সত্যকে সাদরে বরণ করিয়া বিনীত ও কৃতজ্ঞ-চিত্তে আমার নবীগণের উপদেশের অনুসরণ করিত এবং তাহারাই ইহ-পরলোকে আমার অনুগ্রহ ও কল্যাণের অধিকারী হইত।

৫৫। আল্লাহতা'লা আরও বলিতেছেন:—শয়তানের অনুগামী অবিশ্বাসীরা কেয়ামত ও আমার শাস্তি সম্বন্ধে যে অবিশ্বাস ও সন্দেহ পোষণ করিতেছে, আমার নির্দ্ধারিত সেই সঙ্কটকাল ও শাস্তি অকস্মাৎ তাহাদের সম্মুখে উপস্থিত না হওয়া পর্য্যন্ত ঐ সম্বন্ধে তাহাদের অবিশ্বাস বা সন্দেহ কখনই দূরীভূত হইবে না।

৫৬—৫৭। কিন্তু সেই সময় যখন উপস্থিত হইবে, তখন সমস্ত পৃথিবীর উপর আল্লারই প্রত্যক্ষ একাধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হইবে এবং তিনিই সেদিন মানবের কৃতকর্ম্ম সম্বন্ধে সুবিচার করিয়া তাহাদিগকে শাস্তি বা পুরস্কার প্রদান করিবেন। সেদিন সৎকর্ম্মশীল বিশ্বাসীরা সানন্দে স্বর্গোদ্যানে প্রবিষ্ট হইবে এবং অকৃতজ্ঞ অবিশ্বাসীরা নরকে প্রবিষ্ট হইয়া উহার ভয়াবহ শাস্তি ভোগ করিতে থাকিবে।

৫৮—৫৯। এই দুইটী আয়তে ধর্ম্মের জন্য দেশ-পরিত্যাগকারী "মোহাজের" এবং ধর্ম্মযুদ্ধে নিহত "শহীদ"গণের অনন্ত পুরস্কারের প্রসঙ্গ বর্ণিত হইয়াছে। আল্লাহতা'লা বলিতেছেন যে,

رِزْقًا حَسَنًا ط وَإِنَّ اللّٰهَ لَهُوَ خَيْرُ
الرّٰزِقِيْنَ ٥ ٥٩- لَيُدْخِلَنَّهُمْ مُّدْخَلًا
يَّرْضَوْنَهٗ ط وَإِنَّ اللّٰهَ لَعَلِيْمٌ حَلِيْمٌ ٥
٦٠- ذٰلِكَ ج وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْلِ
مَا عُوْقِبَ بِهٖ ثُمَّ بُغِيَ عَلَيْهِ
لَيَنْصُرَنَّهُ اللّٰهُ ط إِنَّ اللّٰهَ لَعَفُوٌّ
غَفُوْرٌ ٥ ٦١- ذٰلِكَ بِأَنَّ اللّٰهَ
يُوْلِجُ الَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَ
يُوْلِجُ النَّهَارَ فِي الَّيْلِ وَأَنَّ اللّٰهَ
سَمِيْعٌ بَصِيْرٌ ٥ ٦٢- ذٰلِكَ بِأَنَّ
اللّٰهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُوْنَ
مِنْ دُوْنِهٖ هُوَ الْبَاطِلُ وَأَنَّ اللّٰهَ

আল্লাহ তাহাদিগকে উত্তম জীবিকা প্রদান করিবেন ; এবং নিশ্চয় আল্লাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট জীবিকা-প্রদানকারী।
৫৯। নিশ্চয় আল্লাহ তাহাদিগকে এমন প্রবেশ-স্থানে প্রবিষ্ট করিবেন যে, তাহারা পরিতুষ্ট হইবে এবং নিশ্চয় আল্লাহ মহাজ্ঞানী সহিষ্ণু।
৬০। এইরূপে—এবং তাহার প্রতি যেরূপ ব্যবহার করা হইয়াছে, সে তদ্রূপ প্রতিশোধ গ্রহণ করিবে ; অনন্তর কাহারও প্রতি বিরুদ্ধাচরণ করা হইয়া থাকিলে আল্লাহ তাহাকে সাহায্য করিবেন ; নিশ্চয় আল্লাহ মার্জ্জনাকারী ক্ষমাশীল।
৬১। যেহেতু আল্লাহ রজনীকে দিবসে পরিণত করেন এবং দিবসকে রজনীতে পরিবর্ত্তিত করিয়া থাকেন, এবং নিশ্চয় আল্লাহ শ্রবণকারী পরিদর্শক।
৬২। ইহা এই জন্য যে, সেই আল্লা-ই সত্য ; অতএব তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া তাহারা যাহাকে আহ্বান করে, তাহা অসত্য এবং যেহেতু আল্লাহ সমুন্নত

তাহারা এরূপ উৎকৃষ্ট প্রতিষ্ঠান, উৎকৃষ্ট বাসস্থল ও উত্তম উপজীবিকা প্রাপ্ত হইবে যে, তাহাদের অন্তর আনন্দে পরিপূর্ণ হইয়া যাইবে। তখন দুঃখ, যাতনা, অভাব ও নিরানন্দ তাহাদিগকে ভ্রমেও স্পর্শ করিতে পারিবে না।

৬০। এই আয়তে নির্য্যাতিত মুসলমানগণের প্রতি অত্যাচারী শত্রুদিগের উপর প্রতিশোধ গ্রহণের অনুমতি প্রদান করা হইতেছে। এই অনুমতির মর্ম্ম এই যে, যাহার প্রতি যতখানি নির্য্যাতন করা হইতেছে, সে ততখানিই প্রতিশোধ গ্রহণ করিতে পারিবে—তাহার অতিরিক্ত নহে। কিন্তু আয়তের শেষে আল্লাহতা'লা স্বীয় ক্ষমাগুণের পরিচয় দিয়া তৎপ্রতি লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন। উহার মর্ম্ম এই যে, তুল্য প্রতিশোধ গ্রহণ সিদ্ধ এবং উহার অনুমতি প্রদত্ত হইলেও অত্যাচারী অনুতপ্ত শত্রুকে ক্ষমা করাই ক্ষমাশীল করুণাময় আল্লার নিকট অধিকতর মনোনীত।

কেহ কেহ উপরোক্ত আয়তকে পারলৌকিক প্রতিশোধ গ্রহণের অভিব্যক্ত বলিয়াও প্রকাশ করিয়াছেন।

৬১—৬২। এই দুইটী আয়তে উক্ত হইয়াছে যে, যে সর্ব্বশক্তিমান আল্লার ইচ্ছা ও নির্দ্দেশ অনুসারে দিবা-রজনী নিয়মিতভাবে পরিবর্ত্তিত হইতেছে, যিনি জগতের সর্ব্ববিষয়ের শ্রবণকারী ও পরিদর্শক, সেই সত্য-সনাতন, সমুন্নত ও মহান প্রভুকে পরিত্যাগ করিয়া যাহারা অন্য বিষয়কে উপাস্যরূপে গ্রহণ করে এবং সেই কল্পিত ও অসত্য বিষয়ের পূজা-উপাসনায় প্রবৃত্ত হয়, তাহাদের অপেক্ষা অধম ও অকৃতজ্ঞ অবিশ্বাসী আর কেহই নাই। তাহারা নিশ্চয়ই অসত্য ও ভ্রান্তির গভীর পাপ-পঙ্কে ডুবিয়া আছে।

মহান্। ৬৩। তুমি কি লক্ষ্য করিতেছ না যে, আল্লা-ই আকাশ হইতে বারি বর্ষণ করিয়া থাকেন—যাহাতে ভূতল হরিদ্বর্ণ হয়? নিশ্চয় আল্লাহ সূক্ষ্মদর্শী সতর্ক। ৬৪। নভোমণ্ডলে যাহা আছে ও ভূমণ্ডলে যাহা আছে, তাহা তাঁহারই জন্য এবং নিশ্চয় আল্লাহ মহাসম্পদশালী সুপ্রশংসিত।

هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ ○ ٦٣- اَلَمْ تَرَ
اَنَّ اللّٰهَ اَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً ز
فَتُصْبِحُ الْاَرْضُ مُخْضَرَّةً ط اِنَّ اللّٰهَ
لَطِيفٌ خَبِيرٌ ج ٦٤- لَهُ مَا فِي
السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ط وَاِنَّ
اللّٰهَ لَهُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ ع

৯ম রুকু—মানব-জাতির প্রতি আল্লার অনন্ত অনুগ্রহের অভিব্যক্তি

৬৫। তুমি কি লক্ষ্য করিতেছ না যে, পৃথিবীর মধ্যে যাহা আছে এবং জলযান-সমূহ—যাহা তদীয় আদেশে সমুদ্র মধ্যে পরিচালিত হয়, তাহা তিনি তোমাদের জন্য আয়ত্তাধীন করিয়াছেন? এবং তিনি আকাশ-মণ্ডলীকে প্রতিরোধ করিয়া রাখিয়াছেন-- যেন উহা তদীয় আদেশ ব্যতীত পৃথিবীর উপর নিপতিত না হয়, নিশ্চয় আল্লাহ মানবগণের প্রতি ক্ষমাশীল করুণাময়। ৬৬। এবং তিনিই তোমাদিগকে জীবন দান করিয়াছেন,

٦٥- اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللّٰهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَّا
فِي الْاَرْضِ وَالْفُلْكَ تَجْرِيْ
فِي الْبَحْرِ بِاَمْرِهٖ ط وَيُمْسِكُ
السَّمَاءَ اَنْ تَقَعَ عَلَى الْاَرْضِ اِلَّا
بِاِذْنِهٖ ط اِنَّ اللّٰهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ
رَّحِيمٌ ○ ٦٦- وَهُوَ الَّذِيْ اَحْيَاكُمْ ز

৬৩—৬৪। এই দুইটী আয়তে নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের উপর আল্লার আধিপত্য এবং তাঁহার অনুগ্রহে বৃষ্টিধারা বর্ষিত হইয়া যেরূপ বিশুষ্ক ভূতল সরস ও সঞ্জীবিত এবং সুন্দর হরিদ্বর্ণে বিভূষিত হয়, তৎপ্রতি ইঙ্গিত করিয়া তাঁহার অপর গৌরব ও অনন্ত মহিমা স্মরণ করাইয়া দেওয়া হইয়াছে।

৬৫। তফ্‌সীরকারগণ এই আয়তের দুই প্রকার মর্ম্ম পরিগ্রহণ করিয়াছেন। কেহ বলেন যে, এতদ্দ্বারা পৃথিবীর স্থলভাগ ও জলভাগের যানবাহন ও অন্যান্য বিষয়ের উপর লোকের যেরূপ অবাধ আধিপত্য প্রদান করা হইয়াছে, তৎসহ আল্লাহতা'লা ইহাও স্মরণ করাইয়া দিতেছেন যে, তিনি লোকের কল্যাণের জন্যই আকাশ-মণ্ডল প্রতিরোধ করিয়া রাখিয়াছেন—যাহাতে অবিশ্রান্ত বৃষ্টি-ধারা অথবা অন্যান্য নৈসর্গিক বিপদপাতে তাহারা ক্ষতিগ্রস্ত ও নির্য্যাতিত না হয়। আবার কেহ বলেন যে, আয়তের প্রথমে পৃথিবীর জলভাগ ও স্থলভাগের উপর বিশ্বাসী মুসলমানগণের বিজয়ী হইবার ভবিষ্যদ্বাণী রহিয়াছে এবং শেষাংশে অবিশ্বাসীদিগকে সতর্ক করিয়া বলিয়া দিতেছেন যে, তিনিই ক্ষমাশীল ও করুণাময় বলিয়াই স্বীয় অনুগ্রহে আকাশ-মণ্ডল অর্থাৎ স্বর্গীয় শাস্তি প্রতিরোধ করিয়া রাখিয়াছেন। অন্যথা অবিশ্বাসীদের অবাধ্যতা ও ধর্ম্মদ্রোহিতার জন্য ঐ শাস্তি পূর্ব্বেই তাহাদের উপর পতিত হইত এবং তাহারা সম্পূর্ণরূপে ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়া যাইত।

৬৬। যাহারা পরলোক ও পুনরুত্থান সম্বন্ধে অবিশ্বাসী, তাহাদিগকে বলিয়া দেওয়া হইতেছে যে, যে আল্লাহ তোমাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছেন এবং যিনি তোমাদিগকে মৃত্যুদান করিবেন, তিনি

ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ۗ إِنَّ
الْإِنسَانَ لَكَفُورٌ ۝ ٦٧- لِكُلِّ أُمَّةٍ
جَعَلْنَا مَنسَكًا هُمْ نَاسِكُوهُ فَلَا
يُنَازِعُنَّكَ فِي الْأَمْرِ وَادْعُ إِلَىٰ
رَبِّكَ ۗ إِنَّكَ لَعَلَىٰ هُدًى
مُّسْتَقِيمٍ ۝ ٦٨- وَإِن جَادَلُوكَ
فَقُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ ۝
٦٩- اللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
فِيمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ۝
٧٠- أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا
فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ ۗ إِنَّ ذَٰلِكَ
فِي كِتَابٍ ۗ إِنَّ ذَٰلِكَ عَلَى اللَّهِ
يَسِيرٌ ۝ ٧١- وَيَعْبُدُونَ مِن

তৎপর তোমাদিগকে মৃত্যুদান করিবেন, পুনরায় তোমাদিগকে সঞ্জীবিত করিবেন; নিশ্চয়ই মানব অবিশ্বাসী।
৬৭। আমি প্রত্যেক ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ের জন্য ধর্ম্ম-পদ্ধতি নির্দ্ধারিত করিয়া দিয়াছি—যাহা তাহারা প্রতিপালন করে; অতএব তাহারা যেন ঐ সকল কার্য্যে তোমার সহিত বিরোধ না করে এবং তুমি স্বীয় প্রতিপালকের দিকে আহ্বান কর; নিশ্চয় তুমি সরল সুপথে রহিয়াছ।
৬৮। এবং যদি তাহারা তোমার সহিত বিরোধ করে তবে তুমি বল যে, তোমরা যাহা করিতেছ আল্লাহ তাহা সম্যক পরিজ্ঞাত আছেন।
৬৯। তোমরা যদ্বিষয়ে বিরোধ করিতেছ, উত্থান-দিবসে আল্লাহ তাহা তোমাদের মধ্যে মীমাংসা করিয়া দিবেন।
৭০। তুমি কি জান না যে, নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলে যাহা আছে, আল্লাহ তাহা পরিজ্ঞাত আছেন; নিশ্চয় উহা গ্রন্থমধ্যে রহিয়াছে, নিশ্চয় ইহা আল্লার পক্ষে সহজসাধ্য।
৭১। এবং তাহারা আল্লাহকে পরিত্যাগ

অবশ্যই তোমাদিগকে পুনর্জ্জীবিত করিয়া তোমাদের কৃতকর্ম্মের প্রতিফল প্রদান করিবেন। ইহাতে সন্দেহের অবকাশ নাই।

৬৭—৬৯। আল্লাহতা'লা আরও বলিয়া দিতেছেন যে, আমি প্রত্যেক ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ের জন্যই উপাসনা আরাধনা, উপবাস ও কোরবানী প্রভৃতি ধর্ম্মকার্য্য ও ধর্ম্মপদ্ধতি স্থির করিয়া দিয়াছি। ইহাতে বিরোধ করিবার বা বিস্মিত হইবার কিছুই নাই। অতএব তুমি যে সরল সুপথ বা সত্য-ধর্ম্মের উপর প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছ, তৎপ্রতি লোকদিগকে আহ্বান কর। ইহাতে যদি তাহারা তোমার সহিত অন্যায়ভাবে কলহ বিবাদ করে, তবে তুমি তাহাদিগকে বলিয়া দাও যে, তোমরা যদ্বিষয়ে বিরোধ করিতেছ, সর্ব্বজ্ঞ আল্লাহতা'লা তাহা সম্যক পরিজ্ঞাত আছেন এবং তিনিই পরলোকে এবিষয়ের চূড়ান্ত মীমাংসা করিয়া দিবেন।

৭০। আয়তের মর্ম্ম এই যে, বিশ্বজগতের সমস্ত বিষয়ই সর্ব্বজ্ঞ আল্লাহতা'লা পরিজ্ঞাত আছেন এবং জগতে যাহা কিছু ঘটিতেছে, সমস্তই তাঁহার স্মৃতি-গ্রন্থে লিখিত রহিয়াছে। ইহা আল্লার পক্ষে কিছুমাত্র অসম্ভব বা অসাধ্য নহে।

৭১। এই আয়তে অংশীবাদী ভ্রান্ত উপাসক ও ভ্রান্ত উপাস্যের অবস্থার প্রতি ইঙ্গিত করা হইয়াছে। আল্লাহতা'লা বলিতেছেন:—অবিশ্বাসীরা যে সকল কল্পিত ভ্রান্ত উপাস্যের উপাসনা

করিয়া উহারই উপাসনা করে, যদ্বিষয়ে কোনই প্রমাণ অবতীর্ণ হয় নাই এবং যদ্বিষয়ে তাহাদের কোনই জ্ঞান নাই; এবং অত্যাচারীদিগের জন্য কোনই সাহায্যকারী নাই। ৭২। এবং যখন তাহাদের সমক্ষে আমার প্রকাশ্য নিদর্শনাবলী পঠিত হয়, তখন তুমি অবিশ্বাসকারীদিগের আননোপরি অস্বীকৃতি উপলব্ধি করিবে; যাহারা তাহাদের সমক্ষে আমার নিদর্শনাবলী পাঠ করে উহারা তাহাদিগকে আক্রমণ করিতে উদ্যত হইয়া থাকে; তুমি বল—আমি কি তোমাদিগকে এতদপেক্ষা নিকৃষ্টতর বিষয় পরিজ্ঞাপন করিব ?— নরকানল! আল্লাহ অবিশ্বাসকারী-দিগকে উহারই অঙ্গীকার করিয়াছেন; এবং উহা নিকৃষ্টতর আবাস-স্থল।

دُوْنِ اللّٰهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهٖ سُلْطٰنًا وَّمَا
لَيْسَ لَهُمْ بِهٖ عِلْمٌ ط وَمَا لِلظّٰلِمِيْنَ
مِنْ نَّصِيْرٍ ۝ ٧٢- وَاِذَا تُتْلٰى
عَلَيْهِمْ اٰيٰتُنَا بَيِّنٰتٍ تَعْرِفُ فِيْ
وُجُوْهِ الَّذِيْنَ كَفَرُوا الْمُنْكَرَ ط يَكَادُوْنَ
يَسْطُوْنَ بِالَّذِيْنَ يَتْلُوْنَ عَلَيْهِمْ
اٰيٰتِنَا ط قُلْ اَفَاُنَبِّئُكُمْ بِشَرٍّ مِّنْ
ذٰلِكُمْ ۚ اَلنَّارُ ط وَعَدَهَا اللّٰهُ الَّذِيْنَ
كَفَرُوْا ط وَبِئْسَ الْمَصِيْرُ ع

১০ম রুকু—অলীক উপাসনার ব্যর্থতা ও মোসলেম জীবনের লক্ষ্য

৭৩। হে মানবগণ, একটী দৃষ্টান্ত প্রতিষ্ঠিত হইতেছে; অতএব উহা শ্রবণ কর; নিশ্চয় আল্লাহকে পরিত্যাগ করিয়া

٧٣- يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ ضُرِبَ مَثَلٌ
فَاسْتَمِعُوْا لَهٗ ط اِنَّ الَّذِيْنَ

করে, তদ্বিষয়ে কোন প্রমাণ নাই। উহার অনুকূলে না কোন স্বর্গীয় প্রত্যাদেশ অবতীর্ণ হইয়াছে, না কোন ধর্ম্ম-প্রবর্ত্তক উহাদিগকে ঐরূপ কার্য্য করিতে বলিয়াছে। ফলতঃ উহারা যে কি করিতেছে, তৎসম্বন্ধে উহাদের কোনই জ্ঞান নাই। সুতরাং উহারা ইহ-পরকালে কোনই সাহায্যকারীর সাহায্য পাইবে না।

৭২। যখন বিশ্বাসী মুসলমানেরা অবিশ্বাসী কাফেরদিগের সম্মুখে কোরান পাঠ করিত তখন তাহারা উহা অগ্রাহ্য করিয়া মুসলমানদিগকে আক্রমণ করিতে উদ্যত হইত। তাই আল্লাহতা'লা হজরত রসুলোল্লাকে বলিতেছেন:—তুমি অবিশ্বাসীদিগকে বলিয়া দাও যে, তোমাদের দুষ্কার্য্যের প্রতিফল নরকানল! সেই নিকৃষ্টতর স্থানে গিয়াই তোমাদিগকে ইহার সমুচিত শাস্তি ভোগ করিতে হইবে।

৭৩। এই আয়তে আল্লাহতা'লা একটী দৃষ্টান্ত-যোগে ভ্রান্ত উপাসকগণের নির্ব্বুদ্ধিতা এবং তাহাদের পরিকল্পিত অলীক উপাস্যগণের অক্ষমতা ও শক্তিহীনতা অতি স্পষ্টতর ভাষায় প্রকাশ করিয়াছেন। আয়তের মর্ম্ম এই যে, ভ্রান্ত মানুষ তাহাদের সৃষ্টিকর্ত্তা ও উপাস্য প্রভু সর্ব্বশক্তিমান আল্লাহতা'লাকে পরিত্যাগ করিয়া প্রস্তর-প্রতিমা, জীব-জন্তু ও তরুলতা প্রভৃতি যে সকল অলীক উপাস্যের উপাসনা করে, ঐ সকল উপাস্য এরূপ শক্তিহীন যে, উহারা সকলে একত্রিত হইলেও

تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ لَنْ
يَّخْلُقُوْا ذُبَابًا وَّلَوِ اجْتَمَعُوْا
لَهٗ ط وَاِنْ يَّسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا
لَّا يَسْتَنْقِذُوْهُ مِنْهُ ط ضَعُفَ الطَّالِبُ
وَالْمَطْلُوْبُ ○ ٧٤- مَا قَدَرُوا اللّٰهَ
حَقَّ قَدْرِهٖ ط اِنَّ اللّٰهَ لَقَوِيٌّ عَزِيْزٌ ○
٧٥- اَللّٰهُ يَصْطَفِيْ مِنَ الْمَلٰٓئِكَةِ رُسُلًا
وَّمِنَ النَّاسِ ط اِنَّ اللّٰهَ سَمِيْعٌ
بَصِيْرٌ ۚ ٧٦- يَعْلَمُ مَا بَيْنَ

তোমরা যাহাদিগকে আহ্বান কর, তাহারা
একটী মক্ষিকাও সৃষ্টি করিতে পারে না,
যদিও উহারা সকলে তন্নিমিত্ত একত্রিত
হয়; এবং মক্ষিকা তাহাদিগ হইতে
কিছু লইয়া যায়, তবে তাহারা উহা
হইতেও তাহা ফিরাইয়া লইতে পারিবে
না;—প্রার্থী ও প্রার্থনা-পূর্ণকারী উভয়ই
শক্তিহীন। ৭৪। তাহারা আল্লাহকে তদীয়
মর্য্যাদার অনুরূপ সম্মান প্রদর্শন করে
না; নিশ্চয় আল্লাহ সুদৃঢ় পরাক্রান্ত।
৭৫। আল্লাহ ফেরেশ্‌তাগণ হইতে
সংবাদবাহক মনোনীত করেন এবং মানব-
বৃন্দ হইতেও; নিশ্চয় আল্লাহ শ্রবণকারী
পরিদর্শক। ৭৬। তাহাদের সম্মুখে যাহা

একটী ক্ষুদ্র মক্ষিকা সৃষ্টি করিতে পারে না; পক্ষান্তরে উহারা এরূপ অক্ষম ও দুর্ব্বল যে, একটী ক্ষুদ্র মক্ষিকাও যদি উহাদের নিকট হইতে কোন দ্রব্য লইয়া যায়, তবে উহারা তাহা প্রতিরোধ বা নিবারণ করিতেও সমর্থ নহে। সুতরাং আল্লার শ্রেষ্ঠতম সৃষ্টি মানুষের পক্ষে ঐরূপ অক্ষম ও শক্তিহীন পদার্থের পূজা-উপাসনা করা অপেক্ষা মূর্খতা ও ভ্রান্তি আর কিছুই হইতে পারে না।

"প্রার্থী ও প্রার্থনা-পূর্ণকারী উভয়ই শক্তিহীন"—এতদ্দ্বারা আল্লাহতা'লা প্রকারান্তরে বলিয়া দিতেছেন যে, ভ্রান্ত উপাসকবৃন্দ এবং তাহাদের উপাস্যসমূহ সকলেই দুর্ব্বল ও শক্তিহীন; আত্মরক্ষা করিবার কোনই শক্তি তাহাদের নাই। সুতরাং অচিরেই ভ্রান্ত উপাসকবৃন্দ পরাজিত ও ধ্বংসপ্রাপ্ত হইবে এবং আমার পবিত্র গৃহ হইতে ভ্রান্ত উপাস্য-সমূহ অপসারিত ও দূরীভূত হইয়া তথায় আমার মনোনীত সত্যধর্ম্ম সুপ্রতিষ্ঠিত হইবে। অবিশ্বাসী পৌত্তলিক ও তাহাদের উপাস্য-সমূহ কিছুতেই তাহা প্রতিরোধ করিতে সমর্থ হইবে না।

৭৪। অথচ অজ্ঞ অংশীবাদী ও ভ্রান্ত পৌত্তলিক জাতিরা সর্ব্বশক্তিমান ও সুদৃঢ় পরাক্রান্ত আল্লাহতা'লাকে তাঁহার মর্য্যাদার অনুরূপ সম্মান না করিয়া ঐ সকল অক্ষম ও শক্তিহীন ভ্রান্ত উপাস্যের পূজা-আরাধনাতেই নিজেদের অসার জীবন অতিবাহিত করিতেছে।

৭৫। এই আয়তে নবুয়তের প্রসঙ্গ বর্ণিত হইয়াছে। আয়তের মর্ম্ম এই যে, আল্লাহতা'লা ফেরেশ্‌তাদের মধ্যে যাহাকে ইচ্ছা মনোনীত করিয়া তদ্দ্বারা পৃথিবীতে প্রত্যাদেশ প্রেরণ করেন এবং মানবগণের মধ্যে যাহাকে ইচ্ছা নবীরূপে মনোনীত করিয়া তাঁহাকে ঐ সকল প্রত্যাদেশ ও সত্যধর্ম্ম-প্রচারের ভার অর্পণ করেন। এই মনোনয়ন সম্বন্ধে তিনিই একমাত্র অধিকারী; অন্য কাহারও এ সম্বন্ধে কোনই অধিকার নাই।

৭৬। সর্ব্বজ্ঞ আল্লাহতা'লা বর্ত্তমান ও ভূত ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অভিজ্ঞ; তাহার অগোচর

আছে ও তাহাদের পশ্চাতে যাহা আছে
তিনি তাহা পরিজ্ঞাত আছেন এবং
আল্লারই দিকে কৃতকার্য্য সমূহ প্রত্যাবর্ত্তিত
হইয়া থাকে। ৭৭। হে বিশ্বাসস্থাপন-
কারিগণ, তোমরা রুকু ও সেজদা*
কর এবং স্বীয় প্রতিপালকের উপাসনা
কর এবং কল্যাণকর কার্য্য কর—যেন
তোমরা সুফলপ্রাপ্ত হও। ৭৮। এবং
তোমরা আল্লারই উদ্দেশ্যে তদীয় সত্য-
সাধনায় সাধনা কর; তিনিই তোমা-
দিগকে মনোনীত করিয়াছেন এবং
তোমাদের জন্য ধর্ম্মে কোনরূপ সঙ্কীর্ণতা
করেন নাই; উহাই তোমাদের পিতৃ-
পুরুষ এবরাহিমের ধর্ম্ম, তিনিই তোমা-
দিগকে মোসলেম নামে অভিহিত
করিয়াছেন, ইহার পূর্ব্বে এবং ইহার
মধ্যেও—যেন রসুল তোমাদের জন্য
সাক্ষী হয় এবং তোমরাও মানব মণ্ডলীর

أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ ۚ وَإِلَى اللَّهِ
تُرْجَعُ الْأُمُورُ ○ ٧٧- يَا أَيُّهَا الَّذِينَ
آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا
رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ
تُفْلِحُونَ ۩ ٧٨- وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ
حَقَّ جِهَادِهِ ۚ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا
جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ۚ
مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ ۚ هُوَ سَمَّاكُمُ
الْمُسْلِمِينَ ۥ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَٰذَا
لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ
وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ ۚ

কিছুই নাই। মানবের সদসৎ সমস্ত কার্য্য তাঁহারই দিকে প্রত্যাবর্ত্তিত হইবে এবং তিনিই ঐ সম্বন্ধে সুবিচার করিয়া সকলকে যথাযোগ্য প্রতিদান বা প্রতিফল প্রদান করিবেন।

৭৭। অনন্তর এই আয়তে বিশ্বাসী মুসলমানদিগকে ইহ-পারলৌকিক কল্যাণ ও সুফল প্রাপ্তির জন্য রুকু সেজদা যোগে নিয়মিত উপাসনা করিতে এবং অসৎকার্য্য পরিত্যাগ করিয়া সৎকার্য্যে ব্রতী হইতে আদেশ করা হইয়াছে।

* এই আয়ত পাঠ করার সঙ্গে সঙ্গে সেজদা করিতে হইবে।

৭৮। এই আয়ত সার্ব্বজনীন সত্যধর্ম্ম ইসলামের অতুলনীয় আদর্শ এবং মোছলেম-জীবনের মহান লক্ষ্য সম্বন্ধে অতি প্রাণস্পর্শী উপদেশ প্রদান করা হইয়াছে। আল্লাহতা'লা বলিতেছেন, হে সত্যবিশ্বাসী মুসলমান, তোমরা আমার উদ্দেশ্যে পূর্ণরূপ আত্মসমর্পণ কর এবং তোমাদের সমস্ত জীবন ও সাধনা আমারই উদ্দেশ্যে সমর্পণ করিয়া দাও। আমিই স্বীয় অনুগ্রহে তোমাদিগকে সমগ্র জগদ্বাসীর উপর সত্যের প্রতীক রূপে মনোনীত করিয়াছি এবং তোমাদিগকে এরূপ উন্নত ও উদার ধর্ম্ম প্রদান করিয়াছি—যাহার মধ্যে কোনই কুসংস্কার বা সঙ্কীর্ণতা নাই। ইহা সেই স্বর্গীয় ধর্ম্ম—যাহা জগদ্বাসীর মুক্তি ও কল্যাণের জন্য আমার মনোনীত নবীগণ যুগে যুগে প্রচার করিয়া গিয়াছেন এবং তোমাদের গৌরবান্বিত পিতৃপুরুষ এবরাহিম যে ধর্ম্মে আত্মসমর্পণ করিয়া উহার অনুসরণকারীদিগকে আল্লার প্রতি পূর্ণ আত্মসমর্পণকারী "মোছলেম" নামে অভিহিত করিয়া

1020

জন্য সাক্ষী হও , অতএব তোমরা নামাজ প্রতিষ্ঠিত কর ও জাকাত প্রদান কর এবং আল্লাহকে ধারণ কর ; তিনিই তোমাদের অভিভাবক ; অতএব কেমন উত্তম অভিভাবক ও উৎকৃষ্টতর সাহায্যকারী ।

فَأَقِيمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ وَاعْتَصِمُوْا بِاللّٰهِ ۭ هُوَ مَوْلٰىكُمْ ۚ فَنِعْمَ الْمَوْلٰى وَنِعْمَ النَّصِيْرُ ۝

গিয়াছেন। আমার প্রিয়নবী এবরাহিম এই স্বর্গীয় ধর্ম ইসলাম এবং এই সত্য-বিশ্বাসী মুসলমান সম্প্রদায়ের জন্যই আমার নিকট প্রার্থনা করিয়াছিল (কোঃ ২—১২৮)। অতএব তোমরা সমস্ত অবিশ্বাস, ভ্রান্তি ও সন্দেহ পরিত্যাগ করিয়া এই ধর্ম্ম অবলম্বন পূর্ব্বক আমার নির্দ্দেশ অনুযায়ী নামাজ প্রতিষ্ঠিত ও জাকাত প্রদান কর এবং সমস্ত অলীক উপাস্যের উপাসনা ও আশ্রয়-প্রার্থনা পরিত্যাগ করিয়া সর্ব্বশক্তিমান ও সর্ব্বজ্ঞ—বিশ্বজগতের একমাত্র উপাস্য প্রভু আল্লাহতা'লাকেই একমাত্র উপাস্য ও আশ্রয়দাতা-রূপে পরিগ্রহণ কর। জগদ্বাসীর জন্য আল্লাহ অপেক্ষা উত্তম অভিভাবক ও উৎকৃষ্টতর সাহায্যকারী আর কেহই নাই।

সুরা হজ্জের সংক্ষিপ্ত সার

এই পবিত্র সুরা ১০ রুকুতে বিভক্ত এবং ৭৮আয়তে গ্রথিত হইয়াছে। ইহার প্রথমেই মহাপ্রলয় ও পুনরুত্থানের ভবিষ্যদ্বাণী করিয়া মানব-জাতিকে পারলৌকিক পরিণাম সম্বন্ধে সতর্ক করা হইয়াছে। অনন্তর আল্লাহতা'লা হজরত রসুলোল্লার বিরুদ্ধাচরণকারী ও তৎপ্রতি অসত্যারোপকারী সম্প্রদায়-সমূহকে বলিয়া দিতেছেন যে, তোমরা আমার রসুলের প্রতি অসত্যারোপ অথবা তাঁহার বিরুদ্ধাচরণ করিয়া তদীয় কোনই অনিষ্ট সাধন করিতে পারিবে না। আমার সাহায্যে সে অচিরেই তোমাদের উপর বিজয়ী ও পরাক্রান্ত হইবে এবং জগতে তাঁহার প্রচারিত সত্যধর্ম্ম অবশ্যই সুপ্রতিষ্ঠিত হইবে। ঐ সঙ্গে আল্লাহতা'লা বিশ্বাসী মুসলমানগণের মহাবিজয়ের ভবিষ্যদ্বাণী করিয়া বলিয়া দিয়াছেন যে, এখন যদিও আমার বিশ্বাসী সেবকেরা সংখ্যা ও শক্তিতে দুর্ব্বল, যদিও তোমরা তাহাদের উপর নানারূপ অত্যাচার ও নির্য্যাতন করিতেছ এবং যদিও তোমাদের অত্যাচারে তাহারা স্বদেশ ও স্বজনদিগকে পরিত্যাগ করিয়া অন্যত্র চলিয়া যাইতেছে, তথাপি তোমরা নিশ্চয় জানিয়া রাখ যে, আমার প্রত্যাদেশ ও সাহায্যে শক্তিশালী হইয়া তাহারা তোমাদের উপর প্রতিশোধ গ্রহণ করিবে এবং তোমাদিগকে পরাজিত ও তোমাদের অলীক উপাস্য সমূহকে বিধ্বস্ত করিয়া পুণ্যধাম মক্কা ও আমার পবিত্র গৃহ "বায়তুল্লাহ" অধিকার করিয়া লইবে। এই অব্যর্থ ভবিষ্যদ্বাণী করিবার পর আল্লাহতা'লা হজরত রসুলোল্লাকে আদেশ করিয়াছেন যে, তুমি জগদ্বাসীর জন্য হজ ও কোরবানী সম্বন্ধে ঘোষণা করিয়া দাও যে, শীঘ্রই মক্কা মোসলেমগণের অধিকারভুক্ত হইয়া ইহা মোসলেম-জগতের লক্ষ্যস্থল ও শক্তিকেন্দ্রে পরিণত হইবে। অতএব জগদ্বাসী যেন প্রতিবর্ষে "আইয়ামে মা'লুমাত" বা সুপরিজ্ঞাত নির্দ্ধারিত সময়ে এখানে উপস্থিত হইয়া পুণ্য ও কল্যাণ লাভ করে। এই সকল অভ্রান্ত ভবিষ্যদ্বাণীর অলৌকিক সফলতা সম্বন্ধে কোন কথা বলা সম্পূর্ণ নিষ্প্রয়োজন। কারণ জগতের ইতিহাসই উহার চূড়ান্ত সাক্ষী। অনন্তর আল্লাহতা'লা মুসলমানদিগকে নিয়মিত আরাধনা-উপাসনা ও প্রার্থনাকারী, নিয়মিত জাকাত প্রদানকারী, সংযমী ও ধৈর্য্যশীল এবং আল্লাহতা'লার অনুপম অনুগ্রহের জন্য তৎপ্রতি সর্ব্বদা কৃতজ্ঞ হইবার জন্য আদেশ করিয়া আলোচ্য সুরার উপসংহার করিয়াছেন। ফলতঃ এই সুরাটী যে মুসলমানগণের প্রতি আল্লাহতা'লার সাহায্য, করুণা ও অনুগ্রহের এক অতুলনীয় নিদর্শন, তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই।

১৮-শ পারা—ক্বাদ্‌আফলাহাল্‌ মোমেনুন

মক্কায় অবতীর্ণ	৫। সুরা মোমেনুন—المؤمنون।	১১৮ আয়ত

সর্ব্ব প্রদাতা করুণাময় আল্লার নামে

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

১ম রুকু—মোসলেম-জীবনের আদর্শ ও ঐশী ও অনুগ্রহের নিদর্শন

১। নিশ্চয় বিশ্বাসীবৃন্দ সুফলপ্রাপ্ত ١- قَدْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُوْنَ ۙ
হইয়াছে; ২। যাহারা স্বীয় নামাজে ٢- الَّذِيْنَ هُمْ فِيْ صَلَاتِهِمْ خٰشِعُوْنَ ۙ
বিনত হয়, ৩। এবং যাহারা অসত্য ٣- وَالَّذِيْنَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ

শানে-নজুল—এই পবিত্র সুরা যে পুণ্যধাম মক্কা শরীফে অবতীর্ণ হইয়াছিল, তাহাতে কোনই মতভেদ নাই। তফ্‌সীরকারগণ ইহাকে মক্কায় অবতারিত সুরা-সমূহের তৃতীয় বা শেষ পর্য্যায়ভুক্ত বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। আল্লামা সাইউতীর মতে ইহা মক্কার শেষ সুরা বা হজরত রসুলোল্লার মক্কা-জীবনের শেষ প্রত্যাদেশ। এই সুরায় অবিশ্বাসীদের পতন ও পরাজয় এবং মোস্‌লেম-জীবনের অপূর্ব্ব সাফল্যের ভবিষ্যদ্বাণী যেরূপ স্পষ্টতর ভাষায় বিবৃত হইয়াছে, তাহাতে এমাম সাইউতীর সিদ্ধান্ত সত্যের উপর সুপ্রতিষ্ঠিত বলিয়াই অনুমিত হয়। এই পবিত্র সুরা ৬ রুকুতে বিভক্ত এবং ১১৮ আয়তে গ্রথিত হইয়াছে।

সুরা হজ্জের শেষে মুসলমানদিগের সুফল-প্রাপ্তি সম্বন্ধে যে ইঙ্গিত করা হইয়াছিল, অবিশ্বাসীরা তৎপ্রতি কটাক্ষ করিয়া বলিত যে, মুসলমানেরা ত আমাদের অপেক্ষা দরিদ্র ও দুর্ব্বল এবং তাহাদের সংখ্যাও নিতান্ত নগণ্য। আমরা ইচ্ছা করিলেই ত তাহাদিগকে ধ্বংস অথবা দুরীভূত করিয়া দিতে পারি। এই শক্তিহীনতা, দৌর্ব্বল্য ও অসহায় অবস্থাই কি তাহাদের সুফল-প্রাপ্তির নিদর্শন? ইহার উত্তরে আল্লাহতা'লা আলোচ্য সুরা অবতারণ করিয়া বলিয়া দিলেন যে, মোস্‌লেম-জীবনের সাফল্য শুধু ইহ-জগতে সীমাবদ্ধ নহে। ইহা-পরলোকে তুল্যরূপে কল্যাণ ও সুফল-প্রাপ্তিই তাহাদের সাফল্যের সর্ব্বোৎকৃষ্ট নিদর্শন। যাহারা প্রকৃত বিশ্বাসী! তাহারা নিশ্চয়ই ইহ-পরলোকে অপূর্ব্ব সাফল্য লাভ করিবে এবং অবিশ্বাসীদিগকে অচিরেই অনুতপ্ত হইয়া বিশ্বাসী-দিগের নিকট বশ্যতা স্বীকার করিতে হইবে।—আলোচ্য সুরার শেষ রুকু দ্রষ্টব্য।

১। **মোমেনুন**—'মোমেন' শব্দের বহুবচন, অর্থ বিশ্বাসীবৃন্দ; সত্যধর্ম্ম ইসলামের বিশ্বাস-স্থাপনকারিগণ। একবচনে মোমেন বা বিশ্বাসী মুসলমান।

এই আয়তে মোমেন বা বিশ্বাসী মুসলমানদিগের সাফল্যের সুসংবাদ ও ভবিষ্যদ্বাণী বিবৃত হইয়াছে। অনন্তর কিরূপ বিশ্বাসী মুসলমান ঐ অনুপম সাফল্যের অধিকারী হইবে, তাহা পরবর্ত্তী আয়ত-সমূহে বর্ণিত হইয়াছে।

২—৬। প্রথম আয়তে বিশ্বাসী মোমেন মুসলমানদিগের সাফল্যের সুসংবাদ ও ভবিষ্যৎবাণী বিবৃত করিয়া আল্লাহতা'লা বলিতেছেন যে, যে সকল বিশ্বাসী মুসলমান ভক্তি ও বিনয়ের সহিত

হইতে বিমুখ হয়, ৪। এবং যাহারা জাকাত প্রদান করে, ৫। এবং যাহারা স্বীয় গুপ্তাঙ্গ সংরক্ষণ করে—৬। তাহাদের সহধর্ম্মিণীগণের ও তাহাদের দক্ষিণ হস্ত যাহাদের অধিকারী তাহাদের সমক্ষে ব্যতীত; অনন্তর তাহারা তিরস্কৃত হইবে না। ৭। কিন্তু যে-কেহ ইহার ব্যতিক্রম করিতে ইচ্ছা করিবে, তবে নিশ্চয় উহারাই সীমাতিক্রমকারী হইবে। ৮। এবং যাহারা তাহাদের নিকট গচ্ছিত বিষয় ও তাহাদের অঙ্গীকার সম্বন্ধে সতর্ক, ৯। এবং যাহারা স্বীয় নামাজ সম্বন্ধে সংরক্ষক, ১০। তাহারাই উত্তরাধিকারী; ১১। তাহারাই স্বর্গের উত্তরাধিকারী হইবে; তন্মধ্যে তাহারা সর্ব্বদা

مُعْرِضُوْنَ ۝ ٤- وَالَّذِيْنَ هُمْ
لِلزَّكٰوةِ فٰعِلُوْنَ ۝ ٥- وَالَّذِيْنَ هُمْ
لِفُرُوْجِهِمْ حٰفِظُوْنَ ۝ ٦- اِلَّا عَلٰٓى
اَزْوَاجِهِمْ اَوْ مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُمْ
فَاِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُوْمِيْنَ ۝ ٧- فَمَنِ
ابْتَغٰى وَرَآءَ ذٰلِكَ فَاُولٰٓئِكَ
هُمُ الْعٰدُوْنَ ۝ ٨- وَالَّذِيْنَ هُمْ
لِاَمٰنٰتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رٰعُوْنَ ۝
٩- وَالَّذِيْنَ هُمْ عَلٰى صَلَوٰتِهِمْ
يُحَافِظُوْنَ ۝ ١٠- اُولٰٓئِكَ هُمُ
الْوٰرِثُوْنَ ۝ ١١- الَّذِيْنَ يَرِثُوْنَ
الْفِرْدَوْسَ ط هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ۝

নিয়মিতভাবে নামাজ প্রতিষ্ঠিত করে ও জাকাত প্রদান করে এবং যাহারা 'অসত্য' অর্থাৎ অনাচার, ব্যভিচার প্রভৃতি অসৎ কার্য্যাবলী হইতে বিরত থাকিয়া স্বীয় চরিত্রের পবিত্রতা সংরক্ষণ করে, সেই সকল বিশ্বাসী মুসলমানই ইহ-পরলোকে সুফল প্রাপ্ত হইবে এবং তাহারা কখনই তিরস্কৃত বা লাঞ্ছিত হইবে না।

৭। কিন্তু যাহারা উহার ব্যতিক্রম করিয়া ধর্ম্মবিধির ব্যতিক্রম করিবে এবং অনাচার-ব্যভিচার প্রভৃতি পাপকার্য্যে লিপ্ত হইবে, তাহারা বিশ্বাসী মুসলমান বলিয়া আত্ম-পরিচয় দিলেও কখনই ঐ সুফল কল্যাণের অধিকারী হইবে না; বরং উহার জন্য তাহাদিগকে সীমাতিক্রমকারী অবিশ্বাসীদেরই ন্যায় লাঞ্ছিত ও তিরস্কৃত হইতে হইবে।

৮—১১। এই তিনটী আয়তের প্রথম আয়তে মোস্‌লেম-জীবনের আরও একটী কর্ত্তব্যের উল্লেখ করা হইয়াছে। ইহার মর্ম্ম এই যে, মুসলমানদিগকে শুধু ধার্ম্মিক ও সচ্চরিত্র হইলেই হইবে না; ঐ সঙ্গে তাহাদিগকে বিশ্বাসী এবং সত্যপরায়ণও হইতে হইবে। অঙ্গীকার-ভঙ্গকারী মিথ্যাবাদী ও বিশ্বাসঘাতক ব্যক্তি ধার্ম্মিক এবং চরিত্রবান হইলেও সে আদর্শ মুসলমান অথবা স্বর্গোদ্যানের অধিকারী হইতে পারিবে না। পক্ষান্তরে যাঁহারা একাধারে ঐ সকল সদ্‌গুণের অধিকারী হইবে, পরকালে তাঁহারাই আল্লাহতা'লার অনন্ত অনুগ্রহে অনুগৃহীত এবং অক্ষুরন্ত

অবস্থান করিবে। ১২। এবং নিশ্চয় আমি মানবকে নির্ব্বাচিত মৃত্তিকা হইতে সৃষ্টি করিয়াছি; ১৩। তৎপর আমি তাহাকে এক স্থরক্ষিত স্থানে শুক্রবিন্দুরূপে সংস্থাপিত করিয়াছি; ১৪। অনন্তর শুক্রবিন্দুকে আমি ঘনীভূত শোণিত করিয়াছি, তৎপর ঘনীভূত শোণিতকে মাংসপিণ্ড করিয়াছি, তৎপরে মাংসপিণ্ডকে অস্থিপুঞ্জ করিয়াছি, তৎপর অস্থিপুঞ্জকে মাংসমণ্ডিত করিয়াছি, অবশেষে আমি উহাকে চরম সৃষ্টিতে পরিণত করিয়া দিয়াছি; অতএব ধন্য সেই আল্লাহ—যিনি শ্রেষ্ঠতম সৃষ্টিকর্ত্তা। ১৫। অবশেষে তোমরা ইহার পর নিশ্চয়ই মৃত্যুমুখে পতিত হইবে; ১৬। অতঃপর উত্থান-দিবসে নিশ্চয় তোমরা সমুত্থিত হইবে। ১৭। এবং নিশ্চয়ই আমি তোমাদের উপরে সপ্ত-স্তর নির্ম্মাণ করিয়াছি এবং

١٢- وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ
سُلٰلَةٍ مِّنْ طِيْنٍ ۚ ١٣- ثُمَّ جَعَلْنٰهُ
نُطْفَةً فِيْ قَرَارٍ مَّكِيْنٍ ۠ ١٤- ثُمَّ
خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ
مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظٰمًا
فَكَسَوْنَا الْعِظٰمَ لَحْمًا ۗ ثُمَّ اَنْشَاْنٰهُ
خَلْقًا اٰخَرَ ؕ فَتَبٰرَكَ اللّٰهُ اَحْسَنُ
الْخٰلِقِيْنَ ۚ ١٥- ثُمَّ اِنَّكُمْ بَعْدَ
ذٰلِكَ لَمَيِّتُوْنَ ۚ ١٦- ثُمَّ اِنَّكُمْ
يَوْمَ الْقِيٰمَةِ تُبْعَثُوْنَ ۝ ١٧- وَلَقَدْ
خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَآئِقَ ۗ وَمَا

পুরস্কারে পুরস্কৃত হইয়া অনুপম স্থখ-সম্পদপূর্ণ চিরস্থায়ী স্বর্গোদ্যানের অধিকারী বা উত্তরাধিকারী রূপে মনোনীত হইবে।

১২—১৪। এই তিনটী আয়তে আল্লাহ'তালা মানব-সৃষ্টির পর্য্যায়ক্রম বর্ণনা করিয়া তাহাদিগকে সংযত ও কৃতজ্ঞ হইবার জন্য সতর্ক করিয়া দিতেছেন। আয়তের মর্ম্ম এই যে, প্রথমতঃ আমি মানবকে নির্ব্বাচিত মৃত্তিকা বা মৃত্তিকাজাত উপকরণ হইতে সৃষ্টি করিয়া তাহাকে পিতৃদেহে শুক্ররূপে স্থরক্ষিত আধারে সংস্থাপিত করি; তথা হইতে উহাকে আমি এক অনুপম কৌশলে মাতৃগর্ভে প্রবিষ্ট করাইয়া প্রথমত ঘনীভূত শোণিতে পরিণত করি; তৎপর ঐ ঘনীভূত শোণিত-পিণ্ডকে মাংসপিণ্ডে পরিণত করিয়া উহার অভ্যন্তরে অস্থিপুঞ্জ সৃষ্টি করি; অনন্তর মাংস মণ্ডিত অস্থিপুঞ্জকে আমি চরম সৃষ্টি মানব-শিশুরূপে পরিণত করিয়া তাহাকে মাতৃগর্ভ হইতে বহির্গত করিয়া থাকি। অতএব মহান্ আল্লার এই অনুপম সৃষ্টিকৌশল সম্বন্ধে চিন্তা করিয়া প্রত্যেক মানবের পক্ষেই আল্লাহতা'লার নিকট কৃতজ্ঞ ও বিনীত থাকা কর্ত্তব্য।

১৫—১৬। এই দুইটী আয়তে জন্মগ্রহণের পর মানব-জীবনের শেষ পরিণতি সম্বন্ধে ইঙ্গিত করা হইয়াছে। আল্লাহতা'লা বলিতেছেন যে, জন্মের পর তোমাদের মৃত্যু অনিবার্য্য, সেইরূপ মৃত্যুর পর পুনরুত্থান এবং পাপ-পুণ্যের শাস্তিভোগও সেইরূপ অবশ্যম্ভাবী। অবিশ্বাসীরা অস্বীকার করিলেও ইহা অবশ্যই সংঘটিত হইবে।

১৭—১৮। এই দুইটী আয়তে আল্লাহতা'লা যেরূপ নভোমণ্ডলের বিভিন্ন স্তর নির্ম্মাণ

كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غٰفِلِيْنَ ٥
١٨- وَاَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاۤءِ مَاۤءً بِقَدَرٍ
فَاَسْكَنّٰهُ فِي الْاَرْضِ ۖ وَاِنَّا عَلٰى
ذَهَابٍ بِهٖ لَقٰدِرُوْنَ ٥ ١٩- فَاَنْشَاْنَا
لَكُمْ بِهٖ جَنّٰتٍ مِّنْ نَّخِيْلٍ وَّ
اَعْنَابٍ ۘ لَكُمْ فِيْهَا فَوَاكِهُ كَثِيْرَةٌ وَّ
مِنْهَا تَاْكُلُوْنَ ٥ ٢٠- وَشَجَرَةً
تَخْرُجُ مِنْ طُوْرِ سَيْنَاۤءَ تَنْۢبُتُ
بِالدُّهْنِ وَصِبْغٍ لِّلْاٰكِلِيْنَ ٥ ٢١- وَ
اِنَّ لَكُمْ فِي الْاَنْعَامِ لَعِبْرَةً ۖ نُسْقِيْكُمْ
مِّمَّا فِيْ بُطُوْنِهَا وَلَكُمْ فِيْهَا مَنَافِعُ
كَثِيْرَةٌ وَّمِنْهَا تَاْكُلُوْنَ ٥ ٢٢- وَ
عَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُوْنَ ٥

আমি সৃষ্টি সম্বন্ধে অমনোযোগী নহি।
১৮। এবং আমি আকাশ হইতে পরিমিত বারি-বর্ষণ করি, তৎপর আমি উহাকে ভূতলে স্থির রাখি, এবং নিশ্চয় আমি উহাকে অপসারিত করিতেও শক্তিমান।
১৯। অতঃপর আমি তদ্দ্বারা তোমাদের জন্য খর্জ্জুর ও আঙ্গুরের উদ্যান উদগত করি; তন্মধ্যে তোমাদের জন্য প্রচুর ফলপুঞ্জ রহিয়াছে এবং উহা হইতে তোমরা ভক্ষণ করিয়া থাক।
২০। এবং সিনাই পর্ব্বতে সমুদগত বৃক্ষ—যাহাতে ভক্ষণকারীদের জন্য তৈল ও ব্যঞ্জন প্রস্তুত হইয়া থাকে।
২১। এবং নিশ্চয় পালিত পশুকুলের মধ্যেও তোমাদের জন্য দৃষ্টান্ত রহিয়াছে; আমি তোমাদিগকে উহার উদরে যাহা আছে তাহা হইতে পান করাই এবং তোমাদের জন্য উহাতে প্রচুর সুফল রহিয়াছে; এবং উহা হইতেই তোমরা ভক্ষণ করিয়া থাক।
২২। এবং উহাদের উপর ও নৌকা-সমূহের উপর তোমরা আরোহণ করিয়া থাক।

করিয়াছেন এবং যেরূপভাবে আকাশ হইতে পরিমিত বারি-বর্ষণ করিয়া লোকের নানাবিধ সুযোগ সুবিধা সৃষ্টি করিয়া দেন, তৎপ্রতি ইঙ্গিত করা হইয়াছে।

১৯—২০। পরিমিত বারি-বর্ষণের দ্বারা আল্লাহতা'লা যেরূপে নানাবিধ তরুলতা সমুদগত এবং ফল-শস্য ও পুষ্পপত্র সৃষ্টি করিয়া লোকের জীবন ধারণোপযোগী জীবিকার সংস্থান করিয়া দেন এবং যেরূপভাবে তাহাদের জন্য তৈলাক্ত তরু ও বিবিধ তরি-তরকারী ও শাক-শব্জী সৃষ্টি করেন, তাহা স্মরণ করাইয়া দিতেছেন।

২১—২২। এই দুইটী আয়তে আল্লাহতা'লা মানব-জাতিকে লক্ষ্য করিয়া আরও বলিতেছেন যে, নানাশ্রেণীর পালিত পশুকুলের মধ্যেও তোমাদের প্রতি আমার অনন্ত অনুগ্রহের কত নিদর্শন রহিয়াছে। তোমরা উহাতে আরোহণ কর, উহাদের দ্বারা কৃষিকার্য্য ও ভারবহন করাও এবং উহার দুগ্ধ ও মাংস পরিতৃপ্তির সহিত পান ও ভোজন করিয়া থাক। এতদ্ভিন্ন আমার অনুগ্রহে নানাপ্রকার জলযান ও নৌকা-সমূহের উপর আরোহণ করিয়াই বা তোমরা কতরূপে উপকৃত হইয়া থাক। এই সমস্ত স্মরণ করিয়া প্রত্যেক মানুষেরই সংযত হইয়া আমার নিকট বিনত ও কৃতজ্ঞ থাকা উচিত।

২য় রুকু—হজরত নূহের প্রার্থনা ও অবিশ্বাসীদের ধ্বংসপ্রাপ্তি

২৩। এবং নিশ্চয় আমি নূহকে তাহার সম্প্রদায়ের প্রতি প্রেরণ করিয়াছিলাম; তখন সে বলিয়াছিল—হে আমার সম্প্রদায়, তোমরা আল্লার উপাসনা কর, তিনি ব্যতীত তোমাদের জন্য কোনই উপাস্য নাই; অতঃপর তোমরা কি সংযত হইবে না? ২৪। কিন্তু তদীয় সম্প্রদায়ের অবিশ্বাসকারী প্রধানেরা বলিয়াছিল, এ-ত তোমাদের ন্যায় মানব ব্যতীত নহে—যে তোমাদের উপর শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিতে ইচ্ছা করে, এবং যদি আল্লাহ ইচ্ছা করিতেন, তবে নিশ্চয়ই তিনি ফেরেশ্‌তাবৃন্দ অবতীর্ণ করিতেন; আমরা আমাদের পূর্ব্ববর্ত্তী পিতৃপুরুষগণের নিকট ইহা ত শ্রবণ করি নাই। ২৫। সে এক উন্মত্ত মানব ব্যতীত নহে; অতএব তোমরা তৎসহ কিছুকাল পর্য্যন্ত প্রতীক্ষা কর। ২৬। সে বলিয়াছিল—হে আমার প্রতিপালক, তাহারা আমাকে যে অসত্যারোপ করিতেছে, তৎসম্বন্ধে আমাকে সাহায্য কর। ২৭। অতঃপর

٢٣- وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ
فَقَالَ يَٰقَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ
إِلَٰهٍ غَيْرُهُ ۖ أَفَلَا تَتَّقُونَ ○ ٢٤- فَقَالَ
الْمَلَؤُا الَّذِينَ كَفَرُوا مِن قَوْمِهِ مَا
هَٰذَا إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُرِيدُ أَن
يَتَفَضَّلَ عَلَيْكُمْ ۖ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَنزَلَ
مَلَٰٓئِكَةً ۚ مَّا سَمِعْنَا بِهَٰذَا فِي آبَائِنَا
الْأَوَّلِينَ ○ ٢٥- إِنْ هُوَ إِلَّا رَجُلٌ
بِهِ جِنَّةٌ فَتَرَبَّصُوا بِهِ حَتَّىٰ حِينٍ ○
٢٦- قَالَ رَبِّ انصُرْنِي بِمَا كَذَّبُونِ ○
٢٧- فَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ أَنِ اصْنَعِ
الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا فَإِذَا جَاءَ

২৩। হজরত নূহ যেরূপভাবে স্বীয় সম্প্রদায়কে ধর্ম্মোপদেশ প্রদান করিয়া তাহাদিগকে সংযত হইতে বলিয়াছিলেন, এই আয়তে তাহাই বর্ণিত হইয়াছে। এ বিষয় পূর্ব্বেই স্থরা আ'রাফে বিস্তৃতরূপে বর্ণিত হইয়াছে।—কোঃ স্থরা আ'রাফ ৮ম রুকুর তফ্‌সীর দ্রষ্টব্য।

২৪—২৫। হজরত নূহের সম্প্রদায়ের অবিশ্বাসী প্রধান ব্যক্তিরা যেরূপভাবে তাঁহাকে উপেক্ষা করতঃ উন্মত্ত বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছিল, এই দুইটী আয়তে তাহারই ইঙ্গিত করা হইয়াছে।—কোঃ ১—৮ম রুকু দ্রষ্টব্য।

২৬। হজরত নূহ অবিশ্বাসীদিগের ঐরূপ অবজ্ঞা ও যেহেতু তাহাদিগকে শাস্তি দিবার জন্য আল্লাহতা'লার নিকট প্রার্থনা করিয়া তাহাদের অত্যাচার ও নির্য্যাতন হইতে আত্মরক্ষার জন্য তাঁহারই সাহায্যপ্রার্থী হইয়াছিলেন।

২৭। আল্লাহতা'লা হজরত নূহের প্রার্থনা গ্রহণ করিয়া এক ভয়াবহ মহাপ্লাবনে সমস্ত ভূভাগ প্লাবিত করেন এবং সমগ্র অবিশ্বাসী সম্প্রদায়কে নিমজ্জিত ও ধ্বংস করিয়া দেন। হজরত নূহ

أَمْرُنَا وَفَارَ التَّنُّورُ فَاسْلُكْ فِيهَا
مِنْ كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ
إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ مِنْهُمْ ع
وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا ع
إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ ○ ২৮- فَإِذَا اسْتَوَيْتَ
أَنْتَ وَمَنْ مَعَكَ عَلَى الْفُلْكِ
فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي نَجَّانَا مِنَ
الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ○ ২৯- وَقُلْ
رَبِّ أَنْزِلْنِي مُنْزَلًا مُبَارَكًا وَأَنْتَ
خَيْرُ الْمُنْزِلِينَ ○ ৩০- إِنَّ فِي
ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ وَإِنْ كُنَّا لَمُبْتَلِينَ ○
৩১- ثُمَّ أَنْشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنًا
آخَرِينَ ع ○ ৩২- فَأَرْسَلْنَا فِيهِمْ

আমি তৎপ্রতি প্রত্যাদেশ করিয়াছিলাম যে, আমার দৃষ্টির সমক্ষে ও আমার প্রত্যাদেশে নৌকা নির্ম্মাণ কর; অতঃপর যখন আমার আদেশ উপনীত হইবে ও সলিল-রাশি উচ্ছ্বসিত হইবে, তখন সর্ব্ব-প্রকার যুগল-দম্পত্তি এবং যাহাদের সম্বন্ধে পূর্ব্বেই কথিত হইয়াছে—তদ্ব্যতীত তাহাদের অন্তর্গত তোমার পরিজনবর্গকে তন্মধ্যে তুলিয়া লইবে, এবং অত্যাচারী-দিগের সম্বন্ধে আমাকে কিছু বলিও না, নিশ্চয় তাহারা নিমজ্জিত হইবে।
২৮। অতঃপর যখন তুমি ও তোমার সঙ্গীয়গণ নৌকার উপর আরোহণ করিবে, তখন বলিও, সমস্ত প্রশংসাই আল্লার জন্য—যিনি আমাদিগকে অত্যাচারী সম্প্রদায় হইতে উদ্ধার করিয়াছেন।
২৯। এবং বলিও—হে প্রতিপালক, আমাকে কল্যাণপ্রদ অবতারণে অবতারণ করিও এবং তুমিই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অবতারণ-কারী।
৩০। নিশ্চয় ইহাতে নিদর্শনাবলী রহিয়াছে, এবং নিশ্চয় আমিই পরীক্ষা-কারী ছিলাম।
৩১। অনন্তর আমি ইহার পরে অন্য জনপদ সৃষ্টি করিয়া-ছিলাম।
৩২। তৎপর আমি তাহাদের মধ্য হইতে তাহাদের নিকট রসুল প্রেরণ

আল্লাহতা'লার আদেশ ও নির্দ্দেশ অনুযায়ী সুবৃহৎ নৌকা নির্ম্মাণ করিয়া স্বীয় বিশ্বাসী পরিজন ও ভক্তবৃন্দের সহিত প্রত্যেক জীব-জন্তু যুগল-দম্পত্তিসহ উক্ত নৌকায় আরোহণ করিয়া ঐ মহাপ্লাবন হইতে নিরাপদে রক্ষিত হন।—কোঃ সুরা হুদ, ৪র্থ রুকুর তফ্‌সীর দ্রষ্টব্য।

২২—২৯। এই দুইটী আয়তে আল্লাহতা'লা হজরত নূহকে শিক্ষা প্রদান করিতেছেন যে, সেই ভয়াবহ মহাপ্লাবনের সময়ে তুমি নৌকার উপর আরোহণ করিয়া আমার প্রশংসা-কীর্ত্তন করিও এবং নিরাপদ অবতারণের জন্য আমার নিকট এইরূপভাবে প্রার্থনা করিও।

৩০। অতি সংক্ষেপে হজরত নূহের প্রসঙ্গ বর্ণনা করিয়া আল্লাহতা'লা বলিতেছেন যে, আমার প্রিয় নবী নূহের জীবনের ঘটনাবলী এবং সেই মহাপ্লাবন আমার একটী পরীক্ষা ব্যতীত আর কিছুই নহে; আমি মানব-জাতিকে পূর্ব্ব হইতেই ঐরূপভাবে পরীক্ষা করিয়া আসিতেছি এবং নিশ্চয় ইহাতে জ্ঞানবান চিন্তাশীল লোকদিগের জন্য নিদর্শনাবলী রহিয়াছে।

৩১—৩২। অনন্তর নূহের অবতারণের পরে পুনরায় আমি নূতন মানব-জাতি ও জনপদ সৃষ্টি করিয়াছিলাম এবং তাহাদিগকে সত্যপথ প্রদর্শনের জন্য তাহাদের মধ্যে রসুল-সমূহ প্রেরণ করিয়াছিলাম। কিন্তু তাহারা এমনই নির্ব্বোধ ও ভ্রান্ত যে, আমার রসুলগণের সহিত শত্রুতা এবং

رَسُولًا مِّنْهُمْ أَنِ اعْبُدُوا اللّٰهَ مَا لَكُم
مِّنْ إِلٰهٍ غَيْرُهُ ط أَفَلَا تَتَّقُونَ ۵

করিয়াছিলাম যে, তোমরা আল্লার উপাসনা কর, তিনি ব্যতীত তোমাদের জন্য অন্য কোন উপাস্য নাই; অনন্তর তোমরা কি সংযত হইবে না?

৩রুকু—হজরত নূহের পরবর্ত্তী নবিগণের প্রসঙ্গ

٣٣- وَقَالَ الْمَلَأُ مِن قَوْمِهِ الَّذِينَ
كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِلِقَاءِ الْآخِرَةِ
وَأَتْرَفْنٰهُمْ فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا لا
مَا هٰذَا إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ لا يَأْكُلُ
مِمَّا تَأْكُلُونَ مِنْهُ وَيَشْرَبُ
مِمَّا تَشْرَبُونَ ۵ ٣٤- وَلَئِنْ
أَطَعْتُم بَشَرًا مِّثْلَكُمْ إِنَّكُمْ إِذًا
لَّخٰسِرُونَ ۵ ٣٥- أَيَعِدُكُمْ أَنَّكُمْ
إِذَا مِتُّمْ وَكُنتُمْ تُرَابًا وَّعِظَامًا

৩৩। এবং তাহাদের সম্প্রদায়ের অন্তর্গত প্রধানেরা—যাহারা অবিশ্বাস করিত ও পারলৌকিক সাক্ষাৎ সম্বন্ধে অসত্যারোপ করিত এবং আমি যাহাদিগকে পার্থিব জীবনে সুখ-সম্পদ দান করিয়াছিলাম, তাহারা বলিয়াছিল—এ-ত তোমাদের ন্যায় মানুষ ব্যতীত নহে; তোমরা যাহা ভক্ষণ কর, সে-ত তাহাই ভক্ষণ করে এবং তোমরা যাহা পান কর, সে-ও তাহাই পান করিয়া থাকে। ৩৪। এবং যদি তোমরা তোমাদের ন্যায় মানুষেরই অনুগত হও, তবে নিশ্চয় তোমরা তখন ক্ষতিগ্রস্ত হইবে। ৩৫। সে কি তোমাদিগকে প্রতিশ্রুতি দিতেছে যে, যখন তোমরা মৃত্যুপ্রাপ্ত হইবে এবং মৃত্তিকা ও অস্থিপুঞ্জ

তাহাদের বিরুদ্ধাচরণ পূর্ব্বক ইহার পরেও তাহারা পুনঃ পুনঃ শাস্তিভোগ করিয়াছিল। এই সমস্ত বিষয় স্মরণ করিয়া আমার প্রিয়তম রসুল হজরত মোহাম্মদের বিরুদ্ধাচরণকারী অবিশ্বাসীদের সংযত ও সতর্ক হওয়া একান্ত উচিত। অন্যথা তাহাদিগকেও শাস্তি ও লাঞ্ছনা ভোগ করিতে হইবে।

৩৩। এই আয়তে হজরত নূহের পরবর্ত্তী রসুল হজরত হুদ অথবা হজরত সালেহ এবং তাঁহার অবাধ্য সম্প্রদায়ের প্রসঙ্গ বর্ণিত হইয়াছে। ঐ অবাধ্য ধর্ম্মদ্রোহী সম্প্রদায় পরলোক ও পাপ পুণ্যের ফলাফল সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অবিশ্বাসী ছিল। তাহারা প্রচুর ধন-সম্পদের অধিকারী হইয়া সেই গর্ব্বে আল্লার রসুলকে অস্বীকার করিত এবং বলিত যে, সে ত আমাদের ন্যায় মানুষ মাত্র এবং আমাদের ন্যায় পানাহার করিয়া থাকে সুতরাং আমরা স্বীয় সম্প্রদায়ের প্রধান ব্যক্তি এবং প্রচুর ধন সম্পদের অধিকারী হইয়া তাঁহার ন্যায় নিঃস্ব ব্যক্তির কথা গ্রাহ্য করিব কেন?

৩৪। তাহারা স্বীয় সম্প্রদায়কে লক্ষ্য করিয়া আরও বলিত যে, যদি তোমরা ঐরূপ একজন সামান্য মানুষের কথা বিশ্বাস করিয়া তাহার আনুগত্য স্বীকার কর, তবে নিশ্চয় তোমরা ক্ষতিগ্রস্ত হইবে। মানুষ কখনই মানুষের জন্য পথ-প্রদর্শক হইতে পারে না। অতএব তোমরা তাহার কথা বিশ্বাস করিও না।

৩৫—৩৭। ঐ অবিশ্বাসী প্রধানেরা আরও বলিত :—হে আমাদের সম্প্রদায়, যে ব্যক্তি তোমাদিগকে বলিতেছে অথবা প্রতিশ্রুতি প্রদান করিতেছে যে, মৃত্যু-অন্তে তোমাদের দেহ এবং

أَنَّكُمْ مُخْرَجُونَ ۝ ٣٦- هَيْهَاتَ
هَيْهَاتَ لِمَا تُوعَدُونَ ۝ ٣٧- إِنْ
هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَ
نَحْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ ۝
٣٨- إِنْ هُوَ إِلَّا رَجُلُ نِ افْتَرٰى
بِمُؤْمِنِينَ ۝ ٣٩- قَالَ رَبِّ انْصُرْنِي
بِمَا كَذَّبُونِ ۝ ٤٠- قَالَ عَمَّا قَلِيلٍ
لَيُصْبِحُنَّ نَادِمِينَ ۝ ٤١- فَأَخَذَتْهُمُ
الصَّيْحَةُ بِالْحَقِّ فَجَعَلْنَاهُمْ
غُثَاءً ۚ فَبُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ۝

হইয়া যাইবে, তৎপর তোমাদিগকে বহির্গত করা হইবে? ৩৬। তোমরা যদ্বিষয়ে প্রতিশ্রুতি-প্রাপ্ত হইতেছ, তাহা দূরে—বহুদূরে অবস্থিত। ৩৭। আমাদের এই জীবন পার্থিব ব্যতীত নহে—যাহাতে আমরা মৃত্যুপ্রাপ্ত হই ও জীবিত হইয়া থাকি এবং আমরা পুনরুত্থিত হইব না। ৩৮। সে-ত মানুষ ব্যতীত নহে—যে আল্লার সম্বন্ধে অসত্য বলিতেছে এবং আমরা তাহার প্রতি বিশ্বাস-স্থাপন করিতে পারি না। ৩৯। সে বলিয়াছিল—হে আমার প্রতিপালক, আমার প্রতি তাহাদের অসত্যারোপ হইতে আমাকে সাহায্য কর। ৪০। তিনি বলিয়াছিলেন—অল্প সময়ের মধ্যেই তাহারা নিশ্চয় নিরাশ হইয়া যাইবে; ৪১। অনন্তর সত্য-সত্যই এক ভীষণ ধ্বনি তাহাদিগকে ধৃত করিয়াছিল, তৎপর আমি তাহাদিগকে বিচূর্ণ করিয়া দিয়াছিলাম যে, অত্যাচারী সম্প্রদায় দূরীভূত

তোমাদের অস্থিপুঞ্জ পর্য্যন্ত মাটীর সহিত মিশিয়া যাইবার পরেও তোমরা পুনর্জ্জীবিত অথবা পুনরায় সশরীরে বহির্গত হইবে, তোমরা কদাচ তাহার কথা বিশ্বাস করিও না। আমাদের এই জীবন পার্থিব জীবন মাত্র; পৃথিবীতেই উহার পরিসমাপ্তি। মৃত্যুর পর মানব-জীবনের সমস্তই শেষ হইয়া যাইবে এবং তখন আর উহার কোনই অস্তিত্ব থাকিবে না। অতএব ঐ ব্যক্তি (আল্লার রসুল) তোমাদের পুনরুত্থান বা পুনর্জ্জীবন সম্বন্ধে যে প্রতিশ্রুতি দিতেছে, তাহা বহু—বহু দূরের কথা অর্থাৎ উহা কখনই সংঘটিত হইবে না।

৩৮। অতএব সে আমাদেরই ন্যায় একজন সামান্য মানুষ হইয়া আল্লার নামে অথবা আল্লাহ-তা'লার প্রত্যাদেশ বলিয়া যে সমস্ত অসম্ভব কথা বলিতেছে, আমরা তাহা কখনই বিশ্বাস করিতে পারি না। সুতরাং তোমরা কেহই তাহার কথা বিশ্বাস করিও না।

৩৯। তখন ঐ আল্লার রসুল আল্লাহতা'লার নিকট যাইয়া প্রার্থনা করিয়াছিলেন যে, হে আমার প্রতিপালক প্রভু, অবিশ্বাসীরা আমার প্রতি যে সকল অসত্যারোপ ও অন্যায় দোষারোপ করিতেছে, তুমিই তদ্বিষয়ে আমাকে সাহায্য কর এবং তাহাদিগকে সমুচিত শিক্ষা দাও।

৪০। তখন আল্লাহ'তালা স্বীয় রসুলকে আশ্বাস প্রদান করিয়া বলিয়াছিলেন—হে রসুল, তুমি অপেক্ষা কর; শীঘ্রই তাহারা এই অবাধ্যতা ও ধর্ম্মদ্রোহিতার সমুচিত প্রতিফল পাইবে এবং আমার কোপে তাহারা সমূলে ধ্বংস হইয়া যাইবে।

৪১। অনন্তর ঐ অবাধ্য সম্প্রদায় সত্য সত্যই আল্লাহতা'লার শাস্তি স্বরূপ এক গগনবিদারী ভয়ঙ্কর ধ্বনি দ্বারা আক্রান্ত হইয়াছিল এবং উহার ফলে তাহারা সম্পূর্ণরূপে ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়া

হউক। ৪২। অনন্তর আমি ইহার পর অন্য জনপদ সৃষ্টি করিয়াছিলাম। ৪৩। কোন ধর্ম্মসম্প্রদায়ই স্বীয় নির্দ্ধারিত কাল হইতে অগ্র বা পশ্চাৎ করিতে পারে না। ৪৪। অতঃপর আমি একাদিক্রমে আমার রসুলগণকে প্রেরণ করিয়াছিলাম; যখন কোন সম্প্রদায়ের নিকট তাহাদের রসুল আগমন করিত, তখন তাহারা তৎপ্রতি অসত্যারোপ করিত; তজ্জন্য আমি তাহাদের পরস্পরকে পরস্পরের পশ্চাতে প্রেরণ করিয়াছিলাম এবং আমি তাহাদিগকে আখ্যায়িকা-স্বরূপ করিয়াছিলাম; অতএব অবিশ্বাসী সম্প্রদায় দূরীভূত হউক। ৪৫। অতঃপর আমি মুসা ও তদীয় ভ্রাতা হারুনকে আমার নিদর্শনাবলী ও প্রকাশ্য প্রমাণ-সহ প্রেরণ করিয়াছিলাম—৪৬। ফেরাউন ও তদীয় প্রধানগণের প্রতি; কিন্তু তাহারা অহঙ্কার করিয়াছিল এবং

٤٢- ثُمَّ اَنْشَاْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قُرُوْنًا
اٰخَرِيْنَ ۝ ٤٣- مَا تَسْبِقُ مِنْ
اُمَّةٍ اَجَلَهَا وَمَا يَسْتَاْخِرُوْنَ ۝
٤٤- ثُمَّ اَرْسَلْنَا رُسُلَنَا تَتْرَا ط كُلَّمَا
جَاءَ اُمَّةً رَسُوْلُهَا كَذَّبُوْهُ فَاَتْبَعْنَا
بَعْضَهُمْ بَعْضًا وَجَعَلْنٰهُمْ اَحَادِيْثَ ج
فَبُعْدًا لِّقَوْمٍ لَّا يُؤْمِنُوْنَ ۝
٤٥- ثُمَّ اَرْسَلْنَا مُوْسٰى وَاَخَاهُ
هٰرُوْنَ ۵ بِاٰيٰتِنَا وَسُلْطٰنٍ مُّبِيْنٍ ۝
٤٦- اِلٰى فِرْعَوْنَ وَمَلَائِهٖ فَاسْتَكْبَرُوْا

গিয়াছিল। তাই আল্লাহতা'লা বলিতেছেন যে, অবিশ্বাসী ও অত্যাচারী সম্প্রদায় সমূহ এইরূপেই ধরাধাম হইতে দূরীভূত বা ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়া থাকে।

৪২—৪৩। হজরত হুদ বা সালেহর সম্প্রদায়ের অবাধ্যতা ও ধ্বংসপ্রাপ্তির বিষয় বর্ণনা করিয়া আল্লাহতা'লা বলিতেছেন যে, ইহার পরে আমি আরও নূতন নূতন জাতি ও জনপদ সৃষ্টি করিয়াছিলাম। কিন্তু তন্মধ্যে যাহারা আমার রসুলগণের বিরুদ্ধাচরণ করিয়াছিল, তাহারা সকলেই ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছিল। আমার এই বিধানের ব্যতিক্রম অথবা অগ্র-পশ্চাৎ করিবার শক্তি কাহারও নাই।

৪৪। এই আয়তে আল্লাহতা'লা বলিতেছেন যে, হজরত নূহ, হুদ ও সালেহর পরে আমি মানবদিগকে সৎপথ প্রদর্শনের জন্য পর পর একাদিক্রমে বহু রসুল প্রেরণ করিয়াছিলাম; কিন্তু যখন কোন সম্প্রদায়ের নিকট তাহাদের প্রতি প্রেরিত রসুল আগমন করিতেন, নিজেদের প্রকৃতি অনুযায়ী তখনই তাহারা তৎপ্রতি অসত্যারোপ করিত এবং তাহার ফলে তাহারা সমূলে ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়া যাইত। আমি বিভিন্ন সম্প্রদায়ের প্রতি এই জন্য পর পর রসুল প্রেরণ করিয়াছিলাম—যেন পূর্ব্ববর্ত্তী অবিশ্বাসী সম্প্রদায়-সমূহের অবিশ্বাস, অসত্যারোপ ও ধ্বংসপ্রাপ্তির আখ্যায়িকা শ্রবণ করিয়া তাহারা যাহাতে সংযত ও সতর্ক হইতে পারে; কিন্তু অবিশ্বাসীদের প্রকৃতিই অন্যরূপ। পূর্ব্ববর্ত্তী দৃষ্টান্তের দ্বারা উহাদের কেহই সংযত বা সতর্ক হইতে পারে নাই; সুতরাং উহাদের ধ্বংসপ্রাপ্তি ও দূরীভূত হওয়া একরূপ অনিবার্য্য। আমার প্রিয় রসুলের অসত্যারোপ অথবা তাহার সহিত শত্রুতা করিলে তাহাদিগকে অবশ্যই বিনষ্ট ও ধ্বংসপ্রাপ্ত হইতে পারে।

৪৫—৪৬। অনন্তর আমি আমার প্রিয় নবী মুসা ও হারুনকে ধর্ম্মদ্রোহী ফেরাউন ও তাহার সম্প্রদায়ের প্রতি রসুল রূপে মনোনীত করিয়া পাঠাইয়াছিলাম; কিন্তু ফেরাউন ও তাহার

وَكَانُوا قَوْمًا عَالِينَ ٤٧- فَقَالُوا
أَنُؤْمِنُ لِبَشَرَيْنِ مِثْلِنَا وَقَوْمُهُمَا
لَنَا عَابِدُونَ ٤٨- فَكَذَّبُوهُمَا
فَكَانُوا مِنَ الْمُهْلَكِينَ ٤٩- وَلَقَدْ
آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ لَعَلَّهُمْ
يَهْتَدُونَ ٥٠- وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ
وَأُمَّهُ آيَةً وَآوَيْنَاهُمَا إِلَىٰ رَبْوَةٍ
ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ

তাহারা উদ্ধত সম্প্রদায় ছিল। ৪৭। অতঃপর তাহারা বলিয়াছিল— আমরা কি আমাদেরই ন্যায় দুইজন মানুষের প্রতি বিশ্বাসস্থাপন করিব? এবং উহাদের সম্প্রদায় ত আমাদের দাসত্ব করিতেছে। ৪৮। অনন্তর তাহারা তাহাদের উভয়কে অসত্যারোপ করিয়াছিল; তজ্জন্য তাহারা ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছিল। ৪৯। এবং নিশ্চয় আমি মুসাকে গ্রন্থ প্রদান করিয়াছিলাম, যেন তাহারা সুপথ প্রাপ্ত হয়। ৫০। এবং আমি মরিয়ম-নন্দন ও তদীয় জননীকে নিদর্শন দান করিয়াছিলাম এবং তাহাদের উভয়কে এক উচ্চভূমি প্রদান করিয়াছিলাম—যাহা সুজলা ও বাস-যোগ্য ছিল।

সম্প্রদায় এরূপ উদ্ধত ও অত্যাচারী ছিল যে, তাহারা আমার প্রেরিত রসুল-দ্বয়কে বিশ্বাস ও গ্রাহ্য না করিয়া বরং তাহাদের প্রতি অত্যাচার করিয়াছিল।

৪৭। ফেরাউন ও তাহার সম্প্রদায়ের উদ্ধত ও দাম্ভিক লোকেরা বলিয়াছিল—যে সম্প্রদায় আমাদের দাসত্ব করিতেছে, আমরা কি সেই দাস সম্প্রদায়ের দুইজন সামান্য লোককে আমাদের ধর্ম্মনেতা রূপে মান্য করিব! আমাদের দ্বারা ইহা কখনই সম্ভবপর হইবে না।

৪৮—৪৯। অনন্তর আল্লাহতা'লা বলিতেছেন:—আমি আমার প্রিয় নবী মুসাকে স্বর্গীয় গ্রন্থ-সহ ফেরাউন ও তাহার সম্প্রদায়কে সদুপদেশ প্রদান ও সৎপথ প্রদর্শনের জন্যই প্রেরণ করিয়াছিলাম; কিন্তু তাহারা নিজেদের অসঙ্গত অহমিকার জন্য তৎপ্রতি অসত্যারোপ করিয়াছিল এবং তাহার পরিণামে তাহারা সদলবলে ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছিল।

৫০। এই আয়তে নবীবর হজরত ঈসা ও তদীয় জননীর প্রতি আল্লাহতা'লার প্রদত্ত বিশেষ নিদর্শনের বিষয় উল্লেখ করা হইয়াছে। প্রকৃতপক্ষে এই নিদর্শন কি, তৎসম্বন্ধে তফ্‌সীরকারগণের মধ্যে মতভেদ পরিলক্ষিত হয়। অধিকাংশ তফ্‌সীরকারের মতে আল্লাহতা'লার আদেশ ও ইচ্ছায় পবিত্রা কুমারী বিবি মরিয়মের গর্ভে হজরত ঈসার অলৌকিক জন্মগ্রহণই এই বিশিষ্ট নিদর্শন। কেহ কেহ বলেন যে, কুমারী অবস্থায় বিবি মরিয়মের অপ্রত্যাশিত ও অলৌকিক ভাবে গর্ভধারণ এবং হজরত ঈসার অপূর্ব্ব অলৌকিকতা-সমুহ প্রদর্শনই এস্থলে আল্লাহতা'লার নিদর্শন বলিয়া উক্ত হইয়াছে। উপরোক্ত তফ্‌সীরকারগণ আরও নির্দ্দেশ দিয়াছেন যে, হজরত ঈসার জন্মের পর তদীয় জননী বিবি মরিয়ম তাঁহাকে ধর্ম্মদ্রোহী ইহুদী জাতির শত্রুতা ও অনিষ্ট প্রচেষ্টা হইতে রক্ষা করিবার জন্য স্বীয় জাতি-ভ্রাতা ইউসুফের সাহায্যে মিসরের দিকে লইয়া যান এবং তথায় নীল-নদীয় তীরবর্ত্তী "রোমালা" নামক এক সুজলা-সুফলা উচ্চভূমিতে কয়েক বর্ষ অবস্থান করেন।—তঃ হঃ।

কিন্তু কাদিয়ানী তফ্‌সীরকারগণ এই আয়তের শেষাংশের মর্ম্ম সম্বন্ধে এক অপূর্ব্ব বিবরণী প্রদান করিয়াছেন। তাহারা বলেন যে, হজরত ঈসা ইহুদীগণ কর্ত্তৃক ক্রুশবিদ্ধ হইয়া অচেতন অবস্থায় সমাধিস্থ হইবার পর তিনি স্বীয় ভক্তগণের সাহায্যে তথা হইতে উত্তোলিত ও চেতনাপ্রাপ্ত হইবার পর পূর্ব্বদেশে পলায়ন করেন এবং পারস্য ও আফগানিস্তান অতিক্রম করিয়া কাশ্মীরে উপস্থিত হন। এই ভূ-গর্ভ কাশ্মীরই আলোচ্য আয়তে "সুজলা সুফলা উচ্চভূমি" বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে।

৪র্থ রুকু—পূর্ব্ববর্ত্তী নবিগণের পুনরালোচনা

৫১। হে রসুলগণ, পবিত্র বস্তু-সমূহ হইতে ভক্ষণ কর এবং সৎকার্য্য কর; নিশ্চয় তোমরা যাহা করিতেছ, আমি তদ্বিষয়ে অভিজ্ঞ। ৫২। এবং নিশ্চয় তোমাদের এই ধর্ম্ম-সম্প্রদায় একই সম্প্রদায়ভুক্ত এবং আমিই তোমাদের প্রতিপালক, অতএব তোমরা আমাকেই ভয় কর। ৫৩। অতঃপর তাহারা তাহাদের কার্য্য-সমূহ খণ্ডাকারে বিভক্ত করিয়া লইয়াছিল; প্রত্যেক দলের নিকট যাহা ছিল, তাহাতেই তাহারা পরিতুষ্ট ছিল।

٥١- يٰٓأَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوْا مِنَ الطَّيِّبٰتِ
وَاعْمَلُوْا صَالِحًا ۖ إِنِّيْ بِمَا تَعْمَلُوْنَ
عَلِيْمٌ ۞ ٥٢- وَإِنَّ هٰذِهٖٓ أُمَّتُكُمْ
أُمَّةً وَّاحِدَةً وَّأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُوْنِ ۞
٥٣- فَتَقَطَّعُوْٓا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا ۖ
كُلُّ حِزْبٍۢ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُوْنَ ۞

এই স্থানেই তিনি শেষ-জীবন অতিবাহিত করেন এবং স্বাভাবিক ভাবে মৃত্যুমুখে পতিত হন। কাশ্মীরের রাজধানীর খানইয়ার ষ্ট্রীটে "নবী সাহেবের সমাধি-ভবন" অর্থাৎ "ইউস আসফ" নবী ঈসা সাহেবের যে সমাধি স্তম্ভ বিদ্যমান আছে, উহাকে উহারা হজরত ঈসারই সমাধি বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। প্রচলিত বাইবেলের বর্ণনা অনুযায়ী ইহুদীগণ কর্তৃক ক্রুশবিদ্ধ হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত ও সমাধিস্থ হইবার পর কোন কোন ভক্তকে হজরত ঈসার দর্শন দান এবং কতিপয় প্রাচীন কিংবদন্তী ও জনশ্রুতিকে কাদিয়ানী তফ্‌সীরকারগণ উপরোক্ত বর্ণনার সমর্থন-সূচক বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

কিন্তু উপরোক্ত বর্ণনা কোরান, হাদিস, তফ্‌সীর, ইতিহাস ও বাইবেল এবং খ্রীষ্টান ও মোস্‌লেম জগতের বদ্ধমূল ধারণা ও সংস্কারের সম্পূর্ণ বিরোধী।

৫১। রসুলগণের মানবীয় প্রকৃতি সম্বন্ধে তৎকালিক অবিশ্বাসীদের সন্দেহ ও কু-ধারণা অর্থাৎ স্বর্গীয় ফেরেশ্‌তাগণের ন্যায় ক্ষুধা-তৃষ্ণা বিবর্জ্জিত না হইয়া তাহারাও সাধারণ মানুষের ন্যায় পানাহার করিয়া থাকে, তদুত্তরে আল্লাহতা'লা আলোচ্য আয়তে বলিয়া দিতেছেন যে, বিভ্রান্ত অংশীবাদী সম্প্রদায় সমূহের ন্যায় কুসংস্কারের বশে বৈধ-পবিত্র বস্তু সমূহ অযথা বর্জ্জন পূর্ব্বক অনাহারে সাধন-ভজন করায় কোন শ্রেষ্ঠত্ব বা বিশেষত্ব নাই; বরং আমার নির্দ্দেশিত বৈধ পবিত্র বস্তু-সমূহ হইতে ভক্ষণ করিয়া সমুৎসাহে বিশ্ব-হিতকর সৎকার্য্যসমূহ সাধন করাই শ্রেয় ও প্রেয় এবং উহাতেই শ্রেষ্ঠত্ব ও বিশেষত্ব নিহিত রহিয়াছে। অতএব হে রসুলগণ, তোমরা পবিত্র ও বৈধ বস্তু সমূহ হইতে ভক্ষণ কর এবং কল্যাণকর সৎকার্য্য-সমূহ সাধন কর, আমিই তোমাদের কার্য্যাবলী পর্য্যবেক্ষণ করিতেছি।

৫২। তৎপরে রসুলগণের প্রতি লক্ষ্য করিয়া আল্লাহতা'লা আরও বলিতেছেন যে, তোমাদের প্রচারিত ধর্ম্মমতের অনুগামী বিভিন্ন ধর্ম্ম সম্প্রদায়ের বিশ্বাস ও উপাসনা-পদ্ধতি একই মূল ধর্ম্মনীতির উপর অবস্থিত; সুতরাং তাহারা পরস্পর ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায় নামে কথিত হইলেও বস্তুতঃ তাহারা একই ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত। এতদ্ব্যতীত আমিই তোমাদের সকলের একমাত্র প্রতিপালক প্রভু; অতএব তোমরা একমাত্র আমাকেই ভয় কর এবং পাপ ও অন্যায় কার্য্য হইতে বিরত হও।

৫৩। কিন্তু রসুলগণের তিরোধানের পর তাহাদের অনুগামী সম্প্রদায়-সমূহ বিদ্বেষ বশে নিজদিগকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলে বিভক্ত করিয়া লইয়াছিল এবং তাহারা সকলেই স্ব স্ব প্রবৃত্তি ও খেয়ালের অনুসরণ করিয়াই পরিতুষ্ট থাকিত। তদনুসারে ইহুদী, খ্রীষ্টান, মজুসী ও অংশীবাদী

৫৪- فَذَرْهُمْ فِيْ غَمْرَتِهِمْ حَتّٰى
حِيْنٍ ○ ৫৫- اَيَحْسَبُوْنَ اَنَّمَا
نُمِدُّهُمْ بِهٖ مِنْ مَّالٍ وَّبَنِيْنَ ۙ
৫৬- نُسَارِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْرٰتِ ط
بَلْ لَّا يَشْعُرُوْنَ ○ ৫৭- اِنَّ الَّذِيْنَ
هُمْ مِّنْ خَشْيَةِ رَبِّهِمْ مُّشْفِقُوْنَ ۙ
৫৮- وَالَّذِيْنَ هُمْ بِاٰيٰتِ رَبِّهِمْ
يُؤْمِنُوْنَ ۙ ৫৯- وَالَّذِيْنَ هُمْ
بِرَبِّهِمْ لَا يُشْرِكُوْنَ ۙ ৬০- وَالَّذِيْنَ
يُؤْتُوْنَ مَآ اٰتَوْا وَّقُلُوْبُهُمْ وَجِلَةٌ
اَنَّهُمْ اِلٰى رَبِّهِمْ رٰجِعُوْنَ ۙ
اُولٰٓئِكَ يُسٰرِعُوْنَ فِي الْخَيْرٰتِ

৫৪। অতএব তাহাদিগকে এক-নির্দ্দিষ্ট
কাল পর্য্যন্ত তাহাদের অমনোযোগিতার
মধ্যে পরিত্যাগ কর। ৫৫। আমি
তাহাদিগকে ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততির
দ্বারা যে সাহায্য করিয়াছি, তৎসম্বন্ধে
তাহারা কি ধারণা করিতেছে? ৫৬। আমি
তাহাদের জন্য কল্যাণ-সমূহ সম্বন্ধে
সত্বরতা করিতেছি, কিন্তু তাহারা উপলব্ধি
করিতেছে না। ৫৭। নিশ্চয় যাহারা
নিজেদের প্রতিপালককে সন্ত্রস্তভাবে ভয়
করে। ৫৮। এবং যাহারা নিজেদের নিদর্শনা-
বলীর প্রতি বিশ্বাস-স্থাপন করে,
৫৯। এবং যাহারা স্বীয় প্রতিপালকের
সহিত অংশীস্থাপন করে না, ৬০। এবং
যাহারা দানের উদ্দেশ্যে যাহা কিছু দান
করে এবং যাহাদের অন্তর-সমূহ সশঙ্কিত
হয় যে, তাহাদিগকে স্বীয় প্রতিপালকেরই
দিকে প্রত্যাবর্ত্তিত হইতে হইবে;
৬১। ইহারাই কল্যাণ-সমূহ সম্বন্ধে সত্বরতা

প্রভৃতি সকলেই বিবেক-বুদ্ধির বিরুদ্ধে নিজ নিজ বিকৃত ধর্ম্ম-মতের অনুসরণ করাকেই মুক্তির পথ অনুমান করিয়া লইয়াছিল।

৫৪। এমতাবস্থায় আল্লাহতা'লা হজরত রসুলোল্লাকে আদেশ করিলেন যে, তুমি আরবীয় অংশীবাদীদিগকে তাহাদের এই ভ্রান্ত কল্পনা ও কুসংস্কার রূপ অমনোযোগিতার মধ্যে "এক নির্দ্দিষ্ট কাল" অর্থাৎ ইসলামের প্রতিষ্ঠা কাল পর্য্যন্ত নিমগ্ন থাকিতে দাও। অদূর ভবিষ্যতে তাহারা ইসলামের সত্যতা স্বতঃই উপলব্ধি করিতে পারিবে।

৫৫—৫৬। এই সকল আরবীয় অংশীবাদীরা আল্লার প্রদত্ত পার্থিব ধন সম্পদ ও সন্তান সন্ততি লাভ করাকে তাহাদের সম্পূজিত দেব-দেবীর অনুগ্রহ-দান ধারণা করিয়া পরম পরিতুষ্ট হইত; তাই আল্লাহতা'লা বলিতেছেন—আমিই যে সকলের কল্যাণ সাধন ও মঙ্গল দান করিয়া থাকি, তাহা কি তাহারা অবোধ পশুর ন্যায় একটুও উপলব্ধি করিতেছে না?

৫৭—৬১। অধিকন্তু (১) যাহারা স্বীয় প্রতিপালককে ভয় করে (২) ও তদীয় নিদর্শনাবলীর প্রতি বিশ্বাস-স্থাপন করে (৩) এবং যাহারা অংশীস্থাপন করে না (৪) ও আল্লার উদ্দেশে দান করে এবং উহা পরিগৃহীত হইবে কি না বলিয়া সদা সন্ত্রস্ত থাকে—বস্তুতঃ তাহারাই কল্যাণের দিকে প্রধাবিত হইতেছে এবং সর্ব্বাগ্রে তাহারাই কল্যাণ সাধনে অগ্রগামী হইবে।

وَهُمْ لَهَا سَابِقُونَ ○ ৬২- وَلَا
نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَلَدَيْنَا
كِتَابٌ يَنْطِقُ بِالْحَقِّ وَهُمْ
لَا يُظْلَمُونَ ○ ৬৩- بَلْ قُلُوبُهُمْ
فِي غَمْرَةٍ مِّنْ هَٰذَا وَلَهُمْ أَعْمَالٌ
مِّنْ دُونِ ذَٰلِكَ هُمْ لَهَا عَامِلُونَ ○
৬৪- حَتَّىٰ إِذَا أَخَذْنَا مُتْرَفِيهِمْ
بِالْعَذَابِ إِذَا هُمْ يَجْأَرُونَ ○
৬৫- لَا تَجْأَرُوا الْيَوْمَ إِنَّكُمْ مِّنَّا
لَا تُنْصَرُونَ ○ ৬৬- قَدْ كَانَتْ آيَاتِي

করিতেছে এবং উহাই তাহাদের জন্য অগ্রগামী হইয়াছে। ৬২। আমি কোন জীবকে তাহার সাধ্যের অতীত ক্লেশ প্রদান করি না; আমার সন্নিধানে এক গ্রন্থ আছে—যাহা সত্যভাবে বলিয়া দেয়; এবং তাহারা নির্য্যাতিত হইবে না; ৬৩। কিন্তু তাহাদের অন্তর-সমূহ এতদ্‌-বিষয়ে অজ্ঞতার মধ্যে রহিয়াছে এবং ইহা ব্যতীত তাহাদের জন্য আরও কার্য্য-সমূহ রহিয়াছে—যাহা তাঁহারা করিয়া থাকে। ৬৪। এমন কি, যখন আমি তাহাদের ধনবানদিগকে শাস্তি সহ ধৃত করিব, তখনই তাহারা আর্ত্তনাদ করিতে থাকিবে। ৬৫। আজ আর তোমরা-আর্ত্তনাদ করিও না; নিশ্চয় তোমরা আমার নিকট কোনই সাহায্য পাইবে না। ৬৬। নিশ্চয় আমার নিদর্শনাবলী

৬২—৬৩। আল্লাহতা'লা বলিতেছেন যে, আমি কোন জীবকে তাহার সাধ্যাতীত কার্য্যের জন্য আদেশ করি না। বরং যাহা তাহাদের পক্ষে সহজসাধ্য, আমি সেইরূপ কার্য্যেরই আদেশ করিয়া থাকি। ইস্‌লামী ধর্ম্ম বিধি ও কর্ম্ম-পদ্ধতি যে লোকের জন্য একান্তই স্বাভাবিক ও সহজসাধ্য—এই আয়তে তাহাই বলিয়া দেওয়া হইতেছে। কিন্তু মানব-জাতি এমনিই অজ্ঞ ও ভ্রান্ত যে, এই সহজ ও স্বাভাবিক ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া তাহারা অস্বাভাবিক ও অসাধ্য দুরূহ ভ্রান্ত ধর্ম্মের অনুসরণ পূর্ব্বক বিপথগামী ও বিনষ্ট হইয়া থাকে।

আলোচ্য আয়ত-দ্বয়ের "গ্রন্থ" অর্থ আমল-নামা বা লোকের কৃতকর্ম্মের স্মৃতি গ্রন্থ। উহাতে প্রত্যেক লোকের জীবনের কৃতকর্ম্ম সঠিকভাবে লিখিত বা সংরক্ষিত হইয়া থাকে এবং পরকালে ঠিক তাহারা তদনুরূপ প্রতিফল প্রাপ্ত হইবে।

৬৪—৬৫। অনন্তর আল্লাহতা'লা বলিতেছেন যে, উপরোক্ত অবাধ্যতা ও ধর্ম্মদ্রোহিতার জন্য যখন আমি অবিশ্বাসীদিগের ধনবান ও নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদিগকে শাস্তি-সহ ধৃত করিব, তখন তাহারা স্ব স্ব কৃতকর্ম্মের জন্য অনুতাপ আর্ত্তনাদ ও সাহায্য-প্রার্থনা করিতে থাকিবে। কিন্তু তখন আমি তাহাদিগকে জানাইয়া দিব যে, আজ আর তোমাদের অনুতাপ ও আর্ত্তনাদে কোনই ফল হইবে না এবং তোমরা আমার নিকট কোনই সাহায্য পাইবে না। আজ তোমাদিগকে অবশ্যই স্ব স্ব কৃতকর্ম্মের ফল ভোগ করিতে হইবে।

আলোচ্যে আয়ত-দ্বয়ের "শাস্তি" অর্থ মৃত্যু ও তজ্জনিত যন্ত্রণা। প্রত্যেক অবিশ্বাসীকেই এই অসহ্য মৃত্যু-যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইবে।

৬৬—৬৭। আল্লাহতা'লা অবিশ্বাসীদিগকে তখন আরও বলিবেন যে, আজ তোমরা অনুতাপ ও আর্ত্তনাদ করিয়া আমার সাহায্যপ্রার্থী হইতেছ; কিন্তু যখন তোমাদের নিকট আমার নিদর্শনা-

تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم
تنكصون ٦٧ مستكبرين
به سامرا تهجرون ٦٨ أفلم
يدبروا القول أم جاءهم ما لم
يأت آباءهم الأولين ٦٩ أم
لم يعرفوا رسولهم فهم له
منكرون ٧٠ أم يقولون به جنة
بل جاءهم بالحق وأكثرهم للحق
كارهون ٧١ ولو اتبع الحق

তোমাদের সমক্ষে পঠিত হইত, তখন তোমরা পশ্চাদ্‌পদে প্রত্যাবর্ত্তিত হইতে। ৬৭। তোমরা এতদ্‌সম্বন্ধে অহঙ্কার করিয়া গল্প-গুজবের জন্য অপসৃত হইতে। ৬৮। তবে কি তাহারা সেই বাক্য সম্বন্ধে চিন্তা করে না অথবা তাহাদের নিকট যাহা উপস্থিত হইয়াছে, তাহাদের পূর্ব্ববর্ত্তী পিতৃপুরুষগণের নিকট তাহা কি উপস্থিত হয় নাই? ৬৯। অথবা তাহারা কি স্বীয় রসুলকে চিনিতে পারে নাই যে, তাহারা তাহাকে অগ্রাহ্য করিয়াছে? ৭০। অথবা তাহারা কি বলে যে, সে জেনগ্রস্ত? বরং সে তাহাদের নিকট সত্যসহ আগমন করিয়াছে এবং তাহাদের অধিকাংশই সত্যের প্রতি বীতশ্রদ্ধ। ৭১। এবং যদি সত্য তাহাদের প্রবৃত্তির অনুসরণ করে, তবে নিশ্চয়

বলী পূর্ণ প্রত্যাদেশ অর্থাৎ কোরান শরিফ পাঠ করা হইত, তখন তোমরা অবজ্ঞাভরে উহা শ্রবণ করিতে বিরত হইতে এবং অহঙ্কার বশে কোরানের আদেশ প্রত্যাখ্যান করিয়া গল্প গুজবের জন্য চলিয়া যাইতে। তখন তোমরা ঐ হঠকারিতার পরিণাম একবারও চিন্তা করিয়া দেখ নাই। সুতরাং আজ অনুতাপ করিলে কোনই ফল হইবে না।

অবিশ্বাসী কোরেশেরা কোথাও কোরান পাঠ শ্রবণ করিলে অবজ্ঞাভরে সেখান হইতে চলিয়া যাইত এবং তাহারা কোরান পাঠ ও শ্রবণের পরিবর্ত্তে গল্প গুজব শ্রেয়ঃ মনে করিত। বর্ত্তমান যুগেও অনেক হতভাগ্য লোক কোরান পাঠ ও কোরান আলোচনা অপেক্ষা অসার নাটক-নভেল পাঠ এবং থিয়েটার বায়স্কোপ দর্শন শ্রেয় ও স্পৃহনীয় মনে করিয়া থাকে। তাহাদের অবস্থা ঠিক ঐ অবিশ্বাসী কোরেশদিগেরই অনুরূপ। ইহাদিগকেও এজন্য পরিণামে অনুতপ্ত হইয়া শাস্তিভোগ করিতে হইবে।

৬৮। এই আয়তে আল্লাহতা'লা বলিয়া দিতেছেন যে, পূর্ব্ববর্ত্তী সম্প্রদায় সমূহের নিকট আমার যে প্রত্যাদেশ উপস্থিত হইয়াছিল, তাহাদের নিকটও সেই প্রত্যাদেশই উপস্থিত হইয়াছে। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়, অবিশ্বাসীরা তৎসম্বন্ধে চিন্তা করিয়া কিছুমাত্র সতর্ক হইতেছে না।

৬৯—৭০। অথবা অবিশ্বাসীরা কি আমার রসুলকে চিনিতে পারে নাই বলিয়া তাহাকে অগ্রাহ্য করিয়াছে? ফলতঃ তাহারা আমার রসুলকে চিনিয়াও শুধু অহঙ্কার ও স্বার্থপরতার জন্য তাঁহাকে জেন গ্রস্ত বলিয়া অলীক অপবাদ প্রদান করিতেছে। কিন্তু অবিশ্বাসীরা জানিয়া রাখুক যে, আমার প্রিয় রসুল সত্যধর্ম্ম প্রচারের জন্যই আমার সত্যবাণী কোরান-শরিফ সহ ধরাধামে অবতীর্ণ হইয়াছে। অবিশ্বাসীদের অধিকাংশই এই সত্য উপলব্ধি করিতে পারিবে না।

৭১। অবিশ্বাসীরা ইচ্ছা করে যে, সত্য-নবী ও সত্য-ধর্ম্ম তাহাদের প্রকৃতির অনুসরণ করুক। কিন্তু তাহা হইলে সমগ্র জগতের নিয়ম শৃঙ্খলাই বিচ্ছিন্ন হইয়া যাইবে এবং জগতে মহা বিপ্লব ও

أهواءهم لفسدت السموت
والأرض ومن فيهن ط بل أتينهم
بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون ۝
٧٢- أم تسئلهم خرجا فخراج ربك
خير ق وهو خير الرزقين ۝
٧٣- وإنك لتدعوهم إلى صراط
مستقيم ۝ ٧٤- وإن الذين
لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط
لنكبون ۝ ٧٥- ولو رحمنهم
وكشفنا ما بهم من ضر للجوا
في طغيانهم يعمهون ۝ ٧٦- ولقد
أخذنهم بالعذاب فما استكانوا

নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডল এবং তদুভয়ের মধ্যে যাহা আছে, তাহা বিশৃঙ্খল হইয়া যাইবে; বরং আমি তাহাদের নিকট সদুপদেশ আনয়ন করিয়াছি; কিন্তু তাহারা তাহাদের সেই সদুপদেশ হইতে বিমুখ হইয়াছে। ৭২। অথবা তুমি কি তাহাদের নিকট প্রতিদান প্রার্থনা করিতেছ? বরং তোমাদের প্রতিপালকের প্রতিদানই উৎকৃষ্টতর এবং তিনিই উত্তম জীবিকা প্রদানকারী। ৭৩। এবং নিশ্চয় তুমি তাহাদিগকে সরল সুপথের দিকে আহ্বান কর। ৭৪। এবং নিশ্চয় যাহারা পরলোক সম্বন্ধে বিশ্বাস করে না, তাহারা সেই সুপথ হইতে বিপথগামী হইয়া থাকে। ৭৫। এবং যদি আমি তাহাদিগকে অনুগ্রহ করি এবং তাহাদের যে দুঃখ-ক্লেশ আছে তাহা বিদূরিত করিয়া দেই, তথাপি তাহারা স্বীয় বিরুদ্ধাচরণে অন্ধ-ভাবে অবিচলিত রহিবে। ৭৬। এবং নিশ্চয় আমি তাহাদিগকে শাস্তি-সহ ধৃত করিয়াছিলাম; তবুও তাহারা স্বীয় প্রতিপালকের দিকে বিনত হয় নাই এবং

বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইবে। কারণ সত্য কখনই অসত্যের অনুসরণ করিতে পারে না। সুতরাং আমি তাহাদের নিকট যে সদুপদেশ ও সত্য ধর্ম্ম আনয়ন করিয়াছি, তাহারা সম্পূর্ণ বিমুখ হইয়া গেলেও তাহার কিছুমাত্র ব্যতিক্রম হইবে না।

৭২। অতএব হে রসুল, অবিশ্বাসীরা তোমার ধর্ম্ম গ্রহণ করুক বা না করুক, তুমি ধর্ম্মের জন্য তাহাদের নিকট কোনই প্রতিদান কামনা করিও না। তুমি তোমার কর্ত্তব্য পালন করিয়া যাও, তদ্বিনিময়ে তোমার প্রতিপালক প্রভু তোমাকে যে প্রতিদান প্রদান করিবেন—তাহাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট।

৭৩—৭৪। এই আয়তে হজরত রসুলোল্লার প্রতি আদেশ করা হইতেছে যে, তুমি লোক-দিগকে সরল সুপথ অর্থাৎ সত্য-ধর্ম্মের দিকে আহ্বান কর। পরন্তু যাহারা পরলোক সম্বন্ধে বিশ্বাস করে না, কেবল তাহারাই এই সত্যধর্ম্ম হইতে বিভ্রান্ত ও বিপথগামী হইয়া যাইবে।

৭৫। আল্লাহতা'লা বলিতেছেন—অবিশ্বাসীদের প্রকৃতিই এইরূপ যে, যদি আমি স্বীয় অনুগ্রহে তাহাদের সমস্ত অভাব-অনটন ও দুঃখ কষ্ট দূর করিয়া দেই, তথাপি তাহারা এই অধর্ম্মের পথে অন্ধভাবে অবিচলিত থাকিবে।

৭৬—৭৭। আবার যখন আমি অবিশ্বাসীদিগকে তাহাদের অবিশ্বাস ও অবাধ্যতার জন্য শাস্তি প্রদান করিয়াছিলাম, নিজেদের দুর্ব্বিনীত পাপ-প্রবৃত্তির বশে তখনও তাহারা সংযত অথবা

لِرَبِّهِمْ وَمَا يَتَضَرَّعُونَ ○ ٧٧ - حَتَّىٰ
إِذَا فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا ذَا عَذَابٍ
شَدِيدٍ إِذَا هُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ ع

বিনম্রও হয় নাই। ৭৭। এমন কি, যখন আমি তাহাদের জন্য কঠোরতর শাস্তির দ্বার উদ্ঘাটন করিয়াছিলাম, তখন তাহারা তন্মধ্যে নিরাশ হইয়া পড়িয়াছিল।

৫ম রুকু—অংশীবাদিতার ভ্রান্তি ও একত্ববাদের অকাট্য প্রমাণ

٧٨ - وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ لَكُمُ السَّمْعَ
وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ ط قَلِيلًا
مَا تَشْكُرُونَ ○ ٧٩ - وَهُوَ الَّذِي
ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ○
٨٠ - وَهُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ
وَلَهُ اخْتِلَافُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ ط
أَفَلَا تَعْقِلُونَ ○ ٨١ - بَلْ قَالُوا
مِثْلَ مَا قَالَ الْأَوَّلُونَ ○ ٨٢ - قَالُوا
ءَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا

৭৮। এবং তিনিই তোমাদের জন্য কর্ণ ও চক্ষু ও হৃদয় সমূহ সৃষ্টি করিয়াছেন; তোমরা অল্পই কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিয়া থাক। ৭৯। এবং তিনিই তোমাদিগকে পৃথিবীতে সম্প্রসারিত করিয়াছেন এবং তোমরা তাঁহারই দিকে একত্রিত হইবে। ৮০। এবং তিনিই তোমাদিগকে জীবন দান ও মৃত্যুদান করেন এবং তাঁহারই জন্য দিবস ও রজনীর পরিবর্ত্তন হইয়া থাকে; তবুও কি তোমরা হৃদয়ঙ্গম করিবে না? ৮১। বরং তাহাদের পূর্ব্ববর্ত্তীরা যেরূপ বলিত, তাহারা তদ্রূপ বলিয়া থাকে। ৮২। তাহারা বলে—যখন আমরা মরিয়া যাইব এবং মৃত্তিকা ও অস্থিপুঞ্জ হইব, তখন কি পুনরায় সমুত্থিত

সতর্ক হয় নাই। অনন্তর যখন আমি তাহাদিগকে চরম শাস্তি প্রদান করিয়াছিলাম, তখন তাহারা সম্পূর্ণ নিরুপায় ও নিরাশ হইয়া পড়িয়াছিল এবং তখন তাহাদের পরিত্রাণের আর কোনই উপায় ছিল না।

৭৮—৮০। এই তিনটি আয়তে আল্লাহতা'লা মানব জাতির প্রতি তাঁহার অসীম অনুগ্রহের বিষয় স্মরণ করাইয়া দিয়া তাহাদিগকে সতর্ক করিয়া দিতেছেন। আয়তের মর্ম্মার্থ এই যে, আল্লাই মানুষকে চক্ষু কর্ণ ও হৃদয় প্রদান করিয়াছেন এবং তিনিই পৃথিবীতে তাহাদের বংশ বিস্তার করিয়াছেন। আবার পরকালে তাঁহারই সমক্ষে সমগ্র মানব-জাতিকে ন্যায়,বিচারের জন্য পুনরুত্থিত ও একত্রিত হইতে হইবে। তারপর আল্লাই মানুষকে জীবন ও মৃত্যু দান করেন এবং তাঁহারই ইচ্ছা ও ইঙ্গিতে দিবা রজনীর পরিবর্ত্তন সাধিত হয়। অতএব হে ভ্রান্ত মানব, এই সব প্রত্যক্ষ প্রমাণ দেখিয়াও কি তোমরা আল্লার মহিমা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবে না?

৮১—৮৩। কিন্তু আল্লাহতা'লার অলৌকিক শক্তি-মহিমার এই সকল প্রত্যক্ষ প্রমাণ অহরহ অবলোকন করিয়াও ভ্রান্ত অবিশ্বাসীরা তাহাদের বিপথগামী পূর্ব্ব-পুরুষদিগেরই মত বলে যে, যখন আমরা মরিয়া যাইব এবং আমাদের দেহ মাংস-বিহীন বিশুষ্ক অস্থিপুঞ্জে পরিণত হইবে, তখন কি আবার আমরা পুনর্জ্জীবিত হইব? ইহা সম্পূর্ণ অসম্ভব। আমাদের পূর্ব্ব-পুরুষদিগকেও এইরূপ

ءَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ ۝ ٨٣- لَقَدْ وُعِدْنَا
نَحْنُ وَآبَاؤُنَا هَٰذَا مِنْ قَبْلُ إِنْ
هَٰذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ ۝ ٨٤- قُلْ
لِمَنِ الْأَرْضُ وَمَنْ فِيهَا إِنْ كُنْتُمْ
تَعْلَمُونَ ۝ ٨٥- سَيَقُولُونَ لِلَّهِ ۚ
قُلْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ۝ ٨٦- قُلْ مَنْ
رَبُّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ وَرَبُّ
الْعَرْشِ الْعَظِيمِ ۝ ٨٧- سَيَقُولُونَ
لِلَّهِ ۚ قُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ ۝
٨٨- قُلْ مَنْ بِيَدِهِ مَلَكُوتُ
كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ
عَلَيْهِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ۝
٨٩- سَيَقُولُونَ لِلَّهِ ۚ قُلْ فَأَنَّىٰ

হইবে? ৮৩। নিশ্চয় আমাদিগকে এবং ইহার পূর্ব্বে আমাদের পিতৃপুরুষদিগকেও ইহা অঙ্গীকার করা হইয়াছে; ইহা প্রাথমিকদিগের কাহিনী ব্যতীত নহে। ৮৪। তুমি বল—পৃথিবীতে ও তন্মধ্যে যাহা আছে, তাহা কাহার জন্য—যদি তোমরা অবগত থাক? ৮৫। অচিরেই তাহারা বলিবে—আল্লারই জন্য; তুমি বল—তবে কেন তোমরা উপলব্ধি করিতেছ না? ৮৬। তুমি বল—সপ্ত-আকাশের প্রতিপালক কে এবং মহান্ আর্শের প্রভু কে? ৮৭। অচিরেই তাহারা বলিবে—আল্লাহ; তুমি বল—তবুও কি তোমরা সংযত হইবে না? ৮৮। তুমি বল—কাহার হস্তে সর্ব্ব-বিষয়ের আধিপত্য রহিয়াছে এবং তিনিই সংরক্ষণ করেন এবং তাঁহার বিরুদ্ধে কেহই রক্ষা করিতে পারে না—যদি তোমরা অবগত হইয়া থাক? ৮৯। অচিরেই তাহারা বলিবে—সমস্তই আল্লার জন্য, তুমি বল—তবে তোমরা

পুনরুত্থান ও পুনর্জ্জীবন প্রাপ্তির প্রতিশ্রুতি প্রদান করা হইয়াছিল; কিন্তু তাহা ত এতদিনেও সম্পন্ন হয় নাই! অতএব পুনরুত্থানের প্রসঙ্গ এক পুরাতন কল্পিত কাহিনী ব্যতীত আর কিছুই নহে।

৮৪—৮৭। এই কয়েকটী আয়তে আল্লাহতা'লা অবিশ্বাসীদের উক্তির উত্তর স্বরূপ স্বীয় শক্তি-মহিমার বিষয় অতি সুন্দর রূপে পরিব্যক্ত করিয়াছেন। অর্থাৎ আল্লাহতা'লা হজরত রসুলোল্লাকে বলিতেছেন যে, তুমি অবিশ্বাসীদিগকে জিজ্ঞাসা কর যে, সমগ্র বিশ্বজগতে যাহা কিছু আছে, তাহা কে সৃষ্টি করিয়াছেন? অবিশ্বাসীরা কিছুমাত্র দ্বিধা না করিয়া তখনই উত্তর করিবে—সেই সৃষ্টিকর্ত্তা আল্লাহ! যদি তুমি অবিশ্বাসীদিগকে জিজ্ঞাসা কর—সপ্ত-আকাশের অধিপতি এবং মহান্ আর্শের প্রভু কে? তাহারা অমনি উত্তর করিবে—সেই মহান্ আল্লাহ! অতএব তুমি তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা কর যে, যদি তোমরা একথা জান, তবে কেন তোমরা প্রকৃত উপাস্যের স্বরূপ ও শক্তি-মহিমা উপলব্ধি করিয়া সংযত ও সতর্ক হইতেছ না?

৮৮—৮৯। আল্লাহতা'লা হজরত রসুলোল্লাকে আরও বলিয়া দিতেছেন—যদি তুমি অবিশ্বাসীদিগকে জিজ্ঞাসা কর যে, কাহার হস্তে বিশ্ব জগৎ নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনের সমস্ত ক্ষমতা নিহিত রহিয়াছে এবং কেই বা সমস্ত জগতের প্রতিপালক ও সংরক্ষক? তাহারা তখনই উত্তর করিবে, সর্ব্বশক্তিমান আল্লাহ! তুমি বল—তাহা হইলে তোমরা কেন মোহগ্রস্ত উন্মাদের ন্যায় বিভ্রান্ত

تسحرون ○ ৯০- بل اتينهم
بالحق وانهم لكذبون ○
৯১- ما اتخذ الله من ولد وما
كان معه من اله اذا لذهب كل
اله بما خلق ولعلا بعضهم على
بعض ط سبحن الله عما يصفون ۵
৯২- علم الغيب والشهادة فتعلى
عما يشركون ۵

কিরূপে মোহগ্রস্ত হইতেছ? ৯০। বরং আমি তাহাদের নিকট সত্য আনয়ন করিয়াছি এবং নিশ্চয় তাহারা অসত্য-বাদী। ৯১। আল্লাহ কাহাকেও সন্তান গ্রহণ করেন নাই এবং তৎসহ কোন উপাস্যও নাই; তাহা হইলে প্রত্যেক উপাস্যই যাহা সৃষ্টি করিয়াছে তাহা লইয়া যাইত এবং নিশ্চয় এক অপরের উপর পরাক্রান্ত হইত; আল্লাহ তাহাদের বর্ণনা হইতে পবিত্র। ৯২। তিনি অদৃশ্য ও প্রত্যক্ষ বিষয়ে মহাজ্ঞানী; অতএব তাহারা যে অংশী স্থির করিয়াছে, তিনি তাহা হইতে সমুন্নত।

৬ষ্ঠ রুকু—অবিশ্বাসীদের অনুশোচনা ও শাস্তিভোগ

৯৩- قل رب اما تريني ما
يوعدون ۵ ৯৪- رب فلا تجعلني
في القوم الظلمين ○ ৯৫- وانا
على ان نريك ما نعدهم

৯৩। তুমি বল—হে আমার প্রতিপালক, তাহারা যদ্বিষয়ে অঙ্গীকৃত হইয়াছে, যদি তুমি তাহা আমাকে প্রদর্শন কর; ৯৪। তবে হে আমার প্রতিপালক, তজ্জন্য আমাকে অত্যাচারী সম্প্রদায়ের অন্তর্গত করিও না। ৯৫। এবং তাহারা যদ্বিষয়ে অঙ্গীকৃত হইয়াছে, নিশ্চয় আমি তোমাকে

হইয়া বিপথে গমন করিতেছ? ফলতঃ অবিশ্বাসী কাফেরদিগের প্রকৃতিই এইরূপ; তাহারা অনেক সময়ে জানিয়া-শুনিয়াই সত্যের ব্যতিক্রম ও সত্য ধর্ম্মের বিরুদ্ধাচরণ করিয়া থাকে।

৯০—৯২। এই তিনটী আয়তে আল্লাহতা'লা বলিয়া দিতেছেন যে, অংশীবাদী মোশরেক ও বিপথগামী ইহুদী-খ্রীষ্টানদিগের ভ্রান্ত-বিশ্বাসের পরিবর্ত্তে তিনি অনাবিল পবিত্র ইসলামকেই সমগ্র মানব-জাতির জন্য সত্য-ধর্ম্ম রূপে অবতীর্ণ করিয়াছেন। আল্লাহতা'লা কখনই হজরত ঈসা অথবা অন্য কাহাকেও সন্তান-রূপ পরিগ্রহণ বা জন্মদান করেন নাই এবং তাঁহার কোন অংশীও নাই। যদি আল্লাহতা'লার কোন পুত্র-সন্তান থাকিত, তবে সে অবশ্যই আল্লাহতা'লার উত্তরাধিকারিত্বের দাবী করিত এবং তাঁহার কোন অংশী থাকিলে নিশ্চয়ই জগতের আধিপত্য লইয়া তাহার সহিত আল্লাহতা'লার বিরোধ উপস্থিত হইত। ফলতঃ এরূপ জগতের নিয়ম শৃঙ্খলা কখনই স্থির থাকিত না। সুতরাং অবিশ্বাসী মোশরেক ও ভ্রান্ত বিশ্বাসী ইহুদী খ্রীষ্টানগণ আল্লাহতা'লার অংশী ও পুত্র-পরিগ্রহণ সম্বন্ধে যে সব অলীক কথা বলিয়া থাকে, সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্বশক্তিমান আল্লাহতা'লা তাহা হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত ও পবিত্র। তাঁহার অংশী অথবা স্ত্রী-পুত্র-কন্যা কেহই নাই।

৯৩—৯৫। আল্লাহতা'লা হজরত রসুলোল্লাকে প্রতিশ্রুতি প্রদান করিয়াছিলেন যে, তাঁহার জীবিত কালেই তদীয় বিরুদ্ধাচরণকারী শত্রুকুল পরাজিত ও বিধ্বস্ত হইয়া যাইবে এবং অবশিষ্টেরা

উহা প্রদর্শন করিতে সক্ষম। ৯৬। তোমরা সৎকার্য্যের দ্বারা অসদ্বিষয় দূরীভূত কর; তাহারা যাহা বর্ণনা করে, তাহা আমি পরিজ্ঞাত আছি। ৯৭। এবং তুমি বল, হে আমার প্রতিপালক, আমি শয়তান-কুলের কুপ্ররোচনা হইতে তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করিতেছি। ৯৮। এবং হে আমার প্রতিপালক, উহাদের উপস্থিতি হইতেও আমি তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করিতেছি। ৯৯। এমন কি, যখন তাহাদের এক জনেরও নিকট মৃত্যু উপস্থিত হয়, তখন সে বলে—হে আমার প্রতিপালক, আমাকে পুনরায় প্রেরণ কর ১০০। যেন আমি সেই সকল সৎকার্য্য করিতে পারি—যাহা আমি পরিত্যাগ করিয়াছি; কখনই নহে—যাহা সে বলিতেছে, তাহা কথার কথা মাত্র; এবং উত্থান দিবস পর্য্যন্ত তাহাদের সম্মুখে

لَقٰدِرُوْنَ ○ ৯৬- اِدْفَعْ بِالَّتِیْ هِیَ
اَحْسَنُ السَّيِّئَةَ ط نَحْنُ اَعْلَمُ بِمَا
يَصِفُوْنَ ○ ৯৭- وَقُلْ رَّبِّ اَعُوْذُ بِكَ
مِنْ هَمَزٰتِ الشَّيٰطِيْنِ ۙ
৯৮- وَاَعُوْذُ بِكَ رَبِّ اَنْ يَّحْضُرُوْنِ ○
৯৯- حَتّٰۤى اِذَا جَآءَ اَحَدَهُمُ الْمَوْتُ
قَالَ رَبِّ ارْجِعُوْنِ ۙ ১০০- لَعَلِّیْۤ
اَعْمَلُ صَالِحًا فِيْمَا تَرَكْتُ كَلَّا ط
اِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَآئِلُهَا ط وَمِنْ وَّرَآئِهِمْ
بَرْزَخٌ اِلٰى يَوْمِ يُبْعَثُوْنَ ○

তাহার আনুগত্য স্বীকার করিতে বাধ্য হইবে। এই তিনটী আয়তে হজরত রসুলোল্লার প্রার্থনা এবং সেই প্রতিশ্রুতি সম্বন্ধেই ইঙ্গিত করা হইয়াছে। হজরত রসুলোল্লাহ বলিয়াছিলেন—হে আমার প্রতিপালক প্রভু, অবিশ্বাসীদিগকে যে শাস্তির প্রতিশ্রুতি দেওয়া হইয়াছে, যদি আমার জীবনেই তোমার এই প্রতিশ্রুতি পূর্ণ হয়, তবে তজ্জন্য তুমি স্বীয় অনুগ্রহে বিশ্বাসীদিগকে অথবা আমাকে কোনরূপ দায়ী করিও না। তাহার উত্তরে আল্লাহতা'লা বলিয়া দিলেন যে, আমার অঙ্গীকার অবশ্যই পূর্ণ হইবে এবং তোমার জীবনেই আমি অবিশ্বাসীদিগকে পরাজিত ও বিধ্বস্ত করিয়া তোমাকে সমগ্র আরবের উপর পরাক্রান্ত ও বিজয়ী করিয়া দিব এবং আমি ইহা করিতে সম্পূর্ণ সক্ষম।

৯৬। এই আয়তে লোকদিগকে সৎকার্য্য দ্বারা অসৎকার্য্যের অপরাধ দুর করিতে উপদেশ প্রদান করা হইয়াছে। এতদ্দ্বারা অনুমিত হয় যে, সৎকার্য্যের পুণ্য দ্বারা অসৎকার্য্যের অপরাধ দুরীভূত বা হ্রাসপ্রাপ্ত হইয়া থাকে। অসৎকার্য্যের পরিবর্ত্তে সৎকার্য্য অর্থাৎ অসৎকার্য্য পরিত্যাগ করিয়া সৎকার্য্য করিবার উপদেশ সকল ধর্ম্মেই আছে। কিন্তু সৎকার্য্যের পুণ্য দ্বারা অসৎকার্য্যের অপরাধ দুর করিবার উপদেশ প্রচারে পবিত্র কোরান শরিফের অপূর্ব্ব বিশেষত্ব বিঘোষিত হইয়াছে।

৯৭—৯৮। এই দুইটী আয়তে পাপাত্মা শয়তান কুলের উপস্থিতি এবং তাহাদের বিদ্যমানতা, কুপ্ররোচনা ও অনিষ্টকারিতা হইতে আল্লাহতা'লার আশ্রয় প্রার্থনা করিবার উপদেশ প্রদান করা হইয়াছে। শয়তানের পাপ-প্ররোচনা হইতে আত্মরক্ষার জন্য আল্লাহতা'লার আশ্রয়-প্রার্থনা করাই মানবের সর্ব্বোত্তম অবলম্বন।

৯৯—১০০। আল্লাহতা'লা বলিতেছেন যে, যখন অবিশ্বাসীদের কাহারও মৃত্যু হয়, তখন সে স্বীয় শোচনীয় পরিণাম উপলব্ধি করিয়া প্রার্থনা করে যে, আমাকে পুনরায় পৃথিবীতে প্রেরণ করা হউক; তাহা হইলে আমি সত্য-ধর্ম্মের অনুসরণ করিয়া আল্লার নির্দ্ধারিত সৎকার্য্য-সমূহ

١٠١- فَاِذَا نُفِخَ فِي الصُّوْرِ فَلَآ اَنْسَابَ
بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَّلَا يَتَسَآءَلُوْنَ ○
١٠٢- فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِيْنُهٗ فَاُولٰٓئِكَ
هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ○ ١٠٣- وَمَنْ
خَفَّتْ مَوَازِيْنُهٗ فَاُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ
خَسِرُوْٓا اَنْفُسَهُمْ فِيْ جَهَنَّمَ
خٰلِدُوْنَ ○ ١٠٤- تَلْفَحُ وُجُوْهَهُمُ
النَّارُ وَهُمْ فِيْهَا كٰلِحُوْنَ ○
١٠٥- اَلَمْ تَكُنْ اٰيٰتِيْ تُتْلٰى عَلَيْكُمْ
فَكُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُوْنَ ○ ١٠٦- قَالُوْا
رَبَّنَا غَلَبَتْ عَلَيْنَا شِقْوَتُنَا وَكُنَّا

আবরণী রহিয়াছে। ১০১। অতঃপর
যখন শিঙ্গায় ফুৎকার প্রদান করা হইবে,
সেদিন তাহাদের মধ্যে আত্মীয়তা থাকিবে
না এবং জিজ্ঞাসাবাদও হইবে না।
১০২। অতঃপর যে স্বীয় ওজনে গুরুভার
হইবে, তবে তাহারাই সুফলপ্রাপ্ত হইবে।
১০৩। এবং যে স্বীয় ওজনে লঘুভার
হইবে, তবে তাহারাই ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া
সর্ব্বদা নরকে অবস্থান করিবে।
১০৪। অগ্নি তাহাদের মুখমণ্ডল ঝল্‌সাইয়া
দিবে এবং তন্মধ্যে তাহারা বিবর্ণ হইয়া
যাইবে। ১০৫। আমার নিদর্শনাবলী
কি তোমাদের নিকট পঠিত হয় নাই?
কিন্তু তোমরা তাহাদিগকে অসত্যারোপ
করিতে! ১০৬। তাহারা বলিবে—হে
আমাদের প্রতিপালক, আমাদের উপর
দুর্ভাগ্য পরাক্রান্ত হইয়াছিল এবং আমরা

করিব। আল্লাহতালা বলিতেছেন যে, তাহাদের ঐ প্রার্থনা কখনই পূর্ণ হইবে না এবং অবিশ্বাসীদের ঐ সৎকার্য্য করিবার প্রতিশ্রুতি কথার কথা মাত্র; উহারা সুযোগ পাইলে আবার অধর্ম্মের অনুসরণ করিয়া অসৎকার্য্য-সমূহ করিতে থাকিবে। সুতরাং উত্থান-দিবস পর্য্যন্ত তাহাদিগকে ঐ অবস্থায়ই শাস্তিভোগ ও অনুতাপ করিতে হইবে। উত্থান-দিবসের পূর্ব্বে তাহারা কখনই পৃথিবীতে প্রেরিত বা পুনর্জ্জীবিত হইবে না।

১০১—১০৩। এই তিনটী আয়তে মহাপ্রলয় এবং পুনরুত্থান ও বিচার-দিবসের প্রসঙ্গ বর্ণিত হইয়াছে। আল্লাহতা'লা বলিতেছেন যে, যেদিন মহাপ্রলয়ে শিঙ্গায় ফুৎকার প্রদান করা হইবে, সেদিন লোকে তাহাদের আত্মীয়তা এবং সামাজিক ও পারিবারিক সম্বন্ধের কথা বিস্মৃত হইয়া যাইবে এবং কেহই কাহাকে কোন বিষয় জিজ্ঞাসাবাদ করিবে না। সেদিন সকলেই নিজ নিজ পরিণাম চিন্তায় বিভোর হইয়া উন্মাদের মত ছুটাছুটি করিতে থাকিবে। অনন্তর যাহাদের পুণ্যের পরিমাণ বেশী হইবে, তাহারা সুফল-প্রাপ্ত হইয়া স্বর্গোদ্যানে প্রবেশ করিবে এবং যাহাদের পুণ্যের পরিমাণ কম হইয়া পাপের ভার বেশী হইবে, তাহারা ক্ষতিগ্রস্থ হইয়া নরকে নিক্ষিপ্ত হইবে।

১০৪। নরকানলে নিক্ষিপ্ত হইবার পর পাপীদের মুখমণ্ডল আগুনে পুড়িয়া সম্পূর্ণ বিবর্ণ হইয়া যাইবে।

১০৫—১০৬। অনন্তর অপরাধীদিগকে বলা হইবে যে, যখন আল্লার রসুল তোমাদের নিকট তাঁহার নিদর্শনাবলী পাঠ করিত, তখন তোমরা অহঙ্কার ও ভ্রান্তির বশে তৎপ্রতি অসত্যারোপ করিতে। অতএব আজ তোমরা তাঁহার সমুচিত শাস্তি ভোগ কর। তখন অপরাধীরা অনুতাপ করিয়া বলিবে যে; নিজেদের দুর্ভাগ্য এবং ভ্রান্তির জন্যই ঐরূপ করিয়াছিলাম।

বিভ্রান্ত সম্প্রদায় ছিলাম। ১০৭। হে আমাদের প্রতিপালক, ইহা হইতে আমাদিগকে বহির্গত কর; অতঃপর যদি আমরা পুনরায় লিপ্ত হই, তবে নিশ্চয় আমরা অত্যাচারী হইব। ১০৮। তিনি বলিবেন—উহারই মধ্যে দূর হও এবং আমার সমক্ষে কথা বলিও না। ১০৯। নিশ্চয় আমার সেবকগণের মধ্যে একদল ছিল—যাহারা বলিত, হে আমাদের প্রতিপালক, আমরা বিশ্বাস-স্থাপন করিয়াছি, অতএব আমাদিগকে ক্ষমা কর ও আমাদিগকে অনুগ্রহ দান কর এবং তুমিই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অনুগ্রহকারী। ১১০। কিন্তু তোমরা তাহাদিগকে বিদ্রূপ করিয়াছিলে—এমন কি উহা আমার স্মরণ হইতে তোমাদিগকে বিস্মৃত করিয়াছিল, এবং তোমরা তাহাদের প্রতি উপহাসকারী ছিলে। ১১১। নিশ্চয় আজ আমি তাহাদিগকে তাহাদের ধৈর্য্যশীলতার প্রতিদান প্রদান করিয়াছি, যাহাতে তাহারা সফলকাম হইয়াছে। ১১২। তিনি বলিবেন—তোমরা কত বৎসর পৃথিবীতে অবস্থান করিয়াছিলে? ১১৩। তাহারা বলিবে—আমরা একদিন অথবা একদিনেরও কম অবস্থান করিয়া-

قَوْمًا ضَآلِّيْنَ ٥ ১০৭- رَبَّنَآ اَخْرِجْنَا
مِنْهَا فَاِنْ عُدْنَا فَاِنَّا ظٰلِمُوْنَ ٥
১০৮- قَالَ اخْسَـُٔوْا فِيْهَا وَلَا تُكَلِّمُوْنِ ٥
১০৯- اِنَّهٗ كَانَ فَرِيْقٌ مِّنْ عِبَادِيْ
يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَآ اٰمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا
وَارْحَمْنَا وَاَنْتَ خَيْرُ الرّٰحِمِيْنَ ٥
١١٠- فَاتَّخَذْتُمُوْهُمْ سِخْرِيًّا حَتّٰى
اَنْسَوْكُمْ ذِكْرِيْ وَكُنْتُمْ مِّنْهُمْ
تَضْحَكُوْنَ ٥ ١١١- اِنِّيْ جَزَيْتُهُمُ
الْيَوْمَ بِمَا صَبَرُوْآ اَنَّهُمْ هُمُ
الْفَآئِزُوْنَ ٥ ١١٢- قٰلَ كَمْ لَبِثْتُمْ
فِي الْاَرْضِ عَدَدَ سِنِيْنَ ٥ ١١٣- قَالُوْا
لَبِثْنَا يَوْمًا اَوْ بَعْضَ يَوْمٍ فَسْـَٔلِ

১০৭—১০৮। অপরাধীরা তখন পুনরায় পৃথিবীতে আসিয়া সৎকার্য্য করিবার জন্য আল্লাহতা'লার নিকট যে প্রার্থনা করিবে এবং আল্লাহতা'লা তাহার যেরূপ উত্তর প্রদান করিবেন, এই দুইটী আয়তে তাহাই বর্ণিত হইয়াছে।

১০৯—১১০। যে সকল ভ্রান্ত অবিশ্বাসী আল্লাহতা'লাকে ভুলিয়া এবং নিজেদের ধন জন ও ক্ষমতাগর্ব্বে মত্ত হইয়া বিশ্বাসী মুসলমানদিগকে উপহাস-বিদ্রূপ করে, এই দুইটী আয়তে তাহাদের শাস্তির বিষয় বর্ণিত হইয়াছে।

১১১। পক্ষান্তরে আমার কৃতজ্ঞ সেবকদিগকে আজ আমি তাহাদের বিশ্বাস ও ধৈর্য্যশীলতার যথোচিত পুরস্কার প্রদান করিয়াছি এবং তাহাদের সমস্ত মনস্কামনাই আজ পূর্ণ হইয়াছে।

১১২—১১৪। আল্লাহতা'লা মানবদিগকে সেদিন ইহাও জিজ্ঞাসা করিবেন যে, তোমরা কতকাল পৃথিবীতে অবস্থান করিয়াছিলে? তাহারা বলিবে যে, একদিন অথবা উহারও কম সময় পৃথিবীতে অবস্থান করিয়াছিলাম। অর্থাৎ সুদীর্ঘ বিচার-দিবসের তুলনায় তাহারা পার্থিব জীবনকে ঐরূপ অত্যল্প বলিয়াই ধারণা করিবে। আল্লাহতা'লা তখন তাহাদিগকে বলিয়া দিবেন যে, পারলৌকিক জীবনের তুলনায় সত্যই তোমরা অত্যল্প সময় ব্যতীত পৃথিবীতে অতিবাহিত কর নাই। কিন্তু আশ্চর্য্য এই যে, সেই অল্প সময়ের মধ্যেই তোমরা আমার কথা বিস্মৃত হইয়া গিয়াছিলে।

ছিলাম; অতঃপর গগনাকারীদের নিকট জিজ্ঞাসা কর। ১১৪। তিনি বলিবেন, তোমরা অত্যল্পকাল ব্যতীত অবস্থান কর নাই—যদি তোমরা অবগত হইতে। ১১৫। তবে কি তোমরা ধারণা করিয়াছিলে যে, আমি তোমাদিগকে অনর্থক সৃষ্টি করিয়াছিলাম এবং তোমাদিগকে আমার নিকট প্রত্যাবর্ত্তিত হইতে হইবে না? ১১৬। অতএব সত্য-অধিপতি আল্লাই সমুন্নত; সেই সম্মানিত আর্শের প্রতিপালক ব্যতীত আর কোনই উপাস্য নাই। ১১৭। এবং যে কেহ আল্লার সহিত অন্য উপাস্যকে আহ্বান করে, তবে তজ্জন্য তাহার নিকট কোনই প্রমাণ নাই; অতএব তাহার হিসাব তদীয় প্রতিপালকেরই নিকট রহিয়াছে; নিশ্চয় অবিশ্বাসীরা সুফলপ্রাপ্ত হইবে না। ১১৮। এবং তুমি বল—হে আমার প্রতিপালক, তুমি ক্ষমা কর ও অনুগ্রহ দান কর এবং তুমিই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অনুগ্রহকারী।

الْعَادِّيْنَ ۝ 114- قٰلَ اِنْ لَّبِثْتُمْ
اِلَّا قَلِيْلًا لَّوْ اَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ۝
115- اَفَحَسِبْتُمْ اَنَّمَا خَلَقْنٰكُمْ
عَبَثًا وَّاَنَّكُمْ اِلَيْنَا لَا تُرْجَعُوْنَ ۝
116- فَتَعٰلَى اللّٰهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ ۚ
لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۚ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيْمِ ۝
117- وَمَنْ يَّدْعُ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ ۙ
لَا بُرْهَانَ لَهٗ بِهٖ ۙ فَاِنَّمَا حِسَابُهٗ عِنْدَ
رَبِّهٖ ؕ اِنَّهٗ لَا يُفْلِحُ الْكٰفِرُوْنَ ۝
118- وَقُلْ رَّبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَاَنْتَ
خَيْرُ الرّٰحِمِيْنَ ۝

১১৫। আল্লাহতা'লা আরও বলিবেন—হে নির্ব্বোধগণ, তোমরা কি ইহাই ধারণা করিয়াছিলে যে, আমি অনর্থক এই বিপুল বিশ্ব-জগৎ ও জীব-জাতিকে সৃষ্টি করিয়াছি এবং আমার এই সৃষ্টির কোনই উদ্দেশ্য বা সার্থকতা নাই? যাহারা আল্লাহতা'লার এই মহান্ সৃষ্টিকে তাঁহার একটা খেয়াল বা অসার লীলা-খেলা মাত্র বলিয়া মনে করে, এই আয়তে তাহাদিগকে বিশেষরূপে সতর্ক করিয়া বলিয়া দেওয়া হইয়াছে যে, তোমরা নিশ্চয় জানিয়া রাখ, আমার এই সৃষ্টি উদ্দেশ্য-মূলক এবং তোমাদিগকে স্ব স্ব কৃতকর্ম্মের অনুরূপ প্রতিদান বা প্রতিফল ভোগ করিবার জন্য অবশ্যই একদিন আমার সমক্ষে উপস্থিত হইতে হইবে।

১১৬—১১৭। হে মানব-জাতি, তোমরা নিশ্চয় জানিয়া রাখ যে, মহাসম্মানিত আর্শের প্রতিপালক আল্লাহতা'লাই সমগ্র জগতের সমুন্নত ও সত্য-অধিপতি এবং তিনিই সকলের একমাত্র উপাস্য প্রভু। তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া যাহারা বিনা-প্রমাণে—শুধু কল্পনা বশে অন্য উপাস্যের পূজা-আরাধনা করিবে, সেই সকল অকৃতজ্ঞ ও অবিশ্বাসী মানব কখনই পারলৌকিক সুফল-প্রাপ্ত হইবে না এবং তাহাদিগকে অন্যায় কার্য্যের জন্য আল্লাহতা'লার নিকট অবশ্যই দায়ী হইয়া কঠোর শাস্তি ভোগ করিতে হইবে।

১১৮। অনন্তর আল্লাহতা'লা সুরা মোমেনুনের উপসংহারে হজরত রসুলোল্লাকে সম্বোধন করিয়া বলিয়া দিতেছেন যে, হে আমার প্রিয় রসুল, তুমি অকৃতজ্ঞ ও অবিশ্বাসী মানব-জাতির কথা ও কার্য্যের প্রতি কিছুমাত্র লক্ষ্য না করিয়া আমাকেই শ্রেষ্ঠতম অনুগ্রহকারী প্রভু ও সহায় জ্ঞানে তোমার অনুসরণকারী বিশ্বাসী মোমেনদিগের জন্য আমারই নিকট ক্ষমা ও অনুগ্রহ প্রার্থনা কর। আমিই স্বীয় অনুগ্রহে তোমার সহিত তাহাদের মনস্কামনা পূর্ণ করিয়া দিব।

মদিনায় অবতীর্ণ	২৪। সুরা নুর—النور।	৬৪ আয়ত

সর্ব্বপ্রদাতা করুণাময় আল্লার নামে

بسم الله الرحمن الرحيم

১ম রুকু—ব্যভিচার ও অলীক অপবাদের শাস্তি সম্বন্ধীয় বিধান

১। এই সুরা—যাহা আমি অবতীর্ণ করিয়াছি এবং যাহা 'ফরজ' করিয়া দিয়াছি এবং আমি ইহাতে প্রকাশ্য নিদর্শনাবলী অবতীর্ণ করিয়াছি—যেন

١- سورة انزلنها وفرضنها وانزلنا فيها ايت بينت لعلكم تذكرون ○

শানে-নজুল—হজরত এব্‌ন-আব্বাস ও এব্‌ন-জোবায়ের হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, এই সুরা মদিনা শরিফে অবতীর্ণ হইয়াছিল। হজরত রসুলোল্লার প্রিয়তমা পত্নী—বিশ্ববিশ্রুত সতী-সাধ্বী বিবি আয়েশার উপর কতিপয় ক্ষীণ-বিশ্বাসী কপট কর্তৃক অলীক অপবাদ প্রদান উপলক্ষেই এই সুরার কিয়দংশ অবতীর্ণ হয়। হিজরী পঞ্চম বর্ষের শাবান মাসে হজরত রসুলোল্লাহ অবিশ্বাসী বনি-মোস্তালিক সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে এক অভিযান পরিচালন করিয়াছিলেন। উক্ত অভিযান হইতে প্রত্যাবর্ত্তিত হইবার একমাস পরেই যে এই সুরার কতকাংশ অবতীর্ণ হইয়াছিল, তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই। এই সমস্ত বিষয় এবং আলোচ্য সুরার পূর্ব্বাপর সামঞ্জস্য বিবেচনা করিয়া প্রসিদ্ধ তফ্‌সীরকারগণ সুরা নূরের সমস্ত অংশই হিজরী পঞ্চম বর্ষে অবতীর্ণ হইয়াছিল বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।—তঃ বহরুল মহীত।

নুর—জ্যোতি, আলোক। আলোচ্য সুরায় সত্যের জ্যোতি অর্থাৎ সত্যধর্ম্ম ইসলাম অর্থে-ই 'নূর' শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। সেই সঙ্গে আল্লাহতা'লা আরও বলিয়াছেন যে, এই সত্যের জ্যোতি দ্বারা কেবল পূর্ব্ব অথবা পশ্চিমই আলোকিত হইবে না; বরং এতদ্দ্বারা তিনি পৃথিবীতে যে সত্য-ধর্ম্মের স্বর্গীয় রাজ্য সুপ্রতিষ্ঠিত করিবেন, তাহার অনাবিল, শান্ত-স্নিগ্ধ, সমুজ্জল আলোকে সকল দিক এবং সমগ্র বিশ্ব-জগৎ আলোকিত ও উদ্ভাসিত হইবে।—আলোচ্য সুরার ৩৫ ও ৫৫ আয়ত দ্রষ্টব্য।

১। মানবের ধর্ম্ম-বিশ্বাস এবং ধর্ম্ম-কর্ম্ম ব্যতীত তাহাদের ইহ-পারলৌকিক কল্যাণ ও মুক্তির জন্য আরও কতকগুলি বিষয় প্রতিপালন করা একান্ত আবশ্যক। ঐ সমস্ত বিষয়ের মধ্যে নর-নারীর দেহ ও মনের পবিত্রতা অর্থাৎ চরিত্র ও সতীত্ব সংরক্ষণ সর্ব্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয়। কোন লোক বিশ্বাসী এবং ধর্ম্মপরায়ণ হইলেও, যদি তাহার নীতি ও চরিত্র বিনষ্ট হইয়া যায় এবং অনাচার ও ব্যভিচারের দ্বারা তাহার দেহ ও মন কলুষিত হইয়া পড়ে, তাহা হইলে উহার ফলে তাহার সমস্ত ধর্ম্ম-কর্ম্মই ব্যর্থতায় পর্য্যবসিত হইয়া ইহ-পরলোকে সে অসীম দুর্গতি ও লাঞ্ছনা ভোগ করিতে বাধ্য হইবে। তাই আল্লাহতা'লা এই সুরায় বিশেষভাবে ঐ সম্বন্ধীয় বিধি-নিষেধ অবতীর্ণ করিয়া নামাজ-রোজা প্রভৃতি ধর্ম্মকার্য্যের ন্যায় সমস্ত নর-নারীর জন্য উহা প্রতিপালন করা 'ফরজ' অর্থাৎ অপরিহার্য্য কর্ত্তব্যের অঙ্গীভূত করিয়া দিয়াছেন। আল্লাহতা'লা আরও বলিয়া দিতেছেন যে, অনাচার ও ব্যভিচারের অনিষ্টকারিতা ও কুফল হৃদয়ঙ্গম করিয়া যাহাতে প্রত্যেক নরনারী নিজ নিজ স্বভাব-চরিত্র সংরক্ষণ ও সংশোধন করিয়া সংযত ও সতর্ক হইতে পারে, তজ্জন্য আমি এই সুরায় স্পষ্টতর ভাষায় ঐ সম্বন্ধীয় নিদর্শনাবলী অর্থাৎ বিধি-নিষেধ ও শাস্তির বিষয় বিবৃত করিয়াছি।

২. اَلزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ ص وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِيْنِ اللّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ

তোমরা হৃদয়ঙ্গম কর। ২। ব্যভিচারিণী ও ব্যভিচারী—ইহাদের প্রত্যেককে এক শত বেত্রাঘাত কর; এবং আল্লার আদেশ সম্বন্ধে তাহাদের প্রতি যেন তোমাদের মমতা আকৃষ্ট না হয়—যদি তোমরা আল্লাহ্ ও পরকাল সম্বন্ধে বিশ্বাস করিয়া

ফলতঃ এই সুরায় স্পষ্টতরভাবে বিবৃত হইয়াছে যে, ধর্ম্ম-কর্ম্ম প্রতিপালনের ন্যায় পুরুষের চরিত্র এবং নারীর সতীত্ব রক্ষা করাও ফরজ অর্থাৎ অপরিহার্য্য কর্ত্তব্য। অন্যথা তাহাদিগকে লাঞ্ছিত ও বিড়ম্বিত হইয়া ইহ-পরলোকে অবশ্যই কঠোর শাস্তি ভোগ করিতে হইবে।

২। জেনা—ব্যভিচার। 'জানি' অর্থ ব্যভিচারী পুরুষ এবং 'জানিয়া' অর্থ ব্যভিচারিণী নারী। পুরুষ নিজের বিবাহিতা ধর্ম্মপত্নী অথবা বৈধ দাসী ব্যতীত অন্য স্ত্রীলোকের সহিত এবং স্ত্রীলোক নিজের স্বামী অথবা বৈধ প্রভু ব্যতীত অন্য পুরুষের সহিত স্বাভাবিকভাবে সহবাস করিলে শরিয়তের নির্দ্দেশ অনুসারে তাহাকেই 'জেনা' বা ব্যভিচার বলা হইয়া থাকে। অস্বাভাবিক অনাচার ও অপকার্য্য 'জেনা' বা শরিয়ত-নির্দ্ধারিত প্রকৃত ব্যভিচার বলিয়া গণ্য হইবে না। এইরূপ ব্যভিচারী পুরুষ ও ব্যভিচারিণী নারীর শাস্তি এই যে, তাহাদিগকে প্রকাশ্যভাবে একশত বেত্রাঘাত করিবে। এই শাস্তি 'হদ' নামে অভিহিত হইয়া থাকে এবং অস্বাভাবিক অনাচারের জন্য যে শাস্তি নির্দ্ধারিত আছে, তাহাকে 'তাজির' বলে। প্রকাশ্যভাবে শাস্তি প্রদানের উদ্দেশ্য এই যে, লোকে যেন উক্ত শাস্তি অবলোকন করিয়া জেনা বা ব্যভিচার সম্বন্ধে সংযত ও সতর্ক হইতে পারে। এতদ্‌সহ পবিত্র কোরানে আরও নির্দ্দেশিত হইয়াছে যে, ব্যভিচারী নর-নারীদিগকে শাস্তি দিবার সময়ে মায়া-মমতার বশীভূত হইয়া আল্লার নির্দ্ধারিত শাস্তি সম্বন্ধে কোনরূপ ব্যতিক্রম করা কখনই সিদ্ধ হইবে না।

হদ বা জেনার শাস্তি—জেনা বা ব্যভিচার সমস্ত সত্য-ধর্ম্মেই অতি ঘৃণিত মহাপাপ বলিয়া নিন্দিত হইয়াছে এবং উহার জন্য সমস্ত সত্যধর্ম্ম-প্রচারকই কঠোরতর চরম শাস্তির ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন। তবে কাল্পনিক ভ্রান্ত-ধর্ম্ম অথবা ভণ্ড ধর্ম্ম প্রচারকদিগের কথা অবশ্যই স্বতন্ত্র। হজরত মুসার প্রচারিত ধর্ম্মে শত বেত্রাঘাত এবং মৃত্যুদণ্ডই ব্যভিচারের সমুচিত শাস্তি বলিয়া নির্দ্দেশিত হইয়াছিল (তওরাত)। কিন্তু প্রচলিত ইঞ্জিল ও পৌরাণিক গ্রন্থ সমূহে ব্যভিচারের জন্য স্পষ্টতর কোন শাস্তির ব্যবস্থা নাই বলিয়াই বর্ত্তমান সভ্য সমুন্নত খ্রীষ্টান ও মোশরেক জগতে পর্দ্দাহীন, অসংযত, উদ্দাম নর-নারীদিগের মধ্যে অনাচার ও ব্যভিচার-রূপ মহাপাপের অদম্য স্রোত বহিয়া যাইতেছে। কিন্তু পবিত্রতম স্বর্গীয় ইসলাম জেনা ব্যভিচারকে যেরূপ ঘৃণিত মহাপাপ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন, মানব সমাজ হইতে উহার মূলোচ্ছেদ করিবার জন্যও সেইরূপ কঠোরতর চরম শাস্তির ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছেন। আলোচ্য আয়তে ব্যভিচারের শাস্তি সাধারণভাবে শত বেত্রাঘাত বলিয়া নির্দ্দেশিত হইলেও ক্ষেত্র এবং পাত্র-বিশেষ উহার সুসঙ্গত ব্যতিক্রমের ব্যবস্থা রহিয়াছে। শরিয়তের সুস্পষ্ট নির্দ্দেশ এই যে, অবিবাহিতা নর নারী ও যুবক যুবতীগণ ব্যভিচারে লিপ্ত হইলে তাহাদিগকে প্রকাশ্যভাবে শত বেত্রাঘাত করিতে হইবে; কিন্তু যদি বিবাহিতা নর-নারীগণ ব্যভিচারে লিপ্ত হয়, তবে তাহাদের শাস্তি এই যে, তাহাদিগকে "রজম" বা "ছঙ্গছার" অর্থাৎ ভূপ্রোথিত অবস্থায় প্রস্তরাঘাতে বিচূর্ণ করিয়া ফেলিবে! ইহা মৃত্যু-দণ্ডেরই প্রকারান্তর। এইরূপ দাস-দাসীদিগের জন্য শরিয়তে "আজাদ" বা স্বাধীন নর-নারীর অর্দ্ধ শাস্তি নির্দ্দেশিত হইয়াছে।—বোখারী, মোসলেম প্রভৃতি প্রসিদ্ধ হাদিস এবং ফেকাহ গ্রন্থ-সমূহের "কেতাবুল-হুদুদ" অর্থাৎ ব্যভিচারের শাস্তি সম্বন্ধীয় অধ্যায়-সমূহ দ্রষ্টব্য।

الْآخِرِ ۚ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ
مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ ۝ ٣- اَلزَّانِي
لَا يَنكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً ۚ
وَالزَّانِيَةُ لَا يَنكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ
مُشْرِكٌ ۚ وَحُرِّمَ ذَٰلِكَ عَلَى
الْمُؤْمِنِينَ ۝ ٤- وَالَّذِينَ يَرْمُونَ
الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ
شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً

থাক; এবং বিশ্বাসীগণের মধ্যে একদল যেন উভয়ের শাস্তি প্রত্যক্ষ করে।
৩। ব্যভিচারী অবশ্যই ব্যভিচারিণী অথবা অংশীবাদিনী ব্যতীত বিবাহ করিবে না, এবং ব্যভিচারিণী অবশ্যই ব্যভিচারী অথবা অংশীবাদী ব্যতীত বিবাহ করিবে না; এবং ইহা বিশ্বাসীগণের প্রতি অবৈধ করা হইয়াছে।
৪। এবং যাহারা সতী-সাধ্বীগণের প্রতি অপবাদ প্রদান করিয়া পরে চারিটী সাক্ষী আনয়ন না করে, তবে তাহাদিগকে আশী বেত্রাঘাত কর

জেনার স্বরূপ ও অনিষ্টকারিতা—স্বর্গীয় ইস্‌লামী শরীয়তে জেনা বা ব্যভিচার মানবের জন্য ঘোর অকল্যাণকর বলিয়া নির্দ্দেশিত হইয়াছে। হজরত রসুলোল্লাহ (সঃ) প্রকৃত জেনার ন্যায় পরপুরুষ ও পরনারীর মধ্যে পরস্পরকে কামভাবে স্পর্শ করা, পরস্পরের উদ্দেশ্যে কুকথা বলা এবং পরস্পরের সম্বন্ধে অন্তরে কুভাব পোষণ করাকে পর্য্যন্ত জেনা বা ব্যভিচারের পর্য্যায়ভুক্ত বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন এবং জেনার সংশ্রব ও সম্ভাবনা হইতে সন্তর্পণে দূরে থাকিতে দৃঢ়তার সহিত আদেশ করিয়া গিয়াছেন। তফ্‌সীরকার ও আলেমগণ আরও নির্দ্দেশ করিয়াছেন যে, এই মহাপাপ ব্যভিচারের জন্যই মানব-সমাজের উপর কলেরা, বসন্ত, প্লেগ প্রভৃতি মহামারী উপস্থিত হয় এবং এই মহাপাপের জন্যই অনাবৃষ্টি, অজন্মা, দুর্ভিক্ষ, প্লাবন, ভূমিকম্প ও অগ্নুৎপাত প্রভৃতি প্রাকৃতিক বিপদ-সমূহ উপস্থিত হইয়া মানব-জাতি নানারূপে বিড়ম্বিত ও দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইয়া থাকে।—তঃ হক্কানী।

৩। ব্যভিচারী পুরুষ ও ব্যভিচারিণী নারী মানব-সমাজের মধ্যে কিরূপ অধঃপতিত ও নিকৃষ্ট শ্রেণীর ঘৃণিত জীব, এই আয়তে বিশেষভাবে তাহাই বর্ণিত হইয়াছে। আয়তের মর্ম্ম এই যে, ব্যভিচারী পুরুষ ধর্ম্ম-বিশ্বাস বা ধর্ম্মে-কর্ম্মে মুসলমান হইলেও সে তদনুরূপ ব্যভিচারিণী অথবা অংশীবাদিনী, অপবিত্রা, অ-মুসলমান নারী ব্যতীত কোন সতী-সাধ্বী মুসলমান রমনীকে এবং কোন ব্যভিচারিণী নারী ধর্ম্মে কর্ম্মে মুসলমান হইলেও সে তদনুরোপ ব্যভিচারী অথবা অংশীবাদী, অপবিত্র ও অ-মুসলমান পুরুষ ব্যতীত কোন সচ্চরিত্র মুসলমান পুরুষকে বিবাহ করিতে পারিবে না। ইহা তাহাদের জন্য সম্পূর্ণ অবৈধ করা হইয়াছে। নর নারীর ধর্ম্মনীতি, স্বভাব-চরিত্র এবং সতীত্ব ও পবিত্র-তার সম্মান ও মর্য্যাদা রক্ষার জন্য এরূপ যুক্তিপূর্ণ স্বাভাবিক ও সুন্দর বিধান আর কি হইতে পারে?

৪। পবিত্র ইসলাম নারী-জাতিকে কিরূপ উচ্চতম সম্মান ও মর্য্যাদার আসন প্রদান করিয়াছে এবং মুসলমানেরা নারীর সতীত্ব ও পবিত্রতাকে কিরূপ ভক্তি ও সম্মানের চোখে দেখেন, এই আয়ত তাহার উৎকৃষ্টতর নিদর্শন। ইসলামী শিক্ষা ও আদর্শের সহিত অন্য কোন ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ের শিক্ষা ও আদর্শের কোনরূপ তুলনাই হইতে পারে না। স্ত্রীজাতির অযথা নিন্দা, গ্লানি ও দুর্ণাম প্রচার করিয়া তাহাদের প্রতি সত্য-মিথ্যা অপবাদ প্রদান করিবার একটা হীন প্রবৃত্তি সভ্য অসভ্য, শিক্ষিত-অশিক্ষিত সকল জাতির মধ্যেই পরিদৃষ্ট হয়। এ সম্বন্ধে নর ও নারী উভয় জাতিই তুল্যরূপে

وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا ج
وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ۙ
٥- إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ
ذَٰلِكَ وَأَصْلَحُوا ج فَإِنَّ اللَّهَ
غَفُورٌ رَحِيمٌ ۝ ٦- وَالَّذِينَ يَرْمُونَ
أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ
إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ
شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ ۙ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ ۝
٧- وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ اللَّهِ

এবং কথনই তাহাদের সাক্ষ্য গ্রহণ করিও না এবং ইহারাই দুষ্কার্য্যকারী।
৫। কিন্তু যাহারা ইহার পরে ক্ষমা প্রার্থনা করে ও সংশোধিত হয়, তবে নিশ্চয় আল্লাহ ক্ষমাশীল করুণাময়।
৬। এবং যাহারা স্বীয় সহধর্ম্মিণীগণের প্রতি অপবাদ প্রদান করে এবং তাহারা নিজেরা ব্যতীত তাহাদের জন্য অন্য সাক্ষী সমূহ না থাকে, তবে তাহাদের একজন আল্লাহ্‌কে সাক্ষী করিয়া চারি বার সাক্ষ্য প্রদান করিবে যে, নিশ্চয়ই সে সত্যবাদীগণের অন্তর্গত;
৭। এবং পঞ্চমবার বলিবে যে, যদি সে অসত্যবাদী হয় তবে

দায়ী। এ সম্বন্ধে পূর্ব্ববর্ত্তী বিবরণ সমূহ এবং অশিক্ষিত সাধারণ সমাজের কথা ছাড়িয়া দিলেও আধুনিক শিক্ষালোকপ্রাপ্ত, সভ্য-সমুন্নত ইউরোপীয়, আমেরিকান ও ভারতীয় উচ্চশ্রেণীর লেখক-লেখিকাগণের গ্রন্থাবলীই মানবের ঐ হীন-প্রবৃত্তির প্রকৃষ্টতর প্রমাণ বলিয়া উল্লেখ করা যাইতে পারে। স্বর্গীয় ইসলাম মানবের ঐ হীন-প্রবৃত্তি সমূলে বিনাশ করিবার জন্য বিধান করিয়াছে যে, যাহারা চারিটি বিশ্বস্ত সাক্ষীর সহিত স্বয়ং স্বচক্ষে দর্শন না করিয়া কোন সতী-সাধ্বী রমণীর প্রতি অলীক অপবাদ প্রদান করিবে—তাহাদের শাস্তি এই যে, তাহাদিগকে আশী বেত্রাঘাত করিতে হইবে। স্ত্রীজাতির সম্মান ও মর্য্যাদা রক্ষা করিবার অনুকূলে পবিত্র ইসলামে এই যে সুন্দর কার্য্যকরী বিধান প্রবর্ত্তিত হইয়াছে, জগতে ইহার তুলনা নাই।

আলোচ্য আয়তের মর্ম্মে স্পষ্টই অনুমিত হয় যে, মুসলমান ও অ-মুসলমান, কুমারী ও বিবাহিতা এবং স্বাধীনা বা দাসী নির্ব্বিশেষে যে কোন অপাপবিদ্ধা, সতী সাধ্বী রমণীর প্রতি ব্যভিচারের অলীক অপবাদ প্রদান করিলেই অপবাদ প্রদানকারীকে ঐরূপ কঠোর শাস্তি প্রদান করিতে হইবে। কারণ স্বর্গীয় ইসলামের শিক্ষানুযায়ী প্রত্যেক সচ্চরিত্র সতী-সাধ্বী নারীই সম্মান ও মর্য্যাদার পাত্র এবং নারী মাত্রেরই সম্মান ও সতীত্ব মুসলমানের নিকট সযত্নে সংরক্ষণীয়। তবে কোন কোন আলেম, তফ্‌সীরকার ও ফকিহ নির্দ্দেশ করিয়াছেন যে, স্বাধীনা ও মুসলমান সতী-সাধ্বী রমণীর প্রতি ব্যভিচারের অযথা অপবাদ প্রদান করিলেই তাহাকে উপরোক্ত 'হদ' অর্থাৎ চরমশাস্তি—আশী বেত্রাঘাত করিতে হইবে। কিন্তু অ মুসলমান ও বেপর্দ্দা সতী নারীর প্রতি ব্যভিচারের মিথ্যা দোষারোপ করিলে তাহার জন্য 'তাজির' অর্থাৎ তদ্রূপ লঘু শাস্তির ব্যবস্থা করিতে হইবে।

৫। এই আয়তে ব্যভিচারী ও ব্যভিচারিণীদের পক্ষে ক্ষমাপ্রার্থনা করিয়া সংশোধিত হইবার প্রসঙ্গ বর্ণিত হইয়াছে। আয়তের মর্ম্ম এই যে, কেহ ব্যভিচার-রূপ মহাপাপে লিপ্ত হইয়াও যদি অনুতাপের সহিত ক্ষমাপ্রার্থনা করিয়া সংশোধিত হয়, তবে আশা করা যায় যে, ক্ষমাশীল ও করুণাময় আল্লাহতা'লা তাহাদের অপরাধ মার্জ্জনা করিয়া দিবেন।

৬—৯। এই চারিটী আয়তে "লেয়ান" বা স্বামী স্ত্রীর মধ্যে ব্যভিচার বিষয়ক অপবাদ প্রদান এবং তজ্জনিত সাক্ষ্য-গ্রহণ প্রণালী, শপথ ও শাস্তির প্রসঙ্গ বর্ণিত হইয়াছে। যদি স্বামী স্বীয় স্ত্রীর

তৎপ্রতি আল্লার অভিসম্পাত হউক।
৮। এবং নারী হইতেও শাস্তি বিদূরীত হইবে—যদি সে আল্লাহ্‌কে সাক্ষী করিয়া চারি বার সাক্ষ্য প্রদান করে যে, নিশ্চয়ই সেই পুরুষ অসত্যবাদীগণের অন্তর্গত;
৯। এবং পঞ্চমবার বলিবে যে, যদি সে সত্যবাদীগণের অন্তর্গত হয়, তবে ঐ নারীর প্রতিই আল্লার অভিসম্পাত হউক।
১০। এবং আল্লার অনুগ্রহ ও তদীয় করুণা তোমাদের প্রতি না হইত—যেহেতু নিশ্চয় আল্লাহ ক্ষমাশীল বিজ্ঞানময়।

عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكٰذِبِيْنَ ○
٨- وَيَدْرَؤُا عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ
تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهٰدٰتٍ بِاللّٰهِ ۙ إِنَّهُ
لَمِنَ الْكٰذِبِيْنَ ○ ٩- وَالْخَامِسَةَ
أَنَّ غَضَبَ اللّٰهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ
مِنَ الصّٰدِقِيْنَ ○ ١٠- وَلَوْلَا
فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللّٰهَ
تَوَّابٌ حَكِيْمٌ ○

প্রতি ব্যভিচারের অপবাদ প্রদান করে এবং তাহারা নিজেরা ভিন্ন ঐ দুষ্কার্য্যের আর কোন সাক্ষী না থাকে অর্থাৎ স্বামী পূর্ব্ব নির্দ্ধারণ অনুযায়ী ব্যভিচারের প্রমাণ স্বরূপ চারিটী সাক্ষী আনয়ন করিতে অসমর্থ হয়, তবে সেই স্বামী চারিবার আল্লার শপথ করিয়া সাক্ষ্য প্রদান করিবে যে, সে যাহা বলিতেছে তাহা সত্য। অনন্তর উক্ত স্বামী পঞ্চমবার বলিবে যে, যদি তাহার কথা মিথ্যা হয়, তবে তৎপ্রতি আল্লাহতা'লার অভিসম্পাত পতিত হউক। এ অবস্থায় পূর্ব্ব-নির্দ্ধারণ অনুযায়ী স্বীয় স্ত্রীর ব্যভিচারের প্রমাণ স্বরূপ চারিটী সাক্ষী উপস্থিত করিতে না পারিলেও স্বামীর প্রতি ব্যভিচারের অপবাদ প্রদানজনিত শাস্তি (৮০ বেত্রাঘাত) প্রদত্ত হইবে না! কারণ স্বামীর পক্ষে স্বীয় স্ত্রীর বিরুদ্ধে ব্যভিচারের মিথ্যা অপবাদ প্রদান করা সাধারণতঃ অস্বাভাবিক ও অসম্ভব বিধায় ঐরূপ ক্ষেত্রে স্বামীর জন্য এই বিশেষ বিধি নির্দ্দেশিত হইয়াছে। অনন্তর স্বামী ঐরূপ শপথ করিলে স্ত্রী যদি ব্যভিচারের অপবাদ অস্বীকার না করে অথবা উহা স্বীকার করিয়া লয়, তবে পূর্ব্ব নির্দ্ধারণ অনুসারে উক্ত স্ত্রীলোককে ব্যভিচারের চরম শাস্তি প্রদান করিয়া "ছঙ্গছার" অর্থাৎ প্রস্তরাঘাতে বিচূর্ণ করিয়া ফেলিতে হইবে। কিন্তু স্ত্রী যদি উহা অস্বীকার করে এবং চারিবার আল্লার শপথ করিয়া বলে যে, তাহার স্বামী যাহা বলিতেছে, তাহা মিথ্যা এবং পঞ্চম বারে বলে যে, যদি তাহার স্বামীর কথা সত্য হয় তবে তৎপ্রতি আল্লার অভিসম্পাত নিপতিত হউক; এ অবস্থায় ব্যভিচারের শাস্তি হইতে সেও পরিত্রাণ পাইবে।

শরিয়তের উপরোক্ত শপথকে 'লেয়ান' বলা হয়। পরস্পরের ঐরূপ শপথের পর স্বামী-স্ত্রীর বিবাহ-বন্ধন ছিন্ন এবং স্ত্রী পরিত্যক্ত হইয়া যায় এবং ভবিষ্যতেও আর কখনও তাহাদের পক্ষে পরস্পর বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া সিদ্ধ হইবে না।—তঃ হক্কানী।

১০। মহাপাপ ব্যভিচার ও তাহার শাস্তি, সতী-সাধ্বী রমণীর প্রতি ব্যভিচারের অযথা অপবাদ প্রদান এবং ব্যভিচার সম্বন্ধে মিথ্যা সাক্ষ্য ও মিথ্যা শপথের প্রসঙ্গ শেষ করতঃ আল্লাহতা'লা এই আয়তে মানব জাতিকে ঐ সম্বন্ধে বিশেষরূপে সতর্ক করিয়া দিতেছেন। আয়তের মর্ম্ম এই যে, সাবধান! তোমরা কখনও ঐ সকল দুষ্কার্য্যে লিপ্ত হইও না। ঐ সঙ্গে তিনি আরও বলিয়া দিতেছেন যে, যদি মানব-জাতির প্রতি ক্ষমাশীল ও করুণাময় আল্লাহতা'লার বিশেষ অনুগ্রহ ও দয়া না থাকিত, তবে ঐ সকল দুষ্কার্য্যের জন্য তাহাদের মহা অমঙ্গল সাধিত হইত এবং আল্লাহতা'লার কোপে তাহারা ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়া যাইত।

২য় রুকু—হজরত আয়েশার প্রতি অলীক অপবাদ প্রদানের প্রসঙ্গ

১১। নিশ্চয় যাহারা এই অলীক অপবাদ-ঝঞ্ঝা আনয়ন করিয়াছে তাহারা তোমাদেরই অন্তর্গত একদল; তোমরা উহাকে নিজেদের জন্য অনিষ্টকর ধারণা করিও না, বরং উহা তোমাদের জন্য কল্যাণকর; তাহাদের অন্তর্গত প্রত্যেক লোক পাপ হইতে যাহা অর্জ্জন করিয়াছে, তাহা তাহাদেরই জন্য; এবং যে ইহার গুরুত্ব গ্রহণ করিয়াছে তাহার জন্য

١١- إِنَّ الَّذِينَ جَاءُو بِالْإِفْكِ
عُصْبَةٌ مِّنْكُمْ ط لَا تَحْسَبُوهُ شَرًّا لَّكُمْ ط
بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ط لِكُلِّ امْرِئٍ
مِّنْهُمْ مَّا اكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ ج
وَالَّذِي تَوَلَّى كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ

১১। সমস্ত তফ্‌সীরকার ও হাদিস-তত্ত্ববিদ মহাপণ্ডিতগণের সমবেত সিদ্ধান্ত এই যে, হজরত রসুলোল্লার প্রিয়তমা পত্নী—মোসলেম-জননী বিবি আয়েশা সিদ্দিকার (রাঃ) প্রতি অলীক অপবাদ প্রদান উপলক্ষেই এই আয়ত এবং পরবর্ত্তী আয়ত-সমূহ অবতীর্ণ হইয়াছিল। হজরত রসুলোল্লাহ হিজরী পঞ্চম বর্ষে অবিশ্বাসী বনি-মোস্তালিক সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে এক অভিযান পরিচালন করিয়াছিলেন। উক্ত অভিযানে সতীকুলরাণী বিবি আয়েশা হজরত রসুলোল্লার সঙ্গিনী ছিলেন। ঐ অভিযান হইতে প্রত্যাবর্ত্তিত হইবার সময়ে মদিনা হইতে অনতিদূরে হজরত সদলবলে এক রজনী অতিবাহিত করিয়াছিলেন; অনন্তর শেষরাত্রে যখন উক্ত কাফেলা যাত্রা করে, সেই সময়ে জননী আয়েশা নিজের ব্যক্তিগত প্রয়োজনে বাহিরে গিয়াছিলেন। তথা হইতে প্রত্যাবর্ত্তিত হইয়া তিনি দেখিতে পান যে, তাঁহার গলার হার নাই। সম্ভবতঃ উহা পথে পড়িয়া গিয়াছে মনে করিয়া তিনি পুনরায় সেই দিকে গমন করেন। এদিকে বিবি আয়েশার উষ্ট্রচালক—জননী আয়েশা উষ্ট্রোপরি হাওদার মধ্যে আছেন মনে করিয়া উষ্ট্র সহ যথারীতি কাফেলার সহিত চলিয়া যায়। অনন্তর বিবি আয়েশা উক্ত স্থানে উপস্থিত হইয়া দেখিতে পান যে, কাফেলা চলিয়া গিয়াছে এবং উষ্ট্রও সেখানে নাই; তখন তিনি একান্ত বিষণ্ণচিত্তে এই মনে করিয়া সেইস্থানে বসিয়া পড়েন যে, তাঁহার অনুপস্থিতি জানিতে পারিলেই তাঁহাকে খুঁজিবার জন্য হজরত লোক পাঠাইয়া দিবেন। ইতিমধ্যে রজনী প্রভাত হইয়া যায় এবং কাফেলার পশ্চাদগামী সাফওয়ান সেইস্থানে আসিয়া উপস্থিত হন। তিনি জননী আয়েশাকে চিনিতে পারিয়া তাঁহাকে স্বীয় উষ্ট্রোপরি আরোহণ করাইয়া মদিনায় হজরতের নিকট পৌঁছাইয়া দেন।—সহি বোখারী ও মোস্‌লেম।

উক্ত ঘটনা উপলক্ষ করিয়া কপট-বিশ্বাসী আবদুল্লাহ বিন্ ওবায় প্রমুখ মোনাফেকবৃন্দ পরম পবিত্রা সতী-সাধ্বী জননী আয়েশার প্রতি অলীক অপবাদ প্রদান করিয়া লোক-সমাজে তাঁহার অযথা নিন্দা-গ্লানি ও দুর্ণাম প্রচারে প্রবৃত্ত হয় এবং কতিপয় ক্ষীণ-বিশ্বাসী নির্ব্বোধ মুসলমান নর নারীও ঐ ব্যাপারে তাহাদের সহিত যোগদান করে। হজরত রসুলোল্লাহ ঐ অপবাদ শ্রবণে প্রিয়পত্নী বিবি আয়েশার প্রতি অসন্তুষ্ট হইয়া তদীয় তত্ত্বাবধান—এমন কি, তাঁহার সহিত বাক্যালাপ পর্য্যন্ত বন্ধ করিয়া দেন! বিবি আয়েশা প্রথমতঃ এই ব্যাপার কিছুই বুঝিতে পারেন নাই। সুতরাং হজরত রসুলোল্লার এই বিসদৃশ্য ব্যবহারের কোনরূপ অর্থ বুঝিতে না পারিয়া তিনি দিনে দিনে বিষণ্ণ ও মলিন হইয়া যাইতেছিলেন। তিনি রসুলোল্লার নিকট এ সম্বন্ধে সাহস করিয়া কোন কথা জিজ্ঞাসাও করিতে পারিতেছিলেন না। অনন্তর তাঁহার হিতৈষী জনৈক স্ত্রীলোকের মুখে যখন তিনি প্রকৃত ব্যাপার অবগত হইলেন, তখন ক্ষোভ- দুঃখ, লজ্জা ও মর্ম্মবেদনায় একেবারে অধীর হইয়া পড়িলেন। কিন্তু অসাধারণ ধীশক্তি-সম্পন্না ও বুদ্ধীমতী বিবি আয়েশা বুঝিতে পারিলেন যে, করুণাময় আল্লাহতা'লা অনুগ্রহ না করিলে এই ভয়াবহ বিপদ ও অলীক অপবাদ

গুরুতর শাস্তি রহিয়াছে। ১২। এবং যখন তোমরা ইহা শুনিয়াছিলে, তখন বিশ্বাসী ও বিশ্বাসিনীগণ কেন উহা তাহাদের জন্য উত্তম ধারণা করে নাই	عَذَابٌ عَظِيمٌ ۝ ١٢- لَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنٰتُ بِأَنْفُسِهِمْ خَيْرًا

হইতে উদ্ধারের আর কোনই উপায় নাই। তাই তিনি অন্তর্য্যামী আল্লার নিকট নিজের সমস্ত মর্ম্মবেদনা নিবেদন করিয়া হজরত রসুলোল্লার অনুমতি গ্রহণ পূর্ব্বক পিত্রালয়ে গমন করিলেন এবং তথায় তিনি পানাহার একরূপ পরিত্যাগ করিয়া দিবানিশি অবিরত অশ্রুপাত ও ক্রন্দন করিতে করিতে একান্ত কাতর অবস্থায় একেবারে শয্যাশায়িনী হইয়া পড়িলেন। অনন্তর অপাপবিদ্ধা বিবি আয়েশার প্রতি করুণাময় আল্লার অনুগ্রহ-ধারা নামিয়া আসিল; উক্ত ঘটনার একমাস পরে জননী আয়েশার সতীত্ব ও পবিত্রতা সম্বন্ধে আলোচ্য আয়ত সমূহ অবতীর্ণ হইল এবং বিশ্ববিশ্রুত বিবি মরিয়মের সহিত মহাগ্রন্থ কোরান শরীফেই মোস্‌লেম-জননী আয়েশার সতীত্ব ও পবিত্রতার সমুজ্জ্বল নিদর্শন চিরদিনের জন্য অবিস্মরণীয়ভাবে অঙ্কিত হইয়া গেল। হজরত রসুলোল্লাহ উক্ত আরতমলা সহ স্বয়ং বিবি আয়েশার নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে ঐ স্বর্গীয় সুসংবাদ জ্ঞাপন করিলেন এবং বিবি আয়েশাও জগন্মান্য স্বামীর পূর্ব্ব অনুগ্রহের অধিকারিণী হইয়া আপনাকে ধন্য মনে করতঃ আল্লার প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা নিবেদন করিলেন।

আলোচ্য আয়তে আল্লাহতা'লা প্রথমেই বিশ্বাসী মুসলমানদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন যে, যাহারা তোমাদের মহামান্য নবীর প্রিয়তমা পত্নীর অনাবিল চরিত্র সম্বন্ধে এই অলীক অপবাদ-ঝঞ্ঝা সৃষ্টি করিয়াছে, তাহারা তোমাদেরই অন্তর্গত একদল; উহারা কপট-বিশ্বাসী মোনাফেক ও ক্ষীণ বিশ্বাসী বেঈমান মাত্র। কিন্তু তোমরা এই অলীক অপবাদকে নিজেদের জন্য নিন্দনীয় অথবা অকল্যাণকর ধারণা করিয়া ক্ষুণ্ণ ও বিষণ্ণ হইও না; বরং তোমরা ইহা নিজেদের জন্য কল্যাণকর মনে করিও। কারণ অবিশ্বাসী ও অসত্যবাদী কপটদিগের এই দুষ্কার্য্যের ফলেই আমি তোমাদের জন্য এরূপ বিধি-নিষেধ অবতীর্ণ করিয়াছি যে, উহার প্রভাবে নিষ্পাপ ও নিরপরাধ রমণীদিগের প্রতি ঐরূপ অলীক অপবাদ প্রচারের পথ চিরদিনের জন্য রুদ্ধ হইয়া যাইবে এবং কেহই আর ঐ অশ্লীল দুষ্কার্য্য বা অলীক অপবাদ প্রচার করিতে সাহসী হইবে না। পক্ষান্তরে যাহারা দুষ্প্রবৃত্তির বশীভূত হইয়া বর্ত্তমান ঘটনার গুরুতর দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছে, তাহাদিগকে ইহ-পরলোকে অবশ্যই অতি কঠোর শাস্তি গ্রহণ করিতে হইবে। তাহারা কিছুতেই উহা হইতে পরিত্রাণ পাইবে না।

১২। অনন্তর আল্লাহতা'লা—যে সকল মুসলমান নর-নারী ঐ অলীক অপবাদ শ্রবণ পূর্ব্বক প্রকাশ্য ভাবে উহা প্রত্যাখান না করিয়া অন্তরে দ্বিধা পোষণ অথবা মৌনতা অবলম্বন করিয়াছিল, তাহাদিগকে তীব্র ভাষায় তিরস্কার করিয়া বলিতেছেন যে, আমার যে প্রিয়তম রসুলকে আমি সমগ্র বিশ্বজগতের উপর গৌরব ও মর্য্যাদার সর্ব্বোচ্চ আসন প্রদান করিয়াছি এবং যাহাকে আমি সমস্ত আবিলতা হইতে মুক্ত করিয়া সর্ব্বগুণ-গরিমা ও স্বর্গীয় পবিত্রতার আধার-রূপে সৃষ্টি করিয়াছি, আমার সেই প্রিয়তম রসুলের প্রিয়তমা পত্নী অসৎকার্য্যে লিপ্ত অথবা কলুষিত হইবে—মুসলমান নর-নারীগণ এরূপ অসঙ্গত, অস্বাভাবিক ও অসম্ভব কথা শুনিয়া—মোস্‌লেমোচিত উত্তম ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া তৎক্ষণাৎ কেন বলে নাই যে, ইহা ভিত্তিহীন ও মিথ্যা অলীক অপবাদ মাত্র? এতদ্দ্বারা অনুমিত হয় যে, যে সকল মুসলমান নর-নারী ঐ অলীক অপবাদ শ্রবণে উহা প্রকাশ্যভাবে প্রত্যাখ্যান না করিয়া নীরবতা অবলম্বন অথবা অন্তরে দ্বিধা ও সন্দেহ পোষণ করিয়াছিল, তাহাদিগকেও ইহার জন্য আল্লাহ-রসুলের অসন্তুষ্টিভাজন হইতে হইয়াছিল—পরবর্ত্তী ১৬ আয়তের তফ্‌সীর দ্রষ্টব্য।

وَقَالُوا هَٰذَا إِفْكٌ مُّبِينٌ ۝ ١٣- لَوْلَا
جَاءُوا عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ ۚ فَإِذْ
لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ فَأُولَٰئِكَ عِندَ اللَّهِ
هُمُ الْكَاذِبُونَ ۝ ١٤- وَلَوْلَا فَضْلُ
اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ فِي الدُّنْيَا
وَالْآخِرَةِ لَمَسَّكُمْ فِي مَا أَفَضْتُمْ فِيهِ
عَذَابٌ عَظِيمٌ ۝ ١٥- إِذْ تَلَقَّوْنَهُ
بِأَلْسِنَتِكُمْ وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُم
مَّا لَيْسَ لَكُم بِهِ عِلْمٌ وَتَحْسَبُونَهُ
هَيِّنًا ۖ وَهُوَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمٌ ۝

এবং বলে নাই যে, ইহা স্পষ্টতর অপবাদ ?
১৩। এতদ্বিষয়ে কেন তাহারা
চারিটী সাক্ষী আনয়ন করে নাই ?
অতঃপর যখন তাহারা সাক্ষী-সমূহ
আনয়ন করে নাই, তখন তাহারাই
আল্লার সমক্ষে অসত্যবাদী। ১৪। এবং
যদি পার্থিব জীবনে ও পরলোকে
তোমাদের উপর আল্লার অনুগ্রহ ও তদীয়
করুণা না হইত, তবে নিশ্চয় তোমরা
যদ্বিষয়ে আলোচনা করিতেছিলে, তজ্জন্য
তোমাদিগকে গুরুতর শাস্তি স্পর্শ করিত।
১৫। যখন তোমরা স্ব স্ব রসনা-সমূহ
দ্বারা উহা গ্রহণ করিয়াছিলে এবং যদ্বিষয়ে
তোমাদের কোনই জ্ঞান নাই—তাহাই
তোমরা স্বীয় মুখ সমূহের দ্বারা বলিতে
ছিলে এবং তোমরা উহাকে সহজ ব্যাপার
ধারণা করিয়াছিলে, কিন্তু আল্লার নিকট

১৩। অতঃপর যাহারা জননী আয়েশা সম্বন্ধে ঐ অলীক অপবাদ সৃষ্টি করিয়াছিল, তাহাদের সম্বন্ধে আল্লাহতা'লা বলিতেছেন যে, তাহারা এইরূপ অলীক অপবাদ প্রচার করিয়া শরীয়তের নির্দ্দেশ অনুযায়ী উহার প্রমাণ স্বরূপ কেন চারিটী সাক্ষী আনয়ন করে নাই ? যখন তাহারা সাক্ষী প্রদান করিতে পারে নাই, তখন তাহাদিগকে এই দুষ্কার্য্যের জন্য অলীক অপবাদ প্রচারের শাস্তি ভোগ করিতে হইবে।

বিশ্বস্ত হাদিস ও তফ্সীর সমূহে লিখিত আছে যে, আবদুল্লাহ বিন্ ওবায়, হাসান বিন্ সাবেত ও কোন কোন কোরেশী নারী—যাহারা এই অলীক অপবাদ সৃষ্টি করিয়াছিল, উক্ত আয়ত অনুযায়ী তাহাদের কতিপয় নর-নারীকে যথারীতি শাস্তি প্রদান করা হইয়াছিল ; আর যাহারা শরীয়ত নির্দ্ধারিত শাস্তি ভোগ করে নাই, তন্মধ্যে হাসান ইহ-জীবনেই অন্ধ হইয়া গিয়াছিল এবং অবশিষ্ট সকলেই নানারূপ দুঃখ-দুর্গতি ভোগ করিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিল।—সহি বোখারী।

১৪—১৫। অনন্তর যাহারা সত্য-মিথ্যা বা দ্বিধা সন্দেহ প্রভৃতি কোনরূপ ধারণা না করিয়াও ঐ অলীক অপবাদের আলোচনা বা চর্চ্চা করিত, এই দুইটী আয়তে তাহাদিগকেও তিরস্কার করতঃ সতর্ক করিয়া দেওয়া হইয়াছে। আল্লাহতা'লা বলিতেছেন যে, আমার প্রিয় নবীর প্রিয়তমা পত্নীর সম্বন্ধে যে বিষয়ে তোমাদের কোনই জ্ঞান নাই, তোমরা নিতান্ত সহজ ব্যাপার জ্ঞানে তাহারই চর্চ্চা ও আলোচনা করিতেছ! কিন্তু তোমরা জানিয়া রাখ যে, আমার নিকট উহা অতি গুরুতর অপরাধ এবং স্বীয় রসনা দ্বারা ঐরূপ কথা উচ্চারণ করাও তোমাদের জন্য মহাপাপ। ফলতঃ তোমরা এই অলীক বিষয়ের আলোচনা ও চর্চ্চা করিয়া এরূপ গুরুতর অপরাধ করিতেছ যে, যদি মানব জাতির প্রতি আমার বিশেষ অনুগ্রহ ও করুণা না থাকিত, তবে এই গুরুতর অপরাধের জন্য তোমাদের উপর অতি ভয়ঙ্কর শাস্তি অবতীর্ণ হওয়াও অসম্ভব ছিল না। এতদ্দারা

١٦- وَلَوْلَآ اِذْ سَمِعْتُمُوْهُ قُلْتُمْ
مَّا يَكُوْنُ لَنَآ اَنْ نَّتَكَلَّمَ بِهٰذَا
سُبْحٰنَكَ هٰذَا بُهْتَانٌ عَظِيْمٌ ○
١٧- يَعِظُكُمُ اللّٰهُ اَنْ تَعُوْدُوْا لِمِثْلِهٖٓ
اَبَدًا اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ○ ١٨- وَ
يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمُ الْاٰيٰتِ ۭ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ
حَكِيْمٌ ○ ١٩- اِنَّ الَّذِيْنَ يُحِبُّوْنَ
اَنْ تَشِيْعَ الْفَاحِشَةُ فِى الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا
لَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ۙ فِى الدُّنْيَا
وَالْاٰخِرَةِ ۭ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ وَاَنْتُمْ

উহা অতীব গুরুতর। ১৬। এবং যখন তোমরা উহা শ্রবণ করিয়াছিলে, তখন কেন বল নাই যে, এরূপ কথা বলা আমাদের উচিত নহে? পবিত্রতা তোমারই—ইহা ত গুরুতর অপবাদ। ১৭। আল্লাহ তোমাদিগকে উপদেশ দিতেছেন যে, তোমরা আর কখনও এরূপ কার্য্য করিও না—যদি তোমরা বিশ্বাসী হও। ১৮। এবং আল্লাহ তোমাদের জন্য নিদর্শনাবলী সুবিবৃত করিতেছেন এবং আল্লাহ মহাজ্ঞানী বিজ্ঞানময়। ১৯। নিশ্চয় যাহারা ভাল-মনে করে যে, বিশ্বাসীগণের মধ্যে অশ্লীলতা প্রচারিত হয়, তাহাদেরই জন্য ইহলোক ও পরলোকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি রহিয়াছে, এবং আল্লাহ ইহা সম্যক পরিজ্ঞাত আছেন এবং তোমরা অবগত

স্পষ্টতর প্রমাণিত হইতেছে যে, নিতান্ত নির্লিপ্ত ভাবে ঐ অলীক অপবাদের চর্চ্চা অথবা আলোচনা করাও অতি গুরুতর অপরাধ।

১৬। অবশেষে যাহারা ঐ অলীক অপবাদ শ্রবণ করিয়া সঙ্গে-সঙ্গেই উহারা প্রতিবাদ করে নাই এবং বলে নাই যে, আমাদের পক্ষে আল্লার রসুলের সহধর্ম্মিণীর সম্বন্ধে এরূপ কথা বলা কখনই উচিত নহে এবং কথা বলা অতি গুরুতর অপরাধ, এই আয়তে তাহাদিগকেও সতর্ক করিয়া দেওয়া হইয়াছে। এতদ্দ্বারা অনুমিত হয় যে, ঐ অলীক অপবাদ শুনিয়া উহারা প্রতিবাদ না করিলেও আল্লাহ-রসুলের নিকট অপরাধী হইতে হইবে।

১৭—১৮। আল্লাহতা'লা আলোচ্য রুকুতে জননী আয়েশার প্রতি অলীক অপবাদের প্রসঙ্গের উল্লেখ করিয়া প্রথমতঃ উহার গুরুত্ব এবং অপবাদকারীদের শাস্তির বিষয় বর্ণনা করিয়াছেন। অনন্তর উক্ত অপবাদ প্রচারের সাহায্যকারী, উহা শ্রবণের পর মৌনতাবলম্বনকারী এবং উহার চর্চ্চা ও আলোচনাকারীদিগকে এবং যাহারা উহা শ্রবণের পর উহার প্রতিবাদ করে নাই, তাহাদিগকে পর্য্যায়ক্রমে তিরস্কার করে ও সতর্ক করিয়া দিয়া এই আয়ত-দ্বয়ে বলিয়া দিতেছেন যে যদি তোমরা বিশ্বাসী মুসলমান হও, তবে আর কখনও এরূপ দুষ্কার্য্য করিও না এবং কদাপি অবিশ্বাসী কপটদিগের ন্যায় এরূপ হীন প্রবৃত্তির পরিচয় দিও না। তোমাদের জন্য মহাজ্ঞানী বিজ্ঞানময় আল্লাহতা'লাই এই নিদর্শনাবলীপূর্ণ প্রত্যাদেশ অবতীর্ণ করিয়া তোমাদিগকে সংযত ও সতর্ক হইবার জন্য উপদেশ প্রদান করিতেছেন।

১৯—২০। এই দুইটি আয়তে আল্লাহতা'লা আরও বলিয়া দিতেছেন :—অবিশ্বাসী কাফের-দিগের ন্যায় যে সকল কপট ও ক্ষীণ বিশ্বাসী মোনাফেক মনে করে যে, এই ঘটনা অবলম্বনে বিশ্বাসী মুসলমানদিগের মধ্যে অশ্লীলতা ও অলীক অপবাদ প্রচারিত হউক এবং তাহাদের পবিত্রতা

لَا تَعْلَمُوْنَ ○ ٢٠- وَلَوْلَا فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهٗ وَاَنَّ اللّٰهَ رَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ ع

নহ। ২০। এবং যদি তোমাদের প্রতি আল্লার অনুগ্রহ ও করুণা না হইত—যেহেতু নিশ্চয় আল্লাহ স্নেহশীল করুণাময়।

৩য় রুকু—সতী নারীর প্রতি অলীক অপবাদের শোচনীয় পরিণাম

٢١- يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَتَّبِعُوْا خُطُوٰتِ الشَّيْطٰنِ ؕ وَمَنْ يَّتَّبِعْ خُطُوٰتِ الشَّيْطٰنِ فَاِنَّهٗ يَاْمُرُ بِالْفَحْشَآءِ وَالْمُنْكَرِ ؕ وَلَوْلَا فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهٗ مَا زَكٰى مِنْكُمْ مِّنْ اَحَدٍ اَبَدًا ۙ وَّلٰكِنَّ اللّٰهَ يُزَكِّيْ مَنْ يَّشَآءُ ؕ وَاللّٰهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ○

২১। হে বিশ্বাস-স্থাপনকারিগণ, তোমরা শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করিও না; এবং যে শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করে, বস্তুতঃ নিশ্চয়ই সে অশ্লীলতা ও অন্যায় সম্বন্ধে আদেশ করিয়া থাকে, এবং যদি তোমাদের উপর আল্লার অনুগ্রহ ও তদীয় করুণা না হইত, তোমাদের মধ্যে কদাপি একজনও সংশোধিত হইত না; কিন্তু আল্লাহ যাহাকে ইচ্ছা সংশোধিত করিয়া থাকেন এবং আল্লাহ শ্রবণকারী মহাজ্ঞানী।

٢٢- وَلَا يَاْتَلِ اُولُوا الْفَضْلِ مِنْكُمْ

২২। এবং তোমাদের অন্তর্গত অনুগ্রহ-প্রাপ্ত ও স্বচ্ছল-ব্যক্তিরা যেন নিকট-

---

অনাবিল আদর্শ বিনষ্ট হইয়া যাউক, তাহাদিগকে ইহলোক ও পরলোকে অতি যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি ভোগ করিতে হইবে। পরন্তু যদি আল্লাহতা'লা স্নেহশীল ও করুণাময় না হইতেন এবং মানব-জাতির প্রতি তাঁহার বিশেষ অনুগ্রহ ও দয়া না থাকিত, তবে এই অপরাধের জন্য তোমাদের উপর অতি ভয়ঙ্কর শাস্তি অবতীর্ণ হইত এবং তাহার ফলে অতি বিষম দুঃখ-দুর্গতি ভোগ করিয়া তোমরা সমূলে বিনষ্ট হইয়া যাইতে।

২১। মোস্‌লেম-জননী হজরত আয়েশার প্রতি অলীক অপবাদ প্রদান উপলক্ষেই এই আয়তে সাধারণভাবে সমস্ত বিশ্বাসী মুসলমানকে সতর্ক করিয়া বলিয়া দেওয়া হইতেছে যে, সাবধান! তোমরা আর কখনও অপাপবিদ্ধা, সতী সাধ্বী রমণীগণের প্রতি অলীক অপবাদ প্রদান-রূপ গুরুতর দুষ্কার্য্যে লিপ্ত হইও না। অভিশপ্ত ও বিতাড়িত পাপাত্মা শয়তানের কুপ্ররোচনায় বিভ্রান্ত হইয়াই লোকে ঐরূপ হীন দুষ্কার্য্যে লিপ্ত হইয়া থাকে। অতএব তোমরা অবিলম্বে তওবা করিয়া সংশোধিত হইতে চেষ্টা কর এবং তোমরা ইহাও জানিয়া রাখ যে, যদি তোমাদের উপর আল্লার অনুগ্রহ ও দয়া না থাকিত, তবে তোমরা এই অমার্জ্জনীয় অপরাধ হইতে একজনও প্রত্যাবর্ত্তিত অথবা সংশোধিত হইতে পারিতে না; সকলেই ভয়ঙ্কর জাহান্নামে নিপতিত হইয়া চিরকাল শাস্তিভোগ করিত। ফলতঃ এই আয়তে জননী আয়েশার প্রতি অলীক অপবাদ-প্রদানে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিগণের মধ্যে যাহারা অনুতপ্ত চিত্তে ক্ষমা-প্রার্থনা করিয়া সংশোধিত হইয়াছিল, তাহাদের ক্ষমার আভাস পরিব্যক্ত হইয়াছে।

২২। প্রসিদ্ধ হাদিসবিদ্ ও তফ্‌সীরকারগণের সমবেত সিদ্ধান্ত এই যে, হজরত আয়েশার

وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَىٰ
وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ
اللَّهِ ۖ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا ۗ
أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ ۗ وَاللَّهُ
غَفُورٌ رَحِيمٌ ۝٢٢ إِنَّ الَّذِينَ
يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ
الْمُؤْمِنَاتِ لُعِنُوا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ

আত্মীয় ও দীন-দরিদ্র ও আল্লার পথে দেশ পরিত্যাগকারীদিগকে দান করিবার প্রতিকূলে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ না হয়, এবং তাহাদিগকে ক্ষমা করা ও মার্জ্জনা করাই উচিত; তোমরা কি কামনা কর না যে, আল্লাহ তোমাদিগকে ক্ষমা করেন। এবং আল্লাহ ক্ষমাশীল করুণাময়। ২৩। নিশ্চয় যাহারা সতী-সাধ্বী অপাপবিদ্ধা বিশ্বাসিনীদিগের প্রতি অপবাদ প্রদান করে, তাহারা ইহলোক ও পরলোকে অভিশপ্ত হইয়াছে এবং তাহাদের জন্য

পিতা—মোস্‌লেম-মুকুট মহাত্মা হজরত আবুবকর এবং মেস্‌তা নামক তাঁহার জনৈক নিকট-আত্মীয় সম্বন্ধেই এই আয়ত অবতীর্ণ হইয়াছিল। মেস্‌তা মুসলমান হইবার পর হেজরত করিয়া মদিনায় আগমন করে। সে অত্যন্ত দরিদ্র ছিল বলিয়া মহাপ্রাণ হজরত আবুবকর সর্ব্বদাই তাহাকে নানারূপে অনুগ্রহ ও সাহায্য দান করিতেন। হজরত আবুবকরের সাহায্যেই তাহার জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহ হইত। কিন্তু মেস্‌তা হজরত আয়েশার প্রতি অলীক অপবাদ প্রদানকারিগণের সঙ্গী এবং তাঁহার অযথা দুর্ণাম প্রচারে লিপ্ত হইয়াছিল বলিয়া হজরত আবুবকর প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হন যে, ভবিষ্যতে তিনি মেস্‌তাকে আর কখনও কোন প্রকার সাহায্য করিবেন না। অনন্তর হজরত আয়েশার পবিত্রতা সম্বন্ধে স্বর্গীয় প্রত্যাদেশ-সমূহ অবতীর্ণ হইবার পর মেস্‌তা ক্ষমাপ্রার্থনা করিয়া সংশোধিত হয় এবং হজরত আবুবকর ও হজরত রসুলোল্লার নিকট-প্রার্থনা করিয়া তাঁহাদের অনুগ্রহ ভিক্ষা করেন। হজরত আবুবকরের প্রতিজ্ঞা এবং অনুতপ্ত মেস্‌তার ক্ষমাপ্রার্থনা উপলক্ষেই এই আয়ত অবতীর্ণ হয়।—তেবরাণী ও সহি বোখারী।

আল্লাহতা'লা এতদ্দ্বারা বিশ্বাসী মুসলমানদিগকে বলিয়া দিতেছেন যে, তোমরা যে কোন বিষয়ে অপরাধ করিবার পর ক্ষমাপ্রার্থনা করিয়া আশা কর যে, আমি স্বীয় অনুগ্রহে তোমাদের অপরাধ মার্জ্জনা করিয়া দিব—সেই তোমাদের নিকট-আত্মীয়, বিশ্বাসী মোহাজের ও দরিদ্র-গণের মধ্যেও যদি কেহ তোমাদের সম্বন্ধে কোনরূপ অন্যায় অপরাধ করিয়া অনুতপ্তচিত্তে তোমাদের নিকট ক্ষমা ও অনুগ্রহপ্রার্থী হয়, তবে তাহাদিগকে ক্ষমা ও অনুগ্রহ করিব না বলিয়া প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হওয়া তোমাদের উচিত নহে; বরং তাহাদিগকে মার্জ্জনা করিয়া দেওয়াই তোমাদের উচিত। কারণ তোমাদের ক্ষমাশীল ও করুণাময় প্রভু ক্ষমা ও দয়া করাকে সমধিক পছন্দ করেন। বলা বাহুল্য, এই আয়ত অবতীর্ণ হইবার পর মহাপ্রাণ হজরত আবুবকর ও বিশ্ববন্ধু হজরত রসুলোল্লাহ যথাক্রমে স্বীয় প্রাণোপম কন্যা ও প্রিয়তম পত্নীর প্রতি অলীক অপবাদ প্রদানে সংশ্লিষ্ট সমস্ত অপরাধীকে সরল ও মুক্তপ্রাণে ক্ষমা করিয়াছিলেন। মানবের প্রতি ক্ষমা, দয়া ও অনুগ্রহ বিতরণ সম্বন্ধে এই আয়ত ইস্‌লামী উদার আদর্শের এক অত্যুৎকৃষ্ট নিদর্শন।

২৩—২৫। এই তিনটী আয়তে অপাপবিদ্ধা, সতীকুলরাণী—মোস্‌লেম-জননী বিবি আয়েশার সতীত্ব ও পবিত্রতা ঘোষণা করিয়া আল্লাহতা'লা বলিয়া দিতেছেন যে, যাহারা আমার প্রিয়-রসুলের প্রিয়তমা পত্নী—নিষ্পাপ ও নিষ্কলঙ্ক, সতী-সাধ্বী আয়েশার প্রতি অলীক অপবাদ প্রদান করিয়াছে,

وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ۙ ٢٤- يَوْمَ
تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ
وَأَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ○
٢٥- يَوْمَئِذٍ يُوَفِّيهِمُ اللَّهُ دِينَهُمُ
الْحَقَّ وَيَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ
الْمُبِينُ ○ ٢٦- اَلْخَبِيثَاتُ
لِلْخَبِيثِينَ وَالْخَبِيثُونَ
لِلْخَبِيثَاتِ ۚ وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ
وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ ۚ أُولَٰئِكَ
مُبَرَّءُونَ مِمَّا يَقُولُونَ ۖ لَهُمْ
مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ۝

গুরুতর শাস্তি রহিয়াছে। ২৪। তাহারা যাহা করিয়াছিল—সেদিন তদ্বিষয়ে তাহাদের বিরুদ্ধে তাহাদের রসনা-সমূহ ও তাহাদের হস্ত-সমূহ ও তাহাদের পদ-সমূহ সাক্ষ্য-প্রদান করিবে। ২৫। সেদিন আল্লাহ তাহাদিগকে সত্যভাবে তাহাদের পূর্ণ-প্রতিফল প্রদান করিবেন এবং তাহারা অবগত হইবে যে, নিশ্চয় আল্লাই সমুজ্জল সত্য। ২৬। অপবিত্রা-নারীগণ অপবিত্র-পুরুষদিগের জন্য এবং অপবিত্র-পুরুষগণ অপবিত্রা-নারীদিগের জন্য; এবং পবিত্রা-নারীগণ পবিত্র-পুরুষদিগের জন্য এবং পবিত্র পুরুষগণ পবিত্রা-নারী-দিগের জন্য; তাহারা যাহা বলে, ইহারা তাহা হইতে বিমুক্ত; তাহাদের জন্য ক্ষমা ও সম্মানজনক জীবিকা রহিয়াছে।

তাহারা ইহ-পরলোকে অভিশপ্ত হইয়া গিয়াছে এবং তাহাদের জন্য কঠোর ও গুরুতর শাস্তি রহিয়াছে। সেই সঙ্কটময় মহাবিচারের দিন তাহাদের হস্ত, পদ ও রসনা সমূহ তাহাদের এই হীন দুষ্কার্য্য সম্বন্ধে সাক্ষ্য প্রদান করিবে এবং তাহারা প্রত্যেকেই স্ব স্ব কৃতকর্ম্মের সমুচিত প্রতিফল ভোগ করিতে বাধ্য হইবে। সতী-নারীর প্রতি অলীক অপবাদ প্রদান-রূপ অমার্জ্জনীয় দুষ্কার্য্যের শোচনীয় পরিণাম ও ভয়াবহ শাস্তি হইতে তাহারা কেহই পরিত্রাণ পাইবে না।

২৬। এই আয়তে পুনরায় সতীকুল-ভূষণা জননী আয়েশার সতীত্ব ও পবিত্রতা ঘোষণা করিয়া আল্লাহতা'লা বলিয়া দিতেছেন যে, অসতী ও অপবিত্রা নারীর জন্য আমি অসৎ ও অপবিত্র পুরুষই সৃষ্টি করিয়াছি এবং অপবিত্র ও দুশ্চরিত্র পুরুষের জন্যই অপবিত্রা ও দুশ্চরিত্রা নারী সৃষ্টি করা হইয়াছে। সুতরাং আমার যে প্রিয়তম রসুলকে আমি যাবতীয় সদ্‌গুণের আধার ও সচ্চরিত্রতার আদর্শ রূপে সৃষ্টি করিয়াছি, তাঁহাকে আমি অসতী ও অপবিত্রা পত্নী প্রদান করিয়া তাঁহার অনাবিল আদর্শ-জীবনকে অপবিত্র ও কলুষিত করিয়া দিব—এরূপ অসম্ভব ও অস্বাভাবিক কথা যাহারা বলে তাহাদের অপেক্ষা অবিশ্বাসী, নির্ব্বোধ, ভ্রান্ত ও বিপথগামী আর কেহই নাই। তাহারা স্বীয় অভিশপ্ত মুখ ও অপবিত্র রসনা হইতে যে অলীক অপবাদ ও পাপবাক্য উচ্চারণ করিতেছে, আমার প্রিয় রসুল ও তদীয় পবিত্রা পত্নীগণ তাহা হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত ও পবিত্র। ফলতঃ তাঁহারাই আমার অনাবিল সৃষ্টির পবিত্রতম আদর্শ। তাঁহাদের জন্যই আমি অনুপম সুখ-সম্পদপূর্ণ স্বর্গোদ্যানে অতুলনীয় সম্মানজনক জীবন ও জীবিকার উপকরণ সমূহ সৃষ্টি করিয়া রাখিয়াছি এবং তাঁহারাই সেই স্বর্গোদ্যানের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অধিকারী রূপে সর্ব্বোচ্চ সম্মান ও গৌরবের অধিকারী হইবে।

সমস্ত তফ্‌সীরকার, মোহাদ্দেস, এমাম ও 'ওলামাগণের সমবেত সিদ্ধান্ত এই যে, সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্বশক্তিমান, অন্তর্য্যামী আল্লাহতা'লার পক্ষ হইতে আলোচ্য আয়ত-সমূহ অতি প্রাণস্পর্শী ও

৪র্থ রুকু—ব্যভিচারের প্রতিরোধ ও পর্দ্দা-বিষয়ক প্রত্যাদেশ

২৭। হে বিশ্বাস-স্থাপনকারিগণ, তোমরা নিজেদের গৃহ ব্যতীত অপরের গৃহ-সমূহে প্রবেশ করিও না—যে পর্য্যন্ত অনুমতি না গ্রহণ কর এবং উহার অধিবাসীদের প্রতি সালাম কর; ইহা তোমাদের জন্য কল্যাণকর—যদি তোমরা হৃদয়ঙ্গম করিয়া থাক। ২৮। অতঃপর যদি তন্মধ্যে কাহাকেও প্রাপ্ত না হও, তবে উহাতে প্রবেশ করিও না—যে পর্য্যন্ত তোমাকে অনুমতি প্রদান করা না হয়ঃ এবং যদি তোমাদিগকে বলা হয় যে,	٢٧- يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَدْخُلُوْا بُيُوْتًا غَيْرَ بُيُوْتِكُمْ حَتّٰى تَسْتَاْنِسُوْا وَتُسَلِّمُوْا عَلٰۤى اَهْلِهَا ؕ ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ ۝ ٢٨- فَاِنْ لَّمْ تَجِدُوْا فِيْهَاۤ اَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوْهَا حَتّٰى يُؤْذَنَ لَكُمْ ۚ وَاِنْ قِيْلَ

যুক্তিপূর্ণ ভাষায় জননী আয়েশার প্রতি আরোপিত অলীক অপবাদ খণ্ডন করিয়া তাহার সতীত্ব ও পবিত্রতা বিঘোষিত হইয়াছে। সুতরাং ইহার পরে যাহারা ঐ সম্বন্ধে বিন্দুমাত্র দ্বিধা বা সন্দেহ পোষণ করিবে, তাহারা নিঃসন্দেহে স্বর্গীয় ইস্লামের গণ্ডি হইতে বহিষ্কৃত হইয়া ধর্ম্মদ্রোহী, মোরতাদ ও অবিশ্বাসী, বেঈমান, কাফের হইয়া যাইবে।—তঃ হক্কানী।

২৭। পবিত্র ইস্লাম "দীনে-মোকাম্মাল" বা পূর্ণ-ধর্ম্ম; সুতরাং অন্যান্য ধর্ম্মের ন্যায় দোষ-ত্রুটী বা অসম্পূর্ণতা ইহাতে আদৌ নাই। তাই আল্লাহতা'লা জেনা ব্যভিচার ও অলীক অপবাদ প্রভৃতি বিষয়কে কেবল অবৈধ ঘোষণা করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই; বরং উহাকে সমূলে উচ্ছেদ করিবার জন্য যাহাতে ঐ সকল দুষ্কার্য্য ও কুকথার কোনরূপ সুযোগ-সুবিধা উপস্থিত না হয়, তজ্জন্য আদেশ করা হইয়াছে যে, তোমরা নিজেদের গৃহ ব্যতীত অন্যের গৃহে—গৃহবাসীদের অনুমতি ব্যতীত কদাচ প্রবেশ করিও না এবং অনুমতি প্রাপ্ত হইবার পরেও যখন কাহারও গৃহে প্রবেশ কর, তখন গৃহবাসীদিগকে সালাম সম্ভাষণ করিয়া তৎপর প্রবেশ করিও। ইহা তোমাদের সকলের পক্ষেই কল্যাণকর। কারণ গৃহের অধিবাসীরা যদি কোনরূপ অসতর্ক বা অসংযত অবস্থায় থাকে, তবে এতদ্দ্বারা তাহারা সংযত ও সতর্ক হইতে পারিবে এবং ইহার ফলে কোনরূপ দুষ্কার্য্য বা কুদৃশ্য কদাপি তোমাদের নয়ন-পথে পতিত হইবে না।

তফ্সীরকার ও এমামগণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন যে, আলোচ্য আয়ত দ্বারা অনুমতি ও সালাম-সম্ভাষণ ব্যতীত অপরের গৃহে প্রবেশ করা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ হইয়াছে। বিশেষতঃ শরিয়ত ও সামাজিক সভ্যতার নিয়মানুযায়ী যাথারীতি অনুমতি অথবা সালাম-সম্ভাষণ ও সংবাদ প্রদান ব্যতীত স্বীয় গৃহে, স্বীয় জননী ও কন্যার বাসভবনে এমন কি, স্বীয় পত্নীর শয়নগৃহ বা স্নানাগারে পর্য্যন্ত বিনা সংবাদে অকস্মাৎ প্রবেশ করা উচিত নহে। কারণ তাহারাও হয়ত অনেক সময়ে এমন অবস্থায় থাকিতে পারে যে, তদ্রূপ অবস্থায় অকস্মাৎ গৃহে প্রবিষ্ট হইলে সকলের পক্ষেই লজ্জার কারণ উপস্থিত হয়া সম্ভবপর। সেই জন্যই পবিত্র ইস্লাম স্বীয় জননী, কন্যা বা পত্নীর গৃহে প্রবেশ কালেও অনুমতি গ্রহণ এবং সালাম-সম্ভাষণ ও সংবাদ প্রদানের প্রয়োজনীয়তা পরিব্যক্ত করিয়াছে।

২৮। যদি কোন গৃহে প্রবেশকালে তথায় প্রবেশের জন্য অনুমতি প্রদানের উপযোগী কেহ সেই গৃহে উপস্থিত অথবা বিদ্যমান না থাকে কিংবা একাধিকবার প্রবেশ প্রার্থনা জানাইয়াও কোন অনুমতি বা প্রত্যুত্তর প্রাপ্ত না হওয়া যায় অথবা যদি প্রবেশের অনুমতি না দিয়া ফিরিয়া

ফিরিয়া যাও, তবে তোমরা ফিরিয়া আসিবে, ইহা তোমাদের জন্য পবিত্রতর; এবং তোমরা যাহা কর, আল্লাহ্ তাহা পরিজ্ঞাত আছেন। ২৯। ইহা তোমাদের জন্য অপরাধ নহে যে, তোমরা এরূপ বসতি-হীন গৃহসমূহে প্রবেশ কর—যাহাতে তোমাদের দ্রব্য-সম্ভার রহিয়াছে; এবং তোমরা যাহা প্রকাশ কর ও যাহা গোপন কর—আল্লাহ তাহা পরিজ্ঞাত আছেন।
৩০। তুমি বিশ্বাসীদিগকে বলিয়া দাও,

لكم ارجعوا فارجعوا هو ازكى لكم ط والله بما تعملون عليم ○ ٢٩- ليس عليكم جناح ان تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم ط والله يعلم ما تبدون وما تكتمون ○ ٣٠- قل للمؤمنين

যাইতে বলা হয়, তবে উক্ত গৃহে প্রবেশ করা সিদ্ধ নহে। সে অবস্থায় গৃহস্বামীর অনুমতি অভাবে তথায় প্রবেশ না করিয়া ফিরিয়া যাওয়াই শ্রেয়ঃ ও পবিত্রতর। সুতরাং এই আয়তে স্পষ্টতররূপে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে যে, গৃহ-স্বামীগণের অনুমতি না পাওয়া পর্য্যন্ত উহার অভ্যন্তরে প্রবেশ করা কদাপি সিদ্ধ নহে।

২৯। **বোয়উতান গায়ের মাসকুন**—অর্থে "বসতি-হীন গৃহ" লিখিত হইল। তফ্সীরকারগণের কেহ উহার অর্থে আসবাব পত্র রাখিবার গৃহ, কেহ বৈঠকখানা, কেহ মোছাফেরখানা, কেহ সাধারণ বিশ্রামাগার, কেহ বিরানা-ভবন এবং কেহ বা দ্রব্যাদি ক্রয়-বিক্রয়ের বিপনি বা দোকান ঘর বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। কিন্তু কোরান শরিফে উক্ত শব্দ সাধারণভাবে ব্যবহৃত হইয়াছে; সুতরাং যে সমস্ত গৃহে লোকে স্ত্রী-পুত্র-কন্যা লইয়া সপরিবারে বাস করে না, ঐরূপ সমস্ত গৃহই ইহার অন্তর্গত এবং অন্তরে চুরি ডাকাতি প্রভৃতি কোনরূপ অসদুদ্দেশ্য বা অনিষ্ট সাধনের ইচ্ছা না থাকিলে ঐ সমস্ত স্থানে অনুমতি ব্যতিরেকেও প্রবেশ করা সিদ্ধ। কিন্তু ঐ সমস্ত গৃহেও যদি বিনানুমতিতে প্রবেশ করিবার নিষেধাজ্ঞা থাকে, তবে তাহাতেও অনুমতি ব্যতীত প্রবেশ করা সঙ্গত বা সিদ্ধ হইবে না।

৩০। **পর্দ্দা-বিষয়ক প্রত্যাদেশ**—পাপাত্মা শয়তানের প্ররোচনা-জনিত অনাচার, ব্যভিচার প্রভৃতি অশ্লীলতা ও কুকার্য্য হইতে আত্মরক্ষা এবং মানবের নীতি-ধর্ম্ম অর্থাৎ পুরুষের স্বভাব-চরিত্র এবং রমণীর সতীত্ব ও পবিত্রতা সযত্নে সংরক্ষণ করিবার জন্য আল্লাহতা'লা এই আয়তে সত্য বিশ্বাসী মুসলমান পুরুষদিগকে পর-স্ত্রী দর্শন হইতে সংযতভাবে নিরস্ত থাকিবার জন্য এবং ইহার পরবর্ত্তী আয়তে নারীদিগকে পরপুরুষ দর্শন হইতে সতর্কতার সহিত নিবৃত্ত থাকিয়া তাহাদের কলুষ-কামনা ও পাপদৃষ্টি হইতে পরস্পর পর্দ্দা করিবার জন্য দৃঢ়তার সহিত আদেশ করিয়াছেন। নর-নারীর অসংযত দৃষ্টি বিনিময় এবং অবাধ মেলা মেশা হইতেই যে তাহাদের অন্তরে অসৎকামনা উদ্দিত হইয়া অনেক স্থলে অশ্লীলতা ও ব্যভিচার প্রভৃতি মহাপাপ অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে, তাহা অস্বীকার করিবার কোনই উপায় নাই। আধুনিক সভ্য ও শিক্ষিত সমাজের পর্দ্দাহীন, অসংযত উদ্দাম নর-নারীগণের লজ্জাকর আচরণ ও শোচনীয় নৈতিক অধঃপতনই ইহার সর্ব্বোৎকৃষ্ট প্রমাণ। তাই আল্লাহতা'লা ঐ অধঃপতন ও মহাপাপ হইতে মানব-জাতিকে রক্ষা করিবার জন্য পুরুষদিগকে আদেশ করিয়াছেন যে, তোমরা নিজের বিবাহিতা স্ত্রী ও বৈধা দাসী ব্যতীত কদাচ অন্য স্ত্রীলোকদিগের প্রতি দৃষ্টিপাত করিও না। হঠাৎ কোন স্ত্রীলোক তোমাদের দৃষ্টিপথে পতিত হইলে একবার মাত্র দেখিয়াই তোমরা স্ব স্ব নয়ন অবরুদ্ধ অথবা অবনমিত করিয়া লইবে এবং পুনরায় তৎপ্রতি দৃষ্টিপাত কখনই তোমাদের জন্য সিদ্ধ হইবে না। এই পবিত্র আয়তের নির্দ্দেশানুসারে নিজের বিবাহিতা পত্নী ও বৈধা দাসী এবং জননী, ভগিনী, কন্যা প্রভৃতি "মোহরেমাত" অর্থাৎ যে সমস্ত

তাহারা যেন নিজেদের নয়ন-সমূহ অবনত করে এবং স্ব স্ব গুপ্তাঙ্গ-সমূহ সংরক্ষণ করে, ইহা তাহাদের জন্য পবিত্রতর ; নিশ্চয় তাহারা যাহা করিয়া থাকে, আল্লাহ তদ্বিষয়ে অভিজ্ঞ।
৩১। এবং তুমি বিশ্বাসিনীদিগকে বলিয়া দাও যে; তাহারাও যেন নিজেদের নয়ন-সমূহ অবনমিত করে ও স্ব স্ব গুপ্তাঙ্গ-

يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا
فُرُوجَهُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ ۚ
إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ ○
٣١- وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ
أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا

রমণীকে বিবাহ করা অবৈধ ও নাজায়েজ, তদ্ব্যতীত অন্যান্য সমস্ত স্ত্রীলোককে ইচ্ছাপূর্ব্বক দর্শন করা হারাম ও নিষিদ্ধ বলিয়া ঘোষিত হইয়াছে। জগন্মান্য এমাম, মোজতাহেদ, ফকিহ ও মোহাদ্দেসগণ এই আয়তের মর্ম্মানুযায়ী নির্দ্দেশ করিয়াছেন যে, স্বীয় স্ত্রীর সর্ব্বাঙ্গ এবং জননী, ভগিনী, কন্যা প্রভৃতি মোহরেমাত বা নিষিদ্ধা রমণীগণের মুখমণ্ডল ও হস্তপদ দর্শন করা পুরুষের পক্ষে জায়েজ ও সিদ্ধ। কিন্তু জননী, ভগিনী, কন্যা প্রভৃতি মোহরেমা রমণীগণের মুখমণ্ডল ও হস্তপদ ব্যতীত অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সমূহ এবং পর-স্ত্রী বা গায়ের-মোহরেমা অর্থাৎ যাহাদের সহিত বিবাহ অসিদ্ধ নহে, এইরূপ রমণীগণের সর্ব্বাঙ্গ দর্শন করা পুরুষের পক্ষে সম্পূর্ণ হারাম ও নাজায়েজ। অবশ্য কেহ কেহ প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন যে, স্ত্রীলোকের মুখমণ্ডল ও হস্তপদ আবরণীয় অঙ্গের অন্তর্ভূক্ত নহে। তাহারা এই অভিমতের অনুকূলে কতিপয় বিক্ষিপ্ত উক্তিও উদ্ধৃত করিয়া থাকেন ; কিন্তু ঐ সকল উক্তির মর্ম্মার্থ বুঝিতে না পারিয়াই তাহারা এইরূপ ভ্রান্ত মত অবলম্বন করিয়াছেন উহার প্রকৃত তাৎপর্য্য এই যে, একান্ত প্রয়োজনীয় স্থলে মোহরেমা রমণীগনের ন্যায় অন্যান্য স্ত্রীলোকদিগেরও মুখমণ্ডল এবং হস্ত-পদ দর্শন করা যাইতে পারে। কিন্তু বিনা প্রয়োজনে পরপুরুষের পক্ষে পর-স্ত্রীর হস্ত, পদ ও মুখমণ্ডল দর্শন করা এবং একান্ত প্রয়োজনীয় স্থলেও হস্ত-পদ ও মুখমণ্ডল ব্যতীত অন্যান্য অঙ্গ প্রত্যঙ্গ অবলোকন করা কখনই সিদ্ধ নহে ; উহা সম্পূর্ণ হারাম ও নাজায়েজ।—তঃ হক্কানী।

৩১। পূর্ব্ব-আয়তে পুরুষ-জাতির স্বভাব-চরিত্র সংশোধনের জন্য পরস্ত্রী দর্শন হইতে তাহাদিগকে নিরস্ত রাখিবার জন্য দৃঢ়তার সহিত আদেশ করিয়া এই আয়তে নারী-জাতির সতীত্ব, সম্ভ্রম ও পবিত্রতা সংরক্ষণের জন্য আল্লাহতা'লা সত্য-বিশ্বাসী মুসলমান নারীদিগকে আদেশ করিতেছেন যে, তাহারাও যেন নিজের স্বামী, পিতা, শ্বশুর, ভ্রাতা, পুত্র, স্বপত্নী পুত্র, ভ্রাতুষ্পুত্র, ভাগিনেয় এবং অথর্ব্ব ও অত্যল্প-বয়স্ক দাসগণ ব্যতীত অন্য পুরুষ দেখিলে স্ব স্ব নয়ন অবনত ও নিমীলিত করিয়া লয় এবং তাহাদের প্রতি যেন পুনরায় দৃষ্টিপাত না করে এবং তাহাদিগকে যেন পোষাক-পরিচ্ছদের বহিরাবরণ ভিন্ন স্বীয় শারীরিক সৌন্দর্য্য ও বেশ বিন্যাস প্রদর্শন না করে। পর-স্ত্রীর দর্শনে অনেক সময়ে পুরুষের মনে যেরূপ কুভাব ও কলুষ-কামনার উদয় হয়, পরপুরুষ দর্শনে স্ত্রীলোকের মনেও অনেক সময়ে সেইরূপ অসৎকামনা ও চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হইতে পারে। তাই পুরুষগণের পক্ষে স্বীয় বিবাহিতা স্ত্রী ও মোহরেমা রমণী ব্যতীত পরস্ত্রী দর্শন যেরূপ অবৈধ হইয়াছে, স্ত্রীলোকের পক্ষেও সেইরূপ স্বীয় স্বামী এবং মোহরেম পুরুষ, অথর্ব্ব বৃদ্ধ ও অপ্রাপ্ত-বয়স্ক বালক ব্যতীত অন্যান্য পরপুরুষদিগকে দর্শন করা এবং তাহাদিগকে স্বীয় সৌন্দর্য্য ও বেশ-বিন্যাস প্রদর্শন করা হারাম ও নিষিদ্ধ বলিয়া ঘোষিত হইয়াছে। শক্তিহীন অথর্ব্ব এবং স্ত্রীলোকের আবরণীয় অঙ্গের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে অনভিজ্ঞ—অপ্রাপ্ত-বয়স্ক বালক দাসগণকে দর্শন করা বা তাহাদিগকে দেখা দেওয়া এই জন্য বৈধ হইয়াছে যে- তাহাদের দ্বারা স্ত্রীলোকের সম্ভ্রম ও সতীত্ব হানির কোনই আশঙ্কা নাই ; কিন্তু নপুংসক ও হিজড়া জাতীয় লোকেরা এই পর্য্যায়ভুক্ত হইবে না এবং তাহাদের সহিত সাক্ষাৎ ও বাক্যালাপ বিশ্বাসী মুসলমান স্ত্রীলোকের পক্ষে কদাচ সিদ্ধ নহে।

يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا
وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ
جُيُوبِهِنَّ ۖ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ
إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ

সমূহ সংরক্ষণ করে এবং যাহা স্বতঃ-প্রকাশিত হয়, তদ্ব্যতীত তাহারা যেন স্বীয় বেশ-বিন্যাস প্রদর্শন না করে ও তাহারা যেন স্ব স্ব বক্ষ-সমূহের উপর আবরণী স্থাপন করে; এবং তাহারা যেন স্বীয় স্বামীগণের কিংবা স্বীয় পিতৃগণের

এইরূপ "আপন নারী" অর্থাৎ বিশ্বাসী মুসলমান এবং স্বীয় পরিবারভুক্ত ও পরিচিতা অন্তরঙ্গ আত্মীয়া রমণী ও অধীনা দাসী ব্যতীত অপরিচিত, বিধর্ম্মী ও বেপর্দ্দা নারীগণের সঙ্গেও মুসলমান মহিলাগণের সাক্ষাৎ-সন্দর্শন ও মেলা-মেশা অবৈধ ও নিষিদ্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। কারণ ঐ সকল অপরিচিতা ও ইসলামী আদর্শহীনা—বেপর্দ্দা, বিধর্ম্মী নারীদিগের মধ্যে অপবিত্রা, দুশ্চরিত্রা ও কুটীলা নারীর অস্তিত্বও বিদ্যমানতা আদৌ অসম্ভব নহে। সুতরাং ঐ সকল অপরিচিতা ও বিভিন্ন রূপ আদর্শ বিশিষ্টা নারীগণের সহিত পবিত্রা মুসলমান মহিলাগণের অবাধ সাক্ষাৎ ও বাক্যালাপ এবং তাহাদের সহিত মেলা-মেশার অবাধ অধিকার ও সুযোগ-সুবিধা থাকিলে তাহাদের প্রভাবে তাহাদের প্রতারণা ও প্ররোচনার ফলে এবং তাহাদের বিকৃত আদর্শের অনুসরণে মুসলমান মহিলাগণও আদর্শ-ভ্রষ্ট হইতে পারে এবং এতদ্দ্বারা তাহাদের সম্ভ্রম, সতীত্ব ও পবিত্রতার হানি হওয়াও অসম্ভব নহে। তাই মুসলমান রমণীগণের পক্ষে পরপুরুষদিগের ন্যায় অপরিচিতা ও পর্দ্দাহীনা পর-স্ত্রীদিগের সহিতও সাক্ষাৎ, সন্দর্শন, বাক্যালাপ ও অবাধ মেলা-মেশা হারাম এবং নিষিদ্ধ বলিয়া ঘোষিত হইয়াছে।

পরপুরুষ এবং অপরিচিতা পরনারীর সহিত সন্দর্শন-বিষয়ক বিধানের সহিত আল্লাহতা'লা বিশ্বাসিনী মুসলমান নারীদিগকে আরও আদেশ করিতেছেন যে, স্বীয় গৃহেই হউক অথবা বিশেষ প্রয়োজনানুরোধে বাহিরেই হউক, তাহাদিগকে যখন কোন পুরুষের সম্মুখ দিয়া যাতায়াত করা প্রয়োজন হইবে এবং তাহারা যখন এরূপ স্থানে অবস্থান করিবে—যেখানে অন্য পুরুষের গমনাগমন ও উপস্থিতি সম্ভবপর, তখন তাহারা স্বীয় মস্তকাবরণী কণ্ঠ ও বক্ষের উপর দিয়া এরূপভাবে বিলম্বিত করিয়া দিবে—যেন তাহাদের চেহারা সম্পূর্ণ আবৃত হইয়া যায় এবং কেহ যেন তাহাদিগকে দেখিতে বা চিনিতে না পারে। এই সঙ্গে আল্লাহতা'লা আরও আদেশ করিয়াছেন যে গমনাগমনের সময় তাহারা সংযত ভাবে, ধীর-মন্থর গতিতে, মৃদুভাবে পদক্ষেপ করিয়া গমনাগমন করিবে; কদাচ অসংযত অবস্থায় অহঙ্কার ও গর্ব্বভরে এরূপভাবে সজোরে চরণ ক্ষেপণ করিবে না—যাহাতে তাহাদের অলঙ্কার-সিঞ্জন শুনিয়া অন্য লোকের দৃষ্টি ও মনোযোগ তাহাদের প্রতি আকৃষ্ট হয়। সুতরাং এতদ্দ্বারা স্ত্রীলোকের পক্ষে অসংযতভাবে গমনাগমন এবং অলঙ্কার ধ্বনি করা পর্য্যন্ত অবৈধ ও নিষিদ্ধ হইয়া গিয়াছে।

অপব্যাখ্যা—আলোচ্য আয়তদ্বয়ের "ইয়াগোদ্বু" অর্থ নয়ন নত অথবা দৃষ্টি অবনমিত করা। উহার মর্ম্মার্থ এই যে, পুরুষেরা পর-স্ত্রী এবং স্ত্রীলোকেরা পর-পুরুষ দর্শন করিলে নিজেদের চক্ষু নত এবং দৃষ্টি অবনমিত করিয়া লইবে। পাশ্চাত্য স্ত্রী-স্বাধীনতাবাদী কোন কোন অতি-আধুনিক তফ্‌সীরকার এবং তাহাদের অন্ধ অনুগামিগণ উপরোক্ত বাক্যাংশের অপব্যাখ্যা করিয়া বলেন যে, স্ত্রীলোকদিগকে বহির্জগত হইতে অপসারিত করিয়া তাহাদিগকে ঘরের ভিতর পর্দ্দায় পুরিয়া রাখিলে উক্ত আয়তের কোনই অর্থ বা সার্থকতা থাকে না। বিশেষতঃ স্ত্রীলোকদিগের পক্ষে বহির্জগতে বিচরণ করা যদি অবৈধ বা নিষিদ্ধ হইত, তবে তাহাদিগকে পরপুরুষ দেখিয়া নয়ন নত করিতে এবং বক্ষের উপর আবরণী স্থাপন করিতে আদেশ প্রদত্ত হইত না এবং ইহাও বলা হইত না যে, তাহারা যেন সজোরে পদক্ষেপ করিয়া অলঙ্কার ধ্বনি প্রকাশ না করে। অধিকন্তু স্ত্রীলোকদিগের

অথবা তাহাদের স্বামীর পিতৃগণের কিংবা স্বীয় পুত্রগণের কিংবা তাহাদের স্বামীর সন্তানগণের অথবা স্বীয় ভ্রাতৃগণের কিংবা তাহাদের ভ্রাতুষ্পুত্রগণের অথবা তাহাদের ভগিনীর সন্তানগণের কিংবা তাহাদের আপন নারীগণের অথবা তাহাদের অধীনা দাসীগণের কিংবা

بُعُوْلَتِهِنَّ اَوْ اَبْنَآئِهِنَّ اَوْ اَبْنَآءِ
بُعُوْلَتِهِنَّ اَوْ اِخْوَانِهِنَّ اَوْ بَنِىْٓ
اِخْوَانِهِنَّ اَوْ بَنِىْٓ اَخَوٰتِهِنَّ اَوْ
نِسَآئِهِنَّ اَوْ مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُنَّ

পক্ষে যদি সর্ব্বাঙ্গ আবৃত করিয়া পর্দ্দা করা ফরজ হইত, তবে আল্লাহতা'লা তাহাদিগকে শুধু বক্ষের উপর আবরণী স্থাপন করিতে আদেশ করিতেন না। বরং তৎপরিবর্ত্তে তাহাদের মুখমণ্ডল ও হস্ত-পদ প্রভৃতি সর্ব্বাঙ্গ ঢাকিয়া রাখিবার জন্যই আদেশ করিতেন। সুতরাং এতদ্দ্বারা স্পষ্টই প্রমাণিত হইতেছে যে, বর্ত্তমান সময়ে মোস্‌লেম-জগতে যে অনিষ্টকর অবরোধ বা পর্দ্দা-প্রথা প্রচলিত হইয়া গিয়াছে এবং যাহার ফলে নারীদিগকে আলো-বাতাসের অতীত করিয়া তাহাদিগকে অন্তঃপুরে পুরিয়া অহরহ অবরুদ্ধ করিয়া রাখিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে, তাহার সহিত কোরান-হাদিসের আদেশ অথবা ইসলামী শরীয়তের ব্যবস্থার কোনই সম্পর্ক নাই। উহা আলেম বা "মোল্লা"দিগের কল্পিত কুসংস্কার মাত্র। উপরোক্ত অদ্ভুত যুক্তি অবলম্বন করিয়া আধুনিক সংস্কারবাদীরা সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, স্ত্রীলোকদিগের পক্ষে অবিরত পর্দ্দায় থাকিয়া এই বিচিত্র বিশ্বের শোভা-সৌন্দর্য্য সন্দর্শন ও গন্ধ-মাধুর্য্য উপভোগ করা হইতে চিরবঞ্চিত হইয়া থাকিবার কোনই প্রয়োজন নাই। বরং নিজেদের স্বাস্থ্য ও সৌন্দর্য্যের উৎকর্ষ সাধনের জন্য তাহাদের পক্ষে স্বাভাবিকভাবে কাপড় পরিয়া এবং বক্ষের উপর 'আবরণী' বা আচল জড়াইয়া অনাবৃত বদনে, হস্ত-পদ ও কণ্ঠ বাহু খোলা রাখিয়া বহির্জগতে অবাধে বিচরণ করা জায়েজ! ঐরূপ অবস্থায় সভ্যতা ও ভদ্রতার রীতি অনুযায়ী শুধু স্ত্রী-পুরুষে দৃষ্টি অবনত এবং নয়ন-মন সংযত থাকিলেই আল্লার আদেশ পালন এবং উহার মর্য্যাদা সংরক্ষণ করা হইবে। এই অদ্ভুত যুক্তি অবলম্বন করিয়াই অধুনা অনেকে স্ত্রীলোকের পক্ষে পর্দ্দা-প্রথা সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করিয়া তথাকথিত শিক্ষা-লাভের জন্য সমবয়স্ক যুবকদিগের সহিত একত্রে স্কুল কলেজে উপবেশন ও অধ্যয়ন, স্বাস্থ্য ও সৌন্দর্যের উৎকর্ষ সাধনের জন্য পুরুষ বন্ধুদিগের সহিত বহির্জগতে বিচরণ এবং মানসিক আনন্দ লাভ ও অন্তরের প্রসারতা সাধনের জন্য তাহাদের সহিত অবাধে হাটে বাজারে, মাঠে-ঘাটে এবং সভা সমিতি ও থিয়েটার-বায়স্কোপে পর্য্যন্ত গমনাগমন করা জায়েজ বলিয়া মত প্রকাশ করিতেছে। কোন কোন মোসলেম-কুল-কলঙ্ক ইহাতেও সন্তুষ্ট না হইয়া বর্ত্তমান যুগে স্ত্রীলোকের পক্ষে পর্দ্দার প্রাচীর ভাঙ্গিয়া দেহ-মনের বিকাশ সাধন এবং পুরুষ জাতির অধীনতা হইতে মুক্ত হইয়া পূর্ণ-স্বাধীনতা অর্জ্জনের জন্য সভা সমিতিতে গমনাগমন করিয়া অসঙ্কোচে স্বীয় বেশ-বিন্যাস প্রদর্শন ও বক্তৃতা প্রদান এবং আর্ট বা সুকুমার ললিত-কলা অনুশীলন ও বিশ্বে আনন্দ বিতরণের জন্য প্রকাশ্য জন-সমাজে শারীরিক সৌন্দর্য্য-বিকাশ ও কণ্ঠস্বরের মাধুর্য্য প্রকাশ করতঃ নৃত্য-গীত করিয়া লোকের চিত্ত-হরণ ও নয়ন-মন পরিতৃপ্ত করা পর্য্যন্ত—শুধু জায়েজ নহে, বরং ওয়াজেব বা অত্যাবশ্যক বলিয়া প্রচার করিতেও লজ্জিত ও কুণ্ঠিত হইতেছে না!—মঃ আলির তফ্‌সীর এবং আধুনিক পর্দ্দা বিরোধী আন্দোলন ও আলোচনার সারমর্ম্ম।

অপব্যাখ্যার উত্তর—অতি-আধুবিক তফ্‌সীরকার ও তাহাদের অন্ধ অনুগামিগণ উপরোক্ত সিদ্ধান্তে অনেকগুলি ইচ্ছা ও অনিচ্ছাকৃত মারাত্মক ভুল করিয়াছেন। তাহারা যদি আল্লার আদেশের প্রকৃত অর্থ ও মর্ম্ম হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিতেন, তাহা হইলে ঐরূপ অপব্যাখ্যা করিয়া কখনই ধর্ম্মের অবমাননা ও শরিয়তের বিরুদ্ধাচরণ করিতেন না। তাঁহারা অভিনিবেশ সহকারে চিন্তা করিলেই বুঝিতে পারিবেন যে, বিশ্বাসী মুসলমান পুরুষ ও বিশ্বাসিনী মুসলমান নারী-

অথর্ব্ব দাসগণের অথবা নারীগণের আবরণীয়-বিষয়ে অনভিজ্ঞ বালকগণের সমক্ষে ব্যতীত স্ব স্ব বেশ-বিন্যাস প্রদর্শন না করে; এবং তাহারা যেন এরূপভাবে তাহাদের পদক্ষেপ না করে—যাহাতে তাহাদের আবরণীয় অলঙ্কার-সমূহ

أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَىٰ عَوْرَاتِ النِّسَاءِ ۖ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ

দিগের জন্যই সর্ব্বজাতীয় বিশ্বাসী অবিশ্বাসী পর-পুরুষ ও পর স্ত্রী দর্শনে দৃষ্টি অবনমিত ও পর্দ্দা-প্রথা প্রতিপালন করিবার জন্য আদেশ প্রদত্ত হইয়াছে। অবিশ্বাসী অমুসলমান নর-নারীদের জন্য ঐ আদেশ প্রদত্ত হয় নাই এবং তাহাদের প্রতি ঐ আদেশ প্রযুক্ত অথবা তাহারা উহা প্রতিপালন করিতে বাধ্যও নহে; তাহারা ঐ আদেশ প্রতিপালন করেও না। সুতরাং অবিশ্বাসী ও অমুসলমান বেপর্দ্দা নারীরা বহির্জগতের সর্ব্বত্র অহরহ এরূপ অবাধে বিচরণ করিয়া থাকে যে, নব্য কোরান-ব্যাখ্যাতাদের পরিকল্পনা অনুযায়ী—পর স্ত্রী দর্শনে বিশ্বাসী মুসলমান পুরুষদিগের নয়ন নত অথবা দৃষ্টি অবনমিত করিবার আদেশের "অর্থ ও সার্থকতা" আবিষ্কারের জন্য তাহারাই যথেষ্ট; উহার জন্য পর্দ্দা-নশিনা মুসলমান মহিলাদিগকে অন্তঃপুর হইতে পর্দ্দার বাহিরে টানিয়া আনিবার অথবা বহির্জগতের সর্ব্বত্র অবাধে বিচরণ করিবার জন্য ছাড়িয়া দিবার কোনই প্রয়োজন নাই। তারপর মুসলমান নারীদিগের বহির্জগতে বিচরণ করিবার অবাধ অথবা আংশিক অধিকার না থাকিলে তাহাদের পক্ষে পরপুরুষ দর্শনে নয়ন নত করার, বক্ষের উপর আবরণী দেওয়ার এবং সজোরে পদক্ষেপ করিয়া অলঙ্কার-সিঞ্জন প্রকাশ না করার আদেশ কেন প্রদত্ত হইবে বলিয়া উহার যে অপূর্ব্ব ব্যাখ্যা তাঁহারা করিয়াছেন, তাহা আদৌ যুক্তি সহ নহে এবং তদ্দ্বারা স্ত্রীলোকদিগের পক্ষে অনাবৃত বদনে—হস্ত-পদ ও কণ্ঠ-বাহু খোলা রাখিয়া বহির্জগতে বিচরণ করিবার অধিকারও প্রতিপন্ন হয় না। প্রথমতঃ "বক্ষের উপর আবরণী" স্থাপনের যে শব্দগত অর্থ ও বিকৃত যুক্তি অবলম্বন করিয়া শুধু বুকের উপর বসন রাখিয়া স্ত্রীলোকদিগের পক্ষে খোলা হাতে ও খোলা মুখে সর্ব্বত্র অবাধে বেড়াইবার অধিকার প্রতিপন্ন করিতে তাঁহারা যে প্রয়াস পাইয়াছেন ঐরূপ অদ্ভুত যুক্তি অবলম্বন করিলে স্ত্রীলোকের পক্ষে শুধু বুকের উপর বসন রাখিয়া নগ্ন দেহে বেড়াইবার অধিকারও-ত প্রতিপন্ন করা যাইতে পারে! কিন্তু সেরূপ কুযুক্তি বোধ হয় কেহই স্বীকার করিবেন না। বিশেষতঃ বিশ্বাসিনী ও অবিশ্বাসিনী এবং মুসলমান ও অমুসলমান প্রত্যেক জাতীয় নারীই বক্ষোপরি অল্পাধিক বসন—অন্ততঃ অঞ্চল ব্যবহার করিয়া থাকে। একেবারে অনাবৃত বক্ষে কোন নারীই জনসমাজে গমনাগমন বা বিচরণ করে না। এ অবস্থায় আল্লাহতা'লা বাহিরে বিচরণের সময় নারীদিগের বক্ষের উপর যে আবরণী স্থাপন করিবার আদেশ করিয়াছেন, তাহার সার্থকতা কি? সমস্ত তফ্‌সীরকারগণ—এমন কি মিঃ মোহাম্মদ আলী পর্য্যন্ত স্বীকার করিয়াছেন যে, এস্থলে আবরণী অর্থ "মস্তকাবরণী" (হেড্‌-কভারিং)। সুতরাং আয়তের মর্ম্ম এই যে, বিশ্বাসী মুসলমান রমণীরা যদি কোন অপরিহার্য্য প্রয়োজনে বাহিরে বহির্গত হয়, তবে তাহারা স্ব স্ব মস্তকাবরণী অথবা স্বতন্ত্র চাদর মস্তক হইতে বক্ষ পর্য্যন্ত এরূপভাবে বিলম্বিত করিয়া দিবে যে, তদ্দ্বারা যেন তাহাদের মস্তক, মুখমণ্ডল, কেশদাম, কর্ণ, কণ্ঠ, বক্ষ ও বাহু সম্পূর্ণ আবৃত হইয়া যায় এবং তাহারা বিনত নয়নে এরূপ ধীর, সংযত ও মৃদুভাবে চরণ নিক্ষেপ করিবে যেন অলঙ্কার সিঞ্জন প্রকাশিত হইয়া তাহাদের প্রতি লোকের দৃষ্টি আকৃষ্ট না হয়। বিশেষতঃ আল্লাহতা'লা আলোচ্য আয়তেই বিশ্বাসিনী মুসলমান রমণীদিগকে স্বীয় স্বামী অথবা একান্ত অন্তরঙ্গ পরিজনবর্গ ব্যতীত অপর পুরুষ—এমন কি অন্য ধর্ম্মাবলম্বিনী বেপর্দ্দা নারীদিগকে পর্য্যন্ত স্ব স্ব 'জিনত' অর্থাৎ শারীরিক সৌন্দর্য্য ও বাহিক বেশ-বিন্যাস বা বসন ভূষণ প্রদর্শন না করিতে যে কঠোর নিষেধাত্মক আদেশ করিয়াছেন,

প্রকাশিত হয়; এবং হে বিশ্বাস-স্থাপন-কারিগণ, তোমরা সকলে আল্লার দিকে প্রত্যাবর্ত্তিত হও—যেন তোমরা সুফল লাভ করিতে পার। ৩২। এবং তোমাদের অন্তর্গত অবিবাহিতদিগের বিবাহ সম্পাদন কর এবং তোমাদের অন্তর্গত

مَا يُخْفِيْنَ مِنْ زِيْنَتِهِنَّ ۚ وَتُوْبُوْٓا
إِلَى اللّٰهِ جَمِيْعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُوْنَ
لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ۝ ٣٢ وَأَنْكِحُوا
الْأَيَامٰى مِنْكُمْ وَالصّٰلِحِيْنَ مِنْ

তাহাতেই আধুনিক ভ্রান্ত মতাবলম্বীদিগের সমস্ত যুক্তি-তর্ক ও অসৎকল্পনা খণ্ডিত হইয়া পবিত্র পর্দ্দা-প্রথা পূর্ণরূপে সমর্থিত এং সর্ব্ববিষয়ে নর-নারীর পূর্ণ স্বাধীনতা, তুল্য অধিকার ও অবাধ মেলা-মেশার ভ্রান্ত দাবী সম্পূর্ণ বাতিল বলিয়া নিঃসন্দেহে প্রতিপন্ন হইতেছে।

অধিকন্তু আল্লাহতা'লা সুরা আহজাবে হজরত রসুলোল্লার সহধর্ম্মিনীদিগকে পর্য্যন্ত সর্ব্বদা গৃহে অবস্থান করিয়া ধর্ম্ম-কর্ম্ম প্রতিপালন করিতে এবং অন্ধ যুগের অসভ্য ও বেহায়া নারীদিগের ন্যায় ঘরের বাহির হইয়া রূপ-দেখাইয়া না বেড়াইতে যে কঠোর আদেশ করিয়াছেন, তাহার ফলে মুসলমান নারীদিগের পক্ষে অকারণে ও বিনা-প্রয়োজনে ঘরের বাহির হওয়া এবং পর-পুরুষ ও বেপর্দ্দা নারীদিগকে স্বীয় সৌন্দর্য্য ও বেশ বিন্যাস প্রদর্শন করা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ হইয়া গিয়াছে (সুরা আহজাব, ২২শ পারা, ৪র্থ রুকুর ৩১ আয়তের তরজমা ও তফ্‌সীর দ্রষ্টব্য)। অবশ্য একান্ত অপরিহার্য্য প্রয়োজনে স্ত্রীলোকদিগের পক্ষে মস্তকাবরণী, চাদর বোরখা অথবা পরিধেয় শাড়ীর সুদীর্ঘ অঞ্চলের বক্ষ-বিলম্বিত ঘোমটা দ্বারা সর্ব্বাঙ্গ মুখমণ্ডল আবৃত করিয়া বাহিরে বাহির হইবার এবং সাংসারিক কাজকর্ম্ম সম্পাদনের জন্য একান্ত অন্তরঙ্গ ও আত্মীয়-পরিজনবর্গের সম্মুখে হস্ত, পদ ও মুখমণ্ডল খোলা রাখিবার অথবা একান্ত প্রয়োজনীয় স্থলে কেবলমাত্র ঐ সকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ প্রদর্শন করিবার যে আদেশ ও নির্দ্দেশ পবিত্র কোরান হাদিসে বিদ্যমান আছে, তাহার সহিত বর্ত্তমান যুগের তথাকথিত শিক্ষালোকপ্রাপ্তা ও সভ্যতাভিমানিনী নির্লজ্জ নারীদিগের আচরণ, হাব-ভাব, কার্য্য-কলাপ এবং শোভা-সৌন্দর্য্য ও বেশ বিন্যাস প্রদর্শনের কোনই সম্পর্ক নাই এবং ঐরূপ সুসজ্জিতা ও অনাবৃতা অবস্থায় সভা সমিতি প্রকাশ্য স্থানে গমন করিয়া বেহায়া ভাবে হাব-ভাব, বেশ-বিন্যাস ও সৌন্দর্য্য প্রদর্শন এবং সর্ব্বসমক্ষে বক্তৃতা প্রদান ও নৃত্য-গীত করা কখনই সিদ্ধ নহে; উহা সম্পূর্ণ হারাম ও নাজায়েজ। সুতরাং যাহারা পাশ্চাত্য আদর্শে সমগ্র বিশ্বকে নর-নারীর অবাধ মিলন-ক্ষেত্রে পরিণত করিয়া শুধু "নত নয়ন ও সংযমিত মনের" দ্বারা আল্লার আদেশের মর্য্যাদা রক্ষা করিতে চাহে, তাহারা নির্ব্বোধ কুপমণ্ডুকের মত নিজেদের সঙ্কীর্ণ সংস্কারের অন্ধকূপে বদ্ধ না থাকিয়া—একটু উদার দৃষ্টি সম্প্রসারিত করিয়া বর্ত্তমান সভ্য জগতের সামাজিক ইতিহাস এবং অসংযত বেপর্দ্দা নর নারীগণের অনুষ্ঠিত অদম্য পাপ-প্রবাহের সংক্ষিপ্ত বিবরণগুলি পাঠ করিলে নিজেদের ভ্রম-বিশ্বাস ও ভ্রান্ত দাবীর অসারতা, কুফল ও অনিষ্টকারিতা উত্তমরূপে উপলব্ধি করিতে পারিবেন। অবশ্য বর্ত্তমান সময়ে পবিত্র পর্দ্দা বা আবরণ-প্রথার নামে সমাজের বিভিন্ন স্তরে যে কঠোরতর অস্বাভাবিক অবরোধ প্রথা প্রবর্ত্তিত ও প্রচলিত হইয়াছে, তাহাতে যে স্থানে পবিত্র কোরান-হাদিসের আদেশ ও নির্দ্দেশের অবমাননা অথবা অল্পাধিক প্রকৃত ইসলামী আদর্শের নামে পর্দ্দা বিরোধীরা বেপর্দ্দা ও বেহায়ামীর যে অসঙ্গত বিকৃত আন্দোলন সৃষ্টি করিয়াছে এবং কোরান হাদীসের পবিত্র উক্তি সমূহের যে অপূর্ব্ব ব্যাখ্যা কল্পনা করিতেছে, তাহার সহিত আল্লাহ রসুলের আদেশ, ইসলামী আদর্শ ও শরিয়তী অনুশাসনের কোনই সম্পর্ক নাই। উহা অসার বিকৃত মস্তিষ্কের অস্বাভাবিক ভ্রান্ত কোফরী কল্পনা মাত্র।—তঃ হক্কানী।

৩২। আইয়ামা—অর্থে অবিবাহিত লিখিত হইল; কিন্তু ইহার আভিধানিক অর্থ একক

সৎকর্ম্মশীল দাস এবং দাসীগণেরও; যদি তাহারা অভাবগ্রস্ত হয়, তবে আল্লাহ স্বীয় অনুগ্রহে তাহাদিগকে স্বচ্ছলতা দান

عِبَادِكُمْ وَاِمَآئِكُمْ ط اِنْ يَّكُوْنُوْا فُقَرَآءَ يُغْنِهِمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ ط

অর্থাৎ স্বামীহীনা স্ত্রীলোক ও স্ত্রী-বিহীন পুরুষ। সুতরাং অবিবাহিত নর-নারীর ন্যায় বিপত্নীক পুরুষ এবং বিধবা নারীগণও উহার অন্তর্ভুক্ত।

বিবাহের আবশ্যকতা—আলোচ্য আয়তে আল্লাহতা'লা প্রত্যেক স্বাধীন ও সমর্থ নর-নারীদের জন্য বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হওয়াকে বাধ্যতামূলক বিধান-রূপে নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছেন। এমন কি, এই আয়তে অধীন দাস-দাসীদিগের পর্য্যন্ত বিবাহ দেওয়ার আদেশ প্রদত্ত হইয়াছে। এতদ্দ্বারা স্পষ্টতর রূপে প্রমাণিত হইতেছে যে, ইস্‌লামে বিবাহ বাধ্যতামূলক এবং অবিবাহিত জীবন যাপন করিয়া তথাকথিত 'সাধুতা' বা সন্ন্যাসের অস্বাভাবিক ভণ্ডামী ইস্‌লামে নাই। স্বর্গীয় ইস্‌লামের এই পবিত্র বিধান মানব-জীবনের নীতি ও পবিত্রতা, নর-নারীর চরিত্র ও সতীত্ব এবং সামাজিক সুরুচি ও সদাচার সংরক্ষণের জন্য যে কিরূপ আবশ্যক, প্রত্যেক চিন্তাশীল ব্যক্তিই তাহা মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিয়া থাকেন। উহার বিস্তৃত ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ সম্পূর্ণ নিষ্প্রয়োজন।

বর্ত্তমান সভ্য-জগতে বহু শিক্ষিত নর-নারী বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হওয়াকে অতি দুর্ব্বহ গুরুভার বলিয়া মনে করে। বিবাহের ফলে সন্তানাদি জন্মগ্রহণ করিলে তাহাদের প্রতিপালন ও তত্ত্বাবধান জন্য অভাবগ্রস্ত হইয়া পড়িতে হইবে; অবিবাহিত মুক্ত-জীবনের সুখ-সুবিধা, আয়েশ আরাম ও ভোগ-বিলাস হ্রাস-প্রাপ্ত হইবে এবং তাহারা পরিবার প্রতিপালন করিতে পারিবে না—এই আশঙ্কা বা অজুহাতে অধুনা অনেকেই ইতর জীবের ন্যায় স্বেচ্ছা বেহারী, অবিবাহিত মুক্ত-জীবন যাপন করিয়া থাকে। আল্লাহতা'লা এই শ্রেণীর নর-নারীদিগকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়া দিতেছেন যে, ভবিষ্যৎ অভাব-অনটনের আশঙ্কায় তোমরা বিবাহ করিতে বিরত হইও না। পবিত্র ভাবে দাম্পত্য-জীবন যাপন করিলে সন্তানাদি হইয়া তোমাদের যে অভাব-অনটন হইবে, আমিই স্বীয় অনুগ্রহে তাহা মোচন করিয়া তোমাদিগকে স্বচ্ছলতা দান করিব। ঐ বিষয়ে আমারই পূর্ণ অধিকার এবং উহাই আমার সৃষ্টির উদ্দেশ্য। সুতরাং তোমরা ঐরূপ অজুহাত অথবা অসঙ্গত আশঙ্কায় ভীত হইয়া স্বভাব-ধর্ম্মের ব্যতিক্রম করিও না।

কেহ কেহ বলেন যে, আলোচ্য আয়তে দাস-দাসীদিগের বিবাহ সম্পাদনের আদেশ প্রদত্ত হওয়ায় প্রভুর পক্ষে স্বীয় দাসী উপভোগ করিবার প্রথা রহিত হইয়া গিয়াছে। সুতরাং বিবাহিতা স্বাধীনা পত্নীর ন্যায় অধীনা দাসীদিগকেও বিবাহ না করিয়া উপভোগ করা প্রভুর পক্ষে সিদ্ধ হইবে না। (মঃ আঃ)। কিন্তু আমাদের মনে হয় যে, ইহারা আয়তের অর্থ ভুল বুঝিয়াছেন এবং উহার সঠিক মর্ম্ম উপলব্ধি করিতে পারেন নাই। পবিত্র ইসলাম দাসত্ব প্রথা অবৈধ বলিয়া ঘোষণা না করিলেও উহার সমর্থক নহে এবং মানবের জন্য উহা অত্যাবশ্যকীয় বলিয়াও প্রচার করেন নাই। বরং ইসলামের দাস-দাসী সংক্রান্ত বিধি-নিষেধগুলি অভিনিবেশ সহকারে আলোচনা করিলে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, মানব সমাজ হইতে দাসত্ব প্রথা তুলিয়া দিবার জন্য ইসলাম অতি সহজ ও স্বাভাবিক পন্থাই অবলম্বন করিয়াছে। ইউরোপ আমেরিকার ন্যায় অস্বাভাবিক পন্থা অবলম্বন করিয়া অনাচার ও ব্যভিচারের স্রোত বর্দ্ধিত করিয়া দেওয়া হয় নাই। স্বামী যেমন স্বীয় স্ত্রীর শরীর ও সম্ভ্রমের উপর অধিকারী—যেখানে দাসত্ব-প্রথা প্রচলিত আছে, সেখানে প্রভুও স্বীয় দাসীর শরীর ও সম্ভ্রমের উপর সেইরূপ অধিকারী। পক্ষান্তরে দাস-দাসীদিগের বিবাহ সম্পাদন করা কিংবা দাসীদিগকে বিবাহ করিয়া পত্নী পর্য্যায়ভুক্ত করিয়া লওয়া অথবা তাহাদিগকে স্বাধীন করিয়া দেওয়া সম্বন্ধেও প্রভুর পূর্ণ অধিকার। প্রভুর সেই অধিকারের প্রতি লক্ষ্য করিয়াই তাহাদের অধিনস্থ দাস-দাসীদিগের বিবাহ সম্পাদনের আদেশ প্রদত্ত হইয়াছে। ইহার সহিত বৈধভাবে দাসী সংরক্ষণ সম্বন্ধীয় বিধানের কোনই বিরোধ নাই। অবশ্য যে সকল দেশ হইতে

করিবেন এবং আল্লাহ সুপ্রশস্ত মহাজ্ঞানী।
৩৩। এবং আল্লাহ স্বীয় অনুগ্রহে তাহাদিগকে স্বচ্ছল করিয়া না-দেওয়া পর্য্যন্ত যাহারা বিবাহ করিতে অসমর্থ, তাহাদের চরিত্র সংরক্ষণ করা উচিত; এবং তোমাদের দক্ষিণ হস্ত যাহাদের অধিকারী, তাহাদের মধ্যে যাহারা লিখিয়া লইতে চাহে, তবে তাহাদিগকে লিখিয়া দাও, যদি তোমরা এতদ্দারা তাহাদের মধ্যে কল্যাণ মনে কর, এবং আল্লার সম্পদ হইতে তাহাদিগকে কিছু দান কর যাহা তিনি তোমাদিগকে প্রদান করিয়াছেন; এবং তোমরা স্বীয় তরুণী-দাসীদিগকে অবৈধ-বৃত্তির জন্য বাধ্য করিও না—যদি তাহারা পার্থিব-জীবনে মর্য্যাদার সহিত সতীত্ব সংরক্ষণ করিতে চাহে; এবং যে তাহাদিগকে বাধ্য করিবে, তবে তাহাদের বাধ্য হওয়ার পর নিশ্চয় আল্লাহ ক্ষমাশীল

وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ ۝ ٣٣- وَ
لْيَسْتَعْفِفِ الَّذِيْنَ لَا يَجِدُوْنَ نِكَاحًا
حَتّٰى يُغْنِيَهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ ط
وَالَّذِيْنَ يَبْتَغُوْنَ الْكِتٰبَ مِمَّا
مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوْهُمْ اِنْ
عَلِمْتُمْ فِيْهِمْ خَيْرًا ق وَّاٰتُوْهُمْ
مِّنْ مَّالِ اللّٰهِ الَّذِيْٓ اٰتٰىكُمْ ط
وَلَا تُكْرِهُوْا فَتَيٰتِكُمْ عَلَى
الْبِغَآءِ اِنْ اَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِّتَبْتَغُوْا
عَرَضَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ط وَمَنْ
يُّكْرِهْهُّنَّ فَاِنَّ اللّٰهَ مِنْ بَعْدِ اِكْرَاهِهِنَّ

দাসত্ব-প্রথা উঠিয়া গিয়াছে এবং যে দেশের সমস্ত নর-নারীই স্বাধীন, সেই সকল দেশে দাসী-সংরক্ষণ সম্পূর্ণ অবৈধ ও নিষিদ্ধ এবং তথায় দাস-দাসীদিগের বিবাহ সম্পাদন করিয়া দেওয়া সম্বন্ধেও কোন প্রশ্ন উঠিতে পারে না।

৩৩। বিবাহ যাহাদের জন্য বাধ্যতামূলক নহে—এই আয়তে প্রথমেই তাহাদের প্রসঙ্গ বর্ণিত হইয়াছে। যে সকল অভাবগ্রস্ত ও দরিদ্র ব্যক্তি স্বীয় ভরণ-পোষণ সংগ্রহ করিতে অসমর্থ, তাহাদের পক্ষে বিবাহ না করিয়া সংযতভাবে চরিত্র সংরক্ষণ করা উচিত। অনন্তর আল্লাহতা'লা দুইটী আরব্য প্রথার প্রতি ইঙ্গিত করিয়া বলিতেছেন যে, যে সমস্ত লোক অধীন দাসীদিগকে এই শর্ত্তে খাটাইয়া অর্থ উপার্জ্জন করে যে, নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ উপার্জ্জন করিয়া দিলেই তাহাদিগকে মুক্তি প্রদান করা হইবে, তবে ঐ শর্ত্তনামা তাহাদিগকে লিখিয়া দেওয়া উচিত এবং মুক্তি প্রদানের সময় ঐ সকল দাসকে তাহার উপার্জ্জিত অর্থ হইতে কিছু দান করা অত্যুত্তম। অবিশ্বাসী আরবদিগের মধ্যে আর একটী মারাত্মক কুপ্রথা প্রচলিত ছিল। তাহারা নিজের অধীনা সুন্দরী ও তরুণী দাসীদিগের দ্বারা অবৈধ-বৃত্তি করাইয়া অর্থ উপার্জ্জন করিত। বর্ত্তমান যুগেও পৃথিবীর প্রায় সর্ব্বত্রই এই হীন ও ঘৃণিত ব্যবসায় অল্পাধিক প্রচলিত আছে। আল্লাততা'লা বলিতেছেন যে, তোমরা কদাচ ঐরূপ কার্য্য করিও না এবং তোমাদের তরুণী-দাসীদিগকে কদাচ অবৈধ বৃত্তির জন্য বাধ্য করিও না। যদি তোমরা তাহাদিগকে বাধ্য করিয়া দুষ্কার্য্য করাও, তবে তোমরাই তজ্জন্য অপরাধী হইবে এবং তাহারা অনিচ্ছার সহিত বাধ্য হইয়া ঐ হীন দুষ্কার্য্যে লিপ্ত হইলেও যদি ক্ষমাপ্রার্থী হয়, তবে করুণাময় আল্লাহ তাহাদিগকে ক্ষমা করিয়া দিবেন।

غَفُورٌ رَّحِيمٌ ۝ ٣٤- وَلَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيٰتٍ مُّبَيِّنٰتٍ وَّمَثَلًا مِّنَ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ ع

করুণাময়। ৩৪। এবং নিশ্চয় আমি তোমাদের প্রতি প্রকাশ্য নিদর্শনাবলী ও তোমাদের পূর্ব্ববর্ত্তী বিগতগণের দৃষ্টান্ত এবং ধর্ম্মভীরুগণের জন্য সদুপদেশ অবতীর্ণ করিয়াছি।

৫ম রুকু—পবিত্র ইস্‌লামই স্বর্গীয় জ্যোতির অনাবিল নিদর্শন

٣٥- اَللّٰهُ نُورُ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ ط مَثَلُ نُورِهٖ كَمِشْكٰوةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ ط اَلْمِصْبَاحُ فِي زُجَاجَةٍ ط اَلزُّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كَوْكَبٌ دُرِّيٌّ يُّوقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ مُّبٰرَكَةٍ زَيْتُونَةٍ لَّا شَرْقِيَّةٍ وَّلَا غَرْبِيَّةٍ لا

৩৫। আল্লাহ নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের জ্যোতি-স্বরূপ; তাঁহার জ্যোতির উপমা, তাকের উপর অবস্থিত প্রদীপের ন্যায়, সেই প্রদীপ এরূপ কাচের মধ্যে অবস্থিত যে কাচ নক্ষত্রের ন্যায় সমুজ্জ্বল—যাহা প্রাচ্যও নহে এবং প্রতীচ্যও নহে—এরূপ কল্যাণযুক্ত জৈতুন তরু দ্বারা

৩৪। অনন্তর আল্লাহতা'লা বলিতেছেন যে, যাহাতে তোমরা সতর্ক হইয়া নিজেদের ধর্ম্মনীতি, সদাচার, চরিত্র ও পবিত্রতা সংস্করণ করিতে পার, তজ্জন্যই আমি প্রকাশ্য নিদর্শনাবলী ও পূর্ব্ববর্ত্তী দৃষ্টান্ত সহ বিশ্বাসী ও ধার্ম্মিকদিগের জন্য এই সকল সদুপদেশ অবতীর্ণ করিয়াছি।

নূর—জ্যোতি, আলোক। আলোচ্য আয়তে আল্লাহতা'লা নিজেকে নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের জ্যোতিস্বরূপ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন এবং সমুচ্চ তাকের উপর, সমুজ্জ্বল তারকা-সদৃশ সুনির্ম্মল কাচাধারে অবস্থিত—সর্ব্বদিকে আলো বিকীর্ণকারী অনুপম জয়তুন তৈলের প্রদীপ্ত প্রদীপকে তিনি স্বীয় জ্যোতির উপমাস্থল বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে আল্লাহতা'লা যেরূপ অনুপম ও অতুলন, তাঁহার জ্যোতিও সেইরূপ অনুপম ও অতুলনীয়। সৃষ্ট জগতের কোন বিষয়ের সহিত যেমন সৃষ্টিকর্ত্তা আল্লাহতা'লার তুলনা হইতে পারে না, সেইরূপ জ্যোতি বলিতে প্রদীপের আলোক, সূর্য্যের কিরণ, চন্দ্রের জ্যোছনা ও তারকার দীপ্ত প্রভৃতি যে সমস্ত বিষয় আমরা ধারণা করিয়া থাকি, তাহার সহিতও আল্লাহতা'লার অনুপম জ্যোতির কোনরূপ তুলনা হইতে পারে না। আল্লাহতা'লার ন্যায় তাঁহার জ্যোতির স্বরূপও সীমাবদ্ধ জ্ঞান বিশিষ্ট মানবের সঙ্কীর্ণ ধারণার সম্পূর্ণ অতীত এবং উহা মানব বুদ্ধির সম্পূর্ণ অনধিগম্য। তাই চিন্তাশীল ও অভিজ্ঞ তফ্‌সীরকারগণ আলোচ্য আয়তের ব্যাখ্যায় বহু মর্ম্মার্থের কল্পনা এবং বহু মতের অবতারণা করিয়াছেন। পবিত্র কোরান শরিফেও "নূর" বা জ্যোতি শব্দ বহু অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে এবং স্বর্গীয় ইস্‌লাম, পবিত্র কোরান, নিষ্পাপ রসুলোল্লাহ ও নিষ্কলঙ্ক ফেরেশ্‌তাগণ বিভিন্ন স্থানে নূর বা জ্যোতি নামে অভিহিত হইয়াছেন।—তঃ হক্কানী।

"আল্লাহতা'লা নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের জ্যোতি স্বরূপ"—ইহার মর্ম্মার্থে কেহ বলেন যে, আল্লাহ-তা'লাই সম্পূর্ণ অনস্তিত্ব হইতে এই বিরাট বিপুল বিশ্বজগতের অস্তিত্ব সৃষ্টি করিয়াছেন এবং তিনিই অনন্ত অন্ধকারের মধ্য হইতে এই বিশ্বজগৎ আলোকিত, উদ্ভাসিত, পরিদৃশ্যমান, সুনিয়ন্ত্রিত ও সুরক্ষিত করিয়া দিয়াছেন। উক্ত অনুপম ভাব প্রকাশের জন্যই এখানে "আল্লাহ

আলোকিত; যাহার তৈল স্বতঃপ্রেজ্জ্বলিত হয়—যদিও উহাকে অগ্নি স্পর্শ না করে; জ্যোতির উপর জ্যোতি; আল্লাহ যাহাকে ইচ্ছা স্বীয় জ্যোতির দ্বারা পথ-প্রদর্শন করেন; এবং আল্লাহ মানব-মণ্ডলীর জন্য দৃষ্টান্ত প্রতিষ্ঠিত করেন এবং

يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِيءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ
نَارٌ ط نُورٌ عَلٰى نُورٍ ط يَهْدِي اللّٰهُ
لِنُورِهٖ مَنْ يَّشَاءُ ط وَيَضْرِبُ اللّٰهُ
الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ ط وَاللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ

নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের জ্যোতি স্বরূপ” অর্থাৎ সমগ্র বিশ্বজগতের অস্তিত্ব ও বিকাশের হেতু বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন। আবার কেহ কেহ বলেন—আলোচ্য আয়তের মর্ম্ম এই যে, আল্লাহ সমগ্র বিশ্ব-জগৎ সৃষ্টি করিয়া চন্দ্র, সূর্য্য, তারকা প্রভৃতি সৌরজগৎ সমূহকে স্বীয় মহিমা-জ্যোতিতে জ্যোতিষ্মান করিয়াছেন এবং উক্ত জ্যোতির্ম্ময় পদার্থ-সমূহের জ্যোতি দ্বারাই পরে সমগ্র জগৎ আলোকিত ও উদ্ভাসিত হইয়াছে। ইহাদের মতে “সুনির্ম্মল স্বচ্ছ কাচাধারে অবস্থিত প্রদীপ্ত প্রদীপ—আল্লাহ-তা'লার মহিমা-জ্যোতির স্বরূপ সম্বন্ধে মানবের অবোধগম্য ভাষায় একটী সাধারণ উপমা মাত্র এবং “কল্যাণযুক্ত জয়তুন তরু ও উহার স্বতঃপ্রজ্জ্বলিত তৈলের প্রদীপ” সম্বন্ধে যাহা উক্ত হইয়াছে, তাহা উহার উৎকৃষ্টতা ও গুণের নিদর্শক। “যাহা প্রাচ্যও নহে অথবা প্রতীচ্যও নহে” ইহার অর্থ এই যে, উহা পূর্ব্ব বা পশ্চিম প্রান্তে অবস্থিত—অর্দ্ধ-দিবসের আলোক-প্রাপ্ত নিস্তেজ তরু জাত নহে; বরং মধ্য প্রান্তরে বা পর্ব্বত শীর্ষে অবস্থিত পূর্ণ-দিবসের আলোক প্রাপ্ত সতেজ তরু-জাত তৈল—যাহা এরূপ উৎকৃষ্ট, নির্ম্মল ও দাহ্য যে, অগ্নিস্পর্শ ব্যতীত শুধু আলোক-সম্পাতেই জ্বলিয়া উঠে।

“জ্যোতির উপর জ্যোতি”—ইহার অর্থ এই যে, তোমরা যতই উৎকৃষ্টতর অথবা উজ্জ্বলতর জ্যোতির সমাবেশ কল্পনা কর না কেন, আল্লাহতা'লার জ্যোতি তাহা অপেক্ষাও বহুগুণে উজ্জ্বল ও উৎকৃষ্টতর। উহা সম্পূর্ণ অনুপম ও অতুলনীয়। মানবের পরিকল্পিত কোন জ্যোতিই তাহার তুলনাস্থল হইতে পারে না।

“আল্লাহ যাহাকে ইচ্ছা স্বীয় জ্যোতি দ্বারা পথ-প্রদর্শন করেন”—এতদ্দ্বারা স্পষ্টতর রূপে পরিব্যক্ত হইতেছে যে, আল্লাহতা'লা শুধু সাধারণ আলোক অর্থে নূর বা জ্যোতি শব্দ ব্যবহার করেন নাই; বরং তৎপরিবর্ত্তে সত্যের জ্যোতি অর্থাৎ সত্যধর্ম্ম ইস্‌লাম, ‘আয়াতেম-বাইয়ানাত’ অর্থাৎ প্রকাশ্য নিদর্শনাবলী ও সদুপদেশ পূর্ণ কোরান শরিফ, সত্যের প্রতীক স্বরূপ সত্যধর্ম্ম-প্রচারক—‘সেরাজুম-মুনির’ বা সত্যের সমুজ্জ্বল প্রদীপ হজরত রসুলোল্লাহ অথবা মোমেন মুসলমানের অন্তরস্থিত সত্য-বিশ্বাস ও সত্য জ্ঞান অর্থেই আলোচ্য আয়তে “নূর” শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। হজরত এব্‌নে-আব্বাস, আতা হাসান, সুফিয়ান ও জায়েদ প্রভৃতির বিভিন্ন বর্ণনা এবং এমাম রাজী, গাজ্জালী প্রভৃতি সুবিখ্যাত এমামগণের ব্যাখ্যা হইতেও এই মত সমর্থিত হয়। বিশেষতঃ আয়তের ঐ সমস্ত বর্ণনা যে দৃষ্টান্ত বা উপমা (মেছাল) মাত্র, তাহা উহার শেষেও স্পষ্টতর ভাষায় বিবৃত হইয়াছে।—তঃ হক্কানী।

আধুনিক তফ্‌সীরকারগণের মতে সমগ্র আয়তের মর্ম্মার্থ এই যে, আল্লাহতা'লাই সমগ্র বিশ্বজগতের সৃষ্টিকর্ত্তা, সংরক্ষক ও পথপ্রদর্শক। তিনিই জগদ্বাসীর জন্য স্বীয় অনুগ্রহের জ্যোতি-স্বরূপ সত্যধর্ম্ম ইসলাম অবতীর্ণ করিয়াছেন। উহার শিক্ষা ও সদুপদেশ তিনি পূর্ব্ব বা পশ্চিমের জন্য সীমাবদ্ধ করেন নাই, বরং পূর্ব্ব পশ্চিম, উত্তর দক্ষিণ প্রভৃতি সকল দিক ও সকল দেশের জন্যই তিনি উক্ত ধর্ম্ম নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়াছেন। সুতরাং সমুচ্চ স্থানে সংরক্ষিত, সুনির্ম্মল স্বচ্ছ কাচাধারে অবস্থিত প্রদীপ্ত প্রদীপের ন্যায় উহার সমুজ্জ্বল আলোরাশি চতুর্দ্দিকে বিকীর্ণ ও বিচ্ছুরিত

আল্লাহ সর্ব্ব-বিষয়ে মহাজ্ঞানী। ৩৬। ঐ
সকল গৃহে—যাহা আল্লাহ সমুন্নত
করিতে আদেশ করিয়াছেন এবং যাহাতে
তাঁহার নাম স্মরণ করা হয়, তন্মধ্যে
প্রভাতে ও সন্ধ্যায় তাঁহারই উদ্দেশ্যে
প্রশংসা কীর্ত্তন করা হইয়া থাকে;
৩৭। সেই সকল লোক—যাহাদিগকে
ব্যবসা-বাণিজ্য অথবা ক্রয়-বিক্রয়
আল্লার স্মরণ হইতে এবং নামাজ
প্রতিষ্ঠা ও জাকাত প্রদান হইতে বিরত
করিতে পারে না, তাহারা সেই দিবসের
আশঙ্কা করে—যাহাতে অন্তর-সমূহ ও
নয়ন-সমূহ বিবর্ত্তিত হইবে; ৩৮। যেন
আল্লাহ তাহাদিগকে তাহাদের কৃতকর্ম্মের
উৎকৃষ্টতর প্রতিদান প্রদান করেন এবং

عَلِيْمٌ ۝ ٣٦- فِيْ بُيُوْتٍ اَذِنَ اللّٰهُ
اَنْ تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيْهَا اسْمُهٗ ۙ
يُسَبِّحُ لَهٗ فِيْهَا بِالْغُدُوِّ وَالْاٰصَالِ ۝
٣٧- رِجَالٌ ۙ لَّا تُلْهِيْهِمْ تِجَارَةٌ وَّلَا
بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ وَاِقَامِ الصَّلٰوةِ
وَاِيْتَاۤءِ الزَّكٰوةِ ۖ يَخَافُوْنَ يَوْمًا
تَتَقَلَّبُ فِيْهِ الْقُلُوْبُ وَالْاَبْصَارُ ۙ
٣٨- لِيَجْزِيَهُمُ اللّٰهُ اَحْسَنَ مَا عَمِلُوْا

হইবে এবং ঐ স্বর্গীয় আলোকে দুনইয়ার সকল দিক, সকল দেশ ও সকল জাতি আলোকিত ও উদ্ভাসিত হইয়া উঠিবে। ফলতঃ এই পবিত্র আয়ত ইস্লামের অলৌকিক সাফল্য ও বিজয় প্রতিষ্ঠার এক অভ্রান্ত ভবিষ্যদ্বাণী। বর্ত্তমানে জগতের যাবতীয় ধর্ম্ম কিরূপভাবে ইস্লামের প্রভাবে আচ্ছন্ন হইতেছে এবং পূর্ব্ব পশ্চিম তথা এসিয়া, ইউরোপ অতিক্রম করিয়া সুদূর আমেরিকা পর্য্যন্ত কিরূপভাবে ইস্লামের অনাবিল মতবাদ সম্প্রসারিত ও সুপ্রতিষ্ঠিত হইতে, তাহা একটু চিন্তা করিয়া দেখিলে প্রত্যেকেই এই অলৌকিক এই ভবিষ্যদ্বাণীর সফলতা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন।—তঃ মঃ আলি।

৩৬। অধিকাংশ তফ্সীরকারই এই আয়তকে পূর্ব্ববর্ত্তী আয়তের সহিত সম্বন্ধ যুক্ত বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ইহাদের মতে পূর্ব্ব আয়তের বর্ণিত উৎকৃষ্টতর জয়তুন তৈলের প্রদীপ শুধু উচ্চ তাকের উপর অবস্থিত এবং সুনির্ম্মল কাচাধারে সংরক্ষিত হইলেই উহা নূর বা স্বর্গীয় জ্যোতির প্রকৃত উপমা-স্থল হইবে না; বরং উহা এরূপ পবিত্র ও সমুন্নত গৃহে অবস্থিত হওয়া আবশ্যক, যাহাকে সম্মান ও মর্য্যাদা প্রদান করিতে আল্লাহ আদেশ করিয়াছেন এবং যে গৃহে বিশ্বাসী ও সত্যপরায়ণ ধার্ম্মিক ব্যক্তিরা প্রভাতে ও সন্ধ্যায় আল্লার উপাসনা এবং তাঁহার প্রশংসাকীর্ত্তন করিয়া থাকে—এইরূপ গৃহে অবস্থিত হইলেও উক্ত প্রদীপ আলোচ্য নূর বা সত্যের সুনির্ম্মল জ্যোতির উপমা-স্থল হইতে পারিবে না।

আবার কেহ বলেন যে, এই আয়তের অভিব্যক্তি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। এতদ্দ্বারা অল্লাহতা'লা কাবাগৃহ "বয়তুল্লা" ও "বয়তুল-মোকাদ্দস" প্রভৃতি বিশিষ্ট উপাসনালয় সমূহকে সাধারণ বাসভবন অপেক্ষা উচ্চ করিয়া নির্ম্মাণ করিতে এবং মতান্তরে উহাকে উচ্চতর সম্মান ও মর্য্যাদা প্রদান করিতে আদেশ করিয়াছেন। অনেকের মতে অন্যান্য মসজেদ বা বিশুদ্ধ ঐশী উপাসনালয় সম্বন্ধেও ঐ আদেশ প্রযোজ্য হইবে।—তঃ হক্কানী।

৩৭—৩৮। এই দুইটী আয়তে পূর্ব্ব বর্ণিত স্বর্গীয় আলোকের অধিকারী অর্থাৎ আল্লাহর গৃহে উপাসনাকারী বিশ্বাসী ও ধার্ম্মিক লোকদিগের প্রসঙ্গ বর্ণিত হইয়াছে। আল্লাহতা'লা বলিতেছেন, আমার মনোনীত গৃহে উপসনাকারী সত্যালোকপ্রাপ্ত—বিশ্বাসী ও ধার্ম্মিক লোকদিগের নিদর্শন এই যে, ব্যবসায়-বাণিজ্য ও ক্রয়-বিক্রয় প্রভৃতি সাংসারিক কাজকর্ম্মে লিপ্ত হইয়া তাহারা কখনই

عَلِيْمٌ ۙ ٣٦- فِيْ بُيُوْتٍ اَذِنَ اللّٰهُ
اَنْ تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيْهَا اسْمُهٗ ۙ
يُسَبِّحُ لَهٗ فِيْهَا بِالْغُدُوِّ وَالْاٰصَالِ ۙ
٣٧- رِجَالٌ ۙ لَّا تُلْهِيْهِمْ تِجَارَةٌ وَّلَا
بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ وَاِقَامِ الصَّلٰوةِ
وَاِيْتَآءِ الزَّكٰوةِ ۙ يَخَافُوْنَ يَوْمًا
تَتَقَلَّبُ فِيْهِ الْقُلُوْبُ وَالْاَبْصَارُ ۙ
٣٨- لِيَجْزِيَهُمُ اللّٰهُ اَحْسَنَ مَا عَمِلُوْا

আল্লাহ সর্ব্ব-বিষয়ে মহাজ্ঞানী। ৩৬। ঐ সকল গৃহে—যাহা আল্লাহ সমুন্নত করিতে আদেশ করিয়াছেন এবং যাহাতে তাঁহার নাম স্মরণ করা হয়, তন্মধ্যে প্রভাতে ও সন্ধ্যায় তাঁহারই উদ্দেশ্যে প্রশংসা কীর্ত্তন করা হইয়া থাকে; ৩৭। সেই সকল লোক—যাহাদিগকে ব্যবসা-বাণিজ্য অথবা ক্রয়-বিক্রয় আল্লার স্মরণ হইতে এবং নামাজ প্রতিষ্ঠা ও জাকাত প্রদান হইতে বিরত করিতে পারে না, তাহারা সেই দিবসের আশঙ্কা করে—যাহাতে অন্তর-সমূহ ও নয়ন-সমূহ বিবর্ত্তিত হইবে; ৩৮। যেন আল্লাহ তাহাদিগকে তাহাদের কৃতকর্ম্মের উৎকৃষ্টতর প্রতিদান প্রদান করেন এবং

হইবে এবং ঐ স্বর্গীয় আলোকে দুন্‌ইয়ার সকল দিক, সকল দেশ ও সকল জাতি আলোকিত ও উদ্ভাসিত হইয়া উঠিবে। ফলতঃ এই পবিত্র আয়ত ইস্‌লামের আলৌকিক সাফল্য ও বিজয় প্রতিষ্ঠার এক অভ্রান্ত ভবিষ্যদ্বাণী। বর্ত্তমানে জগতের যাবতীয় ধর্ম্ম কিরূপভাবে ইস্‌লামের প্রভাবে আচ্ছন্ন হইতেছে এবং পূর্ব্ব পশ্চিম তথা এসিয়া, ইউরোপ অতিক্রম করিয়া সুদূর আমেরিকা পর্য্যন্ত কিরূপভাবে ইস্‌লামের অনাবিল মতবাদ সম্প্রসারিত ও সুপ্রতিষ্ঠিত হইতে, তাহা একটু চিন্তা করিয়া দেখিলে প্রত্যেকেই এই অলৌকিক এই ভবিষ্যদ্বাণীর সফলতা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন।—তঃ মঃ আলি।

৩৬। অধিকাংশ তফ্‌সীরকারই এই আয়তকে পূর্ব্ববর্ত্তী আয়তের সহিত সম্বন্ধ যুক্ত বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ইহাদের মতে পূর্ব্ব আয়তের বর্ণিত উৎকৃষ্টতর জয়তুন তৈলের প্রদীপ শুধু উচ্চ তাকের উপর অবস্থিত এবং সুনির্ম্মল কাচাধারে সংরক্ষিত হইলেই উহা নুর বা স্বর্গীয় জ্যোতির প্রকৃত উপমা স্থল হইবে না; বরং উহা এরূপ পবিত্র ও সমুন্নত গৃহে অবস্থিত হওয়া আবশ্যক, যাহাকে সম্মান ও মর্য্যাদা প্রদান করিতে আল্লাহ আদেশ করিয়াছেন এবং যে গৃহে বিশ্বাসী ও সত্যপরায়ণ ধার্ম্মিক ব্যক্তিরা প্রভাতে ও সন্ধ্যায় আল্লার উপাসনা এবং তাঁহার প্রশংসাকীর্ত্তন করিয়া থাকে—এইরূপ গৃহে অবস্থিত হইলেও উক্ত প্রদীপ আলোচ্য নুর বা সত্যের সুনির্ম্মল জ্যোতির উপমা-স্থল হইতে পারিবে না।

আবার কেহ বলেন যে, এই আয়তের অভিব্যক্তি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। এতদ্দ্বারা আল্লাহতা'লা কাবাগৃহ "বয়তুল্লা" ও "বয়তুল-মোকাদ্দস" প্রভৃতি বিশিষ্ট উপাসনালয় সমূহকে সাধারণ বাসভবন অপেক্ষা উচ্চ করিয়া নির্ম্মাণ করিতে এবং মতান্তরে উহাকে উচ্চতর সম্মান ও মর্য্যাদা প্রদান করিতে আদেশ করিয়াছেন। অনেকের মতে অন্যান্য মসজেদ বা বিশুদ্ধ ঐশী উপাসনালয় সম্বন্ধেও ঐ আদেশ প্রযোজ্য হইবে।—তঃ হক্কানী।

৩৭—৩৮। এই দুইটী আয়তে পূর্ব্ব বর্ণিত স্বর্গীয় আলোকের অধিকারী অর্থাৎ আল্লাহর গৃহে উপাসনাকারী বিশ্বাসী ও ধার্ম্মিক লোকদিগের প্রসঙ্গ বর্ণিত হইয়াছে। আল্লাহতা'লা বলিতেছেন, আমার মনোনীত গৃহে উপসনাকারী সত্যালোকপ্রাপ্ত—বিশ্বাসী ও ধার্ম্মিক লোকদিগের নিদর্শন এই যে, ব্যবসায়-বাণিজ্য ও ক্রয়-বিক্রয় প্রভৃতি সাংসারিক কাজকর্ম্মে লিপ্ত হইয়া তাহারা কখনই

وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ
يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ۝

৩৯- وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ
كَسَرَابٍ بِقِيعَةٍ يَحْسَبُهُ الظَّمْآنُ
مَاءً ۗ حَتَّىٰ إِذَا جَاءَهُ لَمْ يَجِدْهُ
شَيْئًا وَوَجَدَ اللَّهَ عِندَهُ فَوَفَّاهُ
حِسَابَهُ ۗ وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ ۝

৪০- أَوْ كَظُلُمَاتٍ فِي بَحْرٍ لُّجِّيٍّ يَغْشَاهُ
مَوْجٌ مِّن فَوْقِهِ مَوْجٌ مِّن فَوْقِهِ
سَحَابٌ ۗ ظُلُمَاتٌ بَعْضُهَا فَوْقَ
بَعْضٍ ۗ إِذَا أَخْرَجَ يَدَهُ لَمْ يَكَدْ
يَرَاهَا ۗ وَمَن لَّمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ
نُورًا فَمَا لَهُ مِن نُّورٍ ۝

স্বীয় অনুগ্রহে তাহাদিগকে অধিকতর দান করেন; এবং আল্লাহ যাহাকে ইচ্ছা অপরিমিত জীবিকা প্রদান করিয়া থাকেন। ৩৯। এবং যাহারা অবিশ্বাস করিয়াছে, তাহাদের কৃতকর্ম্ম-সমূহ মরুভূমিতে মরীচিকার ন্যায়—যাহাকে তৃষ্ণার্ত্ত-লোকে সলিল ধারণা করিয়া থাকে; এমন কি, যখন সে উহার নিকট উপনীত হয়, তখন সে কিছুই প্রাপ্ত হয় না এবং সেই আল্লাকেই স্বীয় সন্নিকটে প্রাপ্ত হইয়া থাকে; অতঃপর তিনি তাহার হিসাব পূর্ণ করিয়া দেন এবং আল্লাহ সত্বর হিসাব গ্রহণকারী। ৪০। অথবা গভীর সমুদ্রে অন্ধকার-রাশির ন্যায়—যাহাতে তরঙ্গের উপর তরঙ্গ সমাচ্ছন্ন, তদুপরি মেঘমালা বিদ্যমান; পরস্পরের উপর পরস্পর অন্ধকার-রাশি ঘনীভূত; যখন সে স্বীয় হস্ত নিষ্কাশিত করে, তখন সে উহা দেখিতেও পায় না; এবং আল্লাহ যাহাকে জ্যোতি দান করেন না, ফলতঃ তাহার জন্য কোনই জ্যোতি নাই।

আমার নাম বিস্মৃত অথবা নামাজ, রোজা ও জাকাত-প্রদান হইতে বিরত হয় না এবং তাহারা সেই দিবসের আশঙ্কা করে—যেদিন স্ব স্ব কৃতকর্ম্মের পূর্ণ প্রতিফল বা প্রতিদান প্রাপ্ত হইবে। সেদিন আমারই অনুগ্রহের জন্য তাহাদের অন্তর আকুল ও নয়ন উৎকণ্ঠিত হইবে এবং আমি স্বীয় অনুগ্রহে সেদিন অবশ্যই তাহাদিগকে অপরিমিত জীবিকা ও অফুরন্ত সুখ-সম্পদ প্রদান করিব।

৩৯—৪০। এই দুইটী আয়তে অবিশ্বাসীদিগের ইহ-পারলৌকিক অসহায় অবস্থার বিষয় বর্ণিত হইয়াছে। আল্লাহতা'লা বলিতেছেন যে, তাহাদের অবস্থা মরুভূমে বিচরণকারী তৃষ্ণার্ত্ত অথবা ঘনীভূত অন্ধকারাবৃত—জলদজালে সমাচ্ছন্ন—তরঙ্গ বিক্ষুব্ধ, গভীর সমুদ্র-গর্ভে নিমজ্জমান ব্যক্তির ন্যায়। মরুভূমে বিচরণকারী দিক্‌ভ্রান্ত পথিক মরীচিকা দর্শনে সলিল-ভ্রমে যেরূপ উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া তদ্দিকে ধাবিত হয়, কিন্তু নিকটে গেলেই উহা অদৃশ্য হইয়া যায় এবং তাহার বিপদ আরও ঘনীভূত হইয়া উঠে অথবা অন্ধকার সমুদ্র-গর্ভে নিজ্জমান ব্যক্তি অবলম্বনের আশায় হাত বাড়াইয়া দিলে অন্ধকারের আতিশয্যে নিজের হাতও যেরূপ দেখিতে পায় না, আল্লার নূর বা সত্যালোক-বঞ্চিত অবিশ্বাসীদিগের অবস্থাও সেইরূপ। তাহাদের ইহ-পরলোকের সমস্ত আশাই ব্যর্থ হইয়া যাইবে

৬ষ্ঠ রুকু—আল্লাহতা'লার একত্ব এবং কপট চরিত্রের নিদর্শন

৪১। তুমি কি লক্ষ্য করিতেছ না যে নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলে যাহা আছে এবং সম্প্রসারিত পক্ষ-বিশিষ্ট পক্ষীকূল আল্লারই উদ্দেশ্যে তদীয় মহিমা-বর্ণন করিতেছে? নিশ্চয় সকলেই তাঁহার উপাসনা ও তাঁহার মহিমা অবগত আছে, এবং তাহারা যাহা করিতেছে, আল্লাহ তাহা পরিজ্ঞাত আছেন। ৪২। এবং আল্লারই জন্য নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের আধিপত্য এবং আল্লারই দিকে প্রত্যাবর্ত্তন। ৪৩। তুমি কি লক্ষ্য করিতেছ না যে, আল্লাহ মেঘমালা পরিচালিত করেন, পরে উহাদিগকে একত্রিত করেন, তৎপর উহাদিগকে স্তূপীকৃত করেন, অতঃপর তুমি অবলোকন করিতেছ যে, উহাদের অভ্যন্তর হইতে বৃষ্টি-ধারা বহির্গত হইতেছে? এবং তিনিই আকাশ হইতে পর্ব্বত-সমূহ হইতে বৃষ্টি-ধারা অবতারণ করেন—তন্মধ্যে শিলা-রাশি রহিয়াছে; অতঃপর তিনি যাহার উপর ইচ্ছা তৎসহ নিক্ষেপ করেন এবং যাহার উপর ইচ্ছা নিবারণ করিয়া থাকেন; তাহার বিদ্যুৎ-প্রভা দৃষ্টি-সমূহ অপহরণের উপক্রম

٤١- أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللّٰهَ يُسَبِّحُ لَهُ مَنْ
فِي السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ وَالطَّيْرُ
صَٰفَّٰتٍ ط كُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ
وَتَسْبِيحَهُ ط وَاللّٰهُ عَلِيمٌ بِمَا
يَفْعَلُونَ ٥ ٤٢- وَلِلّٰهِ مُلْكُ
السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ ج وَإِلَى اللّٰهِ
الْمَصِيرُ ٥ ٤٣- أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللّٰهَ
يُزْجِي سَحَابًا ثُمَّ يُؤَلِّفُ بَيْنَهُ ثُمَّ
يَجْعَلُهُ رُكَامًا فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ
مِنْ خِلَالِهِ ج وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ
مِنْ جِبَالٍ فِيهَا مِنْ بَرَدٍ فَيُصِيبُ
بِهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَصْرِفُهُ عَنْ مَنْ يَشَاءُ
يَكَادُ سَنَا بَرْقِهِ يَذْهَبُ بِالْأَبْصَارِ ط

এবং সত্যালোকের অভাবে অসত্যের অন্ধকার ও নিরাশার মধ্যে বিলয়প্রাপ্ত হইয়া পরিণামে তাহাদিগকে অবশ্যই অভিশপ্ত ও নিরয়গামী হইতে হইবে।

৪১—৪২। বিশ্বাসীগণের অন্তর্নিহিত আলোক এবং অবিশ্বাসীদিগের অন্তর্নিহিত অন্ধকারের প্রসঙ্গ বর্ণনা করিবার পর আল্লাহতা'লা তওহীদ বা একত্ববাদের প্রাকৃতিক নিদর্শনাবলী বর্ণনা করিতেছেন। আয়তের মর্ম্ম এই যে, নভোমণ্ডলে ও ভূমণ্ডলের যাবতীয় বিষয়—এমন কি সম্প্রসারিত পক্ষ-বিশিষ্ট পক্ষীকুলও তাঁহারই আদেশ ও নির্দ্দেশানুসারে নিয়ন্ত্রিত হইয়া তাঁহারই উদ্দেশ্যে তদীয় মহিমা-বর্ণন করিতেছে এবং বিশ্ব-জগতের সমস্ত বিষয়ই তাঁহার একত্ব ও আধিপত্য ঘোষণা করিতেছে।

৪৩। অনন্তর আল্লাহতা'লা মানব জাতিকে লক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন:—তোমরা কি দেখিতেছ না যে, তাঁহারই আদেশে কেমন করিয়া শূন্যে মেঘমালা পরিচালিত হয়? অতঃপর তিনিই ঐ সকল মেঘমালা ঘনীভূত ও পুঞ্জীকৃত করিয়া আকাশ হইতে পৃথিবীর উপর বারিধারা বর্ষণ করেন; আবার কখন কখন ঐ সকল মেঘ পর্ব্বতোপরি পুঞ্জীভূত হইয়া তাহা হইতে সমতল

৪৪- يُقَلِّبُ اللّٰهُ الَّيْلَ وَالنَّهَارَ ط
اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَعِبْرَةً لِّاُولِى الْاَبْصَارِ ○
৪৫- وَاللّٰهُ خَلَقَ كُلَّ دَآبَّةٍ مِّنْ
مَّآءٍ ج فَمِنْهُمْ مَّنْ يَّمْشِىْ عَلٰى
بَطْنِهٖ ج وَمِنْهُمْ مَّنْ يَّمْشِىْ عَلٰى
رِجْلَيْنِ ج وَمِنْهُمْ مَّنْ يَّمْشِىْ
عَلٰٓى اَرْبَعٍ ط يَخْلُقُ اللّٰهُ مَا يَشَآءُ ط
اِنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ ○
৪৬- لَقَدْ اَنْزَلْنَآ اٰيٰتٍ مُّبَيِّنٰتٍ ط
وَاللّٰهُ يَهْدِىْ مَنْ يَّشَآءُ اِلٰى صِرَاطٍ
مُّسْتَقِيْمٍ ○ ৪৭- وَيَقُوْلُوْنَ اٰمَنَّا
بِاللّٰهِ وَبِالرَّسُوْلِ وَاَطَعْنَا ثُمَّ يَتَوَلّٰى
فَرِيْقٌ مِّنْهُمْ مِّنْ بَعْدِ ذٰلِكَ ط وَمَا

করে। ৪৪। এবং আল্লাহ দিবস ও রজনীর বিবর্ত্তন করেন, নিশ্চয় উহাতে চক্ষুষ্মানগণের জন্য উদাহরণ রহিয়াছে। ৪৫। এবং আল্লাহ সলিল দ্বারা সর্ব্ববিধ জীব-জন্তু সৃষ্টি করিয়াছেন, অতঃপর উহাদের কতিপয় স্ব স্ব উদরে ভর দিয়া গমন করে এবং উহাদের কতিপয় পদদ্বয় দ্বারা গমন করে এবং উহাদের কতিপয় চতুষ্পদ দ্বারা গমন করে; নিশ্চয় আল্লাহ যাহা ইচ্ছা সৃষ্টি করিয়া থাকেন, নিশ্চয় আল্লাহ সর্ব্ববিষয়োপরি শক্তিমান। ৪৬। নিশ্চয়ই আমি প্রকাশ্য নিদর্শনাবলী অবতীর্ণ করিয়াছি, এবং আল্লাহ যাহাকে ইচ্ছা সরল পথে পরিচালিত করেন। ৪৭। এবং তাহারা বলে—আমরা আল্লার প্রতি ও রসূলের প্রতি বিশ্বাস-স্থাপন করিয়াছি এবং আমরা অনুগত হইয়াছি, অনন্তর ইহার পর তাহাদের একদল প্রত্যাবর্ত্তিত হইয়া

ভূমির উপর সলিল-ধারা নামিয়া আইসে। ঐ মেঘমালা হইতে কখন কখন শিলা-রাশি বর্ষিত হয় এবং উহা হইতে বিদ্যুৎপ্রভা বিকশিত হইয়া লোকের দৃষ্টি ঝল্‌সাইয়া দিয়া থাকে। ফলতঃ ইহা সমস্তই তাঁহার একত্ব, একাধিপত্য ও গৌরব-মহিমার সমুজ্জ্বল নিদর্শন।

৪৪—৪৫। আবার আল্লাহতা'লাই দিবস ও রজনীর পরিবর্ত্তন সাধন করিয়া কর্ম্ম-ক্লান্ত জীব-জগতের ক্লান্তি হরণ ও বিশ্রাম লাভের সুযোগ করিয়া দেন। তদুপরি সলিলযুক্ত উপাদান হইতে যে সকল জীব-জন্তু সৃষ্টি করিয়াছেন, তন্মধ্যে কতকগুলি সরীসৃপ জাতীয়; ইহারা বুকে ভর দিয়া চলে; উহারা কতকগুলি দ্বিপদ-বিশিষ্ট; উহারা দ্বিপদে গমন করে এবং কতকগুলি চতুষ্পদ; ইহারা চারি পায়ে গমন করিয়া থাকে। ফলতঃ ইহা সমস্তই তাঁহার অলৌকিক সৃষ্টি-মহিমার অত্যুজ্জ্বল নিদর্শন। ইহা দ্বারাও জানা যাইতেছে যে, বিশ্বজগতের সৃষ্টিকর্ত্তা আল্লাহ-তা'লা অদ্বিতীয় ও সর্ব্বশক্তিমান।

৪৬—৪৭। মানবের জ্ঞানচক্ষু উন্মিলন পূর্ব্বক তাহাদিগকে সত্যধর্ম্ম ও সরল পথ প্রদর্শনের জন্যই আল্লাহতা'লা এই সকল প্রত্যক্ষ নিদর্শনাবলী পূর্ণ উপদেশ অবতীর্ণ করিয়াছেন। যাহারা জ্ঞানী ও চিন্তাশীল, তাহারা এই সমস্ত বিষয় চিন্তা করিয়াই সত্যধর্ম্ম গ্রহণ পূর্ব্বক সুপথে পরিচালিত হইয়া থাকে। আর যাহারা অবিশ্বাসী ও ভ্রান্ত, তাহারা মুখে বলে যে, আমরা আল্লাহ ও তদীয়

গিয়াছে এবং তাহারা বিশ্বাস-স্থাপনকারী নহে। ৪৮। এবং যখন তাহারা আল্লাহ ও তদীয় রসুলের দিকে আহূত হয়—যেন তিনি উহাদের মধ্যে মীমাংসা করিয়া দেন, তখন উহাদের একদল বিমুখ হইয়া যায়। ৪৯। এবং যদি মীমাংসা তাহাদের পক্ষে হয়, তাহারা উহার দিকে নতভাবে অগ্রসর হয়। ৫০। তবে কি তাহাদের অন্তর-সমূহে রোগ আছে অথবা তাহারা সন্দেহের মধ্যে রহিয়াছে, অথবা তাহারা আশঙ্কা করিতেছে যে, আল্লাহ ও তদীয় রসুল তাহাদের প্রতি অবিচার করিবেন ? বরং উহারাই অত্যাচারী।

أُولٰٓئِكَ بِالْمُؤْمِنِيْنَ ۝ ٤٨- وَإِذَا
دُعُوْٓا إِلَى اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ لِيَحْكُمَ
بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيْقٌ مِّنْهُمْ مُّعْرِضُوْنَ ۝
٤٩- وَإِنْ يَّكُنْ لَّهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوْٓا
إِلَيْهِ مُذْعِنِيْنَ ۝ ٥٠- أَفِيْ قُلُوْبِهِمْ
مَّرَضٌ أَمِ ارْتَابُوْٓا أَمْ يَخَافُوْنَ أَنْ
يَّحِيْفَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُوْلُهٗ ط بَلْ
أُولٰٓئِكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ ۝

৭ম রুকু—মুসলমানের ধর্ম্ম ও পার্থিব সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার ভবিষ্যদ্বাণী

৫১। বিশ্বাসীগণের বাক্য একমাত্র ইহাই হওয়া উচিত যে, যখন তাহারা

٥١- إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِيْنَ إِذَا

রসুলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছি; কিন্তু কার্য্যতঃ তাহারা আল্লাহ ও রসুলের আদেশ-নিষেধের বিরুদ্ধাচরণ পূর্ব্বক বিপথে গমন করে এবং তাহারা কখনই বিশ্বাসী অথবা সত্যপরায়ণ বলিয়া পরিগণিত হইবে না।

৪৮—৪৯। পূর্ব্ব আয়তে বর্ণিত অবিশ্বাসী ও কপটদিগের সম্বন্ধে আল্লাহতা'লা বলিতেছেন যে, যখন তাহারা কোন বিষয়ের মীমাংসার জন্য আল্লাহ ও রসুলের দিকে আহূত হয়, তখন যদি তাহারা মনে করে যে, আল্লার রসুল তাহাদের অনুকূলেই মীমাংসা করিবেন অথবা আল্লাহ ও রসুলের আদেশ-উপদেশ তাহাদের অনুকূল, তখন তাহারা রসুলের নিকট উপস্থিত হইয়া থাকে; কিন্তু যদি তাহারা মনে করে যে, আল্লাহ ও তাঁহার রসুলের বিচার-মীমাংসা তাহাদের অনুকুল হইবে না অথবা আল্লাহ ও রসুলের আদেশ-উপদেশ তাহাদের অনুকূল নহে, তখন তাহারা মুখে আল্লাহ ও তদীয় রসুলের প্রতি বিশ্বাস-স্থাপন করিয়াছি বলিলেও রসুলের নিকট উপস্থিত হইতে অথবা তাঁহার আদেশ-নিষেধ ও বিচার মীমাংসা মানিয়া লইতে অস্বীকার করিয়া থাকে। অবিশ্বাসী কপট-চরিত্রের ইহা এক প্রত্যক্ষ নিদর্শন। কেহ কেহ বলেন যে, হজরত আলির সহিত একখণ্ড জমি লইয়া বিবাদকারী মগিরা অথবা জনৈক ইহুদীর সহিত কলহকারী বেশর নামক জনৈক কপট-বিশ্বাসী মোনাফেক সম্বন্ধেই এই আয়ত অবতীর্ণ হইয়াছিল। কারণ সে হজরত রসুলোল্লার নিকট উক্ত বিষয়ের বিচার-মীমাংসার জন্য আহূত হইয়াও তাহা অস্বীকার করিয়াছিল।

৫০। অনন্তর আল্লাহতা'লা বলিতেছেন যে, মুখে বিশ্বাসী বলিয়া দাবী করিলেও যাহারা মনে করে যে, আল্লাহ ও রসুল তাহাদের প্রতি অবিচার করিবেন অথবা আল্লাহ ও রসুলের আদেশ-উপদেশ ও বিচার-মীমাংসা সম্বন্ধে যাহারা দ্বিধা ও সন্দেহ পোষণ করে, তাহারা সকলেই অত্যাচারী কাফের এবং তাহারা কখনই সুপথ অথবা মুক্তিলাভ করিতে পারিবে না।

৫১—৫২। এই দুইটী আয়তে আল্লাহতা'লা বিশ্বাসীদিগের নীতি ও চরিত্রের সহিত তাহাদের

গিয়াছে এবং তাহারা বিশ্বাস-স্থাপনকারী নহে। ৪৮। এবং যখন তাহারা আল্লাহ ও তদীয় রসুলের দিকে আহূত হয়—যেন তিনি উহাদের মধ্যে মীমাংসা করিয়া দেন, তখন উহাদের একদল বিমুখ হইয়া যায়। ৪৯। এবং যদি মীমাংসা তাহাদের পক্ষে হয়, তাহারা উহার দিকে নতভাবে অগ্রসর হয়। ৫০। তবে কি তাহাদের অন্তর-সমূহে রোগ আছে অথবা তাহারা সন্দেহের মধ্যে রহিয়াছে, অথবা তাহারা আশঙ্কা করিতেছে যে, আল্লাহ ও তদীয় রসুল তাহাদের প্রতি অবিচার করিবেন? বরং উহারাই অত্যাচারী।

اُولٰٓئِكَ بِالْمُؤْمِنِيْنَ ○ ٤٨- وَاِذَا
دُعُوْٓا اِلَى اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ لِيَحْكُمَ
بَيْنَهُمْ اِذَا فَرِيْقٌ مِّنْهُمْ مُّعْرِضُوْنَ ○
٤٩- وَاِنْ يَّكُنْ لَّهُمُ الْحَقُّ يَاْتُوْٓا
اِلَيْهِ مُذْعِنِيْنَ ؕ ٥٠- اَفِيْ قُلُوْبِهِمْ
مَّرَضٌ اَمِ ارْتَابُوْٓا اَمْ يَخَافُوْنَ اَنْ
يَّحِيْفَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُوْلُهٗ ؕ بَلْ
اُولٰٓئِكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ ؕ

৭ম রুকু—মুসলমানের ধর্ম্ম ও পার্থিব সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার ভবিষ্যদ্বাণী

৫১। বিশ্বাসীগণের বাক্য একমাত্র ইহাই হওয়া উচিত যে, যখন তাহারা

٥١- اِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِيْنَ اِذَا

রসুলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছি; কিন্তু কার্য্যতঃ তাহারা আল্লাহ ও রসুলের আদেশ-নিষেধের বিরুদ্ধাচরণ পূর্ব্বক বিপথে গমন করে এবং তাহারা কখনই বিশ্বাসী অথবা সত্যপরায়ণ বলিয়া পরিগণিত হইবে না।

৪৮—৪৯। পূর্ব্ব আয়তে বর্ণিত অবিশ্বাসী ও কপটদিগের সম্বন্ধে আল্লাহতা'লা বলিতেছেন যে, যখন তাহারা কোন বিষয়ের মীমাংসার জন্য আল্লাহ ও রসুলের দিকে আহূত হয়, তখন যদি তাহারা মনে করে যে, আল্লার রসুল তাহাদের অনুকূলেই মীমাংসা করিবেন অথবা আল্লাহ ও রসুলের আদেশ-উপদেশ তাহাদের অনুকূল, তখন তাহারা রসুলের নিকট উপস্থিত হইয়া থাকে; কিন্তু যদি তাহারা মনে করে যে, আল্লাহ ও তাঁহার রসুলের বিচার-মীমাংসা তাহাদের অনুকূল হইবে না অথবা আল্লাহ ও রসুলের আদেশ-উপদেশ তাহাদের অনুকূল নহে, তখন তাহারা মুখে আল্লাহ ও তদীয় রসুলের প্রতি বিশ্বাস-স্থাপন করিয়াছি বলিলেও রসুলের নিকট উপস্থিত হইতে অথবা তাঁহার আদেশ-নিষেধ ও বিচার মীমাংসা মানিয়া লইতে অস্বীকার করিয়া থাকে। অবিশ্বাসী কপট-চরিত্রের ইহা এক প্রত্যক্ষ নিদর্শন। কেহ কেহ বলেন যে, হজরত আলির সহিত একখণ্ড জমি লইয়া বিবাদকারী মগিরা অথবা জনৈক ইহুদীর সহিত কলহকারী বেশর নামক জনৈক কপট-বিশ্বাসী মোনাফেক সম্বন্ধেই এই আয়ত অবতীর্ণ হইয়াছিল। কারণ সে হজরত রসুলোল্লার নিকট উক্ত বিষয়ের বিচার-মীমাংসার জন্য আহূত হইয়াও তাহা অস্বীকার করিয়াছিল।

৫০। অনন্তর আল্লাহতা'লা বলিতেছেন যে, মুখে বিশ্বাসী বলিয়া দাবী করিলেও যাহারা মনে করে যে, আল্লাহ ও রসুল তাহাদের প্রতি অবিচার করিবেন অথবা আল্লাহ ও রসুলের আদেশ-উপদেশ ও বিচার মীমাংসা সম্বন্ধে যাহারা দ্বিধা ও সন্দেহ পোষণ করে, তাহারা সকলেই অত্যাচারী কাফের এবং তাহারা কখনই সুপথ অথবা মুক্তিলাভ করিতে পারিবে না।

৫১—৫২। এই দুইটী আয়তে আল্লাহতা'লা বিশ্বাসীদিগের নীতি ও চরিত্রের সহিত তাহাদের

دُعُوْٓا اِلَى اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ
اَنْ يَّقُوْلُوْا سَمِعْنَا وَاَطَعْنَا ؕ وَاُولٰٓئِكَ
هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ۝ ৫২- وَمَنْ يُّطِعِ
اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ وَيَخْشَ اللّٰهَ وَيَتَّقْهِ
فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْفَآئِزُوْنَ ۝ ৫৩- وَ
اَقْسَمُوْا بِاللّٰهِ جَهْدَ اَيْمَانِهِمْ لَئِنْ
اَمَرْتَهُمْ لَيَخْرُجُنَّ ؕ قُلْ لَّا تُقْسِمُوْا ۚ
طَاعَةٌ مَّعْرُوْفَةٌ ؕ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌ بِمَا
تَعْمَلُوْنَ ۝ ৫৪- قُلْ اَطِيْعُوا اللّٰهَ
وَاَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ ۚ فَاِنْ تَوَلَّوْا
فَاِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ
مَّا حُمِّلْتُمْ ؕ وَاِنْ تُطِيْعُوْهُ تَهْتَدُوْا ؕ
وَمَا عَلَى الرَّسُوْلِ اِلَّا الْبَلٰغُ

আল্লাহ ও রসুল দিকে তাহাদের মীমাংসার জন্য আহূত হয়, তখন তাহারা বলিবে—আমরা শ্রবণ করিলাম ও মানিয়া লইলাম, এবং ইহারাই সুফল-প্রাপ্ত হইবে। ৫২। এবং যে আল্লাহ ও তদীয় রসুলের অনুগত হয় এবং আল্লাহকে ভয় করে ও সংযত হয়, বস্তুতঃ তাহারাই সফলকাম হইবে। ৫৩। এবং তাহারা আল্লার সহিত সুদৃঢ় অঙ্গীকারে শপথাবদ্ধ হইয়াছে যে, যদি তুমি তাহাদিগকে আদেশ কর—তাহারা তখনই বহির্গত হইবে ; তুমি বল, তোমরা শপথ করিও না—বরং যথারীতি আদেশ পালন কর ; নিশ্চয়ই তোমরা যাহা কর, আল্লাহ তদ্বিষয়ে অভিজ্ঞ। ৫৪। তুমি বল—তোমরা আল্লার অনুগত হও এবং রসুলের অনুগত হও ; অতঃপর যদি তোমরা ফিরিয়া যাও, তবে তাহারই উপর তাহার ভার এবং তোমাদের উপর তোমাদের ভার ; এবং যদি তোমরা তাহার অনুগত হও, তবে তোমরা সুপথ প্রাপ্ত হইবে এবং রসুলের উপর প্রকাশ্য

ধর্ম্ম-জীবনের আদর্শ ও কর্ত্তব্য স্মরণ করাইয়া দিতেছেন। আল্লাহতা'লা বলিতেছেন যে, যাহারা প্রকৃত বিশ্বাসী মুসলমান, তাহারা আল্লাহ ও রসুলের কোন আদেশ-নিষেধ শ্রবণ করিলে এবং তাঁহাদের দিকে বিচার-মীমাংসার জন্য আহূত হইলে তৎক্ষণাৎ বিনা বাক্য ব্যয়ে, সসম্ভ্রমে ও নতশিরে তাহাদের উহা মানিয়া লওয়া উচিত। এইরূপে যাহারা আল্লাহ-রসুলের আনুগত্য স্বীকার করিবে এবং আল্লাহতা'লাকে ভয় করিয়া সংযত হইবে, আল্লাহতা'লা তাহাদিগকে আশ্বাস প্রদান করিয়া বলিতেছেন যে, নিশ্চয় তাহারা ইহ পরলোকে সুফলপ্রাপ্ত হইবে।

৫৩। পূর্ব্বোক্ত প্রত্যাদেশ শ্রবণ করিয়া যে সকল বিশ্বাসী মুসলমান আল্লার নামে শপথ করিয়াছিল যে, রসুলের আদেশ পাইলেই তাহারা তদনুরূপ কার্য্য করিবে—কখনই উহার ব্যতিক্রম করিবে না, তাহাদিগকে আল্লাহতা'লা বলিয়া দিতেছেন যে, উহার জন্য শপথ করিবার কোনই প্রয়োজন নাই ; কারণ রসুলের আদেশ পালন করা প্রত্যেক মুসলমানেরই অপরিহার্য্য কর্ত্তব্য এবং যথারীতি রসুলের আদেশ পালন করিলেই তাহারা আল্লাহতা'লার অঙ্গীকার অনুসারে সফলকাম হইতে ও সুফল লাভ করিতে পারিবে।

৫৪। যাহারা আল্লাহ-রসুলের আদেশ পালনে ব্যতিক্রম অথবা অবহেলা ও শৈথিল্য প্রদর্শন করে, এই আয়তে আল্লাহতা'লা তাহাদিগকে সতর্ক করিয়া বলিয়া দিতেছেন যে, নিজেদের

الْمُبِيْنُ ○ ٥٥- وَعَدَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ
اٰمَنُوْا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ
لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْاَرْضِ كَمَا

প্রচার ব্যতীত নহে। ৫৫। আল্লাহ অঙ্গীকার করিয়াছেন যে, তোমাদের মধ্যে যাহারা বিশ্বাস-স্থাপন করিয়াছে ও সৎকার্য্য করিবে, নিশ্চয় তিনি তাহাদিগকে পৃথিবীর আধিপত্য প্রদান করিবেন—যেমন তিনি তাহাদের

অবাধ্য ও অবহেলার জন্য তাহারাই সম্পূর্ণ দায়ী হইবে এবং তজ্জন্য অবশ্যই তাহারা শাস্তি ও লাঞ্ছনা ভোগ করিবে। তাহাদের মধ্যে আল্লার আদেশ প্রচার এবং তাহাদিগকে সদুপদেশ প্রদান ভিন্ন তাহাদের সম্বন্ধে আমার রসুলের আর কোন দায়িত্ব নাই।

৫৫। **আল্লাহতা'লার অব্যর্থ অঙ্গীকার**—অনেক খ্যাতনামা মোহাদ্দেস, তফসীরকার ও ঐতিহাসিক 'সহি-সনদ' সহ বিশ্বস্তসূত্রে বর্ণনা করিয়াছেন যে, অবিশ্বাসী কাফেরদিগের অত্যাচার, নির্য্যাতন ও উপদ্রবে অস্থির ও অতিষ্ঠ হইয়া যখন হজরত রসুলোল্লাহ প্রিয় জন্মভূমি মক্কা পরিত্যাগ করিয়া মদিনায় গমন করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন, সত্যধর্ম্ম প্রচারের ফলে যখন সমগ্র পৌত্তলিক আরববাসী হজরত রসুলোল্লাহ ও তাঁহার অনুগামী মুসলমানগণের ঘোর শত্রু হইয়া উঠিয়াছিল, দেশব্যাপী পৌত্তলিকতার সূচীভেদ্য অন্ধকারের মধ্যে স্বর্গীয় ইস্‌লামের পুণ্য-প্রদীপ যখন অতি ক্ষীণ দীপ্তিতে মিটমিটি জ্বলিতেছিল, যখন চারিদিকে শত্রু-পরিবেষ্টিত অবস্থায় মদিনায় অবস্থিত অল্পসংখ্যক মুসলমান প্রবল পরাক্রান্ত শত্রুদিগের দ্বারা প্রতি মুহূর্ত্তে আক্রান্ত ও বিপর্য্যস্ত হইবার আশঙ্কায় অহর্নিশি উদ্বিগ্ন থাকিতেন এবং রজনীতে শয়নকালে—পরদিন প্রভাতে নিরাপদে গাত্রোত্থান করিতে পারিবে কিনা ভাবিয়া যখন অনেক মুসলমান আতঙ্কে বিনিদ্র রজনী অতিবাহিত করিতে বাধ্য হইতেন, মুসলমানদিগের সেই নিরাশা-পূর্ণ ঘোর সঙ্কটকালে সর্ব্বশক্তিমান ও সর্ব্বজ্ঞ আল্লাহতা'লা তাহাদিগকে অতি স্পষ্টতর ভাষায় আশা, আশ্বাস ও সান্ত্বনা প্রদান করিয়া ঘোষণা করিলেন যে, বিশ্বাসী মুসলমানদের মধ্যে যাহারা সৎকর্ম্মশীল ও কর্ত্তব্যপরায়ণ, নিশ্চয় আল্লাহ তাহাদের সমস্ত ভয়-ভীতি ও দুর্ব্বলতা দূর করিয়া তাহাদিগকে এই বিশাল বিশ্বের রাজত্ব ও আধিপত্য দান করিবেন এবং বিপুল ধনৈশ্বর্য্য ও অফুরন্ত সুখ সম্পদ প্রদান করিয়া জগতে তাহাদের ধর্ম্মকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়া দিবেন। এই সঙ্গে আল্লাহতা'লা মুসলমানদিগকে আরও সুসংবাদ দিতেছেন যে, পূর্ব্ববর্ত্তী বিশ্বাসী এসরাইল বংশীয়দিগকে তিনি স্বীয় অনুগ্রহে নবীবর হজরত মুসার দ্বারা অবিশ্বাসী ও ধর্ম্মদ্রোহী ফেরাউনের কবল হইতে উদ্ধার করিয়া তাহাদিগকে যেরূপভাবে পৃথিবীর আধিপত্য প্রদান করিয়াছিলেন, এসরাইল বংশের জগদ্বিখ্যাত দাউদ ও সোলায়মান প্রমুখ নবী ও সম্রাটগণ যেরূপ বিশাল সাম্রাজ্যের অধিকারী হইয়াছিলেন, বিশ্বাসী মুসলমানদিগকেও তিনি অবিশ্বাসী আরব ও অত্যাচারী কোরেশদিগের অত্যাচার-নির্য্যাতন হইতে মুক্ত করিয়া তাহাদিগকেও সেইরূপ স্বাধীন ও সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়া দিবেন এবং পবিত্র ইস্‌লাম ধর্ম্মকে তিনি বিশ্বের যাবতীয় ধর্ম্মের উপর জয়যুক্ত করিবেন। কিন্তু আল্লাহতা'লার এই অনুগ্রহ লাভের বিশেষ শর্ত্ত এই যে, বিশ্বাসী মুসলমানদিগের মধ্যে যাহারা অংশীবাদিতা ও কোফর-কলুষ মুক্ত হইয়া আল্লাহ-রসুলের পূর্ণ অনুসরণকারী, সত্যপরায়ণ, সুবিচারক ও সৎকর্ম্মশীল হইবে, তাহাদিগকেই আল্লাহতা'লা স্বীয় অঙ্গীকৃত অনুগ্রহে অনুগৃহীত করিবেন। পক্ষান্তরে মুখে মুসলমান বলিয়া দাবী করিলেও ইহার পরে যাহারা অবিশ্বাসী হইবে অথবা অবিশ্বাসীদের ন্যায় উপরোক্ত শর্ত্তের ব্যতিক্রম করিবে, সেই সকল দুষ্কার্য্যকারী সম্প্রদায় বিশ্বাসী মুসলমান বলিয়া পরিচিত হইলেও ইহ-পরলোকে অবিশ্বাসীদিগের ন্যায় তাহারা আল্লার অনুগ্রহ হইতে বঞ্চিত হইয়া শাস্তি ও লাঞ্ছনা ভোগ করিতে বাধ্য হইবে;

اسْتَخْلَفَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ ۪ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِيْنَهُمُ الَّذِي ارْتَضٰى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِّنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ اَمْنًا ط يَعْبُدُوْنَنِيْ لَا يُشْرِكُوْنَ بِيْ شَيْئًا ط وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ

পূর্ব্ববর্ত্তীদিগকে আধিপত্য প্রদান করিয়াছিলেন; এবং নিশ্চয় তিনি তাহাদের জন্য তাহাদের ধর্ম্মকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিবেন—যাহা তিনি তাহাদের জন্য মনোনীত করিয়াছেন, এবং নিশ্চয় তিনি তাহাদের ভীতির পর শান্তি প্রত্যাবর্ত্তিত করিবেন; তাহারা আমারই উপাসনা করিবে—আমার সহিত কোনই অংশী স্থির করিবে না; এবং ইহার পর

ভবিষ্যদ্বাণীর সফলতা—উপরোক্ত ভবিষ্যদ্বাণীর অলৌকিক সফলতা স্বর্গীয় ইস্‌লামের ও ঐশীবাণী কোরান শরীফের সত্যতা অতি অভ্রান্তভাবে ঘোষণা করিতেছে! নবীবর হজরত মূসা এসরাইল-বংশীয়দিগকে ফেরাউনের কবল হইতে উদ্ধার করিয়া আনিয়াছিলেন সত্য, কিন্তু তিনি এসরাইলীয়দিগকে প্রকৃতিগত অবাধ্যতার জন্য তাহাদিগকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়া যাইতে পারে নাই। পক্ষান্তরে বিশ্বনবী হজরত রসুলোল্লাহ (সঃ) স্বীয় শেষ-জীবনের অতি অল্প সময়ের মধ্যেই বিশ্বাসী মুসলমানদিগকে সমগ্র আরবীয় অবিশ্বাসী কাফেরদিগের উপর পরাক্রান্ত ও জয়যুক্ত করিয়া দিয়াছিলেন এবং তাহাদিগকে অদূর ভবিষ্যতের জন্য এক বিশাল ধর্ম্ম-সাম্রাজ্যের সুদৃঢ় ভিত্তির উপর পূর্ণরূপে সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়া গিয়াছিলেন। অনন্তর হজরত রসুলোল্লার অব্যবহিত পরেই খোলাফায়ে রাশেদীনের সত্যালোকোদ্ভাসিত সুবর্ণযুগে অজেয় রোমক ও পারসিক জাতির বিশাল সাম্রাজ্য ও বিপুল ঐশ্বর্য্য কিরূপভাবে মুসলমান-জাতির গৌরব-দীপ্ত চরণতলে লুটাইয়া পড়িয়াছিল এবং পরবর্ত্তী বনি-উমিয়া, বনি-আব্বাস, বনি-ফাতেমীন ও অন্যান্য বংশীয় জগদ্বিখ্যাত মোস্‌লেম খলিফা ও সম্রাটগণের সময়ে বিশ্বের বুকে ইস্‌লামের গৌরব ও মোসলেম সাম্রাজ্য কিরূপ অপূর্ব্বভাবে বিস্তৃত হইয়াছিল এবং বিশ্বব্যাপী ইস্‌লাম-প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে মুসলমানেরা শিক্ষা-দীক্ষা, জ্ঞান-বিজ্ঞান এবং সভ্যতা ও সাহিত্যে কিরূপভাবে সমগ্র ধরণী আচ্ছন্ন করিয়া লইয়াছিল, জগতের ইতিহাসই তাহার প্রত্যক্ষ সাক্ষী। তারপর মুসলমান যেদিন রাজ্য-ঐশ্বর্য্যের গর্ব্বে এবং ভোগ-বিলাসের মোহে উদ্‌ভ্রান্ত ও আত্মহারা হইয়া আল্লাহ-রসুলের আদেশ-উপদেশ এবং ইস্‌লামের শিক্ষা ও আদর্শ পরিত্যাগ করিয়া ভ্রান্ত ও বিপথগামী হইয়াছে, মোস্‌লেমোচিত সৎকার্য্য, সুনীতি, সদাচার, সুবিচার ও সত্যপরায়ণতা পরিত্যাগ করিয়া অত্যাচারী, স্বার্থপর, দুষ্কর্ম্মশীল ও অনাচারী হইয়া উঠিয়াছে, আল্লাহতা'লার অভ্রান্ত ভবিষ্যদ্বাণী অনুসারে—তাঁহার অনুগ্রহের অভাবে সেই দিন হইতেই তাহাদের অধঃপতন ও দুর্গতি আরম্ভ হইয়াছে; তাহাদের বিশ্ব-বিজয়ী বীরত্ব-গর্ব্ব ধুলায় লুণ্ঠিত এবং জগৎ-জোড়া রাজ্য ঐশ্বর্য্য অবলীলাক্রমে হস্তচ্যুত হইয়া গিয়াছে! তাহাদের শিক্ষা-সভ্যতা, জ্ঞান-বিজ্ঞান ও শিল্পকলা শুধু প্রাচীন গৌরবের স্মৃতি রূপে পর্য্যবসিত হইয়া অভ্রান্ত ঐশীবাণীর সত্যতা ও সফলতা স্মরণ করাইয়া দিতেছে!

যখন ইস্‌লামের বিজয় প্রতিষ্ঠা এবং মুসলমানের সফলতার এই অলৌকিক ঐশীবাণী অবতীর্ণ হইয়াছিল, তখন জগতে ধর্ম্মরাজ্য বিস্তারের কল্পনা ত অতি দূরের কথা, আরবের মধ্যেও তাঁহারা আত্মরক্ষায় অসমর্থ এবং শত্রুভয়ে ভীত-কম্পিত এক দুর্ব্বল ও নগণ্য ধর্ম্ম-সম্প্রদায় মাত্র! প্রকাশ্যে ধর্ম্ম-প্রচার অথবা স্ব স্ব বিশ্বাস অনুযায়ী ধর্ম্ম-কর্ম্ম করিবার অধিকার পর্য্যন্ত তাহাদের ছিল না! সেই সময়ে যে মহাগ্রন্থ ইসলামের প্রচার ও প্রতিষ্ঠা এবং মুসলমানের বিজয় ও সাফল্যের সুস্পষ্ট ভবিষ্যদ্বাণী ঘোষণা করিয়াছিল, তাহা যে অভ্রান্ত ঐশীবাণী, তাহাতে সন্দেহের কোনই অবকাশ নাই।

নব্য কাদিয়ানী তফ্‌সীরকার মিঃ মোহাম্মদ আলি আলোচ্য আয়তের ব্যাখ্যায় মুসলমানের ধর্ম্মরাজ্য পার্থিব সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার সহিত "নিশ্চয়ই তিনি তাহাদের ভীতির পর শান্তি প্রত্যাবর্ত্তিত

ذٰلِكَ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْفٰسِقُوْنَ ۝
٥٦- وَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ
وَاَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ
٥٧- لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا
مُعْجِزِيْنَ فِى الْاَرْضِ ۚ وَمَاْوٰىهُمُ
النَّارُ ۖ وَلَبِئْسَ الْمَصِيْرُ ۝

যে অবিশ্বাস করিবে, ফলতঃ তাহারাই দুষ্কার্য্যকারী। ৫৬। এবং তোমরা নামাজ প্রতিষ্ঠিত কর ও জাকাত প্রদান কর এবং রসুলের অনুগত হও—যেন তোমরা অনুগ্রহ লাভ করিতে পার। ৫৭। অবিশ্বাসীদের সম্বন্ধে ধারণা করিও না যে, তাহারাই ভূমণ্ডলে পরাক্রান্ত হইবে; এবং উহাদের আবাস-স্থল নরকানল এবং উহা নিকৃষ্ঠতর প্রত্যাবর্ত্তন-স্থল।

করিবেন”—এই বাক্যাংশ অবলম্বনে অভিনব কাদিয়ানী সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তক ভ্রান্ত ভবিষ্যদ্বক্তা গোলাম আহমদ কাদিয়ানীকে হিজরী চতুর্দ্দশ শতাব্দীর জন্য অধঃপতিত মোস্লেম জগতের ত্রাণকর্ত্তা “মেহদী” বা “মসীহ” রূপে প্রমাণ করিবার জন্য বহু দুর্ব্বোধ্য কষ্ট-কল্পনা ও ভ্রান্ত যুক্তি-জালের অবতারণা করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার এই অদ্ভুত যুক্তিজাল সম্পূর্ণ অস্বাভাবিক ও অর্থহীন কষ্ট-কল্পনা মাত্র। কারণ আলোচ্য আয়তে ইস্লামের প্রচার ও প্রতিষ্ঠা এবং মুসলমান জাতির উন্নতি ও রাজ্যাধিপতি হইবার সুস্পষ্ট ভবিষ্যদ্বাণীর সহিত তাহাদের অবনতি ও অধঃপতনের হেতু সম্বন্ধে অস্পষ্ট ইঙ্গিত রহিয়াছে মাত্র। উহার সহিত মেহদী বা মসীহ সংক্রান্ত ঘটনাবলীর কোনই প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ সম্বন্ধ নাই। পক্ষান্তরে পবিত্র হাদিস-গ্রন্থে মসীহ বা মেহদী সংক্রান্ত যে সকল ভবিষ্যদ্বাণী আছে, কাদিয়ানীদিগের এই বিকৃত কল্পনা ও ভ্রান্ত মতবাদ তাহারও সম্পূর্ণ বিরোধী। এই জন্যই তাহাদের অভিনব ভ্রান্ত মতবাদ মোস্লেম জগতে সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষিত ও অগ্রাহ্য হইয়া গিয়াছে।

৫৬—৫৭। এই দুইটী আয়তে আল্লাহতা’লা দুর্ব্বল ও শক্তিহীন মুসলমানদিগকে আশ্বাস ও সান্ত্বনা প্রদান পূর্ব্বক বলিতেছেন :—অবিশ্বাসী কাফেরদিগের শক্তি, সংখ্যা, অলঙ্কার, পরাক্রম ও রাজ্য-ঐশ্বর্য্য দেখিয়া তোমরা মনে করিও না যে তাহারা এইভাবেই শক্তিশালী ও পরাক্রান্ত থাকিয়া চিরকাল পৃথিবীর আধিপত্য ও রাজ্য-ঐশ্বর্য্য ভোগ করিবে। বরং শীঘ্রই আমি তাহাদের শক্তি, সংখ্যা ও দর্প অহংঙ্কার চূর্ণ করিয়া দিব এবং তাহার পর পরলোকে তাহাদিগকে অতি নিকৃষ্টতর নরকানলে নিক্ষেপ করিয়া এই অবিশ্বাস ও ধর্ম্মদ্রোহিতার সমুচিত প্রতিফল বা শাস্তি ভোগ করিতে হইবে। পক্ষান্তরে হে বিশ্বাসী মোস্লেমবৃন্দ, তোমরা যদি আমার অনুগ্রহ লাভ করিয়া ইহলোকে গৌরব মর্য্যাদার সহিত পৃথিবীর রাজ্য-ঐশ্বর্য্য লাভ করিতে চাও এবং পরলোকে অফুরন্ত সুখ-সম্পদপূর্ণ স্বর্গোদ্যানের অধিকারী হইতে ইচ্ছা কর, তবে তোমরা আমার আদেশ অনুযায়ী যথারীতি নামাজ পাঠ ও জাকাত প্রদান কর এবং সদাচারী, সুবিচারক ও সৎকর্ম্মশীল হইয়া আমার রসুলের শিক্ষা ও আদর্শের পূর্ণ অনুসরণকারী এবং সম্পূর্ণ অনুগত ও অনুগামী হও। এতদ্দ্বারা স্পষ্টরূপে প্রমাণিত হইতেছে যে, মুসলমানদিগের ইহ-পারলৌকিক উন্নতির জন্য আল্লার আদেশ অনুসারে ধর্ম্মপরায়ণ, সৎকর্ম্মশীল এবং হজরত রসুলোল্লার পূর্ণ অনুগামী হওয়া একান্ত আবশ্যক। অন্যথা তাহারা কিছুতেই জগতে উন্নতি বা প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারিবে না। তাই বর্ত্তমান যুগের ধর্ম্ম কর্ম্ম বিবর্জ্জিত মুসলমানেরা শত চেষ্টা করিয়াও নিজেদের অধঃপতন ও দুর্গতি দূর করিতে পারিতেছে না। সুতরাং মুসলমানদিগকে যদি আবার উন্নতি ও গৌরবের অধিকারী হইতে হয়, তবে আল্লার আদেশ ও রসুলের আদর্শ পূর্ণরূপে অনুসরণ করিয়া তাহাদিগকে প্রকৃত মুসলমান হইতে হইবে।

৮ম—রুকু—সংগোপনীয় অবস্থায় পরস্পরের প্রতি কর্ত্তব্য

৫৮। হে বিশ্বাস-স্থাপনকারিগণ, তোমাদের দক্ষিণ হস্ত যাহাদের অধিকারী এবং তোমাদের মধ্যে যাহারা বয়ঃপ্রাপ্ত হয় নাই—তাহাদের উচিত যে, তোমাদের নিকট তিনবার অনুমতি-প্রার্থনা করে, প্রাতঃকালীন নামাজের পূর্ব্বে ও দ্বিপ্রহর সময়ে যখন তোমরা স্বীয় বস্ত্র উন্মোচন কর এবং এশার নামাজের পর—এই তিনটী তোমাদের জন্য আবরণীয় সময়; এতদ্ব্যতীত তোমাদের উপর অথবা তাহাদের উপর কোনই অপরাধ নাই যে, তোমরা পরস্পর পরস্পরের নিকট যাতায়াত করিবে; এইরূপে আল্লাহ তোমাদের জন্য নিদর্শনাবলী বিবৃত করেন এবং আল্লাহ

৫৮- يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأْذِنكُمُ
الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَالَّذِينَ
لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنكُمْ ثَلَاثَ
مَرَّاتٍ ۚ مِّن قَبْلِ صَلَاةِ الْفَجْرِ
وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُم مِّنَ الظَّهِيرَةِ
وَمِن بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ ۚ ثَلَاثُ
عَوْرَاتٍ لَّكُمْ ۚ لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا
عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بَعْدَهُنَّ ۚ طَوَّافُونَ
عَلَيْكُم بَعْضُكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ ۚ كَذَٰلِكَ
يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ

৫৮। ইতিপূর্ব্বে পর্দ্দা-বিষয়ক আদেশ-নিষেধ ও বিধি-ব্যবস্থা এবং মুসলমানদিগের পক্ষে পরস্পরের গৃহে প্রবেশকালে অনুমতি গ্রহণের আবশ্যকতা ও সালাম-সম্ভাষণ পদ্ধতি বিষয় যথারীতি বর্ণিত হইয়াছে। অতঃপর এই আয়তে—যাহাদের জন্য পর্দ্দা করার অথবা পরস্পর দেখা-সাক্ষাতের জন্য অনুমতি গ্রহণ করার কোন আবশ্যকতা নাই, তাহাদিগকে ইসলামী আদব-কায়দা এবং সংগোপনীয় অবস্থায় পরস্পরের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে উপদেশ প্রদান করা হইতেছে। আল্লাহতা'লা বলিতেছেন যে, মুসলমানদের পক্ষে দাস-দাসী ও অপ্রাপ্ত বয়স্ক বালক-বালিকাদের সমক্ষে পর্দ্দা করার এবং পরস্পর দেখা-সাক্ষাতের জন্য অনুমতি গ্রহণ করিবার কোনই আবশ্যকতা নাই; ইহাই সাধারণ বিধি। কিন্তু যখন তোমরা অপেক্ষাকৃত অনাবৃত অথবা সংগোপনীয় অবস্থায় থাক অর্থাৎ প্রাতঃকালীন নামাজের পূর্ব্বে যখন তোমরা অপেক্ষাকৃত অনাবৃত অবস্থায় শায়িত থাকিবে কিংবা দ্বিপ্রহরের সময়ে যখন তোমরা অতিরিক্ত বস্ত্র উন্মোচন করিয়া বিশ্রাম করিবে অথবা এশার নামাজের পরে যখন তোমরা বস্ত্রাদি খুলিয়া শয়ন করিবে, তখন তোমাদের দাস-দাসী এবং অপ্রাপ্ত বয়স্ক বালক-বালিকাগণের পক্ষেও তিনবার অনুমতি গ্রহণ করিয়া তোমাদের নিকট গমন করা উচিত। তাহা হইলে তোমরা ঐ সময়ে অপেক্ষাকৃত অনাবৃত অথবা অসংযত অবস্থায় শায়িত কিংবা নিদ্রিত থাকিলেও পূর্ব্বোক্ত রূপ অনুমতি প্রার্থনা দ্বারা সংযত ও সতর্ক হইতে পারিবে এবং তাহার ফলে কাহারও পক্ষেই লজ্জা বা সঙ্কোচের কারণ উপস্থিত হইবে না। ঐ তিনটী সংগোপনীয় সময় অনাবরণীয় অবস্থা ব্যতীত তোমাদের পক্ষে পরস্পরের নিকট গমনাগমন বা দেখা-সাক্ষাৎ করার জন্য অনুমতি গ্রহণের কোনই প্রয়োজন নাই। আল্লাহতা'লা বিশ্বাসী মুসলমানদিগকে শিষ্টাচার, সভ্যতা আদব-কায়দা শিক্ষা দিবার জন্যই এই সকল পবিত্র আয়ত বর্ণনা করিয়াছেন।

মহাজ্ঞানী বিজ্ঞানময়। ৫৯। এবং যখন তোমাদের অন্তর্গত বালক-বালিকারা বয়ঃপ্রাপ্ত হয়, তখন তাহাদের অনুমতি-প্রার্থনা করা উচিত—যেমন তাহাদের পূর্ব্ববর্ত্তীরা অনুমতি-প্রার্থনা করিত; এইরূপে আল্লাহ তোমাদের জন্য স্বীয় নিদর্শনাবলী বিবৃত করেন এবং আল্লাহ মহাজ্ঞানী বিজ্ঞানময়। ৬০। এবং বর্ষীয়সী স্ত্রীলোকগণ—যাহাদের বিবাহের বাসনা নাই, বস্তুতঃ তাহাদের জন্য কোন অপরাধ নাই—যদিও তাহারা দৈহিক-সৌন্দর্য্য প্রদর্শন ব্যতীত স্বীয় বস্ত্র উন্মোচন করে; এবং যদি তাহারা নিবৃত্ত হয়, তবে তাহাদের জন্য উত্তম এবং আল্লাহ শ্রবণকারী মহাজ্ঞানী। ৬১। অন্ধের জন্য কোন দোষ নাই অথবা খঞ্জের জন্য কোন দোষ নাই কিম্বা পীড়িতের জন্যও কোন দোষ নাই এবং তোমাদের জন্যও নহে যে, তোমরা নিজেদের গৃহে আহার কর অথবা তোমদের পিতৃ গৃহে কিংবা তোমাদের মাতৃগণের গৃহে অথবা

حَكِيْمٌ ۝ ٥٩- وَاِذَا بَلَغَ الْاَطْفَالُ
مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَاْذِنُوْا كَمَا
اسْتَاْذَنَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ ط
كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمْ اٰيٰتِهٖ ط وَاللّٰهُ
عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ۝ ٦٠- وَالْقَوَاعِدُ
مِنَ النِّسَاۤءِ الّٰتِيْ لَا يَرْجُوْنَ نِكَاحًا
فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ اَنْ يَّضَعْنَ
ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجٰتٍ بِزِيْنَةٍ ط
وَاَنْ يَّسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَّهُنَّ ط وَاللّٰهُ
سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ۝ ٦١- لَيْسَ عَلَى
الْاَعْمٰى حَرَجٌ وَّلَا عَلَى الْاَعْرَجِ
حَرَجٌ وَّلَا عَلَى الْمَرِيْضِ حَرَجٌ
وَّلَا عَلٰۤى اَنْفُسِكُمْ اَنْ تَاْكُلُوْا مِنْ
بُيُوْتِكُمْ اَوْ بُيُوْتِ اٰبَاۤئِكُمْ اَوْ بُيُوْتِ

৫৯। অনন্তর আল্লাহতা'লা বলিতেছেন যে, তোমাদের নিজেদের অথবা অন্তরঙ্গ আত্মীয় স্থানীয় যে সকল বালক-বালিকার সমক্ষে তোমাদের পর্দ্দা করার প্রয়োজন নাই, তাহারাও বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে কিন্তু তোমাদের পক্ষে পরস্পরের নিকট যাতায়াত বা দেখা-সাক্ষাৎ উপলক্ষে সকল সময়ের জন্যই অনুমতি গ্রহণ করা উচিত! তোমাদের জন্য ইহা অতি উত্তম শিষ্টাচার এবং এতদ্দ্বারা তোমাদের পরস্পরের পক্ষে কখনই লজ্জিত অথবা সঙ্কুচিত হইবার কারণ উপস্থিত হইবে না।

৬০। দাস-দাসী ও অপ্রাপ্ত-বয়স্ক বালক বালিকাগণের ন্যায় অতীত বয়সী বৃদ্ধা স্ত্রীলোকগণ, যাহাদের বিবাহের বাসনা বা ভোগ-বিলাসের ইচ্ছা নাই—তাহাদের সম্বন্ধীয় বিধান দাস-দাসী বা অপ্রাপ্ত-বয়স্ক বালক-বালিকাদিগের অনুরূপ এবং তাহারা পর্দ্দানশিনা যুবতী স্ত্রীলোকদিগের ন্যায় সর্ব্বাঙ্গ বস্ত্রাবৃত না করিয়া অতিরিক্ত বস্ত্র উন্মোচন করিলে তাহাতে কোনই দোষ হইবে না বটে; কিন্তু তাহাদের জন্যও যুবতী স্ত্রীলোকদিগের ন্যায় সর্ব্বাঙ্গ বস্ত্রাবৃত করিয়া রাখা অত্যুত্তম।

৬১। এই পবিত্র আয়তে পর্দ্দা-পবিত্রতা এবং সামাজিক শিষ্টাচার ও সভ্যতার সহিত পূর্ণ-সামঞ্জস্য রাখিয়া মুসলমানদিগের আহার্য্য-গ্রহণ পদ্ধতি বর্ণিত হইয়াছে। মানবের পানাহার সম্বন্ধে

তোমাদের ভ্রাতৃগণের গৃহে কিংবা তোমাদের ভগিনীগণের গৃহে অথবা তোমাদের পিতৃব্যগণের গৃহে অথবা তোমাদের ফুফুগণের গৃহে অথবা তোমাদের মাতুলগণের গৃহে কিংবা তোমাদের খালাগণের গৃহে অথবা তোমরা যাহার কুঞ্জিকার অধিকারী কিংবা স্বীয় বন্ধুগৃহে : তোমাদের জন্য কোন অপরাধ নাই যে, তোমরা একত্রে বা পৃথকভাবে আহার কর; অতএব যখন তোমরা গৃহ-সমূহে প্রবেশ কর, তখন আপন লোকদিগের প্রতি সালাম করিও—যাহা আল্লার সন্নিধান হইতে কল্যাণযুক্ত পবিত্রতম আশীর্ব্বাদ ; এইরূপে আল্লাহ তোমাদিগের জন্য নিদর্শনাবলী বিবৃত করেন—যেন তোমরা হৃদয়ঙ্গম কর।

أُمَّهٰتِكُمْ أَوْ بُيُوْتِ إِخْوَانِكُمْ أَوْ بُيُوْتِ
أَخَوٰتِكُمْ أَوْ بُيُوْتِ أَعْمَامِكُمْ
أَوْ بُيُوْتِ عَمّٰتِكُمْ أَوْ بُيُوْتِ أَخْوَالِكُمْ
أَوْ بُيُوْتِ خٰلٰتِكُمْ أَوْ مَا مَلَكْتُمْ
مَّفَاتِحَهٗٓ أَوْ صَدِيْقِكُمْ ط لَيْسَ عَلَيْكُمْ
جُنَاحٌ أَنْ تَأْكُلُوْا جَمِيْعًا أَوْ أَشْتَاتًا ط
فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوْتًا فَسَلِّمُوْا عَلٰٓى
أَنْفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ عِنْدِ اللّٰهِ مُبٰرَكَةً
طَيِّبَةً ط كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمُ
الْاٰيٰتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْنَ ۝

বিভিন্ন জাতির মধ্যে বিভিন্ন রকম প্রথা প্রচলিত আছে। কোন কোন জাতি আপন-পর, পরিচিত অপরিচিত, পাড়া-প্রতিবেশী—এমন কি অন্ধ, খঞ্জ ও রোগী নির্ব্বিশেষে সকলেই একত্রে আহার করে; স্বতন্ত্রভাবে পানাহার করা ও তাহারা অসভ্যতা ও অসম্মানজনক বলিয়া মনে করিয়া থাকে। কোন কোন জাতি নিজের আত্মীয়-স্বজন—এমন কি, স্বীয় স্ত্রী-পুত্র পরিজনের সঙ্গেও একত্রে আহার করে না; জাতি যাইবার বা "ছুৎ" লাগিয়া অশুদ্ধ হইবার ভয়ে তাহারা প্রত্যেকেই স্বতন্ত্রভাবে পৃথক পৃথক আহার করিয়া থাকে। আবার কোন কোন সম্প্রদায় নিজের গৃহ ব্যতীত অপরের গৃহে পানাহার করা সম্পূর্ণ অবৈধ ও অন্যায় বলিয়া ধারণা করে; পবিত্র ইস্‌লাম ঐ সকল কুধারণা ও কুসংস্কারের মূলোচ্ছেদ করিয়া বলিয়া দিতেছেন যে, পানাহার সম্বন্ধে ঐরূপ সঙ্কীর্ণ সংস্কারের অনুসরণ অথবা অনর্থক বাধ্য-বাধকতা অবলম্বন করিবার কোনই প্রয়োজন নাই। উহা তোমাদের পারিপার্শ্বিক অবস্থা, সামাজিক শিষ্টাচার এবং ইচ্ছা ও রুচির উপরেই সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করে। তোমরা স্ব স্ব ইচ্ছা ও অভিরুচি অনুসারে একাকীই আহার কর অথবা পৃথক পৃথক ভাবে আহার কর, তাহাতে কোনই দোষ নাই। এইরূপ অন্ধ, খঞ্জ, বা রোগীর সহিত অবস্থানুসারে একত্রে আহার করিলে অথবা তাহাদের আহারের জন্য পৃথক ব্যবস্থা করিয়া দিলেও কোন দোষ হইবে না। অনন্তর তোমরা নিজের অর্থাৎ নিজের স্ত্রী-পুত্রের গৃহে যেরূপ নিঃসন্দেহে আহার কর, স্বীয় পিতা-মাতা, ভ্রাতা-ভগিনী, চাচা-মামা, খালা, ফুফু, ভ্রাতুষ্পুত্র ভাগিনেয়, আত্মীয়-স্বজন, প্রতিবেশী এবং বন্ধু বান্ধবের গৃহেও সেইরূপ নিঃসন্দেহে আহার করিতে পার। কিন্তু শর্ত্ত এই যে, তোমরা ঐরূপ ক্ষেত্রে সালাম করিয়া তাহাদের অনুমতি প্রার্থনা করিবে এবং যদি তাহারা সন্তুষ্টচিত্তে অনুমতি দেয় এবং আহারের জন্য আহ্বান করে, তবেই তোমরা নিঃসন্দেহে আহার্য্য গ্রহণ করিতে পারিবে। কিন্তু যদি তাহারা অসন্তুষ্ট হয় কিংবা অনুমতি না দেয় অথবা নিষেধ করে, তবে তাহাদের গৃহে আহার করা তোমাদের জন্য সিদ্ধ হইবে না।

৯ম রুকু—আল্লার রসুলের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের সদুপদেশ

৬২। কেবলমাত্র তাহারাই বিশ্বাসী, যাহারা আল্লাহ ও তদীয় রসুলের প্রতি বিশ্বাসস্থাপন করিয়াছে, এবং যখন তাহার সহিত কোন কার্য্যে সমবেত হইতে হয়, তখন তাহারা অনুমতি না পাওয়া পর্য্যন্ত গমন করে না; অবশ্য যাহারা তোমার নিকট অনুমতি-প্রার্থনা করে, তাহারাই আল্লাহ ও তদীয় রসুলের প্রতি বিশ্বাস-স্থাপন করিয়াছে; অতএব যখন তাহারা নিজেদের কোন কার্য্যের জন্য তোমার অনুমতি-প্রার্থনা করে, তখন তুমি তাহাদের মধ্যে যাহাকে ইচ্ছা অনুমতি প্রদান করিবে এবং তাহাদের জন্য আল্লার নিকট ক্ষমাপ্রার্থনা করিবে; নিশ্চয় আল্লাহ ক্ষমাশীল করুণাময়।
৬৩। তোমরা রসুলের আহ্বানকে এরূপ ধারণা করিও না—যেরূপ তোমরা পরস্পর পরস্পরকে আহ্বান করিয়া থাক;

٦٢- اِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا
بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَاِذَا كَانُوْا مَعَهٗ عَلٰى
اَمْرٍ جَامِعٍ لَّمْ يَذْهَبُوْا حَتّٰى
يَسْتَاْذِنُوْهُ ؕ اِنَّ الَّذِيْنَ يَسْتَاْذِنُوْنَكَ
اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ
وَرَسُوْلِهٖ ۚ فَاِذَا اسْتَاْذَنُوْكَ
لِبَعْضِ شَاْنِهِمْ فَاْذَنْ لِّمَنْ شِئْتَ
مِنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ اللّٰهَ ؕ اِنَّ اللّٰهَ
غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ۝ ٦٣- لَا تَجْعَلُوْا دُعَآءَ
الرَّسُوْلِ بَيْنَكُمْ كَدُعَآءِ بَعْضِكُمْ

৬২। একবার অবিশ্বাসী কোরেশরা বহু সৈন্য ও সমর সম্ভার সহ মদিনা আক্রমণ করিতে অভিযান করিয়াছিল। হজরত রসুলোল্লাহ উক্ত অভিযানের সংবাদ পাইয়া শত্রুর আক্রমণ হইতে মদিনার নিরাপদতা ও উহার অধিবাসীদের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য মদিনার চারিদিকে পরিখা খনন করিতে আদেশ করিয়াছিলেন এবং মুসলমানকে আহ্বান করতঃ স্বয়ং ঐ কার্য্যে তাহাদের সঙ্গী হইয়াছিলেন। কপট-বিশ্বাসী মোনাফেকেরা প্রকাশ্যে হজরত রসুলোল্লার আদেশের ব্যতিক্রম করিতে সাহসী না হইয়া একান্ত অনিচ্ছার সহিত ঐ কার্য্যে মুসলমানদিগের সহিত যোগদান করিত বটে, কিন্তু তাহারা সুযোগ পাইলেই হজরত রসুলোল্লার অনুমতি গ্রহণ না করিয়াই তথা হইতে প্রস্থান বা পলায়ন করিত। পক্ষান্তরে সত্য-বিশ্বাসী মুসলমানেরা একান্ত অপরিহার্য্য প্রয়োজন উপস্থিত হইলে হজরত রসুলোল্লার অনুমতি গ্রহণ করিয়া তবে ঐ স্থান হইতে গমন করিতেন এবং উক্ত প্রয়োজন শেষ হইলেই আবার আসিয়া ঐ কার্য্যে যোগদান করিতেন। ঐ ঘটনা উপলক্ষেই বিশ্বাসী ও কপট-বিশ্বাসীদের চরিত্র বিশ্লেষণ এবং তাহাদের আচরণের পার্থক্য নির্দ্দেশ করিয়া এই আয়ত অবতীর্ণ হয়।

৬২। এই আয়তের ব্যাখ্যায় তফ্‌সীরকারগণের মধ্যে দুইটী মত পরিদৃষ্ট হয়। একদল তফ্‌সীরকার বলেন যে, লোকে যেমন পরস্পরকে তাহাদের নাম ধরিয়া আহ্বান করে তৎকালীন লোকেরাও হজরত রসুলোল্লাকে সেইরূপ "ইয়া মোহাম্মদ" অথবা "ইয়া আবুল কাসেম" বলিয়া আহ্বান করিত। তাই আল্লাহতা'লা তাহাদিগকে বলিয়া দিতেছেন যে, আল্লার রসুলকে ঐরূপ ভাবে নাম ধরিয়া আহ্বান করা তোমাদের পক্ষে একান্ত অশোভন ও বেয়াদবী। সুতরাং তাঁহাকে আহ্বান করিতে হইলে "ইয়া রসুলাল্লা" অথবা "ইয়া নবী আল্লাহ" বলিয়া আহ্বান করাই তোমাদের কর্ত্তব্য (তঃ হক্কানী)। কিন্তু কোন কোন প্রাচীন ও আধুনিক তফ্‌সীরকার উক্ত

بَعْضًا ۚ قَدْ يَعْلَمُ اللّٰهُ الَّذِيْنَ
يَتَسَلَّلُوْنَ مِنْكُمْ لِوَاذًا ۚ فَلْيَحْذَرِ
الَّذِيْنَ يُخَالِفُوْنَ عَنْ اَمْرِهٖۤ اَنْ
تُصِيْبَهُمْ فِتْنَةٌ اَوْ يُصِيْبَهُمْ عَذَابٌ
اَلِيْمٌ ۝ ٦٤- اَلَاۤ اِنَّ لِلّٰهِ مَا فِى
السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۚ قَدْ يَعْلَمُ مَاۤ
اَنْتُمْ عَلَيْهِ ۚ وَيَوْمَ يُرْجَعُوْنَ اِلَيْهِ
فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوْا ۚ وَاللّٰهُ بِكُلِّ
شَىْءٍ عَلِيْمٌ ۝

তোমাদের মধ্যে যাহারা অলক্ষিতে প্রস্থান করে, আল্লাহ তাহাদিগকে সম্যক পরিজ্ঞাত আছেন; অতঃপর যাহারা তাঁহার আদেশের বিরুদ্ধাচরণ করে, তাহাদের সন্ত্রস্ত হওয়া উচিত যে, তাহাদের উপর কোন বিপদ আগমন করিবে অথবা যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি উপনীত হইবে। ৬৪। সতর্ক হও! নিশ্চয় নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলে যাহা আছে, তাহা আল্লারই জন্য; তিনি তোমাদের অবস্থা সম্যক পরিজ্ঞাত আছেন; এবং যেদিন উহারা তাঁহার দিকে প্রত্যাবর্ত্তিত হইবে, তখন তাহারা যাহা করিয়াছিল; তদ্বিষয় তিনি তাহাদিগকে জ্ঞাপন করিবেন এবং আল্লাহ সর্ব্ববিষয়ে অভিজ্ঞ।

ব্যাখ্যা ভ্রম-সঙ্কুল বলিয়া মত প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহারা বলেন যে, উক্ত ব্যাখ্যার সহিত আলোচ্য আয়তের সরলার্থ ও শব্দপ্রয়োগ-প্রণালীর এবং পূর্ব্ববর্ত্তী আয়তের ব্যাখ্যা ও অভিব্যক্তির কোনই সম্পর্ক বা সামঞ্জস্য নাই। আয়তের প্রকৃত অর্থ এই যে, তোমরা যখন পরস্পর কোন কাজ-কর্ম্মের জন্য পরস্পরকে আহ্বান করিয়া থাক, তখন তাহার সহিত কদাচ হজরত রসুলোল্লার আহ্বানের তুলনা করিও না এবং উভয় আহ্বানকে কখনই তুল্য মনে করিও না। কারণ তোমরা পরস্পরকে আহ্বান কর ব্যক্তিগত প্রয়োজনে অথবা সাধারণ কাজ-কর্ম্মের জন্য; পক্ষান্তরে আল্লার রসুল তোমাদিগকে আহ্বান করেন—ইস্‌লাম ও মুসলমানের উন্নতি ও হিত-সম্পাদন এবং তোমাদের জগদ্বাসীর মুক্তি ও কল্যাণের জন্য! এ অবস্থায় তোমাদের পরস্পরের পক্ষে পরস্পরের আহ্বান উপেক্ষা করিলে কাহারও কোনরূপ অনিষ্ট বা অপরাধ না-ও হইতে পারে! কিন্তু আল্লার রসুলের আহ্বান উপেক্ষা করিলে তোমাদের মারাত্মক অনিষ্ট ও গুরুতর অপরাধ হইবে।—মঃ আঃ।

অনন্তর যাহারা হজরত রসুলোল্লার আহ্বান উপেক্ষা এবং তাঁহার আদেশের ব্যতিক্রম করে, অথবা তাঁহার আদেশে সমবেত হইয়াও তদীয় অনুমতি গ্রহণ না করিয়া অলক্ষিতে বা সংগোপনে চলিয়া যায়, তাহাদিগকে সতর্ক করিয়া আল্লাহতা'লা বলিতেছেন যে, আমার রসুলের বিরুদ্ধাচরণকারী অবাধ্য ও কপট লোককে আমি উত্তমরূপেই অবগত আছি। অতএব ঐ গুরুতর অপরাধের জন্য ইহলৌকিক বিপদ-বিড়ম্বনা ও পারলৌকিক শাস্তির জন্য তাহাদের সন্ত্রস্ত থাকা উচিত।

৬৪। অনন্তর আল্লাহতা'লা বলিতেছেন যে, বিশ্বজগতে যাহা কিছু আছে, তাহা সমস্তই আমার সৃষ্ট এবং উহা সম্পূর্ণরূপে আমারই আয়ত্তাধীন। আমি মানুষের সমস্ত অবস্থাই সম্যকরূপে পরিজ্ঞাত আছি এবং আমার অগোচর কিছুই নাই। অবশেষে স্ব স্ব কৃতকর্ম্মের ফল ভোগ করিবার জন্য একদিন সকলকেই আমার সমক্ষে উপস্থিত হইতে হইবে; উহা হইতে কেহই পরিত্রাণ পাইবে না! এইরূপে সমস্ত মানব জাতিকে সংযত ও সুপথগামী হইবার জন্য সতর্ক করিয়া দিয়া মহান্ আল্লাহতা'লা পবিত্র সুরা নূরের উপসংহার করিয়াছেন।

মক্কায় অবতীর্ণ	২৫। সুরা ফোরকান—الفرقان	৭৭ আয়ত

সর্ব্ব প্রদাতা করুণাময় আল্লার নামে

بسم الله الرحمن الرحيم

১ম রুকু—বিশ্বনবীর প্রতি অবিশ্বাসীদের অসত্যারোপ

١- تبارك الذي نزل الفرقان
على عبده ليكون للعلمين
نذيرا ٢- الذي له ملك
السموت والارض ولم يتخذ
ولدا ولم يكن له شريك في
الملك وخلق كل شيء فقدره
تقديرا ٣- واتخذوا من دونه
الهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون

১। তিনিই কল্যাণময়—যিনি স্বীয় সেবকের প্রতি ফোরকান অবতীর্ণ করিয়াছেন—যেন সে বিশ্বজগতের জন্য ভয়-প্রদর্শনকারী হয়। ২। তাঁহারই জন্য নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের আধিপত্য, এবং তিনি কোন পুত্র পরিগ্রহণ করেন নাই এবং কেহই তাঁহার সাম্রাজ্যের অংশী নহে এবং তিনিই সমস্ত বিষয় সৃষ্টি করিয়াছেন; অনন্তর উহাকে নির্দ্দিষ্ট নিয়মে নিয়ন্ত্রিত করিয়াছেন। ৩। এবং তাহারা তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া এরূপ উপাস্য-সমূহ গ্রহণ করে—যাহারা কিছুই সৃষ্টি করিতে পারে না, বরং উহারা

শানে-নজুল—এই পবিত্র সুরা হজরত রসুলোল্লার হেজরতের পূর্ব্বে মক্কা শরীফে অবতীর্ণ হইয়াছিল। যে সময়ে মক্কার অবিশ্বাসী কোরেশগণ পৌত্তলিকতার ঘোর অন্ধকারে নিমজ্জিত ছিল, যখন তাহারা হজরত রসুলোল্লাহ ও ঐশীবাণী কোরান শরীফের উপর অসত্যারোপ করিয়া অবিশ্বাস ও ধর্ম্মদ্রোহিতার চরম পরিচয় দিতেছিল, সেই সময়ে সত্যের সহিত মিথ্যার এবং ইস্লামের সহিত কোফরীর স্পষ্টতর পার্থক্য নির্দ্দেশ করিয়া এই সুরা অবতীর্ণ হয়।

১। **ফোরকান**—প্রভেদ বা পার্থক্যকারী; ইহার মর্ম্মার্থ ঐশী বাণী কোরান। পবিত্র কোরানে ধর্ম্মের সহিত অধর্ম্মের, সত্যের সহিত মিথ্যার, পুণ্যের সহিত পাপের এবং ইস্লামের সহিত কোফরীর স্পষ্টতর পার্থক্য নির্দ্দেশ করা হইয়াছে বলিয়াই এই স্বর্গীয় মহাগ্রন্থ ফোরকান নামে অভিহিত হইয়াছে।

আয়তের মর্ম্ম এই যে, কল্যাণময় আল্লাহতা'লাই স্বীয় অনুগ্রহে তাঁহার প্রিয়তম সেবক হজরত রসুলোল্লার প্রতি সত্য-মিথ্যার পার্থক্যকারী কোরান অবতীর্ণ করিয়া তাঁহাকে সমগ্র বিশ্বজগৎ বা যাবতীয় জগদ্বাসীর জন্য ভয় প্রদর্শক নবী-রূপে মনোনীত করিয়াছেন।

২—৩ এই দুইটী আয়তে বলা হইয়াছে যে, আল্লাহতা'লাই এই বিশাল বিশ্বজগতের সৃষ্টি-কর্ত্তা এবং তিনিই সমগ্র বিশ্বের অধিপতি প্রভু। তাঁহার কোনই অংশী বা পুত্র পরিজন নাই এবং তাঁহারই ইচ্ছা ও আদেশে বিশ্বের যাবতীয় বিষয় নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত হইতেছে।

নিজেরাই সৃষ্ট হইয়াছে, এবং উহারা নিজেদের জন্য কোনই ক্ষতি বা লাভ করিতে সমর্থ নহে এবং উহারা মৃত্যু অথবা জীবন কিংবা পুনরুত্থান সম্বন্ধেও শক্তিমান নহে। ৪। এবং অবিশ্বাসকারীরা বলে যে, ইহা অসত্য ব্যতীত নহে—যাহা সে গঠন করিয়াছে এবং অন্যান্য সম্প্রদায়ও এতদ্বিষয়ে তাহাকে সাহায্য করিয়াছে; অতএব নিশ্চয় তাহারা অত্যাচার ও অসত্য-আচরণ করিয়াছে। ৫। এবং তাহারা বলে যে, ইহা ত প্রাথমিকগণের কাহিনী—যাহা সে লিপিবদ্ধ করিয়া লইয়াছে, অতঃপর ঐ সমস্ত প্রভাতে ও সন্ধ্যায় তাহার সমক্ষে পঠিত হয়। ৬। তুমি বল; তিনিই উহা অবতীর্ণ করিয়াছেন—যিনি নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডের রহস্য পরিজ্ঞাত আছেন; নিশ্চয় তিনি ক্ষমাশীল করুণাময়। ৭। এবং তাহারা বলে, এ কিরূপ রসুল—যে আহার্য্য ভক্ষণ করে এবং বাজার সমূহে গমন করে; এবং তাহার সহিত জনৈক ফেরেশ্‌তা কেন অবতীর্ণ হয় নাই—যে তৎসহ ভয়-প্রদর্শনকারী হইত? ৮। অথবা তাহার প্রতি কোন ধনভাণ্ডার নিপতিত হইত,

وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنْفُسِهِمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا
وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَا حَيٰوةً وَلَا
نُشُورًا ○ ٤- وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا
إِنْ هٰذَا إِلَّا إِفْكُ نِ افْتَرٰىهُ وَأَعَانَهُ
عَلَيْهِ قَوْمٌ اٰخَرُونَ فَقَدْ جَاءُو ظُلْمًا
وَزُورًا ○ ٥- وَقَالُوا أَسَاطِيرُ
الْأَوَّلِينَ اكْتَتَبَهَا فَهِيَ تُمْلٰى عَلَيْهِ
بُكْرَةً وَأَصِيلًا ○ ٦- قُلْ أَنْزَلَهُ
الَّذِي يَعْلَمُ السِّرَّ فِي السَّمٰوٰتِ
وَالْأَرْضِ إِنَّهُ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا ○
٧- وَقَالُوا مَالِ هٰذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ
الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ لَوْلَا
أُنْزِلَ إِلَيْهِ مَلَكٌ فَيَكُونَ مَعَهُ
نَذِيرًا ○ ٨- أَوْ يُلْقٰى إِلَيْهِ كَنْزٌ

অবিশ্বাসীরা তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া এমন সকল অলীক উপাস্যের উপাসনা ও পূজা-আরাধনা করিতেছে—যাহারা নিজেরাই সৃষ্ট হইয়াছে এবং জীবন, মৃত্যু ও পুনরুত্থান সম্বন্ধে যাহাদের কোনই ক্ষমতা নাই এবং যাহারা নিজেদের কোনরূপ ভাল-মন্দ অথবা লাভ-ক্ষতি করিতেও সমর্থ নহে।

৪—৬। অবিশ্বাসী কাফেরেরা স্বর্গীয় কোরান শরীফকে আল্লাহতা'লার প্রত্যাদেশ বলিয়া স্বীকার করিত না। তাহারা বলিত যে, ইহা (হজরত) মোহাম্মদের (সঃ) রচিত মিথ্যা কথা এবং পৌরাণিক কাহিনী মাত্র। ইহার উত্তরে আল্লাহতা'লা হজরত রসুলোল্লার প্রতি আদেশ করিতেছেন যে, তুমি ঐ সকল ভ্রান্ত ও বিপথগামী অসত্যারোপকারীদিগকে বলিয়া দাও—নিশ্চয় ইহা বিশ্বজগতের অধিপতি আল্লাহতা'লার সত্য প্রত্যাদেশ; ইহার অব্যর্থ ভবিষ্যদ্বাণী-সমূহের পূর্ণ সফলতা দ্বারাই তোমরা তাহা জানিতে পারিবে।

৭—৮। অবিশ্বাসী কাফেরেরা যে সকল অদ্ভুত ও অস্বাভাবিক যুক্তি অবলম্বন করিয়া হজরত রসুলোল্লার প্রতি অসত্যারোপ করিত, এই দুইটী আয়তে তাহাই বর্ণিত হইয়াছে। অবিশ্বাসীদের

أَوْ تَكُونُ لَهُ جَنَّةٌ يَأْكُلُ مِنْهَا ۚ
وَقَالَ الظَّالِمُونَ إِن تَتَّبِعُونَ إِلَّا
رَجُلًا مَّسْحُورًا ۝ ٩- انظُرْ كَيْفَ
ضَرَبُوا لَكَ الْأَمْثَالَ فَضَلُّوا فَلَا
يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا ۝

কিংবা তাহার জন্য এরূপ উদ্যান হইত যাহা হইতে সে ভক্ষণ করিতে পারিত; এবং অত্যাচারীরা বলে যে, তোমরা এক যাদুগ্রস্ত ব্যক্তির অনুসরণ ব্যতীত করিতেছ না। ৯। লক্ষ্য কর—তাহারা তোমার জন্য কিরূপ উপমা প্রয়োগ করিতেছে, ফলতঃ তাহারা বিভ্রান্ত হইয়াছে, অতঃপর তাহারা কোনই পথ পাইতে সমর্থ হইবে না।

২য় রুকু—সত্য-মিথ্যার পার্থক্য-নির্ণয়ের ভবিষ্যদ্বাণী

١٠- تَبَارَكَ الَّذِي إِن شَاءَ جَعَلَ
لَكَ خَيْرًا مِّن ذَٰلِكَ جَنَّاتٍ
تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَيَجْعَل

১০। তিনিই কল্যাণময়—যিনি ইচ্ছা করিলে তোমার জন্য এতদপেক্ষাও উৎকৃষ্ট-তর উদ্যানসমূহ সৃষ্টি করিবেন—যাহার নিম্নে স্রোতস্বিনী-সমূহ প্রবাহিত হইবে এবং তোমার জন্য সমুচ্চ প্রাসাদ নির্ম্মাণ

এইরূপ উক্তি ও যুক্তি এবং উহার যথোচিত প্রত্যুত্তর ইতিপূর্ব্বেও আলোচিত হইয়াছে এবং আলোচ্য সুরায়ও উহার উত্তর দেওয়া হইয়াছে।—২০ আয়তের তফ্‌সীর দ্রষ্টব্য।

৯। আল্লাহতা'লা অবিশ্বাসীদের ঐ সকল উক্তি ও যুক্তির প্রতি হজরত রসুলোল্লার দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া বলিয়া দিতেছেন—হে রসুল, তুমি যতই সদুপদেশ দাও না কেন, উহারা এরূপ ভ্রান্ত ও বিপথগামী যে, তোমার সদুপদেশ শ্রবণ পূর্ব্বক সত্যধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া উহারা কখনই সুপথে আসিবে না।

১০। হজরত রসুলোল্লার পবিত্র জীবন-যাপন প্রণালী সরলতা ও আড়ম্বরহীনতার আদর্শ স্বরূপ ছিল। বিধর্ম্মী সমালোচকেরা পর্য্যন্ত স্বীকার করিয়াছেন যে, তিনি নিজেই নিজের প্রয়োজনীয় কার্য্য-সমূহ সম্পন্ন করিতেন, তাঁহার পত্নীদিগকে গৃহ কর্ম্মে সাহায্য করিতেন, স্বয়ং হাটে-বাজারে গমন করিয়া প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি সংগ্রহ করিতেন এবং পবিত্রভাবে জীবিকা অর্জ্জনের জন্য প্রয়োজনানুরূপ পরিশ্রমের কার্য্য করিতেও তিনি কদাচ কুণ্ঠিত হইতেন না (মুর)। এতদ্ভিন্ন তিনি প্রয়োজন হইলে অপরের কার্য্যে এবং বিশেষভাবে অসমর্থ নর-নারীদিগকে তাহাদের কার্য্য সম্পাদনে সর্ব্বদাই আগ্রহের সহিত সাহায্য করিতেন (মেশ্‌কাত)। কিন্তু অবিশ্বাসী কাফেরেরা তাঁহার পবিত্র জীবনের এই মহান্ উদ্দেশ্য বুঝিতে না পারিয়া মনে করিত যে, অভাব অনটন অথবা দারিদ্র্যের জন্যই তিনি ঐরূপ করিয়া থাকেন। তাই তাহারা তৎপ্রতি ঐরূপ অন্যায় কটাক্ষ করিতে সাহসী হইত। সহি হাদিসে বর্ণিত আছে যে, আল্লাহতা'লা হজরত রসুলোল্লাহকে জানাইয়াছিলেন—অবিশ্বাসীরা তোমার অভাব অনটন ও দারিদ্র্যের প্রতি কটাক্ষপাত করিয়া তোমাকে হীন প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করে; কিন্তু যদি তুমি ইচ্ছা কর, তবে আল্লাহতা'লা এই পার্থিব জীবনেই তোমাকে বিপুল রাজ্য ঐশ্বর্য্য, অফুরন্ত সুখ সম্পদ এবং কাফেরদের কল্পনা অপেক্ষাও অতি উৎকৃষ্টতর অনুপম ফল-পুষ্পোদ্যানের অধিকারী করিয়া দিবেন এবং এতদ্বারা তোমার পারলৌকিক প্রতিদানের কোনই ব্যতিক্রম করা হইবে না। কিন্তু অনিত্য সংসার-জীবনের জন্য ঐ সকল সুখ-সম্পদ একান্ত অপ্রয়োজনীয় মনে করিয়া পারলৌকিক চিরস্থায়ী নিত্য প্রতিদানকেই তিনি একমাত্র শ্রেয়ঃ জ্ঞানে বরণ করিয়া লইয়াছিলেন এবং মহান্ আল্লাহতা'লা কর্ত্তৃক তাঁহার প্রিয় বন্ধুর ইচ্ছাই মঞ্জুর করা হইয়াছিল (তঃ হক্কানী)। ঐতিহাসিকগণ এই ঘটনার প্রতি

করিয়া দিবেন। ১১। বরং তাহারা সেই সময়কে অসত্য-ধারণা করে এবং যে ঐ সময়কে মিথ্যা মনে করে, আমি তাহার জন্য অগ্নি-শিখা প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছি। ১২। যখন তাহারা সুদূর স্থান হইতে উহা অবলোকন করিবে, তখন তাহারা উহার তর্জ্জন গর্জ্জন শ্রবণ করিবে। ১৩। এবং যখন তাহারা তন্মধ্যস্থিত সঙ্কীর্ণ স্থানে বন্ধনযুক্ত অবস্থায় নিক্ষিপ্ত হইবে, তখন তাহারা মৃত্যুকে আহ্বান করিবে। ১৪। আজ তোমরা একমাত্র মৃত্যুকে আহ্বান করিও না, বরং বহু মৃত্যুকে আহ্বান করিতে থাক। ১৫। তুমি বল—ইহাই শ্রেষ্ঠতর অথবা চিরস্থায়ী স্বর্গোদ্যান—যাহা ধর্ম্মভীরুগণের জন্য অঙ্গীকৃত হইয়াছিল; ইহাই তাহাদের জন্য প্রতিদান ও প্রত্যাবর্ত্তন-স্থল। ১৬। তাহাদের জন্য তন্মধ্যে যাহা ইচ্ছা চিরস্থায়ী রূপে হইবে, এই অঙ্গীকারই তোমার প্রতিপালকের সমক্ষে প্রার্থনা করা উচিত। ১৭। এবং যেদিন আল্লাহ উহাদিগকে এবং আল্লার

لَّكَ قُصُوْرًا ۝ ١١- بَلْ كَذَّبُوْا
بِالسَّاعَةِ ۚ وَاَعْتَدْنَا لِمَنْ كَذَّبَ
بِالسَّاعَةِ سَعِيْرًا ۚ ١٢- اِذَا رَاَتْهُمْ
مِّنْ مَّكَانٍۭ بَعِيْدٍ سَمِعُوْا لَهَا تَغَيُّظًا وَّ
زَفِيْرًا ۝ ١٣- وَاِذَآ اُلْقُوْا مِنْهَا
مَكَانًا ضَيِّقًا مُّقَرَّنِيْنَ دَعَوْا هُنَالِكَ
ثُبُوْرًا ۚ ١٤- لَا تَدْعُوا الْيَوْمَ ثُبُوْرًا
وَّاحِدًا وَّادْعُوْا ثُبُوْرًا كَثِيْرًا ۝
١٥- قُلْ اَذٰلِكَ خَيْرٌ اَمْ جَنَّةُ الْخُلْدِ
الَّتِيْ وُعِدَ الْمُتَّقُوْنَ ۭ كَانَتْ لَهُمْ
جَزَآءً وَّمَصِيْرًا ۝ ١٦- لَهُمْ فِيْهَا مَا
يَشَآءُوْنَ خٰلِدِيْنَ ۭ كَانَ عَلٰى رَبِّكَ
وَعْدًا مَّسْـُٔوْلًا ۝ ١٧- وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ

লক্ষ্য করিয়া লিখিয়াছেন যে, জগতের রাজ্য-ঐশ্বর্য্য ও সুখ,সম্পদ তাঁহার পবিত্র পদপ্রান্তে পুঞ্জীভূত হইয়াছিল ; কিন্তু তিনি উহা অকিঞ্চিৎকর ও নশ্বর জ্ঞানে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করিয়া নিতান্ত নির্লিপ্ত উদাসীনের ন্যায় অনুপম ও আদর্শ সংসার-জীবন যাপন করিয়াছিলেন। সমগ্র আরবের আধিপত্য যাহার করতলগত, এক একটী জেহাদে গণিমতের অংশ-স্বরূপ অফুরন্ত অর্থ লাভ করিয়া দীন-দরিদ্রের দুঃখ মোচনের জন্য যিনি তাহা দুই হাতে বিতরণ করিতেন এবং যাহার একটী মাত্র মুখের কথায় অনুগত ভক্তেরা নিজেদের ধন-প্রাণ সর্ব্বস্ব বিলাইয়া দিতেও কুণ্ঠিত হইতেন না, তাঁহার পত্নী পরিজনবৃন্দ সময় সময় আহার্য্যের অভাবে অনাহারে থাকিতে বাধ্য হইতেন এবং প্রদীপের তৈলাভাবে তাঁহার গৃহ অন্ধকার থাকিত—জগতে ইহা অপেক্ষা নিষ্কাম, সরল ও অনাড়ম্বর আদর্শ-জীবনের অনুপম দৃষ্টান্ত আর কি হইতে পারে ?

১১—১৪। এই চারিটী আয়তে অবিশ্বাসীদিগের পারলৌকিক শাস্তি ও শোচনীয় দুরবস্থার বিষয় বর্ণিত হইয়াছে। এ বিষয়ে ইহার পূর্ব্বে এবং পরেও যথোচিত আলোচনা করা হইয়াছে।

১৫—১৬। অবিশ্বাসীদের পরিকল্পিত পার্থিব উদ্যান সম্বন্ধে আল্লাহতা'লা হজরত রসুলোল্লাকে লক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন :—তুমি অবিশ্বাসীদিগকে বলিয়াও দাও যে, আল্লাহতা'লা বিশ্বাসিগণের প্রতিদান স্বরূপ পরলোকে যে উৎকৃষ্টতর ও চিরস্থায়ী স্বর্গোদ্যানের অঙ্গীকার করিয়াছেন, তাহাদের জন্য তাহাই যথেষ্ট। তাহারা পার্থিব ধন-সম্পদ বা সুখ-সম্ভোগের জন্য লালায়িত নহে।

১৭—১৯। এই তিনটী আয়তে অংশীবাদী পৌত্তলিক ও তাহাদের অলীক উপাস্য-সমূহের

وَمَا يَعْبُدُونَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ فَيَقُوْلُ
ءَاَنْتُمْ اَضْلَلْتُمْ عِبَادِيْ هٰؤُلَاءِ اَمْ هُمْ
ضَلُّوا السَّبِيْلَ ۝ ١٨- قَالُوْا سُبْحٰنَكَ
مَا كَانَ يَنْبَغِيْ لَنَا اَنْ نَّتَّخِذَ
مِنْ دُوْنِكَ مِنْ اَوْلِيَاءَ وَلٰكِنْ
مَّتَّعْتَهُمْ وَاٰبَاءَهُمْ حَتّٰى نَسُوا
الذِّكْرَ ۚ وَكَانُوْا قَوْمًا بُوْرًا ۝ ١٩- فَقَدْ
كَذَّبُوْكُمْ بِمَا تَقُوْلُوْنَ ۙ فَمَا
تَسْتَطِيْعُوْنَ صَرْفًا وَّلَا نَصْرًا ۚ وَمَنْ
يَّظْلِمْ مِّنْكُمْ نُذِقْهُ عَذَابًا كَبِيْرًا ۝
٢٠- وَمَا اَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ
الْمُرْسَلِيْنَ اِلَّا اِنَّهُمْ لَيَاْكُلُوْنَ الطَّعَامَ
وَيَمْشُوْنَ فِي الْاَسْوَاقِ ؕ وَجَعَلْنَا
بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً ؕ اَتَصْبِرُوْنَ ۚ
وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيْرًا ۝

পরিবর্ত্তে উহারা যাহাদের উপাসনা করে, তাহাদিগকে একত্রিত করিবেন—তৎপরে বলিবেন যে, তোমরাই কি আমার এই দাসদিগকে বিভ্রান্ত করিয়াছিলে অথবা উহারা নিজেরাই পথভ্রান্ত হইয়াছিল ? ১৮। তাহারা বলিবে—পবিত্রতা তোমারই, ইহা আমাদের জন্য উপযুক্ত নয় যে, আমরা তোমার পরিবর্ত্তে কোন অভিভাবক পরিগ্রহণ করিব ; কিন্তু তুমি উহাদিগকে ও উহাদের পিতৃপুরুষদিগকে এত অধিক সুখ-সম্পদ দান করিয়াছিলে যে, তাহারা তোমার স্মরণ বিস্মৃত হইয়া গিয়াছিল এবং উহারা ধ্বংসোন্মুখ সম্প্রদায় হইয়াছিল। ২৯। অতএব তোমরা যাহা বলিবে, তৎসম্বন্ধে উহারা তোমাদিগকেই অসত্যারোপ করিবে ; সুতরাং তোমরা উহা নিবারণ করিতে অথবা সাহায্য করিতে সমর্থ হইবে না। এবং তোমাদের মধ্যে যে অত্যাচার করে, আমি তাহাকে বৃহত্তর শাস্তি আস্বাদন করাইব। ২০। এবং আমি তোমার পূর্ব্বে এরূপ রসুলগণকে প্রেরণ করি নাই, যাহারা আহার্য্য ভক্ষণ ক'রিত না এবং বাজার-সমূহে গমন করিত না ; এবং তোমাদের পরস্পরকে পরস্পরের জন্য পরীক্ষা-স্থল করিয়াছি ; তোমরা কি ধৈর্য্য-ধারণ করিতে পারিবে না ? এবং তোমার প্রতিপালক প্রত্যক্ষকারী।

পারলৌকিক অবস্থা বর্ণিত হইয়াছে। পরলোকে উহারা পরস্পরের প্রতি দোষারোপ করিবে এবং আল্লাহতা'লার সুবিচারে অংশীবাদী পৌত্তলিকেরা কঠোর শাস্তি ভোগ করিতে বাধ্য হইবে।

২০। অবিশ্বাসীরা সে সকল অদ্ভুত ও অস্বাভাবিক যুক্তি অবলম্বন করিয়া হজরত রসুলোল্লার প্রতি অসত্যারোপ করিত, এই আয়তে তাহার উত্তর দেওয়া হইয়াছে। আল্লাহতা'লা স্পষ্ট ভাষায় বলিয়া দিতেছেন যে, আমার পূর্ব্ব প্রেরিত রসুলগণও আহার্য্য ভক্ষণ করিত এবং তাঁহারাও প্রয়োজনানুসারে হাট-বাজার ও স্থানান্তরে গমনাগমন করিত। সুতরাং অবিশ্বাসীদের ঐ সকল উক্তি ও যুক্তির কোনই সার্থকতা নাই। অতএব তোমরা ধৈর্য্য ধারণ কর ; আমি সমস্ত বিষয়ই প্রত্যক্ষ করিতেছি। তোমরা অচিরেই সত্য-মিথ্যার পার্থক্য অবলোকন করিতে পারিবে।

১৯শ পারা—অ-কালাল্লাজিনা

৩য় রুকু—পারলৌকিক মহাবিচার-দিবসের প্রসঙ্গ

২১। এবং যাহারা আমার সন্দর্শন কামনা করে না, তাহারা বলে—কেন আমাদের প্রতি ফেরেশ্‌তাগণ অবতীর্ণ হয় নাই অথবা আমাদের প্রতিপালককে অবলোকন করি না? নিশ্চয় তাহারা নিজেদের সম্বন্ধে অহঙ্কার করিয়াছে এবং গুরুতর বিদ্রোহে বিরুদ্ধাচরণ করিয়াছে। ২২। যেদিন তাহারা ফেরেশ্‌তাগণকে প্রত্যক্ষ করিবে, সেদিন অপরাধীদের জন্য কোনই সুসংবাদ হইবে না এবং তাহারা বলিবে—নিষিদ্ধ বিষয় নিষেধ করা হইয়াছে। ২৩। এবং তাহারা কৃতকর্ম্ম-সমূহ হইতে যাহা করিয়াছিল আমি তাহাকেই অগ্রসর হইব, তৎপর আমি উহাদিগকে বিক্ষিপ্ত ও বিচূর্ণ

٢١- وَقَالَ الَّذِيْنَ لَا يَرْجُوْنَ لِقَاءَنَا لَوْلَا اُنْزِلَ عَلَيْنَا الْمَلٰٓئِكَةُ اَوْ نَرٰى رَبَّنَا ط لَقَدِ اسْتَكْبَرُوْا فِيْٓ اَنْفُسِهِمْ وَعَتَوْ عُتُوًّا كَبِيْرًا ○ ٢٢- يَوْمَ يَرَوْنَ الْمَلٰٓئِكَةَ لَا بُشْرٰى يَوْمَئِذٍ لِّلْمُجْرِمِيْنَ وَيَقُوْلُوْنَ حِجْرًا مَّحْجُوْرًا ○ ٢٣- وَقَدِمْنَآ اِلٰى مَا عَمِلُوْا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنٰهُ هَبَآءً

২১। যে সকল অবিশ্বাসী বলিত যে, আল্লার ফেরেশ্‌তাগণ এই সকল প্রত্যাদেশ সহ মোহাম্মদের পরিবর্ত্তে আমাদের নিকট কেন অবতীর্ণ হয় নাই এবং কেনই বা আমরা আল্লাহকে ও তাঁহার ফেরেশ্‌তাগণকে দেখিতে পাইতেছিনা? তাহাদের সম্বন্ধে আল্লাহতা'লা বলিতেছেন যে, উহারা নিতান্ত নির্ব্বোধ ও দাম্ভিক ধর্ম্মদ্রোহী মাত্র। কারণ আমার অনুগ্রহ ব্যতীত কাহারও নিকট ফেরেশ্‌তা অবতীর্ণ হয় না এবং পার্থিব জীবনে কেহই আমাকে দেখিতে সমর্থ হইবে না।

২২। যেদিন উহারা আমার ফেরেশ্‌তাগণকে দেখিতে পাইবে, সেই মহাবিচারের দিন উহাদের পক্ষে ঘোর অকল্যাণকর এবং সেদিন উহাদের জন্য কোনই সুখ-শান্তির সংবাদ নাই। "নিষিদ্ধ বিষয় নিষেধ করা হইয়াছে"—তফ্‌সীরকারগণ এই বাক্যাংশের বিভিন্নরূপ মর্ম্ম পরিগ্রহণ করিয়াছেন। কেহ কেহ বলেন যে, উহা ফেরেশ্‌তাগণের উক্তি; তাহারা সেদিন পার্থিব-জীবনে ফেরেশ্‌তা-দর্শনের দাবীদার—দাম্ভিক ধর্ম্মদ্রোহীদিগকে বলিবে যে, তোমাদের জন্য আজ দুঃখ-অনুতাপ ব্যতীত কোনই সুখের সংবাদ নাই এবং সুখ শান্তি তোমাদের জন্য নিষিদ্ধ বিষয়ের ন্যায় সম্পূর্ণরূপে নিষেধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। আবার কেহ কেহ বলেন যে, উহা অবিশ্বাসী ধর্ম্মদ্রোহীদেরই উক্তি। তাহারা সেদিন যে সকল ফেরেশ্‌তাকে দেখিবে, তাহারা ভীষণাকৃতি শাস্তির ফেরেশ্‌তা; তাহাদের ভয়ঙ্কর আকৃতি দর্শনে অবিশ্বাসীরা আতঙ্কে ভীত হইয়া তাহাদিগকে নিষিদ্ধ বিষয়ের ন্যায় নিকটে আসিতে নিষেধ করিতে থাকিবে।

২৩। অনন্তর আল্লাহতা'লা বলিতেছেন যে, আমি সেদিন এই দাম্ভিক ধর্ম্মদ্রোহীদিগের কৃতকর্ম্ম অনুসারেই তাহাদিগকে সমুচিত প্রতিফল প্রদান করিব। তাহারা ভীষণ নরকের মধ্যে

مَّنثُورًا ○ ٢٤- اَصْحٰبُ الْجَنَّةِ
يَوْمَئِذٍ خَيْرٌ مُّسْتَقَرًّا وَّاَحْسَنُ
مَقِيْلًا ○ ٢٥- وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَآءُ
بِالْغَمَامِ وَنُزِّلَ الْمَلٰٓئِكَةُ تَنْزِيْلًا ○
٢٦- اَلْمُلْكُ يَوْمَئِذِ نِ الْحَقُّ
لِلرَّحْمٰنِ ط وَكَانَ يَوْمًا عَلَى الْكٰفِرِيْنَ
عَسِيْرًا ○ ٢٧- وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ
عَلٰى يَدَيْهِ يَقُوْلُ يٰلَيْتَنِى اتَّخَذْتُ
مَعَ الرَّسُوْلِ سَبِيْلًا ○ ٢٨- يٰوَيْلَتٰى
لَيْتَنِىْ لَمْ اَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيْلًا ○
٢٩- لَقَدْ اَضَلَّنِىْ عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ
اِذْ جَآءَنِىْ ط وَكَانَ الشَّيْطٰنُ لِلْاِنْسَانِ

করিয়া দিব। ২৪। সেদিন স্বর্গোদ্যানের
অধিবাসিগণ কল্যাণকর শান্তিধামে ও
উৎকৃষ্টতর বিশ্রামাগারে অবস্থান করিবে।
২৫। এবং যেদিন মেঘমালা সহ আকাশ
বিদীর্ণ হইবে এবং ফেরেশ্তা সকল
অবতারিত হইবে, ২৬। সেদিন সর্ব্ব-
প্রদাতারই প্রকৃত আধিপত্য হইবে এবং
অবিশ্বাসীদের জন্য সেদিন কঠোরতর
হইবে। ২৭। এবং সেদিন অত্যাচারী
স্বীয় হস্তদ্বয় দংশন করিয়া বলিবে হায়,
যদি আমি রসুলের সহিত পথ পরিগ্রহণ
করিতাম! ২৮। ধিক আমাকে, যদি
আমি অমুককে বন্ধুরূপে গ্রহণ না
করিতাম! ২৯। নিশ্চয় আমার নিকট
স্মৃতিগ্রন্থ আসিবার পর সে আমাকে উহা
হইতে বিভ্রান্ত করিয়াছিল এবং শয়তান

বিক্ষিপ্তভাবে নিক্ষিপ্ত হইবে এবং এইরূপে সেদিন আমি তাহাদের পার্থিব জীবনের সমস্ত ধর্ম্মদ্রোহিতা ও দর্প-অহংকার চূর্ণ করিয়া দিব।

২৪। অবিশ্বাসী ধর্ম্মদ্রোহীদিগের শাস্তি ও লাঞ্ছনার বিষয় বর্ণনা করিবার পর আল্লাহতা'লা এই আয়তে বিশ্বাসী ধার্ম্মিকগণের পারলৌকিক অনুপম সুখ-শান্তির বিষয় ইঙ্গিত করিয়াছেন।

২৫—২৬। এই দুইটী আয়তে মহাপ্রলয় ও পুনরুত্থান দিবসের প্রতি ইঙ্গিত করা হইয়াছে। আল্লাহতা'লা বলিতেছেন যে, অবিশ্বাসীরা আমার শাস্তি ও আমার ফেরেশ্তাগণকে দেখিতে চাহে; কিন্তু যেদিন বিশ্বভূমণ্ডল বিদীর্ণ ও বিচূর্ণ হইয়া যাইবে এবং আমার আদেশে ফেরেশ্তাগণ স্ব স্ব কর্ত্তব্য পালনের জন্য অবতারিত হইবে, সেদিন সকলেরই অস্থায়ী আধিপত্য বিলুপ্ত হইয়া আমার প্রত্যক্ষ ও পূর্ণ-আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হইবে এবং সেদিন অবিশ্বাসী ধর্ম্মদ্রোহীদের জন্য অত্যন্ত কঠিন হইয়া দেখা দিবে। কারণ তাহাদিগকে সেদিন স্ব স্ব কৃতকর্ম্মের জন্য অবশ্যই অতি কঠোর শাস্তি ভোগ করিতে হইবে।

২৭—২৯। অবিশ্বাসীরা সেদিন অনুতাপে স্ব স্ব হস্ত দংশন করিয়া বলিবে—হায়, যদি আমরা আল্লার রসুলের সদুপদেশ শুনিতাম এবং মানুষের পরম শত্রু শয়তানকে প্রভু-রূপে গ্রহণ করিয়া তাহার প্ররোচনায় বিভ্রান্ত না হইতাম, তবে আজ কখনই আমাদের এরূপ শোচনীয় দুর্গতি ও লাঞ্ছনা হইত না।

خَذُولًا ۝ ٣٠- وَقَالَ الرَّسُولُ
يٰرَبِّ إِنَّ قَوْمِي اتَّخَذُوا هٰذَا
الْقُرْاٰنَ مَهْجُورًا ۝ ٣١- وَكَذٰلِكَ
جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِّنَ
الْمُجْرِمِينَ ط وَكَفٰى بِرَبِّكَ هَادِيًا
وَّنَصِيرًا ۝ ٣٢- وَقَالَ الَّذِينَ
كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْاٰنُ جُمْلَةً

মানুষের জন্য প্রতারণাকারী। ৩১। এবং
রসুল বলিবে—হে আমার প্রতিপালক,
নিশ্চয় আমার সম্প্রদায় এই কোরানকে
পরিত্যক্ত ধারণা করিয়াছিল। ৩০। এবং
এইরূপে আমি প্রত্যেক নবীর জন্য
অপরাধিগণ হইতে শত্রু সৃষ্টি করিয়াছি
এবং তোমার প্রতিপালকই পথ প্রদর্শন—
কারী ও সাহায্যকারী-রূপে যথেষ্ট।
৩২। এবং অবিশ্বাসকারীরা বলে—কেন
তাহার প্রতি সমগ্র কোরান এক সঙ্গে
অবতীর্ণ হয় নাই? এই রূপেই যেন

৩০—৩১। আল্লাহতা'লা বলিতেছেন যে, আরবের অবিশ্বাসীরা আমার রসুলের প্রতি অসত্যারোপ করিয়া তাঁহার সহিত যেরূপ শত্রুতা করিতেছে, আমার পূর্ব্ববর্ত্তী রসুলের সহিত ও তাহাদের সম্প্রদায়ের লোকেরা সেইরূপ শত্রুতা করিয়াছিল। ইহাতে নতুনত্ব কিছুই নাই। অতঃপর পরলোকে আমার রসুলই এই সকল অবিশ্বাসী ও কোরান-অমান্যকারীর বিরুদ্ধে সাক্ষ্য প্রদান করিবেন। সুতরাং সেদিন উহাদের পরিত্রাণের কোনই উপায় থাকিবে না।

৩২। অবিশ্বাসী কোরেশেরা আরও বলিত যে, (হজরত) মোহাম্মদের প্রতি সমগ্র কোরান এক সঙ্গে অবতীর্ণ হয় নাই কেন এবং কি জন্যই বা উহা ক্রমে ক্রমে অবতীর্ণ হইতেছে? ইহার উত্তরে আল্লাহতা'লা বলিয়া দিতেছেন যে, সমগ্র কোরান একসঙ্গে অবতীর্ণ হইলে এইরূপ বিরাট গ্রন্থ লোকের পক্ষে সম্পূর্ণ অবিকৃত ও নির্ভুল ভাবে স্মরণ রাখা এবং ইহার আদেশ নিষেধ প্রয়োজনানুযায়ী প্রচার করা বা লোকের মধ্যে উহা প্রচারিত হওয়া অত্যন্ত উঠিন ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইত। এই জন্যই আমি তোমার অন্তর আশ্বস্ত ও শক্তিসম্পন্ন করিবার উদ্দেশ্যে কোরান শরীফ ক্রমে ক্রমে অবতীর্ণ করিয়া তোমার অন্তর-ফলক বা স্মৃতি-পটে উহা সংরক্ষিত ও সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়া দিয়াছি এবং এই হেতু তোমার অনুগামিগণের পক্ষেও উহা স্মরণ করিয়া উহার বিধি-নিষেধের অনুসরণ করা সহজ হইয়াছে। পক্ষান্তরে যদি আমি সমগ্র কোরান একসঙ্গে অবতারণ করিতাম, তবে আরবদের ন্যায় অশিক্ষিত ও নিরক্ষর লোকদিগের পক্ষে উহা একসঙ্গে স্মরণ করিয়া লওয়া অথবা উহা সম্পূর্ণ অপরিবর্ত্তিত ও অবিকৃত রাখা কখনই সম্ভবপর হইত না। এই সমস্ত কারণেই আমি সমস্ত কোরান একসঙ্গে অবতারণ না করিয়া উহা তোমার প্রতি ক্রমে ক্রমে অবতীর্ণ করিয়াছি।

রাত্তালনাহু তারতিলান—ইহার অর্থ ক্রমে ক্রমে অবতীর্ণ করা অথবা সুশৃঙ্খলে সংবিন্যস্ত করা—উভয়ই হইতে পারে। তফ্সীরকারগণের কেহ কেহ প্রথমোক্ত মর্ম্ম এবং কেহ বা শেষোক্ত মর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছেন। মিঃ মোহাম্মদ আমি শেষোক্ত মর্ম্ম পরিগ্রহণ পূর্ব্বক দৃঢ়তার সহিত প্রমাণ করিয়াছেন যে, কোরান শরিফ বর্ত্তমানে যে ভাবে আছে, সর্ব্বশক্তিমান আল্লাহতা'লা উহা অবতারণ করিবার পর ঠিক সেই ভাবেই শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া দিয়াছিলেন। কারণ আল্লাহতা'লা এই আয়তে স্পষ্টতর ভাষায় ঘোষণা করিতেছেন যে, আমিই উহা ধীরে ধীরে অবতারণ পূর্ব্বক সুশৃঙ্খলে সংবিন্যস্ত করিয়া দিয়াছি। সুতরাং যাহারা বলে—কোরানের বিভিন্ন সূরা এবং বিভিন্ন আয়ত-সমূহের মধ্যে কোনরূপ সম্বন্ধ বা শৃঙ্খলা নাই; হজরত মোহাম্মদের প্রতি বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ঘটনা

আমি এতদ্‌সহ তোমার অন্তর সুপ্রতিষ্ঠিত করি; এবং আমি ইহা ক্রমে ক্রমে অবতারণ করিয়াছি। ৩৩। এবং আমি যাহা তোমার নিকট সত্যভাবে ও উৎকৃষ্ট বিশ্লেষণে অবতীর্ণ করিয়াছি, তদ্ব্যতীত তাহারা তোমার নিকট কোনই দৃষ্টান্ত আনিতে পারে না। ৩৪। তাহা-দিগকে তাহাদের আনন-উপরি নরকের দিকে একত্রিত করা হইবে, উহাদেরই বাসস্থান নিকৃষ্টতর এবং উহারাই সুপথ-ভ্রষ্ট।

وَاحِدَةً ج كَذٰلِكَ ج لِنُثَبِّتَ بِهٖ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنٰهُ تَرْتِيْلًا ○ ٣٣- وَلَا يَأْتُوْنَكَ بِمَثَلٍ اِلَّا جِئْنٰكَ بِالْحَقِّ وَاَحْسَنَ تَفْسِيْرًا ○ ع ٣٤- اَلَّذِيْنَ يُحْشَرُوْنَ عَلٰى وُجُوْهِهِمْ اِلٰى جَهَنَّمَ لا اُولٰٓئِكَ شَرٌّ مَّكَانًا وَّاَضَلُّ سَبِيْلًا ○

উপলক্ষে যে সকল প্রত্যাদেশ অবতীর্ণ হইয়াছিল, তাহার বিশৃঙ্খল সংগ্রহ অথবা বিক্ষিপ্ত সমষ্টির নামই কোরান শরিফ; কিংবা যাহারা বলে যে, হজরত রসুলোল্লার মহাপ্রয়াণের পর তদীয় খলিফা হজরত আবুবকর অথবা ওসমান (রাঃ) কর্ত্তৃক ইহা বর্ত্তমান আকারে সংগৃহীত ও শৃঙ্খলাবদ্ধ করা হইয়াছিল, তাহাদের ধারণা সম্পূর্ণ ভ্রমাত্মক। যেহেতু আল্লাহতা'লা স্বয়ং বলিতেছেন যে, আমিই উহা সুশৃঙ্খলে সংবিন্যস্ত করিয়া দিয়াছি। সুতরাং পবিত্র কোরান শরিফ হজরত রসুলোল্লার জীবিত কালেই যে স্বর্গীয় প্রত্যাদেশ অর্থাৎ আল্লাহতা'লার আদেশ ও নির্দ্দেশ অনুসারে শৃঙ্খলাবদ্ধ করা হইয়াছিল, তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই।—তঃ মঃ আলি।

৩৩। এই আয়তে স্বর্গীয় কোরান শরিফের আর এক অলৌকিকতা বর্ণিত হইয়াছে। আল্লাহতা'লা বলিয়া দিতেছেন যে, এই কোরানে সত্যভাবে বর্ণিত অথবা উৎকৃষ্ট বিশ্লেষণে বিশ্লেষিত হয় নাই—অবিশ্বাসীরা এমন কোন বিষয় অথবা কোন প্রশ্নই তোমার নিকট উত্থাপন করিতে পারিবে না। ইহার বর্ণনা বা বিশ্লেষণ-পদ্ধতির অনুকরণ করাও তাহাদের পক্ষে সম্পূর্ণ অসাধ্য। ইহা কোরান শরিফের অলৌকিকতার আর এক উজ্জ্বলতর নিদর্শন। শুধু কোরান শরিফের ভাব, ভাষা ও রচনা-পদ্ধতিই যে মানবের অনুকরণীয় তাহা নহে; এই বিরাট মহাগ্রন্থের অনন্ত জ্ঞান-সমুদ্রে আধ্যাত্মিক তত্ত্ব, ধর্ম্মনীতি, রাজনীতি ও সমাজনীতি হইতে আরম্ভ করিয়া মানবের সামাজিক, পারিবারিক ও ব্যক্তিগত জীবনের কর্ত্তব্য, নিত্য-ধর্ম্ম কর্ম্ম-পদ্ধতি, শিক্ষা সভ্যতা, সুনীতি-সদাচার ও পর্দ্দা-পবিত্রতা প্রভৃতি প্রত্যেক বিষয় এরূপ সত্যভাবে বর্ণিত ও বিস্তৃত রূপে বিশ্লেষিত হইয়াছে যে, একাধারে জগতের আর কোন ধর্ম্ম-গ্রন্থেই সেরূপ বর্ণিত হয় নাই।

উপরোক্ত আয়তে আরও প্রমাণিত হইতেছে যে, মহাগ্রন্থ কোরান শরিফে আল্লাহতা'লা জগতের যাবতীয় বিষয়ের বর্ণনা করিয়াছেন। ঐ সকল বর্ণনার কতকগুলি স্পষ্টতর এবং কতকগুলি অস্পষ্ট। জগতে জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চ্চা যত অধিক হইবে—মানবের জ্ঞান, বুদ্ধি বিচার-বিশ্লেষণ শক্তি যত বৃদ্ধি পাইবে, কোরান শরিফের অনন্ত জ্ঞান-ভাণ্ডারের অর্থ ও মর্ম্ম ততই অধিকতর পরিস্ফুট হইয়া প্রকাশিত হইতে থাকিবে।

৩৫। উপরোক্ত বিষয় সমূহ বর্ণনা করিবার পর আল্লাহতা'লা বলিতেছেন যে; ইহার পরেও যাহারা আমার সত্য-প্রত্যাদেশ ও সত্য-ধর্ম্ম অস্বীকার করিবে, তাহারা সকলেই নরকের দিকে একত্রিত হইবে এবং সেই নিকৃষ্টতর নরকই তাহাদের উপযুক্ত বাসস্থান।

৪র্থ রুকু—পূর্ব্ববর্ত্তী বিশ্বাসীদের শোচনীয় পরিণাম

৩৫। এবং নিশ্চয়ই আমি মূসাকে গ্রন্থ দান করিয়াছিলাম এবং তৎসহ তাহার ভ্রাতাকে সহকারী করিয়াছিলাম। ৩৬। তৎপর আমি বলিয়াছিলাম যে, তোমরা উভয়ে সেই সম্প্রদায়ের দিকে গমন কর—যাহারা আমার নিদর্শনাবলীর প্রতি অসত্যারোপ করিতেছে; অতঃপর আমি তাহাদিগকে ধ্বংসকর-রূপে বিধ্বংস করিয়াছিলাম। ৩৭। এবং নূহের সম্প্রদায় যখন রসুলগণকে অসত্যারোপ করিয়াছিল, তখন আমি তাহাদিগকে নিমজ্জিত করিয়াছিলাম এবং তাহাদিগকে মানবমণ্ডলীর জন্য নিদর্শন করিয়াছিলাম, এবং আমি অত্যাচারীদের জন্য যন্ত্রণা-দায়ক শাস্তি প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছি। ৩৮। এবং আদ ও সমুদ ও কূপ-সমূহের অধিবাসী এবং ইহাদের মধ্যবর্ত্তী বহু পুরুষ; ৩৯। এবং প্রত্যেকের জন্যই আমি দৃষ্টান্ত-সমূহ প্রতিষ্ঠিত করিয়াছি এবং প্রত্যেককে ধ্বংসকর-রূপে বিধ্বংস করিয়া দিয়াছি। ৪০। এবং নিশ্চয় তাহারা

٣٥- وَلَقَدْ اٰتَيْنَا مُوْسَى الْكِتٰبَ
وَجَعَلْنَا مَعَهٗ اَخَاهُ هٰرُوْنَ وَزِيْرًا ۝
٣٦- فَقُلْنَا اذْهَبَا اِلَى الْقَوْمِ الَّذِيْنَ
كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا ط فَدَمَّرْنٰهُمْ تَدْمِيْرًا ۝
٣٨- وَقَوْمَ نُوْحٍ لَّمَّا كَذَّبُوا الرُّسُلَ
اَغْرَقْنٰهُمْ وَجَعَلْنٰهُمْ لِلنَّاسِ اٰيَةً ط
وَاَعْتَدْنَا لِلظّٰلِمِيْنَ عَذَابًا اَلِيْمًا ۝
٣٨- وَّعَادًا وَّثَمُوْدَا وَاَصْحٰبَ
الرَّسِّ وَقُرُوْنًا بَيْنَ ذٰلِكَ كَثِيْرًا ۝
٣٩- وَكُلًّا ضَرَبْنَا لَهُ الْاَمْثَالَ
وَكُلًّا تَبَّرْنَا تَتْبِيْرًا ۝ ٤٠- وَلَقَدْ اَتَوْا

৩৫—৩৬। ওয়াজির—ভার-বহনকারী। যে অন্যের ভার বা দায়িত্ব বহন করে, তাহাকেই 'ওয়াজির' অর্থাৎ ভার-বহনকারী, সাহায্যকারী বা সহকারী বলা হয়। কিন্তু সাধারণতঃ রাজার নিয়োজিত বিশেষ পরামর্শদাতা অথবা রাজমন্ত্রী অর্থেই এই শব্দ ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

এই দুইটী আয়তে হজরত মূসার নবুয়ত-লাভ ও গ্রন্থ-প্রাপ্তি এবং তাঁহার সহকারী বা সাহায্যকারী স্বরূপ তদীয় ভ্রাতা হারুনকে নবুয়ত প্রদান এবং তাঁহাদের দ্বারা মিসরীয় ফেরাউন-সম্প্রদায়ের ধ্বংস-প্রাপ্তির প্রতিই ইঙ্গিত করা হইয়াছে।

৩৭—৩৯। অনন্তর আল্লাহতা'লা আলোচ্য তিনটি আয়তে বলিয়া দিতেছেন যে, ধর্ম্মদ্রোহী ফেরাউন-সম্প্রদায়ের ন্যায় হজরত নূহের দুষ্কার্য্যকারী সম্প্রদায়, অবাধ্য আদ ও সমুদ জাতি, কূপ-নিবাসী সম্প্রদায় এবং তাহাদের মধ্যবর্ত্তী বহু পুরুষই নিজেদের ধর্ম্মদ্রোহিতা ও নবী-দ্রোহিতার জন্য শাস্তি ভোগ করিয়া ধ্বংস-প্রাপ্ত হইয়াছিল। মানব জাতির শিক্ষা ও সতর্কতার জন্য ইহাদের প্রত্যেক সম্প্রদায় সম্বন্ধেই আমি দৃষ্টান্ত সমূহ প্রতিষ্ঠিত করিয়াছি।

আদ ও সমুদ প্রভৃতি জাতির ইতিহাস ইতিপূর্বে একাধিকবার বর্ণিত হইয়াছে। উহার পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। কূপ-সমূহের অধিবাসী সম্বন্ধে তফ্সীরকারগণের মধ্যে বিভিন্ন মত পরিদৃষ্ট হয়। বহু তফ্সীরকার উহাদিগকে হজরত শোয়েব নবীর সমসাময়িক বহু কূপের অধিকারী অবাধ্য ও ধর্ম্মদ্রোহী সম্প্রদায় বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন।

৪০। অনন্তর আল্লাহতা'লা অবিশ্বাসী কোরেশ সম্প্রদায়কে লক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন যে, আরব হইতে ব্যবসায়-বাণিজ্য উপলক্ষ্যে সিরিয়া গমনকালে এই অবাধ্য সম্প্রদায় নিশ্চয়ই সেই সদোম

عَلَى الْقَرْيَةِ الَّتِيْٓ اُمْطِرَتْ مَطَرَ
السَّوْءِ ط اَفَلَمْ يَكُوْنُوْا يَرَوْنَهَا ج بَلْ
كَانُوْا لَا يَرْجُوْنَ نُشُوْرًا ○ ٤١- وَاِذَا
رَاَوْكَ اِنْ يَّتَّخِذُوْنَكَ اِلَّا هُزُوًا ط
اَهٰذَا الَّذِيْ بَعَثَ اللّٰهُ رَسُوْلًا ○
٤٢- اِنْ كَادَ لَيُضِلُّنَا عَنْ اٰلِهَتِنَا
لَوْلَآ اَنْ صَبَرْنَا عَلَيْهَا ط وَسَوْفَ
يَعْلَمُوْنَ حِيْنَ يَرَوْنَ الْعَذَابَ مَنْ
اَضَلُّ سَبِيْلًا ○ ٤٣- اَرَءَيْتَ مَنِ
اتَّخَذَ اِلٰهَهٗ هَوٰىهُ ط اَفَاَنْتَ تَكُوْنُ
عَلَيْهِ وَكِيْلًا ○ ٤٤- اَمْ تَحْسَبُ
اَنَّ اَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُوْنَ اَوْ يَعْقِلُوْنَ ط

সেই জনপদ অতিক্রম করিয়াছিল যাহার উপর আমি নিকৃষ্ট বর্ষণে বর্ষণ করিয়াছিলাম; অতঃপর তাহারা কি উহা লক্ষ্য করে নাই? বরং তাহারা পুনরুত্থান আকাঙ্ক্ষা করিত না।
৪১। এবং যখন তাহারা তোমাকে অবলোকন করে, তখন তাহারা তোমাকে উপহাসাস্পদ-রূপে ব্যতীত গ্রহণ করে না যে, এই কি সে—যাহাকে আল্লাহ রসুল রূপে প্রেরণ করিয়াছেন?
৪২। সে-ত আমাদিগকে আমাদের উপাস্যবৃন্দ হইতে বিভ্রান্ত করিয়া দিবার উপক্রম করিয়াছিল—যদি আমরা তাহাদের সম্বন্ধে ধৈর্য্য-ধারণ না করিতাম; এবং যখন শাস্তি অবলোকন করিবে, তখন অচিরেই তাহারা অবগত হইবে যে, সুপথ হইতে কে অধিকতর বিভ্রান্ত।
৪৩। তুমি কি তাহাকে লক্ষ্য করিয়াছ—যে স্বীয় প্রবৃত্তি অনুযায়ী উপাস্য পরিগ্রহণ করিয়াছে? অনন্তর তুমি কি তাহার জন্য অবিভাবক হইতে পার?
৪৪। অথবা তুমি ধারণা কর যে, তাহাদের অধিকাংশই শ্রবণ করিতে ও

নামক স্থান পরিদর্শন করিয়া থাকে—যে স্থানে আমি ধর্মদ্রোহী লুত-সম্প্রদায়কে শিলাবৃষ্টির ন্যায় প্রস্তর বর্ষণে বিধ্বস্ত করিয়াছিলাম এবং তাহাদের বাসভূমিকে সমূলে উৎপাটিত করিয়া উল্টাইয়া দিয়াছিলাম। উহার নিদর্শনাবলী এখনও তথায় বিদ্যমান আছে। অতএব উহা অবলোকন করিয়াও কি অবাধ্য কোরেশ সম্প্রদায় নবী-দ্রোহিতা হইতে সংযত ও সতর্ক হইবে না।

৪১—৪২। অতঃপর এই দুইটী আয়তে আল্লাহতা'লা হজরত রসুলোল্লাকে লক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন যে, যখন ধর্মদ্রোহী কোরেশ সম্প্রদায় তোমাকে অবলোকন করে, তখন তাহারা ঈর্ষা-বশে বলে যে, আল্লাহতা'লা আমাদের অন্তর্ভুক্ত প্রধান প্রধান ব্যক্তিদিগকে পরিত্যাগ করিয়া ইহাকে রসুল রূপে মনোনীত করিবেন কেন? অথচ এই নগণ্য ব্যক্তিই আমাদিগকে আমাদের ধর্ম ও উপাস্য সমূহ হইতে প্রত্যাবৃত্ত করিতে চাহিয়াছিল। যদি আমরা দৃঢ়তার সহিত নিজেদের ধর্ম রক্ষা না করিতাম, তবে নিশ্চয় এ আমাদিগকে সুপথ হইতে বিভ্রান্ত করিয়া দিত। অবিশ্বাসী কোরেশদিগের ঐ সকল উক্তির উত্তরে আল্লাহতা'লা বলিয়া দিতেছেন যে, যখন উহারা নিজেদের দুষ্কার্য্যের জন্য শাস্তি-ভোগ করিবে, তখনই বুঝিতে পারিবে যে, সুপথ হইতে কে বিভ্রান্ত রহিয়াছে?

৪৩—৪৪। এই দুইটী পবিত্র আয়তে শুধু প্রতিমা-পূজা নহে—বরং তৎসহ মানুষের প্রবৃত্তি-পূজাকেও অতি তীব্রভাবে নিন্দা করা হইয়াছে। আল্লাহতা'লা বলিয়া দিতেছেন যে, যাহারা অন্ধভাবে স্বীয় প্রবৃত্তির অনুসরণ করে এবং তদনুযায়ী স্বীয় কল্পিত ধর্ম-কর্ম অনুষ্ঠানের অভিনয় করিয়া থাকে, তাহারা অতিশয় নিকৃষ্ট শ্রেণীর জীব। উহারা চতুষ্পদ পশু অপেক্ষাও অধম

إِنْ هُمْ إِلَّا كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلًا ۝

হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে? তাহারা চতুষ্পদ পশু ব্যতীত নহে, বরং তাহারাই সুপথ হইতে অধিকতর বিভ্রান্ত।

৫ম রুকু—প্রাকৃতিক নিদর্শনের শিক্ষা ও সদুপদেশ

٤٥- أَلَمْ تَرَ إِلَىٰ رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ الظِّلَّ ۚ وَلَوْ شَاءَ لَجَعَلَهُ سَاكِنًا ۚ ثُمَّ جَعَلْنَا الشَّمْسَ عَلَيْهِ دَلِيلًا ۝

٤٧- وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِبَاسًا وَالنَّوْمَ سُبَاتًا وَجَعَلَ النَّهَارَ نُشُورًا ۝ ٤٨- وَهُوَ الَّذِي

৪৫। তুমি কি স্বীয় প্রতিপালকের প্রতি লক্ষ্য কর নাই যে, তিনি কিরূপে ছায়া সম্প্রসারিত করেন এবং যদি তিনি ইচ্ছা করিতেন, তবে তিনি উহাকে স্থির করিয়া দিতেন; অনন্তর আমি সূর্য্যকে উহার উপর পথ-নির্দ্দেশক করিয়া দিয়াছি। ৪৬। তৎপর আমি উহাকে আমার দিকে ক্রমিক আকর্ষণে আকর্ষণ করিয়াছি। ৪৭। এবং তিনি তোমাদের জন্য রজনীকে আবরণ ও নিদ্রাকে বিশ্রাম স্বরূপ করিয়াছেন এবং দিবাকে সমুত্থানের জন্য করিয়া দিয়াছেন। ৪৮। এবং তিনি স্বীয় করুণার

উহারা চক্ষু থাকিতেও অন্ধ, কর্ণ থাকিতেও বধির এবং অন্তর থাকিতেও অনুভূতি হীন। মানব জাতির মধ্যে উহারাই সুপথ হইতে অধিকতর বিভ্রান্ত এবং ইহ-পরকালে কেহই উহাদের অভিভাবক হইতে অথবা উহাদিগকে রক্ষা করিতে পারিবে না।

৪৫—৪৬। আল্লাহতা'লা এই দুইটী আয়তে হজরত রসুলোল্লাকে লক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন যে, আমি সূর্য্যকে পথ-নির্দ্দেশক রূপে ছায়া সমূহের উপর আধিপত্য প্রদান করিয়া কিরূপে উহাকে ক্রমে ক্রমে সম্প্রসারিত ও সঙ্কুচিত করিয়া থাকি, তাহা কি তুমি লক্ষ্য করিতেছ না? কিন্তু যদি আমি ইচ্ছা করিতাম, তবে উহা সম্প্রসারিত ও সঙ্কুচিত না হইয়া সম্পূর্ণ স্থির থাকিত এবং উহার উপর সূর্য্যের কোনই আধিপত্য থাকিত না। যদি তুমি অভিনিবেশ সহকারে চিন্তা কর, তাহা হইলে বুঝিতে পারিবে যে, এতদ্দারা আমার অনন্ত শক্তি-মহিমা এবং স্বীয় সেবকগণের প্রতি আমার অপার করুণার অভিব্যক্তিই প্রকাশ পাইতেছে। আমি ছায়া-সম্প্রসারণের ন্যায় সাধারণতঃ ক্রমে ক্রমেই মানবের উন্নতি সাধন করি; পক্ষান্তরে যাহাদের ধ্বংস সাধন করিতে আমার ইচ্ছা হয়, তাহাদিগকে অকস্মাৎ একেবারে ধ্বংস না করিয়া ক্রমে ক্রমেই তাহাদের বিনাশ সাধন করিয়া থাকি। সূর্য্য-পরিচালিত ছায়া সমূহের ন্যায় আধ্যাত্মিক ও আধিভৌতিক জগতে সর্ব্বদাই আমার এই সৃষ্টি-নিয়ম পরিচালিত হইতেছে এবং ছায়া সমূহ যেমন ক্রমে ক্রমে তাহার মূলের দিকে আকৃষ্ট হয়, সেইরূপ সমগ্র বিশ্বজগত ক্রমান্বয়ে আমারই দিকে আকৃষ্ট হইতেছে।

৪৭। এই আয়তে আল্লাহতা'লা দিবা-রজনী সৃষ্টির উদ্দেশ্য বর্ণনা করিতেছেন। আল্লাহতা'লা বলিতেছেন যে, রজনী তোমাদের বিশ্রাম ও নিদ্রা উপভোগের জন্য এবং দিবস তোমাদের উত্থান ও কাজ-কর্ম্মের জন্য সৃষ্টি হইয়াছে। ফলতঃ তোমাদের কল্যাণ ও সুখ-শান্তির জন্যই আমি দিবস ও রজনী সৃষ্টি করিয়াছি।

৪৮—৪৯। আল্লার অনুগ্রহ-স্বরূপ বৃষ্টি-ধারা বর্ষণের পূর্ব্বে উহার সুসংবাদ স্বরূপ যেরূপ স্নিগ্ধ ও সুশীতল বায়ু প্রবাহিত হয়, তাহা উল্লেখ করিয়া আল্লাহতা'লা বলিতেছেন যে, আমার করুণা

أَرْسَلَ الرِّيٰحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ
رَحْمَتِهٖ وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَآءِ مَآءً
طَهُوْرًا ٤٩ لِنُحْيِيَ بِهٖ بَلْدَةً
مَّيْتًا وَّنُسْقِيَهٗ مِمَّا خَلَقْنَآ أَنْعَامًا
وَّأَنَاسِيَّ كَثِيْرًا ○ ٥٠ وَلَقَدْ
صَرَّفْنٰهُ بَيْنَهُمْ لِيَذَّكَّرُوْا فَأَبٰى
أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُوْرًا ○ ٥٠ وَلَوْ
شِئْنَا لَبَعَثْنَا فِيْ كُلِّ قَرْيَةٍ نَّذِيْرًا ○

পূর্ব্বেই সুসংবাদ স্বরূপ বায়ুপুঞ্জ প্রেরণ করেন এবং আমি আকাশ হইতে বিশুদ্ধ সলিল অবতারণ করি ; ৪৯। যেন আমি ইহা দ্বারা নির্জ্জীব ভূতলকে সঞ্জীবিত করি এবং আমার সৃষ্টি-সমূহ, জীব-জন্তু ও অধিকাংশ মনুষ্যকে উহা পান করাই। ৫০। এবং নিশ্চয় আমি উহা তাহাদের মধ্যে বিস্তৃত করিয়াছি—যেন তাহারা উপদেশ লাভ করে; কিন্তু অধিকাংশ মানবই অগ্রাহ্য ব্যতীত স্বীকার করেনা। ৫১। এবং যদি আমি ইচ্ছা করিতাম তবে নিশ্চয় প্রত্যেক জনপদেই ভয়-প্রদর্শনকারী সমুত্থিত করিতাম।

স্বরূপ সলিল বর্ষণের ফলে আমি নির্জ্জীব ও বিশুষ্ক ভূতলকে সরস ও সঞ্জীবিত করিয়া থাকি এবং মানব, পশু-পক্ষী ও তরুলতা প্রভৃতি আমার যাবতীয় সৃষ্টি উক্ত সলিল পানে পরিতৃপ্ত ও সঞ্জীবিত হইয়া থাকে।

৫০—৫১। অনন্তর আল্লাহতা'লা বলিতেছেন যে, আমার অনুগ্রহ স্বরূপ ঐ সলিল-ধারাকে আমি সমস্ত সৃষ্টির মধ্যে এমন ভাবে সম্প্রসারিত ও বিভক্ত করিয়া দিয়াছি যে, সকলেই যেন উহার দ্বারা সমানভাবে উপকৃত হয় এবং যেন মানব-জাতি এতদ্দারা আমার অনুগ্রহ সম্বন্ধে যথোচিত উপদেশ ও জ্ঞান লাভ করিতে সমর্থ হয়। কিন্তু মানব এমনই অকৃতজ্ঞ যে, তাহাদের অধিকাংশই ইহা অনুভব অথবা স্বীকার করে না।

৫২। এই আয়তে আল্লাহতা'লা বলিতেছেন যে, যদি আমি ইচ্ছা করিতাম, তবে প্রত্যেক জনপদ অর্থাৎ প্রত্যেক শহরও পল্লীতেই আমি রসুল সৃষ্টি করিতে পারিতাম এবং উহা আমার পক্ষে কিছুমাত্র অসম্ভব নহে। কিন্তু উহা আমার অভিপ্রায়ের বিরুদ্ধ বলিয়াই আমি তাহা করি নাই। এস্থলে স্পষ্টরূপে নির্দ্দেশিত হইয়াছে যে, প্রত্যেক জনপদের জন্য আল্লাহতা'লা স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র রসুল সৃষ্টি করেন নাই। সুতরাং এই বাক্যানুসারে প্রত্যেক জনপদে আল্লার রসুলের বাণী পৌঁছাইয়া দেওয়াই (৩৫—২৪) তাঁহার অনুগামিগণের কর্ত্তব্য বলিয়া নির্দ্দেশিত হইয়াছে।

এতদসহ ইহা স্মরণ রাখিতে হইবে যে, কোরান-শরিফের কোন কোন আয়তে প্রত্যেক জাতির মধ্যে রসুল অবতীর্ণ হওয়া সম্বন্ধে যে প্রত্যাদেশ অবতীর্ণ হইয়াছে, আলোচ্য আয়তের সহিত তাহার কোনই বিরোধ নাই। ঐ সকল আয়তে আল্লাহতা'লা বলিয়াছেন যে, আমি ইতিপূর্ব্বে প্রত্যেক জাতির মধ্যেই রসুল প্রেরণ করিয়াছি এবং তাহারা স্ব স্ব সম্প্রদায়ের মধ্যে ধর্ম্ম-প্রচার করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু তাহাদের প্রচারিত ধর্ম্ম স্থায়ী হওয়ার জন্যই আমি সমগ্র মানব-জাতি ও সমস্ত জনপদের জন্য আমার প্রিয়তম রসুল—বিশ্বনবী হজরত মোহাম্মদ মোস্তফাকে (সঃ) প্রেরণ করিয়াছি। তাহার আবির্ভাবের পর প্রত্যেক জাতি বা জনপদের জন্য স্বতন্ত্র রসুল প্রেরণের আর কোনই আবশ্যকতা নাই। কারণ তাহার প্রচারিত স্বর্গীয় সত্য ধর্ম্মই সমস্ত জাতির মধ্যে সম্প্রসারিত ও সমস্ত জনপদে সুবিস্তৃত হইবে। এই পবিত্র আয়ত ইসলামের সত্যতা ও সাফল্যের এক অভ্রান্ত ভবিষ্যদ্বাণী।

৫২। অতএব তোমরা অবিশ্বাসীদের অনুগত হইও না এবং এতদ্‌সহ তাহাদের সহিত প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিতায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা কর। ৫৩। এবং তিনি উভয় সমুদ্রকে সম্মিলিত করিয়াছেন—ইহা তৃষ্ণা-নিবারক সুমিষ্ট এবং উহা প্রদাহকারী লবণাক্ত এবং তিনি এতদুভয়ের মধ্যে প্রাচীর ও বিঘ্নকর অন্তরায় সৃষ্টি করিয়াছেন। ৫৪। এবং তিনি সলিল হইতে মানুষ সৃষ্টি করিয়াছেন, তৎপর তিনি তাহার জন্য শোণিত-সম্পর্ক ও বৈবাহিক-সম্পর্ক করিয়াছেন এবং তোমার প্রতিপালকই সর্ব্বশক্তিমান। ৫৫। এবং তাহারা আল্লাহকে পরিত্যাগ করিয়া উহারই উপাসনা করিয়া থাকে—যাহা

৫২- فَلَا تُطِعِ الْكٰفِرِيْنَ وَجَاهِدْهُمْ
بِهٖ جِهَادًا كَبِيْرًا ○ ৫৩- وَهُوَ الَّذِيْ
مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ هٰذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ
وَّهٰذَا مِلْحٌ اُجَاجٌ ۚ وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا
بَرْزَخًا وَّحِجْرًا مَّحْجُوْرًا ○ ৫৪- وَ
هُوَ الَّذِيْ خَلَقَ مِنَ الْمَآءِ بَشَرًا
فَجَعَلَهٗ نَسَبًا وَّصِهْرًا ؕ وَكَانَ رَبُّكَ
قَدِيْرًا ○ ৫৫- وَيَعْبُدُوْنَ مِنْ

৫২। এই আয়তে আল্লাহ-তা'লা মুসলমানদিগকে অবিশ্বাসীদের ভয়ে ভীত না হইতে এবং তাহাদের অনুগত না হইয়া পূর্ণ উদ্যমে প্রচার কার্য্য চালাইতে আদেশ করিয়াছেন। ধর্ম্মপ্রচার এবং ধর্ম্মের গৌরব রক্ষা করিবার জন্য বিধর্ম্মীদের সহিত প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিতা করাই যে, "জেহাদান্ কবির" বা শ্রেষ্ঠতম ধর্ম্ম যুদ্ধ, এই আয়তে তাহা বিশেষরূপে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে।

৫৩। এই আয়তে আল্লাহতা'লা স্বীয় সৃষ্টি-মহিমার আর একটি নিদর্শন বর্ণনা করিতেছেন। উহা সুপেয় তৃষ্ণা-নিবারক, সুস্বাদু সলিলপূর্ণ স্রোতস্বিনীর সুমিষ্ট সলিল-ধারার সহিত অপেয় তীব্র লবণাক্ত সমুদ্র-জলের সহিত ও পার্থক্যের নিদর্শন। সাধারণতঃ সমুদ্র মোহনায়—যেখানে নদীর সুমিষ্ট সলিল-ধারার সহিত লবণাক্ত সমুদ্র-স্রোতের সম্মিলন হইয়াছে, তথায় উভয় প্রকার সলিল-স্রোতের এইরূপ সম্মিলন ও পার্থক্যের দৃশ্য এবং উভয়ের মধ্যবর্ত্তী ভেদ-রেখা অতি স্পষ্টতররূপে পরিদৃশ্যমান হইয়া থাকে।—তঃ হক্কানী।

আবার কেহ কেহ বলেন যে, এস্থলে আল্লাহতা'লা বিশ্বাসী মুসলমানদিগকে সুমিষ্ট সলিল এবং অবিশ্বাসী কাফেরদিগকে লবণাক্ত জলরূপে অভিহিত করিয়া তাহাদের সামাজিক মিলন ও আধ্যাত্মিক পার্থক্যের প্রতি ইঙ্গিত করিয়াছেন।—তঃ মঃ আলি।

৫৪। আল্লাহতা'লা "সলিল হইতে মানুষ সৃষ্টি করিয়াছেন"—ইহার মূল মর্ম্ম এই যে, আল্লাহ-তা'লা সলিলের বিশিষ্ট উপাদান অথবা সলিল-বৎ শুক্র হইতেই মানব সৃষ্টি করিয়া থাকেন। উক্ত মানব সর্ব্বশক্তিমান আল্লাহতা'লার ইচ্ছা অনুসারে একই প্রকার শুক্রকীট হইতে নর ও নারী রূপে জন্মগ্রহণ করে। এই ভাবে জন্মগ্রহণের দ্বারা পিতৃকুল ও মাতৃকুলের সহিত তাহাদের শোণিত সম্পর্ক সংস্থাপিত হয়। অনন্তর বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া তাহারা বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হইলে তদ্দ্বারা তাহাদের বৈবাহিক সম্পর্ক সংস্থাপিত হইয়া থাকে।

৫৫। পূর্ব্বোক্ত বিষয় সমূহ বর্ণনার পর আল্লাহতা'লা এই আয়তে পুনরায় বলিয়া দিতেছেন যে, এই সকল প্রত্যক্ষ নিদর্শন সত্বেও অবিশ্বাসীরা তাহাদের সর্ব্বশক্তিমান সৃষ্টিকর্ত্তা ও প্রতিপালক প্রভুকে পরিত্যাগ করিয়া এরূপ অসার ও অক্ষম বস্তুসমূহের উপাসনা করে যে, ঐ সকল কল্পিত

দُوْنِ اللّٰهِ مَا لَا يَنْفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ ؕ
وَكَانَ الْكَافِرُ عَلٰى رَبِّهٖ ظَهِيْرًا ○
٥٦- وَمَا اَرْسَلْنٰكَ اِلَّا مُبَشِّرًا
وَّنَذِيْرًا ○ ٥٧- قُلْ مَا اَسْئَلُكُمْ
عَلَيْهِ مِنْ اَجْرٍ اِلَّا مَنْ شَآءَ اَنْ
يَّتَّخِذَ اِلٰى رَبِّهٖ سَبِيْلًا ○ ٥٨- وَ
تَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِيْ لَا يَمُوْتُ
وَسَبِّحْ بِحَمْدِهٖ ؕ وَكَفٰى بِهٖ بِذُنُوْبِ
عِبَادِهٖ خَبِيْرًا ۚ ٥٩- نِ الَّذِيْ
خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَمَا
بَيْنَهُمَا فِيْ سِتَّةِ اَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوٰى
عَلَى الْعَرْشِ ۚ اَلرَّحْمٰنُ فَسْئَلْ بِهٖ

তাহাদের কোন লাভ অথবা তাহাদের কোন ক্ষতি করিতে পারে না, এবং অবিশ্বাসীরাই তাহাদের প্রতিপালকের প্রতি পৃষ্ঠ-প্রদর্শনকারী।
৫৬। এবং আমি তোমাকে সুসংবাদদাতা ও ভয়প্রদর্শক-রূপে ব্যতীত প্রেরণ করি নাই।
৫৭। তুমি বল—আমি ইহার জন্য তোমাদের নিকট কোনই প্রতিদান প্রার্থনা করি না, বরং যে ইচ্ছা করে সে স্বীয় প্রতিপালকের সুপথ গ্রহণ করিতে পারে।
৫৮। এবং যিনি মৃত্যুপ্রাপ্ত হন না—সেই চির-জীবন্তের উপর নির্ভর কর, তদীয় প্রসংশা-সহ তাঁহার মহিমা বর্ণন কর এবং তিনিই স্বীয় দাসকুলের অপরাধ-সমূহের অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে যথেষ্ট।
৫৯। যিনি নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডল এবং এতদুভয়ের মধ্যে যাহা আছে, তাহা ছয় দিবসে সৃষ্টি করিয়াছেন, এবং তিনি আর্শ-পরি সুপ্রতিষ্ঠিত; তিনিই সর্ব্ব-প্রদাতা, অতএব তৎসম্বন্ধে অভিজ্ঞগণের

উপাস্য তাহাদের কোনই উপকার অথবা অপকার করিতে পারে না। অবিশ্বাসী কাফেরকুল এই-রূপ অন্ধ-বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়াই তাহাদের প্রতিপালকের সত্যপথ হইতে অপসারিত হইয়া থাকে। এ-বিষয় পূর্ব্বাপর আরও বহুস্থানে বর্ণিত হইয়াছে।

৫৬—৫৭। অনন্তর আল্লাহতা'লা হজরত রসুলোল্লাকে বলিয়া দিতেছেন যে, আমি তোমাকে মানব জাতির জন্য স্বর্গীয় সম্পদের সুসংবাদদাতা এবং পারলৌকিক শাস্তির ভয়-প্রদর্শক রূপেই জগতে প্রেরণ করিয়াছি। তুমি তাহাদিগকে বলিয়া দাও যে, ইহার জন্য আমি তোমাদের নিকট কোনই প্রতিদান প্রার্থনা করি না। তোমরা ইচ্ছা করিলেই আমার উপদেশ অনুসারে কল্যাণ ও মুক্তির সুপথ পরিগ্রহণ করিতে পার। যদি ইহাতে তাহারা সুপথ সত্য-ধর্ম্ম গ্রহণ না করে, তবে তজ্জন্য তোমার কোনই দায়িত্ব নাই।—পরবর্ত্তী আয়ত দ্রষ্টব্য।

৫৮। অতএব তুমি স্বীয় কর্ত্তব্য যথারীতি সম্পাদন করিয়া তোমার সর্ব্বশক্তিমান, অমর ও চির-জীবন্ত নিত্য-বিরাজমান প্রভুর প্রতি নির্ভর কর। অবিশ্বাসী মানবদিগের অবাধ্যতা ও অপরাধ তিনি উত্তমরূপেই পরিজ্ঞাত আছেন।

৫৯। আল্লাহতা'লা আরও বলিয়া দিতেছেন যে, যিনি ছয় দিবসে অর্থাৎ অতি অল্প সময়ের মধ্যে সমগ্র বিশ্বজগত সৃষ্টি করিয়া তাহার আধিপত্য ও সুপরিচালনার মহিমান্বিত আর্শ-পরি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন, তিনিই তোমার সর্বশক্তিমান প্রতিপালক প্রভু এবং তিনিই সর্বপ্রদাতা রহমান। তুমি তাঁহারই উপর নির্ভর কর এবং অভিজ্ঞ ব্যক্তিরা জানে যে, তাঁহার অসাধ্য ও অবিদিত কিছুই নাই।

নিকট জিজ্ঞাসা কর। ৬০। এবং যখন তাহাদিগকে বলা হয়—সর্ব্বপ্রদাতাকে সেজদা * কর, তাহারা বলে—এবং সেই সর্বপ্রদাতা কি? তুমি আমাদিগকে যাহা আদেশ করিবে, আমরা কি তাহাকেই সেজদা করিব? এবং ইহাতে তাহাদের বিতৃষ্ণাই বর্দ্ধিত হইয়া থাকে।

خَبِيْرًا ۝ ٦٠- وَإِذَا قِيْلَ لَهُمُ
اسْجُدُوْا لِلرَّحْمٰنِ قَالُوْا وَمَا
الرَّحْمٰنُ ۗ أَنَسْجُدُ لِمَا تَأْمُرُنَا
وَزَادَهُمْ نُفُوْرًا ۩

৬ষ্ঠ রুকু—বিশ্বাসী ও অবিশ্বাসীদিগের প্রকৃতিগত পার্থক্য

৬১। তিনিই কল্যাণময়—যিনি নভোমণ্ডলে নক্ষত্ররাজি সৃষ্টি করিয়াছেন এবং তন্মধ্যে প্রদীপ্ত-সূর্য্য ও সমুজ্জ্বল চন্দ্র সৃষ্টি করিয়াছেন। ৬২। এবং তিনি পর্য্যায়-ক্রমে রজনী ও দিবসকে তাহারই জন্য সৃষ্টি করিয়াছেন—যে হৃদয়ঙ্গম করিতে ইচ্ছা করে অথবা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতে আকাঙ্খা করে। ৬৩। এবং তাহারাই সেই সর্বপ্রদাতার সেবকবৃন্দ—যাহারা পৃথিবীর উপর বিনীত ভাবে গমন করে এবং যখন অজ্ঞ লোকেরা তাহাদিগকে

٦١- تَبٰرَكَ الَّذِيْ جَعَلَ فِي السَّمَآءِ
بُرُوْجًا وَّجَعَلَ فِيْهَا سِرٰجًا وَّقَمَرًا
مُّنِيْرًا ۝ ٦٢- وَهُوَ الَّذِيْ جَعَلَ
الَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِّمَنْ أَرَادَ
أَنْ يَّذَّكَّرَ أَوْ أَرَادَ شُكُوْرًا ۝ ٦٣- وَ
عِبَادُ الرَّحْمٰنِ الَّذِيْنَ يَمْشُوْنَ
عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَّإِذَا خَاطَبَهُمُ

৬০। কিন্তু অবিশ্বাসীদিগকে যখন বলা হয় যে, তোমরা সেই সর্ব্বপ্রদাতা প্রভু রহমানকেই সেজ্‌দা কর, তখন তাহারা উপহাস করিয়া বলে যে, রহমান আবার কে? তুমি আমাদিগকে যাহা আদেশ করিবে আমরা কি নতশিরে তাহাই মানিয়া লইব? ফলতঃ এইরূপ অহংকার, অবজ্ঞা উপহাস ও উপেক্ষার দ্বারা তাহাদের অবিশ্বাস ও বিতৃষ্ণা ক্রমেই বৃদ্ধি-প্রাপ্ত হয় এবং এইরূপভাবেই তাহারা সত্য-পথ হইতে বিভ্রান্ত ও বিপথগামী হইয়া থাকে।

*সেজদার আয়ত; এই আয়ত পাঠ করিবার সঙ্গে সঙ্গেই সেজদা করিতে হইবে।

৬১—৬২। পূর্ব্ববর্ত্তী আয়তে অবিশ্বাসীরা জিজ্ঞাসা করিয়াছিল যে, সর্বপ্রদাতা "রহমান" আবার কে? তাহার উত্তরে আল্লাহতা'লা হজরত রসুলোল্লাকে বলিয়া দিতেছেন—হে নবী, তুমি অবিশ্বাসীদিগকে বলিয়া দাও যে, যিনি নভোমণ্ডলে নক্ষত্রাবলী এবং তন্মধ্যে প্রদীপ্ত প্রদীপ সম সূর্য্য ও সমুজ্জল চন্দ্র সৃষ্টি করিয়াছেন, তিনিই সর্বপ্রদাতা রহমান। তিনিই বিশ্বাসী ও বুদ্ধিমান কৃতজ্ঞ লোকদিগকে হৃদয়ঙ্গম করাইবার জন্য পর্য্যায় ক্রমে রজনী ও দিবস সৃষ্টি করিয়াছেন।

৬৩। আল্লাহতা'লা আরও বলিয়া দিতেছেন যে, যাহারা পৃথিবীর উপর সগর্বে পদক্ষেপ না করিয়া বিনীতভাবে বিচরণ করে এবং অনভিজ্ঞ অজ্ঞ লোকেরা তাহাদিগকে সম্বোধন করিলে তদুত্তরে "সালাম" অর্থাৎ শান্তি হউক বলিয়া উত্তর প্রদান করে, তাহারাই সেই সর্বপ্রদাতা কল্যাণময় রহমানের প্রকৃত সেবক এবং তাহারাই সত্য-বিশ্বাসী মুসলমান।

الْجٰهِلُوْنَ قَالُوْا سَلٰمًا ۝ ٦٤- وَ
الَّذِيْنَ يَبِيْتُوْنَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا
وَّقِيَامًا ۝ ٦٥- وَالَّذِيْنَ يَقُوْلُوْنَ
رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ ۖ
اِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا ۝ ٦٦- اِنَّهَا
سَآءَتْ مُسْتَقَرًّا وَّمُقَامًا ۝ ٦٧- وَ
الَّذِيْنَ اِذَآ اَنْفَقُوْا لَمْ يُسْرِفُوْا وَلَمْ
يَقْتُرُوْا وَكَانَ بَيْنَ ذٰلِكَ قَوَامًا ۝
٦٨- وَالَّذِيْنَ لَا يَدْعُوْنَ مَعَ اللّٰهِ
اِلٰهًا اٰخَرَ وَلَا يَقْتُلُوْنَ النَّفْسَ الَّتِيْ
حَرَّمَ اللّٰهُ اِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُوْنَ ۚ
وَمَنْ يَّفْعَلْ ذٰلِكَ يَلْقَ اَثَامًا ۝
٦٩- يُّضٰعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ
وَيَخْلُدْ فِيْهٖ مُهَانًا ۝ ٧٠- اِلَّا مَنْ

সম্বোধন করে তখন তাহারা বলে,
শান্তি! ৬৪। এবং তাহারা স্বীয় প্রতি-
পালকের উদ্দেশ্যে সেজদায় ও দণ্ডায়মান
অবস্থায় অতিবাহিত করে; ৬৫। এবং
তাহারাই বলে—হে আমাদের প্রতিপালক,
আমাদিগ হইতে নরকের শাস্তি নিবা-
রণ কর; নিশ্চয় উহার শাস্তি অনিবার্য্য।
৬৬। নিশ্চয় উহা নিকৃষ্টতর বিশ্রামাগার
ও বাসস্থান। ৬৭। এবং যখন তাহারা
ব্যয় করে তখন অপব্যয় অথবা কার্পণ্য
করে না এবং উহার অন্তর্গত মধ্য-
পথাবলম্বী হয়! ৬৮। এবং তাহারা
আল্লার সহিত অন্য-উপাস্য আহ্বান করে
না এবং ন্যায়সঙ্গতভাবে ব্যতীত এরূপ
জীবন হত্যা করে না—যাহা আল্লাহ্ অবৈধ
করিয়াছেন এবং তাহারা ব্যভিচার করে
না; এবং যে এরূপ কার্য্য করে সে পাপের
প্রতিফল পাইবে। ৬৯। উত্থান-দিবসে
তাহার জন্য শাস্তি দ্বিগুণিত হইবে এবং
তন্মধ্যে সে ঘৃণিত ভাবে পড়িয়া থাকিবে।
৭০। কিন্তু সে অনুতাপ করে ও বিশ্বাস-

৬৩—৬৫। বিশ্বাসী মুসলমানেরাই করযোড়ে দণ্ডায়মান হইয়া এবং নতশিরে 'সেজদা' করিয়া বিশ্ব-প্রভূ রহমানের উপাসনা করিয়া থাকে এবং তাহারাই পরলোকের ভয়াবহ শাস্তি-নিকেতন ও অপকৃষ্ট বাসস্থান নরকের অনিবার্য্য শাস্তি হইত পরিত্রাণ পাইবার জন্য কল্যাণময় সর্বপ্রদাতা রহমানের নিকট প্রার্থনা করিয়া থাকে।

৬৬—৬৭। সত্য-বিশ্বাসী মুসলমানদিগের আর একটী লক্ষণ এই যে, তাহারা অপব্যয়ী অথবা কৃপণ না হইয়া এতদুভয়ের মধ্যবর্ত্তী বিবেচক ও মিতব্যয়ী হইয়া থাকে।

৬৮—৬৯। বিশ্বাসী মুসলমানদিগের আরও কতিপয় বিশিষ্ট লক্ষণ এই যে, তাহারা অদ্বিতীয় আল্লার সহিত কখনই অন্য অংশী স্থির করে না এবং প্রয়োজনানুরূপ বৈধ জীব কখনই অন্যায়-ভাবে অবৈধ জীব হত্যা করে না। বিশেষতঃ তাহারা কখনই মহাপাপ ব্যভিচারে লিপ্ত হয় না। কারণ যে ব্যভিচারে লিপ্ত হইবে, সে অবশ্যই উক্ত পাপের প্রতিফল পাইবে এবং পরকালে তাহার শাস্তি দ্বিগুণতর হইয়া সে ঘোর যাতনাময় নরকানলে অবস্থান করিতে বাধ্য হইবে।

৭০—৭১। কিন্তু যে অপরাধ করিয়া অনুতাপ ও ক্ষমা-প্রার্থনা করে এবং সত্যভাবে বিশ্বাস করিয়া

স্থাপন করে ও সংকার্য্য করে, তবে আল্লাহ ইহাদেরই অকল্যাণ কল্যাণের দ্বারা পরিবর্ত্তণ করিয়া দেন এবং আল্লাহ ক্ষমাশীল করুণাময়। ৭১। এবং যে অনুতাপ করে ও সংকার্য্য করে, তবে নিশ্চয় সে আল্লারই দিকে প্রত্যাবর্ত্তিত হয়। ৭২। এবং তাহারা মিথ্যা সাক্ষ্য প্রদান করে না এবং যখন অসত্যের নিকট দিয়া অতিক্রম করে, তখন নম্রভাবেই অতিক্রম করিয়া থাকে। ৭৩। এবং যখন তাহাদিগকে তাহাদের প্রতি-পালকের নিদর্শনাবলী হৃদয়ঙ্গম করান হয়, তখন উহারা বধির ও অন্ধভাবে তদুপরি পতিত হয় না। ৭৪। এবং তাহারাই বলে—হে আমাদের প্রতি-পালক আমাদিগকে আমাদের পত্নিগণ ও সন্তানবর্গ হইতে নয়নানন্দ দান কর এবং

تَابَ وَاٰمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا
فَاُولٰٓئِكَ يُبَدِّلُ اللّٰهُ سَيِّاٰتِهِمْ
حَسَنٰتٍ ؕ وَكَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ۝
٧١- وَمَنْ تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا
فَاِنَّهٗ يَتُوْبُ اِلَى اللّٰهِ مَتَابًا ۝
٧٢- وَالَّذِيْنَ لَا يَشْهَدُوْنَ الزُّوْرَ ۙ
وَاِذَا مَرُّوْا بِاللَّغْوِ مَرُّوْا كِرَامًا ۝
٧٣- وَالَّذِيْنَ اِذَا ذُكِّرُوْا بِاٰيٰتِ رَبِّهِمْ
لَمْ يَخِرُّوْا عَلَيْهَا صُمًّا وَّعُمْيَانًا ۝
٧٤- وَالَّذِيْنَ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَا هَبْ
لَنَا مِنْ اَزْوَاجِنَا وَذُرِّيّٰتِنَا قُرَّةَ

সংকার্য্যে আত্মনিয়োগ করে, ক্ষমাশীল ও করুণাময় আল্লাহতা'লা তাহার অনুষ্ঠিত অকল্যাণ অর্থাৎ অপরাধ সমূহ ক্ষমা করিয়া তাহার আমল-নামায় তৎপরিবর্ত্তে কল্যাণ অর্থাৎ পূর্ণ কার্য্যে লিপিবদ্ধ করিয়া দেন। কারণ অনুতাপ ও সংকার্য্যের দ্বারাই লোকে আল্লার দিকে প্রত্যাবর্ত্তিত হইয়া থাকে।

৭২। জুরা—অসত্য, ভিত্তিহীনতা, মিথ্যা সাক্ষ্য, বৃথা-অনুষ্ঠান—যথা গান-বাদ্যের মজলিস, ক্রীড়া-ক্ষেত্র হাসি-তামার আসর অথবা বিধর্ম্মীদের পূজা-পার্ব্বণ উপলক্ষে অনুষ্ঠিত মেলা ও প্রদর্শনী প্রভৃতি।—তঃ হক্কানী।

আয়তের মর্ম্ম এই যে, সর্বপ্রদাতা রহমানের অনুগত সত্য-বিশ্বাসী মুসলমানেরা কখনই মিথ্যা সাক্ষ্য প্রদান করে না এবং যখন তাঁহারা কোন কারণে উপরোক্ত শরিয়ত-বিরুদ্ধ অসার ও অসত্য অনুষ্ঠানের নিকট দিয়া গমন করিতে বাধ্য হয়, তখন তাঁহারা তৎপ্রতি আকৃষ্ট না হইয়া নম্র অর্থাৎ সঙ্কুচিত ভাবেই সেই স্থান অতিক্রম করিয়া থাকে।

৭৩। সত্য-বিশ্বাসী মুসলমানদিগের আর একটী বিশেষ লক্ষণ এই যে, বিধর্ম্মীরা কোনরূপ চিন্তা না করিয়া অথবা কিছুমাত্র না বুঝিয়া যেরূপ বধির ও অন্ধভাবে তাহাদের কল্পিত ধর্ম্ম-গ্রন্থ ও ভ্রান্ত প্রবচনাদির প্রতি আকৃষ্ট হইয়া থাকে, অথবা কপট-বিশ্বাসীরা যেরূপে না বুঝিয়া ও বিশ্বাস না করিয়া স্বর্গীয় প্রত্যাদেশের অনুসরণ করিবার ভাণ করে, সত্য-বিশ্বাসী মুসলমানেরা না বুঝিয়া এবং মর্ম্ম অবগত না হইয়া কখনই সেইরূপ বধির ও অন্ধভাবে ঐশীবাণী অনুসরণ করিবার ভাণ করে না। তাঁহারা স্বর্গীয় প্রত্যাদেশের অর্থ হৃদয়ঙ্গম করিয়া এবং উহার মর্ম্ম যথারীতি অবগত হওয়াই তৎপ্রতি বিশ্বাস-স্থাপন ও আত্ম সমর্পণ করিয়া থাকে।

৭৪। উপরোক্ত সত্য-বিশ্বাসী মুসলমানেরা শুধু নিজের কল্যাণ প্রার্থনা না করিয়া স্বীয় প্রতিপালক প্রভুর নিকট ইহাও প্রার্থনা করিয়া থাকে যে, হে করুণাময় প্রভো! তুমি আমাদের পত্নীগণ

أَعْيُنٍ وَّاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِيْنَ اِمَامًا ○
٧٥- اُولٰٓئِكَ يُجْزَوْنَ الْغُرْفَةَ بِمَا
صَبَرُوْا وَيُلَقَّوْنَ فِيْهَا تَحِيَّةً وَّسَلٰمًا ۙ
٧٦- خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ؕ حَسُنَتْ مُسْتَقَرًّا
وَّمُقَامًا ○ ٧٧- قُلْ مَا يَعْبَؤُا بِكُمْ
رَبِّيْ لَوْلَا دُعَآؤُكُمْ ۚ فَقَدْ كَذَّبْتُمْ
فَسَوْفَ يَكُوْنُ لِزَامًا ؏

আমাদিগকে সংযমীদিগের অগ্রগামী কর। ৭৫। তাহারাই ধৈর্য্যশীলতার জন্য সমুচ্চ গবাক্ষ-সমূহ প্রাপ্ত হইবে এবং তন্মধ্যে তাহারা শুভাশিস ও শান্তি-সম্ভাষণ প্রাপ্ত হইবে। ৭৬। তাহারা তন্মধ্যে সর্ব্বদা অবস্থান করিবে; উহা উৎকৃষ্টতর শান্তি-নিকেতন ও বাসস্থান। ৭৭। তুমি বল—তোমরা যদি তাঁহাকে আহ্বান না কর, তজ্জন্য আমার প্রতিপালক কিছু-মাত্র গ্রাহ্য করেন না; কিন্তু নিশ্চয়ই তোমরা অসত্যারোপ করিয়াছ, অতএব উহাতেই তোমরা সংলিপ্ত থাকিবে।

ও সন্তানগণের ধর্ম্ম ও কর্ম্মজীবন এরূপভাবে সুগঠিত ও সুশোভিত করিয়া দাও—যেন ইহ-পরলোকে তাহারা আমাদের অন্তরের তৃপ্তি ও নয়নের আনন্দ বর্দ্ধক হইয়া সানন্দে বিরাজ করে এবং আমাদের সকলকেই তুমি ধার্ম্মিক ও সংযমীদলের অগ্রগামী করিয়া দাও।

৭৫—৭৬। উপরোক্ত আয়ত সমূহে আল্লাহতা'লা সত্য-বিশ্বাসী মুসলমানদিগের ধর্ম্ম নীতি ও চরিত্রের যে সকল বিশিষ্ট নিদর্শন বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা অনুপম অতুলনীয়। সমগ্র বিশ্ব-সাহিত্যে উহার তুলনা নাই। অনন্তর আল্লাহতা'লা বলিয়া দিতেছেন যে, ঐ সকল সত্য-বিশ্বাসী মুসলমানই পরলোকে তাহাদের ধর্ম্মপ্রাণতা ও সংযমশীলতার প্রতিদান-স্বরূপ স্বর্গোদ্যানে সমুচ্চ গবাক্ষ-বিশিষ্ট মনোরম প্রাসাদ সমূহ প্রাপ্ত হইবে এবং তন্মধ্যে তাহারা প্রীতিপূর্ণ শুভাশিস ও সুখকর শান্তি-সম্ভাষণে সংবর্দ্ধিত হইতে থাকিবে এবং তাহারা চিরকাল সেই উৎকৃষ্টতর বাসস্থান ও সুরম্য সুখ-নিকেতনে অবস্থান করিয়া ধন্য ও কৃতার্থ হইবে।

৭৭। অনন্তর আল্লাহতা'লা হজরত রসুলোল্লাকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন—তুমি অবিশ্বাসীদিগকে বলিয়া দাও যে, তোমরা স্বীয় প্রতিপালক প্রভুকে আহ্বান না করিলে এবং তৎ-প্রতি বিশ্বাস-স্থাপন না করিলে তজ্জন্য তাঁহার কিছুমাত্র ক্ষতি-বৃদ্ধি হইবে না এবং তিনি উহা গ্রাহ্য ও করেন না। কিন্তু তোমরা যে তৎপ্রতি অসত্যারোপ করিতেছ, তজ্জন্য তোমাদিগকে অপরাধী হইয়া অবশ্য লাঞ্ছনা ও শাস্তি ভোগ করিতে হইবে।

সুরা ফোরকানের সংক্ষিপ্ত সার

এই পবিত্র সুরা ৬টী রুকুতে বিভক্ত এবং ৭৭ আয়তে গ্রথিত হইয়াছে। অবিশ্বাসী পৌত্তলিকেরা হজরত রসুলোল্লার প্রতি অসত্যারোপ করিয়া স্বর্গীয় ইসলাম ও পবিত্র কোরান শরিফ সম্বন্ধে লোকের মনে যে সকল ভ্রান্ত ধারণা সৃষ্টি করিতেছিল, তাহারই প্রতিবাদ স্বরূপ ধর্ম্মের সহিত অধর্ম্মের, সত্যের সহিত মিথ্যার, পুণ্যের সহিত পাপের এবং ইসলামের সহিত কোফরীর স্পষ্টতর পার্থক্য নির্দ্দেশ করিয়া দিয়া এই সুরা অবতীর্ণ হইয়াছিল।

মক্কায় অবতীর্ণ	২৬। সূরা শোয়ারা—الشعراء।	২২৭ আয়ত

সর্ব্ব প্রদাতা করুণাময় আল্লার নামে بسم الله الرحمن الرحيم

১ম রুকু—হজরত রসুলের প্রতি সান্ত্বনাবাণী

১। তা-সা-মিম! ২। ইহা সেই সমুজ্জল গ্রন্থের আয়ত-মালা। ١- طسٓمٓ ۝ ٢- تِلْكَ اٰيٰتُ الْكِتٰبِ

শানে-নজুল—তফ্‌সীরকারগণ সকলেই নির্দ্দেশ করিয়াছেন যে, এই সুরা এবং ইহার পরবর্ত্তী কতিপয় সুরা মক্কায় অবতীর্ণ হইয়াছিল। হজরত রসুলোল্লাহ প্রত্যাদেশ-প্রাপ্তির পর যখন পূর্ণোদ্যমে ইস্‌লাম প্রচারে আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন, মক্কার বুদ্ধিমান ও বিচক্ষণ ব্যক্তিরা যখন ইস্‌লামের সৌন্দর্য্য ও সত্যতায় আকৃষ্ট হইয়া স্বর্গীয় ইসলামের শান্তি-ছায়া-তলে আশ্রয় গ্রহণ করিতে-ছিলেন, অবিশ্বাসীদের অবজ্ঞা ও উপেক্ষা অতিক্রম করিয়া যখন ইসলামের শুভ্রোজ্জ্বল গৌরব দীপ্তি ধীরে ধীরে চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িতেছিল, সেই সময়ে মক্কার দুর্ব্বিনীত অবিশ্বাসীরা ইস্‌লামের অগ্রগতি রোধ করিবার জন্য হজরত রসুলোল্লাকে নানা প্রকারে অপ্রস্তুত ও বিড়ম্বিত করিবার জন্য চেষ্টা করিয়াছিল। তাহারা নানারূপ অলৌকিকতা প্রদর্শনের জন্য হজরত রসুলোল্লাকে সর্ব্বদাই উত্যক্ত করিত। কেহ বলিত—যদি তুমি সত্য নবী হও, তবে এই পর্ব্বত সমূহ এই স্থান হইতে স্থানান্তরিত কর; কেহ বলিত—তুমি পর্ব্বতসঙ্কুল মরুভূমিতে স্রোতাস্বিনী প্রবাহিত কর এবং ইহাকে সমতল ও শস্যশ্যামল করিয়া দাও; তাহা হইলে আমরা জানিব যে, তুমি সত্য নবী। কেহ বলিত—তুমি আমাদিগকে স্বর্গোদ্যান ও ফেরেশ্‌তাগণকে প্রদর্শন কর, তাহা হইলে আমরা তোমার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করিব! অবিশ্বাসী স্বদেশবাসীগণের এইরূপ অবাধ্যতা ও ধর্ম্ম-দ্রোহিতায় হজরত রসুলোল্লাহ যখন ক্ষুণ্ণ ও মর্ম্মাহত হৃদয়ে একান্ত অধীর ও বিচলিত হইয়া পড়িয়াছিলেন, সেই সময়ে আল্লাহতা'লা তাঁহাকে সান্ত্বনা দিয়া এই সুরা অবতারণ করেন। ইহার সর্ব্বপ্রথমে আল্লাহতা'লা নবীবর হজরত মুসা ও হজরত এবরাহিমের প্রসঙ্গ বর্ণনা করিয়া—তৎসহ ধর্ম্মদ্রোহী ফেরাউন ও নমরুদের প্রকৃতি ও পরিণাম স্মরণ করাইয়া দিয়া প্রকারান্তরে বলিয়া দিয়াছেন যে, দুর্ব্বিনীত ও ক্ষমতাশালী অবিশ্বাসীদিগের প্রকৃতিই এইরূপ। তাঁহারা স্বভাবতই নিজেদের অহঙ্কার ও প্রাধান্য পরিত্যাগ করিয়া অপরের নিকট অবনমিত হইতে চাহে না। কিন্তু ইহার পরিণামে তাহাদের পতন ও ধ্বংস-প্রাপ্তি অনিবার্য্য হইয়া থাকে। অনন্তর আল্লাহতা'লা হজরত নুহ, হুদ, সালেহ, লুত ও শোয়েব নবীর এবং তাঁহাদের সমসাময়িক অবাধ্য সম্প্রদায় সমুহের প্রসঙ্গ বর্ণনা করিয়া হজরত রসুলোল্লাকে বলিয়া দিয়াছেন যে, অবিশ্বাসী ও ধর্ম্মদ্রোহী সম্প্রদায় সমূহ চিরকালই তাহাদের সমসাময়িক নবী ও রসুলগণের সহিত ঐরূপ অবাধ্যতা ও দুর্ব্ব্যবহার করিয়া আসিয়াছে। সুতরাং ইহার জন্য তুমি ক্ষুণ্ণ ও মর্ম্মাহত হইয়া কিছুমাত্র ব্যাকুল অথবা বিচলিত হইও না। সময়ে সত্য অবশ্যই জয়যুক্ত হইবে এবং অবিশ্বাসী ও নবী-দ্রোহী মক্কাবাসীদিগকে ইহার জন্য অবশ্যই অনুতপ্ত হইয়া সমুচিত শাস্তি ভোগ করিতে হইবে।

শোয়ারা—কবিবৃন্দ। পবিত্র কোরান-শরিফে যখন অবিশ্বাসীদিগের প্রত্যেক উক্তির অভ্রান্ত উত্তর অবতীর্ণ হইতে লাগিল, তাহাদের যাবতীয় ষড়যন্ত্র-জাল ব্যর্থ হইয়া যখন সমস্ত দুরভি-সন্ধি প্রকাশিত হইয়া পড়িল এবং হজরত রসুলোল্লা স্বীয় নবুয়তের সত্যতা ও কোরান-শরিফের

২। সম্ভবতঃ তুমি এজন্য স্বীয় জীবনকে দুঃখ জর্জ্জরিত করিবে যে, তাহারা বিশ্বাস স্থাপন করে না। ৪। যদি আমি ইচ্ছা	الْمُبِيْنِ ○ ٣- لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَّفْسَكَ أَلَّا يَكُوْنُوْا مُؤْمِنِيْنَ ○ ٤- إِنْ نَّشَأْ

অলৌকিকতা বিষয়ক স্পষ্টতর বাণী-সহ যখন পুনঃ পুনঃ অবিশ্বাসীদিগকে প্রতিযোগিতায় আহ্বান করিতে লাগিলেন, তখন তাহারা উহার উত্তর দিতে অথবা অনুকরণ করিতে অসমর্থ হইয়া একান্তই কিংকর্ত্তব্য-বিমূঢ় হইয়া পড়িল। ঐ সময়ে আরবে কবিতা ও গাথার বহুল প্রচলন ছিল। বড় বড় কবিরা তাহাদের রচিত কবিতা-সমূহকে অতুলনীয় ও অনুকরণীয় বলিয়া প্রকাশ্যে প্রচার করিত—এমন কি, প্রতিযোগিতার জন্য কোন কোন কবিতা কাবা-গৃহের দ্বারে লটকাইয়াও দিত। তাই অবিশ্বাসী ধর্ম্মদ্রোহীরা শেষে নিরুপায় হইয়া প্রচার করিতে লাগিল যে, কোরান-শরিফ নিশ্চয় কোন কবির লিখিত কবিতা-গ্রন্থ। সেই জন্য সাধারণে উহার অনুকরণ করিতে পারে না। আল্লাহতা'লা অবিশ্বাসীদের এই কল্পিত উক্তির উত্তরে বলিয়া দিয়াছেন যে, কোরান-শরিফ কোন কবির লিখিত কবিতাবলী নহে। ভ্রান্ত কবিরা সাধারণতঃ অসার ও অশ্লীল উক্তি সমূহই লিপিবদ্ধ করিয়া থাকে এবং অপরিণত-বুদ্ধি, নির্ব্বোধ ব্যক্তিরাই উহা পাঠ করিয়া ক্ষণিকের জন্য নিকৃষ্ট আনন্দ উপভোগ করে। কিন্তু আমার রসুল যে কোরান-শরিফ প্রচার করিতেছে, তাহা ধর্ম্মনীতি ও সদুপদেশে পরিপূর্ণ। অসার ও অশ্লীল উক্তির লেশ মাত্রও উহাতে নাই। ফলতঃ এই সুরার পরিশিষ্টে ঐশীবাণী কোরান-শরিফের সহিত মানব-রচিত কবিতাবলীর পার্থক্য অতি স্পষ্টতররূপে নির্দ্দেশিত হইয়াছে এবং উক্ত আয়ত হইতেই এই সুরার—"শোয়ারা" বা কবিবৃন্দ নামকরণ করা হইয়াছে।—আলোচ্য সুরার ২২৪ ও তৎপরবর্ত্তী আয়ত সমূহ দ্রষ্টব্য।

১। তা সা-মিম—আল্লাহ ও রসুল ভিন্ন এই সকল সাঙ্কেতিক বর্ণের প্রকৃত মর্ম্ম আর কেহই অবগত নহেন বলিয়া প্রাথমিক তফ্‌সীরকারগণ ইহার কোনই মর্ম্ম লিপিবদ্ধ করেন নাই। কিন্তু পরবর্ত্তী তফ্‌সীরকারগণ উহার বিভিন্ন রূপ মর্ম্ম পরিগ্রহণ করিয়া কেহ উহাকে আল্লাহতা'লার গুণাবলী, কেহ হজরত রসুলোল্লার বিশেষণ এবং কেহ বা হজরত মুসা ও পর্ব্বতের প্রসঙ্গের ইঙ্গিত বলিয়া অনুমান করিয়াছেন—যথা, "তোয়" অর্থ লতিফ, 'ছিন' অর্থ ছামী এবং মিম অর্থ আলিম—অর্থাৎ পবিত্রতম শ্রবণকারী মহাজ্ঞানী আল্লাহ। মতান্তরে 'তোয়' অর্থ তরব, ছিন অর্থ ছর এবং 'মিম্ অর্থ মোহাম্মদ—অর্থাৎ হে মোহাম্মদ (দঃ) তোমার দুঃখ অচিরেই দূরীভূত হইবে। আবার কেহ কেহ বলেন যে, "তোয়-ছিন" অর্থ তুরে ছিনিন অর্থাৎ তুর পর্ব্বত বা সিনাই পাহাড় এবং মিম্ অর্থ মুসা। ইহার মর্ম্ম এই যে, তুর পর্ব্বতে হজরত মুসার প্রতি যেরূপে আল্লার বাণী অবতীর্ণ হইয়াছিল, আরবের হেরা পর্বত হইতেও ঠিক সেইরূপ ভাবে হজরত মোহাম্মদের প্রতি আল্লার বাণী কোরান-শরিফ অবতীর্ণ হইতে আরম্ভ হইয়াছে। বলা বাহুল্য, এ সমস্তই আনুমানিক অর্থ। ইহার প্রকৃত মর্ম্ম একমাত্র সর্বজ্ঞ আল্লাহতা'লাই পরিজ্ঞাত আছেন।

২। কেতাবুল্মোবিন—সমুজ্জল গ্রন্থ অর্থাৎ কোরান-শরিফ। মোবিন শব্দের ধাতুগত অর্থ প্রকাশ্য, স্পষ্টতর, পরিষ্কার, উজ্জল ও পার্থক্যকারী। পবিত্র কোরানে ধর্ম্মের সহিত অধর্ম্মের এবং সত্যের সহিত মিথ্যার পার্থক্য লিখিত হইয়াছে বলিয়াই এই মহাগ্রন্থ "ফোরকান" ও "কেতাবুল্মোবিন" নামে অভিহিত হইয়াছে।

৩। এই আয়তে পূর্ববর্ত্তী নবীগণের সহিত বিশ্বনবী হজরত রসুলোল্লার পার্থক্য অতি স্পষ্টরূপে প্রদর্শিত হইয়াছে। পূর্ব্ববর্ত্তী নবীগণের প্রায় সকলেই স্ব-স্ব সম্প্রদায়ের অবাধ্যতা ও ধর্ম্মদ্রোহিতার জন্য তাহাদিগকে অভিসম্পাত করিয়াছে এবং আল্লাহতা'লার নিকট প্রার্থনা করিয়া তাহাদিগকে ধ্বংস করিয়া দিয়াছেন। কিন্তু হজরত রসুলোল্লাহ স্বীয় সম্প্রদায়ের অসহ্য অত্যাচারে

نُنَزِّلْ عَلَيْهِمْ مِّنَ السَّمَاءِ اٰيَةً فَظَلَّتْ
اَعْنَاقُهُمْ لَهَا خٰضِعِيْنَ ○ ٥- وَمَا
يَاْتِيْهِمْ مِّنْ ذِكْرٍ مِّنَ الرَّحْمٰنِ
مُحْدَثٍ اِلَّا كَانُوْا عَنْهُ مُعْرِضِيْنَ ○
٦- فَقَدْ كَذَّبُوْا فَسَيَاْتِيْهِمْ اَنْۢبٰؤُا
مَا كَانُوْا بِهٖ يَسْتَهْزِءُوْنَ ○ ٧- اَوَلَمْ
يَرَوْا اِلَى الْاَرْضِ كَمْ اَنْۢبَتْنَا فِيْهَا

করি, তবে আমি আকাশ হইতে তাহাদের উপর এরূপ নিদর্শন অবতীর্ণ করিব, যাহাতে উহার সম্মুখে তাহাদের স্কন্ধসমূহ অবনমিত হইবে।
৫। এবং সেই সর্বপ্রদাতা হইতে তাহাদের নিকট কোন নূতন উপদেশ উপনীত হয় নাই, কিন্তু তাহারা উহা হইতে বিমুখ হইয়াছে।
৬। অতএব তাহারা নিশ্চয়ই অসত্যারোপ করিয়াছে; অতঃপর সেই সুসংবাদ সমূহ সম্বন্ধে তাহারা যে উপহাস-বিদ্রূপ করিয়াছিল তাহা অচিরেই তাহাদের

উৎপীড়িত এবং নির্যাতনে নির্য্যাতিত হইয়াও তাহাদিগকে অভিসম্পাত করেন নাই; বরং তাহাদের মুক্তি ও কল্যাণের জন্য ভাবিয়া ভাবিয়া তিনি অহোরহ দুঃখে জর্জ্জরিত হইতেন। তাই আল্লাহতা'লা হজরত রসুলোল্লাকে সান্ত্বনা দিয়া বলিতেছেন যে, অবিশ্বাসীদিগের জন্য ভাবিয়া ভাবিয়া তুমি নিজেকে দুঃখ-জর্জ্জরিত অথবা বিনষ্ট করিও না; বরং এজন্য দুঃখে অভিভূত না হইয়া তুমি ধীরভাবে নিজের কর্ত্তব্য করিতে থাক।

৪। অনন্তর আল্লাহতা'লা হজরত রসুলোল্লাকে বলিতেছেন যে, অবিশ্বাসীরা যে সকল নিদর্শন প্রদর্শনের জন্য তোমাকে উত্যক্ত করিতেছে এবং যাহা প্রদর্শন না করার জন্য তোমাকে উপহাস-বিদ্রূপ করিতেছে, তাহা প্রদর্শন করার জন্যও তুমি অধীর অথবা বিচলিত হইও না। কারণ অবিশ্বাসীদের ইচ্ছানুযায়ী নিদর্শন প্রদর্শন করিলে তদ্দ্বারা কোনই সুফল হইবে না এবং তাহারা তৎপ্রতি বিশ্বাসস্থাপনও করিবে না। বরং উহার ফলে তাহারা নূতন নূতন নিদর্শন প্রদর্শনের জন্য তোমাকে আরও উত্যক্ত করিয়া তুলিবে। কিন্তু আমার যখন ইচ্ছা হইবে, তখন আমি আকাশ হইতে এরূপ জলন্ত নিদর্শন প্রদর্শন করিব যে, তাহার নিকট উহারা সকলেই নতশিরে অবনমিত হইয়া তোমার নিকট বশ্যতা স্বীকার ও বিশ্বাস স্থাপন করিতে বাধ্য হইবে। এই আয়তটী ইস্লামের সত্যতা ও মুসলমানগণের মহাবিজয়ের একটী জলন্ত ভবিষ্যদ্বাণী। বদর যুদ্ধে এবং মক্কা-বিজয়ে এই ভবিষ্যদ্বাণী অক্ষরে অক্ষরে পূর্ণ হইয়াছিল এবং আরবের সমস্ত প্রধান প্রধান সম্প্রদায় এবং তাহাদের দলপতিগণ স্বর্গীয় ইস্লামের অলৌকিক শক্তির নিকট নতশিরে অবনমিত হইয়া হজরত রসুলোল্লার করে আত্মসমর্পণ পূর্বক সত্য-ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিল।

৫—৬। অনন্তর আল্লাহতা'লা হজরত রসুলোল্লাকে বলিতেছেন—তুমি অবিশ্বাসীদিগকে বলিয়া দাও যে, আমি আল্লার নিকট হইতে কোন নূতন ধর্ম্ম অথবা অভিনব উপদেশ লইয়া তোমাদের নিকট উপনীত হই নাই। হজরত এব্রাহিম, হজরত মুসা প্রভৃতি পূর্ববর্ত্তী নবিগণ যে ধর্ম্ম এবং যে সত্য প্রচার করিয়া গিয়াছেন, তোমরা সেই ধর্ম্ম ভুলিয়া পথ-ভ্রান্ত হইয়া গিয়াছ বলিয়াই আমি সর্বশেষে পুনরায় সেই ধর্ম্ম লইয়া তোমাদের নিকট উপনীত হইয়াছি। তোমরা বিভ্রান্ত হইয়া কোরান শরিফের যে সকল সুসংবাদ বা ভবিষ্যদ্বাণী সম্বন্ধে উপহাস-বিদ্রূপ করিতেছ, তাহা অবশ্যই পূর্ণ হইয়া তোমাদের সমক্ষে উপনীত হইবে এবং তখন তোমরাও ইহার সত্যতা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবে।

নিকট উপনীত হইবে। ৭। তাহারা কি
ভূতলের প্রতি লক্ষ্য করিতেছে না যে,
আমি তন্মধ্যে কিরূপ উৎকৃষ্টতর বিবিধ
বিষয় সমুৎপন্ন করিয়াছি। ৮। নিশ্চয়
ইহার মধ্যে নিদর্শন রহিয়াছে এবং
তাহাদের অধিকাংশই বিশ্বাস-স্থাপন করে
না। ৯। এবং নিশ্চয় তোমার প্রতি-
পালক মহাপরাক্রান্ত করুণাময়।

مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيْمٍ ○ ٨- اِنَّ فِيْ
ذٰلِكَ لَاٰيَةً ط وَمَا كَانَ اَكْثَرُهُمْ
مُّؤْمِنِيْنَ ○ ٩- وَاِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ
الْعَزِيْزُ الرَّحِيْمُ ع

২য় রুকু—হজরত মুসা ও ফেরাউনের প্রসঙ্গ

১০। যখন তোমার প্রতিপালক
মুসাকে আহ্বান করিয়াছিল যে, তুমি
অত্যাচারী, সম্প্রদায়ের নিকট গমন কর,—
১১। ফেরাউনের সম্প্রদায়ের নিকট;
তাহারা কি সংযত হইবে না? ১২। সে
বলিয়াছিল—হে আমার প্রতিপালক,
নিশ্চয় আমি আশঙ্কা করিতেছি যে, তাহারা
আমাকে অসত্যারোপ করিবে; ১৩। এবং
আমার বক্ষ সঙ্কুচিত হইবে এবং
আমার রসনা পরিস্ফুট নহে, অতএব

١٠- وَاِذْ نَادٰى رَبُّكَ مُوْسٰٓى اَنِ
ائْتِ الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ ع ١١- قَوْمَ
فِرْعَوْنَ ط اَلَا يَتَّقُوْنَ ○ ١٢- قَالَ
رَبِّ اِنِّيْٓ اَخَافُ اَنْ يُّكَذِّبُوْنِ ع
١٣- وَيَضِيْقُ صَدْرِيْ وَلَا يَنْطَلِقُ
لِسَانِيْ فَاَرْسِلْ اِلٰى هٰرُوْنَ ○

৭—৯। যে সকল অবিশ্বাসী অলৌকিক নিদর্শন প্রার্থনা করিয়া উপহাস-বিদ্রূপ করিতেছে, তাহারা কি ভূতলের প্রতি লক্ষ্য করিয়া দেখিতেছে না যে, আমি তন্মধ্যে কত অলৌকিক নিদর্শন সৃষ্টি করিয়া রাখিয়াছি। কিন্তু অধিকাংশ অবিশ্বাসীই বুঝিতে পারে না যে, এই বিশ্বজগতের স্রষ্টা ও প্রতিপালক মহাপরাক্রান্ত করুণাময় আল্লাহতা'লার অসাধ্য কিছুই নাই।

১০—১১। আল্লাহতা'লা যে সকল নবীর বিবরণ বিবৃত করিয়া অবিশ্বাসীদিগের অবাধ্যতা ও বিরুদ্ধাচরণ সম্বন্ধে হজরত রসুলোল্লাকে সান্ত্বনা দান করিয়াছিলেন, এই রুকু হইতে তাঁহাদের ইতিহাস আরম্ভ হইয়াছে। প্রথমেই আল্লাহতা'লা হজরত মুসার প্রসঙ্গ উল্লেখ করিয়া বলিতেছেন যে, আমি তাহাকে আহ্বান করতঃ আদেশ করিয়াছিলাম যে, তুমি অত্যাচারী ও ধর্ম্ম-দ্রোহী মিসর-বাসী ফেরাউন সম্প্রদায়ের নিকট গমন কর এবং তাহাদিগকে আমার আদেশ জানাইয়া সংযত ও সুপথগামী করিতে চেষ্টা কর।

১২—১৩। হজরত মুসা তদুত্তরে বলিয়াছিলেন যে,—হে আমার প্রতিপালক, তাহারা আমাকে বিশ্বাস করিবে না এবং সেই অত্যাচারী ও উদ্ধত সম্প্রদায়ের নিকট একাকী গমন করিতে আমার হৃদয় সঙ্কুচিত হইবে এবং আমার রসনাও সুপরিস্ফুট নহে। অতএব তুমি আমার সাহায্যকারী রূপে আমার ভ্রাতা হারুনকে আমার সহিত প্রেরণ কর।—সূরা তা-হা, ২য় রুকুর তফসীর দ্রষ্টব্য।

হারুনকে প্রেরণ কর। ১৪। এবং আমার
বিরুদ্ধে তাহাদের একটি অভিযোগ আছে;
অতএব আমি আশঙ্কা করিতেছি যে,
তাহারা আমাকে হত্যা করিবে। ১৫। তিনি
বলিয়াছিলেন—কখনই নহে, অতএব
তোমরা উভয়েই আমার নিদর্শনাবলী
সহ গমন কর; নিশ্চয় আমি তোমাদের
সহিত শ্রবণকারী-রূপে আছি। ১৬। অতঃ-
পর তোমরা উভয়ে ফেরাউনের নিকট
যাইয়া বল, নিশ্চয় আমরা বিশ্বজগতের
প্রতিপালকের প্রেরিত-রসুল। ১৭। যেন
তুমি এসরাইল-বংশীয়দিগকে আমাদের
সহিত প্রেরণ কর। ১৮। সে বলিয়াছিল,
আমরা কি তোমাকে আমাদের মধ্যে
শিশু-সন্তানরূপে প্রতিপালন করি নাই
এবং তুমি কি আমাদের মধ্যে তোমার
জীবনের বহু-বর্ষ অবস্থান কর নাই?
১৯। এবং তুমি সেই কার্য্য করিয়া গিয়াছ
যাহা তুমিই করিয়াছিলে; এবং তুমি
অকৃতজ্ঞগণের অন্তর্ভুক্ত ২০। সে

۱۴- وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنْبٌ فَأَخَافُ
أَنْ يَقْتُلُونِ ۚ ۱۵- قَالَ كَلَّا ۚ
فَاذْهَبَا بِآيَاتِنَا إِنَّا مَعَكُمْ
مُسْتَمِعُونَ ○ ۱۶- فَأْتِيَا فِرْعَوْنَ
فَقُولَا إِنَّا رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۙ
۱۷- أَنْ أَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ ۗ
۱۸- قَالَ أَلَمْ نُرَبِّكَ فِينَا وَلِيدًا
وَلَبِثْتَ فِينَا مِنْ عُمُرِكَ سِنِينَ ۙ
۱۹- وَفَعَلْتَ فَعْلَتَكَ الَّتِي فَعَلْتَ
وَأَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ ○ ۲۰- قَالَ

১৪। হজরত মুসা আরও বলিয়াছিলেন যে, আমার বিরুদ্ধে মিসরবাসীদের একটী গুরুতর হত্যাভিযোগ আছে। সুতরাং ফেরাউন আমাকে পাইলেই হত্যা করিয়া উহার প্রতিশোধ গ্রহণ করিবে।—সুরা-তা-হা, ৪০ আয়ত এবং উহার তফ্‌সীর দ্রষ্টব্য।

১৫—১৭। আল্লাহতা'লা বলিয়াছিলেন যে, হে মুসা, ফেরাউন তোমাকে কখনই হত্যা করিতে পারিবে না। আমিই সর্ব্বজ্ঞ ও সর্বদর্শী রূপে তোমাদের সঙ্গে অবস্থান করিয়া তোমাদিগকে রক্ষা করিব। অতএব তোমরা উভয় ভ্রাতা একযোগে ফেরাউনের নিকট যাইয়া বল যে, বিশ্ব-জগতের প্রতিপালক আল্লাই আমাদিগকে তাঁহার আদেশ শুনাইবার জন্য তোমাদের নিকট প্রেরণ করিয়াছেন। এসরাইল-বংশকে উদ্ধার করিবার জন্যই আমরা তোমার নিকট আসিয়াছি। তুমি এসরাইল-বংশীয় লোকদিগকে আমাদের সহিত প্রেরণ কর।

১০—১৯। অনন্তর হজরত মুসা ফেরাউনের নিকট উপস্থিত হইয়া তাহাকে আল্লার আদেশ শুনাইলে সে অবজ্ঞার সহিত বলিয়াছিল—হে মুসা, তুমি ত আমাদেরই মধ্যে জন্ম গ্রহণ করিয়া শৈশব-জীবন অতিবাহিত করিয়াছিলে এবং আমাদের দেশে বহুবর্ষ অবস্থান পূর্বক শেষে নরহত্যা করিয়া প্রাণের ভয়ে পলাইয়া গিয়াছিলে। অথচ আজ তুমিই এসরাইল-বংশকে আমাদের দাসত্ব হইতে মুক্ত করিয়া আমাদেরই অনিষ্ট করিতে আসিয়াছ। নিশ্চয় তুমি ঘোর অকৃতজ্ঞ।

২০—২২। হজরত মুসা ফেরাউনের উক্তির উত্তরে বলিয়াছিলেন যে, আমার প্রথম জীবনে অজ্ঞতা বশঃতই আমি ঐ অপরাধ করিয়াছিলাম এবং সেজন্য তোমার ভয়ে পলাইয়া গিয়াছিলাম

فَعَلْتُهَا إِذًا وَأَنَا مِنَ الضَّالِّينَ ۞
٢١- فَفَرَرْتُ مِنْكُمْ لَمَّا خِفْتُكُمْ
فَوَهَبَ لِي رَبِّي حُكْمًا وَجَعَلَنِي
مِنَ الْمُرْسَلِينَ ○ ٢٢- وَتِلْكَ
نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ أَنْ عَبَّدْتَ
بَنِي إِسْرَاءِيلَ ۞ ٢٣- قَالَ فِرْعَوْنُ
وَمَا رَبُّ الْعٰلَمِينَ ۞ ٢٤- قَالَ
رَبُّ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ وَمَا
بَيْنَهُمَا ؕ إِنْ كُنْتُمْ مُوْقِنِينَ ○
٢٥- قَالَ لِمَنْ حَوْلَهُ أَلَا تَسْتَمِعُونَ ○

বলিয়াছিল, আমি তখন ঐ কার্য্য
করিয়াছিলাম—যখন আমি অজ্ঞদিগের
অন্তর্গত ছিলাম। ২১। অতঃপর যখন
আমি তোমার ভয়ে তোমার নিকট
হইতে পলায়ন করিয়াছিলাম, তখন
আমার প্রতিপালক আমাকে জ্ঞান-দান
করিয়াছিলেন এবং আমাকে রসুল রূপে
নির্ব্বাচিত করিয়াছিলেন। ২২। এবং
তুমি কি আমাকে তোমার সেই অনু-
গ্রহের বিষয় ব্যক্ত করিতেছ যে, তুমি
এসরাইল-বংশীয়দিগকে দাসত্বে আবদ্ধ
করিয়া রাখিয়াছ? ২৩। ফেরাউন
বলিয়াছিল—এবং বিশ্বজগতের প্রতি-
পালক কি? ২৪। সে বলিয়াছিল—তিনি
নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডল এবং এতদু-
ভয়ের মধ্যে যাহা আছে তাহার প্রতি-
পালক—যদি তোমরা আস্থাবান হও।
২৫। সে তাহার পার্শ্ববর্ত্তীদিগকে বলিয়া-
ছিল—তোমরা কি শুনিতেছ না?

কিন্তু তৎপর আমার প্রতিপালক আল্লাহ আমাকে জ্ঞান দান করিয়া আমার অপরাধ ক্ষমা করিয়াছেন এবং আমাকে রসুল রূপে নির্বাচিত করিয়াছেন। অনন্তর তাঁহারই আদেশে আমি এসরাইল বংশকে মুক্ত করিতে আসিয়াছি। তুমি তাহাদিগকে অন্যায় রূপে দাসত্বে আবদ্ধ করিয়া যে অপূর্ব অনুগ্রহ করিয়াছ, আমি তাহা হইতে তাহাদিগাক মুক্ত করিতে আসিয়াছ বলিয়াই কি অকৃতজ্ঞ হইয়া গেলাম।

২৩—২৫। ধর্ম্মদ্রোহী ফেরাউন নিজেকে স্বীয় প্রজাগণের 'রব' অর্থাৎ প্রতিপালক প্রভু বলিয়া মনে করিত এবং পৃথিবীর অন্যান্য অংশীবাদী পৌত্তলিকদিগের ন্যায় নির্বোধ মিসরীয় পৌত্তলিকেরাও তাহাই বিশ্বাস করিত। তাই হজরত মুসা যখন বলিলেন যে, "ইন্না রসুলো রব্বেল আলামিন" অর্থাৎ নিশ্চয় আমরা বিশ্ব-জগতের প্রতিপালকের প্রেরিত রসুল, তখন ফেরাউন বিস্মিত হইয়া বলিল—"মারব্বেল আলামিন" অর্থাৎ সমগ্র বিশ্বের প্রতিপালক আবার কে? হজরত মুসা তদুত্তরে বলিলেন—যিনি সমগ্র নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডল এবং তন্মধ্যে যাহা কিছু আছে, তাহা সমস্তই সৃষ্টি করিয়া সংরক্ষণ ও প্রতিপালন করিতেছেন, তিনিই "রব্বেল আলামিন"। ফেরাউন ইহাতে আরও বিস্মিত হইয়া তাহার পারিষদদিগকে লক্ষ্য করিয়া বলিল—তোমরা কি শুনিতেছ—সে কি বলিতেছে? একজন লোকের পক্ষে সমগ্র বিশ্বের প্রতিপালন কার্য্য সম্পন্ন করা কি কখনও সম্ভবপর হইতে পারে?

২৬। সে বলিয়াছিল—তোমাদের প্রতিপালক ও তোমাদের পূর্ববর্ত্তী পিতৃপুরুষগণের ও প্রতিপালক। ২৭। সে বলিয়াছিল, নিশ্চয় তোমাদের এই রসুল—যে তোমাদের নিকট প্রেরিত হইয়াছে, নিশ্চয় সে উন্মত্ত। ২৮। সে বলিয়াছিল, তিনি পূর্ব্ব ও পশ্চিম এবং এতদুভয়ের মধ্যে যাহা আছে, তাহার প্রতিপালক—যদি তোমরা উপলব্ধি করিতে পার। ২৯। সে বলিয়াছিল—যদি তুমি আমাকে ব্যতীত অন্য-উপাস্য গ্রহণ কর, তবে নিশ্চয় আমি তোমাকে কারারুদ্ধগণের অন্তর্গত করিব। ৩০। সে বলিয়াছিল—যদি আমি তোমার নিকট একটি প্রকাশ্য-বিষয় আনয়ন করি? ৩১। সে বলিয়াছিল—যদি তুমি সত্যবাদীগণের অন্তর্গত হও, তবে উহা লইয়া আইস। ৩২। তখন সে স্বীয় যষ্টি নিক্ষেপ করিল, তখনই উহা প্রত্যক্ষ সর্প হইয়া গেল।

٢٦- قَالَ رَبُّكُمْ وَرَبُّ آبَائِكُمُ
الْأَوَّلِينَ ○ ٢٧- قَالَ إِنَّ رَسُولَكُمُ
الَّذِي أُرْسِلَ إِلَيْكُمْ لَمَجْنُونٌ ○
٢٨- قَالَ رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ
وَمَا بَيْنَهُمَا ط إِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ ○
٢٩- قَالَ لَئِنِ اتَّخَذْتَ إِلَٰهًا غَيْرِي
لَأَجْعَلَنَّكَ مِنَ الْمَسْجُونِينَ ○
٣٠- قَالَ أَوَلَوْ جِئْتُكَ بِشَيْءٍ
مُبِينٍ ○ ٣١- قَالَ فَأْتِ بِهِ إِنْ
كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ ○
٣٢- فَأَلْقَىٰ عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ

২৬—২৭। হজরত মুসা উহার উত্তরে বলিয়াছিলেন—তিনি শুধু তোমাদের অথবা এই বর্ত্তমান বিশ্বজগতের প্রতিপালক প্রভু নহেন ; বরং তিনি তোমাদের পূর্বপুরুষগণের এবং পূর্বতন জগৎ সমূহেরও স্রষ্টা ও প্রতিপালক ছিলেন। ফেরাউন হজরত মুসার কথা শুনিয়া বলিল—ইহা সম্পূর্ণ অসম্ভব। এ-ব্যক্তি নিশ্চয় উন্মত্ত পাগল।

২৮। হজরত মুসা আরও বলিয়াছিলেন, তিনি শুধু তোমাদের বা তোমাদের পূর্বপুরুষগণেরই প্রতিপালক নহেন—বরং পূর্ব্ব-পশ্চিম প্রভৃতি দিগ্‌দিগন্তরে যাহা কিছু আছে তাহার সমস্তেরই প্রতিপালক প্রভু।

২৯। ফেরাউন তখন ক্রুদ্ধ হইয়া বলিয়াছিল,—তোমার সমস্ত কথাই অসম্ভব ও অসত্য। আমি ভিন্ন তোমাদের আর কোনই "রব" বা প্রতিপালক নাই। যদি তোমরা একথা না মান কিংবা আমি ভিন্ন তোমাদের অন্য প্রতিপালক আছে বলিয়া প্রচার কর, তবে নিশ্চয় আমি তোমাদিগকে কারারুদ্ধ করিয়া রাখিব।

৩০—৩১। হজরত মুসা বলিয়াছিলেন,—যদি আমি স্বীয় কথার প্রমাণ দিতে পারি তাহা হইলে তুমি বিশ্বাস করিবে ত? ফেরাউন তদুত্তরে বলিয়াছিল,—যদি তুমি সত্যবাদী হও, তবে তোমার প্রমাণ উপস্থিত কর।

৩২—৩৩। হজরত মুসা তখন স্বীয় হস্ত প্রসারিত করিলে উহার শুভ্রোজ্জ্বল জ্যোতিতে চতুর্দ্দিক উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। অনন্তর তিনি স্বীয় যষ্টি ভূতলে নিক্ষেপ করিলে উহা সুবৃহৎ সর্পাকৃতি ধারণ

৩৩। এবং সে স্বীয় হস্ত উন্মুক্ত করিল, তখনই উহা দর্শকগণের সমক্ষে শুভ্রোজ্জল পরিদৃষ্ট হইল।

مُّبِيْنٌ ۚ ۳۳- وَنَزَعَ يَدَهٗ فَاِذَا
هِيَ بَيْضَآءُ لِلنّٰظِرِيْنَ ۚ

৩য় রুকু—হজরত মুসা কর্তৃক যাদুক্রিয়া ধ্বংস

৩৪। সে তাহার পার্শ্ববর্ত্তী প্রধান-দিগকে বলিয়াছিল—নিশ্চয় এ অভিজ্ঞ যাদুকর; ৩৫। সে তোমাদিগকে স্বীয় যাদু দ্বারা তোমাদের দেশ হইতে বহিষ্কৃত করিতে ইচ্ছা করে, অতএব তোমরা কি অভিমত প্রদান করিতেছ? ৩৬। তাহারা বলিয়াছিল—তাহাকে ও তাহার ভাইকে অবকাশ প্রদান কর এবং নগর সমূহে ঘোষণাকারী দিগকে প্রেরণ কর,—৩৭। যেন তাহারা তোমার নিকট অভিজ্ঞ যাদুকরদিগকে আনয়ন করে। ৩৮। অতঃপর বিজ্ঞাপিত দিবসের নির্দ্দিষ্ট সময়ে যাদুকরেরা সমবেত হইয়াছিল। ৩৯। এবং লোক-দিগকে বলা হইয়াছিল যে, তোমরাও কি একত্রিত হইবে? ৪০। সম্ভবতঃ আমরা যাদুকরদিগের অনুগত হইতে পারি—যদি তাহারা পরাক্রান্ত হয়।

۳۴- قَالَ لِلْمَلَاِ حَوْلَهٗٓ اِنَّ هٰذَا
لَسٰحِرٌ عَلِيْمٌ ۙ ۳۵- يُّرِيْدُ اَنْ
يُّخْرِجَكُمْ مِّنْ اَرْضِكُمْ بِسِحْرِهٖ ۖق
فَمَاذَا تَاْمُرُوْنَ ۝ ۳۶- قَالُوْٓا اَرْجِهْ
وَاَخَاهُ وَابْعَثْ فِي الْمَدَآئِنِ
حٰشِرِيْنَ ۙ ۳۷- يَاْتُوْكَ بِكُلِّ
سَحَّارٍ عَلِيْمٍ ۝ ۳۸- فَجُمِعَ السَّحَرَةُ
لِمِيْقَاتِ يَوْمٍ مَّعْلُوْمٍ ۙ ۳۹- وَّقِيْلَ
لِلنَّاسِ هَلْ اَنْتُمْ مُّجْتَمِعُوْنَ ۙ
۴۰- لَعَلَّنَا نَتَّبِعُ السَّحَرَةَ اِنْ كَانُوْا

করিয়া সরোষে গর্জ্জন করিতে লাগিল। ধর্ম্মদ্রোহী ফেরাউনও তাহার পরিষদবর্গ এই অলৌকিক ব্যাপার দর্শনে সভয়ে দূরে সরিয়া দাঁড়াইল; তাহার খোদায়ী দাবী ও দর্প অহংকার মূহূর্ত্ত মধ্যে ধুলায় লুটাইয়া পড়িল।—কোঃ ২০—৩ ও ৪ রুকু দ্রষ্টব্য।

৩৪—৩৫। হজরত মুসার প্রদর্শিত অলৌকিক নিদর্শন দেখিয়া ফেরাউন তাহার পরিষদ-বর্গকে বলিয়াছিল যে, নিশ্চয় এ-ব্যক্তি অভিজ্ঞ যাদুকর। সে স্বীয় যাদুক্রিয়া দ্বারা তোমাদের দেশ অধিকার করিতে আসিয়াছে। অতএব তোমরা কি পরামর্শ প্রদান কর?

৩৬—৩৭। ফেরাউনের পরিষদেরা বলিয়াছিল যে, তাহাদিগকে অদ্য অবকাশ প্রদান কর এবং দেশের মধ্যে ঘোষণা করিয়া সমস্ত অভিজ্ঞ যাদুকরদিগকে একত্রিত কর। তারপর ইহার পরীক্ষা করা যাইবে।

৩৮—৪২। অনন্তর ফেরাউনের ঘোষণা অনুসারে যেরূপে মিসরের সমস্ত যাদুকর একত্রিত হইয়াছিল এবং ফেরাউন কর্তৃক যেরূপ প্রতিদান পুরস্কার প্রাপ্তির প্রতিশ্রুতি পাইয়া তাহারা

৪১। অনন্তর যখন যাদুকরেরা উপস্থিত হইয়া ফেরাউনকে বলিয়াছিল—যদি আমরা পরাক্রান্ত হই, তবে আমরা কি প্রতিদান প্রাপ্ত হইব? ৪২। সে বলিয়াছিল—হাঁ, এবং নিশ্চয়ই তেমারা নিকটবর্ত্তীদিগের অন্তর্গত হইবে। ৪৩। মুসা তাহাদিগকে বলিয়াছিল—তোমরা যাহা নিক্ষেপ করিবে তাহা নিক্ষেপ কর। ৪৪। অনন্তর তাহারা তাহাদের রজ্জু ও যষ্টিসমূহ নিক্ষেপ করিয়াছিল এবং বলিয়াছিল—ফেরাউনের প্রভাবে নিশ্চয় আমরাই পরাক্রান্ত হইব। ৪৫। তৎপর মুসা স্বীয় যষ্টি নিক্ষেপ করিয়াছিল; অতঃপর তাহারা যে অলীকতা করিয়াছিল তাহা তখনই গ্রাস করিয়া ফেলিল। ৪৬। তখন যাদুকরেরা প্রণতভাবে নিপতিত হইল। ৪৭। তাহারা বলিয়াছিল—আমরা বিশ্বজগতের প্রতিপালকের প্রতি বিশ্বাস-স্থাপন করিলাম, যিনি মুসা ও হারুনের প্রতিপালক। ৪৮। সে বলিয়াছিল—আমি তোমাদিগকে আদেশ করিবার পূর্ব্বেই তোমরা তাহার প্রতি বিশ্বাস-স্থাপন করিলে,

هُمُ الْغٰلِبِيْنَ ○ ٤١- فَلَمَّا جَآءَ
السَّحَرَةُ قَالُوْا لِفِرْعَوْنَ اَئِنَّ لَنَا
لَاَجْرًا اِنْ كُنَّا نَحْنُ الْغٰلِبِيْنَ ○
٤٢- قَالَ نَعَمْ وَاِنَّكُمْ اِذًا لَّمِنَ
الْمُقَرَّبِيْنَ ○ ٤٣- قَالَ لَهُمْ
مُّوْسٰٓى اَلْقُوْا مَآ اَنْتُمْ مُّلْقُوْنَ ○
٤٤- فَاَلْقَوْا حِبَالَهُمْ وَعِصِيَّهُمْ
وَقَالُوْا بِعِزَّةِ فِرْعَوْنَ اِنَّا لَنَحْنُ
الْغٰلِبُوْنَ ○ ٤٥- فَاَلْقٰى مُوْسٰى
عَصَاهُ فَاِذَا هِىَ تَلْقَفُ مَا يَاْفِكُوْنَ ○ج
٤٦- فَاُلْقِىَ السَّحَرَةُ سٰجِدِيْنَ ○لا
٤٧- قَالُوْٓا اٰمَنَّا بِرَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ○لا
رَبِّ مُوْسٰى وَهٰرُوْنَ ○ ٤٨- قَالَ
اٰمَنْتُمْ لَهٗ قَبْلَ اَنْ اٰذَنَ لَكُمْ ج اِنَّهٗ

হজরত মুসার সহিত প্রতিদ্বন্দিতায় প্রবৃত্ত হইয়াছিল, এই কয়েকটী আয়তে তাহাই বর্ণিত হইয়াছে।—সূরা তা-হা ৬৩ ও ৫৪ আয়ত দ্রষ্টব্য।

৪৩—৪৫। তৎপর নির্দ্ধারিত দিবসে যাদুক্রিয়ার প্রতিযোগিতা দর্শনাশায় সমবেত বহু লোকের সমক্ষে যাদুকরেরা যেরূপে তাহাদের যাদু বিদ্যা প্রদর্শন করিয়াছিল এবং হজরত মুসার নিক্ষিপ্ত যষ্টি সর্পাকৃতি ধারণ করিয়া যেরূপে উহা ব্যর্থ করিয়া দিয়াছিল, এই কয়েকটী আয়তে তাহারই সংক্ষিপ্ত বর্ণনা প্রদত্ত হইয়াছে। কো: ২০—৬৬ হইতে ৬৮ আয়ত দ্রষ্টব্য।

৪৬—৪৮। হজরত মুসার অলৌকিক শক্তি দর্শনে যাদুকরেরা যেরূপভাবে তাঁহার নিকট আত্মসমর্পন পূর্ব্বক আল্লার প্রতি বিশ্বাস-স্থাপন করিয়াছিল, এই কয়েকটী আয়তে তাহাই বর্ণিত হইয়াছে।—কো: ২৭—৭০ আয়ত।

৪৯। যাদুকরেরা হজরত মুসার নিকট আত্মসমর্পন করিয়া আল্লার প্রতি বিশ্বাস-স্থাপন করায় ধর্ম্মদ্রোহী ফেরাউন ক্রোধে অধীর হইয়া বলিয়াছিল,—আমার আদেশ না লইয়াই তোমরা

لَكَبِيرُكُمُ الَّذِي عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ ۚ فَلَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ۚ لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُم مِّنْ خِلَافٍ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ ۝ ٥٠- قَالُوا لَا ضَيْرَ ۖ إِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا مُنقَلِبُونَ ۝ ٥١- إِنَّا نَطْمَعُ أَن يَغْفِرَ لَنَا رَبُّنَا خَطَايَانَا أَن كُنَّا أَوَّلَ الْمُؤْمِنِينَ ۝

নিশ্চয় সে তোমাদের প্রধানতম—যে তোমাদিগকে যাদুবিদ্যা শিক্ষা দিয়াছে; অতঃপর তোমরা অচিরেই জানিতে পারিবে যে, নিশ্চয়ই আমি তোমাদের হস্ত সমূহ ও পদ সমূহ বিপরীত ভাবে কর্ত্তন করিব এবং নিশ্চয় তোমাদের সকলকেই শূলবিদ্ধ করিব। ৪৯। তাহারা বলিয়াছিল—কোনই ক্ষতি নাই, নিশ্চয় আমরা স্বীয় প্রতিপালকের দিকে প্রতি-গমন করিব। ৫০। নিশ্চয় আমরা আশা করি যে, আমাদের প্রতিপালক আমাদের অপরাধ সমূহ ক্ষমা করিবেন, যেহেতু আমরাই প্রথম বিশ্বাস-স্থাপনকারী।

৪র্থ রুকূ—ধর্ম্মদ্রোহী ফেরাউনের ধ্বংস প্রাপ্তি

٥٢- وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي إِنَّكُم مُّتَّبَعُونَ ۝ ٥٣- فَأَرْسَلَ فِرْعَوْنُ فِي الْمَدَائِنِ

৫১। এবং আমি মূসার প্রতি-প্রত্যাদেশ করিয়াছিলাম যে; তুমি রজনী যোগে আমার দাসদিগকে লইয়া যাও নিশ্চয় তোমরা অনুসৃত হইবে। ৫২। অতঃপর ফেরাউন নগর-সমূহে দূতদিগকে প্রেরণ করিয়াছিল।

মূসার নিকট আত্মসমর্পণ করিলে! আমি নিশ্চয় জানিলাম যে, সে তোমাদের শিক্ষাদাতা গুরু। কিন্তু তোমাদের এই অপরাধের জন্য আমি তোমাদের হস্ত-পদ কর্ত্তন করিব এবং তোমাদিগকে শূলবিদ্ধ করিয়া হত্যা করিব। দেখি মূসা অথবা তাহার আল্লাহ কিরূপে তোমাদিগকে রক্ষা করে। কোঃ ২০—৭১।

৫০—৫১। যাদুকরেরা বলিয়াছিল—তোমার যাহা ইচ্ছা করিতে পার তাহাতে আমাদের কোনই আপত্তি বা দুঃখ নাই। কিন্তু আমরা সর্বপ্রথম সত্য-ধর্ম্মে বিশ্বাস-স্থাপন করিয়াছি, এই জন্য আমাদিগের প্রতিপালক আল্লাহ আমাদের অপরাধ ক্ষমা করিলেই আমরা কৃতার্থ হইব।—কোঃ ২০—৭২ হইতে ৭৬ আয়ত দ্রষ্টব্য।

৫২। যাদুকরগণের আত্মসমর্পণ ও বিশ্বাস-স্থাপনের পর পাপাত্মা ফেরাউন যেরূপভাবে হজরত মূসার বিরুদ্ধাচরণ করিয়াছিল এবং তাঁহাকে বশীভূত করিবার জন্য হজরত মূসা যে সকল অলৌকিকতা প্রদর্শন করিয়াছিলেন, তাহা সূরা বকরার ৬ষ্ঠ রুকুর তফসীরে বিস্তৃতভাবে বর্ণিত হইয়াছে। অনন্তর ফেরাউন যখন কিছুতেই বিশ্বাস-স্থাপন করিতে অথবা এসরাইল বংশীয়দিগকে মুক্তিদান করিতে সম্মত হইল না, তখন আল্লাহতা'লা হজরত মূসাকে আদেশ করিলেন যে, তুমি রজনী যোগে এসরাইল বংশীয়দিকে লইয়া সংগোপনে মিসর পরিত্যাগ কর। কিন্তু যাত্রা কালে ফেরাউনের অনুসরণ ও আক্রমণ বিষয়ে সর্ব্বদা সতর্ক থাকিও।—কোঃ ২০—৭৭।

৫৩—৬০। হজরত মূসার সহিত এসরাইল-বংশীয়দের পলায়ন ও দেশ-পরিত্যাগের সংবাদ

৫৪। নিশ্চয় উহারা একটী ক্ষুদ্র দল; ৫৫। এবং নিশ্চয় উহারা আমাদিগের ক্রোধ উদ্দীপ্ত করিয়াছে। ৫৬। এবং নিশ্চয় আমরা তাহাদিগকে উদ্যান ও প্রাঙ্গন-সমূহ হইতে বিতাড়িত করিয়াছিলাম, ৫৮। এবং ধনভাণ্ডার ও উত্তম বাসস্থান হইতেও! ৫৯। এই রূপেই, এবং আমি এসরাইল বংশীয়দিগকে তাহাদের উত্তরাধিকারী করিয়াছিলাম। ৬০। তৎপর উহারা সূর্য্যোদয় কালে তাহাদের পশ্চাদ্ধাবন করিয়াছিল। ৬১। অতঃপর যখন দুই দল পরস্পর পরিদৃষ্ট হইয়াছিল, তখন মুসার সহচরেরা বলিয়াছিল—নিশ্চয় আমরা ধৃত হইলাম। ৬২। সে বলিয়াছিল—কখনই নহে; নিশ্চয় আমার প্রতিপালক আমার সঙ্গে আছেন, তিনি এখনই আমাকে পথ-প্রদর্শন করিবেন। ৬৩। তৎপর আমি মুসার প্রতি প্রত্যাদেশ করিয়াছিলাম যে, তুমি স্বীয় যষ্টি দ্বারা সমুদ্রে আঘাত কর; তাহাতে উহা বিদীর্ণ হইল এবং প্রত্যেক অংশ প্রকাণ্ড পর্ব্বত-সদৃশ হইয়া গেল। ৬৪। এবং আমি অন্য পক্ষকে তথায় নিকটতর করিয়া দিয়াছিলাম। ৬৫। এবং আমি মুসাকে

حٰشِرِيْنَ ۝ ٥٤- إِنَّ هٰؤُلَآءِ لَشِرْذِمَةٌ
قَلِيْلُوْنَ ۝ ٥٥- وَإِنَّهُمْ لَنَا
لَغَآئِظُوْنَ ۝ ٥٦- وَإِنَّا لَجَمِيْعٌ
حٰذِرُوْنَ ۝ ٥٧- فَأَخْرَجْنٰهُمْ مِّنْ
جَنّٰتٍ وَّعُيُوْنٍ ۝ ٥٨- وَّكُنُوْزٍ
وَّمَقَامٍ كَرِيْمٍ ۝ ٥٩- كَذٰلِكَ
وَأَوْرَثْنٰهَا بَنِيْٓ إِسْرَآءِيْلَ ۝
٦٠- فَأَتْبَعُوْهُمْ مُّشْرِقِيْنَ ۝
٦١- فَلَمَّا تَرَآءَ الْجَمْعٰنِ قَالَ
أَصْحٰبُ مُوْسٰٓى إِنَّا لَمُدْرَكُوْنَ ۝
٦٢- قَالَ كَلَّا إِنَّ مَعِيَ رَبِّيْ
سَيَهْدِيْنِ ۝ ٦٣- فَأَوْحَيْنَآ إِلٰى
مُوْسٰٓى أَنِ اضْرِبْ بِّعَصَاكَ
الْبَحْرَ فَانْفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ
كَالطَّوْدِ الْعَظِيْمِ ۝ ٦٤- وَأَزْلَفْنَا
ثَمَّ الْاٰخَرِيْنَ ۝ ٦٥- وَأَنْجَيْنَا

জানিতে পারিয়া ফেরাউন যেরূপভাবে সদলবলে সজ্জিত হইয়া তাহাদের অনুসরণ করিয়াছিল, এই কয়েকটি আয়তে তাহাই বর্ণিত হইয়াছে।—কোঃ ২০-৭৮।

৬১—৬৮। প্রভাতে হজরত মুসার সঙ্গীয় এসরাইল-বংশীয়েরা যখন দেখিল যে, ফেরাউন সদলবলে সজ্জিত হইয়া তাহাদিগকে ধৃত করিতে আসিতেছে, তখন তাহারা যেরূপভাবে ভীতি প্রকাশ

ও তাহার সঙ্গীয় সকলকে উদ্ধার করিয়াছিলাম। ৬৬। তৎপর আমি অপর পক্ষকে নিমজ্জিত করিয়াছিলাম। ৬৭। অবশ্য ইহাতে সুনিশ্চিত নিদর্শন রহিয়াছে, এবং তাহাদের অধিকাংশই বিশ্বাস-স্থাপনকারীছিল না। ৬৮। এবং নিশ্চয়ই তোমার প্রতিপালক মহা-পরাক্রান্ত করুণাময়।

مُوسٰى وَمَنْ مَّعَهٗۤ اَجْمَعِيْنَ ۚ
٦٦- ثُمَّ اَغْرَقْنَا الْاٰخَرِيْنَ ۚ ٦٧- اِنَّ
فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً ۭ وَمَا كَانَ اَكْثَرُهُمْ
مُّؤْمِنِيْنَ ۝ ٦٨- وَاِنَّ رَبَّكَ
لَهُوَ الْعَزِيْزُ الرَّحِيْمُ ۚ

৫ম রুকু—হজরত এবরাহিমের বিবরণ

৬৯। এবং তাহাদের সমক্ষে এবরাহিমের বিবরণ পাঠ কর। ৭০। যখন সে তদীয় সম্প্রদায়কে বলিয়াছিল, তোমরা কিসের উপাসনা করিতেছ? ৭১। তাহারা বলিয়াছিল—আমরা প্রতিমাপুঞ্জের উপাসনা করিতেছি; অতএব আমরা উহাকেই ভক্তি করিয়া থাকি। ৭২। সে বলিয়াছিল—তোমরা যখন আহ্বান কর তখন কি উহারা শ্রবণ করে, ৭৩। অথবা তোমাদের উপকার বা অপকার করিতে পারে? ৭৪। তাহারা বলিয়াছিল—বরং আমরা স্বীয় পিতৃপুরুষদিগকে এইরূপ করিতে

٦٩- وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَاَ اِبْرٰهِيْمَ ۚ
٧٠- اِذْ قَالَ لِاَبِيْهِ وَقَوْمِهٖ
مَا تَعْبُدُوْنَ ۝ ٧١- قَالُوْا نَعْبُدُ
اَصْنَامًا فَنَظَلُّ لَهَا عٰكِفِيْنَ ۝
٧٢- قَالَ هَلْ يَسْمَعُوْنَكُمْ اِذْ تَدْعُوْنَ ۚ
٧٣- اَوْ يَنْفَعُوْنَكُمْ اَوْ يَضُرُّوْنَ ۝
٧٤- قَالُوْا بَلْ وَجَدْنَاۤ اٰبَاۤءَنَا كَذٰلِكَ

করিয়াছিল এবং হজরত মুসা তাহাদিগকে আশ্বাস প্রদান করিয়া আল্লাহতা'লার নির্দ্দেশ অনুসারে যেরূপ নিরাপদে সমুদ্র পার করাইয়া লইয়া গিয়াছিলেন এবং দুর্ম্মতি ফেরাউন তাহাদের অনুসরণ করিতে গিয়া যেরূপভাবে সমুদ্র-সলিলে ডুবিয়া সদলবলে ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়া গিয়াছিল, এই কয়েকটি আয়তে তাহাই বর্ণিত হইয়াছে!—কোঃ ২০-৭৮-৭৯ আয়তের তফ্সীর দ্রষ্টব্য।

আল্লাহতা'লা হজরত মুসার প্রসঙ্গ বর্ণনা করিয়া হজরত রসুলোল্লাকে সান্ত্বনা প্রদান এবং মক্কার অধিবাসীদিগকে ভীতি-প্রদর্শন করিয়া বলিয়া দিলেন যে, মক্কাবাসীরা যদি নবী-দ্রোহীতা হইতে বিরত না হয় এবং সত্যধর্ম্ম গ্রহণ না করে, তবে তাহাদিগকেও ফেরাউন এবং মিসরবাসীদিগের ন্যায় শাস্তি ভোগ করিতে অথবা বিনষ্ট হইতে হইবে।

৬৯—৭৪। হজরত মুসার প্রসঙ্গ শেষ করিবার পর আল্লাহতা'লা এই রুকুতে মহানবী হজরত এবরাহিমের বিবরণ বিবৃত করিয়া হজরত রসুলোল্লাকে সান্ত্বনা দান করিতেছেন। আল্লাহতা'লা বলিতেছেন—হে রসুল, তোমার ন্যায় তোমার পূর্ব্বপুরুষ নবীবর এবরাহিমেরও আত্মীয়-স্বজন ও স্বদেশবাসী, এমন কি তাঁহার পিতা পর্য্যন্ত অবিশ্বাসী পৌত্তলিক ছিল এবং তাহারা সকলেই অসার প্রাণহীন প্রতিমাপুঞ্জের পূজা করিত। অনন্তর হজরত এবরাহিম যেরূপে স্বীয় পিতা ও প্রতিবেশী আত্মীয়-স্বজনদিগকে প্রতিমা-পূজা পরিত্যাগ করিবার জন্য সদুপদেশ দান

প্রাপ্ত হইয়াছি। ৭৫। সে বলিয়াছিল, বস্তুতঃ তোমরা যদ্বিষয়ের উপাসনা করিতেছ, তাহা কি প্রত্যক্ষ করিয়াছ, ৭৬। তোমরা ও তোমাদের পূর্ব্ববর্ত্তী পিতৃ-পুরুষগণও ? ৭৭। অতএব বিশ্ব-জগতের প্রতিপালক ব্যতীত উহারা সকলেই আমার শত্রু—৭৮। যিনি আমাকে সৃষ্টি করিয়াছেন, তৎপর আমাকে পথ-প্রদর্শন করিয়াছেন ; ৭৯। এবং তিনিই আমাকে আহার্যদান করেন ও পানীয় প্রদান করেন ; ৮০। এবং যখন আমি পীড়িত হই তখন তিনিই আমাকে আরোগ্য করিয়া থাকেন ; ৮১। এবং তিনিই আমাকে মৃত্যুদান করিবেন, তৎপরে তিনিই আমাকে জীবিত করিবেন ; ৮২। এবং আমি আশা করি যে, উত্থান দিবসে তিনিই আমার অপরাধ সমুহ ক্ষমা করিবেন। ৮৩। হে আমার প্রতিপালক, আমাকে জ্ঞানদান কর এবং আমাকে সৎকর্ম্মশীলগণের সহিত সম্মিলিত কর ; ৮৪। এবং পর-বর্ত্তীদিগের মধ্যে আমাকে সত্যভাষী

يَفْعَلُوْنَ ○ ٧٥- قَالَ أَفَرَءَيْتُمْ
مَّا كُنْتُمْ تَعْبُدُوْنَ ۙ ٧٦- أَنْتُمْ
وَآبَاؤُكُمُ الْأَقْدَمُوْنَ ۙ ٧٧- فَإِنَّهُمْ
عَدُوٌّ لِّيْ إِلَّا رَبَّ الْعٰلَمِيْنَ ۙ
٧٨- الَّذِيْ خَلَقَنِيْ فَهُوَ يَهْدِيْنِ ۙ
٧٩- وَالَّذِيْ هُوَ يُطْعِمُنِيْ
وَيَسْقِيْنِ ۙ ٨٠- وَإِذَا مَرِضْتُ
فَهُوَ يَشْفِيْنِ ۙ ٨١- وَالَّذِيْ
يُمِيْتُنِيْ ثُمَّ يُحْيِيْنِ ۙ ٨٢- وَالَّذِيْ
أَطْمَعُ أَنْ يَّغْفِرَ لِيْ خَطِيْٓئَتِيْ يَوْمَ
الدِّيْنِ ۙ ٨٣- رَبِّ هَبْ لِيْ حُكْمًا
وَّأَلْحِقْنِيْ بِالصّٰلِحِيْنَ ۙ
٨٤- وَاجْعَلْ لِّيْ لِسَانَ صِدْقٍ فِي

করিয়াছিলেন, এই কয়েকটি আয়তে তাহাই বিবৃত হইয়াছে। এ বিষয়ের বিস্তৃত বিবরণ পূর্ব্বেই বর্ণিত হইয়াছে।—কোঃ সূরা আন্‌য়াম ৯ম রুকুর তফ্‌সীর দ্রষ্টব্য।

৭৫—৮২। হজরত এবরাহিম স্বীয় পিতা ও প্রতিবেশীদিগকে বলিয়াছিলেন যে, তোমরা যে সকল প্রতিমার উপাসনা করিতেছ, তাহারা অসার প্রস্তর-খণ্ড ও প্রাণহীন মাটীর পুতুল ব্যতীত আর কিছুই নহে। উহাদের কোনই শক্তি নাই এবং উহারা তোমাদের কোনরূপ ভাল-মন্দ করিতেও সমর্থ নহে। একমাত্র সর্ব্বশক্তিমান আল্লাহতা'লাই সকলের উপাস্য এবং তিনিই সকলকে সৃষ্টি করিয়াছেন। সেই আল্লাহ-ই আমাকে সৃষ্টি করিয়া তোমাদের নিকট সত্য-প্রচারের জন্য সুপথ প্রদর্শণ ও জ্ঞান দান করিয়াছেন। তিনিই আমাকে এবং সমস্ত জীব-জগতকে আহার্য্য ও পানীয় দান করেন। তিনিই আমাদের সকলকে মৃত্যুদান করিয়া পরে পুনর্জীবিত করিবেন এবং আমি আশা করি যে, পরলোকে তিনিই আমার সমস্ত অপরাধ ক্ষমা করিবেন।

৮৩—৮৯। অনন্তর হজরত এবরাহিম আল্লার নিকট যেরূপ বিনয়ের সহিত নিজের ইহ-পারলৌকিক কল্যাণ এবং স্বীয় বিপথগামী পিতার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিয়াছিলেন, এই কয়েকটী

প্রাপ্ত হইয়াছি। ৭৫। সে বলিয়াছিল, বস্তুতঃ তোমরা যদ্বিষয়ের উপাসনা করিতেছ, তাহা কি প্রত্যক্ষ করিয়াছ,
৭৬। তোমরা ও তোমাদের পূর্ব্ববর্ত্তী পিতৃ-পুরুষগণও ? ৭৭। অতএব বিশ্ব-জগতের প্রতিপালক ব্যতীত উহারা সকলেই আমার শত্রু—৭৮। যিনি আমাকে সৃষ্টি করিয়াছেন, তৎপর আমাকে পথ-প্রদর্শন করিয়াছেন ;
৭৯। এবং তিনিই আমাকে আহার্যদান করেন ও পানীয় প্রদান করেন ; ৮০। এবং যখন আমি পীড়িত হই তখন তিনিই আমাকে আরোগ্য করিয়া থাকেন ;
৮১। এবং তিনিই আমাকে মৃত্যুদান করিবেন, তৎপরে তিনিই আমাকে জীবিত করিবেন ; ৮২। এবং আমি আশা করি যে, উত্থান দিবসে তিনিই আমার অপরাধ সমুহ ক্ষমা করিবেন। ৮৩। হে আমার প্রতিপালক, আমাকে জ্ঞানদান কর এবং আমাকে সৎকর্ম্মশীলগণের সহিত সম্মিলিত কর ; ৮৪। এবং পর-বর্ত্তীদিগের মধ্যে আমাকে সত্যভাষী

يَفْعَلُوْنَ ○ ٧٥- قَالَ اَفَرَءَيْتُمْ
مَّا كُنْتُمْ تَعْبُدُوْنَ ○ ٧٦- اَنْتُمْ
وَاٰبَآؤُكُمُ الْاَقْدَمُوْنَ ○ ٧٧- فَاِنَّهُمْ
عَدُوٌّ لِّيْٓ اِلَّا رَبَّ الْعٰلَمِيْنَ ○
٧٨- الَّذِيْ خَلَقَنِيْ فَهُوَ يَهْدِيْنِ ○
٧٩- وَالَّذِيْ هُوَ يُطْعِمُنِيْ
وَيَسْقِيْنِ ○ ٨٠- وَاِذَا مَرِضْتُ
فَهُوَ يَشْفِيْنِ ○ ٨١- وَالَّذِيْ
يُمِيْتُنِيْ ثُمَّ يُحْيِيْنِ ○ ٨٢- وَالَّذِيْٓ
اَطْمَعُ اَنْ يَّغْفِرَ لِيْ خَطِيْٓـَٔتِيْ يَوْمَ
الدِّيْنِ ○ ٨٣- رَبِّ هَبْ لِيْ حُكْمًا
وَّاَلْحِقْنِيْ بِالصّٰلِحِيْنَ ○
٨٤- وَاجْعَلْ لِّيْ لِسَانَ صِدْقٍ فِي

করিয়াছিলেন, এই কয়েকটি আয়তে তাহাই বিবৃত হইয়াছে। এ বিষয়ের বিস্তৃত বিবরণ পূর্ব্বেই বর্ণিত হইয়াছে।—কোঃ সূরা আন্‌য়াম ৯ম রুকুর তফ্‌সীর দ্রষ্টব্য।

৭৫—৮২। **হজরত এবরাহিম স্বীয় পিতা ও প্রতিবেশীদিগকে বলিয়াছিলেন** যে, তোমরা যে সকল প্রতিমার উপাসনা করিতেছ, তাহারা অসার প্রস্তর-খণ্ড ও প্রাণহীন মাটীর পুতুল ব্যতীত আর কিছুই নহে। উহাদের কোনই শক্তি নাই এবং উহারা তোমাদের কোনরূপ ভাল-মন্দ করিতেও সমর্থ নহে। একমাত্র সর্ব্বশক্তিমান আল্লাহতা'লাই সকলের উপাস্য এবং তিনিই সকলকে সৃষ্টি করিয়াছেন। সেই আল্লাহ-ই আমাকে সৃষ্টি করিয়া তোমাদের নিকট সত্য-প্রচারের জন্য সুপথ প্রদর্শণ ও জ্ঞান দান করিয়াছেন। তিনিই আমাকে এবং সমস্ত জীব-জগতকে আহার্য্য ও পানীয় দান করেন। তিনিই আমাদের সকলকে মৃত্যুদান করিয়া পরে পুনর্জীবিত করিবেন এবং আমি আশা করি যে, পরলোকে তিনিই আমার সমস্ত অপরাধ ক্ষমা করিবেন।

৮৩—৮৯। **অনন্তর হজরত এবরাহিম আল্লার নিকট** যেরূপ বিনয়ের সহিত নিজের ইহ-পারলৌকিক কল্যাণ এবং স্বীয় বিপথগামী পিতার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিয়াছিলেন, এই কয়েকটী

করিয়া দাও ; ৮৫। এবং আমাকে সুখ-সম্পদ পূর্ণ স্বর্গোদ্যানের উত্তরাধিকারী কর ; ৮৬। এবং আমার পিতাকে ক্ষমা কর—যেহেতু সে বিভ্রান্তগণের অন্তর্ভুক্ত রহিয়াছে ; ৮৭। এবং পুনরুত্থান দিবসে আমাকে অপদস্থ করিও না, ৮৮। যে দিন ধন-সম্পদ অথবা সন্তান-সন্ততি কোনই উপকারে আসিবে না—৮৯। কিন্তু যে আল্লার নিকট প্রশান্ত অন্তরে আগমন করিবে। ৯০। এবং ধর্ম্মভীরুগণের জন্য স্বর্গোদ্যান নিকটতর করা হইবে। ৯১। এবং বিপথগামীদের জন্য নরক প্রকাশ করা হইবে ; ৯২। এবং তাহাদিগকে বলা হইবে যে, তোমরা যাহাদের উপাসনা করিতে তাহারা কোথায় ? ৯৩। আল্লাহ ব্যতীত তাহারা কি তোমাদের কোন সাহায্য করিতে পারে, না প্রতি-শোধ গ্রহণ করিতে পারে ? ৯৪। অতএব উহারা ও বিপথগামীরা তন্মধ্যে নিক্ষিপ্ত হইবে, ৯৫। এবং শয়তানের সেনাদল সমূহও। ৯৬। তথায় তাহারা বিতর্ক

الْاٰخِرِيْنَ ۙ ٨٥- وَاجْعَلْنِىْ مِنْ
وَّرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيْمِ ۙ ٨٦- وَاغْفِرْ
لِاَبِىْٓ اِنَّهٗ كَانَ مِنَ الضَّآلِّيْنَ ۙ
٨٧- وَلَا تُخْزِنِىْ يَوْمَ يُبْعَثُوْنَ ۙ
٨٨- يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَّلَا بَنُوْنَ ۙ
٨٩- اِلَّا مَنْ اَتَى اللّٰهَ بِقَلْبٍ
سَلِيْمٍ ۙ ٩٠- وَاُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ
لِلْمُتَّقِيْنَ ۙ ٩١- وَبُرِّزَتِ الْجَحِيْمُ
لِلْغٰوِيْنَ ۙ ٩٢- وَقِيْلَ لَهُمْ
اَيْنَمَا كُنْتُمْ تَعْبُدُوْنَ ۙ ٩٣- مِنْ
دُوْنِ اللّٰهِ ؕ هَلْ يَنْصُرُوْنَكُمْ
اَوْ يَنْتَصِرُوْنَ ۙ ٩٤- فَكُبْكِبُوْا فِيْهَا
هُمْ وَالْغَاوٗنَ ۙ ٩٥- وَجُنُوْدُ
اِبْلِيْسَ اَجْمَعُوْنَ ۙ ٩٦- قَالُوْا

আয়তে তাহাই বর্ণিত হইয়াছে এতদ্দ্বারা আল্লাহতা'লা হজরত রসুলোল্লাকে প্রকারান্তরে বলিয়া দিতেছেন যে, তোমার ন্যায় তোমার পূর্ব্বপুরুষ এবরাহিমও স্বীয় বিপথগামী পিতা ও প্রতিবেশীগণের জন্য দুঃখ অনুভব করিয়াছিলেন। কিন্তু সে অবস্থায় আমার নিকট তাহাদের সুমতি অথবা তাহাদের অপরাধের জন্য ক্ষমা-প্রার্থনা করা ভিন্ন তাহার আর কোনই গত্যন্তর ছিল না। সুতরাং তুমিও স্বীয় আত্মীয়-স্বজন ও প্রতিবেশীগণের জন্য দুঃখে জর্জ্জরিত না হইয়া তাহাদের জন্য কল্যাণ-কামনা ও ক্ষমা-প্রার্থনা করিতে থাক।

৯২—৯৯। হজরত রসুলোল্লাকে সান্ত্বনা প্রদান করিবার পর আল্লাহতা'লা এই কয়েকটী আয়তে অবিশ্বাসী পৌত্তলিকদিগের শোচনীয় শেষ-পরিণাম, তাহাদের পারলৌকিক শাস্তি ও দুর্গতি এবং সেই ঘোর সঙ্কটকালে তাহাদের অসহায় অবস্থার বিষয় স্মরণ করাইয়া দিয়া অবিশ্বাসী

করিতে করিতে বলিবে—৯৭। আল্লার শপথ, নিশ্চয়ই আমরা প্রকাশ্য ভ্রান্তির মধ্যে ছিলাম। ৯৮। তখন আমরা তোমাদিগকে বিশ্ব-জগতের প্রতিপালকের সমতুল্য করিতে ছিলাম; ৯৯। এবং এই অপরাধীরা ব্যতীত কেহই আমাদিগকে বিভ্রান্ত করে নাই। ১০০। অতএব আমাদের জন্য কোনই অনুরোধকারী নাই; ১০১। এবং আমাদের জন্য কোনই প্রকৃত বন্ধু নাই। ১০২। অতঃপর যদি আমরা ফিরিয়া যাইতে পারিতাম, তবে নিশ্চয় আমরা বিশ্বাসীগণের অন্তর্ভুক্ত হইতাম। ১০৩। নিশ্চয় ইহার মধ্যে নিদর্শন রহিয়াছে এবং উহাদের অধিকাংশই বিশ্বাসী হইবে না। ১০৪। নিশ্চয় তোমার প্রতিপালক মহাপরাক্রান্ত করুণাময়।

وَهُمْ فِيهَا يَخْتَصِمُونَ ۙ ৯৭- تَاللَّهِ
إِن كُنَّا لَفِي ضَلَٰلٍ مُّبِينٍ ۙ ৯৮- إِذْ
نُسَوِّيكُم بِرَبِّ الْعَٰلَمِينَ ۙ ৯৯- وَمَا
أَضَلَّنَا إِلَّا الْمُجْرِمُونَ ○ ১০০- فَمَا
لَنَا مِن شَٰفِعِينَ ۙ ১০১- وَلَا
صَدِيقٍ حَمِيمٍ ○ ১০২- فَلَوْ أَنَّ
لَنَا كَرَّةً فَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ۙ
১০৩- إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً ۖ وَمَا كَانَ
أَكْثَرُهُم مُّؤْمِنِينَ ○ ১০৪- وَإِنَّ
رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ۙ

মক্কাবাসী ও জগদ্বাসী পৌত্তলিকদিগকে সতর্ক করিয়া বলিয়া দিতেছেন যে, সেদিন এই সকল অসার উপাস্য তাহাদের কোনই সাহায্য করিতে পারিবে না; বরং সে দিন ঐ সকল প্রতিমা-পূজার প্ররোচক পাপাত্মা শয়তানদিগের সহিত অবিশ্বাসী পৌত্তলিকেরা সকলেই প্রজ্জলিত নরকানলে নিক্ষিপ্ত হইবে এবং তথায় তাহারা পরস্পরের উপর দোষারোপ করিয়া বৃথা অনুতাপ করিতে থাকিবে।

১০০—১০২। সেদিন অবিশ্বাসী পৌত্তলিকেরা অনুতাপ করিয়া বলিবে যে, আমরা যাহাদের পূজা-অর্চনা করিয়াছি, আজ বুঝিতে পারিলাম যে, তাহাদের কোনই শক্তি-সামর্থ নাই। আমাদের সমস্ত অনুষ্ঠানই ব্যর্থ হইয়া গিয়াছে। আমরা সম্পূর্ণ অসহায়। এই ঘোর বিপদ কালে আমাদের কোনই সাহায্যকারী বন্ধু নাই। কিন্তু যদি আমরা পুনরায় পৃথিবীতে ফিরিয়া যাইতে পারিতাম, তবে নিশ্চয় আমরা সত্যধর্মে বিশ্বাস-স্থাপন করিয়া বিশ্বাসীদিগের অন্তর্ভুক্ত হইতাম। কিন্তু তাহাদের সেই অনুতাপ সেদিন কোনই কাজে আসিবে না।

১০৩—১০৪। আল্লাহতা'লা বলিয়া দিতেছেন যে, এই সকল বিবৃতির মধ্যে নিশ্চয়ই মানবের জন্য বহু নিদর্শন বিদ্যমান রহিয়াছে; কিন্তু অবিশ্বাসীদিগের অধিকাংশই বিশ্বাস-স্থাপন করিবে না। অতএব হে নবী, তুমি তাহাদের জন্য অকারণে দুঃখে জর্জ্জরিত না হইয়া তোমার মহাপরাক্রান্ত করুণাময় প্রতিপালকের প্রতি নির্ভর করিয়া স্বীয় কর্ত্তব্য পালন করিতে থাক। তোমার উদ্দেশ্য ও অন্তরের কথা আমিই সম্যক পরিজ্ঞাত আছি।

৬ষ্ঠ রুকু—হজরত নুহের বিবরণ

১০৫। নুহের সম্প্রদায় রসুলগণকে
অসত্যারোপ করিয়াছিল। ১০৬। যখন
তাহাদের ভ্রাতা নুহ তাহাদিগকে বলিয়া-
ছিল—তোমরা কি সংযত হইবে না?
১০৭। নিশ্চয় আমি তোমাদের জন্য
বিশ্বস্ত রসুল। ১০৮। অতএব আল্লাহকে
ভয় কর এবং আমার অনুগত হও।
১০৯। এবং আমি তজ্জন্য তোমাদের
নিকট কোনই প্রতিদান প্রার্থনা করি না;
বিশ্বজগতের প্রতিপালকের নিকট
ব্যতীত আমার প্রতিদান নাই।
১১০। অতএব আল্লাহকে ভয় কর ও
আমার অনুগত হও। ১১১। তাহারা
বলিয়াছিল—আমরা কি তোমাকে
বিশ্বাস করিব এবং ইতর লোকেরাই ত
তোমার অনুসরণ করিতেছে। ১১২। সে
বলিয়াছিল—তাহারা যে কি করিতেছে,
তাহা ত আমি অবগত নহি।
১১৩। উহাদের হিসাব আমার প্রতি-
পালকের নিকট ব্যতীত নহে—যদিও

١٠٥- كَذَّبَتْ قَوْمُ نُوْحِ
نِ الْمُرْسَلِيْنَ ۚ ١٠٦- اِذْ قَالَ
لَهُمْ اَخُوْهُمْ نُوْحٌ اَلَا تَتَّقُوْنَ ۚ
١٠٧- اِنِّىْ لَكُمْ رَسُوْلٌ اَمِيْنٌ ۚ
١٠٨- فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوْنِ ۚ
١٠٩- وَمَا اَسْـَٔلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ اَجْرٍ ۚ
اِنْ اَجْرِىَ اِلَّا عَلٰى رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۚ
١١٠- فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوْنِ ۚ
١١١- قَالُوْٓا اَنُؤْمِنُ لَكَ وَاتَّبَعَكَ
الْاَرْذَلُوْنَ ۚ ١١٢- قَالَ وَمَا عِلْمِىْ
بِمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ۚ ١١٣- اِنْ
حِسَابُهُمْ اِلَّا عَلٰى رَبِّىْ لَوْ تَشْعُرُوْنَ ۚ

১০৫—১১০। হজরত রসুলোল্লাকে সান্ত্বনা প্রদানের জন্য আল্লাহতা'লা এই রুকুতে হজরত নূহের প্রসঙ্গ বর্ণনা করিয়াছেন। হজরত নূহ স্বীয় সম্প্রদায়কে সংযত হইয়া সত্যধর্ম্ম গ্রহণের জন্য যেরূপভাবে সদুপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন এবং নূহী সম্প্রদায় তৎপতি যেরূপভাবে অসত্যারোপ করিয়াছিল, আলোচ্য আয়ত ও পরবর্ত্তী আয়ত সমূহে তাহাই বর্ণিত হইয়াছে। এ বিষয়ে পূর্ব্বেই বিস্তৃতরূপে বর্ণনা করা হইয়াছে।—কোঃ সুরা আরফ ৮ম রুকুর তফ্‌সীর দ্রষ্টব্য।

১১১। হজরত নূহকে তখন তাঁহার সম্প্রদায়ের অহংকারী লোকেরা বলিয়াছিল যে, আমরা কেমন করিয়া তোমার প্রতি বিশ্বাস-স্থাপন করিব? আমাদের সম্প্রদায়ের ইতর ব্যক্তিরাই ত শুধু তোমার অনুসরণ করিতেছে। আমরা তাহাদের সহিত কখনই একত্র হইতে পারিব না। যদি তুমি আমাদের সহযোগিতা চাও, তাহাদিগকে দূরীভূত করিয়া দাও। বলা বাহুল্য, এক সময়ে গর্ব্বিত কোরেশেরাও হজরত রসুলোল্লাকে ঠিক এইরূপ কথাই বলিয়াছিল।

১১২—১১৫। হজরত নূহ তদুত্তরে বলিয়াছিলেন যে আমার অনুগামীরা ইতর কি ভদ্র তাহা আমি জানি না; ইহা তোমাদের অনুমান মাত্র। আমার প্রতিপালকই তাঁহাদের সম্বন্ধে উত্তমরূপে অবগত আছেন এবং আমি তাঁহারই প্রেরিত ভয়প্রদর্শক রসুল ব্যতীত আর কিছুই

١١٤- وَمَآ أَنَا بِطَارِدِ الْمُؤْمِنِينَ ۚ
١١٥- إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ مُّبِينٌ ۚ
١١٦- قَالُوا لَئِن لَّمْ تَنتَهِ يَا نُوحُ
لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمَرْجُومِينَ ۚ
١١٧- قَالَ رَبِّ إِنَّ قَوْمِي
كَذَّبُونِ ۚ ١١٨- فَافْتَحْ بَيْنِي
وَبَيْنَهُمْ فَتْحًا وَنَجِّنِي وَمَن
مَّعِيَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ
١١٩- فَأَنجَيْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ فِي الْفُلْكِ
الْمَشْحُونِ ۚ ١٢٠- ثُمَّ أَغْرَقْنَا
بَعْدُ الْبَاقِينَ ۚ ١٢١- إِنَّ فِي ذَٰلِكَ
لَآيَةً ۖ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُّؤْمِنِينَ
١٢٢- وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ
الرَّحِيمُ ۚ

তোমরা অনুমান করিতেছ। ১১৪। এবং
আমি বিশ্ববাসীদিগকে বিতাড়িত করি-
তেছি না। ১১৫। আমি প্রকাশ্য ভয়-
প্রদর্শক ব্যতীত নহি। ১১৬। তাহারা
বলিয়াছিল—হে নুহ, যদি তুমি নিরস্ত
না হও, তবে নিশ্চয় তুমি প্রস্তরাঘাতে
বিচূর্ণ হইবে। ১১৭। সে বলিয়াছিল,
হে আমার প্রতিপালক, নিশ্চয় আমার
সম্প্রদায় আমাকে অসত্যারোপ করি-
য়াছে। ১১৮। অতএব তুমি আমার
ও তাহাদের মধ্যে মীমাংশা করিয়া
দাও, এবং আমাকে ও আমার সঙ্গীয়
বিশ্বাসীদিগকে উদ্ধার কর। ১১৯। অত-
এব আমি তাহাকে ও তাহার বোঝাইপূর্ণ
নৌকায় অবস্থিত তাহার সঙ্গীদিগকে
উদ্ধার করিয়াছিলাম। ১২০। তৎপর
আমি অবশিষ্টদিগকে নিমজ্জিত করিয়া-
ছিলাম। ১২১। নিশ্চয় ইহার মধ্যে
নিদর্শন রহিয়াছে এবং তাহাদের অধি-
কাংশই বিশ্বাস-স্থাপন করে না।
১২২। এবং নিশ্চয় তোমার প্রতিপালক
মহাপরাক্রান্ত করুণাময়।

নহি। সুতরাং আমি তোমাদের কথানুসারে কখনই বিশ্বাসী ব্যক্তিদিগকে দূরীভূত করিতে পারিব না। হজরত রসুলোল্লা ও অহংকারী ও দাম্ভিক কোরেশদিগকে ঠিক এইরূপ উত্তরই প্রদান করিয়াছিলেন।—সিরাতন্‌ নবী দ্রষ্টব্য।

১১৬। ইহাতে দাম্ভিক নূহী সম্প্রদায় ক্রোধে উন্মত্ত হইয়া বলিয়াছিল,—হে নূহ, যদি তুমি তোমার ধর্ম্ম-প্রচার হইতে নিরস্ত না হও, তবে নিশ্চয় আমরা তোমাকে প্রস্তরাঘাতে বিচুর্ণ করিয়া ফেলিব।

১১৭—১২২। অনন্তর হজরত নূহ যেরূপভাবে স্বীয় সম্প্রদায়ের দাম্ভিক ও ধর্ম্ম দ্রোহীদিগের জন্য শাস্তি প্রার্থনা করিয়াছিলেন এবং সর্ব্বশক্তিমান আল্লাহতা'লা যেরূপভাবে সমস্ত অবিশ্বাসী সম্প্রদায়কে মহাপ্লাবনে প্লাবিত ও বিধ্বংশ করিয়া দিয়াছিলেন, এই কয়েকটী আয়তে তাহাই বর্ণনা করিয়া আল্লাহতা'লা বলিয়া দিতেছেন যে, নিশ্চয় ইহার মধ্যে জ্ঞানীদিগের জন্য বহু নিদর্শন বিদ্যমান রহিয়াছে, কিন্তু অবিশ্বাসীরা এমনই অন্ধ যে, তাহাদের অধিকাংশই সত্য-ধর্ম্মে বিশ্বাস-স্থাপন করিবে না।

৭ম রুকু—হজরত হুদের বিবরণ

১২৩। আদ-সম্প্রদায় রসুলগণকে
অসত্যারোপ করিয়াছিল। ১২৪। যখন
তাহাদের ভ্রাতা হুদ তাহাদিগকে বলিয়া-
ছিল—তোমরা কি সংযত হইবে না?
১২৫। নিশ্চয় আমি তোমাদের জন্য
বিশ্বস্ত রসুল। ১২৬। অতএব
আল্লাহকে ভয় কর ও আমার অনুগত
হও। ১২৭। এবং আমি তজ্জন্য
তোমাদের নিকট কোনই প্রতিদান
প্রার্থনা করি না; বিশ্বজগতের প্রতি-
পালকের নিকট ব্যতীত আমার প্রতিদান
নাই। ১২৮। তোমরা কি ক্রীড়াচ্ছলে
প্রত্যেক উচ্চস্থানে নিদর্শন প্রস্তুত
করিতেছ; ১২৯। এবং তোমরা
সুরম্য অট্টালিকা সমূহ নির্ম্মাণ করিতেছ
যেন তোমরা সর্ব্বদা অবস্থান করিবে?
১৩০। এবং যখন তোমরা হস্তক্ষেপ
কর, তখন সকলেই হস্তক্ষেপ করিয়া থাক।
১৩১। অতএব তোমরা আল্লাহকে ভয়
কর এবং আমার অনুগত হও।
১৩২। এবং তাঁহাকেই ভয় কর—যিনি

١٢٣- كَذَّبَتْ عَادُ ۨالْمُرْسَلِيْنَ ۚۖ
١٢٤- اِذْ قَالَ لَهُمْ اَخُوْهُمْ هُوْدٌ
اَلَا تَتَّقُوْنَ ۚ ١٢٥- اِنِّىْ لَكُمْ
رَسُوْلٌ اَمِيْنٌ ۙ ١٢٦- فَاتَّقُوا اللّٰهَ
وَاَطِيْعُوْنِ ۚ ١٢٧- وَمَآ اَسْـَٔلُكُمْ عَلَيْهِ
مِنْ اَجْرٍ ۚ اِنْ اَجْرِىَ اِلَّا عَلٰى
رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۗ ١٢٨- اَتَبْنُوْنَ
بِكُلِّ رِيْعٍ اٰيَةً تَعْبَثُوْنَ
١٢٩- وَتَتَّخِذُوْنَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ
تَخْلُدُوْنَ ۚ ١٣٠- وَاِذَا بَطَشْتُمْ
بَطَشْتُمْ جَبَّارِيْنَ ۚ ١٣١- فَاتَّقُوا اللّٰهَ
وَاَطِيْعُوْنِ ۚ ١٣٢- وَاتَّقُوا الَّذِىْٓ

১২৩—১২৭। হজরত রসুলোল্লাকে সান্ত্বনা প্রদানের জন্য আল্লাহতা'লা এই রুকুতে ধর্ম্ম-দ্রোহী আদ সম্প্রদায় এবং তাহাদের প্রতি প্রেরিত রসুল হজরত হুদের প্রসঙ্গ বর্ণনা করিতেছেন। হজরত হুদ আদ জাতিকে বলিয়াছিলেন যে, আমি আল্লার নিকট হইতেই তোমাদের নিকট রসুল রূপে প্রেরিত হইয়াছি। তোমরা তাঁহাকে ভয় কর ও আমার অনুগত হও এবং এজন্য আমি তোমাদের নিকট কোনই প্রতিদান প্রার্থনা করিতেছি না আল্লাহতা'লাই আমাকে ইহার প্রতিদান প্রদান করিবেন।

১২৮—১৩০। হজরত হুদ তাহাদিগকে আরও বলিয়াছিলেন যে, তোমরা কি খেলিবার জন্য প্রত্যেক উচ্চস্থানে এই সকল স্তম্ভ নির্ম্মাণ করিতেছ? ইহা ত সকলই ব্যর্থ হইবে এবং ইহা তোমাদের কোনই কাজেই আসিবে না। আর তোমরা যে কঠোর পরিশ্রম ও প্রচুর অর্থ-ব্যয়ে এই সকল সুরম্য অট্টালিকা নির্ম্মাণ করিতেছ—তোমরা কি চিরকাল এই স্থানে অবস্থান করিবে?

১৩১—১৩৫। অতএব যদি তোমরা কল্যাণ চাও, তবে আল্লাহকে ভয় কর ও আমার অনুগত হও। তোমরা ভাবিয়া দেখ, আল্লাহ-ই তোমাদিগকে পত্নি-পরিজন, সন্তান সন্ততি,

তোমাদিগকে ঐ বিষয়ে সাহায্য করিয়াছেন—যাহা তোমরা অবগত আছ। ১৩৩। তিনি তোমাদিগকে পালিত-পশু ও সন্তান-সন্ততি দ্বারা সাহায্য করিয়াছেন; ১৩৪। এবং উদ্যান ও প্রস্রবণ সমূহ দ্বারা। ১৩৫। নিশ্চয় আমি তোমাদের জন্য মহা দিবসের শাস্তির আশঙ্কা করিতেছি। ১৩৬। তাহারা বলিয়াছিল—তুমি আমাদিগকে উপদেশ প্রদান কর অথবা উপদেষ্টাগণের অন্তর্গত না হও—আমাদের পক্ষে তুল্য; ১৩৭। ইহা ত পূর্ব্ববর্ত্তীগণেরই আচরণ; ১৩৮। এবং আমরা শাস্তিপ্রাপ্ত হইব না। ১৩৯। অনন্তর উহারা তাহাকে অসত্যারোপ করিয়াছিল, তৎপর আমি তাহাদিগকে ধ্বংশ করিয়াছিলাম; নিশ্চয় ইহার মধ্যে নিদর্শন রহিয়াছে; এবং তাহাদের অধিকাংশই বিশ্বাস-স্থাপন করে না। ১৪০। এবং নিশ্চয় তোমার প্রতিপালক মহাপরাক্রান্ত করুণাময়।

أمدكم بما تعلمون ۝ ١٣٣- أمدكم
بأنعام وبنين ۝ ١٣٤- وجنت
وعيون ۝ ١٣٥- إني أخاف
عليكم عذاب يوم عظيم ۝
١٣٦- قالوا سواء علينا أوعظت
أم لم تكن من الوعظين ۝
١٣٧- إن هذا إلا خلق الأولين ۝
١٣٨- وما نحن بمعذبين ۝
١٣٩- فكذبوه فأهلكنهم ط إن في
ذلك لاية ط وما كان أكثرهم
مؤمنين ۝ ١٤٠- وإن ربك
لهو العزيز الرحيم ۝

৮ম রুকু—হজরত সালেহর বিবরণ

১৪১। সমুদ-সম্প্রদায় রসুলগণকে অসত্যারোপ করিয়াছিল। ১৪২। যখন তাহাদের ভ্রাতা সালেহ তাহাদিগকে

١٤١- كذبت ثمود المرسلين ۝
١٤٢- إذ قال لهم أخوهم صلح

গৃহপালিত পশু, উদ্যান ও প্রস্রবণ সমূহ দিয়া সাহায্য করিয়াছেন। অতএব ইহার বিনিময়ে যদি তোমরা তৎপ্রতি কৃতজ্ঞ না হও, তবে নিশ্চয় তোমরা মহাদিবসের কঠোর শাস্তি ভোগ করিতে বাধ্য হইবে।

১৩৬—১৪০। অনন্তর আদ সম্প্রদায় যেরূপভাবে হজরত হুদের উপদেশ উপেক্ষা করিয়া তৎপ্রতি অসত্যারোপ করিয়াছিল এবং তাহার ফলে যেরূপভাবে তাহারা ধ্বংশপ্রাপ্ত হইয়াছিল, এই কয়েকটী আয়তে তাহারই আভাষ প্রদান করিয়া আল্লাহতা'লা অবিশ্বাসীদিগকে সতর্ক করিয়া দিয়াছেন।—সূরা হুদ, ৫ম রুকু দ্রষ্টব্য।

১৪১—১৪২। এই রুকুতে হজরত রসুলোল্লার সান্ত্বনার জন্য ধর্ম্মদ্রোহী সমুদ সম্প্রদায় এবং তাহাদের রসুল সালেহর প্রসঙ্গ বর্ণিত হইয়াছে। হজরত সালেহ সমুদ জাতিকে সদুপদেশ প্রদান

বলিয়াছিল—তোমরা কি সংযত হইবে না ? ১৪৩। নিশ্চয় আমি তোমাদের জন্য বিশ্বস্ত রসুল। ১৪৪। অতএব আল্লাহকে ভয় কর এবং আমার অনুগত হও। ১৪৫। এবং আমি তজ্জন্য তোমাদের নিকট কোনই প্রতিদান প্রার্থনা করি না, বিশ্বজগতের প্রতিপালকের নিকট ব্যতীত আমার প্রতিদান নাই। ১৪৬। তোমাদিগকে কি এখানকার বিষয়-সম্পদের মধ্যে নিরাপদে পরিত্যাগ করা হইবে ; ১৪৭।—উদ্যান সমূহে ও প্রস্রবণ সমূহে, ১৪৮। এবং শস্যক্ষেত্রে ও সুকোমল খর্জ্জুর বৃক্ষ সমূহে ? ১৪৯। এবং তোমরা পর্ব্বত সমূহে সানন্দে গৃহকক্ষ খোদিত করিতেছ ; ১৫০। অতএব আল্লাহকে ভয় কর ও আমার অনুগত হও ; ১৫১। এবং অপব্যয়ীদিগের আদেশের অনুসরণ করিও না—১৫২। যাহারা ভূতলে দুষ্কর্ম্ম করে ও সংশোধন করে না। ১৫৩। তাহারা বলিয়াছিল, তুমি যাদুগ্রস্তদিগের অন্তর্গত ব্যতীত নহ ;

اَلَا تَتَّقُوْنَ ۚ ١٤٣- اِنِّيْ لَكُمْ
رَسُوْلٌ اَمِيْنٌ ۙ ١٤٤- فَاتَّقُوا اللّٰهَ
وَاَطِيْعُوْنِ ۚ ١٤٥- وَمَآ اَسْئَلُكُمْ
عَلَيْهِ مِنْ اَجْرٍ ۚ اِنْ اَجْرِيَ
اِلَّا عَلٰى رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۗ
١٤٦- اَتُتْرَكُوْنَ فِيْ مَا هٰهُنَآ اٰمِنِيْنَ ۙ
١٤٧- فِيْ جَنّٰتٍ وَّعُيُوْنٍ ۙ
١٤٨- وَّزُرُوْعٍ وَّنَخْلٍ طَلْعُهَا
هَضِيْمٌ ۚ ١٤٩- وَتَنْحِتُوْنَ مِنَ
الْجِبَالِ بُيُوْتًا فٰرِهِيْنَ ۚ
١٥٠- فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوْنِ ۚ
١٥١- وَلَا تُطِيْعُوْٓا اَمْرَ الْمُسْرِفِيْنَ ۙ
١٥٢- الَّذِيْنَ يُفْسِدُوْنَ فِي الْاَرْضِ
وَلَا يُصْلِحُوْنَ ۝ ١٥٣- قَالُوْٓا
اِنَّمَآ اَنْتَ مِنَ الْمُسَحَّرِيْنَ ۚ

পূর্ব্বক সতর্ক করিয়া বলিয়াছিলেন যে, তোমরা বহু মনোরম উদ্যান, প্রস্রবণ, শস্যক্ষেত্র ও খর্জ্জুর কানন প্রভৃতি বিষয়-সম্পদ লাভ করিয়া এবং পর্ব্বতগাত্রে সুদৃঢ় গৃহকক্ষ খোদিত করিয়াই মনে করিও না যে, আমাদের আর কোনই অভাব অনাটন বা কর্ত্তব্য কার্য্য নাই। তোমরা নিশ্চয় জানিয়া রাখ যে, এগুলি চিরস্থায়ী নহে। অতএব যদি কল্যাণ চাও, তবে আল্লাহকে ভয় কর ও আমার অনুগত হও এবং কদাচ ধর্ম্মদ্রোহী, দুষ্কার্য্যকারী ও অপরাধীদিগের পন্থা অনুসরণ করিও না।

১৫৩—১৫৬। সমুদ সম্প্রদায় হজরত সালেহকে বলিয়াছিল যে, তুমি ত আমাদের ন্যায় একজন মানুষ ও যাদুকর মাত্র। আমরা তোমার কথা শুনিব কেন ? যদি তুমি সত্য রসুল হও, তবে তাহার

১৫৪। তুমি তাহাদের ন্যায় মানুষ ব্যতীত নহ; অতএব যদি তুমি সত্যবাদীগণের অন্তর্গত হও, তবে কোন নিদর্শন আনয়ন কর। ১৫৫। সে বলিয়াছিল, এই একটী উষ্ট্রী—নির্দ্ধারিত দিবসে ইহাকে একবার পান করিতে দিবে এবং তোমরাও একবার পান করিবে। ১৫৬। এবং অসদভিপ্রায়ে উহাকে স্পর্শ করিও না, অন্যথা তোমাদিগকে মহাদিবসের শাস্তি ধৃত করিবে। ১৫৭। কিন্তু তাহারা উহাকে কর্ত্তন করিয়া পরে অনুতপ্ত হইয়াছিল। ১৫৮। অতঃপর শাস্তি তাহাদিগকে ধৃত করিয়াছিল; নিশ্চয় ইহার মধ্যে নিদর্শন রহিয়াছে এবং তাহাদের অধিকাংশই বিশ্বাস-স্থাপন করে নাই। ১৫৯। এবং নিশ্চয় তোমার প্রতিপালক মহাপরাক্রান্ত করুণাময়।

١٥٤- مَآ اَنْتَ اِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا ۖۚ
فَاْتِ بِاٰيَةٍ اِنْ كُنْتَ مِنَ
الصّٰدِقِيْنَ ۝ ١٥٥- قَالَ هٰذِهٖ
نَاقَةٌ لَّهَا شِرْبٌ وَّلَكُمْ شِرْبُ يَوْمٍ
مَّعْلُوْمٍ ۚ ١٥٦- وَلَا تَمَسُّوْهَا بِسُوْٓءٍ
فَيَاْخُذَكُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَظِيْمٍ ۝
١٥٧- فَعَقَرُوْهَا فَاَصْبَحُوْا نٰدِمِيْنَ ۙ
١٥٨- فَاَخَذَهُمُ الْعَذَابُ ؕ اِنَّ فِيْ
ذٰلِكَ لَاٰيَةً ؕ وَمَا كَانَ اَكْثَرُهُمْ
مُّؤْمِنِيْنَ ۝ ١٥٩- وَاِنَّ رَبَّكَ
لَهُوَ الْعَزِيْزُ الرَّحِيْمُ ۚ

৯ম রুকু—হজরত লুতের বিবরণ

১৬০। এবং লুত সম্প্রদায় রসুলগণকে অসত্যারোপ করিয়াছিল। ১৬১। যখন তাহাদের ভ্রাতা লুত তাহাদিগকে বলিয়াছিল—তোমরা কি সংযত হইবে না? ১৬২। নিশ্চয় আমি তোমাদের জন্য বিশ্বস্ত রসুল।

١٦٠- كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوْطِ
نِ الْمُرْسَلِيْنَ ۚ ١٦١- اِذْ قَالَ لَهُمْ
اَخُوْهُمْ لُوْطٌ اَلَا تَتَّقُوْنَ ۚ
١٦٢- اِنِّيْ لَكُمْ رَسُوْلٌ اَمِيْنٌ ۙ

প্রমাণ স্বরূপ কোন উপযুক্ত নিদর্শন আনয়ন কর। হজরত সালেহ বলিয়াছিলেন যে, এই উষ্ট্রীই আমার নিদর্শন। তোমরা ইহার সহিত পর্য্যায়ক্রমে প্রস্রবণের সলিল পান করিবে এবং কদাচ ইহার অনিষ্ট সাধন করিবে না। যদি আমার কথা না শুনিয়া তোমরা ইহার কোনরূপ অনিষ্ট কর, তবে নিশ্চয় তোমরা অতি ভয়াবহ শাস্তিতে আক্রান্ত হইয়া ধ্বংশ-প্রাপ্ত হইবে।

১৫৭—১৫৯। অনন্তর অবাধ্য সমুদ জাতি যেরূপভাবে উক্ত উষ্ট্রিকে হত্যাকরিয়া তজ্জন্য ভয়াবহ শাস্তিতে আক্রান্ত ও ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছিল, এই কয়েকটী আয়তে তাহারই সংক্ষিপ্ত আভাষ প্রদত্ত হইয়াছে এবং এবিষয় পূর্ব্বেই বিস্তৃতরূপে বর্ণিত হইয়াছে।—সূরা হুদ, ৬ষ্ঠ রুকু দ্রষ্টব্য।

১৬০—১৬১। এই রুকুতে হজরত লুত ও তাঁহার অস্বাভাবিক দুষ্কার্য্যকারী সম্প্রদায়ের প্রসঙ্গ বর্ণিত হইয়াছে। হজরত লুত তাহাদিগকে বলিয়াছিলেন যে, জগতের মধ্যে তোমরাই সর্ব্বাপেক্ষা

১৬৩। অতএব আল্লাহকে ভয় কর ও আমার অনুগত হও। ১৬৪। এবং আমি তজ্জন্য তোমাদের নিকট কোনই প্রতিদান প্রার্থনা করি না; বিশ্বজগতের প্রতিপালকের নিকট ব্যতীত আমার কোন প্রতিদান নাই। ১৬৫। এ কি, তোমরা জগতের মধ্যে কেবল পুরুষদিগের উপর উপনীত হইতেছ। ১৬৬। এবং তোমাদের প্রতিপালক তোমাদের জন্য যে সহধর্ম্মিণী সকল সৃষ্টি করিয়াছেন; তাহা কি তোমরা বর্জ্জন করিতেছ। পরন্তু তোমরাই সীমাতিক্রমকারী সম্প্রদায়। ১৬৭। তাহারা বলিয়াছিল—হে লুত, যদি তুমি নিরস্ত না হও, তবে নিশ্চয় তুমি বহিষ্কৃতদিগের অন্তর্গত হইবে। ১৬৮। সে বলিয়াছিল—নিশ্চয় আমি তোমাদের কার্য্যে বীতশ্রদ্ধ হইয়াছি। ১৬৯। হে আমার প্রতিপালক, তাহারা যাহা করিতেছে তাহা হইতে আমাকে ও আমার পরিজনদিগকে প্রমুক্ত কর। ১৭০। অনন্তর আমি তাহাকে ও তাহার পরিজন সকলকে বিমুক্ত করিয়াছিলাম; ১৭১।—কিন্তু এক পশ্চাদ্বর্ত্তিনী বৃদ্ধা ব্যতীত। ১৭২। তৎপর আমি অবশিষ্টদিগকে বিধ্বংশ করিয়া দিয়াছিলাম।

١٦٣- فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوْنِ ۚ
١٦٤- وَمَا اَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ اَجْرٍ ۚ
اِنْ اَجْرِىَ اِلَّا عَلٰى رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۞
١٦٥- اَتَاْتُوْنَ الذُّكْرَانَ مِنَ
الْعٰلَمِيْنَ ۙ ١٦٦- وَتَذَرُوْنَ مَا
خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِّنْ اَزْوَاجِكُمْ ط
بَلْ اَنْتُمْ قَوْمٌ عٰدُوْنَ ۞ ١٦٧- قَالُوْا
لَئِنْ لَّمْ تَنْتَهِ يٰلُوْطُ لَتَكُوْنَنَّ مِنَ
الْمُخْرَجِيْنَ ۞ ١٦٨- قَالَ اِنِّىْ
لِعَمَلِكُمْ مِّنَ الْقَالِيْنَ ۞ ١٦٩- رَبِّ
نَجِّنِىْ وَاَهْلِىْ مِمَّا يَعْمَلُوْنَ ۞
١٧٠- فَنَجَّيْنٰهُ وَاَهْلَهٗٓ اَجْمَعِيْنَ ۙ
١٧١- اِلَّا عَجُوْزًا فِى الْغٰبِرِيْنَ ۚ
١٧٢- ثُمَّ دَمَّرْنَا الْاٰخَرِيْنَ ۚ

অধম জীব। তোমাদের জন্যই আল্লাহতা'লা নারী-জাতি ও বৈধ সহধর্ম্মিণী সকল সৃষ্টি করিয়াছেন, অথচ তোমরা তাহাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া পুরুষদিগের সহিত অবৈধ ও অস্বাভাবিক ব্যভিচারে লিপ্ত হইতেছ! তোমাদের ন্যায় অনাচারী ও অধার্ম্মিক জাতি জগতে আর নাই। যদি তোমরা কল্যাণ চাও, এখনও সংযত হইয়া আল্লাহকে ভয় কর ও আমার অনুগত হও; নচেৎ কিছুতেই তোমাদের পরিত্রাণ নাই।

১৬৭। অনাচারী লুতীয় সম্প্রদায় ইহার উত্তরে তাঁহাকে বলিয়াছিল যে, যদি তুমি এই সকল কথা বলা হইতে ক্ষান্ত না হও, নিশ্চয় আমরা তোমাকে আমাদের দেশ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিব।

১৬৮—১৭৫। অনন্তর হজরত লুত স্বীয় সম্প্রদায়ের অনাচার, অবাধ্যতা ও দুষ্কার্য্যে বিরক্ত ও বিচলিত হইয়া যেরূপভাবে আল্লাহতা'লার নিকট উহার প্রতিকার প্রার্থনা করিয়াছিলেন এবং

১৭৩। এবং তাহাদের উপর বৃষ্টিধারা বর্ষণ করিয়াছিলাম, এবং ভয় প্রদর্শিত-দিগের উপর কি ভয়ঙ্কর বৃষ্টি হইয়াছিল! ১৭৪। নিশ্চয় ইহার মধ্যে নিদর্শন রহিয়াছে, এবং তাহাদের অধিকাংশই বিশ্বাস-স্থাপন করে নাই। ১৭৫। এবং নিশ্চয় তোমার প্রতিপালক মহাপরাক্রান্ত করুণাময়।

١٧٣- وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا ۚ
فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنْذَرِينَ ○ ١٧٤- إِنَّ
فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً ۖ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ
مُؤْمِنِينَ ○ ١٧٥- وَإِنَّ رَبَّكَ
لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ○

১০ম রুকু—হজরত শোয়েবের বিবরণ

১৭৬। বন-নিবাসীরা রসুলগণকে অসত্যারোপ করিয়াছিল। ১৭৭। যখন শোয়েব তাহাদিগকে বলিয়াছিল, তোমরা কি সংযত হইবে না? ১৭৮। নিশ্চয় আমি তোমাদের জন্য বিশ্বস্ত রসুল। ১৭৯। অতএব আল্লাহকে ভয় কর ও আমার অনুগত হও। ১৮০। এবং আমি তজ্জন্য তোমাদের নিকট কোনই প্রতিদান প্রার্থনা করি না; বিশ্বজগতের প্রতি-পালক ব্যতীত আমার কোনই প্রতিদান নাই। ১৮১। তোমরা পূর্ণ পরিমাণে প্রদান কর এবং ক্ষতিকারীদিগের অন্তর্গত হইও না। ১৮২। এবং সঠিক তুল্য দণ্ড দ্বারা পরিমাপ করিবে। ১৮৩। এবং লোকদিগকে তাহাদের দ্রব্যাদি কম

١٧٦- كَذَّبَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ
الْمُرْسَلِينَ ○ ١٧٧- إِذْ قَالَ لَهُمْ
شُعَيْبٌ أَلَا تَتَّقُونَ ○ ١٧٨- إِنِّي لَكُمْ
رَسُولٌ أَمِينٌ ○ ١٧٩- فَاتَّقُوا اللَّهَ
وَأَطِيعُونِ ○ ١٨٠- وَمَا أَسْأَلُكُمْ
عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ ۖ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا
عَلَىٰ رَبِّ الْعَالَمِينَ ○ ١٨١- أَوْفُوا
الْكَيْلَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ ○
١٨٢- وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ○
١٧٣- وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ

যেরূপভাবে আল্লাহতা'লা ভয়াবহ বারিধারা বর্ষণে হজরত লুতের অবাধ্য পত্নী-সহ তদীয় সম্প্রদায়কে বিধ্বংশ করিয়া দিয়া হজরত লুত ও তাঁহার পরিজনবর্গকে রক্ষা করিয়াছিলেন, এই কয়েকটী আয়তে তাহারই সংক্ষিপ্ত আভাষ প্রদান করা হইয়াছে।—সুরা হুদ, ৭ম রুকু দ্রষ্টব্য।

১৭৬—১৮০। এই রুকুতে হজরত শোয়েবের সমসাময়িক বন-নিবাসীদিগের বৃত্তান্ত বর্ণিত হইয়াছে। উহারা কোন রসুলকেই বিশ্বাস করিত না; বরং সকলের প্রতিই অসত্যারোপ করিত। অনন্তর হজরত শোয়েব যখন তাহাদের মধ্যে আবির্ভূত হইয়া তাহাদিগকে সদুপদেশ প্রদান ও সতর্ক করিয়াছিলেন, তখন উহারা তাঁহার প্রতিও অসত্যারোপ করিয়াছিল।

১৮১—১৮৪। উপরোক্ত বন-নিবাসী সম্প্রদায় ক্রয়-বিক্রয়কালে লোকদিগকে কম-বেশী আদান-প্রদান করিয়া তাহাদিগকে প্রতারিত ও ক্ষতিগ্রস্ত করিত। এতদ্ভিন্ন চুরি, ডাকাতি এবং রাহাজানি

وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِيْنَ ۝
١٨٤- وَاتَّقُوا الَّذِيْ خَلَقَكُمْ وَالْجِبِلَّةَ
الْأَوَّلِيْنَ ۝ ١٨٥- قَالُوْٓا اِنَّمَآ اَنْتَ
مِنَ الْمُسَحَّرِيْنَ ۝ ١٨٦- وَمَآ
اَنْتَ اِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا وَاِنْ نَّظُنُّكَ
لَمِنَ الْكٰذِبِيْنَ ۝ ١٨٧- فَاَسْقِطْ
عَلَيْنَا كِسَفًا مِّنَ السَّمَآءِ اِنْ كُنْتَ
مِنَ الصّٰدِقِيْنَ ۝ ١٨٨- قَالَ رَبِّيْٓ
اَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ۝ ١٨٩- فَكَذَّبُوْهُ
فَاَخَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ الظُّلَّةِ ط اِنَّهٗ
كَانَ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيْمٍ ۝ ١٩٠- اِنَّ

প্রদান করিও না এবং পৃথিবীতে অশান্তি
উৎপাদন করিও না। ১৮৪। এবং
তাঁহাকে ভয় কর—যিনি তোমাদিগকে
ও পূর্ব্ববর্ত্তী সৃষ্টি-সমূহকে সৃষ্টি করিয়া-
ছেন। ১৮৫। তাহারা বলিয়াছিল,
তুমি যাদুগ্রস্তদিগের অন্তর্গত ব্যতীত
নহ। ১৮৬। এবং তুমি আমাদের
ন্যায় মানুষ মাত্র এবং নিশ্চয় আমরা
তোমাকে অসত্যবাদীদিগের অন্তর্গত
ধারণা করিতেছি। ১৮৭। অতএব
যদি তুমি সত্যবাদী হও, তবে আকাশের
একাংশ আমাদের উপর নিক্ষেপ কর।
১৮৮। সে বলিয়াছিল—তোমরা যাহা
করিতেছ, তদ্বিষয় আমার প্রতিপালকই
অভিজ্ঞ। ১৮৯। অতঃপর তাহারা
তাহাকে অসত্যারোপ করিয়াছিল, তজ্জন্য
তমসাবৃত দিবসের শাস্তি তাহাদিগকে
ধৃত করিয়াছিল ; নিশ্চয় ইহা কঠোর
দিবসের শাস্তি ছিল। ১৯০। নিশ্চয়

করিয়াও তাহারা লোকের সর্ব্বস্ব অপহরণ করিত। হজরত শোয়েব আল্লাহতা'লার ভয় দেখাইয়া তাহাদিগকে ওই সকল কার্য্য হইতে বিরত হইবার জন্য সদুপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন।

১৮৫—১৮৭। বন-নিবাসীরা হজরত শোয়েবের সদুপদেশ শ্রবণে তাঁহাকে অবজ্ঞা করিয়া বলিয়াছিল যে, তুমিত আমাদেরই ন্যায় একজন সাধারণ মানুষ মাত্র এবং আমরা তোমাকে যাদুকর ও মিথ্যাবাদী বলিয়াই ধারণা করি। পরন্তু যদি তুমি সত্যসত্যই আল্লার প্রেরিত রসুল এবং সত্যবাদী হও, তবে ঐ আকাশের একাংশ ভাঙ্গিয়া আমাদের উপর নিক্ষেপ কর।

১৮৮। হজরত শোয়েব উহার উত্তরে তাহাদিগকে বলিয়াছিলেন যে, তোমরা যাহা বলিতেছ আমার প্রতিপালক আল্লাহ-ই তাহা উত্তমরূপেই অবগত আছেন এবং তিনিই উহার সমুচিত ব্যবস্থা করিবেন।

১৮৯। অনন্তর বন-নিবাসীদিগের ঐরূপ অবাধ্যতা, নবী-দ্রোহীতা ও উপহাস-বিদ্রূপের প্রতিফল স্বরূপ একদা সত্যসত্যই অগ্নিময় জলদজালে আকাশমণ্ডল আচ্ছন্ন হইয়া গেল এবং সমগ্র ধরণী এক ভীতিপ্রদ অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইয়া পড়িল। তৎপর সেই ঘোর অন্ধকারময় কঠিন দিবসে, "আকাশের একাংশ ভাঙ্গিয়া পড়ার" ন্যায় ভীষণ শব্দে বৃষ্টিধারা বর্ষিত হইয়া অবাধ্য ও অবিশ্বাসী বন-নিবাসীরা সমূলে ধ্বংশ হইয়া গেল।—তঃ হক্কানী।

১৯০—.৯১। হজরত শোয়েব ও বন-নিবাসীদিগের বৃত্তান্ত বর্ণনা করিয়া আল্লাহতা'লা বলিতেছেন যে, নিশ্চয় এই ঘটনার মধ্যে জগদ্বাসীদিগের শিক্ষার জন্য বহু নিদর্শন রহিয়াছে ; কিন্তু

ইহার মধ্যে নিদর্শন রহিয়াছে, কিন্তু তাহাদের অধিকাংশই বিশ্বাস-স্থাপন করে নাই। ১৯১। এবং নিশ্চয় তোমার প্রতিপালক মহাপরাক্রান্ত করুণাময়।

فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً ؕ وَمَا كَانَ اَكْثَرُهُمْ
مُّؤْمِنِيْنَ ۝ ١٩١- وَاِنَّ رَبَّكَ
لَهُوَ الْعَزِيْزُ الرَّحِيْمُ ۝

১১শ রুকু—মক্কাবাসী অবিশ্বাসীদের প্রতি সতর্ক-বাণী

১৯২। এবং নিশ্চয় ইহা বিশ্বজগতের প্রতিপালকের অবতারিত। ১৯৩। এতদ্-সহ বিশ্বাসী আত্মা অবতীর্ণ হইয়াছে; ১৯৪। তোমার অন্তরের উপর—যেন তুমি ভয়-প্রদর্শনকারিগণের অন্তর্গত হও, ১৯৫।—প্রকাশ্য আরবী ভাষায়। ১৯৬। নিশ্চয় ইহা পূর্ব্ববর্ত্তী গ্রন্থসমূহে উল্লিখিত রহিয়াছে। ১৯৭। ইহা কি তাহাদের জন্য নিদর্শন নহে যে,

١٩٢- وَاِنَّهٗ لَتَنْزِيْلُ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۝
١٩٣- نَزَلَ بِهِ الرُّوْحُ الْاَمِيْنُ ۝
١٩٤- عَلٰى قَلْبِكَ لِتَكُوْنَ مِنَ
الْمُنْذِرِيْنَ ۝ ١٩٥- بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ
مُّبِيْنٍ ۝ ١٩٦- وَاِنَّهٗ لَفِيْ زُبُرِ
الْاَوَّلِيْنَ ۝ ١٩٧- اَوَلَمْ يَكُنْ لَّهُمْ

অবিশ্বাসীদিগের অধিকাংশই বিশ্বাস স্থাপন করিবে না। অতএব তুমি জানিয়া রাখ যে, তোমার প্রতিপালক যেরূপ ক্ষমাশীল ও করুণাময়, অবস্থা-বিশেষে তিনি আবার তেমনি মহাপরাক্রান্ত ও কঠোর শাস্তিদাতা।

১৯২। হজরত রসুলোল্লাহ এবং ঐশীবাণী কোরান-শরিফ সম্বন্ধে মক্কাবাসী অবিশ্বাসীদিগের অসত্যারোপ ও অপবাদের উত্তরে এই রুকুর প্রথমেই স্বর্গীয় মহাগ্রন্থ কোরান শরিফের সত্যতা ঘোষণা করিয়া বলিয়া দেওয়া হইয়াছে যে, নিশ্চয় এই গ্রন্থ বিশ্বজগতের প্রতিপালক আল্লার নিকট হইতেই হজরত রসুলোল্লার উপর অবতীর্ণ হইয়াছে।

১৯৩। রুহুল-আমিন—সত্যপরায়ন বিশ্বাসী আত্মা অর্থাৎ ফেরেশ্‌তা-শ্রেষ্ঠ হজরত জিবরাইল। পক্ষান্তরে "আল্-আমিন" অর্থ মহাসত্যপরায়ণ ও মহাবিশ্বাসভাজন হজরত রসুলোল্লাহ। সুতরাং আয়তের মর্ম্ম এই যে, চির-সত্য আল্লার নিকট হইতেই "বিশ্বাসী-আত্মা হজরত জিবরাইল এই সকল স্বর্গীয় প্রত্যাদেশ লইয়া ধরাধামে অবতীর্ণ হইয়াছেন এবং তাঁহার নিকট হইতেই মহাসত্যপরায়ণ ও মহাবিশ্বাসভাজন হজরত রসুলোল্লাহ উহা প্রাপ্ত হইয়াছেন। সুতরাং ইহাতে অবিশ্বাস বা সন্দেহ করিবার কোনই কারণ নাই।

১৯৪—১৯৫। আল্লাহতা'লা আরও বলিয়া দিতেছেন যে, আরবের অত্যুজ্জ্বল রবি হজরত মোহাম্মদ মোস্তফাকে (সঃ) সমগ্র জগদ্বাসীর জন্য ভয়-প্রদর্শক ও সুসংবাদদাতা রসুল রূপে মনোনীত করিয়া তাঁহার প্রতি বিশুদ্ধ প্রাঞ্জল সুস্পষ্ট আরবী ভাষায়ই এই স্বর্গীয় মহাগ্রন্থ অবতারণ করা হইয়াছে।

১৯৬—১৯৭। আল্লাহতা'লা আরও বলিয়া দিতেছেন—ইহার সুনিশ্চিত সত্যতার নিঃসন্দেহ প্রমাণ এই যে, পূর্ব্ববর্ত্তী স্বর্গীয় গ্রন্থ সমূহে জগতের শেষ নবীর আবির্ভাব এবং এই মহাগ্রন্থ

এসরাইল-বংশীয় বিদ্বানগণ ইহা অবগত আছে? ১৯৮। এবং যদি ইহা কোন আজমীর প্রতি অবতীর্ণ করিতাম, ১৯৯। তৎপরে সে তাহাদের নিকট উহা পাঠ করিত তবুও তাহারা উহাতে বিশ্বাস-স্থাপন করিত না। ২০০। এই রূপেই আমি অপরাধীদের অন্তরে ইহা প্রবিষ্ট করি। ২০১। যন্ত্রণাপ্রদ শাস্তি অবলোকন না-করা পর্য্যন্ত তাহারা ইহার প্রতি বিশ্বাস-স্থাপন করিবে না। ২০২। অনন্তর উহা তাহাদের নিকট অকস্মাৎ উপস্থিত হইবে এবং তাহারা উহা অনুভব করিতেও পারিবে না। ২০৩। তখন তাহারা বলিবে—আমরা কি অবকাশ প্রাপ্ত হইব? ২০৪। তবুও কি তাহারা আমার শাস্তির জন্য সত্বরতা

آيَةً أَنْ يَعْلَمَهُ عُلَمٰٓؤُا بَنِيْٓ إِسْرَآءِيْلَ ۝
١٩٨- وَلَوْ نَزَّلْنٰهُ عَلٰى بَعْضِ
الْأَعْجَمِيْنَ ۝ ١٩٩- فَقَرَأَهُ عَلَيْهِمْ مَّا
كَانُوْا بِهٖ مُؤْمِنِيْنَ ۝ ٢٠٠- كَذٰلِكَ
سَلَكْنٰهُ فِيْ قُلُوْبِ الْمُجْرِمِيْنَ ۝
٢٠١- لَا يُؤْمِنُوْنَ بِهٖ حَتّٰى يَرَوُا
الْعَذَابَ الْأَلِيْمَ ۝ ٢٠٢- فَيَأْتِيَهُمْ
٢٠٣- فَيَقُوْلُوْا هَلْ نَحْنُ مُنْظَرُوْنَ ۝
٢٠٤- أَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُوْنَ ۝

অবতারণের স্পষ্টতর ভবিষ্যদ্বাণী সমূহ বিদ্যমান রহিয়াছে এবং এসরাইল-বংশীয় বিদ্বানগণ উহা উত্তমরূপেই অবগত আছে। কাজেই ইহাতে সন্দেহ করিবার কোনই অবকাশ নাই।

১৯৮—১৯৯। যাহারা বলিত যে, এই ঐশীগ্রন্থ অন্য দেশে, অন্য ভাষায়, অন্য কোন লোকের প্রতি অবতীর্ণ না হইয়া আরব দেশে, আরবী ভাষায়, আরব-বাসী মোহাম্মদের (সঃ) উপর অবতীর্ণ হইল কেন? তাহাদের উত্তরে আল্লাহতা'লা বলিয়া দিতেছেন যে, যদি আমি আরবে, আরবী ভাষায় আমার প্রিয়তম নবী মোহাম্মদের (সঃ) প্রতি অবতীর্ণ না করিয়া এই মহাগ্রন্থ অন্য কোন দেশে, অন্য কোন ভাষায় এবং অন্য কোন লোকের উপর অবতীর্ণ করিতাম এবং সে ইহা লোকদিগকে পড়িয়া শুনাইত, তথাপি বদ্ধমূল অবিশ্বাসীরা তাহা বিশ্বাস করিত না। বরং সেরূপ ক্ষেত্রেও তাহারা এরূপ ওজর-আপত্তি উত্থাপন করিয়া উহা অবিশ্বাস করিত এবং তাহারা এখনও সেরূপ করিতেছে।

২০০—২০১। আল্লাহতা'লা এতদ্‌সহ আরও বলিয়া দিতেছেন যে, এইরূপ অকাট্য যুক্তি-প্রমাণের দ্বারাই অবিশ্বাসীদের অন্তরে আমি ইহার সত্যতা প্রবেশ করাইয়া দিয়া থাকি; কিন্তু পূর্ব্ববর্ত্তী অবিশ্বাসীদের ন্যায় ইহার সত্যতা হৃদয়ঙ্গম করিয়াও—আমার শাস্তি অবলোকন না করা পর্য্যন্ত তাহারা ইহার সত্যতা কখনও স্বীকার করিবে না। অবিশ্বাসীদের প্রকৃতি এইরূপই হইয়া থাকে।

২০২—২০৪। কিন্তু আমার রসুল ও কোরানের সত্যতার প্রমাণ স্বরূপ যাহারা আমার প্রতিশ্রুত শাস্তি অবলোকন করিতে চাহে তাহাদের ইহা জানিয়া সংযত ও সতর্ক হওয়া উচিৎ যে উহা আমি অকস্মাৎ তাহাদের নিকট উপস্থিত করিব এবং তখন তাহারা উহা হইতে পরিত্রাণ পাইবার জন্য সভয়ে অবকাশ প্রার্থনা করিতে থাকিবে; কিন্তু তাহারা তখন কোনই অবকাশ

করিতেছ ? ২০৫। তুমি কি লক্ষ্য করিতেছ যে, যদি আমি তাহাদিগকে বহু বর্ষ উপভোগ করিতে দিই ; ২০৬। পরে তাহাদিগকে যাহা অঙ্গীকার করা হইয়াছিল, তাহা উহাদের নিকট উপনীত হয় ; ২০৭। তবে তাহারা যাহা উপভোগ করিতেছে, তাহা তাহাদের কোনই উপকারে আসিবে না। ২০৮। এবং আমি এমন কোনই জনপদকে ধ্বংস করি নাই—যাহার জন্য ভয়-প্রদর্শনকারী ছিল না, ২০৯।—স্মরণ করিয়া দিবার জন্য ; এবং আমি কখনই অত্যাচারী নহি। ২১০। এবং শয়তানেরা এতদ্‌সহ অবতীর্ণ হয় নাই ; ২১১। এবং ইহা তাহাদের জন্য উপযোগী নহে এবং তাহারা ইহা করিতেও সক্ষম নহে। ২১২। নিশ্চয় তাহাদিগকে

٢٠٥- أَفَرَءَيْتَ إِن مَّتَّعْنَٰهُمْ سِنِينَ ۙ
٢٠٦- ثُمَّ جَآءَهُم مَّا كَانُوا يُوعَدُونَ ۙ
٢٠٧- مَآ أَغْنَىٰ عَنْهُم مَّا كَانُوا
يُمَتَّعُونَ ۚ ٢٠٨- وَمَآ أَهْلَكْنَا
مِن قَرْيَةٍ إِلَّا لَهَا مُنذِرُونَ ۛ
٢٠٩- ذِكْرَىٰ ۚ وَمَا كُنَّا ظَٰلِمِينَ ۝
٢١٠- وَمَا تَنَزَّلَتْ بِهِ ٱلشَّيَٰطِينُ ۝
٢١١- وَمَا يَنۢبَغِى لَهُمْ وَمَا
يَسْتَطِيعُونَ ۚ ٢١٢- إِنَّهُمْ عَنِ

পাইবে না। ফলতঃ ইহা জানিয়াও কি অবিশ্বাসীরা আমার শাস্তি অবলোকন করিবার জন্য সত্বরতা করিতেছে ?

২০৫—২০৭। আল্লাহতা'লা অতঃপর হজরত রসুলোল্লাকে লক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন যে, অবিশ্বাসীদিগের ঐরূপ অবাধ্যতা এবং হঠকারিতা সত্ত্বেও আমি বহুবর্ষ পর্য্যন্ত তাহাদিগকে স্ব স্ব জীবন ও সম্পদ উপভোগের অবকাশ প্রদান করিয়া থাকি। কিন্তু তাহাতেও যদি তাহারা সংযত ও সতর্ক না হয়, তখন আমার প্রতিশ্রুত শাস্তি তাহাদের উপর অবশ্যই উপনীত হইয়া থাকে। সে সময় তাহাদের ধন-সম্পদ ও ভোগ-বিলাস তাহাদের কোনই কাজে আসে না এবং উহা দ্বারা তাহাদের কোনই উপকার সাধিত হয় না।

২০৮—২০৯। এই তিনটী আয়তে আল্লাহতা'লা বলিয়া দিতেছেন যে, আমি রসুল প্রেরণ পূর্বক লোকদিগকে সতর্ক না করিয়া এবং তাহাদিগকে সংযত হইবার জন্য সময়, সুযোগ ও সদুপদেশ প্রদান না করিয়া কোন জনপদকেই ধ্বংস করি নাই। কারণ আমি কখনও অবিচারক অথবা অত্যাচারী নহি।

২১৯—২১২। আরবের অবিশ্বাসীরা বলিত যে; আল্লার সন্নিধান হইতে হজরত জিবরাইল মোহাম্মদের নিকট এই কোরান লইয়া আসিয়াছে—একথা সত্য নহে এবং ইহা বিশ্বাসও হয় না। বরং কোন জেন, শয়তান বা দুষ্টাত্মাই তাঁহাকে এই কোরান শিক্ষা দিতেছে। অবিশ্বাসীদের এই উক্তির উত্তরে আল্লাহতা'লা বলিয়া দিতেছেন যে, কোন দুষ্টাত্মা, জেন অথবা শয়তান আমার এই সকল পবিত্র প্রত্যাদেশ সহ অবতীর্ণ হয় নাই এবং ইহা তাহাদের উপযোগীও নহে। কারণ জেন বা দুষ্টাত্মা কাহারও উপর আশ্রয় গ্রহণ করিলে তাহাকে উদ্‌ভ্রান্ত ও পীড়াগ্রস্ত করিয়া তোলে এবং সে স্বভাবতঃ অবোধ্য ও অস্পষ্ট-ভাষায় প্রলাপোক্তি করিয়া থাকে। তাহার কথা ও কার্য্যের মর্ম্ম সে নিজে অথবা অন্য লোকে কিছুই বুঝিতে পারে না। কিন্তু আমার রসুল স্বাস্থ্য-সম্পন্ন ও সুস্থ-মস্তিষ্ক ; তাঁহার ভাষা সুস্পষ্ট প্রাঞ্জল আরবী। উহার অর্থ ও মর্ম্ম সকলেই হৃদয়ঙ্গম

السَّمْعِ لَمَعْزُوْلُوْنَ ۙ ٢١٣- فَلَا تَدْعُ
مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ فَتَكُوْنَ مِنَ
الْمُعَذَّبِيْنَ ۚ ٢١٤- وَاَنْذِرْ
عَشِيْرَتَكَ الْاَقْرَبِيْنَ ۙ
٢١٥- وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ
اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ ۚ
٢١٦- فَاِنْ عَصَوْكَ فَقُلْ اِنِّىْ بَرِىْٓءٌ
مِّمَّا تَعْمَلُوْنَ ۚ ٢١٧- وَتَوَكَّلْ
عَلَى الْعَزِيْزِ الرَّحِيْمِ ۙ ٢١٨- الَّذِىْ
يَرٰىكَ حِيْنَ تَقُوْمُ ۙ ٢١٩- وَ
تَقَلُّبَكَ فِى السّٰجِدِيْنَ ○ ٢٢٠- اِنَّهٗ
هُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ○ ٢٢١- هَلْ

ইহা শ্রবণ করা হইতে অপসৃত
করা হইয়াছে। ২১৩। অতএব তুমি
আল্লার সহিত অন্য-উপাস্যকে আহ্বান
করিও না—অন্যথা তুমি শাস্তিপ্রাপ্ত-
দিগের অন্তর্গত হইবে। ২১৪। এবং
তোমার আত্মীয়-স্বজনদিগকে ভয় প্রদর্শণ
কর। ২১৫। এবং বিশ্বাসীগণের মধ্যে
যে তোমার অনুসরণ করে তাহার জন্য
স্বীয় বাহু অবনমিত কর। ২১৬। কিন্তু
যদি তাহারা তোমার অবাধ্য হয়, তবে
তুমি বল—নিশ্চয় তোমরা যাহা করি-
তেছ, আমি তাহা হইতে প্রমুক্ত।
২১৭। এবং মহাপরাক্রান্ত করুণাময়ের
প্রতি নির্ভর কর, ২১৮। যিনি
তোমাকে লক্ষ্য করেন—যখন তুমি
দণ্ডায়মান হও। ২১৯। এবং সেজদা-
কারিগণের মধ্যে গমনাগমন কর।
২২০। নিশ্চয় তিনি শ্রবণকারী মহা-
জ্ঞানী। ২২১। আমি কি তোমাকে

করিতে পারে। বিশেষতঃ শয়তান লোকদিগকে কুকার্য্যে প্ররোচনা দান করে এবং তাহাদিগকে কুপথেই চালাইয়া থাকে। তাহাদের উক্তি অসার ও অশ্লীলতা-পূর্ণ। পক্ষান্তরে আমার এই পবিত্রবাণী—অসার উক্তি ও অশ্লীলতা বিবর্জ্জিত কোরান ধর্ম্মনীতি ও সদুপদেশে পরিপূর্ণ। সুতরাং ইহা কখনই কোন দুষ্টাত্মা, জেন শয়তানের শিক্ষা হইতে পারে না; বরং পাপাত্মা শয়তানও তাহার অনুচরবৃন্দ কোরানের ধর্ম্মনীতি ও সদুপদেশ শ্রবণ করিলে সভয়ে দূরে পলায়ন করিয়া থাকে।

২১৩—২১৫। অনন্তর আল্লাহতালা হজরত রসুলোল্লাকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন যে, অবিশ্বাসীদের বাক্যে বিচলিত হইয়া তুমি কদাচ তোমার প্রতিপালক আল্লার প্রতি বিশ্বাস ও নির্ভরতা পরিত্যাগ করিও না। বরং তুমি স্বীয় আত্মীয়-স্বজনদিগকে সংযত ও সতর্ক করিয়া তোমার অনুগামী বিশ্বাসিগণের কল্যাণ কামনা কর।

২১৬। কিন্তু যদি তাহারা তোমার অবাধ্য হয়, তবে তুমি তাহাদিগকে বলিয়া দাও যে, তোমাদের কৃতকার্য্য ও উহার ফলাফল সম্বন্ধে আমার কোনই দায়িত্ব নাই।

২১৭—২২০। অনন্তর আল্লাহতা'লা হজরত রসুলোল্লাকে বলিতেছেন যে, তুমি অবিশ্বাসীদের কথায় বিচলিত না হইয়া তোমার মহাপরাক্রান্ত ও করুণাময় প্রতিপালকের উপরেই সম্পূর্ণরূপে নির্ভর কর; তিনিই তোমার সকল অবস্থায় তোমার প্রতি লক্ষ্য রাখিতেছেন এবং অবিশ্বাসীদের অপবাদ ও ঈর্ষা-বিদ্বেষ হইতে তোমাকে সন্তর্পণে রক্ষা করিতেছেন। নিশ্চয় তিনি সর্ব্ববিষয় শ্রবণকারী ও মহাজ্ঞানী।

২২১—২২৩। আল্লাহতা'লা হজরত রসুলোল্লাকে আরও জানাইয়া দিতেছেন যে, অপবিত্র

বিজ্ঞাপিত করিব যে, কাহার প্রতি শয়তানেরা অবতীর্ণ হইয়া থাকে ?
২২২। উহারা প্রত্যেক অসত্যবাদী পাপীদিগের উপরই অবতীর্ণ হইয়া থাকে।
২২৩। উহারা স্বীয় কর্ণসমূহ পাতিয়া রাখে এবং উহাদের অধিকাংশই অসত্যবাদী।
২২৪। এবং বিপথগামীরাই কবিগণের অনুসরণ করিয়া থাকে ;
২২৫। তুমি কি লক্ষ্য করিতেছ না যে, উহারা প্রত্যেক প্রান্তরে হতবুদ্ধি হইয়া বিচরণ করে।
২২৬। এবং উহারা

أُنَبِّئُكُمْ عَلَىٰ مَنْ تَنَزَّلُ الشَّيٰطِيْنُ ۝
٢٢٢- تَنَزَّلُ عَلَىٰ كُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيْمٍ ۝
٢٢٣- يُلْقُوْنَ السَّمْعَ وَأَكْثَرُهُمْ
كٰذِبُوْنَ ۝ ٢٢٤- وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ
الْغَاوٗنَ ۝ ٢٢٥- أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِيْ
كُلِّ وَادٍ يَّهِيْمُوْنَ ۝ ٢٢٦- وَأَنَّهُمْ

ও অসত্যবাদী পাপীদিগের উপরই শয়তান, জেন ও দুষ্টাত্মাসমূহ অবতীর্ণ হয়। ঐ সকল মিথ্যাবাদী পাপীরাই কর্ণ পাতিয়া কোরানের বাণী শ্রবণ পূর্বক তৎপ্রতি অসত্যারোপ করে এবং লোকের নিকট তৎসম্বন্ধে মিথ্যাপবাদ প্রচার করিয়া থাকে। আলোচ্য আয়ত-ত্রয়ের শেষে হজরতের পরম শত্রু এবং কোরান শরিফের প্রতি অসত্যারোপকারী আবুলাহাব ও তাহার অনুচরবৃন্দের প্রতি কটাক্ষ করা হইয়াছে।—সহি বোখারী।

২২৪—২২৫। অবিশ্বাসী আরবেরা মহাগ্রন্থ কোরান শরিফের প্রতি যে সকল অলীক অপবাদ প্রদান করিয়াছিল, পবিত্র কোরানই যখন অকাট্য যুক্তি-তর্কের সহিত জলদ্‌গম্ভীর স্বরে তাহার অভ্রান্ত উত্তর সমূহ প্রকাশিত হইতে লাগিল এবং কোরান শরিফের সত্যতা ও অলৌকিকতার নিদর্শন স্বরূপ উহার এক একটী সূরা অথবা সুনির্দ্দিষ্ট আয়তমালার অনুকরণ ও অনুসরণের জন্য যখন জগতের সমস্ত অবিশ্বাসী সম্প্রদায় ,এবং তাহাদের সাহায্যকারী উপাস্য সমূহকে প্রকাশ্য প্রতিদ্বন্দিতায় আহ্বান করা হইল, তখন অবিশ্বাসীরা নিরুপায় হইয়া বলিতে লাগিল যে, এই কোরান নিশ্চয়ই কোন অসাধারণ শক্তিশালী কবির রচিত কবিতাবলী এবং সেই জন্যই সাধারণ লোকে উহার অনুকরণ অথবা অনুসরণ করিতে পারে না। অবিশ্বাসীদিগের এই কল্পিত উক্তির উত্তরে আল্লাহতা'লা বলিয়া দিলেন যে, আমার এই পবিত্র বাণী কোরান কোন কবির রচিত কবিতাবলী নহে। ভ্রান্ত কবিরা সাধারণতঃ অসার ও অশ্লীল বাক্য সমূহই রচনা করে এবং অপরিণত বুদ্ধি, নির্ব্বোধ ও বিপথগামী লোকেরাই উহা পাঠ করিয়া ক্ষণিকের জন্য নিকৃষ্ট আনন্দ উপভোগ করিয়া থাকে। আরবে ঐ সময়ে কবিতা ও গাঁথার বহুল প্রচলন ছিল এবং তৎকালীন কবিরা যেখানে সেখানে কবিতার আসর জমাইয়া লোকদিগকে স্ব স্ব রচিত বীভৎস বীররস ও বিকৃত আদিরসপূর্ণ কবিতাবলী পাঠ করিয়া শুনাইত। হজরত রসুলোল্লার সময়ে কেহ কেহ তাহার নিন্দা ও দুর্নামপূর্ণ কবিতাবলী রচনা করিয়াও তাহা ঐরূপভাবে লোকদিগের মধ্যে প্রচার করিয়া বেড়াইত। ঐ শ্রেণীর কবিদিগকে লক্ষ্য করিয়াই আল্লাহতালা বলিয়া দিতেছেন যে, উহাদের রচনা যেরূপ অসার ও অশ্লীলতাপূর্ণ, সেইরূপ উহা লক্ষ্যহীন ও উদ্দেশ্য-শূন্য। উহারা হতবুদ্ধি উদ্‌ভ্রান্তের মত পথে প্রান্তরে—যেখানে সেখানে নিজেদের রচনা প্রচার করিয়া বেড়ায় ; কিন্তু উহারা যাহা বলে, নিজেরা কখনও তাহা করে না। পক্ষান্তরে কোরান শরিফ অসারতা ও অশ্লীলতা বিবর্জ্জিত মহান্‌ উদ্দেশ্যপূর্ণ স্বর্গীয় মহাগ্রন্থ। সমগ্র মানব জাতির ধর্ম্ম ও কর্ম্ম জীবনের উন্নতি ও পূর্ণতা সাধনের জন্যই ইহা অবতীর্ণ হইয়াছে এবং ইহার মহান প্রচারক পবিত্র কোরানের বাণী-স্বরূপ মুখে যাহা বলেন, নিজের জীবনে এবং কার্য্য

يَقُوْلُوْنَ مَا لَا يَفْعَلُوْنَ ۝ ٢٢٧- اِلَّا
الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ
وَذَكَرُوا اللّٰهَ كَثِيْرًا وَّانْتَصَرُوْا مِنْ
بَعْدِ مَا ظُلِمُوْا ط وَسَيَعْلَمُ الَّذِيْنَ
ظَلَمُوْا اَيَّ مُنْقَلَبٍ يَّنْقَلِبُوْنَ ۝

যাহা বলে তাহা করে না। ২২৭। কিন্তু যাহারা বিশ্বাস-স্থাপন করিয়াছে ও সৎকার্য্য করে এবং আল্লাহকে অধিকতর স্মরণ করে এবং নির্যাতিত হইবার পর প্রতিশোধ গ্রহণ করে; এবং অত্যাচারীরা অবগত হইবে যে, তাহারা কোন্ প্রত্যা-বর্ত্তন-স্থলে প্রত্যাবর্ত্তিত হইবে।

কলাপেও তাহা পূর্ণরূপে অনুসরণ করিয়া থাকেন। সুতরাং পবিত্র কোরান যে কোন কবির রচিত অসার ও উদ্দেশ্যহীন কবিতাবলী নহে, ইহাই হইতেছে তাহার শ্রেষ্ঠতম নিদর্শন ও অভ্রান্ত প্রমাণ।

২২৭। অনন্তর আল্লাহতা'লা তাঁহার সত্য বিশ্বাসী ও সৎকর্ম্মশীল সেবকগণের রীতি ও প্রকৃতি এবং ধর্ম্মদ্রোহী ও দুষক্রিয়াশীল অবিশ্বাসীদিগের অবশ্যম্ভাবী অন্তিম পরিণাম স্মরণ করাইয়া দিয়া এই সুরার উপসংহার করিয়াছেন।

সুরা শোয়ারার সংক্ষিপ্ত সার

এই পবিত্র সুরা ১১টী রুকুতে বিভক্ত এবং ২২৭ আয়তে গ্রথিত হইয়াছে। আরবের অবিশ্বাসীরা পবিত্র কোরান শরিফের প্রতি যে অলীক অপবাদ প্রদান করিয়াছিল, পবিত্র কোরান যখন জলদ্‌গম্ভীর স্বরে তাহার প্রতিবাদ করিয়া ইহার সত্যতা ও অলৌকিকতা সম্বন্ধে অবিশ্বাসীদিগকে তাহাদের সাহায্যকারী ও উপাস্যবৃন্দের সহিত প্রকাশ্য প্রতিযোগিতায় আহ্বান করিল, তখন তাহারা উহার অনুসরণ ও প্রতিযোগিতায় অসমর্থ হইয়া বলিতে লাগিল যে, এই কোরান নিশ্চয়ই কোন অসাধারণ শক্তিশালী কবির রচিত কবিতাবলী এবং সেই জন্যই সাধারণ লোকে উহার অনুপম ভাব-ভাষা ও অতুলনীয় রচনা-পদ্ধতির অনুকরণ করিতে পারে না। ইহার উত্তরে আল্লাহতা'লা এই পবিত্র সুরা অবতীর্ণ করিয়া বলিয়া দিলেন যে, অবিশ্বাসীদের ঐ উক্তি সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। কবিরা সাধারণতঃ অসার ও অশ্লীল উক্তি সমূহই রচনা করিয়া থাকে এবং অল্পবুদ্ধি অজ্ঞ জনসাধারণ উহা পড়িয়া ক্ষণিকের জন্য এক নিকৃষ্ট আনন্দ উপভোগ করে। পক্ষান্তরে এই কোরান অতুলনীয় ধর্ম্মনীতি ও সদুপদেশপূর্ণ স্বর্গীয় প্রত্যাদেশ। ইহার অনুকরণ করা মানব দানব ও কবিকুলের সম্পূর্ণ সাধ্যাতীত। সর্ব্বশক্তিমান আল্লাহতা'লার অনুগ্রহ প্রত্যাদেশ ব্যতীত এরূপ অলৌকিক ও অনুপম মহাগ্রন্থ রচনা করিবার সাধ্য আর কাহারও নাই।

মক্কায় অবতীর্ণ	২৭। সূরা নমল—النمل	৯৩ আয়ত

সর্ব্ব প্রদাতা করুণাময় আল্লার নামে

بسم الله الرحمن الرحيم

১ম রুকূ—হজরত রসুলোল্লার সহিত হজরত মুসার সাদৃশ্য

১। তোয়-সিন; ইহা কোরান ও সমুজ্জল গ্রন্থের আয়াত মালা;

١- طٰسٓ ۚ تِلْكَ اٰيٰتُ الْقُرْاٰنِ

শানে-নজুল।—এই পবিত্র স্থরা মক্কা শরিফে অবতীর্ণ হইয়াছিল। তফ্‌সীরকারগণ এই স্থরার অবতারণ-কাল পূর্ববর্ত্তী স্থরার সমসাময়িক অথবা অব্যবহিত পরবর্ত্তীকাল বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। হজরত রস্থলোল্লার নবুয়ত এবং কোরান শরিফের সত্যতা সম্বন্ধে অবিশ্বাসীদের অন্যায় দোষারোপ ও অলীক অপবাদের প্রতিবাদ স্বরূপ যে সকল স্থরা অবতীর্ণ হইয়াছিল, এই স্থরাও তাহার অন্যতম। তাই এই স্থরার প্রথমেই বলিয়া দেওয়া হইয়াছে যে, এই কোরান কোন জেন বা যাদুগ্রস্ত উন্মত্তের প্রলাপ অথবা কোন ভ্রান্ত কবির রচিত কবিতাবলী নহে। বরং ইহা সেই স্বর্গীয় কোরান ও সমুজ্জল গ্রন্থ—যাহা সর্ব্বশক্তিমান ও মহাজ্ঞানী বিজ্ঞানময় আল্লাহতা'লা স্বীয় অনুগ্রহে হজরত রস্থলোল্লাকে শিক্ষা দিয়াছেন (৬ষ্ঠ আয়ত) অনন্তর এই স্থরার ৭ম আয়ত হইতে হজরত মুসার প্রসঙ্গ উল্লেখ করিয়া আল্লাহতা'লা প্রকারান্তরে বলিয়া দিতেছেন যে এসরাইল-বংশের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নবী হজরত মুসা তুর পর্ব্বতে যেরূপ অলৌকিকভাবে ঐশী-জ্যোতি দর্শন ও আল্লার বাণী শ্রবণ করিয়াছিলেন, বিশ্বনবী হজরত মোহাম্মদ মোস্তফাও (দঃ) সেইরূপ অলৌকিক ভাবেই ঐশী-মহিমা অবলোকন ও ঐশী বাণী শ্রবণ করিয়া কোরান শরিফ প্রচার করিতেছেন। অতএব সত্যপরায়ণ বিশ্বাসী-গণের পক্ষে ইহাতে অবিশ্বাস বা সন্দেহ পোষণ করিবার কোনই অবকাশ নাই।

নমল।—পিপীলিকা। অধিকাংশ তফ্‌সীরকারই "নমল" অর্থে পিপীলিকা পরিগ্রহণ করিয়াছেন; কিন্তু মৌলবী মোহাম্মদ আলি প্রমুখ কেহ কেহ উক্ত অর্থ পরিগ্রহণ না করিয়া 'নমল' একটী জাতি বা সম্প্রদায়ের নাম বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।—১৮শ আয়তের তফ্‌সীর ও তঃ মঃ আঃ দ্রষ্টব্য।

আলোচ্য স্থরার প্রথম রুকুতে হজরত মুসার প্রসঙ্গ উল্লেখ করিয়া পরবর্ত্তী রুকুর প্রথম হইতেই হজরত সোলায়মানের প্রসঙ্গ আরম্ভ হইয়াছে। ইহাই আলোচ্য স্থরার বিশেষত্ব। তফ্‌সীরকারগণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন যে, হজরত মুসার পরেই হজরত সোলায়মানের ইতিহাস বর্ণনা করিয়া আল্লাহতা'লা প্রকারান্তরে বলিয়া দিতেছেন যে, হজরত মুসা এসরাইল-রাজ্য স্থাপনের যে পরিকল্পনা করিয়াছিলেন, এসরাইল-বংশীয় ইহুদীদের অবিশ্বাস ও অবাধ্যতার জন্য তিনি তাহা সম্পন্ন করিয়া যাইতে পারেন নাই। বরং ঐ হেতু তাহাদিগকে অস্থায়ী ভ্রাম্যমান অবস্থায় এক বিজন প্রান্তরে রাখিয়াই তিনি ইহলোক পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। অনন্তর হজরত দাউদ ও তৎপুত্র সোলায়মানই হজরত মুসার সেই পরিকল্পনা কার্য্যে পরিণত করেন এবং তাঁহা-দেরই সময়ে এসরাইল-রাজ্য প্রসারতা, উন্নতি ও গৌরবের সর্ব্বোচ্চ আসনে অধিষ্ঠিত হয়। অনন্তর আল্লাহতা'লা হজরত সোলায়মান কর্ত্তৃক সাবার রাণীর বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালন ও

২। বিশ্বাসীগণের জন্য পথ-প্রদর্শক ও সুসংবাদ; ৩। যাহারা নামাজ প্রতিষ্ঠিত করে ও জাকাত প্রদান করে এবং যাহারা পরকাল সম্বন্ধে সুনিশ্চিত-বিশ্বাস করিয়া থাকে। ৪। নিশ্চয় যাহারা পরকাল সম্বন্ধে বিশ্বাস করে না, আমি তাহাদের জন্য তাহাদের কৃতকর্ম্ম-সমূহ সুশোভিত করিয়াছি, তাহাতেই উহারা উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া গিয়াছে। ৫। উহাদেরই জন্য নিকৃষ্টতর শাস্তি রহিয়াছে এবং পরকালে

وَكِتَابٍ مُّبِيْنٍ ۝ ٢- هُدًى وَّبُشْرٰى
لِلْمُؤْمِنِيْنَ ۝ ٣- الَّذِيْنَ يُقِيْمُوْنَ
الصَّلٰوةَ وَيُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ وَهُمْ
بِالْاٰخِرَةِ هُمْ يُوْقِنُوْنَ ۝ ٤- اِنَّ
الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِالْاٰخِرَةِ زَيَّنَّا
لَهُمْ اَعْمَالَهُمْ فَهُمْ يَعْمَهُوْنَ ۝
٥- اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ لَهُمْ سُوْٓءُ الْعَذَابِ

পিপীলিকা-প্রান্তর অতিক্রম করার প্রসঙ্গ বর্ণনা করিয়া ইঙ্গিত করিতেছেন যে, জেন-মানব ও পশু পক্ষী সকলেই যেরূপভাবে হজরত সোলায়মানের পতাকাতলে সমবেত হইয়াছিল এবং সাবার রাণী তদীয় বিশাল রাজ্য ও পরাক্রান্ত সৈন্যদল সহ যেরূপভাবে তাহার আনুগত্য ও বশ্যতা স্বীকার করিয়াছিল এবং প্রান্তরবাসী ক্ষুদ্রপিপীলিকা-দল পর্য্যন্ত যেরূপভাবে তাহাদের ভয়ে সন্ত্রস্ত হইয়াছিল, আমার প্রিয়তম রসুলের প্রতিষ্ঠিত ইস্‌লাম-সাম্রাজ্যও সেইরূপ প্রসারতা, উন্নতি ও গৌরবের সর্বোচ্চ শিখরে অধিষ্ঠিত হইবে এবং পরাক্রান্ত সাবার রাণী ও ক্ষুদ্রতর পিপীলিকার ন্যায় দুনইয়ার ক্ষুদ্র বৃহৎ সকল রাজ্য, সকল জাতি ও সকল সম্প্রদায়ই স্বর্গীয় ইস্‌লামের সেই বিশ্বজয়ী শান্তি-পতাকাতলে আশ্রয় পরিগ্রহণ করিতে বাধ্য হইবে। আলোচ্য প্রসঙ্গের "ওয়াদিয়ে"-"নমল" বা পিপীলিকা প্রান্তরের 'নমল' শব্দ হইতেই এই সুরার নামকরণ করা হইয়াছে।

১। **তোয় সিন**।—এই সকল সাঙ্কেতিক বর্ণমালার প্রকৃত ধর্ম্ম সর্ব্বজ্ঞ আল্লাহতা'লা ভিন্ন আর কেহই জানে না। ইহার আনুমানিক মর্ম্মার্থ পূর্ব্বেই আলোচিত হইয়াছে।—সুরা শোয়ারার প্রথম আয়ত দ্রষ্টব্য।

অনন্তর আল্লাহতা'লা এই সুরার প্রথমেই বলিয়া দিতেছেন যে, আমার প্রিয়তম রসুল তোমাদিগকে যে সকল অনুপম সদুপদেশ প্রদান করিয়াছেন, তাহা আমরই অবতারিত পবিত্র কোরান ও স্বর্গীয় সমুজ্জল গ্রন্থের আয়ত ব্যতীত আর কিছুই নহে। মানব-রচিত গ্রন্থের মত ইহাতে কোনরূপ অসামঞ্জস্য অথবা অলীক সন্দেহ নাই এবং ইহা কোন শয়তানাশ্রিত অথবা জেন যাদুগ্রস্ত উন্মাদের অর্থহীন বিক্ষিপ্ত প্রলাপোক্তি অথবা কোন ভ্রান্ত কবির রচিত—অসার ও অশ্লীলতাপূর্ণ উদ্দেশ্যহীন কবিতাবলী নহে।

২—৩। আল্লাহতা'লা আরও বলিয়া দিতেছেন যে, যাহারা পরকাল সম্বন্ধে সুদৃঢ় বিশ্বাস পোষণ করে এবং নিয়মিত ভাবে ধর্ম্ম-কর্ম্ম পালন করিয়া থাকে, এই মহাগ্রন্থ তাহাদের জন্যই স্বর্গের অনুপম সুসংবাদ এবং মর্ত্তের অন্ধকারাবৃত জীবন-পথে সমুজ্জল আলোক-বর্ত্তিকা স্বরূপ। এই মহাগ্রন্থ দ্বারা তাহারাই সর্ব্বপ্রকারে উপকৃত হইয়া থাকে।

৪—৫। কিন্তু যাহারা পরলোক বিশ্বাস করে না এবং আত্মবিস্মৃত উন্মাদের মত সর্ব্বদা অধর্ম্ম ও অন্যায় কার্যে লিপ্ত থাকে এবং যাহারা সংসার জীবনে শুধু ধন সম্পদ উপার্জ্জন ও সুখ-শান্তি লাভের জন্য চেষ্টা করে, তাহারা নিজ কার্য্য-কলাপের দ্বারা পার্থিব উন্নতি সাধন করিতে সমর্থ হইলেও, তাহারা এই মহাগ্রন্থের দ্বারা কিছুমাত্র উপকৃত হইতে পারে না এবং তাহার জীবনে কখনই সুপথ বা মুক্তির সন্ধান পায় না। সুতরাং পরকালে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া তাহাদিগকে অবশ্যই নরকের নিকৃষ্ট শাস্তিভোগ করিতে হইবে।

উহারাই ক্ষতিগ্রস্ত হইবে। ৬। এবং
নিশ্চয় তোমাকে বিজ্ঞানময় মহাজ্ঞানীর
সন্নিধান হইতে কোরান শিক্ষা দেওয়া
হইয়াছে। ৭। যখন মুসা স্বীয় পরি-
জনদিগকে বলিয়াছিল—নিশ্চয় আমি
অগ্নি অবলোকন করিতেছি; অচিরেই
আমি তোমাদের নিকট উহা হইতে
কোন সংবাদ আনয়ন করিব অথবা
তোমাদের নিকট প্রজ্জলিত শিখা
আনিয়া দিব—যেন তোমরা উত্তাপ-লাভ
কর। ৮। অতঃপর যখন সে উহার
নিকট উপনীত হইল, তখন শব্দ হইল
যে, অগ্নির মধ্যে যাহা আছে এবং উহার

وَهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمُ الْأَخْسَرُونَ ○
٦- وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ مِنْ لَدُنْ
حَكِيمٍ عَلِيمٍ ○ ٧- إِذْ قَالَ مُوسَىٰ
لِأَهْلِهِ إِنِّي آنَسْتُ نَارًا ط سَآتِيكُمْ
مِنْهَا بِخَبَرٍ أَوْ آتِيكُمْ بِشِهَابٍ قَبَسٍ
لَعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ ○ ٨- فَلَمَّا جَاءَ
هَا نُودِيَ أَنْ بُورِكَ مَنْ فِي النَّارِ

৬। অনন্তর আল্লাহতা'লা বলিয়া দিতেছেন যে, হে রসুল, মহাজ্ঞানী বিজ্ঞানময় আল্লাহ-তা'লার নিকট হইতেই তোমাকে এই কোরান শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে। অতএব ইহা কোন শয়তান, জেন বা কবির রচিত গ্রন্থ নহে এবং সর্ব্বশক্তিমান আল্লাহ ভিন্ন এইরূপ অলৌকিক ও অনুপম ধর্ম্মগ্রন্থ রচনা করিবার শক্তি আর কাহারও নাই।

৭। ঐশী-বাণী কোরান শরিফের সত্যতা ও অলৌকিকতা বর্ণনা করিবার পর উহার সমর্থনে আল্লাহতা'লা এ স্থানে হজরত মুসার প্রতি ঐশী-বাণী অবতারণের প্রসঙ্গ বর্ণনা করিতেছেন। হজরত মুসা প্রথম জীবনে ফেরাউনের ভয়ে মিসর হইতে পলায়ন করিয়া হজরত শোয়েব নবীর নিকট উপস্থিত হন এবং তাহার কন্যাকে বিবাহ করিয়া তথায় সুদীর্ঘ দশ বৎসর পর্য্যন্ত অবস্থান করেন। অনন্তর তিনি শোয়েব নবীর নিকট হইতে যখন স্বীয় পত্নী-পরিজন সহ পুনরায় মিসর উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন, তখন একদা রাত্রিকালে পথ হারাইয়া বিপন্ন হন এবং শীতে অত্যন্ত কাতর হইয়া পড়েন। সেই অবস্থায় তিনি অদূরে প্রজ্জলিত অগ্নি-শিখার ন্যায় এক সমুজ্জল জ্যোতি অবলোকন করেন এবং উহাকে জলন্ত অগ্নি ধারণা করিয়া স্বীয় পত্নি-পরিজনদিগকে বলেন যে, নিশ্চয় আমি অদূরে অগ্নি অবলোকন করিতেছি। অতএব তোমরা একটু অপেক্ষা কর; আমি এখনই ঐস্থান হইতে তোমাদের জন্য আগুন আনিয়া দিতেছি, তদ্দ্বারা তোমরা উত্তাপ লাভ করিয়া শীতের কষ্ট দূর করিতে পারিবে। আর উহার নিকটে যদি কোন লোক থাকে, তবে তাহার নিকট হইতে পথের সন্ধানও জানিয়া আনিতে পারিব।

আলোচ্য আয়তের 'অগ্নি' বা অগ্নিবৎ জ্যোতি সম্বন্ধে বিভিন্ন রূপ মত পরিদৃষ্ট হয়। কেহ উহাকে ঐশী-জ্যোতি, কেহ স্বর্গীয় জ্যোতির প্রতিবিম্ব, কেহ ফেরেশ্‌তাগণের জ্যোতি এবং কেহ বা গ্যাস কিংবা ফস্‌ফরাসের জ্যোতি বলিয়াও নির্দ্দেশ করিয়াছেন; কিন্তু সুন্নত জামাতের তফ্‌সীরকারগণ উহাকে আল্লাহতা'লার 'তজল্লী' বা ঐশী-জ্যোতির প্রতিবিম্ব বলিয়াই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন।—তঃ হক্কানী ও মঃ আলি দ্রষ্টব্য।

৮—৯। অনন্তর হজরত মুসা যখন ঐ অগ্নিবৎ জ্যোতির সন্নিকটবর্ত্তী হইলেন, তখন এইরূপ অদৃশ্য-বাণী শুনিতে পাইলেন যে,—হে মুসা, নিশ্চয় আমি তোমার ও সমগ্র বিশ্বজগতের প্রতিপালক ও মহাপরাক্রান্ত বিজ্ঞানময় আল্লাহ। আমার অভিলাষিত ঐ অলৌকিক অগ্নির মধ্যে ও উহার চতুষ্পার্শ্বে অর্থাৎ আমার সৃষ্ট ঐ মহিম জ্যোতির অন্তরালে ও উহার চারি পার্শ্বে যাহা আছে,

وَمَنْ حَوْلَهَا ط وَسُبْحٰنَ اللّٰهِ رَبِّ
الْعٰلَمِيْنَ ۝ ٩- يٰمُوْسٰى اِنَّهٗٓ
اَنَا اللّٰهُ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ۙ ١٠- وَاَلْقِ
عَصَاكَ ط فَلَمَّا رَاٰهَا تَهْتَزُّ كَاَنَّهَا
جَآنٌّ وَّلّٰى مُدْبِرًا وَّلَمْ يُعَقِّبْ ط
يٰمُوْسٰى لَا تَخَفْ قف اِنِّىْ لَا يَخَافُ
لَدَىَّ الْمُرْسَلُوْنَ ۖ ١١- اِلَّا مَنْ
ظَلَمَ ثُمَّ بَدَّلَ حُسْنًا ۢ بَعْدَ سُوْٓءٍ
فَاِنِّىْ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ۝ ١٢- وَاَدْخِلْ
يَدَكَ فِىْ جَيْبِكَ تَخْرُجْ بَيْضَآءَ
مِنْ غَيْرِ سُوْٓءٍ قف فِىْ تِسْعِ اٰيٰتٍ
اِلٰى فِرْعَوْنَ وَقَوْمِهٖ ط اِنَّهُمْ كَانُوْا

চতুষ্পার্শ্বে যাহা রহিয়াছে, তাহাকে কল্যাণ যুক্ত করা হইয়াছে; এবং বিশ্ব-জগতের প্রতিপালক আল্লাই পবিত্রতম।
৯। হে মুসা, নিশ্চয় আমিই সেই মহাপরাক্রান্ত বিজ্ঞানময় আল্লাহ।
১০। এবং তুমি স্বীয় যষ্টি নিক্ষেপ কর; অনন্তর যখন সে উহাকে সর্প-সদৃশ গতিশীল প্রত্যক্ষ করিল, তখন সে পৃষ্ঠ-প্রদর্শন পূর্ব্বক পলায়ন করিল এবং পশ্চাদ্দিক ফিরিয়াও দেখিল না;—হে মুসা, তুমি ভীত হইও না, নিশ্চয় রসুলগণ আমার সমক্ষে সন্ত্রস্ত হয় না।
১১। পরন্তু যে অত্যাচার করিয়া পরে অকল্যাণের পরিবর্ত্তে কল্যাণ করে, তবে নিশ্চয় আমি ক্ষমাশীল করুণাময়।
১২। এবং তুমি স্বীয় বক্ষে তোমার হস্ত প্রবিষ্ট কর, উহা নিষ্কলঙ্ক শুভ্রবর্ণে বিকশিত হইবে; ফেরাউন ও তদীয় সম্প্রদায়ের জন্য উহা নয়টি নিদর্শনের অন্তর্গত; নিশ্চয় উহারা

তাহা সমস্তই আমি তোমার ও সমগ্র বিশ্ববাসীর জন্য কল্যাণযুক্ত করিয়া দিয়াছি এবং নিশ্চয় আমিই পবিত্রতম আল্লাহ।

তফসীরকারগণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন যে, তুর-পর্ব্বতের যে স্থানে উপরোক্ত ঐশী-জ্যোতির প্রভা বা প্রতিবিম্ব পতিত হইয়াছিল এবং উহার চারি পার্শ্বে যে সকল স্বর্গীয় ফেরেস্তা অবস্থান করিতেছিল, অথবা ঐ ঐশী-জ্যোতির অভ্যান্তরে ও চতুষ্পার্শে যাহা কিছু বিদ্যমান ছিল, তাহারই পবিত্রতা, মর্য্যাদা ও গৌরব সম্বন্ধে আল্লাহতা'লা হজরত মুসার প্রতি উক্ত বাণী অবতারণ করিয়াছিলেন।—তঃ হক্কানী।

১০—১২। অতঃপর আল্লাহতা'লা উক্ত তুর পর্ব্বতেই হজরত মুসাকে তাঁহার নবুয়তের নিদর্শন স্বরূপ নয়টী অলৌকিকতা দান করিয়াছিলেন। উক্ত নয়টী অলৌকিকতার অন্যতম অলৌকিক নিদর্শন স্বরূপ হজরত মুসার যষ্টি যখন আল্লার আদেশে নিক্ষিপ্ত হইয়া বিচরণশীল সর্প-সদৃশ প্রতীয়মান হইয়াছিল, তখন হজরত মুসা তদ্দর্শনে নিজেই ভয়ে ভীত হইয়া পশ্চাদ্দিকে ফিরিয়া পলায়ন করিয়াছিলেন। তখন আল্লাহতা'লা তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছিলেন, হে মুসা, তুমি ভীত হইওনা এবং আমার সমক্ষে আমার রসুলের পক্ষে ভীত হওয়া কিছুতেই শোভা পায় না। অনন্তর হজরত মুসা উক্ত যষ্টি ধারণ করিয়া যখন পুনরায় আল্লার আদেশে স্বীয় বক্ষে হস্তার্পণ করিয়াছিলেন, তখন উহা হইতে এক সমুজ্জল শুভ্র জ্যোতি বিকশিত হইয়াছিল।

দুষ্ক্রিয়াশীল সম্প্রদায়। ১৩। অনন্তর যখন তাহাদের নিকট আমার নিদর্শন সমূহ উপনীত হইয়াছিল, তখন তাহারা বলিয়াছিল ইহা ত প্রকাশ্য যাদুক্রিয়া। ১৪। এবং তাহারা উহাকে তাহাদের অন্তরে সত্যানুভব করিয়াও অন্যায়ভাবে ও গর্ব্বভরে প্রত্যাখ্যান করিয়াছিল; অতএব লক্ষ্য কর যে, দুষ্ক্রিয়াশীলদের পরিণাম কিরূপ হইয়াছিল।

قَوْمًا فٰسِقِيْنَ ○ ١٣- فَلَمَّا جَآءَتْهُمْ
اٰيٰتُنَا مُبْصِرَةً قَالُوْا هٰذَا سِحْرٌ
مُّبِيْنٌ ۚ ١٤- وَجَحَدُوْا بِهَا
وَاسْتَيْقَنَتْهَآ اَنْفُسُهُمْ ظُلْمًا وَّعُلُوًّا ط
فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ
الْمُفْسِدِيْنَ ۚ

২য় রুকূ—হজরত সোলায়মান ও সাবার রাণীর প্রসঙ্গ

১৫। এবং নিশ্চয়ই আমি দাউদ ও সোলায়মানকে জ্ঞান দান করিয়াছিলাম এবং তাহারা উভয়েই বলিয়াছিল, আল্লারই জন্য সমস্ত প্রশংসা—যিনি স্বীয় বহু বিশ্বাসী সেবকের মধ্যে আমাদিগকে শ্রেষ্ঠত্ব দান করিয়াছেন।
১৬। এবং সোলায়মান দাউদের উত্তরাধিকারী হইয়াছিল এবং সে বলিয়াছিল—হে লোক সকল, আমাদিগকে পক্ষীকূলের বাক্য শিক্ষাদান করা হইয়াছে এবং আমরা প্রত্যেক বিষয়ই প্রদত্ত

١٥- وَلَقَدْ اٰتَيْنَا دَاوٗدَ وَسُلَيْمٰنَ
عِلْمًا ۚ وَقَالَا الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ
فَضَّلَنَا عَلٰى كَثِيْرٍ مِّنْ عِبَادِهِ
الْمُؤْمِنِيْنَ ○ ١٦- وَوَرِثَ سُلَيْمٰنُ
دَاوٗدَ وَقَالَ يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ عُلِّمْنَا
مَنْطِقَ الطَّيْرِ وَاُوْتِيْنَا مِنْ كُلِّ

বলা বাহুল্য, ইহাও হজরত মূসার নয়টী অলৌকিক নিদর্শনের অন্যতম নিদর্শন ছিল এবং এই সকল অলৌকিক নিদর্শন প্রদান করিয়াই আল্লাহতা'লা হজরত মূসাকে ধর্মদ্রোহী ফেরাউনের নিকট প্রেরণ করিয়াছিলেন।

১৩—১৪। হজরত মূসা উপরোক্ত অলৌকিক নিদর্শনাবলী-সহ ধর্মদ্রোহী ফেরাউনের নিকট উপস্থিত হইলে পাপাত্মা ফেরাউন যেরূপভাবে উহাকে অসার যাদুক্রিয়া বলিয়া উপেক্ষা করিয়াছিল এবং হজরত মূসাকে সত্য নবী জানিয়াও যেরূপ গর্ব্বভরে তাঁহাকে প্রত্যাখ্যান করিয়াছিল এবং এই অবাধ্যতা ও ধর্মদ্রোহিতার জন্য তাহারা যেরূপভাবে ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছিল, আলোচ্য আয়ত-দ্বয়ে তাহারই আভাষ প্রদত্ত হইয়াছে।

১৫—১৬। হজরত সোলায়মানের প্রসঙ্গ—এই রুকুতে হজরত সোলায়মানের প্রসঙ্গ বর্ণিত হইয়াছে। হজরত সোলায়মান হজরত দাউদের পুত্র ও উত্তরাধিকারী ছিলেন। এই উত্তরাধিকারিত্ব সম্বন্ধে তফ্‌সীরকারগণ বিভিন্ন মত পরিগ্রহণ করিয়াছেন। কেহ কেহ বলেন যে, হজরত সোলায়মান হজরত দাউদের নবুয়ত ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের উত্তরাধিকারী ছিলেন। আবার কেহ কেহ বলেন যে, নবুয়ত ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের উত্তরাধিকারিত্ব অস্বাভাবিক ও অপ্রাসঙ্গিক; কারণ উহা আল্লাহতা'লার বিশিষ্ট দান

হইয়াছি, নিশ্চয় ইহা তাঁহারই প্রকাশ্য
অনুগ্রহ। ১৭। এবং সোলায়মানের
জন্য জেন ও মানব ও পক্ষীকুল হইতে
সৈন্যদল সংগৃহীত হইয়াছিল; অনন্তর
তাহাদিগকে শ্রেণীবদ্ধ করা হইত।
১৮। এমন কি, যখন তাহারা পিপী-
লিকার প্রান্তরে উপনীত হইয়াছিল, তখন
একটী পিপীলিকা বলিয়াছিল—হে

شَيْءٍ ط اِنَّ هٰذَا لَهُوَ الْفَضْلُ
الْمُبِيْنُ ۝ ١٧- وَحُشِرَ لِسُلَيْمٰنَ
جُنُوْدُهٗ مِنَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ وَالطَّيْرِ
فَهُمْ يُوْزَعُوْنَ ۝ ١٨- حَتّٰىٓ اِذَآ
اَتَوْا عَلٰى وَادِ النَّمْلِ لا قَالَتْ
نَمْلَةٌ يّٰٓاَيُّهَا النَّمْلُ ادْخُلُوْا

ও অনুগ্রহ এবং ঐ বিষয়ে কেহ কাহারও উত্তরাধিকারী হইতে পারে না। সুতরাং হজরত সোলায়মান স্বীয় পিতার রাজ্য ও ঐশর্য্যেরই উত্তরাধিকারী হইয়াছিলেন। আবার কেহ কেহ বলেন যে, তিনি স্বীয় পিতার 'এলম' ও 'নবুয়ত' ও রাজ্য-ঐশর্য্য প্রভৃতি প্রত্যেক বিষয়েরই উত্তরাধিকারী হইয়াছিলেন এবং আল্লাহতা'লাই স্বীয় অনুগ্রহে তাঁহাকে ঐ সকল বিষয় দান করিয়াছিলেন। আলোচ্য আয়তে সেই কথাই বর্ণিত হইয়াছে।

মান্‌তেকা তায়ের—পক্ষীকুলের বাক্য। মান্‌তেক শব্দ 'নতক' হইতে নিষ্পন্ন, উহার অর্থ মুখে উচ্চারিত ও কর্ণে প্রতিধ্বনিত হওয়া। সুতরাং "মান্‌তেকা-তায়ের" বা পক্ষীকুলের বাক্য অর্থে—বিহঙ্গম কুলের সম্মিলিত কাকলী, কুজন বা কলরব বুঝিতে হইবে।

"কুল্লে-শায়ইন"—প্রত্যেক বিষয়। এ স্থলে ইহার মর্ম্মার্থে রাজ্য-ঐশর্য্য প্রভৃতি সর্ব্বপ্রকার ধন-সম্পদ অথবা প্রত্যেক বিষয়ের জ্ঞান ও অনুভূতি বুঝিতে হইবে। সুতরাং আলোচ্য আয়ত-দ্বয়ের মর্ম্ম এই যে, হজরত সোলায়মান যেরূপ বিশাল রাজ্য ও বিপুল ঐশর্য্যের অধিকারী ছিলেন, সেইরূপ আল্লাহতা'লার প্রদত্ত আধ্যাত্মিক শক্তিবলেও তিনি পাখীকুলের কাকলীর ন্যায় সমস্ত দুর্ব্বোধ্য বিষয়েরই মর্ম্ম হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিতেন। এই সকল বিষয়ে হজরত সোলায়মানের জ্ঞান, অভিজ্ঞতা ও অনুভূতি এরূপ প্রখর ছিল যে, ক্ষুদ্রতর পিপীলিকার অস্ফুট ধ্বনির মর্ম্মও তাঁহার নিকট অপরিজ্ঞাত বা অপ্রকাশিত থাকিত না। হজরত সোলায়মান নিজেই বলিয়াছেন, "নিশ্চয় ইহা তাহারই প্রকাশ্য অনুগ্রহ"—অর্থাৎ তাঁহার এই অসাধারণ জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা তৎপ্রতি আল্লাহতা'লার বিশেষ অনুগ্রহের নিদর্শন ব্যতীত আর কিছুই নহে।

১৭—১৮। তায়ের ও নমল—পক্ষী ও পিপীলিকা। 'তায়ের' শব্দ 'তায়া' হইতে নিষ্পন্ন হইয়াছে।—উহার অর্থ পক্ষী এবং ধাতুগত মর্ম্মার্থে পক্ষবিশিষ্ট অথবা উড্ডয়নশীল জীবও হইতে পারে।

আলোচ্য আয়ত-দ্বয়ে হজরত সোলায়মানের অসাধারণ প্রভাব-প্রতিপত্তি ও জ্ঞান-গরিমার আভাষ প্রদত্ত হইয়াছে। হজরত সোলায়মান এরূপ প্রভাব-সম্পন্ন সম্রাট ছিলেন যে, জেন, মানব, দানব ও পক্ষীকুল হইতে তাহার দিগ্বিজয়ী সৈন্যদল সংগৃহীত হইয়াছিল এবং তাহারা সকলেই হজরত সোলায়মানের অধীনে স্বতন্ত্র ও শ্রেণীবদ্ধ ভাবে অবস্থান করিত। একদা হজরত সোলায়মান তাহার এই তিন শ্রেণীর সৈন্যদল সহ যখন "ওয়াদেন্-নমল" বা এক পিপীলিকা-অধ্যুষিত প্রান্তরে উপনীত হইয়াছিলেন, তখন তাঁহার বিরাট সৈন্যদল দর্শনে একটী পিপীলিকা সভয়ে অন্যান্য পিপীলিকাদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছিল যে, তোমরা শীঘ্র স্ব স্ব বিবরে প্রবেশ কর; অন্যথা সোলায়মান ও তাহার সৈন্যদল তোমাদিগকে অলক্ষ্যে ও অজ্ঞাতসারে নিষ্পেষিত করিয়া ফেলিবে—তঃ হক্কানী।

পিপীলিকাগণ, তোমরা তোমাদের
আবাসে প্রবেশ কর—যেন সোলায়মান
ও তদীয় সেনাদল অজ্ঞাতভাবে তোমা-
দিগকে নিষ্পেষিত না করে।
১৯। অনন্তর সে তাহার বাক্যে মৃদু
হাস্য করিয়াছিল ও বলিয়াছিল—হে
আমার প্রতিপালক, তোমার সেই অনু-
গ্রহের জন্য আমাকে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ
করিবার শক্তিদান কর—তুমি আমার
ও আমার পিতামাতার প্রতি যে অনুগ্রহ
করিয়াছ; এবং আমি যেন এরূপ সৎ-
কার্য্য করি, যাহাতে তুমি সন্তুষ্ট হও এবং
যেন তুমি স্বীয় অনুগ্রহে আমাকে
তোমার সৎকর্ম্মশীল সেবকগণের
অন্তর্ভুক্ত কর। ২০। এবং সে পক্ষী
সকল পরিদর্শন করিয়াছিল, তৎপর
বলিয়াছিল—কি হইল যে, আমি
হুদহুদকে দেখিতেছি না? তবে কি উহা
অদৃশ্য হইয়া গিয়াছে? ২১? নিশ্চয়
আমি উহাকে কঠোর শাস্তিতে শাস্তি

مَسٰكِنَكُمْ ۚ لَا يَحْطِمَنَّكُمْ سُلَيْمٰنُ
وَجُنُوْدُهٗ ۙ وَهُمْ لَا يَشْعُرُوْنَ ○
١٩- فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّنْ قَوْلِهَا
وَقَالَ رَبِّ اَوْزِعْنِيْٓ اَنْ اَشْكُرَ
نِعْمَتَكَ الَّتِيْٓ اَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلٰى
وَالِدَيَّ وَاَنْ اَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضٰهُ
وَاَدْخِلْنِيْ بِرَحْمَتِكَ فِيْ عِبَادِكَ
الصّٰلِحِيْنَ ○ ٢٠- وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ
فَقَالَ مَالِيَ لَآ اَرَى الْهُدْهُدَ ۫ۖ
اَمْ كَانَ مِنَ الْغَآئِبِيْنَ ○
٢١- لَاُعَذِّبَنَّهٗ عَذَابًا شَدِيْدًا اَوْ لَا

আধুনিক তফসীরকার মৌলবী মোহাম্মদ আলি সাধারণতঃ মোজেজা বা অলৌকিকতার বিরোধী বলিয়া উক্ত মর্ম্ম পরিগ্রহণ করেন নাই। তাই তিনি "জেন" অর্থে পার্ব্বত্য-সম্প্রদায় "তায়ের" অর্থে উড্ডয়নশীল জীব অর্থাৎ দ্রুতগামী যুদ্ধাশ্ব বা অশ্বারোহী সৈন্য এবং "নমল" অর্থে "নামলা" নামক জাতি অর্থাৎ জিরবীন ও আসকালানের মধ্যবর্ত্তী প্রান্তর-নিবাসী এক সুচতুর সম্প্রদায় বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন এবং এইরূপ বহু কষ্টকল্পনা ও জটিল যুক্তিজালের অবতারণ করিয়া তদ্দ্বারা তিনি আলোচ্য আয়ত সমূহের অর্থ ও মর্ম্ম সম্পূর্ণরূপে পরিবর্ত্তিত করিয়া দিতে চেষ্টা করিয়াছেন।—তঃ মঃ আলি দ্রষ্টব্য।

১৯। হজরত সোলায়মান পিপীলিকা প্রান্তরে উপনীত হইবার পর উপরোক্ত সতর্ককারী পিপীলিকার সতর্কবাণীর মর্ম্ম অবগত হইয়া যেরূপ বিস্ময়-বিমিশ্রিত মৃদুহাস্য করিয়াছিলেন এবং নিজের ঐ অসাধারণ অভিজ্ঞতার জন্য আল্লাহতা'লার নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ পূর্বক যেরূপে তাহার সন্তুষ্টি কামনা ও স্বীয় কল্যাণ প্রার্থনা করিয়াছিলেন, এই আয়তে তাহাই বর্ণিত হইয়াছে।

২০—২১। হুদ্‌হুদ—একজাতীয় পক্ষী। মৌলবী মোহাম্মদ আলি তাঁহার পূর্বোক্ত উক্তি, যুক্তি ও কষ্ট-কল্পনার সামঞ্জস্য সাধনের জন্য হুদহুদকে হজরত সোলায়মানের জনৈক কর্ম্মচারী অথবা তাহার কোন যুদ্ধাশ্ব বা অশ্বারোহী সৈন্যের নাম বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।—তঃ বাঃ কোঃ।

হজরত সোলায়মান ঐ পিপীলিকা-প্রান্তরে যখন স্বীয় পক্ষীবাহিনী পরিদর্শন করিয়াছিলেন, তখন তাহাদের মধ্যে হুদহুদ পক্ষীকে দেখিতে না পাইয়া বলিয়াছিলেন যে, আমি হুদহুদকে

দান করিব অথবা উহাকে নিহত করিয়া ফেলিব, অন্যথা তাহাকে আমার নিকট প্রত্যক্ষ প্রমাণ আনিতে হইবে।
২২। অনন্তর সে একটু বিলম্বে আসিয়া বলিয়াছিল—তুমি যাহা অবগত নও, আমি সাবা হইতে তোমার নিকট সেই বিষয়ের এক সুনিশ্চিত সংবাদ আনয়ন করিয়াছি।
২৩। নিশ্চয় আমি এমন এক রমণীকে দেখিয়াছি—যে তাহাদের উপর আধিপত্য করিতেছে এবং সে সমস্ত বিষয়ই প্রাপ্ত হইয়াছে এবং তাহার জন্য এক বৃহত্তর সিংহাসন রহিয়াছে।
২৪। এবং তাহাকে ও তদীয় সম্প্রদায়কে আল্লার পরিবর্তে সূর্য্যকে সেজদা করিতে প্রাপ্ত হইয়াছি এবং শয়তান তাহাদের জন্য তাহাদের কৃতকর্ম্ম-সমূহ সুশোভিত করিয়াছে, তৎপর তাহাদিগকে—সুপথ

اَذْبَحَنَّهٗٓ اَوْ لَيَاْتِيَنِّىْ بِسُلْطٰنٍ مُّبِيْنٍ ○
٢٢- فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيْدٍ فَقَالَ اَحَطْتُّ
بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهٖ وَجِئْتُكَ مِنْ
سَبَاٍ بِنَبَاٍ يَّقِيْنٍ ○ ٢٣- اِنِّىْ وَجَدْتُّ
امْرَاَةً تَمْلِكُهُمْ وَاُوْتِيَتْ مِنْ كُلِّ
شَىْءٍ وَّلَهَا عَرْشٌ عَظِيْمٌ ○
٢٤- وَجَدْتُّهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُوْنَ
لِلشَّمْسِ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَزَيَّنَ
لَهُمُ الشَّيْطٰنُ اَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ

দেখিতেছি না কেন? সে কি আমার অনুমতি না লইয়াই এ স্থান হইতে অদৃশ্য হইয়া কোথাও চলিয়া গিয়াছে? নিশ্চয় আমি তাহাকে এই অপরাধের জন্য কঠোর শাস্তি দিব এবং সে যদি স্বীয় অনুপস্থিতির কোন উপযুক্ত প্রমাণ বা কারণ প্রদর্শন করিতে না পারে তবে আমি এই অবাধ্যতার জন্য তাহাকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করিব।

২২—২৩। বিলকিস বিবির প্রসঙ্গ—এই আয়ত-দ্বয় হইতে সাবা বা শেবার রাণী বিল্‌কিস বিবির প্রসঙ্গ আরম্ভ হইয়াছে। হজরত সোলায়মানের উপরোক্ত উক্তির একটু পরেই হুদহুদ তাঁহার সমক্ষে উপস্থিত হইয়া বলিয়াছিল যে, আমি আপনার নিকট সাবা হইতে এমন এক নিশ্চিত বিষয়ের সংবাদ লইয়া আসিয়াছি—যাহা আপনি জানেন না। আমি সাবা প্রদেশে গিয়া দেখিলাম যে, এক প্রভাব-সম্পন্না রমণী সেই দেশের অধিবাসীদিগের উপর আধিপত্য করিতেছে। সেই রমণীই তাহাদের রাণী এবং সে পার্থিব যাবতীয় বিষয়-সম্পদের অধিকারিণী তাহার সিংহাসন সুবৃহৎ ও গৌরব-বিমণ্ডিত এবং সেদেশে তাহার আদেশ সকলেই সসম্ভ্রমে প্রতিপালন করিয়া থাকে।

২৪—২৬। হুদহুদ হজরত সোলায়মানকে আরও বলিয়াছিল যে, সেই রাণী এবং তাহার পরিষদ ও প্রজাপুঞ্জের সকলেই সূর্য্যোপাসক। পাপাত্মা শয়তানের প্ররোচনায় তাহারা সকলেই বিভ্রান্ত ও বিপথগামী হইয়া গিয়াছে। সুতরাং যে, মহান ও সর্ব্বশক্তিমান আল্লাহতা'লা এই বিশ্ব-জগত সৃষ্টি করিয়াছেন, যিনি জগতের গুপ্ত ও ব্যক্ত সকল বিষয় পরিজ্ঞাত আছেন, যিনি মহান আর্শের অধিপতি এবং যে আল্লাহ ভিন্ন আর কোনই উপাস্য নাই, শয়তানের চক্রান্তে তাহারা কেহই সেই আল্লার উপাসনা করে না।

হইতে প্রতিরোধ করিয়াছে—যেন তাহারা পথপ্রাপ্ত না হয়; ২৫। যাহাতে তাহারা সেই আল্লাহকে সেজদা না করে, যিনি নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের গুপ্ত বিষয় সমূহ প্রকাশিত করেন এবং তোমরা যাহা গোপন কর অথবা প্রকাশ কর, তাহা তিনি পরিজ্ঞাত আছেন। ২৬। আল্লাহ ব্যতীত আর কোনই উপাস্য নাই—তিনিই মহান আর্শের প্রতিপালক। ২৭। সে বলিয়াছিল, আমি এখনই দেখিব যে, তুমি সত্যবাদী অথবা অসত্যবাদীগণের অন্তর্ভুক্ত। ২৮। আমার এই পত্র লইয়া গিয়া তাহাদের উপর নিক্ষেপ কর, তারপর তাহাদের নিকট হইতে ফিরিয়া আইস; অনন্তর দেখ যে, তাহারা কি উত্তর প্রদান করে। ২৯। সে বলিয়াছিল—হে প্রধানগণ, নিশ্চয় আমার উপর এক সম্মানিত লিপি নিক্ষিপ্ত হইয়াছে। ৩০। নিশ্চয় ইহা সোলায়মান হইতে আসিয়াছে এবং নিশ্চয় ইহা সর্ব্বপ্রদাতা করুণাময় আল্লার নামে আরম্ভ হইয়াছে; ৩১। যেন তোমরা আমার সমক্ষে অহঙ্কার না কর এবং আমার নিকট আত্মসমর্পণ কর।

السبيل فهم لا يهتدون ۙ ٢٥- الا
يسجدوا لله الذى يخرج الخبء
فى السموت والارض ويعلم ما
تخفون وما تعلنون ○ ٢٦- الله
لا اله الا هو رب العرش العظيم ○
٢٧- قال سننظر اصدقت ام كنت
من الكذبين ○ ٢٨- اذهب
بكتبى هذا فالقه اليهم ثم تول
عنهم فانظر ماذا يرجعون ○
٢٩- قالت يايها الملؤا انى
القى الى كتب كريم ○ ٣٠- انه
من سليمن وانه بسم الله
الرحمن الرحيم ۙ ٣١- الا تعلوا
على واتونى مسلمين ع

২৭—২৮। হজরত সোলায়মান হুদহুদের কথা শুনিয়া বলিয়াছিল যে, তুমি সত্যবাদী কি মিথ্যাবাদী, আমি এখনই তাহার পরীক্ষা করিতেছি। তুমি আমার এই পত্র লইয়া তাহাদের নিকট গমন কর এবং তৎপর সেই রাণীর সমক্ষে ইহা নিক্ষেপ করিয়া দেখ যে, সে ইহার কি উত্তর দেয় অথবা এ সম্বন্ধে তাহারা কি আলোচনা করে এবং তাহা জানিয়া আমার নিকট ফিরিয়া আইস।

২৯—৩১। সাবার রাণী বিবি বিল্‌কিস যখন ঐ পত্র পাইয়াছিলেন, তখন তিনি স্বীয় অমাত্য ও পারিষদদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছিলেন যে, নিশ্চয় আমি এক সম্মানিত পত্র প্রাপ্ত হইয়াছি। নিশ্চয় সম্রাট সোলায়মান এই পত্র লিখিয়াছেন; কারণ ইহা তাঁহাদের উপাস্য সর্বদাতা করুণাময় আল্লার নামে লিখিত হইয়াছে। এই পত্রে আরও লিখিত হইয়াছে যে, তোমরা এই পত্র পাওয়া মাত্র আত্মসমর্পণ পূর্ব্বক বশ্যতা স্বীকার করিয়া আমার সমক্ষে উপস্থিত হইবে; অহঙ্কার বশে কদাচ ইহার অন্যথাচরণ করিবে না।

৩য় রুকূ—সোলায়মানের নিকট সাবার রাণীর আত্মসমর্পণ

৩২। সে বলিয়াছিল—হে প্রধান-গণ, তোমরা আমার কার্য্য সম্বন্ধে পরা-মর্শ প্রদান কর, আমি তোমাদের উপ-স্থিতি ব্যতিরেকে কোন বিষয়ই মীমাংসা করি না। ৩৩। তাহারা বলিয়াছিল, আমরা শক্তিশালী ও প্রচণ্ড যোদ্ধা এবং আদেশ তোমারই; অতএব তুমি ভাবিয়া দেখ যে, কি আদেশ করা উচিৎ ৩৪। সে বলিয়াছিল—যখন কোন রাজ্যাধিপতি কোন জনপদে প্রবেশ করে, তখন উহা ধ্বংস করিয়া দেয় এবং উহার সম্ভ্রান্ত অধিবাসীদিগকে অবনমিত করিয়া থাকে এবং তাহারা এইরূপেই করিবে। ৩৫। এবং আমি অবশ্যই তাহাদের নিকট উপঢৌকন প্রেরণ করিব; তৎপর দেখিব যে, দূত কি

٣٢- قَالَتْ يَآَيُّهَا الْمَلَؤُا اَفْتُوْنِىْ
فِىْٓ اَمْرِىْ ۚ مَا كُنْتُ قَاطِعَةً اَمْرًا
حَتّٰى تَشْهَدُوْنَ ○ ٣٣- قَالُوْا نَحْنُ
اُولُوْا قُوَّةٍ وَّاُولُوْا بَاْسٍ شَدِيْدٍ ۙ
وَّالْاَمْرُ اِلَيْكِ فَانْظُرِىْ مَاذَا
تَاْمُرِيْنَ ○ ٣٤- قَالَتْ اِنَّ الْمُلُوْكَ
اِذَا دَخَلُوْا قَرْيَةً اَفْسَدُوْهَا وَجَعَلُوْٓا
اَعِزَّةَ اَهْلِهَآ اَذِلَّةً ۚ وَكَذٰلِكَ
يَفْعَلُوْنَ ○ ٣٥- وَاِنِّىْ مُرْسِلَةٌ
اِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ فَنٰظِرَةٌۢ بِمَ يَرْجِعُ

৩২। হজরত সোলায়মানের পত্র পাঠ করিয়া রাণী বিলকিস তাঁহার পারিষদবৃন্দকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছিলেন যে, সম্রাট সোলায়মান আমাদিগকে আত্মসমর্পণ ও-বশ্যতা স্বীকার করিয়া তাহার নিকট উপস্থিত হইবার জন্য আদেশ করিয়াছেন। অন্যথা তিনি আমাদিগকে আক্রমণ ও আমাদের দেশ অধিকার করিবার জন্য তাহার শক্তিশালী সৈন্যদল প্রেরণ করিবেন। এ অবস্থায় আমাদের কি করা কর্ত্তব্য, তদ্বিষয়ে আমি তোমাদের পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিতেছি। কারণ তোমাদের পরামর্শ ব্যতীত আমি কখনই কোন কার্য্য করি না।

৩৩। বিলকিস বিবির পারিষদগণ ইহার উত্তরে বলিয়াছিল যে, আমরাও শক্তিশালী প্রচণ্ড যোদ্ধা; সুতরাং সোলায়মান সৈন্য প্রেরণ করিলে আমরাও যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত আছি; তাহাকে ভয় করিবার কোনই কারণ নাই। তবে আপনি যখন আমাদের রাণী, তখন আপনি যেরূপ আদেশ করিবেন, আমরা তদানুসারেই কার্য্য করিব। সুতরাং এ অবস্থায় আমাদের কি করা উচিৎ, তাহা আপনিই ভাবিয়া স্থির করুন।

৩৪—৩৫। রাণী বিলকিস অত্যন্ত বুদ্ধিমতী রমণী ছিলেন। যুদ্ধ-বিগ্রহের পরিণাম যে ভাল নহে এবং উহার ফলে যে দেশ ও জাতির অত্যন্ত অনিষ্ট সাধিত হইয়া থাকে, তাহা তিনি উত্তমরূপেই পরিজ্ঞাত ছিলেন। তাই তিনি স্বীয় পারিষদগণের বাক্য শুনিয়া বলিলেন যে, আমাদের পক্ষে আপাততঃ যুদ্ধ-বিগ্রহে লিপ্ত হইবার প্রয়োজন নাই। কারণ যুদ্ধে যদি আমরা পরাজিত হই, তাহা হইলে বিজয়ী আক্রমণকারীরা আমাদের দেশ-ধ্বংস করিয়া দিবে এবং আমাদের সম্ভ্রান্ত অধিবাসীদিগকে তাহারা দাসত্ব বন্ধনে আবদ্ধ করিবে। কারণ যুদ্ধের ফলাফল সাধারণতঃ এইরূপই হইয়া থাকে। সুতরাং আমি স্থির করিয়াছি যে, প্রথমতঃ আমরা যুদ্ধের

الْمُرْسَلُوْنَ ○ ٣٦- فَلَمَّا جَاءَ
سُلَيْمٰنَ قَالَ اَتُمِدُّوْنَنِ بِمَالٍ
فَمَا اٰتٰىنِ اللّٰهُ خَيْرٌ مِّمَّا اٰتٰىكُمْ
بَلْ اَنْتُمْ بِهَدِيَّتِكُمْ تَفْرَحُوْنَ ○
٣٧- اِرْجِعْ اِلَيْهِمْ فَلَنَاْتِيَنَّهُمْ
بِجُنُوْدٍ لَّا قِبَلَ لَهُمْ بِهَا وَلَنُخْرِجَنَّهُمْ
مِّنْهَا اَذِلَّةً وَّهُمْ صٰغِرُوْنَ ○
٣٨- قَالَ يٰۤاَيُّهَا الْمَلَؤُا اَيُّكُمْ
يَاْتِيْنِىْ بِعَرْشِهَا قَبْلَ اَنْ يَّاْتُوْنِىْ

লইয়া প্রত্যাবর্তন করে। ৩৬। অনন্তর যখন সে সোলায়মানের নিকট উপস্থিত হইয়াছিল, তখন সে বলিয়াছিল তোমরা কি আমাকে ধন-রত্ন দ্বারা সাহায্য করিতে চাও? ফলতঃ আল্লাহ আমাকে যাহা দান করিয়াছেন তাহা তোমাদিগকে যাহা দিয়াছেন, তদপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর; বরং তোমরাই তোমাদের উপঢৌকন লইয়া সন্তুষ্ট থাক। ৩৭। তুমি তাহাদের নিকট ফিরিয়া যাও; অনন্তর নিশ্চয় আমরা এরূপ সৈন্যদল সহ তাহাদের উপর উপনীত হইব যে, তাহারা উহাদের সম্মুখীন হইতে পারিবে না এবং নিশ্চয় আমরা তাহাদিগকে তথা হইতে অপমান সহকারে বহিষ্কৃত করিয়া দিব এবং তাহাদিগকে অবনমিত হইতে হইবে। ৩৮। সে আরও বলিয়াছিল, হে প্রধানগণ, তোমাদের মধ্যে এমন কে আছে যে. তাহারা বশ্যতা স্বীকার করিয়া আমার নিকট আসিবার পূর্ব্বেই তাহার

পরিবর্ত্তে সন্ধির জন্য চেষ্টা করিব এবং সোলায়মানের নিকট উপঢৌকন সহ দূত পাঠাইয়া দিব উক্ত দূত সোলায়মানের উদ্দেশ্য, অবস্থা ও শক্তি-সামর্থ জানিয়া ফিরিয়া আসিবার পর তখন পরামর্শ করিয়া নিজেদের কর্ত্তব্য স্থির করিব।

৩৬—৩৭। রাণী বিলকিসের প্রেরিত দূত যখন হজরত সোলায়মানের নিকট উপস্থিত হইয়া তাহার প্রেরিত উপঢৌকন সমূহ প্রদান করিয়াছিল, তখন হজরত সোলায়মান তাহাকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছিলেন যে, রাণী বিলকিস আমার আদেশ অনুসারে আত্মসমর্পণ ও বশ্যতা স্বীকার পূর্ব্বক আমার সমক্ষে উপস্থিত না হইয়া শুধু উপঢৌকন পাঠাইয়াই কি আমাকে সন্তুষ্ট ও প্রতিরোধ করিতে চাহেন! রাণী বিলকিসের উপঢৌকন ও ধনসম্পদ অপেক্ষা বহুগুণ শ্রেষ্ঠতর ধন সম্পদ আল্লাহ আমাকে প্রদান করিয়াছেন। অতএব রাণী যখন আমার আদেশ পালন করেন নাই, তখন তাহার এই উপঢৌকন আমি কিছুতেই গ্রহণ করিব না। তুমি ইহা লইয়া ফিরিয়া যাও এবং তোমাদের রাণীকে যাইয়া বল যে, তাহাকে অবনমিত ও বশীভূত করিবার জন্য আমি এরূপ বিক্রান্ত সৈন্যদল সহ তাহার রাজ্য আক্রমণ করিব যে, তাহার সৈন্যদল কিছুতেই সেই আক্রমণ প্রতিরোধ করিতে পারিবে না এবং নিশ্চয় আমি তোমাদের রাণীর দর্প চুর্ণ করিয়া তাহাকে ও তাহার সৈন্যদলকে তথা হইতে বিতাড়িত ও বহিষ্কৃত করিয়া দিব; অন্যথা আমার আদেশ অনুযায়ী নতশিরে বশ্যতা স্বীকার করিয়া তাহাকে সদলবলে আমার নিকট আত্মসর্পণ করিতে হইবে।

৩৮।—রাণী বিলকিসের দূত বিদায় হইবার পরেই হজরত সোলায়মান সাবা আক্রমণ সম্বন্ধে আলোচনা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি স্বীয় পারিষদ ও সৈন্যদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন যে, সম্ভবতঃ দূত ফিরিয়া যাইবার পর নিশ্চয়ই রাণী বিলকিস বশ্যতা স্বীকার করিয়া আত্মসমর্পণের

সিংহাসন আমার নিকট লইয়া আসিতে
পারে ? ৩৯। জেনগণের মধ্য হইতে
এক সাহসী বলিয়াছিল—তুমি স্বীয়
আসন হইতে উঠিবার পূর্ব্বেই আমি
তোমার সমক্ষে উহা লইয়া আসিব এবং
আমি বিশ্বাস করি যে, নিশ্চয় আমি
উহা করিতে সক্ষম। ৪০। তাঁহার
নিকটে অবস্থিত—গ্রন্থ-সম্বন্ধে অভিজ্ঞ
এক ব্যক্তি বলিয়াছিল যে, তোমার
দৃষ্টি তোমার প্রতি প্রত্যাবর্ত্তিত হইবার
পূর্ব্বেই আমি উহা তোমাদের নিকট উপস্থিত
করিতেছি। অনন্তর যখন সে তাহার
সমক্ষে উহা উপস্থিত অবলোকন করিয়া-
ছিল, তখন সে বলিয়াছিল—ইহা
আমার প্রতিপালকেরই অনুগ্রহ—যেন
আমার পরীক্ষা করা হয় যে, আমি
কৃতজ্ঞতা স্বীকার করি কি অস্বীকার
করি ; এবং যে কৃতজ্ঞতা স্বীকার করে,
ফলতঃ সে নিজের জন্যই কৃতজ্ঞতা
স্বীকার করিয়া থাকে ; কিন্তু যে
অস্বীকার করে, তবে আমার

مُسْلِمِيْنَ ○ ٣٩- قَالَ عِفْرِيْتٌ
مِّنَ الْجِنِّ اَنَا اٰتِيْكَ بِهٖ قَبْلَ
اَنْ تَقُوْمَ مِنْ مَّقَامِكَ ج
وَاِنِّيْ عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ اَمِيْنٌ ○
٤٠- قَالَ الَّذِيْ عِنْدَهٗ عِلْمٌ مِّنَ
الْكِتٰبِ اَنَا اٰتِيْكَ بِهٖ قَبْلَ اَنْ يَّرْتَدَّ
اِلَيْكَ طَرْفُكَ ط فَلَمَّا رَاٰهُ مُسْتَقِرًّا
عِنْدَهٗ قَالَ هٰذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّيْ قف لا
لِيَبْلُوَنِيْٓ ءَاَشْكُرُ اَمْ اَكْفُرُ ط وَمَنْ
شَكَرَ فَاِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهٖ ج وَمَنْ
كَفَرَ فَاِنَّ رَبِّيْ غَنِيٌّ كَرِيْمٌ ○

জন্য আমার সমক্ষে উপস্থিত হইবেন। কিন্তু তাহার পূর্ব্বেই আমি তাঁহাকে স্বীয় শক্তি প্রদর্শন করিয়া তাহার দর্প চূর্ণ করিতে চাহি। অতএব তোমাদের মধ্যে এমন কেহ আছে কিনা যে, রাণী বিলকিস আমার সমক্ষে উপনীত হইবার পূর্ব্বেই তাহার সিংহাসন আনিয়া আমার সম্মুখে উপস্থিত করে ?

৩৯। হজরত সোলায়মানের উক্তি শুনিয়া তাঁহার জেন-জাতীয় সৈন্যদলের মধ্য হইতে এক সাহসী ও পরাক্রান্ত জেন বলিল যে, আপনি যদি আদেশ করেন, তাহা হইলে আপনি এখান হইতে উঠিয়া যাইবার পূর্ব্বেই আমি তাহার সিংহাসন আপনার সমক্ষে উপস্থিত করিতে পারি এবং আমার দৃঢ়বিশ্বাস আছে যে, আমি ইহা করিতে সক্ষম।

৪০। জেনের বাক্য শেষ হইবার পরেই হজরত সোলায়মানের পারিষদগণের মধ্য হইতে জনৈক বিদ্বান ও আধ্যাত্মিক শক্তিসম্পন্ন ব্যক্তি বলিলেন যে, আমি আপনার দৃষ্টি পরিবর্ত্তিত হইতে না হইতে এবং চক্ষুর পলক পড়িতে না পড়িতেই উহা আপনার সমক্ষে আনিয়া দিতেছি। এই কথা বলিয়াই তিনি "এসম-আজম" ও আধ্যাত্মিক শক্তিবলে তৎক্ষনাৎ উক্ত সিংহাসন হজরত সোলায়মানের সম্মুখে আনিয়া উপস্থিত করিলেন।—তঃ হক্কানী।

হজরত সোলায়মান যখন মুহূর্ত্তের মধ্যে বিবি বিলকিসের সিংহাসন তাহার সমক্ষে উপস্থিত দেখিলেন, তখন তিনি আল্লাহতা'লার নিকট কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিয়া বলিলেন যে, আল্লাহতা'লা

٤١- قَالَ نَكِّرُوا لَهَا عَرْشَهَا نَنْظُرْ
أَتَهْتَدِي أَمْ تَكُونُ مِنَ الَّذِينَ
لَا يَهْتَدُونَ ○ ٤٢- فَلَمَّا جَاءَتْ
قِيلَ أَهٰكَذَا عَرْشُكِ ط قَالَتْ كَأَنَّهُ
هُوَ ج وَأُوتِينَا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهَا
وَكُنَّا مُسْلِمِينَ ○ ٤٣- وَصَدَّهَا
مَا كَانَتْ تَعْبُدُ مِنْ دُونِ اللَّهِ ط
إِنَّهَا كَانَتْ مِنْ قَوْمٍ كٰفِرِينَ ○

প্রতিপালকই সুপ্রচুর সম্মানিত। ৪১। সে বলিয়াছিল—তাহার জন্য তাহার সিংহাসন বিবর্ত্তিত করিয়া দাও; আমি দেখিব যে, সে সুপথগামী হয় অথবা যাহারা পথপ্রাপ্ত হয় নাই তাহাদের অন্তর্ভুক্ত হইয়া যায়। ৪২। অনন্তর যখন সে উপস্থিত হইয়াছিল, তখন তাহাকে বলা হইয়াছিল যে, তোমার সিংহাসন কি এইরূপই ছিল? সে বলিয়াছিল—সম্ভবতঃ উহা ঐরূপই ছিল, এবং ইহার পূর্ব্বেই আমরা অবগত হইয়াছি এবং আমরা আত্মসমর্পণ করিয়াছি। ৪৩। এবং সে আল্লার পরিবর্ত্তে যদ্বিষয়ে উপসনা করিত, তাহা হইতে সে তাহাকে প্রতিনিবৃত্ত করিয়াছিল; যেহেতু নিশ্চয়ই সে অবিশ্বাসী সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত ছিল।

বিশেষ অনুগ্রহেই আমার পারিষদ ও সৈন্যদলের মধ্যে এইরূপ অসাধারণ শক্তিশালী লোক বিদ্যমান রহিয়াছে এবং নিশ্চয় আমার প্রতিপালক প্রভু গৌরবান্বিত ও সর্ব্বশক্তিমান।

৪১। অনন্তর হজরত সোলায়মান যখন জানিতে পারিলেন যে, বিবি বিলকিস বশ্যতা স্বীকার ও আত্মসর্পণের জন্য তাঁহার নিকট আগমন করিতেছেন, তখন তিনি স্বীয় অনুচরদিগকে বলিলেন যে, তোমরা এই সিংহাসন উল্টাইয়া রাখ অথবা ইহার আকৃতি পরিবর্ত্তিত করিয়া দাও। কারণ আমি এতদ্দ্বারা পরীক্ষা করিব যে, রাণী বিলকিস কিরূপ বুদ্ধিমতী এবং সে তাঁহার সিংহাসন চিনিতে পারে কিনা?

৪২। রাণী বিলকিস হজরত সোলায়মানের সমক্ষে উপস্থিত হইলে তিনি তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—দেখ, ইহা তোমার সিংহাসন কি না? বিবি বিলকিস উক্ত সিংহাসনের আকৃতি অথবা উহার পরিবর্ত্তনের প্রতিলক্ষ্য করিয়া এবং উহা তাঁহাদেরই সিহাসন কি না, তাহা সঠিক বুঝিতে না পারিয়া বলিলেন যে, সম্ভবতঃ আমার সিংহাসন এইরূপই হইবে।

আলোচ্য আয়তের শেষাংশকে কেহ হজরত সোলায়মানের উক্তি এবং কেহ বা বিবি বিলকিসের উক্তি বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। ফলতঃ উভয় প্রকারেই উহার অর্থ ও মর্ম্ম পরিগ্রহণ করা যাইতে পারে।

৪৩। এই আয়তে রাণী বিলকিসের অভিজ্ঞতার অভাব ও অজ্ঞতার কারণ স্বরূপ তাঁহার ভ্রান্ত ধর্ম্ম -বিশ্বাসের উল্লেখ করা হইয়াছে অর্থাৎ বিবি বিলকিস অবিশ্বাসী ও সূর্য্য-উপাসিকা ছিলেন বলিয়াই ইতিপূর্বে হজরত সোলায়মানের জ্ঞান-বুদ্ধি ও শক্তির পরিমাণ এবং তাঁহার নবুয়তের সত্যতা হৃদয়ঙ্গম বা উপলব্ধি করিতে পারেন নাই। কিন্তু তিনি যখন হজরত সোলায়-মানের সমক্ষে উপস্থিত হইয়া বশ্যতা স্বীকার করিলেন, তখনই উহা উপলব্ধি করিয়া তৎপ্রতি আত্মসমর্পণ করিলেন।

1145

৪৪। তাহাকে বলা হইয়াছিল যে, প্রাসাদে প্রবেশ কর; অনন্তর যখন সে উহা অবলোকন করিয়াছিল, তখন উহাকে সলিলাধার ধারণা করিল এবং সে উভয় পদাবরণী উন্মুক্ত করিয়া ফেলিল; সে বলিয়াছিল—নিশ্চয় এই প্রসাদ

٤٤- قِيْلَ لَهَا ادْخُلِي الصَّرْحَ ۚ فَلَمَّا رَاَتْهُ حَسِبَتْهُ لُجَّةً وَّكَشَفَتْ عَنْ سَاقَيْهَا ؕ قَالَ اِنَّهٗ صَرْحٌ

৪৪। অনন্তর হজরত সোলায়মান বিবি বিলকিসকে রাজপ্রাসাদে প্রবেশ করিবার জন্য আদেশ করিলেন। হজরত সোলায়মান তাঁহার ঐ মনোহর প্রাসাদে বহুমূল্য প্রস্তর ও কাঁচ দ্বারা নির্মাণ করিয়াছেন। উহার প্রবেশ পথে একটী স্বচ্ছ-সলিলপূর্ণ কৃত্রিম সরোবর ছিল এবং উক্ত সলিলে নানাবর্ণের মৎস্য ও জলজ পুষ্প বিরাজমান ছিল। উক্ত সরোবরের উপরিভাগে সুদৃঢ় ও স্বচ্ছ কাঁচ দ্বারা বিমণ্ডিত ছিল বলিয়া উহা উন্মুক্ত সরোবর বলিয়াই ভ্রম হইত। বিবি বিলকিস উক্ত সরোবরের সম্মুখে উপস্থিত হইয়াই থমকিয়া দাঁড়াইলেন এবং উহা উন্মুক্তসলিলাধার মনে করিয়া পার হইবার জন্য উভয় পদের পদাবরণী খুলিয়া ফেলিলেন। তখন হজরত সোলায়মান তাহাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন যে, উক্ত সরোবর কাঁচ দ্বারা বিমণ্ডিত। সুতরাং উহা পার হইবার জন্য পদাবরণী উন্মুক্ত করিবার কোনই প্রয়োজন নাই। তুমি উহার উপর দিয়াই স্বচ্ছন্দে চলিয়া যাইতে পারিবে।

বিবি বিলকিস তখন হজরত সোলায়মানের জ্ঞান-গরিমা ও ঐশ্বর্য্য-সম্পদের পরিমাণ উপলব্ধি করিতে সমর্থ হইলেন এবং নিজের অজ্ঞতা ও হীনতা বুঝিতে পারিয়া একান্ত অপ্রস্তুত হইয়া বলিলেন যে, নিশ্চয় আমি এতদিন মিথ্যা অভিমান ও অসার ভ্রান্তির মধ্যে নিমজ্জিত ছিলাম। এই ভ্রম-বিশ্বাসের ফলে অসত্যের উপাসনা করিয়া এতদিন আমি নিজের প্রতি অত্যাচারই করিয়া আসিয়াছি। কিন্তু আজ আমি সত্যের সন্ধান পাইয়াছি; আমার জ্ঞান চক্ষু উন্মিলিত হইয়াছে। আমি নিশ্চয় জানিলাম, হজরত সোলায়মান আমার অপেক্ষা বহুগুণে শ্রেষ্ঠতম ও সৌভাগ্যশালী। তাঁহার উপাস্য আল্লাহতা'লাই সত্য ও সর্ব্বশক্তিমান। অতএব আজ আমি হজরত সোলায়মানের নিকট বশ্যতা স্বীকার করিয়া তাঁহার সহিত তদীয় মহান উপাস্য, বিশ্বজগতের প্রতিপালক আল্লার উদ্দেশ্যে আত্মসমর্পণ করিলাম। আল্লাহ ভিন্ন আর কোনই উপাস্য নাই।—তঃ হক্কানী।

আলোচনা—এই আয়ত পর্য্যন্ত হজরত সোলায়মান ও সাবার রাণী বিবি বিলকিসের প্রসঙ্গ শেষ হইয়াছে। হজরত সোলায়মান শাম দেশ বা সিরিয়ার মহাশক্তিশালী সম্রাট এবং বিবি বিলকিস সাবা বা এয়মনের প্রভাবসম্পন্না রাণী ছিলেন। পবিত্র কোরান শরিফের বর্ণনা অনুসারে বুঝা যায় যে, হজরত সোলায়মান তৎকালীন পরাক্রান্ত সম্রাটগণের চিরন্তন প্রথানুসারে তাঁহার বিভিন্ন শ্রেণীর সৈন্যদল সহ ধর্ম্ম-প্রচার ও দিগ্বিজয়ে বহির্গত হন এবং তদীয় পক্ষীদূত হুদহুদের মুখে সূর্য্যোপাসক সাবার রাণীর বিষয় অবগত হইয়া তাঁহাকে যথারীতি বশ্যতা স্বীকার পূর্ব্বক আত্মসমর্পণ অথবা প্রকাশ্য সংগ্রামের জন্য আহ্বান করেন। বুদ্ধিমতী সাবার রাণী বিবি বিলকিস মহাপরাক্রান্ত হজরত সোলায়মানের সহিত যুদ্ধে বিজয় অথবা সুফল লাভ অসম্ভব মনে করিয়া বিনা-যুদ্ধেই তাঁহার বশ্যতা স্বীকারে সম্মত হন এবং হজরত সোলায়মানের অসাধারণ ঐশ্বর্য্য-গৌরব ও মহত্ত্ব-মহিমা অবলোকন পূর্ব্বক নিজের ভ্রম-বিশ্বাস ও ভ্রান্ত ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া তাঁহার আদেশ অনুসারে সত্যধর্ম্ম পরিগ্রহণ ও আল্লার প্রতি আত্মসমর্পণ করেন।

কোরান শরিফে হজরত সোলায়মান ও বিবি বিলকিসের প্রসঙ্গ এইটুকুই বর্ণিত হইয়াছে। বিবি বিলকিস কুমারী অথবা বিবাহিতা ছিলেন কি না, হজরত সোলায়মান তৎপ্রতি আসক্ত হইয়া তাঁহাকে বশ্যতা স্বীকার ও আত্মসমর্পণে বাধ্য করিয়াছিলেন কি না এবং হজরত সোলায়-

কাঁচ দ্বারা বিমণ্ডিত; সে বলিয়াছিল; হে আমার প্রতিপালক, নিশ্চয় আমি নিজের প্রতি অত্যাচার করিয়াছি এবং আমি সোলায়মানের সহিত বিশ্বজগতের প্রতিপালক আল্লার উদ্দেশ্যে আত্মসমর্পণ করিলাম।

مُمَرَّدٌ مِّنْ قَوَارِيْرَ ط قَالَتْ رَبِّ
إِنِّىْ ظَلَمْتُ نَفْسِىْ وَأَسْلَمْتُ
مَعَ سُلَيْمٰنَ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۵

৪র্থ—হজরত সালেহ ও হজরত লুতের বিবরণ

৪৫। এবং নিশ্চয়ই আমি সমূদ-সম্প্রদায়ের প্রতি তাহাদের ভ্রাতা সালেহকে প্রেরণ করিয়াছিলাম যে, তোমরা আল্লার উপাসনা কর; তৎপর তাহারা দুই দল হইয়া পরস্পর কলহ

٤٥- وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلٰى ثَمُوْدَ
أَخَاهُمْ صٰلِحًا أَنِ اعْبُدُوا اللّٰهَ
فَإِذَا هُمْ فَرِيْقٰنِ يَخْتَصِمُوْنَ ○

মানের সহিত বিবি বিলকিসের বিবাহ হইয়াছিল কি না, কোরান শরিফে তৎসম্বন্ধে কোনই বর্ণনা প্রদত্ত হয় নাই। শুধু বিবি বিলকিসের শেষ উক্তি যথা "অ আস্‌লামতো মা-য়া সোলায়মানা লিল্লাহে রব্বেল আলামিন"—অর্থাৎ "আমি সোলায়মানের সহিত বিশ্বজগতের প্রতিপালক আল্লার উদ্দেশ্যে আত্মসমর্পণ করিলাম"—এই কথাটির প্রতি লক্ষ্য করিয়া কেহ কেহ অনুমান করিয়াছেন যে, সম্ভবতঃ বিবি বিলকিস হজরত সোলায়মানের নিকট বশ্যতা স্বীকার ও আত্ম—সমর্পণ পূর্ব্বক সত্য-ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া অবশেষে তাঁহারই সহিত বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হইয়াছিলেন এবং তাঁহার শেষোক্ত উক্তিতে উহারই অস্পষ্ট আভাস পাওয়া যাইতেছে। কিন্তু ইহা অনিশ্চিত অনুমান মাত্র। প্রকৃত কথা এই যে, কোরান শরিফ এসম্বন্ধে সম্পূর্ণ নীরব। উহার সত্যাসত্য নির্ণয় সম্পূর্ণরূপে ঐতিহাসিক অনুসন্ধিৎসার উপর নির্ভর করিতেছে।

অবশ্য এ কথা সত্য যে, তৎকালীন প্রথানুসারে হজরত সোলায়মান এস্রাইল-বংশীয় ও অন্যান্য বংশীয় বহু রমণীর পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন এবং তাঁহার বহু পত্নী বিদ্যমান ছিল। প্রচলিত বাইবেলেও লিখিত আছে যে, হজরত সোলায়মানের বহু পত্নী বিদ্যমান ছিল এবং তিনি তাঁহার অন্য বংশীয় অংশীবাদিনী প্রতিমাপূজক পত্নীগণের প্ররোচনায় মহাপাপ প্রতিমা পূজা অথবা ঐ সকল অলীক উপাস্যের প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিলেন (১ম রাজাবলী ১১—৯ পদ)। একজন মহাজ্ঞানী সম্রাট ও নবীর পুত্র নবীর পক্ষে ইহা অপেক্ষা অন্যায় অপবাদ আর কিছুই হইতে পারে না। তাই পবিত্র কোরআন স্পষ্টতর ভাষায় উহার প্রতিবাদ করিয়া বলিয়া দিতেছেন যে, হজরত সোলায়মান একজন মহাজ্ঞানী ও মহাপরাক্রান্ত সম্রাট এবং আল্লাহতা'লার অনুগৃহীত সত্য বিশ্বাসী নবী ছিলেন। তিনি কোন রমনী অথবা স্বীয় পত্নীগণের জন্য কখনই মহাপাপ অংশীবাদীতা ও প্রতিমা-পূজায় অনুরক্ত অথবা সংলিপ্ত হন নাই। বরং সাবার রাণী বিবি বিলকিসের ন্যায় তদীয় পত্নীগণই তাঁহার নিকট বশ্যতা স্বীকার ও আত্মসমর্পণ পূর্ব্বক সত্য ধর্ম্মের অনুসরণ করিয়াছিলেন। কোঃ ২—১০২, তঃ মঃ আঃ ও এনঃ বাঃ কঃ ৪৬৮৯ দ্রষ্টব্য।

৪৫। হজরত সোলায়মান ও সাবার রাণীর প্রসঙ্গ শেষ করিয়া আল্লাহতা'লা অবিশ্বাসীদিগকে সতর্ক করিবার জন্য এই রুকুতে পুনরায় হজরত সালেহ এবং হজরত লুতের প্রসঙ্গ বর্ণনা করিতেছেন। ইহাদের বিস্তৃত বিবরণ পূর্ব্বেই বর্ণিত হইয়াছে। —কোঃ ৮ম পারা সূরা আরাফ ১০ম রুকু এবং সূরা শোয়ারা ৮ম ও ৯ম রুকু দ্রষ্টব্য।

৪৬- قَالَ يٰقَوْمِ لِمَ تَسْتَعْجِلُوْنَ
بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ ۚ لَوْلَا
تَسْتَغْفِرُوْنَ اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ ○
৪৭- قَالُوا اطَّيَّرْنَا بِكَ وَبِمَنْ
مَّعَكَ ۚ قَالَ طٰٓئِرُكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ بَلْ
اَنْتُمْ قَوْمٌ تُفْتَنُوْنَ ○ ৪৮- وَكَانَ
فِي الْمَدِيْنَةِ تِسْعَةُ رَهْطٍ يُّفْسِدُوْنَ
فِي الْاَرْضِ وَلَا يُصْلِحُوْنَ ○
৪৯- قَالُوْا تَقَاسَمُوْا بِاللّٰهِ لَنُبَيِّتَنَّهٗ

করিয়াছিল।
৪৬। সে বলিয়াছিল, হে আমার সম্প্রদায়, তোমরা কল্যাণের পূর্ব্বেই কেন অকল্যাণের জন্য সত্বরতা করিতেছ? তোমরা কেন আল্লার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছ না, যাহাতে তোমরা অনুগ্রহ প্রাপ্ত হইবে।
৪৭। তাহারা বলিয়াছিল—তোমার জন্য ও তোমার সঙ্গীদিগের জন্যই আমরা দুর্ভাগ্যগ্রস্থ হইয়াছি; সে বলিয়াছিল—আল্লাহ হইতেই তোমাদের দুর্ভাগ্য হইয়াছে—বরং তোমরা এরূপ সম্প্রদায় যে, তোমাদিগকে পরীক্ষা করা হইতেছে।
৪৮। এবং ঐ সহরে নয় ব্যক্তি ছিল—যে পৃথিবীতে অশান্তি উৎপাদন করিত এবং সংশোধন করিত না।
৪৯। তাহারা বলিয়াছিল, তোমরা পরস্পর আল্লার শপথ কর যে,

আলোচ্য আয়তের বিশেষ মর্ম্ম এই যে, হজরত সালেহ যখন সমুদ জাতিকে সদুপদেশ প্রদান পূর্ব্বক সত্য-ধর্ম্মে আহ্বান করিয়াছিলেন, তখন তাহারা দুই দলে বিভক্ত হইয়া পরস্পর কলহ করিয়াছিল। ইহাদের এক দল হজরত সালেহের প্রতি বিশ্বাস-স্থাপন পূর্ব্বক সত্য-ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিল এবং অন্য দল তৎপ্রতি অসত্যারোপ করিয়া ধর্ম্মদ্রোহী হইয়া গিয়াছিল।—তঃ হক্কানী

৫৬। যাহারা ধর্ম্মদ্রোহী হইয়া গিয়াছিল, তাহারা হজরত সালেহকে বলিছিল যে, আমরা তোমাকে বিশ্বাস করিয়া তোমার ধর্ম্ম গ্রহণ না করিলে তুমি যে শাস্তির ভয় প্রদর্শন করিতেছ, সেই শাস্তি আমাদের উপর শীঘ্র শীঘ্র অবতীর্ণ হউক। তাহা হইলেই আমরা তোমার সত্যতা বুঝিতে পারিব। হজরত সালেহ তাহাদিগকে বলিয়াছিলেন, হে আমার সম্প্রদায়, তোমরা কেন কল্যাণের পরিবর্ত্তে অকাল্যাণের জন্য সত্বরতা করিতেছ? বরং তোমরা তোমাদের এই অবাধ্যতা ও ধর্ম্মদ্রোহিতা পরিত্যাগ করিয়া আল্লার নিকট ক্ষমা-প্রার্থী হও এবং তাঁহার অনুগ্রহ প্রার্থনা কর। তাহা হইলেই তোমরা তাঁহার অনুগ্রহ ও কল্যাণ লাভ করিয়া ধন্য হইতে পারিবে।

৪৭। তাহারা হজরত সালেহের উপদেশ গ্রাহ্য না করায় আল্লাহতা'লা প্রথমতঃ তাহাদের উপর অভাব-অনটন, দুর্ভিক্ষ ও মহামারী প্রেরণ করিয়াছিলেন। ইহাতে তাহারা বিপন্ন হইয়াও নিজেদের ত্রুটি অনুভব করিতে পারে নাই। বরং তাহারা এজন্য হজরত সালেহের উপর দোষারোপ করিয়া বলিয়াছিল যে, তোমার জন্য এবং তোমার অনুগামীদিগের জন্যই আমরা এই বিপদে পড়িয়াছি। হজরত সালেহ ইহার উত্তরে তাহাদিগকে বলিয়াছিলেন যে, তোমাদের অবাধ্যতা ও ধর্ম্মদ্রোহিতার জন্যই তোমরা এই বিপদে পড়িয়াছ। এতদ্বারা আল্লাহতা'লা তোমাদিগকে পরীক্ষা করিতেছেন এবং ইহা তোমাদের কৃতকর্ম্মেরই সমুচিত প্রতিফল। যদি তোমরা এখনও সংযত ও সতর্ক হইয়া সত্য-ধর্ম্ম গ্রহণ না কর, তাহা হইলে তোমরা আরও বিপদে পড়িবে এবং আল্লাহতা'লার কোপে তোমরা সমূলে ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়া যাইবে।

৪৮—৪৯। আল্লাহতা'লা বলিতেছেন যে, ঐ শহরে সমুদ জাতিরমধ্যে নয় জন প্রচণ্ড ধর্ম্মদ্রোহী ব্যক্তি বিদ্যমান ছিল। হজরত সালেহের উক্তি শুনিয়া ঐ নয় ব্যক্তি তাহাদের দলের

আমরা তাহাকে ও তদীয় পরিজনদিগকে নৈশ আক্রমণ করিব, তৎপর আমরা তাহার উত্তরাধিকারীকে বলিব যে, আমরা তাহার পরিবারবর্গের ধ্বংসের সময়ে উপস্থিত ছিলাম না এবং নিশ্চয়ই আমরা সত্যবাদী।
৫০। এবং তাহারা এক চক্রান্তের ষড়যন্ত্র করিয়াছিল এবং আমিও সুকৌশলে এক কৌশল করিয়া ছিলাম এবং তাহারা উহা জানিতেও পারে নাই।
৫১। অতএব লক্ষ্য কর যে তাহাদের চক্রান্তের পরিণাম কিরূপ

وَأَهْلَهُ ثُمَّ لَنَقُولَنَّ لِوَلِيِّهِ مَا شَهِدْنَا
مَهْلِكَ أَهْلِهِ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ ○
٥٠- وَمَكَرُوا مَكْرًا وَمَكَرْنَا مَكْرًا
وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ○ ٥١- فَانْظُرْ
كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ مَكْرِهِمْ لا أَنَّا

সকলকে ডাকিয়া বলিয়াছিল যে, তোমরা পরস্পর আল্লার শপথ করিয়া প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হও যে, আমরা গভীর রজনীযোগে নৈশ আক্রমণ করিয়া সালেহ ও তাহার পরিজনবর্গকে নিহত করিয়া ফেলিব এবং তৎপর তাহার উত্তরাধিকারী ও বংশাবলীদিগকে বলিব যে, ঐ ঘটনার সময়ে আমরা সেখানে উপস্থিত ছিলাম না এবং সত্য-সত্যই আমরা এই ব্যাপারের কিছুই অবগত নহি। তাহা হইলে কেহই আমাদিগকে সন্দেহ করিতে পারিবে না।—তঃ হক্কানী।

কোন কোন আধুনিক তফসীরকার বলেন যে, আলোচ্য আয়তদ্বয়ে হজরত রসুলোল্লার পরম শত্রু—মক্কার অবিশ্বাসী কোরেশ সম্প্রদায়ের প্রধানতম নয় ব্যক্তির প্রতিই লক্ষ্য করা হইয়াছে। ইহাদের নাম আবু জেহল, আবু লাহাব, মুত্‌িম-বিন-আদি, শায়বা-বিন রবিয়া, উৎবা-বিন রবিয়া, অলিদ-বিন-উৎবা, উমাইয়া-বিন খলফ, আদিব-বিন-আল-হরস ও আকবা-বিন-আবি মোয়াইত ছিল।

ইহারা একবার হজরত রসুলোল্লাকে হত্যা করিবার জন্য পরামর্শ করিয়াছিল। কিন্তু প্রকাশ্য ভাবে তাঁহাকে হত্যা করিলে হজরত রসুলোল্লার স্ববংশ হাশেমী সম্প্রদায় এই হত্যার প্রতিশোধ গ্রহণ করিবে আশঙ্কা করিয়া তাহারা পরামর্শ করিয়াছিল যে, কোরেশ বংশের প্রত্যেক শাখা হইতে এক একজন সাহসী যুবক একত্রিত হইয়া মুক্ত অসি হস্তে গভীর রজনী যোগে হজরত রসুলোল্লাকে সম্পূর্ণ অজ্ঞাত অবস্থায় আক্রমণ করিবে এবং সকলে এক যোগে অস্ত্রাঘাত করিয়া তাঁহার জীবন-প্রদীপ নির্ব্বাপিত করিয়া দিবে। তাহা হইলে কোন বিশেষ সম্প্রদায়ই এই হত্যাকাণ্ডের জন্য দায়ী হইবে না এবং হাশেমী সম্প্রদায় শেষে কোনরূপে এই ব্যাপার জানিতে পারিলেও সকল সম্প্রদায়ের উপর কখনই ইহার প্রতিশোধ গ্রহণ করিতে সাহসী অথবা সমর্থ হইবে না। হজরতের দেশ-পরিত্যাগ ও মদিনা-গমনের অব্যবহিত পূর্ব্বেই অবিশ্বাসীরা এইরূপ ভয়ঙ্কর ষড়যন্ত্র করিয়াছিল।—তঃ মঃ আলি।

৫০—৫১। পূর্ব্ববর্ত্তী আয়ত-দ্বয়ের দুই প্রকার মর্ম্মানুযায়ী আলোচ্য আয়ত-দ্বয়ের মর্ম্মও দুই প্রকারে পরিগৃহীত হইয়াছে। প্রাচীন তফসীরকারগণ বলেন—আল্লাহতা'লা বলিতেছেন যে, অবাধ্য সমূদ জাতি যখন আমার নবী সালেহকে হত্যা করিবার জন্য ঐরূপ চক্রান্ত ও ষড়যন্ত্র করিয়াছিল, তখন আমি অতি সুকৌশলে সেই চক্রান্ত ব্যর্থ করিয়া দিয়া তাহাদের সম্পূর্ণ অজ্ঞাতসারে সালেহ ও তাহার অনুগামীদিগকে রক্ষা করিয়াছিলাম এবং অবিশ্বাসী ও ধর্ম্মদ্রোহী সমূদ জাতিকে আমি সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করিয়া দিয়াছিলাম। কিন্তু কোন কোন আধুনিক তফসীরকার বলেন যে, ইহা হজরত রসুলোল্লার শত্রুগণের শোচনীয় পরিণাম-বিষয়ক এক অভ্রান্ত ভবিষ্যদ্বাণী; অর্থাৎ আল্লাহতা'লা এই ভবিষ্যদ্বাণীর সফলতা স্বরূপ কোরেশদিগের ষড়যন্ত্রের বিষয় হজরত রসুলোল্লাকে অবগত করাইয়া তাঁহাকে শত্রুগণের সম্পূর্ণ অজ্ঞাতসারে মদিনায় প্রেরণ করিয়াছিলেন এবং উহার

হইয়াছিল! আমি তাহাদিকে ও
তাহাদের সম্প্রদায়ের সকলকেই ধ্বংস
করিয়াছিলাম। ৫২। তৎপর তাহাদের
গৃহসমূহ শূন্য পড়িয়া রহিয়াছে; যেহেতু
তাহারা অত্যাচার করিয়াছিল; নিশ্চয়
ইহাতে অভিজ্ঞ সম্প্রদায়ের জন্য নিদর্শন
রহিয়াছে। ৫৩। এবং যাহারা বিশ্বাস-
স্থাপন করিয়াছিল ও সংযত হইয়াছিল,
আমি তাহাদিগকে প্রমুক্ত করিয়াছিলাম।
৫৪। এবং লুত যখন তদীয় সম্প্রদায়কে
বলিয়াছিল—তোমরা কি এই অশ্লীলতা
করিতেছ এবং তোমরাই ইহা অবলোকন
করিতেছ! ৫৫। তোমরাই কি নারী-
দিগের পরিবর্ত্তে পুরুষদিগের প্রতি কাম-
ভাবে উপনীত হইতেছ? বরং তোমরাই

دَمَّرْنٰهُمْ وَقَوْمَهُمْ اَجْمَعِيْنَ ○
৫২- فَتِلْكَ بُيُوْتُهُمْ خَاوِيَةًۢ بِمَا
ظَلَمُوْا ؕ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً لِّقَوْمٍ
يَّعْلَمُوْنَ ○ ৫৩- اَنْجَيْنَا الَّذِيْنَ
اٰمَنُوْا وَكَانُوْا يَتَّقُوْنَ ○ ৫৪- وَلُوْطًا
اِذْ قَالَ لِقَوْمِهٖۤ اَتَاْتُوْنَ الْفَاحِشَةَ
وَاَنْتُمْ تُبْصِرُوْنَ ○ ৫৫- اَئِنَّكُمْ
لَتَاْتُوْنَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّنْ دُوْنِ
النِّسَآءِ ؕ بَلْ اَنْتُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُوْنَ ○

অব্যবহিত পরেই বদর যুদ্ধে তাঁহার শত্রুকুলকে সমূলে ধ্বংস করিয়া দিয়াছিলেন। হজরত রসুলোল্লার পূর্ব্বোক্ত নয় জন পরম শত্রুর আট জনই বদর যুদ্ধে নিহত হয় এবং অবশিষ্ট আবু লাহাবও উক্ত পরাজয় বার্ত্তা শ্রবণে ক্ষোভে-দুঃখে মর্ম্মাহত হইয়া প্রাণ পরিত্যাগ করে।—তঃ হক্কানী ও মঃ আঃ তুলিতব্য।

৫২। অনন্তর আল্লাহতা'লা বলিয়া দিতেছেন যে, সেই হতভাগ্য অত্যাচারী সম্প্রদায়ের বাসস্থান এখন সম্পূর্ণ বিরান অবস্থায় শূন্য পড়িয়া রহিয়াছে। তাঁহাদের অবিশ্বাস, অবাধ্যতা ও দর্প-অহঙ্কার সমস্তই বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে। আজ জগতে শুধু এক শোচনীয় স্মৃতি ভিন্ন তাহাদের আর কোনই অস্তিত্ব নাই। নিশ্চয় এই সকল ঘটনার মধ্যে অভিজ্ঞ ও চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্য বহু নিদর্শন বিদ্যমান রহিয়াছে।

৫৩। এই প্রসঙ্গে আল্লাহতা'লা একথাও বলিয়া দিতেছেন যে, যদিও আমি অবাধ্য ও অবিশ্বাসী সম্প্রদায়কে সমূলে ধ্বংস করিয়াছিলাম, তথাপি তাহাদের মধ্যে যাহারা বিশ্বাসী সংযমশীল ও সত্যপরায়ণ ছিল, তাহারা সকলেই সেই শাস্তি হইতে পরিত্রাণ পাইয়াছিল এবং তাহাদের সকলকেই আমি সুকৌশলে রক্ষা করিয়াছিলাম।

৫৪—৫৫। অতঃপর আল্লাহতা'লা হজরত লুতের প্রসঙ্গ উল্লেখ করিয়া বলিতেছেন যে, আমার অন্যতম প্রিয় নবী লুতও যখন সালেহর ন্যায় সদোমের অধিবাসী দুষ্ক্রিয়াশীল সম্প্রদায়কে তাহাদের প্রকৃতিগত অস্বাভাবিক কুকর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া সংযমী ও সদাচার-পরায়ণ হইবার জন্য সদুপদেশ প্রদান করিয়াছিল এবং লুত যখন তাহাদিগকে বলিয়াছিল—হে নির্ব্বোধ সম্প্রদায়, আল্লাহতা'লা তোমাদের জন্য যে পরম রমণীয় নারী-জাতি সৃষ্টি করিয়াছেন, তোমরা তাহাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া অনাচারী পিশাচের ন্যায় কিশোর বালকদিগের সহিত কেন অস্বাভাবিক ব্যাভিচারে লিপ্ত হইতেছ। যদি তোমারা নিজেদের কল্যাণ ও মুক্তি চাও, তবে এই অস্বাভাবিক অনাচার পরিত্যাগ করিয়া সদাচারী ও সৎকর্ম্মশীল হও।

নির্ব্বোধ সম্প্রদায়! ৫৬। পরন্তু ইহা ব্যতীত তাহার সম্প্রদায়ের কোনই উত্তর ছিল না যে, তাহারা বলিয়াছিল—লূতের বংশাবলীকে তোমাদের জনপদ হইতে বহিস্কৃত করিয়া দাও—যেহেতু এই সকল লোক পবিত্র থাকিতে চাহে। ৫৭। অনন্তর নিশ্চয় আমি তাহার পত্নী-ব্যতীত তাহাকে ও তদীয় পরিজনদিগকে উদ্ধার করিয়াছিলাম; আমি উহাকে পশ্চাদ্বর্ত্তীদিগের অন্তর্গত স্থিরীকৃত করিয়াছিলাম। ৫৮। এবং আমি তাহাদের উপর ধারাবর্ষণে বর্ষণ করিয়াছিলাম এবং প্রদর্শিতগণের প্রতি উহা অতি নিকৃষ্টতর বর্ষণ ছিল।

٥٦- فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهٖٓ اِلَّآ اَنْ
قَالُوْٓا اَخْرِجُوْٓا اٰلَ لُوْطٍ مِّنْ قَرْيَتِكُمْ ۚ
اِنَّهُمْ اُنَاسٌ يَّتَطَهَّرُوْنَ ○
٥٧- فَاَنْجَيْنٰهُ وَاَهْلَهٗٓ اِلَّا امْرَاَتَهٗ ۫
قَدَّرْنٰهَا مِنَ الْغٰبِرِيْنَ ○ ٥٨- وَ
اَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَّطَرًا ۚ فَسَآءَ مَطَرُ
الْمُنْذَرِيْنَ ○

৫৬। অনাচারী সদোমবাসী লূতীয় সম্প্রদায় হজরত লূতের সদুপদেশ ও সতর্কবাণী শুনিয়া সংযত ও সতর্ক হইবার পরিবর্ত্তে তাহারা ইহাই স্থির করিয়াছিল যে, আমাদের মধ্যে অবস্থান করিয়া লূত আমাদের ধর্ম্ম ও আচার-ব্যবহারের নিন্দা করিবে এবং তাহারা পবিত্র ও সদাচারী বলিয়া গর্ব্ব করিবে, ইহা কখনই সহ্য করা হইবে না। অতএব লূত ও তাহার বংশাবলীকে আমাদের পল্লী হইতে দূরীভূত করিয়া তাড়াইয়া দাও। ঐরূপ সচ্চরিত্র ও সদাচারী লোকের দ্বারা আমাদের কোনই প্রয়োজন নাই।

৫৭। অনন্তর আল্লাহতা'লা যেরূপভাবে হজরত লূত ও তদীয় বংশাবলী এবং তাহার সত্য বিশ্বাসী অনুগামীদিগকে রক্ষা করিয়াছিলেন এবং যেরূপভাবে হজরত লূতের অবাধ্যা পত্নীসহ অনাচারী ও দুস্ক্রিয়াশীল সদোম-বাসীদিগকে সমূলে ধ্বংস করিয়া দিয়াছিলেন, এই আয়তে তাহারই সংক্ষিপ্ত আভাস প্রদান করা হইয়াছে। এই সকল ঘটনার বিস্তৃত ও ভয়াবহ বিবরণ পূর্ব্বেই বর্ণিত হইয়াছে।—কো: ৮ম পারা, সূরা আ'রাফ, ১০ম রুকু দ্রষ্টব্য

৫৮। অনাচারী সদোমবাসীদিগের শাস্তি-বিধানের জন্য আল্লাহতা'লা তিনজন ফেরেশ্‌তাকে প্রেরণ করেন। তাহারা সদোমে উপস্থিত হইয়া হজরত লূতকে সদোমের আসন্ন ধ্বংসের সংবাদ প্রদান করেন। ফেরেশ্‌তাত্রয় মানব-মূর্ত্তি পরিগ্রহণ করিয়া লূতের নিকট উপস্থিত হইয়াছিল; সুতরাং তিনটী পরম বিদেশী কিশোর যুবক লূতের গৃহে অতিথী হইয়াছে—এই সংবাদ শুনিয়া সদোমের অনাচারী নর-পশুর দল তাহাদিগকে আয়ত্ত করিবার জন্য দলে দলে হজরত লূতের দ্বার-প্রান্তে আসিয়া উপনীত হইতে লাগিল। হজরত লূত তাহাদিগকে ঐ দুস্কর্ম্ম হইতে নিরস্ত হইবার জন্য অনেকরূপে বুঝাইলেন; অনেক অনুরোধ করিলেন—এমন কি, অতিথীদিগের সম্মানের বিনিময়ে তাহাদিগকে স্বীয় পরমা সুন্দরী কুমারী কন্যাদ্বয়কেও প্রদানের প্রস্তাব করিলেন; কিন্তু দুর্মতি নরপশুরা সেই সব প্রস্তাবে কিছুতেই সম্মত হইল না।

অতঃপর তাহাদের ধৃষ্টতা যখন চরমে উঠিল, এবং যখন তাহারা গৃহের দ্বার ভাঙ্গিয়া হজরত লূতকে আক্রমণ করিতে উদ্যত হইল তখন ফেরেশ্‌তাত্রয় নিজেদের স্বরূপ প্রকাশ করিয়া প্রথমতঃ

৫ম রুকু—ঐশী-মহিমার অনুপম নিদর্শনাবলী

৫৯। তুমি বল—আল্লার জন্যই সমস্ত প্রশংসা এবং তাহার মনোনীত সেবকগণের জন্যই শান্তি; আল্লাহ্-ই শ্রেষ্ঠতর অথবা তাহাদের অংশী উপাস্যগণ ?

٥٩- قُلِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ وَسَلٰمٌ عَلٰى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفٰى ط آٰللّٰهُ خَيْرٌ اَمَّا يُشْرِكُوْنَ ۵

পাপাত্মাদিগকে পালক প্রহারে অন্ধ করিয়া দিলেন। অনন্তর হজরত লুতের অবিশ্বাসিনী পত্নী ব্যতীত অন্যান্য পরিজনবর্গের সহিত তাঁহাকে স্থানান্তরিত করিলেন। তারপর ফেরেশ্‌তারা সমস্ত সদোম নগরী উৎপাটীত করিয়া উল্টাইয়া দিলেন এবং প্রজ্জলিত তরল অগ্নি-ধারার সহিত গন্ধক ও প্রস্তর বর্ষণ করিয়া সদোম নগরীকে সম্পূর্ণরূপে বিচূর্ণ ও বিদগ্ধ করিয়া সেই বিস্তীর্ণ জনপদ হইতে অস্বাভাবিক পাপের চিহ্ন পর্য্যন্ত মুছিয়া ফেলিলেন। আল্লাহতা'লা এই আয়তে সেই ভয়াবহ-ধারা বর্ষণেরই সংবাদ প্রদান করিতেছেন।—কোঃ ৮ম পারা, সূরা আরাফ, ১০ম রুকু দ্রষ্টব্য।

আলোচনা—উপরোক্ত আয়ত সমূহের অর্থ ও মর্ম্মের সহিত প্রাচীন তফ্‌সীরকারগণের ব্যাখ্যারই পূর্ণ সামঞ্জস্য পরিলক্ষিত হয়। আধুনিক তফ্‌সীরকার মৌলবী মোহাম্মদ আলি এই রুকুর ৪৮ আয়ত হইতে ৫১ আয়ত পর্য্যন্ত অংশের যে অভিনব ব্যাখ্যা গ্রহণ করিয়াছেন এবং উক্ত কয়েকটী আয়ত হজরত রসুলোল্লাহ ও তাঁহার শত্রুকুলের শেষ পরিণাম বিষয়ক অব্যর্থ ভবিষ্যদ্বাণী বলিয়া যে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন, তাহার সহিত পূর্ব্ববর্ত্তী ও পরবর্ত্তী আয়ত সমূহের অর্থ ও মর্ম্মের আদৌ সামঞ্জস্য সাধন করা যাইতে পারে না। তবে ইহার অন্য প্রকার মর্ম্ম গ্রহণ করিলে সমস্ত রুকুর অর্থ ও মর্ম্মের এবং প্রাচীন ও আধুনিক তফ্‌সীরকারগণের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের তাৎপর্য্যের একটা সুন্দর ও যুক্তিপূর্ণ সামঞ্জস্য সাধন করা যাইতে পারে, যথা—মক্কার অবিশ্বাসী কোরেশ সম্প্রদায় ও তাহাদের প্রধানতম ব্যক্তিগণ হজরত রসুলোল্লাকে নিহত অথবা দেশান্তরিত করিবার জন্য যে সকল চক্রান্ত ষড়যন্ত্র করিয়াছিল, সেই সমস্ত চক্রান্ত ও ষড়যন্ত্রের প্রতি লক্ষ্য করিয়া আল্লাহতা'লা তাহাদিগকে প্রকারান্তরে সতর্ক করিয়া বলিয়া দিতেছেন যে, অবিশ্বাসীদের এইরূপ চক্রান্ত ও ষড়যন্ত্র নূতন নহে। আমার অন্তরতন প্রিয় নবী হজরত সালেহ এবং হজরত লুতকেও নিহত অথবা দেশান্তরিত করিবার জন্য তৎকালীন ধর্ম্মোদ্রোহী সম্প্রদায় সমূহ ও তাহাদের প্রধান প্রধান ব্যক্তিগণ এইরূপ ষড়যন্ত্রই করিয়াছিল। কিন্তু আমি অতি সুকৌশলে তাহাদের সমস্ত ষড়যন্ত্রই ব্যর্থ করিয়া দিয়াছিলাম এবং আমার প্রিয় নবী ও তাহার অনুগামীদিগকে সন্তর্পণে রক্ষা করিয়াছিলাম। সেই সকল ঘটনার মধ্যে জগদ্বাসীদিগের শিক্ষা ও সদুপদেশ লাভের বহু উপকরণ বিদ্যমান রহিয়াছে। অতএব আমার প্রিয়তম রসুলের বিরুদ্ধে তোমাদের সমস্ত চক্রান্ত ও ষড়যন্ত্র ব্যর্থ হইয়া যাইবে এবং এই অবাধ্যতার জন্য তোমাদিগকে ধ্বংস করিয়া আমার রসুল ও তাহার প্রচারিত সত্য-ধর্ম্মকে আমি অবশ্যই জয়যুক্ত করিব। ইহাই আলোচ্য আয়তের প্রকৃত মর্ম্ম বলিয়া মনে হয় এবং এই মর্ম্ম গ্রহণ করিলে কাহারও কোন আপত্তির কারণ থাকিতে পারে না।

৫৯। এই পবিত্র আয়তে আল্লাহতা'লার সহিত অলীক অংশী-উপাস্যদিগের পার্থক্যের ইঙ্গিত করিয়া তাঁহার প্রশংসা কীর্ত্তন করিতে আদেশ করা হইয়াছে। সেই সঙ্গে আরও বলিয়া দেওয়া হইয়াছে যে, আল্লার জন্যই সমস্ত প্রশংসা; তিনি ভিন্ন আর কেহই সমস্ত সদ্‌গুণের অধিকারী ও সর্ব্ববিধ প্রশংসার পাত্র নাই এবং তাঁহার সত্য-বিশ্বাসী সেবকগণের জন্যই সর্ব্বপ্রকার শান্তি; তাহারা ভিন্ন পরকালে আর কেহই পূর্ণ শান্তি-সুখের অধিকারী হইতে পারিবে না।

২০শ পারা—আম্মান্ খালাকা

৬০। অহো! কে এই নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডল সৃষ্টি করিয়াছেন এবং কে তোমাদের জন্য আকাশ হইতে বারি বর্ষণ করিয়াছেন? অনন্তর আমি তদ্দ্বারা সুশোভিত উদ্যান উদ্গত করিয়াছি; তোমাদের শক্তি ছিল না যে, তোমরা তদ্দ্বারা তরুরাজি সমুদ্গত কর; অতএব আল্লার সহিত কি অন্য-উপাস্য আছে? বরং উহারাই বিপথগামী সম্প্রদায়।

৬১। বস্তুতঃ কে ভূতলকে বিশ্রামাগার করিয়াছেন এবং তন্মধ্যে স্রোতস্বিনী-সমূহ করিয়াছেন এবং তদুপরি পর্ব্বতমালা সৃষ্টি করিয়াছেন এবং উভয় সমুদ্রের মধ্যে প্রাচীর করিয়া দিয়াছেন; অতএব আল্লার সহিত কি অন্য-উপাস্য আছে? বরং তাহাদের অধিকাংশই অবগত নহে।

৬২। বস্তুতঃ আর্ত্ত যখন তাঁহাকে আহ্বান করে, তখন কে উত্তর প্রদান

٦٠- اَمَّنْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ
وَاَنْزَلَ لَكُمْ مِّنَ السَّمَآءِ مَآءً ۚ
فَاَنْۢبَتْنَا بِهٖ حَدَآئِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ ۚ
مَا كَانَ لَكُمْ اَنْ تُنْۢبِتُوْا شَجَرَهَا ؕ
ءَاِلٰهٌ مَّعَ اللّٰهِ ؕ بَلْ هُمْ قَوْمٌ يَّعْدِلُوْنَ ۝
٦١- اَمَّنْ جَعَلَ الْاَرْضَ قَرَارًا وَّجَعَلَ
خِلٰلَهَآ اَنْهٰرًا وَّجَعَلَ لَهَا رَوَاسِيَ
وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا ؕ ءَاِلٰهٌ
مَّعَ اللّٰهِ ؕ بَلْ اَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ ۝
٦٢- اَمَّنْ يُّجِيْبُ الْمُضْطَرَّ اِذَا دَعَاهُ

৬০। ইহার পূর্ব্ববর্ত্তী আয়তে আল্লাহতা'লা তাঁহার অনুগত ও প্রশংসাকীর্ত্তনকারী সেবক-গণের ইহ-পারলৌকিক সুখ-শান্তির বিষয় উল্লেখ করিয়া অবিশ্বাসীদিগের ভ্রান্ত উপাস্যদিগের অক্ষমতার প্রতি ইঙ্গিত করিয়াছেন। (১৯শ পারার শেষ আয়ত)। অনন্তর এই আয়তে অবিশ্বাসীদিগকে লক্ষ্য করিয়া স্বীয় অদ্বিতীয়ত্ব ও শক্তি-মহিমার সুদৃঢ় প্রমাণ স্বরূপ কতিপয় নিদর্শন উল্লেখ করিয়া বলিতেছেন যে, আমিই এই বিরাট বিশ্বজগৎ সৃষ্টি করিয়াছি এবং আমিই তোমাদের জন্য পৃথিবীতে বারি বর্ষণ করিয়া তরুলতা সুশোভিত উদ্যানরাজি ও শস্যক্ষেত্র সমূহ সমুদ্গত করিয়া থাকি। তোমাদের অথবা তোমাদের কল্পিত ভ্রান্ত উপাস্যগণের এইরূপ সৃষ্টি করিবার কোনই ক্ষমতা নাই। অতএব ইহা প্রত্যক্ষ অবলোকন করিয়াও যাহারা আমার শক্তি-মহিমা উপলব্ধি করিতে পারে না, নিশ্চয়ই তাহারা বিপথগামী ভ্রান্ত সম্প্রদায়।

৬১। এই আয়তে আল্লাহতা'লা স্বীয় শক্তি-মহিমার আরও কয়েকটী নিদর্শন উল্লেখ করিয়া বলিয়া দিতেছেন যে, আমিই তোমাদের জন্য পৃথিবীকে বিশ্রামাগার রূপে সৃষ্টি করিয়া তন্মধ্যে স্রোতস্বিনী-সমূহ প্রবাহিত করিয়াছি। আমারই ইচ্ছায় পৃথিবীতে পর্ব্বতমালা সমুদ্গত হইয়াছে এবং আমারই নির্দ্দেশে উভয় সমুদ্রের সলিল-স্রোতের মধ্যে পার্থক্য বা ব্যবধান বিরচিত হইয়াছে।—সূরা ফোরকান, ৫৩ আয়তের তফসীর দ্রষ্টব্য।

৬২। এই আয়তটী আল্লাহতা'লার অনুগ্রহ এবং মুসলমানদিগের ভবিষ্যৎ উন্নতির আর একটী স্পষ্টতর ভবিষ্যদ্বাণী। আল্লাহতা'লা বলিতেছেন যে, বিপন্ন ও আর্ত্ত মানব যখন নিরুপায় হইয়া আমাকে

করেন ও অমঙ্গল বিদূরিত করিয়া
দেন, এবং তিনিই তোমাদিগকে পৃথিবীর
প্রতিনিধি করিয়া দিবেন; অতএব
আল্লার সহিত কি অন্য-উপাস্য আছে?
তোমরা অত্যল্পই হৃদয়ঙ্গম করিয়া থাক।
৬৩। ফলতঃ কে তোমাদিগকে অন্ধকারময়
ভূতল ও সমুদ্র মধ্যে পথ-প্রদর্শন
করেন এবং কে স্বীয় করুণার সুসংবাদ
স্বরূপ বায়ুরাশি প্রেরণ করেন; অতএব
আল্লার সহিত কি অন্য-উপাস্য আছে?
তাহারা যে অংশী স্থির করে, আল্লাহ
তাহা হইতে সমুন্নত! ৬৪। ফলতঃ
কে এই সৃষ্টির আদি-স্রষ্টা; তৎপরে উহা
পুনঃ সৃষ্টি করিবেন এবং কে তোমাদিগকে
নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডল হইতে উপজীবিকা
প্রদান করেন? অতএব আল্লার সহিত
কি অন্য-উপাস্য আছে? তুমি বল, যদি
তোমরা সত্যবাদী হও, তবে তোমাদের
প্রমাণ উপস্থিত কর। ৬৫। তুমি বলিয়া
দাও যে, আল্লাহ ব্যতীত নভোমণ্ডল

وَيَكْشِفُ السُّوٓءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَآءَ
الْاَرْضِ ؕ ءَاِلٰهٌ مَّعَ اللّٰهِ ؕ قَلِيْلًا مَّا
تَذَكَّرُوْنَ ؕ ٦٣- اَمَّنْ يَّهْدِيْكُمْ فِىْ
ظُلُمٰتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَنْ يُّرْسِلُ
الرِّيٰحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَىْ رَحْمَتِهٖ ؕ
ءَاِلٰهٌ مَّعَ اللّٰهِ ؕ تَعٰلَى اللّٰهُ عَمَّا
يُشْرِكُوْنَ ؕ ٦٤- اَمَّنْ يَّبْدَؤُا الْخَلْقَ
ثُمَّ يُعِيْدُهٗ وَمَنْ يَّرْزُقُكُمْ مِّنَ السَّمَآءِ
وَالْاَرْضِ ؕ ءَاِلٰهٌ مَّعَ اللّٰهِ ؕ قُلْ هَاتُوْا
بُرْهَانَكُمْ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ○
٦٥- قُلْ لَّا يَعْلَمُ مَنْ فِى السَّمٰوٰتِ

আহ্বান করে, তখন আমিই সেই আহ্বানের উত্তর দিয়া তাহার সমস্ত অমঙ্গল দূরীভূত করিয়া থাকি। অতএব অবিশ্বাসীদিগের অত্যাচার ও অনাচারে জর্জ্জরিত হইয়া বিশ্বাসী মুসলমানেরা আমারই নিকট যে আবেদন ও সাহায্য প্রার্থনা করিতেছে, তাহাদের সেই প্রার্থনা কখনই ব্যর্থ হইবে না। অবিশ্বাসীদিগকে পরাজিত ও পর্যুদস্ত করিয়া অচিরেই আমি বিশ্বাসী মুসলমানদিগকে পৃথিবীর আধিপত্য প্রদান করিব। আমার এই শক্তি-মহিমার বিষয় অবিশ্বাসীরা অতি অল্পই হৃদয়ঙ্গম করিতেছে।

৬৩—৬৪। আল্লাহতা'লা স্বীয় শক্তি-মহিমার প্রমাণ ও নিদর্শন স্বরূপ আরও বলিয়া দিতেছেন যে, তিনিই অন্ধকার রজনীতে চন্দ্রালোক, নক্ষত্রপুঞ্জ ও বিদ্যুদ্বিকাশের দ্বারা ভূতল ও সমুদ্রপথে লোকদিগকে পথ-প্রদর্শন করেন এবং তিনিই স্বীয় অনুগ্রহে তাঁহার করুণার নিদর্শন স্বরূপ বারি বর্ষণের পূর্ব্বে উহার সুসংবাদ-বহনকারী সুশীতল সমীরণ প্রবাহিত করিয়া থাকেন। সর্ব্বশক্তিমান আল্লাহতা'লাই এই বিপুল বিশ্বের একমাত্র আদি-স্রষ্টা এবং তিনিই সকলের উপজীবিকা-প্রদাতা। অবিশ্বাসীরা তাহার যে সকল অংশী-উপাস্য কল্পনা করিয়া লইয়াছে, তিনি তাহা হইতে সম্পূর্ণ পবিত্র। তাহার কোনই অংশী অথবা উত্তরাধিকারী নাই।

৬৫—৬৬। অনন্তর আল্লাহতা'লা হজরত রসুলোল্লাকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন—তুমি অবিশ্বাসীদিগকে বলিয়া দাও যে, আল্লাহ ভিন্ন নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের অদৃশ্য বিষয়-সমূহ ও

وَيَكْشِفُ السُّوٓءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَآءَ
الْأَرْضِ ط ءَ اِلٰهٌ مَّعَ اللّٰهِ ط قَلِيْلًا مَّا
تَذَكَّرُوْنَ ۞ ٦٣- اَمَّنْ يَّهْدِيْكُمْ فِىْ
ظُلُمٰتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَنْ يُّرْسِلُ
الرِّيٰحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَىْ رَحْمَتِهٖ ط
ءَاِلٰهٌ مَّعَ اللّٰهِ ط تَعٰلَى اللّٰهُ عَمَّا
يُشْرِكُوْنَ ۞ ٦٤- اَمَّنْ يَّبْدَؤُا الْخَلْقَ
ثُمَّ يُعِيْدُهٗ وَمَنْ يَّرْزُقُكُمْ مِّنَ السَّمَآءِ
وَالْاَرْضِ ط ءَاِلٰهٌ مَّعَ اللّٰهِ ط قُلْ هَاتُوْا
بُرْهَانَكُمْ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ۞
٦٥- قُلْ لَّا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ

করেন ও অমঙ্গল বিদূরিত করিয়া দেন, এবং তিনিই তোমাদিগকে পৃথিবীর প্রতিনিধি করিয়া দিবেন; অতএব আল্লার সহিত কি অন্য-উপাস্য আছে? তোমরা অত্যল্পই হৃদয়ঙ্গম করিয়া থাক। ৬৩। ফলতঃ কে তোমাদিগকে অন্ধকারময় ভূতল ও সমুদ্র মধ্যে পথ-প্রদর্শন করেন এবং কে স্বীয় করুণার সুসংবাদ স্বরূপ বায়ুরাশি প্রেরণ করেন; অতএব আল্লার সহিত কি অন্য-উপাস্য আছে? তাহারা যে অংশী স্থির করে, আল্লাহ তাহা হইতে সমুন্নত! ৬৪। ফলতঃ কে এই সৃষ্টির আদি-স্রষ্টা; তৎপরে উহা পুনঃ সৃষ্টি করিবেন এবং কে তোমাদিগকে নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডল হইতে উপজীবিকা প্রদান করেন? অতএব আল্লার সহিত কি অন্য-উপাস্য আছে? তুমি বল, যদি তোমরা সত্যবাদী হও, তবে তোমাদের প্রমাণ উপস্থিত কর। ৬৫। তুমি বলিয়া দাও যে, আল্লাহ ব্যতীত নভোমণ্ডল

আহ্বান করে, তখন আমিই সেই আহ্বানের উত্তর দিয়া তাহার সমস্ত অমঙ্গল দূরীভূত করিয়া থাকি। অতএব অবিশ্বাসীদিগের অত্যাচার ও অনাচারে জর্জ্জরিত হইয়া বিশ্বাসী মুসলমানেরা আমারই নিকট যে আবেদন ও সাহায্য প্রার্থনা করিতেছে, তাহাদের সেই প্রার্থনা কখনই ব্যর্থ হইবে না। অবিশ্বাসীদিগকে পরাজিত ও পর্য্যুদস্ত করিয়া অচিরেই আমি বিশ্বাসী মুসলমানদিগকে পৃথিবীর আধিপত্য প্রদান করিব। আমার এই শক্তি-মহিমার বিষয় অবিশ্বাসীরা অতি অল্পই হৃদয়ঙ্গম করিতেছে।

৬৩—৬৪। আল্লাহতা'লা স্বীয় শক্তি-মহিমার প্রমাণ ও নিদর্শন স্বরূপ আরও বলিয়া দিতেছেন যে, তিনিই অন্ধকার রজনীতে চন্দ্রালোক, নক্ষত্রপুঞ্জ ও বিদ্যুদ্বিকাশের দ্বারা ভূতল ও সমুদ্রপথে লোকদিগকে পথ-প্রদর্শন করেন এবং তিনিই স্বীয় অনুগ্রহে তাঁহার করুণার নিদর্শন স্বরূপ বারি বর্ষণের পূর্ব্বে উহার সুসংবাদ-বহনকারী সুশীতল সমীরণ প্রবাহিত করিয়া থাকেন। সর্ব্বশক্তিমান আল্লাহতা'লাই এই বিপুল বিশ্বের একমাত্র আদি-স্রষ্টা এবং তিনিই সকলের উপজীবিকা-প্রদাতা। অবিশ্বাসীরা তাহার যে সকল অংশী-উপাস্য কল্পনা করিয়া লইয়াছে, তিনি তাহা হইতে সম্পূর্ণ পবিত্র। তাহার কোনই অংশী অথবা উত্তরাধিকারী নাই।

৬৫—৬৬। অনন্তর আল্লাহতা'লা হজরত রসুলোল্লাকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন—তুমি অবিশ্বাসীদিগকে বলিয়া দাও যে, আল্লাহ ভিন্ন নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের অদৃশ্য বিষয়-সমূহ ও

وَالْاَرْضِ الْغَيْبَ اِلَّا اللّٰهُ ط وَمَا
يَشْعُرُوْنَ اَيَّانَ يُبْعَثُوْنَ ○
٦٦- بَلِ ادّٰرَكَ عِلْمُهُمْ فِي الْاٰخِرَةِ قف
بَلْ هُمْ فِيْ شَكٍّ مِّنْهَا قف ز بَلْ هُمْ
مِّنْهَا عَمُوْنَ ع

ও ভূমণ্ডলের অদৃশ্য বিষয় কেহই অবগত নহে; এবং তাহারা ইহাও জানে না যে, তাহারা কবে সমুত্থিত হইবে। ৬৬। হাঁ, পরকাল সম্বন্ধে তাহাদের জ্ঞান সঙ্কীর্ণতর, বরং তদ্বিষয়ে তাহারা সন্দেহাচ্ছন্ন রহিয়াছে; পরন্তু এতদ্বিষয়ে তাহারা সম্পূর্ণ অন্ধ।

৬ষ্ঠ রুকু—অবিশ্বাসীদিগের অন্তিম পরিণাম

٦٧- وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا ءَاِذَا كُنَّا
تُرٰبًا وَّاٰبَآؤُنَآ اَئِنَّا لَمُخْرَجُوْنَ ○
٦٨- لَقَدْ وُعِدْنَا هٰذَا نَحْنُ وَاٰبَآؤُنَا
مِنْ قَبْلُ لا اِنْ هٰذَآ اِلَّآ اَسَاطِيْرُ
الْاَوَّلِيْنَ ○ ٦٩- قُلْ سِيْرُوْا
فِي الْاَرْضِ فَانْظُرُوْا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ
الْمُجْرِمِيْنَ ○ ٧٠- وَلَا تَحْزَنْ
عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُنْ فِيْ ضَيْقٍ مِّمَّا

৬৭। এবং অবিশ্বাসকারীরা বলে যে, যখন আমরা ও আমাদের পিতৃপুরুষগণ মাটি হইয়া যাইব, তখন সত্যই কি আমাদিগকে বহির্গত করা হইবে? ৬৮। নিশ্চয় ইহার পূর্ব্বেও আমরা ও আমাদের পিতৃপুরুষগণ এতদ্বিষয়ে প্রতিশ্রুতি প্রাপ্ত হইয়াছি; ইহা পূর্ব্বকালীন কাহিনী ব্যতীত নহে। ৬৯। তুমি বল—তোমরা পৃথিবীতে পরিভ্রমণ করিয়া দেখ যে, অপরাধীদিগের পরিণাম কিরূপ হইয়াছে। ৭০। এবং তুমি তাহাদের জন্য বিষণ্ণ হইও না, এবং তাহারা যে চক্রান্ত করিতেছে তজ্জন্য

পুনরুত্থান দিবসের নির্দ্দিষ্ট সময় কেহই অবগত নহে। এতদ্বিষয়ে অবিশ্বাসীদিগের কোনই জ্ঞান নাই এবং এ সম্বন্ধে তাহারা অন্ধভাবে ঘোর সন্দেহের মধ্যে অবস্থান করিতেছে।

৬৭—৬৮। আরবের একদল অবিশ্বাসী এবং ধর্ম্মদ্রোহী নাস্তিক সম্প্রদায় বলিত যে, মৃত্যুর পর আমাদের কোনই অস্তিত্ব থাকিবে না; পুনরুত্থান মিথ্যা কথা। আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণও ঐ সকল কথা শুনিয়া গিয়াছে। মোহাম্মদ (সঃ) আমাদের নিকট সেই পুরাতন কাহিনীরই পুনরাবৃত্তি করিতেছে। সুতরাং ঐ সকল কথায় বিশ্বাস করিবার কোনই প্রয়োজন নাই।

৬৯—৭০। অবিশ্বাসী নাস্তিকদিগের ঐ সকল উক্তির উত্তরে আল্লাহতা'লা হজরত রসুলোল্লাকে লক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন—তুমি অবিশ্বাসীদিগকে বলিয়া দাও যে, ঐ সকল কথা বলার জন্য তোমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা কিরূপ ভীষণ শাস্তি ভোগ করিয়াছিল এবং তাহাদের পরিণাম কিরূপ শোচনীয় হইয়াছিল, তাহা কি তোমরা ভুলিয়া গিয়াছ? অতএব হে রসুল, তাহাদের ঐ অসঙ্গত

উদ্বিগ্ন হইও না। ৭১। এবং তাহারা বলে যে, যদি তুমি সত্যবাদী হও, তবে কখন্ এই প্রতিশ্রুতি সংঘটিত হইবে? ৭২। তুমি বল—তোমরা যদ্বিষয়ে সত্বরতা করিতেছ, সম্ভবতঃ উহার কোন কোনটী অচিরেই তোমাদের পশ্চাদানুসরণ করিবে। ৭৩। এবং নিশ্চয় তোমার প্রতিপালক মানব-মণ্ডলীর জন্য অনুগ্রহকারী, কিন্তু তাহাদের অধিকাংশই কৃতজ্ঞ নহে। ৭৪। এবং তাহাদের অন্তর সমূহে যাহা লুক্কায়িত আছে ও তাহারা যাহা প্রকাশ করে, নিশ্চয় তোমার প্রতি-পালক তাহা পরিজ্ঞাত আছেন। ৭৫। এবং নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলে এমন কোন বিষয়ই লুক্কায়িত নাই বরং উহা সমুজ্জল

يَمْكُرُوْنَ ۝ ٧١- وَيَقُوْلُوْنَ مَتٰى هٰذَا
الْوَعْدُ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ۝ ٧٢- قُلْ
عَسٰى اَنْ يَّكُوْنَ رَدِفَ لَكُمْ بَعْضُ
الَّذِيْ تَسْتَعْجِلُوْنَ ۝ ٧٣- وَاِنَّ
رَبَّكَ لَذُوْفَضْلٍ عَلَي النَّاسِ وَلٰكِنَّ
اَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُوْنَ ۝ ٧٤- وَاِنَّ
رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُوْرُهُمْ وَمَا
يُعْلِنُوْنَ ۝ ٧٥- وَمَا مِنْ غَآئِبَةٍ
فِي السَّمَآءِ وَالْاَرْضِ اِلَّا فِيْ كِتٰبٍ

উক্তি ও অন্যায় চক্রান্তের জন্য তুমি কিছুমাত্র বিষণ্ণ অথবা উদ্বিগ্ন হইও না। আমিই তাহাদিগকে ইহার সমুচিত প্রতিফল প্রদান করিব।

৭১—৭৩। অবিশ্বাসীরা হজরত রসুলোল্লাকে কটাক্ষ করিয়া ইহাও বলিত যে, তোমাকে না মানিলে এবং তোমার এই কোরান অবিশ্বাস করিলে, তুমি যে সকল শাস্তির ভয় প্রদর্শন করিতেছ, তাহা কখন্ সংঘটিত হইবে? ইহার উত্তরে আল্লাহতা'লা হজরত রসুলোল্লাকে লক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন—তুমি অবিশ্বাসীদিগকে বলিয়া দাও যে, তোমরা যে সকল বিষয়ের জন্য সত্বরতা করিতেছ, সম্ভবতঃ উহার কোন কোন শাস্তি অচিরেই তোমাদের উপর নিপতিত হইবে! তবে আল্লাহতা'লা মানবমণ্ডলীর জন্য একান্ত অনুগ্রহকারী বলিয়াই তিনি তোমাদিগকে সমুচিত শাস্তি প্রদানে বিলম্ব করিতেছেন। অতএব ইহা স্মরণ করিয়াও তোমাদের ভীত এবং কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত। কাহার কাহারও মতে আয়ত-ত্রয়ের মর্ম্ম এই যে, আল্লাহতা'লা স্বীয় অনুগ্রহেই অবিশ্বাসীদিগকে সঙ্গে সঙ্গে শাস্তি প্রদান না করিয়া তাহাদিগকে সংযত ও সংশোধিত হইবার জন্য অচির-ভবিষ্যৎ শাস্তির ভীতি প্রদর্শন করিতেছেন। এতদ্দ্বারা তাহাদিগকে বলিয়া দেওয়া হইতেছে যে, যদি তোমরা একান্তই সংযত ও সংশোধিত না হও, তবে অচিরে অর্থাৎ হজরত রসুলোল্লার জীবনে অথবা তাহার তিরোধানের সঙ্গে সঙ্গেই তোমাদের উপর শাস্তি নিপতিত হইবে এবং তোমরা সম্পূর্ণরূপে পরাজিত ও বিধ্বস্ত হইয়া যাইবে।

৭৪—৭৫। অনন্তর আল্লাহতা'লা বলিয়া দিতেছেন যে, অবিশ্বাসীদিগের অন্তর-বাহিরের সমস্ত কথাই তিনি পরিজ্ঞাত আছেন। বিশ্বজগতের গুপ্ত ব্যক্ত কোন বিষয়ই তাঁহার অজানা নাই এবং উহা সমস্তই সমুজ্জল গ্রন্থ—'লওহ মাহফুজে' অর্থাৎ সুরক্ষিত ফলকে আল্লাহাতা'লার অসীম ও অনন্ত জ্ঞানের আয়ত্তাধীন রহিয়াছে।

উদ্বিগ্ন হইও না। ৭১। এবং তাহারা বলে যে, যদি তুমি সত্যবাদী হও, তবে কখন্ এই প্রতিশ্রুতি সংঘটিত হইবে? ৭২। তুমি বল—তোমরা যদ্বিষয়ে সত্বরতা করিতেছ, সম্ভবতঃ উহার কোন কোনটী অচিরেই তোমাদের পশ্চাদানুসরণ করিবে। ৭৩। এবং নিশ্চয় তোমার প্রতিপালক মানব-মণ্ডলীর জন্য অনুগ্রহকারী, কিন্তু তাহাদের অধিকাংশই কৃতজ্ঞ নহে। ৭৪। এবং তাহাদের অন্তর সমূহে যাহা লুক্কায়িত আছে ও তাহারা যাহা প্রকাশ করে, নিশ্চয় তোমার প্রতি-পালক তাহা পরিজ্ঞাত আছেন। ৭৫। এবং নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলে এমন কোন বিষয়ই লুক্কায়িত নাই বরং উহা সমুজ্জল

يَمْكُرُوْنَ ۝ ٧١- وَيَقُوْلُوْنَ مَتٰى هٰذَا
الْوَعْدُ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ۝ ٧٢- قُلْ
عَسٰى اَنْ يَّكُوْنَ رَدِفَ لَكُمْ بَعْضُ
الَّذِيْ تَسْتَعْجِلُوْنَ ۝ ٧٣- وَاِنَّ
رَبَّكَ لَذُوْ فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلٰكِنَّ
اَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُوْنَ ۝ ٧٤- وَاِنَّ
رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُوْرُهُمْ وَمَا
يُعْلِنُوْنَ ۝ ٧٥- وَمَا مِنْ غَآئِبَةٍ
فِي السَّمَآءِ وَالْاَرْضِ اِلَّا فِيْ كِتٰبٍ

উক্তি ও অন্যায় চক্রান্তের জন্য তুমি কিছুমাত্র বিষণ্ণ অথবা উদ্বিগ্ন হইও না। আমিই তাহাদিগকে ইহার সমুচিত প্রতিফল প্রদান করিব।

৭১—৭৩। অবিশ্বাসীরা হজরত রসুলোল্লাকে কটাক্ষ করিয়া ইহাও বলিত যে, তোমাকে না মানিলে এবং তোমার এই কোরান অবিশ্বাস করিলে, তুমি যে সকল শাস্তির ভয় প্রদর্শন করিতেছ, তাহা কখন্ সংঘটিত হইবে? ইহার উত্তরে আল্লাহতা'লা হজরত রসুলোল্লাকে লক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন—তুমি অবিশ্বাসীদিগকে বলিয়া দাও যে, তোমরা যে সকল বিষয়ের জন্য সত্বরতা করিতেছ, সম্ভবতঃ উহার কোন কোন শাস্তি অচিরেই তোমাদের উপর নিপতিত হইবে! তবে আল্লাহতা'লা মানবমণ্ডলীর জন্য একান্ত অনুগ্রহকারী বলিয়াই তিনি তোমাদিগকে সমুচিত শাস্তি প্রদানে বিলম্ব করিতেছেন। অতএব ইহা স্মরণ করিয়াও তোমাদের ভীত এবং কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত। কাহার কাহারও মতে আয়ত-ত্রয়ের মর্ম্ম এই যে, আল্লাহতা'লা স্বীয় অনুগ্রহেই অবিশ্বাসীদিগকে সঙ্গে সঙ্গে শাস্তি প্রদান না করিয়া তাহাদিগকে সংযত ও সংশোধিত হইবার জন্য অচির-ভবিষ্যৎ শাস্তির ভীতি প্রদর্শন করিতেছেন। এতদ্দ্বারা তাহাদিগকে বলিয়া দেওয়া হইতেছে যে, যদি তোমরা একান্তই সংযত ও সংশোধিত না হও, তবে অচিরে অর্থাৎ হজরত রসুলোল্লার জীবনে অথবা তাহার তিরোধানের সঙ্গে সঙ্গেই তোমাদের উপর শাস্তি নিপতিত হইবে এবং তোমরা সম্পূর্ণরূপে পরাজিত ও বিধ্বস্ত হইয়া যাইবে।

৭৪—৭৫। অনন্তর আল্লাহতা'লা বলিয়া দিতেছেন যে, অবিশ্বাসীদিগের অন্তর-বাহিরের সমস্ত কথাই তিনি পরিজ্ঞাত আছেন। বিশ্বজগতের গুপ্ত ব্যক্ত কোন বিষয়ই তাঁহার অজানা নাই এবং উহা সমস্তই সমুজ্জল গ্রন্থ—'লওহ মাহফুজে' অর্থাৎ সুরক্ষিত ফলকে আল্লাহাতা'লার অসীম ও অনন্ত জ্ঞানের আয়ত্তাধীন রহিয়াছে।

مُّبِيْنٍ ○ ٧٦- اِنَّ هٰذَا الْقُرْاٰنَ يَقُصُّ
عَلٰى بَنِىْٓ اِسْرَآءِيْلَ اَكْثَرَ الَّذِيْ هُمْ
فِيْهِ يَخْتَلِفُوْنَ ○ ٧٧- وَاِنَّهٗ لَهُدًى
وَّرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ ○ ٧٨- اِنَّ
رَبَّكَ يَقْضِىْ بَيْنَهُمْ بِحُكْمِهٖ ۚ وَهُوَ
الْعَزِيْزُ الْعَلِيْمُ ۚ ٧٩- فَتَوَكَّلْ عَلَى
اللّٰهِ ۗ اِنَّكَ عَلَى الْحَقِّ الْمُبِيْنِ ○
٨٠- اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتٰى وَلَا
تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَآءَ اِذَا وَلَّوْا
مُدْبِرِيْنَ ○ ٨١- وَمَآ اَنْتَ بِهٰدِى

গ্রন্থে রহিয়াছে। ৭৬। নিশ্চয় এই কোরান
এস্রাইল-বংশীয়দিগের প্রতি তদ্বিষয়ের
অধিকাংশই বিবৃত করিতেছে—যদ্বিষয়ে
তাহারা মতবিরোধ করিয়া থাকে।
৭৭। এবং নিশ্চয় ইহা বিশ্বাসিগণের জন্য
সুপথ ও করুণা। ৭৮। নিশ্চয় তোমার
প্রতিপালক স্বীয় সুবিচারের দ্বারা তাহাদের
মধ্যে মীমাংসা করিয়া দিবেন এবং
তিনি পরাক্রান্ত মহাজ্ঞানী। ৭৯। অতএব
তুমি আল্লার প্রতি নির্ভর কর, নিশ্চয়ই
তুমি সমুজ্জ্বল সত্যের উপর অবস্থিত
রহিয়াছ। ৮০। নিশ্চয় তুমি প্রাণহীন-
দিগকে শ্রবণ করাইতে অথবা বধিরদিগকে
আহ্বান শুনাইতে পারিবে না—যখন
তাহারা পৃষ্ঠ-প্রদর্শন পূর্ব্বক প্রত্যাবর্ত্তন
করিয়া থাকে। ৮১। এবং তুমি অন্ধ-
দিগকে তাহাদের বিভ্রান্তি হইতে
পথ-প্রদর্শন করিতে পারিবে না; নিশ্চয়

৭৬ - ৭৮। আরবের ইহুদী ও খ্রীষ্টান সম্প্রদায়ের কোন কোন বিদ্বান ব্যক্তি বলিত যে, আরব জাতির নিরক্ষর নবী আমাদের ধর্ম্মগ্রন্থ হইতেই কোরানের উৎকৃষ্ট শিক্ষা ও সদুপদেশ সমূহ পরিগ্রহণ করিয়াছেন। কোন কোন ইহুদী ও খ্রীষ্টান ধর্ম্মপ্রচারক ও সমালোচক এখনও ঐরূপ অসার দাবী করিয়া থাকেন। উহার উত্তরে আল্লাহতা'লা বলিয়া দিতেছেন যে, যদি অবিশ্বাসীদের এই দাবী সত্য হইত, তাহা হইলে অসংখ্য বিষয়ে আধুনিক তওরাত ও ইঞ্জিলের বিকৃত শিক্ষার তীব্র প্রতিবাদ কথনই কোরানে পরিদৃষ্ট হইত না। আল্লাহতা'লার স্বরূপ, নবীগণের আদর্শ ও তাঁহাদের প্রচারিত ধর্ম্মনীতি সম্বন্ধে ইহুদী ও খ্রীষ্টান জাতির বর্ত্তমান বাইবেলে যে সকল ভ্রান্ত মত ও বিকৃত শিক্ষা সন্নিবিষ্ট হইয়াছে এবং সত্যধর্ম্মের স্বরূপ ও রসুলগণের শিক্ষা সম্বন্ধে ইহুদী ও খ্রীষ্টান জাতির পরস্পরের মধ্যে যে পর্ব্বত প্রমাণ মতবিরোধ সমূহ বিদ্যমান রহিয়াছে, পবিত্র কোরানের স্বর্গীয় প্রত্যাদেশ জলদ্‌গম্ভীর স্বরে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাহার সুমীমাংসা করিয়া দিয়াছে। সুতরাং এই কোরানের দ্বারা ভ্রান্ত ইহুদী ও বিপথগামী খৃষ্টান জাতির জ্ঞানচক্ষু উন্মিলিত না হইলেও বিশ্বাসিগণের জন্য এই স্বর্গীয় মহাগ্রন্থ নিশ্চয়ই সুপথ ও করুণা স্বরূপ। অতএব হে রসুল, ইহুদী ও খৃষ্টানেরা এখন ইহা বিশ্বাস না করিলেও, সেই মহাবিচারের দিন তোমরা মহাপরাক্রান্ত বিজ্ঞানময় প্রতিপালক স্বীয় সুবিচারের দ্বারা অবশ্যই তাহাদের মধ্যে সমস্ত বিষয়ের সুমীমাংসা করিয়া দিবেন এবং সেই দিনই তাহারা ইহার সত্যতা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবে। কিন্তু তখন সেই অনুভূতি তাহাদের কোনই কাজে আসিবে না।

৭৯—৮১। অনন্তর আল্লাহতা'লা হজরত রসুলোল্লাকে সান্ত্বনা প্রদান করিয়া বলিতেছেন যে, অবিশ্বাসী ইহুদী, খৃষ্টান ও মোশরেক সম্প্রদায় সমূহ যাহাই বলুক না কেন, নিশ্চয় তুমি সত্যের

الْعُمْيِ عَنْ ضَلٰلَتِهِمْ ط اِنْ تُسْمِعُ اِلَّا
مَنْ يُّؤْمِنُ بِاٰيٰتِنَا فَهُمْ مُّسْلِمُوْنَ ○
٨٢- وَاِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ اَخْرَجْنَا
لَهُمْ دَآبَّةً مِّنَ الْاَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ لا اَنَّ
النَّاسَ كَانُوْا بِاٰيٰتِنَا لَا يُوْقِنُوْنَ ع

তদ্ব্যতীত তুমি কাহাকেও শুনাইতে পারিবে না—যাহারা আমার নিদর্শন-সমূহে বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছে, ফলতঃ তাহারাই আত্মসমর্পণকারী।
৮২। এবং যখন তাহাদের উপর সেই বাক্য সংঘটিত হইবে, তখন আমি তাহাদের জন্য ভূতল হইতে এরূপ এক জন্তু নির্গত করিব—যে তাহাদের সহিত কথা বলিবে—যেহেতু লোকেরা আমার নিদর্শনাবলী বিশ্বাস করে নাই।

উপর অবস্থান করিতেছ। অতএব তুমি তোমার মহান প্রতিপালকের উপরই সম্পূর্ণরূপে নির্ভর কর। অধর্ম্ম ও অবিশ্বাসে যাহারা প্রাণহীন অথবা বধির হইয়া গিয়াছে, তাহারা কখনই তোমার কথা শুনিবে না এবং ঐশীবাণী শ্রবণে যাহারা অনিচ্ছুক অথবা উহা শুনিলে যাহারা অবজ্ঞাভরে ফিরিয়া যায়, তাহাদিগকে তুমি কখনই সত্যের আহ্বান শুনাইতে পারিবে না। আর যাহারা ভ্রান্তপথে চলিতে চলিতে বিবেক ও সত্যানুভূতি হারাইয়া বিভ্রান্ত অথবা অন্ধ হইয়া গিয়াছে, তাহাদিগকেও তুমি সুপথ প্রদর্শন করিতে পারিবে না। পক্ষান্তরে যাহারা আমার নিদর্শন সমূহে বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছে, কেবল তাহারাই তোমার কথা শুনিয়া তৎপ্রতি বিশ্বাস স্থাপন করিবে এবং তাহারাই আত্মসমর্পণকারী মুসলমান রূপে পরিগণিত হইয়া আমার অনুপম পুরস্কৃত এবং অফুরন্ত সুখ-সম্পদ-পূর্ণ স্বর্গোদ্যানে অবস্থিত হইবার অধিকারী হইবে।

৮২। **দাব্বাত**—অর্থ জীব বা জন্তু এবং "দাব্বাত মেনাল আর্দ" অথবা "দাব্বাতুল-আর্দ" অর্থে পৃথিবী হইতে সমুদ্ভূত এক অপূর্ব্ব জীব। সহি মোসলেমে আবদুল্লাহ এবনে ওমর হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, হজরত রসুলোল্লার বর্ণনানুসারে সূর্য্যোদয়ের দিক-পরিবর্তন এবং "দাব্বাতুল আর্দ" বহিষ্করণ—মহাপ্রলয় ও পুনরুত্থানের অনধিক পূর্ব্ববর্ত্তী দুইটী বিশিষ্ট নিদর্শন। উক্ত জীব দ্বিপদ অথবা চতুষ্পদ হইবে, পবিত্র কোরানে তাহার কোনরূপ স্পষ্টতর বর্ণনা নাই। বিশ্বস্ত হাদিস সমূহে বর্ণিত হইয়াছে যে, উক্ত জীব কেয়ামতের পূর্ব্বে বহির্গত হইবে এবং লোকের সহিত কথা বলিবে—অর্থাৎ উক্ত জীব বিশ্বাসীদের অবিশ্বাস ও ভ্রান্তির প্রতিবাদ করিয়া পবিত্র কোরানের উক্তি ও উহার ভবিষ্যদ্বাণী সমূহের সত্যতা ঘোষণা করিবে এবং পৃথিবীর সর্ব্বত্র তাহার বিষয়ে আলোচনা হইতে থাকিবে। অধিকাংশ আলেমের মতে উহা একটী অপূর্ব্ব জন্তু, যাহা মহাপ্রলয়ের ভূকম্পন আরম্ভ হইবার সঙ্গে সঙ্গে ছাফা পর্ব্বতের গহ্বর হইতে বহির্গত হইয়া আসিবে এবং লোকদিগকে তাহাদের কর্ম্মফল ও অন্তিম পরিণাম স্মরণ করাইয়া দিতে থাকিবে। কিন্তু হজরত আলীর একটি বর্ণনা অনুসারে বুঝা যায় যে, উক্ত জীবের লেজ থাকিবে না বরং দাড়ী থাকিবে—অর্থাৎ উহা একটী মানুষ বা মনুষ্যাকৃতি জীব হইবে। আধুনিক তফসীরকার মৌলবী মোহাম্মদ আলী 'দাব্বাত' বা জীব শব্দের মর্ম্মার্থে আধি-ব্যাধি, যুদ্ধ বিগ্রহ, দুর্ভিক্ষ-মহামারী ও প্রাকৃতিক দুর্য্যোগ এবং 'তোকাল্লেম' বা বাক্যালাপ শব্দের মর্ম্মার্থে আহত ও ক্ষতিগ্রস্থ পরিগ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহার মতে হজরত রসুলোল্লাহ অবিশ্বাসীদিগের জন্য দুর্ভিক্ষ, মহামারী ও ভূমিকম্প প্রভৃতি যে সকল পার্থিব শাস্তির ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছেন, 'দাব্বাতুল-আর্দ' তাহার অন্যতম। হয়ত এতদ্দ্বারা মানবজাতি পৃথিবীতে অবনমিত, অধঃপতিত অথবা বিষম দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইয়া পড়িবে।—তঃ হক্কানী ও মঃ আলি তুলিতব্য।

৭ম রুকু—পুনরুত্থান ও মহাবিচার-দিবসের প্রসঙ্গ

৮৩। এবং যেদিন আমি প্রত্যেক মণ্ডলী হইতে এক একটি দল সমুত্থিত করিব—যাহারা আমার নিদর্শন সমূহে অসত্যারোপ করিয়াছিল, তখন তাহারা বিভিন্ন শ্রেণীতে একত্রিত হইবে। ৮৪। এমন কি, যখন তাহারা সকলে সমুপস্থিত হইবে, তখন তিনি বলিবেন যে, তোমরাই কি আমার নিদর্শন সমূহে অসত্যারোপ করিয়াছিলে? অথচ তোমরা কি করিতেছিলে, তৎসম্বন্ধে তোমাদের কোনই প্রত্যক্ষ-জ্ঞান ছিল না। ৮৫। এবং তাহাদের অত্যাচারের জন্য তাহাদের উপর সেই বাক্যই সংঘটিত হইবে, তখন তাহারা বাক্যস্ফুরণ করিতেও পারিবে না। ৮৬। তাহারা কি লক্ষ্য করিতেছে না যে, আমি এইজন্য রজনী সৃষ্টি করিয়াছি যেন তাহারা তন্মধ্যে বিশ্রাম করে, এবং দিবসকে আলোকের জন্য; নিশ্চয়ই বিশ্বাস-স্থাপনকারীদের জন্য ইহাতে নিদর্শনাবলী রহিয়াছে। ৮৭। এবং যেদিন শিঙ্গায় ফুংকার প্রদান করা হইবে,

٨٣- وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ اُمَّةٍ فَوْجًا
مِّمَّنْ يُّكَذِّبُ بِاٰيٰتِنَا فَهُمْ يُوْزَعُوْنَ ○
٨٤- حَتّٰى اِذَا جَآءُوْا قَالَ اَكَذَّبْتُمْ
بِاٰيٰتِيْ وَلَمْ تُحِيْطُوْا بِهَا عِلْمًا اَمَّاذَا
كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ○ ٨٥- وَوَقَعَ الْقَوْلُ
عَلَيْهِمْ بِمَا ظَلَمُوْا فَهُمْ لَا يَنْطِقُوْنَ ○
٨٦- اَلَمْ يَرَوْا اَنَّا جَعَلْنَا الَّيْلَ
لِيَسْكُنُوْا فِيْهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا ط اِنَّ
فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يُّؤْمِنُوْنَ ○
٨٧- وَيَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّوْرِ فَفَزِعَ

৮৩। এই আয়তে পুনরুত্থান-দিবসের প্রসঙ্গ বর্ণিত হইয়াছে। সেই মহা-দিবসে আল্লাহতা'লা মানব-মণ্ডলীর বিভিন্ন ধর্ম্ম-সম্প্রদায় এবং অবিশ্বাসীদিগকে বিভিন্ন দলে সমুত্থিত ও একত্রিত করিবেন।

৮৪। অনন্তর আল্লাহতা'লা অবিশ্বাসীদিগকে লক্ষ্য করিয়া বলিবেন যে, পাপের শাস্তি, পুণ্যের পুরস্কার এবং মানবের মৃত্যুর পর পুনরুত্থান সম্বন্ধে তোমরাই আমার নিদর্শন সমূহে অসত্যারোপ করিয়াছিলে। কিন্তু আজ লক্ষ্য কর যে, এ সম্বন্ধে তোমাদের কোনই প্রত্যক্ষ জ্ঞান ছিল না।

৮৫। পুনরুত্থানের পর আবিশ্বাসীদিগের উপর যখন আল্লাহতা'লার প্রতিশ্রুত-বাক্য—অর্থাৎ পাপের শাস্তি সংঘটিত হইবে, তখন তাহারা কোনই বাক্যস্ফুরণ করিতে পারিবে না।

৮৬। অনন্তর আল্লাহতা'লা বিশ্বাসী ও অবিশ্বাসী মানব সম্প্রদায়কে লক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন যে, আমি মানুষের নিদ্রা ও বিশ্রামের জন্য রজনী এবং অবলোকন ও জীবিকা অর্জ্জনের জন্য দিবসকে সৃষ্টি করিয়াছি এবং আমার এই সৃষ্টি-কৌশলের মধ্যে বিশ্বাসী মানব সম্প্রদায়ের জন্য অবশ্যই নিদর্শন সমূহ বিদ্যমান রহিয়াছে।

৮৭—৮৮। এই দুইটী আয়তে মহাপ্রলয় ও পুনরুত্থান-দিবসের 'ছুর-ফুৎকার' বা শিঙ্গাধ্বনির প্রসঙ্গ বর্ণিত হইয়াছে। মহাপ্রলয়ের পূর্ব্ব মুহূর্ত্তে যখন আল্লার আদেশে এস্রাফিল ফেরেশতা

তখন আল্লার ইচ্ছা ব্যতীত নভোমণ্ডলে যাহা আছে ও ভূমণ্ডলে যাহা আছে তাহারা সকলেই আতঙ্কিত হইবে এবং তাহারা সকলে তাঁহারই সমক্ষে বিনতভাবে উপস্থিত হইবে। ৮৮। এবং তুমি পর্ব্বত-সমূহে অবলোকন করিয়া উহাদিগকে অচল ধারণা করিতেছ, পরন্তু উহারা গতিশীল মেঘমালার ন্যায় প্রধাবিত হইবে; ইহা সেই আল্লারই শিল্পনৈপুণ্য—যিনি প্রত্যেক বিষয় নিয়ন্ত্রিত করিয়াছেন; তোমরা যাহা করিতেছ, নিশ্চয় তিনি তদ্বিষয়ে অভিজ্ঞ ৮৯। যে সৎকার্য্য আনয়ন করিবে, সে তদপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর প্রাপ্ত হইবে এবং সেইদিন সে আতঙ্ক হইতে নিরাপদ রহিবে। ৯০। এবং যে অসৎকার্য্য আনয়ন করিবে, ফলতঃ সে অধোমুখে নরকানলে নিক্ষিপ্ত হইবে; তোমরা যাহা করিয়াছিলে, তদ্ব্যতীত আর কি প্রতিদান প্রাপ্ত হইবে? ৯১। আমি এতদ্ব্যতীত আদিষ্ট হই নাই যে, এই নগরের

مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَمَنْ فِي الْاَرْضِ
اِلَّا مَنْ شَاءَ اللّٰهُ ط وَكُلٌّ اَتَوْهُ دٰخِرِيْنَ ○
۸۸- وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا
جَامِدَةً وَّهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ ط
صُنْعَ اللّٰهِ الَّذِيْ اَتْقَنَ كُلَّ شَيْءٍ ط
اِنَّهٗ خَبِيْرٌ بِمَا تَفْعَلُوْنَ ○ ۸۹- مَنْ
جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهٗ خَيْرٌ مِّنْهَا ج وَهُمْ
مِّنْ فَزَعٍ يَّوْمَئِذٍ اٰمِنُوْنَ ○ ۹۰- وَمَنْ
جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَكُبَّتْ وُجُوْهُهُمْ
فِي النَّارِ ط هَلْ تُجْزَوْنَ اِلَّا مَا كُنْتُمْ
تَعْمَلُوْنَ ○ ۹۱- اِنَّمَا اُمِرْتُ اَنْ

শিঙ্গায় প্রথম ফুৎকার প্রদান করিবেন, তখন সেই প্রলয়-ধ্বনিতে সমগ্র বিশ্বজগৎ প্রকম্পিত হইয়া উঠিবে এবং আল্লাহতা'লার ইচ্ছা ও অনুগ্রহে ফেরেশ্‌তা ও হুরবৃন্দ অথবা নবী, ওলি ও শহিদগণ ব্যতীত আর সমস্ত মানব, দানব ও জীব-জন্তু আতঙ্কে অভিভূত হইয়া পড়িবে। ঐ শিঙ্গা-ধ্বনিতে অচল পর্ব্বতসমূহ গতিশীল বিক্ষিপ্ত মেঘমালার ন্যায় শূন্যে উৎক্ষিপ্ত হইবে; চন্দ্র ও সূর্য্যের জ্যোতি নিভিয়া যাইবে; আকাশ হইতে নক্ষত্রপুঞ্জ খসিয়া পড়িবে এবং সমগ্র আকাশ ও পৃথিবী কোটী কোটী খণ্ডে চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া সমস্ত জীব-জন্তু মৃত্যুমুখে পতিত হইবে।

অনন্তর আল্লার আদেশে এস্‌রাফিল দ্বিতীয় বার শিঙ্গায় ফুৎকার প্রদান করিবেন। এই দ্বিতীয় ফুৎকারে মানব, দানব প্রভৃতি সমস্ত জীব-জগৎ সঞ্জীবিত ও পুনরুত্থিত হইয়া স্ব স্ব কৃতকর্ম্মের ফলাফল ভোগ করিবার জন্য বিনতভাবে মহান্ আল্লার সমক্ষে উপনীত হইবে।—কোঃ সুরা আন্‌য়াম, ৯ম রুকু—৭৪ আয়ত দ্রষ্টব্য।

৮৯—৯০। এই দুইটী আয়তে মহাবিচারের ফলাফল ও মানবের অন্তিম পরিণাম বর্ণিত হইয়াছে। সেদিন বিশ্বাসী ও পুণ্যশীল সৎকার্য্যকারিগণ আল্লাহতা'লার অসীম অনুগ্রহে অভিষিক্ত হইয়া অফুরন্ত সুখ-শান্তি পরিপূর্ণ স্বর্গোদ্যানে নিরাপদে প্রবিষ্ট হইবে এবং অবিশ্বাসী ও অসৎ-কার্য্যকারী পাপিগণ আল্লাহতা'লার কোপে পতিত হইয়া ফেরেশ্‌তাগণ কর্ত্তৃক অশেষ লাঞ্ছনা সহ অধোমুখে নরকে নিক্ষিপ্ত হইবে।

৯১—৯২। অনন্তর আল্লাহতা'লা হজরত রসুলোল্লাকে আদেশ করিতেছেন—তুমি অবিশ্বাসী-দিগকে বলিয়া দাও যে, যে মহান্ আল্লাহ সমস্ত বিষয়ের সৃষ্টি-কর্ত্তা ও প্রতিপালক প্রভু, তাঁহারই

أَعْبُدَ رَبَّ هَٰذِهِ الْبَلْدَةِ الَّذِي حَرَّمَهَا
وَلَهُ كُلُّ شَيْءٍ ز وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ
مِنَ الْمُسْلِمِينَ ۝ ٩٢- وَأَنْ أَتْلُوَا
الْقُرْآنَ ج فَمَنِ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا
يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ ج وَمَنْ ضَلَّ
فَقُلْ إِنَّمَا أَنَا مِنَ الْمُنْذِرِينَ ○
٩٣- وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ سَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ
فَتَعْرِفُونَهَا ط وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ
عَمَّا تَعْمَلُونَ ۝

প্রতিপালকের উপাসনা করি—যিনি ইহাকে সম্মানিত করিয়াছেন এবং সমস্ত বিষয়ই তাঁহার জন্য; এবং আমি আদিষ্ট হইয়াছি যেন আমি মোসলমানগণের অন্তর্ভুক্ত হই;
৯২। এবং যেন আমি কোরান আবৃত্তি করি; অতএব যে সুপথগামী হয়, ফলতঃ সে নিজেরই জন্য সুপথে গমন করে; এবং যে বিপথগামী হয়, তখন তুমি বলিয়া দাও যে, আমি ভয়-প্রদর্শক ব্যতীত নহি।
৯৩। এবং তুমি বল—আল্লারই জন্য সমস্ত প্রশংসা—তিনিই তোমাদিগকে স্বীয় নিদর্শনাবলী প্রদর্শন করিবেন; তখন তোমরা উহাদিগকে চিনিতে পারিবে এবং তোমরা যাহা করিতেছ, তদ্বিষয়ে তোমার প্রতিপালক অমনোযোগী নহেন।

আদেশে আমি এই পবিত্র নগরী মক্কার প্রতিপালক প্রভু—সেই আল্লারই উপাসনা করিতে এবং বিশ্বাসী মুসলমানগণের অন্তর্ভুক্ত হইয়া তোমাদের নিকট স্বর্গীয় কোরান আবৃত্তি করিতে আদিষ্ট হইয়াছি এবং তিনিই অপবিত্র অবিশ্বাসীদিগের নিকট হইতে আমাকে এই পবিত্র নগরীর আধিপত্য প্রদান করিবেন (মঃ আঃ)। ইহা অবগত হইয়া যে সত্য-ধর্ম্ম গ্রহণ ও সুপথে গমন করিবে, ফলতঃ তদ্দ্বারা সে নিজেরই কল্যাণ সাধন করিবে; আর ইহা অগ্রাহ্য করিয়া যে অধর্ম্মাচরণ ও বিপথে গমন করিবে, বস্তুতঃ তদ্দ্বারা সে নিজেরই অমঙ্গল ডাকিয়া আনিবে। তাহাদের সম্বন্ধে আমার কোনই দায়িত্ব নাই। আমি আল্লার প্রেরিত সত্যধর্ম্ম-প্রচারক ও ভয়-প্রদর্শক মাত্র।

৯৩। আল্লাহতা'লা হজরত রসুলোল্লাকে আরও বলিতেছেন—তুমি অবিশ্বাসীদিগকে বলিয়া দাও যে, তোমরা এখন আল্লাহতা'লার বাণী বিশ্বাস করিতেছ না বটে; কিন্তু যখন তিনি তোমাদিগকে স্বীয় নিদর্শনাবলী প্রদর্শন করিবেন এবং এই অবিশ্বাস ও অবাধ্যতার জন্য যখন তোমাদিগকে কঠোর শাস্তি প্রদান করিবেন, তখন তোমরা অবশ্যই তাঁহাকে চিনিতে পারিবে। ফলতঃ তোমরা যাহা বলিতেছ, বা করিতেছ, সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্বশক্তিমান আল্লাহতা'লা তাহা সমস্তই লক্ষ্য করিতেছেন এবং তাঁহারই জন্য সর্ব্ববিধ প্রশংসা।

এইরূপে বিশ্বাসীদিগকে সুসংবাদ প্রদান এবং অবিশ্বাসীদিগকে ভীতি-প্রদর্শন করিয়া সর্ব্বশক্তিমান আল্লাহতা'লা এই সুরার উপসংহার করিয়াছেন।

মক্কায় অবতীর্ণ	২৮। সুরা কাছাছ—القصص	৮৮ আয়ত

সর্ব্ব প্রদাতা করুণাময় আল্লার নামে

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

১ম রুকু—হজরত মূসার শৈশব জীবন

১। তা-সিম-মিম। ২। ইহা সেই প্রকাশ্য গ্রন্থের আয়ত-মালা। ৩। আমি মূসা ও ফেরাউনের প্রসঙ্গ হইতে

١- طٰسٓمٓ ۝ ٢- تِلْكَ اٰيٰتُ الْكِتٰبِ الْمُبِيْنِ ۝ ٣- نَتْلُوْا عَلَيْكَ

শানে-নজুল অনেকে বলেন যে, অবিশ্বাসীদিগের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হইয়া হজরত রসুলোল্লাহ যখন মক্কা হইতে হেজরত করিয়া মদিনায় গমন করিতেছিলেন, সেই সময়ে জাফা নামক স্থানে এই সুরা অবতীর্ণ হইয়াছিল (এব্‌ন-আব্বাস)। পক্ষান্তরে কেহ কেহ বলেন যে, কেবল মাত্র এই সুরার অন্তর্গত ৮৫ আয়তটীই ঐ স্থানে অবতীর্ণ হইয়াছিল এবং এতদ্দ্বারা আল্লাহতা'লা হজরত রসুলোল্লাকে পুনরায় মক্কা প্রত্যাবর্ত্তন এবং উহার আধিপত্য লাভের সুসংবাদ প্রদান করিয়াছিলেন (এব্‌ন-সালাম)।—তঃ বহরুল মহীত।

কাছাছ—কেচ্ছা, ইতিহাস, জীবনী, বিবরণী অথবা উপাখ্যানাবলী। এই সুরার প্রথমার্দ্ধে বা প্রথম চারিটী রুকুতে নবীবর হজরত মূসার জন্ম হইতে আরম্ভ করিয়া মিসর হইতে এসরাইল বংশের বহিষ্করণ, দাসত্ব-মোচন ও উদ্ধার-সাধন পর্য্যন্ত বিস্তৃত ইতিহাস বর্ণিত হইয়াছে। অন্য কোন সুরায়ই হজরত মূসার প্রথম জীবনের ঘটনাবলী এরূপ বিস্তৃত ভাবে বর্ণিত হয় নাই। পবিত্র কোরান শরিফে হজরত মূসার প্রসঙ্গ পুনঃ পুনঃ বর্ণিত হইয়াছে। ইহার কারণ এই যে, এসরাইল-বংশের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ও মহাপরাক্রান্ত নবী হজরত মূসা তদীয় ভ্রাতৃগণ বা এসরাইল-বংশের মধ্যে তৎসদৃশ একজন মহান্ ও অলৌকিক শক্তিশালী নবীর আবির্ভাব সম্বন্ধে যে প্রত্যক্ষ ও স্পষ্টতর ভবিষ্যদ্বাণী করিয়া গিয়াছিলেন, বিশ্বনবী হজরত মোহাম্মদ মোস্তফার (সঃ) আবির্ভাব এবং স্বর্গীয় কোরান শরিফ অবতারণের দ্বারাই তাঁহার সেই অভ্রান্ত ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হইয়াছে (তওরাত, ২য় বিবরণ ১৫—১৮ পদ)। আরবের গৌরব-রবি হজরত রসুলোল্লাহ ভিন্ন জগতের আর কোন নবীই হজরত মূসার ঐ ভবিষ্যদ্বাণীর সফলতার দাবী করেন নাই। বিশেষতঃ হজরত মূসা হজরত রসুলোল্লার জীবনী ও শিক্ষার পূর্ব্বাভাস বা পূর্ণ আলেখ্যের প্রতিবিম্ব স্বরূপ। এই জন্যও পবিত্র কোরান শরীফে তাঁহার প্রসঙ্গ পুনঃ পুনঃ উল্লিখিত হইয়াছে। আলোচ্য সুরায় হজরত মুসার জীবনের ইতিহাস অধিকতর বিস্তৃত ভাবে বর্ণিত হইয়াছে বলিয়াই এই সুরা "কাছাছ" বা উপাখ্যানাবলী নামে অভিহিত হইয়াছে।

১। **তা-সিন-মিম**—অপরিজ্ঞাত অর্থ-বিশিষ্ট সাঙ্কেতিক বর্ণাবলী। ইহার আনুমানিক মর্ম্মার্থ—'তা' অর্থ 'তুর পর্ব্বত', 'সিন' অর্থ মূসা এবং 'মিম' অর্থ মোহাম্মদ (সঃ)—অর্থাৎ তুর-পর্ব্বতে হজরত মূসার প্রতি যেরূপ ঐশীবাণী তওরাত অবতীর্ণ হইয়াছিল, হজরত মোহাম্মদ মোস্তফার প্রতিও সেইরূপ আল্লার বাণী কোরান অবতীর্ণ হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন ইহার আরও নানারূপ মর্ম্মার্থ পরিকল্পিত হইয়াছে।—সুরা শোয়ারার ১ম আয়ত দ্রষ্টব্য।

২—৪। এই তিনটী আয়তে আল্লাহতা'লা হজরত মূসা ও ফেরাউনের প্রসঙ্গের পূর্ব্বাভাস বিবৃত করিয়া বলিতেছেন যে, ফেরাউন মিসর দেশের আধিপত্য লাভ করিয়া ধন-জন ও সৈন্য-সামন্তে

مِنْ نَّبَاِ مُوْسٰى وَفِرْعَوْنَ بِالْحَقِّ
لِقَوْمٍ يُّؤْمِنُوْنَ ○ ٤- اِنَّ فِرْعَوْنَ
عَلَا فِي الْاَرْضِ وَجَعَلَ اَهْلَهَا شِيَعًا
يَسْتَضْعِفُ طَائِفَةً مِّنْهُمْ يُذَبِّحُ اَبْنَاءَ
هُمْ وَيَسْتَحْيٖ نِسَاءَهُمْ ط اِنَّهٗ كَانَ
مِنَ الْمُفْسِدِيْنَ ○ ٥- وَنُرِيْدُ اَنْ
نَّمُنَّ عَلَى الَّذِيْنَ اسْتُضْعِفُوْا
فِي الْاَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ اَئِمَّةً وَّنَجْعَلَهُمُ
الْوٰرِثِيْنَ ○ ٦- وَنُمَكِّنَ لَهُمْ
فِي الْاَرْضِ وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَهَامٰنَ
وَجُنُوْدَهُمَا مِنْهُمْ مَّا كَانُوْا

তোমার নিকট বিশ্বাসী সম্প্রদায়ের জন্য সত্যভাবে বিবৃত করিতেছি।
৪। নিশ্চয় ফেরাউন পৃথিবীতে সমুচ্চ হইয়াছিল এবং উহার অধিবাসীদিগকে বিভিন্ন দলে বিভক্ত করিয়া তাহাদের এক দলকে দুর্ব্বল করিয়া দিয়াছিল; তাহাদের পুত্রদিগকে সে হত্যা করিত এবং তাহাদের স্ত্রীলোকদিগকে জীবিত রাখিত; নিশ্চয় সে দুষ্কার্য্যকারীদের অন্তর্গত ছিল।
৫। এবং আমি ইচ্ছা করিয়াছিলাম যে, যাহারা সেই দেশে শক্তিহীন ছিল তাহাদিগকে সাহায্য করিব ও তাহাদিগকে অধিনায়ক করিব এবং তাহাদিগকে উত্তরাধিকারী করিয়া দিব।
৬। এবং আমি তাহাদিগকে পৃথিবীতে শক্তিশালী করিব এবং ফেরাউন ও হামান ও উহাদের অনুচর-দল তাহাদিগের নিকট যদ্বিষয়ের আশঙ্কা করিত—আমি তাহাই প্রদর্শন

অত্যন্ত শক্তিশালী হইয়াছিল এবং সে মিসরের অধিবাসীদিগকে বিভিন্ন দলে বিভক্ত করিয়া নিজের সম্পূর্ণ আয়ত্তাধীন করিয়া রাখিয়াছিল। ইহার মধ্যে সে নিজের কবতী সম্প্রদায়কে শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করিয়া বনি-এসরাইল বা ইহুদী জাতিকে তাহাদের দাসত্ব বন্ধনে আবদ্ধ করিয়া দিয়াছিল এবং এসরাইল-বংশীয়েরা ভবিষ্যতের জন্য যাহাতে বংশবৃদ্ধি করিয়া শক্তি ও স্বাধীনতা অর্জ্জন করিতে না পারে, তজ্জন্য সে তাহাদের পুত্র-সন্তানদিগকে হত্যা করিয়া ফেলিত এবং তাহাদের কন্যাদিগকে দাসীপনা বা গৃহকার্য্যের জন্য জীবিত রাখিত। তাই আল্লাহতা'লা বলিতেছেন যে, নিশ্চয় ফেরাউন অত্যন্ত অত্যাচারী ও দুষ্কার্য্যকারী নৃপতি ছিল।

৫—৬। অনন্তর আল্লাহতা'লা বলিতেছেন যে, অত্যাচারী ফেরাউনের অত্যাচার ও অনাচার নিবারণ করিবার জন্য আমি ইচ্ছা করিয়াছিলাম যে, শক্তিহীন ও নির্য্যাতিত এসরাইল-বংশীয়দিগকে আমি স্বাধীন ও শক্তিশালী করিব এবং মিসরবাসীর অধীনতা ও দাসত্বের বন্ধন ছিন্ন করিয়া আমি তাঁহাদিগকে সিরিয়া বা শাম দেশের আধিপত্য ও উত্তরাধিকারিত্ব প্রদান করিব। এতদ্সহ আমি ইহাও ইচ্ছা করিয়াছিলাম যে, ফেরাউন ও তাহার মন্ত্রী হামান এবং তাহাদের অনুচরেরা এসরাইল-বংশের অভ্যুত্থান এবং তাহাদের স্বাধীনতা ও শক্তি অর্জ্জনের যে আশঙ্কা করিত, তাহাদের জীবনেই আমি তাহা সত্যে পরিণত করিয়া তাহাদিগকে প্রদর্শন করিব। আমার এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্যই আমি মিসরের পরাধীন ও দুর্ব্বল এসরাইল-জাতির মধ্যে হজরত মূসাকে প্রেরণ করিয়াছিলাম।

করিব। ৭। এবং আমি মূসার মাতাকে
প্রত্যাদেশ করিয়াছিলাম যে, তুমি
তাহাকে স্তন্যদান করিতে থাক, তৎপর
যখন তাহার জন্য আশঙ্কা করিবে তখন
তাহাকে নদীতে নিক্ষেপ করিও এবং
ভীত হইও না ও সন্তপ্ত হইও না;
নিশ্চয় আমি তাহাকে তোমার নিকট
পুনরানয়ন করিব ও তাহাকে রসূলগণের
অন্তর্ভুক্ত করিয়া দিব। ৮। অনন্তর
ফেরাউনের লোকেরা তাহাকে তুলিয়া
লইয়াছিল—যেন সে তাহাদের জন্য
শত্রু ও দুঃখদায়ক হয়; নিশ্চয় ফেরাউন
ও হামান ও তাহাদের অনুচরেরা
দুষ্কার্য্যকারী ছিল। ৯। এবং ফেরাউনের
পত্নী বলিয়াছিল, আমার জন্য ও তোমার
জন্য এ-যে নয়ন-তৃপ্তিকর! ইহাকে
হত্যা করিও না; সম্ভবতঃ এ আমাদের
জন্য উপকারে আসিবে, অথবা আমরা

يَحْذَرُوْنَ ○ ٧- وَاَوْحَيْنَا اِلٰى اُمِّ
مُوْسٰى اَنْ اَرْضِعِيْهِ ج فَاِذَا خِفْتِ
عَلَيْهِ فَاَلْقِيْهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِيْ
وَلَا تَحْزَنِيْ ج اِنَّا رَآدُّوْهُ اِلَيْكِ
وَجَاعِلُوْهُ مِنَ الْمُرْسَلِيْنَ ○
٨- فَالْتَقَطَهٗ اٰلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُوْنَ لَهُمْ
عَدُوًّا وَّحَزَنًا ط اِنَّ فِرْعَوْنَ وَهَامٰنَ
وَجُنُوْدَهُمَا كَانُوْا خٰطِئِيْنَ ○
٩- وَقَالَتِ امْرَاَتُ فِرْعَوْنَ قُرَّتُ
عَيْنٍ لِّيْ وَلَكَ ط لَا تَقْتُلُوْهُ قف صلے
عَسٰى اَنْ يَّنْفَعَنَا اَوْ نَتَّخِذَهٗ وَلَدًا

৭। এই আয়ত হইতে হজরত মূসার জন্মবৃত্তান্ত ও শৈশব-জীবনের বর্ণনা আরম্ভ হইয়াছে। হজরত মূসা যখন জন্মগ্রহণ করেন, তখন ফেরাউনের আদেশে তাহার অনুসন্ধানকারী অনুচরেরা ইহুদী বংশে কোন পুত্র-সন্তান জন্মগ্রহণ করিলে তাহাকে অতি নির্ম্মমভাবে হত্যা করিয়া ফেলিত। সুতরাং হজরত মূসার জন্মের পর তাঁহার জননী পুত্রের জীবন রক্ষা করিবার জন্য অত্যন্ত চিন্তিত ও বিচলিত হইয়া পড়িলেন। কিন্তু আল্লাহতা'লা তাঁহাকে স্বপ্নযোগে অথবা অন্য কোন অলৌকিক উপায়ে জানাইয়া দিলেন যে, তুমি যথারীতি স্বীয় পুত্রের প্রতিপালন করিতে থাক। যখন ফেরাউনের অনুচরদিগের দ্বারা তাহার প্রাণের আশঙ্কা উপস্থিত হইবে, তখন তুমি তাহাকে কাঠের সিন্দুকে ভরিয়া নীল নদীতে ভাসাইয়া দিও। তাহার জন্য তুমি কোনরূপ চিন্তিত বা দুঃখিত হইও না। আমিই তাহার রক্ষণাবেক্ষণ করিব ও প্রতিপালনের জন্য আমি তাহাকে পুনরায় তোমার নিকট আনিয়া দিব এবং উত্তরকালে তাহাকে আমি রসুল-রূপে মনোনীত করিয়া এসরাইল-বংশের উদ্ধার ও ফেরাউনের ধ্বংস সাধন করিব।

৮—৯। কাষ্ঠ সিন্দুকে অবস্থিত শিশু হজরত মূসা যখন ফেরাউনের হাওয়া-খানা বা রঙ্গমহলের পাদদেশ দিয়া প্রবাহিত নীল নদীর উপর দিয়া ভাসিয়া যাইতেছিলেন, তখন ঐ সিন্দুক ফেরাউনের ও তাহার পত্নী বিবি আসিয়ার দৃষ্টিপথে পতিত হয়। সিন্দুকের মধ্যে কি আছে, তাহা দেখিবার জন্য ফেরাউন স্বীয় অনুচরদিগকে উক্ত সিন্দুক তুলিয়া আনিবার জন্য আদেশ করে। অনুচরেরা সিন্দুক তুলিয়া আনিলে সে উহা খুলিয়া দেখিল যে, উহার মধ্যে একটী পরম সুন্দর জীবিত শিশু বিদ্যমান রহিয়াছে। ফেরাউনের পত্নী শিশুর সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইয়া তাহাকে পুত্র-রূপে প্রতিপালন

ইহাকে পুত্র-রূপে পরিগ্রহণ করি—এবং তাহারা বুঝিতেও পারে নাই।
১০। এবং মুসার মাতার অন্তর নিশ্চিন্ত হইয়াছিল; নিশ্চয় সে তদ্বিষয় প্রকাশ করিতে উদ্যত হইয়াছিল—যদি আমি তাহার অন্তর সুদৃঢ় না করিতাম, যাহাতে সে বিশ্বাসিগণের অন্তর্ভুক্ত হইতে পারে।
১১। সে তাহার ভগিনীকে বলিয়াছিল যে, তুমি ইহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন কর; অতএব সে তাহাকে দূর হইতে অবলোকন করিতেছিল—যাহাতে তাহারা বুঝিতে না পারে।
১২। এবং আমি তাহাকে পূর্ব্বেই স্তন্যপান নিষিদ্ধ করিয়া দিয়াছিলাম; অনন্তর সে বলিয়াছিল, আমি কি তোমাদিগকে এক বাড়ীর পরিজনদিগের সম্বন্ধে পরিজ্ঞাপন করিব, যে তোমাদের জন্য ইহার প্রতিপালন-ভার পরিগ্রহণ করিবে এবং যাহারা ইহার জন্য

وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ۝ ١٠- وَأَصْبَحَ
فُؤَادُ أُمِّ مُوسٰى فٰرِغًا ۖ إِنْ كَادَتْ
لَتُبْدِي بِهٖ لَوْلَآ أَنْ رَّبَطْنَا عَلٰى
قَلْبِهَا لِتَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ۝
١١- وَقَالَتْ لِأُخْتِهٖ قُصِّيْهِ ۫ فَبَصُرَتْ
بِهٖ عَنْ جُنُبٍ وَّهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ۝
١٢- وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِنْ
قَبْلُ فَقَالَتْ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلٰى أَهْلِ
بَيْتٍ يَّكْفُلُونَهٗ لَكُمْ وَهُمْ لَهٗ

করিবার জন্য ফেরাউনকে অনুরোধ করেন; এবং ফেরাউন স্বীয় পত্নীর অনুরোধে তাহাতেই সম্মত হইয়া হজরত মূসাকে পুত্র-রূপে প্রতিপালন করিবার ভার পরিগ্রহণ করে। কিন্তু দুর্ম্মতি ফেরাউন ও তাহার অনুচরেরা ঘুণাক্ষরেও বুঝিতে পারে নাই যে, এই শিশুই উত্তরকালে ফেরাউনের পরম শত্রুরূপে এসরাইল-বংশের উদ্ধার ও ফেরাউনী সম্প্রদায়ের ধ্বংস সাধন করিবে।

১০। হজরত মূসার মাতা ফেরাউনের অনুচরদিগের ভয়ে আল্লাহতা'লার নির্দ্দেশ অনুসারে স্বীয় পুত্রকে নদীতে ভাসাইয়া দিয়া এরূপ ভীত ও বিচলিত হইয়া পড়িয়াছিলেন যে, তিনি উহা প্রকাশ করিয়া দিতে উদ্যত হইয়াছিলেন। কিন্তু আল্লাহতা'লাই তাঁহাকে সে সময়ে ধৈর্য্য ধারণের শক্তি প্রদান করিয়াছিলেন। অন্যথা ফেরাউন ও তাহার অনুচরেরা যদি জানিতে পারিত যে, শিশু মূসা তাঁহারই গর্ভজাত পুত্র, তবে তাঁহার জীবন রক্ষা করা অত্যন্ত কঠিন হইয়া পড়িত।

১১—১৩। আল্লাহতা'লার আদেশে হজরত মূসার মাতা পুত্রকে ভাসাইয়া দিবার পর বিচলিত না হইয়া উহার কি অবস্থা হয়, তাহা দেখিবার জন্য স্বীয় কন্যাকে পাঠাইয়া দেন। উক্ত বালিকা দূরে দূরে থাকিয়া অতি সন্তর্পণে মূসার প্রতি লক্ষ্য রাখিতেছিল—যাহাতে কেহ প্রকৃত ঘটনা বুঝিতে না পারে। অনন্তর যখন ফেরাউন হজরত মূসাকে তুলিয়া লইয়া হত্যা করিবার পরিবর্ত্তে তাহাকে দুগ্ধ দান ও প্রতিপালন করিবার জন্য ধাত্রী নিয়োগের জন্য আদেশ করিল, তখন সেও তথায় উপস্থিত হইয়া সমস্ত ব্যাপার পর্য্যবেক্ষণ করিতে লাগিল। শিশু মূসাকে স্তন্য দানের জন্য একাধিক ধাত্রী আনীত হইল; কিন্তু আল্লাহতা'লার ইচ্ছায় তিনি কাহারও দুগ্ধ পান করিলেন না। তদ্দর্শনে হজরত মূসার ভগিনী স্বীয় জননীকে নির্দ্দেশ করিয়া ফেরাউন ও তাহার পত্নীকে বলিলেন যে, ঐ স্ত্রীলোকটী অতি বিচক্ষণ ধাত্রী। সে শিশুকে অতি উত্তমরূপে স্তন্য দান ও প্রতিপালন

হিতকারী হইবে। ১৩। অনন্তর আমি উহাকে তাহার মাতার নিকট পুনরানয়ন করিয়াছিলাম—যেন তাহার নয়ন স্নিগ্ধ হয়, এবং যেন সে সন্তপ্ত না হয় এবং যেন সে জানিতে পারে যে, আল্লার প্রতিশ্রুতি সত্য; কিন্তু তাহাদের অধিকাংশই অবগত নহে।

نَاصِحُوْنَ ○ ١٣- فَرَدَدْنٰهُ اِلٰى اُمِّهٖ
كَىْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ وَلِتَعْلَمَ
اَنَّ وَعْدَ اللّٰهِ حَقٌّ وَّلٰكِنَّ اَكْثَرَهُمْ
لَا يَعْلَمُوْنَ ع

২য় রুকু—হজরত মূসার মিসর পরিত্যাগ ও মাদায়েন গমন

১৪। এবং যখন সে যৌবনে উপনীত হইয়াছিল ও পরিপূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়াছিল, তখন আমি তাহাকে বিজ্ঞতা ও জ্ঞান দান করিয়াছিলাম; এবং এইরূপে আমি সৎকর্ম্মশীলদিগকে প্রতি-দান প্রদান করিয়া থাকি। ১৫। এবং সে নগরের মধ্যে উহার অধিবাসীদের অসতর্কতার সময়ে প্রবেশ করিয়াছিল, তৎপরে সে তথায় দুইজন লোককে সংগ্রামে লিপ্ত প্রাপ্ত হইয়াছিল—একজন

١٤- وَلَمَّا بَلَغَ اَشُدَّهٗ وَاسْتَوٰى
اٰتَيْنٰهُ حُكْمًا وَّعِلْمًا ط وَكَذٰلِكَ
نَجْزِي الْمُحْسِنِيْنَ ○ ١٥- وَدَخَلَ
الْمَدِيْنَةَ عَلٰى حِيْنِ غَفْلَةٍ مِّنْ اَهْلِهَا
فَوَجَدَ فِيْهَا رَجُلَيْنِ يَقْتَتِلٰنِ ق هٰذَا

করিতে পারে। তখন ফেরাউনের আদেশে হজরত মুসার জননীই তথায় আহূত হইয়া স্বীয় পুত্রের স্তন্যদান ও প্রতিপালনের ভার প্রাপ্ত হইলেন। এইরূপে আল্লাহতা'লা হজরত মূসার জননীর অন্তররে সমস্ত দুঃখ-বেদনা ও ভীতি বিদূরিত করিয়া তাহাকে স্বীয় প্রতিশ্রুতির সত্যতা জানাইয়া দিয়াছিলেন।

১৪। **আশোদ্দা** ও **এস্তাওয়া**—অনেকের মতে এই দুইটি শব্দের মর্ম্ম অভিন্ন অর্থাৎ উহার অর্থ যৌবন অথবা বয়ঃপ্রাপ্ত হওয়া। মতান্তরে 'আশোদ্দা' অর্থ যৌবন অথবা বয়ঃপ্রাপ্ত হওয়া এবং 'এস্তাওয়া' অর্থ পূর্ণ-বর্দ্ধনে বর্দ্ধিত হওয়া। হজরত এব্ন-আব্বাস হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, মানুষের ১৮শ বর্ষ হইতে ৩০শ বর্ষ পর্য্যন্ত বয়ঃক্রম কালকে 'আশোদ্দা' এবং ৩০শ হইতে ৪০শ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত সময়কে 'এস্তাওয়া' বলা হইয়া থাকে।—তঃ নায়সাপুরী।

আয়তের মর্ম্ম এই যে, হজরত মুসা ফেরাউন ও তাঁহার পত্নীর আশ্রয়ে প্রতিপালিত হইয়া যখন পূর্ণ যৌবনে উপনীত হইয়াছিলেন, তখন আল্লাহতা'লা স্বীয় অনুগ্রহে তাহাকে বিদ্যা, জ্ঞান ও বিজ্ঞতা প্রদান করিয়াছিলেন—অর্থাৎ এই বয়সেই হজরত মূসা বিদ্বান, বুদ্ধিমান ও অভিজ্ঞ ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছিলেন।

১৫। তফসীরকারগণ বর্ণনা করিয়াছেন যে, ফেরাউন মিসরের তৎকালীন রাজধানী হইতে কিছু দূরে একটি ক্ষুদ্র নগরী নির্ম্মাণ করিয়াছিল এবং সে নিজের অমাত্য ও বিশ্বস্ত অনুচরবর্গ সহ সেই শহরেই অবস্থান করিত। ফেরাউনের কবতী সম্প্রদায়ের বিশিষ্ট লোকদিগের দ্বারাই উক্ত শহর অধ্যুষিত ছিল। নিতান্ত নির্ব্বোধ ও দুর্ব্বল দাস-দাসী ভিন্ন সেই শহরে এসরাইল-বংশের কোন পূর্ণ বয়স্ক ও বুদ্ধিমান পুরুষের প্রবেশাধিকার ছিল না। সুতরাং বয়ঃপ্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে হজরত

مِنْ شِيْعَتِهٖ وَهٰذَا مِنْ عَدُوِّهٖ ج
فَاسْتَغَاثَهُ الَّذِيْ مِنْ شِيْعَتِهٖ عَلَى
الَّذِيْ مِنْ عَدُوِّهٖ لا فَوَكَزَهٗ مُوْسٰى
فَقَضٰى عَلَيْهِ ق قَالَ هٰذَا مِنْ
عَمَلِ الشَّيْطٰنِ ط اِنَّهٗ عَدُوٌّ مُّضِلٌّ
مُّبِيْنٌ ۝ ١٦- قَالَ رَبِّ اِنِّيْ
ظَلَمْتُ نَفْسِيْ فَاغْفِرْ لِيْ فَغَفَرَ لَهٗ ط
اِنَّهٗ هُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ ۝ ١٧- قَالَ
رَبِّ بِمَآ اَنْعَمْتَ عَلَيَّ فَلَنْ اَكُوْنَ

তাহার দলের ও অপর জন তদীয় শত্রুদলের; অতঃপর তাহার দলের লোকটী স্বীয় শত্রুর বিরুদ্ধে তাহার নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিয়াছিল, তখন মূসা তাহাকে মুষ্ঠ্যাঘাত করিয়াছিল, ফলতঃ তাহাকে শেষ করিয়া দিয়াছিল; সে বলিয়াছিল—ইহা শয়তানেরই কার্য্য; নিশ্চয় সে প্রকাশ্য বিভ্রান্তকারী শত্রু। ১৬। সে বলিয়াছিল, হে আমার প্রতিপালক, নিশ্চয় আমি নিজেরই প্রতি অত্যাচার করিয়াছি, অতএব তুমি আমাকে মার্জ্জনা কর; অনন্তর তিনি তাহাকে ক্ষমা করিয়াছিলেন, নিশ্চয় তিনি ক্ষমাশীল করুণাময়। ১৭। সে বলিয়াছিল—হে আমার প্রতিপালক, যেহেতু তুমি আমার প্রতি অনুগ্রহ করিয়াছ, সুতরাং আমি

মূসা যখন এসরাইল বংশীয় যুবক বলিয়া প্রতিপন্ন হইলেন, তখন তাঁহার পক্ষেও সেই শহরে প্রবেশাধিকার নিষিদ্ধ হইয়া গেল। কথিত আছে যে, এই সময়ে হজরত মূসার আশ্রয়দাত্রী, ফেরাউনের পুণ্যশীলা পত্নী বিবি আসিয়াও মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিলেন। যাহা হউক, হজরত মূসা যতই বয়ঃপ্রাপ্ত হইতে লাগিলেন, ঐ শহরে প্রবেশ করিয়া উহার রহস্য অবগত হইবার বাসনা তাহার অন্তরে ততই অধিক বলবতী হইতে লাগিল। অনন্তর একদিন তিনি প্রহরীদিগের অসতর্কতার সময়ে তাহাদের সম্পূর্ণ অজ্ঞাতসারে ঐ নগরে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন যে, একজন ফেরাউনী সম্প্রদায়ের কবতী ও একটি এস্রাইল-বংশীয় ইহুদী পরস্পর কলহে লিপ্ত রহিয়াছে এবং দাম্ভিক কবতী নিজের জাতীয় গর্ব্বে স্ফীত হইয়া দুর্ব্বল ইহুদীকে অন্যায়ভাবে প্রহার করিতেছে। নির্য্যাতিত ইহুদী স্বজাতীয় মূসাকে দেখিয়া তাঁহার নিকট সাহায্য প্রার্থী হইল। হজরত মূসা তাহার সাহায্যার্থ অগ্রসর হইয়া প্রথমে অত্যাচারী কবতীকে নিরস্ত করিতে চেষ্টা করিলেন, কিন্তু কবতী তাহাতে নিরস্ত না হওয়ায় তাহাকে সংযত ও নিরস্ত করিবার জন্য হজরত মূসা সবলে তাহার বক্ষে একটি মুষ্ঠ্যাঘাত করিলেন। অদৃষ্ট-বৈগুণ্যে হতভাগ্য কবতী সেই আঘাতেই ভূতলে পড়িয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইল।—আয়তের শেষাংশের তফ্‌সীর পরবর্ত্তী আয়তে দ্রষ্টব্য।

১৬—১৭। হজরত মূসা কর্ত্তৃক উক্ত কবতী আকস্মিকভাবে মৃত্যুমুখে পতিত হওয়ায় তিনি যারপরনাই অনুতপ্ত হইলেন; এবং যদিও ইহা তাঁহার ইচ্ছাকৃত অপরাধ ছিল না, তথাপি তিনি উহাকে নিজের ক্রটী ও শয়তানের প্ররোচনামূলক কার্য্য মনে করিয়া ঐ অপরাধের জন্য আল্লাহ-তা'লার নিকট বিনীত ভাবে ক্ষমা-প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। বলা বাহুল্য, হজরত মূসার এই অনুতাপ ও ক্ষমা-প্রার্থনা করুণাময় আল্লাহতা'লার নিকট পরিগৃহীত হইয়াছিল এবং এই ঘটনার পর হজরত মূসা প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন যে, তিনি আর কখনও অত্যাচারী ও কলহপরায়ণ লোকদিগকে সাহায্য করিবেন না।

ظَهِيْرًا لِّلْمُجْرِمِيْنَ ○ ١٨- فَاَصْبَحَ
فِي الْمَدِيْنَةِ خَآئِفًا يَّتَرَقَّبُ
فَاِذَا الَّذِي اسْتَنْصَرَهٗ بِالْاَمْسِ
يَسْتَصْرِخُهٗ ط قَالَ لَهٗ مُوْسٰۤى اِنَّكَ
لَغَوِيٌّ مُّبِيْنٌ ○ ١٩- فَلَمَّآ اَنْ اَرَادَ
اَنْ يَّبْطِشَ بِالَّذِيْ هُوَ عَدُوٌّ لَّهُمَا لا
قَالَ يٰمُوْسٰۤى اَتُرِيْدُ اَنْ تَقْتُلَنِيْ
كَمَا قَتَلْتَ نَفْسًا بِالْاَمْسِ قصلے اِنْ
تُرِيْدُ اِلَّآ اَنْ تَكُوْنَ جَبَّارًا فِي الْاَرْضِ
وَمَا تُرِيْدُ اَنْ تَكُوْنَ مِنَ الْمُصْلِحِيْنَ ○

অপরাধীদিগের পৃষ্ঠপোষক হইব না।
১৮। অতঃপর সে ভীত-সতর্ক ভাবে সেই নগরে অবস্থান করিতেছিল, অনন্তর পূর্ব্ব দিন যে ব্যক্তি তাহার নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিয়াছিল—অতর্কিতে সে তাহাকে আহ্বান করিল; তখন মূসা তাহাকে বলিয়াছিল—নিশ্চয় তুমি প্রকাশ্য বিপদগামী।
১৯। অতঃপর যখন সে সেই ব্যক্তিকে ধৃত করিতে ইচ্ছা করিয়াছিল, যে তাহাদের উভয়ের শত্রু ছিল; সে বলিয়াছিল—হে মূসা, তুমি কি আমাকে হত্যা করিতে ইচ্ছা করিতেছ—যেরূপ তুমি কল্য একজনকে হত্যা করিয়াছিলে? ভূতলে অত্যাচারী হওয়া ব্যতীত তুমি কি অন্য ইচ্ছা কর না এবং তোমার কি শান্তিকামী হইবার ইচ্ছা নাই?

১৮—১৯। ফেরাউনের নিজস্ব শহরে কবতী সম্প্রদায়ের লোক নিহত হওয়ায় তাহার অত্যন্ত ক্রোধ হইল এবং হত্যাকারীকে ধরিয়া শাস্তি দিবার জন্য সে যথারীতি অনুসন্ধান আরম্ভ করিল। হজরত মূসা যখন কবতীকে মুষ্ঠ্যাঘাত করিয়াছিলেন, তখন সেখানে শুধু কলহে লিপ্ত ইহুদী ভিন্ন আর কেহ উপস্থিত ছিল না বলিয়া, যদিও এই হত্যার সঠিক সন্ধান কেহ জানিতে পারে নাই, তথাপি হজরত মূসা অত্যন্ত শঙ্কিত ও সতর্কভাবে তথায় অবস্থান করিতে লাগিলেন। কিন্তু আল্লাহতা'লার মহিমা! পরদিন তিনি যখন উক্ত শহরের অন্তর্ভুক্ত বাজারের নিকট দিয়া গমন করিতেছিলেন, তখন পূর্ব্ব দিনের সেই ইহুদীর সাহায্য-প্রার্থনার আহ্বান পুনরায় তাহার কর্ণে প্রবেশ করিল। তিনি ফিরিয়া দেখিলেন, আজও সেই পূর্ব্ব দিনের ইহুদী বাজারে আর একজন কবতীর সহিত ঝগড়া ও মারামারি করিতেছে। ইহাতে হজরত মূসা ঐ ইহুদীর উপর অত্যন্ত বিরক্ত হইলেন এবং প্রত্যহ কলহে লিপ্ত হইবার জন্য তাহাকে তীব্র ভাষায় তিরস্কার করিয়া উভয়কে ছাড়াইয়া দিবার জন্য স্বীয় হস্ত প্রসারণ করিলেন। হজরত মূসার তিরস্কারে ভীত হইয়া ঐ ইহুদী মনে করিল যে, এই মূসা গতকল্য এক কবতীর উপর বিরক্ত ও ক্রুদ্ধ হইয়া তাহাকে মারিয়া ফেলিয়াছে। সুতরাং আজ যখন সে আমার উপর বিরক্ত ও ক্রুদ্ধ হইয়াছে, তখন হয়ত সে আজ ধরিতে পারিলে আমাকেও সেইরূপ ভাবে মারিয়া ফেলিবে। ইহা ভাবিয়া ঐ হতভাগ্য ইহুদী সভয়ে বলিয়া উঠিল, হে মূসা, গতকল্য তুমি যেরূপভাবে একজনকে হত্যা করিয়াছ, আজ কি আমাকেও সেইরূপভাবে হত্যা করিতে চাও? এইরূপ ভাবে লোকদিগকে প্রহার ও হত্যা করা ব্যতীত তোমার কি আর কোন কাজ নাই?—তুমি কি শান্তিতে থাকিতে পার না?

٢٠- وَجَاءَ رَجُلٌ مِّنْ اَقْصَا الْمَدِيْنَةِ
يَسْعٰى ز قَالَ يٰمُوْسٰى اِنَّ الْمَلَاَ
يَاْتَمِرُوْنَ بِكَ لِيَقْتُلُوْكَ فَاخْرُجْ
اِنِّيْ لَكَ مِنَ النّٰصِحِيْنَ ○

২০। এবং নগরের প্রান্ত হইতে এক ব্যক্তি দ্রুতবেগে আসিয়া বলিয়াছিল, হে মুসা, নিশ্চয় প্রধানেরা তোমার সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত করিয়াছে যে, তোমাকে হত্যা করিবে; অতএব তুমি বহিষ্কৃত হইয়া যাও; নিশ্চয় আমি তোমার মঙ্গলকামিগণের অন্তর্গত।

٢١- فَخَرَجَ مِنْهَا خَائِفًا يَّتَرَقَّبُ ز
قَالَ رَبِّ نَجِّنِيْ مِنَ الْقَوْمِ
الظّٰلِمِيْنَ ع

২১। অতঃপর সে ঐ নগর হইতে ভীত-সতর্ক ভাবে বহির্গত হইয়া বলিয়াছিল, হে আমার প্রতিপালক! তুমি আমাকে অত্যাচারী-দিগের মধ্য হইতে উদ্ধার কর।

৩য় রুকু—হজরত মুসার মাদায়েন গমন ও বিবাহ

٢٢- وَلَمَّا تَوَجَّهَ تِلْقَاءَ مَدْيَنَ قَالَ
عَسٰى رَبِّيْ اَنْ يَّهْدِيَنِيْ سَوَاءَ

২২। এবং যখন সে মাদায়েন অভিমুখে গমনেচ্ছু হইয়াছিল, তখন বলিয়াছিল—অচিরেই আমার প্রতি-পালক আমাকে সঠিক পথ প্রদর্শন

২০। নির্ব্বোধ ইহুদীর কথায় পূর্ব্বদিনের হত্যাকাণ্ডের সমস্ত রহস্য সর্ব্বসাধারণের মধ্যে প্রকাশ হইয়া পড়িল এবং ফেরাউনের অনুচরেরা দ্রুতগতি যাইয়া তাহাকে এই সংবাদ প্রদান করিল। ফেরাউন পূর্ব্ব হইতেই হজরত মুসার অবাধ্যতা লক্ষ্য করিয়া তৎপ্রতি বিরক্ত হইয়াছিল; সুতরাং এই ঘটনায় সে অদম্য ক্রোধে জলিয়া উঠিল এবং হজরত মুসাকে হত্যা করিবার জন্য সে স্বীয় মন্ত্রী ও পরিষদবর্গকে ডাকিয়া পরামর্শ করিতে লাগিল। ফেরাউনের পরিষদবর্গের মধ্যে হজরত মুসার একজন হিতাকাঙ্ক্ষী লোক ছিল। হজরত মুসার হত্যার সিদ্ধান্ত শুনিয়া সে দ্রুতগতি আসিয়া হজরত মুসাকে সংবাদ প্রদান করিল যে, ফেরাউন ও তাহার পরিষদবর্গ তোমাকে হত্যা করিবে বলিয়া স্থির করিয়াছে। অতএব তুমি শীঘ্র এস্থান হইতে প্রাণ লইয়া পলায়ন কর।

২১। হজরত মুসা ঐ সংবাদে অত্যন্ত ভীত ও সন্ত্রস্ত হইয়া দ্রুতগতি ঐ শহর পরিত্যাগ করিয়া বহির্গত হইলেন এবং অত্যাচারী ফেরাউনের হস্ত হইতে উদ্ধার পাইবার জন্য সর্ব্বশক্তিমান আল্লাহতা'লার নিকট প্রার্থনা করিতে লাগিলেন।

২২। **মাদায়েন**—আরবের অন্তর্গত একটী বিশিষ্ট জনপদ। এই জনপদ ফেরাউনের আধিপত্যের বাহিরে এবং লোহিত সাগরের পরপারে অবস্থিত ছিল। হজরত এবরাহিমের বংশধরগণই এই স্থানটী আবাদ করিয়াছিলেন। এই স্থানের লোকেরা প্রধানতঃ ছাগ প্রতিপালন করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিত। মাদায়েনে হজরত শোয়ায়েব নামক এক প্রবীণ বৃদ্ধ বাস করিতেন। তাঁহার দুইটী কন্যা ছিল। হজরত শোয়ায়েবের বার্দ্ধক্য হেতু তাঁহার অবিবাহিতা কন্যা-দ্বয়ই ছাগ-চারণ কার্য্য করিতেন। হজরত মুসা মিসর পরিত্যাগ করিয়া এই জনপদ অভিমুখেই গমন করিয়াছিলেন।

হজরত শোয়ায়েবও একজন আল্লার প্রেরিত রসুল ছিলেন। তাঁহার বিস্তৃত বিবরণ সুরা আরাফের একাদশ রুকুতে বর্ণিত হইয়াছে।—কোঃ ৭—৮৫ হইতে ৯৩ আয়াত দ্রষ্টব্য।

করিবেন। ২৩। এবং যখন সে মাদা-
য়েনের সলিলের নিকট উপস্থিত হইয়া-
ছিল, তখন সে তথায় একদল লোককে
সলিল-সংগ্রহে প্রাপ্ত হইয়াছিল, এবং
তদ্ব্যতীত দুইটী রমণীকে ছাগ-চারণে
প্রাপ্ত হইয়াছিল; সে বলিয়াছিল,
তোমাদের কি অবস্থা? তাহারা উভয়ে
বলিয়াছিল—রাখালেরা ফিরিয়া না
যাওয়া পর্যন্ত আমরা পানি সংগ্রহ
করিতে পারিব না এবং আমাদের পিতা
প্রবীণ বৃদ্ধ। ২৪। অনন্তর সে তাহাদের
জন্য সলিল সংগ্রহ করিয়া দিয়াছিল,
তৎপর ছায়ার দিকে ফিরিয়া গিয়াছিল,
অতঃপর সে বলিয়াছিল—হে আমার
প্রতিপালক, তুমি কল্যাণ হইতে আমার
প্রতি যাহা প্রেরণ করিবে, নিশ্চয় আমি
তাহারই অভাবগ্রস্ত। ২৫। অনন্তর
উভয়ের একজন সলজ্জ পদক্ষেপে
তাহার দিকে অগ্রসর হইয়া বলিয়া-
ছিল—তুমি আমাদের জন্য পানি

السَّبِيْلِ ○ ٢٣- وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ
مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ اُمَّةً مِّنَ النَّاسِ
يَسْقُوْنَ ۥ وَوَجَدَ مِنْ دُوْنِهِمُ
امْرَاَتَيْنِ تَذُوْدٰنِ ج قَالَ مَا خَطْبُكُمَا ط
قَالَتَا لَا نَسْقِيْ حَتّٰى يُصْدِرَ
الرِّعَاءُ سكته وَاَبُوْنَا شَيْخٌ كَبِيْرٌ ○
٢٤- فَسَقٰى لَهُمَا ثُمَّ تَوَلّٰى اِلَى
الظِّلِّ فَقَالَ رَبِّ اِنِّيْ لِمَا اَنْزَلْتَ
اِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيْرٌ ○ ٢٥- فَجَاءَتْهُ
اِحْدٰىهُمَا تَمْشِيْ عَلَى اسْتِحْيَاءٍ ز
قَالَتْ اِنَّ اَبِيْ يَدْعُوْكَ لِيَجْزِيَكَ

২৩—২৪। হজরত মুসা যখন মাদায়েনে উপস্থিত হইয়াছিলেন, তখন মাদায়েনের লোকের একটী কূপ হইতে পানি তুলিয়া স্ব স্ব ছাগপালকে পানি পান করাইতেছিল। এই সময়ে হজরত শোয়ায়েবের কন্যাদ্বয়ও নিজেদের ছাগ-যূথ সহ তথায় উপস্থিত ছিলেন। তাহাদিগকে অপেক্ষা করিতে দেখিয়া হজরত মুসা জিজ্ঞাসা করিলেন—তোমরা কি জন্য বিলম্ব করিতেছ? তাহারা বলিয়াছিলেন—আমাদের পিতা অত্যন্ত বৃদ্ধ বলিয়াই আমরা এই কার্য্যে লিপ্ত আছি এবং অন্যান্য রাখালেরা পানি পান করাইয়া চলিয়া না যাওয়া পর্য্যন্ত আমাদিগকে অপেক্ষা করিতে হইবে। কারণ আমরা স্ত্রীলোক বলিয়া সকলের শেষে পানি পান করাইয়া থাকি। কেহ কেহ বর্ণেন যে, বালিকা-দ্বয় পানি তুলিতে অসমর্থ ছিলেন বলিয়াই তাহাদের সাহায্যের আশায় সেখানে অপেক্ষা করিতেছিলেন। ইহাতে হজরত মুসা সদয় হইয়া তাহাদিগকে পানি তুলিয়া দিলেন এবং তখন বালিকা-দ্বয় স্বীয় ছাগ-যূথকে পানি পান করাইয়া সন্তুষ্টচিত্তে তথা হইতে প্রস্থান করিলেন। এদিকে হজরত মুসাও ক্ষুধা-তৃষ্ণায় অত্যন্ত কাতর ছিলেন বলিয়া উক্ত কূপের নিকটবর্ত্তী একটী বৃক্ষের ছায়ায় বসিয়া আল্লাহতা'লার নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিতে লাগিলেন।

২৫। হজরত শোয়েবের কন্যা-দ্বয় তাহাদের পিতার নিকট উপস্থিত হইয়া হজরত মুসার প্রসঙ্গ উত্থাপন পূর্ব্বক সমস্ত বিষয় বর্ণনা করিলেন। হজরত শোয়েব বলিলেন—তাহাকে আমার নিকট ডাকিয়া আন; আমি তাহাকে উপযুক্ত মজুরী প্রদান করিব। তখন বালিকা-দ্বয়ের একটী সলজ্জ পদবিক্ষেপে হজরত মুসার নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন—আমার পিতা আপনাকে উপযুক্ত প্রতিদান দিবার জন্য আহ্বান করিয়াছেন। হজরত মুসা বালিকার আহ্বানে হজরত শোয়েবের

أَجْرَ مَا سَقَيْتَ لَنَا ط فَلَمَّا جَآءَهٗ
وَقَصَّ عَلَيْهِ الْقَصَصَ لا قَالَ
لَا تَخَفْ وقفه نَجَوْتَ مِنَ الْقَوْمِ
الظّٰلِمِيْنَ ○ ٢٦- قَالَتْ إِحْدٰىهُمَا
يٰٓاَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ ز إِنَّ خَيْرَ
مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِيْنُ ○
٢٧- قَالَ إِنِّيْٓ أُرِيْدُ أَنْ أُنْكِحَكَ
إِحْدَى ابْنَتَيَّ هٰتَيْنِ عَلٰٓى أَنْ
تَأْجُرَنِيْ ثَمٰنِيَ حِجَجٍ ج فَإِنْ
أَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ ج وَمَآ
أُرِيْدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ ط سَتَجِدُنِيْٓ
إِنْ شَآءَ اللّٰهُ مِنَ الصّٰلِحِيْنَ ○
٢٨- قَالَ ذٰلِكَ بَيْنِيْ وَبَيْنَكَ ط

সংগ্রহ করিয়া দিয়াছিলে, তজ্জন্য
আমার পিতা তোমাকে উহার প্রতিদান
প্রদান করিতে আহ্বান করিয়াছেন ;
অতঃপর যখন মুসা তাহার সমক্ষে
উপস্থিত হইয়াছিল এবং তাহার নিকট
সমস্ত বিবরণ বর্ণনা করিয়াছিল, তখন
সে বলিয়াছিল, আর ভয় নাই—তুমি
অত্যাচারী সম্প্রদায় হইতে বিমুক্ত
হইয়াছ। ২৬। উভয়ের একজন বলিয়া-
ছিল—হে আমার পিতা, তুমি ইহাকে
কার্য্যে নিযুক্ত কর, নিশ্চয় তুমি বিশ্বস্ত
বলবান উৎকৃষ্ট কর্ম্মচারী নিযুক্ত করিতেছ।
২৭। সে বলিয়াছিল—নিশ্চয় আমি
তোমার সহিত ইহার উপর আমার
কন্যা-দ্বয়ের একটীকে বিবাহ দিতে
ইচ্ছা করিয়াছি—যেন তুমি আট বৎসর
আমার কার্য্যে নিযুক্ত থাক ; কিন্তু যদি
তুমি দশ বৎসর পূর্ণ কর তবে উহা
তোমারই ইচ্ছাধীন, এবং আমি তোমার
প্রতি কঠোরতা করিব না ; যদি আল্লাহ
ইচ্ছা করেন তবে অবশ্যই তুমি আমাকে
সদাচারিগণের মধ্যে প্রাপ্ত হইবে।
২৮। সে বলিয়াছিল— আমার মধ্যে ও
তোমার মধ্যে ইহাই যে, দুইটী নির্দ্দিষ্ট

নিকট উপস্থিত হইয়া যখন নিজের সমস্ত অবস্থা বর্ণনা করিলেন, তখন সেই প্রবীণ বৃদ্ধ বলিলেন যে, আর কোন আশঙ্কা নাই ; নিশ্চয় আল্লাহ তোমাকে সেই অত্যাচারী সম্প্রদায়ের কবল হইতে উদ্ধার করিয়াছেন।

২৬। হজরত মুসা শোয়েব-কন্যা-দ্বয়ের সহিত প্রথমে যেরূপ সদয় ব্যবহার করিয়াছিলেন এবং তৎপর উক্ত বালিকা-দ্বয়ের অন্যতমার আহ্বানে তাঁহার সহিত আসিবার সময়ে যেরূপ সংযত ও বিনয়-নম্রভাবে আসিয়াছিলেন, তাহাতে মুগ্ধ হইয়া উক্ত বালিকা তাহার পিতাকে বলিলেন যে, এই বিদেশী যুবক যেরূপ বিশ্বস্ত ও বলবান, সেইরূপ সচ্চরিত্র ও ধার্ম্মিক। অতএব আপনি ইহাকে স্বীয় কার্য্যে নিযুক্ত করুন, নিশ্চয় এ অতি উৎকৃষ্ট কর্ম্মচারী হইবে।

২৭। হজরত শোয়েব তখন হজরত মুসার নিকট প্রস্তাব করিলেন যে, তুমি আট বৎসর পর্য্যন্ত আমার কাজ-কর্ম্ম করিবে—এই শর্ত্তে আমার কন্যা-দ্বয়ের একটীকে তোমার সহিত বিবাহ দিতে সম্মত আছি। আর যদি তুমি দশ বৎশর আমার কার্য্য কর, সে তোমার ইচ্ছা ও অনুগ্রহের উপর নির্ভর। আমি তোমার প্রতি কোনরূপ কঠোরতা অথবা অবিচার করিব না।

২৮। তখন হজরত মুসা উপরোক্ত শর্ত্তের উপর আল্লাহতা'লাকে সাক্ষী করিয়া হজরত শোয়েবের সফুরা নাম্নী কন্যাকে বিবাহ করিলেন এবং বিবাহের নির্দ্ধারিত 'মোহর' বা শর্ত্তানুযায়ী

কালের মধ্যে আমি যাহাই পূর্ণ করি না কেন, তৎপর আমার উপর অবিচার করা হইবে না; এবং আমরা যাহা বলিতেছি তদুপরি আল্লাই প্রতিভূ।

أَيَّمَا الْأَجَلَيْنِ قَضَيْتُ فَلَا عُدْوَانَ
عَلَيَّ ط وَاللَّهُ عَلَىٰ مَا نَقُولُ وَكِيلٌ ۝

৪র্থ রুকু—হজরত মুসার নবুয়ত-প্রাপ্তি—ফেরাউনের নিমজ্জন

২৯। অনন্তর যখন মুসা নির্দ্দিষ্ট-কাল পূর্ণ করিয়াছিল এবং স্বীয় পরিজন-সহ প্রস্থান করিতেছিল, তখন সে তুর-পর্ব্বতের দিকে অগ্নি অবলোকন করিয়াছিল; সে স্বীয় পরিজনদিগকে বলিয়াছিল—তোমরা অপেক্ষা কর, নিশ্চয় আমি অগ্নি অবলোকন করিয়াছি, সম্ভবতঃ তথা হইতে কোন সংবাদ অথবা অগ্নি হইতে অঙ্গার আনয়ন করিব—যেন তোমরা উত্তপ্ত হইতে পার।
৩০। অতঃপর যখন সে উহার সন্নিকটে উপনীত হইয়াছিল তখন সেই কল্যাণকর ভূমির অন্তর্গত পবিত্র প্রান্তরের পার্শ্ববর্ত্তী বৃক্ষ হইতে আহ্বান হইয়াছিল—হে মুসা, নিশ্চয় আমি বিশ্ব-জগতের প্রতিপালক আল্লাহ!
৩১। এবং তুমি স্বীয় যষ্টি নিক্ষেপ কর; তৎপর যখন সে উহাকে গতিশীল সর্পের ন্যায় প্রত্যক্ষ করিয়াছিল, তখন সে পৃষ্ঠপ্রদর্শন-পূর্ব্বক পশ্চাদ্বর্ত্তী হইয়াছিল এবং সে পশ্চাতে ফিরিয়াও দেখে

٢٩- فَلَمَّا قَضَىٰ مُوسَى الْأَجَلَ
وَسَارَ بِأَهْلِهِ آنَسَ مِن جَانِبِ
الطُّورِ نَارًا ط قَالَ لِأَهْلِهِ امْكُثُوا إِنِّي
آنَسْتُ نَارًا لَّعَلِّي آتِيكُم مِّنْهَا
بِخَبَرٍ أَوْ جَذْوَةٍ مِّنَ النَّارِ لَعَلَّكُمْ
تَصْطَلُونَ ۝ ٣٠- فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِيَ
مِن شَاطِئِ الْوَادِ الْأَيْمَنِ فِي الْبُقْعَةِ
الْمُبَارَكَةِ مِنَ الشَّجَرَةِ أَن يَا مُوسَىٰ
إِنِّي أَنَا اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ ۝
٣١- وَأَنْ أَلْقِ عَصَاكَ ط فَلَمَّا رَآهَا
تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌّ وَلَّىٰ مُدْبِرًا وَلَمْ

স্বীয় পত্নী সহ সেই স্থানেই অবস্থান করিয়া হজরত শোয়েবের কাজ-কর্ম্ম করিতে লাগিলেন। তঃ হক্কানী।

২৯। হজরত মুসা হজরত শোয়েবের আলয়ে তাহার বিবাহের শর্ত্ত স্বরূপ নির্দ্ধারিত কার্য্যকাল পূর্ণ করিয়া যখন স্বীয় পত্নী-পরিজন সহ মাদায়েন হইতে মিসরাভিমুখে যাত্রা করিয়াছিলেন, তখন অন্ধকার রাত্রে পথ ভূলিয়া এক নির্জ্জন প্রান্তরে উপস্থিত হন এবং তাঁহার পরিজনবর্গ শীতে অত্যন্ত কাতর হইয়া পড়েন। সেই সময়ে তিনি তুর পর্ব্বতের দিকে অগ্নি-শিখা অবলোকন করিয়া স্বীয় পরিজনদিগকে প্রান্তরে রাখিয়া তথা হইতে পথের সন্ধান এবং অগ্নি আনিবার জন্য সেই দিকে গমন করেন।

৩০—৩৫। অনন্তর হজরত মুসা তুর পর্ব্বতে উপস্থিত হইয়া যেরূপভাবে আল্লার বাণী শ্রবণ করেন এবং যেরূপভাবে দুইটী অলৌকিক নিদর্শন সহ নবুয়তের গৌরব লাভ করিয়া স্বীয় ভ্রাতা হজরত হারুনের সহিত ফেরাউনের নিকট যাইতে আদিষ্ট হন, এবং ফেরাউনের অত্যাচার হইতে

يُعَقِّبْ ط يٰمُوْسٰى اَقْبِلْ وَلَا تَخَفْ قف
اِنَّكَ مِنَ الْاٰمِنِيْنَ ○ ٣٢- اُسْلُكْ
يَدَكَ فِيْ جَيْبِكَ تَخْرُجْ بَيْضَآءَ
مِنْ غَيْرِ سُوْٓءٍ ز وَّاضْمُمْ اِلَيْكَ
جَنَاحَكَ مِنَ الرَّهْبِ فَذٰنِكَ
بُرْهَانٰنِ مِنْ رَّبِّكَ اِلٰى فِرْعَوْنَ
وَمَلَائِهٖ ط اِنَّهُمْ كَانُوْا قَوْمًا فٰسِقِيْنَ ○
٣٣- قَالَ رَبِّ اِنِّىْ قَتَلْتُ مِنْهُمْ
نَفْسًا فَاَخَافُ اَنْ يَّقْتُلُوْنِ ○
٣٤- وَاَخِيْ هٰرُوْنُ هُوَ اَفْصَحُ مِنِّىْ
لِسَانًا فَاَرْسِلْهُ مَعِيَ رِدْاً يُّصَدِّقُنِيْٓ ز
اِنِّيْٓ اَخَافُ اَنْ يُّكَذِّبُوْنِ ○
٣٥- قَالَ سَنَشُدُّ عَضُدَكَ بِاَخِيْكَ
وَنَجْعَلُ لَكُمَا سُلْطٰنًا فَلَا يَصِلُوْنَ
اِلَيْكُمَا ج بِاٰيٰتِنَآ ج اَنْتُمَا وَمَنِ
اتَّبَعَكُمَا الْغٰلِبُوْنَ ○ ٣٦- فَلَمَّا

নাই; হে মুসা, তুমি অগ্রবর্ত্তী হও এবং
ভীত হইও না, নিশ্চয় তুমি নিরাপদ-
গণের অন্তর্গত। ৩২। তোমার হস্ত
স্বীয় বক্ষে স্থাপন কর, উহা নিষ্কলঙ্ক
শুভ্র-রূপে প্রকাশিত হইবে এবং তুমি
ভীতি হইতে স্বীয় বাহু নিজের
দিকে সংলগ্ন কর; অতএব তোমার
প্রতিপালক হইতে ফেরাউন ও তদীয়
প্রধানগণের প্রতি এই দুইটী নিদর্শন;
নিশ্চয় তাহারা দুষ্কার্য্যকারী সম্প্রদায়।
৩৩। সে বলিয়াছিল—হে আমার
প্রতিপালক, নিশ্চয় আমি তাহাদের
এক ব্যক্তিকে হত্যা করিয়াছি; তজ্জন্য
আমি আশঙ্কা করিতেছি যে, তাহারাও
আমাকে হত্যা করিবে। ৩৪। এবং
আমার ভ্রাতা হারুন—সে আমার অপেক্ষা
বাক্‌পটু; অতএব তাহাকে আমার
সাহয্যকারীরূপে আমার সহিত প্রেরণ
কর—যে আমার সত্যতা প্রতিপাদন
করিবে; নিশ্চয় আমি আশঙ্কা করি-
তেছি যে, তাহারা আমাকে অসত্যা-
রূপ করিবে। ৩৫। তিনি বলিয়া-
ছিলেন—নিশ্চয় আমি তোমার ভ্রাতার
সহিত তোমার বাহু সুদৃঢ় করিব এবং
তোমাদের উভয়কে পরাক্রান্ত করিয়া
দিব, সুতরাং তাহারা তোমাদের দিকে
উপনীত হইতে পারিবে না; আমার
নিদর্শন হেতু তোমরা এবং তোমাদের
উভয়ের অনুসরণকারীরাই পরাক্রান্ত
থাকিবে। ৩৬। অনন্তর যখন মুসা

মুসার ভীতি বিদূরিত করিয়া আল্লাহতালা তাহাকে যেরূপ অলৌকিক সাহায্যের প্রতিশ্রুতি প্রদান করেন, এই কয়েকটী আয়তে তাহাই বর্ণিত হইয়াছে। এই প্রসঙ্গের বিস্তৃত তফসীর ইহার পূর্ব্বেই বিবৃত হইয়াছে।—কোঃ ১৬শ পারা, সুরা তা-হা, প্রথম রুকুর তফসীর দ্রষ্টব্য।

৩৬—৩৭। হজরত মুসা স্বীয় ভ্রাতা হারুনের সহিত ফেরাউনের নিকট উপস্থিত হইয়া তাহাকে সত্যধর্ম্ম গ্রহণের জন্য আহ্বান করিলে, ফেরাউন হজরত মুসা ও তাঁহার ভ্রাতাকে যাদুকর এবং তাঁহার প্রদর্শিত অলৌকিক নিদার্শনাবলীকে যাদুক্রিয়া বলিয়া যেরূপভাবে তাহাদিগকে

يُعَقِّبْ ؕ يٰمُوْسٰۤى اَقْبِلْ وَلَا تَخَفْ قف
اِنَّكَ مِنَ الْاٰمِنِيْنَ ○ ٣٢ - اُسْلُكْ
يَدَكَ فِيْ جَيْبِكَ تَخْرُجْ بَيْضَآءَ
مِنْ غَيْرِ سُوْٓءٍ ز وَّاضْمُمْ اِلَيْكَ
جَنَاحَكَ مِنَ الرَّهْبِ فَذٰنِكَ
بُرْهَانٰنِ مِنْ رَّبِّكَ اِلٰى فِرْعَوْنَ
وَمَلَا۟ئِهٖ ؕ اِنَّهُمْ كَانُوْا قَوْمًا فٰسِقِيْنَ ○
٣٣ - قَالَ رَبِّ اِنِّيْ قَتَلْتُ مِنْهُمْ
نَفْسًا فَاَخَافُ اَنْ يَّقْتُلُوْنِ ○
٣٤ - وَاَخِيْ هٰرُوْنُ هُوَ اَفْصَحُ مِنِّيْ
لِسَانًا فَاَرْسِلْهُ مَعِيَ رِدْاً يُّصَدِّقُنِيْٓ ز
اِنِّيْٓ اَخَافُ اَنْ يُّكَذِّبُوْنِ ○
٣٥ - قَالَ سَنَشُدُّ عَضُدَكَ بِاَخِيْكَ
وَنَجْعَلُ لَكُمَا سُلْطٰنًا فَلَا يَصِلُوْنَ
اِلَيْكُمَا ۚ بِاٰيٰتِنَآ ۚ اَنْتُمَا وَمَنِ
اتَّبَعَكُمَا الْغٰلِبُوْنَ ○ ٣٦ - فَلَمَّا

…ই: হে মুসা, তুমি অগ্রবর্তী হও এবং
ভীত হইও না, নিশ্চয় তুমি নিরাপদ-
গণের অন্তর্গত। ৩২। তোমার হস্ত
স্বীয় বক্ষে স্থাপন কর, উহা নিষ্কলঙ্ক
শুভ্র-রূপে প্রকাশিত হইবে এবং তুমি
ভীতি হইতে স্বীয় বাহু নিজের
দিকে সংলগ্ন কর; অতএব তোমার
প্রতিপালক হইতে ফেরাউন ও তদীয়
প্রধানগণের প্রতি এই দুইটী নিদর্শন;
নিশ্চয় তাহারা দুষ্কার্য্যকারী সম্প্রদায়।
৩৩। সে বলিয়াছিল—হে আমার
প্রতিপালক, নিশ্চয় আমি তাহাদের
এক ব্যক্তিকে হত্যা করিয়াছি; তজ্জন্য
আমি আশঙ্কা করিতেছি যে, তাহারাও
আমাকে হত্যা করিবে। ৩৪। এবং
আমার ভ্রাতা হারুন—সে আমার অপেক্ষা
বাক্পটু; অতএব তাহাকে আমার
সাহায্যকারীরূপে আমার সহিত প্রেরণ
কর—যে আমার সত্যতা প্রতিপাদন
করিবে; নিশ্চয় আমি আশঙ্কা করি-
তেছি যে, তাহারা আমাকে অসত্যা-
রূপ করিবে। ৩৫। তিনি বলিয়া-
ছিলেন—নিশ্চয় আমি তোমার ভ্রাতার
সহিত তোমার বাহু সুদৃঢ় করিব এবং
তোমাদের উভয়কে পরাক্রান্ত করিয়া
দিব, সুতরাং তাহারা তোমাদের দিকে
উপনীত হইতে পারিবে না; আমার
নিদর্শন হেতু তোমরা এবং তোমাদের
উভয়ের অনুসরণকারীরাই পরাক্রান্ত
থাকিবে। ৩৬। অনন্তর যখন মুসা

মুসার ভীতি বিদূরিত করিয়া আল্লাহতালা তাহাকে যেরূপ অলৌকিক সাহায্যের প্রতিশ্রুতি প্রদান করেন, এই কয়েকটী আয়তে তাহাই বর্ণিত হইয়াছে। এই প্রসঙ্গের বিস্তৃত তফসীর ইহার পূর্ব্বেই বিবৃত হইয়াছে।—কোঃ ১৬শ পারা, সুরা তা-হা, প্রথম রুকুর তফসীর দ্রষ্টব্য।

৩৬—৩৭। হজরত মুসা স্বীয় ভ্রাতা হারুনের সহিত ফেরাউনের নিকট উপস্থিত হইয়া তাহাকে সত্যধর্ম্ম গ্রহণের জন্য আহ্বান করিলে, ফেরাউন হজরত মুসা ও তাঁহার ভ্রাতাকে যাদুকর এবং তাঁহার প্রদর্শিত অলৌকিক নিদার্শনাবলীকে যাদুক্রিয়া বলিয়া যেরূপভাবে তাহাদিগকে

يٰمُوْسٰىٓ اَقْبِلْ وَلَا تَخَفْ قف
اِنَّكَ مِنَ الْاٰمِنِيْنَ ○ ٣٢ ـ اُسْلُكْ
يَدَكَ فِيْ جَيْبِكَ تَخْرُجْ بَيْضَآءَ
مِنْ غَيْرِ سُوْٓءٍ ز وَّاضْمُمْ اِلَيْكَ
جَنَاحَكَ مِنَ الرَّهْبِ فَذٰنِكَ
بُرْهَانٰنِ مِنْ رَّبِّكَ اِلٰى فِرْعَوْنَ
وَمَلَا۟ئِهٖ ط اِنَّهُمْ كَانُوْا قَوْمًا فٰسِقِيْنَ ○
٣٣ ـ قَالَ رَبِّ اِنِّيْ قَتَلْتُ مِنْهُمْ
نَفْسًا فَاَخَافُ اَنْ يَّقْتُلُوْنِ ○
٣٤ ـ وَاَخِيْ هٰرُوْنُ هُوَ اَفْصَحُ مِنِّيْ
لِسَانًا فَاَرْسِلْهُ مَعِيَ رِدْاً يُّصَدِّقُنِيْٓ ز
اِنِّيْٓ اَخَافُ اَنْ يُّكَذِّبُوْنِ ○
٣٥ ـ قَالَ سَنَشُدُّ عَضُدَكَ بِاَخِيْكَ
وَنَجْعَلُ لَكُمَا سُلْطٰنًا فَلَا يَصِلُوْنَ
اِلَيْكُمَا ج بِاٰيٰتِنَا ج اَنْتُمَا وَمَنِ
اتَّبَعَكُمَا الْغٰلِبُوْنَ ○ ٣٦ ـ فَلَمَّا

হই। হে মূসা, তুমি অগ্রবর্ত্তী হও এবং
ভীত হইও না, নিশ্চয় তুমি নিরাপদ
গণের অন্তর্গত। ৩২। তোমার হস্ত
স্বীয় বক্ষে স্থাপন কর, উহা নিষ্কলঙ্ক
শুভ্ররূপে প্রকাশিত হইবে এবং তুমি
ভীতি হইতে স্বীয় বাহু নিজের
দিকে সংলগ্ন কর; অতএব তোমার
প্রতিপালক হইতে ফেরাউন ও তদীয়
প্রধানগণের প্রতি এই দুইটী নিদর্শন;
নিশ্চয় তাহারা দুষ্কার্য্যকারী সম্প্রদায়।
৩৩। সে বলিয়াছিল—হে আমার
প্রতিপালক, নিশ্চয় আমি তাহাদের
এক ব্যক্তিকে হত্যা করিয়াছি; তজ্জন্য,
আমি আশঙ্কা করিতেছি যে, তাহারাও
আমাকে হত্যা করিবে। ৩৪। এবং
আমার ভ্রাতা হারুন—সে আমার অপেক্ষা
বাক্‌পটু; অতএব তাহাকে আমার
সাহায্যকারীরূপে আমার সহিত প্রেরণ
কর—যে আমার সত্যতা প্রতিপাদন
করিবে; নিশ্চয় আমি আশঙ্কা করি-
তেছি যে, তাহারা আমাকে অসত্যা-
রূপ করিবে। ৩৫। তিনি বলিয়া-
ছিলেন—নিশ্চয় আমি তোমার ভ্রাতার
সহিত তোমার বাহু সুদৃঢ় করিব এবং
তোমাদের উভয়কে পরাক্রান্ত করিয়া
দিব, সুতরাং তাহারা তোমাদের দিকে
উপনীত হইতে পারিবে না; আমার
নিদর্শন হেতু তোমরা এবং তোমাদের
উভয়ের অনুসরণকারীরাই পরাক্রান্ত
থাকিবে। ৩৬। অনন্তর যখন মূসা

মূসার ভীতি বিদূরিত করিয়া আল্লাহতা'লা তাহাকে যেরূপ অলৌকিক সাহায্যের প্রতিশ্রুতি প্রদান করেন, এই কয়েকটী আয়তে তাহাই বর্ণিত হইয়াছে। এই প্রসঙ্গের বিস্তৃত তফসীর ইহার পূর্ব্বেই বিবৃত হইয়াছে।—কোঃ ১৬শ পারা, সূরা তা-হা, প্রথম রুকূর তফসীর দ্রষ্টব্য।

৩৬—৩৭। হজরত মূসা স্বীয় ভ্রাতা হারুনের সহিত ফেরাউনের নিকট উপস্থিত হইয়া তাহাকে সত্যধর্ম্ম গ্রহণের জন্ম আহ্বান করিলে, ফেরাউন হজরত মূসা ও তাঁহার ভ্রাতাকে যাদুকর এবং তাঁহার প্রদর্শিত অলৌকিক নিদর্শনাবলীকে যাদুক্রিয়া বলিয়া যেরূপভাবে তাহাদিগকে

নাই; হে মুসা, তুমি অগ্রবর্ত্তী হও এবং ভীত হইও না, নিশ্চয় তুমি নিরাপদ-গণের অন্তর্গত। ৩২। তোমার হস্ত স্বীয় বক্ষে স্থাপন কর, উহা নিষ্কলঙ্ক শুভ্র-রূপে প্রকাশিত হইবে এবং তুমি ভীতি হইতে স্বীয় বাহু নিজের দিকে সংলগ্ন কর; অতএব তোমার প্রতিপালক হইতে ফেরাউন ও তদীয় প্রধানগণের প্রতি এই দুইটী নিদর্শন; নিশ্চয় তাহারা দুষ্কার্য্যকারী সম্প্রদায়। ৩৩। সে বলিয়াছিল—হে আমার প্রতিপালক, নিশ্চয় আমি তাহাদের এক ব্যক্তিকে হত্যা করিয়াছি; তজ্জন্য আমি আশঙ্কা করিতেছি যে, তাহারাও আমাকে হত্যা করিবে। ৩৪। এবং আমার ভ্রাতা হারুন—সে আমার অপেক্ষা বাক্‌পটু; অতএব তাহাকে আমার সাহয্যকারীরূপে আমার সহিত প্রেরণ কর—যে আমার সত্যতা প্রতিপাদন করিবে; নিশ্চয় আমি আশঙ্কা করি-তেছি যে, তাহারা আমাকে অসত্যা-রূপ করিবে। ৩৫। তিনি বলিয়া-ছিলেন—নিশ্চয় আমি তোমার ভ্রাতার সহিত তোমার বাহু সুদৃঢ় করিব এবং তোমাদের উভয়কে পরাক্রান্ত করিয়া দিব, সুতরাং তাহারা তোমাদের দিকে উপনীত হইতে পারিবে না; আমার নিদর্শন হেতু তোমরা এবং তোমাদের উভয়ের অনুসরণকারীরাই পরাক্রান্ত থাকিবে। ৩৬। অনন্তর যখন মুসা

يَعْقِبْ ط يٰمُوسٰى اَقْبِلْ وَلَا تَخَفْ قف
اِنَّكَ مِنَ الْاٰمِنِيْنَ ○ ٣٢- اُسْلُكْ
يَدَكَ فِيْ جَيْبِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ
مِنْ غَيْرِ سُوْٓءٍ ز وَّاضْمُمْ اِلَيْكَ
جَنَاحَكَ مِنَ الرَّهْبِ فَذٰنِكَ
بُرْهَانٰنِ مِنْ رَّبِّكَ اِلٰى فِرْعَوْنَ
وَمَلَائِهٖ ط اِنَّهُمْ كَانُوْا قَوْمًا فٰسِقِيْنَ ○
٣٣- قَالَ رَبِّ اِنِّيْ قَتَلْتُ مِنْهُمْ
نَفْسًا فَاَخَافُ اَنْ يَّقْتُلُوْنِ ○
٣٤- وَاَخِيْ هٰرُوْنُ هُوَ اَفْصَحُ مِنِّيْ
لِسَانًا فَاَرْسِلْهُ مَعِيَ رِدْاً يُّصَدِّقُنِيْٓ ز
اِنِّيْٓ اَخَافُ اَنْ يُّكَذِّبُوْنِ ○
٣٥- قَالَ سَنَشُدُّ عَضُدَكَ بِاَخِيْكَ
وَنَجْعَلُ لَكُمَا سُلْطٰنًا فَلَا يَصِلُوْنَ
اِلَيْكُمَا ۚ بِاٰيٰتِنَآ ۚ اَنْتُمَا وَمَنِ
اتَّبَعَكُمَا الْغٰلِبُوْنَ ○ ٣٦- فَلَمَّا

মুসার ভীতি বিদূরিত করিয়া আল্লাহতালা তাহাকে যেরূপ অলৌকিক সাহায্যের প্রতিশ্রুতি প্রদান করেন, এই কয়েকটী আয়তে তাহাই বর্ণিত হইয়াছে। এই প্রসঙ্গের বিস্তৃত তফসীর ইহার পূর্ব্বেই বিবৃত হইয়াছে।—কোঃ ১৬শ পারা, সুরা তা-হা, প্রথম রুকূর তফসীর দ্রষ্টব্য।

৩৬—৩৭। হজরত মুসা স্বীয় ভ্রাতা হারুনের সহিত ফেরাউনের নিকট উপস্থিত হইয়া তাহাকে সত্যধর্ম্ম গ্রহণের জন্য আহ্বান করিলে, ফেরাউন হজরত মুসা ও তাঁহার ভ্রাতাকে যাদুকর এবং তাঁহার প্রদর্শিত অলৌকিক নিদার্শনাবলীকে যাদুক্রিয়া বলিয়া যেরূপভাবে তাহাদিগকে

جَآءَهُمْ مُّوْسٰي بِاٰيٰتِنَا بَيِّنٰتٍ قَالُوْا
مَا هٰذَآ اِلَّا سِحْرٌ مُّفْتَرًى وَّ مَا سَمِعْنَا
بِهٰذَا فِيْٓ اٰبَآئِنَا الْاَوَّلِيْنَ ○ ٣٧- وَقَالَ
مُوْسٰى رَبِّيْٓ اَعْلَمُ بِمَنْ جَآءَ
بِالْهُدٰي مِنْ عِنْدِهٖ وَمَنْ تَكُوْنُ لَهٗ
عَاقِبَةُ الدَّارِ ؕ اِنَّهٗ لَا يُفْلِحُ الظّٰلِمُوْنَ ○
٣٨- وَقَالَ فِرْعَوْنُ يٰٓاَيُّهَا الْمَلَاُ مَا
عَلِمْتُ لَكُمْ مِّنْ اِلٰهٍ غَيْرِيْ ۚ
فَاَوْقِدْ لِيْ يٰهَامٰنُ عَلَى الطِّيْنِ ۙ
فَاجْعَلْ لِّيْ صَرْحًا لَّعَلِّيْٓ اَطَّلِعُ
اِلٰٓي اِلٰهِ مُوْسٰى ۙ وَاِنِّيْ لَاَظُنُّهٗ
مِنَ الْكٰذِبِيْنَ ○ ٣٩- وَاسْتَكْبَرَ هُوَ
وَجُنُوْدُهٗ فِي الْاَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ

আমার প্রকাশ্য নিদর্শনাবলী সহ তাহাদের নিকট আগমন করিয়াছিল, তখন তাহারা বলিয়াছিল—ইহা কৃত্রিম যাদু ব্যতীত নহে এবং আমরা আমাদের পূর্ব্ববর্ত্তী পিতৃপুরুষগণের নিকট ইহা কখনও শ্রবণ করি নাই। ৩৭। এবং মুসা বলিয়াছিল—আমার প্রতিপালক পরিজ্ঞাত আছেন যে, কে তাঁহার সন্নিধান হইতে সদুপদেশ আনয়ন করিয়াছে এবং কাহার জন্য পারলৌকিক আলয় শোভনীয় হইবে, নিশ্চয় অত্যাচারারা সুফল প্রাপ্ত হইবে না। ৩৮। এবং ফেরাউন বলিয়াছিল—হে প্রধানগণ, আমি তোমাদের জন্য আমা ব্যতীত অন্য উপাস্য জানি না; অতএব হে হামান, তুমি আমার জন্য মৃত্তিকার উপর অগ্নি প্রজ্জলিত কর, তৎপর আমার জন্য একটী উচ্চ অট্টালিকা নির্ম্মাণ কর—যেন আমি উহাতে আরোহন পূর্ব্বক মুসার উপাস্যকে উঁকি-মারিয়া দেখিতে পারি; এবং নিশ্চয়ই আমি তাহাকে অসত্যবাদিগণের অন্তর্গত ধারণা করি। ৩৯। এবং সে ও তাহার অনুচরদল পৃথিবীতে অন্যায় অহঙ্কার করিয়াছিল এবং তাহারা ধারণা করিয়াছিল যে,

উপেক্ষা করিয়াছিল, এই দুইটী আয়তে তাহাই বর্ণিত হইয়াছে।—কোঃ ৯ম পারা, সুরা আরাফ, ১৪শ রুকুর তফসীর দ্রষ্টব্য।

৩—। ফেরাউনের বাক্যে বিচলিত না হইয়া হজরত মুসা যখন তাঁহার নিকট আল্লাহতা'লার অলৌকিক শক্তি, অনন্ত মহিমা ও উচ্চতর মর্য্যাদার বিষয় বর্ণনা করিয়াছিলেন, তখন সে তাহার প্রধান মন্ত্রী হামানকে আদেশ করিয়াছিল যে, তুমি অগ্নির দ্বারা ইষ্টক পোড়াইয়া আমার জন্য একটা সমুচ্চ অট্টালিকা নির্ম্মাণ কর। আমি তাহার উপরে আরোহণ পূর্ব্বক উঁকি-মারিয়া মুসার খোদাকে দেখিতে চেষ্টা করিব—যদিও আমি তাহার কথা অর্থাৎ আমি ব্যতীত অন্য খোদার অস্তিত্ব বিশ্বাস করি না।

৩৯—৪০। অনন্তর আল্লাহতালা বলিতেছেন যে, ধর্ম্মদ্রোহী ফেরাউন ও তাহার অত্যাচারী অনুচর-দল ধারণা করিয়াছিল যে, তাহারা কখনই আমার সমক্ষে প্রত্যাবর্ত্তিত হইবে না এবং তাহাদিগকে স্ব স্ব কৃতকার্য্যের জন্য কোনরূপ দায়ীও হইতে হইবে না। এই ধারণার বশে তাহাদের অত্যাচার ও ধর্ম্মদ্রোহিতা যখন চরমে উঠিয়াছিল, তখন আমি তাহাদিগকে শাস্তি প্রদান

وَظَنُّوٓا أَنَّهُمْ إِلَيْنَا لَا يُرْجَعُونَ ○
٤٠- فَأَخَذْنٰهُ وَجُنُودَهُۥ فَنَبَذْنٰهُمْ
فِى الْيَمِّ ۖ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عٰقِبَةُ
الظّٰلِمِينَ ○ ٤١- وَجَعَلْنٰهُمْ أَئِمَّةً
يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ۖ وَيَوْمَ الْقِيٰمَةِ
لَا يُنْصَرُونَ ○ ٤٢- وَأَتْبَعْنٰهُمْ فِى
هٰذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً ۖ وَيَوْمَ الْقِيٰمَةِ هُمْ
مِّنَ الْمَقْبُوحِينَ ع

তাহারা আমার দিকে প্রত্যাবর্তিত হইবে
না। ৪০। অনন্তর আমি তাহাকে ও
তাহার অনুচরবৃন্দকে ধৃত করিয়াছিলাম
তৎপর আমি তাহাদিগকে সমুদ্র মধ্যে
নিক্ষেপ করিয়াছিলাম; অতএব লক্ষ্য
কর যে, অত্যাচারীদিগের পরিণাম
কিরূপ হইয়াছিল! ৪১। এবং আমি
তাহাদিগকে অধিনায়ক করিয়াছিলাম—
তাহারা নরকাগ্নির দিকে আহ্বান করিত,
এবং উত্থানদিবসে তাহারা সাহায্য প্রাপ্ত
হইবে না। ৪২। এবং এই পৃথিবীতেই
অভিসম্পাত তাহাদের পশ্চাদানুসরণ
করিবে, এবং উত্থান-দিবসে তাহারা
অপকৃষ্টদিগের অন্তর্গত হইবে।

৫ম রুকু— হজরত মুসার সহিত হজরত রসুলোল্লার সাদৃশ্য

٤٣- وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا مُوسَى الْكِتٰبَ
مِنْ بَعْدِ مَآ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ الْأُولٰى

৪৩। এবং পূর্ব্ববর্ত্তী যুগসমূহকে
ধ্বংস করিবার পর নিশ্চয় আমি মুসাকে
গ্রন্থ প্রদান করিয়াছিলাম, উহা মানব-

করিয়াছিলাম—তাহাদিগকে সদলবলে সমুদ্র সলিলে নিমজ্জিত করিয়াছিলাম। অত্যাচারী ও ধর্ম্মদ্রোহীদিগের পরিণাম এইরূপ শোচনীয়ই হইয়া থাকে।—কোঃ প্রথম পারা, সুরা বকর, ৬ষ্ঠ রুকু এবং ৯ম পারা সুরা আরাফ, ১৬শ রুকুর তফসীর দ্রষ্টব্য।

৪১—৪২। এই দুইটি আয়তে আল্লাহতা'লা বলিয়া দিতেছেন যে, ফেরাউন ও তাহার সম্প্রদায়কে আমি মিশরের অধিনায়ক করিয়া দিয়াছিলাম; কিন্তু তাহারা লোকদিগকে নরকাগ্নির দিকে আহ্বান করিত। তাহাদের এই আচরণের ফলে ইহ-জীবনেই আমার অভিসম্পাত তাহাদের পশ্চাদানুসরণ করিবে এবং পরলোকেও তাহারা অপকৃষ্ট অভিশপ্ত দলের অন্তর্ভুক্ত হইবে। সেখানে তাহারা কোনই সাহায্য প্রাপ্ত হইবে না। এতদ্বারা আল্লাহতা'লা মক্কার অবিশ্বাসী ও ধর্ম্মদ্রোহীদিগকে সতর্ক করিয়া দিতেছেন যে, হজরত মুসার সহিত শত্রুতা ও বিরুদ্ধাচরণ করিয়া ফেরাউনী সম্প্রদায়ের যেরূপ শোচনীয় পরিণাম হইয়াছিল, আমার প্রিয় নবী হজরত মোহম্মদ মোস্তফার (দঃ) সহিত শত্রুতা ও বিরুদ্ধাচরণ করিলে তাহাদিগকে তদস্বরূপ অভিশপ্ত ও দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইতে হইবে।

হজরত মুসার অন্যান্য বিবরণ সমূহ কোরান :—সুরা ২—৪৯ হইতে ৭১, ৪—১৫৩, ৫—২০ হইতে ২৬, ৭—১০৩ হইতে ১০৬, ১০—৭৫ হইতে ৯২, ১১—৯৬ হইতে ৯৯, ১৭—১০১ হইতে ১০৪, ১৮—৬০ হইতে ৮২, ১৯—৫১ ও ৫২, ২০—৯ হইতে ৯৮, ২৩—৪৫ হইতে ৪৯, ২৬—১০ হইতে ৬৮, ২৭—৭ হইতে ১৪, ২৮—৩ হইতে ৪৪, ৩৭—১১ হইতে ২২, ৪০—২৩ হইতে ৫৫, ৪৩—৪৬ হইতে ৫৬, ৪৪—১৭ হইতে ৩৩, ৫১—৩৮ হইতে ৪০, ৬১—৫ এবং ৭৯—১৫ হইতে ২৬ আয়তে বর্ণিত হইয়াছে।

৪৩—৪৬। পূর্ব্ববর্ত্তী রুকু-চতুষ্টয়ে হজরত মুসার প্রসঙ্গ বর্ণনা করিবার পর আল্লাহতা'লা এই রুকুতে হজরত মুসার সহিত হজরত রসুলোল্লার সাদৃশ্য হওয়ার বিষয় বিবৃত করিতেছেন। আলোচ্য

মণ্ডলীর জন্য প্রত্যক্ষ নিদর্শন ও সুপথ
ও করুণা, যেন তাহারা হৃদয়ঙ্গম করে।
৪৪। এবং যখন আমি মূসার প্রতি
আদেশ নির্দ্ধারিত করিয়াছিলাম, তখন
তুমি পশ্চিম পার্শ্বে ছিলে না এবং তুমি
সাক্ষিগণের অন্তর্গতও ছিলে না। ৪৫।
কিন্তু আমি আরও বহু যুগ সৃষ্টি করিয়া-
ছিলাম, তৎপর তাহাদের উপর বহু
সময় সংবর্দ্ধিত হইয়াছিল; এবং তুমি
মাদায়েনের অধিবাসিগণের অন্তর্ভুক্ত
ছিলে না যে, তাহাদের সমক্ষে আমার
নিদর্শনাবলী পাঠ করিতে; কিন্তু আমিই
রসুল-প্রেরণকারী। ৪৬। এবং যখন
আমি আহ্বান করিয়াছিলাম, তখন তুমি
তুর-পর্ব্বতের পার্শ্বে ছিলে না; কিন্তু
ইহা তোমার প্রতিপালকেরই করুণা যে,
তুমি সেই সম্প্রদায়কে ভয় প্রদর্শন কর,
যাহাদের নিকট তোমার পূর্ব্বে কোন ভয়
প্রদর্শনকারী আগমন করে নাই—যেন

بَصَآئِرَ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَّرَحْمَةً
لَّعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُوْنَ ۝ ٤٤- وَمَا كُنْتَ
بِجَانِبِ الْغَرْبِيِّ اِذْ قَضَيْنَآ اِلٰى
مُوْسَى الْاَمْرَ وَمَا كُنْتَ مِنَ
الشّٰهِدِيْنَ ۙ ٤٥- وَلٰكِنَّآ اَنْشَاْنَا
قُرُوْنًا فَتَطَاوَلَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ ۚ وَمَا
كُنْتَ ثَاوِيًا فِيْٓ اَهْلِ مَدْيَنَ تَتْلُوْا
عَلَيْهِمْ اٰيٰتِنَا ۙ وَلٰكِنَّا كُنَّا مُرْسِلِيْنَ ۝
٤٦- وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الطُّوْرِ
اِذْ نَادَيْنَا وَلٰكِنْ رَّحْمَةً مِّنْ رَّبِّكَ
لِتُنْذِرَ قَوْمًا مَّآ اَتٰهُمْ مِّنْ نَّذِيْرٍ مِّنْ

আয়ত-সমূহের মর্ম্ম এই যে, আল্লাহতা'লা হজরত রসুলোল্লাকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন :—হে আমার প্রিয় নবী, আমি পূর্ব্ববর্ত্তী যুগ-সমূহে প্রেরিত রসুলগণের অবাধ্য সম্প্রদায়-সমূহকে ধ্বংস করিয়া দিবার পর যখন (হজরত) মূসার প্রতি প্রত্যাদেশ অবতারণ করিয়াছিলাম, তখন তুমি তুর পর্ব্বতের পশ্চিম পার্শ্বে অবস্থিত প্রান্তরে উপস্থিত অথবা বিদ্যমান ছিলে না। কিন্তু (হজরত) মূসা ও তুমি যে আমার প্রেরিত নবী এবং তওরাত ও কোরান যে আমার সত্যবাণী, তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ এই যে, (হজরত) মূসা যদিও তোমার সম্বন্ধে স্বয়ং কিছুই জানিত না, তথাপি আমার অনুগ্রহে সে তোমার সংবাদ অবগত হইয়া আনূ্যন দুই সহস্র বৎসর পূর্ব্বে তোমার শুভাগমন সম্বন্ধে স্পষ্টতর ভবিষ্যদ্বাণী করিয়া গিয়াছে; এবং (হজরত) মূসার প্রতি প্রত্যাদেশ অবতারণের সময়ে যদিও তুমি তুর-পর্ব্বতের পার্শ্বে অবস্থিত অথবা বিদ্যমান থাকিয়া আমার সেই ভবিষ্যদ্বাণী শ্রবণ অথবা সেই সকল ঘটনা অবলোকন কর নাই এবং সেই সময়ে আমার অন্যতম নবী শোয়েবের ন্যায় মাদায়েনে অবস্থান করিয়া যদিও তুমি (হজরত) মূসার প্রথম জীবনের কাহিনী অবগত হইতে পার নাই, তথাপি তুমি আমারই অনুগ্রহে এই কোরান হইতে সেই সকল ঘটনা অবগত হইয়া আরবের অজ্ঞ ও অবিশ্বাসী সম্প্রদায় সমূহের নিকট বর্ণনা পূর্ব্বক তাহাদিগকে ভীতি-প্রদর্শন করিতেছ—যেন তাহারা সেই সকল ঘটনা অবগত হইয়া সংযত ও সতর্ক হইতে এবং সঙ্গে সঙ্গে সত্যধর্ম্ম ও সদুপদেশ গ্রহণ করিতে পারে। ফলতঃ কোরান ও তওরাত যে আমার প্রত্যক্ষ সত্যবাণী এবং তুমি ও মূসা যে আমার প্রেরিত রসুল—তোমার ও মূসার জীবনের ঘটনাবলী এবং

তাহারা উপদেশ গ্রহণ করে। ৪৭। এবং তাহাদের হস্ত-সমূহ পূর্ব্বে যাহা প্রেরণ করিয়াছিল তজ্জন্য যদি তাহারা বিপদ-গ্রস্ত না হইত, তবে তাহারা বলিত যে, হে আমাদের প্রতিপালক, কিজন্য তুমি আমাদের প্রতি রসুল প্রেরণ কর নাই, যাহাতে আমরা তোমার নিদর্শনাবলীর অনুসরণ করিতাম এবং আমরা বিশ্বাস-স্থাপনকারিগণের অন্তর্গত হইতাম।
৪৮। কিন্তু যখন আমার সন্নিধান হইতে তাহাদের নিকট সত্য সমুপস্থিত হইয়াছে তখন তাহারা বলিতেছে, কেন তাহাকে তদ্রূপ প্রদত্ত হয় নাই—যেরূপ মুসাকে প্রদান করা হইয়াছিল? তবে ইহার পূর্ব্বে মুসাকে যাহা প্রদান করা হইয়া-ছিল, তৎপ্রতি কি তাহারা অবিশ্বাস করে

قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ۝ ٤٧- وَلَوْلَا
أَنْ تُصِيبَهُمْ مُصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ
أَيْدِيهِمْ فَيَقُولُوا رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ
إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ آيَاتِكَ وَنَكُونَ
مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ۝ ٤٨- فَلَمَّا جَاءَ
هُمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا لَوْلَا
أُوتِيَ مِثْلَ مَا أُوتِيَ مُوسَىٰ ط
أَوَلَمْ يَكْفُرُوا بِمَا أُوتِيَ مُوسَىٰ مِنْ

তোমার শুভাগমন সম্বন্ধে (হজরত) মুসার ভবিষ্যদ্বাণীর পূর্ণ সফলতা দ্বারাই তাহা স্পষ্টতররূপে প্রমাণিত হইতেছে।—তঃ হক্কানী।

৪৭। এই আয়তে আরবের অবিশ্বাসীদের প্রতি লক্ষ্য করা হইয়াছে। আল্লাহতালা বলিতেছেন যে, যদি এই সকল অবিশ্বাসী সম্প্রদায় হজরত মুসার সমসাময়িক ও পূর্ব্ববর্ত্তী যুগসমূহের অবাধ্য সম্প্রদায়-সমূহের ধ্বংস-প্রাপ্তির বিবরণ ও শোচনীয় পরিণাম অবগত না হইত, তবে ইহারা স্ব স্ব কৃতকর্ম্মের দ্বারা সেইরূপ বিপদগ্রস্ত হইলে আমার নিকট অভিযোগ করিয়া বলিত যে, হে আমাদের প্রতিপালক, তুমি কেন পূর্ব্বে আমাদের নিকট তোমার রসুল প্রেরণ কর নাই? যদি তুমি পূর্ব্বে রসুল প্রেরণ করিয়া আমাদিগকে এই সকল বিষয় জানাইয়া দিতে, তাহা হইলে আমরা সংযত ও সতর্ক হইয়া তোমার আদেশের অনুসরণ করিতে পারিতাম এবং তাহা হইলে কখনই আমাদের উপর এরূপ আপদ-বিপদ অবতীর্ণ হইত না। অবিশ্বাসীরা স্ব স্ব কৃতকর্ম্মের জন্য বিপদগ্রস্ত হইয়া ঐরূপ কথাই বলিয়া থাকে এবং তাহাদের ঐ সকল ওজর-আপত্তির পথ রুদ্ধ করিবার জন্যই আল্লাহতালা তাহাদের মধ্যে পূর্ব্বেই রসুল প্রেরণ করিয়া থাকেন। এতদসহ অবিশ্বাসীদিগকে প্রকারান্তরে ইহাও বলিয়া দেওয়া হইতেছে যে, হজরত রসুলোল্লার সদুপদেশ শ্রবণ না করিলে এবং তাঁহার বিরুদ্ধাচরণ করিলে আরবের অবিশ্বাসীদিগকেও হজরত মুসার বিরুদ্ধাচারী ফেরাউন-সম্প্রদায়ের ন্যায় দুর্দ্দশা ও শাস্তি ভোগ করিতে হইবে।

৪৮। অবিশ্বাসীদের নিকট রসুল প্রেরিত না হইলে তাহারা যেরূপ ওজর করিয়া থাকে, তদ্বিষয়ে পূর্ব্ব আয়তে বর্ণিত হইয়াছে। অনন্তর আল্লাহতালা বলিতেছেন যে, আরবের অবিশ্বাসী-দের ওজর-আপত্তি খণ্ডন এবং তাহাদিগকে সৎপথ প্রদর্শনের জন্য আমার প্রেরিত প্রিয় রসুল সত্য-ধর্ম্ম ও সদুপদেশ-সহ তাহাদের মধ্যে আবির্ভূত হওয়ায় এখন তাহারা বলিতেছে যে, হজরত মুসাকে যেরূপ ঐশীগ্রন্থ তওরাত ও অলৌকিক শক্তি প্রদান করা হইয়াছিল, হজরত মোহাম্মদকে কেন সেরূপ ঐশীগ্রন্থ ও অলৌকিক শক্তি প্রদান করা হয় নাই? ইহার উত্তরে আল্লাহতালা বলিতেছেন যে, অবিশ্বাসীদের প্রকৃতিই এইরূপ। কারণ ইহার পূর্ব্বে হজরত মুসাকে যে ঐশীগ্রন্থ ও অলৌকিকতা প্রদান করা হইয়াছিল, সেই সমস্ত অবিশ্বাস করিয়া তৎকালীন অবিশ্বাসীরা হজরত মুসার প্রতিও এইরূপ অসাত্যারোপ করিয়াছিল। অনন্তর হজরত মুসার ভবিষ্যদ্বাণীর সফলতা স্বরূপ

তাহারা উপদেশ গ্রহণ করে। ৪৭। এবং তাহাদের হস্ত-সমূহ পূর্ব্বে যাহা প্রেরণ করিয়াছিল তজ্জন্য যদি তাহারা বিপদ-গ্রস্ত না হইত, তবে তাহারা বলিত যে, হে আমাদের প্রতিপালক, কিজন্য তুমি আমাদের প্রতি রসুল প্রেরণ কর নাই, যাহাতে আমরা তোমার নিদর্শনাবলীর অনুসরণ করিতাম এবং আমরা বিশ্বাস-স্থাপনকারিগণের অন্তর্গত হইতাম। ৪৮। কিন্তু যখন আমার সন্নিধান হইতে তাহাদের নিকট সত্য সমুপস্থিত হইয়াছে তখন তাহারা বলিতেছে, কেন তাহাকে তদ্রূপ প্রদত্ত হয় নাই—যেরূপ মুসাকে প্রদান করা হইয়াছিল? তবে ইহার পূর্ব্বে মুসাকে যাহা প্রদান করা হইয়াছিল, তৎপ্রতি কি তাহারা অবিশ্বাস করে

قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُوْنَ ○ ٤٧- وَلَوْلَآ
اَنْ تُصِيْبَهُـمْ مُّصِيْبَةٌۢ بِمَا قَدَّمَتْ
اَيْدِيْهِمْ فَيَقُوْلُوْا رَبَّنَـا لَوْلَآ اَرْسَلْتَ
اِلَيْنَـا رَسُوْلًا فَنَتَّبِعَ اٰيٰتِكَ وَنَكُوْنَ
مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ ○ ٤٨- فَلَمَّا جَآءَ
هُمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْـدِنَا قَالُوْا لَوْلَآ
اُوْتِيَ مِثْـلَ مَآ اُوْتِيَ مُوْسٰى ط
اَوَلَمْ يَكْفُرُوْا بِمَآ اُوْتِيَ مُوْسٰى مِنْ

তোমার শুভাগমন সম্বন্ধে (হজরত) মুসার ভবিষ্যদ্বাণীর পূর্ণ সফলতা দ্বারাই তাহা স্পষ্টতররূপে প্রমাণিত হইতেছে।—তঃ হক্কানী।

৪৭। এই আয়তে আরবের অবিশ্বাসীদের প্রতি লক্ষ্য করা হইয়াছে। আল্লাহতালা বলিতেছেন যে, যদি এই সকল অবিশ্বাসী সম্প্রদায় হজরত মুসার সমসাময়িক ও পূর্ব্ববর্ত্তী যুগসমূহের অবাধ্য সম্প্রদায়-সমূহের ধ্বংস-প্রাপ্তির বিবরণ ও শোচনীয় পরিণাম অবগত না হইত, তবে ইহারা স্ব স্ব কৃতকর্ম্মের দ্বারা সেইরূপ বিপদগ্রস্ত হইলে আমার নিকট অভিযোগ করিয়া বলিত যে, হে আমাদের প্রতিপালক, তুমি কেন পূর্ব্বে আমাদের নিকট তোমার রসুল প্রেরণ কর নাই? যদি তুমি পূর্ব্বে রসুল প্রেরণ করিয়া আমাদিগকে এই সকল বিষয় জানাইয়া দিতে, তাহা হইলে আমরা সংযত ও সতর্ক হইয়া তোমার আদেশের অনুসরণ করিতে পারিতাম এবং তাহা হইলে কখনই আমাদের উপর এরূপ আপদ-বিপদ অবতীর্ণ হইত না। অবিশ্বাসীরা স্ব স্ব কৃতকর্ম্মের জন্য বিপদগ্রস্ত হইয়া ঐরূপ কথাই বলিয়া থাকে এবং তাহাদের ঐ সকল ওজর-আপত্তির পথ রুদ্ধ করিবার জন্যই আল্লাহতালা তাহাদের মধ্যে পূর্ব্বেই রসুল প্রেরণ করিয়া থাকেন। এতদসহ অবিশ্বাসীদিগকে প্রকারান্তরে ইহাও বলিয়া দেওয়া হইতেছে যে, হজরত রসুলোল্লার সদুপদেশ শ্রবণ না করিলে এবং তাঁহার বিরুদ্ধাচরণ করিলে আরবের অবিশ্বাসীদিগকেও হজরত মুসার বিরুদ্ধাচারী ফেরাউন-সম্প্রদায়ের ন্যায় দুর্দ্দশা ও শাস্তি ভোগ করিতে হইবে।

৪৮। অবিশ্বাসীদের নিকট রসুল প্রেরিত না হইলে তাহারা যেরূপ ওজর করিয়া থাকে, তদ্বিষয়ে পূর্ব্ব আয়তে বর্ণিত হইয়াছে। অনন্তর আল্লাহতালা বলিতেছেন যে, আরবের অবিশ্বাসী-দের ওজর-আপত্তি খণ্ডন এবং তাহাদিগকে সৎপথ প্রদর্শনের জন্য আমার প্রেরিত প্রিয় রসুল সত্য-ধর্ম্ম ও সদুপদেশ-সহ তাহাদের মধ্যে আবির্ভূত হওয়ায় এখন তাহারা বলিতেছে যে, হজরত মুসাকে যেরূপ ঐশীগ্রন্থ তওরাত ও অলৌকিক শক্তি প্রদান করা হইয়াছিল, হজরত মোহাম্মদকে কেন সেরূপ ঐশীগ্রন্থ ও অলৌকিক শক্তি প্রদান করা হয় নাই? ইহার উত্তরে আল্লাহতালা বলিতেছেন যে, অবিশ্বাসীদের প্রকৃতিই এইরূপ। কারণ ইহার পূর্ব্বে হজরত মুসাকে যে ঐশীগ্রন্থ ও অলৌকিকতা প্রদান করা হইয়াছিল, সেই সমস্ত অবিশ্বাস করিয়া তৎকালীন অবিশ্বাসীরা হজরত মুসার প্রতিও এইরূপ অসাত্যারোপ করিয়াছিল। অনন্তর হজরত মুসার ভবিষ্যদ্বাণীর সফলতা স্বরূপ

قَبْلُ ج قَالُوا سِحْرَانِ تَظَاهَرَا وقفه
وَقَالُوا إِنَّا بِكُلٍّ كَافِرُونَ ○ ৪৯- قُلْ
فَأْتُوا بِكِتَابٍ مِّنْ عِندِ اللَّهِ هُوَ أَهْدَىٰ
مِنْهُمَا أَتَّبِعْهُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ○
৫০- فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ
أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ ط وَمَنْ
أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى
مِّنَ اللَّهِ ط إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ
الظَّالِمِينَ ○ ع

নাই? উহারা বলে যে, তাহারা উভয়েই পরস্পর সাহায্যকারী যাদুকর এবং উহারা আরও বলে যে, আমরা সমস্তই অবিশ্বাস করি। ৪৯। তুমি বল—যদি তোমরা সত্যবাদী হও, তবে আল্লার সন্নিধান হইতে এরূপ গ্রন্থ আনয়ন কর—যাহা এতদুভয় হইতে অধিকতর পথপ্রদর্শনকারী,—আমি উহারই অনুসরণ করিব। ৫০। কিন্তু যদি তাহারা তোমার জন্য ইহা স্বীকৃত না হয় তবে তুমি জানিয়া রাখ যে, তাহারা স্বীয় প্রবৃত্তির অনুসরণ ব্যতীত করিতেছে না; এবং আল্লার সুপথ ব্যতীত যে স্বীয় প্রবৃত্তির অনুসরণ করে তদপেক্ষা কে অধিকতর বিভ্রান্ত? নিশ্চয় আল্লাহ অত্যাচারী সম্প্রদায়কে পথপ্রদর্শন করেন না।

হজরত রসুলোল্লাকে হজরত মুসার সাদৃশাত্মক করায় এবং তাঁহাকে তওরাতের অনুরূপ কোরান-শরিফ প্রদান করায় অবিশ্বাসীরা এখন বলিতেছে যে, হজরত মুসা ও হজরত মোহাম্মদ উভয়েই পরস্পর সাহায্যকারী যাদুকর। হজরত মুসা যেরূপ তওরাত পড়িয়া এবং যাদু-ক্রিয়া প্রদর্শন পূর্ব্বক ভয় দেখাইয়া লোকদিগকে আকৃষ্ট ও বশীভূত করিত, হজরত মোহাম্মদও সেইরূপ কোরান পড়িয়া ও নানারূপ অলৌকিক শাস্তির ভয় দেখাইয়া লোকদিগকে আকৃষ্ট ও বশীভূত করিবার চেষ্টা করিতেছে। সুতরাং আমরা উহাদের সকলকেই অবিশ্বাস করি।—তঃ মঃ আলি।

আয়তের শেষাংশের মর্ম্ম সম্বন্ধে তফ্‌সীরকারগণের মধ্যে মতভেদ পরিদৃষ্ট হয়। "উভয়েই পরস্পর সাহায্যকারী যাদুকর" অর্থে কেহ বলেন যে, এস্থলে হজরত মুসা ও হজরত মোহাম্মদের (সঃ) প্রতি লক্ষ্য করা হইয়াছে (মঃ আঃ)। আবার কেহ কেহ বলেন যে, উহা ফেরাউনী সম্প্রদায়ের উক্তি—হজরত মুসা ও হারুনের প্রতি লক্ষ্য করিয়াই ঐরূপ বলা হইয়াছিল (হক্কানী)। মতান্তরে উহার অর্থ তওরাত ও কোরান—অর্থাৎ এই উভয় গ্রন্থই পরস্পরের সত্যতা প্রতিপাদ করিয়া থাকে।—পরবর্ত্তি আয়ত দ্রষ্টব্য।

৪৯—৫০। যে সকল অবিশ্বাসী পবিত্র কোরান ও তওরাতকে যাদুক্রিয়াময় অসত্য বাক্য ও অসার গ্রন্থ বলিয়া উপেক্ষা করিত, এই দুইটী আয়তে তাহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া বলা হইয়াছে যে, জগতের যাবতীয় ধর্ম্মগ্রন্থের মধ্যে প্রথমে কোরান এবং তৎপর তওরাতই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সদুপদেশ-পূর্ণ মহাগ্রন্থ। পবিত্র কোরানের পরেই তওরাত ও ইঞ্জিল (বাইবেল) ধর্ম্মজগতে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া আছে (কোঃ ২—১০৬ এবং ৫—৪৪ ও ৪৮ আয়াতের তফসীর দ্রষ্টব্য)। অতএব যদি এই উভয় গ্রন্থ অপেক্ষা তোমাদের নিকট কোন সৎপথ-প্রদর্শনকারী ও সদুপদেশ-পূর্ণ উৎকৃষ্ট গ্রন্থ থাকে, তবে তাহা উপস্থিত কর। যদি তোমরা উপস্থিত করিতে না পার, তবে নিশ্চয় জানিয়া রাখ যে, তোমরা অতি হীন কল্পনা ও নিকৃষ্ট প্রবৃত্তির অনুসরণ করিতেছে এবং তোমাদের অপেক্ষা বিভ্রান্ত ও বিপথগামী আর কেহই নাই। ফলতঃ এই নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি পরিত্যাগ না করিলে তোমরা কখনই সত্য-ধর্ম্ম ও সুপথের অনুসরণ করিতে পারিবে না।

ষষ্ঠ রুকু—স্বর্গীয় প্রত্যাদেশ সমূহের সাদৃশ্য ও সত্যতা

৫১- وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ
يَتَذَكَّرُونَ ۞ ৫২- الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ
الْكِتَابَ مِن قَبْلِهِ هُم بِهِ يُؤْمِنُونَ ۝
৫৩- وَإِذَا يُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ قَالُوا آمَنَّا
بِهِ إِنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّنَا إِنَّا كُنَّا مِن
قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ ۝ ৫৪- أُولَٰئِكَ
يُؤْتَوْنَ أَجْرَهُم مَّرَّتَيْنِ بِمَا صَبَرُوا
وَيَدْرَءُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ وَمِمَّا
رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ ۝ ৫৫- وَإِذَا سَمِعُوا

৫১। এবং নিশ্চয়ই আমি তাহাদের জন্য এই বাক্য সাদৃশাত্মক করিয়া দিয়াছি—যেন তাহারা হৃদয়ঙ্গম করে। ৫২। আমি যাহাদিগকে ইহার পূর্ব্বে গ্রন্থ প্রদান করিয়াছিলাম, তাহারা এতদ্ সহ বিশ্বাস-স্থাপন করে। ৫৩। এবং যখন তাহাদের সমক্ষে ইহা পঠিত হয় তখন তাহারা বলে যে, আমরা ইহা বিশ্বাস করি, নিশ্চয় ইহা আমাদের প্রতিপালকের সত্য; নিশ্চয় ইহার পূর্ব্বেও আমরা আত্মসমর্পণকারী ছিলাম। ৫৪। ইহাদিগকেই দ্বিগুণতর প্রতিদান প্রদান করা হইবে, যেহেতু তাহারা ধৈর্য্যধারণ করে এবং কল্যাণ দ্বারা অকল্যাণ বর্জ্জন করে এবং আমার প্রদত্ত উপজীবিকা হইতে ব্যয় করিয়া থাকে। ৫৫। এবং

৫১। অবিশ্বাসী কোরেশেরা ইহাও বলিত যে, পূর্ব্ববর্ত্তী প্রত্যাদেশ সমূহ অথবা তওরাতের ন্যায় কোরান একসঙ্গে অবতীর্ণ না হইয়া ক্রমে ক্রমে অবতারিত হইতেছে কেন? ইহার উত্তরে আল্লাহতালা বলিয়া দিতেছেন যে, অবতারণ-প্রণালী যেরূপই হউক না কেন, আমার সমস্ত প্রত্যাদেশের মধ্যেই পরস্পর সাদৃশ্যাত্মক একটা অপূর্ব্ব সামঞ্জস্য বিদ্যমান রহিয়াছে। একমাত্র প্রত্যাদেশ বা ঐশীগ্রন্থ ব্যতীত আর কোন গ্রন্থেই এইরূপ স্বাভাবিক গুণ ও অসাধারণত্ব খুজিয়া পাওয়া যাইবে না। দেশকালপাত্র ভেদে মানবের জ্ঞানের পরিধি এবং তাহাদের আবশ্যকতার প্রতি লক্ষ্য করিয়াই আমি ঐশীবাণী অবতারণের প্রণালী অবধারণ করিয়া থাকি। অবিশ্বাসীরা একটু ধীরভাবে চিন্তা করিয়া দেখিলেই ইহার মর্ম্ম হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবে।

৫২—৫৩। কেহ কেহ বলেন যে, কতিপয় নির্দ্দিষ্ট ইহুদী ও খ্রীষ্টানের প্রতি লক্ষ্য করিয়াই আলোচ্য আয়তদ্বয় ও পরবর্ত্তী কয়েকটী আয়ত অবতীর্ণ হইয়াছে। মতান্তরে আয়ত-দ্বয়ের মর্ম্ম অতি সাধারণ—অর্থাৎ ইহুদী ও খ্রীষ্টান সম্প্রদায়ের মধ্যে যাহারা সরলভাবে কোরান-বাণী শ্রবণ করিয়া, হজরত রসুলোল্লাহ ও ইসলামের সত্যতা সম্বন্ধে সাক্ষ্য প্রদান করিয়াছিলেন, তাহাদিগকে লক্ষ্য করিয়াই এই কয়েকটী আয়ত অবতীর্ণ হইয়াছে। আল্লাহতালা অবিশ্বাসীদিগকে বলিয়া দিতেছেন যে, তোমরা ত নিতান্ত অজ্ঞ ও মূর্খ লোক, প্রত্যাদেশ বা ঐশীবাণী কাহাকে বলে তৎসম্বন্ধে তোমাদের কোন জ্ঞান নাই। কিন্তু ইহুদী ও খ্রীষ্টান সম্প্রদায়ের মধ্যে যাহারা বিদ্বান ও বিজ্ঞ ব্যক্তি, তাহারা কোরান শুনিলেই তাহা প্রত্যাদেশ বলিয়া বুঝিতে পারে এবং তৎপ্রতি বিশ্বাস-স্থাপন করিয়া থাকে। তাহারা ইহাও বলে যে, পূর্ব্ববর্ত্তী ধর্ম্মগ্রন্থ সমূহ হইতে অবগত হইয়া আমরা পূর্ব্ব হইতেই এতদ্‌প্রতি বিশ্বাস-স্থাপন করিয়া আসিতেছি।

৫৪—৫৫। এই দুইটী আয়তে 'আহলে-কেতাব' অর্থাৎ গ্রন্থানুগামী সম্প্রদায়ের মধ্যে যাহারা বিশ্বাসী ও সত্যপরায়ণ, তাহাদের লক্ষণ ও পুরস্কারের বিষয় বর্ণিত হইয়াছে। আল্লাহতালা

اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا
وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ ز سَلَامٌ عَلَيْكُمْ ز
لَا نَبْتَغِي الْجَاهِلِينَ ○ ٥٦- إِنَّكَ
لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ
يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ ج وَهُوَ أَعْلَمُ
بِالْمُهْتَدِينَ ○ ٥٧- وَقَالُوا إِنْ
نَتَّبِعِ الْهُدَىٰ مَعَكَ نُتَخَطَّفْ مِنْ
أَرْضِنَا ط أَوَلَمْ نُمَكِّنْ لَهُمْ حَرَمًا آمِنًا
يُجْبَىٰ إِلَيْهِ ثَمَرَاتُ كُلِّ شَيْءٍ
رِزْقًا مِنْ لَدُنَّا وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ

যখন তাহারা অসত্য শ্রবণ করে, তখন তাহা হইতে প্রত্যাবর্ত্তিত হইয়া বলে যে, আমাদের জন্য আমাদের কার্য্য-সমূহ এবং তোমাদের জন্য তোমাদের কার্য্য-সমূহ ; তোমাদিগকে সালাম !—আমরা অজ্ঞানদিগকে চাহি না। ৫৬। নিশ্চয় তুমি তাহাকে পথ-প্রদর্শন করিতে পারিবে না, যাহাকে তুমি প্রিয় মনে কর, কিন্তু আল্লাহ যাহাকে ইচ্ছা পথ-প্রদর্শন করেন এবং তিনি সুপথগামীদিগকে পরিজ্ঞাত আছেন। ৫৭। এবং তাহারা বলে যে, যদি আমরা তোমার সহিত সুপথের অনুসরণ করি, তবে আমরা আমাদের দেশ হইতে উচ্ছেদ হইয়া যাইব ; তবে কি আমি তাহাদিগকে শান্তিপূর্ণ পবিত্র স্থানে স্থানে দান করি নাই—যেখানে আমার নিকট হইতে উপজিবীকা স্বরূপ সর্ব্ব-প্রকার ফলসমূহ আকর্ষিত হইয়া থাকে ;

বলিতেছেন যে, উহারা সত্যপরায়ণ, সংযমী, ধৈর্যশীল, দাতা ও সৎকর্ম্মশীল হইয়া থাকে এবং তাহারা অজ্ঞ অবিশ্বাসীদের বাক্য কখনই গ্রাহ্য করে না। ফলতঃ এই সকল গুণের জন্যই আমি পরলোকে তাহাদিগকে দ্বিগুণ পুরস্কারে পুরস্কৃত করিব। সাধারণ ভাবে সংযমী ও সৎকর্ম্মশীল বিশ্বাসী মুসলমানদিগের সম্বন্ধেও এই দুইটী আয়ত প্রযুজ্য হইতে পারে।

৫৬। তফসীরকারগণের সর্ব্ববাদী-সম্মত মত এই যে, হজরত রসুলোল্লার পিতৃব্য আবু তালেবের সম্বন্ধেই এই আয়াত অবতীর্ণ হইয়াছিল। আবু তালেবের অন্তিম সময়ে হজরত রসুলোল্লাহ্ তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহার পারলৌকিক মুক্তির জন্য তাঁহাকে শুধু আল্লাহতালার 'তওহিদ' স্বীকার করিতে ও কেবলমাত্র 'লা-এলাহা ইল্লাল্লাহ' পাঠ করিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন ; কিন্তু আবু জেহেল তাঁহাকে উহা পাঠ করিতে নিষেধ করিয়া নিরস্ত রাখিয়াছিল। এই অবস্থাতেই তাঁহার প্রাণবায়ু বহির্গত হইয়া যায়। শৈশবের প্রতিপালক—স্নেহাধার পিতৃব্যের এইরূপ শোচনীয় মৃত্যুতে হজরত রসুলোল্লার সুকোমল অন্তরে অত্যন্ত বেদনা অনুভূত হইয়াছিল। তাই আল্লাহতালা তাঁহাকে সান্ত্বনা প্রদানের জন্য উক্ত আয়ত অবতীর্ণ করিয়াছিলেন।—সহি বোখারী।

৫৭। অবিশ্বাসীদিগের মধ্য হইতে দুর্ব্বলচেতা অর্দ্ধ-বিশ্বাসীরা বলিত যে, হজরত মোহাম্মদ যাহা বলিতেছেন তাহা সত্য ; কিন্তু তাহার অনুসরণ করিলে লোকে আমাদিগকে দেশ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিবে। কেহ কেহ হজরত রসুলোল্লার নিকট প্রকাশ্যভাবেই ঐরূপ কথা বলিয়াছিল। ইহার উত্তরে আল্লাহতালা বলিতেছেন যে, উহা অবিশ্বাসী ও অর্দ্ধ-বিশ্বাসীদের ভ্রান্ত ধারণা ও দুর্ব্বলতার অভিব্যক্তি মাত্র। প্রত্যেক যুগেই অবিশ্বাসীরা ঐরূপ হীন প্রবৃত্তির পরিচয় দিয়া আসিয়াছে। কিন্তু অবিশ্বাসীরা জানিয়া রাখুক যে, এই শান্তিপূর্ণ পুণ্যধাম—পবিত্র মক্কা-নগরীতেই আমি বিশ্বাসী মুসলমানদিগকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিব। এই মক্কা নগরীকেই আমি

কিন্তু তাহাদের অধিকাংশই অবগত নহে।
৫৮। এবং আমি এরূপ বহু-জনপদ ধ্বংস
করিয়া দিয়াছি—যাহাতে আমি জীবনের
অপরিমেয় উপকরণ অবতারিত করিতাম,
তখন ইহাই তাহাদের আবাসস্থল ছিল;
তাহাদের পরে অত্যল্প ব্যতীত তথায়
অবস্থান করে নাই এবং আমিও উত্তরা-
ধিকারী হইয়াছিলাম। ৫৯। এবং তোমার
প্রতিপালক জনপদ সমূহকে ধ্বংস করেন
না—যে পর্য্যন্ত তিনি উহার বৃহত্তম নগরে
রসুল সমুত্থিত না করেন—যে তাহাদের
প্রতি আমার নিদার্শনাবলী পাঠ করিত;
এবং আমি কখনও জনপদ সমূহ উহার
অধিবাসিগণের অত্যাচারী হওয়া ব্যতীত
ধ্বংস করি নাই। ৬০। এবং তোমাদিগকে
বিষয়-সমূহ হইতে যাহা প্রদত্ত হইয়াছে,
ফলতঃ তাহা পার্থিব জীবনের সম্পদ ও
উহার সৌন্দর্য্য; এবং আল্লার নিকট যাহা
আছে তাহা উৎকৃষ্টতর ও চিরস্থায়ী;
তবে কি তোমরা হৃদয়ঙ্গম করিতেছ না?

لَا يَعْلَمُوْنَ ـ ٥٨- وَكَمْ اَهْلَكْنَا
مِنْ قَرْيَةٍۭ بَطِرَتْ مَعِيْشَتَهَا ۚ فَتِلْكَ
مَسٰكِنُهُمْ لَمْ تُسْكَنْ مِّنْۢ بَعْدِهِمْ اِلَّا
قَلِيْلًا ۗ وَكُنَّا نَحْنُ الْوٰرِثِيْنَ ۝
٥٩- وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرٰي
حَتّٰى يَبْعَثَ فِيْٓ اُمِّهَا رَسُوْلًا يَّتْلُوْا
عَلَيْهِمْ اٰيٰتِنَا ۚ وَمَا كُنَّا مُهْلِكِي
الْقُرٰٓي اِلَّا وَاَهْلُهَا ظٰلِمُوْنَ ۝
٦٠ وَمَا اُوْتِيْتُمْ مِّنْ شَيْءٍ
فَمَتَاعُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَزِيْنَتُهَا ۚ
وَمَا عِنْدَ اللّٰهِ خَيْرٌ وَّاَبْقٰى ۗ
اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ ع

মোসলেম-জগতের মহাতীর্থে পরিণত করিয়া—পৃথিবীর সকল প্রান্ত হইতেই জীবিকার অবলম্বন সমূহ সেখানে আনিয়া দিব।

৫৮—৫৯। যে সকল জনপদ উহার অবিশ্বাসী দুষ্কার্যকারী অধিবাসীদিগের অবাধ্যতা ও ধর্মদ্রোহিতার জন্য ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছিল, সেই সকল জনগণের প্রতি লক্ষ্য করিয়া আল্লাহতালা বলিতেছেন যে, ঐ সকল জনপদে লোকের জীবনধারণের এবং তাহাদের সুখ-সম্ভোগের অপরিমেয় উপকরণ বিদ্যমান ছিল। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও তাহারা আমার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে নাই। তাহাদিগকে সুপথ প্রদর্শনের জন্য আমি উহার প্রত্যেক জনপদের বৃহত্তম নগরে রসুল প্রেরণ করিয়াছিলাম। কারণ কোন জনপদের অধিবাসীগণের নিকট রসুল প্রেরণ করিয়া তাহাদিগকে সদুপদেশ গ্রহণ ও সুপথগামী হইবার সুযোগ না দেওয়া পর্যন্ত তাহাদের অবাধ্যতা ও ধর্ম্মদ্রোহিতার জন্য আমি কখনও তাহাদিগকে শাস্তি প্রদান করি না। কিন্তু ঐ সকল জনপদের অধিবাসীরা আমার রসুলগণের সদুপদেশ ও সত্য-প্রচার সত্ত্বেও যখন সংযত অথবা সুপথগামী হয় নাই, বরং তাহাদের অবাধ্যতা, ধর্ম্মদ্রোহিতা ও দুষ্কার্য্য যখন চরমে উঠিয়াছিল, তখনই আমি তাহাদিগকে শাস্তি প্রদান করিয়া সেই সকল জনপদ সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করিয়া দিয়াছিলাম। তখন তথায় তাহাদের অস্তিত্ব ও অধিকার সমূলে বিলুপ্ত হইয়া একমাত্র আমারই পূর্ণ-আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল।

৬০। পার্থিব ধন-সম্পদে গর্ব্বিত ও আত্মহারা—অবিশ্বাসী ও ধর্ম্মদ্রোহী সম্প্রদায়-সমূহের ধ্বংস-প্রাপ্তির বিবরণ ব্যক্ত করিবার পর আল্লাহতালা এই আয়তে ইহলৌকিক ধন সম্পদের অনিত্যতা এবং পারলৌকিক সুখ-সম্পদের শ্রেষ্ঠত্ব ও স্থায়িত্ব স্মরণ করাইয়া দিতেছেন।

৭ম রুকু—অবিশ্বাস ও অংশীবাদিতার পারলৌকিক পরিণাম

৬১। তবে কি আমি যাহাকে উত্তম অঙ্গীকারে অঙ্গিকার করিয়াছি, পরে তাহার সহিত কি যে তুল্যভাবে সম্মিলিত হইতে চাহে—যাহাকে আমি শুধু পার্থিব জীবনের সুখ-সম্পদে সম্পদশালী করিয়াছি; তৎপর তাহাকে উত্থান দিবসে উপস্থিত করা হইবে। ৬২। এবং যে দিন তিনি তাহাদিগকে আহ্বান করিবেন, তৎপর বলিবেন যে, আমার সেই অংশীরা কোথায়—তোমরা যাহাদের দাবী করিতে? ৬৩। যাহাদের উপর সেই বাক্য সাব্যাস্ত হইবে তাহারা বলিবে —হে আমাদের প্রতিপালক, ইহাদিগকেই আমরা বিভ্রান্ত করিয়াছিলাম; আমরা যেরূপ বিভ্রান্ত হইয়াছিলাম—সেইরূপ তাহাদিগকেও পথভ্রান্ত করিয়াছিলাম, আমরা বীতশ্রদ্ধ হইয়া

٦١- أَفَمَنْ وَّعَدْنٰهُ وَعْدًا حَسَنًا فَهُوَ
لَاقِيْهِ كَمَنْ مَّتَّعْنٰهُ مَتَاعَ الْحَيٰوةِ
الدُّنْيَا ثُمَّ هُوَ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ مِنَ
الْمُحْضَرِيْنَ ○ ٦٢- وَيَوْمَ يُنَادِيْهِمْ
فَيَقُوْلُ أَيْنَ شُرَكَآءِيَ الَّذِيْنَ كُنْتُمْ
تَزْعُمُوْنَ ○ ٦٣- قَالَ الَّذِيْنَ
حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ رَبَّنَا هٰٓؤُلَآءِ
الَّذِيْنَ أَغْوَيْنَا ج أَغْوَيْنٰهُمْ كَمَا
غَوَيْنَا ج تَبَرَّأْنَا إِلَيْكَ ز مَا كَانُوْا

৬১। এই আয়তের লক্ষ্য সম্বন্ধে তফসীরকারগণ বিভিন্ন মত অবলম্বন করিয়াছেন। কেহ বলেন—হজরত রসুলেল্লোহ ও আবু জেহেল সম্বন্ধে এবং কেহ বলেন—হজরত হামজা ও আবু জেহেল সম্বন্ধে এই আয়ত অবতীর্ণ হইয়াছিল। আবার কেহ কেহ বলেন যে, হজরত রসুলোল্লাহ ও তাঁহার অনুসরণকারী মুসলমানগণ এবং আবু জেহেল ও তাহার অনুগামী কাফেররন্দই এই আয়তের লক্ষ্য স্থল। আয়তের মর্ম্ম এই যে, পার্থিব ধন-জন ও সুখ সম্পদের অধিকারী হইলেও অবিশ্বাসী কাফের—কুল কখনই আল্লাহতালার উত্তম অঙ্গীকারে অঙ্গীকৃত বিশ্বাসী মুসলমানগণের সমতুল্য হইতে পারে না। কারণ বিশ্বাসী মুসলমানেরা পরলোকে অফুরন্ত সুখ-সম্পদের অধিকারী হইবে এবং অবিশ্বাসী কাফেরকুল নরকানলের ভয়াবহ শাস্তি ভোগ করিতে থাকিবে। সুতরাং এই উভয় শ্রেণী কখনই সমতুল্য নহে।

৬২—৬৩। আল্লাহতালা পারলৌকিক মহাবিচারের দিনে যখন অংশীবাদী কাফেরদিগকে আহ্বান করিয়া বলিবেন যে, আমার সেই অংশী উপাস্য অর্থাৎ তোমাদের সম্পূজিত দেবদেবীরা আজ কোথায়? তখন অবিশ্বাসীরা উহার কোন উত্তর প্রদান করিতে পারিবে না। অনন্তর যখন তিনি অবিশ্বাসীদিগের নেতা ও পরিচালকের উপর শাস্তির আদেশ প্রদান করিবেন, তখন তাহারা নিজেদের দায়িত্ব এড়াইবার জন্য অন্যান্য অবিশ্বাসীদের সম্বন্ধে বলিবে যে, আমরা নিজ বুদ্ধিতে যেরূপ কার্য্য করিয়া পথভ্রান্ত হইয়াছিলাম, উহারাও আমাদের দেখাদেখি সেইরূপ কার্য্য করিয়া পথভ্রান্ত হইয়াছিল। আমরা উহাদের উপর কখনই জোর জবরদস্তী করি নাই এবং উহারা আমাদের উপাসকও ছিল না। নিজ ইচ্ছাতেই উহারা ঐরূপ কার্য্য করিয়াছিল। আমরা আজ তাহাদের প্রতি অসন্তুষ্ট হইয়াই তোমার সমক্ষে উপস্থিত হইয়াছি। তাহাদের সম্বন্ধে আমাদের কোনই দায়িত্ব নাই।

তোমার সমক্ষে আসিয়াছি; তাহারা
কখনই আমাদের উপাসনা করিত না।
৬৪। এবং তাহাদিগকে বলা হইবে যে,
তোমাদের অংশী-উপাস্যদিগকে আহ্বান
কর, তখন তাহারা উহাদিগকে আহ্বান
করিবে, কিন্তু উহারা তাহাদিগকে উত্তর
প্রদান করিবে না এবং তাহারা শাস্তি
অবলোকন করিবে;—যদি তাহারা সুপথ-
গামী হইত! ৬৫। এবং যেদিন তিনি
তাহাদিগকে আহ্বান করিয়া তৎপর
বলিবেন যে, তোমরা রসুলগণকে কি
উত্তর প্রদান করিয়াছিলে? ৬৬। ফলতঃ
সেদিন তাহাদের উপর সংবাদ সমূহ
অস্পষ্ট হইয়া যাইবে; অনন্তর তাহারা
পরস্পর জিজ্ঞাসাও করিবে না। ৬৭।
কিন্তু যে অনুতপ্ত হইয়াছে ও বিশ্বাস-
স্থাপন করিয়াছে এবং সৎকার্য্য করিতেছে,
পরে সম্ভবতঃ সে সুফলপ্রাপ্তগণের,
অন্তর্গত হইবে। ৬৮। এবং তোমার প্রতি
পালকই যাহা ইচ্ছা সৃষ্টি করেন ও
মনোনীত করিয়া থাকেন, তাহাদের
কোনই অধিকার নাই; আল্লাহ পরম
পবিত্র এবং তাহাদের অংশী স্থাপন
হইতে সমন্নত! ৬৯। এবং তাহাদের হৃদয়
যাহা গোপন করে ও তাহারা যাহা
প্রকাশ করে আল্লাহ তাহা পরিজ্ঞাত

إِيَّانَا يَعْبُدُوْنَ ○ ٦٤- وَقِيْلَ ادْعُوْا
شُرَكَاءَكُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيْبُوْا
لَهُمْ وَرَاَوُا الْعَذَابَ ج لَوْ اَنَّهُمْ كَانُوْا
يَهْتَدُوْنَ ○ ٦٥- وَيَوْمَ يُنَادِيْهِمْ
فَيَقُوْلُ مَاذَآ اَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِيْنَ ○
٦٦- فَعَمِيَتْ عَلَيْهِمُ الْاَنْبَآءُ يَوْمَئِذٍ
فَهُمْ لَا يَتَسَآءَلُوْنَ ○ ٦٧- فَاَمَّا مَنْ
تَابَ وَاٰمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَعَسٰۤى
اَنْ يَّكُوْنَ مِنَ الْمُفْلِحِيْنَ ○
٦٨- وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَآءُ
وَيَخْتَارُ ط مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ ط
سُبْحٰنَ اللّٰهِ وَتَعٰلٰى عَمَّا يُشْرِكُوْنَ ○
٦٩- وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تُكِنُّ
صُدُوْرُهُمْ وَمَا يُعْلِنُوْنَ ○

৬৪। অতঃপর আল্লাহতালা অংশীবাদী অবিশ্বাসীদিগকে বলিবেন যে, এইবার তোমাদের সম্পূজিত দেবদেবীগণকে আহ্বান কর। অবোধ অবিশ্বাসীরা তখন আহ্বান করিলেও তাহারা কোন উত্তর প্রদান করিবে না। তখন উহাদিগকেও শাস্তি প্রদান করা হইবে।

৬৫—৬৬। পরলোকে অবিশ্বাসীদিগকে যখন জিজ্ঞাসা করা হইবে যে, তোমরা আমার রসুলগণের সদুপদেশ কেন গ্রহণ কর নাই?—তখন তাহারা নীরব হইয়া যাইবে। তাহাদের কাহারও মুখে বাক্যস্ফূর্ত্তি হইবে না এবং উক্ত প্রশ্নের কি উত্তর দেওয়া যায়, তৎসম্বন্ধে তাহারা পরস্পর কোন কথা জিজ্ঞাসা করিতেও সাহসী হইবে না।

৬৭। এই আয়তে আল্লাহতালা অবিশ্বাসীদিগকে বলিয়া দিতেছেন যে, অপরাধ করিবার পরেও যাহারা অনুতপ্ত হইবে ও সৎকার্য করিবে, তিনি স্বীয় অনুগ্রহে তাহাদের অপরাধ ক্ষমা করিয়া তাহাদিগকেও পুরস্কার প্রদান করিবেন।

৬৮—৬৯। এই দুইটী আয়তে বলা হইয়াছে যে, সর্ব্বশক্তিমান আল্লাহতালাই একমাত্র সৃষ্টি কর্ত্তা। তিনি যাহা ইচ্ছা তাহাই সৃষ্টি করিতে ও প্রত্যেক বিষয়ের জন্য যাহাকে ইচ্ছা মনোনীত

٧٠- وَهُوَ اللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ط لَهُ
الْحَمْدُ فِي الْاُوْلٰي وَالْاٰخِرَةِ ز وَلَهُ
الْحُكْمُ وَاِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ ○ ٧١- قُلْ
اَرَءَيْتُمْ اِنْ جَعَلَ اللّٰهُ عَلَيْكُمُ الَّيْلَ
سَرْمَدًا اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ مَنْ اِلٰهٌ
غَيْرُ اللّٰهِ يَاْتِيْكُمْ بِضِيَآءٍ ط اَفَلَا
تَسْمَعُوْنَ ○ ٧٢- قُلْ اَرَءَيْتُمْ اِنْ
جَعَلَ اللّٰهُ عَلَيْكُمُ النَّهَارَ سَرْمَدًا
اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ مَنْ اِلٰهٌ غَيْرُ اللّٰهِ
يَاْتِيْكُمْ بِلَيْلٍ تَسْكُنُوْنَ فِيْهِ ط اَفَلَا
تُبْصِرُوْنَ ○ ٧٣- وَمِنْ رَّحْمَتِهٖ
جَعَلَ لَكُمُ الَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوْا
فِيْهِ وَلِتَبْتَغُوْا مِنْ فَضْلِهٖ وَلَعَلَّكُمْ

আছেন। ৭০। এবং তিনিই আল্লাহ—
তদ্ব্যতীত কোনই উপাস্য নাই; ইহলোক
পরলোকের সমস্ত প্রশংসা তাঁহারই
জন্য, এবং আদেশ তাঁহারই এবং তাঁহারই
দিকে প্রত্যাবর্ত্তিত হইতে হইবে। ৭১।
তুমি বল—তোমরা কি লক্ষ্য করিতেছ
যে, যদি আল্লাহ তোমাদের উপর উত্থান
দিবস পর্যন্ত রজনী চিরস্থায়ী করেন,
তবে আল্লাহ ব্যতীত কোন্ উপাস্য আছে
যে, তোমাদের উপর আলোক আনয়ন
করিবে? তথাপি কি তোমরা শুনিবে
না? ৭২। তুমি বল—তোমরা কি লক্ষ্য
করিতেছ যে, যদি আল্লাহ তোমাদের
উপর উত্থান-দিবস পর্য্যন্ত দিবসকে চির-
স্থায়ী করেন, তবে আল্লাহ ব্যতীত কোন্
উপাস্য আছে যে, তোমাদের উপর রজনী
আনয়ন করিবে—যাহাতে তোমরা
বিশ্রাম করিবে? তথাপি কি তোমরা
লক্ষ্য করিবে না? ৭৩। এবং তিনি
স্বীয় অনুগ্রহে তোমাদের জন্য রজনী
ও দিবস করিয়াছেন—যেন তোমরা
বিশ্রাম করিতে পার এবং যেন
তোমরা তাঁহার অনুগ্রহ সম্পদ অনুসন্ধান

করিতে পারেন। তিনি সর্ব্বজ্ঞ—বিশ্বজগতের গুপ্ত ব্যক্ত সমস্ত বিষয়ই তিনি পরিজ্ঞাত আছেন। অবিশ্বাসী অংশীবাদীদের অলীক উপাস্যগণের ঐরূপ কোনই যুক্তি বা অধিকার নাই।

৭০। আল্লাহ ব্যতীত আর কোন উপাস্য নাই। তিনি ইহলোক ও পরলোকের সমস্ত প্রশংসার একমাত্র অধিকারী। তিনিই জগতের একমাত্র আদেশদাতা প্রভু এবং সমস্ত জীবজগত তাঁহারই দিকে প্রত্যাবর্ত্তিত হইবে।

৭১—৭৩। সর্ব্বশক্তিমান আল্লাহতালা ইচ্ছা করিলে সমগ্র জগত চির-অন্ধকারে আচ্ছন্ন করিতে অথবা চির-আলোকে আলোকিত করিয়া দিতে পারেন। তাঁহার ইচ্ছা ও আদেশের ব্যতিক্রম করিবার সাধ্য কাহারও নাই। কিন্তু তিনি অনুগ্রহ করিয়াই মানবের বিশ্রাম-লাভ ও জীবিকা-অর্জ্জনের জন্য পর্য্যায়ক্রমে রজনী ও দিবস সৃষ্টি করিয়াছেন। এই সমস্ত বিষয় লক্ষ্য করিয়া আল্লার উপাসনা করা ও তাঁহার প্রতি কৃতজ্ঞ হওয়া মানবের একান্ত কর্ত্তব্য।

কর এবং যেন তোমরা কৃতজ্ঞ হও।
৭৪। এবং যেদিন তিনি তাহাদিগকে
আহ্বান করিয়া তৎপরে বলিবেন,
কোথায় আমার সেই অংশী-উপাস্যগণ
—তোমরা যাহাদের দাবী করিতে ?
৭৫। এবং আমি প্রত্যেক সম্প্রদায়
হইতে সমুপস্থিত করিয়া বলিব যে,
তোমাদের প্রমাণ আনয়ন কর, তখন
তাহারা অবগত হইবে যে, নিশ্চয়
আল্লার জন্যই সত্য এবং তাহারা যাহা
রচনা করিয়াছিল, তাহাদিগের নিকট
হইতে তাহা অপসৃত হইয়া যাইবে।

تَشْكُرُوْنَ ○ ٧٤- وَيَوْمَ يُنَادِيْهِمْ
فَيَقُوْلُ اَيْنَ شُرَكَآءِىَ الَّذِيْنَ كُنْتُمْ
تَزْعُمُوْنَ ○ ٧٥- وَنَزَعْنَا مِنْ كُلِّ
اُمَّةٍ شَهِيْدًا فَقُلْنَا هَاتُوْا بُرْهَانَكُمْ
فَعَلِمُوْٓا اَنَّ الْحَقَّ لِلّٰهِ وَضَلَّ عَنْهُمْ
مَّا كَانُوْا يَفْتَرُوْنَ ○ ع

৮ম রুকু—কারুনের ঐশ্বর্য্য ও ধ্বংস-প্রাপ্তির বিবরণ

৭৬। নিশ্চয় কারুন মূসার সম্প্র-
দায়ের অন্তর্গত ছিল, কিন্তু সে তাহাদের
উপর বিদ্রোহাচরণ করিয়াছিল ; এবং
আমি তাহাকে ধন-ভাণ্ডার সমূহ হইতে
এরূপ দান করিয়াছিলাম যে, উহার
কুঞ্জিকা সমূহ এক শক্তিশালী দলের
পক্ষেও দুর্ব্বহ ছিল ; যখন তাহার সম্প্র-
দায় তাহাকে বলিয়াছিল যে, উল্লসিত
হইও না, নিশ্চয় আল্লাহ হর্ষোন্মত্তদিগকে
ভালবাসেন না। ৭৭। এবং আল্লাহ
তোমাকে যাহা দান করিয়াছেন, তদ্দ্বারা

٧٦- اِنَّ قَارُوْنَ كَانَ مِنْ قَوْمِ
مُوْسٰى فَبَغٰى عَلَيْهِمْ ص وَاٰتَيْنٰهُ
مِنَ الْكُنُوْزِ مَآ اِنَّ مَفَاتِحَهٗ لَتَنُوْٓءُ
بِالْعُصْبَةِ اُولِى الْقُوَّةِ ق اِذْ قَالَ لَهٗ
قَوْمُهٗ لَا تَفْرَحْ ق اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ
الْفَرِحِيْنَ ○ ٧٧- وَابْتَغِ فِيْمَآ
اٰتٰىكَ اللّٰهُ الدَّارَ الْاٰخِرَةَ وَلَا تَنْسَ

৭৪—৭৫। অনন্তর আল্লাহতা'লা পুনরায় উত্থান-দিবসের কথা স্মরণ করাইয়া দিয়া বলিতেছেন যে, সেদিন তিনি প্রত্যেক সম্প্রদায় হইতে সাক্ষী উপস্থিত করিয়া জানাইয়া দিবেন যে, আল্লার বাণী সত্য এবং সেদিন প্রত্যেকেরই ভ্রম-বিশ্বাস অপসারিত হইয়া যাইবে।

৭৬। **কারুন**—এসরাইল বংশের এক অতুল ঐশ্বর্য্যশালী কৃপণ ব্যক্তি। কারুন ধনৈশ্বর্য্যের গর্ব্বে উন্মত্ত ও আত্মহারা হইয়া হজরত মুসা ও হারুনের নবুয়ত ও নেতৃত্বের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়াছিল এবং তাহার ফলে সে স্বীয় বিপুল ধন-সম্পদ সহ ভূগর্ভে ধ্বসিয়া গিয়া মৃত্যুমুখে পতিত ও ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছিল।—৮১ ও ৮২ আয়ত দ্রষ্টব্য।

৭৭। **মাফাতেহ**—'মাফতা,' বা 'মেফতা,' শব্দের বহুবচন। 'মাফতা' অর্থ ধনভাণ্ডার, ধনরাশি অথবা প্রোথিত ধন এবং 'মেফতা' অর্থ কুঞ্জিকা। 'মাফাতেহ' শব্দের এইরূপ ভিন্ন ভিন্ন অর্থের জন্য কারুনের ধন-সম্পদের পরিমাণ সম্বন্ধে তফসীরকারগণ বিভিন্ন রূপ মত অবলম্বন করিয়াছেন। কেহ কেহ বলেন যে, কারুনের এরূপ অপরিমিত ধনৈশ্বর্য্য ছিল যে, উহার কুঞ্জিকা

نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا
أَحْسَنَ اللّٰهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ
فِي الْأَرْضِ ط إِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ
الْمُفْسِدِيْنَ ۝ ٨٧- قَالَ إِنَّمَا
أُوْتِيْتُهُ عَلٰى عِلْمٍ عِنْدِيْ ط أَوَلَمْ
يَعْلَمْ أَنَّ اللّٰهَ قَدْ أَهْلَكَ مِنْ قَبْلِهِ
مِنَ الْقُرُوْنِ مَنْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُ قُوَّةً

পারলৌকিক আলয় অনুসন্ধান কর এবং ইহলোকেও তোমার অংশ বিস্মৃত হইও না, এবং আল্লাহ তোমার প্রতি যেরূপ অনুগ্রহ করিয়াছেন—তুমিও সেইরূপ অনুগ্রহ কর, এবং পৃথিবীতে অশান্তি-উৎপাদন করিও না ; নিশ্চয় আল্লাহ অশান্তি-উৎপাদনকারীদিগকে ভালবাসেন না।
৭৮। সে বলিয়াছিল—আমার নিকট যে বিদ্যা আছে তদ্ব্যতীত ইহা আমাকে প্রদত্ত হয় নাই ; সে কি ইহা অবগত নহে যে, নিশ্চয় আল্লাহ তাহার পূর্ব্বে বহু যুগ ধ্বংস করিয়াছেন—যাহারা তদপেক্ষা শক্তিতে অধিকতর

সমূহ তুলিতে বা বহন করিতেই বহু শক্তিশালী লোকের প্রয়োজন হইত (নায়সাবুরী)। কিন্তু কোন কোন তফসীরকার বলেন যে, একজন মানুষের ঐরূপ অপরিমিত ধন-ঐশ্বর্য্য থাকা সম্ভবপর নহে এবং একজন লোকের ধনভাণ্ডারের এত অধিক সংখ্যক চাবী থাকা যুক্তি-বিরুদ্ধ। একটি রাজ্যের ধনভাণ্ডারের জন্য একটি চাবি থাকিলেই যথেষ্ট হইতে পারে। সুতরাং আলোচ্য আয়তের প্রকৃত অর্থ এই যে, কারুনের বিপুল ধনরাশি একদল শক্তিশালী লোকের পক্ষেও দুর্ব্বহ ছিল। প্রথমোক্ত তফসীরকারগণের কেহ কেহ ইহার উত্তরে বলিয়াছেন যে, বর্ত্তমান যুগের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চাবি দেখিয়া সেই যুগের কুঞ্জিকার পরিমাণ নির্দ্ধারণ করা সঙ্গত নহে। সেই যুগে সম্ভবতঃ এরূপ বৃহৎ বৃহৎ চাবি নির্ম্মিত হইত যে, উহার কয়েকটি হইলেই একজন লোকের বোঝা হইয়া যাইত। হজরত এবনে আব্বাস ও হজরত হাসান এই মত সমর্থন করিয়াছেন (হক্কানী)। আবার কেহ কেহ বলেন যে, 'মাফাতেহ' অর্থ জ্ঞান বা অভিজ্ঞতা—অর্থাৎ কয়েকজন শিক্ষিত সবল লোক ঐ ধন-রাশির জ্ঞান বা হিসাব রাখিত—ইত্যাদি। আমাদের বিশ্বাস, পূর্ব্বোক্ত তফসীরকারগণের অনেকে ইহুদী জাতির প্রাচীন সাহিত্য পড়েন নাই বলিয়াই এরূপ অপরূপ মত প্রকাশ করিয়াছেন। কারণ উহাতে লিখিত আছে, যে, কোরা অর্থাৎ কারুনের ধনভাণ্ডারের কুঞ্জিকা-সমূহ তিনশত উটের বোঝা হইত (মঃ আলী)। কিন্তু পবিত্র কোরান "তিন শত উটের" পরিবর্ত্তে উহা "একদল শক্তিশালী লোকের পক্ষেও দুর্ব্বহ ছিল" বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

কারুন ধনের গর্ব্বে হজরত মুসার বিরুদ্ধাচারী হইলে এসরাইল-বংশীয়েরা তাহাকে বলিয়াছিল যে, তুমি ধনৈশ্বর্য্যের গর্ব্বে অহঙ্কারী অথবা উন্মত্ত হইয়া আল্লার রসুলের বিরুদ্ধাচরণ করিও না। নিশ্চয় আল্লাহ ধনৈশ্বর্য্যের গর্ব্বে উন্মত্ত দাম্ভিকদিগকে ভালবাসেন না।

৭৭। তাহারা কারুনকে আরও বলিয়াছিল যে, তুমি এই ধন-ঐশ্বর্য্যের দ্বারা পুণ্যকার্য্য ও পারলৌকিক কল্যাণ কামনা কর এবং আল্লাহ তোমাকে যেরূপ অনুগ্রহ করিয়াছেন, তুমিও লোকদিগের প্রতি সেইরূপ অনুগ্রহ কর। এতদ্ভিন্ন ধনের গর্ব্বে কাহারও উপর অন্যায় আচরণ এবং পৃথিবীতে অশান্তি উৎপাদন করিলে উহার পরিণাম কখনই ভাল হইতে পারে না।

৭৮। কারুনকে ধনগর্ব্বে উন্মত্ত অথবা উল্লসিত হইতে এবং হজরত মুসা ও হারুনের বিরুদ্ধাচরণ করিতে নিষেধ করিলে সে বলিত যে, স্বীয় বিদ্যার দ্বারাই আমি ধন-সম্পদ উপার্জ্জন করিয়াছি ; আমার এই ধনৈশ্বর্য্য কাহারও অনুগ্রহের দান নহে এবং ইহার জন্য কাহারও নিকট কৃতজ্ঞ হইবারও কোন প্রয়োজন নাই। কারুনের ঐ উক্তির উত্তরে আল্লাহতা'লা বলিতেছেন যে,

শক্তিশালী এবং যথেষ্ট সঞ্চয়কারী ছিল,
এবং অপরাধীরা তাহাদের অপরাধ-
সমূহ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসিত হইবে না। ৭৯।
অনন্তর সে তদীয় সম্প্রদায়ের সমক্ষে
স্বীয় আড়ম্বর সহ বহির্গত হইয়াছিল;
যাহারা পার্থিব জীবন আকাঙ্ক্ষা করে,
তাহারা বলিয়াছিল—কারুনকে যেরূপ
দান করা হইয়াছে, যদি আমাদিগকে
সেইরূপ করা হইত!—নিশ্চয় সে অতীব
ভাগ্যবান। ৮০। এবং যাহাদিগকে জ্ঞান
দান করা হইয়াছিল তাহারা বলিয়াছিল,
ধিক তোমাকে! যাহারা বিশ্বাস-স্থাপন
করিয়াছে ও সৎকার্য্য করে, আল্লার
পুরস্কার তাহাদের জন্যই শ্রেষ্ঠতর; এবং
ধৈর্য্যশীলগণ ব্যতীত ইহা কাহাকেও
শিক্ষাদান করা যায় না। ৮১। অতঃপর
আমি তৎসহ ও তাহার গৃহ-সহ তাহাকে
ভূতলে ধ্বসাইয়া দিয়াছিলাম, তৎপরে
আল্লাহ ব্যতীত তাহার জন্য উহার কোন

وَّاَكْثَرُ جَمْعًا ط وَلَا يُسْـَٔلُ عَنْ
ذُنُوْبِهِمُ الْمُجْرِمُوْنَ ۝ ٧٩- فَخَرَجَ
عَلٰى قَوْمِهٖ فِىْ زِيْنَتِهٖ ط قَالَ الَّذِيْنَ
يُرِيْدُوْنَ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا يٰلَيْتَ لَنَا
مِثْلَ مَآ اُوْتِىَ قَارُوْنُ لا اِنَّهٗ لَذُوْ
حَظٍّ عَظِيْمٍ ۝ ٨٠- وَقَالَ الَّذِيْنَ
اُوْتُوا الْعِلْمَ وَيْلَكُمْ ثَوَابُ اللّٰهِ
خَيْرٌ لِّمَنْ اٰمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ج
وَلَا يُلَقّٰىهَآ اِلَّا الصّٰبِرُوْنَ ۝
٨١- فَخَسَفْنَا بِهٖ وَبِدَارِهِ الْاَرْضَ قف
فَمَا كَانَ لَهٗ مِنْ فِئَةٍ يَّنْصُرُوْنَهٗ

তাহার পূর্ব্ববর্ত্তী যুগ-সমূহে তদপেক্ষা প্রভূত শক্তিশালী ও প্রচুর ধনৈশ্বর্য্যশালী বহু লোক বিদ্যমান ছিল; কিন্তু অবিশ্বাস, অনাচার ও ধর্ম্মদ্রোহিতার জন্য তাহারা সকলেই ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছে। তাহাদের অপরাধ সম্বন্ধে অবশেষে তাহাদিগকে কোন কৈফিয়ৎ দিবার সুযোগও প্রদান করা হয় নাই।

৭৯—৮০। কারুন ফেরাউনের অধীনে চাকুরী করিয়া অথবা মিসরে ব্যবসা-বাণিজ্য করিয়া ধন-সঞ্চয় করিয়াছিল কিংবা সে স্বীয় রাসায়নিক বিদ্যার দ্বারা ঐরূপ অতুল ধন-সম্পদের অধিকারী হইয়াছিল, তৎসম্বন্ধে কোনই বিশ্বস্ত বর্ণনা প্রাপ্ত হওয়া যায় না। তবে সে যখন স্বীয় ধনৈশ্বর্য্যের বিপুল আড়ম্বর-সহকারে বহির্গত হইত, তখন পার্থিব ধন-সম্পদের জন্য লালায়িত অজ্ঞ লোকেরা বলিত যে, কারুন বড়ই ভাগ্যবান পুরুষ। যদি আমরা এরূপ ধন-সম্পদের অধিকারী হইতাম, তবে আমরা কতই না সুখ-সম্ভোগে জীবন অতিবাহিত করিতে পারিতাম! কিন্তু বিশ্বাসী ও জ্ঞানী ব্যক্তিরা কারুনকে ধিক্কার প্রদান করিয়া বলিত যে, ঐরূপ হতভাগ্য কৃপণের ধন-সম্পদের কোনই সার্থকতা নাই। যে ধন নিজের এবং দেশের ও জাতির কল্যাণকর কার্য্যে ব্যয়িত হয় না, সে ধন-সম্পদ সম্পূর্ণ ব্যর্থ। ধৈর্য্যশীল ও পুণ্যবান ব্যক্তিরা দরিদ্র হইলেও পরলোকে তাহারা আল্লার নিকট যে অফুরন্ত পুরস্কার প্রাপ্ত হইবেন, তাহা উহা হইতে বহুগুণে শ্রেষ্ঠতর ও কল্যাণকর।

৮১—৮২। এই দুইটী আয়তে কারুনের শোচনীয় ধ্বংসের কাহিনীর প্রতি ইঙ্গিত করা হইয়াছে। এইরূপ জনশ্রুতি আছে যে, দুর্ম্মতি কারুন আল্লাহতা'লার আদেশ ও হজরত মূসার উপদেশ না মানিয়া এবং তাহার বিপুল ধনরাশির কিয়দংশও আল্লার পথে বা সৎকার্য্যে ব্যয় করিতে সম্মত না হইয়া উহা সংরক্ষণের নিমিত্ত প্রচুর অর্থ ব্যয়ে সে একটি সমুচ্চ অট্টালিকা নির্ম্মাণ করিয়াছিল এবং পার্থিব সুখ-সম্ভোগের প্রচুর উপকরণ সহ তাহার সমস্ত ধনৈশ্বর্য্য সেই স্থানে

وَأَكْثَرُ جَمْعًا ۚ وَلَا يُسْأَلُ عَن
ذُنُوبِهِمُ الْمُجْرِمُونَ ○ ٧٩- فَخَرَجَ
عَلَىٰ قَوْمِهِ فِي زِينَتِهِ ۖ قَالَ الَّذِينَ
يُرِيدُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا يَا لَيْتَ لَنَا
مِثْلَ مَا أُوتِيَ قَارُونُ ۙ إِنَّهُ لَذُو
حَظٍّ عَظِيمٍ ○ ٨٠- وَقَالَ الَّذِينَ
أُوتُوا الْعِلْمَ وَيْلَكُمْ ثَوَابُ اللَّهِ
خَيْرٌ لِّمَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ۚ
وَلَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الصَّابِرُونَ ○
٨١- فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضَ ۗ
فَمَا كَانَ لَهُ مِن فِئَةٍ يَنصُرُونَهُ

শক্তিশালী এবং যথেষ্ট সঞ্চয়কারী ছিল, এবং অপরাধীরা তাহাদের অপরাধ-সমূহ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসিত হইবে না। ৭৯। অনন্তর সে তদীয় সম্প্রদায়ের সমক্ষে স্বীয় আড়ম্বর সহ বহির্গত হইয়াছিল; যাহারা পার্থিব জীবন আকাঙ্ক্ষা করে, তাহারা বলিয়াছিল—কারুনকে যেরূপ দান করা হইয়াছে, যদি আমাদিগকে সেইরূপ করা হইত!—নিশ্চয় সে অতীব ভাগ্যবান। ৮০। এবং যাহাদিগকে জ্ঞান দান করা হইয়াছিল তাহারা বলিয়াছিল, ধিক তোমাকে! যাহারা বিশ্বাস-স্থাপন করিয়াছে ও সৎকার্য্য করে, আল্লার পুরস্কার তাহাদের জন্যই শ্রেষ্ঠতর; এবং ধৈর্য্যশীলগণ ব্যতীত ইহা কাহাকেও শিক্ষাদান করা যায় না। ৮১। অতঃপর আমি তৎসহ ও তাহার গৃহ-সহ তাহাকে ভূতলে ধ্বসাইয়া দিয়াছিলাম, তৎপরে আল্লাহ ব্যতীত তাহার জন্য উহার কোন

তাহার পূর্ব্ববর্ত্তী যুগ-সমূহে তদপেক্ষা প্রভূত শক্তিশালী ও প্রচুর ধনৈশ্বর্য্যশালী বহু লোক বিদ্যমান ছিল; কিন্তু অবিশ্বাস, অনাচার ও ধর্ম্মদ্রোহিতার জন্য তাহারা সকলেই ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছে। তাহাদের অপরাধ সম্বন্ধে অবশেষে তাহাদিগকে কোন কৈফিয়ৎ দিবার সুযোগও প্রদান করা হয় নাই।

৭৯—৮০। কারুন ফেরাউনের অধীনে চাকুরী করিয়া অথবা মিসরে ব্যবসা-বাণিজ্য করিয়া ধন-সঞ্চয় করিয়াছিল কিংবা সে স্বীয় রাসায়নিক বিদ্যার দ্বারা ঐরূপ অতুল ধন-সম্পদের অধিকারী হইয়াছিল, তৎসম্বন্ধে কোনই বিশ্বস্ত বর্ণনা প্রাপ্ত হওয়া যায় না। তবে সে যখন স্বীয় ধনৈশ্বর্য্যের বিপুল আড়ম্বর-সহকারে বহির্গত হইত, তখন পার্থিব ধন-সম্পদের জন্য লালায়িত অজ্ঞ লোকেরা বলিত যে, কারুন বড়ই ভাগ্যবান পুরুষ। যদি আমরা এরূপ ধন-সম্পদের অধিকারী হইতাম, তবে আমরা কতই না সুখ-সম্ভোগে জীবন অতিবাহিত করিতে পারিতাম! কিন্তু বিশ্বাসী ও জ্ঞানী ব্যক্তিরা কারুনকে ধিক্কার প্রদান করিয়া বলিত যে, ঐরূপ হতভাগ্য কৃপণের ধন-সম্পদের কোনই সার্থকতা নাই। যে ধন নিজের এবং দেশের ও জাতির কল্যাণকর কার্য্যে ব্যয়িত হয় না, সে ধন-সম্পদ সম্পূর্ণ ব্যর্থ। ধৈর্য্যশীল ও পুণ্যবান ব্যক্তিরা দরিদ্র হইলেও পরলোকে তাহারা আল্লার নিকট যে অফুরন্ত পুরস্কার প্রাপ্ত হইবেন, তাহা উহা হইতে বহুগুণে শ্রেষ্ঠতর ও কল্যাণকর।

৮১—৮২। এই দুইটী আয়তে কারুণের শোচনীয় ধ্বংসের কাহিনীর প্রতি ইঙ্গিত করা হইয়াছে। এইরূপ জনশ্রুতি আছে যে, দুর্ম্মতি কারুন আল্লাহতা'লার আদেশ ও হজরত মূসার উপদেশ না মানিয়া এবং তাহার বিপুল ধনরাশির কিয়দংশও আল্লার পথে বা সৎকার্য্যে ব্যয় করিতে সম্মত না হইয়া উহা সংরক্ষণের নিমিত্ত প্রচুর অর্থ ব্যয়ে সে একটি সমুচ্চ অট্টালিকা নির্ম্মাণ করিয়াছিল এবং পার্থিব সুখ-সম্ভোগের প্রচুর উপকরণ সহ তাহার সমস্ত ধনৈশ্বর্য্য সেই স্থানে

وَأَكْثَرُ جَمْعًا ۚ وَلَا يُسْـَٔلُ عَن
ذُنُوبِهِمُ الْمُجْرِمُونَ ○ ٧٩- فَخَرَجَ
عَلَىٰ قَوْمِهِۦ فِي زِينَتِهِۦ ۖ قَالَ الَّذِينَ
يُرِيدُونَ الْحَيَوٰةَ الدُّنْيَا يَـٰلَيْتَ لَنَا
مِثْلَ مَآ أُوتِيَ قَـٰرُونُ ۙ إِنَّهُۥ لَذُو
حَظٍّ عَظِيمٍ ○ ٨٠- وَقَالَ الَّذِينَ
أُوتُوا الْعِلْمَ وَيْلَكُمْ ثَوَابُ اللَّهِ
خَيْرٌ لِّمَنْ ءَامَنَ وَعَمِلَ صَـٰلِحًا ۚ
وَلَا يُلَقَّىٰهَآ إِلَّا الصَّـٰبِرُونَ ○
٨١- فَخَسَفْنَا بِهِۦ وَبِدَارِهِ الْأَرْضَ قف
فَمَا كَانَ لَهُۥ مِن فِئَةٍ يَنصُرُونَهُۥ

শক্তিশালী এবং যথেষ্ট সঞ্চয়কারী ছিল,
এবং অপরাধীরা তাহাদের অপরাধ-
সমূহ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসিত হইবে না। ৭৯।
অনন্তর সে তদীয় সম্প্রদায়ের সমক্ষে
স্বীয় আড়ম্বর সহ বহির্গত হইয়াছিল;
যাহারা পার্থিব জীবন আকাঙ্ক্ষা করে,
তাহারা বলিয়াছিল—কারুনকে যেরূপ
দান করা হইয়াছে, যদি আমাদিগকে
সেইরূপ করা হইত!—নিশ্চয় সে অতীব
ভাগ্যবান। ৮০। এবং যাহাদিগকে জ্ঞান
দান করা হইয়াছিল তাহারা বলিয়াছিল,
ধিক তোমাকে! যাহারা বিশ্বাস-স্থাপন
করিয়াছে ও সৎকার্য্য করে, আল্লার
পুরস্কার তাহাদের জন্যই শ্রেষ্ঠতর; এবং
ধৈর্য্যশীলগণ ব্যতীত ইহা কাহাকেও
শিক্ষাদান করা যায় না। ৮১। অতঃপর
আমি তৎসহ ও তাহার গৃহ-সহ তাহাকে
ভূতলে ধ্বসাইয়া দিয়াছিলাম, তৎপরে
আল্লাহ ব্যতীত তাহার জন্য উহার কোন

তাহার পূর্ব্ববর্ত্তী যুগ-সমূহে তদপেক্ষা প্রভূত শক্তিশালী ও প্রচুর ধনৈশ্বর্য্যশালী বহু লোক বিদ্যমান ছিল; কিন্তু অবিশ্বাস, অনাচার ও ধর্ম্মদ্রোহিতার জন্য তাহারা সকলেই ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছে। তাহাদের অপরাধ সম্বন্ধে অবশেষে তাহাদিগকে কোন কৈফিয়ৎ দিবার সুযোগও প্রদান করা হয় নাই।

৭৯—৮০। কারুন ফেরাউনের অধীনে চাকুরী করিয়া অথবা মিসরে ব্যবসা-বাণিজ্য করিয়া ধন-সঞ্চয় করিয়াছিল কিংবা সে স্বীয় রাসায়নিক বিদ্যার দ্বারা ঐরূপ অতুল ধন-সম্পদের অধিকারী হইয়াছিল, তৎসম্বন্ধে কোনই বিশ্বস্ত বর্ণনা প্রাপ্ত হওয়া যায় না। তবে সে যখন স্বীয় ধনৈশ্বর্য্যের বিপুল আড়ম্বর-সহকারে বহির্গত হইত, তখন পার্থিব ধন-সম্পদের জন্য লালায়িত অজ্ঞ লোকেরা বলিত যে, কারুন বড়ই ভাগ্যবান পুরুষ। যদি আমরা ঐরূপ ধন-সম্পদের অধিকারী হইতাম, তবে আমরা কতই না সুখ-সম্ভোগে জীবন অতিবাহিত করিতে পারিতাম! কিন্তু বিশ্বাসী ও জ্ঞানী ব্যক্তিরা কারুনকে ধিক্কার প্রদান করিয়া বলিত যে, ঐরূপ হতভাগ্য কৃপণের ধন-সম্পদের কোনই সার্থকতা নাই। যে ধন নিজের এবং দেশের ও জাতির কল্যাণকর কার্য্যে ব্যয়িত হয় না, সে ধন-সম্পদ সম্পূর্ণ ব্যর্থ। ধৈর্য্যশীল ও পুণ্যবান ব্যক্তিরা দরিদ্র হইলেও পরলোকে তাহারা আল্লার নিকট যে অফুরন্ত পুরস্কার প্রাপ্ত হইবেন, তাহা উহা হইতে বহুগুণে শ্রেষ্ঠতর ও কল্যাণকর।

৮১—৮২। এই দুইটী আয়তে কারুণের শোচনীয় ধ্বংসের কাহিনীর প্রতি ইঙ্গিত করা হইয়াছে। এইরূপ জনশ্রুতি আছে যে, দুর্ম্মতি কারুন আল্লাহতা'লার আদেশ ও হজরত মুসার উপদেশ না মানিয়া এবং তাহার বিপুল ধনরাশির কিয়দংশও আল্লার পথে বা সৎকার্য্যে ব্যয় করিতে সম্মত না হইয়া উহা সংরক্ষণের নিমিত্ত প্রচুর অর্থ ব্যয়ে সে একটি সমুচ্চ অট্টালিকা নির্ম্মাণ করিয়াছিল এবং পার্থিব সুখ-সম্ভোগের প্রচুর উপকরণ সহ তাহার সমস্ত ধনৈশ্বর্য্য সেই স্থানে

مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ ۚ وَمَا كَانَ مِنَ
الْمُنْتَصِرِيْنَ ○ ٨٢ وَاَصْبَحَ الَّذِيْنَ
تَمَنَّوْا مَكَانَهٗ بِالْاَمْسِ يَقُوْلُوْنَ
وَيْكَاَنَّ اللّٰهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ
يَّشَاۤءُ مِنْ عِبَادِهٖ وَيَقْدِرُ ۚ لَوْلَاۤ اَنْ
مَّنَّ اللّٰهُ عَلَيْنَا لَخَسَفَ بِنَا ؕ
وَيْكَاَنَّهٗ لَا يُفْلِحُ الْكٰفِرُوْنَ ع

দলই সাহায্যকারী হয় নাই এবং সে প্রতিশোধ গ্রহণকারীদের অন্তর্গত হয় নাই।
৮২। এবং যাহারা গতকল্য তাহার মর্য্যাদার আকাঙ্ক্ষা করিত, তাহারাই প্রভাতে উঠিয়া বলিতে লাগিল —কি আশ্চর্য্য যে, আল্লাহ স্বীয় সেবক-গণের মধ্যে যাহাকে ইচ্ছা তাহার জন্য উপজীবিকা প্রশস্ত করেন ও সঙ্কুচিত করিয়া লন ; যদি আল্লাহ আমাদের প্রতি অনুগ্রহ না করিতেন, তবে আমা-দিগকেও ধ্বসাইয়া দিতেন ; কি আশ্চর্য্য অবিশ্বাসীরা কখনও সুফল প্রাপ্ত হয় না।

৯ম রুকু—হজরত রসুলোল্লার মহাবিজয়ের ভবিষ্যদ্বাণী

٨٣- تِلْكَ الدَّارُ الْاٰخِرَةُ نَجْعَلُهَا
لِلَّذِيْنَ لَا يُرِيْدُوْنَ عُلُوًّا فِي الْاَرْضِ
وَلَا فَسَادًا ؕ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِيْنَ ○
٨٤- مَنْ جَاۤءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهٗ خَيْرٌ

৮৩। সেই পারলৌকিক আলয় আমি তাহাদেরই জন্য করিয়াছি— যাহারা পৃথিবীতে উচ্চতা আকাঙ্ক্ষা করে না এবং অশান্তি-উৎপাদনও করে না, এবং সংযমীদিগের জন্যই পরকাল।
৮৪। যে ব্যক্তি সৎকার্য্য সহ আগমন করিবে, ফলতঃ তাহার জন্য তদপেক্ষা উৎকৃষ্টতর

সমবেত ও পুঞ্জীভূত করিয়া রাখিয়া দিয়াছিল ; অনন্তর হতভাগ্য কারুন ঈর্ষাবশে হজরত মূসাকে অপমান ও অপদস্থ করিবার উদ্দেশ্যে তাঁহার প্রতি অলীক অপবাদ প্রদান করিতে চেষ্টা করিয়া সঙ্গে সঙ্গেই আল্লাহতা'লার কোপে পতিত হয়। তখন হজরত মূসার অভিশাপে সে ক্রমাগত ভূগর্ভে প্রোথিত হইতে থাকে এবং অকস্মাৎ সেই ভূভাগ ধ্বসিয়া গিয়া পাপাত্মা কারুন তাহার সাধের অট্টালিকা, পুঞ্জীভূত ধনরাশি ও অবিশ্বাসী অনুচরদল সহ সেই স্থানেই জীবন্ত সমাধি লাভ করে। সর্ব্বশক্তিমান আল্লাহতা'লার সেই কোপদৃষ্টি হইতে সে এক মুহূর্ত্তও আত্মরক্ষা করিতে পারে নাই এবং কেহই তাহাকে সাহায্য করিতে সমর্থ হয় নাই। কারুনের ধনৈশ্বর্য্য দেখিয়া যাহারা বিস্ময়ে অবাক হইয়া থাকিত এবং যাহারা তাহার মত ধনবান হইবার আকাঙ্ক্ষা করিত, তাহারা পরদিন প্রভাতে উঠিয়া যখন সেই অদ্ভুত দৃশ্য অবলোকন করিল, তখন ভীতি ও বিস্ময়ে স্তম্ভিত হইয়া বলিতে লাগিল—আল্লাহতা'লা যাহাকে ইচ্ছা বর্দ্ধিত করিতে এবং যাহাকে ইচ্ছা সঙ্কুচিত করিতে পারেন, তাঁহার অসাধ্য কোন কার্য্যই নাই। যদি আল্লাহ আমাদের উপর অনুগ্রহ না করিতেন, তবে আমরাও এইরূপ ভূগর্ব্বে ধ্বসিয়া ধ্বংসপ্রাপ্ত ও নিশ্চিহ্ন হইয়া যাইতাম। এখন বুঝিলাম যে, অবিশ্বাসীরা ধনৈশ্বর্য্যের অধিকারী হইলেও তাহারা পরিণামে কখনই সুফল প্রাপ্ত হয় না।

৮৩—৮৪। অনন্তর আল্লাহতা'লা বলিতেছেন যে, সৎকর্ম্মশীল, বিনয়ী, শান্তিপ্রিয় ও সংযমী ব্যক্তিদিগের জন্যই আমি পরলোকে উৎকৃষ্ট নিকেতন-সমূহ সৃষ্টি করিয়া রাখিয়াছি। সৎকার্য্যের

রহিয়াছে, এবং যে অসৎকার্য্য সহ আগমন করে, বস্তুতঃ সে যে অসৎকার্য্য করিয়াছিল—তাহাদিগকে তাহাদের সেই কৃতকার্য্য ব্যতীত আর কোনই প্রতিদান প্রদান করা হইবে না। ৮৫। নিশ্চয় যিনি তোমার প্রতি কোরান নির্দ্ধারিত করিয়াছেন, অবশ্যই তিনি তোমাকে প্রত্যাবর্ত্তন-স্থলে প্রত্যাবর্ত্তিত করিবেন; তুমি বল, যে সুপথ সহ আগমন করিয়াছে এবং যে প্রকাশ্য ভ্রান্তির মধ্যে রহিয়াছে—আমার প্রতিপালক তাহাকে পরিজ্ঞাত আছেন। ৮৬। এবং তোমার প্রতি যে গ্রন্থ অবতীর্ণ হইবে তাহা তুমি কখনই আশা কর নাই, কিন্তু ইহা তোমার প্রতি তোমার প্রতিপালকেরই অনুগ্রহ; অতএব তুমি অবিশ্বাসীদের জন্য পৃষ্ঠপোষক হইও না। ৮৭। এবং তোমার প্রতি আল্লার নিদর্শনাবলী

مِّنْهَا ج وَمَنْ جَآءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا
يُجْزَى الَّذِيْنَ عَمِلُوا السَّيِّاٰتِ اِلَّا
مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ○ ٨٥- اِنَّ الَّذِيْ
فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْاٰنَ لَرَآدُّكَ اِلٰى
مَعَادٍ ط قُلْ رَّبِّىْٓ اَعْلَمُ مَنْ جَآءَ
بِالْهُدٰى وَمَنْ هُوَ فِيْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ ○
٨٦- وَمَا كُنْتَ تَرْجُوْٓا اَنْ يُّلْقٰٓى
اِلَيْكَ الْكِتٰبُ اِلَّا رَحْمَةً مِّنْ رَّبِّكَ
فَلَا تَكُوْنَنَّ ظَهِيْرًا لِّلْكٰفِرِيْنَ ز
٨٧- وَلَا يَصُدُّنَّكَ عَنْ اٰيٰتِ اللّٰهِ

পুরস্কার যেরূপ উৎকৃষ্টতর হইবে, অসৎকার্য্যের প্রতিফল সেইরূপ নিকৃষ্টতর হওয়া ভিন্ন আর কি আশা করা যাইতে পারে?

৮৫—৮৬। **মায়াদ**—অর্থ পারলৌকিক আলয়, প্রত্যাবর্ত্তন-স্থল অথবা মনোনীত ও বাঞ্ছিত ভবন। হজরত এব্‌ন-আব্বাস হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, এ স্থলে 'মায়াদ' শব্দ দ্বারা পুণ্যধাম মক্কার প্রতি লক্ষ্য করা হইয়াছে (সহি বোখারী)। হজরত রসুলোল্লাহ যখন মক্কা হইতে হেজরত করিয়া মদিনা গমন করিয়াছিলেন, সেই সময়ে মধ্য-পথে তিনি জন্মভূমি মক্কার কথা স্মরণ করিয়া তৎপ্রতি আন্তরিক অনুরাগ বা আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছিলেন; তখন আল্লাহতা'লা তাঁহাকে এই প্রতিশ্রুতি প্রদান করিয়াছিলেন যে, যে আল্লাহ তোমাকে কোরান পাঠ ও প্রচার করা অবশ্য-কর্ত্তব্য-রূপে নির্দ্ধারিত করিয়া দিয়াছেন এবং তোমার যে মহান প্রতিপালক স্বীয় অনুগ্রহে তোমার প্রতি অপ্রত্যাশিতরূপে এই স্বর্গীয় গ্রন্থ অবতীর্ণ করিয়াছেন, তিনিই আবার তোমাকে তোমার প্রিয় জন্মভূমিতে ফিরাইয়া আনিবেন। পুণ্যধাম মক্কা সহ সমগ্র আরব একদিন অবশ্যই তোমার করতলগত হইবে। বলা বাহুল্য, এই স্পষ্টতর ভবিষ্যদ্বাণী হজরত রসুলোল্লার জীবনেই সাফল্যমণ্ডিত হইয়া ঐশীবাণী কোরানের সত্যতা ঘোষণা করিয়াছিল।

৮৭—৮৮। অনন্তর আল্লাহতা'লা হজরত রসুলোল্লাকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন যে, তুমি নিশ্চিন্তমনে আল্লার বাণী প্রচার করিয়া লোকদিগকে সত্যের পথে আহ্বান কর; অবিশ্বাসীদিগের অত্যাচার ও উপেক্ষার দ্বারা তুমি কিছুমাত্র বিচলিত হইও না এবং তাহাদের অংশীবাদিতা ও ভ্রান্ত ধারণাকে তুমি কদাচ প্রশ্রয় প্রদান করিও না। তুমি তাহাদিগকে স্পষ্ট ভাষায় বলিয়া দাও

অবতীর্ণ হইবার পর তাহারা যেন তোমাকে উহা হইতে প্রতিরোধ করিতে না পারে; এবং তুমি তোমার প্রতি-পালকের দিকে আহ্বান কর এবং অংশীবাদীদিগের অন্তর্গত হইও না। ৮৮। এবং আল্লার সহিত অন্য উপাস্য আহ্বান করিও না, তিনি ব্যতীত কোনই উপাস্য নাই, তাঁহার অস্তিত্ব ব্যতীত সমস্ত বিষয়ই ধ্বংসশীল; আদেশ তাঁহারই জন্য এবং তোমাদিগকে তাঁহারই দিকে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে হইবে।

بَعْدَ اِذْ اُنْزِلَتْ اِلَيْكَ وَادْعُ اِلٰى رَبِّكَ وَلَا تَكُوْنَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ۝

৮৮- وَلَا تَدْعُ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ اِلَّا وَجْهَهٗ لَهُ الْحُكْمُ وَاِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ ۝

যে, আল্লাহ ভিন্ন আর কোন উপাস্য নাই। তিনিই বিশ্বজগতের একমাত্র আদেশদাতা প্রভু। সেই অনাদি, অনন্ত ও মহান্ সৃষ্টিকর্ত্তার অস্তিত্ব ভিন্ন জগতের আর সমস্তই অনিত্য ও ধ্বংসশীল। সমস্ত জীব-জগৎ ও জড়-জগতকে অবশেষে তাঁহারই দিকে প্রত্যাবর্ত্তিত হইতে হইবে।

সর্ব্বশক্তিমান আল্লাহতা'লা স্বীয় অলৌকিক শক্তি-মহিমার উপরোক্ত অনুপম প্রত্যাদেশ অবতারণ পূর্ব্বক হজরত রসুলোল্লাকে উহা অকুতোভয়ে এবং অবিচলিতচিত্তে প্রচার করিবার আদেশ প্রদান করিয়া এই সুরার উপসংহার করিয়াছেন। এতদ্দ্বারা স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে, সত্য-প্রচারে ভয়-ভীতি, দ্বিধা-সন্দেহ অথবা অন্য কোনরূপ বিরুদ্ধভাব হজরত রসুলোল্লার উদার প্রশান্ত ও অবিচলিত চিত্তে এক মুহূর্ত্তের জন্যও স্থান প্রাপ্ত হয় নাই।

সুরা কাছাছের সংক্ষিপ্ত সার

এই পবিত্র সুরাটী কোরান শরিফের অনতিবৃহৎ সুরা-সমূহের অন্যতম। সর্ব্বশুদ্ধ ৯টী রুকু এবং ৮৮ আয়তে এই সুরা বিভক্ত ও গ্রথিত হইয়াছে। তন্মধ্যে প্রথম চারিটি রুকুতে হজরত মুসার জন্ম, শৈশব জীবন, যৌবন প্রাপ্তি, মিসরীয় হত্যা ফেরাউনের ভয়ে মিসর হইতে পলায়ন, মাদায়েন গমন, বিবাহ, নবুয়ত-প্রাপ্তি, মিসর প্রত্যাবর্ত্তন, ফেরাউনের নিকট ধর্ম্ম-প্রচার এবং ফেরাউনের ধর্ম্মদ্রোহিতা ও ধ্বংস প্রাপ্তির প্রসঙ্গ বর্ণিত হইয়াছে। অনন্তর পঞ্চম রুকুতে হজরত মুসার সহিত হজরত মোহাম্মদ মোস্তফার (সঃ) সাদৃশ্য বর্ণনা করিয়া পরবর্ত্তী রুকু সমূহে আল্লাহ-তা'লা আরবের অবিশ্বাসীদিগকে সতর্ক করিয়া বলিয়া দিয়াছেন যে, হজরত মুসার সহিত বিরুদ্ধাচরণ ও শত্রুতা করিয়া ধর্ম্মদ্রোহী ফেরাউন যেরূপভাবে সদলবলে ধ্বংস প্রাপ্ত হইয়াছিল, আমাদের প্রিয়তম রসুল হজরত মোহাম্মদ মোস্তফার সহিত শত্রুতা ও বিরুদ্ধাচরণ করিয়া আরবের অধিবাসিরাও সেইরূপভাবে পরাজিত ও বিধ্বস্ত হইয়া যাইবে। হজরত মুসা প্রথমে ফেরাউনের ভয়ে মিসর পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেও আবার আমি তাহাকে যেরূপভাবে মিসরে ফিরাইয়া লইয়া গিয়াছিলাম—আমার প্রিয় নবী আরবের অবিশ্বাসীদের অত্যাচার ও অনাচারে জন্মভূমি মক্কা ত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেও আবার আমি তাঁহাকে তথায় ফিরাইয়া আনিব এবং সমস্ত অবিশ্বাসী সম্প্রদায়ের উপর পরাক্রান্ত ও বিজয়ী করিয়া তাঁহাকে সমগ্র আরবের আধিপত্য প্রদান করিব। এই সুরার শেষে ইসলামের আসন্ন মহাবিজয়ের ভবিষ্যদ্বাণীই বিশেষরূপে পরিব্যক্ত হইয়াছে।

মক্কায় অবতীর্ণ	২৯। সুরা আনকবুত—العنكبوت	৬৯ আয়ত

সর্ব্বপ্রদাতা করুণাময় আল্লার নামে

بسم الله الرحمن الرحيم

১ম রুকু—সত্য-প্রচারে ঐশাপরীক্ষার আবশ্যকতা

১। আলিফ-লাম-মিম। ২। তবে কি লোকেরা ধারণা করিতেছে যে, শুধু

١- الٓمّٓ ۚ ٢- اَحَسِبَ النَّاسُ

শানে-নজুল—এই পবিত্র সুরা হজরত রসুলোল্লার (সঃ) মক্কা অবস্থানের প্রাথমিক অথবা মধ্য যুগে অবতীর্ণ হইয়াছিল। কেহ কেহ অনুমান করেন যে, এই সুরার কিয়দংশ মদিনায় অবতীর্ণ হইয়াছিল, কারণ ঐ সকল অংশে ধর্ম্ম-যুদ্ধের কঠোরতা ও কষ্টভোগের প্রতি ইঙ্গিত করা হইয়াছে; কিন্তু ইসলাম প্রচারের প্রাথমিক ইতিহাসের সহিত উপরোক্ত অনুমানের সামঞ্জস্য নাই। প্রকৃত কথা এই যে, মক্কায় ইসলাম-প্রচারের মধ্য-যুগে যখন বিশ্বাসী মুসলমানদিগের উপর অবিশ্বাসী কাফেরদিগের অত্যাচার ও অনাচারের মাত্রা চরমে উঠিয়াছিল, সেই অত্যাচারে অতিষ্ঠ হইয়া যখন একদল বিশ্বাসী মুসলমান প্রথমে আবিসিনিয়ায় এবং পরে স্বয়ং, হজরত রসুলোল্লাহ পর্য্যন্ত মদিনায় হেজরত করিয়া আত্মরক্ষা করিতে বাধ্য হইয়াছিল—অর্থাৎ অবিশ্বাসী-দিগের অত্যাচারে যখন বিশ্বাসী মুসলমানদিগের ধৈর্য্য, সহিষ্ণুতা ও সত্য বিশ্বাসের আন্তরিকতার চরম পরীক্ষা হইতেছিল, সেই সময়েই করুণাময় আল্লাহতা'লা এই সুরা অবতীর্ণ করিয়া বিশ্বাসী মুসলমানদিগকে আশ্বাস ও সান্ত্বনা দান করিয়াছিলেন। হাদিস শরিফে বর্ণিত হইয়াছে যে, একদা হজরত রসুলোল্লাহ কাবার প্রাচীরে হেলান দিয়া উহার ছায়ায় উপবেশন পূর্ব্বক বিশ্রাম করিতে-ছিলেন, সেই সময়ে কোন কোন সাহাবা তাঁহার নিকট আসিয়া অভিযোগ করিলেন যে, আমরা অবিশ্বাসীদের দ্বারা নানারূপ অসহ্য নির্য্যাতনে নির্য্যাতিত এবং অতি অন্যায়ভাবে লাঞ্ছিত ও ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছি, উহা নিবারণের জন্য আপনি দোয়া বা প্রার্থনা করিতেছেন না কেন? হজরত রসুলোল্লাহ ইহাতে একটু উত্তেজিত হইয়াই বলিলেন—পূর্ব্ববর্ত্তী যুগের বিশ্বাসী সম্প্রদায় সমূহের অবস্থা—তাঁহাদের নির্য্যাতন, লাঞ্ছনা ও দুঃখ-কষ্ট ভোগের কথা কি তোমরা ভুলিয়া গিয়াছ? তাঁহারা কিরূপ অন্যায়ভাবে নিহত, প্রহৃত, ক্ষতিগ্রস্ত ও দেশান্তরিত হইয়াছেন, সত্যের জন্য কিরূপ-ভাবে শত্রুর অস্ত্রে ক্ষত-বিক্ষত অথবা জলন্ত অনলে নিক্ষিপ্ত হইয়া প্রাণ দিয়াছেন, তাহা কি তোমরা শ্রবণ কর নাই? কিন্তু তথাপি তাঁহারা আল্লার ধর্ম্ম অথবা সত্যের অনুসরণ হইতে নিবৃত্ত হন নাই? অতএব ইহাও তোমাদের বিশ্বাস ও আন্তরিকতার পরীক্ষা মাত্র। এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারিলেই তোমরা আল্লাহতা'লার অপার অনুগ্রহে অভিষিক্ত হইয়া অবিশ্বাসীদের উপর পরাক্রান্ত এবং ইহলৌকিক ও পারলৌকিক অতুল সুখ-সম্পদের অধিকারী হইতে পারিবে। সুতরাং তোমরা কোনরূপ বিচলিত না হইয়া ধৈর্য্যধারণ পূর্ব্বক সমস্ত অত্যাচার সহ্য করিয়া সত্যের প্রচার ও প্রতিষ্ঠার জন্য প্রাণপণ প্রচেষ্টা করিতে থাক। আমি আল্লার শপথ করিয়া বলিতেছি যে, এই ধর্ম্ম অচিরেই সান্‌য়া হইতে হাজরা মওত পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইবে।—সহি বোখারী।

উপরোক্ত ভবিষ্যবাণী হজরত রসুলোল্লার জীবনেই পূর্ণ হইয়াছিল। উদ্ধৃত হাদিস এবং অন্যান্য হাদিসের দ্বারা ইহাও জানা যায় যে, ক্রমে ক্রমে এই স্বর্গীয় ইসলাম পৃথিবীর এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত সমস্ত জনপদে সুবিস্তৃত হইবে এবং মহাপ্রলয়ের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত এই ধর্ম্মের অস্তিত্ব বিদ্যমান থাকিবে।

[১ম ও ২য় আয়তের তফসির পর-পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য]

আমরা বিশ্বাস-স্থাপন করিয়াছি বলিলেই
তাহাদিগকে ছাড়িয়া দেওয়া হইবে এবং
তাহাদিগকে পরীক্ষা করা হইবে না ?
৩। এবং নিশ্চয়ই আমি তাহাদের পূর্ব্ব-
বর্ত্তীদিগকেও পরীক্ষা করিয়াছিলাম ;
অতঃপর নিশ্চয় আল্লাহ সত্যপরায়ণ-
দিগকে পরিজ্ঞাপন করাইবেন এবং তিনি
অসত্যবাদীদিগকেও বিজ্ঞাপিত করিয়া
দিবেন। ৪। তবে কি দুষ্কার্য্যকারীরা
ধারণা করিতেছে যে, তাহারা আমা হইতে
পলায়ন করিতে পারিবে ? তাহারা যাহা

أَنْ يُتْرَكُوْا أَنْ يَقُوْلُوْا اٰمَنَّا وَهُمْ
لَا يُفْتَنُوْنَ ۝ ٣ وَلَقَدْ فَتَنَّا
الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللّٰهُ
الَّذِيْنَ صَدَقُوْا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكٰذِبِيْنَ ۝
٤ أَمْ حَسِبَ الَّذِيْنَ يَعْمَلُوْنَ
السَّيِّاٰتِ أَنْ يَّسْبِقُوْنَا ط سَآءَ مَا

আনকবুত—উর্ণনাভ, মাকড়সা। আলোচ্য সুরার উপরোক্ত রূপ নামকরণের উদ্দেশ্য এই যে, অবিশ্বাসী ও অংশীবাদী পৌত্তলিকেরা যতই শক্তিশালী ও পরাক্রান্ত হউক না কেন, তাহাদের ভিত্তিহীন ভ্রান্ত বিশ্বাস উর্ণনাভ রচিত গৃহের ন্যায় অলীক ও ক্ষণস্থায়ী। সত্যের ফুৎকারে মাকড়সার জালের মত উহা মুহূর্ত্তের মধ্যেই উড়িয়া নিশ্চিহ্ন হইয়া যাইবে। কালস্রোতে স্বর্গীয় সত্যের দিগন্ত প্রসারী আলোক সম্পদের সম্মুখে ঐ কুসংস্কার বা অন্ধকারের আবর্জ্জনা কখনই তিষ্ঠিয়া থাকিতে পারিবে না। (৪১ আয়ত দ্রষ্টব্য)। কিন্তু সত্যধর্ম্মের এই অবশ্যম্ভাবী মহাবিজয়ের পূর্ব্বে বিশ্বাসী মুসলমানদিগকে অতি কঠোর পরীক্ষার মধ্য দিয়া অগ্রসর হইতে হইবে। সেই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারিলেই তাহাদের উপর আল্লার করুণা ধারা ও কল্যাণশীষ নামিয়া আসিবে। তাহারা অবিশ্বাসীদের অত্যাচার ও উৎপাত-উপদ্রব নিবারণ করিয়া তাহাদের উপর পরাক্রান্ত ও বিজয়ী হইবে এবং অবিশ্বাসীদের অলীক ভ্রান্ত-বিশ্বাস ক্ষণস্থায়ী মাকড়সার জালের মত ধরাবক্ষ হইতে সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হইয়া যাইবে। সুতরাং উপরোক্ত উদ্দেশ্যের অভিব্যক্তি অনুসারে আলোচ্য সুরার 'আনকবুত' বা উর্ণনাভ নামকরণ যে অতি সঙ্গত ও শোভন হইয়াছে, তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই।

১। **আলিফ-লাম-মিম**—এই সুরা এবং ইহার পরবর্ত্তী সুরাত্রয় 'আলিফ-লাম-মিম' এই সাঙ্কেতিক বর্ণত্রয় যোগে আরম্ভ হইয়াছে এবং ইহার মধ্যে আল্লাহতা'লার এক বিশেষ উদ্দেশ্য নিহিত রহিয়াছে। উক্ত বর্ণত্রয়ের আনুমানিক মর্ম্মার্থ সুরা বকরার ১ম আয়তে দ্রষ্টব্য।

২। যে সকল কারণে এই সুরা অবতীর্ণ হইয়াছিল (শানে-নজুল দ্রষ্টব্য), তৎপ্রতি লক্ষ্য করিয়া আল্লাহতা'লা বিশ্বাসী মুসলমানদিগকে বলিতেছেন যে, শুধু মুখে বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছি বলিলে এবং "লা-এলাহা ইল্লাল্লাহ" পাঠ করিলেই কি তাহারা ইহ-পরলোকের সমস্ত গৌরব ও মর্য্যাদার অধিকারী হইবে ? তাহাদের কি আর কোনই কর্ত্তব্য নাই এবং তাহাদিগকে কি ঐ বিশ্বাসের জন্য কোনই পরীক্ষা দিতে হইবে না ? ইহা তাহাদের অতি ভুল ধারণা। নিশ্চয় তাহাদিগকে উহার জন্য এবং জগতে সত্যধর্ম্ম ইসলাম সুপ্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য অতি কঠোর পরীক্ষা প্রদান করিতে হইবে। এবং সেই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারিলেই তাহারা ইহ-পরলোকের সমস্ত গৌরব ও মর্য্যাদার সহিত অনাবিল সুখ-শান্তির অধিকারী হইবে। তঃ হক্কানী।

৩—৪। অনন্তর আল্লাহতা'লা বলিতেছেন যে, তোমাদের পূর্ব্ববর্ত্তী বিশ্বাসী সম্প্রদায় সমূহকে আমি এইরূপ পরীক্ষা করিয়াছিলাম। সত্যধর্ম্ম প্রচার ও প্রতিষ্ঠার জন্য তোমাদের ন্যায় তাহাদিগকেও অতি কঠোর পরীক্ষা দিতে হইয়াছিল। আরবের অবিশ্বাসীদের দ্বারা তোমরা যেরূপ নির্য্যাতিত ও লাঞ্ছিত হইতেছ তৎকালীন ধর্ম্মদ্রোহীদের দ্বারা তাহারাও সেইরূপ—বরং তদপেক্ষা

يَحْكُمُونَ ۝ ٥- مَنْ كَانَ يَرْجُوا
لِقَاءَ اللّٰهِ فَإِنَّ أَجَلَ اللّٰهِ لَآتٍ ط وَهُوَ
السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ۝ ٦- وَمَنْ
جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ ط
إِنَّ اللّٰهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعٰلَمِينَ ۝
٧- وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا
الصّٰلِحٰتِ لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّاٰتِهِمْ
وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَحْسَنَ الَّذِي كَانُوا

সিদ্ধান্ত করিয়াছে তাহা নিকৃষ্টতর। ৫।
এবং যে ব্যক্তি আল্লার সন্দর্শন কামনা
করে, তবে অবশ্যই আল্লার নির্দ্দিষ্টকাল
সমাগত হইবে; এবং তিনি শ্রবণকারী
মহাজ্ঞানী। ৬। এবং যে ব্যক্তি প্রচেষ্টা
করে, তবে সে কেবল নিজেরই জন্য
প্রচেষ্টা করিয়া থাকে; নিশ্চয় আল্লাহ
বিশ্ব-জগত হইতে স্ব-প্রচুর। ৭।
এবং যাহারা বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছে ও
সৎকার্য্য করে, তবে নিশ্চয় আমি তাহা-
দিগ হইতে তাহাদের অসৎ কার্য্য-সমূহ
তিরোহিত করিয়া দিব এবং তাহারা
যাহা করিয়াছিল, আমি তাহাদিগকে

নির্য্যাতিত ও লাঞ্ছিত হইয়াছিল। তাহাদের অনেক দেশ হইতে বহিষ্কৃত হইয়াছিলেন। এবং অনেকে সত্যের জন্য নিজের প্রাণ পর্য্যন্ত উৎসর্গ করিয়া দিয়াছিলেন। অতএব তোমাদিগকেও সত্যের জন্য সেইরূপ কঠোর পরীক্ষা প্রদান করিতে হইবে। প্রয়োজন হইলে ইস্‌লামের প্রতিষ্ঠা ও প্রচারের জন্য স্বদেশ পরিত্যাগ এবং স্বীয় প্রাণ পর্য্যন্ত উৎসর্গ করিতে হইবে। সেই পরীক্ষার পর নিশ্চয় আমি সত্যবিশ্বাসীদিগকে মহাবিজয়ে অভিষিক্ত এবং মহান্ পুরস্কারে পুরস্কৃত করিব এবং অবিশ্বাসীরা তাহাদের কৃতকর্ম্মের জন্য উপযুক্ত শাস্তি প্রাপ্ত হইবে। আমার সেই শাস্তি হইতে তাহারা কিছুতেই পরিত্রাণ পাইবে না।

উপরোক্ত আয়তদ্বয়ে মক্কার বিশ্বাসী মুসলমানদিগকে আসন্ন হেজরত ও জেহাদের জন্য প্রস্তুত হইতে ইঙ্গিত করা হইয়াছে এবং মক্কার অধিবাসীদিগের পতন পরাজয়ের ভবিষ্যদ্বাণীও উহার মধ্যে নিহিত রহিয়াছে।

৫—৭। এই তিনটি আয়তে মক্কার অত্যাচারিত বিশ্বাসী মুসলমানদিগের কঠোর জীবন-সংগ্রাম সত্য প্রচারের সাধনা এবং তাহাদের অনুপম পুরস্কার প্রাপ্তির প্রসঙ্গ বর্ণিত হইয়াছে। ষষ্ঠ আয়তের 'জেহাদ' শব্দের অর্থ সংগ্রাম অথবা চেষ্টা এবং মর্ম্মার্থ কঠোর জীবন-সংগ্রাম অথবা সত্য প্রচারের জন্য প্রাণপণ সাধনা ও প্রচেষ্টা; এই জন্য উক্ত শব্দের অনুবাদে কেহ সাধনা কেহ প্রচেষ্টা এবং কেহ বা অনুরূপ মর্ম্ম লিখিয়াছেন। জেহাদ শব্দের অন্য অর্থ ধর্ম্মযুদ্ধ। মক্কায় অবতারিত প্রত্যাদেশ সম্বন্ধে এই শব্দ যথেষ্ট ব্যবহৃত হইয়াছে অথচ ঐ সকল আয়ত যে ধর্ম্মযুদ্ধ সংক্রান্ত আদেশ নহে, ইহা একরূপ সর্ব্ববাদীসম্মত মত। এতদ্বারা বুঝা যায় যে, শত্রুদিগের অত্যাচার ও বিরোধিতা সহ্য করিয়া সত্যের প্রতিষ্ঠা এবং ধর্ম্ম-প্রচারের জন্য চেষ্টা বা সাধনা করাও ধর্ম্মযুদ্ধের অনুরূপ অনুপম পুণ্য কার্য্য এতদ্বারা ইহাও অনুমিত হইতেছে যে, মক্কায় মুসলমানদিগের পক্ষে অবিশ্বাসীদের অত্যাচার-নির্য্যাতন সহ্য করা মদীনার মুসলমানদিগের আত্মরক্ষার জন্য অপরিহার্য্য ধর্ম্মযুদ্ধ অপেক্ষা কোন অংশেই কম গৌরবজনক ছিল না—তঃ মঃ আলি।

আয়ত-ত্রয়ের মর্ম্ম এই যে, যাহারা ইহলোকে আল্লার অনুগ্রহ এবং পরলোকে তাঁহার সন্দর্শন কামনা করে, যাহারা শত্রুর অসহ্য অত্যাচার-নির্য্যাতন সহ্য করিয়াও সত্যধর্ম্ম প্রচারের জন্য প্রাণপণ চেষ্টা ও সাধনা করে এবং যাহারা সত্য-বিশ্বাসী ও সৎকর্ম্মশীল, নিশ্চয় আল্লাহ তাহাদের

يَعْمَلُوْنَ ○ ٨- وَوَصَّيْنَا الْاِنْسَانَ
بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا ط وَاِنْ جَاهَدٰكَ
لِتُشْرِكَ بِيْ مَا لَيْسَ لَكَ بِهٖ
عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا ط اِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ
فَاُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ○
٩- وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا
الصّٰلِحٰتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصّٰلِحِيْنَ ○
١٠- وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّقُوْلُ اٰمَنَّا

তদপেক্ষা উৎকৃষ্টতর প্রতিদান প্রদান করিব। ৮। এবং আমি মানবকে তাহার পিতামাতার সহিত সদ্ব্যবহার করিতে আদেশ করিয়াছি; এবং যদি তাহারা উভয়ে তোমার সহিত এতদ্বিষয়ে কলহ করে যে, তুমি আমার সহিত উহারই অংশী স্থির কর—যদ্বিষয়ে তোমার কোনই জ্ঞান নাই, তবে তাহাদের অনুগত হইও না আমার দিকে তেমোর প্রত্যাবর্ত্তন; অতঃপর তুমি যাহা করিয়াছিলে, আমি তোমাকে তাহা জ্ঞাপন করিব। ৯। এবং যাহারা বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছে ও সৎকার্য্য করে, নিশ্চয় আমি তাহাদিগকে সৎকর্ম্মশীলগণের অন্তর্ভুক্ত করিব। ১০। এবং কোন কোন লোক বলিয়া থাকে, আমরা আল্লার

সমস্ত অন্যায় কার্য ও অকল্যাণ দূরিভূত করিয়া দিবেন এবং পরলোকে তাহাদের কৃতকর্ম্ম অপেক্ষা তাহাদিগকে বহুগুণ উৎকৃষ্টতর প্রতিদান প্রদান করিবেন।

৮। কোন কোন তফসীরে বর্ণিত হইয়াছে যে, সাদ এব্‌নে অক্কাস ইসলাম গ্রহণ করিলে তাহার মাতা শপথ করিয়া বলিয়াছিল যে, সাদ ইসলাম পরিত্যাগ করিয়া পূর্ব্ব ধর্ম্মে ফিরিয়া না আসিলে সে খাদ্য-পানি কিছুই গ্রহণ করিবে না। এই উপলক্ষেই আলোচ্য আয়ত অবতীর্ণ হইয়াছিল; (মঃ আঃ)। এতদ্বারা স্পষ্টরূপে প্রমাণিত হইতেছে যে, পিতা-মাতার অনুগত্য স্বীকার এবং তাহাদের সন্তুষ্টি সাধন করা যদিও সন্তানের পক্ষে 'ফরজ' অর্থাৎ অতি অপরিহার্য্য কর্ত্তব্য, তথাপি যদি পিতা-মাতা সন্তানের প্রতি আল্লাহতালার অংশী-স্থাপন অথবা ঐরূপ কোন শরীয়ত-বিরুদ্ধ কার্য্যের আদেশ করে, তবে সে তাহা প্রতিপালন করিতে কখনই বাধ্য হইবে না; বরং সেই অন্যায় আদেশ লঙ্ঘন করাই তখন তাহার পক্ষে একান্ত কর্ত্তব্য হইয়া দাঁড়াইবে। এতদ্দ্বারা আরও প্রমাণিত হইতেছে যে, সুখে-দুখে, সম্পদে-বিপদে অথবা কাহারও অনুরোধ বা ভীতি-প্রদর্শনে ধর্ম্মের আদেশ পরিত্যাগ করা কোন অবস্থাতেই সিদ্ধ হইবে না।

৯। বিশ্বাসী ও সৎকর্ম্মশীল ব্যক্তিরা অবশ্যই আল্লার অনুগ্রহে অভিষিক্ত পুণ্যবানগণের সহিত স্বর্গোদ্যানে অবস্থান করিবে; পরলোকে তাহাদের কোনই আশঙ্কা নাই।

১০—১১। এই দুইটী আয়তে সত্য-বিশ্বাসী মুসলমান এবং কপট-বিশ্বাসী মোনাফেকদিগের পরস্পরবিরোধী প্রকৃতির বিষয় বর্ণিত হইয়াছে। সত্য-বিশ্বাসী মুসলমানেরা আল্লার পথে অর্থাৎ ধর্ম্মযুদ্ধ ও সত্য-প্রচারে যে সকল দুঃখ-কষ্ট ভোগ করিতে হয়, তাহা আল্লার পরীক্ষা মনে করিয়া অম্লানবদনে সহ্য করত ধৈর্য্য অবলম্বন করিয়া থাকে। কিন্তু কপট-বিশ্বাসীরা মুখে বিশ্বাস করিয়াছি বলিলেও ধর্ম্মের পথে দুঃখ-কষ্ট দেখিলে তাহা আল্লার শাস্তি মনে করিয়া উহা হইতে সভয়ে দূরে পলায়ন করিয়া থাকে। আবার যখন বিশ্বাসীদিগের উপর আল্লার অনুগ্রহ ও সাহায্য উপস্থিত হয় এবং তাহারা যখন শত্রুর উপর বিজয় অথবা অনুরূপ সুযোগ-সুবিধা লাভ করে, তখন কপট-

প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছি; তৎপর যখন সে আল্লার পথে কষ্টভোগ করে, তখন সে সেই মানব-প্রদত্ত কষ্টকে আল্লার শাস্তি মনে করে; এবং যদি তোমার প্রতিপালক হইতে সাহায্য উপনীত হয়, তবে তাহারা বলিবে যে, নিশ্চয় আমরা তোমাদেরই সঙ্গে ছিলাম; তবে কি আল্লাহ বিশ্ববাসীর অন্তর-সমূহে যাহা আছে তাহা পরিজ্ঞাত নহে? ১১। এবং নিশ্চয় আল্লাহ বিশ্বাসস্থাপনকারীদিগকে পরিজ্ঞাপন করাইবেন এবং তিনি কপট-বিশ্বাসীদিগকেও বিজ্ঞাপিত করিয়া দিবেন।

১২। এবং অবিশ্বাসকারীরা বিশ্বাস-স্থাপনকারীদিগকে বলে যে, তোমরা আমাদের পথানুসরণ কর এবং আমরাই তোমাদের অপরাধ-সমূহ বহন করিব; কিন্তু উহারা তাহাদের অপরাধ-সমূহ হইতে কোন বিষয়ই বহন করিতে পারিবে না, নিশ্চয়ই উহারা অসত্যবাদী। ১২। এবং নিশ্চয় তাহারা স্বীয় ভার এবং তাহাদের ভার সহ অপরের ভার বহন

بِاللّٰهِ فَاِذَآ اُوْذِيَ فِي اللّٰهِ جَعَلَ فِتْنَةَ
النَّاسِ كَعَذَابِ اللّٰهِ ۭ وَلَئِنْ جَآءَ
نَصْرٌ مِّنْ رَّبِّكَ لَيَقُوْلُنَّ اِنَّا كُنَّا
مَعَكُمْ ۭ اَوَلَيْسَ اللّٰهُ بِاَعْلَمَ بِمَا فِيْ
صُدُوْرِ الْعٰلَمِيْنَ ○ ١١- وَلَيَعْلَمَنَّ
اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَلَيَعْلَمَنَّ
الْمُنٰفِقِيْنَ ○ ١٢- وَقَالَ الَّذِيْنَ
كَفَرُوْا لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّبِعُوْا سَبِيْلَنَا
وَلْنَحْمِلْ خَطٰيٰكُمْ ۭ وَمَا هُمْ
بِحٰمِلِيْنَ مِنْ خَطٰيٰهُمْ مِّنْ شَيْءٍ ۭ
اِنَّهُمْ لَكٰذِبُوْنَ ○ ١٣- وَلَيَحْمِلُنَّ
اَثْقَالَهُمْ وَاَثْقَالًا مَّعَ اَثْقَالِهِمْ ز

বিশ্বাসীরা বলে যে, আমরা ত তোমাদেরই সঙ্গে ছিলাম। তাই আল্লাহতালা বলিতেছেন যে, তিনি প্রকৃত বিশ্বাসী ও কপট-বিশ্বাসী নির্ব্বিশেষে সমস্ত বিশ্বাসীর অন্তরের কথাই অবগত আছেন এবং তিনি যথাসময়ে বিশ্বাসী ও কপট-বিশ্বাসীদিগের স্বরূপ প্রকাশ করিয়া দিবেন।

উপরোক্ত মর্ম্মানুসারে কোন কোন তফসীরকার এই আয়ত দুইটীকে মদিনার বিশ্বাসী মুসলমানগণের ধর্ম্মযুদ্ধ এবং সেই যুদ্ধে কপট-বিশ্বাসীদিগের আচরণ সংক্রান্ত ভবিষ্যদ্বাণী বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

১২—১৩। অবিশ্বাসী কাফেরগণ বিশ্বাসী মুসলমানদিগকে বলিত যে, তোমরা ইসলাম ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া আমাদের পূর্ব্বপুরুষের ধর্ম্ম গ্রহণ কর। ইহাতে তোমাদের যদি কোন অপরাধ হয়, তবে আমরাই সে অপরাধের দায়িত্ব গ্রহণ করিব। তাই আল্লাহতালা বলিয়া দিতেছেন যে, উহারা নিশ্চয়ই অসত্যবাদী। কারণ অপরের অপরাধের দায়িত্ব গ্রহণ করিবার কোনই অধিকার উহাদের নাই। তবে এই কথা বলিয়া উহারা স্বয়ং যে অমার্জ্জনীয় অপরাধ করিতেছে এবং উহাদের কথা শুনিয়া কেহ পথভ্রান্ত হইলে তাহার ফলে উহাদের যে অপরাধ হইবে—এই উভয় প্রকার অপরাধের দায়িত্বই তাহাদিগকে গ্রহণ করিতে হইবে। পবিত্র কোরানের নির্দ্দেশ অনুযায়ী প্রত্যেকেই

وَلَيُسْـَٔلُنَّ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ عَمَّا كَانُوْا يَفْتَرُوْنَ ۝

করিবে; এবং নিশ্চয় তাহারা যাহা রচনা করিয়াছিল, তদ্বিষয়ে তাহারা উত্থান-দিবসে জিজ্ঞাসিত হইবে।

২য় রুকু—হজরত নূহ ও এবরাহিমের প্রসঙ্গ

١٤- وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا نُوْحًا اِلٰى قَوْمِهٖ
فَلَبِثَ فِيْهِمْ اَلْفَ سَنَةٍ اِلَّا خَمْسِيْنَ
عَامًا ؕ فَاَخَذَهُمُ الطُّوْفَانُ وَهُمْ
ظٰلِمُوْنَ ۝ ١٥- فَاَنْجَيْنٰهُ
وَاَصْحٰبَ السَّفِيْنَةِ وَجَعَلْنٰهَآ اٰيَةً

১৪। এবং নিশ্চয় আমি নূহকে তদীয় সম্প্রদায়ের প্রতি প্রেরণ করিয়াছিলাম, পরে সে তাহাদের মধ্যে পঞ্চাশ ব্যতীত সহস্র বৎসর অবস্থান করিয়াছিল; অতঃপর মহাপ্লাবন তাহাদিগকে ধৃত করিয়াছিল এবং তাহারা অত্যাচারী ছিল,
১৫। তৎপর আমি তাহাকে ও নৌকার আরোহীদিগকে উদ্ধার করিয়াছিলাম এবং

স্ব স্ব কৃতকর্ম্মের জন্য দায়ী হইবে; একের অপরাধে কখনই অন্যের শাস্তি হইবে না। কিন্তু স্বয়ং বিপদগামী হওয়ার অপরাধের ন্যায় অপরকে পথভ্রান্ত করাও অতি গুরুতর অপরাধ; সুতরাং উপরোক্ত অবিশ্বাসীরা পরলোকে এই উভয় প্রকার অপরাধের জন্যই শাস্তি ভোগ করিবে।

১৪—১৫। এই দুইটী আয়তে হজরত নূহের প্রসঙ্গ বর্ণনা করিয়া মক্কার অবিশ্বাসীদিগকে সতর্ক করা হইয়াছে। হজরত নূহ সাড়ে নয় শত বৎসর কাল জীবিত থাকিয়া স্বীয় অবাধ্য ও ধর্ম্মদ্রোহী সম্প্রদায়কে সদুপদেশ প্রদান ও সুপথে আনয়ন করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু অতি অল্প-সংখ্যক লোক ব্যতীত আর কেহই তাঁহার বাক্য গ্রাহ্য করে নাই। বরং তাহারা হজরত নূহকে যেরূপ ভাবে উপেক্ষা অপমান করিয়াছিল এবং যেরূপ অসহ্য দুঃখ-কষ্ট প্রদান করিয়াছিল, তাহা বর্ণনাতীত। এইরূপে অবিশ্বাসীদের অবাধ্যতা ও ধর্ম্মদ্রোহিতা যখন চরমে উঠিয়াছিল, তখন হজরত নূহের অভিশাপে আল্লাহতালার কোপে পড়িয়া এক বিশ্বব্যাপী মহাপ্লাবনে তাহারা সকলেই ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছিল। হজরত নূহ, তাঁহার পরিজনবর্গ ও তদীয় কতিপয় বিশ্বাসী অনুগামীকে আল্লাহতালা স্বীয় অনুগ্রহে এক সুবৃহৎ তরণীতে আরোহণ করাইয়া সেই ভয়াবহ প্লাবন হইতে রক্ষা করিয়াছিলেন এবং পরবর্ত্তী যুগ-সমূহের লোগদিগকে স্বীয় নিদর্শন দেখাইবার জন্য বহুদিন পর্য্যন্ত সেই তরণীকে অনাহতভাবে রাখিয়া দিয়াছিলেন।—তঃ হক্কানী।

হজরত নূহ সাড়ে নয় শত বৎসর জীবিত ছিলেন—ইহাতে এ যুগের কঠোর জীবন সংগ্রামে শক্তিহীন ও অল্পায়ু লোকেরা বিস্মিত হইতে পারেন। কিন্তু পূর্ব্বযুগের লোকেরা যে এ যুগের স্বল্পায়ু মানব অপেক্ষা অনেক দীর্ঘজীবি ছিলেন, বহু প্রাচীন গ্রন্থ এবং বিশ্বস্ত বর্ণনা হইতেই তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। ইহুদী ও খৃষ্টান জাতির ধর্ম্মগ্রন্থ বাঈবেলে হজরত নূহের উপরোক্ত পরিমাণ দীর্ঘায়ুর কথাই লিখিত আছে। হিন্দুদিগের পৌরাণিক গ্রন্থসমূহেও বহু দীর্ঘায়ু লোকের বিবরণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। বর্ত্তমানে অল্পায়ুর যুগেও অনেক দেশে দেড়শত ও দুইশত বৎসরের লোক জীবিত আছে বলিয়া জানা গিয়াছে। সুতরাং হজরত নূহ যে সাড়ে নয়শত বৎসর জীবিত ছিলেন, ইহাতে বিস্মিত হইবার কিছুই নাই। তবে ইহাও হয়ত সম্ভব হইতে পারে যে, সেই আদি যুগের দীর্ঘায়ু মানবজাতির পক্ষেও হজরত নূহ বিশেষভাবে দীর্ঘজীবন লাভ করিয়াছিলেন।—তঃ মঃ আঃ।

হজরত নূহের বিস্তৃত বিবরণ কোঃ সুরা ৩—৩৮, ৬—৮৫, ৭—৫৯ হইতে ৬৪, ১০—৭১ হইতে ৭৩, ১১—২৫ হইতে ৪৮, ১৪—৯, ১৭—৩, ২১—৭৬ ও ৭৭, ২৩—২৩ হইতে ২৯, ২৫—৩৭

لِّلْعٰلَمِيْنَ ۝ ١٦- وَ اِبْرٰهِيْمَ اِذْ
قَالَ لِقَوْمِهِ اعْبُدُوا اللّٰهَ وَاتَّقُوْهُ ط
ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ۝
١٧- اِنَّمَا تَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ
اَوْثَانًا وَّ تَخْلُقُوْنَ اِفْكًا ط اِنَّ الَّذِيْنَ
تَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ لَا يَمْلِكُوْنَ
لَكُمْ رِزْقًا فَابْتَغُوْا عِنْدَ اللّٰهِ الرِّزْقَ
وَاعْبُدُوْهُ وَاشْكُرُوْا لَهٗ ط اِلَيْهِ
تُرْجَعُوْنَ ۝ ١٨- وَاِنْ تُكَذِّبُوْا فَقَدْ
كَذَّبَ اُمَمٌ مِّنْ قَبْلِكُمْ ط وَمَا عَلَى
الرَّسُوْلِ اِلَّا الْبَلٰغُ الْمُبِيْنُ ۝
١٩- اَوَلَمْ يَرَوْا كَيْفَ يُبْدِئُ اللّٰهُ

উহা জগদ্বাসীর জন্য নিদর্শন করিয়া-
ছিলাম। ১৬। এবং এব্রাহিম—যখন সে
স্বীয় সম্প্রদায়কে বলিয়াছিল যে, তোমরা
আল্লার উপাসনা কর এবং তাঁহাকেই ভয়
কর, ইহাই তোমাদের জন্য কল্যাণকর—
যদি তোমরা অবগত হইয়া থাক। ১৭।
তোমরা আল্লার পরিবর্ত্তে কেবল প্রতিমা
পুঞ্জের উপাসনা করিতেছ এবং অসত্য
রচনা করিতেছ; নিশ্চয় তোমরা আল্লার
পরিবর্ত্তে যাহাদের উপাসনা করিতেছ,
উহারা তোমাদের উপজীবিকার অধি-
কারী নহে; অতএব তোমরা আল্লার
নিকটেই উপজিবীকার অনুসন্ধান কর
এবং তাহারই উপাসনা কর এবং তাঁহারই
কৃতজ্ঞতা স্বীকার কর এবং তাঁহারই দিকে
তোমাদিগকে প্রত্যাবর্ত্তিত হইতে হইবে।
১৮। এবং যদি তোমরা অসত্যারোপ
কর, তবে নিশ্চয় তোমাদের পূর্ব্বেও বহু
সম্প্রদায় অসত্যারোপ করিয়াছিল; এবং
রসুলের উপর প্রকাশ্য প্রচার ব্যতীত
নহে। ১৯। তবে কি তাহারা লক্ষ্য
করিতেছে না যে, কিরূপে আল্লার এই

২৬—১০৫ হইতে ১১২, ২৯—৪ ও ১৫, ৩৭—৭৫ হইতে ৮২, ৫১—৪৬, ৫৩—৫২, ৫৪—৯ হইতে
১৬, ৫৭—২৬, ৬৬—১০, ৬৯—১১ ও ১২, এবং ৭১—১ হইতে ২৮ আয়তে দ্রষ্টব্য।

১৬—১৮। হজরত নূহের প্রসঙ্গ শেষ করিবার পর আল্লাহতালা হজরত এবরাহিমের প্রসঙ্গ আরম্ভ করিয়াছেন। হজরত এবরাহিম স্বীয় সম্প্রদায়কে কুপথ পরিত্যাগ করিয়া সুপথে আসিতে এবং অসার প্রতিমা-পূজা পরিত্যাগ করিয়া বিশ্বজগতের একমাত্র সৃষ্টিকর্ত্তা অদ্বিতীয় আল্লার উপাসনা করিতে বহু সদুপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন। কিন্তু তৎকালীন পৌত্তলিকেরা তাঁহার কথায় কর্ণপাত না করিয়া পূর্ব্বযুগের অংশীবাদী অবিশ্বাসিদেরই ন্যায় তাঁহার প্রতি অসত্যারোপ করিয়াছিল। তাই হজরত এবরাহিম তাহাদিগকে বলিয়াছিলেন যে, আল্লার রসুলগণের প্রতি অসত্যারোপ করা ত অবিশ্বাসী অংশীবাদিদের চিরন্তন রীতি। কিন্তু তোমরা আমার কথা শোন বা না শোন, আমার কর্ত্তব্য সত্য প্রচার করা; সুতরাং আমার কর্ত্তব্য আমি অবশ্যই প্রতিপালন করিব।

১৯—২২। অনন্তর হজরত এবরাহিম সর্ব্বশক্তিমান আল্লাহতালার সৃষ্টি-নৈপুণ্য ও শক্তি-মহিমার নিদর্শন দেখাইয়া এবং তাঁহার অনুগ্রহের উপমা ও শাস্তির ভীতি প্রদর্শন করিয়া যেরূপভাবে

الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ ط إِنَّ ذَٰلِكَ
عَلَى اللّٰهِ يَسِيرٌ ○ ٢٠- قُلْ
سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ
بَدَأَ الْخَلْقَ ثُمَّ اللّٰهُ يُنشِئُ
النَّشْأَةَ الْآخِرَةَ ط إِنَّ اللّٰهَ عَلَىٰ كُلِّ
شَيْءٍ قَدِيرٌ ج ٢١- يُعَذِّبُ مَن
يَشَاءُ وَيَرْحَمُ مَن يَشَاءُ ج وَإِلَيْهِ
تُقْلَبُونَ ○ ٢٢- وَمَا أَنتُم
بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ ز
وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللّٰهِ مِن وَلِيٍّ
وَلَا نَصِيرٍ ○

সৃষ্টিকে প্রথমে সৃষ্টি করিয়াছেন, তৎপরে উহা পুনরায় সৃষ্টি করিবেন; নিশ্চয় উহা আল্লার জন্য অতি-সহজ। ২০। তুমি বল—তোমরা পৃথিবীতে পরিভ্রমণ করিয়া তৎপর দেখ যে, কিরূপে তিনি এই সৃষ্টিকে প্রথম সৃষ্টি করিয়াছেন, তৎপর তিনিই পরবর্ত্তী সৃষ্টিকে সৃষ্টি করিবেন; নিশ্চয় আল্লাহ সর্ব্ববিষয়োপরি শক্তিমান ২১। তিনি যাহাকে ইচ্ছা শাস্তি প্রদান করেন এবং যাহাকে ইচ্ছা অনুগ্রহ করিয়া থাকেন, এবং তাঁহারই দিকে তোমরা প্রত্যাবর্ত্তিত হইবে। ২২। এবং তোমরা ভূমণ্ডলে ও নভোমণ্ডলে প্রতিরোধকারী হইতে পারিবে না এবং আল্লাহ ব্যতীত তোমাদের জন্য কোনই অভিভাবক বা সাহায্যকারী নাই।

৩য় রুকু—হজরত এবরাহিম ও লুতের প্রসঙ্গ

٢٣- وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللّٰهِ
وَلِقَائِهِ أُولَٰئِكَ يَئِسُوا مِن رَّحْمَتِي

২৩। এবং যাহারা আল্লার নিদর্শন সমূহে ও তাঁহার সন্দর্শনে অবিশ্বাস করে, তাহারাই আমার অনুগ্রহ হইতে নিরাশ

অবিশ্বাসী পৌত্তলিকলিকদিগকে অসত্যের অন্ধকার হইতে সত্যের আলোকে আনিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, এই কয়েকটী আয়তে তাহাই বর্ণিত হইয়াছে। এতদ্দ্বারা মক্কার অংশীবাদী পৌত্তলিকদিগকে প্রকারান্তরে বলিয়া দেওয়া হইতেছে যে, যদি তোমরা অংশীবাদিতা ও পৌত্তলিকতা পরিহার করিয়া সত্য-ধর্ম্ম ইস্লাম গ্রহণ না কর, তবে হজরত এবরাহিমের সময়ের প্রতিমা-পূজক অবিশ্বাসী সম্প্রদায়ের ন্যায় তোমাদিগকেও ধ্বংস প্রাপ্ত হইতে হইবে। আল্লাহতালার এই শাস্তি তোমরা কখনই প্রতিরোধ করিতে পারিবে না।

২৩—২৫। অবিশ্বাসী পৌত্তলিকেরা হজরত এবরাহিমের যুক্তিপূর্ণ সদুপদেশের কোন উত্তর দিতে না পারিয়া তাহারা পরস্পর যুক্তি করিয়া স্থির করিয়াছিল যে, হয় এবরাহিমকে হত্যা করিয়া অথবা তাহাকে জলন্ত আগুনে দগ্ধ করিয়া তাহাদের পৈত্রিক ধর্ম্ম ও উপাস্য প্রতিমাপুঞ্জকে রক্ষা করিতে হইবে। এই পরামর্শ অনুসারে তাহারা এক প্রকাণ্ড অনলকুণ্ড জ্বালাইয়া হজরত এবরাহিমকে তন্মধ্যে নিক্ষেপ করিয়াছিল; কিন্তু করুণাময় আল্লাহতালা স্বীয় অনুগ্রহে হজরত

হইয়া থাকে ; তাহাদেরই জন্য যন্ত্রণা-
দায়ক শাস্তি রহিয়াছে। ২৪। অতঃপর
তাহার সম্প্রদায়ের নিকট এতদ্ব্যতীত
কোন উত্তর ছিল না যে, তাহারা
বলিত—হয় ইহাকে হত্যা কর অথবা
ইহাকে দগ্ধ কর ; অনন্তর আল্লাহ তাহাকে
অগ্নি হইতে উদ্ধার করিয়াছিলেন ;
নিশ্চয় ইহাতে বিশ্বাস-স্থাপনকারী
সম্প্রদায়ের জন্য নিদর্শনাবলী রহিয়াছে।
২৫। এবং সে বলিয়াছিল—তোমরা
পরস্পর কেবল পার্থিব জীবনের সম্প্রীতির
জন্যই আল্লার পরিবর্ত্তে প্রতিমা-পুঞ্জকে
পরিগ্রহণ করিয়াছ ; তৎপর উত্থান-দিবসে
তোমরা এক অন্যকে অবিশ্বাস করিবে
এবং তোমরা পরস্পর পরস্পরকে অভি
সম্পাত করিবে এবং নরকাগ্নি তাহাদের
বাসস্থান হইবে এবং তোমাদের জন্য
কোনই সাহায্যকারী হইবে না।
২৬। এবং লুত তাহার প্রতি বিশ্বাস
করিয়াছিল এবং সে বলিয়াছিল—নিশ্চয়

وَ أُولٰٓئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۝
۲۴- فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِۦٓ إِلَّآ أَنْ
قَالُوا اقْتُلُوهُ أَوْ حَرِّقُوهُ فَأَنْجٰىهُ اللّٰهُ
مِنَ النَّارِ ۚ إِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ
لِّقَوْمٍ يُّؤْمِنُوْنَ ۝ ۲۵- وَقَالَ
إِنَّمَا اتَّخَذْتُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ أَوْثَانًا ۙ
مَّوَدَّةَ بَيْنِكُمْ فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ۚ
ثُمَّ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ يَكْفُرُ بَعْضُكُمْ بِبَعْضٍ
وَّيَلْعَنُ بَعْضُكُمْ بَعْضًا ۡ وَّمَاْوٰىكُمُ
النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِّنْ نّٰصِرِيْنَ ۝
۲٦- فَاٰمَنَ لَهٗ لُوْطٌ ۘ وَقَالَ إِنِّيْ

এবরাহিমকে সেই ভয়াবহ অনলকুণ্ড হইতে নিরাপদে রক্ষা করিয়াছিলেন এবং অবিশ্বাসী পৌত্তলিক-দিগের সমস্ত ষড়যন্ত্র ব্যর্থ করিয়া তাহাদিগকে সমূলে ধ্বংস করিয়া দিয়াছিলেন।

হজরত এবরাহিমের বিস্তৃত ইতিহাসে সূরা আম্বিয়ার ৫ম রুকুর তফসীরে এবং তৎসংক্রান্ত অন্যান্য বিবরণ কোঃ সূরা ২—১৫৪ হইতে ১০০ এবং ২৫০ হইতে ২৬০, ৩—৬৪ হইতে ৬৭ ও ৮৩ ৪—২৫, ৬—৭৫ হইতে ৮৩, ৯—১১৪, ১১—৬৯ হইতে ৭৬, ১২—৬, ১৪—৩৫ হইতে ৪১, ১৫—৫১ হইতে ৬০, ১৬—১২০ হইতে ১২৩, ১৯—৪১ হইতে ৪৯, ২১—৫১ হইতে ৭২, ২২—২৬ হইতে ২৯, ২৬—৬৯ হইতে ৮৯, ২৯—১৬ ও ১৭, ২৪—২৭, ৩৭—৮৩ হইতে ১১৩, ৩৮—৪৫ ও ৪৬, ৪৩—২৬ হইতে ২৮, ৫১—২৪ হইতে ৩৪, ৫৭—২৬ এবং ৬০—৪ আয়ত দ্রষ্টব্য।

২৬—৩০। এই কয়েকটী আয়তে হজরত এবরাহিমের সমসাময়িক হজরত লুত এবং হজরত এবরাহিমের পুত্র হজরত এস্‌হাক ও হজরত এয়াকুবের কথা উল্লেখ করা হইয়াছে। ইহারা সকলেই আল্লার মনোনীত নবী ছিলেন। ইঁহাদের মধ্যে হজরত লুতের সম্প্রদায় অতি অশ্লীল ও অস্বাভাবিক দুষ্কার্য্যকারী ছিল। হজরত লুত তাহাদিগকে বলিয়াছিলেন যে, ইতিপূর্ব্বে এই পৃথিবীতে তোমাদের ন্যায় অশ্লীল ও অস্বাভাবিক দুষ্কার্য্য আর কেহই করে নাই। যদি তোমরা এখনও তওবা করিয়া এই কুরীতি ও কুকার্য্য পরিত্যাগ না কর, তবে অচিরেই তোমাদের উপর আল্লাহতালার ভয়াবহ শাস্তি

وَ اُولٰٓئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ○
٢٤- فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهٖٓ اِلَّآ اَنْ
قَالُوا اقْتُلُوْهُ اَوْ حَرِّقُوْهُ فَاَنْجٰىهُ اللّٰهُ
مِنَ النَّارِ ط اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ
لِّقَوْمٍ يُّؤْمِنُوْنَ ○ ٢٥- وَقَالَ
اِنَّمَا اتَّخَذْتُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ اَوْثَانًا لا
مَّوَدَّةَ بَيْنِكُمْ فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ج
ثُمَّ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ يَكْفُرُ بَعْضُكُمْ بِبَعْضٍ
وَّيَلْعَنُ بَعْضُكُمْ بَعْضًا ز وَّمَاْوٰىكُمُ
النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِّنْ نّٰصِرِيْنَ ○ صلے
٢٦- فَاٰمَنَ لَهٗ لُوْطٌ م وَقَالَ اِنِّيْ

হইয়া থাকে; তাহাদেরই জন্য যন্ত্রণা-দায়ক শাস্তি রহিয়াছে। ২৪। অতঃপর তাহার সম্প্রদায়ের নিকট এতদ্ব্যতীত কোন উত্তর ছিল না যে, তাহারা বলিত—হয় ইহাকে হত্যা কর অথবা ইহাকে দগ্ধ কর; অনন্তর আল্লাহ তাহাকে অগ্নি হইতে উদ্ধার করিয়াছিলেন; নিশ্চয় ইহাতে বিশ্বাস-স্থাপনকারী সম্প্রদায়ের জন্য নিদর্শনাবলী রহিয়াছে। ২৫। এবং সে বলিয়াছিল—তোমরা পরস্পর কেবল পার্থিব জীবনের সম্প্রীতির জন্যই আল্লার পরিবর্ত্তে প্রতিমা-পুঞ্জকে পরিগ্রহণ করিয়াছ; তৎপর উত্থান-দিবসে তোমরা এক অন্যকে অবিশ্বাস করিবে এবং তোমরা পরস্পর পরস্পরকে অভিসম্পাত করিবে এবং নরকাগ্নি তাহাদের বাসস্থান হইবে এবং তোমাদের জন্য কোনই সাহায্যকারী হইবে না। ২৬। এবং লুত তাহার প্রতি বিশ্বাস করিয়াছিল এবং সে বলিয়াছিল—নিশ্চয়

এবরাহিমকে সেই ভয়াবহ অনলকুণ্ড হইতে নিরাপদে রক্ষা করিয়াছিলেন এবং অবিশ্বাসী পৌত্তলিক-দিগের সমস্ত ষড়যন্ত্র ব্যর্থ করিয়া তাহাদিগকে সমূলে ধ্বংস করিয়া দিয়াছিলেন।

হজরত এবরাহিমের বিস্তৃত ইতিহাসে সুরা আম্বিয়ার ৫ম রুকুর তফ্‌সীরে এবং তৎসংক্রান্ত অন্যান্য বিবরণ কোঃ সুরা ২—১৫৪ হইতে ১০০ এবং ২৫০ হইতে ২৬০, ৩—৬৪ হইতে ৬৭ ও ৮৩ ৪—২৫, ৬—৭৫ হইতে ৮৩, ৯—১১৪, ১১—৬৯ হইতে ৭৬, ১২—৬, ১৪—৩৫ হইতে ৪১, ১৫—৫১ হইতে ৬০, ১৬—১১০ হইতে ১২৩, ১৯—৪১ হইতে ৪৯, ২১—৫১ হইতে ৭২, ২২—২৬ হইতে ২৯, ২৬—৬৯ হইতে ৮৯, ২৯—১৬ ও ১৭, ২৪—২৭, ৩৭—৮৩ হইতে ১১৩, ৩৮—৪৫ ও ৪৬, ৪৩—২৬ হইতে ২৮, ৫১—২৪ হইতে ৩৪, ৫৭—২৬ এবং ৬০—৪ আয়ত দ্রষ্টব্য।

২৬—৩০। এই কয়েকটী আয়তে হজরত এবরাহিমের সমসাময়িক হজরত লুত এবং হজরত এবরাহিমের পুত্র হজরত এস্‌হাক ও হজরত এয়াকুবের কথা উল্লেখ করা হইয়াছে। ইহারা সকলেই আল্লার মনোনীত নবী ছিলেন। ইঁহাদের মধ্যে হজরত লুতের সম্প্রদায় অতি অশ্লীল ও অস্বভাবিক দুষ্কার্য্যকারী ছিল। হজরত লুত তাহাদিগকে বলিয়াছিলেন যে, ইতিপূর্ব্বে এই পৃথিবীতে তোমাদের ন্যায় অশ্লীল ও অস্বাভাবিক দুষ্কার্য্য আর কেহই করে নাই। যদি তোমরা এখনও তওবা করিয়া এই কুরীতি ও কুকার্য্য পরিত্যাগ না কর, তবে অচিরেই তোমাদের উপর আল্লাহতালার ভয়াবহ শাস্তি

مُهَاجِرٌ اِلٰى رَبِّىْ ط اِنَّهٗ هُوَ الْعَزِيْزُ
الْحَكِيْمُ ○ ٢٧- وَ وَهَبْنَا لَهٗٓ
اِسْحٰقَ وَ يَعْقُوْبَ وَ جَعَلْنَا فِىْ
ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَ الْكِتٰبَ وَاٰتَيْنٰهُ
اَجْرَهٗ فِى الدُّنْيَا ج وَاِنَّهٗ فِى الْاٰخِرَةِ
لَمِنَ الصّٰلِحِيْنَ ○ ٢٨- وَ لُوْطًا
اِذْ قَالَ لِقَوْمِهٖٓ اِنَّكُمْ لَتَاْتُوْنَ
الْفَاحِشَةَ ز مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ اَحَدٍ
مِّنَ الْعٰلَمِيْنَ ○ ٢٩- اَئِنَّكُمْ
لَتَاْتُوْنَ الرِّجَالَ وَ تَقْطَعُوْنَ
السَّبِيْلَ ۵ وَ تَاْتُوْنَ فِىْ نَادِيْكُمُ
الْمُنْكَرَ ط فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهٖٓ
اِلَّآ اَنْ قَالُوا ائْتِنَا بِعَذَابِ اللّٰهِ
اِنْ كُنْتَ مِنَ الصّٰدِقِيْنَ ○
٣٠- قَالَ رَبِّ انْصُرْنِىْ عَلَى
الْقَوْمِ الْمُفْسِدِيْنَ ع

আমি স্বীয় প্রতিপালকের উদ্দেশ্যে দেশ ত্যাগ করিতেছি; নিশ্চয় তিনি মহাপরাক্রান্ত বিজ্ঞানময়। ২৭। এবং আমি তাহাকে এসহাক ও এয়াকুব দান করিয়াছিলাম এবং তাহার বংশধরগণের মধ্যে নবুয়ত ও গ্রন্থ প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলাম এবং আমি এই পৃথিবীতেই তাহাকে তাহার প্রতিদান প্রদান করিয়াছিলাম; এবং নিশ্চয় সে পরলোকে পুণ্যবানগণের অন্তর্গত হইবে। ২৮। এবং লুত—যখন সে তদীয় সম্প্রদায়কে বলিয়াছিল যে, নিশ্চয়ই তোমরা অশ্লীলতা করিতেছ—যাহা তোমাদের পূর্ব্বে এই জগতে কেহই করে নাই। ২৯। তবে কি তোমরা পুরুষগণে উপনীত হও এবং পথ-কর্ত্তন কর এবং তোমরা তোমাদের সভায় অসিদ্ধকার্য্য করিয়া থাক; অতঃপর তাহার সম্প্রদায়ের এতদ্ব্যতীত কোনই উত্তর ছিল না যে, তাহারা বলিত—যদি তুমি সত্যবাদিগণের অন্তর্গত হও, তবে আমাদের উপর আল্লার শাস্তি আনয়ন কর। ৩০। সে বলিয়াছিল—হে আমাদের প্রতিপালক, তুমি দুষ্কার্য্যকারী সম্প্রদায়ের উপর আমাকে সাহায্য কর।

অবতীর্ণ হইবে। ইহাতে সেই অস্বাভাবিক দুষ্কার্য্যকারীরা হজরত লুতকে অবজ্ঞার সহিত উপহাস করিয়া বলিয়াছিল যে, যদি তুমি সত্যবাদী হও, তবে তোমার আল্লার শাস্তি লইয়া আইস; আমরা ঐ শাস্তির ভয় করি না। তখন হজরত লুত নিরুপায় হইয়া তাহাদের অশ্লীলতা ও অনাচার হইতে পরিত্রাণ পাইবার জন্য আল্লার নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিয়াছিলেন।

৪র্থ রুকু—হজরত লুত ও অন্যান্য রসুলগণের প্রসঙ্গ

৩১। এবং যখন আমার প্রেরিতগণ সুসংবাদসহ এবরাহিমের নিকট আসিয়া বলিয়াছিল—আমরা এই জনপদের অধিবাসীদিগকে ধ্বংস করিতে আসিয়াছি; নিশ্চয় ইহার অধিবাসীরা অত্যাচারী।
৩২। সে বলিয়াছিল—ইহার মধ্যে যে লুত রহিয়াছে! তাহারা বলিয়াছিল, সে যে তথায় আছে তাহা আমরা অবগত আছি; আমরা তাহার পত্নী ব্যতীত তাহাকে এবং তাহার পরিজনদিগকে উদ্ধার করিয়া লইব—সে পশ্চাদ্বর্ত্তীদিগের অন্তর্ভুক্ত রহিবে। ৩৩। এবং যখন আমার প্রেরিতগণ লুতের নিকট আগমন করিয়াছিল, তখন সে তাহাদের জন্য দুঃখিত হইয়াছিল এবং তাহাদের কার্য্য সম্বন্ধে অন্তরে সঙ্কুচিত হইয়াছিল; এবং তাহারা বলিয়াছিল—তুমি ভীত হইও না ও দুঃখিত হইও না, নিশ্চয় আমরা তোমার পত্নী ব্যতীত তোমাকে ও তোমার পরিজনদিগকে উদ্ধার করিয়া লইব—নিশ্চয় সে পশ্চাদ্বর্ত্তীদিগের অন্তর্গত রহিবে। ৩৪। নিশ্চয় আমরা এই জনপদের অধিবাসীদের উপর আকাশ হইতে শাস্তি অবতরণকারী,—যেহেতু তাহারা দুষ্কার্য্য করিয়া থাকে। ৩৫। এবং নিশ্চয়ই

٣١- وَلَمَّا جَآءَتْ رُسُلُنَآ اِبْرٰهِيْمَ
بِالْبُشْرٰي ۙ قَالُوْٓا اِنَّا مُهْلِكُوْٓا اَهْلِ
هٰذِهِ الْقَرْيَةِ ۚ اِنَّ اَهْلَهَا كَانُوْا
ظٰلِمِيْنَ ۚ ۖ ٣٢- قَالَ اِنَّ فِيْهَا
لُوْطًا ۗ قَالُوْا نَحْنُ اَعْلَمُ بِمَنْ
فِيْهَا وقفه لَنُنَجِّيَنَّهٗ وَاَهْلَهٗٓ اِلَّا
امْرَاَتَهٗ ۗ كَانَتْ مِنَ الْغٰبِرِيْنَ ○
٣٣- وَلَمَّآ اَنْ جَآءَتْ رُسُلُنَا لُوْطًا
سِيْٓءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَّقَالُوْا
لَا تَخَفْ وَلَا تَحْزَنْ ۗ اِنَّا مُنَجُّوْكَ
وَاَهْلَكَ اِلَّا امْرَاَتَكَ كَانَتْ مِنَ
الْغٰبِرِيْنَ ○ ٣٤- اِنَّا مُنْزِلُوْنَ عَلٰٓي
اَهْلِ هٰذِهِ الْقَرْيَةِ رِجْزًا مِّنَ السَّمَآءِ
بِمَا كَانُوْا يَفْسُقُوْنَ ○ ٣٥- وَلَقَدْ

৩১-৩৫ অনন্তর আল্লাহতায়ালা পাপাত্মা লুতীয় সম্প্রদায়কে ধ্বংস করিবার জন্য কতিপয় ফেরেশ্‌তা প্রেরণ করেন। ফেরেশতাগণ প্রথমে হজরত এবরাহিমের নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে ঐ সংবাদ প্রদান করেন। অনন্তর তাহারা হজরত লুতের নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে ঐ সংবাদ জ্ঞাপন করেন এবং তাঁহার অবিশ্বাসিনী ও দুষ্কার্য্যের সাহায্যকারিণী পত্নী ব্যতীত অন্যান্য পরিজনবর্গ সহ তাহাকে তৎক্ষণাৎ সেই স্থান পরিত্যাগ করিয়া রাত্রি অবসান হইবার পূর্ব্বেই অন্যত্র চলিয়া যাইবার জন্য আদেশ করেন। হজরত লুত সেই পাপ-পঙ্কিল জনপদ পরিত্যাগ করিবার সঙ্গে সঙ্গে প্রভাত হইবার পূর্ব্বেই ফেরেশতাগণ সেই স্থান সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করিয়া ধরাবক্ষ হইতে অশ্লীলতা

আমি বুদ্ধিমান সম্প্রদায়ের জন্য উহার মধ্যে প্রকাশ্য নিদর্শন রাখিয়া দিয়াছি। ৩৬। এবং মাদায়েনের প্রতি তাহাদের ভ্রাতা শোয়েব; অনন্তর সে বলিয়াছিল, হে আমার সম্প্রদায়, তোমরা আল্লার উপাসনা কর এবং পরকালের প্রার্থী হও এবং পৃথিবীতে অশান্তি উৎপাদন করিও না। ৩৭। কিন্তু তাহারা তাহাকে অসত্যারোপ করিয়াছিল, তজ্জন্য তাহাদিগকে ভূমিকম্প ধৃত করিয়াছিল; তৎপর প্রভাতে তাহারা স্ব স্ব গৃহে অধোমুখে পড়িয়াছিল। ৩৮। এবং আদ ও সমুদ—এবং নিশ্চয় তাহাদের আবাস-স্থল সমূহ তোমাদের জন্য সু-প্রকাশিত রহিয়াছে, এবং শয়তান তাহাদের জন্য তাহাদের কৃতকার্য্য সমূহ সুশোভিত করিয়াছিল; তৎপর সে তাহাদিগকে সুপথ হইতে প্রতিরোধ করিয়াছিল এবং তাহারা প্রত্যক্ষকারী ছিল। ৩৯। এবং কারুন ও ফেরাউন ও হামান এবং নিশ্চয় মুসা তাহাদের নিকট প্রকাশ্য প্রমাণ সহ উপস্থিত হইয়াছিল;

تَّرَكْنَا مِنْهَا آيَةً بَيِّنَةً لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ٥
٣٦- وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا لا
فَقَالَ يٰقَوْمِ اعْبُدُوا اللّٰهَ وَ ارْجُوا
الْيَوْمَ الْاٰخِرَ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْاَرْضِ
مُفْسِدِيْنَ ٥ ٣٧- فَكَذَّبُوْهُ فَاَخَذَتْهُمُ
الرَّجْفَةُ فَاَصْبَحُوْا فِيْ دَارِهِمْ جٰثِمِيْنَ ٥ ز
٣٨- وَعَادًا وَّ ثَمُوْدَا وَ قَدْ تَّبَيَّنَ
لَكُمْ مِّنْ مَّسٰكِنِهِمْ وقفه وَزَيَّنَ لَهُمُ
الشَّيْطٰنُ اَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ
السَّبِيْلِ وَ كَانُوْا مُسْتَبْصِرِيْنَ ٥
٣٩- وَ قَارُوْنَ وَفِرْعَوْنَ وَهَامٰنَ قف
وَلَقَدْ جَآءَهُمْ مُّوْسٰى بِالْبَيِّنٰتِ

ও অস্বাভাবিক পাপের চিহ্ন পর্য্যন্ত মুছিয়া দিয়া চলিয়া যান।—হজরত লুতের বিবরণ ও তাঁহার অভিশপ্ত সম্প্রদায়ের ধ্বংস-কাহিনী সুরা হুদের ৭ম রুকুর তফসীরে দ্রষ্টব্য।

৩৬—৩৭। মাদায়েনের নবী হজরত শোয়েবের সম্প্রদায় তাঁহার আদেশ-উপদেশ না মানিয়া এবং তৎপ্রতি অসত্যারোপ করিয়া যেরূপভাবে ভয়াবহ ভূমিকম্পে আক্রান্ত হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত ও ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছিল, এই দুইটী আয়তে তাহাই উল্লেখ করা হইয়াছে।—সুরা আরাফ, ১১শ রুকুর তফসীর দ্রষ্টব্য।

৩৮—৪০। অতঃপর আল্লাহতালা ধর্ম্মদ্রোহী আদ ও সমুদ জাতি এবং দাম্ভিক কারুন, ফেরাউন ও হামানের প্রসঙ্গ উল্লেখ করিয়া বলিতেছেন যে, ইহার ধন-জন ও ঐশ্বর্য্য সম্পদের গর্ব্বে আমার আদেশ-নিষেধ অগ্রাহ্য করিয়া অতিরিক্ত অহঙ্কারী হইয়া উঠিয়াছিল এবং আমার রসুলগণের অনুরোধ ও উপদেশ না মানিয়া পৃথিবীতে অশান্তি সৃষ্টি করিয়াছিল। এই অমার্জ্জনীয় অপরাধের জন্য তাহাদের সকলকেই আমি শাস্তি প্রদান করিয়াছিলাম। তাহাদের মধ্যে কাহারও উপর ঝটিকা-সম্পাত ও শিলাবৃষ্টি বর্ষণ করা হইয়াছিল; কেহ বজ্রপাত ও স্বর্গদূতের ধ্বংস-ধ্বনি দ্বারা আক্রান্ত হইয়া মৃত্যুমুখে

فَاسْتَكْبَرُوْا فِي الْاَرْضِ وَمَا كَانُوْا
سٰبِقِيْنَ ۚ ٣٠ فَكُلًّا اَخَذْنَا
بِذَنْبِهٖ ۚ فَمِنْهُمْ مَّنْ اَرْسَلْنَا عَلَيْهِ
حَاصِبًا ۚ وَمِنْهُمْ مَّنْ اَخَذَتْهُ
الصَّيْحَةُ ۚ وَمِنْهُمْ مَّنْ خَسَفْنَا بِهِ
الْاَرْضَ ۚ وَمِنْهُمْ مَّنْ اَغْرَقْنَا ۚ
وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلٰكِنْ كَانُوْٓا
اَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُوْنَ ○ ٤١ مَثَلُ
الَّذِيْنَ اتَّخَذُوْا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ اَوْلِيَآءَ
كَمَثَلِ الْعَنْكَبُوْتِ ۚ اِتَّخَذَتْ
بَيْتًا ؕ وَاِنَّ اَوْهَنَ الْبُيُوْتِ لَبَيْتُ
الْعَنْكَبُوْتِ ۘ لَوْ كَانُوْا يَعْلَمُوْنَ ○

কিন্তু তাহারা পৃথিবীকে অহঙ্কার করিয়াছিল, এবং তাহারা আমাকে অতিক্রম করিয়া যাইতে পারে নাই। ৪০।
অনন্তর আমি তাহাদের সকলকেই তাহাদের অপরাধের জন্য ধৃত করিয়াছিলাম; তাহাদের মধ্যে কাহারও উপর শিলা বর্ষণ করিয়াছিলাম এবং তাহাদের মধ্যে কাহাকেও বজ্রধ্বনি ধৃত করিয়াছিল এবং তাহাদের মধ্যে কাহাকেও তৎসহ ভূগর্ভে ধ্বসাইয়া দিয়াছিলাম এবং তাহাদের মধ্যে কাহাকেও নিমজ্জিত করিয়াছিলাম; এবং আল্লাহ এরূপ নহেন যে, তাহাদের প্রতি অত্যাচার করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহারা নিজেদের প্রতিই অত্যাচার করিয়াছিল। ৪১।
যাহারা আল্লার পরিবর্ত্তে অন্য অভিভাবক গ্রহণ করে, তাহাদের উপমা উর্ণনাভের অনুরূপ, যে নিজের জন্য গৃহ রচনা করে এবং নিশ্চয় গৃহ-সমূহের মধ্যে উর্ণনাভের গৃহই অধিকতর ভঙ্গুর—যদি তাহারা

পতিত হইয়াছিল; কাহাকেও আমি ভূগর্ভে ধ্বসাইয়া দিয়াছিলাম এবং কাহাকেও সমুদ্র-সলিলে নিমজ্জিত করিয়া বিনাশ করিয়াছিলাম; কিন্তু আমি অবিচারে অন্যায়ভাবে কাহাকেও ঐরূপ কঠোর শাস্তি প্রদান করি নাই। নিজ নিজ কর্ম্মদোষেই তাহারা ঐরূপ শাস্তিভোগ করিয়াছিল।—আদ, সমুদ, ফেরাউন ও হামানের ধ্বংসপ্রাপ্তির বিবরণ কোঃ ৭—৬৫ হইতে ৭২ এবং ৭৩ হইতে ৮৪; ২৭—৭৩ হইতে ৮২; ১৭—১০৩ এবং ২৮—৬ আয়ত দ্রষ্টব্য।

৪১—৪২। অনন্তর আল্লাহতা'লা অবিশ্বাসীদের অংশীবাদিতা ও পৌত্তলিকতা প্রভৃতি যাবতীয় কল্পিত উপাস্য ও ভ্রান্তঃবিশ্বাসের তীব্র প্রতিবাদ করিয়া বলিতেছেন যে, অবিশ্বাসীরা আমার পরিবর্ত্তে যে সকল অসার ও অলীক উপাস্যের উপাসনা করে, তাহা সমস্তই আমি পরিজ্ঞাত আছি। ঐ সকল অলীক উপাস্য ও অসার ভ্রান্ত বিশ্বাসের উপমা উর্ণনাভের অনুরূপ। পার্থিব গৃহ-সমূহের মধ্যে উর্ণনাভের গৃহ যেমন অসার, ক্ষণভঙ্গুর ও ভিত্তিহীন, অংশীবাদীদের কল্পিত উপাস্য দেব-দেবীগণ এবং তাহাদের ভ্রম-বিশ্বাস ও অসার উপাসনা-পদ্ধতিও ঠিক তদনুরূপ। ধর্ম্ম-জগতে উহাদের কোনই অস্তিত্ব অথবা ভিত্তি নাই। উহা দ্বারা মানবের কোনই কল্যাণ অথবা উপকার সাধিত হইতে পারে না। সত্যের সম্মুখে অথবা যুক্তি-তর্কের মুখে উহা ক্ষণভঙ্গুর মাকড়সার জালের

অবগত হইত। ৪২। উহারা তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া যে সকল বিষয়কে আহ্বান করিয়া থাকে, আল্লাহ তাহা পরিজ্ঞাত আছেন; এবং তিনি মহা-পরাক্রান্ত বিজ্ঞানময়। ৪৩। এবং আমি মানবমণ্ডলীর জন্য এই সকল উপমা বিবৃত করিয়াছি; এবং জ্ঞানবান ব্যতীত কেহই উহা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে না। ৪৪। আল্লাহ সত্যভাবে নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডল সৃষ্টি করিয়াছেন; নিশ্চয় ইহার মধ্যে বিশ্বাসিগণের জন্য নিদর্শন রহিয়াছে।

٤٢- إِنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ مَا يَدْعُوْنَ
مِنْ دُوْنِهٖ مِنْ شَيْءٍ ۭ وَهُوَ الْعَزِيْزُ
الْحَكِيْمُ ○ ٤٣- وَتِلْكَ الْاَمْثَالُ
نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ ۚ وَمَا يَعْقِلُهَآ
اِلَّا الْعٰلِمُوْنَ ○ ٤٤- خَلَقَ اللّٰهُ
السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ بِالْحَقِّ ۭ اِنَّ
فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً لِّلْمُؤْمِنِيْنَ ع

মত ভাঙ্গিয়া বিলুপ্ত হইয়া যায়। অবিশ্বাসীরা যদি ইহা বুঝিতে পারিত, তবে কখনই ঐ অসার অন্ধ বিশ্বাসের অনুসরণ করিত না।—এই সুরার শানে নজুল দ্রষ্টব্য।

আলোচ্য উপমার মর্ম্ম ইহাও হইতে পারে যে, ক্ষণভঙ্গুর মাকড়সার জাল ভাঙ্গিয়া দিলে উহা আবার যেরূপ নূতনভাবে গড়িয়া উঠে, অবিশ্বাসীদের অসার ধর্ম্ম-বিশ্বাসের অবস্থাও সেইরূপ। কারণ উহাদের কল্পিত দেব-দেবী এবং অসার অন্ধ-বিশ্বাসের অসারতা ও ভিত্তিহীনতা পুনঃ পুনঃ প্রতিপন্ন করিয়া দিলেও উহারা আবার নূতন নূতন কুতর্ক ও কথার জাল বুনিয়া নিজেদের ভ্রান্ত-ধর্ম্ম, ভ্রম-বিশ্বাস ও কল্পিত উপাস্যের সার্থকতা প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করিয়া থাকে। অবিশ্বাসী ও অংশীবাদী পৌত্তলিকেরা চিরকালই এইরূপ অন্ধকারে মাকড়সার জাল বুনিয়া সত্যের আলোক হইতে দূরে অবস্থান করিয়া আসিতেছে।

৪৩—৪৪। উপরোক্ত চমৎকার উপমা বিবৃত করিয়া আল্লাহতালা বলিতেছেন যে, মানব জাতির জ্ঞান-নেত্র উন্মিলীত করিয়া তাহাদিগকে সত্যের আলোক ও সুপথ দেখাইবার জন্যই আমি এই সকল ক্ষুদ্র-বৃহৎ উপমা বর্ণনা করিয়া থাকি। তাহারা যদি অভিনিবেশ সহকারে লক্ষ্য করিয়া দেখিত এবং ধীরভাবে চিন্তা করিয়া বুঝিতে চেষ্টা করিত যে, কিরূপ সত্য ও সার্থকভাবে এবং কিরূপ অনুপম সুকৌশলে আমি এই বিপুল বিশ্বজগত সৃষ্টি করিয়াছি, তাহা হইলেই তাহারা আমার এই সকল স্বর্গীয় সদুপদেশ ও সুনির্ব্বাচিত উপমার উদ্দেশ্য ও সার্থকতা বুঝিতে পারিত। কারণ ইহার মধ্যে বিশ্বাসী ও চিন্তাশীল ব্যক্তিগণের জন্য আমার শক্তি-মহিমা উপলব্ধি করিবার অসংখ্য উপকরণ বিদ্যমান রহিয়াছে। কিন্তু চিন্তাশীল, শিক্ষিত ও জ্ঞানী ব্যক্তি ভিন্ন অপরে ইহার মর্ম্ম আদৌ উপলব্ধি অথবা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে না এবং সেই জন্যই অজ্ঞ অবিশ্বাসী ও অংশীবাদী পৌত্তলিকেরা চিরকাল অসত্য, অবিশ্বাস ও অজ্ঞানতার অন্ধকারে ডুবিয়া রহিয়াছে।

আল্লাহতা'লা পবিত্র কোরান শরিফে যে সকল ক্ষুদ্র-বৃহৎ উপমা বর্ণনা করিয়াছেন, একটু অভিনিবেশ সহকারে তাহার উপযোগিতা ও সার্থকতা লক্ষ্য করিলে ভক্তি ও বিস্ময়ে বিমুগ্ধ হইতে হয়। আল্লাহ তায়ালার অনুপম সৃষ্টি নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের সহিত উর্ণনাভ-রচিত অসার জালের উপমা কি চমৎকার। সত্য-ধর্ম্ম ইস্‌লামের সহিত অসত্য অংশীবাদিতা ও পৌত্তলিকতার পার্থক্য ইহাতে অতি সুন্দররূপে প্রদর্শিত হইয়াছে। সত্যধর্ম্ম অপরিবর্ত্তনীয় নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের ন্যায় চিরকাল একইভাবে নিয়ন্ত্রিত ও প্রচারিত হইয়া আসিতেছে; কিন্তু অসত্য অংশীবাদিতা অসার ও ক্ষণভঙ্গুর মাকড়সার জালের মত পুনঃ পুনঃ নূতনরূপে রচিত হইয়া বিবেকবিহীন মানবদিগকে ভ্রান্তপথে আকর্ষণ করিতেছে।

فانما يسرنه بلسانك لعلهم يتذكرون *

অনন্তর এইজন্য আমি (কোরান শরিফ) তোমার ভাষায় সহজ করিয়াছি—যেন তাহারা বুঝিতে পারে।—কোরান।

কোরান শরিফ

মূল আরবী সহ বিশুদ্ধ বঙ্গানুবাদ ও বিস্তৃত তফসীর

২১শ পারা

উৎলো মা উহিয়া

মোহাম্মদ আলি হাসান

অনূদিত ও সঙ্কলিত

১৩৭৩

প্রকাশক— মোহাম্মদ নুরুল ইসলাম

ওসমানিয়া লাইব্রেরী

৩০নং মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা—৭

হাদিয়া—১'০০ টাকা

২১শ পারা—উৎলো মা উহিয়া

৫ম রুকু—কোরান পাঠের অনুপম উপকারিতা

৪৫। তোমার প্রতি গ্রন্থ হইতে যাহা প্রত্যাদেশ করা হইয়াছে, তাহা আবৃত্তি কর এবং নামাজ প্রতিষ্ঠিত কর; নিশ্চয় নামাজ অশ্লীলতা ও অপকৃষ্টতা হইতে নিরোধ করিয়া থাকে;

৪৫- اُتْلُ مَآ اُوْحِيَ اِلَيْكَ مِنَ الْكِتٰبِ وَاَقِمِ الصَّلٰوةَ ؕ اِنَّ الصَّلٰوةَ تَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَآءِ وَالْمُنْكَرِ ؕ

৪৫। আল্লাহতা'লা উর্ণনাভ-রচিত অসার ও ক্ষণভঙ্গুর গৃহের উপমা শেষ করিবার পর হজরত রসুলোল্লাহকে আদেশ করিতেছেন যে, আমি তোমার প্রতি প্রত্যাদেশ যোগে যে স্বর্গীয় গ্রন্থ অবতীর্ণ করিয়াছি, তুমি নিজের ও বিশ্ববাসীর কল্যাণের জন্য সেই পবিত্র কোরান আবৃত্তি কর, নামাজ প্রতিষ্ঠিত কর এবং মহান্ আল্লাহর স্মরণে নিরত হও। নিশ্চয় ইহা তোমাদের জন্য অতীব কল্যাণকর।

কোরান পাঠের উপকারিতা—উপরোক্ত আয়তে আল্লাহতা'লা হজরত রসুলোল্লাহ এবং বিশ্বাসী মুসলমানদিগকে লক্ষ্য করিয়া তিনটী বিষয়ের আদেশ করিয়াছেন। প্রথমতঃ কোরান পাঠ করা, দ্বিতীয়তঃ নামাজ প্রতিষ্ঠিত করা এবং তৃতীয়তঃ আল্লাহতা'লাকে স্মরণ করা। যদিও নামাজের মধ্যে একাধারে কোরান পাঠ ও আল্লাহতা'লাকে স্মরণ করিবার ব্যবস্থা রহিয়াছে, তথাপি আল্লাহতা'লা আলোচ্য আয়তে নামাজ ব্যতীত স্বতন্ত্র ভাবেও কোরান পাঠ করিবার এবং তদীয় স্মরণ বা জেক্‌রে লিপ্ত হইবার জন্য আদেশ করিয়াছেন। ইহার উদ্দেশ্য এই যে, জগতের অন্যান্য গ্রন্থের ন্যায় কোরান শুধু ইতিহাস, উপদেশ অথবা বিধি-ব্যবস্থা-বিষয়ক অসম্পূর্ণ ও অন্তসারশূন্য গ্রন্থ নহে। বরং ঐ সকল বিষয়ের প্রয়োজনীয় পূর্ণতা সহ ইহা একাধারে এরূপ অলৌকিক শক্তিশালী মহাগ্রন্থ—ইহার প্রতি পত্রে, প্রতি ছত্রে, প্রতি বাক্যে এবং প্রত্যেক শব্দ ও বর্ণে এরূপ অনুপম আধ্যাত্মিক সঞ্জীবনী শক্তি নিহিত রহিয়াছে যে, উহা শুধু ভক্তির সহিত পাঠ করিলেই পাঠকের হৃদয় অনুপম ঐশী-প্রেরণায় উচ্ছ্বসিত এবং অফুরন্ত আধ্যাত্মিক শক্তিতে সঞ্জীবিত হইয়া উঠে। নিয়মিতভাবে কোরান পাঠ করিলে মানবের হৃদয় যেরূপ ঐশী-প্রেরণায় উচ্ছ্বাসিত ও অনাবিল বিশ্ব-প্রেমে পরিপূর্ণ হয়, আল্লাহতা'লার মহত্ত্ব-মহিমা ও গৌরব-গরিমা তাহাদের অন্তরে যেরূপভাবে জাগ্রত হইয়া উঠে এবং তাহার ফলে মানব-চিত্ত যেরূপ পবিত্র, নির্ম্মল, বিশুদ্ধ ও শক্তি-সম্পন্ন হয়, জগতের আর কোন গ্রন্থ পাঠেই ঐরূপ অনন্ত কল্যাণ লাভের আশা করা যাইতে পারে না। এই জন্যই আল্লাহতা'লা আলোচ্য আয়তে কোরান আবৃত্তি করিবার জন্য আদেশ করিয়াছেন এবং তদনুসারে ইসলামী শরিয়তে নিয়মিতভাবে কোরান পাঠ করা অপরিসীম কল্যাণকর পুণ্যকার্য্য বলিয়া পরিগণিত ও নির্দ্দেশিত হইয়াছে।

কোরান পাঠের পর আল্লাহতা'লা নামাজ প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য আদেশ করিয়াছেন। নামাজ প্রতিষ্ঠিত করা অর্থ নিয়মিতভাবে নামাজ পাঠ করা। দৈনন্দিন পাঁচবার নামাজ পড়া ফরজ বা অপরিহার্য্য কর্ত্তব্য আল্লাহতা'লা স্বয়ং বলিতেছেন যে, নিশ্চয় এই নামাজ অশ্লীলতা ও দুষ্কার্য্যের প্রতিরোধকারী অর্থাৎ ইহা মানবকে যাবতীয় অশ্লীল ও লজ্জাকর কুকার্য্য এবং অপকৃষ্ট ও অন্যান্য দুষ্কার্য্য হইতে রক্ষা করিয়া থাকে। হাদিস সরিফেও বর্ণিত হইয়াছে যে, নামাজ শের্ক-কুফর প্রভৃতি বৃহত্তম পাপ ব্যতীত মানবের দৈনন্দিন অপরাধ সমূহের ক্ষমাদানকারী ও সংশোধক। ফলতঃ যাঁহারা নিয়মিত ভাবে নামাজ পাঠ করেন, তাঁহারা যে কখনই অশ্লীলতা

এবং নিশ্চয় আল্লার স্মরণই শ্রেষ্ঠতর; এবং তোমরা যাহা করিতেছ, আল্লাহ তাহা পরিজ্ঞাত আছেন। ৪৬। এবং তোমরা উৎকৃষ্টতর বিষয় ব্যতীত গ্রন্থানুগামী-গণের সহিত কলহ করিও না—কিন্তু তাহাদের মধ্যে যাহারা অত্যাচারী; এবং তোমরা বল—আমাদের প্রতি যাহা অবতীর্ণ হইয়াছে ও তোমাদের প্রতি যাহা অবতীর্ণ হইয়াছিল, আমরা তৎপ্রতি বিশ্বাস-স্থাপন করিয়াছি এবং আমাদের উপাস্য ও তোমাদের উপাস্য একই এবং আমরা তাঁহারই নিকট আত্মসমর্পণকারী।

وَلَذِكْرُ اللّٰهِ اَكْبَرُ ط وَاللّٰهُ يَعْلَمُ
مَا تَصْنَعُوْنَ ○ ۴۶- وَلَا تُجَادِلُوْٓا
اَهْلَ الْكِتٰبِ اِلَّا بِالَّتِيْ هِيَ
اَحْسَنُ ق اِلَّا الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا مِنْهُمْ
وَقُوْلُوْٓا اٰمَنَّا بِالَّذِيْٓ اُنْزِلَ اِلَيْنَا
وَاُنْزِلَ اِلَيْكُمْ وَاِلٰهُنَا وَاِلٰهُكُمْ
وَاحِدٌ وَّنَحْنُ لَهٗ مُسْلِمُوْنَ ○

বা অপকার্য্যে লিপ্ত হইতে পারে না, ইহা অতি প্রত্যক্ষ সত্য। এইজন্যই ইস্‌লামী শরিয়তে নামাজ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ 'রোকন' বা সর্ব্বোত্তম কল্যাণকর উপাসনা বলিয়া অভিহিত হইয়াছে।

অনন্তর "জেক্‌রেল্লাহ" বা আল্লাহতা'লার স্মরণ, ইহার অর্থ আল্লাহতা'লার মহিমা বর্ণনা বা গুণ কীর্ত্তন। ইহাও তিন প্রকার হইতে পারে, যথা—আন্তরিক, মৌখিক ও বাহ্যিক। মনে মনে আল্লাহতা'লার শক্তি-মহিমা উপলব্ধি করিয়া ধ্যান ধারণা করাকে 'কল্‌বী জেক্‌র' বা আন্তরিক স্মরণ বলে—ইহা অত্যুত্তম, মুখে মৃদুস্বরে ঐ বিষয়ক সংক্ষিপ্ত বাক্য বা তস্‌বী পাঠ করাকে 'লেছানী সেরি' বা 'খফি জেকর' অর্থাৎ মৌখিক স্মরণ বলা হয়—ইহাও উত্তম। অনন্তর উচ্চস্বরে ঐশী-মহিমা কীর্ত্তন বা দোয়া-দরুদ পাঠ করাকে 'লেছানী জেহরী' বা 'জলি জেকর' বলা হয়। সতর্কতার সহিত ও সংযতভাবে করিতে পারিলে ইহাতেও কল্যাণ লাভ হইয়া থাকে। ফলতঃ যাঁহার মনে, মুখে বা বাহ্যিক বাক্যে আল্লাহতা'লার জেক্‌র বিদ্যমান থাকে, তাঁহার অন্তরে কুভাব, কুচিন্তা ও অসৎ কামনা কখনই সমুদিত বা স্থান প্রাপ্ত হইতে পারে না। এজন্যই আল্লাহতা'লা তদীয় জেক্‌র বা স্মরণ করাকে শ্রেষ্ঠতর পুণ্যকার্য্য বলিয়াছেন।

৪৬। অনন্তর আল্লাহতা'লা এই আয়তে 'আহলে-কেতাব' অর্থাৎ গ্রন্থানুগামী ইহুদী খ্রীষ্টান-দিগের সহিত কলহ ও বাদ-প্রতিবাদের প্রসঙ্গ বর্ণনা করিতেছেন। আল্লাহতা'লা এস্থলে ইহুদী ও খ্রীষ্টানদিগের সহিত অনর্থক অযথা বিষয় লইয়া বাদ-প্রতিবাদ করিতে স্পষ্টতরভাবে নিষেধ করিয়াছেন। অবশ্য উহাদের মধ্যে যাহারা বুদ্ধিমান ও জ্ঞানী তাহাদের সহিত উত্তম বিষয় লইয়া যুক্তি-তর্কের সহিত সদ্ভাবে আলোচনা করা যাইতে পারে, উহা নিষিদ্ধ নহে। কিন্তু উহাদের মধ্যে যাহারা অসংযত, স্বার্থপর ও সীমা-লঙ্ঘনকারী, তাহাদের সহিত ঐরূপ আলোচনাও নিষিদ্ধ। কারণ ঐ শ্রেণীর লোকেরা যুক্তি-তর্ক শুনিয়া সত্য অনুভব করিতে পারিলেও তাহা স্বীকার করে না। সুতরাং ঐরূপ আলোচনায় কোনই সুফল নাই এবং এই সকল কারণেই ঐরূপ আলোচনা ও বাদ-প্রতিবাদ নিষিদ্ধ হইয়াছে।

ইহুদী ও খ্রীষ্টানদিগের সহিত অনর্থক বাদ-প্রতিবাদে লিপ্ত হইতে নিষেধ করিয়া আল্লাহ-তা'লা মুসলমানদিগের জন্য ঐ সম্পর্কে যে অনুপম যুক্তির অবতারণা করিয়াছেন, তাহা অতি চমৎকার! আহলে-কেতাব অর্থাৎ প্রত্যাদিষ্ট ধর্ম্ম-সম্প্রদায় সমূহের ধর্ম্ম-বিশ্বাসের মূল ভিত্তি দুইটি প্রধান বিষয়ের উপর সংস্থাপিত, যথা—আল্লাহতা'লার অস্তিত্ব এবং স্বর্গীয় প্রত্যাদেশ। এই সম্বন্ধে ইহুদী, খ্রীষ্টান ও মুসলমানেরা সকলেই সম মতাবলম্বী এবং সকলের উপাস্যই এক আল্লাহ; পার্থক্য এই যে, ইহুদী ও খ্রীষ্টানেরা ঐশী-প্রত্যাদেশ সমূহের কতকাংশ বিশ্বাস করে এবং কতকাংশ

৪৭। এবং এইরূপে আমি তোমার প্রতি গ্রন্থ অবতীর্ণ করিয়াছি; অনন্তর আমি তাহাদিগকে গ্রন্থ প্রদান করিয়াছি, তাহারা তৎপ্রতি বিশ্বাস-স্থাপন করে এবং তাহাদের মধ্যে উহারাই বিশ্বাস করিয়া থাকে; এবং অবিশ্বাসীরা ব্যতীত কেহই আমার নিদর্শনাবলী অস্বীকার করে না। ৪৮। এবং ইহার পূর্ব্বে তুমি কোনই গ্রন্থ আবৃত্তি কর নাই এবং তোমার দক্ষিণ হস্ত দ্বারাও উহা লিপিবদ্ধ কর নাই, তাহা হইলে অসত্যভাষীরা

٤٧- وَكَذٰلِكَ اَنْزَلْنَآ اِلَيْكَ
الْكِتٰبَ ۭ فَالَّذِيْنَ اٰتَيْنٰهُمُ الْكِتٰبَ
يُؤْمِنُوْنَ بِهٖ ۚ وَمِنْ هٰٓؤُلَاۗءِ مَنْ
يُّؤْمِنُ بِهٖ ۭ وَمَا يَجْحَدُ بِاٰيٰتِنَآ
اِلَّا الْكٰفِرُوْنَ ○ ٤٨- وَمَا كُنْتَ تَتْلُوْا
مِنْ قَبْلِهٖ مِنْ كِتٰبٍ وَّلَا تَخُطُّهٗ
بِيَمِيْنِكَ اِذًا لَّارْتَابَ الْمُبْطِلُوْنَ ○

বিশ্বাস করে না; পক্ষান্তরে মুসলমানেরা পূর্ব্ববর্ত্তী ও পরবর্ত্তী সমস্ত প্রত্যাদেশের প্রতিই বিশ্বাস স্থাপন করিয়া থাকে।

৪৭। অতঃপর আল্লাহতা'লা হজরত রসুলোল্লাকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন যে, আমি আহলে-কেতাবগণের পূর্ব্ববর্ত্তী নবীদিগের প্রতি যেরূপভাবে প্রত্যাদেশ যোগে গ্রন্থ অবতীর্ণ করিয়াছিলাম, তোমার প্রতিও সেইরূপ প্রত্যাদেশ যোগেই এই কোরান অবতীর্ণ করিয়াছি। অতএব আমার পূর্ব্ববর্ত্তী প্রত্যাদেশ সমূহের প্রতি যাহারা সত্যভাবে বিশ্বাস-স্থাপন করিয়াছে, তাহারা আমার এই প্রত্যাদেশও বিশ্বাস করিয়া থাকে। কিন্তু অসত্যপরায়ণ এবং অংশীবাদী অবিশ্বাসীরাই ইহা বিশ্বাস করিতেছে না।

৪৮। এই আয়ত পবিত্র কোরানের সত্যতা ও অলোকিকতার এক অকাট্য ও অভ্রান্ত প্রমাণ। আল্লাহতা'লা বলিতেছেন যে, হে রসুল, ইহার পূর্ব্বে তুমি কোনই গ্রন্থ পাঠ কর নাই এবং হস্তদ্বারা লিখিতেও শিক্ষা কর নাই; অথচ তুমি এখন শুধু আমারই অনুগ্রহে এইরূপ অনুপম ধর্ম্মনীতি ও সদুপদেশ পূর্ণ বিরাট মহাগ্রন্থ আবৃত্তি করিতে সমর্থ হইতেছ। যদি তুমি ইহার পূর্ব্বে লেখা-পড়া শিক্ষা করিতে—বিভিন্ন ধর্ম্মগ্রন্থ ও প্রাচীন জাতি সমূহের ইতিহাস পাঠ করিতে, তবে অবিশ্বাসীরা সন্দেহ করিত এবং বলিত যে, নিশ্চয় তুমি উহা স্বয়ং রচনা করিয়া পাঠ করিতেছ। এ-স্থলে লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, হজরত ইসা, হজরত মুসা প্রমুখ অনেক নবীই যথারীতি লেখাপড়া শিক্ষা করিয়া প্রাচীন গ্রন্থ ও প্রাচীন ইতিহাস পাঠ করিবার পর নবুয়ত প্রাপ্ত হইয়া ধর্ম্ম প্রচার করিয়াছিলেন; কিন্তু হজরত রসুলোল্লার নবুয়ত প্রাপ্তির পূর্ব্বে বা পরে কখনও লেখা-পড়া শিক্ষা করিবার সুযোগ প্রাপ্ত হন নাই। অথচ তৎপ্রচারিত কোরান শরীফ এরূপ অনুপম মহাগ্রন্থ যে, তাহাতে বহু প্রাচীন জাতির প্রয়োজনীয় ঐতিহাসিক বিবরণ এবং সমস্ত সত্য-ধর্ম্মের সার শিক্ষা ও সদুপদেশ সংগৃহীত হইয়াছে এবং উহা এরূপ অভ্রান্তভাবে বর্ণিত হইয়াছে যে, বিগত ত্রয়োদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত বহু চেষ্টা করিয়াও উহার মধ্যে কেহ কোনরূপ ভুল-ভ্রান্তি বা দোষ-ত্রুটী আবিষ্কার করিতে সমর্থ হন নাই। ত্রয়োদশ শতাব্দীর পূর্ব্বে সভ্যজগতের সহিত সম্পূর্ণ সম্পর্কশূন্য আরব জাতির একজন নিরক্ষর লোকের পক্ষে নিজ হইতে এরূপ পূর্ণাঙ্গ ও অভ্রান্ত বিরাট ধর্ম্মগ্রন্থ প্রণয়ন করা যে সম্পূর্ণ অসম্ভব ছিল এবং ইহা যে তৎপ্রতি ঐশী-করুণা ও কোরান শরিফের অলোকিকতার প্রত্যক্ষ নিদর্শন, তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই।

পোষণ করিত। ৪৯। বরং সন্দেহ যাহাদিগকে জ্ঞান প্রদত্ত হইয়াছে, তাহাদের অন্তর-সমূহে ইহা সমুজ্জ্বল নিদর্শন-স্বরূপ এবং অত্যাচারীরা ব্যতীত কেহই আমার নিদর্শনাবলী সম্বন্ধে বিরোধ করে না। ৫০। এবং তাহারা বলে, তাহার প্রতিপালক হইতে কেন তৎ-প্রতি নিদর্শন-সমূহ অবতীর্ণ হয় নাই? তুমি বল—আল্লার নিকটে ব্যতীত কোনই নিদর্শন নাই; এবং আমি প্রকাশ্য ভয়-প্রদর্শক ব্যতীত নহি। ৫১। ইহা কি তাহাদের জন্য যথেষ্ট নহে যে, আমি তোমার প্রতি এরূপ গ্রন্থ অবতীর্ণ করিয়াছি—যাহা তাহাদের নিকট পঠিত হইতেছে? নিশ্চয় ইহাতে বিশ্বাসী সম্প্রদায়ের জন্য অনুগ্রহ ও উপদেশ রহিয়াছে।	٤٩- بَلْ هُوَ اٰيٰتٌۢ بَيِّنٰتٌ فِيْ صُدُوْرِ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْعِلْمَ ط وَمَا يَجْحَدُ بِاٰيٰتِنَآ اِلَّا الظّٰلِمُوْنَ ○ ٥٠- وَقَالُوْا لَوْلَآ اُنْزِلَ عَلَيْهِ اٰيٰتٌ مِّنْ رَّبِّهٖ ط قُلْ اِنَّمَا الْاٰيٰتُ عِنْدَ اللّٰهِ ط وَاِنَّمَآ اَنَا نَذِيْرٌ مُّبِيْنٌ ○ ٥١- اَوَلَمْ يَكْفِهِمْ اَنَّآ اَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتٰبَ يُتْلٰى عَلَيْهِمْ ط اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَرَحْمَةً وَّذِكْرٰى لِقَوْمٍ يُّؤْمِنُوْنَ ۝

৬ষ্ঠ রুকু—অবিশ্বাসীদের শাস্তি ও বিশ্বাসীবৃন্দের পুরস্কার

৫২। তুমি বল—আমার মধ্যে ও তোমাদের মধ্যে আল্লার সাক্ষ্যই যথেষ্ট;	٥٢- قُلْ كَفٰى بِاللّٰهِ بَيْنِيْ وَبَيْنَكُمْ

৪৯। এই আয়তে আরও বলিয়া দেওয়া হইয়াছে যে, অন্যান্য ধর্ম্মগ্রন্থে যাহা নাই এ… মানব-ধর্ম্মের পূর্ণতা ও সত্য-ধর্ম্মের সমুন্নতির জন্য যাহা কিছু প্রয়োজন, তাহা সমস্তই এই পবি… কোরানে পূর্ণাঙ্গরূপে বিদ্যমান আছে। যাহারা জ্ঞানী ও বুদ্ধিমান, তাহারা ইহা পাঠ করিলেই উহা… সমুজ্জ্বল সত্যতা অনুভব করিতে পারে। শুধু অসত্যপরায়ণ অত্যাচারীরাই ইহাতে বিরোধ… অসামঞ্জস্য অবলোকন করিবার জন্য ব্যর্থ চেষ্টা করিয়া থাকে।

৫০—৫১। এই দুইটি আয়তে আল্লাহতা'লার নিদর্শন বা শাস্তি সম্বন্ধে সত্বরতা-প্রা… অবিশ্বাসীদিগের প্রসঙ্গ বর্ণিত হইয়াছে। আল্লাহতা'লা হজরত রসুলোল্লাকে বলিতেছেন… তুমি বলিয়া দাও যে, এই অলৌকিক কোরানই বিশ্বাসিগণের জন্য আল্লাহতা'লার অনুগ্রহ সম্ব… যথেষ্ট ও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নিদর্শন। আমি তাঁহার প্রেরিত সতর্ককারী ও ভয়-প্রদর্শক মাত্র। তোমরা… নিদর্শন বা শাস্তি সম্বন্ধে সত্বরতা করিতেছ, তাহা আল্লারই নিকট রহিয়াছে এবং তিনিই তাহা… একমাত্র নিয়ন্তা ও পরিচালক প্রভু। তোমরা আমার কথা বিশ্বাস কর বা না-কর, কিন্তু জানিয়া রা… যে আল্লাহতা'লার ঐ নিদর্শন বা শাস্তি যথাসময়ে তোমাদের নিকট অবশ্যই উপস্থিত হইবে এ… তোমরা উহা হইতে কিছুতেই পরিত্রাণ লাভ করিতে পারিবে না।—৫৩ হইতে ৫৫ আয়ত দ্রষ্টব্য।

৫২। আল্লাহতা'লা বলিতেছেন—হে রসুল, তুমি অবিশ্বাসীদিগকে বলিয়া দাও যে, আমা… ও তোমাদের মধ্যে যে সত্যপরায়ণ ও কে অসত্যবাদী তৎসম্বন্ধে আল্লার সাক্ষ্যই যথেষ্ট। তি…

شَهِيْدًا ج يَعْلَمُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ
وَالْاَرْضِ ط وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِالْبَاطِلِ
وَكَفَرُوْا بِاللّٰهِ لا اُولٰٓئِكَ هُمُ
الْخٰسِرُوْنَ ○ ٥٣- وَيَسْتَعْجِلُوْنَكَ
بِالْعَذَابِ ط وَلَوْلَآ اَجَلٌ مُّسَمًّى لَّجَآءَ
هُمُ الْعَذَابُ ط وَلَيَاْتِيَنَّهُمْ بَغْتَةً وَّهُمْ
لَا يَشْعُرُوْنَ ○ ٥٤- يَسْتَعْجِلُوْنَكَ
بِالْعَذَابِ ط وَاِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيْطَةٌ
بِالْكٰفِرِيْنَ ۙ ٥٥- يَوْمَ يَغْشٰهُمُ
الْعَذَابُ مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ
اَرْجُلِهِمْ وَيَقُوْلُ ذُوْقُوْا مَا كُنْتُمْ
تَعْمَلُوْنَ ○ ٥٦- يٰعِبَادِيَ الَّذِيْنَ

নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলে যাহা আছে, তিনি
তাহা পরিজ্ঞাত আছেন; এবং যাহারা
অসত্য-বিষয় বিশ্বাস করে ও আল্লার
প্রতি অবিশ্বাস করিয়া থাকে, তাহারাই
ক্ষতিগ্রস্ত। ৫৩। এবং তাহারা তোমার
নিকট শাস্তি সম্বন্ধে সত্বরতা করিতেছে;
এবং যদি সময় নির্দ্ধারিত না থাকিত, তবে
অবশ্যই তাহাদের নিকট শাস্তি উপনীত
হইত; এবং নিশ্চয় উহা তাহাদের
নিকট অকস্মাৎ উপস্থিত হইবে এবং
তাহারা উহা জানিতেও পারিবে না।
৫৪। তাহারা তোমার নিকট শাস্তি
সম্বন্ধে সত্বরতা করিতেছে; এবং নিশ্চয়ই
নরক অবিশ্বাসীদিগকে পরিবেষ্টন করিয়া
লইবে। ৫৫। যেদিন শাস্তি তাহাদের উর্দ্ধ
হইতে ও পদতল হইতে তাহাদিগকে আচ্ছন্ন
করিবে এবং তিনি বলিবেন—তোমরা
যাহা করিয়াছিলে তাহা আস্বাদন কর।
৫৬। হে বিশ্বাস-স্থাপনকারী সেবকগণ,

সর্ব্বজ্ঞ ও সমগ্র বিশ্বজগতের অধিপতি। যাহারা আল্লার প্রতি অবিশ্বাস করিয়া অসত্যের অনুসরণ করিতেছে, তাহারা ইহ-পরকালে অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্ত হইবে।

৫৩—৫৫। আরবের যে সকল অবিশ্বাসী হজরত রসুলোল্লাকে বলিত যে, আমরা তোমাকে বিশ্বাস করি না; এতএব তুমি শাস্তির ভয় প্রদর্শন করিতেছ, তাহা শীঘ্র শীঘ্র লইয়া এস। ঐ সকল অবিশ্বাসীর সম্বন্ধে আল্লাহতা'লা বলিতেছেন যে, হে রসুল, তুমি অবিশ্বাসীদিগকে বলিয়া দাও যে, যদি সর্ব্বশক্তিমান আল্লাহতা'লা স্বীয় শক্তি-মহিমা প্রদর্শনের জন্য উক্ত শাস্তি অবতারণের সময় নির্দ্ধারিত করিয়া না রাখিতেন, তবে উহা এখনই তোমাদের উপর উপস্থিত হইত। কিন্তু তোমরা অপেক্ষা কর; ঐ শাস্তি নির্দ্ধারিত সময়ে অবশ্যই তোমাদের নিকট অকস্মাৎ উপস্থিত হইবে এবং তৎপূর্ব্বে উহার আগমন সম্বন্ধে তোমরা কিছুই জানিতে পারিবে না। তোমরা ইহাও জানিয়া রাখ যে, শুধু ইহলৌকিক শাস্তি নহে—পরকালেও তোমরা ইহার জন্য অতি কঠোর শাস্তি ভোগ করিবে। তখন এই অবিশ্বাস ও অবাধ্যতার জন্য ভয়াবহ নরকাগ্নি তোমাদিগকে পরিবেষ্টন করিয়া লইবে এবং তোমরা উর্দ্ধ, অধঃ ও পার্শ্ববর্ত্তী চতুর্দ্দিক হইতে নানা প্রকার শাস্তি দ্বারা সমাচ্ছন্ন হইবে। ফলতঃ সেই দিনই তোমরা স্ব স্ব অবিশ্বাস ও কৃতকর্ম্মের পরিণাম বুঝিতে পারিবে।

৫৬। মক্কার অধিবাসীরা যখন বিশ্বাসী মুসলমানদিগের উপর চরম অত্যাচার আরম্ভ করিয়াছিল—তাহাদের অত্যাচার ও নির্যাতনে যখন মুসলমানেরা অতিষ্ঠ হইয়া উঠিয়াছিলেন,

নিশ্চয় আমার পৃথিবী সম্প্রসারিত,
অতএব তোমরা আমারই উপাসনা কর।
৫৭। প্রত্যেক জীবকেই মৃত্যু আস্বাদন
করিতে হইবে, তৎপর তাহারা আমারই
দিকে প্রত্যাবর্ত্তিত হইবে। ৫৮। এবং
যাহারা বিশ্বাস-স্থাপন করিয়াছে ও সৎকার্য
করে, নিশ্চয় আমি তাহাদিগকে স্বর্গোদ্যানের
সমুচ্চ প্রসাদে অবস্থান করাইব—যাহার
নিম্নে স্রোতস্বিনী-সমূহ প্রবাহিতা—তন্মধ্যে
তাহারা সর্ব্বদা অবস্থান করিবে; সৎ-
কর্ম্মীদিগের কি সুন্দর প্রতিদান!
৫৯। যাহারা ধৈর্য্যধারণ করে এবং স্বীয়
প্রতিপালকের উপর নির্ভর করে।
৬০। এমন কত জীব-জন্তু আছে—যাহারা

آمَنُوْا إِنَّ أَرْضِيْ وَاسِعَةٌ فَإِيَّايَ
فَاعْبُدُوْنِ ○ ٥٧- كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ
الْمَوْتِ قف ثُمَّ إِلَيْنَا تُرْجَعُوْنَ ○
٥٨- وَالَّذِيْنَ آمَنُوْا وَعَمِلُوا
الصّٰلِحٰتِ لَنُبَوِّئَنَّهُمْ مِّنَ الْجَنَّةِ
غُرَفًا تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهٰرُ
خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ط نِعْمَ أَجْرُ الْعٰمِلِيْنَ ۖ ○
٥٩- الَّذِيْنَ صَبَرُوْا وَعَلٰى رَبِّهِمْ
يَتَوَكَّلُوْنَ ○ ٦٠- وَكَأَيِّنْ مِّنْ دَآبَّةٍ

সেই সময় আল্লাহতা'লা মুসলমানদিগকে আশ্বস্ত করিবার জন্য এই আয়ত অবতীর্ণ করিয়া ইঙ্গিত করিয়াছিলেন যে, আমার পৃথিবী সঙ্কীর্ণ বা সীমাবদ্ধ নহে। অবিশ্বাসীদের অত্যাচার সহ্য করিয়া যদি তোমরা মক্কায় অবস্থান করিতে সমর্থ না হও, তবে তোমরা মক্কা পরিত্যাগ করিয়া অন্যত্র নিরাপদ স্থানে গমন কর এবং সেখানে গিয়া নির্বিঘ্নে আমার উপাসনা কর। এই আয়তে আল্লাহতা'লা মুসলমানদিগকে মক্কা হইতে হেজরত করিয়া অন্যত্র যাইবার জন্য ইঙ্গিত করিয়াছেন।

৫৭—৫৯। পূর্ব্বোক্ত প্রত্যাদেশ অবতারণের পর যখন কতিপয় মুসলমান মক্কা পরিত্যাগ করিয়া আবিসিনিয়া ও মদিনা অভিমুখে যাত্রা করিয়াছিলেন, তখন স্বদেশ, জন্মভূমি ও আত্মীয়-স্বজনদিগকে পরিত্যাগ করিয়া যাইতে হইবে ভাবিয়া অনেকের প্রাণই আকুল হইয়া পড়িয়াছিল। কেহ কেহ ইহা ভাবিয়াও ব্যাকুল হইতেছিলেন যে, বিদেশে গিয়া যদি আমরা মৃত্যুমুখে পতিত হই, তবে প্রিয় জন্মভূমি ও আত্মীয়-স্বজনের মুখ আর দেখিতে পাইব না। ঐ সকল বিশ্বাসী ও স্বদেশত্যাগী মুসলমানদিগকে সান্ত্বনা প্রদান করিয়া আল্লাহতা'লা বলিয়াছিলেন যে, মৃত্যুর জন্য তোমরা কিছুমাত্র চিন্তিত বা দুঃখিত হইও না। কারণ এই পার্থিব জীবন অনিত্য ও ক্ষণস্থায়ী। এই মরজগতে প্রত্যেক জীবকেই মৃত্যমুখে পতিত হইয়া আমার নিকট উপস্থিত হইতে হইবে। কিন্তু যাহারা বিশ্বাসী ও সৎকর্ম্মশীল এবং যাহারা আমার প্রতি নির্ভর করিয়া দুঃখে কষ্টে ধৈর্য্য অবলম্বন করিয়া থাকে, মৃত্যুর পর আমি তাহাদিগকে স্বর্গোদ্যানের সমুচ্চ প্রাসাদ সমূহ প্রদান করিব এবং তথায় তাহারা সর্ব্বদা অবস্থান পূর্ব্বক স্বর্গের উপাদেয় সুখ-সম্পদ ভোগ করিতে থাকিবে। আমার অনুগ্রহে যাহারা সেই পারলৌকিক অনন্ত জীবনের অনুপম প্রতিদান প্রাপ্ত হইবে, তাহারা ক্ষণস্থায়ী পার্থিব জীবনের সুখ-সম্পদ ও দুঃখ-যাতনা অতি অকিঞ্চিৎকর বলিয়া মনে করিবে। অতএব আমার আদেশে ধর্ম্মের জন্য দেশ পরিত্যাগ করিতে তোমরা জীবন-মৃত্যু সম্বন্ধে কিছুমাত্র চিন্তা করিও না। কারণ উহারই মধ্যে তোমাদের ইহ-পারলৌকিক জীবনের উন্নতি ও কল্যাণের উৎস নিহিত রহিয়াছে।

৬০। যাহারা বিদেশে গিয়া কোথায় থাকিবে এবং কিসের দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিবে ভাবিয়া চিন্তিত হইয়াছিলেন, এই আয়তে তাহাদিগকে আশ্বাস দেওয়া হইয়াছে যে, আমার

স্বীয় জীবিকা বহন করে না, তাহাদিগকে এবং তোমাদিগকে আল্লা-ই জীবিকা প্রদান করিয়া থাকেন এবং তিনিই শ্রবণ-কারী মহাজ্ঞানী। ৬১। এবং যদি তুমি তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা কর যে, কে এই নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডল সৃষ্টি করিয়া-ছেন—তাহারা বলিবে আল্লাহ! অতঃপর তাহারা কোথায় প্রত্যাবর্ত্তিত হইতেছে? ৬২। আল্লাহ স্বীয় সেবকগণের মধ্যে যাহার প্রতি ইচ্ছা জীবিকা প্রশস্ত করেন এবং যাহার প্রতি ইচ্ছা সঙ্কুচিত করিয়া থাকেন; নিশ্চয় আল্লাহ সর্ব্ববিষয়ে মহাজ্ঞানী। ৬৩। এবং যদি তুমি তাহা-দিগকে জিজ্ঞাসা কর যে, কে আকাশ হইতে বারিবর্ষণ করেন—পরে তদ্দারা

لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا ۖ اللّٰهُ يَرْزُقُهَا
وَاِيَّاكُمْ ۖ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ○
٦١- وَلَئِنْ سَاَلْتَهُمْ مَّنْ خَلَقَ
السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ
وَالْقَمَرَ لَيَقُوْلُنَّ اللّٰهُ ۚ فَاَنّٰى
يُؤْفَكُوْنَ ○ ٦٢- اَللّٰهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ
لِمَنْ يَّشَآءُ مِنْ عِبَادِهٖ وَيَقْدِرُ لَهٗ ط
اِنَّ اللّٰهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ ○
٦٣- وَلَئِنْ سَاَلْتَهُمْ مَّنْ نَّزَّلَ مِنَ
السَّمَآءِ مَآءً فَاَحْيَا بِهِ الْاَرْضَ مِنْ

বিশাল সৃষ্টির মধ্যে এমন বহু জীব-জন্তু আছে, যাহাদের জীবিকা অর্জ্জনের কোন শক্তি বা সংস্থান নাই, তাহাদিগকে এবং তোমাদের সকলকে আমিই জীবিকা প্রদান করিয়া থাকি। অতএব তোমরা চিন্তা করিও না; বিদেশে আমি তোমাদের জীবিকার সংস্থান করিয়া দিব।

৬১—৬২। এই দুইটী আয়তে আল্লাহতা'লার একত্ব, অদ্বিতীয়ত্ব ও সৃষ্টি মহিমার স্বাভাবিক প্রমাণ উপস্থিত করা হইয়াছে। অবিশ্বাসী ও অংশীবাদী পৌত্তলিকদিগকেও যদি জিজ্ঞাসা করা যায় যে, এই নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডল কে সৃষ্টি করিয়াছেন এবং কে চন্দ্র ও সূর্য্যকে নিয়মাধীন ও নিয়ন্ত্রিত করিয়াছেন, তাহারা অজ্ঞাতসার নিজেদের অবিশ্বাস ও ভ্রান্তি বিস্মৃত হইয়া উত্তর করিবে—একমাত্র মহান্ আল্লাহতা'লাই এই বিশ্বজগতের সৃষ্টিকর্ত্তা ও নিয়ন্ত্রণকারী এবং তিনিই সমগ্র জীব-জগতের প্রতিপালক প্রভু। তাই আল্লাহতা'লা বলিতেছেন যে, ইহা স্বীকার করিয়াও তাহারা আমার আদেশ উপদেশ ও উপাসনা পরিত্যাগ করিয়া কেন অবিশ্বাস ও ভ্রান্তির অনুসরণ করিতেছে? এতদসহ আল্লাহতা'লা ইহাও স্মরণ করাইয়া দিতেছেন যে, তিনিই মানবের একমাত্র জীবিকা-দাতা প্রভু! সুতরাং স্বীয় ইচ্ছা অনুসারেই তিনি কাহাকেও অধিক এবং কাহাকেও অল্প জীবিকা প্রদান করিয়া থাকেন এবং একমাত্র তিনিই ইহার উদ্দেশ্য জ্ঞান ও রহস্য অবগত আছেন। অতএব তোমরা জীবিকার জন্য চিন্তিত না হইয়া তাঁহারই ইচ্ছা অনুগ্রহের উপর নির্ভর কর।

৬৩। এই আয়তও আল্লাহতা'লার সৃষ্টি-মহিমার আর একটি প্রমাণ। অবিশ্বাসীরাও ইহা স্বীকার করে যে, আল্লাহতা'লাই আকাশ হইতে বারি বর্ষণ করিয়া মৃত অর্থাৎ বিশুষ্ক ভূমিকে সঞ্জীবিত অর্থাৎ সরস, শস্য-শ্যামল ও ফল-পুষ্পে সুশোভিত করিয়া থাকেন। একমাত্র তিনিই এই সমস্ত শক্তি ও প্রশংসার উপযুক্ত অধিকারী। এই বাক্য দ্বারা আল্লাহতা'লা ইহাও ইঙ্গিত করিতেছেন যে, বিশ্বজগতের অনুগ্রহ স্বরূপ হজরত রসুলোল্লার কল্যাণে অচিরেই তিনি আরবের

…মَوْتِهَا لَيَقُوْلُنَّ اللّٰهُ ط
قُلِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ ط بَلْ اَكْثَرُهُمْ
لَا يَعْقِلُوْنَ ۝

পৃথিবীকে উহার মৃত্যুর পর সঞ্জীবিত করিয়া থাকেন?—তাহারা বলিবে আল্লাহ! তুমি বল—সমস্ত প্রশংসা আল্লারই জন্য, কিন্তু তাহাদের অধিকাংশই অবগত নহে।

৭ম রুকু *বিশ্বাসীগণের সাধনার মহান সফলতা*

٦٤- وَمَا هٰذِهِ الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا اِلَّا
لَهْوٌ وَّلَعِبٌ ط وَاِنَّ الدَّارَ الْاٰخِرَةَ

৬৪। এবং এই পার্থিব জীবন ক্রীড়া ও কৌতুক ব্যতীত নহে এবং নিশ্চয় পারলৌকিক আলয়ই প্রকৃত জীবন—যদি

অবজ্ঞাত মরুভূমিকে জগতের মধ্যে গৌরবান্বিত ও সমুন্নত করিয়া দিবেন; কিন্তু অবিশ্বাসীদে অধিকাংশই উহা অবগত নহে।

হেজরত—উপরোক্ত রুকুর প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত অবিশ্বাসীদের শাস্তি ও বিশ্বাসিগণে পুরস্কারের প্রসঙ্গ বর্ণনার সহিত পার্থিব জীবনের অনিত্যতা এবং পারলৌকিক জীবনের চিরস্থা অনন্ত পুরস্কারের বিষয় বিবৃত করিয়া আল্লাহতা'লা বিশ্বাসী মুসলমানদিগকে "হেজরত" অর্থা ধর্ম্মের জন্য দেশ ত্যাগ করিতে আদেশ করিয়াছেন। অনন্তর হেজরতকারী মোহাজেরীন-দিগের জীবন ও জীবিকা সম্বন্ধে তাহাদিগকে নানা প্রকার আশ্বাস ও সান্ত্বনা প্রদান করিয়াছেন সুতরাং উপরোক্ত আয়ত-সমূহে প্রমাণিত হইতেছে যে, এখনও যদি কোন দেশে মুসলমানদিগে ধর্ম্ম ও শরীয়তের উপর হস্তক্ষেপ এবং ধর্ম্মকার্য্যে বাধাবিঘ্ন সৃষ্টি করা হয়, তবে তথা হইতে "হেজরত" অর্থাৎ সেই দেশ পরিত্যাগ করিয়া—যেখানে ধর্ম্ম ও শরীয়তের স্বাধীনতা আছে, সেই দেশে গম করা মুসলমানদের পক্ষে ওয়াজেব অর্থাৎ অবশ্য কর্ত্তব্য;—তঃ হক্কানী।

৬৪। এই আয়তে "হায়াতোদ্-দুন্ইয়া" বা পার্থিব জীবনকে "লাহ্উ ও লায়ের" অর্থা ক্রীড়া ও কৌতুক করিয়া অভিহিত করা হইয়াছে। অনেকের মতে "লাহ্উ ও লায়ের" এ অর্থ অভিন্ন—অর্থাৎ উহার অর্থ সর্ব্বপ্রকার অসার ক্রীড়া; কিন্তু কেহ কেহ কেহ বলেন যে, 'লায়ের' অর্থ শৈশব ও কৈশোরের খেলা-ধূলা এবং 'লাহ্উ' অর্থ যৌবনের অসার আমোদ-প্রমোদ ও ক্রীড়া-কৌতুক।

আলোচ্য আয়তে এই মায়াময় 'দুন্ইয়া' অর্থাৎ পৃথিবী ও পার্থিব জীবনের অনিত্যতা ও অসারতা ঘোষণা করা হইয়াছে। এই আয়তের অনুকূলে একাধিক হাদিসও বর্ণিত হইয়াছে সহি মোসলেমে বর্ণিত হইয়াছে—"অঙ্গহীন মৃত ছাগশিশু অপেক্ষাও আল্লার নিকট এই পৃথিবী তোমাদের জন্য অতি হেয় ও নগণ্য।" হজরত আবু-হোরায়রা হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, 'এই পৃথিবী 'মলউন' এবং আল্লার উপাসনা ও সৎকার্য্য ভিন্ন ইহাতে আর যাহা কিছু আছে, তাহার সমস্তই অভিশপ্ত।" তেরমীজি ও এব্‌ন-মাজায় বর্ণিত হইয়াছে যে, "আল্লার নিকট যদি এই পৃথিবীর কোন মূল্য থাকিত, তবে তিনি অবিশ্বাসী ও ধর্ম্মদ্রোহীদিগকে বারিবিন্দুও পান করিতে দিতেন না।" হজরত রসুলোল্লাহ হইতে আরও বর্ণিত হইয়াছে যে, "সুরা পাপের নীল নিকেতন, রমণী শয়তানের রজ্জু এবং পৃথিবী বা পার্থিব জীবনেই আশক্তিই সর্ব্বপ্রকার পাপের মূল।"—মেশ্‌কাত।

আয়তের মর্ম্ম এই যে, মানবের পার্থিব জীবন অসার ক্রীড়া-কৌতুকের ন্যায় অনিত্য ও ক্ষণস্থায়ী। মানুষ পার্থিব জীবনে যতই উন্নতি ও সুখ-সম্ভোগের কল্পনা করুক না কেন তাহাদের এই অনিশ্চিত জীবন-প্রদীপ যে কোন্ মুহূর্ত্তে নির্ব্বাপিত হইয়া যাইবে, তাহা

পৃথিবীকে উহার মৃত্যুর পর সঞ্জীবিত করিয়া থাকেন?—তাহারা বলিবে আল্লাহ! তুমি বল—সমস্ত প্রশংসা আল্লারই জন্য, কিন্তু তাহাদের অধিকাংশই অবগত নহে।

مَوْتِهَا لَيَقُولُنَّ اللّٰهُ ط قُلِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ ط بَلْ اَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُوْنَ ۝

৭ম রুকু—বিশ্বাসীগণের সাধনার মহান সফলতা

৬৪। এবং এই পার্থিব জীবন ক্রীড়া ও কৌতুক ব্যতীত নহে এবং নিশ্চয় পারলৌকিক আলয়ই প্রকৃত জীবন—যদি

٦٤. وَمَا هٰذِهِ الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا اِلَّا لَهْوٌ وَّلَعِبٌ ط وَاِنَّ الدَّارَ الْاٰخِرَةَ

অবজ্ঞাত মরুভূমিকে জগতের মধ্যে গৌরবান্বিত ও সমুন্নত করিয়া দিবেন; কিন্তু অবিশ্বাসী... অধিকাংশই উহা অবগত নহে।

হেজরত—উপরোক্ত রুকুর প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত অবিশ্বাসীদের শাস্তি ও বিশ্বাসি... পুরস্কারের প্রসঙ্গ বর্ণনার সহিত পার্থিব জীবনের অনিত্যতা এবং পারলৌকিক জীবনের চির... অনন্ত পুরস্কারের বিষয় বিবৃত করিয়া আল্লাহতা'লা বিশ্বাসী মুসলমানদিগকে "হেজরত" অ... ধর্ম্মের জন্য দেশ ত্যাগ করিতে আদেশ করিয়াছেন। অনন্তর হেজরতকারী মোহাজের... দিগের জীবন ও জীবিকা সম্বন্ধে তাহাদিগকে নানা প্রকার আশ্বাস ও সান্ত্বনা প্রদান করিয়াছে... সুতরাং উপরোক্ত আয়ত-সমূহে প্রমাণিত হইতেছে যে, এখনও যদি কোন দেশে মুসলমানদি... ধর্ম ও শরীয়তের উপর হস্তক্ষেপ এবং ধর্মকার্য্যে বাধাবিঘ্ন সৃষ্টি করা হয়, তবে তথা হইতে "হেজর... অর্থাৎ সেই দেশ পরিত্যাগ করিয়া—যেখানে ধর্ম ও শরীয়তের স্বাধীনতা আছে, সেই দেশে... করা মুসলমানদের পক্ষে ওয়াজেব অর্থাৎ অবশ্য কর্ত্তব্য;—তঃ হক্কানী।

৬৪। এই আয়তে "হায়াতোদ্-দুনইয়া" বা পার্থিব জীবনকে "লাহ্উ ও লায়েব" অ... ক্রীড়া ও কৌতুক করিয়া অভিহিত করা হইয়াছে। অনেকের মতে "লাহ্উ ও লায়েব"... অর্থ অভিন্ন—অর্থাৎ উহার অর্থ সর্ব্বপ্রকার অসার ক্রীড়া; কিন্তু কেহ কেহ কেহ বলেন যে, 'লায়ে... অর্থ শৈশব ও কৈশোরের খেলা-ধূলা এবং 'লাহ্উ' অর্থ যৌবনের অসার আমোদ-প্রমো... ক্রীড়া-কৌতুক।

আলোচ্য আয়তে এই মায়াময় 'দুনইয়া' অর্থাৎ পৃথিবী ও পার্থিব জীবনের অনিত্যতা... অসারতা ঘোষণা করা হইয়াছে। এই আয়তের অনুকূলে একাধিক হাদিসও বর্ণিত হইয়াছে... সহি মোসলেমে বর্ণিত হইয়াছে—"অঙ্গহীন মৃত ছাগশিশু অপেক্ষাও আল্লার নিকট এই পৃথি... তোমাদের জন্য অতি হেয় ও নগণ্য।" হজরত আবু-হোরায়রা হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, 'এই পৃথি... 'মলউন' এবং আল্লার উপাসনা ও সৎকার্য্য ভিন্ন ইহাতে আর যাহা কিছু আছে, তাহার সমস্ত... অভিশপ্ত।" তেরমীজি ও এব্‌ন-মাজায় বর্ণিত হইয়াছে যে, "আল্লার নিকট যদি এ... পৃথিবীর কোন মূল্য থাকিত, তবে তিনি অবিশ্বাসী ও ধর্মদ্রোহীদিগকে বারিবিন্দুও পান করি... দিতেন না।" হজরত রসুলোল্লাহ হইতে আরও বর্ণিত হইয়াছে যে, "সুরা পাপের জী... নিকেতন, রমণী শয়তানের রজ্জু এবং পৃথিবী বা পার্থিব জীবনেই আশক্তিই সর্ব্ব... পাপের মূল।"—মেশ্‌কাত।

আয়তের মর্ম্ম এই যে, মানবের পার্থিব জীবন অসার ক্রীড়া-কৌতুকের ন্যায় অনিত্য... ক্ষণস্থায়ী। মানুষ পার্থিব জীবনে যতই উন্নতি ও সুখ-সম্ভোগের কল্পনা করুক না কে... তাহাদের এই অনিশ্চিত জীবন-প্রদীপ যে কোন্ মুহূর্ত্তে নির্ব্বাপিত হইয়া যাইবে, তাহ...

তাহারা অবগত হইত। ৬৫। অনন্তর যখন তাহারা নৌকায় আরোহণ করে, তখন তাহারা আল্লাহকে তাহারই উদ্দেশে বিনত হইয়া অকপটভাবে আহ্বান করে; অনন্তর যখন তিনি তাহাদিগকে ভূমির দিকে উদ্ধার করেন, তাহারা তখনও অংশী-স্থির করিয়া থাকে। ৬৬। এইরূপে আমি তাহাদিগকে যাহা দান করিয়াছি, তাহা অবিশ্বাস করে এবং যেন তাহারা উপভোগ করিতে পারে; কিন্তু তাহারা অচিরেই উহা অবগত হইবে! ৬৭। তাহারা কি লক্ষ্য করিতেছে না যে, আমি 'হরম'কে

لَهِيَ الْحَيَوَانُ ۘ لَوْ كَانُوْا يَعْلَمُوْنَ ۝
٦٥- فَاِذَا رَكِبُوْا فِى الْفُلْكِ
دَعَوُا اللّٰهَ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ ۚ ع
فَلَمَّا نَجّٰهُمْ اِلَى الْبَرِّ اِذَا هُمْ
يُشْرِكُوْنَ ۙ ٦٦- لِيَكْفُرُوْا بِمَآ
اٰتَيْنٰهُمْ ۚ وَلِيَتَمَتَّعُوْا ۛ فَسَوْفَ
يَعْلَمُوْنَ ۝ ٦٧- اَوَلَمْ يَرَوْا اَنَّا جَعَلْنَا

কোনই স্থিরতা নাই। প্রত্যেক জীবের শিয়রেই সুনিশ্চিত মৃত্যু অবস্থান করিতেছে; তাহার নির্ম্মম আহ্বান উপেক্ষা করিবার সাধ্য কাহারও নাই। সুতরাং কৈশোর ও যৌবনের ক্ষণস্থায়ী আমোদ-প্রমোদ এবং শৈশবের অসার ধূলা-খেলার ন্যায় এই অনিশ্চিত জীবনের খেল যে-কোন মুহূর্ত্তে ভাঙ্গিয়া যাইতে পারে। অতএব এই অনিত্য ও অনিশ্চিত পার্থিব জীবনের মোহে মহান্ আল্লার আদেশ-উপদেশ উপেক্ষা করিয়া স্ব স্ব জীবনের প্রধানতম কর্ত্তব্যগুলি এবং পরলোকের চিরস্থায়ী অনন্ত জীবন বিস্মৃত হওয়া কাহারও পক্ষেই উচিৎ নহে।

৬৫—৬৬। এই আয়তে পার্থিব-জীবনের মোহ ও আসক্তির সহিত অবিশ্বাস ও অংশীবাদিতার সম্পর্ক অতি সুন্দররূপে প্রদর্শিত হইয়াছে। অবিশ্বাসীরা নৌকা ও জাহাজ আরোহণ পূর্ব্বক নদী অথবা সমুদ্র অতিক্রমকালে যখন ঝটিকাবিক্ষুব্ধ তরঙ্গভঙ্গে অথবা অন্যরূপ অপ্রত্যাশিত বিপদে বিপন্ন হইয়া পড়ে, তখন আসন্ন মৃত্যুর ভয়াবহ বিভীষিকা দর্শনে তাহাদের পার্থিব জীবনের মোহ সম্পূর্ণরূপে ভাঙ্গিয়া যায়। তখন সেই বিপদ হইতে উদ্ধার প্রাপ্তির জন্য তাহারা আন্তরিকতার সহিত সর্ব্বশক্তিমান আল্লাহতা'লার নিকটেই সকাতরে প্রার্থনা করিয়া থাকে; তাহাদের উপাস্য দেব-দেবী অথবা প্রস্তর-প্রতিমার কথা তখন ভ্রমেও তাহাদের মনে আসে না। কিন্তু আল্লাহতা'লা স্বীয় অনুগ্রহে যখন তাহাদিগকে বিপন্মুক্ত করিয়া নিরাপদ স্থানে অথবা কূলে পৌছাইয়া দেন, তখন পুনরায় পার্থিব জীবনের মোহ তাহাদিগকে আচ্ছন্ন করিয়া লয় এবং স্ব স্ব প্রকৃতিগত অবিশ্বাসের বলে তাহারা তখন আল্লাহকে ভূলিয়া নিতান্ত অকৃতজ্ঞের মত তাহাদের সেই সকল দেব-দেবী এবং প্রস্তর-প্রতিমারই উপাসনা ও পূজা আরাধনা করিতে থাকে। সুতরাং পার্থিব জীবনের অতিরিক্ত মোহ অথবা অত্যধিক আসক্তির জন্যই যে লোকেরা আল্লাহকে ভুলিয়া অবিশ্বাস, অংশীবাদিতা ও পৌত্তলিকতা-রূপ মহাপাপে লিপ্ত হইয়া থাকে, তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই। কিন্তু অচিরেই তাহারা এই অকৃতজ্ঞতার সমুচিত প্রতিফল ভোগ করিবে। কারণ এই ক্ষণস্থায়ী পার্থিব জীবনের অবসানে পারলৌকিক অনন্ত জীবনে শুধু দুঃখ, দুর্গতি ও লাঞ্ছনাই তাহাদের জন্য অপেক্ষা করিতেছে।

৬৭—৬৮। এই দুইটি আয়তে আল্লাহতা'লা আরবের অবিশ্বাসীদিগের তাঁহার এক বিশেষ অনুগ্রহের বিষয় স্মরণ করাইয়া দিতেছেন। উহা মক্কার 'হরম' অর্থাৎ পবিত্র ও নিষিদ্ধ স্থান। পবিত্র মক্কা-নগরী ও উহার পার্শ্ববর্ত্তী কতিপয় মাইল-ব্যাপী স্থানকে 'হরম' বলা হয়। ঐ স্থানের মধ্যে যুদ্ধ-বিগ্রহ ও অত্যাচার-অনাচার প্রভৃতি অশান্তিজনক কার্য্যসমূহ সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ। অবিশ্বাসীরাও যুগ-যুগান্ত হইতে পুরুষানুক্রমে ঐ পবিত্র স্থানের সম্মান ও মর্য্যাদা মান্য করিয়া আসিতেছে! তাই আল্লাহতা'লা বলিতেছেন যে, যে আরবদেশের লোকের ধনপ্রাণ আদৌ

নিরাপদ স্থান করিয়াছি এবং উহার
চতুষ্পার্শ্ব হইতে লোকেরা অপহৃত
হইতেছে! তবুও কি তাহারা অসত্যে
বিশ্বাস করিতেছে এবং আল্লার অনুগ্রহ
অবিশ্বাস করিতেছে? ৬৮। এবং
তদপেক্ষা কে অধিকতর অত্যাচারী—যে
আল্লাহ সম্বন্ধে অসত্য-রচনা করে অথবা
সত্যের প্রতি অসত্যারোপ করে—যখন
উহা তাহাদের নিকট উপস্থিত হয়; তবে
কি নরকই অবিশ্বাসীদের আবাস-স্থল
নহে? ৬৯।* এবং যাহারা আমার
উদ্দেশ্যে প্রচেষ্টা করে, নিশ্চয় আমি
তাহাদিগকে আমার সুপথ-সমূহ প্রদর্শন
করিব এবং নিশ্চয়ই আল্লাহ সৎকর্ম্মশীলগণের
সঙ্গী।

حَرَمًا اٰمِنًا وَّيُتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ
حَوْلِهِمْ ۭ اَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُوْنَ
وَبِنِعْمَةِ اللّٰهِ يَكْفُرُوْنَ ۝ -٦٨- وَمَنْ
اَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرٰى عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا
اَوْ كَذَّبَ بِالْحَقِّ لَمَّا جَاۤءَهٗ ۭ اَلَيْسَ
فِيْ جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلْكٰفِرِيْنَ ۝
-٦٩- وَالَّذِيْنَ جَاهَدُوْا فِيْنَا
لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا ۭ وَاِنَّ اللّٰهَ
لَمَعَ الْمُحْسِنِيْنَ ۝ ع

নিরাপদ নহে; যুদ্ধ-বিগ্রহ, হত্যা-লুণ্ঠন ও অত্যাচার-অনাচার যাহাদের দৈনন্দিন নিত্যকর্ম; 'হরমে'র পার্শ্ববর্ত্তী স্থানসমূহ হইতেও যাহারা জীবন্ত মানুষ পর্য্যন্ত অপহরণ করিয়া থাকে—সেইরূপ দুর্দ্দান্ত জাতি ও অশান্তিপূর্ণ দেশের মধ্যে 'হরমের' ন্যায় নিরাপদ ও শান্তিপূর্ণ স্থান নির্দ্ধারিত করিয়া দিয়া যুগ-যুগান্ত ব্যাপিয়া উহার পবিত্রতা, শান্তি ও নিরাপদতা রক্ষা করা কি আমার প্রত্যক্ষ অনুগ্রহ ও অনন্ত শক্তি-মহিমার পরিচায়ক নহে? ইহা প্রত্যক্ষ অবলোকন করিয়াও যদি অবিশ্বাসীরা আমার প্রেরিত রসুল এবং তৎপ্রচারিত সত্যধর্ম্মে বিশ্বাস-স্থাপন না করে, তবে তাহাদের অপেক্ষা অত্যাচারী ও হতভাগ্য আর কেহই নাই। অবিশ্বাস ও অবাধ্যতার জন্য পরলোকে উহারা অবশ্যই নরকগামী হইবে।

৬৯। **যাহাদু ফিনা**—এই বাক্যাংশের অর্থ এই যে, যাহারা আমার উদ্দেশ্যে জেহাদ অর্থাৎ সাধনা বা প্রচেষ্টা করে। ইহার মর্ম্ম অতি ব্যাপক; লোকের ক্ষুদ্র-বৃহৎ সমস্ত সৎকার্য্যের পরিকল্পনাই উক্ত বাক্যাংশে অর্থ ও মর্ম্মের অন্তর্ভুক্ত করা যাইতে পারে। যাহারা আন্তরিকতার সহিত স্বধর্ম্ম, স্বদেশ ও সমাজ-সেবার মহান্ ব্রত বরণ করিয়া দেশে শান্তি স্থাপনের সদিচ্ছা পোষণ করিবে, যাহারা উপাসনালয় ও শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান সংস্থাপন করিয়া লোকের অধর্ম্ম ও অজ্ঞতার অন্ধকার দূরীভূত করিতে চেষ্টিত হইবে, যাহারা ধর্ম্মগ্রন্থ প্রচার করিয়া অথবা উন্নত আদর্শের সৎগ্রন্থ রচনা করিয়া কিংবা দেশের ও জাতির হিতসাধনকল্পে সদুদ্দেশ্য,মুলক সংবাদপত্র বা সাময়িক-পত্র প্রচার করিয়া অথবা বক্তৃতা ও উপদেশ প্রদান করিয়া লোকদিগকে উন্নতিমূলক সুপথ প্রদর্শনের জন্য চেষ্টা করিবে—আল্লাহতা'লা বলিতেছেন যে তাহাদের ঐ শ্রেণীর সমস্ত সৎকার্য্যই আমার উদ্দেশ্যে উৎসর্গিত ও নিবেদিত বলিয়া পরিগণিত হইবে। সুতরাং আমি অবশ্যই ঐ সকল কার্য্যে তাহাদিগকে আমার মনোনীত সুপথ-সমূহ প্রদর্শন করিব এবং নিশ্চয়ই আমি ঐ সকল সদুদ্দেশ্যপরায়ণ সৎকর্ম্মশীল ব্যক্তিদিগে সন্নিকটবর্ত্তী সঙ্গীরূপে—তাহাদিগকে সর্ব্বতোভাবে সাহায্য করিয়া সাফল্যের পথে পৌঁছাইয়া দিব। এই অনুপম সুসংবাদ সহ আল্লাহতা'লা আলোচ্য সূরার

মক্কায় অবতীর্ণ	৩০। সুরা রুম—الروم	৬০ আয়াত

সর্ব্বপ্রদাতা করুণাময় আল্লার নামে

بسم الله الرحمن الرحيم

১ম রুকু—মহাবিজয়ের অব্যর্থ ভবিষ্যদ্বাণী

১। আলিফ——লাম——মিম *।

২। রুমীয়গণ পরাস্ত হইয়াছে, ١- الٓمّٓ ۚ ٢- غُلِبَتِ الرُّوْمُ ۙ

শানে-নজুল—এই পবিত্র সুরা হেজরতের ষষ্ঠ অথবা সপ্তম বৎসর পূর্ব্বে মক্কা শরীফে অবতীর্ণ হইয়াছিল। বিজয়ী পারসিকদিগের উপর পরাজিত রুম-জাতির এবং অত্যাচারী কোরেশদিগের উপর অত্যাচারিত মুসলমানদিগের আসন্ন মহা-বিজয়ের স্পষ্টতর ও অব্যর্থ ভবিষ্যদ্বাণীই এই সুরার সর্ব্বপ্রধান বৈশিষ্ট। পূর্ব্ববর্ত্তী সুরায় আহলে-কেতাব ইহুদী ও খৃষ্টান জাতির সহিত মুসলমানদিগের নৈকট্য ও সাদৃশ্য বর্ণিত হওয়ায় পৌত্তলিক কোরেশেরা মুসলমানদিগের ন্যায় ইহুদী এবং খৃষ্টানদিগের প্রতিও ঘৃণা ও বিদ্বেষ পোষণ করিতে অভ্যস্ত হইয়া উঠে। পক্ষান্তরে অগ্নিপূজক পারসিকদিগকে তাহারা নিজেদের নিকটবর্ত্তী ও সম-মতাবলম্বী বলিয়া ধারণা করিতে থাকে। ইতিমধ্যে অগ্নিপূজক পারসিক জাতির সহিত যুদ্ধে খৃষ্ট-ধর্ম্মাবলম্বী রুম-জাতি শোচনীয়রূপে পরাস্ত হওয়ায় পৌত্তলিক কোরেশদিগের মধ্যে আনন্দ-ধ্বনি উত্থিত হয়। তাহারা মুসলমানদিগকে বিদ্রূপ করিয়া বলিতে থাকে যে, তোমাদের ও খ্রীষ্টানদিগের আল্লাহ্ত এক; কিন্তু তোমাদের আল্লার কোন শক্তি নাই! কারণ অগ্নিপূজক পারসিকদিগের আক্রমণ হইতে তোমাদের আল্লাহ্ রুমীয়দিগকে রক্ষা করিতে পারিলেন না। সুতরাং আমাদের সম-মতাবলম্বী পারসিকদিগের দ্বারা তোমাদের সম-মতাবলম্বী রুমীয়গণ যেরূপভাবে পরাস্ত ও বিধ্বস্ত হইয়া গিয়াছে, আমাদের দ্বারা তোমরাও সেইরূপে পরাজিত ও বিধ্বস্ত হইয়া যাইবে। আমাদের আক্রমণ হইতে তোমরা কিছুতেই পরিত্রাণ পাইবে না। অবিশ্বাসী কোরেশদিগের এই সকল উপহাস বিদ্রূপের উত্তরে সর্ব্বশক্তিমান ও সর্ব্বজ্ঞ আল্লাহতা'লা বিজয়ী পারসিকদিগের উপর পরাজিত রুম-জাতির এবং অত্যাচারী শক্তিশালী কোরেশদিগের উপর অত্যাচারিত ও শক্তিহীন মুসলমানদিগের আসন্ন মহা-বিজয়ের স্পষ্টতর সুসংবাদ ও অব্যর্থ ভবিষ্যদ্বাণী সহ এই সুরা অবতারণ।—তঃ হক্কানী।

রুম—সাম্রাজ্য, দেশ অথবা জাতি-বিশেষ। সাম্রাজ্যের অন্তর্গত লোকেরা নিজদিগকে 'রোমান্‌স্' বা রুমীয় নামে অভিহিত করে (মঃ আঃ)। প্রাচীন গ্রীক-জাতিকেও 'রোমান্‌স্' বা রুমীয় বলা হইয়া থাকে। মহানগরী কনষ্টান্টিনোপলকেও রুম নামে অভিহিত করা হয়। আলোচ্য আয়তের 'রুম' শব্দে কনষ্টান্টিনোপলের খ্রীষ্টান সম্রাট এবং তাঁহার অধীনস্থ খ্রীষ্টান জাতিকেই নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। অগ্নিপূজক পারসিকদিগের সহিত যুদ্ধে খ্রীষ্ট ধর্ম্মাবলম্বী রুমীয়দিগের পরাজয় উপলক্ষে বিশ্বাসী মুসলমানদিগের প্রতি অবিশ্বাসী কাফেরদিগের উপহাস-বিদ্রূপের উত্তরে, বিজয়ী পারসিক-দিগের উপর পরাজিত রুম-জাতির আসন্ন মহাবিজয়ের ভবিষ্যদ্বাণী ও সুসংবাদ সহ এই সুরা আরম্ভ হইয়াছে বলিয়াই ইহার 'রুম' নামকরণ করা হইয়াছে। এই নামকরণের দ্বারা প্রত্যক্ষভাবে ইহাও ইঙ্গিত করা হইয়াছে যে, রুমীয়দিগের ন্যায় সত্যবিশ্বাসী মুসলমানেরাও অচিরেই শক্তিশালী শত্রুর

* ১ম ২য় আয়তের তফ্‌সীর পর-পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

فِيْٓ اَدْنَى الْاَرْضِ وَهُمْ مِّنْۢ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُوْنَ ۙ﴿۳﴾ فِيْ بِضْعِ

৩। নিকটতর ভূমিতে; এবং তাহারা তাহাদের এই পরাজয়ের পরে শীঘ্রই বিজয়ী হইবে—৪। কতিপয় বৎসরের

উপর পরাক্রান্ত ও বিজয়ী হইবে এবং রূমীয়দিগের ন্যায় অভ্যুত্থান লাভ করিয়া তাহারাও পৃথিবীতে রূম-সাম্রাজ্য অপেক্ষা বৃহত্তর সাম্রাজ্য স্থাপন করিবে।

১। **আলিফ-লাম-মিম**—এই ব্যবচ্ছেদক বর্ণত্রয়ের বিভিন্ন-রূপ মর্ম্ম ইতিপূর্ব্বে একাধিকবার বর্ণিত হইয়াছে। তফ্‌সীরকারগণ আরও নির্দ্দেশ করিয়াছেন যে, কোরান শরীফে সাধারণতঃ উক্ত বর্ণত্রয়ের দ্বারা বিশেষ গুরুতর বিষয়ের প্রতি লোকের মনোযোগ আকর্ষণ করা হইয়া থাকে—যেন তাহারা উহা অভিনিবেশ সহকারে শ্রবণ ও হৃদয়ঙ্গম করিতে চেষ্টা করে। আলোচ্য আয়তে উক্ত বর্ণত্রয়ের দ্বারা যথাক্রমে ইসলাম, আহলে-কেতাব ও মোশরেক জাতির প্রতি ইঙ্গিত করা হইয়াছে। ইহার মর্ম্ম এই যে, প্রথমে অগ্নিপূজক ও অংশীবাদী পারসিকদিগের দ্বারা আহলে-কেতাব রূম-জাতি পরাজিত হইবে; তৎপর অংশীবাদী পারসিকরা পরাজিত এবং আহলে-কেতাব রূম-জাতি বিজয়ী হইবে; তৎপর উক্ত উভয় জাতিই ইসলাম ধর্ম্মাবলম্বীদিগের দ্বারা পরাজিত হইবে এবং সত্যবিশ্বাসী মুসলমানেরা উক্ত উভয় সাম্রাজ্যের উপরেই নিজেদের আধিপত্য স্থাপন করিবে।

২—৫। **অব্যর্থ-ভবিষ্যদ্বাণী**—এই কয়েকটি আয়তে পারসিকদিগের দ্বারা পরাজিত রূম-জাতির পরাজয়ের প্রসঙ্গ উল্লেখ করিয়া আল্লাহতা'লা বলিতেছেন যে, রূমীয়গণ পারসিকদিগের দ্বারা নিকটবর্ত্তী প্রদেশে পরাজিত হইয়াছে সত্য; কিন্তু এই পরাজয়ের পরে তাহারা অচিরেই অর্থাৎ আগামী কয়েক বৎসরের মধ্যেই বিজয়ী পারসিকদিগকে পরাস্ত করিয়া জয়-গৌরবের অধিকারী হইবে এবং রূমীয়গণ যেদিন পারসিকদিগের উপর পরাক্রান্ত হইবে, সেদিন মুসলমানেরাও আল্লার অনুগ্রহে অবিশ্বাসী কাফেরদিগের উপর পরাক্রান্ত ও বিজয়ী হইয়া আনন্দোৎসব করিতে পারিবে। তৃতীয় ও চতুর্থ আয়তে স্পষ্টতর ভাষায় নির্দ্দেশ করা হইয়াছে যে, অচিরেই অর্থাৎ আগামী দশ বৎসরের মধ্যেই এই অব্যর্থ ভবিষ্যদ্বাণী সম্পূর্ণরূপে সফল হইবে! ঐতিহাসিকগণ এই বিস্ময়কর ভবিষ্যদ্বাণীর অপূর্ব্ব সফলতা উত্তমরূপেই অবগত আছেন। বলা বাহুল্য, এই ভবিষ্যদ্বাণীর বিস্ময়কর সফলতা কোরান শরিফের অলৌকিকত্ব এবং স্বর্গীয় প্রত্যাদেশের সত্যতার এক উজ্জ্বলতম প্রমাণ পরিগণিত হইয়া রহিয়াছে।

আদনাল-আরদ—নিকটতর ভূমি অথবা নিকটবর্ত্তী প্রদেশ। তফ্‌সীরকারগণ উক্ত বাক্যাংশের মর্ম্ম সম্বন্ধে বিভিন্ন মত অবলম্বন করিয়াছেন। কেহ কেহ বলেন যে, ইহা দ্বারা আরবের নিকটবর্ত্তী সিরিয়া, প্যালেষ্টাইন অথবা এরাক প্রদেশকে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। কারণ ঐ সকল স্থানে পারসিকদিগের সহিত রূমীয়দিগের সঙ্ঘর্ষ হইয়াছিল। আবার কেহ কেহ বলেন যে, উক্ত বাক্যাংশের দ্বারা জেরুজালেম অথবা রূম-সাম্রাজ্যের রাজধানী কনষ্টান্টিনোপলের নিকটবর্ত্তী প্রদেশে বুঝাইতেছে। কারণ পারসিকেরা জেরুজালেম জয় করিয়া রূমীয়দিগের পশ্চাদ্ধাবন পূর্ব্বক প্রায় রাজধানী কনষ্টান্টিনোপলের দ্বারদেশ পর্য্যন্ত উপস্থিত হইয়াছিল।

বেদ-ই-সিনিন—কতিপয় বর্ষ। আরবী বাকধারা অনুসারে তিন বৎসর হইতে নয় বা দশ বৎসর পর্য্যন্ত সময়কে 'বিদ-উন' বলে। সুতরাং উপরোক্ত বাক্যাংশের দ্বারা স্পষ্টরূপে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে যে, আগামী তৃতীয় বর্ষের পর নবম বা দশম বর্ষের মধ্যে এই ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হইয়া রূম-জাতি ও মুসলমানেরা অগ্নিপূজক ও অবিশ্বাসী পৌত্তলিকদিগের উপর পরাক্রান্ত ও বিজয়ী হইবে। উক্ত প্রত্যাদেশ অবতীর্ণ হইবার পর হজরত আবুবকর এক প্রকাশ্য সভায় বলিয়াছিলেন যে রূমীয়গণ আগামী তিন বৎসরের মধ্যেই পারসিকদিগের উপর পরাক্রান্ত ও বিজয়ী হইবে। কিন্তু উবায়-বিন-খলফ নামক জনৈক অবিশ্বাসী উহা অগ্রাহ্য করিয়া বলে যে,

٣- فِيْٓ اَدْنَى الْاَرْضِ وَهُمْ مِّنْۢ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُوْنَ ۙ ٤- فِيْ بِضْعِ

৩। নিকটতর ভূমিতে; এবং তাহারা তাহাদের এই পরাজয়ের পরে শীঘ্রই বিজয়ী হইবে—৪। কতিপয় বৎসরের

উপর পরাক্রান্ত ও বিজয়ী হইবে এবং রূমীয়দিগের ন্যায় অভ্যুত্থান লাভ করিয়া তাহারাও পৃথিবীতে রূম-সাম্রাজ্য অপেক্ষা বৃহত্তর সাম্রাজ্য স্থাপন করিবে।

১। **আলিফ-লাম-মিম**—এই ব্যবচ্ছেদক বর্ণত্রয়ের বিভিন্ন-রূপ মর্ম্ম ইতিপূর্ব্বে একাধিকবার বর্ণিত হইয়াছে। তফ্সীরকারগণ আরও নির্দ্দেশ করিয়াছেন যে, কোরান শরীফে সাধারণতঃ উক্ত বর্ণত্রয়ের দ্বারা বিশেষ গুরুতর বিষয়ের প্রতি লোকের মনোযোগ আকর্ষণ করা হইয়া থাকে—যেন তাহারা উহা অভিনিবেশ সহকারে শ্রবণ ও হৃদয়ঙ্গম করিতে চেষ্টা করে। আলোচ্য আয়তে উক্ত বর্ণত্রয়ের দ্বারা যথাক্রমে ইসলাম, আহলে-কেতাব ও মোশরেক জাতির প্রতি ইঙ্গিত করা হইয়াছে। ইহার মর্ম্ম এই যে, প্রথমে অগ্নিপূজক ও অংশীবাদী পারসিকদিগের দ্বারা আহলে-কেতাব রূম-জাতি পরাজিত হইবে; তৎপর অংশীবাদী পারসিকরা পরাজিত এবং আহলে-কেতাব রূম-জাতি বিজয়ী হইবে; তৎপর উক্ত উভয় জাতিই ইসলাম ধর্ম্মাবলম্বীদিগের দ্বারা পরাজিত হইবে এবং সত্যবিশ্বাসী মুসলমানেরা উক্ত উভয় সাম্রাজ্যের উপরেই নিজেদের আধিপত্য স্থাপন করিবে।

২—৫। **অব্যর্থ-ভবিষ্যদ্বাণী**—এই কয়েকটি আয়তে পারসিকদিগের দ্বারা পরাজিত রূম-জাতির পরাজয়ের প্রসঙ্গ উল্লেখ করিয়া আল্লাহতা'লা বলিতেছেন যে, রূমীয়গণ পারসিকদিগের দ্বারা নিকটবর্ত্তী প্রদেশে পরাজিত হইয়াছে সত্য; কিন্তু এই পরাজয়ের পরে তাহারা অচিরেই অর্থাৎ আগামী কয়েক বৎসরের মধ্যেই বিজয়ী পারসিকদিগকে পরাস্ত করিয়া জয়-গৌরবের অধিকারী হইবে এবং রূমীয়গণ যেদিন পারসিকদিগের উপর পরাক্রান্ত হইবে, সেদিন মুসলমানেরাও আল্লার অনুগ্রহে অবিশ্বাসী কাফেরদিগের উপর পরাক্রান্ত ও বিজয়ী হইয়া আনন্দোৎসব করিতে পারিবে। তৃতীয় ও চতুর্থ আয়তে স্পষ্টতর ভাষায় নির্দ্দেশ করা হইয়াছে যে, অচিরেই অর্থাৎ আগামী দশ বৎসরের মধ্যেই এই অব্যর্থ ভবিষ্যদ্বাণী সম্পূর্ণরূপে সফল হইবে! ঐতিহাসিকগণ এই বিস্ময়কর ভবিষ্যদ্বাণীর অপূর্ব্ব সফলতা উত্তমরূপেই অবগত আছেন। বলা বাহুল্য, এই ভবিষ্যদ্বাণীর বিস্ময়কর সফলতা কোরান শরিফের অলৌকিকত্ব এবং স্বর্গীয় প্রত্যাদেশের সত্যতার এক উজ্জ্বলতম প্রমাণ পরিগণিত হইয়া রহিয়াছে।

আদনাল-আরদ—নিকটতর ভূমি অথবা নিকটবর্ত্তী প্রদেশ। তফ্সীরকারগণ উক্ত বাক্যাংশের মর্ম্ম সম্বন্ধে বিভিন্ন মত অবলম্বন করিয়াছেন। কেহ কেহ বলেন যে, ইহা দ্বারা আরবের নিকটবর্ত্তী সিরিয়া, প্যালেষ্টাইন অথবা এরাক প্রদেশকে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। কারণ ঐ সকল স্থানে পারসিকদিগের সহিত রূমীয়দিগের সঙ্ঘর্ষ হইয়াছিল। আবার কেহ কেহ বলেন যে, উক্ত বাক্যাংশের দ্বারা জেরুজালেম অথবা রূম-সাম্রাজ্যের রাজধানী কনষ্টাণ্টিনোপলের নিকটবর্ত্তী প্রদেশে বুঝাইতেছে। কারণ পারসিকেরা জেরুজালেম জয় করিয়া রূমীয়দিগের পশ্চাদ্ধাবন পূর্ব্বক প্রায় রাজধানী কনষ্টাণ্টিনোপলের দ্বারদেশ পর্য্যন্ত উপস্থিত হইয়াছিল।

বেদ-ই-সিনিন—কতিপয় বর্ষ। আরবী বাকধারা অনুসারে তিন বৎসর হইতে নয় বা দশ বৎসর পর্য্যন্ত সময়কে 'বিদ্-উন' বলে। সুতরাং উপরোক্ত বাক্যাংশের দ্বারা স্পষ্টরূপে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে যে, আগামী তৃতীয় বর্ষের পর নবম বা দশম বর্ষের মধ্যে এই ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হইয়া রূম-জাতি ও মুসলমানেরা অগ্নিপূজক ও অবিশ্বাসী পৌত্তলিকদিগের উপর পরাক্রান্ত ও বিজয়ী হইবে। উক্ত প্রত্যাদেশ অবতীর্ণ হইবার পর হজরত আবুবকর এক প্রকাশ্য সভায় বলিয়াছিলেন যে রূমীয়গণ আগামী তিন বৎসরের মধ্যেই পারসিকদিগের উপর পরাক্রান্ত ও বিজয়ী হইবে। কিন্তু উবায়-বিন-খলফ নামক জনৈক অবিশ্বাসী উহা অগ্রাহ্য করিয়া বলে যে,

মধ্যে ; পূর্ব্বে এবং পরে আল্লারই আদেশ ; এবং সেদিন বিশ্বাসীরা আনন্দিত হইবে—৫। আল্লার সাহায্যে ; তিনি যাহাকে ইচ্ছা সাহায্য করিয়া থাকেন

سِنِيْنَ ۗ لِلّٰهِ الْأَمْرُ مِنْ قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ ۗ وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُوْنَ ۝٤
٥- بِنَصْرِ اللّٰهِ ۗ يَنْصُرُ مَنْ يَشَاءُ ۝

ইহা সম্পূর্ণ অসম্ভব। অনন্তর উভয়ের মধ্যে দশটী উট শর্ত্ত করিয়া বাজী রাখা হয়। হজরত রসুলোল্লাহ ইহা শুনিয়া বলেন যে, উক্ত ভবিষ্যদ্বাণীর সফলতা অবশ্যম্ভাবী ; কিন্তু সময় নির্দ্ধারণ ঠিক হয় নাই। ‘বিদ্‌উন’ অর্থ তিন হইতে দশ বৎসর। অতএব তুমি সময় ঠিক করিয়া উটের পরিমান বৃদ্ধি করিয়া লও। তদনুসারে হজরত আবুবকর পুনরায় গিয়া উবায়ের সহিত একশত উটের শর্ত্ত করেন এবং যথাসময়ে রুমীয়গণ জয়লাভ করিলে তিনি বাজী জিতিয়া এক শত উট প্রাপ্ত হন। এতদ্দ্বারা দেখা যাইতেছে যে, হজরত রসুলোল্লাহ (সাঃ) ও তাঁহার সাহাবাগণ উক্ত ভবিষ্যদ্বাণীর সফলতা সম্বন্ধে কিরূপ নিশ্চিত-বিশ্বাসী ও নিঃসন্দেহে ছিলেন।—তঃ কবির ও নায়সাপুরী।

মন্তব্য।—ফকিহগণ অনুমান করিয়াছেন যে, সম্ভবতঃ এই সময় পর্য্যন্ত উপরোক্ত শর্ত্তানুসারে বাজী রাখা জায়েজ (সিদ্ধ) ছিল। পরে জুয়া বা ভাগ্য-শর বিষয়ক প্রত্যাদেশ অবতীর্ণ হইবার পর উহা নিষিদ্ধ হইয়া যায়। অবশ্য এক পক্ষের শর্ত্তে কোন দোষ নাই (হক্কানী)। কেহ কেহ উপরোক্ত বর্ণনা অনুসারে ‘দারুল হরবে’ কাফেরদিগের সহিত উপরোক্ত শর্ত্তানুসারে বাজী রাখা জায়েজ বলিয়াও সিদ্ধান্ত করিয়াছেন।—তঃ বয়জবী।

রুম পারসিক সংঘর্ষ। ঐতিহাসিকগণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন যে, ৬১৫ বা ৬১৬ খৃষ্টাব্দে উক্ত ভবিষ্যদ্বাণী-বিষয়ক প্রত্যাদেশ অবতীর্ণ হইয়াছিল। কিন্তু রুম-পারসিক সঙ্ঘর্ষ আরম্ভ হইয়াছিল তাহার বহু পূর্ব্ব হইতে। রুমীয় ফোকাস কর্ত্তৃক মৌরিস নামক পারসিক নিহত হইবার পর উক্ত হত্যাকাণ্ডের প্রতিশোধ লইবার জন্য পারস্য-সম্রাট দ্বিতীয় খসরু ৬০২ খৃষ্টাব্দে রুমীয়-দিগের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন। তাঁহার পরাক্রান্ত সৈন্যদল সিরিয়া ও এসিয়া মাইনর লুণ্ঠন করিয়া ৬০৮ খৃষ্টাব্দে ক্যালসিডোন পর্য্যন্ত অগ্রসর হয়। ৬১৩ ও ৬১৪ খৃষ্টাব্দে পারস্য সেনাপতি শাহবরজ জেরুজালেম ও দামেস্ক অধিকার করে এবং সেই বিপুল বিজয়ের নিদর্শন স্বরূপ জেরুজালেম বা বয়তুল-মোকাদ্দাস হইতে খৃষ্টানদিগের পবিত্র ক্রুশ-কাষ্ঠ হরণ করিয়া লইয়া যায়। ইহার পর পারসিকগণ মিশর অধিকার করে এবং ৬১৫ খৃষ্টাব্দে তাহারা পরাজিত রুম সৈন্যদিগের পশ্চাদ্ধাবন করিয়া খৃষ্টীয় সাম্রাজ্যের রাজধানী কনষ্টান্টিনোপলের দ্বারদেশ পর্য্যন্ত অগ্রসর হয়। রুম-সম্রাট হেরাক্লিয়াস বা হরকেল এবং রুমী সৈন্যগণ উপর্য্যুপরি পরাজয়ের ফলে এরূপ ভীত ও বিপন্ন হইয়া পড়িয়াছিল যে তাহারা নিজেদের আত্মরক্ষার শক্তি ও সাহস সম্পূর্ণ রূপে হারাইয়া ফেলিয়াছিল। পারস্য সাম্রাজ্য পুনরায় আক্রমণ করা ত অতি দূরের কথা, পারসিকদিগের আক্রমণ প্রতিহত করিয়া নিজেদের অপহৃত রাজ্য উদ্ধারের কোন সম্ভাবনাই তখন তাহাদের ছিল না। ঠিক এই সময়েই বিজয়ী পারসিকদিগের উপর পরাজিত রুম-জাতির আসন্ন মহাবিজয়ের এবং অত্যাচারিত ও প্রাণের ভয়ে দেশান্তরিত শক্তিহীন মুষ্টিমেয় মুসলমান কর্ত্তৃক অত্যাচারী ও অবিশ্বাসী এবং শক্তিশালী ও পারাক্রান্ত কোরেশ জাতির পতন ও পরাজয়ের ভবিষ্যদ্বাণী ও সুসংবাদসহ উপরোক্ত প্রত্যাদেশ-সমূহ অবতীর্ণ হয়। তাই উক্ত প্রত্যাদেশ-নির্দ্ধারিত অতি অল্প সময়ের মধ্যে এই বিরাট ভবিষ্যদ্বাণীর বিস্ময়কর সফলতা দর্শনে ইসলামের শত্রু-মিত্র সকলেই বিস্ময়ে অবাক হইয়া গিয়াছে।—তঃ বাঃ বোঃ ও এন্‌সাইক্লো বৃটাঃ।

ভবিষ্যদ্বাণীর সফলতা।—উপরোক্ত ভবিষ্যদ্বাণীর সফলতা স্বরূপ উক্ত প্রত্যাদেশ অবতারণের পরবর্ত্তী অষ্টম বা নবম বর্ষে রুম-সম্রাট হেরাক্লিয়াস পারসিকদিগের কবল হইতে স্বীয় রাজ্য উদ্ধার করিয়া পারস্য সাম্রাজ্যে প্রবেশ করেন এবং তাঁহার বিজয়ী সৈন্যদল ৬২৪ খৃষ্টাব্দে

وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ۝ ٦- وَعْدَ اللَّهِ ۖ
لَا يُخْلِفُ اللَّهُ وَعْدَهُ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ
النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ۝ ٧- يَعْلَمُونَ
ظَاهِرًا مِّنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۚ
وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ ۝
٨- أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا فِي أَنفُسِهِم ۗ

এবং তিনি মহাপরাক্রান্ত করুণাময়।
৬। ইহা আল্লারই অঙ্গীকার; আল্লাহ স্বীয় অঙ্গীকারের অন্যথা করেন না, কিন্তু অধিকাংশ লোকই উহা অবগত নহে।
৭। তাহারা পার্থিব জীবনের বাহ্যিক বিষয়ই অবগত আছে এবং তাহারা পরকাল সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অমনোযোগী।
৮। তাহারা কি স্ব স্ব অন্তরে চিন্তা করিতেছে না যে, আল্লাহ কি এই

উত্তর মিডিয়া অধিকার করিয়া গোডজাকের সুবিখ্যাত অনলকুণ্ড বা অগ্নি-উপাসনালয় সম্পূর্ণ রূপে ধ্বংস করিয়া ফেলেন (এন্‌সাইক্লো-বৃটাঃ) আবার ঠিক ঐ বৎসরেই অবিশ্বাসী কোরেশ-দিগের অত্যাচারে জর্জ্জরিত এবং প্রাণের ভয়ে স্বদেশত্যাগী—হজরত রসুলোল্লার ৩১৩ জন মাত্র সহচর—যাঁহাদের অধিকাংশই অজ্ঞ, অনভিজ্ঞ ও নিরস্ত্র যুবক ছিলেন, তাঁহারা সুবিখ্যাত বদর-যুদ্ধে কোরেশদিগের সহস্রাধিক সুদক্ষ ও সশস্ত্র সৈন্যে গঠিত আক্রমণকারী বীর-বাহিনীকে অতি অপ্রত্যাশিত রূপে পরাজিত ও বিধ্বস্ত করিয়া দেন। শত্রু-দিগকে সমস্ত সাহসী সৈন্যাধ্যক্ষ ও নেতৃস্থানীয় পরিচালকই এই যুদ্ধে নিহত হয় এবং উদীয়মান মোসলেম-শক্তির এই প্রচণ্ড আঘাতে তাহাদের শক্তি ও সাহস সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত হইয়া যায়। কোন কোন তফ্‌সীরকার লিখিয়াছেন যে, যেদিন রুমীয় সৈন্যগণ গোডজাকের অগ্নি-উপাসনালয় ধ্বংস করিয়া অগ্নি-পূজক পারসিকদিগের উপর পূর্ণ বিজয় লাভ করে, ঠিক সেই দিনই মদিনার নব-অভ্যুত্থিত মোসলেম-শক্তি সর্ব্বপ্রথম জেহাদের পতাকা উত্তোলন করিয়া সুবিখ্যাত বদর প্রান্তরে প্রতিমা-পূজক কোরেশদিগের শক্তি ও গর্ব্ব চিরতরে খর্ব্ব করিয়া দেন। অনন্তর হজরত রসুলোল্লাহ যেরূপভাবে মহানগরী মক্কা অধিকার করিয়া সমগ্র আরবের উপর ইসলামের অপ্রতিহত প্রভাব বিস্তার করিয়াছিলেন এবং তাঁহার বিশ্বাসী অনুগামীগণ ক্রমে ক্রমে যেরূপভাবে সমগ্র পারস্য ও রুম-সাম্রাজ্য অধিকার করিয়া উক্ত ভবিষ্যদ্বাণীর অন্তর্নিহিত আভাস বা পরবর্ত্তী অংশের পূর্ণতা সাধন করিয়াছিলেন, জগতের ইতিহাসই তাহার শ্রেষ্ঠতম সাক্ষী।

৬—৭। যাহারা উপরোক্ত ভবিষ্যদ্বাণীর সফলতা সম্বন্ধে সন্দেহ পোষণ করিতেছিল এবং যাহারা উহা অসম্ভব মনে করিয়া উপহাস-বিদ্রূপ করিতেছিলেন, এই দুইটী আয়তে আল্লাহতা'লা তাহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন যে, রুম-জাতি ও মুসলমানদিগের জয় লাভ এবং পারসিক ও কোরেশদিগের পরাজয় সম্বন্ধে আল্লাহতা'লা যে অঙ্গীকার করিয়াছেন এবং বিশ্বাসী ও অবিশ্বাসীদিগের অবগতির জন্য যে ভবিষ্যদ্বাণী ব্যক্ত হইয়াছে, নির্দ্ধারিত সময়ের মধ্যে তাহা অবশ্যই পূর্ণ হইবে। সর্ব্বশক্তিমান আল্লাহতা'লা কখনই স্বীয় অঙ্গীকারের অন্যথা করিবেন না। এই সঙ্গে আল্লাহতা'লা একথাও বলিয়া দিয়াছেন যে, যাহারা আমার ঐ ভবিষ্যদ্বাণী সফলতা অসম্ভব মনে করিয়া সন্দেহ পোষণ অথবা উপহাস-বিদ্রূপ করিতেছে, তাহারা পার্থিব জীবনের বাহ্যিক বিষয় অথবা বর্ত্তমান অবস্থা দেখিয়াই ঐরূপ ধারণা করিতেছে; কিন্তু পরকাল অর্থাৎ ভবিষ্যৎ ঘটনাবলী ও পারলৌকিক অবস্থা সম্বন্ধে তাহারা সম্পূর্ণ অজ্ঞ। ঐ সম্বন্ধে তাহাদের কোনই জ্ঞান নাই।

৮। অনন্তর মানব জাতির ভাগ্য-নিয়ন্ত্রণ ও জয় পরাজয় সম্বন্ধে আল্লাহতা'লাই যে পূর্ণ শক্তির অধিকারী—তাঁহার ইচ্ছায় যে উহা অবলীলাক্রমে সংঘটিত হইতে পারে; তৎসম্বন্ধে স্বীয় শক্তি-মহিমার উল্লেখ করিয়া আল্লাহতা'লা বলিতেছেন—অবিশ্বাসীরা কি স্ব স্ব অন্তরে চিন্তা করিয়া

مَّا خَلَقَ اللّٰهُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ
وَمَا بَيْنَهُمَآ اِلَّا بِالْحَقِّ وَاَجَلٍ
مُّسَمًّى ۗ وَاِنَّ كَثِيْرًا مِّنَ النَّاسِ
بِلِقَآئِ رَبِّهِمْ لَكٰفِرُوْنَ ۝٨ - ٩ اَوَلَمْ
يَسِيْرُوْا فِى الْاَرْضِ فَيَنْظُرُوْا كَيْفَ
كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ ۗ
كَانُوْآ اَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَّاَثَارُوا
الْاَرْضَ وَعَمَرُوْهَآ اَكْثَرَ مِمَّا
عَمَرُوْهَا وَجَآءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنٰتِ ۗ
فَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلٰكِنْ كَانُوْآ
اَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُوْنَ ۝٩ - ١٠ ثُمَّ كَانَ

নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডল এবং এতদুভয়ের মধ্যে যাহা আছে তাহা সত্যভাবে এবং নির্দ্ধারিত কালের জন্য ব্যতীত সৃষ্টি করেন নাই? এবং নিশ্চয়ই অধিকাংশ লোক তাহাদের প্রতিপালকের সন্দর্শন সম্বন্ধে অবিশ্বাসকারী। ৯। তাহারা কি এই পৃথিবীতে পরিভ্রমণ করিয়া তৎপর দেখিতেছে না যে, তাহাদের পূর্ব্ববর্ত্তীদিগের পরিণাম কিরূপ হইয়াছিল! তাহারা ইহাদের অপেক্ষা অধিকতর শক্তিশালী ছিল এবং ভূমি খনন করিয়াছিল এবং ইহারা যেরূপ আবাদ করিয়াছে তাহারা তদপেক্ষা অধিকতর আবাদ করিয়াছিল, এবং তাহাদের রসূলগণ তাহাদের নিকট সমুজ্জ্বল নিদর্শনাবলী-সহ আগমন করিয়াছিল; ফলতঃ আল্লাহ এরূপ নহেন যে, তাহাদের প্রতি অত্যাচার করিবেন, কিন্তু তাহারা নিজেরাই তাহাদের প্রতি অত্যাচার করিয়াছিল। ১০। তৎপর

দেখিতেছেন না যে, এই বিরাট বিশ্ব-জগতের নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডল এবং উহার মধ্যে যাহা কিছু আছে, তাহা আমি কিরূপ সুনিয়ন্ত্রিত সত্যভাবে ও নির্দ্ধারিত কালের জন্য সৃষ্টি করিয়াছি? সুতরাং আমার সৃষ্টির প্রত্যেক বিষয়ের ন্যায় মানব-জাতির উত্থান-পতন এবং জয়-পরাজয়েরও একটি নির্দ্ধারিত সময় স্থিরীকৃত রহিয়াছে এবং সেই সময়ে উহা অবশ্যই সংঘটিত হইবে। কিন্তু আশ্চার্য্যের বিষয়, আমার অলৌকিক শক্তি-মহিমার এই সকল প্রত্যক্ষ নিদর্শনাবলী দেখিয়াও অধিকাংশ লোক অজ্ঞতার সহিত তাহাদের অবশ্যম্ভাবী পরিণাম এবং পারলৌকিক সন্দর্শন সম্বন্ধে সন্দেহ পোষণ করিতেছে।

৯—১০। আল্লাহতা'লা উহার প্রমাণ স্বরূপ আরও বলিতেছেন—অবিশ্বাসীরা কি ভূতলে পরিভ্রমণ করিয়া দেখিতেছে না যে, তাহাদের পূর্ব্ববর্ত্তী অবিশ্বাসীদিগের পবিণাম কিরূপ হইয়াছিল?

আসারোল-আরদ—ভূমি খনন বা ভূমি-কর্ষণ। উহার মর্ম্মার্থ—ভূমি খনন করিয়া অট্টালিকা প্রভৃতির ভিত্তি স্থাপন, কূপ-পুষ্করিণী খনন অথবা কৃষিকার্য্যের জন্য ভূমি কর্ষণ প্রভৃতি সমস্তই হইতে পারে। সুতরাং আয়তের মর্ম্ম এই যে, বর্ত্তমান অবিশ্বাসীদের অপেক্ষা পূর্ব্ববর্ত্তী অবিশ্বাসীরা অধিকতর শক্তিশালী ছিল এবং তাহারা ইহাদের অপেক্ষাও অনেক অধিক পরিমাণে অট্টালিকা নির্ম্মাণ, কূপ-পুষ্করিণী খনন ও চাষ আবাদ করিয়াছিল। তাহাদের নিকটেও আমার প্রেরিত রসূলগণ সমুজ্জ্বল নিদর্শনাবলী-সহ উপস্থিত হইয়াছিল এবং

عَاقِبَةَ الَّذِيْنَ أَسَاءُوا السُّوْأٰى أَنْ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِ اللّٰهِ وَكَانُوْا بِهَا يَسْتَهْزِءُوْنَ ﴿۶﴾

দুষ্কার্য্যকারীদের পরিণাম দুর্গতিজনক হইয়াছিল, যেহেতু তাহারা আল্লার নিদর্শন-সমূহে অসত্যারোপ করিয়াছিল এবং তৎসম্বন্ধে উপহাস করিতেছিল।

২য় রুকু—বিশ্বাস ও অবিশ্বাসীদিগের শেষ-পরিণতি

١١- اَللّٰهُ يَبْدَؤُا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيْدُهٗ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ ○
١٢- وَيَوْمَ تَقُوْمُ السَّاعَةُ يُبْلِسُ الْمُجْرِمُوْنَ ○
١٣- وَلَمْ يَكُنْ لَّهُمْ مِّنْ شُرَكَآئِهِمْ شُفَعٰٓؤُا وَكَانُوْا بِشُرَكَآئِهِمْ كٰفِرِيْنَ ○
١٤- وَيَوْمَ تَقُوْمُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَّتَفَرَّقُوْنَ ○
١٥- فَأَمَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ فَهُمْ فِيْ

১১। আল্লা-ই এই সৃষ্টিকে প্রথমে সৃষ্টি করিয়াছেন, পরে তিনিই উহাকে পুনঃ সৃষ্টি করিবেন, তৎপর তোমরা তাঁহারই দিকে প্রত্যাবর্ত্তিত হইবে।
১২। এবং যেদিন সেই সময় সমুপস্থিত হইবে, তখন অপরাধীরা নিরাশ হইয়া যাইবে।
১৩। এবং তাহাদের অংশী উপাস্যগণ হইতে কেহই তাহাদের জন্য অনুরোধকারী হইবে না এবং তাহারা স্বীয় অংশী-উপাস্যদের সহিত অবিশ্বাসী হইয়া যাইবে।
১৪। এবং যেদিন সেই সময়ে সুপ্রতিষ্ঠিত হইবে, সেদিন তাহারা পরস্পর বিচ্ছিন্ন হইয়া যাইবে।
১৫। কিন্তু যাহারা বিশ্বাস-স্থাপন করিয়াছিল ও সৎকার্য্য করিয়াছিল, ফলতঃ তাহারাই

তাহারাও ইহাদের ন্যায় আমার নিদর্শন-সমূহে অসত্যারোপ করিয়া উপহাস-বিদ্রূপ করিয়াছিল। ফলে সেই সকল অবিশ্বাসী ও দুষ্কার্য্যকারী সম্প্রদায়ের পরিণাম অত্যন্ত শোচনীয় ও দুর্গতিজনক হইয়াছিল। স্ব স্ব অবিশ্বাস ও দুষ্কৃতির জন্য তাহারা সকলেই সমুচিত শাস্তি ভোগ করিয়া অবশেষে সমূলে ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়া গিয়াছিল। অতএব বর্ত্তমান যুগের অবিশ্বাসীরাও যদি সময় থাকিতে সংযত ও সতর্ক না হয়, তবে তাহাদের পরিণামও সেইরূপ শোচনীয় ও দুর্গতিজনক হইবে।

১১—১৪। অবিশ্বাসী আরব ও অগ্নিপূজক পারসিক জাতির অবশ্যম্ভাবী পরিণাম স্মরণ করাইয়া দিয়া আল্লাহতা'লা বলিতেছেন যে, তিনিই বিশাল বিশ্বজগতের একমাত্র আদি-স্রষ্টা। তিনিই ইহাকে প্রথমে সৃষ্টি করিয়াছেন এবং মহাপ্রলয়ের পরে তিনিই ইহাকে পুনরায় সৃষ্টি করিবেন। কিন্তু যখন সেই মহাপ্রলয় পুনরুত্থান দিবস উপস্থিত হইবে, তখন অবিশ্বাসীরা সম্পূর্ণ নিরাশ এবং বিচ্ছিন্ন হইয়া যাইবে। তাহাদের ভ্রান্ত অংশী-উপাস্যগণ সেদিন তাহাদিগকে কোনই সাহায্য করিতে পারিবে না।

১৫—১৬। সেই মহাবিচার পুনরুত্থানের দিন বিশ্বাসী ও সৎকর্ম্মশীল ব্যক্তিরা আল্লাহতা'লার নিকট অনন্ত পুরস্কারে পুরস্কৃত হইয়া স্বর্গোদ্যানের অনুপম সুখ-সম্পদ ভোগের অধিকারী

রَوْضَةٍ يُّحْبَرُوْنَ ○ ١٦- وَاَمَّا
الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَكَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا
وَلِقَآئِ الْاٰخِرَةِ فَاُولٰٓئِكَ فِى الْعَذَابِ
مُحْضَرُوْنَ ○ ١٧- فَسُبْحٰنَ اللّٰهِ
حِيْنَ تُمْسُوْنَ وَحِيْنَ تُصْبِحُوْنَ ○
١٨- وَلَهُ الْحَمْدُ فِى السَّمٰوٰتِ
وَالْاَرْضِ وَعَشِيًّا وَّحِيْنَ تُظْهِرُوْنَ ○

স্বর্গে সুখভোগ করিবে। ১৬। এবং যাহারা অবিশ্বাস করিয়াছিল এবং আমার নিদর্শন-সমূহে ও পারলৌকিক সন্দর্শনে অসত্যারোপ করিয়াছিল, ফলতঃ তাহা-দিগকেই শাস্তির মধ্যে উপস্থিত করা হইবে। ১৭। অতএব তোমরা আল্লার পবিত্রতা বর্ণনা কর—যখন তোমাদের সন্ধ্যা হয় ও যখন তোমাদের প্রভাত হয়। ১৮। এবং তাঁহারই জন্য নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের সমস্ত প্রশংসা; এবং অপরাহ্নে ও যখন তোমাদের দ্বিপ্রহর অতীত

হইবে এবং সত্যধর্ম্মে অবিশ্বাসী ও অসত্যারোপকারী দুষ্ক্রিয়াশীল ব্যক্তিরা আল্লাহতা'লা কর্ত্তৃক অভিশপ্ত হইয়া নরকানলের ভয়াবহ শাস্তির মধ্যে নিক্ষিপ্ত হইবে।

১৭—১৮। এই দুইটী আয়তে বিশ্বাসী মুসলমানদিগকে সন্ধ্যায়, প্রভাতে, মধ্যাহ্ন ও অপরাহ্নে আল্লাহতা'লার মহিমা-বর্ণন ও প্রশংসা-কীর্ত্তনের জন্য আদেশ করা হইয়াছে। কোন কোন তফ্‌সীরকার বলেন যে, আলোচ্য আয়তদ্বয়ের প্রথম আয়তের 'তসবি' বা মহিমা-বর্ণন অর্থে 'সোবহান্-আল্লাহ' বলা এবং শেষোক্ত আয়তের 'হাম্‌দ' বা প্রশংসা-কীর্ত্তন অর্থ 'আল্‌হাম্‌দো-লিল্লাহ' পাঠ করা। আলোচ্য আয়তদ্বয়ের মর্ম্ম এই যে, তোমরা প্রভাতে ও সন্ধ্যায় সোবহান্-আল্লাহ' এবং মধ্যাহ্নে ও অপরাহ্নে 'আল্‌হাম্‌দো-লিল্লাহ' পাঠ করিবে। এই মর্ম্মানুসারে একদল ওলামা বলেন যে, যখন মক্কা শরিফে এই আয়ত অবতীর্ণ হইয়াছিল, তখন মুসলমানদিগের পক্ষে 'পাঞ্জেগানা' বা পঞ্চবার নামাজ পড়া 'ফরজ' ছিল না। তখন শুধু প্রভাতে ও সন্ধ্যায় কয়েকবার 'সোবহান্-আল্লাহ' এবং দ্বিপ্রহরে ও অপরাহ্নে কয়েকবার 'আল্‌হাম্‌দো-লিল্লাহ' পাঠ করিতে হইত। কিন্তু উহা কতবার পাঠ করিতে হইবে, তাহার কোনই নির্দ্ধারিত সীমা-সংখ্যা ছিল না। হজরত রসুলোল্লাহ হইতেও বর্ণিত হইয়াছে যে, 'যে ব্যক্তি প্রত্যেক প্রভাতে ও সন্ধ্যায় অন্ততঃ একশত বার 'সোবহান্-আল্লাহ অ-বেহাম্‌দেহি' পাঠ করিবে, পরকালে তাহার ন্যায় কেহই অপরিসীম পুণ্যের অধিকারী হইবে না।"—সহি বোখারী ও মোসলেম।

কিন্তু হজরত এব্‌নে আব্বাস হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, এই আয়তদ্বয় 'পাঞ্জেগানা' বা পঞ্চ বারের নামাজ সম্বন্ধীয় অন্যতম বিশিষ্ট প্রত্যাদেশ। কোরান শরিফের প্রত্যাদেশ সমূহের একটি বিশিষ্ট প্রকৃতি এই যে, অনেক সময়ে কোন নির্দ্দিষ্ট বিষয়ের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বা অংশ-বিশেষ উল্লেখ করিয়া সমস্ত বিষয়টিকেই নির্দ্দেশ করা হইয়া থাকে। এজন্য নামাজের মধ্যে একাধারে তস্‌বি, হাম্‌দ, রুকু, সেজদা ও কেরাত বিদ্যমান থাকায় উহার যে কোন বিষয় উল্লেখ করিয়া নামাজকে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। সুতরাং আলোচ্য আয়তের 'তস্‌বি ও হাম্‌দ' অর্থ নামাজ ব্যতীত আর কিছুই নহে। উহার 'তোমসুন' বা সন্ধ্যা অর্থ সূর্য্যাস্তের পরবর্ত্তী মগরেব ও এশার নামাজ এবং 'ছোবাহ' বা প্রভাত অর্থ সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্ববর্ত্তী ফজরের নামাজ, 'তোজহেরুনা' বা দ্বিপ্রহরাতীত অর্থ মধ্যাহ্নের পরবর্ত্তী জোহরের নামাজ এবং 'আশয়া' অপরাহ্ণ অর্থ বৈকালিক আসরের নামাজ। মক্কায় প্রথমে উক্ত পঞ্চ সময়ের প্রত্যেক সময়ের জন্য দুই দুই রেকাত নামাজ পড়িবার নিয়ম ছিল। পরে মদিনায় গিয়া ফজর ব্যতীত অন্যান্য সময়ের নামাজ তিন হইতে

১৯। يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَيُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ۚ وَكَذَٰلِكَ تُخْرَجُونَ ۝

হয়। ১৯। তিনি মৃত হইতে জীবিতকে বহির্গত করেন এবং জীবিত হইতে মৃতকে নির্গত করেন এবং পৃথিবীকে উহার মৃত্যুর পরে সঞ্জীবিত করিয়া থাকেন এবং এইরূপে তোমাদিগকেও বহির্গত করা হইবে।

৩য় রুকু—আল্লাহতা"লার সৃষ্টি-মহিমার নিদর্শনাবলী

২০। وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُونَ ۝

২১। وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ

২০। তাঁহার একটি নিদর্শন এই যে, তিনি তোমাদিগকে মৃত্তিকা হইতে সৃষ্টি করিয়াছেন, তৎপরে তোমরা মানব-রূপে সম্প্রসারিত হইতেছ। ২১। এবং তাঁহার অন্যতম নিদর্শন এই যে, তিনি তোমাদিগ হইতেই তোমাদের জন্য সহধর্ম্মিনী-সকল সৃষ্টি করিয়াছেন—যেন তোমরা তাহাদিগ হইতে শান্তি লাভ কর এবং তিনি তোমাদের মধ্যে প্রেম ও সহানুভূতি সৃষ্টি

চারি রেকাত পর্য্যন্ত বর্দ্ধিত করা হয়। হজরত আয়েশার (রাঃ) বর্ণিত দুইটী হাদিস এ সিদ্ধান্তের সম্পূর্ণ অনুকূল।—সহি মোসলেম দ্রষ্টব্য।

১৯। প্রাচীন তফ্‌সীরকারগণ এই আয়তের একাধিক মর্ম্মার্থ পরিকল্পনা করিয়াছেন, যথা, জীবিত পক্ষীর মৃত ডিম্ব প্রসব এবং প্রাণহীন ডিম্ব হইতে সজীব পক্ষী-ছানা নির্গমন; অথবা সজীব তরু-লতা হইতে নির্জীব বীজ নির্গমন এবং নির্জীব বীজ হইতে সজীব তরু-লতা উদ্ভব-করণ কিংবা নির্জীব বীর্য্য হইতে সজীব নর-নারী সৃষ্টি-করণ এবং সজীব রমণী মৃত শিশু প্রসব-করণ প্রভৃতি। কিন্তু আধুনিক তফ্‌সীকারগণ বলেন যে, বিভিন্ন জাতির উত্থান ও পতনই আলোচ্য আয়তের প্রকৃত মর্ম্ম এবং আধ্যাত্মিক ও নৈতিক শক্তির হিসাবে জীবন্মৃত আরব জাতির মধ্য হইতে মহান্ ও শক্তিশালী মুসলমান জাতির আসন্ন উত্থানের অবশ্যম্ভাবী ভবিষ্যদ্বাণীই আয়তের শেষাংশে পরিব্যক্ত হইয়াছে।

২০—২১। এই সূরার প্রথম ও দ্বিতীয় রুকুতে রুম-জাতি ও মুসলমানদিগের আসন্ন মহা-বিজয়ের ভবিষ্যদ্বাণী এবং বিশ্বাসী ও অবিশ্বাসীদিগের ইহ-পারলৌকিক শেষ-পরিণতি পরিব্যক্ত করিবার পর আল্লাহতা'লা তৃতীয় রুকুতে স্বীয় অলৌকিক ও অনুপম সৃষ্টি-মহিমার নিদর্শন-সমূহ বর্ণনা করিতেছেন। আলোচ্য আয়তদ্বয়ে আল্লাহতা'লা বলিতেছেন যে, আমি মানুষকে সর্ব্বপ্রথম মাটী অর্থাৎ তুচ্ছ ধরণীর ধূলা হইতে সৃষ্টি করিয়া পৃথিবীতে তাহাদের বংশ-বৃদ্ধি করিয়াছি। তৎপর মানবের সুখ-শান্তির জন্য তাহাদের সম-জাতীর নারী-জাতি সৃষ্টি করিয়া তাহাদের সহধর্ম্মিণী বা পত্নী-রূপে নির্দ্ধারিত করিয়া দিয়াছি। আবার বিবাহিত নর-নারীগণ যাহাতে স্বামী-স্ত্রীরূপে সুখ-শান্তির সহিত জীবন অতিবাহিত করিতে পারে তজ্জন্য তাহাদের পরস্পরের মধ্যে প্রেম ও সহানুভূতি সৃষ্টি করিয়াছি। স্বামী ও স্ত্রী পরস্পরের প্রতি যেরূপ আন্তরিক অনুরাগে আকৃষ্ট হইয়া সম্প্রীতি ও সহানুভূতির সহিত

فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ ○
٢٢- وَمِنْ اٰيٰتِهٖ خَلْقُ السَّمٰوٰتِ
وَالْاَرْضِ وَاخْتِلَافُ اَلْسِنَتِكُمْ
وَاَلْوَانِكُمْ ط اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ
لِّلْعٰلِمِيْنَ ○ ٢٣- وَمِنْ اٰيٰتِهٖ
مَنَامُكُمْ بِالَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَابْتِغَاؤُكُمْ
مِّنْ فَضْلِهٖ ط اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ
لِّقَوْمٍ يَّسْمَعُوْنَ ○ ٢٤- وَمِنْ اٰيٰتِهٖ
يُرِيْكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَّطَمَعًا وَّيُنَزِّلُ
مِنَ السَّمَآءِ مَآءً فَيُحْيٖ بِهِ الْاَرْضَ
بَعْدَ مَوْتِهَا ط اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ
لِّقَوْمٍ يَّعْقِلُوْنَ ○ ٢٥- وَمِنْ اٰيٰتِهٖ
اَنْ تَقُوْمَ السَّمَآءُ وَالْاَرْضُ بِاَمْرِهٖ ط

করিয়াছেন; নিশ্চয় ইহাতে চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্য নিদর্শনাবলী রহিয়াছে।
২২। এবং ইহাও তাঁহার অন্যতম নিদর্শন যে, তিনি নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডল এবং তোমাদের বিভিন্ন ভাষা ও তোমাদের বর্ণ-সমূহ সৃষ্টি করিয়াছেন; নিশ্চয় ইহাতে জ্ঞানবানগণের জন্য নিদর্শনাবলী রহিয়াছে।
২৩। এবং ইহাও তাঁহার নিদর্শনের অন্তর্গত যে, রজনীতে ও দিবসে তোমাদের নিদ্রা এবং তোমাদের জন্য তাহার অনুগ্রহ অনুসন্ধান করা; নিশ্চয় ইহাতে শ্রবণকারী সম্প্রদায়ের জন্য নিদর্শনাবলী রহিয়াছে।
২৪। এবং ইহাও তাঁহার নিদর্শনাবলীর অন্তর্গত যে, তিনি তোমাদিগকে ভীতি ও আশ্বাস প্রদানের জন্য বিদ্যুৎ প্রদর্শন করেন ও আকাশ হইতে বারি-বর্ষণ করেন, অনন্তর তদ্দারা পৃথিবীকে উহার মৃত্যুর পরে সঞ্জীবিত করিয়া থাকেন; নিশ্চয় ইহাতে বুদ্ধিমান সম্প্রদায়ের জন্য নিদর্শনাবলী রহিয়াছে।
২৫। এবং ইহাও তাঁহার নিদর্শনাবলীর অন্তর্গত যে, তাঁহার

পরস্পরের সুখ-দুঃখ বরণ করিয়া লয় এবং তাহারা যেরূপভাবে পরস্পরের সুখ, শান্তি ও আনন্দ বর্দ্ধন করিতে পারে, তাহার মধ্যেও আল্লাহতা'লার অনন্ত সৃষ্টি-মহিমার অনুপম নিদর্শন বিদ্যমান রহিয়াছে।

২২—২৫। অনন্তর আল্লাহতা'লা বলিতেছেন যে, তিনি যেরূপভাবে এই বিশাল বিশ্বজগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন, মানব জাতিকে বিভিন্ন বর্ণে বিভক্ত করিয়া যেরূপভাবে তাহাদিগকে ভিন্ন ভিন্ন ভাষা শিক্ষা দিয়াছেন এবং মানবের বিশ্রাম, নিদ্রা ও জীবিকা অর্জ্জনের জন্য যেরূপভাবে পর্য্যায়ক্রমে রজনী ও দিবস সৃষ্টি করিয়াছেন এবং তিনি মানব জাতিকে একাধারে ভীতি-প্রদর্শন ও আশ্বাস প্রদানের জন্য যেরূপ অপূর্ব্ব কৌশলে আকাশ হইতে বিদ্যুদ্বিকাশ এবং বারি-বর্ষণ করিয়া যেরূপভাবে এই "মৃত পৃথিবীতে সঞ্জীবিত" অর্থাৎ বিশুষ্ক ধরণীকে সরস এবং ফল-পুষ্প ও শস্য-সম্ভারে সুশোভিত করিয়া থাকেন এবং যেরূপ অনন্ত শক্তির প্রভাবে তিনি এই নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডল সুপ্রতিষ্ঠিত ও স্থিরীকৃত রাখিয়া নির্দ্দিষ্ট নিয়মে পরিচালিত করিতেছেন,

ثُمَّ إِذَا دَعَاكُمْ دَعْوَةً ۝ مِّنَ الْأَرْضِ ۝
إِذَا أَنتُمْ تَخْرُجُونَ ۝ ٢٦- وَلَهُ
مَن فِي السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ ط كُلٌّ لَّهُ
قَانِتُونَ ۝ ٢٧- وَهُوَ الَّذِي يَبْدَؤُا
الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ
عَلَيْهِ ط وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ
فِي السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ ج وَهُوَ
الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ع

আদেশে নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডল সুপ্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে; অনন্তর যখন তিনি পৃথিবী হইতে তোমাদিগকে এক আহ্বানে আহ্বান করিবেন, তখনই তোমরা বহির্গত হইয়া আসিবে।
২৬। এবং নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলে যাহা আছে তাহা তাঁহারই জন্য—সমস্তই তাঁহার অনুগত।
২৭। এবং তিনিই এই সৃষ্টিকে প্রথমে সৃষ্টি করিয়াছেন, তৎপর পুনরায় উহা সৃষ্টি করিবেন, ইহা তাঁহার জন্য অতি সহজসাধ্য, এবং নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলে তাঁহার মহিমাই সমুচ্চ; এবং তিনি মহাপরাক্রান্ত বিজ্ঞানময়।

৪র্থ রুকু—ইস্‌লামই মানুষের প্রকৃতগত স্বাভাবিক ধর্ম্ম

٢٨- ضَرَبَ لَكُم مَّثَلًا مِّنْ أَنفُسِكُمْ ط
هَل لَّكُم مِّن مَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم
مِّن شُرَكَاءَ فِي مَا رَزَقْنَاكُمْ فَأَنتُمْ

২৮। তিনি তোমাদের জন্য তোমাদের নিজ জীবন হইতেই উপমা বর্ণনা করিতেছেন যে, তোমাদের দক্ষিণ হস্ত যাহাদের অধিকারী, আমি তোমাদিগকে যে উপজীবিকা দান করিয়াছি তাহাকে কি তাহাদের কোন অংশ

চিন্তাশীল ও জ্ঞানী লোকেরা ইহার মধ্যেই আল্লাহতা'লার অনন্ত সৃষ্টি-মহিমার অনুপম নিদর্শন সমূহ অবলোকন করিয়া থাকেন।

২৬—২৭। স্বীয় সৃষ্টি-মহিমার উপরোক্ত নিদর্শন-সমূহ পরিব্যক্ত করিবার পর আল্লাহতা'লা মানব-জাতিকে স্মরণ করাইয়া দিতেছেন যে, এই বিশাল বিশ্বজগৎ তিনি প্রথমে যেরূপ অবলীলাক্রমে সৃষ্টি করিয়াছেন, একদিন তাঁহার আদেশে ইহা তেমনিভাবে ধ্বংসপ্রাপ্ত হইবে। অনন্তর তিনি উহা পুনরায় সৃষ্টি করিয়া তোমাদিগকে আহ্বান করিবেন এবং তোমাদের সকলকেই সেই মহাবিচার দিবসে সমুপস্থিত করিয়া প্রত্যেককেই তাহার কৃতকর্ম্মানুযায়ী শাস্তি বা পুরস্কার প্রদান করিবেন। মহামহিমান্বিত ও মহাপরাক্রান্ত বিজ্ঞানময় আল্লাহতা'লার নিকট এই ভাঙ্গা-গড়া অতি সহজসাধ্য তুচ্ছ কার্য্য। সুতরাং ইহাতে অবিশ্বাস করিবার কিছুই নাই।

২৮—২৯। এই দুইটী আয়তে আল্লাহতা'লা অংশীবাদিতার বিরুদ্ধে একটি সুন্দর ও স্বাভাবিক উপমা বর্ণনা করিয়াছেন। আল্লাহতা'লা বলিতেছেন যে, তোমরা নিজ জীবনের অধীন লক্ষ্য করিয়া দেখ যে, তোমাদের দক্ষিণ হস্ত যাহাদের অধিকারী; তোমাদের সেই অধীন দাসেরা তোমাদের ধন-সম্পত্তি ও প্রভাব প্রতিপত্তির অংশীদার হইয়া তোমাদের সমতুল্য হউক, ইহা কি তোমরা পছন্দ কর?—কখনই না। বরং দাসের পক্ষে ঐরূপ অংশীদার অথবা সম-ক্ষমতাপন্ন

فِيۡهِ سَوَآءٌ تَخَافُوۡنَهُمۡ كَخِيۡفَتِكُمۡ
اَنۡفُسَكُمۡ ط كَذٰلِكَ نُفَصِّلُ الۡاٰيٰتِ
لِقَوۡمٍ يَّعۡقِلُوۡنَ ○ ٢٩- بَلِ اتَّبَعَ
الَّذِيۡنَ ظَلَمُوۡۤا اَهۡوَآءَهُمۡ بِغَيۡرِ عِلۡمٍ ج
فَمَنۡ يَّهۡدِيۡ مَنۡ اَضَلَّ اللّٰهُ ط وَمَا
لَهُمۡ مِّنۡ نّٰصِرِيۡنَ ○ ٣٠- فَاَقِمۡ
وَجۡهَكَ لِلدِّيۡنِ حَنِيۡفًا ط فِطۡرَتَ اللّٰهِ
الَّتِيۡ فَطَرَ النَّاسَ عَلَيۡهَا ط لَا

আছে যে, তোমরা সমতুল্য হইয়া যাও? উহাদিগকে তোমরা এরূপ ভয় কর, যেরূপ তোমরা পরস্পর নিজেরা ভয় করিয়া থাক; এইরূপ আমি বুদ্ধিমান সম্প্রদায়ের জন্য নিদর্শনাবলী বর্ণনা করিয়া থাকি। ২৯। কিন্তু যাহারা অত্যাচারী, তাহারা অজ্ঞতা বশতঃ স্বীয় ইচ্ছারই অনুসরণ করিয়া থাকে; ফলতঃ আল্লাহ যাহাকে বিভ্রান্ত করেন, তাহাকে কে পথ প্রদর্শন করিতে পারে এবং তাহাদের জন্য কোনই সাহায্যকারী নাই। ৩০। অতএব তোমরা তোমাদের আনন আল্লার স্বাভাবিক সুদৃঢ় ধর্ম্মের উপর সুপ্রতিষ্ঠিত কর—যেহেতু তিনি উহারই উপর মানব-

হওয়াকে তোমরা অত্যন্ত ভয় অর্থাৎ অপছন্দই করিয়া থাক। এ অবস্থায় তোমরা ভাবিয়া দেখ যে, প্রস্তর ও মৃত্তিকা প্রভৃতি যে সকল তুচ্ছ পদার্থ আমি সৃষ্টি করিয়াছি, তোমরা আমার সেই সকল নগণ্য সৃষ্টিকে আমার অংশী-উপাস্যরূপে নির্দ্ধারিত করিয়া লইলে তাহা আমি কিরূপে পছন্দ করিব। অতএব তোমরা জানিয়া রাখ যে, সৃষ্টির কোন বিষয় বা সৃষ্ট-বস্তু কখনই মহান স্রষ্টার অংশীদার বা সমকক্ষ হইতে পারে না। সুতরাং যাহারা ঐরূপ পরিকল্পনা করে, তাহারা নিতান্ত অজ্ঞ, অনাচারী ও ভ্রান্ত ব্যতীত আর কিছুই নহে। উহারা কখনই সত্যধর্ম্ম বা সুপথের সন্ধান পাইবে না এবং উহাদের পরিত্রাণের কোনই আশা নাই।

৩০। **ইস্‌লাম ধর্ম্মের স্বাভাবিকতা**—এই পবিত্রতম আয়তে দৃঢ়তার সহিত ঘোষণা করা হইয়াছে যে, ইসলামই মানুষের প্রকৃতিগত স্বাভাবিক ধর্ম্ম। এই ধর্ম্মের উপরেই আল্লাহতা'লা তাঁহার প্রিয় সৃষ্টি মানব জাতিকে সৃষ্টি করিয়াছেন। আল্লার সৃষ্টিতে যেমন কোন পরিবর্ত্তন নাই, এই সুপ্রতিষ্ঠিত সত্য-ধর্ম্ম ইসলামেও সেইরূপ কোন পরিবর্ত্তন, কৃত্রিমতা অথবা ভ্রান্ত কল্পনার স্থান নাই। আল্লার সৃষ্ট নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডল এবং চন্দ্র-সূর্য্য ও গ্রহ-নক্ষত্র প্রভৃতি জড়জগৎ ও সৌরজগৎ চিরকাল যেমন একই নিয়মে পরিচালিত হইয়া আসিতেছে, সেইরূপ জগতের সমস্ত সত্য-ধর্ম্মপ্রচারকই এই স্বাভাবিক ধর্ম্মের সত্যতা একইভাবে প্রচার করিয়া আসিতেছেন। স্বর্গীয় ইস্‌লাম ভিন্ন জগতের আর কোন ধর্ম্মই মানুষের প্রকৃতিগত ও স্বাভাবিক সত্য-ধর্ম্ম বলিয়া দাবী করিতে পারে নাই। মানুষের কৃত্রিম সৃষ্টি পার্থিব বিষয়-সমূহ যেমন যুগে যুগে অবিরত পরিবর্ত্তিত হইয়া আসিতেছে, তাহাদের কল্পিত ভ্রান্ত ধর্ম্ম-সমূহও সেইরূপ যুগে যুগে নূতন নূতন রূপ পরিগ্রহ করিতেছে। কিন্তু আল্লার সৃষ্ট অপরিবর্ত্তনীয় বিশ্বজগৎও প্রাকৃতিক নিয়মের ন্যায় সত্যধর্ম্ম ইসলামের মূল-নীতি ও সার শিক্ষা—আল্লাহতা'লার একত্ব ও অদ্বিতীয়ত্ব, স্বর্গীয় প্রত্যাদেশ-সমূহের সার্ব্বজনীন শিক্ষা এবং মৃত্যুর পর পুনর্জীবন ও পারলৌকিক কর্ম্মফল প্রভৃতি বিষয়ে ধর্ম্মজগতে কোনই মতান্তর নাই। জগতের সকল জাতি এবং সকল ধর্ম্মসম্প্রদায়ই প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সত্যধর্ম্ম ইসলামের এই মূলনীতি ও সার-শিক্ষা স্বীকার ও বরণ করিয়া লইয়াছে।—তঃ মঃ আঃ।

تَبْدِيْلَ لِخَلْقِ اللّٰهِ ؕ ذٰلِكَ الدِّيْنُ
الْقَيِّمُ ۙۗ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ
لَا يَعْلَمُوْنَ ۙۗ ٣١- مُنِيْبِيْنَ اِلَيْهِ
وَاتَّقُوْهُ وَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَلَا تَكُوْنُوْا
مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ۙۗ ٣٢- مِنَ الَّذِيْنَ
فَرَّقُوْا دِيْنَهُمْ وَكَانُوْا شِيَعًا ؕ كُلُّ
حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُوْنَ ○
٣٣- وَاِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ دَعَوْا

মণ্ডলীকে সৃষ্টি করিয়াছেন; আল্লার সৃষ্টিতে কোনই পরিবর্ত্তন নাই; ইহাই সুপ্রতিষ্ঠিত ধর্ম্ম, কিন্তু অধিকাংশ মানবই অবগত নহে। ৩১। তোমরা তাঁহারই দিকে প্রত্যাবর্ত্তনকারী হও ও তাঁহাকেই ভয় কর এবং নামাজ প্রতিষ্ঠিত কর ও অংশীবাদীদিগের অন্তর্গত হইও না। ৩২। তোমাদের মধ্যে যাহারা স্বীয় ধর্ম্ম বিচ্ছিন্ন করিয়াছে ও বিভিন্ন দলে বিভক্ত হইয়াছে, উহার প্রত্যেক দলই তাহাদের নিকট যাহা আছে, তাহারা তাহাতেই পরিতুষ্ট। ৩৩। এবং যখন লোকদিগকে দুঃখ স্পর্শ করে, তখন তাহারা স্বীয় প্রতিপালককে আহ্বান করিয়া

"আল্লাহতা'লা ইহারই উপর মানব-মণ্ডলীকে সৃষ্টি করিয়াছেন"—এই বাক্যাংশের দ্বারা স্বর্গীয় ইসলামের সত্যতা এবং মানব জাতির প্রকৃতিগত স্বাভাবিক ধর্ম্মের স্বরূপ অতি সুন্দরভাবে পরিব্যক্ত করা হইয়াছে। প্রত্যেক মানুষ বা প্রত্যেক জীবেরই একটি জন্মগত বা প্রকৃতিগত ধর্ম্ম আছে। উহাই তাহার স্বাভাবিক ধর্ম্ম এবং সেই ধর্ম্ম লইয়াই সে জন্মগ্রহণ করে। সুতরাং প্রত্যেক জীবের পক্ষেই জন্মের পর তাহার সৃষ্টিকর্ত্তার স্বরূপ উপলব্ধি করা, তাঁহাকে সম্মান প্রদর্শন করা, তাঁহার গুণ বা প্রশংসা কীর্ত্তন করা এবং তৎপ্রতি আত্মসমর্পণ বা কৃতজ্ঞতা স্বীকার করা সম্পূর্ণ-ই স্বাভাবিক। মানুষ জন্মের পর যদি আর কোন শিক্ষা না পায়, তাহা হইলে ঐ ধারণা বা ঐ ধর্ম্ম লইয়াই সে বর্দ্ধিত হইয়া উঠে। বলা বাহুল্য, ইসলামের মূলনীতি বা সার-শিক্ষা উহা ভিন্ন আর কিছুই নহে। কিন্তু মানুষ জন্মের পর পিতা-মাতার শিক্ষা ও আদর্শ এবং পারিপার্শ্বিক প্রভাবে প্রভাবান্বিত হইয়াই সে তাহার ঐ প্রকৃতিগত স্বভাব-ধর্ম্ম বিস্মৃত হইয়া অন্য ধর্ম্মে অভ্যস্ত হইয়া উঠে—অথচ সে তাহা জানিতেও পারে না। হজরত রসুলোল্লাহ এ সম্বন্ধে অতি সুন্দর বলিয়াছেন, যথা—"প্রত্যেক মানব-শিশুই তাহার প্রকৃতিগত স্বাভাবিক সত্য ধর্ম্মের (ইস্‌লামের) উপর জন্ম গ্রহণ করে; কিন্তু পরে তাহার পিতা-মাতাই তাহাকে ইহুদী খ্রীষ্টান অথবা মজুসী করিয়া থাকে।" অনন্তর স্বীয় বাক্য সমর্থনে তিনি আলোচ্য আয়ত আবৃত্তি করিলেন।—সহি বোখারী।

৩১। পূর্ব্ব আয়তে ইসলাম ধর্ম্মের স্বাভাবিকতা ও প্রাকৃতিক সত্যতা ব্যক্ত করিয়া আল্লাহতা'লা বলিতেছেন যে, তোমরা ভ্রান্ত ধর্ম্ম-সমূহ পরিত্যাগ করিয়া তোমাদের প্রকৃতিগত স্বাভাবিক ধর্ম্মের শিক্ষা অনুযায়ী তোমাদের সৃষ্টিকর্ত্তার দিকেই প্রত্যাবর্ত্তিত হও এবং একমাত্র তাঁহাকেই ভয় করিয়া তাঁহারই উদ্দেশ্যে উপাসনা প্রতিষ্ঠিত কর এবং তোমরা কখনই অস্বাভাবিক অংশীবাদিতা ও অযৌক্তিক ভ্রান্ত-ধর্ম্মের অনুসরণ করিও না।

৩২—৩৪। যাহারা মানুষের প্রকৃতিগত ও অস্বাভাবিক সত্য-ধর্ম্ম ইসলাম ব্যতীত অন্য ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া বিভিন্ন ধর্ম্ম সম্প্রদায়ে বিভক্ত হইয়াছে, তাহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া আল্লাহতা'লা বলিতেছেন যে, তাহারা প্রত্যেকেই স্ব স্ব ধর্ম্ম-বিশ্বাস এবং তাহাদের উপাস্য দেব-দেবী ও প্রস্তর-প্রতিমা লইয়া সন্তুষ্ট আছে বটে, কিন্তু যখন তাহারা কোনরূপ দুঃখ বা বিপদে পতিত হয়, তখন তাহারা ঐ সমস্ত বিস্মৃত হইয়া তাহাদের সৃষ্টিকর্ত্তা ও প্রতিপালক আল্লাহকেই আহ্বান করিয়া

তাঁহারই দিকে প্রত্যাবর্ত্তিত হয়; অনন্তর যখন তিনি তাহাদিগকে স্বীয় সন্নিধান হইতে অনুগ্রহ আস্বাদন করান, তখন তাহাদের অন্তর্গত কোন কোন দল স্বীয় প্রতিপালকের সহিত অংশী-স্থাপন করিয়া থাকে;
৩৪। যেন আমি তাহাদিগকে যাহা দান করিয়াছি, তাহা অবিশ্বাস করে; অতএব তোমরা উপভোগ করিতে থাক, পরে শীঘ্রই তোমরা উহা অবগত হইবে।
৩৫। আমি কি তাহাদের প্রতি কোন অধিকার অবতীর্ণ করিয়াছি যে, তাহারা তদ্বিষয়ে কথা বলিতেছে, যদ্বিষয়ে তাহারা অংশী-স্থাপন করিয়াছিল।
৩৬। এবং যখন আমি মানবদিগকে অনুগ্রহ আস্বাদন করাই তখন তাহারা উহাতেই পরিতুষ্ট হইয়া থাকে, এবং যদি তাহাদের নিকট কোন অমঙ্গল উপস্থিত হয়—তাহাদের হস্তসমূহ যাহা পূর্ব্বে প্রেরণ করিয়াছিল, তখন তাহারা নিরাশ হইয়া যায়।
৩৭। তাহারা কি দেখিতেছে না যে, আল্লাহ যাহার জন্য ইচ্ছা উপজীবিকা প্রশস্ত করেন

رَبَّهُمْ مُنِيبِينَ إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا أَذَاقَهُمْ
مِنْهُ رَحْمَةً إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ بِرَبِّهِمْ
يُشْرِكُونَ ۝ ٣٤- لِيَكْفُرُوا بِمَا
آتَيْنَاهُمْ ط فَتَمَتَّعُوا ۖ فَسَوْفَ
تَعْلَمُونَ ۝ ٣٥- أَمْ أَنْزَلْنَا عَلَيْهِمْ
سُلْطَانًا فَهُوَ يَتَكَلَّمُ بِمَا كَانُوا بِهِ
يُشْرِكُونَ ۝ ٣٦- وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ
رَحْمَةً فَرِحُوا بِهَا ط وَإِنْ تُصِبْهُمْ
سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ إِذَا هُمْ
يَقْنَطُونَ ۝ ٣٧- أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ
يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ ط

থাকে। পক্ষান্তরে আল্লাহতা'লা যখন স্বীয় অনুগ্রহে তাহাদের দুঃখ-বিপদ দূরীভূত করিয়া দেন, তখন তাহাদের অধিকাংশই পুনরায় অকৃতজ্ঞ ও অবিশ্বাসী হইয়া যায়। তাই আল্লাহতা'লা বলিতেছেন যে, এই শ্রেণীর অকৃতজ্ঞ ও অবিশ্বাসীরা অচিরেই তাহাদের কৃতকর্ম্মের পরিণাম জানিতে পারিবে এবং তখন তাহাদের সংশোধিত হইবার কোনই সুযোগ থাকিবে না।

৩৫—৩৭। এই কয়েকটী আয়তে অংশীবাদিতার অসত্যতা ও অস্বাভাবিকতার প্রাকৃতিক প্রমাণ পরিব্যক্ত করা হইয়াছে। অবিশ্বাসীরা যে সকল অংশী-উপাস্যের অনুসরণ করে, জগতের কোন নবী বা রসুলই তৎসম্বন্ধে কোনরূপ শিক্ষা প্রদান করেন নাই এবং উহাদের সম্বন্ধে কোন প্রত্যাদেশও অবতীর্ণ হয় নাই। এমন কি, অংশীবাদীদিগের নিজেদের নিকটেও ঐ সকল অংশী-উপাস্য দেব-দেবী ও প্রস্তর-প্রতিমার শক্তি ও সত্যতার কোন প্রমাণ নাই। উহাদের যে সকল পুথি-পুস্তক আছে, তাহা সমস্তই ভ্রান্ত কবির কল্পনা বা রূপক বর্ণনা মাত্র। তাহারা যে সকল সুখ সম্পদের আশায় ঐ সকল ভ্রান্ত উপাস্যের পূজা-আরাধনা করে, সেই সম্বন্ধে তাহাদের কোনই শক্তি বা অধিকার নাই। অংশীবাদীদের অনেকে আমারই অনুগ্রহে পার্থিব সুখ-সম্পদ ভোগ করিয়া থাকে। আমিই জীবের একমাত্র জীবিকা-দাতা প্রভু। সুতরাং অবিশ্বাসীরা যখন স্ব স্ব কৃতকর্ম্মের জন্য আমার অনুগ্রহ হইতে বঞ্চিত হইয়া অভাব-অনটন, দুঃখ-বিপদ বা শাস্তিতে

إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ○
٣٨- فَآتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ
وَابْنَ السَّبِيلِ ط ذَٰلِكَ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ
يُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ ز وَأُولَٰئِكَ هُمُ
الْمُفْلِحُونَ ○ ٣٩- وَمَا آتَيْتُم
مِّن رِّبًا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ
فَلَا يَرْبُو عِندَ اللَّهِ ج وَمَا آتَيْتُم مِّن
زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ
هُمُ الْمُضْعِفُونَ ○ ٤٠- اللَّهُ الَّذِي
خَلَقَكُمْ ثُمَّ رَزَقَكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ

এবং সঙ্কুচিত করিয়া থাকেন; নিশ্চয় ইহাতে বিশ্বাসী সম্প্রদায়ের জন্য নিদর্শনাবলী রহিয়াছে।
৩৮। অতএব তোমরা আত্মীয়-স্বজনদিগকে তাহাদের স্বত্ব প্রদান কর এবং দীন-দরিদ্র ও পথিকদিগকেও; ইহাই তাহাদের জন্য কল্যাণকর—যাহারা আল্লার সন্তুষ্টি কামনা করে। এবং ইহারাই সুপথ প্রাপ্ত হইবে।
৩৯। আর যাহা তোমরা প্রদান কর—যেন তদ্দ্বারা লোক দিগের ধন-সম্পদ বর্দ্ধিত হয়, কিন্তু আল্লার নিকট উহা বর্দ্ধিত হয় না; এবং তোমরা আল্লার সন্তুষ্টি কামনায় জাকাত-স্বরূপ যাহা প্রদান কর, ফলতঃ তাহাই দ্বিগুণতর বর্দ্ধিত হয়।
৪০। তিনিই আল্লাহ—যিনি তোমাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছেন, তৎপর উপজীবিকা প্রদান করিয়াছেন, তৎপর তোমাদিগকে মৃত্যু-

---

নিপতিত হইবে, তখন তাহারা সম্পূর্ণ নিরাশ হইয়া যাইবে। কারণ তাহাদের অংশী-উপাস্যগণ তখন তাহাদের কোনই উপকার করিতে পারিবে না।

৩৮। বিশ্ব-প্রেম, সাম্য-মৈত্রী ভ্রাতৃভাব, সুবিচার ও সহানুভূতি স্বাভাবিক ধর্ম্মের অতি অপরিহার্য্য অঙ্গ। তাই আল্লাহতা'লা বলিতেছেন যে, সত্যধর্ম্ম বা সুপথের অনুসরণ করিয়া যাহারা আমার সন্তুষ্টি সাধন করিতে চাও, তাহারা আত্মীয় স্বজনদিগকে তাহাদের ন্যায়সঙ্গত স্বত্ব প্রদান কর এবং দীন-দরিদ্র ও অভাবগ্রস্ত পথিকদিগকে সহানুভূতির সহিত দান কর। কারণ ইহার মধ্যেই তোমাদের ও জগদ্বাসীর বহু কল্যাণ নিহিত রহিয়াছে।

৩৯। পূর্ব্ব-আয়তে দানের সুফল বর্ণনা করিয়া আল্লাহ'তালা এই আয়ত উহার সঙ্গে-সঙ্গেই সুদের অপকারিতা বিবৃত করিয়াছেন। আয়তের মর্ম্ম এই যে, অভাবগ্রস্ত ব্যক্তিদিগকে দান করিয়া তাহাদের দুঃখ বা অভাব মোচন করাই ইসলামের নির্দ্দেশ এবং মুসলমানের কর্ত্তব্য। তৎপরিবর্ত্তে যাহারা সুদের উপর টাকা কর্জ্জ দিয়া অপরের অর্থ বা বিষয়-সম্পত্তি অপহরণ পূর্ব্বক স্বীয় ধন বৃদ্ধি করিতে চাহে, তাহারা জগতের অকল্যাণই করিয়া থাকে। আমার নিকট তাহাদের ঐ ধন-বৃদ্ধির কোনই মূল্য নাই, বরং আমি উহা অন্যায় এবং অবৈধ অপকার্য্য বলিয়াই নির্দ্দেশ করিয়াছি। পক্ষান্তরে যাহারা দান করিয়া অপরের অভাব বা কষ্ট মোচন করে, আমার নিকট তাহাদের ধন-সম্পদই সার্থক ও মূল্যবান বলিয়া পরিগৃহীত হয় এবং তাহাদের কল্যাণের জন্য আমি ঐ দানকে দ্বিগুণতর বর্দ্ধিত করিয়া থাকি।

৪০। অনন্তর আল্লাহতা'লা মানব জাতিকে স্মরণ করাইয়া দিতেছেন যে, তিনিই তাহাদের একমাত্র সৃষ্টি-কর্ত্তা ও পালনকর্ত্তা। তিনিই মানবকে মৃত্যু-দান ও পুনর্জীবিত করিবেন। আল্লাহ

দান করিবেন, তৎপর তোমাদিগকে পুনর্জীবিত করিবেন ; ফলতঃ তোমাদের অংশী-উপাস্যগণের মধ্যে এমন কি কেহ আছে যে, ইহার কোন বিষয় করিতে পারে ? তিনি পবিত্রতম এবং তোমরা যে অংশী-স্থির কর, তিনি তাহা হইতে সমুন্নত।

يُحْيِيكُمْ ۖ هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ مَنْ يَفْعَلُ مِنْ ذَٰلِكُمْ مِنْ شَيْءٍ ۚ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ ۝

৫ম রুকু—ঐশী অনুগ্রহের প্রাকৃতিক নিদর্শনাবলী

৪১। মানবদিগের হস্তসমূহ যাহা অর্জ্জন করিয়াছে, তজ্জন্য স্থলভাগ ও সমুদ্রে অশান্তি প্রকাশিত হইয়া পড়িয়াছে, যেন তিনি তাহাদের কৃতকর্ম্মের জন্য তাহাদিগকে উহার কিয়দংশ আস্বাদন করান—যাহাতে তাহারা প্রত্যাবর্ত্তিত হয়। ৪২। তুমি বল—তোমরা পৃথিবীতে পরিভ্রমণ করিয়া তৎপর দেখ যে, পূর্ব্বে যাহারা ছিল তাহাদের পরিণাম কিরূপ হইয়াছে ? উহাদের অধিকাংশই অংশীবাদী ছিল। ৪৩। অতএব আল্লার সন্নিধান হইতে সেই অনিবার্য্য দিবস

৪১- ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ۝

৪২- قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلُ ۚ كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُشْرِكِينَ ۝

৪৩- فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ الْقَيِّمِ

ভিন্ন এ সম্বন্ধে আর কাহারও কোনরূপ ক্ষমতা বা অধিকার নাই এবং তিনিই সমগ্র জগতের একমাত্র পবিত্রতম, অংশীহীন, অদ্বিতীয় সর্ব্বশক্তিমান প্রভু।

৪১—৪২। **বরে-অল-বহ্‌রে**—শব্দদ্বয়ের সাধারণ অর্থ স্থলভাগ ও সমুদ্র; কিন্তু তফ্‌সীরকারগণ উহার বিভিন্নরূপ মর্ম্ম পরিগ্রহণ করিয়াছেন। কেহ কেহ বলেন যে, এস্থলে 'বরে' অর্থে শহর এবং 'বহ্‌রে' অর্থে—দ্বীপপুঞ্জ নির্দ্দেশ করা হইয়াছে।

আয়ত-দ্বয়ের মর্ম্ম এই যে, মানব জাতি আল্লার মনোনীত স্বাভাবিক সত্যধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া অস্বাভাবিক ভ্রান্ত-ধর্ম্মের অনুসরণ করায় তাহার ফলে পৃথিবীর জল-স্থল সর্ব্বত্রই অশান্তি, বিপ্লব ও বিশৃঙ্খলা দেখা দিয়াছে। অধর্ম্ম, অনাচার, অত্যাচার, অবিচার, চুরি ডাকাতি, হত্যা-ব্যাভিচার যুদ্ধ বিগ্রহ, অজন্মা, অনাবৃষ্টি, দুর্ভিক্ষ, মহামারী, ঝটীকা ও ভূমিকম্প প্রভৃতি নানারূপ আপদ-বিপদ ও দুর্ব্বিপাকে মানব জাতি জর্জ্জরিত হইয়া উঠিয়াছে। ইহুদী, খ্রীষ্টান প্রভৃতি প্রত্যাদিষ্ট ধর্ম্মসমূহের সমস্ত শিক্ষাই বিকৃত হইয়া গিয়াছে (মুয়র)। শিক্ষা, সভ্যতা ও সদাচার বিলুপ্ত হওয়ায় অজ্ঞতা, অসভ্যতা ও অনাচারের অন্ধকারে সমস্ত জগৎ আচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছে। আরবে হজরত রসুলোল্লাহ কর্ত্তৃক ইস্‌লাম প্রচারের পূর্ব্বে সমস্ত জগতের অবস্থা যে ঠিক এইরূপই ছিল জগতের ইতিহাসই তাহার সমুজ্জ্বল সাক্ষী। তাই আল্লাহতা'লা বলিতেছেন যে, হে রসুল, তোমার পূর্ব্ববর্ত্তী সম্প্রদায় সমূহের অধিকাংশ লোক অবিশ্বাসী ছিল বলিয়াই তাহাদের এইরূপ শোচনীয় পরিণাম হইয়াছে এবং সমগ্র পৃথিবী অনাচার ও অশান্তির লীলা-নিকেতন হইয়া উঠিয়াছে।

৪৩—৪৫। আল্লাহতা'লা আরও বলিতেছেন—হে রসুল, তুমি অবিশ্বাসী তথা জগদ্বাসীকে বলিয়া দাও যে, যদি তোমরা এই বিশ্বব্যাপী অশান্তি ও বিশৃঙ্খলা হইতে বিমুক্ত হইয়া জগতে

مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَّا مَرَدَّ لَهُ
مِنَ اللَّهِ يَوْمَئِذٍ يَصَّدَّعُونَ ○
৪৪- مَنْ كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ ج وَمَنْ
عَمِلَ صَالِحًا فَلِأَنْفُسِهِمْ يَمْهَدُونَ ۙ
৪৫- لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا
الصَّالِحَاتِ مِنْ فَضْلِهِ ط إِنَّهُ لَا يُحِبُّ
الْكَافِرِينَ ○ ৪৬- وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ
يُرْسِلَ الرِّيَاحَ مُبَشِّرَاتٍ وَلِيُذِيقَكُمْ
مِنْ رَحْمَتِهِ وَلِتَجْرِيَ الْفُلْكُ
بِأَمْرِهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ
وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ○ ৪৭- وَلَقَدْ
أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ رُسُلًا إِلَىٰ
قَوْمِهِمْ فَجَاءُوهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ
فَانْتَقَمْنَا مِنَ الَّذِينَ أَجْرَمُوا ط

আসিবার পূর্ব্বেই তোমরা স্বীয় আনন
সুপ্রতিষ্ঠিত ধর্ম্মের দিকে সংস্থাপিত কর,
সেদিন তাহারা বিচ্ছিন্ন হইয়া যাইবে।
৪৪। যে অবিশ্বাস করে, তবে তাহারই
উপর তাহার অবিশ্বাস এবং যে সৎকার্য্য
করে, তবে সে নিজের জন্যই করিতেছে।
৪৫। এই হেতু যাহারা বিশ্বাস-স্থাপন
করিয়াছে ও সৎকার্য্য করিতেছে, তিনি
তাহাদিগকে স্বীয় অনুগ্রহে প্রতিদান
প্রদান করিবেন; নিশ্চয় তিনি অবিশ্বাসী-
দিগকে ভালবাসেন না। ৪৬। এবং
ইহাও তাঁহার অন্যতম নিদর্শন যে, তিনি
সুসংবাদবাহী সমীরণ প্রেরণ করেন এবং
যেন তিনি তাহাদিগকে স্বীয় অনুগ্রহের
কিয়দংশ আস্বাদন করান এবং যেন
তাঁহার আদেশে নৌকাসমূহ পরিচালিত
হয় এবং যেন তোমরা তাঁহার অনুগ্রহ
অনুসন্ধান কর এবং যেন তোমরা
কৃতজ্ঞ হও। ৪৭। এবং নিশ্চয়ই
আমি তোমাদের পূর্ব্বে তাহাদের সম্প্র-
দায়ের প্রতি রসুলগণকে প্রেরণ
করিয়াছিলাম; অতঃপর তাহারা সমুজ্জ্বল
প্রমাণ-সহ তাহাদের নিকট আসিয়াছিল,
তৎপর আমি অপরাধিগণ হইতে
প্রতিশোধ গ্রহণ করিয়াছিলাম এবং

সুখ-শান্তি ভোগ করিতে চাও, তবে সেই অনিবার্য্য উত্থান-দিবস আসিবার পূর্ব্বেই তোমরা ভ্রান্তধর্ম্ম সমূহ পরিত্যাগ করিয়া সুদৃঢ় ও স্বাভাবিক সত্যধর্ম্ম ইসলাম পরিগ্রহণ কর। কারণ সেই অনিবার্য্য দিবসে প্রত্যেকেই নিজ নিজ কৃতকর্ম্মানুযায়ী প্রতিদান বা প্রতিফল প্রাপ্ত হইবে।

৪৬—৪৭। এই আয়ত-দ্বয়ে আল্লাহতা'লার অনুগ্রহের দুইটী নিদর্শন বিবৃত হইয়াছে। তিনি মানবের প্রতি স্বীয় অনুগ্রহ স্বরূপ বৃষ্টিধারা বর্ষণের পূর্ব্বেই উহার সুসংবাদবাহী অগ্রদূত রূপী সুশীতল সমীরণ প্রবাহিত করিয়া থাকেন। আবার এই বায়ু-প্রবাহের সাহায্যেই লোকে নৌকা পরিচালন পূর্ব্বক ব্যবসা-বাণিজ্য করতঃ জীবিকা অর্জ্জন করিয়া থাকে। এইরূপে তিনি পূর্ব্ববর্ত্তী সম্প্রদায় সমূহের সুপথ প্রদর্শনের জন্য সমুজ্জ্বল নিদর্শনাবলী-সহ রসুলগণকে প্রেরণ করিয়াছিলেন। কিন্তু আল্লার এত অনুগ্রহ সত্ত্বেও তাহারা কৃতজ্ঞ না হইয়া রসুলগণের বিরুদ্ধাচরণ করায় অবশেষে তাহারা অতি কঠিন শাস্তি-ভোগ করিয়াছিল।

বিশ্বাসিগণকে সাহায্য করা আমার উপর অবশ্য-কর্ত্তব্য ছিল। ৪৮। তিনিই আল্লাহ, যিনি বায়ুরাশি প্রেরণ করেন—যেন উহা মেঘ উত্তোলিত করে, তৎপর তিনি ইচ্ছানুযায়ী উহা আকাশে সম্প্রসারিত করেন এবং উহা ছিন্ন-ভিন্ন করেন, তৎপর তোমরা উহার অভ্যন্তর হইতে বারিরাশি নির্গত হইতে দেখ; এবং তিনি তাঁহার সেবকগণের মধ্যে যাহার প্রতি ইচ্ছা উহা উপস্থিত করেন, তখন তাহারা পরিতুষ্ট হইয়া থাকে। ৪৯। এবং যদিও তাহারা প্রথমতঃ তাহাদের উপর ঐ বর্ষণের পূর্ব্বে সম্পূর্ণ নিরাশ ছিল। ৫০। অতএব তোমরা আল্লার অনুগ্রহের নিদর্শনাবলীর প্রতি লক্ষ্য কর যে, তিনি কিরূপে পৃথিবীকে উহার মৃত্যুর পর সঞ্জীবিত করেন, নিশ্চয়ই তিনিই মৃতকে জীবিত করিয়া থাকেন এবং তিনি সর্ব্ব-বিষয়োপরি শক্তিমান। ৫১। এবং যদি আমি এরূপ বায়ু প্রেরণ করি—যাহাতে তাহারা উহা হরিদ্বর্ণ অবলোকন করে তবে ইহার পরেও তাহারা অবিশ্বাসী

وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِيْنَ ○
٤٨- اَللّٰهُ الَّذِيْ يُرْسِلُ الرِّيٰحَ فَتُثِيْرُ
سَحَابًا فَيَبْسُطُهٗ فِي السَّمَآءِ كَيْفَ
يَشَآءُ وَيَجْعَلُهٗ كِسَفًا فَتَرَى الْوَدْقَ
يَخْرُجُ مِنْ خِلٰلِهٖ ج فَاِذَآ اَصَابَ بِهٖ
مَنْ يَّشَآءُ مِنْ عِبَادِهٖٓ اِذَا هُمْ
يَسْتَبْشِرُوْنَ ○ ٤٩- وَاِنْ كَانُوْا
مِنْ قَبْلِ اَنْ يُّنَزَّلَ عَلَيْهِمْ مِّنْ
قَبْلِهٖ لَمُبْلِسِيْنَ ○ ٥٠- فَانْظُرْ
اِلٰٓى اٰثٰرِ رَحْمَتِ اللّٰهِ كَيْفَ يُحْيِ
الْاَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ط اِنَّ ذٰلِكَ
لَمُحْيِ الْمَوْتٰى ج وَهُوَ عَلٰى كُلِّ
شَيْءٍ قَدِيْرٌ ○ ٥١- وَلَئِنْ اَرْسَلْنَا
رِيْحًا فَرَاَوْهُ مُصْفَرًّا لَّظَلُّوْا مِنْ بَعْدِهٖ

৪৮—৫০। অনন্তর আল্লাহতা'লা বায়ুর সাহায্যে যেরূপভাবে মেঘ উত্তোলন করেন, উক্ত মেঘমালা যেরূপভাবে আকাশমণ্ডল আচ্ছান্ন করে, পরে উহা বিচ্ছিন্ন ও বিগলিত হইয়া যেরূপভাবে বৃষ্টি-দ্বারা বর্ষিত হয় এবং উহা দ্বারা তিনি যেরূপভাবে লোকের নিরাশ প্রাণে আশার সঞ্চার করেন এবং যেরূপভাবে মৃত অর্থাৎ 'বিশুষ্ক পৃথিবীকে সঞ্জীবিত' অর্থাৎ সরস করিয়া উহাকে তরু-লতা ফল-পুষ্প ও শস্য-সম্ভারে সুশোভিত করিয়া থাকেন, এই তিনটি আয়তে তাহাই বর্ণিত হইয়াছে।

৫১। এই আয়তের বিভিন্ন-রূপ মর্ম্ম পরিকল্পিত হইয়াছে। কেহ বলেন—উহার অর্থ বাতাসে হরিদ্বর্ণ শস্যের ঢেউ-খেলা, কেহ বলেন—উত্তপ্ত বাতাসে শুকাইয়া হরিদ্বর্ণ হওয়া; কেহ বলেন—ইহা আরবের দেশব্যাপী আসন্ন দুর্ভিক্ষের পূর্ব্বাভাস—তখন লোকেরা অনাহারে ক্ষুধা-তৃষ্ণায় ধরণী হরিদ্বর্ণ অবলোকন করিবে; আবার কেহ কেহ বলেন যে, ইহা বদর যুদ্ধের অস্পষ্ট ভবিষ্যদ্বাণী অর্থাৎ সেই যুদ্ধের উদীয়মান মোস্‌লেম-শক্তির অদম্য বিক্রমে শত্রুরা চোখে সর্ষে-ফুল দেখিতে থাকিবে—ইত্যাদি।

হইয়া যাইবে। ৫২। অতএব নিশ্চয় তুমি মৃতদিগকে ও বধিরদিগকে আহ্বান শুনাইতে পারিবে না—যখন তাহারা পশ্চাদ্বর্ত্তিত হয়। ৫৩। এবং তুমি অন্ধকেও তাহাদের ভ্রান্তি হইতে পথ-প্রদর্শন করিতে পারিবে না; যে আমার নিদর্শন-সমূহে বিশ্বাস-স্থাপন করিয়াছে, তদ্ব্যতীত কাহাকেও তুমি শ্রবণ করাইতে পারিবে না—যেহেতু তাহারাই আত্ম-সমর্পণকারী।

يَكْفُرُوْنَ ۝ ٥٢- فَاِنَّكَ لَا تُسْمِعُ
الْمَوْتٰى وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَآءَ
اِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِيْنَ ۝ ٥٣- وَمَآ
اَنْتَ بِهٰدِ الْعُمْيِ عَنْ ضَلٰلَتِهِمْ ط
اِنْ تُسْمِعُ اِلَّا مَنْ يُّؤْمِنُ بِاٰيٰتِنَا
فَهُمْ مُّسْلِمُوْنَ ع

৬ষ্ঠ রুকু—ঐশী অঙ্গীকারের সফলতার সুসংবাদ

৫৪। তিনিই আল্লাহ—যিনি তোমা-দিগকে দুর্ব্বলতা হইতে সৃষ্টি করিয়াছেন, অনন্তর দুর্ব্বলতার পরে শক্তিশালী করিয়াছেন, পুনরায় শক্তিশালী করিবার পরে দুর্ব্বল ও বৃদ্ধ করিয়াছেন, তিনি যাহা ইচ্ছা সৃষ্টি করিবেন এবং তিনি মহাজ্ঞানী শক্তিমান। ৫৫। এবং যেদিন সেই সময় সুপ্রতিষ্ঠিত হইবে, তখন অপরাধীরা শপথ করিবে যে, তাহারা এক মুহূর্ত্ত ব্যতীত অবস্থান করে নাই; এইরূপেই উহারা প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছিল। ৫৬। এবং যাহাদিগকে জ্ঞান ও বিশ্বাস দান করা হইয়াছে তাহারা বলিবে,

٥٤- اَللّٰهُ الَّذِيْ خَلَقَكُمْ مِّنْ ضُعْفٍ
ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ ضُعْفٍ قُوَّةً ثُمَّ
جَعَلَ مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ ضُعْفًا وَّشَيْبَةً ط
يَخْلُقُ مَا يَشَآءُ ج وَهُوَ الْعَلِيْمُ
الْقَدِيْرُ ۝ ٥٥- وَيَوْمَ تَقُوْمُ السَّاعَةُ
يُقْسِمُ الْمُجْرِمُوْنَ ۵ مَا لَبِثُوْا غَيْرَ
سَاعَةٍ ط كَذٰلِكَ كَانُوْا يُؤْفَكُوْنَ ۝
٥٦- وَقَالَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْعِلْمَ

৫২—৫৪। যে সকল অবিশ্বাসী মৃত্যুর পর পুনর্জ্জীবন-প্রাপ্তি অসম্ভব বলিয়া ধারণা করি তাহাদিগকে অন্ধ, বধির ও জীবন্মৃতের সহিত তুলনা করিয়া তাহাদের ভ্রম-বিশ্বাস অপনোদন ক আল্লাহতা'লা বলিতেছেন যে, তিনিই ত তোমাদিগকে অতি নগণ্য উপকরণ হইতে নিত দুর্ব্বল শিশুরূপে সৃষ্টি করিয়াছেন; তৎপর তোমাদিগকে শক্তিশালী যুবক ও প্রৌঢ়রূপে পরি করিয়া অবশেষে তিনিই ত তোমাদিগকে বার্দ্ধক্য প্রদান পূর্ব্বক পুনরায় অক্ষম ও দুর্ব্বলতার অব উপনীত করেন। যিনি মানবকে সৃষ্টি করিয়া এইরূপ বিভিন্ন অবস্থা প্রদান করিতে পারেন, তাঁ পক্ষে মৃত্যুর পর পুনর্জ্জীবন প্রদান করা কিছুমাত্র অসম্ভব ব্যাপার নহে।

৫৫—৫৭। অনন্তর আল্লাহতা'লা উত্থান-দিবসের উল্লেখ করিয়া—সেদিন বিপন্ন অবিশ্বা যেরূপভাবে মিথ্যা শপথ করিয়া পরিত্রাণ লাভের চেষ্টা করিবে এবং জ্ঞানী ও বিশ্বাসী ব্যক্তি

তোমার উত্থান-দিবস পর্য্যন্ত অবশ্যই আল্লার বিধান অনুযায়ী অবস্থান করিয়াছ; অতএব ইহাই সেই উত্থান-দিবস, কিন্তু তোমরা ইহা অবগত ছিলে না। ৫৭। ফলতঃ সেদিন অত্যাচার-কারীদিগের কোনই আপত্তি ফলপ্রদ হইবে না অথবা তাহারা পরিগৃহীতও হইবে না। ৫৮। এবং নিশ্চয়ই আমি মানব-মণ্ডলীর জন্য এই কোরানে বহু উপমা বিবৃত করিয়াছি এবং যদি তুমি তাহাদের নিকট কোন নিদর্শন আনয়ন কর, তবে অবিশ্বাসকারীরা বলিবে যে, তুমি অসত্যবাদী ব্যতীত নহ। ৫৯। এইরূপে আল্লাহ অজ্ঞদিগের অন্তর-সমূহে মোহরাঙ্কিত করিয়া থাকেন। ৬০। অতএব ধৈর্য্য ধারণ কর; নিশ্চয় আল্লার অঙ্গীকার সত্য এবং যাহাদের স্থির-বিশ্বাস নাই, তাহারাই তোমাকে গ্রহ্য করিতেছে না।

وَالْاِيْمَانَ لَقَدْ لَبِثْتُمْ فِيْ كِتٰبِ اللّٰهِ
اِلٰى يَوْمِ الْبَعْثِ ز فَهٰذَا يَوْمُ
الْبَعْثِ وَلٰكِنَّكُمْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ ۝
٥٧- فَيَوْمَئِذٍ لَّا يَنْفَعُ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا
مَعْذِرَتُهُمْ وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُوْنَ ۝
٥٨- وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِيْ
هٰذَا الْقُرْاٰنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ ط وَلَئِنْ
جِئْتَهُمْ بِاٰيَةٍ لَّيَقُوْلَنَّ الَّذِيْنَ
كَفَرُوْٓا اِنْ اَنْتُمْ اِلَّا مُبْطِلُوْنَ ۝
٥٩- كَذٰلِكَ يَطْبَعُ اللّٰهُ عَلٰى قُلُوْبِ
الَّذِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ ۝ ٦٠- فَاصْبِرْ
اِنَّ وَعْدَ اللّٰهِ حَقٌّ وَّلَا يَسْتَخِفَّنَّكَ
الَّذِيْنَ لَا يُوْقِنُوْنَ ع

যেরূপভাবে তাহাদের অজ্ঞতা ও অসত্যতার সাক্ষ্য প্রদান করিবে এবং যেরূপভাবে অবিশ্বাসীদের সমস্ত ওজর-আপত্তি ব্যর্থ হইয়া যাইবে এই তিনটী আয়তে তাহাই বর্ণনা করিয়াছেন।

৫৯—৬০। পরিশেষে আল্লাহতা'লা অবিশ্বাসীদের স্বরূপ ও অজ্ঞদিগের অনুভূতি-হীনতা ব্যক্ত করিয়া হজরত রসুলোল্লাহ এবং বিশ্বাসী মুসলমানদিগকে আশ্বাস ও সান্ত্বনা প্রদান পূর্ব্বক বলিতেছেন যে, অবিশ্বাসীদিগের অবিশ্বাস ও উপহাস-বিদ্রূপ অথবা তাহাদের উপেক্ষা ও প্রত্যাখ্যানে কিছুমাত্র বিচলিত না হইয়া তোমরা সর্ব্বশক্তিমান আল্লার প্রতি নির্ভর করিয়া ধৈর্য্য ধারণ কর। তোমরা নিশ্চয় জানিয়া রাখ যে, আল্লার অঙ্গীকার সত্য এবং কখনই উহার কোনরূপ ব্যতিক্রম অথবা অন্যথা হইবে না। সুতরাং তাঁহার অঙ্গীকার অনুসারে বিশ্বাসী মুসলমানেরা ইহলোকে যথাসময় অবিশ্বাসীদিগের উপর পরাক্রান্ত ও বিজয়ী এবং পরলোকে অফুরন্ত স্বর্গীয় সুখ-সম্পদের অধিকারী হইবে; পক্ষান্তরে অবিশ্বাসীরা ইহলোকেই পরাজিত ও বিধ্বস্ত হইয়া পরকালে নরকানলের ভয়াবহ শাস্তি ও লাঞ্ছনা ভোগ করিতে থাকিবে। সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্বশক্তিমান আল্লাহতা'লা স্বীয় অঙ্গীকারের এই অবশ্যম্ভাবী সফলতার সুসংবাদ প্রদান করিয়া আলোচ্য স্থরায় উপসংহার করিয়াছেন।

———

মক্কায় অবতীর্ণ | ৩১। সুরা লোকমান—لقمٰن | ৩৪ আয়ত

সর্ব্বপ্রদাতা করুণাময় আল্লার নামে

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

১ম রুকু—বিশ্বাসিবৃন্দের প্রতি আল্লার অঙ্গীকার

١. الٓمّٓ ۚ ٢- تِلْكَ اٰيٰتُ
الْكِتٰبِ الْحَكِيْمِ ۙ ٣- هُدًى
وَّرَحْمَةً لِّلْمُحْسِنِيْنَ ۙ ٤- الَّذِيْنَ

১। আলিফ-লাম-মিম ২। ইহা জ্ঞানময় গ্রন্থের আয়ত-মালা ; ৩। সৎকর্ম্ম-শীলগণের জন্য পথ-প্রদর্শক ও অনুগ্রহ স্বরূপ ; ৪। যাহারা নামাজ প্রতিষ্ঠিত

শানে-নজুল—এই সুরা মক্কা শরিফে অবতীর্ণ হইয়াছিল। কেহ কেহ অনুমান করেন যে, এই সুরার কিয়দংশ বা অধিকাংশ মদিনা শরিফে অবতীর্ণ হইয়াছিল ; কিন্তু তাহাদের এই অভিমতের কোনই সুদৃঢ় প্রমাণ নাই। প্রসিদ্ধ তফ্‌সীরকারগণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন যে, এই সুরা পূর্ব্ববর্ত্তী সুরা-দ্বয়ের সমকালবর্ত্তী অর্থাৎ হজরত রসুলোল্লার মক্কা-অবস্থানের মধ্যবর্ত্তী সময়েই এই সুরা অবতীর্ণ হইয়াছিল। এই পবিত্র সুরা ৪ রুকুতে বিভক্ত এবং ৩৪ আয়তে গ্রথিত হইয়াছে।

লোকমান—মহাত্মা লোকমান হাকিম তাঁহার সমকালে একজন প্রসিদ্ধ হাকিম ও জ্ঞান-বিশারদ ব্যক্তি ছিলেন। তাঁহার অসাধারণ জ্ঞান ও বিজ্ঞতার খ্যাতি সমগ্র আরব ও আজম দেশের জনশ্রুতিতে পরিণত হইয়াছিল। এই মহাজ্ঞানী হাকিম মহাত্মা লোকমান স্বীয় পুত্রকে যে সকল সদুপদেশ দান করিয়াছিলেন, তাহা অত্র সুরার দ্বিতীয় রুকুতে বর্ণিত হইয়াছে। লোকমান হাকিমের ঐ সকল অমূল্য উপদেশ ইসলামী শরিয়তেও অতি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া আছে এবং ঐ প্রসঙ্গে মহাত্মা লোকমানের নাম অনুসারেই অত্র সুরার নামকরণ করা হইয়াছে।—২য় রুকু, ১২শ আয়তের তফ্‌সীর দ্রষ্টব্য।

১। **আলিফ-লাম-মিম**—এই সাঙ্কেতিক ও বিকর্ত্তিত বর্ণত্রয়ের আনুমানিক মর্ম্মার্থ ইতিপূর্ব্বে একাধিক বার বর্ণিত হইয়াছে। এস্থলে উহার বিশিষ্ট মর্ম্মে—'আলিফ' অর্থ আল্লাহ, 'লাম' অর্থ জিবরিল এবং 'মিম' অর্থে মোহাম্মদ (সঃ)-এর প্রতি ইঙ্গিত করা হইয়াছে—অর্থাৎ সর্ব্ব-শক্তিমান আল্লাহতা'লা ফেরেশ্‌তা-শ্রেষ্ঠ জিবরিলের মারফত নবীকুল-রবি হজরত মোহাম্মদ মোস্তফার (সঃ) প্রতি এই জ্ঞান-বিজ্ঞানময় স্বর্গীয় গ্রন্থ প্রেরণ করিয়াছেন।—তঃ হক্কানী।

২—৩। **কেতাবেল-হাকিম**—জ্ঞানময় গ্রন্থ। নানারূপ জ্ঞান-বিজ্ঞানময় বাক্যের অপূর্ব্ব সমাবেশ হেতু পবিত্র কোরান 'কেতাবেল হাকিম' অর্থাৎ জ্ঞানময় গ্রন্থ—এই গৌরবান্বিত নামে অভিহিত হইয়াছে। আল্লাহতা'লা আরও বলিয়া দিতেছেন যে, সৎকর্ম্মশীল জ্ঞানী ব্যক্তি-গণের জন্য এই কোরান সুপথ-প্রদর্শক এবং তাহাদের ইহ-পরকালের সর্ব্ববিধ কল্যাণজনক। ভক্তির সহিত নিয়মিত ভাবে কোরান পাঠ করিলে এবং ইহার আদেশ-উপদেশ সমূহ হৃদয়ঙ্গম করিয়া তদনুযায়ী কার্য্য করিলেই তাহারা উপরোক্ত রূপ কল্যাণের অধিকরী হইতে পারিবে।

৪—৫। উপাসনা দুই প্রকার—শারীরিক ও আর্থিক। শারীরিক উপাসনার মধ্যে নামাজ এবং আর্থিক উপাসনার মধ্যে জাকাত সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। তাই আল্লাহতা'লা বলিতেছেন যে, যাহারা

করে ও জাকাত প্রদান করে, এবং তাহারা তাহাদের পরলোক সম্বন্ধেও বিশ্বাস করিয়া থাকে। ৫। উহারাই তাহাদের প্রতিপালকের সুপথের উপর রহিয়াছে এবং উহারাই সুফল প্রাপ্ত হইবে। ৬। এবং মানব-মণ্ডলীর মধ্যে এমনও আছে যে, ক্রীড়া-কৌতুককর বাক্য ক্রয় করে—যাহাতে সে বিনা জ্ঞানে আল্লার পথ

يُقِيمُونَ الصَّلٰوةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكٰوةَ
وَهُمْ بِالْاٰخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ ؕ ٤
٥- أُولٰٓئِكَ عَلٰى هُدًى مِّنْ رَّبِّهِمْ
وَأُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ٥
٦- وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي
لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ

পবিত্র কোরান পাঠ করিয়া উহার নির্দ্দেশ অনুযায়ী পরলোকের প্রতি বিশ্বাস-স্থাপন করেন এবং কোরানের আদেশ-উপদেশ অনুযায়ী নিয়মিতভাবে নামাজ পাঠ ও জাকাত প্রদান করে, তাহারা নিশ্চয়ই তাহাদের প্রতিপালকের সুপথের উপর অবস্থান করিতেছে এবং পরলোকে তাহারা অবশ্যই সুফলপ্রাপ্ত হইবে।

৬। **লাহ্ওয়াল-হাদিস**—ক্রীড়া-কৌতুককর বাক্য, সুরময় শব্দ, সঙ্গীত, রাগ-রাগিণী, বাজে কথা অথবা কথার খেলা। তফসীরকারগণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন যে, উপকথা, অশ্লীল কবিতা, সঙ্গীত, উপহাস-বিদ্রূপ ও হাসি-রহস্য প্রভৃতি সর্ব্বপ্রকার অসার বাক্য-চাতুর্য্যই 'লাহ্ওয়াল-হাদিসের অন্তর্ভুক্ত। কোন কোন প্রসিদ্ধ তফ্সীরকার বলেন যে, 'লাহ্ওয়াল-হাদিস' অর্থ অসার বাক্য অথবা অলীক উপকথা। অজ্ঞ অপরিণামদর্শী লোকেরা ধর্ম্মগ্রন্থ, ধর্ম্মানুষ্ঠান, সৎকার্য্য ও সদালোচনা পরিত্যাগ করিয়া উহাতেই অধিকতর আকৃষ্ট হয় বলিয়া ইসলামী শরিয়তে উহা অবৈধ নিষিদ্ধ হইয়াছে (তঃ বয়জবী ও নায়সাপুরী)। হজরত রসুলোল্লার সুবিখ্যাত সাহাবা হজরত এব্‌ন-আব্বাস ও এব্‌ন-মসউদ শপথ করিয়া বলিয়াছেন যে, 'লাহ্ওয়াল-হাদিস' অর্থ সঙ্গীত, বাদ্য ও রাগ-রাগিণী (তঃ মাদারেক)। জগদ্বিখ্যাত মোহাদ্দেস এমাম বোখারীও অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন এবং সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত এমাম করতবীও উক্ত মত সমর্থন করিয়াছেন। হজরত রসুলোল্লার প্রসিদ্ধতম সাহাবাবৃন্দ সুবিখ্যাত তাবেয়ী বিদ্বানগণের প্রায় সকলেই একমতাবলম্বী হইয়া উক্ত মত সমর্থন করিয়াছেন এবং তদনুযায়ী জগতের অধিকাংশ এমাম-মোজতাহেদ এবং সত্যানুরাগী ও ধর্ম্মপ্রাণ ওলামাবৃন্দ একবাক্যে উপকথা, সঙ্গীত, বাদ্য, রাগ-রাগিণী, উপহাস-বিদ্রূপ ও হাসি-রহস্য প্রভৃতিকে 'মকরূহ' ও 'মমনু' অর্থাৎ দূষিত ও নিষিদ্ধ বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। কোন কোন তফ্সীরে বর্ণিত হইয়াছে যে, 'লাহ্ওয়াল-হাদিস' অর্থ সঙ্গীত ও বাদ্য এবং এই আয়ত অনুসারে সর্ব্বপ্রকার গান-বাজনাই নিঃসন্দেহে হারাম। সুতরাং যে উহা হালাল বা জায়েজ জানিবে, সে কাফের হইয়া যাইবে (তফ্সীর ছালবী)। প্রসিদ্ধতম ফেকাহ গ্রন্থ সমূহে লিখিত হইয়াছে যে, কোরান-হাদিসের নির্দ্দেশ অনুসারে সর্ব্বপ্রকার নৃত্য-গীত-বাদ্য ও বাদ্যযন্ত্রই হারাম; উহা হালাল বা জায়েজ (বৈধ ও সিদ্ধ) জানিলে কর্ম্মচ্যুত ও ঈমান বিনষ্ট হইবার আশঙ্কা আছে (ফতোয়া বায়হাকী)। অনেকের মতে ঐ সকল গান-বাজনা ত দূরের কথা, আধুনিক সুফী-সম্প্রদায় সমূহ যে সকল কাওয়ালী বা গানের মজলিস করিয়া থাকে, সাধারণ মিলাদের মহফেলে যেরূপ গজলের বাহার খুলিয়া দেওয়া হয় এবং অনেক কারী যেরূপ অপূর্ব্ব সুর ও অদ্ভুত ভঙ্গিমায় কোরান শরিফ পাঠ করিয়া থাকে, শরিয়তের নির্দ্দেশ অনুসারে তাহাও নিঃসন্দেহে হারাম এবং ঐ সমস্ত মজলিসে গমনাগমন, তথায় উপবেশন অথবা ঐ সমস্ত গান

اللّٰهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ ۖ وَّ يَتَّخِذَهَا هُزُوًا ۗ
أُولٰٓئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ ۝

হইতে বিভ্রান্ত করিয়া থাকে; এবং উহাকে উপহাস-বিদ্রূপ ধারণা করে; উহাদেরই জন্য অবজ্ঞাজনক শাস্তি রহিয়াছে।

অথবা গজল-কাওয়ালী ও বিকৃত কেরাত শ্রবণ করা সম্পূর্ণ নাজায়েজ (অসিদ্ধ)। এমাম হালওয়াই বলিয়াছেন যে, অধুনা যাহারা নিজেকে সুফী বলিয়া প্রকাশ করে, স্বতন্ত্র বর্ণের ও স্বতন্ত্র ধরনের পোষাক-পরিচ্ছদ ব্যবহার করে, নৃত্য-গীত, গান-বাদ্য ও গজল-কাওয়ালীতে প্রমত্ত থাকে এবং নিজদিগকে উন্নত ও বিশেষ গৌরবের অধিকারী বলিয়া দাবী করে, তাহারা মহান আল্লাহ ও তাঁহার সত্যধর্ম্ম সম্বন্ধে অসত্যাবাদী ও অসত্যারোপকারী। উহাদিগকে দেশ ও সমাজ হইতে দূরীভূত ও বহিষ্কৃত করিয়া দেওয়া একান্ত কর্ত্তব্য।—ফতোয়া আলমগিরী ও তাতারখানিয়া।

কিন্তু এবরাহিম-বিন-সাদ ও আবদুল্লাহ আম্বরী প্রমুখ কতিপয় বিদ্বান 'লাহ্ওয়াল-হাদিস'এর অর্থ ও মর্ম্ম এবং উহার ব্যাপকতা সম্বন্ধে সকলের বিরুদ্ধে ভিন্ন মত অবলম্বন করিয়াছেন। অবশ্য ইহাতে কোনই সন্দেহ নাই যে, অসার বাক্য, অলীক উপকথা, অশ্লীল কবিতা, নিকৃষ্ট সঙ্গীত, এবং অনর্থক উপহাস-বিদ্রূপ ও অসঙ্গ হাসি-রহস্য মাত্রই 'লাহ্ওয়াল-হাদিসের' অন্তর্ভুক্ত এবং উহা সকলের মতেই অসিদ্ধ নিষিদ্ধ। অনিষ্টকর বাক্য-উপন্যাস, চিত্ত-চাঞ্চল্যকর নাটক-নভেল, কাম-কলুষিত কেচ্ছা-কাহিনী ও নায়ক-নায়িকার রূপ বর্ণনা এবং আসক্তিমূলক হাব-ভাব ও প্রেম-বিরহোচ্ছ্বাসপূর্ণ বর্ণনা-সমূহের অধিকাংশই উক্ত পর্য্যায়ের অন্তর্ভুক্ত। সবাদ্য-সঙ্গীত, সম্মিলিত নৃত্য-গীত এবং বাদ্য ও বাদ্যযন্ত্র-সমূহ সকলের মতেই হারাম। কিন্তু সমর-ক্ষেত্রের রণবাদ্য, বিবাহ-উৎসব ও ঈদোৎসবে দফ-বাজান ও গান গাওয়া, বিবাহ-সাদী উপলক্ষে নির্দ্দোষ আমোদ-প্রমোদ করা, আত্মতৃপ্তির জন্য অনাড়ম্বর ধর্ম্মসঙ্গীত, আধ্যাত্মিক সঙ্গীত, নির্দ্দোষ গজল বা উচ্চভাবপূর্ণ গজল-গীতি গাওয়া জায়েজ কিনা, এই সম্বন্ধেই আলেম সমাজে অল্পাধিক মতভেদ সৃষ্টি হইয়াছে। দেশ-কাল-পাত্রভেদে এবং অবস্থা-বিশেষে কেহ কেহ উহা 'মোবাহ' অর্থাৎ নির্দ্দোষ বলিয়াছেন এবং কেহ কেহ উহাও দূষিত ও নিষিদ্ধ বলিয়া অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন।—তঃ হক্কানী।

বিচক্ষণ তফ্‌সীরকারগণ উপরোক্ত মতভেদযুক্ত বিষয়-সমূহকে 'মোস্‌তাসনা' বা স্বতন্ত্র শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তাঁহারা বলেন যে, কোরান শরিফে 'লাহ্উ অ লায়েব' এবং 'লাহ্ওয়াল-হাদিস' দ্বারা সর্ব্বপ্রকার গান-বাদ্য ও ক্রীড়া-কৌতুক অবৈধ ও নিষিদ্ধ বলিয়া ঘোষিত হইলেও কয়েকটী বিষয় উহার অন্তর্ভুক্ত নহে। যেমন অশ্বারোহণ, শর-চালনা লাঠি ও অসি-খেলা, বন্দুকের লক্ষ্যভেদ, কুস্তি ও সমর-কৌশল প্রভৃতি। ঐরূপ স্বামী-স্ত্রীর ক্রীড়া-কৌতুক এবং হাসি-রহস্যও নিষিদ্ধ নহে। পক্ষান্তরে আল্লাহ-রসুলের প্রশংসাপূর্ণ কবিতা, জাতীয় কবিতা, নির্দ্দোষ রচনাবলী এবং উহার সাধারণ ও সুমধুর আবৃত্তি সকলেই নির্দ্দোষ ও সিদ্ধ বলিয়াছেন। উপরোক্ত সিদ্ধান্ত সমূহের প্রমাণ এই যে, হজরত রসুলোল্লা স্বয়ং বলিয়াছেন—"ক্রীড়া-কৌতুক মাত্রই অসিদ্ধ; কিন্তু অশ্বধাবন, শর-নিক্ষেপ এবং স্বীয় স্ত্রীর সহিত ক্রীড়া-কৌতুক ও হাসি-রহস্য তোমাদে জন্য নিষিদ্ধ নহে।"—তেরমেজী, এব্‌ন-মাজা ও দারমী।

বিভিন্ন তফ্‌সীরে বর্ণিত হইয়াছে যে, নদর-বিন হারস নামক এক দুষ্টমতি কোরেশ, সঙ্গীত-কারিণী বালিকা ও তরুণী ক্রয় করিয়া তাহাদের গান শুনাইয়া ও সুরাপান করাইয়া লোকদিগকে কোরানের বাণী শ্রবণ করা হইতে বিরত রাখিবার চেষ্টা করিত এবং বলিত যে, মোহাম্মদের (দঃ) কোরান অপেক্ষা ইহা উত্তম (তঃ এব্‌ন-জরীর)! আবার কেহ কেহ বলেন যে, ঐ ব্যক্তি কোরানে বর্ণিত আদ-সমুদের ঘটনাবলীর উত্তরে রোস্তম ও এসফিন্দিয়ারের কেচ্ছা শুনাইয়া লোকদিগকে কোরান পাঠ শ্রবণ-করা হইতে অপসারিত করিবার চেষ্টা করিত। নদরের ঐরূপ দুষ্কার্য্য উপলক্ষেই এই আয়ত অবতীর্ণ হয় (তঃ মাদারেক)। আবার কোন কোন তফ্‌সীরকার অনুমান করেন যে, যে সকল অবিশ্বাসী ও ধর্ম্মদ্রোহী লোক নানারূপ "লাহ্ওয়াল-হাদিস" বা বাজে

٧- وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِ آيَاتُنَا وَلَّىٰ
مُسْتَكْبِرًا كَأَنْ لَّمْ يَسْمَعْهَا كَأَنَّ فِيْ
أُذُنَيْهِ وَقْرًا ج فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيْمٍ ○
٨- إِنَّ الَّذِيْنَ آمَنُوْا وَعَمِلُوا
الصّٰلِحٰتِ لَهُمْ جَنّٰتُ النَّعِيْمِ ○
٩- خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ط وَعْدَ اللّٰهِ حَقًّا ط
وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ○ ١٠- خَلَقَ
السَّمٰوٰتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا وَأَلْقٰى
فِى الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَنْ تَمِيْدَ بِكُمْ
وَبَثَّ فِيْهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ ط وَأَنْزَلْنَا
مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنْبَتْنَا فِيْهَا مِنْ
كُلِّ زَوْجٍ كَرِيْمٍ ○ ١١- هٰذَا خَلْقُ

৭। এবং যখন তাহাদের প্রতি আমার নিদর্শনাবলী পঠিত হয়, তখন তাহারা সগর্ব্বে পশ্চাদাবর্ত্তন করে—যেন সে উহা শ্রবণই করে নাই—যেন তাহার উভয় কর্ণে গুরুভার রহিয়াছে; অতএব তুমি তাহাকে যন্ত্রণাপ্রদ শাস্তির সংবাদ প্রদান কর। ৮। নিশ্চয় যাহারা বিশ্বাস-স্থাপন করিয়াছে ও সৎকার্য্য করে তাহা-দের জন্য সুখ-সম্পদপূর্ণ স্বর্গোদ্যান রহিয়াছে; ৯। তন্মধ্যে তাহারা সর্ব্বদা অবস্থান করিবে; আল্লার অঙ্গীকার সত্য; এবং তিনি মহাপরাক্রান্ত বিজ্ঞানময়। ১০। তিনিই স্তম্ভ-বিহীন আকাশ সৃষ্টি করিয়াছেন—যাহা তোমরা অবলোকন করিতেছ এবং তিনি পৃথিবীতে পর্ব্বতমালা সংস্থাপিত করিয়াছেন—যেন তোমাদের সহিত উহা আলোড়িত না হয়, এবং তিনি তন্মধ্যে সর্ব্বপ্রকার জীব-জন্তু সম্প্রসারিত করিয়াছেন; এবং আমি আকাশ হইতে বারি বর্ষণ করিয়াছি, তৎপর উহাতে সর্ব্বপ্রকার উৎকৃষ্ট বিষয় উদ্গত করিয়াছি। ১১। ইহা ত আল্লারই সৃষ্টি, অতএব

কথা বলিয়া লোকদিগকে কোরান পাঠ শ্রবণ করা হইতে ভুলাইয়া রাখিবার চেষ্টা করিত, তাহাদের সম্বন্ধে সাধারণ ভাবেই এই আয়ত অবতীর্ণ হইয়াছে। নদর এবন্-উল্-হারস উহার অন্যতম উপলক্ষ্য মাত্র।—তঃ মঃ আঃ।

৭—৯। যে সকল অবিশ্বাসী কোরান বাণী শ্রবণ করিয়াও যেন সে উহা কিছুমাত্র শোনে নাই—এইরূপভাবে কান ভারী করিয়া সগর্ব্বে ফিরিয়া যাইত—আল্লাহতা'লা বলিতেছেন যে, হে রসুল, তুমি উহাদিগকে নরকানলের যন্ত্রণাপ্রদ শাস্তির ভীতি ও সংবাদ প্রদান করিয়া বল যে, পরলোকে বিশ্বাসীরা যেমন অফুরন্ত সুখ-সম্পদপূর্ণ স্বর্গোদ্যানে অবস্থান করিবে, সেইরূপ অবিশ্বাসী ও ধর্ম্মদ্রোহীরা চিরকাল নরকানলের ভয়াবহ শাস্তি ও লাঞ্ছনা ভোগ করিতে বাধ্য হইবে। আল্লার এই অঙ্গীকার সত্য এবং অপরাধীরা সেই শাস্তি হইতে কখনই পরিত্রাণ পাইবে না।

১০—১১। আল্লাহতা'লা যেরূপে স্তম্ভবিহীন আকাশ সৃষ্টি করিয়াছেন এবং যেরূপভাবে পৃথিবীতে পর্ব্বতমালা সংস্থাপিত করিয়া উহাতে নানারূপ জীবজন্তু সম্প্রসারিত করিয়াছেন এবং যেরূপভাবে আকাশ হইতে বারি বর্ষণ পৃথিবীকে সঞ্জীবিত এবং তরুলতা ও ফলপুষ্পে সুশোভিত করেন, তাহার উল্লেখ করিয়া বলিতেছেন যে, ইহা ত সকলই আমার সৃষ্টি। অতএব যাহারা আমার শক্তি-মহিমা অবিশ্বাস কর অথবা যাহারা আমার অংশী স্থির করিয়া তাহাদের পূজা-আরাধনা করিয়া থাক, তাহারা আমাকে প্রদর্শন কর যে, আমি ভিন্ন কে এই সকল সৃষ্টি করিয়াছে

তোমরা আমাকে দেখাও যে, তিনি ব্যতীত কে কি সৃষ্টি করিয়াছে; বরং অত্যাচারীরা প্রকাশ্য ভ্রান্তির মধ্যে রহিয়াছে।

اللهِ فَأَرُونِي مَاذَا خَلَقَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ ط بَلِ الظَّلِمُونَ فِي ضَلَلٍ مُّبِينٍ ٤

২য় রুকু—মহাত্মা লোকমান হাকিমের সদুপদেশ

১২। এবং নিশ্চয়ই আমি লোকমানকে বিজ্ঞতা দান করিয়াছিলাম যে, আল্লার কৃতজ্ঞতা স্বীকার কর; এবং যে কৃতজ্ঞতা স্বীকার করে, তবে সে নিজের জন্য ব্যতীত কৃতজ্ঞতা স্বীকার করে না; এবং যে অবিশ্বাস করে, তবে নিশ্চয়

١٢- وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَٰنَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ ط وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ ج وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ

অথবা এইরূপ সৃষ্টি করিতে সক্ষম। যদি উহা প্রদর্শন বা প্রমাণ করিতে না পার, তবে নিশ্চ জানিয়া রাখ যে, আমার বাণী ও আমার রসুলের বিরুদ্ধাচরণ করিয়া তোমরা প্রকাশ্য ভ্রান্তি মধ্যেই বিচরণ করিতেছ। সত্যজ্ঞান ও সুপথ তোমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া বহু—বহু দূরে অবস্থান করিতেছে।

লোকমান—মহাত্মা লোকমান হাকিম একজন প্রসিদ্ধ জ্ঞানী ও বিজ্ঞ ব্যক্তি ছিলেন সমগ্র আরব ও আজমে তাঁহার জ্ঞান ও বিজ্ঞতার খ্যাতি জনশ্রুতিতে পরিণত হইয়াছিল এ হজরত রসুলোল্লার সময় পর্য্যন্ত কোন জ্ঞান-বিজ্ঞান বিষয় আলোচিত হইলে আরবে লোকেরা লোকমান হাকিমের উপমা প্রদান করিত। মহাত্মা লোকমান নবী ছিলেন কিন তৎসম্বন্ধে কোনই নিশ্চিত প্রমাণ নাই এবং লোকমান সম্বন্ধে হজরত রসুলোল্লার বর্ণিত কো হাদিসও পাওয়া যায় না। তবে হজরত এব্‌ন-আব্বাস হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, লোকমা নবী অথবা ফেরেশ্‌তা ছিলেন না; বরং তিনি একজন কৃষ্ণকায় খর্ব্বাকৃতি পুরুষ ছিলে কিন্তু আল্লাহতা'লা স্বীয় অনুগ্রহে তাঁহাকে অসাধারণ জ্ঞান ও বিজ্ঞতা দান করিয়াছিলে অধিকাংশ ওলামাই এই মত অবলম্বন করিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, মহাত্মা লোকমান নবী ছিলে না; তিনি একজন বিশিষ্ট ধার্ম্মিক ও জ্ঞানী ব্যক্তি ছিলেন। কিন্তু আকরামা ও শা'বী বলেন যে, মহা লোকমান একজন নবী ছিলেন এবং আল্লাহতা'লার অনুগ্রহে তিনি অসাধারণ জ্ঞান ও বিজ্ঞতা অধিকারী হইয়াছিলেন।—তঃ নায়সাপুরী, মাদারেক ও বয়জবী।

মহাত্মা লোকমান কোন্‌ দেশের অধিবাসী এবং কোন্‌ সময়ে বিদ্যমান ছিলেন, তাহা নিশ্চিত-রূপে জানা যায় না। কেহ কেহ বলেন যে, তিনি আজর নবীর বংশধর, আয়ুব-নবী ভ্রাতুষ্পুত্র ও বাউরের পুত্র ছিলেন এবং সহস্র বৎসরের সুদীর্ঘ জীবন লাভ করিয়া হজরত দাউদ নবীর সময় পর্য্যন্ত জীবিত ছিলেন। তিনি কখনও আরবে, কখনও সিরিয়ায় এব কখনও বা ইউনান অর্থাৎ গ্রীস্‌ দেশে অবস্থান করিয়াছিলেন। এইজন্য কেহ কেহ তাঁহাকে ইউনানী হাকিম বলিয়াও নির্দ্দেশ করিয়াছেন। মৌলবী আলী সাহেব মহাত্মা লোকমানকে কৃষ্ণকায় এথিওপিয়ান বলিয়াছেন। আবার কেহ কেহ বলেন যে, কোরান শরিফে লোকমানের প্রসঙ্গ বর্ণিত হইয়াছে, ইনি সাদের পুত্র ও এয়মনের অধিপতি ছিলেন এব ধর্ম্মদ্রোহী সাদ্দাদের ধ্বংসপ্রাপ্তির পরে তিনিই এয়মনের সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলে তিনি অত্যন্ত ধার্ম্মিক ও জ্ঞানী নরপতি ছিলেন বলিয়া আরবে তাঁহার যথেষ্ট সুনাম ছি ইহারা আরও বলেন যে, কোরান শরিফে যে জুলকারনায়েন-এর প্রসঙ্গ বর্ণিত হইয়াছে, তি

আল্লাহ সুপ্রচুর প্রশংসিত। ১৩। এবং যখন লোকমান স্বীয় পুত্রকে বলিয়াছিল এবং সে তাহাকে উপদেশ দান করিয়াছিল যে, হে আমার পুত্র, আল্লার সহিত অংশী-স্থাপন করিও না; নিশ্চয় অংশী-স্থাপন অতি গুরুতর অপরাধ। ১৪। এবং আমি মানবকে তাহার পিতা-মাতার সম্বন্ধে আদেশ করিয়াছি; তাহার মাতা তাহাকে দুঃখের উপর দুঃখ সহিয়া বহন করিয়াছিল

غَنِيٌّ حَمِيدٌ ○ ١٣- وَإِذْ قَالَ لُقْمٰنُ
لِابْنِهٖ وَهُوَ يَعِظُهٗ يٰبُنَيَّ لَا تُشْرِكْ
بِاللّٰهِ ؕ اِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيْمٌ ○
١٤- وَوَصَّيْنَا الْاِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ ۚ
حَمَلَتْهُ اُمُّهٗ وَهْنًا عَلٰى وَهْنٍ

এই লোকমানেরই ভ্রাতুষ্পুত্রের পুত্র ছিলেন এবং তিনিও যথারীতি এয়মনের সিংহাসনে উপবেশন করিয়াছিলেন। লোকমান ও জুলকারনায়েন উভয়েই বিশিষ্ট ধার্ম্মিক ও জ্ঞানবান নরপতি ছিলেন।—তঃ হক্কানী।

হেকমত—বিজ্ঞান বা বিজ্ঞতা। ইহার মর্ম্ম সম্বন্ধে তফ্‌সীরকারগণ বিভিন্ন মত অবলম্বন করিয়াছেন। কেহ বলেন—বিভিন্ন বিষয়ের বিশিষ্ট জ্ঞান বা অভিজ্ঞতাই কোরান শরিফে হেকমত নামে অভিহিত হইয়াছে; এইজন্যই চিকিৎসা-বিদ্যা বা রসায়ন শাস্ত্রে অভিজ্ঞ ব্যক্তি-দিগকেও হাকিম বলা হয়। কিন্তু বিশিষ্ট তফ্‌সীরকারগণের মতে আধ্যাত্মিক ও নৈতিক জ্ঞান অর্জ্জন করিবার পর তদনুযায়ী কার্য্য করিয়া আত্মোন্নতি সাধন করাকেই 'হেকমত' বলা হয় এবং বিজ্ঞান ও বিজ্ঞতার ইহাই চরমোৎকর্ষ। মতান্তরে ধর্ম্মনীতি ও সদাচার সম্বন্ধে যথোচিত জ্ঞান-লাভ করিয়া কথা ও কার্য্যের সামঞ্জস্য সাধন পূর্ব্বক আল্লার মনোনীত সঠিক ও সুপথের অনুসরণকারী হওয়ার নামই হেকমত। ইহাই কোরানোক্ত হেকমত শব্দের প্রকৃত ব্যঞ্জনা বা স্পষ্টতর অভিব্যক্তি।—তঃ বয়জবী ও মাদারেক।

আলোচ্য আয়তের প্রকৃত মর্ম এই যে, করুণাময় আল্লাহতা'লা সুবিখ্যাত এসরাইল-বংশীয় শ্বেতাঙ্গ ও উচ্চবর্ণ বিশিষ্ট হজরত মুসা, দাউদ, সোলায়মান ও ঈসা প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তিগণকে স্বীয় নবী ও রসুল রূপে মনোনীত করিয়া তাহাদিগকে যেরূপ জ্ঞান-বিজ্ঞতা দান করিয়াছিলেন, সেইরূপ তিনি অপরিজ্ঞাত এথিওপিয়ান বংশের মহাত্মা লোকমান প্রমুখ কৃষ্ণকায় ব্যক্তিদিগকেও স্বীয় অনুগ্রহে জ্ঞান ও বিজ্ঞতা বিতরণ করিয়াছেন। মহান্ আল্লার দান কোন দেশ, জাতি বা বংশের মধ্যে সীমাবদ্ধ হইতে পারে না। কারণ পূর্ব্ব-পশ্চিম ও শ্বেত-কৃষ্ণ সকলই তাঁহার সৃষ্টি এবং তিনিই সকল দেশ, সকল জাতি ও সকল বর্ণের লোকের সৃষ্টি-কর্ত্তা, পালনকর্ত্তা ও পথ-প্রদর্শক প্রভু।

৩। মহাত্মা লোকমান তাঁহার পুত্রকে যে সকল মূল্যবান সদুপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন, আলোচ্য আয়তে তাহাই বর্ণিত হইয়াছে। উহার সার-মর্ম্ম এই যে, হে পুত্র, তুমি কদাচ অদ্বিতীয় আল্লাহর অংশী স্থির করিও না; কারণ অংশীবাদিতা অতি গুরুতর ও অমার্জ্জনীয় অপরাধ। মহাত্মা লোকমান তাঁহার পুত্রকে 'তওহিদ' ও অংশীবাদিত সম্বন্ধে যে অমূল্য উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন, জগতের সমস্ত নবী যুগে যুগে স্ব স্ব সম্প্রদায়ের নিকট সেই সদুপদেশই প্রচার করিয়াছেন এবং আজ পর্য্যন্ত হজরত রসুলোল্লার প্রচারিত স্বর্গীয় ইসলাম সমগ্র জগদ্বাসীর জন্য সমস্ত সত্য-ধর্ম্মের সারশিক্ষা স্বরূপ 'তওহিদ' বা একত্ববাদের সেই অনাবিল শিক্ষা ও অমূল্য উপদেশই সমভাবে প্রচার করিয়া আসিতেছেন।

১৪—১৫। পূর্ব্ব আয়তে মহাত্মা লোকমান স্বীয় পুত্রকে আল্লার প্রতি কৃতজ্ঞতা স্বীকার সম্বন্ধে সদুপদেশ দান করিয়া পুত্রের ধর্ম্মজীবন সম্বন্ধে পিতার কর্ত্তব্য যথাযথরূপে পালন করিয়াছেন। অনন্তর আলোচ্য আয়ত-দ্বয়ে আল্লাহতা'লা স্বয়ং পিতা-মাতার প্রতি পুত্রের কর্ত্তব্য নির্দ্দেশ করিয়া দিয়া মহাত্মা লোকমানের ঐ অসম্পূর্ণ উপদেশ পূর্ণাঙ্গ করিয়া দিয়াছেন। আল্লাহতা'লা

এবং দুই বৎসর পর্য্যন্ত দুগ্ধ-দানে বর্দ্ধিত
করিয়াছিল—যেন আমার প্রতি ও তোমার
পিতা-মাতা উভয়ের প্রতি কৃতজ্ঞতা
স্বীকার কর; আমারই দিকে প্রত্যাবর্ত্তন।
১৫। এবং যদি তাহারা তোমার সহিত
এতদ্বিষয়ে বিরোধ কর যে, তুমি আমার
সহিত অন্য-অংশী স্থির কর—যদ্বিষয়ে
তোমার কোনই জ্ঞান নাই, তবে তুমি
তাহাদের উভয়ের অনুগত হইও না, এবং
শুধু পার্থিব বিষয় সম্বন্ধেই তাহাদের সহিত
সদ্ব্যবহার রক্ষা করিবে; এবং তাহাদের পথ-
অনুসরণ কর—যে আমার দিকে প্রত্যা-
বর্ত্তিত হইয়াছে; অতঃপর আমার দিকে
তোমাদের প্রত্যাবর্ত্তন; তৎপর আমি
তোমাদিগকে তদ্বিষয়ে সংবাদ প্রদান করিব,
যাহা তোমরা করিয়াছিলে। ১৬। হে
আমার পুত্র, অবশ্য যদি উহা সরিষা-
বীজের তুল্যও হয়, তৎপর উহা কোন
প্রস্তরের মধ্যেও থাকে, অথবা যদি

وَفِصٰلُهٗ فِيْ عَامَيْنِ اَنِ اشْكُرْ لِيْ
وَلِوَالِدَيْكَ ط اِلَيَّ الْمَصِيْرُ ○
١٥- وَاِنْ جَاهَدٰكَ عَلٰٓى اَنْ
تُشْرِكَ بِيْ مَا لَيْسَ لَكَ بِهٖ عِلْمٌ لا
فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا
مَعْرُوْفًا ز وَّاتَّبِعْ سَبِيْلَ مَنْ اَنَابَ
اِلَيَّ ج ثُمَّ اِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَاُنَبِّئُكُمْ
بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ○ ١٦- يٰبُنَيَّ
اِنَّهَآ اِنْ تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ
خَرْدَلٍ فَتَكُنْ فِيْ صَخْرَةٍ اَوْ

বলিতেছেন যে, লোকমান যেরূপ স্বীয় পুত্রকে আমার অংশী স্থির না করিবার এবং আমার প্রতি কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিবার জন্য সদুপদেশ দান করিয়াছে, আমিও সেইরূপ সমস্ত মানব-সন্তানকে আদেশ করিতেছি যে, তাহারা যেন আমার প্রতি কৃতজ্ঞতা স্বীকারের সঙ্গে স্ব স্ব পিতা-মাতার প্রতিও কৃতজ্ঞতা স্বীকার করে। কারণ তাহাদের মাতা কত কষ্টে তাহাদিগকে গর্ভে ধারণ করিয়াছিল এবং কত যত্নে কত স্নেহে সুদীর্ঘ দুই বৎসর পর্য্যন্ত তাহাদিগকে স্তন্যদানে প্রতিপালন করিয়াছিল। মাতার ন্যায় পিতাও সন্তানের জন্য বহু ত্যাগ স্বীকার এবং বহু অভাব-অনাটন ও দুঃখ-কষ্ট সহিয়া থাকে। সুতরাং পিতা-মাতার প্রতি কৃতজ্ঞ ও ভক্তিমান হওয়া সন্তানগণের অবশ্য কর্ত্তব্য। কিন্তু সেই সঙ্গে আল্লাহতা'লা একথাও বলিয়া দিতেছেন যে, পিতা-মাতা যদি সন্তানকে অংশীবাদিতা বা অন্যায় কার্য্যের জন্য আদেশ করে, তবে সন্তান সে আদেশ পালন করিতে কখনই বাধ্য নহে। কারণ আল্লার আদেশের প্রতিকূলে পিতা-মাতা বা অন্য কাহারও আদেশ কখনই গ্রাহ্য হইতে পারে না। সুতরাং সে অবস্থায় শুধু পার্থিব ব্যাপারে পিতা-মাতার সহিত যথাসাধ্য সদ্ভাব রক্ষা করাই পুত্রের একমাত্র কর্ত্তব্য।

১৬। মহাত্মা লোকমান স্বীয় পুত্রকে যে সকল উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে পিতা-মাতার প্রতি সন্তানের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে কোন সদুপদেশ না থাকায় আল্লাহতা'লা স্বয়ং পূর্ব্ববর্ত্তী আয়ত-দ্বয়ে উক্ত বিষয়টী সংযোজিত করিয়া দিয়া আলোচ্য আয়ত হইতে পুনরায় লোকমানের উপদেশ বর্ণনা করিতেছেন। মহাত্মা লোকমান স্বীয় পুত্রকে মহাপাপ অংশীবাদিতার অনিষ্টকারিতা বুঝাইয়া দিয়া বলিতেছেন যে, হে পুত্র, আল্লাহতা'লা জানিতে পারিবেন না ভাবিয়া তুমি কখনও কোন ক্ষুদ্রতর অপরাধের কার্য্যে লিপ্ত হইও না এবং তিনি গ্রাহ্য করিবেন না ভাবিয়া তদনুরূপ

আকাশে কিংবা পৃথিবীতেও হয়, তথাপি আল্লাহ উহা আনয়ন করিবেন; নিশ্চয় আল্লাহ সূক্ষ্মদর্শী অভিজ্ঞ। ১৭। হে আমার পুত্র, নামাজ প্রতিষ্ঠিত কর এবং সদ্বিষয়ে আদেশ ও অসদ্বিষয়ে নিষেধ কর, এবং যাহা তোমার উপর আপতিত হয়, তদ্বিষয়ে ধৈর্য্য-ধরণ কর; নিশ্চয় ইহা অতি সৎসাহসের কার্য্য। ১৮। এবং তুমি লোকদিগের প্রতি বিমূখ হইও না এবং পৃথিবীতে হঠকারিতার সহিত বিচরণ করিও না, নিশ্চয় আল্লাহ গর্ব্বিত আত্মাভিমানীদিগকে ভালবাসেন না। ১৯। এবং তুমি স্বীয় আচরণে মধ্যপন্থা

فِي السَّمٰوٰتِ أَوْ فِي الْأَرْضِ يَأْتِ
بِهَا اللّٰهُ ط إِنَّ اللّٰهَ لَطِيْفٌ خَبِيْرٌ ○
١٧- يٰبُنَيَّ أَقِمِ الصَّلٰوةَ وَأْمُرْ
بِالْمَعْرُوْفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاصْبِرْ
عَلٰى مَآ أَصَابَكَ ط إِنَّ ذٰلِكَ مِنْ
عَزْمِ الْأُمُوْرِ ١٨- وَلَا تُصَعِّرْ
خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ
مَرَحًا ط إِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ
مُخْتَالٍ فَخُوْرٍ ١٩- وَاقْصِدْ
فِيْ مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ

কোন অকিঞ্চিৎকর পুণ্যকার্য্যেরও অবহেলা করিও না। কারণ আল্লাহতা'লা এরূপ সূক্ষ্মদর্শী সর্ব্বজ্ঞ যে, তোমাদের কৃতকর্ম্ম সমূহের সরিষা-বীজ তুল্য ক্ষুদ্রতর বিষয়ও তিনি অবগত আছেন, এবং শুধু অভিজ্ঞতাই নহে, বরং উহা আকাশ, পাতাল বা পর্ব্বতের মধ্যে যেখানেই থাকুক না কেন, পরলোকে তিনি উহা সমুপস্থিত করিয়া মানবকে উহার জন্য সমুচিত শাস্তি বা উপযুক্ত পুরস্কার প্রদান করিবেন।

১৭। মহাত্মা লোকমান অতঃপর স্বীয় পুত্রকে নামাজ প্রতিষ্ঠিত করিয়া লোকদিগকে সৎকার্য্যে আদেশ ও অসৎকার্য্যে নিষেধ করিবার যে উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন, এই আয়তে তাহাই বর্ণিত হইয়াছে। নামাজ বা প্রার্থনা এবং সৎকার্য্যে আদেশ ও অসৎকার্য্যে নিষেধ করা সমস্ত সত্যধর্ম্মের মূলনীতি ও সার-শিক্ষা। তবে মহাত্মা লোকমানের সময়ে কিরূপ নামাজের প্রথা প্রচলিত ছিল, তাহা অবশ্য এখন জানিবার কোনই উপায় নাই। কারণ এক একজন নবীর সময়ে এক একরূপ নামাজ বা প্রার্থনা-পদ্ধতি প্রচলিত ছিল। তবে মহাত্মা লোকমান যে তৎকাল-প্রচলিত নামাজ প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্যই পুত্রকে সদুপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন, তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই।

১৮—১৯। এই দুইটী আয়তে মহাত্মা লোকমানের এমন কয়েকটী জ্ঞানের কথা উদ্ধৃত করা হইয়াছে—যাহা যে-কোন আদর্শ-নবীর অমূল্য উপদেশের সহিত একসূত্রে গাঁথিয়া রাখা যাইতে পারে। উহা এই যে, লোকদিগের সহিত অসদ্ব্যবহার করিবে না, কাহারও প্রতি বিমূখ হইবে না, অথবা কাহাকেও বিমূখ করিয়া দিবে না এবং সগর্ব্বে পদক্ষেপ করিয়া নিজের অভিমান অথবা আত্মাহঙ্কার প্রকাশ করিবে না, কারণ মহান্ আল্লাহতা'লা অহঙ্কারী ও আত্মাভিমানী ব্যক্তি-দিগকে ভালবাসেন না। বিশেষতঃ আচার-ব্যবহার, পোষাক-পরিচ্ছদ ও আহার-বিহারে মধ্যপন্থা অবলম্বন করিবে। ঐ সকল ব্যাপারে অতি উচ্চতা দেখাইয়া দম্ভ প্রকাশ অথবা অতি নীচতা অবলম্বন করিয়া দৈন্য বা হীনতা প্রদর্শন করিবে না। সর্ব্বদা স্বাভাবিক অনুচ্চ স্বরে কথা

অবলম্বন করিবে এবং তোমার স্বর অনুচ্চ করিবে, নিশ্চয় গর্দ্দভের চীৎকারই স্বর-সমূহের মধ্যে নিকৃষ্টতর।

صَوْتِكَ ۚ إِنَّ أَنكَرَ الْأَصْوَاتِ
لَصَوْتُ الْحَمِيرِ ﴿١٩﴾

৩য় রুকু—মানবের কর্ম্মফলের শেষ-পরিণতি

২০। তোমরা কি দেখিতেছ না যে, নভোমণ্ডলে যাহা ও ভূমণ্ডলে যাহা আছে, তাহা আল্লাহ তোমাদের জন্য আয়ত্তাধীন করিয়াছেন এবং তোমাদের প্রতি তাঁহার প্রকাশ্য ও গুপ্ত অনুগ্রহ পূর্ণ করিয়াছেন; এবং মানব-মণ্ডলীর মধ্যে এমনও আছে যে, আল্লাহ সম্বন্ধে কোনরূপ জ্ঞান অথবা উপদেশ কিংবা সমুজ্জ্বল গ্রন্থ ব্যতীত বিতর্ক করিয়া থাকে। ২১। এবং যখন তাহাদিগকে বলা হয় যে, আল্লাহ যাহা অবতীর্ণ করিয়াছেন তাহার অনুসরণ কর—তাহারা তখন বলে যে, আমরা উহারই অনুসরণ করিব—যদুপরি আমাদের পিতৃপুরুষ-দিগকে প্রাপ্ত হইয়াছি; অবশ্য যদিও শয়তান তাহাদিগকে প্রজ্জ্বলিত শাস্তির

٢٠. أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُم
مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ
وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً
وَبَاطِنَةً ۗ وَمِنَ النَّاسِ مَن
يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى
وَلَا كِتَابٍ مُّنِيرٍ ﴿٢٠﴾ ٢١. وَإِذَا
قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا
بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا ۚ
أَوَلَوْ كَانَ الشَّيْطَانُ يَدْعُوهُمْ إِلَىٰ

বলিবে; কদাচ উচ্চৈঃস্বরে কথা বলিয়া লোকের বিরক্তি উৎপাদন করিবে না। কারণ গর্দ্দভের উচ্চ-চীৎকার যেরূপ নিকৃষ্টতর, সেইরূপ লোকের পক্ষেও উহা অত্যন্ত বিরক্তিকর হইয়া থাকে।

২০। অনন্তর আল্লাহতা'লা আকাশ ও পৃথিবীর বিভিন্ন বিষয় যেরূপ ভাবে লোকের উপকারের জন্য সৃষ্টি করিয়া প্রকারান্তরে উহা তাহাদের আয়ত্তাধীন করিয়া দিয়াছেন এবং যেরূপভাবে তিনি মানবের প্রতি নিজের বহু প্রকাশ্য ও গুপ্ত অনুগ্রহের দান পূর্ণ করিয়া দিয়াছেন তদ্বিষয় বিবৃত করিয়া আল্লাহতা'লা বলিতেছেন যে, আমার এই অপরিসীম অনুগ্রহের স্বরূপ বুঝিতে না পারিয়া অনেকেই ঐ সম্বন্ধে কোনরূপ জ্ঞান, জ্ঞানী ব্যক্তির উপদেশ অথবা স্বর্গীয় প্রত্যাদেশ ব্যতিরেকে অনর্থক বিতর্ক করিয়া থাকে। ইহা তাহাদের অজ্ঞতা ও ভ্রান্তি ব্যতীত আর কিছুই নহে।

২১। স্বর্গীয় প্রত্যাদেশ ও সত্যধর্ম্ম অবলম্বন করিতে আহ্বান করিলে যাহারা বলে যে, আমাদের পিতা-পিতামহ প্রভৃতি পূর্ব্ব-পুরুষের ধর্ম্মই ভাল—নূতন ধর্ম্মে আমাদের কোনই প্রয়োজন নাই—তাহাদের সম্বন্ধে আল্লাহতা'লা বলিতেছেন যে, পাপাত্মা শয়তানের প্ররোচনায় উহারা নরকের প্রজ্জ্বলিত শাস্তির দিকেই অগ্রসর হইতেছে। উহারা কখনই সুপথ পাইবে না এবং উহাদের পরিত্রাণেরও কোন আশা নাই।

দিকে আহ্বান করিতেছে। ২২। এবং যে আল্লার দিকে স্বীয় আনন সমর্পণ করিয়াছে এবং সে সৎকর্ম্মশীলও হয়, তবে নিশ্চয় সেই সুদৃঢ় রজ্জুকে সুদৃঢ়রূপে ধারণ করিয়াছে এবং আল্লার সমক্ষেই সকল কার্য্যের শেষ-পরিণতি। ২৩। এবং যে অবিশ্বাস করে, তবে তাহার অবিশ্বাস যেন তোমাকে দুঃখিত না করে; আমারই দিকে তাহাদের প্রত্যাবর্ত্তন, অতঃপর তাহারা যাহা করিয়াছিল, আমি তাহাদিগকে তদ্বিষয় বিজ্ঞাপিত করিব; নিশ্চয় আল্লাহ অন্তর্নিহিত বিষয়ে অভিজ্ঞ। ২৪। আমি তাহাদিগকে অল্পই উপভোগ করাইব, তৎপর তাহাদিগকে কঠিন শাস্তির দিকে বিতাড়িত করিব। ২৫। এবং যদি তুমি তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা কর যে, কে এই নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডল সৃষ্টি করিয়াছেন, তবে তাহারা অবশ্যই বলিবে—আল্লাহ! তুমি বল, আল্লার জন্যই সমস্ত প্রশংসা, কিন্তু তাহাদের অধিকাংশই অবগত নহে। ২৬। নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলে যাহা আছে, তাহা আল্লারই জন্য; নিশ্চয় আল্লাহ সুপ্রচুর প্রশংসিত।

عَذَابِ السَّعِيْرِ ۝ ۲۲- وَمَنْ يُّسْلِمْ
وَجْهَهٗۤ اِلَى اللّٰهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ
اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقٰى ط
وَاِلَى اللّٰهِ عَاقِبَةُ الْاُمُوْرِ ۝
۲۳- وَمَنْ كَفَرَ فَلَا يَحْزُنْكَ كُفْرُهٗ ط
اِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ فَنُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوْا ط
اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌۢ بِذَاتِ الصُّدُوْرِ ۝
۲۴- نُمَتِّعُهُمْ قَلِيْلًا ثُمَّ نَضْطَرُّهُمْ
اِلٰى عَذَابٍ غَلِيْظٍ ۝ ۲۵- وَلَئِنْ
سَاَلْتَهُمْ مَّنْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ
وَالْاَرْضَ لَيَقُوْلُنَّ اللّٰهُ ط قُلِ
الْحَمْدُ لِلّٰهِ ط بَلْ اَكْثَرُهُمْ لَا
يَعْلَمُوْنَ ۝ ۲۶- لِلّٰهِ مَا فِى السَّمٰوٰتِ
وَالْاَرْضِ ط اِنَّ اللّٰهَ هُوَ الْغَنِىُّ

২২—২৪। এই তিনটী আয়তে বিশ্বাসী ও অবিশ্বাসীদিগের পরিণাম বা শেষ-পরিণতি স্মরণ করাইয়া দিয়া আল্লাহতা'লা বলিতেছেন যে, হে রসুল, অবিশ্বাসীদিগের অবাধ্যতা ও ধর্ম্মদ্রোহিতার জন্য তুমি কোনরূপ দুঃখিত হইও না। আমিই উহাদিগকে উহাদের কৃতকার্য্যের উপযুক্ত প্রতিশোধ প্রদান করিব এবং উহারা যে পার্থিব জীবনের সুখ-সম্ভোগের আশায় অধর্ম্ম ও অনাচারে আকণ্ঠ নিমজ্জিত হইয়াছে, সেই পার্থিব-জীবনের সুখ-সম্ভোগ আমি উহাদিগকে বেশী দিন উপভোগ করিতে দিব না। অল্পদিন পরেই পৃথিবী হইতে বিচ্যুত করিয়া উহাদিগকে নরকানলের কঠিন শাস্তির দিকে বিতাড়িত করিয়া দিব। উহারা তখনই ইহার পরিণাম বুঝিতে পারিবে।

২৫—২৬। এই দুইটী আয়তে বলা হইয়াছে যে; অবিশ্বাসীরাও একথা জানে এবং অপেক্ষা বা অজ্ঞাতসারে স্বীকারও করিয়া থাকে যে, সর্ব্বশক্তিমান আল্লাহতা'লাই এই বিশ্বজগতের একমাত্র সৃষ্টিকর্ত্তা ও পালনকর্ত্তা প্রভু এবং তিনিই সমস্ত প্রশংসার একমাত্র উপযুক্ত পাত্র। তিনি এরূপ

الْحَمِيدُ ۝ ٢٧- وَلَوْ أَنَّ مَا فِي
الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ
يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا
نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ
حَكِيمٌ ۝ ٢٨- مَا خَلْقُكُمْ وَلَا
بَعْثُكُمْ إِلَّا كَنَفْسٍ وَاحِدَةٍ ۗ إِنَّ اللَّهَ
سَمِيعٌ بَصِيرٌ ۝ ٢٩- أَلَمْ تَرَ
أَنَّ اللَّهَ يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ
وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَسَخَّرَ
الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي إِلَىٰ

২৭। এবং পৃথিবীতে যে সকল বৃক্ষ আছে যদি তাহা সমস্তই কলম হয় এবং সমুদ্র উহার কালি হয়, তৎপর আরও সপ্ত সমুদ্র সংযুক্ত হয়, তথাপি আল্লার বাণী সমাপ্ত হইবে না; নিশ্চয় আল্লাহ মহা-পরাক্রান্ত বিজ্ঞানময়। ২৮। তোমাদিগকে সৃষ্টি অথবা তোমাদিগকে পুনরুত্থিত না করা একটি জীবনের অনুরূপ ব্যতীত নহে; নিশ্চয় আল্লাহ শ্রবণকারী পরি-দর্শক। ২৯। তোমরা কি দেখিতেছ না যে, আল্লাহ রজনীকে দিবসে প্রবিষ্ট করেন এবং দিবসকে রজনীতে প্রবিষ্ট করিয়া থাকেন এবং তিনি সূর্য্য ও চন্দ্রকে আয়ত্তাধীন করিয়াছেন—উহারা প্রত্যেকেই নির্দ্ধারিত সময় পর্য্যন্ত পরিক্রমণ

সুপ্রচুর প্রশংসার অধিকারী যে, অবিশ্বাসীরা তৎপ্রতি আত্মসমর্পণ ও কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিয় তদীয় মহিমা বর্ণন ও প্রশংসা কীর্ত্তন না করিলে তাঁহার কিছুই ক্ষতিবৃদ্ধি নাই।

২৭। **ঐশী-মহিমার অসীমতা**—সর্ব্বশক্তিমান আল্লাহতা'লার অসীম ও অন মহিমার স্বরূপ এবং উহার ধারণা ও অনুভূতি সম্বন্ধে ইহা একটি বিশিষ্ট আয়ত। আয়তে মর্ম্ম এই যে, আল্লাহতা'লা কাহারও প্রশংসার ভিখারী নহেন এবং কোন মানবের পক্ষে তাঁহার প্রশংসা বর্ণনা করিয়া বা লিখিয়া শেষ করাও সম্ভবপর নহে। মানুষের অক্ষম লেখনী ও দুর্ব্বল হস্ত ত অতি দূরের কথা, যদি পৃথিবীর সমস্ত বৃক্ষ দ্বারা কলম প্রস্তুত করিয়া এবং সপ্ত-সমু কালিতে পরিণত করিয়া তাঁহার মহিমা ও প্রশংসা-বাণী লিখিত হয় এবং লিখিতে লিখিতে উপরোক্ত সমস্ত কালি-কলম নিঃশেষিত হইয়া যায়, তথাপি আল্লার বাণী শেষ হইবে না। ঐশী মহিমার অসীমতা সম্বন্ধে কি অপূর্ব্ব অভিব্যক্তি।

হজরত এব্‌ন-আব্বাস হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, এই আয়ত এবং ইহার পরবর্ত্তী আয়ত-দ্ব মদিনা শরিফে অবতীর্ণ হইয়াছিল। এবং মদিনার ইহুদীগণ তওরাতের পর কোরানের প্রয়ো-জনীয়তা সম্বন্ধে প্রশ্ন করাতেই হজরত রসুলোল্লার উক্ত আয়ত-ত্রয় পাঠ করিয়াছিলেন; কিন্তু এসম্বন্ধে তফ্‌সীরকারগণ একমতাবলম্বী হইতে পারেন নাই।

২৮—২৯। আল্লাহতা'লা যে সর্ব্বশক্তিমান এবং তিনি যে যাহা ইচ্ছা তাহাই করিতে পারেন এই দুইটী আয়তে তাহাই অভিব্যক্তি প্রকাশিত হইয়াছে। দিবা-রজনীর পরিবর্ত্তন এব চন্দ্র-সূর্য্যের নিয়ন্ত্রণের বিষয় উল্লেখ করিয়া আল্লাহতা'লা বলিতেছেন যে, যাহারা আমার এই বিপুল সৃষ্টির ধ্বংসের পর পুনরুত্থান সম্বন্ধে সংশয়াচ্ছন্ন রহিয়াছে, তাহাদের ভাবিয়া দেখা উচি যে, যিনি একটী জীবকে সৃষ্টি করিয়া মারিয়া ফেলিতে পারেন, তিনি তাহাকে পুনর্জীবন প্রদান করিতেও সমর্থ। সুতরাং একটি জীবের জীবন, মৃত্যু ও পুনরুত্থানের ন্যায় সমগ্র জীব-জগতে

করিয়া থাকে ; এবং তোমরা যাহা করিতেছ, আল্লাহ তদ্বিষয়ে অভিজ্ঞ।

৩০। ইহা এই হেতু যে, আল্লা-ই সত্য এবং যেহেতু তাঁহার পরিবর্ত্তে উহারা যাহা আহ্বান করে তাহা অসত্য ; এবং নিশ্চয় আল্লাহ সমুন্নত মহীয়ান্।

أَجَلٍ مُّسَمًّى وَّأَنَّ اللّٰهَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ
خَبِيْـــرٌ ۝ ٣٠- ذٰلِكَ بِأَنَّ اللّٰهَ
هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُوْنَ مِنْ
دُوْنِهِ الْبَاطِلُ ۙ وَأَنَّ اللّٰهَ هُوَ الْعَلِيُّ
الْكَبِيْـــرُ ٤

৪র্থ রুকু—অনন্ত ঐশীজ্ঞান ও সীমাবদ্ধ মানব-জ্ঞানের পার্থক্য

৩১। তোমরা কি দেখিতেছ না যে, আল্লারই অনুগ্রহে সমুদ্র মধ্যে নৌকা-সমূহ পরিচালিত হয়—যেন তিনি তোমাদিগকে স্বীয় নিদর্শনাবলী প্রদর্শন করেন ; নিশ্চয় ইহার মধ্যে প্রত্যেক ধৈর্য্যশীল কৃতজ্ঞ-গণের জন্য নিদর্শনাবলী রহিয়াছে।

৩২। এবং যখন পর্ব্বত-সদৃশ তরঙ্গমালা তাহাদিগকে আবৃত করে, যখন তাহারা আল্লাহকে—তাঁহারই উদ্দেশ্যে বিনত হইয়া অকপটভাবে আহ্বান করিয়া থাকেন ; অনন্তর যখন তিনি তাহাদিগকে ভূমির দিকে উদ্ধার করেন, তখন তাহাদের কিয়দংশ মধ্যপন্থা অবলম্বন করে এবং প্রত্যেক প্রবঞ্চক অবিশ্বাসী ব্যতীত কেহই আমার নিদর্শনাবলী অস্বীকার করে না।

٣١- أَلَمْ تَرَ أَنَّ الْفُلْكَ تَجْـرِيْ
فِي الْبَحْـرِ بِنِعْمَـتِ اللّٰهِ لِيُـرِيَكُـمْ
مِّنْ اٰيٰتِهٖ ؕ إِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰـتٍ
لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُـوْرٍ ۝ ٣٢- وَإِذَا
غَشِيَهُـمْ مَّـوْجٌ كَالظُّلَلِ دَعَوُا اللّٰهَ
مُخْلِصِيْـنَ لَهُ الـدِّيْـنَ ۚ فَلَمَّـا
نَجّٰهُـمْ إِلَى الْبَرِّ فَمِنْهُـمْ مُّقْتَصِدٌ ؕ
وَمَا يَجْحَـدُ بِاٰيٰتِنَـا إِلَّا كُلُّ خَتَّـارٍ

জীবন, মৃত্যু ও পুনর্জ্জীবন দান আমার পক্ষে অতি সহজসাধ্য। আমার নিকট অসাধ্য বা অসম্ভব বলিয়া কিছু নাই।

৩০। অতএব এই সমস্ত বিষয় চিন্তা করিয়া অসার ও অসত্য অংশীবাদিতা পরিহার পূর্ব্বক মহান্ ও সমুন্নত সত্য-আল্লার উপাসনা করা প্রত্যেক মানবের অবশ্য কর্ত্তব্য।

৩১—৩২। আল্লাহতা'লা পুনরায় সমুদ্রে পরিচালিত নৌকা অর্থাৎ সমর-পোত ও বাণিজ্য তরণীর উপমা প্রদান করিয়া বলিতেছেন যে, আমার এই নিদর্শনাবলীর মধ্যে ধৈর্য্যশীল ও কৃতজ্ঞ বিশ্বাসিগণের জন্য যথেষ্ট শিক্ষার বিষয় বিদ্যমান রহিয়াছে। কারণ সেই সমুদ্র মধ্যে ভয়াবহ ঝটিকা-সম্পাতে পর্ব্বত-সদৃশ তরঙ্গমালা সমুত্থিত হইলে—তাহারা সেই বিপদ হইতে উদ্ধার প্রাপ্তির জন্য আমারই উদ্দেশ্যে বিনত হইয়া অকপটভাবে আমাকেই আহ্বান করিয়া থাকে এবং সেই ভয়াবহ বিপদ হইতে আমিই তাহাদিগকে উদ্ধার করিয়া থাকি। সুতরাং এইরূপ ভাবে বিপদ হইতে উদ্ধার পাইবার পর একান্ত অবিশ্বাসী ও প্রবঞ্চক ব্যতীত আর কেহই আমার নিদর্শনাবলী অবিশ্বাস বা অস্বীকার করে না। কোন কোন তফ্সীরকার অনুমান করেন যে, আলোচ্য

৩৩। হে লোক সকল, তোমাদের প্রতিপালককে ভয় কর এবং সেই দিবসের ভয় কর—যেদিন পিতা স্বীয় পুত্রের জন্য অথবা পুত্র স্বীয় পিতার জন্য কোনই উপকারে আসিবে না; নিশ্চয় আল্লার অঙ্গীকার সত্য, অতএব এই পার্থিব জীবনে যেন আল্লাহ সম্বন্ধে তোমাদিগকে কোন প্রতারক প্রতারণা করিতে না পারে। ৩৪। নিশ্চয় আল্লার নিকটেই সেই সময়ের জ্ঞান রহিয়াছে এবং তিনিই বৃষ্টি-ধারা বর্ষণ করেন; এবং মাতৃগর্ভ সমূহে যাহা রহিয়াছে, তাহা তিনিই পরিজ্ঞাত আছেন; এবং কেহই জানে না যে, সে আগামী কল্য কি অর্জ্জন করিবে, এবং কেহই জানে না যে, সে কোন স্থানে মৃত্যুমুখে পতিত হইবে; নিশ্চয় আল্লাহ মহাজ্ঞানী অভিজ্ঞ।

غَفُوْرٌ ۝ ٣٣- يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوْا رَبَّكُمْ وَاخْشَوْا يَوْمًا لَّا يَجْزِيْ وَالِدٌ عَنْ وَّلَدِهٖ ز وَلَا مَوْلُوْدٌ هُوَ جَازٍ عَنْ وَّالِدِهٖ شَيْـًٔا ط اِنَّ وَعْدَ اللّٰهِ حَقٌّ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا ۞ وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللّٰهِ الْغَرُوْرُ ۝ ٣٤- اِنَّ اللّٰهَ عِنْدَهٗ عِلْمُ السَّاعَةِ ج وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ ج وَيَعْلَمُ مَا فِى الْاَرْحَامِ ط وَمَا تَدْرِيْ نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا ط وَمَا تَدْرِيْ نَفْسٌۢ بِاَيِّ اَرْضٍ تَمُوْتُ ط اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ خَبِيْرٌ ۝

আয়ত-দ্বয়ে মুসলমানদিগের ভবিষ্যৎ উন্নতি এবং সমর-পোত ও বাণিজ্য-তরণী পরিচালনার দ্বারা সমুদ্রের উপর তাহাদের অবাধ আধিপত্যের আভাস পরিব্যক্ত হইয়াছে।—তঃ মঃ আঃ।

৩৩—৩৪। অনন্তর আল্লাহতা'লা পুনরায় পরলোকের প্রসঙ্গ উত্থাপন করিয়া বলিতেছেন যে, হে লোক সকল, সেই মহাদিবসের কথা স্মরণ করিয়া তোমরা আমাকেই ভয় কর এবং অংশীবাদিতা ও পৌত্তলিকতা পরিহার করিয়া আমারই উপাসনায় নিরত হও। সেই সঙ্কটময় মহাদিবসে পিতা পুত্রের এবং পুত্র পিতার কোনই উপকার করিতে পারিবে না। সেদিন প্রত্যেকেই স্ব স্ব কর্ম্মফল অনুযায়ী প্রতিদান বা প্রতিফল প্রাপ্ত হইবে। তোমরা নিশ্চয় জানিয়া রাখ যে, আমার এই অঙ্গীকার সত্য এবং আমারই নিকট সেই অবশ্যম্ভাবী দিবসের প্রকৃত জ্ঞান রহিয়াছে এবং আমিই ইহ-পরলোকের সমস্ত প্রকাশ্য ও গুপ্ত বিষয় অবগত আছি। সীমাবদ্ধ জ্ঞানবিশিষ্ট মানব সে দিনের অসীম জ্ঞান কখনই ধারণা করিতে পারিবে না। তাহাদের জ্ঞান এত সঙ্কীর্ণ ও এরূপ সীমাবদ্ধ যে, আগামী কল্য সে কি করিবে এবং কবে কোথায় সে কিরূপভাবে মৃত্যুমুখে পতিত হইবে, তৎসম্বন্ধে তাহাদের কোনই জ্ঞান বা অভিজ্ঞতা নাই। পক্ষান্তরে মহাজ্ঞানী ও সর্ব্বজ্ঞ আল্লাহতা'লা উহার সমস্ত বিষয় পরিজ্ঞাত আছেন। তাহার জ্ঞানাতীত কিছুই নাই।

———

মক্কায় অবতীর্ণ	৩২। সুরা সেজদা—السجدة	৩০ আয়ত

১ম রুকু—বিশ্ব-মানবের প্রতি আল্লাহতা'লার সতর্ক-বাণী

সর্ব্বপ্রদাতা করুণাময় আল্লার নামে

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

১। আলিফ-লাম-মিম। ২। ইহাতে কোনই সন্দেহ নাই যে, এই গ্রন্থ বিশ্ব-জগতের প্রতিপালক হইতে অবতীর্ণ হইয়াছে। ৩। তাহারা কি বলে যে, সে ইহা রচনা করিয়াছে, বরং ইহা তোমার প্রতিপালকের সত্য—যদ্দারা তুমি সেই সম্প্রদায়কে ভয়-প্রদর্শন কর—তোমার

١- الٓمّٓ ۚ ٢- تَنْزِيْلُ الْكِتٰبِ لَا رَيْبَ فِيْهِ مِنْ رَّبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۚ ٣- اَمْ يَقُوْلُوْنَ افْتَرٰىهُ ۚ بَلْ هُوَ الْحَقُّ مِنْ رَّبِّكَ لِتُنْذِرَ قَوْمًا مَّآ اَتٰىهُمْ

শানে-নজুল—এই পবিত্র সুরা মক্কায় অবতীর্ণ হইয়াছিল। কেহ কেহ সুরার কোন কোন আয়ত মদিনায় অবতীর্ণ হইয়াছিল বলিয়াও অনুমান করিয়াছেন; কিন্তু সে অনুমান মাত্র। পূর্ব্ববর্ত্তী ২৯শ সুরা হইতে আলোচ্য ৩২শ সুরা পর্য্যন্ত মক্কায় অবতারিত যে সুরা-চতুষ্টয় কোরান শরিফে এক পর্য্যায়ে সঙ্কলিত হইয়াছে, ইহাকে তাহার সারাংশ বা পরিশিষ্ট বলিয়াও অভিহিত করা যাইতে পারে। জগতের বিশ্বাসী ও অবিশ্বাসীদিগের শেষ-পরিণাম সম্বন্ধে আল্লাহতা'লা যে সতর্ক-বাণী উচ্চারণ করিয়াছেন, তাহাই এই সুরার বিশেষত্ব। আলোচ্য সুরা ৩ রুকুতে বিভক্ত এবং ৩০ আয়তে গ্রথিত হইয়াছে।

সেজদা—নামাজের জন্য শরিয়তের নির্দ্দেশ অনুসারে বিশেষভাবে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করাকে সেজদা বলে। কোরান শরিফ পাঠ করিবার সময়েও বিশেষ বিশেষ আয়ত পাঠ অথবা শ্রবণ করিলে ঐ প্রকার সেজদা করিতে হয়। উহাকে 'সেজদায়ে-তেলাওত' বা কোরান পাঠের সেজদা বলে। আলোচ্য সুরার ১৫শ আয়তটী ঐরূপ সেজদা-কারী আয়ত সমূহের অন্যতম। উক্ত আয়তের সন্নিবেশ হেতুই এই সুরার 'সেজদা' নামকরণ করা হইয়াছে।—১২শ আয়ত দ্রষ্টব্য।

১। **আলিফ-লাম-মিম**—এই সাঙ্কেতিক ও বিকর্ত্তিক বর্ণমালার মর্ম্ম পূর্ব্ববর্ত্তী সুরাত্রয়ের এবং দ্বিতীয় সুরার প্রথম আয়তের তফ্‌সীরে দ্রষ্টব্য।

২—৩। আরবের অবিশ্বাসী ও অংশীবাদিরা বলিত যে, মোহাম্মদ (সঃ) স্বয়ং এই কোরান রচনা করিয়া লোকদিগের মধ্যে প্রচার করিতেছেন। আল্লাহতা'লা ঐ অসঙ্গত উক্তির প্রতিবাদ করিয়া বলিতেছেন যে, নিশ্চয় এই স্বর্গীয় কোরান বিশ্ব-জগতের প্রতিপালক আল্লাহ কর্ত্তৃক অবতারিত হইয়াছে এবং ইহা কোন মানুষের স্বকপোল-কল্পিত রচনা নহে। সমগ্র জগদ্বাসীকে সত্যধর্ম্মে আহ্বান এবং বিশেষভাবে এসমাইল-বংশের মধ্যে যাহারা পথভ্রান্ত হইয়া অজ্ঞতা ও অংশীবাদিতার অন্ধকারে ডুবিয়া রহিয়াছে এবং যাহাদের নিকট ইতিপূর্ব্বে বহুদিন পর্য্যন্ত কোন নবী বা রসুল আগমন করেন নাই—আরবের সেই অবিশ্বাসী ও অংশীবাদী পৌত্তলিকদিগের ভয় প্রদর্শন করিয়া সুপথে আনিবার জন্যই হজরত মোহাম্মদ মোস্তফার (সঃ) প্রতি গ্রন্থ অবতারণ করা হইয়াছে।

পূর্ব্বে যাহাদের নিকট কোন ভয়-প্রদর্শক
আগমন করেন নাই—যেন তাহারা পথপ্রাপ্ত
হইতে পারে। ৪। তিনিই আল্লাহ—যিনি
নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডল এবং এতদুভয়ের
মধ্যে যাহা আছে, তাহা ছয় দিবসে সৃষ্টি
করিয়াছেন, তৎপর আর্শ-পরি সুপ্রতিষ্ঠিত
হইয়াছে, তিনি ব্যতীত তোমাদের জন্য
কোনই অভিভাবক বা অনুরোধকারী
নাই; অতঃপর তোমরা কি উপদেশ গ্রহণ
করিবে না? ৫। তিনিই আকাশ হইতে
পৃথিবী পর্যন্ত সকল কার্য্য সুনিয়ন্ত্রিত

مِّنۡ نَّذِيۡرٍ مِّنۡ قَبۡلِكَ لَعَلَّهُمۡ
يَهۡتَدُوۡنَ ○ ٤- اَللّٰهُ الَّذِيۡ خَلَقَ
السَّمٰوٰتِ وَالۡاَرۡضَ وَمَا بَيۡنَهُمَا
فِيۡ سِتَّةِ اَيَّامٍ ثُمَّ اسۡتَوٰى عَلَى
الۡعَرۡشِ ط مَا لَكُمۡ مِّنۡ دُوۡنِهٖ مِنۡ
وَّلِيٍّ وَّلَا شَفِيۡعٍ ط اَفَلَا تَتَذَكَّرُوۡنَ ○
٥- يُدَبِّرُ الۡاَمۡرَ مِنَ السَّمَآءِ اِلَى

এই আয়তের সঙ্কীর্ণতর মর্ম্ম পরিগ্রহণ করিয়া কোন কোন অমুসলমান সমালোচক প্রমা… করিতে চেষ্টা করিয়াছে যে, হজরত রসুলোল্লাহ কেবল আরব দেশ ও আরব জাতির নবী… ছিলেন। তিনি সকল দেশ অথবা সকল জাতির নবী ছিলেন না। কিন্তু ইহা তাহাদের অজ্ঞ… ও ভ্রান্তি মাত্র। কারণ পবিত্র কোরান ও হাদিসের একাধিক স্থানে হজরত রসুলোল্লাকে "সম… বিশ্বজগতের অনুগ্রহ" "সমগ্র মানব-জাতির পথ-প্রদর্শক" এবং "সমগ্র জগদ্বাসীর জন্য মনোনী… নবী ও রসুল" বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে। পবিত্র কোরান শরিফের শিক্ষা ও বিধি-নিষে… সমূহের বিশ্বব্যাপকতা সম্বন্ধেও এইরূপ বহু উক্তি উদ্ধৃত করা যাইতে পারে। হজরত রসুলোল্লা… এ সম্বন্ধে স্বয়ং বলিয়াছেন—"আমি সমগ্র বিশ্ব-জগতের নবী-রূপে প্রেরিত ও মনোনীত হইয়া… (হাদিস)।"—তঃ হক্কানী।

৪—৫। এই দুইটী আয়তে আল্লাহতা'লা স্বীয়-মহিমার বিষয় স্মরণ করাইয়া দি… বলিতেছেন যে, তিনিই আকাশ হইতে পৃথিবী পর্য্যন্ত সমগ্র বিশ্বজগতের সকল কার্য্য নিয়ন্ত্র… করিয়া থাকেন এবং সেই সহস্র বৎসরব্যাপী পুনরুত্থান বা মহাবিচার-দিবসের সমস্ত কার্য্য তিনি… নিয়ন্ত্রিত করিবেন। উহাতে অন্য কাহারও কোনরূপ অধিকার বা আধিপত্য থাকিবে না… সর্ব্বশক্তিমান আল্লাহতা'লাই ঐ মহাদিবসের একমাত্র বিচারক, প্রতিফলদাতা ও নিয়ন্ত্রণকা… প্রভু হইবেন।

আল্ফা-সানাতেন—সহস্র বৎসর। পুনরুত্থান বা মহাবিচার-দিবসের পরিমাণ সম্ব… বিভিন্ন রূপ বর্ণনা পরিদৃষ্ট হয়। আলোচ্য আয়তে আল্লাহতা'লা উহাকে মানবের পা… গণনানুসারে সহস্র বৎসর বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। স্থানান্তরে উক্ত দিবসের পরিমাণ পঞ্চা… সহস্র বৎসর বলিয়াও উল্লেখ করা হইয়াছে (সুরা মে'রাজ)। প্রকৃত কথা এই যে, উ… দিবস এরূপ সুদীর্ঘ এবং মানবের পক্ষে উহা এরূপ কঠিন ও দুঃসহ বলিয়া অনুমিত হইবে… উহার পরিমাণ সম্বন্ধে কোন সঠিক সীমা-সংখ্যা নির্দ্ধারিত করা যাইতে পারে না। কোন কে… তফসীরকার নির্দ্দেশ করিয়াছেন যে, উক্ত মহাদিবসের পরিমাণ পার্থিব গণনা বা ধারণা অনুযা… সহস্র সহস্র বৎসরের অনুরূপ হইবে এবং সেইজন্যই উহা আরব্য বাক্ধারা অনুসারে সহ… বৎসর বা পঞ্চাশ সহস্র বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। কেহ কেহ উহার এরূপ মর্ম্মও গ্র… করিয়াছেন যে, উক্ত দিবসের পরিমাণ লোকের পার্থিব গণনা অনুসারে সহস্র বৎ… এবং উহার দুঃসহ দুঃখ-কষ্টের জন্য তাহাদের ধারণা অনুসারে পঞ্চাশ সহস্র বৎসর বলিয়া অনুমি…

الْأَرْضِ ثُمَّ يَعْرُجُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ
مِقْدَارُهُ أَلْفَ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ ○
٦- ذَٰلِكَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ
الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ۙ ٧- الَّذِي أَحْسَنَ
كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنسَانِ
مِن طِينٍ ۚ ٨- ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ
مِن سُلَالَةٍ مِّن مَّاءٍ مَّهِينٍ ۚ
٩- ثُمَّ سَوَّاهُ وَنَفَخَ فِيهِ مِن رُّوحِهِ
وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ
وَالْأَفْئِدَةَ ۚ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ ○
١٠- وَقَالُوا أَإِذَا ضَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ
أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ ۚ بَلْ هُم

করেন, তৎপর সেই দিন—যাহার পরিমাণ তোমাদের গণনানুসারে সহস্র বৎসর উহার সুব্যবস্থা তাঁহারই দিকে আরোপিত হইবে। ৬। তিনিই অদৃশ্য ও অপ্রকাশ্য বিষয়ে মহাজ্ঞানী—পরাক্রান্ত করুণাময়। ৭। তিনিই তাঁহার সৃষ্টির প্রত্যেক বিষয় সুন্দরতম করিয়াছেন এবং তিনিই মৃত্তিকা হইতে মানব সৃষ্টি আরম্ভ করিয়াছেন। ৮। তৎপর তিনি অবজ্ঞাত সলিলের সারাংশ হইতে উহার বংশধর করিয়াছেন। ৯। অনন্তর উহাকে পূর্ণাঙ্গ করিয়াছেন, এবং তন্মধ্যে স্বীয় আত্মা ফুৎকার করিয়াছেন, এবং তোমাদের জন্য কর্ণ-সকল ও চক্ষু-সকল ও অন্তঃকরণ-সমূহ করিয়া দিয়াছেন; তোমরা অত্যল্পই কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিয়া থাক। ১০। এবং তাহারা বলে—তবে কি আমরা যখন ভূগর্ভে বিলীন হইয়া যাইব, তখন সত্যই কি আমরা নূতন সৃষ্টির অন্তর্ভুক্ত হইব? বরং তাহারাই স্বীয় প্রতিপালকের সন্দর্শন

হইবে। কারণ দুঃখের দিন সাধারণতঃ সুদীর্ঘ বলিয়াই অনুমিত হইয়া থাকে। হজরত রসুলোল্লার কতিপয় হাদিসও এইরূপ মর্ম্ম গ্রহণের সম্পূর্ণ অনুকূল, যথা—"ঐ দিন অত্যন্ত কঠিন, আতঙ্কজনক, সঙ্কটময় ও সুদীর্ঘ হইবে। অবিশ্বাসীদিগের নিকট ঐ দিবস পঞ্চাশ সহস্র বৎসর ও অপরাধীদিগের নিকট সহস্র বৎসর সুদীর্ঘ এবং পুণ্যবানগণের নিকট উহা মাত্র একবারের ফরজ নামাজের সময়ের অনুরূপ ক্ষণস্থায়ী বলিয়া অনুমিত হইবে।"—তঃ হক্কানী।

৬—৯। এই কয়েকটী আয়তে আল্লাহতা'লা নিজের অনন্ত জ্ঞান, অসীম শক্তি ও অপরিসীম করুণার বিষয় উল্লেখ করিয়া তিনি যেরূপভাবে এই সুন্দর বিশ্বজগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন এবং যেরূপভাবে মানব সৃষ্টি করিয়া প্রয়োজনীয় অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দ্বারা তাহাদিগকে পূর্ণাঙ্গ, সুশোভিত ও স্বর্গীয় আত্মাযোগে সঞ্জীবিত করিয়া তুলিয়াছেন, তদ্বিষয় স্মরণ করাইয়া দিয়া আল্লাহতা'লা বলিতেছেন যে, যে মানবকে আমি এত অনুগ্রহ করিয়াছি, তাহাদের অতি অল্পসংখ্যক লোকই আমার নিকট কৃতজ্ঞতা স্বীকার করে এবং অধিকাংশই অকৃতজ্ঞ ও অবিশ্বাসী হইয়া যায়।

১০—১১। যেসকল অবিশ্বাসী বলিত যে, মৃত্যুর পর আমরা ত মাটীতেই মিশিয়া যাইব; সুতরাং উহার পরে আমরা পুনরুজ্জীবিত হইব, ইহা কি কখনও সম্ভব হইতে পারে?—ঐ সকল লোকের সম্বন্ধে আল্লাহতা'লা বলিতেছেন যে, উহারাই বদ্ধমূল অবিশ্বাসী। অতএব হে রসুল, তুমি উহাদিগকে বলিয়া দাও যে মৃত্যুর ফেরেশ্‌তা আজরাইল যথাসময়ে তোমাদের প্রাণ হরণ

সম্বন্ধে অবিশ্বাসী রহিয়াছে। ১১। তুমি বল—মৃত্যুর ফেরেশ্‌তা তোমাদের মৃত্যু সংঘটন করিবে—যে তোমাদের জন্য নিযুক্ত রহিয়াছে; তৎপর তোমরা স্বীয় প্রতিপালকের দিকেই প্রত্যাবর্ত্তিত হইবে।

بِلِقَآئِ رَبِّهِمْ كٰفِرُوْنَ ۝ ١١- قُلْ
يَتَوَفّٰكُمْ مَّلَكُ الْمَوْتِ الَّذِيْ
وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ اِلٰى رَبِّكُمْ تُرْجَعُوْنَ ۝ ع

২য় রুকূ—বিশ্বাসী ও অবিশ্বাসীদিগের শেষ পরিণাম

১২। এবং তখন যদি তুমি অবলোকন করিতে—যখন অপরাধীরা স্বীয় প্রতিপালকের নিকট তাহাদের মস্তক-সমূহ অবনমিত করিয়া বলিবে—হে আমাদের প্রতিপালক, আমরা দেখিয়াছি ও শুনিয়াছি; তুমি আমাদিগকে পুনরায় প্রেরণ কর—আমরা সৎকার্য্য করিব, নিশ্চয় আমরা স্থির-বিশ্বাসী হইয়াছি।
১৩। এবং যদি আমি ইচ্ছা করিতাম, তবে প্রত্যেক জীবকেই তাহার পথ-প্রদর্শক প্রদান করিতাম, কিন্তু আমার বাক্য সত্য, নিশ্চয় আমি জ্বেন ও মানবের দ্বারা সমবেতভাবে নরক পূর্ণ করিব।
১৪। অতএব তোমরা যে দিবসের সন্দর্শন সম্বন্ধে বিস্মৃত হইয়াছিলে, তাহা আস্বাদন কর; নিশ্চয় আমিও তোমাদিগকে বিস্মৃত হইলাম, এবং তোমরা যাহা করিয়াছিলে,

١٢- وَلَوْ تَرٰٓى اِذِ الْمُجْرِمُوْنَ
نَاكِسُوْا رُءُوْسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ ط رَبَّنَآ
اَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ
صَالِحًا اِنَّا مُوْقِنُوْنَ ۝ ١٣- وَلَوْ
شِئْنَا لَاٰتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدٰىهَا
وَلٰكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّيْ لَاَمْلَئَنَّ
جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ
اَجْمَعِيْنَ ۝ ١٤- فَذُوْقُوْا بِمَا نَسِيْتُمْ
لِقَآءَ يَوْمِكُمْ هٰذَا ج اِنَّا نَسِيْنٰكُمْ
وَذُوْقُوْا عَذَابَ الْخُلْدِ بِمَا كُنْتُمْ

করিবে এবং তৎপর তোমাদিগকে পুনর্জ্জীবিত হইয়া স্ব স্ব কৃতকর্ম্মের ফলভোগ করিবার জন্য অবশ্যই আমার নিকট উপস্থিত হইতে হইবে।

১২। অবিশ্বাসীরা পরলোকে যখন নরকাগ্নির ভয়াবহ শাস্তি-সমূহ অবলোকন করিবে তখন তাহারা ভীত হইয়া নতশিরে আল্লার নিকট প্রার্থনা করিবে যে, হে আমার প্রতিপালক প্রভু, এখন আমার পরলোক ও পুনরুত্থান সম্বন্ধে আমাদের নিশ্চিত বিশ্বাস হইয়াছে। অতএব তুমি আমাদিগকে পুনরায় পৃথিবীতে পাঠাইয়া দাও; এবার আমরা সেখানে গিয়া নিশ্চয়ই তোমার আদেশ ও উপদেশ অনুসারে উপাসনা ও সৎকার্য্য করিব এবং আমরা আর কখনও অবিশ্বাস বা অংশীবাদিতায় লিপ্ত হইব না।

১৩—১৪। তখন আল্লাহতা'লা তাহাদিগকে বলিবেন যে, আমার বাক্য অবশ্যই সত্যে পরিণত হইবে এবং আমি কখনও স্বীয় অঙ্গীকারের অন্যথা করিব না। পৃথিবীতে তোমরা যেমন আমাকে বিস্মৃত হইয়াছিলে, সেইরূপ আমিও আজ তোমাদিগকে বিস্মৃত হইয়াছি। আজ

তজ্জন্য অবিরাম শাস্তি আস্বাদন কর।
১৫। তাহারা ব্যতীত কেহই আমার নিদর্শন সমূহে বিশ্বাস-স্থাপন করে না—যাহাদিগকে স্মরণ করাইয়া দিলে তাহারা তখনই সেজদা* করিয়া থাকে এবং তাহাদের প্রতিপালকের প্রশংসা-সহ পবিত্রতা বর্ণনা করে এবং তাহারা অহঙ্কার করে না।
১৬। শয্যা হইতে তাহাদের পার্শ্ব-সমূহ পরিবর্ত্তিত হয়—আতঙ্কে ও আশায় তাহারা স্বীয় প্রতিপালককে আহ্বান করে এবং আমি তাহাদিগকে যাহা দান করিয়াছি তাহা হইতে ব্যয় করিয়া থাকে।
১৭। অতএব কোন ব্যক্তিই অবগত নহে যে, তাহাদের কৃত কর্ম্মের প্রতিদানে তাহাদের

تَعْمَلُوْنَ ○ ١٥- اِنَّمَا يُؤْمِنُ
بِاٰيٰتِنَا الَّذِيْنَ اِذَا ذُكِّرُوْا بِهَا خَرُّوْا
سُجَّدًا وَّسَبَّحُوْا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَهُمْ
সিজ্‌দা
لَا يَسْتَكْبِرُوْنَ ○ ١٦- تَتَجَافٰى
جُنُوْبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُوْنَ
رَبَّهُمْ خَوْفًا وَّطَمَعًا ز وَّمِمَّا رَزَقْنٰهُمْ
يُنْفِقُوْنَ ○ ١٧- فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ
مَّآ اُخْفِيَ لَهُمْ مِّنْ قُرَّةِ اَعْيُنٍ ج

তোমাদের কোন প্রার্থনাই আমার নিকট পরিগৃহীত হইবে না। অতএব স্বীয় অঙ্গীকার অনুসারে আজ আমি অবশ্যই অবাধ্য অবিশ্বাসী জ্বেন ও মানবদিগের দ্বারা নরক সমূহ পূর্ণ করিব এবং তোমাদিগকে আজ অবশ্যই স্ব স্ব কৃতকর্ম্মের প্রতিফল ভোগ করিতে হইবে।

১৫। অনন্তর আল্লাহতা'লা বলিতেছেন যে, অবিশ্বাসীরা আমার এই কোরান ও উহার আয়ত সমূহ বিশ্বাস করে না সত্য; কিন্তু যাহারা বিশ্বাসী মুসলমান, তাহারা ইহা শ্রবণ করিলে অথবা তাহাদিগকে আমার আদেশ-উপদেশ স্মরণ করাইয়া দিলে তাহারা তখনই ভক্তিভরে ও নতশিরে 'সেজদা' করিয়া থাকে এবং বিনীতভাবে আমার মহিমা-বর্ণন ও প্রশংসা-কীর্ত্তন করিতে নিরত হয়। তাহারা কখনই এতদ্বিষয়ে অহঙ্কার অথবা অবাধ্যতা প্রকাশ করে না।

***সেজদায়ে তেলাওত**——এই পবিত্র আয়ত পাঠ অথবা শ্রবণ করিলে সঙ্গে সঙ্গে সেজদা করা আবশ্যক।

১৬। **তাহাজ্জদের নামাজ**—এই আয়তে বিশ্বাসী আত্মসমর্পণকারী মুসলমান-দিগের আরও কয়েকটী লক্ষণ বিবৃত হইয়াছে। তাহারা যে শুধু আল্লাহতা'লার আদেশ-উপদেশ ভক্তিভরে ও নতশিরে মানিয়া লয় অথবা উহা শুনিয়া শুধু প্রয়োজনানুযায়ী সেজদা করে, তাহা নহে; বরং তাহারা গভীর নিশীথে শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিয়া আশা ও আতঙ্কের সহিত আল্লার উপাসনা করে, তাঁহার নিকট সকাতরে প্রার্থনা করে এবং তাঁহার নির্দ্দেশ মত যাকাত-ফেৎরা প্রদান ও সৎকার্য্যে স্বীয় ধন-সম্পদ দান করিয়া থাকে। এই আয়তে 'তাহাজ্জদ' বা নৈশ নামাজ পাঠ করিবার প্রেরণা বিদ্যমান রহিয়াছে।

১৭। এই আয়তে স্বর্গের অফুরন্ত ও অপরিজ্ঞাত সুখ-সম্পদ এবং উহার অপরিসীমতার প্রতি ইঙ্গিত করা হইয়াছে। করুণাময় আল্লাহতা'লা তাঁহার প্রিয়তম ও পুণ্যবান নর-নারীগণের জন্য স্বর্গোদ্যানে যে সকল অনাবিল সুখ-শান্তি ও অপর্য্যাপ্ত ভোগ-বিলাসের উপকরণ সৃষ্টি করিয়া রাখিয়াছেন, তন্মধ্যে সমুচ্চ প্রাসাদ, রমণীয় নিকুঞ্জ, মনোহর স্রোতস্বিনী, সুন্দরী হুরী শরাবন-তহুরা প্রভৃতি যাহা আমরা পার্থিব জ্ঞানে ধারণা করিতে:পারি, তদ্রূপ কতকগুলি বিষয় তিনি কোরন-হাদিস যোগে ইহজীবনেই আমাদিগকে জানাইয়া দিয়াছেন। এতদ্ভিন্ন স্বর্গবাসিগণের সুখ-শান্তি ও পরিতৃপ্তির জন্য আল্লাহতা'লা মানবের অপরিজ্ঞাত ও ধারণাতীত আরও বহু বিষয় সৃষ্টি করিয়া

তজ্জন্য অবিরাম শাস্তি আস্বাদন কর।
১৫। তাহারা ব্যতীত কেহই আমার নিদর্শন
সমূহে বিশ্বাস-স্থাপন করে না—যাহাদিগকে
স্মরণ করাইয়া দিলে তাহারা তখনই
সেজদা* করিয়া থাকে এবং তাহাদের
প্রতিপালকের প্রশংসা-সহ পবিত্রতা বর্ণনা
করে এবং তাহারা অহঙ্কার করে না।
১৬। শয্যা হইতে তাহাদের পার্শ্ব-সমূহ
পরিবর্তিত হয়—আতঙ্কে ও আশায় তাহারা
স্বীয় প্রতিপালককে আহ্বান করে এবং
আমি তাহাদিগকে যাহা দান করিয়াছি
তাহা হইতে ব্যয় করিয়া থাকে।
১৭। অতএব কোন ব্যক্তিই অবগত নহে যে,
তাহাদের কৃত কর্ম্মের প্রতিদানে তাহাদের

تَعْمَلُوْنَ ○ ١٥- اِنَّمَا يُؤْمِنُ
بِاٰيٰتِنَا الَّذِيْنَ اِذَا ذُكِّرُوْا بِهَا خَرُّوْا
سُجَّدًا وَّسَبَّحُوْا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَهُمْ
সিজদা
لَا يَسْتَكْبِرُوْنَ ○ ١٦- تَتَجَافٰى
جُنُوْبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُوْنَ
رَبَّهُمْ خَوْفًا وَّطَمَعًا ز وَّمِمَّا رَزَقْنٰهُمْ
يُنْفِقُوْنَ ○ ١٧- فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ
مَّآ اُخْفِيَ لَهُمْ مِّنْ قُرَّةِ اَعْيُنٍ ج

তোমাদের কোন প্রার্থনাই আমার নিকট পরিগৃহীত হইবে না। অতএব স্বীয় অঙ্গীকার অনুসারে আজ আমি অবশ্যই অবাধ্য অবিশ্বাসী জেন ও মানবদিগের দ্বারা নরক সমূহ পূর্ণ করিব এবং তোমাদিগকে আজ অবশ্যই স্ব স্ব কৃতকর্ম্মের প্রতিফল ভোগ করিতে হইবে।

১৫। অনন্তর আল্লাহতা'লা বলিতেছেন যে, অবিশ্বাসীরা আমার এই কোরান ও উহার আয়ত সমূহ বিশ্বাস করে না সত্য; কিন্তু যাহারা বিশ্বাসী মুসলমান, তাহারা ইহা শ্রবণ করিলে অথবা তাহাদিগকে আমার আদেশ-উপদেশ স্মরণ করাইয়া দিলে তাহারা তখনই ভক্তিভরে ও নতশিরে 'সেজদা' করিয়া থাকে এবং বিনীতভাবে আমার মহিমা-বর্ণন ও প্রশংসা-কীর্ত্তন করিতে নিরত হয়। তাহারা কখনই এতদ্বিষয়ে অহঙ্কার অথবা অবাধ্যতা প্রকাশ করে না।

***সেজদায়ে তেলাওত**——এই পবিত্র আয়ত পাঠ অথবা শ্রবণ করিলে সঙ্গে সঙ্গে সেজদা করা আবশ্যক।

১৬। **তাহাজ্জদের নামাজ**—এই আয়তে বিশ্বাসী আত্মসমর্পণকারী মুসলমান-দিগের আরও কয়েকটী লক্ষণ বিবৃত হইয়াছে। তাহারা যে শুধু আল্লাহতা'লার আদেশ-উপদেশ ভক্তিভরে ও নতশিরে মানিয়া লয় অথবা উহা শুনিয়া শুধু প্রয়োজনানুযায়ী সেজদা করে, তাহা নহে; বরং তাহারা গভীর নিশীথে শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিয়া আশা ও আতঙ্কের সহিত আল্লার উপাসনা করে, তাঁহার নিকট সকাতরে প্রার্থনা করে এবং তাঁহার নির্দ্দেশ মত যাকাত-ফেৎরা প্রদান ও সৎকার্য্যে স্বীয় ধন-সম্পদ দান করিয়া থাকে। এই আয়তে 'তাহাজ্জদ' বা নৈশ নামাজ পাঠ করিবার প্রেরণা বিদ্যমান রহিয়াছে।

১৭। এই আয়তে স্বর্গের অফুরন্ত ও অপরিজ্ঞাত সুখ-সম্পদ এবং উহার অপরিসীমতার প্রতি ইঙ্গিত করা হইয়াছে। করুণাময় আল্লাহতা'লা তাঁহার প্রিয়তম ও পুণ্যবান নর-নারীগণের জন্য স্বর্গোদ্যানে যে সকল অনাবিল সুখ-শান্তি ও অপর্য্যাপ্ত ভোগ-বিলাসের উপকরণ সৃষ্টি করিয়া রাখিয়াছেন, তন্মধ্যে সমুচ্চ প্রাসাদ, রমণীয় নিকুঞ্জ, মনোহর স্রোতস্বিনী, সুন্দরী হূরী শরাবন-তহুরা প্রভৃতি যাহা আমরা পার্থিব জ্ঞানে ধারণা করিতে:পারি, তদ্রূপ কতকগুলি বিষয় তিনি কোরন-হাদিস যোগে ইহজীবনেই আমাদিগকে জানাইয়া দিয়াছেন। এতদ্ভিন্ন স্বর্গবাসিগণের সুখ-শান্তি ও পরিতৃপ্তির জন্য আল্লাহতা'লা মানবের অপরিজ্ঞাত ও ধারণাতীত আরও বহু বিষয় সৃষ্টি করিয়া

جَزَآءًۢ بِمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ۝
١٨- اَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ
فَاسِقًا ؕ لَا يَسْتَوٗنَ ۝ ١٩- اَمَّا
الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ
فَلَهُمْ جَنّٰتُ الْمَاْوٰى ۫ نُزُلًاۢ بِمَا
كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ۝ ٢٠- وَاَمَّا
الَّذِيْنَ فَسَقُوْا فَمَاْوٰىهُمُ النَّارُ ؕ كُلَّمَآ
اَرَادُوْٓا اَنْ يَّخْرُجُوْا مِنْهَآ اُعِيْدُوْا
فِيْهَا وَقِيْلَ لَهُمْ ذُوْقُوْا عَذَابَ
النَّارِ الَّذِيْ كُنْتُمْ بِهٖ تُكَذِّبُوْنَ ۝

নয়ন-সমূহের পরিতৃপ্তির জন্য কি লুক্কায়িত রহিয়াছে!
১৮। তবে যে বিশ্বাস স্থাপনকারী, সে কি দুষ্কার্য্যকারীর অনুরূপ? তাহারা কখনই সমতুল্য নহে।
১৯। যাহারা বিশ্বাস-স্থাপন করিয়াছে ও সৎকার্য্য করে তাহাদের জন্যই স্বর্গোদ্যানের নিকেতন, তাহারা যাহা করিয়াছিল, ইহা তাহারই আতিথ্য-স্বরূপ।
২০। এবং যে দুষ্কার্য্য করে, তবে নরকই তাহাদের বাসস্থান; তখন তাহারা আকাঙ্ক্ষা করিবে যে, তন্মধ্য হইতে বহির্গত হয়, তখন তাহারা উহাতেই পুনঃ নিক্ষিপ্ত হইবে এবং তাহাদিগকে বলা হইবে যে, তোমরা সেই নরকাগ্নির শাস্তি আস্বাদন কর যদ্বিষয়ে তোমরা অসত্যারোপ করিয়াছিলে।

সংগোপনে রাখিয়া দিয়াছেন। মানুষের সীমাবদ্ধ পার্থিব জ্ঞানে ঐ সকল বিষয়ের স্বরূপ ধারণা করা অথবা পৃথিবীর সঙ্কীর্ণ ভাষায় উহার স্বরূপ বর্ণনা করা কখনই সম্ভবপর নহে। তাই আল্লাহতা'লা বলিতেছেন—কোন ব্যক্তিই জানে না যে, সৎকর্ম্মশীল পুণ্যবানগণের কৃতকর্ম্মের প্রতিদানে তাহাদের অন্তরের আনন্দ বর্দ্ধন ও নয়নের পরিতৃপ্তি সাধনের জন্য স্বর্গোদ্যানে কোন্ কোন্ বিষয় সংগোপনে লুক্কায়িত রহিয়াছে। এ-সম্বন্ধে স্বয়ং হজরত রসুলোল্লাহ হইতেও বর্ণিত হইয়াছে যে, আল্লাহতা'লা বলিয়াছেন—"আমি স্বীয় সৎকর্ম্মশীল সেবকগণের জন্য যাহা সৃষ্টি করিয়া রাখিয়াছি তাহা কোন চক্ষু দর্শন করে নাই, কোন কর্ণ শ্রবণ করে নাই এবং কোন মানবের অন্তর তাহা ধারণাও করিতে পারে নাই।"—সহি বোখারী।

১৮—২০। যে সকল অবিশ্বাসী বলে যে, সকল মানুষই আল্লার সৃষ্ট দাস এবং সকল ধর্ম্মই সত্য—উহা তাঁহার নিকট যাইবার বিভিন্ন পথ মাত্র। মোমেন-মুসলমান ও কাফের-মোশরেকে কোনই ভেদ বা পার্থক্য নাই। সকলেই তাঁহার সন্তান—তিনি সকলকেই তুল্যরূপে স্নেহ করেন; সুতরাং তিনি কাহারও প্রতি অবিচার না করিয়া পরকালে সকলকেই সমানভাবে অনুগৃহীত করিবেন। এই শ্রেণীর ধর্ম্মজ্ঞানহীন ও অবিশ্বাসী নাস্তিকের অস্তিত্ব এ যুগেও যথেষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু এই শ্রেণীর অযৌক্তিক প্রলাপোক্তি শুনিয়া যাহাতে কেহ প্রতারিত ও পথভ্রান্ত না হয়, তজ্জন্য আল্লাহতা'লা স্পষ্টতর ভাষায় বলিয়া দিতেছেন যে, সৎকর্ম্মশীল বিশ্বাসী ও দুষ্কার্য্যকারী অবিশ্বাসী কখনই তুল্য হইতে পারে না। কারণ উহা আমার ন্যায়পরায়ণতা ও সুবিচারের বিরোধী। সুতরাং স্ব স্ব কৃতকর্ম্মানুসারে উহাদের একজন স্বর্গোদ্যানে প্রবিষ্ট হইয়া উহার অনন্ত সুখ-সম্পদ ভোগের অধিকারী হইবে এবং অন্যজন নরকানলে নিক্ষিপ্ত হইয়া উহার দুর্বিষহ শাস্তি ও লাঞ্ছনা ভোগ করিতে থাকিবে, ... বহির্গত হইতে পারিবে না।

২১। এবং নিশ্চয় আমি তাহাদিগকে বৃহত্তর শাস্তির পূর্ব্বে নিকটতর শাস্তি আস্বাদন করাইব—যেন তাহারা প্রত্যাবর্ত্তিত হয়। ২২। এবং তদপেক্ষা কে অধিকতর অত্যাচারী—যাহাকে তদীয় প্রতিপালকের নিদর্শন সম্বন্ধে উপদেশ দান করা হইয়াছিল, তৎপর সে উহা হইতে বিমুখ হইয়াছে; নিশ্চয় আমি অপরাধিগণ-হইতে প্রতিশোধ গ্রহণকারী।	٢١- وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ○ ٢٢- وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا ۚ إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنتَقِمُونَ ۝

৩য় রুকু—মহাবিচারের পূর্ব্বাভাস ও সতর্ক বাণী

২৩। এবং নিশ্চয় আমি মুসাকে গ্রন্থ প্রদান করিয়াছিলাম, অতএব তুমি উহার প্রাপ্তিতে সন্দেহের মধ্যে থাকিও না; এবং আমি তাহাকে এসরাইল বংশীয়-গণের জন্য পথ-প্রদর্শক করিয়াছিলাম।	٢٣- وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَلَا تَكُن فِي مِرْيَةٍ مِّن لِّقَائِهِ ۖ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِّبَنِي إِسْرَائِيلَ ۝

২১—২২। আল্লাহতা'লা আরও বলিতেছেন যে, অবিশ্বাসীদের জন্য পরলোকের "বৃহত্তর
শাস্তি" নরক-দণ্ডই নির্দ্ধারিত করিয়া রাখা হয় নাই যে, ইহলোকে তাহারা কেবল আমোদ-প্রমোদ
ও ভোগ-বিলাসেই জীবন অতিবাহিত করিয়া যাইতে সমর্থ হইবে; বরং তৎপূর্ব্বে "নিকটতর
শাস্তি"—অর্থাৎ এই পার্থিব জীবনেই তাহাদিগকে নানারূপ আপদ-বিপদ, রোগ-শোক,
দুর্ভিক্ষ-মহামারী ও পরাজয় এবং তজ্জনিত দুঃখ, দুর্গতি ও লাঞ্ছনা ভোগ করিতে হইবে।
অপরাধীরা তাহাদের অবিশ্বাস ও অবাধ্যতার জন্য আমার নির্দ্ধারিত এই "প্রতিশোধ" বা
পার্থিব ও পারলৌকিক শাস্তি হইতে কখনই পরিত্রাণ পাইবে না।

২৩। তফসীরকারগণ এই আয়তের বিভিন্ন রূপ মর্ম্ম পরিগ্রহণ করিয়াছেন। কেহ কেহ
বলেন যে, আল্লাহতা'লা হজরত রসুলোল্লাকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন—হে রসুল, আমি
মুসাকে তওরাত প্রদান করিয়া তাহাকে যেরূপ এস্‌রাইল-বংশের নবী করিয়াছিলাম, সেইরূপ
তোমার প্রতি এই কোরান অবতীর্ণ করিয়া তোমাকে সমগ্র জগদ্বাসীর জন্য নবী-রূপে মনোনীত
করিয়াছি। সুতরাং ইহাতে নূতনত্ব অথবা সন্দেহের কোনই অবকাশ নাই। আবার কেহ
কেহ বলেন যে, আল্লাহতা'লা বলিতেছেন—হে রসুল, এস্‌রাইল-বংশের নবী মুসাকে তওরাত
প্রদান করিয়া তাহাতে তোমার আবির্ভাব ও কোরান অবতারণ সম্বন্ধে আমি যে ভবিষ্যদ্বাণী
করিয়াছিলাম, এতদিন পরে তোমাকে নবী-রূপে প্রেরণ করিয়া তোমার প্রতি কোরান-শরিফ
অবতীর্ণ করিয়া আমি সেই ভবিষ্যদ্বাণীরই পূর্ণতা সাধন করিয়াছি। সুতরাং অবিশ্বাসীদের আচরণ
সেই ভবিষ্যদ্বাণীরই পূর্ণ সফলতা সম্বন্ধে তুমি কোনরূপ সন্দেহ পোষণ করিওনা। নিশ্চয় আমি
তোমাকে মুসার ন্যায়—এস্‌রাইল বংশ অপেক্ষাও বিশ্বাসী ও পরাক্রান্ত বিশ্ব-বিজয়ী মুসলমান জাতির
অধিনায়ক করিয়া দিব। পক্ষান্তরে কেহ কেহ বলেন যে, আলোচ্য আয়তে হজরত রসুলোল্লার
শবে-মে'রাজের জীবনেই হজরত মুসার সহিত তদীয় সাক্ষাৎকারের ভবিষ্যদ্বাণী করা হইয়াছে।

২৪। আমি তাহাদের মধ্য হইতে অধিনায়ক করিয়াছিলাম—যাহারা আমার আদেশে পথ-প্রদর্শন করিত—যখন তাহারা ধৈর্য্য ধারণ করিয়াছিল এবং আমার নিদর্শন সমূহে স্থির-বিশ্বাসী ছিল। ২৫। নিশ্চয় তোমার প্রতিপালক উত্থান-দিবসে তদ্বিষয়েরই মীমাংসা করিয়া দিবেন—যাহাতে তাহারা বিরোধ করিতেছে। ২৬। আমি কি তাহাদের জন্য পথ-প্রদর্শন করি নাই যে, তাহাদের পূর্ব্বে আমি এমন কত যুগ ধ্বংস করিয়াছি—যাহাদের আবাস স্থলে তাহারা বিচরণ করিয়া থাকে; নিশ্চয় ইহার মধ্যে নিদর্শনাবলী রহিয়াছে; তবুও কি তাহারা শুনিবে না? ২৭। তাহারা কি লক্ষ্য করিতেছে না যে, আমি বিশুষ্ক ভূমিতে সলিল প্রবাহিত করি, অনন্তর তদ্দ্বারা শস্যক্ষেত্র সমুদ্গত করিয়া থাকি—যাহা হইতে তাহাদের পশুসমূহ এবং তাহারা নিজেও ভক্ষণ করিয়া থাকে; তবুও কি তাহারা লক্ষ্য করিবে না?

٢٤- وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ
بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا ۗ وَكَانُوا
بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ ○ ٢٥- إِنَّ رَبَّكَ
هُوَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ○
٢٦- أَوَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ
قَبْلِهِمْ مِنَ الْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي
مَسَاكِنِهِمْ ط إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ ط
أَفَلَا يَسْمَعُونَ ○ ٢٧- أَوَلَمْ يَرَوْا
أَنَّا نَسُوقُ الْمَاءَ إِلَى الْأَرْضِ الْجُرُزِ
فَنُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا تَأْكُلُ مِنْهُ
أَنْعَامُهُمْ وَأَنْفُسُهُمْ ط أَفَلَا يُبْصِرُونَ ○

সময়ে এই সাক্ষাৎকার সংঘটিত হইয়াছিল। হজরত এব্‌ন-আব্বাস ও আনাস হইতে বিভিন্ন হাদিস গ্রন্থে এই সাক্ষাৎকারের বিবরণ বর্ণিত হইয়াছে।—সহি বোখারী ও মোসলেম দ্রষ্টব্য।

২৪—২৫। আল্লাহতা'লা বলিতেছেন যে, হজরত মুসার পরে এস্রাইল-বংশের মধ্যে আমি আরও বহু অধিনায়ক অর্থাৎ নবী ও রসুল প্রেরণ করিয়াছিলাম। তাহারাও আমার আদেশ অনুসারে ধর্ম্ম প্রচার করিয়া লোকদিগকে সুপথ প্রদর্শন করিত। সুতরাং আমার এই রেসালত বা নবুয়তের পদ্ধতি নূতন নহে এবং ইহাতে সন্দেহ করিবার কিছুই নাই। কিন্তু তথাপি যাহারা এ সম্বন্ধে অন্যায়ভাবে অবিশ্বাস অথবা বিরোধ করিতেছে, পরকালে তাহারা সকলেই ইহার সত্যতা জানিতে পারিবে।

২৬—২৭। অনন্তর আল্লাহতা'লা পূর্ব্বযুগের অবিশ্বাসী ও ধর্ম্মদ্রোহী সম্প্রদায়-সমূহের শেষ-পরিণাম এবং মানব ও মানবেতর জীব-সমূহের উপজীবিকা উৎপাদন-কৌশলের প্রতি অবিশ্বাসীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া বলিতেছেন যে, আমার শক্তি-মহিমার এই সকল প্রত্যক্ষ নিদর্শন দেখিয়াও কি তাহারা সদুপদেশ শ্রবণ ও সত্য-ধর্ম্মের অনুসরণ করিবে না।

২৮। এবং তাহারা বলে—যদি তোমরা সত্যবাদী হও, তবে কবে এই মীমাংসা সম্পন্ন হইবে? ২৯। তুমি বল—সেই মীমাংসার দিবসে অবিশ্বাসকারীদিগকে তাহাদের বিশ্বাস কোনই সুফল প্রদান করিবে না এবং তাহাদিগকে অবকাশও প্রদান করা হইবে না। ৩০। অতএব তুমি তাহাদিগ হইতে বিমুখ হও এবং প্রতীক্ষা করিতে থাক; নিশ্চয় তাহারাও অপেক্ষা করিতেছে।

২৮- وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْفَتْحُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ○ ২৯- قُلْ يَوْمَ الْفَتْحِ لَا يَنْفَعُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِيمَانُهُمْ وَلَا هُمْ يُنْظَرُونَ ○ ৩০- فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَانْتَظِرْ إِنَّهُمْ مُنْتَظِرُونَ ۝

২৮—২৯। যে সকল অবিশ্বাসী হজরত রসুলোল্লাকে কটাক্ষ করিয়া বলিত যে, যদি তোমাদের আল্লার অঙ্গীকার সত্য হয় এবং যদি তোমরা সত্যবাদী হও, তবে বল—তোমাদের আল্লার সেই শাস্তি বা বিচার-মীমাংসা কবে উপস্থিত হইবে? ইহার উত্তরে আল্লাহতা'লা বলিতেছেন—হে রসুল, তুমি অবিশ্বাসীদিগকে বলিয়া দাও যে, নির্দ্ধারিত দিবসে যথাসময়ে সেই শাস্তি ও মীমাংসা অবশ্যই সমুপস্থিত হইবে; কিন্তু সেদিন তোমাদের বিশ্বাস বা অনুতাপ কোনই কাজে আসিবে না এবং তোমাদিগকে সেই শাস্তি হইতে এক মুহূর্ত্তও অবকাশ প্রদান করা হইবে না।

৩০। অনন্তর আল্লাহতা'লা হজরত রসুলোল্লাকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন—হে রসুল, তুমি অবিশ্বাসীদের সহিত আর অধিক আলোচনা বা অনর্থক বাদ-প্রতিবাদ না করিয়া ক্ষান্ত হও এবং তাহারা যে বিষয়ের মীমাংসার জন্য অপেক্ষা করিতেছে, তুমিও সেই বিষয়ের শেষ মীমাংসার জন্য প্রতীক্ষা করিতে থাক। অতঃপর আমি যথাসময়ে অবশ্যই উহার সুমীমাংসা করিয়া দিব।

অবিশ্বাসীরা যে বিষয়ের মীমাংসার জন্য অপেক্ষা করিতেছে বলিয়া উক্ত হইয়াছে এবং হজরত রসুলোল্লাকে যে বিষয়ের শেষ-মীমাংসার জন্য প্রতীক্ষা করিতে আদেশ করা হইয়াছে, উহা দুই প্রকার—ইহলৌকিক ও পারলৌকিক। আল্লাহতা'লা স্বর্গীয় প্রত্যাদেশ এবং হজরত রসুলোল্লাকে অবিশ্বাস ও প্রত্যাখ্যান করার জন্য ইহলৌকিক পরাজয়, পতন ও দুর্গতি এবং পারলৌকিক শাস্তি ও লাঞ্ছনার যে সকল ভবিষ্যদ্বাণী ব্যক্ত করিয়াছিলেন, হজরত রসুলোল্লাহ সেই সমস্ত বিষয় প্রচার করিলে অবিশ্বাসীরা উপহাস করিয়া বলিত যে, ঐ সকল ভবিষ্যদ্বাণী কবে পূর্ণ হইবে? যদি তোমার আল্লাহ সত্য হয় এবং তুমি সত্যবাদী হও, তবে ঐ সকল শাস্তি ও দুর্গতি শীঘ্র শীঘ্র আনয়ন কর। ঐগুলি উপস্থিত হইলেই আমরা তোমার কথা বিশ্বাস করিয়া তোমার ধর্ম্ম গ্রহণ করিব। অবিশ্বাসীদের ঐ সকল অবিশ্বাস, উপহাস ও কটাক্ষপূর্ণ উক্তির উত্তরে আল্লাহতা'লা বলিয়া দিলেন যে, হে রসুল, অবিশ্বাসীরা যখন কিছুতেই তোমার কথা বিশ্বাস না করিয়া আমার শাস্তি ও মীমাংসা দেখিবার জন্য অপেক্ষা করিতেছে, তখন তুমিও তাহাদের সহিত আর অধিক আলোচনা বা অনর্থক বাদ-প্রতিবাদ না করিয়া উহা হইতে নিরস্ত হও এবং আমার শেষ-মীমাংসার জন্যই প্রতীক্ষা করিতে থাক। অনন্তর আমি যথাসময়ে তোমার ও তাহাদের মধ্যে এ বিষয়ের চরম মীমাংসা করিয়া দিব। বলা বাহুল্য, আল্লাহতা'লার এই শেষ-মীমাংসা বিষয়ক ভবিষ্যদ্বাণী হজরত রসুলোল্লার জীবনেই পূর্ণ হইয়াছিল। পরবর্ত্তী কয়েক বৎসরের মধ্যেই উদীয়মান মোসলেম-শক্তির নিকট অবিশ্বাসীরা সম্পূর্ণরূপে পরাজিত ও বিধ্বস্ত হইরা গিয়াছিল।

———

মদিনায় অবতীর্ণ	৩৩। সুরা আহজাব الاحزاب	৭৩ আয়ত

بسم الله الرحمن الرحيم

সর্ব্ব প্রদাতা করুণাময় আল্লার নামে

মোসলেম জীবনের আধ্যাত্মিক ও শারীরিক সম্পর্ক

১ম রুকু—মোসলেম জীবনের আধ্যাত্মিক ও শারীরিক সম্পর্ক

১। হে নবী, আল্লাহকে ভয় কর يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ اتَّقِ اللَّهَ وَلَا ।
এবং অবিশ্বাসীদিগের ও কপট-বিশ্বাসী *

শানে-নজুল—হজরত এব্‌ন-আব্বাস ও এব্‌ন-জোবায়ের হইতে বর্ণিত হইয়াছে
প্রসিদ্ধ ওহদ যুদ্ধের এক বৎসর পরে হিজরী চতুর্থ বা পঞ্চম বর্ষের শওয়াল মাসে এই সুরা মদি
শরিফে অবতীর্ণ হইয়াছিল (সহি বোখারী)। সুরা সেজ্‌দার পরিশিষ্টে আল্লাহতা'লা বিশ্বা
ও অবিশ্বাসীদিগের শেষ-পরিণতির সুমীমাংসা সম্বন্ধে হজরত রসুলোল্লাহকে প্রতীক্ষা করিবা
জন্য যে আদেশ করিয়াছিলেন, তদনুসারে হজরত রসুলোল্লাহ প্রতীক্ষা করিতে থাকায় সেই সুযো
অবিশ্বাসী ও কপট-বিশ্বাসীরা নানারূপ কৌশল-জাল ও কপটতা অবলম্বন করিয়া এবং না
প্রবঞ্চনা-মূলক কথা বলিয়া হজরত রসুলোল্লাকে বিচলিত ও বশীভূত করিবার চেষ্টা করিয়াছি
তাহারা হজরত রসুলোল্লার পারিবারিক জীবন সম্বন্ধেও নানা কথা বলিয়া এবং নানা
অসঙ্গত দোষারোপ করিয়া তাঁহাকে অপ্রস্তুত ও নিরুৎসাহ করিতে চেষ্টিত হইয়াছিল। বিশেষ
এই সময়ে হজরত রসুলোল্লাহ ও বিশ্বাসী মুসলমানদিগের সমক্ষে ধর্ম্ম-বিষয়ক এবং সামাজি
ও পারিবারিক ব্যাপারে যে সকল কঠিন সমস্যা দেখা দিয়াছিল, তাহা সমাধান কল্পেও মানব-চিত্তে
স্বাভাবিক দুর্ব্বলতা-বশে তাঁহাদের অন্তর নানারূপ বিরুদ্ধ ভাবের আবেগে আন্দোলিত হইতেছি
সর্ব্বোপরি অবিশ্বাসী কোরেশদিগের উপর্য্যুপরি সমরাভিযান, নব-অভ্যুত্থিত মোসলেম-শ
সমূলে ধ্বংস করিবার জন্য কোরেশদিগের সহিত আরবের অন্যান্য অবিশ্বাসী সম্প্রদায়ের সম্মিলি
প্রচেষ্টা এবং মদিনার কপট-বিশ্বাসী ও বিশ্বাস-ঘাতক ইহুদী জাতির ষড়যন্ত্রেও হজরত রসুলোল্লা
এবং তাঁহার বিশ্বাসী অনুগামিগণ যারপরনাই বিপন্ন ও বিচলিত হইয়াছিলেন। এই ঘো
সঙ্কট-সঙ্কুল সময়ে হজরত রসুলোল্লাহ ও তাঁহার অনুগামী বিশ্বাসিবৃন্দ যাহাতে কোনরূপ বিচলি
অথবা কর্ত্তব্য-ভ্রষ্ট না হয়, অবিশ্বাসী ও কপট-বিশ্বাসীদিগের দুরভিসন্ধি ও চক্রান্তের নিকট তাঁহা
যাহাতে অবনমিত হইয়া আত্মসমর্পণ অথবা অসঙ্গত আপোষ-মীমাংসা না করেন এ
শত্রুদলের সমরাভিযান ও ভয়-নীতি প্রদর্শনে কোনরূপ ভ্রূক্ষেপ না করিয়া সর্ব্বশক্তিমান আল্লা
প্রতি নির্ভর ও আত্মসমর্পণ পূর্ব্বক তাঁহারা যাহাতে অটল ভাবে স্ব স্ব জীবনের মহা
কর্ত্তব্য পালন করিতে সমর্থ হন এবং কাহারও কোন অসঙ্গত কথা বা অন্যায় প্রস্তাব গ্রাহ
করিয়া দেশের জমাট-বান্ধা অন্ধবিশ্বাস ও কুসংস্কারের মুলোচ্ছেদ করতঃ তাঁহারা যাহাতে অবিচলি
চিত্তে ধর্ম্ম-প্রচার, সমাজ-সংস্কার ও জাতি-গঠন করিতে পারেন, তজ্জন্য এই সুরার প্রথম হই
শেষ পর্য্যন্ত হজরত রসুলোল্লাহ, তাঁহার পত্নী-পরিজনবর্গ ও বিশ্বাসী মুসলমান নর-নারীগণে
প্রতি বহু সতর্ক-বাণী উচ্চারণ করা হইয়াছে। ঐ সকল সতর্ক-বাণীর ভাষায় গাম্ভীর্য্য, ভাবে
প্রসারতা ও মনস্তত্ত্ব-বিশ্লেষণের প্রাচুর্য্যে এই সুরা সমগ্র কোরান শরিফের মধ্যে একটি বিশি
স্থান অধিকার করিয়াছে। ঐ প্রকার বিভিন্ন বিষয়ের সমাবেশ হেতু এই বিশিষ্ট সুরাটী ৯ রুকু
বিভক্ত এবং ৭৩ আয়তে গ্রথিত হইয়াছে।

* ১ম আয়তের তফ্‌সীর পর-পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

বৃন্দের অনুগত হইও না; নিশ্চয় আল্লাহ মহাজ্ঞানী বিজ্ঞানময়। تُطِعِ الْكٰفِرِيْنَ وَالْمُنٰفِقِيْنَ ط اِنَّ اللّٰهَ

আহজাব—'হেজব' শব্দের বহুবচণ; উহার অর্থ—দল বা সম্প্রদায়। বদর যুদ্ধের শোচনীয় পরাজয় এবং ওহদ যুদ্ধের বিস্ময়কর ব্যর্থতার প্রতিবিধিৎসা স্বরূপ মদিনার নব অভ্যুত্থিত মোস্লেম-শক্তিকে সমূলে ধ্বংস করিবার জন্য মক্কার অবিশ্বাসী কোরেশগণ আরবের অন্যান্য দুর্দ্ধর্ষ সম্প্রদায় সমূহের সহিত সম্মিলিত হইয়া হজরত রসুলোল্লার বিরুদ্ধে যে বিরাট সমরাভিযান করিয়াছিল এবং যে অভিযানে সম্মিলিত শত্রু-সৈন্যদল চারিদিক হইতে পুণ্যভূমি মদিনা পরিবেষ্টন করিয়া লইয়াছিল, সেই অভিযানকারী বিপুল সৈন্য-বাহিনীকেই অত্র সুরায় 'আহজাব' বা 'শত্রুদল সমূহ' নামে অবিহিত করা হইয়াছে এবং তদনুসারেই এই সুরা 'আহজাব' নামে পরিচিত হইয়াছে। হজরত রসুলোল্লাহ বিশ্বাসী মুসলমানদিগের সহিত মদিনার অরক্ষিত প্রবেশ-পথে একটি গভীর পরিখা খনন করিয়া শত্রুদলের ঐ পাশবিক আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা এবং মদিনাবাসীদিগের ধনপ্রাণ রক্ষা করিবার ব্যবস্থা করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। তাঁহার এই অপূর্ব্ব ব্যবহার জন্যই শত্রুদিগের ঐ সমরাভিযান 'গাজওয়ায়ে-খন্দক' বা পরিখার যুদ্ধ নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। এই অভিযানে শত্রু সৈন্যদলের সংখ্যা মুসলমানদিগের সমবেত সৈন্য-সংখ্যার অন্ততঃ দশগুণ অধিক ছিল এবং তদুপরি মদিনার বিশ্বাস-ঘাতক ইহুদীদিগের শত্রুতা এবং কপট-বিশ্বাসীদিগের ষড়যন্ত্রও মুসলমানদিগের পক্ষে বিশেষ আতঙ্কের কারণ হইয়াছিল। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও শত্রুদিগের এই সম্মিলিত বিরাট অভিযান যেরূপ শোচনীয় ব্যর্থতায় পর্য্যবসিত হইয়াছিল, জগতের ইতিহাসে তাহার তুলনা নাই। এই সমরাভিযানের শেষাঙ্কে শত্রুদল ছত্রভঙ্গ হইয়া পলায়ন করিবার পর তাহাদের নৈতিক শক্তি ও সাহস এরূপভাবে বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে যে, ইহার পরে তাহারা আর কখনই মুসলমানদিগের বিরুদ্ধে সঙ্ঘবদ্ধ ও শক্তিশালী হইয়া সম্মিলিত অভিযান চালাইতে পারে নাই। বিশেষতঃ ঐ অভিযানের পর বিশ্বাস-ঘাতক ইহুদী ও কপট-বিশ্বাসীরা তাহাদের কপটতা ও বিশ্বাস-ঘাতকতার শাস্তি স্বরূপ মদিনা হইতে বিতাড়িত ও বহিস্কৃত হওয়ার শত্রুদলের পুনরায় মদিনা আক্রমণের আশা এইরূপ বিলুপ্তই হইয়া গিয়াছিল। এই সকল কারণেই 'আহজাব' বা শত্রুদল-সমূহের সম্মিলিত সমরাভিযান এবং সুপ্রসিদ্ধ পরিখার যুদ্ধ ইস্লামের প্রাথমিক ইতিহাসে অতি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া আছে।—তঃ মঃ আঃ।

১। এই আয়তের দুই প্রকার মর্ম্ম হইতে পারে। প্রথমতঃ—আরবের তৎকালীন সামাজিক অবস্থা এবং মক্কার অবিশ্বাসী কোরেশ ও ধর্ম্মদ্রোহী সম্প্রদায়-সমূহের সম্মিলিত আক্রমণ উপলক্ষে মদিনার অবিশ্বাসী ও কপট-বিশ্বাসীরা হজরত রসুলোল্লাকে নিজেদের মতানুবর্ত্তী করিবার জন্য যে সকল দুরভিসন্ধি মূলক প্রস্তাব করিয়াছিল এবং তাহার ফলে হজরত রসুলোল্লার অন্তরে যেটুকু দ্বিধা বা সঙ্কোচ উপস্থিত হইয়াছিল, তাহা সম্পূর্ণরূপে অপসারিত করিয়া তাঁহাকে স্বীয় কর্ত্তব্যে পূর্ণরূপে উদ্বোলিত করিবার জন্যই আল্লাহতা'লা এই সতর্ক-বাণী অবতারণ পূর্ব্বক হজরত রসুলোল্লাকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন—হে নবী, তুমি কদাচ অবিশ্বাসী ও কপট-বিশ্বাসীদিগের মতানুবর্ত্তী হইও না; বরং তুমি তোমার প্রতিপালক আল্লাহকেই ভয় করিয়া স্বীয় কর্ত্তব্য-পালন করিতে থাক। নিশ্চয় তিনি মহাজ্ঞানী বিজ্ঞানময় এবং তিনি তোমাদের সমস্ত অবস্থাই অবগত আছেন (তঃ হক্কানী)। দ্বিতীয়তঃ—উহার মর্ম্ম এরূপও হইতে পারে যে, যদিও অবিশ্বাসী ও কপট-বিশ্বাসীদিগের কথায় হজরত রসুলোল্লার চিত্তে দ্বিধা বা সঙ্কোচ উপস্থিত হওয়া অথবা তাঁহার পক্ষে কর্ত্তব্য হইতে বিচলিত হওয়া কখনই সম্ভবপর ছিল না, তথাপি মক্কা ও উহার পার্শ্ববর্ত্তী শত্রুদল-সমূহের আক্রমণকারী সম্মিলিত বাহিনীকে মদিনার অবিশ্বাসী ও কপট বিশ্বাসীরা সন্ধি-ভঙ্গ ও বিশ্বাস-ঘাতকতা করিয়া নানাপ্রকারে সাহায্য করায় বিশ্বাসী মুসলমানদিগের হৃদয়ে যে দ্বিধা, সঙ্কোচ ও ভীতি দেখা দিয়াছিল, তদুপলক্ষেই আল্লাহতা'লা এই আয়ত অবতারণ পূর্ব্বক হজরত রসুলোল্লাকে উপলক্ষ্য করিয়া বিশ্বাসী মুসলমানদিগকে সতর্ক করিয়া দিয়াছিলেন যে, তোমরা কদাচ অনর্থক দ্বিধা, সন্দেহ ও আতঙ্কে অভিভূত হইয়া অবিশ্বাসী ও কপট-বিশ্বাসীদিগের

كَانَ عَلِيْمًا حَكِيْمًا ۙ ٢ وَّاتَّبِعْ
مَا يُوْحٰٓى اِلَيْكَ مِنْ رَّبِّكَ ط
اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرًا ۙ
٣ وَّتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ ط وَكَفٰى
بِاللّٰهِ وَكِيْلًا ○ ٤ مَا جَعَلَ اللّٰهُ
لِرَجُلٍ مِّنْ قَلْبَيْنِ فِيْ جَوْفِهٖ ج وَمَا
جَعَلَ اَزْوَاجَكُمُ الّٰٓـِٔيْ تُظٰهِرُوْنَ

২। এবং তোমার প্রতিপালক হইতে তোমার প্রতি যে প্রত্যাদেশ হইয়াছে তাহারই অনুসরণ কর; নিশ্চয় তোমরা যাহা করিতেছ, আল্লাহ তদ্বিষয়ে অভিজ্ঞ। ৩। এবং আল্লার উপরই নির্ভর কর এবং আল্লা-ই যথেষ্ট প্রতিভূ। ৪। আল্লাহ কোন ব্যক্তির জন্য তদীয় রক্ষাভ্যন্তরে দুইটী অন্তঃকরণ করেন নাই; এবং তোমরা তোমাদের পত্নীগণের মধ্যে যাহাদিগকে মাতৃ সম্বোধন করিয়াছ, তাহাদিগকে

অনুরূপ অথবা তাহাদের অনুগত হইও না; বরং তোমরা আল্লাহতা'লাকে ভয় করিয়া তাঁহার প্রিয়তম রসুলের আদেশ নির্দ্দেশ অনুসারেই স্বীয় কর্ত্তব্য পালনের জন্য বদ্ধপরিকর হও। নিশ্চয় তিনি তোমাদের অবস্থা উত্তমরূপে অবগত আছেন। ফলতঃ এতদ্দ্বারা আল্লাহতা'লা হজরত রসুলোল্লাহ ও বিশ্বাসী মুসলমানদিগকে অবিশ্বাসী ও কপট-বিশ্বাসীদিগের সহিত সমস্ত সম্পর্ক ছেদন করিতে আদেশ করিয়াছিলেন।—তঃ মঃ আঃ।

২—৩। অনন্তর আল্লাহতা'লা হজরত রসুলোল্লাকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন—হে রসুল, তুমি স্বীয় অনুগামিগণের সহিত সমস্ত দ্বিধা-সঙ্কোচ ও ভয়-ভীতি পরিত্যাগ করিয়া তোমার প্রতি যে প্রত্যাদেশ অবতারণ করা হইয়াছে, তোমরা সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্বশক্তিমান আল্লার প্রতি পূর্ণ নির্ভর করিয়া তাহারই অনুসরণ কর। নিশ্চয় তিনি তোমাদের সমস্ত কার্য্যকলাপ ও অন্তরের কথা অবগত আছেন এবং তিনিই তোমাদের একমাত্র সাহায্যকারী প্রতিভূ এবং তাঁহার অনুগ্রহই তোমাদের জন্য যথেষ্ট।

৪। এই আয়তে তিনটী বিশিষ্ট বিষয় পরিব্যক্ত হইয়াছে। প্রথমতঃ আল্লাহতা'লা কপটতার মূলোচ্ছেদ করিবার জন্য বলিয়াছেন যে, তিনি কাহারও দুইটী অন্তঃকরণ সৃষ্টি করেন নাই। ইহার মর্ম্ম এই যে প্রত্যেক মানুষের পক্ষেই একমনে, একপ্রাণে কার্য্য করা আবশ্যক। বহুরূপী বা 'দোদেল-বান্দার' স্থান ইসলামে নাই। যে আল্লাহকে বিশ্বাস করিবে, সে কখনই তাঁহার অংশী-স্থাপন অথবা অপরের পূজা-আরাধনা করিতে পারিবে না। এবং যে সত্য-বিশ্বাসী মুসলমান, সে কখনও অবিশ্বাসী বা কপট-বিশ্বাসীদিগের সহিত কোনরূপ সম্বন্ধ রাখিতে পারিবে না। উহা সম্পূর্ণ অস্বাভাবিক ও অসম্ভব এবং আল্লাহতা'লার সৃষ্টি-নিয়মের বিরোধী। সুতরাং সত্য-বিশ্বাসী সমস্ত মুসলমানের পক্ষেই "দো-রঙ্গী' ছাড়িয়া আল্লার উদ্দেশে একরঙ্গে রঞ্জিত ও একভাবে অনুপ্রাণিত হওয়া কর্ত্তব্য।

দ্বিতীয় ও তৃতীয়তঃ—আল্লাহতা'লা আলোচ্য আয়তে আরবের অন্ধ যুগের দুইটী কুসংস্কারের মূলোৎপাটন করিয়া দিয়া বলিতেছেন যে, তোমরা স্বীয় পত্নীগণের মধ্যে কাহাকে মাতৃ-সম্বোধন করিলেও সে তোমাদের মাতা হইবে না এবং এইরূপে কাহাকে মুখে পুত্র বলিলে বা পোষ্যপুত্র-রূপে গ্রহণ করিলেও সে তোমার পুত্র হইতে পারে না। উহা আল্লার বিধান নহে—বরং তোমাদের মুখের কথা মাত্র। প্রকৃতপক্ষে তোমাদের জননী বা পিতৃ-পত্নীগণই তোমাদের প্রকৃত মাতা এবং তোমাদের ঔরসজাত বা গর্ভজাত পুত্রগণই তোমাদের প্রকৃত

مِنْهُنَّ أُمَّهٰتِكُمْ ۚ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ
أَبْنَاءَكُمْ ط ذٰلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ ط وَاللّٰهُ
يَقُوْلُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِى السَّبِيْلَ ○
٥- أُدْعُوْهُمْ لِاٰبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ
عِنْدَ اللّٰهِ ۚ فَإِنْ لَّمْ تَعْلَمُوْٓا اٰبَاءَهُمْ
فَإِخْوَانُكُمْ فِى الدِّيْنِ وَمَوَالِيْكُمْ ط

তোমাদের মাতা করেন নাই এবং তোমাদের পোষ্যপুত্রদিগকে তোমাদের পুত্রও করেন নাই; ইহা তোমাদের জন্য তোমাদের মৌখিক বাক্য মাত্র; এবং আল্লাহ সত্য বলেন এবং তিনিই সুপথ প্রদর্শন করেন।
৫। তাহাদিগকে তাহাদের পিতৃগণের নামে আহ্বান কর, আল্লার নিকট ইহাই সুসঙ্গত; কিন্তু যদি তোমরা তাহাদের পিতৃগণকে জানিতে না পার, তবে তাহারা ধর্ম্ম সম্বন্ধে তোমাদের ভ্রাতা ও তোমাদের

পুত্র। আরবের অন্ধ যুগে বহুদিন হইতে এই দুইটি কু-প্রথা ও কুসংস্কার আরব-সমাজে চলিয়া আসিতেছিল। কেহ স্বীয় পত্নীর প্রতি বিরক্ত হইয়া অথবা তৎসহ কলহ করিয়া তাহাকে মাতৃ সম্বোধন করিলে অথবা মাতৃ অঙ্গের সহিত তাহার অঙ্গ-বিশেষের তুলনা করিলে—উহা উচ্চারণের সঙ্গে-সঙ্গেই তাহাদের মধ্যে পতি-পত্নীর সম্বন্ধ চিরদিনের জন্য শেষ হইয়া যাইত; অথচ সে রমণী উক্ত স্বামীর গৃহ পরিত্যাগ করিবার স্বাধীনতা পাইত না। তাহাকে সারা জীবন স্বামীর সহিত সম্পর্ক-শূন্য পরিত্যক্তা স্ত্রী-রূপে উক্ত স্বামীর গৃহে অবস্থান করিয়াই তুষানলে দগ্ধ হইয়া জীবন অতিবাহিত করিতে হইত। ইহাকে আরবী ভাষায় 'জহর' বলে। যথাস্থানে ইহার বিস্তৃত আলোচনা করা হইবে (৫৮—১ম রুকু)। এতদ্ভিন্ন ভারতীয় হিন্দুদিগের ন্যায় পোষ্যপুত্র গ্রহণের প্রথাও আরব সমাজে প্রচলিত ছিল। কিন্তু আল্লাহতা'লা আলোচ্য আয়ত অবতীর্ণ করিয়া—ঐ দুইটি কুপ্রথাই রহিত করিয়া দিয়া বলিয়া দিলেন যে, স্বীয় পত্নী অথবা অন্য কোন রমণীকে মাতৃ-সম্বোধন অথবা মাতার সহিত তুলনা করিলে এবং কাহাকেও পুত্র বলিলে বা পোষ্যপুত্র-রূপে গ্রহণ করিলে তাহারা কখনই প্রকৃত মাতা বা প্রকৃত পুত্র-রূপে পরিগণিত হইবে না। উহা মানুষের মুখের কথা মাত্র এবং উহার সত্যতার মূলে কোনই ভিত্তি নাই। পক্ষান্তরে শোণিত সম্পর্কই মাতা-পুত্র সম্বন্ধের প্রকৃত পরিচায়ক।

৫। অনন্তর আল্লাহতা'লা বলিয়া দিলেন যে, তোমরা কোন পোষ্যপুত্রকে তাহার প্রতিপালক বা পালক-পিতার নামে আহ্বান করিও না—ইহা অন্যায় ও অসঙ্গত। বরং আল্লাহতা'লার নির্দ্দেশ অনুসারে ইহাই সঙ্গত যে, তোমরা তাহাদিগকে তাহাদের প্রকৃত পিতার নামে আহ্বান করিবে। আর যদি কাহারও পিতৃ-পরিচয় জানিতে না পার, তবে তাহাকে নিজেদের ধর্ম্ম-ভ্রাতা ও বন্ধুরূপেই আহ্বান করিতে থাকিবে। তোমরা এতদিন পর্য্যন্ত অজ্ঞতা বশতঃ এই কুপ্রথার অনুসরণ করিয়া যে ভ্রম-ত্রুটী করিয়াছ, তাহাতে তোমাদের কোনই অপরাধ নাই। করুণাময় আল্লাহতা'লা স্বীয় অনুগ্রহে উহা ক্ষমা করিয়া দিবেন।

হজরত ওমর (রাঃ) হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে—"আরব দেশে প্রচলিত পোষ্যপুত্র গ্রহণ প্রথানুসারেই মুক্ত-দাস জয়েদ হজরত রসুলোল্লার পালিত পুত্ররূপে পরিগৃহীত হইয়াছিল এবং উপরোক্ত প্রত্যাদেশ অবতীর্ণ হইবার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত আমরা তাঁহাকে 'মোহাম্মদের (সঃ) পুত্র জয়েদ' বলিয়াই আহ্বান করিতাম। অনন্তর আলোচ্য আয়ত অবতীর্ণ হইবার পর হজরত রসুলোল্লাহ স্বয়ং আমাদিগকে বলিয়া দিলেন যে, আল্লাহতা'লা অন্ধ-যুগের পোষ্যপুত্র

وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ
بِهِ ۙ وَلَٰكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ
قُلُوبُكُمْ ۚ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ٥
٦- النَّبِيُّ أَوْلَىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ
مِنْ أَنْفُسِهِمْ ۖ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ ۗ

বন্ধু; এবং তোমরা এতদ্বিষয়ে যে ভ্রম-ত্রুটী করিয়াছ, তাহাতে তোমাদের উপর কোনই অপরাধ নাই, কিন্তু তোমাদের অন্তঃকরণ সমূহ স্বেচ্ছায় যাহা করিয়াছে; এবং আল্লাহ ক্ষমাশীল করুণাময়। ৬। নবী বিশ্বাসিগণের উপর তাহাদের নিজেদের অপেক্ষাও অধিকতর স্নেহশীল এবং তাঁহার সহধর্ম্মিণীগণ তাহাদের জননী-স্বরূপা;

গ্রহণের প্রথা রহিত করিয়া দিয়াছেন। অতএব তোমরা তাহাকে 'জয়েদ-বেন্-হারেস' বলিয়া আহ্বান করিও।"—সহি বোখারী ও মোস্লেম।

৬। এই পবিত্রতম আয়তে হজরত রসুলোল্লার সহিত তাঁহার অনুগামী বিশ্বাসী মুসলমানগণের আধ্যাত্মিক ও নৈতিক সম্পর্কের বিষয় বর্ণনা করা হইয়াছে। এই পবিত্র সম্প... অনুসারে হজরত রসুলোল্লাহ সমস্ত বিশ্বাসী মুসমানের পরম হিতৈষী ও স্নেহশীল পিতৃ-স্বরূ... পিতা নিজের সন্তানগণকে যেরূপ স্নেহ করেন, হজরত রসুলোল্লাহ স্বীয় বিশ্বাসী ভক্তগণকে তা... অপেক্ষাও অধিকতর স্নেহ করিয়া থাকেন। পিতা যেমন পুত্র-কন্যার কল্যাণের জন্য তাহা... দিগকে সযত্নে প্রতিপালন ও শিক্ষা-বিধানের ব্যবস্থা করেন, হজরত রসুলোল্লাও সেই... বিশ্বাসী মুসলমান নর-নারীদিগের ইহ-পারলৌকিক উন্নতি ও কল্যাণের জন্য তাহাদিগ... সত্যধর্ম্ম ও সুপথ প্রদর্শন করিয়া থাকেন। এবিষয়ে হজরত রসুলোল্লাহ মুসলমানদিগের পি... অপেক্ষাও অধিকতর কল্যাণকামী। হাদিস শরিফেও বর্ণিত হইয়াছে যে,—"মুসলমানদি... ইহ-পরলোকের জন্য হজরত রসুলোল্লাই সর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর উপযুক্ত অভিভাবক" (স... বোখারী)। মুসলমানদিগের উপর হজরত রসুলোল্লার অভিভাবকত্ব সম্বন্ধে এমাম আহম... এব্‌ন-জরীর এব্‌ন-আবি হাতেম প্রভৃতি সকলেই অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। আবু-মসউ... কেরাতে "এবং তিনি তাহাদের পিতা"—বাক্যাংশও পরিদৃষ্ট হয়। উহার মর্ম্ম এই যে, হজ... রসুলোল্লাহ আধ্যাত্মিক ও নৈতিক সম্পর্কে সমস্ত মুসলমানের পিতা এবং বিশ্বাসী মুসলমান... পরস্পর ভ্রাতা। কোরান শরিফের স্থানান্তরে যে বর্ণিত হইয়াছে—"মোহাম্মদ তোমাদে... মধ্যে কাহারও পিতা নহেন" সেই আয়তের সহিত ইহার কোনই বিরোধ নাই। কারণ... আয়ত অবতীর্ণ হইয়াছে শারীরিক বা শোণিত সম্পর্ক সম্বন্ধে এবং আলোচ্য আয়ত অব... হইয়াছে আধ্যাত্মিক ও নৈতিক সম্পর্ক বিষয়ে। সুতরাং ঐ সম্পর্কে হজরত রসুলোল্লাহ স... মুসলমানের আধ্যাত্মিক পিতা। শোণিত সম্পর্কীয় পিতা অপেক্ষা তাঁহার সম্মান ও মর্য্যাদা কো... অংশে কম নহে—বরং বহু গুণে বেশী। সুতরাং সত্য-বিশ্বাসী মুসলমানের পক্ষে শোণিত সম্প... পিতাকে যেরূপ ভালবাসা ও ভক্তি-সম্মান প্রদর্শন করা কর্ত্তব্য, আধ্যাত্মিক পিতাকে তদপে... আরও প্রগাঢ় ভাবে ভালবাসা এবং অধিকতর ভক্তি ও সম্মান প্রদর্শন করা প্রত্যেক মুসলমানে... অবশ্য কর্ত্তব্য। কোরান শরিফে উক্ত হইয়াছে যে,—"হে রসুল, তোমার প্রতিপালকে... শপথ, যে-পর্য্যন্ত কেহ তোমার আদেশ-মীমাংসা সর্ব্বান্তঃকরণে পরিগ্রহণ না করিবে, সে পর্য্যন্ত... কখনই বিশ্বাসী মুসলমান হইবে না।" হাদিস শরিফেও বর্ণিত হইয়াছে যে, স্বয়ং হজরত রসুলো... বলিয়াছেন—আল্লাহ সাক্ষী, তোমাদের মধ্যে কোন ব্যক্তি যে পর্য্যন্ত আমাকে স্বীয় ধন, প্রাণ ও বংশ... প্রভৃতি সমস্ত প্রিয়বস্তু হইতে প্রিয়তর মনে না করিবে, সে পর্য্যন্ত সে বিশ্বাসী মুসলমান হইতে পারি... না।"—সহি বোখারী ও মোস্লেম।

وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ إِلَّا أَنْ تَفْعَلُوا إِلَىٰ أَوْلِيَائِكُمْ مَعْرُوفًا ۚ كَانَ ذَٰلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا ۝ ٧- وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ۖ وَأَخَذْنَا

এবং আত্মীয়-স্বজনগণ আল্লার বিধান অনুসারে বিশ্বাসিবৃন্দ ও দেশ-ত্যাগিগণ অপেক্ষা পরস্পর পরস্পরের নিকট অধিকতর স্বত্ববান; কিন্তু তোমরা স্বীয় বন্ধুগণের প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন করিবে—গ্রন্থ মধ্যে ইহাই লিখিত হইয়াছে।

৭। এবং যখন আমি নবীগণ হইতে ও তোমার নিকট হইতে এবং নূহ ও এবরাহিম ও মূসা ও মরিয়ম-নন্দন ঈসা হইতে অঙ্গীকার গ্রহণ করিয়াছিলাম; এবং আমি তাহাদিগকে সুদৃঢ় অঙ্গীকারে

হজরত রসুলোল্লার সহিত ঐ আধ্যাত্মিক ও নৈতিক পিতৃ সম্পর্ক অনুসারে তাঁহার সুপবিত্রা সহধর্ম্মিণীগণও প্রত্যেক মুসলমানের জননী-স্বরূপা। শোণিত সম্পর্কীয়া জননী বা পিতৃ-পত্নী-দিগকে ভক্তি ও সম্মান প্রদর্শন করা মুসলমানের যেরূপ কর্ত্তব্য, হজরত রসুলোল্লার শ্রেষ্ঠতম মর্য্যাদা ও উচ্চতম সম্মানের প্রতি লক্ষ্য করিয়া তাঁহার পবিত্রা পত্নী-রূপিণী আধ্যাত্মিক জননীদিগকে তদপেক্ষা অধিকতর ও সম্মান প্রদর্শন করা প্রত্যেক মুসলমানের অবশ্য কর্ত্তব্য। স্বীয় জননী বা পিতৃ-পত্নীগণের সহিত বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া যেরূপ অবৈধ, বিশ্বাসী মুসলমানদিগের পক্ষে হজরত রসুলোল্লার সহধর্ম্মিণীগণের সহিত বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হওয়াও সেইরূপ অবৈধ ও নিষিদ্ধ।—৫৩ আয়ত দ্রষ্টব্য।

আলোচ্য আয়তের শেষাংশে আরবের আর একটি প্রাচীন প্রথা রহিত করিয়া দেওয়া হইয়াছে। উহা এই যে, মক্কার অত্যাচারিত মুসলমানগণ শত্রুদিগের অত্যাচারে যখন দেশত্যাগ করিয়া মদিনায় আগমন করিয়াছিলেন, তখন মদিনার নব-বিশ্বাসী মুসলমানেরা তাহাদিগকে সাদরে আশ্রয় প্রদান করিয়াছিলেন। এই দেশত্যাগী ও আশ্রয়দাতা মুসলমানগণ মোস্‌লেম-জগতে যথাক্রমে 'মোহাজেরীন' ও 'আন্‌সার' নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন। মোহাজেরীন ও আন্‌সারগণের মধ্যে অনেকে একে অপরের সহিত আরবের একটি প্রাচীন প্রথা অনুসারে পরস্পর ভ্রাতৃ-বন্ধনে আবদ্ধ হইয়াছিলেন। ঐ প্রথানুসারে তাঁহারা মৃত্যুর পর পরস্পরের বিষয়-সম্পত্তির উত্তরাধিকারিত্বের অধিকার পর্য্যন্ত লাভ করিয়াছিলেন। কিন্তু ইহার ফলে অনেক সময়ে তাহাদের প্রকৃত উত্তরাধিকারিগণের উপর বড়ই অবিচার হইত। তাই আল্লাহতা'লা উক্ত প্রথা রহিত করিয়া বলিয়া দিলেন যে, ধর্ম্মবিশ্বাস অথবা দেশত্যাগ ও আশ্রয়দান তোমাদের উত্তরাধিকারিত্বের ভিত্তি নহে; শোণিত সম্পর্ক এবং আত্মীয়তাই উত্তরাধিকারিত্বের একমাত্র প্রকৃত ভিত্তি। সুতরাং উত্তরাধিকারী সম্বন্ধে তোমরা প্রকৃত অধিকারীকে বঞ্চিত করিও না। তবে বিশ্বাসী ধর্ম্মভ্রাতা এবং ধর্ম্ম-বন্ধুগণের প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন করাও তোমাদের কর্ত্তব্য। সুতরাং তোমরা ইচ্ছা করিলে স্বীয় ধন-সম্পত্তির কিয়দংশ তাহাদিগকে দান, হেবা, ওয়াকফ করিয়া দিয়া যাইতে পার, তাহাতে কোন বাধা নাই।

৭—৮। অনন্তর আল্লাহতা'লা এই দুইটি আয়তে হজরত রসুলোল্লাকে সেই ভাগ্য-নির্দ্দেশ দিবসের শপথ এবং হজরত রসুলোল্লার সহিত হজরত নূহ, এবরাহিম, মূসা ও ঈসার নিকট হইতে পরিগৃহীত নবুয়ত ও রেসলাতের সুদৃঢ় অঙ্গীকারের কথা স্মরণ করাইয়া দিয়া বলিতেছেন যে, নিশ্চয়

আবদ্ধ করিয়াছিলাম; ৮। যেহেতু তিনি সত্যপরায়ণদিগকে তাহাদের সত্যতা সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিবেন; এবং তিনি অবিশ্বাসীদের জন্য যন্ত্রণাপ্রদ শাস্তি প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছেন।

مِنْهُمْ مِّيْثَاقًا غَلِيْظًا ۙ ٨- لِّيَسْئَلَ الصّٰدِقِيْنَ عَنْ صِدْقِهِمْ ۚ وَاَعَدَّ لِلْكٰفِرِيْنَ عَذَابًا اَلِيْمًا ۙ

২য় রুকু—শত্রু-দলসমূহের মদিনা আক্রমণ পরিখার যুদ্ধ

৯। হে বিশ্বাস-স্থাপনকারিগণ, তোমাদের প্রতি আল্লার অনুগ্রহ স্মরণ কর—যখন তোমাদের উপর সৈন্যদল আগমন করিয়াছিল, তখন আমিও তাহাদের প্রতি ঝটিকা ও সেনা বাহিনী প্রেরণ

٩- يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اذْكُرُوْا نِعْمَةَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ اِذْ جَآءَتْكُمْ جُنُوْدٌ فَاَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيْحًا

আমি পারলৌকিক উত্থান-দিবসে ঐ অঙ্গীকার সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিব যে, তোমরা স্ব স্ব অঙ্গীকার ও কর্ত্তব্য পালন করিয়াছিলে কি না? অতঃপর যাহারা তোমাদিগকে সত্যভাবে গ্রহণ করিয়াছে বা করিবে, তাহারা স্ব স্ব সত্যতার পুরস্কার প্রাপ্ত হইবে এবং যাহারা তোমাদের কথা অবিশ্বাস করিয়া সত্যের প্রতি অসত্যারোপ করিয়াছে বা করিবে, তাহাদের জন্য আমি নরকানলের ঘোর যাতনাময় শাস্তি প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছি।

৯—১০। এই দুইটি আয়তে আল্লাহতা'লা মুসলমানের সম্মিলিত শত্রু-দলসমূহের মদিনা আক্রমণ ও পরিখার যুদ্ধের প্রসঙ্গ উল্লেখ করিয়া বলিতেছেন যে, হে বিশ্বাসী-স্থাপনকারী মুসলমানগণ, তোমরা তোমাদের শত্রু দলসমূহের সেই সম্মিলিত আক্রমণ ও পরিখার যুদ্ধে আমার অনুগ্রহের কথা স্মরণ কর। যখন পরাক্রান্ত শত্রুদল ঊর্দ্ধ, নিম্ন ও পার্শ্ববর্ত্তী চতুর্দ্দিক হইতে তোমাদিগকে আক্রমণ করিয়াছিল, শত্রু-সৈন্যদলের সংখ্যা ও পরাক্রম দেখিয়া তোমরা যখন আতঙ্কে অভিভূত হইয়া পড়িয়াছিলে এবং তাহার ফলে যখন তোমাদের দৃষ্টি বিকৃত ও প্রাণ ওষ্ঠাগত হইয়াছিল এবং যখন তোমরা আমার সাহায্য ও অঙ্গীকার সম্বন্ধে নানারূপ কল্পনা জল্পনার আশ্রয় লইয়া সন্দেহ-দোলায় দোদুল্যমান হইতেছিলে, তখন আমি স্বীয় অঙ্গীকার (৩—১২৫ আয়ত দ্রষ্টব্য) অনুসারে তোমাদিগকে সাহায্য করবার জন্য তোমাদের শত্রুদলের বিরুদ্ধে প্রচণ্ড ঝটিকা ও স্বর্গীয় সেনাবাহিনী প্রেরণ করিয়াছিলাম। তোমরা আমার সেই সাহায্যকারী ফেরেশতার পরাক্রান্ত সৈন্য-বাহিনী অবলোকন করিতে পার নাই সত্য, কিন্তু আমার নির্দ্দেশ অনুসারে তাহারাই তোমাদের শত্রু সৈন্যদলসমূহকে বিতাড়িত ও ছত্রভঙ্গ করিয়া দিয়াছিল। পক্ষান্তরে সেই সঙ্কট-সময়ে তোমরা যাহা করিতে বা বলিতেছিলে, তাহা সমস্তই আমি প্রত্যক্ষভাবে দর্শন ও শ্রবণ করিতেছিলাম এবং উহার কোন বিষয়ই আমার অজ্ঞাত ছিল না।

মদিনার নব-অভ্যুত্থিত মোস্‌লেম-শক্তির নিকট বদর ও ওহদ যুদ্ধে অতি শোচনীয় রূপে পরাজিত ও ব্যর্থকাম হইয়া মক্কার অবিশ্বাসী কোরেশরা হজরত রসুলোল্লাহ ও মুসলমানদিগকে সমূলে ধ্বংস করিবার জন্য তাহাদের সমস্ত শক্তি নিয়োগ করিয়া চরম আয়োজন করিতে থাকে। ইতিমধ্যে হজরত রসুলোল্লাহ এবং ইস্‌লামের পরম শত্রু অংশীবাদী ও পৌত্তলিক গৎফান, আশজা, মুররা, ফেজারা, সুলেইন এবং বনি-সাদ ও আসাদ সম্প্রদায়ের লোকেরাও তাহাদের সহিত যোগদান করে। অসদাচরণ, অন্যায় শত্রুতা ও বিশ্বাস-ঘাতকতার জন্য হজরত রসুলোল্লাহ কর্ত্তৃক মদিনা হইতে বিতাড়িত ও বহিষ্কৃত এবং খয়বরে অবস্থিত বনি-নজীর সম্প্রদায়ের ইহুদীরাও এই সময়ে মক্কায় গমন করিয়া কোরেশদিগকে মদিনা আক্রমণের জন্য প্ররোচিত ও

করিয়াছিলাম—যাহাদিগকে তোমরা দর্শন কর নাই ; এবং তোমরা যাহা করিতেছিলে আল্লাহ তাহার পরিদর্শক ছিলেন।
১০। যখন তাহারা তোমাদের উপর হইতে ও তোমাদের নিম্ন হইতে তোমাদের প্রতি আগমন করিয়াছিল এবং যখন দৃষ্টিসমূহ বিকৃত হইয়াছিল

وَجُنُوْدًا لَّمْ تَرَوْهَا ۚ وَكَانَ اللّٰهُ بِمَا
تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرًا ۚ ۱۰- اِذْ جَآءُوْكُمْ
مِّنْ فَوْقِكُمْ وَمِنْ اَسْفَلَ مِنْكُمْ
وَاِذْ زَاغَتِ الْاَبْصَارُ وَبَلَغَتِ

উত্তেজিত করিতে থাকে এবং তাহারা এই আক্রমণে সর্ব্বপ্রকার সাহায্য করিতে প্রতিশ্রুত হয়। মুসলমানদিগের সহিত সন্ধি-সূত্রে আবদ্ধ মদিনার বনি-কোরায়জা সম্প্রদায়ের ইহুদীরাও সন্ধিশর্ত্ত ভঙ্গ করিয়া প্রকাশ্যভাবে শত্রুদলে যোগদান করে এবং মদিনার কপট-বিশ্বাসীরাও সুযোগ বুঝিয়া তাহাদিগকে সংগোপনে সাহায্য করিতে প্রবৃত্ত হয়। ফলে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের অন্যূন দশ সহস্র পরাক্রান্ত শত্রু-সৈন্য কোরেশ ও গৎফান সম্প্রদায়ের সুদক্ষ সৈন্যাধ্যক্ষগণ কর্ত্তৃক পরিচালিত হইয়া হিজরী পঞ্চম বর্ষের শওয়াল মাসে চতুর্দ্দিক হইতে মদিনা অবরোধ করে। হজরত রসুলোল্লাহ পূর্ব্বেই শত্রু-দলসমূহের এই সম্মিলিত অভিযানের সংবাদ পাইয়া শত্রুদলের আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষার জন্য মদিনার অরক্ষিত প্রবেশ-পথে একটি সুগভীর ও সুদীর্ঘ পরিখা খনন করিয়াছিলেন। মুসলমানদিগের মধ্যে যাঁহারা এই যুদ্ধে হজরত রসুলোল্লার পতাকা তলে সমবেত হইয়াছিলেন, তাহাদের সমবেত সংখ্যা এক সহস্রের বেশী ছিল না। সুতরাং অন্ততঃ দশগুণ অধিক প্রবল পরাক্রান্ত শত্রুদলের সহিত যুদ্ধের শেষ-পরিণাম কি হইতে পারে, তাহা চিন্তা করিয়া অনেকেই আতঙ্কে অভিভূত হইয়া পড়িয়াছিল এবং সেই আতঙ্কের আতিশয্যে তাহাদের মধ্যে অনেকেই প্রাণ ওষ্ঠাগত ও দৃষ্টি বিকৃত হইয়া গিয়াছিল। যুদ্ধের ফলাফল সম্বন্ধে নানারূপ অনুমান ও কল্পনা-জল্পনা করিয়া তাহারা প্রায় সকলেই অনিশ্চিত সন্দেহ দোলায় দুলিত হইতেছিলেন।—পরবর্ত্তী ১১শ আয়ত দ্রষ্টব্য।

এই যুদ্ধ এক সপ্তাহ পর্য্যন্ত স্থায়ী হইয়াছিল। প্রথমতঃ তিন চারিদিন উভয় পক্ষ হইতেই পরস্পরের প্রতি শর ও প্রস্তর বর্ষণ করা হইয়াছিল ; কিন্তু তাহাতে কোন পক্ষই বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হয় নাই। দুই একটি সামান্য খণ্ড যুদ্ধও হইয়াছিল ; তবে তাহাও বিশেষ উল্লেখযোগ্য নহে। অনন্তর একদিন কতিপয় অসম সাহসী শত্রু-সৈন্য পরিখা অতিক্রম করিয়া মুসলমানদিগের নিকটবর্ত্তী হইয়াছিল ; কিন্তু মহাবীর হজরত আলি (কঃ) তৎক্ষণাৎ অগ্রসর হইয়া তাহাদিগকে মুহূর্ত্তের মধ্যে শমন-সদনে প্রেরণ করিয়াছিলেন। ইহার পর আর কোন পক্ষ হইতেই অগ্রগামী হইয়া আক্রমণ করিবার উৎসাহ পরিলক্ষিত হয় নাই। প্রত্যেক দলই প্রতিপক্ষকে নিয়মিতভাবে আক্রমণ করিবার সুযোগ-সুবিধা অন্বেষণে ব্যতিব্যস্ত ছিল। এইরূপে এক সপ্তাহ অতীত হইয়া মুসলমানদিগের বিশ্বাস ও ধৈর্য্যের পরীক্ষা শেষ হইবার পর আল্লাহতা'লার অঙ্গীকৃত সাহায্য উপস্থিত হইল (৩—১২৫)। একদা গভীর নিশীথে অকস্মাৎ প্রচণ্ড ঝটিকা বহিতে লাগিল ; দেখিতে দেখিতে শত্রু-বাহিনীর শিবিরশ্রেণী মুহূর্ত্তের মধ্যে ছিন্ন ভিন্ন হইয়া উড়িয়া গেল ; তাহাদের প্রজ্জ্বলিত দীপালোকসমূহ সহসা নির্ব্বাপিত হইয়া সমগ্র প্রান্তর ঘোর অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইয়া পড়িল ; মুষলধারে বারি-বর্ষণ আরম্ভ হইল এবং সেই প্রান্তর-প্লাবী বৃষ্টি-ধারায় শত্রুদিগের সমর-সম্ভার ও রসদ-পত্র সমস্তই ভাসিয়া গেল (মুয়র)। সেই ভীষণ দুর্য্যোগময় ঘোর অন্ধকারে শত্রুদলের মধ্যে আসন্ন মরণের আতঙ্ক-কোলাহল ও হাহাকার আর্ত্তনাদ উপস্থিত হইল ; ভয়াবহ শীতে তাহাদের হস্ত-পদ ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গসমূহ অবশ ও শীতল হইয়া গেল। ইতিমধ্যে কাহারা যেন অদৃশ্য হস্তের নির্ম্মম প্রহার ও প্রচণ্ড আঘাতে তাহাদিগকে তাড়াইয়া লইয়া চলিল ; চারিদিকে পালাও পালাও রব উঠিল। সুতরাং শত্রুদল মুহূর্ত্তের মধ্যে ছত্রভঙ্গ হইয়া যে যেদিকে পারিল, প্রাণ লইয়া পলাইয়া গেল ! প্রভাতে সেই প্রান্তরে তাহাদের অবস্থান বা অস্তিত্বের কোনই চিহ্ন খুঁজিয়া পাওয়া গেল না !!

(ا)لْقُلُوْبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّوْنَ بِاللّٰهِ
(ا)لظُّنُوْنَا ۝ ١١- هُنَالِكَ ابْتُلِيَ
(الْ)مُؤْمِنُوْنَ وَزُلْزِلُوْا زِلْزَالًا شَدِيْدًا ۝
١٢- وَاِذْ يَقُوْلُ الْمُنٰفِقُوْنَ وَالَّذِيْنَ
(فِ)يْ قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ مَّا وَعَدَنَا اللّٰهُ
وَرَسُوْلُهٗۤ اِلَّا غُرُوْرًا ۝ ١٣- وَاِذْ
(قَ)الَتْ طَّآئِفَةٌ مِّنْهُمْ يٰۤاَهْلَ يَثْرِبَ
(لَا) مُقَامَ لَكُمْ فَارْجِعُوْا ۚ وَيَسْتَاْذِنُ
(فَ)رِيْقٌ مِّنْهُمُ النَّبِيَّ يَقُوْلُوْنَ اِنَّ
بُيُوْتَنَا عَوْرَةٌ ۛؕ وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ ۚ
اِنْ يُّرِيْدُوْنَ اِلَّا فِرَارًا ۝ ١٤- وَلَوْ
دُخِلَتْ عَلَيْهِمْ مِّنْ اَقْطَارِهَا ثُمَّ

এবং প্রাণ-সমূহ কণ্ঠ-পর্যাস্ত উপস্থিত
হইয়াছিল এবং তোমরা আল্লাহ
সম্বন্ধে বিভিন্ন রূপ অনুমান করিতেছিলে।
১১। তদবস্থায় বিশ্বাসিগণকে পরীক্ষা
করা হইয়াছিল এবং তাহাদিগকে কঠিন
আন্দোলনে আন্দোলিত করা হইয়াছিল।
১২। এবং যখন কপট-বিশ্বাসীরা ও
যাহাদের অন্তরসমূহে ব্যাধি আছে,
তাহারা বলিতে আরম্ভ করিয়াছিল যে,
আল্লাহ ও তদীয় রসুল প্রবঞ্চনা ব্যতীত
আমাদিগকে কোনই অঙ্গীকার প্রদান
করেন নাই। ১৩। এবং যখন তাহাদের
অন্তর্গত একদল বলিয়াছিল—হে মদিনা-
বাসিগণ, তোমাদের জন্য দাঁড়াইবার
স্থান নাই অতএব ফিরিয়া চল; এবং
তাহাদের অন্তর্গত একদল নবীর নিকট
অনুমতি প্রার্থনা করিয়া বলিয়াছিল,
আমাদের গৃহসমূহ শূন্য রহিয়াছে, এবং
উহা শূন্য ছিল না; তাহারা কেবল
পলায়ন করিতে ইচ্ছা করিতেছিল;
১৪। এবং যদি কোন পার্শ্ব হইতে কেহ
তাহাদের উপর প্রবিষ্ট হইত, তৎপর

সমস্ত তফ্‌সীরকারই একবাক্যে স্বীকার করিয়াছেন যে, পরিখার যুদ্ধে আল্লাহ্‌তা'লা ঝটিকা ও ফেরেশ্‌তা-বাহিনীর দ্বারা মুসলমানদিগকে সাহায্য করিয়া শত্রু-দলসমূহকে বিতাড়িত ও ছত্রভঙ্গ করিয়া দিয়াছিলেন। অলৌকিকতার অতিরিক্ত বিরোধী মৌলবী মহম্মদ আলি পর্যন্ত স্বীকার করিয়াছেন যে, স্বর্গীয় ফেরেশ্‌তা-বাহিনী অথবা ফেরেশ্‌তার সাহায্য ব্যতীত শুধু একটি সাধারণ ঝড়-বৃষ্টির দ্বারা দশ সহস্র সৈন্যের এইরূপ একটি বিরাট বাহিনীকে অতি অল্প সময়ের মধ্যে এরূপ বিস্ময়করভাবে বিতাড়িত ও ছত্রভঙ্গ করা কখনই সম্ভবপর নহে।—তঃ মঃ আঃ।

১১—১২। আল্লাহ্‌তা'লা আরও বলিতেছেন যে, মক্কার শত্রু-দলসমূহের ঐ আক্রমণ বিশ্বাসী মুসলমানদিগের বিশ্বাস ও ধৈর্য্যের এবং কপট-বিশ্বাসীদিগের অবিশ্বাস ও কপটতার চরম পরীক্ষা হইয়াছিল। কারণ ঐ পাশবিক আক্রমণে যদিও বিশ্বাসীরা আতঙ্কে অভিভূত এবং নানারূপ সন্দেহ দোলায় দোদুল্যমান হইতেছিলেন, তথাপি তাহারা আল্লাহ-রসুলের অঙ্গীকার ও সাহায্যের প্রতি বিশ্বাস ও নির্ভর করিয়া হজরত রসুলোল্লার সহিত অবিচলিত চিত্তে সমরক্ষেত্রে উপস্থিত ছিলেন। পক্ষান্তরে কপট-বিশ্বাসীরা ভীত হইয়া স্পষ্টভাবেই বলাবলি করিতেছিল যে, আল্লাহ ও রসুলের সাহায্যের অঙ্গীকার সম্পূর্ণ মিথ্যা। নির্ব্বোধের মত উহা বিশ্বাস করিয়াই আমরা এই বিপদে পড়িয়াছি।

১৩—১৪। এই দুইটি আয়তে আল্লাহ্‌তা'লা কপট-বিশ্বাসীদের আচরণ ও প্রকৃতি বর্ণনা করিতেছেন। উহারা যেরূপ মিথ্যা অজুহাত তুলিয়া সমরক্ষেত্র হইতে পলায়ন করিবার জন্য হজরত রসুলোল্লার অনুমতি প্রার্থনা করিয়াছিল এবং যেরূপভাবে অন্যান্য লোকদিগকে পলায়ন করিবার জন্য প্ররোচিত করিতেছিল, আলোচ্য আয়ত-দ্বয়ে তাহাই উল্লেখ করা হইয়াছে।

سُئِلُوا الْفِتْنَةَ لَاٰتَوْهَا وَمَا تَلَبَّثُوْا
بِهَآ اِلَّا يَسِيْرًا ۝ ١٥- وَلَقَدْ كَانُوْا
عَاهَدُوا اللّٰهَ مِنْ قَبْلُ لَا يُوَلُّوْنَ
الْاَدْبَارَ ط وَكَانَ عَهْدُ اللّٰهِ مَسْئُوْلًا ۝
١٦- قُلْ لَّنْ يَّنْفَعَكُمُ الْفِرَارُ اِنْ
فَرَرْتُمْ مِّنَ الْمَوْتِ اَوِ الْقَتْلِ وَاِذًا
لَّا تُمَتَّعُوْنَ اِلَّا قَلِيْلًا ۝ ١٧- قُلْ مَنْ
ذَا الَّذِيْ يَعْصِمُكُمْ مِّنَ اللّٰهِ اِنْ
اَرَادَ بِكُمْ سُوْٓءًا اَوْ اَرَادَ بِكُمْ رَحْمَةً ط
وَلَا يَجِدُوْنَ لَهُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ
وَلِيًّا وَّلَا نَصِيْرًا ۝ ١٨- قَدْ يَعْلَمُ

তাহাদিগকে যুদ্ধ করিতে আহ্বান করিত
তবে নিশ্চয় তাহারা অগ্রগামী হইত,
এবং অত্যল্প ব্যতীত স্থির থাকিত না।
১৫। এবং নিশ্চয়ই তাহারা আল্লার
নিকট প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়াছিল যে, তাহারা
পৃষ্ঠ-প্রদর্শন করিবে না এবং আল্লার
সেই প্রতিজ্ঞা জিজ্ঞাসিত হইবে।
১৬। তুমি বল—যদি তোমরা মৃত্যু
অথবা হত্যা হইতে পলায়ন কর, তবে
সেই পলায়ন তোমাদিগকে কোনই সুফল
প্রদান করিবে না, এবং তখন তোমরা
অত্যল্প ব্যতীত উপভোগ করিতেও
পারিবে না। ১৭। তুমি বল—আল্লাহ
হইতে তোমাদিগকে কে রক্ষা করিতে
পারে—যদি তিনি তোমাদের অনিষ্ট
করিতে ইচ্ছা করেন, অথবা তিনি ইচ্ছা
করিলে তোমাদিগকে অনুগৃহীতও
করিতে পারেন; এবং তাহারা নিজেদের
জন্য কোনই অভিভাবক অথবা সাহায্য-
কারী পাইবে না। ১৮। নিশ্চয় আল্লাহ

১৫। কপট-বিশ্বাসীরা বদর যুদ্ধ হইতে পলায়ন করিবার পর বিশ্বাসী মুসলমানেরা যখন বিজয়-গৌরবে অভিষিক্ত হইয়া ফিরিয়া আসিয়াছিলেন, তখন কপট-বিশ্বাসীরা লজ্জিত হইয়া হজরত রসুলোল্লার নিকট আল্লার নামে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়াছিল যে, তাহারা আর কখনও সমরক্ষেত্র হইতে পৃষ্ঠ-প্রদর্শন করিবে না। অথচ তাহার পরেও উহারা পুনঃ পুনঃ সমরক্ষেত্র হইতে পলায়ন করিয়াছে। তাই আল্লাহতা'লা বলিতেছেন যে, কপট-বিশ্বাসীদের সেই প্রতিজ্ঞার কথা অবশ্যই জিজ্ঞাসা করা হইবে এবং তজ্জন্য উহারা অবশ্যই শাস্তি ভোগ করিবে।

১৬—১৭। এই দুইটি আয়তে আল্লাহতা'লা বলিয়া দিতেছেন যে, যাহারা আল্লাহ-রসুলের আদেশ ও নির্দ্দেশের অন্যথা করিয়া মৃত্যুমুখে পতিত অথবা নিহত হইবার ভয়ে সমরক্ষেত্র হইতে পলায়ন করে, তাহারা সেই পলায়নের দ্বারা কোনই সুফল লাভ করিতে পারিবে না। কারণ মৃত্যুর দূত যথাসময়ে অবশ্যই তাহাদের প্রাণ হরণ করিবে এবং তাহার নির্ম্মম হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইবার কোনই উপায় নাই।

১৮—১৯। এই দুইটি আয়তে আল্লাহতা'লা কপট-বিশ্বাসীদিগের অন্যান্য স্বভাবসমূহ বর্ণনা করিয়াছেন। আল্লাহতা'লা বলিতেছেন যে, যুদ্ধের নামে যে সকল কপট-বিশ্বাসী প্রাণের ভয়ে ভীত হইয়া পড়িয়াছিল এবং যে সকল কাপুরুষ নিজেদের আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধু-বান্ধবদিগকে পর্য্যন্ত যুদ্ধে যাইতে নিষেধ করিয়াছিল, তাহাদিগকে আমি উত্তম রূপেই অবগত আছি। ঐ কপট-বিশ্বাসী কাপুরুষরা তোমাকেই এই যুদ্ধ-বিগ্রহ ও দুঃখ-কষ্টের মূলীভূত কারণ মনে করিয়া তোমার প্রতি বিরক্তিপূর্ণ ও ভীতি-বিহ্বল সম্প্রসারিত দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেছে—যেন তাহাদের চক্ষুসমূহ আসন্ন মরণের মূর্চ্ছা দ্বারা আক্রান্ত ও বিঘূর্ণিত

اللّٰهُ الْمُعَوِّقِيْنَ مِنْكُمْ وَالْقَآئِلِيْنَ
لِاِخْوَانِهِمْ هَلُمَّ اِلَيْنَا ج وَلَا يَأْتُوْنَ
الْبَأْسَ اِلَّا قَلِيْلًا ۙ ১৯ - اَشِحَّةً
عَلَيْكُمْ ج فَاِذَا جَآءَ الْخَوْفُ
رَاَيْتَهُمْ يَنْظُرُوْنَ اِلَيْكَ تَدُوْرُ
اَعْيُنُهُمْ كَالَّذِيْ يُغْشٰى عَلَيْهِ مِنَ
الْمَوْتِ ج فَاِذَا ذَهَبَ الْخَوْفُ
سَلَقُوْكُمْ بِاَلْسِنَةٍ حِدَادٍ اَشِحَّةً عَلَى
الْخَيْرِ ط اُولٰٓئِكَ لَمْ يُؤْمِنُوْا
فَاَحْبَطَ اللّٰهُ اَعْمَالَهُمْ ط وَكَانَ ذٰلِكَ
عَلَى اللّٰهِ يَسِيْرًا ۝ ২০ - يَحْسَبُوْنَ
الْاَحْزَابَ لَمْ يَذْهَبُوْا ج وَاِنْ يَّأْتِ
الْاَحْزَابُ يَوَدُّوْا لَوْ اَنَّهُمْ بَادُوْنَ
فِى الْاَعْرَابِ يَسْاَلُوْنَ عَنْ اَنْۢبَآئِكُمْ ط
وَلَوْ كَانُوْا فِيْكُمْ مَّا قٰتَلُوْٓا اِلَّا قَلِيْلًا ۙ

তোমাদের অন্তর্গত প্রতিরোধকারীদিগকে এবং যাহারা স্বীয় ভাই-বন্ধুদিগকে আমাদের সহিত এস বলে তাহাদিগকে পরিজ্ঞাত আছেন; এবং তাহারা অত্যল্প ব্যতীত যুদ্ধে আগমন করে নাই।
১৯। তোমাদের প্রতি কৃপণতা করিয়া; অনন্তর যখন আতঙ্ক উপস্থিত হইবে, তখন তুমি দেখিবে যে, তাহারা তোমারই দিকে নিরীক্ষণ করিতেছে—তাহাদের চক্ষু-সমূহ মরণের মূর্চ্ছা দ্বারা আচ্ছন্ন ব্যক্তির ন্যায় বিঘূর্ণিত হইতেছে; কিন্তু যখন ভীতি অপসারিত হয়, তখন তাহারা কল্যাণের প্রতি কৃপণতা করিয়া তীক্ষ্ণ রসনা দ্বারা তোমাদিগকে কটুবাক্য বলিবে; উহারাই বিশ্বাস স্থাপন করে না, তজ্জন্য আল্লাহ তাহাদের কৃতকর্ম্ম-সমূহ ব্যর্থ করিয়া দিয়াছেন; এবং ইহা আল্লার জন্য সহজসাধ্য।
২০। তাহারা অনুমান করিতেছে যে, শত্রুদল-সমূহ চলিয়া যায় নাই এবং যদি শত্রুদল-সমূহ পুনরাগমন করে, তবে তাহারা আগ্রহ করিবে যে, যদি তাহারা মরুভূমিতে অসভ্যদিগের মধ্যে থাকিত, তোমাদের সংবাদসমূহ জিজ্ঞাসা করিয়া জানিত; এবং তোমাদের মধ্যে থাকিয়া অত্যল্প ব্যতীত যুদ্ধ করিত না।

হইতেছে। কিন্তু হে রসুল; যখন আমার অনুগ্রহে তোমাদের এই আপদ-বিপদ ও যুদ্ধ-বিগ্রহ দূরীভূত হইয়া যাইবে, তখন ঐ কপট-বিশ্বাসীরাই অগ্রগামী হইয়া যুদ্ধলব্ধ কল্যাণ অর্থাৎ জয়গৌরব ও লুণ্ঠিত ধন-সম্পদের অংশ লাভের জন্য নিজেদের অসংযত রসনা দ্বারা কটুবাক্য বলিয়া তোমাদের সহিত কলহ করিতে প্রবৃত্ত হইবে। তাই আল্লাহতা'লা ইহ-পরলোকে ঐ সকল কপট বিশ্বাসী কাপুরুষদের সমস্ত কৃতকর্ম্মই ব্যর্থ করিয়া দিয়াছেন।

২০। এই আয়তে কপট-বিশ্বাসীদের কাপুরুষতা সম্বন্ধে আরও কয়েকটি বিষয় বর্ণিত হইয়াছে। আল্লাহতা'লার অলৌকিক সাহায্যে মদিনা আক্রমণকারী শত্রু-দলসমূহ ছত্রভঙ্গ হইয়া পলায়ন করিলেও কপট-বিশ্বাসীরা প্রথমতঃ তাহা বিশ্বাস করে নাই। তাই আল্লাহতা'লা বলিতেছেন যে, শত্রু-দলসমূহ যদি সত্য-সত্যই পুনরাক্রমণ করে, তবে উহারা প্রাণের ভয়ে নিশ্চয়ই মরু-প্রান্তরে পলাইয়া যাইবে এবং সেখান হইতে অপরের নিকট জিজ্ঞাসা করিয়া যুদ্ধের ফলাফল জানিতে চেষ্টা করিবে। কপট-বিশ্বাসীদের কাপুরুষতা ও প্রকৃতিগত এইরূপই হইয়া থাকে।

৩য় রুকু—শত্রুবাহিনীর পলায়ন ও ইহুদিগণের শাস্তি

২১। নিশ্চয়ই তোমাদের জন্য
আল্লার রসুলই উত্তম আদর্শ—যে আল্লাহ
এবং পরকালের আকাঙ্ক্ষা করে এবং
আল্লাহকে অধিকতর স্মরণ করিয়া থাকে।
২২। এবং যখন বিশ্বাসীরা শত্রুদল সমূহকে
প্রত্যক্ষ করিয়াছিল, তখন তাহারা বলিয়া-
ছিল—ইহাই ত আল্লাহ এবং তদীয় রসুল
অঙ্গীকার করিয়াছিলেন এবং আল্লাহ ও

٢١- لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللّٰهِ
أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَنْ كَانَ يَرْجُوا اللّٰهَ
وَالْيَوْمَ الْاٰخِرَ وَذَكَرَ اللّٰهَ كَثِيْرًا ۚ
٢٢- وَلَمَّا رَاَ الْمُؤْمِنُوْنَ الْاَحْزَابَ ۙ
قَالُوْا هٰذَا مَا وَعَدَنَا اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ

২১। **উস্‌ওয়াতুন্‌-হাসানা**—উত্তম আদর্শ, উৎকৃষ্টতর নীতি, নিষ্কলঙ্ক-চরিত্র অথবা শ্রেষ্ঠতম নেতা। এই আয়তে আল্লাহতা'লা হজরত রসুলোল্লার (সঃ) আদর্শ জীবন, অনাবিল স্বভাব-চরিত্র ও অনুপম রীতি-নীতি সম্বন্ধে অতি উচ্চ প্রশংসা করিয়াছেন। আল্লাহতা'লা বলিতেছেন যে, যাহারা বিশ্বাসী ও সৎকর্ম্মশীল এবং যাহারা নিয়মিতভাবে প্রার্থনা করে ও আল্লাহতা'লাকে যথাসাধ্য স্মরণ করিয়া থাকে, তাহাদের জন্য আল্লার রসুলই সর্ব্বাপেক্ষা উত্তম আদর্শ। তিনি লোকের জন্য শুধু ধর্ম্ম-প্রচারক, সমাজ-সংস্কারক অথবা অত্যুৎকৃষ্ট উপদেশ বিতরণকারী ছিলেন না; বরং তাঁহার প্রচলিত ধর্ম্মনীতি, সদাচার ও সদুপদেশ তিনি স্বীয় জীবনে এমন পূর্ণভাবে কার্য্যকরী করিয়া দেখাইয়াছেন যে, ঐ সকল বিষয়ে তিনিই মোস্‌লেম জগতের শ্রেষ্ঠতম আদর্শরূপে পরিণত হইয়া রহিয়াছেন; আজ পর্য্যন্ত কেহই কোন বিষয়ে তাঁহাকে অতিক্রম করিয়া যাইতে পারে নাই। তিনি এরূপ অসাধারণ সত্যানুরাগী ও বিশ্বস্ত মহাপুরুষ ছিলেন যে, আরবের অবিশ্বাসী শত্রুরাও তাহার সত্যপরায়ণতা ও বিশ্বস্ততার বিমুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে "আল্‌-আমিন" অর্থাৎ মহা-সত্যপরায়ণ ও মহা-বিশ্বাসভাজন—এই গৌরব-বিমণ্ডিত উপাধিতে বিভূষিত করিয়াছিল। তিনি ধর্ম্ম-প্রচারক, সমাজ-সংস্কারক, ও সদুপদেষ্টা হিসাবে যেরূপ আদর্শ পুরুষ ছিলেন, সেইরূপ গৃহে গৃহী, সংসারে সংসারী, সমাজে সমাজ-হিতৈষী সংস্কারক, বিচার-ক্ষেত্রে সূক্ষ্মদর্শী বিচারক এবং সমরক্ষেত্রে সমরকুশল সুদক্ষ সেনাপতি হিসাবেও তিনি সকলের আদর্শস্থানীয় ছিলেন। তিনি পত্নিগণের নিকট প্রেমময় প্রিয়তম স্বামী এবং সন্তান-সন্ততিগণের নিকট স্নেহময় পিতৃ-রূপে তাদাদের দেহ-মন যেরূপভাবে অধিকার করিয়াছেন এধং তিনি স্বীয় বিশ্বাসী ভক্তগণের নিকট পরম হিতৈষী বন্ধু ও স্নেহশীল অভিভাবক স্বরূপ যেরূপভাবে তাঁহাদের চিত্ত জয় করিয়াছিলেন, মানব জাতির ইতিহাসে সেইরূপ উন্নত জীবন ও উত্তম আদর্শ একান্তই বিরল। দেশের সম্রাট ও শাসন এবং জাতির নেতা ও পরিচালক হিসাবেও তাঁহার আসন অতি উচ্চস্তরে অবস্থিত ছিল। অথচ এইরূপ পরস্পর-বিরোধী বিভিন্নরূপ অবস্থার মধ্যে তিনি সুবোধ শিশুর ন্যায় সরল ও অনাসক্ত ত্যাগীর ন্যায় অনাড়ম্বর জীবনের যে অনাবিল আদর্শ দেখাইয়াছেন এবং সমগ্র জগদ্বাসীর জন্য জীবনের প্রতিক্ষেত্রে পরিপূর্ণতার যে নিষ্কলঙ্ক-সুন্দর, শুভ্র-সমুজ্জ্বল ও সমুন্নতপূর্ণ-আদর্শ রাখিয়া গিয়াছেন, জগতের ইতিহাসে তাঁহার কোনই তুলনা নাই। এইজন্যই সর্ব্বশক্তিমান ও সর্ব্বজ্ঞ আল্লাহতা'লা তাঁহাকে বিশ্বাসী মুসলমান তথা সমগ্র জগদ্বাসীর জন্য "উস্‌ওয়াতুন্‌-হাসানা" অর্থাৎ সর্ব্বোত্তম আদর্শ বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন।

২২। অবিশ্বাসী অরাতি-কুলের এই সম্মিলিত আক্রমণের বহু পূর্ব্বেই আল্লাহতা'লা অঙ্গীকার করিয়াছিলেন যে, শত্রু-দলসমূহের সম্মিলিত ও শক্তিশালী সৈন্যদল আক্রমণ করিলে আল্লাহতা'লা ধৈর্য্যশীল মুসলমানদিগকে ফেরেশ্‌তা-বাহিনী দ্বারা সাহায্য করিবেন এবং তাহার ফলে সম্মিলিত শত্রুদল ছত্রভঙ্গ হইয়া পলায়ন করিবে।"—কোঃ ৩—১২৫ ও ৩৮—১১ দ্রষ্টব্য।

وَصَدَقَ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ وَمَا زَادَهُمْ
اِلَّآ اِيْمَانًا وَّتَسْلِيْمًا ۞ ٢٣- مِنَ
الْمُؤْمِنِيْنَ رِجَالٌ صَدَقُوْا مَا
عَاهَدُوا اللّٰهَ عَلَيْهِ ۚ فَمِنْهُمْ مَّنْ
قَضٰى نَحْبَهٗ وَمِنْهُمْ مَّنْ يَّنْتَظِرُ ۖ
وَمَا بَدَّلُوْا تَبْدِيْلًا ۞ ٢٤- لِّيَجْزِيَ
اللّٰهُ الصّٰدِقِيْنَ بِصِدْقِهِمْ وَيُعَذِّبَ
الْمُنٰفِقِيْنَ اِنْ شَآءَ اَوْ يَتُوْبَ عَلَيْهِمْ ط
اِنَّ اللّٰهَ كَانَ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ۞
٢٥- وَرَدَّ اللّٰهُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِغَيْظِهِمْ
لَمْ يَنَالُوْا خَيْرًا ط وَكَفَى اللّٰهُ
الْمُؤْمِنِيْنَ الْقِتَالَ ط وَكَانَ اللّٰهُ قَوِيًّا
عَزِيْزًا ۞ ٢٦- وَاَنْزَلَ الَّذِيْنَ ظَاهَرُوْ

তদীয় রসুল সত্যই বলিয়াছিলেন; এবং ইহাতে তাহাদের বিশ্বাস ও আনুগত্য বৃদ্ধি ব্যতীত হয় নাই। ২৩। বিশ্বাসিগণের মধ্যে এমন লোক আছে যে, আল্লার সহিত প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়া তাহা সত্যে পরিণত করিয়াছিল; অতঃপর তাহাদের মধ্যে এমন আছে যে, যাহারা কর্ত্তব্য সম্পন্ন করিয়াছিল এবং তাহাদের মধ্যে এমনও আছে যে, প্রতীক্ষা করিতেছে এবং তাহারা উহার কোনরূপ পরিবর্ত্তনে পরিবর্ত্তন করে নাই; ২৪। যেন আল্লাহ সত্যপরায়ণদিগকে তাহাদের সত্যতার প্রতিদান প্রদান করেন এবং তিনি কপট-বিশ্বাসীদিগকে শাস্তি প্রদান করিবেন—যদি তিনি ইচ্ছা করেন, অথবা তাহাদের প্রতি ক্ষমাদান করিবেন; নিশ্চয় আল্ল'হ ক্ষমাশীল করুণাময়। ২৫। এবং আল্লাহ অবিশ্বাসকারীদিগকে তাহাদের ক্রোধসহ ফিরাইয়া দিবেন, তাহারা কোনই সুফল পাইবে না; এবং আল্লা-ই বিশ্বাসীদিগের সংগ্রাম সম্বন্ধে যথেষ্ট; এবং আল্লাহ শক্তিশালী পরাক্রান্ত। ২৬। এবং গ্রন্থানুগামী-দিগের মধ্যে যাহারা তাহাদিগকে সাহায্য

২৩। যে সকল বিশ্বাসী মুসলমান আল্লাহ ও তদীয় রসুলের জন্য ধন-প্রাণ উৎসর্গ করিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়াছিলেন, এই আয়তে তাহাদের বিষয় বিবৃত হইয়াছে। আল্লাহতা'লা বলিতেছেন যে, উহাদের মধ্যে কতকাংশ 'জেহাদ' বা ধর্ম্ম-যুদ্ধে শহিদ হইয়া স্বীয় প্রতিজ্ঞা পালন ও কর্ত্তব্য সম্পাদন করিয়াছেন এবং কতকাংশ ঐ উদ্দেশ্যে স্বীয় ধন-প্রাণ উৎসর্গ করিয়া দিবার জন্য এখনও সাগ্রহে প্রতীক্ষা করিতেছে। তাহারা নিজেদের উদ্দেশ্য বা মতামত একটুও পরিবর্ত্তন করে নাই।

২৪। আল্লাহতা'লা আরও বলিতেছেন যে, এই সত্যপরায়ণ শহিদ ও বিজয়ী গাজীদিগকে আমি অবশ্যই তাহাদের সত্যতা ও আত্মোৎসর্গের উপযুক্ত প্রতিদান প্রদান করিব এবং কপট-বিশ্বাসীরা তাহাদের কপটতার জন্য অবশ্যই শাস্তি ভোগ করিবে।

২৫। মদিনা আক্রমণকারী বিশ্বাসী শত্রুসৈন্যদল মুসলমানদিগের ধ্বংস অথবা অনিষ্ট সাধনে সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ-মনোরথ হইয়া যেরূপ ক্রোধ ও বিরক্তির সহিত ফিরিয়া গিয়াছিল, তাহা উল্লেখ করিয়া আল্লাহতা'লা বলিতেছেন যে, অবিশ্বাসীদের সহিত যুদ্ধে আমার সাহায্যই মুসলমান-দিগের জন্য যথেষ্ট। শত্রুদিগের শক্তি, সংখ্যা ও পরাক্রম দর্শনে তাহাদের ভীত অথবা বিচলিত হইবার কোনই কারণ নাই।

২৬—২৭। এই দুইটি আয়তে বনি-কোরায়জা সম্প্রদায়ের বিশ্বাসঘাতক ইহুদীদিগের শাস্তির বিষয় বর্ণিত হইয়াছে। এই ইহুদীরা হজরত রসুলোল্লাহ ও মুসলমানদিগের সহিত সন্ধি-বন্ধনে

করিতেছিল, তিনি তাহাদিগকে তাহাদের
দুর্গ-সমূহ হইতে অবতরণ করাইয়া দিয়া-
ছিলেন এবং তাহাদের অন্তরসমূহে এরূপ
আতঙ্ক নিক্ষেপ করিয়াছিলেন যে, তোমরা
তাহাদের এক দলকে হত্যা করিয়াছিলে
এবং অন্য দলকে বন্দী করিয়াছিলে।
২৭। এবং তিনি তোমাদিগকে তাহাদের
ভূমি, তাহাদের বাসগৃহ সমূহ ও তাহাদের

هُمْ مِّنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ مِنْ صَيَاصِيْهِمْ
وَقَذَفَ فِيْ قُلُوْبِهِمُ الرُّعْبَ فَرِيْقًا
تَقْتُلُوْنَ وَتَأْسِرُوْنَ فَرِيْقًا ۝
٢٧- وَاَوْرَثَكُمْ اَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ

আবদ্ধ ছিল। সুতরাং শত্রুসৈন্যদলের আক্রমণে তাহাদের পক্ষে মুসলমানদিগের সহিত যোগদান করিয়া মদিনা আক্রমণকারী শত্রুদিগের আক্রমণ প্রতিরোধ করাই কর্ত্তব্য ছিল। কিন্তু তৎপরিবর্ত্তে তাঁহারা শত্রুদলের সহিত যোগদান করিয়া মুসলমানদিগকে আরও অধিকতর বিপন্ন করিয়া তুলিয়াছিল। সুতরাং ভবিষ্যতে মুসলমানদিগের নিরাপদতার জন্য এরূপ বিশ্বাস-ঘাতক গৃহশত্রুদিগকে সমুচিত শাস্তি প্রদান করা হজরত রসুলোল্লাহ্ একান্ত কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করিলেন এবং পরিখা যুদ্ধের অবসানে শত্রুদল পলায়ন করিবার পরেই তিনি ইহুদীদিগকে শাস্তি দিবার জন্য উদ্যোগী হইলেন। ইহুদীরা মুসলমানদিগের ভয়ে তাহাদের দুর্গে যাইয়া আশ্রয় গ্রহণ করিল এবং সঙ্গে সঙ্গে মুসলমানেরাও উক্ত দুর্গ অবরোধ করিলেন। এইরূপ ভাবে ১৫ দিন অবরোধের পর ইহুদীরা একবার দুর্গ হইতে বহির্গত হইয়া মুসলমানদিগের সহিত শক্তি-পরীক্ষায় প্রবৃত্ত হইয়াছিল। কিন্তু মুসলমানদিগের বীর বিক্রমে অল্পক্ষণের মধ্যেই ইহুদীদের বহু লোক সমরশায়ী হইল এবং তাহারা সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হইয়া পুনরায় দুর্গে গিয়া আশ্রয় গ্রহণ করিল। অনন্তর আরও ১০ দিন অতিবাহিত হইবার পর ইহুদীরা হজরত রসুলোল্লার নিকট প্রস্তাব করিয়া পাঠাইল যে, সাদ-বিন মুয়াজের বিচারানুসারে শাস্তি গ্রহণের শর্ত্তে তাহারা মুসলমানদিগের নিকট আত্মসমর্পণ করিতে প্রস্তুত আছে। হজরত রসুলোল্লাহ্ উক্ত শর্ত্ত মঞ্জুর করিলে অবরোধকারী মুসলমানেরা ইহুদীদিগের সমস্ত পুরুষ, রমণী ও বালক-বালিকাদিগকে বন্দী করিয়া লইলেন। তাহাদের ধন-সম্পদ ও ভূ-সম্পত্তি সমস্তই মুসলমানদিগের করতলগত হইল। অনন্তর ইহুদীদিগের বিচার আরম্ভ হইল। তাহারা আশা করিয়াছিল যে, হজরত রসুলোল্লাহ্ অপেক্ষা সাদ-বিন মুয়াজই সহানুভূতির সহিত তাহাদের বিচার করিবেন, কিন্তু ফল সম্পূর্ণ বিপরীত হইল। ইহুদীদিগের অসদাচরণ ও বিশ্বাস-ঘাতকতায় ধীর বুদ্ধি সাদও এরূপ বিরক্ত হইয়াছিলেন যে তিনি তাহাদিগকে সন্ধিভঙ্গ, দেশদ্রোহিতা ও বিশ্বাস-ঘাতকতার অপরাধে অভিযুক্ত করিয়া তজ্জন্য চরম শাস্তি প্রদান করিলেন। তাঁহার বিচারে ইহুদীদের যুদ্ধক্ষম পুরুষ মাত্রই অর্থাৎ প্রায় তিন শত প্রাপ্ত-বয়স্ক লোক মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হইল; তাহাদের স্ত্রীলোক ও বালক-বালিকাবৃন্দ দাসত্ব বন্ধনে আবদ্ধ হইল এবং তাহাদের ভূ-সম্পত্তি, গৃহ-অট্টালিকা ও ধন-সম্পদ সমস্তই মুসলমানদিগের অধিকারভুক্ত করিয়া দেওয়া হইল। সুতরাং সাদের এই চরম বিচার-ব্যবস্থার ফলে অভিশপ্ত ইহুদী জাতির পাপের পূর্ণ প্রায়শ্চিত্ত সাধিত হইল; পুণ্যভূমি মদিনা হইতে স্বদেশ-দ্রোহিতা ও বিশ্বাস-ঘাতকতার মূল পর্য্যন্ত উন্মূলিত হইয়া গেল।

কোন কোন অমুসলমান লেখক ইহুদীদিগের অপরাধ স্বীকার করিয়াও হজরত রসুলোল্লার এই বিচার অতি নির্ম্মম ও কঠোর হইয়াছিল বলিয়া মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু ইহা তাহাদের বুঝিবার ভুল অথবা সত্য-অস্বীকার করা ব্যতীত আর কিছুই নহে। কারণ ঐ বিচারের উপর হজরত রসুলোল্লার কোনই হাত ছিল না। ইহুদীরা ইচ্ছা করিয়াই সাদকে নিজেদের বিচারক রূপে প্রার্থনা করিয়াছিল এবং হজরত রসুলোল্লাহ্ তাহাদের সেই প্রার্থনাই পূর্ণ করিয়াছিলেন। ইহুদীরা যদি সাদের পরিবর্ত্তে হজরত রসুলোল্লার সুবিচারের উপর নির্ভর করিত তবে সম্ভবতঃ তাহারা বনি-নজির ও বনি-কায়নুকা বংশীয় ইহুদীদিগের ন্যায় গুরু-অপরাধে অপেক্ষাকৃত লঘু-দণ্ড ভোগ করিয়াই পরিত্রাণ পাইত। কারণ করুণ হৃদয় হজরত রসুলোল্লাহ্ অনুরূপ অপরাধে তাহাদিগকে শুধু দেশ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিয়াছিলেন। অতএব এই বিচার প্রসঙ্গে মহামতি সাদের প্রতিও কোনরূপ পক্ষপাতিতা বা নির্ম্মমতার আরোপ

وَأَمْوَالَهُمْ وَأَرْضًا لَّمْ تَطَـُٔوهَا ۚ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا ٥

ধন-সম্পত্তির উত্তরাধিকারী করিয়াছিলেন, এবং সে ভূমিতে তোমরা কখনও পদার্পণ কর নাই; এবং আল্লাহ সর্ব্ব-বিষয়োপরি শক্তিমান।

৪র্থ রুকু—হজরত রসুলোল্লার পারিবারিক জীবনের আদর্শ

২৮- يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَٰجِكَ إِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ ٱلْحَيَوٰةَ ٱلدُّنْيَا

২৮। হে নবী, তুমি তোমার সহধর্ম্মিণীদিগকে বল যে, যদি তোমরা এই পার্থিব জীবন ও উহার সুখ-সৌন্দর্য্য

করা যাইতে পারে না। কারণ ঐরূপ গুরুতর অপরাধে অপরাধীদিগকে সকল সময়ে শুধু দেশ হইতে বহির্গত করিয়া দেওয়া যে নিরাপদ নহে, বনি-নজীর বংশীয় ইহুদীদিগের আচরণ দ্বারা তাহা ইতিপূর্ব্বেই প্রতিপন্ন হইয়া গিয়াছিল। বিশেষতঃ যুদ্ধকালে সন্ধিভঙ্গ বিশ্বাস-ঘাতকতা ও দেশ-দ্রোহিতার অপরাধে বর্ত্তমান যুগেও অধিকাংশ ক্ষেত্রে ঐরূপ চরম শাস্তির ব্যবস্থা করা হইয়া থাকে।

২৮। এই পবিত্র আয়তে আল্লাহতা'লা হজরত রসুলোল্লাকে (সঃ) সম্বোধন করিয়া তাঁহার পবিত্রা সহধর্ম্মিণীগণকে পার্থিব সুখ-সম্ভোগ ও ভোগ-বিলাসে আসক্ত না হইবার জন্য বিশেষভাবে সতর্ক করিয়া দিয়াছেন। যখন এই আয়ত অবতীর্ণ হয়, তখন মুসলমানদিগের অবস্থা উত্তরোত্তর অতি দ্রুতগতি উন্নতির দিকে ধাবিত হইতেছিল। বদর যুদ্ধের বিজয়-গরিমা এবং পরিখা যুদ্ধের পূর্ব্বে ও পরে সম্পদশালী বনি-নজীর ও বনি-কোরায়জা সম্প্রদায়-ভুক্ত ইহুদীদিগের ভু-সম্পত্তি ও ধন-সম্পদ লাভ করিয়া বিশ্বাসী মুসলমানদিগের সাংসারিক অবস্থা বিশেষ-রূপ স্বচ্ছল হইয়াছিল। তদুপরি বিভিন্ন যুদ্ধে বিজয়-লব্ধ ধন-সম্পদ ও ব্যবসা-বাণিজ্যের কল্যাণে তাহাদের পার্থিব-জীবনের সুখ-সম্পদ ও স্বচ্ছলতা ক্রমেই বর্দ্ধিত হইতেছিল এবং তাঁহাদের পক্ষে ইহা নিষিদ্ধও ছিল না। সুতরাং মুসলমানের জাতীয় উন্নতির এই সুপ্রভাতে অন্যান্য মুসলমান মহিলাগণ যে সকল সুখ-সম্পদ ও স্বচ্ছলতা উপভোগ করিতেছিলেন, মোসলেম মণ্ডলীর মহামান্য ধর্ম্মনেতা হজরত রসুলোল্লার সহধর্ম্মিণীগণের অন্তরেও সেইরূপ সুখ-সম্পদ ও স্বচ্ছলতা উপভোগের বাসনা বলবতী হইয়াছিল। জাতির অবস্থার পরিবর্ত্তনে অন্যান্য মোসলেম মহিলাগণের ন্যায় তাঁহাদের অন্তরে এইরূপ পার্থিব সুখ-সম্পদ ও আয়েশ-আরাম উপভোগের ইচ্ছা বলবতী হওয়া আদৌ অস্বাভাবিক নহে। এজন্য তাঁহাদের প্রতি অথবা তাঁহাদিগকে ঐরূপ সুখ-সম্পদ উপভোগের অনুমতি প্রদান করিলে তজ্জন্য হজরত রসুলোল্লার প্রতি কোনই দোষারোপ করা যাইতে পারে না। কারণ বৈধভাবে উপার্জ্জিত ধন-সম্পদ ও সুখ-স্বচ্ছলতা উপভোগ করা মুসলমান নর নারীগণের জন্য আদৌ অবৈধ বা নিষিদ্ধ নহে। বিশেষতঃ এ সময়ে হজরত রসুলোল্লার কোনই অভাব-অনাটন ছিল না। আল্লাহতা'লার নির্দ্দেশ অনুসারে তাঁহার নিজস্ব 'গনিমতের' মাল এবং তদীয় মুখের কথায় সহস্র সহস্র বিশ্বাসী মুসলমানের ধন-প্রাণ তাঁহার চরণতলে লুণ্ঠিত হইত। সুতরাং তিনি অন্যান্য বিশ্বাসী মুসলমান মহিলাদিগের ন্যায় সহধর্ম্মিণীগণের বাসনা ও প্রার্থনা অনুসারে তাঁহাদের সুখ-সম্পদ ও স্বচ্ছলতার সুব্যবস্থা করিয়া দিলে তাহাতে কাহারও কোন আপত্তির কারণ থাকিত না এবং তজ্জন্য তাঁহাকে কেহ কোনরূপ দোষারোপও করিতে পারিত না। কিন্তু হজরত রসুলোল্লার জীবন ছিল সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ধরনের। যাঁহাকে আল্লাহতা'লা সমস্ত বিশ্বাসী মুসলমান তথা সমগ্র জগদ্বাসীর জন্য অনাবিল পূর্ণ আদর্শের নিষ্কলঙ্ক প্রতিবিম্ব স্বরূপ সৃষ্টি করিয়াছেন, তিনি কি নিজের সরল অনাড়ম্বর জীবনের মহান্ আদর্শ ক্ষুণ্ণ করিয়া পত্নীগণের প্রার্থনা অনুসারে পার্থিব সুখ-সম্পদ ও ভোগ-বিলাসের প্রশ্রয় দিতে পারেন?—কখনই নহে। অসহায় যৌবনের যে সরল ও অনাড়ম্বর জীবনাদর্শ লইয়া তিনি ধর্ম্ম-প্রচার প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, পরিণত জীবনে লক্ষ লক্ষ লোকের মহামান্য ধর্ম্মনেতা এবং সমগ্র আরবের অপ্রতিদ্বন্দ্বী সম্রাট পদে অভিষিক্ত হইয়াও তাঁহার সেই পবিত্র আদর্শ একটুও ক্ষুন্ন বা মলিন হয় নাই। তাই আমরা দেখিতে পাই যে, প্রত্যহ প্রচুর 'গনিমতের' ধন-সম্পদ আসিয়া হজরত রসুলোল্লার চরণ-প্রান্তে পুঞ্জীভূত

কামনা কর, তবে এস—আমি তোমাদিগকে তোমাদের সুফল-স্বরূপ কিছু দান করিব এবং তোমাদিগকে উত্তম বিদায়ে বিদায় প্রদান করিব। ২৯। এবং যদি তোমরা আল্লাহ এবং তদীয় রসুল ও পারলৌকিক নিকেতন কামনা কর, তবে নিশ্চয় আল্লাহ

وَزِينَتَهَا فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ
وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا ○
٢٩- وَإِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ
وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ

হইতেছে এবং তিনি তাহা তন্মুহূর্ত্তেই দীন-দুঃখী ও অভাবগ্রস্ত ব্যক্তিদিগকে দুই হাতে বিতরণ পূর্ব্বক নিঃশেষ করিয়া দিতেছেন—অথচ তৈলাভাবে তাঁহার গৃহে প্রদীপ জলিতেছে না! তিনি যে শুধু নিজ জীবনের জন্যই এই মহান্ ত্যাগের আদর্শ বরণ করিয়া লইয়াছিলেন তাহা নহে—তাঁহার পবিত্র অন্তঃপুরে তদীয় পুণ্যশীলা সহধর্ম্মিণীগণের জন্যও তিনি ঐ আদর্শ নির্দ্ধারিত করিয়া দিয়াছিলেন। সুতরাং হজরত রসুলোল্লার পত্নীগণ মদিনার মোসলেম-সমাজের অবস্থার পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাদের অন্যান্য ভগনীগণের ন্যায় এবং তাঁহাদের পূর্ব্ব অবস্থার অনুরূপ যে সকল সুখ সৌন্দর্য্যের উপকরণ প্রার্থনা করিয়াছিলেন এবং প্রিয়তম স্বামীর নিকট প্রিয়তমা স্ত্রীর স্বাভাবিক অধিকারে তাঁহারা হজরত রসুলোল্লার নিকট উহার জন্য অনবরত যেরূপ আব্দার করিয়াছিলেন, তাঁহাদের সেই প্রার্থনা ও আব্দারের উত্তরে তিনি তাঁহাদিগকে স্পষ্টভাবেই জানাইয়া দিয়াছিলেন, যে যদি তোমরা আল্লাহ ও তাঁহার রসুলের সন্তুষ্টি সাধন করিতে চাও, তবে এই দীনতা ও সংযমের সহিতই তোমাদিগকে জীবন অতিবাহিত করিতে হইবে। আল্লার রসুলের গৃহে পার্থিব সুখ-সম্পদ ও ভোগ-বিলাসের আয়োজন করা চলিবে না। কিন্তু ইহাতে হজরত রসুলোল্লার পত্নীগণ সন্তুষ্ট না হওয়ায় একদা তিনি বিরক্ত হইয়া এক মাসের জন্য তাঁহাদের সংশ্রব সম্পূর্ণ রূপে বর্জ্জন করিয়াছিলেন। ইসলামী শরিয়তে এইরূপ সংশ্রব বর্জ্জন করাকে 'ইলা' বলে। উক্ত ইলার অবসানে হজরত রসুলোল্লার সুপবিত্রা সহধর্ম্মিণীগণকে সতর্ক করিয়া দিয়া এই আয়ত অবতীর্ণ হয়।

'মতা'—মূলধন, গৃহ-সরঞ্জাম, আসবাব-পত্র, সুফল-প্রাপ্তি অথবা উপকারের অবলম্বন। ইসলামের নির্দ্দেশ অনুসারে পরিত্যক্তা পত্নীকে অনুগ্রহ করিয়া যে ধন-সম্পদ, বস্ত্রালঙ্কার বা আসবাব-পত্র দেওয়া হয়, শরিয়তে তাহাকেই 'মতা' বলে। আল্লাহতা'লা আলোচ্য আয়ত অবতীর্ণ করিয়া হজরত রসুলোল্লাকে আদেশ করিয়াছিলেন—হে নবী, তুমি স্বীয় সহধর্ম্মিণীগণকে বলিয়া দাও যে, যদি তোমরা পার্থিব সুখ-সম্পদ ও ভোগ-বিলাস কামনা কর, তবে এস—আমি তোমাদিগকে তোমাদের উপকারের জন্য মূলধন-স্বরূপ কিছু দান করিয়া সদ্ভাবে ও শরিয়তের নির্দ্দেশ অনুসারে বিদায় করিয়া দিতেছি। তোমরা যেখানে ইচ্ছা সেখানে যাইয়া ঐগুলি অর্জ্জন ও উপভোগ করিতে চেষ্টা কর। কারণ আল্লার রসুলের গৃহে অবস্থান করিয়া তোমরা কখনই পার্থিব সুখ-সম্পদ বা ভোগ-বিলাসে লিপ্ত হইতে পারিবে না। ইহা আমার বা তোমাদের জন্য কখনই সঙ্গত ও শোভন নহে।

২৯। এই সঙ্গে হজরত রসুলোল্লার পবিত্রা পত্নীগণকে আরও বলিয়া দেওয়া হইল যে, যদি তোমরা পার্থিব সুখ-সম্পদ ও ভোগ-বিলাসের পরিবর্ত্তে আল্লাহ-রসুলের সন্তুষ্টি সাধন করিয়া পারলৌকিক শান্তি-ধাম ও সুখ-নিকেতন লাভ করিতে চাও, তবে আল্লাহ ও তাঁহার রসুলের সন্তুষ্টি কামনা করিয়া তাঁহাদের আদেশ উপদেশ মানিয়া চল। নিশ্চয় সর্ব্বশক্তিমান ও সর্ব্বদর্শী আল্লাহতা'লা তোমাদের অন্তর্গত সৎকর্ম্মশীলা ও সতী-সাধ্বী পুণ্যবতীগণের জন্য পরলোকে অতি মহান্ প্রতিদান প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছেন এবং সেই অনুপম স্বর্গীয় প্রতিদানের সহিত এই অকিঞ্চিৎকর পার্থিব সুখ-সম্পদ ভোগ-বিলাসের কোনই তুলনা হইতে পারে না।

উপরোক্ত আয়ত-দ্বয়কে 'আয়তে-তাখায়্যের' অর্থাৎ 'এখতেয়ার' বা অধিকার গ্রহণের অনুমতি বিষয়ক আয়ত বলে। কারণ এতদ্দ্বারা আল্লাহতা'লা হজরত রসুলোল্লার সহধর্ম্মিণীগণকে—তদীয় রসুলের নির্দ্দেশ অনুযায়ী তাঁহাকে গ্রহণ করিবার অথবা তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া অন্যত্র যাইবার পূর্ণ-স্বাধীনতা ও অধিকার প্রদান করিয়াছিলেন। কিন্তু উক্ত অধিকার বা স্বাধীনতা পাইয়া হজরত

أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَٰتِ مِنكُنَّ أَجْرًا
عَظِيمًا ۝ ٣٠ يَٰنِسَآءَ ٱلنَّبِىِّ
مَن يَأْتِ مِنكُنَّ بِفَٰحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ
يُضَٰعَفْ لَهَا ٱلْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ ۚ
وَكَانَ ذَٰلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرًا ۝

তোমাদের অন্তর্গত সতী-সাধ্বীগণের জন্য অতি মহান্ প্রতিদান প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছেন। ৩০। ও নবীর পত্নীগণ, তোমাদের মধ্যে যে প্রকাশ্য অশ্লীলতা করিবে, তবে তাহাকে দ্বিগুণতর শাস্তি প্রদান করা হইবে; এবং ইহা আল্লার পক্ষে অতি সহজসাধ্য।

রসুলোল্লার কোন পত্নীই তাঁহাকে পরিত্যাগ করেন নাই; বরং তাঁহারা সকলেই অনুতপ্ত হই আল্লাহতা'লার নির্দ্দেশ অনুসারে পার্থিব সুখ-সম্পদ ও ভোগ-বিলাসের বাসনা সম্পূর্ণ রূপে বিসর্জ্জন দি আল্লার রসুলকেই আন্তরিকতার সহিত গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং ইহার পরে তাঁহারা আর কখনও সম্বন্ধে হজরত রসুলোল্লার নিকট কোনরূপ অনুরোধ বা আব্দার করিয়া তাঁহার অসন্তুষ্টি বা বিরক্তি উৎপাদন করেন নাই।

উপরোক্ত ঘটনা সম্বন্ধে জননী আয়েশা কর্ত্তৃক হাদিস শরিফে বর্ণিত হইয়াছে যে,—"আলোচ্য আয়তদ্বয় অবতীর্ণ হইবার পর হজরত রসুলোল্লাহ সর্ব্বপ্রথম আমার নিকট উপস্থিত হই আমাকে উহার মর্ম্ম বুঝাইয়া বলিলেন এবং সেই সঙ্গে আমাকে ইহাও বলিয়া দিলেন যে, তুমি এ সম্বন্ধে সত্বরতা করিও না, বরং তোমার পিতা-মাতার সহিত পরামর্শ করিয়া স্বীয় কর্ত্তব্য স্থির করিও। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—কোন সম্বন্ধে? হজরত রসুলোল্লাহ উত্তর করিলেন—আল্লাহতা'লার নির্দ্দেশ ও তাঁহার প্রদত্ত অধিকার অনুযায়ী আমাকে পরিত্যাগ অথবা পরিগ্রহণ করা সম্বন্ধে। আমি তখনই উত্তর করিলাম—এসম্বন্ধে তাঁহাদের সহিত আর কি পরামর্শ করিব; আমি আল্লাহ ও আল্লার রসুলকে এবং পারলৌকিক নিকেতনই পরিগ্রহণ করিলাম। অনন্তর হজরত রসুলোল্লার সহ ধর্ম্মিণীগণের সকলেই ঐরূপ বলিলেন।"—সহি বোখারী, মোসলেম, আহমদ, নেসায়ী ও এঃ জঃ।

৩০। এই আয়তে আল্লাহতা'লা স্বয়ং হজরত রসুলোল্লার সহধর্ম্মিণীগণকে সম্বোধন করিয় বলিতেছেন যে,—হে আমার প্রিয়-নবীর পবিত্রা পত্নীগণ, তোমাদের জন্য—অন্যান্য সাধার রমণীদিগের উপযোগী পার্থিব জীবনের সুখ-সম্পদ ও ভোগ-বিলাসই শুধু নিষিদ্ধ করিয়া দেও হয় নাই; বরং তোমরা যদি কোনরূপ প্রকাশ্য অশ্লীলতা বা অনাচারে লিপ্ত হও, তবে তজ্জ তোমাদিগকে দ্বিগুণতর অর্থাৎ অতি কঠোর শাস্তি ভোগ করিতে হইবে এবং উহা আমার পক্ষে খুবই সহজ-সাধ্য। কারণ আমার প্রিয়তম রসুলের সহধর্ম্মিণী-রূপে অভিষিক্ত করিয়া তোমাদিগকে আমি যে অতুলনীয় গৌরব দান করিয়াছি, জগতের আর কোন রমণীকেই সেরূপ গৌরবের অধিকারিণী করি নাই এবং তোমাদের মহান্ স্বামীর শিক্ষা, সদাচার, আদর্শ ও সংসর্গে তোমাদের পক্ষে সুশিক্ষিতা, সদাচার-পরায়ণা, সুপবিত্রা ও পুণ্যবতী হইবার যে অতুলনীয় সুযোগ রহিয়াছে, জগতের আর কোন নারীরই তাহা নাই। সুতরাং তোমাদের দ্বারা কোনরূপ অশ্লীলতা বা অনাচার সংঘটি হইলে তদ্দ্বারা যে শুধু তোমাদের মহান্ স্বামীর নিষ্কলঙ্ক জীবনাদর্শ অথবা তাঁহার অনাবিল গৃহ-অন্তঃপুরের পবিত্রতাই ক্ষুণ্ণ হইবে তাহা নহে—আমার নিকটও উহা অতি গুরুতর অপরাধ বলিয়া পরিগণিত হইবে। অতএব তোমাদের পক্ষে কোন অবস্থাতেই পার্থিব জীবনের সুখ-সম্পদ বা ভোগ-বিলাসে আসক্ত অথবা কোনরূপ অশ্লীলতা বা অনাচারে লিপ্ত হওয়া উচিত নহে। বলা বাহুল্য, হজরত রসুলোল্লার পবিত্রা পত্নীগণের দ্বারা কখনও ঐরূপ কোন অশ্লীলতা বা অপকার্য্য অনুষ্ঠিত হয় নাই। শুধু তাহাদিগকে ভবিষ্যতের জন্য সতর্ক করিয়া দিয়া—যাহাতে তাঁহারা স্বীয় স্বামীর আদর্শে স্ব স্ব জীবন গঠন করিয়া তাঁহার সুযোগ্য সহধর্ম্মিণী হইতে প্যরেন, তাহার প্রেরণা প্রদান করিবার জন্যই আল্লাহতা'লা সদুপদেশ ও সতর্ক-বাণী স্বরূপ উক্ত আয়ত অবতীর্ণ করিয়াছিলেন।

২২শ পারা—অ-মঁাইয়ামন্নুত

৩১। এবং তোমাদের মধ্যে যে, আল্লাহ ও তদীয় রসুলের অনুগত হইবে ও সৎকার্য্য করিবে, আমি তাহাকে তাহার দ্বিগুণতর প্রতিদান প্রদান করিব এবং আমি তাহার জন্য সম্মানজনক উপ-জীবিকা প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছি।

৩২। ও নবীর পত্নীগণ, তোমরা অন্য কোন নারীর সদৃশ নও, যদি তোমরা সংযমী হও তবে বাক্যালাপে কোমলতা

٣١- وَمَنْ يَّقْنُتْ مِنْكُنَّ لِلّٰهِ
وَرَسُوْلِهٖ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُّؤْتِهَا
اَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ ۙ وَاَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا
كَرِيْمًا ۝ ٣٢- يٰنِسَآءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ
كَاَحَدٍ مِّنَ النِّسَآءِ اِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلَا

৩১। আল্লাহতা'লা পূর্ব্ববর্ত্তী আয়তে হজরত রসুলোল্লাহ (সাঃ) পবিত্র সহধর্ম্মিণীগণকে অশ্লীলতা ও অনাচার সম্বন্ধে দ্বিগুণতর শাস্তির ভয় প্রদর্শন পূর্ব্বক সতর্ক করিয়া দিয়া এই আয়তে তাঁহাদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন যে, তোমাদের মধ্যে যাহারা মহান্ আল্লাহতা'লা ও তদীয় প্রিয়তম রসুলের অনুগত হইয়া সংযমী, সদাচার-পরায়ণা, সৎকর্ম্মশীলা ও পুণ্যবতী হইবে, ইহ-পরলোকে আমি তাঁহাদিগকে দ্বিগুণতর প্রতিদান ও অতি অনুপম পুরস্কার প্রদান করিব এবং পরলোকে আমি তাঁহাদের জন্য অতি অনুপম সুখ-নিকেতন ও সম্মানজনক উপজীবিকা প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছি। আলোচ্য আয়ত ও পূর্ব্ববর্ত্তী আয়তের সারমর্ম্ম এই যে, আল্লাহতা'লা হজরত রসুলোল্লার পবিত্রা পত্নীগণকে সতর্ক করিয়া বলিয়া দিতেছেন যে, তিনি তাঁহাদিগকে সমগ্র জগতের নারী-জাতির মধ্যে যেরূপ উচ্চতম মর্য্যাদা প্রদান করিয়াছেন, সেই মর্য্যাদার অবমাননা করিয়া তাঁহারা যদি কোনরূপ অশ্লীলতা ও অনাচারে সংলিপ্ত অথবা পার্থিব ভোগ-বিলাসে আসক্ত হন, তবে তজ্জন্য তাঁহাদিগকে 'দ্বিগুণতর' অর্থাৎ অতি কঠোর শাস্তি ভোগ করিতে হইবে; শুধু রসুলের পত্নী বলিয়া তাঁহারা সেই শাস্তি হইতে কখনই পরিত্রাণ পাইবেন না। পক্ষান্তরে আল্লাহতা'লার অনুগ্রহে তাঁহারা পার্থিব জীবনে যেরূপ উচ্চতম পদ-মর্য্যাদার অধিকারিণী হইয়াছেন, সেই মর্য্যাদার সম্মান রক্ষা করিয়া পার্থিব ভোগ-বিলাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক আল্লাহ ও রসুলের অনুবর্ত্তী হইয়া তাঁহারা যদি ধর্ম্মপরায়ণা, সংযমশীলা, সদাচারিণী, সৎকর্ম্মশীলা ও পুণ্যবতী হন, তবে তদ্বিনিময়ে আল্লাহতা'লা পরকালে তাঁহাদিগকে 'দ্বিগুণতর' অর্থাৎ অতি উচ্চতম সম্মান ও অনুপম গৌরবের অধিকারিণী করিবেন এবং সেই অতুলনীয় সম্মান ও অনুপম স্বর্গীয় সুখ-সম্পদের সহিত অতি অকিঞ্চিৎকর পার্থিব ভোগ-বিলাসের কোনই তুলনা হইতে পারে না।—২১ পারায় শেষ আয়তের তফসীর দ্রষ্টব্য।

৩২। এই আয়তের প্রথমেই আল্লাহতা'লা হজরত রসুলোল্লার সুপবিত্রা সহধর্ম্মিণীগণকে পুনরায় স্মরণ করাইয়া দিতেছেন যে, তোমরা অন্যান্য নারীগণের অনুরূপ সাধারণ নারী নও। তোমরা আমার রসুলের সম্মানিতা সহধর্ম্মিণী; সুতরাং অন্যান্য সাধারণ নারীগণের অনুরূপ পার্থিব সুখ-সম্পদ বা ভোগ-বিলাসে আসক্ত হওয়া তোমাদের পক্ষে কখনই শোভনীয় অথবা সমীচীন হইতে পারে না। বরং তৎপরিবর্ত্তে আল্লাহ-রসুলের অনুগত হইয়া সংযমী, সদাচার-পরায়ণা ও পুণ্যবতী হইয়া ধর্ম্মাচরণ ও সৎকার্য্যে আত্মনিয়োগ করাই তোমাদের পক্ষে একান্ত কর্ত্তব্য।

নারী-জাতির বাক্যালাপ বিধি—আলোচ্য আয়তের শেষাংশ হইতে পরবর্ত্তী আয়তদ্বয়ের শেষ পর্য্যন্ত আল্লাহতা'লা হজরত রসুলোল্লার সহধর্ম্মিণীগণকে লক্ষ্য করিয়া সমগ্র

অবলম্বন করিও না—অন্যথা যাহার অন্তরে
ব্যাধি আছে সে আকাঙ্ক্ষা করিবে, এবং
তোমরা যথারীতি বাক্যালাপ করিও।
৩৩। এবং তোমরা তোমাদের গৃহ-
সমূহে অবস্থান কর এবং পূর্ব্ববর্ত্তী অজ্ঞ-
যুগের সৌন্দর্য্য-সন্দর্শনের ন্যায় সৌন্দর্য্য-

تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي
فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوفًا ۝
٣٣- وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا
تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى

নারী-জাতির জন্য কয়েকটি বিশিষ্ট আদেশ বর্ণনা করিয়াছেন। উহার প্রথম আদেশ—বাক্যালাপে পুরুষ-জাতির সহিত কোমলতা বর্জ্জন। পবিত্র কোরানের নির্দ্দেশ অনুযায়ী নারী-জাতির পক্ষে পুরুষ-জাতির সহিত মৃদু-আবশ্যকানুযায়ী কথা বলা নিষিদ্ধ নহে। কিন্তু স্বামী-পরিজন ব্যতীত অন্য পুরুষের সহিত মৃদু-মধুর ও কোমল-করুণ স্বরে অথবা হাস্য-পরিহাসের সহিত সুললিত ভঙ্গিমায় কথা বলা সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ। কারণ ঐরূপ বাক্যালাপে বাক্যালাপকারিণীর অন্তরে কুভাব ও কুচিন্তা থাকুক বা না থাকুক, তাহার বাক্য-ছটায় মুগ্ধ হইয়া যে সকল পুরুষের অন্তরে কুভাব, কুচিন্তা অথবা কলুষ-কামনার ব্যাধি বিদ্যমান আছে, তাহাদের চিত্ততৎপ্রতি আকৃষ্ট হইতে পারে। ইহা উভয়ের জন্যই অনিষ্টকর ও নিষিদ্ধ। অবশ্য একান্ত প্রয়োজনীয় স্থলে নারীগণ যে কোন পুরুষের সহিত সুগম্ভীর সরল ভাষায় স্বাভাবিক ও সুস্পষ্ট স্বরে কথা বলিতে পারেন—ইস্লাম শরীয়তে ইহা নিষিদ্ধ হয় নাই।—তঃ হক্কানী ও মঃ আঃ।

৩৩। **পর্দ্দা বা আবরণের আদেশ**—এই আয়তে নারী জাতির সম্মান ও পবিত্রতা সংরক্ষণের জন্য কয়েকটি বিশেষ বিবৃত হইয়াছে। উহার প্রথম বিধান—নারী-জাতির পক্ষে পর্দ্দা-পবিত্রতার সহিত স্ব স্ব গৃহে অবস্থান করা এবং অকারণে গৃহের বাহিরে না হওয়া; দ্বিতীয় বিধান—ইস্লামের পূর্ব্ববর্ত্তী অজ্ঞযুগের বেপর্দ্দা নারীদিগের অনুরূপ শারীরিক সৌন্দর্য্য প্রদর্শন হইতে বিরত থাকা; তৃতীয় বিধান—মানসিক পবিত্রতা সাধনের নিমিত্ত নিয়মিতভাবে নামাজ পাঠ ও জাকাত প্রদান করা এবং চতুর্থ বিধান—স্বীয় জীবনের ইহ-পারলৌকিক কল্যাণ সাধনের জন্য আল্লাহ-রসুলের আদেশ-নিষেধের সম্পূর্ণ অনুবর্ত্তী হইয়া সংযমশীলতার সহিত সদ্ভাবে ও সৎকার্য্যে জীবন অতিবাহিত করা।

সৌন্দর্য্য প্রদর্শনের নিষেধাজ্ঞা—"জাহেলিয়াতেল-উলা" অর্থাৎ ইস্লামের পূর্ব্ববর্ত্তী অজ্ঞযুগ-সমূহে নারী-জাতির পর্দ্দা-পবিত্রতা সম্বন্ধে বিশেষ কোন বিধি-নিষেধ বিদ্যমান ছিল না। বর্ত্তমান ইউরোপ আমেরিকার 'সুসভ্য' শ্বেতাঙ্গ জাতি এবং তাহাদের অন্ধ অনুসরণকারী আধুনিক অর্দ্ধ-সভ্য জাতি-সমূহের বেপর্দ্দা নারীদিগের ন্যায় তৎকালীন নারীগণ প্রয়োজন ও অপ্রয়োজনে যখন তখন গৃহের বাহির হইত এবং লোকদিগকে স্বীয় শারীরিক সৌন্দর্য্য প্রদর্শন করিয়া বেড়াইত। ইহার ফলে সমাজ যেরূপ বিষম বিশৃঙ্খলা দেখা এবং মানব জাতির নৈতিক আদর্শ ক্ষুণ্ণ এবং অসংযত নর-নারীদিগের অবাধ সম্মিলনের ফলে তাহাদের পবিত্রতা ও চরিত্র ভ্রষ্ট হইয়া সমাজের অন্তরালে যেরূপ অদম্য পাপ প্রবাহ বহিয়া যাইত, তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ আধুনিক 'সভ্য' জগতেও বিরল নহে। তাই আল্লাহতা'লা হজরত রসুলোল্লার সহধর্ম্মিণীগণকে লক্ষ্য করিয়া সমস্ত বিশ্বাসী নারী-জাতিকে আদেশ করিতেছেন যে, তোমরা পর্দ্দা-পবিত্রতার সহিত স্ব স্ব গৃহ-অন্তঃপুরে অবস্থান কর। পূর্ব্ববর্ত্তী অজ্ঞযুগের পর্দ্দাহীন নারীদিগের মত অকারণে গৃহের বাহির হইয়া লোকদিগকে সৌন্দর্য্য প্রদর্শন পূর্ব্বক স্বীয় দেহ-মনের অপবিত্রতা ও অকল্যাণ ডাকিয়া আনিও না।

পর্দ্দা-প্রথার প্রয়োজনীয়তা—উপরোক্ত আদেশ অনুসারে হজরত রসুলোল্লার পত্নীগণের পক্ষে পর্দ্দার সহিত গৃহে অবস্থান করা, বিনা প্রয়োজনে গৃহের বাহির না হওয়া এবং

প্রদর্শন করিও না, এবং নামাজ প্রতিষ্ঠিত কর ও জাকাত প্রদান কর এবং আল্লাহ ও তদীয় রসুলের অনুগত হও; হে গৃহবাসিগণ, আল্লাহ এতদ্ব্যতীত ইচ্ছা করেন না যে, তোমাদিগ হইতে অপবিত্রতা

وَأَقِمْنَ الصَّلٰوةَ وَاٰتِيْنَ الزَّكٰوةَ
وَأَطِعْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ ط اِنَّمَا
يُرِيْدُ اللّٰهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ

লোকদিগকে স্বীয় শারীরিক সৌন্দর্য্য প্রদর্শন না করা 'ফরজ' অর্থাৎ অপরিহার্য্য কর্ত্তব্য-রূপে পরিগণিত হইয়াছিল। বিশ্বাসী মুসলমান রমণীগণের পক্ষের উক্ত আদেশ অনুসারে পর্দ্দার সহিত গৃহে অবস্থান করা, অকারণে গৃহের বাহির না হওয়া এবং লোকদিগকে স্বীয় শারীরিক সৌন্দর্য্য প্রদর্শন না করা 'ওয়াজেব' অর্থাৎ অবশ্য কর্ত্তব্য। মতান্তরে উপরোক্ত আদেশ অনুসারে মুসলমান রমণীগণের পক্ষে পর্দ্দায় থাকা অর্থাৎ পর্দ্দার সহিত গৃহে অবস্থান করা, অকারণে অথবা বিনা প্রয়োজনে গৃহের বাহির না হওয়া এবং লোকদিগকে স্বীয় শারীরিক সৌন্দর্য্য প্রদর্শন না করা 'মোস্তাহাব' অর্থাৎ অতীব কল্যাণকর বিধি বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে। ফলতঃ নারী-জাতির পক্ষে পর-পুরুষকে স্বীয় শারীরিক সৌন্দর্য্য প্রদর্শন না করা এবং অপরের দৃষ্টি হইতে স্বীয় অঙ্গসৌষ্ঠব ও দৈহিক সৌন্দর্য্য সংগোপন করার নামই পর্দ্দা। যৌবনের বিকাশ হইতে বার্দ্ধক্যের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত সকল অবস্থাতেই এই পর্দ্দা পালন করা নারীগণের পক্ষে 'ফরজ' অর্থাৎ অপরিহার্য্য কর্ত্তব্য এবং ইহা এইরূপ সর্ব্ববাদীসম্মত মত। তবে হজ / ও ওমরা প্রভৃতি ধর্ম্মকার্য্য সম্পাদনে এবং জেহাদ ও জীবিকার অন্বেষণ প্রভৃতি অপরিহার্য্য প্রয়োজনে নারীগণ 'বোরকা' অথবা সুবৃহৎ চাদরে দেহ আবৃত করিয়া বহির্গমন করিতে পারেন—শরীয়তের বিধান অনুসারে ইহা নিষিদ্ধ নহে।—তঃ হকানী।

অতঃপর আল্লাহতা'লা নিয়মিতভাবে নামাজ পাঠ, জাকাত প্রদান ও আল্লাহ-রসুলের পূর্ণ আনুগত্য স্বীকারের আদেশ বিবৃত করিয়া হজরত রসুলোল্লার পবিত্রা পত্নীগণকে "আহলুল-বয়েত" অর্থাৎ গৃহকর্ত্রী বা গৃহবাসিনীগণ শব্দে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন যে, এতদ্দ্বারা আমি তোমাদের যাবতীয় অকল্যাণ ও অপবিত্রতা দূরীভূত করিয়া তোমাদিগকে আমার প্রিয়তম রসুলের পবিত্র গৃহ-অন্তঃপুরের উপযুক্ত গৃহিণী এবং তোমাদের অন্তর-বাহির পবিত্রতর-রূপে সুপবিত্র করিবার জন্যই উপরোক্ত বিধি-নিষেধ সমূহ বিবৃত করিয়াছি। আমার রসুল যেমন অনাড়ম্বর সরলতা ও অনাবিল চরিত্র-মাধুর্য্যে সমস্ত পুরুষ জাতির আদর্শ হইয়াছে, তাঁহার সুযোগ্য সহধর্ম্মিণী রূপে তোমরাও যাহাতে সরলতা, সংযম, সতীত্ব ও চরিত্র-মাধুর্য্যে সমস্ত নারী-জাতির আদর্শ হইতে পার, তাহাই আমার একান্ত ইচ্ছা। সেই উদ্দেশ্যেই তোমাদের জন্য এই সকল বিধি-নিষেধ ও সদুপদেশ বিবৃত করা হইল।

আহলুল-বয়েত—অর্থ গৃহের অধিবাসী, গৃহকর্ত্রী, গৃহিণী- অথবা ঘরের লোক। যদিও 'আহলুল—বয়েত' অর্থে স্ত্রী-পরিজন, পুত্র-কন্যা, পৌত্র-দৌহিত্র ও দাস-দাসী প্রভৃতি গৃহের সমস্ত অধিবাসীকেই বুঝা যায়, তথাপি আরব্য বাক্ধারা অনুসারে উক্ত শব্দ দ্বারা বিশেষভাবে গৃহকর্ত্রীকেই নির্দ্দেশ করা হইয়া থাকে। পবিত্র কোরানে এই স্থান ব্যতীত আরও দুই স্থানে, 'আহলুল-বয়েত' শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে এবং তদ্দ্বারা বিশেষভাবে যথাক্রমে হজরত এবরাহিমের পত্নী (১১—৩) এবং হজরত মুসার মাতা এমরান-পত্নীকেই (২৮—১২) নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। সুতরাং আলোচ্য আয়তে 'আহলুল-বয়েত' শব্দ দ্বারা বিশেষভাবে যে হজরত রসুলোল্লার সহধর্ম্মিণীগণকেই নির্দ্দেশ করা হইয়াছে, তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই। পূর্ব্বাপর আয়তের সামঞ্জস্য দ্বারাও এই সিদ্ধান্তই প্রমাণিত হয়। হজরত এবন-আব্বাস, আকরামা ও আতা প্রমুখ প্রসিদ্ধ সাহাবাগণের সকলেই এই মত সমর্থন করিয়াছেন। শুধু শিয়া সম্প্রদায় এই মতের প্রতিবাদ করিয়া বলিয়াছেন যে, 'আহলুল-বয়েত' অর্থ হজরত আলি, ফাতেমা, হাসান ও হোসায়েন। মতান্তরে 'আহলুল-বয়েত' অর্থ হজরত আলি আকিল, জাফর ও এবন-আব্বাসের বংশধরগণ। কারণ হজরত রসুলোল্লার স্ববংশীয় বংশধর-রূপে

اَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيْرًا ۚ
٣٤ وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلٰى فِيْ
بُيُوْتِكُنَّ مِنْ اٰيٰتِ اللّٰهِ وَالْحِكْمَةِ ط
اِنَّ اللّٰهَ كَانَ لَطِيْفًا خَبِيْرًا ۚ

দূরীভূত করিবেন এবং তোমাদিগকে পবিত্রতর রূপে সুপবিত্র করিয়া দিবেন।

৩৪। এবং আল্লার নিদর্শনাবলী ও বিজ্ঞান হইতে তোমাদের গৃহ-সমূহে যাহা পঠিত হয় তাহা স্মরণ কর; নিশ্চয় আল্লাহ সূক্ষ্মদর্শী অভিজ্ঞ।

৫ম রুকু—হজরত রসুলোল্লার সহিত জয়নাবের বিবাহ

٣٥ اِنَّ الْمُسْلِمِيْنَ وَالْمُسْلِمٰتِ
وَالْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنٰتِ
وَالْقٰنِتِيْنَ وَالْقٰنِتٰتِ وَالصّٰدِقِيْنَ
وَالصّٰدِقٰتِ وَالصّٰبِرِيْنَ وَالصّٰبِرٰتِ

৩৫। নিশ্চয় আত্মসমর্পণকারিগণ ও আত্মসমর্পণকারিণীবৃন্দ এবং বিশ্বাসিগণ ও বিশ্বাসিনীবৃন্দ এবং অনুবর্ত্তিগণ ও অনুবর্ত্তিনীবৃন্দ এবং সত্যপরায়ণগণ ও সত্যপরায়ণাবৃন্দ এবং ধৈর্য্যশীলগণ ও ধৈর্য্যশীলা-

---

ইহাদের সকলের উপরেই ছদ্‌কা হারাম করা হইয়াছে। উপরোক্ত মতবাদিগণের সকলেই স্ব স্ব মতের অনুকুলে একাধিক হাদিস ও বহু যুক্তি-তর্কের অবতারণা করিয়াছেন। ঐ সমস্ত মতামত, রওয়ায়েত ও যুক্তি-তর্ক আলোচনা করিলে ইহাই প্রতিপন্ন হয় যে, আলোচ্য আয়েত হজরত রসুলোল্লার সহধর্ম্মিণীগণ বিশেষভাবে 'আহলুল-বয়েত' বলিয়া অভিহিত হইলেও—হজরত আলি, ফাতেমা, হাসান ও হোসায়েন এবং অকিল, জাফর ও এব্‌ন আব্বাস এবং তাঁহাদের বংশধরগণের সবলেই 'আহলুল-বয়েত' অর্থাৎ নবী-গৃহের অধিবাসী বা নবী-পরিবারের অন্তর্ভূক্ত বলিয়া পরি-গণিত।—তঃ হক্কানী ও মঃ আঃ।

৩৪। পরিশেষে আল্লাহতা'লা হজরত রসুলোল্লার সুপবিত্রা সহধর্ম্মিণীগণকে তাঁহার অলৌকিক নিদর্শনাবলী পূর্ণ জ্ঞান-বিজ্ঞানময় কোরান শরিফ পাঠ ও শ্রবণ করতঃ উহা যথারীতি স্মরণ ও অনুস্মরণ করিবার জন্য আদেশ করিয়া আলোচ্য সুরার চতুর্থ রুকু শেষ করিয়াছেন।

৩৫। হজরত রসুলোল্লার যুগে তাঁহার অন্তরঙ্গ সহচর ও সহধর্ম্মিণীগণ ব্যতীত তদীয় ভক্ত-শিষ্যগণের মধ্যে এরূপ বহু নর-নারী বিদ্যমান ছিলেন, যাঁহারা স্বর্গীয় ইস্‌লাম প্রচার ও প্রতিষ্ঠার জন্য স্ব স্ব ধন-প্রাণ অবলীলাক্রমে উৎসর্গ করিয়া দিয়াছিলেন। এই শ্রেণীর ধর্ম্মপ্রাণ নর-নারীগণের মধ্যে হজরত আবু-হোরায়রা, আবদুল্লা-এব্‌ন-মসউদ, আবদুল্লা-এব্‌ন ওমর, এব্‌ন-আব্বাস, আশরায়ে মোবাশ্‌শেরা' ও আসহাবে-সোফ্‌ফা' এবং 'মোহাজেরীন ও আনসার' সম্প্রদায়ের বহু বিশিষ্ট নর-নারীর নাম উল্লেখ করা যাইতে পারে। হজরত রসুলোল্লার ও তাঁহার সহধর্ম্মিণীগণের সম্বন্ধে পূর্ব্বোক্ত আয়েত সমূহ অবতীর্ণ হইবার পর এই শ্রেণীর ধর্ম্ম-প্রাণ নর-নারীগণের কাহারও কাহারও মনে এইরূপ ভাবের উদয় হইয়াছিল যে, ইস্‌লাম-প্রচার ও ধর্ম্ম-সাধনা সম্বন্ধে হজরত রসুলোল্লাহ এবং তাঁহার অন্তরঙ্গ সহচর ও পত্নী-পরিজনদিগের সাধনা ও কৃতকার্য্যই আল্লাহতা'লার নিকট অধিকতর মনোনীত হইয়া থাকে। আমাদের প্রচেষ্টা ও কার্য্য-কলাপ তাঁহার নিকট তদ্রূপ গ্রাহ্য-যোগ্য নহে। কেহ কেহ এ সম্বন্ধে হজরত রসুলোল্লার নিকট অনুযোগও করিয়াছিলেন। বিশেষতঃ কোন কোন ধর্ম্ম-প্রাণা হজরত রসুলোল্লার নিকট এরূপ অভিযোগও করিয়াছিলেন যে, ধর্ম্ম-কর্ম্ম সম্বন্ধে পুরুষদিগের কার্য্য-কলাপই আল্লাহতা'লা অধিকতর পছন্দ করেন। কারণ

বৃন্দ এবং বিনীতগণ ও বিনীতাবৃন্দ এবং দানশীলগণ ও দানশীলাবৃন্দ এবং উপবাস-কারিগণ ও উপবাসকারিণীবৃন্দ এবং গুপ্তাঙ্গ সংরক্ষণকারিগণ ও সংরক্ষণকারিণীবৃন্দ এবং আল্লাহকে অধিকতর স্মরণকারিগণ ও স্মরণকারিণীবৃন্দ—ইহাদেরই জন্য আল্লাহ ক্ষমা ও মহান্ প্রতিদান প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছেন। ৩৬। এবং কোন বিশ্বাসী অথবা বিশ্বাসিনীর জন্য উচিত নয় যে, তখন আল্লাহ ও তদীয় রসুল কোন কার্য্য

وَالْخٰشِعِيْنَ وَالْخٰشِعٰتِ
وَالْمُتَصَدِّقِيْنَ وَالْمُتَصَدِّقٰتِ
وَالصَّآئِمِيْنَ وَالصّٰٓئِمٰتِ
وَالْحٰفِظِيْنَ فُرُوْجَهُمْ وَالْحٰفِظٰتِ
وَالذّٰكِرِيْنَ اللّٰهَ كَثِيْرًا وَّالذّٰكِرٰتِ ۙ
اَعَدَّ اللّٰهُ لَهُمْ مَّغْفِرَةً وَّاَجْرًا عَظِيْمًا ○
٣٦- وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَّلَا
مُؤْمِنَةٍ اِذَا قَضَى اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗۤ اَمْرًا

আল্লাহতা'লা কোরান শরীফে পুরুষদিগের ধর্ম্ম-কর্ম্ম ও কার্য্যকলাপ সম্বন্ধে বহু আয়ত অবতীর্ণ করিয়াছেন; কিন্তু নারীদিগের সম্বন্ধে সাধারণ ভাবে বিশেষ কোন প্রত্যাদেশই অবতীর্ণ হয় নাই। ঐ সমস্ত ধর্ম্ম-প্রাণ নর-নারীর অন্তরের দ্বিধা-ভঞ্জন এবং তাঁহাদিগকে আশ্বাস ও সান্ত্বনা প্রদানের জন্যই আলোচ্য আয়ত অবতীর্ণ হয়—আহমদ, নেসাই, এবন-জরীর ও তেবরাণী।

অসত্য অভিযোগ—যে সকল অসত্যবাদী অ-মুসলমান স্বর্গীয় ইসলামের নিন্দা ও দুর্নাম প্রচারকল্পে বলিয়া বেড়ায় যে—"ইসলামে নারীর আত্মা নাই এবং ইসলাম ধর্ম্মের নির্দ্দেশ অনুসারে নারী-জাতি গৃহ-সরঞ্জাম অথবা বিলাস-উপকরণের ন্যায় পুরুষের সম্ভোগ ও ক্রীড়ার সামগ্রী মাত্র"—এই পবিত্র আয়ত তাহাদের অসত্য প্রচারের মস্তকে বিষম বজ্রাঘাত করিয়া দিয়াছে। কারণ আলোচ্য আয়তের স্পষ্টতর মর্ম্ম এই যে, ইসলাম ধর্ম্মে নর ও নারীর মধ্যে কোনই পার্থক্য নাই। তাহাদের ধর্ম্ম-কর্ম্ম ও সাধনা আল্লাহতা'লার নিকট তুল্যভাবে পরিগৃহীত হইবে। যাঁহারা বিশ্বাসী মোমেন' ও আত্মসমর্পণকারী 'মুসলমান' এবং পবিত্র ইসলামের আদেশ-নির্দ্দেশ অনুসারে যাঁহারা আল্লাহ-রসুলের আনুগত্য স্বীকার করিয়া সত্যপরায়ণ, ধৈর্য্যশীল, বিনীত, দানশীল ও রোজা-নামাজের অনুসরণকারী হইবে এবং স্ব স্ব চরিত্রের পবিত্রতা রক্ষা করিয়া যাহারা আল্লাহতা'লাকে অধিকতর স্মরণপূর্ব্বক ধর্ম্ম-সাধনা ও সৎকার্য্যে জীবন অতিবাহিত করিবে, তাহারা নরই হউক অথবা নারীই হউক, ইহ-পরলোকে তাহারা সকলেই আল্লাহতা'লার ক্ষমা ও অনুগ্রহে অভিষিক্ত হইয়া তাহার অফুরন্ত প্রতিদান ও অনন্ত পুরস্কারে পুরস্কৃত হইবে।—তঃ হক্কানী।

৩৬। অধিকাংশ তফ্‌সীরকারের মতে এই আয়তটী মহাত্মা জয়েদ ও জয়নাবের বিবাহ সম্বন্ধে অবতীর্ণ হইয়াছিল। জয়েদ হাব্‌শী বংশোদ্ভব মুক্তদাস ছিলেন এবং হজরত রসুলোল্লাহ তাঁহাকে দাসত্ব হইতে মুক্তিদান করিয়া স্বীয় পোষ্যপুত্ররূপে পরিগ্রহণ করিয়াছিলেন। পক্ষান্তরে জয়নাব আবদুল মোত্তালেবের কন্যা—হজরত রসুলোল্লার পিতৃস্বসা উমাইয়ার গর্ভজাতা কন্যা—সুতরাং উচ্চ-কুলোদ্ভবা ও পরমা সুন্দরী বালিকা ছিলেন। অনন্তর হজরত রসুলোল্লাহ যখন জয়েদের সহিত বিবাহ দিবার জন্য স্বীয় ফুফু অথবা তাঁহার পুত্রের নিকট জয়নাবকে প্রার্থনা করিয়াছিলেন, তখন জয়নাব ও তাঁহার ভ্রাতা উভয়েই উক্ত প্রস্তাবে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করিয়াছিলেন। কারণ তাঁহাদের আন্তরিক আশা ছিল যে, স্বয়ং হজরত রসুলোল্লার সঙ্গেই জয়নাবের বিবাহ কার্য্য সম্পন্ন হইবে। কিন্তু

أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ ط
وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ
ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا ۝ ٣٧ وَإِذْ
تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ
وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ

নির্দ্ধারণ করিয়া দেন, তখন তাহারা তাহাদের জন্য স্বীয় কার্য্য মনোনীত করিয়া লয়; এবং যে আল্লাহ ও তদীয় রসুলের অবাধ্য হয়, তবে নিশ্চয়ই সে প্রকাশ্য ভ্রান্তিতে বিভ্রান্ত হইয়াছে। ৩৭। এবং যখন তুমি—আল্লাহ যাহাকে অনুগ্রহ করিয়াছেন এবং তুমিও যাহাকে অনুগ্রহ করিয়াছ—তাহাকে বলিয়াছিল যে, তুমি

আলোচ্য আয়ত অবতীর্ণ হইবার পর তাঁহারা সেই আশা পরিত্যাগ করিয়া হজরত রসুলোল্লার উপরোক্ত প্রভাবে সম্মতি প্রদান করেন এবং সুরসুন্দরী জয়নাব যথারীতি জয়েদকে স্বামীরূপে বরণ করিয়া লন।—তঃ কবির, কাশ্বাফ ও মঃ আঃ।

কিন্তু কোন কোন তফ্‌সীরকার বলেন যে, উপরোক্ত শানে-নজুল সম্পূর্ণ অমূলক। কারণ জয়েদের সহিত জয়নাবের বিবাহ হেজরতের আট বৎসর পূর্ব্বে মক্কা শহরে সুসম্পন্ন হইয়াছিল এবং আলোচ্য সুরা অবতীর্ণ হয় হেজরতের পরবর্ত্তী পঞ্চম বর্ষে মদিনা নগরীতে। সুতরাং আলোচ্য আয়তের সহিত উপরোক্ত ঘটনার কোনই সম্পর্ক নাই। প্রকৃত পক্ষে আল্লাহ-রসুলের আদেশ-নিষেধ ও সিদ্ধান্ত বিষয়ে মুসলমান নর-নারীগণের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে সাধারণ ভাবেই উক্ত আয়ত অবতীর্ণ হইয়াছিল।—তঃ হক্কানী।

আয়তের মর্ম্ম এই যে, আল্লাহ-রসুলের আদেশ, নিষেধ ও সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে কোনরূপ ব্যতিক্রম অথবা স্বাধীন ভাবে অন্য মত অবলম্বন করা কোন মুসলমান নর-নারীর পক্ষেই সমীচীন অথবা সিদ্ধ নহে। কেহ অনিচ্ছা বা অহঙ্কার বশে অথবা অবজ্ঞা ভরে ঐরূপ করিলে সে ধর্ম্মদ্রোহী 'কাফের' হইয়া যাইবে এবং অজ্ঞতা ও অমনোযোগিতা বশতঃ ঐরূপ করিলে তাঁহাকে দুষ্কার্য্যকারী 'ফাসেক' রূপে পরিগণিত হইবে।

৩৭। পূর্ব্ববর্ত্তী আয়তের 'শানে-নজুল' সম্বন্ধে মতভেদ থাকিলেও এই আয়তটী যে জয়েদের সহিত জয়নাবের বিবাহের পরিণতি স্বরূপ তাঁহাদের অশান্তিময় দাম্পত্য জীবন, উভয়ের মধ্যে সম্প্রীতি স্থাপন সম্বন্ধে হজরত রসুলোল্লার আন্তরিক প্রচেষ্টা, জয়েদ কর্ত্তৃক পত্নী-পরিত্যাগ এবং অবশেষে হজরত রসুলোল্লার সহিত জননী জয়নাবের বিবাহ সম্বন্ধে অবতীর্ণ হইয়াছে, তাহাতে সন্দেহের কোনই অবকাশ নাই। হেজরতের পূর্ব্বেই হউক অথবা পরেই হউক, হজরত রসুলোল্লার ইচ্ছা বা আদেশ অনুসারেই যে জয়েদের সহিত জয়নাবের বিবাহ সম্পন্ন হইয়াছিল, ইহাও ঐতিহাসিক সত্য। ইসলাম প্রচারের পূর্ব্বে ভারতীয় হিন্দু জাতির ন্যায় আরব জাতির জাত্যাভিমান অতি প্রবল ও প্রখর ছিল। এক সম্প্রদায়ের লোক অন্য সম্প্রদায়ের কন্যা সম্প্রদান করা অতি অপমান-জনক নিন্দনীয় কার্য্য বলিয়া মনে করিত। অনেকে এজন্য কন্যা-হত্যা পর্য্যন্ত করিতে কুণ্ঠিত হইত না। বিশেষতঃ আরবেরা 'আজমী'—অর্থাৎ অন্য দেশবাসীকে অতি হেয় ও অস্পৃশ্য বলিয়া মনে করিত। সুতরাং তাহাদিগকে কন্যা দান করা ত দূরের কথা, তাহাদের সহিত একত্র আহার-বিহার এবং উপবেশন করার কথা পর্য্যন্ত তাহারা চিন্তা বা সহ্য করিতে পারিত না। মক্কার অহঙ্কারী কোরেশগণ যুদ্ধক্ষেত্রে মদিনাবাসীদিগের সহিত পর্য্যন্ত সম্মুখ-যুদ্ধে দণ্ডায়মান হইতে ঘৃণা ও অপমান বোধ করিত। কিন্তু স্বর্গীয় সাম্যবাদ ও বিশ্ব-ভ্রাতৃত্বের মহান্ প্রচারক হজরত রসুলোল্লার নিকট এই সকল অসার ও অস্বাভাবিক জাত্যাভিমানের কোনই মূল্য ছিল না। সুতরাং এই উৎকট জাত্যাভিমানের মূলে কুঠারঘাত করিবার জন্যই যে হজরত রসুলোল্লাহ অগ্রণী হইয়া হাবশী বংশোদ্ভব মুক্তদা

স্বীয় সহধর্ম্মিণীকে তোমার জন্য সংরক্ষণ কর এবং আল্লাহকে ভয় কর; এবং আল্লাহ যাহা পরিব্যক্ত করিতে ইচ্ছা করেন তুমি তাহা স্বীয় অন্তরে সংগোপন রাখিতেছ এবং তুমি লোকদিগকে ভয়

زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللّٰهَ وَتُخْفِيْ فِيْ
نَفْسِكَ مَا اللّٰهُ مُبْدِيْهِ وَتَخْشَى
النَّاسَ ج وَاللّٰهُ اَحَقُّ اَنْ تَخْشٰهُ ط

জয়েদের সহিত কোরেশ কুলোদ্ভবা এবং নিজের ঘনিষ্ঠতম আত্মীয় ও পিসতুত ভগিনী জয়নাবের বিবাহ কার্য্য সম্পাদন করিয়াছিলেন, ইহা অতি সহজেই অনুমান করিয়া লওয়া যাইতে পারে।

জয়েদ ও জয়নবের দাম্পত্য জীবন—কিন্তু হজরত রসুলোল্লাহ অতি শুভ উদ্দেশ্যে প্রণোদিত হইয়া জয়েদের সহিত জয়নাবের বিবাহ দিলেও দুঃখের বিষয় এই বিবাহ সুখের হয় নাই। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, মহাত্মা জয়েদ হজরত রসুলোল্লার পোষ্যপুত্র বা প্রিয়তম শিষ্য এবং প্রাথমিক যুগের সত্যবিশ্বাসী সম্মানিত মুসলমান হইলেও তিনি হাবশী বংশোদ্ভব মুক্তদাস ছিলেন। তিনি শৈশবে যুদ্ধ-বন্দী রূপে আরবে আনীত হইয়া মক্কার বাজারে ক্রীতদাস রূপে বিক্রীত হন। জননী হজরত খোদায়জার ভ্রাতা তাঁহাকে ক্রয় করিয়া স্বীয় ভগিনীকে প্রদান করেন। অনন্তর হজরত খোদায়জা ইসলাম গ্রহণ পূর্ব্বক হজরত রসুলোল্লার পত্নীত্বে আত্মোৎসর্গ করিয়া মহান্ স্বামীর সেবার জন্য স্বীয় বিশ্বস্ত ভৃত্য জয়েদকে উপহার প্রদান করেন। হজরত রসুলোল্লাহ জয়েদের ধর্ম্মপ্রবণতা ও বিশ্বস্ততায় বিমুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে মুক্ত করিয়া দেন। কিন্তু জয়েদ মুক্তিপ্রাপ্ত হইয়া স্বীয় পিতার সহিত স্বদেশে গমন করিবার স্বাধীনতা লাভ করিলেও হজরত রসুলোল্লার স্নেহ ও চরিত্র মাধুর্য্যে এমনই মুগ্ধ হইয়াছিলেন যে, তিনি দেশে না গিয়া হজরত রসুলোল্লার সংসর্গ ও সেবার জন্যই নিজেকে সম্পূর্ণরূপে উৎসর্গ করিয়া দেন। এইজন্য আরব্য প্রথা অনুসারে লোকেরা জয়েদকে হজরত রসুলোল্লার পুত্র বা পোষ্যপুত্র বলিয়া অভিহিত করিত।

পক্ষান্তরে হজরতের পিসতুত ভগিনী জয়নাবের এবং তাঁহার ভ্রাতা ও আত্মীয়-স্বজনদিগের আশা ও আকাঙ্ক্ষা ছিল যে, হজরত রসুলোল্লার সহিতই জয়নাবের বিবাহ হইবে। এ অবস্থায় হজরত রসুলোল্লার ইচ্ছা ও আদেশে নিজের ও অন্য সকলের ইচ্ছার বিরুদ্ধে জয়নাব জয়েদকে স্বামী-রূপে গ্রহণ করিতে বাধ্য হইলেন—তিনি এই বিবাহে আদৌ সুখিনী হইতে অথবা স্বামীকে প্রাণ দিয়া ভালবাসিতে বা ভক্তি করিতে পারেন নাই। অভিমানিনী ও উচ্চ কুলোদ্ভবা সুন্দরী রমণী হইয়াও তিনি কৃষ্ণকায় ক্রীতদাসের পরিণীতা পত্নী, এ চিন্তা তাঁহার মনে অহোনিশি এক অসহ্য যাতনার সৃষ্টি করিত। এই অভিমান ও মর্ম্মযাতনায় তিনি সময় সময় স্বীয় স্বামীকে অবজ্ঞা ও অপমান পর্য্যন্ত করিতে কুণ্ঠিতা হইতেন না। জয়নাবের এই ব্যবহারে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে অনেক সময় অকারণ ঝগড়া-কলহের সৃষ্টি হইত। গর্ব্বিতা স্ত্রীর এইরূপ বিসদৃশ ব্যবহারে বিভক্ত ও বিচলিত হইয়া একদা জয়েদ হজরত রসুলোল্লার নিকট জয়নাবকে পরিত্যাগ করিবার ইচ্ছা জ্ঞাপন করিয়া তাঁহার অনুমতী প্রার্থনা করিলেন। হজরত রসুলোল্লাহ স্বীয় কৃতকর্ম্মের এইরূপ অপ্রিয় পরিণতি ও অপ্রত্যাশিত অসাফল্য দর্শনে ভাবিতে লাগিলেন যে, জয়েদ ও জয়নাবের এই অশান্তিময় দাম্পত্য জীবনের জন্য তিনিই সর্ব্বতোভাবে দায়ী এবং একথা জন-সমাজে প্রচারিত হইলে লোকে এজন্য তাঁহাকেই নিন্দা করিবে। বিশেষতঃ জায়েদ যদি একান্তই জয়নাবকে পরিত্যাগ করে, তবে সে উচ্চ-কুলোদ্ভবা সুন্দরী মহিলা হইলেও মুক্তদাসের পরিত্যক্তা পত্নী বলিয়া আরব সমাজের সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণের কেহই হয়ত তাঁহাকে বিবাহ করিতে সম্মত হইবে না। এ অবস্থায় হয়ত অবশেষে তাঁহাকেই জয়নাবের ভার গ্রহণ করিতে হইবে এবং সেরূপ ক্ষেত্রেও পোষ্যপুত্রের পরিত্যক্তা পত্নী গ্রহণের জন্য সমাজে তাঁহার দুর্ণাম রটিবে। কারণ আরব সমাজে স্বীয় পুত্রবধূর ন্যায় পোষ্যপুত্রের পরিত্যক্তা পত্নী গ্রহণও নিষিদ্ধ ও নিন্দনীয় কার্য্য বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকে। এইরূপ নানা বিষয় চিন্তা করিয়া হজরত রসুলোল্লাহ জয়েদকে অনেক প্রকারে বুঝাইয়া ও শান্ত করিয়া আদেশ করিলেন

فَلَمَّا قَضَىٰ زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَٰكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ

করিতেছ; এবং আল্লা-ই অধিকতর উপযুক্ত যে, তুমি তাঁহাকেই ভয় কর; অনন্তর জয়েদ যখন তাহা হইতে অভাব পূর্ণ করিয়া লইয়াছিল, তখন আমি তাহাকে তোমার সহধর্ম্মিণী করিয়া দিয়াছিলাম যে, বিশ্বাসিগণের জন্য

যে, "তুমি স্বীয় সহধর্ম্মিণীকে তোমার জন্য সংরক্ষণ কর এবং আল্লাহকে ভয় কর"—অর্থাৎ তুমি জয়নাবকে পরিত্যাগ করিও না।

হজরত রসুলোল্লার উপরোক্ত আন্তরিক ভাবের প্রতি লক্ষ্য করিয়া আল্লাহতা'লা আরও বলিতেছেন যে, তুমি লোক-নিন্দার ভয়ে যে সকল কথা সংগোপন করিবার চেষ্টা করিতেছ এবং ভবিষ্যৎ ঘটনাবলী সম্বন্ধে যাহা আশঙ্কা করিতেছ, তদ্বিষয়ে লোক-নিন্দার ভয় না করিয়া আল্লাহ-তা'লাকে ভয় করাই তোমার একমাত্র কর্ত্তব্য। কারণ আল্লাহ যাহা পরিত্যক্ত ও সংগঠন করিবেন, তাহা সংগোপন অথবা প্রতিরোধ করিবার সাধ্য কাহারও নাই।

আলোচ্য আয়তের শেষাংশে উপরোক্ত ঘটনার শেষ পরিণতি বর্ণিত হইয়াছে। জয়নাবকে স্বীয় পত্নীরূপে সংরক্ষণ করা সম্বন্ধে হজরত রসুলোল্লার আদেশ-উপদেশ সত্ত্বেও অভিমানিনী গর্ব্বিতা স্ত্রীর অসদাচরণ ও দর্প-অহঙ্কার সহ্য করিতে না পারিয়া অবশেষে জয়েদ জয়নাবকে পরিত্যাগ করিলেন। ইহাতে জয়নাবের ভবিষ্যৎ জীবনের সুব্যবস্থার ভার স্বভাবতঃই হজরত রসুলোল্লার উপর পতিত হইল। হজরতের পূর্ব্ব অনুমান অনুযায়ী মুক্তদাসের পরিত্যক্তা পত্নী বলিয়া কোরেশ বংশীয় কোন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিই তাঁহাকে বিবাহ করিতে সম্মত হইল না। তখন আল্লাহতা'লার আদেশ এবং জয়নাবের আন্তরিক ইচ্ছা ও তাঁহার আত্মীয়-স্বজনবৃন্দের ঐকান্তিক অনুরোধে বাধ্য হইয়া হজরত রসুলোল্লাই জননী জয়নাবের পাণিগ্রহণ করিলেন। এই বিবাহের ফলে জননী জয়নাবের জীবন ধন্য ও তাঁহার আত্মীয়-স্বজনগণের বহু দিনের আশা পূর্ণ হইল এবং স্বীয় পুত্রবধূর ন্যায় পোষ্যপুত্রের পরিত্যক্তা পত্নী গ্রহণ সম্বন্ধে আরব জাতির মধ্যে যে বদ্ধমূল কুসংস্কার ও বাধাবিঘ্ন বিদ্যমান ছিল, আরব সমাজ তথা সমগ্র মোসলেম জগৎ হইতে তাহা চিরদিনের জন্য দূরীভূত ও বিলুপ্ত হইয়া গেল।

অলীক অপবাদ—হজরত রসুলোল্লার সহিত জননী জয়নাবের বিবাহ সম্পর্কে তাঁহার নিষ্কলঙ্ক চরিত্রের উপর কলঙ্করেখা আঁকিবার দুরাশায় অ-মুসলমান ও খ্রীষ্টান সমালোচকেরা উপরোক্ত স্বাভাবিক ঘটনাবলীর উপর অস্বাভাবিকতার রং ফলাইয়া যে ভিত্তিহীন গল্পের অবতারণা করিয়াছেন, তাহা যেমনই অযৌক্তিক, তেমনই হাস্যকর। তাহাদের কল্পিত গল্পটির সার-মর্ম্ম এই:—"একদা হজরত রসুলোল্লাহ অকস্মাৎ উন্মুক্ত দুয়ার অথবা অর্দ্ধোন্মুক্ত গবাক্ষ পথে স্বীয় পোষ্যপুত্র জয়েদ-পত্নী পরমা সুন্দরী জয়নাবের সৌন্দর্য্য দেখিয়া বিমুগ্ধ ও বিচলিত হন। জয়েদ উহা জানিতে পারিয়া স্বীয় পত্নী জয়নাবকে পরিত্যাগ করেন এবং তখন হজরত রসুলোল্লাহ জয়নাবকে বিবাহ করিয়া মনস্কামনা পূর্ণ করিবার সুযোগ প্রাপ্ত হন।''—মূয়র ও আরনল্ড।

অপবাদ খণ্ডন—উপরোক্ত গল্প সম্বন্ধে একটু ধীরভাবে বিবেচনা করিলে যাঁহার মধ্যে বিন্দুমাত্র বিবেক ও বিদ্যা-বুদ্ধির অস্তিত্ব আছে, তিনিই বুঝিতে পারিবেন যে, ঐ কল্পিত গল্পের মধ্যে সত্যের কোনই সংস্রব নাই এবং কখনও থাকিতে পারে না। কারণ জয়েদের সহিত যখন জয়নাবের বিবাহ হয়, তখন হজরত রসুলোল্লাই মোসলেম সমাজের একমাত্র প্রভু ও পরিচালক ছিলেন। বিশেষতঃ জয়েদ তাঁহারই আশ্রিত মুক্তদাস এবং জয়নাব তাঁহার অতি নিকটতম আত্মীয়া অর্থাৎ পিসতুত ভগিনী হইতেন। সুতরাং সুন্দরী জয়নাবের সৌন্দর্য্য যদি হজরত রসুলোল্লার নিকট এতই আকর্ষণকারী হইত, তবে তিনি জয়েদের সহিত তাঁহার বিবাহ না দিয়া অবিবাহিতা কুমারী অবস্থায় অতি সহজেই তাঁহাকে স্বীয় পত্নীত্বে গ্রহণ করিতে পারিতেন। বিশেষতঃ জয়নাব

اَدْعِيَآئِهِمْ اِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا ۗ
وَكَانَ اَمْرُ اللّٰهِ مَفْعُوْلًا ○
৩৮- مَا كَانَ عَلَى النَّبِيِّ مِنْ
حَرَجٍ فِيْمَا فَرَضَ اللّٰهُ لَهٗ ۗ سُنَّةَ اللّٰهِ
فِي الَّذِيْنَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ ۗ وَكَانَ
اَمْرُ اللّٰهِ قَدَرًا مَّقْدُوْرَا ۨ
৩৯- نِ الَّذِيْنَ يُبَلِّغُوْنَ رِسٰلٰتِ اللّٰهِ

তাহাদের পোষ্যপুত্রদিগের পত্নীগণ সম্বন্ধে
কোন অন্তরায় না থাকে—যখন তাহারা
তাহাদিগ হইতে অভাব পূর্ণ করিয়া লয়;
এবং আল্লার আদেশ অবশ্যই সুসম্পন্ন
হইবে। ৩৮। এবং আল্লাহ তাহার
জন্য যাহা নির্দ্ধারিত করিয়াছেন, তদ্বিষয়ে
নবীর জন্য কোনই অন্তরায় নাই—যেরূপ
ইহার পূর্ব্ববর্ত্তীদিগের মধ্যেও এইরূপ
ঐশী-প্রথা ছিল; এবং আল্লার আদেশ
সুনির্দ্ধারিতরূপে নির্দ্ধারিত হইয়াছে।
৩৯। তাহারা আল্লার সংবাদ-সমূহ
প্রচার করে ও তাঁহাকেই ভয় করিয়া থাকে,

ও তাঁহার আত্মীয়-স্বজনের ইচ্ছা এবং আশাও সেইরূপ ছিল! সে অবস্থায় তাঁহাদের আশা পূর্ণ না করিয়া তিনিই অগ্রণী হইয়া জয়েদের সহিত জয়নাবের বিবাহ সম্পাদন করিবেন কেন? এবং কি জন্যই বা তিনি অবিবাহিতা কুমারী অবস্থায় জয়নাবকে বিবাহ না করিয়া পর-স্ত্রী রূপে দাম্পত্য জীবন অতিবাহিত করিবার পর তাঁহাকে পাইবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন? তারপর জয়েদ যদি সত্যই জানিতে পারিতেন যে, হজরত রসুলোল্লাহ তাঁহার স্ত্রীর সৌন্দর্য্য দেখিয়া তৎপ্রতি আসক্ত হইয়াছেন, তবে সে অবস্থায় তাঁহার পক্ষে হজরতের উপর বিরক্ত ও ভক্তিহীন হওয়াই স্বাভাবিক ছিল; তাহা না হইয়া তিনি কোন্ উদ্দেশ্যের বশবর্ত্তী হইয়া হজরতের নিকট পত্নী-পরিত্যাগ করিবার অনুমতি প্রার্থনা করিয়াছিলেন এবং হজরত রসুলোল্লাই বা কোন্ উদ্দেশ্যে সেইরূপ অনুকূল প্রস্তাবে সম্মতি প্রদান না করিয়া জয়েদের প্রতি স্বীয়-পত্নীকে সংরক্ষণ করিতে ও আল্লাহতা'লাকে ভয় করিতে কঠোর ভাবে আদেশ করিয়াছিলেন? অবশ্য যদিও জয়েদ শেষ পর্য্যন্ত হজরত রসুলোল্লার উক্ত আদেশ পালন করিতে সমর্থ হন নাই, তথাপি ইহাও বিশেষ লক্ষ্য করিবার বিষয় যে, উপরোক্ত ঘটনার পরেও জয়েদ হজরত রসুলোল্লার একান্ত অনুরক্ত ভক্ত ও বিশ্বস্ত সহচর রূপে জীবন অতিবাহিত করিয়াছিলেন। এই সকল বিষয় বিবেচনা করিলে নিঃসন্দেহে প্রতীয়মান হইবে যে, বিধর্ম্মী সমালোচকদিগের ঐ কল্পিত কাহিনী হজরত রসুলোল্লার প্রতি এক হীন আক্রমণ-মূলক পরিকল্পনা ব্যতীত আর কিছুই নহে এবং উহার সহিত সত্য ও স্বাভাবিকতার কোনই সংশ্রব নাই।

৩৮—৩৯। এই দুইটি আয়তে হজরত রসুলোল্লাহ কর্ত্তৃক জননী জয়নাবকে বিবাহ করার বৈধতা বিঘোষিত হইয়াছে। প্রথমতঃ পবিত্র কোরান শরিফে একাধিকবার ঘোষণা করা হইয়াছে যে, পালক পিতা বা পোষ্যপুত্রের মৌখিক সম্বন্ধের দ্বারা মানবের মধ্যে শোণিত সম্পর্কীয় প্রকৃত পিতা-পুত্রের সম্বন্ধ সৃষ্টি হইতে পারে না। সুতরাং পোষ্যপুত্রের পরিত্যক্তা পত্নী গ্রহণ পৌত্তলিক আরব সমাজে নিষিদ্ধ বা নিন্দনীয় হইলেও স্বর্গীয় ইস্লামী শরিয়তের নির্দ্দেশ অনুসারে ঐরূপ বিবাহ আদৌ অবৈধ বা নিষিদ্ধ নহে। এ অবস্থায় হজরতের পোষ্যপুত্র বলিয়া পরিচিত জয়েদ যখন তাঁহার নিষেধ সত্ত্বেও স্বীয় পত্নীকে পরিত্যাগ করিলেন, তখন হজরত রসুলোল্লার পক্ষে—তাঁহার প্রচারিত ধর্ম্মনীতি অনুসারে উক্ত পরিত্যক্তা রমণীকে বিবাহ করা সম্বন্ধে কোনই অন্তরায় থাকিতে পারে না। তাই আল্লার আদেশে হজরত রসুলোল্লাহ উহার আদর্শ স্বরূপ নিজেই জয়নাবকে বিবাহ করিয়া আরববাসীর ঐ ভ্রান্ত কুসংস্কারের মূলে তীব্র আঘাতকরতঃ ঐ কুপ্রথা চিরদিনের জন্য রহিত করিয়া দিলেন। পবিত্র কোরানে হজরত রসুলোল্লার সহিত জয়নাবের বিবাহ সম্বন্ধে প্রধানতঃ

এবং তাহারা আল্লাহ ব্যতীত অন্য কাহাকেও ভয় করে না; এবং আল্লা-ই হিসাব-গ্রহণে যথেষ্ট। ৪০। মোহাম্মদ তোমাদের অন্তর্গত কোন লোকের পিতা

وَيَخْشَوْنَهُ وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللّٰهَ ط وَكَفٰى بِاللّٰهِ حَسِيْبًا ○ ٤٠ـ مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّنْ رِّجَالِكُمْ

এই যুক্তিই বিশেষভাবে প্রদর্শিত হইয়াছে।—৩৭ আয়তের শেষাংশ ও আলোচ্য আয়তদ্বয়ের প্রথমাংশ দ্রষ্টব্য।

দ্বিতীয়তঃ—আল্লার রসুলগণ যাহা সত্যজ্ঞানে বিশ্বাস ও প্রচার করেন, সেইরূপ কার্য্য করিবার আবশ্যকতা বা সুযোগ উপস্থিত হইলে কোনরূপ কুসংস্কার বা লোকনিন্দার ভয়ে রসুলগণের পক্ষে সেই কার্য্য হইতে বিরত হওয়া কখনই কর্ত্তব্য নহে। তাই আল্লাহতা'লা বলিতেছেন যে, হে রসুল, তুমি যাহা নিজের কর্ত্তব্য বলিয়া বুঝিতেছ, তাহা কার্য্যে পরিণত করিয়া স্বীয় কর্ত্তব্য পালন করা সম্বন্ধে তোমার পক্ষে লোকনিন্দার ভয় না করিয়া বরং তোমার প্রভু আল্লাহকেই ভয় করা কর্ত্তব্য। তোমার পূর্ব্ববর্ত্তী রসুলগণও আমার আদেশ নিষেধ অনুসারে কোনরূপ নিন্দা-প্রশংসার ভয় না করিয়া এইরূপভাবে স্বীয় কর্ত্তব্য পালন করিয়া গিয়াছে। অতএব উহা আমারই নির্দ্ধারিত চিরাচরিত নিয়ম এবং তোমার পক্ষেও এই নিয়মের ব্যতিক্রম করা উচিত নহে। ফলতঃ জয়েদের সহিত বিবাহের পূর্ব্বে জয়নাব ও তাঁহার আত্মীয়-স্বজনগণের ইচ্ছা ছিল যে, হজরত রসুলোল্লা-ই তাঁহাকে স্বীয় পত্নীত্বে গ্রহণ করিবেন। কিন্তু হজরত রসুলোল্লার ইচ্ছা ও আদেশানুসারে জয়নার নিজের এবং নিজের আত্মীয়-স্বজনগণের ইচ্ছার সম্পূর্ণ বিরুদ্ধে জয়েদের পতিত্বে বরণ করিতে সম্মত হন। কিন্তু এই বিবাহের ফল যখন শুভ হইল না এবং জয়েদ যখন হজরত রসুলোল্লার নিষেধ সত্বেও জয়নাবকে পরিত্যাগ করিলেন এবং মুক্তদাসের পরিত্যক্তা পত্নী বলিয়া অন্য কোন সম্ভ্রান্ত ও যোগ্য পাত্রের সহিত জয়নাবের পুনর্বিবাহের যখন কোনই সম্ভাবনা রহিল না, তখন হজরত রসুলোল্লার পক্ষে স্বীয় নৈতিক আদর্শ অনুসারে স্বয়ং জয়নাবকে বিবাহ করিয়া তাঁহার ও তদীয় আত্মীয় স্বজনগণের পূর্ব্ব বাসনা পূর্ণ করা ভিন্ন আর কোনই গত্যন্তর ছিল না। এইজন্যই হজরত রসুলোল্লাহ অবশেষে বাধ্য হইয়া জননী জয়নাবকে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করিয়াছিলেন।

৪০। অনন্তর আল্লাহতা'লা সকলকে সতর্ক করিয়া বলিয়া দিতেছেন যে, জয়নাবের বিবাহ উপলক্ষে তোমরা হজরত রসুলোল্লার সহিত জয়েদের পিতৃ-সম্পর্ক পরিকল্পনা করিয়া অনর্থক অপরাধের ভাগী হইও না। কারণ যদিও হজরত মোহাম্মদ মোস্তফা সমগ্র মোস্‌লেম মণ্ডলীর ধর্ম্মগুরু বা আধ্যাত্মিক পিতৃ-স্বরূপ, তথাপি তিনি প্রকৃত প্রস্তাবে জয়েদ অথবা তোমাদের অন্তর্গত কোন লোকেরই জনক বা প্রকৃত পিতা নহেন। বরং তিনি আল্লার প্রেরিত রসুল এবং সমগ্র জগদ্বাসীর জন্য আল্লাহতা'লার মনোনীত শেষ-নবী। তোমরা পিতাপুত্রের ভিত্তিহীন মিথ্যা কল্পনা পরিত্যাগ করিয়া সেইভাবেই তাঁহাকে দর্শন এবং ভক্তি ও সম্মান প্রদর্শন করিও।

খাতামান্নবীইন—নবীগণের শেষ অথবা শেষ-নবী 'খতম' বা 'খতিম' শব্দের অর্থ শেষ, সিলমোহর, উপসংহার অথবা পরিসমাপ্তি। সুতরাং আলোচ্য আয়তে স্পষ্টতর ভাষায় ঘোষণা করা হইয়াছে যে, হজরত মোহাম্মদ মোস্তফাই (সঃ) জগতের শেষ-নবী ও শেষ ধর্ম্মপ্রচারক। সহি হাদিসেও বর্ণিত হইয়াছে যে, "হজরত রসুলোল্লার পরে আর কোন নবী নাই এবং তিনিই নবুয়ত স্তম্ভের শেষ ইষ্টক"।—সহি বোখারী, মোস্‌লেম, আহমদ ও তেরমিজী প্রভৃতি।

হজরত মোহাম্মদ মোস্তফা (সঃ) যে জগতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ও সর্ব্বশেষ নবী—ইহা মোস্‌লেম জগতের সর্ব্ববাদীসম্মত মত। জগতের ইতিহাসও সাক্ষ্য দিতেছে এবং সুদীর্ঘ সাড়ে তেরশত বর্ষ পরে আজ ইস্‌লামের শত্রু-মিত্র সকলেই স্বীকার করিতে বাধ্য হইতেছে যে, "হজরত রসুলোল্লাই জগতের শেষ-নবী। কারণ তাঁহার তিরোধানের পরে বিগত ত্রয়োদশ শতাব্দীর মধ্যে আর কোনই

নহেন, কিন্তু তিনি আল্লার রস্থল এবং নবীগণের শেষ; এবং আল্লা-ই সর্ব্ববিষয়ে মহাজ্ঞানী।

وَلٰكِنْ رَّسُوْلَ اللّٰهِ وَخَاتَمَ النَّبِيّٖنَ ط
وَكَانَ اللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمًا ٥

৬ষ্ঠ রুকু—হজরত রসুলোল্লার বিবাহ ও পারিবারিক জীবন

৪১। হে বিশ্বাস-স্থাপনকারিগণ, তোমরা আল্লাহকে অধিক স্মরণে

٤١- يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اذْكُرُوا اللّٰهَ

নবীর আবির্ভাব হয় নাই এবং বর্ত্তমান জগতের জন্য আর কোন নূতন নবী বা নূতন ধর্ম্মমতের প্রয়োজনও নাই।"—তঃ হক্কানী।

ভ্রান্ত-মতবাদ—পবিত্র কোরান-হাদিসের উপরোক্ত স্পষ্টতর অভিমতের বিরুদ্ধে পাঞ্জাবের 'কাদিয়ানী' সম্প্রদায় হজরত রস্থলোল্লার পরেও তাঁহার অধীন উপ-নবীর আবির্ভাব সম্ভব বলিয়া বিশ্বাস করেন এবং তাঁহারা কাদিয়ানের পরলোকগত মির্জ্জা গোলাম আহমদকে আল্লার ওহি প্রাপ্ত অন্যতম উপ-নবী বলিয়া প্রচার করিয়া থাকেন। কিন্তু 'কাদিয়ানী' সম্প্রদায়ের 'আহমদিয়া' নামধেয় অন্যতম শাখার স্থবিখ্যাত প্রচারক এবং কোরান শরিফের খ্যাতনামা ইংরেজী অনুবাদক ও তফ্‌সীরকার মৌলবী মোহাম্মদ আলি সাহেব উক্ত মতবাদ সম্পূর্ণরূপে সমর্থন করেন নাই। কিন্তু তিনি কোরান শরিফের 'মোজেজা' বা অলৌকিকতা সম্বন্ধীয় আয়তসমূহের অর্থ ও মর্ম্ম লইয়া বহুস্থানে যেরূপ অস্বাভাবিক কষ্ট কল্পনার আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন, আলোচ্য আয়তের 'খতম' শব্দের 'সিলমোহর' অর্থের উপর অতিরিক্ত জোর দিয়াও প্রকারান্তরে সেইরূপভাবে উপ-নবীর অস্তিত্ব ও আবির্ভাব সম্ভবপর বলিয়া প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। তবে তিনি স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছেন যে, হজরত রস্থলোল্লাই জগতের শেষ-নবী এবং তৎপ্রচারিত পবিত্র কোরানই জগদ্বাসীর জন্য সর্ব্বদেশ, সর্ব্বযুগ ও সর্ব্বকালের উপযোগী অভ্রান্ত ধর্ম্মনীতিপূর্ণ অপরিবর্ত্তনীয় ঐশী-গ্রন্থ। স্থতরাং এ অবস্থায় পৃথিবীতে অন্য কোন নূতন নবীর কোনই আবশ্যকতা নাই। তবে শেষ-নবীর শিক্ষা ও ধর্ম্মনীতি প্রচার এবং ভ্রান্তি ও কুসংস্কার হইতে উহার পবিত্রতা সংরক্ষণের জন্য নবী-ভক্তিগণের মধ্যে 'নবুয়তের গুণবিশিষ্ট' ঐশী-অনুগ্রহ-প্রাপ্ত মহাপুরুষের আবির্ভাবের প্রয়োজনীয়তা অতীতে ছিল, বর্ত্তমানে আছে এবং ভবিষ্যতেও থাকিবে। সাধারণভাবে মৌলবী মোহাম্মদ আলি সাহেবের এই সূক্ষ্ম যুক্তিজাল বা বাকচাতুর্য্য সম্বন্ধে কেহই হয় ত কোন আপত্তিকর অবকাশ খুঁজিয়া পাইবেন না। কারণ মোস্‌লেম-জগতে যুগে যুগে ঐরূপ ঐশী-অনুগ্রহ-প্রাপ্ত মহাপুরুষ বা মোজাদ্দেদ, মোজতাহেদ ও এমামুল-উম্মতের অস্তিত্ব ও আবির্ভাব-সম্ভাবনা সকলেই শীকার করিয়া থাকেন। কিন্তু এখানে লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, মৌলবী মোহাম্মদ আলি সাহেব উপরোক্ত মহাপুরুষদিগকে এমাম-মোজতাহেদ বা মোজাদ্দেদ না বলিয়া "নবুয়তের গুণবিশিষ্ট ব্যক্তি" বলিয়া উল্লেখ করিলেন কেন এবং এতদ্দ্বারা নবুয়তের কোন গুণের প্রতিই বা তিনি ইঙ্গিত করিয়াছেন? স্বীয় মত সমর্থন-কল্পে তিনি যে হাদিসটি উল্লেখ করিয়াছেন তাহা এই,—"স্থসংবাদ ভিন্ন নবুয়তের আর কিছুই অবশিষ্ট নাই।" বলাবাহুল্য, এই স্থসংবাদের প্রকৃত মর্ম্ম স্বপ্ন বা 'কাশফ' হইলেও এস্থলে উহার লক্ষ্য ওহি বা প্রত্যাদেশ ভিন্ন আর কিছুই নহে এবং এই ওহি-প্রাপ্তিই কাদিয়ানী মতবাদের বৈশিষ্ট এবং এই ভ্রান্ত মতবাদের ভিত্তির উপর দাঁড়াইয়াই কাদিয়ানী সম্প্রদায় নবুয়তের ধারা প্রবাহিত হইবার বা উপ-নবীত্ব লাভ করিবার দাবী করিয়াছেন। স্থখের বিষয়, মুষ্টিমেয় কাদিয়ানী সম্প্রদায় ব্যতীত আর কেহই মুসলমানের উপ-নবীত্ব লাভের এই অপূর্ব্ব দাবী সমর্থন করেন নাই। সমগ্র মোস্‌লেম জগৎ একবাক্যে এই ভ্রান্ত মতবাদ অগ্রাহ্য ও প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন।

৪১—৪২। এই দুইটি আয়তে আল্লাহতা'লা বিশ্বাসী মুসলমানদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন যে, তোমরা নিজেদের ইহ-পরকালের কল্যাণের জন্য আল্লাহতা'লাকে অধিকতর স্মরণে

স্মরণ কর; ৪২। এবং প্রভাতে ও সন্ধ্যায়
তাঁহার পবিত্রতা বর্ণনা কর। ৪৩। তিনি
ও তাঁহার ফেরেশ্‌তাগণ তোমাদের উপর
আশীর্ব্বাদ করিয়া থাকেন—যেন তিনি
তোমাদিগকে অন্ধকার হইতে আলোকের
দিকে বহির্গত করেন এবং তিনি বিশ্বাসি-
গণের প্রতি অনুগ্রহকারী। ৪৪। যেদিন
তাহারা তাঁহার সন্দর্শন লাভ করিবে,
সেদিন তাহাদের সম্ভাষণ—শান্তিময়!
এবং তিনি তাহাদের জন্য সম্মানজনক
প্রতিদান করিয়াছেন। ৪৫। হে নবী,
নিশ্চয় আমি তোমাকে সাক্ষ্যদানকারী
ও সুসংবাদদাতা ও ভয়-প্রদর্শক রূপে
প্রেরণ করিয়াছি। ৪৬। এবং তুমি

كَثِيرًا ۝ ٤٢- وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً
وَأَصِيلًا ۝ ٤٣- هُوَ الَّذِي يُصَلِّي
عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتُهُ لِيُخْرِجَكُمْ
مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ ۚ وَكَانَ
بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا ۝ ٤٤- تَحِيَّتُهُمْ
يَوْمَ يَلْقَوْنَهُ سَلَامٌ ۚ وَأَعَدَّ لَهُمْ
أَجْرًا كَرِيمًا ۝ ٤٥- يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ
إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا
وَنَذِيرًا ۝ ٤٦- وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ

স্মরণ কর এবং প্রভাতে ও সন্ধ্যায় তাঁহারই পবিত্রতা বর্ণনা কর। ইহার মর্ম্ম এই যে, তোমরা দিবসে ও রজনীতে—শয়ন, উপবেশন ও দৈনন্দিন কাজ-কর্ম্মের সময় সর্ব্বদাই তাঁহার অনুগ্রহ স্মরণ পূর্ব্বক তদীয় মহিমা বর্ণন ও প্রশংসা কীর্ত্তন কর; তোমাদের সকল কার্য্য ও সকল সাধনা তাঁহারই উদ্দেশ্যে নিয়ন্ত্রিত করিয়া তাঁহারই উপর সর্ব্বতোভাবে নির্ভর ও আত্মসমর্পণ কর এবং প্রভাত ও অপরাহ্নের প্রার্থনা উপাসনায় অর্থাৎ ফজর, আসর ও মগরেবের নামাজে বিশেষভাবে তাঁহার পবিত্রতা বর্ণনা কর অর্থাৎ ঐ সময়ে আল্লাহতা'লার প্রশংসাপূর্ণ পবিত্রবাণী "সোব্‌হানাল্লাহে বেহাম্‌দিহি" ও "সোব্‌হানাল্লাহেল-আজীম" যত অধিক বার সম্ভব পাঠ কর। ইহাতে তোমাদের ইহ--পরকালের বিশেষ কল্যাণ সাধিত হইবে।

৪৩। অনন্তর আল্লাহতা'লা বলিতেছেন:—হে বিশ্বাসীগণ, আমি ও আমার ফেরেশ্‌তাগণ তোমাদের ইহ-পরকালের কল্যাণের জন্য সর্ব্বদাই আশীর্ব্বাদ করিতেছি এবং সেই আশীর্ব্বাদের প্রতীক স্বরূপ আমার প্রিয়তম রসুলকে তোমাদের নিকট প্রেরণ করিয়াছি। তিনি তোমাদের প্রতি যেরূপ অনুগ্রহকারী, সেইরূপ স্নেহশীল। তিনিই স্বীয় জীবন-ব্যাপী কঠোর সাধনা দ্বারা তোমাদিগকে অজ্ঞানতা ও অধর্ম্মের ঘোর অন্ধকার হইতে জ্ঞান ও ধর্ম্মের সমুজ্জ্বল আলোকে লইয়া আসিয়াছেন।

৪৪। এতদ্‌সহ আল্লাহতা'লা ইহাও বলিয়া দিতেছেন যে, মৃত্যুর পর পরলোকে সেদিন আল্লাহর রসুল, ফেরেশ্‌তাগণ ও বিশ্বাসিবৃন্দ পরস্পর সম্মিলিত হইবে এবং তাহারা আল্লাহতা'লার সন্দর্শন লাভ করিয়া ধন্য হইবে, সেদিন তাহারা পরস্পর পরস্পরকে "আস্‌-সালাম আলায়কুম"—এই শান্তিময় সম্ভাষণে সম্ভাষণ করিয়া স্ব স্ব হৃদয়ের আনন্দ ও কৃতকার্য্যের সফলতা জ্ঞাপন করিতে থাকিবে এবং সেদিন তাহারা সকলেই অতি সম্মানজনক স্বর্গীয় প্রতিদান প্রাপ্ত হইবে।

৪৫—৪৬। অতঃপর আল্লাহতা'লা হজরত রসুলোল্লাকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন,—হে নবী, তুমি লোকদিগকে বলিয়া দাও যে, আমিই তোমাকে সমস্ত জগদ্বাসীর জন্য আমার সত্যতার সাক্ষ্যদানকারী, সুসংবাদদাতা ও ভয়-প্রদর্শক রসুলরূপে প্রেরণ করিয়াছি। আমারই অনুগ্রহে

بِاِذْنِهٖ وَسِرَاجًا مُّنِيْرًا ○
৪৭- وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِيْنَ بِاَنَّ لَهُمْ
مِّنَ اللّٰهِ فَضْلًا كَبِيْرًا ○ ৪৮- وَلَا
تُطِعِ الْكٰفِرِيْنَ وَالْمُنٰفِقِيْنَ وَدَعْ
اَذٰىهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ ط وَكَفٰى
بِاللّٰهِ وَكِيْلًا ○ ৪৯- يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ
اٰمَنُوْۤا اِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنٰتِ ثُمَّ
طَلَّقْتُمُوْهُنَّ مِنْ قَبْلِ اَنْ تَمَسُّوْ

তাঁহারই আদেশে আল্লার দিকে আহ্বানকারী ও প্রদীপ্ত প্রদীপ স্বরূপ।
৪৭। এবং তুমি বিশ্বাসিগণকে সুসংবাদ প্রদান কর যে, আল্লাহ হইতে তাহাদের জন্য মহান্ অনুগ্রহ রহিয়াছে।
৪৮। এবং তুমি অবিশ্বাসী ও কপট-বিশ্বাসীদের অনুগত হইও না এবং তাহাদের যন্ত্রণা-দান উপেক্ষা কর এবং আল্লার উপর নির্ভর কর এবং আল্লা-ই যথেষ্ট প্রতীভু।
৪৯। হে বিশ্বাস স্থাপনকারিগণ, যখন তোমরা বিশ্বাসিগণকে বিবাহ করিয়া তৎপর তাহাদিগকে স্পর্শ করিবার পূর্ব্বেই তালাক প্রদান কর, তখন তোমাদের জন্য

তুমি অধর্ম্মের অন্ধকার পথভ্রান্ত মানব জাতির সমুজ্জল প্রদীপ্ত প্রদীপ স্বরূপ ধরাধামে আবির্ভূত হইয়া তাহাদিগকে সুপথ প্রদর্শন করিতেছ এবং আমারই আদেশে তুমি সমগ্র বিশ্ববাসীকে আমার মনোনীত ধর্ম্ম-পথে আহ্বান করিতেছ।

৪৭। অতএব তুমি বিশ্বাসী ও সুপথগামী লোকদিগকে সুসংবাদ দাও যে, আমার নিকট তাহাদের জন্য মহান্ অনুগ্রহ রহিয়াছে এবং ইহ-পরলোকে তাহারা সেই অনুপম অনুগ্রহে অবশ্যই অভিষিক্ত হইবে।

৪৮। আল্লাহতা'লা আরও বলিতেছেন।—হে নবী, আমি তোমার প্রতি যে সকল প্রত্যাদেশ অবতীর্ণ করিয়াছি, তুমি তাহা অকুতোভয়ে প্রচার কর। তুমি অবিশ্বাসী ও কপট-বিশ্বাসীদের সন্তুষ্টি বা অসন্তুষ্টি ভয়ে কিছুমাত্র সঙ্কুচিত না হইয়া অথবা তাহাদের প্রবৃত্তির একটুও আনুগত্য স্বীকার না করিয়া নির্ভয়ে সত্য প্রচারে নিরত হও। তাহাদের ভীতি-প্রদর্শন, ষড়যন্ত্র ও অত্যাচার-অনাচার উপেক্ষা করিয়া তুমি সম্পূর্ণরূপে আমারই উপর নির্ভর কর। কারণ; তোমার কৃতকার্য্যের প্রতিদান বা সফলতা সম্বন্ধে আমার সাহায্যেই তোমার জন্য যথেষ্ট এবং আমিই তোমার সর্ব্বশক্তিমান প্রতীভু।

৪৯। কোন কোন তফ্‌সীরে লিখিত হইয়াছে যে, হজরত রসুলোল্লাহ নোমান কিন্দির কন্যা আস্‌মাকে বিবাহ করিয়া তাঁহার নিকট উপস্থিত হইবার পূর্ব্বেই সে তালাক-প্রার্থিনী হইয়াছিল। ইহাতে হজরত রসুলোল্লাহ তাহার প্রার্থনা পূর্ণ করিয়া তাহাকে যথারীতি 'মাতা' প্রদান পূর্ব্বক পরিত্যাগ করিয়াছিলেন (মঃ আঃ)। আবার কেহ কেহ বলেন যে, উমাইয়া নামক একটী ধনী-দুহিতা হজরত রসুলোল্লার নিকট আত্মসমর্পণ করিবার জন্য তাঁহাকে স্বীয় উদ্যানে আহ্বান করিয়াছিল। হজরত রসুলোল্লাহ তদনুযায়ী তথায় উপস্থিত হইলে সে তখন স্বীয় ইচ্ছা পরিবর্ত্তন করিয়া আল্লাহতা'লার আশ্রয়-প্রার্থিনী হয়। ইহাতে হজরত রসুলোল্লাহ তাহাকে যথারীতি "মাতা" প্রদান করিয়া চলিয়া আসেন (সহি বোখারী)। উপরোক্ত ঘটনা উপলক্ষেই আলোচ্য আয়ত অবতীর্ণ ও সংযোজিত হইয়াছে।

আয়তের মর্ম্ম এই যে, কোন মুসলমান পুরুষ কোন মুসলমান রমণীকে বিবাহ করিয়া যদি তাহাকে "স্পর্শ" করিবার অর্থাৎ তাহার সহিত নির্জ্জন-অবস্থান অথবা সহবাস করিবার পূর্ব্বেই

فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ
عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا ۚ فَمَتِّعُوهُنَّ
وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا ۝
٥٠- يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ
أَزْوَاجَكَ اللَّاتِي آتَيْتَ أُجُورَهُنَّ

তাহাদের সম্বন্ধে কোনই 'এদ্দত' নাই যাহা তোমরা গণনা করিবে; অনন্তর তাহাদিগকে কিছু 'মাতা' প্রদান কর এবং তাহাদিগকে উত্তম বিদায়ে বিদায় প্রদান কর। ৫০। হে নবী, নিশ্চয় আমি তোমার জন্য তোমার সকল পত্নীকে বৈধ করিয়াছি—তুমি যাহাদিগকে তাহাদের 'মোহর' প্রদান করিয়াছ, এবং

তাহাকে পরিত্যাগ করে, সেই রমণীর পক্ষে ইস্‌লামী শরীয়তের নির্দ্দেশ অনুযায়ী তিন ঋতু অথবা তিন মাস 'এদ্দত' পালন করিবার কোনই প্রয়োজন নাই। ঐ অবস্থায় স্বামী কর্তৃক পরিত্যক্তা হইবার অব্যবহিত পরেই সে রমণী ইচ্ছা করিলে অপরের সহিত বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হইতে পারে। পবিত্র কোরানোক্ত "স্পর্শ" শব্দের মর্ম্মার্থ স্বামী-স্ত্রীর নির্জ্জন-অবস্থান অথবা সহবাস কিংবা উভয়ই হইতে পারে। কারণ উহার পার্থক্য নির্দ্দেশ করা খুবই সুকঠিন। আলোচ্য ক্ষেত্রে স্বামী-পরিত্যক্তা স্ত্রীর এই বিশেষ অধিকারের কারণ এই যে, তালাক-প্রাপ্তা স্ত্রীলোক তালাক-প্রদানকারী স্বামী কর্তৃক গর্ভবতী হইয়াছে কি না, তাহা জানিবার উদ্দেশ্যেই শরিয়তে তিন ঋতু বা তিন মাস 'এদ্দত' পালনের বিধি প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। কিন্তু যে রমণী স্বামী কর্তৃক স্পর্শিতা হয় নাই, তাহার পক্ষে 'এদ্দত' পালন করা সম্পূর্ণ অনাবশ্যক।—তঃ হক্কানী।

মা-তা—অস্পর্শিত অবস্থায় পরিত্যক্তা স্ত্রীর প্রতি পরিত্যাগকারী স্বামীর বিশেষ দান। কোন পুরুষ কোন রমণীকে বিবাহ করিয়া তাহার সহিত সম্মিলিত হইবার পূর্ব্বেই যদি তাহাকে পরিত্যাগ করে, তবে সেই অবস্থায় তাহাকে অর্দ্ধ-মোহর এবং তৎসহ কিছু 'মাতা' প্রদান করিতে হয়। ফকিহগণ উহার পরিমাণ পরিধেয় বস্ত্রের অনুরূপ মূল্য হইতে অনধিক অর্দ্ধ-মোহর বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। অধিকাংশ তফ্‌সীরকার এক প্রস্থ বস্ত্র—অর্থাৎ পরিত্যক্তা স্ত্রীলোকের একবারের ব্যবহারোপযোগী এক জোড়া বা তিনখান কাপড়ই 'মাতা' প্রদানের উত্তম আদর্শ বলিয়া স্থির করিয়াছেন।

৫০। **হজরত রসুলোল্লার বিবাহ**:—এই পবিত্র আয়তে হজরত রসুলোল্লার বিবাহ সম্বন্ধে আলোচনা করা হইয়াছে। আল্লাহতা'লা বলিতেছেন যে, হে আমার প্রিয়তম নবী, আমি তোমার জন্য চারি শ্রেণীর স্ত্রীলোক বৈধ করিয়া দিয়াছি। প্রথমতঃ তুমি যাহাদিগকে যথারীতি বিবাহ করিয়া তাহাদের 'মোহর' বা যৌতুক প্রদান করিয়াছ; দ্বিতীয়তঃ 'গনিমত' বা যুদ্ধ-বন্দিনী রূপে যাহারা তোমার হস্তগত হইয়াছে এবং তন্মধ্যে যাহাদিগকে যুক্ত করিয়া যথারীতি বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ করিয়াছ; তৃতীয়তঃ তোমার পিতৃব্য ভগিনী, পিসতুত ভগিনী, মামাত ভগিনী ও মাসতুত ভগিনীগণের মধ্যে যাহারা ধর্ম্মের জন্য 'হেজরত' বা দেশত্যাগ করিয়া তোমার সহিত মদিনায় আগমন করিয়াছে এবং তন্মধ্যে যাহাদিগকে তুমি বৈধভাবে বিবাহ করিতে ইচ্ছা কর, তাহারাও তোমার জন্য বৈধ এবং চতুর্থতঃ যে সকল বিশ্বাসী স্ত্রীলোক আল্লার রসুলের সেবা ও সন্তুষ্টি সাধনের উদ্দেশ্যে নিজেকে তোমার জন্য উৎসর্গ করিয়া দিয়াছে এবং তাহাদের মধ্যে তুমি যাহাদিগকে বিশুদ্ধভাবে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করিবে, তাহারাও তোমার জন্য বৈধ হইবে।

বিশেষ অধিকার—"ইহা বিশ্বাসীগণের পরিবর্ত্তে শুধু তোমারই জন্য" বিশেষভাবে বৈধ করা হইল—এই বাক্যাংশের মর্ম্ম এই যে, উপরোক্ত চারি শ্রেণীর মহিলাগণের মধ্যে একত্রে চারি জনের অধিক স্ত্রী-গ্রহণের অধিকার শুধু তোমাকেই প্রদান করা হইয়াছে। সাধারণ মুসলমান

আল্লাহ যাহাদিগকে যুদ্ধ-বন্দিনী রূপে তোমার নিকট আনয়ন করিয়াছেন, তন্মধ্যে তোমার দক্ষিণ হস্ত যাহাদের অধিকারী হইয়াছে, এবং তোমার পিতৃব্য কন্যাগণ ও তোমার ফুফুর কন্যাগণ এবং

وَمَا مَلَكَتْ يَمِيْنُكَ مِمَّآ اَفَآءَ اللّٰهُ
عَلَيْكَ وَبَنٰتِ عَمِّكَ وَبَنٰتِ
عَمّٰتِكَ وَبَنٰتِ خَالِكَ وَبَنٰتِ

দিগকে ঐ অধিকার প্রদান করা হয় নাই; তাহাদের পক্ষে একত্রে চারিটির অধিক স্ত্রীগ্রহণ অবৈধ ও নিষিদ্ধ কিন্তু এমাম-আজম আবু-হানিফার মতে, এস্থলে বিশেষ অধিকার অর্থে বিনা মোহরে বিবাহ—অর্থাৎ হজরত রসুলোল্লাহ শেষোক্ত তিন শ্রেণীর মহিলাগণের মধ্যে যাহাকে ইচ্ছা বিনা মোহরে বিবাহ করিতে পারেন; মোহর বা যৌতুক প্রদান করা তাঁহার পক্ষে ওয়াজেব নহে। কিন্তু অন্য মুসলমানগণের পক্ষে বিনা মোহরে বিবাহ করা বৈধ নহে: মোহর প্রদান করা তাহাদের পক্ষে ওয়াজেব অর্থাৎ অবশ্য কর্ত্তব্য। পক্ষান্তরে এমাম শাফিয়ীর মতে, এস্থলে বিশেষ অধিকার অর্থ—হজরত রসুলোল্লাহ যে সকল মহিলাকে বিবাহ করিবেন, অন্য কোন মুসলমানের পক্ষেই তাহাদিগকে বিবাহ করা বৈধ নহে।—তঃ কবির।

অধিকার সঙ্কোচ।—আলোচ্য আয়তে হজরত রসুলোল্লাহকে সাধারণ মুসলমান অপেক্ষা যেরূপ দুই-তিনটি বিশেষ অধিকার দেওয়া হইয়াছে, সেইরূপ অন্যদিকে তাঁহার অধিকার খর্ব্বও করা হইয়াছে। প্রথমতঃ সাধারণ মুসলমানগণ স্বীয় পিতৃব্য ভগিনী, পিসতুত ভগিনী, মামাত ভগিনী ও মাসতুত ভগিনীগণের মধ্যে যাহাকে ইচ্ছা তাহাকেই বিবাহ করিতে পারেন; কিন্তু হজরত রসুলোল্লাহ নিজের ঐ শ্রেণীর ভগিনীগণের মধ্যে যাঁহারা ধর্ম্মের জন্য দেশত্যাগ করিয়াছিলেন, তিনি ইচ্ছা করিলে কেবল তাঁহাদের মধ্য হইতেই বিবাহ করিতে আদিষ্ট হইয়াছিলেন; যাঁহারা হেজরত করেন নাই, তাঁহারা মুসলমান হইলেও হজরত রসুলোল্লার পত্নীত্বের গৌরব লাভের যোগ্য নহে এবং হজরত রসুলোল্লার পক্ষে তাঁহাদের মধ্যে কাহাকেও বিবাহ করা সিদ্ধ ছিল না। বিবি উম্মে-হানী বেন্তে-আবি তালেবের বিবরণই ইহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ (তেরমিজি ও এবন-জরীর)। পক্ষান্তরে মুসলমান রমণী ব্যতীত আহ্‌লে-কেতাব ইহুদী ও খ্রীষ্টান রমণী বিবাহ করা অন্য মুসলমানের জন্য সিদ্ধ; কিন্তু হজরত রসুলোল্লার জন্য কোন শ্রেণীর অমুসলমান রমণী বিবাহ করাই সিদ্ধ ছিল না। স্বীয় পত্নী পরিত্যাগ বা তালাক প্রদান সম্বন্ধেও সাধারণ মুসলমানের যে অবাধ অধিকার আছে, অবশেষে হজরত রসুলোল্লার সে অধিকারও রহিত করিয়া দেওয়া হইয়াছিল।—৫ আয়ত ও উহার তফ্‌সীর দ্রষ্টব্য।

অন্যায় অভিযোগঃ—আলোচ্য আয়ত এবং হজরত রসুলোল্লার একাধিক বিবাহ উপলক্ষ করিয়া অমুসলমান সমালোচক এবং বিশেষভাবে নীচমনা খ্রীষ্টান মিশনারী ও আর্য্য প্রচারকেরা হজরত রসুলোল্লার প্রতি অন্যায় দোষারোপ করিতে বহু ব্যর্থ চেষ্টা করিয়াছেন। তাঁহারা প্রকৃতিগত হীনতা ও ঈর্ষা বশে এই জগদ্বরেণ্য মহাপুরুষকে "ইন্দ্রিয়-বিলাসী" বলিয়া উপহাস করিতেও লজ্জিত বা কুণ্ঠিত হন নাই। তাঁহাদের অভিযোগের সার মর্ম্ম এই যে, যিনি একত্রে একাধিক রমণীর পানি গ্রহণ করিয়াছিলেন, যিনি নিজে একসময়ে একত্রে নয়জন স্ত্রীর স্বামী হইয়াও স্বীয় অনুগামিগণের জন্য একত্রে অনধিক চারিটি মাত্র বিবাহ সীমাবদ্ধ ও নিয়ন্ত্রিত করিয়া দিয়াছিলেন এবং যিনি স্বয়ং স্ত্রীগণের মোহর প্রদান ও তাঁহাদের সহিত সম-ব্যবহারের দায়িত্ব হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত থাকিয়া অপরের জন্য উহা অবশ্য কর্ত্তব্য রূপে নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছিলেন, তিনি একজন স্বার্থপর ইন্দ্রিয়-বিলাসী ভিন্ন আর কিছুই নহেন। এইরূপ লোক কখনই জগদ্বাসীর জন্য আদর্শ মহাপুরুষ অথবা সর্ব্বজনমান্য ধর্ম্ম প্রচারক হইতে পারে না।

অভিযোগের উত্তর—আলোচ্য আয়তের অর্থ ও মর্ম্ম সম্বন্ধে বিধর্ম্মী সমালোচকেরা যে অভিযোগ করিয়াছেন, সে তাহাদের অজ্ঞতা ও বুঝিবার ভ্রান্তি ব্যতীত আর

খٰلٰتِكَ الّٰتِيْ هَاجَرْنَ مَعَكَ وَ
امْرَاَةً مُّؤْمِنَةً اِنْ وَّهَبَتْ
نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ اِنْ اَرَادَ النَّبِيُّ

তোমার মাতুল কন্যাগণ ও তোমার খালার কন্যাগণ—যাহারা তোমার সহিত দেশ ত্যাগ করিয়াছে, এবং বিশ্বাসিনী স্ত্রীলোক যে নবীর উদ্দেশ্যে নিজেকে উৎসর্গ করিয়াছেন—যদি নবী তাহাকে বিশুদ্ধভাবে

কিছুই নহে। উপরোক্ত ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের প্রতি একটু অভিনিবেশ সহকারে লক্ষ্য করিলেই তাঁহাদের সেই ভ্রান্তি মোহ সম্পূর্ণরূপে বিদূরিত হইয়া যাইবে। অনন্তর হজরত রসুলোল্লার বিবাহ সম্বন্ধে তাঁহারা যে অন্যায় কটাক্ষ করিয়াছেন, তদ্বিষয় আলোচনার জন্য নিম্নে সর্ব্বপ্রথমে হজরত রসুলোল্লার বিবাহের যথাযথ বিবরণ প্রদত্ত হইল :—

জগতের সমস্ত ঐতিহাসিক ও তফসীরকার একবাক্যে স্বীকার করিয়াছেন যে, হজরত রসুলোল্লাহ মক্কার অতি সম্ভ্রান্ত বংশোদ্ভব—সুদর্শন সুপুরুষ ছিলেন। তিনি ইচ্ছা করিলে তরুণ যৌবনে একাধিক সম্ভ্রান্ত কুলোদ্ভবা ও নবযৌবনা সুন্দরী রমণীর পাণিগ্রহণ করিতে পারিতেন। আরব সমাজে ইহা আদৌ দুর্লভ অথবা নিন্দনীয় ছিল না। বিধর্ম্মীরা তাঁহাকে অনেক সময় সেরূপ বহু প্রলোভনও প্রদান করিয়াছিল। কিন্তু তিনি ঐ সকল পার্থিব রূপ-যৌবন বা ভোগ-বিলাসের প্রতি আদৌ দৃক্‌পাত না করিয়া পঞ্চবিংশ বয়সে—নবযৌবনের পূর্ণ উন্মেষ কালে খোদায়জা নাম্নী চল্লিশ বৎসর বয়স্কা এক অতীত-যৌবনা মহিলার পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন—যিনি বয়সে স্বামী অপেক্ষা পঞ্চদশ বৎসরের বয়োজ্যেষ্ঠ ছিলেন। হজরত খোদায়জার সহিত বিবাহের পর সুদীর্ঘ ২৫ বৎসর পর্য্যন্ত হজরত রসুলোল্লাহ একমাত্র এই ধর্ম্মপ্রাণা মহিলার সংসর্গেই স্বীয় সংসার-জীবন অতিবাহিত করিয়াছিলেন। আর সে জীবনই বা কিরূপ সুখের ও কিরূপ ভোগ-বিলাসের জীবন! হজরত রসুলোল্লাহ দিনের পর দিন—মাসের পর মাস ধরিয়া পবিত্র হেরা-গিরির নির্জ্জন গহ্বরে নীরব সাধনায় দিবা-রজনী অতিবাহিত করিতেন; আর জননী খোদায়জা মাঝে মাঝে সেখানে গিয়া ধ্যানমগ্ন স্বামীর জন্য দুই-চারি দিনের উপযোগী খাদ্য ও পানীয় রাখিয়া আসিতেন। আবার সুদীর্ঘ সাধনার পর চল্লিশ বৎসর বয়সে যখন তাহার উপর প্রত্যাদেশ অবতীর্ণ হইতে আরম্ভ হইল; নানা বিরুদ্ধ ভাবের আবেগে যখন তাঁহার সংশয়াচ্ছন্ন চিত্ত দোদুল্যমান হইতে লাগিল, তখন ৫৫ বৎসর বয়সের এই প্রবীণা পত্নীই তাঁহার একমাত্র সান্ত্বনা! একমাত্র ঐ মহিয়সী মহিলার সংসর্গেই হজরত রসুলোল্লার সমগ্র যৌবন কাল অতীত হইয়া যায়। তিনি যখন পঞ্চাশ বৎসরের প্রৌঢ়—অথবা বৃদ্ধ বলিলেও বলা যাইতে পারে, সেই সময়ে তাঁহার এই সুখ-দুঃখের একমাত্র সঙ্গিনী পতিপ্রাণা খোদায়জা মৃত্যুমুখে পতিত হন। ফলতঃ জননী খোদায়জার মৃত্যুর পূর্ব্ব পর্য্যন্ত তিনি আর কোনই রমণীর পাণিগ্রহণ করেন নাই। হজরত খোদায়জার মৃত্যুর পর তিনি সওদা-নাম্নী আর একটি অতীত-বয়সী বিধবা মহিলার পাণিগ্রহণ করেন। বলাবাহুল্য, একটি বিপন্না মুসলমান বিধবাকে আশ্রয় দান করাই এই বিবাহের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল। যাহারা মহামানব হজরত রসুলোল্লাকে ইন্দ্রিয়-বিলাসী বলিতে চাহেন, হজরতের এই দুইটি বিবাহের বিবরণই কি তাহাদের অসঙ্গত উক্তির যথেষ্ট উত্তর নহে?

অনন্তর হেজরতের দুই বৎসর পূর্ব্বে হজরত রসুলোল্লার একান্ত অনুগত ও সর্ব্বপ্রধান ভক্ত-শিষ্য হজরত আবু-বকর সিদ্দিক হজরতের সহিত সম্বন্ধ ঘনিষ্ঠতর করিবার উদ্দেশ্যে একান্ত আগ্রহের সহিত নিজের ষষ্ঠ বর্ষীয়া কুমারী কন্যা জননী আয়শাকে হজরত রসুলোল্লার সহিত বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ করিয়া দেন। ইনিই হজরতের একমাত্র কুমারী পত্নী।

ইহার পর হজরত রসুলোল্লাহ শত্রুগণের অত্যাচারে যখন মক্কা হইতে মদিনায় হেজরত করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন, নব-ধর্ম্ম ইসলাম-প্রচারের ফলে যখন সমগ্র দেশবাসী তাঁহার শত্রু হইয়া উঠিয়াছিল, বিদেশে আত্মরক্ষা ও শত্রু-দমন করিবার জন্য তাঁহাকে বহু যুদ্ধ-বিগ্রহে লিপ্ত ও আপদ-বিপদে নিপতিত হইতে হইয়াছিল, স্বীয় জীবনের অনাবিল আদর্শ ও অসাধারণ মুক্তহস্ততার জন্য যে

বিবাহ করিতে ইচ্ছা করে ; ইহা বিশ্বাসি-গণের পরিবর্ত্তে শুধু তোমারই জন্য ; নিশ্চয় আমি তাহাদের উপর তাহাদের পত্নীগণ ও

أَنْ يَسْتَنْكِحَهَا ۚ خَالِصَةً لَّكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ ۗ قَدْ عَلِمْنَا مَا

সময় তাঁহাকে ঘোর অভাব-অনাটনের মধ্য দিয়া জীবন অতিবাহিত করিতে হইত, গৃহে যাঁহার সুখ-সম্পদ বা ভোগ-বিলাসের লেশ মাত্রও বিদ্যমান ছিল না, স্বীয় জীবনের অপরাহ্নে সেই ঘোর সঙ্কট সময়ে তিনি কোন্ উদ্দেশ্যে একাধিক রমণীর পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন এবং ঐ সকল পুণ্যবতী আদর্শ মহিলাগণই বা কি উদ্দেশ্যে তাঁহাকে আত্মদান করিয়াছিলেন, তাহা সকলেরই একবার ধীরভাবে চিন্তা করিয়া দেখা উচিত।

ইতিহাস ও তফ্সীর পাঠে অবগত হওয়া যায় যে, হজরত রসুলোল্লাহ স্বীয় জীবনের পঁচিশ হইতে পঞ্চাশ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত সুদীর্ঘ সময় অর্থাৎ তাঁহার সমস্ত যৌবন ও প্রৌঢ় কাল তদীয় একমাত্র ধর্মপত্নী হজরত খোদায়জার সংসর্গেই অতিবাহিত করিয়াছিলেন। তাহার পরবর্ত্তী দুই বৎসরও তিনি একমাত্র বিবি সওদার সহবাসে কাটাইয়া দিয়াছিলেন। যদিও তিনি হজরত আবু-বকরের অনুরোধে এই সময়ে জননী আয়শার প্রাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি তখন মাত্র ছয় বৎসর বয়সের কিশোরী বালিকা ছিলেন। অনন্তর বায়ান্ন বৎসর বয়সের পরে যখন তিনি বার্দ্ধক্যের দ্বারে উপনীত—নানা আপদ-বিপদ, অভাব-অনাটন ও যুদ্ধ-বিগ্রহের মধ্যে স্বর্গীয় ইস্লাম--প্রচার ও প্রতিষ্ঠার দুর্ব্বহ দায়িত্ব এবং মোসলেম-মণ্ডলীর রক্ষণাবেক্ষণের গুরুভার যখন একমাত্র তাঁহারই উপর নিপতিত, তখনই তিনি অতি অল্প সময়ের মধ্যে হাফ্সা, উম্মে-হাবিবা, উম্মে-সাল্মা, সফিয়া, ময়মুনা, জয়নাব-বেন্তে জাহাশ, জয়নাব-বেন্তে-খোজয়মা ও জুয়ায়রিয়া নামক আটটী মহিলার পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন। সুতরাং হজরত রসুলোল্লাহ কোন্ অবস্থায় এবং কি উদ্দেশ্যে কাহাকে বিবাহ করিয়াছিলেন, একবার অতি সংক্ষিপ্ত ভাবে তাহাই আলোচনা করিয়া দেখা যাউক।

আধ্যাত্মিক কারণ—ঐতিহাসিক ও তফ্সীরকারগণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন যে, হজরত রসুলোল্লার ঐ সকল বিবাহ সম্পূর্ণরূপে অধ্যাত্মিক ও অপরিহার্য্য রাজনৈতিক ভিত্তির উপর সুসম্পন্ন হইয়াছিল। উহার সহিত ভোগ-বিলাস বা ইন্দ্রিয়-পরায়ণতার কোনই সংস্রব ছিল না। বিশেষতঃ ঐ সকল পুণ্যবতী মহিলাও যে কোনরূপ পার্থিব সুখ-সম্ভোগের আশায় আল্লার রসুলকে আত্মদান করেন নাই, তাহা পূর্ব্ববর্ত্তী আয়তসমূহেই সুবিবৃত হইয়াছে। হজরত রসুলোল্লাই জগতের শেষ-নবী এবং তাঁহারই দ্বারা আল্লাহতা'লা স্বীয় মনোনীত পবিত্র ইস্লাম ধর্ম্মের পূর্ণতা সাধন করিয়াছেন। সুতরাং জগতের পুরুষ জাতির ন্যায় তিনি সমগ্র নারী-জাতিরও শিক্ষাদাতা ধর্ম্মগুরু ছিলেন। কিন্তু পুরুষ জাতির মধ্যে বহু শ্রেণীর বহু লোক যেরূপভাবে তাঁহার পবিত্র সংসর্গ ও শিষ্যত্ব লাভের সুযোগ-সৌভাগ্য লাভ করিয়া ধন্য হইয়াছিলেন, নারী-জাতির মধ্যে হজরত রসুলোল্লার সুপবিত্রা সহধর্ম্মিনীগণ ব্যতীত অন্য কাহারও সেরূপ কোনই সুযোগ সুবিধা ছিল না। কারণ ইস্লামে পরস্ত্রীর সংসর্গ সম্পূর্নরূপে নিষিদ্ধ। পক্ষান্তরে নর-জাতির ন্যায় বিভিন্ন শ্রেণীর ও বিভিন্ন বয়সের নারী-জাতির শারীরিক, মানসিক এবং বাহ্যিক ও আভ্যন্তরিক অবস্থা অবগত হইয়া তদনুযায়ী বিধি-ব্যবস্থা প্রণয়ন করা হজরত রসুলোল্লার পক্ষে তখন একান্ত আবশ্যক হইয়া পড়িয়া-ছিল। অথচ পরস্ত্রীর সহিত ঐ সকল বিষয় আয়লাচনা করা অথবা তাহাদিগকে ঐ সকল বিষয় শিক্ষা দান করা কখনই সম্ভবপর অথবা নীতি-সঙ্গত কার্য্য নহে। সামাজিক সভ্যতা, শিষ্টতা এবং সুরুচির দিক দিয়াও উহা বিশেষ আপত্তিকর। সুতরাং এই মহান্ উদ্দেশ্যেই যে হজরত রসুলোল্লাহ স্বীয় জীবনের শেষ প্রান্তে উপনীত হইয়াও বিভিন্ন অবস্থা, বিভিন্ন বয়স ও বিভিন্ন প্রকৃতির একাধিক মহিলার পাণিগ্রহণ করিতে আদিষ্ট হইয়াছিলেন এবং শুধু ঐ শুভ-উদ্দেশ্যে প্রণোদিত হইয়াই যে তিনি এই সকল বিবাহ করিয়াছিলেন, তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই। ফলতঃ ঐ সকল পবিত্রা ও পুণ্যবতী মহিলা শারীরিক সম্পর্কে হজরত রসুলোল্লাহর ধর্ম্মপত্নী হইলেও, আধ্যাত্মিক সম্পর্কে প্রকৃতপক্ষে

তাহাদের দক্ষিণ হস্ত যাহাদের অধিকারী তাহাদের সম্বন্ধে যাহা নির্দ্ধারণ করিয়াছি তাহা অবগত আছি—যাহাতে তোমার	ضْنَا عَلَيْهِـمْ فِيْٓ اَزْوَاجِهِمْ وَمَا كَتْ اَيْمَانُهُـمْ لِكَيْـلَا يَكُـوْنَ

তাঁহারা সকলেই তাঁহার একান্ত অন্তরঙ্গ ও অনুগত ধর্ম্ম-শিষ্যা ছিলেন এবং উত্তরকাল তাঁহা দ্বারাই স্বর্গীয় ইস্‌লামে স্ত্রী-জাতি বিষয়ক বিধি-ব্যবস্থা সমূহ নিয়ন্ত্রিত হইয়া ইস্‌লামী শরীয়ত পূর্ণতা সাধিত হইয়াছিল।—তঃ হক্কানী।

রাজনৈতিক কারণ—হজরত রসুলোল্লার বিবাহের রাজনৈতিক ও সামা কারণগুলি আরও সুস্পষ্ট এবং উহা তাঁহার অসাধারণ দূরদর্শিতা ও অপরিসীম উদারতা ও মহা ভবতার পরিচায়ক। হজরত রসুলোল্লার মদিনা আগমনের পর অবিশ্বাসী কাফেরদিগের স নব-বিশ্বাসী মুসলমানদিগের যে সকল যুদ্ধ-বিগ্রহ সংঘটিত হইয়াছিল, তাহাতে বহু ধর্ম্ম মুসলমান স্বীয় জীবন উৎসর্গ করিয়া 'শহিদ' হইয়াছিল। ঐ সকল মহাপ্রাণ শহিদের অসহা ও ধর্ম্মপ্রাণা পত্নীদিগকে আশ্রয় দান করা তখন হজরত রসুলোল্লাহ ও বিশ্বাসী মুসলমানদিগের অ কর্ত্তব্যের মধ্যে পরিগণিত হইয়াছিল। এইরূপ ভাবে বদর যুদ্ধে হোজাফার পুত্র খোনায়েস শ হইলে হজরত ওমরের কন্যা বিবি হাফ্‌সা বিধবা হন। হজরত ওমর হাফ্‌সাকে পুনর্ব্বিবাহ করি জন্য যথাক্রমে হজরত ওসমান ও হজরত আবু-বকরকে অনুরোধ করেন। কিন্তু ওমর-দুহিতা হাফ অত্যন্ত তেজস্বিনী ও মুখরা ছিলেন বলিয়া তাঁহারা কেহই তাঁহাকে বিবাহ করিতে সম্মত হইলে না। ধর্ম্ম-ভ্রাতাদ্বয়ের এইরূপ সহানুভূতি-হীনতায় অত্যন্ত অপমানিত ও ক্রুদ্ধ হইয়া হজরত ও হজরত রসুলোল্লার নিকট এ সম্বন্ধে অভিযোগ উপস্থিত করিলেন। হজরত রসুলোল্লাহ সমস্ত বি অবগত হইয়া নিজেই বিবি হাফ্‌সাকে বিবাহ করিয়া হজরত ওমরকে শান্ত, সন্তুষ্ট ও গৌরবান্বি করিয়াছিলেন।—হিজরী ৩য় বর্ষ।

অনন্তর ওহদ যুদ্ধে মহাবীর আবদুল্লাহ শাহাদত প্রাপ্ত হইলে হজরত রসুলোল্লাহ স্বয়ং তাঁহা বিধবা পত্নী জয়নাবকে বিবাহ করিয়া আশ্রয় প্রদান করেন। পর বৎসর চতুর্থ হিজরীতে ন বিশ্বাসী আবু-সাল্‌মা মৃত্যুমুখে পতিত হইলে হজরত রসুলোল্লাহ আন্তরিক মহানুভূতি বশে তাঁহা বিধবা পত্নী উম্মে-সাল্‌মাকে স্বীয় পত্নীত্বে পরিগ্রহণ করেন। অনন্তর পঞ্চম হিজরীতে জাহা তনয়া জয়নাব পূর্ব্ব স্বামী জয়েদ কর্ত্তৃক পরিত্যাক্তা হইয়া হজরত রসুলোল্লার পত্নীত্বে পরিগৃহী হইবার সৌভাগ্য লাভ করেন; এ বিষয় পূর্ব্বেই বিস্তৃতরূপে বর্ণিত হইয়াছে। অতঃপর আ সিনিয়ার হেজরত-কারী ওবায়দুল্লাহ 'মোরতাদ' হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইবার পর তাহার বিধ পত্নী এবং হজরত রসুলোল্লার অন্যতমা প্রাথমিক প্রিয়-শিষ্যা উম্মে-হাবিবা হজরতের সেবায় স্বী জীবন অতিবাহিত করিবার ইচ্ছা জ্ঞাপন করেন এবং হজরত রসুলোল্লাহ্ ও তাঁহাকে যথারীতি বিবা করিয়া তাঁহার আন্তরিক সদিচ্ছা পূর্ণ করেন।—হিজরী ৭ম বর্ষ।

অতঃপর হজরত রসুলোল্লাহ পরাক্রান্ত শত্রুদিগকে বশীভূত করিয়া দেশে শান্তি স্থাপন করিবা আশায় শত্রুপক্ষ হইতেও সফিয়া, জুয়ায়রিয়া ও ময়মুনা নাম্নী তিনটী মহিলার পাণিগ্রহণ করিয়া ছিলেন। এই বিবাহ-ত্রয়ের ফলে বনি-মোস্তালিক ও অন্যান্য বংশের বহুলোক ইস্‌লাম গ্র করিয়াছিলেন এবং বিশ্ব-বিজয়ী খালেদ প্রমুখ বহু বিখ্যাত বীর-কেশরী হজরত রসুলোল্লার প্রি নিকট-আত্মীয় রূপে পরিণত হইয়া উত্তরকালে পবিত্র ইস্‌লামের প্রচার ও প্রতিষ্ঠার জন্য স্ব স্ব অমূ জীবন উৎসর্গ করিয়া দিয়াছিলেন।

হজরত রসুলোল্লাহ যখন আধ্যাত্মিক ও রাজনৈতিক কারণ এবং নব-বিশ্বাসী মুসলমানগণে সামাজিক ও পারিবারিক শৃঙ্খলা রক্ষণের জন্য একান্ত বাধ্য হইয়া এই সকল বিবাহ করিয়াছিলেন তখন জগতে একাধিক বা বহু বিবাহ আদৌ নিষিদ্ধ বা নিন্দনীয় ছিল না। হজরত রসুলোল্লা আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া তখন বহু মহানুভব ও উদার-প্রাণ মুসলমান শহীদ ধর্ম্ম-ভ্রাতাগণের বিধ

পক্ষে কোন সঙ্কোচ না থাকে ; এবং আল্লাহ ক্ষমাশীল করুণাময়। ৫১। তুমি তাহাদের মধ্যে যাহাকে ইচ্ছা পৃথক করিয়া দাও এবং যাহাকে ইচ্ছা নিকটে রাখ ; এবং যাহাদিগকে পৃথক করিয়া দিয়াছিলে তন্মধ্যে যাহাকে ইচ্ছা নিকটে আহ্বান কর, ফলতঃ ইহাতে তোমার জন্য কোনই অপরাধ নাই ; ইহা তদপেক্ষা নিকটতর যে, তাহাদের নয়ন-সমূহ সুশীতল রহিবে এবং তাহারা সন্তপ্ত হইবে না ; এবং তুমি তাহাদিগকে যাহা কিছু প্রদান করিবে, তাহারা সকলে তাহাতেই আনন্দিত হইবে ; এবং তোমাদের অন্তর সমূহে

عَلَيْكَ حَرَجٌ ط وَكَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا
رَّحِيْمًا ○ ٥١- تُرْجِيْ مَنْ تَشَاءُ
مِنْهُنَّ وَتُؤْوِيْۤ اِلَيْكَ مَنْ تَشَاءُ ط
وَمَنِ ابْتَغَيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ فَلَا
جُنَاحَ عَلَيْكَ ط ذٰلِكَ اَدْنٰۤى اَنْ
تَقَرَّ اَعْيُنُهُنَّ وَلَا يَحْزَنَّ وَيَرْضَيْنَ
بِمَاۤ اٰتَيْتَهُنَّ كُلُّهُنَّ ط وَاللّٰهُ يَعْلَمُ

পত্নীদিগকে বিবাহ করিয়া তাঁহাদিগকে আশ্রয় দান করিয়াছিলেন। অন্যথা নব-বিশ্বাসী মুসলমান সমাজের শান্তি-শৃঙ্খলা এবং তাঁহাদের সামাজিক ও পারিবারিক পবিত্রতা সংরক্ষণ করা তখন সম্পূর্ণ অসম্ভব ছিল। হজরত রসুলোল্লার এই সকল কল্যাণকর বিধি-ব্যবস্থার ফলেই মোসলেম-জগতে “ওয়ার ব্যাবিজ” বা যুদ্ধকালীন জারজ শিশুর অস্তিত্ব কেহই কোন দিন আবিষ্কার বা কল্পনা করিতে সমর্থ হন নাই। পক্ষান্তরে এইরূপ পবিত্রতার বিধি-ব্যবস্থার অভাবেই—একের অনধিক বিবাহবাদী আধুনিক “সভ্য-জগতে” জাতির কলঙ্ক স্বরূপ লজ্জাকর “ওয়ার ব্যাবিজ” বা যুদ্ধকালীন জারজ শিশুর সংখ্যা কিরূপ ভয়ঙ্কর রূপে বাড়িয়া চলিয়াছে, তাহাও বিশেষ প্রণিধানযোগ্য।

বিশেষতঃ যে সকল নীচমনা খ্রীষ্টান মিশনারী ও ‘নিয়োগ’-বাদী আর্য্য প্রচারক একাধিক সীমাবদ্ধ বিবাহ বিধি উপলক্ষ করিয়া জগতের আদর্শ মহামানব হজরত রসুলোল্লার প্রতি বিদ্রূপ কটাক্ষ করিবার অথবা তাঁহাকে ইন্দ্রিয়-বিলাসী বলিবার ধৃষ্টতা প্রকাশ করিয়া থাকে, নিজেদের মহামান্য নবী ও রসুলগণের শত শত পত্নী-গ্রহণ ও সহস্র সহস্র দাসী সংরক্ষণ এবং পৌরাণিক দেব-দেবী ও অবতারগণের গুরুপত্নী ও পরস্ত্রী-হরণ এবং অস্বাভাবিক কামকেলী ও অসঙ্গত গোপিনী-লীলা প্রভৃতি স্মরণ করিয়া তাহাদের পক্ষে লজ্জিত ও সতর্ক হওয়া আবশ্যক।

৫১। এই আয়তের সহিত আলোচ্য সুরার ২৮শ ও ২৯শ আয়তের (২১শ পারা) প্রতি লক্ষ্য করা বিশেষ আবশ্যক। কারণ উক্ত আয়তদ্বয়ে হজরত রসুলোল্লার পবিত্র গৃহ-অন্তঃপুরের অভাব-অনাটন ও দুঃখ-কষ্টের পরিবর্ত্তে তাঁহার পবিত্রা পত্নীগণ যদি পার্থিব সুখ-সম্পদ বা ভোগ-বিলাস কামনা করেন, তবে সেজন্য রসুলোল্লাকে পরিত্যাগ করা সম্বন্ধে তাঁহাদিগকে পূর্ণ অধিকার প্রদান করা হইয়াছিল। পক্ষান্তরে স্ত্রী-পরিজন লইয়া ঘর-সংসার করিতে গেলে সময় সময় ভাল মন্দ কথার উৎপত্তি হওয়া অথবা একটু-আধটু অপ্রীতি ও অশান্তি দেখা দেওয়া সম্পূর্ণ-ই স্বাভাবিক ; উহা হইতে কোন মহাপুরুষ বা মহিয়সী মহিলারই একেবারে পরিত্রাণ পাইবার উপায় নাই। কিন্তু আল্লার রসুলগণ যদি ঐ সকল ব্যাপারে লিপ্ত বা ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়েন, তবে ধর্ম্ম-প্রচারের মহান্ কর্ত্তব্য ও গুরুতর দায়িত্ব পালনে বিঘ্ন উপস্থিত হওয়া অবশ্যম্ভাবী হইয়া পড়ে। সেই জন্য আল্লাহতা'লা পূর্ব্ব আয়তে হজরত রসুলোল্লাকে সাংসারিক ও পারিবারিক দায়িত্ব হইতে ন্যায়সঙ্গত ভাবে মুক্তি প্রদান করিয়া এই আয়তে স্বীয় পত্নীদিগকে পরিত্যাগ, পরিবর্ত্তন অথবা তাঁহাদিগকে রাখা বা না-রাখা সম্বন্ধে পূর্ণ স্বাধীনতা প্রদান করিয়াছেন। কিন্তু হজরত রসুলোল্লাকে পরিত্যাগ করিবার পূর্ণ স্বাধীনতা পাইয়াও তাঁহার পবিত্রা পত্নীগণের কেহই যেরূপ তাহাকে পরিত্যাগ করিতে সম্মত হন

যাহা আছে, আল্লাহ তাহা পরিজ্ঞাত আছেন; এবং আল্লাহ মহাজ্ঞানী সহিষ্ণু।

৫২। ইহার পর তোমার জন্য আর কোন নারীই বৈধ নহে এবং ইহাও নহে যে, তুমি পত্নীগণ হইতে কাহাকেও পরিবর্ত্তন করিয়া লইবে এবং যদিও তাহাদের

مَا فِي قُلُوْبِكُمْ ط وَكَانَ اللّٰهُ عَلِيْمًا
حَلِيْمًا ٥ ٥٢- لَا يَحِلُّ لَكَ
النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ وَلَا أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ
مِنْ أَزْوَاجٍ وَّلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ

নাই সেইরূপ হজরত রসুলোল্লাহ্ও আলোচ্য আয়তে পত্নীদিগকে পরিত্যাগ বা পরিবর্ত্তন করিবার পূর্ণ অধিকার পাইয়াও স্বীয় পবিত্রা পত্নীগণের মধ্যে কাহাকেও পরিত্যাগ অথবা পরিবর্ত্তন করেন নাই। বিশেষতঃ ধর্ম্ম-প্রচারের গুরুতর দায়িত্ব ও মহান্ কর্ত্তব্য পালনের জন্য পবিত্র কোরানের নির্দ্দেশ অনুসারে স্বীয় সহধর্ম্মিণীগণের সহিত সমব্যবহারে অথবা তাঁহাদের সন্তুষ্টি-সাধন সম্বন্ধে তাঁহার কোন বাধ্য-বাধকতা না থাকিলেও তিনি জীবনের সেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত তাঁহাদের সহিত সমব্যবহার এবং তাঁহাদের সন্তুষ্টি সাধন সম্বন্ধে যথাসাধ্য স্বীয় কর্ত্তব্য পালন করিয়া গিয়াছেন।

আলোচ্য আয়ত এবং পূর্ব্ববর্ত্তী ২৮শ ও ২৯শ আয়তের নির্দ্দেশ ও প্রদত্ত অধিকার অনুসারে হজরত রসুলোল্লাহ এবং তাঁহার সুপবিত্রা সহধর্ম্মিণীগণ যেরূপ বিস্ময়কর ভাবে স্ব স্ব স্বার্থ ত্যাগ ও আত্মোৎসর্গের পরিচয় দিয়াছিলেন, এই আয়তের শেষাংশে তাহারই আভাস প্রদত্ত হইয়াছে।

৫২। হজরত রসুলোল্লাহ ও তাঁহার সুপবিত্রা সহধর্ম্মিণীগণ আল্লাহতা'লা প্রদত্ত অধিকার পাইয়াও দাম্পত্য জীবনের কর্ত্তব্য পালন সম্বন্ধে আত্মোৎসর্গ ও স্বার্থত্যাগের পরীক্ষায় সকলেই যখন সসম্মানে উত্তীর্ণ হইলেন, তখন আল্লাহতা'লা তাহাদের পবিত্র বিবাহ-বন্ধন ও দাম্পত্য জীবনকে চিরস্থায়ী করিয়া দিয়া আদেশ করিলেন যে,—হে রসুল, এখন তোমার যে সকল পবিত্রা পত্নী বিদ্যমান আছে তদ্ব্যতীত আর কোন রমণীই তোমার জন্য বৈধ নহে এবং তুমি ইহাদের মধ্য হইতে কোন পত্নীকে পরিত্যাগ করিয়া তাহার স্থলে অন্য পত্নী গ্রহণ করিতেও পারিবে না। তোমার সুপবিত্রা সহধর্ম্মিণীগণ আমার আদেশ ও নির্দ্দেশ অনুসারে পার্থিব ভোগ-বিলাস ও সুখ-সম্পদের আশা পরিত্যাগ করিয়া সেরূপ অতুলনীয় স্বার্থত্যাগ ও আত্মোৎসর্গের পরিচয় দিয়াছে, তাহার প্রতিদান স্বরূপ তাহাদিগকেই আমি তোমার চিরস্থায়ী পত্নীরূপে মনোনীত করিয়া দিলাম। ইহার পর আর কোন রমণীই তোমার পত্নীত্বের সৌভাগ্য ও গৌরব লাভের অধিকারিণী হইবে না।

হজরত এব্‌ন-আব্বাস, মোজাহেদ, জোহাক, কাসাদা, হাসান ও এব্‌ন-সিরিন প্রমুখ প্রসি সাহাবাগণ বর্ণনা করিয়াছেন যে, হজরত রসুলোল্লার বিবাহ ও পারিরারিক জীবন সম্বন্ধে ইহা চরম প্রত্যাদেশ। হজরত রসুলোল্লাহ তাঁহার অবশিষ্ট জীবন এই প্রত্যাদেশের উপরই স্থির প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। কারণ এই সময়ে হজরত রসুলোল্লার যে সকল পত্নী বিদ্যমান ছিলেন, তদ্ব্যতীত আর কোন রমণীকেই তিনি বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ করেন নাই। কিন্তু জননী আয়শা হইতে বর্ণি হইয়াছে যে, এই নিষেধাজ্ঞা সাময়িকভাবে অবতীর্ণ হইয়াছিল এবং এতদ্বারা বিবাহ সম্বন্ধে তাঁহা বিশেষ অধিকার স্থায়ীভাবে ক্ষুন্ন করা হয় নাই। বরং পরে এই আদেশ প্রত্যাহার করিয়া তাঁহাকে যথেচ্ছ বিবাহের পূর্ণ স্বাধীনতা প্রদান করা হইয়াছিল; কিন্তু স্বীয় পত্নীগণের স্বার্থত্যাগ আত্মোৎসর্গের জন্য তিনি জীবনের শেষ পর্য্যন্ত উক্ত আদেশের উপরই স্থির-প্রতিষ্ঠিত ছিলেন উহার পরে তিনি আর কাহাকেও বিবাহ করেন নাই।—আহমদ, আবু-দাউদ ও তেরমিজী।

"কিন্তু তোমার দক্ষিণ হস্ত যাহাদের অধিকারী" এই বাক্যাংশের মর্ম্ম সম্বন্ধে এস্থলে মতভে হইয়াছে। কেহ বলিয়াছেন যে, ইহার অর্থ—"ইতিপূর্ব্বে তুমি যাহাদিগকে যথারীতি বিবা করিয়াছ" তদ্ব্যতীত আর কাহাকেও তুমি বিবাহ করিতে পারিবে না। আবার কেহ কেহ বলেন উহার অর্থ—"অধীনা দাসী" অর্থাৎ অধীনা দাসী সংরক্ষণ ব্যতীত তুমি আর কোন স্বাধীনা নারী

সৌন্দর্য্য তোমার মনঃপুত হয়—কিন্তু তোমার দক্ষিণ হস্ত যাহাদের অধিকারী; এবং আল্লাহ সর্ব্ববিষয়োপরি পরিদর্শক।

إِلَّا مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ ۗ وَكَانَ
اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ رَّقِيبًا ۝

৭ম রুকু—ইস্‌লামের সামাজিক, পারিবারিক ও নৈতিক আদর্শ

৫৩। হে বিশ্বাস-স্থাপনকারিগণ, তোমাদিগকে ভোজনের জন্য অনুমতি প্রদান ব্যতীত তোমরা নবীর গৃহ-সমূহে প্রবেশ করিও না, বরং রন্ধন-সমাপ্তির জন্য অপেক্ষা করিও; কিন্তু যখন তোমরা আহূত হও তখন প্রবেশ কর, অনন্তর যখন ভোজন সমাপ্ত হইবে তখন অপসৃত হইয়া যাইবে এবং কথোপকথনের জন্য

٥٣- يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا
بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَن يُؤْذَنَ لَكُمْ
إِلَىٰ طَعَامٍ غَيْرَ نَاظِرِينَ إِنَاهُ وَلَٰكِنْ
إِذَا دُعِيتُمْ فَادْخُلُوا فَإِذَا طَعِمْتُمْ
فَانتَشِرُوا وَلَا مُسْتَأْنِسِينَ

বিবাহ করিতে পারিবে না, তবে আবশ্যক হইলে প্রচলিত প্রথানুসারে বৈধভাবে দাসী সংরক্ষণ করিতে পারিবে। এই বিশেষ অধিকার অনুসারেই হজরত রসুলোল্লাহ মিসর-রাজ মোকাওকাসের প্রেরিত উপঢৌকন স্বরূপ খ্রীষ্টান-কুমারী মরিয়মকে দাসী-রূপে পরিগ্রহণ করিয়াছিলেন।—তঃ হক্কানী।

৫৩। আল্লাহতা'লার মনোনীত স্বর্গীয় ইস্‌লামের সর্ব্বোত্তম বৈশিষ্ট্য এই যে, ইহা শুধু মানবের জন্য উত্তম আদর্শ ও উৎকৃষ্টতর নীতি প্রচার করিয়াই স্বীয় কর্ত্তব্য শেষ করে নাই; বরং উহার সহিত ইসলাম প্রত্যেক ব্যাপারে উৎকৃষ্ট রীতি, সুমার্জ্জিত শিষ্টতা ও সভ্যতা এবং অত্যুত্তম আদব-কায়দা শিক্ষা প্রদান করিয়াছে। তাই আল্লাহতা'লা আলোচ্য আয়তে হজরত রসুলোল্লাহ ও তাঁহার নিমন্ত্রিত অতিথিগণকে উপলক্ষ্য করিয়া সমস্ত মুসলমান জাতিকে সামাজিক শিষ্টতা-সভ্যতা ও সুমার্জ্জিত আদব-কায়দা শিক্ষা দিবার উদ্দেশ্যে বলিতেছেন যে, হে মুসলমানগণ, যখন তোমরা নবীর গৃহে ভোজনের জন্য নিমন্ত্রিত হও, তখন তোমরা নির্দ্ধারিত সময়ের পূর্ব্বে তথায় উপস্থিত হইয়া নবীর অসুবিধার কারণ সৃষ্টি করিও না এবং ভোজনের জন্য নবীর আহ্বান অথবা তাঁহার অনুমতি ব্যতীত তদীয় গৃহে প্রবেশ করিও না; বরং তোমরা নির্দ্ধারিত সময় অথবা রন্ধন সমাপ্তির জন্য অপেক্ষা করিও। অনন্তর যখন তোমাদের ভোজন শেষ হইবে, তখন তোমরা তথা হইতে যথারীতি অপসারিত হইয়া যাইবে। অনর্থক গল্পগুজবের জন্য অকারণে বসিয়া থাকিয়া আল্লার রসুলের অসুবিধা বা বিরক্তি উৎপাদন করিবে না। ফলতঃ এজন্য আল্লার রসুল লজ্জা বা সঙ্কোচ বশতঃ তোমাদিগকে কিছু না বলিলেও তোমাদিগকে শিক্ষা ও সদুপদেশ দিবার জন্য সত্য বলিতে আল্লার পক্ষে কোনই লজ্জা বা সঙ্কোচের কারণ নাই। এস্থলে হজরত রসুলোল্লাহ ও তাঁহার নিমন্ত্রিত অতিথিগণকে লক্ষ্য করিয়া আল্লাহতা'লা যাহা বলিয়াছেন, সাধারণ মুসলমানদিগের পক্ষেও সামাজিক ব্যাপারে ঐ আদর্শই অনুসরণ করিতে হইবে। কোন মুসলমান তাহার বন্ধু-বান্ধবগণকে নিমন্ত্রণ করিলে তাহাদের পক্ষেও নির্দ্ধারিত সময়ের পূর্ব্বে উপস্থিত হওয়া, বিনা অনুমতিতে বাড়ীর অভ্যন্তরে অথবা ভোজনাগারে প্রবেশ করা অথবা ভোজনের পরে অনর্থক বসিয়া থাকিয়া বাজে গল্প-গুজবে সময় নষ্ট করা উচিত নহে। কারণ ইহাতে নিমন্ত্রণকারীর নানারূপ অসুবিধা ও বিরক্তির কারণ উপস্থিত হইতে পারে। বিভিন্ন হাদিস ও তফ্‌সীরে বর্ণিত হইয়াছে যে, হজরত রসুলোল্লাহ জননী জয়নাবকে বিবাহ করিবার সময়ে উক্ত বিবাহের 'ওলিমা' বা বিবাহ-ভোজ উপলক্ষে তাঁহার শিষ্য ও সহচরদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। ইহাতে নিমন্ত্রিতদিগের মধ্যে কয়েকজন

لِحَدِيثٍ ۚ إِنَّ ذَٰلِكُمْ كَانَ يُؤْذِي
النَّبِيَّ فَيَسْتَحْيِي مِنكُمْ ۖ وَاللَّهُ
لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ ۚ وَإِذَا
سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِن
وَرَاءِ حِجَابٍ ۚ ذَٰلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ

বসিয়া থাকিবে না; নিশ্চয় ইহা নবীর জন্য কষ্টকর হয়; পরন্তু সে তোমাদিগ হইতে লজ্জা অনুভব করে এবং আল্লাহ সত্য সম্বন্ধে লজ্জা অনুভব করেন না; এবং যখন তোমরা তাহাদিগের নিকট কোন বিষয় প্রার্থনা কর, তখন পর্দ্দার অন্তরাল হইতে তাহাদের নিকট প্রার্থনা করিও, ইহা তোমাদের অন্তর সমূহের ও

নির্দ্ধারিত সময় এবং রন্ধন সমাপ্তির পূর্ব্বেই হজরতের গৃহে উপস্থিত হইয়াছিল এবং কয়েকজন ভোজনের পরেও অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত সেখানে বসিয়া অনর্থক গল্প-গুজবে সময় অতিবাহিত করিতেছিল। হজরত রসুলোল্লাহ ইহাতে বিশেষ অসুবিধা এবং বিরক্তি বোধ করিলেও লজ্জা বশে তাহাদিগকে কিছু বলেন নাই। এই ঘটনা উপলক্ষেই আলোচ্য আয়ত অবতীর্ণ হয়।—সহি বোখারী ও মোসলেম।

পর্দ্দার বিশিষ্ট আদেশ—আলোচ্য আয়তের শেষাংশে মুসলমানদিগের জন্য আর তিনটি বিশিষ্ট আদেশ বিবৃত হইয়াছে। উহার প্রথম আদেশ—আল্লার রসুলকে কোন প্রকারে কষ্ট না দেওয়া। আল্লার রসুলের অসন্তুষ্টি, বিরক্তি বা মনোকষ্টের কারণ উপস্থিত হয়, এরূপ কথা বলা বা এরূপ কার্য্য করা মুসলমানের জন্য সর্ব্বতোভাবে হারাম। আল্লার রসুলের বিরুদ্ধ সমালোচনা করা, তাঁহার অনাবিল ধর্ম্ম বিকৃত করা অথবা উহাতে কোন "বেদয়াত" অর্থাৎ নূতন মত বা নূতন পদ্ধতি সংযুক্ত করিয়া দেওয়া, তাঁহার পবিত্রা পত্নীগণ ও বংশধরগণের সম্বন্ধে কোনরূপ কুভাব বা কুধারণা পোষণ করা কিংবা তাঁহাদের মধ্যে কাহারও নিন্দা বা দুর্নাম প্রচার করা অথবা কাহাকেও গালি দেওয়া প্রভৃতি সমস্তই ঐরূপ অবৈধ দুষ্কার্য্যের অন্তর্ভূক্ত (হক্কানী)। দ্বিতীয়তঃ হজরত রসুলোল্লার পত্নীগণের নিকট কোন বিষয় প্রার্থনা করিতে হইলে অথবা তাঁহাদের নিকট কোন কথা জিজ্ঞাসা করিতে হইলে পর্দ্দার অন্তরালে থাকিয়া প্রার্থনা বা জিজ্ঞাসা করা কর্ত্তব্য। ইহা সকলের পক্ষেই সবিশেষ কল্যাণকর। হাদিস শরিফে বর্ণিত হইয়াছে যে, সুরা নূরে সর্ব্বপ্রথম পর্দ্দার আদেশ অবতীর্ণ হয়। ঐ আয়তে স্ত্রীলোকদিগকে বাহিরে যাইতে হইলে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ আবৃত করিতে এবং অলঙ্কার-ধ্বনি না করিতে আদেশ প্রদান করা হইয়াছিল। অনন্তর সুরা আহজাবে স্ত্রীলোকদিগকে বিনা প্রয়োজনে গৃহের বাহির না হইতে এবং স্ব স্ব গৃহে অবস্থান করিতে আদেশ প্রদান করা হয়। কিন্তু ইহার পরেও বিশেষ প্রয়োজনে হজরত রসুলোল্লার পত্নীগণকে কখন কখনও সুরা নূরের নির্দ্দেশ অনুসারে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ আবৃত করিয়া বাহিরে যাইতে হইত এবং হজরত রসুলোল্লার ভক্ত-শিষ্যগণের সম্মুখীন হওয়াও তাঁহাদের পক্ষে সময় সময় প্রয়োজন হইয়া পড়িত। ইহাতে হজরত ওমর রসুল-পত্নীগণের জন্য বিশেষভাবে পর্দ্দার আবশ্যকতা অনুভব করিয়া হজরত রসুলোল্লার নিকট পুনঃ পুনঃ ঐ সম্বন্ধে অনুরোধ করেন এবং তাহারই ফলে এই আয়ত অবতীর্ণ হইয়া পর্দ্দা সম্বন্ধীয় বিধি-ব্যবস্থার পূর্ণতা সাধিত হয়। বলা বাহুল্য, এই আয়ত অনুসারে পরপুরুষের সমক্ষে পর্দ্দা করা সমস্ত মুসলমান নারীর জন্য ফরজ এবং উক্ত প্রত্যাদেশ অবতীর্ণ হইবার পর হজরত রসুলোল্লার পবিত্রা পত্নীগণ আর কখনও অপরের দৃষ্টি-পথে পতিতা হন নাই।—সহি বোখারী, মোসলেম ও তঃ হক্কানী।

আলোচ্য আয়তের শেষ আদেশ এই যে, হজরত রসুলোল্লার তিরোধানের পর তাঁহার পবিত্রা পত্নীগণকে বিবাহ করা কোন মুসলমানের জন্যই সিদ্ধ নহে এবং আল্লাহতা'লার নিকট উহা অতি গুরুতর অপরাধ। ইহার কারণ এই যে, প্রথমতঃ হজরত রসুলোল্লাহ সমগ্র মোসলেম-মণ্ডলীর মহাসম্মানিত

তাহাদের অন্তর সমূহের জন্য পবিত্রতর; এবং তোমাদের জন্য উচিত নয় যে, তোমরা আল্লার রসুলকে কষ্টপ্রদান করিবে অথবা ইহাও নহে যে, তাহার পরে কখনও তাহার পত্নীগণকে বিবাহ করিবে; নিশ্চয় ইহা আল্লার নিকট অতীব গুরুতর। ৫৪। যদি তোমরা কোন বিষয় প্রকাশ কর অথবা উহা গোপন কর, তবে নিশ্চয় আল্লাহ

وَقُلُوْبِهِنَّ ۚ وَمَا كَانَ لَكُمْ اَنْ
تُؤْذُوْا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَلَآ اَنْ تَنْكِحُوْٓا
اَزْوَاجَهٗ مِنْۢ بَعْدِهٖٓ اَبَدًا ۚ اِنَّ ذٰلِكُمْ
كَانَ عِنْدَ اللّٰهِ عَظِيْمًا ○ ٥٤- اِنْ
تُبْدُوْا شَيْـًٔا اَوْ تُخْفُوْهُ فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ

ধর্মগুরু বা আধ্যাত্মিক পিতৃ-স্বরূপ এবং সেই সম্পর্কে তাঁহার পত্নীগণও মুসলমানগণের মহাসম্মানিতা আধ্যাত্মিক জননী স্বরূপা; সুতরাং তাঁহারা মুসলমানগণের নিকট স্বীয় জননী অপেক্ষাও ভক্তি ও সম্মানের পাত্রী। এ অবস্থায় তাঁহাদিগকে বিবাহ করা মুসলমানগণের পক্ষে কখনই সুশোভন অথবা ন্যায়সঙ্গত কার্য্য হইতে পারে না। দ্বিতীয়তঃ যে মহান্ উদ্দেশ্যে আল্লাহতা'লা ঐ সকল পুণ্যবতী মহিলাকে পার্থিব সুখ-সম্পদ ভোগ-বিলাসের বাসনা হইতে সম্পূর্ণ বিমুক্ত করিয়া হজরত রসুলোল্লার সম্মানিতা সহধর্মিণী পদে অভিসিক্ত করিয়া দিয়াছিলেন, অপরের সহিত বিবাহিতা হইলে তাঁহাদের দ্বারা সেই মহান্ ধর্ম প্রচারের কর্ত্তব্য পালনে বাধা বিঘ্ন উপস্থিত হওয়া অবশ্যম্ভাবী এই জন্যও অপরের সহিত তাঁহাদের বিবাহ অবৈধ ও নিষিদ্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। তৃতীয়তঃ পার্থিব জগতে হজরত রসুলোল্লার দৈহিক মৃত্যু সংঘটিত হইলেও আধ্যাত্মিক জগতে তিনি চির-অমর। অলি-আল্লাহ ও বিশিষ্ট সাধক ভক্তগণ 'কেয়ামত' বা পুনরুত্থান দিবস পর্য্যন্ত তাঁহার 'রুহানী ফয়েজ' বা আধ্যাত্মিক অনুপ্রেরণা লাভ করিয়া ধন্য হইবে। এই জন্যই তাঁহাকে 'হায়াতুন্নবী' বা 'জীবন্ত-রসুল' বলিয়া অভিহিত করা হয়। এ হিসাবেও তাঁহার পত্নীগণের পক্ষে অপরের সহিত বিবাহিতা হওয়া কখনই সিদ্ধ হইতে পারে না।

বিধর্ম্মী সমালোচকের এ ক্ষেত্রেও হজরত রসুলোল্লার প্রতি পক্ষপাতিতা ও স্বার্থপরতার দোষারোপ করিতে প্রয়াস পাইতেছেন। তাহাদের অভিযোগ এই যে, হজরত রসুলোল্লাহ অন্য বিধবা রমণীগণের জন্য পুনর্ব্বিবাহের বিধান প্রবর্ত্তন করিয়া গিয়াছেন; অথচ স্বীয় পত্নীগণের জন্য সে অনুমতি প্রদান করেন নাই। কিন্তু এস্থলে ইহাও লক্ষ্য করা আবশ্যক যে, তাঁহার পবিত্রা পত্নীগণের মধ্যে একমাত্র জননী আয়শাই অবিবাহিতা কুমারী এবং জয়নাব পতি-পরিত্যাক্তা মহিলা ছিলেন। অন্য সকলেই ছিলেন বর্ষীয়সী বিধবা। সুতরাং বিধবা বিবাহের প্রতি তাঁহার নিজের ব্যক্তিগত কোনই বিরুদ্ধ ভাব ছিল না; বরং তিনি উহার সবিশেষ পক্ষপাতিই ছিলেন। এস্থলে আলোচ্য বিধানের উদ্দেশ্য তৎপ্রতি সম্মান-প্রদর্শন ব্যতীত আর কিছুই নহে এবং পৃথিবীর সকল সভ্য জাতির মধ্যেই সর্ব্বজনমান্য মহাপুরুষ বা মহৎ ব্যক্তিগণের প্রতি ঐরূপ সম্মান প্রদর্শনের রীতি পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে। সুতরাং ইহার মধ্যে নূতনত্ব বা স্বার্থপরতা পরিকল্পনা করিবার কোনই অবকাশ নাই। বিশেষতঃ তিনি বিধবাগণের জন্য পুনর্ব্বিবাহের বিধবা বাধ্যতামূলক ভাবে প্রবর্ত্তন করেন নাই; উহাকে তিনি বিশেষ কল্যাণকর বিধিরূপে প্রচার ও পরিব্যক্ত করিয়াছেন এবং বিধবা রমণীগণের ইচ্ছা ও রুচির উপরেই উহা সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করিয়া গিয়াছেন।—তঃ হক্কানী ও মঃ আঃ।

৫৪। এই আয়তে আল্লাহতা'লা বলিয়া দিয়াছেন যে, তোমাদের আন্তরিক ও বাহ্যিক বিষয় সমূহের মধ্যে যাহা তোমরা প্রকাশ কর যাহা তোমরা গোপন কর, তাহা সমস্তই আমি অবগত আছি। আমার নিকট তোমরা কোন বিষয়ই সংগোপন করিতে পারিবে না।

সর্ব্ববিষয়ে অভিজ্ঞ। ৫৫। তাহাদের উপর তাহাদের পিতৃগণ অথবা তাহাদের পুত্র-গণ অথবা তাহাদের ভ্রাতৃগণ কিংবা তাহাদের ভ্রাতুষ্পুত্রগণ অথবা তাহাদের ভগিনী-পুত্রগণ কিংবা তাহাদের নারীগণ অথবা তাহাদের দক্ষিণ হস্ত যাহাদের অধি-কারী—তাহাদের সম্বন্ধে কোনই অপরাধ নাই; এবং তোমরা আল্লাহকে ভয় কর নিশ্চয় আল্লাহ সর্ব্ববিষয়োপরি সাক্ষ্যদান কারী। ৫৬। নিশ্চয় আল্লাহ ও তদীয় ফেরেশ্‌তাগণ নবীর প্রতি আশীর্ব্বাদ করিয়া থাকেন; হে বিশ্বাস-স্থাপনকারিগণ,

بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمًا ○ ٥٥- لَا جُنَاحَ
عَلَيْهِنَّ فِيْ اٰبَآئِهِنَّ وَلَآ اَبْنَآئِهِنَّ وَلَآ
اِخْوَانِهِنَّ وَلَآ اَبْنَآءِ اِخْوَانِهِنَّ وَلَآ
اَبْنَآءِ اَخَوٰتِهِنَّ وَلَا نِسَآئِهِنَّ وَلَا
مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُنَّ ج وَاتَّقِيْنَ اللّٰهَ ط
اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيْدًا ○
٥٦- اِنَّ اللّٰهَ وَمَلٰٓئِكَتَهٗ يُصَلُّوْنَ
عَلَى النَّبِيِّ ط يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا

৫৫। পূর্ব্বোক্ত আয়তদ্বয় অবতীর্ণ হইবার পর এরূপ অনুমিত হইয়াছিল যে, হজরত রসুলোল্লার পবিত্রা পত্নীগণের পক্ষে বোধ হয় পিতা-পুত্র প্রভৃতির সকলের সমক্ষেই পর্দ্দা করা আবশ্যক। তাই আল্লাহতা'লাই আয়তে তাহাদিগকে সম্বোধন পূর্ব্বক পরিষ্কার করিয়া বলিয়া দিলেন যে, তাঁহাদের পিতৃগণ অর্থাৎ পিতা, পিতামহ, পিতৃব্য ও মাতুল প্রভৃতি; পুত্রগণ অর্থাৎ গর্ভজাত ও সপত্নী-পুত্র সকল; ভ্রাতৃগণ অর্থাৎ সহোদর, বৈমাত্রেয় ও দুগ্ধভ্রাতাগণ, ভ্রাতুষ্পুত্র ও ভাগিনেয়গণ, স্বজাতীয় নারীগণ এবং অধীন দাস-দাসীগণের সমক্ষে তাঁহাদিগকে পর্দ্দা করিতে হইবে না। এতদনুসারে কোন মুসলমান মহিলার পক্ষেই উপরোক্ত আত্মীয়-স্বজন বা দাস-দাসীদিগের সমক্ষে পর্দ্দা করিবার প্রয়োজন নাই। তবে বিজাতীয়া বিধর্ম্মী নারী ও বয়ঃপ্রাপ্ত দাসের সমক্ষে পর্দ্দা করিতে হইবে কিনা, তৎ সম্বন্ধে মতভেদ আছে। কেহ কেহ বিজাতীয় বেপর্দ্দা নারী এবং বয়ঃপ্রাপ্ত দাসের সমক্ষেও যথারীতি পর্দ্দা করিতে হইবে বলিয়া অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন।—তঃ হক্কানী।

৫৬। এই আয়তে হজরত রসুলোল্লার অলৌকিক গৌরব ও মহিমার বিষয় পরিব্যক্ত হইয়াছে। আল্লাহতা'লা বলিতেছেন যে, আমার প্রিয়তম রসুল তোমাদের ন্যায় মানুষ হইলেও তোমরা তাঁহাকে সাধারণ মানুষ জ্ঞানে তৎপ্রতি কোনরূপ অবজ্ঞার ভাব প্রকাশ করিও না এবং তাঁহার কাজ-কর্ম্ম লইয়া কোনরূপ বিরুদ্ধ সমালোচনা করিও না। তিনি এরূপ অসাধারণ মহাপুরুষ যে, আল্লাহ ও তাঁহার ফেরেশ্‌তাগণ তৎপ্রতি শুভাশীর্ব্বাদ প্রেরণ করিয়া থাকেন। অতএব যদি কল্যাণ চাও, তবে তোমরাও ভক্তির সহিত তৎপ্রতি 'দরুদ ও সালাম' অর্থাৎ শুভাশিস্ এবং শান্তিবাণী প্রেরণ কর।

এই আয়ত অনুসারে হজরত রসুলোল্লার নাম শুনিলে অথবা তাঁহার প্রসঙ্গ আলোচিত হইলে দরুদ ও সালাম পাঠ করা ওয়াজেব অবশ্য কর্ত্তব্য। সহি হাদিস গ্রন্থ সমূহে এই দরুদ ও সালাম পাঠ করা এবং উহার অপরিসীম পূণ্য সম্বন্ধে বহু বর্ণনা পরিদৃষ্ট হয়। এই দরুদ ও সালাম পাঠের কল্যাণে মানবের উপর আল্লাহতা'লার বিশেষ অনুগ্রহ অবতীর্ণ হইয়া থাকে।

بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمًا ○ ৫৫- لَا جُنَاحَ
عَلَيْهِنَّ فِيْٓ اٰبَآئِهِنَّ وَلَآ اَبْنَآئِهِنَّ وَلَآ
اِخْوَانِهِنَّ وَلَآ اَبْنَآءِ اِخْوَانِهِنَّ وَلَآ
اَبْنَآءِ اَخَوٰتِهِنَّ وَلَا نِسَآئِهِنَّ وَلَا
مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُنَّ ۚ وَاتَّقِيْنَ اللّٰهَ ط
اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيْدًا ○
৫৬- اِنَّ اللّٰهَ وَمَلٰٓئِكَتَهٗ يُصَلُّوْنَ
عَلَى النَّبِيِّ ط يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا

সর্ব্ববিষয়ে অভিজ্ঞ। ৫৫। তাহাদের উপর তাহাদের পিতৃগণ অথবা তাহাদের পুত্র-গণ অথবা তাহাদের ভ্রাতৃগণ কিংবা তাহাদের ভ্রাতুষ্পুত্রগণ অথবা তাহাদের ভগিনী-পুত্রগণ কিংবা তাহাদের নারীগণ অথবা তাহাদের দক্ষিণ হস্ত যাহাদের অধি-কারী—তাহাদের সম্বন্ধে কোনই অপরাধ নাই; এবং তোমরা আল্লাহকে ভয় কর নিশ্চয় আল্লাহ সর্ব্ববিষয়োপরি সাক্ষ্যদান কারী। ৫৬। নিশ্চয় আল্লাহ ও তদীয় ফেরেশ্‌তাগণ নবীর প্রতি আশীর্ব্বাদ করিয়া থাকেন; হে বিশ্বাস-স্থাপনকারিগণ,

৫৫। পূর্ব্বোক্ত আয়তদ্বয় অবতীর্ণ হইবার পর এরূপ অনুমিত হইয়াছিল যে, হজরত রসুলোল্লার পবিত্রা পত্নীগণের পক্ষে বোধ হয় পিতা-পুত্র প্রভৃতির সকলের সমক্ষেই পর্দ্দা করা আবশ্যক। তাই আল্লাহতা'লাই আয়তে তাহাদিগকে সম্বোধন পূর্ব্বক পরিষ্কার করিয়া বলিয়া দিলেন যে, তাঁহাদের পিতৃগণ অর্থাৎ পিতা, পিতামহ, পিতৃব্য ও মাতুল প্রভৃতি; পুত্রগণ অর্থাৎ গর্ভজাত ও সপত্নী-পুত্র সকল; ভ্রাতৃগণ অর্থাৎ সহোদর, বৈমাত্রেয় ও দুগ্ধভ্রাতাগণ, ভ্রাতুষ্পুত্র ও ভাগিনেয়গণ, স্বজাতীয় নারীগণ এবং অধীন দাস-দাসীগণের সমক্ষে তাঁহাদিগকে পর্দ্দা করিতে হইবে না। এতদনুসারে কোন মুসলমান মহিলার পক্ষেই উপরোক্ত আত্মীয়-স্বজন বা দাস-দাসীদিগের সমক্ষে পর্দ্দা করিবার প্রয়োজন নাই। তবে বিজাতীয়া বিধর্ম্মী নারী ও বয়ঃপ্রাপ্ত দাসের সমক্ষে পর্দ্দা করিতে হইবে কিনা, তৎ সম্বন্ধে মতভেদ আছে। কেহ কেহ বিজাতীয় বেপর্দ্দা নারী এবং বয়ঃপ্রাপ্ত দাসের সমক্ষেও যথারীতি পর্দ্দা করিতে হইবে বলিয়া অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন।—তঃ হক্কানী।

৫৬। এই আয়তে হজরত রসুলোল্লার অলৌকিক গৌরব ও মহিমার বিষয় পরিব্যক্ত হইয়াছে। আল্লাহতা'লা বলিতেছেন যে, আমার প্রিয়তম রসুল তোমাদের ন্যায় মানুষ হইলেও তোমরা তাঁহাকে সাধারণ মানুষ জ্ঞানে তৎপ্রতি কোনরূপ অবজ্ঞার ভাব প্রকাশ করিও না এবং তাঁহার কাজ-কর্ম্ম লইয়া কোনরূপ বিরুদ্ধ সমালোচনা করিও না। তিনি এরূপ অসাধারণ মহাপুরুষ যে, আল্লাহ ও তাঁহার ফেরেশ্‌তাগণ তৎপ্রতি শুভাশীর্ব্বাদ প্রেরণ করিয়া থাকেন। অতএব যদি কল্যাণ চাও, তবে তোমরাও ভক্তির সহিত তৎপ্রতি 'দরুদ ও সালাম' অর্থাৎ শুভাশিস্‌ এবং শান্তিবাণী প্রেরণ কর।

এই আয়ত অনুসারে হজরত রসুলোল্লার নাম শুনিলে অথবা তাঁহার প্রসঙ্গ আলোচিত হইলে দরুদ ও সালাম পাঠ করা ওয়াজেব অবশ্য কর্ত্তব্য। সহি হাদিস গ্রন্থ সমূহে এই দরুদ ও সালাম পাঠ করা এবং উহার অপরিসীম পুণ্য সম্বন্ধে বহু বর্ণনা পরিদৃষ্ট হয়। এই দরুদ ও সালাম পাঠের কল্যাণে মানবের উপর আল্লাহতা'লার বিশেষ অনুগ্রহ অবতীর্ণ হইয়া থাকে।

صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ۝
٥٧- إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ
لَعَنَهُمُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ
وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا ۝
٥٨- وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ
وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا
فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا ۝

তোমরাও তৎপ্রতি শুভাশিস্ এবং শান্তিপ্রদ শান্তি-বাণী প্রেরণ কর। ৫৭। নিশ্চয় যাহারা আল্লাহ ও তদীয় রসুলকে কষ্ট প্রদান করে, আল্লাহ তাহাদিগকে ইহলোক ও পরলোকে অভিসম্পাত করিয়া থাকেন, এবং তিনি তাহাদের জন্য অবমাননাকর শাস্তি প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছেন। ৫৮। এবং যাহারা বিশ্বাসী ও বিশ্বাসিনী-গণকে কোন অহিত-অর্জ্জন ব্যতীত কষ্ট প্রদান করে, তবে নিশ্চয় তাহারা অসত্য অপবাদ ও প্রকাশ্য পাপ বহন করিয়াছে।

৮ম রুকু অপবাদ প্রচারকদিগের শোচনীয় পরিণাম

٥٩- يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ
وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ

৫৯। হে নবী, তুমি তোমার সহধর্ম্মিণীগণ ও তোমার কন্যাগণ এবং বিশ্বাসিগণের নারীদিগকে বলিয়া দাও যে,

---

৫৭। এই আয়তে হজরত রসুলোল্লার অনিষ্ট প্রয়াসী, তাঁহাকে মনোকষ্ট প্রদানকারী এবং তদীয় নিন্দা ও দুর্নাম প্রচারকারীদিগের পারলৌকিক কঠোর শাস্তির প্রসঙ্গ বর্ণিত হইয়াছে।

৫৮। এইরূপে যাঁহারা অকারণে বিশ্বাসী মুসলমান নর-নারীদিগকে কষ্ট প্রদান করিবে, পরলোকে তাহারাও তজ্জন্য কঠিন শাস্তি ভোগ করিতে বাধ্য হইবে।

৫৯। হজরত রসুলোল্লার পবিত্রা পত্নীগণের প্রতি গৃহে অবস্থান ও পর্দ্দার আদেশ অবতীর্ণ হইবার পরেও তাঁহারা প্রাকৃতিক প্রয়োজনে—গৃহ-সংলগ্ন পায়খানা প্রস্তুত না হওয়া পর্য্যন্ত রজনী যোগে নামাজেও যোগদান করিতেন; কারণ শরিয়তের নির্দ্দেশ অনুসারে ঐরূপ অপরিহার্য্য প্রয়োজনে অথবা ধর্ম্ম-কার্য্য সম্পাদনে বহির্গমন করা নিষিদ্ধ নহে (সহি বোখারী)। কিন্তু দুষ্ট-প্রকৃতি কপট-বিশ্বাসীরা ঐ সময়ে তাঁহাদের গমনাগমন-পথে অবস্থান করিতে এবং যাতায়াতের সময়ে তাঁহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া নানারূপ অসঙ্গত উপহাস-বিদ্রূপ করিত। হজরত রসুলোল্লার নিকট এ সম্বন্ধে অভিযোগ করা হইলে তিনি কপট-বিশ্বাসীদিগকে ডাকিয়া ঐরূপ অসঙ্গত আচরণের কারণ জিজ্ঞাসা করেন। তাহারা উত্তর করে যে, আমরা কোন ভদ্র মহিলার সহিত ঐরূপ ব্যবহার করি না এবং তাঁহাদিগকে আমরা ভদ্র মহিলা বলিয়া জানিতেও পারি নাই। আমাদের দেশাচার অনুসারে সাধারণতঃ দাসীদিগের সহিতই আমরা ঐরূপ ব্যবহার করিয়া থাকি। এই ঘটনা উপলক্ষেই আলোচ্য আয়ত অবতীর্ণ হয়।—তঃ হক্কানী।

আয়তের মর্ম্ম এই যে, হে নবী, তুমি তোমার পত্নী, কন্যা এবং বিশ্বাসী মুসলমানদিগের স্ত্রী-পরিজনদিগকে বলিয়া দাও যে, তাঁহারা গৃহ হইতে বাহির হইবার সময় যেন সুবৃহৎ চাদরে দেহ আবৃত করিয়া বহির্গত হয়। ইহাতে দাসীদিগের সহিত তাঁহাদের পার্থক্য স্পষ্টতর রূপে পরিস্ফুট

يُدْنِيْنَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيْبِهِنَّ ط
ذٰلِكَ اَدْنٰى اَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ ط
وَكَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ٥
٦٠- لَئِنْ لَّمْ يَنْتَهِ الْمُنٰفِقُوْنَ
وَالَّذِيْنَ فِيْ قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ
وَّالْمُرْجِفُوْنَ فِى الْمَدِيْنَةِ لَنُغْرِيَنَّكَ
بِهِمْ ثُمَّ لَا يُجَاوِرُوْنَكَ فِيْهَآ اِلَّا
قَلِيْلًا ۚ ٦١- مَلْعُوْنِيْنَ ۚ اَيْنَمَا
ثُقِفُوْٓا اُخِذُوْا وَقُتِّلُوْا تَقْتِيْلًا ٥
٦٢- سُنَّةَ اللّٰهِ فِى الَّذِيْنَ خَلَوْا

তাহারা যেন নিজেদের উপর স্ব স্ব আবরণী সংবিন্যস্ত করে; ইহা তদপেক্ষা সমীচীন যে, তাহারা পরিচিত হইবে; অনন্তর তাহারা অত্যাচারিত হইবে না; এবং আল্লাহ ক্ষমাশীল করুণাময়।

৬০। অবশ্য যদি কপট-বিশ্বাসীরা এবং যাহাদের অন্তরসমূহে ব্যাধি আছে তাহারা এবং মদিনার অন্তর্গত অপবাদ-প্রচারকেরা নিরস্ত না হয়, তবে নিশ্চয় আমি তোমাকে তাহাদের পশ্চাদানুসরণে নিয়োজিত করিব, তৎপরে তাহারা উহার মধ্যে অল্প-সময় ব্যতীত তোমার প্রতিবেশী থাকিতে পারিবে না।

৬১। উহারাই অভিশপ্ত; তাহারা যেখানেই পরিদৃষ্ট হইবে, সেখানেই তাহারা ধৃত এবং নিহত হইবে।

৬২। ইহা বিগত পূর্ব্ববর্ত্তীদিগের মধ্যে অনুসৃত

হইবে এবং লোকে তাঁহাদিগকে স্বাধীন ও সম্ভ্রান্ত ভদ্র মহিলা বলিয়া জানিতে পারিবে। অধিকন্তু ঐরূপ ভাবে দেহ বস্ত্রাবৃত থাকায় তাঁহাদিগকে কেহ চিনিতে পারিবে না এবং কপট বিশ্বাসী ও অসৎ প্রকৃতি দুষ্ট লোকেরা তাঁহাদিগকে কোনরূপ অপমানজনক কথা বলিতে অথবা তাঁহাদের সহিত কোনরূপ দুর্ব্যবহার করিতেও সাহসী হইবে না। বলা বাহুল্য, এই প্রত্যাদেশ অবলম্বন করিয়াই উত্তরকালে মোসলেম-জগত আপাদ-মস্তক আবৃতকারী 'বোরকা' পরিবার প্রথা সৃষ্টি ও প্রচলিত হইয়াছে।—তঃ কবির ও মঃ আঃ।

৬০—৬২। এই তিনটি আয়তে মদিনার কপট-বিশ্বাসী মোনাফেক ও ক্রূরমতি ইহুদী জাতির হীন প্রভৃতি এবং তজ্জনিত শাস্তি ও শোচনীয় পরিণামের বিষয় বর্ণিত হইয়াছে। প্রকৃতিগত দুষ্প্রবৃত্তি ও অসদাচরণ ব্যতীত উহারা নানারূপ ভিত্তিহীন সংবাদ প্রচার করিয়া মুসলমানদিগকে ভীতি প্রদর্শনের চেষ্টা করিত এবং বিশ্বাসী মুসলমান নর-নারীদিগের সম্বন্ধে নানারূপ অলীক অপবাদ ও অথবা কুৎসা রটনা করিয়া বেড়াইত। তাই আল্লাহতা'লা বলিয়া দিলেন যে, উহারা যদি নিজেদের দুষ্প্রবৃত্তি পরিত্যাগ না করে এবং মুসলমানদিগের সম্বন্ধে অলীক অপবাদ ও অযথা সংবাদ প্রচার করা হইতে নিরস্ত না হয়, তবে অচিরেই মুসলমানেরা পরাক্রান্ত হইয়া উহাদিগকে মদিনা হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিবে এবং ঐ অভিশপ্ত জাতি পৃথিবীর যেখানেই গমন করিবে, সেখানেই উহারা লাঞ্ছিত, নিহত অথবা বিতাড়িত হইতে থাকিবে। আল্লাহতা'লা আরও বলিয়া দিতেছেন যে, ধর্ম্মদ্রোহী ও বিশ্বাসঘাতক কপট-বিশ্বাসীদের সম্বন্ধে আমি চিরদিনই এই পন্থা অবলম্বন করিয়া আসিতেছি এবং ভবিষ্যতেও এই ঐশী-প্রথার কোনরূপ ব্যতিক্রম হইবে না। বলা বাহুল্য, হজরত রসুলোল্লার

ঐশী-প্রথা ; এবং নিশ্চয় তুমি ঐশী-
প্রথার মধ্যে কোনরূপ পরিবর্ত্তন প্রাপ্ত
হইবে না। ৬৩। লোকেরা তোমাকে
সেই সময় সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিতেছে ;
তুমি বল—আল্লার নিকট ব্যতীত উহার
জ্ঞান নাই ; এবং কিসে তুমি অনুভব
করিবে যে, সেই সময় সন্নিকটবর্ত্তী ?
৬৪। নিশ্চয় আল্লাহ অবিশ্বাসীদিগকে
অভিসম্পাত করিয়াছেন এবং তাহাদের
জন্য প্রজ্জলিত অগ্নি-শিখা সৃষ্টি করিয়া
রাখিয়াছেন। ৬৫। তাহারা তন্মধ্যে
চিরকাল অবস্থান করিবে ; তথায় তাহারা
কোন অভিভাবক অথবা সাহায্যকারী
প্রাপ্ত হইবে না। ৬৬। সেদিন তাহাদের
মুখমণ্ডলসমূহ নরকানলের দিকে
প্রত্যাবর্ত্তিত হইবে—তাহারা বলিবে,
হায়, যদি আমরা আল্লার অনুগত ও
রসুলের অনুগত হইতাম। ৬৭। এবং
তাহারা বলিবে—হে আমাদের প্রতি-

مِنْ قَبْلُ ج وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللّٰهِ
تَبْدِيْلًا ۝ ٦٣- يَسْـَٔلُكَ النَّاسُ
عَنِ السَّاعَةِ ط قُلْ اِنَّمَا عِلْمُهَا
عِنْدَ اللّٰهِ ط وَمَا يُدْرِيْكَ لَعَلَّ
السَّاعَةَ تَكُوْنُ قَرِيْبًا ۝ ٦٤- اِنَّ اللّٰهَ
لَعَنَ الْكٰفِرِيْنَ وَاَعَدَّ لَهُمْ سَعِيْرًا ۝
٦٥- خٰلِدِيْنَ فِيْهَآ اَبَدًا ج
لَا يَجِدُوْنَ وَلِيًّا وَّلَا نَصِيْرًا ۝
٦٦- يَوْمَ تُقَلَّبُ وُجُوْهُهُمْ فِى النَّارِ
يَقُوْلُوْنَ يٰلَيْتَنَآ اَطَعْنَا اللّٰهَ وَاَطَعْنَا
الرَّسُوْلَا ۝ ٦٧- وَقَالُوْا رَبَّنَآ اِنَّآ

জীবনেই এই ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হইয়া ইহুদিগণ মদিনা হইতে বিতাড়িত এবং কপট-বিশ্বাসীরা মস্জিদ হইতে বহিষ্কৃত হইয়াছিল। অনন্তর অভিশপ্ত ইহুদী জাতি জগতের সর্ব্বত্র কিরূপভাবে লাঞ্ছিত, বিতাড়িত বিড়ম্বিত হইতেছে, জগতের ইতিহাসই তাহার সমুজ্জ্বল সাক্ষী।

৬৩। কেহ কেহ বলেন যে, এই আয়তে অবিশ্বাসীদের পুনরুত্থান বিষয়ক সুপরিচিত প্রশ্নের প্রতি ইঙ্গিত করা হইয়াছে। আবার কেহ কেহ বলেন যে, কপট-বিশ্বাসীরা পূর্ব্বোক্ত আয়তের ভবিষ্যদ্বাণী কবে সফল হইবে বলিয়া যে উপহাস-সূচক প্রশ্ন করিয়াছিল, এস্থলে তৎপ্রতিই লক্ষ্য করা হইয়াছে। ফলতঃ কোরান শরিফের বহু স্থানে এই পুনরুত্থান সম্বন্ধীয় প্রশ্ন উত্থাপিত হইলেও কোথাও উহার সুনিশ্চিত উত্তর প্রদান করা হয় নাই। আল্লাহতা'লা ঐ বিরাট ব্যাপার সংঘটিত হইবার প্রকৃত সময় স্বীয় অনন্ত জ্ঞানের মধ্যে সংগোপনে রাখিয়া দিয়াছেন। তবে এস্থানে এবং অন্যান্য স্থানে ঐ সম্বন্ধে যে অস্পষ্ট উত্তর প্রদান করা হইয়াছে, তাহাতে অনুমিত হয় যে, সেই সঙ্কটকাল সুদূরবর্ত্তী নহে, বরং সন্নিকটবর্ত্তী।—তঃ হক্কানী।

৬৪—৬৬। এই তিনটি আয়তে অবিশ্বাসীদিগের পারলৌকিক পরিণাম ও অসহায় অবস্থার বিষয় বর্ণিত হইয়াছে। সেদিন অযথা অনুতাপ এবং নরকানলের কঠিন শাস্তি ভোগ করা ভিন্ন তাহাদের আর কোনই গত্যন্তর থাকিবে না।

৬৭—৬৮। সেদিন অবিশ্বাসীরা তাহাদের ধর্ম্মগুরু ও দেব-দেবীগণের প্রতি দোষারোপ করিয়া বলিবে যে, হে আল্লাহ, ইহারাই আমাদিগকে বিভ্রান্ত ও বিপথগামী করিয়াছিল। অতএব আজ

পালক, নিশ্চয় আমরা আমাদের নেতৃবৃন্দ
ও আমাদের প্রবীণগণের অনুসরণ
করিয়াছিলাম, ফলতঃ তাহারাই আমা-
দিগকে সুপথ হইতে বিভ্রান্ত করিয়াছিল।
৬৮। হে আমাদের প্রতিপালক, তাহা-
দিগকে দ্বিগুণতর শাস্তি প্রদান কর এবং
তাহাদিগকে গুরুতর অভিসম্পাতে
অভিসম্পাত কর।

أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءَنَا فَأَضَلُّونَا
السَّبِيلَا ٥ ٦٨- رَبَّنَا آتِهِمْ
ضِعْفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ وَالْعَنْهُمْ
لَعْنًا كَبِيرًا ع

৯ম রুকু—মানব জাতির অসম সাহস ও মহান সফলতা

৬৯। হে বিশ্বাস-স্থাপনকারিগণ,
যাহারা মুসাকে কষ্ট প্রদান করিয়াছিল
তোমরা তাহাদের অনুরূপ হইও না,
ফলতঃ তাহারা যাহা বলিত, তাহা হইতে
আল্লাহ তাহাকে প্রমুক্ত করিয়াছিলেন,
এবং সে আল্লার নিকটে সম্মানিত ছিল।
৭০। হে বিশ্বাস-স্থাপনকারিগণ, তোমরা
আল্লাহকে ভয় কর এবং সুদৃঢ় সত্য কথা
বল। ৭১। তিনি তোমাদের জন্য

٦٩- يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَكُونُوا
كَالَّذِينَ آذَوْا مُوسَى فَبَرَّأَهُ اللَّهُ مِمَّا
قَالُوا ط وَكَانَ عِنْدَ اللَّهِ وَجِيهًا ٥
٧٠- يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ
وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ٥ ٧١- يُصْلِحْ

তুমি ইহাদিগকে দ্বিগুণতর শাস্তি প্রদান কর। কিন্তু সেদিন তাহাদের এই অসাময়িক অনুতাপ ও অপরের প্রতি দোষারোপ কোনই কাজে আসিবে না।

৬৯—৭১। কোন কোন অজ্ঞ মুসলমান কপট-বিশ্বাসীদিগের সহিত হজরত রসুলোল্লার কার্যের বিরুদ্ধ সমালোচনায় যোগদান করিত। আল্লাহতা'লা উহাদিগকে সতর্ক করিয়া বলিতেছেন যে, আমার অন্যতম প্রিয় নবী মুসার প্রতি অযথা দোষারোপ করিয়া তাঁহার আত্মীয়-স্বজন ও স্বসম্প্রদায়-ভূত লোকেরা যেরূপ বিড়ম্বনা ও শাস্তি ভোগ করিয়াছিল, তোমরা আমার প্রিয়তম রসুলের প্রতি অলীক অপরাধ প্রদান করিয়া সেইরূপ ভাবে নিজেদের অমঙ্গল ডাকিয়া আনিও না। বরং তোমরা আল্লাহকে ভয় করিয়া সত্য কথা বল ও সুপথে চল এবং আল্লাহ-রসুলের অনুগত হইয়া সংশোধিত হইতে চেষ্টা কর। তাহা হইলে আল্লাহতা'লা তোমাদের পূর্ব্ব অপরাধ ক্ষমা করিয়া তোমাদিগকে অবশ্যই স্বীয় অনুগ্রহে অভিষিক্ত করিবেন।

হজরত রসুলোল্লার প্রতি কপট-বিশ্বাসী ও ক্ষীণ-বিশ্বাসীদের প্রদত্ত কোন্ অপবাদ উপলক্ষে এই আয়তত্রয় অবতীর্ণ হইয়াছিল এবং হজরত মুসা সংক্রান্ত কোন্ ঘটনার প্রতিই বা এস্থলে ইঙ্গিত করা হইয়াছে, তৎসম্বন্ধে তফ্‌সীরকারগণের মধ্যে বিভিন্ন মত পরিদৃষ্ট হয়। হজরত রসুলোল্লাহ কর্ত্তৃক 'গনিমতে'র মাল বণ্টন উপলক্ষে জনৈক আনসারীর আপত্তি এবং স্নান-কালে হজরত মুসার কাপড় লইয়া একখণ্ড প্রস্তরের দৌড়িয়া পলায়ন করা সম্বন্ধে বিভিন্ন হাদিসে যে বর্ণনা পরিদৃষ্ট হয়, অধিকাংশ তফ্‌সীরকারই তৎপ্রতি আস্থা স্থাপন করিতে পারেন নাই এবং তওরাতেও উহার কোন সমর্থক প্রমাণ নাই। হজরত আলি (কঃ) হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, হজরত হারুনের মৃত্যু সম্পর্কে এসরাইল বংশীয়েরা হজরত মুসার উপর যে অযথা দোষারোপ করিয়াছিল, এস্থলে তৎপ্রতিই লক্ষ্য করা হইয়াছে। কিন্তু বিশিষ্ট তফ্‌সীরকারগণের মত এই যে, তওরাতের বর্ণনা অনুসারে হজরত মুসার

লَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ط
وَمَنْ يُطِعِ اللّٰهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ
فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ۝ ٧٢- إِنَّا عَرَضْنَا
الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ
وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا
وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ ط
إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا ۝

তোমাদের কার্য্যসমূহ সংশোধিত করিয়া দিবেন এবং তোমাদের জন্য তোমাদের অপরাধসমূহ ক্ষমা করিবেন; এবং যে আল্লাহ ও তদীয় রসুলের অনুগত হইবে, পরে নিশ্চয় সে মহান সাফল্যে সাফল্য মণ্ডিত হইবে। ৭২। নিশ্চয় আমি নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডল ও পর্ব্বতসমূহের সমক্ষে সেই 'আমানত' উপস্থাপিত করিয়াছিলাম, কিন্তু তাহারা উহা বহন করিতে অস্বীকার করিয়াছিল এবং উহাতে ভীত হইয়াছিল; এবং মানুষ উহা বহন করিয়াছিল; নিশ্চয় সে অত্যাচারী অনভিজ্ঞ ছিল।

ভগিনী ও এসরাইল বংশীয় কোন কোন লোক জনৈক হাবশী রমণীর সহিত ব্যভিচার সম্বন্ধে হজরত মুসার প্রতি যে অলীক অপবাদ প্রদান করিয়াছিল এবং যাহার ফলে অপবাদকারিগণের উপর আল্লাহতা'লার অভিসম্পাত ও শাস্তি অবতীর্ণ হইয়াছিল, সেই প্রসঙ্গের উল্লেখ করিয়া জননী জয়নাবের বিবাহ সম্পর্কে হজরত রসুলোল্লার প্রতি অন্যায় দোষারোপকারীদিগকেই আলোচ্য আয়তত্রয়ে সতর্ক করিয়া দেওয়া হইয়াছে।—তঃ হক্কানী।

৭২—৭৩। **মানুষের গৌরব**—এই দুইটি আয়তে মানবের অসাধারণ শক্তি ও সাহস এবং তজ্জনিত শেষ-পরিণত ও সফলতার বিষয় সুবিবৃত হইয়াছে। তফ্‌সীরকারগণ এই আয়তের এবং বিশেষভাবে 'আমানত' শব্দের বহু প্রকার অর্থ ও মর্ম্ম পরিকল্পনা করিয়াছেন। ঐ সমস্ত পরিকল্পনার সারমর্ম্ম এই যে, আল্লাহতা'লার আদেশ-নিষেধ এবং দৈনন্দিন ধর্ম্ম-কর্ম্ম ও প্রাকৃতিক কর্ত্তব্য পালনের দায়িত্বই হইতেছে এই 'আমানত' শব্দের প্রকৃত দ্যোতনা। যাহারা সেই কঠোর দায়িত্ব যথারীতি পালন করিতে সমর্থ হইবে, তাহারা 'আমানত' সংরক্ষণের গৌরবে গৌরবান্বিত হইয়া তজ্জন্য আল্লাহতা'লার নিকট অনন্ত পুরস্কারে পুরস্কৃত হইবে এবং যাহারা উহার কোনরূপ ব্যতিক্রম করিবে, তাহারা 'আমানতে খেয়ানত' করার অপরাধে অপরাধী হইয়া তজ্জন্য কঠোর শাস্তি ও বিড়ম্বনা ভোগ করিতে বাধ্য হইবে।

"নিশ্চয় আমি নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডল ও পর্ব্বতসমূহের সমক্ষে সেই আমানত উপস্থাপিত করিয়াছিলাম, কিন্তু তাহারা উহা বহন করিতে অস্বীকার করিয়াছিল এবং উহাতে ভীত হইয়াছিল"—ইহার মর্ম্ম এই যে, আল্লাহতা'লা আকাশ, পৃথিবী ও পর্ব্বতমালা এবং উহার অন্তর্গত তরু-লতা, জীব-জন্তু ও ফেরেশ্‌তাবৃন্দকে এক একটি নির্দ্দিষ্ট ও সীমাবদ্ধ কার্য্যের জন্য সৃষ্টি করিয়াছেন। তাহাদের মধ্যে স্বাধীন সত্তা বা স্বাধীনভাবে স্বীয়-বুদ্ধি বিবেক পরিচালনা করিয়া কার্য্য করিবার কোনই শক্তি বা উপাদান নাই। সুতরাং আল্লাহতা'লার নির্দ্ধারিত 'আমানত' বা কঠোর কর্ত্তব্য পালনের দায়িত্ব হইতে তাহারা সকলেই ভীত হইয়া মুক্তি প্রার্থনা করিয়াছিল।

"কিন্তু মানুষ উহা বহন করিয়াছিল"—ইহার মর্ম্ম এই যে, মানুষকে আল্লাহতা'লা স্বীয় প্রতিনিধি ও পৃথিবীর অধিপতিরূপে সম্পূর্ণ ভিন্ন উপাদানে সৃষ্টি করিয়াছেন। হাদিস শরিফেও বর্ণিত হইয়াছে যে "নিশ্চয় আল্লাহ আদমকে স্বীয় আকৃতির অনুরূপ সৃষ্টি করিয়াছেন"। কিন্তু এস্থলে আকৃতি অর্থ প্রকৃতি; কারণ আল্লার কোনই আকৃতি নাই। ফলতঃ তিনি স্বীয় প্রকৃতির অনুরূপ শক্তি-স্বাধীনতা

৭৩। যেহেতু আল্লাহ কপট-বিশ্বাসিগণ ও কপট-বিশ্বাসিনীবৃন্দ এবং অংশীবাদিগণ ও অংশীবাদিনীদিগকে শাস্তি প্রদান করিবেন, এবং আল্লাহ বিশ্বাসিগণ ও বিশ্বাসিনীবৃন্দের প্রতি ক্ষমা দান করিবেন; এবং আল্লাহ ক্ষমাশীল করুণাময়।

٧٣ لِّيُعَذِّبَ اللّٰهُ الْمُنٰفِقِيْنَ
وَالْمُنٰفِقٰتِ وَالْمُشْرِكِيْنَ
وَالْمُشْرِكٰتِ وَيَتُوْبَ اللّٰهُ عَلَى
الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنٰتِ ؕ
وَكَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ۧ

ও জ্ঞান-বুদ্ধি-বিবেক এবং ক্রোধ-অনুগ্রহ ও স্নেহ-সহানুভূতি প্রভৃতি যাবতীয় গুণের অংশ প্রদান করিয়া তাঁহার প্রিয় সৃষ্টি মানুষকে সৃষ্টি করিয়াছেন। এই জন্যই মানব জাতিকে "আলমে-কবির" বা "আশরাফুল-মখ্‌লুকাত" অর্থাৎ 'বৃহত্তম জগৎ ও শ্রেষ্ঠতম সৃষ্টি" বলিয়া অভিহিত করা হয়। সুতরাং আল্লাহতা'লা যখন তাঁহার আদেশ-নিষেধ রূপ প্রাকৃতিক কর্ত্তব্য এবং পালন উহার গুরুভার দায়িত্ব বহনের 'আমানত' তাহার সমক্ষে উপস্থাপিত করিলেন, তখন সে আল্লাহতা'লার শ্রেষ্ঠতম সৃষ্টির গৌরব ও মর্য্যাদা রক্ষা করিয়া তাঁহার সেই 'আমানত' বা কঠোর কর্ত্তব্য পালনের দুর্ব্বহ দায়িত্ব অবলীলাক্রমে মাথায় তুলিয়া লইল। মানুষের শক্তি ও সাহস দেখিয়া সমগ্র বিশ্ব সভয়ে স্তম্ভিত হইয়া গেল।

"নিশ্চয় সে অত্যাচারী অনভিজ্ঞ ছিল"—ইহার মর্ম্ম যে, আল্লাহতা'লা বলিতেছেন—মানুষ আমার 'আমানত' বহন ও উহার দায়িত্ব পালন করিবে স্বীকার করিয়া সমগ্র জগদ্বাসীকে বিস্মিত ও চমকিত করিয়া দিল বটে, কিন্তু সে যে নিজের প্রতি অজ্ঞতা ও অনভিজ্ঞতা বশতঃ অজ্ঞাতসারে কত বড় অত্যাচার করিল, তাহা সে একবারও ভাবিয়া দেখিল না। কারণ এতদ্দ্বারা আমার আদেশ-নিষেধ প্রতিপালন এবং ধর্ম্ম-কর্ম্মের সহিত সংসার জীবন অতিবাহিত করিয়া পৃথিবীর শান্তি-শৃঙ্খলা সংরক্ষণ করিতে তাহাকে যে পদে পদে কত ভয়াবহ বাধা-বিঘ্ন ও দুঃখ-কষ্টের সম্মুখীন হইতে হইবে এবং তাহাদের পক্ষে পদস্খলন ও কর্ত্তব্য-ভ্রষ্ট হইবার সম্ভাবনা যে কত অধিকতর প্রবল,—বিশেষতঃ আমার 'আমানতে খেয়ানত' হইলে অর্থাৎ স্বীয় কর্ত্তব্য যথারীতি প্রতিপালন করিতে না পারিলে, তাহাদিগকে যে তজ্জন্য কিরূপ বিষম বিড়ম্বনা ও কঠোর শাস্তি ভোগ করিতে হইবে, তদ্বিষয় তাহারা আদৌ ভাবিয়া দেখিবার অবকাশ পায় নাই এবং সে সম্বন্ধে তাহাদের কোন জ্ঞান বা অভিজ্ঞতাও ছিল না। ফলতঃ এই জন্যই আল্লাহতা'লা মানুষকে "অত্যাচারী অনভিজ্ঞ" বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন এবং আল্লাহতা'লা কর্ত্তৃক ঐরূপ সতর্কতা ও স্নেহ-সূচক তিরস্কারে তিরস্কৃত হইলেন—সঙ্গে সঙ্গে এই আয়তেই আবার মানুষের গৌরব ও মানব সৃষ্টির জয় ঘোষণা করা হইয়াছে।

ফলতঃ এই প্রসিদ্ধ সুরায় হজরত রসুলোল্লার ধর্ম্মনীতি, সদাচার ও সরলতা এবং তাঁহার অনাবিল সামাজিক ও পারিবারিক জীবন-আদর্শ উপলক্ষ করিয়া মানব-জীবনের কর্ত্তব্য পালন ও পবিত্রতা সংরক্ষণ সম্বন্ধে আল্লাহতা'লা যে সকল বিধি-নিষেধ ও সদুপদেশ বিবৃত করিয়াছেন, তাহা সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। ঐ সকল অত্যাবশ্যকীয় প্রসঙ্গের সহিত মানব-সৃষ্টির জয় এবং মানব-জন্মের সার্থকতা ও সফলতা ঘোষণা করিয়াই আলোচ্য সুরার উপসংহার করা হইয়াছে।

———

মক্কায় অবতীর্ণ	৩৪। সূরা সাবা - السبا	৫৪ আয়ত

১ম রুকু—পারলৌকিক পুনরুত্থান ও সুবিচারের সুনিশ্চিয়তা

সর্ব্ব প্রদাতা করুণাময় আল্লার নামে

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

১। আল্লার জন্যই সমস্ত প্রশংসা নভোমণ্ডলে যাহা ও ভূমণ্ডলে যাহা আছে তাহা তাঁহারই জন্য এবং তাঁহারই জন্য পরলোকের সমস্ত প্রশংসা; এবং তিনি বিজ্ঞানময় অভিজ্ঞ। ২। ভূতলের মধ্যে যাহা প্রবিষ্ট হয় ও তন্মধ্য হইতে

١- اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ لَهٗ مَا فِي
السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ وَلَهُ
الْحَمْدُ فِي الْاٰخِرَةِ ؕ وَهُوَ الْحَكِيْمُ
الْخَبِيْرُ ○ ٢- يَعْلَمُ مَا يَلِجُ

শানে-নজুল—এই পবিত্র সূরা মক্কায় অবতারিত প্রাথমিক প্রত্যাদেশ বা প্রাথমিক সূরা সমূহের অন্যতম। ইস্‌লাম-প্রচারের প্রারম্ভে অবিশ্বাসী কোরেশেরা যখন হজরত রসূলোল্লাহ এবং তৎপ্রচারিত সত্য ধর্ম্মের প্রতি নানারূপ উপহাস-বিদ্রূপ করিত এবং পারলৌকিক পুনরুত্থান, শাস্তি ও সুবিচার সম্বন্ধে অসঙ্গত বিদ্রূপ-কটাক্ষ করিয়া তাহারা যখন নিজেদের আরাধ্য দেব-দেবীর শক্তি ও মহিমা সম্বন্ধে অতিরিক্ত গর্ব্ব করিয়া বেড়াইত, সেই সময় সত্যের জয় ও অসত্যের পরাজয়, বিশ্বাসীদিগের উন্নতি, অবিশ্বাসীদিগের গঠন, পারলৌকিক পুনরুত্থান ও সুবিচারের সুনিশ্চয়তা এবং অংশী-উপাস্য দেব-দেবীগণের সহিত অংশীবাদী পৌত্তলিকদিগের অবশ্যম্ভাবী শাস্তি ও লাঞ্ছনার ভবিষ্যদ্বাণী পরিব্যক্ত করিয়া এই সূরা অবতীর্ণ হইয়াছিল।

আস্‌সাবা—অত্র সূরার পঞ্চদশ আয়তে উল্লেখিত সাবা নগরীর নামানুসারেই এই সূরার নামকরণ কর হইয়াছে। সাবা-এয়মন প্রদেশের অন্তর্গত একটি সুন্দর ও সমৃদ্ধিশালিনী নগরী ছিল এবং উক্ত নগরীর দুই পার্শ্বে নানাবিধ সুস্বাদু ফলবান বৃক্ষ পরিপূর্ণ দুইটী সুবৃহৎ ও মনোরম উদ্যান বিদ্যমান ছিল। কিন্তু উক্ত নগরীর অধিবাসিগণের অবাধ্যতা, ধর্ম্মদ্রোহিতা ও অতিরিক্ত বিলাসিতার জন্য তাহারা আল্লাহতা'লার কোপে পতিত হয় এবং তাহার ফলে এক ভয়াবহ প্লাবন উক্ত নগরী এবং উহার অধিবাসী ও উদ্যানসমূহ সম্পূর্ণরূপে ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়া যায়। তাই আল্লাহতা'লা উক্ত ধ্বংস-কাহিনী স্মরণ করাইয়া দিয়া অবাধ্যতা, ধর্ম্মদ্রোহিতা এবং অসঙ্গত ভোগ-বিলাস হইতে বিমুক্ত থাকিবার জন্য বিশ্বাসী ও অবিশ্বাসী নির্ব্বিশেষে সকলকেই সতর্ক করিয়া দিয়াছেন এবং উক্ত ঘটনার সমাবেশ হেতুই আলোচ্য সূরার 'সাবা' নামকরণ করা হইয়াছে।

১। "আল্‌হামদো-লিল্লাহ" বা আল্লাহতা'লার প্রশংসা যোগে এই সূরা আরম্ভ হইয়াছে এবং সমগ্র কোরান শরিফে এইরূপ সূরার সংখ্যা পাঁচটি মাত্র। আল্লাহতা'লার প্রশংসাবলীকে প্রধানতঃ দুই ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে, যথা—ইহলৌকিক ও পারলৌকিক। আলোচ্য আয়তে সেই দুই প্রকার প্রশংসার প্রতিই ইঙ্গিত করা হইয়াছে।

২। এই আয়তের প্রথমেই আল্লাহতা'লার ইহলৌকিক প্রশংসার নিদর্শন স্বরূপ বলা হইতেছে যে "ভূতলের মধ্যে যাহা প্রবিষ্ট হয় এবং তন্মধ্য হইতে যাহা বহির্গত হয়"—অর্থাৎ পানি ও নানা

যাহা বহির্গত হয় এবং আকাশ হইতে যাহা অবতীর্ণ হয় ও উহাদের যাহা অধিরোহণ করে, তিনি তাহা সম্যক পরিজ্ঞাত আছেন; এবং তিনি অনুগ্রহ-কারী ক্ষমাশীল। ৩। এবং অবিশ্বাস কারীরা বলে যে, আমাদের সমক্ষে সেই সময় উপস্থিত হইবে না; তুমি বল—হাঁ, আমার প্রতিপালকের শপথ, নিশ্চয় উহা তোমাদের সমক্ষে উপনীত হইবে; তিনি অদৃশ্য-বিষয়ে মহাজ্ঞানী—তাঁহার নিকট নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের অন্তর্গত পরমাণু পরিমাণ কিংবা তদপেক্ষা ক্ষুদ্র অথবা বৃহৎ কোন বিষয়ই লুক্কায়িত নাই বরং সমস্তই সমুজ্জল গ্রন্থে রহিয়াছে। ৪। যেহেতু যাহারা বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছে ও সৎকর্ম্ম করে, তিনি তাহা-দিগকে প্রতিদান প্রদান করিবেন; উহাদেরই জন্য ক্ষমা ও সম্মানজনক উপজীবিকা রহিয়াছে। ৫। এবং যাহারা আমার নিদর্শনাবলীর বিরুদ্ধাচরণে প্রচেষ্টা করে, তাহাদের জন্য যন্ত্রণাদায়ক নিকৃষ্ট

فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا
يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ
فِيهَا ط وَهُوَ الرَّحِيمُ الْغَفُورُ ۝
٣ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَأْتِينَا
السَّاعَةُ ط قُلْ بَلَىٰ وَرَبِّي
لَتَأْتِيَنَّكُمْ لا عَالِمِ الْغَيْبِ ج لَا يَعْزُبُ
عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا
فِي الْأَرْضِ وَلَا أَصْغَرُ مِنْ ذَٰلِكَ
وَلَا أَكْبَرُ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ ۝ لا
٤ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا
الصَّالِحَاتِ ط أُولَٰئِكَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ
وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ۝ ٥ وَالَّذِينَ سَعَوْ
فِي آيَاتِنَا مُعَاجِزِينَ أُولَٰئِكَ لَهُمْ

প্রকার তরুলতা প্রভৃতি এবং "আকাশ হইতে যাহা অবতীর্ণ হয় ও উহাতে যাহা অধিরোহণ কর অর্থাৎ মেঘ, বৃষ্টি, শিলা, ঐশী অনুগ্রহ ও প্রত্যাদেশ এক ধুম্র, বাষ্প, সৎকার্য্য ও ফেরেশ্‌তা প্রভৃ সমস্ত বিষয়ই তিনি পরিজ্ঞাত আছেন এবং ইহা সমস্তই তাঁহার প্রশংসা ও শক্তি-মহিমার ইহলৌ নিদর্শনাবলীর অন্তর্গক।

৩—৪। অনন্তর আল্লাহতা'লা বলিয়া দিতেছেন যে, অবিশ্বাসীরা যে পরলোক ও পুনরুত্থা সম্বন্ধে অবিশ্বাস ও অসত্যারোপ করিতেছে, তুমি স্বীয় প্রতিপালকের শপথ করিয়া বলিয়া দাও উহা অবশ্যম্ভাবী ও সুনিশ্চিত সত্য এবং যথাসময় অবশ্যই উহা তোমাদের সমক্ষে উপনী হইবে। যাহারা বিশ্বাসী ও সৎকর্ম্মশীল, তিনি সেদিন তাহাদিগকে অনন্ত পুরস্কারে পুরস্ক করিবেন এবং যাহারা অবিশ্বাস, অবাধ্যতা ধর্ম্মদ্রোহিতা বশতঃ আমার নিদর্শনাবলীর বিরুদ্ধা চরণ করিবে, তাহারা সকলেই সেদিন অতি কঠিন ও নিকৃষ্টতর যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি ভোগ করি বাধ্য হইবে। ফলতঃ এই সকল অদৃশ্য বিষয় সমস্তই আমার পারলৌকিক প্রশংসা ও অলৌকি শক্তি-মহিমার নিদর্শনাবলীর অন্তর্গত। ইহ-পরলোকের পরমাণু পরিমাণ অথবা উহা অপে ক্ষুদ্রতর ও বৃহত্তর কোন বিষয়ই আমার অজ্ঞাত নাই; বরং উহার সমস্ত বিষয়ই আমার জ্ঞানস্ব 'সমুজ্জল গ্রন্থ' বা প্রাকৃতিক বিধান-ফলকে লিপিবদ্ধ রহিয়াছে।

عَذَابٌ مِّنْ رِّجْزٍ اَلِيْمٌ ۝ ٦- وَيَرَى
الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْعِلْمَ الَّذِيْٓ اُنْزِلَ
اِلَيْكَ مِنْ رَّبِّكَ هُوَ الْحَقَّ ۙ
وَيَهْدِيْٓ اِلٰى صِرَاطِ الْعَزِيْزِ
الْحَمِيْدِ ۝ ٧- وَقَالَ الَّذِيْنَ
كَفَرُوْا هَلْ نَدُلُّكُمْ عَلٰى رَجُلٍ يُّنَبِّئُكُمْ
اِذَا مُزِّقْتُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ ۙ اِنَّكُمْ لَفِيْ
خَلْقٍ جَدِيْدٍ ۝ ٨- اَفْتَرٰى عَلَى اللّٰهِ
كَذِبًا اَمْ بِهٖ جِنَّةٌ ۭ بَلِ الَّذِيْنَ
لَا يُؤْمِنُوْنَ بِالْاٰخِرَةِ فِي الْعَذَابِ
وَالضَّلٰلِ الْبَعِيْدِ ۝ ٩- اَفَلَمْ
يَرَوْا اِلٰى مَا بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ وَمَا

শাস্তি রহিয়াছে। ৬। এবং যাহাদিগকে
জ্ঞান প্রদত্ত হইয়াছে তাহারাই প্রত্যক্ষ
করিতেছে যে, তোমার প্রতিপালক হইতে
তোমার প্রতি যাহা অবতীর্ণ হইয়াছে
তাহা সত্য, এবং ইহা সেই মহাপরাক্রান্ত
প্রশংসিতের সুপথে পথ-প্রদর্শন করিয়া
থাকে। ৭। এবং অবিশ্বাসকারীরা
বলে যে, আমরা কি তোমাদের নিকট
এমন এক ব্যক্তির বিষয় নির্দ্দেশ করিব,
যে তোমাদিগকে সংবাদ দিতেছে যে,
যখন তোমরা সম্পূর্ণ চূর্ণাকারে বিচূর্ণিত
হইয়া যাইবে, তখন তোমরা নিশ্চয়ই
নূতন সৃষ্টির অন্তর্ভুক্ত হইবে। ৮। তবে
কি সে আল্লাহ সম্বন্ধে অসত্য রচনা
করিয়াছে অথবা তন্মধ্যে উন্মত্ততা
রহিয়াছে? বরং যাহারা পরলোক সম্বন্ধে
বিশ্বাস করে না, তাহারাই শাস্তি এবং
সুদূর ভ্রান্তির মধ্যে রহিয়াছে। ৯। তবে
কি তাহারা নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডল হইতে
তাহাদের সম্মুখে যাহা ও তাহাদের

৬। আল্লাহতা'লা আরও বলিতেছেন:—জ্ঞানী ব্যক্তিরা এই পবিত্র কোরান পাঠ করিলে অথবা এই সকল প্রত্যাদেশ শ্রবণ করিলেই বুঝিতে পারিবে যে, নিশ্চয় ইহা আল্লার সত্য-বাণী। যেহেতু ইহা জগতের পথভ্রান্ত মানব জাতিকে সেই মহাপরাক্রান্ত ও প্রশংসিত আল্লার মনোনীত সত্যধর্ম্মই আহ্বান করিতেছে এবং লোকদিগকে তাঁহারই নির্দ্দেশিত সরল সুপথের দিকে পথ-প্রদর্শন করিতেছে।

৭। অবিশ্বাসীরা হজরত রসুলোল্লার সম্বন্ধে বলিত যে, তাঁহার কথা কখনই বিশ্বাসযোগ্য নহে। কারণ যে-লোক বলে যে, মানুষ মৃত্যুর পরে বিগলিত ও চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া মাটিতে মিশিয়া যাইবার পর পুনরায় নবজীবন লাভ করিবে, তাহার কথা কিরূপে বিশ্বাস করা যাইতে পারে?

৮। অবিশ্বাসীরা আরও বলিত যে, যে ব্যক্তি এইরূপ অসম্ভব কথা বলিতে বা প্রচার করিতে পারে, সে হয় অসত্য রচনাকারী মিথ্যাবাদী অথবা নিশ্চয়ই সে উন্মাদ পাগল। ইহার উত্তরে আল্লাহতা'লা বলিতেছেন যে; আমার রসুল অসত্যবাদী অথবা উন্মত্ত নহে। বরং তাঁহার সদুপদেশ ও সত্য-প্রচার শুনিয়াও যাহারা পরলোক ও পুনরুত্থান সম্বন্ধে বিশ্বাস-স্থাপন করিতেছে না, তাহারাই সুনিশ্চিত অজ্ঞতা ও সুদূর ভ্রান্তির মধ্যে পড়িয়া রহিয়াছে।

৯। এই আয়তের সাধারণ ও সরল অর্থ এই যে, আকাশ ও পৃথিবী ব্যাপিয়া অবিশ্বাসীদের চতুর্দ্দিকে আমার যে সকল অলৌকিক নিদর্শন বিদ্যমান রহিয়াছে; তাহা দেখিয়াও কি তাহাদের অবিশ্বাস দূরীভূত অথবা জ্ঞান-চক্ষু উন্মিলিত হইতেছে না? যদি আমি পরম ধৈর্যশীল না হইতাম, তবে

খَلْفَهُمْ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ ۚ
إِن نَّشَأْ نَخْسِفْ بِهِمُ الْأَرْضَ أَوْ
نُسْقِطْ عَلَيْهِمْ كِسَفًا مِّنَ السَّمَاءِ ۚ إِنَّ
فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لِّكُلِّ عَبْدٍ مُّنِيبٍ ع

পশ্চাতে যাহা আছে, তাহা দেখিতেছে না? যদি আমি ইচ্ছা করি, তবে তাহাদিগকে ভূতলে ধ্বসাইয়া দিব অথবা আকাশ হইতে উহার একাংশ তাহাদের উপর নিক্ষেপ করিব; নিশ্চয়ই ইহার মধ্যে প্রত্যাবর্ত্তনকারী দাসগণের জন্য নিদর্শন রহিয়াছে।

২য় রুকু—দাউদ ও সোলায়মান—সাবার ধ্বংস-কাহিনী

١٠- وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا ۖ
جِبَالُ أَوِّبِي مَعَهُ وَالطَّيْرَ ۖ
وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ ۝ ١١- أَنِ اعْمَلْ
سَابِغَاتٍ وَقَدِّرْ فِي السَّرْدِ ۖ وَاعْمَلُوا

১০। এবং নিশ্চয়ই আমি দাউদকে স্বীয় সন্নিধান হইতে গৌরব দান করিয়াছিলাম যে, হে পর্ব্বতমালা, তাহার সহিত প্রশংসা কীর্ত্তন কর এবং পক্ষীকুলও; এবং আমি তাহার জন্য লৌহকেও সুকোমল করিয়াছিলাম; ১১। যেন তুমি প্রচুর পরিমাণে এবং নির্দ্ধারিত সময়ে বর্ম্ম নির্ম্মাণ কর এবং সৎকার্য্য করিতে

এই অবিশ্বাস ও অবাধ্যতার জন্য ইচ্ছা করিলে আমি অবিশ্বাসীদিগকে অবলীলাক্রমে ভূগর্ভে ধ্বসাই[য়া] দিতে পারিতাম অথবা আকাশ হইতে কোন বিষয় নিক্ষেপ কয়িয়াও তাহাদিগকে ধ্বংস করা আমা[র] পক্ষে কিছুমাত্র কঠিন হইত না। কিন্তু ইহা বুঝিয়াও কি তাহারা সতর্ক হইবে না।

আলোচ্য আয়তের অন্তরূপ মর্ম্মার্থ এই যে, অবিশ্বাসীদের পক্ষে জগতের ভূত ও ভবি[ষ্যৎ] অবস্থা সম্বন্ধে চিন্তা করিয়া সতর্ক হওয়া একান্ত আবশ্যক। অন্যথা এই পৃথিবীকেই আ[মি] তাহাদিগকে অবনমিত করিয়া অতি হীন ও অধঃপতিত জাতিতে পরিণত করিয়া দিব এ[বং] আকাশ হইতে আমি তাহাদের উপর এরূপ আপদ বিপদ ও দুঃখ দুর্গতি নিক্ষেপ করিব যে, উ[হা] তাহাদিগকে সম্পূর্ণরূপে পরিবেষ্টন করিয়া লইবে এবং উহা হইতে তাহারা কিছুতেই মুক্তি [ও] পরিত্রাণ পাইবে না।

১০—১১। এই দুইটী আয়তে হজরত দাউদের প্রসঙ্গ বর্ণিত হইয়াছে। আল্লাহতা'ল[ার] অসীম অনুগ্রহে হজরত দাউদ আধ্যাত্মিক ও পার্থিব বিষয়ে এরূপ অসাধারণ শক্তি অর্জ্জন করি[য়া]ছিলেন যে, পর্ব্বতমালা এবং পক্ষীকুলও তাঁহার সহিত ঐশী-প্রশংসা কীর্ত্তনে যোগদান করিত এ[বং] তাঁহার স্পর্শে কঠিন লৌহও সুকোমল হইয়া যাইত। তফ্‌সীরকারগণ উপরোক্ত উক্তির বি[ভি]ন্নরূপ মর্ম্ম পরিগ্রহণ করিয়াছেন। কেহ কেহ বলেন যে, তাঁহার সকরুণ প্রার্থনায় অচল পর্ব্বত প[র্য্যন্ত] বিচলিত ও বিগলিত হইয়া যাইত; পর্ব্বতের অভ্যন্তর হইতে তাঁহার প্রার্থনার অনুরূপ প্রার্থ[না]ধ্বনি নির্গত হইত এবং পক্ষীকুলও তাঁহার করুণ সুরে আকৃষ্ট হইয়া মধুর স্বরে উহার অনুক[রণ] করিত (এব্‌ন-আব্বাস)। আবার কেহ কেহ বলেন যে, পর্ব্বতমালা হইতে হজরত দাউ[দের] প্রার্থনার সমুচ্চ সুস্বরের প্রতিধ্বনি নির্গত হইত এবং পক্ষীকুল তাহার করুণ সুরে আকৃষ্ট হই[য়া] কলরব করিতে থাকিত।—তঃ বয়জবী।

পক্ষান্তরে কোন কোন আধুনিক তফ্‌সীরকারের মতে হজরত দাউদ পরাক্রান্ত শত্রুদে[র] বিরুদ্ধে যে ভীষণ যুদ্ধ করিয়াছিলেন, আলোচ্য আয়তদ্বয়ে তৎপ্রতিই বিশেষভাবে ইঙ্গিত ক[রা] হইয়াছে। ইহাদের মতে পর্ব্বতমালা ও পক্ষীকুল শব্দদ্বয় রূপকভাবে ব্যবহৃত হইয়া[ছে]

থাক; নিশ্চয় আমি তোমাদের কৃতকার্য্য
সমূহের প্রত্যক্ষকারী। ১২। এবং
সোলায়মানের জন্য বায়ু; তাহার প্রাতঃ-
ভ্রমণ এক মাসের ও সান্ধ্যভ্রমণ এক
মাসের পথ ছিল; এবং আমি তাহার জন্য
বিগলিত তাম্রের উৎস প্রবাহিত করিয়া-
ছিলাম; এবং জ্বেনদিগের অন্তর্গত একদল
তদীয় প্রতিপালকের আদেশে তাহার
অধীনে কার্য্য করিত; এবং তাহাদের মধ্য
হইতে যে আমার আদেশের বিরুদ্ধাচরণ
করিত, আমি তাহাকে প্রজ্জ্বলিত অগ্নির
শাস্তি আস্বাদন করাইতাম। ১৩। তাহারা
তদীয় ইচ্ছা অনুসারে তাহার জন্য দুর্গমালা
ও প্রতিমূর্ত্তি সমূহ ও পুকুর-সদৃশ জলপাত্র

صَالِحًا ؕ اِنِّیْ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِیْرٌ ۝
١٢- وَلِسُلَیْمٰنَ الرِّیْحَ غُدُوُّهَا شَهْرٌ
وَّرَوَاحُهَا شَهْرٌ ۚ وَاَسَلْنَا لَهٗ عَیْنَ
الْقِطْرِ ؕ وَمِنَ الْجِنِّ مَنْ یَّعْمَلُ
بَیْنَ یَدَیْهِ بِاِذْنِ رَبِّهٖ ؕ وَمَنْ یَّزِغْ
مِنْهُمْ عَنْ اَمْرِنَا نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ
السَّعِیْرِ ۝ ١٣- یَعْمَلُوْنَ لَهٗ مَا یَشَآءُ
مِنْ مَّحَارِیْبَ وَتَمَاثِیْلَ وَجِفَانٍ

উহার মর্ম্মার্থ যথাক্রমে পরাক্রান্ত জাতি সমূহ এবং শক্তিশালী সৈন্যদল। হজরত দাউদ এই যুদ্ধে প্রচুর পরিমাণে লৌহ নির্ম্মিত বর্ম্ম ও অস্ত্র-শস্ত্র ব্যবহার করিয়াছিলেন। তিনি লৌহকে আগুনে পোড়াইয়া নরম করিয়া তদ্দ্বারা ঐ সকল বর্ম্ম ও অস্ত্র-শস্ত্র নির্ম্মাণ করিতেন। তঃ মঃ আঃ।

১২—১৪। এই তিনটি আয়তে হজরত দাউদের পুত্র হজরত সোলায়মানের প্রসঙ্গ বর্ণিত
হইয়াছে। আয়তত্রয়ের স্পষ্টতর মর্ম্ম এই যে, আল্লাহতা'লা স্বীয় অনুগ্রহে বায়ুকে হজরত
সোলায়মানের আয়ত্তাধীন করিয়া দিয়াছিলেন এবং সেই বায়ুর সাহায্যে তিনি প্রাতে অর্থাৎ পূর্ব্বাহ্নে
এক মাসের পথ এবং সন্ধ্যায় অর্থাৎ অপরাহ্নে এক মারের পথ অতিক্রম করিতেন। হজরত দাউদ
যেরূপভাবে আগুনে লোহা পোড়াইয়া উহা নরম করিয়া তদ্দ্বারা বিভিন্ন প্রকার বর্ম্ম ও অস্ত্র-শস্ত্র
নির্ম্মাণ করিতেন, হজরত সোলায়মানও সেইরূপ আগুনে তামা গলাইয়া তদ্দ্বারা নানারূপ তৈজস-
পত্র ও অন্যান্য দ্রব্যাদি প্রস্তুত করিতেন। বিশেষতঃ জ্বেন জাতির একদল হজরত সোলায়মানের
অধীনতা স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছিল। তাহারা হজরত সোলায়মানের অধীনে কার্য্য করিত
এবং তদীয় ইচ্ছা ও আদেশ অনুসারে তাহারা তাঁহার জন্য উক্ত বিগলিত তাম্রের দ্বারা নানারূপ
প্রতিমূর্ত্তি, সুবৃহৎ জলপাত্র ও রন্ধনপাত্র এবং দুর্ভেদ্য দুর্গ-সমূহ মির্ম্মাণ করিয়া দিত। এইরূপ
প্রবল প্রতাপে রাজ্য শাসন করিবার পর যখন হজরত সোলায়মানের মৃত্যু হইয়াছিল, তখন
জ্বেনেরা অথবা অন্য কেহ তাঁহার মৃত্যু সম্বন্ধে কিছুই জানিতে পারে নাই। কিন্তু এক প্রকার
স্থলকীট হজরত সোলায়মানেয় যষ্টি ভক্ষণ করায় উহা ভাঙ্গিয়া গিয়া যখন তিনি ভূমিতে পড়িয়া
গিয়াছিলেন, জেনেরা তাঁহার মৃত্যু সম্বন্ধে জানিতে পারিয়াছিল এবং হজরত সোলায়মানের মৃত্যুর
পরেও তাঁহার অধীনতা পাশে আবদ্ধ থাকিবার জন্য নিজেদের অজ্ঞতা ও নির্ব্বুদ্ধিতা সম্বন্ধে
তাহারা তখন শেষ আয়তের বর্ণনা অনুযায়ী অনুতাপ করিয়াছিল।

তফ্সীরকারগণ আলোচ্য আয়তত্রয়ের উপরোক্ত বর্ণনার বিভিন্ন মর্ম্মার্থ পরিগ্রহণ করিয়াছেন।
প্রাচীন তফ্সীরকারগণের মতানুসারে হজরত সোলায়মানের সময়ে শিল্প-বিজ্ঞানের চরমোৎকর্ষ
সাধিত হইয়াছিল। হজরত সোলায়মান তৎকালীন শিল্পী ও বৈজ্ঞানিকগণের সাহায্যে হস্তিদন্ত
ও ধাতু নির্ম্মিত এই অভিনব সিংহাসন (আধুনিক এরোপ্লেন?) প্রস্তুত করিয়া সেই সিংহাসনে
আরোহণ পূর্ব্বক বায়ুভরে অতি অল্প সময়ের মধ্যে প্রভাতে এক মাসের পথ ও সন্ধ্যার পূর্ব্বে এক

এবং স্থানান্তরিতের অযোগ্য সুবৃহৎ
রন্ধনপাত্র সমূহ প্রস্তুত করিয়া দিত; হে
দাউদের বংশধরগণ, তোমরা কৃতজ্ঞতা-
সূচক কার্য্য কর; এবং আমার দাসগণের
মধ্যে অত্যল্পই কৃতজ্ঞ হইয়া থাকে।
১৪। অনন্তর যখন আমি তাহার উপর
মৃত্যু নির্দ্ধারিত করিয়াছিলাম, তখন
তাহাদিগকে তাহার মৃত্যু সম্বন্ধে পরি-
জ্ঞাপন করা হয় নাই, কিন্তু স্থলকীট
তাহার যষ্টি ভক্ষণ করিয়াছিল; তৎপর
যখন উহা নিপতিত হইয়াছিল, তখন
জেনেরা জানিতে পারিয়াছিল যে, যদি
তাহারা অদৃশ্য বিষয় অবগত হইত, তবে
তাহারা এই অবমাননাকর শাস্তির মধ্যে

جَوَابِ وَقُدُوْرٍ رّٰسِيٰتٍ ط اِعْمَلُوْٓا
دَاوٗدَ شُكْرًا ط وَقَلِيْلٌ مِّنْ
ـبَادِيَ الشَّكُوْرُ ١٣- فَلَمَّا
ـضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ مَا دَلَّهُمْ
عَلٰى مَوْتِهٖٓ اِلَّا دَابَّةُ الْاَرْضِ تَأْكُلُ
مِنْسَاَتَهٗ ج فَلَمَّا خَرَّ تَبَيَّنَتِ الْجِنُّ
اَنْ لَّوْ كَانُوْا يَعْلَمُوْنَ الْغَيْبَ
مَا لَبِثُوْا فِي الْعَذَابِ الْمُهِيْنِ ١٤

মাসের পথ পরিভ্রমণ করিয়া আসিতেন এবং ইহাই ছিল তাঁহার দৈনন্দিন প্রাতঃভ্রমণ ও সান্ধ্যভ্রমণ তিনি বিভিন্ন দেশের নানা জাতীয় লোকদিগের ন্যায় জেন জাতির এক দলকেও নিজের অধীনতা শৃঙ্খলা আবদ্ধ করিয়াছিলেন এবং তাঁহাদের দ্বারা স্বীয় ইচ্ছানুযায়ী নানাপ্রকার কঠিন ও দুঃসা কার্য্য সম্পন্ন করাইয়া লইতেন। ঐ সকল জেন মানুষদিগের নিকট গর্ব্ব করিয়া বলিত যে, তাহা ইচ্ছা করিলে ভূত-ভবিষ্যৎ জানিতে বা বলিতে পারে। তাই আল্লাহতা'লা তাহাদের সেই অসা ও অলীক গর্ব্ব চূর্ণ করিবার জন্য হজরত সোলায়মানের মৃত্যু সম্বন্ধে পূর্ব্বে তাহাদিগকে কিছুই জ্ঞা করেন নাই। হজরত সোলায়মান স্বীয় অভ্যাস অনুযায়ী তাঁহার উপাসনালয়ে প্রবেশ করিয়া অনে সময়ে মাসের পর মাস সেই গৃহেই প্রার্থনা-উপাসনা ও ধ্যান-ধারণায় অতিবাহিত করিতেন অনন্তর শেষ বার যখন তিনি উক্ত উপাসনালয়ে প্রবেশ করেন, তখন প্রবেশ করিয়া বার্দ্ধ বশতঃ স্বীয় যষ্টিতে ভর দিয়া ধ্যান-মগ্ন হইবার সঙ্গে সঙ্গেই তাঁহার প্রাণবায়ু বহির্গত হইয়া যা কিন্তু বাহিরে একথা কেহই জানিতে পারে নাই। বরং উক্ত উপাসনালয়ের দেওয়ালের স ফাঁক দিয়া লক্ষ্য করিলে সকলেই দেখিতে পাইত যে, হজরত সোলায়মান যষ্টিতে ভর দিয়া ধ্যান অবস্থায় অবস্থান করিতেছেন। অনন্তর এক প্রকার স্থলকীট তাঁহার যষ্টি ভক্ষণ করায় ভাঙ্গিয়া তিনি যখন ভূমিতে পড়িয়া যান, তখনই এই অলৌকিক রহস্য প্রকাশিত হইয়া পড়ে।

কিন্তু প্রাচীন তফ্‌সীরকারগণের সকলে উক্ত বর্ণনা সমর্থন করেন নাই। তাঁহাদের ম আসা বা যষ্টির মর্ম্মার্থ আয়ু। অর্থাৎ হজরত সোলায়মানের আয়ু যে ফুরাইয়া আসিয়াছিল তাঁহার অন্তিমকাল যে অতি নিকটবর্ত্তী, একথা তিনি অথবা অন্য কেহই জানিতে পারেন না এবং উহা না-জানার জন্যই জেনেরা ঐরূপভাবে অপ্রস্তুত হইয়া অনুতাপ করিয়াছিল। পক্ষা আধুনিক অলৌকিকতার বিরোধী তফ্‌সীরকারগণের মতে জেন অর্থ অন্য দেশের অসত্য অ অবাধ্য প্রকৃতির পরাক্রান্ত জাতি; সোলায়মানের যষ্টি অর্থ তাঁহার অযোগ্য পুত্র ও পরিত্যক্ত সাম্রা এবং স্থলকীট অর্থ উক্ত পুত্রের স্বার্থপর ও সর্ব্বগ্রাসী অনুচরগণ। সুতরাং আলোচ্য আয়ত সমূহে মর্ম্ম এই যে, হজরত সোলায়মানের মৃত্যুর পর তাহার অযোগ্য পুত্রের আলস্য, বিলাসিতা দুর্ব্বলতার সুযোগে জেন অর্থাৎ অন্যদেশের অধিবাসীরা সকলেই তাহার অধীনতা শৃঙ্খ ছিন্ন করিয়া স্বাধীনতা ঘোষণা করিয়াছিল এবং অল্পদিনের মধ্যেই তাঁহার বিশাল সাম্রাজ্য ছিন্ন বি ও বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছিল।—তঃ হক্কানী ও মঃ আঃ তুলিতব্য।

অবস্থান করিত না। ১৫। নিশ্চয়ই সাবা-নিবাসীদের জন্য তাহাদের বাসস্থানের নিদর্শন স্বরূপ দক্ষিণ দিকে ও বাম দিকে দুইটী উদ্যান ছিল যে, তোমাদের প্রতিপালকের উপজীবিকা হইতে ভক্ষণ কর এবং তাঁহার জন্য কৃতজ্ঞতা স্বীকার কর;—সেই পবিত্রতম নগরী ও ক্ষমাশীল প্রতিপালক। ১৬। অনন্তর তাহারা বিমুখ হইয়াছিল, তৎপর আমি তাহাদের উপর অবরুদ্ধ স্রোত প্রবাহিত করিয়াছিলাম, এবং আমি তাহাদের উদ্যানদ্বয়ের পরিবর্ত্তে বিস্বাদ ফল এবং ঝাউ ও অত্যল্প কুলবৃক্ষ বিশিষ্ট দুইটী উদ্যান প্রদান করিয়াছিলাম।

১৫- لَقَدْ كَانَ لِسَبَإٍ فِي مَسْكَنِهِمْ
آيَةٌ جَنَّتَانِ عَن يَمِينٍ وَشِمَالٍ
كُلُوا مِن رِّزْقِ رَبِّكُمْ وَاشْكُرُوا
لَهُ بَلْدَةٌ طَيِّبَةٌ وَرَبٌّ غَفُورٌ ○
১৬- فَأَعْرَضُوا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ
سَيْلَ الْعَرِمِ وَبَدَّلْنَاهُم بِجَنَّتَيْهِمْ
جَنَّتَيْنِ ذَوَاتَيْ أُكُلٍ خَمْطٍ
وَأَثْلٍ وَشَيْءٍ مِّن سِدْرٍ قَلِيلٍ ○

১৫—১৭। **সাবার ধ্বংস কাহিনী**—এই তিনটী আয়তে সাবা নগরীর ধ্বংস কাহিনী বর্ণিত হইয়াছে। তফ্‌সীরকারগণ এবং কোরান শরিফের ইউরোপীয় সমালোচকবৃন্দ সকলেই এই ঘটনাকে অভ্রান্ত ঐতিহাসিক সত্য বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। (পামারের টীকা দ্রষ্টব্য)। সাবা এয়মনের অন্তর্গত একটী সমৃদ্ধশালিনী নগরী এবং সুপ্রসিদ্ধ 'সান্‌য়া' হইতে তিন দিবসের পথে অবস্থিত ছিল। এই বিখ্যাত নগরী 'মা-আরব' বা মার্ব নামেও অভিহিত হইত। হজরত এব্‌ন-আব্বাস হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, সাবা কোন দেশ অথবা কোন স্ত্রীলোকের নাম নহে, বরং উহা জনৈক প্রসিদ্ধ বীর পুরুষের নাম। তাঁহার দশটী পুত্র ছিল। উক্ত সাবার নামেই মা-আরব নগরী সাবা নামে অভিহিত হইয়াছিল এবং তাহার পুত্র ও বংশধরগণ এয়মন ও সিরিয়া প্রদেশের বহু স্থানে নিজেদের আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিল। সাবার নামানুসারে তাহার বংশধরগণ সকলেই আহলে-সাবা বা সাবা বংশ নামে অভিহিত হইত। অনন্তর সাবার অধিবাসিগণ সকলেই 'সাবা' অর্থাৎ আহলে-সাবা বা সাবার অধিবাসী বলিয়া খ্যাতিলাভ করিয়াছিল। এই সাবা বংশেই সুপ্রসিদ্ধ সম্রাট জুলকারনায়েন ও রাণী বিল্‌কিস্ জন্মগ্রহণ করিয়া সাবার সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন এবং এই বিদুষী রাণী বিল্‌কিসই হজরত সোলায়মানের নিকট উপস্থিত হইয়া আত্মসমর্থন পূর্ব্বক তদীয় বশ্যতা স্বীকার করিয়াছিলেন।—আবুল ফেদা।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, সাবা অত্যন্ত সমৃদ্ধশালিনী নগরী ছিল। "পবিত্রতম নগরী ও ক্ষমাশীল প্রতিপালক"—এই বাক্যাংশের মর্ম্ম এই যে, করুণাময় আল্লাহতা'লা বৈদেশিক আক্রমণের ভয়-ভীতি এবং অনুরূপ আপদ-বিপদ ও রোগ-ব্যাধির আক্রমণ হইতে এই নগরীকে পবিত্র অর্থাৎ সম্পূর্ণ নিরাপদ করিয়া দিয়াছিলেন। সাবা-বাসীরা অভাব-অনাটনের কোনই অস্তিত্ব অবগত ছিল না। কারণ উহার চারি পার্শ্বে বহু সুস্বাদু ফলোদ্যান এবং সমগ্র দেশ নানারূপ শস্য-সম্ভারে পরিপূর্ণ ছিল। কৃষিকার্য্য ও চাষ-আবাদের সুবিধার জন্য সম্রাট জুলকারনায়েন বা রাণী বিল্‌কিস বৃষ্টির পানি ধরিয়া রাখিবার জন্য সমুদ্রের ধারে এবং পর্ব্বত প্রান্তে এরূপ সুবৃহৎ ও সুদৃঢ় বাঁধ-সমূহ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন যে, উক্ত পানির দ্বারা সারা বৎসরের কৃষিকার্য্য সম্পন্ন হইয়াও তথায় বহু পানি সঞ্চিত থাকিত। এইরূপ অফুরন্ত সুখ-সম্পদ লাভ করিয়া সাবা-বাসীরা যখন অবাধ্য ও ধর্ম্মদ্রোহী হইয়া উঠিল, আলস্য, বিলাসিতা ও ব্যভিচারের স্রোতে তাহারা যখন আকণ্ঠ নিমজ্জিত

১৭- ذٰلِكَ جَزَيْنٰهُمْ بِمَا كَفَرُوْا ط
وَهَلْ نُجٰزِيْٓ اِلَّا الْكَفُوْرَ ○
١٨- وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْقُرَى
الَّتِيْ بٰرَكْنَا فِيْهَا قُرًى ظَاهِرَةً
وَّقَدَّرْنَا فِيْهَا السَّيْرَ ط سِيْرُوْا فِيْهَا
لَيَالِيَ وَاَيَّامًا اٰمِنِيْنَ ○
١٩- فَقَالُوْا رَبَّنَا بٰعِدْ بَيْنَ اَسْفَارِنَا
وَظَلَمُوْٓا اَنْفُسَهُمْ فَجَعَلْنٰهُمْ اَحَادِيْثَ
وَمَزَّقْنٰهُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ ط اِنَّ فِيْ

১৭। তাহাদের অবিশ্বাসের জন্য আমি তাহাদিগকে এইরূপ প্রতিফল প্রদান করিয়াছিলাম, এবং অবিশ্বাসী ব্যতীত আমি এরূপ প্রতিফল প্রদান করি না। ১৮। এবং আমি উহাদের মধ্যে ও ঐ জনপদের মধ্যে এরূপ প্রকাশ্য জনপদ সৃষ্টি করিয়াছিলাম—যাহাতে আমি কল্যাণ দান করিয়াছিলাম এবং তন্মধ্যে পরিভ্রমণ নির্দ্ধারিত করিয়া দিয়াছিলাম যে, তোমরা তন্মধ্যে রজনী ও দিবসে নিরাপদে পরিভ্রমণ কর। ১৯। অতঃপর তাহারা বলিয়াছিল—হে আমাদের প্রতিপালক, আমাদের পরিভ্রমণ দূরবর্ত্তী করিয়া দাও এবং তাহারা নিজেদের প্রতি অত্যাচার করিয়াছিল, তজ্জন্য আমি তাহাদিগকে উপাখ্যান স্বরূপ করিয়াছিলাম এবং আমি তাহাদিগকে সম্পূর্ণ চূর্ণাকারে বিচূর্ণিত করিয়াছিলাম ; নিশ্চয়ই ইহাতে সমস্ত

হইয়া পড়িল, তখন সর্ব্বশক্তিমান আল্লাতা'লা তাহাদিগকে শাস্তি দিবার জন্য এক প্রাকৃতিক দুর্যোগ সৃষ্টি করিয়া—ঐ সকল সুদৃঢ় বাঁধ ভাঙ্গিয়া দিয়া উহার অবরুদ্ধ স্রোতে সমগ্র দেশ ডুবাইয়া দিলেন। ঐ ভীষণ প্লাবনে সাবা নগরী এবং উহার পার্শ্ববর্ত্তী উদ্যান ও শস্যক্ষেত্র সমূহ সমস্তই ধ্বংস হইয়া গেল। যেখানে সুস্বাদু ফলের সুদৃশ্য উদ্যান ও সুরম্য শস্যক্ষেত্র সমূহ বিদ্যমান ছিল, ঐ প্লাবনের পরে সেখানে বিস্বাদ বিকৃত বন্য তরু ও বিকৃত কণ্টক-বন ভিন্ন আর কিছুই অবশিষ্ট রহিল না। তাই আল্লাহতা'লা বলিতেছেন যে, মানুষ অবিশ্বাস ও অনাচারে আত্মহারা হইলে আমার চিরাচরিত প্রাকৃতির নিয়মানুযায়ী এইরূপ ভাবেই শাস্তি ভোগ করিয়া থাকে এবং এইরূপ ভাবে ধরাবক্ষ হইতে বহু অবিশ্বাসী ও অনাচারী জাতির অস্তিত্ব বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। ঐতিহাসিকগণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন যে, হজরত ঈসা নবীর স্বর্গারোহণ ও হজরত রসুলোল্লার আবির্ভাব কালের মধ্যবর্ত্তী সময়েই এই ব্যাপার সংঘটিত হইয়াছিল)—তঃ হক্কানী ও মুয়র।

১৮—১৯। এই দুইটী আয়তে আল্লাহতা'লা সাবার গৌরব-যুগ এবং তৎকালে উহার পার্শ্বর্ত্তী প্রবেশ সমূহের অবস্থার আভাস বর্ণনা করিতেছেন। তখন এয়মনের অন্তর্গত সাবা হইতে সিরিয়ার সুবিখ্যাত জেরুজালেম পর্য্যন্ত স্থান কৃষি ও শিল্প-বাণিজ্যে যারপরনাই উন্নত ও সমৃদ্ধশালিনী ছিল। এই দুইটী প্রসিদ্ধ স্থানের মধ্যে এত অধিক জনপদ ও বাণিজ্য-কেন্দ্র বিদ্যমান ছিল যে, এক জনপদ হইতে অন্য জনপদ এবং এক শহর হইতে অন্য শহর অবাধে দৃষ্টিগোচর হইত এবং লোকে দিবা রাত্রি এক স্থান হইতে অন্য স্থানে নির্ভয়ে গমনাগমন করিত। তখন তথায় চুরি ডাকাতি বা হত্যা লুণ্ঠনের কোনই আশঙ্কা ছিল না। কিন্তু ইহার ফলে তাহাদের ভোগ বাসনা ও বিলাস লালসা এত অধিক বাড়িয়া গিয়াছিল যে, তাহারা আরও অধিকতর দূরবর্ত্তী প্রদেশে নিজেদের আধিপত্য ও ব্যবসা বাণিজ্য বিস্তারের জন্য উদ্‌গ্রীব হইয়া উঠিয়াছিল এবং তাহাদের অত্যাচার, অনাচার ও দুরাকাঙ্ক্ষা ধৈর্য্য ও সহ্যের সীমা ছাড়াইয়া একেবারে চরমে উপস্থিত হইয়াছিল। ইহার ফলে আমি তাহাদিগকে সম্পূর্ণরূপে বিচূর্ণ ও বিধ্বংস করিয়া দিয়াছিলাম। ফলতঃ উহার পরে

ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُوْرٍ ۝
٢٠- وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ اِبْلِيْسُ ظَنَّهٗ
فَاتَّبَعُوْهُ اِلَّا فَرِيْقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِيْنَ ۝
٢١- وَمَا كَانَ لَهٗ عَلَيْهِمْ مِّنْ
سُلْطٰنٍ اِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يُّؤْمِنُ
بِالْاٰخِرَةِ مِمَّنْ هُوَ مِنْهَا فِيْ شَكٍّ ط
وَرَبُّكَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيْظٌ ع

ধৈর্য্যশীল কৃতজ্ঞদিগের জন্য নিদর্শনাবলী রহিয়াছে। ২০। এবং নিশ্চয় ইবলিস তাহাদের উপর স্বীয় কল্পনা সত্যে পরিণত করিয়াছিল; তৎপর বিশ্বাসিবৃন্দের অন্তর্গত একদল ব্যতীত সকলেই তাহার অনুসরণ করিয়াছিল। ২১। এবং তাহাদের প্রতি উহার কোনই আধিপত্য ছিল না; কিন্তু যেহেতু আমি পরিজ্ঞাত আছি যে, কে পরলোক সম্বন্ধে বিশ্বাস করে এবং কে উহাতে সন্দেহ করিয়া থাকে; এবং তোমার প্রতিপালক সর্ব্ব-বিষয়োপরি সংরক্ষক।

৩য় রুকু—বিশ্বাসীবৃন্দের সফলতার ভবিষ্যদ্বাণী

٢٢- قُلِ ادْعُوا الَّذِيْنَ زَعَمْتُمْ مِّنْ
دُوْنِ اللّٰهِ ج لَا يَمْلِكُوْنَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ
فِي السَّمٰوٰتِ وَلَا فِي الْاَرْضِ وَمَا
لَهُمْ فِيْهِمَا مِنْ شِرْكٍ وَّمَا لَهٗ
مِنْهُمْ مِّنْ ظَهِيْرٍ ۝ ٢٣- وَلَا تَنْفَعُ

২২। তুমি বল—তোমরা আল্লার পরিবর্ত্তে যাহাদের গর্ব্ব করিয়া থাক, তাহাদিগকেই আহ্বান কর; তাহারা নভোমণ্ডলের ও ভূমণ্ডলের অন্তর্গত পরমাণু পরিমাণেরও অধিকারী নহে, এবং এতদুভয়ের মধ্যে তাহাদের কোনই অংশ নাই এবং উহাদের মধ্যে তাঁহার জন্য কোনই সহকারী নাই।
২৩। যাহাকে অনুমতি প্রদান করা

লোকের কেচ্ছা-কাহিনীর উপাদান রূপ অস্পষ্ট জনশ্রুতি ভিন্ন ধরাবক্ষে তাহাদের অস্তিত্বের আর কোনই নিদর্শন ছিল না। সাবা-বাসীদের ধ্বংস-কাহিনী বর্ণনা পূর্ব্বক আল্লাহতা'লা জগদ্বাসীকে সতর্ক করিয়া দিতেছেন, যাহারা সাবা-বাসীদের ন্যায় ধর্ম্ম-কর্ম্ম ও স্বীয় জীবনের কর্ত্তব্য বিস্মৃত হইয়া শুধু সুখ-সম্ভোগ ও বিলাস-ব্যসনে লিপ্ত হইবে, ধরাবক্ষ হইতে তাহাদের অস্তিত্বও ঐরূপ ভাবে বিলুপ্ত হইয়া যাইবে।

২০—২১। "এবং নিশ্চয় ইবলিস তাহাদের উপর স্বীয় কল্পনা কার্য্যে পরিণত করিয়াছিল" অর্থাৎ পাপাত্মা শয়তান তাহাদিগকে বিভ্রান্ত ও বিপথগামী করিয়া ধ্বংসপথে লইয়া গিয়াছিল। ফলতঃ যাহারা অবিশ্বাসী, অনাচারী ও দুষ্কার্য্যপরায়ণ, অভিশপ্ত শয়তান এইরূপ ভাবেই তাহাদিগকে বিভ্রান্ত ও বিনাশ করিয়া থাকে। কিন্তু যাহারা বিশ্বাসী, সদাচারী ও সৎকর্ম্মশীল, আমার আদেশ নির্দ্দেশের বিরুদ্ধে তাহারা কখনই ইবলিসের অনুসরণ করে না এবং তাহাদের উপর পাপাত্মা শয়তানের কোনই আধিপত্য নাই। কারণ আমি মানবের বিশ্বাস-অবিশ্বাস প্রভৃতি আন্তরিক ও বাহ্যিক সমস্ত বিষয়ই অবগত আছি এবং আমিই তাহাদের সকল অবস্থা এবং সকল বিষয়ের উপর সর্ব্বশক্তিমান এবং সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সংরক্ষক।

২২—২৩। এই তিনটী আয়তে বিভিন্ন রূপ অংশীবাদিতা ও পৌত্তলিকতার তীব্র প্রতিবাদ করা হইয়াছে। অবিশ্বাসী ও অংশীবাদী পৌত্তলিকদিগের কোন কোন সম্প্রদায় বলিয়া থাকে

ধৈর্য্যশীল কৃতজ্ঞদিগের জন্য নিদর্শনাবলী রহিয়াছে। ২০। এবং নিশ্চয় ইবলিস তাহাদের উপর স্বীয় কল্পনা সত্যে পরিণত করিয়াছিল; তৎপর বিশ্বাসিবৃন্দের অন্তর্গত একদল ব্যতীত সকলেই তাহার অনুসরণ করিয়াছিল। ২১। এবং তাহাদের প্রতি উহার কোনই আধিপত্য ছিল না; কিন্তু যেহেতু আমি পরিজ্ঞাত আছি যে, কে পরলোক সম্বন্ধে বিশ্বাস করে এবং কে উহাতে সন্দেহ করিয়া থাকে; এবং তোমার প্রতিপালক সর্ব্ব-বিষয়োপরি সংরক্ষক।

ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُوْرٍ ۝
٢٠- وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ اِبْلِيْسُ ظَنَّهٗ
فَاتَّبَعُوْهُ اِلَّا فَرِيْقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِيْنَ ۝
٢١- وَمَا كَانَ لَهٗ عَلَيْهِمْ مِّنْ
سُلْطٰنٍ اِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يُّؤْمِنُ
بِالْاٰخِرَةِ مِمَّنْ هُوَ مِنْهَا فِيْ شَكٍّ ط
وَرَبُّكَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيْظٌ ع

৩য় রুকু—বিশ্বাসীবৃন্দের সফলতার ভবিষ্যদ্বাণী

২২। তুমি বল—তোমরা আল্লার পরিবর্ত্তে যাহাদের গর্ব্ব করিয়া থাক, তাহাদিগকেই আহ্বান কর; তাহারা নভোমণ্ডলের ও ভূমণ্ডলের অন্তর্গত পরমাণু পরিমাণেরও অধিকারী নহে, এবং এতদুভয়ের মধ্যে তাহাদের কোনই অংশ নাই এবং উহাদের মধ্যে তাঁহার জন্য কোনই সহকারী নাই। ২৩। যাহাকে অনুমতি প্রদান করা

٢٢- قُلِ ادْعُوا الَّذِيْنَ زَعَمْتُمْ مِّنْ
دُوْنِ اللّٰهِ ج لَا يَمْلِكُوْنَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ
فِي السَّمٰوٰتِ وَلَا فِي الْاَرْضِ وَمَا
لَهُمْ فِيْهِمَا مِنْ شِرْكٍ وَّمَا لَهٗ
مِنْهُمْ مِّنْ ظَهِيْرٍ ۝ ٢٣- وَلَا تَنْفَعُ

লোকের কেচ্ছা-কাহিনীর উপাদান রূপ অস্পষ্ট জনশ্রুতি ভিন্ন ধরাবক্ষে তাহাদের অস্তিত্বের আর কোনই নিদর্শন ছিল না। সাবা-বাসীদের ধ্বংস-কাহিনী বর্ণনা পূর্ব্বক আল্লাহতা'লা জগদ্বাসীকে সতর্ক করিয়া দিতেছেন, যাহারা সাবা-বাসীদের ন্যায় ধর্ম্ম-কর্ম্ম ও স্বীয় জীবনের কর্ত্তব্য বিস্মৃত হইয়া শুধু সুখ-সম্ভোগ ও বিলাস-ব্যসনে লিপ্ত হইবে, ধরাবক্ষ হইতে তাহাদের অস্তিত্বও ঐরূপ ভাবে বিলুপ্ত হইয়া যাইবে।

২০—২১। "এবং নিশ্চয় ইবলিস তাহাদের উপর স্বীয় কল্পনা কার্য্যে পরিণত করিয়াছিল" অর্থাৎ পাপাত্মা শয়তান তাহাদিগকে বিভ্রান্ত ও বিপথগামী করিয়া ধ্বংসপথে লইয়া গিয়াছিল। ফলতঃ যাহারা অবিশ্বাসী, অনাচারী ও দুষ্কার্য্যপরায়ণ, অভিশপ্ত শয়তান এইরূপ ভাবেই তাহাদিগকে বিভ্রান্ত ও বিনাশ করিয়া থাকে। কিন্তু যাহারা বিশ্বাসী, সদাচারী ও সৎকর্ম্মশীল, আমার আদেশ নির্দ্দেশের বিরুদ্ধে তাহারা কখনই ইবলিসের অনুসরণ করে না এবং তাহাদের উপর পাপাত্মা শয়তানের কোনই আধিপত্য নাই। কারণ আমি মানবের বিশ্বাস-অবিশ্বাস প্রভৃতি আন্তরিক ও বাহ্যিক সমস্ত বিষয়ই অবগত আছি এবং আমিই তাহাদের সকল অবস্থা এবং সকল বিষয়ের উপর সর্ব্বশক্তিমান এবং সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সংরক্ষক।

২২—২৩। এই তিনটী আয়তে বিভিন্ন রূপ অংশীবাদিতা ও পৌত্তলিকতার তীব্র প্রতিবাদ করা হইয়াছে। অবিশ্বাসী ও অংশীবাদী পৌত্তলিকদিগের কোন কোন সম্প্রদায় বলিয়া থাকে

الشَّفَاعَةُ عِنْدَهٗۤ اِلَّا لِمَنْ اَذِنَ لَهٗ ؕ
حَتّٰۤى اِذَا فُزِّعَ عَنْ قُلُوْبِهِمْ قَالُوْا
مَاذَا ۙ قَالَ رَبُّكُمْ ؕ قَالُوا الْحَقَّ ۚ
وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيْرُ ۝ ٢٣ - قُلْ
مَنْ يَّرْزُقُكُمْ مِّنَ السَّمٰوٰتِ
وَالْاَرْضِ ؕ قُلِ اللّٰهُ ۙ وَاِنَّاۤ اَوْ اِيَّاكُمْ
لَعَلٰى هُدًى اَوْ فِيْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ ۝

হইয়াছে তদ্ব্যতীত তাঁহার নিকট কাহারও অনুরোধ ফলপ্রদ হইবে না; এমন কি যখন তাহাদের অন্তর-সমূহ হইতে আতঙ্ক অপসারিত হইবে তখনও তাহারা বলিবে যে, তোমাদের প্রতিপালক কি বলিয়া-ছেন? তাহারা বলিবে—সত্য; এবং তিনি সমুন্নত মহিয়ান। ২৪। তুমি বল—আকাশ ও পৃথিবী হইতে কে তোমাদিগকে উপজীবিকা দান করেন? তুমিই বল যে, আল্লাহ! এবং নিশ্চয় আমরা কিংবা তোমরা সুপথের উপর অথবা প্রকাশ্য

যে, যদিও সর্ব্বশক্তিমান আল্লাহতা'লা অর্থাৎ সেই অনাদি এ অদ্বিতীয় সৃষ্টিকর্ত্তা এই নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডল প্রভৃতি সমগ্র বিশ্বজগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন, তথাপি তিনি ইহার সংরক্ষণ ও শৃঙ্খলা সম্পাদনের জন্য তাঁহার মনোনীত বিশিষ্ট প্রতিনিধি বা বিভিন্ন দেব-দেবীর উপর উহার তত্ত্ববিধান ও পরিচালনের ভার অর্পণ করিয়াছেন। তাহারা সৃষ্টিকর্ত্তার সহকারী বা সাহায্যকারী অনুচর এবং তাহাদের সাহায্য ব্যতীত এই বিরাট বিশ্ব-জগতের কার্য্য কখনই সুসম্পাদিত হইতে পারে না। ফলতঃ এই জন্যই আমরা তাহাদের উপাসনা ও পূজা-আরাধনা করিয়া থাকি। কোন কোন সম্প্রদায় এরূপও বলে যে, আল্লাহতা'লা অনুগৃহীত এই সকল দেব-দেবী, পীর-ফকির বা সাধু-সন্ন্যাসী তাঁহার নিকট অনুরোধ করিয়া আমাদিগকে সমস্ত পাপ-তাপ ও আপদ-বিপদ হইতে উদ্ধার করতঃ আমাদের মনস্কামনা পূর্ণ করিয়া থাকেন। এই জন্যই আমরা তাহাদের নিকট স্ব স্ব কাম্য বিষয় প্রার্থনা করি এবং তাহাদের নামে ভোগ-সিন্নি ও নজর-নেয়াজ প্রদান করিয়া থাকি। আবার কোন কোন সম্প্রদায় এরূপও বলিয়া থাকে যে, আল্লাহতা'লা বা সৃষ্টিকর্ত্তার নির্দ্দেশ অনুসারে এই সকল দেব-দেবী, পীর-ফেরেশতা বা অবতারবৃন্দ ধন-জন, যশ-মান, বিদ্যাবুদ্ধি ও সুখ-সম্পদের অবাধ আধিপত্য লাভ করিয়াছে। তাহাদের অনুগ্রহ ও শুভদৃষ্টি ভিন্ন পার্থিব জীবনে কখনই ঐ সমস্ত বিষয় লাভ করা যাইতে পারে না। এই জন্যই আমরা নানা উপহার ও নানা উপাচারে তাহাদের সন্তুষ্টি সাধন ও পূজা-অর্চ্চনা করিয়া থাকি।

আল্লাহতা'লা ঐ সকল অবিশ্বাসী এবং অংশীবাদী পৌত্তলিকদিগের সমস্ত উক্তির প্রতিবাদ করিয়া বলিতেছেন—হে রসুল, তুমি অবিশ্বাসী অংশীবাদীদিগকে বলিয়া দাও যে, তোমরা স্ব স্ব মনস্কামনা পূরণের জন্য আল্লার পরিবর্ত্তে যাহাদের পূজা-উপাসনা কর, ঐ সমস্ত বিষয়ে তাহাদের কোনই শক্তি বা অধিকার নাই। তোমাদের ইচ্ছা হইলে তাহাদিগকে আহ্বান করিয়া দেখিতে পার। বস্তুতঃ সর্ব্বশক্তিমান আল্লাহতা'লার সমগ্র বিশ্বজগতের একমাত্র সৃষ্টিকর্ত্তা, পালন-কর্ত্তা, রক্ষা-কর্ত্তা ও পরিচালক প্রভু। তিনিই মানবের ধন-জন, বিদ্যাবুদ্ধি ও সুখ-সম্পদ দানের একমাত্র অধিকারী। তিনি দেব-দেবী, পীর-ফেরেশতা বা সাধু-সন্ন্যাসীদিগের মধ্যে কাহাকেও ঐ সকল বিষয়ের আধিপত্য প্রদান করেন নাই এবং ঐ সমস্ত বিষয়ে কাহারও কোনরূপ—এমন কি পরমাণু পরিমাণ শক্তি ও অধিকার নাই। বরং আল্লাহতা'লা যাহাকে অনুমতি দান করিয়াছেন সেই হজরত রসুলে করিম অথবা তদীয় অনুগৃহীত বিশিষ্ট নবী ও রসুলগণ ব্যতীত আর কেহই অপরের জন্য তাঁহার নিকট কোনরূপ অনুরোধ করিতে সাহসী বা সমর্থ হইবে না।

٢٥- قُلْ لَّا تُسْـَٔلُوْنَ عَمَّآ اَجْرَمْنَا
وَلَا نُسْـَٔلُ عَمَّا تَعْمَلُوْنَ ○
٢٦- قُلْ يَجْمَعُ بَيْنَنَا رَبُّنَا ثُمَّ
يَفْتَحُ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ ط وَهُوَ الْفَتَّاحُ
الْعَلِيْمُ ○ ٢٧- قُلْ اَرُوْنِيَ
الَّذِيْنَ اَلْحَقْتُمْ بِهٖ شُرَكَآءَ كَلَّا ط بَلْ
هُوَ اللّٰهُ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ○ ٢٨- وَمَآ
اَرْسَلْنٰكَ اِلَّا كَآفَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيْرًا
وَّنَذِيْرًا وَّلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ

ভ্রান্তির মধ্যে রহিয়াছি। ২৫। তুমি বল—আমাদের অপরাধ সম্বন্ধে তোমরা জিজ্ঞাসিত হইবে না এবং তোমরা যাহা করিতেছ তদ্বিষয়ে আমরাও জিজ্ঞাসিত হইব না। ২৬। তুমি বল—আমাদের প্রতিপালক আমাদিগকে একত্রিত করিবেন, তৎপর আমাদের মধ্যে সত্যভাবে সুমীমাংসা করিয়া দিবেন; এবং তিনিই মীমাংসাকারী মহাজ্ঞানী। ২৭। তুমি বল—তোমরা তাঁহার সহিত যাহাদিগকে অংশীরূপে সম্মিলিত করিয়াছ তাহাদিগকে প্রদর্শন কর—কখনই নহে; বরং তিনি মহাপরাক্রান্ত বিজ্ঞানময় আল্লাহ। ২৮। আমি তোমাকে মানবমণ্ডলীর জন্য সুসংবাদদাতা ও ভয়-প্রদর্শক রূপে ব্যতীত প্রেরণ করি নাই, কিন্তু

এবং অজ্ঞ, অনভিজ্ঞ ও নির্ব্বোধ মানবের মনস্কামনা পূরণ অথবা তাহাদের আপদ-বিপদ বিমুক্তি সম্বন্ধে তাহাদের কোনই অনুরোধ আল্লাহতা'লার নিকট গ্রাহ্য বা ফলপ্রসূ হইবে না। অধিকন্তু অপরের জন্য অনুরোধ করা ত দূরের কথা, আল্লাহতা'লার আদেশ শুনিলে স্ব স্ব পরিণাম সম্বন্ধেই তাহারা—এমন কি আকাশে ফেরেশ্‌তাগণ পর্য্যন্ত প্রকম্পিত ও আতঙ্কে অভিভূত হইয়া থাকে।—সহি বোখারী, তেরমিজী, আবুদাউদ ও এব্‌ন-মাজা।

২৫—২৬। আল্লাহতা'লা হজরত রসুলোল্লাকে আরও আদেশ করিতেছেন—তুমি অবিশ্বাসী অংশীবাদীদিগকে বলিয়া দাও যে, তোমরা ও আমরা—এই দুই দলের মধ্যে একদল অবশ্যই সুপথে আছি এবং অন্যদল ভ্রান্তি-পথে অবস্থান করিতেছে। আমাদের ও তোমাদের মধ্যে কেহই পরস্পরের অপরাধের জন্য দায়ী হইব না। কিন্তু তোমরা নিশ্চয় জানিয়া রাখ যে, আমাদের সর্ব্বশক্তিমান প্রতিপালক একদিন আমাদিগকে ও তোমাদিগকে অবশ্যই একত্রিত করিবেন; তৎপর পরলোক সেই পুনরুত্থান দিবসে আমাদের ও তোমাদের মধ্যে কে সুপথগামী ও কে বিপথগামী, সুমীমাংসাকারী আর কেহই নাই।

তফ্‌সীরকারগণ উপরোক্ত ভবিষ্যদ্বাণীকে ইহলৌকিক ও পারলৌকিক উভয় ভাবেই ব্যাখ্যা করিয়াছেন। ইহলৌকিক ব্যাখ্যাকারীরা বলেন যে, উহা বদর যুদ্ধের অব্যর্থ ভবিষ্যদ্বাণী। সেদিন উভয় দল সমরক্ষেত্রে সম্মিলিত হইয়া সত্য বিশ্বাসী মুসলমানেরা বিজয় গৌরবে গৌরবান্বিত হইয়াছিলেন এবং অবিশ্বাসী কাফেরকুল অতি অপ্রত্যাশিত রূপে পরাজিত ও বিধ্বস্ত হইয়া গিয়াছিল।—তঃ মঃ আঃ।

২৭। এই আয়তের সর্ব্বশক্তিমান আল্লাহতা'লার জ্ঞান ও পরাক্রম এবং অংশী-উপাস্য দেবদেবীগণের অক্ষমতা ও অস্তিত্বহীনতা প্রদর্শিত হইয়াছে।

২৮। হজরত রসুলোল্লাহ যে সমগ্র জগদ্বাসী তথা সমস্ত মানব জাতির জন্য মনোনীত নবী, এই আয়তে তাহা বিশেষভাবে ঘোষণা করা হইয়াছে।

...ونَ ○ ٢٩ - وَيَقُولُونَ
...ذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ○
قُلْ لَّكُمْ مِّيْعَادُ يَوْمٍ لَّا
...تَأْخِرُوْنَ عَنْهُ سَاعَةً وَّلَا
...دِمُوْنَ ع

অধিকাংশ মানবই অবগত নহে।

২৯। এবং তাঁহারা বলে যে, যদি তোমরা সত্যবাদী হও তবে কখন্ এই প্রতিশ্রুতি পূর্ণ হইবে? ৩০। তুমি বল যে, তোমাদের জন্য সেই এক দিন নির্দ্ধারিত রহিয়াছে, যাহা হইতে তোমরা এক মুহূর্ত্ত পশ্চাদ্বর্ত্তী অথবা অগ্রবর্ত্তী হইতে পারিবে না।

৪র্থ রুকু—অবিশ্বাসী নেতৃবৃন্দের শোচনীয় পরিণাম

وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَنْ نُّؤْمِنَ
...ذَا الْقُرْاٰنِ وَلَا بِالَّذِيْ بَيْنَ يَدَيْهِ ط
...وْتَرٰى إِذِ الظّٰلِمُوْنَ مَوْقُوْفُوْنَ
...نْدَ رَبِّهِمْ ج يَرْجِعُ بَعْضُهُمْ إِلٰى
...ضِ نِ الْقَوْلَ ج يَقُوْلُ الَّذِيْنَ
...تُضْعِفُوْا لِلَّذِيْنَ اسْتَكْبَرُوْا لَوْلَا

৩১। এবং অবিশ্বাসকারীরা বলে যে, আমরা কখনই এই কোরান অথবা ইহার পূর্ব্বে যাহা ছিল তৎপ্রতি বিশ্বাস স্থাপন করিব না। এবং যদি তুমি দেখিতে যে, যখন অত্যাচারীকে তদীয় প্রতিপালকের সমক্ষে দণ্ডায়মান করান হইবে, তখন তাহারা একে অপরের সহিত বাক্য-বিনিময় করিতে থাকিবে; শক্তিহীনেরা অহঙ্কারীদিগকে বলিবে যে, তোমরা যদি না থাকিতে, তবে

২৯—৩০। তফ্সীরকারগণ এই দুইটী আয়তেরও ইহলৌকিক ও পারলৌকিক উভয় প্র... ব্যাখ্যা করিয়াছেন। উভয় প্রকার ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের সারমর্ম্ম এই যে, মক্কার অধিবাসীরা তাহা... সম্বন্ধে বর্ণিত ইহলৌকিক পতন ও পরাজয় এবং পারলৌকিক পুনরুত্থান, সুবিচার ও শাস্তির... কবে সমাগত হইবে বলিয়া হজরত রসুলোল্লার নিকট যে বিদ্রূপ-কটাক্ষপূর্ণ প্রশ্ন করিত, তা... উত্তরে আল্লাহতা'লা হজরত রসুলোল্লাকে লক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন—তুমি অবিশ্বাসীদিগকে ব... দাও যে, সেদিন নিশ্চয়ই সুনির্দ্ধারিত রহিয়াছে এবং নির্দ্দিষ্ট সময়ে সেই দিন অবশ্যই তোমা... সমক্ষে সমুপস্থিত হইবে। অনন্তর যখন সেই দিন উপস্থিত হইবে, তখন তোমরা সেদিনের প্রতি... শাস্তি হইতে এক মুহূর্ত্তও অবকাশ পাইবে না।

৩১। অবিশ্বাসী ও অংশীবাদী পৌত্তলিকেরা শুধু যে পবিত্র কোরন শরিফই অবিশ্বাস ক... তাহা নহে; বরং তাহারা এতদ্‌সহ কোরান শরিফের পূর্ব্ববর্ত্তী প্রত্যাদেশ অর্থাৎ ইঞ্জিল, তও... ও জোবুর প্রভৃতি ঐশী-গ্রন্থ সমূহও অবিশ্বাস ও অস্বীকার করিত। কারণ ঐ সকল গ্রন্থে হজ... রসুলোল্লার শুভাগমনের ভবিষ্যদ্বাণী বিদ্যমান আছে। তাই আল্লাহতা'লা এই আয়তের শেষ... এবং পরবর্ত্তী আয়ত সমূহে উহাদের অন্তিম পরিণাম ও পারলৌকিক শোচনীয় দুরবস্থার বি... বর্ণনা করিয়াছেন।

নিশ্চয় আমরা বিশ্বাসী হইতাম।
৩২। অহঙ্কারীরা শক্তিহীনদিগকে বলিবে,
আমরা কি উহার পরে তোমাদিগকে
সুপথ হইতে প্রতিরোধ করিয়াছিলাম,
যখন উহা তোমাদের নিকট আসিয়াছিল?
বরং তোমরাই অপরাধী ছিলে।
৩৩। বরং শক্তিহীনেরা অহঙ্কারীদিগকে
বলিবে—বরং তোমরাই রাত ও দিন
চক্রান্ত করিয়া আমাদিগকে আদেশ করিতে
যে আমরা আল্লাহ সম্বন্ধে অবিশ্বাস করি ও
তাঁহার সদৃশ স্থির করি; এবং যখন
তাহারা শাস্তি অবলোকন করিবে তখন
তাহারা দুঃখে অভিভূত হইবে; এবং
আমি অবিশ্বাসকারীদের স্কন্ধ-সমূহে শৃঙ্খল
স্থাপন করিব; বরং তাহারা যাহা করিত
তদ্ব্যতীত প্রতিফল প্রদত্ত হইবে না।
৩৪। এবং আমি এতদ্ব্যতীত কোন
জনপদেই ভয়-প্রদর্শক প্রেরণ করি নাই
যে তত্রত্য ধন-সম্পদশালীরা বলিত—তুমি
যৎসহ প্রেরিত হইয়াছ আমরা তাহা
বিশ্বাস করি না। ৩৫। এবং তাহারা
বলে যে, আমাদের যথেষ্ট ধনসম্পদ ও
সন্তান-সন্ততি রহিয়াছে, এবং আমরা

أَنْتُمْ لَكُنَّا مُؤْمِنِينَ ۝ ৩২- قَالَ
الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا لِلَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا
أَنَحْنُ صَدَدْنَاكُمْ عَنِ الْهُدَىٰ بَعْدَ
إِذْ جَاءَكُمْ بَلْ كُنْتُمْ مُجْرِمِينَ ۝
৩৩- وَقَالَ الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا
لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا بَلْ مَكْرُ اللَّيْلِ
وَالنَّهَارِ إِذْ تَأْمُرُونَنَا أَنْ نَكْفُرَ بِاللَّهِ
وَنَجْعَلَ لَهُ أَنْدَادًا ط وَأَسَرُّوا
النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ ط وَجَعَلْنَا
الْأَغْلَالَ فِي أَعْنَاقِ الَّذِينَ كَفَرُوا ط
هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۝
৩৪- وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِنْ
نَذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا لا إِنَّا بِمَا
أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ ۝ ৩৫- وَقَالُوا
نَحْنُ أَكْثَرُ أَمْوَالًا وَأَوْلَادًا لا وَمَا

৩২—৩৩। সেই পারলৌকিক উত্থান দিবসে অবিশ্বাসীদিগের অহঙ্কারী নেতৃবৃন্দ ও অজ্ঞ জনসাধারণ নরকানলের ভয়াবহ শাস্তি অবলোকন করিয়া দুঃখ, অনুতাপ ও আতঙ্কে অভিভূত হইয়া পড়িবে এবং নিজেদের দুষ্কৃতি ও দুরবস্থার জন্য পরস্পরের উপর দোষারোপ করিতে থাকিবে। কিন্তু তাহার ফলে সেদিন তাহারা কেহই শাস্তি হইতে পরিত্রাণ পাইবে না।

৩৪—৩৬। অনন্তর আল্লাহতা'লা বলিতেছেন যে, আমি যখনই কোন জনপদ বা জাতির মধ্যে ভয়-প্রদর্শক রসূল প্রেরণ করিয়াছি, তখনই সেই জনপদ বা জাতির অন্তর্গত ধনজন-বিশিষ্ট দাম্ভিক লোকেরা আমার রসূলগণের প্রতি অসত্যারোপ করিয়া তৎপ্রচারিত সত্যধর্ম্ম অবিসাশ্ব ও প্রত্যাখ্যান করিয়াছে। অধিকন্তু তাহারা বলিয়াছে যে, আমরা পৃথিবীতে যেরূপ ধন-জন ও সুখ-সম্পদ লাভ করিয়াছি, পরলোকেও সেইরূপ লাভ করিব এবং তথায় আমরা কখনই শাস্তি ভোগ

بِمُعَذَّبِيْنَ ○ ٣٦- قُلْ إِنَّ
رَبِّيْ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَّشَاۤءُ
وَيَقْدِرُ وَلٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ
لَا يَعْلَمُوْنَ ع

শাস্তি ভোগ করিব না। ৩৬। তুমি বল—নিশ্চয় আমার প্রতিপালক যাহার প্রতি ইচ্ছা জীবিকা বর্দ্ধিত ও সঙ্কুচিত করিয়া থাকেন, কিন্তু অধিকাংশ লোকেই উহা অবগত নহে।

৫ম রুকু—অংশী উপাস্যগণের অক্ষমতার বিবরণ

٣٧- وَمَآ أَمْوَالُكُمْ وَلَآ أَوْلَادُكُمْ
بِالَّتِيْ تُقَرِّبُكُمْ عِنْدَنَا زُلْفٰٓى إِلَّا مَنْ
اٰمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولٰٓئِكَ
لَهُمْ جَزَآءُ الضِّعْفِ بِمَا عَمِلُوْا
وَهُمْ فِي الْغُرُفٰتِ اٰمِنُوْنَ ○
٣٨- وَالَّذِيْنَ يَسْعَوْنَ فِيْٓ اٰيٰتِنَا
مُعٰجِزِيْنَ أُولٰٓئِكَ فِي الْعَذَابِ
مُحْضَرُوْنَ ○ ٣٩- قُلْ إِنَّ رَبِّيْ
يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَّشَاۤءُ مِنْ عِبَادِهٖ

৩৭। এবং তোমাদের ধন-সম্পদ অথবা তোমাদের সন্তান-সন্ততি এরূপ নহে—যাহা তোমাদিগকে মর্য্যাদায় আমার সন্নিকটবর্ত্তী করিবে—কিন্তু যে বিশ্বাস-স্থাপন করিয়াছে ও সৎকার্য্য করে, বস্তুতঃ তাহাদেরই জন্য তাহাদের কৃতকর্ম্ম সমূহের দ্বিগুণ প্রতিদান রহিয়াছে এবং তাহারাই সমুচ্চ-প্রাসাদে নিরাপদে অবস্থান করিবে। ৩৮। এবং যাহারা আমার নিদর্শনাবলীর বিরুদ্ধে প্রচেষ্টা করে, তাহাদিগকেই শাস্তির মধ্যে উপস্থিত করা হইবে। ৩৯। তুমি বল—আমার প্রতিপালক স্বীয় দাসগণের মধ্যে যাহার প্রতি ইচ্ছা জীবিকা প্রশস্ত করেন এবং তাহারই জন্য

করিব না। ইহার উত্তরে আল্লাহতা'লা হজরত রসুলোল্লাকে বলিতেছেন—তুমি অবিশ্বা দাম্ভিকদিগকে বলিয়া দাও যে, আমার প্রতিপালক যাহাকে ইচ্ছা পার্থিব জীবনে ধন-জন সুখ-সম্পদ দান করিয়া থাকেন; কিন্তু সত্যধর্ম্মে বিশ্বাস স্থাপন ব্যতীত তদ্দ্বারা তোমরা পারলৌকি শাস্তি হইতে কখনই পরিত্রাণ লাভ করিতে পারিবে না।

৩৭—৩৮। এই দুইটী আয়তে আল্লাহতা'লা স্বয়ং বলিয়া দিতছেন যে, পার্থিব ধন-সম্প বা সন্তান-সন্ততি দ্বারা তোমরা আমার নিকট কখনই মর্য্যাদায় সমুন্নত অথবা পারলৌকি পুরস্কারে পুরস্কৃত হইতে পারিবে না। বরং যাহারা বিশ্বাসী সৎকর্ম্মশীল, তাহারাই আমা নিকট উহার বিনিময় দ্বিগুণতর প্রতিদান প্রাপ্ত হইয়া স্বর্গোদ্যানের সমুচ্চ প্রাসাদে নিরাপ অবস্থান করিতে পারিবে। পক্ষান্তরে যাহারা আমার প্রিয়তম রসুল ও তৎপ্রচারিত সত্যধর্ বিরুদ্ধাচরণ করিবে, তাহারা নরকানলের কঠিনতর শাস্তি ভোগ করিতে বাধ্য হইবে।

৩৯। এই আয়তে পুনরায় পার্থিব ধন-সম্পদের বিষয় উল্লেখ করিয়া আল্লাহতা'লা বলিতেছে যে, যাহারা পার্থিব ধন-সম্পদ লাভ করিয়া উহা হইতে সৎকার্য্য ব্যয় করিবে, কেবল তাহার

সঙ্কুচিত করেন এবং তোমরা কোন
বিষয় হইতে যাহা ব্যয় কর, বস্তুতঃ তিনি
উহার প্রতিদান প্রদান করিয়া থাকেন ;
এবং তিনিই শ্রেষ্ঠতম জীবিকা দাতা।
৪০। এবং যেদিন তিনি তাহাদিগকে
একত্রে সমবেত করিবেন, তৎপর
ফেরেশ্‌তাদিগকে বলিবেন যে, ইহারা কি
তোমাদিগকেই উপাসনা করিত?
৪১। তাহারা বলিবে—তুমিই পবিত্রতম
এবং তুমিই আমাদের অভিভাবক,
তাহারা নহে; বরং তাহারা জ্বেনদিগেরই
উপাসনা করিত, তাহাদের অধিকাংশই
তৎপ্রতি বিশ্বাসী ছিল। ৪২। অতএব
আজ তোমাদের এক অপরের লাভ বা
ক্ষতির অধিকারী হইবে না, এবং আমি
অত্যাচারীদিগকে বলিব যে, তোমরা
যদ্বিষয়ে অসত্যারোপ করিতে—সেই
নরকাগ্নির শাস্তি আস্বাদন কর।
৪৩। এবং যখন আমার সমুজ্জ্বল
নিদর্শনাবলী তাহাদের সমক্ষে পঠিত

وَيَقْدِرُ لَهُ ۚ وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ
فَهُوَ يُخْلِفُهُ ۖ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ ○
٤٠- وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ
يَقُولُ لِلْمَلَائِكَةِ أَهَٰؤُلَاءِ إِيَّاكُمْ كَانُوا
يَعْبُدُونَ ○ ٤١- قَالُوا سُبْحَانَكَ
أَنتَ وَلِيُّنَا مِن دُونِهِم ۖ بَلْ كَانُوا
يَعْبُدُونَ الْجِنَّ ۖ أَكْثَرُهُم بِهِم
مُّؤْمِنُونَ ○ ٤٢- فَالْيَوْمَ لَا
يَمْلِكُ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ نَّفْعًا وَلَا
ضَرًّا وَنَقُولُ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا
ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّتِي كُنتُم بِهَا
تُكَذِّبُونَ ○ ٤٣- وَإِذَا تُتْلَىٰ
عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالُوا مَا هَٰذَا

আমার নিকট উহার জন্য উপযুক্ত প্রতিদান প্রাপ্ত হইবে এবং তাহারাই অনন্ত সুখ-সম্পদপূর্ণ স্বর্গোদ্যানে প্রবেশ লাভ করিয়া তথায় নিরাপদে অবস্থান করিতে পারিবে।

৪০—৪১। যে সকল অংশীবাদী পারলৌকিক পরিত্রাণের আশায় ফেরেশ্‌তা বা স্বর্গদূত অথবা স্বর্গের পরিকল্পিত দেব-দেবীর পূজা-আরাধনা করে, পরলোকে আল্লাহতা'লা তাহাদিগকে একত্রিত করিয়া তাহাদের সমক্ষেই ফেরেশ্‌তাদিগকে জিজ্ঞাসা করিবেন যে, ইহারা কি তোমাদেরই পূজা উপাসনা করিত? ফেরেশ্‌তাগণ অস্বীকার করিয়া বলিবে যে, ইহারা কখনই আমাদের উপাসনা করে নাই; বরং ইহারা জ্বেন বা ভূত-প্রেত ও দৈত্য-দানবদিগেরই পূজা-উপাসনা করিত এবং এই সকল বিপথগামী লোক তাহাদের প্রতিই বিশ্বাসী ও নির্ভরশীল ছিল।

৪২। তখন আল্লাহতা'লা অবিশ্বাসীদিগকে বলিবেন যে, তোমরা যে নরকাগ্নির বিষয় পৃথিবীতে অবিশ্বাস ও অস্বীকার করিতে, আজ সেই নরকাগ্নির শাস্তি ভোগ কর। আজ এই শাস্তি হইতে তোমরা কখনই পরিত্রাণ লাভ করিতে পারিবে না।

৪৩—৪৪। অবিশ্বাসীরা হজরত রসুলোল্লাকে তাহাদের পূর্ব্ব-পূরুষদিগের ধর্ম্মের বিরুদ্ধাচরণকারী সাধারণ মানুষ ... এবং যেরূপভাবে স্বর্গীয় প্রত্যাদেশ

হইত, তখন তাহারা বলিত—এ ত একজন মনুষ্য ব্যতীত নহে—যে তোমাদিগকে তোমাদের পিতৃপুরুষগণ যাহাদের উপাসনা করিত, তাহাদিগ হইতে প্রতিরোধ করিতে ইচ্ছা করে; এবং তাহারা বলে যে, ইহা অসত্য-রচনা ব্যতীত নহে; এবং তাহাদের নিকট সত্য উপস্থিত হইবার পর অবিশ্বাসকারীরা বলিত যে, ইহা প্রকাশ্য যাদু ব্যতীত নহে। ৪৪। এবং আমি তাহাদিগকে এরূপ কোন গ্রন্থ প্রদান করি নাই যে, তাহারা পাঠ করিবে এবং আমি তোমার পূর্ব্বে তাহাদের নিকট কোনই ভয়প্রদর্শক প্রেরণ করি নাই। ৪৫। এবং তাহাদের পূর্ব্ব-বর্ত্তীরাও অসত্যারোপ করিয়াছিল, এবং আমি তাহাদিগকে যাহা দান করিয়া-ছিলাম, ইহারা তাহার এক-দশমাংশেও উপনীত হয় নাই, কিন্তু তাহারা আমার রসুলগণের প্রতি অসত্যারোপ করিয়াছিল, তৎপর তাহাদের কিরূপ শাস্তি হইয়া-ছিল।

رَجُلٌ يُرِيدُ أَنْ يَصُدَّكُمْ عَمَّا كَانَ
يَعْبُدُ آبَاؤُكُمْ ج وَقَالُوا مَا هَٰذَا إِلَّا
إِفْكٌ مُّفْتَرًى ط وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا
لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ لا إِنْ هَٰذَا إِلَّا
سِحْرٌ مُّبِينٌ ۝ ৪৪- وَمَا آتَيْنَاهُمْ
مِّنْ كُتُبٍ يَّدْرُسُونَهَا وَمَا أَرْسَلْنَا
إِلَيْهِمْ قَبْلَكَ مِنْ نَّذِيرٍ ۝
৪৫- وَكَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ لا
وَمَا بَلَغُوا مِعْشَارَ مَا آتَيْنَاهُمْ
فَكَذَّبُوا رُسُلِي قف فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ ۝

৬ষ্ঠ রুকু—সত্যের জয় অসত্যের পরাজয়ের ভবিষ্যদ্বাণী

৪৬। তুমি বল—আমি তোমাদিগকে কেবল একটী বিষয়ে উপদেশ প্রদান করিতেছি যে, তোমরা আল্লার উদ্দেশ্যে

৪৬- قُلْ إِنَّمَا أَعِظُكُمْ بِوَاحِدَةٍ ج
أَنْ تَقُومُوا لِلَّهِ مَثْنَىٰ وَفُرَادَىٰ

সমূহকে 'যাদু'-ক্রিয়া বা ইন্দ্রজাল বলিয়া প্রত্যাখ্যান করিতে চেষ্টা করিত, এই দুইটী আয়তে তদ্বিষয় উল্লেখ করিয়া আল্লাহতা'লা বলিতেছেন যে, এ সম্বন্ধে অবিশ্বাসীদের কোনই জ্ঞান বা অভিজ্ঞতা নাই, কারণ ইতিপূর্ব্বে তাহাদের নিকট কোনই রসুল বা প্রত্যাদিষ্ট গ্রন্থ অবতীর্ণ হয় নাই। সুতরাং তাহারা নিজেদের অবিশ্বাস ও অজ্ঞতা বশতঃই ঐরূপ উক্তি করিয়া থাকে।

৪৫। অনন্তর আল্লাহতা'লা বলিতেছেন যে, ইহাদের পূর্ব্ববর্ত্তী অবিশ্বাসী সম্প্রদায় সমূহ আমার রসুলগণের প্রতি এইরূপ ভাবে অসত্যারোপ করিয়াছিল এবং তাহার ফলে তাহারা অতি কঠোর শাস্তি ভোগ করিয়া ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়া গিয়াছিল। পক্ষান্তরে সেই সকল অবিশ্বাসী জাতিকে আমি যেরূপ রাজ্য-ঐশ্বর্য্য ও ধন-সম্পদ প্রদান করিয়াছিলাম, মক্কার অবিশ্বাসী কোরেশদিগকে তাহার এক-দশমাংশও প্রদান করি নাই। তাহাদের তুলনায় ইহারা অতি নগণ্য জাতি। সুতরাং তাহাদের শোচনীয় পরিণতি স্মরণ করিয়া ইহাদের সতর্ক হওয়া একান্ত কর্ত্তব্য।

৪৬—৪৮। এই তিনটী আয়তে আল্লাহতা'লা হজরত রসুলোল্লাকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন—তুমি অবিশ্বাসীদিগকে বল যে, আমার এবং আমার প্রচারিত সত্য-ধর্ম্মের প্রতি

ثُمَّ تَتَفَكَّرُوا ۚ مَا بِصَاحِبِكُم مِّن
جِنَّةٍ ۚ إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ لَّكُم بَيْنَ
يَدَيْ عَذَابٍ شَدِيدٍ ○ ٤٧- قُلْ
مَا سَأَلْتُكُم مِّنْ أَجْرٍ فَهُوَ لَكُمْ ۖ إِنْ
أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ ۚ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ
شَيْءٍ شَهِيدٌ ○ ٤٨- قُلْ إِنَّ رَبِّي
يَقْذِفُ بِالْحَقِّ ۚ عَلَّامُ الْغُيُوبِ ○
٤٩- قُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَمَا يُبْدِئُ
الْبَاطِلُ وَمَا يُعِيدُ ○ ٥٠- قُلْ
إِن ضَلَلْتُ فَإِنَّمَا أَضِلُّ عَلَىٰ
نَفْسِي ۖ وَإِنِ اهْتَدَيْتُ فَبِمَا

দুই দুই ও একে একে দণ্ডায়মান হও; তৎপর চিন্তা করিয়া দেখ যে, তোমাদের সহযোগীর মধ্যে কোনই উন্মত্ততা নাই, কিন্তু সে তোমাদের জন্য কঠোর শাস্তির পূর্ব্বে ভয়-প্রদর্শক মাত্র।
৪৭। তুমি বল—আমি তোমাদের নিকট যে প্রতিদান করিতেছি, ফলতঃ তাহা শুধু তোমাদেরই জন্য, আল্লার সমক্ষে ব্যতীত আমার কোনই প্রতিদান নাই এবং তিনি সর্ব্ববিষয়োপরি সাক্ষ্য-দানকারী।
৪৮। তুমি বল—নিশ্চয় আমার প্রতিপালক সত্য নিক্ষেপ করেন—তিনি অদৃশ্য বিষয়ে মহাজ্ঞানী।
৪৯। তুমি বল—সত্য আগমন করিয়াছে এবং অসত্য প্রথমেও সৃষ্টি হয় নাই এবং পুনরাগতও হইবে না।
৫০। তুমি বল—আমি যদি বিভ্রান্ত হইয়া যাই, তবে আমি নিজেরই জন্য ব্যতীত বিভ্রান্ত হইব না; এবং যদি আমি সুপথগামী হই তবে এই হেতু যে, আমার

অসত্যারোপ করিবার পূর্ব্বে তোমরা একাকী অথবা সমবেতভাবে চিন্তা করিয়া দেখ যে, আমি ত উন্মত্ত নহি এবং আমার এই সদুপদেশের বিনিময় তোমাদের কল্যাণ ভিন্ন আমি তোমাদের নিকট আর কোনই প্রতিদান চাহিতেছি না। বস্তুতঃ আল্লার নিকট ভিন্ন কাহারও নিকট আমার এই সকল কৃতকার্য্যের কোনরূপ প্রতিদান নাই। সুতরাং আমি কোন উদ্দেশ্যে বা কোন স্বার্থের জন্য তোমাদের নিকট অসত্য প্রচার করিয়া তোমাদিগকে ভবিষ্যৎ শাস্তির ভয় প্রদর্শন করিব? ফলতঃ তোমরা নিশ্চয় জানিয়া রাখ যে, তোমাদের কল্যাণের জন্য আল্লাহতা'লা সত্য অবতীর্ণ করিয়াছেন, আমি তোমাদের নিকট শুধু তাহাই প্রচার করিতেছি। ইহাতে আমার ব্যক্তিগত কোনই স্বার্থ বা অসদুদ্দেশ্য নাই।

৪৯। আয়তের মর্ম্ম এই যে, অসত্য প্রথমে সৃষ্টি বা সম্প্রসারিত হয় নাই—পরে হইয়াছে; কিন্তু এখন সত্য আগমন করিয়াছে; সুতর্য়াং অসত্য অবশ্যই বিলুপ্ত হইয়া যাইবে এবং উহা আর কখনই পুনঃ প্রবর্ত্তিত হইবে না। তফ্‌সীরকারগণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন যে; প্রথমে বদর যুদ্ধে এবং পরে মক্কা-বিজয়ে এই ভবিষ্যদ্বাণী সম্পূর্ণরূপে সফল হইয়াছিল।

৫০। আল্লাহতা'লা হজরত রসুলোল্লাকে বলিতেছেন—তুমি অবিশ্বাসীদিগকে বল যে, যদি আমি বিভ্রান্ত হইতাম, তবে উহাতে আমারই অধিক অনিষ্ট সাধিত হইত। কিন্তু যেহেতু করুণাময়

প্রতিপালক আমার প্রতি প্রত্যাদেশ করিয়াছেন; নিশ্চয় তিনি শ্রবণকারী-সন্নিকটবর্ত্তী। ৫১। এবং যদি তুমি দেখিতে—যখন তাহারা ভীত হইবে, কিন্তু পলায়ন করিতে পারিবে না এবং তাহারা নিকটবর্ত্তী স্থান হইতে ধৃত হইবে। ৫২। এবং তাহারা বলিবে যে, আমরা এতদ্‌সহ বিশ্বাস-স্থাপন করিলাম এবং তাহাদের জন্য দূরবর্ত্তী স্থান হইতেও উহা ধারণ করা সম্ভবপর। ৫৩। এবং নিশ্চয় তাহারা ইহার পূর্ব্বে উহাতে অবিশ্বাস করিয়াছিল এবং দূরবর্ত্তী স্থান হইতেই অদৃশ্য বিষয়গুলি নিক্ষেপ করিয়াছিল। ৫৪। এবং তাহাদের মধ্যে ও তাহারা যাহা আকাঙ্ক্ষা করিত তন্মধ্যে আবরণী সংস্থাপিত হইবে—যেরূপ তাহাদের পূর্ব্ববর্ত্তী সদৃশদিগের সম্বন্ধে করা হইয়াছিল; নিশ্চয় তাহারা দোদুল্যমান সন্দেহের মধ্যে অবস্থিত ছিল।

ي إِلَيَّ رَبِّي ۚ إِنَّهُ سَمِيعٌ
بٌ ٥٠ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ فَزِعُوا
لَا فَوْتَ وَأُخِذُوا مِن مَّكَانٍ
رِيبٍ ٥١ وَقَالُوا آمَنَّا بِهِ
ى لَهُمُ التَّنَاوُشُ مِن مَّكَانٍ
يدٍ ٥٢ وَقَدْ كَفَرُوا بِهِ مِن
لُ ۖ وَيَقْذِفُونَ بِالْغَيْبِ مِن
انٍ بَعِيدٍ ٥٣ وَحِيلَ بَيْنَهُمْ
بَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ كَمَا فُعِلَ
شْيَاعِهِم مِّن قَبْلُ ۚ إِنَّهُمْ كَانُوا
شَكٍّ مُّرِيبٍ

আল্লাহতা'লা স্বীয় অনুগ্রহে আমার প্রতি প্রত্যাদেশ অবতীর্ণ করিয়াছেন, সেই হেতু আমি সুপ… হইয়া তোমাদিগকেও সুপথে আহ্বান করিতেছি।

৫১—৫৩। এই তিনটী আয়তে অবিশ্বাসীদিগের পারলৌকিক অসহায় অবস্থার বিষয় … হইয়াছে। সেদিন তাহারা নরকানলের ভয়াবহ শাস্তি প্রত্যক্ষ করিয়াও উহা হইতে পলায়ন ক… সমর্থ হইবে না। পৃথিবীতে যে সকল অদৃশ্য বিষয় তাহারা অবজ্ঞাভরে অবিশ্বাস ও প্রত্যা… করিয়াছিল, সেদিন তাহারা সেই সমস্ত প্রত্যক্ষ অবলোকন করিয়া তৎপ্রতি অবশ্যই বিশ্বাস … করিবে। কিন্তু তখন সে বিশ্বাস তাহাদের কোনই কাজে আসিবে না। কারণ ফেরেশ… তাহাদিগকে তখনই ধৃত করিয়া নরকানলের মধ্যে নিক্ষেপ করিবে।

৫৪। পরিশেষে আল্লাহতা'লা বলিয়া দিতেছেন যে, পূর্ব্ববর্ত্তী অবিশ্বাসীদিগের ইহলৌ… আশা যেরূপ পূর্ণ হয় নাই, মক্কার অবিশ্বাসীদিগের পার্থিব প্রতিষ্ঠা বা বিজয় লাভের আশাও … পূর্ণ হইবে না; পরিণামে বিশ্বাসীদিগের নিকট তাহাদিগকে অবশ্যই পরাজিত ও অবনমিত … হইবে। অবশেষে ইহলৌকিক আশা-আকাঙ্ক্ষার ন্যায় অবিশ্বাসীদিগের পারলৌকিক আশা-আকা… সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ হইয়া যাইবে। এই অবশ্যম্ভাবী ভবিষ্যদ্বাণীর সহিত আল্লাহতা'লা আলোচ্য … উপসংহার করিয়াছেন।

মক্কায় অবতীর্ণ | ৩৫। সুরা ফাতের—فاطر | ৪৫ আয়ত

১ম রুকু—ঐশী-প্রতিশ্রুতির সুনিশ্চিত সত্যতা

সর্ব্বপ্রদাতা করুণাময় আল্লার নামে

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

১। আল্লার জন্যই সমস্ত প্রশংসা, যিনি নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের নবস্রষ্টা, ফেরেশ্‌তাগণকে সংবাদবাহী রূপে সৃষ্টি-কারী—যাহাদের দুই দুই ও তিন তিন ও চারি চারিটী পক্ষ রহিয়াছে; তিনি সৃষ্টির মধ্যে যাহা ইচ্ছা বর্দ্ধিত করেন;

١- اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ فَاطِرِ السَّمٰوٰتِ
وَالْاَرْضِ جَاعِلِ الْمَلٰٓئِكَةِ رُسُلًا اُولِىْٓ
اَجْنِحَةٍ مَّثْنٰى وَثُلٰثَ وَرُبٰعَ ط
يَزِيْدُ فِى الْخَلْقِ مَا يَشَآءُ ط اِنَّ اللّٰهَ

শানে-নজুল—এই পবিত্র সুরা পূর্ব্ববর্ত্তী সুরার সমসাময়িক এবং সর্ব্ববাদীসম্মত মতে মক্কা শরিফে অবতারিত সুরা-সমূহের অন্যতম। "আল্-হামদোলিল্লাহ্" বা আল্লাহতা'লার প্রশংসা-যোগে যে সমস্ত সুরা আরম্ভ হইয়াছে, এই সুরায় তাহার পরিসমাপ্তি সম্পন্ন হইয়াছে। ইস্‌লাম-প্রচারের প্রারম্ভে যখন উহা অবিশ্বাসীদিগের দ্বারা অবজ্ঞাত ও প্রত্যাখ্যাত হইতেছিল, সেই সময়ে অবিশ্বাসী-দিগের অধঃপতন ও পরাজয় এবং তাহাদের স্থানে নব-বিশ্বাসী মুসলমানদিগের সফলতা ও সুপ্রতিষ্ঠার সুসংবাদ সহ এই সুরা অবতীর্ণ হইয়াছিল।

ফাতের—নব-স্রষ্টা অথবা মূলসৃষ্টিকর্ত্তা। যিনি কোনরূপ আদর্শ অথবা উপাদান ব্যতিরেকে যাহা ইচ্ছা তাহাই সৃষ্টি করিতে পারেন, তাঁহাকেই 'ফাতের' বা অভিনব-স্রষ্টা নামে অভিহিত করা হয়। সুতরাং এই সুরার প্রথমে সর্ব্বশক্তিমান আল্লাহতা'লাকেই নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের 'ফাতের' বা নব-স্রষ্টা বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে এবং উক্ত অনুপম শব্দ অবলম্বন করিয়াই এই সুরার 'ফাতের' নামকরণ করা হইয়াছে।

১। আয়তের মর্ম্ম এই যে, সেই সর্ব্বশক্তিমান আল্লাহতা'লাই ইহলোক ও পরলোক এবং দৃশ্যমান ও অদৃশ্য জগতের সমস্ত প্রশংসার একমাত্র অধিকারী। তিনি বিনা আদর্শ ও বিনা উপাদানে এই বিরাট বিশ্বজগৎ অর্থাৎ সমগ্র নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডল সৃষ্টি করিয়াছেন এবং তিনি দুই, তিন অথবা চারিটি পক্ষ-বিশিষ্ট স্বর্গদূত বা ফেরেশ্‌তাগণেরও সৃষ্টিকর্ত্তা। তিনি তাঁহার এই বিশাল জগৎ ও বিপুল সৃষ্টির মধ্যে যাহা ইচ্ছা তাহাই সৃষ্টি, বিনাশ অথবা বর্দ্ধিত করিতে পারেন। "তিনি সর্ব্ববিষয়োপরি শক্তিমান"—অর্থাৎ তাঁহার অসাধ্য কিছুই নাই।

মালায়েক—বা 'মালাক' শব্দ 'আলাক' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন হইয়াছে। উহার ধাতুগত অর্থ সংবাদ আদান-প্রদানকারী এবং আভিধানিক অর্থ ফেরেশ্‌তা বা স্বর্গদূত। পবিত্র কোরান, হাদিস ও বাইবেলের স্পষ্টতর বর্ণনা অনুসারে অনুমতি হয় যে, উহারা জ্যোতির সৃষ্টি, পক্ষ-বিশিষ্ট স্বর্গীয় জীব-বিশেষ। ফেরেশ্‌তাগণের দুই, তিন বা চারিটি পক্ষ হইতে ছয় শত পর্য্যন্ত পাখা বা পালক আছে বলিয়াও বর্ণনা প্রাপ্ত হওয়া যায়। আল্লাহতা'লা ফেরেশ্‌তাগণের মধ্যে হজরত জিবরীল, মিকাইল, এস্রাফিল ও আজরাইল প্রমুখ যে সকল প্রসিদ্ধ ফেরেশ্‌তাকে 'রসুল' বা

عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝ ২- مَا
يَفْتَحِ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِن رَّحْمَةٍ فَلَا
مُمْسِكَ لَهَا ۚ وَمَا يُمْسِكْ فَلَا
مُرْسِلَ لَهُ مِنْ بَعْدِهِ ۚ وَهُوَ الْعَزِيزُ
الْحَكِيمُ ۝ ৩- يَا أَيُّهَا النَّاسُ
اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ ۚ هَلْ
مِنْ خَالِقٍ غَيْرُ اللَّهِ يَرْزُقُكُم مِّنَ
السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ ۚ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ۖ
فَأَنَّىٰ تُؤْفَكُونَ ۝ ৪- وَإِن
يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن
قَبْلِكَ ۚ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ ۝
৫- يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ

নিশ্চয় আল্লাহ সর্ব্ববিষয়োপরি শক্তিমান
২; আল্লাহ মানবমণ্ডলীর জন্য স্বীয় অনুগ্রহ হইতে যাহা উদ্ঘাটিত করেন, বস্তুতঃ কেহই তাহা অবরুদ্ধ করিতে পারে না এবং তিনি যাহা অবরুদ্ধ করেন, ফলতঃ তৎপর কেহই তাহার প্রমুক্তকারী নাই; এবং তিনি মহাপরাক্রান্ত বিজ্ঞানময়।
৩। হে মানবগণ, তোমাদের প্রতি আল্লার অনুগ্রহ-সম্পদ স্মরণ কর; আল্লাহ ব্যতীত তোমাদের কি কোন সৃষ্টিকর্ত্তা আছে?—যিনি তোমাদিগকে আকাশ ও পৃথিবী হইতে জীবিকা প্রদান করেন, তিনি ব্যতীত আর কোনই উপাস্য নাই; অতঃপর তোমরা কোথা হইতে প্রত্যাবর্ত্তিত হইতেছ?
৪। এবং যদি তাহারা তোমাকে অসত্যারোপ করে, তবে নিশ্চয় তোমার পূর্ব্বেও রসুলগণের প্রতি অসত্যারোপ করা হইয়াছিল, এবং আল্লার দিকেই সমস্ত ব্যাপার প্রত্যাবর্ত্তিত হইয়া থাকে।
৫। হে মানবগণ, নিশ্চয় আল্লার প্রতিশ্রুতি সত্য; অতএব এই পার্থিব

সংবাদবাহী-রূপে সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহাদের কার্য্য হইতেছে আল্লার আদেশ সুসম্পন্ন করা অথবা উহা যথাস্থানে পৌঁছাইয়া দেওয়া। আল্লাহতা'লার মনোনীত নবী ও রসুলগণের নিকট প্রত্যাদেশ ও বিভিন্নরূপ সংবাদ আদান-প্রদানের জন্য ধর্ম্ম-জগতে জিবরীল ফেরেশ্‌তার নাম বিশেষ রূপে সুপরিচিত হইয়াছে। কিন্তু সকল ফেরেশ্‌তা ঐরূপ সংবাদ-বহ নহে। তাহারা আল্লাহতা'লার আদেশে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে বিভিন্নরূপ কার্য্যে নিযুক্ত রহিয়াছে।—তঃ হক্কানী।

ফেরেশ্‌তা স্বরূপ সম্বন্ধেও সকলে একমত নহেন। কোন কোন তফ্‌সীরকার বলেন যে ফেরেশ্‌তাগণ জ্যোতির্ম্ময় অশরীরী জীব। তাহারা কপোত বা কাক-চিলের ন্যায় পার্থিব জীব অথবা খেচর পক্ষী নহে যে তাহাদের ঐরূপ পক্ষ বা পালক থাকিবে। এস্থলে 'জানাহ' অর্থাৎ পক্ষ বা পালক শব্দের প্রকৃত অর্থ শক্তি অথবা কার্য্যদক্ষতা। ফেরেশ্‌তাগণের শক্তি কার্য্য-দক্ষতা প্রকাশ করিবার জন্যই আল্লাহতা'লা আলোচ্য আয়তে রূপকভাবে 'জানাহ' বা পক্ষ শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন।—তঃ মঃ আঃ।

২—৩। এই দুইটী আয়তে আল্লাহতা'লা মানব জাতিকে তাঁহার নানাবিধ অনুগ্রহ স্মরণ করাইয়া দিয়া তাহাদিগকে সত্যধর্ম্ম ও সুপথের অনুসরণ করিবার জন্য প্রেরণা দান করিয়াছেন।

৪—৫। মক্কার যে সকল অবিশ্বাসী হজরত রসুলোল্লার প্রতি অসত্যারোপ করিয়াছিল, পূর্ব্ববর্ত্তী অবিশ্বাসী ও অসত্যারোপকারীদিগের শোচনীয় শেষ-পরিণতি স্মরণ করাইয়া দিয়া এই দুইটী আয়তে আল্লাহতা'লা তাহাদিগকে সতর্ক করিয়া দিয়াছেন এবং সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত আরব জাতিকে

জীবন যেন তোমাদিগকে প্রতারিত না করে এবং প্রতারকেরাও যেন তোমাদিগকে প্রতারণা করিতে না পারে। ৬। নিশ্চয় শয়তান তোমাদের জন্য শত্রু; অতএব তোমরা তাহাকে শত্রু রূপেই পরিগ্রহণ করিও; সে এতদ্ব্যতীত স্বীয় দলকে আহ্বান করে না যে, তাহারা অগ্নি-শিখার অধিবাসী হইয়া যায়। ৭। যাহারা অবিশ্বাস করিয়াছে, তাহাদের জন্য কঠোর শাস্তি রহিয়াছে; এবং যাহারা বিশ্বাস-স্থাপন করিয়াছে ও সৎকার্য্য করে তাহাদের জন্য ক্ষমা ও মহান প্রতিদান রহিয়াছে।

فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا ۖ وَلَا
يَغُرَّنَّكُمْ بِاللّٰهِ الْغَرُوْرُ ○ ٦- اِنَّ
الشَّيْطٰنَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوْهُ عَدُوًّا ط
اِنَّمَا يَدْعُوْا حِزْبَهٗ لِيَكُوْنُوْا مِنْ
اَصْحٰبِ السَّعِيْرِ ○ ٧- اَلَّذِيْنَ
كَفَرُوْا لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيْدٌ ○ وَالَّذِيْنَ
اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَهُمْ مَّغْفِرَةٌ
وَّاَجْرٌ كَبِيْرٌ ○

২য় রুকু—ঐশী মহিমার ইহলৌকিক নিদর্শনাবলী

৮। তবে কি তাহার মন্দ কার্য্য সমূহ তাহারই জন্য সুশোভিত করা হইয়াছে, তৎপরে সে কি উহা উত্তম অবলোকন করিতেছে? ফলতঃ আল্লাহ যাহাকে ইচ্ছা বিভ্রান্ত করেন এবং যাহাকে ইচ্ছা পথ-প্রদর্শন করিয়া থাকেন; অতএব তোমার অন্তর যেন পরিতাপে তাহাদের প্রতি প্রধাবিত না হয়; নিশ্চয় তাহারা যাহা করিতেছে, আল্লাহ তদ্বিষয়ে অভিজ্ঞ। ৯। এবং তিনিই

٨- اَفَمَنْ زُيِّنَ لَهٗ سُوْٓءُ عَمَلِهٖ فَرَاٰهُ
حَسَنًا ط فَاِنَّ اللّٰهَ يُضِلُّ مَنْ يَّشَآءُ
وَيَهْدِيْ مَنْ يَّشَآءُ ۖ فَلَا تَذْهَبْ
نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرٰتٍ ط اِنَّ اللّٰهَ
عَلِيْمٌ بِمَا يَصْنَعُوْنَ ○ ٩- وَاللّٰهُ

সম্বোধন করিয়া আদেশ করিয়াছেন যে, পার্থিব জীবনের ধন-মান ও প্রাধান্যের মোহে এবং সত্যদ্রোহী প্রতারকদিগের প্রতারণায় ভুলিয়া তোমরা কদাচ অধর্ম্ম ও ভ্রান্তির অনুসরণ করিও না।

৬—৭। এই সঙ্গে আল্লাহতা'লা মানব জাতিকে আরও স্মরণ করাইয়া দিতেছেন যে, নিশ্চয় পাপাত্মা শয়তান তোমাদের পরম শত্রু। তোমাদিগকে বিভ্রান্ত ও নরকগামী করাই তাহার একান্ত ইচ্ছা। অতএব তাহার প্রবঞ্চনায় ভুলিয়া যাহারা সত্য ধর্ম্মের বিরুদ্ধাচরণ করিবে, তাহারা অবশ্যই নরকানলে নিক্ষিপ্ত হইবে। পক্ষান্তরে যাহারা সত্য ধর্ম্মে বিশ্বাস স্থাপন পূর্ব্বক সৎকার্য্য করিবে, তাহারা অবশ্যই স্বর্গোদ্যানে প্রবিষ্ট হইয়া উহার অফুরন্ত সুখ সম্পদের অধিকারী হইবে।

৮। আলোচ্য আয়তের মর্ম্ম এই যে, যাহারা অধর্ম্ম, অনাচার ও ধর্ম্মদ্রোহিতা প্রভৃতি মন্দ কার্য্য সমূহকে সুশোভন ও উৎকৃষ্টতর বলিয়া ধারণ করে, তাহারা অবশ্যই বিভ্রান্ত ও বিপথগামী হইয়া যাইবে। অতএব হে রসুল, তোমার সদুপদেশ ও সদিচ্ছা তাহাদের জন্য কিছুমাত্র ফলপ্রদ হইবে না এবং তুমি অনর্থক তাহাদের জন্য চিন্তা করিয়া দুঃখিত ও বিষণ্ণ হইও না।

৯—১০। অনন্তর আল্লাহতা'লা যেরূপে বায়ুর সাহায্য মেঘ সৃষ্টি করিয়া তাহা হইতে বারি বর্ষণ পূর্ব্বক মৃত অর্থাৎ বিশুষ্ক পৃথিবীতে সরস ও সঞ্জীবিত এবং ফল-শস্যে সুশোভিত করেন, তদ্বিষয়

ي أَرْسَلَ الرِّيٰحَ فَتُثِيْرُ سَحَابًا
ـٰهُ إِلٰى بَلَدٍ مَّيِّتٍ فَأَحْيَيْنَا
الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ط كَذٰلِكَ
النُّشُوْرُ ۝ ١٠ مَنْ كَانَ يُرِيْدُ
الْعِزَّةَ فَلِلّٰهِ الْعِزَّةُ جَمِيْعًا ط إِلَيْهِ
يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ
الصَّالِحُ يَرْفَعُهٗ ط وَالَّذِيْنَ يَمْكُرُوْنَ
السَّيِّاٰتِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيْدٌ ط وَمَكْرُ
أُولٰٓئِكَ هُوَ يَبُوْرُ ۝ ١١ وَاللّٰهُ
خَلَقَكُمْ مِّنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُّطْفَةٍ ثُمَّ
جَعَلَكُمْ أَزْوَاجًا ط وَمَا تَحْمِلُ مِنْ
أُنْثٰى وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهٖ ط وَمَا
يُعَمَّرُ مِنْ مُّعَمَّرٍ وَّلَا يُنْقَصُ مِنْ
عُمُرِهٖٓ إِلَّا فِيْ كِتٰبٍ ط إِنَّ ذٰلِكَ

আল্লাহ—যিনি বায়ুরাশি প্রেরণ করেন, তৎপর মেঘমালা সমুত্থিত করেন, তৎপর আমি উহাকে মৃত প্রদেশে পরিচালিত করি; অনন্তর আমি তদ্দ্বারা পৃথিবীতে উহার মৃত্যুর পরে সঞ্জীবিত করি; এই রূপেই পুনরুদ্ভব হইয়া থাকে। ১০। যে সম্মান আকাঙ্ক্ষা করে, ফলতঃ আল্লার জন্যই সমস্ত সম্মান; পবিত্র বাক্যাবলী তাঁহারই দিকে অধিরোহণ করে এবং সৎকার্য্যই তাহাকে সমুন্নত করিয়া থাকে; এবং যাহারা দুষ্কার্য্যের চক্রান্ত করে, তাহাদের জন্য কঠোর শাস্তি রহিয়াছে এবং তাহাদের চক্রান্ত বিনষ্ট হইয়া যাইবে। ১১। এবং আল্লাহ তোমাদিগকে মৃত্তিকা হইতে সৃষ্টি করিয়াছেন, তৎপর বীর্য্য হইতে; তৎপর তোমাদিগকে যুগল করিয়া দিয়াছেন, এবং তদীয় জ্ঞান ব্যতীত কোন নারী গর্ভধারণ করে না এবং সে জন্মদান করিতেও পারে না; এবং আয়ুষ্মানকে আয়ু দান করা হয় না এবং কাহারও আয়ু হ্রাসও করা হয় না, কিন্তু উহা গ্রন্থ মধ্যে রহিয়াছে; নিশ্চয়

বিবৃত করিয়া বলিতেছেন যে, এইরূপেই মানুষকে মৃত্যুর পরে পুনরুজ্জীবিত করিব। অতএব যাহারা ইহ-পরলোকে সম্মান ও সুখ-শান্তি আকাঙ্ক্ষা করে, তাহারা সত্যধর্ম্মে বিশ্বাস স্থাপন পূর্ব্বক সৎকার্য্য করিলেই আমার নিকট সম্মান ও গৌরবের অধিকারী হইবে এবং পরলোকে তদ্বিনিময়ে অফুরন্ত সুখ-শান্তি লাভ করিবে। পক্ষান্তরে অবিশ্বাসী দুষ্কার্য্যকারীদিগের সমস্ত চক্রান্ত ও কৃতকর্ম ব্যর্থ হইয়া তাহারা নরকানলের কঠোর শাস্তি ভোগ করিতে বাধ্য হইবে।

১১। অতঃপর আল্লাহতা'লা তুচ্ছ মৃত্তিকা-কণা বা ধরণীর ধূলা হইতে মানবের আদি উপাদান সৃষ্টি করিয়া যেরূপভাবে তাহাদিগকে পিতার ঔরসে ও মাতার গর্ভে স্থান দান করিয়াছেন, তৎপর যেরূপভাবে তাহাদিগকে নর ও নারীরূপে সৃষ্টি করিয়াছেন এবং যেরূপভাবে তাহাদের আয়ু নির্দ্ধারিত করিয়াছেন, তদ্বিষয় বিবৃত করিয়া বলিতেছেন যে, এই সৃষ্টি-ক্রিয়া অপরের পক্ষে সম্পূর্ণ অসাধ্য হইলেও আল্লার নিকট অতি সহজসাধ্য। এই সমস্ত কার্য্য সম্পাদনে তাঁহাকে কিছু মাত্র চিন্তিত বা বিব্রত হইতে হয় না।

ইহা আল্লার জন্য সহজসাধ্য। ১২। এবং দুইটি সমুদ্র সমতুল্য নহে, উহার একটি সুমিষ্ট—যাহা তৃপ্তিকর পানোপযোগী এবং উহার অপরটি লবণাক্ত বিস্বাদ; উহার প্রত্যেকটি হইতে তোমরা টাট্‌কা মাংস ভক্ষণ কর এবং অলঙ্কার সমূহ বহির্গত কর—যাহা তোমরা পরিধান করিয়া থাক; এবং তুমি দেখিতেছ যে, তন্মধ্যে নৌকা সমূহ উহা বিদীর্ণ করিয়া যায়—যেন তোমরা তাঁহার করুণা অনুসন্ধান কর এবং যেন তোমরা কৃতজ্ঞ হও। ১৩। তিনি রজনীকে দিবসে প্রবিষ্ট করেন এবং দিবসকে রজনীতে প্রবিষ্ট করিয়া থাকেন; এবং তিনি সূর্য্য ও চন্দ্রকে আয়ত্তাধীন করিয়াছেন—প্রত্যেকে নির্দ্দিষ্ট-সময়ে পরিভ্রমণ করিয়া থাকে; এইত তোমাদের আল্লাহ—তোমাদের প্রতিপালক; তাঁহারই জন্য সাম্রাজ্য; এবং তাঁহার পরিবর্ত্তে তোমরা যাহাদিগকে আহ্বান করিয়া থাক, তাহারা খর্জ্জুর-খোসারও অধিকারী

عَلَى اللّٰهِ يَسِيْرٌ ۝ ١٢- وَمَا
يَسْتَوِى الْبَحْرٰنِ ۖ هٰذَا عَذْبٌ
فُرَاتٌ سَآئِغٌ شَرَابُهٗ وَهٰذَا مِلْحٌ
اُجَاجٌ ۭ وَمِنْ كُلٍّ تَاْكُلُوْنَ
لَحْمًا طَرِيًّا وَّتَسْتَخْرِجُوْنَ حِلْيَةً
تَلْبَسُوْنَهَا ۚ وَتَرَى الْفُلْكَ فِيْهِ
مَوَاخِرَ لِتَبْتَغُوْا مِنْ فَضْلِهٖ وَلَعَلَّكُمْ
تَشْكُرُوْنَ ۝ ١٣- يُوْلِجُ الَّيْلَ
فِى النَّهَارِ وَيُوْلِجُ النَّهَارَ فِى الَّيْلِ ۙ
وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ ۖ كُلٌّ
يَّجْرِىْ لِاَجَلٍ مُّسَمًّى ۭ ذٰلِكُمُ اللّٰهُ
رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ ۭ وَالَّذِيْنَ تَدْعُوْنَ
مِنْ دُوْنِهٖ مَا يَمْلِكُوْنَ مِنْ قِطْمِيْرٍ ۝

১২। উপরোক্ত আয়তদ্বয়ের সহিত এই আয়তে আল্লাহতা'লা বিস্বাদ ও লবণাক্ত বারি-বিশিষ্ট সমুদ্রের সহিত তৃপ্তিকর, সুস্বাদু ও সুমিষ্ট সলিল-পূর্ণ হ্রদ, নদী ও দীঘি-পুষ্করিণীর পার্থক্য নির্দ্দেশ করিয়া উহার মধ্যে তিনি যেরূপভাবে মানুষের খাদ্যের জন্য মৎস্য এবং অলঙ্কার স্বরূপ ব্যবহারের জন্য মণিমুক্তা সৃষ্টি করিয়াছেন এবং মানবগণ ঐ সমস্ত জলপথে বিভিন্নরূপ নৌকা অথবা জলযানে দেশ বিদেশ গমন পূর্ব্বক ব্যবসায়-বাণিজ্য করিয়া যেরূপভাবে জীবিকা অর্জ্জন ও অর্থ-উপার্জ্জন করিয়া থাকে, তদ্বিষয় উল্লেখ করিয়া আল্লাহতা'লা বলিতেছেন যে, আমার এই সকল অনুগ্রহ ও করুণার প্রতি লক্ষ্য করিয়া তাহাদের পক্ষে আমার নিকট বিনীত ও কৃতজ্ঞ হওয়া একান্ত কর্ত্তব্য।

১৩—১৪। উপরোক্ত আয়ত সমূহের সহিত আলোচ্য আয়তে দিবা-রজনীর নিয়মিত পরিবর্ত্তন এবং সূর্য্য ও চন্দ্রের সুনিয়ন্ত্রিত পরিক্রমণের বিষয় উল্লেখ করিয়া আল্লাহতা'লা বলিতেছেন যে, যিনি এই সমস্ত বিষয় সৃষ্টি ও সুনিয়ন্ত্রিত করিয়াছেন এবং যাঁহার আদেশে জগতের সমস্ত কার্য্য যথারীতি সুসম্পন্ন হইয়া থাকে, তিনিই তোমাদের আরাধ্য আল্লাহ—তিনিই তোমাদের সর্ব্বশক্তিমান সৃষ্টিকর্ত্তা ও প্রতিপালক প্রভু এবং তিনিই সমস্ত জগতের অদ্বিতীয় অধিপতি ও অপ্রতিদ্বন্দ্বী পরিচালক, তোমরা অন্ধবিশ্বাস ও অজ্ঞতা বশে তাঁহার পরিবর্ত্তে যে সকল দেব-দেবী বা প্রস্তর-প্রতিমার পূজা-আরাধনা কর, [illegible] একটি নগণ্য খর্জ্জুর-খোসা বা তুচ্ছ তৃণের উপরও তাহাদের [illegible]

١٤- إِنْ تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُوا
دُعَاءَكُمْ ۚ وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا
لَكُمْ ۖ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ
بِشِرْكِكُمْ ۚ وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ
خَبِيرٍ ع

নহে। ১৪। যদি তোমরা উহাদিগকে আহ্বান কর, তবুও উহারা তোমাদের আহ্বান শুনিবে না এবং যদিও উহারা শুনিতে পারে, তবু তোমাদের উত্তর দিতে পারিবে না; এবং উত্থান-দিবসে উহারা তোমাদের অংশী-স্থাপন সম্বন্ধে অস্বীকার করিবে; এবং সেই সর্ব্বজ্ঞের ন্যায় কেহই তোমাদিগকে সংবাদ দিতে পারিবে না।

৩য় রুকু – নবসৃষ্টি বা নূতন জাতির সমুত্থানের সুসংবাদ

١٥- يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ
إِلَى اللَّهِ ۖ وَاللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ ○
١٦- إِنْ يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَأْتِ
بِخَلْقٍ جَدِيدٍ ○ ١٧- وَمَا ذَٰلِكَ
عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ ○ ١٨- وَلَا تَزِرُ
وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ۚ وَإِنْ تَدْعُ
مُثْقَلَةٌ إِلَىٰ حِمْلِهَا لَا يُحْمَلْ مِنْهُ

১৫। হে মানবগণ, তোমরা আল্লার সমক্ষে অভাবগ্রস্ত এবং আল্লাহ সুপ্রচুর প্রশংসিত। ১৬। যদি তিনি ইচ্ছা করেন, তবে তোমাদিগকে তিরোহিত করিবেন৷ এবং নূতন সৃষ্টি আনয়ন করিবেন। ১৭। এবং ইহা আল্লার জন্য কঠিন নহে। ১৮। এবং কোন ভার-বহনকারী অপরের বোঝা বহন করিতে পারে না এবং কোন ভারাক্রান্ত স্বীয় ভার বহনের জন্য কাহাকেও আহ্বান করে, তবে তাহার জন্য কিছুই

১৫। আল্লাহতা'লা আরও বলিয়া দিতেছেন যে, তোমাদের কল্পিত ঐ সকল অসার উপাস্য তোমাদের কোন কথা শুনিতে বা কোন প্রার্থনাই পূর্ণ করিতে পারিবে না। যদিও উহাদের মধ্যে কেহ তোমাদের কথা শুনিতে সমর্থ হয়, তথাপি সে উহার কোন উত্তর দিতে বা ঐ সম্বন্ধে কিছু করিতে পারিবে না। অধিকন্তু পরলোকে উহারা তোমাদের কৃতকার্য্যের দায়িত্ব সম্পূর্ণরূপে অস্বীকার করিবে। অতএব যদি তোমরা কল্যাণ চাও, তবে তোমরা এখনও তোমাদের সেই সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্বশক্তিমান আল্লাহতা'লার প্রত্যাদেশ-রূপ সুসংবাদ এবং তাঁহার প্রেরিত রসূলের প্রতি বিশ্বাস-স্থাপন করিয়া সত্য ধর্ম্ম গ্রহণ কর।

১৬—১৭। এই তিনটী আয়তে আল্লাহতা'লা বলিতেছেন যে, হে মানবগণ, তোমরাই আমার নিকট অভাবগ্রস্ত ও অনুগ্রহ-প্রার্থী। আমি তোমাদের নিকট কোন বিষয়ের—এমন কি, তোমাদের উপাসনা-আরাধনারও প্রার্থী নহি। উহা তোমাদেরই কল্যাণের জন্য। আমার জন্য উহার কোনই প্রয়োজন নাই এবং আমি কোন বিষয়েরই অভাবগ্রস্ত নহি। আমি যদি ইচ্ছা করি, তোমাদিগকে এই পৃথিবী হইতে মুহূর্ত্তের মধ্যে বিলুপ্ত করিয়া দিয়া যত ইচ্ছা নূতন সৃষ্টি করিতে পারি এবং উহা আমার পক্ষে কিছু মাত্র কঠিন কার্য্য নহে।

১৮। আধুনিক খ্রীষ্টান জাতি বিশ্বাস করে যে, হজরত ঈসা বা যীশুখ্রীষ্ট তাহাদের সমস্ত পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিয়া গিয়াছেন; সুতরাং তাহারা জগতে যতই

বহন করা হইবে না—এবং যদিও সে ঘনিষ্ঠতম আত্মীয় হয়; তুমি কেবল তাহাদিগকেই ভয়-প্রদর্শন কর—যাহারা অদৃশ্য অবস্থায় স্বীয় প্রতিপালককে ভয় করে এবং নামাজ প্রতিষ্ঠিত করে; এবং যে সংশোধিত হয়, ফলতঃ সে নিজকে ব্যতীত সংশোধন করে না; এবং আল্লারই দিকে শেষ প্রত্যাবর্ত্তন। ১৯। এবং অন্ধ ও চক্ষুষ্মান সমতুল্য নহে, ২০। এবং না অন্ধকার অথবা আলোক, ২১। এবং না ছায়া অথবা রৌদ্র; ২২। এবং জীবিত ও মৃত সমতুল্য নহে; নিশ্চয় আল্লাহ যাহাকে ইচ্ছা শ্রবণ করান এবং যে কবর সমূহের মধ্যে রহিয়াছে, তুমি তাহাদিগকে শুনাইতে পারিবে না। ২৩। তুমি ভয়-প্রদর্শক ব্যতীত নহ; ২৪। নিশ্চয় আমি তোমাকে সত্য সহ

شَيْءٌ وَّلَوْ كَانَ ذَا قُرْبٰى ط اِنَّمَا
تُنْذِرُ الَّذِيْنَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ
بِالْغَيْبِ وَاَقَامُوا الصَّلٰوةَ ط وَمَنْ
تَزَكّٰى فَاِنَّمَا يَتَزَكّٰى لِنَفْسِهٖ ط
وَاِلَى اللّٰهِ الْمَصِيْرُ ۝ ١٩- وَمَا
يَسْتَوِى الْاَعْمٰى وَالْبَصِيْرُ ۝
٢٠- وَلَا الظُّلُمٰتُ وَلَا النُّوْرُ ۝
٢١- وَلَا الظِّلُّ وَلَا الْحَرُوْرُ ۝
٢٢- وَمَا يَسْتَوِى الْاَحْيَآءُ وَلَا
الْاَمْوَاتُ ط اِنَّ اللّٰهَ يُسْمِعُ مَنْ يَّشَآءُ ط
وَمَآ اَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَّنْ فِى الْقُبُوْرِ ۝
٢٣- اِنْ اَنْتَ اِلَّا نَذِيْرٌ ۝ ٢٤- اِنَّآ

কেন, তাহাদিগকে উহার জন্য কিছুমাত্র দায়ী হইতে হইবে না। কোন কোন পৌত্তলিক সম্প্রদায় মনে করে যে, তাহাদের উপাস্য দেব-দেবীরাই তাহাদের সমস্ত পাপের ভার বহন করিবে। আল্লাহ-তা'লা ঐ সকল ভ্রম-বিশ্বাসের প্রতিবাদ করিয়া বলিতেছেন, পরলোকে সেই সঙ্কটময় উত্থান-দিবসে কেহই কাহারও পাপের বোঝা বহন করিতে পারিবে না এবং সেদিন কেহ যদি তাহার নিকটতম আত্মীয়-স্বজনদিগকেও তাহার পাপের বোঝা বহনের জন্য আহ্বান করে তথাপি তাহারা তাহাকে কিছুমাত্র সাহায্য করিতে পারিবে না। সেদিন প্রত্যেকেই নিজ নিজ পাপের ভারে ভারাক্রান্ত ও ভীত হইয়া আল্লার নিকট ত্রাহি ত্রাহি রব করিতে থাকিবে।—সূরা আনয়াম ১৬৫ এবং বনি এসরাইল ১৫ আয়তের তফ্‌সীর দ্রষ্টব্য।

১৯—২২। পূর্ব্ববর্ত্তী আয়তের শেষাংশে আল্লাহতা'লা বিশ্বাসী ও সৎকর্ম্মশীলগণের নিকট সত্য-প্রচারের আদেশ করিয়া আলোচ্য আয়ত চতুষ্টয়ে বলিতেছেন যে, ঐ সকল বিশ্বাসী ব্যতীত অবিশ্বাসীরা কখনই তোমার সদুপদেশ শুনিবে না এবং তুমি তাহাদিগকে উহা শুনাইতেও পারিবে না। কারণ অন্ধ চক্ষুষ্মান এবং অন্ধকার ও আলোক অথবা ছায়া ও রৌদ্র কিংবা জীবিত ও মৃত যেমন সমতুল্য নহে, সেইরূপ বিশ্বাসী এবং অবিশ্বাসীও সমতুল্য নহে। সমাধিস্থ শবের ন্যায় অবিশ্বাসীরা কখনই তোমার কথা শুনিতে অথবা উহার সত্যতা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবে না।

২৩—২৫। অতএব হে রসূল, অবিশ্বাসীরা তোমার কথা শুনুক বা না শুনুক, তজ্জন্য তোমার কোনই দায়িত্ব বা চিন্তার কারণ নাই; কারণ তুমি আমার প্রেরিত ভয়প্রদর্শক রসূল মাত্র। আমি

سَلْنٰكَ بِالْحَقِّ بَشِيْرًا وَّنَذِيْرًا ط
اِنْ مِّنْ اُمَّةٍ اِلَّا خَلَا فِيْهَا نَذِيْرٌ ۝
٢٥- وَاِنْ يُّكَذِّبُوْكَ فَقَدْ كَذَّبَ
الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ ج جَآءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ
بِالْبَيِّنٰتِ وَبِالزُّبُرِ وَبِالْكِتٰبِ
الْمُنِيْرِ ۝ ٢٦- ثُمَّ اَخَذْتُ الَّذِيْنَ
كَفَرُوْا فَكَيْفَ كَانَ نَكِيْرِ ع

সুসংবাদ-দাতা ও ভয়-প্রদর্শক রূপে ব্যতীত প্রেরণ করি নাই; এবং এমন কোন সম্প্রদায় নাই—যাহাদের মধ্যে কোন ভয়-প্রদর্শক আগমন করে নাই। ২৫। এবং যদি তাহারা তোমাকে অসত্যারোপ করে, তবে তাহাদের পূর্ব্বে যাহারা ছিল তাহারাও অসত্যারোপ করিয়াছিল; তাহাদের নিকট তাহাদের রসুলগণ নিদর্শনাবলী সহ এবং সমুজ্জ্বল গ্রন্থ সহ আগমন করিয়াছিল। ২৬। অনন্তর যাহারা অবিশ্বাস করিয়াছিল, আমি তাহাদিগকে ধৃত করিয়াছিলাম; তৎপরে আমার শাস্তি কিরূপ হইয়াছিল।

৪থ রুকু—বিশ্বাসীগণের শান্তি ও নিরাপদতার প্রতিশ্রুতি

٢٧- اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللّٰهَ اَنْزَلَ مِنَ السَّمَآءِ
مَآءً ج فَاَخْرَجْنَا بِهٖ ثَمَرٰتٍ مُّخْتَلِفًا
اَلْوَانُهَا ط وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ
بِيْضٌ وَّحُمْرٌ مُّخْتَلِفٌ اَلْوَانُهَا
وَغَرَابِيْبُ سُوْدٌ ۝ ٢٨- وَمِنَ
النَّاسِ وَالدَّوَآبِّ وَالْاَنْعَامِ
مُخْتَلِفٌ اَلْوَانُهٗ كَذٰلِكَ ط اِنَّمَا

২৭। তুমি কি লক্ষ্য করিতেছ না যে, আল্লাহ আকাশ হইতে সলিল অবতীর্ণ করেন, পরে আমি তদ্দ্বারা বিবিধ বর্ণের ফল সমূহ উৎপাদন করি; এবং পর্ব্বত সমূহের মধ্যে শ্বেত ও লোহিত ঘোর কৃষ্ণ বিবিধ বর্ণ-বৈচিত্র্য, ২৮। এবং মানববৃন্দ ও জীবজন্তু এবং পালিত পশুদিগের মধ্যেও এইরূপ বিবিধ বর্ণ রহিয়াছে আল্লাহকে তাঁহার দাসগণের মধ্যে

পূর্ব্ববর্ত্তী অবিশ্বাসী সম্প্রদায় সমূহের মধ্যে যেরূপভাবে রসুলগণকে প্রেরণ করিয়াছিলাম, তোমাকেও সেইরূপভাবে সত্য-প্রচারের জন্য প্রেরণ করিয়াছি। ইহারা যদি তোমাকে অসত্যারোপ করে তজ্জন্য তুমি কিছুমাত্র দুঃখিত হইও না; কারণ পূর্ব্ববর্ত্তী রসুলগণের প্রতিও অবিশ্বাসীরা এইরূপ ভাবেই অসত্যারোপ করিয়াছিল। অবিশ্বাসীদের আচরণ ও প্রকৃতি এইরূপই হইয়া থাকে।

২৬। অনন্তর আল্লাহতা'লা বলিতেছেন যে, পূর্ব্ববর্ত্তী অবিশ্বাসীরা আমার রসুলগণের প্রতি অসত্যারোপ ও সত্যধর্ম্ম প্রত্যাখ্যান করিয়া যেরূপভাবে ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছিল, বর্ত্তমান অবিশ্বাসীরাও অনুরূপ অপরাধের জন্য সেইরূপ ভাবে পরাজিত ও বিধ্বস্ত হইয়া যাইবে।

২৭—২৮। অবিশ্বাসীদের জ্ঞানচক্ষু উন্মীলন এবং বিশ্বাসীদিগের সত্য-বিশ্বাস বদ্ধমূল করিবার জন্য আল্লাহতা'লা এই দুইটী আয়তে স্বীয় অনুপম শক্তি-মহিমার আরও কতকগুলি নিদর্শন বর্ণ

يَخْشَى اللّٰهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمٰٓؤُا ط
اِنَّ اللّٰهَ عَزِيْزٌ غَفُوْرٌ ○ ٢٩- اِنَّ
الَّذِيْنَ يَتْلُوْنَ كِتٰبَ اللّٰهِ وَاَقَامُوا
الصَّلٰوةَ وَاَنْفَقُوْا مِمَّا رَزَقْنٰهُمْ سِرًّا
وَّعَلَانِيَةً يَّرْجُوْنَ تِجَارَةً لَّنْ تَبُوْرَ ○
٣٠- لِيُوَفِّيَهُمْ اُجُوْرَهُمْ وَيَزِيْدَهُمْ
مِّنْ فَضْلِهٖ ط اِنَّهٗ غَفُوْرٌ شَكُوْرٌ ○
٣١- وَالَّذِيْٓ اَوْحَيْنَآ اِلَيْكَ مِنَ
الْكِتٰبِ هُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ
يَدَيْهِ ط اِنَّ اللّٰهَ بِعِبَادِهٖ لَخَبِيْرٌ بَصِيْرٌ ○
٣٢- ثُمَّ اَوْرَثْنَا الْكِتٰبَ الَّذِيْنَ
اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا ج فَمِنْهُمْ

কেবল জ্ঞানবানেরাই ভয় করিয়া থাকে;
নিশ্চয় আল্লাহ মহাপরাক্রান্ত ক্ষমাশীল।
২৯। নিশ্চয় যাহারা আল্লার গ্রন্থ পাঠ
করে ও নামাজ প্রতিষ্ঠিত করে এবং
তাহাদিগকে যাহা প্রদত্ত হইয়াছে, তাহা
হইতে কিয়দংশ সংগোপনে ও প্রকাশ্য-
ভাবে ব্যয় করে, তাহারা এরূপ ব্যবসায়
আকাঙ্ক্ষা করিয়াছে—যাহা কখনই বিনষ্ট
হয় না। ৩০। যেহেতু তিনি তাহা-
দিগকে পূর্ণ প্রতিদান প্রদান করিবেন
এবং স্বীয় অনুগ্রহ হইতে তাহাদিগকে
অধিকতর দান করিবেন, নিশ্চয়
তিনি ক্ষমাশীল গুণগ্রাহী। ৩১। এবং
আমি গ্রন্থ হইতে তোমার প্রতি যাহা
প্রত্যাদেশ করিয়াছি—তাহা সত্য, ইহার
পূর্ব্বে যাহা ছিল—তাহার সত্যতা-
প্রতিপাদনকারী; নিশ্চয় আল্লাহ স্বীয়
দাসগণের সম্বন্ধে সর্ব্বজ্ঞ পরিদর্শক।
৩২। অনন্তর আমি তাহাদিগকে সেই
গ্রন্থের উত্তরাধিকারী করিয়াছিলাম,
যাহাদিগকে আমি স্বীয় দাসগণের মধ্যে
মনোনীত করিয়া লইয়াছিলাম; তৎপর

করিতেছেন। আকাশ হইতে যে বৃষ্টিধারা বর্ষিত হয়, সেই একই সলিলের দ্বারা একই মৃত্তিকা হইতে তিনি কিরূপ বিস্ময়কর ভাবে নানা স্বাদের ও নানা বর্ণের তরুলতা ও ফল-ফুল উৎপন্ন করিয়া থাকেন। পর্ব্বত-শীর্ষে শ্বেত, লোহিত ও ঘোর-কৃষ্ণ প্রভৃতি রংয়ের খেলা কি চমৎকার! মনুষ্য, জীব-জন্তু, পশুপক্ষী এবং কীট-পতঙ্গের মধ্যেই বা তিনি কত মনোরম বর্ণ-বৈচিত্র্য সৃষ্টি করিয়াছেন। আল্লাহতা'লার দাসগণের মধ্যে যাহারা জ্ঞানী ও চিন্তাশীল, এই সমস্ত বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য করিলেই তাহারা তদীয় অলৌকিক শক্তি-মহিমা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে।

২৯—৩০। এই দুইটী আয়তে প্রকৃত বিশ্বাসী মুসলমানের পারলৌকিক পুরস্কারের প্রসঙ্গ বর্ণিত হইয়াছে। যাহারা নিয়মিত ভাবে পবিত্র কোরান ও দৈনন্দিন নামাজ পাঠ করে এবং স্বীয় উপার্জ্জিত ধন-সম্পদ হইতে কিয়দংশ সংগোপনে ও প্রকাশ্যভাবে দান করে, তাহারা ইহ-পরলোকে কখনই ক্ষতিগ্রস্ত হইবে না। আল্লাহতা'লা স্বীয় অনুগ্রহে তাহাদিগকে দ্বিগুণতর পুরস্কার প্রদান করিবেন।

৩১—৩২। আল্লাহতা'লা আরও বলিতেছেন যে, আমার এই পবিত্র বাণী কোরান—মানব জাতির জন্য কোন অপূর্ব্ব মতবাদ বা অভিনব ধর্ম্ম প্রচার করিতেছে না। বরং এই কোরন ইহার পূর্ব্ববর্ত্তী প্রত্যাদেশ—ইঞ্জিল, তওরাত ও জোবুর প্রভৃতি ঐশীগ্রন্থ সমূহেরও সত্যতার সাক্ষ্য প্রদান

ظَالِمٌ لِّنَفْسِهٖ ۚ وَمِنْهُمْ مُّقْتَصِدٌ ۚ
وَمِنْهُمْ سَابِقٌۢ بِالْخَيْرٰتِ بِاِذْنِ
اللّٰهِ ۭ ذٰلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيْرُ ۭ
٣٣- جَنّٰتُ عَدْنٍ يَّدْخُلُوْنَهَا
يُحَلَّوْنَ فِيْهَا مِنْ اَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ
وَّلُؤْلُؤًا ۚ وَلِبَاسُهُمْ فِيْهَا حَرِيْرٌ ۝
٣٤- وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْٓ
اَذْهَبَ عَنَّا الْحَزَنَ ۭ اِنَّ رَبَّنَا لَغَفُوْرٌ
شَكُوْرُ ۝ ٣٥- الَّذِيْٓ اَحَلَّنَا
دَارَ الْمُقَامَةِ مِنْ فَضْلِهٖ ۚ لَا يَمَسُّنَا
فِيْهَا نَصَبٌ وَّلَا يَمَسُّنَا فِيْهَا
لُغُوْبٌ ۝ ٣٦- وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا

নিজেদের সম্বন্ধে অত্যাচারী ছিল, এবং তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ মধ্যপন্থী এবং তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ আল্লার আদেশে সৎকার্য্যে অগ্রবর্ত্তী ছিল; ইহাই ত মহান্ অনুগ্রহ!
৩৩। সেই চিরস্থায়ী স্বর্গোদ্যান—তন্মধ্যে তাহারা প্রবিষ্ট হইবে, তথায় তাহদিগকে স্বর্ণ ও মুক্তার কঙ্কন পরান হইবে; এবং তথায় তাহাদের রেশমী পরিচ্ছদ হইবে।
৩৪। এবং তাহারা বলিবে, আল্লার জন্যই সমস্ত প্রশংসা—যিনি আমাদিগ হইতে দুঃখ বিদূরিত করিয়াছেন; এবং নিশ্চয়ই আমাদের প্রতিপালক ক্ষমাশীল গুণগ্রাহী;
৩৫। যিনি স্বীয় অনুগ্রহে আমাদিগকে চিরস্থায়ী আলয়ে অবতারণ করিয়াছেন, তন্মধ্যে আমাদিগকে শ্রম স্পর্শ করিবে না অথবা তন্মধ্যে কোন ক্লান্তিও আমাদিগকে স্পর্শ করিবে না।
৩৬। এবং যাহারা অবিশ্বাস করে, তাহাদের জন্য নরকের

করিতেছে। ইহার পূর্ব্বে যাহাদের মধ্যে ঐ সকল ঐশীগ্রন্থ প্রচারিত হইয়াছিল, তাহাদের মধ্যে বর্ত্তমান মানব জাতির ন্যায় কেহ ঐ সকল প্রত্যাদেশ অস্বীকারকারী, কেহ মধ্যপন্থী এবং কে উহার অনুসরণে অধিকতর অগ্রবর্ত্তী ছিল। ফলতঃ বর্ত্তমানে যাহারা কোরান শরিফের অনুসরণ করিতেছে এবং ইতিপূর্ব্বে যাহারা ঐশীগ্রন্থ সমূহের অনুসরণকারী ছিল, তাহারা সকলেই আল্লা তা'লার অনুগ্রহে চিরস্থায়ী স্বর্গোদ্যানে প্রবেশ লাভ করিবে এবং তথায় তাহারা সুদৃশ্য রেশ বস্ত্র পরিধান করিয়া এবং মূল্যবান স্বর্ণ ও রত্নালঙ্কারে বিভূষিত হইয়া পরম সুখে অবস্থান করিবে।

৩৪—৩৫। তথায় কোনরূপ অভাব-অনাটন, দুঃখ-ক্লেশ অথবা আপদ-বিপদ ও রোগ-শো তাহাদিগকে কখনও স্পর্শ করিতে পারিবে না এবং সেই স্বর্গোদ্যানে তাহাদিগকে কোনরূপ পরি করিতেও হইবে না। তাহারা সেই অপূর্ব্ব সফলতা ও অনাবিল স্বর্গীয় সুখ-শান্তির জন্য আল্লাহতা'লার প্রশংসা কীর্ত্তন করিয়াই নিজেদের আনন্দ জ্ঞাপন করিতে থাকিবে।

৩৬—৩৭। পক্ষান্তরে অবিশ্বাসীরা পরকালে নরকাগ্নির অবিরাম ও ভয়াবহ শাস্তি ভোগ করি থাকিবে। তাহাদের সেই শাস্তি কখনই নিঃশেষ বা হ্রাস প্রাপ্ত হইবে না এবং তথায় তাহাদে মৃত্যুও হইবে না। অবিশ্বাসীরা সেই ভীষণ শাস্তি সহ্য করিতে না পারিয়া—যেরূপ বিকট চীৎক

لَهُمْ نَارُ جَهَنَّمَ ۚ لَا يُقْضٰى عَلَيْهِمْ
فَيَمُوْتُوْا وَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ مِّنْ
عَذَابِهَا ۗ كَذٰلِكَ نَجْزِيْ كُلَّ كَفُوْرٍ ۚ
٣٧- وَهُمْ يَصْطَرِخُوْنَ فِيْهَا ۚ رَبَّنَآ
اَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا غَيْرَ الَّذِيْ
كُنَّا نَعْمَلُ ۗ اَوَلَمْ نُعَمِّرْكُمْ
مَّا يَتَذَكَّرُ فِيْهِ مَنْ تَذَكَّرَ وَجَآءَكُمُ
النَّذِيْرُ ۗ فَذُوْقُوْا فَمَا لِلظّٰلِمِيْنَ
مِنْ نَّصِيْرٍ ۚ

অগ্নি রহিয়াছে; তাহাদের সম্বন্ধে উহা নিঃশেষ করা হইবে না—যাহাতে তাহারা মৃত্যুমুখে পতিত হইবে অথবা তাহাদের প্রতি উহার শাস্তিও হ্রাস করা হইবে না; এইরূপেই আমি সমস্ত অবিশ্বাসীকে প্রতিফল প্রদান করিয়া থাকি।
৩৭। এবং তাহারা তন্মধ্যে চীৎকার করিবে যে, হে আমাদের প্রতিপালক, আমাদিগকে বহির্গত কর, আমরা যাহা করিতাম তৎপরিবর্ত্তে আমরা সৎকার্য্য করিব; আমি কি তোমাদিগকে এরূপ দীর্ঘায়ু করি নাই যে, যে উপদেশ গ্রহণ করে সে তন্মধ্যে উপদেশ গ্রহণ করিতে পারিত? এবং তোমাদের নিকট ভয়-প্রদর্শকও আগমন করিয়াছিল; অতএব উহার আস্বাদ গ্রহণ কর—যেহেতু অত্যাচারীদিগের জন্য কোনই সাহায্য-কারী নাই।

৫ম রুকু—অবিশ্বাসীদিগের অনিবার্য্য শাস্তিভোগ

٣٨- اِنَّ اللّٰهَ عٰلِمُ غَيْبِ السَّمٰوٰتِ
وَالْاَرْضِ ۗ اِنَّهٗ عَلِيْمٌۢ بِذَاتِ
الصُّدُوْرِ ۝ ٣٩- هُوَ الَّذِيْ جَعَلَكُمْ
خَلٰٓئِفَ فِي الْاَرْضِ ۗ فَمَنْ كَفَرَ فَعَلَيْهِ
كُفْرُهٗ ۗ وَلَا يَزِيْدُ الْكٰفِرِيْنَ كُفْرُهُمْ

৩৮। নিশ্চয় আল্লাহ নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের অদৃশ্য-বিষয় পরিজ্ঞাত আছেন; নিশ্চয় তিনি অন্তর্নিহিত বিষয়ে অভিজ্ঞ।
৩৯। তিনি তোমাদিগকে পৃথিবীতে উত্তরাধিকারী করিয়াছেন; অতএব যে অবিশ্বাস করে, তবে তাহার অবিশ্বাস তাহারই উপর; এবং অবিশ্বাসীদিগের অবিশ্বাস তাহাদের প্রতিপালকের নিকট

করিয়া আল্লাহতা'লার নিকট মুক্তি ও ক্ষমা প্রার্থনা করিবে, তাহারা যেরূপভাবে পুনরায় পৃথিবীতে আসিয়া বিশ্বাস-স্থাপন ও সৎকার্য্য করিতে চাহিবে এবং আল্লাহতা'লা তখন তাহাদিগকে যে উত্তর প্রদান করিবেন, আয়তের শেষাংশে তাহাই বর্ণিত হইয়াছে। ফলতঃ তাহাদের সেই আবেদন-নিবেদন ও করুন প্রার্থনা সে সময়ে কোন কাজে আসিবে না।

৩৮—৩৯। এই দুইটী আয়তেরও বিশ্বজগতের কার্য্যকলাপ এবং জীবের অন্তর্নিহিত বিষয় সম্বন্ধে আল্লাহতা'লার অসীম ও অনন্ত জ্ঞান এবং মানবের পার্থিব জীবনের বিশ্বাস ও অবিশ্বাসের শেষ-পরিণতি সম্বন্ধে ইঙ্গিত করা হইয়াছে।

لَهُمْ نَارُ جَهَنَّمَ ۚ لَا يُقْضَىٰ عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُوا وَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُم مِّنْ عَذَابِهَا ۚ كَذَٰلِكَ نَجْزِي كُلَّ كَفُورٍ

٣٧- وَهُمْ يَصْطَرِخُونَ فِيهَا رَبَّنَا أَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ ۚ أَوَلَمْ نُعَمِّرْكُم مَّا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَن تَذَكَّرَ وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ ۖ فَذُوقُوا فَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن نَّصِيرٍ

অগ্নি রহিয়াছে; তাহাদের সম্বন্ধে উহা নিঃশেষ করা হইবে না—যাহাতে তাহারা মৃত্যুমুখে পতিত হইবে অথবা তাহাদের প্রতি উহার শাস্তিও হ্রাস করা হইবে না; এইরূপেই আমি সমস্ত অবিশ্বাসীকে প্রতিফল প্রদান করিয়া থাকি।

৩৭। এবং তাহারা তন্মধ্যে চীৎকার করিবে যে, হে আমাদের প্রতিপালক, আমাদিগকে বহির্গত কর, আমরা যাহা করিতাম তৎপরিবর্ত্তে আমরা সৎকার্য্য করিব; আমি কি তোমাদিগকে এরূপ দীর্ঘায়ু করি নাই যে, যে উপদেশ গ্রহণ করে সে তন্মধ্যে উপদেশ গ্রহণ করিতে পারিত? এবং তোমাদের নিকট ভয়-প্রদর্শকও আগমন করিয়াছিল; অতএব উহার আস্বাদ গ্রহণ কর—যেহেতু অত্যাচারীদিগের জন্য কোনই সাহায্য-কারী নাই।

৫ম রুকু—অবিশ্বাসীদিগের অনিবার্য্য শাস্তিভোগ

٣٨- إِنَّ اللَّهَ عَالِمُ غَيْبِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۚ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ

٣٩- هُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ ۚ فَمَن كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ ۖ وَلَا يَزِيدُ الْكَافِرِينَ كُفْرُهُمْ

৩৮। নিশ্চয় আল্লাহ নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের অদৃশ্য-বিষয় পরিজ্ঞাত আছেন; নিশ্চয় তিনি অন্তর্নিহিত বিষয়ে অভিজ্ঞ।

৩৯। তিনি তোমাদিগকে পৃথিবীতে উত্তরাধিকারী করিয়াছেন; অতএব যে অবিশ্বাস করে, তবে তাহার অবিশ্বাস তাহারই উপর; এবং অবিশ্বাসীদিগের অবিশ্বাস তাহাদের প্রতিপালকের নিকট

করিয়া আল্লাহতা'লার নিকট মুক্তি ও ক্ষমা প্রার্থনা করিবে, তাহারা যেরূপভাবে পুনরায় পৃথিবীতে আসিয়া বিশ্বাস-স্থাপন ও সৎকার্য্য করিতে চাহিবে এবং আল্লাহতা'লা তখন তাহাদিগকে যে উত্তর প্রদান করিবেন, আয়তের শেষাংশে তাহাই বর্ণিত হইয়াছে। ফলতঃ তাহাদের সেই আবেদন-নিবেদন ও করুন প্রার্থনা সে সময়ে কোন কাজে আসিবে না।

৩৮—৩৯। এই দুইটী আয়তেরও বিশ্বজগতের কার্য্যকলাপ এবং জীবের অন্তর্নিহিত বিষয় সম্বন্ধে আল্লাহতা'লার অসীম ও অনন্ত জ্ঞান এবং মানবের পার্থিব জীবনের বিশ্বাস ও অবিশ্বাসের শেষ-পরিণতি সম্বন্ধে ইঙ্গিত করা হইয়াছে।

তদীয় অসন্তুষ্টি ব্যতীত বর্দ্ধিত করিবে না
এবং অবিশ্বাসীদের অবিশ্বাস তাহাদের
অনিষ্ট ব্যতীত বর্দ্ধিত করিবে না।
৪০। তুমি বল—তোমরা কি তোমাদের
সেই অংশী-উপাস্যদিগের সম্বন্ধে লক্ষ্য
করিতেছ—যাহাদিগকে তোমরা আল্লার
পরিবর্ত্তে আহ্বান করিয়া থাক? আমাকে
প্রদর্শন কর যে, উহারা পৃথিবীর কোন্
অংশ সৃষ্টি করিয়াছে, অথবা আকাশে
উহাদের কোন্ অংশ আছে, অথবা আমি
কি উহাদিগকে কোন গ্রন্থ প্রদান করিয়াছি
যে, তদ্দ্বারা তাহারা প্রত্যক্ষ প্রমাণের উপর
রহিয়াছে? এবং অত্যাচারীর পরস্পর
পরস্পরকে প্রতারণা ব্যতীত করে না।
৪১। নিশ্চয় আল্লাহ নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডল
ধারণ করিয়া রাখিয়াছেন—যেন উহা বিচলিত
না হয়; এবং যদি এতদুভয় বিচলিত
হয়, তবে তাঁহার পরে আর কেহই তদুভয়কে
ধারণ করিতে পারিবে না; নিশ্চয়
তিনি সহিষ্ণু ক্ষমাশীল। ৪২। এবং তাহারা
সুদৃঢ় শপথে আল্লার শপথ করিয়াছিল যে,

رَبِّهِمْ إِلَّا مَقْتًا ۚ وَلَا يَزِيْدُ
الْكٰفِرِيْنَ كُفْرُهُمْ إِلَّا خَسَارًا ○
٤٠- قُلْ أَرَءَيْتُمْ شُرَكَآءَكُمُ الَّذِيْنَ
تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللهِ ط أَرُوْنِيْ
مَاذَا خَلَقُوْا مِنَ الْأَرْضِ أَمْ لَهُمْ
شِرْكٌ فِي السَّمٰوٰتِ ۚ أَمْ اٰتَيْنٰهُمْ
كِتٰبًا فَهُمْ عَلٰى بَيِّنَتٍ مِّنْهُ ۚ بَلْ
إِنْ يَّعِدُ الظّٰلِمُوْنَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا
إِلَّا غُرُوْرًا ○ ٤١- إِنَّ اللهَ يُمْسِكُ
السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضَ أَنْ تَزُوْلَا ۚ
وَلَئِنْ زَالَتَا إِنْ أَمْسَكَهُمَا مِنْ أَحَدٍ
مِّنْ بَعْدِهٖ ط إِنَّهٗ كَانَ حَلِيْمًا غَفُوْرًا ○
٤٢- وَأَقْسَمُوْا بِاللهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ

৪০। অনন্তর আল্লাহতা'লা অবিশ্বাসীদের অংশী-উপাস্য দেব-দেবীগণের স্বরূপ সম্বন্ধে বলিতে-ছেন যে, উহারা এই বিশ্বজগতের কোন বিষয়েরই সৃষ্টিকর্ত্তা নহে। আকাশ ও পৃথিবীতে উহাদের কোনই আধিপত্য নাই এবং তাহাদের কোন প্রত্যাদিষ্ট ধর্ম্মগ্রন্থ অথবা সুনির্দ্দিষ্ট ধর্ম্মনীতিও নাই। উহারা সকলেই বিভ্রান্ত প্রতারক; প্রবঞ্চনা ও প্রতারণা করিয়া লোকদিগকে বিপথগামী করা ভি- তাহাদের আর কোনই কার্য্য নাই।

৪১। সর্ব্বশক্তিমান আল্লাহতা'লাই এই বিরাট বিশ্বজগৎ সৃষ্টি করিয়া স্বীয় মহিমায় উ- অবিচলিত ও সুনিয়মিত করিয়া রাখিয়াছেন। যদি তিনি জগতের এই নিয়ম-শৃঙ্খলা ছি- করিয়া সমস্ত সৃষ্টিকে বিক্ষিপ্ত ও বিচলিত করিয়া দেন, তবে তিনি ব্যতীত আর কাহারও সা- নাই যে, উহা নিয়ন্ত্রিত ও সুরক্ষিত করিতে পারে।

৪২—৪৩। এব্‌ন-আবি হাতেমের বর্ণনা অনুসারে হজরত রসুলোল্লার আবির্ভাবের পূর্বে মক্কার কোরেশ ও অন্যান্য আরব সম্প্রদায় পরস্পর বলাবলি করিত যে, যদি আল্লাহতা'-

যদি তাহাদের নিকট কোন ভয়-প্রদর্শক আগমন করে, তবে প্রত্যেক সম্প্রদায় অপেক্ষা তাহারা অধিকতর সুপথগামী হইবে; অনন্তর যখন তাহাদের নিকট ভয়-প্রদর্শক আগমন করিয়াছিল, তখন তাহাদের বিতৃষ্ণা ব্যতীত বর্দ্ধিত হয় নাই;—৪৩। বরং পৃথিবীতে অহঙ্কার ও অসৎ চক্রান্ত; এবং অসৎ চক্রান্ত উহার অনুষ্ঠানকারীকে ব্যতীত পরিবেষ্টন করে না; ফলতঃ তাহারা পূর্ব্বতন প্রথা ব্যতীত প্রতীক্ষা করিতেছে না; অতএব তুমি ঐশী-প্রথার কোনই পরিবর্ত্তন প্রাপ্ত

لَئِنْ جَآءَهُمْ نَذِيْرٌ لَّيَكُوْنُنَّ اَهْدٰى
مِنْ اِحْدَى الْاُمَمِ ۚ فَلَمَّا جَآءَهُمْ
نَذِيْرٌ مَّا زَادَهُمْ اِلَّا نُفُوْرَا ۙ
٤٣- نِ اسْتِكْبَارًا فِى الْاَرْضِ وَمَكْرَ
السَّيِّئِ ۗ وَلَا يَحِيْقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ
اِلَّا بِاَهْلِهٖ ۗ فَهَلْ يَنْظُرُوْنَ اِلَّا سُنَّتَ
الْاَوَّلِيْنَ ۚ فَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّتِ اللّٰهِ
تَبْدِيْلًا ۚ وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّتِ اللّٰهِ

এসরাইল বংশ এবং পূর্ব্ববর্ত্তী অন্যান্য সম্প্রদায়ের ন্যায় আমাদের মধ্যে কোন নবী প্রেরণ করেন, তবে পূর্ব্ববর্ত্তী সমস্ত সম্প্রদায় অপেক্ষা আমরা তাঁহাকে ভক্তি ও সম্মান প্রদর্শন করিব এবং প্রাণপণে তাহার অনুসরণ করিতে থাকিবে। অনন্তর যখন সত্য সত্যই আল্লার রসুল তাহাদের মধ্যে আবির্ভূত হইলেন, তখন তাহারা অধিকাংশই তাঁহার অবাধ্য ও অবিশ্বাসী হইয়া গেল এবং আল্লার রসুলের বিরুদ্ধে তাহারা নানারূপ চক্রান্ত ও ষড়যন্ত্র করিতে প্রবৃত্ত হইল। আলোচ্য আয়তে উপরোক্ত বিষয়ের প্রতিই ইঙ্গিত করা হইয়াছে। কোন কোন তফ্‌সীরকার বলেন যে, শুধু অবিশ্বাসী বা কপট-বিশ্বাসীরাই নহে, বিশ্বাসী মুসলমানেরা পর্য্যন্ত যেরূপ ভাবে আল্লার শপথ করিয়া হজরত রসুলোল্লার অনুসরণ করিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়াছিলেন এবং যাহার প্রভাবে তাঁহারা শিক্ষা, সভ্যতা ও উন্নতির চরম সোপানে আরোহণ করিয়াছিলেন, উত্তরকালে সেই প্রতিজ্ঞা বিস্মৃত হইয়া নানা ছল-ছুঁতা অবলম্বনে আল্লার রসুল ও পবিত্র কোরানের বিরুদ্ধাচরণ করিয়াই সেই মুসলমান জাতি অধঃপতনের সর্ব্বনিম্ন স্তরে নামিয়া গিয়াছে। কারণ আল্লাহতা'লা আলোচ্য আয়তদ্বয়ের শেষাংশে স্পষ্টই বলিয়া দিয়াছেন যে, যাহারা চক্রান্ত ও ছলনা করিয়া আল্লার রসুলের আদর্শ এবং ঐশীবাণী কোরান শরিফের আদেশ-উপদেশের বিরুদ্ধাচরণ করিবে, তাহাদের সেই চক্রান্ত ও ছলনা তাহাদিগকেই পরিবেষ্টন করিয়া লইবে অর্থাৎ আল্লাহতা'লার নির্দ্ধারিত নিয়ম অনুসারে পূর্ব্ববর্ত্তী ধর্ম্মদ্রোহী সম্প্রদায় সমূহের ন্যায় তাহারাও অধঃপতিত অথবা ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়া যাইবে। সুতরাং বর্ত্তমানের অধঃপতিত মুসলমান জাতি যদি আবার জগতে উন্নতি ও প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে চাহে, তবে তাহাদিগকে আবার ঐশীবাণী কোরান শরিফের আদেশ-উপদেশ এবং আল্লার রসুলের আদর্শ পূর্ণভাবে অনুসরণ করিতে হইবে। পবিত্র কোরান শরিফের সুনির্ম্মল ধর্ম্মনীতি ও অভ্রান্ত আদেশ-উপদেশ এবং হজরত রসুলোল্লার (সঃ) অনাবিল শিক্ষা ও অনুপম আদর্শ পূর্ণভাবে অনুসরণ করা ব্যতীত বর্ত্তমানের অধঃপতিত মুসলমান জাতি এই প্রতিযোগিতাপূর্ণ জগতে কখনই উন্নতি ও প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারিবে না।

হইবে না। ৪৪। তাহারা কি পৃথিবীতে পরিভ্রমণ করিয়া তৎপর দেখিতেছে না যে, তাহাদের পূর্ব্বে যাহারা ছিল, তাহাদের অবস্থা কিরূপ হইয়াছিল? এবং তাহারা ইহাদের অপেক্ষা অধিকতর শক্তিশালী ছিল, এবং আল্লাহ এরূপ নহেন যে, নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের কোন বিষয় তাঁহাকে প্রতিরোধ করিবে; নিশ্চয় তিনি মহাজ্ঞানী শক্তিমান। ৪৫। এবং যদি আল্লাহ মানব-মণ্ডলীকে তাহাদের অহিত-অর্জ্জনের জন্য ধৃত করেন, তবে তিনি উহার উপরিস্থিত কোন জীব-জন্তুকেই পরিত্যাগ করিবেন না; বরং তিনি তাহাদিগকে এক নির্দ্দিষ্ট কাল পর্য্যন্ত অবকাশ প্রদান করিয়াছেন; অতএব যখন সেই নির্দ্দিষ্ট সময় উপস্থিত হইবে, তখন অবশ্যই আল্লাহ স্বীয় দাসগণের প্রতি প্রত্যক্ষকারী।

وِيْلًا ٥ ٤٤- اَوَلَمْ يَسِيْرُوْا فِى
الْاَرْضِ فَيَنْظُرُوْا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ
الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَكَانُوْآ اَشَدَّ مِنْهُمْ
قُوَّةً ط وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُعْجِزَهٗ مِنْ
شَيْءٍ فِى السَّمٰوٰتِ وَلَا فِى الْاَرْضِ ط
اِنَّهٗ كَانَ عَلِيْمًا قَدِيْرًا ٥ ٤٥- وَلَوْ
يُؤَاخِذُ اللّٰهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوْا
مَا تَرَكَ عَلٰى ظَهْرِهَا مِنْ دَآبَّةٍ
وَّلٰكِنْ يُّؤَخِّرُهُمْ اِلٰٓى اَجَلٍ
مُّسَمًّى فَاِذَا جَآءَ اَجَلُهُمْ فَاِنَّ اللّٰهَ
كَانَ بِعِبَادِهٖ بَصِيْرًا ٤

৪৪—৪৫। অনন্তর আল্লাহতা'লা—পূর্ব্ববর্ত্তী যে সকল শক্তিশালী সম্প্রদায় আল্লার রসুলগণে[র] বিরুদ্ধাচরণ পূর্ব্বক অনাচারী ও ধর্ম্মদ্রোহী হইয়া সমূলে ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছিল, তৎপ্রতি পুনরা[য়] অবিশ্বাসীদিগের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া বলিতেছেন যে, আমি যদি মানবদিগকে তাহাদের অবিশ্বা[স,] অবিচার, অনাচার ও ধর্ম্মদ্রোহিতার জন্য যখন তখন শাস্তি প্রদান করিতাম, তবে এই পৃথিবীতে কোন জীব-জন্তু এক মুহূর্ত্তের জন্যও পরিত্রাণ পাইত না। কিন্তু আমি প্রত্যেক বিষয়ের জন্যই সম[য়] সুনির্দ্দিষ্ট করিয়া রাখিয়াছি এবং অবিশ্বাসীদিগকেও এক নির্দ্দিষ্ট সময় পর্য্যন্ত অবকাশ প্রদান করিয়াছি। যখন সেই নির্দ্দিষ্ট সময় অতীত হইয়া যাইবে, তখন তাহাদিগকেও স্ব স্ব কৃতকার্য্যে[র] জন্য অবশ্যই সমুচিত শাস্তি ভোগ করিতে হইবে এবং সেই শাস্তি হইতে তাহারা কেহই পরিত্রাণ পাইবে না।

মক্কায় অবতীর্ণ	৩৬। সুরা ইয়াসিন—يٰسٓ	৮৩ আয়ত

সর্ব্বপ্রদাতা করুণাময় আল্লার নামে

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

১ম রুকু—হজরত রসুলোল্লার সত্যতা সম্বন্ধে কোরানের সাক্ষ্য

১। ইয়া—সিন। ২। সাক্ষী এই বিজ্ঞানময় কোরান; ৩। নিশ্চয়ই তুমি রসুলগণের অন্তর্গত;

١- يٰسٓ ۚ ٢- وَالْقُرْاٰنِ الْحَكِيْمِ ۙ

٣- اِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِيْنَ ۙ

শানে-নজুল—হজরত আয়েশা ও হজরত এব্‌নে-আব্বাস প্রমুখ সুপ্রসিদ্ধ সাহাবাগণের বর্ণনা অনুসারে এমাম করতবী স্থির করিয়াছেন যে, এই সুরা সর্ব্ববাদী সম্মতিক্রমে মক্কা শরিফে অবতীর্ণ হইয়াছিল। তফ্‌সীরকারগণ ইহাতে মক্কায় অবতারিত সুরা সমূহের মধ্যবর্ত্তী অথবা উহার অব্যবহিত পরবর্ত্তী প্রত্যাদেশ বলিয়া স্থির-সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। সুরা সাবা হইতে আরম্ভ করিয়া সুরা ইয়াসিন এবং ইহার পরবর্ত্তী তিনটী—মক্কায় অবতারিত সুরার বিশেষত্ব এই যে, উহাতে অতি স্পষ্টতর ভাষায় আল্লার রসুল, কোরান শরিফ ও স্বর্গীয় ইস্‌লামের সত্যতা এবং অংশীবাদিতা, পৌত্তলিকতা ও ভ্রান্ত ধর্ম্ম সমূহের অসত্যতা ও অসারতা ঘোষণা করা হইয়াছে। অধিকন্তু উহার সঙ্গে সঙ্গে বিশ্বাসী মুসলমানদিগের সফলতা, উন্নতি ও অদূরবর্ত্তী বিজয় লাভ এবং অবিশ্বাসী কাফেরকুলের ব্যর্থতা, অধঃপতন ও আসন্ন পরাজয়ের ভবিষ্যদ্বাণী অতি স্পষ্টতর ভাবে পরিব্যক্ত হইয়াছে।

এই পবিত্র সুরার গৌরব ও মাহাত্ম্য এবং ইহা নিয়মিত পাঠের অসীম পুণ্য ও অপরিসীম উপকারিতা সম্বন্ধে তফ্‌সীরকারগণ পবিত্র হাদিস গ্রন্থ সমূহ হইতে বহু বর্ণনা উদ্ধৃত করিয়াছেন। উহা যথাস্থানে সঙ্কলিত করিয়া দেওয়া হইল—২৪শ পারা, সুরা ইয়াসিনের পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য।

১। **ইয়া-সিন**—এই পবিত্র সুরার সর্ব্বপ্রথম সাঙ্কেতিক বর্ণ—'ইয়া' ও 'সিন' হইতেই অত্র সুরার 'ইয়াসিন' নামকরণ হইয়াছে। হজরত এব্‌ন-আব্বাসের বর্ণনা অনুসারে 'ইয়া-সিন' এর অর্থ 'ইয়া-এন্‌সানো' অর্থাৎ হে মানব বা হে মহামানব? এতদ্দ্বারা প্রকৃতপক্ষে মানবশ্রেষ্ঠ হজরত রসুলোল্লাকেই সম্বোধন করা হইয়াছে। কেহ কেহ বলেন যে, 'ইয়া-সিন' হজরত রসুলোল্লার (সঃ) অন্যতম নাম। সুতরাং এতদনুসারেও আল্লাহতা'লা হজরত রসুলোল্লাকে সম্বোধন করিয়াই এই পবিত্রতম সুরা অবতীর্ণ করিয়াছেন।

২—৪—**ওয়া**। আরবী 'ওয়া' শব্দের অনুবাদ বা বাঙ্গালা প্রতিশব্দ 'এবং'; কিন্তু আলোচ্য স্থলে উপরোক্ত অবস্থায় 'ওয়া' শব্দ সাধারণতঃ 'শপথ' অর্থেই ব্যবহৃত হইয়া থাকে। এইজন্য কোরান শরিফের অধিকাংশ অনুবাদক 'ওয়া' অর্থে শপথ লিখিয়াছেন। আরবেরা যখন কোন বিষয়ের সত্যতা বা সুনিশ্চয়তা প্রকাশের জন্য আল্লার নামে শপথ করে, তখন তাহারা 'কসম' বা শপথ শব্দ ব্যবহার না করিয়া সাধারণতঃ 'ওয়া' শব্দ যোগে 'ওয়া-আল্লাহ' বলিয়া থাকে। ঐ আরব্য পদ্ধতি অনুসারেই আল্লাহতা'লা কোরান শরিফে বিশেষ বিশেষ বিষয়ের সত্যতা বা সুনিশ্চয়তা প্রকাশের জন্য কোরান, ত্বিন, জৈতুন ও তুরে-সিনিন প্রভৃতি শব্দের পূর্ব্বে 'ওয়া' শব্দ ব্যবহার করিয়া স্বীয় বক্তব্য বিষয় প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু এই সকল ক্ষেত্রে যে, আল্লাহতা'লা সাধারণ মানুষের ন্যায় ঐ সকল বিষয়ের শপথ করিয়াছেন, এরূপ কল্পনা করিবার কারণ বা প্রয়োজন অতি অল্প।

৪। সরল সুপথের উপর অবস্থিত ;
৫। যাহা মহাপরাক্রান্ত করুণাময় কর্ত্তৃক
অবতারিত হইয়াছে ; ৬। যেন তুমি সেই
সম্প্রদায়কে ভয়-প্রদর্শন কর—যাহাদের
পিতৃপুরুষদিগকে ভয়-প্রদর্শিত হয় নাই ;
বস্তুতঃ তাহারাই অমনোযোগী রহিয়াছে।
৭। নিশ্চয়ই তাহাদের অধিকাংশের উপর
সেই-বাক্য সত্যে পরিণত হইয়াছে,
যেহেতু তাহারা বিশ্বাস-স্থাপন করে নাই।
৮। নিশ্চয় আমি তাহাদের স্কন্ধসমূহে
শৃঙ্খল স্থাপন করিয়াছি, পরে উহা চিবুক
পর্য্যন্ত বিলম্বিত হইয়াছে, তৎপরে উহারা
শির উত্তোলন করিয়া রহিয়াছে। ৯। এবং
আমি তাহাদের সম্মুখে একটী প্রাচীর

عَلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ٤ ٥- تَنْزِيْلَ
الْعَزِيْزِ الرَّحِيْمِ ٥ ٦- لِتُنْذِرَ قَوْمًا
مَّا أُنْذِرَ اٰبَاؤُهُمْ فَهُمْ غٰفِلُوْنَ ○
٧- لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلٰى أَكْثَرِهِمْ
فَهُمْ لَا يُؤْمِنُوْنَ ○ ٨- إِنَّا جَعَلْنَا
فِيْ أَعْنَاقِهِمْ أَغْلٰلًا فَهِيَ إِلَى الْأَذْقَانِ
فَهُمْ مُّقْمَحُوْنَ ○ ٩- وَجَعَلْنَا

প্রকৃতপক্ষে আল্লাহতা'লা স্বীয় উক্তির সত্যতা বা সুনিশ্চয়তার সাক্ষী স্বরূপই ঐ সকল বিশিষ্ট বিষয়ে উল্লেখ করিয়াছেন। এইজন্য আমরা এস্থলে 'ওয়া' শব্দের অনুবাদে 'শপথ' না লিখিয়া 'সাক্ষী' লিখিলাম। কোরান শরিফের সুবিখ্যাত ইংরেজী অনুবাদক মৌলবী মোহাম্মদ আলী সাহে অনুরূপ যুক্তি অবলম্বন করিয়াই উপরোক্ত স্থলে 'ওয়া' শব্দের অনুবাদে 'ওথ' বা 'শপথ' না লিখি 'কন্‌সিডার' বা 'বিবেচনা কর' লিখিয়াছেন।

আলোচ্য আয়ত-ত্রয়ে আল্লাহতা'লা তাঁহার পবিত্র বাণী বিজ্ঞানময় কোরান শরিফের সাক্ষী স্বরূপ উল্লেখ করতঃ হজরত রসুলোল্লাকে সম্বোধন করিয়া বরিতেছেন যে, হে মহামান (ইয়া-সিন!), নিশ্চয় আমি তোমাকে জগদ্বাসীর জন্য আমার মনোনীত রসুল রূপে প্রে করিয়াছি এবং আমার অনুগ্রহে তুমি 'সরল সুপথ' অর্থাৎ অনাবিল সত্যধর্ম্মের অনুসরণ করিতে অবিশ্বাসীরা তোমার সম্বন্ধে যাহাই বলুক না কেন—সাক্ষী এই জ্ঞান-বিজ্ঞানময় মহাগ্রন্থ কোরা আমার উক্তিতে অবিশ্বাস বা সন্দেহের কোনই অবকাশ নাই।

৫—৬। অনন্তর আল্লাহতা'লা কোরান শরিফের সত্যতার সাক্ষ্য প্রদান করিয়া বলিতেছেন হে রসুল, নিশ্চয় তোমার মহাপরাক্রান্ত ও সর্ব্বশক্তিমান করুণাময় প্রভু কর্ত্তৃক তাঁহার অসী অনুগ্রহের অলৌকিক নিদর্শন স্বরূপ তোমার প্রতি এই মহাগ্রন্থ অবতারিত হইয়াছে। অত তুমি এতদ্দ্বারা পৃথিবীর সেই সকল অবিশ্বাসী সম্প্রদায়কে ভয়প্রদর্শন কর—যাহাদের পিতা-পিতা বা পূর্ব্বপুরুষগণের নিকট ইতিপূর্ব্বে কোনই ভয়প্রদর্শক রসুল আগমন করে নাই এবং পূর্ব্ব রসুলগণের শিক্ষা ও সদুপদেশ বিস্মৃত হইয়া যাহারা অধর্ম্ম, অনাচার ও অজ্ঞতার ঘোর অন্ধকা আকণ্ঠ নিমজ্জিত রহিয়াছে।

৭—৮। এই দুইটী আয়তে অবিশ্বাসী দাম্ভিকদিগের প্রকৃতি ও পরিণাম বর্ণিত হইয়াছে আল্লাহতা'লা বলিতেছেন যে, পূর্ব্ববর্ত্তী অবিশ্বাসীদিগের ন্যায় ইহারাও সত্যধর্ম্মে বিশ্বাস-স্থা করিবে না। কারণ ইহাদের স্কন্ধে অজ্ঞতা ও অহংকারের শৃঙ্খল রহিয়াছে এবং সেই শৃঙ্খল ক্রমা বর্দ্ধিত হইয়া সমগ্র গলদেশ পরিবেষ্টন পূর্ব্বক উহাদের চিবুক পর্যন্ত বিলম্বিত হইয়াছে। বস্তুতঃ জন্যই অবিশ্বাসীরা নতশিরে তোমার অনুসরণ না করিয়া দম্ভভরে শির উত্তোলন করিয়া রহিয়াছে।

৯—১০। এই দুইটী আয়তে অবিশ্বাসীদের সন্দেহাচ্ছন্ন দোদুল্যমান অবস্থার বিষয় বর্ণি হইয়াছে। তাহাদের সম্মুখে প্রাচীর ও পশ্চাতে প্রাচীর আছে এবং তাহাতে উহারা এরূপ সমা

مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ
سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ ○
١٠- وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ ءَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ
تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ○ ١١- إِنَّمَا
تُنذِرُ مَنِ اتَّبَعَ الذِّكْرَ وَخَشِيَ
الرَّحْمَٰنَ بِالْغَيْبِ ط فَبَشِّرْهُ بِمَغْفِرَةٍ
وَأَجْرٍ كَرِيمٍ ○ ١٢- إِنَّا نَحْنُ
نُحْيِي الْمَوْتَىٰ وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا
وَآثَارَهُمْ ط وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي
إِمَامٍ مُّبِينٍ ع

ও তাহাদের পশ্চাতে একটি প্রাচীর রহিয়াছে; তৎপর আমি তাহাদিগকে এরূপ সমাচ্ছন্ন করিয়া দিয়াছি, যাহাতে তাহারা দেখিতে না পায়।
১০। এবং তুমি তাহাদিগকে ভয়প্রদর্শন কর অথবা তাহাদিগকে ভয়প্রদর্শন না কর, তাহাদের পক্ষে সমান—তাহারা বিশ্বাস-স্থাপন করিবে না।
১১। তুমি কেবল তাহাকেই ভয়প্রদর্শন করিবে, যে সদুপদেশের অনুসরণ করে এবং অদৃশ্যমান সর্ব্বপ্রদাতাকে ভয় করিয়া থাকে; অতএব তুমি তাহাদিগকেই ক্ষমা ও সম্মানজনক প্রতিদান সম্বন্ধে সুসংবাদ প্রদান কর।
১২। নিশ্চয় আমি মৃতকে সঞ্জীবিত করি এবং তাহারা যাহা অগ্রে প্রেরণ করিয়াছে তাহা এবং তাহাদের পদাঙ্ক সমূহ লিপিবদ্ধ করি; এবং আমি প্রত্যেক বিষয়ই সমুজ্জ্বল ফলকে সুরক্ষিত করিয়া রাখিয়াছি।

হইয়া রহিয়াছে, যে, কিছুই দেখিতে পারিতেছে না—এই অর্থ-জ্ঞাপক উক্তির প্রকৃত মর্ম্ম এই যে, উহাদের সম্মুখে অবিশ্বাস ও সন্দেহ এবং পশ্চাতে ভীতি ও আশঙ্কা রহিয়াছে। সেইজন্য উহারা অগ্রসর হইয়া সত্যের আলোক দেখিতে বা সত্যধর্ম্ম গ্রহণ করিতে পারিতেছে না এবং পশ্চাতের অজ্ঞতার অন্ধকারেও ফিরিয়া যাইতে সাহস করিতেছে না; কারণ তথায় অধঃপতন, অভিসম্পাত ও শাস্তির আশঙ্কা রহিয়াছে।

বর্ত্তমান যুগেও এরূপ বহু অবিশ্বাসী জাতির অস্তিত্ব বিদ্যমান আছে, যাহারা শিক্ষিত ও সভ্য বলিয়া দাবী করিয়া থাকে। সেই শিক্ষা ও সভ্যতার অভিমানে নিজেদের পূর্ব্ব-পুরুষগণের ভ্রান্ত-ধর্ম্মে তাহাদের কিছুমাত্র আস্থা নাই এবং তাহারা উহার অনুসরণও করে না। পক্ষান্তরে স্বর্গীয় ইস্‌লামের সত্যতা হৃদয়ঙ্গম করিয়াও তাহারা নিজেদের প্রকৃতিগত অবিশ্বাস ও সন্দেহ বশে সেই সত্য ধর্ম্মের অনুসরণ অথবা প্রকাশ্যভাবে উহা পরিগ্রহণ করিতে পারিতেছে না। আলোচ্য আয়তদ্বয়ে এই শ্রেণীর অবিশ্বাসীদিগের স্বরূপ অতি সুন্দরভাবে পরিব্যক্ত হইয়াছে।

১১—১২। অতএব হে রসূল, উহাদের নিকট তোমার সদুপদেশ ও সত্য-প্রচার কিছুমাত্র কার্য্যকরী বা ফলপ্রসূ হইবে না। সুতরাং উহাদের পরিবর্ত্তে যাহারা আল্লাহ্‌তা'লাকে ভয় করিয়া সত্য ধর্ম্মের অনুসরণ করিতেছে, তুমি তাহাদিগকেই সদুপদেশ দান করিতে থাক এবং তাহাদিগকেই পারলৌকিক সম্মানজনক প্রতিদান ও পুরস্কারের সুসংবাদ ত চন কর। নিশ্চয় আমি মৃতকে সঞ্জীবিত করিব এবং নিশ্চয় আমি লোকের সদসৎ কার্য দের পদাঙ্ক বা আদর্শ সমূহ লিপিবদ্ধ করিয়া সমুজ্জ্বল স্মৃতি-ফলকে সুরক্ষিত করিয়া ধারণাদিসে ন্তর পরলোকে আমি প্রত্যেক মানুষকেই তাহাদের আদর্শ ও কৃতকর্ম্মানুযায়ী প্রতিদা তোমাদি পাওয়া যান করিব।

২য় রুকু—অবাধ্য জনপদ-নিবাসীদিগের প্রসঙ্গ

১৩। এবং তুমি তাহাদের নিকট সেই জনপদ-নিবাসীদের দৃষ্টান্ত বর্ণনা কর—যখন তথায় রসুলগণ আগমন করিয়াছিল। ১৪। যখন আমি তাহাদের নিকট দুইজনকে প্রেরণ করিয়াছিলাম, তখন তাহারা উভয়কে অসত্যারোপ করিয়াছিল ; তৎপর আমি তৃতীয়ের দ্বারা শক্তি-সম্পন্ন করিয়াছিলাম ; তখন তাহারা বলিয়াছিল যে নিশ্চয় আমরা তোমাদের নিকট রসুল-রূপে প্রেরিত হইয়াছি। ১৫। তাহারা বলিয়াছিল—তোমরা ত আমাদের ন্যায় মানুষ ব্যতীত নহ ; এবং সেই সর্ব্বপ্রদাতা কোন বিষয়ই অবতারণ করেন নাই, তোমরা অসত্য-

١٣- وَاضْرِبْ لَهُمْ مَّثَلًا أَصْحٰبَ
الْقَرْيَةِ ۘ إِذْ جَآءَهَا الْمُرْسَلُوْنَ ۚ
١٤- إِذْ أَرْسَلْنَآ إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ
فَكَذَّبُوْهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ فَقَالُوْآ
إِنَّآ إِلَيْكُمْ مُّرْسَلُوْنَ ○ ١٥- قَالُوْا
مَآ أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا ۙ وَمَآ أَنْزَلَ
الرَّحْمٰنُ مِنْ شَيْءٍ ۙ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا

১৩—১৫। **মাছালান**—বা 'মেছাল' শব্দের অর্থ দৃষ্টান্ত, উপমা অথবা রূপক বর্ণনা। আলোচ্য রুকুতে আল্লাহ্‌তা'লা কোন্ জনপদের অধিবাসী এবং কোন্ কোন্ রসুলের প্রসঙ্গ বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা নিশ্চিতরূপে জানা যায় নাই। তফ্‌সীরকারগণ এ সম্বন্ধে বিভিন্ন মতামত প্রকাশ করিয়াছেন। প্রাচীন তফ্‌সীরকারগণের অধিকাংশই উক্ত জনপদকে এশিয়া মাইনরের অন্তর্গত আন্তাকিয়া নগরী বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। উহার অধিবাসীরা জুপিটর দেবীর উপাসক ছিল। হজরত ঈসার অন্তরঙ্গ অনুচর বা হাওয়ারিগণের মধ্যে প্রথমে দুইজন আন্তরিকতায় প্রেরিত এবং তথায় উপস্থিত হইয়া ধর্ম্ম-প্রচার করেন ; কিন্তু তাঁহারা উভয়েই প্রত্যাখ্যাত হন। অনন্তর হাওয়ারীগণের তৃতীয় ব্যক্তি তথায় প্রেরিত হইয়া তাঁহাদের সহিত যোগদান করেন এবং সকলে মিলিয়া নূতন উৎসাহে ধর্ম্মপ্রচার করিতে থাকেন।—তঃ হক্কানী।

আধুনিক তফ্‌সীরকারগণের কেহ কেহ উপরোক্ত বর্ণনা সমর্থন করেন নাই। কারণ আলোচ্য জনপদ-নিবাসীদের নিকট যাঁহারা ধর্ম্ম-প্রচারের জন্য প্রেরিত হইয়াছিলেন, আল্লাহ্‌তা'লা তাঁহাদিগকে 'মোরসালিন' বা রসুল বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন এবং তাঁহারাও নিজদিগকে প্রেরিত-রসুল বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন। কিন্তু সাধারণ লোকের কাহারও দ্বারা কোন কার্য্যের জন্য প্রেরিত হইলেও তাহারা প্রেরিত পুরুষ বা 'রসুল' নামে অভিহিত হন না। আল্লাহ্‌তা'আলার প্রেরিত ও মনোনীত বিশিষ্ট ধর্ম্ম-প্রচারকেরাই নবী বা রসুল নামে অভিহিত হইয়া থাকেন। পক্ষান্তরে হজরত ঈসার অনুগামী উক্ত হাওয়ারীগণের মধ্যে কেহই নবী বা রসুল ছিলেন না। মৌলবী মোহাম্মদ আলি সাহেব আলোচ্য রুকুর প্রথম আয়াতের 'মাছালান' শব্দের উপামা বা রূপক-বর্ণনা অর্থের উপর জোর দিয়া বর্ণিত ঘটনাকে ঐচ্ছিক উপমা বা রূপক বর্ণনা করিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। তাঁহার মতে জনপদ-নিবাসীদের মর্ম্ম এ স্থলে দেশবতীয় জনপদের অবিশ্বাসী সম্প্রদায় এবং প্রেরিত রসুল-ত্রয়ের মর্ম্ম হজরত মুসা, হজরত ঈসা ও শিরে তো রসুলোল্লাহ্ (সঃ)। প্রথম রসুলদ্বয় অবিশ্বাসীদের নিকট সত্য প্রচার করিয়া ব্যর্থকাম হই দুইটী আয়তে হ্‌তা'লা তৃতীয় প্রেরিত-পুরুষ রূপে হজরত রসুলোল্লাকে প্রেরণ করেন। তিনি আগি সম্মুখে প্রাচীর ও নবীর শিক্ষা সংশোধিত ও সম্পূর্ণ করিয়া তাঁহাদিগকে শি

تُكَذِّبُوْنَ ○ ١٦- قَالُوْا رَبُّنَا يَعْلَمُ
اِنَّآ اِلَيْكُمْ لَمُرْسَلُوْنَ ○ ١٧- وَمَا
عَلَيْنَآ اِلَّا الْبَلٰغُ الْمُبِيْنُ ○
١٨- قَالُوْٓا اِنَّا تَطَيَّرْنَا بِكُمْ ج
لَئِنْ لَّمْ تَنْتَهُوْا لَنَرْجُمَنَّكُمْ
وَلَيَمَسَّنَّكُمْ مِّنَّا عَذَابٌ اَلِيْمٌ ○
١٩- قَالُوْا طَآئِرُكُمْ مَّعَكُمْ ط
اَئِنْ ذُكِّرْتُمْ ط بَلْ اَنْتُمْ قَوْمٌ

বাদী ব্যতীত নহ।
১৬। তাহারা বলিয়াছিল—আমাদের প্রতিপালক পরিজ্ঞাত আছেন যে নিশ্চয়ই আমরা তোমাদের প্রতি প্রেরিত-রসুল।
১৭। এবং আমাদের উপর প্রকাশ্য প্রচার ব্যতীত নহে।
১৮। তাহারা বলিয়াছিল—নিশ্চয় আমরা তোমাদের সম্বন্ধে মন্দ ধারণা করিতেছি, যদি তোমরা নিবৃত্ত না হও তবে নিশ্চয় আমরা তোমাদিগকে প্রস্তরাঘাতে বিচূর্ণ করিব এবং নিশ্চয় আমাদিগ হইতে তোমাদিগকে যন্ত্রণাপ্রদ শাস্তি স্পর্শ করিবে।
১৯। তাহারা বলিয়াছিল—তোমাদের মন্দ ধারণা তোমাদের সঙ্গেই রহিয়াছে; ইহা এই জন্যই কি যে, তোমাদিগকে উপদেশ দান করা হইতেছে! বরং তোমরাই অপচারী

সম্পন্ন করেন এবং যাবতীয় অবিশ্বাসী সম্প্রদায়ের নিকট সত্যধর্ম্ম প্রচার করিতে প্রবৃত্ত হন। কিন্তু অবিশ্বাসীরা হজরত রসুলোল্লাকে তাহাদেরই মত সাধারণ মানুষ মনে করিয়া তৎপ্রতি অসত্যারোপ করতঃ যেরূপভাবে তাঁহাকে অবজ্ঞা ও উপেক্ষা করিয়াছিল, আলোচ্য আয়তত্রয়ের শেষাংশে জনপদনিবাসীদিগের উপমা বা দৃষ্টান্ত যোগে তাহাই বর্ণিত হইয়াছে।—তঃ মঃ আঃ।

১৬—১৮। কিন্তু হজরত রসুলোল্লাহ্ অথবা উপরোক্ত প্রেরিত রসুলগণ অবিশ্বাসীদের অসত্যারোপ অস্বীকার করিয়া নিজেদের উক্তির সত্যতা প্রকাশ করায় অবিশ্বাসীরা ক্রুদ্ধ হইয়া বলিয়াছিল যে, আমরা তোমাদিগকে বিশ্বাস করি না এবং তোমাদের সম্বন্ধে অতি মন্দ ধারণা পোষণ করি। অতএব তোমরা যদি ঐ নব-ধর্ম্ম প্রচার করা হইতে নিরস্ত না হও, তবে নিশ্চয় আমরা তোমাদিগকে প্রস্তরাঘাতে নিহত করিব অথবা তোমাদিগকে অতি কঠিন শাস্তি প্রদান করিব।

বলা বাহুল্য, অবিশ্বাসীরা আল্লাহ্‌তা'লার প্রেরিত রসুলগণের প্রায় প্রত্যককেই ঐরূপ তিগ্রস্ত অত্যাচার ও নির্য্যাতনের ভীতি প্রদর্শন করিয়াছিল এবং অনেক স্থলে ঐ ভীতি-প্রদর্শনকে উহাদের কার্য্যে পরিণত করিতেও চেষ্টিত হইয়াছিল। বিশেষতঃ অবিশ্বাসী কোরেশ ও তাহ অন্যান্য সম্প্রদায় হজরত রসুলোল্লার প্রতি অসত্যারোপ করিয়া তৎপ্রতি যেরূপ অ ন করিয়া বলিয়া- ও নির্য্যাতনের স্রোত প্রবাহিত করিয়াছিল, তাহা সকলেই অবগত সর্বশক্তিমান প্রতিপালক প্রচার এবং ওহুদ যুদ্ধে অবিশ্বাসীরা সত্যসত্যই হজরত রসুলোল্লাহ্‌কে মুক্তি ও কল্যাণকামী হও জর্জ্জরিত করিয়াছিল। আলোচ্য আয়তদ্বয়ে প্রকারান্তরে উহারই ভবি ত চাও, তবে আমার এই পরিব্যক্ত হইয়াছে।

১৯। রসুলগণ বলিয়াছিলেন—তোমাদের অবিশ্বাস ও মন্দ ধারণা াদিসে কোনই স্পষ্টতর বর্ণনা বৃদ্ধি হইবে না। ... াওয়া যায় না। কোন কোন

২য় রুকু—অবাধ্য জনপদ-নিবাসীদিগের প্রসঙ্গ

١٣- وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحٰبَ
الْقَرْيَةِ ۘ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُوْنَ ۚ
١٤- إِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ
فَكَذَّبُوْهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ فَقَالُوْا
إِنَّا إِلَيْكُمْ مُرْسَلُوْنَ ۝ ١٥- قَالُوْا
مَا أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا ۙ وَمَا أَنْزَلَ
الرَّحْمٰنُ مِنْ شَيْءٍ ۙ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا

১৩। এবং তুমি তাহাদের নিকট সেই জনপদ-নিবাসীদের দৃষ্টান্ত বর্ণনা কর—যখন তথায় রসুলগণ আগমন করিয়াছিল। ১৪। যখন আমি তাহাদের নিকট দুইজনকে প্রেরণ করিয়াছিলাম, তখন তাহারা উভয়কে অসত্যারোপ করিয়াছিল; তৎপর আমি তৃতীয়ের দ্বারা শক্তি-সম্পন্ন করিয়াছিলাম; তখন তাহারা বলিয়াছিল যে নিশ্চয় আমরা তোমাদের নিকট রসুল-রূপে প্রেরিত হইয়াছি। ১৫। তাহারা বলিয়াছিল—তোমরা ত আমাদের ন্যায় মানুষ ব্যতীত নহ; এবং সেই সর্ব্বপ্রদাতা কোন বিষয়ই অবতারণ করেন নাই, তোমরা অসত্য-

---

১৩—১৫। **মাছালান**—বা 'মেছাল' শব্দের অর্থ দৃষ্টান্ত, উপমা অথবা রূপক বর্ণ... আলোচ্য রুকুতে আল্লাহ্‌তা'লা কোন্ জনপদের অধিবাসী এবং কোন্ কোন্ রসুলের প্রসঙ্গ ... করিয়াছেন, তাহা নিশ্চিতরূপে জানা যায় নাই। তফ্‌সীরকারগণ এ সম্বন্ধে বিভিন্ন মতামত প্র... করিয়াছেন। প্রাচীন তফ্‌সীরকারগণের অধিকাংশই উক্ত জনপদকে এশিয়া মাইনরের অ... আন্তাকিয়া নগরী বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। উহার অধিবাসীরা জুপিটর দেবীর উপাসক ছি... হজরত ঈসার অন্তরঙ্গ অনুচর বা হাওয়ারিগণের মধ্যে প্রথমে দুইজন আন্তরিকতায় প্রেরিত ... তথায় উপস্থিত হইয়া ধর্ম্ম-প্রচার করেন; কিন্তু তাঁহারা উভয়েই প্রত্যাখ্যাত হন। অন... হাওয়ারীগণের তৃতীয় ব্যক্তি তথায় প্রেরিত হইয়া তাঁহাদের সহিত যোগদান করেন এবং স... মিলিয়া নূতন উৎসাহে ধর্ম্মপ্রচার করিতে থাকেন।—তঃ হক্কানী।

আধুনিক তফ্‌সীরকারগণের কেহ কেহ উপরোক্ত বর্ণনা সমর্থন করেন নাই। কারণ আ... জনপদ-নিবাসীদের নিকট যাঁহারা ধর্ম্ম-প্রচারের জন্য প্রেরিত হইয়াছিলেন, আল্লাহ্‌তা'লা তাঁহা... 'মোরসালিন' বা রসুল বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন এবং তাঁহারাও নিজদিগকে প্রেরিত-রসুল ... পরিচয় দিয়াছেন। কিন্তু সাধারণ লোকের কাহারও দ্বারা কোন কার্য্যের জন্য প্রেরিত হই... তাহারা প্রেরিত পুরুষ বা 'রসুল' নামে অভিহিত হন না। আল্লাহ্‌তা'আলার প্রেরিত ও মনো... বিশিষ্ট ধর্ম্ম-প্রচারকেরাই নবী বা রসুল নামে অভিহিত হইয়া থাকেন। পক্ষান্তরে হজরত ঈ... অনুগামী উক্ত হাওয়ারীগণের মধ্যে কেহই নবী বা রসুল ছিলেন না। মৌলবী মোহাম্মদ ... সাহেব আলোচ্য রুকুর প্রথম আয়াতের 'মাছালান' শব্দের উপামা বা রূপক-বর্ণনা অর্থের উপর ... দিয়া বর্ণিত ঘটনাকে [illegible]ছক উপমা বা রূপক বর্ণনা করিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। তাঁহার মতে জন... নিবাসীদের মর্ম্ম এ স্থ[illegible]লদে[illegible]বতীয় জনপদের অবিশ্বাসী সম্প্রদায় এবং প্রেরিত রসুল-ত্রয়ের মর্ম্ম হ... মুসা, হজরত ঈসা ও [illegible]শিরে তো[illegible]সুলোল্লাহ্‌ (সঃ)। প্রথম রসুলদ্বয় অবিশ্বাসীদের নিকট সত্য ... করিয়া ব্যর্থকাম হই[illegible]দুইটী আয়[illegible]হ্‌তা'লা তৃতীয় প্রেরি[illegible]-পুরুষ রূপে হজরত রসুলোল্লাকে ... করেন। তিনি আসি[illegible] সম্মুখে প্রাচীর [illegible]র শিক্ষা সংশোধিত ও সম্পূর্ণ করিয়া তাঁহাদিগকে ...

তُكَذِّبُونَ ○ ١٦- قَالُوا رَبُّنَا يَعْلَمُ
إِنَّا إِلَيْكُمْ لَمُرْسَلُونَ ○ ١٧- وَمَا
عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ ○
١٨- قَالُوا إِنَّا تَطَيَّرْنَا بِكُمْ ۚ
لَئِنْ لَمْ تَنْتَهُوا لَنَرْجُمَنَّكُمْ
وَلَيَمَسَّنَّكُمْ مِنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ ○
١٩- قَالُوا طَائِرُكُمْ مَعَكُمْ ۚ
أَئِنْ ذُكِّرْتُمْ ۚ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ

বাদী ব্যতীত নহ। ১৬। তাহারা বলিয়াছিল—আমাদের প্রতিপালক পরিজ্ঞাত আছেন যে নিশ্চয়ই আমরা তোমাদের প্রতি প্রেরিত-রসুল। ১৭। এবং আমাদের উপর প্রকাশ্য প্রচার ব্যতীত নহে। ১৮। তাহারা বলিয়াছিল—নিশ্চয় আমরা তোমাদের সম্বন্ধে মন্দ ধারণা করিতেছি, যদি তোমরা নিবৃত্ত না হও তবে নিশ্চয় আমরা তোমাদিগকে প্রস্তরাঘাতে বিচূর্ণ করিব এবং নিশ্চয় আমাদিগ হইতে তোমাদিগকে যন্ত্রণাপ্রদ শাস্তি স্পর্শ করিবে। ১৯। তাহারা বলিয়াছিল—তোমাদের মন্দ ধারণা তোমাদের সঙ্গেই রহিয়াছে; ইহা এই জন্যই কি যে, তোমাদিগকে উপদেশ দান করা হইতেছে! বরং তোমরাই অপচারী

সম্পন্ন করেন এবং যাবতীয় অবিশ্বাসী সম্প্রদায়ের নিকট সত্যধর্ম্ম প্রচার করিতে প্রবৃত্ত হন। কিন্তু অবিশ্বাসীরা হজরত রসুলোল্লাকে তাহাদেরই মত সাধারণ মানুষ মনে করিয়া তৎপ্রতি অসত্যারোপ করতঃ যেরূপভাবে তাঁহাকে অবজ্ঞা ও উপেক্ষা করিয়াছিল, আলোচ্য আয়তত্রয়ের শেষাংশে জনপদনিবাসীদিগের উপমা বা দৃষ্টান্ত যোগে তাহাই বর্ণিত হইয়াছে।—তঃ মঃ আঃ।

১৬—১৮। কিন্তু হজরত রসুলোল্লাহ্ অথবা উপরোক্ত প্রেরিত রসুলগণ অবিশ্বাসীদের অসত্যারোপ অস্বীকার করিয়া নিজেদের উক্তির সত্যতা প্রকাশ করায় অবিশ্বাসীরা ক্রুদ্ধ হইয়া বলিয়াছিল যে, আমরা তোমাদিগকে বিশ্বাস করি না এবং তোমাদের সম্বন্ধে অতি মন্দ ধারণা পোষণ করি। অতএব তোমরা যদি ঐ নব-ধর্ম্ম প্রচার করা হইতে নিরস্ত না হও, তবে নিশ্চয় আমরা তোমাদিগকে প্রস্তরাঘাতে নিহত করিব অথবা তোমাদিগকে অতি কঠিন শাস্তি প্রদান করিব।

বলা বাহুল্য, অবিশ্বাসীরা আল্লাহ্‌তা'লার প্রেরিত রসুলগণের প্রায় প্রত্যককেই ঐরূপভাবে অত্যাচার ও নির্য্যাতনের ভীতি প্রদর্শন করিয়াছিল এবং অনেক স্থলে ঐ ভীতি-প্রদর্শনকে তাহারা কার্য্যে পরিণত করিতেও চেষ্টিত হইয়াছিল। বিশেষতঃ অবিশ্বাসী কোরেশ ও তাহাদের অনুগামী অন্যান্য সম্প্রদায় হজরত রসুলোল্লার প্রতি অসত্যারোপ করিয়া তৎপ্রতি যেরূপ অমানুষিক অত্যাচার ও নির্য্যাতনের স্রোত প্রবাহিত করিয়াছিল, তাহা সকলেই অবগত আছেন। তায়েফে ধর্ম্ম-প্রচার এবং ওহদ যুদ্ধে অবিশ্বাসীরা সত্যসত্যই হজরত রসুলোল্লাহ্‌কে [illegible]রাঘাতে আহত ও জর্জ্জরিত করিয়াছিল। আলোচ্য আয়তদ্বয়ে প্রকারান্তরে উহারই ভবি[illegible]ত [illegible] বা অস্পষ্ট আভাস [illegible]রিব্যক্ত হইয়াছে।

১৯। রসুলগণ বলিয়াছিলেন—তোমাদের অবিশ্বাস ও মন্দ ধারণ[illegible]াদিসে [illegible]র কোনই ক্ষতি-বৃদ্ধি হইবে না। কিন্তু তোমাদেরই মঙ্গলের জন্য আমরা তোমাদি[illegible]াওয়া যায় না দান করিতেছি,

...نَ ۝ ٢٠- وَجَآءَ مِنْ اَقْصَا
...نَةِ رَجُلٌ يَّسْعٰى قَالَ يٰقَوْمِ
...وا الْمُرْسَلِيْنَ ۙ ٢١- اتَّبِعُوْا مَنْ
...لُكُمْ اَجْرًا وَّهُمْ مُّهْتَدُوْنَ ۝

সম্প্রদায়। ২০। এবং নগরের উপকণ্ঠ হইতে এক ব্যক্তি দৌড়িয়া আসিয়া বলিয়াছিল—হে আমার সম্প্রদায়, তোমরা এই প্রেরিতগণের অনুসরণ কর। ২১। তোমরা তাহারই অনুসরণ কর—যে তোমাদের নিকট কোনই প্রতিদান প্রার্থনা করে না এবং তাহারাই সুপথগামী।

শুধু এই অপরাধেই কি তোমরা আমাদিগকে কঠোর শাস্তি প্রদান অথবা প্রস্তরাঘাতে... করিবে? নিশ্চয় তোমরা অতি অত্যাচারী ও অপচারী সম্প্রদায়। তোমাদিগকে অবশ্য... জন্য সমুচিৎ প্রায়শ্চিত্ত বা শাস্তি ভোগ করিতে হইবে।

২০—২১। যখন অবিশ্বাসীরা রসুলগণকে শাস্তি দিতে অথবা তাহাদের প্রতি অত্যাচার... উদ্যত হইয়াছিল, সেই সময়ে উক্ত জনপদের উপকণ্ঠ হইতে জনৈক ধার্ম্মিক ও প্রবীণ ব্যক্তি... তাহাদিগকে নিরস্ত করিরা বলিয়াছিল—হে আমার সম্প্রদায়, যদি তোমরা নিজেদের কল্যাণ... তবে রসুলগণের সদুপদেশ শুনিয়া তাহা বিশ্বাস কর এবং তন্মধ্যে এরূপ মহান মহাপুরুষের অ... কর—যিনি তোমাদের নিকট স্বীয় কৃতকার্য্যের জন্য কোনই প্রতিদান প্রার্থনা করিতেছেন না।

রসুলগণের ধর্ম্ম-প্রচার এবং অবিশ্বাসীদিগের বিরুদ্ধাচারণের মধ্যে আলোচ্য জনপদ বা... উপকণ্ঠ হইতে যে প্রবীণ ও ধার্ম্মিক ব্যক্তি দৌড়াইয়া আসিয়া বা অগ্রগামী হইয়া স্ব-সম্প্র... প্রেরিত রসুলগণের প্রতি অত্যাচার করা হইতে নিরস্ত রাখিতে এবং তাহাদিগকে রসুল... সদুপদেশ শুনিয়া তন্মধ্যে কোন বিশিষ্ট রসুলের অনুসরণ করাইতে চেষ্টিত হইয়াছিলেন, ... সম্বন্ধেও তফ্‌সীরকারগণ বিভিন্ন রূপ অনুমান করিয়াছিলেন। কেহ বলিয়াছেন যে, উক্ত ব্যক্তি... রসুলত্রয়েরই অন্যতম। প্রথম রসুলদ্বয় প্রত্যাখ্যাত হইবার পর তিনি অগ্রগামী হইয়া অবি... দিগকে ঐরূপ সদুপদেশ দান করিয়াছিলেন। কেহ কেহ বলিয়াছেন যে, উক্ত ব্যক্তি আ... নগরীর জনৈক জ্ঞানী ও ধার্ম্মিক অধিবাসী। অবিশ্বাসীরা প্রেরিত রসুলত্রয়ের প্রতি অ... করিতে উদ্যত হইলে তিনি দৌড়াইয়া আসিয়া তাহাদিগকে ঐরূপ অন্যায় কার্য্য হইতে... করিয়াছিলেন। আবার কেহ কেহ বলেন যে, এতদ্দ্বারা মহানগরী মক্কার অধিবাসী বিশ্ব... হজরত আবু-বকর সিদ্দিকের সম্বন্ধেই ইঙ্গিত করা হইয়াছে। অবিশ্বাসী ও অত্যাচারী... মধ্যে তিনিই সর্ব্বপ্রথম অগ্রগামী হইয়া আল্লার রসুলের অনুসরণ পূর্ব্বক সত্য ধ... করিয়াছিলেন এবং তিনিই সর্ব্বপ্রথম আদর্শ স্বরূপ অবিশ্বাসী আরব তথা সমগ্র পথভ্রা... জাতিকে অসত্য ও অনাচারের অন্ধকার হইতে সত্য ও সদাচারের সমুজ্জল আলোক আসি... প্রদর্শন করিয়াছিলেন।—তঃ হক্কানী, মঃ আঃ ও তঃ কোঃ তুলিতব্য।

আল্লাহতা'আলার মনোনীত নবুয়তের ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, তিনি... প্রত্যেক রসুলের জন্যই মানব জাতির মধ্য হইতে একজন আদর্শ অনুগামী বা অনুসরণকা... করিয়া আসিয়াছেন। ...বর হজরত মূসার এইরূপ একজন অনুগামীর বিষয় কোরান শরীফে ... ভা'বে উল্লেখ করা হইয়াছে (৪০—২৮)। আরিমেথিয়ার ইউসুফ হজরত ঈসার এইরূপ ... অনুগামী ও সাহায্যকারী ছিলেন। হজরত রসুলোল্লার এইরূপ আদর্শ অনুগামীর নাম ... আবু-বকর সিদ্দিক ...। ...শিরে... সমস্ত মক্কাবাসী কোরেশ সম্প্রদায় হজরত রসুলোল্লার প্রচারিত ধর্ম্ম অবিশ্বাস ও ... করিয়াছিল, তখন তিনিই অগ্রগামী হইয়া ইস্‌লাম গ্রহণ পূর্ব্বক প্রচারের জন্য নি... সম্মুখে উৎসর্গ করিয়া দিয়াছিলেন।

২৩শ পারা—অ-মালিয়া

২২। এবং আমার কি হইয়াছে যে,
আমি তাঁহার উপাসনা করিব না—যিনি
আমাকে সৃষ্টি করিয়াছেন এবং তাঁহারই
দিকে আমাদিগকে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে
হইবে। ২৩। তবে কি আমি তাঁহার
পরিবর্ত্তে অন্য উপাস্যদিগকে পরিগ্রহণ
করিব?—যদি সেই সর্ব্বপ্রদাতা আমাকে
ক্ষতিগ্রস্ত করিতে ইচ্ছা করেন, তবে
উহাদের অনুরোধ আমার জন্য কিছুমাত্র
কার্য্যকরী হইবে না এবং উহারা
আমাকে উদ্ধার করিতেও পারিবে না।
২৪। নিশ্চয়ই আমি তখন প্রকাশ্য
ভ্রান্তির অন্তর্গত হইব। ২৫। নিশ্চয়
আমি তোমাদের প্রতিপালকের প্রতি
বিশ্বাস স্থাপন করিলাম; অতএব আমার
নিকট শ্রবণ কর। ২৬। তাহাকে বলা

٢٢- وَمَا لِيَ لَآ أَعْبُدُ الَّذِيْ
فَطَرَنِيْ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ ○
٢٣- ءَأَتَّخِذُ مِنْ دُوْنِهِ آلِهَةً إِنْ
يُرِدْنِ الرَّحْمٰنُ بِضُرٍّ لَّا تُغْنِ عَنِّيْ
شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا وَّلَا يُنْقِذُوْنِ ○
٢٤- إِنِّيْٓ إِذًا لَّفِيْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ ○
٢٥- إِنِّيْٓ اٰمَنْتُ بِرَبِّكُمْ
فَاسْمَعُوْنِ ○ ٢٦- قِيْلَ ادْخُلِ

২২। আলোচ্য সূরার দ্বিতীয় রুকুর প্রারম্ভে যে অবাধ্য জনপদ ও উহার ধর্ম্মদ্রোহী অধিবাসীদের প্রতি প্রেরিত রসুলগণের প্রসঙ্গ বর্ণিত হইয়াছে; সেই জনপদের অবাধ্য অধিবাসীরা প্রেরিত রসুলগণের প্রতি অত্যাচার করিতে উদ্যত হইলে—উক্ত জনপদের এক প্রান্ত হইতে যে ধার্ম্মিক ব্যক্তি দৌড়িয়া আসিয়া রসুলগণের প্রতি অত্যাচার করা সম্বন্ধে তাহাদিগকে নিষেধ ও সতর্ক করিয়াছিলেন, এই আয়তে তাঁহারই উক্তি উল্লেখ করা হইয়াছে। তিনি অবাধ্য জনপদবাসীদিগকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছিলেন যে, যে সর্ব্বশক্তিমান প্রভু আমাকে সৃষ্টি করিয়াছেন—রসুলগণের উপদেশ অনুসারে আমি অবশ্যই তাঁহার উপাসনা করিব এবং তোমরাও ইহা জানিয়া রাখ যে, অবশেষে মৃত্যুর পর তোমাদের সকলকেই তাঁহার নিকট প্রত্যাবর্ত্তিত হইয়া স্ব স্ব কৃতকর্ম্মের প্রতিফল ভোগ করিতে হইবে।

২৩—২৪। অনন্তর ঐ ধার্ম্মিক ব্যক্তি উক্ত জনপদের অবাধ্য অধিবাসীদিগকে ইহাও বলিয়াছিলেন যে, যদি আমি সর্ব্বশক্তিমান আল্লার পরিবর্ত্তে অন্য উপাস্যের উপাসনা করি, তবে নিশ্চয় আমি প্রকাশ্য ভ্রান্তির মধ্যে নিপতিত হইব এবং তজ্জন্য আল্লাহতা'লা আমাকে ক্ষতিগ্রস্ত অথবা শাস্তি প্রদান করিলে উহারা কেহই আমাকে রক্ষা করিতে পারিবে না তখন উহাদের অনুরোধ আমার জন্য কিছুমাত্র কার্য্যকরী হইবে না।

২৫। অবশেষে ঐ ধার্ম্মিক ব্যক্তি অনাচার ও রসুল দ্রোহীদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছিলেন যে, রসুলগণের উপদেশ অনুসারে আমি আমাদের ও তোমাদের সর্ব্বশক্তিমান প্রতিপালক প্রভুর উপর বিশ্বাস স্থাপন করিলাম। অতএব তোমরাও যদি নিজেদের মুক্তি ও কল্যাণকামী হও এবং পরকালে স্বর্গোদ্যানে প্রবেশ করিয়া উহার সুখ-সম্পদ ভোগ করিতে চাও, তবে আমার এই সদুপদেশ শুনিয়া তোমরাও তৎপ্রতি বিশ্বাস স্থাপন কর।

২৬—২৭। আলোচ্য আয়তদ্বয়ের মর্ম্ম সম্বন্ধে পবিত্র কোরাণ ও হাদিসে কোনই স্পষ্টতর বর্ণনা নাই। বাইবেল এবং ইতিহাসেও এ সম্বন্ধে কোন সুনিশ্চিত বিবরণ পাওয়া যায় না। কোন কোন

ٱلْجَنَّةَ ۖ قَالَ يَٰلَيْتَ قَوْمِى
يَعْلَمُونَ ۝ ٢٧- بِمَا غَفَرَ لِى
رَبِّى وَجَعَلَنِى مِنَ ٱلْمُكْرَمِينَ ۝
٢٨- وَمَآ أَنزَلْنَا عَلَىٰ قَوْمِهِۦ
مِنۢ بَعْدِهِۦ مِن جُندٍ مِّنَ ٱلسَّمَآءِ
وَمَا كُنَّا مُنزِلِينَ ۝ ٢٩- إِن
كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَٰحِدَةً فَإِذَا هُمْ
خَٰمِدُونَ ۝ ٣٠- يَٰحَسْرَةً عَلَى
ٱلْعِبَادِ ۚ مَا يَأْتِيهِم مِّن رَّسُولٍ
إِلَّا كَانُوا۟ بِهِۦ يَسْتَهْزِءُونَ ۝
٣١- أَلَمْ يَرَوْا۟ كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُم

হইয়াছিল যে, তুমিই স্বর্গোদ্যানে প্রবেশ
কর; সে বলিয়াছিল—অহো, যদি আমার
সম্প্রদায় ইহা পরিজ্ঞাত হইত যে;
২৭। এতদ্বিষয়ে আমার প্রতিপালক
আমাকে মার্জ্জনা করিয়াছেন এবং আমাকে
সম্মানিতগণের অন্তর্গত করিয়া দিয়াছেন।
২৮। এবং আমি উহার পরে তাহার
সম্প্রদায়ের উপর আকাশ হইতে কোন
সৈন্যদল প্রেরণ করি নাই এবং আমি
প্রেরণকারীও ছিলাম না। ২৯। উহা
এক ধ্বংসধ্বনি ব্যতীত ছিল না—তাহাতেই
উহারা নিষ্পন্দ হইয়া গিয়াছিল।
৩০। সেই সকল দাসের জন্য পরিতাপ!
তাহাদের নিকট এতদ্ব্যতীত কোনই
রসুল আগমন করে নাই—যাহাকে
তাহারা উপহাস না করিয়াছিল।
৩১। তাহারা কি লক্ষ্য করে নাই যে,

তফ্সীরকার বলেন যে, "তুমিই স্বর্গোদ্যানে প্রবেশ কর"—এই বাক্য দ্বারা অনুমিত হয় যে ঐ অবাধ্য অবিশ্বাসীরা উক্ত ধার্ম্মিক ব্যক্তিকে হত্যা করিয়া ফেলিয়াছিল অথবা করিতে উদ্যত হইয়া বলিয়াছিল যে, তুমিই তোমার সেই স্বর্গে যাও; আমরা তথায় যাইতে বা সেই স্থানের সুখ ভোগ করিতে চাহি না। আয়তদ্বয়ের শেষাংশে ঐ ধার্ম্মিক ব্যক্তির আক্ষেপোক্তি উদ্ধৃত হইয়াছে। তিনি অবিশ্বাসীদিগের উক্ত উচ্চারণে ক্ষুণ্ণ হইয়া বলিয়াছিলেন যে, যদি তাহারা স্বর্গোদ্যানের সুখ-সম্পদের বিষয় অবগত হইত এবং যদি তাহারা জানিতে পারিত যে, আল্লাহতা'লা আমার অপরাধ ও দোষ-ত্রুটী ক্ষমা করিয়া পরলোকে আমাকে সম্মানিতগণের অন্তর্ভুক্ত করিয়াছেন, তাহা হইলে উহারা আমার প্রতি কখনই এইরূপ অসদাচরণ ও দুর্ব্ব্যবার করিত না।

২৮—২৯। অনন্তর আল্লাহতা'লা বলিতেছেন যে, আন্তাকিয়ার ঐ অবাধ্য ও ধর্ম্মদ্রোহী সম্প্রদায়কে শাস্তি দিবার জন্য আমি আকাশ হইতে কোন সৈন্যদল প্রেরণ করি নাই এবং এমন কোন ফেরেশ্তাও অবতীর্ণ হয় নাই। শুধু একটি প্রলয়ঙ্কর বজ্রধ্বনি দ্বারাই তাহারা নীরব নিষ্পন্দ হইয়া সমূলে ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছিল।

৩০। অতঃপর আল্লাহতা'লা বলিতেছেন যে, ঐ সকল অবিশ্বাসী ও ধর্ম্মদ্রোহী সম্প্রদায়ের জন্য অনুতাপ! উহাদের মধ্যে সত্যধর্ম্ম ও সদুপদেশ প্রচারের জন্য আমি যখনই কোন রসুল প্রেরণ করিয়াছি, তখনই উহারা আমার রসুলগণকে উপহাস ও অবজ্ঞা করিয়া এইরূপ শাস্তিভোগ করিয়াছে।

৩১—৩২। আল্লাহতা'লা আরও বলিতেছেন যে, আমার রসুলের প্রতি অবিশ্বাস ও উপহাস বিদ্রূপকারী—অবিশ্বাসী আরববাসীদিগের পক্ষে এতদ্বিষয় লক্ষ করিয়া সংযত ও সতর্ক হওয়া উচিত

আমি তাহাদের পূর্ব্বে কত যুগ-যুগান্ত হইতে ধ্বংস করিয়াছি—যাহা তাহাদের নিকট প্রত্যাবর্ত্তিত হয় নাই। ৩২। এবং এই জন্য তাহাদের সকলকেই আমার নিকট উপস্থিত হইতে হইবে।

مِّنَ الْقُرُوْنِ اَنَّهُمْ اِلَيْهِمْ
لَا يَرْجِعُوْنَ ۝ ٣٢- وَاِنْ كُلٌّ لَّمَّا
جَمِيْعٌ لَّدَيْنَا مُحْضَرُوْنَ ۝

৪র্থ রুকু—ঐশী সত্যের প্রত্যক্ষ নিদর্শনাবলী

৩৩। এবং নিজ্জীব পৃথিবীও তাহাদের জন্য এক নিদর্শন; আমি উহাকে সঞ্জীবিত করি এবং উহা হইতে শস্য উৎপাদন করি; তৎপর তাহারা উহা হইতে ভক্ষণ করিয়া থাকে। ৩৪। এবং আমি তন্মধ্যে খর্জ্জুর ও আঙ্গুরের উদ্যান সমূহ করিয়া দিয়াছি এবং আমি তন্মধ্যে প্রস্রবণ সমূহ প্রবাহিত করিয়াছি; ৩৫। যেন তাহারা উহা হইতে ফল-সমূহ ভক্ষণ করে; এবং তাহাদের হস্তসমূহ উহা প্রস্তুত করে নাই—তবুও কি তাহারা কৃতজ্ঞ হইবে না? ৩৬। তিনিই পবিত্রতম—যিনি ভূমি হইতে উদ্গত সমস্ত বিষয়ের যুগল সৃষ্টি করিয়াছেন, এবং

٣٣- وَاٰيَةٌ لَّهُمُ الْاَرْضُ الْمَيْتَةُ ۚ
اَحْيَيْنٰهَا وَاَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ
يَاْكُلُوْنَ ۝ ٣٤- وَجَعَلْنَا فِيْهَا
جَنّٰتٍ مِّنْ نَّخِيْلٍ وَّاَعْنَابٍ
وَّفَجَّرْنَا فِيْهَا مِنَ الْعُيُوْنِ ۝
٣٥- لِيَاْكُلُوْا مِنْ ثَمَرِهٖ ۙ وَمَا
عَمِلَتْهُ اَيْدِيْهِمْ ۗ اَفَلَا يَشْكُرُوْنَ ۝
٣٦- سُبْحٰنَ الَّذِيْ خَلَقَ
الْاَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْۢبِتُ

যে, তাহাদের পূর্ব্বে—যুগে যুগে এই পৃথিবীতে আমি বহু অবাধ্য অবিশ্বাসী সম্প্রদায়কে সমূলে ধ্বংস করিয়া দিয়াছি এবং পরকালে তাহাদের সকলকেই স্ব স্ব কৃতকার্য্যের প্রতিফল ভোগ করিবার জন্য আমার সমক্ষে উপস্থিত হইতে হইবে। আমার সেই সুবিচার ও শাস্তি হইতে তাহারা কেহই পরিত্রাণ পাইবে না।

৩৩—৩৫। অনন্তর আল্লাহতা'লা অবিশ্বাসীদিগকে লক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন যে, আমার একত্ব ও অলৌকিক শক্তি-মহিমা সম্বন্ধে এই পৃথিবীও তাহাদের জন্য একটি প্রতক্ষ নিদর্শন। কারণ এই পৃথিবী 'নিজ্জীব' অর্থাৎ অনুর্ব্বর ও বিশুষ্ক হইবার পর আমিই উহাকে বারি বর্ষণে সঞ্জীবিত ও উর্ব্বর করিয়া থাকি। তখন উহাতে নানা প্রকার ফল-শস্য উৎপন্ন হয় এবং আমার ইঙ্গিতে তন্মধ্যে সুস্বাদু সলিলপূর্ণ নদ-নদীও প্রস্রবণ সমূহ প্রবাহিত হইয়া থাকে। মানবজাতি উহা ভক্ষণ ও পান করিয়া পরিতৃপ্ত হয়। অথচ তাহারা অথবা অন্য কেহই উহা সৃষ্টি করে নাই; বরং মানবের ক্ষুৎপিপাসা নিবারণের জন্য আমিই ঐ সমস্ত সৃষ্টি করিয়াছি। আমার অনুপম অনুগ্রহের এই সকল প্রত্যক্ষ নিদর্শন অবলোকন করিয়াও কি অবিশ্বাসীরা আমার প্রতি বিশ্বাস-স্থাপন ও কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিবে না?

৩৬। আল্লাহতা'লা আরও বলিতেছেন যে, আমি মানবের জ্ঞাত ও অজ্ঞাত প্রত্যেক বিষয়েরই যুগল সৃষ্টি করিয়াছি। পুরুষ ও প্রকৃতি-ভেদে এই জগত-সৃষ্টির মধ্যে আমার যে অলৌকিক

তাহাদের জীবন হইতে ও তাহারা যাহা জানে না—তাহা হইতেও। ৩৭। এবং রজনীও তাহাদের জন্য একটি নিদর্শন; আমি উহা হইতে দিবস আকর্ষণ করি; ইহার পরেও তাহারা অন্ধকারাচ্ছন্ন থাকে। ৩৮। এবং সূর্য্য তাহার নির্দ্দিষ্ট কক্ষে পরিক্রমণ করিতেছে; ইহাও সেই মহাপরাক্রান্ত মহাজ্ঞানীর বিধান। ৩৯। এবং আমি চন্দ্রের জন্য নির্দ্দিষ্ট স্থান-সমূহ নির্দ্ধারিত করিয়া দিয়াছি—যে পর্য্যন্ত উহা পুরাতন খর্জ্জুর-শাখার ন্যায় পুনরাবর্ত্তিত না হয়। ৪০। সূর্য্যের এমন সাধ্য নাই যে, চন্দ্রকে প্রাপ্ত হইবে অথবা রজনী দিবসকে অতিক্রম করিবে; এবং সমস্তই নভোমণ্ডলের মধ্যে পরিক্রমণ করিতেছে। ৪১। এবং তাহাদের জন্য

رْضِ وَمِنْ اَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا
يَعْلَمُوْنَ ○ ٣٧- وَاٰيَةٌ
اللَّيْلُ ج نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ
اِذَا هُمْ مُّظْلِمُوْنَ ۙ ٣٨- وَ
الشَّمْسُ تَجْرِيْ لِمُسْتَقَرٍّ لَّهَا ط
تَقْدِيْرُ الْعَزِيْزِ الْعَلِيْمِ ۙ
٣٩- وَالْقَمَرَ قَدَّرْنٰهُ مَنَازِلَ حَتّٰى
كَالْعُرْجُوْنِ الْقَدِيْمِ ○ ٤٠- لَا
الشَّمْسُ يَنْۢبَغِيْ لَهَآ اَنْ تُدْرِكَ
الْقَمَرَ وَلَا الَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ ط
وَكُلٌّ فِيْ فَلَكٍ يَّسْبَحُوْنَ ○ ٤١- وَ

শক্তি-মহিমা বিকশিত হইয়াছে, তাহা লক্ষ্য করিয়াও আমার প্রতি বিশ্বাস-স্থাপন ও সত্যধর্ম্ম
করা তাহাদের একান্ত কর্ত্তব্য।

৩৭—৪০। ঐশী-সত্যের নিঃসন্দেহ নিদর্শনাবলী সম্বন্ধে পার্থিব বিষয়ের উল্লেখ করিবার
আল্লাহতা'লা নভোমণ্ডলের প্রত্যক্ষ নিদর্শনাবলী বর্ণনা করিতেছেন। সর্ব্বপ্রথম আল্লাহতা'লা র
ও দিবসের প্রসঙ্গ উল্লেখ করিয়া বলিতেছেন যে, আমি রজনী ও দিবসকে এরূপভাবে
করিয়াছি যে, উহা দ্বারা এই পৃথিবী পর্যায়ক্রমে আলোকিত ও অন্ধকারাচ্ছন্ন হইয়া থা
সূর্য্যকে আমি এরূপভাবে সৃষ্টি করিয়াছি যে, সে আমার নির্দ্ধারিত নিয়ম অনুসারে তাহার নি
কক্ষে পরিক্রমণ করিতেছে। চন্দ্রের পরিক্রমণের জন্যও আমি ঐরূপ রাশিচক্র সমূহ নির্দ্ধা
করিয়া দিয়াছি। এই নির্দ্দিষ্ট নিয়ম অনুসারেই অতি সূক্ষ্মকায় নব চন্দ্রের উদয় হইতে উহা ক্রম
পরিপুষ্ট হইয়া পূর্ণচন্দ্র বা পূর্ণিমায় পর্য্যবসিত হয় এবং পুনরায় উহা ক্ষয়প্রাপ্ত হইতে হইতে
খর্জ্জুর শাখার ন্যায় ক্ষীণাকারে লয়প্রাপ্ত হইয়া অবশেষে অমাবশ্যায় পর্য্যবসিত হইয়া থাকে। অ
অলৌকিক বিধান অনুসারে সূর্য্যের এমন সাধ্য নাই যে, চন্দ্রের সহিত সংলগ্ন হইবে অথবা রজনী
এমন সাধ্য নাই যে, দিবসকে অতিক্রম করিয়া যাইবে। আমার নির্দ্ধারণ অনুসারে সূর্য, চ
গ্রহ উপগ্রহ প্রভৃতি সমস্তই মহাশূন্যে পরিক্রমণ করিতেছে; অথচ কাহারও সহিত কাহারও
অথবা নির্দ্দিষ্ট নিয়মের কোনই ব্যতিক্রম হইতেছে না।

৪১—৪৩। তফ্সীরকারগণ এই তিনটী আয়তের বিভিন্নরূপ মর্ম্ম পরিগ্রহণ করিয়াছেন।
কেহ বলেন যে, অতীতের সেই বিশ্বব্যাপী মহাপ্লাবনে হজরত নূহ ও তদীয় বংশধরগণ এক
তরণীতে আরোহণ করিয়া যেরূপভাবে আত্মরক্ষা এবং মানবজাতির বংশ রক্ষা করিয়াছি

ইহাও এক নিদর্শন যে, আমি তাহাদের
বংশধরগণকে পরিপূর্ণ তরণীতে আরোহণ
করাইয়াছিলাম। ৪২। এবং আমি
তাহাদের জন্য এতদনুরূপ আরও সৃষ্টি
করিয়াছি—যাহাতে তাহারা আরোহণ
করিয়া থাকে। ৪৩। এবং যদি আমি
ইচ্ছা করি—তাহাদিগকে নিমজ্জিত করিয়া
দিতে পারি; তৎপর তাহাদের জন্য
কোনই উদ্ধারকারী হইবে না এবং
তাহারা কেহই পরিত্রাণ পাইবে না।
৪৪। কিন্তু আমার নিকট হইতেই
অনুগ্রহ এবং এক নির্দ্দিষ্ট কাল পর্য্যন্তই
ভোগ-সম্পদ। ৪৫। এবং যখন তাহা-
দিগকে বলা হয় যে, তোমাদের সম্মুখে
যাহা আছে ও তোমাদের পশ্চাতে যাহা
আছে, তাহা হইতে ভীত হও—যেন
তোমরা করুণা লাভ করিতে পার।
৪৬। এবং এতদ্ব্যতীত তাহাদের প্রতি-
পালকের নিদর্শনাবলী হইতে তাহাদের
নিকট এরূপ কোনই নিদর্শন উপনীত
হয় নাই যে, তাহারা উহা হইতে বিমুখ

ءَايَةٌ لَّهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ
فِى ٱلْفُلْكِ ٱلْمَشْحُونِ ۚ ٤٢- وَ
خَلَقْنَا لَهُم مِّن مِّثْلِهِۦ
مَا يَرْكَبُونَ ○ ٤٣- وَإِن نَّشَأْ
نُغْرِقْهُمْ فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ
وَلَا هُمْ يُنقَذُونَ ۚ ٤٤- إِلَّا رَحْمَةً
مِّنَّا وَمَتَٰعًا إِلَىٰ حِينٍ ○ ٤٥- وَ
إِذَا قِيلَ لَهُمُ ٱتَّقُوا۟ مَا بَيْنَ
أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ
تُرْحَمُونَ ○ ٤٦- وَمَا تَأْتِيهِم
مِّنْ ءَايَةٍ مِّنْ ءَايَٰتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا۟

আলোচ্য আয়তের প্রথমে সেই ঘটনারই আভাস প্রদান করা হইয়াছে। কিন্তু অনেকের মতে এই আয়তের অর্থ অতি সাধারণ। মানব সন্তানেরা বিভিন্ন প্রকার ক্ষুদ্র-বৃহৎ তরণীতে আরোহণ করিয়া যেরূপভাবে নদ-নদী ও সমুদ্র অতিক্রম করে যেরূপভাবে তাহারা অশ্ব, উষ্ট্র, হস্তী এবং গাড়ী, মোটর ও এরোপ্লেনে আরোহণ করিয়া জলে, স্থলে ও অন্তরীক্ষে গমনাগমন পরিভ্রমণ করিয়া থাকে, আলোচ্য আয়তে মানবের প্রতি আল্লাহতা'লার সেই অপার অনুগ্রহের বিষয়ই বিবৃত হইয়াছে। কিন্তু হজরত আলীর (কঃ) মতে আলোচ্য আয়তত্রয়ের প্রথমাংশের মর্ম্ম রূপক। এস্থলে পরিপূর্ণ তরণীর মর্ম্ম গর্ভবতী রমণী বা পূর্ণগর্ভা জননী। মানব-সন্তানেরা প্রথমতঃ মাতৃগর্ভ অবলম্বন করিয়াই পৃথিবীতে আগমন করে এবং পরে শৈশবে, কৈশোরে, যৌবনে ও বার্দ্ধক্যে প্রয়োজনানুযায়ী নানারূপ যান-বাহনে আরোহণ করিয়া বিভিন্ন স্থানে গমনাগমন ও আবশ্যকীয় কার্য্য সমূহ সম্পাদন পূর্ব্বক স্ব স্ব জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহ করিয়া থাকে।—তঃ হক্কানী।

৪৪—৪৫। অতঃপর আল্লাহতা'লা বলিতেছেন যে, আমার এই অপরিহার্য্য সৃষ্টি-নিয়মানুযায়ী মানব-সন্তানেরা তাহাদের স্ব স্ব জীবনে এক নির্দ্দিষ্ট সময়ের জন্যই আমার প্রদত্ত ঐ সকল সুখ-সম্পদ উপভোগ করিয়া থাকে। তৎপর মানব-সন্তানকে যথাসময়ে সমস্ত সুখ-সম্পদ ও ভোগ-বিলাস পরিত্যাগ করিয়া আমার সমক্ষে উপস্থিত হইতে হইবে। অতএব আমার অনুগ্রহ ও করুণা লাভের জন্য স্ব স্ব জীবনের অতীত ও ভবিষ্যৎ সম্পর্কে সতর্ক হওয়া তাহাদের একান্ত কর্ত্তব্য।

৪৬। কিন্তু অবিশ্বাসী ও ধর্ম্মদ্রোহীরা আল্লাহতা'লার এই সমস্ত প্রত্যক্ষ নিদর্শন দেখিয়াও তৎপ্রতি অবিশ্বাস এবং তাহার প্রেরিত রসুলগণের প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করে। বলা বাহুল্য, ইহাই তাহাদের প্রকৃতিগত রীতি ও চিরাচরিত স্বভাব-ধর্ম্ম।

عَنْهَا مُعْرِضِيْنَ ○ ٤٧- وَإِذَا قِيْلَ
لَهُمْ أَنْفِقُوْا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللّٰهُ ۙ
قَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا
أَنُطْعِمُ مَنْ لَّوْ يَشَاءُ اللّٰهُ أَطْعَمَهٗٓ ۖ
إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِيْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ ○
٤٨- وَيَقُوْلُوْنَ مَتٰى هٰذَا الْوَعْدُ
إِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ○ ٤٩- مَا
يَنْظُرُوْنَ إِلَّا صَيْحَةً وَّاحِدَةً تَأْخُذُ
هُمْ وَهُمْ يَخِصِّمُوْنَ ○ ٥٠- فَلَا
يَسْتَطِيْعُوْنَ تَوْصِيَةً وَّلَآ إِلٰى
أَهْلِهِمْ يَرْجِعُوْنَ ع

না হইয়াছে। ৪৭। এবং যখন তাহাদিগকে বলা হয় যে, আল্লাহ তোমাদিগকে যে উপজীবিকা দান করিয়াছেন তাহা হইতে ব্যয় কর, তখন অবিশ্বাসকারীরা বিশ্বাস-স্থাপনকারীদিগকে বলে যে, আমরা কি তাহাকে ভক্ষণ করাইব, যাহাকে আল্লাহ ইচ্ছা করিলেই আহার্য্য দান করিতে পারেন? বস্তুতঃ তোমরা প্রকাশ্য ভ্রান্তির মধ্যে ব্যতীত নহ? ৪৮। এবং তাহারা বলে যে, যদি তোমরা সত্যবাদী হও, তবে কখন এই অঙ্গীকার সংঘটিত হইবে? ৪৯। তাহারা একটি ধ্বংসধ্বনি ব্যতীত অপেক্ষা করিতেছে না—যাহা তাহাদিগকে ধৃত করিবে এবং তাহারা বিতর্কই করিতে থাকিবে। ৫০। তখন তাহারা অন্তিম-বাক্যও বলিতে সমর্থ হইবে না এবং তাহাদের গৃহ-পরিজনের দিকেও ফিরিয়া যাইতে পারিবে না।

৪৭। এই আয়তে স্বার্থপর অবিশ্বাসীদিগের প্রকৃতিগত স্বভাব বর্ণিত হইয়াছে। অবিশ্বাসী-দিগকে যখন আল্লার পথে ব্যয় করিতে এবং অভাবগ্রস্ত ও বিপন্ন লোকদিগকে সাহায্য করিতে বল হয়, তখন তাহারা বলে যে, আল্লাহতা'লা যাহাকে দান করেন নাই, আমরা তাহাকে কি জন্য দান করিব? তিনি ইচ্ছা করিলেই ত দরিদ্র ও অভাবগ্রস্তদিগকে যথেষ্ট ধন-সম্পদ দান করিতে পারিতেন, অপরের সাহায্য করিবার প্রয়োজন কি? ইহার উত্তরে আল্লাহতা'লা বলিতেছেন যে ঐ সকল লোক প্রকাশ্য ভ্রান্তির মধ্যে রহিয়াছে। উহারা কখনই সত্যধর্ম্ম গ্রহণ অথবা সৎকার্য করিবে না। অপরের প্রতি উহাদের অন্তরে কিছুমাত্র সহানুভূতি নাই।

৪৮—৫০। পবিত্র কোরান শরিফে অবিশ্বাস ও ধর্ম্মদ্রোহিতার জন্য যে সকল ইহ-পারলৌকিক শাস্তি ও বিড়ম্বনার ভবিষ্যদ্বাণী করা হইয়াছে, অবিশ্বাসীরা বিশ্বাসী মুসলমানদিগকে বিদ্রূপ করিয়া জিজ্ঞাসা করিত যে, তোমাদের কথা যদি সত্য হয়, তবে উহা কখন সংঘটিত হইবে? ইহার উত্তরে আল্লাহতা'লা বলিয়া দিতেছেন যে, উহা এরূপ একটি আকস্মিক ধ্বংস-ধ্বনি যে, যখন উহা তাহাদের সমক্ষে উপস্থিত হইবে তখন তাহারা স্ব স্ব গৃহ-পরিজনের নিকট ফিরিয়া যাইতে অথবা নিজেদের অন্তিম বাক্য বলিতে এক মুহূর্ত্ত অবকাশ পাইবে না। তাহাদিগকে তৎক্ষণাৎ মৃত্যুমুখে পতিত হইয়া ধ্বংসপ্রাপ্ত হইতে হইবে।

আলোচ্য আয়তত্রয়ের শেষোক্ত আয়তদ্বয়কে কেহ কেহ বদর যুদ্ধের অপ্রত্যাশিত ভীষণ আয়োজনের ভবিষ্যদ্বাণী (মঃ আঃ) এবং কেহ কেহ হজরত এস্রাফিল ফেরেস্তা কর্ত্তৃক মহাপ্রলয়ের শৃঙ্গ-ধ্বনি বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।—তঃ হক্কানী।

৪র্থ রুকু—পারলৌকিক শাস্তি ও পুরস্কারের প্রসঙ্গ

৫১। এবং শিঙ্গায় ফুৎকার প্রদান
করা হইবে—তখন তাহারা স্ব স্ব সমাধি
সমূহ হইতে তাহাদের প্রতিপালকের
দিকে প্রধাবিত হইবে। ৫২। তাহারা
বলিবে—হায়, আমাদের জন্য পরিতাপ!
কে আমাদিগকে আমাদের শয়নাগার
হইতে উত্তোলিত করিয়াছে? সর্ব্বপ্রদাতা
এতদ্‌সম্বন্ধেই ত অঙ্গীকার করিয়াছিলেন
এবং রসুলগণও সত্য বলিয়াছিলেন।
৫৩। উহা একটি ধ্বংসধ্বনি ব্যতীত নহে;
অনন্তর তাহাদের সকলকেই আমার সমক্ষে
উপস্থিত করা হইবে। ৫৪। বস্তুতঃ সেদিন
কেহই কিছুমাত্র অত্যাচারিত হইবে না,
এবং তোমরা যাহা করিয়াছিলে তদ্ব্যতীত
প্রতিফল প্রাপ্ত হইবে না। ৫৫। নিশ্চয়
সেদিন স্বর্গোদ্যানের অধিবাসিগণ আনন্দ
উৎসবে বিভোর রহিবে। ৫৬। তাহারা
ও তাহাদের সহধর্ম্মিণীগণ ছায়াতলে
উপাধানযুক্ত উচ্চাসনে উপবিষ্ট থাকিবে।

٥١- وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ
الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنسِلُونَ ○
٥٢- قَالُوا يَا وَيْلَنَا مَن بَعَثَنَا مِن
مَّرْقَدِنَا ۜ سكتة هَٰذَا مَا وَعَدَ
الرَّحْمَٰنُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ ○
٥٣- إِن كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً
فَإِذَا هُمْ جَمِيعٌ لَّدَيْنَا مُحْضَرُونَ ○
٥٤- فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا
وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنتُمْ
تَعْمَلُونَ ○ ٥٥- إِنَّ أَصْحَابَ
الْجَنَّةِ الْيَوْمَ فِي شُغُلٍ
فَاكِهُونَ ○ ٥٦- هُمْ وَأَزْوَاجُهُمْ فِي
ظِلَالٍ عَلَى الْأَرَائِكِ مُتَّكِئُونَ ○

৫১—৫৩। এই তিনটী আয়তে 'কেয়ামত' বা পুনরুত্থানের প্রসঙ্গ বর্ণিত হইয়াছে। মহাপ্রলয়ের পরে আল্লাহতা'লার আদেশে হজরত এস্রাফিল দ্বিতীয় বার শিঙ্গায় ফুৎকার প্রদান করিবেন। সেই ভীষণ ধ্বনির আকর্ষণে সমস্ত মানব স্ব স্ব সমাধি হইতে উত্থিত হইয়া মহাবিচার ক্ষেত্রে সমবেত হইবে এবং আল্লাহ-রসুলের পরলোক সম্বন্ধীয় ভবিষ্যদ্বাণীর সত্যতা প্রত্যক্ষ অবলোকন করিয়া তখন অনেকেই অনুতাপ করিতে থাকিবে।

৫৪। সেই মহাবিচার দিবসে কাহারও উপর কিছুমাত্র অবিচার বা অত্যাচার করা হইবে না এবং সেদিন প্রত্যেকেই স্ব স্ব কৃতকর্ম্মানুযায়ী প্রতিফল বা প্রতিদান প্রাপ্ত হইবে।

৫৫—৫৮। এই চারিটি আয়তে বিশ্বাসী, সৎকর্ম্মশীল ও পুণ্যবান নর-নারীগণের পারলৌকিক সুখ-সম্ভোগের বিষয় বর্ণিত হইয়াছে। সেদিন পুণ্যবান পুরুষ ও তাহাদের পুণ্যবতী সহধর্ম্মিণীগণ স্বর্গোদ্যানে প্রবেশ করিয়া সুশীতল ছায়াতলে অবস্থিত সুকোমল উচ্চাসনে উপবেশন পূর্ব্বক আনন্দ-উৎসবে বিভোর হইয়া পড়িবে। তথায় তাহাদের জন্য নানাবিধ সুমধুর স্বর্গীয় ফল এবং অনুপম সুস্বাদু খাদ্য ও পানীয় বিদ্যমান থাকিবে। এতদ্‌ভিন্ন তাহারা তথায় নিজেদের সুখ-শান্তি ও ভোগ-বিলাসের

৫৭। তন্মধ্যে তাহাদের জন্য ফলপুঞ্জ
রহিবে এবং তাহাদের জন্য তাহারা
যাহা ইচ্ছা করে তাহাই বিদ্যমান থাকিবে।
৫৮। করুণাময় প্রতিপালক হইতে 'সালাম'
সম্ভাষিত হইবে। ৫৯। এবং হে
অপরাধিগণ, আজ তোমরা পৃথক হইয়া
যাও। ৬০। হে আদম-সন্তানগণ, আমি
কি তোমাদের বিশেষভাবে আদেশ
করি নাই যে, তোমরা শয়তানের
উপাসনা করিও না, নিশ্চয় সে তোমা-
দের প্রকাশ্য শত্রু। ৬১। এবং যেন
তোমরা আমারই আরাধনা কর—ইহাই
সরল সুপথ। ৬২। এবং নিশ্চয়ই সে
তোমাদের অন্তর্গত বহু সৃষ্টিকে বিভ্রান্ত
করিয়াছে ;—তবুও কি তোমরা হৃদয়ঙ্গম
করিবে না? ৬৩। ইহাই সেই নরক,
যদ্বিষয়ে তোমরা প্রতিশ্রুত হইয়াছিলে।
৬৪। আজ তোমরা ইহাতেই প্রবিষ্ট হও,
যেহেতু তোমরা অবিশ্বাস করিয়াছিলে।

لَهُمْ فِيْهَا فَاكِهَةٌ وَّلَهُمْ
دَّعُوْنَ ٥٨- سَلٰمٌ قَوْلًا
رَّبٍّ رَّحِيْمٍ ٥٩- وَامْتَازُوا
وْمَ اَيُّهَا الْمُجْرِمُوْنَ ٥
اَلَمْ اَعْهَدْ اِلَيْكُمْ يٰبَنِيْٓ اٰدَمَ
لَّا تَعْبُدُوا الشَّيْطٰنَ ج اِنَّهٗ لَكُمْ
مُّبِيْنٌ ٦١- وَّاَنِ اعْبُدُوْنِيْ ط
صِرَاطٌ مُّسْتَقِيْمٌ ٥ ٦٢- وَلَقَدْ
لَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيْرًا ط اَفَلَمْ
وْنُوْا تَعْقِلُوْنَ ٥ ٦٣- هٰذِهٖ
مُ الَّتِيْ كُنْتُمْ تُوْعَدُوْنَ ٥
اِصْلَوْهَا الْيَوْمَ بِمَا كُنْتُمْ

জন্য যাহা ইচ্ছা তাহাই প্রাপ্ত হইবে এবং করুণাময় আল্লাহতা'লার পক্ষ হইতে তাহাদিগকে 'সা
ও শান্তি-সম্ভাষণ জ্ঞাপন করা হইবে। স্বর্গবাসিগণের অনন্ত জীবনে ইহাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট প্রা
এবং সর্ব্বাপেক্ষা মহান্ সফলতা।

৫৯—৬২। অনন্তর সেই মহাবিচারের দিন সর্ব্বশক্তিমান আল্লাহতা'লা অবিশ্বাসী ও দুষ্কার্য্য
ধর্ম্মদ্রোহীদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিবেন :—হে অপরাধিগণ, আজ তোমরা বিশ্বাসিবৃন্দ হ
পৃথক হইয়া নরকে গমন কর। হে অবিশ্বাসী মানববৃন্দ, তোমাদের পার্থিব জীবনে আমি
তোমাদিগকে বিশেষভাবে আদেশ করি নাই যে, তোমরা মানব জাতির পরম শত্রু পা
শয়তানের অনুসরণ ও উপাসনা করিও না; বরং যদি তোমরা নিজেদের কল্যাণ ও মুক্তি
তবে তোমরা আমারই উপাসনা কর এবং তোমাদের মুক্তি ও কল্যাণের ইহাই একমাত্র
সুপথ? ফলতঃ তখন তোমরা কথা আদৌ বিশ্বাস কর নাই; কিন্তু আজ তোমরা প্র
ভাবে দেখ যে, পাপাত্মা শয়তান তোমাদের ন্যায় কত সৃষ্টি এবং কত লোককে বিভ্রান্ত ও বিপ
করিয়া তাহাদিগকে নিরয়গামী করিয়া দিয়াছে।

৬৩—৬৪। অবিশ্বাস ও ধর্ম্মদ্রোহিতার জন্য তোমাদিগকে নরকানলের প্রতিশ্রুতি প্র
করা হইয়াছিল এবং পার্থিব জীবনের সুখ-ভোগ ও মায়ামোহে প্রমত্ত হইয়া তোমরা যাহা অ
করিয়াছিলে, আজ সেই নরক তোমাদের সম্মুখে উপস্থিত। অতএব আজ তোমরা উহাতেই প্র
হও এবং উহাতে প্রবেশ করা ভিন্ন আজ তোমাদের কোনই গত্যন্তর নাই।

তَكْفُرُونَ ○ ٦٥- اَلْيَوْمَ نَخْتِمُ
عَلٰۤى اَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَاۤ اَيْدِيْهِمْ
وَتَشْهَدُ اَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوْا
يَكْسِبُوْنَ ○ ٦٦- وَلَوْ نَشَاۤءُ
لَطَمَسْنَا عَلٰۤى اَعْيُنِهِمْ فَاسْتَبَقُوا
الصِّرَاطَ فَاَنّٰى يُبْصِرُوْنَ ○ ٦٧- وَ
لَوْ نَشَاۤءُ لَمَسَخْنٰهُمْ عَلٰى
مَكَانَتِهِمْ فَمَا اسْتَطَاعُوْا مُضِيًّا وَّلَا
يَرْجِعُوْنَ ○ ٤

৬৫। আজ আমি তাহাদের আনন সমূহের উপর মোহরাঙ্কিত করিয়া দিব, এবং তাহাদের হস্ত-সমূহ আমার সমক্ষে কথা বলিবে এবং তাহারা যাহা অর্জ্জন করিয়াছিল, তদ্বিষয়ে তাহাদের পদ-সমূহ সাক্ষ্য দান করিবে। ৬৬। এবং যদি আমি ইচ্ছা করিতাম, তবে তাহাদের নয়ন-সমূহ উৎপাটিত করিয়া দিতাম, তখন তাহারা পথ অতিক্রম করিবার চেষ্টা করিত; কিন্তু তাহারা কিরূপে দেখিতে পাইত; ৬৭। এবং যদি আমি ইচ্ছা করিতাম, তবে তাহাদের গৃহেই তাহা-দিগকে রূপান্তরিত করিয়া দিতাম; তখন তাহারা অগ্রসর অথবা পশ্চাদ্বর্ত্তিত হইতে পারিত না।

৫ম রুকু—পুনরুত্থান ও মানব-জীবনের শেষ পরিণতি

٦٨- وَمَنْ نُّعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِى
الْخَلْقِ ط اَفَلَا يَعْقِلُوْنَ ○ ٦٩- وَمَا

৬৮। এবং যাহাকে আমি দীর্ঘায়ু প্রদান করি তাহাকে এই সৃষ্টিতেই পরিবর্ত্তিত করিয়া দেই, তথাপি তাহারা কেন বুঝিতেছে না? ৬৯। এবং আমি

৬৫—৬৭। আল্লাহতা'লা আরও বলিবেন:—অবিশ্বাসীগণ, আজ আমি তোমাদের মুখ বন্ধ করিয়া দিয়া তোমার স্ব স্ব হস্ত পদ ও অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের দ্বারা যে সকল অনাচার ও দুষ্কার্য্য করিয়াছিলে, সেই সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের দ্বারাই আজ তাহার সাক্ষ্য প্রদান করাইব। সুতরাং আজ তোমাদের পার্থিব জীবনের সেই সকল অপরাধ অস্বীকার করিবার কোনই উপায় নাই। তোমরা আজ আমার শক্তিমহিমার যে প্রত্যক্ষ পরিচয় পাইতেছ, আমি ইচ্ছা করিলে তোমাদের পার্থিব জীবনেও তোমাদিগকে এইরূপ ভাবে অন্ধ, বধির ও অক্ষম অবস্থায় রূপান্তরিত করিয়া দিয়া ঐ সকল কার্য্য হইতে প্রতিরোধ করিতে পারিতাম। কিন্তু তথায় তোমাদিগকে ধর্ম্ম ও অধর্ম্মের পথে চলিবার জন্য স্বাধীনতা দেওয়া হইয়াছিল এবং আজিকার এই প্রতিফল দিবসের প্রতীক্ষায়ই আমি পার্থিব জীবনে অবকাশ প্রদান করিয়াছিলাম।

৬৮। এই আয়তের মর্ম্ম ব্যক্তি-বিশেষ বা জাতি-বিশেষে সকলের প্রতিই সমভাবে প্রযুজ্য হইতে পারে। মানব দীর্ঘায়ু লাভ করিলে শেষকালে সে যেরূপ অক্ষম ও অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়ে, দীর্ঘ দিন পরে জাতিরও সেই অবস্থা উপস্থিত হয়। ইহা সৃষ্টির একটি স্বাভাবিক নিয়ম। সুতরাং এই সৃষ্টি-নিয়মের প্রতি লক্ষ্য করিয়া কোন মানুষের পক্ষেই স্বীয় ধন-জন ও যৌবনের গর্ব্বে অন্ধ ও উচ্ছৃঙ্খল হওয়া উচিত নহে।

৬৯—৭০। পবিত্র কোরান শরিফের ভাষায় অনুপম মাধুর্য্য অবলোকনে আরবের অনেক অবিশ্বাসী বলিত যে ...

৬৫। আজ আমি তাহাদের আনন
সমূহের উপর মোহরাঙ্কিত করিয়া দিব,
এবং তাহাদের হস্ত-সমূহ আমার সমক্ষে
কথা বলিবে এবং তাহারা যাহা অর্জ্জন
করিয়াছিল, তদ্বিষয়ে তাহাদের পদ-সমূহ
সাক্ষ্য দান করিবে। ৬৬। এবং যদি
আমি ইচ্ছা করিতাম, তবে তাহাদের
নয়ন-সমূহ উৎপাটিত করিয়া দিতাম, তখন
তাহারা পথ অতিক্রম করিবার চেষ্টা
করিত; কিন্তু তাহারা কিরূপে দেখিতে
পাইত; ৬৭। এবং যদি আমি ইচ্ছা
করিতাম, তবে তাহাদের গৃহেই তাহা-
দিগকে রূপান্তরিত করিয়া দিতাম;
তখন তাহারা অগ্রসর অথবা পশ্চাদ্বর্ত্তিত
হইতে পারিত না।

تَكْفُرُوْنَ ○ ٦٥- اَلْيَوْمَ نَخْتِمُ
عَلٰۤى اَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَاۤ اَيْدِيْهِمْ
وَتَشْهَدُ اَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوْا
يَكْسِبُوْنَ ○ ٦٦- وَلَوْ نَشَاۤءُ
لَطَمَسْنَا عَلٰۤى اَعْيُنِهِمْ فَاسْتَبَقُوا
الصِّرَاطَ فَاَنّٰى يُبْصِرُوْنَ ○ ٦٧- وَ
لَوْ نَشَاۤءُ لَمَسَخْنٰهُمْ عَلٰى
مَكَانَتِهِمْ فَمَا اسْتَطَاعُوْا مُضِيًّا وَّلَا
يَرْجِعُوْنَ ع

৫ম রুকু—পুনরুত্থান ও মানব-জীবনের শেষ পরিণতি

৬৮। এবং যাহাকে আমি দীর্ঘায়ু
প্রদান করি তাহাকে এই সৃষ্টিতেই
পরিবর্ত্তিত করিয়া দেই, তথাপি তাহারা
কেন বুঝিতেছে না? ৬৯। এবং আমি

٦٨- وَمَنْ نُّعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِى
الْخَلْقِ ط اَفَلَا يَعْقِلُوْنَ ○ ٦٩- وَمَا

৬৫—৬৭। আল্লাহতা'লা আরও বলিবেন:—অবিশ্বাসীগণ, আজ আমি তোমাদের মুখ বন্ধ করিয়া দিয়া তোমার স্ব স্ব হস্ত পদ ও অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের দ্বারা যে সকল অনাচার ও দুষ্কার্য্য করিয়াছিলে, সেই সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের দ্বারাই আজ তাহার সাক্ষ্য প্রদান করাইব। সুতরাং আজ তোমাদের পার্থিব জীবনের সেই সকল অপরাধ অস্বীকার করিবার কোনই উপায় নাই। তোমরা আজ আমার শক্তিমহিমার যে প্রত্যক্ষ পরিচয় পাইতেছ, আমি ইচ্ছা করিলে তোমাদের পার্থিব জীবনেও তোমাদিগকে এইরূপ ভাবে অন্ধ, বধির ও অক্ষম অবস্থায় রূপান্তরিত করিয়া দিয়া ঐ সকল কার্য্য হইতে প্রতিরোধ করিতে পারিতাম। কিন্তু তথায় তোমাদিগকে ধর্ম্ম ও অধর্ম্মের পথে চলিবার জন্য স্বাধীনতা দেওয়া হইয়াছিল এবং আজিকার এই প্রতিফল দিবসের প্রতীক্ষায়ই আমি পার্থিব জীবনে অবকাশ প্রদান করিয়াছিলাম।

৬৮। এই আয়তের মর্ম্ম ব্যক্তি-বিশেষ বা জাতি-বিশেষে সকলের প্রতিই সমভাবে প্রযুজ্য হইতে পারে। মানব দীর্ঘায়ু লাভ করিলে শেষকালে সে যেরূপ অক্ষম ও অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়ে, দীর্ঘ দিন পরে জাতিরও সেই অবস্থা উপস্থিত হয়। ইহা সৃষ্টির একটি স্বাভাবিক নিয়ম। সুতরাং এই সৃষ্টি-নিয়মের প্রতি লক্ষ্য করিয়া কোন মানুষের পক্ষেই স্বীয় ধন-জন ও যৌবনের গর্ব্বে অন্ধ ও উচ্ছৃঙ্খল হওয়া উচিত নহে।

৬৯—৭০। পবিত্র কোরান শরিফের ভাষায় অনুপম মাধুর্য্য অবলোকনে আরবের অনেক অবিশ্বাসী বলিত যে, হজরত মোহাম্মদ যে সকল বাক্য পাঠ করিয়া দেশবাসীকে বিমুগ্ধ ও আকৃষ্ট

ـهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنْبَغِي
ـهُ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ
ـبِينٌ ۝ ٧٠ لِيُنْذِرَ مَنْ كَانَ
ـا وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى
ـفِرِينَ ۝ 71 أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا
ـنَا لَهُمْ مِمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينَا
ـا فَهُمْ لَهَا مَالِكُونَ ۝
وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا

তাহাকে কবিতা শিক্ষা প্রদান করি নাই
এবং ইহা তাহার জন্য উপযুক্তও নহে;
ইহা সদুপদেশ ও সমুজ্জল কোরান মাত্র;
৭০। যেন সে জীবিতদিগকে ভয়-প্রদর্শন
করে এবং যেন অবিশ্বাসীদের প্রতি সেই
বাক্য সত্য হয়। ৭১। তাহারা কি
লক্ষ্য করিতেছে না যে, আমি তাহাদের
জন্য আমারই হস্ত-সমূহ দ্বারা নির্ম্মিত
পালিত পশুসকল সৃষ্টি করিয়াছি; অনন্তর
তাহারা উহাদের অধিকারী হইয়াছে।
৭২। এবং উহাদিগকে তাহাদের জন্য
অনুগত করিয়া দিয়াছি; অনন্তর তাহারা

করিতেছে, তাহা কবিতা ব্যতীত আর কিছুই নহে। কবিদিগের রচিত কবিতাও এইরূপ মনো ও হৃদয় আকর্ষণকারিণী হইয়া থাকে। ইহার উত্তরে আল্লাহতা'লা বলিতেছেন যে, আমি প্রিয় নবীকে তুচ্ছ কবিতা শিক্ষা প্রদান করি নাই এবং কবিতা রচনা বা পাঠ করা জন্য কখনই উপযুক্ত অথবা সুশোভন হইতে পারে না। আমি জগদ্বাসীকে ভীত ও প্রদর্শনের জন্য তৎপ্রতি যে সকল স্বর্গীয় প্রত্যাদেশ অবতারণ করিয়াছি, সেই সদুপদেশপূর্ণ কোরান পাঠ করিয়াই তিনি বিশ্বাসীকে ধর্ম্মের পথে আকৃষ্ট ও আহ্বান করিতেছেন।

পবিত্র কোরানের ভাবের চমৎকারিত্ব-ও ভাষার মাধুর্য্য উচ্চশ্রেণীর কবিতা অপেক্ষা উৎ হইলেও কোরানের সহিত কবিতার প্রধানতম পার্থক্য এই যে, ঐশী-বাণী কোরান সদু স্বর্গীয় প্রত্যাদেশ; উহাতে সদুপদেশ ও সুনীতি ভিন্ন অশ্লীল উক্তি, অপ্রাসঙ্গিক উপমা অসার বর্ণনার কোনই অস্তিত্ব নাই। পক্ষান্তরে মানব-রচিত কবিতার মধ্যে কোন কোন সদুপদেশ ও সুনীতিমূলক বর্ণনা থাকিলেও উহার অধিকাংশই অশ্লীল উক্তি, অপ্রাসঙ্গিক অসঙ্গত ভাবের অভিব্যক্তি এবং অসার বর্ণনায় পরিপূর্ণ থাকে। এই জন্য স্বর্গীয় প্রত্যাদেশের পার্থিব কবিতার কোনই তুলনা হইতে পারে না। তবে যে সকল কবিতার উৎকৃষ্টতর বিষয় বর্ণিত থাকে, হজরত রসুলোল্লাহ স্বয়ং সেই শ্রেণীর কবিতার প্রশংসা করিয়াছেন এবং যে কবিতার নিকৃষ্ট বিষয়ের বর্ণনা করিয়া মানব-চিত্তে অনিষ্টকর চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করা হয়, সেগু তিনি পাপাত্মা শয়তানের বাকচাতুর্য্য বা বংশীধ্বনি বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। এতদ্ মোস্লেম জগতের এমাম ও ওলামাগণ উৎকৃষ্ট কবিতাকে উত্তম বলিয়াছেন এবং নিকৃষ্ট ক বিকৃত উপাখ্যান ও অশ্লীল বর্ণনাকে অপবিত্র ও হেয় জ্ঞানে অসার আবর্জ্জনাস্তূপের মধ্যে নি করিবার জন্য আদেশ করিয়াছেন।—তঃ হক্কানী।

৭১—৭৩। পবিত্র কোরানের মহিমা ও বিশেষত্ব বর্ণনা করিবার পর করুণাময় আল্লাহ মানব জাতির প্রতি তাঁহার কয়েকটী বিশেষ অনুগ্রহের বিষয় বিবৃত করিতেছেন। তিনি অনুগ্রহে বিভিন্ন শ্রেণীর পশু সৃষ্টি করিয়া তাহাদিগকে মানব জাতির অনুগত ও অধীন ক দিয়াছেন। তাহারা ঐ সকল পশুর কতকগুলির উপর আরোহণ করে—যেমন অশ্ব, উষ্ট্র ও এবং উহার কতকগুলি ভক্ষণ করিয়া পরিতৃপ্ত হয়—যেমন গরু, ছাগ, দুম্বা ও মৃগ প্রভৃতি। ঐ পশুর দ্বারা তাহাদের আরও বহু উপকার সাধিত হয়। উহাদের দুগ্ধ মানব জাতির স

উহাদের কতিপয়ে আরোহণ করে এবং
উহাদিগ হইতে কতিপয় ভক্ষণ করিয়া
থাকে। ৭৩। এবং তাহাদের জন্য
উহাদের মধ্যে উপকার ও পানীয়
রহিয়াছে; তথাপি তাহারা কেন
কৃতজ্ঞতা স্বীকার করে না? ৭৪। এবং
তাহারা আল্লার পরিবর্ত্তে অন্য উপাস্য
সমূহ গ্রহণ করিয়াছে—যেন তাহারা
সাহায্য লাভ করিতে পারে। ৭৫। উহারা
তাহাদিগকে কোনরূপ সাহায্য করিতে
সক্ষম হইবে না এবং তাহাদিগকে
উহাদের সৈন্যদল রূপে উপস্থিত করা
হইবে। ৭৬। অতঃপর তাহাদের বাক্য
যেন তোমাকে ব্যথিত না করে; নিশ্চয়
তাহারা যাহা গোপন করে ও তাহারা
যাহা প্রকাশ করে, তাহা আমি পরিজ্ঞাত
আছি। ৭৭। তবে কি মানুষ লক্ষ্য
করিতেছে না যে, আমি তাহাকে শুক্র
বিন্দু দ্বারা সৃষ্টি করি, তৎপরে সে প্রকাশ্য

رَكُوْبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُوْنَ ○
٧٣- وَلَهُمْ فِيْهَا مَنَافِعُ
وَمَشَارِبُ ط اَفَلَا يَشْكُرُوْنَ ○
٧٤- وَاتَّخَذُوْا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ اٰلِهَةً
لَّعَلَّهُمْ يُنْصَرُوْنَ ۝ ٧٥- لَا يَسْتَطِيْعُوْنَ
نَصْرَهُمْ لا وَهُمْ لَهُمْ جُنْدٌ
مُّحْضَرُوْنَ ○ ٧٦- فَلَا يَحْزُنْكَ
قَوْلُهُمْ م اِنَّا نَعْلَمُ مَا يُسِرُّوْنَ
وَمَا يُعْلِنُوْنَ ○ ٧٧- اَوَلَمْ يَرَ
الْاِنْسَانُ اَنَّا خَلَقْنٰهُ مِنْ نُّطْفَةٍ فَاِذَا

পানীয় ও পুষ্টিকর খাদ্য। এতদ্ভিন্ন ঐ সকল পশুর দ্বারা ভার-বহন, কৃষি ও অন্যান্য কার্যের মানবের অসংখ্য উপকার সাধিত হয়। ঐ সকল পশুর অস্থি, চর্ম্ম, লোম এবং শৃঙ্গের দ্বারাও মানবের নিত্য প্রয়োজনীয় বহুবিধ দ্রব্য প্রস্তুত হইয়া থাকে। তাই আল্লাহতা'লা বলিতেছেন যে তাহারা পশু-সৃষ্টির এই সামান্য একটী ব্যাপারে আমার অফুরন্ত অনুগ্রহের প্রত্যক্ষ পরিচয় পাইয়াও কি আমার প্রতি কৃতজ্ঞ ও আত্মসমর্পণকারী হইবে না?

৭৪—৭৫। আল্লাহতা'লা এই পৃথিবীতে মানব জাতির প্রতি যে সকল বিশেষ অনুগ্রহ প্রদর্শন করিয়াছেন, তদ্বিষয় বিবৃত করিবার পর আলোচ্য আয়তদ্বয়ে বলিয়া দিতেছেন যে, আমার এই সকল অনুগ্রহ উপভোগ করিয়াও অকৃতজ্ঞ এবং ভ্রান্ত মানবেরা সাহায্যের আশায় আমার পরিবর্ত্তে অন্য উপাস্যের উপাসনা করিয়া থাকে। কিন্তু ঐ সকল অলীক উপাস্য তাহাদিগকে কোনই সাহায্য করিতে পারে না। অধিকন্তু তাহারা ঐ সকল ভ্রান্ত মানবকে নিজেদের অনুগত সৈন্যদল বা অনুচর রূপে ধ্বংসের পথেই পরিচালিত করিয়া থাকে। সুতরাং পরলোকে উহারা সকলেই আমার সমক্ষে উপস্থিত হইয়া স্ব স্ব কৃতকর্ম্মের প্রতিফল ভোগ করিতে বাধ্য হইবে।

৭৬। অনন্তর আল্লাহতা'লা হজরত রসুলোল্লাকে সান্ত্বনা প্রদান করিয়া বলিতেছেন যে, হে রসুল, তুমি তাহাদের অসঙ্গত উপহাস-বিদ্রূপ অথবা অন্যায় বাক্যে কিছুমাত্র ব্যথিত ও বিচলিত হইও না। তাহাদের প্রকাশ্য ও গোপন বিষয় সমস্তই আমি অবগত আছি এবং আমিই উহার জন্য যথোচিত প্রতিকার ব্যবস্থা করিয়া দিব।

৭৭—৭৯। হজরত রসুলোল্লাকে সান্ত্বনা প্রদান করিবার পর আল্লাহতা'লা বলিতেছেন, অবিশ্বাসীরা এতদ্বিষয় অভিনিবেশ সহকারে লক্ষ্য করিয়া কেন হৃদয়ঙ্গম করিতে চেষ্টা করে না যে, আমি তাহাদিগকে অতি অকিঞ্চিতকর শুক্রবিন্দু হইতে কিরূপভাবে মানব-রূপে সৃষ্টি করিয়াছি

الشِّعْرَ وَمَا يَنْبَغِي
إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ
مُبِينٌ ٧٠- لِيُنْذِرَ مَنْ كَانَ
وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى
رِينَ ○ 71 أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا
لَهُمْ مِمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينَا
مًا فَهُمْ لَهَا مَالِكُونَ ○
وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا

কবিতা শিক্ষা প্রদান করি নাই তাহাকে কবিতা শিক্ষা প্রদান করি নাই এবং ইহা তাহার জন্য উপযুক্তও নহে; ইহা সদুপদেশ ও সমুজ্জ্বল কোরান মাত্র;
৭০। যেন সে জীবিতদিগকে ভয়-প্রদর্শন করে এবং যেন অবিশ্বাসীদের প্রতি সেই বাক্য সত্য হয়।
৭১। তাহারা কি লক্ষ্য করিতেছে না যে, আমি তাহাদের জন্য আমারই হস্ত-সমূহ দ্বারা নির্ম্মিত পালিত পশুসকল সৃষ্টি করিয়াছি; অনন্তর তাহারা উহাদের অধিকারী হইয়াছে।
৭২। এবং উহাদিগকে তাহাদের জন্য অনুগত করিয়া দিয়াছি; অনন্তর তাহারা

করিতেছে, তাহা কবিতা ব্যতীত আর কিছুই নহে। কবিদিগের রচিত কবিতাও এইরূপ মনো ও হৃদয় আকর্ষণকারিণী হইয়া থাকে। ইহার উত্তরে আল্লাহতা'লা বলিতেছেন যে, আমি প্রিয় নবীকে তুচ্ছ কবিতা শিক্ষা প্রদান করি নাই এবং কবিতা রচনা বা পাঠ করা জন্য কখনই উপযুক্ত অথবা সুশোভন হইতে পারে না। আমি জগদ্বাসীকে ভীত ও প্রদর্শনের জন্য তৎপ্রতি যে সকল স্বর্গীয় প্রত্যাদেশ অবতারণ করিয়াছি, সেই সদুপদেশপূর্ণ কোরান পাঠ করিয়াই তিনি বিশ্বাসীকে ধর্ম্মের পথে আকৃষ্ট ও আহ্বান করিতেছেন।

পবিত্র কোরানের ভাবের চমৎকারিত্ব-ও ভাষার মাধুর্য্য উচ্চশ্রেণীর কবিতা অপেক্ষা উ হইলেও কোরানের সহিত কবিতার প্রধানতম পার্থক্য এই যে, ঐশী-বাণী কোরান সদু স্বর্গীয় প্রত্যাদেশ; উহাতে সদুপদেশ ও সুনীতি ভিন্ন অশ্লীল উক্তি, অপ্রাসঙ্গিক উপমা অসার বর্ণনার কোনই অস্তিত্ব নাই। পক্ষান্তরে মানব-রচিত কবিতার মধ্যে কোন কোন সদুপদেশ ও সুনীতিমূলক বর্ণনা থাকিলেও উহার অধিকাংশই অশ্লীল উক্তি, অপ্রাসঙ্গিক অসঙ্গত ভাবের অভিব্যক্তি এবং অসার বর্ণনায় পরিপূর্ণ থাকে। এই জন্য স্বর্গীয় প্রত্যাদেশের পার্থিব কবিতার কোনই তুলনা হইতে পারে না। তবে যে সকল কবিতার উৎকৃষ্টতর বিষ বর্ণিত থাকে, হজরত রসুলোল্লাহ স্বয়ং সেই শ্রেণীর কবিতার প্রশংসা করিয়াছেন এবং যে কবিতার নিকৃষ্ট বিষয়ের বর্ণনা করিয়া মানব-চিত্ত অনিষ্টকর চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করা হয়, সেই তিনি পাপাত্মা শয়তানের বাক্‌চাতুর্য্য বা বংশীধ্বনি বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। এতদ্ মোস্‌লেম জগতের এমাম ও ওলামাগণ উৎকৃষ্ট কবিতাকে উত্তম বলিয়াছেন এবং নিকৃষ্ট ক বিকৃত উপাখ্যান ও অশ্লীল বর্ণনাকে অপবিত্র ও হেয় জ্ঞানে অসার আবর্জ্জনাস্তূপের মধ্যে করিবার জন্য আদেশ করিয়াছেন।—তঃ হক্কানী।

৭১—৭৩। পবিত্র কোরানের মহিমা ও বিশেষত্ব বর্ণনা করিবার পর করুণাময় আল্লাহ মানব জাতির প্রতি তাঁহার কয়েকটী বিশেষ অনুগ্রহের বিষয় বিবৃত করিতেছেন। তিনি অনুগ্রহে বিভিন্ন শ্রেণীর পশু সৃষ্টি করিয়া তাহাদিগকে মানব জাতির অনুগত ও অধীন দিয়াছেন। তাহারা ঐ সকল পশুর কতকগুলির উপর আরোহণ করে—যেমন অশ্ব, উষ্ট্র এবং উহার কতকগুলি ভক্ষণ করিয়া পরিতৃপ্ত হয়—যেমন গরু, ছাগ, দুম্বা ও মৃগ প্রভৃতি। ঐ পশুর দ্বারা তাহাদের আরও বহু উপকার সাধিত হয়। উহাদের দুগ্ধ মানব জাতির

رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ ○
٧٣- وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ
وَمَشَارِبُ ط أَفَلَا يَشْكُرُونَ ○
٧٤- وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللّٰهِ آلِهَةً
لَعَلَّهُمْ يُنْصَرُونَ ۚ ٧٥- لَا يَسْتَطِيعُونَ
نَصْرَهُمْ لا وَهُمْ لَهُمْ جُنْدٌ
مُحْضَرُونَ ○ ٧٦- فَلَا يَحْزُنْكَ
قَوْلُهُمْ م إِنَّا نَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ
وَمَا يُعْلِنُونَ ○ ٧٧- أَوَلَمْ يَرَ
الْإِنْسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذَا

উহাদের কতিপয়ে আরোহণ করে এবং
উহাদিগ হইতে কতিপয় ভক্ষণ করিয়া
থাকে। ৭৩। এবং তাহাদের জন্য
উহাদের মধ্যে উপকার ও পানীয়
রহিয়াছে; তথাপি তাহারা কেন
কৃতজ্ঞতা স্বীকার করে না? ৭৪। এবং
তাহারা আল্লার পরিবর্ত্তে অন্য উপাস্য
সমূহ গ্রহণ করিয়াছে—যেন তাহারা
সাহায্য লাভ করিতে পারে। ৭৫। উহারা
তাহাদিগকে কোনরূপ সাহায্য করিতে
সক্ষম হইবে না এবং তাহাদিগকে
উহাদের সৈন্যদল রূপে উপস্থিত করা
হইবে। ৭৬। অতঃপর তাহাদের বাক্য
যেন তোমাকে ব্যথিত না করে; নিশ্চয়
তাহারা যাহা গোপন করে ও তাহারা
যাহা প্রকাশ করে, তাহা আমি পরিজ্ঞাত
আছি। ৭৭। তবে কি মানুষ লক্ষ্য
করিতেছে না যে, আমি তাহাকে শুক্র
বিন্দু দ্বারা সৃষ্টি করি, তৎপরে সে প্রকাশ্য

পানীয় ও পুষ্টিকর খাদ্য। এতদ্ভিন্ন ঐ সকল পশুর দ্বারা ভার-বহন, কৃষি ও অন্যান্য কার্য্যের মানবের অসংখ্য উপকার সাধিত হয়। ঐ সকল পশুর অস্থি, চর্ম্ম, লোম এবং শৃঙ্গের দ্বারাও মানবের নিত্য প্রয়োজনীয় বহুবিধ দ্রব্য প্রস্তুত হইয়া থাকে। তাই আল্লাহতা'লা বলিতেছেন যে তাহারা পশু-সৃষ্টির এই সামান্য একটী ব্যাপারে আমার অফুরন্ত অনুগ্রহের প্রত্যক্ষ পরিচয় পাইয়াও কি আমার প্রতি কৃতজ্ঞ ও আত্মসমর্পণকারী হইবে না?

৭৪—৭৫। আল্লাহতা'লা এই পৃথিবীতে মানব জাতির প্রতি যে সকল বিশেষ অনুগ্রহ প্রদর্শন করিয়াছেন, তদ্বিষয় বিবৃত করিবার পর আলোচ্য আয়তদ্বয়ে বলিয়া দিতেছেন যে, আমার এই সকল অনুগ্রহ উপভোগ করিয়াও অকৃতজ্ঞ এবং ভ্রান্ত মানবেরা সাহায্যের আশায় আমার পরিবর্ত্তে অন্য উপাস্যের উপাসনা করিয়া থাকে। কিন্তু ঐ সকল অলীক উপাস্য তাহাদিগকে কোনই সাহায্য করিতে পারে না। অধিকন্তু তাহারা ঐ সকল ভ্রান্ত মানবকে নিজেদের অনুগত সৈন্যদল বা অনুচর রূপে ধ্বংসের পথেই পরিচালিত করিয়া থাকে। সুতরাং পরলোকে উহারা সকলেই আমার সমক্ষে উপস্থিত হইয়া স্ব স্ব কৃতকর্ম্মের প্রতিফল ভোগ করিতে বাধ্য হইবে।

৭৬। অনন্তর আল্লাহতা'লা হজরত রসুলোল্লাকে সান্ত্বনা প্রদান করিয়া বলিতেছেন যে, হে রসুল, তুমি তাহাদের অসঙ্গত উপহাস-বিদ্রূপ অথবা অন্যায় বাক্যে কিছুমাত্র ব্যথিত ও বিচলিত হইও না। তাহাদের প্রকাশ্য ও গোপন বিষয় সমস্তই আমি অবগত আছি এবং আমিই উহার জন্য যথোচিত প্রতিকার ব্যবস্থা করিয়া দিব।

৭৭—৭৯। হজরত রসুলোল্লাকে সান্ত্বনা প্রদান করিবার পর আল্লাহতা'লা বলিতেছেন, অবিশ্বাসীরা এতদ্বিষয় অভিনিবেশ সহকারে লক্ষ্য করিয়া কেন হৃদয়ঙ্গম করিতে চেষ্টা করে না যে, আমি তাহাদিগকে অতি অকিঞ্চিতকর শুক্রবিন্দু হইতে কিরূপভাবে মানব-রূপে সৃষ্টি করিয়াছি

خَصِيْمٌ مُّبِيْنٌ ○ ٧٨- وَضَرَبَ
مَثَلًا وَّنَسِيَ خَلْقَهٗ ط قَالَ مَنْ
الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيْمٌ ○
قُلْ يُحْيِيْهَا الَّذِيْٓ اَنْشَاَهَآ
مَرَّةٍ ط وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ
ۙ ٨٠- نِ الَّذِيْ جَعَلَ لَكُمْ
الشَّجَرِ الْاَخْضَرِ نَارًا فَاِذَآ اَنْتُمْ
تُوْقِدُوْنَ ○ ٨١- اَوَلَيْسَ
الَّذِيْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ
عَلٰٓى اَنْ يَّخْلُقَ مِثْلَهُمْ ط
وَهُوَ الْخَلّٰقُ الْعَلِيْمُ ○
اِنَّمَآ اَمْرُهٗٓ اِذَآ اَرَادَ شَيْـًٔا اَنْ

কলহকারী হয়। ৭৮। এবং সে আমার সম্বন্ধে সদৃশ স্থির করে এবং সে তাহার জন্ম সম্বন্ধে বিস্মৃত হইয়া যায়; সে বলে যে, বিগলিত অস্থিপুঞ্জকে কে সঞ্জীবিত করিতে পারে? ৭৯। তুমি বল,—যিনি প্রথমাবার সৃষ্টি করিয়াছেন, তিনিই উহাদিগকে পুনরায় সঞ্জীবিত করিবেন; এবং তিনিই সমস্ত সৃষ্টি সম্বন্ধে অভিজ্ঞ। ৮০। তিনিই তোমাদের জন্য হরিৎ বৃক্ষ হইতে অগ্নি সৃষ্টি করিয়াছেন, পরে তখন তোমরা তদ্দ্বারা অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করিয়া থাক। ৮১। ফলতঃ তিনি যে নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডল সৃষ্টি করিয়াছেন' তিনি কি পুনরায় তৎসদৃশ সৃষ্টি করিতে সক্ষম নহেন?—হাঁ; এবং তিনিই অভিজ্ঞ সৃষ্টিকর্ত্তা। ৮২। এতদ্ব্যতীত তাঁহার কার্য্য নহে যে, যখন তিনি কোন বিষয়

এবং তৎপর তাহারা আমার আদেশের প্রকাশ্য বিরুদ্ধাচরণকারী হইয়া উঠিয়াছে। অ
তাহারা নিজেদের জন্ম-বিষয় বিস্মৃত হইয়া আমার সদৃশ স্থির করে এবং বলে যে, মৃত্যুর পর
আমরা বিগলিত অস্থিপুঞ্জ হইয়া যাইব, তখন কে আমাদিগকে পুনরায় সৃষ্টি করিবে?

৮০—৮১। অবিশ্বাসীদিগের ঐ উক্তির উত্তরে আল্লাহতা'লা বলিতেছেন:—হে রসুল,
অবিশ্বাসীদিগকে বলিয়া দাও যে, যিনি তোমাদিগকে সম্পূর্ণ অনস্তিত্ব হইতে প্রথম বার
করিয়াছেন এবং যিনি তোমাদের জন্য হরিৎ বৃক্ষ সৃষ্টি করিয়া তন্মধ্যে অগ্নি প্রজ্জলিত ক
উপাদান সমূহ বিদ্যমান রাখিয়াছে, তিনিই তোমাদিগকে পুনরায় সৃষ্টি করিবেন। তাঁহার
এই সৃষ্টি ক্রিয়া কিছুমাত্র কঠিন অথবা অসম্ভব ব্যাপার নহে।

"হরিৎ বৃক্ষে অগ্নি সৃষ্টি" সম্বন্ধে তফ্‌সীরকারগণ কয়েকটি বর্ণনা প্রদান করিয়াছেন। কা
মতে উহা 'দাবানল'—যাহা সময় সময় গভীর অরণ্যে স্বভাবতঃ প্রজ্জ্বলিত হয়। কাহারও
উহা দাহ্যমান বৃক্ষ-বিশেষ; বায়ু সাম্পাতে শাখায় শাখায় ঘর্ষণ লাগিলেই উহা হইতে আগুন
উঠে এবং কাহারও কাহারও মতে উহা আরব মরুভূর 'মরখ ও 'আকর' নামক দুই প্রকার
উহার এক তরুর শাখার উপর অন্য তরুর শাখা দ্বারা আঘাত করিলেই অগ্নি উৎপন্ন হইয়া থাকে।

৮২। এতদসহ আল্লাহতা'লা আরও বলিয়া দিতেছেন যে, যিনি এই বিরাট নভোম
ভূমণ্ডল সহ সমগ্র বিশ্বজগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন সেই ...

খَصِيْمٌ مُّبِيْنٌ ○ ٧٨- وَضَرَبَ
مَثَلًا وَّنَسِيَ خَلْقَهٗ ط قَالَ مَنْ
الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيْمٌ ○
قُلْ يُحْيِيْهَا الَّذِيْٓ اَنْشَاَهَآ
مَرَّةٍ ط وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ
٨٠- الَّذِيْ جَعَلَ لَكُمْ
الشَّجَرِ الْاَخْضَرِ نَارًا فَاِذَآ اَنْتُمْ
تُوْقِدُوْنَ ○ ٨١- اَوَلَيْسَ
خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ
عَلٰٓى اَنْ يَّخْلُقَ مِثْلَهُمْ ط
وَهُوَ الْخَلّٰقُ الْعَلِيْمُ ○
اِنَّمَآ اَمْرُهٗٓ اِذَآ اَرَادَ شَيْـًٔا اَنْ

কলহকারী হয়। ৭৮। এবং সে আমার সম্বন্ধে সদৃশ স্থির করে এবং সে তাহার জন্ম সম্বন্ধে বিস্মৃত হইয়া যায়; সে বলে যে, বিগলিত অস্থিপুঞ্জকে কে সঞ্জীবিত করিতে পারে? ৭৯। তুমি বল,—যিনি প্রথমাবার সৃষ্টি করিয়াছেন, তিনিই উহাদিগকে পুনরায় সঞ্জীবিত করিবেন; এবং তিনিই সমস্ত সৃষ্টি সম্বন্ধে অভিজ্ঞ। ৮০। তিনিই তোমাদের জন্য হরিৎ বৃক্ষ হইতে অগ্নি সৃষ্টি করিয়াছেন, পরে তখন তোমরা তদ্দ্বারা অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করিয়া থাক। ৮১। ফলতঃ তিনি যে নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডল সৃষ্টি করিয়াছেন’ তিনি কি পুনরায় তৎসদৃশ সৃষ্টি করিতে সক্ষম নহেন?—হাঁ; এবং তিনিই অভিজ্ঞ সৃষ্টিকর্ত্তা। ৮২। এতদ্ব্যতীত তাঁহার কার্য্য নহে যে, যখন তিনি কোন বিষয়

এবং তৎপর তাহারা আমার আদেশের প্রকাশ্য বিরুদ্ধাচরণকারী হইয়া উঠিয়াছে। যা
তাহারা নিজেদের জন্ম-বিষয় বিস্মৃত হইয়া আমার সদৃশ স্থির করে এবং বলে যে, মৃত্যুর প
আমরা বিগলিত অস্থিপুঞ্জ হইয়া যাইব, তখন কে আমাদিগকে পুনরায় সৃষ্টি করিবে?

৮০—৮১। অবিশ্বাসীদিগের ঐ উক্তির উত্তরে আল্লাহতা’লা বলিতেছেন:—হে রসুল অবিশ্বাসীদিগকে বলিয়া দাও যে, যিনি তোমাদিগকে সম্পূর্ণ অনস্তিত্ব হইতে প্রথম বা করিয়াছেন এবং যিনি তোমাদের জন্য হরিৎ বৃক্ষ সৃষ্টি করিয়া তন্মধ্যে অগ্নি প্রজ্জলিত ক উপাদান সমূহ বিদ্যমান রাখিয়াছে, তিনিই তোমাদিগকে পুনরায় সৃষ্টি করিবেন। তাঁহার এই সৃষ্টি ক্রিয়া কিছুমাত্র কঠিন অথবা অসম্ভব ব্যাপার নহে।

“হরিৎ বৃক্ষে অগ্নি সৃষ্টি” সম্বন্ধে তফ্‌সীরকারগণ কয়েকটি বর্ণনা প্রদান করিয়াছেন। কা মতে উহা ‘দাবানল’—যাহা সময় সময় গভীর অরণ্যে স্বভাবতঃ প্রজ্জলিত হয়। কাহারও উহা দাহ্যমান বৃক্ষ-বিশেষ; বায়ু সাম্পাতে শাখায় শাখায় ঘর্ষণ লাগিলেই উহা হইতে আগুন উঠে এবং কাহারও কাহারও মতে উহা আরব মরুভূর ‘মরখ ও ‘আকর’ নামক দুই প্রকার উহার এক তরুর শাখার উপর অন্য তরুর শাখা দ্বারা আঘাত করিলেই অগ্নি উৎপন্ন হইয়া থাকে।

৮২। এতদ্‌সহ আল্লাহতা’লা আরও বলিয়া দিতেছেন যে, যিনি এই বিরাট নভোম ভূমণ্ডল সহ সমগ্র বিশ্বজগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন, সেই অভিজ্ঞ ও মহান সৃষ্টিকর্ত্তার পক্ষে এই কা

يَقُولَ لَهُ كُن فَيَكُونُ ○
٨٣- فَسُبْحَـٰنَ الَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ
كُلِّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ع

ইচ্ছা করেন, তখন ঐ সম্বন্ধে বলেন যে,
'হও'। ফলতঃ তাহাতেই হইয়া যায়।
৮৩। অতএব তিনিই পবিত্রতম—যাঁহার
হস্তে সর্ব্ববিষয়ের আধিপত্য। এবং তোমরা
তাঁহারই দিকে প্রত্যাবর্ত্তিত হইবে।

অর্থাৎ এই সৃষ্টিকে ধ্বংস করিয়া সেই ধ্বংসের উপর নূতন সৃষ্টির প্রতিষ্ঠা করা কিছুমাত্র কঠিন কার্য্য নহে। সেই সর্ব্বশক্তিমান প্রভু যখন কোন বিষয় সৃষ্টি অথবা কোন কার্য্য সম্পন্ন করিতে ইচ্ছা করেন, তখন শুধু 'হও' বলিলে তাহাতেই সমস্ত সম্পন্ন হইয়া যায়। এজন্য তাঁহাকে কোনরূপ উদ্যোগ-আয়োজন অথবা কিছুমাত্র চেষ্টা-চরিত্র করিতে হয় না।

৮৩। অবশেষে আল্লাহতা'লা বলিয়া দিতেছেন যে, এই বিশ্বজগতের সৃষ্টি ও ধ্বংস তথা সমগ্র জীব জগতের জন্ম, মৃত্যু ও পুনরুত্থানের সমস্ত শক্তি ও আধিপত্য যাঁহার হস্তে নিহিত রহিয়াছে, তাঁহার ন্যায় সর্ব্বশক্তির আধার ও পবিত্রতম প্রভু আর কেহই নাই। অতএব সমগ্র মানব জাতিকে স্ব স্ব কর্ম্মফল ভোগ করিবার জন্য একদিন তাঁহার সমক্ষে অবশ্যই উপস্থিত হইতে হইবে। মানব জীবনের শেষ পরিণতি সম্বন্ধে এই স্পষ্টতর ঘোষণা বাণী প্রচার করিবার সঙ্গে সঙ্গেই আল্লাহতা'লা সুপবিত্র সূরা ইয়াসিনের উপসংহার করিয়াছেন।

সূরা ইয়াসিনের সংক্ষিপ্ত সার

সূরা ইয়াসিন পবিত্র কোরান শরিফের অন্যতম প্রসিদ্ধ ও কল্যাণকর সূরা। এই পবিত্র সূরায় যে সমস্ত বিষয় বর্ণিত হইয়াছে, তন্মধ্যে ১। আল্লাহতা'লার একত্ব, অদ্বিতীয়ত্ব ও শক্তি মহিমার প্রত্যক্ষ প্রমাণ; ২। ঐশী প্রত্যাদেশ কোরান শরিফের অলৌকিকতার স্পষ্টতর অভিব্যক্তি; ৩। হজরত রসুলোল্লার নবুয়ত ও রেসালতের সত্যতা এবং ৪। পারলৌকিক পুনরুত্থান ও মানব-জীবনের শেষ-পরিণতির প্রসঙ্গ সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। উপরোক্ত কয়েকটী বিশিষ্ট বিষয়ের সমাবেশ হেতু সমগ্র কোরান শরিফের মধ্যে সূরা ইয়াসিন সবিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে।

সূরা ইয়াসিনের গৌরব ও মাহাত্ম্য

হজরত রসুলোল্লাহ স্বয়ং বলিয়াছেন—"প্রত্যেক বিষয়ের অন্তর আছে এবং কোরান শরিফের অন্তর সূরা ইয়াসিন।" "কেহ একবার সূরা ইয়াসিন পড়িলে সে দশবার কোরান শরিফ পাঠের পুণ্য অর্জ্জন করিবে" (দারমী ও তেরমিজি) পবিত্র হাদিস শরিফে আরও বর্ণিত হইয়াছে যে, "কেহ রজনীযোগে আল্লার উদ্দেশ্যে সূরা ইয়াসিন পাঠ করিলে প্রভাতে সে নিষ্পাপ অবস্থায় গাত্রোত্থান করিবে অর্থাৎ তাহার সমস্ত পূর্ব্ব-অপরাধ মার্জ্জিত হইয়া যাইবে" (আবু দাউদ, এবনে মাজা ও এমাম আহমদ)। এতদনুসারে মোসলেম জগতের ধর্ম্মপ্রাণ মনিষিগণ বর্ণনা করিয়াছেন যে,—"আপদ-বিপদ ও দুঃখ কষ্টের সময়ে সূরা ইয়াসিন পাঠ করিলে উহার কল্যাণে সমস্ত আপদ-বিপদ ও দুঃখ-কষ্ট সম্পূর্ণরূপে দূরীভূত হইয়া যাইবে।" এতদ্ব্যতীত মনস্কামনার জন্য সূরা ইয়াসিন পাঠ করিলে মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইবে এবং মৃত্যুকালে পাঠ করিলে মরণের যন্ত্রণা দূরীভূত হইয়া অন্তর শান্তিপূর্ণ এবং ঈমান সুদৃঢ় হইবে। এতদ্ভিন্ন লোকে, আধ্যাত্মিক ও পার্থিব বহু ব্যাপারে এবং নানাবিধ প্রয়োজনীয় কার্য্যে এই পবিত্র সূরা পাঠ করিয়া অতি আশ্চর্য্য সুফল ও প্রচুর কল্যাণ লাভ করিয়া থাকে।—তঃ হক্কানী।

———

কলহকারী হয়। ৭৮। এবং সে আমার সম্বন্ধে সদৃশ স্থির করে এবং সে তাহার জন্ম সম্বন্ধে বিস্মৃত হইয়া যায়; সে বলে যে, বিগলিত অস্থিপুঞ্জকে কে সঞ্জীবিত করিতে পারে? ৭৯। তুমি বল,—যিনি প্রথমবার সৃষ্টি করিয়াছেন, তিনিই উহাদিগকে পুনরায় সঞ্জীবিত করিবেন; এবং তিনিই সমস্ত সৃষ্টি সম্বন্ধে অভিজ্ঞ। ৮০। তিনিই তোমাদের জন্য হরিৎ বৃক্ষ হইতে অগ্নি সৃষ্টি করিয়াছেন, পরে তখন তোমরা তদ্দারা অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করিয়া থাক। ৮১। ফলতঃ তিনি যে নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডল সৃষ্টি করিয়াছেন' তিনি কি পুনরায় তৎসদৃশ সৃষ্টি করিতে সক্ষম নহেন?—হাঁ; এবং তিনিই অভিজ্ঞ সৃষ্টিকর্ত্তা। ৮২। এতদ্ব্যতীত তাঁহার কার্য্য নহে যে, যখন তিনি কোন বিষয়

خَصِيمٌ مُّبِينٌ ۝ ٧٨- وَضَرَبَ
مَثَلًا وَّنَسِيَ خَلْقَهٗ ط قَالَ مَنْ
...يُّحْيِ الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ ۝
قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِيْٓ اَنْشَاَهَآ
...لَ مَرَّةٍ ط وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ
...لِيْمٌ ۝ ع ٨٠- نِ الَّذِيْ جَعَلَ لَكُمْ
...نَ الشَّجَرِ الْاَخْضَرِ نَارًا فَاِذَآ اَنْتُمْ
...نْهُ تُوْقِدُوْنَ ۝ ٨١- اَوَلَيْسَ
...ذِيْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ
...دِرٍ عَلٰٓى اَنْ يَّخْلُقَ مِثْلَهُمْ ط
...ى ق وَهُوَ الْخَلّٰقُ الْعَلِيْمُ ۝
...اِنَّمَآ اَمْرُهٗٓ اِذَآ اَرَادَ شَيْئًا اَنْ

এবং তৎপর তাহারা আমার আদেশের প্রকাশ্য বিরুদ্ধাচরণকারী হইয়া উঠিয়াছে। অর্থ... তাহারা নিজেদের জন্ম-বিষয় বিস্মৃত হইয়া আমার সদৃশ স্থির করে এবং বলে যে, মৃত্যুর পর... আমরা বিগলিত অস্থিপুঞ্জ হইয়া যাইব, তখন কে আমাদিগকে পুনরায় সৃষ্টি করিবে?

৮০—৮১। অবিশ্বাসীদিগের ঐ উক্তির উত্তরে আল্লাহতা'লা বলিতেছেন:—হে রসুল, ... অবিশ্বাসীদিগকে বলিয়া দাও যে, যিনি তোমাদিগকে সম্পূর্ণ অনস্তিত্ব হইতে প্রথম বার ... করিয়াছেন এবং যিনি তোমাদের জন্য হরিৎ বৃক্ষ সৃষ্টি করিয়া তন্মধ্যে অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করি... উপাদান সমূহ বিদ্যমান রাখিয়াছে, তিনিই তোমাদিগকে পুনরায় সৃষ্টি করিবেন। তাঁহার ... এই সৃষ্টি ক্রিয়া কিছুমাত্র কঠিন অথবা অসম্ভব ব্যাপার নহে।

"হরিৎ বৃক্ষে অগ্নি সৃষ্টি" সম্বন্ধে তফসীরকারগণ কয়েকটি বর্ণনা প্রদান করিয়াছেন। কাহা... মতে উহা 'দাবানল'—যাহা সময় সময় গভীর অরণ্যে স্বভাবতঃ প্রজ্জ্বলিত হয়। কাহারও ... উহা দাহ্যমান বৃক্ষ-বিশেষ; বায়ু সাম্পাতে শাখায় শাখায় ঘর্ষণ লাগিলেই উহা হইতে আগুন ... উঠে এবং কাহারও কাহারও মতে উহা আরব মরুভূর 'মরখ ও 'আকর' নামক দুই প্রকার ... উহার এক তরুর শাখার উপর অন্য তরুর শাখা দ্বারা আঘাত করিলেই অগ্নি উৎপন্ন হইয়া থাকে।

৮২। এতদসহ আল্লাহতা'লা আরও বলিয়া দিতেছেন যে, যিনি এই বিরাট নভোমণ্ড... ভূমণ্ডল সহ সমগ্র বিশ্বজগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন সেই অভিজ্ঞ ও মহান সৃষ্টিকর্ত্তার পক্ষে এই ভাব...

ইচ্ছা করেন, তখন ঐ সম্বন্ধে বলেন যে, "হও" ফলতঃ তাহাতেই হইয়া যায়।

يَقُوْلَ لَهٗ كُنْ فَيَكُوْنُ ○

৮৩। অতএব তিনিই পবিত্রতম—যাঁহার হস্তে সর্ববিষয়ের আধিপত্য। এবং তোমরা তাঁহারই দিকে প্রত্যাবর্ত্তিত হইবে।

٨٣- فَسُبْحٰنَ الَّذِيْ بِيَدِهٖ مَلَكُوْتُ كُلِّ شَيْءٍ وَّاِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ ۸

সুতরাং এই সৃষ্টিকে ধ্বংস করিয়া সেই ধ্বংসের উপর নূতন সৃষ্টির প্রতিষ্ঠা করা কিছুমাত্র কঠিন কার্য্য নহে। সেই সর্ব্বশক্তিমান প্রভু যখন কোন বিষয় সৃষ্টি অথবা কোন কার্য্য সম্পন্ন করিতে ইচ্ছা করেন, তখন শুধু 'হও' বলিলে তাহাতেই সমস্ত সম্পন্ন হইয়া যায়। এজন্য তাঁহাকে কোনরূপ উদ্যোগ-আয়োজন অথবা কিছুমাত্র চেষ্টা-চরিত্র করিতে হয় না।

৮৩। অবশেষে আল্লাহতা'লা বলিয়া দিতেছেন যে, এই বিশ্বজগতের সৃষ্টি ও ধ্বংস তথা সমগ্র জীব জগতের জন্ম, মৃত্যু ও পুনরুত্থানের সমস্ত শক্তি ও আধিপত্য যাঁহার হস্তে নিহিত রহিয়াছে, তাঁহার ন্যায় সর্ব্বশক্তির আধার ও পবিত্রতম প্রভু আর কেহই নাই। অতএব সমগ্র মানব জাতিকে স্ব স্ব কর্ম্মফল ভোগ করিবার জন্য একদিন তাঁহার সমক্ষে অবশ্যই উপস্থিত হইতে হইবে। মানব জীবনের শেষ পরিণত সম্বন্ধে এই স্পষ্টতর ঘোষণা বাণী প্রচার করিবার সঙ্গে সঙ্গেই আল্লাহতা'লা সুপবিত্র সুরা ইয়াসিনের উপসংহার করিয়াছেন।

সুরা ইয়াসিনের সংক্ষিপ্ত সার

সুরা ইয়াসিন পবিত্র কোরান শরিফের অন্যতম প্রসিদ্ধ ও কল্যাণকর সুরা। এই পবিত্র সুরায় যে সমস্ত বিষয় বর্ণিত হইয়াছে, তন্মধ্যে ১। আল্লাহতা'লার একত্ব, অদ্বিতীয়ত্ব ও শক্তি মহিমার প্রত্যক্ষ প্রমাণ; ২। ঐশী প্রত্যাদেশ কোরান শরিফের অলৌকিকতার স্পষ্টতর অভিব্যক্তি; ৩। হজরত রসুলোল্লার নবুয়ত ও রেসালতের সত্যতা এবং ৪। পারলৌকিক পুনরুত্থান ও মানব-জীবনের শেষ-পরিণতির প্রসঙ্গ সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। উপরোক্ত কয়েকটী বিশিষ্ট বিষয়ের সমাবেশ হেতু সমগ্র কোরান শরিফের মধ্যে সুরা ইয়াসিন সবিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে।

সুরা ইয়াসিনের গৌরব ও মাহাত্ম্য

হজরত রসুলোল্লাহ স্বয়ং বলিয়াছেন—"প্রত্যেক বিষয়ের অন্তর আছে এবং কোরান শরিফের অন্তর সুরা ইয়াসিন।" "কেহ একবার সুরা ইয়াসিন পড়িলে সে দশবার কোরান শরিফ পাঠের পুণ্য অর্জ্জন করিবে" (দারমী ও তেরমিজি) পবিত্র হাদিস শরিফে আরও বর্ণিত হইয়াছে যে, 'কেহ রজনীযোগে আল্লার উদ্দেশ্যে সুরা ইয়াসিন পাঠ করিলে প্রভাতে সে নিষ্পাপ অবস্থায় গাত্রোত্থান করিবে অর্থাৎ তাহার সমস্ত পূর্ব্ব-অপরাধ মার্জ্জিত হইয়া যাইবে" (আবু দাউদ, এবনে মাজা ও এমাম আহমদ)। এতদনুসারে মোসলেম জগতের ধর্ম্মপ্রাণ মনিষিগণ বর্ণনা করিয়াছেন যে,—"আপদ-বিপদ ও দুঃখ কষ্টের সময়ে সুরা ইয়াসিন পাঠ করিলে উহার কল্যাণে সমস্ত আপদ-বিপদ ও দুঃখ-কষ্ট সম্পূর্ণরূপে দূরীভূত হইয়া যাইবে।" এতদ্ব্যতীত মনস্কামনার জন্য সুরা ইয়াসিন পাঠ করিলে মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইবে এবং মৃত্যুকালে পাঠ করিলে মরণের যন্ত্রণা দূরীভূত হইয়া অন্তর শান্তিপূর্ণ এবং ঈমান সুদৃঢ় হইবে। এতদ্ভিন্ন লোকে, আধ্যাত্মিক ও পার্থিব বহু ব্যাপারে এবং নানাবিধ প্রয়োজনীয় কার্য্যে এই পবিত্র সুরা পাঠ করিয়া অতি আশ্চর্য্য সুফল ও প্রচুর কল্যাণ লাভ করিয়া থাকে।—তঃ হক্কানী।

———

মক্কায় অবতীর্ণ	৩৭। সুরা সাফ্‌ফাত—الصّٰفّٰت	১৮২ আয়াত

সর্ব্বপ্রদাতা করুণাময় আল্লার নামে

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

১ম রুকু—আল্লাহতা'লার একত্বের নিদর্শনাবলী

১। সাক্ষী ঐ শ্রেণীবদ্ধ দণ্ডায়মানগণ; وَالصّٰٓفّٰتِ صَفًّا ۙ

২। তৎপরে তিরস্কারকারিগণের তর্জ্জন। فَالزّٰجِرٰتِ زَجْرًا ۙ

৩। তৎপর আবৃত্তিকারিগণের শ্রেণী- فَالتّٰلِيٰتِ

সাফ্‌ফাত—শ্রেণীবদ্ধ অথবা রেখাকৃতি। "আস্‌-সাফ্‌ফাতে সাফ্‌ফা" অর্থ শ্রেণীবদ্ধ র দণ্ডায়মান। আল্লার আদেশ পালনের জন্য আকাশে শ্রেণীবদ্ধ রূপে দণ্ডায়মান ফেরেশ্‌তা অ পৃথিবীতে উপাসনা কিংবা ধর্ম্মযুদ্ধের জন্য শ্রেণীবদ্ধ রূপে দণ্ডায়মান বিশ্বাসী মুসলমানদিগকে সা স্বরূপ উল্লেখ করিয়া এই সুরা আরম্ভ করা হইয়াছে বলিয়াই ইহার 'সাফ্‌ফাত' বা শ্রেণী নামকরণ করা হইয়াছে।

শানে-নজুল—হজরত এব্‌ন-আব্বাস হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, এই পবিত্র সু মক্কা শরিফে অবতীর্ণ হইয়াছিল। ফলতঃ এই সুরা যে মক্কায় অবতারিত প্রাথমিক সুরা সমূহ অন্যতম তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই। আল্লাহতা'লার একত্ব ও অদ্বিতীয়ত্বের প্রাকৃতিক প্র এবং অবিশ্বাসীদিগের অংশীবাদিতার অযৌক্তিকতার সহিত কতিপয় প্রসিদ্ধ রসুলের শিক্ষা সদুপদেশ এবং হজরত রসুলোল্লার প্রচারিত সত্যধর্ম্মের সাফল্য ও মুসলমানদিগের মহাবিজয় সুসংবাদ এই সুরায় বিশেষভাবে বর্ণিত হইয়াছে। আরববাসী অংশীবাদিতা, পৌত্তলিকতা নক্ষত্রপূজা এবং পাপাত্মা শয়তানের প্রবঞ্চনা, প্রতারণা ও দুর্নীতির বিরুদ্ধেই এই পবিত্র সু অবতীর্ণ হইয়াছিল।

১—৩। 'ওয়া' অর্থ এবং; কিন্তু এরূপক্ষেত্রে সাধারণতঃ শপথ অর্থেই 'ওয়া' শব্দ ব্যবহৃ হয়। এইজন্য কোরান শরিফের অধিকাংশ অনুবাদকই 'ওয়া' শব্দের অনুবাদে শপথ লিখিয়াছেন কিন্তু আমরা 'ওয়া' শব্দের অনুবাদে শপথ না লিখিয়া সাক্ষী লিখিলাম। কারণ আরবী বাক্য বিন্যাস অনুসারে যদিও শপথ স্থলে 'ওয়া' শব্দ ব্যবহৃত হয়, তথাপি উহার প্রকৃত ব্যঞ্জনা দ্যোতনার প্রতি লক্ষ্য করিলে নিঃসন্দেহে অনুমতি হইতে হইবে যে, প্রকৃতপক্ষে অধিকাংশ স্থলে সাক্ষী স্বরূপই 'ওয়া' শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। ইহার প্রমাণ স্বরূপ 'ওয়া-আল্লাহ্‌', 'ওয়া-সাফ্‌ফাতে সাফ্‌ফা' এবং 'ওয়া-ত্বিন ও জয়তুন' বাক্যাংশের উল্লেখ করা যাইতে পারে। প্রথমতঃ যদি কোন লোক বলে যে, 'ওয়া-আল্লাহ্‌' অর্থাৎ আল্লার শপথ কিংবা আল্লাহ সাক্ষী আমি কখনই ও কার্য্য করি নাই অথবা কখনও ওরূপ কার্য্য করিব না, তবে এরূপ ক্ষেত্রে উভয় প্রকার অনুবাদই 'ওয়া' শব্দের প্রকৃত মর্ম্মের অভিব্যক্তি সুরক্ষিত হইতে পারে; কিন্তু যখন আল্লাহতা'লার পক্ষ হইতে 'ওয়া' শব্দ যোগে 'সাফ্‌ফাতে সাফ্‌ফা' অথবা 'ত্বিন ও জয়তুনের' উল্লেখ করা হয়, তখন শ্রেণীবদ্ধ রূপে দণ্ডায়মান ফেরেশ্‌তা বা মানুষ অথবা 'ত্বিন ও জয়তুনের শপথের পরিবর্ত্তে—'সাক্ষী ঐ শ্রেণীবদ্ধ রূপে দণ্ডায়মান ফেরেশ্‌তা বা মানুষ কিংবা 'ত্বিন ও জয়তুনের সাক্ষ্য'—এইরূপ অনুবাদই সুন্দর ও সুস্পষ্ট মর্ম্মজ্ঞাপক সুষ্ঠু অনুবাদ বলিয়া অনুমিত হয়। প্রকৃতপক্ষে সাধারণ শপথ বাক্যের সহিত 'ওয়া' শব্দ-যোগে শপথ করার পার্থক্যও ঐ স্থানে সুপরিস্ফুট পরিলক্ষিত হইবে। ঐরূপ ক্ষেত্রে 'ওয়া' শব্দের পরবর্ত্তী

স্মরণ। ৪। নিশ্চয়ই তোমাদের প্রতিপালক অদ্বিতীয়। ৫। যিনি নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডল এবং এতদুভয়ের অন্তর্গত বিষয়-সমূহের প্রতিপালক এবং পূর্ব্বাঞ্চল সমূহেরও প্রতিপালক। ৬। নিশ্চয় আমি পার্থিব আকাশকে নক্ষত্রপুঞ্জের শোভায় সুশোভিত করিয়াছি। ৭। এবং উহা বিদ্রোহী শয়তানগণ হইতে সুরক্ষিত। ৮। উহার উচ্চ লোকের বিষয় কর্ণপাত করিতে পারে না এবং উহারা সর্ব্বদিক হইতেই নিক্ষিপ্ত হইয়া থাকে। ৯। বিতাড়নের জন্য; এবং উহাদের জন্য অবিরাম শাস্তি রহিয়াছে। ১০। কিন্তু যদি অকস্মাৎ কোন বিষয় আচম্বিতে গ্রহণ করে, তবে প্রজ্বলিত

ذِكْرًا ۙ ٤- إِنَّ إِلٰهَكُمْ لَوَاحِدٌ ۙ
٥- رَبُّ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ وَمَا
بَيْنَهُمَا وَرَبُّ الْمَشَارِقِ ۙ ٦- إِنَّا
زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِينَةِ
الْكَوَاكِبِ ۙ ٧- وَحِفْظًا مِّنْ
كُلِّ شَيْطٰنٍ مَّارِدٍ ۙ ٨- لَا يَسَّمَّعُونَ
إِلَى الْمَلَإِ الْأَعْلٰى وَيُقْذَفُونَ مِنْ
كُلِّ جَانِبٍ ۖ ٩- دُحُورًا
وَلَهُمْ عَذَابٌ وَاصِبٌ ۙ ١٠- إِلَّا
مَنْ خَطِفَ الْخَطْفَةَ فَأَتْبَعَهُ

ব্যক্তি, বিষয় বা বস্তুকে সাক্ষী স্বরূপই উল্লেখ করা হইয়া থাকে। এই সমস্ত কারণের প্রতি সবিশেষ লক্ষ্য রাখিয়াই আমরা 'ওয়া' শব্দের অনুবাদে শপথ না লিখিয়া সাক্ষী লিখিলাম।—সূরা ইয়াসিনের প্রারম্ভ দ্রষ্টব্য।

তফ্সীরকারগণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন, আকাশে যে সমস্ত ফেরেশ্তা শ্রেণীবদ্ধ রূপে দণ্ডায়মান থাকিয়া তাঁহার উপাসনা, আরাধনা ও প্রশংসা কীর্ত্তনে নিরত থাকে, কিংবা তাঁহার আদেশ পালনের জন্য সর্ব্বদা সতর্কভাবে প্রতীক্ষা করে এবং পাপাত্মা শয়তানদিগকে মানবের অনিষ্টকারিতা হইতে নিবারিত ও প্রসমিত করিয়া থাকে অথবা যে সমস্ত লোক প্রত্যহ নিয়মিতভাবে পাঁচবার শ্রেণীবদ্ধভাবে 'জামাতে' দণ্ডায়মান হইয়া নামাজ পাঠ, কোরান তেলাওত এবং আল্লাহতা'লার প্রশংসা কীর্ত্তন করে এবং লোকদিগকে অসৎ কার্য্য হইতে নিবারণ ও ভীতি-প্রদর্শন করে, অথবা যে সকল বিশ্বাসী মুসলমান ধর্ম্মযুদ্ধে গমন পূর্ব্বক শ্রেণীবদ্ধভাবে দণ্ডায়মান হইয়া শত্রুদিগকে তিরস্কার ও ভীতি প্রদর্শন করিয়া থাকে, এই তিনটী আয়তে তাহাদের প্রতিই বিশেষভাবে লক্ষ্য করা হইয়াছে।

৪—৫। **মাশারেক**—'মশরেক' শব্দের বহুবচন। 'মশ্রেক' অর্থ সূর্য্যোদয়ের স্থান অথবা পূর্ব্বাঞ্চল। কোন কোন তফ্সীরকার নির্দ্দেশ করিয়াছেন যে, এতদ্দ্বারা ভবিষ্যতে আরবের পূর্ব্বদিকস্থ প্রদেশ সমূহে ইস্লাম প্রচারের ভবিষ্যদ্বাণী করা হইয়াছে। আয়তদ্বয়ের মর্ম্ম এই যে, মানব জাতির অদ্বিতীয় প্রতিপালক আল্লাহতা'লাই সমগ্র নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডল—এমন কি, সুদূর পূর্ব্বাঞ্চল বা সূর্য্যোদয় স্থানেরও একমাত্র মহান্ প্রভু। তাঁহার অংশী অথবা সদৃশ কেহই নাই।

৬—১০। এই কয়েকটী আয়তে নক্ষত্রপুঞ্জ দ্বারা সুশোভিত ও সুরক্ষিত গগনমণ্ডল এবং পাপাত্মা শয়তানগণ কর্ত্তৃক উহার রহস্য-ভেদ-প্রচেষ্টার বিষয় বর্ণিত হইয়াছে। পবিত্র কোরাণ শরিফের আরও

স্মরণ। ৪। নিশ্চয়ই তোমাদের প্রতিপালক অদ্বিতীয়। ৫। যিনি নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডল এবং এতদুভয়ের অন্তর্গত বিষয়-সমূহের প্রতিপালক এবং পূর্ব্বাঞ্চল সমূহেরও প্রতিপালক। ৬। নিশ্চয় আমি পার্থিব আকাশকে নক্ষত্রপুঞ্জের শোভায় সুশোভিত করিয়াছি। ৭। এবং উহা বিদ্রোহী শয়তানগণ হইতে সুরক্ষিত। ৮। উহারা উচ্চ লোকের বিষয় কর্ণপাত করিতে পারে না এবং উহারা সর্ব্বদিক হইতেই নিক্ষিপ্ত হইয়া থাকে। ৯। বিতাড়নের জন্য; এবং উহাদের জন্য অবিরাম শাস্তি রহিয়াছে। ১০। কিন্তু যদি অকস্মাৎ কোন বিষয় আচম্বিতে গ্রহণ করে, তবে প্রজ্জ্বলিত

ذِكْرًا ۝ ٤- اِنَّ اِلٰهَكُمْ لَوَاحِدٌ ۝
٥- رَبُّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا
بَيْنَهُمَا وَرَبُّ الْمَشَارِقِ ۝ ٦- اِنَّا
زَيَّنَّا السَّمَآءَ الدُّنْيَا بِزِيْنَةِ
ن الْكَوَاكِبِ ۝ ٧- وَحِفْظًا مِّنْ
كُلِّ شَيْطٰنٍ مَّارِدٍ ۝ ٨- لَا يَسَّمَّعُوْنَ
اِلَى الْمَلَاِ الْاَعْلٰى وَيُقْذَفُوْنَ مِنْ
كُلِّ جَانِبٍ ۝ ٩- دُحُوْرًا
وَّلَهُمْ عَذَابٌ وَّاصِبٌ ۝ ١٠- اِلَّا
مَنْ خَطِفَ الْخَطْفَةَ فَاَتْبَعَهٗ

ব্যক্তি, বিষয় বা বস্তুকে সাক্ষী স্বরূপই উল্লেখ করা হইয়া থাকে। এই সমস্ত কারণের প্রতি সবিশেষ লক্ষ্য রাখিয়াই আমরা 'ওয়া' শব্দের অনুবাদে শপথ না লিখিয়া সাক্ষী লিখিলাম।—সূরা ইয়াসিনের প্রারম্ভ দ্রষ্টব্য।

তফ্‌সীরকারগণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন, আকাশে যে সমস্ত ফেরেশ্‌তা শ্রেণীবদ্ধ রূপে দণ্ডায়মান থাকিয়া তাঁহার উপাসনা, আরাধনা ও প্রশংসা কীর্ত্তনে নিরত থাকে, কিংবা তাঁহার আদেশ পালনের জন্য সর্ব্বদা সতর্কভাবে প্রতীক্ষা করে এবং পাপাত্মা শয়তানদিগকে মানবের অনিষ্টকারিতা হইতে নিবারিত ও প্রসমিত করিয়া থাকে অথবা যে সমস্ত লোক প্রত্যহ নিয়মিতভাবে পাঁচবার শ্রেণীবদ্ধভাবে 'জামাতে' দণ্ডায়মান হইয়া নামাজ পাঠ, কোরান তেলাওত এবং আল্লাহতা'লার প্রশংসা কীর্ত্তন করে এবং লোকদিগকে অসৎ কার্য্য হইতে নিবারণ ও ভীতি-প্রদর্শন করে, অথবা যে সকল বিশ্বাসী মুসলমান ধর্ম্মযুদ্ধে গমন পূর্ব্বক শ্রেণীবদ্ধভাবে দণ্ডায়মান হইয়া শত্রুদিগকে তিরস্কার ও ভীতি প্রদর্শন করিয়া থাকে, এই তিনটী আয়তে তাহাদের প্রতিই বিশেষভাবে লক্ষ্য করা হইয়াছে।

৪—৫। **মাশারেক**—'মশরেক' শব্দের বহুবচন। 'মশ্‌রেক' অর্থ সূর্য্যোদয়ের স্থান অথবা পূর্ব্বাঞ্চল। কোন কোন তফ্‌সীরকার নির্দ্দেশ করিয়াছেন যে, এতদ্দ্বারা ভবিষ্যতে আরবের পূর্ব্বদিকস্থ প্রদেশ সমূহে ইস্‌লাম প্রচারের ভবিষ্যদ্বাণী করা হইয়াছে। আয়তদ্বয়ের মর্ম্ম এই যে, মানব জাতির অদ্বিতীয় প্রতিপালক আল্লাহতা'লাই সমগ্র নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডল—এমন কি, সুদূর পূর্ব্বাঞ্চল বা সূর্য্যোদয় স্থানেরও একমাত্র মহান্ প্রভু। তাঁহার অংশী অথবা সদৃশ কেহই নাই।

৬—১০। এই কয়েকটী আয়তে নক্ষত্রপুঞ্জ দ্বারা সুশোভিত ও সুরক্ষিত গগনমণ্ডল এবং পাপাত্মা শয়তানগণ কর্ত্তৃক উহার রহস্য-ভেদ-প্রচেষ্টার বিষয় বর্ণিত হইয়াছে। পবিত্র কোরাণ শরিফের আরও কয়েক স্থানে এইরূপ বর্ণনা পরিদৃষ্ট হয়।—সূরা জেন প্রভৃতি দ্রষ্টব্য।

লিখা উহার অনুসরণ করিয়া থাকে। ১১। অনন্তর তুমি উহাদিগকে জিজ্ঞাসা কর যে, উহারাই কঠিন সৃষ্টি—না আমার সেই সৃষ্টি—যাহাদিগকে আমি ঘনীভূত মৃত্তিকা দ্বারা সৃষ্টি করিয়াছি?—১২। কিন্তু তুমি বিস্মিত হইয়াছিলে। ১৩। এবং যখন উপদেশ দান করা হয় তখন উহারা স্মরণ করে না। ১৪। এবং যখন কোন নিদর্শন অবলোকন করে, তখন উহারা উপহাস করিয়া থাকে। ১৫। এবং বলে যে, ইহা প্রকাশ্য যাদু ব্যতীত নহে। ১৬। তবে কি আমরা যখন মরিয়া যাইব এবং মৃত্তিকা ও অস্থিপুঞ্জ হইব, তখনও কি সত্য-সত্যই আমরা পুনরুত্থিত হইব? ১৭। এমন কি, আমাদের পিতৃপুরুষগণও? ১৮। তুমি বল—হাঁ। এবং তোমরাই তখন অপ্রস্তুত হইবে। ১৯। ফলতঃ উহা একটি

ابٌ ثَاقِبٌ ○ ١١- فَاسْتَفْتِهِمْ
هُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمْ مَّنْ خَلَقْنَا ○
إِنَّا خَلَقْنٰهُمْ مِّنْ طِيْنٍ
لَّازِبٍ ○ ١٢- بَلْ عَجِبْتَ وَ
يَسْخَرُوْنَ ○ ١٣- وَإِذَا ذُكِّرُوْا
لَا يَذْكُرُوْنَ ○ ١٤- وَإِذَا رَأَوْا اٰيَةً
يَّسْتَسْخِرُوْنَ ○ ١٥- وَقَالُوْا
إِنْ هٰذَا إِلَّا سِحْرٌ مُّبِيْنٌ ○ ١٦- ءَإِذَا
مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَّعِظَامًا ءَإِنَّا
لَمَبْعُوْثُوْنَ ○ ١٧- أَوَاٰبَاؤُنَا
الْأَوَّلُوْنَ ○ ١٨- قُلْ نَعَمْ وَأَنْتُمْ
دَاخِرُوْنَ ○ ١٩- فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ

সহি হাদিসে বর্ণিত হইয়াছে যে, সমুচ্চ গগনমণ্ডলে যখন ঐশী-আদেশ প্রতিধ্বনিত হয়, তখন বিভিন্ন আকাশে অবস্থিত ফেরেশ্‌তাগণ ভীত-প্রকম্পিত হইয়া পরস্পরের নিকট উহার মর্ম অনুধাবন করিয়া থাকে। এইরূপে নিম্নবর্ত্তী আকাশের ফেরেশ্‌তাগণ যখন উচ্চতর আকাশে অবস্থিত ফেরেশ্‌তাগণের নিকট ঐশী-আদেশের মর্ম জিজ্ঞাসা করে, তখন পাপাত্মা শয়তান ও জেনগণ নিম্ন আকাশে কর্ণপাত করিয়া উহার রহস্য অবগত হইতে চেষ্টা করে। এই অসাধু প্রচেষ্টার জন্য শয়তান ও জেনেরা ফেরেশ্‌তাগণ কর্ত্তৃক ভীষণ বজ্র ও প্রজ্বলিত উল্কা নিক্ষেপে বিতাড়িত ও দগ্ধীভূত হইয়া থাকে।—সহি বোখারী ও মোসলেম।

১১—১৭। অনন্তর আল্লাহতা'লা বলিতেছেন:—হে রসুল, তুমি অবিশ্বাসীদিগকে জিজ্ঞাসা কর যে, আমার পক্ষে এই বিরাট বিশ্বজগৎ সৃষ্টি করা অপেক্ষা ঘনীভূত মৃত্তিকা যোগে মানুষ সৃষ্টি করা অথবা তাহাদিগকে মৃত্যুর পর পুনর্জ্জীবিত করা কি অধিকতর কঠিন কার্য্য? কিন্তু হে রসুল, অবিশ্বাসীরা যখন এই কথা শুনিয়া অবিশ্বাস ও উপহাস-বিদ্রূপ করে এবং বলে যে, মৃত্যুর পর আমরা ও আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণ পুনর্জ্জীবন প্রাপ্ত হইবে—ইহা সম্পূর্ণ অসম্ভব এবং যাদুক্রিয়া বা যাদুকরের অসার উক্তি ব্যতীত আর কিছুই নহে, তখন তাহাদের কথায় নিশ্চয়ই তুমি বিস্মিত হইয়াছিলে। কিন্তু অবিশ্বাসীদের স্বভাবই এইরূপ; উহারা কখনই সদুপদেশ গ্রহণ করিবে না।

১৮—২১। কিন্তু হে রসুল, তুমি অবিশ্বাসীদিগকে বলিয়া দাও যে, নিশ্চয়ই তোমাদিগকে ও তোমাদের পূর্ব্বপুরুষদিগকে পুনর্জ্জীবন লাভ করিয়া স্ব স্ব কৃতকর্ম্মের প্রতিফল ভোগ করিতে হইবে।

তর্জ্জন মাত্র। তৎপর উহারা তখনি প্রত্যক্ষ করিবে; ২০। এবং তাহারা বলিবে, আমাদের জন্য পরিতাপ?—ইহাই ত সেই প্রতিফল-দিবস। ২১। ইহাই ত সেই বিচার দিবস—যদ্বিষয়ে তোমরা অসত্যারোপ করিয়াছিলে।

وَّاحِدَةٌ فَاِذَا هُمْ يَنْظُرُوْنَ ○
٢٠- وَقَالُوْا يٰوَيْلَنَا هٰذَا يَوْمُ
الدِّيْنِ ○ ٢١- هٰذَا يَوْمُ الْفَصْلِ
الَّذِيْ كُنْتُمْ بِهٖ تُكَذِّبُوْنَ ع

২য় রুকু—পারলৌকিক মহাবিচার ও কর্ম্মফলের পূর্ব্বাভাস

২২। একত্রিত কর অত্যাচারীদিগকে ও তাহাদের পত্নীদিগকে এবং যাহারা অন্যের উপাসনা করিত—২৩। আল্লার পরিবর্ত্তে; অনন্তর উহাদিগকে নরকের দিকে পথ-প্রদর্শন কর। ২৪। এবং উহাদিগকে প্রতিরোধ কর, যেহেতু উহারা জিজ্ঞাসিত হইবে। ২৫। তোমাদের কি হইয়াছে যে, তোমরা পরস্পরকে সাহায্য করিতেছ না? ২৬। বরং আজ তাহারা সকলেই নতশির হইবে। ২৭। এবং তাহারা জিজ্ঞাসা করিতে করিতে পরস্পর পরস্পরের দিকে অগ্রসর হইবে।

٢٢- اُحْشُرُوا الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا وَاَزْوَاجَهُمْ
وَمَا كَانُوْا يَعْبُدُوْنَ ۙ ٢٣- مِنْ
دُوْنِ اللّٰهِ فَاهْدُوْهُمْ اِلٰى صِرَاطِ
الْجَحِيْمِ ○ ٢٤- وَقِفُوْهُمْ اِنَّهُمْ
مَّسْئُوْلُوْنَ ۙ ٢٥- مَا لَكُمْ
لَا تَنَاصَرُوْنَ ○ ٢٦- بَلْ هُمُ
الْيَوْمَ مُسْتَسْلِمُوْنَ ○ ٢٧- وَاَقْبَلَ
بَعْضُهُمْ عَلٰى بَعْضٍ يَّتَسَآءَلُوْنَ ○

ইহার জন্য সর্ব্বশক্তিমান আল্লাহতা'লার একটী তর্জ্জনযুক্ত আহ্বান অথবা তাঁহার নির্দ্দেশ মত হজরত এশরাফিলের একটী শৃঙ্গধ্বনি ব্যতীত আর কিছুই আবশ্যক হইবে না। তখন তোমরা অপ্রস্তুত হইয়া পরিতাপ করিতে থাকিবে এবং তখন তোমাদিগকে বলা হইবে যে, তোমরা যে পুনরুত্থান দিবসের প্রতি অবিশ্বাস ও অসত্যারোপ করিয়াছিলে, আজ সেই দিবস তোমাদের সম্মুখে সমুপস্থিত। অতএব আজ তোমাদিগকে অবশ্যই সেই অবিশ্বাস ও অসত্যারোপের প্রতিফল ভোগ করিতে হইবে।

২২—২৬। মহাবিচার ও পুনরুত্থান দিবসে আল্লাহতা'লা ফেরেশ্‌তাগণেকে আদেশ করিবেন যে, আজ সমস্ত অংশীবাদী ও পৌত্তলিক নরনারীগণকে একত্রিত করিয়া নরকের পথে বিতাড়িত কর এবং তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা কর যে, আহাদের সেই উপাস্য সমূহ ও উপদেষ্টাগণ আজ কোথায় এবং আজ কেন তোমরা পরস্পরকে সাহায্য করিতেছ না? বলা বাহুল্য, সেদিন তাহারা সকলেই নীরব ও নতশির হইয়া স্ব স্ব কৃতকর্ম্মের জন্য অনুতাপ করিতে থাকিবে।

২৭—৩০। অনন্তর তাহারা পরস্পর পরস্পরের প্রতি দোষারোপ করিয়া বলিবে যে, তোমাদের আদর্শ এবং আদেশ অনুসারেই ত আমরা পার্থিব জীবন অতিবাহিত করিয়াছিলাম। আজ আমাদের উপায় কি? ইহার উত্তরে অন্যদল বলিবে যে, আমরা ত তোমাদের অধিপতি ছিলাম

২৮। তাহারা বলিবে—তোমরাই ত দক্ষিণ দিক হইতে আমাদের নিকট আগমন করিতে। ২৯। উহারা বলিবে—কিন্তু তোমরা ত তাহাতে বিশ্বাসী ছিলে না; ৩০। এবং তোমাদের উপর আমাদের কোনই আধিপত্য ছিল না; বরং তোমরা বিরুদ্ধাচারী সম্প্রদায় ছিলে। ৩১। ফলতঃ আমাদের প্রতি আমাদের প্রতিপালকের বাক্যই সত্য হইয়াছে; নিশ্চয়ই আমাদিগকে শাস্তি আস্বাদন করিতে হইবে। ৩২। অনন্তর আমরাই তোমাদিগকে বিভ্রান্ত করিয়াছিলাম, যেহেতু আমরাও বিপথগামী ছিলাম। ৩৩। অতঃপর সে দিন শাস্তি সম্বন্ধে তাহারা অংশভাগী হইবে। ৩৪। নিশ্চয় আমি অপরাধীগণের সহিত এইরূপ করিয়া থাকি। ৩৫। নিশ্চয় যখন তাহাদিগকে বলা হইত যে, আল্লাহ ব্যতীত কোনই উপাস্য নাই, তখন তাহারা অহঙ্কার করিত; ৩৬। এবং বলিত যে, আমরা কি এক উন্মত্ত কবির জন্য আমাদের উপাস্যদিগকে পরিত্যাগ করিব। ৩৭। কিন্তু সে সত্য সহ আগমন করিয়াছে এবং প্রেরিত পুরুষগণের সত্যতা প্রতিপাদন করিয়াছে।

قَالُوْٓا اِنَّكُمْ كُنْتُمْ تَأْتُوْنَنَا
الْيَمِيْنِ ○ ٢٩- قَالُوْا بَلْ لَّمْ
نُوْا مُؤْمِنِيْنَ ○ ٣٠- وَمَا
لَنَا عَلَيْكُمْ مِّنْ سُلْطٰنٍ
كُنْتُمْ قَوْمًا طٰغِيْنَ ○ ٣١- فَحَقَّ
نَا قَوْلُ رَبِّنَآ اِنَّا لَذَآئِقُوْنَ ○
أَغْوَيْنٰكُمْ اِنَّا كُنَّا غٰوِيْنَ ○
فَاِنَّهُمْ يَوْمَئِذٍ فِى الْعَذَابِ
تَرِكُوْنَ ○ ٣٤- اِنَّا كَذٰلِكَ
لُ بِالْمُجْرِمِيْنَ ○ ٣٥- اِنَّهُمْ
نُوْٓا اِذَا قِيْلَ لَهُمْ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ
كْبِرُوْنَ ○ ٣٦- وَيَقُوْلُوْنَ
نَّا لَتَارِكُوْٓا اٰلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَّجْنُوْنٍ ○
بَلْ جَآءَ بِالْحَقِّ وَصَدَّقَ

না এবং তোমরাও আমাদের অধীন ছিলে না; বরং নিজেদের দোষেই তোমরা ভ্রান্ত বিপথগামী হইয়াছিলে।

৩১—৩২। উহাদের কোন কোন দল বলিবে যে, আমরা স্বয়ং বিভ্রান্ত ছিলাম বলিয়াই তোমাদি বিপথগামী করিয়াছিলাম। কিন্তু আজ সত্য প্রভুর বাক্যই সত্য হইয়াছে। সুতরাং আমাদিগকে অবশ্যই শাস্তি ভোগ করিতে হইবে।

৩৩—৩৪। অতঃপর আল্লাহতা'লা বলিয়া দিতেছেন যে, সেদিন তাহারা সকলেই শাস্তি করিবে এবং অবিশ্বাসী ও অপরাধী সম্প্রদায়ের পরিণাম এইরূপই হইয়া থাকে।

৩৫—৩৭। যাহারা হজরত রসুলোল্লার সত্যপ্রচার ও সদুপদেশ গ্রাহ্য না করিয়া উহা অহং ও অবজ্ঞার সহিত প্রত্যাখ্যান করিত এবং বলিত যে, মোহাম্মদের (সাঃ) ন্যায় এক উন্মত্ত কবির ক

৩৮। নিশ্চয়ই তোমাদিগকে যন্ত্রণাপ্রদ শাস্তি আস্বাদন করিতে হইবে। ৩৯। এবং তোমরা যাহা করিয়াছিলে, তদ্ব্যতীত প্রতিফল পাইবে। ৪০। কিন্তু আমার বিশুদ্ধ সেবকগণ। ৪১। উহাদেরই জন্য সুপরিচিত উপজীবিকা রহিয়াছে, ৪২। ফল-সমূহ। এবং তাহারা সম্মানিত হইবে—৪৩। সুখময় স্বর্গোদ্যানে; ৪৪। সম্মুখীন আসনোপরি। ৪৫। তথায় তাহাদের সম্মুখে সুনির্ম্মল সুরা-পূর্ণ পাত্র পরিবেশিত হইবে। ৪৬। উহা পানকারী-গণের জন্য শুভ্র সুস্বাদু। ৪৭। উহাতে কোনই অনিষ্টকারিতা নাই অথবা উহাতে তাহারা প্রমত্ত হইবে না। ৪৮। এবং সুলোচনাগণ আনত নয়নে তাহাদের

الْمُرْسَلِيْنَ ○ ٣٨- اِنَّكُمْ لَذَآئِقُوا
الْعَذَابِ الْاَلِيْمِ ج ٣٩- وَمَا
تُجْزَوْنَ اِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ لا
٤٠- اِلَّا عِبَادَ اللّٰهِ الْمُخْلَصِيْنَ ○
٤١- اُولٰٓئِكَ لَهُمْ رِزْقٌ مَّعْلُوْمٌ لا
٤٢- فَوَاكِهُ ج وَهُمْ مُّكْرَمُوْنَ لا
٤٣- فِيْ جَنّٰتِ النَّعِيْمِ لا ٤٤- عَلٰى
سُرُرٍ مُّتَقٰبِلِيْنَ ○ ٤٥- يُطَافُ عَلَيْهِمْ
بِكَاْسٍ مِّنْ مَّعِيْنٍ لا ٤٦- بَيْضَآءَ
لَذَّةٍ لِّلشّٰرِبِيْنَ ج ٤٧- لَا فِيْهَا غَوْلٌ
وَّلَا هُمْ عَنْهَا يُنْزَفُوْنَ ○ ٤٨- وَعِنْدَهُمْ

কি আমরা আমাদের উপাস্য দেব-দেবীগণকে পরিত্যাগ করিব? তাহাদের সেই অসঙ্গত উক্তির উত্তরে আল্লাহতা'লা বলিয়া দিতেছেন যে, নিশ্চয় আমার রসুল সত্য-সহ আগমন করিয়াছেন। তিনি অবোধ উন্মত্ত অথবা ভ্রান্ত কবি নহেন। তোমাদের এই অসঙ্গত ও ধৃষ্টতাপূর্ণ উক্তির জন্য তোমাদিগকে অবশ্যই কঠোর যন্ত্রণাপ্রদ শাস্তি ভোগ করিতে হইবে। এবং তোমরা ইহজীবনে যেরূপ কার্য্য করিবে, পরলোকে নিশ্চয়ই তদ্রূপ প্রতিফল প্রাপ্ত হইবে।

৪০—৪৭। অবিশ্বাসী ও ধর্ম্মদ্রোহীদিগের পারলৌকিক পরিণাম বর্ণনা করিবার পর আল্লাহতা'লা বলিতেছেন যে, পরলোকে আমার বিশুদ্ধচিত্ত বিশ্বাসী সেবকগণের জন্য সুখময় স্বর্গোদ্যানে স্বর্গীয় সুস্বাদু ফলপুঞ্জের অতি উপাদেয় উপজীবিকা বিদ্যমান রহিয়াছে। সেই স্বর্গোদ্যানে তাহারা পরস্পর সম্মুখীন আসনোপরি উপবেশন করিয়া সেই সমস্ত উপাদেয় উপজীবিকা উপভোগ করিবে এবং তথায় তাহাদের সম্মুখে সুনির্ম্মল শুভ্র সুস্বাদু সুরাপূর্ণ পাত্র সমূহ পরিবেশিত হইবে। সেই স্বর্গীয় সুরায় কোনই অনিষ্টকারিতা নাই এবং তাহা পানে অপার আনন্দ উপভোগ করা ভিন্ন কেহই প্রমত্ত হইবে না।

৪৮—৫০। সেই সুখময় স্বর্গোদ্যানে ডিম্ব মধ্যে সুরক্ষিত সুনির্ম্মল কুসুমের ন্যায় সুলোচনা সুন্দরীগণ আমার বিশ্বস্ত সেবকগণের সন্নিকটে সর্ব্বদাই আনতনয়নে অবস্থান করিবে এবং তাহারা পরস্পর পরস্পরের সহিত আন্তরিক আবেগে নানা বিষয়ে বাক্যালাপ করিতে থাকিবে।

আলোচ্য আয়েত-দ্বয়ের স্বর্গবাসিনী রমণীগণের চরিত্র, সৌন্দর্য্য ও পবিত্রতার যে সংক্ষিপ্ত আভাস প্রদান করা হইয়াছে তাহা অতি চমৎকার! প্রথমতঃ তাহাদের সুন্দর চক্ষুর মনোহর দৃষ্টি অচঞ্চল ও নিম্নে নিবদ্ধ এবং তাহারা ব্রীড়াময়ী ও নতমুখী। অন্য জাতির স্বর্গীয় অপ্সরাগণের ন্যায় তাহাদের দৃষ্টি

সন্নিকটে অবস্থান করিবে। ৪৯। যেন তাহারা ডিম্ব মধ্যে সুরক্ষিত। ৫০। অনন্তর তাহারা পরস্পর পরস্পরকে সম্বোধন করিয়া জিজ্ঞাসাবাদ করিবে। ৫১। তাহাদের মধ্যে একজন বাক্যালাপ-কারী বলিবে যে, নিশ্চয় আমার জন্য এরূপ সাক্ষী ছিল; ৫২। সে বলিত, প্রকৃতই কি তুমি উহা সত্য বলিয়া জান, ৫৩। যে, যখন আমরা মরিয়া যাইব এবং মৃত্তিকা ও অস্থিপুঞ্জ হইব, তখন কি সত্যই আমরা প্রতিদান প্রাপ্ত হইব? ৫৪। সে বলিবে—তুমি কি উহা প্রত্যক্ষ করিতে চাও? ৫৫। অতঃপর সে উঁকি মারিয়া তাহাকে সে নরকের অভ্যন্তরে অব-লোকন করিবে। ৫৬। সে বলিবে—আল্লার শপথ, তুমি ত আমাকে ধ্বংস করিবারই উপক্রম করিয়াছিলে। ৫৭। এবং যদি আমার প্রতিপালকের অনুগ্রহ না হইত, তবে নিশ্চয় আমি ঐ উপস্থিতগণের

صِرٰتُ الطَّرْفِ عِيْنٌ ۙ ٤٩ كَأَنَّهُنَّ
بَيْضٌ مَّكْنُوْنٌ ۝ ٥٠ فَأَقْبَلَ
بَعْضُهُمْ عَلٰى بَعْضٍ يَّتَسَآءَلُوْنَ ۝
٥١ قَالَ قَآئِلٌ مِّنْهُمْ إِنِّىْ كَانَ
لِىْ قَرِيْنٌ ۙ ٥٢ يَّقُوْلُ أَئِنَّكَ
لَمِنَ الْمُصَدِّقِيْنَ ۝ ٥٣ ءَإِذَا
مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَّعِظَامًا ءَإِنَّا
لَمَدِيْنُوْنَ ۝ ٥٤ قَالَ هَلْ أَنْتُمْ
مُّطَّلِعُوْنَ ۝ ٥٥ فَاطَّلَعَ فَرَاٰهُ
فِىْ سَوَآءِ الْجَحِيْمِ ۝ ٥٦ قَالَ
تَاللّٰهِ إِنْ كِدْتَّ لَتُرْدِيْنِ ۙ
٥٧ وَلَوْلَا نِعْمَةُ رَبِّىْ لَكُنْتُ مِنَ

আকুলিত, বিলাস-বিহ্বল ও কাম-কটাক্ষপূর্ণ নহে। বিশেষতঃ হুরীগণের চরিত্র ও পবিত্রতার অপার্থিব উপমা এখানে প্রদত্ত হইয়াছে, তাহা সত্যই অনুপম ও অতুলনীয়। 'অনাঘ্রাত পুষ্পই হ… অথবা স্পর্শ-বিহীন নব-কিশলয়'ই হউক, নির্মলতা ও পবিত্রতার চমৎকার অভিব্যক্তির প্রতি ল… করিলে 'ডিম্ব মধ্যে সুরক্ষিত কুসুমের' সহিত ইহার কোন উপমাই তুলিত হইতে পারে … ইসলামী স্বর্গের পুণ্যবান নর-নারীগণের আধ্যাত্মিক ও নৈতিক চরিত্রের পবিত্রতা ও সৌন্দর্য… দুইটী আয়তে অতি সুন্দরভাবে পরিস্ফুট হইয়াছে।

৫১—৫৩। অনন্তর স্বর্গবাসী মানবের পরস্পর নানা বিষয় আলাপ আলোচনা করিতে থাকি… তন্মধ্যে একজন অপরকে সম্বোধন করিয়া বলিবে যে, পৃথিবীতে আমাদের এরূপ সঙ্গীও ছিল—যা… পরলোক ও পুনরুত্থান বিশ্বাস করিত না। তাহারা বলিত যে, মৃত্যুর পরে পুনরুত্থান এবং … কৃতকর্মের প্রতিদান-প্রাপ্তি সম্পূর্ণ অসম্ভব।

৫৪—৫৭। তখন সেই স্বর্গবাসী উত্তর করিবে যে, তুমি কি ঐ অবিশ্বাসীকে দেখিতে চাও? অন… সে উঁকি মারিয়া দেখিবে যে, সেই অবিশ্বাসী নরকের মধ্যে ভীষণ শাস্তি ভোগ করিতে… তখন সে তাহাকে লক্ষ্য করিয়া বলিবে যে, আল্লার শপথ, যদি আমি পার্থিব জীবনে তোমার … শুনিতাম, তবে নিশ্চয়ই আমি আজ তোমার মত নরকগামী হইয়া কঠোর শাস্তি ভোগ করিতা… কিন্তু আমার করুণাময় প্রতিপালক স্বীয় অনুগ্রহেই আমাকে রক্ষা করিয়াছেন।

অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। ৫৮। তবে কি
আমরা আর মৃত্যুমুখে পতিত হইব না,
৫৯। আমাদের প্রথম বারের মৃত্যু
ব্যতীত?—এবং আমরা শাস্তিও প্রাপ্ত
হইব না? ৬০। নিশ্চয় ইহাই সেই
মহান্ সফলতা। ৬১। এতদ্‌সদৃশ বিষয়ের
জন্যই কর্ম্মীগণের কার্য্য করা উচিত।
৬২। এই নিমন্ত্রণই উৎকৃষ্টতর অথবা
সেই জাকুম তরু? ৬৩। নিশ্চয় আমি
ইহাকে অত্যাচারীদের জন্য বিড়ম্বনা
স্বরূপ করিয়াছি। ৬৪। নিশ্চয় উহা বৃক্ষ-
বিশেষ—যাহা নরকের অধঃস্থলে উৎপন্ন
হইয়া থাকে। ৬৫। উহার অবয়ব সর্প
শিরের অনুরূপ। ৬৬। অনন্তর তাহারা
অবশ্যই উহা হইতে ভক্ষণ করিবে;
তৎপর উহা দ্বারাই উদর সমূহ পূর্ণ
করিবে। ৬৭। তৎপর নিশ্চয়ই
তাহাদের জন্য তদুপরি উত্তপ্ত সলিলের
মিশ্রণ থাকিবে। ৬৮। তৎপর নিশ্চয়ই
তাহাদিগকে নরকের দিকে প্রত্যাবর্ত্তিত

الْمُحْضَرِيْنَ ۝ ٥٨- أَفَمَا نَحْنُ
بِمَيِّتِيْنَ ۙ ٥٩- إِلَّا مَوْتَتَنَا الْأُوْلٰى
وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِيْنَ ۝ ٦٠- إِنَّ
هٰذَا لَهُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ۝ ٦١- لِمِثْلِ
هٰذَا فَلْيَعْمَلِ الْعٰمِلُوْنَ ۝ ٦٢- أَذٰلِكَ
خَيْرٌ نُّزُلًا أَمْ شَجَرَةُ الزَّقُّوْمِ ۝ ٦٣- إِنَّا
جَعَلْنٰهَا فِتْنَةً لِّلظّٰلِمِيْنَ ۝ ٦٤- إِنَّهَا
شَجَرَةٌ تَخْرُجُ فِيْٓ أَصْلِ الْجَحِيْمِ ۙ
٦٥- طَلْعُهَا كَأَنَّهٗ رُءُوْسُ
الشَّيٰطِيْنِ ۝ ٦٦- فَإِنَّهُمْ لَاٰكِلُوْنَ
مِنْهَا فَمَالِـُٔوْنَ مِنْهَا الْبُطُوْنَ ۙ
٦٧- ثُمَّ إِنَّ لَهُمْ عَلَيْهَا لَشَوْبًا
مِّنْ حَمِيْمٍ ۙ ٦٨- ثُمَّ إِنَّ مَرْجِعَهُمْ

৫৮—৫৯। সে আরও বলিবে যে, পার্থিব জীবনের সেই মৃত্যু ব্যতীত আর আমাদের মৃত্যু নাই এবং আমাদিগকে আর কোন শাস্তিও ভোগ করিতে হইবে না।

৬০—৬১। এই দুইটী আয়তকে কেহ স্বর্গবাসীগণের উক্তি এবং কেহ কেহ আল্লাহতা'লার উক্তি বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। আয়তদ্বয়ের মর্ম্ম এই যে, পরলোকে স্বর্গের সুখ-শান্তি উপভোগ করাই মানব জীবনে মহান সাফল্য বা চরম সার্থকতা এবং পার্থিব জীবনে মানবের পক্ষে উহারই জন্য সাধনা ও সৎকার্য্য করাই সর্ব্বোত্তম কর্ত্তব্য।

৬২—৬৮। **জাক্‌কুম**—তরু-বিশেষ। জাকুম মরুভূমি-জাত অথবা তেহামা প্রদেশের এক প্রকার বিকৃত ও তিক্ত স্বাদ বিশিষ্ট কণ্টকতরু। উহার অবয়ব সর্পশিরের অনুরূপ এবং উহা নরকের অধঃস্থলে উৎপন্ন হইবে। বঙ্গদেশেও কাঁটা-মানসা বা কাঁটা-সজারু নামক এক প্রকার কণ্টকতরু পরিদৃষ্ট হয় এবং উহার স্বাদও তীব্র তিক্ত। আরবে সুপক্ক টাট্‌কা খর্জ্জুর এবং মাখন সহযোগে 'জকুম' এক প্রকার খাদ্যদ্রব্যও প্রস্তুত হইত। 'ফেৎনা' অর্থে বিড়ম্বনা অথবা পরীক্ষা।

আলোচ্য আয়েত-সমূহে অবিশ্বাসী ও নারকীদিগের দুঃখ-বিড়ম্বনার বিষয় বর্ণিত হইয়াছে। আল্লাহতা'লা বলিতেছেন যে, অবিশ্বাসীদিগকে নরকে গমন করিয়া নরকের অধোদেশে উৎপন্ন বিস্বাদ ও তিক্ত জাকুম তরু ভক্ষণ এবং উত্তপ্ত সলিলের বিকৃত মিশ্রণ পান করিয়াই ক্ষুৎপিপাসা নিবারণ

لَإِلَى الْجَحِيمِ ○ ٦٩- إِنَّهُمْ
أَلْفَوْا آبَاءَهُمْ ضَالِّينَ ۙ ٧٠- فَهُمْ
عَلَىٰ آثَارِهِمْ يُهْرَعُونَ ○ ٧١- وَلَقَدْ
ضَلَّ قَبْلَهُمْ أَكْثَرُ الْأَوَّلِينَ ۙ
٧٢- وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا فِيهِمْ مُنْذِرِينَ ○
٧٣- فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ
الْمُنْذَرِينَ ۙ ٧٤- إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ
الْمُخْلَصِينَ ع

হইতে হইবে। ৬৯। নিশ্চয় তাহারা তাহাদের পিতৃপুরুষদিগের বিভ্রান্ত প্রাপ্ত হইয়াছিল। ৭০। তথাপি উহারা তাহাদের পদানুসরণে প্রধাবিত হইয়াছিল। ৭১। এবং নিশ্চয় তাহাদের পূর্ব্বে পূর্ব্ববর্ত্তিগণের অধিকাংশই বিভ্রান্ত হইয়াছিল। ৭২। এবং নিশ্চয়ই আমি তাহাদের মধ্যে বহু ভয়প্রদর্শনকারী প্রেরণ করিয়াছিলাম। ৭৩। অতএব লক্ষ্য কর যে, সেই ভয়-প্রদর্শিতগণের পরিণাম কিরূপ হইয়াছিল;—৭৪। আল্লার বিশুদ্ধ সেবকগণ ব্যতীত।

৩য় রুকু—হজরত নূহ, এবরাহিম ও এসমাইলের প্রসঙ্গ

٧٥- وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ فَلَنِعْمَ
الْمُجِيبُونَ ۖ ٧٦- وَنَجَّيْنَاهُ
وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ
الْعَظِيمِ ۖ ٧٧- وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ

৭৫। এবং নিশ্চয়ই নূহ আমাকে আহ্বান করিয়াছিল, ফলতঃ আমি উত্তম উত্তরদাতা। ৭৬। এবং আমি তাহাকে ও তাহার পরিজনদিগকে মহা বিপদ হইতে উদ্ধার করিয়াছিলাম। ৭৭। এবং তাহার বংশধরগণই অবশিষ্ট ছিল।

করিতে হইবে। কিন্তু তদ্দ্বারা ক্ষুৎপিপাসা নিবারণের পরিবর্ত্তে উহা তাহাদের জন্য অতি কঠোর বিড়ম্বনা স্বরূপ অনুভূত হইবে।

৬৯—৭১। পূর্ব্ব-যুগের যে সকল অবিশ্বাসী বিভ্রান্ত পূর্ব্বপুরুষগণের ভ্রান্ত পথের অনুসরণ করিয়া বিপথগামী হইয়াছিল, এই কয়টী আয়তে তাহাদেরই বিষয় বর্ণিত হইয়াছে।

৭২—৭৪। আল্লাহতা'লা বলিতেছেন যে, ঐ সকল বিভ্রান্ত সম্প্রদায়ের মধ্যে আমি বহু ভয়প্রদর্শনকারী নবী ও রসুল প্রেরণ করিয়াছিলাম। কিন্তু আমার বিশুদ্ধ সেবকগণ ব্যতীত তাহারা আমার রসুলগণের কথা শ্রবণ করে নাই। সুতরাং এই অবাধ্যতার ফলে তাহাদের পরিণাম অত্যন্ত শোচনীয় হইয়াছিল। এই প্রসঙ্গের উল্লেখ করিয়া আল্লাহতা'লা হজরত রসুলোল্লার বিরুদ্ধচারীদিগকে বিশেষভাবে সতর্ক করিয়া দিয়াছেন।

৭৫—৮২। পূর্ব্ববর্ত্তী যুগ-সমূহের অবিশ্বাসী ও ধর্ম্মদ্রোহীদিগকে সতর্ক করিয়া সুপথ প্রদর্শনের জন্য আল্লাহতা'লা যে সকল বিশিষ্ট নবী ও রসুল প্রেরণ করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে হজরত নূহ, হজরত এবরাহিম ও হজরত মূসা প্রমুখ নবীগণের নাম জগদ্বিখ্যাত। তাই আল্লাহতা'লা সর্ব্বপ্রথম হজরত নূহ ও হজরত এবরাহিমের প্রসঙ্গ বর্ণনা করিয়া অবিশ্বাসীদিগকে সতর্ক করিয়া দিতেছেন।

৭৮। এবং আমি তাহার জন্য পরবর্ত্তী রূপে পরিত্যাগ করিয়াছিলাম। ৭৯। বিশ্ব-জগতের মধ্যে নূহের প্রতি শান্তি বর্ষিত হউক। ৮০। নিশ্চয় আমি সৎকর্ম্মশীলগণকে এইরূপ প্রতিদান করি। ৮১। নিশ্চয় সে আমার বিশ্বস্ত সেবক ছিল। ৮২। তৎপর আমি অন্য সকলকে নিমজ্জিত করিয়াছিলাম। ৮৩। এবং নিশ্চয়ই এবরাহিম তাহার দলভুক্ত ছিল। ৮৪। যখন সে প্রশান্ত অন্তরে তদীয় প্রতিপালকের নিকট আগমন করিয়াছিল ; ৮৫। তখন সে স্বীয় পিতা ও তদীয় সম্প্রদায়কে বলিয়াছিল—তোমরা কিসের উপাসনা করিতেছ ? ৮৬। তবে কি তোমরা আল্লার পরিবর্ত্তে অসত্য উপাসনা প্রার্থনা করিতেছ ? ৮৭। অনন্তর বিশ্বজগতের প্রতিপালক সম্বন্ধে তোমরা কিরূপ ধারণা করিতেছ ? ৮৮। অতঃপর সে নক্ষত্রপুঞ্জের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ

هُمُ الْبٰقِيْنَ ۝ ٧٨- وَتَرَكْنَا
عَلَيْهِ فِي الْاٰخِرِيْنَ ۝ ٧٩- سَلٰمٌ
عَلٰى نُوْحٍ فِي الْعٰلَمِيْنَ ۝ ٨٠- اِنَّا
كَذٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِيْنَ ۝
٨١- اِنَّهٗ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِيْنَ ۝
٨٢- ثُمَّ اَغْرَقْنَا الْاٰخَرِيْنَ ۝ ٨٣- وَاِنَّ
مِنْ شِيْعَتِهٖ لَاِبْرٰهِيْمَ ۝ ٨٤- اِذْ جَاءَ
رَبَّهٗ بِقَلْبٍ سَلِيْمٍ ۝ ٨٥- اِذْ قَالَ
لِاَبِيْهِ وَقَوْمِهٖ مَاذَا تَعْبُدُوْنَ ۝
٨٦- اَئِفْكًا اٰلِهَةً دُوْنَ اللّٰهِ
تُرِيْدُوْنَ ۝ ٨٧- فَمَا ظَنُّكُمْ بِرَبِّ
الْعٰلَمِيْنَ ۝ ٨٨- فَنَظَرَ نَظْرَةً فِي

এই সকল প্রসঙ্গ বর্ণনার উদ্দেশ্য এই যে, পূর্ব্বযুগের অবিশ্বাসীরা আমার রসুলগণের কথা শুনিয়া এবং তাহাদের প্রতি অসত্যারোপ করিয়া যেরূপ ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছিল, বর্ত্তমান যুগের অবিশ্বসীরাও যদি আমার রসুলের কথা না শুনিয়া তৎপ্রতি অবিশ্বাস ও অসত্যারোপ করে, তবে তাহাদিগকেও সেইরূপ দুর্গতি ও লাঞ্ছনা ভোগ করিয়া অবশেষে ধ্বংসপ্রাপ্ত হইতে হইবে।

আমার প্রেরিত নবী নূহ আমার বিশ্বস্ত সেবক ছিল বলিয়া অবিশ্বাসীদিগের অত্যাচার ও নির্য্যাতন হইতে আমিই তাহাকে রক্ষা করিয়াছিলাম। অনন্তর অবিশ্বাসী ধর্ম্মদ্রোহীদিগকে আমি মহাপ্লাবনে নিমজ্জিত করিয়া সেই ভয়াবহ মহাপ্লাবন হইতে আমার করুণার নিদর্শন স্বরূপ তরণী-যোগে হজরত নূহ এবং তাহার পরিজন ও বিশ্বস্ত অনুগামীদিগকে নিরাপদে উদ্ধার করিয়াছিলাম। পরবর্ত্তী যুগের জন্য পৃথিবীতে একমাত্র তাহাদেরই বংশধরগণ অবশিষ্ট ছিল। তাই জগদ্বাসী এখনও আমার প্রিয় নবী নূহের কথা স্মরণ করিয়া শুভাশীষ ও শান্তিবাণী প্রেরণ করিয়া থাকে। আমার বিশ্বস্ত সেবকগণ ইহ-পরলোকে এইরূপভাবেই আমার অনুগ্রহ ও প্রতিদান প্রাপ্ত হইয়া থাকে। হজরত নূহের বিস্তৃত বিবরণ সুরা 'আরাফের' ৮ম রুকুতে বর্ণিত হইয়াছে।—৮ম পারার তফ্সীর দ্রষ্টব্য।

৮৩—৮৯। হজরত নূহের প্রসঙ্গ বর্ণনা করিবার পর আল্লাহতা'লা হজরত এবরাহিম প্রসঙ্গ বর্ণনা করিয়াছেন। হজরত এবরাহিম জগতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নবী এবং বহু জগদ্বিখ্যাত নবী ও রসুলের সম্মানিত ও মহামান্য পূর্ব্বপুরুষ। তাঁহার পিতা ও তদীয় সম্প্রদায়ের সকলেই অংশীবাদী পৌত্তলিক ছিল এবং তাহারা প্রতিমা ও নক্ষত্র পূজা করিত। তাহাদের এই অংশীবাদিতা ও

করিয়াছিল। ৮৯। তৎপর সে বলিয়াছিল—নিশ্চয় উহা আমার জন্য পীড়াদায়ক। ৯০। তখন উহারা তাহার নিকট হইতে পৃষ্ঠপ্রদর্শন পূর্ব্বক প্রত্যাবর্ত্তিত হইয়াছিল। ৯১। অনন্তর সে সংগোপনে তাহাদের উপাস্যদিগের নিকট গমন করিয়া উহাদের বলিয়াছিল, তোমরা আহার কর না কেন? ৯২। তোমাদের কি হইয়াছে যে, তোমরা কথা বলিতেছ না? ৯৩। তৎপর সে সম্পূর্ণরূপে উহাদের নিকটবর্ত্তী দক্ষিণ হস্ত দ্বারা উহাদিগকে আঘাত করিয়াছিল। ৯৪। অনন্তর তাহারা দ্রুতগতি তাহার দিকে অগ্রসর হইয়াছিল। ৯৫। সে বলিয়াছিল—তোমরা যাহা খোদিত কর, তোমরা কি তাহারই পূজা করিয়া থাক? ৯৬। এবং আল্লা-ই তোমাদিগকে ও তোমরা যাহা নির্ম্মাণ কর তৎসমুদয়কে সৃষ্টি করিয়াছেন। ৯৭। তাহারা বলিয়াছিল, ইহার জন্য একটী গৃহ গ্রথিত কর, তৎপর তাহাকে প্রজ্জ্বলিত অগ্নির মধ্যে নিক্ষেপ কর। ৯৮। অনন্তর তাহারা তাহার সহিত চক্রান্ত করিতে ইচ্ছা করিয়াছিল, কিন্তু আমি তাহাদিগকে অবনমিত করিয়াছিলাম।

...وم ٨٨ ٨٩- فَقَالَ إِنِّي سَقِيمٌ ○
...وَلَّوْا عَنْهُ مُدْبِرِينَ ○
فَرَاغَ إِلَىٰ آلِهَتِهِمْ فَقَالَ أَلَا
...ونَ ○ ٩٢- مَا لَكُمْ لَا تَنْطِقُونَ ○
فَرَاغَ عَلَيْهِمْ ضَرْبًا بِالْيَمِينِ ○
فَأَقْبَلُوا إِلَيْهِ يَزِفُّونَ ○
قَالَ أَتَعْبُدُونَ مَا تَنْحِتُونَ ○
وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ ○
قَالُوا ابْنُوا لَهُ بُنْيَانًا فَأَلْقُوهُ
الْجَحِيمِ ○ ٩٨- فَأَرَادُوا بِهِ
كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَسْفَلِينَ ○

পৌত্তলিকতা দর্শনে বিরক্ত ও বিচলিত হইয়া হজরত এবরাহিম যেরূপভাবে তাহাদিগকে অদ্বি... আল্লার উপাসনা এবং সত্যধর্ম্মের অনুসরণ করিতে আহ্বান করিয়াছিলেন, এই কয়েকটী আয়... তাহারাই সংক্ষিপ্ত আভাস প্রদত্ত হইয়াছে।

৯০—৯৬। অংশীবাদী পৌত্তলিকেরা হজরত এবরাহিমের কথায় বিরক্ত হইয়া চলিয়া গেলে, তি... তাহাদের মন্দিরে প্রবেশ করিয়া প্রতিমাগুলি ভাঙ্গিয়া ফেলেন। পৌত্তলিকেরা ইহা শুনিয়া ভীত... বিস্মিত ভাবে ব্যস্ত হইয়া তথায় আগমন করিলে, তিনি তাহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া বলেন যে, তোমর... তোমাদের স্বহস্ত নির্ম্মিত এই অসার, শক্তিহীন ও প্রাণহীন প্রতিমাগুলির পূজা করিয়া কেন অধঃ... ধ্বংসের পথে গমন করিতেছ। তোমরা ত প্রত্যক্ষ করিলে যে, এগুলির কোনই শক্তি-সামর্থ্য নাই। অতএব যে সর্ব্বশক্তিমান আল্লাহতা'লা তোমাদিগকে এবং বিশ্ব-জগতের যাবতীয় বিষয়কে সৃষ্টি করিয়া... ছেন, তোমরা সকলে তাঁহারাই উপাসনা কর।

৯৭—৯৯। অবিশ্বাসী পৌত্তলিকেরা তাহাদের উপাস্য প্রতিমাগুলির দুর্গতি দর্শনে ক্রোধে... প্রজ্বলিত হইয়া পরামর্শ করিয়া স্থির করিয়াছিল যে, তাহারা হজরত এবরাহিমকে জলন্ত অনলে দগ্ধ করিয়া... উহার প্রতিশোধ প্রদান করিবে। এই উদ্দেশ্যে তাহারা এক প্রকাণ্ড অনলকুণ্ড নির্ম্মাণ করিয়াছিল।

৯৯। এবং সে বলিয়াছিল—নিশ্চয়
আমি আমার প্রতিপালকের দিকে
যাইতেছি; তিনিই আমাকে পথ-প্রদর্শন
করিবেন। ১০০। হে আমার প্রতি-
পালক, তুমি আমাকে সৎকর্ম্মশীলগণের
মধ্য হইতে দান কর। ১০১। তৎপরে
আমি তাহাকে একটি সহিষ্ণু সন্তানের
সুসংবাদ প্রদান করিয়াছিলাম।
১০২। অনন্তর যখন সে তাহার সহিত
গমনাগমনে সমর্থ হইয়াছিল, তখন সে
বলিয়াছিল—হে আমার পুত্র, নিশ্চয়
আমি স্বপ্নে দেখিয়াছি যে, আমি
তোমাকে উৎসর্গ করিতেছি; অতএব
তুমি যাহা দেখিলে তদ্বিষয় লক্ষ্য কর।
সে বলিয়াছিল—হে আমার পিতা, তুমি
যাহা আদিষ্ট হইয়াছ, তাহা সম্পন্ন

٩٩- وَقَالَ إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَىٰ رَبِّي
سَيَهْدِينِ ۝ ١٠٠- رَبِّ هَبْ لِي
مِنَ الصَّالِحِينَ ۝ ١٠١- فَبَشَّرْنَاهُ
بِغُلَامٍ حَلِيمٍ ۝ ١٠٢- فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ
السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَىٰ
فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانْظُرْ
مَاذَا تَرَىٰ ط قَالَ يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا

কিন্তু সর্ব্বশক্তিমান আল্লাহতা'লা তাহাদের সমস্ত দুরভিসন্ধি ও চক্রান্ত ব্যর্থ করিয়া হজরত এবরাহিমকে নিরাপদে উদ্ধার করিয়াছিলেন।

১০০—১০১। অনন্তর হজরত এবরাহিম নমরুদের রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া সিরিয়ায় গমন করেন। তথায় অবস্থান কালে তিনি আল্লাহতা'লার নিকট সচ্চরিত্র ও সৎকর্ম্মশীল সুসন্তানের জন্য প্রার্থনা করায়, তিনি তাহাকে একটী ধৈর্য্যশীল ও পুণ্যবান পুত্রের সুসংবাদ প্রদান করেন। হজরত এবরাহিমের এই পুত্রের নাম হজরত এসমাইল এবং ইনিই তাঁহার প্রথম সন্তান।

১০২—১০৮। **হজরত এবরাহিমের কোরবানী প্রসঙ্গ**—হজরত এবরাহিমের বয়স যখন ছিয়াশী বৎসর, তখন তাঁহার আন্তরিক প্রার্থনায় আল্লাহতা'লার অসীম অনুগ্রহে তদীয় প্রিয়তমা সহধর্ম্মিণী মিসর-রাজকুমারী বিবি হাজেরার গর্ভে হজরত এসমাইলের জন্ম হয়। হজরত এসমাইল বয়োঃপ্রাপ্ত হইয়া কৈশোর বা যৌবনে উপনীত হইবার পর আল্লাহতা'লা হজরত এবরাহিমকে পরীক্ষা করিবার জন্য স্বপ্নযোগে তদীয় প্রিয়পুত্র এসমাইলকে কোরবানী করিবার জন্য আদেশ করেন। হজরত এবরাহিম আল্লাহতা'লার আদেশ পালনের জন্য এক সুদূর প্রান্তরে গমন করেন এবং প্রাণোপম পুত্রের ধর্ম্মপ্রাণতা পরীক্ষা করিবার জন্য তাঁহার নিকট স্বপ্নবৃত্তান্ত প্রকাশ করিয়া ঐ সম্বন্ধে তাঁহার মতামত জিজ্ঞাসা করেন। মহাপ্রাণ হজরত এসমাইল পিতৃমুখে স্বপ্নবৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া আবেগ-ভরে বলেন,—হে পিতঃ! আপনি আল্লাহতা'লার আদেশ পালন করুন; নিশ্চয় আমি ধৈর্য্য সহকারে নিজকে আল্লার পথে উৎসর্গ করিয়া দিব। প্রিয়তম পুত্রের এই অসীম ধৈর্য্য ও অলৌকিক আত্মোৎসর্গের পরিচয় পাইয়া হজরত এবরাহিম অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলেন। অতঃপর ঐশী-আদেশ পালনের আন্তরিক আগ্রহে যখন তিনি হজরত এসমাইলকে ভূমিতে নিক্ষেপ করিয়া তাহাকে তীক্ষ্ণ-ধার ছুরিকা দ্বারা কোরবানী করিতে উদ্যত হইলেন, তখন করুণাময় আল্লাহতা'লা হইতে প্রত্যাদেশ আসিল—"হে আমার প্রিয় বন্ধু এবরাহিম, ক্ষান্ত হও; নিশ্চয় ইহা আমার একটী প্রকাশ্য পরীক্ষা এবং আমার স্বপ্নাদেশকে সত্যে পরিণত করিয়া নিশ্চয় তুমি কঠোর পরীক্ষায় সগৌরবে উত্তীর্ণ হইয়াছ। অতএব ইহার জন্য তুমি ইহ-পরলোকে আমার অনুপম অনুগ্রহে অভিষিক্ত হইয়া অক্ষয় প্রতিদানের অধিকারী হইবে।"

৯৯। এবং সে বলিয়াছিল—নিশ্চয় আমি আমার প্রতিপালকের দিকে যাইতেছি; তিনিই আমাকে পথ-প্রদর্শন করিবেন। ১০০। হে আমার প্রতিপালক, তুমি আমাকে সৎকর্ম্মশীলগণের মধ্য হইতে দান কর। ১০১। তৎপরে আমি তাহাকে একটি সহিষ্ণু সন্তানের সুসংবাদ প্রদান করিয়াছিলাম। ১০২। অনন্তর যখন সে তাহার সহিত গমনাগমনে সমর্থ হইয়াছিল, তখন সে বলিয়াছিল—হে আমার পুত্র, নিশ্চয় আমি স্বপ্নে দেখিয়াছি যে, আমি তোমাকে উৎসর্গ করিতেছি; অতএব তুমি যাহা দেখিলে তদ্বিষয় লক্ষ্য কর। সে বলিয়াছিল—হে আমার পিতা, তুমি যাহা আদিষ্ট হইয়াছ, তাহা সম্পন্ন

٩٩- وَقَالَ إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَىٰ رَبِّي
سَيَهْدِينِ ○ ١٠٠- رَبِّ هَبْ لِي
مِنَ الصَّالِحِينَ ○ ١٠١- فَبَشَّرْنَاهُ
بِغُلَامٍ حَلِيمٍ ○ ١٠٢- فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ
السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَىٰ
فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانْظُرْ
مَاذَا تَرَىٰ ط قَالَ يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا

কিন্তু সর্ব্বশক্তিমান আল্লাহতা'লা তাহাদের সমস্ত দুরভিসন্ধি ও চক্রান্ত ব্যর্থ করিয়া হজরত এবরাহিমকে নিরাপদে উদ্ধার করিয়াছিলেন।

১০০—১০১। অনন্তর হজরত এবরাহিম নমরুদের রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া সিরিয়ায় গমন করেন। তথায় অবস্থান কালে তিনি আল্লাহতা'লার নিকট সচ্চরিত্র ও সৎকর্ম্মশীল সুসন্তানের জন্য প্রার্থনা করায়, তিনি তাহাকে একটী ধৈর্য্যশীল ও পুণ্যবান পুত্রের সুসংবাদ প্রদান করেন। হজরত এবরাহিমের এই পুত্রের নাম হজরত এসমাইল এবং ইনিই তাঁহার প্রথম সন্তান।

১০২—১০৬। **হজরত এবরাহিমের কোরবানী প্রসঙ্গ**—হজরত এবরাহিমের বয়স যখন ছিয়াশী বৎসর, তখন তাঁহার আন্তরিক প্রার্থনায় আল্লাহতা'লার অসীম অনুগ্রহে তদীয় প্রিয়তমা সহধর্ম্মিণী মিসর-রাজকুমারী বিবি হাজেরার গর্ভে হজরত এসমাইলের জন্ম হয়। হজরত এসমাইল বয়োঃপ্রাপ্ত হইয়া কৈশোর বা যৌবনে উপনীত হইবার পর আল্লাহতা'লা হজরত এবরাহিমকে পরীক্ষা করিবার জন্য স্বপ্নযোগে তদীয় প্রিয়পুত্র এসমাইলকে কোরবানী করিবার জন্য আদেশ করেন। হজরত এবরাহিম আল্লাহতা'লার আদেশ পালনের জন্য এক সুদূর প্রান্তরে গমন করেন এবং প্রাণোপম পুত্রের ধর্ম্মপ্রাণতা পরীক্ষা করিবার জন্য তাঁহার নিকট স্বপ্নবৃত্তান্ত প্রকাশ করিয়া ঐ সম্বন্ধে তাঁহার মতামত জিজ্ঞাসা করেন। মহাপ্রাণ হজরত এসমাইল পিতৃমুখে স্বপ্নবৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া আবেগ-ভরে বলেন,—হে পিতঃ! আপনি আল্লাহতা'লার আদেশ পালন করুন; নিশ্চয় আমি ধৈর্য্য সহকারে নিজকে আল্লার পথে উৎসর্গ করিয়া দিব। প্রিয়তম পুত্রের এই অসীম ধৈর্য্য ও অলৌকিক আত্মোৎসর্গের পরিচয় পাইয়া হজরত এবরাহিম অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলেন। অতঃপর ঐশী-আদেশ পালনের আন্তরিক আগ্রহে যখন তিনি হজরত এসমাইলকে ভূমিতে নিক্ষেপ করিয়া তাহাকে তীক্ষ্ণ-ধার ছুরিকা দ্বারা কোরবানী করিতে উদ্যত হইলেন, তখন করুণাময় আল্লাহতা'লা হইতে প্রত্যাদেশ আসিল—"হে আমার প্রিয় বন্ধু এবরাহিম, ক্ষান্ত হও; নিশ্চয় ইহা আমার একটী প্রকাশ্য পরীক্ষা এবং আমার স্বপ্নাদেশকে সত্যে পরিণত করিয়া নিশ্চয় তুমি কঠোর পরীক্ষায় সগৌরবে উত্তীর্ণ হইয়াছ। অতএব ইহার জন্য তুমি ইহ-পরলোকে আমার অনুপম অনুগ্রহে অভিষিক্ত হইয়া অফুরন্ত প্রতিদানের অধিকারী হইবে।"

করিয়াছিল। ৮৯। তৎপর সে বলিয়াছিল—নিশ্চয় উহা আমার জন্য পীড়াদায়ক। ৯০। তখন উহারা তাহার নিকট হইতে পৃষ্ঠপ্রদর্শন পূর্ব্বক প্রত্যাবর্ত্তিত হইয়াছিল। ৯১। অনন্তর সে সংগোপনে তাহাদের উপাস্যদিগের নিকট গমন করিয়া উহাদের বলিয়াছিল, তোমরা আহার কর না কেন? ৯২। তোমাদের কি হইয়াছে যে, তোমরা কথা বলিতেছ না? ৯৩। তৎপর সে সন্তর্পণে উহাদের নিকটবর্ত্তী দক্ষিণ হস্ত দ্বারা উহাদিগকে আঘাত করিয়াছিল। ৯৪। অনন্তর তাহারা দ্রুতগতি তাহার দিকে অগ্রসর হইয়াছিল। ৯৫। সে বলিয়াছিল—তোমরা যাহা খোদিত কর, তোমরা কি তাহারই পূজা করিয়া থাক? ৯৬। এবং আল্লা-ই তোমাদিগকে ও তোমরা যাহা নির্ম্মাণ কর তৎসমুদয়কে সৃষ্টি করিয়াছেন। ৯৭। তাহারা বলিয়াছিল, ইহার জন্য একটী গৃহ গ্রথিত কর, তৎপর তাহাকে প্রজ্জ্বলিত অগ্নির মধ্যে নিক্ষেপ কর। ৯৮। অনন্তর তাহারা তাহার সহিত চক্রান্ত করিতে ইচ্ছা করিয়াছিল, কিন্তু আমি তাহাদিগকে অবনমিত করিয়াছিলাম।

النُّجُوْمِ ۙ ٨٩- فَقَالَ اِنِّيْ سَقِيْمٌ ○
فَتَوَلَّوْا عَنْهُ مُدْبِرِيْنَ ○
فَرَاغَ اِلٰى اٰلِهَتِهِمْ فَقَالَ اَلَا
تَاْكُلُوْنَ ۚ ٩٢- مَا لَكُمْ لَا تَنْطِقُوْنَ ○
فَرَاغَ عَلَيْهِمْ ضَرْبًا بِالْيَمِيْنِ ○
فَاَقْبَلُوْٓا اِلَيْهِ يَزِفُّوْنَ ○
قَالَ اَتَعْبُدُوْنَ مَا تَنْحِتُوْنَ ۙ
وَاللّٰهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُوْنَ ○
قَالُوا ابْنُوْا لَهٗ بُنْيَانًا فَاَلْقُوْهُ
الْجَحِيْمِ ○ ٩٨- فَاَرَادُوْا بِهٖ
كَيْدًا فَجَعَلْنٰهُمُ الْاَسْفَلِيْنَ ○

পৌত্তলিকতা দর্শনে বিরক্ত ও বিচলিত হইয়া হজরত এবরাহিম যেরূপভাবে তাহাদিগকে অদ্বি আল্লার উপাসনা এবং সত্যধর্ম্মের অনুসরণ করিতে আহ্বান করিয়াছিলেন, এই কয়েকটী আ তাহারাই সংক্ষিপ্ত আভাস প্রদত্ত হইয়াছে।

৯০—৯৬। অংশীবাদী পৌত্তলিকেরা হজরত এবরাহিমের কথায় বিরক্ত হইয়া চলিয়া গেলে, ি তাহাদের মন্দিরে প্রবেশ করিয়া প্রতিমাগুলি ভাঙ্গিয়া ফেলেন। পৌত্তলিকেরা ইহা শুনিয়া ভী বিস্মিত ভাবে ব্যস্ত হইয়া তথায় আগমন করিলে, তিনি তাহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া বলেন যে, তো তোমাদের স্বহস্ত নির্ম্মিত এই অসার, শক্তিহীন ও প্রাণহীন প্রতিমাগুলির পূজা করিয়া কেন অধ ধ্বংসের পথে গমন করিতেছ। তোমরা ত প্রত্যক্ষ করিলে যে, এগুলির কোনই শক্তি-সামর্থ্য না অতএব যে সর্ব্বশক্তিমান আল্লাহতা'লা তোমাদিগকে এবং বিশ্ব-জগতের যাবতীয় বিষয়কে সৃষ্টি করি ছেন, তোমরা সকলে তাঁহারাই উপাসনা কর।

৯৭—৯৯। অবিশ্বাসী পৌত্তলিকেরা তাহাদের উপাস্য প্রতিমাগুলির দুর্গতি দর্শনে ক্রো প্রজ্বলিত হইয়া পরামর্শ করিয়া স্থির করিয়াছিল যে, তাহারা হজরত এবরাহিমকে জ্বলন্ত অনলে দগ্ধ করি উহার প্রতিশোধ প্রদান করিবে। এই উদ্দেশ্যে তাহারা এক প্রকাণ্ড অনলকুণ্ড নির্ম্মাণ করিয়াছি

৯৯। এবং সে বলিয়াছিল—নিশ্চয় আমি আমার প্রতিপালকের দিকে যাইতেছি; তিনিই আমাকে পথ-প্রদর্শন করিবেন। ১০০। হে আমার প্রতি-পালক, তুমি আমাকে সৎকর্ম্মশীলগণের মধ্য হইতে দান কর। ১০১। তৎপরে আমি তাহাকে একটি সহিষ্ণু সন্তানের সুসংবাদ প্রদান করিয়াছিলাম। ১০২। অনন্তর যখন সে তাহার সহিত গমনাগমনে সমর্থ হইয়াছিল, তখন সে বলিয়াছিল—হে আমার পুত্র, নিশ্চয় আমি স্বপ্নে দেখিয়াছি যে, আমি তোমাকে উৎসর্গ করিতেছি; অতএব তুমি যাহা দেখিলে তদ্বিষয় লক্ষ্য কর। সে বলিয়াছিল—হে আমার পিতা, তুমি যাহা আদিষ্ট হইয়াছ, তাহা সম্পন্ন

৯৯- وَقَالَ إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَىٰ رَبِّي
سَيَهْدِينِ ○ ১০০- رَبِّ هَبْ لِي
مِنَ الصَّالِحِينَ ○ ১০১- فَبَشَّرْنَاهُ
بِغُلَامٍ حَلِيمٍ ○ ১০২- فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ
السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَىٰ
فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانْظُرْ
مَاذَا تَرَىٰ ط قَالَ يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا

কিন্তু সর্ব্বশক্তিমান আল্লাহতা'লা তাহাদের সমস্ত দুরভিসন্ধি ও চক্রান্ত ব্যর্থ করিয়া হজরত এবরাহিমকে নিরাপদে উদ্ধার করিয়াছিলেন।

১০০—১০১। অনন্তর হজরত এবরাহিম নমরূদের রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া সিরিয়ায় গমন করেন। তথায় অবস্থান কালে তিনি আল্লাহতা'লার নিকট সচ্চরিত্র ও সৎকর্ম্মশীল সুসন্তানের জন্য প্রার্থনা করায়, তিনি তাহাকে একটী ধৈর্য্যশীল ও পুণ্যবান পুত্রের সুসংবাদ প্রদান করেন। হজরত এবরাহিমের এই পুত্রের নাম হজরত এসমাইল এবং ইনিই তাঁহার প্রথম সন্তান।

১০২—১০৬। **হজরত এবরাহিমের কোরবানী প্রসঙ্গ**—হজরত এবরাহিমের বয়স যখন ছিয়াশী বৎসর, তখন তাঁহার আন্তরিক প্রার্থনায় আল্লাহতা'লার অসীম অনুগ্রহে তদীয় প্রিয়তমা সহধর্ম্মিণী মিসর-রাজকুমারী বিবি হাজেরার গর্ভে হজরত এসমাইলের জন্ম হয়। হজরত এসমাইল বয়োঃপ্রাপ্ত হইয়া কৈশোর বা যৌবনে উপনীত হইবার পর আল্লাহতা'লা হজরত এবরাহিমকে পরীক্ষা করিবার জন্য স্বপ্নযোগে তদীয় প্রিয়পুত্র এসমাইলকে কোরবানী করিবার জন্য আদেশ করেন। হজরত এবরাহিম আল্লাহতা'লার আদেশ পালনের জন্য এক সুদূর প্রান্তরে গমন করেন এবং প্রাণোপম পুত্রের ধর্ম্মপ্রাণতা পরীক্ষা করিবার জন্য তাঁহার নিকট স্বপ্নবৃত্তান্ত প্রকাশ করিয়া ঐ সম্বন্ধে তাঁহার মতামত জিজ্ঞাসা করেন। মহাপ্রাণ হজরত এসমাইল পিতৃমুখে স্বপ্নবৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া আবেগ-ভরে বলেন,—হে পিতঃ! আপনি আল্লাহতা'লার আদেশ পালন করুন; নিশ্চয় আমি ধৈর্য্য সহকারে নিজকে আল্লার পথে উৎসর্গ করিয়া দিব। প্রিয়তম পুত্রের এই অসীম ধৈর্য্য ও অলৌকিক আত্মোৎসর্গের পরিচয় পাইয়া হজরত এবরাহিম অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলেন। অতঃপর ঐশী-আদেশ পালনের আন্তরিক আগ্রহে যখন তিনি হজরত এসমাইলকে ভূমিতে নিক্ষেপ করিয়া তাহাকে তীক্ষ্ণ-ধার ছুরিকা দ্বারা কোরবানী করিতে উদ্যত হইলেন, তখন করুণাময় আল্লাহতা'লা হইতে প্রত্যাদেশ আসিল—"হে আমার প্রিয় বন্ধু এবরাহিম, ক্ষান্ত হও; নিশ্চয় ইহা আমার একটী প্রকাশ্য পরীক্ষা এবং আমার স্বপ্নাদেশকে সত্যে পরিণত করিয়া নিশ্চয় তুমি কঠোর পরীক্ষায় সগৌরবে উত্তীর্ণ হইয়াছ। অতএব ইহার জন্য তুমি ইহ-পরলোকে আমার অনুপম অনুগ্রহে অভিষিক্ত হইয়া অফুরন্ত প্রতিদানের অধিকারী হইবে।"

কর; এখন যদি আল্লাহ ইচ্ছা করেন, তবে তুমি আমাকে সহিষ্ণুদিগের অন্তর্গত প্রাপ্ত হইবে। ১০৩। অনন্তর যখন তাহারা উভয়ে আত্মসমর্পণে প্রস্তুত হইয়াছিল, তখন সে তাহাকে অধো-মুখে নিক্ষেপ করিয়াছিল। ১০৪। এবং আমি তাহাকে আহ্বান করিয়া-ছিলাম—হে এবরাহিম। ১০৫। নিশ্চয় তুমি স্বপ্নকে সত্যে পরিণত করিয়াছ। নিশ্চয় আমি সৎকর্ম্মশীলগণকে এইরূপেই প্রতিদান প্রদান করিয়া থাকি। ১০৬। নিশ্চয় ইহাই প্রকাশ্য পরীক্ষা। ১০৭। এবং আমি তাহাকে এক মহান্

ستجدني إن شاء الله من
الصابرين ○ ١٠٣- فلما أسلما
وتله للجبين ○ ١٠٤- وناديناه
أن يا إبراهيم ○ ١٠٥- قد صدقت
الرؤيا إنا كذلك نجزي
المحسنين ○ ١٠٦- إن هذا
لهو البلاء المبين ○ ١٠٧- وفديناه

মহানবী হজরত এবরাহিমের দুই পুত্র হজরত এসমাইল ও হজরত এসহাকের নাম জগদ্বিখ্যাত। এ দুই পুত্রের বংশধর হইতে আল্লাহতা'লা দুইটী বৃহৎ মানব জাতি এবং জগতে শ্রেষ্ঠতম ধর্ম্ম-সম্প্রদায় সমূহ সৃষ্টি করিয়াছেন। কিন্তু এই দুই পুত্র-রত্নের মধ্যে আল্লাহতা'লা কাহাকে 'কোরবানী' করিতে আদে করিয়াছিলেন, তদ্বিষয়ে তওরাত ও তফসীরে বহু মতভেদ বিদ্যমান আছে। তওরাতের বর্ণনা অনুসা আল্লাহতা'লা হজরত এসহাককেই কোরবানী করিতে আদেশ করিয়াছিলেন। হজরতের বহু প্রসি সাহাবা এবং কতিপয় প্রাচীন তফসীরকার এই মত সমর্থন করিয়াছেন।—তওরাত ও এব্‌ন জরীর

কিন্তু হজরতের বহু বিখ্যাত সাহাবা এবং প্রসিদ্ধতম প্রাচীন ও আধুনিক তফসীরকারগণ এই ম সমর্থন করেন নাই। তাহারা পবিত্র কোরাণ, হাদিস ও ইতিহাস আলোচনা করিয়া দৃঢ়তার সহিত প্রম করিয়াছেন যে, নবীবর হজরত এসমাইলকেই কোরবানী করিতে আদেশ করা হইয়াছিল।—তঃ এব্‌ন কসির, হক্কানী ও মঃ আঃ।

আলোচ্য রুকুর ১০১ আয়ত এবং ১১২ আয়তের প্রতি লক্ষ্য করিলেও নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হই যে, প্রথমোক্ত ১০১ আয়তে হজরত এসমাইলের সুসংবাদ প্রদান করিয়া পরবর্ত্তী আয়ত সমূহে তাহা কোরবানীর প্রসঙ্গ বর্ণিত হইয়াছে। অনন্তর পরবর্ত্তী ১১২ আয়তে স্পষ্টতরভাবে হজরত এসহাকে জন্মের সুসংবাদ প্রদান করা হইয়াছে। ইনি হজরত এবরাহিমের অন্যতম প্রিয়-পত্নী বিবি সার পুত্র ছিলেন। এই সারার অনুরোধেই হজরত এবরাহিম বিবি হাজেরা ও তৎপুত্র হজরত এসমাইলক আরবের সুবিখ্যাত আরফাত প্রান্তরে বিসর্জ্জন দিয়াছিলেন। অনন্তর সেই পুণ্যভূমে পবিত্র জমজম কূপ উৎপত্তি, মহাতীর্থ মক্কানগরীর প্রতিষ্ঠা, পুণ্যধাম কাবাগৃহ নির্ম্মাণ ও হজরত এসমাইলের কোরবা প্রভৃতি ঐতিহাসিক ঘটনাবলীর নিদর্শন ও স্মৃতি-চিহ্ন স্বরূপ আজও তথায় প্রতি বর্ষে হজ্জ ও কোরবা ক্রিয়া সম্পন্ন হইয়া আসিতেছে।

১০৭—১০৮। প্রাচীনকালে জগতের সভ্য অসভ্য নির্ব্বিশেষে অধিকাংশ মানব সম্প্রদায়ে মধ্যে মানুষ-কোরবানী বা নর-বলির প্রথা বিদ্যমান ছিল। এখনও কোন কোন অসভ্য অর্দ্ধসভ্য জাতির মধ্যে এই অনিষ্টকর পাপ-প্রথার প্রচলন দেখিতে পাওয়া যায় মোসলেম আমলের পূর্ব্বে এই ভারতবর্ষেও নর-বলি, শিশু-বলি ও কুমারী-কন্যা বলিদানের কুপ্রথা সম বিদ্যমান ছিল। দুর্দ্ধান্ত কাপালিক সম্প্রদায় লোকালয় হইতে বালক-বালিকা ও শিশু হরণ করি দেবদেবীগণের তুষ্টি সাধনের জন্য তাহাদের সমক্ষে বলিদান করিত। কিন্তু করুণাময় আল্লাহতা' হজরত এবরাহিম কর্ত্তৃক হজরত এসমাইলের কোরবানী উপলক্ষে তাহার সমসাময়িক ও পরবর্ত্তীকালে

بِذِبْحٍ عَظِيمٍ ○ ١٠٨- وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ
فِي الْآخِرِينَ ○ ١٠٩- سَلَامٌ عَلَىٰ
إِبْرَاهِيمَ ○ ١١٠- كَذَٰلِكَ نَجْزِي
الْمُحْسِنِينَ ○ ١١١- إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا
الْمُؤْمِنِينَ ○ ١١٢- وَبَشَّرْنَاهُ
بِإِسْحَاقَ نَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ ○
١١٣- وَبَارَكْنَا عَلَيْهِ وَعَلَىٰ إِسْحَاقَ ط
وَمِن ذُرِّيَّتِهِمَا مُحْسِنٌ وَظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ
مُبِينٌ ○ ع

উৎসর্গ হইতে প্রমুক্ত করিয়াছিলাম।
১০৮। এবং আমি তাহার জন্য তাহার
পরবর্ত্তীদিগকেও পরিত্যাগ করিয়াছিলাম।
১০৯। এবরাহিমের প্রতি শান্তি বর্ষিত
হউক। ১১০। এবং আমি সৎকর্ম্মশীল-
গণকে এইরূপেই প্রতিদান প্রদান করিয়া
থাকি। ১১১। নিশ্চয় সে আমার বিশ্বস্ত
সেবক ছিল। ১১২। এবং আমি তাহাকে
এসহাকের সুসংবাদও প্রদান করিয়াছিলাম
যে, সে সৎকর্ম্মশীলগণের অন্তর্গত নবী।
১১৩। এবং আমি তাহার প্রতি ও
এসহাকের প্রতি কল্যাণ দান করিয়া-
ছিলাম এবং তদুভয়ের বংশধরগণের মধ্যে
কেহ কেহ সৎকর্ম্মশীল ছিল এবং কেহ
কেহ স্ব স্ব জীবনের প্রতি প্রকাশ্য
অত্যাচার করিয়াছিল।

৪র্থ রুকু — হজরত মুসা, ইলিয়াস ও লুতের প্রসঙ্গ

١١٤- وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَىٰ مُوسَىٰ
وَهَارُونَ ○ ١١٥- وَنَجَّيْنَاهُمَا

১১৪। এবং নিশ্চয়ই আমি মুসা ও
হারুনের প্রতি অত্যন্ত অনুগ্রহ করিয়া-
ছিলাম। ১১৫। এবং আমি তাহাদের

জন্য ঐ নিষ্ঠুর কুপ্রথা সম্পূর্ণরূপে রহিত করিয়া, তৎপরিবর্ত্তে সারা বৎসরের মধ্যে একবার মাত্র মানব জাতির জন্য বিশেষ কল্যাণকর পশু কোরবানীর প্রথা প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন। উত্তরকালে প্রায় সমগ্র সভাজগতে হজরত এবরাহিমের এই পবিত্র প্রথাই অনুসৃত হইয়া আসিতেছে।

১০৯—১১১। এই তিনটী আয়তে হজরত এবরাহিমের সত্যানুরাগ, ঐশীভক্তি ও ধর্ম্মপ্রাণতার উল্লেখ করিয়া তৎপ্রতি শান্তিবাণী প্রেরণ করা হইয়াছে।

১১২—১১৩। এই দুইটী আয়তে হজরত এবরাহিমের প্রতি তাঁহার অন্যতম সুসন্তান হজরত এসহাকের জন্মের সুসংবাদের প্রসঙ্গ উল্লেখ করিয়া তদুভয়ের বংশধরগণের অবস্থা বর্ণনা করা হইয়াছে। হজরত এসহাক হজরত এবরাহিমের অন্যতম পুত্র হইলেও আল্লাহতা'লা আলোচ্য আয়তে হজরত এসহাকের বংশধরগণকে ও এবরাহিমের বংশধরগণকে স্বতন্ত্র করিয়া দিয়াছেন এবং হজরত এসমাইল ও তাহার বংশধরগণকেই এস্থানে হজরত এবরাহিমের বংশধর বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। এতদ্দ্বারা পরোক্ষভাবে ইহাও উল্লেখ করা হইয়াছে যে, হজরত এবরাহিমের নবুয়ত ও ধর্ম্মনীতির বৈশিষ্ট্য হজরত এসমাইলের বংশধরগণের মধ্যেই বিশেষভাবে বিদ্যমান থাকিবে।

১১৪—১২২। এই কয়েকটী আয়তে অতি সংক্ষেপে হজরত মুসা ও হারুনের প্রসঙ্গ বর্ণিত হইয়াছে। আল্লাহতা'লা বলিতেছেন যে, নিশ্চয় মুসা ও হারুন আমার অনুগ্রহে অভিষিক্ত হইয়া মহাশক্তিশালী নবী হইয়াছিলেন। আমার সাহায্যে তাঁহার মিসর-রাজ ফেরাউনের উপর পরাক্রান্ত হইয়া মিসরীয়দিগের দাসত্ব ও অধীনতা হইতে এসরাইল বংশধরগণকে উদ্ধার করিয়াছিলেন। আমি

উভয়কে ও তদীয় সম্প্রদায়কে মহা বিপদ
হইতে উদ্ধার করিয়াছিলাম। ১১৬। এবং
আমি তাহাদিগকে সাহায্য করিয়াছিলাম;
ফলতঃ উহাতেই তাহারা পরাক্রান্ত হইয়া
ছিল। ১১৭। এবং আমি তাহাদের উভয়কে
সুবিবৃতকারী গ্রন্থ প্রদান করিয়াছিলাম।
১১৮। এবং আমি তদুভয়কে সরল পথ
প্রদর্শন করিয়াছিলাম। ১১৯। এবং আমি
তাহাদের জন্য পরবর্ত্তীদিগকে পরিত্যাগ
করিয়াছিলাম। ১২০। মুসা ও হারুনের
উপর শান্তি হউক। ১২১। নিশ্চয় আমি
সৎকর্ম্মশীলদিগকে এইরূপেই প্রতিদান
প্রদান করিয়া থাকি। ১২২। নিশ্চয়
তাহারা উভয়েই আমার বিশ্বস্ত সেবক
ছিল। ১২৩। এবং নিশ্চয় ইলিয়াস
রসুলগণের অন্তর্গত ছিল। ১২৪। যখন
সে স্বীয় সম্প্রদায়কে বলিয়াছিল যে,
তোমরা কি সংযত হইবে না? ১২৫। তবে
কি তোমরা 'বা-ল'কে আহ্বান করি-
তেছ? ১২৬। আল্লা-ই তোমাদের

وَقَوْمَهُمَا مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيْمِ ○
١١٦- وَنَصَرْنٰهُمْ فَكَانُوْا هُمُ
الْغٰلِبِيْنَ ۚ ١١٧- وَاٰتَيْنٰهُمَا الْكِتٰبَ
الْمُسْتَبِيْنَ ۚ ١١٨- وَهَدَيْنٰهُمَا
الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ ۚ ١١٩- وَتَرَكْنَا
عَلَيْهِمَا فِى الْاٰخِرِيْنَ ۖ ١٢٠- سَلٰمٌ
عَلٰى مُوْسٰى وَهٰرُوْنَ ○ ١٢١- اِنَّا
كَذٰلِكَ نَجْزِى الْمُحْسِنِيْنَ ○
١٢٢- اِنَّهُمَا مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِيْنَ ○
١٢٣- وَاِنَّ اِلْيَاسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِيْنَ ۚ
١٢٤- اِذْ قَالَ لِقَوْمِهٖ اَلَا تَتَّقُوْنَ ○
١٢٥- اَتَدْعُوْنَ بَعْلًا وَّتَذَرُوْنَ اَحْسَنَ
الْخٰلِقِيْنَ ۖ ١٢٦- اللّٰهَ رَبَّكُمْ وَرَبَّ

তাহাদিগকে স্পষ্টতর ধর্ম্মনীতি ও সদুপদেশপূর্ণ তওরাত গ্রন্থ প্রদান করিয়াছিলাম। তাহারা উভয়েই আমার বিশ্বস্ত সেবক এবং সত্যধর্ম্মের অনুসরণকারী ছিল। ফলতঃ আমার বিশ্বাসী সেবক ও সৎকর্ম্মশীল ব্যক্তিগণ এইরূপেই আমার অনুগ্রহ ও প্রতিদান প্রাপ্ত হইয়া থাকে। অতএব মূসা ও হারুনের উপর আমার অনুগ্রহপূর্ণ শান্তিধারা বর্ষিত হউক।

এতদ্দ্বারা আল্লাহতা'লা আরব জাতিকে পরোক্ষভাবে সদুপদেশ দিতেছেন যে, আমি তোমাদের মধ্যেও হজরত মূসার ন্যায় আমার অনুগৃহীত মহামানব ও মহাপরাক্রান্ত নবী হজরত মোহাম্মদ মোস্তফাকে (সঃ) প্রেরণ করিয়াছি। তাঁহাকে আমি তওরাত অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠতম ধর্ম্মগ্রন্থ কোরান শরিফ প্রদান করিয়াছি। অতএব তোমরা যদি তাঁহার অনুসরণ কর, তবে আমার অনুগ্রহে তোমরাও বিপুল রাজ্য-ঐশ্বর্য্যের অধিকারী হইয়া জগতের মাঝে শ্রেষ্ঠতম ও মহাপরাক্রান্ত জাতি-রূপে পরিণত হইতে পারিবে।—তঃ হক্কানী।

১২৩—১৩২। **ইলিয়াস**—অনন্তর আল্লাহতা'লা আলোচ্য আয়তসমূহ হজরত ইলিয়াসের বিষয় বর্ণনা করিতেছেন। ইলিয়াস এসরাইল-বংশের অন্যতম নবী ছিলেন। বাইবেলে ইহার নাম 'এলিয়া' বা 'এলি' বলিয়া উক্ত হইয়াছে; কিন্তু আরবীতে ইহাকে 'ইলিয়াস' ও 'ইলিয়াসিন' এই উভয় নামেই অভিহিত করা হয়। এইরূপে হজরত ইদ্রিস 'ইদ্রিস 'ইদ্রাসিন' ও 'ইদ্রিয়াসিন' নামে

প্রতিপালক এবং তোমাদের পূর্ব্ববর্ত্তী পিতৃপুরুষগণেরও প্রতিপালক। ১২৭। কিন্তু উহারা তাহাকে অসত্যারোপ করিয়াছিল; অতএব অবশ্যই তাহাদিগকে উপস্থিত করা হইবে—১২৮। আল্লার বিশুদ্ধ সেবক ব্যতীত। ১২৯। এবং আমি তাহার জন্য পরবর্ত্তীদিগকে পরিত্যাগ করিয়াছিলাম। ১৩০। ইলিয়াসের উপর শান্তি হউক। ১৩১। নিশ্চয় আমি সৎকর্ম্মশীলগণকে এইরূপ প্রতিদান প্রদান করিয়া থাকি। ১৩২। নিশ্চয় সে আমার বিশ্বস্ত সেবকগণের অন্তর্গত ছিল। ১৩৩। এবং নিশ্চয়ই লুত রসুলগণের অন্তর্গত ছিল। ১৩৪। যখন আমি তাহাকে ও তাহার পরিজনগণের সকলকেই উদ্ধার করিয়াছিলাম—১৩৫। পশ্চাদ্বর্ত্তীদিগের অন্তর্গত এক বৃদ্ধাকে ব্যতীত। ১৩৬। তৎপর আমি অন্যান্যকে ধ্বংস করিয়াছিলাম।

آبَائِكُمُ الْأَوَّلِينَ ۝ ١٢٧- فَكَذَّبُوهُ
فَإِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ ۝ ١٢٨- إِلَّا عِبَادَ
اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ ۝ ١٢٩- وَتَرَكْنَا
عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ ۝ ١٣٠- سَلَامٌ
عَلَىٰ إِلْ يَاسِينَ ۝ ١٣١- إِنَّا
كَذَٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ۝
١٣٢- إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ ۝
١٣٣- وَإِنَّ لُوطًا لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ ۝
١٣٤- إِذْ نَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ ۝
١٣٥- إِلَّا عَجُوزًا فِي الْغَابِرِينَ ۝
١٣٦- ثُمَّ دَمَّرْنَا الْآخَرِينَ ۝ ١٣٧-

অভিহিত হইয়া থাকেন। কোন কোন তফ্‌সীরকারের মতে ইলিয়াস ও ইদরিস একই ব্যক্তির দুইটা স্বতন্ত্র নাম। আবার কেহ কেহ বলেন যে, ইদরিস ও ইলিয়াস দুইজন স্বতন্ত্র ব্যক্তি ছিলেন। বাইবেলের 'এনোব' যেমন পবিত্র কোরানে ইদরিস বলিয়া অভিহিত হইয়াছেন, সেইরূপ বাইবেলের 'এলিয়া' বা 'এলি'-ই পবিত্র কোরানে ইলিয়াস নাম উক্ত হইয়াছিল।—তঃ মঃ আঃ।

বা'ল—সূর্য্য বা সূর্য্যদেবের নাম। মতান্তরে সূর্য্যদেবীর পরিকল্পিত স্ত্রী-মূর্ত্তিই 'বা'ল' নামে অভিহিত হইত এবং হজরত ইলিয়াসের সময়ে ইহুদীগণ ও তাহাদের অধিপতিরা সকলেই এই কল্পিতা স্ত্রী-মূর্ত্তির পূজা করিত।

হজরত ইলিয়াস নবীবর হজরত ঈসার প্রায় সহস্র বৎসর পূর্ব্বেই জন্মগ্রহণ করিয়া সত্যপ্রচার করেন। অভিশপ্ত ইহুদী জাতিকে বা'ল-পূজা পরিত্যাগ করাইবার জন্য সদুপদেশ প্রদান করিয়া, ঐ ধর্ম্মদ্রোহী জাতি ও তাহাদের উদ্‌ভ্রান্ত অধিপতিগণের দ্বারা তিনি নানারূপ দুঃখ-কষ্ট ও নির্য্যাতন ভোগ করিয়াছিলেন। তাই করুণাময় আল্লাহতা'লা তাঁহাকে বিশ্বস্ত লোক নামে অভিহিত করিয়া তদুপরি শান্তিবাণী প্রেরণ করিয়াছেন।

১৩৩—১৩৮। অনন্তর আল্লাহতা'লা হজরত লুতের প্রসঙ্গ উল্লেখ করিয়া বলিতেছেন যে, তোমরা আমার অন্যতম নবী লুতের বিষয় স্মরণ কর। যখন তাঁহার সম্প্রদায় অবাধ্যতা, অনাচার ও পাপ-প্রবৃত্তির চরম সীমায় উপনীত হইয়াছিল, তখন আমি তাহাদিগকে সমূলে ধ্বংস করিয়া তাহার অবিশ্বাসিনী পত্নী বৃদ্ধা ব্যতীত তদীয় বংশধর ও অনুগামীগণের আর সকলকেই নিরাপদে উদ্ধার করিয়াছিলাম।

১৩৭। এবং নিশ্চয় তোমরা প্রভাতে তাহাদের উপর দিয়া অতিক্রম করিয়া থাক—১৩৮। এবং রজনীতেও; তবুও কি তোমরা হৃদয়ঙ্গম করিবে না?

وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِم مُّصْبِحِينَ ۝
١٣٨- وَبِاللَّيْلِ ۚ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ۝

৫ম রুকু—হজরত রসুলোল্লার মহাবিজয়ের ভবিষ্যদ্বাণী

১৩৯। এবং ইউনুস রসুলগণের অন্তর্গত ছিল। ১৪০। যখন সে পরিপূর্ণ নৌকার দিকে পলায়ন করিয়াছিল; ১৪১। তখন তাহার ভাগ্য নির্ণয় করা হইল; ফলতঃ সে নিক্ষিপ্তগণের অন্তর্গত হইয়া গেল। ১৪২। তৎপর মৎস্য তাহাকে গ্রাস করিয়াছিল এবং সে সন্তপ্ত হইতেছিল। ১৪৩। কিন্তু যদি সে স্তবকারিগণের অন্তর্গত না হইত; ১৪৪। তবে নিশ্চয় সে উত্থান দিবস পর্য্যন্ত উহার উদরে অবস্থান করিত। ১৪৫। তৎপর আমি তাহাকে উন্মুক্ত প্রান্তরে নিক্ষেপ করিয়াছিলাম এবং সে পীড়িত ছিল। ১৪৬। এবং আমি তদুপরি লাউ তরু উৎপন্ন করিয়াছিলাম।

١٣٩ وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ ۝
١٤٠- إِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ
الْمَشْحُونِ ۝ ١٤١- فَسَاهَمَ فَكَانَ
مِنَ الْمُدْحَضِينَ ۝ ١٤٢- فَالْتَقَمَهُ
الْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ ۝ ١٤٣- فَلَوْلَا
أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ ۝
١٤٤- لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَىٰ يَوْمِ
يُبْعَثُونَ ۝ ١٤٥- فَنَبَذْنَاهُ بِالْعَرَاءِ
وَهُوَ سَقِيمٌ ۝ ١٤٦- وَأَنْبَتْنَا
عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّن يَقْطِينٍ ۝

তোমরা দিবা রাত্রি সকল সময়েই সেই ধ্বংসাবশেষের উপর দিয়া গমনাগমন করিয়া থাক। তথাপি কি তোমরা আমার শক্তি ও মহিমা স্মরণ করিয়া সতর্ক ও সংযত হইবে না?

১৩৯—১৪৮। **ইউনুস**—বাইবেলে ইনি 'যোনা' নামে অভিহিত হইয়াছেন। ইনিও এসরাইল বংশের অন্যতম নবী ছিলেন এবং হজরত ঈসা নবীর ৮৬২ বৎসর পূর্ব্বে জন্মগ্রহণ পূর্ব্বক ধর্ম্মপ্রচার করিয়াছিলেন।

বিভিন্ন তফসীরে বর্ণিত হইয়াছে যে, হজরত ইউনুস লক্ষাধিক অধিবাসীপূর্ণ মহাসমৃদ্ধ নিনেভা নগরে ধর্ম্মপ্রচারের জন্য গমন করিতে আদিষ্ট হন। কিন্তু তিনি কোন কারণে তথায় না গিয়া জাহাজ-যোগে অন্যত্র পলায়ন করেন। ইহাতে তিনি জাহাজে উঠিবার পর ভযীণ ঝটিকা আরম্ভ হয়। তখন জাহাজের নাবিক ও আরোহিগণ সুরত-ক্রিয়া দ্বারা ঐ দুর্বিপাকের জন্য তাঁহাকেই দোষী সাব্যস্ত করিয়া সকলে মিলিয়া তাঁহাকে সলিলে নিক্ষেপ করে। সলিলে নিক্ষিপ্ত হইবার পর এক সুবৃহৎ মৎস্য তাঁহাকে গ্রাস করিয়া লয়। তখন তিনি ভীত হইয়া আল্লাহতা'লার স্তব করিতে থাকেন এবং ঐ বিপদ হইতে উদ্ধারের জন্য আল্লাহতা'লার অনুগ্রহ ও ক্ষমা প্রার্থনা করেন। ইহাতে তাঁহার উপর আল্লার অনুগ্রহ হয় এবং ঐ মৎস্য তাঁহাকে হজম করিতে না পারিয়া তিন দিবারাত্রির

১৪৭। এবং আমি তাহাকে শত সহস্র
বরং ততোধিকের প্রতি প্রেরণ করিয়া-
ছিলাম। ১৪৮। অনন্তর উহারা বিশ্বাস-
স্থাপন করিয়াছিল, তজ্জন্য আমি তাহা-
দিগকে এক নির্দ্দিষ্ট সময় সুখ-সম্পদের
অধিকারী করিয়াছিলাম। ১৪৯। অনন্তর
তুমি উহাদিগকে জিজ্ঞাসা কর যে,
তোমরা প্রতিপালকের জন্য কন্যাগণ এবং
তাহাদের জন্য কি কি পুত্রগণ রহিয়াছে;
১৫০। অথবা আমি কি ফেরেশ্‌তাগণকে
নারীরূপে সৃষ্টি করিয়াছি, এবং উহারা
কি সাক্ষী ছিল? ১৫১। সতর্ক হও।
নিশ্চয় তাহারা এই অসত্য বলিতেছে যে,
১৫২। আল্লাহ জন্মদান করিয়াছেন;

١٤٧- وَأَرْسَلْنَٰهُ إِلَىٰ مِا۟ئَةِ أَلْفٍ
أَوْ يَزِيدُونَ ۚ ١٤٨- فَـَٔامَنُوا۟
فَمَتَّعْنَٰهُمْ إِلَىٰ حِينٍ ۚ ١٤٩- فَٱ
سْتَفْتِهِمْ أَلِرَبِّكَ ٱلْبَنَاتُ
وَلَهُمُ ٱلْبَنُونَ ۚ ١٥٠- أَمْ خَلَقْنَا
ٱلْمَلَٰٓئِكَةَ إِنَٰثًا وَهُمْ شَٰهِدُونَ ○
١٥١- أَلَآ إِنَّهُم مِّنْ إِفْكِهِمْ
لَيَقُولُونَ ۚ ١٥٢- وَلَدَ ٱللَّهُ وَإِنَّهُمْ

পর তাহাকে উগলাইয়া কূলে ফেলিয়া যায়। কিন্তু সুদীর্ঘ তিন দিবস মৎস্যের উদরে থাকার জন্য তিনি অত্যন্ত কাতর ও পীড়িত হইয়া পড়িয়াছিলেন। আল্লাহতা'লা স্বীয় অনুগ্রহে এক লাউ তরু উৎপন্ন করিয়া তাহাকে ছায়া দান করেন এবং তাহার ফলে তিনি শীঘ্রই সুস্থ ও সবল হইয়া উঠেন। তাই আল্লাহতা'লা বলিতেছেন যে, যদি সে ঐ অবস্থায় আমার প্রশংসা কীর্ত্তন করিয়া আমার অনুগ্রহ ও ক্ষমা প্রার্থনা না করিত, তবে মৎস্যের উদরে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়া পুনরুত্থান দিবস পর্য্যন্ত তাহাকে ঐ ভাবেই থাকিতে হইত।

ঐ দুর্ঘটনার পর সুস্থ ও সবল হইয়া হজরত ইউনুস আল্লার আদেশে নিনেভা নগরে গমন করেন এবং তাহাদিগকে অধর্ম্ম ও অনাচার জনিত আসন্ন শাস্তির ভয় প্রদর্শন করিতে থাকেন। কিন্তু নিনেভার অধিবাসিগণ ঐশী শাস্তির ভয়ে ভীত হইয়া ক্ষমা প্রার্থনা করে এবং আল্লাহতা'লার অনুগ্রহ ও করুণার জন্য উপবাস ও প্রার্থনা করিতে থাকে। ইহাতে আল্লাহতা'লার অনুগ্রহে তাহাদের শাস্তি রহিত হইয়া যায়; কিন্তু হজরত ইউনুস স্বীয় ভবিষ্যদ্বাণীর বাতিক্রম হওয়ায় একান্ত লজ্জিত ও ক্ষুণ্ণ হন। তখন আল্লাহতা'লার স্বীয় অনুগ্রহ ও করুণার বিষয় স্মরণ করাইয়া দিয়া তাহাকে সান্ত্বনা দান করেন।—তঃ হক্কানী।

কোন কোন আধুনিক তফ্‌সীরকার উপরোক্ত বর্ণনা সম্বন্ধে সংশয় প্রকাশ করিয়াছেন এবং তাহার উপরোক্ত আয়ত সমূহের অন্যরূপ মর্ম্মার্থ গ্রহণ করিতে চেষ্টিত হইয়াছেন। কিন্তু তাহাদের পরিগৃহীত ব্যাখ্যার সর্ব্বত্র যথোচিত সামঞ্জস্য রক্ষিত হয় নাই।—তঃ মঃ আঃ দ্রষ্টব্য;

১৪৯—১৫২। হজরত এব্‌ন আব্বাস হইতে জোহাক বর্ণনা করিয়াছেন যে, আরবদিগের কোন কোন সম্প্রদায় ফেরেশ্‌তাগণকে আল্লাহতা'লার কন্যা বলিয়া ধারণা করিত এবং তাহাদের কল্পিত প্রতিমা নির্ম্মাণ করিয়া উহার পূজা আরাধনা করিত। তাই আল্লাহতা'লা উহার প্রতিবাদ করিয়া বলিতেছেন যে, ফেরেশ্‌তাগণ যে নারী; একথা উহাদিগকে কে বলিয়া দিয়াছে? উহারা কি তাহাদিগকে প্রত্যক্ষ করিয়াছে? উহারা নিশ্চয় অসত্যবাদী ভ্রান্ত! আল্লাহতা'লার প্রতি এরূপ অযথা অপবাদ প্রদান করা হইতে উহাদের সতর্ক হওয়া একান্ত কর্ত্তব্য।

এবং নিশ্চয়ই উহারা অসত্যবাদী
১৫৩। তিনি কি পুত্রগণের উপর কন্যা-
গণকে অধিকতর মনোনীত করিয়াছেন?
১৫৪। তোমাদের কি হইয়াছে—তোমরা
কিরূপ সিদ্ধান্ত করিতেছ? ১৫৫। তোমরা
কি ইহা হৃদয়ঙ্গম করিবে না?
১৫৬। অথবা তোমাদের নিকট ইহার
কোন প্রকাশ্য প্রমাণ আছে?
১৫৭। অতএব যদি তোমরা সত্যবাদী
হও, তবে গ্রন্থ উপস্থিত কর। ১৫৮। এবং
উহারা তাঁহার মধ্যে ও জেনগণের মধ্যে
সম্বন্ধ স্থির করিয়াছে এবং নিশ্চয়ই
জেনেরা অবগত আছে যে, অবশ্যই উহা-
দিগকে উপস্থিত হইতে হবেই
১৫৯। উহারা যাহা বলে, আল্লাহ তাহা
হইতে পবিত্রতর; ১৬০। আল্লার বিশ্বস্ত
সেবকগণ ব্যতীত। ১৬১। অতএব
নিশ্চয় তোমরা এবং তোমরা যাহাদের

لَكٰذِبُوْنَ ○ ١٥٣- أَصْطَفَى
الْبَنَاتِ عَلَى الْبَنِيْنَ ○
١٥٤- مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُوْنَ ○
١٥٥- أَفَلَا تَذَكَّرُوْنَ ○ ١٥٦- أَمْ لَكُمْ
سُلْطٰنٌ مُّبِيْنٌ ○ ١٥٧- فَأْتُوْا
بِكِتٰبِكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ○
١٥٨- وَجَعَلُوْا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِنَّةِ
نَسَبًا ۚ وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ إِنَّهُمْ
لَمُحْضَرُوْنَ ○ ١٥٩- سُبْحٰنَ اللّٰهِ
عَمَّا يَصِفُوْنَ ○ ١٦٠- إِلَّا عِبَادَ اللّٰهِ
الْمُخْلَصِيْنَ ○ ١٦١- فَإِنَّكُمْ وَمَا

১৫৩—১৫৭। আরবের অবিশ্বাসীরা কন্যা-সন্তান পছন্দ করিত না। অনেকে কন্যা-সন্তান ভূমিষ্ঠ করিলে তাহাকে অতি নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করিয়া ফেলিত। অথচ ঐ অবিশ্বাসীরাই আবার ফেরেশ্‌তাগণকে আল্লাহতা'লার পুত্র কল্পনা না করিয়া তাহাদিগকে আল্লাহতা'লার প্রিয়পাত্রী কন্যা বলিয়া ধারণা করিত। তাই আল্লাহতা'লা বলিতেছেন যে, যদি তিনি সত্যই সন্তান কামনা করিতেন, তবে পুত্রের পরিবর্ত্তে কন্যাদিগকে অধিকতর মর্য্যাদা প্রদান করিবেন কেন? অবিশ্বাসী-দিগের এই অপসিদ্ধান্ত সম্পূর্ণ ভ্রান্ত কল্পনা ব্যতীত আর কিছুই নহে। আল্লাহতা'লা সমগ্র বিশ্ব-জগতের মহান্ ও সর্ব্বশক্তিমান সৃষ্টিকর্ত্তা! তাঁহার পক্ষে তুচ্ছ মানবীয় প্রবৃত্তি অনুযায়ী পুত্র-কন্যা জন্মদান করা কখনই শোভন হইতে পারে না। অবিশ্বাসীদিগের নিকট এই ভ্রান্ত কল্পনার কোন প্রমাণ নাই, যদি থাকে এবং কোন নবী, রসুল বা সত্যদর্শী মহাপুরুষ যদি তাহাদিগকে ঐরূপ কথা বলিয়া থাকে, তবে তাহারা উহা উপস্থিত করুক। কিন্তু তাহারা কখনই ঐ মিথ্যা কল্পনার কোনরূপ প্রমাণ উপস্থিত করিতে পারিবে না।

১৫৮—১৬৩। আরবের প্রান্তবর্ত্তী কোন কোন সম্প্রদায় এবং সন্নিকটবর্ত্তী পারস্যের অগ্নি-পূজকেরা জেন ও শয়তানদিগকে আল্লাহতা'লার ভ্রাতা এবং আত্মীয়-স্বজন বলিয়া মনে করিত। ইহাদের মধ্যে দুইজনকে তাহারা আলোক ও অন্ধকার এবং কল্যাণ ও অকল্যাণের অধিপতি বলিয়া ধারণা করিত। উহাদের নাম যথাক্রমে ইয়াজদান ও আহ্রমান রাখা হইয়াছিল। আল্লাহতা'লা উহার প্রতিবাদে বলিতেছেন—ইহা যে সম্পূর্ণ ভ্রান্ত কল্পনা, তাহা উপরোক্ত শয়তান এবং জেন সম্প্রদায়ও উত্তমরূপে অবগত আছে। জেনেরাও জানে যে, তাহারা আল্লাহতা'লার সৃষ্ট-জীব মাত্র এবং তাহারা কেহই মহান্ আল্লাহতা'লার ভাই-বন্ধু অথবা আত্মীয় স্বজন নহে

উপাসনা কর, ১৬২। তোমরা তাহা
হইতে কাহাকেও বিভ্রান্ত করিতে পারিবে
না; ১৬৩। কিন্তু যে নরকের যাত্রী।
১৬৪। এবং আমাদের মধ্যে এমন কেহ
নাই যে, যাহার জন্য পরিজ্ঞাত স্থান নাই।
১৬৫। এবং আমরাই শ্রেণীবদ্ধ ভাবে
দণ্ডায়মান। ১৬৬। এবং নিশ্চয় আমরা
তাঁহার প্রশংসা-কীর্ত্তনকারী। ১৬৭। এবং
নিশ্চয় উহারা বলে যে, ১৬৮। যদি
আমাদের নিকট পূর্ব্ববর্ত্তিগণের কোন
বর্ণনা থাকিত, ১৬৯। তবে নিশ্চয়
আমরা আল্লার বিশুদ্ধ সেবক হইতাম।
১৭০। অনন্তর উহারা এতদ্‌সম্বন্ধে
অবিশ্বাস করিয়াছিল, অতএব উহারা
শীঘ্র অবগত হইবে। ১৭১। এবং
নিশ্চয়ই আমার সেবক রসূলগণের সম্বন্ধে

تَعْبُدُوْنَ ۙ ١٦٢- مَآ اَنْتُمْ عَلَيْهِ
بِفٰتِنِيْنَ ۙ ١٦٣- اِلَّا مَنْ هُوَ صَالِ
الْجَحِيْمِ ○ ١٦٤- وَمَا مِنَّآ اِلَّا لَهٗ
مَقَامٌ مَّعْلُوْمٌ ۙ ١٦٥- وَّاِنَّا لَنَحْنُ
الصَّآفُّوْنَ ۚ ١٦٦- وَاِنَّا لَنَحْنُ
الْمُسَبِّحُوْنَ ○ ١٦٧- وَاِنْ كَانُوْا
لَيَقُوْلُوْنَ ۙ ١٦٨- لَوْ اَنَّ عِنْدَنَا
ذِكْرًا مِّنَ الْاَوَّلِيْنَ ۙ ١٦٩- لَكُنَّا
عِبَادَ اللّٰهِ الْمُخْلَصِيْنَ ○
١٧٠- فَكَفَرُوْا بِهٖ فَسَوْفَ يَعْلَمُوْنَ ۚ
١٧١- وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا

আল্লাহতা'লার বিশ্বস্ত সেবকরা কখনই ঐরূপ অসঙ্গত কল্পনা করে না এবং তাহারা কেহই ঐ সকল কল্পিত বাক্যে বিভ্রান্ত হয় না। যাহারা ঐরূপ কল্পনা করে অথবা বিশ্বাস করিয়া ঐরূপ কথা বলে, তাহারা সকলেই বিপথগামী ও নরকের যাত্রী হইয়া ইহার জন্য অতি কঠোর শাস্তি ভোগ করিবে।

১৬৪—১৬৫। এই কয়েকটী আয়ত ফেরেশ্‌তাগণের উক্তি। আল্লাহতা'লা বলিতেছেন—তোমরা ফেরেশ্‌তাগণের সম্বন্ধে যাহা ইচ্ছা কল্পনা এবং যেরূপ ভ্রান্ত ধারণাই পোষণ কর না কেন, তাহারা সকলেই বলিবে যে, আমরা পার্থিব মানব অথবা জেনদিগের ন্যায় নর বা নারী নই। আমরা আল্লাহতা'লার এক স্বতন্ত্র সৃষ্টি এবং আমাদের প্রত্যেকের জন্যই নির্দ্দিষ্ট স্থান ও নির্দ্দিষ্ট কার্য্য রহিয়াছে। আল্লাহতা'লার আদেশ পালনের জন্য আমরা সর্ব্বদাই শ্রেণীবদ্ধ ভাবে দণ্ডায়মান অবস্থায় প্রতীক্ষা করি এবং সর্ব্বদাই আমরা তাঁহার মহিমা বর্ণন ও প্রশংসা কীর্ত্তন করিয়া থাকি।—তঃ কবির।

২৬৬—১৭০। আরবের অংশীবাদী পৌত্তলিকেরা আরও বলিত যে, যদি আমাদের নিকট ইহুদী ও খ্রীষ্টানগণের ন্যায় পূর্ব্ববর্ত্তী পয়গম্বরগণের বর্ণিত কোন গ্রন্থ থাকিত, তবে উহার অনুসরণ করিয়া নিশ্চয় আমরা আল্লাহতা'লার বিশ্বাসী সেবকগণের অন্তর্ভূক্ত হইতাম। কিন্তু হজরত রসুলোল্লা যখন তাহাদের মধ্যে আবির্ভূত হইয়া মহাগ্রন্থ কোরান শরিফ প্রচার করিলেন, তখন তাহারা উহা অবিশ্বাস ও উপেক্ষা করিয়া ধর্ম্মদ্রোহী কাফের হইয়া গেল।

১৭১—১৭৫। অনন্তর আল্লাহতা'লা হজরত রসুলোল্লাকে সান্ত্বনা দান করিয়া বলিতেছেন—হে রসুল, আমার প্রেরিত পুরুষগণ সম্বন্ধে আমার বাক্য কখনই বিফল হয় নাই এবং ভবিষ্যতেও হইবে না। অতএব তুমি কিছুদিন অপেক্ষা কর এবং অবিশ্বাসীদিগের শেষ-পরিণতি লক্ষ্য করিতে থাক। আমার আদেশ ও নির্দ্দেশ অনুসারে যাহারা তোমার অনুসরণ করিবে, আমার অনুগ্রহ ও সাহায্যে শক্তিশালী হইয়া সেই সত্যবিশ্বাসী সৈন্যদল অবিশ্বাসীদিগের উপর অবশ্যই পরাক্রান্ত ও বিজয়ী হইবে।

আমার বাক্য অতিক্রান্ত হইয়াছে যে, ১৭২। নিশ্চয় তাহারা সাহায্য প্রাপ্ত হইবে। ১৭৩। এবং নিশ্চয় আমার সেনাদল পরাক্রান্ত থাকিবে। ১৭৪। অতএব তুমি এক নির্দ্দিষ্ট সময় পর্য্যন্ত উহাদিগ হইতে বিমুখ হও; ১৭৫। এবং উহাদের প্রতি লক্ষ্য রাখ, পরে উহারা সত্বরেই প্রত্যক্ষ করিবে। ১৭৬। তবে কি উহারা আমার শাস্তি সম্বন্ধে সত্বরতা করিতেছে? ১৭৭। কিন্তু যখন উহা তাহাদের প্রাঙ্গণে অবতীর্ণ হইবে, তখন ভয়-প্রদর্শিতগণের অশুভ প্রভাত উপস্থিত হইবে। ১৭৮; এবং এক নির্দ্দিষ্ট সময় পর্য্যন্ত উহাদিগ হইতে বিমুখ হও; ১৭৯। এবং উহাদের প্রতি লক্ষ্য কর, পরে উহারা সত্বরই প্রত্যক্ষ করিবে। ১৮০। উহারা যাহা বলে, তোমার প্রতিপালক তাহা হইতে সম্মানিত পবিত্রতর। ১৮১। এবং রসুলগণের উপর শান্তি হউক। ১৮২। এবং বিশ্বগজতের প্রতিপালক আল্লার জন্যই সমস্ত প্রশংসা।

بَادِنَا الْمُرْسَلِيْنَ ۝ ١٧٢- إِنَّهُمْ
الْمَنْصُوْرُوْنَ ۝ ١٧٣- وَإِنَّ
دَنَا لَهُمُ الْغٰلِبُوْنَ ۝ ١٧٤- فَتَوَلَّ
هُمْ حَتّٰى حِيْنٍ ۝ ١٧٥- وَّأَبْصِرْهُمْ
وْفَ يُبْصِرُوْنَ ۝ ١٧٦- أَفَبِعَذَابِنَا
تَعْجِلُوْنَ ۝ ١٧٧- فَإِذَا نَزَلَ
احَتِهِمْ فَسَآءَ صَبَاحُ الْمُنْذَرِيْنَ ۝
١٧- وَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتّٰى حِيْنٍ ۝
١٧- وَّأَبْصِرْ فَسَوْفَ يُبْصِرُوْنَ ۝
١- سُبْحٰنَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا
صِفُوْنَ ۝ ١٨١- وَسَلٰمٌ عَلَى
مُرْسَلِيْنَ ۝ ١٨٢- وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ
بِّ الْعٰلَمِيْنَ ۝

১৭৬—১৭৭। এই দুইটী আয়ত পূর্ব্বোক্ত আয়ত কতিপয়ের পরিশিষ্ট। অবিশ্বাসীরা উপহাস ক
বলিত যে, আমাদের সেই অধঃপতন ও পরাজয়ের দিন কবে সমাগত হইবে? ইহার উত্তরে আল্লাহতা
বলিতেছেন যে, অবিশ্বাসীরা কি আমার শাস্তি সম্বন্ধে সত্বরতা করিতেছে? কিন্তু যাহাদের উ
আমার শাস্তি অবতীর্ণ হইবে, তাহাদের অত্যন্ত দুর্ভাগ্য এবং যেদিন উহা সমাগত হইবে—সে
তাহাদের পক্ষে বড়ই দুর্দ্দিন। সুতরাং সেরূপ অশুভ প্রভাত হইতে তাহাদের সতর্ক হওয়া উচিত।

১৮৭—১৭৯। অতএব হে রসুল, অবিশ্বাসীদের অবাধ্যতা ও দুষ্কার্য্যের শেষ-পরিণতির জন্য তু
আরও কিছুদিন প্রতীক্ষা কর! তৎপর উহাদের সকলকে ইহার সমুচিত শাস্তি ও প্রতিফল ভো
করিতে হইবে। আলোচ্য আয়তদ্বয়ে আসন্ন বদরযুদ্ধ ও অন্যান্য যুদ্ধের এবং বিশ্বাসী মুসলমানদিগে
বিজয়াবিযান ও অবিশ্বাসীদিগের পরাজয় সম্বন্ধে পরবর্ত্তী ঘটনা সমূহের ভবিষ্যদ্বাণী করা হইয়াছে।

১৮০—১৮২। অনন্তর আল্লাহতা'লার স্বরূপ সম্বন্ধে অবিশ্বাসীদিগের অলীক উক্তি ও অস
কল্পনা হইতে তাঁহার অলৌকিক সম্মান ও অনুপম পবিত্রতা ব্যক্ত করিয়া সত্যবিশ্বাসী রসুলগণের উপ
শান্তি-বাণী প্রেরণ করা হইয়াছে এবং সর্ব্বশেষে সমগ্র বিশ্বজগতের প্রতিপালক মহান্ আল্লাহতা'লা
অলৌকিক মহিমা ও অনন্ত প্রশংসা স্মরণ করাইয়া দিয়া আলোচ্য সুরার উপসংহার করা হইয়াছে।

মক্কায় অবতীর্ণ	৩৮। সুরা সাদ—ص	৮৮ আয়ত

সর্ব্ব প্রদাতা করুণাময় আল্লার নামে

بسم الله الرحمن الرحيم

১ম রুকু—হজরত রসুলোল্লার শত্রুগণের ভবিষ্যদ্বাণী

১। সাদ! সাক্ষী এই সদুপদেশপূর্ণ কোরান; ২। কিন্তু যাহারা অবিশ্বাস করে, তাহারা আত্মপ্রসাদ ও বিরুদ্ধাচরণে রহিয়াছে। ৩। আমি তাহাদের পূর্ব্বে বহু যুগ-যুগান্তর হইতে ধ্বংস করিয়াছি; তখন তাহারা আর্ত্তনাদ করিলেও পরিত্রাণের

١- صٓ وَالْقُرْاٰنِ ذِى الذِّكْرِؕ
٢- بَلِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فِيْ عِزَّةٍ
وَّشِقَاقٍ ٥ ٣- كَمْ اَهْلَكْنَا مِنْ
قَبْلِهِمْ مِّنْ قَرْنٍ فَنَادَوْا وَّلَاتَ

সাদ—ইহা কোরান শরিফে উল্লিখিত বিক্ষিপ্ত বর্ণমালা সমূহের অন্যতম বর্ণ। ইহার আনুমানিক মর্ম্মার্থ 'সাদিক' অর্থাৎ সত্যময়। কোন কোন তফ্সীরকার অনুমান করেন যে, 'সত্যভাষী' বা 'সত্যময় আল্লাহ' অর্থেই এই সুরার প্রারম্ভে উক্ত বর্ণ সন্নিবিষ্ট হইয়াছে এবং অসত্য অংশীবাদিতা ও পৌত্তলিকতার প্রতিবাদ করিয়া সত্যময় আল্লাহতা'লার একত্ব ও অদ্বিতীয়ত্ব ঘোষণা করার জন্যই উক্ত বর্ণযোগে এই পবিত্র সুরার 'সাদ' নাম করণ করা হইয়াছে।—তঃ জামেউল বয়ান।

শানে-নজুল—হজরত এব্‌ন-আব্বাস হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, এই পবিত্র সুরা মক্কা শরীফে অবতীর্ণ হইয়াছিল। একদা হজরত রসুলোল্লার পিতৃব্য আবু-তালেব পীড়িত হইয়া শয্যাশায়ী হইলে আবু-জেহেল প্রমুখ অবিশ্বাসীবৃন্দ তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া হজরত রসুলোল্লার বিরুদ্ধে অভিযোগ করে যে, মোহাম্মদ (সঃ) আমাদের উপাস্য এবং পূর্ব্বপুরুষগণের সম্পূজিত দেব-দেবী ও প্রতিমাপুঞ্জের নিন্দা ও দুর্নাম প্রচার করিতেছে। আবু-তালেব এতদ্বিষয়ে হজরত রসুলোল্লাকে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলেন:—আমি ইহাদিগকে শুধু একটি বিষয়ে সদুপদেশ দান করিতেছি যে, ইহারা যদি ঐ সমস্ত কল্পিত দেব-দেবী ও অসার প্রতিমাপুঞ্জের ব্যর্থ পূজা-আরাধনা পরিত্যাগ করিয়া—'লা-এলাহা-ইল্লাল্লাহু' অর্থাৎ অদ্বিতীয় ও একমাত্র উপাস্য আল্লাহতা'লার অনুসরণ করে, তবে সমগ্র আরবের ঐশ্বর্য্য ও আজমের আধিপত্য ইহারা প্রাপ্ত হইবে। আবু-জেহেল এই কথা শ্রবণ মাত্র ক্রোধে উন্মত্ত হইয়া অহংকার ও অবজ্ঞার সহিত ঐ স্থান পরিত্যাগ করে। উপরোক্ত ঘটনা উপলক্ষেই এই সুরার প্রথমাংশ অবতীর্ণ হয়। এই পবিত্র সুরার রুকুতে বিভক্ত এবং ৮৮ আয়তে গ্রথিত হইয়াছে।

১—৩। আল্লাহতা'লা তাঁহার অভ্রান্ত সত্যবাণী ও সদুপদেশপূর্ণ কোরান শরীফকে সাক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন যে, যাহারা এই পবিত্র গ্রন্থ অবিশ্বাস করিয়া আমার প্রেরিত প্রিয়তম রসুলের বিরুদ্ধাচরণ করিতেছে, নিশ্চয় তাহারা আত্মম্ভরিতা ও বিরুদ্ধাচরণে বিভ্রান্ত হইয়া ধ্বংসমুখে পতিত হইবে। কারণ এইরূপ অবিশ্বাস, অহঙ্কার ও বিরুদ্ধাচরণের জন্য ইহাদের পূর্ব্বেও বহু জাতি ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়া গিয়াছে।

مِّن مَّنَاصٍ ○ ٤- وَعَجِبُوا أَن
جَاءَهُم مُّنذِرٌ مِّنْهُمْ ز وَقَالَ
الْكَافِرُونَ هَٰذَا سَاحِرٌ كَذَّابٌ ○
٥- أَجَعَلَ الْآلِهَةَ إِلَٰهًا وَاحِدًا ج
إِنَّ هَٰذَا لَشَيْءٌ عُجَابٌ ○
٦- وَانطَلَقَ الْمَلَأُ مِنْهُمْ أَنِ امْشُوا
وَاصْبِرُوا عَلَىٰ آلِهَتِكُمْ ج إِنَّ
هَٰذَا لَشَيْءٌ يُرَادُ ۚ ٧- مَا سَمِعْنَا
بِهَٰذَا فِي الْمِلَّةِ الْآخِرَةِ ج إِنْ هَٰذَا
إِلَّا اخْتِلَاقٌ ۚ ٨- أَأُنزِلَ عَلَيْهِ
الذِّكْرُ مِن بَيْنِنَا ط بَلْ هُمْ فِي
شَكٍّ مِّن ذِكْرِي ج بَل لَّمَّا يَذُوقُوا
عَذَابِ ○ ٩- أَمْ عِندَهُمْ خَزَائِنُ

সময় ছিল না।
৪। এবং তাহারা বিস্মিত হইয়াছে যে, তাহাদের মধ্য হইতে একজন ভয়-প্রদর্শক আগমন করিয়াছে; এবং অবিশ্বাসকারীরা বলিতেছে যে, নিশ্চয় এ অসত্যবাদী যাদুকর।
৫। তবে কি সে নকল উপাস্যকে এক উপাস্য করিয়াছে?—নিশ্চয় ইহা বিস্ময়কর ব্যাপার!
৬। এবং তাহাদের প্রধানেরা ইহাই বলিয়া প্রস্থান করিয়াছিল যে, চলিয়া যাও এবং তোমাদের উপাস্যদিগের উপরেই ধৈর্য্যাবলম্বন কর; নিশ্চয়ই উহা এক স্বেচ্ছাকৃত বাক্য।
৭। আমরা অতীত ধর্ম্মে ইহা শ্রবণ করি নাই; নিশ্চয় ইহা এক কল্পিত বিষয় ব্যতীত নহে
৮। আমাদের মধ্য হইতে কি কেবল উহার উপর উপদেশ অবতীর্ণ হইয়াছে? বরং তাহারাই আমার এই উপদেশ সম্বন্ধে সন্দিহান; কিন্তু তাহারা এখনও আমার শাস্তি আস্বাদন করে নাই।
৯। অথবা তাহাদের নিকট কি তোমার মহাপরাক্রান্ত

৪—৫। হজরত রসুলোল্লার বাক্য শুনিয়া অবিশ্বাসীরা বলিত যে, তাহাদের মধ্যে একমা[ত্র] মোহাম্মদই (সঃ) নবী হইয়াছে—ইহা কখনই সত্য নহে। কারণ তাহাদের মধ্যে আরও ব[হু] উপযুক্ত ও অভিজ্ঞ লোক বিদ্যমান আছে। বিশেষতঃ সে বলিতেছে যে, একমাত্র আল্লাই সকলে[র] উপাস্য এবং অন্য উপাস্যগণ কিছুই নহে। কিন্তু অন্য উপাস্যগণের পরিবর্ত্তে একমাত্র আল্লার প[ক্ষে] এই বিরাট বিশ্বের সকল কার্য্য নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনা করা কখনই সম্ভবপর নহে। ইহা অ[তি] বিস্ময়কর কথা এবং নিশ্চয় সে অসত্যবাদী যাদুকর।

৬—৮। ঐরূপ সিদ্ধান্তের বশীভূত হইয়া অবিশ্বাসীদিগের প্রধান প্রধান ব্যক্তিরা বলিত যে, তোমরা কেহ (হজরত) মোহাম্মদের (সঃ) কথায় কর্ণপাত করিও না। বরং তোমরা তাহা[র] নিকট হইতে চলিয়া যাও এবং স্ব স্ব উপাস্যগণের উপাসনা করিতে থাক। আমাদের মধ্যে কেব[ল] তাহারই উপর উপদেশ বা কোরান অবতীর্ণ হইয়াছে। একথা কখনই সত্য নহে এবং অতীত ধ[র্ম্মে] অথবা পূর্ব্বযুগে আমরা কখনও এরূপ কথা শ্রবণ করি নাই। ইহা তাহার স্বকপোল-কল্পিত অসত্য বাক্য ব্যতীত আর কিছুই নহে।

৯—১১। অবিশ্বাসীদিগের উপরোক্ত উক্তি সমূহের উত্তরে আল্লাহতা'লা বলিতেছেন যে, উহারা আমার প্রতিশ্রুত শাস্তি ভোগ করে নাই বলিয়াই আমার অনুগ্রহ এবং আদেশ ও উপদে[শ]

رَحْمَةِ رَبِّكَ الْعَزِيزِ الْوَهَّابِ ۚ

١٠- أَمْ لَهُم مُّلْكُ السَّمَٰوَٰتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ۖ فَلْيَرْتَقُوا فِي الْأَسْبَابِ ○ ١١- جُندٌ مَّا هُنَالِكَ مَهْزُومٌ مِّنَ الْأَحْزَابِ ○

١٢- كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ وَفِرْعَوْنُ ذُو الْأَوْتَادِ ۚ ١٣- وَثَمُودُ وَقَوْمُ لُوطٍ وَأَصْحَٰبُ لْـَٔيْكَةِ ۚ أُولَٰئِكَ الْأَحْزَابُ ○ ١٤- إِن كُلٌّ إِلَّا كَذَّبَ الرُّسُلَ فَحَقَّ عِقَابِ ۚ

দানশীল প্রতিপালনের অনুগ্রহ ভাণ্ডার রহিয়াছে? ১০। অথবা তাহাদের জন্য কি নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডল এবং তদুভয়ের অন্তর্গত বিষয়-সমূহের আধিপত্য রহিয়াছে? তাহা হইলে তাহাদিগকে সিঁড়ি সাহায্যে অধিরোহণ করা আবশ্যক। ১১। তথায় বহু সম্প্রদায়ের সৈন্যদল পরাজিত হইবে। ১২। তাহাদের পূর্ব্বে নূহ সম্প্রদায় এবং আদ ও শূলধারী ফেরাউন অসত্যারোপ করিয়াছিল; ১৩। এবং সমুদ ও লূত সম্প্রদায় এবং বন-নিবাসীরাও—উহারা প্রত্যেকেই বৃহৎ দল ছিল। ১৪। উহারা সকলেই রসুলগণকে অসত্যারোপ করিয়া ছিল; অনন্তর আমার শাস্তি সত্যে পরিণত হইয়াছিল।

সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করিতেছে (অষ্টম আয়তের শেষাংশ)। কিন্তু আমি উহাদিগকে আমার অনুগ্রহ-ভাণ্ডার অথবা নভোমণ্ডল ও ভুমণ্ডলের এরূপ কোন আধিপত্য প্রদান করি নাই যে, উহাদের অভিমত অনুসারে আমার অনুগ্রহ বর্ষিত অথবা আমার কাজকর্ম্ম নিয়ন্ত্রিত হইবে। যদি উহাদের সেইরূপ কোন অধিকার বা আধিপত্য থাকে, তবে তাহার সাহায্যে অগ্রগামী হইয়া অথবা উর্দ্ধে অধিরোহণ করিয়া উহাদের চেষ্টা করিয়া দেখা উচিত যে, তথায় উহারা কাহাকেও অনুগৃহীত অথবা অভিশপ্ত করিতে পারে কি না; কিন্তু উহাদের সেরূপ কোনই অধিকার বা আধিপত্য নাই। সুতরাং আমার অনুগৃহীত নবীগণ ও প্রত্যাদেশ সম্বন্ধে উহাদের পক্ষে বিরুদ্ধ অভিমত প্রকাশ করা কখনই সঙ্গত নহে। অধিকন্তু ঐ সম্বন্ধে অনধিকার-চর্চ্চা ও প্রিরুদ্ধাচরণ করিলে উহাদের বহু সম্প্রদায়কে পরাজিত ও বিধ্বস্ত হইতে হইবে। আলোচ্য একাদশ আয়তের শেষাংশে স্পষ্টতর ভবিষ্যদ্বাণী করা হইয়াছে যে, হজরত রসুলোল্লার নবুয়ত ও প্রত্যাদেশ-প্রাপ্তি সম্বন্ধে যাহারা অবিশ্বাস ও বিরুদ্ধাচরণ করিবে, তাহাদের সকলকেই পরাজিত হইতে হইবে। বলা বাহুল্য, বদর ও আজহাব যুদ্ধে এই সমুজ্জ্বল ভবিষ্যদ্বাণী সম্পূর্ণরূপে সফল হইয়া ইস্‌লামের শত্রুকুল সদলবলে পরাজিত ও সমূলে বিধ্বস্ত হইয়া গিয়াছিল।

১২—১৪। অনন্তর আল্লাহতা'লা মক্কার অবিশ্বাসীদিগকে লক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন যে, ইহাদের পূর্ব্বে অবাধ্য নূহী ও লুত সম্প্রদায়, ধর্ম্মদ্রোহী আদ ও সমুদ জাতি এবং শূলধারী ফেরাউন ও বননিবাসী সম্প্রদায় প্রভৃতি বহু বৃহৎ জাতি ও বৃহৎ বৃহৎ সম্প্রদায় আমার রসুলগণের প্রতি অসত্যারোপ করিয়া অতি কঠোর শাস্তি ভোগ করিয়াছিল। অবিশ্বাস, অনাচার ও ধর্ম্মদ্রোহিতার জন্য তাহারা সকলেই অতি শোচনীয়ভাবে ধ্বংস-প্রাপ্ত হইয়া গিয়াছিল।

২য় রুকু—হজরত দাউদের সুবিচার ও শত্রুগণের প্রসঙ্গ

১৫। এবং তাহারা একটি ধ্বংসধ্বনির জন্য ব্যতীত অপেক্ষা করে নাই—যাহাতে একটুও বিলম্ব ছিল না। ১৬। এবং তাহারা বলে—হে আমাদের প্রতিপালক, হিসাব-দিবসের পূর্ব্বেই আমাদিগকে আমাদের অংশ প্রদান কর। ১৭। তাহারা যাহা বলে, তুমি তদ্বিষয়ে ধৈর্য্য ধারণ কর এবং আমার শক্তিমান সেবক দাউদকে স্মরণ কর; নিশ্চয় সে সদা প্রত্যাবর্ত্তন-শীল ছিল। ১৮। নিশ্চয় আমি তাহার জন্য পর্ব্বতসমূহ আয়ত্তাধীন করিয়াছিলাম যে, তৎসহ সূর্য্যাস্ত ও সূর্য্যোদয় কালে মহিমা কীর্ত্তন করিত। ১৯। এবং পক্ষী-কুল দলবদ্ধ হইয়া সকলেই তাহার জন্য মুখাপেক্ষী রহিত। ২০। এবং আমি তাহার রাজ্য সুদৃঢ় করিয়াছিলাম এবং তাহাকে জ্ঞান-বিজ্ঞান ও সূক্ষ্ম বিচার-শক্তি

وَمَا يَنْظُرُ هٰٓؤُلَآءِ اِلَّا صَيْحَةً
وَّاحِدَةً مَّا لَهَا مِنْ فَوَاقٍ ۝
١٦- وَقَالُوْا رَبَّنَا عَجِّلْ لَّنَا قِطَّنَا
قَبْلَ يَوْمِ الْحِسَابِ ۝ ١٧- اِصْبِرْ
عَلٰى مَا يَقُوْلُوْنَ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا
دَاوٗدَ ذَا الْاَيْدِ ۚ اِنَّهٗٓ اَوَّابٌ ۝ ١٨- اِنَّا
سَخَّرْنَا الْجِبَالَ مَعَهٗ يُسَبِّحْنَ
بِالْعَشِيِّ وَالْاِشْرَاقِ ۝ ١٩- وَالطَّيْرَ
مَحْشُوْرَةً ۭ كُلٌّ لَّهٗٓ اَوَّابٌ ۝
٢٠- وَشَدَدْنَا مُلْكَهٗ وَاٰتَيْنٰهُ الْحِكْمَةَ

১৫। আল্লাহতা'লা আরও বলিয়া দিতেছেন যে, ঐ সকল অবাধ্য জাতিকে শাস্তি-প্রদান বা ধ্বংস করিতে একটী মাত্র ধ্বংসধ্বনি ও অত্যল্প সময় ব্যতীত আর কিছুই আবশ্যক হয় নাই।

১৬—১৭। **ইয়াদ**—শক্তি বা পরাক্রম; অন্য অর্থে অধিকার, আধিপত্য, অনুগ্র অথবা সত্য।

অবিশ্বাসীরা উপহাস করিয়া বলিত যে,—হে আল্লাহ, বিচার দিবসের ত এখনও বহু বিলম্ব রহিয়াছে। অতএব তুমি সেখানে আমাদের জন্য যে সমস্ত শাস্তি নির্দ্ধারিত করিয়া রাখিয়াছ, তাহা আমাদিগকে এই পৃথিবীতেই প্রদান কর। এত অধিক বিলম্বের প্রয়োজন কি? অবিশ্বাসীদের এই সকল উক্তির উত্তরে আল্লাহতা'লা হজরত রসুলোল্লাকে সান্ত্বনা প্রদান করিয়া বলিতেছেন যে, হে রসুল, অবিশ্বাসীদের এই সকল উপহাস-বিদ্রূপের জন্য তুমি কিছুমাত্র বিচলিত হইও না; বরং তুমি ধৈর্য্য ধারণ করিয়া আমার অন্যতম শক্তিমান সেবক দাউদকে স্মরণ কর। সে আমার অনুগৃহীত নবী ও শক্তিশালী সম্রাট ছিল। কিন্তু তথাপি অবিশ্বাসীদের দ্বারা উত্যক্ত হইয়া তাহাকে সর্ব্বদাই আমার শরণ-প্রার্থী হইতে হইত।

১৮—২০। আমি দাউদকে নবুয়তের গৌরব ও পার্থিব সাম্রাজ্যের সহিত এইরূপ শক্তি প্রদান করিয়াছিলাম যে, পর্ব্বতসমূহ প্রভাতে ও সন্ধ্যায় তাহার সহিত আমার মহিমা কীর্ত্তন করিত এবং পক্ষীকূল দলবদ্ধভাবে তাহার প্রার্থনার সুস্বরে মুগ্ধ হইয়া তাহার মুখাপেক্ষী হইয়া থাকিত। এতদ্ভিন্ন আমি তাহাকে সুশাসিত বিশাল সাম্রাজ্য প্রদান করিয়াছিলাম এবং তাহাকে নানাবিষয়ে জ্ঞান-বিজ্ঞান ও সূক্ষ্ম বিচারশক্তি প্রদান করিয়াছিলাম।

প্রদান করিয়াছিলাম। ২১। এবং তোমার নিকট কি সেই সকল কলহকারীর সংবাদ আসিয়াছে—যাহারা প্রাচীরে আরোহণ করিয়া উপাসনালয়ে অবতরণ করিয়াছিল ? ২২। যখন তাহারা দাউদের সমক্ষে প্রবিষ্ট হইয়াছিল, তখন সে তাহাদিগ হইতে আতঙ্কিত হইয়াছিল ; তাহারা বলিয়াছিল—ভীত হইও না। আমরা উভয়ই কলহকারী—পরস্পর পরস্পরের বিরুদ্ধাচরণ করিতেছি ; অতএব তুমি আমাদের উভয়ের মধ্যে সত্যভাবে মীমাংসা করিয়া দাও এবং

وَفَصْلَ الْخِطَابِ ۝ ٢١- وَهَلْ أَتَاكَ نَبَؤُا الْخَصْمِ ۘ إِذْ تَسَوَّرُوا الْمِحْرَابَ ۝ ٢٢- إِذْ دَخَلُوا عَلَىٰ دَاوُدَ فَفَزِعَ مِنْهُمْ قَالُوا لَا تَخَفْ ۚ خَصْمَانِ بَغَىٰ بَعْضُنَا عَلَىٰ بَعْضٍ فَاحْكُمْ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَلَا تُشْطِطْ

২১—২৩। অনন্তর আল্লাহতা'লা হজরত দাউদের শত্রুগণের ষড়যন্ত্র এবং তাঁহার সুবিচার ও সতর্কতা সম্বন্ধে একটী ঘটনার উল্লেখ করিতেছে। একদা আল্লাহতা'লার অনুগৃহীত নবী ও এসরাইল বংশের শক্তিশালী সম্রাট হজরত দাউদ সুরক্ষিত উপাসনা মন্দিরে প্রার্থনা করিতেছিলেন। উহার দ্বারে যথারীতি প্রহরী নিযুক্ত ছিল। সেই অবস্থায় শত্রুপক্ষের দুইজন লোক হজরত দাউদকে সংগোপনে হত্যা করিবার জন্য সুকৌশলে প্রাচীর অতিক্রম করিয়া মন্দির মধ্যে প্রবিষ্ট হয়। হজরত দাউদ তাহাদিগকে দেখিয়া আতঙ্কিত ও উত্তেজিত হইয়া উঠেন। কারণ সেই সময়ে প্যালেষ্টাইনে বিদ্রোহীদের সহিত হজরত দাউদের সংগ্রাম চলিতেছিল। সুতরাং মন্দির মধ্যে শত্রুপক্ষের লোক দেখিয়া প্রহরীদের অসতর্কতার জন্য তিনি তাহাদের উপরেও ক্রুদ্ধ হন।

এদিকে শত্রুদ্বয় তাহাদের ষড়যন্ত্র ও দুরভিসন্ধি ব্যর্থ হইয়াছে দেখিয়া নিজেদের দোষ স্খালন এবং হজরত দাউদের ভীতি ও উত্তেজনা দূরীভূত করিবার জন্য বলে যে, আপনি কোনরূপ ভীত হইবেন না। আমরা দুইজন কলহ করিয়া উহার বিচার-মীমাংসার জন্যই এরূপ অন্যায়ভাবে আপনার সমক্ষে উপস্থিত হইয়াছি। আমার সঙ্গী এই ভ্রাতা বা প্রতিবেশীর নিরানব্বইটী দুম্বা আছে, অথচ আমার মাত্র একটী দুম্বা। কিন্তু তথাপি সে দাবী করিয়া বলিতেছে যে, তোমার ঐ দুম্বাটিও আমাকে প্রদান কর এবং কথা-বার্ত্তা ও যুক্তি-তর্কে সে আমার অপেক্ষা চতুর ও বুদ্ধিমান। অতএব আপনি সত্যভাবে আমাদের মধ্যে ইহার বিচার-মীমাংসা করিয়া দিন। কাহারও প্রতি কোনরূপ অবিচার করিবেন না।

অসত্য উপাখ্যান—হজরত দাউদের শত্রুপক্ষীয় ব্যক্তিদ্বয় প্রাচীর উল্লঙ্ঘনে তাঁহার উপাসনালয়ে প্রবেশ করিয়া সত্যভাবেই হউক অথবা নিজেদের দুরভিসন্ধি গোপন করিয়া তাঁহার ভীতি ও ক্রোধ শান্তি করিবার জন্যই হউক, তাহারা নিজেদের উদ্দেশ্য ও অভিযোগ সম্বন্ধে যে সব কথা বলিয়াছিল, তাহাই আলোচ্য আয়ত সমূহে উক্ত হইয়াছে। উহার সত্যতা বা অসত্যতা সম্বন্ধে পবিত্র কোরান ও সহি হাদিসে আর কোন প্রসঙ্গই উল্লিখিত হয় নাই। কিন্তু পুরাতন বাইবেল হইতে সমূয়েল নবীর কেতাবের এক বিক্ষিপ্ত বর্ণনার অনুসরণ ও অনুকরণ করিয়া কোন কোন তফ্‌সীরকার এই প্রসঙ্গে হজরত দাউদের সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন, তাহা অতি অসঙ্গত, অস্বাভাবিক ও ঘোর আপত্তিকর।

উক্ত বর্ণনার স্থুল মর্ম্ম এই যে, একদা হজরত দাউদ স্বীয় রাজ-প্রাসাদের ছাদে পরিভ্রমণের সময়ে বেত্থে-সাবা নাম্নী এক স্নান-নিরতা পরমা সুন্দরী রমণীর সৌন্দর্য্য দর্শনে মুগ্ধ হইয়া তাহাকে স্বীয় প্রাসাদে আনাইয়া তাহার সহিত সম্মিলিত হন এবং উক্ত সহবাসের ফলে রমণী গর্ভবতী হইয়া স্বীয় গৃহে প্রত্যাগমন করে। ইহার কিছুদিন পরে উক্ত রমণীর স্বামী আরিয়া সমরক্ষেত্র

...دنا إلى سواء الصراط ○
...ان هذا أخي له تسع وتسعون
...ة ولي نعجة واحدة فقال
...كفلنيها وعزني في الخطاب ○
قال لقد ظلمك بسؤال
...نعجتك إلى نعاجه ط وإن كثيرا

আমাদের প্রতি অবিচার করিও না। এবং আমাদিগকে সরল সুপথে পথপ্রদর্শন কর। ২৩। নিশ্চয় এ আমার ভ্রাতা; তাহার নিকট নিরানব্বইটি দুম্বা আছে এবং আমার নিকট একটি দুম্বা; তথাপি সে বলিতেছে যে, উহাও আমাকে সমর্পণ কর; এবং সে কথাবার্ত্তায়ও আমার অপেক্ষা পরাক্রান্ত। ২৪। সে বলিয়াছিল, নিশ্চয় সে স্বীয় দুম্বাদলে তোমার দুম্বা প্রার্থনা করিয়া তোমার প্রতি অত্যাচার করিয়াছে এবং বহু অংশীদার পরস্পর পরস্পরের উপর অত্যাচার করিয়া

হইতে গৃহে ফিরিয়া আসিলে হজরত দাউদ তাহাকে এই মর্ম্মে এক পত্র প্রদান করিয়া ... যুদ্ধ-নিরত সৈন্যধ্যক্ষের নিকট প্রেরণ করেন যে, আরিয়াকে যুদ্ধক্ষেত্রের এমন স্থানে নিযুক্ত ... যেন সে কিছুতেই শত্রুপক্ষের আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা করিতে না পারে। হজরত দাউ... আদেশ যথাযথ প্রতিপালিত হওয়ায় আরিয়া সমরক্ষেত্রে প্রাণ পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হয় এবং ... হজরত দাউদ তাহার পত্নী বেস্তে-সাবাকে আনিয়া স্বীয় পত্নীরূপে পরিগ্রহণ করেন।

এই কল্পিত কাহিনীর উপসংহার সমুয়েল নবীর কেতাবে লিখিত হইয়াছে যে, উপরো... ঘটনার পর আল্লাহত'লা নাতন নবীকে পাঠাইয়া হজরত দাউদের দুষ্কার্য্যের জন্য তাহাকে তিরস্... করেন এবং তাহার ফলে হজরত দাউদ নিজের ভ্রান্তির ও অপরাধ উপলব্ধি করিয়া আল্লাতা'... নিকট ক্ষমা-প্রার্থী হন। কিন্তু কোন কোন তফ্‌সীরকার উহার উপর আরও রং ফলাইয়া আলো... আয়ত সমূহের তফ্‌সীরে উপরোক্ত কাহিনীর উপসংহারে লিখিয়াছেন যে, আল্লাহতা'লার নি... মত দুইটী ফেরেশ্‌তাই ঐরূপ ভাবে মানব মূর্ত্তি পরিগ্রহণ করিয়া হজরত দাউদের উপাসনাল... প্রবেশ করিয়াছিল এবং উক্ত দুম্বার অভিযোগ উত্থাপন করিয়া হজরত দাউদকে প্রকারান্তরে ই... বুঝাইয়া দিয়াছিল যে, তোমার বিশাল রাজ্য, ঐশ্বর্য্য ও বহু সুন্দরী পত্নী বিদ্যমান থাকা স... তুমি প্রতিবেশী আরিয়ার একমাত্র সুন্দরী পত্নীর লোভ সম্বরণ করিতে পারিলে না; বরং উ... জন্য আরিয়াকে হত্যা করাইয়া তাহার পত্নীকে গ্রহণ করিলেন! নিশ্চয় ইহা আল্লার নিকট অ... কঠিন অপরাধ !! ফেরেশ্‌তাদ্বয়ের এই তিরস্কারে হজরত দাউদ স্বীয় অপরাধের গুরুত্ব উপ... করিয়া নতশিরে সেজদায় পতিত হন এবং আল্লাহতা'লার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতে থাকেন।

প্রাচীন ও আধুনিক অভিজ্ঞ তফ্‌সীরকারগণের সকলেই উক্ত কাহিনীকে ভিত্তিহীন মি... কল্পনা এবং কোন নবীদ্রোহীর বিক্ষিপ্ত বর্ণনা বলিয়া অগ্রাহ্য ও উপেক্ষা করিয়াছেন। কা... কোরান, হাদিস ও প্রাচীন ইতিহাসের কোথাও এই অসঙ্গত ও অস্বাভাবিক পাপ-কাহিনী... কোনরূপ অস্তিত্ব নাই। অধিকন্তু জগদ্বিখ্যাত খলিফা হজরত আলী বলিয়াছেন—"যাহা... হজরত দাউদ সম্বন্ধে ঐরূপ কথা বলিবে অথবা কোন গ্রন্থে ঐ অলীক কাহিনী লিপিবদ্ধ করি... আমি তাহাকে ১৬০ বার চাবুক প্রহার করিব। কারণ নবীগণের প্রতি অসত্যারোপ ও অপ... প্রদানকারীদের উহাই সমুচিত শাস্তি।"—তঃ কবির, এবন-কসির ও হাক্কানী।

২৪—২৫। উপাসনালয়ে প্রবিষ্ট অরাতিদ্বয়ের অভিযোগ শ্রবণে হজরত দাউদ বলিয়াছি... যে, নিরানব্বইটী দুম্বার অধিকারী তাহার ভ্রাতা, বন্ধু, অংশীদার বা প্রতিবেশী একটী মাত্র দু... প্রতি লোভ করিয়া এবং তাহার নিকট হইতে উহা পরিগ্রহণের জন্য কুতর্ক ও ছলনার আশ্রয় ল... অত্যন্ত অন্যায় কার্য্য করিয়াছে। তিনি আরও বলিয়াছেন যে, অতি অল্পসংখ্যক বিশ্বাসী

থাকে—কিন্তু যাহারা বিশ্বাস-স্থাপন করিয়াছে ও সৎকার্য্য করে এবং তাহারা অত্যল্প ; এবং দাউদ অনুভব করিয়াছিল যে, আমি তাহাকে পরীক্ষা করিয়াছি ; অতএব সে তাহার প্রতিপালকের ক্ষমা প্রার্থনা করিল এবং সে নতশিরে পতিত হইল ও প্রত্যাবর্ত্তন করিল।
২৫। অনন্তর আমি তাহার জন্য ইহা ক্ষমা করিয়াছিলাম এবং নিশ্চয়ই তাহার জন্য আমার সান্নিধ্য ও উত্তম গন্তব্যস্থল রহিয়াছে।
২৬। হে দাউদ, নিশ্চয়ই আমি তোমাকে পৃথিবীতে প্রতিনিধি করিয়াছি ; অতএব তুমি মানবদিগের মধ্যে সত্যভাবে সুমীমাংসা কর এবং প্রবৃত্তির অনুসরণ করিও না ; ফলতঃ উহা তোমাকে আল্লার পথ হইতে বিভ্রান্ত করিবে ; যাহারা আল্লার পথ হইতে বিভ্রান্ত হয়, তাহাদের জন্য কঠোর শাস্তি রহিয়াছে ; যেহেতু তাহারা হিসাব-দিবস সম্বন্ধে বিস্মৃত হইয়া গিয়াছে।

مِّنَ الْخُلَطَآءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلٰى
بَعْضٍ اِلَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا
الصّٰلِحٰتِ وَقَلِيْلٌ مَّا هُمْ ط وَظَنَّ
دَاوٗدُ اَنَّمَا فَتَنّٰهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهٗ وَخَرَّ
رَاكِعًا وَّاَنَابَ ۝ সিজদা ٢٥- فَغَفَرْنَا لَهٗ
ذٰلِكَ ط وَاِنَّ لَهٗ عِنْدَنَا لَزُلْفٰى
وَحُسْنَ مَاٰبٍ ۝ ٢٦- يٰدَاوٗدُ اِنَّا
جَعَلْنٰكَ خَلِيْفَةً فِى الْاَرْضِ فَاحْكُمْ
بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ
الْهَوٰى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ط
اِنَّ الَّذِيْنَ يَضِلُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ
لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيْدٌۢ بِمَا نَسُوْا
يَوْمَ الْحِسَابِ ع

সৎকর্ম্মশীল সাধু ব্যক্তি ব্যতীত পৃথিবীর অধিকাংশ অবিশ্বাসী ও অসাধু অংশীদারই পরস্পরের প্রতি এইরূপ অত্যাচার ও অবিচার করিয়া থাকে। কিন্তু আল্লাহতা'লার নিকট নিশ্চয়ই ইহা অতি গুরুতর অপরাধ।

এই বিচার-প্রসঙ্গে হজরত দাউদ অনুভব করিয়াছিলেন যে, এতদ্দ্বারা আল্লাহতা'লা তাঁহার সুবিচার ও সংযম-শক্তির পরীক্ষা করিতেছেন। তাই তিনি নতশির ভূলুণ্ঠিত হইয়া আল্লাহতা'লার অনুগ্রহ ও করুণাপ্রার্থী হইয়াছিলেন এবং তিনি আগন্তুকদ্বয় ও প্রহরীদিগের উপর বিরক্ত হইয়া অন্যায় করিয়াছেন ভাবিয়া তজ্জন্য আল্লাহতা'লার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিয়াছিলেন। তাই আল্লাহতা'লা বলিতেছেন যে, নিশ্চয় আমি (হজরত) দাউদের এই তুচ্ছ অপরাধ ক্ষমা করিতেছি এবং তাহার জন্য আমার নৈকট্য ও উৎকৃষ্টতর অবস্থিতি নির্দ্ধারিত করিয়া রাখিয়াছি।

২৬। অতঃপর আল্লাহতা'লা হজরত দাউদকে সতর্ক করিয়া বলিয়া দিয়াছিলেন যে, হে দাউদ, আমি তোমাকে পৃথিবীতে যে উচ্চ পদ, উচ্চ সম্মান ও উচ্চতম গৌরব প্রদান করিয়াছি, তাহার মর্য্যাদা রক্ষা করিয়া তুমি সর্ব্বদা ন্যায়বিচার করিও এবং বিচারকার্য্যে কখনও পক্ষপাতিতা বা প্রবৃত্তির অনুসরণ করিও না। যাহারা বিচারকার্য্যে পক্ষপাতিতা বা প্রবৃত্তির অনুসরণ করিয়া সুবিচারের মর্য্যাদা হানি করিবে; নিশ্চয় তাহারা আল্লার নির্দ্ধারিত সত্য পথ হইতে বিভ্রান্ত হইয়া পরলোকে তজ্জন্য অতি কঠিন শাস্তি ভোগ করিতে বাধ্য হইবে।

২৭। এবং আমি নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডল এবং তদুভয়ের অন্তর্গত বিষয় সমূহ বৃথা সৃষ্টি করি নাই; অবিশ্বাসকারীরাই এইরূপ ধারণা করে; অতএব অবিশ্বাসকারীদের জন্য পরিতাপ। ২৮। যাহারা বিশ্বাস-স্থাপন করিয়াছে ও সৎকার্য্য করে, আমি কি তাহাদিগকে পৃথিবীতে অশান্তি উৎপাদন-কারিগণের সহিত সমতুল্য করিব? অথবা ধর্ম্মভীরুদিগকে দুষ্কার্য্যকারীদিগের অনুরূপ? ২৯। আমি তোমার প্রতি এই প্রাচুর্য্যপূর্ণ গ্রন্থ অবতীর্ণ করিয়াছি, যেন তাহারা ইহার প্রবচন সমূহ সম্বন্ধে চিন্তা করে এবং যেন জ্ঞানবানগণ ইহা স্মরণ করে। ৩০। এবং আমি দাউদের জন্য সোলায়মানকে দান করিয়াছিলাম; নিশ্চয় সে সদা-প্রত্যাবর্ত্তনশীল উত্তম সেবক ছিল। ৩১। যখন অপরাহ্নে

وَمَا خَلَقْنَا السَّمَآءَ وَالْاَرْضَ
وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا ط ذٰلِكَ ظَنُّ
الَّذِيْنَ كَفَرُوْا ج فَوَيْلٌ لِّلَّذِيْنَ كَفَرُوْا
مِنَ النَّارِ ۝ ۲۸- اَمْ نَجْعَلُ
الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ
كَالْمُفْسِدِيْنَ فِى الْاَرْضِ ز اَمْ نَجْعَلُ
الْمُتَّقِيْنَ كَالْفُجَّارِ ۝ ۲۹- كِتٰبٌ
اَنْزَلْنٰهُ اِلَيْكَ مُبٰرَكٌ لِّيَدَّبَّرُوْا اٰيٰتِهٖ
وَلِيَتَذَكَّرَ اُولُوا الْاَلْبَابِ ۝
۳۰- وَوَهَبْنَا لِدَاوٗدَ سُلَيْمٰنَ ط
نِعْمَ الْعَبْدُ ط اِنَّهٗ اَوَّابٌ ۝ ۳۱- اِذْ

২৭—২৮। এক দুইটী আয়তে আল্লাহতা'লা স্বীয় সৃষ্টির সার্থকতা ঘোষণা করিয়া বলিতেছেন যে, আমি এই বিশ্বজগৎ বৃথা সৃষ্টি করি নাই। অবিশ্বাসীরাই ঐরূপ ভ্রান্ত ধারণা পোষণ করে যে আমি শুধু লীলা-খেলা ছলেই এই বিশ্বজগৎ সৃষ্টি করিয়াছি এবং আমরে এই সৃষ্টিতে কোনই উদ্দেশ্য অথবা সার্থকথা নাই। মহাপ্রলয় অথবা মৃত্যুর পরেই ইহার পরিসমাপ্ত হইয়া যাইবে। এই ভ্রান্ত ধারণার বশবর্ত্তী হইয়াই তাহারা পৃথিবীতে অনাচার, অবিচার ও অশান্তি উৎপাদন করিয়া থাকে। পক্ষান্তরে যাহারা আমার সৃষ্টির মহান্ উদ্দেশ্য উপলব্ধি করিয়াছে, তাহারা সর্ব্বদাই সদাচার ও সৎকার্য্য করিয়া ধর্ম্মজীবন অতিবাহিত করে এবং পৃথিবীতে কখনও অনাচার অথবা অশান্তি উৎপাদন করে না। এই দুই শ্রেণীর লোক কখনই সমতুল্য নহে। সুতরাং যাহারা বিশ্বাসী ও সৎকর্ম্মশীল পরলোকে তাহারা আমার অনুপম অনুগ্রহে অভিষিক্ত হইবে এবং যাহারা অবিশ্বাসী ও দুষ্কার্য্যকারী, তাহারা অভিশপ্ত হইয়া নরকানলের কঠোর শাস্তি ভোগ করিতে বাধ্য হইবে।

২৯। **মোবারক**—মঙ্গলময়, প্রাচুর্য্যপূর্ণ অথবা উৎকৃষ্টতর ও কল্যাণজনক বিষয় সমন্বিত। অনন্তর আল্লাহতা'লা বলিতেছেন যে, এই সমস্ত শিক্ষা দিবার জন্যই আমি 'মোবারক' অর্থাৎ বহু কল্যাণজনক বিষয় সমন্বিত কোরান শরীফ অবতীর্ণ করিয়াছি। যাহারা জ্ঞানী ও চিন্তাশীল, তাহারা ইহা হইতে সদুপদেশ লাভ করিয়া নিরাপদে স্বীয় ধর্ম্ম ও কর্ম্মজীবন পরিচালিত করিতে পারিবে।

৩০—৩৩। এই কয়েকটী আয়তে আল্লাহতা'লা হজরত দাউদের পুত্র হজরত সোলায়মানের প্রসঙ্গ বর্ণনা করিয়া হজরত রসুলোল্লাকে সান্ত্বনা দান করিয়াছেন। আলোচ্য আয়ত সমূহের ম

عُرِضَ عَلَيْهِ بِالْعَشِيِّ الصّٰفِنٰتُ
الْجِيَادُ ۙ ۳۲- فَقَالَ اِنِّيْٓ
اَحْبَبْتُ حُبَّ الْخَيْرِ عَنْ ذِكْرِ
رَبِّيْ ۚ حَتّٰى تَوَارَتْ بِالْحِجَابِ ۞
۳۳- رُدُّوْهَا عَلَيَّ ۭ فَطَفِقَ مَسْحًۢا
بِالسُّوْقِ وَالْاَعْنَاقِ ۝ ۳۴- وَلَقَدْ
فَتَنَّا سُلَيْمٰنَ وَاَلْقَيْنَا عَلٰى كُرْسِيِّهٖ
جَسَدًا ثُمَّ اَنَابَ ۝ ۳۵- قَالَ رَبِّ
اغْفِرْ لِيْ وَهَبْ لِيْ مُلْكًا
لَّا يَنْۢبَغِيْ لِاَحَدٍ مِّنْۢ بَعْدِيْ ۚ اِنَّكَ

তাহার সমক্ষে ধাবনোদ্যত দ্রুতগামী অশ্ব
আনয়ন করা হইয়াছিল ;
৩২। তখন
সে বলিয়াছিল—নিশ্চয় আমি স্বীয় প্রতি-
পালকের স্মরণ অপেক্ষা কল্যাণ-প্রীতিকেই
প্রিয়তর মনে করিয়াছি ; এমন কি সূর্য্য
অস্তাবরণে আবৃত হইয়া গিয়াছিল ;
৩৩। উহাদিগকে আমার সমক্ষে ফিরাইয়া
আন ; তৎপর সে উহাদের পদ ও স্কন্ধ
সমূহে মৃদু করাঘাত করিয়াছিল ;
৩৪। এবং নিশ্চয়ই আমি সোলায়মানকে
পরীক্ষা করিয়াছিলাম এবং তাহার
আসনোপরি একটি দেহমাত্র স্থাপন
করিয়াছিলাম ; অনন্তর সে তৎসকাশে
প্রত্যাবর্ত্তিত হইয়াছিল।
৩৫। সে
বলিয়াছিল—হে আমার প্রতিপালক,
আমাকে ক্ষমা কর এবং আমার জন্য
এরূপ রাজ্য—যেন আমার পরে আর

এই যে, দাউদের পুত্র সোলায়মান আমার একান্ত অনুগত ও উত্তম সেবক ছিল। আমি তাহাকে বিপুল সাম্রাজ্য ও অফুরন্ত ধন-সম্পদ প্রদান করিয়াছিলাম। একদা অপরাহ্নে তাহার দ্রুতগামী যুদ্ধাশ্ব সমূহ তাহার সমক্ষে উপস্থিত করা হইয়াছিল। তিনি ঐ অশ্বগুলিকে ধারণ করাইয়া পরীক্ষা করিয়াছিলেন এবং ধারণ অন্তে সেগুলিকে তাহার সমক্ষে ফিরাইয়া আনিলে প্রচলিত পদ্ধতি অনুযায়ী তিনি উহাদের উরুদেশ ও স্কন্ধে মৃদু করাঘাত করিয়াছিলেন। এই সকল ব্যাপারে তিনি এরূপ তন্ময় হইয়াছিলেন যে, সূর্য্য অস্তমিত হইয়া তাঁহার সান্ধ্য-প্রার্থনায় বিলম্ব হইয়া গিয়াছিল। তাই তিনি অনুতাপ করিয়া বলিয়াছিলেন যে, আল্লাহতা'লার স্মরণ অথবা সান্ধ্য-প্রার্থনা অপেক্ষা স্বীয় ধন-সম্পদ ও কল্যাণ-প্রীতি আমাকে অধিকতর আকৃষ্ট করিয়াছে—ইহা আমার পক্ষে কখনই সঙ্গত ও শোভন নহে।

৩৪—৩৫। এই দুইটী আয়তে হজরত সোলায়মানকে পরীক্ষা করা, তাঁহার আসনের উপরে দেহ-মাত্র স্থাপন করা এবং হজরত সোলায়মান কর্ত্তৃক আল্লাহতা'লার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা ও স্বীয় রাজ্য-ঐশ্বর্য্যের কল্যাণ প্রার্থনা করার প্রসঙ্গ বর্ণিত হইয়াছে। কিন্তু আল্লাহতা'লা কোন্ বিষয়ে হজরত সোলায়মানকে পরীক্ষা করিয়াছিলেন এবং হজরত সোলায়মানের সিংহাসনে কিরূপে তাহার 'দেহ-মাত্র' স্থাপন করিয়াছিলেন; তৎসম্বন্ধে পবিত্র কোরান, হাদিস ও বিশ্বস্ত ইতিহাসে কোনই স্পষ্টতর বর্ণনা নাই। অভিজ্ঞ তফ্‌সীরকারগণ অনুমান করেন যে, অতুল রাজ্য-ঐশ্বর্য্য প্রদান অথবা শত্রুগণের আক্রমণের দ্বারাই আল্লাহতা'লা হজরত সোলায়মানের ধৈর্য্য ও শক্তির পরীক্ষা করিয়াছিলেন এবং উত্তরকালে তাঁহার প্রাণহীন দেহরূপেই তদীয় অযোগ্য বংশধর ও শক্তিহীন উত্তরাধিকারীরা তদীয় সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিল।

কাহারও তদ্রূপ না হয়; নিশ্চয় তুমি প্রচুর প্রদাতা। ৩৬। অতঃপর আমি তাহার জন্য বায়ুকে আয়ত্তাধীন করিয়া-ছিলাম—যেন তাহার আদেশে যথা ইচ্ছা সুধীরে প্রবাহিত হয়; ৩৭। এবং হর্ম্ম্য নির্ম্মাণকারী ও ডুবুরী শয়তানদিগকেও; ৩৮। এবং অবশিষ্টরা শৃঙ্খলে আবদ্ধ থাকিত। ৩৯। ইহাই আমার প্রতিদান; অতএব তুমি ইহা বিনা-হিসাবে সম্প্রদান অথবা সংরক্ষণ কর। ৪০। এবং নিশ্চয়ই আমার নিকট তাহার জন্য মর্য্যাদা ও উৎকৃষ্ট প্রত্যাবর্ত্তন-স্থল রহিয়াছে।

ٱلْوَهَّابُ ٣٦- فَسَخَّرْنَا
ٱلرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ رُخَآءً حَيْثُ
أَصَابَ ٣٧- وَٱلشَّيَٰطِينَ كُلَّ
وَغَوَّاصٍ ٣٨- وَءَاخَرِينَ
مُقَرَّنِينَ فِي ٱلْأَصْفَادِ ٣٩- هَٰذَا
عَطَآؤُنَا فَٱمْنُنْ أَوْ أَمْسِكْ بِغَيْرِ
حِسَابٍ ٤٠- وَإِنَّ لَهُۥ عِندَنَا
لَزُلْفَىٰ وَحُسْنَ مَـَٔابٍ ٤

৩৬—৪০। এই কয়েকটী আয়তে হজরত সোলায়মানের আধ্যাত্মিক শক্তি ও পার্থিব সাম্রা
বিষয় ইঙ্গিত করা হইয়াছে। আল্লাহতা'লা বায়ুকে তাহার আয়ত্তাধীন করিয়া দিয়াছি
অর্থাৎ সোলায়মান আব-হাওয়া নিয়ন্ত্রিত করিবার শক্তি ও কৌশল আয়ত্তাধীন করিয়াছিে
এতদ্ভিন্ন নানা জাতীয় মিস্ত্রী, কারিগর ও শিল্পী জেন-মানব তাহার অধীনে কার্য্য করিত। এম
সমুদ্রে গমনাগমনকারী সাহসী নাবিক সম্প্রদায় সমূহ এবং মুক্তা-উত্তোলনকারী দুষ্ট
শয়তানেরাও তাহার অধীনতা ও আধিপত্য স্বীকার করিয়াছিল। যাহারা তাহার অবাধ্য
বিদ্রোহী হইয়াছিল, তিনি তাহাদিগকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া কারাগারে নিক্ষেপ করিয়াছি
আল্লাহতা'লা আরও বলিতেছেন যে, ইহলোকের ন্যায় পরলোকেও সোলায়মান নিশ্চয় আমার
উত্তম মর্য্যাদা ও উৎকৃষ্টতর বাসস্থান প্রাপ্ত হইবে।

ভ্রান্ত পরিকল্পনা—হজরত সোলায়মান সম্বন্ধে পুরাতন বাইবেলের বিক্ষিপ্ত
অবলম্বন করিয়া অনভিজ্ঞ তফ্সীরকারগণ উপরোক্ত আয়ত সমূহের ব্যাখ্যায় যে সকল অ
কেচ্ছা-কাহিনীর অবতারণা করিয়াছেন, তাহা সম্পূর্ণ অযৌক্তিক ও ভিত্তিহীন। প্রচলিত তফ
সমূহে হজরত সোলায়মান কর্ত্তৃক অশ্ব ধারণ ও প্রার্থনা পরিত্যাগ, তদীয় কোন কোন পৌ
পত্নী কর্ত্তৃক প্রতিমা নির্ম্মাণ ও মূর্ত্তি পূজা, পত্নীগণের সহিত হজরত সোলায়মানের প্রতিমা
যোগদান, হজরত সোলায়মানের বিস্ময়কর ভাগ্য-বিপর্য্যয়, দুষ্ট জেন কর্ত্তৃক তাঁহার আকৃতি
ও অঙ্গুরী হরণ এবং অবশেষে তাঁহার অঙ্গুরী প্রাপ্তি ও সৌভাগ্যোদয়ের যে সকল ভি
জনশ্রুতি ও উপন্যাস সন্নিবিষ্ট হইয়াছে, একজন জগতবিখ্যাত নবীর পক্ষে তাহা সম্পূর্ণ অসঙ্গ
অস্বাভাবিক। প্রাচীন ও আধুনিক অভিজ্ঞ তফ্সীরকারগণ ঐ সকল অযৌক্তিক বর্ণনা
অবিশ্বাস ও উপেক্ষা করিয়াছেন।—তঃ এব্‌ন-জরীর, কবির, হক্কানী ও মঃ আঃ।

হজরত সোলায়মানের অতুল ঐশ্বর্য্য, বিশাল সাম্রাজ্য ও সাধারণ শক্তি-সামর্থ্যের প্রসঙ্গ
করিয়া আল্লাহতা'লা হজরত রসুলোল্লাকে স্মরণ করাইয়া দিতেছেন যে, তাহার অনুগৃহীত স
সেবকগণ পার্থিব সুখ-সম্পদে কখনও আত্মবিস্মৃত অথবা বিপথগামী হন না। তাহারা
অবস্থাতেই আল্লাহতা'লার প্রতি আনুগত্য ও কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিয়া থাকেন।

৪র্থ রুকু—নবীগণের ইহলৌকিক অবস্থার আভাস

৪১। এবং আমার সেবক আইউবকে স্মরণ কর—যখন সে স্বীয় প্রতিপালককে আহ্বান করিয়াছিল যে, নিশ্চয় শয়তান আমাকে অসুখ ও যন্ত্রণা সহ স্পর্শ করিয়াছে। ৪২। তুমি পদাঘাত কর; ইহা অবগাহন ও পান করিবার সুশীতল স্থান। ৪৩। এবং আমি তাহাকে তাহার পরিজন এবং তাহাদের সহিত তদনুরূপ আমার অনুগ্রহ এবং জ্ঞানবানের জন্য সদুপদেশ দান করিয়াছিলাম। ৪৪। এবং তুমি স্বহস্তে সমার্জ্জনী ধারণ কর; তৎপর উহা দ্বারা আঘাত কর এবং অত্যাচারী

৪১- وَاذْكُرْ عَبْدَنَا أَيُّوبَ إِذْ
نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الشَّيْطَانُ
بِنُصْبٍ وَعَذَابٍ ۝ ৪২- ارْكُضْ
بِرِجْلِكَ ۖ هَٰذَا مُغْتَسَلٌ بَارِدٌ
وَشَرَابٌ ۝ ৪৩- وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ
وَمِثْلَهُم مَّعَهُمْ رَحْمَةً مِّنَّا وَذِكْرَىٰ
لِأُولِي الْأَلْبَابِ ۝ ৪৪- وَخُذْ
بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِب بِّهِ وَلَا

৪১—৪৪। অনন্তর আপদ-বিপদ ও রোগ-শোকে কেমন করিয়া ধৈর্য্যধারণ এবং আল্লাহতা'লার প্রতি কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিতে হয়, তদ্বিষয় হজরত রসুলোল্লাকে শিক্ষা ও সত্বর দানের জন্য আল্লাহতা'লা এস্থলে মহাধৈর্য্যশীল হজরত আইউবের প্রসঙ্গ বর্ণনা করিয়াছেন। হজরত আইউব নানারূপ দুরারোগ্য রোগ-ব্যাধি ও বিপদ-আপদে একান্ত কাতর ও সর্ব্বহারা হইয়া পড়িলে পাপাত্মা শয়তান তাঁহার পতিপ্রাণা পত্নীকে প্রতারিত করিয়া তাহাদিগকে বিভ্রান্ত ও বিপথগামী করিবার চেষ্টা করে (তঃ আহমদী)। হজরত আইউব শয়তানের প্রতারণা বুঝিতে পারিয়া আল্লাহতা'লার আশ্রয় প্রার্থনা করায় তিনি তাঁহাকে ভূমিতে পদাঘাত করিবার জন্য আদেশ প্রদান করেন। হজরত আইউব তদনুরূপ করিলে করুণাময় আল্লাহতা'লার অনুগ্রহে তথায় একটী প্রস্রবণের উৎপত্তি হয়। হজরত আইউব উক্ত প্রস্রবণের সলিল পান এবং উহাতে স্নান করিয়া সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করেন। অনন্তর হজরত আইউ তাঁহার বিনষ্ট ধন-জন সমস্তই পুনরায় প্রাপ্ত হন এবং আল্লাহতা'লার অসীম অনুগ্রহে তিনি আরও অধিকতর ধন-জন লাভ করেন। কিন্তু হজরত আইউব—তাঁহার পুণ্যময়ী পত্নী পাপাত্মা শয়তান কর্ত্তৃক প্রতারিত হইয়াছেন মনে করিয়া আল্লার নামে শপথ করিয়াছিলেন যে, আমি সুস্থ হইলে এই অপরাধের জন্য নিশ্চয় তোমাকে একশত বেত্রাঘাত করিব। সুতরাং তিনি সুস্থ হইয়া যখন স্বীয় শপথ অনুযায়ী তাঁহাকে শাস্তি প্রদান করিতে উদ্যত হইলেন, তখন আল্লাহতা'লা আদেশ করিলেন যে,—আইউব, নিশ্চয় তোমার পত্নী ধর্ম্মশীলা ও পতিপ্রাণা সতী-সাধ্বী রমণী; অতএব তুমি তাহাকে অকারণে ঐরূপ কঠোর শাস্তি প্রদান করিয়া তৎপ্রতি অন্যায় অত্যাচার করিও না। বরং তুমি তাহাকে সুকোমল সূত্র-নির্ম্মিত সমার্জ্জনী দ্বারা শতবার আঘাত করিয়া স্বীয় শপথ রক্ষা কর। বলা বাহুল্য, হজরত আইউব তখন ঐরূপ সূত্র-নির্মিত সমার্জ্জনী দ্বারা স্বীয় পত্নীকে শতবার মৃদু আঘাত করিয়া স্বীয় শপথ রক্ষা করিয়াছিলেন।—তঃ হক্কানী।

পুরাতন বাইবেলে বর্ণিত হজরত আইউব নবীর নাটকীয় উপাখ্যানের সহিত উপরোক্ত বর্ণনার সামঞ্জস্য ... আলোচ্য আয়ত সমূহের উপরোক্ত মর্ম্ম সমর্থন ... প্রকৃতিগত পদ্ধতি অবলম্বন

হইও না; নিশ্চয় আমি তাহাকে ধৈর্য্যশীল প্রাপ্ত হইয়াছিলাম; নিশ্চয় সে সদা-প্রত্যাবর্ত্তনশীল উত্তম সেবক ছিল। ৪৫। এবং আমার সেবক এবরাহিম ও এসহাক ও এয়াকুবকে স্মরণ কর, তাহারা হস্ত-বিশিষ্ট ও চক্ষুষ্মান ছিল। ৪৬। এবং আমি তাহাদিগকে পরলোক স্মরণের জন্য বিশুদ্ধ ভাবে সংশোধিত করিয়াছিলাম। ৪৭। এবং নিশ্চয় তাহারা আমার নিকট উৎকৃষ্টতর মনোনীতগণের অন্তর্ভুক্ত ছিল। ৪৮। এবং এসমাইল ইসা-য়া ও জুলকেফলকে স্মরণ কর; এবং তাহারা সকলেই উৎকৃষ্টতরগণের অন্তর্ভুক্ত ছিল। ৪৯। ইহাই সদুপদেশ; এবং নিশ্চয় ধর্ম্মভীরুগণের জন্য উৎকৃষ্টতর স্থান রহিয়াছে। ৫০। চিরস্থায়ী স্বর্গোদ্যান, তাহাদের জন্য উহার দ্বার সমূহ উন্মুক্ত রহিয়াছে। ৫১। তাহারা তন্মধ্যে এলায়িতভাবে থাকিয়া বহুবিধ ফল ও পানীয় প্রার্থনা করিবে।

...ثْ ۚ إِنَّا وَجَدْنٰهُ صَابِرًا ۚ
نِعْمَ الْعَبْدُ ۚ إِنَّهٗٓ أَوَّابٌ ٤٥- وَاذْكُرْ
عِبَادَنَآ إِبْرٰهِيمَ وَإِسْحٰقَ وَيَعْقُوبَ
أُولِي الْأَيْدِي وَالْأَبْصَارِ ٤٦- إِنَّآ
أَخْلَصْنٰهُم بِخَالِصَةٍ ذِكْرَى الدَّارِ ۚ
٤٧- وَإِنَّهُمْ عِندَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ
الْأَخْيَارِ ۚ ٤٨- وَاذْكُرْ إِسْمٰعِيلَ
وَالْيَسَعَ وَذَا الْكِفْلِ ۖ وَكُلٌّ مِّنَ
الْأَخْيَارِ ۚ ٤٩- هٰذَا ذِكْرٌ ۖ وَإِنَّ
لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْنَ مَآبٍ ۚ
٥٠- جَنّٰتِ عَدْنٍ مُّفَتَّحَةً لَّهُمُ
الْأَبْوَابُ ۚ ٥١- مُتَّكِـِٔينَ فِيهَا
يَدْعُونَ فِيهَا بِفَاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ

করিয়া আলোচ্য আয়ত সমূহের বিভিন্ন শব্দের ভিন্ন ভিন্ন রূপ মর্ম্ম পরিগ্রহণ পূর্ব্বক অশ্ব, পশু, মরুভূমি, পরিভ্রমণ ও প্রত্যাবর্ত্তন প্রভৃতি কল্পনা করিয়া উহার অন্যরূপ অর্থ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন; কিন্তু শত চেষ্টা করিয়াও তিনি তাঁহার ঐ সকল অস্বাভাবিক কষ্ট-কল্পনার মধ্যে কোনরূপ যোগসূত্র বা সামঞ্জস্য স্থাপন করিতে পারেন নাই।—তঃ মঃ আলি দ্রষ্টব্য।

৪৫—৪৮। অনন্তর আল্লাহতা'লা হজরত এবরাহিম, হজরত এসহাক ও হজরত এয়াকুবের প্রসঙ্গ উল্লেখ করিয়া বলিতেছেন যে, ইহারা সকলেই আমার অনুগৃহীত ও মনোনীত নবী এবং শক্তিমান ও দূরদর্শী সেবক ছিলেন। এইরূপ হজরত এসমাইল, হজরত ইয়াসায়া এবং হজরত জুলকেফলও আল্লাহতা'লার মনোনীত রসুল ও উৎকৃষ্টতর সেবকগণের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন এবং তাঁহারা সকলেই পারলৌকিক সম্পদের জন্য পার্থিব সুখ-সম্পদ ও ভোগ-বিলাস পরিত্যাগ করিয়া নানারূপ দুঃখ-কষ্ট ও নির্য্যাতন সহ্য করিয়াছিলেন।

৪৯—৫৪। অনন্তর আল্লাহতা'লা বলিতেছেন যে, আমার অনুগৃহীত ও মনোনীত বিশুদ্ধ সেবকগণের মধ্যে যাহারা পারলৌকিক সম্পদের জন্য পার্থিব ভোগ-বিলাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক নানারূপ দুঃখ-কষ্ট সহ্য করিয়া গিয়াছেন, তাহাদের জন্য আমি অনন্ত সুখ-সম্পদপূর্ণ স্বর্গোদ্যানের দ্বার সমূহ

৫২। এবং তাহাদের সন্নিকটে নত-নয়না
সমবয়স্কাগণ অবস্থান করিবে। ৫৩। হিসাব-
দিবসে তোমাদের জন্য ইহারই ত
প্রতিশ্রুতি দেওয়া হইয়াছে। ৫৪। নিশ্চয়
ইহাই আমার সেই উপজীবিকা—যাহা
কখনই নিঃশেষ হইবে না। ৫৫। এই
রূপই; এবং বিরুদ্ধাচরণকারীদের জন্য
নিকৃষ্টতর স্থান—৫৬। নরক; তাহারা
উহাতে নিপতিত হইবে; বস্তুতঃ উহা
অপকৃষ্ট অবস্থান-স্থল। ৫৭। এইরূপই;
অতএব উহাদিগকে উত্তপ্ত সলিল ও
সুতীক্ষ্ণ শীতল পানীয় আস্বাদন করিতে
হইবে; ৫৮। এবং তদনুরূপ বিভিন্ন
প্রকার। ৫৯। এই যে তোমাদের
সহিত তাহাদের অন্তর্গত একদল
রহিয়াছে—তাহাদের সহিত আনন্দ
প্রকাশ করিও না; নিশ্চয় তাহারা
নরকানলে প্রবিষ্ট হইবে। ৬০। তাহারা
বলিবে—বরং তোমরা তোমাদের সম্বন্ধেই
আনন্দ প্রকাশ করিও না; নিশ্চয়
তোমরা পূর্ব্বেই আমাদের জন্য উহা
প্রস্তুত করিয়াছিলে—পরন্তু উহা নিকৃষ্ট
বিশ্রামস্থল। ৬১। তাহারা বলিবে,
হে আমাদের প্রতিপালক, আমাদের জন্য

وَّشَرَابٍ ۝ ٥٢- وَعِنْدَهُمْ قٰصِرٰتُ
الطَّرْفِ اَتْرَابٌ ۝ ٥٣- هٰذَا مَا
تُوْعَدُوْنَ لِيَوْمِ الْحِسَابِ ۝ ٥٤- اِنَّ
هٰذَا لَرِزْقُنَا مَا لَهٗ مِنْ نَّفَادٍ ۝ ٥٥-
هٰذَا ۚ وَاِنَّ لِلطّٰغِيْنَ لَشَرَّ مَاٰبٍ ۝
٥٦- جَهَنَّمَ ۚ يَصْلَوْنَهَا ۚ فَبِئْسَ
الْمِهَادُ ۝ ٥٧- هٰذَا ۙ فَلْيَذُوْقُوْهُ
حَمِيْمٌ وَّغَسَّاقٌ ۝ ٥٨- وَّاٰخَرُ مِنْ
شَكْلِهٖۤ اَزْوَاجٌ ۝ ٥٩- هٰذَا فَوْجٌ
مُّقْتَحِمٌ مَّعَكُمْ ۚ لَا مَرْحَبًا بِهِمْ ۗ
اِنَّهُمْ صَالُوا النَّارِ ۝ ٦٠- قَالُوْا
بَلْ اَنْتُمْ ۟ لَا مَرْحَبًا بِكُمْ ۗ اَنْتُمْ
قَدَّمْتُمُوْهُ لَنَا ۚ فَبِئْسَ الْقَرَارُ ۝
٦١- قَالُوْا رَبَّنَا مَنْ قَدَّمَ لَنَا هٰذَا

উন্মুক্ত করিয়া রাখিয়াছি। তথায় তাঁহারা পরম সুখে—এলায়িতভাবে অবস্থান করিয়া যাহা ইচ্ছা তাহাই প্রাপ্ত হইবে এবং তাহাদের সমবয়স্কা স্বর্গের নতনয়না সুরসুন্দরীগণ সর্ব্বদা তাঁহাদের সন্নিকটে অবস্থান করিয়া তাহাদিগকে আনন্দ ও পরিতৃপ্তি প্রদান করিবে। স্বর্গোদ্যানের সেই অফুরন্ত উপজীবিকা ও সুখ-সম্পদ কখনই নিঃশেষ হইবে না।

৫৫—৫৮। এই কয়েকটী আয়তে আল্লাহতা'লার প্রেরিত রসুলগণের বিরুদ্ধাচরণকারীদিগের পরিণাম বর্ণিত হইয়াছে। উহারা স্বর্গোদ্যানের পরিবর্ত্তে নরকানলে নিক্ষিপ্ত হইয়া তথায় খাদ্য ও পানীয় রূপে অতিরিক্ত উত্তপ্ত অথবা অত্যধিক শীতল বিস্বাদ পানীয় পান করিতে বাধ্য হইবে এবং তৎসহ এইরূপ আরও নানাপ্রকার শাস্তি ও লাঞ্ছনা ভোগ করিতে থাকিবে।

৫৯—৬১। এই তিনটী আয়তে ক্ষীণ-বিশ্বাসী অথবা বিরুদ্ধাচরণকারী নরকগামীদের বিষয় বর্ণিত হইয়াছে। তাহারা পরস্পর পরস্পরের উপর দোষারোপ করিয়া প্রতিবিধিৎসার বশে

যে ইহা প্রস্তুত করিয়াছিল, তুমি তাহাকে নরকানলের দ্বিগুণ শাস্তি প্রদান কর। ৬২। এবং তাহারা বলিবে—আমরা সেই সকল লোককে কেন দেখিতেছি না, যাহাদিগকে আমরা অধম বলিয়া গণনা করিতাম। ৬৩। আমরা কি উহাদিগকে উপহাসের সহিত ঐরূপ ধারণা করিয়াছিলাম অথবা তাহাদের সম্বন্ধে আমাদের চক্ষু বক্র হইয়া গিয়াছিল। ৬৪। নিশ্চয়ই ইহা সত্য যে, নরকানলের অধিবাসীরা এইরূপ কলহে লিপ্ত থাকিবে !

عَذَابًا ضِعْفًا فِي النَّارِ ○
وَقَالُوا مَا لَنَا لَا نَرَى رِجَالًا
كُنَّا نَعُدُّهُمْ مِّنَ الْأَشْرَارِ ۞
أَتَّخَذْنٰهُمْ سِخْرِيًّا أَمْ زَاغَتْ
عَنْهُمُ الْأَبْصَارُ ○ ٦٤- إِنَّ ذٰلِكَ
لَحَقٌّ تَخَاصُمُ أَهْلِ النَّارِ ۞

৫ম রুকু—সত্যধর্ম্মের সফলতার সুমহান্ সুসংবাদ

৬৫। তুমি বল—আমি ভয়প্রদর্শক ব্যতীত নহি এবং সর্ব্বদমী অদ্বিতীয় আল্লাহ ব্যতীত কোনই উপাস্য নাই। ৬৬। তিনি নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডল এবং এতদুভয়ের মধ্যে যাহা আছে, তাহার মহাপরাক্রান্ত ক্ষমাশীল প্রতিপালক। ৬৭। তুমি বল—উহা এক মহান্ সংবাদ। ৬৮। তোমরা উহা হইতে

٦٥- قُلْ إِنَّمَا أَنَا مُنْذِرٌ ۖ
وَمَا مِنْ إِلٰهٍ إِلَّا اللّٰهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ ۞
٦٦- رَبُّ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ وَمَا
بَيْنَهُمَا الْعَزِيزُ الْغَفَّارُ ○ ٦٧- قُلْ
هُوَ نَبَؤٌا عَظِيمٌ ۞ ٦٨- أَنْتُمْ عَنْهُ مُعْرِضُونَ

যেরূপভাবে একদল অপর দলের জন্য অধিকতর শাস্তি প্রার্থনা করিবে, শেষোক্ত আয়তে তাহার আভাস প্রদান করা হইয়াছে।

৬২—৬৪। অবিশ্বাসী অহঙ্কারীরা নরকের মধ্যে ইহাও বলাবলি করিবে যে, সেই সকল দরিদ্র মুসলমান কোথায় গেল—যাহাদিগকে আমরা অধম ও বিভ্রান্ত বলিয়া ধারণা করিতাম। তাহাদিগকে আমাদের মধ্যে দেখিতেছি না কেন? বলা বাহুল্য, এই সময়ে বিশ্বাসী মুসলমান-দিগকে স্বর্গোদ্যানের সুখ-সম্পদ উপভোগে নিরত দেখিয়া অবিশ্বাসী কাফেরদিগের যাতনা ও অনুতাপ আরও বর্দ্ধিত হইবে। তাই আল্লাহতা'লা বলিয়া দিতেছেন যে, পরলোক অবিশ্বাসীরা নিশ্চয়ই ঐরূপ কলহ ও অনুতাপ করিতে থাকিবে।

৬৫—৬৬। কতিপয় বিশিষ্ট নবীর ইহলোকের দুঃখ, কষ্ট, নির্য্যাতন ও ধৈর্য্যধারণের প্রসঙ্গ বর্ণনা করিয়া হজরত রসুলোল্লাকে সান্ত্বনা ও সাহস প্রদান করিবার পর আল্লাহতা'লা বলিতেছেন, হে রসুল, তুমি অবিশ্বাসীদিগকে বলিয়া দাও যে, সর্ব্বদমী ও বিশ্বজগতের সৃষ্টিকর্ত্তা, ও রক্ষাকর্ত্তা ও প্রতিপালক প্রভু এবং আমি তাঁহারই অনুগৃহীত ভয়প্রদর্শক মাত্র।

৬৭—৭০। তুমি আরও বলিয়া দাও যে, আমি তোমাদিগকে ইহলোক ও পরলোক সম্বন্ধে যে সকল কথা বলিতেছি, তাহা কোনরূপ বৃথা বাকচাতুর্য্য বা সাধারণ ভবিষ্যদ্বাণী নহে। নিশ্চয়

বিমুখ হইয়া যাইতেছে। ৬৯। যখন
সেই উচ্চ-স্থানীয় প্রধানেরা বিবৃত
করিতেছিল, তদ্বিষয়ে আমার কোনই জ্ঞান
ছিল না। ৭০। এতদ্ব্যতীত আমাকে
প্রত্যাদেশ করা হয় নাই যে, আমি
প্রকাশ্য ভয়-প্রদর্শক মাত্র। ৭১। যখন
তোমার প্রতিপালক ফেরেশ্‌তাগণকে
বলিয়াছিল যে, নিশ্চয় আমি মৃত্তিকা
হইতে মানব সৃষ্টি করিব। ৭২। অনন্তর
যখন আমি ইহার নির্ম্মাণ কার্য্য সম্পূর্ণ
করিয়াছিলাম এবং তন্মধ্যে স্বীয় আত্মা
ফুংকার করিয়াছিলাম, তখন তদুদ্দেশ্যে
প্রণতভাবে পতিত হও। ৭৩। তৎপর
ফেরেশ্‌তাগণের সকলেই তাহাকে সেজদা
করিয়াছিল ;—৭৪। ইবলিস ব্যতীত।
সে অহঙ্কার করিয়াছিল এবং অবিশ্বাসীদের
অন্তর্গত হইয়াছিল। ৭৫। তিনি বলিয়া-
ছিলেন—হে ইবলিস, আমি যাহাকে স্বীয়
হস্ত দ্বারা সৃষ্টি করিয়াছি, তাহাকে

ضُوْنَ ○ ٦٩- مَا كَانَ لِيَ مِنْ عِلْمٍ
بِالْمَلَاِ الْاَعْلٰى اِذْ يَخْتَصِمُوْنَ ○
٧٠- اِنْ يُّوْحٰى اِلَيَّ اِلَّآ اَنَّمَآ اَنَا
نَذِيْرٌ مُّبِيْنٌ ○ ٧١- اِذْ قَالَ رَبُّكَ
لِلْمَلٰٓئِكَةِ اِنِّيْ خَالِقٌۢ بَشَرًا مِّنْ
طِيْنٍ ○ ٧٢- فَاِذَا سَوَّيْتُهٗ وَنَفَخْتُ
فِيْهِ مِنْ رُّوْحِيْ فَقَعُوْا لَهٗ سٰجِدِيْنَ ○
٧٣- فَسَجَدَ الْمَلٰٓئِكَةُ كُلُّهُمْ
اَجْمَعُوْنَ ۙ ٧٤- اِلَّآ اِبْلِيْسَ ط
اِسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكٰفِرِيْنَ ○
٧٥- قَالَ يٰٓاِبْلِيْسُ مَا مَنَعَكَ اَنْ

ইহা এরূপ অব্যর্থ ও সুমহান সংবাদ যে, তোমরা বিশ্বাস কর বা না কর, কিন্তু ইহা অবশ্যই সুসম্পন্ন হইবে। যখন সেই উচ্চলোকের প্রধানতম ফেরেশ্‌তাগণ ইহা বিবৃত করিতেছিলেন, তখন এতদ্বিষয়ে আমার কোন জ্ঞানই ছিল না; কিন্তু আমি প্রত্যাদিষ্ট হইয়াই এতদ্বিষয়ে তোমাদিগকে সতর্ক করিয়া দিতেছি।

৭১—৭৪। অনন্ত স্বর্গীয় ফেরেশ্‌তাগণ হইতে হজরত রসুলোল্লাহ যে সমস্ত অদৃশ্য ও অপরিজ্ঞাত বিষয়ের জ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন, আলোচ্য আয়ত সমূহে তাহাই বর্ণিত হইয়াছে। উহার প্রথমে মানবের সৃষ্টিতত্ত্ব। আল্লাহতা'লা ফেরেশ্‌তাগণের সহিত আলোচনা করিবার পর যেরূপভাবে মৃত্তিকা দ্বারা আদি-মানব হজরত আদমকে সৃষ্টি করিয়া তন্মধ্যে আত্মা ফুংকার করিয়াছিলেন এবং তাঁহার ঐ প্রিয়তম নব-সৃষ্টির সম্মানের জন্য ফেরেশ্‌তাগণকে প্রণত হইতে আদেশ করায়, অবাধ্য ও অহঙ্কারী ইবলিস ব্যতীত আর সকলেই হজরত আদমকে সেজদা করিয়া যেরূপভাবে তৎপ্রতি সম্মান প্রদর্শন ও আল্লার আদেশ প্রতিপালন করিয়াছিল, এই কয়েকটী আয়তে তাহারই আভাস প্রদান করা হইয়াছে।

৭৫—৭৬। আল্লাহতা'লার আদেশ অমান্য করিয়া হজরত আদমকে সেজদা ও সম্মান প্রদর্শন না করায়, আল্লাহতা'লা যখন কঠোরভাবে ইবলিসের নিকট তাহার অবাধ্যতার কারণ জানিতে চাহিলেন, তখন হতভাগ্য ইবলিস উত্তর করিল যে, তুমি আদমকে তুচ্ছ মৃত্তিকা দ্বারা সৃষ্টি

لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيَّ ط
أَسْتَكْبَرْتَ أَمْ كُنْتَ مِنَ الْعَالِينَ ۝
قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ ط خَلَقْتَنِي
مِنْ نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ ۝
قَالَ فَاخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ
رَجِيمٌ ۝ ٧٨- وَإِنَّ عَلَيْكَ
لَعْنَتِي إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ ۝
٧٩- قَالَ رَبِّ فَأَنْظِرْنِي إِلَىٰ يَوْمِ
يُبْعَثُونَ ۝ ٨٠- قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ
الْمُنْظَرِينَ ۝ ٨١- إِلَىٰ يَوْمِ
الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ ۝ ٨٢- قَالَ
فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ ۝

সেজদা করিতে তোমাকে কিসে নিষেধ
করিয়াছে? তুমি কি অহঙ্কার করিতেছ,
অথবা তুমি কি উচ্চ-শ্রেণীর অন্তর্গত?
৭৬। সে বলিয়াছিল—আমি তাহা
হইতে শ্রেষ্ঠতর; তুমি আমাকে অগ্নি
হইতে সৃষ্টি করিয়াছ এবং তাহাকে
মৃত্তিকা হইতে সৃষ্টি করিয়াছ। ৭৭। তিনি
বলিয়াছিলেন—এখান হইতে বাহির
হইয়া যাও; যেহেতু নিশ্চয় তুমি
বিতাড়িত। ৭৮। এবং নিশ্চয় বিচার-
দিবস পর্য্যন্ত তোমার উপর আমার
অভিসম্পাত! ৭৯। সে বলিয়াছিল, হে
আমার প্রতিপালক, তবে সমুত্থান দিবস
পর্য্যন্ত আমাকে অবকাশ প্রদান কর।
৮০। তিনি বলিয়াছিলেন—নিশ্চয় তুমি
অবকাশ প্রাপ্তগণের অন্তর্গত;—৮১। সেই
সুবিদিত দিবস পর্য্যন্ত। ৮২। সে
বলিয়াছিল—তোমার সম্মানের শপথ,
নিশ্চয় আমি তাহাদের সকলকেই বিভ্রান্ত

করিয়াছ; অথচ আমি জ্বলন্ত আগুনের সৃষ্টি। এই হিসাবে নিশ্চয় আমি তাহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর সুতরাং আমি কেন আদমের নিকট নতশির হইয়া তাহার শ্রেষ্ঠত্ব ও গৌরব স্বীকার করিব এবং কেনই বা তাহাকে সম্মান প্রদর্শন করিব?

৭৭—৭৮। আল্লাহতা'লা ইবলিসের এই অহমিকায় অসন্তুষ্ট হইয়া বলিয়াছিলেন—"হতভাগা ইবলিস, তুমি এই মুহূর্ত্তে এখান হইতে দূর হইয়া যাও এবং নিশ্চয় তুমি বিতাড়িতগণের অন্তর্ভুক্ত পরকালের মহাবিচার দিবস পর্য্যন্ত তোমার উপর আমার এই অভিসম্পাত বিদ্যমান থাকিবে।"

৭৯—৮১। আল্লাহতা'লা কর্তৃক অভিশপ্ত হইয়া পাপাত্মা ইবলিস পুনরুত্থান দিবস পর্য্যন্ত অবকাশ প্রার্থনা করায় আল্লাহতা'লা তাহার প্রার্থনা পূর্ণ করিয়া বলেন যে, নিশ্চয় সেই সুবিদিত পুনরুত্থান দিবস পর্য্যন্ত তোমাকে অবকাশ প্রদান করা হইল। কিন্তু তাহার পরে তুমি আর এক মুহূর্ত্তও অবকাশ পাইবে না।

৮২—৮৩। আল্লাহতা'লার নিকট মহাবিচার দিবস পর্য্যন্ত অভয় ও অবকাশ পাইয়া পাপাত্মা ইবলিস প্রতিবিধিৎসার বসে তাঁহার সমক্ষেই প্রতিজ্ঞা করিয়া বলিয়াছিল যে, হে আল্লাহ, যে আদমের জন্য তুমি আমাকে অভিশপ্ত ও বিতাড়িত করিলে, তোমার সম্মানের শপথ, আমি

٨٣- اِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِيْنَ ٥
٨٤. قَالَ فَالْحَقُّ ز وَالْحَقَّ
اَقُوْلُ ۚ ٨٥- لَاَمْلَئَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ
وَمِمَّنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ اَجْمَعِيْنَ ٥
٨٦- قُلْ مَآ اَسْـَٔلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ اَجْرٍ
وَّمَآ اَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِيْنَ ٥ ٨٧- اِنْ
هُوَ اِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعٰلَمِيْنَ ٥
٨٨- وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَاَهٗ بَعْدَ حِيْنٍ ۚ

করিব ; ৮৩। কিন্তু তাহাদের অন্তর্গত
তোমার বিশুদ্ধ সেবকগণ ব্যতীত।
৮৪। তিনি বলিয়াছিলেন—বস্তুত তাহা
সত্য, এবং আমি সত্যই বলিতেছি।
৮৫। যে, নিশ্চয় আমি তোমার দ্বারা এবং
তাহাদের মধ্যে যাহারা তোমার অনুসরণ
করিবে, তাহাদের সকলের দ্বারাই নরক
পূর্ণ করিব। ৮৬। তুমি বল—আমি ত
তোমাদের নিকট কোনই প্রতিদান প্রার্থনা
করিতেছি না এবং আমি পরিশ্রান্তগণের
অন্তর্গত নহি। ৮৭। বিশ্ব-জগতের জন্য
ইহাই উপদেশ ব্যতীত নহে। ৮৮। এবং
এক নির্দ্দিষ্ট কাল অন্তে তোমরা অবশ্যই
ইহা অবগত হইবে।

স্বীয় জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত সেই আদম ও তাহার বংশধরগণের মধ্যে তোমার বিশ্বস্ত সেবকগণ ব্যতীত আর সকলকেই বিভ্রান্ত ও বিপথগামী করিব।

৮৪—৮৫। অভিশপ্ত ইবলিসের ঐ সদম্ভ উক্তির উত্তরে আল্লাহতা'লা বলিয়াছিলেন যে, হে ইবলিস, তোমার একথা সত্য; কিন্তু আমিও সত্য বলিতেছি যে, নির্দ্দিষ্ট সময় তোমার দ্বারা এবং আদম সন্তানগণের মধ্যে যাহারা তোমার অনুসরণ করিবে, তাহাদের সকলের দ্বারা নিশ্চয় আমি সে ভীষণ নরক পরিপূর্ণ করিব। আমার সেই শাস্তি হইতে তোমরা কেহই পরিত্রাণ লাভ করিতে পারিবে না।

৮৬—৮৮। অনন্তর আল্লাহতা'লা হজরত রসুলোল্লাহকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন, হে রসুল, তুমি জগদ্বাসীকে বলিয়া দাও যে, তাহাদের জন্য সুপথ ও সদুপদেশ স্বরূপই এই স্বর্গীয় কোরান অবতীর্ণ হইয়াছে এবং ইহা প্রচারের জন্য আমি তোমাদের নিকট কোনই প্রতিদান প্রার্থনা করিতেছি না। ইহাতে যে সকল ভবিষ্যদ্বাণী ও সুসংবাদ বিবৃত হইয়াছে, নির্দ্দিষ্ট সময় অন্তে তোমরা অবশ্যই তাহার সত্যতা অবগত হইতে পারিবে।

পবিত্র ইস্লামের সত্যতা ও মহাবিজয়ের স্বর্গীয় সুসংবাদ এবং পাপাত্মা শয়তানের অধঃপতন ও অধর্ম্মের পরাজয় সম্বন্ধে অব্যর্থ ভবিষ্যদ্বাণী ব্যক্ত করিবার পর সর্ব্বশক্তিমান আল্লাহতা'লা এই পবিত্র সূরার উপসংহার করিয়াছেন।

———

মক্কায় অবতীর্ণ	৩৯। সুরা জোমর—الزمر	৭৫ আয়াত

সর্ব্ব প্রদাতা করুণাময় আল্লার নামে

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

১ম রুকু—আল্লাহতা'লার প্রতি আনুগত্যের আদেশ

১। মহাপরাক্রান্ত বিজ্ঞানময় আল্লাহ হইতেই এই গ্রন্থের অবতারণা। ২। নিশ্চয় আমি তোমার প্রতি সত্যসহ এই গ্রন্থ অবতীর্ণ করিয়াছি; অতএব বিশুদ্ধ ভাবে আল্লার উপাসনা কর—ধর্ম্ম তাঁহারই জন্য। ৩। সতর্ক হও, আল্লার জন্যই বিশুদ্ধ ধর্ম্ম; এবং যাহারা তাঁহার পরিবর্ত্তে অন্য অভিভাবক গ্রহণ করিয়া

تَنْزِيْلُ الْكِتٰبِ مِنَ اللّٰهِ الْعَزِيْزِ الْحَكِيْمِ ١ اِنَّآ اَنْزَلْنَآ اِلَيْكَ الْكِتٰبَ بِالْحَقِّ فَاعْبُدِ اللّٰهَ مُخْلِصًا لَّهُ الدِّيْنَ ٢ اَلَا لِلّٰهِ الدِّيْنُ الْخَالِصُ ط وَالَّذِيْنَ اتَّخَذُوْا

জোমর—'জোমরাত' শব্দের বহুবচন; উহার অর্থ দল বা সম্প্রদায়। এই সুরা বিশ্বাসী ও অবিশ্বাসী সম্প্রদায় সমূহের প্রকৃতিগত পার্থক্য এবং তাহাদের শেষ পরিণাম বিশেষভাবে নির্দ্দেশিত হইয়াছে বলিয়াই ইহার 'জোমর' বা দল-সমূহ নামকরণ হইয়াছে।

শানে-নজুল—হাসান, আকরামা ও জাবের হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, এই সুরা মক্কা শরীফে অবতীর্ণ হইয়াছিল। কিন্তু কেহ কেহ ইহার কতিপয় আয়ত মদিনা শরীফে অবতীর্ণ হইয়াছিল বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। এই মতভেদের প্রতি লক্ষ্য করিয়া মুয়র ও রডওয়েল উভয়েই ইহাকে মক্কায় অবতারিত শেষ-প্রত্যাদেশ সমূহের অন্যতম বলিয়া অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু সহি বোখারী ও মোসলেমে বর্ণিত হইয়াছে যে, মক্কার অংশীবাদিগণ হজরত রসুলোল্লার নিকট তাহাদের দ্বারা অনুষ্ঠিত হত্যা ও ব্যভিচারের পরিণাম কি হইবে, তাহা জিজ্ঞাসা করায় এই সুরা অবতীর্ণ হইয়াছিল। এতদ্দ্বারা ইহা মক্কার প্রাথমিক প্রত্যাদেশ সমূহের অন্যতম বলিয়া নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হইতেছে। এই পবিত্র সুরা ৮ রুকুতে বিভক্ত এবং ৭৫ আয়তে গ্রথিত হইয়াছে।

১—২। এই দুইটী আয়তে আল্লাহতা'লা নিজের অনন্ত জ্ঞান ও অসীম শক্তির বিষয় স্মরণ করাইয়া দিয়া বলিতেছেন:—হে রসুল, আমি নিজ হইতেই সত্যসহ তোমার প্রতি এই গ্রন্থ অবতীর্ণ করিয়াছি। অতএব যে সত্যধর্ম্মের অনুসরণ করিতে ইচ্ছুক, তাহার পক্ষে এতদনুযায়ী বিশুদ্ধ ভাবে আল্লার উপাসনা করাই একমাত্র কর্ত্তব্য।

৩। অনন্তর আল্লাহতা'লা বলিতেছেন যে, সত্যভাবে একমাত্র আল্লাহতা'লার উপাসনা করাই তাঁহার নিকট বিশুদ্ধ বলিয়া পরিগণিত। যাহারা উহার ব্যতিক্রম করিয়া এই উদ্দেশ্যে অন্য দেবদেবী পীর-পয়গম্বর বা গুরু-পুরোহিতের উপাসনা ও অনুসরণ করে যে, তাহারা মধ্যবর্ত্তী অভিভাবক-রূপে উহাদিগকে আল্লাহতা'লার নিকটবর্ত্তী করিয়া দিবে,—আল্লাহতা'লা এস্থলে দৃঢ়তার সহিত ঘোষণা করিতেছেন যে, ঐ সকল অসত্যবাদী ভ্রান্ত অবিশ্বাসীরা কখনই সত্যধর্ম্ম বা সুপথ

বলে—আমরা এতদ্ব্যতীত উহাদের উপাসনা করি না যে, উহারা আমাদিগকে আল্লার দিকে নিকটতর করিয়া দিবে; তাহারা যদ্বিষয়ে মতবিরোধ করিতেছে, নিশ্চয় আল্লাহ তাহাদের মধ্যে তাহা মীমাংসা করিয়া দিবেন; যাহারা অসত্যবাদী অবিশ্বাসী, নিশ্চয় আল্লাহ তাহাদিগকে পথ-প্রদর্শন করেন না।
৪। যদি আল্লাহ পুত্র গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করিতেন, তবে তিনি যাহা সৃষ্টি করিয়াছেন, তন্মধ্য হইতেই ইচ্ছানুযায়ী মনোনীত করিয়া লইতেন; তিনি পবিত্রতম—সর্ব্বদমী অদ্বিতীয় আল্লাহ।
৫। তিনি সত্যভাবে নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডল সৃষ্টি করিয়াছেন; তিনি রজনীকে দিবস দ্বারা আবৃত

مِنْ دُوْنِهٖٓ اَوْلِيَآءَ م مَا نَعْبُدُهُمْ
اِلَّا لِيُقَرِّبُوْنَآ اِلَى اللّٰهِ زُلْفٰى ط اِنَّ اللّٰهَ
يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فِيْ مَا هُمْ فِيْهِ
يَخْتَلِفُوْنَ ۵ اِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِيْ مَنْ
هُوَ كٰذِبٌ كَفَّارٌ ۵ ۴- لَوْ اَرَادَ اللّٰهُ
اَنْ يَّتَّخِذَ وَلَدًا لَّاصْطَفٰى مِمَّا
يَخْلُقُ مَا يَشَآءُ لا سُبْحٰنَهٗ ط هُوَ
اللّٰهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ ۵ ۵- خَلَقَ
السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ بِالْحَقِّ ج يُكَوِّرُ

প্রাপ্ত হইবে না এবং এইরূপ কল্পিত ভ্রান্ত মতানুসরণকারীদিগকে আল্লাহতা'লার নিকট উপস্থিত হইয়া ইহার জন্য অসত্যের অনুসরণকারী অবিশ্বাসী ও বিপথগামীদিগের সহিত অবশ্যই শাস্তি ও লাঞ্ছনা ভোগ করিতে হইবে।

উপরোক্ত আয়তে আল্লাহতা'লা সর্ব্বপ্রথম আরব জাতির অনুসৃত অংশীবাদিতা ও পৌত্তলিকতার মূল-নীতি সম্পূর্ণ প্রত্যাখ্যান করিয়া স্পষ্টতর ভাষায় ঘোষণা করিতেছেন যে, বিশুদ্ধভাবে অদ্বিতীয় আল্লাহতা'লার উপাসনা করাই সত্যধর্ম্মের একমাত্র অনাবিল আদর্শ। উহার জন্য মধ্যবর্ত্তী দেবদেবী, প্রস্তর-প্রতিমা বা পীর-ফকিরের পূজা-আরাধনা বা আশ্রয়-প্রার্থনা করার কোনই প্রয়োজন নাই। অধিকন্তু আল্লাহতা'লা একথাও স্পষ্টতর ভাবে বলিয়া দিয়াছেন যে, যাহারা প্রত্যক্ষভাবে বিশুদ্ধ আল্লার উপাসনা পরিত্যাগ করিয়া তাঁহার নৈকট্য লাভের আশায় অন্যের আরাধনা বা আশ্রয়-প্রার্থনা করিবে, তাহারা সকলেই অসত্য অংশীবাদিতায় আত্মসমর্পণ করিয়া অবিশ্বাসী কাফের হইয়া যাইবে এবং তাহারা পার্থিব জীবনে কখনও সত্য-ধর্ম্ম বা সুপথের সন্ধান পাইবে না।—তঃ হক্কানী ও মঃ আঃ

৪। পূর্ব্ববর্ত্তী আয়তে আল্লাহতা'লা অংশীবাদিতা ও পৌত্তলিকতার প্রতিবাদ করিয়া এই আয়তে খ্রীষ্টানী ধর্ম্ম-বিশ্বাসের অসত্যতা ও অসারতা ঘোষণা করিতেছেন। অবিশ্বাসী অংশীবাদীরা যেরূপ তাহাদের উপাস্য প্রস্তর-প্রতিমাগুলিকে আল্লাহতা'লার অনুগৃহীত দেব-দেবীর প্রতিকৃতি বলিয়া ধারণা করে, ভ্রান্ত বিশ্বাসী খ্রীষ্টানেরাও সেইরূপ যিশু খ্রীষ্টকে আল্লাহতা'লার 'একজাত পুত্র' বলিয়া বিশ্বাস ও প্রচার করে। তাই আল্লাহতা'লা ঘোষণা করিতেছেন যে, উহারাও অসত্যবাদী ভ্রান্ত। সর্ব্বদমী ও সর্ব্বশক্তিমান পবিত্রতম আল্লাহতা'লার পক্ষে মানবীয় প্রকৃতি অনুযায়ী সন্তান জন্মদান করিবার কোনই প্রয়োজন নাই। তিনি ইচ্ছা করিলে তাঁহার সৃষ্টির মধ্যে হইতেই পুত্র ও কন্যা মনোনীত করিয়া লইতে পারিতেন। কিন্তু তাঁহার জন্য ঐরূপ পুত্র-কন্যা অথবা অংশীদার ও উত্তরাধিকারীর কোনই প্রয়োজন নাই।

৫। অনন্তর আল্লাহতা'লা সকলকে সতর্ক করিয়া বলিয়া দিতেছেন যে, তিনি সত্যভাবে এক মহান উদ্দেশ্য লইয়াই এই বিশ্ব-জগৎ এবং চন্দ্র-সূর্য্য ও দিবা-রজনী সৃষ্টি করিয়াছেন। নিশ্চয় তিনি

لَى النَّهَارِ وَيُكَوِّرُ النَّهَارَ
عَلَى الَّيْلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ
وَالْقَمَرَ ؕ كُلٌّ يَّجْرِيْ لِاَجَلٍ
مُّسَمًّى ؕ اَلَا هُوَ الْعَزِيْزُ الْغَفَّارُ ○
٦- خَلَقَكُمْ مِّنْ نَّفْسٍ وَّاحِدَةٍ ثُمَّ
جَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَاَنْزَلَ لَكُمْ مِّنَ
الْاَنْعَامِ ثَمٰنِيَةَ اَزْوَاجٍ ؕ يَخْلُقُكُمْ
فِيْ بُطُوْنِ اُمَّهٰتِكُمْ خَلْقًا مِّنْ بَعْدِ
خَلْقٍ فِيْ ظُلُمٰتٍ ثَلٰثٍ ؕ ذٰلِكُمُ اللّٰهُ
رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ ؕ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۚ
فَاَنّٰى تُصْرَفُوْنَ ○ ٧- اِنْ تَكْفُرُوْا
فَاِنَّ اللّٰهَ غَنِيٌّ عَنْكُمْ ۫ وَلَا
يَرْضٰى لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ ۚ وَاِنْ
تَشْكُرُوْا يَرْضَهُ لَكُمْ ؕ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ

করেন এবং দিবসকে রজনী দ্বারা আবৃত করিয়া থাকেন; এবং তিনি সূর্য্যকে ও চন্দ্রকে আজ্ঞাধীন করিয়াছেন; সকলেই এক নির্দ্দিষ্ট সময়ের জন্য পরিক্রমণ করিতেছে; সতর্ক হও!—নিশ্চয় তিনি মহাপরাক্রান্ত ক্ষমাশীল। ৬। তিনি তোমাদিগকে একই ব্যক্তি হইতে সৃষ্টি করিয়াছেন; তৎপর উহা হইতে তাহার সহধর্ম্মিণী সৃষ্টি করিয়াছেন এবং তিনি তোমাদের জন্য পশু হইতে অষ্ট জোড়া অবতীর্ণ করিয়াছেন; তিনি তোমাদিগকে তোমাদের জননীগণের গর্ভে অন্ধকার মধ্যে সৃষ্টির পর সৃষ্টিতে সৃষ্টি করিয়াছেন; এই ত তোমাদের প্রতিপালক আল্লাহ; তাঁহারই আধিপত্য; তিনি ব্যতীত কোনই উপাস্য নাই; অতঃপর তোমরা কোথা হইতে ফিরিয়া যাইতেছ? ৭। যদি তোমরা অবিশ্বাস কর, তবে নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের উপর সুপ্রচুর; এবং তিনি স্বীয় সেবকগণের অবিশ্বাসে সন্তুষ্ট হেন; এবং যদি তোমরা কৃতজ্ঞ হও, তবে তিনি তোমাদের জন্য উহাতেই সন্তুষ্ট হন; এবং কোন ভারবাহী অপরের ভার

সর্ব্বশক্তিমান, মহাপরাক্রান্ত ও ক্ষমাশীল প্রভু। অতএব তোমরা তাঁহার এবং তদীয় এই বিপুল সৃষ্টির সম্বন্ধে কখনই ভ্রান্ত কল্পনার আশ্রয় গ্রহণ করিও না।

৬। অতঃপর আল্লাহতা'লা মানব ও পশুর যুগল-সৃষ্টির রহস্য এবং অন্ধকার গর্ভ-বিবরে জীব-সৃষ্টির বিভিন্নরূপ পরিণতির প্রতি ইঙ্গিত করিয়া বলিতেছেন যে, এই সমস্ত বিষয় চিন্তা করিয়া মানবের পক্ষে তাহাদের একমাত্র সৃষ্টিকর্ত্তা ও প্রতিপালক আল্লাহতা'লার উপাসনা করাই একান্ত কর্ত্তব্য এবং তিনি ব্যতীত মানবের আর কোনই উপাস্য নাই।

৭। এই আয়তে আল্লাহতা'লা বলিয়া দিতেছেন যে, তিনি স্বীয় সেবকগণের বিশ্বাস ও কৃতজ্ঞতায় সন্তুষ্ট এবং অবিশ্বাস ও অকৃতজ্ঞতায় অসন্তুষ্ট হন; কিন্তু মানবের অবিশ্বাস ও অকৃতজ্ঞতায় তাঁহার কিছুমাত্র ক্ষতিবৃদ্ধি হয় না। কারণ তিনি নিজের মহিমায় মহিমান্বিত এবং সকলের উপর সুপ্রচুর সম্পদশালী ও সর্ব্বশক্তিমান প্রভু।

ঐ সঙ্গে আল্লাহতা'লা একথাও বলিয়া দিতেছেন যে, "কোন ভারবাহী অপরের ভার বহন করিবে না।" পবিত্র কোরান শরিফের আরও কয়েক স্থানে এইরূপ বাক্য উক্ত হইয়াছে।

وِّزْرَ اُخْرٰى ط ثُمَّ اِلٰى رَبِّكُمْ مَّرْجِعُكُمْ
فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ط
اِنَّهٗ عَلِيْمٌۢ بِذَاتِ الصُّدُوْرِ ○
٨- وَاِذَا مَسَّ الْاِنْسَانَ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهٗ
مُنِيْبًا اِلَيْهِ ثُمَّ اِذَا خَوَّلَهٗ نِعْمَةً مِّنْهُ
نَسِيَ مَا كَانَ يَدْعُوْٓا اِلَيْهِ مِنْ قَبْلُ
وَجَعَلَ لِلّٰهِ اَنْدَادًا لِّيُضِلَّ عَنْ
سَبِيْلِهٖ ط قُلْ تَمَتَّعْ بِكُفْرِكَ قَلِيْلًا ۖۗ
اِنَّكَ مِنْ اَصْحٰبِ النَّارِ ○
٩- اَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ اٰنَآءَ الَّيْلِ سَاجِدًا
وَّقَآئِمًا يَّحْذَرُ الْاٰخِرَةَ وَيَرْجُوْا رَحْمَةَ

বহন করিবে না; অতঃপর তোমাদিগকে
তোমাদের প্রতিপালকের দিকেই প্রত্যা-
বর্ত্তিত হইতে হইবে; তৎপর তোমরা
যাহা করিয়াছিলে, তিনি তোমাদিগকে
তদ্বিষয় জ্ঞাপন করিবেন; নিশ্চয় তিনি
অন্তর্নিহিত বিষয় সমূহে অভিজ্ঞ।
৮। এবং যখন দুঃখ-যাতনা মানুষকে স্পর্শ
করে, তখন সে তাহার দিকে প্রত্যাবর্ত্তিত
হইয়া স্বীয় প্রতিপালককে আহ্বান করিয়া
থাকে; এবং যখন তিনি তাহাদিগকে
নিজ হইতে সুখ-সম্পদ দান করেন,
তখন সে ইহার পূর্ব্বে যদ্বিষয়ের জন্য
আহ্বান করিয়াছিল, তাহা বিস্মৃত হইয়া
যায় এবং আল্লার সদৃশ স্থির করে—যেন
সে তাঁহার সুপথ হইতে তাহাদিগকে
বিভ্রান্ত করিয়া দেয়, তুমি বল তোমাদের
স্বীয় অবিশ্বাসের জন্য অত্যল্পই উপভোগ
করিবে; নিশ্চয় তোমরা নরকাগ্নির
অধিবাসী। ৯। তবে কি যে পরকালের
ভয়ে রজনীতে প্রণত হয় ও দণ্ডায়মান
থাকে এবং স্বীয় প্রতিপালকের অনুগ্রহ

এতদ্দ্বারা পৌত্তলিকদিগের কুসংস্কার এবং খৃষ্টানদিগের প্রায়শ্চিত্তবাদের অসারতা ঘোষণা করিয়া স্পষ্টভাবে বলিয়া দেওয়া হইয়াছে যে, প্রত্যেক মানবকেই স্ব স্ব কৃতকর্ম্মের প্রতিফল ভোগ করিতে হইবে। একের পাপে অন্যের প্রায়শ্চিত্ত করিলে আল্লাহতা'লার নিকট তাহা কখনই পরিগৃহীত হইবে না। সুমহান ও সুবিচারক আল্লাহতা'লা প্রত্যেককেই স্ব স্ব কৃতকর্ম্মের সমুচিত প্রতিদান বা প্রতিফল প্রদান করিবেন।

৮। ইহার পর আল্লাহতা'লা বলিতেছেন যে, মানুষ রোগ-শোক বা দুঃখ-যাতনায় পতিত হইলে উহা হইতে পরিত্রাণ লাভের জন্য আল্লাহতা'লারই অনুগ্রহ প্রার্থী হইয়া থাকে। ইহা সমস্ত জীবেরই প্রকৃতিগত স্বভাবধর্ম্ম। কিন্তু যখন তিনি স্বীয় অনুগ্রহে তাহাদের সেই সকল দুঃখ-যাতনা দূরীভূত করিয়া দেন, তখন তাহারা আল্লাহতা'লার অংশী স্থির করিয়া তাহাদের পূজা আরাধনা করে এবং নানারূপ অনাচারে লিপ্ত। তাই আল্লাহতা'লা বলিয়া দিতেছেন যে, এই শ্রেণীর অকৃতজ্ঞ অবিশ্বাসীদিগকে অবশ্যই নরকানলের শাস্তি ভোগ করিতে হইবে।

৯। এই আয়তে বলা হইয়াছে যে, জ্ঞানী ও অজ্ঞান অথবা মূর্খ ও বিদ্বান যেমন সমতুল্য নহে, সেইরূপ দিবসে অনুগত এবং রজনীতে আল্লার ভয়ে উপাসনার জন্য প্রণত ও দণ্ডায়মান বিশ্বাসী

1423

আকাঙ্ক্ষা করে—তুমি বল, যাহারা অবগত এবং যাহারা অবগত নহে, তাহারা কি সমতুল্য? জ্ঞানবান ব্যতীত কেহই উপদেশ গ্রহণ করে না।

قُلْ هَلْ يَسْتَوِى الَّذِيْنَ يَعْلَمُوْنَ وَالَّذِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ ۗ اِنَّمَا يَتَذَكَّرُ اُولُوا الْاَلْبَابِ ۝

২য় রুকু—বিশ্বাসী ও অবিশ্বাসীগণের পার্থক্য

১০। তুমি বল—হে বিশ্বাস-স্থাপনকারী সেবকগণ, তোমরা তোমাদের প্রতিপালককে ভয় কর; যাহারা এই পৃথিবীতে উত্তম কার্য্য করে, তাহাদেরই জন্য উৎকৃষ্টতর বিষয় রহিয়াছে; এবং আল্লার পৃথিবী সম্প্রসারিত; যাহারা ধৈর্য্যশীল—কেবলমাত্র তাহারাই অগণিত ভাবে পূর্ণ প্রতিদান প্রাপ্ত হইবে। ১১। তুমি বল—নিশ্চয় আমি আদিষ্ট হইয়াছি যে, তাঁহার ধর্ম্মের জন্য বিশুদ্ধ ভাবে আল্লার উপাসনা করি। ১২। এবং আমি আদিষ্ট হইয়াছি যে, আমিই সর্ব্বপ্রথম মুসলমান। ১৩। তুমি বল—যদি

১০। قُلْ يٰعِبَادِ الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوْا رَبَّكُمْ ۗ لِلَّذِيْنَ اَحْسَنُوْا فِيْ هٰذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ ۗ وَاَرْضُ اللّٰهِ وَاسِعَةٌ ۗ اِنَّمَا يُوَفَّى الصّٰبِرُوْنَ اَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ ۝ ١١- قُلْ اِنِّيْٓ اُمِرْتُ اَنْ اَعْبُدَ اللّٰهَ مُخْلِصًا لَّهُ الدِّيْنَ ۝ ١٢- وَاُمِرْتُ لِاَنْ اَكُوْنَ اَوَّلَ الْمُسْلِمِيْنَ ۝ ١٣- قُلْ اِنِّيْٓ اَخَافُ

ধার্ম্মিক ব্যক্তিরা কখনই অকৃতজ্ঞ ও অবিশ্বাসী অধার্ম্মিকদের সমতুল্য হইবে না। তাহাদে মর্য্যাদা অনেক উচ্চ ও মহিমান্বিত হইবে। রজনীতে প্রণত ও দণ্ডায়মান বাক্য দ্বারা মগরে এশা এবং তাহাজ্জদের নামাজের প্রতি ইঙ্গিত করা হইয়াছে। কারণ উহা মানবের সংসা জীবনের পক্ষে অতীব কল্যাণজনক।

১০। এই আয়তে আল্লাহতা'লা হজরত রসুলোল্লাকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন যে, রসুল, তুমি স্বীয় অনুগামী বিশ্বাসী সেবকদিগকে বলিয়া দাও যে, তোমরা স্বীয় প্রতিপালক মহান আল্লাহতা'লাকে ভয় কর এবং উত্তম কার্য্য করিতে থাক। তোমরা নিশ্চয় জানিয়া রাখ যে, উত্ত কার্য্যের প্রতিদান অবশ্যই উৎকৃষ্টতর। অবিশ্বাসীদের অত্যাচার ও অনাচারে তোমরা বিচলি না হইয়া ধৈর্য্য অবলম্বন কর। আল্লাহতা'লার এই সম্প্রসারিত ও সুবিশাল বিশ্বে তোমাদে কিছুমাত্র স্থানাভাব হইবে না এবং তথায় তোমাদের জন্য প্রচুর উপজীবিকা ও অত্যুৎকৃষ্ট প্রতিদান রহিয়াছে।

১১—১৩। এই তিনটি আয়তে আল্লাহতা'লা হজরত রসুলোল্লাকে আদেশ করিতেছেন—তুমি অবিশ্বাসীদিগকে বলিয়া দাও যে, আল্লাহতা'লা কর্ত্তৃক তোমাদের মধ্যে আমিই সর্ব্বপ্রথম মুসলমান রূপে বিশুদ্ধভাবে তাঁহার উপাসনা করিতে আদিষ্ট হইয়াছি। ইহা তাঁহারই আদেশ এবং এই আদেশ প্রতিপালন করাই আমার অপরিহার্য্য ধর্ম্ম। যদি আমি আল্লার আদেশের কোনরূপ ব্যতিক্রম করি, তবে পরলোকের সেই মহাবিচার দিবসে আমার পক্ষেও তথায় শাস্তির আশঙ্কা আছে।

আমি স্বীয় প্রতিপালকের অবাধ্য হই,
তবে নিশ্চয় আমি সেই মহা-দিবসের
শাস্তির আশঙ্কা করি। ১৪। তুমি
বল—তাঁহার ধর্ম্মের জন্যই আমি বিশুদ্ধ
ভাবে আল্লার উপাসনা করিতেছি।
১৫। অতএব তোমরা তাঁহার পরিবর্ত্তে
যাহাকে ইচ্ছা—উপাসনা কর; তুমি বল,
যাহারা নিজেকে ও স্বীয় পরিজনদিগকে
ক্ষতিগ্রস্ত করিবে, নিশ্চয় উত্থান-দিবসে
তাহারাই ক্ষতিগ্রস্ত হইবে; সতর্ক হও!
নিশ্চয় উহাই প্রকাশ্য ক্ষতি। ১৬। তাহা-
দের জন্য তাহাদের উর্দ্ধে অগ্নির আবরণী
এবং তাহাদের নিম্নেও আবরণী থাকিবে;
এতদ্দ্বারা আল্লাহ স্বীয় সেবকগণকে ভয়
প্রদর্শন করেন যে, হে আমার সেবকগণ
অতঃপর তোমরা আমাকেই ভয় কর।
১৭। এবং যাহারা প্রতিমাপুঞ্জের পূজা
হইতে প্রমুক্ত হয় এবং আল্লার দিকে
প্রত্যাবর্ত্তন করে, তাহাদের জন্যই
সুসংবাদ; অতএব আমার সেবকগণকে
সুসংবাদ প্রদান কর;—১৮। যাহারা এই
বাক্য শ্রবণ করিয়া তৎপর ইহা হইতে
উৎকৃষ্টতর বিষয়ের অনুসরণ করে,
তাহাদিগকেই আল্লাহ পথ-প্রদর্শন করিয়া
থাকেন এবং তাহারাই জ্ঞানের অধিকারী।

إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ
عَظِيمٍ ○ ١٤- قُلِ اللّٰهَ أَعْبُدُ
مُخْلِصًا لَّهُ دِينِي ۙ ١٥- فَاعْبُدُوا
مَا شِئْتُمْ مِّنْ دُونِهِ ط قُلْ إِنَّ
الْخٰسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ
وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ط أَلَا ذٰلِكَ هُوَ
الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ ○ ١٦- لَهُمْ
مِّنْ فَوْقِهِمْ ظُلَلٌ مِّنَ النَّارِ وَمِنْ
تَحْتِهِمْ ظُلَلٌ ط ذٰلِكَ يُخَوِّفُ اللّٰهُ
بِهِ عِبَادَهُ ط يٰعِبَادِ فَاتَّقُونِ ○
١٧- وَالَّذِينَ اجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ أَنْ
يَعْبُدُوهَا وَأَنَابُوا إِلَى اللّٰهِ لَهُمُ
الْبُشْرٰى ج فَبَشِّرْ عِبَادِ ۙ
١٨- الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ
فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ ط أُولٰئِكَ الَّذِينَ
هَدٰهُمُ اللّٰهُ وَأُولٰئِكَ هُمْ أُولُوا

১৫—১৮। হে রসুল, তুমি অবিশ্বাসীদিগকে ইহাও বলিয়া দাও যে, তোমরা আল্লার পরিবর্ত্তে যাহাকে ইচ্ছা উপাসনা করিতে পার; কিন্তু যাহারা এইরূপ ভাবে নিজের ও নিজ নিজ পরিজন-বর্গের জীবনকে বিপথগামী করিয়া অভিশপ্ত করিবে, পরলোক তাহারা নিশ্চয় ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া নরকানলের শাস্তি ভোগ করিতে বাধ্য হইবে এবং সেই সর্ব্বব্যাপী অগ্নিশিখা হইতে তাহারা কিছুতেই পরিত্রাণ পাইবে না। পক্ষান্তরে পবিত্র কোরানের সদুপদেশ শুনিয়া যাহারা প্রতিমাপূজা পরিত্যাগ করিয়া সৎকার্য্যে জীবনাতিবাহিত করিবে, তাহাদের জন্য কোনই ভয় নাই এবং তাহাদের জন্যই স্বর্গীয় সুখ-সম্পদের সুসংবাদ করা হইয়াছে।

১৯। তবে কি যাহার প্রতি শাস্তির বাক্য অবধারিত হইয়াছে, পরে তুমি কি তাহাকে নরকানল হইতে উদ্ধার করিতে চাও? ২০। পরন্তু যাহারা স্বীয় প্রতিপালককে ভয় করে, তাহাদের জন্যই গবাক্ষের উপর গবাক্ষ বিশিষ্ট অট্টালিকা নির্মিত হইয়াছে—যাহার নিম্নে স্রোতস্বিনী সমূহ প্রবাহিতা; ইহাই আল্লার প্রতিশ্রুতি; আল্লাহ স্বীয় প্রতিশ্রুতির ব্যতিক্রম করেন না। ২১। তুমি কি লক্ষ্য কর না যে, আল্লাহ আকাশ হইতে বারি বর্ষণ করেন, তৎপর প্রস্রবণসমূহ দ্বারা উহা পৃথিবীতে প্রবাহিত করিয়া থাকেন; তৎপর তদ্দারা বিবিধ বর্ণের শস্য উদ্গত করেন; অনন্তর উহা বিশুষ্ক হইলে তুমি উহাকে হরিদ্বর্ণ অবলোকন করিয়া থাক; তৎপর উহাকে বিচূর্ণ করা হয়; নিশ্চয় ইহাতে জ্ঞানবানগণের জন্য উপদেশ রহিয়াছে।

لْبَابِ ○ ١٩- أَفَمَنْ حَقَّ عَلَيْهِ
الْعَذَابِ ط أَفَأَنْتَ تُنْقِذُ مَنْ
النَّارِ ۚ ٢٠- لٰكِنِ الَّذِيْنَ
قَوْا رَبَّهُمْ لَهُمْ غُرَفٌ مِّنْ فَوْقِهَا
رَفٌ مَّبْنِيَّةٌ لا تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا
الْأَنْهٰرُ ۵ وَعْدَ اللّٰهِ ط لَا يُخْلِفُ اللّٰهُ
مِيْعَادَ ○ ٢١- أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللّٰهَ
زَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَلَكَهٗ يَنَا
بِيْعَ فِي الْأَرْضِ ثُمَّ يُخْرِجُ بِهٖ زَرْعًا
مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهٗ ثُمَّ يَهِيْجُ فَتَرٰىهُ
مُصْفَرًّا ثُمَّ يَجْعَلُهٗ حُطَامًا ط إِنَّ فِيْ
ذٰلِكَ لَذِكْرٰى لِأُولِي الْأَلْبَابِ ع

২য় রুকু—পবিত্র কোরানের অলৌকিক বৈশিষ্ট্য

২২। অতএব আল্লাহ যাহার অন্তর ইসলামের জন্য উদ্‌ঘাটিত করিয়াছেন, পরন্তু সে স্বীয় প্রতিপালকের জ্যোতির উপরও রহিয়াছে? কিন্তু তাহাদের জন্য পরিতাপ—যাহাদের অন্তর আল্লার স্মরণে

٢٢- أَفَمَنْ شَرَحَ اللّٰهُ صَدْرَهٗ لِلْإِسْلَامِ
هُوَ عَلٰى نُوْرٍ مِّنْ رَّبِّهٖ ط فَوَيْلٌ
لِّلْقٰسِيَةِ قُلُوْبُهُمْ مِّنْ ذِكْرِ اللّٰهِ ط

১৯—২১। এই তিনটী আয়তে বলা হইয়াছে যে, যাহারা প্রকৃতিগত অবিশ্বাসী, তাহারা কখনই সদুপদেশ শুনিয়া সুপথগামী হইবে না এবং তাহাদিগকে অবধারিত নরকানলের শাস্তি হইতে কেহই রক্ষা করিতে পারিবে না। পক্ষান্তরে যাহারা আল্লাহতা'লাকে ভয় করিয়া সত্য ধর্ম্মের অনুসরণ করিবে, তাহারা স্বর্গোদ্যানের সুশোভন গবাক্ষের উপর গবাক্ষ বিশিষ্ট সমুচ্চ অট্টালিকার অবস্থান করিয়া পরম সুখ-শান্তিতে স্বর্গীয় জীবন অতিবাহিত করিবে।

২২। এই আয়তে আল্লাহতা'লা বলিতেছেন যে, অসত্যারোপকারী অবিশ্বাসীরা কখনই ইসলামের জন্য উন্মুক্ত হৃদয় এবং সত্যধর্ম্মের উপর সুপ্রতিষ্ঠিত বিশ্বাসীদিগের সমতুল্য হইবে না।

কঠিনতর; উহারাই প্রকাশ্য ভ্রান্তির মধ্যে রহিয়াছে। ২৩। আল্লাহ এই উৎকৃষ্টতর বর্ণনা অবতীর্ণ করিয়াছেন—যাহা সাদৃশ্যাত্মক ও আবৃত্তিকারী গ্রন্থ; যাহারা স্বীয় প্রতিপালককে ভয় করে, এতদ্দারা তাহাদের চর্ম্মোপরি রোমাঞ্চ হইয়া থাকে; অতঃপর তাহাদের গাত্র ও তাহাদের অন্তরসমূহ আল্লার স্মরণে সুকোমল হইয়া যায়; ইহাই আল্লার সুপথ; তিনি এতদ্দারা যাহাকে ইচ্ছা পথ প্রদর্শন করেন এবং আল্লাহ যাহাকে বিভ্রান্ত করেন, তাহার জন্য কোনই পথপ্রদর্শক নাই। ২৪। তবে কি সে উত্থান দিবসের নিকৃষ্টতর শাস্তি হইতে স্বীয় আনন রক্ষা করিতে পারিবে? এবং অত্যাচারীদিগকে বলা হইবে যে, তোমরা যাহা অর্জ্জন করিয়াছিলে, তাহা আস্বাদন কর। ২৫। তাহাদের পূর্ব্বে যাহারা অসত্যারোপ করিয়াছিল, তাহাদের নিকট

أُولَٰئِكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ○
٢٣- اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ
كِتَابًا مُّتَشَابِهًا مَّثَانِيَ تَقْشَعِرُّ
مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ج
ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَىٰ
ذِكْرِ اللَّهِ ط ذَٰلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي
بِهِ مَن يَشَاءُ ط وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ
فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ ○ ٢٤- أَفَمَن
يَتَّقِي بِوَجْهِهِ سُوءَ الْعَذَابِ يَوْمَ
الْقِيَامَةِ ط وَقِيلَ لِلظَّالِمِينَ ذُوقُوا
مَا كُنتُمْ تَكْسِبُونَ ○ ٢٥- كَذَّبَ
الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَأَتَاهُمُ الْعَذَابُ

২৩—২৬। এই কয়েকটী আয়তে কোরান শরিফের অলৌকিক বিশেষত্বসমূহ বর্ণিত হইয়াছে। প্রথমতঃ আল্লাহতা'লা বলিয়া দিতেছেন যে, তিনিই ইহা অবতীর্ণ করিয়াছেন। ইহা কোন মানব বা দানবের রচিত গল্প-উপন্যাস অথবা কবির কল্পিত কাব্য-কবিতা নহে; বরং ইহা এরূপ অনুপম প্রত্যাদেশ ও উৎকৃষ্টতর বাক্য যে, কাব্য-উপন্যাসের আবিলতা বা অশ্লীলতার লেশমাত্রও ইহাতে নাই। দ্বিতীয়তঃ ইহা সাদৃশ্যাত্মক ও আবৃত্তিকারী গ্রন্থ। হজরত রসুলোল্লার জীবনে সুদীর্ঘ তেইশ বৎসর ব্যাপিয়া অবতীর্ণ হইলেও ইহার প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত কোথাও কোনরূপ অসামঞ্জস্য পরিলক্ষিত হইবে না। কোন মানব-রচিত গ্রন্থের আদ্যন্ত এরূপ সামঞ্জস্য ও সাদৃশ্যাত্মক ভাব সুরক্ষিত হওয়া সম্পূর্ণ অসম্ভব। অধিকন্তু ইহা আবৃত্তিকারী গ্রন্থ। কারণ এই গ্রন্থের বিভিন্ন অংশ নামাজে ও অন্যান্য ধর্ম্মানুষ্ঠানে পুনঃ পুনঃ পাঠ করিতে হয় এবং ইহা যতই অধিকবার পাঠ করা যায়, মানবের অন্তর ততই সুকোমল ও বিগলিত হইয়া ইহার প্রতি আকৃষ্ট হয় এবং ইহা আবৃত্তিকারীর পাঠস্পৃহা ততই বর্দ্ধিত হইতে থাকে। কোন মানব রচিত গ্রন্থে এই গুণ থাকা সম্পূর্ণ অসম্ভব। কারণ উহা যতই উৎকৃষ্টতর রচনা হউক না কেন, একবার বা দুইবার পাঠ করিলেই তাহা পাঠের স্পৃহা প্রশমিত হইয়া থাকে। ফলতঃ পবিত্র কোরান ভিন্ন জগতের আর কোন গ্রন্থের এই সমস্ত অলৌকিক বৈশিষ্ট্য নাই। তাই আল্লাহতা'লা বলিতেছেন যে, এই মহাগ্রন্থ পাঠে সত্যের জন্য যাহাদের অন্তর বিকশিত অথবা জ্ঞানচক্ষু উন্মুলিত না হইবে, তাহাদের জন্য জগতের আর কোনই পথ-প্রদর্শক নাই এবং তাহারা কখনই সুপথ পাইবে না।

أُولَٰئِكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ ○
٢٣- اَللّٰهُ نَزَّلَ اَحْسَنَ الْحَدِيْثِ
كِتٰبًا مُّتَشَابِهًا مَّثَانِيَ ۖ تَقْشَعِرُّ
مِنْهُ جُلُوْدُ الَّذِيْنَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ۚ
ثُمَّ تَلِيْنُ جُلُوْدُهُمْ وَقُلُوْبُهُمْ اِلٰى
ذِكْرِ اللّٰهِ ۚ ذٰلِكَ هُدَى اللّٰهِ يَهْدِيْ
بِهٖ مَنْ يَّشَآءُ ۚ وَمَنْ يُّضْلِلِ اللّٰهُ
فَمَا لَهٗ مِنْ هَادٍ ○ ٢٤- اَفَمَنْ
يَّتَّقِيْ بِوَجْهِهٖ سُوْٓءَ الْعَذَابِ يَوْمَ
الْقِيٰمَةِ ۚ وَقِيْلَ لِلظّٰلِمِيْنَ ذُوْقُوْا
مَا كُنْتُمْ تَكْسِبُوْنَ ○ ٢٥- كَذَّبَ
الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَاَتٰىهُمُ الْعَذَابُ

কঠিনতর; উহারাই প্রকাশ্য ভ্রান্তির মধ্যে রহিয়াছে। ২৩। আল্লাহ এই উৎকৃষ্টতর বর্ণনা অবতীর্ণ করিয়াছেন—যাহা সাদৃশ্যাত্মক ও আবৃত্তিকারী গ্রন্থ; যাহারা স্বীয় প্রতিপালককে ভয় করে, এতদ্দারা তাহাদের চর্ম্মোপরি রোমাঞ্চ হইয়া থাকে; অতঃপর তাহাদের গাত্র ও তাহাদের অন্তরসমূহ আল্লার স্মরণে সুকোমল হইয়া যায়; ইহাই আল্লার সুপথ; তিনি এতদ্দারা যাহাকে ইচ্ছা পথ প্রদর্শন করেন এবং আল্লাহ যাহাকে বিভ্রান্ত করেন, তাহার জন্য কোনই পথপ্রদর্শক নাই। ২৪। তবে কি সে উত্থান দিবসের নিকৃষ্টতর শাস্তি হইতে স্বীয় আনন রক্ষা করিতে পারিবে? এবং অত্যাচারীদিগকে বলা হইবে যে, তোমরা যাহা অর্জ্জন করিয়াছিলে, তাহা আস্বাদন কর। ২৫। তাহাদের পূর্ব্বে যাহারা অসত্যারোপ করিয়াছিল, তাহাদের নিকট

২৩—২৬। এই কয়েকটী আয়তে কোরান শরিফের অলৌকিক বিশেষত্বসমূহ বর্ণিত হইয়াছে। প্রথমতঃ আল্লাহতা'লা বলিয়া দিতেছেন যে, তিনিই ইহা অবতীর্ণ করিয়াছেন। ইহা কোন মানব বা দানবের রচিত গল্প-উপন্যাস অথবা কবির কল্পিত কাব্য-কবিতা নহে; বরং ইহা এরূপ অনুপম প্রত্যাদেশ ও উৎকৃষ্টতর বাক্য যে, কাব্য-উপন্যাসের আবিলতা বা অশ্লীলতার লেশমাত্রও ইহাতে নাই। দ্বিতীয়তঃ ইহা সাদৃশ্যাত্মক ও আবৃত্তিকারী গ্রন্থ। হজরত রসুলোল্লার জীবনে সুদীর্ঘ তেইশ বৎসর ব্যাপিয়া অবতীর্ণ হইলেও ইহার প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত কোথাও কোনরূপ অসামঞ্জস্য পরিলক্ষিত হইবে না। কোন মানব-রচিত গ্রন্থের আদ্যন্ত এরূপ সামঞ্জস্য ও সাদৃশ্যাত্মক ভাব সুরক্ষিত হওয়া সম্পূর্ণ অসম্ভব। অধিকন্তু ইহা আবৃত্তিকারী গ্রন্থ। কারণ এই গ্রন্থের বিভিন্ন অংশ নামাজে ও অন্যান্য ধর্ম্মানুষ্ঠানে পুনঃ পুনঃ পাঠ করিতে হয় এবং ইহা যতই অধিকবার পাঠ করা যায়, মানবের অন্তর ততই সুকোমল ও বিগলিত হইয়া ইহার প্রতি আকৃষ্ট হয় এবং ইহা আবৃত্তিকারীর পাঠস্পৃহা ততই বর্দ্ধিত হইতে থাকে। কোন মানব রচিত গ্রন্থে এই গুণ থাকা সম্পূর্ণ অসম্ভব। কারণ উহা যতই উৎকৃষ্টতর রচনা হউক না কেন, একবার বা দুইবার পাঠ করিলেই তাহা পাঠের স্পৃহা প্রশমিত হইয়া থাকে। ফলতঃ পবিত্র কোরান ভিন্ন জগতের আর কোন গ্রন্থের এই সমস্ত অলৌকিক বৈশিষ্ট্য নাই। তাই আল্লাহতা'লা বলিতেছেন যে, এই মহাগ্রন্থ পাঠে সত্যের জন্য যাহাদের অন্তর বিকশিত অথবা জ্ঞানচক্ষু উন্মুলিত না হইবে, তাহাদের জন্য জগতের আর কোনই পথ-প্রদর্শক নাই এবং তাহারা কখনই সুপথ পাইবে না।

এইরূপ ভাবে শাস্তি উপনীত হইয়াছিল যে, তাহারা উহা জানিতেও পারে নাই। ২৬। অতএব আল্লাহ তাহাদিগকে এই পার্থিব জীবনেই অবমাননা আস্বাদন করাইয়াছেন এবং পরলোকের শাস্তি আরও বৃহত্তর—যদি উহারা জানিতে পারিত। ২৭। এবং নিশ্চয়ই আমি মানবগণের জন্য এই কোরান হইতে সর্ব্ববিধ দৃষ্টান্ত বর্ণনা করিয়াছি--যেন তাহারা স্মরণ করে। ২৮। এই আরবী কোরানে কোনই দোষ-ত্রুটি নাই—যেন তাহারা সংযত হয়। ২৯। আল্লাহ একটী দৃষ্টান্ত বর্ণনা করিতেছেন যে, এরূপ এক ব্যক্তি—যাহার পরস্পর-বিরোধী অংশীদার আছে এবং এরূপ আর এক ব্যক্তি—যাহার উপর সম্পূর্ণ একই ব্যক্তি রহিয়াছে ; এই উভয় দৃষ্টান্ত কি সমতুল্য ? আল্লার জন্যই সমস্ত প্রশংসা ; কিন্তু তাহাদের অধিকাংশই অবগত নহে। ৩০। নিশ্চয় তুমি মৃত্যুমুখে পতিত হইবে এবং সেও মৃত্যু-প্রাপ্ত হইবে। ৩১। তৎপর নিশ্চয় তোমরা উত্থান দিবসে তোমাদের প্রতিপালকের সমক্ষে বিতর্ক করিতে থাকিবে।

حَيْثُ لَا يَشْعُرُوْنَ ○ ٢٦- فَاَذَا
اللّٰهُ الْخِزْيَ فِي الْحَيٰوةِ
الدُّنْيَا ج وَلَعَذَابُ الْاٰخِرَةِ اَكْبَرُ م
كَانُوْا يَعْلَمُوْنَ ○ ٢٧- وَلَقَدْ
ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِيْ هٰذَا الْقُرْاٰنِ
كُلِّ مَثَلٍ لَّعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُوْنَ ۚ
٢٨- قُرْاٰنًا عَرَبِيًّا غَيْرَ ذِيْ عِوَجٍ لَّعَلَّهُمْ
يَتَّقُوْنَ ○ ٢٩- ضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا
رَّجُلًا فِيْهِ شُرَكَاۤءُ مُتَشٰكِسُوْنَ وَرَجُلًا
سَلَمًا لِّرَجُلٍ ط هَلْ يَسْتَوِيٰنِ مَثَلًا ط
اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ ج بَلْ اَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ ○
٣٠- اِنَّكَ مَيِّتٌ وَّاِنَّهُمْ مَّيِّتُوْنَ ۚ
٣١- ثُمَّ اِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ عِنْدَ رَبِّكُمْ
تَخْتَصِمُوْنَ ۚ

২৭—২৯। এই কয়েকটী আয়তে আল্লাহতা'লা কোরান শরিফের আরও কয়েকটী বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করিবার পর অংশীবাদী কাফের ও একত্ববাদী মোসলেমের পার্থক্য একটী সুন্দর দৃষ্টান্ত দ্বারা বর্ণনা করিয়া বলিতেছেন যে, যে দাসের পরস্পর-বিরোধী বহু প্রভু বিদ্যমান থাকে, তাহার দুঃখ দুর্গতির সীমা নাই এবং সে কখনই সর্ব্বময় একই প্রভুর অনুগত ভৃত্যের ন্যায় নিরাপদ ও সুখ-শান্তির অধিকারী হইতে পারে না। ভ্রান্ত মানব উহা উপলব্ধি করিতে পারে না বলিয়াই সর্ব্বশক্তিমান অদ্বিতীয় আল্লাহত'লার পরিবর্ত্তে নানারূপ দেবদেবী ও প্রস্তর-প্রতিমা পূজার লিপ্ত হইয়া স্বীয় জীবন অভিশপ্ত ও বিড়ম্বিত করিয়া থাকে।

৩০—৩১। অনন্তর আল্লাহতা'লা হজরত রসুলোল্লাকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন :—হে নবী, এই পার্থিব জীবন অলীক ও অনিত্য। নিশ্চয় তুমি একদিন ইহলোক পরিত্যাগ করিবে এবং তোমার বিরুদ্ধবাদীরাও যথাসময় মৃত্যুমুখে পতিত হইবে। তৎপর তোমরা সকলেই একদিন স্ব স্ব কৃতকর্ম্মের প্রতিদান বা প্রতিফল ভোগ করিবার জন্য আমার সমক্ষে উপস্থিত হইয়া বিতর্ক বা অভিযোগ করিবে এবং তোমাদের মধ্যে কে সত্যবাদী,—সুপথের অনুসরণকারী এবং কে অসত্যবাদী, ভ্রান্ত-বিপথগামী—সেই দিনই তাহার প্রকৃত বিচার-মীমাংসা হইবে।

২৪শ পারা—ফামান অজ্‌লামো

৪র্থ রুকু—সত্যারোপকারীদের পারলৌকিক লাঞ্ছনা

۳۲- فَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَبَ عَلَى
اللّٰهِ وَكَذَّبَ بِالصِّدْقِ اِذْ جَاۤءَهٗ ؕ
اَلَيْسَ فِيْ جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلْكٰفِرِيْنَ ۝
۳۳- وَالَّذِيْ جَاۤءَ بِالصِّدْقِ وَ
صَدَّقَ بِهٖۤ اُولٰۤئِكَ هُمُ الْمُتَّقُوْنَ ۝
۳۴- لَهُمْ مَّا يَشَاۤءُوْنَ عِنْدَ رَبِّهِمْ ؕ
ذٰلِكَ جَزٰۤؤُا الْمُحْسِنِيْنَ ۚ
۳۵- لِيُكَفِّرَ اللّٰهُ عَنْهُمْ اَسْوَاَ الَّذِيْ
عَمِلُوْا وَيَجْزِيَهُمْ اَجْرَهُمْ بِاَحْسَنِ
الَّذِيْ كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ۝ ۳۶- اَلَيْسَ
اللّٰهُ بِكَافٍ عَبْدَهٗ ؕ وَيُخَوِّفُوْنَكَ
بِالَّذِيْنَ مِنْ دُوْنِهٖ ؕ وَمَنْ يُّضْلِلِ

৩২। অনন্তর যে আল্লার প্রতি অসত্যারোপ করে এবং যখন তাহার নিকট সত্য উপনীত হয় তখন উহাকে মিথ্যা সাব্যস্ত করে, তদপেক্ষা কে অধিকতর অত্যাচারী? তবে কি অবিশ্বাসীদের জন্য নরকে স্থান নাই? ৩৩। এবং যে সত্য সহ আগমন করে এবং যে উহা সত্য জ্ঞান করে, তাহারাই ধর্ম্মভীরু। ৩৪। তাহাদের জন্যই—তাহারা যাহা চাহে তাহাদের প্রতিপালকের নিকট তাহাই রহিয়াছে; সৎকর্ম্মশীল-গণের জন্য ইহাই প্রতিদান;—৩৫। যেন আল্লাহ তাহাদিগ হইতে তাহাদের অপকৃষ্ট কৃতকর্ম্ম-সমূহ অপসারিত করেন এবং তাহাদের উৎকৃষ্ট কৃতকর্ম্ম-সমূহের জন্য তাহাদিগকে প্রতিদান প্রদান করেন। ৩৬। তবে কি আল্লাহ তাঁহার সেবক-গণের জন্য যথেষ্ট নহেন? এবং তাহারা তোমাকে তাঁহার পরিবর্ত্তে অপরের দ্বারা ভয়-প্রদর্শন করিতেছে। এবং আল্লাহ যাহাকে বিভ্রান্ত করেন, ফলতঃ তাহার

৩২। এই আয়তে আল্লাহতা'লা বলিতেছেন যে, যাহারা হজরত রসুলোল্লার প্রতি অবতারিত প্রত্যাদেশ সমূহের প্রতি অসত্যারোপ করিয়া উহা মিথ্যা বলিয়া ধারণা করে, তাহাদের অপেক্ষা অধার্ম্মিক ও অত্যাচারি আর কেহই নাই এবং এই অমার্জ্জনীয় অপরাধের জন্য তাহারা অবশ্যই নরকানলে নিক্ষিপ্ত হইবে।

৩৩—৩৫। অনন্তর আল্লাহতা'লা বলিতেছেন যে হজরত রসুলোল্লার উপর যে সকল প্রত্যাদেশ অবতীর্ণ হইয়াছে—যাহারা উহা সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিবে, তাহারা সকলেই পরম ধার্ম্মিক রূপে আল্লার অপার অনুগ্রহে অভিষিক্ত হইয়া পরলোকে নিজেদের অভিলাষিত প্রতিদান প্রাপ্ত হইবে।

৩৬—৩৭। জগতের অন্যান্য অংশীবাদী পৌত্তলিক সম্প্রদায় সমূহের ন্যায় আরবের অংশীবাদী পৌত্তলিকেরাও বিশ্বাস করিত যে, তাহাদের উপাস্য দেব-দেবী ও প্রস্তর-প্রতিমাপুঞ্জ মানবের ভাল-মন্দ ও কল্যাণ-অকল্যাণ করিতে পারে। তাই হজরত রসুলোল্লাহ প্রকাশ্যভাবে পৌত্তলিকতার অসারতা এবং অংশীবাদীদের উপাস্য দেব-দেবীগণের ক্ষমতা ঘোষণা করায়, তাহাদের কেহ কেহ

اللهُ فَمَا لَهٗ مِنْ هَادٍ ۝ ٣٧- وَمَنْ
يَّهْدِ اللهُ فَمَا لَهٗ مِنْ مُّضِلٍّ ط اَلَيْسَ
اللهُ بِعَزِيْزٍ ذِى انْتِقَامٍ ۝ ٣٨- وَلَئِنْ
سَاَلْتَهُمْ مَّنْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ
وَالْاَرْضَ لَيَقُوْلُنَّ اللهُ ط قُلْ اَفَرَءَيْتُمْ
مَّا تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللهِ اِنْ
اَرَادَنِيَ اللهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كٰشِفٰتُ
ضُرِّهٖۤ اَوْ اَرَادَنِيْ بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ
مُمْسِكٰتُ رَحْمَتِهٖ ط قُلْ حَسْبِيَ اللهُ ط
عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُوْنَ ۝
٣٩- قُلْ يٰقَوْمِ اعْمَلُوْا عَلٰى

জন্য কোনই পথ প্রদর্শক নাই। ৩৭। এবং আল্লাহ যাহাকে পথ-প্রদর্শন করেন, বস্তুতঃ কেহই তাহাকে বিভ্রান্ত করিতে পারে না; তবে কি আল্লাহ মহাপরাক্রান্ত প্রতিশোধ গ্রহণকারী নহেন? ৩৮। এবং যদি তুমি তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা কর যে, কে এই নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডল সৃষ্টি করিয়াছেন—তাহারা অবশ্যই বলিবে, আল্লাহ; তুমি বল—তোমরা আল্লার পরিবর্ত্তে যাহা আহ্বান কর, তাহা কি প্রত্যক্ষ করিয়াছ? যদি আল্লাহ আমাকে দুঃখ প্রদান করিতে ইচ্ছা করেন, তবে কি উহারা সে দুঃখ দূরীভূত করিতে পারে? অথবা তিনি যদি আমার প্রতি অনুগ্রহ করিতে ইচ্ছা করেন, তবে কি তাহারা সেই অনুগ্রহ প্রতিরোধ করিতে পারে? তুমি বল—আল্লাহ আমার জন্য যথেষ্ট; নির্ভরকারীরা তাঁহারই উপর নির্ভর করিয়া থাকে। ৩৯। তুমি বল, হে আমার সম্প্রদায়, তোমরা স্ব স্ব স্থানে

হজরত রসুলোল্লাকে ভয়-প্রদর্শন করিয়া বলিত যে, আমাদের দেব-দেবীগণের নিন্দা করিলে তাহারা রুষ্ট হইয়া নিশ্চয় তোমার অনিষ্ট সাধন করিবে। তাহাদের এই ভয়-প্রদর্শনের উত্তরে আল্লাহতা'লা হজরত রসুলোল্লাকে বলিতেছেন যে, ঐ সকল ভ্রান্ত বিপথগামীর কথায় তুমি কিছুমাত্র বিচলিত হইও না। মানবের ভাল-মন্দ করা সম্বন্ধে উহাদের উপাস্য দেব-দেবী বা প্রস্তর প্রতিমা-পুঞ্জের কোন ক্ষমতা নাই এবং উহাদের এই অবিশ্বাস ও ভ্রান্তির জন্য আমি যখন উহাদিগকে শাস্তি প্রদান করিব, তখন উহাদের কোন উপাস্যই উহাদিগকে রক্ষা করিতে পারিবে না।

৩৮। অনন্তর আল্লাহতা'লা হজরত রসুলোল্লাকে সম্বোধন করিয়া আরও বলিয়াছেন—হে রসুল, যদি তুমি অবিশ্বাসীদিগকে জিজ্ঞাসা কর, তবে তাহারাও স্বীকার করিতে বাধ্য হইবে যে, আমিই এই বিশ্বজগতের একমাত্র স্রষ্টা। উহাদের কল্পিত উপাস্য দেব-দেবীগণকে উহারা কখনও প্রত্যক্ষ করে নাই এবং মানুষের হিতাহিত সম্বন্ধে তাহাদের কোনই শক্তি বা আধিপত্য নাই। অতএব তুমি অবিশ্বাসীদিগকে বলিয়া দাও যে, সর্ব্বশক্তিমান আল্লাহ যদি আমাকে দুঃখ প্রদান করেন, তবে সে দুঃখ কেহই দূরীভূত করিতে পারিবে না এবং তিনি যদি আমাকে অনুগৃহীত করেন, তবে কেহই সে অনুগ্রহ প্রতিরোধ করিতে সমর্থ হইবে না। তোমাদের উপাস্য দেব-দেবী বা প্রস্তর-প্রতিমাগুলিকে আমি কিছুমাত্র ভয় করি না। তাহাদিগকে আমি সম্পূর্ণ অক্ষম ও অপদার্থ বলিয়া ধারণা করি। আমার ভাল মন্দ সম্বন্ধে আমি সকল অবস্থায় সর্ব্বশক্তিমান আল্লাহতা'লার উপরই নির্ভর করিয়া থাকি এবং তাঁহার অনুগ্রহ ও সাহায্যই আমার জন্য যথেষ্ট।

৩৯—৪০। আল্লাহতা'লা হজরত রসুলকে আরও বলিতেছেন—তুমি অবিশ্বাসীদিগকে বলিয়া দাও যে, হে ভ্রান্ত সম্প্রদায়, তোমরা স্ব স্ব বিশ্বাস ও ধারণা অনুসারে কার্য্য কর এবং

কার্য্য করিতে থাক, আমিও কার্য্য করিতেছি; অতঃপর তোমরা অচিরেই অবগত হইবে—৪০। যে, কাহার উপর এরূপ শাস্তি উপনীত হইবে—যাহা তাহাকে অবনমিত করিবে এবং কাহার উপর স্থায়ী শাস্তি নিপতিত হইবে। ৪১। নিশ্চয় আমি মানবমণ্ডলীর জন্য তোমার প্রতি সত্য-সহ এই গ্রন্থ অবতীর্ণ করিয়াছি; অতঃপর সে সুপথ গ্রহণ করিবে, ফলতঃ সে নিজেরই জন্য করিবে; এবং যে বিভ্রান্ত হইবে, বস্তুতঃ সে নিজেরই জন্য ব্যতীত পথভ্রান্ত হইবে না; এবং তুমি তাহাদের প্রতিভূ নহ।	مَكَانَتِكُمْ اِنِّىْ عَامِلٌ ۚ فَسَوْفَ تَعْلَمُوْنَ ۙ ٤٠- مَنْ يَّاْتِيْهِ عَذَابٌ يُّخْزِيْهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُّقِيْمٌ ○ ٤١- اِنَّآ اَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتٰبَ لِلنَّاسِ بِالْحَقِّ ۚ فَمَنِ اهْتَدٰى فَلِنَفْسِهٖ ۚ وَمَنْ ضَلَّ فَاِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا ۚ وَمَآ اَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيْلٍ ۙ

৫ম রুকু অপকার্য্যের অনিবার্য্য অপকৃষ্টতা

৪২। আল্লা-ই আত্মাসমূহ পরিগ্রহণ করেন—মৃত্যুকালে এবং যাহাদের মৃত্যু হয় না তাহাদের নিদ্রার সময়ে; অনন্তর তিনি উহাকে আবদ্ধ রাখেন—যাহারা	٤٢- اَللّٰهُ يَتَوَفَّى الْاَنْفُسَ حِيْنَ مَوْتِهَا وَالَّتِىْ لَمْ تَمُتْ فِىْ مَنَامِهَا ۚ فَيُمْسِكُ الَّتِىْ قَضٰى عَلَيْهَا

আমিও স্বীয় বিশ্বাস ও ধারণা অনুসারে কার্য্য করিতে থাকি। অতঃপর তোমরা অচিরেই অবগত হইবে যে, কাহাদের কার্য্যের জন্য ইহ-পরলোকে শাস্তিও লাঞ্ছনা ভোগ করিতে হইবে।

৪১। অবশেষে আল্লাহতা'লা হজরত রসুলোল্লাকে বলিয়া দিয়াছেন যে, মানব জাতিকে সত্যধর্ম্ম ও সুপথ-প্রদর্শনের জন্যই আমি তোমার প্রতি সত্যসহ এই মহাগ্রন্থ কোরান শরিফ অবতীর্ণ করিয়াছি। অতঃপর যে ইহার অনুসরণ করিবে, সে নিজেরই কল্যাণ সাধন করিবে এবং যে ইহা অবিশ্বাস বা উপেক্ষা করিয়া বিপথে গমন করিবে, সে নিজেরই অকল্যাণ ডাকিয়া আনিবে। সুতরাং তাহাদের জন্য তোমার কোন দায়িত্ব নাই।

৪২। এই আয়তে মানবের জীবন-মৃত্যু ও নিদ্রাবস্থা এবং দেহের সহিত আত্মার সম্পর্কের একটি সংক্ষিপ্ত আভাস প্রদান করা হইয়াছে। আত্মার প্রকৃত স্বরূপ সম্বন্ধে মানবের সীমাবদ্ধ জ্ঞান-বিজ্ঞান এখনও কোন সঠিক পরিকল্পনা করিতে পারে নাই এবং ভবিষ্যতেও পারিবে না। কারণ সর্ব্বশক্তিমান আল্লাহতা'লা আত্মিক জগতের নিয়ন্ত্রণ কার্য্য সম্পূর্ণরূপে নিজের অনন্ত জ্ঞান ও অসীম শক্তির আয়ত্তাধীন রাখিয়াছেন। এই জন্যই জীবের জীবন-মৃত্যু সম্বন্ধে মানবের কোনই জ্ঞান, শক্তি বা আধিপত্য নাই। মহান্ আল্লাহতা'লা নিজেই উহা নিয়ন্ত্রিত করিয়া থাকেন।

আধ্যাত্মিক জগতের আলোকপ্রাপ্ত মহামানবগণের অভিমত বা বর্ণনা অনুসারে জানা যায়, আত্মা আল্লাহতা'লার সৃষ্ট এরূপ এক জ্যোতি বা শক্তি—যাহার স্পর্শে মানব-দেহ সচেতন বা সঞ্জীবিত হয়—মানবের দৈহিক শক্তি এবং চিত্তবৃত্তিও আত্মার স্পর্শে সঞ্জীবিত হইয়া থাকে সাধারণতঃ তিন অবস্থায় আত্মা মানব-দেহ হইতে বিচ্যুত হইয়া থাকে :—প্রথমতঃ নিদ্রাকালে দ্বিতীয়তঃ অচৈতন্য অবস্থায় এবং তৃতীয়তঃ মৃত্যুকালে।

উপর মৃত্যু অবধারিত হইয়াছে এবং অন্যান্যকে এক নির্দ্ধারিত কাল পর্য্যন্ত প্রমুক্ত করেন; নিশ্চয় ইহাতে চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্য নিদর্শনাবলী রহিয়াছে।
৪৩। তবে কি তাহারা আল্লার পরিবর্ত্তে অন্য অনুরোধকারী গ্রহণ করিয়াছে? তুমি বল—কোন বিষয়েই তাহাদের কোনরূপ আধিপত্য নাই এবং তাহাদের কোন জ্ঞানও নাই;
৪৪। তুমি বল—আল্লার জন্যই সমস্ত অনুরোধ; তাঁহার জন্যই নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের আধিপত্য; তৎপর তোমরা তাঁহারই দিকে প্রত্যাবর্ত্তন করিবে।
৪৫। এবং যখন অদ্বিতীয় আল্লাহকে স্মরণ করা হয়—তখন যাহারা পরকাল বিশ্বাস করে না, তাহাদের অন্তর-সমূহ সঙ্কুচিত হয়; এবং যখন তাঁহার পরিবর্ত্তে অন্যকে স্মরণ করা হয় তখন তাহারা পুলকিত হইয়া থাকে।

وْتَ وَيُرْسِلُ الْأُخْرَىٰ إِلَىٰ
مُّسَمًّى ط إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ
يَتَفَكَّرُونَ ٤٣- أَمِ اتَّخَذُوا
دُونِ اللَّهِ شُفَعَاءَ ط قُلْ أَوَلَوْ
لَا يَمْلِكُونَ شَيْئًا وَلَا يَعْقِلُونَ ○
٤٤- قُلْ لِلَّهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيعًا ط لَهُ
لْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ط ثُمَّ
إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ○ ٤٥- وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ
وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ
يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ ج وَإِذَا ذُكِرَ
الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ إِذَا هُمْ

আলোচ্য আয়তের মর্ম্ম এই যে, সর্ব্বশক্তিমান আল্লাহতা'লাই মানবের মৃত্যুকালে এবং নিদ্রা সময়ে আত্মাসমূহ দেহ হইতে পরিগ্রহণ করিয়া থাকেন। কিন্তু যাহার মৃত্যু হয়, তাহার আত্মাকে তিনি এক নির্দ্দিষ্ট স্থানে আবদ্ধ করিয়া রাখেন এবং যাহার মৃত্যু হয় নাই—অর্থাৎ নিদ্রাকালে অথবা অচৈতন্য অবস্থায় যাহার আত্মা পরিগ্রহণ করা হয়, তাহার আত্মাকে তিনি মৃত্যু না হওয়া পর্য্যন্ত পুনরায় দেহে প্রবিষ্ট হইবার জন্য মুক্ত করিয়া দেন; তাই আল্লাহতা'লা বলিতেছেন যে দেহের সহিত আত্মার এই সম্বন্ধ, নিশ্চয় ইহাতে চিন্তাশীল ও ধর্ম্ম ভীরু ব্যক্তিগণের জন্যে আমার অলৌকিক শক্তি ও মহিমার নিদর্শনাবলী বিদ্যমান রহিয়াছে। এতদ্বারা ইহাও প্রমাণিত হইতেছে যে, বিধর্ম্মীদিগের পুনর্জ্জন্মের বিশ্বাস সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। মৃত্যুর পর আত্মা আর কখনও এ পৃথিবীতে প্রত্যাবর্ত্তন করে না এবং উক্ত আত্মা কখনও অন্য দেহে প্রবিষ্ট হয় না।

৪৩—৪৪। এই দুইটি আয়তে বলিয়া দেওয়া হইয়াছে যে, সর্ব্বশক্তিমান আল্লাহতা'লাই ইহলোক ও পরলোক এবং নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের একমাত্র অধিপতি। ভ্রান্ত মানব আল্লা ভিন্ন আর যে সকল দেব-দেবী বা প্রস্তর-প্রতিমার পূজা উপাসনা করে, মানবের হিতাহিত অথবা তাহাদের ইহ-পারলৌকিক মুক্তি ও কল্যাণ সাধন সম্পর্কে তাহাদের কোনই শক্তি বা আধিপত্য নাই।

৪৫—৪৬। অবিশ্বাসীদিগের প্রকৃতি এই যে, তাহারা আল্লাহতা'লার উপাসনায় সর্ব্বদাই সঙ্কুচিত হয় এবং তাহাদের কল্পিত উপাস্য দেব-দেবীদিগের পূজা-অর্চ্চনায় পরম পুলকিত হইয়া আনন্দ-উৎসবে প্রমত্ত হইয়া থাকে। বর্ত্তমান যুগের অবিশ্বাসী এবং পৌত্তলিক সম্প্রদায় সমূহের

৪৬। তুমি বল—হে নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের স্রষ্টা এবং প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য বিষয়ের মহাজ্ঞানী আল্লাহ, তুমিই স্বীয় সেবকগণের মধ্যে মীমাংসা করিয়া দাও, যদ্বিষয়ে তাহারা বিরোধ করিতেছে।
৪৭। এবং যদি অত্যাচারীদিগের জন্য পৃথিবীর মধ্যে যাহা আছে তৎসমুদয় এবং তৎসহ তদনুরূপও হয় এবং উত্থান দিবসে উহা অপকৃষ্ট শাস্তির বিনিময়ে প্রদান করে; এবং তাহারা যাহা ধারণা করে নাই আল্লার নিকট হইতে তাহাই সুপ্রকাশিত হইবে।
৪৮। এবং তাহারা যাহা অর্জ্জন করিয়াছিল তাহাদের জন্য উহার অপকৃষ্টতা প্রকাশিত হইবে, এবং তাহারা যদ্বিষয়ে পরিহাস করিয়াছিল উহাই তাহাদিগকে পরিবেষ্টন করিয়া লইবে।
৪৯। অনন্তর যখন দুঃখ মানবকে স্পর্শ করে, তখন তাহারা আমাকেই আহ্বান করিয়া থাকে; তৎপর আমি যখন

يَسْتَبْشِرُوْنَ ۝ ٤٦- قُلِ اللّٰهُمَّ
فَاطِرَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ عٰلِمَ الْغَيْبِ
وَالشَّهَادَةِ اَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ
عِبَادِكَ فِيْ مَا كَانُوْا فِيْهِ يَخْتَلِفُوْنَ ۝
٤٧- وَلَوْ اَنَّ لِلَّذِيْنَ ظَلَمُوْا مَا فِى
الْاَرْضِ جَمِيْعًا وَّمِثْلَهٗ مَعَهٗ لَافْتَدَوْا
بِهٖ مِنْ سُوْٓءِ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ط
وَبَدَا لَهُمْ مِّنَ اللّٰهِ مَا لَمْ يَكُوْنُوْا
يَحْتَسِبُوْنَ ۝ ٤٨- وَبَدَا لَهُمْ
سَيِّاٰتُ مَا كَسَبُوْا وَحَاقَ بِهِمْ
مَّا كَانُوْا بِهٖ يَسْتَهْزِءُوْنَ ۝ ٤٩- فَاِذَا
مَسَّ الْاِنْسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا ز ثُمَّ اِذَا

মধ্যেও এই অস্বাভাবিক প্রবৃত্তি পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান দেখিতে পাওয়া যায় এবং তাহারা ঐ সমস্ত অসার পূজা-অর্চ্চনা ও অলীক আমোদ-প্রমোদের দ্বারা পুণ্য অর্জ্জন ও সুফল প্রাপ্তি সম্বন্ধে নানারূপ গর্ব্ব করিয়া থাকে। তাই আল্লাহতা'লা হজরত রসুলোল্লাকে আদেশ করিতেছেন যে, তুমি ইহার সুবিচার ও সুমীমাংসার জন্য তোমার সর্ব্বজ্ঞানী ও সর্ব্বশক্তিমান প্রভুর নিকট প্রার্থনা করিতে থাক। অনন্তর যথাসময়ে আমিই ইহার সমুচিত বিচার-মীমাংসা করিয়া দিব।

৪৭—৪৮। অবিশ্বাসীরা অনেক সময়ে তাঁহাদের ধন-জনের গর্ব্বে আত্মহারা হইয়া সত্যধর্ম্মের প্রতি অবজ্ঞা এবং পারলৌকিক শাস্তির প্রতি উপহাস-বিদ্রূপ করিয়া থাকে। তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ এমনও বলে যে, ইহলোকে আমরা ধন-ঐশ্বর্য্যের দ্বারা যেরূপ সুখ-সম্মান উপভোগ্য করিতেছি—পরলোকেও আমরা সেইরূপ করিতে পারিব। ইহার উত্তরে আল্লাহতা'লা বলিয়া দিতেছেন যে, অবিশ্বাসী অনাচারীরা পারলৌকিক শাস্তির বিনিময়ে পৃথিবীর সমস্ত ধনৈশ্বর্য্যের দ্বিগুণ পরিমাণ ধনৈশ্বর্য্য প্রদান করিলে তাহাও পরিগৃহীত হইবে না এবং তাহারা স্ব স্ব কৃতকর্ম্মের জন্য অতি অপকৃষ্ট শাস্তিভোগ করিতে বাধ্য হইবে।

৪৯। এই আয়তে আল্লাহতা'লা বলিতেছেন যে, মানব যখন দুঃখ বিপদে পতিত হয়, তখন তাহারা সাহায্যের জন্য স্বভাবতঃ আল্লাহকেই অহ্বান করিয়া থাকে। কিন্তু আমি স্বীয় অনুগ্রহে সেই সকল দুঃখ বিপদ দূরিভূত করিয়া যখন তাহাদিগকে সুখ-সম্পদ দান করি,

خَوَّلْنٰهُ نِعْمَةً مِّنَّا ۙ قَالَ اِنَّمَآ
اُوْتِيْتُهٗ عَلٰى عِلْمٍ ۭ بَلْ هِىَ فِتْنَةٌ
وَّلٰكِنَّ اَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ ○
٥٠- قَدْ قَالَهَا الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَمَآ
اَغْنٰى عَنْهُمْ مَّا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ ○
٥١- فَاَصَابَهُمْ سَيِّاٰتُ مَا كَسَبُوْا ۭ
وَالَّذِيْنَ ظَلَمُوْا مِنْ هٰٓؤُلَاۗءِ سَيُصِيْبُهُمْ
سَيِّاٰتُ مَا كَسَبُوْا ۙ وَمَا هُمْ
بِمُعْجِزِيْنَ ○ ٥٢- اَوَلَمْ يَعْلَمُوْٓا
اَنَّ اللّٰهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَّشَاۗءُ

তাহাকে নিজ হইতে অনুগ্রহ-সম্পদ দান করি, তখন তাহারা বলে—উহা আমার জ্ঞানের জন্য ব্যতীত প্রদত্ত হয় নাই; বরং ইহা পরীক্ষা মাত্র, কিন্তু উহাদের অধিকাংশই অবগত নহে। ৫০। নিশ্চয় ইহাদের পূর্ব্বে যাহারা ছিল তাহারাও ইহাই বলিত; কিন্তু তাহারা যাহা অর্জ্জন করিয়াছিল, তাহাদের পক্ষে তাহা ফলপ্রদ হয় নাই। ৫১। অনন্তর তাহারা যাহা অর্জ্জন করিয়াছিল, উহার অপকৃষ্টতা তাহাদিগকে স্পর্শ করিয়াছিল; এবং উহাদের মধ্যে যে অত্যাচার করিতেছে, তবে তাহারা যাহা অর্জ্জন করিয়াছে, তাহার অপকৃষ্টতা অচিরেই তাহাদিগের উপর নিপতিত হইবে এবং তাহারা উহা প্রতিরোধ করিতে পারিবে না। ৫২। তবে কি তাহারা অবগত নহে যে, আল্লাহ যাহাকে ইচ্ছা তাহার জন্য

তখন তাহারা বলে যে, আমাদের বিদ্যা, বুদ্ধি জ্ঞান ও যোগ্যতার দ্বারাই আমরা ইহা অর্জ্জন করিয়াছি। ফলতঃ এইরূপে আমি অকৃতজ্ঞ অবিশ্বাসীদিগকে ধন-জন ও সুখ-সম্পদ দান করিয়া পরীক্ষা করিয়া থাকি; কিন্তু তাহারা উহা কিছুমাত্র হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে না।

৫০—৫১। অতঃপর মক্কার অবিশ্বাসীদিগকে লক্ষ করিয়া আল্লাহতা'লা বলিতেছেন যে, ইহাদের পূর্ব্ববর্ত্তী অবিশ্বাসীরাও এইরূপভাবে নিজেদের ধন-জন ও বিদ্যাবুদ্ধির অহঙ্কারে অন্ধ হইয়া আমার প্রেরিত রসুলগণকে অবিশ্বাস ও উপেক্ষা করিয়া তাহাদের প্রতি অত্যাচার করিয়াছিল; কিন্তু তাহাদের সেই দুষ্কার্য্যের পরিণাম তাহাদের জন্য সুফলপ্রদ হয় নাই এবং তাহারা যে অপকার্য্য করিয়াছিল, তাহার অবশ্যম্ভাবী পরিণাম স্বরূপ স্বর্গীয় শাস্তি অবতীর্ণ হইয়া তাহারা সকলেই সমূলে ধ্বংস হইয়া গিয়াছিল। সুতরাং মক্কার অবিশ্বাসীদের মধ্যে যাহারা আমার রসুলের প্রতি অসদ্ব্যবহার ও অত্যাচার করিবে, তাহার প্রতিফল স্বরূপ তাহাদিগকেও সেই দুষ্কার্য্যের জন্য অবশ্যই শাস্তি ভোগ ও লাঞ্ছনা ভোগ করিতে হইবে এবং সেই শাস্তি ও লাঞ্ছনা হইতে তাহারা কিছুতেই পরিত্রাণ পাইবে না। এই পবিত্র আয়তে মক্কার অধিবাসীদিগের অধঃপতন ও পরাজয় সম্বন্ধে যে স্পষ্টতর ভবিষ্যদ্বাণী করা হইয়াছে, তাহা অচিরেই পূর্ণ হইয়া ঐশীবাণী কোরান শরিফের অলৌকিক সত্যতা প্রমাণিত হইয়াছিল।

৫২। অতঃপর আল্লাহতা'লা বলিয়া দিতেছেন যে তিনিই স্বীয় অনুগ্রহে যাহাকে ইচ্ছা পৃথিবীর ধন-জন ও সুখ-সম্পদ প্রদান করেন এবং যাহার নিকট হইতে ইচ্ছা, উহা পরিগ্রহণ

উপজীবিকা প্রশস্ত করেন ও সঙ্কুচিত করিয়া থাকেন; নিশ্চয় ইহাতে বিশ্বাসী সম্প্রদায়ের জন্য নিদর্শনাবলী রহিয়াছে।

وَيَقْدِرُ ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ۝

৬ষ্ঠ রুকু—আল্লাহতা'লার ক্ষমা ও করুণার অভিব্যক্তি

৫৩। তুমি বল—হে আমার সেবকগণ যাহারা স্বীয় জীবনের প্রতি অপচয় করিয়াছ, তাহারা আল্লার অনুগ্রহ হইতে নিরাশ হইও না; নিশ্চয় আল্লাহ সমস্ত অপরাধ ক্ষমা করিবেন, নিশ্চয় তিনি ক্ষমাশীল করুণাময়। ৫৪। এবং তোমরা স্বীয় প্রতিপালকের দিকে প্রত্যাবর্ত্তিত হও এবং তোমাদের নিকট শাস্তি উপনীত হইবার পূর্ব্বেই তাঁহার উদ্দেশ্যে আত্মসমর্পণ কর; অন্যথা তোমরা সাহায্য প্রাপ্ত হইবে না। ৫৫। এবং তোমাদের অজ্ঞাতসারে তোমাদের প্রতি অকস্মাৎ শাস্তি উপনীত হইবার পূর্ব্বেই তোমাদের প্রতিপালক হইতে যাহা তোমাদের প্রতি অবতীর্ণ হইয়াছে সেই উৎকৃষ্টতর বিষয়ের অনুসরণ কর;—৫৬। যেন কেহ না বলে যে, আমার জন্য পরিতাপ। আল্লাহ

٥٣- قُلْ يَٰعِبَادِيَ ٱلَّذِينَ أَسْرَفُوا۟ عَلَىٰٓ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا۟ مِن رَّحْمَةِ ٱللَّهِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ يَغْفِرُ ٱلذُّنُوبَ جَمِيعًا ۚ إِنَّهُۥ هُوَ ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ ۝ ٥٤- وَأَنِيبُوٓا۟ إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا۟ لَهُۥ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ ٱلْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ ۝ ٥٥- وَٱتَّبِعُوٓا۟ أَحْسَنَ مَآ أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ ٱلْعَذَابُ بَغْتَةً وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ ۝ ٥٦- أَن تَقُولَ نَفْسٌ يَٰحَسْرَتَىٰ عَلَىٰ مَا فَرَّطتُ فِي

করিয়া থাকেন। ফলতঃ এই সকল ব্যাপারের মধ্যে আল্লাহতা'লার শক্তি ও মহিমার অত্যুজ্জল নিদর্শনাবলী বিদ্যমান রহিয়াছে।

৫৩—৫৪। এই দুইটি আয়েত আল্লাহতা'লা স্বীয় অনুগ্রহ ও ক্ষমাগুণের অনুপম অভিব্যক্তি প্রকাশ করিয়া হজরত রসুলোল্লাকে বলিতেছেন—হে রসুল, তুমি অবিশ্বাসীদিগকে বলিয়া দাও যে, যাহারা ইতিপূর্ব্বে আমার অবতারিত সত্যে বিশ্বাস না করিয়া স্বীয় জীবনের অনিষ্ট সাধন করিয়াছে, তাহারাও যেন আমার অনুগ্রহ সম্বন্ধে নিরাশ না হয়। তাহারা এখনও সত্যধর্ম্মে বিশ্বাস-স্থাপন করিয়া আমার অনুগ্রহ ও ক্ষমাপ্রার্থী হইলে, আমি তাহাদের পূর্ব্বকৃত সমস্ত অপরাধ ক্ষমা করিয়া দিব। কিন্তু তাহারা স্ব স্ব অপরাধের জন্য আমার প্রতিশ্রুত শাস্তি উপনীত হইবার পূর্ব্বেই যেন সত্যধর্ম্মে আত্মসমর্পন করিয়া ক্ষমাপ্রার্থী হয়, অন্যথা তাহারা কখনই আমার অনুগ্রহ ও ক্ষমা প্রাপ্ত হইবে না।

৫৫—৫৬। এই দুইটি আয়তেও আল্লাহতা'লা পুনরায় বলিয়া দিতেছেন যে, অবিশ্বাসীরা স্ব স্ব কৃতকর্ম্মের জন্য তাহাদের অজ্ঞাতসারে অকস্মাৎ তাহাদের প্রতি শাস্তি উপনীত হইবার

সম্বন্ধে আমি অত্যন্ত অবহেলা করিয়াছি; নিশ্চয় আমি উপহাসকারীদিগের অন্তর্গত ছিলাম। ৫৭। অথবা বলে যে, যদি আল্লাহ আমাকে পথপ্রদর্শন করিতেন, তবে নিশ্চয় আমি সংযমীদিগের অন্তর্গত হইতাম। ৫৮। অথবা যখন শাস্তি অবলোকন করিবে তখন বলিবে যে, যদি আমি পুনঃ-প্রেরিত হইতাম, তবে আমি সৎকর্ম্মশীলগণের অন্তর্গত হইতাম। ৫৯। বরং নিশ্চয় তোমার নিকট আমার নিদর্শনাবলী আসিয়াছিল; কিন্তু তোমরা উহাতে অসত্যারোপ করিয়াছিলে ও অহঙ্কার করিয়াছিলে এবং অবিশ্বাসীদিগের অন্তর্গত হইয়াছিলে। ৬০। এবং যাহারা আল্লার প্রতি অসত্যারোপ করে, তুমি উত্থান-দিবসে তাহাদের আনন-সমূহ কৃষ্ণবর্ণ অবলোকন করিবে; তবে কি অহঙ্কারীদিগের জন্য নরকে স্থান নাই? ৬১। যাহারা স্বীয় কার্য্য-সম্পাদনে সংযমী হয়, আল্লাহ তাহাদিগকে মুক্তি প্রদান করিবেন, অপকৃষ্টতা তাহাদিগকে স্পর্শ করিবে না এবং তাহারা সন্তপ্ত হইবে না।

بِ اللّٰهِ وَاِنْ كُنْتُ لَمِنَ
السّٰخِرِيْنَ ۙ ٥٧- اَوْ تَقُوْلَ لَوْ اَنَّ
اللّٰهَ هَدٰىنِيْ لَكُنْتُ مِنَ الْمُتَّقِيْنَ ۙ
اَوْ تَقُوْلَ حِيْنَ تَرَى الْعَذَابَ
لَوْ اَنَّ لِيْ كَرَّةً فَاَكُوْنَ مِنَ
الْمُحْسِنِيْنَ ○ ٥٩- بَلٰى قَدْ جَآءَتْكَ
اٰيٰتِيْ فَكَذَّبْتَ بِهَا وَاسْتَكْبَرْتَ
وَكُنْتَ مِنَ الْكٰفِرِيْنَ ○ ٦٠- وَيَوْمَ
الْقِيٰمَةِ تَرَى الَّذِيْنَ كَذَبُوْا عَلَى اللّٰهِ
وُجُوْهُهُمْ مُّسْوَدَّةٌ ؕ اَلَيْسَ فِيْ جَهَنَّمَ
مَثْوًى لِّلْمُتَكَبِّرِيْنَ ○ ٦١- وَيُنَجِّى
اللّٰهُ الَّذِيْنَ اتَّقَوْا بِمَفَازَتِهِمْ ۡ
لَا يَمَسُّهُمُ السُّوْٓءُ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ ○

পূর্ব্বেই যেন হজরত রসুলোল্লার প্রতি অবতারিত উৎকৃষ্টতর ধর্ম্মে বিশ্বাস-স্থাপন করে; তাহাদিগকে এই অবাধ্যতা ও দুষ্কার্য্যের জন্য অনন্তকাল অনুতাপ ও শাস্তিভোগ করিতে হইবে।

৫৭—৫৯। এই তিনটি আয়তে অবিশ্বাসীদিগের অন্তিম পরিণাম ও পারলৌকিক অবস্থা বিষয় বিবৃত হইয়াছে। তাহারা যখন ইহলৌকিক ও পারলৌকিক শাস্তি অবলোকন করিবে, তখন অনুতাপ করিয়া বলিবে যে, যদি আল্লাহ আমাদিগকে পার্থিব জীবনে সুপথ প্রদর্শন করিতেন, তবে আমরা কখনই বিপথগামী হইতাম না। তাহারা ইহাও বলিবে যে, আমরা পুনরায় পৃথিবীতে প্রেরিত হইতাম, তবে নিশ্চয় আমরা বিশ্বাসী ও সৎকর্ম্মশীল হইতাম। ইহার উত্তরে তাহাদিগকে বলা হইবে যে নিশ্চয় তোমাদের পার্থিব জীবনে আল্লার নিদর্শন ও সত্য ধর্ম লইয়া আল্লার রসুলগণ তোমাদের নিকট আগমন করিয়াছিলেন; কিন্তু তোমরা অহঙ্কার করিয়া তৎপ্রতি উপেক্ষা ও অসত্যারোপ করিয়াছিলে। সুতরাং এখন তোমাদের অনুতাপ ও আর্ত্তনাদ কোনই সুফল হইবে না।

৬০—৬৩। এই কয়েকটি আয়তে আল্লাহতা'লা হজরত রসুলোল্লাকে বলিতেছেন যে পরকালে অবিশ্বাসীদের মুখমণ্ডল কৃষ্ণবর্ণ হইয়া যাইবে এবং তাহাদিগকে অবশ্যই নরকে গমন করিতে

৬২। আল্লা-ই সমস্ত বিষয়ের স্রষ্টা, এবং তিনিই সমস্ত বিষয়ের প্রতিভূ। ৬৩। নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের কুঞ্জিকা সমূহ তাঁহারই জন্য; এবং যাহারা আল্লার নিদর্শন-সমূহে অবিশ্বাস করে, তাহারাই ক্ষতিগ্রস্ত হইবে।

٦٢- اَللّٰهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ ۙ وَّهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ وَّكِيْلٌ ○ ٦٣- لَهٗ مَقَالِيْدُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ط وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِاٰيٰتِ اللّٰهِ اُولٰٓئِكَ هُمُ الْخٰسِرُوْنَ ع

৭ম রুকু—পারলৌকিক মহাবিচারের প্রসঙ্গ

৬৪। তুমি বল—হে অজ্ঞগণ তবে কি তোমরা আমাকে আল্লাহ ব্যতীত অপরের উপাসনা করিতে আদেশ করিতেছ। ৬৫। এবং নিশ্চয়ই আমি তোমার প্রতি ও তোমার পূর্ব্ববর্ত্তীদিগের প্রতি প্রত্যাদেশ করিয়াছি যে, যদি তুমি অংশী-স্থির কর, তবে তোমার কৃতকর্ম্ম ব্যর্থ হইবে এবং নিশ্চয় তুমি ক্ষতিগ্রস্তদিগের অন্তর্ভুক্ত হইয়া যাইবে। ৬৬। বরং তুমি আল্লারই উপাসনা কর এবং কৃতজ্ঞগণের অন্তর্গত হও।

٦٤- قُلْ اَفَغَيْرَ اللّٰهِ تَاْمُرُوْٓنِّيْٓ اَعْبُدُ اَيُّهَا الْجٰهِلُوْنَ ○ ٦٥- وَلَقَدْ اُوْحِيَ اِلَيْكَ وَاِلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكَ ج لَئِنْ اَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُوْنَنَّ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ ○ ٦٦- بَلِ اللّٰهَ فَاعْبُدْ وَكُنْ مِّنَ

হইবে। পক্ষান্তরে বিশ্বাসী ও সংযমীদিগকে কোনই দুঃখ-অনুতাপ স্পর্শ করিতে পারিবে না; তাহারা পরম সুখে স্বর্গোদ্যানে অবস্থান করিবে। এই সঙ্গে আল্লাহতা'লা ইহাও স্মরণ করাইয়া দিতেছেন যে, তিনিই সমগ্র বিশ্বজগতের একমাত্র স্রষ্টা ও প্রভু এবং তিনি ভিন্ন মানবের আর কোনই উপাস্য বা আশ্রয়স্থল নাই।

৬৪—৬৫। আল্লাহতা'লা হজরত রসুলোল্লাকে বলিতেছেন—অবিশ্বাসী ও অজ্ঞান লোকেরা তোমাকে যে সকল অলীক উপাস্যের উপাসনা করিতে বলিতেছে তুমি কদাচ উহাদের উপাসনা করিও না। কারণ আমি তোমাকে এবং তোমার পূর্ব্ববর্ত্তী রসুলগণকে আদেশ করিয়াছি যে যদি তোমরা আমার অংশী স্থির কর, তবে তোমাদের সমস্ত কৃতকর্ম্ম ব্যর্থ হইয়া যাইবে এবং তোমরা ক্ষতিগ্রস্তদিগের অন্তর্ভুক্ত হইবে। অতএব তুমি অবিশ্বাসীদের কথায় কর্ণপাত অথবা ভ্রূক্ষেপ না করিয়া তোমার একমাত্র মহান প্রভু— আল্লারই উপাসনা কর এবং কৃতজ্ঞগণের অন্তর্ভূক্ত হও।

বলা বাহুল্য, হজরত রসুলোল্লাহ অথবা পূর্ব্ববর্ত্তী নবীগণের পক্ষে অবিশ্বাসীদিগের কথায় অংশীবাদিতায় লিপ্ত হওয়া সম্পূর্ণ অসম্ভব। তথাপি মহান্ আল্লাহতা'লা এতদ্দ্বারা সমগ্র জগদ্বাসীকে সতর্ক করিয়া বলিয়া দিতেছেন যে, অংশীবাদিতা রূপ মহাপাপে লিপ্ত হইলে নবীগণও আল্লার শাস্তি হইতে পরিত্রাণ পাইবেন না। সুতরাং অংশীবাদিতার বিরুদ্ধে ইহা একটী বিশেষ সতর্কবাণী।

৬৬—৬৭। এই দুইটী আয়তের প্রথমেই আল্লাহতা'লা বলিয়া দিতেছেন যে, সর্ব্বশক্তিমান মহিমান্বিত আল্লাহতা'লাকে তাঁহার সম্মানের উপযুক্তরূপে সম্মান করা মানবের সাধ্যাতিত।

الشّٰكِرِيْنَ ٥ ٦٧- وَمَا قَدَرُوا اللّٰهَ
حَقَّ قَدْرِهٖ ۖ وَالْاَرْضُ جَمِيْعًا
قَبْضَتُهٗ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ وَالسَّمٰوٰتُ
مَطْوِيّٰتٌۢ بِيَمِيْنِهٖ ۚ سُبْحٰنَهٗ وَتَعٰلٰى
عَمَّا يُشْرِكُوْنَ ٥ ٦٨- وَنُفِخَ
فِى الصُّوْرِ فَصَعِقَ مَنْ فِى السَّمٰوٰتِ
وَمَنْ فِى الْاَرْضِ اِلَّا مَنْ شَآءَ اللّٰهُ ۖ
ثُمَّ نُفِخَ فِيْهِ اُخْرٰى فَاِذَا هُمْ
قِيَامٌ يَّنْظُرُوْنَ ٥ ٦٩- وَاَشْرَقَتِ
الْاَرْضُ بِنُوْرِ رَبِّهَا وَوُضِعَ الْكِتٰبُ

৬৭। এবং তাহারা আল্লাহকে তদীয় সম্মানের উপযুক্তরূপে সম্মান করে নাই; এবং উত্থান দিবসে সমগ্র ভূমণ্ডল তাঁহার মুষ্টিগত হইবে এবং নভোমণ্ডল তাঁহার দক্ষিণ হস্তে বিজড়িত রহিবে; তিনি পবিত্রতম এবং তাহারা যে অংশী-স্থির করে তিনি তাহা হইতে সমুন্নত।
৬৮। এবং শিঙ্গার ফুৎকার করা হইবে, এবং আল্লাহ যাহাকে ইচ্ছা করেন তদ্ব্যতীত নভোমণ্ডলের অন্তর্গত ও ভূমণ্ডলের অন্তর্গত যাহা আছে—মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িবে; অনন্তর পুনরায় তন্মধ্যে ফুৎকার করা হইবে, তৎপর তখনই তাহারা দণ্ডায়মান হইয়া দেখিতে থাকিবে।
৬৯। এবং ভূমণ্ডল তদীয় প্রতিপালকের জ্যোতি দ্বারা উদ্ভাসিত হইবে এবং সেই গ্রন্থ উপস্থাপিত করা হইবে এবং

সুতরাং জীবজগতের কেহই তাঁহাকে উপযুক্তরূপে সম্মান প্রদর্শন অথবা তাঁহার উপযুক্ত মহিমা কীর্ত্তন করিতে পারেন নাই। অনন্তর আল্লাহতা'লা বলিতেছেন যে, তিনি এরূপ মহান শক্তিশালী যে, মহাবিচার ও পুনরুত্থানের দিন তিনি সমগ্র ভূমণ্ডলকে স্বীয় মুষ্টির মধ্যে গ্রহণ করিবেন এবং সমগ্র নভোমণ্ডলকে তিনি স্বীয় দক্ষিণ হস্তে জড়াইয়া রাখিবে। সুতরাং অবিশ্বাসীরা তাঁহার যে সকল অংশী-উপাস্য স্থির করিয়া থাকে, মহান আল্লাহতা'লার নিকট উহারা অতি তুচ্ছ ও নগণ্য এবং তিনি তাহাদের অলীক কল্পনা হইতে পবিত্র ও সমুন্নত।

এই আয়ত-দ্বয়ের শেষাংশের মর্ম্ম সম্বন্ধে বিভিন্ন মতাবলম্বী তফ্‌সীরকারগণ ভিন্ন ভিন্ন মত প্রকাশ করিয়াছেন। মোতাজেলাগণ 'মুষ্টিগত, ও 'বিজড়িত' অর্থে 'আয়ত্তাধীন 'প্রভাবাচ্ছন্ন' পরিগ্রহণ করিয়াছে। আধুনিক তফসীরকারগণের অনেকে এই মতেরই অনুসরণ করিয়াছেন। কিন্তু সুন্নত জমাতের প্রাচীন তফসীরকারগণ উপরোক্ত শব্দদ্বয়ের কোনরূপ স্পষ্টতরমর্ম্ম ব্যক্ত করেন নাই। কারণ আল্লাহতা'লা হস্ত-পদ ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ হইতে সম্পূর্ণ পবিত্র; তিনি অদ্বিতীয় ও অনুপম; সুতরাং আলোচ্য আয়তের মর্ম্ম মানবের অসম্পূর্ণ জ্ঞান ও ধারণার সম্পূর্ণ অতীত। পক্ষান্তরে পবিত্র হাদিস শরিফেও বর্ণিত হইয়াছে যে, আল্লাহতা'লা পুনরুত্থানের দিন সমগ্র ভূমণ্ডল এক মুষ্টির মধ্যে ধারণ করিবেন এবং সমগ্র নভোমণ্ডল দক্ষিণ হস্তে গ্রহণ করিবেন এবং সেদিন তিনি বলিবেন—"আজ কোথায় গেল পৃথিবীর অহঙ্কারী ও অত্যাচারী লোক সকল এবং কোথায় গেল দুনিয়ার দাম্ভিক ও পরাক্রান্ত রাজন্যবৃন্দ? আজ বিশ্বজগতের সর্ব্বত্র আমারই রাজত্ব সুপ্রতিষ্ঠিত!"—সহি বোখারী ও মোসলেম।

৬৮—৬৯। এই দুইটী আয়তে মহাপ্রলয়, পুনরুত্থান ও বিচার দিবসের অবস্থার আভাস প্রদান করা হইয়াছে। এসরাফিলের শৃঙ্গ-নিনাদে সমগ্র জীবজগৎ অচেতন ও প্রাণহীন হইয়া পুনর্জ্জীবিত হইবার পর মহান আল্লাহতা'লা স্বীয় শক্তি মহিমার জ্যোতি দ্বারা সমগ্র জগৎ

নবীগণকে ও সাক্ষীগণকে উপস্থিত করা হইবে এবং তাহাদের মধ্যে সত্যভাবে সুবিচার করা হইবে এবং তাহারা অত্যাচারিত হইবে না। ৭০। এবং প্রত্যেক ব্যক্তিকে—তাহারা যাহা করিয়াছে তাহার পূর্ণ প্রতিদান প্রদান করা হইবে এবং তাহারা যাহা করিত তিনি তাহা পরিজ্ঞাত আছেন।

وَجِايْٓءَ بِالنَّبِيّٖنَ وَالشُّهَدَآءِ وَقُضِيَ
بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُوْنَ ۝
٧٠- وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ
وَهُوَ اَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُوْنَ ۝ ع

৮ম রুকু—বিশ্বাসী ও অবিশ্বাসীদের অন্তিম পরিণাম

৭১। এবং যাহারা অবিশ্বাস করিয়াছিল—তাহাদিগকে দলে দলে নরকের দিকে বিতাড়িত করা হইবে; এমন কি যখন তাহারা উহার সন্নিকটে আসিবে, তখন উহার দ্বার-সমূহ উন্মুক্ত করা হইবে; এবং উহার প্রহরিগণ তাহাদিগকে বলিবে—তবে কি তোমাদের নিকট তোমাদের মধ্যে হইতে রসুলগণ আগমন করে নাই—যাহারা তোমাদের নিকট তোমাদের প্রতিপালকের নিদর্শন সমূহ পাঠ করিত এবং তোমাদিগকে এই দিবসের সন্দর্শন সম্বন্ধে ভয় প্রদর্শন করিত? তাহারা বলিবে—হাঁ; কিন্তু অবিশ্বাসীদের উপর শাস্তির বাক্য সত্য-সাব্যস্ত হইয়াছে। ৭২। বলা হইবে, তোমরা নরকের দ্বার-সমূহে প্রবেশ করিয়া তন্মধ্যে সর্ব্বদা অবস্থান কর; অতএব অহঙ্কারীদের অবস্থান-স্থল নিকৃষ্টতর।

٧١- وَسِيْقَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اِلٰى
جَهَنَّمَ زُمَرًا ط حَتّٰٓى اِذَا جَآءُوْهَا
فُتِحَتْ اَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَآ
اَلَمْ يَاْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنْكُمْ يَتْلُوْنَ عَلَيْكُمْ
اٰيٰتِ رَبِّكُمْ وَيُنْذِرُوْنَكُمْ لِقَآءَ يَوْمِكُمْ
هٰذَا ط قَالُوْا بَلٰى وَلٰكِنْ حَقَّتْ كَلِمَةُ
الْعَذَابِ عَلَى الْكٰفِرِيْنَ ۝ ٧٢- قِيْلَ
ادْخُلُوْٓا اَبْوَابَ جَهَنَّمَ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ج
فَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِيْنَ ۝

উদ্ভাসিত করিয়া সকলকে মহাবিচারের জন্য আহ্বান করিবেন এবং মানবের কৃতকর্ম্মের প্রমাণ স্বরূপ তাহাদের 'আমলনামা' ও রসুলগণকে সাক্ষী স্বরূপ আহ্বান করিয়া প্রত্যেকের কর্ম্মফল অনুসারে সত্যভাবে সুবিচার করিয়া দিবেন।

৭০। এতদসহ আল্লাহতালা ইহাও বলিতেছেন যে, সেদিন কাহারও প্রতি অন্যায় অত্যাচার অথবা পক্ষপাতিত্ব প্রদর্শন করা হইবে না। প্রতেকেই স্ব স্ব কৃতকর্ম্মানুযায়ী প্রতিদান বা প্রতিফল প্রাপ্ত হইবে।

৭১—৭২। মহাবিচারের দিন অবিশ্বাসীদিগকে দলে দলে নরকের দিকে তাড়াইয়া লইয়া যাওয়া হইবে এবং তাহাদের সমস্ত ওজর-আপত্তি অগ্রাহ্য করিয়া তাহাদিগকে বলা হইবে যে, তোমরা পৃথিবীতে সত্যধর্ম্ম ও পুনরুত্থান সম্বন্ধে আমার রসুলগণের কথা অবিশ্বাস ও অগ্রাহ্য করিয়া যে অমার্জ্জনীয় অপরাধ করিয়াছিলে, তাহার প্রতিফল স্বরূপ আজ তোমরা এই ঘোর শাস্তি ও লাঞ্ছনাপূর্ণ নরকে প্রবেশ কর। তোমাদিগকে সর্ব্বদাই এই নিকৃষ্টতর স্থানে অবস্থান করিতে হইবে।

৭৩। এবং যাহারা স্বীয় প্রতিপালককে ভয় করিত, তাহাদিগকে দলে দলে স্বর্গোদ্যানের দিকে প্রেরণ করা হইবে—এমন কি, যখন তাহারা উহার সন্নিকটে আগমন করিবে তখন উহার দ্বার-সমূহ উন্মুক্ত করা হইবে; এবং উহার প্রহরিগণ তাহাদিগকে বলিবে—তোমাদের প্রতি শান্তি হউক—তোমরা সুখী হও; অনন্তর তোমরা তন্মধ্যে সর্ব্বদা অবস্থান করিবার জন্য প্রবেশ কর। ৭৪। তাহারা বলিবে, আল্লার জন্যই সমস্ত প্রশংসা—যিনি আমাদের প্রতি তদীয় প্রতিশ্রুতি সত্যে পরিণত করিয়াছেন এবং তিনি আমাদিগকে সেই স্থানের উত্তরাধিকারী করিয়াছেন—আমরা স্বর্গোদ্যানের যথা ইচ্ছা অবস্থান করিতে পারি; অতএব কর্ম্মিগণের জন্য ইহাই উত্তম প্রতিদান। ৭৫। এবং তুমি ফেরেশতাগণকে আর্শের চতুর্দ্দিকে পরিবেষ্ঠন করিয়া থাকিতে দেখিবে যে, তাহারা স্বীয় প্রতিপালকের প্রশংসা-সহ পবিত্রতা বর্ণন করিতেছে; এবং তাহাদের মধ্যে সত্যভাবে সুবিচার করা হইবে এবং তখন বলা হইবে যে, বিশ্ব-জগতের প্রতিপালক আল্লার জন্যই সমস্ত প্রশংসা।

٧٣- وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ
إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا ط حَتَّىٰ إِذَا جَآءُوهَا وَ
فُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا
سَلَٰمٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَٰلِدِينَ ۝
٧٤- وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقَنَا
وَعْدَهُ وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ نَتَبَوَّأُ مِنَ
الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَآءُ ج فَنِعْمَ أَجْرُ
الْعَٰمِلِينَ ۝ ٧٥- وَتَرَى الْمَلَٰٓئِكَةَ
حَآفِّينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ
بِحَمْدِ رَبِّهِمْ ج وَقُضِيَ بَيْنَهُم
بِالْحَقِّ وَقِيلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ
الْعَٰلَمِينَ ع

৭৩—৭৪। পক্ষান্তরে এই পৃথিবীতে যাহারা রসুলগণের বাক্য বিশ্বাস করিয়া সত্যধর্ম্মের অনুসরণ করিয়াছে, সেদিন তাহাদিগকেও দলে দলে স্বর্গোদ্যানের দিকে প্রেরণ করা হইবে এবং তথায় স্বর্গোদ্যানের প্রহরিগণ তাহাদিগকে সাদরে আহ্বান করিয়া বলিবে—"তোমাদের উপর আল্লার শান্তি অবতীর্ণ হউক; তোমরা চিরসুখী হও এবং এই মনোরম স্বর্গোদ্যানে প্রবেশ করিয়া তথায় চিরকালের জন্য পরমানন্দে অবস্থান কর।"

অনন্তর বিশ্বাসী ও পুণ্যবান নরনারীগণ অনন্ত সুখ-সম্পদপূর্ণ স্বর্গোদ্যানে প্রবেশ করিয়া আবেগ-ভরে বলিবে—যে করুণাময় মহান্ আল্লাহতা'লা স্বীয় প্রতিশ্রুতি সত্যে পরিণত করিয়া আমাদিগকেই এই অত্যুত্তম প্রতিদান করিয়াছেন, তিনি ধন্য এবং তাঁহারই জন্য সমস্ত প্রশংসা!

অবশেষে আল্লাহতা'লা হজরত রসুলোল্লাকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন—হে রসুল, সেই মহাবিচারের দিন তুমি দেখিবে যে, স্বর্গীয় ফেরেশ্‌তাগণ আল্লার আর্শের চতুর্দ্দিক পরিবেষ্টন করিয়া তাহার মহিমা ও প্রশংসা কীর্ত্তন করিতেছে এবং তথায় তাহারা বলিতে থাকিবে যে, বিশ্বজগতের প্রতিপালক আল্লার জন্যই সমস্ত প্রশংসা। অতএব তোমরা তাঁহারই প্রশংসা কীর্ত্তন কর।—এই মহাবাণী সহ সর্ব্বশক্তিমান আল্লাহতা'লা আলোচ্য সুরার উপসংহার করিয়াছেন।

———

৭৩। এবং যাহারা স্বীয় প্রতিপালককে ভয় করিত, তাহাদিগকে দলে দলে স্বর্গোদ্যানের দিকে প্রেরণ করা হইবে—এমন কি, যখন তাহারা উহার সন্নিকটে আগমন করিবে তখন উহার দ্বার-সমূহ উন্মুক্ত করা হইবে; এবং উহার প্রহরিগণ তাহাদিগকে বলিবে—তোমাদের প্রতি শান্তি হউক—তোমরা সুখী হও; অনন্তর তোমরা তন্মধ্যে সর্ব্বদা অবস্থান করিবার জন্য প্রবেশ কর। ৭৪। তাহারা বলিবে, আল্লার জন্যই সমস্ত প্রশংসা—যিনি আমাদের প্রতি তদীয় প্রতিশ্রুতি সত্যে পরিণত করিয়াছেন এবং তিনি আমাদিগকে সেই স্থানের উত্তরাধিকারী করিয়াছেন—আমরা স্বর্গোদ্যানের যথা ইচ্ছা অবস্থান করিতে পারি; অতএব কর্ম্মিগণের জন্য ইহাই উত্তম প্রতিদান। ৭৫। এবং তুমি ফেরেশতাগণকে আর্শের চতুর্দ্দিকে পরিবেষ্ঠন করিয়া থাকিতে দেখিবে যে, তাহারা স্বীয় প্রতিপালকের প্রশংসা-সহ পবিত্রতা বর্ণন করিতেছে; এবং তাহাদের মধ্যে সত্যভাবে সুবিচার করা হইবে এবং তখন বলা হইবে যে, বিশ্ব-জগতের প্রতিপালক আল্লার জন্যই সমস্ত প্রশংসা।

٧٣- وَسِيْقَ الَّذِيْنَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ
إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا ط حَتّٰى إِذَا جَآءُوْهَا
وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا
سَلٰمٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوْهَا خٰلِدِيْنَ ○
٧٤- وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ صَدَقَنَا
وَعْدَهٗ وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ نَتَبَوَّأُ مِنَ
الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَآءُ ج فَنِعْمَ أَجْرُ
الْعٰمِلِيْنَ ○ ٧٥- وَتَرَى الْمَلٰٓئِكَةَ
حَآفِّيْنَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُوْنَ
بِحَمْدِ رَبِّهِمْ ج وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ
بِالْحَقِّ وَقِيْلَ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ
الْعٰلَمِيْنَ ع

৭৩—৭৪। পক্ষান্তরে এই পৃথিবীতে যাহারা রসুলগণের বাক্য বিশ্বাস করিয়া সত্যধর্ম্মের অনুসরণ করিয়াছে, সেদিন তাহাদিগকেও দলে দলে স্বর্গোদ্যানের দিকে প্রেরণ করা হইবে এবং তথায় স্বর্গোদ্যানের প্রহরিগণ তাহাদিগকে সাদরে আহ্বান করিয়া বলিবে—"তোমাদের উপর আল্লার শান্তি অবতীর্ণ হউক; তোমরা চিরসুখী হও এবং এই মনোরম স্বর্গোদ্যানে প্রবেশ করিয়া তথায় চিরকালের জন্য পরমানন্দে অবস্থান কর।"

অনন্তর বিশ্বাসী ও পুণ্যবান নরনারীগণ অনন্ত সুখ-সম্পদপূর্ণ স্বর্গোদ্যানে প্রবেশ করিয়া আবেগ-ভরে বলিবে—যে করুণাময় মহান্ আল্লাহতা'লা স্বীয় প্রতিশ্রুতি সত্যে পরিণত করিয়া আমাদিগকেই এই অত্যুত্তম প্রতিদান করিয়াছেন, তিনি ধন্য এবং তাঁহারই জন্য সমস্ত প্রশংসা!

অবশেষে আল্লাহতা'লা হজরত রসুলোল্লাকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন—হে রসুল, সেই মহাবিচারের দিন তুমি দেখিবে যে, স্বর্গীয় ফেরেশ্তাগণ আল্লার আর্শের চতুর্দ্দিক পরিবেষ্টন করিয়া তাহার মহিমা ও প্রশংসা কীর্ত্তন করিতেছে এবং তথায় তাহারা বলিতে থাকিবে যে, বিশ্বজগতের প্রতিপালক আল্লার জন্যই সমস্ত প্রশংসা। অতএব তোমরা তাঁহারই প্রশংসা কীর্ত্তন কর।—এই মহাবাণী সহ সর্ব্বশক্তিমান আল্লাহতা'লা আলোচ্য সুরার উপসংহার করিয়াছেন।

৭৩। এবং যাহারা স্বীয় প্রতিপালককে ভয় করিত, তাহাদিগকে দলে দলে স্বর্গোদ্যানের দিকে প্রেরণ করা হইবে—এমন কি, যখন তাহারা উহার সন্নিকটে আগমন করিবে তখন উহার দ্বার-সমূহ উন্মুক্ত করা হইবে; এবং উহার প্রহরিগণ তাহাদিগকে বলিবে—তোমাদের প্রতি শান্তি হউক—তোমরা সুখী হও; অনন্তর তোমরা তন্মধ্যে সর্ব্বদা অবস্থান করিবার জন্য প্রবেশ কর। ৭৪। তাহারা বলিবে, আল্লার জন্যই সমস্ত প্রশংসা—যিনি আমাদের প্রতি তদীয় প্রতিশ্রুতি সত্যে পরিণত করিয়াছেন এবং তিনি আমাদিগকে সেই স্থানের উত্তরাধিকারী করিয়াছেন—আমরা স্বর্গোদ্যানের যথা ইচ্ছা অবস্থান করিতে পারি; অতএব কর্ম্মিগণের জন্য ইহাই উত্তম প্রতিদান। ৭৫। এবং তুমি ফেরেশতাগণকে আর্শের চতুর্দ্দিকে পরিবেষ্টন করিয়া থাকিতে দেখিবে যে, তাহারা স্বীয় প্রতিপালকের প্রশংসা-সহ পবিত্রতা বর্ণন করিতেছে; এবং তাহাদের মধ্যে সত্যভাবে সুবিচার করা হইবে এবং তখন বলা হইবে যে, বিশ্ব-জগতের প্রতিপালক আল্লার জন্যই সমস্ত প্রশংসা।

٧٣- وَسِيْقَ الَّذِيْنَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ
اِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا ط حَتّٰٓى اِذَا جَآءُوْهَا
وَفُتِحَتْ اَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا
سَلٰمٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوْهَا خٰلِدِيْنَ ○
٧٤- وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ صَدَقَنَا
وَعْدَهٗ وَاَوْرَثَنَا الْاَرْضَ نَتَبَوَّاُ مِنَ
الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَآءُ ج فَنِعْمَ اَجْرُ
الْعٰمِلِيْنَ ○ ٧٥- وَتَرَى الْمَلٰٓئِكَةَ
حَآفِّيْنَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُوْنَ
بِحَمْدِ رَبِّهِمْ ج وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ
بِالْحَقِّ وَقِيْلَ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ
الْعٰلَمِيْنَ ع

৭৩—৭৪। পক্ষান্তরে এই পৃথিবীতে যাহারা রসুলগণের বাক্য বিশ্বাস করিয়া সত্যধর্ম্মের অনুসরণ করিয়াছে, সেদিন তাহাদিগকেও দলে দলে স্বর্গোদ্যানের দিকে প্রেরণ করা হইবে এবং তথায় স্বর্গোদ্যানের প্রহরিগণ তাহাদিগকে সাদরে আহ্বান করিয়া বলিবে—"তোমাদের উপর আল্লার শান্তি অবতীর্ণ হউক; তোমরা চিরসুখী হও এবং এই মনোরম স্বর্গোদ্যানে প্রবেশ করিয়া তথায় চিরকালের জন্য পরমানন্দে অবস্থান কর।"

অনন্তর বিশ্বাসী ও পুণ্যবান নরনারীগণ অনন্ত সুখ-সম্পদপূর্ণ স্বর্গোদ্যানে প্রবেশ করিয়া আবেগ-ভরে বলিবে—যে করুণাময় মহান্ আল্লাহতা'লা স্বীয় প্রতিশ্রুতি সত্যে পরিণত করিয়া আমাদিগকেই এই অত্যুত্তম প্রতিদান করিয়াছেন, তিনি ধন্য এবং তাঁহারই জন্য সমস্ত প্রশংসা!

অবশেষে আল্লাহতা'লা হজরত রসুলোল্লাকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন—হে রসুল, সেই মহাবিচারের দিন তুমি দেখিবে যে, স্বর্গীয় ফেরেশ্‌তাগণ আল্লার আর্শের চতুর্দ্দিক পরিবেষ্টন করিয়া তাহার মহিমা ও প্রশংসা কীর্ত্তন করিতেছে এবং তথায় তাহারা বলিতে থাকিবে যে, বিশ্বজগতের প্রতিপালক আল্লার জন্যই সমস্ত প্রশংসা। অতএব তোমরা তাঁহারই প্রশংসা কীর্ত্তন কর।—এই মহাবাণী সহ সর্ব্বশক্তিমান আল্লাহতা'লা আলোচ্য সূরার উপসংহার করিয়াছেন।

———

মক্কায় অবতীর্ণ | ৪০। সূরা মোমেন—المؤمن | ৮৫ আয়ত

সর্ব্বপ্রদাতা করুণাময় আল্লার নামে   بسم الله الرحمن الرحيم

১ম রুকু—আল্লাহতা'লার বিভিন্ন গুণের আভাস

১। হা-মিম ২। মহাপরাক্রান্ত মহাজ্ঞানী আল্লাহ হইতে এই গ্রন্থের   ١- حم ۚ ٢- تَنْزِيلُ الْكِتٰبِ مِنَ اللّٰهِ

মোমেন—বিশ্বাসী। এই সূরার অন্যতম নাম সূরা 'গাফের'। 'গাফের অর্থ ক্ষমাশীল বা মার্জ্জনাকারী। হজরত রসুলোল্লার মক্কা অবস্থানকালে যখন অবিশ্বাসী কোরেশেরা বিশ্বাসী মুসলমানদিগের উপর চরম অত্যাচার আরম্ভ করিয়াছিল, তখন বিশ্বাসী মুসলমানদিগের জন্য অদূরবর্ত্তী মহাবিজয়ের সুসংবাদ সহ অবিশ্বাসীদিগকে সতর্ক করিয়া দিয়া এবং যাহারা সত্যধর্ম্ম গ্রহণপূর্ব্বক ক্ষমাপ্রার্থী হইবে, তাহাদের অপরাধ সমূহ মার্জ্জনা করিবার আশ্বাস প্রদান করিয়া আল্লাহতা'লা এই সূরা অবতীর্ণ করেন। এইজন্যই আলোচ্য সূরা 'মোমেন' ও 'গাফের নামে অভিহিত হইয়াছে।

শানে-নজুল—হজরত এবন-আব্বাস, আকরামা আতা, হাসান ও করতবী প্রমুখ প্রসিদ্ধ রাবিগণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন যে, এই সূরা মক্কা শরীফে অবতীর্ণ হইয়াছিল। কিন্তু কাতাদা প্রমুখ কতিপয় বিদ্বান ইহার দুই তিনটী আয়ত মদিনা শরীফে অবতীর্ণ হইয়াছিল বলিয়া অনুমান করেন। তবে অধিকাংশ সাহাবা ও তাবেয়ীনের মতে 'হা-মিম,-যুক্ত সমস্ত সূরাই মক্কা শরিফে অবতীর্ণ হইয়াছিল। প্রসিদ্ধ তফ্‌সীরকারগণ এই মতই অবলম্বন করিয়াছেন। ফলতঃ হজরত রসুলোল্লার মক্কা অবস্থানকালে যখন অবিশ্বাসী কোরেশেরা বিশ্বাসী মুসলমানদিগের উপর চরম অত্যাচার আরম্ভ করিযাছিল, তখনই যে বিশ্বাসী মুসলমানদিগকে আসন্ন মহাবিজয়ের সুসংবাদ সহ সাহস ও সান্ত্বনা প্রদানপূর্ব্বক অবিশ্বাসী কাফেরদিগকে পুনঃ পুনঃ সতর্ক করিয়া দিয়া এই সূরা অবতীর্ণ হইয়াছিল, তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই।

১। **হা-মিম**—পবিত্র কোরান শরিফের সূরা সমূহের উদ্‌ঘাটিকার অন্যতম দুইটী বিকর্ত্তিত বা বিক্ষিপ্ত বর্ণ। আলোচ্য সূরা হইতে ৪৬শ সূরা পর্য্যন্ত ৭টী সূরা উক্ত 'হা-মিম' বর্ণযোগে আরম্ভ হইয়াছে। এইজন্য এই সাতটীসূরাকে 'জাওয়াতে 'হা-মিম' বা 'হামিম-যুক্ত সূরা বলা হয়। তফসীরকারগণ উক্ত বর্ণদ্বয়ের বহু মর্ম্মার্থ পরিকল্পনা করিয়াছেন। কেহ বলেন—'হা-মিম' আল্লাহতা'লার একটি বিশিষ্ট নাম। কেহ বলেন—উহার মর্ম্ম হামিদ ও মজিদ' অর্থাৎ প্রশংসিত ও মহিমান্বিত; কেহ বলেন—উহার মর্ম্ম 'হাইউল-কাইউম' অর্থাৎ চিরজীবন্ত ও নিত্য-বিরাজমান; আবার কেহ কেহ বলেন যে, উহার মর্ম্ম 'রহমান ও রহিম' অর্থাৎ সর্ব্বপ্রদাতা ও করুণাময় প্রভু।

কোন কোন হাদিসে বর্ণিত হইয়াছে যে, হজরত রসুলোল্লাহ বলিয়াছেন—"হা-মিম" আল্লাহ-তা'লার একটি নাম। তোমরারাত্রিকালে শত্রু দ্বারা আক্রান্ত হইলে 'হা-মিম বলিয়া আহ্বান করিও, শত্রুরা তোমাদের উপর কখনই পরাক্রান্ত হইতে পারিবে না"—অথবা 'হামিমের' শেষাংশের মর্ম্ম এই যে, 'হে আল্লাহ, শত্রুরা যেন আমাদের উপর বিজয়ী হইতে না পারে।' অন্য বর্ণনায় দেখা যায় যে, একদা জনৈক মরুবাসী আরব হজরত রসুলোল্লাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল যে, 'হা-মিম' কি? হজরত বলিয়াছিলেন—'উহা সূরার নাম ও উদ্‌ঘাটিকা। মহাত্মা বায়হাকী

২য় আয়তের তফ্‌সীর পরপৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

অবতারণা ; ৩। যিনি অপরাধ মার্জ্জনা-কারী ও ক্ষমাপ্রার্থনা পরিগ্রহণকারী কঠোর শাস্তিদাতা—অনুগ্রহকারী ; তিনি ব্যতীত কোনই উপাস্য নাই ; তাঁহারই দিকে শেষ প্রত্যাবর্ত্তন। ৪। যাহারা অবিশ্বাস করে—তদ্ব্যতীত কেহই আল্লার নিদর্শনাবলী সম্বন্ধে বিতর্ক করে না ; অতএব উহাদের নগর-সমূহ তোমার গমনাগমন যেন তোমাকে প্রতারিত না করে। ৫। ইহাদের পূর্ব্বে নূহ সম্প্রদায় ও তাহাদের পরবর্ত্তী সম্প্রদায়-সমূহ অসত্যারোপ করিয়াছিল ; এবং প্রত্যেক মণ্ডলী তাহাদের রসুলগণকে ধৃত করিতে

عَزِيْزِ الْعَلِيْمِ ۙ ٣- غَافِرِ الذَّنْۢبِ
وَقَابِلِ التَّوْبِ شَدِيْدِ الْعِقَابِ ۙ
ذِى الطَّوْلِ ط لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ط اِلَيْهِ
الْمَصِيْرُ ○ ٤- مَا يُجَادِلُ فِيْٓ
اٰيٰتِ اللّٰهِ اِلَّا الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فَلَا
يَغْرُرْكَ تَقَلُّبُهُمْ فِى الْبِلَادِ ○
٥- كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوْحٍ وَّالْاَحْزَابُ
مِنْۢ بَعْدِهِمْ ص وَهَمَّتْ كُلُّ اُمَّةٍ

বর্ণনা করিয়াছেন যে, হজরত রসুলোল্লাহ বলিয়াছেন,—"কোরান শরিফে সপ্ত 'হা-মিম" আছে এ[বং] নরকের দ্বারও সাতটী। মহাবিচার দিবসে নরকের প্রত্যেক দ্বা-শীর্ষে এক একটী 'হা-মিম' সূ[রা] লিখিত থাকিবে এবং উক্ত সুরা আল্লাহতা'লার নিকট অনুরোধ করিবে যে, হে আল্লাহ, [যে] আমাকে পাঠ করিয়াছে এবং আমাকে বিশ্বাস-স্থাপন করিয়াছে, তুমি তাহাকে এই দ্বার দিয়া নর[কে] প্রবিষ্ট করিও না।"—এবনল-আসির, মাগনী, তাজ-উল-উরুস, আহসান-উৎ-তাফসীর, আবু-হাইয়ান-বহরুল-মহীত, হক্কানী ও মঃ আঃ দ্রষ্টব্য।

২। এই আয়তের প্রথমেই আল্লাহতা'লা বলিয়া দিতেছেন যে, মহাপরাক্রান্ত ও মহাজ্ঞা[নী] আল্লাহতা'লাই এই পবিত্র গ্রন্থ কোরান শরিফ অবতীর্ণ করিয়াছেন। মানবের সীমাবদ্ধ জ্ঞান [ও] সঙ্কীর্ণ শক্তি দ্বারা এইরূপ অনন্ত জ্ঞান ও বহু তথ্যপূর্ণ অলৌকিক ধর্ম্মগ্রন্থের অবতারণা ক[রা] সম্ভবপর নয়।

৩। এই পবিত্র আয়তে আল্লাহতা'লার কয়েকটী বিশিষ্ট গুণের উল্লেখ করা হইয়া[ছে]। তিনি যেরূপ মার্জ্জনাকারী, ক্ষমাপ্রার্থনা পরিগ্রহণকারী এবং জীবজগতের প্রতি অনুগ্রহকারী—সেইরূপ অবিশ্বাসী ও অপরাধীদের প্রতি অত্যন্ত কঠোর শাস্তিদাতা। সুতরাং তাঁহার অ[সীম] করুণা ও অনুপম ক্ষমাগুণের প্রতি নির্ভর করিয়া অবিরত অন্যায়-অত্যাচারে লিপ্ত হই[লে] এবং তজ্জন্য যথাসময়ে যথারীতি অনুতাপ ও ক্ষমাপ্রার্থনা না করিলে, ঐ অত্যাচারের জ[ন্য] অপরাধীকে অবশ্যই অতি কঠোর শাস্তি ভোগ করিতে হইবে। কারণ দুষ্টের দমন এবং শিষ্টে[র] পালনই তাঁহার সুবিচার ও ন্যায়পরায়ণতা প্রভৃতি অনুপম গুণের বিকাশ হইয়া থাকে। সুতরা[ং] তিনি স্বভাবতঃ করুণাময় এবং ক্ষমাশীল হইলেও অন্যায়-অত্যাচারীকে উপযুক্ত শাস্তি দিতে কিছুমা[ত্র] কুণ্ঠিত হইবেন না।

৪। আল্লাহতা'লা বলিতেছেন—হে রসুল, অবিশ্বাসী সম্প্রদায় ব্যতীত প্রত্যাদেশ ও সত্যধ[র্ম্ম] লইয়া আর কেহই অযথা তর্ক-বিতর্ক করে না। অতএব তাহাদের বৃথা বিতর্কে তুমি কিছুমা[ত্র] বিচলিত হইও না।

৫—৬। আরবের অবিশ্বাসীদিগের পূর্ব্বে হজরত নূহ নবীর সম্প্রদায় এবং তাহাদের পরে অন্যা[ন্য] অবিশ্বাসী সম্প্রদায় সমূহও এইরূপ ভাবে সত্যধর্ম্ম এবং আমার রসুলগণের প্রতি অসত্যারো[প]

সঙ্কল্প করিয়াছিল এবং তাহারা অসত্য
সহ বিতর্ক করিত—যেন তাহারা
সত্যকে ব্যর্থ করিতে পারে; অতঃপর
আমি উহাদিগকে ধৃত করিয়াছিলাম,
তখন আমার শাস্তি কিরূপ হইয়াছিল!
৬। এবং এইরূপে অবিশ্বাসকারীদের
উপর তোমার প্রতিপালকের বাক্য সত্য
হইয়াছিল যে, উহারাই নরকাগ্নির
অধিবাসী। ৭। বরং যাহারা আর্শ
ধারণ করিয়াছে এবং যাহারা উহার
চতুর্দ্দিকে রহিয়াছে, তাহারা স্বীয় প্রতি-
পালকের প্রশংসা-সহ পবিত্রতা বর্ণন
করিতেছে এবং তাহারা তাহাকে বিশ্বাসও
করিয়া থাকে, এবং তাহারা অবিশ্বাসস্থাপন-
কারিগণের জন্য ক্ষমা-প্রার্থনা করে যে,
হে আমাদের প্রতিপালক, প্রত্যেক বিষয়
তোমার অনুগ্রহ ও জ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত
রহিয়াছে; অতএব যাহারা ক্ষমা-প্রার্থনা
করিয়াছে ও তোমার সুপথের অনুসরণ
করিতেছে, তাহাদিগকে মার্জ্জনা কর এবং
তাহাদিগকে নরকের শাস্তি হইতে রক্ষা
কর। ৮। হে আমাদের প্রতিপালক,
এবং তুমি তাহাদিগকে সেই চিরস্থায়ী
স্বর্গোদ্যানে প্রবিষ্ট কর—যদ্বিষয়ে তুমি
তাহাদিগকে প্রতিশ্রুতি দান করিয়াছিলে;
এবং তাহাদের পিতৃপুরুষ ও তাহাদের

بِرَسُولِهِمْ لِيَأْخُذُوهُ وَجَادَلُوا
بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ
فَأَخَذْتُهُمْ ۖ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ ○
٦- وَكَذَٰلِكَ حَقَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ
عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ أَصْحَابُ
النَّارِ ○ ٧- الَّذِينَ يَحْمِلُونَ
الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ
رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ
لِلَّذِينَ آمَنُوا ۚ رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ
شَيْءٍ رَحْمَةً وَعِلْمًا فَاغْفِرْ لِلَّذِينَ
تَابُوا وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ وَقِهِمْ
عَذَابَ الْجَحِيمِ ○ ٨- رَبَّنَا
وَأَدْخِلْهُمْ جَنَّاتِ عَدْنٍ الَّتِي
وَعَدْتَهُمْ وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ

করিয়াছিল এবং ঐ সকল সম্প্রদায়ও তাহাদের রসুলগণকে নির্য্যাতন ও নিহত করিতে চেষ্টিত হইয়াছিল; কিন্তু তাহাদের এই ধৃষ্টতার জন্য আমি তাহাদিকে অতি কঠোর শাস্তি প্রদান করিয়াছিলাম। সুতরাং আরবের অবিশ্বাসীরা সংযত ও সতর্ক হইয়া সত্যধর্ম্ম গ্রহণ না করিলে এবং আমার প্রিয় রসুলের বিরুদ্ধাচরণ করা হইতে নিরস্ত না হইলে তাহাদিগকেও ঐ সকল অবিশ্বাসী সম্প্রদায়ের ন্যায় শাস্তি ভোগ করিয়া নরকানলের অধিবাসী হইতে হইবে।

৭—৯। এই কয়েকটী আয়তে আল্লাহতা'লা বিভিন্ন শ্রেণীর ফেরেশ্‌তাগণের বিষয় বর্ণনা করিতেছেন। আয়ত সমূহের মর্ম্ম এই যে, যে সকল ফেরেশ্‌তা আল্লাহতা'লার 'আর্শ' বা অলৌকিক মহিমার সিংহাসন ধারণ করিয়া আছে এবং যাহারা উহার আশেপাশে—অনন্ত আকাশে অবস্থান করিতেছে, তাহারা আল্লাহতা'লাকে না দেখিয়াও তৎপ্রতি বিশ্বাসস্থাপন করিয়া তাঁহার অনুপম মহিমা ও প্রশংসা ও কীর্ত্তন করিতেছে এবং তাহারা বিশ্বাসী মানবগণের জন্য এবং তাহাদের পুণ্যবান পূর্ব্বপুরুষ, গুণশীলা পত্নী ও সদাচারী সন্তানগণের জন্য অহোর্নিশি ক্ষমা-প্রার্থনা ও কল্যাণ কামনা

সহধর্ম্মিণীগণ ও তাহাদের সন্তানগণের মধ্যে যাহারা সদ্ব্যবহার করিয়াছে তাহাদিগকেও; নিশ্চয় তুমি মহাপরাক্রান্ত বিজ্ঞানময়। ৯। এবং তুমি তাহাদিগকে অপকৃষ্টতা হইতে রক্ষা কর, এবং তুমি যাহাকে সেই দিবস অপকৃষ্টতা হইতে রক্ষা করিবে, ফলতঃ নিশ্চয় তুমি তাহাকে অনুগৃহীত করিবে; এবং ইহাই সেই মহান সফলতা।

وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ ۚ إِنَّكَ أَنْتَ
الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ۝ ٩- وَقِهِمُ
السَّيِّئَاتِ ۚ وَمَنْ تَقِ السَّيِّئَاتِ
يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمْتَهُ ۚ وَذَٰلِكَ
هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ۝

২য় রুকু—অবিশ্বাসীদের পারলৌকিক জীবনের ব্যর্থতা

১০। নিশ্চয় যাহারা অবিশ্বাস করিয়াছে তাহাদিগকে উচ্চৈঃস্বরে বলা হইবে যে, তোমাদের প্রতি তোমাদের অসন্তুষ্টি অপেক্ষা আল্লার অসন্তুষ্টি বৃহত্তর; যখন তোমাদিগকে বিশ্বাসের দিকে আহ্বান করা হইত তখন তোমরা অবিশ্বাস করিতে। ১১। তাহারা বলিবে—হে আমাদের প্রতিপালক, তুমি আমাদিগকে দুইবার মৃত্যু দান করিয়াছিলে এবং দুইবার আমাদিগকে সঞ্জীবিত করিয়াছ; অতএব আমরা স্ব স্ব অপরাধ সমূহ স্বীকার করিতেছি; অতঃপর বহির্গত হইবার কোন পথ আছে কি? ১২। ইহা এই হেতু যে, যখন তোমাদিগকে অদ্বিতীয় আল্লার দিকে আহ্বান করা

١٠- إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنَادَوْنَ
لَمَقْتُ اللَّهِ أَكْبَرُ مِنْ مَقْتِكُمْ أَنْفُسَكُمْ
إِذْ تُدْعَوْنَ إِلَى الْإِيمَانِ فَتَكْفُرُونَ ۝
١١- قَالُوا رَبَّنَا أَمَتَّنَا اثْنَتَيْنِ
وَأَحْيَيْتَنَا اثْنَتَيْنِ فَاعْتَرَفْنَا بِذُنُوبِنَا
فَهَلْ إِلَىٰ خُرُوجٍ مِنْ سَبِيلٍ ۝
١٢- ذَٰلِكُمْ بِأَنَّهُ إِذَا دُعِيَ اللَّهُ وَحْدَهُ

করিতেছে। আলোচ্য আয়ত সমূহের ইঙ্গিত এই যে, স্বর্গবাসী নিষ্পাপ ফেরেশ্তাগণের দৃষ্টান্তে মানবগণের পক্ষে লজ্জিত হইয়া আল্লাহতা'লার অবতারিত সত্যধর্ম্মে বিশ্বাসস্থাপন করা এ তাঁহার উপাসনা ও আরাধনা করিয়া করুণা ও ক্ষমাপ্রার্থী হওয়া একান্ত কর্ত্তব্য।

১০। পরলোকে মহাবিচারের দিন অবিশ্বাসীদিগকে বলা হইবে যে, পৃথিবীতে তোমরা আল্লা প্রেরিত রসুলগণকে অবিশ্বাস করিয়া তাঁহাদের প্রচারিত সত্যধর্ম্মে অসন্তুষ্ট ও উপেক্ষা প্রদর্শ করিয়াছিলে; কিন্তু তোমাদের অসন্তুষ্টি অপেক্ষা আল্লার অসন্তুষ্টি অতীব গুরুতর! সুতরাং আ কে তোমাদিগকে রক্ষা করিবে?

১১—১২। তখন অবিশ্বাসীরা অনুতাপে আতঙ্কিত হইয়া বলিবে—হে মহিমান্বিত আল্লা তুমি স্বীয় স্বনুগ্রহে আমাদিগকে দুইবার মৃত্যুদান করিয়া দুইবার সঞ্জীবিত করিয়াছ অর্থা প্রথমতঃ তুমি আমাদের অনস্তিত্ব রূপ মহামৃত্যু হইতে মাতৃগর্ভে আত্ম-সংযোগে পার্থিব জীবন দান করিয়াছ; তৎপর পার্থিব মৃত্যুর পর পুনরায় পারলৌকিক জীবনে সঞ্জীবিত করিয়াছ আজ আমরা তোমার নিকট সকলেই স্ব স্ব অপরাধ স্বীকার করিতেছি; কিন্তু আমাদের মুক্তি

وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيّٰتِهِمْ ۚ إِنَّكَ أَنْتَ
الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ۝ ٧- وَقِهِمُ
السَّيِّاٰتِ ۚ وَمَنْ تَقِ السَّيِّاٰتِ
يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمْتَهٗ ۚ وَذٰلِكَ
هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ۝

সহধর্ম্মিণীগণ ও তাহাদের সন্তানগণের মধ্যে যাহারা সদ্ব্যবহার করিয়াছে তাহাদিগকেও; নিশ্চয় তুমি মহাপরাক্রান্ত বিজ্ঞানময়। ৯। এবং তুমি তাহাদিগকে অপকৃষ্টতা হইতে রক্ষা কর, এবং তুমি যাহাকে সেই দিবস অপকৃষ্টতা হইতে রক্ষা করিবে, ফলতঃ নিশ্চয় তুমি তাহাকে অনুগৃহীত করিবে; এবং ইহাই সেই মহান সফলতা।

২য় রুকু—অবিশ্বাসীদের পারলৌকিক জীবনের ব্যর্থতা

١٠- اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا يُنَادَوْنَ
لَمَقْتُ اللّٰهِ اَكْبَرُ مِنْ مَّقْتِكُمْ اَنْفُسَكُمْ
اِذْ تُدْعَوْنَ اِلَى الْاِيْمَانِ فَتَكْفُرُوْنَ ۝
١١- قَالُوْا رَبَّنَآ اَمَتَّنَا اثْنَتَيْنِ
وَاَحْيَيْتَنَا اثْنَتَيْنِ فَاعْتَرَفْنَا بِذُنُوْبِنَا
فَهَلْ اِلٰى خُرُوْجٍ مِّنْ سَبِيْلٍ ۝
١٢- ذٰلِكُمْ بِاَنَّهٗٓ اِذَا دُعِيَ اللّٰهُ وَحْدَهٗ

১০। নিশ্চয় যাহারা অবিশ্বাস করিয়াছে তাহাদিগকে উচ্চৈঃস্বরে বলা হইবে যে, তোমাদের প্রতি তোমাদের অসন্তুষ্টি অপেক্ষা আল্লার অসন্তুষ্টি বৃহত্তর; যখন তোমাদিগকে বিশ্বাসের দিকে আহ্বান করা হইত তখন তোমরা অবিশ্বাস করিতে। ১১। তাহারা বলিবে—হে আমাদের প্রতিপালক, তুমি আমাদিগকে দুইবার মৃত্যু দান করিয়াছিলে এবং দুইবার আমাদিগকে সঞ্জীবিত করিয়াছ; অতএব আমরা স্ব স্ব অপরাধ সমূহ স্বীকার করিতেছি; অতঃপর বহির্গত হইবার কোন পথ আছে কি? ১২। ইহা এই হেতু যে, যখন তোমাদিগকে অদ্বিতীয় আল্লার দিকে আহ্বান করা

করিতেছে। আলোচ্য আয়ত সমূহের ইঙ্গিত এই যে, স্বর্গবাসী নিষ্পাপ ফেরেশ্‌তাগণের এই দৃষ্টান্তে মানবগণের পক্ষে লজ্জিত হইয়া আল্লাহতা'লার অবতারিত সত্যধর্ম্মে বিশ্বাসস্থাপন করা এবং তাঁহার উপাসনা ও আরাধনা করিয়া করুণা ও ক্ষমাপ্রার্থী হওয়া একান্ত কর্ত্তব্য।

১০। পরলোকে মহাবিচারের দিন অবিশ্বাসীদিগকে বলা হইবে যে, পৃথিবীতে তোমরা আল্লার প্রেরিত রসুলগণকে অবিশ্বাস করিয়া তাঁহাদের প্রচারিত সত্যধর্ম্মে অসন্তুষ্ট ও উপেক্ষা প্রদর্শন করিয়াছিলে; কিন্তু তোমাদের অসন্তুষ্টি অপেক্ষা আল্লার অসন্তুষ্টি অতীব গুরুতর! সুতরাং আজ কে তোমাদিগকে রক্ষা করিবে?

১১—১২। তখন অবিশ্বাসীরা অনুতাপে আতঙ্কিত হইয়া বলিবে—হে মহিমান্বিত আল্লাহ, তুমি স্বীয় স্বনুগ্রহে আমাদিগকে দুইবার মৃত্যুদান করিয়া দুইবার সঞ্জীবিত করিয়াছ অর্থাৎ প্রথমতঃ তুমি আমাদের অনস্তিত্ব রূপ মহামৃত্যু হইতে মাতৃগর্ভে আত্ম-সংযোগে পার্থিব জীবন দান করিয়াছ; তৎপর পার্থিব মৃত্যুর পর পুনরায় পারলৌকিক জীবনে সঞ্জীবিত করিয়াছ। আজ আমরা তোমার নিকট সকলেই স্ব স্ব অপরাধ স্বীকার করিতেছি; কিন্তু আমাদের মুক্তি

كَفَرْتُمْ ج وَاِنْ يُّشْرَكْ بِهٖ تُؤْمِنُوْا ط
فَالْحُكْمُ لِلّٰهِ الْعَلِيِّ الْكَبِيْرِ ۝
١٣- هُوَ الَّذِيْ يُرِيْكُمْ اٰيٰتِهٖ وَيُنَزِّلُ
لَكُمْ مِّنَ السَّمَآءِ رِزْقًا ط وَمَا يَتَذَكَّرُ
اِلَّا مَنْ يُّنِيْبُ ۝ ١٤- فَادْعُوا اللّٰهَ
مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ وَلَوْ كَرِهَ
الْكٰفِرُوْنَ ۝ ١٥- رَفِيْعُ الدَّرَجٰتِ
ذُو الْعَرْشِ ج يُلْقِى الرُّوْحَ مِنْ اَمْرِهٖ
عَلٰى مَنْ يَّشَآءُ مِنْ عِبَادِهٖ لِيُنْذِرَ يَوْمَ
التَّلَاقِ ج ١٦- يَوْمَ هُمْ بٰرِزُوْنَ ۝
لَا يَخْفٰى عَلَى اللّٰهِ مِنْهُمْ شَيْءٌ ط
لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ ط لِلّٰهِ الْوَاحِدِ

হইত, তখন তোমরা অবিশ্বাস করিতে; এবং যদি তাঁহার সহিত অংশী স্থির করা হইত, তখন তোমরা বিশ্বাস করিতে; অতএব আদেশ আল্লারই জন্য—যিনি সমুন্নত মহীয়ান। ১৩। তিনিই তোমা-দিগকে স্বীয় নিদর্শনাবলী প্রদর্শন করেন এবং আকাশ হইতে তোমাদের জন্য উপজীবিকা অবতরণ করিয়া থাকেন; এবং প্রত্যাবর্ত্তনকারী ব্যতীত কেহই ইহা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবে না। ১৪। অতএব আল্লাহকে তাঁহার আরাধনার জন্য বিশুদ্ধ-ভাবে আহ্বান কর—যদিও অবিশ্বাসীরা অসন্তুষ্ট হয়। ১৫। মহান্ মর্য্যাদা-সম্পন্ন আর্শের অধিপতি তিনি তাঁহার সেবকগণের মধ্যে যাহাকে ইচ্ছা স্বীয় আদেশে জীবনীশক্তি প্রক্ষেপ করেন—যে সে সন্দর্শন দিবস সম্বন্ধে ভয়প্রদর্শন করে। ১৬। যেদিন তাহারা প্রকাশিত হইবে, আল্লার নিকট তাহাদের সম্বন্ধে কোন বিষয়ই অপ্রকাশিত থাকিবে না; সেদিন কাহারও আধিপত্য?—একমাত্র

এবং উদ্ধারের কোন উপায় আছে কি? তখন আল্লাহতা'লা বলিবেন যে, পার্থিব জীবনের অবিশ্বাস ও অংশীবাদিতার জন্যই আজ তোমাদিগকে শাস্তি ও লাঞ্ছনা ভোগ করিতে হইবে। আজ আমি সকলের প্রতি সমভাবে সুবিচার করিব। কাহারও কোনরূপ অজুহাতেই আজ আমার আদেশ অথবা সুবিচারের অন্যথা হইবে না।

১৩—১৫। অনন্ত আল্লাহতা'লা বলিতেছেন যে, তিনিই আকাশ হইতে তোমাদের জন্য উপজীবিকার উপকরণ অবতীর্ণ করিয়া তোমাদিগকে তাঁহার অনন্ত অনুগ্রহের নিদর্শনাবলী প্রদর্শন করেন। কিন্তু চিন্তাশীল, বিশ্বাসী ও বুদ্ধিমান ব্যতীত কেহ উহার মর্ম্ম হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে না। অতএব হে রসুল, অবিশ্বাসীরা তোমার প্রতি অসন্তুষ্ট হইয়া যাহাই বলুক না কেন, তুমি বিশ্বাসীদিগের সহিত বিশুদ্ধভাবে তোমার মহান্ প্রতিপালক প্রভুর উপাসনা কর। তিনিই মহান্ মর্য্যাদা সম্পন্ন অলৌকিক 'আর্শের' অধিপতি। তিনিই মানব জাতিকে সেই মহাবিচার দিবসের সন্দর্শন সম্বন্ধে ভয়-প্রদর্শন করিবার জন্য স্বীয় সেবকগণের মধ্যে যাঁহাকে ইচ্ছা স্বীয় অনুগ্রহে অভিষিক্ত করিয়া নবী ও রসুল রূপে মনোনীত করেন এবং তৎপ্রতি 'রূহ' অর্থাৎ সঞ্জীবনী শক্তিপূর্ণ স্বর্গীয় প্রত্যাদেশ অবতারণ করিয়া থাকেন।

১৬। মহাবিচারের দিন বিশ্বজগতের সর্ব্বত্র একমাত্র সর্ব্বদমী আল্লাহতা'লারই আধিপত্য সুপ্রতিষ্ঠিত হইবে এবং সেদিন কোন বিষয়ই তাঁহার নিকট লুক্কায়িত হইতে পারিবে না।

الْقَهَّارِ ۝ الْيَوْمَ تُجْزَىٰ كُلُّ
نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ لَا ظُلْمَ الْيَوْمَ ط
إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ ۝ ١٨- وَ
أَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْآزِفَةِ إِذِ الْقُلُوبُ لَدَى
الْحَنَاجِرِ كَاظِمِينَ ۝ مَا لِلظَّالِمِينَ
مِنْ حَمِيمٍ وَلَا شَفِيعٍ يُطَاعُ ۝
١٩- يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا
تُخْفِي الصُّدُورُ ۝ ٢٠- وَاللَّهُ
يَقْضِي بِالْحَقِّ ط وَالَّذِينَ يَدْعُونَ

সর্ব্বদমী আল্লার। ১৭। সেদিন তাহারা যাহা অর্জ্জন করিয়াছে, তাহাদের প্রত্যেককেই উহার প্রতিফল দান করা হইবে—সেদিন অত্যাচার হইবে না; নিশ্চয় আল্লাহ হিসাব-গ্রহণে সত্বর। ১৮। এবং তুমি তাহাদিগকে সেই আসন্ন দিবসের ভয়-প্রদর্শন কর—যখন অন্তরাত্মা-সমূহ মর্ম্মদাহে কণ্ঠের সন্নিকট-বর্ত্তী হইবে;—তখন অত্যাচারীদিগের জন্যই কোনই সংরক্ষক অথবা গ্রহণযোগ্য অনুরোধকারী হইবে না। ১৯। যিনি তাহাদের নয়নের অনিষ্টকারিতা ও অন্তরের গুপ্ত বিষয়-সমূহ পরিজ্ঞাত আছেন। ২০। এবং আল্লাহ সত্যভাবে সুবিচার করেন এবং যাহারা তাঁহার

১৭। এবং সেদিন প্রত্যেকেই স্ব স্ব কৃতকর্ম্মানুযায়ী প্রতিদান বা প্রতিফল প্রাপ্ত হইবে এবং কাহারও প্রতি কোনরূপ পক্ষপাতিত্ব বা অন্যায়-অত্যাচার অনুষ্ঠিত হইবে না।

১৮। অনন্তর আল্লাহতা'লা হজরত রসুলোল্লাকে আদেশ করিতেছেন—হে রসুল, তুমি মানবদিগকে সেই আসন্ন মহা-বিচার দিবসের ভয়-প্রদর্শন কর। সেদিন প্রত্যেকের আত্মা অনুতাপ, আতঙ্ক ও মর্ম্মদাহে কণ্ঠের সন্নিকটবর্ত্তী হইবে এবং অবিশ্বাসী ও অত্যাচারীরা সেদিন তাহাদের জন্য কোন সংরক্ষক অথবা অনুরোধকারী প্রাপ্ত হইবে না।

কোন কোন সম্প্রদায় উপরোক্ত আয়তের স্থূল মর্ম্ম গ্রহণ করিয়া বলেন যে, অত্যাচারী ও অনাচারী ব্যক্তিরা বিশ্বাসীই হউক অথবা অবিশ্বাসী, সেদিন তাহাদের কাহারও জন্য কোনরূপ অনুরোধ গৃহীত হইবে না। কিন্তু সুন্নত অল্-জামাতের ওলামাগণের অভিমত এই যে, পবিত্র কোরান শরিফে সাধারণতঃ অবিশ্বাসী ও অংশীবাদী কাফেরদিগকেই অত্যাচারী বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। সুতরাং পরলোকে তাহাদের জন্য কোন অনুরোধ পরিগৃহীত হইবে না এবং তাহাদের কল্পিত উপাস্যগণ সেদিন তাহাদিগকে রক্ষা করিতে অথবা তাহাদের জন্য কোনরূপ সাহায্য বা অনুরোধ করিতেও সমর্থ হইবে না। পক্ষান্তরে বিশ্বাসী মুসলমানগণ অংশীবাদিতা ও পৌত্তলিকতা প্রভৃতি গুরুতর মহাপাপ ব্যতীত অন্যান্য অপরাধে অপরাধী হইলেও তাহাদের জন্য অনুরোধ পরিগৃহীত হইবে।—তঃ হক্কানী।

১৯—২০। এই দুইটি আয়তে সর্ব্বশক্তিমান আল্লাহতা'লা আরও দৃঢ়তার সহিত ঘোষণা করিতেছেন যে, তিনি এরূপ মহান্ সুবিচারক এবং সেদিন তিনি এরূপ নিরপেক্ষ ও সুক্ষ্ম-বিচার করিবেন যে, অপরাধকারীরা তাহাদের নয়ন ও মনের পাপ অর্থাৎ চক্ষুর-কুদৃষ্টি কু-ইঙ্গিত ও কুদৃশ্য দর্শন, অন্তরের অনিষ্টকর পরিকল্পনা ও পাপ-প্রবৃত্তি এবং প্রত্যেক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের অবৈধ আচরণের জন্য দায়ী হইয়া শাস্তিভোগ করিতে বাধ্য হইবে। কারণ তিনি প্রত্যেক মানবের চোখের দৃষ্টি ও

مِنْ دُوْنِهٖ لَا يَقْضُوْنَ بِشَيْءٍ ؕ اِنَّ
اللّٰهَ هُوَ السَّمِيْعُ الْبَصِيْرُ ع

পরিবর্ত্তে অন্যকে আহ্বান করে, তাহারা কোন বিষয়েই মীমাংসা করিতে পারিবে না; নিশ্চয় আল্লাহ শ্রবণকারী পরিদর্শক।

৩য় রুকু—কোরেশদিগের প্রতি সতর্কবাণী

٢١- اَوَلَمْ يَسِيْرُوْا فِي الْاَرْضِ
فَيَنْظُرُوْا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِيْنَ
كَانُوْا مِنْ قَبْلِهِمْ ؕ كَانُوْا هُمْ اَشَدَّ
مِنْهُمْ قُوَّةً وَّاٰثَارًا فِي الْاَرْضِ فَاَخَذَ
هُمُ اللّٰهُ بِذُنُوْبِهِمْ ؕ وَمَا كَانَ لَهُمْ
مِّنَ اللّٰهِ مِنْ وَّاقٍ ۝ ٢٢- ذٰلِكَ
بِاَنَّهُمْ كَانَتْ تَّاْتِيْهِمْ رُسُلُهُمْ
بِالْبَيِّنٰتِ فَكَفَرُوْا فَاَخَذَهُمُ اللّٰهُ ؕ
اِنَّهٗ قَوِيٌّ شَدِيْدُ الْعِقَابِ ۝ ٢٣- وَ

২১। তবে কি তাহারা পৃথিবীতে পরিভ্রমণ করিয়া দেখে নাই যে তাহাদের পূর্ব্ববর্ত্তীদিগের পরিণাম কিরূপ হইয়াছিল? তাহারা ইহাদের অপেক্ষা শক্তি এবং পার্থিব কীর্ত্তিচিহ্ন-সমূহ বৃহত্তর ছিল; অনন্তর আল্লাহ তাহাদিগকে তাহাদের অপরাধ সমূহের জন্য ধৃত করিয়াছিলেন; এবং আল্লাহ হইতে তাহাদের জন্য কোনই সংরক্ষক ছিল না। ২২। ইহা এই জন্য যে, তাহদের নিকট তাহাদের রসুলগণ প্রকাশ্য নিদর্শনাবলী-সহ আগমন করিয়াছিল, কিন্তু তাহারা অবিশ্বাস করিয়াছিল, তজ্জন্য আল্লাহ তাহাদিগকে ধৃত করিয়াছিলেন; নিশ্চয় তিনি শক্তিশালী কঠোর শাস্তিদাতা। ২৩। এবং

মনের কথা প্রভৃতি গুপ্ত ও ব্যক্ত সমস্ত বিষয় সম্যকরূপের পরিজ্ঞাত আছেন। সর্ব্বজ্ঞ সক্তিমান আল্লাহতা'লা ব্যতীত এরূপ সর্ব্বভেদী সূক্ষ্মদৃষ্টি ও সূক্ষ্মতর বিচার-শক্তি আর কাহারও নাই।

২১—২২। **আসার**—'আসর' শব্দের বহুবচন; উহার অর্থ চিহ্ন। আসর শব্দের অন্য অর্থ স্মৃতিচিহ্ন অথবা কীর্ত্তিস্তম্ভ। কিন্তু এস্থলে 'আসর' শব্দ দ্বারা প্রাচীন জাতিদিগের নির্ম্মিত সুবৃহৎ প্রাসাদ ও দুর্গ-সমূহের প্রতিই ইঙ্গিত করা হইয়াছে।

আলোচ্য আয়ত-দ্বয়ের আল্লাহতা'লা আরবের অবিশ্বাসী কোরেশদিগকে সতর্ক করিয়া দিয়া বলিতেছেন: উহারা কি ব্যবসা-বানিজ্য উপলক্ষে সিরিয়া, প্যালেষ্টাইন ও এরাক প্রদেশে পরিভ্রমণ করিয়া দেখে নাই যে, উহাদের পূর্ব্ববর্ত্তী আদ, সমুদ ও লুৎ-সম্প্রদায়ের পরিণাম কিরূপ হইয়াছে? তাহারা ইহাদের অপেক্ষা ধন-জন শক্তি-সামর্থ ও পার্থিব কীর্ত্তি-কলাপে বহুগুণ উন্নত ও শক্তিশালী ছিল এবং সেই গর্ব্বে তাহারাও আমার প্রেরিত রসুলগণের সহিত এইরূপ অবাধ্যতা ও দুর্ব্ব্যবহার করিয়াছিল; কিন্তু তাহাদের অবিশ্বাস ও অবাধ্যতার জন্য আমি যখন তাহাদিগকে শাস্তি প্রদান করিয়াছিলাম, তখন তাহাদিগকে কেহই রক্ষা করিতে পারে নাই এবং আমার সেই শাস্তি হইতে তাহারা কেহই পরিত্রাণ পায় নাই।

২৩—২৪। আল্লাহতা'লা আরও বলিতেছেন: ঐ সকল সম্প্রদায়ের ধ্বংসের পর আমি আমার অন্যতম প্রিয় মূসাকে আমার অলৌকিক নিদর্শন ও প্রকাশ্য প্রমাণ সহ মিসরাধিপতি ফেরাউন, তাহার মন্ত্রী হামান ও অতুল ঐশ্বর্য্যশালী কারুনের নিকট প্রেরণ করিয়াছিলাম; কিন্তু

٢٣- وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ
مُّبِينٍ ۝ ٢٤- إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ
وَقَارُونَ فَقَالُوا سَاحِرٌ كَذَّابٌ ۝
٢٥- فَلَمَّا جَاءَهُم بِالْحَقِّ مِنْ
عِندِنَا قَالُوا اقْتُلُوا أَبْنَاءَ الَّذِينَ
آمَنُوا مَعَهُ وَاسْتَحْيُوا نِسَاءَهُمْ ط
وَمَا كَيْدُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ ۝
٢٦- وَقَالَ فِرْعَوْنُ ذَرُونِي أَقْتُلْ
مُوسَىٰ وَلْيَدْعُ رَبَّهُ ج إِنِّي أَخَافُ
أَن يُبَدِّلَ دِينَكُمْ أَوْ أَن يُظْهِرَ
فِي الْأَرْضِ الْفَسَادَ ۝ ٢٧- وَقَالَ
مُوسَىٰ إِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُم
مِّن كُلِّ مُتَكَبِّرٍ لَّا يُؤْمِنُ
بِيَوْمِ الْحِسَابِ ۝

নিশ্চয়ই আমি মুসাকে আমার নিদর্শনাবলী প্রকাশ্য প্রমাণ সহ প্রেরণ করিয়াছিলাম;—২৪। ফেরাউন ও হামান ও কারুনের প্রতি; কিন্তু তাহারা তাহাকে অসত্যবাদী যাদুকর বলিয়াছিল। ২৫। ফলতঃ যখন সে আমার সন্নিধান হইতে সত্য-সহ তাহাদের নিকট আগমন করিয়াছিল তখন তাহারা বলিয়াছিল, যাহারা তৎসহ বিশ্বাস-স্থাপন করিয়াছে, তাহাদের পুত্র-সন্তানকে হত্যা কর এবং তাহাদের কন্যাদিগকে জীবিত রাখ; এবং অবিশ্বাসীদিগের চক্রান্ত ভ্রান্তি ব্যতীত নহে। ২৬। এবং ফেরাউন বলিয়াছিল—আমাকে ছাড়িয়া দাও, আমি মুসাকে হত্যা করিব এবং সে স্বীয় প্রতিপালককে আহ্বান করুক; নিশ্চয় আমি আশঙ্কা করিতেছি যে, সে তোমাদের ধর্ম্ম পরিবর্ত্তিত করিয়া দিবে, অথবা সে পৃথিবীতে অশান্তি উৎপাদন করিবে। ২৭। এবং মুসা বলিয়াছিল, নিশ্চয় আমার প্রতিপালকের ও তোমার প্রতিপালকের নিকট—যাহারা হিসাব দিবসের প্রতি বিশ্বাস করে না, আমি সে সকল অহঙ্কারী হইতে আশ্রয় প্রার্থনা করিতেছি।

তাহারা তাহাদের আধিপত্য ও ঐশ্বর্য্যের গর্ব্বে নবীবর মূসা কর্ত্তৃক প্রদর্শিত আমার অলৌকিক নিদর্শনাবলী দেখিয়াও তাঁহাকে অসত্যবাদী যাদুকর বলিয়া উপেক্ষা ও প্রত্যাখান করিয়াছিল।

২৫—২৬। মিশরের এশরাইল-বংশীয় লোকেরা হজরত মূসার অলৌকিক শক্তি দেখিয়া তৎপ্রতি বিশ্বাস-স্থাপন করায় ফেরাউন আদেশ করিয়াছিল যে, ঐ সম্প্রদায়ের পুত্র-সন্তানদিগকে হত্যা কর এবং কন্যাদিগকে জীবিত রাখিয়া দাও। তাহারা আমার সেবিকা রূপে দাসীপণা ও অন্যান্য কার্য্য করিবে। কিন্তু হজরত মূসা ইহাতেও সত্যপ্রচারে নিবৃত্ত না হওয়ায় ফেরাউন অবশেষে তাঁহাকে হত্যা করিতে সঙ্কল্প করিয়াছিল।

২৭। কিন্তু হজরত মূসা ফেরাউনের অত্যাচার ও আস্ফালনে কিছুমাত্র ভীত না হইয়া সর্ব্বশক্তিমান আল্লাহতা'লার আশ্রয় গ্রহণ পূর্ব্বক একাগ্রচিত্তে সত্য-প্রচার ও স্বীয় কর্ত্তব্য পালনে ব্রতী হইয়াছিলেন।

৪র্থ রুকু—হজরত মুসা ও ফেরাউনের প্রসঙ্গ

২৮। এবং ফেরাউন-বংশের এক বিশ্বাসী ব্যক্তি—যে স্বীয় বিশ্বাস সংগোপনে রাখিত, সে বলিয়াছিল, তোমরা কি এমন এক ব্যক্তিকে হত্যা করিতেছ—যে বলে যে আল্লা-ই আমার প্রতিপালক এবং নিশ্চয় সে তোমাদের নিকট তোমাদের প্রতিপালক হইতে প্রকাশ্য নিদর্শনাবলী সহ আগমন করিয়াছে; এবং যদি সে অসত্যবাদী হয় তবে তাহার উপরেই তাহার অসত্য পড়িবে; এবং যদি সে সত্যবাদী হয়, তবে সে তোমাদিগকে যে প্রতিশ্রুতি দিয়াছে, তাহার কোন কোনটি তোমাদের প্রতি উপনীত হইবে; নিশ্চয় আল্লাহ অপচারী অসত্যবাদীক পথ-প্রদর্শন করেন না। ২৯। হে আমার সম্প্রদায়, আজ তোমাদের জন্যই আধিপত্য তোমরা পৃথিবীতে পরাক্রান্ত হইয়াছ; কিন্তু আল্লার শাস্তি হইতে কে আমা-দিগকে সাহায্য করিবে—যদি উহা আমাদের উপর উপনীত হয়? ফেরাউন বলিয়াছিল—আমি যাহা দেখিয়াছি, তদ্ব্যতীত তোমাদিগকে দেখাইতে পারিব না, এবং আমি তোমাদিগকে সরল পথ ব্যতীত পথ-প্রদর্শন করিতেছি না।

٢٧- وَقَالَ رَجُلٌ مُّؤْمِنٌ ۖ مِّنْ
اٰلِ فِرْعَوْنَ يَكْتُمُ اِيْمَانَهٗۤ اَتَقْتُلُوْنَ
رَجُلًا اَنْ يَّقُوْلَ رَبِّيَ اللّٰهُ وَقَدْ جَآءَكُمْ
بِالْبَيِّنٰتِ مِنْ رَّبِّكُمْ ؕ وَاِنْ يَّكُ
كَاذِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبُهٗ ۚ وَاِنْ يَّكُ
صَادِقًا يُّصِبْكُمْ بَعْضُ الَّذِيْ يَعِدُكُمْ ؕ
اِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِيْ مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ
كَذَّابٌ ○ ٢٩- يٰقَوْمِ لَكُمُ الْمُلْكُ
الْيَوْمَ ظٰهِرِيْنَ فِي الْاَرْضِ ۫ فَمَنْ
يَّنْصُرُنَا مِنْۢ بَاْسِ اللّٰهِ اِنْ جَآءَنَا ؕ
قَالَ فِرْعَوْنُ مَاۤ اُرِيْكُمْ اِلَّا مَاۤ اَرٰى
وَمَاۤ اَهْدِيْكُمْ اِلَّا سَبِيْلَ الرَّشَادِ ○

২৮—২৯। ফেরাউন বংশের এক বুদ্ধিমান ব্যক্তি হজরত মূসাকে সত্য-নবী জানিয়া তৎপ্রতি বিশ্বাস-স্থাপন করিয়াছিল। কিন্তু ফেরাউনের ভয়ে সে স্বীয় বিশ্বাস গোপন রাখিয়াছিল। সে যখন দেখিল যে, ফেরাউন হজরত মূসাকে হত্যা করিতে সঙ্কল্প করিয়াছে—তখন সে ফেরাউনকে বলিল যে, তুমি যাহাকে হত্যা করিতে চাও—তাহার অপরাধ কি? সে আল্লার প্রেরিত নবী বলিয়া দাবী করিয়া তাহার উপযোগী নিদর্শনাবলীও প্রদর্শন করিতেছে; তথাপি সে যদি মিথ্যাবাদী হয়, তবে তাহার মথ্যার জন্য সেই দায়ী হইবে এবং তাহাকেই উহার অনিষ্টকারিতা ভোগ করিতে হইবে। কিন্তু সে যদি সত্যবাদী ও সত্য-নবী হয়, তবে সে যে সমস্ত শাস্তির ভয়-প্রদর্শন করিতেছে—তাহার সমস্ত না হউক, কোন কোন শাস্তি অবশ্যই আমাদের উপর নিপতিত হইবে। তখন আল্লার সেই শাস্তি হইতে কে আমাদিগকে রক্ষা করিবে? তখন আমাদের এই সব ধনৈশ্বর্য্য ও শক্তি সামর্থ্য কিছুই আমাদিগকে রক্ষা করিতে পারিবে না।

৩০। এবং যে বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছিল
সে বলিয়াছিল—হে আমার সম্প্রদায়,
নিশ্চয় অমি তোমাদের সম্বন্ধেও সেই
দিনের সম্প্রদায়-সমূহের অনুরূপ অশঙ্কা
করিতেছি ;—৩১। নূহ ও আদ ও সমুদ
সম্প্রদায়ের এবং তৎপরবর্ত্তীদিগের
অবস্থার অনুরূপ এবং আল্লাহ্ সেবক-
গণের জন্য অত্যাচার আকাঙ্ক্ষা করেন
না। ৩২। এবং হে আমার সম্প্রদায়,
নিশ্চয় আমি তোমাদের সম্বন্ধে আহ্বান
দিবসের আশঙ্কা করিতেছি ;—৩৩। যে
দিন তোমরা পৃষ্ঠ-প্রদর্শনে প্রত্যাবর্ত্তিত
হইবে ; আল্লাহ্ ব্যতীত তোমাদের জন্য
কোনই সংরক্ষক হইবে না ; এবং
আল্লাহ্ যাহাকে পথভ্রান্ত করেন,
ফলতঃ তাহার জন্য কোনই পথ-প্রদর্শক
নাই। ৩৪। এবং নিশ্চয়ই ইহার
পূর্ব্বে তোমাদের নিকট প্রকাশ্য নিদর্শনা-
বলী সহ ইউসুফ আগমন করিয়াছিল ;

٣٠- وَقَالَ الَّذِيْٓ اٰمَنَ يٰقَوْمِ اِنِّيْٓ
اَخَافُ عَلَيْكُمْ مِّثْلَ يَوْمِ الْاَحْزَابِ ۙ
٣١- مِثْلَ دَاْبِ قَوْمِ نُوْحٍ وَّعَادٍ
وَّثَمُوْدَ وَالَّذِيْنَ مِنْۢ بَعْدِهِمْ ۭ وَمَا
اللّٰهُ يُرِيْدُ ظُلْمًا لِّلْعِبَادِ ۝ ٣٢- وَ
يٰقَوْمِ اِنِّيْٓ اَخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ
التَّنَادِ ۙ ٣٣- يَوْمَ تُوَلُّوْنَ
مُدْبِرِيْنَ ۚ مَا لَكُمْ مِّنَ اللّٰهِ مِنْ
عَاصِمٍ ۚ وَمَنْ يُّضْلِلِ اللّٰهُ فَمَا لَهٗ
مِنْ هَادٍ ۝ ٣٤- وَلَقَدْ جَاۗءَكُمْ
يُوْسُفُ مِنْ قَبْلُ بِالْبَيِّنٰتِ فَمَا

৩০—৩১। কিন্তু দুর্ম্মতি ফেরাউন স্বীয় বংশের ঐ বুদ্ধিমান ও বিশ্বাসী ব্যক্তির উপরোক্ত যুক্তিপূর্ণ কথা শুনিয়াও নিরস্ত না হওয়ায়, সে তাহাকে বলিয়াছিল—হে ফেরাউন, নিশ্চয় আমি নূহ-সম্প্রদায় এবং আদ, সমুদ ও অন্যান্য অবাধ্য জাতির ধ্বংস-প্রাপ্তির ন্যায় তোমার সম্প্রদায় সম্বন্ধেও বিপদের আশঙ্কা করিতেছি। অবশ্য করুণাময় আল্লাহতা'লা কাহারও প্রতি অন্যায় অবিচার করেন না। তোমরা নিজের দোষেই নিজেদের অমঙ্গল ডাকিয়া আনিবে।

৩২—৩৩। **ইয়ওমত্তানাদ**—আহ্বান দিবস—ইহার প্রকৃত মর্ম্ম পুনরুত্থান অথবা মহাবিপদের দিন—যেদিন ফেরেশ্‌তাগণ মানবদিগকে অথবা বিপন্ন ব্যক্তিরা পরস্পর পরস্পরকে সাহায্যের জন্য আহ্বান করিতে থাকিবে।

উক্ত বিশ্বাসী ব্যক্তি আরও বলিয়াছিল যে, হে আমার সম্প্রদায়, তোমাদের এই অবিশ্বাস ও ধর্ম্মদ্রোহিতার জন্য নিশ্চয় আমি তোমাদের সম্বন্ধে পুনরুত্থান দিবসে মহাবিপদের আশঙ্কা করিতেছি। সে দিন তোমরা আতঙ্কে পৃষ্ঠ-প্রদর্শন করিয়া পলাইতে চেষ্টা করিবে; কিন্তু সর্ব্বশক্তিমান আল্লাহতা'লা ব্যতীত সেদিন তোমাদিগকে কেহই রক্ষা করিতে পারিবে না। কাহার কাহারও মতে লোহিত সাগরে ফেরাউন সম্প্রদায়ের নিমজ্জন ও ধ্বংসপ্রাপ্তির অভ্রান্ত ভবিষ্যদ্বাণীর পূর্ব্বাভাসই আলোচ্য আয়তে পরিব্যক্ত হইয়াছে। উক্ত বিশ্বাসী ব্যক্তি সম্ভবতঃ হজরত মূসার নিকট হইতেই উহা অবগত হইয়াছিল।

৩৪। এই আয়তটীও উক্ত বিশ্বাসী ব্যক্তির উক্তি ; কিন্তু কেহ কেহ ইহাকে হজরত মূসার উক্তি বলিয়াও ধারণা করিয়াছেন। আয়তের মর্ম্ম এই যে, হে ফেরাউনী সম্প্রদায়, তোমাদের জন্য হজরত মূসা নবী-রূপে আগমন করিয়াছেন, ইহাতে বিস্ময়ের বিষয় কিছু নাই। কারণ ইহার

زِلْتُمْ فِيْ شَكٍّ مِّمَّا جَآءَكُمْ بِهٖ ط
حَتّٰىٓ اِذَا هَلَكَ قُلْتُمْ لَنْ يَّبْعَثَ
اللّٰهُ مِنْۢ بَعْدِهٖ رَسُوْلًا ط كَذٰلِكَ يُضِلُّ
اللّٰهُ مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ مُّرْتَابُ ۝
٣٥- نِ الَّذِيْنَ يُجَادِلُوْنَ فِيْٓ اٰيٰتِ اللّٰهِ
بِغَيْرِ سُلْطٰنٍ اَتٰىهُمْ ط كَبُرَ مَقْتًا
عِنْدَ اللّٰهِ وَعِنْدَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا ط
كَذٰلِكَ يَطْبَعُ اللّٰهُ عَلٰى كُلِّ قَلْبِ
مُتَكَبِّرٍ جَبَّارٍ ۝ ٣٦- وَقَالَ فِرْعَوْنُ
يٰهَامٰنُ ابْنِ لِيْ صَرْحًا لَّعَلِّيْٓ اَبْلُغُ
الْاَسْبَابَ ۝ ٣٧ اَسْبَابَ السَّمٰوٰتِ

কিন্তু তৎসহ তোমাদের নিকট যাহা আসিয়াছিল, তাহাতে তোমরা সর্ব্বদাই সন্দেহ পোষণ করিয়াছিলে; এমন কি, যখন সে মৃত্যুপ্রাপ্ত হইয়াছিল তখন তোমরা বলিয়াছিলে—আল্লাহ তাহার পরে আর কোন রসুল সমুদ্ভব করিবেন না; এইরূপে আল্লাহ অপচারী সংসয়ীদিগকে বিভ্রান্ত করিয়া থাকেন।
৩৫। তাহারা তাহাদের নিকট সমাগত প্রমাণ ব্যতীত আল্লার নিকট সম্বন্ধে বিতর্ক করে—যাহা আল্লার নিকট ও বিশ্বাস-স্থাপনকারিগণের নিকট অত্যন্ত বিরক্তিকর; এইরূপে আল্লাহ প্রত্যেক উদ্ধত অহঙ্কারীর অন্তরের উপর মোহরাঙ্কিত করিয়া দেন।
৩৬। এবং ফেরাউন বলিয়াছিল—হে হামান, আমার জন্য একটি উচ্চ-গৃহ নির্ম্মান কর—যেন আমি সেই রাস্তায় উপনীত হইতে পারি;
৩৭। আকাশের পথে—যদ্দারা আমি

পূর্ব্বেও অন্য ফেরাউনের সময়ে হজরত ইউসুফ নবী-রূপে আল্লাহতা'লার নিদর্শনাবলী সহ তোমাদের নিকট আগমন করিয়াছিলেন এবং তোমাদিগকে অংশীবাদিতা ও পৌত্তলিকতা পরিহার করিয়া সত্যধর্ম্মের অনুসরণ করিতে বহু সদুপদেশ দান করিয়াছিলেন; কিন্তু তোমরা তখন তাঁহার কথা শুন নাই। অতঃপর তিনি যখন পরলোক গমন করিলেন, তখন তোমরা নিজেদের কল্পনা অনুযায়ী ধারণা করিয়া লইলে যে, তাঁহার পরে আর কোন নবী আগমন করিবেন না।

৩৫। যাহারা আল্লাহতা'লা হইতে অবতারিত প্রকাশ্য প্রমাণ ব্যতীত তাঁহার অলৌকিক নিদর্শন ও সত্য-ধর্ম্ম সম্বন্ধে এইরূপ বিরক্তিকর তর্ক-বিতর্ক ও ভ্রান্ত ধারণা পোষণ করে, আল্লাহতা'লা ঐরূপ ভ্রান্ত-বিশ্বাসী সংশয়ীদিগের অন্তরের উপর মোহরাঙ্কিত করিয়া দেন। ফলে তাহাদের বিবেক ও বিচার-শক্তির সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হইয়া যায় এবং তাহারা চিরকাল অন্ধভাবে অধর্ম্ম ও ভ্রান্তির অনুসরণ করিতে থাকে।

৩৬—৩৭। এই দুইটি আয়তে মিসর অধিপতি ফেরাউনের অজ্ঞতা ও দাম্ভিকতার বিষয় বিবৃত হইয়াছে। দুর্ম্মতি ফেরাউন যখন কিছুতে হজরত মূসাকে সত্য-প্রচার হইতে নিরস্ত করিতে পারিল না, অধিকন্তু হজরত মূসার অলৌকিক শক্তির নিকট যখন সে পদে পদে পরাস্ত হইতে লাগিল, তখন সে স্বীয় মন্ত্রী অথবা মোসাহেব হামানকে বলিল যে, তুমি আমার জন্য একটা সমুচ্চ অট্টালিকা বা স্তম্ভ নির্ম্মাণ কর। আমি সেখানে আরোহণ করিয়া মূসার আল্লাহকে উঁকি মারিয়া দেখিব এবং সেখান হইতেই তাহাকে আক্রমণ করিব! সম্ভবতঃ মূসার আল্লাহ আকাশে বসিয়াই তাহাকে সাহায্য করিতেছে। সুতরাং আমি একবার তাঁহাকে দেখিতে ও তাঁহার সহিত শক্তি

মুসার উপাস্যের দিকে লক্ষ্য করিতে পারিব; এবং নিশ্চয় আমি তাহাকে অসত্যবাদী ধারণা করি; এবং এইরূপে ফেরাউনের জন্য তাহার নিকৃষ্ট কর্ম্ম সুশোভিত করা হইয়াছিল, এবং ঐ পথ হইতে তাহাকে প্রতিরোধ করা হইয়াছিল; এবং ফেরাউনের চক্রান্ত তাহাকে ধ্বংস ব্যতীত করে নাই।

فَأَطَّلِعَ إِلَىٰ إِلَٰهِ مُوسَىٰ وَإِنِّي
لَأَظُنُّهُ كَاذِبًا ۚ وَكَذَٰلِكَ زُيِّنَ
لِفِرْعَوْنَ سُوءُ عَمَلِهِ وَصُدَّ عَنِ
السَّبِيلِ ۚ وَمَا كَيْدُ فِرْعَوْنَ إِلَّا
فِي تَبَابٍ ع

৫ম রুকু–মিসরবাসী বিশ্বাসী ব্যক্তির সদুপদেশ

৩৮। এবং ঐ বিশ্বাস-স্থাপনকারী বলিয়াছিল—হে আমার সম্প্রদায়, তোমরা আমার অনুসরণ কর, আমি তোমাদিগকে সরল-পথ প্রদর্শন করিব। ৩৯। হে আমার সম্প্রদায়, এই পার্থিব জীবন শুধু উপভোগ ব্যতীত নহে; এবং নিশ্চয় পরলোকই স্থায়ী অবস্থানাগার। ৪০। যে অপকর্ম্ম করে তাহাকে তদনুরূপ ব্যতীত প্রদান করা হইবে না; এবং পুরুষ বা নারীর মধ্যে যে সৎকর্ম্ম করে এবং সে বিশ্বাসীও হয়, ফলতঃ তাহারাই স্বর্গোদ্যানে প্রবিষ্ট হইবে, তন্মধ্যে তাহাদিগকে অপরিমিত উপজীবিকা প্রদান করা হইবে। ৪১। এবং হে আমার

٣٨- وَقَالَ الَّذِي آمَنَ يَا قَوْمِ
اتَّبِعُونِ أَهْدِكُمْ سَبِيلَ الرَّشَادِ ج
٣٩- يَا قَوْمِ إِنَّمَا هَٰذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا
مَتَاعٌ وَإِنَّ الْآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ ○
٤٠- مَنْ عَمِلَ سَيِّئَةً فَلَا يُجْزَىٰ
إِلَّا مِثْلَهَا ج وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا
مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ
فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ يُرْزَقُونَ
فِيهَا بِغَيْرِ حِسَابٍ ○ ٤١- وَيَا قَوْمِ

পরীক্ষা করিতে চাই। বলা বাহুল্য, পাপাত্মা ফেরাউনের এই অহঙ্কার ও অজ্ঞতাই তাহার সমূহ অমঙ্গলের কারণ হইয়াছিল এবং এই ঔদ্ধত্যের জন্যই সে অবশেষে লোহিত সাগরে নিমজ্জিত হইয়া সদলবলে ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়া গিয়াছিল।

৩৭—৪০। ফেরাউন-সম্প্রদায়ের ঐ বিশ্বাসী ব্যক্তি স্বীয় সম্প্রদায়কে আরও বলিয়াছিল যে, হে আমার সম্প্রদায়, তোমরা এই পার্থিব জীবনের বৃথা ভোগ-বিলাসে আয়ুক্ষয় না করিয়া সত্য-ধর্ম্মের অনুসরণ কর। কারণ পরলোকে কেবল বিশ্বাসী ও সৎকর্ম্মশীল নরনারীগণই চিরস্থায়ী স্বর্গোদ্যানে প্রবেশ করিয়া উহার অফুরন্ত সুখ-সম্পদ উপভোগের অধিকারী হইবে।

৪১—৪২। সে স্বীয় সম্প্রদায়কে আরও বলিয়াছিল যে, ফেরাউনের কল্পিত অধর্ম্মের অনুসরণ করিয়া তোমরাও নরকের পথে গমন করিতেছ। পক্ষান্তরে আমি তোমাদিগকে ইহ-পারলৌকিক

مَا لِيٓ اَدۡعُوۡكُمۡ اِلَى النَّجٰوةِ
وَتَدۡعُوۡنَنِيۡٓ اِلَى النَّارِ ؕ
৪২- تَدۡعُوۡنَنِيۡ لِاَكۡفُرَ بِاللّٰهِ وَاُشۡرِكَ
بِهٖ مَا لَيۡسَ لِيۡ بِهٖ عِلۡمٌ ۫ وَّاَنَا
اَدۡعُوۡكُمۡ اِلَى الۡعَزِيۡزِ الۡغَفَّارِ ۝
৪৩- لَا جَرَمَ اَنَّمَا تَدۡعُوۡنَنِيۡٓ اِلَيۡهِ
لَيۡسَ لَهٗ دَعۡوَةٌ فِي الدُّنۡيَا وَلَا فِي
الۡاٰخِرَةِ وَاَنَّ مَرَدَّنَاۤ اِلَى اللّٰهِ وَاَنَّ
الۡمُسۡرِفِيۡنَ هُمۡ اَصۡحٰبُ النَّارِ ۝
৪৪- فَسَتَذۡكُرُوۡنَ مَاۤ اَقُوۡلُ لَكُمۡ ؕ
وَاُفَوِّضُ اَمۡرِيۡٓ اِلَى اللّٰهِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ
بَصِيۡرٌۢ بِالۡعِبَادِ ۝ ৪৫- فَوَقٰىهُ اللّٰهُ
سَيِّاٰتِ مَا مَكَرُوۡا وَحَاقَ بِاٰلِ

সম্প্রদায়, আমার কি হইয়াছে যে আমি তোমাদিগকে মুক্তির দিকে আহ্বান করিতেছি এবং তোমরা আমাকে নরকাগ্নির দিকে আহ্বান করিতেছ।
৪২। তোমরা আমাকে এইজন্য আহ্বান করিতেছ যে, আমি আল্লাহকে বিশ্বাস করি এবং যদ্বিষয়ে আমার জ্ঞান নাই, তদ্‌সহ আমি তাঁহার অংশী-স্থির করি; এবং আমি তোমাদিগকে মহাপরাক্রান্ত ক্ষমাশীলের দিকে আহ্বান করিতেছি।
৪৩। ইহাতে সন্দেহ নাই যে, তোমরা আমাকে যেদিকে আহ্বান করিতেছ, তাহা পৃথিবীতে উহারই জন্য আহ্বান মাত্র এবং পরকালের জন্য নহে; এবং নিশ্চয় আল্লারই দিকে আমাদের প্রত্যাবর্ত্তন এবং নিশ্চয় অপচারীরা নরকাগ্নির অবিশ্বাসী হইবে।
৪৪। অতএব আমি তোমাদিগকে যাহা বলিতেছি তোমরা অবশ্যই তাহা স্মরণ করিবে; এবং আমি আমার কার্য্য আল্লার প্রতি সমর্পণ করিলাম; নিশ্চয় আল্লাহ সেবকগণের প্রতি লক্ষ্যকারী।
৪৫। অনন্তর আল্লাহ তাহাদের চক্রান্ত হইতে তাহাকে রক্ষা করিয়াছিলেন এবং ফেরাউন

মুক্তি ও কল্যাণের জন্য আল্লার দিকে আহ্বান করিতেছি। পরলোকে আমাদের সকলকেই স্ব স্ব কৃতকর্ম্মের প্রতিফল ভোগ করিবার জন্য আল্লার সমক্ষে উপস্থিত হইতে হইবে। সেদিন অবিশ্বাসী ও অনাচারীরা নরকানলে নিক্ষিপ্ত হইবে এবং বিশ্বাসী ও সদাচারিগণ স্বর্গোদ্যানে প্রবেশ করিয়া পরম সুখ-শান্তিতে অবস্থান করিবেন।

৪৪। উক্ত বিশ্বাসী ব্যক্তির শেষ উপদেশ এই যে, সে স্বীয় সম্প্রদায়কে বলিয়াছিল—আমি তোমাদিগকে যে সকল কথা বলিতেছি, তাহা তোমাদিগকে একদিন অবশ্যই স্মরণ করিতে হইবে। আমি আমার বিশ্বাস এবং আমার কথা ও কার্য্য সম্পূর্ণরূপে সর্ব্বশক্তিমান আল্লার প্রতি সমর্পণ করিলাম। তিনি স্বীয় সেবকগণের প্রতিই লক্ষ্য করিবেন।

৪৫—৪৬। এই দুইটি আয়তে আল্লাহতা'লা বলিয়া দিতেছেন যে, বিশ্বাসী ব্যক্তির সত্য কথা ও সদুপদেশ শ্রবণে ফেরাউন ও তাহার অবিশ্বাসী সম্প্রদায় উক্ত ধার্ম্মিক ব্যক্তি এবং হজরত মূসার অনিষ্ট সাধনের জন্য যে সকল চক্রান্ত করিয়াছিল, শর্ব্বশক্তিমান আল্লাহতালা তাহা হইতে তাঁহাদিগকে রক্ষা করিয়াছিলেন এবং ঐ সকল অত্যাচার ও অনাচারের জন্য ফেরাউন ও তাহার সম্প্রদায়ের উপর নানারূপ নিকৃষ্ট শাস্তি অবতীর্ণ হইয়াছিল। প্রথমতঃ নবীবর হজরত মূসার

সম্প্রদায়, আমার কি হইয়াছে যে আমি তোমাদিগকে মুক্তির দিকে আহ্বান করিতেছি এবং তোমরা আমাকে নরকাগ্নির দিকে আহ্বান করিতেছ। ৪২। তোমরা আমাকে এইজন্য আহ্বান করিতেছ যে, আমি আল্লাহকে বিশ্বাস করি এবং যদ্বিষয়ে আমার জ্ঞান নাই, তদ্‌সহ আমি তাঁহার অংশী-স্থির করি; এবং আমি তোমাদিগকে মহাপরাক্রান্ত ক্ষমাশীলের দিকে আহ্বান করিতেছি। ৪৩। ইহাতে সন্দেহ নাই যে, তোমরা আমাকে যেদিকে আহ্বান করিতেছ, তাহা পৃথিবীতে উহারই জন্য আহ্বান মাত্র এবং পরকালের জন্য নহে; এবং নিশ্চয় আল্লারই দিকে আমাদের প্রত্যাবর্ত্তন এবং নিশ্চয় অপচারীরা নরকাগ্নির অবিশ্বাসী হইবে। ৪৪। অতএব আমি তোমাদিগকে যাহা বলিতেছি তোমরা অবশ্যই তাহা স্মরণ করিবে; এবং আমি আমার কার্য্য আল্লার প্রতি সমর্পণ করিলাম; নিশ্চয় আল্লাহ সেবকগণের প্রতি লক্ষ্যকারী। ৪৫। অনন্তর আল্লাহ তাহাদের চক্রান্ত হইতে তাহাকে রক্ষা করিয়াছিলেন এবং ফেরাউন

مَا لِيْٓ اَدْعُوْكُمْ اِلَى النَّجٰوةِ
وَتَدْعُوْنَنِيْٓ اِلَى النَّارِ ؕ
٤٢- تَدْعُوْنَنِيْ لِاَكْفُرَ بِاللّٰهِ وَاُشْرِكَ
بِهٖ مَا لَيْسَ لِيْ بِهٖ عِلْمٌ ز وَّاَنَا
اَدْعُوْكُمْ اِلَى الْعَزِيْزِ الْغَفَّارِ ۝
٤٣- لَا جَرَمَ اَنَّمَا تَدْعُوْنَنِيْٓ اِلَيْهِ
لَيْسَ لَهٗ دَعْوَةٌ فِي الدُّنْيَا وَلَا فِي
الْاٰخِرَةِ وَاَنَّ مَرَدَّنَآ اِلَى اللّٰهِ وَاَنَّ
الْمُسْرِفِيْنَ هُمْ اَصْحٰبُ النَّارِ ۝
٤٤- فَسَتَذْكُرُوْنَ مَآ اَقُوْلُ لَكُمْ ط
وَاُفَوِّضُ اَمْرِيْٓ اِلَى اللّٰهِ ط اِنَّ اللّٰهَ
بَصِيْرٌۢ بِالْعِبَادِ ۝ ٤٥- فَوَقٰىهُ اللّٰهُ
سَيِّاٰتِ مَا مَكَرُوْا وَحَاقَ بِاٰلِ

মুক্তি ও কল্যাণের জন্য আল্লার দিকে আহ্বান করিতেছি। পরলোকে আমাদের সকলকেই স্ব স্ব কৃতকর্ম্মের প্রতিফল ভোগ করিবার জন্য আল্লার সমক্ষে উপস্থিত হইতে হইবে। সেদিন অবিশ্বাসী ও অনাচারীরা নরকানলে নিক্ষিপ্ত হইবে এবং বিশ্বাসী ও সদাচারিগণ স্বর্গোদ্যানে প্রবেশ করিয়া পরম সুখ-শান্তিতে অবস্থান করিবেন।

৪৪। উক্ত বিশ্বাসী ব্যক্তির শেষ উপদেশ এই যে, সে স্বীয় সম্প্রদায়কে বলিয়াছিল—আমি তোমাদিগকে যে সকল কথা বলিতেছি, তাহা তোমাদিগকে একদিন অবশ্যই স্মরণ করিতে হইবে। আমি আমার বিশ্বাস এবং আমার কথা ও কার্য্য সম্পূর্ণরূপে সর্ব্বশক্তিমান আল্লার প্রতি সমর্পণ করিলাম। তিনি স্বীয় সেবকগণের প্রতিই লক্ষ্য করিবেন।

৪৫—৪৬। এই দুইটি আয়তে আল্লাহতা'লা বলিয়া দিতেছেন যে, বিশ্বাসী ব্যক্তির সত্য কথা ও সদুপদেশ শ্রবণে ফেরাউন ও তাহার অবিশ্বাসী সম্প্রদায় উক্ত ধার্ম্মিক ব্যক্তি এবং হজরত মুসার অনিষ্ট সাধনের জন্য যে সকল চক্রান্ত করিয়াছিল, সর্ব্বশক্তিমান আল্লাহতালা তাহা হইতে তাঁহাদিগকে রক্ষা করিয়াছিলেন এবং ঐ সকল অত্যাচার ও অনাচারের জন্য ফেরাউন ও তাহার সম্প্রদায়ের উপর নানারূপ নিকৃষ্ট শাস্তি অবতীর্ণ হইয়াছিল। প্রথমতঃ নবীবর হজরত মুসার

فِرْعَوْنَ سُوْٓءُ الْعَذَابِ ۚ ٤٦- اَلنَّارُ
يُعْرَضُوْنَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَّعَشِيًّا ۚ وَيَوْمَ
تَقُوْمُ السَّاعَةُ ۖ اَدْخِلُوْٓا اٰلَ فِرْعَوْنَ
اَشَدَّ الْعَذَابِ ○ ٤٧- وَاِذْ يَتَحَآجُّوْنَ
فِى النَّارِ فَيَقُوْلُ الضُّعَفٰٓؤُا لِلَّذِيْنَ
اسْتَكْبَرُوْٓا اِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ
اَنْتُمْ مُّغْنُوْنَ عَنَّا نَصِيْبًا مِّنَ النَّارِ ○
٤٨- قَالَ الَّذِيْنَ اسْتَكْبَرُوْٓا اِنَّا كُلٌّ
فِيْهَآ ۙ اِنَّ اللّٰهَ قَدْ حَكَمَ بَيْنَ

বংশীয়দিগকে নিকৃষ্ট শাস্তি পরিবেষ্টন করিয়াছিল। ৪৬। সেই নরকাগ্নি, যাহার সমক্ষে প্রভাতে ও সন্ধ্যায় তাহাদিগকে উপস্থিত করা হয়; এবং যে-দিন সেই সময় সমুপস্থিত হইবে যে, ফেরাউন সম্প্রদায়কে কঠোর শাস্তিতে প্রবিষ্ট কর! ৪৭। এবং যখন তাহারা নরকাগ্নির মধ্যে কলহ করিবে তখন দুর্ব্বলেরা অহঙ্কারীদিগকে বলিবে যে, আমরা ত তোমাদেরই অনুসরণ করিয়াছিলাম, অনন্তর তোমরা কি আমাদিগ হইতে নরকাগ্নির কিয়দংশ দূরীভূত করিতে পার? ৪৮। অহঙ্কারীরা বলিবে—অবশ্য আমরা ত সকলেই উহার মধ্যে রহিয়াছি; নিশ্চয়ই আল্লাহ দাসগণের মধ্যে সুবিচার

অভিসম্পাতে তাহাদের উপর নানারূপ আপদ-বিপদ ও নিকৃষ্টতর শাস্তি অবতীর্ণ হয় এবং অবশেষে ফেরাউন লোহিত সাগরে নিমজ্জিত হইয়া সদলবলে ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়া যায়।

আলোচ্য আয়তের শেষাংশের মর্ম্ম এই যে, মৃত্যুর পর ফেরাউন ও তাহার অবিশ্বাসী সম্প্রদায়ের উপর যথারীতি কবরের শাস্তি আরম্ভ হইয়াছে। উক্ত শাস্তির অঙ্গ-স্বরূপ তাহাদিগকে প্রত্যহ প্রভাতে ও সন্ধ্যায় নরকাগ্নির সমক্ষে উপস্থিত করিয়া উহার ভীষণতা প্রদর্শন করা হয় এবং তাহাদিগকে বলা হয় যে, পুনরুত্থান ও মহাবিচারের পর তোমাদিগকে চিরকালের জন্য ঐ ভয়াবহ শাস্তি ভোগ করিতে হইবে। মোতাজেলা ও আধুনিক কল্পনা-বিলাসী সম্প্রদায় সমূহ কবরের শাস্তি বিশ্বাস করেন না। তাহাদের মতে মৃত্যুর পর আত্মা নিদ্রিত অথবা অচেতন অবস্থায় অবস্থান করিবে এবং পুনরুত্থানের দিন পার্থিব দেহ-যোগে পুনর্জ্জীবিত হইয়া স্ব স্ব কর্ম্মফল ভোগ করিবে। কিন্তু সুন্নত-অল্-জামাতের মতে কবরের শাস্তি সত্য; তবে নরকের শাস্তি অপেক্ষা ঐ শাস্তি লঘুতর এবং কাহারও কাহারও মতে মৃত্যুর পর ও পুনরুত্থানের পূর্ব্বে আত্মা সমূহ আধ্যাত্মিক ভাবে অথবা স্বপ্নাবস্থায় ঐ শাস্তি ভোগ করিবে। হাদিস শরিফেও বর্ণিত হইাছে যে, মানবের মৃত্যুর পর পুণ্যবান ও পাপীদিগের আত্মা-সমূহকে প্রত্যহ প্রভাতে ও সন্ধ্যায় তাহাদের ভবিষ্যৎ বাসস্থান স্বর্গ বা নরক প্রদর্শন করা হইয়া থাকে—সহি বোখারী ও মোস্‌লেম।

৪৭—৪৮। অবিশ্বাসীরা নরকের মধ্যে পরস্পর যেরূপভাবে কলহ করিবে, এই দুইটি আয়তে তাহার সংক্ষিপ্ত আভাস প্রদান করা হইয়াছে। তথায় পৃথিবীর দুর্ব্বলেরা তাহাদের সমসাময়িক অহঙ্কার ও প্রবল নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদিগকে বলেন যে, আমরা ত পৃথিবীতে তোমাদেরই অধীন ও অনুসরণকারী ছিলাম। আজ তোমরা আমাদের শাস্তির কিয়দংশ লাঘব কর না কেন? তখন পৃথিবীর অহঙ্কারী প্রবলেরা দুর্ব্বলদিগের অভিযোগের উত্তরে বলিবে যে, আল্লাহতা'লার সুবিচারে আজ আমরা সকলেই সম-অবস্থা-সম্পন্ন হইয়াছি এবং সকলেই একত্রে নরকানলে শাস্তি ভোগ করিতেছি। এখানে এই শাস্তি নিবারণ করা সম্বন্ধে আমাদের কোনই শক্তি বা অধিকার নাই।

করিয়াছেন। ৪৯। এবং যাহারা নরকাগ্নির মধ্যে থাকিবে, তাহারা নরকের প্রহরীদিগকে বলিবে—তোমাদের প্রতিপালককে আহ্বান কর যে, আমাদিগ হইতে একদিন এই শাস্তি লাঘব করেন। ৫০। তাহারা বলিবে—তবে কি তোমাদের নিকট তোমাদের রসুলগণ প্রকাশ্য নিদর্শনাবলী সহ আগমন করেন নাই? উহারা বলিবে—হাঁ, তাহারা বলিবে, তবে আহ্বান করিতে থাক; এবং অবিশ্বাসীদের আহ্বান বিভ্রান্তির অন্তর্ভুক্ত ব্যতীত নহে।

الْعِبَادِ ○ ৪৯- وَقَالَ الَّذِينَ فِي
النَّارِ لِخَزَنَةِ جَهَنَّمَ ادْعُوا رَبَّكُمْ
يُخَفِّفْ عَنَّا يَوْمًا مِّنَ الْعَذَابِ ○
৫০- قَالُوا أَوَلَمْ تَكُ تَأْتِيكُمْ رُسُلُكُم
بِالْبَيِّنَاتِ ۖ قَالُوا بَلَىٰ ۚ قَالُوا
فَادْعُوا ۗ وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلَّا
فِي ضَلَالٍ ۘ

৬ষ্ঠ রুকু—আল্লার রসূল ও বিশ্বাসীগণের সাহায্য লাভ

৫১। নিশ্চয়ই আমি স্বীয় রসুলগণকে এবং বিশ্বাসস্থাপনকারীদিগকে পার্থিব জীবনে এবং সাক্ষিগণের সমুত্থান দিবসে সাহায্য করিব; ৫২। সেদিন অত্যাচারীদিগের কোনই আপত্তি ফলপ্রদ হইবে না এবং তাহাদের জন্য অভিসম্পাত ও তাহাদের জন্য নিকৃষ্ট অবস্থানাগার রহিয়াছে। ৫৩। এবং নিশ্চয়ই আমি মুসাকে সদুপদেশ দান করিয়া-

৫১- إِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا
فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ
الْأَشْهَادُ ۘ ৫২- يَوْمَ لَا يَنفَعُ
الظَّالِمِينَ مَعْذِرَتُهُمْ وَلَهُمُ اللَّعْنَةُ
وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ ○ ৫৩- وَلَقَدْ
آتَيْنَا مُوسَى الْهُدَىٰ وَأَوْرَثْنَا

৪৯—৫০। ইহার পর নরকাগ্নির মধ্যে অবস্থিত অপরাধিরা নরকের প্রহরী ফেরেশতাগণকে আহ্বান করিয়া বলিবে যে, তোমরা আল্লার নিকট অনুরোধ করিয়া অন্ততঃ একদিনের জন্য আমাদের এই শাস্তি লাঘব করিয়া দাও। তখন ফেরেশতাগণ তাহাদিগকে বলিবে যে, তোমরা পৃথিবীতে আল্লাহতা'লার প্রকাশ্য নিদর্শনাবলী দেখিয়াও যখন সত্যধর্ম্ম ও রসুলগণের প্রতি বিশ্বাস-স্থাপন কর নাই, তখন পরলোকে তোমাদের কোন প্রার্থনা পরিগৃহীত হইবে না। আজ তোমাদের এই অনুতাপ ও সকাতর-প্রার্থনা সম্পূর্ণ নিষ্ফল।

৫১—৫২। অনন্তর আল্লাহতা'লা বলিতেছেন যে, নিশ্চয় আমি ইহলোকে ও পরলোকে আমাকে প্রেরিত রসুলগণ এবং তাঁহাদের প্রতি বিশ্বাস-স্থাপনকারী সৎকর্ম্মশীলদিগকে সর্ব্বপ্রকারে সাহায্য করিব। কিন্তু অবিশ্বাসী ও অত্যাচারীরা সে দিন আমার কোনই সাহায্য-সহানুভূতি প্রাপ্ত হইবে না। তাহারা সকলেই অভিশপ্ত হইয়া নিকৃষ্টতর শাস্তিপূর্ণ নরকানলে নিক্ষিপ্ত হইবে।

৫৩—৫৪। এই দুইটি আয়তে আল্লাহতায়া'লা বলিতেছেন যে, ধর্ম্মদ্রোহী ফেরাউন সদলবলে ধ্বংস হইবার পর আমি মুসাকে ধর্ম্মনীতি ও সদুপদেশপূর্ণ তওরাত গ্রন্থ দান করিয়াছিলাম এবং তাঁহার পরলোক গমনের পর এসরাইল-বংশীয়দিগকে ঐ গ্রন্থের উত্তরাধিকারী করিয়াছিলাম।

ছিলাম এবং এসরাইল-বংশীয়দিগকে ঐ গ্রন্থে উত্তরাধিকারী করিয়াছিলাম; ৫৪। যাহা জ্ঞানবানগণের জন্য সুপথ ও সদুপদেশ। ৫৫। অতএব ধৈর্য্য ধারণ কর, নিশ্চয় আল্লার প্রতিশ্রুতি সত্য এবং স্বীয় অপরাধের জন্য ক্ষমা

بَنِيٓ إِسْرَآءِيلَ ٱلْكِتَٰبَ ۝ ٥٤- هُدًى وَذِكْرَىٰ لِأُولِى ٱلْأَلْبَٰبِ ۝ ٥٥- فَٱصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ ٱللَّهِ حَقٌّ وَٱسْتَغْفِرْ لِذَنۢبِكَ وَسَبِّحْ

আমার ঐ 'সুপথ' অর্থাৎ সত্য ধর্ম্মনীতি ও সদুপদেশ-পূর্ণ গ্রন্থের অনুসরণ করিলে তাহারা কখনই ভ্রান্ত ও বিপথগামী হইত না।

৫৫। এই আয়তে হজরত রসুলোল্লার প্রতি তিনটি বিশেষ আদেশ করা হইয়াছে। প্রথমতঃ আপদ-বিপদ, বাধা-বিঘ্ন, অত্যাচার অবিচার এবং অদূরবর্ত্তী বিজয় ও সাফল্য সম্বন্ধে ধৈর্য্য-ধারণ; দ্বিতীয়তঃ পার্থিব-জীবনের অপরাধ অথবা মানব-জীবনের স্বাভাবিক ত্রুটি-বিচ্যুতি হইতে ক্ষমা ও আত্মরক্ষার প্রার্থনা এবং তৃতীয়তঃ প্রভাতে ও সন্ধ্যায় অর্থাৎ দিবসে ও রজনীতে যথারীতি আল্লাহতা'লার প্রশংসা সহ তাঁহার পবিত্রতা বর্ণন।

আদর্শ মানব-জীবন গঠনের জন্য ধর্ম্মপ্রাণ ব্যক্তিদিগের পক্ষে এই তিনটি আদেশ পালন করা যে একান্ত আবশ্যক, তাহাতে বোধ হয় কোনই সন্দেহ হয় নাই। কিন্তু খ্রীষ্টান সমালোচক ও কুটীল ছিদ্রোন্বেষীরা উহার দ্বিতীয় আদেশটি লইয়া হজরত রসুলোল্লার নিষ্পাপ ও পবিত্র জীবনের প্রতি অবৈধ কটাক্ষপাত করিতে কিছুমাত্র ত্রুটি করেন নাই। খ্রীষ্টানদিগের অস্বাভাবিক অভিমত ও অদ্ভুত সিদ্ধান্ত অনুসারে জগতের সমস্ত নরনারী—এমন কি, পবিত্রাত্মা নবী ও রসুলগণ পর্য্যন্ত পাপী ও গোনাহগার; কেবল তাহাদের একমাত্র কল্পিত 'খোদা' বা খোদার বেটা' যীশু খ্রীষ্টই নিষ্পাপ পবিত্রাত্মা! সুতরাং প্রভু যীশুই নাকি জগতের একমাত্র পবিত্রতা বা পাপ-হরণকারী এবং তিনি ভিন্ন আর কেহই নাকি মানবের পাপ-হরণ বা পরিত্রাণ করিতে পারিবেন না!! তাঁহারা আরও বলেন যে, পবিত্র কোরানেই যখন হজরত মোহাম্মদ মোস্তফা (সাঃ) স্বীয় পাপের জন্য ক্ষমা-প্রার্থনা করিতে আদেশ করা হইয়াছে, তখন নিশ্চয় তিনি পাপী ও গোনাহগার ছিলেন; সুতরাং তিনি কখনও অন্যান্য পাপী মানবের পরিত্রাতা বা পাপ-হরণকারী হইতে পারেন না !!!

খ্রীষ্টানদিগকে পাপ-পুণ্য বা মুক্তিবাদের ভ্রান্ত বিশ্বাস যেমন হউক না কেন, মুসলমানেরা কিন্তু হজরত মোহাম্মদ মোস্তফার (সাঃ) ন্যায় হজরত মূসা, ঈসা (যীশু) এবরাহিম ও নূহ প্রভৃতি সমস্ত নবী ও রসুলকেই নিষ্পাপ পবিত্রাত্মা বলিয়া বিশ্বাস করেন। কিন্তু এই চেষ্টা ও সাধনায় অন্য পরিত্রাণ ও পাপ-হরণের জন্য চেষ্টা ও সাধনা করিয়াছিলেন। কিন্তু এই চেষ্টা ও সাধনায় অন্য নবিগণ হইতে হজরত ঈসার কোনই বিশেষত্ব নাই। বরং নূতন ও পুরাতন বাইবেল এবং পবিত্র কোরাণ পাঠ করিলে জানা যায় যে, হজরত মোহাম্মদ মোস্তফাই (সাঃ) জগতের শ্রেষ্ঠতম পরিত্রাতা ও পাপহরণকারী ছিলেন। কারণ হজরত ঈসা তাঁহার চেষ্টা ও সাধনার সাফল্যে পূর্ব্ববর্ত্তী নবিগণকে অতিক্রম করিতে পারেন নাই। তদুপরি হজরত ঈসার জীবনে ও পরবর্ত্তী যুগে তাঁহার ধর্ম্মনীতি ও শিক্ষা অতি শোচনীয় রূপে ব্যর্থ হইয়া গিয়াছে। তিনি সারা জীবনের সাধনায় কয়েকজন-মাত্র লোককে পবিত্র ও সুপথগামী করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন; কিন্তু হজরত মোহাম্মদ মোস্তফা স্বীয় অলৌকিক শিক্ষা ও অনুপম সাধনার প্রভাবে জগতের সমস্ত নবীকে অতিক্রম করিয়া স্বীয় জীবনেই লক্ষ লক্ষ লোককে শুদ্ধ-পূত ও সুপথগামী করিয়া গিয়াছেন। বিশেষতঃ হজরত মূসা, ঈসা প্রমুখ মহাপুরুষগণ প্রত্যেককেই এক একটি দেশ, জাতি বা সম্প্রদায়-বিশেষের জন্য মনোনীত নবী ছিলেন; পক্ষান্তরে মহামানব হজরত মোহাম্মদ মোস্তফা (সাঃ) বিশ্বনবী এবং সমগ্র জগদ্বাসীর পথ-প্রদর্শক। এই জন্যই পবিত্র কোরান শরিফের বহুস্থানে তাঁহাকে

প্রার্থনা কর এবং প্রভাতে ও সন্ধ্যায় তোমার প্রতিপালকের প্রশংসা সহ পবিত্রতা বর্ণন কর। ৫৬। নিশ্চয় যাহারা তাহাদের নিকট সমাগত প্রমাণ ব্যতীত

بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعَشِيِّ وَالْاِبْكَارِ ○
٥٦- اِنَّ الَّذِيْنَ يُجَادِلُوْنَ فِيْٓ اٰيٰتِ

'বিশ্বজগতের অনুগ্রহ স্বরূপ—সমগ্র জগদ্বাসীর পরিত্রাতা ও পথ-প্রদর্শক এবং মানব জাতির শ্রেষ্ঠতম ধর্ম্ম-সংস্কারক, চরিত্র-সংশোধক ও পাপ-হরণকারী' বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে। কোঃ ২—১১৯, ১৫১, ৩—১৬২, ৯—১০৩ ও ৬০—২ আয়ত দ্রষ্টব্য।

বলা বাহুল্য, খ্রীষ্টান ও পৌত্তলিক সম্প্রদায় সমূহ যে অর্থে 'পরিত্রাতা' ও 'পাপ-হরণকারী' শব্দ ব্যবহার করেন, আমরা সেই অর্থে উক্ত শব্দদ্বয় ব্যবহার করি নাই এবং উহার অর্থ—পরিত্রাণের অধিকারী অথবা পাপ-মার্জ্জনাকারীও নহে। হজরত রস্থলোল্লাই মানব জাতির মুক্তি পরিত্রাণের শ্রেষ্ঠতম পথ-প্রদর্শক এবং তাঁহার অনাবিল ধর্ম্মনীতি ও সদুপদেশের অনুসরণ করিলে মানবের পাপ স্খলিত হয় বলিয়াই তৎপ্রতি উক্ত বিশেষণ-দ্বয় ব্যবহৃত হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন খ্রীষ্টানদিগের প্রায়শ্চিত্তবাদ অথবা হিন্দুদিগের বহু ব্যবহৃত 'হরি' শব্দের ধাতুগত ব্যুৎপত্তির সহিত ইসলামের 'আকিদা' বা ধর্ম্ম-বিশ্বাসের কোনই সম্পর্ক নাই।

এক্ষণ একমাত্র প্রশ্ন—হজরত রস্থলোল্লাকে "এস্তাগফার লে জাম্বেকা" বলিয়া তাঁহাকে 'স্বীয় অপরাধের জন্য ক্ষমাপ্রার্থনা করিতে' আদেশ করা হইল কেন? বলা বাহুল্য, ইহা একটি সাধারণ আদেশ বা একটি সুপরিচিত প্রার্থনা বাণীর অভিব্যক্তি মাত্র। পবিত্র কোরান শরিফে অপাপ-বিদ্ধ ফেরেশ্‌তাগণের সম্বন্ধেও অনুরূপ আদেশের উল্লেখ পরিদৃষ্ট হয়। 'এসতাগফার' এবং 'জাম্ব' শব্দদ্বয়ের ধাতুগত অর্থের প্রতি লক্ষ করিলেও স্পষ্ট অনুমিত হয় যে, উহার অর্থ 'অনুষ্ঠিত অপরাধের জন্য ক্ষমা-প্রার্থনা' অথবা মানবের পার্থিব-জীবনের ত্রুটি-বিচ্যুতি হইতে আত্মরক্ষার প্রার্থনা' উভয় হইতে পারে। বিশেষতঃ আলোচ্য আয়তে অথবা সমগ্র কোরান শরিফে যখন এরূপ কোন প্রমাণ নাই যে, হজরত রস্থলোল্লাহ সত্য সত্যই আল্লার নিকট কোনরূপ অপরাধে অপরাধী হইয়াছিলেন এবং তাঁহার অতি বড় শত্রুরাও যখন তাঁহার সমগ্র জীবনী আলোচনা করিয়া তদীয় আদর্শ চরিত্রে কোনরূপ পাপের স্পর্শ প্রদর্শন করিতে পারে নাই, তখন আলোচ্য আয়তের শেষোক্ত মর্ম্ম গ্রহণই সঙ্গত ও স্বাভাবিক। পবিত্র হাদিসেও দেখা যায় যে, হজরত রস্থলোল্লাহ প্রায় সর্ব্বদাই স্বীয় ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ের জন্য স্বয়ং এরূপভাবে ক্ষমা-প্রার্থনা করিতেন; ঐরূপ ক্ষমা-প্রার্থনা করিতে আদিষ্ট হইতে এবং সকলকে ঐরূপভাবে ক্ষমা-প্রার্থনা করিতে উপদেশ দিতেন। আল্লাহতা'লার নিকট ঐরূপ ক্ষমা-প্রার্থনা করা দৈনন্দিন ইসলামী উপাসনার অপরিহার্য্য অঙ্গ বলিলেও বোধহ অত্যুক্তি হইবে না এবং উহার সহিত কাহারও গৌরব বা মর্য্যাদা-হানির অথবা কোন অপরাধে লিপ্ত হওয়া বা না-হওয়ার কোনই সম্পর্ক নাই।

আধুনিক খ্রীষ্টান ও আর্য্য সমাজের কোন কোন হীন-প্রকৃতির লেখক হজরত রস্থলোল্লার সামাজিক ও পারিবারিক জীবনের দুই একটি অতি স্বাভাবিক ও সামান্য বিষয় লইয়া তৎপ্রতি অন্যায় দোষারোপ করিতে এবং তাঁহাকে অপরাধী প্রতিপন্ন করিতে বহু ব্যর্থ চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু ঐরূপ মক্ষিকাবৃত্তি অবলম্বন করিয়া সূক্ষ্ম সমালোচনা বা ছিদ্রানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলে তাহাদের যীশু-মসীহ, মুনি-ঋষি ও দেব-দেবীর দল কোথায় গিয়া পড়িবেন, তাহা বোধহয় তাহারা ভ্রমেও ভাবিয়া দেখেন নাই। আমাদের বিশ্বাস, হজরত রস্থলোল্লার ধর্ম্ম-জীবনের সহিত জগতের অন্যান্য ধর্ম্ম-প্রবর্ত্তকগণের ধর্ম্ম ও কর্ম্ম জীবনের তুলনা করিলে এবং মোসলেম জগতের নীতি ও আদর্শের সহিত খ্রীষ্টান ও অন্যান্য ধর্ম্ম-জগতের নীতি ও আদর্শের সফলতার পরিমাপ করিয়া দেখিলেই তাহারা নিজেদের ভ্রান্তি এবং স্ব স্ব উক্তির অসারতা উপলব্ধি করিতে পারিবেন।

৫৬। অনন্তর আল্লাহতা'লা বলিয়া দিতেছেন যে, অবিশ্বাসীরা নিজেদের উচ্চাকাঙ্ক্ষা অর্থাৎ দুরভিসন্ধি ও স্বার্থপরতার জন্যই সত্যধর্ম্মের বিরুদ্ধে বিতর্ক করিয়া থাকে। তাহারা মনে করে যে,

আল্লার নিদর্শনাবলী সম্বন্ধে বিতর্ক করে, তাহাদের অন্তরে উচ্চাকাঙ্ক্ষা ব্যতীত নাই—তাহারা উহাতে উপনীত হইতে পারিবে না; অতএব আল্লার শরণাপন্ন হও; নিশ্চয় তিনি শ্রবণকারী পরিদর্শক। ৫৭। নিশ্চয় মানব সৃষ্টি হইতে নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডল সৃষ্টি করা বৃহত্তর; কিন্তু অধিকাংশ মানবই অবগত নহে। ৫৮। এবং অন্ধ ও চক্ষুষ্মান সমতুল্য নহে; এবং বিশ্বাসস্থাপনকারী ও সৎকর্ম্মশীল এবং দুষ্কার্য্যকারীও নহে; তোমরা অত্যল্পই উপদেশ গ্রহণ করিয়া থাক। ৫৯। নিশ্চয় সেই সময় সমাগত হইবে—তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই; কিন্তু অধিকাংশ মানবই উহা বিশ্বাস করে না। ৬০। এবং তোমাদের প্রতি-পালক বলিয়াছেন—তোমরা আমাকেই আহ্বান কর, আমিই তোমাদিগকে উত্তর প্রদান করিব; নিশ্চয় যাহারা

اللّٰهِ بِغَيْرِ سُلْطٰنٍ اَتٰهُمْ لا اِنْ فِيْ
صُدُوْرِهِمْ اِلَّا كِبْرٌ مَّا هُمْ بِبَالِغِيْهِ ج
فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ ط اِنَّهٗ هُوَ السَّمِيْعُ
الْبَصِيْرُ ۝ ٥٧- لَخَلْقُ السَّمٰوٰتِ
وَالْاَرْضِ اَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ
وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ ۝
٥٨- وَمَا يَسْتَوِى الْاَعْمٰى
وَالْبَصِيْرُ ٥ لا وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا
الصّٰلِحٰتِ وَلَا الْمُسِيْٓءُ ط قَلِيْلًا
مَّا تَتَذَكَّرُوْنَ ۝ ٥٩- اِنَّ السَّاعَةَ
لَاٰتِيَةٌ لَّا رَيْبَ فِيْهَا وَلٰكِنَّ
اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُوْنَ ۝ ٦٠- وَ
قَالَ رَبُّكُمُ ادْعُوْنِيْٓ اَسْتَجِبْ
لَكُمْ ط اِنَّ الَّذِيْنَ يَسْتَكْبِرُوْنَ عَنْ

সত্যধর্ম্ম গ্রহণ করিলে হয়ত আমাদের পার্থিব সম্মান, সামাজিক মর্য্যাদা ও ব্যক্তিগত প্রভাব-প্রতিপত্তি ক্ষুণ্ণ হইয়া যাইবে; পক্ষান্তরে স্বধর্ম্মে অবস্থান করিলে আমরা চিরকাল উহা উপভোগ করিতে পারিব। কিন্তু তাহাদের ঐ অসঙ্গত দূরাকাঙ্ক্ষা কখনই পূর্ণ হইবে না।

৫৭—৫৯। এই তিনটি আয়তের মর্ম্ম এই যে, সামান্য মানব সৃষ্টি করা অপেক্ষা এই বিরাট বিশ্বজগৎ সৃষ্টি করা অত্যন্ত কঠিন কার্য্য। সুতরাং যিনি এই বিরাট বিশ্ব সৃষ্টি করিয়াছেন, তাঁহার পক্ষে মানবের মৃত্যুর পর পুনর্জ্জীবন দান করা কিছুমাত্র কঠিন নহে। অতএব অবিশ্বাসীরা বিশ্বাস করুক বা না করুক, সেই পুনরুত্থানের দিন অবশ্যই সমাগত হইবে এবং বিশ্বাসী ও অবিশ্বাসীরা সকলেই সেদিন স্ব স্ব কৃতকর্ম্মের প্রতিদান বা প্রতিফল প্রাপ্ত হইবে।

৬০। অনন্তর আল্লাহতা'লা বলিতেছেন যে, হে মানব জাতি, তোমরা অন্যান্য অলীক উপাস্যের পরিবর্ত্তে একমাত্র আমাকেই আহ্বান কর এবং আমিই তোমাদের আহ্বানের উত্তর দিয়া তোমাদের

আমার উপাসনা হইতে অহঙ্কার করে, অচিরেই তাহারা লাঞ্ছিতভাবে নরকে প্রবিষ্ট হইবে।

عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ
دَاخِرِينَ ۝

৭ম রুকু—আল্লাহতা'লার শক্তি ও করুণার নিদর্শনাবলী

৬১। আল্লা-ই তোমাদের জন্য রজনী সৃষ্টি করিয়াছেন—যেন তোমরা তন্মধ্যে বিশ্রাম কর এবং দিবসকে পরিদর্শনের জন্য; নিশ্চয় আল্লাহ মানবগণের প্রতি অনুগ্রহকারী; কিন্তু অধিকাংশ মানবই কৃতজ্ঞতা স্বীকার করে না। ৬২। সমস্ত বিষয়ের স্রষ্টা আল্লা-ই তোমাদের প্রতিপালক—তিনি ব্যতীত কোনই উপাস্য নাই; অতঃপর তোমরা কোথায় ফিরিয়া যাইতেছ? ৬৩। এইরূপে যাহারা আল্লার নিদর্শনাবলী প্রত্যাখ্যান করে, তাহারাই ফিরিয়া গিয়াছিল। ৬৪। আল্লা-ই তোমাদিগের জন্য ভূমণ্ডলকে বিশ্রাম-স্থল করিয়াছেন এবং নভোমণ্ডলকে ছাদ স্বরূপ; এবং তিনি তোমাদিগকে আকৃতি দান করিয়াছেন, তৎপর তোমাদের আকৃতি সুন্দরতর করিয়াছেন;

٦١- اَللّٰهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الَّيْلَ
لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا ۚ إِنَّ اللّٰهَ
لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلٰكِنَّ أَكْثَرَ
النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ ۝ ٦٢- ذٰلِكُمُ اللّٰهُ
رَبُّكُمْ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ ۘ لَا إِلٰهَ إِلَّا
هُوَ ۖ فَأَنّٰى تُؤْفَكُونَ ۝ ٦٣- كَذٰلِكَ
يُؤْفَكُ الَّذِينَ كَانُوا بِآيٰتِ اللّٰهِ
يَجْحَدُونَ ۝ ٦٤- اَللّٰهُ الَّذِي جَعَلَ
لَكُمُ الْأَرْضَ قَرَارًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً
وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ وَرَزَقَكُمْ

সমস্ত প্রার্থনা ও মনস্কামনা পূর্ণ করিব। যাহারা আমার এই আদেশ প্রত্যাখান করিবে, তাহারা সকলেই অভিশপ্ত ও লাঞ্ছিত হইয়া নরকানলে প্রবিষ্ট হইবে।

৬১। এই রুকুতে আল্লাহতা'লা বলিয়া দিতেছেন যে, তিনিই মানবের প্রতি অনুগ্রহ করিয়া তাহাদের বিশ্রামের জন্য রজনী এবং পরিদর্শন ও কাজকর্ম্মের জন্য দিবস সৃষ্টি করিয়া দিয়াছেন। কিন্তু মানুষ এমনই ভ্রান্ত যে, আল্লাহতা'লারএই অসীম অনুগ্রহের পরিচয় পাইবার পরেও তাহাদের অধিকাংশই অকৃতজ্ঞ থাকিয়া যায় এবং তাহারা সত্যধর্ম্ম পরিগ্রহণ করে না।

৬২—৬৩। আয়ত-দ্বয়ের মর্ম্ম এই যে, আল্লাহতা'লাই এই বিরাট বিশ্বজগতের একমাত্র স্রষ্টা এবং তিনিই মানব-দানব প্রভৃতি সমগ্র জীব-জগতের সুমহান্ প্রতিপালক। আল্লাহতা'লার এই সকল অলৌকিক নিদর্শনাবলীর প্রতি যাহারা লক্ষ্য করে না অথবা তাঁহার অবতারিত প্রত্যাদেশ সমূহ যাহারা উপেক্ষা ও প্রত্যাখ্যান করে, তাহারা সকলেই ভ্রান্ত এবং বিপথগামী হইয়া যায়।

৬৪—৬৫। আল্লাহতা'লা আরও বলিতেছেন যে, তিনিই স্বীয় অনুগ্রহে মানবের জন্য পৃথিবীকে বিশ্রামাগার এবং আকাশকে উহার ছাদ স্বরূপ সৃষ্টি করিয়াছেন। অনন্তর তিনি সমগ্র জীবজগতের মধ্যে মানবের আকৃতিকে রূপে-গুণে ও সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্যে সুন্দর হইতে সুন্দরতর করিয়াছেন এবং তাহাদের পানাহারের জন্য সুদৃশ্য ও সুস্বাদু পবিত্রতম বস্তু-সমূহ নির্দ্ধারিত করিয়া দিয়াছেন।

এবং তোমাদিগকে পবিত্র বস্তু-সমূহ হইতে উপজীবিকা দান করিয়াছেন ; এই ত তোমাদের প্রতিপালক আল্লাহ্ ! অতএব শুভময় আল্লা-ই বিশ্বজগতের প্রতিপালক। ৬৫। তিনি চির-জীবন্ত, তিনি ব্যতীত কোন উপাস্য নাই ; অতএব তাঁহাকে তদীয় উপাসনার জন্য বিশুদ্ধভাবে আহ্বান কর ; বিশ্বজগতের প্রতিপালক আল্লার জন্যই সমস্ত প্রশংসা। ৬৬। তুমি বল—নিশ্চয় তোমরা আল্লার পরিবর্ত্তে যাহাদিগকে আহ্বান কর, আমি তাহাদের উপাসনা করিতে নিষিদ্ধ হইয়াছি, যেহেতু আমার নিকট আমার প্রতিপালক হইতে প্রকাশ্য নিদর্শনাবলী উপস্থিত হইয়াছে ; এবং আমি আদিষ্ট হইয়াছি যে, আমি বিশ্বজগতের প্রতিপালকের নিকট আত্মসমর্পণকরী হইব। ৬৭। তিনি তোমাদিগকে মৃত্তিকা দ্বারা, তৎপর শুক্রদ্বারা, তৎপর রক্তপিণ্ড দ্বারা সৃষ্টি করিয়াছেন, তৎপর তোমাদিগকে শিশুরূপে বহির্গত করিয়াছেন, অতঃপর তোমরা যেন যৌবনে উপনীত হও, অবশেষে যেন তোমরা বৃদ্ধ হও, এবং

مِنَ الطَّيِّبٰتِ ۭ ذٰلِكُمُ اللّٰهُ رَبُّكُمْ ښ
فَتَبٰرَكَ اللّٰهُ رَبُّ الْعٰلَمِيْنَ ۝
٦٥- هُوَ الْحَيُّ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ فَادْعُوْهُ
مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ ۭ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ
رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۝ ٦٦- قُلْ اِنِّيْ
نُهِيْتُ اَنْ اَعْبُدَ الَّذِيْنَ تَدْعُوْنَ
مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ لَمَّا جَآءَنِيَ الْبَيِّنٰتُ
مِنْ رَّبِّيْ ۡ وَاُمِرْتُ اَنْ اُسْلِمَ
لِرَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۝ ٦٧- هُوَ الَّذِيْ
خَلَقَكُمْ مِّنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُّطْفَةٍ
ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ يُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ
لِتَبْلُغُوْٓا اَشُدَّكُمْ ثُمَّ لِتَكُوْنُوْا شُيُوْخًا ج

মানবের প্রতি ইহা সমস্তই শুভময় আল্লাহতা'লার অনন্ত অনুগ্রহের অনুপম নিদর্শন এবং তিনি সমগ্র বিশ্বজগতের করুণাময় প্রতিপালক প্রভু। তিনি চিরঞ্জীবন্ত ও নিত্য বিরাজমান: তিনি ব্যতীত আর কোনই উপাস্য নাই এবং তাঁহার জন্যই সমস্ত প্রশংসা। অতএব এই সকল অনুপম অনুগ্রহের জন্য মানবের পক্ষে আল্লাহতা,লার কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিয়া তাঁহার উপাসনা ও আরাধনা করা একান্ত কর্ত্তব্য।

৬৬। অনন্তর আল্লাহতা'লা হজরত রসুলোল্লাকে বলিতেছেন—তুমি অবিশ্বাসীদিগকে বলিয়া দাও যে, তোমরা আল্লার পরিবর্ত্তে যে সকল অলীক উপাস্যের উপাসনা ও পূজা-অর্চ্চনা কর, আমি তাহাদের উপাসনা করিতে নিষিদ্ধ হইয়াছি। কারণ আমার নিকট আল্লাহতা'লার প্রকাশ্য নিদর্শনাবলী ও পবিত্র প্রত্যাদেশ অবতীর্ণ হইয়াছে এবং আমি আদিষ্ট যে, সেই বিশ্বজতের অদ্বিতীয় প্রতিপালক প্রভুর নিকট আমি অবশ্যই আত্মসমর্পণকারী হইব।

৬৭। এতদ্‌সহ আল্লাহতা'লা মানবদিগকে স্মরণ করাইয়া দিতেছেন যে, তিনি তাহাদিগকে সর্ব্বপ্রথম মৃত্তিকা দ্বারা, তৎপর পিতৃ-শুক্র দ্বারা এবং তৎপর মাতৃগর্ভে প্রগাঢ় রক্তপিণ্ড দ্বারা সৃষ্টি করিয়াছেন। তৎপর তিনি মানবকে মাতৃগর্ভ হইতে শিশুরূপে বহির্গত করেন। অনন্তর তাহারা যৌবনে ও বার্দ্ধক্যে উপনীত হয় এবং তাহাদের কতকাংশ উহার পূর্ব্বেই মৃত্যুমুখে পতিত হইয়া

وَ مِنْكُمْ مَّنْ يُّتَوَفّٰى مِنْ قَبْلُ وَ لِتَبْلُغُوْٓا اَجَلًا مُّسَمًّى وَّ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْنَ ○ ٦٨- هُوَالَّذِيْ يُحْيٖ وَ يُمِيْتُ ج فَاِذَا قَضٰٓى اَمْرًا فَاِنَّمَا يَقُوْلُ لَهٗ كُنْ فَيَكُوْنُ ۵

তোমাদের মধ্যে কতিপয় ইহার পূর্ব্বেই মৃত্যুপ্রাপ্ত হয় এবং যেন কতিপয় নির্দ্দিষ্ট সময় উপনীত হয় এবং যেন তোমরা জ্ঞানলাভ কর। ৬৮। তিনিই তোমাদিগকে সঞ্জীবিত করেন এবং মৃত্যুদান করিয়া থাকেন; ফলতঃ যখন তিনি কোন কার্য্য নির্দ্ধারিত করেন, তখন উহার জন্য শুধু বলেন যে—হও, বস্তুতঃ তাহাতেই হইয়া যায়।

৮ম রুকু—অবিশ্বাসীদিগের অন্তিম পরিণাম

٦٩- اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ يُجَادِلُوْنَ فِيْٓ اٰيٰتِ اللّٰهِ ط اَنّٰى يُصْرَفُوْنَ ۵ ٧٠- اَلَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِالْكِتٰبِ وَ بِمَآ اَرْسَلْنَا بِهٖ رُسُلَنَا ﵗ فَسَوْفَ يَعْلَمُوْنَ ۵ ٧١- اِذِ الْاَغْلٰلُ فِيْٓ اَعْنَاقِهِمْ وَ السَّلٰسِلُ ط يُسْحَبُوْنَ ۵ ٧٢- فِي الْحَمِيْمِ ٥ لا ثُمَّ فِي النَّارِ

৬৯। তবে কি তুমি তাহাদিগকে লক্ষ্য কর নাই—যাহারা আল্লার নিদর্শনাবলী সম্বন্ধে বিতর্ক করে; তাহারা কোথায় ফিরিয়া যাইতেছে? ৭০। উহারাই সেই গ্রন্থ এবং আমার রসুলগণের সহিত যাহা প্রেরণ করিয়াছি তৎপ্রতি অসত্যারোপ করিয়া থাকে; অনন্তর অচিরেই তাহারা অবগত হইবে! ৭১। যখন তাহাদের কণ্ঠ-সমূহে নিগড় ও শৃঙ্খলা হইবে, তখন তাহাদিগকে টানিয়া লওয়া হইবে—৭২। উত্তপ্ত সলিলের মধ্যে; তৎপর তাহাদিগকে নরকাগ্নির

থাকে। এ সমস্তই আল্লাহতা'লার অলৌকিক শক্তি-মহিমার প্রত্যক্ষ নিদর্শন। মানবের জ্ঞানলাভের জন্যই তিনি এই সকল সৃষ্টি-নিয়ম নির্দ্ধারিত করিয়াছেন।

৬৮। সর্ব্বশক্তিমান আল্লাহতা'লাই মানবের জীবন-মৃত্যুর একমাত্র নিয়ন্তা। এ সম্বন্ধে আর কাহারও কোনরূপ শক্তি বা অধিকার নাই। ফলতঃ যখন তিনি কোন কার্য্য সম্পাদন করিতে ইচ্ছা করেন, তখন শুধু আদেশ করেন যে,—হও; বস্তুতঃ উহা তাহাতেই হইয়া যায়। উহার জন্য কোনরূপ উপকরণ অথবা কাহারও সাহায্যের কিছু প্রয়োজন হয় না। অদ্বিতীয় আল্লাহতা'লা ভিন্ন আর কাহারও এরূপ অলৌকিক শক্তি নাই। কোঃ—২—১১৭ দ্রষ্টব্য।

৬৯—৭০। এই দুইটি আয়তে আল্লাহতা'লা হজরত রসুলোল্লাকে বলিতেছেন—হে রসুল, তুমি কি লক্ষ্য করিয়া বুঝিতেছ না যে, যাহারা আমার রসুলগণের প্রতি অবতারিত প্রত্যাদেশ সমূহের উপর অসত্যারোপ করে এবং আমার নিদর্শনাবলী ও সত্যধর্ম্ম সম্বন্ধে বৃথা বিতর্ক করিয়া থাকে, তাহারা কোথায় পলায়ন করিবে? তুমি অপেক্ষা কর, তাহাদের শোচনীয় পরিণাম তাহারা শীঘ্রই উপলব্ধি করিতে পারিবে।

৭১—৭৩। যখন ঐ অবিশ্বাসী ও কলহকারীদিগের কণ্ঠ-সমূহ শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া তাহাদিগকে নরকের উত্তপ্ত সলিলের মধ্যে টানিয়া লইবে এবং যখন তাহাদিগকে প্রজ্জ্বলিত নরকানলে

মধ্যে বিদগ্ধ করা হইবে। ৭৩। অতঃপর তাহাদিগকে বলা হইবে—তোমরা যে অংশী স্থির করিতে তাহারা কোথায় ৭৪। আল্লার পরিবর্ত্তে? উহারা বলিবে—তাহারা আমাদিগের নিকট হইতে বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে; বরং পূর্ব্বে ত আমরা আর কোন বিষয়ই আহ্বান করিতাম না; এইরূপে আল্লাহ অবিশ্বাসীদিগকে বিভ্রান্ত করিয়া থাকেন। ৭৫। এইজন্য যে, তোমরা পৃথিবীতে অসত্যে পরিতুষ্ট হইতে এবং এইজন্য যে, তোমরা হীনতা প্রকাশ করিতে। ৭৬। তোমরা নরকের দ্বার সমূহে প্রবিষ্ট হও—তন্মধ্যে সর্ব্বদা অবস্থান করিবে; ফলতঃ অহঙ্কারীদের অবস্থান-স্থল নিকৃষ্টতর। ৭৭। অতএব তোমরা ধৈর্য্য ধারণ কর, নিশ্চয় আল্লার অঙ্গীকার সত্য; অতঃপর আমি তাহাদিগকে যে প্রতি-শ্রুতি দান করিতেছি, যদি আমি উহার কিয়দংশ তোমাকে প্রদর্শন করি অথবা

يُسْجَرُوْنَ ۚ ٧٣- ثُمَّ قِيْلَ لَهُمْ
اَيْنَ مَا كُنْتُمْ تُشْرِكُوْنَ ۙ ٧٤- مِنْ
دُوْنِ اللّٰهِ ۭ قَالُوْا ضَلُّوْا عَنَّا بَلْ لَّمْ
نَكُنْ نَّدْعُوْا مِنْ قَبْلُ شَيْئًا ۭ كَذٰلِكَ
يُضِلُّ اللّٰهُ الْكٰفِرِيْنَ ○ ٧٥- ذٰلِكُمْ
بِمَا كُنْتُمْ تَفْرَحُوْنَ فِي الْاَرْضِ بِغَيْرِ
الْحَقِّ وَبِمَا كُنْتُمْ تَمْرَحُوْنَ ۚ
٧٦- اُدْخُلُوْٓا اَبْوَابَ جَهَنَّمَ خٰلِدِيْنَ
فِيْهَا ۚ فَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِيْنَ ○
٧٧- فَاصْبِرْ اِنَّ وَعْدَ اللّٰهِ حَقٌّ ۚ
فَاِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِيْ نَعِدُهُمْ

নিক্ষেপ করিয়া বিদগ্ধ করা হইবে, তখনই উহারা এই অবিশ্বাস ও হঠকারিতার পরিণাম বুঝিতে পারিবে। তখন তাহাদিগকে বলা হইবে পার্থিব-জীবনে তোমরা আল্লার পরিবর্ত্তে তাঁহার যে সকল অংশী-উপাস্য অর্থাৎ যে সমস্ত কল্পিত দেব-দেবী ও প্রস্তর প্রতিমার পূজা-আরাধনা করিতে তাহারা আজ কোথায়?

৭৪—৭৫। তখন অবিশ্বাসীরা বলিবে যে, তাহারা সকলে আজ অদৃশ্য ও বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। আজ আমরা তাহাদের কাহাকেও দেখিতে পাইতেছিনা। তাহাদের কেহ কেহ এরূপও বলিবে যে, পৃথিবীতে আমরা আর কাহারও পূজা-উপাসনা করি নাই। অবিশ্বাসী ও অসত্যবাদী অপরাধিরা বিপদে পড়িলে এইরূপই বলিয়া থাকে এবং এইরূপ অসত্যের অনুসরণ করিয়াই তাহার ভ্রান্ত ও বিপথগামী হইয়া যায়।

৭৬। ঐরূপ অবিশ্বাস, অসত্যাচরণ ও হীনতার জন্যই অবিশ্বাসীরা নরকানলে প্রবিষ্ট হইয়া তন্মধ্যে চিরকাল অবস্থান করিতে বাধ্য হইবে।

৭৭। অনন্তর আল্লাহতা'লা হজরত রসুলোল্লাকে সান্ত্বনা প্রদান পূর্ব্বক বলিতেছেন—হে রসুল, তুমি বিশ্বাসী সম্প্রদায়ের সহিত ধৈর্য্য-ধারণ কর; নিশ্চয় আমার অঙ্গীকার সত্য এবং আমি অবিশ্বাসী ও অসত্যারোপকারীদিগের সম্বন্ধে যে সকল ইহ-পারলৌকিক শাস্তির প্রতিশ্রুতি দান করিয়াছি, তাহা অবশ্যই পূর্ণ হইবে। যদি আমি তোমার জীবনেই ঐ সকল শাস্তির কিয়দংশ তাহাদিগকে প্রদান করি, তবে তুমি উহা দেখিয়া যাইতে পারিবে; আর যদি আমি তোমার মৃত্যুর পরে ঐ সকল শাস্তি অবতীর্ণ করি, তবে তুমি না দেখিলেও তাহারা উহা হইতে পরিত্রাণ পাইবে না। তাহাদের সকলকেই আমার সমক্ষে উপস্থিত হইয়া শাস্তিভোগ করিতে হইবে।

তোমাকে মৃত্যুদান করি, তবে তাহারা আমারই দিক প্রত্যাবর্ত্তিত হইবে।
৭৮। এবং নিশ্চয় আমি তোমার পূর্ব্বেও রসূলগণকে প্রেরণ করিয়াছিলাম, তাহাদের মধ্যে কাহারও কাহারও বিবরণ তোমার নিকট বর্ণনা করিয়াছি এবং তাহাদের মধ্যে কাহারও কাহারও বিবরণ তোমার নিকট বর্ণনা করি নাই; এবং কোন রসূলেরই সাধ্য ছিল না যে, আল্লার আদেশ ব্যতীত কোন নিদর্শন আনয়ন করে; কিন্তু যখন আল্লার আদেশ উপনীত হইয়াছিল, তখন সত্যভাবে সুমীমাংসা করা হইয়া ছিল এবং সেই সময়ে ভ্রান্ত-বিশ্বাসীরা ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছিল।

أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ ○
٧٨- وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ
مِنْهُم مَّن قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُم
مَّن لَّمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ ط وَمَا
كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا
بِإِذْنِ اللَّهِ ج فَإِذَا جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ
قُضِيَ بِالْحَقِّ وَخَسِرَ هُنَالِكَ
الْمُبْطِلُونَ ٤

৯ম রুকু—অবিশ্বাসীদের পার্থিব জীবনের ব্যর্থতা

৭৯। আল্লা-ই তোমাদের জন্য চতুষ্পদ পশুসমূহ সৃষ্টি করিয়াছেন যে, তোমরা উহার কতিপয়ে আরোহণ কর, এবং উহার কতিপয় ভক্ষণ কর।

٧٩- اَللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَنْعَامَ
لِتَرْكَبُوا مِنْهَا وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ٥

আলোচ্য আয়তে হজরত রসূলোল্লার জীবনে বদর যুদ্ধ ও অন্যান্য জেহাদের এবং তাহার মৃত্যুর পরে খোলাফায়ে রাশেদীনগণের মহাবিজয়ের অভিযুদ্ধাণী করা হইয়াছে। অবিশ্বাসীরা ঐ সকল যুদ্ধে সত্য-বিশ্বাসী মুসলমানগণের নিকট পরাজিত ও বিধ্বস্ত হইয়া ইহলোকেই শাস্তি ও লাঞ্ছনা ভোগ করিয়াছিল।

৭৮। অতঃপর আল্লাহতা'লা বলিতেছেন—হে রসূল, তোমার সম্বন্ধে এইরূপ ঘটনা অথবা অবিশ্বাসীদের এইরূপ হীন আচরণ আদৌ নূতন নহে। তোমার পূর্ব্বেও আমি পৃথিবীতে বহু রসূল প্রেরণ করিয়াছিলাম। তুমি তাহাদের মধ্যে কতিপয় রসূলের বিবরণ আমার প্রত্যাদেশ-যোগে অবগত হইয়াছ এবং অবশিষ্ট রসূলগণের বিবরণ তোমাকে জ্ঞাপন করা হয় নাই। আমার সেই সকল রসূলের প্রতিও অবিশ্বাসীরা এইরূপভাবে অসত্যারোপ করিয়াছিল এবং তাঁহাদের উপরেও এইরূপ অত্যাচার ও উৎপীড়ন অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। কিন্তু আমার ইচ্ছা ব্যতীত তাঁহারাও অবিশ্বাসীদিগকে কোনরূপ শাস্তি প্রদান করিতে পারে নাই। অতঃপর যখন অবিশ্বাসীদের উপর আমার আদেশ বা শাস্তি উপনীত হইয়াছিল, তখন তাহাদের সম্বন্ধে চরম মীমাংসা হইয়া তাহারা সকলেই অতি কঠোর শাস্তিভোগ করিয়াছিল। সেই ভয়াবহ শাস্তির আক্রমণ বা অনিষ্টকারিতা হইতে তাহারা কেহই পরিত্রাণ পায় নাই।

৭৯—৮১। এই তিনটি আয়তে আল্লাহতা'লা মানবের প্রতি তাঁহার কয়েকটি বিশেষ অনুগ্রহের বিষয় বিবৃত করিতেছেন। তিনি মানবের স্থলপথে আরোহণ ও দুগ্ধ-মাংস ভক্ষনের জন্য বিভিন্ন প্রকার চতুষ্পদ পশু সৃষ্টি করিয়াছেন এবং জলপথে গমনাগমনের জন্য তাহাদিগকে বৃক্ষাদি হইতে নৌকা নির্ম্মাণ শিক্ষা দিয়াছেন। ফলতঃ এতদ্বারা তাহারা জল ও স্থলপথে গমনাগমন

৮০। এবং ইহাতে তোমাদের জন্য উপকার রহিয়াছে এবং তোমাদের অন্তর-সমূহে যে আকাঙ্ক্ষা আছে তোমরা যেন তাহাতে উপনীত হও এবং উহাদের উপর ও নৌকা-সমূহের উপর আরোহণ করিতে থাক। ৮১। এবং তিনি তোমাদিগকে স্বীয় নিদর্শনাবলী প্রদর্শন করেন, অতএব তোমরা আল্লার নিদর্শনাবলীর মধ্যে কোনটি অস্বীকার করিবে? ৮২। তবে কি তাহারা পৃথিবীতে পরিভ্রমণ করিয়া দেখে নাই যে, তাহাদের পূর্ব্ববর্ত্তীদিগের পরিণাম কিরূপ হইয়াছিল—যাহারা ইহাদের অপেক্ষা সংখ্যাধিক এবং শক্তি ও পার্থিব কীর্ত্তি-চিহ্নে প্রবলতর ছিল; কিন্তু তাহারা যাহা অর্জ্জন করিয়াছিল, তাহাদের জন্য তাহা ফলপ্রদ হয় নাই। ৮৩। এবং যখন তাহাদের রসুলগণ তাহাদের নিকট প্রকাশ্য নিদর্শনাবলী সহ আগমন করিয়াছিল তখন তাহাদের যে জ্ঞান ছিল,

٨٠- وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَلِتَبْلُغُوا
عَلَيْهَا حَاجَةً فِي صُدُورِكُمْ وَعَلَيْهَا
وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ ۞
٨١- وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ ق فَأَيَّ
آيَاتِ اللَّهِ تُنْكِرُونَ ○ ٨٢- أَفَلَمْ
يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ
كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ ط
كَانُوا أَكْثَرَ مِنْهُمْ وَأَشَدَّ قُوَّةً وَآثَارًا
فِي الْأَرْضِ فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا
يَكْسِبُونَ ○ ٨٣- فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ
رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَرِحُوا بِمَا

করিয়া পার্থিব জীবনে অশেষরূপে উপকৃত হইয়া থাকে। তাই আল্লাহতা'লা মানব জাতিকে লক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন যে, তোমরা আমার অনুগ্রহের এই সকল প্রত্যক্ষ নিদর্শনাবলীর মধ্যে কোন্‌টিকে অস্বীকার করিতে চাও?

৮২। অনন্তর আল্লাহতা'লা মক্কার অবিশ্বাসীদিগকে পুনরায় সতর্ক করিয়া দিয়া বলিতেছেন যে, তাহারা কি দেশ-বিদেশে পরিভ্রমণ করিয়া দেখে নাই যে, পূর্ব্বযুগে যে সকল জাতি পার্থিব কীর্ত্তি-কলাপ, ধন-জন, রাজ্য-ঐশ্বর্য্য ও শক্তি-সামর্থ্যে তাহাদের অপেক্ষা বহুগুণ শক্তিশালী ও পরাক্রান্ত ছিল—আমার আদেশের অন্যথাচরণ ও আমার রসুলগণের বিরুদ্ধাচরণ করার জন্য তাহাদের পরিণাম কিরূপ শোচনীয় হইয়াছিল? ফলতঃ তাহাদের অবিশ্বাস ধর্ম্মদ্রোহিতা ও বিরুদ্ধাচরণ তাহাদের জন্য কিছুমাত্র ফলপ্রদ হয় নাই; বরং পরিণামে ঐ সকল অবৈধ আচরণ ও অন্যায় কার্য্যের জন্যই তাহারা সমূলে ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছিল।

৮৩। এতদ্‌সহ আল্লাহতা'লা ইহাও স্মরণ করাইয়া দিতেছেন যে, পূর্ব্ববর্ত্তী রসুলগণ যখন আল্লাহতা'লার প্রকাশ্য নিদর্শন ও প্রত্যাদেশ লইয়া স্ব স্ব সম্প্রদায়ের নিকট উপস্থিত হইয়াছিলেন, তখন তাহারা উহা অবিশ্বাস ও উপেক্ষা করিয়া নিজেদের সংস্কার ও জ্ঞান-বিশ্বাসকেই যথেষ্ট মনে করিয়াছিল এবং ঐ জ্ঞানবিশ্বাসের গর্ব্বে প্রমত্ত বা হর্ষোন্মত্ত হইয়া তাহারা রসুলগণ কর্ত্তৃক

عِنْدَهُمْ مِّنَ الْعِلْمِ وَحَاقَ بِهِمْ
مَّا كَانُوْا بِهٖ يَسْتَهْزِءُوْنَ ۝ ٨٤- فَلَمَّا
رَاَوْا بَاْسَنَا قَالُوْۤا اٰمَنَّا بِاللّٰهِ وَحْدَهٗ
وَكَفَرْنَا بِمَا كُنَّا بِهٖ مُشْرِكِيْنَ ۝
٨٥- فَلَمْ يَكُ يَنْفَعُهُمْ اِيْمَانُهُمْ لَمَّا
رَاَوْا بَاْسَنَا ط سُنَّتَ اللّٰهِ الَّتِيْ
قَدْ خَلَتْ فِيْ عِبَادِهٖ ج وَخَسِرَ
هُنَالِكَ الْكٰفِرُوْنَ ع

তাহাতেই তাহারা হর্ষোন্মত্ত হইয়াছিল; এবং তাহারা যাহা লইয়া উপহাস করিত, তাহাই তাহাদিগকে পরিবেষ্টন করিয়াছিল। ৮৪। কিন্তু যখন তাহারা আমার শাস্তি প্রত্যক্ষ করিয়াছিল তখন বলিয়াছিল—আমরা অদ্বিতীয় আল্লার প্রতি বিশ্বাস-স্থাপন করিলাম, এবং আমরা তাঁহার সহিত যে অংশী স্থির করিতাম তাহা অবিশ্বাস করিতেছি। ৮৫। কিন্তু যখন তাহারা আমার শাস্তি প্রত্যক্ষ করিয়াছে, তখন তাহাদের বিশ্বাস তাহাদিগকে কোনই সুফল প্রদান করিবে না; ইহাই আল্লার নীতি—নিশ্চয় ইহা তদীয় সেবকগণের মধ্যে অনুসৃত হইয়া আসিতেছে; এবং তথায় অবিশ্বাসীরা ক্ষতিগ্রস্ত হইবে।

শাস্তির ভয়-প্রদর্শনকে উপহাস-বিদ্রূপ করিয়াছিল। কিন্তু যে ব্যক্তির বাণীকে তাহারা উপহাস ও অগ্রাহ্য করিয়াছিল, পরিণামে সেই শাস্তিই তাহাদিগকে পরিবেষ্টন করিয়া ধ্বংস করিয়াছিল।

৮৪। আল্লাহতালা আরও বলিতেছেন যে, পূর্ব্বযুগের অবিশ্বাসীরা যখন সত্য সত্যই আমার শাস্তি প্রত্যক্ষ করিয়াছিল, তখন তাহারা আতঙ্কে অভিভূত হইয়া আমার প্রতি বিশ্বাস-স্থাপন পূর্ব্বক অমার্জ্জনীয় অংশীবাদিতা হইতে ক্ষমা-প্রার্থনা করিয়াছিল।

৮৫। কিন্তু অবিশ্বাসীদের উপর একবার আমার শাস্তি অবতীর্ণ হইলে তখন তাহাদের অনুতাপ ও ক্ষমা-প্রার্থনা কোনই কাজে আসিবে না। ইহাই আল্লাহতা'লার চিরন্তন নীতি এবং মানব জাতির মধ্যে চিরদিন এই নীতিই অনুসৃত হইয়া আসিতেছে। তাই করুণাময় আল্লাহতা'লা অবিশ্বাসী অংশীবাদীদিগকে আলোচ্য সূরায় পুনঃ পুনঃ সতর্ক করিয়া বলিয়া দিয়াছেন যে আমার শাস্তি অবতীর্ণ হইবার পূর্ব্বেই যেন তাহারা সংযত হইয়া ক্ষমা-প্রার্থনা করে। তাহা হইলে আমি তাহাদের সমস্ত অপরাধ ক্ষমা করিব এবং তাহাদিগকে সত্য-ধর্ম্ম ও সুপথের অনুগামী করিয়া দিব। কিন্তু একবার আমার শাস্তি অবতীর্ণ হইলে তাহাদের ধ্বংস অনিবার্য্য; তখন তাহাদের মুক্তি ও পরিত্রাণের আর কোনই উপায় থাকিবে না। তখন তাহাদিগকে লাঞ্ছিত ও ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া ইহলোকে আমার নির্দ্ধারিত শাস্তি অবশ্যই ভোগ করিতে হইবে।

এই পবিত্র সূরায় বিশ্বাসী মুসলমানদিগকে ইহলৌকিক মহাবিজয় ও পারলৌকিক পুরস্কারের সুসংবাদ প্রদান করিবার সঙ্গে সঙ্গে অবিশ্বাসী কাফেরদিগকে পার্থিব জীবনের পরাজয় ও লাঞ্ছনা এবং পারলৌকিক শাস্তি সম্বন্ধে পুনঃ পুনঃ সতর্ক করিয়া দেওয়া হইয়াছে। অনন্তর করুণাময় আল্লাহতা'লা অবিশ্বাসীদিগকে তাহাদের অপরাধ ও দুষ্কার্য্যের জন্য স্বর্গীয় শাস্তি ও লাঞ্ছনা অবতীর্ণ হইবার পূর্ব্বেই তাহাদিগকে ক্ষমাপ্রার্থী ও সংশোধিত হইবার জন্য সতর্ক করিয়া দিয়া আলোচ্য সূরায় উপসংহার করিয়াছেন।

মক্কায় অবতীর্ণ	৪১। সুরা হা-মিম—حٰمٓ	৫৪ আয়ত

সর্ব্বপ্রদাতা করুণাময় আল্লার নামে

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

১ম রুকু—বিশ্বমানবের জন্য সত্যের আহ্বান

১। হা—মিম। ২। ইহা সর্ব্ব প্রদাতা করুণাময় হইতে অবতারিত; ৩। এই গ্রন্থ—আরবী কোরান—অভিজ্ঞ সম্প্রদায়ের জন্য যাহার আয়ত-সমূহ

۱. حٰمٓ ۚ ۲- تَنْزِيْلٌ مِّنَ الرَّحْمٰنِ
الرَّحِيْمِ ۚ ۳- كِتٰبٌ فُصِّلَتْ اٰيٰتُهٗ
قُرْاٰنًا عَرَبِيًّا لِّقَوْمٍ يَّعْلَمُوْنَ ۙ

হা-মিম—এই সুরাটি 'হা-মিম'-যুক্ত সুরা-মালার দ্বিতীয় সুরা। উক্ত বিকর্ত্তিত যোগেই এই সুরার নামকরণ করা হইয়াছে। তবে সাধারণতঃ এই সুরাকে বলা হইয়া থাকে। 'সেজদা' অর্থ ললাট-যোগে ভূসংলগ্ন প্রণিপাত। ইহার অন্য নাম 'ফোস্‌সেলাত'; 'ফোস্‌সেলাত' অর্থ সুস্পষ্ট। 'সেজদার' আয়ত এবং পবিত্র কোরান শরিফের সমূহের সুস্পষ্টতা ঘোষণাকারী বলিয়াই এই সুরা উপরোক্ত নামে অভিহিত হইয়াছে।

শানে-নজুল—হজরত এব্‌নে-আব্বাস হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, 'হা-মিম-যুক্ত সুরা সমূহের ন্যায় এই সুরাও মক্কা শরীফে অবতীর্ণ হইয়াছিল। মহাত্মা এব্‌নে-আবি-শা প্রমুখ একদল মোহাদ্দেস বর্ণনা করিয়াছেন যে, কোরেশদিগের অনুরোধ, অত্যাচার ভয় প্রদর্শনও হজরত রসুলোল্লাহ যখন কিছুতেই সত্যধর্ম্মপ্রচারে নিরস্ত হইলেন না, তাহারা প্রলোভন দ্বারা তাঁহাকে বশীভূত করিবার জন্য ওৎবা-বেন-রাবিয়া নামক জনৈক প্রসিদ্ধ বাগ্মীকে হজরত রসুলোল্লার নিকট প্রেরণ করে। ওৎবা হজরতের উপস্থিত হইয়া প্রস্তাব করে যে, আপনি কি উদ্দেশ্যে আমাদের ধর্ম্ম ও দেব-দেবীর নিন্দা নূতন ধর্ম্ম প্রচারে ব্রতী হইয়াছেন? আপনার যদি ধন ঐশ্বর্য্য, আধিপত্য, নেতৃত্ব কামিনী-কাঞ্চন লাভের বাসনা থাকে, তবে আমরা তাহা সমস্তই আপনাকে প্রদান করিতে আছি। আপনার ইচ্ছা অনুযায়ী কোরেশ বংশের যে কোন পরমাসুন্দরী কুল-কন্যাকে অঙ্কলক্ষ্মী করিয়া দেওয়া হইবে। আপনি আমার নিকট আপনার আন্তরিক ইচ্ছা প্রকাশ ওৎবার ঐ প্রলোভনপূর্ণ উক্তির উত্তরে হজরত রসুলোল্লাহ এই সুরার কিয়দংশ পাঠ ওৎবা তৎশ্রবণে মুগ্ধ হইয়া বলেন যে—আপনি ক্ষান্ত হউন; আমার জন্য ইহাই যথেষ্ট! সে কোরেশদিগের নিকট উপস্থিত হইয়া বলে যে, আল্লাহ সাক্ষী—আমি সারা জীবনে কখনও এরূপ চমৎকার বাক্য শ্রবণ করি নাই। তাঁহার বাক্য সমূহ এরূপ উৎকৃষ্ট ও মনোমুগ্ধকর যে, আমার নিকট উহার কোনই সদুত্তর ছিল না।—তঃ হক্কানী।

১। **হা-মিম**—এই বিকর্ত্তিত বর্ণদ্বয়ের বিস্তৃত মর্ম্মার্থ পূর্ব্ববর্ত্তী সুরা মোমেনের প্রথমে হইয়াছে।—কোঃ ৪০—১ দ্রষ্টব্য।

২—৪। এই তিনটি আয়তে প্রথমেই আল্লাহতালা বলিয়া দিতেছেন—হে রসুল, সর্ব্বপ্রদাতা করুণাময় প্রভুর নিকট হইতেই বিশুদ্ধ আরবী কোরান-রূপে এই স্বর্গীয় অবতীর্ণ হইয়াছে। ইহার আয়ত-সমূহ সরল ও সুস্পষ্ট। ইহাতে কোন অস্পষ্টতা বা

৪। সুসংবাদদাতা ও ভয়-প্রদর্শক, কিন্তু তাহাদের অধিকাংশই বিমুখ হইয়া থাকে; সুতরাং তাহারা শ্রবণ করে না। ৫। এবং তাহারা বলে যে, তুমি আমাদিগকে যেদিকে আহ্বান কর—তাহা হইতে আমাদের অন্তর-সমূহে আবরণ এবং কর্ণ-সমূহে ভারিত্ব রহিয়াছে এবং আমাদের মধ্যে ও তোমাদের মধ্যে যবনিকা রহিয়াছে; অতএব তুমি কার্য্য কর, পরন্তু আমরাও করিতেছি। ৬। তুমি বল—আমি—তোমাদের ন্যায় মানুষ ব্যতীত নহি; আমার প্রতি প্রত্যাদেশ হইয়াছে যে, সেই একমাত্র উপাস্যই তোমাদের উপাস্য; অতএব তাঁহারই দিকে সরল ভাবে গমন কর এবং তাহারই নিকট ক্ষমা-প্রার্থনা কর; এবং সেই সকল অংশীবাদীর জন্য পরিতাপ!

٤- بَشِيْرًا وَّنَذِيْرًا ج فَاَعْرَضَ اَكْثَرُ
هُمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُوْنَ ○ ٥- وَقَالُوْا
قُلُوْبُنَا فِيْٓ اَكِنَّةٍ مِّمَّا تَدْعُوْنَآ اِلَيْهِ
وَفِيْٓ اٰذَانِنَا وَقْرٌ وَّمِنْ بَيْنِنَا
وَبَيْنِكَ حِجَابٌ فَاعْمَلْ اِنَّنَا
عٰمِلُوْنَ ○ ٦- قُلْ اِنَّمَآ اَنَا بَشَرٌ
مِّثْلُكُمْ يُوْحٰٓى اِلَيَّ اَنَّمَآ اِلٰهُكُمْ
اِلٰهٌ وَّاحِدٌ فَاسْتَقِيْمُوْٓا اِلَيْهِ
وَاسْتَغْفِرُوْهُ ط وَوَيْلٌ لِّلْمُشْرِكِيْنَ ○

নাই। অবিশ্বাসী মানবের জন্য ইহা একাধারে সুসংবাদদাতা ও ভয়-প্রদর্শক; কিন্তু তাহাদের অধিকাংশই ইহা শ্রবণ অথবা হৃদয়ঙ্গম করিতেছে না।

৫। আল্লাহতা'লা আরও বলিতেছেন—হে রসুল, অবিশ্বাসীরা তোমাকে বলিতেছে যে, তুমি আমাদিগকে যেদিকে আহ্বান করিতেছ, তাহা হইতে আমাদের কর্ণে ভারিত্ব এবং অন্তরে আবরণ রহিয়াছে অর্থাৎ আমরা তোমার কথা কান দিয়া শুনিতে বা অন্তর দিয়া বুঝিতে চাহি না। তাহারা আরও বলিতেছে যে, তোমার মধ্যে ও আমাদের মধ্যে যবনিকা রহিয়াছে অর্থাৎ তুমি এক পথের পথিক, আমরা অন্য পথের যাত্রী; সুতরাং তোমার কথা শুনিয়া আমাদের কোন লাভ নাই। অতএব তুমি তোমার কার্য্য কর, আমরাও আমাদের কাজ করিতে থাকি। ইহার ফলাফল যাহা হইবার তাহা অবশ্যই হইবে। বলা বাহুল্য, সত্যধর্ম্ম সম্বন্ধে অবিশ্বাসী মক্কাবাসীদিগের প্রকৃত মানসিকতা আল্লাহতা'লা আলোচ্য আয়তে অতি সুন্দর রূপে পরিব্যক্ত করিয়াছেন।

৬—৭। এই আয়তে আল্লাহতা'লা হজরত রসুলোল্লাকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন, হে রসুল, তুমি অবিশ্বাসীদিকে বলিয়া দাও যে, হে ভ্রান্তদল, আমি স্বর্গবাসী ফেরেস্তা অথবা কোন অজ্ঞাত লোকবাসী অদৃশ্য জেন অথবা অন্যরূপ জীব নহি। বরং আমি তোমাদেরই মত ধরাবাসী জীবন-মৃত্যুর অধীন মানুষ মাত্র। আমি তোমাদের জন্য কোন অস্বাভাবিক নূতন ধর্ম্ম বা নূতন কথা লইয়া আসি নাই। তোমাদের ধন-সম্পদ অথবা তোমাদের পূজা-অর্চ্চনাও আমার কাম্য নহে। আল্লাহতা'লার মনোনীত চিরন্তন ও স্বাভাবিক সত্যধর্ম্ম হইতে তোমাদের হিতের জন্য যে সকল সুনীতি ও সদুপদেশ আমার প্রতি প্রত্যাদেশ-যোগে অবতীর্ণ হইয়াছে, তোমাদিগকে তাহা শুনাইবার জন্যই আমি তোমাদের নিকট প্রেরিত হইয়াছি। উহা এই যে; সমগ্র বিশ্ব-জগতের একমাত্র সৃষ্টিকর্ত্তা, রক্ষাকর্ত্তা ও পালনকর্ত্তা অদ্বিতীয় আল্লাহতা'লাই তোমাদের একমাত্র উপাস্য। অতএব তোমরা অংশীবাদিতা ও পৌত্তলিকতা পরিহার করিয়া একমাত্র

٧- الَّذِيْنَ لَا يُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ وَهُمْ
بِالْاٰخِرَةِ هُمْ كٰفِرُوْنَ ○ ٨- اِنَّ
الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ
لَهُمْ اَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُوْنٍ ع

৭। যাহারা জাকাত প্রদান করে না, এবং তাহারা পরকাল সম্বন্ধেও অবিশ্বাসী।
৮। নিশ্চয় যাহারা বিশ্বাস-স্থাপন করিয়াছে ও সৎকার্য্য করে, তাহাদের জন্য অফুরন্ত প্রতিদান রহিয়াছে।

২য় রুকু বিশ্বজগতের সৃষ্টি-তত্ত্বের সংক্ষিপ্ত আভাস

٩- قُلْ اَئِنَّكُمْ لَتَكْفُرُوْنَ بِالَّذِيْ
خَلَقَ الْاَرْضَ فِيْ يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُوْنَ
لَهٗ اَنْدَادًا ط ذٰلِكَ رَبُّ الْعٰلَمِيْنَ ع
١٠- وَجَعَلَ فِيْهَا رَوَاسِيَ مِنْ
فَوْقِهَا وَبٰرَكَ فِيْهَا وَقَدَّرَ فِيْهَا
اَقْوَاتَهَا فِيْ اَرْبَعَةِ اَيَّامٍ ط سَوَآءً

৯। তুমি বল—তোমরা কি তাঁহার প্রতি অবিশ্বাস করিতেছ—যিনি দুই দিনে এই পৃথিবী সৃষ্টি করিয়াছেন এবং তোমরা কি তাঁহার সদৃশ স্থির করিতেছ? এই ত বিশ্ব-জগতের প্রতিপালক।
১০। এবং তিনি তন্মধ্যে উহা হইতে সমুচ্চ পর্ব্বতমালা সৃষ্টি করিয়াছেন এবং চারি দিবসে তন্মধ্যে উহার উৎপাদিকা শক্তি নির্দ্ধারিত করিয়াছেন; জিজ্ঞাসু-

---

তাঁহারই উপাসনা কর এবং তাঁহারই দিকে সরল পথে গমন করিয়া স্ব স্ব কৃতকর্ম্মের জন্য তাঁহারই নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর। অন্যথা তোমাদিগকে ইহ-পরকালে অবশ্যই অনুতাপ করিতে হইবে। কারণ অবিশ্বাসী ও অংশীবাদীরা পার্থিব জীবনে আল্লাহতা'লার নিকট ক্ষমা-প্রার্থনা করিয়া সত্যধর্ম্ম গ্রহণ না করিলে পরলোকে মহাবিচারের দিন তাহারা কখনই মুক্তি ও কল্যাণ লাভের অধিকারী হইবে না।

৮। পক্ষান্তরে ইহলোকে যাহারা বিশ্বাস-স্থাপন করিয়া সৎকার্য্যে জীবন অতিবাহিত করিবে, পরলোকে তাহারা অবশ্যই আল্লাহতা'লারঅনন্ত অনুগ্রহের অফুরন্ত প্রতিদান লাভ করিয়া ধন্য ও কৃতার্থ হইবে।

৯—১০। আরবের যে সকল অবিশ্বাসী হজরত রসুলোল্লার নিকট বিশ্ব-জগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও পরিণতি সম্বন্ধে নানারূপ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিত, তাহাদের প্রশ্নের উত্তরে আল্লাহতা'লা হজরত রসুলোল্লাকে বলিতেছেন—তুমি অবিশ্বাসীদিগকে বলিয়া দাও যে, বিশ্বজগতের স্রষ্টা ও প্রতিপালক প্রভু সর্ব্বশক্তিমান আল্লাহতালা মাত্র দুই দিনে এই পৃথিবী সৃষ্টি করিয়াছেন। তৎপর তিনি আর দুই দিনে অর্থাৎ মোট চারি দিবসে এই পৃথিবীর যাবতীয় সৃষ্টি-ক্রিয়া শেষ করিয়া জীব-জগতের কল্যাণ সাধন ও প্রাণ-ধারণের জন্য তাহাতে পর্ব্বতমালা সংস্থাপিত করিয়াছেন এবং সঙ্গে সঙ্গে উহাতে নানাবিধ তরুলতা ও ফল-শস্য উৎপাদনের উৎপাদিকা-শক্তি অর্পণ করিয়াছে। সৃষ্টিতত্ত্ব সম্বন্ধে প্রশ্নকারীদিগের জন্য ইহাতে যথেষ্ট চিন্তা ও শিক্ষা করিবার বিষয় নিহিত রহিয়াছে।

গণের জন্য ইহা সমতুল্য। ১১। তৎপর তিনি আকাশের দিকে মনসংযোগ করিলেন এবং উহা ধূমাকৃতি; অতঃপর তিনি উহার জন্য ও পৃথিবীর জন্য বলিয়াছিলেন—তোমরা সন্তুষ্টি বা অসন্তুষ্টির সহিত উপস্থিত হও; তদুভয় বলিয়াছিল—আমরা সানন্দে উপস্থিত হইতেছি। ১২। অনন্তর তিনি দুই

لِّلسَّآئِلِيْنَ ○ 11- ثُمَّ اسْتَوٰى
اِلَى السَّمَآءِ وَهِيَ دُخَانٌ فَقَالَ
لَهَا وَلِلْاَرْضِ ائْتِيَا طَوْعًا اَوْكَرْهًا ط
قَالَتَآ اَتَيْنَا طَآئِعِيْنَ ○ 12- فَقَضٰهُنَّ

১১—১২। পৃথিবীর সৃষ্টিতত্ত্ব সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত আভাস প্রদানের পর আল্লাহতা'লা আকাশ সৃষ্টির বিষয় বিবৃত করিতেছেন। চারি দিবসে সমগ্র পৃথিবীর সৃষ্টি-ক্রিয়া শেষ করিয়া তিনি আকাশ সৃষ্টি সম্বন্ধে মনোযোগী হইলেন এবং মাত্র দুই দিনে ধূমাকৃতি বাষ্পরাশি হইতে সপ্ত আকাশ সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়া স্বীয় আদেশে উহার স্থিতি-স্থাপকতা ও গতি-বিধি নিয়ন্ত্রিত করিয়া দিলেন। এই সপ্ত আকাশের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা নিম্নে অবস্থিত পৃথিবীর আকাশকে জ্যোতির্ম্ময় সূর্য্য, চন্দ্র ও সমুজ্জ্বল নক্ষত্রপুঞ্জের দ্বারা সুশোভিত ও সুরক্ষিত করা হইল।

আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টি করিয়া আল্লাহতা'লা আদেশ করিলেন যে "তোমরা সন্তুষ্টি বা অসন্তুষ্টির সহিত উপস্থিত হও"; তদুত্তরে তদুভয় বলিয়াছিল—আমরা সানন্দে উপস্থিত হইতেছি।" ইহার মর্ম্ম এই যে, আল্লাহতা'লা আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টি করিয়া আদেশ করিলেন যে, আমি তোমাদের কার্য্য-কলাপ ও গতি-বিধি সম্বন্ধে যে সকল নিয়ম ও শৃঙ্খলা নির্দ্ধারিত করিয়া দিলাম, তোমাদিগকে ইচ্ছায় হউক আর অনিচ্ছায় হউক, অবশ্যই তাহার অনুসরণ করিতে হইবে। তাহারা নিবেদন করিয়াছিল—হে আমাদের সৃষ্টিকর্ত্তা প্রভু, তোমার আদেশ ও নিয়ম শৃঙ্খলা আমরা সম্পূর্ণ স্বেচ্ছায় স্বীকার করিয়া লইলাম। আমাদের স্থিতিকাল পর্য্যন্ত আমরা তোমার এই নির্দ্দেশ অনুসারেই নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত হইব। আয়ত-দ্বয়ের শেষে উক্ত হইয়াছে যে, ইহা সেই মহাপরাক্রান্ত মহাজ্ঞানীরই নিয়ন্ত্রণ। সমগ্র বিশ্ব-জগৎ তাঁহারই নির্দ্দেশ অনুসারে পরিচালিত হইতেছে। এই প্রাকৃতিক নিয়মের অন্যথা করিবার সাধ্য কাহারও নাই।

বিশ্বজগতের সৃষ্টিতত্ত্ব সম্বন্ধে উপরে যাহা বর্ণিত হইয়াছে, তাহাতে জানা যায় যে, সর্ব্বশক্তিমান আল্লাহতা'লা মাত্র ছয় দিনে সমগ্র নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডল সৃষ্টি করিয়াছেন। খৃষ্টানদিগের ইঞ্জিল (নূতন বাইবেল) এবং ইহুদীদিগের তওরাতেও (পুরাতন বাইবেল) পরিদৃষ্ট হয় যে, আল্লাহতা'লা ছয় দিনে আকাশ পৃথিবী, স্থাবর-জঙ্গল ও যাবতীয় জীব-জন্তু সৃষ্টি করিয়া সপ্তম দিবসে বিশ্রাম করিলেন। পবিত্র কোরান শরিফেও একাধিক স্থানে ছয় দিবসে বিশ্ব-জগত সৃষ্টির বিষয় বিবৃত হইয়াছে। তবে সপ্তম দিবসে আল্লাহতা'লার বিশ্রামের কোন কথা কোরান শরীফে উক্ত হয় নাই।

বিভিন্ন শ্রেণীর সমালোচকগণ আলোচ্য আয়তের অর্থ ও মর্ম্ম সম্বন্ধে নানারূপ প্রশ্ন ও আলোচনা করিয়াছেন। কেহ কেহ বলেন যে, সর্ব্বশক্তিমান আল্লাহতা'লা যখন মুহূর্ত্ত মধ্যে এরূপ কোটী কোটী বিশ্ব-জগৎ সৃষ্টি ও ধ্বংস করিতে পারেন, তখন তাঁহার পক্ষে বিশ্ব-সৃষ্টির জন্য ছয় দিবস সময়ের প্রয়োজন কি? আবার কেহ কেহ বলেন যে, কোটী কোটী বৎসর ও যুগ-যুগান্তর ধরিয়া নানারূপ পরিবর্ত্তন ও পরিবর্দ্ধনের পর এই বিশ্বের সৃষ্টি, স্থিতি ও বর্ত্তমান পরিস্থিতি সম্পাদিত হইয়াছে। এস্থলে বিশ্ব-সৃষ্টির জন্য ছয় দিবসের পরিকল্পনার সার্থকথা কোথায়? এতদ্‌সহ কেহ কেহ বিশ্ব-সৃষ্টির উপকরণ আদি লইয়াও নানারূপ আলোচনা করিয়াছেন। তাহাদের কাহারও মতে অগ্নি হইতে এবং কাহারও মতে সলিল হইতে নানারূপ ক্রম-বিবর্ত্তনের মধ্য দিয়া এই বিশ্ব-জগৎ সৃষ্ট হইয়াছে। আবার কেহ কেহ বলেন যে, আকাশ ও পৃথিবী এবং আলো ও অন্ধকার সৃষ্টির পূর্ব্বে দিবা-রজনী ও অনল-সলিল প্রভৃতি কোথায় ছিল? সময় ত নিজেই সৃষ্টবস্তু;

দিবসের মধ্যে সপ্ত আকাশ সুপ্রতিষ্ঠিত করিলেন এবং প্রত্যেক আকাশে উহার কার্য্য সম্বন্ধে প্রত্যাদেশ করিয়া দিলেন; এবং আমি পৃথিবীর আকাশকে প্রদীপ পুঞ্জ দ্বারা সুশোভিত ও সুরক্ষিত করিয়াছি; ইহাই মহাপরাক্রান্ত মহা-জ্ঞানী নিয়ন্ত্রণ। ১৩। কিন্তু যদি তাহারা বিমুখ হয় তবে তুমি বল—আমি

سَبْعَ سَمٰوَاتٍ فِيْ يَوْمَيْنِ وَاَوْحٰى
فِيْ كُلِّ سَمَآءٍ اَمْرَهَا ط وَزَيَّنَّا
السَّمَآءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيْحَ ق
وَحِفْظًا ط ذٰلِكَ تَقْدِيْرُ الْعَزِيْزِ
الْعَلِيْمِ ۝ ۱۳ - فَاِنْ اَعْرَضُوْا فَقُلْ

আলো-আঁধার, দিবা-রজনী ও অনল-সলিল প্রভৃতি সমস্তই ত পরবর্ত্তী সৃষ্টি; সুতরাং বিশ্ব-সৃষ্টি পূর্ব্বে দিবসের পরিমাণই বা কিরূপ ছিল?

প্রাচীন ও আধুনিক তফ্সীরকারগণ নানাভাবে আলোচনা করিয়া এবং আলোচ্য আয় সমূহের বিভিন্নরূপ মর্ম্মার্থ পরিগ্রহণ করিয়া ঐ সকল প্রশ্নের মীমাংসা করিতে চেষ্টা করিয়াছেন তাঁহারা আলোচ্য আয়ত সমূহের 'দিন' অর্থে কেহ দিবস, কেহ দিবসের পরিমিত সময়, কেহ মু এবং কেহ কেহ বা যুগযুগান্তর বলিয়া ধারণা করিয়াছেন। সৃষ্টির উপকরণ সম্বন্ধেও এরূপ বিভি মত পরিদৃষ্ট হয়।

কিন্তু অনেকের মতে এই সমস্ত আলোচনা অনেকাংশে অবান্তর ও অপ্রাসঙ্গিক। কার মানবের সঙ্কীর্ণ ধারণা ও সীমাবদ্ধ জ্ঞান-বিজ্ঞান কখনও এই সকল অলৌকিক ও অপার্থিব বিষয়ে সঠিক মীমাংসা করিতে পারিবে না। বিজ্ঞানের সিদ্ধান্ত যুগে যুগে পরিবর্ত্তিত হইয়া আসিতেছে এবং ভবিষ্যতেও হইতে থাকিবে। বিশেষতঃ আধুনিক সৃষ্টি-বিজ্ঞান ও সৃষ্টি-তত্ত্ব বিষয়ক আলোচনার বয়স এক শতাব্দীর অধিক নহে। এ অবস্থায় ঐ শিশু-বিজ্ঞানের অনিশ্চিত সিদ্ধান্তের দ্বারা সর্ব্ব অলৌকিক ঐশী-বাণীর বিচার-মিমাংসা করিতে যাওয়া কখনই নিরাপদ অথবা সুসঙ্গত নহে। 'মোজেজাত' এবং আয়তে মোতাশাব্বেহাত'ও এই শ্রেণীর বিচার-মীমাংসার সম্পূর্ণ অতীত। পবি কোরান, হাদিস এবং বাইবেলে বর্ণিত সৃষ্টি-তত্ত্বও অনেকাংশে ঐ শ্রেণীর আয়তমালার অন্তর্ভু অনাদি-অনন্ত ও সর্ব্বশক্তিমান—সর্ব্বজ্ঞ আল্লাহতা'লার নিকট ছয় দিন, ছয় মুহূর্ত্ত বা ছয় যুগে বিশেষ কোন পার্থক্য নাই। তিনি যে কার্য্য মুহূর্ত্ত মধ্যে সম্পন্ন করিতে পারেন, তাহার জ কোটী কোটী বৎসর অপেক্ষা বা অতিবাহিত করাও তাঁহার পক্ষে কিছুমাত্র অসম্ভব বা অস্বাভাবি নহে। ইহা সম্পূর্ণরূপে তাঁহার ইচ্ছা ও অনুগ্রহের উপর নির্ভর করে। বর্ত্তমান যুগের সর্ব্বশ্রে বৈজ্ঞানিক আইনষ্টাইন বলিয়াছেন—'মানবের জ্ঞান-বিজ্ঞান যতই উন্নত ও শক্তিসম্পন্ন হউক না কেন, বিশ্ব-প্রভুর অনন্ত জ্ঞানের অনুমাত্রও সে ধারণা করিতে সক্ষম নহে।" সুতরাং এরূপ ক্ষেত্রে সত্য-বিশ্বাসী মানবের পক্ষে সর্ব্বজ্ঞ আল্লাহতা'লার উক্তি আন্তরিকতার সহিত সত্য বলিয়া বিশ্বা করাই সর্ব্বোত্তম কর্ত্তব্য।

১৩। হজরত রসুলোল্লাকে ইসলাম প্রচার এবং অংশীবাদিতা ও পৌত্তলিকতার নিন্দা হইতে নিবৃত করিবার জন্য কোরেশদিগের পক্ষ হইতে বাগ্মীপ্রবর ওৎবা-বেন-রাবিয়া যে প্রলোভনপূ প্রস্তাব লইয়া তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়াছিল, তাহা পূর্ব্বে বর্ণিত হইয়াছে (শানে নজু দ্রষ্টব্য)। বলা বাহুল্য ঐ প্রস্তাবে হজরত রসুলোল্লাকে দেশের আধিপত্য, সমাজের নেতৃত্ব, প্রচু ধন-সম্পত্তি ও সদ্বংশজা সুন্দরী রমণী প্রদানের প্রলোভন ছিল। হজরত রসুলোল্লাহ উক্ত প্রস্তাবে উত্তরে আলোচ্য সুরার প্রথম হইতে দ্বাদশ আয়ত পর্য্যন্ত পাঠ করিবার পর এই ত্রয়োদশ আয় পাঠ করিয়া কোরেশদিগের শাস্তির ভীতি প্রদর্শন করিতেই বিমুগ্ধ ওৎবা ভীত হইয়া বলিয়া উঠে

أَنْذَرْتُكُمْ صٰعِقَةً مِّثْلَ صٰعِقَةِ عَادٍ
وَّثَمُوْدَ ۝ ١٤- إِذْ جَآءَتْهُمُ الرُّسُلُ
مِنْۢ بَيْنِ أَيْدِيْهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا
تَعْبُدُوْٓا إِلَّا اللّٰهَ ط قَالُوْا لَوْ شَآءَ رَبُّنَا
لَأَنْزَلَ مَلٰٓئِكَةً فَإِنَّا بِمَآ أُرْسِلْتُمْ بِهٖ
كٰفِرُوْنَ ۝ ١٥- فَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوْا
فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَقَالُوْا مَنْ
أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً ط أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللّٰهَ
الَّذِيْ خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً ط
وَكَانُوْا بِاٰيٰتِنَا يَجْحَدُوْنَ ۝
١٦- فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيْحًا صَرْصَرًا
فِيْٓ أَيَّامٍ نَّحِسَاتٍ لِّنُذِيْقَهُمْ عَذَابَ

আদ ও সমুদের শাস্তির অনুরূপ শাস্তি সম্বন্ধে তোমাদিগকেও ভয়-প্রদর্শন করিতেছি। ১৪। যখন তাহাদের সম্মুখ ও তাহদের পশ্চাৎ হইতে তাহাদের রসুলগণ তাহাদের নিকট আগমন করিয়াছিল যে, তোমরা আল্লাহ ব্যতীত অন্যের উপাসনা করিও না; তাহারা বলিয়াছিল—যদি আমাদের প্রতিপালক ইচ্ছা করিতেন; তবে ফেরেস্তাগণকে অবতীর্ণ করিতেন; অতএব যৎসহ তোমরা প্রেরিত হইয়াছ, নিশ্চয় আমরা তদ্বিষয়ে অবিশ্বাসী। ১৫। অতঃপর আদ-বস্তুতঃ তাহরা পৃথিবীতে অসত্য ভাবে অহঙ্কার করিয়াছিল এবং বলিয়াছিল—কে আমাদের অপেক্ষা অধিক শক্তিশালী? তবে কি তাহারা লক্ষ্য করে নাই যে, আল্লাহ তাহাদিগকে ইহাদের অপেক্ষা অধিকতর শক্তিশালীরূপে সৃষ্টি করিয়াছিলেন এবং তাহারাও আমার নিদর্শনাবলী অস্বীকার করিত। ১৬। অনন্তর আমি এক অশুভ সময়ে তাহাদের উপর ঝঞ্ঝাবায়ু প্রেরণ করিয়াছিলাম—যেন তাহারা এই

"আর না, আপনি ক্ষান্ত হউন; আমার জন্য ইহাই যথেষ্ট"—বলিয়াই কোরেশদিগের নিকট উপস্থিত হইয়া তাহাদিকে হজরতের বক্তব্য জ্ঞাপন করে।—এমাম রাজী—তঃ কবির।

আলোচ্য আয়তে আল্লাহতা'লা হজরত রসুলোল্লাকে বলিতেছেন—তুমি অবিশ্বাসী কোরেশ-দিগকে বলিয়া দাও যে, যদি তাহারা এই সত্য-ধর্ম্ম গ্রহণ না করে এবং তোমার বিরুদ্ধাচরণ করা হইতে বিরত না হয়, তবে তাহাদিগকেও পরিণামে অবশ্যই আদ ও সমুদ জাতির শাস্তি ও লাঞ্ছনার অনুরূপ শাস্তি ও দুর্গতি ভোগ করিতে হইবে।

১৪। এই আয়তে আদ ও সমুদ জাতির বিষয় বিবৃত হইয়াছে। 'সম্মুখ ও পশ্চাৎ' অর্থাৎ নিকটবর্ত্তী ও দূরবর্ত্তী স্থানের চতুর্দ্দিক হইতে তাহাদের নিকট আমার প্রেরিত রসুলগণ আগমন করিয়া তাহাদিগকে সত্য-ধর্ম্ম অবলম্বনের জন্য সদুপদেশ দান করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহারা উহা অগ্রাহ্য ও উপেক্ষা করিয়া বলিয়াছিল যে, তোমাদের কথা কে বিশ্বাস করিবে? আল্লাহতা'লা ইচ্ছা করিলে ত আমাদের নিকট তাঁহার ফেরেশতা পাঠাইয়া দিতে পারিতেন। আমরা তোমাদের কথা সম্পূর্ণ অবিশ্বাস ও অগ্রাহ্য করিতেছি।

১৫—১৬। এই দুইটি আয়তে আদ জাতির শোচনীয় পরিণতি বর্ণিত হইয়াছে। তাহারা পৃথিবীতে সর্ব্বাপেক্ষা শক্তিশালী জাতি বলিয়া গর্ব্ব করিত এবং সেই শক্তির গর্ব্বে তাহারা আল্লার রসুলগণকে অবিশ্বাস ও প্রত্যাখান করিত। তাই আল্লাহতা'লা বলিতেছেন যে, এই অমার্জ্জনীয়

الْخِزْيِ فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ط
وَلَعَذَابُ الْاٰخِرَةِ اَخْزٰى وَهُمْ
لَا يُنْصَرُوْنَ ○ ١٧- وَاَمَّا ثَمُوْدُ
فَهَدَيْنٰهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمٰى عَلَى
الْهُدٰى فَاَخَذَتْهُمْ صٰعِقَةُ الْعَذَابِ
الْهُوْنِ بِمَا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ ۚ
١٨- وَنَجَّيْنَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا
وَكَانُوْا يَتَّقُوْنَ ۚ

পার্থিব জীবনেই অবমাননাকর শাস্তি আস্বাদন করে; এবং নিশ্চয় পরকালের শাস্তি অধিকতর অবমাননাকর এবং তাহারা কোনই সাহায্য প্রাপ্ত হইবে না। ১৭। এবং তৎপর সমুদ—ফলতঃ আমি তাহাদিগকে পথ প্রদর্শন করিয়াছিলম; কিন্তু তাহারা সুপথের উপরে অন্ধ-বিশ্বাসকে মনোনীত করিয়াছিল; অতএব তাহারা যাহা অর্জ্জন করিয়াছিল তজ্জন্য তাহাদিগকে অবমাননাকর শাস্তি-স্বরূপ বজ্রধ্বনি ধৃত করিয়াছিল। ১৮। এবং যাহারা বিশ্বাস-স্থাপন করিয়াছিল ও সংযত হইয়াছিল, আমি তাহাদিগকে মুক্তিপ্রদান করিয়াছিলাম।

৩য় রুকু অপরাধীদের অঙ্গ-প্রতঙ্গের সাক্ষদান

١٩- وَيَوْمَ يُحْشَرُ اَعْدَآءُ اللّٰهِ اِلَى
النَّارِ فَهُمْ يُوْزَعُوْنَ ○ ٢٠- حَتّٰى
اِذَا مَا جَآءُوْهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ
وَاَبْصَارُهُمْ وَجُلُوْدُهُمْ بِمَا كَانُوْا

১৯। এবং যেদিন আল্লার শত্রু-দিগকে নরকাগ্নির দিকে একত্রিত করা হইবে তখন তাহাদিগকে শ্রেণীবদ্ধ করা হইবে। ২০। এমনকি—যখন তাহারা উহার সন্নিকটে আসিবে, তখন তাহারা যাহা করিয়াছিল তদ্বিষয়ে তাহাদের কর্ণ-সমূহ ও তাহাদের চক্ষু-সমূহ ও তাহাদের চর্ম্ম-সমূহ সাক্ষ্য প্রদান করিবে।

অপরাধের জন্য এক বিষম দুর্দ্দিনে আমি তাহাদের উপর এক ভয়াবহ বিপদ-ঝঞ্ঝা প্রেরণ করিয়াছিলাম। সেই ভীষণ ঝটিকা-সম্পাতে তাহারা পৃথিবী হইতে সমূলে ধ্বংস হইয়াগিয়াছিল এবং পরকালে তাহাদিগকে আরও কঠোরতর শাস্তি ভোগ করিতে হইবে।

১৭—১৮। আদের পর সমূদ জাতির বিষয় বর্ণিত হইয়াছে। আল্লাহতা'লা স্বীয় রসুল প্রেরণ করিয়া তাহাদিগকেও সত্য-ধর্ম্ম ও সুপথ প্রদর্শন করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহারা উহা অগ্রাহ্য ও উপেক্ষা করিয়া অন্ধ-বিশ্বাস ও অনাচারকেই নিজেদের ধর্ম্ম-রূপে মনোনীত করিয়া লইয়াছিল। ইহার অবশ্যম্ভাবী পরিণাম স্বরূপ আমি সেই অনাচারীদিগকে বজ্রধ্বনির ন্যায় ভয়াবহ বিপদের এক অবমাননাকর শাস্তি দ্বারা ধ্বংস করিয়াছিলাম। কিন্তু তাহাদের মধ্যে বিশ্বাসী ও সংযমী ব্যক্তিরা আমার অনুগ্রহে নিরাপদে সুরক্ষিত হইয়াছিল।

১৯—২০। পরলোকে যে-দিন অবিশ্বাসী ও দুষ্কার্য্যকারী অপরাধীদিগকে নরকের সম্মুখে শ্রেণীবদ্ধভাবে একত্রিত করা হইবে, সেদিন তাহাদের চক্ষু, কর্ণ ও অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সমূহ তাহাদের অনুষ্ঠিত অপরাধ সম্বন্ধে সাক্ষ্য প্রদান করিবে। সেদিন তাহারা পার্থিব জীবনে যে সমস্ত কুকথা শ্রবণ, কুদৃশ্য দর্শন বা কুকার্য্য সম্পাদন করিয়াছিল, সর্ব্বজ্ঞ আল্লাহতালার নিকট তাহার কিছুই গোপন করিতে পারিবে না।

يَعْمَلُوْنَ ○ ٢١- وَقَالُوْا لِجُلُوْدِهِمْ
لِمَ شَهِدْتُّمْ عَلَيْنَا ط قَالُوْآ اَنْطَقَنَا
اللّٰهُ الَّذِيْٓ اَنْطَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَّهُوَ
خَلَقَكُمْ اَوَّلَ مَرَّةٍ وَّاِلَيْهِ
تُرْجَعُوْنَ ○ ٢٢- وَمَا كُنْتُمْ
تَسْتَتِرُوْنَ اَنْ يَّشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ
وَلَآ اَبْصَارُكُمْ وَلَا جُلُوْدُكُمْ وَلٰكِنْ
ظَنَنْتُمْ اَنَّ اللّٰهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيْرًا
مِّمَّا تَعْمَلُوْنَ ○ ٢٣- وَذٰلِكُمْ
ظَنُّكُمُ الَّذِيْ ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ

২১। এবং তাহারা তাহাদের চর্ম্ম-সমূহকে বলিবে যে, তোমরা কেন আমাদের উপরে সাক্ষ্যদান করিলে? তাহারা বলিবে—আল্লা-ই আমাদিগকে বাক্‌শক্তি দান করিয়াছেন—যিনি সকল বিষয়কে বাক্‌শক্তি-সম্পন্ন করিয়াছেন; এবং তিনিই তোমাদিগকে প্রথমবার সৃষ্টি করিয়াছেন এবং তাঁহারই দিকে তোমাদের প্রত্যাবর্ত্তন। ২২। এবং তোমরা নিজেদের আবৃত করিতে পারিবে না যে, তোমাদের উপর তোমাদের কর্ণ-সমূহ অথবা তোমাদের চক্ষু-সমূহ অথবা তোমাদের চর্ম্ম-সমূহ সাক্ষ্য প্রদান করিবে; কিন্তু তোমরা ধারণা করিয়াছিলে যে, তোমরা যাহা করিয়াছ তাহার অধিকাংশই আল্লাহ অবগত নহেন। ২৩। এবং ইহাই ত তোমাদের ধারণা, যাহা তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের সম্বন্ধে ধারণা করিতে; উহাই তোমাদিগকে

২১। **জোলুদ**—'জেল্‌দ' শব্দের বহুবচন—অর্থ চর্ম্ম। আলোচ্য আয়ত ও পূর্ব্ববর্ত্তী আয়তের 'জোলুদ' বা চর্ম্ম-সমূহ শব্দের মর্ম্মার্থে কেহ সর্ব্বাঙ্গ এবং কেহ কেহ বা স্ত্রী-পুরুষের গুপ্তাঙ্গ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। আয়তের মর্ম্ম এই যে' সেদিন দুষ্কার্য্যকারী নর-নারীদের সর্ব্বশরীর ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সমূহ তাহাদের দ্বারা অনুষ্ঠিত কুকার্য্যের সাক্ষ্য প্রদান করিবে।

এই সাক্ষ্যদানের সময়ে অপরাধী নরনারীবৃন্দ তাহাদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সমূহকে লক্ষ্য করিয়া বলিবে যে, তোমাদের দ্বারাই ত ঐ সকল কুকার্য্য অনুষ্ঠিত হইয়াছে এবং তোমরাই ত উহা করিয়াছ। কিন্তু আজ তোমরা আমাদের উপর দোষারোপ করিয়া আমাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য প্রদান করিতেছ কেন? তখন ঐ সকল অঙ্গ-প্রতঙ্গ অপরাধীদিগকে উত্তর প্রদান করিবে, সমগ্র বিশ্বজগতের বাক্‌শক্তি প্রদানকারী আল্লাহতা'লা সত্য বলিবার জন্যই আমাদিগকে বাক্‌শক্তি দান করিয়াছেন এবং তাঁহার আদেশেই আজ আমরা সত্যঘটনা প্রকাশ করিতেছি। আমাদের দ্বারা ঐ সকল অবৈধ কার্য্য অনুষ্ঠিত হইলেও তোমরাই উহার প্ররোচনা দান করিয়াছ এবং তোমরাই আমাদের দ্বারা উহা করাইয়া লইয়াছ। সুতরাং তোমরাই ঐ সকল দুষ্কার্য্যের জন্য দায়ী। তোমাদের ইচ্ছা ও প্ররোচনা ব্যতীত ঐ সকল কার্য্য সম্পন্ন করিবার কোনই শক্তি আমাদের ছিল না এবং আমরা উহার জন্য কিছুমাত্র দায়ী নহি।

২২—২৩। এই দুইটি আয়ত আল্লাহতা'লার উক্তি; কিন্তু কেহ কেহ ইহাকে পরলোকে অপরাধীদের সম্বন্ধে ফেরেশ্‌তাগণের উক্তি বলিয়াও অনুমান করিয়াছেন। হজরত এব্‌ন-মসউদ হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, একদা আমি কাবা শরিফে পর্দার অন্তরালে অবস্থিত ছিলাম। এমন সময়ে তিন ব্যক্তি তথায় আসিয়া কোন বিষয়ে অস্পষ্টভাবে আলাপ-আলোচনা আরম্ভ করিল। তন্মধ্যে একজন জিজ্ঞাসা করিল—আল্লাহতা'লা কি আমাদের কথাবার্ত্তা শুনিতেছেন? দ্বিতীয়

كُمْ فَأَصْبَحْتُم مِّنَ الْخَاسِرِينَ ○
فَإِن يَصْبِرُوا فَالنَّارُ مَثْوًى
هُمْ ۖ وَإِن يَسْتَعْتِبُوا فَمَا هُم
الْمُعْتَبِينَ ○ ٢٥- وَقَيَّضْنَا
قُرَنَاءَ فَزَيَّنُوا لَهُم مَّا بَيْنَ
دِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَحَقَّ عَلَيْهِمُ
قَوْلُ فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِن
لِهِم مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ ۖ
هُمْ كَانُوا خَاسِرِينَ ○

ধ্বংস করিয়াছে; পরন্তু তোমরা ক্ষতিগ্রস্তদিগের অন্তরগত হইয়া গিয়াছ। ২৪। অতঃপর যদিও তাহারা ধৈর্য্যশীল হয়, তথাপি নরকাগ্নিই তাহাদের বাসস্থান; এবং যদিও তাহারা করুণা-প্রার্থী তথাপি তাহারা করুণা-প্রাপ্তগণের অন্তর্গত হইবে না। ২৫। এবং তাহাদের জন্য বন্ধু-বান্ধব নির্দ্ধারিত করিয়াছিলাম যে তাহারা তাহাদের সম্মুখবর্ত্তী ও তাহাদের পশ্চাদ্বর্ত্তী বিষয়-সমূহকে তাহাদের জন্য সুসজ্জিত করে; এবং জেন ও মানববৃন্দ হইতে তাহাদের পূর্ব্বে যে সকল সম্প্রদায় অতিক্রান্ত হইয়াছে, তাহাদের উপরেও সেই বাক্য সত্য-সাব্যস্ত হইয়াছিল এবং নিশ্চয় তাহারা ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছিল।

ব্যক্তি উত্তর করিল যে, উচ্চৈস্বরে বলিলে শুনিতে পারেন; কিন্তু অস্পষ্ট স্বরে বলিলে শুনেন ন
তৃতীয় ব্যক্তি বলিল যে কিয়দংশ যদি শুনিতে পারেন ত সমস্তই শুনিয়া থাকেন। অন
হজরত রসুলোল্লার নিকট উপরোক্ত বিষয় উত্থাপন করা হইলে তাহার উত্তরে আলোচ্য আ
অবতীর্ণ হয়। সহি বোখারী ও মোসলেম।

আলোচ্য আয়ত-দ্বয়ের মর্ম্ম এই যে, তোমাদের চক্ষু, কর্ণ ও অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের দ্বা
অনুষ্ঠিত কোন কার্য্যই তোমরা আল্লাহতা'লার নিকট গোপন করিতে পারিবে না। পরলো
তোমাদের ঐ সকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গই তোমাদের অনুষ্ঠিত কৃতকার্য্যের সাক্ষ্য প্রদান করিবে। তোম
ধারণা করিয়াছিলে যে, তোমরা যাহা বল বা যাহা কর, তাহার অধিকাংশই আল্লাহতা'লা অব
নহেন। তোমাদের এই ভ্রান্ত ধারণার জন্যই তোমাদের অধঃপতন ও ধ্বংসের পথ প্রশস্ত হইয়া
এবং তোমরা ইহ-পরলোকে অভিশপ্ত ও ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হইয়া গিয়াছ।

২৪—২৫। এই দুইটি আয়তের মর্ম্ম এই যে, অবিশ্বাসী অপরাধীরা পার্থিব জীবনে স্ব
কৃতকর্ম্মের জন্য ক্ষমা-প্রার্থনা করিয়া বিশ্বাস-স্থাপন ও সত্যধর্ম্ম গ্রহণ না করিলে মৃত্যুর পর
পরলোকে যদিও তাহারা ধৈর্য্যশীল ও ক্ষমাপ্রার্থী হয়, তথাপি তাহারা আল্লাহতা'লার ক্ষমা ও করু
লাভ করিতে পারিবে না। আল্লাহতা'লা এস্থলে অবিশ্বাসী কোরেশদিগকে লক্ষ্য করিয়া আর
বলিতেছেন যে, তাহাদের পূর্ব্বে জেন ও মানবদিগের মধ্যে যে সকল সম্প্রদায় শুধু সুখ-সম্পদ ও
ভোগ বিলাসে প্রমত্ত হইয়া ভ্রান্ত ও বিপথগামী হইয়াছিল, তাহাদের সম্বন্ধেও আমার এই চিরন্তন
নীতি অনুসৃত হইয়াছে এবং স্ব স্ব অপরাধের জন্য তাহারাও ধ্বংসপ্রাপ্ত এবং ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া
গিয়াছে। সুতরাং পরলোকে তাহারাও আমার ক্ষমা অথবা করুণা লাভ করিতে পারিবে না; বরং
তথায় সেই ভয়াবহ নরকাগ্নির মধ্যেই তাহাদিগকে স্থায়ীভাবে অবস্থান করিতে হইবে।

৪র্থ রুকু—বিশ্বাসীগণের ইহ-পারলৌকিক সংবাদ

২৬। এবং অবিশ্বাসকারীরা বলে
যে, তোমরা এই কোরান শ্রবণ করিও
না এবং উহাতে গোলযোগ করিও—যেন
তোমরা পরাক্রান্ত হইতে পার।
২৭। অতএব যাহারা বিশ্বাস করে,
আমি তাহাদিগকে কঠোর শাস্তি
আস্বাদন করাইব এবং তাহারা যে নিকৃষ্ট
কার্য্য করিতেছে, আমি তাহাদিগকে উহার
প্রতিফল প্রদান করিব। ২৮। এই
নরকাগ্নিই আল্লার শত্রুগণের প্রতিফল,
তন্মধ্যেই তাহাদের জন্য স্থায়ী বাসগৃহ
রহিয়াছে; তাহারা যে আমার নিদর্শনা-
বলী অস্বীকার করিত; ইহা তাহারই
প্রতিফল। ২৯। এবং অবিশ্বাসকারীরা
বলিবে—হে আমাদের প্রতিপালক, মানব
ও জেনগণের মধ্যে যাহারা আমাদিগকে
বিপথগামী করিয়াছিল, তুমি তাহাদিগকে

٢٦- وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَا تَسْمَعُوْا
لِهٰذَا الْقُرْاٰنِ وَالْغَوْا فِيْهِ لَعَلَّكُمْ
تَغْلِبُوْنَ ○ ٢٧- فَلَنُذِيْقَنَّ الَّذِيْنَ
كَفَرُوْا عَذَابًا شَدِيْدًا لا وَّلَنَجْزِيَنَّهُمْ
اَسْوَاَ الَّذِيْ كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ○
٢٨- ذٰلِكَ جَزَآءُ اَعْدَآءِ اللّٰهِ النَّارُ ج
لَهُمْ فِيْهَا دَارُ الْخُلْدِ ط جَزَآءًۢ بِمَا
كَانُوْا بِاٰيٰتِنَا يَجْحَدُوْنَ ○ ٢٩- وَ
قَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا رَبَّنَآ اَرِنَا
الَّذَيْنِ اَضَلّٰنَا مِنَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ

২৬। এই আয়তে ধর্ম্মদ্রোহী কোরেশদিগের আর একটি অদ্ভুত আচরণের বিষয় বিবৃত হইয়াছে। মহাত্মা এবন আবি-হাতেম হজরত এবন-আব্বাস হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, হজরত রসুলোল্লাহ যখন মক্কার লোকদিগকে পবিত্র কোরান পাঠ করিয়া শুনাইতেন এবং তাহাদিগকে সত্যধর্ম্মে আহ্বান করিতেন, তখন অবিশ্বাসী কোরেশেরা বলিত যে, তোমরা কোরান শ্রবণ করিও না; বরং উহা পড়িবার সময়ে উচ্চ চীৎকার ও গোলযোগ করিও। তাহা হইলে লোকে উহা শুনিতে বা উহার প্রতি অনুরক্ত হইতে পারিবে না। বলা বাহুল্য, অবিশ্বাসীরা সত্য-সত্যই কোরান পাঠ করিবার সময় হট্টগোল, চীৎকার ও গোলযোগ করিত এবং নানারূপ অশ্লীল সঙ্গীত ও বিকৃত কবিতা আবৃত্ত করিয়া লোকদিগের কোরান শ্রবণে বাধা সৃষ্টি করিত। অবিশ্বাসীরা অনেক দিন পর্য্যন্ত হজরত রসুলোল্লার কোরান পাঠ ও সত্য-প্রচারে এইরূপ অসঙ্গত বাধা-বিঘ্ন সৃষ্টি করিয়াছিল।

২৭—২৮। আল্লাহতা'লা বলিতেছেন যে, যাহারা আমার পবিত্র বাণী ও প্রত্যাদেশ অবিশ্বাস ও উপেক্ষা করে এবং আমার প্রিয় রসুলের কোরান-পাঠ ও সত্য-প্রচারের সময়ে হট্টগোল ও বাধা-বিঘ্ন সৃষ্টি করে, এই নিকৃষ্ট কার্য্যের জন্য তাহাদিগকে আমি ইহলোক ও পরলোকে অতি কঠোর শাস্তি প্রদান করিব। তাহাদের ঐ দুষ্কার্য্যের প্রতিফল স্বরূপ তাহারা ইহলোকে পরাজিত ও লাঞ্ছিত হইবে এবং পরলোকে নরকানলে নিক্ষিপ্ত হইয়া অতি ভীষণ শাস্তি ও বিড়ম্বনা ভোগ করিবে।

২৯। অবিশ্বাসী অপরাধীরা পরলোকে যখন কিছুতেই নিজেদের মুক্তি ও পরিত্রাণের পথ খুঁজিয়া পাইবে না—আল্লাহতা'লার ক্ষমা ও করুণা প্রাপ্তির আশা হইতেও যখন তাহারা সম্পূর্ণ

প্রদর্শন কর; আমরা তাহাদিগকে
আমাদের পদতলে বিমর্দ্দিত করিব—যেন
তাহারা হীনতর হইয়া যায়। ৩০। নিশ্চয়
যাহারা বলে যে, আল্লা-ই আমাদের
প্রতিপালক, তৎপর উহাতেই সুস্থির
থাকে, তবে তাহাদের উপর ফেরেশতাগণ
অবতীর্ণ হইবে যে, তোমরা ভীত হইও
না অথবা সন্তপ্ত হইও না এবং সেই
স্বর্গোদ্যানের সুসংবাদ শ্রবণ কর—যদ্বিষয়
তোমরা প্রতিশ্রুত হইয়াছিলে। ৩১। এই
পার্থিব জীবনে ও পরকালে আমরাই
তোমাদের বন্ধু; এবং তোমরা নিজেদের
জন্য যাহা কামনা কর, তোমাদের জন্য
তন্মধ্যে তাহা আছে এবং তোমরা যাহা
প্রার্থনা কর, তোমাদের জন্য তাহাও
উহাতে রহিয়াছে। ৩২। ক্ষমাশীল
করুণাময় হইতে এই নিমন্ত্রণ।

نَجْعَلْهُمَا تَحْتَ أَقْدَامِنَا لِيَكُونَا
مِنَ الْأَسْفَلِينَ ○ ٣٠- إِنَّ الَّذِينَ
قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ
عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا
تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي
كُنْتُمْ تُوعَدُونَ ○ ٣١- نَحْنُ
أَوْلِيَاؤُكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي
الْآخِرَةِ ج وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي
أَنْفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ ○
٣٢- نُزُلًا مِنْ غَفُورٍ رَحِيمٍ ع

নিরাশ হইয়া যাইবে, তখন তাহারা ক্ষোভে দুঃখে ধৈর্য্য হারাইয়া বলিবে যে, হে সর্ব্বশক্তিমান আল্লাহ, পৃথিবীতে যে সকল জেন ও মানব আমাদিগকে ভ্রান্ত ও বিপথগামী করিয়াছিল, তুমি আজ তাহাদিগকে একবার দেখাইয়া দাও। আমরা তাহাদিগকে পদতলে বিমর্দ্দিত করিয়া সেই প্রবঞ্চনার প্রতিশোধ গ্রহণ করিব এবং তাহাদিগকে অতি শোচনীয় রূপে অপমান ও লাঞ্ছিত করিয়া দিব।

৩০—৩২। অবিশ্বাসী ও দুষ্কার্য্যকারীদের শাস্তি ও লাঞ্ছনার বিষয় বিবৃত করিবার পর আল্লাহতা'লা এই তিনটি আয়তে বিশ্বাসীদিগের পুরস্কার ও সুখ-সম্পদের বিষয় পরিজ্ঞাপন করিতেছেন। পার্থিব জীবনে যাহারা সত্য-ধর্ম্মে বিশ্বাস স্থাপন পূর্ব্বক সৎকার্য্যে জীবন অতিবাহিত করিবে, পরলোকে মহাবিচারের দিন আল্লার অনুগ্রহের ফেরেশ্‌তাগণ তাহাদের সমক্ষে উপস্থিত হইয়া বলিবে যে, আজ তোমরা ভীত অথবা সন্তপ্ত হইও না। তোমাদের পার্থিব জীবনে আমরা তোমাদের যেরূপ বন্ধু ছিলাম, আজ পারলৌকিক জীবনেও আমরা তোমাদের সেইরূপ হিতকারী বন্ধুরূপে বিদ্যমান রহিয়াছি এবং পৃথিবীতে তোমাদিগকে যে স্বর্গোদ্যানের প্রতিশ্রুতি প্রদান করা হইয়াছিল, আল্লাহতা'লার সন্নিধান হইতে সেই স্বর্গোদ্যানের সুসংবাদ লইয়াই আজ আমরা তোমাদের নিকট উপস্থিত হইয়াছি। তোমাদের যাহা কিছু প্রার্থনা ও যে সমস্ত কামনা আছে, তাহা সমস্তই ঐ অনন্ত সুখ সম্পদপূর্ণ স্বর্গোদ্যানের মধ্যে পূর্ণ মাত্রায় বিরাজমান রহিয়াছে এবং ক্ষমাশীল করুণাময় প্রভুর নিমন্ত্রণ সহ তোমাদিগকে সেই রমণীয় স্বর্গোদ্যানে লইয়া যাইবার জন্যই আজ আমরা তোমাদের নিকট প্রেরিত হইয়াছি।

৫ম রুকু—পবিত্র কোরান ও প্রত্যাদেশের অলৌকিকতা

৩৩। এবং যে আল্লার দিকে আহ্বান করে ও সৎকার্য্য করিয়া থাকে, তদপেক্ষা কাহার বাক্য শ্রেষ্ঠতর? এবং সে বলে যে, নিশ্চয় আমি মোস্‌লেম-গণের অন্তর্গত। ৩৪। এবং সৎকার্য্য ও অসৎকার্য্য সমতুল্য নহে; যাহা উৎকৃষ্টতর তদ্দ্বারা উহা বিদূরিত করে; অনন্তর ঐ ব্যক্তি—যখন তাহার মধ্যে ও তোমার মধ্যে শত্রুতা ছিল, এখন যেন সে ঘনিষ্ঠতর বন্ধু হইল। ৩৫। এবং ইহা ধৈর্য্য-অবলম্বনকারীগণ

٣٣- وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّن دَعَا
إِلَى اللّٰهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَّقَالَ
إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ ٥ ٣٤- وَلَا
تَسْتَوِى الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ط
اِدْفَعْ بِالَّتِيْ هِيَ أَحْسَنُ فَاِذَا
الَّذِيْ بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَاَنَّهُ
وَلِيٌّ حَمِيْمٌ ٥ ٣٥- وَمَا يُلَقّٰهَا

৩৩। অবিশ্বাসীদিগর অসদাচরণ ও দুষ্কার্য্যের প্রতি লক্ষ্য করিয়া এই আয়তে হজরত রসুলোল্লাহ সম্বন্ধে তাহাদিগকে সতর্ক করিয়া দেওয়া হইতেছে আল্লাহতা'লা বলিতেছেন যে, হে অবিশ্বাসী সম্প্রদায়, তোমরা আমার রসুলের কোরান পাঠ কালে হট্টগোল না করিয়া তিনি যে সত্য-প্রচার ও সদুপদেশ প্রদান করিতেছেন, তাহা মনোযোগ দিয়া শ্রবণ কর। যিনি তোমাদিগকে অধর্ম্ম ও অনাচার হইতে আল্লার দিকে আহ্বান করিতেছেন, তাঁহার অপেক্ষা কাহার বাক্য শ্রেষ্ঠতর? তারপর শুধু সদুপদেশ প্রদান নহে, তিনি নিজেও সৎকার্য্য করিয়া তোমাদিগকে উত্তম আদর্শ প্রদর্শন করিতেছেন। তদুপরি তিনি ইহার জন্য কোনরূপ প্রতিদান বা প্রধান্যের প্রত্যাশী নহেন। তিনি তোমাদিগকে স্পষ্টই বলিয়া দিতেছেন যে, আমি আল্লাহতা'লার প্রতি আত্মসমর্পণকারী মুসলমান এবং তাঁহার অনুগত দাস মাত্র। অতএব তোমরা যদি এই সকল উৎকৃষ্ট বাক্য মনোযোগ দিয়া না শুনিয়া হঠকারিতা ও গোলযোগ কর, তবে তোমরা কখনই সংশোধিত অথবা সুপথগামী হইতে পারিবে না।

৩৪—৩৫। এই পবিত্র আয়ত-দ্বয় আদর্শ মোস্‌লেম-জীবন ও চরিত্র-গঠনের একটি উৎকৃষ্টতর উপদেশ। আল্লাহতা'লা হজরত রসুলোল্লাকে বলিতেছেন যে, সৎকার্য্য ও অসৎকার্য্য কখনই সমতুল্য নহে। অবিশ্বাসীরা তোমার কোরান পাঠ ও সত্য-প্রচারের সময়ে যে সমস্ত হঠকারিতা ও গোলযোগ সৃষ্টি করে, তাহা নিতান্তই নিন্দনীয় ও নিকৃষ্টতর কার্য্য। তোমার সদুপদেশ ও সত্য-প্রচারের সহিত উহার কোনই তুলনা হইতে পারে না।

অতএব হে রসুল, তুমি স্বীয় সদাচরণ ও সদুপদেশ দ্বারা অবিশ্বাসীদের ঐ সকল অনাচার ও দুষ্কার্য্য দূরীভূত করিয়া দাও। তাহারা তোমার সহিত দুর্ব্যবহার করিলেও তুমি তাহাদের সহিত সদ্ব্যবহার কর; তাহারা উত্তেজিত হইলে তুমি নম্র হও; তাহারা তোমাকে রূঢ় ভাষায় গালি দিলে তুমি তাহাদিগকে মিষ্ট বাক্যে সন্তুষ্ট কর; তাহারা তোমাকে হিংসা অথবা ঘৃণা করিলে তুমি তাহাদিগকে ভালবাসিয়া বশীভূত করিবার চেষ্টা কর এবং তাহারা তোমাকে অভিশাপ প্রদান করিলেও তুমি তাহাদিগকে আশীর্ব্বাদ করিয়া তোমার করুণাময় প্রভু আল্লাহতা'লার নিকট তাহাদের কল্যাণ-প্রার্থী হও। হে রসুল, তোমার জন্য ইহাই হইতেছে 'আহসান' ও 'হাসনাত'

إِلَّا الَّذِيْنَ صَبَرُوْا ۚ وَمَا يُلَقّٰهَا
إِلَّا ذُوْ حَظٍّ عَظِيْمٍ ○ ٣٦- وَإِمَّا
يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطٰنِ نَزْغٌ
فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ ۖ إِنَّهٗ هُوَ السَّمِيْعُ
الْعَلِيْمُ ○ ٣٧- وَمِنْ اٰيٰتِهِ الَّيْلُ
وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ ۚ لَا
تَسْجُدُوْا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ

ব্যতীত প্রাপ্ত হয় না এবং মহাভাগ্যবান ব্যতীত কেহই ইহা লাভ করিতে পারে
না। ৩৬। এবং যদি শয়তান হইতে কোন বাধা তোমার বিঘ্ন-উৎপাদন করে তবে তুমি আল্লার শরণাপন্ন হও; নিশ্চয় তিনিই শ্রবণকারী মহাজ্ঞানী।
৩৭। *এবং তাঁহার নিদর্শনাবলীর মধ্যে রজনী ও দিবস এবং সূর্য্য ও চন্দ্র রহিয়াছে; তোমরা সূর্য্যকে অথবা চন্দ্রকে প্রণিপাত করিও না, এবং যিনি

অর্থাৎ সদাচরণ ও সৎকার্য্যের আদর্শ। তুমি এই উৎকৃষ্টতর আদর্শ হইতে কখনও বিচ্যুত হই[ও] না। তাহা হইলে তোমার এই সদাচরণ, সদ্ব্যবহার ও সৎকার্য্যের ফলে যাহারা তোমার পরম শ[ত্রু] তাহারা তোমার চরিত্র মাধুর্য্যে মুগ্ধ হইয়া তোমার একান্ত অন্তরঙ্গ ও হিতৈষী বন্ধুত[ে] পরিণত হইবে। কিন্তু ইহার জন্য অবিচলিত ধৈর্য্য ধারণ করা একান্ত আবশ্যক। যাহারা জীবনে[র] কর্মক্ষেত্রে এইরূপ ধৈর্য্য ও সহিষ্ণুতার পরিচয় দিয়া বিপথগামীকে সুপথগামী, পাপীকে পুণ্যবা[ন] এবং শত্রুকে বন্ধু করিতে পারেন, তাহারা সত্যই মহাভাগ্যবান। আল্লাহতালার অসীম অনুগ্র[হে] অভিষিক্ত হইয়া তাঁহারা ইহলোকে চরম সাফল্য লাভ করেন এবং পরলোকে অনন্ত গৌরব [ও] অফুরন্ত প্রতিদানের অধিকারী হইয়া থাকেন।

বলা বাহুল্য, স্বর্গীয় ইসলামের নীতি ও শিক্ষা অনুযায়ী মুসলমান নর-নারীদিগের আদর্শ-চরি[ত্র] গঠন কল্পে আলোচ্য আয়ত-দ্বয় চিরকালের জন্য বলবৎ রহিয়াছে। সত্য-ধর্ম্ম ও সুবিচারের মর্য্যা[দা] সংরক্ষণের জন্য অপরিহার্য্য জেহাদ ও অত্যাবশ্যকীয় প্রতিশোধ-মূলক আয়ত সমূহের সহিত ইহা[র] কোনই বিরোধ অথবা অসামঞ্জস্য নাই।—তঃ হক্কানী।

৩৬। অনন্তর আল্লাহতা'লা বলিতেছেন—হে রসুল, দুষ্টবুদ্ধি মানব ও জেনদিগের দুর্ব্যবহারে[র] জন্য যদি তুমি স্বীয় কর্ত্তব্য সম্পাদনে পাপাত্মা শয়তান কর্ত্তৃক কোনরূপ বাধা-বিঘ্ন প্রাপ্ত হও এ[বং] অবিশ্বাসীদের আচরণ অসদ্ব্যবহার-জনিত শয়তানী প্ররোচনায় যদি তুমি স্বীয় অন্তরে কোন[রূপ] অস্বস্তি অথবা সঙ্কোচ অনুভব কর, তবে তুমি উহা হইতে আত্মরক্ষার জন্য সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্বশক্তিমা[ন] আল্লাহতা'লার প্রতি আত্মসমর্পন করিয়া তাঁহার আশ্রয় প্রার্থনা করিও। তাহা হইলে তিনি তোমাকে শক্তি প্রদান করিয়া তোমার অন্তরের অস্বস্তি ও সঙ্কোচ সহ সমস্ত বাধা-বিঘ্ন ও দুর্ব্ব[লতা] দূরীভূত করিয়া দিবেন।

৩৭। * আয়তে সেজদা। এই আয়তে আল্লাহতা'লা অবিশ্বাসী ও অংশীবাদী পৌত্তলিকদিগকে লক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন যে, তোমরা আল্লাহতা'লার সৃষ্ট অলৌকিক নিদর্শনাবলীর মধ্যে দিবা-রজনী ও চন্দ্র-সূর্য্য প্রভৃতি সৃষ্ট-বস্তুর উপাসনা না করিয়া উহাদের সৃষ্টিকর্ত্তার উপাসনা ক[র] এবং তাঁহারই উদ্দেশ্যে সেজদা করিতে থাক। অন্যথা তোমরা কিছুতেই মুক্তি কল্যাণ লা[ভ] করিতে পারিবে না।

উহাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছেন সেই আল্লাহকে সেজদা কর—যদি তোমরা তাঁহার উপাসনা করিতে চাও। কিন্তু ইহাতেও যদি তাহারা অহঙ্কার করে, তবে তোমার প্রতিপালকের সন্নিধানে যাহারা রহিয়াছে—তাহারা রজনী ও দিবসে তাঁহার জন্য প্রশংসা-কীর্ত্তন করিতেছে এবং তাহারা পরিশ্রান্তও হয় না। ৩৯। এবং তাঁহার নিদর্শনাবলীর মধ্যে লক্ষ্য করিতেছ যে, এই পৃথিবী অচল; কিন্তু যখন আমি তদুপরি বারি বর্ষণ করি তখন উহা সচল ও স্ফাত হইয়া থাকে; নিশ্চয় যিনি ইহাকে

وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِن
كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ۝ ٣٨- فَإِنِ
اسْتَكْبَرُوا فَالَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ
يُسَبِّحُونَ لَهُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُمْ
সিজ্‌দা
لَا يَسْأَمُونَ ۝ ٣٩- وَمِنْ آيَاتِهِ
أَنَّكَ تَرَى الْأَرْضَ خَاشِعَةً فَإِذَا
أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ ط

আলোচ্য আয়তের সঠিক মর্ম্ম এই যে, প্রতিমা-পূজার ন্যায় প্রকৃতি পূজাও অবৈধ এবং নিষিদ্ধ। একমাত্র বিশ্বপ্রভু আল্লাহতা'লা ব্যতীত মানবের পক্ষে অন্য কোন দেব-দেবী, প্রস্তর-প্রতিমা অথবা চন্দ্র-সূর্য্য ও গ্রহ-নক্ষত্রের উপাসনা অথবা তাহাদের উদ্দেশ্যে মস্তক নত করা কখনই সঙ্গত ও সুসিদ্ধ নহে। যে সকল প্রতিমা-পূজক, অগ্নি-উপাসক ও চন্দ্র-সূর্য্যের আরাধনাকারী বলে যে, আমরা ঐ সকল বিষয়কে উপলক্ষ্য করিয়া মহান্ সৃষ্টিকর্ত্তারই পূজা-উপাসনা করিয়া থাকি—এতদ্বারা তাহাদের ভ্রান্ত উক্তি ও বিকৃত কার্য্যকলাপ সমূহ সম্পূর্ণ অসিদ্ধ ও অবৈধ বলিয়া ঘোষণা করা হইয়াছে।

৩৮। আল্লাহতা'লা বলিতেছেন—হে রসুল, ইহাতেও যদি অবিশ্বাসীরা সংযত ও নিরস্ত না হয় এবং সত্য-ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া আল্লাহতা'লার উপাসনায় আত্মনিয়োগ না করে, তবে তাহাতে আল্লাহতা'লার কিছুমাত্র অনিষ্টের আশঙ্কা নাই এবং বস্তুতঃ তিনি উহাদের উপাসনার প্রার্থীও নহেন। বরং তাঁহার সন্নিকটে অর্থাৎ মহান্ আর্শের আশেপাশে অনন্ত আকাশে যে সকল পুণ্যবান ফেরেশতা বিরাজ: করিতেছে, তাহারা অহোর্নিশি সর্ব্বদাই তাঁহার প্রশংসা সহ তদীয় পবিত্রতা বর্ণনা করিতেছে। তাহারা উহাতে কখনও শ্রান্ত-ক্লান্ত অথবা উহা হইতে বিরত হয় না। কারণ আল্লাহতা'লার আদেশ ও নির্দ্দেশ অনুযায়ী তাঁহার স্তব করাই ঐ সকল স্বর্গীয় ফেরেশ্‌তার পুণ্যময় জীবনের একমাত্র কর্ত্তব্য—এবং উহাতেই তাহাদের দৈহিক ক্ষুধা ও আত্মিক কামনার পূর্ণ পরিতৃপ্তি সাধিত হইয়া থাকে।

৩৯। আল্লাহতা'লা যে সর্ব্বশক্তিমান এবং তিনি যে মৃতকে পুনর্জ্জীবিত করিতে সম্পূর্ণ সক্ষম, এই আয়তে তাহার এক প্রাকৃতিক নিদর্শন বর্ণিত হইয়াছে। পৃথিবীর ভূমি যখন তরু-লতা ও তৃণ-শস্য পরিশূন্য থাকে, তখন উহা অচল-নিরস ও বিশুষ্ক মৃতবৎ বলিয়া অনুমিত হয়। কিন্তু করুণাময় আল্লাহতা'লা যখন উক্ত ভূমিতে বারিবর্ষণ করেন, তখন উহাতে নানারূপ তৃণ-শস্য ও তরু-লতা উৎপন্ন হয় এবং বাতাসে যখন সেগুলি আন্দোলিত হইতে থাকে, তখন উক্ত অচল ও মৃতবৎ বিশুষ্ক ভূমি সচল ও সঞ্জীবিত হইয়া উঠে সুতরাং যিনি মৃতবৎ বিশুষ্ক ভূমিকে সরস ও

إِنَّ الَّذِيٓ أَحْيَاهَا لَمُحْيِ الْمَوْتٰى ط
إِنَّهٗ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ○ ٤٠- إِنَّ
الَّذِيْنَ يُلْحِدُوْنَ فِيْٓ اٰيٰتِنَا لَا يَخْفَوْنَ
عَلَيْنَا ط أَفَمَنْ يُّلْقٰى فِي النَّارِ خَيْرٌ
أَمْ مَّنْ يَّأْتِيْٓ اٰمِنًا يَّوْمَ الْقِيٰمَةِ ط
اِعْمَلُوْا مَا شِئْتُمْ لا إِنَّهٗ بِمَا تَعْمَلُوْنَ
بَصِيْرٌ ○ ٤١- إِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا
بِالذِّكْرِ لَمَّا جَآءَهُمْ ج وَإِنَّهٗ لَكِتٰبٌ عَزِيْزٌ ○
٤٢- لَّا يَأْتِيْهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ

সজীব করিয়াছেন তিনিই মৃতকে সঞ্জীবিত করিবেন; নিশ্চয় তিনি সর্ব্ববিষয়োপরি শক্তিমান।
৪০। নিশ্চয় যাহারা আমার নিদর্শনাবলী সম্বন্ধে বিভ্রান্ত হইয়া যায়, তাহারা আমা হইতে প্রচ্ছন্ন থাকিতে পারে না; তবে কি যে নরকানলে নিক্ষিপ্ত হয় সেই শ্রেষ্ঠতর অথবা যে উত্থান-দিবসে নিরাপদে আগমন করে? তোমরা যাহা ইচ্ছা কর—নিশ্চয় তোমরা যাহা করিতেছ, তিনি তদ্বিষয়ে প্রত্যক্ষ-কারী।
৪১। নিশ্চয় যাহারা সদুপদেশ সম্বন্ধে অবিশ্বাস করিয়াছে—যখন উহা তাহাদের নিকট আসিয়াছিল; এবং নিশ্চয় উহা শক্তিশালী গ্রন্থ।
৪২। উহার সম্মুখ হইতে ও উহার পশ্চাৎ হইতে উহার নিকট কোনই

সঞ্জীবিত করিতে পারেন, তিনি যে মৃত মানব ও জীব-জন্তুকে পুনর্জ্জীবিত করিতে পারিবেন, তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই।

৪০। অনন্তর আল্লাহতা'লা বলিতেছেন যে, আমার এই সকল প্রত্যক্ষ নিদর্শন দেখিয়াও যাহারা ভ্রান্ত এবং বিপথগামী হয়, পুনরুত্থান ও মহাবিচারের দিন তাহারা আমার নিকট হইতে কখনই প্রচ্ছন্ন থাকিতে পারিবে না। অতএব তোমরা যাহা ইচ্ছা তাহাই কর না কেন, সর্ব্বজ্ঞ আল্লাহতা'লা উহা সমস্তই পর্য্যাবেক্ষণ করিতেছেন। কিন্তু তোমরা ভাবিয়া দেখ—পরলোকে যাহারা নিরাপদে স্বর্গোদ্যানে গমন করিবে এবং যাহারা বিপন্ন হইয়া নরকে নিক্ষিপ্ত হইবে—ইহাদের মধ্যে কাহারা শ্রেষ্ঠতর?

৪১—৪২। এই দুই আয়তে পবিত্র কোরান শরিফের অলৌকিক মাহাত্ম্য বর্ণিত হইয়াছে। আল্লাহতা'লা বলিতেছেন—হে রসুল, অবিশ্বাসীরা যাহাই বলুক না কেন, তোমার মহাপ্রশংসিত ও মহাজ্ঞানী প্রভু হইতে এই গ্রন্থ তোমার প্রতি অবতীর্ণ হইয়াছে। ইহা এরূপ শক্তিশালী স্বর্গীয় মহাগ্রন্থ যে, ইহার সম্মুখ হইতে অথবা ইহার পশ্চাৎ হইতে কোনই ভুল-ভ্রান্তি ইহার মধ্যে প্রবিষ্ট হইতে পারিবে না। উপরোক্ত উক্তির মর্ম্ম এই যে, ইহা এরূপ অনুপম অতুলনীয় মহাগ্রন্থ যে ইহার মধ্যে কোন ভুল-ভ্রান্তি নাই। যুগ-যুগান্ত ব্যাপিয়া চেষ্টা করিলেও কেহ ইহাতে কোনরূপ ভুল-ভ্রান্তি বা দোষ ত্রুটি প্রদর্শন করিতে পারিবে না। অধিকন্তু ইহা কোন কালেও পরিবর্ত্তিত অথবা পরিবর্দ্ধিত হইবে না; ইহা যেরূপ ভাবে অবতীর্ণ হইয়াছে, চিরকাল ঠিক সেইরূপ

يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ ط تَنْزِيلٌ مِّنْ
حَكِيمٍ حَمِيدٍ ۝ ٤٣- مَا يُقَالُ
لَكَ إِلَّا مَا قَدْ قِيلَ لِلرُّسُلِ مِنْ
قَبْلِكَ ط إِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ
وَّذُو عِقَابٍ أَلِيمٍ ۝ ٤٤- وَلَوْ
جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا أَعْجَمِيًّا لَّقَالُوا لَوْلَا
فُصِّلَتْ آيَاتُهُ ط ءَأَعْجَمِيٌّ وَّعَرَبِيٌّ ط
قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَّشِفَاءٌ ط
وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِي آذَانِهِمْ

কুল ভ্রান্তি আসিতে পারে না—ইহা
সুপ্রশংসিত মহাজ্ঞানী হইতে অবতারিত।
৪৩। নিশ্চয় তোমার পূর্ব্বে রসুলগণের
জন্য যাহা বলা হইয়াছিল তদ্ব্যতীত
তোমাকে বলা হয় নাই; নিশ্চয় তোমার
প্রতিপালক মার্জ্জনাকারী এবং যন্ত্রণাপদ
শাস্তিদাতা। ৪৪। এবং যদি আমি
এই কোরান আজমী ভাষায় করিতাম
তবে নিশ্চয় তাহারা বলিত যে, ইহার
আয়ত-সমূহ সুস্পষ্ট করা হয় নাই, তবে
কি আরবীর জন্য আজমী-ভাষা? তুমি
বল—ইহা বিশ্বাস-স্থাপনকারীদের জন্য
সদুপদেশ ও আরোগ্যকারী; এবং
যাহারা বিশ্বাস-স্থাপন করে না, তাহাদের

ভাবেই বিদ্যমান থাকিবে। বলা বাহুল্য, পবিত্র কোরান ব্যতীত জগতের আর কোন ধর্ম্মগ্রন্থেরই এরূপ অলৌকিক বিশেষত্ব নাই।

৪২। এই আয়তের দুই প্রকার মর্ম্ম পরিগৃহীত হইয়াছে। প্রথমতঃ ইহাও হইতে পারে যে, হে রসুল, তোমার প্রতি এতদ্দ্বারা কোন নূতন আদেশ বা অভিনব ধর্ম্মনীতি অবতীর্ণ হয় নাই। তোমার পূর্ব্ববর্তী রসুলগণের প্রতি আমার একত্ব ও উপাসনা সম্বন্ধে যে সকল আদেশ-উপদেশ অবতীর্ণ হইয়াছিল, তোমার প্রতিও প্রত্যাদেশ যোগে সেই চিরন্তন সত্য-ধর্ম্মনীতিই অবতীর্ণ করা হইয়াছে। আলোচ্য আয়তের অন্য মর্ম্ম এই যে, পূর্ব্ব যুগেও অবিশ্বাসীরা তোমার পূর্ব্ববর্তী রসুলগণকে অসত্যবাদী ও যাদুকর প্রভৃতি যে সকল কথা বলিয়া উপহাস ও উপেক্ষা করিয়াছিল, আরবের অবিশ্বাসীরা তোমাকেও ঠিক সেই সকল কথা বলিয়াই সত্য-ধর্ম্ম প্রত্যাখান করিবার চেষ্টা করিতেছে; সুতরাং ইহাতে নূতনত্ব কিছুই নাই।

৪৪। অনন্তর আল্লাহতা'লা আরবের অবিশ্বাসীদিগের প্রকৃতি ও চরিত্র সম্বন্ধে বলিতেছেন, হে রসুল, অবিশ্বাসীরা তোমাকে বলিতেছে যে, এই কোরান অন্য ভাষায় অবতীর্ণ না হইয়া আরবী ভাষায় অবতীর্ণ হইল কেন? কিন্তু যদি আমি এই কোরান আরবী ব্যতীত অন্য ভাষায় অবতীর্ণ করিতাম, তবে আরবের এই অবিশ্বাসীরাই বলিত যে, আমরা ইহার আয়ত সমূহ বুঝিতে পারি না; আরববের জন্য আবার 'আজমী' অর্থাৎ অন্য প্রাদেশিক ভাষা কেন? বলা বাহুল্য, অবিশ্বাসীদের প্রকৃতি চিরদিনই এইরূপ হইয়া থাকে। অতএব তুমি তাহাদিগকে বলিয়া দাও যে, আরবী বা আজমী ভাষার জন্য আল্লার বাণীর মর্য্যাদা কিছুমাত্র হ্রাস-বৃদ্ধি হয় না। জগতের সমস্ত বিশ্বাসী নরনারীর জন্যই ইহা উৎকৃষ্টতর সদুপদেশ এবং তাহাদের সমস্ত আন্তরিক ব্যাধির আরোগ্যকারী অব্যর্থ মহৌষধ। কিন্তু যাহারা অবিশ্বাসী, তাহাদের কর্ণ বধির ও চক্ষু অন্ধ হইয়া

কর্ণসমূহ ভারাক্রান্ত রহিয়াছে এবং উহা তাহাদের নিকট অন্ধকারাচ্ছন্ন রহিয়াছে ; উহারাই সুদূরবর্ত্তী স্থান হইতে আহূত হইবে।

وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمًى ط اُولٰٓئِكَ يُنَادَوْنَ مِنْ مَّكَانٍ بَعِيْدٍ ع

৬ষ্ঠ রুকু—সত্য-প্রচারের সফলতার অব্যর্থ ভবিষ্যদ্বাণী

৪৫। এবং নিশ্চয়ই আমি মূসাকে গ্রন্থ দান করিয়াছিলাম, কিন্তু উহাতে মতভেদ হইয়াছিল ; এবং যদি তোমার প্রতিপালকের একটি বাক্য অতিক্রান্ত না হইত, তবে নিশ্চয়ই তাহাদের মধ্যে বিচার-মীমাংসা হইয়া যাইত ; এবং নিশ্চয় তাহারা উহা হইতে সন্দেহের মধ্যে সংশয়াচ্ছন্ন রহিয়াছে। ৪৬। যে সৎ-কার্য্য করে, ফলতঃ উহা তাহার নিজেরই জন্য এবং যে অসৎকার্য্য করে ফলতঃ তাহা তাহারই উপর রহিবে ; এবং তোমার প্রতিপালক স্বীয় সেবকগণের প্রতি অত্যাচারী নহে।

٤٥ وَلَقَدْ اٰتَيْنَا مُوْسَى الْكِتٰبَ فَاخْتُلِفَ فِيْهِ ط وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَّبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ ط وَاِنَّهُمْ لَفِيْ شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيْبٍ ٥ ٤٦- مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهٖ لا وَمَنْ اَسَآءَ فَعَلَيْهَا ط وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيْدِ ٥

গিয়াছে। সুতরাং ঐ সকল অন্ধবিশ্বাসী ভ্রান্ত মানব এই স্বর্গীয় সদুপদেশ ও সত্যের আলো দ্বারা কিছুমাত্র উপকৃত হইতে পারিবে না।

৪৫। অতঃপর আল্লাহতা'লা আরও বলিতেছেন—হে রসুল, আমি নবীবর মূসাকে যে তওরাত গ্রন্থ দান করিয়াছিলাম, তাহা লইয়াও এইরূপ মতভেদ হইয়াছিল এবং তৎকালীন অবিশ্বাসীরা উক্ত গ্রন্থ এইরূপ ভাবেই অবিশ্বাস ও উপেক্ষা করিয়াছিল। ইহার পরিণাম স্বরূপ তাহাদের যে লাঞ্ছনা ও দুর্গতি হইয়াছিল, তাহা তোমাকে জ্ঞাপন করা হইয়াছে। কিন্তু আমি প্রত্যেক সম্প্রদায়ের আচরণ ও কৃতকার্য্যের শাস্তি ও পুরস্কারের জন্য একটি নির্দ্দিষ্ট সময় নির্দ্ধারিত করিয়া রাখিয়াছি। যদি আমার ঐ বিধি-বাক্য পূর্ব্বে নির্দ্ধারিত না হইত, তবে এই কোরান অবিশ্বাস ও প্রত্যাখান করার জন্য বহু পূর্ব্বেই অবিশ্বাসীদের অদৃষ্ট সম্বন্ধে চরম মীমাংসা হইয়া যাইত। ফলতঃ আমার ঐ পূর্ব্বনির্দ্ধারিত নিয়তির জন্যই অবিশ্বাসীরা এতদিন পর্য্যন্ত আমার বাক্য ও আমার অঙ্গীকার সম্বন্ধে সন্দেহ পোষণ করিবার অবকাশ পাইয়াছে। কিন্তু যথাসময়ে তাহাদিগকে অবশ্যই ইহার প্রতিফল ভোগ করিতে হইবে।

৪৬। অতএব হে রসুল, তুমি অবিশ্বাসীদিগকে বলিয়া দাও যে, আমার কার্য্য সত্য-প্রচার ও সদুপদেশ প্রদান করা। আমার উপদেশ অনুসারে যাহারা বিশ্বাস স্থাপন পূর্ব্বক সৎকার্য্য করিবে, তাহারা আল্লাহতা'লার নিকট তাহার উপযুক্ত পুরস্কার প্রাপ্ত হইবে এবং যাহারা আমার কথা অবিশ্বাস করিয়া অসৎকার্য্যে জীবন অতিবাহিত করিবে, পরিণামে উহার জন্য তাহাদিগকে অবশ্যই অতি কঠোর শাস্তি ভোগ করিতে হইবে। অবশ্য সুবিচারক আল্লাহতা'লা কাহারও প্রতি অন্যায় অত্যাচার করেন না। মানুষ স্ব স্ব কৃতকর্ম্মের জন্যই শাস্তি বা পুরস্কার প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

২৫শ পারা—এলায়হে ইউরাদ্দো

৪৭। সেই সময়ের জ্ঞান তাঁহারই দিকে প্রত্যর্পিত হইয়াছে; এবং কোন ফল উহার আবরণী হইতে বহির্গত হয় না এবং তাঁহার জ্ঞাতসারে ব্যতীত কোন নারী গর্ভবতী হয় না অথবা প্রসব করে না; এবং যে-দিন তিনি তাহাদিগকে উচ্চৈস্বরে বলিবেন—আমার অংশীরা আজ কোথায়? তাহারা বলিবে—আমরা ত জানাইয়াছি যে, আমাদের মধ্যে কোন সাক্ষী নাই। ৪৮। এবং তাহারা ইহার

٤٧- إِلَيْهِ يُرَدُّ عِلْمُ السَّاعَةِ ؕ وَمَا
تَخْرُجُ مِنْ ثَمَرٰتٍ مِّنْ أَكْمَامِهَا
وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنْثٰى وَلَا تَضَعُ
إِلَّا بِعِلْمِهٖ ؕ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ أَيْنَ
شُرَكَاءِيْ ۙ قَالُوْٓا اٰذَنّٰكَ ۙ مَا مِنَّا
مِنْ شَهِيْدٍ ۝ ٤٨- وَضَلَّ عَنْهُمْ

৪৭। অবিশ্বাসীদের পুনরুত্থান ও শাস্তি অবতারণের সময় সম্পর্কীয় প্রশ্নের উত্তরে এই আয়াতে বলিয়া দেওয়া হইতেছে যে, উক্ত সময়ের সঠিক জ্ঞান সর্ব্বজ্ঞ আল্লাহতা'লার দিকেই প্রত্যর্পিত হইয়াছে। অতীত ও ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে সর্ব্বদর্শী ও সর্ব্বজ্ঞ আল্লাহতা'লা ব্যতীত ঐ সময়ের সঠিক জ্ঞান ও প্রকৃত অভিজ্ঞতা আর কাহারও নাই। আল্লাহতা'লার অনুগৃহীত নবী ও রসুলগণ তাঁহার প্রদত্ত জ্ঞান অনুসারেই ঐ সকল ভবিষ্যৎ ব্যাপারের ভবিষ্যদ্বাণী করেন এবং তাঁহার প্রিয় অলি-আল্লাহগণও ঐ ভাবে ভবিষ্যৎ ঘটনার কিছু কিছু আভাস অবগত হইয়া থাকেন। কিন্তু উহা মহাজ্ঞানী আল্লাহতা'লার অনন্ত জ্ঞানের অতি অকিঞ্চিৎকর কণা মাত্র। তিনি ভিন্ন ঐ সকল ভবিষ্যৎ ব্যাপারের প্রকৃত অভিজ্ঞতা আর কাহারও নাই।

এতদ্সহ আল্লাহতা'লা আরও বলিয়া দিতেছেন যে, একটি ফল উহার আবরণী বা খোসার মধ্যে আবৃত থাকিলেও উক্ত ফলের তরু ব্যতীত উহার আবরণী বা খোসা যেমন সেই ফল প্রসব করিতে পারে না, সেইরূপ আল্লাহতা'লার জ্ঞাতসারে ব্যতীত কোন নারীও গর্ভবতী হইতে বা সন্তান প্রসব করিতে পারে না। ইহা জগতের নিত্য-নৈমিত্তিক ঘটনা হইলেও প্রকৃতপক্ষে কোন্ রমণী কখন গর্ভবতী হইবে বা সন্তান প্রসব করিবে, তাহার সঠিক জ্ঞান ও প্রকৃত অভিজ্ঞতা একমাত্র সর্ব্বজ্ঞ আল্লাহতা'লা ভিন্ন আর কাহারও নাই।

অনন্তর আল্লাহতা'লা বলিতেছেন যে, যখন তাঁহার প্রতিশ্রুত শাস্তি বা পুনরুত্থানের সময় সমাগত হইবে, তখন তিনি অবিশ্বাসীদিগকে উচ্চৈস্বরে জিজ্ঞাসা করিবেন যে, তোমরা আমার অংশী বলিয়া যে সকল দেব-দেবী, প্রস্তর-প্রতিমা বা পীর-ফকিরের পূজা-আরাধনা করিতে, আজ তাহারা কোথায়? তখন অবিশ্বাসীরা হতাশ হইয়া উত্তর করিবে যে, হে মহান্ প্রভু, আমরা ত নিবেদন করিয়াছি যে, তাহাদের অস্তিত্ব সম্বন্ধে আমাদের মধ্যে 'কোনই সাক্ষী' বিদ্যমান নাই এবং তাহাদের পরিণতি সম্বন্ধেও আমরা আর কিছুই অবগত নহি। ফলতঃ অবিশ্বাসীরা সেদিন আল্লাহতা'লার সমক্ষে বাধ্য হইয়া স্বীকার করিবে যে, পৃথিবীতে তাহারা আল্লার পরিবর্ত্তে যে সকল অলীক উপাস্যের উপাসনা করিত, সেই সকল দেব-দেবী, প্রস্তর প্রতিমা বা পীর-ফকির সম্বন্ধে প্রকৃতপক্ষে তাহাদের কোনই জ্ঞান বা অভিজ্ঞতা নাই।

৪৮। অনন্তর আল্লাহতা'লা বলিয়া দিতেছেন যে, অবিশ্বাসী অংশীবাদীরা এই পৃথিবীতে আল্লাহতা'লার পরিবর্ত্তে যে সকল কল্পিত দেব-দেবী, প্রস্তর-প্রতিমা বা পীর-ফকিরের পূজা-

كَانُوا يَدْعُونَ مِن قَبْلُ وَظَنُّوا
مَا لَهُم مِّن مَّحِيصٍ ص ٤٩ ۔ لَا
يَسْأَمُ الْإِنسَانُ مِن دُعَاءِ الْخَيْرِ ز
وَإِن مَّسَّهُ الشَّرُّ فَيَئُوسٌ قَنُوطٌ ٥٠
٥٠ وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ رَحْمَةً مِّنَّا مِن
بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ هَٰذَا لِي ۙ
وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً ۙ وَلَئِن
رُّجِعْتُ إِلَىٰ رَبِّي إِنَّ لِي عِندَهُ
لَلْحُسْنَىٰ ج فَلَنُنَبِّئَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا

পূর্ব্বে যাহা আহ্বান করিত, তাহাদিগ হইতে তাহা বিলুপ্ত হইয়া যাইবে এবং তাহারা উপলব্ধি করিবে, যে, তাহাদের জন্য পলায়নের স্থান নাই।
৪৯। মানুষ কল্যাণ প্রার্থনায় পরিশ্রান্ত হয় না এবং যদি অনিষ্টকারীতা তাহাদিগকে স্পর্শ করে—তাহারা নিরাশায় হতাশ হইয়া যায়।
৫০। এবং আমি যদি তাহাকে দুঃখ স্পর্শ করিবার পর স্বীয় সন্নিধান হইতে অনুগ্রহ আস্বাদন করাই তখন নিশ্চয় সে বলিবে যে, ইহা ত আমারই জন্য এবং আমি সেই সময়ের উপস্থিতি ধারণাও করিতে পারি না; এবং যদিও আমি স্বীয় প্রতিপালকের দিকে প্রত্যাবর্তিত হই, তথাপি নিশ্চয় তাঁহার নিকট আমার জন্য কল্যাণই রহিয়াছে; কিন্তু নিশ্চয় আমি অবিশ্বাসকারীদিগকে

আরাধনা করিত, পরকালে অবিশ্বাসীরা তাহাদের কাহাকেও খুঁজিয়া পাইবে না। সে তাহারা সকলেই অদৃশ্য হইয়া যাইবে এবং তাহারা সেই সঙ্কট সময়ে তাহাদের ভক্ত উপাস ভ্রান্তদিগকে কোনই সাহায্য করিতে পারিবে না। তখন অবিশ্বাসীরা উপলব্ধি করিবে যে, সে সঙ্কট হইতে তাহাদের পরিত্রাণ বা পলায়নের কোনই স্থান নাই এবং তাহাদিগকে অবশ্যই স্ব কৃতকার্য্যের প্রতিফল ভোগ করিতে হইবে।

৪৯। এই আয়তের মর্ম্ম এই যে, মানুষ স্বভাবতঃই নিজেদের সর্ব্ববিধ উন্নতি ও কল্যাণ কাম করে এবং তাহারা যতই সুখ-সম্পদের অধিকারী হয়, ততই অধিকতর রূপে উহা প্রার্থনা কর থাকে। পার্থিব সুখ-সম্পদের কামনায় তাহারা কখনই শ্রান্ত অথবা ক্লান্ত হয় না এবং কো বিলাসেও তাহারা কখনই পূর্ণ পরিতৃপ্তি লাভ করিতে পারে না। তাহারা যতই সুখ-স উপভোগের অধিকারী হয়, তাহাদের কামনা ও বাসনা ততই বর্দ্ধিত হইতে থাকে। ই মানুষের প্রকৃতিগত স্বভাব-ধর্ম্ম। কিন্তু সংসার-জীবনে যখন তাহারা দুঃখ-বিপদে পড়িয়া ক্ষতি হইতে থাকে, তখন তাহারা নিরাশায় একেবারেই হতাশ ও বিচলিত হইয়া পড়ে।

৫০। অনন্তর আল্লাহতা'লা বলিতেছেন যে, দুঃখ ভোগের পর আবার আমি যখন স্বী অনুগ্রহে মানুষকে সুখ-সম্পদ প্রদান করি, তখন তাহারা আমার অনুগ্রহ এবং পরলোকের ক সম্পূর্ণ বিস্মৃত হইয়া বলে যে, নিজেদের যোগ্যতা এবং ভাগ্যগুণেই আমরা উহা অর্জ্জন করিয়াছি তখন তাহারা পরলোকের কথা মুহূর্ত্তের জন্যও চিন্তা করে না, বরং তাহারা স্বীয় পার্থিব জীবনকে সার-সর্ব্বস্ব ধারণা করিয়া অতি অবজ্ঞার সহিত বলে যে, যদি সত্যই আমরা পরলোকে পুনর্জী প্রাপ্ত হই এবং সত্যই যদি সেখানে আমাদিগকে আল্লাহতা'লার সমক্ষে উপস্থিত হইতে হয়, তবে

তাহাদের কৃতকর্ম্ম পরিজ্ঞাপন করিব এবং নিশ্চয় আমি তাহাদিগকে ঘোর শাস্তি আস্বাদন করাইব।
৫১। যখন আমি মানুষের প্রতি অনুগ্রহ দান করি তখন তাহারা বিমুখ হয় ও বিরক্তি প্রকাশ করে; এবং যখন অনিষ্টকারিতা তাহাকে স্পর্শ করে তখন সে সুদীর্ঘ প্রার্থনা করিতে থাকে।
৫২। তুমি বল—তোমরা লক্ষ্য কর যে, যদি ইহা আল্লার সন্নিধান হইতে হইয়া থাকে, তৎপরেও যদি তোমরা ইহাতে অবিশ্বাস করিয়া থাক, তবে যে সুদূর বিরুদ্ধাচরণে রহিয়াছে তদপেক্ষা কে অধিকতর বিভ্রান্ত?
৫৩। অচিরেই আমি তাহাদিগকে প্রান্ত প্রদেশ-সমূহে এবং তাহাদের নিজেদের

بِمَا عَمِلُوا وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنْ
عَذَابٍ غَلِيظٍ ○ ٥١- وَإِذَا أَنْعَمْنَا
عَلَى الْإِنْسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَى بِجَانِبِهِ ج
وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ ○
٥٢- قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كَانَ مِنْ
عِنْدِ اللَّهِ ثُمَّ كَفَرْتُمْ بِهِ مَنْ أَضَلُّ
مِمَّنْ هُوَ فِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ ○
٥٣- سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ

নিশ্চয় সেখানেও আমাদের জন্য কল্যাণ ও সুখ-সম্পদ বিদ্যমান রহিয়াছে। তাই আল্লাহতা'লা বলিতেছেন যে, ঐ সকল অবিশ্বাসীকে আমি অবশ্যই তাহাদের কৃতকর্ম্মের প্রতিফল প্রদান করিব এবং তাহাদিগকে তথায় অতি কঠোর শাস্তি ভোগ করিতে হইবে।

৫১। এই আয়তে আল্লাহতা'লা মানুষের আর একটি স্বভাব-ধর্ম্ম বর্ণনা করিতেছেন। আল্লাহতা'লার অনুগ্রহে মানুষ যখন সুখ-সম্পদের অধিকারী হয়, তখন তাহারা আল্লাহতা'লাকে বিস্মৃত হইয়া নানারূপ অনাচার ও অপকর্ম্মে সময় অতিবাহিত করে, কিন্তু যখন তাহারা দুঃখ বিপদে পতিত হয়, তখন তাহারা আল্লাহতা'লাকে স্মরণ করিয়া তাঁহারই নিকট সকাতরে কল্যাণ ও মুক্তি প্রার্থনা করিয়া থাকে।

৫২। এই আয়তে আল্লাহতা'লা হজরত রসুলোল্লাকে বলিতেছেন—হে রসুল, তুমি অবিশ্বাসীদিগকে বলিয়া দাও যে, তোমরা একবার অভিনিবেশ সহকারে লক্ষ্য করিয়া ভাবিয়া দেখ যে, যদি তোমাদের এই ধন-জন ও সুখ-সম্পদ করুণাময় আল্লাহতা'লার অনুগ্রহে হইয়া থাকে এবং তাহা বুঝিয়াও যদি তোমরা উহাতে অবিশ্বাস করিয়া অকৃতজ্ঞ হইয়া থাক, তবে তোমাদের অপেক্ষা ভ্রান্ত ও বিপথগামী আর কে হইতে পারে?

৫৩। **ইসলাম প্রচারের ভবিষ্যদ্বাণী**—এই আয়তে আল্লাহতা'লা স্পষ্টতর ভাষায় ঘোষণা করিতেছেন যে, অচিরেই আমি বিশ্বাসী ও অবিশ্বাসীদিগকে আমার প্রত্যক্ষ নিদর্শনাবলী প্রদর্শন করিব, অচিরেই আরবের অবিশ্বাসীদিগের মধ্যে এবং আরব হইতে সুদূরবর্ত্তী প্রান্ত প্রদেশ-সমূহে অবশ্যই আমার এই সত্য-ধর্ম্ম সুপ্রচারিত হইবে। এই সত্যের অব্যাহত গতি কেহই প্রতিরোধ করিতে পারিবে না। তোমরা আর কিছুদিন অপেক্ষা কর, যখন সমগ্র আরব ও আজমে আমার এই সত্য-ধর্ম্ম বিদ্যুদ্বেগে প্রচারিত হইয়া সমস্ত ধর্ম্মের উপর বিজয়-পতাকা প্রোথিত করিবে, তখনই তোমরা আমার অভ্রান্ত ভবিষ্যদ্বাণীর সত্যতা ও

মধ্যে আমার নিদর্শনাবলী প্রদর্শন করিব—এমন কি, তাহাদের জন্য ইহা সুপ্রকাশিত হইবে যে, ইহাই সুনিশ্চিত সত্য ; তবে কি তোমার প্রতিপালক সম্বন্ধে ইহাই যথেষ্ট নহে যে, নিশ্চয় তিনি সর্ব্ববিষয়োপরি সাক্ষ্যদানকারী।
৫৪। সতর্ক হও!—নিশ্চয় তাহারা স্বীয় প্রতিপালকের সন্দর্শন সম্বন্ধে সংশয়াচ্ছন্ন রহিয়াছে ; সতর্ক হও!—নিশ্চয় তিনি সর্ব্ববিষয়ের পরিবেষ্টনকারী।

وَفِيْٓ اَنْفُسِهِمْ حَتّٰى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ اَنَّهُ
الْحَقُّ ط اَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ اَنَّهٗ
عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيْدٌ ○ ৫৩ اَلَآ
اِنَّهُمْ فِيْ مِرْيَةٍ مِّنْ لِّقَاۤءِ رَبِّهِمْ ط
اَلَآ اِنَّهٗ بِكُلِّ شَيْءٍ مُّحِيْطٌ ৫৪

সার্থকতা বুঝিতে পারিবে এবং তখন তোমরা ইহাও হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবে যে, স্বর্গীয় ইস্লামের উন্নতি, প্রতিষ্ঠা ও প্রচার সম্বন্ধে আমার সাক্ষ্যদান বা ভবিষ্যদ্বাণী সম্পূর্ণ অব্যর্থ এবং আমিই সর্ব্ববিষয়োপরি শক্তিমান ;

অবিশ্বাসী অরাতিকুলের প্রবল প্রতিকূলতায় যখন হজরত রসূলোল্লার জীবন ও সাধনা পদে পদে ব্যর্থ হইবার উপক্রম হইতেছিল, মক্কার মুষ্টিমেয় বিশ্বাসীর উন্নতি ও প্রতিষ্ঠার যখন কোনই সম্ভাবনা পরিদৃষ্ট হইতেছিল না,—হজরতের মক্কা অবস্থান কালে—প্রথম প্রচারের সেই ঘোর সঙ্কট সময়ে আল্লাহতা'লা উপরোক্ত ভবিষ্যদ্বাণী অবতীর্ণ করিয়া বলিয়া দিলেন যে, তিনি অচিরেই 'আফাক' ও 'আন-ফোসেহেম্' অর্থাৎ শুধু আরববাসীদের নিজেদের মধ্যেই নহে—বরং সমগ্র আরব ও আজমের সুদূরবর্ত্তী প্রান্ত-প্রদেশ সমূহে পর্য্যন্ত ইস্লামের প্রচার ও প্রতিষ্ঠা সম্পন্ন করিয়া দিবেন এবং তাঁহার এই অব্যর্থ ভবিষ্যদ্বাণী কখনই ব্যর্থ হইবে না। বলা বাহুল্য, হজরত রসূলোল্লার জীবনে—মক্কা বিজয়ের সঙ্গে সঙ্গেই এই ভবিষ্যদ্বাণীর বহুলাংশ পূর্ণ হইয়াছিল এবং তাঁহার তিরোধানের অব্যবহিত পরেই সমগ্র সভ্য-জগতে ইস্লামের অনাবিল শুভ্র জ্যোতি বিদ্যুদ্বেগে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল।

৫৪। অনন্তর সর্ব্বশক্তিমান আল্লাহতা'লা সমগ্র বিশ্ববাসীকে সতর্ক করিয়া দিয়া বলিতেছেন যে, অবিশ্বাসীরা যে পুনরুত্থান দিবসের উপস্থিত সম্বন্ধে সন্দেহ পোষণ করিতেছে, সেই দিবস অবশ্যই সমাগত হইবে এবং সেদিন আল্লাহতা'লার অনন্ত শক্তি-মহিমার সুমহান্ পরিবেষ্টনী কেহই অতিক্রম করিতে পারিবে না। সেই মহা বিচারের দিন বিশ্বাসী ও অবিশ্বাসী নির্ব্বিশেষে সমগ্র বিশ্ববাসীকে আল্লাহতা'লার সমক্ষে উপস্থিত হইয়া অবশ্যই স্ব স্ব কৃতকর্ম্মের প্রতিদান বা প্রতিফল গ্রহণ করিতে হইবে।

অবশেষে করুণাময় আল্লাহতা'লা সমগ্র বিশ্বে ইস্লাম প্রচারের অব্যর্থ ভবিষ্যদ্বাণী পরিব্যক্ত করিবার পর উপরোক্ত আয়তে পারলৌকিক পুনরুত্থান ও মহা বিচারের সত্যতা সম্বন্ধে অবিশ্বাসীদিগকে পুনঃ পুনঃ সতর্ক করিয়া দিয়া আলোচ্য সূরার উপসংহার করিয়াছেন।

মক্কায় অবতীর্ণ	৪২। সুরা শুরা — الشورى	৫৩ আয়ত

১ম রুকু — ঐশী-অনুগ্রহের অনুপম অভিব্যক্তি

সর্ব্ব প্রদাতা করুণাময় আল্লাহর নামে

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

১। হা—মিম। ২। আয়েন-সিন কাফ। ৩। এইরূপেই মহাপরাক্রান্ত বিজ্ঞানময় আল্লাহ তোমার প্রতি ও তোমার পূর্ব্ববর্ত্তিগণের প্রতি প্রত্যাদেশ করিয়া থাকেন। ৪। নভোমণ্ডলের

١- حٰمٓ ۝ ٢- عٓسٓقٓ ۝ ٣- كَذٰلِكَ يُوْحِيْٓ اِلَيْكَ وَاِلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكَ ۙ اللّٰهُ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ۝ ٤- لَهٗ

আশ্-শুরা—আলোচনা, পরামর্শ অথবা আপোষ-মীমাংসা। ইহা 'হা—মিম' যুক্ত সুরা-মালার তৃতীয় সুরা। এই সুরা সাধারণতঃ 'আশ্-শুরা' অর্থাৎ আলোচনা, পরামর্শ অথবা আপোষ-মীমাংসা নামে অভিহিত হয়। আলোচ্য সুরার ৩৮শ আয়ত হইতেই এই নামকরণ করা হইয়াছে। উক্ত আয়তের প্রেরণা অনুসারে সত্য-বিশ্বাসী মুসলমানদিগের পক্ষে তাহাদের প্রত্যেক প্রয়োজনীয় বিষয় নিজেদের মধ্যে আলোচনা ও পরামর্শ করিয়া স্থির করা এবং প্রত্যেক বিরোধীয় বিষয় আপোষে মীমাংসা করা একান্ত কর্ত্তব্য বলিয়া নির্দ্ধারিত হইয়াছে। আধুনিক পার্লিয়ামেণ্টারী গবর্ণমেণ্ট বা জনমত নিয়ন্ত্রণের ইহাই সর্ব্বপ্রথম এবং সর্ব্বপ্রধান ভিত্তি। পক্ষান্তরে আলোচ্য সুরার প্রারম্ভের বিকর্ত্তিত বর্ণমালা অনুসারে এই সুরা 'হা-মিম—আইন-সিন-কাফ' নামেও অভিহিত হইয়া থাকে।

শানে-নজুল—হজরত এব্‌ন-আব্বাস, এব্‌ন-জোবায়ের, হাসান, আকরামা ও জাবেরের বর্ণনা অনুযায়ী এই সুরা মক্কা শরিফেই অবতীর্ণ হইয়াছিল। অবিশ্বাসী কোরেশেরা মহান্ আল্লাহতা'লা কর্ত্তৃক হজরত রসুলোল্লার প্রতি প্রত্যাদেশ অবতারণ সম্বন্ধে অত্যন্ত বিস্ময় ও সন্দেহ প্রকাশ করিত। তাহাদের সেই সন্দেহ ও বিস্ময় সম্বন্ধে আল্লাহতা'লা এই সুরা অবতারণ করিয়া তাহাদিগকে জানাইয়া দেন যে, ইহা কোন অপূর্ব্ব বিস্ময়কর ব্যাপার নহে। কারণ হজরত রসুলোল্লার পূর্ব্ববর্ত্তী রসুলগণের প্রতিও এইরূপভাবে প্রত্যাদেশ অবতারণ করা হইয়াছিল। সুতরাং অবিশ্বাসীদের পক্ষেও ইহাতে বিস্মিত হইয়া সন্দেহ পোষণ করিবার কোনই অবকাশ নাই।—আয়তের তফ্‌সীর দ্রষ্টব্য।

১—২। 'হা—মিম' ও 'আইন—সিন—কাফ' এই পাঁচটী বিকর্ত্তিত বর্ণযোগে অত্র সুরা আরম্ভ হইয়াছে। উক্ত বর্ণমালার প্রকৃত মর্ম্ম একমাত্র সর্ব্বজ্ঞ আলাহতা'লাই উত্তমরূপে অবগত আছেন। অবশ্য তফ্‌সীরকারগণ উহার বিভিন্নরূপ মর্ম্মার্থ পরিগ্রহণ করিয়াছেন। 'হা—মিম' এর মর্ম্মার্থ পূর্ব্বেই লিখিত হইয়াছে (৪০শ সুরার প্রারম্ভ দ্রষ্টব্য)। 'আইন—সিন—কাফের' মর্ম্মার্থে 'আইন' অর্থ 'আলিম' অর্থাৎ মহাজ্ঞানী, 'সিন' অর্থ 'সামী' বা শ্রবণকারী এবং 'কাফ' অর্থ 'কাদির' অর্থাৎ সর্ব্বশক্তিমান গ্রহণ করা হইয়াছে। কিন্তু ইহা সমস্তই আনুমানিক মর্ম্মার্থ। উহার প্রকৃত অর্থ ও সঠিক মর্ম্ম সম্বন্ধে সর্ব্বজ্ঞ আল্লাহতা'লা ভিন্ন আর কাহারও কোনরূপ অভিজ্ঞতা নাই।

৩—৪। আল্লাহতা'লা বলিতেছেন—হে রসুল, আরবের অংশীবাদী অবিশ্বাসীরা ইহাতে সন্দেহ এবং বিস্ময় প্রকাশ করিলেও তোমার মহাপরাক্রান্ত বিজ্ঞানময় মহান্ আল্লাহ হইতেই

অন্তর্গত যাহা আছে ও ভূমণ্ডলের অন্তর্গত যাহা আছে তাহা তাঁহারই জন্য; এবং তিনি সমুন্নত মহীয়ান। ৫। ইহা সন্নিকটবর্ত্তী যে, আকাশ উহার উপর হইতে বিদীর্ণ হইয়া পড়ে এবং ফেরেশতাগণ তাহাদের প্রতিপালকের প্রশংসা-সহ পবিত্রতা বর্ণনা করে এবং পৃথিবীর অধিবাসীদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিতে থাকে; সতর্ক হও!—নিশ্চয় আল্লাহ ক্ষমাশীল করুণাময়। ৬। এবং যাহারা তাঁহার পরিবর্ত্তে অন্য অভিভাবক গ্রহণ

السموٰت وما في الارض ط
العلي العظيم ٥ تكاد
ت يتفطرن من فوقهن
ئكة يسبحون بحمد ربهم
فرون لمن في الارض ط
الله هو الغفور الرحيم ٥
ذين اتخذوا من دونه

তোমার প্রতি ও তোমার পূর্ব্ববর্ত্তী রসুলগণের প্রতি এই সকল প্রত্যাদেশ অবতীর্ণ ইহাতে সংশয় অথবা বিস্ময় প্রকাশ করিবার কিছুই নাই। কারণ তোমার সর্ব্বশ আল্লাহতা'লাই সমগ্র বিশ্বজগতের একমাত্র মহান্ অধিপতি এবং তাঁহার ইচ্ছা অনুসা সমস্ত কার্য্য নিয়ন্ত্রিত হইয়া থাকে।

৫। অনন্তর অবিশ্বাসীদিগকে সতর্ক করিয়া বলিয়া দেওয়া হইতেছে যে, তো সাহসে আল্লার প্রেরিত রসুল ও সত্য-প্রত্যাদেশ সমূহ অস্বীকার করিয়া তাঁহার অসন্তু করিতেছ? তিনি এরূপ মহাপরাক্রান্ত ও সুমহান্ শক্তিশ্যালী যে, তাঁহার অসন্তুষ্টির সমগ্র আকাশ বিদীর্ণ হইবার উপক্রম হইয়া রহিয়াছে এবং শক্তিশালী স্বর্গীয় ফে আতঙ্কে অহর্নিশি তাঁহার পবিত্রতা ও প্রশংসা বর্ণন পূর্ব্বক পৃথিবীর অজ্ঞ অধিবা তাঁহার ক্ষমা ও করুণা প্রার্থনা করিতেছে।

আলোচ্য আয়তের মর্ম্ম এই যে, পৃথিবীর অজ্ঞ অধিবাসীরা যখন আল্লাহতা'লার প উপাস্যের উপাসনা করে, তখন তাঁহার অসন্তুষ্টি ও আসন্ন শাস্তির আশঙ্কায় আকাশ বিদী উপক্রম হয় এবং স্বর্গবাসী ফেরেশ্‌তাগণ আতঙ্কে অভিভূত হইয়া অবিরত তাঁহার স্তব অকৃতজ্ঞ ধরাবাসীদিগের জন্য ক্ষমাপ্রার্থনা করিতে থাকে। কেহ কেহ বলেন ফেরেশ্‌তাগণ শুধু বিশ্বাসী মানবদিগের নিরাপদতার জন্যই প্রার্থনা করেন এবং কেহ যে, ফেরেশ্‌তাগণ বিশ্বাসী-অবিশ্বাসী নির্ব্বিশেষে সমস্ত মানব, দানব ও ধরাবাসী জীব- আল্লাহতা'লার অনুগ্রহ ও ক্ষমাপ্রার্থনা করিয়া থাকেন। ইহা বিশ্বপ্রভূ আল্লাহতা'লার অ ও অফুরন্ত ক্ষমাগুণের অনুপম অভিব্যক্তি ব্যতীত আর কিছুই নহে। অন্যথা অবিশ্বাসী ভ্রান্ত মানব তাহাদের কৃতকার্য্যের শাস্তি হইতে এক মুহূর্ত্তের জন্যও পরিত্রাণ পাইত ন আল্লাহতা'লা আলোচ্য আয়তের শেষে সকলকে সতর্ক করিয়া বলিয়া দিতেছেন তোমাদের একান্ত ক্ষমাশীল করুণাময় প্রভূ বলিয়াই তোমাদিগকে আসন্ন শাস্তি হইতে প্রদান করিয়াছেন। অন্যথা অংশীবাদিতা-রূপ অমার্জ্জনীয় মহাপাপের শাস্তি হইতে এক মুহূর্ত্তের জন্যও পরিত্রাণ পাইতে না।

৬। অতঃপর আল্লাহতা'লা বলিতেছেন যে, অবিশ্বাসী ও অকৃতজ্ঞ মানবেরা আমা যে সকল নগণ্য অভিভাবকের আশ্রয় এবং কল্পিত উপাস্যের পূজা-অর্চ্চনা করিতে আমি সমস্তই লক্ষ্য করিতেছি। কিন্তু তুমি তাহাদের অবৈধ কৃতকার্য্যের জন্য কিছুম

أَوْلِيَاءَ اللّٰهُ حَفِيْظٌ عَلَيْهِمْ ز وَمَا
أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيْلٍ ○ ٧- وَ
كَذٰلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْاٰنًا عَرَبِيًّا
لِّتُنْذِرَ أُمَّ الْقُرٰى وَمَنْ حَوْلَهَا
وَتُنْذِرَ يَوْمَ الْجَمْعِ لَا رَيْبَ
فِيْهِ ط فَرِيْقٌ فِي الْجَنَّةِ وَفَرِيْقٌ
فِي السَّعِيْرِ ○ ٨- وَلَوْ شَاءَ اللّٰهُ
لَجَعَلَهُمْ أُمَّةً وَّاحِدَةً وَّلٰكِنْ يُّدْخِلُ
مَنْ يَّشَاءُ فِيْ رَحْمَتِهٖ ط وَالظّٰلِمُوْنَ
مَا لَهُمْ مِّنْ وَّلِيٍّ وَّلَا نَصِيْرٍ ○

করে, আল্লাহ তাহাদের প্রতিও লক্ষ্য
করিতেছেন এবং তুমি তাহাদের সম্বন্ধে
প্রতিভূ নহ। ৭। এবং এইরূপে আমি
তোমার প্রতি আরবী কোরান প্রত্যাদেশ
করিয়াছি—যে তুমি জনপদ-জননী ও
উহার পার্শ্ববর্ত্তী অধিবাসীদিগকে ভয়-
প্রদর্শন কর; এবং সেই সমবেতকারী
দিবসের ভয়-প্রদর্শন কর—যাহাতে
কোনই সন্দেহ নাই; যেদিন একদল
স্বর্গোদ্যানে এবং অন্যদল প্রজ্জ্বলিত
অগ্নির মধ্যে হইবে। ৮। এবং যদি
আল্লাহ ইচ্ছা করিতেন, তবে নিশ্চয়
তিনি তাহাদিগকে একই মণ্ডলী করিয়া
দিতেন; কিন্তু তিনি যাহাকে ইচ্ছা স্বীয়
অনুগ্রহে প্রবিষ্ট করেন এবং অত্যাচারী-
দিগের জন্য কোনই সংরক্ষক অথবা

অথবা বিচলিত হইও না কারণ অবিশ্বাসীদিগের নিকট সত্য-প্রচার ব্যতীত তাহাদের অনুষ্ঠিত কৃতকর্ম্ম সম্বন্ধে তোমার আর কোনই দায়িত্ব নাই। তাহারা নিজ নিজ কর্ম্মদোষেই শোচনীয় প্রতিফল ভোগ করিবে।

৭। অতএব হে রসূল, আমি তোমার প্রতি প্রত্যাদেশ যোগে যে অনুপম আরবী কোরান অবতীর্ণ করিয়াছি, তুমি তদ্দ্বারা আরবের 'জনপদ-জননী' মক্কা-নিবাসী এবং উহার পার্শ্ববর্ত্তী প্রদেশ সমূহের অধিবাসীদিগকে সেই অবশ্যম্ভাবী পরলোক ও পুনরুত্থান দিবস এবং পাপ-পুণ্য ও স্বর্গ-নরক সম্বন্ধে ভয় প্রদর্শন কর এবং তাহাদিগকে বলিয়া দাও যে, এই সকল ভবিষ্যদ্বাণীর সফলতা সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নাই।

৮। যে সকল অবিশ্বাসী বলে যে, আল্লাহতা'লা আবার বিশ্বাসী-অবিশ্বাসী এবং স্বর্গ-নরক সৃষ্টি করিলেন কেন?—তিনি ইচ্ছা করিলে ত সকলকেই বিশ্বাসী ও স্বর্গবাসী করিতে পারিতেন? তাহাদের ঐ উক্তির উত্তরে আল্লাহতা'লা বলিতেছেন—হাঁ; তিনি ইচ্ছা করিলে সকলকে একই সম্প্রদায়-ভুক্ত করিতে পারিতেন। কিন্তু তাহা হইলে তিনি মানবকে পৃথিবীর আধিপত্য ও স্বাধীনতা প্রদান করিয়া যে উচ্চ গৌরব ও উচ্চতর মর্য্যাদা প্রদান করিয়াছেন, সেই আধিপত্য ও স্বাধীনতার মর্য্যাদা কখনই সুরক্ষিত হইত না এবং তাহা হইলে এই বিশ্বের সৃষ্টিকর্ত্তা আল্লাহ-তা'লার প্রতি মানবের ভক্তি, বিশ্বাস ও কৃতজ্ঞতার পরীক্ষা এবং মহান্ আল্লাহতা'লার সুবিচারের আদর্শ কখনও পরিস্ফুট হইয়া উঠিত না। তাই আল্লাহতা'লা বলিতেছেন যে, তাঁহার স্পষ্টতর আদেশ ও বিধি-নিষেধের বিরুদ্ধে যে সকল নরনারী ভ্রান্ত ও বিপথগামী হইবে, পরলোকে তাহারা সকলেই আল্লার অনুগ্রহ হইতে সম্পূর্ণ বঞ্চিত হইবে এবং সেখানে তাহারা কোনই সংরক্ষক অথবা সাহায্যকারী প্রাপ্ত হইবে না।

সাহায্যকারী নাই। ৯। তবে কি উহারা তাঁহার পরিবর্ত্তে অভিভাবক গ্রহণ করিয়াছে? কিন্তু আল্লা-ই ত অভিভাবক এবং তিনিই মৃতকে সঞ্জীবিত করেন এবং তিনি সর্ব্ববিষয়োপরি শক্তিমান।

اتَّخَذُوْا مِنْ دُوْنِهٖۤ اَوْلِيَآءَ ج
هُوَ الْوَلِيُّ وَهُوَ يُحْيِ
وْتٰى ز وَهُوَ عَلٰى كُلِّ
قَدِيْرٌ ع

২য় রুকু—আল্লাহতা'লার অনুগ্রহ ও সুবিচার প্রতিশ্রুতি

১০। এবং তোমরা যে-কোন বিষয় সম্বন্ধে মত-বিরোধ কর, ফলতঃ আল্লার নিকটে উহার মীমাংসা রহিয়াছে; এই ত আমার প্রতিপালক আল্লাহ—আমি তাঁহারই উপর নির্ভর করি এবং আমি তাঁহার দিকে প্রত্যাবর্ত্তিত হইতেছি। ১১। তিনি নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের আদি-স্রষ্টা; তিনি তোমাদিগ হইতে তোমাদের জন্য যুগল এবং চতুষ্পদদিগের

وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيْهِ مِنْ شَيْءٍ
اِلَى اللّٰهِ ط ذٰلِكُمُ اللّٰهُ رَبِّيْ
تَوَكَّلْتُ قف وَاِلَيْهِ اُنِيْبُ ○
طِرُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ط
لَكُمْ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا

৯। অতএব যাহারা জীবের জীবন-মৃত্যুর একমাত্র অধিকারী সর্ব্বশক্তিমান আল্লাহতা'লার পরিবর্ত্তে অন্য অভিভাবক গ্রহণ অথবা অন্য উপাস্যের পূজা-আরাধনা করিবে, পর তাহারা মুক্তি ও পরিত্রাণের কোনই পথ খুঁজিয়া পাইবে না।

১০। অদৃষ্ট, কর্ম্মফল, পাপ-পুণ্য এবং আল্লাহতা'লার অনুগ্রহ ও নিগ্রহ সম্বন্ধে অ অবিশ্বাসীরা নানারূপ তর্ক-বিতর্ক করিত এবং তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ এরূপও বলিত আল্লাহতা'লা এই পৃথিবীতে ধন-জন, সুখ-সম্পদ ও ভোগ-বিলাসের অজস্র উপকরণ দান আমাদিগকে যেরূপ অনুগৃহীত ও গৌরবান্বিত করিয়াছে, পরকালেও তিনি আমাদের প্রতি অনুগ্রহ করিয়া আমাদিগকে উচ্চ গৌরব ও উচ্চতম মর্য্যাদার অধিকারী করিবেন। অশি অভাবগ্রস্ত ও দীন-দরিদ্র বিশ্বাসীদিগের জন্য পরলোকেও এইরূপ দীনতা হীনতা বিদ্যমান রহিয় বলা বাহুল্য, এ যুগেও অনেক অহঙ্কারী অবিশ্বাসী ঐরূপ উক্তি করিয়া থাকে।

অবিশ্বাসীদের ঐ সকল উক্তির উত্তরে আল্লাহতা'লা বলিতেছেন—হে রসুল, ঐ মতভেদযুক্ত বিষয়ের প্রকৃত বিচার-মীমাংসা একমাত্র আমারই নিকট বিদ্যমান রহিয়াছে। অত তুমি অবিশ্বাসীদের ঐ সকল অবান্তর উক্তির কর্ণপাত না করিয়া তাহাদিগকে স্পষ্টভাবে ব দাও যে, ঐ সমস্ত ভবিষ্যৎ বিষয় লইয়া তোমাদের সহিত তর্ক-বিতর্ক করিয়া এখন কোনই হইবে না। বরং এ সম্বন্ধে আমি আমার প্রতিপালক প্রভু আল্লাহতা'লার উপরেই সম্পূর্ণ নির্ভর এবং তিনিই যথাসময়ে ইহার সুমীমাংসা করিয়া দিবেন।

১১—১২। হে রসুল, তুমি অবিশ্বাসীদিগকে আরও বলিয়া দাও যে, আমার প্রভু সর্ব্বশক্তি আল্লাহতা'লাই এই বিশ্বজগতের একমাত্র আদি-স্রষ্টা। তিনিই মানুষের জন্য তাহার সঙ্গিনী সহধর্ম্মিণীরূপে স্ত্রীজাতিকে সৃষ্টি করিয়াছেন এবং পশু-পক্ষীদিগের মধ্যে ঐরূপ জোড়া

وَمِنَ الْأَنْعَامِ أَزْوَاجًا ۚ يَذْرَؤُكُمْ
فِيهِ ۚ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ ۚ وَهُوَ
السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ○ ١٢- لَهُ مَقَالِيدُ
السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ ۚ يَبْسُطُ الرِّزْقَ
لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ ۚ إِنَّهُ بِكُلِّ
شَيْءٍ عَلِيمٌ ○ ١٣- شَرَعَ لَكُمْ مِنَ
الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي
أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ
إِبْرٰهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ
أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ ۚ
كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ
إِلَيْهِ ۚ اللَّهُ يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَنْ يَشَاءُ

জন্য জোড়া সৃষ্টি করিয়াছেন—তদ্দ্বারা তোমাদিগের সম্প্রসারিত করিয়াছেন; কোন বিষয়ই তাঁহার সদৃশ নাই, এবং তিনিই শ্রবণকারী পরিদর্শক। ১২। তাঁহার জন্যই নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের কুঞ্জিকা-সমূহ; তিনি যাহার জন্য ইচ্ছা উপজীবিকা প্রশস্ত ও সঙ্কুচিত করেন; নিশ্চয় তিনি সর্ব্ববিষয়োপরি জ্ঞানবান। ১৩। তিনি তোমাদের জন্য ধর্ম্ম হইতে উহা সহজ করিয়া দিয়াছেন—যাহা তিনি নূহকে আদেশ করিয়াছিলেন এবং যাহা আমি তোমার প্রতি প্রত্যাদেশ করিয়াছি এবং যাহা আমি এবরাহিম ও মুসা ও ঈসার প্রতি আদেশ করিয়াছিলাম যে, তোমরা ধর্ম্মকে সুপ্রতিষ্ঠিত কর এবং উহাতে মতবিরোধ করিও না; ইহা অংশী-বাদীদিগের জন্য গুরুতর—যেদিকে তুমি তাহাদিগকে আহ্বান করিতেছ; আল্লাহ যাহাকে ইচ্ছা নিজের দিকে অনুরক্ত

স্ত্রী-পুরুষ সৃষ্টি করিয়াছেন। এতদ্দ্বারা তিনি তাহাদের বংশ বৃদ্ধি করেন। তিনি অদ্বিতীয়, অনুপম ও সর্ব্বশক্তিমান—তাঁহার সদৃশ, সমতুল্য অথবা অংশী ও উত্তরাধিকারী কেহই নাই। তিনি এই পৃথিবীতে যাহাকে ইচ্ছা ধন-জন ও সুখ সম্পদ দান করেন এবং যাহাকে ইচ্ছা দুঃখী ও দীন-দরিদ্র করিয়া থাকেন। এ সম্বন্ধে সর্ব্বশক্তিমান ও সর্ব্বজ্ঞানী আল্লাহতালা ব্যতীত আর কাহারও কোনরূপ অধিকার বা আধিপত্য নাই।

১৩। পবিত্র ইস্‌লাম-ই যে মানব জাতির জন্য একমাত্র স্বাভাবিক ও চিরন্তন সত্য-ধর্ম্ম, ইস্‌লাম প্রচারের সেই প্রাথমিক যুগে তাহা অতি স্পষ্টতর ভাষায় ঘোষণা করিয়া বলিয়া দেওয়া হইয়াছে যে, হে রসুল, আমি তোমার প্রতি প্রত্যাদেশ অবতীর্ণ করিয়া মানুষের জন্য কোন অভিনব, অস্বাভাবিক অথবা কঠিনতর দুঃসাধ্য ধর্ম্মের অবতারণা করি নাই। বরং আমি তোমার পূর্ব্বে হজরত নূহ, এবরাহিম, মুসা ও ঈসার প্রতি সত্য-ধর্ম্ম প্রচারের ভার অর্পণ করিয়াছিলাম এবং যাহা তাহাদের অনুগামীরা বিস্মৃত হইয়া বিকৃত করিয়া ফেলিয়াছে—সমগ্র বিশ্ব-মানবের জন্য সেই স্বাভাবিক সত্য-ধর্ম্ম পরিপূর্ণ, সংশোধিত ও সহজসাধ্য করিয়াই আমি তোমার প্রতি এই সকল প্রত্যাদেশ অবতীর্ণ করিয়াছি। অংশীবাদীরা ইহা অত্যন্ত আপত্তিকর এবং গুরুতর বলিয়া ধারণা করিলেও তুমি তৎপ্রতি কিছুমাত্র ভ্রূক্ষেপ না করিয়া সমগ্র জগদ্বাসীকে এই সত্যের দিকে

করেন এবং যে প্রত্যাবর্ত্তনশীল তাহাকে নিজের দিকে পথ-প্রদর্শন করিয়া থাকেন। ১৪। এবং তাহাদের নিকট জ্ঞান আসিবার পরে তাহারা পরস্পর বিদ্বেষ ব্যতীত বিভক্ত হয় নাই; এবং যদি তোমার প্রতিপালক হইতে সেই নির্দিষ্ট কাল পর্য্যন্ত একটি বাক্য অতিক্রান্ত না হইত, তবে নিশ্চয় তাহাদের মধ্যে মীমাংসা হইয়া যাইত; এবং নিশ্চয় তাহাদের পরে যাহাদিগকে সেই গ্রন্থের উত্তরাধিকারী করা হইয়াছিল, নিশ্চয় তাহারা উহাতে সন্দেহের মধ্যে সমাচ্ছন্ন রহিয়াছে। ১৫। অতএব তোমাকে যেরূপ আদেশ করা হইয়াছে, তুমি তাঁহার উদ্দেশে তদ্রূপ আহ্বান কর ও সুপ্রতিষ্ঠিত থাক এবং তাহাদের প্রবৃত্তির অনুসরণ করিও না; এবং তুমি বল, গ্রন্থ হইতে আল্লাহ যাহা অবতীর্ণ করিয়াছেন তাহা আমি বিশ্বাস করি;

دِيْٓ اِلَيْهِ مَنْ يُّنِيْبُ ۝
١٤ وَمَا تَفَرَّقُوْٓا اِلَّا مِنْۢ بَعْدِ مَا جَآءَ
هُمُ الْعِلْمُ بَغْيًاۢ بَيْنَهُمْ ؕ وَلَوْلَا
كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَّبِّكَ اِلٰٓى
اَجَلٍ مُّسَمًّى لَّقُضِيَ بَيْنَهُمْ ؕ وَاِنَّ
الَّذِيْنَ اُوْرِثُوا الْكِتٰبَ مِنْۢ بَعْدِهِمْ
لَفِيْ شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيْبٍ ۝
١٥ فَلِذٰلِكَ فَادْعُ ۚ وَاسْتَقِمْ كَمَآ
اُمِرْتَ ۚ وَلَا تَتَّبِعْ اَهْوَآءَهُمْ ۚ
وَقُلْ اٰمَنْتُ بِمَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ مِنْ

আহ্বান করিতে থাক। চিন্তাশীল ও সুধী ব্যক্তিরা তোমার এই সত্যের আহ্বানের আকৃষ্ট হইয়া অবশ্য সত্য-ধর্ম্ম গ্রহণ করিবে।

১৪। অবিশ্বাসীরা বলিত যে, আল্লাহতা'লা যদি সমস্ত রসুলের প্রতি একই সত্য-ধর্ম্ম ও সদুপদেশ অবতারণ করিয়া থাকেন, তবে তাহাদের অনুগামীরা ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মের সৃষ্টি করিয়া বিভিন্ন দলে বিভক্ত হইয়াছে কেন? ইহার উত্তরে আল্লাহতা'লা বলিয়া দিতেছেন যে, তাহারা জানিয়া-শুনিয়া শুধু নিজেদের আত্মম্ভরিতা, স্বার্থপরতা ও বিদ্বেষ বশেই বিভিন্ন দলে বিভক্ত হইয়াছে। ঐ বিদ্বেষ-বুদ্ধির প্রভাবে ইহুদী ও খৃষ্টানগণ নিজেদের ধর্ম্ম এবং ধর্ম্মগ্রন্থ সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তিত রূপান্তরিত করিয়া লইয়াছে। পরবর্ত্তী যুগে যাহারা ঐ সকল পরিবর্ত্তিত ধর্ম্মগ্রন্থের উত্তরাধিকারী হইয়াছে, তাহারা উহার পরিবর্ত্তিত ও বিক্ষিপ্ত অংশের সঠিক মর্ম্ম নিরূপণ করিতে না পারিয়া ঘোর সন্দেহের মধ্যে সমাচ্ছন্ন রহিয়াছে। কিন্তু সর্ব্বজ্ঞ আল্লাহতা'লা তাঁহার অবতারিত ধর্ম্ম ও ধর্ম্মগ্রন্থ পরিবর্ত্তিত করার বিচার-মীমাংসার জন্য যদি পূর্ব্ব হইতে সঠিক সময় নির্দ্ধারিত করিয়া না রাখিতেন, তবে বহু পূর্ব্বেই অপরাধীরা ইহার জন্য অতি কঠোর শাস্তি ভোগ করিত। কিন্তু তাহারা ইহলোকে শাস্তিভোগ না করিলেও পরলোকে আল্লার ধর্ম্ম বিকৃত করার অমার্জনীয় অপরাধের শাস্তি হইতে কিছুতেই পরিত্রাণ পাইবে না।

১৫। অতএব হে রসুল, তুমি অবিশ্বাসীদের কথায় কর্ণপাত না করিয়া তোমার প্রতি যেরূপ আদেশ করা হইয়াছে, তুমি সেইরূপ ভাবে লোকদিগকে সত্যের দিকে আহ্বান কর এবং তুমি অবিশ্বাসীদের দুষ্প্রবৃত্তির অনুসরণ অথবা তাহাদের কটূক্তির প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করিয়া নিজের

এবং আমি তোমাদের মধ্যে সুবিচার করিতে আদিষ্ট হইয়াছি; আল্লা-ই আমাদের প্রতিপালক ও তোমাদের প্রতিপালক; আমাদের জন্য আমাদের কার্য্য এবং তোমাদের জন্য তোমাদের কার্য্য; আমাদের মধ্যে ও তোমাদের মধ্যে কোনই কলহ নাই; আল্লা-ই আমাদিগকে একত্রিত করিবেন এবং তাঁহারই দিকে আমাদের প্রত্যাবর্ত্তন।
১৬। এবং যাহারা আল্লাহ সম্বন্ধে তাঁহাকে স্বীকার করার পরে কলহ করে, তাহাদের প্রতিপালকের নিকট তাহাদের প্রমাণ সমূহ অগ্রাহ্য হইবে এবং তাহাদের উপর অভিসম্পাত ও তাহাদের জন্য কঠোর শাস্তি রহিয়াছে।
১৭। এবং আল্লা-ই সত্যসহ গ্রন্থ এবং তুলাদণ্ড অবতীর্ণ করিয়াছেন; এবং তুমি কিরূপে

كِتٰبٍ ج وَاُمِرْتُ لِاَعْدِلَ بَيْنَكُمْ ط
اَللّٰهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ ط لَنَآ اَعْمَالُنَا
وَلَكُمْ اَعْمَالُكُمْ ط لَا حُجَّةَ بَيْنَنَا
وَبَيْنَكُمْ ط اَللّٰهُ يَجْمَعُ بَيْنَنَا ج
وَاِلَيْهِ الْمَصِيْرُ ۝
١٦- وَالَّذِيْنَ
يُحَآجُّوْنَ فِى اللّٰهِ مِنْ بَعْدِ
مَا اسْتُجِيْبَ لَهٗ حُجَّتُهُمْ دَاحِضَةٌ
عِنْدَ رَبِّهِمْ وَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ وَّلَهُمْ
عَذَابٌ شَدِيْدٌ ۝
١٧- اَللّٰهُ الَّذِيْٓ
اَنْزَلَ الْكِتٰبَ بِالْحَقِّ وَالْمِيْزَانَ ط

বিশ্বাস ও কর্ত্তব্য-পালনের উপর সুপ্রতিষ্ঠিত থাক। তুমি অবিশ্বাসীদিগকে বলিয়া দাও যে, আমার প্রতি যে সকল প্রত্যাদেশ অবতীর্ণ হইয়াছে, তাহা আমি অন্তরের সহিত বিশ্বাস করি। তোমাদের মধ্যে সুবিচার ও সত্য প্রচার করাই আমার সর্ব্বপ্রধান কর্ত্তব্য। আমার সার কথা এই যে, সর্ব্বশক্তিমান আল্লাহতা'লাই আমাদের ও তোমাদের একমাত্র উপাস্য প্রভু। এই সত্য স্বীকার করা ভিন্ন আমাদের ও তোমাদের মধ্যে আর কোনই কলহ নাই। পরিণামে আমাদের সকলকেই মহান্ আল্লাহতা'লার সমক্ষে উপস্থিত হইয়া স্ব স্ব বিশ্বাস ও কৃতকর্ম্মানুযায়ী প্রতিদান বা প্রতিফল ভোগ করিতে হইবে।

১৬। অনন্তর এই আয়তে আল্লাহতা'লা বলিতেছেন যে, আমার একত্ব ও অদ্বিতীয়ত্ব, মানবের ধর্ম্ম ও কর্ম্ম জীবন এবং বিশ্বমানবের জন্য স্বাভাবিক সত্য-ধর্ম্মনীতি সম্বন্ধে পবিত্র কোরান শরিফে যে সকল অত্যুৎকৃষ্ট উপদেশ ও বিধি-নিষেধ বিদ্যমান রহিয়াছে, তাহা প্রকারান্তরে সকলেই স্বীকার করিয়া থাকে। ইঞ্জিল; তওরাত, জোবুর প্রভৃতি পূর্ব্ববর্ত্তী ধর্ম্মগ্রন্থ সমূহেও উহার সত্যতার অভ্রান্ত প্রমাণ সমূহ বিদ্যমান রহিয়াছে। ফলতঃ কোন বিবেক-সম্পন্ন ব্যক্তির পক্ষে উহা অস্বীকার করিবার কোনই উপায় নাই। তাই আল্লাহতা'লা দৃঢ়তার সহিত ঘোষণা করিতেছেন যে, যাহারা জানিয়া-শুনিয়া এবং অন্তরে অন্তরে আমার অবতারিত প্রত্যাদেশের সত্যতা স্বীকার করিয়া অনর্থক উহা লইয়া বাদ-প্রতিবাদ ও কলহ করিবে, আমার নিকট তাহাদের অসঙ্গত অজুহাত ও যুক্তি-তর্ক কিছুমাত্র গ্রাহ্য হইবে না। বরং এই অসঙ্গত আচরণ ও দুষ্প্রবৃত্তির জন্য তাহারা পরলোকে অভিশপ্ত হইয়া অবশ্যই অতি কঠোর শাস্তি ভোগ করিতে বাধ্য হইবে।

১৭। অতঃপর আল্লাহতা'লা বলিতেছেন যে, তিনিই সত্যভাবে এই মহাগ্রন্থ কোরান শরিফ এবং তৎসহ 'মিজান' অর্থাৎ সুবিচারের তুলাদণ্ড স্বরূপ স্বর্গীয় আদেশ-উপদেশ ও বিধি-নিষেধ

অনুভব করিবে যে, সম্ভবতঃ সেই সময় সন্নিকটবর্ত্তী। ১৮। যাহারা ইহাতে বিশ্বাস-স্থাপন করে না, তাহারাই উহাতে সত্বরতা করিতেছে; এবং যাহারা বিশ্বাস-স্থাপন করিয়াছে তাহারা তদ্বিষয়ে সন্ত্রস্ত রহিয়াছে; এবং তাহারা অবগত আছে যে, নিশ্চয়ই উহা সত্য; সতর্ক হও! যাহারা সেই সময় সম্বন্ধে বিরোধ করে, নিশ্চয় তাহারা সুদূর ভ্রান্তির মধ্যে রহিয়াছে! ১৯। আল্লাহ স্বীয় সেবক-গণের জন্য করুণাশীল, তিনি যাহাকে ইচ্ছা উপজীবিকা প্রদান করেন এবং তিনি শক্তিশালী মহাপরাক্রান্ত।

...كَ لَعَلَّ السَّاعَةَ قَرِيْبٌ ○
...جِلُ بِهَا الَّذِيْنَ لَا
...بِهَا ج وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا
...مِنْهَا لا وَيَعْلَمُوْنَ اَنَّهَا
اَلَآ اِنَّ الَّذِيْنَ يُمَارُوْنَ
...اعَةِ لَفِيْ ضَلٰلٍ بَعِيْدٍ ○
...لَطِيْفٌ بِعِبَادِهٖ يَرْزُقُ مَنْ
...هُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيْزُ ۱۹

৩য় রুকু—পারলৌকিক পুরস্কার ও শাস্তিভোগের প্রসঙ্গ

২০। যে পরকালের ক্ষেত্র আকাঙ্ক্ষা করে, আমি তাহাকে তদীয় ক্ষেত্রে অধিকতর প্রদান করি; এবং যে পাথিব

...كَانَ يُرِيْدُ حَرْثَ الْاٰخِرَةِ
...فِيْ حَرْثِهٖ ج وَمَنْ كَانَ يُرِيْدُ

সমূহ অবতীর্ণ করিয়াছেন। ন্যায়-বিচারের ঐ তুলাদণ্ডের দ্বারা মানবের সদসৎ আ... পাপ-পুণ্য অতি সহজেই 'ওজন' অর্থাৎ নির্দ্ধারিত করা যাইতে পারে।

১৮। এই আয়ত এবং পূর্ব্ববর্ত্তী আয়তের শেষাংশে পুনরুত্থান ও মহাবিচার দিবসে... ইঙ্গিত করা হইয়াছে। আল্লাহতা'লা বলিতেছেন যে, যাহারা উহা বিশ্বাস করে না, তাহা... সম্বন্ধে সত্বরতা করিতেছে। কিন্তু যাহারা উহা সত্য বলিয়া বিশ্বাস করে, তাহারা সেই স... দিবস সম্বন্ধে সর্ব্বদাই সন্ত্রস্ত রহিয়াছে। অতঃপর আল্লাহতা'লা অবিশ্বাসীদিগকে সতর্ক... দিয়া বলিতেছেন যে, পুনরুত্থান ও মহাবিচার অবশ্যম্ভাবী সত্য। যাহারা উহার সত্য... সম্বন্ধে বিরোধ ও বিতর্ক করে, তাহারা বিষম ভ্রান্তির মধ্যে অবস্থান করিতেছে।

১৯। অবশেষে আল্লাহতা'লা মানবদিগকে স্মরণ করাইয়া দিতেছেন যে, তিনি স্বভাব... মানব জাতি এবং স্বীয় সেবকগণের প্রতি করুণাশীল এবং তিনিই বিশ্বাসী-অবিশ্বাসী নির্ব্বি... সমস্ত মানব-দানব ও জীব-জন্তুকে উপজীবিকা প্রদান করিয়া থাকেন। অতএব তাঁহার অলৌ... অনুগ্রহ ও অনুপম করুণার বিষয় স্মরণ করিয়া মানবদিগের পক্ষে তৎপ্রতি বিশ্বাসী ও কৃতজ্ঞ হ... এবং তাঁহার আদেশ-উপদেশ ও বিধি-নিষেধ প্রতিপালন করা একান্ত কর্ত্তব্য।

২০। আল্লাহতা'লা বলিতেছেন—এই পৃথিবীতে অবস্থান করিয়াও যাহারা নশ্বর পৃথি... মোহে না মজিয়া পারলৌকিক কল্যাণ ও স্বর্গীয় সুখ-সম্পদ কামনা করে, আমি স্বীয় অনু... তাহাদিগকে পরলোকের জন্য অধিকতর দান করিয়া থাকি। আমার অনুগ্রহে তাহারা ধার্ম্মি... সদাচারী ও পুণ্যবান হয় এবং তাহাদের সৎকর্ম্ম করিবার শক্তি ও বাসনা ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হই... থাকে। ইহার ফলে আমি পরলোকে তাহাদের প্রতিদান ও পুরস্কার বহুগুণ বর্দ্ধিত করিয়া দি...

(...)ের আকাঙ্ক্ষা করে, আমি তাহাকে উহা হইতেই দান করি, এবং পরকালে তাহার জন্য কোনই অংশ নাই। ২১। তবে কি তাহাদের জন্য এরূপ অংশী-উপাস্য আছে—যাহারা তাহাদের জন্য এরূপ কোন ধর্ম্ম নির্দ্ধারিত করিয়া দিয়াছে—যদ্বিষয়ে আল্লাহ কোন আদেশ করেন নাই? এবং যদি বিচার-মীমাংসার কথা না হইত তবে নিশ্চয় তাহাদের মধ্যে মীমাংসা হইয়া যাইত; এবং নিশ্চয় অত্যাচারীদিগের জন্য যন্ত্রণাপ্রদ শাস্তি রহিয়াছে। ২২। তুমি অত্যাচারীদিগকে—তাহারা যাহা অর্জ্জন করিয়াছে তজ্জন্য আতঙ্কিত হইতে দেখিবে এবং উহা তাহাদের সম্বন্ধে সংঘটিত হইবে; এবং যাহারা বিশ্বাসস্থাপন করিয়াছে ও সৎকর্ম্ম করে, তাহারা

حَرْثَ الدُّنْيَا نُؤْتِهٖ مِنْهَا وَمَا لَهٗ
فِى الْاٰخِرَةِ مِنْ نَّصِيْبٍ ○ ٢١- اَمْ
لَهُمْ شُرَكٰٓؤُا شَرَعُوْا لَهُمْ مِّنَ الدِّيْنِ
مَا لَمْ يَاْذَنْ بِهِ اللّٰهُ ط وَلَوْلَا كَلِمَةُ
الْفَصْلِ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ ط وَاِنَّ
الظّٰلِمِيْنَ لَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ○
٢٢- تَرَى الظّٰلِمِيْنَ مُشْفِقِيْنَ مِمَّا
كَسَبُوْا وَهُوَ وَاقِعٌ بِهِمْ ط وَالَّذِيْنَ
اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ فِيْ

(...)পক্ষান্তরে যাহারা পরকাল বিস্মৃত হইয়া শুধু পার্থিব জীবনের ধন-জন, সুখ-সম্পদ ও ভোগ-বিলাস কামনা করে, তাহারা পৃথিবীতেই ঐ সমস্ত প্রাপ্ত হইয়া থাকে। কিন্তু পরলোকে তাহারা আমার অনুগ্রহ হইতে সম্পূর্ণ বঞ্চিত হইবে এবং তথায় সেই অনুপম স্বর্গীয় সুখ-সম্পদের কোন অংশই তাহারা প্রাপ্ত হইবে না।

বলা বাহুল্য, যাহারা ধর্ম্মনীতি, সদাচার, সুবিচার ও পরকাল বিস্মৃত হইয়া শুধু পার্থিব জীবনের জন্য অবৈধভাবে ধন-সম্পদ উপার্জ্জন করে এবং তদ্দ্বারা অসঙ্গত ভোগ-বিলাসে প্রমত্ত হয়, তাহাদের সম্বন্ধেই আলোচ্য আয়তের শেষাংশ বিবৃত হইয়াছে। কিন্তু ধর্ম্ম ও কর্ম্ম জীবনের কর্ত্তব্য-সমূহ প্রতিপালন করিয়া এবং নশ্বর পৃথিবীর জন্য অবিনশ্বর পরলোকের কথা বিস্মৃত না হইয়া বৈধভাবে ধন উপার্জ্জন এবং তদ্দ্বারা পরিবার-পরিজন প্রতিপালনের কোনই দোষ নাই। বরং বৈধভাবে উপার্জ্জিত ধন-সম্পদ শুধু ভোগ-বিলাসে ব্যয় না করিয়া তদ্দ্বারা দেশ, ধর্ম্ম, জাতি ও সমাজের হিতকর কার্য্য করিলে পরকালের জন্য আরও অধিকতর পুণ্য উপার্জ্জিত হইবে।

২১। আরবের অবিশ্বাসীদের অংশীবাদিতা, পৌত্তলিকতা ও অন্যান্য পূজা-পার্ব্বণ সম্বন্ধে আল্লাহতা'লা বলিতেছেন যে, আমি যে সকল কার্য্য নিষেধ করিয়াছি, তাহাদের কোন্ উপাস্য তাহাদিগকে সেই সকল কার্য্য করিবার আদেশ করিয়াছে? ফলতঃ অংশীবাদীদিগের অলীক ধর্ম্ম-কর্ম্ম ও পূজা-পার্ব্বণের কোনই সুদৃঢ় ভিত্তি নাই এবং পাপাত্মা শয়তানের প্ররোচনা ভিন্ন আর কেহই তাহাদিগকে ঐ সকল অবৈধ কার্য্য করিতে উৎসাহিত করে নাই। তাহারা শয়তানের প্ররোচনায় নিজেরাই কল্পনা করিয়া ঐ সকল পূজা-পার্ব্বণ প্রভৃতি কুসংস্কারপূর্ণ পাপ-প্রথার সৃষ্টি করিয়া লইয়াছে। যদি পুনরুত্থান ও মহাবিচারের সময় পূর্ব্বে নির্দ্ধারিত না হইত, তবে ঐ সকল অবৈধ কার্য্যের জন্য তাহারা বহু পূর্ব্বেই চরম শাস্তিভোগ করিত। কিন্তু ইহলোকে শাস্তিভোগ না করিলেও পরলোকে উহার জন্য তাহাদিগকে অতি যন্ত্রণাপ্রদ শাস্তিভোগ করিতে হইবে।

২২। আল্লাহতা'লা বলিতেছেন—হে রসুল, তুমি পরলোকে এই সকল অত্যাচারী অবিশ্বাসীকে তাহাদের অনুষ্ঠিত অংশীবাদিতা ও পৌত্তলিকতার জন্য আতঙ্কিত হইয়া আমার অনুগ্রহ-প্রার্থী

حَرْثَ الدُّنْيَا نُؤْتِهٖ مِنْهَا وَمَا لَهٗ
فِي الْاٰخِرَةِ مِنْ نَّصِيْبٍ ○ ٢١- اَمْ
لَهُمْ شُرَكٰٓؤُا شَرَعُوْا لَهُمْ مِّنَ الدِّيْنِ
مَا لَمْ يَاْذَنْ بِهِ اللّٰهُ ط وَلَوْلَا كَلِمَةُ
الْفَصْلِ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ ط وَاِنَّ
الظّٰلِمِيْنَ لَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ○
٢٢- تَرَى الظّٰلِمِيْنَ مُشْفِقِيْنَ مِمَّا
كَسَبُوْا وَهُوَ وَاقِعٌ بِهِمْ ط وَالَّذِيْنَ
اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ فِيْ

ক্ষেত্র আকাঙ্ক্ষা করে, আমি তাহাকে
উহা হইতেই দান করি, এবং পরকালে
তাহার জন্য কোনই অংশ নাই।
২১। তবে কি তাহাদের জন্য এরূপ
অংশী-উপাস্য আছে—যাহারা তাহাদের
জন্য এরূপ কোন ধর্ম্ম নির্দ্ধারিত করিয়া
দিয়াছে—যদ্বিষয়ে আল্লাহ কোন আদেশ
করেন নাই? এবং যদি বিচার-মীমাংসার
কথা না হইত তবে নিশ্চয় তাহাদের
মধ্যে মীমাংসা হইয়া যাইত; এবং
নিশ্চয় অত্যাচারীদিগের জন্য যন্ত্রণাপ্রদ
শাস্তি রহিয়াছে। ২২। তুমি অত্যা-
চারীদিগকে—তাহারা যাহা অর্জ্জন
করিয়াছে তজ্জন্য আতঙ্কিত হইতে
দেখিবে এবং উহা তাহাদের সম্বন্ধে
সংঘটিত হইবে; এবং যাহারা বিশ্বাসস্থাপন
করিয়াছে ও সৎকর্ম্ম করে, তাহারা

পক্ষান্তরে যাহারা পরকাল বিস্মৃত হইয়া শুধু পার্থিব জীবনের ধন-জন, সুখ-সম্পদ ও ভোগ-বিলাস কামনা করে, তাহারা পৃথিবীতেই ঐ সমস্ত প্রাপ্ত হইয়া থাকে। কিন্তু পরলোকে তাহারা আমার অনুগ্রহ হইতে সম্পূর্ণ বঞ্চিত হইবে এবং তথায় সেই অনুপম স্বর্গীয় সুখ-সম্পদের কোন অংশই তাহারা প্রাপ্ত হইবে না।

বলা বাহুল্য, যাহারা ধর্ম্মনীতি, সদাচার, সুবিচার ও পরকাল বিস্মৃত হইয়া শুধু পার্থিব জীবনের জন্য অবৈধভাবে ধন-সম্পদ উপার্জ্জন করে এবং তদ্দ্বারা অসঙ্গত ভোগ-বিলাসে প্রমত্ত হয়, তাহাদের সম্বন্ধেই আলোচ্য আয়তের শেষাংশ বিবৃত হইয়াছে। কিন্তু ধর্ম্ম ও কর্ম্ম জীবনের কর্ত্তব্য-সমূহ প্রতিপালন করিয়া এবং নশ্বর পৃথিবীর জন্য অবিনশ্বর পরলোকের কথা বিস্মৃত না হইয়া বৈধভাবে ধন উপার্জ্জন এবং তদ্দ্বারা পরিবার-পরিজন প্রতিপালনের কোনই দোষ নাই। বরং বৈধভাবে উপার্জ্জিত ধন-সম্পদ শুধু ভোগ-বিলাসে ব্যয় না করিয়া তদ্দ্বারা দেশ, ধর্ম্ম, জাতি ও সমাজের হিতকর কার্য্য করিলে পরকালের জন্য আরও অধিকতর পুণ্য উপার্জ্জিত হইবে।

২১। আরবের অবিশ্বাসীদের অংশীবাদিতা, পৌত্তলিকতা ও অন্যান্য পূজা-পার্ব্বণ সম্বন্ধে আল্লাহতা'লা বলিতেছেন যে, আমি যে সকল কার্য্য নিষেধ করিয়াছি, তাহাদের কোন্ উপাস্য তাহাদিগকে সেই সকল কার্য্য করিবার আদেশ করিয়াছে? ফলতঃ অংশীবাদীদিগের অলীক ধর্ম্ম-কর্ম্ম ও পূজা-পার্ব্বণের কোনই সুদৃঢ় ভিত্তি নাই এবং পাপাত্মা শয়তানের প্ররোচনা ভিন্ন আর কেহই তাহাদিগকে ঐ সকল অবৈধ কার্য্য করিতে উৎসাহিত করে নাই। তাহারা শয়তানের প্ররোচনায় নিজেরাই কল্পনা করিয়া ঐ সকল পূজা-পার্ব্বণ প্রভৃতি কুসংস্কারপূর্ণ পাপ-প্রথার সৃষ্টি করিয়া লইয়াছে। যদি পুনরুত্থান ও মহাবিচারের সময় পূর্ব্বে নির্দ্ধারিত না হইত, তবে ঐ সকল অবৈধ কার্য্যের জন্য তাহারা বহু পূর্ব্বেই চরম শাস্তিভোগ করিত। কিন্তু ইহলোকে শাস্তিভোগ না করিলেও পরলোকে উহার জন্য তাহাদিগকে অতি যন্ত্রণাপ্রদ শাস্তিভোগ করিতে হইবে।

২২। আল্লাহতা'লা বলিতেছেন—হে রসূল, তুমি পরলোকে এই সকল অত্যাচারী অবিশ্বাসীকে তাহাদের অনুষ্ঠিত অংশীবাদিতা ও পৌত্তলিকতার জন্য আতঙ্কিত হইয়া আমার অনুগ্রহ-প্রার্থী

স্বর্গোদ্যানের প্রাঙ্গণে অবস্থান করিবে; তাহারা যাহা কামনা করিবে—তাহাদের জন্য তাহাদের প্রতিপালকের নিকট তাহা রহিয়াছে; ইহাই ত সেই বৃহত্তর করুণা। ২৩। ইহাই ত সেই সুসংবাদ, যাহা আল্লাহ তাঁহার সেই সকল সেবককে প্রদান করেন—যাহারা বিশ্বাস-স্থাপন করিয়াছে ও সংকার্য্য করিয়া থাকে; তুমি বল—আমি এজন্য আত্মীয়-স্বজনের

...ضٰتِ الْجَنّٰتِ ج لَهُمْ مَّا يَشَاۤءُوْنَ
...رَبِّهِمْ ط ذٰلِكَ هُوَ الْفَضْلُ
...كَبِيْرُ ۝ ٢٣- ذٰلِكَ الَّذِيْ
...رُ اللّٰهُ عِبَادَهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا
...مِلُوا الصّٰلِحٰتِ ط قُلْ لَّاۤ اَسْـَٔلُكُمْ

হইতে দেখিবে। কিন্তু সেদিন তাহারা আমার নির্দ্ধারিত শাস্তি হইতে কিছুতেই পরি পাইবে না। পক্ষান্তরে বিশ্বাসী ও সৎকর্ম্মশীল ব্যক্তিরা সেদিন স্বর্গোদ্যানের সুদৃশ্য প্রাঙ্গণে অবস্থান ক অতুল আনন্দ উপভোগ করিবে এবং তাহাদের কোন প্রার্থনা অথবা কোন কামনাই সেদিন অপূর্ণ অতৃপ্ত থাকিবে না।

২৩। পূর্ব্বোক্ত আয়তে স্বর্গোদ্যানের যে সকল সুখ-সম্পদের আভাস প্রদান করা হইয়া এই আয়তের প্রথমেই আল্লাহতা'লা বলিয়া দিতেছেন যে, বিশ্বাসী ও সৎকর্ম্মী লোকদি জন্যই সেই সকল সুসংবাদ। অনন্তর আল্লাহতা'লা হজরত রসুলোল্লাকে বলিতেছে—হে রসু তুমি লোকদিগকে বলিয়া দাও যে, এই সত্যধর্ম্ম প্রচার ও সদুপদেশ প্রদানের জন্য আমি তোমা নিকট আর কোনই বিনিময় বা প্রতিদান প্রার্থনা করিতেছি না; কিন্তু আমি তোমাদিগকে বলিতেছি তোমরা আত্মীয়-স্বজনদিগকে ভালবাসিও এবং তাহাদের হিত-সাধন করিও। ইহাতে তোমাদের ম কল্যাণ সাধিত হইবে।

আলোচ্য আয়তের অর্থ স্পষ্ট ও পরিষ্কার। আরবের বিভিন্ন সম্প্রদায় এবং কোরে বংশের বিভিন্ন শাখা পরস্পর ঘনিষ্ঠতর আত্মীয়তা-সূত্রে আবদ্ধ থাকিলেও তাহাদের পরস্প মধ্যে অতি মারাত্মক ঈর্ষা-বিদ্বেষ ও কলহ বিদ্যমান ছিল। তাই সর্ব্বশক্তিমান আল্লাহতা কর্ত্তৃক প্রত্যাদিষ্ট হজরত রসুলোল্লাহ তাহাদিগকে বলিয়া দিলেন যে, আমি তোমাদের নি সত্য-প্রচারের জন্য আর কোনই প্রতিদান চাহি না; কিন্তু তোমরা সত্যধর্ম্ম গ্রহণ পূর্ব্বক পর প্রীতি সূত্রে আবদ্ধ হইয়া স্ব স্ব আত্মীয়-স্বজনদিগকে ভালবাসিতে শিক্ষা কর। ইহাতে তোমরাই উ এবং শক্তিশালী হইতে পারিবে।

কিন্তু বিভিন্ন শ্রেণীর তফ্‌সীরকারগণ উক্ত আয়তের বিভিন্নরূপ মর্ম্ম পরিগ্রহণ করিয়াছে শিয়া টীকাকারগণ উক্ত আয়তের 'কোর্‌বা' শব্দের অর্থ হজরত রসুলোল্লার অতি অন্তরঙ্গ আত্মী পরিজন—অর্থাৎ জামাতা হরজত আলি, কন্যা বিবি ফাতেমা এবং দৌহিত্র হাসান-হোসায়েন ভালবাসা ও ভক্তি করা অবশ্য কর্ত্তব্য বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। সুন্নত অল-জামাতে তফ্‌সীরকারগণের একদল বলেন যে, উহার মর্ম্মার্থ—হজরত রসুলোল্লার পত্নী-পরিজন ও আত্মী স্বজন। হজরত এব্‌ন-আব্বাস ঐ মর্ম্মার্থ আরও ব্যাপকভাবে গ্রহণ করিয়াছেন। তিনি ব যে, কোরেশ বংশের প্রত্যেক শাখার সঙ্গেই হজরত রসুলোল্লার আত্মীয়তা ছিল। সুতরা তাঁহাদিগকে ভালবাসা, তাঁহাদের সহিত শত্রুতা অথবা তাঁহাদের অনিষ্ট সাধন না করা এ তাহাদিগকে কোনরূপ দুঃখ-কষ্ট না দেওয়া মুসলমানগণের অবশ্য কর্ত্তব্য—তঃ কবির ও ব বোখারী।

আধুনিক অভিজ্ঞ তফ্‌সীরকারগণ বলেন যে, উপরোক্ত মর্ম্মার্থ সমূহের সহিত প্রকৃতপ আলোচ্য আয়তের বিশেষ কোনই সম্পর্ক নাই। সত্য-বিশ্বাসী মুসলমানদিগের পক্ষে স্ব

সৌহার্দ্দ্য ব্যতীত তোমাদের নিকট কোনই বিনিময় চাহি না; এবং যে কল্যাণ অর্জ্জন করে আমি তাহার জন্য উহাতে অধিকতর কল্যাণ দান করি; নিশ্চয় আল্লাহ ক্ষমাশীল গুণগ্রাহী। ২৪। তবে কি তাহারা বলে, সে আল্লাহ সম্বন্ধে অসত্য-রচনা করিয়াছে? কিন্তু যদি আল্লাহ ইচ্ছা করিতেন তবে তোমার অন্তরে মোহরাঙ্কিত করিয়া দিতেন; এবং আল্লাহ অসত্যকে বিলুপ্ত করেন এবং স্বীয় বাক্য দ্বারা সত্যকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়া থাকেন; নিশ্চয় অন্তর-সমূহে যাহা আছে তিনি তদ্বিষয়ে অভিজ্ঞ। ২৫। এবং তিনিই স্বীয় সেবকগণের ক্ষমা-প্রার্থনা পরিগ্রহণ করেন এবং অপকর্ম্ম-সমূহ মার্জ্জনা করিয়া থাকেন, এবং তোমরা যাহা করিতেছ তিনি তাহা পরিজ্ঞাত আছেন। ২৬। এবং যাহারা বিশ্বাস-স্থাপন করিয়াছে ও সৎকার্য্য করে, তিনি তাহাদের প্রার্থনা পরিগ্রহণ করেন এবং

عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبٰى ط
وَمَنْ يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَا
حُسْنًا ط إِنَّ اللّٰهَ غَفُورٌ شَكُورٌ ۝
٢٤- أَمْ يَقُولُونَ افْتَرٰى عَلَى اللّٰهِ
كَذِبًا ج فَإِنْ يَشَإِ اللّٰهُ يَخْتِمْ عَلٰى
قَلْبِكَ ط وَيَمْحُ اللّٰهُ الْبَاطِلَ
وَيُحِقُّ الْحَقَّ بِكَلِمٰتِهِ ط إِنَّهُ عَلِيمٌ
بِذَاتِ الصُّدُورِ ۝ ٢٥- وَهُوَ
الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ
وَيَعْفُوا عَنِ السَّيِّاٰتِ وَيَعْلَمُ مَا
تَفْعَلُونَ ۝ ٢٦- وَيَسْتَجِيبُ
الَّذِينَ اٰمَنُوا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ

আত্মীয়-স্বজনদিগকে ভালবাসা এবং তাহাদের সহিত আন্তরিক বন্ধুত্বের বন্ধনে আবদ্ধ হওয়াই উক্ত আয়তের প্রকৃত মর্ম্ম। তবে আলোচ্য আয়তের সহিত সম্পর্ক না থাকিলেও অন্যান্য আয়ত ও হাদিসের নির্দ্দেশ অনুযায়ী হজরত রসুলোল্লাহ (সঃ) এবং তাঁহার পত্নী-পরিজন ও আত্মীয়-স্বজনদিগকে আন্তরিক ভালবাসা ও ভক্তি করা যে প্রত্যেক মুসলমান নরনারীর পক্ষে 'ফরজ' অর্থাৎ অপরিহার্য্য কর্ত্তব্য, তাহাতে কোনই সন্দেহ বা দ্বিমত নাই।—তঃ হক্কানী ও মঃ আঃ।

২৩। অনন্তর আল্লাহতা'লা বলিতেছেন—হে রসুল, যে সকল অবিশ্বাসী বলে যে, তুমি আল্লার নামে অসত্য রচনা করিয়া তাহাই প্রচার করিতেছ—তুমি তাহাদিগকে বলিয়া দাও যে, যদি সত্যই আমি আল্লার নামে অসত্য রচনা করিতাম, তবে নিশ্চয় আল্লাহতা'লা আমার অন্তরে মোহরাঙ্কিত করিয়া দিতেন এবং তাঁহার নামে অসত্য প্রচার করিয়া আমি কখনই সফলতা লাভ করিতে পারিতাম না। কারণ আল্লাহতা'লা চিরকাল অসত্যকে বিলুপ্ত করিয়া সত্যকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়া আসিয়াছেন। সত্যের জয় ও অসত্যের পরাজয় তাঁহারই চিরন্তন নীতি এবং ইহার ব্যতিক্রম করিবার সাধ্য কাহারও নাই।

২৫—২৬। এই দুইটী আয়তে আল্লাহতা'লা বলিয়া দিতেছেন যে, তিনিই মানবের অপরাধ মার্জ্জনা করিবার এবং তাহাদের ক্ষমা-প্রার্থনা পরিগ্রহণ করিবার একমাত্র অধিকারী প্রভু যাহারা বিশ্বাস-স্থাপন পূর্ব্বক সৎকার্য্যে জীবন অতিবাহিত করে, তিনি তাহাদের পূর্ব্বকৃত সমস্ত

তিনি স্বীয় অনুগ্রহ হইতে তাহাদিগকে অধিকতর প্রদান করেন এবং অবিশ্বাসী-দের জন্য কঠোর শাস্তি রহিয়াছে।
২৭। এবং যদি আল্লাহ স্বীয় সেবক-গণের জন্য উপজীবিকা প্রশস্ত করেন, তবে অবশ্যই তাহারা পৃথিবীতে বিরুদ্ধা-চরণ করিবে, কিন্তু তিনি যেরূপ ইচ্ছা করেন—সেই পরিমাণে উহা অবতীর্ণ করিয়া থাকেন; নিশ্চয় তিনি স্বীয় সেবকগণ সম্বন্ধে অভিজ্ঞ পরিদর্শক।
২৮। এবং তাহারা নিরাশ হইবার পর তিনিই বারিবর্ষণ করেন এবং স্বীয় অনুগ্রহ সম্প্রসারিত করিয়া থাকেন; এবং তিনিই সু-প্রশংসিত অভিভাবক।
২৯। এবং নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের সৃষ্টিও তাঁহার নিদর্শনাবলীর অন্তর্গত; তিনিই তন্মধ্যে জীব-জন্তু সম্প্রসারিত করিয়াছেন; এবং তিনি যখন ইচ্ছা উহাদিগকে একত্রিত করিতে শক্তিমান।

ويزيدهم من فضله ط والكفرون
لهم عذاب شديد ○ ٢٧- ولو
بسط الله الرزق لعباده لبغوا
في الأرض ولكن ينزل بقدر
ما يشاء ط إنه بعباده خبير بصير ○
٢٨- وهو الذي ينزل الغيث
من بعد ما قنطوا وينشر رحمته ط
وهو الولي الحميد ○ ٢٩- ومن
ءايته خلق السموت والأرض وما
بث فيهما من دابة ط وهو على
جمعهم إذا يشاء قدير ○ ع

অপরাধ মার্জনা করিয়া তাহাদের ক্ষমা-প্রার্থনা পরিগ্রহণ করেন এবং স্বীয় অনুগ্রহে তাহাদের নানারূপ কল্যাণ-সাধন করিয়া থাকেন, কিন্তু যাহারা শেষ পর্যন্ত অবিশ্বাসী অবস্থায় অসৎকার্যে জীবন অতিবাহিত করে, তাহারা আল্লাহতা'লার ক্ষমা ও করুণা হইতে চিরবঞ্চিত হইয়া পরলোকে অতি কঠিন ও ভয়াবহ শাস্তিভোগ করিবে।

২৭—২৮। অকৃতজ্ঞ মানব ধন-জন ও সুখ-সম্পদের অধিকারী হইতে পৃথিবীতে নানারূপ অত্যাচার ও অনাচারে লিপ্ত হয়। এইজন্য তিনি সময় সময় পৃথিবীতে অনাবৃষ্টি, অজন্মা, দুর্ভিক্ষ, মহামারী ও প্রাকৃতিক বিপর্যয় সৃষ্টি করিয়া লোকদিগকে সংযত হইতে ইঙ্গিত করেন। কিন্তু উহার প্রভাবে তাহারা যখন নিরাশ ও কাতর হইয়া পড়ে, তখন তিনিই আবার স্বীয় অনুগ্রহের বারি-ধারা বর্ষণ করিয়া তাহাদের সমস্ত অভাব-অনটন ও দুঃখ-দুর্দ্দশা দূরীভূত করিয়া দেন। বিশ্বজগতের মহাপ্রশংসিত অদ্বিতীয় অভিভাবক আল্লাহতা'লা ভিন্ন এইরূপ করিবার সাধ্য আর কাহারও নাই।

২৯। সর্ব্বশক্তিমান আল্লাহতা'লার অলৌকিক শক্তি-মহিমার একটি নিদর্শন এই যে, তিনিই এই বিশ্বজগৎ সৃষ্টি করিয়া তন্মধ্যে নানা জাতীয় জীব-জন্তু সম্প্রসারিত করিয়াছেন এবং তিনিই বিভিন্নরূপ জীবিকা প্রদান করিয়া তাহাদিগকে প্রতিপালন করিতেছেন। সুতরাং যিনি মানব-দিগকে একবার সৃষ্টি করিয়াছেন, তিনি যে ইচ্ছা করিলেই তাহাদিগকে মৃত্যুর পর পুনর্জ্জীবিত ও একত্রিত করিতে পারিবেন, তাহাতে কোনই সন্দেহ থাকিতে পারে না।

৪র্থ রুকূ—মোস্‌লেম-জীবনের কর্তব্য সম্বন্ধে সদুপদেশ

৩০। এবং তোমাদের উপর যে আপদ-বিপদ নিপতিত হয়, ফলতঃ তাহা এই জন্য যে, তোমাদের হস্ত-সমূহই উহা অর্জ্জন করিয়াছে, এবং তিনি বহু বিষয় মার্জ্জনাও করিয়া থাকেন। ৩১। এবং তোমরা পৃথিবীর পরাভবকারী হইতে পারিবে না; এবং আল্লাহ ব্যতীত তোমাদের জন্য কোনই অভিভাবক অথবা সাহায্যকারী নাই। ৩২। এবং সমুদ্র মধ্যে পর্ব্বতাকার জলযান-সমূহও তাঁহার নিদর্শনাবলীর অন্তরর্গত। ৩৩। যদি তিনি ইচ্ছা করেন তবে বায়ুকে নিস্তব্ধ করিতে পারেন—তাহাতে ঐ সকল উহার পৃষ্ঠের উপরে অচল হইয়া থাকিবে; নিশ্চয় ইহাতে প্রত্যেক ধৈর্য্যশীল কৃতজ্ঞের জন্য নিদর্শনাবলী রহিয়াছে। ৩৪। অথবা তাহারা যাহা অর্জ্জন করিয়াছে তজ্জন্য তিনি ঐগুলিকে নিমজ্জিত করিতে

٣٠- وَمَآ أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ
فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُوا عَن
كَثِيرٍ ۝ ٣١- وَمَآ أَنتُم بِمُعْجِزِينَ
فِي الْأَرْضِ ۚ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ
مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ ۝ ٣٢ وَمِنْ
آيَاتِهِ الْجَوَارِ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ ۝
٣٣- إِن يَشَأْ يُسْكِنِ الرِّيحَ فَيَظْلَلْنَ
رَوَاكِدَ عَلَىٰ ظَهْرِهِ ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ
لَآيَاتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ ۝
٣٤- أَوْ يُوبِقْهُنَّ بِمَا كَسَبُوا وَيَعْفُ

৩০—৩১। এই দুইটী আয়তে আল্লাহতা'লা বলিয়া দিতেছেন যে, তিনি পার্থিব জীবনে মানবের বহু অপরাধ ক্ষমা করিলেও তাহাদের কৃতকর্ম্মের দোষেই তাহাদের উপর নানারূপ আপদ-বিপদ নিপতিত হইয়া থাকে। মানুষের কৃতকর্ম্মের জন্য যখন আল্লাহতা'লা তাহাদিগকে আপদ-বিপদ ও দুঃখ-যাতনায় জর্জ্জরিত করেন, তখন তিনি ভিন্ন আর কেহই তাহা প্রতিরোধ করিতে অথবা সেই বিপদে তাহাদিগকে কোনরূপ সাহায্য করিতে পারে না। মানবের সম্পদ-বিপদ ও সুখ-দুঃখ সম্বন্ধে আল্লাহতা'লা ভিন্ন আর কাহারও কোনরূপ শক্তি বা অধিকার নাই।

৩২—৩৪। অতঃপর আল্লাহতা'লা বলিতেছেন যে, সমুদ্র মধ্যে অবস্থিত পর্ব্বতাকার সুবৃহৎ জলযান বা বিভিন্ন প্রকারের জাহাজ সমূহও তাঁহার অলৌকিক নিদর্শনাবলীর অন্তর্গত। এতদ্দ্বারা তিনি মানব জাতিকে স্থলপথের ন্যায় সুদূর জলপথেও যাতায়াতের সর্ব্বপ্রকার সুবিধা করিয়া দিয়াছেন। কিন্তু এই জলযান সমূহের গতি-বিধি ও নিরাপদতা সম্পূর্ণ রূপে তাঁহার ইচ্ছা ও অনুগ্রহের উপর নির্ভর করে। তিনি ইচ্ছা করিলে বায়ু ও বাষ্প নিস্তব্ধ করিয়া উহার পাল বা ইঞ্জিন বিকল করিয়া দিতে পারেন—যাহাতে উহার গতি-শক্তি সম্পূর্ণ রহিত হইয়া যাইবে। এরূপ ক্ষেত্রে তিনি ইচ্ছা করিলে মানবের আত্মম্ভরিতা ও হঠকারিতার জন্য উক্ত জাহাজ নিমজ্জিত করিয়াও উহার আরোহীদিগকে ধ্বংস করিতে পারেন। আবার নিমজ্জিত জাহাজের আরোহী-দিগকে ক্ষমা করিয়া তাহাদিগকে রক্ষা করাও আল্লাহতা'লার পক্ষে কিছুমাত্র কঠিন কার্য্য নহে। মানবের জ্ঞান-বিজ্ঞান এবং সমুদ্র-পথের নিরাপদতার আধুনিক আবিষ্কার সমূহ ব্যর্থ হইয়া 'টাইটানিক' প্রভৃতি বহু বিখ্যাত জাহাজ-ডুবির ব্যাপারে আল্লাহতা'লার এই অলৌকিক শক্তি ও মহিমার বিকাশ অতি উজ্জ্বলরূপে প্রমাণিত হইয়াছে।

كَثِيرٍ ٣٥ وَيَعْلَمَ الَّذِينَ
يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِنَا ط مَا لَهُم مِّن
مَّحِيصٍ ٥ ٣٦ فَمَا أُوتِيتُم مِّن
شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَوٰةِ الدُّنْيَا ج
وَمَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ لِلَّذِينَ
آمَنُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ۝
٣٧ وَالَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ
وَالْفَوَاحِشَ وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ
يَغْفِرُونَ ۝ ٣٨ وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا

পারেন, এবং বহু-বিষয় ক্ষমাও করিয়া থাকেন। ৩৫। এবং যাহারা আমার নিদর্শনাবলী সম্বন্ধে বিতর্ক করে, তাহারা জানিতে পারিবে যে, তাহাদের জন্য পলায়নের কোনই স্থান নাই। ৩৬। অতএব তোমাদিগকে যাহা কিছু প্রদত্ত হইয়াছে, ফলতঃ তাহা পার্থিব জীবনের সম্পদ মাত্র; এবং যাহারা বিশ্বাস-স্থাপন করিয়াছে ও স্বীয় প্রতিপালকের উপর নির্ভর করে, তাহাদের জন্য আল্লার সন্নিকটে যাহা আছে, তাহাই শ্রেষ্ঠতর ও চিরস্থায়ী। ৩৭। এবং যাহারা বৃহত্তর পাপ ও অশ্লীলতা সমূহ হইতে বিরত থাকে এবং যখন ক্রুদ্ধ হয় তখন ক্ষমা করে; ৩৮। এবং যাহারা

৩৫—৩৬। এই দুইটী আয়তে আল্লাহতা'লা পুনরায় বলিয়া দিতেছেন যে, যাহারা ধন-সম্পদের গর্ব্বে আমার প্রত্যাদেশ ও অন্যান্য নিদর্শনাবলী সম্বন্ধে বৃথা বিতর্ক করে, তাহারা পরলোকে পলায়ন বা পরিত্রাণের কোনই পথ খুঁজিয়া পাইবে না। তাহারা এই পৃথিবীতে যে ধন-সম্পদ লাভ করিয়াছে, অস্থায়ী পার্থিব জীবনে অল্প দিনের ভোগ-বিলাস ব্যতীত উহা তাহাদের আর কোন কাজে আসিবে না। পক্ষান্তরে আল্লাহতা'লার প্রতি বিশ্বাসী ও নির্ভরশীল ব্যক্তিদিগের জন্য পরলোকে যে অফুরন্ত সুখ-শান্তি ও ভোগ-বিলাসের ব্যবস্থা রহিয়াছে, তাহা এই পার্থিব জীবনের সুখ-সম্পদ অপেক্ষা বহুগুণে শ্রেষ্ঠতর ও চিরস্থায়ী এবং তাহা কখনই নিঃশেষ হইবে না।

৩৭—৪০। **ইস্লামের নীতি**—এই চারিটী আয়তে আল্লাহতা'লা ইস্লামের ধর্মনীতি, রাজনীতি ও সমাজ-নীতি অতি সুন্দরভাবে পরিব্যক্ত করিয়াছেন। আয়ত চতুষ্টয়ের সার-মর্ম এই যে, যাহারা আল্লাহতা'লার প্রতি আন্তরিক বিশ্বাস-স্থাপন পূর্ব্বক তাঁহার আদেশ-উপদেশ ও বিধি-নিষেধ সমূহ স্বীকার করিয়া লয় এবং তদনুযায়ী নিয়মিতভাবে নামাজ পড়ে ও সৎকার্যে ধন-সম্পদ দান করে এবং নিজেদের ধর্ম্ম-নীতি, রাজনীতি ও সমাজনীতি বিষয়ক কর্ত্তব্য সম্বন্ধে আপোষে আলোচনা বা পরামর্শ করিয়া অধিকাংশের অভিমত অনুযায়ী কর্ত্তব্য স্থির করে এবং যাহারা বৃহত্তর পাপ ও অশ্লীলতা হইতে বিরত থাকিয়া কাহারও উপর কোন কারণে ক্রুদ্ধ হইলেও তাহাকে ক্ষমা করে এবং ইস্লামের বিরুদ্ধে কোনরূপ বিদ্রোহ-বিপ্লব উপস্থিত হইলে যাহারা সেই বিদ্রোহ দমন করিয়া যথারীতি প্রতিশোধ ও প্রতিকার পন্থা পরিগ্রহণ করে এবং কেহ তাহাদের কোনরূপ অনিষ্ট করিলে যাহারা সীমা লঙ্ঘন না করিয়া অনিষ্টকারীর ঠিক তদনুরূপ অনিষ্ট সাধনে তৎপর হয় অথবা অপরাধীকে ক্ষমা করিয়া দেয়—তাহারাই হইতেছে আদর্শ মুসলমান এবং নিশ্চয়ই সর্ব্বপ্রদাতা করুণাময় আল্লাহতা'লার নিকট তাহাদের জন্য ইহ-পরলোকে উপযুক্ত পুরস্কার ও প্রতিদানের ব্যবস্থা রহিয়াছে।

আলোচ্য আয়ত-চতুষ্টয়কে ইস্লামী নীতি ও শিক্ষার সার সংগ্রহ বলিলেও বোধ হয় অত্যুক্তি হইবে না। মুসলমানের প্রথম কর্ত্তব্য হইতেছে—আল্লাহতা'লার প্রতি বিশ্বাস-স্থাপন করিয়া

প্রতিপালককে স্বীকার করে ও স্বীয় প্রতিষ্ঠিত করে, এবং নিজেদের নামাজ কর্ত্তব্য সম্বন্ধে আপোষে পরামর্শ করে; এবং আমি তাহাদিগকে যাহা দান করিয়াছি তাহা হইতে ব্যয় করে;
৩৯। এবং যখন তাহাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ উপস্থিত হয়, তখন তাহারা প্রতিশোধও গ্রহণ করিয়া থাকে।

لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلٰوةَ ص وَأَمْرُهُمْ شُورٰى بَيْنَهُمْ ص وَمِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُونَ ۝٣٨ وَالَّذِيْنَ إِذَآ أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنْتَصِرُوْنَ ○

তাঁহার প্রত্যাদেশ ও আদেশ-নিষেধ সমূহ স্বীকার করা; দ্বিতীয় কর্ত্তব্য—নিয়মিতভাবে নামাজ পাঠ, রোজা-ব্রত পালন, জাকাত-ফেৎরা প্রদান এবং স্বীয় অবস্থা অনুযায়ী দান-খয়রাত করা। বলা বাহুল্য, মুসলমানদিগের এই দুই শ্রেণীর প্রধান কর্ত্তব্য পবিত্র কোরান শরিফের বহুস্থানে পুনঃ পুনঃ বিবৃত হইয়াছে।

বিশেষতঃ এই চারিটী আয়ত মক্কার প্রাথমিক প্রত্যাদেশ হইলেও এস্থলে মোস্‌লেম জগতের জন্য তৃতীয় আদেশ-রূপে আর একটি প্রধান কর্ত্তব্য সংযোজিত হইয়াছে। উহা হইতেছে মুসলমানের রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাময়িক সমস্যা সম্বন্ধে আপোষে আলোচনা বা পরামর্শ করিয়া কর্ত্তব্য স্থির করা। বলা বাহুল্য, এতদ্দ্বারা মোস্‌লেম-জগতের ভবিষ্যৎ সাম্রাজ্য-শাসন-নীতির প্রতিই স্পষ্টতর ইঙ্গিত করা হইয়াছে। আধুনিক পার্লিয়ামেণ্টারী প্রথায় বিভিন্ন মতাবলম্বী প্রতিনিধিদিগকে একত্রিত করতঃ যথারীতি আলোচনা ও পরামর্শ করিয়া রাজ্য-শাসন করাই ইস্‌লামী সাম্রাজ্যবাদের প্রকৃত আদর্শ। সাময়িক সমস্যার সমাধান এবং মতভেদযুক্ত বিরোধীয় বিষয় সমূহের আপোষ-মীমাংসার নীতিও ঐ আয়তের মধ্যে নিহিত রহিয়াছে। কিন্তু গভীর দুঃখ ও পরিতাপের বিষয়, মহামান্য খোলাফায়ে-রাশেদীনের পরে মোস্‌লেম-জগত হইতে ঐ কল্যাণকর প্রথা সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হইয়া বর্ত্তমানে মুসলমানগণের নিকট উহা এক অপরিজ্ঞাত বৈদেশিক প্রথারূপে পরিণত হইয়াছে। ইউরোপ ও আমেরিকা আজ ইস্‌লামের আদিষ্ট ঐ পার্লিয়ামেণ্টারী প্রথা অবলম্বন করিয়া সমুজ্জ্বল উন্নতি শৈলের উচ্চতম শিখরে আরোহণ করিতেছে; আর মোস্‌লেম-জগত ঐ প্রথা পরিত্যাগ করিয়া অধঃপতন ও অবনতির গভীরতম অন্ধকার গহ্বরে ডুবিয়া যাইতেছে।

মুসলমানের চতুর্থ কর্ত্তব্য—বৃহত্তর পাপ ও অশ্লীলতা পরিহার করা। পবিত্র হাদিস শরিফের বর্ণনা অনুযায়ী বৃহত্তর পাপ সাতটি; যথা প্রথম—'শের্ক' অর্থাৎ অংশীবাদিতা ও পৌত্তলিকতা; দ্বিতীয়—'সেহর' অর্থাৎ যাদুক্রিয়া; তৃতীয়—অবৈধ হত্যা, চতুর্থ—সুদ গ্রহণ; পঞ্চম—পিতৃহীন অনাথগণের ধন-সম্পত্তি অপহরণ বা উপভোগ, ষষ্ঠ—'জেহাদ' বা ধর্ম্মযুদ্ধ হইতে পলায়ন এবং সপ্তম—সচ্চরিত্র পুরুষ ও সতী নারীর প্রতি অযথা অপবাদ প্রদান।—সহি বোখারী ও মোস্‌লেম।

এতদ্ভিন্ন অন্যান্য বর্ণনায় অত্যাচার, ব্যভিচার, চুরি-ডাকাতি, মিথ্যা বলা, পিতামাতার বিরুদ্ধাচরণ এবং নামাজ-রোজা পরিত্যাগ প্রভৃতিও বৃহত্তর পাপ বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। ফলতঃ 'ফরজ' বা অপরিহার্য্য কর্ত্তব্য পরিত্যাগ করা এবং 'হারাম' ও নিষিদ্ধ কার্য্যে লিপ্ত হওয়া মাত্রই বৃহত্তর পাপের অন্তর্ভুক্ত। 'ফাহাশ' বা অশ্লীলতা অর্থ অনাচার ও ব্যভিচার। এতদ্ভিন্ন লজ্জাকর কার্য্য করা বা অশ্লীল কথা বলা, কুৎসিত গালি দেওয়া, অসঙ্গত উপহাস-বিদ্রূপ করা এবং কুবাক্য শ্রবণ ও কুদৃশ্য দর্শন, নৃত্য-গীত-অভিনয়, অবৈধ ইঙ্গিত ও বিকৃত হাব-ভাব প্রভৃতি সমস্তই অবৈধ অশ্লীলতার অন্তর্ভুক্ত বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে।—তঃ হক্কানী।

মুসলমানের পঞ্চম কর্ত্তব্য—স্বধর্ম্ম ও স্বজাতির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ-বিপ্লব উপস্থিত হইলে তাহা দমন করিয়া উপযুক্ত প্রতিশোধ বা প্রতিকার-পন্থা গ্রহণ করা। বলা বাহুল্য, ইহা জেহাদ বা ধর্ম্মযুদ্ধের প্রাথমিক আদেশ। তাহাদের ষষ্ঠ কর্ত্তব্য—অপকৃষ্টতর বিনিময়ে ঠিক তদ্রূপ অপকৃষ্টতা সম্পাদন করা, প্রতিশোধের প্রত্যাদেশ। উক্ত আদেশের মর্ম্ম এই যে, কেহ তোমার অনিষ্ট করিলে

৪০। এবং অপকৃষ্টতার বিনিময় তদনুরূপ অপকৃষ্টতা; কিন্তু যে মার্জ্জনা করে এবং সংশোধিত হয়, তবে আল্লার উপরেই তাহার প্রতিদান রহিয়াছে; নিশ্চয় আল্লাহ অত্যাচারীদিগকে ভালবাসেন না। ৪১। এবং নিশ্চয় যে অত্যাচারিত হইবার পর প্রতিশোধ গ্রহণ করে, তবে তাহাদের উপর কোনই পন্থা নাই। ৪২। কেবল তাহাদের জন্যই ঐ পন্থা, যাহারা মানবগণের প্রতি অত্যাচার করে এবং পৃথিবীতে অন্যায়ভাবে বিদ্রোহাচরণ করিয়া থাকে; উহাদের জন্যই যন্ত্রণাপ্রদ শাস্তি রহিয়াছে। ৪৩। এবং নিশ্চয় যে ধৈর্য্য-ধারণ করে ও মার্জ্জনা করে—নিশ্চয় ইহা সাহসিকতাপূর্ণ কার্য্যাবলীর অন্তর্গত।

٤٠ وَجَزٰٓؤُا سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا ج
فَمَنْ عَفَا وَاَصْلَحَ فَاَجْرُهٗ عَلَى
اللّٰهِ ط اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ الظّٰلِمِيْنَ ○
٤١ وَلَمَنِ انْتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهٖ
فَاُولٰٓئِكَ مَا عَلَيْهِمْ مِّنْ سَبِيْلٍ ع
٤٢ اِنَّمَا السَّبِيْلُ عَلَى الَّذِيْنَ
يَظْلِمُوْنَ النَّاسَ وَيَبْغُوْنَ فِى
الْاَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ ط اُولٰٓئِكَ لَهُمْ
عَذَابٌ اَلِيْمٌ ○ ٤٣ وَلَمَنْ صَبَرَ
وَغَفَرَ اِنَّ ذٰلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْاُمُوْرِ ع

তুমিও তাহার তদনুরূপ অনিষ্ট করিতে পার এবং কেহ তোমাকে আঘাত করিলে তুমি তাহার তুল্যরূপে প্রতিঘাত কর, ইহাতে তোমাদের কোনই অপরাধ হইবে না। বলা বাহুল্য, বিশ্বের বুকে মানুষের মত বাঁচিয়া থাকিতে হইলে এ নীতি যে একান্ত অপরিহার্য্য, তাহা বোধ হয় সকলেই স্বীকার করিবেন। কারণ শক্তিহীন, ভীরু ও কাপুরুষের স্থান দুনইয়ায় নাই; তাহাদিগকে সকলেই অধম জ্ঞানে অবজ্ঞা ও উপেক্ষা করিয়া থাকে।

মুসলমানের সপ্তম কর্ত্তব্য—ক্ষমা, সহিষ্ণুতা ও উদারতা প্রদর্শন। ইহা মানুষের ধর্ম্ম ও কর্ম্ম-জীবনের একটি অত্যুত্তম আদর্শ। কিন্তু ক্ষমা ও উদারতা প্রদর্শনের জন্য শক্তিমান ও সক্ষম হওয়া একান্ত আবশ্যক। অক্ষমের ক্ষমা ও শক্তিহীনের উদারতার কোনই মূল্য নাই। উহা অক্ষমতা ও কাপুরুষতার নামান্তর মাত্র। তাই আল্লাহতা'লা বলিতেছেন যে, তোমাদের সাধারণ কর্ত্তব্য হইতেছে বিদ্রোহ হইলে তাহা দমন করা এবং কেহ অন্যায় করিলে তাহার প্রতিশোধ লওয়া। অবশ্য তোমরা শক্তি থাকিতেও যদি শত্রুকে ক্ষমা করিতে পার, তবে নিশ্চয় মহান করুণাময় ক্ষমাশীল আল্লাহতা'লা তজ্জন্য তোমাদিগকে উপযুক্ত পুরস্কারে পুরস্কৃত করিবেন।

৪১—৪৩। এই তিনটী আয়তে আল্লাহতা'লা বলিতেছেন যে, বৈধভাবে বিদ্রোহ দমন এবং তুল্যরূপে প্রতিশোধ গ্রহণ করিলে তাহাতে তোমাদের কোনই দোষ বা অপরাধ হইবে না। কারণ পৃথিবীতে বিদ্রোহ দমন ও প্রতিশোধ গ্রহণের ব্যবস্থা না থাকিলে সমগ্র দেশ অশান্তি, বিপ্লব ও অত্যাচার-অনাচারের লীলা-নিকেতনে পরিণত হইবে। কিন্তু বিদ্রোহ দমন ও প্রতিশোধ গ্রহণে যেন ন্যায়ের সীমা লঙ্ঘিত না হয়। কারণ তাহা হইলে যে অত্যাচার ও বিশৃঙ্খলা নিবারণের জন্য ঐ ব্যবস্থা প্রদত্ত হইয়াছে, সেই অত্যাচার ও বিপ্লবেই আবার পৃথিবী পরিপূর্ণ হইয়া যাইবে।

অবশ্য পবিত্র ইস্লামে ধৈর্য্য, সহিষ্ণুতা ও ক্ষমা করাকে অতি উচ্চতম আসন প্রদান করিয়া বলা হইয়াছে যে, ইহা সাহসিকতা-পূর্ণ উত্তম কার্য্য। জগতে শক্তিমান ও সাহসী ব্যক্তিরাই

৫ম রুকু—স্বর্গীয় প্রত্যাদেশের সঞ্জীবনী-শক্তি

৪৪। এবং আল্লাহ যাহাকে বিভ্রান্ত
করেন, ফলতঃ তাঁহার পরে উহার জন্য
কোনই অভিভাবক নাই; এবং তুমি
দেখিবে যে, অত্যাচারীরা যখন শাস্তি
অবলোকন করিবে তখন তাহারা বলিবে,
প্রত্যাবর্ত্তিত হইবার কোন পথ আছে
কি? ৪৫। এবং তুমি দেখিবে যে,
তাহাদিগকে লাঞ্ছনায় নমিতভাবে উহার
সমক্ষে উপস্থিত করা হইবে—তাহারা
আতঙ্কে আড়-নয়নে দেখিতে থাকিবে;
এবং বিশ্বাস-স্থাপনকারীরা বলিবে যে,
যাহারা নিজেদের ও স্বীয় পরিজনগণের
অনিষ্ট সাধন করিয়াছে—উত্থান দিবসে
নিশ্চয় তাহারা ক্ষতিগ্রস্ত হইবে; সতর্ক
হও!—নিশ্চয় অত্যাচারীরা স্থায়ী শাস্তির
মধ্যে থাকিবে। ৪৬। আল্লাহ ব্যতীত
তাহাদিগকে সাহায্য করিতে কোনই
অভিভাবক নাই এবং আল্লাহ যাহাকে
পথভ্রান্ত করেন ফলতঃ তাহার জন্য
কোনই পন্থা নাই। ৪৭। আল্লাহ
হইতে তোমাদের নিকট সেই-দিবস
উপনীত হইবার পূর্ব্বেই তোমরা স্বীয়

৪৪- وَمَنْ يُّضْلِلِ اللّٰهُ فَمَا لَهٗ مِنْ
وَّلِيٍّ مِّنْۢ بَعْدِهٖ ط وَتَرَى الظّٰلِمِيْنَ
لَمَّا رَاَوُا الْعَذَابَ يَقُوْلُوْنَ هَلْ
اِلٰى مَرَدٍّ مِّنْ سَبِيْلٍ ج ৪৫- وَ
تَرٰىهُمْ يُعْرَضُوْنَ عَلَيْهَا خٰشِعِيْنَ
مِنَ الذُّلِّ يَنْظُرُوْنَ مِنْ طَرْفٍ
خَفِيٍّ ط وَقَالَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِنَّ
الْخٰسِرِيْنَ الَّذِيْنَ خَسِرُوْٓا اَنْفُسَهُمْ وَ
اَهْلِيْهِمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ط اَلَآ اِنَّ الظّٰلِمِيْنَ
فِيْ عَذَابٍ مُّقِيْمٍ ○ ৪৬- وَمَا كَانَ
لَهُمْ مِّنْ اَوْلِيَآءَ يَنْصُرُوْنَهُمْ مِّنْ دُوْنِ
اللّٰهِ ط وَمَنْ يُّضْلِلِ اللّٰهُ فَمَا لَهٗ مِنْ
سَبِيْلٍ ج ৪৭- اِسْتَجِيْبُوْا لِرَبِّكُمْ
مِّنْ قَبْلِ اَنْ يَّاْتِيَ يَوْمٌ لَّا مَرَدَّ لَهٗ

সমস্ত অনুপম সদ্‌গুণের পরিচয় দিয়া আল্লাহতা'লার অনুগ্রহ ও প্রীতিভাজন হইতে পারে। অসমর্থ, শক্তিহীন ও ভীরু-কাপুরুষদিগের পক্ষে উহা সম্পূর্ণ অসম্ভব।

৪৪—৪৫। অনন্তর আল্লাহতা'লা বলিতেছেন—হে রসূল, যাহারা আমার আদেশের ব্যতিক্রম করিয়া ভ্রান্ত ও বিপথগামী হয়, তাহাদিগকে কেহই সুপথগামী করিতে পারিবে না। মহাবিচারের দিন অবিশ্বাসী ও অংশীবাদিরা যখন নরকের ভয়াবহ শাস্তি প্রত্যক্ষ করিবে, তখন উহারা আড়-নয়নে অবলোকন করিয়া নানা ছলে পরিত্রাণের পথ খুঁজিয়া বেড়াইবে; কিন্তু সেদিন সেই শাস্তি ও লাঞ্ছনা হইতে তাহারা পরিত্রাণের কোনই পথ পাইবে না।

৪৬—৪৭। এতদসহ আল্লাহতা'লা আরও বলিয়া দিতেছেন যে, হে ভ্রান্ত মানব, আমার নির্দ্ধারিত সেই দিবস—অর্থাৎ তোমাদের পতন ও পরাজয় এবং লাঞ্ছনা ও শাস্তিভোগের দিন সমাগত হইবার পূর্ব্বেই তোমরা স্বীয় প্রতিপালকের নিকট ক্ষমা-প্রার্থনা করিয়া সত্যধর্ম্ম গ্রহন কর। অন্যথা ইহ-পরলোকে সেই সঙ্কট সময়ে তোমরা কোনই সাহায্যকারী পাইবে না;

প্রতিপালককে স্বীকার কর—সেদিন তোমাদের জন্য কোনই আশ্রয়-স্থল নাই এবং তোমরা উহা অস্বীকার করিতে পারিবে না। ৪৮। কিন্তু যদি তাহারা বিমুখ হয়, তবে আমি তাহাদের উপর তোমাকে সংরক্ষক-রূপে প্রেরণ করি নাই—তোমার উপর প্রচার ব্যতীত নহে; এবং নিশ্চয় আমি যখন মানুষকে নিজ হইতে অনুগ্রহ আস্বাদন করাই তখন তাহারা উহাতে আনন্দিত হইয়া থাকে; এবং তাহাদের হস্তসমূহ পূর্ব্বে যাহা প্রেরণ করিয়াছে তজ্জন্য যদি তাহাদের উপর অকল্যাণ উপস্থিত হয়, তবে নিশ্চয় মানুষ অকৃতজ্ঞ। ৪৯। আল্লার জন্যই নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের আধিপত্য; তিনি যাহা ইচ্ছা সৃষ্টি করেন; তিনি যাহাকে ইচ্ছা কন্যা-সমূহ দান করেন; এবং যাহাকে ইচ্ছা পুত্র দান করিয়া

اللّٰهِ ط مَا لَكُمْ مِّنْ مَّلْجَإٍ
يَّوْمَئِذٍ وَّمَا لَكُمْ مِّنْ نَّكِيْرٍ ○
فَاِنْ اَعْرَضُوْا فَمَآ اَرْسَلْنٰكَ
عَلَيْهِمْ حَفِيْظًا ط اِنْ عَلَيْكَ
اِلَّا الْبَلٰغُ ط وَاِنَّآ اِذَآ اَذَقْنَا
الْاِنْسَانَ مِنَّا رَحْمَةً فَرِحَ بِهَا ج
وَاِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌۢ بِمَا قَدَّمَتْ
اَيْدِيْهِمْ فَاِنَّ الْاِنْسَانَ كَفُوْرٌ ○
لِلّٰهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ط
يَخْلُقُ مَا يَشَآءُ ط يَهَبُ لِمَنْ يَّشَآءُ
اِنَاثًا وَّيَهَبُ لِمَنْ يَّشَآءُ

৪৮। এই আয়তে অকৃতজ্ঞ ও অবিশ্বাসী মানুষের প্রকৃতিগত স্বভাব-ধর্ম্মের বিষয় বি... করিয়া আল্লাহতা'লা হজরত রসুলোল্লাকে বলিতেছেন যে, তোমার কার্য্য সর্ব্বসাধারণের মধ্যে ... প্রচার করা। কিন্তু যদি তাহারা তোমার সদুপদেশে কর্ণপাত না করিয়া ভ্রান্ত ও বিপথগামী হয়, ... তজ্জন্য তোমার কোনই দায়িত্ব নাই।

৪৯—৫০। হজরত রসুলোল্লার আবির্ভাব ও ধর্ম্ম-প্রচারের পূর্ব্বে আরবের অবিশ্বাসীরা ক... সন্তান জন্মগ্রহণ করাকে নিতান্ত অভিশাপ ও দুরদৃষ্ট বলিয়া মনে করিত। কন্যা সন্তানের জ... সমাজে অবজ্ঞাত ও লাঞ্ছিতা হইত। কোন পুরুষ তাহার কন্যা-সন্তান জন্মগ্রহণ করিয়াছে—... সংবাদ শুনিলে ক্ষোভ, দুঃখ ও অপমানে তাহার মুখমণ্ডল কৃষ্ণবর্ণ হইয়া যাইত। ঐ দুঃসংবাদের জন্য ... লোকালয়ে মুখ দেখাইতে পারিত না। সে তখন ঐ সন্তানকে জীবিত রাখিবে—না জীবন্ত প্রো... করিবে, সেই চিন্তায়ই অধীর ও বিচলিত হইয়া পড়িত।—কোঃ ১৬—৫৮, ৫৯ আয়ত।

অবিশ্বাসীদের ঐ সকল কুসংস্কারের মূলে ভীষণ বজ্রাঘাত করিয়া আল্লাহতা'লা ঘোষণা করি... যে, হে মূর্খ ও ভ্রান্ত মানব, এই বিশ্ব-জগতের সমস্তই আমার সৃষ্টি এবং আমিই সকলের অধি... প্রভু। আমার ইচ্ছা ও অনুগ্রহেই লোকে পুত্র-কন্যা লাভ করিয়া থাকে। আমি কাহাকেও ... কন্যা-সন্তান দান করি, কাহাকেও কেবল পুত্র-সন্তান প্রদান করি এবং কাহাকেও পুত্র-কন্যা ... প্রকার সন্তান-সন্ততিই দান করিয়া থাকি। আবার আমার ইচ্ছা অনুসারে অনেক নর... নিঃসন্তান এবং বন্ধ্যাও হইয়া থাকে। মানুষের সংসার-জীবনে পুত্র-কন্যার মুখ দর্শন—আমা... একটি অনুগ্রহের দান। তোমরা ইহার মধ্যে পুত্রে অনুগ্রহ এবং কন্যায় নিগ্রহ আবিষ্কার করি...

প্রতিপালককে স্বীকার কর—সেদিন তোমাদের জন্য কোনই আশ্রয়-স্থল নাই এবং তোমরা উহা অস্বীকার করিতে পারিবে না। ৪৮। কিন্তু যদি তাহারা বিমুখ হয়, তবে আমি তাহাদের উপর তোমাকে সংরক্ষক-রূপে প্রেরণ করি নাই—তোমার উপর প্রচার ব্যতীত নহে; এবং নিশ্চয় আমি যখন মানুষকে নিজ হইতে অনুগ্রহ আস্বাদন করাই তখন তাহারা উহাতে আনন্দিত হইয়া থাকে; এবং তাহাদের হস্তসমূহ পূর্ব্বে যাহা প্রেরণ করিয়াছে তজ্জন্য যদি তাহাদের উপর অকল্যাণ উপস্থিত হয়, তবে নিশ্চয় মানুষ অকৃতজ্ঞ। ৪৯। আল্লার জন্যই নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের আধিপত্য; তিনি যাহা ইচ্ছা সৃষ্টি করেন; তিনি যাহাকে ইচ্ছা কন্যা-সমূহ দান করেন; এবং যাহাকে ইচ্ছা পুত্র দান করিয়া

مِنَ اللّٰهِ ط مَا لَكُمْ مِّنْ مَّلْجَاٍ
يَّوْمَئِذٍ وَّمَا لَكُمْ مِّنْ نَّكِيْرٍ ○
٤٨- فَاِنْ اَعْرَضُوْا فَمَآ اَرْسَلْنٰكَ
عَلَيْهِمْ حَفِيْظًا ط اِنْ عَلَيْكَ
اِلَّا الْبَلٰغُ ط وَاِنَّآ اِذَآ اَذَقْنَا
الْاِنْسَانَ مِنَّا رَحْمَةً فَرِحَ بِهَا ج
وَاِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ
اَيْدِيْهِمْ فَاِنَّ الْاِنْسَانَ كَفُوْرٌ ○
٤٩- لِلّٰهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ط
يَخْلُقُ مَا يَشَآءُ ط يَهَبُ لِمَنْ يَّشَآءُ
اِنَاثًا وَّيَهَبُ لِمَنْ يَّشَآءُ

৪৮। এই আয়তে অকৃতজ্ঞ ও অবিশ্বাসী মানুষের প্রকৃতিগত স্বভাব-ধর্মের বিষয় বিবৃ করিয়া আল্লাহতা'লা হজরত রসুলোল্লাকে বলিতেছেন যে, তোমার কার্য্য সর্ব্বসাধারণের মধ্যে সত প্রচার করা। কিন্তু যদি তাহারা তোমার সদুপদেশে কর্ণপাত না করিয়া ভ্রান্ত ও বিপথগামী হয়, তব তজ্জন্য তোমার কোনই দায়িত্ব নাই।

৪৯—৫০। হজরত রসুলোল্লার আবির্ভাব ও ধর্ম্ম-প্রচারের পূর্ব্বে আরবের অবিশ্বাসীরা কন্য সন্তান জন্মগ্রহণ করাকে নিতান্ত অভিশাপ ও দুরদৃষ্ট বলিয়া মনে করিত। কন্যা সন্তানের জন্য সমাজে অবজ্ঞাত ও লাঞ্ছিতা হইত। কোন পুরুষ তাহার কন্যা-সন্তান জন্মগ্রহণ করিয়াছে—এ সংবাদ শুনিলে ক্ষোভ, দুঃখ ও অপমানে তাহার মুখমণ্ডল কৃষ্ণবর্ণ হইয়া যাইত। ঐ দুঃসংবাদের জন্য লোকালয়ে মুখ দেখাইতে পারিত না। সে তখন ঐ সন্তানকে জীবিত রাখিবে—না জীবন্ত প্রোথি করিবে, সেই চিন্তায়ই অধীর ও বিচলিত হইয়া পড়িত।—কোঃ ১৬—৫৪, ৫৯ আয়ত।

অবিশ্বাসীদের ঐ সকল কুসংস্কারের মূলে ভীষণ বজ্রাঘাত করিয়া আল্লাহতা'লা ঘোষণা করিলে যে, হে মূর্খ ও ভ্রান্ত মানব, এই বিশ্ব-জগতের সমস্তই আমার সৃষ্টি এবং আমিই সকলের অধিপ প্রভু। আমার ইচ্ছা ও অনুগ্রহেই লোকে পুত্র-কন্যা লাভ করিয়া থাকে। আমি কাহাকেও শু কন্যা-সন্তান দান করি, কাহাকেও কেবল পুত্র-সন্তান প্রদান করি এবং কাহাকেও পুত্র-কন্যা উভ প্রকার সন্তান-সন্ততিই দান করিয়া থাকি। আবার আমার ইচ্ছা অনুসারে অনেক নরনারী নিঃসন্তান এবং বন্ধ্যাও হইয়া থাকে। মানুষের সংসার-জীবনে পুত্র-কন্যার মুখ দর্শন—আমারই একটি অনুগ্রহের দান। তোমরা ইহার মধ্যে পুত্রে অনুগ্রহ এবং কন্যায় নিগ্রহ আবিষ্কার করিবে

থাকেন। ৫০। অথবা তাহাদিগকে
পুত্র এবং কন্যা-সমূহ মিশ্রিত করিয়া
দেন; এবং যাহাকে ইচ্ছা বন্ধ্যা
করেন; নিশ্চয় তিনি সর্ব্বজ্ঞ শক্তিমান।
৫১। এবং কোন মানুষেরই সাধ্য নাই যে,
আল্লাহ তাহার সহিত কথা বলেন, কিন্তু
প্রত্যাদেশ-রূপে অথবা আবরণীর অন্তরাল
হইতে অথবা প্রেরিতগণকে প্রেরণ
করিয়া; ফলতঃ তিনি স্বীয় আদেশে

الذُّكُوْرَ ٥٠- اَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا
وَّاِنَاثًا ۚ وَيَجْعَلُ مَنْ يَّشَاۤءُ عَقِيْمًا ۚ
اِنَّهٗ عَلِيْمٌ قَدِيْرٌ ٥١- وَمَا كَانَ
لِبَشَرٍ اَنْ يُّكَلِّمَهُ اللّٰهُ اِلَّا وَحْيًا اَوْ
مِنْ وَّرَاۤئِ حِجَابٍ اَوْ يُرْسِلَ رَسُوْلًا

কোথা হইতে? হে অজ্ঞ দল, কন্যা না হইলে পুত্র জন্মিত কোথা হইতে এবং মানব জাতির অস্তিত্বই বা রক্ষিত হইত কেমন করিয়া। অতএব তোমরা যদি ভ্রান্তি ও কুসংস্কার বশে আল্লাহ„ তা'লার অনুপম স্নেহের দান কন্যা-সন্তানকে অবজ্ঞা ও অযত্ন কর, তবে নিশ্চয় তোমাদিগকে সেই অমার্জ্জনীয় অকৃতজ্ঞতার জন্য আল্লাহতা'লার নিকট শাস্তি ভোগ করিতে হইবে।

বলা বাহুল্য, এই আয়ত অবতীর্ণ হইবার পর নারী-জাতি সম্বন্ধে আরব জাতির ঐ অন্ধ-বিশ্বাস ও কুসংস্কার বহু পরিমাণে বিদূরিত হইয়াছিল এবং বিশ্বধর্ম্ম ইসলামে নারী-জাতিকে যে উচ্চ সম্মান ও উচ্চতর মর্য্যাদা প্রদান করা হইয়াছে, পবিত্র কোরান শরিফের এই প্রাথমিক প্রত্যাদেশ হইতেই তাহার ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল।

৫১। **ঐশী-বাণীর স্বরূপ**—এই আয়তে আল্লাহতা'লা তাঁহার পবিত্র বাণী অবতারণ সম্বন্ধে স্পষ্টতর ভাষায় বলিয়া দিতেছেন যে, এই পৃথিবীতে আল্লাহতা'লার সহিত প্রত্যক্ষভাবে কথা বলিবার শক্তি বা সাধ্য কোন মানুষেরই নাই। কিন্তু তিনি 'ওহি' প্রত্যাদেশ-যোগে, অথবা অলৌকিক রহস্য-যবনিকার অন্তরাল হইতে কিংবা স্বর্গীয় ফেরেশ্‌তাগণকে প্রেরণ করিয়া তাঁহার মনোনীত নবী ও রসুলগণকে স্বীয় বাণী বা ইচ্ছা জ্ঞাপন করিয়া থাকেন।

আলোচ্য আয়তে তিন প্রকার ঐশী বাণীর বিষয় বিবৃত হইয়াছে। প্রথমতঃ—তিনি তাঁহার মনোনীত ব্যক্তিগণকে 'ওহি' অর্থাৎ প্রত্যাদেশ-যোগে স্বীয় বাণী অথবা ইচ্ছা জ্ঞাপন করিয়া থাকেন। এই প্রত্যাদেশ বিভিন্ন প্রকার হইতে পারে। প্রত্যক্ষ প্রত্যাদেশ ব্যতীত আল্লাহতা'লা তাঁহার মনোনীত ব্যক্তির নির্ম্মল অন্তঃকরণে যে ইচ্ছা বা বাণীর প্রতিধ্বনি প্রতিফলিত করেন, তাহাকেও প্রত্যাদেশ বলা হয়। নবীগণের নিঃসন্দেহ অনুভূতি, অভ্রান্ত প্রেরণা এবং সত্য-স্বপ্নও এই প্রত্যাদেশের অন্তর্ভূক্ত। তবে নবী ও রসুলগণ ব্যতীত সমুন্নত অলি-আল্লাহ এবং অন্যান্য বিশিষ্ট সাধক ও ধর্ম্মপ্রাণ পুণ্যবান ব্যক্তিগণও কখন কখন এই শ্রেণীর প্রত্যাদেশ লাভ করিয়া থাকেন।—কোঃ ৫—১১১ ও ২৮—৭ দ্রষ্টব্য।

দ্বিতীয়তঃ—অলৌকিল রহস্য-যবনিকার অন্তরাল হইতে ঐশী-বাণী শ্রবণ। হজরত রসুলোল্লাহ পবিত্র হেরা-গিরি-গহ্বরে এবং হজরত মুসা তুর পর্ব্বতে এইরূপ অলৌকিক ঐশী-বাণী শ্রবণ করিয়াছিলেন; কিন্তু তাঁহারা কেহই ঐ পবিত্র বাণীর উচ্চারণকারীকে স্বচক্ষে দর্শন করিতে পারেন নাই। কোন কোন তফ্‌সীরকার বলেন যে, আধ্যাত্মিক জগতের সম্মানিত এবং সমুন্নত অলি-আল্লাহগণও কোন কোন সময়ে ঐরূপ অদৃশ্য ঐশী-বাণী শ্রবণ করিয়া থাকেন।

তৃতীয়তঃ—ফেরেশ্‌তাগণের আবৃত্তি। সর্ব্বশক্তিমান আল্লাহতা'লা তাঁহার মনোনীত নবী ও রসুলগণকে স্বীয় বাণী অর্থাৎ তাঁহার আদেশ-উপদেশ ও ইচ্ছা জানাইবার জন্য তাঁহার মনোনীত ফেরেশ্‌তাকে প্রেরণ করেন। এই ফেরেশ্‌তার নাম হজরত জিবরিল, রুহল-কুদ্দুস বা নযুল-আথ্‌বার। উক্ত ফেরেশ্‌তা আল্লাহতা'লার মনোনীত নবী ও রসুলের নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহার বাণী আবৃত্তি করিয়া থাকেন। ইহাকে 'ওহি-মৎলু' বা আবৃত্তিকারী প্রত্যাদেশ বলা হয়।

যাহাকে ইচ্ছা প্রত্যাদেশ করিয়া থাকেন; নিশ্চয় তিনি সমুন্নত বিজ্ঞানময়।
৫২। এবং এইরূপে আমি তোমার প্রতি স্বীয় আদেশে সঞ্জীবনী-শক্তি প্রত্যাদেশ করিয়াছি; তুমি কি জান যে, গ্রন্থ অথবা বিশ্বাস কি, কিন্তু আমি উহাকে জ্যোতিঃরূপে সৃষ্টি করিয়াছি—তদ্দারা আমি স্বায় সেবকগণের মধ্যে যাহাকে ইচ্ছা পথ-প্রদর্শন করি; এবং নিশ্চয় তুমিও সরল পথে পথ-প্রদর্শন কর,
৫৩। সেই আল্লার পথে—যাঁহার জন্য নভোমণ্ডলের অন্তর্গত ও ভূমণ্ডলের অন্তর্গত বিষয়-সমুহ রহিয়াছে; সতর্ক হও!—আল্লারই দিকেই সমস্ত কার্য্য প্রত্যাবর্ত্তিত হইয়া থাকে।

يَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ ۚ إِنَّهُ عَلِيٌّ
٥١ وَكَذَٰلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ
مِنْ أَمْرِنَا ۚ مَا كُنْتَ تَدْرِي
الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَٰكِنْ
نُورًا نَهْدِي بِهِ مَنْ نَشَاءُ
عِبَادِنَا ۚ وَإِنَّكَ لَتَهْدِي
صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ٥٢ صِرَاطِ
الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ
مَا فِي الْأَرْضِ ۗ أَلَا إِلَى اللَّهِ
الْأُمُورُ ٥٣

ইহাই হইতেছে সর্ব্বাপেক্ষা সুনিশ্চিত ও স্পষ্টতর প্রত্যাদেশ এবং এই শ্রেণীর স্পষ্টতর প্রত্যা... যোগেই পবিত্র কোরান শরিফ অবতীর্ণ হইয়াছে। বলা বাহুল্য, আল্লাহতা'লার মনোনীত নবী... রসুলগণ ব্যতীত আর কেহই এই শ্রেণীর প্রত্যাদেশ প্রাপ্তির অধিকারী নহে। হজরত মোহা... মোস্তফার (সঃ) তিরোধানের পর এই শ্রেণীর প্রত্যাদেশের দ্বার সম্পূর্ণ রুদ্ধ হইয়া গিয়াছে... পবিত্র কোরান শরিফেই উহার পূর্ণ পরিসমাপ্তি। উহার পরে পৃথিবীতে আর কোন নবী বা র... আবির্ভূত হইবেন না এবং ঐ উদ্দেশ্যে হজরত জিবরিলও আর ধরাধামে আগমন করিবেন না... সুতরাং জগতে আর কেহই ঐ শ্রেণীর স্বর্গীয় প্রত্যাদেশ লাভ করিতে পারিবে না।

৫২। অনন্তর আল্লাহতা'লা বলিতেছেন—যে রসুল, আমার অনুগ্রহে তোমার প্রতি... 'রুহ' অর্থাৎ সঞ্জীবনী শক্তিপূর্ণ প্রত্যাদেশ সমূহ অবতীর্ণ হইবার পূর্ব্বে তুমি 'কেতাব' অ... 'ঈমান' অর্থাৎ গ্রন্থ ও ইস্‌লামী ধর্ম্ম-বিশ্বাস সম্বন্ধে বিশেষ কিছুই জানিতে না। আমিই তোমা... প্রতি 'ওহি' অর্থাৎ সঞ্জীবনী-শক্তি ও স্বর্গীয় জ্যোতিঃ-স্বরূপ এই মহাগ্রন্থ কোরান শরীফ অব... করিয়াছি এবং তদ্দারা তুমি লোকদিগকে সুনিশ্চিত সত্য-ধর্ম্ম ও সরল পথে পথ প্রদর্শন করিতে... আলোচ্য আয়তের 'রুহ' অর্থে সকলেই পবিত্র কোরান শরিফ এবং উহার প্রত্যাদেশ-... বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। পবিত্র কোরান পাঠে মানুষ নূতন জীবন ও অভিনব শক্তি লাভ ক... বলিয়াই উহাকে 'রুহ' অর্থাৎ আত্মা বা সঞ্জীবনী-শক্তি বলা হইয়াছে।

৫৩। সর্ব্বশেষে আল্লাহতা'লা বলিয়া দিতেছেন যে, তিনিই সমগ্র বিশ্বজগতের একমাত্র ... ও অধিপতি প্রভূ। পরিণামে মানুষের সদসৎ সমস্ত কার্য্য তাঁহারই দিকে প্রত্যাবর্ত্তিত হ... এবং তিনিই যথারীতি উহার বিচার-মীমাংসা করিয়া প্রত্যেক নর-নারীকে তাহার কৃতকর্ম্মা... প্রতিদান বা প্রতিফল প্রদান করিবেন। মানব-জীবনের শেষ পরিণতি সম্বন্ধে উপরোক্ত সতর্ক-বাণী ... সর্ব্বশক্তিমান আল্লাহতা'লা আলোচ্য সুরার উপসংহার করিয়াছেন।

মক্কায় অবতীর্ণ	৪৩। সূরা জোখ্‌রোফ—الزخرف	৮৯ আয়াত

১ম রুকু—আল্লাহ্‌তা'লার একত্ব ও শক্তি-মহিমার প্রমাণ

সর্ব্ব প্রদাতা করুণাময় আল্লাহ্‌র নামে   بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

১। হা-মিম ২। সাক্ষী ঐ সমুজ্জল গ্রন্থ। ৩। নিশ্চয় আমি ইহাকে আরবী কোরান করিয়াছি—যেন তোমরা বুঝিতে পার। ৪। এবং নিশ্চয় ইহা সেই মূল-গ্রন্থাধারে আমার সন্নিকটে

١. حٰمٓ ۚ ٢. وَالْكِتٰبِ الْمُبِيْنِ ۚ
٣. اِنَّا جَعَلْنٰهُ قُرْءٰنًا عَرَبِيًّا لَّعَلَّكُمْ
تَعْقِلُوْنَ ۚ ٤. وَاِنَّهٗ فِيْٓ اُمِّ الْكِتٰبِ

জোখ্‌রোফ।—স্বর্ণ অথবা প্রসাধন আলোচ্য সুরার ৩৫শ আয়তের 'জোখ্‌রোফ' শব্দ হইতে এই সুরার নামকরণ করা হইয়াছে। 'জোখ্‌রোফ' শব্দের সাধারণ অর্থ স্বর্ণ অথবা প্রসাধন হইলেও উহার মর্ম্মার্থ ধন-সম্পদ, সুখ-সৌভাগ্য, প্রসাধন-স্পৃহা ও বিলাস-বাসন। মানুষ পার্থিব জীবনে ঐ সকল বিষয়ে আকৃষ্ট এবং ভোগ-বিলাসে প্রমত্ত হইয়া যেরূপ ভাবে সত্য ধর্ম্ম ও পারলৌকিক কল্যাণ কামনা হইতে দূরে অবস্থান করে, আলোচ্য সুরায় তৎপ্রতি বিশেষভাবে ইঙ্গিত করিয়া মানব জাতিকে সতর্ক করা হইয়াছে। সুতরাং ঐ নামকরণ যে অতি সুন্দর ও সামঞ্জস্যপূর্ণ হইয়াছে, তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই।

শানে-নজুল।—হজরত এবন-আব্বাস প্রমুখ প্রসিদ্ধ সাহাবাগণের এবং খ্যাতনামা তফ্‌সীরকারগণের সর্ব্ববাদীসম্মত মতে এই সুরা মক্কা শরিফে অবতীর্ণ হইয়াছিল। পবিত্র মক্কায় অবতারিত সুরা সমূহের প্রধান লক্ষণ এই যে, উহাতে অংশীবাদিতা ও পৌত্তলিকতার তীব্র প্রতিবাদ করিয়া আল্লাহ্‌তা'লার একত্ব এবং ধর্ম্ম-বিশ্বাসের উপরেই বিশেষভাবে জোর দেওয়া হইয়াছে। এই সমস্ত সুরায় ধর্ম্মনীতি, রাজনীতি, সমাজ-নীতি, উপাসনা-পদ্ধতি, আইন-কানুন ও বিবিধ-বিষয়ক বিধি ব্যবস্থা অপেক্ষাকৃত অল্প পরিলক্ষিত হয়। ফলতঃ অবিশ্বাসীদিগের অন্তঃকরণে অংশীবাদিতা ও পৌত্তলিকতার যে অন্ধ-বিশ্বাস ও কুসংস্কার বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছিল, তাহা সমূলে উচ্ছেদ করিয়া তথায় সত্যধর্ম্মের সমুজ্জ্বল একত্ববাদ ও সত্য-বিশ্বাস সুপ্রতিষ্ঠিত করিবার জন্যই প্রধানতঃ এই সমস্ত সুরা অবতীর্ণ হইয়াছিল।

১। **হা—মিম**—ইহা 'হা-মিম' যুক্ত সুরা-মালার চতুর্থ সুরা। এই বিকর্ত্তিত বর্ণ-দ্বয়ের আনুমানিক মর্ম্মার্থ পূর্ব্বেই লিখিত হইয়াছে।—কোঃ ৪০—১ দ্রষ্টব্য।

২—৪। আরব্য পদ্ধতি অনুসারে কোন বিষয় অথবা কাহারও নামে শপথ করিতে হইলে কিংবা ঐ ভাবে কোন বিষয় বা কাহাকেও সাক্ষী করিয়া কোন কথা বলিলে উক্ত বিষয় বা ব্যক্তির নামের পূর্ব্বে সাধারণতঃ 'ওয়া' শব্দ ব্যবহৃত হইয়া থাকে। উক্ত 'ওয়া' শব্দের আভিধানিক অর্থ 'এবং'; কিন্তু উপরোক্ত ভাবে ব্যবহৃত হইলে উহার অর্থ শপথ, সাক্ষ্য বা সাক্ষী হইয়া থাকে। সুতরাং আমরা উহার অনুবাদে ভাষা ও ভাবের প্রতি লক্ষ্য করিয়া সাধারণতঃ শেষোক্ত শব্দ-দ্বয়ই পরিগ্রহণ ও ব্যবহার করিয়াছি।—কোঃ ৩৭—১ দ্রষ্টব্য।

আরবের অবিশ্বাসী এবং অংশীবাদী হইলেও শপথের উপর তাহাদের অত্যন্ত দৃঢ়বিশ্বাস ছিল। তাহারা ধারণা করিত যে, শপথ বা সাক্ষী করিয়া কেহ কখনও মিথ্যা কথা বলিতে পারে না।

لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ ○ ٥- أَفَنَضْرِبُ
عَنكُمُ الذِّكْرَ صَفْحًا أَن كُنتُمْ قَوْمًا
مُّسْرِفِينَ ○ ٦- وَكَمْ أَرْسَلْنَا
مِن نَّبِيٍّ فِي الْأَوَّلِينَ ○ ٧- وَمَا
يَأْتِيهِم مِّن نَّبِيٍّ إِلَّا كَانُوا بِهِ
يَسْتَهْزِءُونَ ○ ٨- فَأَهْلَكْنَا أَشَدَّ
مِنْهُم بَطْشًا وَمَضَىٰ مَثَلُ
الْأَوَّلِينَ ○ ٩- وَلَئِن سَأَلْتَهُم

রহিয়াছে—যাহা সমুন্নত বিজ্ঞানময়।
৫। তবে কি আমি তোমাদিগ হইতে
ঐ সদুপদেশ প্রত্যাহার করিয়া লইব,
যেহেতু তোমরা অপচারী সম্প্রদায়?
৬। এবং পূর্ব্ববর্ত্তীদিগের মধ্যে আমি
কত নবী প্রেরণ করিয়াছি। ৭। এবং
এতদ্ব্যতীত তাহাদের মধ্যে কোন নবী
আগমন করে নাই যে, তাহারা উহাদের
সহিত উপহাস-বিদ্রূপ করিয়াছিল।
৮। অনন্তর আমি তাহাদের মধ্যে
অধিকতর শক্তিধরদিগকে ধ্বংস করিয়া-
ছিলাম এবং প্রাথমিকদিগের দৃষ্টান্ত
অতীত হইয়া গিয়াছে। ৯। এবং যদি
তুমি তাহাদিগকেই জিজ্ঞাসা কর যে,

তাহাদের সেই ধারণা অনুসারে আল্লাহতা'লা এস্থলে স্বর্গীয় কোরান শরিফকে সাক্ষী করিয়া বলিতেছেন যে, হে অজ্ঞ আরববাসী, আমি স্বীয় অনুগ্রহে আমার প্রিয়তম রসুলকে তোমাদের মধ্যে প্রেরণ করিয়া তোমাদের বুঝিবার জন্যই বিশুদ্ধ আরবী ভাষায় এই গ্রন্থ অবতীর্ণ করিয়াছি। ইহা কোন কবির কল্পনা বা নূতন রচনা নহে; বরং এই স্বর্গীয় প্রত্যাদেশ সমূহ আমারই পবিত্র বাণীর প্রতিধ্বনি এবং ইহার মূল-সূত্র আমারই নিকট সমুন্নত বিজ্ঞানময় 'উম্মুল কেতাব' অর্থাৎ 'লওহ-মহফুজ' নামক সুরক্ষিত স্মৃতি-ফলক বা মূল-গ্রন্থাধারে লিপিবদ্ধ ও সংরক্ষিত রহিয়াছে। সুতরাং ইহার বাণী ও ভবিষ্যদ্বাণী কখনই ব্যর্থ হইবে না এবং অন্যান্য ধর্ম্মগ্রন্থের ন্যায় ইহা কখনই বিলুপ্ত অথবা পরিবর্ত্তিত হইতে পারিবে না।

৫—৮। আল্লাহতা'লা আরও বলিতেছেন—হে অবিশ্বাসী সম্প্রদায়, তোমাদের অনাচার, অপচার ও দুষ্কার্য্যের জন্য আমি কি তোমাদের মধ্য হইতে আমার এই অনুগ্রহের দান প্রত্যাহার করিয়া লইব? কিন্তু আমি চিরদিনই মানুষের প্রতি এইরূপ অনুগ্রহ করিয়া আসিয়াছি এবং পূর্ব্ববর্ত্তী অবাধ্য সম্প্রদায় সমূহের মধ্যেও এইরূপ ভাবে বহু নবী প্রেরণ করিয়াছি। ঐ সকল সম্প্রদায়ও তোমাদের ন্যায় আমার সেই সকল রসুলকে উপহাস ও অগ্রাহ্য করিয়াছিল। ফলে ঐ ধর্ম্মদ্রোহিতা ও দুষ্কার্য্যের জন্য আমি তাহাদের প্রধানতম নেতৃস্থানীয় পরিচালকদিগকে এবং তাহাদের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা পরাক্রান্ত ও শক্তিশালী ব্যক্তিদিগকে সমূলে ধ্বংস করিয়াছিলাম। ধর্ম্মদ্রোহিতার শাস্তি এবং আমার প্রেরিত রসুলগণের সহিত উপহাস বিদ্রূপ করার প্রতিফল সম্বন্ধে এইরূপ বহু দৃষ্টান্ত অতীত হইয়া গিয়াছে। সুতরাং তোমরাও যদি সংযত ও সতর্ক হইয়া সত্য-ধর্ম্ম গ্রহণ এবং আমার রসুলের সহিত সদ্ব্যবহার না কর, তবে তোমাদিগকেও শাস্তি ও লাঞ্ছনা ভোগ করিতে হইবে। কিন্তু আমার অনুগ্রহের দান এই কোরান শরিফ ও সত্য-ধর্ম্ম আমি কখনই প্রত্যাহার করিয়া লইব না। বরং তোমরা যদি এই অনাচার ও ধর্ম্মদ্রোহিতা পরিত্যাগ না কর, তবে তোমাদের পরিবর্ত্তে অন্য সম্প্রদায়কে উন্নীত করিয়া আমি তাহাদের দ্বারাই পৃথিবীতে সত্য-ধর্ম্ম সুপ্রতিষ্ঠিত এবং আমার ধর্ম্ম-রাজ্য সংস্থাপন করিব।

৯—১১। অনন্তর আল্লাহতা'লা বলিতেছেন—হে রসুল, তুমি যদি অবিশ্বাসীদিগকে জিজ্ঞাসা কর, তবে তাহারাও সাক্ষ্য প্রদান করিবে যে, সর্ব্বশক্তিমান আল্লাহতা'লাই এই বিশ্ব-জগতের

مَّنْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ
لَيَقُوْلُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيْزُ الْعَلِيْمُ ۙ
١٠- الَّذِيْ جَعَلَ لَكُمُ الْاَرْضَ مَهْدًا
وَّجَعَلَ لَكُمْ فِيْهَا سُبُلًا لَّعَلَّكُمْ
تَهْتَدُوْنَ ۚ ١١- وَالَّذِيْ نَزَّلَ مِنَ
السَّمَاۤءِ مَاۤءًۢ بِقَدَرٍ ۚ فَاَنْشَرْنَا بِهٖ بَلْدَةً
مَّيْتًا ۚ كَذٰلِكَ تُخْرَجُوْنَ ١٢- وَالَّذِيْ
خَلَقَ الْاَزْوَاجَ كُلَّهَا وَجَعَلَ لَكُمْ
مِّنَ الْفُلْكِ وَالْاَنْعَامِ مَا تَرْكَبُوْنَ ۙ
١٣- لِتَسْتَوٗا عَلٰى ظُهُوْرِهٖ ثُمَّ
تَذْكُرُوْا نِعْمَةَ رَبِّكُمْ اِذَا اسْتَوَيْتُمْ
عَلَيْهِ وَتَقُوْلُوْا سُبْحٰنَ الَّذِيْ سَخَّرَ
لَنَا هٰذَا وَمَا كُنَّا لَهٗ مُقْرِنِيْنَ ۙ
١٤- وَاِنَّاۤ اِلٰى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُوْنَ ○

কে এই নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডল সৃষ্টি করিয়াছেন?—তাহারা অবশ্যই বলিবে যে, সেই পরাক্রান্ত মহাজ্ঞানীই ঐ সকল সৃষ্টি করিয়াছেন। ১০। তিনি পৃথিবীকে তোমাদের জন্য শয্যা করিয়াছেন এবং তন্মধ্যে তোমাদের জন্য পথ-সমূহ করিয়া দিয়াছেন—যেন তোমরা সুপথ-প্রাপ্ত হও। ১১। এবং তিনি আকাশ হইতে পরিমিত-রূপে বারি বর্ষণ করেন, তৎপর আমি তদ্দ্বারা মৃত দেশ সঞ্জীবিত করি; এইরূপেই তোমরা বহির্গত হইবে। ১২। এবং তিনি সমস্ত বিষয়ের যুগল সৃষ্টি করিয়াছেন এবং তোমাদের আরোহণের জন্য নৌকা ও চতুষ্পদ-সমূহ করিয়া দিয়াছেন; ১৩। যেন তোমরা উহাদের পৃষ্ঠোপরি আরোহণ কর; তৎপরে যখন তোমরা উহাদের উপর আরোহণ করিবে, তখন তোমাদের প্রতিপালকের অনুগ্রহ স্মরণ করিও এবং বলিও যে, তিনিই পবিত্রতম—যিনি ইহাকে আমাদের আয়ত্তাধীন করিয়াছেন এবং আমরা ঐরূপ করিতে সক্ষম নহি। ১৪। এবং নিশ্চয় আমরা স্বীয় প্রতিপালকের দিকে

একমাত্র সৃষ্টিকর্ত্তা প্রভু। অতএব তুমি অবিশ্বাসীদিগকে বলিয়া দাও যে, যে মহান্ আল্লাহতা'লা এই পৃথিবীতে মানবের জন্য শয্যা-স্বরূপ বিশ্রামাগার করিয়া দিয়াছেন এবং ধরাবক্ষে তাহাদের গমনা-গমনের জন্য বিভিন্ন প্রকার পথ-সমূহ সৃষ্টি করিয়াছেন এবং যিনি আকাশ হইতে বারি বর্ষণ করিয়া তাহাদের জন্য মৃতবৎ বিশুষ্ক ধরণীকে তরু-লতা, ফল-ফুল ও শস্য-সম্ভারে সুশোভিত ও সঞ্জীবিত করিয়া তুলেন, তিনিই মানব-জাতিকে ইহলৌকিক মৃত্যুর পর পরলোকে পুনর্জ্জীবিত করিবেন; তাঁহার অসাধ্য কিছুই নাই।

১২—১৪। আল্লাহতা'লা আরও বলিতেছেন যে, তিনি জীবের বংশবৃদ্ধি ও সুখ-শান্তির জন্য তাহাদের মধ্যে যুগল-রূপে পুরুষ ও স্ত্রী-জাতি সৃষ্টি করিয়াছেন এবং মানবের স্থলপথ ও জলপথে গমনা-গমনের জন্য চতুষ্পদ পশু ও বিভিন্ন প্রকার জলযান সৃষ্টি করিয়াছেন। ইহা সমস্তই তাঁহার অনুপম অনুগ্রহ। অতএব হে মানব, যখন তোমরা তাঁহার এই অনুগ্রহ-সম্পদ উপভোগ কর, তখন তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিয়া তদীয় মহিমা ও প্রশংসা কীর্ত্তন করিও এবং বলিও

প্রত্যাবর্ত্তনকারী। ১৫। এবং উহারা তাঁহার জন্য তদীয় দাসগণের মধ্য হইতে একাংশ নির্দ্ধারিত করিয়াছে; নিশ্চয়ই মানব প্রকাশ্য অকৃতজ্ঞ।

১৫. وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا ۚ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَكَفُورٌ مُبِينٌ ۚ

২য় রুকু—অংশীবাদিতা ও পৌত্তলিকতার প্রতিবাদ

১৬। তবে কি তিনি যাহা সৃষ্টি করিয়াছেন তাহা হইতে কন্যা-সমূহ গ্রহণ করিয়াছেন এবং তোমাদিগকে পুত্র-সমূহ মনোনীত করিয়া দিয়াছেন? ১৭। এবং যখন তাহাদের কাহাকেও উহার সংবাদ প্রদান করা হয়—যাহা সে সর্ব্বপ্রদাতার

১৬. أَمِ اتَّخَذَ مِمَّا يَخْلُقُ بَنَاتٍ وَأَصْفَاكُمْ بِالْبَنِينَ ۝١٦ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَٰنِ

যে, তাঁহার অসীম অনুগ্রহেই আমরা এই সকল সুখ-সম্পদের অধিকারী হইয়াছি এবং তাঁহারই দিকে আমাদের শেষ প্রত্যাবর্ত্তন।

১৫। এই আয়তে আল্লাহতা'লা বলিয়া দিতেছেন যে, অবিশ্বাসী মানবেরা এমনই অন্ধ ও অকৃতজ্ঞ যে, আমার অনুগ্রহের দান উপলব্ধি এবং স্বীকার করিয়াও তাহারা আমার দাসগণের মধ্য হইতে আমার অংশী নির্দ্ধারণ করিয়া লইয়াছে। ফলতঃ অংশীবাদী অবিশ্বাসীরা এইরূপ ভাবেই বিভ্রান্ত ও বিপথগামী হইয়া থাকে।

১৬। করুণাময় আল্লাহতা'লাই নর-নারী সৃষ্টি করিয়াছেন। সুতরাং মানবের পুত্র-কন্যা তাঁহারই অনুগ্রহের দান হইলেও পুত্র সন্তান যে কন্যা অপেক্ষা নানা গুণে শ্রেষ্ঠতর এবং পিতা-মাতার পক্ষে সবিশেষ স্পৃহনীয়; তাহা কিছুতেই অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও অজ্ঞানান্ধ আরবেরা কুসংস্কার বশে বলিত যে, স্বর্গের ফেরেশ্‌তাগণ ও মর্ত্তের দেবী-প্রতিমাগুলির সকলেই আল্লাহল্লাতা'লার প্রিয়তম কন্যা-সন্তান এবং সেই জন্যই আমরা তাহাদের পূজা উপাসনা করিয়া থাকি। বলা বাহুল্য, অংশীবাদী আরবদিগের ন্যায় জগতের অন্যান্য পৌত্তলিক সম্প্রদায় সমূহও সাধারণতঃ নারী-প্রতিমাপুঞ্জেরই পূজা-আরাধনা করে এবং তাহাদিগকেই 'আদ্যাশক্তি' বা সর্ব্বশক্তির মূলাধার বলিয়া থাকে। পক্ষান্তরে ঐ সকল দেবী-প্রতিমার পিতা, পতি, পুত্র অথবা পুরুষ প্রতিকৃতির পূজা-অর্চ্চনা করিবার প্রথা অতি অল্পই পরিদৃষ্ট হয়।

অবিশ্বাসী আরবদিগের ঐ অন্ধ-বিশ্বাস ও কুসংস্কারের বিরুদ্ধে আল্লাহতা'লা বলিতেছেন যে, হে অজ্ঞানান্ধ মূর্খের দল, আল্লাহতা'লা যদি সত্য-সত্যই সন্তান গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করিতেন, তবে তিনি জগদ্বাসীর প্রিয়তম ও স্পৃহনীয় পুত্র-সন্তানদিগের পরিবর্ত্তে তোমাদের কল্পিত স্বর্গের ফেরেশ্‌তা ও মর্ত্তের দেবী-রূপে শুধু কন্যা-সন্তানদিগকে পরিগ্রহণ করিবেন কেন? অথবা তিনি নিজের জন্য শুধু হীনতর কন্যা-সন্তান পরিগ্রহণ করিয়া শ্রেষ্ঠতর পুত্র সন্তানদিগকে কি কেবল তোমাদেরই জন্যই মনোনীত করিয়া দিয়াছেন? ফলতঃ তোমরা একবার ভাবিয়া দেখ যে, ইহা অপেক্ষা অজ্ঞতাসুলভ অযৌক্তির উক্তি আর কি হইতে পারে?

১৭। অনন্তর আল্লাহতা'লা বলিতেছেন যে, তোমরা আমার জন্য কন্যা-সন্তান যদি এতই স্পৃহনীয় ও প্রিয়তম বলিয়া মনে কর, তবে তোমরা নিজেদের বেলায় কন্যা-সন্তান এতদূর অপ্রিয় ও অকল্যাণকর মনে কর কেন।—এবং কি জন্যই বা কন্যা-সন্তানের জন্মের কথা শ্রবণ করিলে তোমাদের মুখমণ্ডল বিষাদে মলিন হইয়া যায়? আরবেরা কন্যা-সন্তান জন্মগ্রহণ করাকে অত্যন্ত অশুভ লক্ষণ ও অকল্যাণকর ঘটনা বলিয়া মনে করিত এবং এজন্য তাহারা অনেক সময়ে অতি নিষ্ঠুর ভাবে সদ্যজাত কন্য-সন্তানদিগকে হত্যা করিয়া ফেলিত! সেই বিষয়ের উল্লেখ করিয়াই

কন্যা অনুরূপ ভাবে স্থির করিয়াছিল, তখন তাহার মুখমণ্ডল কৃষ্ণবর্ণ হইয়া যায় এবং সে বিষণ্ণ হইয়া থাকে। ১৮। এই জন্যই কি তাহাকে অলঙ্কারের মধ্যে প্রতিপালন করা হয় এবং সে অপ্রকাশ্য কলহের মধ্যে অবস্থান করে? ১৯। এবং তাহারা সর্ব্বপ্রদাতার সেবক ফেরেশ্‌তা-গণকে নারী স্থির করিয়া লইয়াছে! তবে কি তাহারা উহাদের সৃষ্টিক্রিয়া প্রত্যক্ষ করিয়াছিল? তাহাদের উক্তি তখনই লিপিবদ্ধ করা হইবে এবং তাহারা জিজ্ঞাসিত হইবে। ২০। এবং তাহারা বলে—যদি সর্ব্বপ্রদাতা ইচ্ছা করিতেন তবে আমরা উহাদের উপাসনা করিতাম না; এতদ্‌সম্বন্ধে তাহাদের কোনই জ্ঞান নাই; তাহারা অনুমান ব্যতীত করে না। ২১। তবে কি আমি ইহার পূর্ব্বে তাহাদিগকে কোন গ্রন্থ প্রদান

مَثَلًا ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ ۝

١٨- أَوَمَن يُنَشَّؤُا فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ ۝

١٩- وَجَعَلُوا الْمَلٰٓئِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبٰدُ الرَّحْمٰنِ إِنٰثًا ۚ أَشَهِدُوا خَلْقَهُمْ ۚ سَتُكْتَبُ شَهٰدَتُهُمْ وَيُسْـَٔلُونَ ۝

٢٠- وَقَالُوا لَوْ شَاءَ الرَّحْمٰنُ مَا عَبَدْنٰهُم ۗ مَا لَهُم بِذٰلِكَ مِنْ عِلْمٍ ۖ إِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ ۝

٢١- أَمْ اٰتَيْنٰهُمْ كِتٰبًا مِّن قَبْلِهِ

আল্লাহতা'লা এস্থলে অবিশ্বাসীদের উক্তির অযৌক্তিকতা প্রমাণ করিয়া দিয়াছেন। প্রকৃত পক্ষে এতদ্দ্বারা কন্যা-সন্তানের প্রতি কোনরূপ অবজ্ঞা বা হীনতার ভাব আদৌ প্রকাশিত হয় নাই।

১৮। তফ্‌সীরকারগণ এই আয়তের বিভিন্নরূপ মর্ম্ম পরিগ্রহণ করিয়াছেন। কাহারও মতে আল্লাহতা'লা বলিতেছেন যে, এই জন্যই কি তোমরা কন্যা-সন্তানদিগকে নানারূপ অলঙ্কারে বিভূষিত করিয়া প্রতিপালন কর এবং তাহারা অন্তঃপুরে, অপ্রকাশ্য কলহ-বিবাহের মধ্যে অবস্থান করে? অর্থাৎ তাহারা এমনই অবলা ও অক্ষম যে, প্রকাশ্যভাবে ঝগড়া-কলহ করিবার অথবা স্পষ্টরূপে কথা বলিবার শক্তিও তাহাদের নাই। মতান্তরে এই আয়তে অবিশ্বাসীদিগের সম্পূজিত দেবী-প্রতিমাপুঞ্জের প্রতিই ইঙ্গিত করা হইয়াছে। আয়তের মর্ম্ম এই যে, তোমরা 'শক্তিরূপিণী' মনে করিয়া যে সকল দেবী-প্রতিমাকে নানারূপ অলঙ্কারে সাজাইয়া রাখিয়াছ, সেগুলির ত প্রকাশ্যভাবে কথা বলিবারও কোনরূপ শক্তি-সামর্থ্য নাই। পবিত্র কোরান শরিফের অন্যান্য স্থানেও পৌত্তলিকতার অসারতা এবং প্রতিমাপুঞ্জের অক্ষমতা সম্বন্ধে অনুরূপ যুক্তি সমূহ প্রদর্শিত হইয়াছে।—কোঃ ২০—৮৯ ও ২১—৭৩ দ্রষ্টব্য।

১৯। যাহারা স্বর্গীয় ফেরেশ্‌তাগণকে আল্লাহতা'লার কন্যা ও নারী বলিয়া ধারণা করে, আল্লাহতা'লা বলিতেছেন যে, তাহারা কি ঐ সকল ফেরেশ্‌তার সৃষ্টিক্রিয়া প্রত্যক্ষ করিয়াছে? তাহাদের এই অসঙ্গত উক্তি ও অলীক কল্পনার জন্য পরকালে তাহাদিগকে অত্যন্ত কঠিন জবাবদিহি করিতে হইবে।

২০—২২। অবিশ্বাসীরা আরও বলিত যে, যদি আল্লাহতা'লা ইচ্ছা করিতেন, তবে নিশ্চয়ই আমরা ঐ সকল দেবী-প্রতিমার পূজা-উপাসনা করিতাম না। আল্লাহতা'লা বলিতেছেন যে, ইহাও তাহাদের অযৌক্তিক ভ্রান্ত-কল্পনা মাত্র। আমি কি ইহার পূর্ব্বে তাহাদিগকে এরূপ কোন গ্রন্থ প্রদান করিয়া প্রতিমা-পূজার জন্য আদেশ করিয়াছি যে, তাহারা তদনুসারে ঐ সকল অবৈধ কার্য্য করিতেছে? বরং তাহারা ত বলিয়া থাকে যে, পূর্ব্বপুরুষদিগের পদাঙ্ক অনুসরণ

مُسْتَمْسِكُوْنَ ○ ٢٢ - بَلْ
قَالُوْٓا اِنَّا وَجَدْنَآ اٰبَآءَنَا عَلٰٓى اُمَّةٍ
وَّاِنَّا عَلٰٓى اٰثٰرِهِمْ مُّهْتَدُوْنَ ○
٢٣ - وَكَذٰلِكَ مَآ اَرْسَلْنَا مِنْ
قَبْلِكَ فِيْ قَرْيَةٍ مِّنْ نَّذِيْرٍ اِلَّا قَالَ
مُتْرَفُوْهَآ اِنَّا وَجَدْنَآ اٰبَآءَنَا عَلٰٓى
اُمَّةٍ وَّاِنَّا عَلٰٓى اٰثٰرِهِمْ مُّقْتَدُوْنَ ○
٢٤ - قٰلَ اَوَلَوْ جِئْتُكُمْ بِاَهْدٰى مِمَّا
وَجَدْتُّمْ عَلَيْهِ اٰبَآءَكُمْ ط قَالُوْٓا اِنَّا
بِمَآ اُرْسِلْتُمْ بِهٖ كٰفِرُوْنَ ○
٢٥ - فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَانْظُرْ كَيْفَ
كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِيْنَ ع

করিয়াছি যে, পরে উহারা তাহা দৃঢ়রূপে ধারণ করিয়াছে ?
২২। বরং তাহারা বলে যে. নিশ্চয় আমরা স্বীয় পিতৃপুরুষদিগকে একই ধর্ম্ম সম্প্রদায়ের উপর প্রাপ্ত হইয়াছি এবং নিশ্চয় আমরা তাহাদেরই পদাঙ্ক অনুসরণ করিতেছি।
২৩। এবং এইরূপে আমি তোমার পূর্ব্বে এতদ্ব্যতীত কোন জনপদে ভয় প্রদর্শক প্রেরণ করি নাই যে, উহার সম্পদশালীরা বলিয়াছিল—নিশ্চয় আমরা স্বীয় পিতৃপুরুষদিগকে একই ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ের উপর প্রাপ্ত হইয়াছি এবং নিশ্চয় আমরা তাহাদেরই পদাঙ্ক অনুসরণ করিতেছি।
২৪। সে বলিয়াছিল—তোমরা স্বীয় পিতৃ-পুরুষদিগকে যদুপরি প্রাপ্ত হইয়াছ, যদি আমি তোমাদের নিকট তদপেক্ষা সুপথ আনয়ন করি ? তাহারা বলিয়াছিল—নিশ্চয় তুমি যৎসহ প্রেরিত হইয়াছ আমরা তাহাতে অবিশ্বাসী।
২৫। অতএব আমি তাহাদিগ হইতে প্রতিশোধ গ্রহণ করিয়াছিলাম ; ফলতঃ তুমি লক্ষ্য কর যে, অসত্যবাদীদিগের পরিণাম কিরূপ হইয়াছিল !

করিয়াই আমরা এই সকল পূজা-অর্চ্চনা করিতেছি। কিন্তু তাহাদের ভ্রান্ত পূর্ব্বপুরুষেরা কি[illegible] কোথা হইতে ঐ সকল পাপ-প্রথার অনুসরণ করিয়াছে, তাহা কি তাহারা অনুসন্ধান করি[illegible] দেখিয়াছে ? ফলতঃ অবিশ্বাসীদের এই সকল অলীক যুক্তি ও অসঙ্গত উক্তি পরিণামে তাহাদে[illegible] কোনই কাজে আসিবে না।

২৩—২৪। আল্লাহতা'লা আরও বলিতেছেন—শুধু আরবের অবিশ্বাসীরাই নহে, [illegible] ইহাদের পূর্ব্বেও আমি যে সকল অবিশ্বাসী সম্প্রদায়ের নিকট আমার রসুলগণকে প্রেরণ করিয়া[illegible] ছিলাম—তাহাদের নেতৃস্থানীয় ধনী এবং সম্পদশালী ব্যক্তিরাও এইরূপ বলিত যে, আম[illegible] আমাদের পিতৃপুরুষদিগেরই পদাঙ্ক অনুসরণ করিতেছি। আমার রসুলগণ যখন তাহাদিগ[illegible] বলিত যে, আমরা তোমাদের পূর্ব্বপুরুষদিগের অবলম্বিত ভ্রান্ত ধর্ম্মের পরিবর্ত্তে যে সত্যধর্ম [illegible] সুপথ তোমাদের নিকট আনয়ন করিয়াছি, নিজেদের মুক্তি ও কল্যাণের জন্য তোমরা তাহারই অনুসরণ কর—তখন তাহারা বিনা বিচারেই বলিত যে, তোমরা যে ধর্ম্ম আনয়ন করিয়াছ, আমরা তাহা সম্পূর্ণ অবিশ্বাস ও অগ্রাহ্য করিতেছি ; আমরা কখনই উহার অনুসরণ করিব না।

২৫। অতঃপর আল্লাহতা'লা বলিতেছেন—হে রসুল, এইরূপ অবিশ্বাস ও অবাধ্যতার জন্য আমি তাহাদের উপর পূর্ণ প্রতিশোধ গ্রহণ করিয়াছিলাম এবং তাহাদিগকে অতি শোচনী[illegible]

৩য় রুকু—নবুয়তের মর্য্যাদা ও ধন-সম্পদের অসারতা

২৬। এবং যখন এবরাহিম তাহার পিতা ও তদীয় সম্প্রদায়কে বলিয়াছিল, তোমরা যাহার উপাসনা করিতেছ নিশ্চয় আমি তাহাতে বীতশ্রদ্ধ;—২৭। কিন্তু যিনি আমাকে সৃষ্টি করিয়াছেন তদ্ব্যতীত; অতঃপর তিনি অবশ্যই আমাকে পথ-প্রদর্শন করিবেন। ২৮। এবং তিনি তাঁহার পরবর্ত্তীদিগের সম্বন্ধে একটি বাক্য পরিত্যাগ করিয়াছিলেন—যেন তাহারা উহাতে প্রত্যাবর্ত্তিত ও তাহার পূর্ব্বপুরুষদিগকে সুফল প্রদান করিয়া-ছিলাম—এমন কি, তাহাদের নিকট সেই সত্য এবং সুবিবৃতকারী রসুল আগমন করিয়াছে। ৩০। এবং যখন তাহাদের

٢٦- وَإِذْ قَالَ إِبْرٰهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِۦٓ
إِنَّنِى بَرَآءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ ۙ
٢٧- إِلَّا ٱلَّذِى فَطَرَنِى فَإِنَّهُۥ
سَيَهْدِينِ ○ ٢٨- وَجَعَلَهَا كَلِمَةًۢ
بَاقِيَةً فِى عَقِبِهِۦ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ○
٢٩- بَلْ مَتَّعْتُ هٰٓؤُلَآءِ وَءَابَآءَهُمْ
حَتّٰى جَآءَهُمُ ٱلْحَقُّ وَرَسُولٌ
مُّبِينٌ ○ ٣٠- وَلَمَّا جَآءَهُمُ

পরিণাম উপভোগ করিতে হইয়াছিল। সুতরাং আরবের অবিশ্বাসীরাও যদি সংযত ও সতর্ক হইয়া সত্যধর্ম্ম গ্রহণ না করে, তবে তাহাদিগকেও সেইরূপ শাস্তি ও লাঞ্ছনা ভোগ করিয়া নরকগামী হইতে হইবে।

২৬—২৭। এই দুইটী আয়তে আল্লাহতা'লা হজরত এবরাহিম ও তাঁহার সমসাময়িক পৌত্তলিক সম্প্রদায়ের প্রসঙ্গ উল্লেখ করিয়া আরবের পৌত্তলিকদিগকে সতর্ক করিতেছেন। হজরত এবরাহিম তাঁহার পিতা ও তৎকালীন পৌত্তলিক সম্প্রদায়কে বলিয়াছিলেন যে, তোমরা পূর্ব্বপুরুষের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া যে সমস্ত দেব-দেবী ও প্রস্তর-প্রতিমার পূজা করিতেছ, আমি তাহাদিগকে অন্তরের সহিত ঘৃণা করি। কারণ তাহাদের কোনই শক্তি-সামর্থ্য নাই। পক্ষান্তরে আমার সর্ব্বশক্তিমান আল্লাহতা'লা আমাকে অবশ্যই সত্য-ধর্ম্ম ও সুপথ প্রদর্শন করিবেন।

২৮। অনন্তর আল্লাহতা'লা বলিতেছেন যে, আমার নবী এবরাহিম তাঁহার পরবর্ত্তী বংশধর-দিগের অনুসরণের জন্য একটি মাত্র মহান্ বাক্য রাখিয়া গিয়াছেন—উহা 'তওহিদ' বা একত্ববাদ অথবা কলেমা 'লা-এলাহা ইল্লাল্লাহ' অর্থাৎ—আল্লাহ ভিন্ন আর কোনই উপাস্য নাই।

২৯। হজরত এবরাহিমের ঐ বাক্য অনুসরণের ফলে তাঁহার বংশধরগণের মধ্যে অনেকেই উচ্চতর মর্য্যাদা ও অশেষ কল্যাণের অধিকারী হইয়াছিলেন। তাঁহাদের অনেকে 'নবুওয়তে'র গৌরব ও সাম্রাজ্যের অধিকারী হইয়া সত্যধর্ম্ম প্রচার ও স্বজাতির কল্যাণ সাধন করিয়াছিলেন। সুতরাং আরবেরাও যখন তাঁহার বংশধর বলিয়া দাবী করে, তখন তাহাদের মহামান্য পূর্ব্বপুরুষ হজরত এবরাহিম তাহাদের জন্য যে পবিত্র বাক্য রাখিয়া গিয়াছেন এবং তাঁহার প্রার্থনা ও প্রতিশ্রুতি অনুসারে তাহাদের মধ্যে যে মহান্ রসুল আগমন করিয়াছেন, তাঁহার অনুসরণ করা তাহাদের পক্ষে একান্ত কর্ত্তব্য।

৩০—৩১। এই দুইটী আয়তে আল্লাহতা'লা বলিতেছেন যে, নবীবর এবরাহিমের প্রার্থনা ও অঙ্গীকার অনুযায়ী তাহার সেই বাক্য লইয়া আমার প্রিয়তম রসুল আরববাসীদিগের মধ্যে আবির্ভূত হওয়ায় এখন তাহারা বলিতেছে যে, ইহা ত যাদু বিদ্যা মাত্র এবং আমরা উহা বিশ্বাস

الْحَقُّ قَالُوْا هٰذَا سِحْرٌ وَّاِنَّا بِهٖ
كٰفِرُوْنَ ۝ ٣١- وَقَالُوْا لَوْلَا نُزِّلَ
هٰذَا الْقُرْاٰنُ عَلٰى رَجُلٍ مِّنَ
الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيْمٍ ۝ ٣٢- اَهُمْ
يَقْسِمُوْنَ رَحْمَتَ رَبِّكَ ؕ نَحْنُ
قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَّعِيْشَتَهُمْ فِي الْحَيٰوةِ
الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ
دَرَجٰتٍ لِّيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا
سُخْرِيًّا ؕ وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ
مِّمَّا يَجْمَعُوْنَ ۝ ٣٣- وَلَوْلَآ
اَنْ يَّكُوْنَ النَّاسُ اُمَّةً وَّاحِدَةً

নিকট সত্য উপস্থিত হইয়াছিল, তাহারা
বলিয়াছিল—ইহা ত যাদুক্রিয়া এবং
নিশ্চয় আমরা তৎসম্বন্ধে অবিশ্বাসী।
৩১। এবং তাহারা বলিয়াছিল—এই
কোরান কেন এই দুই নগরীর মধ্যে
কোন প্রধান ব্যক্তির প্রতি অবতীর্ণ হয়
নাই? তাহারা কি তোমার প্রতি-
পালকের অনুগ্রহ বিভাগ করিয়া
লইতেছে? আমি এই পার্থিব জীবনেই
তাহাদের মধ্যে তাহাদের উপজীবিকা
বিভক্ত করিয়া থাকি, এবং আমি
তাহাদের কাহাকেও কাহার উপর পদ-
মর্য্যাদায় উন্নীত করি—যেন তাহাদের
মধ্যে একে অন্যকে আয়ত্তাধীন করিতে
পারে; এবং তাহারা যাহা সংগ্রহ
করিতেছে, তদপেক্ষা তোমার প্রতি-
পালকের অনুগ্রহ শ্রেষ্ঠতর। ৩৩। এবং
যদি ইহা না হইয়া সমস্ত মানব একই
মণ্ডলী হইত, তবে নিশ্চয় যাহারা

করি না। তাহারা আরও বলিতেছে যে, তবে এই কোরান আরবের প্রধান দুই শহর—মক্কা ও তায়েফের কোন নেতৃস্থানীয় প্রধান ব্যক্তির উপর অবতীর্ণ হইল না কেন? অজ্ঞ ও অবিশ্বাসী মানবের প্রকৃতিই এই যে, তাহারা পার্থিব ধন-সম্পদ এবং উহার অধিকারীকেই সর্ব্বাপেক্ষা বড় বলিয়া ধারণা করে; তাহাদের চোখে ধর্ম্মপ্রাণতা, মহানুভবতা, আদর্শ চরিত্র ও ঐশী-অনুগ্রহের কোনই মূল্য নাই! বলা বাহুল্য, এই কারণেই অবিশ্বাসীরা ঐরূপ উক্তি করিয়াছিল এবং ইহারই জন্য তাহারা অভিশপ্ত ও অধোগামী হইয়াছিল।

৩২। যে সকল অবিশ্বাসী বলিত যে, এই কোরান মক্কা ও তায়েফের সর্ব্বপ্রধান ধনী ও সম্পদশালী ব্যক্তির প্রতি অবতীর্ণ না হইয়া নির্ধন মোহাম্মদের (সঃ) প্রতি অবতীর্ণ হইল কেন? তাহাদের ঐ উক্তির উত্তরে আল্লাহতা'লা বলিতেছেন যে, পৃথিবীর কাজকর্ম্ম পরিচালনের জন্য একে যাহাতে অপরকে সাহায্য করিতে বাধ্য হয়, তজ্জন্যই আমি ধনী ও দরিদ্র সৃষ্টি করিয়াছি। সকলে ধনী ও সম্পদশালী হইলে কেহই কাহাকে সাহায্য করিত না এবং তাহার ফলে পৃথিবীর কাজকর্ম্ম সম্পূর্ণ অচল হইয়া পড়িত। কিন্তু পার্থিব ধন-সম্পদ আমার অনুগ্রহের দান হইলেও আমার আধ্যাত্মিক দান তাহা অপেক্ষা বহুগুণে শ্রেষ্ঠতর। সুতরাং মক্কা ও তায়েফের ধনীরা তোমাদের নিকট যতই বড় হউক না কেন, আমার নিকট আমার প্রিয়তম রসুল তাহাদের অপেক্ষা বহুগুণে সম্মানিত ও উচ্চ-মর্য্যাদাবিশিষ্ট। কারণ পার্থিব সম্পদ অপেক্ষা আধ্যাত্মিক ও নৈতিক সম্পদেই আমি শ্রেষ্ঠত্ব দান করিয়াছি।

৩৩—৩৫। এই তিনটী আয়তে আল্লাহতা'লা পার্থিব ধন-সম্পদের অসারতা ঘোষণা করিয়া স্পষ্ট ভাষায় বলিয়া দিতেছেন যে, যদি পার্থিব ধন-সম্পদের আকর্ষণ ও প্রলোভনে বিশ্বাসীগণের

সর্ব্বপ্রদাতা সম্বন্ধে অবিশ্বাস করে, আমি তাহাদের গৃহ-সমূহের ছাদ ও তদুপরি আরোহণের সিঁড়ি রৌপ্য-নির্ম্মিত করিতাম; ৩৪। এবং তাহাদের গৃহের দ্বার-সমূহ এবং পর্য্যাঙ্ক-সমুহও—যাহাতে তাহারা এলায়িত থাকিবে;—৩৫। এবং স্বর্ণেরও; এবং এই সমস্তই পার্থিব জীবনের সম্পদ মাত্র; এবং সংযমীদিগের জন্য পরকালে তোমার প্রতিপালকের নিকট রহিয়াছে।

لَّجَعَلْنَا لِمَن يَكْفُرُ بِالرَّحْمَٰنِ
لِبُيُوتِهِمْ سُقُفًا مِّن فِضَّةٍ وَمَعَارِجَ
عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ ۝ ٣٤- وَلِبُيُوتِهِمْ
أَبْوَابًا وَسُرُرًا عَلَيْهَا يَتَّكِئُونَ ۝
٣٥- وَزُخْرُفًا ۚ وَإِن كُلُّ ذَٰلِكَ
لَمَّا مَتَاعُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ۚ وَالْآخِرَةُ
عِندَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ ۝

৪র্থ রুকু—অবিশ্বাসীদের পতন ও পরাজয়ের ভবিষ্যদ্বাণী

৩৬। এবং যে সর্ব্বপ্রদাতার স্মরণে শৈথিল্য প্রকাশ করে, আমি তাহার জন্য একটি শয়তান নিযুক্ত করি; ফলতঃ সে তাহার জন্য সঙ্গী হইয়া থাকে। ৩৭। এবং নিশ্চয় উহারা তাহাদিগকে সুপথ হইতে প্রতিরোধ করে এবং

٣٦- وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَٰنِ
نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَٰنًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ ۝
٣٧- وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ

বিভ্রান্ত হইবার আশঙ্কা না থাকিত, তবে অবিশ্বাসীদিগকে আমি এত ধন-সম্পদ দান করিতাম যে, তাহাদের বহুতল-বিশিষ্ট প্রাসাদ-সমূহ, তদুপরি আরোহণের সিড়ি এবং উহার দ্বার ও গবাক্ষ সমূহ রৌপ্য নির্ম্মিত হইত এবং তদভ্যন্তরে স্বর্ণ ও রৌপ্য নির্ম্মিত পর্য্যাঙ্ক-সমূহ তাহারা এলায়িতভাবে অবস্থান করিয়া বিভিন্ন প্রকার আয়েশ-আরাম উপভোগ করিত। কিন্তু ইহা সমস্তই পার্থিব জীবনের ক্ষণস্থায়ী সম্পদ-মাত্র; পরলোকে অথবা আল্লাহতা'লার নিকট উহার কোনই মূল্য নাই। পক্ষান্তরে বিশ্বাসী ও সংযমীদিগের জন্য পরলোকে যে অফুরন্ত সুখ-সম্পদ ও ভোগ বিলাসের ব্যবস্থা রহিয়াছে, তাহা ইহা অপেক্ষা বহুগুণে শ্রেষ্ঠতর ও চিরস্থায়ী। সুতরাং বিশ্বাসীরা পার্থিব জীবনে অবিশ্বাসীদের ন্যায় ধন-সম্পদের অধিকারী না হইলেও তাহাদের পক্ষে দুঃখ অথবা পশ্চাতাপের কোনই হেতু নাই। কারণ তাহারা পরলোকে উহা অপেক্ষা বহুগুণ সুখ-সম্পদ ও আয়েশ-আরাম উপভোগের অধিকারী হইবে।

হাদিস শরীফে বর্ণিত হইয়াছে যে, হজরত রসুলোল্লাহ বলিয়াছেন—"যদি আল্লাহতা'লার নিকট পার্থিব ধন-সম্পদের মূল্য একটি ক্ষুদ্র মক্ষিকার পালকের তুল্যও হইত, তবে অবিশ্বাসীরা পৃথিবীতে এক বিন্দু পানিও প্রাপ্ত হইত না।" তিনি আরও বলিয়াছেন—"রোগীকে যেমন কুপথ্য বা পানীয় হইতে প্রতিরোধ করা হয়, আল্লাহতা'লা বিশ্বাসীদিগকে পৃথিবীর ধন-সম্পদ ও উহার আকর্ষণ হইতে সেইরূপ ভাবেই প্রতিরোধ করিয়া থাকেন"—সহি তেরমিজী।

৩৬—৩৭। এই দুইটী আয়তে আল্লাহতা'লা বলিতেছেন যে, যাহারা পৃথিবীর ধন-সম্পদে আকৃষ্ট এবং সুখ-সম্ভোগে প্রমত্ত হইয়া আল্লাহতা'লাকে বিস্মৃত হয়, পাপাত্মা শয়তান অথবা কুসঙ্গী

তাহারা ধারণা করে যে, নিশ্চয় তাহারা সুপথ প্রাপ্ত হইবে। ৩৮। এমন কি সে যখন আমার নিকট আসিবে তখন বলিবে যে, যদি আমার মধ্যে ও তোমার মধ্যে পূর্ব্ব-পশ্চিমে ব্যবধান হইত! অতএব কি নিকৃষ্টতর সঙ্গী! ৩৯। এবং যখন তোমরা অত্যাচার করিয়াছ, তখন আজ তোমরা কখনই সুফল পাইবে না; যেহেতু শাস্তির মধ্যে তোমরা অংশীদার রহিয়াছ। ৪০। তবে কি তুমি বধিরকে শ্রবণ করাইতে অথবা অন্ধকে পথ-প্রদর্শন করিতে চাও এবং যে প্রকাশ্য ভ্রান্তির মধ্যে রহিয়াছে? ৪১। কিন্তু যদি আমি তোমাকে লইয়াও যাই, তথাপি আমি তাহাদিগ হইতে প্রতিশোধ গ্রহণ করিব। ৪২। অথবা আমি তাহাদিগকে

وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُم مُّهْتَدُونَ ○
٣٨- حَتَّىٰ إِذَا جَاءَنَا قَالَ يٰلَيْتَ
بَيْنِي وَبَيْنَكَ بُعْدَ الْمَشْرِقَيْنِ
فَبِئْسَ الْقَرِينُ ○ ٣٩- وَلَن
يَّنفَعَكُمُ الْيَوْمَ إِذ ظَّلَمْتُمْ أَنَّكُمْ فِي
الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ ○ ٤٠- أَفَأَنتَ
تُسْمِعُ الصُّمَّ أَوْ تَهْدِي الْعُمْيَ
وَمَن كَانَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ○
٤١- فَإِمَّا نَذْهَبَنَّ بِكَ فَإِنَّا مِنْهُم
مُّنتَقِمُونَ ○ ٤٢- أَوْ نُرِيَنَّكَ

মানবেরা তাহাদের সঙ্গী হইয়া তাহাদিগকে সুপথ হইতে কুপথে পরিচালন করিয়া থাকে; কিন্তু তাহারা ধারণা করে যে, আমরা সুপথের উপরেই পরিচালিত হইতেছি।

৩৮—৩৯। **মশ্‌রেকায়েন**—শব্দের আভিধানিক অর্থ সূর্য্যোদয়ের স্থান অর্থাৎ পূর্ব্ব-দ্বয় হইলেও উহার ব্যবহারিক অর্থ পূর্ব্ব-পশ্চিম। এস্থলে আল্লাহতা'লা বলিতেছেন যে, যাহারা শয়তানের প্ররোচনায় আমাকে বিস্মৃত হইয়া শুধু ধন-সম্পদ উপার্জ্জন ও ভোগ-বিলাসে জীবন অতিবাহিত করিয়াছে, তাহারা যখন পরকালে আমার নিকট উপস্থিত হইয়া নিজেদের দুষ্কার্য্য ও উহার পরিণাম উপলব্ধি করিবে, তখন অনুতাপ করিয়া বলিবে, যে, ঐ অনিষ্টকর কুসঙ্গী বা অনুষ্ঠীত দুষ্কার্য্যের সহিত যদি আমার পূর্ব্ব-পশ্চিম অর্থাৎ পৃথিবীর এক প্রান্ত হইতে অন্য প্রান্ত পর্য্যন্ত ব্যবধান হইত, তবে আজ আমাকে কখনই এই শাস্তি ও লাঞ্ছনা ভোগ করিতে হইত না। কিন্তু আল্লাহতা'লা তখন তাহাদিগকে বলিবেন যে, এখন তোমাদের এই অনুতাপ কোনই ফল হইবে না; কারণ তোমাদিগকে আজ অবশ্যই ঐ শাস্তির অংশ গ্রহণ করিতে হইবে।

৪০—৪২। অনন্তর আল্লাহতা'লা হজরত রসুলোল্লাকে সান্ত্বনা দান করিয়া বলিতেছেন যে, হে রসুল,—যাহারা কর্ণ থাকিতেও বধির এবং চক্ষু থাকিতেও অন্ধ, তুমি সেই হতভাগ্য বিপথগামীদিগকে কখনই সুপথে আনিতে বা সদুপদেশ শ্রবণ করাইতে পারিবে না। অতএব এই অবিশ্বাস ও ধর্ম্মদ্রোহিতার জন্য আমি তাহাদিগকে এই পৃথিবীতেই যে সকল শাস্তি ও লাঞ্ছনার প্রতিশ্রুতি দিয়াছি, তাহা তোমার পার্থিব জীবনেই আমি তোমাকে প্রদর্শন করিব এবং আমার সমস্ত প্রতিশ্রুতি পূর্ণ হইবার পূর্ব্বেই যদি আমি তোমাকে এই পৃথিবী হইতে লইয়া যাই, তথাপি আমি এই অবাধ্যতার জন্য অবিশ্বাসীদিগের উপর পূর্ণ প্রতিশোধ গ্রহণ করিব। আমার অঙ্গীকৃত শাস্তি হইতে তাহারা কখনই পরিত্রাণ পাইবে না। বলা বাহুল্য, অবিশ্বাসীদের পতন ও পরাজয় এবং বিশ্বাসীবৃন্দের উন্নতি ও প্রতিষ্ঠার এই সকল প্রত্যক্ষ ভবিষ্যদ্বাণীর অধিকাংশ

যে প্রতিশ্রুতি দান করিয়াছিলাম তাহা আমি তোমাকে প্রদর্শন করিব; অতএব নিশ্চয় আমি তাহাদের উপর শক্তিমান।
৪৩। অতঃপর তোমার প্রতি যাহা প্রত্যাদেশ হইয়াছে তাহা দৃঢ়রূপে ধারণ কর; নিশ্চয় তুমি সরল পথের উপর রহিয়াছ।
৪৪। এবং নিশ্চয় ইহা তোমার জন্য ও তোমার সম্প্রদায়ের জন্য সদুপদেশ; এবং অচিরেই তোমরা জিজ্ঞাসিত হইবে।
৪৫। এবং আমি তোমার পূর্ব্বে আমার যে সকল রসুল প্রেরণ করিয়াছিলাম, তুমি তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা কর যে, আমি কি সর্ব্বপ্রদাতার পরিবর্ত্তে তাহাদের উপাসনার জন্য অন্য উপাস্য সৃষ্টি করিয়াছি ?

الَّذِيْ وَعَدْنٰهُمْ فَاِنَّا عَلَيْهِمْ
مُّقْتَدِرُوْنَ ۝ ٤٣- فَاسْتَمْسِكْ
بِالَّذِيْٓ اُوْحِيَ اِلَيْكَ ج اِنَّكَ عَلٰى
صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ۝ ٤٤- وَاِنَّهٗ
لَذِكْرٌ لَّكَ وَلِقَوْمِكَ ج وَسَوْفَ
تُسْـَٔلُوْنَ ۝ ٤٥- وَسْـَٔلْ مَنْ
اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُّسُلِنَآ
اَجَعَلْنَا مِنْ دُوْنِ الرَّحْمٰنِ اٰلِهَةً
يُّعْبَدُوْنَ ع

৫ম রুকু—হজরত মুসা ও ফেরাউনের প্রসঙ্গ

৪৬। এবং নিশ্চয়ই আমি আমার নিদর্শনাবলী সহ মুসাকে ফেরাউন ও তদীয় প্রধানগণের প্রতি প্রেরণ করিয়াছিলাম; অতঃপর সে বলিয়াছিল—নিশ্চয় আমি বিশ্ব-জগতের প্রতিপালকের প্রেরিত রসুল।
৪৭। কিন্তু যখন সে আমার নিদর্শনাবলী সহ তাহাদের নিকট আগমন করিয়াছিল, তখন তাহারা তৎপ্রতি

٤٦- وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا مُوْسٰى بِاٰيٰتِنَآ
اِلٰى فِرْعَوْنَ وَمَلَا۠ئِهٖ فَقَالَ اِنِّيْ
رَسُوْلُ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۝ ٤٧- فَلَمَّا
جَآءَهُمْ بِاٰيٰتِنَآ اِذَا هُمْ مِّنْهَا

হজরত রসুলোল্লার জীবনেই পূর্ণ হইয়াছিল। অবশিষ্টাংশ পূর্ণ হইয়াছিল—হজরত রসুলোল্লার তিরোধানের অব্যবহিত পরে—খোলাফায়ে রাশেদীনের সময়ে। পবিত্র কোরানের এই সকল ভবিষ্যদ্বাণীর সফলতার সাক্ষ্য জগতের ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লিখিত রহিয়াছে।

৪৩—৪৫। অতএব হে রসুল, তোমার প্রতি যে সকল স্বর্গীয় প্রত্যাদেশ অবতীর্ণ হইয়াছে, তুমি তাহা দৃঢ়রূপে ধারণ কর। নিশ্চয় ইহা তোমার ও তোমার অনুগামী বিশ্বাসী সম্প্রদায়ের জন্য অতি কল্যাণকর সদুপদেশ। তোমার পূর্ব্ববর্ত্তী রসুলগণও স্ব স্ব সম্প্রদায়কে এই শিক্ষাই প্রদান করিয়া গিয়াছেন এবং তাঁহার কখনও মানবদিগকে আল্লার পরিবর্ত্তে অন্য কোন অলীক উপাস্যের পূজা আরাধনা করিতে বলে নাই।

৪৬—৪৭। আল্লাহতা'লা হজরত মুসা এবং অহঙ্কারী ফেরাউন ও তাহার অবিশ্বাসী সম্প্রদায়ের প্রসঙ্গ উল্লেখ করিয়া আরবের অবিশ্বাসীদিগকে সতর্ক করিতেছেন। আয়তদ্বয়ের মর্ম্ম এই যে, তোমাদের নিকট আমি যেরূপ আমার প্রিয়তম রসুলকে প্রেরণ করিয়াছি, এইরূপ আমি ধর্মদ্রোহী ফেরাউন ও তাহার অবিশ্বাসী সম্প্রদায়ের প্রতি আমার অন্যতম নবী মুসাকে প্রেরণ

يَضْحَكُونَ ○ ٤٨- وَمَا نُرِيهِم مِّن
آيَةٍ إِلَّا هِيَ أَكْبَرُ مِنْ أُخْتِهَا ز
وَأَخَذْنَاهُم بِالْعَذَابِ لَعَلَّهُمْ
يَرْجِعُونَ ○ ٤٩- وَقَالُوا يَا أَيُّهَ
السَّاحِرُ ادْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ
عِندَكَ ج إِنَّنَا لَمُهْتَدُونَ ○
٥٠- فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِذَا
هُمْ يَنكُثُونَ ○ ٥١- وَنَادَىٰ
فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ قَالَ يَا قَوْمِ أَلَيْسَ
لِي مُلْكُ مِصْرَ وَهَٰذِهِ الْأَنْهَارُ
تَجْرِي مِن تَحْتِي ج أَفَلَا

উপহাস করিয়াছিল। ৪৮। এবং আমি
এতদ্ব্যতীত তাহাদিগকে কেনই নিদর্শন
প্রদর্শন করি নাই যে, ইহা তাহার
অনুরূপ হইতে বৃহত্তর ছিল; এবং আমি
তাহাদিগকে শাস্তি-সহ ধৃত করিয়াছিলাম,
যেন তাহারা প্রত্যাবর্ত্তিত হয়। ৪৯। এবং
তাহারা বলিয়াছিল—হে যাদুকর, তুমি
আমাদের জন্য তোমার প্রতিপালককে
আহ্বান কর—যেরূপ তিনি তোমার
সহিত অঙ্গীকার করিয়াছেন; নিশ্চয়
আমরা সুপথগামী হইব। ৫০। কিন্তু
যখন আমি তাহাদিগ হইতে শাস্তি
অপসারিত করিয়াছিলাম, তখন তাহারা
প্রতিশ্রুতি স্বীয় সম্প্রদায়ের মধ্যে ঘোষণা
করিয়া বলিয়াছিল—হে আমার সম্প্রদায়
মিসরের আধিপত্য কি আমার জন্য
নহে এবং স্রোতস্বিনী সমূহেরও—যাহা
আমার নিম্ন দিয়া প্রাবাহিত হইতেছে?

করিয়াছিলাম। কিন্তু তাহারাও তোমাদের ন্যায় আমার প্রেরিত নবী মূসাকে যাদুকর বলিয়া উপহাস ও অগ্রাহ্য করিয়াছিল।

৪৮—৪৯। অথচ আমি নবীবর মূসাকে যে সমস্ত অলৌকিক শক্তি প্রদান করিয়াছিলাম, তাহা অবিশ্বাসীদের অনুষ্ঠিত সমস্ত প্রধান প্রধান যাদুক্রিয়া হইতে বৃহত্তর ও বিস্ময়কর ছিল। কিন্তু তথাপি তাহারা নবীবর মূসাকে বিদ্রূপ করিয়া বলিয়াছিল যে, হে যাদুকর, তোমার প্রতিপালক আল্লাহ যে সমস্ত শাস্তি ও বিপদের প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন—তুমি তাহা আনয়ন কর; তাহা হইলে সত্যই আমরা তোমার আল্লার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করিব। তাহাদের এই অবিশ্বাস, অবাধ্যতা ও হঠকারিতার জন্য আমি তাহাদের উপর কঠিনতর শাস্তি সমূহ অবতীর্ণ করিয়াছিলাম এবং তাহাদিগকে সমুচিত শিক্ষা দিয়া সুপথে ফিরাইয়া আনিবার জন্য নানারূপ আপদ-বিপদে আচ্ছন্ন করিয়াছিলাম। তখন তাহারা বিপন্ন হইয়া বলিয়াছিল—হে মূসা, তোমার প্রতিপালকের নিকট প্রার্থনা করিয়া তুমি আমাদের এই সমস্ত দুঃখ-বিপদ দূরীভূত করিয়া দাও; তাহা হইলে নিশ্চয়ই আমরা তোমার অনুসরণ করিব।

৫০। অনন্তর আল্লাহতা'লা বলিতেছেন যে, অবিশ্বাসী ফেরাউনী সম্প্রদায়ের সকাতর প্রার্থনায় আমি যখন তাহাদের দুঃখ-বিপদ দূরীভূত করিয়াছিলাম, তখন তাহারা স্বীয় প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করিয়া পুনরায় ধর্ম্মদ্রোহিতা ও হঠকারিতা অবলম্বন করিয়াছিল।

৫১—৫৪। এই কয়েকটী আয়তে আল্লাহতা'লা ধর্ম্মদ্রোহী ফেরাউনের হঠকারিতার বিষয় বর্ণনা করিতেছেন। হজরত মূসার অসাধারণ অলৌকিক শক্তি দর্শনে যখন মিসরবাসীরা তৎপ্রতি অল্লাধিক আকৃষ্ট হইতেছিল, তখন ফেরাউন তাহাদের মধ্যে ঘোষণা করিয়া বলিয়াছিল যে,

তবে কি তোমরা লক্ষ্য করিতেছ না?
৫২। আমি কি উহার অপেক্ষা
শ্রেষ্ঠতর নহি—যে নিতান্ত নীচ? এবং
সে ত সুস্পষ্ট কথা বলিতেও সক্ষম নহে?
৫৩। অন্যথা তাহার প্রতি কেন স্বর্ণের
কঙ্কন নিক্ষিপ্ত নয় অথবা তাহার
সহিত অনুচর-রূপে কেন ফেরেশ্‌তাগণ
আগমন করে নাই? ৫৪। এইরূপে
সে স্বীয় সপ্রদায়কে প্রদমিত করিয়া-
ছিল; অতঃপর তাহারা তদীয় অনুগত
হইয়াছিল; নিশ্চয় তাহারা দুষ্কার্য্যকারী
সম্প্রদায় ছিল। ৫৫। অনন্তর যখন
তাহারা আমাকে ক্রোধান্বিত করিয়াছিল,
তখন আমি তাহাদিগ হইতে প্রতিশোধ
গ্রহণ করিয়াছিলাম, তৎপর আমি
তাহাদের সকলকেই নিমজ্জিত করিয়া-
ছিলাম। ৫৬। অতঃপর আমি তাহাদিগকে
পরবর্ত্তীদিগের জন্য অগ্রগামী ও দৃষ্টান্ত
করিয়াছিলাম।

تُبْصِرُوْنَ ۞ ৫২- اَمْ اَنَا خَيْرٌ مِّنْ
هٰذَا الَّذِيْ هُوَ مَهِيْنٌ ۵ وَّلَا يَكَادُ
يُبِيْنُ ۞ ৫৩- فَلَوْلَآ اُلْقِيَ عَلَيْهِ
اَسْوِرَةٌ مِّنْ ذَهَبٍ اَوْ جَآءَ مَعَهُ
الْمَلٰٓئِكَةُ مُقْتَرِنِيْنَ ۞ ৫৪- فَاسْتَخَفَّ
قَوْمَهُ فَاَطَاعُوْهُ ط اِنَّهُمْ كَانُوْا قَوْمًا
فٰسِقِيْنَ ۞ ৫৫- فَلَمَّآ اٰسَفُوْنَا انْتَقَمْنَا
مِنْهُمْ فَاَغْرَقْنٰهُمْ اَجْمَعِيْنَ ۞
৫৬- فَجَعَلْنٰهُمْ سَلَفًا وَّمَثَلًا
لِّلْاٰخِرِيْنَ ع

৬ষ্ঠ রুকু—হজরত ঈসা সম্বন্ধে অবিশ্বাসীদের ভ্রান্ত-ধারণা

৫৭। এবং যখন মরিয়ম-নন্দনের দৃষ্টান্ত
বর্ণনা করা হয় তখন তোমার সম্প্রদায়
উহাতে করধ্বনি করে। ৫৮। এবং তাহারা

وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا
اِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّوْنَ ۞ ৫৮- وَ

হে আমার সম্প্রদায়, আমিই সমগ্র মিসর দেশ এবং তাহার মধ্য দিয়া প্রবাহিত নদী সমূহের
একমাত্র অধিপতি প্রভু! মূসা ত আমাদের অধীন এসরাইল-বংশের এক নীচ ও অধম ব্যক্তি;
সে ত স্পষ্টভাবে কথাও বলিতে পারে না। পক্ষান্তরে আমি তাহার অপেক্ষা বহুগুণে শ্রেষ্ঠতর।
আমার বিপুল রাজ্য-ঐশ্বর্য্য কি তোমরা লক্ষ্য করিতেছ না? দীন-হীন মুসার কি আছে?
যদি সে সত্যই আল্লার রসূল হয়, তবে তাহার শ্রেষ্ঠত্বের নিদর্শন স্বরূপ স্বর্ণ কঙ্কন ও স্বর্ণালঙ্কার
নাই কেন এবং কেনই বা তাহার সহিত ফেরেশ্‌তারা আগমন করে নাই? অতএব নিশ্চয় সে
প্রবঞ্চনা করিতে আসিয়াছে; সুতরাং তোমরা কখনই তাহার কথা শুনিয়া তাহার অনুসরণ
করিও না। বলা বাহুল্য, ফেরাউন এইভাবেই স্বীয় সম্প্রদায়কে বশীভূত করিয়াছিল।

৫৫—৫৬। এইরূপে ধর্ম্মদ্রোহী ফেরাউন ও তাহার অবিশ্বাসী সম্প্রদায় পুনঃ পুনঃ প্রতিশ্রুতি
ভঙ্গ করিয়া যখন আমাকে অসন্তুষ্ট ও ক্রোধান্বিত করিয়াছিল, তখন আমি তাহাদের সকলকেই
লোহিত সাগরে নিমজ্জিত করিয়া সমূলে ধ্বংস করিয়াছিলাম এবং পরবর্ত্তী লোকদিগের জন্য
তাহাদিগকে অবিশ্বাস ও ধর্ম্মদ্রোহিতার শোচনীয় পরিণতির একটি দৃষ্টান্ত করিয়া দিয়াছিলাম।

৫৭—৫৮। অবিশ্বাসীদিগের আচরণ ও তাহাদের শোচনীয় পরিণতি সম্বন্ধে পবিত্র কোরান
শরিফের বহু স্থানে হজরত নূহ, হজরত এবরাহিম, হজরত মূসা ও হজরত ঈসা প্রমূখ পূর্ব্ববর্ত্তী

বলে যে, আমাদের উপাস্যই শ্রেষ্ঠতর অথবা সে? তাহারা বিতণ্ডা ব্যতীত তোমার নিকট উহা বিবৃত করে না; বরং তাহারা কলহকারী সম্প্রদায়। ৫৯। সে একজন দাস মাত্র—যাহার প্রতি আমি অনুগ্রহ করিয়াছিলাম এবং আমি তাহাকে এসরাইল-বংশীয়গণের জন্য দৃষ্টান্ত করিয়াছিলাম। ৬০। এবং যদি আমি ইচ্ছা করিতাম তবে নিশ্চয় আমি তোমাদের মধ্য হইতে ফেরেশ্‌তাদিগকে উদ্ভব করিতাম—যাহারা এই পৃথিবীতে

وَقَالُوْٓا ءَاٰلِهَتُنَا خَيْرٌ اَمْ هُوَ ط مَا
ضَرَبُوْهُ لَكَ اِلَّا جَدَلًا ط بَلْ هُمْ قَوْمٌ
خَصِمُوْنَ ○ ٥٩- اِنْ هُوَ اِلَّا عَبْدٌ
اَنْعَمْنَا عَلَيْهِ وَجَعَلْنٰهُ مَثَلًا لِّبَنِيْٓ
اِسْرَآءِيْلَ ط ٦٠- وَلَوْ نَشَآءُ لَجَعَلْنَا
مِنْكُمْ مَّلٰٓئِكَةً فِي الْاَرْضِ يَخْلُفُوْنَ ○

বিশিষ্ট নবীগণ এবং তাঁহাদের সমসাময়িক ধর্ম্মদ্রোহী সম্প্রদায় সমূহের প্রসঙ্গ বর্ণিত হইয়াছে। কিন্তু হজরত ঈসার প্রসঙ্গ বর্ণনা করিলেই আরবের অবিশ্বাসীরা করতালি দিয়া কলরব করিত এবং বলিত যে, পূর্ব্ববর্ত্তী সমস্ত নবীই মোহাম্মদের (দঃ) ন্যায় একেশ্বরবাদ ধর্ম্ম প্রচার করিয়াছেন, একথা কখনই সত্য নহে। কারণ এসরাইল বংশের নবী মরিয়ম-পুত্র ঈসার প্রচারিত ধর্ম অনুসারেই ত খ্রীষ্টানেরা ঈসাকে 'খোদা' বা 'খোদার বেটা খোদা' বলিয়া পূজা আরাধনা করে; কিন্তু মরিয়ম-পুত্র ঈসার পূজা করিলে যদি দোষ না হয়, তবে আমাদের উপাস্য দেব-দেবী ও ফেরেশ্‌তাগণের পূজা করিলেই বা দোষ হইবে কেন? মোহাম্মদের (সঃ) কোরানে যখন খ্রীষ্টানদিগের 'খোদা' মরিয়ম-নন্দন ঈসার নিন্দা করা হয় নাই—বরং তাঁহাকে অতি উচ্চ সম্মান ও উচ্চতম মর্য্যাদা প্রদান করা হইয়াছে, তখন আমাদের উপাস্যদিগকেই বা তদ্রূপ সম্মান ও মর্য্যাদা প্রদান করা হইবে না কেন? আমাদের উপাস্যগণের কেহই খ্রীষ্টানদিগের ঈসা অপেক্ষা নিকৃষ্ট নহে—বরং অনেক বিষয়ে শ্রেষ্ঠতর। সুতরাং মোহাম্মদের পক্ষে আমাদের উপাস্যগণের নিন্দা না করিয়া খ্রীষ্টানদিগের উপাস্য ঈসার ন্যায় তাহাদেরও প্রশংসা করা উচিত।

৫৯—৬০। অবিশ্বাসীদিগের উপরোক্ত উক্তি ও যুক্তির উত্তরে আল্লাহতা'লা পূর্ব্বোক্ত আয়ত-দ্বয়ের শেষাংশ হইতে আরম্ভ করিয়া আলোচ্য আয়ত-দ্বয়ে দৃঢ়তার সহিত বলিয়া দিতেছেন যে, হে রসুল, উহারা বৃথা বাক্‌বিতণ্ডা করিয়া তোমার সহিত অনর্থক কলহ করিতেছে মাত্র। আমার অন্যতম প্রেরিত রসুল মরিয়ম-নন্দন ঈসা কখনই 'খোদা' বা 'খোদার বেটা' নহে এবং সে কখনও নিজেকে 'খোদা বা 'খোদার বেটা খোদা' বলিয়া প্রচার করে নাই। সে ভ্রান্ত এসরাইল-সম্প্রদায়কে কখনও একথা বলে নাই যে, তোমরা আমার পূজা-আরাধনা কর। সে আমার একজন সৃষ্ট ও অনুগত দাস মাত্র। আমিই তাঁহাকে এসরাইল-বংশের জন্য আদর্শ নবী ও উত্তম দৃষ্টান্ত-রূপে প্রেরণ করিয়াছিলাম এবং আমিই অনুগ্রহ করিয়া তাহাকে নবুয়তের উচ্চতম মর্য্যাদা ও গৌরব দান করিয়াছিলাম। কিন্তু এসরাইল-বংশীয়রা শয়তানের প্ররোচনা এবং ভ্রান্তি বশেই তাঁহাকে 'খোদা বা খোদার বেটা খোদা' বলিয়া পূজা-আরাধনা করিতেছে। পক্ষান্তরে পৌত্তলিক-দিগের উপাস্য দেব-দেবী ও প্রতিমাপুঞ্জ না আমার প্রেরিত নবী ছিল—না তাহারা কোন সত্য-ধর্ম্ম প্রচার করিয়াছে; তাহাদের অনেকের কোন অস্তিত্বই ছিল না এবং অনেকে চরিত্রহীন, লম্পট, মদ্যপায়ী ও ভ্রান্ত-প্রতারক ছিল। সুতরাং আল্লার প্রেরিত রসুল—সত্যধর্ম্ম প্রচারক ও নিষ্কলঙ্ক চরিত্র মরিয়ম-নন্দন ঈসার সহিত তাহাদের কোন তুলনাই হইতে পারে না।

স্থলাভিষিক্ত হইত। ৬১। নিশ্চয় ইহা সেই সময়ের অভিব্যক্তি, অতএব উহাতে সন্দেহ করিও না এবং আমারই অনুসরণ কর; ইহাই সরল পন্থা। ৬২। এবং শয়তান যেন তোমাদিগকে প্রতিরোধ না করে; নিশ্চয় সে তোমাদের জন্য প্রকাশ্য শত্রু। ৬৩। এবং যখন ঈসা প্রকাশ্য নিদর্শনাবলী সহ আগমন করিয়া বলিয়াছিল যে, নিশ্চয় আমি তোমাদের নিকট বিজ্ঞান-সহ আগমন করিয়াছি এবং তোমরা যাহাতে মতভেদ করিতেছ, আমি যেন উহার কিয়দংশ তোমার সমক্ষে বিবৃত করি; অতএব তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং আমার অনুগত হও। ৬৪। নিশ্চয় আল্লাহ আমার প্রতিপালক ও তোমাদের প্রতিপালক, অতএব তাঁহার উপাসনা কর; ইহাই সরল পন্থা। ৬৫। কিন্তু তাহাদের মধ্য হইতে বিভিন্ন দল মতভেদ করিয়াছিল; অতএব

٦١- وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِّلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرُنَّ
بِهَا وَاتَّبِعُونِ ۚ هَٰذَا صِرَاطٌ
مُّسْتَقِيمٌ ○ ٦٢- وَلَا يَصُدَّنَّكُمُ
الشَّيْطَانُ ۖ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ○
٦٣- وَلَمَّا جَاءَ عِيسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ
قَالَ قَدْ جِئْتُكُم بِالْحِكْمَةِ وَلِأُبَيِّنَ
لَكُم بَعْضَ الَّذِي تَخْتَلِفُونَ فِيهِ ۖ
فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ ○ ٦٤- إِنَّ اللَّهَ
هُوَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ ۚ هَٰذَا
صِرَاطٌ مُّسْتَقِيمٌ ○ ٦٥- فَاخْتَلَفَ
الْأَحْزَابُ مِن بَيْنِهِمْ ۖ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ

অতএব হে রসুল, তুমি অবিশ্বাসীদিগকে বলিয়া দাও যে, যদি আমি ইচ্ছা করিতাম, তবে মানবদিগের মধ্য হইতেই ফেরেশ্‌তাদিগকে সৃষ্টি করিয়া তাহাদিগকে নবুয়তের স্থলাভিষিক্ত করিয়া দিতাম। কিন্তু আমার ইচ্ছা সেরূপ নহে বলিয়াই আমি মানবের জন্য ফেরেশ্‌তাদিগকে নবী বা রসুল-রূপে প্রেরণ করি নাই।

৬১—৬২। অনন্তর আল্লাহতা'লা বলিতেছেন—হে রসুল, তুমি অবিশ্বাসীদিগকে বলিয়া দাও যে, ইহা সেই সময়ের অভিব্যক্তি—যে সময় এসরাইল-বংশ হইতে নবুয়ত এসরাইল বংশে প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। হজরত ঈসাই এসরাইল-বংশের শেষ নবী; তাঁহার পরে এসরাইল-বংশে আর কোন নবী জন্মগ্রহণ করেন নাই এবং ভবিষ্যতেও করিবেন না। অতএব আমিই হজরত এবরাহিম হজরত মুসা ও হজরত ঈসার প্রতিশ্রুতি শেষ নবী; আল্লাহতা'লা জগদ্বাসীর জন্য অনুগ্রহ করিয়া আমাকে এসরাইল-বংশে প্রেরণ পূর্ব্বক নবুয়তের দ্বারা শেষ করিয়া দিয়াছেন। আমার পরে জগতে আর কোন রসুলই আগমন করিবেন না। সুতরাং তোমরা ইহাতে কোনরূপ সন্দেহ না করিয়া সরলভাবে আমার অনুসরণ কর। তোমরা শয়তানের প্ররোচনার মুক্তি ও কল্যাণের এই সহজ ও সরল পন্থা পরিত্যাগ করিয়া কখনই বিভ্রান্ত ও বিপথগামী হইও না। নূতন বাইবেল, মথি ২১—৩৩, ৪৩; মার্ক ১২—১ এবং লুক ২০—৯ দ্রষ্টব্য।

৬৩—৬৫। অনন্তর আল্লাহতা'লা বলিতেছেন যে, আমার প্রেরিত মরিয়ম-নন্দন ঈসা জ্ঞানপূর্ণ সদুপদেশ সহ এসরাইল-বংশের মধ্যে আবির্ভূত হইয়া তাহাদের মতভেদ ও ভ্রমবিশ্বাস দূরীভূত করিতে এবং তাহাদের মধ্যে সত্যধর্ম্ম প্রচার করিতে চেষ্টা করিয়াছিল। কিন্তু তাহারা

সেই যন্ত্রণাপ্রদ দিবসের শাস্তি হইতে অত্যাচারকারীদিগের জন্য পরিতাপ! ৬৬। তাহারা কি এতদ্ব্যতীত প্রতীক্ষা করিতেছে না যে, অকস্মাৎ সেই সময় তাহাদের সমক্ষে উপস্থিত হয় এবং তাহারা উহা জানিতেও পারিবে না। ৬৭। সেদিন ধর্ম্মভীরুগণ ব্যতীত বন্ধুরাও পরস্পর পরস্পরের শত্রু হইবে।

...وا مِنْ عَذَابِ يَوْمٍ أَلِيْمٍ ○
...ل يَنْظُرُوْنَ إِلَّا السَّاعَةَ أَنْ
...يَهُم بَغْتَةً وَّهُمْ لَا يَشْعُرُوْنَ ○
...أَلْأَخِلَّاءُ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ
...إِلَّا الْمُتَّقِيْنَ ○

৭ম রুকু—বিশ্বাস ও অবিশ্বাসীদিগের পারলৌকিক পরিণতি

৬৮। হে আমার সেবকগণ, তোমাদের জন্য সেই দিবসের কোনই আশঙ্কা নাই এবং তোমরা সন্তপ্ত হইবে না; ৬৯।—যাহারা আমার নিদর্শন সমূহে বিশ্বাস-স্থাপন করিয়াছে এবং আত্ম-সমর্পণকারী হইয়াছে। ৭০। তোমরা ও তোমাদের সহধর্ম্মিনীগণ স্বর্গোদ্যানে প্রবেশ কর। ৭১। তথায় তাহাদের সমক্ষে স্বর্ণনির্ম্মিত ভোজন-পাত্র ও পান-পাত্র পরিবেশিত হইবে এবং তাহাদের অনন্তর-সমূহ যাহা আকাঙ্ক্ষা করিবে এবং নয়ন সমূহ যাহাতে পরিতৃপ্ত হইবে তন্মধ্যে তাহা রহিয়াছে এবং তোমরা তন্মধ্যে সর্ব্বদা অবস্থান করিবে।

...يٰعِبَادِ لَا خَوْفٌ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ
...أَنْتُمْ تَحْزَنُوْنَ ○ ٦٩- الَّذِيْنَ
...نُوْا بِاٰيٰتِنَا وَكَانُوْا مُسْلِمِيْنَ ○
...أُدْخُلُوا الْجَنَّةَ أَنْتُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ
...بَرُوْنَ ○ ٧١- يُطَافُ عَلَيْهِمْ
...صِحَافٍ مِّنْ ذَهَبٍ وَّأَكْوَابٍ ج
...فِيْهَا مَا تَشْتَهِيْهِ الْأَنْفُسُ وَتَلَذُّ
...الْأَعْيُنُ ج وَأَنْتُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ○

তদীয় উপদেশে কর্ণপাত না করিয়া নিজেদের অন্ধ-বিশ্বাস ও কুসংস্কার বশেই বিভিন্ন দলে বিভ... হইয়াছে। সুতরাং আধুনিক খ্রীষ্টান-জাতির বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে যে সকল বিকৃত মতবাদ পরি... হয়, হজরত ঈসার প্রচারিত সত্যধর্ম্ম ও সদুপদেশের সহিত তাহার কোনই সম্পর্ক নাই।

৬৬—৬৭। যাহারা আল্লাহতা'লার প্রতিশ্রুতি শাস্তি ও পরলোক সম্বন্ধে সন্দেহতা প্রকাশ করি... তাহাদের সম্বন্ধে আল্লাহতা'লা বলিতেছেন যে, ঐ সঙ্কট-মুহূর্ত্ত আকস্মাৎ তাহাদের সমক্ষে উপস্থি... হইবে এবং তাহারা উহা জানিতেও পারিবে না। সেদিন ধর্ম্মভীরু বিশ্বাসীবৃন্দ ব্যতীত শাস্তি ও লাঞ্ছনা... ভয়ে মানবের অন্তরঙ্গ বন্ধুরাও পরস্পরের শত্রু হইয়া যাইবে।

৬৮—৬৯। পূর্ব্বোক্ত আয়ত-দ্বয়ে পারলৌকিক শাস্তি ও লাঞ্ছনার বিষয় বিবৃত করিয়া আল্লাহতা'লা বলিতেছেন যে, আমার বিশ্বাসী ও আত্মসমর্পণকারী সেবকদিগের জন্য সেই দিন কোনই আশঙ্কা নাই এবং তাহারা কোনরূপ সন্তপ্তও হইবে না।

৭০—৭১। সেদিন আমার বিশ্বাসী ও সৎকর্ম্মশীল সেবকদিগকে বলা হইবে যে, তোমরা তো... প্রিয়তমা ও পুণ্যশীলা সহধর্ম্মিণীগণের সহিত সানন্দে স্বর্গোদ্যানে প্রবেশ কর। তথায় আ...

৭২। এবং ইহাই ত সেই স্বর্গোদ্যান,
তোমরা যাহা করিয়াছিলে, তজ্জন্য তোমা-
দিগকে উহা উত্তরাধিকারী করা
হইয়াছে। ৭৩। তন্মধ্যে তোমাদের জন্য
বহুবিধ ফল-সমূহ রহিয়াছে—যাহা হইতে
তোমরা ভক্ষণ করিবে। ৭৪। নিশ্চয়
অপরাধীরা সর্ব্বদা নরকের শাস্তির মধ্যে
রহিবে। ৭৫। তাহাদিগ হইতে উহা
লাঘব করা হইবে না এবং তন্মধ্যে
তাহারা নিরাশভাবে অবস্থান করিবে।
৭৬। এবং আমি তাহাদের প্রতি অত্যাচার
করি নাই, কিন্তু তাহারাই অত্যাচারী
ছিল। ৭৭। এবং তাহারা চীৎকার
করিবে—হে মালেক, তোমার প্রতিপালক
যেন আমাদিগকে মৃত্যু-দান করেন ;
সে বলিবে—নিশ্চয় তোমাদিগকে এই
ভাবেই থাকিতে হইবে। ৭৮। নিশ্চয়ই
আমি তোমাদের নিকট সত্য-বিষয় আনয়ন
করিয়াছি, কিন্তু তোমাদের অধিকাংশই
সত্যের প্রতি বীতশ্রদ্ধ। ৭৯। তবে কি

٧٢- وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِيْ
اُوْرِثْتُمُوْهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ○
٧٣- لَكُمْ فِيْهَا فَاكِهَةٌ كَثِيْرَةٌ مِّنْهَا
تَاْكُلُوْنَ ○ ٧٤- اِنَّ الْمُجْرِمِيْنَ
فِيْ عَذَابِ جَهَنَّمَ خٰلِدُوْنَ ○
٧٥- لَا يُفَتَّرُ عَنْهُمْ وَهُمْ فِيْهِ
مُبْلِسُوْنَ ○ ٧٦- وَمَا ظَلَمْنٰهُمْ
وَلٰكِنْ كَانُوْا هُمُ الظّٰلِمِيْنَ ○
٧٧- وَنَادَوْا يٰمٰلِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا
رَبُّكَ ط قَالَ اِنَّكُمْ مّٰكِثُوْنَ ○
٧٨- لَقَدْ جِئْنٰكُمْ بِالْحَقِّ وَلٰكِنَّ
اَكْثَرَكُمْ لِلْحَقِّ كٰرِهُوْنَ ○ ٧٩- اَمْ

তোমাদের সম্মুখে স্বর্ণ-নির্ম্মিত ভোজন-পাত্র ও পান পাত্র সমূহ পরিবেশিত হইবে এবং তোমাদের নয়ন ও মনের পরিতৃপ্তিকর সমস্ত উপাদানই তথায় প্রচুর পরিমাণে বিরাজমান রহিয়াছে।

৭২—৭৩। বিশ্বাসীদিগকে আরও বলা হইবে যে, ইহাই সেই স্বর্গোদ্যান—পৃথিবীতে তোমাদিগকে সৎকার্য্যের বিনিময়ে ইহারই সুসংবাদ দেওয়া হইয়াছিল। আজ তোমরাই ইহার একমাত্র অধিকারী এবং তোমাদের ভক্ষণের জন্য এখানে বিভিন্নরূপ সুস্বাদু ফল-সমূহ বিদ্যমান রহিয়াছে।

৭৪—৭৬। পক্ষান্তরে অবিশ্বাসী ও অংশীবাদী অপরাধীরা নরকানলের মধ্যে অবস্থান করিয়া উহারা ভয়াবহ শাস্তি-ভোগ করিতে থাকিবে এবং তাহাদের সেই শাস্তি একটুও হ্রাস করা হইবে না। তাহারা নিজ নিজ কর্ম্মদোষেই ঐ শাস্তি ভোগ করিতে বাধ্য হইবে।

৭৭। অতঃপর নারকীরা নিরাশ হইয়া নরকের রক্ষক মালেক ফেরেশ্‌তাকে আহ্বান করিয়া বলিবে—হে মালেক, তুমি আল্লাহতা'লাকে বলিয়া আমাদের মৃত্যু দান কর ; আমরা আর এ যন্ত্রণা সহ্য করিতে পারিতেছি না। তখন মালেক বলিবে যে, এখানে তোমাদের মৃত্যু নাই এবং তোমাদিগকে চিরকাল এইভাবেই শাস্তিভোগ করিতে হইবে।

৭৮—৮২। অনন্তর আল্লাহতা'লা পুনরায় বলিয়া দিতেছেন যে, নিশ্চয় আমি তোমাদের নিকট সত্য বিষয় বর্ণনা করিতেছি এবং উহা অবশ্যই সংঘটিত হইবে। তোমরা সত্যের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হইয়া কি কোন নূতন বিষয় নির্দ্ধারিত করিয়া লইয়াছ? তোমরা কি ধারণা কর যে,

তাহারা কোন্ বিষয় নির্দ্ধারণ করিয়া লইয়াছে?—কিন্তু আমিই নির্দ্ধারণকারী।
৮০। তবে কি তাহারা ধারণা করে যে, আমি তাহাদের গোপনীয় বিষয় এবং তাহাদের গুপ্ত-পরামর্শ শ্রবণ করি না? বরং আমার প্রেরিতগণ তাহাদেয় সঙ্গে লিপিবদ্ধ করিতেছে।
৮১। তুমি বল, যদি সর্ব্বপ্রদাতার পুত্র-সন্তান হইত, তবে আমিই সর্ব্বাগ্রে উপাসনাকারী হইতাম।
৮২। নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের প্রতিপালক, আর্শের অধিপতি—তাহারা যাহা বর্ণনা করে তাহা হইতে পবিত্রতম।
৮৩। তুমি তাহদিগকে সেই প্রতিশ্রুতি দিবসের সন্দর্শন পর্য্যন্ত তর্ক-বিতর্ক ও ক্রীড়া-কৌতুক করিতে ছাড়িয়া দাও।
৮৪ নভোমণ্ডলের তিনিই উপাস্য এবং

...برموا امرا فانا مبرمون ۝ ٨٠- ام
يحسبون انا لا نسمع سرهم
ونجواهم ۚ بلى ورسلنا لديهم
يكتبون ۝ ٨١- قل ان كان
للرحمن ولد ۖ فانا اول
العابدين ۝ ٨٢- سبحن رب
السموت والارض رب العرش
عما يصفون ۝ ٨٣- فذرهم
يخوضوا ويلعبوا حتى يلقوا
يومهم الذي يوعدون ۝ ٨٤- وهو

আমি তোমাদের গুপ্ত পরামর্শ শ্রবণ করি না? কিন্তু আমার প্রেরিত ফেরেশ্‌তাগণ তোমাদের গুপ্ত-ব্যক্ত প্রত্যেক কার্য্য, প্রত্যেক কথা ও প্রত্যেক বিষয় লিপিবদ্ধ করিতেছে এবং আমার নিকট উহার কিছুই অপরিজ্ঞাত থাকিবে না।

৮১—৮২। খৃষ্টানদিগের ভ্রান্ত মতবাদ ও ভ্রম-বিশ্বাসের প্রতিবাদ করিয়া আল্লাহতা'লা বলিতেছেন—হে রসুল, তুমি উহাদিগকে বলিয়া দাও যে, মহান্ আল্লাহতা'লার কোন সন্তান সন্ততি নাই—সকলেই তাঁহার সৃষ্ট দাস মাত্র। যদি সত্য-সত্যই তাঁহার কোন পুত্র-সন্তান থাকিত, তবে আমিই সর্ব্বপ্রথম তাঁহার উপাসনাকারী হইতাম। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে হজরত ঈসা অথবা অন্য কেহই তাঁহার পুত্র নহে। তোমরা যে অন্যায় ও অসঙ্গত কথা বল, সমগ্র বিশ্বজগতের প্রতিপালক ও মহান আর্শের অধিপতি আল্লাহতা'লা তাহা হইতে সম্পূর্ণ পবিত্র। তাঁহার কোনই পুত্র বা কন্যা সন্তান নাই।—তঃ হক্কানী।

মিঃ মোহাম্মদ আলি উক্ত আয়ত-দ্বয়ের অন্যরূপ অর্থ পরিগ্রহণ করিয়াছেন। তিনি বলেন যে, প্রাচীন তফ্‌সীরকারগণের উপরোক্ত অর্থ ভ্রমাত্মক। প্রকৃতপক্ষে আল্লাহতা'লার সেবকেরাও রূপকভাবে তাঁহার পুত্র বলিয়া কথিত হইতে পারেন। সুতরাং আয়তের সঠিক মর্ম্ম এই যে, সত্য-সত্যই যদি আল্লাহতা'লার সৃষ্ট সেবকগণের মধ্যে কেহ তাঁহার পুত্র বলিয়া অভিহিত হইবার যোগ্য হইত, তবে হজরত রসুলোল্লাই সর্ব্বাগ্রে তাঁহার উপাসনাকারী সেবক ও প্রিয়তম পুত্র বলিয়া অভিহিত হইতেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাঁহার সৃষ্টির মধ্যে তাঁহার কোনই পুত্র বা কন্যা নাই।

৮৩—৮৫। আল্লাহতা'লা বলিতেছেন—হে রসুল, যদি অবিশ্বাসীরা তোমার কথা বিশ্বাস না করে, তবে তুমি তাহাদিগকে সেই পুনরুত্থান দিবস পর্য্যন্ত মতভেদ ও তর্ক-বিতর্ক করিতে দাও। নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের মঙ্গলময় অধিপতি ও একমাত্র উপাস্য আল্লাহতা'লার নিকটেই সেই মহাবিচার-দিবসের জ্ঞান রহিয়াছে এবং সেদিন সকলেই তাঁহার অভ্রান্ত পবিত্র বাণীর সত্যাসত্য ও সার্থকতা উপলব্ধি করিতে পারিবে।

الَّذِيْ فِي السَّمَاءِ اِلٰهٌ وَّفِي الْاَرْضِ
اِلٰهٌ ط وَهُوَ الْحَكِيْمُ الْعَلِيْمُ ○
٨٥- وَتَبٰرَكَ الَّذِيْ لَهٗ مُلْكُ
السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ج
وَعِنْدَهٗ عِلْمُ السَّاعَةِ ج وَاِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ ○
٨٦- وَلَا يَمْلِكُ الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ
مِنْ دُوْنِهِ الشَّفَاعَةَ اِلَّا مَنْ شَهِدَ
بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُوْنَ ○ ٨٧- وَلَئِنْ
سَاَلْتَهُمْ مَّنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُوْلُنَّ اللّٰهُ
فَاَنّٰى يُؤْفَكُوْنَ ۙ ٨٨- وَقِيْلِهٖ
يٰرَبِّ اِنَّ هٰۤؤُلَاۤءِ قَوْمٌ لَّا يُؤْمِنُوْنَ ○
٨٩- فَاصْفَحْ عَنْهُمْ وَقُلْ سَلٰمٌ ط
فَسَوْفَ يَعْلَمُوْنَ ○

ভূমণ্ডলেও তিনিই উপাস্য এবং তিনিই বিজ্ঞানময় মহাজ্ঞানী। ৮৫। তিনিই মঙ্গলময়—যাঁহার জন্য নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডল এবং তদুভয়ের অন্তর্গত বিষয়ের আধিপত্য; এবং তাঁহারই নিকট সেই সময়ের জ্ঞান রহিয়াছে এবং তাঁহারই দিকে প্রত্যাবর্ত্তিত হইতে হইবে। ৮৬। এবং তাঁহার পরিবর্ত্তে উহারা যাহাদিগকে আহ্বান করে, তাহাদের কাহারও অনুরোধ করিবার শক্তি নাই—কিন্তু যে সত্য-সহ সাক্ষ্যদান করে এবং তাহারা
সত্য-সহ সাক্ষ্যদান করে এবং তাহারা
উহা অবগত আছে। ৮৭। এবং যদি তুমি তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা কর যে, কে উহাদিকে সৃষ্টি করিয়াছেন? তাহারা নিশ্চয় বলিবে যে, আল্লাহ্‌। অতঃপর তাহারা কোথায় ফিরিয়া যাইতেছে? ৮৮। এবং তাহার বাক্য এই হইবে যে, হে আমার প্রতিপালক, নিশ্চয় এই সম্প্রদায় বিশ্বাস-স্থাপন করিতেছে না। ৮৯। অতএব তুমি তাহাদিগ হইতে বিমুখ হও এবং বল—সালাম! অতঃপর অচিরেই তাহারা অবগত হইবে।

৮৬—৮৭। অবিশ্বাসীরা আল্লাহতা'লার পরিবর্ত্তে যে সকল অলীক উপাস্যের পূজা-আরাধনা করে, সেই ঘোর সঙ্কটের দিন তাহাদের কেহই উহাদিগকে রক্ষা করিতে অথবা উহাদের জন্য অনুরোধ করিতে পারিবে না। সুতরাং অবিশ্বাসীদের চিন্তা করিয়া দেখা উচিত যে, সমগ্র বিশ্বজগতের একমাত্র সৃষ্টিকর্ত্তা ও অদ্বিতীয় উপাস্য আল্লাহতা'লাকে জানিয়া শুনিয়া এবং তাঁহার শক্তি-মহিমা স্বীকার করিয়াও তাহারা ভ্রান্তিবশে কোথায় চলিয়া যাইতেছে।

৮৮—৮৯। এই দুইটী আয়তে আল্লাহতা'লা বলিতেছেন যে, হে রসুল, তুমি উহাদিগকে যতই বুঝাও, যতই চেষ্টা কর এবং যতই সদুপদেশ দান কর না কেন, কিন্তু যাহারা প্রকৃতিগত অবিশ্বাসী, তাহারা কিছুতেই তোমার কথা বিশ্বাস করিবে না। অতএব তুমি তাহাদিগকে 'সালাম' বলিয়া বিদায় দাও; অতঃপর শীঘ্রই তাহারা ইহার পরিণাম উপলব্ধি করিবে।

বলা বাহুল্য, উপরোক্ত ভবিষ্যদ্বাণী অনুসারে কয়েক বৎসর অবিশ্রান্ত চেষ্টার পর হজরত রসুলোল্লাকে একরূপ ব্যর্থ-মনোরথ হইয়াই অবিশ্বাসীদের চক্রান্ত হইতে স্বীয় জীবন রক্ষা করিবার জন্য পবিত্র মক্কা পরিত্যাগ করিয়া পুণ্যভূমি মদিনায় গমন করিতে হইয়াছিল। উপরোক্ত ঘটনার প্রতি ইঙ্গিত করিয়াই সর্ব্বজ্ঞ আল্লাহতা'লা আলোচ্য সূরার উপসংহার করিয়াছেন।

———

ভূমণ্ডলেও তিনিই উপাস্য এবং তিনিই
বিজ্ঞানময় মহাজ্ঞানী। ৮৫। তিনিই
মঙ্গলময়—যাঁহার জন্য নভোমণ্ডল ও
ভূমণ্ডল এবং তদুভয়ের অন্তর্গত বিষয়ের
আধিপত্য; এবং তাঁহারই নিকট সেই
সময়ের জ্ঞান রহিয়াছে এবং তাঁহারই দিকে
প্রত্যাবর্ত্তিত হইতে হইবে। ৮৬। এবং
তাঁহার পরিবর্ত্তে উহারা যাহাদিগকে
আহ্বান করে, তাহাদের কাহারও
অনুরোধ করিবার শক্তি নাই—কিন্তু যে
সত্য-সহ সাক্ষ্যদান করে এবং তাহারা
সত্য-সহ সাক্ষ্যদান করে এবং তাহারা
উহা অবগত আছে। ৮৭। এবং যদি
তুমি তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা কর যে, কে
উহাদিকে সৃষ্টি করিয়াছেন? তাহারা
নিশ্চয় বলিবে যে, আল্লাহ্। অতঃপর
তাহারা কোথায় ফিরিয়া যাইতেছে?
৮৮। এবং তাহার বাক্য এই হইবে যে,
হে আমার প্রতিপালক, নিশ্চয় এই
সম্প্রদায় বিশ্বাস-স্থাপন করিতেছে না।
৮৯। অতএব তুমি তাহাদিগ হইতে বিমুখ
হও এবং বল—সালাম! অতঃপর অচিরেই
তাহারা অবগত হইবে।

الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ وَفِي الْأَرْضِ
إِلَٰهٌ ۚ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ ○
٨٥- وَتَبَارَكَ الَّذِي لَهُ مُلْكُ
السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ع
وَعِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ ج وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ○
٨٦- وَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ
مِنْ دُونِهِ الشَّفَاعَةَ إِلَّا مَنْ شَهِدَ
بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ○ ٨٧- وَلَئِنْ
سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ
فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ ۙ ٨٨- وَقِيلِهِ
يَا رَبِّ إِنَّ هَٰؤُلَاءِ قَوْمٌ لَا يُؤْمِنُونَ ۘ
٨٩- فَاصْفَحْ عَنْهُمْ وَقُلْ سَلَامٌ ط
فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ع

৮৬—৮৭। অবিশ্বাসীরা আল্লাহতা'লার পরিবর্ত্তে যে সকল অলীক উপাস্যের পূজা-আরাধনা
করে, সেই ঘোর সঙ্কটের দিন তাহাদের কেহই উহাদিগকে রক্ষা করিতে অথবা উহাদের জন্য
অনুরোধ করিতে পারিবে না। সুতরাং অবিশ্বাসীদের চিন্তা করিয়া দেখা উচিত যে, সমগ্র
বিশ্বজগতের একমাত্র সৃষ্টিকর্ত্তা ও অদ্বিতীয় উপাস্য আল্লাহতা'লাকে জানিয়া শুনিয়া এবং তাঁহার শক্তি-
মহিমা স্বীকার করিয়াও তাহারা ভ্রান্তিবশে কোথায় চলিয়া যাইতেছে।

৮৮—৮৯। এই দুইটী আয়তে আল্লাহতা'লা বলিতেছেন যে, হে রসুল, তুমি উহাদিগকে
যতই বুঝাও, যতই চেষ্টা কর এবং যতই সদুপদেশ দান কর না কেন, কিন্তু যাহারা প্রকৃতিগত
অবিশ্বাসী, তাহারা কিছুতেই তোমার কথা বিশ্বাস করিবে না। অতএব তুমি তাহাদিগকে 'সালাম'
বলিয়া বিদায় দাও; অতঃপর শীঘ্রই তাহারা ইহার পরিণাম উপলব্ধি করিবে।

বলা বাহুল্য, উপরোক্ত ভবিষ্যদ্বাণী অনুসারে কয়েক বৎসর অবিশ্রান্ত চেষ্টার পর হজরত
রসুলোল্লাকে এরূপ ব্যর্থ-মনোরথ হইয়াই অবিশ্বাসীদের চক্রান্ত হইতে স্বীয় জীবন রক্ষা করিবার জন্য
পবিত্র মক্কা পরিত্যাগ করিয়া পুণ্যভূমি মদিনায় গমন করিতে হইয়াছিল। উপরোক্ত ঘটনার প্রতি ইঙ্গিত
করিয়াই সর্ব্বজ্ঞ আল্লাহতা'লা আলোচ্য সূরার উপসংহার করিয়াছেন।

———

মক্কায় অবতীর্ণ	৪৪। সুরা দোখান — الدخان	৫৯ আয়ত

১ম রুকু—অবিশ্বাস ও অত্যাচারের অন্তিম পরিণাম

সর্ব্ব প্রদাতা করুণাময় আল্লার নামে

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

১। হা—মিম। ২। সাক্ষী এই সমুজ্জল গ্রন্থ। ৩। নিশ্চয় আমি ইহা মঙ্গলময় রজনীতে অবতীর্ণ করিয়াছি,

حٰمٓ ۚ ١ وَالْكِتٰبِ الْمُبِيْنِ ۙ ٢ اِنَّآ اَنْزَلْنٰهُ فِيْ لَيْلَةٍ مُّبٰرَكَةٍ اِنَّا

দোখান—ধূম্র, বাষ্প, বিশুষ্ক-তাম্রকুট—মর্ম্মার্থে অনাবৃষ্টি, অজন্মা ও দুর্ভিক্ষ প্রভৃতি আলোচ্য সুরার দশম আয়তের 'দোখান' বা ধূম্র শব্দ হইতেই এই সুরার নামকরণ হইয়াছে।—১০ আয়তের তফ্‌সীর দ্রষ্টব্য।

শানে-নজুল—এব্‌ন-আব্বাস, এব্‌ন-জোবায়ের ও কর্‌তবী প্রমুখ বিদ্বানগণের এই সুরাও মক্কা শরিফে অবতীর্ণ হইয়াছিল। পবিত্র কোরান শরিফের মহত্ব-মহিমা গৌরব-গরিমা ঘোষণা করিয়া জগদ্বাসীকে সতর্ক করিবার জন্যই এই পবিত্র সুরা অবতীর্ণ হইয়াছিল।—দারমী।

১। **হা-মিম**—ইহা 'হা-মিম' যুক্ত সুরা-মালার পঞ্চম সুরা। উক্ত বর্ণ-দ্বয়ের আনুষঙ্গিক মর্ম্মার্থ-সমূহ ৪০শ সুরার প্রারম্ভে বর্ণিত হইয়াছে।

২—৪। এই তিনটী আয়তে আল্লাহতা'লা স্বর্গীয় কোরান শরিফকে সাক্ষী করিয়া বলিতেছেন যে, এই মহাগ্রন্থ জ্ঞানের আলোকে সমুজ্জল এবং অজ্ঞানতা ও অন্ধবিশ্বাস হইতে সম্পূর্ণ বিমুক্ত অজ্ঞতার অন্ধকারে আচ্ছন্ন জগদ্বাসীকে ভয়-প্রদর্শন পূর্ব্বক তাহাদিগকে জাগ্রত এবং সতর্ক করিয়া পথ প্রদর্শনের জন্য এক মঙ্গলময় রজনীতে আমিই ইহা অবতীর্ণ করিয়াছি। ঐ শুভ রজনীতে একটি পূর্ণ বৎসরের জন্য বিশ্ব-নিয়ন্ত্রণের যাবতীয় বিজ্ঞানময় কার্য্য বিশ্লেষিত হইয়া থাকে।

লায়লাতেম্‌-মোবারাকাত—মঙ্গলময় অথবা শুভ রজনী। অধিকাংশ তফ্‌সীরকার ইহাকে 'লায়লাতুল-কদর' অর্থাৎ রমজান মাসের সম্মানিত রজনী বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। রমজান মাসের শেষ দশ তারিখের মধ্যে অথবা সাতাশে রমজান তারিখের শুভ রজনী সমাগত হইয়া থাকে। আল্লাহতা'লার অনন্ত জ্ঞানের 'লওহ-মহফুজ' অর্থাৎ সুরক্ষিত স্মৃতি-ফলকের স্মারক-লিপি হইতে এক বৎসরের যাবতীয় ভবিষ্যৎ ঘটনাবলীর আভাস ঐ রজনীতেই পৃথিবীর প্রথম আকাশে অবতীর্ণ হয় এবং আল্লাহতা'লার নির্দ্দিষ্ট ফেরেশ্‌তাগণ উহা অবগত হইয়া থাকে। ঐ রজনীতেই জীবের জন্ম-মৃত্যু, ভাগ্য-লিপি ও উত্থান-পতন প্রভৃতি যাবতীয় বিজ্ঞানময় বিষয় যথারীতি বিশ্লেষিত ও নিয়ন্ত্রিত হইয়া থাকে। কিন্তু কেহ কেহ বলেন 'লায়লাতেম্‌-মোবারাকাত' অর্থ শাবান মাসের 'শবে-বরাত' বা সৌভাগ্য-রজনী। কিন্তু এ বর্ণনা ঠিক নহে। কারণ পবিত্র কোরান শরিফের অন্যত্র উক্ত হইয়াছে—"নিশ্চয় আমি ইহা অর্থাৎ এই কোরান লায়লাতেল্‌-কদরে অবতীর্ণ করিয়াছি। * * ঐ সম্মানিত রজনী সহস্র মাস অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর।"—কোঃ ৯৭—১, ৩ আয়ত।

কিন্তু আলোচ্য মঙ্গলময় রজনী শাবান মাসের 'শবে-বরাত' অথবা রমজান মাসের 'শবে-কদর' যাহাই হউক না কেন; কোরান শরিফের প্রথম সুরা "একরা বেস্‌মে রাব্বেকা" অবতীর্ণ হইয়াছিল

নিশ্চয় আমিই ভয়-প্রদর্শনকারী।
৪। তন্মধ্যে প্রত্যেক বিজ্ঞানময় কার্য্য
বিশ্লেষণ করা হয়। ৫। আমার সন্নিধান
হইতেই এই আদেশ; নিশ্চয় আমিই
রসুল-প্রেরণকারী। ৬। তোমার প্রতি-
পালক হইতেই এই অনুগ্রহ—নিশ্চয়
তিনি শ্রবণকারী মহাজ্ঞানী। তিনিই
নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডল এবং তদুভয়ের
অন্তর্গত বিষয়-সমূহের প্রতিপালক—যদি
তোমরা আস্থাবান হও। ৮। তিনি ব্যতীত
উপাস্য নাই—তিনিই জীবন ও মৃত্যু দান
করেন; তিনিই তোমাদের প্রতিপালক
ও তোমাদের পূর্ব্ববর্ত্তী পিতৃপুরুষগণের
প্রতিপালক। ৯। বরং তাহারা সন্দেহ

كُنَّا مُنْذِرِيْنَ ○ ٤- فِيْهَا يُفْرَقُ
كُلُّ اَمْرٍ حَكِيْمٍ ۙ ٥- اَمْرًا مِّنْ
عِنْدِنَا ؕ اِنَّا كُنَّا مُرْسِلِيْنَ ۚ
٦- رَحْمَةً مِّنْ رَّبِّكَ ؕ اِنَّهٗ
هُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ۙ ٧- رَبِّ
السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ۘ
اِنْ كُنْتُمْ مُّوْقِنِيْنَ ○ ٨- لَآ اِلٰهَ
اِلَّا هُوَ يُحْيٖ وَيُمِيْتُ ؕ رَبُّكُمْ
وَرَبُّ اٰبَآئِكُمُ الْاَوَّلِيْنَ ○ ٩- بَلْ هُمْ

শওয়াল মাসে। বিশেষতঃ সমগ্র কোরান শরিফ এক সময়ে অথবা এক রজনীতে অবতীর্ণ হয়
নাই, উহা অবতীর্ণ হইয়াছিল সুদীর্ঘ তেইশ বৎসর সময়ে অল্প অল্প করিয়া। এ অবস্থায় মঙ্গলময়
রজনীতে কোরান শরিফ অবতীর্ণ হওয়ার প্রকৃত মর্ম্ম কি হইতে পারে? তফ্‌সীরকারগণ ইহার
দুই প্রকার মর্ম্মার্থ গ্রহণ করিয়াছেন। কেহ কেহ বলেন যে, 'শবে-কদরের' সম্মানিত রজনীতেই
'লওহ-মহফুজ' হইতে সমগ্র কোরান শরিফ প্রথম আকাশে অবতীর্ণ হইয়াছে এবং তথা হইতে
উহা ক্রমে ক্রমে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়াছে (হক্কানী)। কিন্তু কেহ কেহ বলেন যে, দৃশ্যমান
জগতের দিবা-রজনীর ধারণা অনুসারেই এস্থলে রজনী শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। উহার প্রকৃত অর্থ
অন্ধকার যুগ এবং ঐ যুগের অজ্ঞানান্ধকার দূরীভূত করিবার জন্যই আল্লাহতা'লা সমুজ্জল জ্ঞানের
জ্যোতি-স্বরূপ কোরান শরিফ অবতীর্ণ করিয়াছেন। প্রকৃতপক্ষে আল্লাহতা'লার অলৌকিক
অদৃশ্য-জগতে মাস-বর্ষ বা দিবা-রজনীর কোনই পার্থক্য নাই, উহা একটী নির্দ্দিষ্ট সময়ের অভি-
ব্যক্তি মাত্র। এতদনুযায়ী হজরত রসুলোল্লার ধর্ম্ম-প্রচারের সমস্ত সময়ই পৃথিবীর মঙ্গলময় শুভ
রজনী বলিয়া অভিহিত হইতে পারে। কারণ উহার পরেই জগতে সত্য-ধর্ম্মের সুনির্ম্মল ও শুভ্র
আলোকোজ্জ্বল সুপ্রভাত বিকশিত হইয়াছে।—তঃ মঃ আঃ।

৫—৯। এই কয়েকটী আয়তে আল্লাহতা'লা বলিতেছেন যে, আমিই তোমাদের ও তোমাদের
পূর্ব্বপুরুষগণের এবং সমগ্র বিশ্বজগতের একমাত্র প্রতিপালক প্রভু। আমিই স্বীয় অনুগ্রহে
তোমাদের জন্য আমার প্রিয়তম রসুলকে প্রেরণ করিয়া তৎপ্রতি আমার প্রত্যক্ষ বাণী স্বরূপ
কোরান শরিফ অবতীর্ণ করিয়াছি। আমিই জীবের জীবন ও মৃত্যু-দান করি এবং আমি ভিন্ন
তোমাদের আর কোনই উপাস্য নাই। কিন্তু তোমরা অবিশ্বাস এবং সন্দেহ বশেই এতদসম্বন্ধে
ক্রীড়া-কৌতুক ও উপহাস-বিদ্রূপ করিয়া স্বীয় জীবনের অনর্থ সাধন করিতেছ।

বশতঃ ক্রীড়া-কৌতুক করিতেছে। ১০। অতএব সেই দিবসের প্রতীক্ষা কর—যখন নভোমণ্ডল হইতে প্রগাঢ় ধূম্ররাশি নির্গত হইবে;—১১। যাহা মানবদিগকে আচ্ছন্ন করিবে; ইহাও যন্ত্রণাপ্রদ শাস্তি। ১২। হে আমাদের প্রতিপালক, আমাদিগ হইতে এই শাস্তি অপসারিত কর—নিশ্চয় আমরা বিশ্বাসী হইব। ১৩। তাহাদের জন্য সদুপদেশ কোথায় এবং নিশ্চয় তাহাদের নিকট সুবিবৃতকারী রসুল আগমন করিয়াছিল। ১৪। তৎপর তাহারা উহা হইতে প্রত্যাবর্ত্তিত হইয়াছিল এবং বলিয়াছিল, সে একটি শিক্ষা-প্রদত্ত উন্মাদ! ১৫। নিশ্চয় আমি অল্পের জন্য ঐ শাস্তি অপসারিত করিব—নিশ্চয় তোমরা পুনরাবর্ত্তিত হইবে। ১৬। সেদিন আমি দৃঢ়তর ধারণে পরিধৃত করিব; নিশ্চয়

فِي شَكٍّ يَلْعَبُونَ ○ ١٠- فَارْتَقِبْ
يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُبِينٍ
١١- يَغْشَى النَّاسَ ط هَذَا عَذَابٌ
أَلِيمٌ ○ ١٢- رَبَّنَا اكْشِفْ عَنَّا
الْعَذَابَ إِنَّا مُؤْمِنُونَ ○ ١٣- أَنَّى
لَهُمُ الذِّكْرَى وَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ
مُبِينٌ ١٤- ثُمَّ تَوَلَّوْا عَنْهُ وَقَالُوا
مُعَلَّمٌ مَجْنُونٌ ١٥- إِنَّا كَاشِفُوا
الْعَذَابِ قَلِيلًا إِنَّكُمْ عَائِدُونَ
١٦- يَوْمَ نَبْطِشُ الْبَطْشَةَ الْكُبْرَى ع

১০—১২। আল্লাহতা'লা বলিতেছেন—হে রসুল, যাহারা এই কোরান শরিফের বাণী বিশ্বা[স] না করিয়া তোমাকে অবিশ্বাস ও উপহাস-বিদ্রূপ করিতেছে, তুমি তাহাদিগকে সেই সময়ের জ[ন্য] অপেক্ষা করিতে বল—যখন আকাশ হইতে প্রগাঢ় ধূম্ররাশি নির্গত হইয়া অবিশ্বাসীদিগকে আচ্ছ[ন্ন] করিবে এবং সেই যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি সহ্য করিতে না পারিয়া তাহারা কাতরস্বরে বলিবে—[হে] আমাদের প্রতিপালক আল্লাহ, আমাদিগ হইতে এই শাস্তি অপসারিত কর; নিশ্চয় আম[রা] তোমার প্রতি এবং তোমার প্রেরিত রসুলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করিব এবং আমরা আর কখনই তাঁহার বিরুদ্ধাচরণ করিব না।

দোখান—শব্দের আভিধানিক অর্থ ধূম্র; কিন্তু এস্থলে উহার মর্ম্মার্থ অজন্মা ও দুর্ভিক্ষ। অধিকাংশ তফ্‌সীরকারগণের মতে অবিশ্বাসী কোরেশদিগের অত্যাচারের ও অনাচারের জন্য হজরত রসুলোল্লার অভিসম্পাতে তাহাদের উপর সপ্ত বৎসর ব্যাপী দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হয়। সেই দুর্ভিক্ষের সময়ে তাহাদের অনেকে খাদ্যাভাবে অস্থি ও মৃতদেহ ভক্ষণ করিয়া কোনমতে জীবন ধারণ করিত এবং তাহারা ক্ষুধার জ্বালায় ঊর্দ্ধে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিলে শুধু দৃষ্টি বিভ্রম জনিত প্রগাঢ় ধূম্ররাশি ভিন্ন আর কিছুই দেখিতে পাইত না। সেই জন্যই তাহারা ঐ করাল দুর্ভিক্ষকে 'দোখান' বা ধূম্রপুঞ্জ বলিয়া অভিহিত করিয়াছিল।—তঃ কবির, সহি বোখারী।

কিন্তু কেহ কেহ বলেন যে মহাপ্রলয় ও পুনরুত্থানের অল্পদিন পূর্ব্বে উহার নিদর্শন স্বরূপ যে প্রগাঢ় ধূম্ররাশি আকাশ হইতে নির্গত হইয়া জগদ্বাসীকে আচ্ছন্ন করিয়া লইবে, সেই ধূম্রের ভীতি প্রদর্শন করিয়াই এস্থলে অবিশ্বাসীদিগকে সতর্ক করা হইয়াছে।

১৩—১৬। অনন্তর আল্লাহতা'লা বলিতেছেন যে, আমার রসুলের আন্তরিক কামনা এবং অবিশ্বাসীদের সকাতর প্রার্থনা অনুসারে আমি সেই ধূম্র বা দুর্ভিক্ষ অল্পদিনের জন্য দূরীভূত করিয়া দিব বটে; কিন্তু অবিশ্বাসীরা কখনই সহজে সদুপদেশ গ্রহণ করিবে না। বরং তাহারা ঐ দুর্ভিক্ষ

আমি প্রতিশোধ-গ্রহণকারী। ১৭। এবং
নিশ্চয় আমি তাহাদের পূর্ব্বে ফেরাউন
সম্প্রদায়কে পরীক্ষা করিয়াছিলাম এবং
তাহাদের নিকট সম্মানিত রসুল আগমন
করিয়াছিল—১৮। যে, তোমরা আল্লার
দাসদিগকে আমার নিকট সমর্পণ কর;
নিশ্চয় আমি তোমাদের জন্য বিশ্বস্ত
রসুল। ১৯। এবং তোমরা আল্লাহ
সম্বন্ধে বিরুদ্ধাচরণ করিও না; নিশ্চয়
আমি তোমাদের সম্মুখে প্রকাশ্য প্রমাণ
আনয়ন করিব। ২০। এবং নিশ্চয়
আমি আমার প্রতিপালক ও তোমাদের
প্রতিপালকের শরণাপন্ন হইতেছি যে,
তোমরা আমাকে প্রস্তরাঘাতে নিহত
করিবে। ২১। এবং যদি আমাকে
বিশ্বাস না কর তবে আমা হইতে পৃথক
হইয়া যাও। ২২। অনন্তর সে স্বীয়
প্রতিপালকের নিকট প্রার্থনা করিয়া-
ছিল যে, নিশ্চয়ই ইহারা অপরাধী

إِنَّا مُنْتَقِمُوْنَ ○ ١٧- وَلَقَدْ فَتَنَّا
قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ وَجَآءَهُمْ رَسُوْلٌ
كَرِيْمٌ ١٨- اَنْ اَدُّوْا اِلَيَّ
عِبَادَ اللهِ ط اِنِّيْ لَكُمْ رَسُوْلٌ اَمِيْنٌ
١٩- وَّاَنْ لَّا تَعْلُوْا عَلَى اللهِ ج اِنِّيْٓ
اٰتِيْكُمْ بِسُلْطٰنٍ مُّبِيْنٍ ٢٠- وَ
اِنِّيْ عُذْتُ بِرَبِّيْ وَرَبِّكُمْ اَنْ
تَرْجُمُوْنِ ٢١- وَاِنْ لَّمْ تُؤْمِنُوْا
لِيْ فَاعْتَزِلُوْنِ ○ ٢٢- فَدَعَا رَبَّهٗٓ
اَنَّ هٰٓؤُلَآءِ قَوْمٌ مُّجْرِمُوْنَ ○

হইতে পরিত্রাণ লাভ করিয়াই আমার রসুলকে শিক্ষাপ্রাপ্ত উন্মাদ বলিয়া অভিহিত করিবে এবং পুনরায় তাঁহার অনিষ্ট সাধনে চেষ্টিত হইবে।

কিন্তু তাহাদের সেই চেষ্টা কখনই সফল হইবে না। বরং এই অবাধ্যতা ও হঠকারিতার জন্য উহার পরে আমি তাহাদিগকে অতি দৃঢ়রূপে ধৃত করিব এবং তখন তাহারা বাধ্য হইয়া পুনরায় আমার আদেশ মানিয়া লইবে। বলা বাহুল্য, হজরত রসুলোল্লার হিজরত ও মক্কা-বিজয়ের পর এই ভবিষ্যদ্বাণী অক্ষরে অক্ষরে পূর্ণ হইয়াছিল এবং তখন সমগ্র কোরেশ সম্প্রদায় হজরত রসুলোল্লার নিকট আত্মসমর্পণ পূর্ব্বক সত্য-ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিল।

১৭—১৯। অতঃপর আল্লাহতা'লা হজরত মুসা ও ফেরাউনের প্রসঙ্গ বর্ণনা করিয়া অবিশ্বাসী-দিগকে সতর্ক করিতেছেন। হজরত মুসা ফেরাউনের নিকট উপস্থিত হইয়া তাহাকে সত্য-ধর্ম্ম গ্রহণ করিতে এবং এসরাইল-সম্প্রদায়কে মুক্ত করিয়া দিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন। তিনি ইহাও বলিয়াছিলেন যে, যদি তোমরা ইচ্ছা কর, তবে আমি নবুয়ত সম্বন্ধে স্বীয় বিশ্বস্ততার প্রমাণ দিতে প্রস্তুত আছি।

২০—২১। কিন্তু অহঙ্কারী ফেরাউন তাহার কথা বিশ্বাস ও গ্রাহ্য না করিয়া তাঁহাকে প্রস্তরাঘাতে নিহত করিতে সঙ্কল্প করিয়াছিল। তখন হজরত মুসা আল্লাহতা'লার প্রতি আত্মসমর্পণ করিয়া বলিয়াছিলেন যে, যদি তোমরা আমাকে বিশ্বাস না কর, তবে তোমাদের সম্বন্ধে আমার কোনই দায়িত্ব নাই। তোমরা আমা হইতে পৃথক হইয়া যাহা ইচ্ছা তাহাই করিতে পার।

২২—২৪। অনন্তর হজরত মুসা আল্লাহতা'লার নিকট প্রার্থনা করিয়াছিলেন যে, এই অবাধ্য ও দুষ্কার্য্যকারী সম্প্রদায় কিছুতেই আমার কথা শুনিবে না। অতএব তুমিই তাহাদের সম্বন্ধে উপযুক্ত ব্যবস্থা কর। তখন আল্লাহতা'লার আদেশে হজরত মুসা এসরাইল-বংশীগণের সহিত

সম্প্রদায়। ২৩। অতএব আমার দাস-
দিগের সহিত রজনীযোগে প্রস্থান কর;
নিশ্চয় তোমরা অনুসৃত হইবে।
২৪। এবং সমুদ্রকে সুস্থির পরিত্যাগ
কর; নিশ্চয় তাহাদের সৈন্যদল
নিমজ্জিত হইবে। ২৫। তাহারা কত উদ্যান
ও প্রস্রবণ পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছে;
২৬। এবং শস্যক্ষেত্র ও অত্যুত্তম স্থান
সমূহ; ২৭। এবং সুখ-সম্পদ—যাহাতে
তাহারা আনন্দ উপভোগ করিত!
২৮। এইরূপই হয়!—এবং আমি অন্যান্য
সম্প্রদায়কে তাহাদের উত্তরাধিকারী
করিয়াছিলাম। ২৯। কিন্তু আকাশ
ও পৃথিবী তাহাদের জন্য ক্রন্দন করে
নাই এবং তাহাদিগকে অবকাশও প্রদান
করা হয় নাই।

فَاَسْرِ بِعِبَادِيْ لَيْلًا اِنَّكُمْ
مُّتَّبَعُوْنَ ۙ ٢٤- وَاتْرُكِ الْبَحْرَ
رَهْوًا ۭ اِنَّهُمْ جُنْدٌ مُّغْرَقُوْنَ ○
كَمْ تَرَكُوْا مِنْ جَنّٰتٍ
وَّعُيُوْنٍ ۙ ٢٦- وَّزُرُوْعٍ وَّمَقَامٍ
كَرِيْمٍ ۙ ٢٧- وَّنَعْمَةٍ كَانُوْا فِيْهَا
فٰكِهِيْنَ ۙ ٢٨- كَذٰلِكَ ۣ
وَاَوْرَثْنٰهَا قَوْمًا اٰخَرِيْنَ ○ ٢٩- فَمَا
بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَآءُ وَالْاَرْضُ وَمَا
كَانُوْا مُنْظَرِيْنَ ۙ

রজনী-যোগে মিসর পরিত্যাগ করিয়া বিশুষ্ক অথবা সুস্থির অবস্থায় লোহিত সমুদ্র অতিক্রম করেন এবং দুর্মতি ফেরাউন সসৈন্য তাঁহাদের অনুসরণ করিয়া ঐ সমুদ্রের অস্থির স্রোতে নিমজ্জিত হইয়া সদলবলে ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়া যায়।

রাহ্‌উরা—অচল, সুস্থির, বিশুষ্ক অথবা স্রোতহীন। কিন্তু বিভিন্ন শ্রেণীর তফ্‌সীরকারগণ উক্ত শব্দের বিভিন্নরূপ মর্ম্ম পরিগ্রহণ করিয়াছেন এবং নানারূপ কল্পনার খেলা খেলিয়া স্ব স্ব ধারণা ও মতবাদ প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন, ইহাদের মধ্যে প্রকৃতিবাদীদিগের ব্যাখ্যা বেশ কৌতূহলোদ্দীপক। তাহাদের মতে 'রাহ্‌উরা' অর্থ বিশুষ্ক অথবা ভাঁটা। তাঁহারা বলেন যে, হজরত মূসা ভাঁটার সময়ে বিশুষ্ক অবস্থায় সমুদ্র-পথ অতিক্রম করিয়া গিয়াছিলেন; কিন্তু ফেরাউন সদলবলে তাঁহাদের অনুসরণ করিয়া বিশুষ্ক সমুদ্রে অবতরণ করিলে প্রবল জোয়ার আসিয়া তাহাদিগকে ভাসাইয়া লইয়া যায়। কিন্তু হাদিস শরিফ অথবা প্রসিদ্ধ তফ্‌সীর সমূহে এই সকল অভিনব কল্পনার কোনই বিশ্বস্ত প্রমাণ নাই।

২৫—২৭। এই তিনটী আয়তে মহান্ আল্লাহতা'লা অহঙ্কারী ফেরাউন ও তাহার অবিশ্বাসী সম্প্রদায়ের শোচনীয় পরিণাম বর্ণনা করিতেছেন। তিনি বলিতেছেন যে, তাহারা কত মনোহর অট্টালিকা, সুসজ্জিত উদ্যান, সুন্দর প্রস্রবণ এবং অত্যুত্তম শস্য-ক্ষেত্র ও বিপুল ভূ-সম্পত্তির অধিকারী ছিল এবং কত সুখ-সম্পদ ও ভোগ-বিলাসের মধ্যে তাহারা আয়েশ-আরামের জীবন অতিবাহিত করিত। কিন্তু নিজেদের ধর্ম্মদ্রোহিতা ও দুষ্কার্য্যের জন্য তাহাদিগকে উহা সমস্তই পরিত্যাগ করিয়া অতি শোচনীয় অপমৃত্যু বরণ করিয়া লইতে হইয়াছে। তাহাদিগের ঐ সকল রাজ্য-ঐশ্বর্য্য, সুখ-সম্পদ ও ভোগ-বিলাস তাহাদের কোনই উপকারে আসে নাই।

২৮—২৯। পৃথিবীতে অবিশ্বাস, অবাধ্যতা ও ধর্ম্মদ্রোহিতার জন্য এইরূপ আরও বহু সম্প্রদায় ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছে এবং আমার সেই শাস্তি হইতে তাহারা এক মুহূর্ত্তও অবকাশ প্রাপ্ত হয় নাই।

সম্প্রদায়। ২৩। অতএব আমার দাস-
দিগের সহিত রজনীযোগে প্রস্থান কর;
নিশ্চয় তোমরা অনুসৃত হইবে।
২৪। এবং সমুদ্রকে সুস্থির পরিত্যাগ
কর; নিশ্চয় তাহাদের সৈন্যদল
নিমজ্জিত হইবে। ২৫। তাহারা কত উদ্যান
ও প্রস্রবণ পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছে;
২৬। এবং শস্যক্ষেত্র ও অত্যুত্তম স্থান
সমূহ; ২৭। এবং সুখ-সম্পদ—যাহাতে
তাহারা আনন্দ উপভোগ করিত!
২৮। এইরূপই হয়!—এবং আমি অন্যান্য
সম্প্রদায়কে তাহাদের উত্তরাধিকারী
করিয়াছিলাম। ২৯। কিন্তু আকাশ
ও পৃথিবী তাহাদের জন্য ক্রন্দন করে
নাই এবং তাহাদিগকে অবকাশও প্রদান
করা হয় নাই।

فَأَسْرِ بِعِبَادِي لَيْلًا إِنَّكُم
مُّتَّبَعُونَ ۝ ٢٤- وَاتْرُكِ الْبَحْرَ
رَهْوًا ۖ إِنَّهُمْ جُندٌ مُّغْرَقُونَ ۝
٢٥- كَمْ تَرَكُوا مِن جَنَّاتٍ
وَعُيُونٍ ۝ ٢٦- وَزُرُوعٍ وَمَقَامٍ
كَرِيمٍ ۝ ٢٧- وَنَعْمَةٍ كَانُوا فِيهَا
فَاكِهِينَ ۝ ٢٨- كَذَٰلِكَ ۖ
وَأَوْرَثْنَاهَا قَوْمًا آخَرِينَ ۝ ٢٩- فَمَا
بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ وَمَا
كَانُوا مُنظَرِينَ ۝

রজনী-যোগে মিসর পরিত্যাগ করিয়া বিশুষ্ক অথবা সুস্থির অবস্থায় লোহিত সমুদ্র অতিক্রম কর... এবং দুর্মতি ফেরাউন সসৈন্য তাঁহাদের অনুসরণ করিয়া ঐ সমুদ্রের অস্থির স্রোতে নিমজ্জিত হই... সদলবলে ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়া যায়।

রাহ্‌উরা—অচল, সুস্থির, বিশুষ্ক অথবা স্রোতহীন। কিন্তু বিভিন্ন শ্রেণীর তফ্‌সীরকার... উক্ত শব্দের বিভিন্নরূপ মর্ম্ম পরিগ্রহণ করিয়াছেন এবং নানারূপ কল্পনার খেলা খেলিয়া স্ব... ধারণা ও মতবাদ প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন, ইহাদের মধ্যে প্রকৃতিবাদীদিগের যাহা... বেশ কৌতুহলোদ্দীপক। তাহাদের মতে 'রাহ্‌উরা' অর্থ বিশুষ্ক অথবা ভাঁটা। তাঁহারা বলেন যে হজরত মূসা ভাঁটার সময়ে বিশুষ্ক অবস্থায় সমুদ্র-পথ অতিক্রম করিয়া গিয়াছিলেন; কিন্তু ফেরা... সদলবলে তাঁহাদের অনুসরণ করিয়া বিশুষ্ক সমুদ্রে অবতরণ করিলে প্রবল জোয়ার আসি... তাহাদিগকে ভাসাইয়া লইয়া যায়। কিন্তু হাদিস শরিফ অথবা প্রসিদ্ধ তফ্‌সীর সমূহে এই সকল অভিনব কল্পনার কোনই বিশ্বস্ত প্রমাণ নাই।

২৫—২৭। এই তিনটী আয়তে মহান্ আল্লাহতা'লা অহঙ্কারী ফেরাউন ও তাহার অধি... সম্প্রদায়ের শোচনীয় পরিণাম বর্ণনা করিতেছেন। তিনি বলিতেছেন যে, তাহারা কত মনোর... অট্টালিকা, সুসজ্জিত উদ্যান, সুন্দর প্রস্রবণ এবং অত্যুত্তম শস্য-ক্ষেত্র ও বিপুল ভূ-সম্পত্তির অধিকা... ছিল এবং কত সুখ-সম্পদ ও ভোগ-বিলাসের মধ্যে তাহারা আয়েশ-আরামের জীবন অতিবাহি... করিত। কিন্তু নিজেদের ধর্ম্মদ্রোহিতা ও দুষ্কার্য্যের জন্য তাহাদিগকে উহা সমস্তই পরিত্যাগ করি... অতি শোচনীয় অপমৃত্যু বরণ করিয়া লইতে হইয়াছে। তাহাদিগের ঐ সকল রাজ্য-ঐশ্বর্য্য, ধন-সম্পদ ও ভোগ-বিলাস তাহাদের কোনই উপকারে আসে নাই।

২৮—২৯। পৃথিবীতে অবিশ্বাস, অবাধ্যতা ও ধর্ম্মদ্রোহিতার জন্য এইরূপ আরও বহু সম্প্রদা... ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছে এবং আমার সেই শাস্তি হইতে তাহারা এক মুহূর্ত্তও অবকাশ প্রাপ্ত হয় নাই

২য় রুকূ—সৎকার্য্যের প্রতিদান ও অসৎকার্য্যের প্রতিফল

৩০। এবং নিশ্চয় আমি ইস্রাইল-
বংশীয়দিগকে অবমাননাকর শাস্তি হইতে
উদ্ধার করিয়াছিলাম—৩১। ফেরাউন
হইতে; নিশ্চয় সে অপচারীদিগের মধ্যে
উদ্ধত ছিল। ৩২। এবং নিশ্চয়ই আমি
তাহাদিগকে জ্ঞান সম্বন্ধে সমগ্র পৃথিবীর
উপর মনোনীত করিয়াছিলাম। ৩৩। এবং
আমি তাহাদিগকে কোন কোন নিদর্শন
দান করিয়াছিলাম—যাহাতে প্রকাশ্য
পরীক্ষা ছিল। ৩৪। অবশ্য তাহারা
ইহাই বলিয়া থাকে—৩৫। যে, নিশ্চয়
আমাদের এই প্রথম মৃত্যু ব্যতীত নাই
এবং আমরা পুনর্জ্জীবিত হইব না।
৩৬। অতএব যদি তোমরা সত্যবাদী
হও তবে আমাদের পিতৃপুরুষদিগকে
আনয়ন কর। ৩৭। তবে কি তাহারাই

٣٠ وَلَقَدْ نَجَّيْنَا بَنِيٓ إِسْرَآءِيلَ
مِنَ الْعَذَابِ الْمُهِينِ ۙ ٣١ مِن
فِرْعَوْنَ ۚ إِنَّهُۥ كَانَ عَالِيًا مِّنَ
الْمُسْرِفِينَ ○ ٣٢ وَلَقَدِ
اخْتَرْنَٰهُمْ عَلَىٰ عِلْمٍ عَلَى
الْعَٰلَمِينَ ۚ ٣٣ وَءَاتَيْنَٰهُم مِّنَ
الْءَايَٰتِ مَا فِيهِ بَلَٰٓؤٌا۟ مُّبِينٌ ○
٣٤ إِنَّ هَٰٓؤُلَآءِ لَيَقُولُونَ ۙ ٣٥ إِنْ
هِيَ إِلَّا مَوْتَتُنَا الْأُولَىٰ وَمَا نَحْنُ
بِمُنشَرِينَ ○ ٣٦ فَأْتُوا۟ بِـَٔابَآئِنَآ
إِن كُنتُمْ صَٰدِقِينَ ○ ٣٧ أَهُمْ

এবং আকাশ ও পৃথিবীর কেহই তাহাদের জন্য ক্রন্দন করে নাই। লোকে সাধারণতঃ ধার্ম্মিক, পুণ্যবান ও সৎকর্ম্মশীল লোকদিগের জন্যই অশ্রুপাত ও দুঃখপ্রকাশ করিয়া থাকে, কিন্তু ঐ সকল ধর্ম্মদ্রোহী সম্প্রদায় এরূপ অনাচারী, অত্যাচারী ও দুর্দ্দান্ত লোক ছিল যে, তাহাদের ধ্বংসপ্রাপ্তিতে আকাশের ফেরেশ্‌তা অথবা পৃথিবীর অধিবাসীদের মধ্যে কেহই তাহাদের জন্য কোনরূপ অনুতাপ বা দুঃখপ্রকাশ করে নাই।

৩০—৩৩। এই চারিটী আয়তে আল্লাহতা'লা বলিতেছেন যে, আমি এসরাইল-বংশীয়দিগকে দাম্ভিক ও দুরাচার ফেরাউনের অধীনতা ও দাসত্ব হইতে মুক্ত করিয়া তাহাদিগকে এই পৃথিবীতে একটি শ্রেষ্ঠ জাতিরূপে মনোনীত করিয়াছিলাম এবং তাহাদিগকে আমার বিভিন্নরূপ অনুগ্রহের নিদর্শন প্রদান করিয়া তাহাদের বিশ্বাস ও কৃতজ্ঞতা পরীক্ষা করিয়াছিলাম।

৩৪—৩৬। অনন্তর আল্লাহতা'লা কোরেশদিগের প্রতি লক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন—এই অবিশ্বাসীরা বলে যে, পৃথিবীতে মৃত্যুর পর আমরা আর কখনই পুনর্জ্জীবিত হইব না। অতএব হে মুসলমানগণ, যদি তোমরা সত্যবাদী হও, তবে আমাদের পূর্ব্বপুরুষদিগকে পুনর্জ্জীবিত কর।

৩৭। **তোব্বা**—এয়মনের অন্তর্গত ধন-সম্পদশালী ও পরাক্রান্ত হামিরী বা 'হেমারাইট'গণের রাজাদিগের উপাধি 'তোব্বা' ছিল। বিভিন্ন বর্ণনায় জানা যায় যে, ইহাদের কেহ ধার্ম্মিক ও ন্যায়পরায়ণ এবং কেহ বা অত্যাচারী ও দুর্দ্দান্ত ছিল।—কাশ্‌শাফ, জামেউল-বয়ান।

শ্রেষ্ঠতর অথবা তোব্বা সম্প্রদায় এবং
তাহাদের পূর্ব্ববর্ত্তিগণ? আমি তাহা-
দিগকে ধ্বংস করিয়াছিলাম; নিশ্চয়
তাহারা অপরাধী ছিল। ৩৮। এবং
আমি নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডল এবং
তদুভয়ের অন্তর্গত বিষয়-সমূহ কখনই
ক্রীড়াচ্ছলে সৃষ্টি করি নাই। ৩৯। আমি
এতদুভয়কে সত্যভাবে ব্যতীত সৃষ্টি
করি নাই, কিন্তু তাহাদের অধিকাংশই
অবগত নহে। ৪০। নিশ্চয়ই তাহাদের
সকলের জন্যই সেই প্রভেদকারী-দিবস
নির্দ্ধারিত রহিয়াছে। ৪১। সেদিন
বন্ধু কোন বন্ধু হইতে কিছুমাত্র সুফল
লাভ করিবে না এবং তাহারা সাহায্যও
প্রাপ্ত হইবে না;—৪২। কিন্তু আল্লাহ
যাহাকে অনুগ্রহ করিয়াছেন, নিশ্চয়ই তিনি
মহা পরাক্রান্ত করুণাময়।

أَمْ قَوْمُ تُبَّعٍ وَالَّذِينَ مِن
قَبْلِهِمْ أَهْلَكْنَاهُمْ إِنَّهُمْ كَانُوا
مُجْرِمِينَ ۝ ٣٨- وَمَا خَلَقْنَا
السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا
لَاعِبِينَ ۝ ٣٩- مَا خَلَقْنَاهُمَا إِلَّا
بِالْحَقِّ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ۝
إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ مِيقَاتُهُمْ
أَجْمَعِينَ ۝ ٤١- يَوْمَ لَا يُغْنِي
مَوْلًى عَن مَّوْلًى شَيْئًا وَلَا هُمْ
يُنصَرُونَ ۝ ٤٢- إِلَّا مَن رَّحِمَ اللَّهُ ۚ
إِنَّهُ هُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ۝

আল্লাহতা'লা বলিতেছেন যে, কোরেশদিগের পূর্ব্ববর্ত্তী তোব্বা ও অন্যান্য সম্প্রদায় ধন-জন ও শক্তি-সামর্থে ইহাদের অপেক্ষা বহুগুণ সম্পদশালী ও পরাক্রান্ত ছিল; কিন্তু অত্যাচার, অনাচার ও ধর্ম্মদ্রোহিতার জন্য আমি তাহাদিগকে সমূলে ধ্বংস করিয়াছিলাম। সুতরাং কোরেশেরা সতর্ক ও সংযত না হইলে তাহাদিগকেও বিনষ্ট হইতে হইবে।

৩৮—৩৯। যে অবিশ্বাসী ও অংশীবাদী সম্প্রদায় বলে যে, এই বিশাল সৃষ্টির কোন সত্যিকার সার্থকতা নাই—ইহা সমস্তই সৃষ্টিকর্ত্তার উদ্দেশ্যহীন লীলা-খেলা মাত্র। এই দুইটী আয়তে আল্লাহতা'লা তাহাদের উক্তির প্রতিবাদ করিয়া বলিতেছেন যে, আমার সৃষ্টির মহান উদ্দেশ্য সম্বন্ধে তাহাদের অধিকাংশই অজ্ঞতা ও ভ্রান্তির মধ্যে আচ্ছন্ন রহিয়াছে। কারণ আমি এই বিশ্ব শুধু লীলা খেলা বা ক্রীড়া-ছলে সৃষ্টি করি নাই; বরং আমি ইহা সত্যভাবে সৃষ্টি করিয়াছি এবং সত্যভাবেই সমস্ত বিষয়ের বিচার-মীমাংসা করিব।

৪০—৪২। সত্যাসত্য ও বিচার-মীমাংসার সেই প্রভেদকারী দিবসে মানবের পার্থিব জীবনের বন্ধু-বান্ধবেরা কেহ কাহারও কোন উপকার করিতে অথবা কেহই কাহাকে কোনরূপ সাহায্য করিতে পারিবে না। কিন্তু মহাপরাক্রান্ত করুণাময় আল্লাহতা'লা যাহাদিগকে অনুগ্রহ ও সাহায্য করিবেন কেবল সেই বিশ্বাসী ও সৎকর্ম্মশীল ব্যক্তিরাই সেদিন তাঁহার অসীম অনুগ্রহে অভিষিক্ত হইয়া স্ব স্ব কার্য্যের সুফল লাভ করিতে সমর্থ হইবে।

৩য় রুকু—বিশ্বাসী ও অবিশ্বাসীদিগের পারলৌকিক পরিণতি

৪৩। নিশ্চয় জাকুম বৃক্ষই,
৪৪। পাপীদিগের খাদ্য; ৪৫। যাহা
বিগলিত তাম্রের ন্যায় উদর মধ্যে ফুটিতে
থাকিবে; ৪৬। যেরূপ উত্তপ্ত সলিল ফুটান
হয়। ৪৭। উহাকে ধর—তৎপর নরকের
মধ্যস্থলে টানিয়া লইয়া যাও।
৪৮। তৎপর উহার মস্তকের উপর
শাস্তিপূর্ণ উত্তপ্ত সলিল নিক্ষেপ কর।
৪৯। আস্বাদন কর; অবশ্য তুমিই
না শক্তিশালী সম্মানিত ছিলে?
৫০। নিশ্চয় ইহাই তাহা—যদ্বিষয়ে
তোমরা সন্দেহ করিতে। ৫১। নিশ্চয়
ধর্ম্মভীরুগণ নিরাপদ স্থানে থাকিবে,
৫২। স্বর্গোদ্যান ও স্রোতস্বিনী-সমূহের
মধ্যে। ৫৩। তাহারা সূক্ষ্ম ও সঘন
রেশমী বস্ত্র পরিধান করিয়া সামনা-

৪৩- اِنَّ شَجَرَتَ الزَّقُّوْمِ ۙ ৪৪- طَعَامُ
الْاَثِيْمِ ۛۚ ৪৫- كَالْمُهْلِ ۚ يَغْلِيْ
فِى الْبُطُوْنِ ۙ ৪৬- كَغَلْيِ الْحَمِيْمِ ○
৪৭- خُذُوْهُ فَاعْتِلُوْهُ اِلٰى سَوَآءِ
الْجَحِيْمِ ۖۗ ৪৮- ثُمَّ صُبُّوْا فَوْقَ
رَاْسِهٖ مِنْ عَذَابِ الْحَمِيْمِ ۗ
৪৯- ذُقْ ۚ اِنَّكَ اَنْتَ الْعَزِيْزُ
الْكَرِيْمُ ○ ৫০- اِنَّ هٰذَا مَا كُنْتُمْ
بِهٖ تَمْتَرُوْنَ ○ ৫১- اِنَّ الْمُتَّقِيْنَ
فِيْ مَقَامٍ اَمِيْنٍ ۙ ৫২- فِيْ جَنّٰتٍ
وَّعُيُوْنٍ ۙ ৫৩- يَّلْبَسُوْنَ مِنْ
سُنْدُسٍ وَّاِسْتَبْرَقٍ مُّتَقٰبِلِيْنَ ۙۚ

৪৩—৫০। এই কয়েকটী আয়তে অবিশ্বাসী ও অংশীবাদী পাপীদিগের পারলৌকিক শাস্তির বিষয় বর্ণিত হইয়াছে। নরকের মধ্যে তাহারা এক প্রকার বিষাক্ত ও বিস্বাদ কণ্টক-তরু ভক্ষণ করিতে বাধ্য হইবে। উহা তাহাদের উদর মধ্যে প্রবেশ করিয়া উত্তপ্ত সলিল অথবা বিগলিত তাম্রের ন্যায় ফুটিতে থাকিবে। মহাবিচারের পর আল্লাহতা'লার আদেশে ফেরেশ্‌তাগণ অপরাধীদিগকে ধরিয়া নরকের মধ্যে টানিয়া লইয়া যাইবে এবং তাহাদের মস্তকে উত্তপ্ত সলিল ঢালিয়া দিবে। অতঃপর তাহাদিগকে বলা হইবে—তোমরা পৃথিবীতে নিজেদের শক্তিশালী ও সম্মানিত মনে করিয়া সেই গর্ব্বে যে নরকের শাস্তি অবিশ্বাস করিয়াছিলে, আজ তাহা উপভোগ কর।—'জাকুম' তরুর ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ—২৩শ পারা, সুরা সাফফাত—৬২ আয়ত দ্রষ্টব্য।

৫১—৫৭। এই কয়েকটী আয়তে বিশ্বাসী ও সৎকর্ম্মশীল পুণ্যবানগণের পারলৌকিক সুখ-সম্পদের বিষয় বর্ণিত হইয়াছে। তাহারা সুরম্য স্বর্গোদ্যান ও সুদৃশ্য প্রস্রবণ সমূহের মধ্যবর্ত্তী

সামনি অবস্থান করিবে। ৫৪। এই-রূপই!—এবং আমি তাহাদিগকে সুলোচনা সুন্দরীগণের সহিত পরিণয়াবদ্ধ করিব। ৫৫। তন্মধ্যে তাহারা শান্তির সহিত সর্ব্বপ্রকার ফল চাহিয়া লইবে। ৫৬। তন্মধ্যে তাহারা সেই প্রথম মৃত্যু ব্যতীত মৃত্যু আস্বাদন করিবে না; এবং তিনি তাহাদিগকে নরকের শাস্তি হইতে রক্ষা করিবেন। ৫৭। ইহাই তোমার প্রতিপালকের অনুগ্রহ—ইহাই সুমহান সফলতা। ৫৮। অনন্ত এই জন্য আমি ইহা তোমার ভাষায় সহজ করিয়াছি, যেন তাহারা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে। ৫৯। অতএব তুমি প্রতীক্ষা কর; নিশ্চয় তাহারাও প্রতীক্ষা করিতেছে।

كَذٰلِكَ ۗ وَزَوَّجْنٰهُمْ
بِحُوْرٍ عِيْنٍ ۵ -৫৫ يَدْعُوْنَ فِيْهَا
بِكُلِّ فَاكِهَةٍ اٰمِنِيْنَ ۵ -৫৬ لَا
يَذُوْقُوْنَ فِيْهَا الْمَوْتَ اِلَّا الْمَوْتَةَ
الْاُوْلٰى ۚ وَوَقٰهُمْ عَذَابَ الْجَحِيْمِ ۵
فَضْلًا مِّنْ رَّبِّكَ ؕ ذٰلِكَ
هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ○ -৫৮ فَاِنَّمَا
يَسَّرْنٰهُ بِلِسَانِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُوْنَ ○
-৫৯ فَارْتَقِبْ اِنَّهُمْ مُّرْتَقِبُوْنَ ۵

মনোরম নিরাপদ স্থানে অবস্থান করিবে। তথায় তাহারা সুরঞ্জিত সূক্ষ্ম রেশমী বস্ত্র পরি... করিয়া সামনা-সামনি উপবেশন পূর্ব্বক শান্তির সহিত সর্ববিধ সুস্বাদু ফল ও তৃপ্তিকর পানীয় ... হইবে। সুলোচনা সুর-সুন্দরীগণ প্রেমময়ী পরিণিতা পত্নী ও সহৃদয়া শান্তিদায়িনী সেবিকা... তাহাদের সুখ-শান্তি ও আনন্দ বর্দ্ধন করিবে। তথায় জরা-মৃত্যু, শোক-দুঃখ ও অসুখ-... তাহাদিগকে কখনও স্পর্শ করিবে না। তাহারা চিরকাল সেই আনন্দময় স্বর্গোদ্যানে অব... করিয়া উহার অফুরন্ত সুখ-শান্তি ও আনন্দ উপভোগ কারতে থাকিবে।

৫৮—৫৯। অবশেষে আল্লাহতা'লা বলিতেছেন—হে রসুল, নিশ্চয় আমি এই পবিত্র কো... শরিফ শুধু এই উদ্দেশেই তোমার ভাষায় সহজ করিয়া দিয়াছি—যাহাতে আরবের অধিবা... ইহার আদেশ-উপদেশ ও ভবিষ্যদ্বাণী সমূহ সহজে হৃদয়ঙ্গম করিয়া বুঝিতে পারে। ... যদি তাহারা ইহা বুঝিতে না চাহে অথবা বুঝিয়াও ইহার অনুসরণ না করে, তবে তাহাদের ... তুমিও উহার ফলাফলের জন্য প্রতীক্ষা করিতে থাক। নিশ্চয় তাহারা যথাসময়ে এই অবিশ্বা... অবাধ্যতার উপযুক্ত প্রতিফল ভোগ করিবে।

অবিশ্বাসীদিগের পতন ও পরাজয় সম্বন্ধে উপরোক্ত ভবিষ্যদ্বাণীর আভাস প্রদান করিয়া সর্ব... সর্ব্বশক্তিমান আল্লাহতা'লা আলোচ্য সুরা শেষ করিয়াছেন।

মক্কায় অবতীর্ণ	৪৫। সূরা জাসিয়া—الجاثية	৩৭ আয়ত

১ম রুকু—স্বর্গীয় প্রত্যাদেশের সত্যতা ও অলোকিকতা

সর্ব্ব প্রদাতা করুণাময় আল্লার নামে

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

১। হা—মিম ২। মহাপরাক্রান্ত বিজ্ঞানময় আল্লাহ হইতে এই গ্রন্থের অবতারণা। ৩। নিশ্চয় বিশ্বাসীগণের জন্য নভোমণ্ডল ওভূমণ্ডলে নিদর্শনাবলী রহিয়াছে। ৪। এবং তোমাদের সৃষ্টির মধ্যে ও চতুষ্পদগণের সম্প্রসারণে অবস্থান সম্প্রদায়ের জন্য নিদর্শনাবলী রহিয়াছে। ৫। এবং রজনী ও দিবসের

١- حٰمٓ ۚ ٢- تَنْزِيْلُ الْكِتٰبِ
مِنَ اللّٰهِ الْعَزِيْزِ الْحَكِيْمِ ○ ٣- اِنَّ
فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ لَاٰيٰتٍ
لِّلْمُؤْمِنِيْنَ ۚ ٤- وَفِىْ خَلْقِكُمْ
وَمَا يَبُثُّ مِنْ دَاۗبَّةٍ اٰيٰتٌ لِّقَوْمٍ
يُّوْقِنُوْنَ ۙ ٥- وَاخْتِلَافِ الَّيْلِ

জাসিয়া—অবনমিত, নতজানু, নতশির অথবা—জানুর উপর মস্তক রাখিয়া ভীত, কম্পিত ও কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় অবস্থায় উপবেশন। আলোচ্য সূরার ২৮শ আয়তের 'জাসিয়া' শব্দ হইতেই এই নামকরণ করা হইয়াছে।—২৮ আয়তের তফ্‌সীর দ্রষ্টব্য।

শানে-নজুল—এই সূরাও সর্ব্ববাদীসম্মত মতে পবিত্র মক্কা শরিফে অবতীর্ণ হইয়াছিল। পূর্ব্ববর্ত্তী সূরা দোখানের ন্যায় পবিত্র কোরান শরিফ ও স্বর্গীয় প্রত্যাদেশের সত্যতা ঘোষণা করিয়া জগদ্বাসীর অন্ধবিশ্বাস ও কুসংস্কার দূরীভূত করিবার জন্যই এই পবিত্র সূরা অবতীর্ণ হইয়াছিল।

১। **হা-মিম**—ইহা 'হা-মিম'-যুক্ত সূরা মালার ষষ্ঠ সূরা। উক্ত বর্ণ-দ্বয়ের বিভিন্ন-রূপ মর্ম্মার্থ ৪০শ সূরার প্রারম্ভে বর্ণিত হইয়াছে।

২। এই আয়তে আল্লাহতা'লা প্রথমেই স্পষ্টতর ভাষায় বলিয়া দিতেছেন যে, সমগ্র বিশ্ব-জগতের সৃষ্টিকর্ত্তা ও অধিপতি—মহাপরাক্রান্ত বিজ্ঞানময় আল্লাহতা'লা হইতেই এই স্বর্গীয় মহাগ্রন্থ কোরান শরিফ অবতীর্ণ হইয়াছে। অবিশ্বাসীদের ভ্রান্ত ধারণা অনুযায়ী ইহা কোন মানুষের রচনা অথবা কবির কল্পনা নহে। অনন্ত জ্ঞান-বিজ্ঞানের অধিকারী—সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বদর্শী ও সর্ব্বশক্তিমান আল্লাহতা'লা ভিন্ন বিশ্বজগতের অতীত অবস্থা ও ভবিষ্যৎ পরিণতির অভ্রান্ত ভবিষ্যদ্বাণী সংবলিত এরূপ অলোকিক মহাগ্রন্থ রচনা করিবার সাধ্য আর কাহারও নাই।

৩—৫। অনন্তর আল্লাহতা'লা বলিতেছেন যে, এই বিরাট বিশ্ব-জগতের নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলে আমার অলোকিক শক্তি-মহিমার অসংখ্য নিদর্শনাবলী বিদ্যমান রহিয়াছে। এতদ্ভিন্ন মানব-সৃষ্টির মধ্যে এবং অন্যান্য জীব-জন্তুর সম্প্রসারণ ও বংশ-বৃদ্ধিতে, দিবা-রজনীর নিয়মিত আবর্ত্তন-বিবর্ত্তনে এবং বিভিন্ন ঋতুতে বায়ুরাশির বিস্ময়কর পরিবর্ত্তনে এবং আকাশ হইতে বারি

وَالنَّهَارِ وَمَا أَنْزَلَ اللّٰهُ مِنَ السَّمَاءِ
مِنْ رِّزْقٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا
وَتَصْرِيْفِ الرِّيٰحِ اٰيٰتٌ لِّقَوْمٍ
يَّعْقِلُوْنَ ○ ٦- تِلْكَ اٰيٰتُ اللّٰهِ
نَتْلُوْهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ ج فَبِأَيِّ
حَدِيْثٍ بَعْدَ اللّٰهِ وَاٰيٰتِهٖ يُؤْمِنُوْنَ ○
٧- وَيْلٌ لِّكُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيْمٍ ۙ
٨- يَّسْمَعُ اٰيٰتِ اللّٰهِ تُتْلٰى عَلَيْهِ
ثُمَّ يُصِرُّ مُسْتَكْبِرًا كَأَنْ لَّمْ يَسْمَعْهَا ج
فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيْمٍ ○ ٩- وَإِذَا
عَلِمَ مِنْ اٰيٰتِنَا شَيْئًا اتَّخَذَهَا هُزُوًا ط
أُولٰٓئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِيْنٌ ۙ

পরিবর্ত্তনে এবং আল্লাহ কর্ত্তৃক আকাশ হইতে উপজীবিকা অবতারণে তৎপর পৃথিবীকে উহার মৃত্যুর পর জীবন দানে এবং বায়ুরাশির পরিবর্ত্তনে জ্ঞানবান সম্প্রদায়ের জন্য নিদর্শনাবলী রহিয়াছে।
৬। ইহাও আল্লার নিদর্শনাবলী—যাহা আমি তোমার সমক্ষে সত্যভাবে আবৃত্তি করিতেছি; অতঃপর তাহারা আল্লাহ ও তাঁহার নিদর্শনাবলীর পরে কোন বাক্য বিশ্বাস করিবে?
৭। এবং প্রত্যেক অসত্য-রচনাকারী পাপীর জন্য পরিতাপ!
৮। যে তাহার সমক্ষে পঠিত আল্লার আয়ত-সমূহ শ্রবণ করিয়া পরে অহঙ্কার বশতঃ হঠকারিতা করে—যেন সে উহা শ্রবণই করে নাই; অতএব তুমি তাহাকে যন্ত্রণাপ্রদ শাস্তির সংবাদ দাও।
৯। এবং যখন সে আমার নিদর্শনাবলীর কিছু অবগত হয়, তখন সে উহা বিদ্রূপ-ছলে গ্রহণ করে; উহাদেরই জন্য অবমাননাকর শাস্তি রহিয়াছে।

বর্ষণ করিয়া মৃতবৎ বিশুষ্ক ধরণীকে সঞ্জীবতা ও শ্যামলতা প্রদানে চিন্তাশীল, জ্ঞানী ও আস্থাবান বিশ্বাসী লোকদিগের জন্য আমার অনন্ত শক্তি-মহিমার কত অনুপম নিদর্শন বিদ্যমান রহিয়াছে। কিন্তু অন্ধ ও বধির সদৃশ জ্ঞানহীন অজ্ঞ লোকেরা উহার কিছুই উপলব্ধি করিতে পারে না।

৬—৭। অতঃপর হে রসুল, আমি তোমার প্রতি যে স্বর্গীয় প্রত্যাদেশ অবতীর্ণ করিয়াছি এবং আমার প্রত্যক্ষ বাণী স্বরূপ যে কোরান শরিফ তোমার সমক্ষে সত্যভাবে আবৃত্তি করা হইতেছে, তাহাও আমার অনন্ত মহিমার এক অনুপম নিদর্শন ব্যতীত আর কিছুই নহে। যাহারা ইহা বিশ্বাস না করিয়া বলে যে, নিশ্চয় ইহা কোন কবির কল্পনা বা অসত্য রচনা, তুমি তাহাদিগকে বলিয়া দাও যে, ঐরূপ অলীক কল্পনা বা অসত্য-রচনাকারী মহাপাপীর জন্য পরিতাপ। কারণ তাহাদিগকে ইহ পরলোকে অভিশপ্ত ও ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া অতি ভয়াবহ শাস্তি ভোগ করিতে হইবে।

৮—৯। এতদসহ আল্লাহতা'লা ইহাও বলিয়া দিতেছেন যে, হে রসুল, যাহারা আমার পবিত্র বাণী কোরান শরিফের এই সকল প্রত্যাদেশ শুনিয়া অহঙ্কার বশতঃ অগ্রাহ্য ও হঠকারিতা করে এবং যাহারা উহা বিশ্বাস না করিয়া অবজ্ঞা-ভরে উপহাস-বিদ্রূপ করিতেছে, তুমি সেই সকল অবিশ্বাসীকে বলিয়া দাও যে, এই অমার্জ্জনীয় অপরাধের জন্য তাহারা অতি অবমাননাকর ও যন্ত্রণাপ্রদ শাস্তিভোগ করিবে।

১০। তাহাদের সম্মুখে নরক এবং
তাহারা যাহা কিছু অর্জ্জন করে এবং
আল্লার পরিবর্ত্তে তাহারা যাহাকে
অভিভাবক স্বরূপ গ্রহণ করে, তাহাদের
জন্য তাহা ফলপ্রদ হইবে না; এবং
তাহাদের জন্য মহা শাস্তি রহিয়াছে।
১১। ইহাই ত সমুপদেশ; এবং যাহারা
তাহাদের প্রতিপালকের নিদর্শনাবলী
সম্বন্ধে অবিশ্বাস করে, তাহাদের জন্য জঘন্য
যন্ত্রণাপ্রদ শাস্তি রহিয়াছে।

١٠- مِنْ وَّرَآئِهِمْ جَهَنَّمُ ۚ وَلَا
يُغْنِيْ عَنْهُمْ مَّا كَسَبُوْا شَيْئًا وَّلَا مَا
اتَّخَذُوْا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ اَوْلِيَآءَ ۚ
وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيْمٌ ۝ ١١- هٰذَا
هُدًى ۚ وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِاٰيٰتِ
رَبِّهِمْ لَهُمْ عَذَابٌ مِّنْ رِّجْزٍ اَلِيْمٌ ۝

২য় রুকু—ঐশী-অনুগ্রহের অনুপম অভিব্যক্তি

১২। আল্লা-ই তোমাদের জন্য
সমুদ্রকে আয়ত্তাধীন করিয়াছেন—যেন
তাঁহার আদেশে তন্মধ্যে নৌকা-সমূহ
পরিচালিত হয় এবং যেন তোমরা
তাঁহার অনুগ্রহ অনুসন্ধান কর এবং
তিনি নিজ হইতে নভোমণ্ডলের অন্তর্গত
যাহা আছে ও ভূমণ্ডলের অন্তর্গত যাহা
আছে, তাহা সমস্তই তোমাদের জন্য

١٢- اَللّٰهُ الَّذِيْ سَخَّرَ لَكُمُ الْبَحْرَ
لِتَجْرِيَ الْفُلْكُ فِيْهِ بِاَمْرِهٖ
وَلِتَبْتَغُوْا مِنْ فَضْلِهٖ وَلَعَلَّكُمْ
تَشْكُرُوْنَ ۝ ١٣- وَسَخَّرَ لَكُمْ مَّا
فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ جَمِيْعًا

১০—১১। এই দুইটী আয়তে আল্লাহতা'লা পুনরায় বলিয়া দিতেছেন যে, যে সকল অবিশ্বাসী ও অংশীবাদী ঐশীবাণী অবিশ্বাস করিয়া সত্য-ধর্ম্ম প্রত্যাখ্যান করিবে, তাহাদের অলীক ধর্ম্ম-কর্ম্ম ও অসার পূজা-আরাধনা ইহ-পরলোকে তাহাদের জন্য কিছুমাত্র ফলপ্রদ হইবে না। তাহারা অবশ্যই নরকানলে নিক্ষিপ্ত হইয়া অতি ভয়াবহ শাস্তিভোগ করিতে বাধ্য হইবে।

১২—১৩। এই দুইটী আয়তে আল্লাহতা'লা মানব-জাতির প্রতি তাঁহার অনুপম অনুগ্রহের বিষয় বিবৃত করিয়াছেন। তিনি মানব জাতিকে এই পৃথিবীতে স্বীয় প্রতিনিধি রূপে সৃষ্টি করিয়া তাহাদিগকে সৃষ্টির শ্রেষ্ঠতম জীব-রূপে অভিষিক্ত করিয়াছেন। তৎপর তিনি পৃথিবীর স্থলভাগ ও জলভাগ এবং আকাশ ও পৃথিবীর যাবতীয় বিষয় তাহাদের আয়ত্তাধীন করিয়া দিয়াছেন। আল্লাহতা'লা প্রদত্ত শক্তির বলে মানুষ আজ যে শুধু পৃথিবীর জল স্থল সর্ব্বত্র বিচরণ করিয়া উহার যাবতীয় জীব-জন্তুর উপর আধিপত্য বিস্তার করিয়াছে এবং পর্ব্বতে আরোহণ ও পাতালে প্রবেশ করিয়া উহার যাবতীয় বিষয়-সম্পদ করায়ত্ত করিয়া লইয়াছে তাহা নহে, আজ তাহারা বিজ্ঞান বলে আকাশে পরিভ্রমণ করিয়া এবং নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের দৃশ্যমান ও অদৃশ্য জগৎ হইতে কত অফুরন্ত শক্তি সংগ্রহ ও আয়ত্তাধীন করিয়া নিজেদের ধন-সম্পদ, সুখ-শান্তি ও ভোগ-বিলাস

আয়ত্তাধীন করিয়াছেন; নিশ্চয় ইহাতে চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্য নিদর্শনাবলী রহিয়াছে। ১৪। তুমি বিশ্বাসস্থাপনকারীদিগকে বলিয়া দাও যে, তাহারা যেন উহাদিগকে ক্ষমা করে—যাহারা আল্লার দিবস-সমূহের আকাঙ্ক্ষা করে না; যেহেতু ঐ সম্প্রদায়কে তিনি উহারই প্রতিফল প্রদান করিবেন—যাহা তাহারা অর্জ্জন করিতেছে। ১৫। যে সৎকার্য্য করে, ফলতঃ উহা তাহার নিজেরই জন্য এবং যে সৎকার্য্য করে, বস্তুতঃ উহা তাহারই উপর রহিবে; তৎপর তোমরা

مِنْهُ ط إِنَّ فِي ذٰلِكَ لَآيٰتٍ لِّقَوْمٍ
يَّتَفَكَّرُوْنَ ○ ١٤- قُلْ لِّلَّذِيْنَ
اٰمَنُوْا يَغْفِرُوْا لِلَّذِيْنَ لَا يَرْجُوْنَ
اَيَّامَ اللّٰهِ لِيَجْزِيَ قَوْمًا بِمَا كَانُوْا
يَكْسِبُوْنَ ○ ١٥- مَنْ عَمِلَ صَالِحًا
فَلِنَفْسِهٖ ج وَمَنْ اَسَاءَ فَعَلَيْهَا ز

বৃদ্ধি করিয়া লইতেছে। আধ্যাত্মিক জ্ঞান ও সাধনা বলে আজ তাহারা অদৃশ্য জগৎ এবং স্বর্গ রাজ্যের সংবাদ লইতেও কুণ্ঠীত হইতেছে না। আল্লাহতা'লার অপার অনুগ্রহে ক্ষুদ্রকায় দুর্ব্বল মানবের এই অসাধারণ শক্তি দেখিলে কে না বিস্ময়ে স্তম্ভিত হইবে? তাই আল্লাহতা'লা বলিয়া দিতেছেন যে, আমি স্বীয় অনুগ্রহে মানব-জাতিকে সমগ্র বিশ্বজগতের উপর যে শক্তি, গৌরব ও আধিপত্য দান করিয়াছি, নিশ্চয় তাহাতে বিশ্বাসী ও চিন্তাশীল জ্ঞানবান সম্প্রদায়ের জন্য আমার অনুপম ও অলৌকিক শক্তি-মহিমার অসংখ্য নিদর্শন বিদ্যমান রহিয়াছে।

১৪। হজরত রসুলোল্লার মক্কা অবস্থান কালে—ইসলাম প্রচারের প্রথম সময়ে অবিশ্বাসী কোরেশেরা বিশ্বাসী মুসলমানদিগের উপর নানারূপ অত্যাচার-অবিচার ও উপহাস-বিদ্রূপ করিত। তাহাদের সেই সকল দুর্ব্ব্যবহার-সহ্য করিতে না পারিয়া মুসলমানেরাও তাহাদের উপর প্রতিশোধ লইবার সঙ্কল্প করিত। কিন্তু আল্লাহতা'লা বলিয়া দিলেন—হে রসুল, তুমি বিশ্বাসীদিগকে বলিয়া দাও যে, যে সকল অবিশ্বাসী প্রত্যাদেশ ও পরলোক অবিশ্বাস করে এবং আল্লার অনুগ্রহের আকাঙ্ক্ষা অথবা তাঁহার শাস্তির ভয় করে না, তাহারা যেন সেই সকল অবিশ্বাসীকে ক্ষমা করে এবং যেন সকল সময়ে তাহাদের উপর প্রতিশোধ গ্রহণ করিতে চেষ্টিত না হয়। কারণ প্রত্যেক বিষয়ের জন্য একটি সময় নির্দ্দিষ্ট রহিয়াছে। সুতরাং সর্ব্বশক্তিমান আল্লাহতা'লাই যথাসময়ে তাহাদের আচরণ ও কৃতকর্ম্মের উপযুক্ত প্রতিফল প্রদান করিবেন।

অলোচ্য অয়তের সহিত 'জেহাদ' বা ধর্ম্মযুদ্ধ সম্বন্ধীয় প্রত্যাদেশের কোনই বিরোধ নাই। কারণ জেহাদ হইতেছে স্বধর্ম্মের সম্মান এবং স্বজাতির স্বার্থ ও অধিকার সংরক্ষণের জন্য সার্ব্বজনীন যুদ্ধের আদেশ। ব্যক্তিগত শত্রুতা অথবা সাধারণ অত্যাচার ও অনাচারের জন্য ধর্ম্মযুদ্ধ অবশ্য কর্ত্তব্য নহে। বরং ঐ সকল ক্ষেত্রে ধৈর্য্য ও সহিষ্ণুতা অবলম্বন অথবা যথাসম্ভব ক্ষমা করাই উৎকৃষ্টতর পন্থা। কারণ এইরূপ ক্ষমা ও সহিষ্ণুতার দ্বারা যথেষ্ট সুফল এবং নানারূপ অনিষ্টকারিতার হস্ত হইতে রক্ষা পাওয়া যাইতে পারে। তাই আলোচ্য আয়তে মুসলমানদিগকে ধৈর্য্য, সহিষ্ণুতা ও ক্ষমা সম্বন্ধে সদুপদেশ দান করা হইয়াছে।

১৫। পরলোকে প্রত্যেক মানুষকেই আল্লাহতা'লার সমক্ষে উপস্থিত হইয়া তাহাদের সদসৎ কৃতকর্ম্মের প্রতিদান বা প্রতিফল ভোগ করিতে হইবে।

স্বীয় প্রতিপালকের দিকেই প্রত্যাবর্ত্তিত হইবে। ১৬। এবং নিশ্চয়ই আমি এসরাইল-বংশীয়দিগকে গ্রন্থ ও বিজ্ঞান ও নবুওত দান করিয়াছিলাম এবং আমি তাহাদিগকে পবিত্র বস্তু-সমূহ হইতে উপজীবিকা প্রদান করিয়াছিলাম এবং আমি তাহাদিগকে পৃথিবীর উপর: শ্রেষ্ঠত্ব দান করিয়াছিলাম ; ১৭। এবং আমি তাহাদিগকে কর্ত্তব্য সম্বন্ধে প্রকাশ্য প্রমাণ প্রদান করিয়াছিলাম ; কিন্তু তাহাদের নিকট যে জ্ঞান আসিয়াছিল—তদ্ব্যতীত তাহারা নিজেদের মধ্যে বিরুদ্ধতা বশতঃ উহাতে মতবিরোধ করিয়াছিল ; অবশ্য তাহারা ঐ সম্বন্ধে যে মতবিরোধ করিয়াছিল, তদ্বিষয়ে নিশ্চয় তোমার প্রতিপালক উত্থান-দিবসে তাহাদের মধ্যে মীমাংসা করিয়া দিবেন। ১৮। তৎপর আমি তোমাকে ঐ বিষয়ে ধর্ম্মপথের উপর সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলাম, অতএব তুমি অনভিজ্ঞদিগের প্রবৃত্তির অনুসরণ করিও না। ১০। নিশ্চয় তাহারা আল্লাহ হইতে তোমাকে কিছুমাত্র সুফল প্রদান করিতে পারিবে না ; এবং নিশ্চয় অত্যাচারীরা পরস্পর পরস্পরের বন্ধু ;

ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ ○ ١٦- وَ
لَقَدْ آتَيْنَا بَنِيٓ إِسْرَاءِيلَ الْكِتٰبَ
وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ وَرَزَقْنٰهُمْ مِّنَ
الطَّيِّبٰتِ وَفَضَّلْنٰهُمْ عَلَى الْعٰلَمِينَ ۚ
١٧- وَآتَيْنٰهُمْ بَيِّنٰتٍ مِّنَ الْأَمْرِ ۚ
فَمَا اخْتَلَفُوٓا إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَ
هُمُ الْعِلْمُ ۙ بَغْيًا بَيْنَهُمْ ۚ إِنَّ رَبَّكَ
يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ فِيمَا
كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ○ ١٨- ثُمَّ
جَعَلْنٰكَ عَلَىٰ شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ
فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَآءَ الَّذِينَ
لَا يَعْلَمُونَ ○ ١٩- إِنَّهُمْ لَنْ يُغْنُوا
عَنْكَ مِنَ اللهِ شَيْـًٔا ۚ وَإِنَّ
الظّٰلِمِينَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَآءُ بَعْضٍ ۚ

১৬—১৭। এই দুইটী আয়তে আল্লাহতা'লা বলিতেছেন যে, আমি স্বীয় অনুগ্রহে এসরাইল-বংশীয় ইহুদীদিগকে গ্রন্থ, বিজ্ঞান ও নবুয়তের গৌরব দান করিয়া তাহাদিগকে পৃথিবীর সমসাময়িক জাতিদিগের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করিয়াছিলাম। কিন্তু তাহারা নিজেদের মধ্যে ঈর্ষা, বিদ্বেষ ও বিরুদ্ধাচরণ বশতঃ পরস্পর মতবিরোধ করিয়া বিভিন্ন দলে বিভক্ত হইয়াছে। এজন্য তাহারা পরলোকে অবশ্যই শাস্তি ও লাঞ্ছনা ভোগ করিতে বাধ্য হইবে।

১৮—১৯। অতএব হে রসুল, তুমি অভিশপ্ত ইহুদীদিগের বিভিন্নরূপ ভ্রান্ত মতবাদের প্রতি ভ্রুক্ষেপ না করিয়া তোমাকে আমি যে সত্য-ধর্ম্মের উপর সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছি, তুমি তাহারই অনুসরণ কর। আমি ভিন্ন তাহারা তোমার কিছুমাত্র ভাল-মন্দ করিতে পারিবে না। তুমি নিশ্চয় জানিও যে, অবিশ্বাসী অত্যাচারীরা পরস্পর পরস্পরের বন্ধু ; কিন্তু বিশ্বাসীদিগের জন্য সর্ব্বশক্তিমান আল্লাহতা'লাই সর্ব্বোত্তম সুহৃদ ও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অভিভাবক।

এবং আল্লা-ই ধর্ম্মভীরুগণের অভিভাবক। ২০। মানবগণের জন্য ইহা প্রত্যক্ষ প্রমাণ এবং আস্থাবান সম্প্রদায়ের জন্য সুপথ ও অনুগ্রহ। ২১। তবে কি দুষ্কার্য্যকারীরা ধারণা করে যে, আমি তাহাদিগকে বিশ্বাস-স্থাপনকারী ও সৎকর্ম্মশীলদিগের সদৃশ করিব? তাহাদের জীবন ও তাহাদের মৃত্যু সমতুল্য; উহারা যে মীমাংসা করে, তাহা নিকৃষ্টতর।

وَاللّٰهُ وَلِيُّ الْمُتَّقِيْنَ ○ ٢٠- هٰذَا بَصَآئِرُ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَّرَحْمَةٌ لِّقَوْمٍ يُّوْقِنُوْنَ ○ ٢١- اَمْ حَسِبَ الَّذِيْنَ اجْتَرَحُوا السَّيِّاٰتِ اَنْ نَّجْعَلَهُمْ كَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ ۙ سَوَآءً مَّحْيَاهُمْ وَمَمَاتُهُمْ ؕ سَآءَ مَا يَحْكُمُوْنَ ٤

৩য় রুকু—অবিশ্বাসীদের অলীক উক্তি ও বিশ্বসৃষ্টির উদ্দেশ্য

২২। এবং আল্লাহ সত্যভাবে এই নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডল সৃষ্টি করিয়াছেন, এবং প্রত্যেক ব্যক্তি যাহা অর্জ্জন করিয়াছে যেন সে তাহার প্রতিফল প্রাপ্ত হয় এবং তাহারা অত্যাচারিত

٢٢- وَخَلَقَ اللّٰهُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ بِالْحَقِّ وَلِتُجْزٰى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُوْنَ ○

২০। আমি তোমার প্রতি যে স্বর্গীয় গ্রন্থ অবতীর্ণ করিয়াছি, মানব-জাতির জন্য তাহা অপেক্ষা সত্যের প্রত্যক্ষ প্রমাণ আর কিছুই হইতে পারে না এবং উহাতে আস্থা-স্থাপনকারী বিশ্বাসী সম্প্রদায়ের জন্য উহা প্রকৃতই সুপথ এবং আমার অনুগ্রহের প্রত্যক্ষ নিদর্শন।

২১। অবিশ্বাসী দুষ্কার্য্যকারীরা যদি এইরূপ ধারণা করিয়া থাকে যে, পরলোকে আমি তাহাদিগকে বিশ্বাসী ও সৎকর্ম্মশীল সম্প্রদায়ের সদৃশ করিব—তবে উহা তাহাদের ভ্রান্তি ব্যতীত আর কিছুই নহে। ফলতঃ উহা তাদাদের নিকৃষ্টতর ধারণা ও ভ্রম বিশ্বাস মাত্র।

"তাহাদের জীবন ও তাহাদের মৃত্যু সমতুল্য"—এই বাক্যাংশের বিভিন্নরূপ অর্থ ও মর্ম্ম পরিগৃহীত হইতে পারে। প্রথমতঃ অবিশ্বাসী অংশীবাদীরা জীবনে বা মরণে কখনই বিশ্বাসীদিগের সমতুল্য হইতে পারিবে না, দ্বিতীয়তঃ তাহারা ইহ-জীবনে যেরূপ অভিশপ্ত হইবে পরলোকেও সেইরূপ শাস্তি ও লাঞ্ছনা ভোগ করিবে; তৃতীয়তঃ তাহারা ইহ-জীবনে ধনৈশ্বর্য্য ও সুখ-সম্পদ উপভোগের অধিকারী হইলেও এই পৃথিবীতেই তাহারা উহা পরিত্যাগ করিয়া যাইতে বাধ্য হইবে এবং পরলোকে তাহারা উহা হইতে সম্পূর্ণ বঞ্চিত হইবে; চতুর্থতঃ জীবনে বা মরণে তাহাদের কৃতকার্য্য সমূহ তাহাদের কোনই কাজে আসিবে না এবং পঞ্চম মর্ম্ম এই যে, যাহাদের জীবনে সত্য-বিশ্বাস ও সৎকর্ম্ম নাই, তাহাদের জীবন ও মৃত্যু সমতুল্য; স্ব স্ব জীবনের কৃতকর্ম্ম দ্বারা তাহারা ইহলোকে বা পরলোকে কিছুমাত্র উপকৃত হইতে পারিবে না।

২২। আল্লাহতা'লা সত্যভাবেই এই নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডল সৃষ্টি করিয়াছেন। অবিশ্বাসীদের ভ্রান্ত-কল্পনা অনুযায়ী এই বিরাট সৃষ্টি তাঁহার অলীক খেয়াল বা অসার লীলা-খেলার কার্য্য নহে। সুতরাং এই পৃথিবীতে যে যেরূপ কার্য্য করিবে, পরলোকে সে ঠিক তদনুরূপ প্রতিদান বা প্রতিফল প্রাপ্ত হইবে। তথায় কেহ বিন্দুমাত্রও অত্যাচারিত হইবে না।

২৩- أَفَرَءَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلٰهَهُ هَوٰىهُ
وَأَضَلَّهُ اللّٰهُ عَلٰى عِلْمٍ وَّخَتَمَ عَلٰى
سَمْعِهٖ وَقَلْبِهٖ وَجَعَلَ عَلٰى بَصَرِهٖ
غِشٰوَةً ط فَمَنْ يَّهْدِيْهِ مِنْ بَعْدِ اللّٰهِ ط
أَفَلَا تَذَكَّرُوْنَ ○ ২৪- وَقَالُوْا مَا
هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوْتُ
وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَآ إِلَّا الدَّهْرُ ج
وَمَا لَهُمْ بِذٰلِكَ مِنْ عِلْمٍ ج إِنْ
هُمْ إِلَّا يَظُنُّوْنَ ○ ২৫- وَإِذَا تُتْلٰى
عَلَيْهِمْ اٰيٰتُنَا بَيِّنٰتٍ مَّا كَانَ
حُجَّتَهُمْ إِلَّآ أَنْ قَالُوا ائْتُوْا بِاٰبَآئِنَآ إِنْ

হইবে না। ২৩। তুমি কি তাহাকে
লক্ষ্য করিয়াছ—যে নিজের প্রবৃত্তি
অনুযায়ী স্বীয় উপাস্য পরিগ্রহণ করে
এবং আল্লাহ তাহাকে সেই জ্ঞানের
উপর বিভ্রান্ত করিয়াছেন এবং তাহার
কর্ণে ও তাহার অন্তরে মোহরাঙ্কিত
করিয়াছেন এবং তাহার নয়নে আবরণ
করিয়া দিয়াছেন; অতএব আল্লার পরে
কে তাহাকে পথ-প্রদর্শন করিবে ?—তবুও
কি তোমরা হৃদয়ঙ্গম করিবে না ?
২৪। এবং তাহারা বলে যে, আমাদের
এই পার্থিব জীবন ব্যতীত আর কিছুই নাই,
এখানেই আমরা মরি ও বাঁচি; এবং
কাল ব্যতীত আর কিছুই আমাদিগকে
বিনাশ করে না; এতদ্‌সম্বন্ধে তাহাদের
কোনই জ্ঞান নাই; তাহারা অনুমান
ব্যতীত করিতেছে না। ২৫। এবং
যখন তাহাদের সমক্ষে আমার প্রকাশ্য
নিদর্শনাবলী পঠিত হয়, তখন তাহাদের
এতদ্ব্যতীত কোনই যুক্তিপ্রমাণ থাকে না
যে, তাহারা বলে—যদি তোমরা সত্য-
বাদী হও তবে আমাদের পিতৃপুরুষ-

নির্দ্দেশের বিরুদ্ধে স্বীয় প্রবৃত্তি অনুযায়ী কল্পিত
২৩। যাহারা আল্লাতা'লার আদেশ ও নির্দ্দেশের বিরুদ্ধে স্বীয় প্রবৃত্তি অনুযায়ী কল্পিত দেব-দেবীর প্রতিমূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়া উহার পূজা-আরাধনা উপাস্য গ্রহণ অথবা বিভিন্নরূপ দেব-দেবীর প্রতিমূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়া উহার পূজা-আরাধনা করে, তাহারা সকলেই অজ্ঞতা ও ভ্রান্তির অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইয়া যায়। তাহাদের অন্তর অবরুদ্ধ, কর্ণ বধির এবং নয়ন মোহাচ্ছন্ন হইয়া পড়ে। সুতরাং তাহারা জীবনে কখনই সত্যের আলো দেখিতে অথবা ধর্ম্মের আহ্বান শ্রবণ করিতে পারে না। তাহাদের বিবেক এবং সত্যানুভূতিও সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হইয়া যায়। সুতরাং সর্ব্বশক্তিমান আল্লাহতা'লার বিশেষ অনুগ্রহ ব্যতীত তাহারা কখনই সুপথ প্রাপ্ত হইবে না।

২৪। অবিশ্বাসীরা বলে যে, এই পার্থিব জীবন ব্যতীত পারলৌকিক জীবন বলিয়া আর কিছুই নাই। এই পৃথিবীতেই আমরা মরি ও বাঁচি এবং কাল-ধর্ম্মের প্রভাবে এইখানেই আমাদের জীবন-মৃত্যু শেষ হইয়া যায়। ইহার উত্তরে আল্লাহতা'লা বলিতেছেন যে, জীবন ও মৃত্যু এবং ইহলোক ও পরলোক সম্বন্ধে প্রকৃতপক্ষে অবিশ্বাসীদের কোনই জ্ঞান বা অভিজ্ঞতা নাই। শুধু অলীক অনুমানের উপর নির্ভর করিয়াই তাহারা এই কথা বলিয়া থাকে।

২৫—২৬। অবিশ্বাসীদের নিকট যখন পরলোক ও পুনরুত্থান সম্বন্ধে পবিত্র কোরান শরিফের স্পষ্টতর বাণী সমূহ পাঠ করা যয়, তখন অজ্ঞতা বশতঃ তাহারা শুধু এই যুক্তিই উত্থাপন করে যে, যদি তোমরা সত্যবাদী হও, তবে আমাদের মৃত পূর্ব্বপুরুষদিগকে পুনর্জ্জীবিত করিয়া আমাদের সমক্ষে আনয়ন কর। ইহার উত্তরে আল্লাহতা'লা ববিতেছেন যে, হে রসুল, তুমি

দিগকে আনয়ন কর। ২৬। তুমি বল, আল্লা-ই তোমাদিগকে জীবিত করেন, তৎপর মৃত্যু দান করিয়া থাকেন; অতঃপর তিনিই যে তোমাদিগকে উত্থান দিবসে একত্রিত করিবেন—তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই, কিন্তু অধিকাংশ মানুষই অবগত নহে!

صٰدِقِيْنَ ۝ ٢٦- قُلِ اللّٰهُ
يُحْيِيْكُمْ ثُمَّ يُمِيْتُكُمْ ثُمَّ يَجْمَعُكُمْ
اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ لَا رَيْبَ فِيْهِ
وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ ۝

৪র্থ রুকু—পারলৌকিক মহাবিচারের ফলাফল ও পরিণতি

২৭। এবং আল্লার জন্যই নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের আধিপত্য; এবং যেদিন সেই সময় সমুপস্থিত হইবে সেদিন অসত্যারোপকারীরা ক্ষতিগ্রস্ত হইবে। ২৮। এবং তুমি প্রত্যেক সম্প্রদায়কে নতজানু অবস্থায় অবলোকন করিবে, প্রত্যেক সম্প্রদায়কে তাহার গ্রন্থের দিকে আহ্বান করা হইবে;—তোমরা যাহা করিয়াছিলে তজ্জন্য আজ তোমাদিগকে প্রতিফল প্রদান করা হইবে। ২৯। ইহাই

٢٧- وَلِلّٰهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ
وَالْاَرْضِ ۗ وَيَوْمَ تَقُوْمُ السَّاعَةُ
يَوْمَئِذٍ يَّخْسَرُ الْمُبْطِلُوْنَ ۝ ٢٨- وَ
تَرٰى كُلَّ اُمَّةٍ جَاثِيَةً ۗ كُلُّ اُمَّةٍ
تُدْعٰٓى اِلٰى كِتٰبِهَا ۗ اَلْيَوْمَ تُجْزَوْنَ
مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ۝ ٢٩- هٰذَا

অবিশ্বাসীদিগকে বলিয়া দাও যে, যে মহান্ আল্লাহতা'লা তোমাদিগকে সৃষ্টি করিয়া এই পৃথিবীতে সঞ্জীবিত করিয়াছেন এবং তৎপরে যিনি তোমাদিগকে মৃত্যু দান করিবেন, সেই সর্ব্বশক্তিমান আল্লাহতা'লাই তোমাদিগকে পরলোকে পুনর্জ্জীবিত করিয়া একত্রিত করিবেন। সুতরাং ইহাতে সন্দেহ করিবার কোনই অবকাশ নাই।

২৭।—মানবের জীবন-মৃত্যু এবং অবিশ্বাসীদের পরলোক ও পুনরুত্থান সম্বন্ধীয় ভ্রম বিশ্বাসের প্রতিবাদ করিবার পর আল্লাহতা'লা এই আয়তে বলিয়া দিতেছেন যে, যিনি এই বিরাট বিশ্বজগতের একমাত্র সৃষ্টিকর্ত্তা অধিপতি প্রভু তাঁহার পক্ষে এই বিশ্বজগতের তুলনায় অতি ক্ষুদ্র ও নগণ্য মানুষের মৃত্যুর পর তাহাদিগকে পুনর্জ্জীবন প্রদান করা অতি তুচ্ছ বিষয় ব্যতীত আর কিছুই নহে। কিন্তু যেদিন সেই পুনরুত্থান ও মহাবিচারের সময় সমাগত হইবে, সেদিন অবিশ্বাসীদিগকে অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া শাস্তিভোগ করিতে হইবে।

২৮—২৯। অনন্তর আল্লাহতা'লা 'হাশর' দিবসের মহাবিচারের প্রসঙ্গ বর্ণনা করিতেছেন। আল্লাহতা'লা বলিতেছেন—হে রসুল, তুমি সেদিন প্রত্যেক সম্প্রদায়কে তোমার মহান্ প্রভুর মহিমান্বিত সিংহাসনের সমক্ষে নতজানু অবস্থায় অবলোকন করিবে। 'জাসিয়া' বা নতজানু শব্দের অর্থ—সসম্মানে জানুর উপর দণ্ডায়মান; উহার অন্য অর্থ নতশিরে অথবা জানুর উপর মস্তক রাখিয়া ভীত-কম্পিত ও কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়ভাবে উপবিষ্ট।

অতঃপর প্রত্যেক সম্প্রদায়কে তাহাদের গ্রন্থ অর্থাৎ কৃতকর্ম্ম বা 'আমল নামার' দিকে আহ্বান করিয়া বলা হইবে যে ইহাই আমার সেই লিখিত গ্রন্থ—তোমরা পার্থিব জীবনে যাহা করিয়াছিলে

দিগকে আনয়ন কর। ২৬। তুমি বল, আল্লা-ই তোমাদিগকে জীবিত করেন, তৎপর মৃত্যু দান করিয়া থাকেন; অতঃপর তিনিই যে তোমাদিগকে উত্থান দিবসে একত্রিত করিবেন—তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই, কিন্তু অধিকাংশ মানুষই অবগত নহে!

صٰدِقِيْنَ ○ ٢٦- قُلِ اللّٰهُ يُحْيِيْكُمْ ثُمَّ يُمِيْتُكُمْ ثُمَّ يَجْمَعُكُمْ اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ لَا رَيْبَ فِيْهِ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ ○ ع

৪র্থ রুকু—পারলৌকিক মহাবিচারের ফলাফল ও পরিণতি

২৭। এবং আল্লার জন্যই নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের আধিপত্য; এবং যেদিন সেই সময় সমুপস্থিত হইবে সেদিন অসত্যারোপকারীরা ক্ষতিগ্রস্ত হইবে। ২৮। এবং তুমি প্রত্যেক সম্প্রদায়কে নতজানু অবস্থায় অবলোকন করিবে, প্রত্যেক সম্প্রদায়কে তাহার গ্রন্থের দিকে আহ্বান করা হইবে;—তোমরা যাহা করিয়াছিলে তজ্জন্য আজ তোমাদিগকে প্রতিফল প্রদান করা হইবে। ২৯। ইহাই

٢٧- وَلِلّٰهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ط وَيَوْمَ تَقُوْمُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَّخْسَرُ الْمُبْطِلُوْنَ ○ ٢٨- وَتَرٰى كُلَّ اُمَّةٍ جَاثِيَةً قف كُلُّ اُمَّةٍ تُدْعٰى اِلٰى كِتٰبِهَا ط اَلْيَوْمَ تُجْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ○ ٢٩- هٰذَا

অবিশ্বাসীদিগকে বলিয়া দাও যে, যে মহান্ আল্লাহতা'লা তোমাদিগকে সৃষ্টি করিয়া এই পৃথিবীতে সঞ্জীবিত করিয়াছেন এবং তৎপরে যিনি তোমাদিগকে মৃত্যু দান করিবেন, সেই সর্ব্বশক্তিমান আল্লাহতা'লাই তোমাদিগকে পরলোকে পুনর্জ্জীবিত করিয়া একত্রিত করিবেন। সুতরাং ইহাতে সন্দেহ করিবার কোনই অবকাশ নাই।

২৭।—মানবের জীবন-মৃত্যু এবং অবিশ্বাসীদের পরলোক ও পুনরুত্থান সম্বন্ধীয় ভ্রম বিশ্বাস প্রতিবাদ করিবার পর আল্লাহতা'লা এই আয়তে বলিয়া দিতেছেন যে, যিনি এই বিরাট বিশ্বজগতের একমাত্র সৃষ্টিকর্ত্তা অধিপতি প্রভু তাঁহার পক্ষে এই বিশ্বজগতের তুলনায় অতি ক্ষুদ্র ও নগণ্য মানুষের মৃত্যুর পর তাহাদিগকে পুনর্জ্জীবন প্রদান করা অতি তুচ্ছ বিষয় ব্যতীত আর কিছুই নহে। কিন্তু যেদিন সেই পুনরুত্থান ও মহাবিচারের সময় সমাগত হইবে, সেদিন অবিশ্বাসীদিগকে অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া শাস্তিভোগ করিতে হইবে।

২৮—২৯। অনন্তর আল্লাহতা'লা 'হাশর' দিবসের মহাবিচারের প্রসঙ্গ বর্ণনা করিতেছেন। আল্লাহতা'লা বলিতেছেন—হে রসুল, তুমি সেদিন প্রত্যেক সম্প্রদায়কে তোমার মহান্ প্রভুর মহিমান্বিত সিংহাসনের সমক্ষে নতজানু অবস্থায় অবলোকন করিবে। 'জাসিয়া' বা নতজানু শব্দের অর্থ—সসম্মানে জানুর উপর দণ্ডায়মান; উহার অন্য অর্থ নতশিরে অথবা জানুর উপর মস্তক রাখিয়া ভীত-কম্পিত ও কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়ভাবে উপবিষ্ট।

অতঃপর প্রত্যেক সম্প্রদায়কে তাহাদের গ্রন্থ অর্থাৎ কৃতকর্ম্ম বা 'আমল নামার' দিকে আহ্বান করিয়া বলা হইবে যে ইহাই আমার সেই লিখিত গ্রন্থ—তোমরা পার্থিব জীবনে যাহা করিয়াছিলে,

كِتٰبُنَا يَنْطِقُ عَلَيْكُمْ بِالْحَقِّ ط
إِنَّا كُنَّا نَسْتَنْسِخُ مَا كُنْتُمْ
تَعْمَلُوْنَ ○ ٣٠ فَأَمَّا الَّذِيْنَ
اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ فَيُدْخِلُهُمْ
رَبُّهُمْ فِيْ رَحْمَتِهٖ ط ذٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ
الْمُبِيْنُ ○ ٣١ وَأَمَّا الَّذِيْنَ
كَفَرُوْا قف أَفَلَمْ تَكُنْ اٰيٰتِيْ تُتْلٰى
عَلَيْكُمْ فَاسْتَكْبَرْتُمْ وَكُنْتُمْ قَوْمًا
مُّجْرِمِيْنَ ○ ٣٢ وَإِذَا قِيْلَ إِنَّ
وَعْدَ اللّٰهِ حَقٌّ وَّالسَّاعَةُ لَا رَيْبَ
فِيْهَا قُلْتُمْ مَّا نَدْرِيْ مَا السَّاعَةُ لا
إِنْ نَّظُنُّ إِلَّا ظَنًّا وَّمَا نَحْنُ
بِمُسْتَيْقِنِيْنَ ○ ٣٣ وَبَدَا لَهُمْ
سَيِّاٰتُ مَا عَمِلُوْا وَحَاقَ بِهِمْ مَّا

আমার গ্রন্থ—যাহা তোমাদের সম্বন্ধে সত্যভাবে বিবৃত করিতেছে; তোমরা যাহা করিয়াছিলে নিশ্চয় আমি তাহা লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছি। ৩০। অত-এব যাহারা বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছিল ও সৎকার্য্য করিত, ফলতঃ তাহাদের প্রতিপালক তাহাদিগকে স্বীয় অনুগ্রহে প্রবিষ্ট করিবেন;—ইহাই প্রকাশ্য সফলতা। ৩১। এবং যাহারা অবিশ্বাস করিয়াছিল—তবে কি আমার নিদর্শনা-বলী তোমাদের সমক্ষে পঠিত হয় নাই? কিন্তু তোমরা অহঙ্কার করিয়াছিলে এবং তোমরা অপরাধী সম্প্রদায় ছিলে। ৩২। এবং যখন বলা হইত যে, নিশ্চয় আল্লার অঙ্গীকার ও সেই-সময় সত্য তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই—তখন তোমরা বলিতে যে, সেই-সময় কি তাহা আমরা জানি না; আমরা উহাকে কল্পনা ব্যতীত ধারণা করি না এবং আমরা উহাতে আস্থা-সম্পন্ন নহি। ৩৩। এবং তাহারা যাহা করিয়াছিল তাহার অপকৃষ্টতা তাহাদের জন্য প্রকাশিত হইবে এবং তাহারা যদ্বিষয়ে উপহাস-বিদ্রূপ করিত

তাহা সমস্তই আমি যথাযথ সত্যভাবে লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছি। আজ এই 'আমল-নামা' অনুসারেই তোমাদিগকে স্ব স্ব কৃতকর্ম্মের প্রতিদান বা প্রতিফল প্রদান করা হইবে।

৩০। যাহারা পার্থিব জীবনে বিশ্বাস-স্থাপন পূর্ব্বক সৎকার্য্যে জীবন অতিবাহিত করিয়াছিল, তাহারা স্বীয় প্রতিপালকের অপার অনুগ্রহে অভিষিক্ত হইয়া অনুপম স্বর্গীয় সুখ-সম্পদের অধিকারী হইবে এবং ইহাই তাহাদের জীবন ও কৃতকার্য্যের সুমহান সফলতা।

৩১—৩৩। পক্ষান্তরে যাহারা অহঙ্কার বশতঃ আল্লার বাণী অবিশ্বাস ও উপেক্ষা করিয়াছিল, তাহাদিগকে সেদিন বলা হইবে যে, হে অপরাধী সম্প্রদায়, তোমাদের সমক্ষে কি আমার আদেশ ও উপদেশ পঠিত হয় নাই? যখন তোমাদিগকে বলা হইত যে, আমার অঙ্গীকৃত পরলোক ও পুনরুত্থান অবশ্যই সত্য এবং উহাতে কোনই সন্দেহ নাই, তখন তোমরা বলিতে যে, পরলোক কি তাহা আমরা জানি না; উহা অলীক কল্পনা ব্যতীত আর কিছুই নহে এবং আমরা উহাতে আদৌ আস্থা-সম্পন্ন নহি। ফলতঃ তোমরা অবিশ্বাস ও ভ্রান্তি বশে যাহা বলিয়াছিলে বা করিয়াছিলে, আজ তোমাদের জন্য তাহার অপকৃষ্টতা পূর্ণভাবে সুপ্রকাশিত হইবে এবং তোমরা যে পারলৌকিক

তাহাই তাহাদিগকে পরিবেষ্টন করিবে। ৩৪। এবং বলা হইবে, আজ আমি তোমাদিগকে বিস্মৃত হইব—যেরূপ তোমরা এই দিবসের সন্দর্শন সম্বন্ধে বিস্মৃত হইয়াছিলে, এবং নরকানলই তোমাদের বাসস্থান এবং তোমাদের জন্য কোনই সাহায্যকারী নাই। ৩৫। ইহা এই হেতু যে, তোমরা আল্লার নিদর্শনাবলী উপহাস-ছলে পরিগ্রহণ করিয়াছিলে এবং সেই পার্থিব জীবনই তোমাদিগকে প্রবঞ্চিত করিয়াছে; অতএব আজ তাহাদিগকে উহার মধ্য হইতে বহির্গত করা হইবে না এবং তাহাদের আপত্তিও পরিগৃহীত হইবে না। ৩৬। অতএব নভোমণ্ডলের প্রতিপালক ও ভূমণ্ডলের প্রতিপালক—বিশ্বজগতের প্রতিপালক আল্লার জন্যই সমস্ত প্রশংসা। ৩৭। এবং শ্রেষ্ঠত্ব বিরাজমান এবং তিনি মহাপরাক্রান্ত বিজ্ঞানময়।

كَانُوْا بِهٖ يَسْتَهْزِءُوْنَ ○ ٣٤- وَقِيْلَ
الْيَوْمَ نَنْسٰكُمْ كَمَا نَسِيْتُمْ لِقَاۤءَ
يَوْمِكُمْ هٰذَا وَمَاْوٰكُمُ النَّارُ وَمَا
لَكُمْ مِّنْ نّٰصِرِيْنَ ○ ٣٥- ذٰلِكُمْ
بِاَنَّكُمُ اتَّخَذْتُمْ اٰيٰتِ اللّٰهِ هُزُوًا
وَّغَرَّتْكُمُ الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا ج فَالْيَوْمَ
لَا يُخْرَجُوْنَ مِنْهَا وَلَا هُمْ
يُسْتَعْتَبُوْنَ ○ ٣٦- فَلِلّٰهِ الْحَمْدُ
رَبِّ السَّمٰوٰتِ وَرَبِّ الْاَرْضِ رَبِّ
الْعٰلَمِيْنَ ○ ٣٧- وَلَهُ الْكِبْرِيَاۤءُ
فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ص وَهُوَ
الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ع

শাস্তি ও লাঞ্ছনাকে অবিশ্বাস বশতঃ উপহাস-বিদ্রূপ করিতে, সেই শাস্তি ও লাঞ্ছনাই আজ তোমাদিগকে পরিবেষ্টন করিয়া লইবে।

৩৪—৩৫। তাহাদিগকে আরও বলা হইবে যে, হে অবিশ্বাসী সম্প্রদায়, তোমরা পার্থিব জীবনে যেরূপ ভাবে আমাকে ও আমার প্রতিশ্রুত পুনরুত্থান দিবসকে বিস্মৃত হইয়াছিলে, আজ আমিও তোমাদিগকে সেইরূপ ভাবে বিস্মৃত হইব। এই ভয়াবহ নরকানলই তোমাদের চির-বাসস্থান। যেহেতু তোমরা আমার এই সকল ভবিষ্যদ্বাণীর প্রতি অবিশ্বাস ও উপহাস-বিদ্রূপ করিতে, সেই হেতু আজ তোমাদিগকে উহার মধ্য হইতে কিছুতেই বহির্গত করা হইবে না এবং তোমাদের কোন আপত্তি অথবা কোন প্রার্থনাই পরিগ্রহণ করা হইবে না। আজ তোমাদের জন্য এখানে কোনই সংরক্ষক অথবা সাহায্যকারী নাই।

৩৬—৩৭। অবশেষে সর্ব্বশক্তিমান আল্লাহতা'লা বলিয়া দিতেছেন—হে মানব, নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডল অধিপতি সমগ্র এবং বিশ্বজগতের প্রতিপালক আল্লার জন্যই সমস্ত প্রশংসা। অনন্ত আকাশ ও অসংখ্য গ্রহ-উপগ্রহে একমাত্র তাঁহারই আধিপত্য এবং তাঁহারই শ্রেষ্ঠত্বের মহিমা বিরাজমান সেই সর্ব্বশক্তিমান, মহাপরাক্রান্ত—অনন্ত অসীম জ্ঞান-বিজ্ঞানময় মহান আল্লাহতা'লাই এই বিরাট বিশ্বজগতের একমাত্র সৃষ্টিকর্ত্তা ও প্রতিপালক প্রভু। অতএব মানবের পক্ষে একমাত্র তাঁহারই উপাসনা করা তাঁহারই মহিমা ও প্রশংসা কীর্ত্তন করা একান্ত কর্ত্তব্য। এই মহাবাণী সহ আল্লাহতা'লা আলোচ্য সুরার উপসংহার করিয়াছেন।

২৬শ পারা—হা-মিম

মক্কায় অবতীর্ণ	৪৬। সুরা আহ্‌কাফ—الاحقاف	৩৫ আয়ত

১ম রুকু—কোরান শরিফের অলৌকিক সত্যতা

সর্ব্বপ্রদাতা করুণাময় আল্লার নামে — بسم الله الرحمن الرحيم

১। হা—মিম। ২। মহাপরাক্রান্ত বিজ্ঞানময় আল্লাহ হইতেই এই গ্রন্থের অবতারণা। ৩। আমি নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডল এবং এতদুভয়ের মধ্যে যাহা আছে তাহা সত্যভাবে এবং এক নির্দ্দিষ্ট সময়ের জন্য ব্যতীত সৃষ্টি করি নাই। এবং অবিশ্বাসকারীদিগকে যে ভয়-প্রদর্শন করা হইয়াছিল, তাহারা উহা হইতে

١- حمٓ ۚ ٢- تَنْزِيْلُ الْكِتٰبِ مِنَ اللّٰهِ الْعَزِيْزِ الْحَكِيْمِ ۞ ٣- مَا خَلَقْنَا السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَآ اِلَّا بِالْحَقِّ وَاَجَلٍ مُّسَمًّى ط وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا عَمَّآ اُنْذِرُوْا

আহ্‌কাফ—'হকফ' শব্দের বহুবচন—অর্থ বালুকা-স্তূপ, বালির ঢিলা বা বালির পাহাড়। 'আহ্‌কাফ' এয়মনের অন্তর্গত এক মরু-প্রান্তরের নাম। ঐ বিশাল প্রান্তরে বহু বালির পাহাড় বিদ্যমান ছিল এবং তথায় সুবিখ্যাত শক্তিশালী ও ধর্ম্মদ্রোহী 'আদ'-সম্প্রদায় বাস করিত। আদ-সম্প্রদায় এবং তাহাদের বাসস্থান আহ্‌কাফ প্রান্তরের প্রসঙ্গ হেতু এই সুরা 'আহ্‌কাফ' নামে অভিহিত হইয়াছে।—৩য় রুকুর তফ্‌সীর দ্রষ্টব্য।

শানে-নজুল—এই সুরাও সর্ব্বসম্মতিক্রমে মক্কা শরীফে অবতীর্ণ হইয়াছিল। আল্লাহতালার অনন্ত শক্তি-মহিমা এবং কোরান শরিফ ও হজরত রসুলোল্লার সত্যতা ঘোষণা করিয়া ধর্ম্মদ্রোহী আদ ও অন্যান্য সম্প্রদায়ের ধ্বংসপ্রাপ্তির প্রসঙ্গ বর্ণনা পূর্ব্বক অবিশ্বাসী কোরেশদিগকে সতর্ক করিবার জন্যই এই সুরা অবতীর্ণ হইয়াছিল।

১। **হা-মিম**—ইহা 'হা-মিম'-যুক্ত সুরা-মালার সপ্তম বা শেষ সুরা। 'হা-মিম'-এর আনুমানিক মর্ম্মার্থ ৪০শ সুরার প্রারম্ভে লিখিত হইয়াছে।

২। এই আয়তে আল্লাহতালা সর্ব্বপ্রথম স্বর্গীয় কোরান শরিফের সত্যতা ঘোষণা করিয়া বলিতেছেন যে, সর্ব্বশক্তিমান ও মহাপরাক্রান্ত—অনন্ত জ্ঞান-বিজ্ঞানময় আল্লাহতালার সন্নিধান হইতেই এই মহাগ্রন্থ অবতীর্ণ হইয়াছে। সুতরাং ইহাতে কোনই সন্দেহ নাই।

অনন্তর আল্লাহতালা বলিতেছেন যে, আমি এই বিরাট বিশ্বজগত এবং তদন্তর্গত সমস্ত বিষয় সত্যভাবে এবং এক নির্দ্দিষ্ট সময়ের জন্য সৃষ্টি করিয়াছি। সুতরাং উক্ত নির্দ্ধারিত সময় পূর্ণ হইলে এই জগত, অবশ্যই ধ্বংসপ্রাপ্ত হইবে। সৃষ্টি, স্থিতি ও ধ্বংস সম্বন্ধে কিছুতেই আমার ঐ নির্দ্ধারণ বা নিয়মের ব্যতিক্রম হইবে না।

مُعْرِضُوْنَ ○ ٤- قُلْ اَرَاَيْتُمْ مَّا
تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ اَرُوْنِيْ مَاذَا
خَلَقُوْا مِنَ الْاَرْضِ اَمْ لَهُمْ شِرْكٌ
فِي السَّمٰوٰتِ ط اِيْتُوْنِيْ بِكِتٰبٍ
مِّنْ قَبْلِ هٰذَآ اَوْ اَثٰرَةٍ مِّنْ عِلْمٍ اِنْ
كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ○ ٥- وَمَنْ اَضَلُّ
مِمَّنْ يَّدْعُوْا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مَنْ لَّا
يَسْتَجِيْبُ لَهٗٓ اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ
وَهُمْ عَنْ دُعَآئِهِمْ غٰفِلُوْنَ ○ ٦- وَ
اِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوْا لَهُمْ اَعْدَآءً

বিমুখ হইয়াছে। ৪। তুমি বল,
তোমরা আল্লার পরিবর্ত্তে যাহা আহ্বান
কর, তাহা কি তোমরা প্রত্যক্ষ করিয়াছ?
তাহারা পৃথিবীতে কি সৃষ্টি করিয়াছে,
অথবা আকাশে তাহাদের কোন অংশ
আছে, তাহা আমাকে প্রদর্শন কর? যদি
তোমরা সত্যবাদী হও তবে ইহার পূর্ব্ব-
বর্ত্তী কোন গ্রন্থ অথবা জ্ঞানের কোন
নিদর্শন আমার সমক্ষে আনয়ন কর।
৫। এবং যে আল্লার পরিবর্ত্তে উহাকে
আহ্বান করে—যাহা উত্থান দিবস পর্য্যন্ত
তাহার জন্য কোনই উত্তর প্রদান করিবে
না—তদপেক্ষা কে অধিকতর ভ্রান্ত?
এবং উহারা তাহাদের আহ্বান সম্বন্ধে
অনবগত। ৬। এবং যখন মানবদিগকে
একত্রিত করা হইবে তখন তাহারা
উহাদের জন্য শত্রু হইবে এবং উহারা

৪। অতঃপর আল্লাহতালা বলিতেছেন—হে রসুল, তুমি অবিশ্বাসীদিগকে জিজ্ঞাসা কর যে, তাহারা আমার আদেশ-উপদেশ ও ভয়-প্রদর্শন বিস্মৃত হইয়া আমার পরিবর্ত্তে যে সকল দেব-দেবী ও প্রস্তর-প্রতিমার পূজা-উপাসনা করিতেছে, তাহাদিগকে কি উহারা কখনও প্রত্যক্ষরূপে দর্শন করিয়াছে? তুমি অবিশ্বাসীদিগকে আরও জিজ্ঞাসা কর যে, তাহাদের অলীক উপাস্যগণ পৃথিবীতে কি সৃষ্টি করিয়াছে এবং আকাশে তাহাদের আধিপত্যের কোন্ নিদর্শন আছে! অথবা তুমি তাহাদিগকে বল যে, যদি তোমরা সত্যবাদী হও, তবে তোমাদের উপাস্যগণ সম্বন্ধে পূর্ব্ববর্ত্তী গ্রন্থসমূহে যদি কোন প্রমাণ কিংবা জ্ঞান ও যুক্তির কোন নিদর্শন থাকে, তাহা আমাকে প্রদর্শন কর। বলা বাহুল্য অবিশ্বাসী অংশীবাদীরা এতদসম্বন্ধে কোনই যুক্তি বা প্রমাণ প্রদর্শন করিতে পারিবে না।

৫—৬। অবশেষে আল্লাহতালা বলিতেছেন যে, যে সকল অংশীবাদী পৌত্তলিক কোনরূপ যুক্তি ও প্রমাণ ব্যতীত কিছুমাত্র না জানিয়া শুনিয়া শুধু ভ্রম-বিশ্বাস ও কুসংস্কার বশতঃ আল্লাহতালার পরিবর্ত্তে ঐ সকল অলীক দেব-দেবী ও অসার প্রস্তর-প্রতিমার পূজা-উপাসনা করে—যাহারা ইহলোক বা পরলোকে ভ্রান্ত উপাসকগণের কোন কথারই উত্তর দিতে পারিবে না, তাহাদের অপেক্ষা ভ্রান্ত ও বিপথগামী আর কেহই নাই। পরলোকে ঐ সকল অলীক অংশী-উপাস্য অবিশ্বাসী অংশীবাদীদিগের পূজা-অর্চ্চনা সম্পূর্ণ অস্বিকার করিয়া তাহাদের পরম শত্রু হইয়া দাঁড়াইবে। বলা বাহুল্য অংশীবাদিতা ও পৌত্তলিকতার অসারতা সম্বন্ধে এরূপ অকাট্য উক্তি ও অভ্রান্ত যুক্তি আর কিছুই হইতে পারে না।

তাহাদের উপাসনা সম্বন্ধে অস্বীকারকারী হইবে। ৭। এবং যখন তাহাদের সমক্ষে আমার প্রকাশ্য আয়ত-সমূহ পঠিত হয়, তখন যাহারা সত্য সম্বন্ধে অস্বীকার করে তাহারা বলে যে, কখন ইহা তাহাদের সমক্ষে উপস্থিত হইবে? ইহা ত প্রকাশ্য যাদুক্রিয়া! ৮। তাহারা কি বলে যে, সে ইহা রচনা করিয়াছে? তুমি বল—যদি আমি রচনা করিয়া থাকি, তবে আল্লার সমক্ষে আমার উপর তোমাদের কোনই ক্ষমতা নাই; তোমরা তাহার সম্বন্ধে যাহা উচ্চারণ করিতেছ আল্লাহ তাহা পরিজ্ঞাত আছেন; আমার মধ্যে ও তোমাদের মধ্যে তাঁহার সাক্ষ্যই যথেষ্ট এবং তিনি ক্ষমাশীল করুণাময়। ৯। তুমি বল—আমি ত রসুলগণের মধ্যে অভিনব নহি; এবং আমার সম্বন্ধে অথবা তোমাদের সম্বন্ধে কি করা হইবে, আমি তাহাও জানি না; আমার প্রতি যাহা প্রত্যাদিষ্ট হইয়াছে—আমি শুধু

وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ ۝ ٧- وَإِذَا
تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ
الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ
هَٰذَا سِحْرٌ مُبِينٌ ۝ ٨- أَمْ يَقُولُونَ
افْتَرَاهُ ۖ قُلْ إِنِ افْتَرَيْتُهُ فَلَا تَمْلِكُونَ
لِي مِنَ اللَّهِ شَيْئًا ۖ هُوَ أَعْلَمُ بِمَا
تُفِيضُونَ فِيهِ ۖ كَفَىٰ بِهِ شَهِيدًا
بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ ۖ وَهُوَ الْغَفُورُ
الرَّحِيمُ ۝ ٩- قُلْ مَا كُنْتُ
بِدْعًا مِنَ الرُّسُلِ وَمَا أَدْرِي مَا
يُفْعَلُ بِي وَلَا بِكُمْ ۖ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا

৭—৮। এই দুইটী আয়তে মক্কার অবিশ্বাসীদিগের আচরণ বর্ণিত হইয়াছে। তাহারা যে শুধু পবিত্র কোরান শরিফের আদেশ-উপদেশ ও ভয় প্রদর্শন বিষয়ক ভবিষ্যদ্বাণী সমূহ অবিশ্বাস ও উপেক্ষা করিয়াই ক্ষান্ত হইত—তাহা নহে; বরং তাহারা বলিত যে, ঐ সকল শাস্তি ও লাঞ্ছনা কবে আমাদের সমক্ষে উপস্থিত হইবে? তাহারা আরও বলিত যে, এই কোরান যাদু-ক্রিয়া বা যাদুমন্ত্র ব্যতীত আর কিছুই নহে এবং মোহাম্মদ (সাঃ) নিজেই ইহা রচনা করিয়া লইয়াছে।

অবিশ্বাসীদের ঐ সকল উক্তির উত্তরে আল্লাহতালা বলিতেছেন—হে রসুল, তুমি অবিশ্বাসী-দিগকে বলিয়া দাও যে, যদি সত্যসত্যই আমি ইহা আল্লার নামে রচনা করিয়া থাকি, তবে আল্লার সমক্ষে তাঁহার শাস্তি হইতে আমাকে রক্ষা করা সম্বন্ধে তোমাদের কোনই অধিকার নাই। তোমরা যাহা বলিতেছ, তিনি তাহা সমস্তই পরিজ্ঞাত আছেন এবং আমার মধ্যে ও তোমাদের মধ্যে তাঁহার সাক্ষী অর্থাৎ তাঁহার বিচার-মীমাংসাই যথেষ্ট।

'এবং তিনি ক্ষমাশীল করুণাময়'—পবিত্র কোরান শরিফের একটি অলৌকিক বিশেষত্ব এই যে, যেখানেই আল্লাহতালার শাস্তি, সুবিচার ও অসন্তুষ্টির বিষয় বিবৃত হইয়াছে, সঙ্গে সঙ্গে সেই স্থানেই তাঁহার অনুপম করুণা ও অতুলনীয় ক্ষমা-গুণের বিষয় পরিব্যক্ত হইয়াছে। সর্ব্বশক্তিমান আল্লাহতালা যে ক্ষমা ও করুণার অদ্বিতীয় আধার এবং পবিত্র কোরান শরিফ যে তাঁহারই প্রত্যাদিষ্ট গ্রন্থ, ঐ সকল আয়তে তাহাই নিঃসন্দেহরূপে প্রমাণিত হইতেছে।

বেদআত—অভিনব, অপূর্ব্ব অথবা বিস্ময়কর। এইজন্য প্রত্যেক নূতন বিষয়কে 'বেদ্আত' এবং নবস্রষ্টা বা নব-আবিষ্কারককে 'বদীই' বলা হয়। আল্লাহতালা আরও বলিতেছেন,

তাহারই অনুসরণ করিতেছি এবং আমি প্রকাশ্য ভয় প্রদর্শক ব্যতীত নহি।

يُوحَىٰٓ إِلَيَّ وَمَآ أَنَا۠ إِلَّا نَذِيرٌ

১০। তুমি বল—তোমরা কি উহা লক্ষ্য করিয়াছ যে, যদি ইহা আল্লার সন্নিধান হইতে হইয়া থাকে এবং তোমরা এতৎসম্বন্ধে অবিশ্বাস কর এবং এসরাইল-বংশীয়গণের কোন সাক্ষী তদনুরূপ বিষয়ের প্রতি সাক্ষ্য প্রদান করে—যেহেতু সে বিশ্বাস করিয়াছিল এবং তোমরা অহঙ্কার করিতেছ; নিশ্চয় আল্লাহ্ অত্যাচারী সম্প্রদায়কে পথ-প্রদর্শন করেন না।

١٠. قُلْ أَرَءَيْتُمْ إِن كَانَ
مِنْ عِندِ ٱللَّهِ وَكَفَرْتُم بِهِۦ وَشَهِدَ
شَاهِدٌ مِّنۢ بَنِىٓ إِسْرَٰٓءِيلَ عَلَىٰ
مِثْلِهِۦ فَـَٔامَنَ وَٱسْتَكْبَرْتُمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ
لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّٰلِمِينَ ع

২য় রুকু—স্বর্গীয় প্রত্যাদেশের সত্যতার প্রমাণ

১১; এবং অবিশ্বাসকারীরা বিশ্বাস-স্থাপনকারীদিগকে বলে যে, যদি ইহা উৎকৃষ্টতর হইত তবে তাহারা তদ্বিষয়ে আমাদিগকে অতিক্রম করিতে পারিত না; এবং যখন তাহারা উহাতে পদপ্রার্থী হয় না তাহারা তখনই বলিবে যে, ইহা

١١. وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ لِلَّذِينَ
ءَامَنُوا۟ لَوْ كَانَ خَيْرًا مَّا سَبَقُونَآ إِلَيْهِ ۚ
وَإِذْ لَمْ يَهْتَدُوا۟ بِهِۦ فَسَيَقُولُونَ هَٰذَآ

হে রসুল, তুমি অবিশ্বাসীদিগকে বলিয়া দাও যে, আমি ত অভিনব রসুল নহি—আমার পূর্ব্বে বহু রসুল বিগত হইয়াছেন এবং তাঁহাদের ও তাঁহাদের বিরুদ্ধবাদী ধর্ম্মদ্রোহী সম্প্রদায়-সমূহের শেষ পরিণতিও তোমরা শ্রবণ করিয়াছ। অবশ্য আমার ও তোমাদের শেষ পরিণাম কিরূপ হইবে তাহার সঠিক বিস্তৃত বিবরণ আমি জানি না; সর্ব্বজ্ঞ আল্লাহতালাই উহা উত্তমরূপে অবগত আছেন। তবে সেই মহান্ আল্লাহতালার পক্ষ হইতে আমার প্রতি যে সকল প্রত্যাদেশ অবতীর্ণ হইয়াছে, আমি কেবলমাত্র তাহারই অনুসরণ করিতেছি এবং তোমাদের নিকট তাহাই প্রচার করিতেছি। আমি তোমাদের জন্য আল্লার প্রেরিত রসুল এবং প্রকাশ্য ভয়-প্রদর্শক মাত্র। তাঁহার আদেশ ও নিষেধের অনুসরণ ও প্রচার করাই আমার একমাত্র কর্ত্তব্য এবং তদ্ব্যতীত তোমাদের নিকট আমার আর কোনই বক্তব্য নাই।

১০। আল্লাহতালা আরও বলিতেছেন—হে রসুল, তুমি অবিশ্বাসীদিগকে বলিয়া দাও যে, যদি এই কোরান প্রকৃতই আল্লার সন্নিধান হইতে অবতীর্ণ হইয়া থাকে এবং যদি পূর্ব্ববর্ত্তী প্রত্যাদিষ্ট গ্রন্থ অনুসরণকারী এসরাইল বংশের কেহ কেহ এতদ্প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করিয়া ইহার সত্যতা সম্বন্ধে সাক্ষ্য প্রদান করে, তবে তোমাদের অবিশ্বাস ও অহঙ্কারের পরিণাম কিরূপ হইতে পারে? ফলতঃ আল্লাহতালা অহঙ্কারী সম্প্রদায়কে কখনই সুপথ প্রদর্শন করেন না।

১১। এই আয়তেও অবিশ্বাসীদিগের অযৌক্তিক উক্তির বিষয় বিবৃত হইয়াছে। উহারা বিশ্বাসীদিগকে বলিত যে, এই কোরান পুরাকালীন উপকথা বা মিথ্যা কাহিনী ব্যতীত আর কিছুই নহে। বস্তুতঃ যদি উহা কোন উৎকৃষ্টতর বিষয় হইত, তবে উহার অনুসরণ সম্বন্ধে তোমরা কখনই আমাদিগকে অতিক্রম করিতে পারিতে না—অর্থাৎ তাহা হইলে আমরাই সর্ব্বাগ্রে বিশ্বাস-স্থাপন করিয়া উহার অনুসরণ করিতাম।

তাহারই অনুসরণ করিতেছি এবং আমি প্রকাশ্য ভয় প্রদর্শক ব্যতীত নহি।

১০। তুমি বল—তোমরা কি উহা লক্ষ্য করিয়াছ যে, যদি ইহা আল্লার সন্নিধান হইতে হইয়া থাকে এবং তোমরা এতৎসম্বন্ধে অবিশ্বাস কর এবং এসরাইল-বংশীয়গণের কোন সাক্ষী তদনুরূপ বিষয়ের প্রতি সাক্ষ্য প্রদান করে—যেহেতু সে বিশ্বাস করিয়াছিল এবং তোমরা অহঙ্কার করিতেছ; নিশ্চয় আল্লাহ অত্যাচারী সম্প্রদায়কে পথ-প্রদর্শন করেন না।

يُوحَىٰ إِلَيَّ وَمَا أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ مُبِينٌ
١٠- قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كَانَ
مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَكَفَرْتُمْ بِهِ وَشَهِدَ
شَاهِدٌ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَىٰ
مِثْلِهِ فَآمَنَ وَاسْتَكْبَرْتُمْ ط إِنَّ اللَّهَ
لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ع

২য় রুকু—স্বর্গীয় প্রত্যাদেশের সত্যতার প্রমাণ

১১; এবং অবিশ্বাসকারীরা বিশ্বাস-স্থাপনকারীদিগকে বলে যে, যদি ইহা উৎকৃষ্টতর হইত তবে তাহারা তদ্বিষয়ে আমাদিগকে অতিক্রম করিতে পারিত না; এবং যখন তাহারা উহাতে পদপ্রার্থী হয় না তাহারা তখনই বলিবে যে, ইহা

١١- وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ
آمَنُوا لَوْ كَانَ خَيْرًا مَا سَبَقُونَا إِلَيْهِ ط
وَإِذْ لَمْ يَهْتَدُوا بِهِ فَسَيَقُولُونَ هَٰذَا

হে রসুল, তুমি অবিশ্বাসীদিগকে বলিয়া দাও যে, আমি ত অভিনব রসুল নহি—আমার পূর্ব্বে বহু রসুল বিগত হইয়াছেন এবং তাঁহাদের ও তাঁহাদের বিরুদ্ধবাদী ধর্ম্মদ্রোহী সম্প্রদায়-সমূহের শেষ পরিণতিও তোমরা শ্রবণ করিয়াছ। অবশ্য আমার ও তোমাদের শেষ পরিণাম কিরূপ হইবে তাহার সঠিক বিস্তৃত বিবরণ আমি জানি না; সর্ব্বজ্ঞ আল্লাহতালাই উহা উত্তমরূপে অবগত আছেন। তবে সেই মহান্ আল্লাহতালার পক্ষ হইতে আমার প্রতি যে সকল প্রত্যাদেশ অবতীর্ণ হইয়াছে, আমি কেবলমাত্র তাহারই অনুসরণ করিতেছি এবং তোমাদের নিকট তাহাই বিবৃত করিতেছি। আমি তোমাদের জন্য আল্লার প্রেরিত রসুল এবং প্রকাশ্য ভয়-প্রদর্শক মাত্র। তাঁহার আদেশ ও নিষেধের অনুসরণ ও প্রচার করাই আমার একমাত্র কর্ত্তব্য এবং তদ্ব্যতীত তোমাদের নিকট আমার আর কোনই বক্তব্য নাই।

১০। আল্লাহতালা আরও বলিতেছেন—হে রসুল, তুমি অবিশ্বাসীদিগকে বলিয়া দাও যে, যদি এই কোরান প্রকৃতই আল্লার সন্নিধান হইতে অবতীর্ণ হইয়া থাকে এবং যদি পূর্ব্ববর্ত্তী প্রত্যাদিষ্ট গ্রন্থ অনুসরণকারী এসরাইল বংশের কেহ কেহ এতদ্প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করিয়া ইহার সত্যতা সম্বন্ধে সাক্ষ্য প্রদান করে, তবে তোমাদের অবিশ্বাস ও অহঙ্কারের পরিণাম কিরূপ হইতে পারে? ফলতঃ আল্লাহতালা অহঙ্কারী সম্প্রদায়কে কখনই সুপথ প্রদর্শন করেন না।

১১। এই আয়তেও অবিশ্বাসীদিগের অযৌক্তিক উক্তির বিষয় বিবৃত হইয়াছে। উহারা বিশ্বাসীদিগকে বলিত যে, এই কোরান পুরাকালীন উপকথা বা মিথ্যা কাহিনী ব্যতীত আর কিছুই নহে। বস্তুতঃ যদি উহা কোন উৎকৃষ্টতর বিষয় হইত, তবে উহার অনুসরণ সম্বন্ধে তোমরা কখনই আমাদিগকে অতিক্রম করিতে পারিতে না—অর্থাৎ তাহা হইলে আমরাই সর্ব্বাগ্রে বিশ্বাস-স্থাপন করিয়া উহার অনুসরণ করিতাম।

ও পুরাকালীন মিথ্যা মাত্র। ১২। এবং
ইহার পূর্ব্বে মুসার গ্রন্থ পথপ্রদর্শক ও
অনুগ্রহ স্বরূপ ছিল; এবং আরবী ভাষার
এই গ্রন্থ উহারই সত্যতা প্রতিপাদন
করিতেছে—যেন ইহা অত্যাচারীদিগকে
ভয় প্রদর্শন করে এবং সৎকর্ম্মশীলগণকে
সুসংবাদ প্রদান করে। ১৩। অবশ্য
যাহারা বলে যে, আল্লা-ই আমাদের
প্রতিপালক তৎপর উহাতেই সুপ্রতিষ্ঠিত
থাকে, তবে তাহাদের সম্বন্ধে কোনই
আশঙ্কা নাই এবং তাহারা সন্তপ্ত হইবে
না। ১৪। ইহারাই স্বর্গোদ্যানের অধি-
বাসী—তন্মধ্যেই তাহারা সর্ব্বদা অবস্থান
করিবে; ইহাই তাহাদের কৃতকর্ম্মের
প্রতিদান। ১৫। এবং আমি মানুষকে
স্বীয় পিতা-মাতার সহিত সদ্ব্যবহার
করিতে চরম-আদেশ করিয়াছি; তাহার

إِفْكٌ قَدِيمٌ ○ ١٢- وَمِنْ قَبْلِهِ
كِتٰبُ مُوسٰى إِمَامًا وَرَحْمَةً ط
وَهٰذَا كِتٰبٌ مُصَدِّقٌ لِسَانًا عَرَبِيًّا
لِيُنْذِرَ الَّذِينَ ظَلَمُوا ۖ وَبُشْرٰى
لِلْمُحْسِنِينَ ۚ ١٣- إِنَّ الَّذِينَ
قَالُوا رَبُّنَا اللّٰهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا فَلَا خَوْفٌ
عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ۚ
١٤- أُولٰٓئِكَ أَصْحٰبُ الْجَنَّةِ
خٰلِدِينَ فِيهَا ۚ جَزَآءً بِمَا كَانُوا
يَعْمَلُونَ ○ ١٥- وَوَصَّيْنَا الْإِنْسٰنَ
بِوَالِدَيْهِ إِحْسٰنًا ط حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا

১২। অবিশ্বাসীদিগের উপরোক্ত উক্তির উত্তরে আল্লাহতালা বলিতেছেন যে, অবিশ্বাসীরা সত্য-ধর্ম্মের অনুসরণে বিরত থাকিয়া চিরকালই এরূপ বলিয়া আসিতেছে। কিন্তু তাহারা ধীর-ভাবে চিন্তা ও অনুসন্ধান করিলে বুঝিতে পারিত যে, ইহার পূর্ব্বেই আমি নবীবর মূসার প্রতি আমার অনুগ্রহের নিদর্শন স্বরূপ আমার প্রিয় রসুলের আবির্ভাব ও কোরান অবতারণের সুসংবাদ ও ভবিষ্যদ্বাণী সহ সুপথ-প্রদর্শক স্বর্গীয় গ্রন্থ তওরাত অবতীর্ণ করিয়াছিলাম এবং সেই গ্রন্থের সুসংবাদ ও ভবিষ্যদ্বাণীর সত্যতা পূর্ণভাবে প্রকাশ করিয়াই আমি আরব দেশে আমার প্রিয় রসুলকে প্রেরণ করিয়া তৎপ্রতি এই আরবী কোরান অবতীর্ণ করিয়াছি এবং আমার অবতারিত প্রত্যাদেশের চিরাচরিত নীতি অনুসারেই ইহাতে অবিশ্বাসীদিগকে ভয়-প্রদর্শন এবং বিশ্বাসীদিগকে সুসংবাদ প্রদান করা হইয়াছে। সুতরাং ইহাতে কোনরূপ উপকথা, অলীক কল্পনা অথবা পুরাকালীন মিথ্যা কাহিনীর কোনই অস্তিত্ব নাই।

১৩—১৪। এই দুইটি আয়তে আল্লাহতালা বলিতেছেন যে, যাহারা এই পবিত্র বাণীর প্রতি বিশ্বাস করিয়া উহাতে সুপ্রতিষ্ঠিত থাকে, তাহাদের জন্য ইহ-পরলোকে কোনই আশঙ্কা নাই এবং তাহারা কখনও সন্তপ্ত হইবে না। পক্ষান্তরে তাহারা স্বীয় বিশ্বাস ও সৎকর্ম্মের পূর্ণ প্রতিদান লাভ করিয়া চিরকাল অনন্ত সুখ-শান্তিপূর্ণ স্বর্গোদ্যানে অবস্থান করিবে।

১৫। **পিতা-মাতার প্রতি কর্ত্তব্য**—এই আয়তে আল্লাহতালা স্বীয় পিতা-মাতার প্রতি মানবের কর্ত্তব্য নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তিনি 'ওয়াচ্ছায়না' বা 'ওছিয়ত' শব্দ যোগে দৃঢ়তার সহিত শেষ বা চরম আদেশ করিয়া বলিতেছেন যে, হে মানব, তোমরা স্ব স্ব পিতা-মাতার সহিত সদ্ব্যবহার কর। কিন্তু এই সদ্ব্যবহার শুধু মুখের কথা বা ভদ্র ব্যবহারের দ্বারা নহে; বরং প্রয়োজন

وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا ۖ وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ
ثَلَاثُونَ شَهْرًا ۚ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ
وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ رَبِّ
أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي
أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَالِدَيَّ وَأَنْ
أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِي
فِي ذُرِّيَّتِي ۚ إِنِّي تُبْتُ
إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ ۝
١٦- أُولَٰئِكَ الَّذِينَ نَتَقَبَّلُ عَنْهُمْ

জননী তাহাকে কষ্ট-সহ গর্ভে ধারণ করিয়াছে এবং কষ্ট-সহকারেই তাহাকে প্রসব করিয়াছে, এবং তাহার গর্ভধারণ ও তাহার স্তন্যদানে ত্রিশ মাস লাগিয়াছে। এমন কি, যখন সে স্বীয় যৌবনে উপনীত হয় এবং চল্লিশ বৎসর বয়ঃপ্রাপ্ত হয়, তখন সে বলে—হে আমার প্রতিপালক, তুমি আমার প্রতি ও আমার পিতা-মাতার প্রতি যে অনুগ্রহ করিয়াছ, তজ্জন্য আমাকে তোমার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিবার শক্তি দাও এবং তুমি যাহাতে সন্তুষ্ট আমি যেন তদ্রূপ সৎকার্য্য করি; এবং আমার জন্য ও আমার সন্তান-সন্ততির মধ্যে সম্প্রীতি দান কর; নিশ্চয় আমি তোমার দিকে প্রত্যাবর্ত্তিত হইতেছি এবং নিশ্চয় আমি মোসলেমগণের অন্তর্ভুক্ত। ১৬। উহারাই স্বর্গোদ্যানের অধিবাসিগণের অন্তর্গত—আমি যাহাদিগের

অনুযায়ী তাহাদিগকে খাদ্য-বস্ত্র ও অন্যান্য আবশ্যকীয় দ্রব্যাদি প্রদান করিয়া এবং তাহাদের সেবা-শুশ্রূষা করিয়া যেরূপেই হউক, তাহাদের সন্তুষ্টি সাধন করা প্রত্যেক নরনারীর অবশ্য কর্ত্তব্য।

অনন্তর আল্লাহতালা স্মরণ করাইয়া দিতেছেন যে, হে মানব, তোমরা ভাবিয়া দেখ যে, তোমাদের জননী তোমাদিগকে গর্ভে ধারণ ও স্তন্যদান করিয়া কত কষ্টে সুদীর্ঘ আড়াই বৎসর অতিবাহিত করিয়াছেন। সেই সময়ে তোমাদের জন্য তাঁহার আহার-বিহার ও শয়ন-উপবেশনে কিছুমাত্র শান্তি ও নিশ্চয়তা ছিল না। তোমাদের অসুখ-অশান্তি ও আপদ-বিপদের আশঙ্কায় জননী সর্ব্বদাই উদ্বিগ্ন চিত্তে সময় অতিবাহিত করিতেন। এইরূপ তোমাদের পিতা ও মাতার সহিত সন্তানের জন্য বহু ত্যাগ-স্বীকার ও কষ্টভোগ করিয়া থাকে। সুতরাং মানবের সংসার-জীবনের এরূপ নিঃস্বার্থ পরম হিতৈষী পিতা-মাতার প্রতি ভক্তি-শ্রদ্ধা নিবেদন করা, তাঁহাদের সহিত সদ্ব্যবহার করা এবং যথাসাধ্য তাঁহাদের সেবা ও সন্তুষ্টি সাধন করা যে মানবের একান্ত কর্ত্তব্য, তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই।

অবশেষে আল্লাহতালা বলিতেছেন যে, এইরূপ ভাবেই পিতা-মাতার অনুগ্রহে প্রতিপালিত মানব যখন শৈশব ও কৈশোর অতিক্রম করিয়া যৌবনে উপনীত হয় এবং যখন সে চল্লিশ বৎসর বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া মানবের আধ্যাত্মিক ও নৈতিক জীবনে পূর্ণতা লাভ করে, তখন করুণাময় আল্লাহতালার নিকট তাহার নিজের জন্য এবং স্বীয় পিতামাতা ও সন্তান-সন্ততির জন্য করুণা ও কল্যাণ প্রার্থনা করা তাহাদের একান্ত কর্ত্তব্য। বলা বাহুল্য, এস্থলে ইহাও লক্ষ্য করা আবশ্যক যে, পবিত্র কোরানের নির্দ্দেশ অনুসারে চল্লিশ বৎসর বয়সেই মানব তাহার আধ্যাত্মিক ও নৈতিক জীবনে পূর্ণতা লাভ করিয়া থাকে এবং হজরত রসুলোল্লাহ ঐ বয়সেই আল্লাহতালার অনুগ্রহে অভিষিক্ত হইয়া প্রত্যাদেশ ও নবুয়তের গৌরব লাভ করিয়াছিলেন।

১৬। আল্লাহতালা বলিতেছেন যে, যাহারা সত্যধর্ম্মে বিশ্বাসস্থাপন পূর্ব্বক সৎকার্য্যে জীবন অতিবাহিত করিবে এবং স্বীয় পিতা-মাতার সেবা-শুশ্রূষা ও সন্তুষ্টি সাধন করিয়া স্ব স্ব সন্তান-

أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَنَتَجَاوَزُ عَن
سَيِّئَاتِهِمْ فِي أَصْحَابِ الْجَنَّةِ ۖ وَعْدَ
الصِّدْقِ الَّذِي كَانُوا يُوعَدُونَ ○
١٧- وَالَّذِي قَالَ لِوَالِدَيْهِ أُفٍّ لَّكُمَا
أَتَعِدَانِنِي أَنْ أُخْرَجَ وَقَدْ خَلَتِ
الْقُرُونُ مِن قَبْلِي ۚ وَهُمَا
يَسْتَغِيثَانِ اللَّهَ وَيْلَكَ آمِنْ ۚ
إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ ۚ فَيَقُولُ مَا
هَٰذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ ○
١٨- أُولَٰئِكَ الَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ
الْقَوْلُ فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِم
مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ ۖ إِنَّهُمْ كَانُوا

হইতে তাহাদের কৃতকর্ম্ম-সমূহের উৎকৃষ্টতা: পরিগ্রহণ করি এবং তাহাদের অপকৃষ্টতা-সমূহ পরিহার করিয়া থাকি; এবং তাহাদিগকে যে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হইয়াছিল—সেই প্রতিশ্রুতি সত্য।
১৭। এবং যে স্বীয় পিতা-মাতাকে বলে যে তোমাদের জন্য আফসোস! তোমরাও কি আমাকে প্রতিশ্রুতি দিতেছ যে, আমাকে পূনঃবহির্গত করা হইবে এবং নিশ্চয় আমার পূর্ব্বে বহুযুগ অতীত হইয়া গিয়াছে; এবং তাহারা উভয়ে আল্লার নিকট অভিযোগ করিবে যে, তোমাকে ধিক! তুমি বিশ্বাস কর যে, নিশ্চয় আল্লার অঙ্গীকার সত্য; কিন্তু তাহারা বলে যে, ইহা ত প্রাথমিকগণের কাহিনী ব্যতীত নহে। ১৮। নিশ্চয় ইহাদের পূর্ব্বে জ্বেন ও মানবদিগের মধ্য হইতে বহু সম্প্রদায় অতিক্রান্ত হইয়া গিয়াছে, যাহাদের উপর সেই বাক্য সত্য সাব্যস্ত হইয়াছে; নিশ্চয় তাহারা ক্ষতিগ্রস্ত

সন্ততির জন্য আল্লাহতালার নিকট করুণা ও কল্যাণ প্রার্থনা করিবে, তাহাদের সম্বন্ধে আমার অভ্রান্ত ও সত্য প্রতিশ্রুতি আমি অবশ্যই পূর্ণ করিব এবং তাহারা পরলোকে পরম-সুখে স্বর্গোদ্যানে অবস্থান করিবে।

১৭। কোন কোন তফ্‌সীরকার বলিয়াছেন যে, আমির মাভিয়ার মন্ত্রী মারওয়ানের মন্তব্য অনুসারে এই আয়ত আবদুর রহমান বেনে আবুবকর সিদ্দিক (রাঃ) সম্বন্ধে অবতীর্ণ হইয়াছিল। কিন্তু জননী হজরত আয়শা সিদ্দিকা মারওয়ানের ঐ উক্তি সম্পূর্ণ মিথ্যা ও ভিত্তিহীন বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন।—সহি বোখারী।

আলোচ্য আয়তের অবতীর্ণ হইবার হেতু সম্বন্ধে উপরোক্ত অভিমত সম্পূর্ণ অনাবশ্যক। কারণ আয়তের অর্থ অতি সাধারণ। যাহারা স্বীয় পিতা-মাতার সহিত অসদ্ব্যবহার করিবে অথবা তাহাদের প্রতি রূঢ় বাক্য বলিবে কিংবা তাহাদের পক্ষে অসন্তোষজনক ও বিরক্তিকর কার্য্য করিবে, তাহাদের সকলকেই আল্লাহতালার নিকট অপরাধী হইতে হইবে।

১৮। অনন্তর আল্লাহতালা বলিতেছেন যে, অনাচার, ধর্ম্মদ্রোহিতা এবং আল্লাহতালার প্রেরিত রসুলগণের সহিত অসদ্ব্যহার করার জন্য ইহার পূর্ব্বে জ্বেন ও মানব জাতির মধ্যে বহু সম্প্রদায় শাস্তি-ভোগ করিয়া ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়া গিয়াছে। পৃথিবীর কোন শক্তিই তাহাদিগকে রক্ষা করিতে পারে নাই।

খٰسِرِيْنَ ○ ١٩- وَلِكُلٍّ دَرَجٰتٌ
مِّمَّا عَمِلُوْا ۚ وَلِيُوَفِّيَهُمْ اَعْمَالَهُمْ
وَهُمْ لَا يُظْلَمُوْنَ ○ ٢٠- وَيَوْمَ
يُعْرَضُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا عَلَى النَّارِ ؕ
اَذْهَبْتُمْ طَيِّبٰتِكُمْ فِيْ حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا
وَاسْتَمْتَعْتُمْ بِهَا ۚ فَالْيَوْمَ تُجْزَوْنَ
عَذَابَ الْهُوْنِ بِمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُوْنَ
فِى الْاَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَبِمَا
كُنْتُمْ تَفْسُقُوْنَ ○ ع

হইয়াছিল। ১৯। এবং তাহারা যাহা করিয়াছিল, তদনুযায়ী প্রত্যেকের জন্য পদমর্য্যাদা রহিয়াছে এবং যেন তিনি তাহাদিগকে তাহাদের কৃতকার্য্য-সমূহের পূর্ণ-প্রতিদান প্রদান করেন এবং তাহারা অত্যাচারিত হইবে না। ২০। এবং যেদিন অবিশ্বাসকারীদিগকে নরকানলের সম্মুখীন করা হইবে যে, তোমরা তোমাদের পার্থিব জীবনেই সৎকর্ম্ম-সমূহ পরিগ্রহণ করিয়াছিলে এবং তদ্বিষয় উপভোগও করিয়াছ; অতএব আজ তোমাদিগকে উহারই প্রতিফল স্বরূপ অবমাননাকর শাস্তি প্রদত্ত হইবে, যেহেতু তোমরা পৃথিবীতে অন্যায়ভাবে অহঙ্কার করিতে এবং যেহেতু তোমরা দুষ্কার্য্য করিয়াছিলে।

৩য় রুকু—আদ সম্প্রদায়ের শোচনীয় পরিণতি

٢١- وَاذْكُرْ اَخَا عَادٍ ؕ اِذْ اَنْذَرَ قَوْمَهٗ
بِالْاَحْقَافِ وَقَدْ خَلَتِ النُّذُرُ مِنْۢ
بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهٖۤ اَلَّا تَعْبُدُوْۤا

২১। এবং আমাদের ভ্রাতাকে স্মরণ কর—যখন সে 'আহ্‌কাফে' স্বীয় সম্প্রদায়কে ভয়-প্রদর্শন করিয়াছিল; এবং নিশ্চয় তাহার পূর্ব্বে ও তাহার পরে ভয়-প্রদর্শনকারী অতিক্রান্ত হইয়াছিল যে,

১৯। কিন্তু ঐ সকল সম্প্রদায়ের মধ্যে যাহারা বিশ্বাসী ও সৎকর্ম্মশীল ছিল, তাহারা কখনও অত্যাচারিত হইবে না। তাহারা পরলোকে আল্লাহতালার নিকট স্ব স্ব কৃতকর্ম্মের জন্য পূর্ণ প্রতিদান লাভ করিয়া উপযুক্ত মর্য্যাদা ও গৌরবের আসন প্রাপ্ত হইবে।

২০। পক্ষান্তরে অবিশ্বাসীদের সৎকার্য্য হয় তাহাদের কর্ম্মদোষে ব্যর্থ হইয়া যায় অথবা তাহারা পৃথিবীতেই উহার বিনিময় লাভ করিয়া থাকে; পরলোকে তাহারা উহার জন্য কোনই প্রতিদান পাইবে না। সুতরাং পরলোকে তাহারা নিজেদের অবিশ্বাস, অহঙ্কার ও দুষ্কার্য্যের জন্য অবশ্যই শাস্তিভোগ করিতে বাধ্য হইবে ঐ অবমাননাকর শাস্তি হইতে তাহারা কিছুতেই পরিত্রাণ পাইবে না।

২১। **আহ্‌কাফ**—'হকফ' শব্দের বহুবচন—অর্থ বালুকা-স্তূপ, বালির ঢিলা অথবা বালির পাহাড়। 'আহ্‌কাফ' এয়মনের ওমান ও মোহ্‌রাব অন্তর্ব্বর্ত্তী একটি মরু-প্রান্তরের নাম। কিন্তু কেহ কেহ ইহাকে তায়েফের চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী মরু-প্রান্তর অথবা হজরত ওমরের মরুভূমি বলিয়াও নির্দেশ করিয়াছেন। ঐ স্থানে সুবিখ্যাত শক্তিশালী ও ধর্ম্মদ্রোহী আদ সম্প্রদায় বাস করিত। আদের ভ্রাতা অথবা আদ-সম্প্রদায়ের বিখ্যাত নবী হজরত হুদ। তিনি আদ সম্প্রদায়কে অংশীবাদিতা, ধর্ম্মদ্রোহিতা ও অনাচার-ব্যভিচার পরিত্যাগ করিয়া সত্যধর্ম্মের অনুসরণ পূর্ব্বক সদাচারী হইতে

তোমরা আল্লাহ ব্যতীত কাহারও উপাসনা
করিও না; নিশ্চয় আমি তোমাদিগকে
সেই মহা-দিবসের ভয় প্রদর্শন করিতেছি।
২২। তাহারা বলিয়াছিল তুমি কি
আমাদের নিকট আমাদের উপাস্যগণ
হইতে আমাদিগকে প্রত্যাবর্ত্তিত করিতে
আসিয়াছ? অতএব যদি তুমি সত্যবাদি-
গণের অন্তর্ভুক্ত হও তবে তুমি যে
অঙ্গীকার করিতেছ তাহা আমাদের
সমক্ষে আনয়ন কর। ২৩। সে বলিয়া-
ছিল—আল্লার সন্নিকটে ব্যতীত উহার
জ্ঞান নাই, এবং আমি যৎসহ প্রেরিত
হইয়াছি তাহাই তোমাদের নিকট
উপস্থিত করিতেছি; কিন্তু আমি
দেখিতেছি যে, তোমরা নির্ব্বোধ সম্প্রদায়।
২৪। অনন্তর যখন তাহারা উহাকে
মেঘরূপে তাহাদের উপত্যকা অভিমুখে
অগ্রসর হইতে দেখিয়াছিল, তখন তাহারা
বলিয়াছিল, ইহা ত মেঘ—যাহা আমা-
দের উপর বর্ষিত হইবে; বরং উহা
সেই ঝঞ্ঝাবায়ু—যদ্বিষয়ে তোমরা সত্বরতা
করিয়াছিলে, তন্মধ্যে যন্ত্রণাপ্রদ শাস্তি
রহিয়াছে। ২৫। উহা তদীয় প্রতি-
পালকের আদেশে প্রত্যেক বিষয়কে
সমূলে ধ্বংস করিয়া থাকে; ফলতঃ
তাহারা এরূপ হইয়া গিয়াছিল যে,

إِلَّا اللَّهَ ط إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ
يَوْمٍ عَظِيمٍ ○ ٢٢- قَالُوا أَجِئْتَنَا
لِتَأْفِكَنَا عَنْ آلِهَتِنَا ج فَأْتِنَا بِمَا
تَعِدُنَا إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ ○
٢٣- قَالَ إِنَّمَا الْعِلْمُ عِنْدَ اللَّهِ ز
وَأُبَلِّغُكُمْ مَا أُرْسِلْتُ بِهِ وَلَٰكِنِّي
أَرَاكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ ○ ٢٤- فَلَمَّا
رَأَوْهُ عَارِضًا مُسْتَقْبِلَ أَوْدِيَتِهِمْ لا
قَالُوا هَٰذَا عَارِضٌ مُمْطِرُنَا ط بَلْ هُوَ
مَا اسْتَعْجَلْتُمْ بِهِ ط رِيحٌ فِيهَا
عَذَابٌ أَلِيمٌ ○ ٢٥- تُدَمِّرُ كُلَّ
شَيْءٍ بِأَمْرِ رَبِّهَا فَأَصْبَحُوا لَا يُرَىٰ

সদুপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন। তিনি তাহাদিগকে ইহাও বলিয়াছিলেন যে, আমার উপদেশের বিরুদ্ধাচারণ করিলে অচিরেই তোমাদের উপর অতি কঠিন শাস্তি অবতীর্ণ হইবে।

২২। অবিশ্বাসী আদ সম্প্রদায় হজরত হূদের কথা বিশ্বাস ও গ্রাহ্য না করিয়া তাঁহাকে বলিয়াছিল যে, যদি তুমি সত্যবাদী হও, তবে শীঘ্র শীঘ্র ঐ শাস্তি আনয়ন কর; অন্যথা আমরা কিছুতেই তোমার কথা বিশ্বাস করিব না।

২৩। হজরত হূদ তাহাদিগকে বলিয়াছিলেন—নির্ব্বোধ সম্প্রদায়, আমি শুধু আল্লাহতালার বাণীই তোমাদের নিকট প্রচার করিতেছি। তাঁহার অঙ্গীকৃত শাস্তি অবতীর্ণ করিবার অধিকার আমার নাই এবং তিনি কখন উহা অবতীর্ণ করিবেন, তাহাও আমি জানি না। তবে তিনি যথাসময় অবশ্যই স্বীয় অঙ্গীকার পূর্ণ করিবেন এবং যখন ঐ শাস্তি অবতীর্ণ হইবে, তখন তোমরা কিছুতেই পরিত্রাণ পাইবে না।

২৪—২৫। অনন্তর আল্লাহতালা যথাসময়ে আদ-সম্প্রদায়ের প্রতি চরম শাস্তি প্রেরণ করিলেন। আদ-সম্প্রদায় হজরত হূদের মুখে ঐ শাস্তির সংবাদ শুনিয়া এবং মেঘরূপে উহা অবলোকন করিয়া বলিতে লাগিল যে, এই মেঘ হইতে বৃষ্টি হইলে ত আমাদের উপকারই সাধিত

তাহাদের বাসস্থান ব্যতীত কিছুই দৃষ্টিগোচর হইতেছিল না; এইরূপে আমি অপরাধী সম্প্রদায়কে প্রতিফল প্রদান করিয়া থাকি। ২৬। এবং নিশ্চয়ই আমি তদ্বিষয়ে তাহাদিগকে এরূপ শক্তি-সম্পন্ন করিয়াছিলাম—যদ্বিষয়ে আমি তোমাদিগকে শক্তি-সম্পন্ন করি নাই এবং আমি তাহাদিগের জন্য কর্ণ-সমূহ ও চক্ষু-সমূহ ও অন্তর-সমূহ করিয়াছিলাম; কিন্তু যখন তাহারা আল্লার নিদর্শনাবলী সম্বন্ধে কলহ করিতেছিল, তখন তাহাদের কর্ণ-সমূহ অথবা তাহাদের চক্ষু-সমূহ কিংবা তাহাদের অন্তর-সমূহ তাহাদিগকে কোন বিষয়ে কিছুমাত্র সুফল প্রদান করে নাই এবং যদ্বিষয়ে তাহারা উপহাস বিদ্রূপ করিতেছিল তাহাই তাহাদিগকে পরিবেষ্টন করিয়াছিল।

إِلَّا مَسٰكِنُهُمْ ط كَذٰلِكَ نَجْزِى
الْقَوْمَ الْمُجْرِمِيْنَ ○ ٢٦- وَلَقَدْ
مَكَّنّٰهُمْ فِيْمَآ إِنْ مَّكَّنّٰكُمْ فِيْهِ وَجَعَلْنَا
لَهُمْ سَمْعًا وَّأَبْصَارًا وَّأَفْئِدَةً ز فَمَآ
أَغْنٰى عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلَآ أَبْصَارُهُمْ
وَلَآ أَفْئِدَتُهُمْ مِّنْ شَيْءٍ إِذْ كَانُوْا
يَجْحَدُوْنَ لا بِاٰيٰتِ اللّٰهِ وَحَاقَ بِهِمْ
مَّا كَانُوْا بِهٖ يَسْتَهْزِءُوْنَ ع

৪র্থ রুকু—অবিশ্বাসীদিগের প্রতি সদুপদেশ ও সতর্ক-বাণী

২৭। এবং নিশ্চয়ই আমি তোমাদের পার্শ্ববর্ত্তী জনপদ-সমূহ হইতে ধ্বংস করিয়াছিলাম এবং আমি বিভিন্নরূপ নিদর্শনাবলী সংঘটিত করিয়াছিলাম,

٢٧- وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا مَا حَوْلَكُمْ مِّنَ
الْقُرٰى وَصَرَّفْنَا الْاٰيٰتِ لَعَلَّهُمْ

হইবে—উহা আবার কেমন শাস্তি! কিন্তু হজরত হুদ বলিয়া দিলেন যে, ঐ কাল-মেঘের মধ্যেই তোমাদের জন্য ভীষণ শাস্তিপূর্ণ ঝঞ্ঝাবায়ু বিদ্যমান রহিয়াছে। অনন্তর ঐ মেঘ হইতে এরূপ ভয়াবহ ঝড়বৃষ্টি ও বজ্রপাত হইয়াছিল যে, ধর্ম্মদ্রোহী আদ-সম্প্রদায় সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস হইয়া তাহাদের অস্তিত্বের চিহ্ন পর্য্যন্ত বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছিল।

২৬। অনন্তর আল্লাহতালা অবিশ্বাসী মক্কাবাসীদিগকে সতর্ক করিয়া বলিতেছেন যে, আদ-সম্প্রদায় তোমাদের অপেক্ষা বহুগুণ শক্তিশালী ও পরাক্রান্ত ছিল। তোমাদের ন্যায় তাহাদিগকেও আমি চক্ষু, কর্ণ ও অন্তর-সমূহ দান করিয়াছিলাম; সুতরাং তাহারা অন্ধ, বধির অথবা অনুভূতি-বিহীন নির্ব্বোধ ছিল না। কিন্তু আমার পবিত্র বাণী অবিশ্বাস ও উপেক্ষা করার জন্য তাহাদের সেই চক্ষু, কর্ণ, ও অনুভূতি দ্বারা তাহারা কিছুমাত্র উপকৃত হইতে পারে নাই; বরং তাহারা আমার অঙ্গীকৃত যে শাস্তিকে অবিশ্বাস ও অগ্রাহ্য করিয়াছিল, পরিণামে সেই শাস্তিই তাহাদিগকে পরিবেষ্টন করিয়া সমূলে ধ্বংস করিয়াছিল।

২৭—২৮। অবশেষে আল্লাহতালা অবিশ্বাসী কোরেশদিগকে লক্ষ্য করিয়া আরও বলিতেছেন যে, হে মক্কাবাসী বিভ্রান্ত সম্প্রদায়, ধর্ম্মদ্রোহী আদ-সম্প্রদায়ের ন্যায় তোমাদের পার্শ্ববর্ত্তী বিভিন্ন প্রদেশ হইতে অবিশ্বাস ও ধর্ম্মদ্রোহিতার জন্য আরও বহু সম্প্রদায়কে আমি ধ্বংস করিয়া দিয়াছি। কিন্তু আমি তাহাদিগকে অকস্মাৎ শাস্তি প্রদান করি নাই; বরং তাহাদিগকেও আমার বহু নিদর্শন প্রদর্শন করিয়া সুপথে আনিবার চেষ্টা করিয়াছিলাম। কিন্তু তাহারা কিছুতেই সত্য-বিশ্বাসী ও

যেন তাহারা প্রত্যাবর্তিত হয়।
২৮। অতঃপর উহারা আল্লার পরিবর্ত্তে
নৈকট্য-লাভের জন্য যাহাদিগকে উপাস্য-
রূপে পরিগ্রহণ করিয়াছিল, তাহারা
কেন উহাদিগকে সাহায্য করে নাই?
বরং তাহারা উহাদিগ হইতে বিলুপ্ত
হইয়া গিয়াছিল; এবং ইহা তাহাদের
মিথ্যা-ধারণা ও তাহাদের অসত্য পরি-
কল্পনা ছিল। ২৯। এবং যখন আমি জ্বেন-
গণের এক দলকে তোমার সমক্ষে প্রত্যা-
বর্তিত করিয়াছিলাম—যাহারা কোরান
শ্রবণ করিতেছিল; তৎপর যখন তাহারা
উহার সমক্ষে উপস্থিত হইয়াছিল তখন

يُرْجِعُوْنَ ○ ٢٨- فَلَوْلَا نَصَرَهُمُ
الَّذِيْنَ اتَّخَذُوْا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ قُرْبَانًا
اٰلِهَةً ؕ بَلْ ضَلُّوْا عَنْهُمْ ۚ وَذٰلِكَ
اِفْكُهُمْ وَمَا كَانُوْا يَفْتَرُوْنَ ○
٢٩- وَاِذْ صَرَفْنَآ اِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ
الْجِنِّ يَسْتَمِعُوْنَ الْقُرْاٰنَ ۚ فَلَمَّا

সুপথগামী না হওয়ায় অবশেষে তাহাদের উপর আমার শাস্তি অবতীর্ণ হইয়াছিল। ফলতঃ যখন আমার শাস্তি অবতীর্ণ হইয়াছিল, তখন আমার পরিবর্ত্তে তাহারা ভ্রান্তি ও কুসংস্কার বশে যে সকল দেব-দেবী ও প্রস্তর-প্রতিমার পূজা-উপাসনা করিত, সেই সকল অলীক উপাস্য তাহাদিগকে কিছুমাত্র সাহায্য করিতে অথবা তাহাদিগকে এক মুহূর্ত্তের জন্যও রক্ষা করিতে পারে নাই। অতএব তোমরাও যদি আমার প্রেরিত প্রিয়তম রসুল ও আমার অবতারিত অভ্রান্ত বাণীর প্রতি বিশ্বাস-স্থাপন করিয়া সুপথগামী না হও, তবে তোমাদিগকেও অতি চরম শাস্তি ভোগ করিয়া ধ্বংসপ্রাপ্ত হইতে হইবে। তোমাদের দেবদেবী ও প্রতিমাপুঞ্জ তোমাদিগকে কখনই রক্ষা করিতে পারিবে না।

২৯। **জ্বেন**—অগ্নি হইতে সৃষ্ট অশরিরী জীব-বিশেষ। মানব সৃষ্টির পূর্ব্বে উহারাই উক্ত পৃথিবীর অধিবাসী ও অধিকারী ছিল। কিন্তু অনাচার, অত্যাচার, অশান্তি-বিপ্লব ও ধর্মদ্রোহিতার জন্য উহারা আল্লাহতায়ালার কোপে ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়া যায়। উহাদের বংশধরগণ এখনও পৃথিবীতে বিদ্যমান আছে। এবং উহারা আবশ্যক ও ইচ্ছানুযায়ী যে কোন মূর্ত্তি ধারণ করিতে পারে। পাপাত্মা ইবলিস ঐ জেন বংশেরই এক খ্যাতনামা বিদ্বান ব্যক্তি। আল্লাহ-তালার আদেশ অগ্রাহ্য করিয়া সে অভিশপ্ত ও বিতাড়িত শয়তান নামে অভিহিত হইয়া মানব জাতির শত্রুতা সাধনে বদ্ধপরিকর হইয়াছে। জেন-সম্প্রদায়ের মধ্যে বহু ধার্ম্মিক ও বিদ্বান ব্যক্তি বিদ্যমান আছে। মানব-সৃষ্টির পর উহারা মানবীয় রসুলগণের ধর্ম্মানুসরণ করিয়া আসিতেছে। মানবের ন্যায় জেন জাতিকেও ইহপরলোকে ধর্ম্মাধর্ম্ম ও পাপ-পুণ্যের জন্য দায়ী হইতে হইবে।—২৯শ পারা, সুরা জেনের তফসীর দ্রষ্টব্য।

পবিত্র কোরান-হাদিস ও পূর্ব্ববর্ত্তী প্রত্যাদিষ্ট গ্রন্থ সমূহে জেন জাতির বিবরণ স্পষ্টতর ভাষায় বিবৃত হইয়াছে। মোসলেম জগৎ ও গ্রন্থানুগামী সম্প্রদায় চিরকাল জেন জাতির অস্তিত্ব স্বীকার করিয়া আসিতেছে। অবিশ্বাসীরাও দেব-দৈত্য, ভূত-প্রেত গন্ধর্ব্ব-কিন্নরের নামে প্রকারান্তরে জেন জাতির অস্তিত্ব স্বীকার করিয়া থাকে। বিশ্ববাসী শিক্ষিত অশিক্ষিত ও সভ্য-অসভ্য সকল জাতির মধ্যেই নানাভাবে স্বাভাবিক সত্য-জনশ্রুতির ন্যায় 'জেন-পরীর' কাহিনী শুনিতে পাওয়া যায়। বর্ত্তমান যুগেও অনেকে ঐরূপ অদৃশ্য জীবের গতিবিধি ও অবস্থিতি এবং তাহাদের অদৃশ্য হস্তের কার্য-কলাপ দেখিবার সুযোগ লাভ করিয়াছেন। কিন্তু তথাপি অতি আধুনিক একদল লোক অসম্পূর্ণ বৈজ্ঞানিক মতবাদে প্রভাবান্বিত হইয়া অন্ধভাবে জেন-পরীর অস্তিত্ব অস্বীকার করিয়া থাকে। এই শ্রেণীর কোন কোন তফসীরকারের মতে জেন অর্থে

তাহারা বলিয়াছিল—নীরব হও; তৎপর যখন উহা সমাপ্ত হইয়াছিল তখন তাহারা ভয়-প্রদর্শনের জন্য স্বীয় সম্প্রদায়ের দিকে প্রতিগমন করিয়াছিল। ৩০। তাহারা বলিয়াছিল—হে আমাদের সম্প্রদায়, নিশ্চয় আমরা মুসার পরে অবতারিত এমন গ্রন্থ শ্রবণ করিয়াছি, যাহা ইহার পূর্ব্ববর্ত্তী সমূহের সত্যতা প্রতিপাদন করিয়া সত্যের দিকে এবং সরল সুপথের দিকে পথ-প্রদর্শন করে। ৩১। হে আমাদের সম্প্রদায়, তোমরা আল্লার দিকে আহ্বানকারীকে পরিগ্রহন কর এবং তাহাকেই বিশ্বাস কর; তিনি তোমাদের অপরাধ-সমূহ হইতে তোমা-দিগকে মার্জ্জনা করিবেন এবং যন্ত্রণাপ্রদ শাস্তি হইতে রক্ষা করিবেন। ৩২। এবং যে আল্লার দিকে আহ্বানকারীকে গ্রহণ না করিবে, তবে সে পৃথিবীতে পরাভব-

حَضَرُوْهُ قَالُوْٓا اَنْصِتُوْا ۚ فَلَمَّا قُضِيَ
وَلَّوْا اِلٰى قَوْمِهِمْ مُّنْذِرِيْنَ ○
٣٠- قَالُوْا يٰقَوْمَنَآ اِنَّا سَمِعْنَا كِتٰبًا
اُنْزِلَ مِنْ بَعْدِ مُوْسٰى مُصَدِّقًا لِّمَا
بَيْنَ يَدَيْهِ يَهْدِيْٓ اِلَى الْحَقِّ وَاِلٰى
طَرِيْقٍ مُّسْتَقِيْمٍ ○ ٣١- يٰقَوْمَنَآ
اَجِيْبُوْا دَاعِيَ اللّٰهِ وَاٰمِنُوْا بِهٖ يَغْفِرْ
لَكُمْ مِّنْ ذُنُوْبِكُمْ وَيُجِرْكُمْ مِّنْ
عَذَابٍ اَلِيْمٍ ○ ٣٢- وَمَنْ لَّا يُجِبْ
دَاعِيَ اللّٰهِ فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِي الْاَرْضِ

অনল-প্রকৃতি, ক্রোধী ও অসভ্য মরু-কাননবাসী মানব-সম্প্রদায়-বিশেষ এবং হজরত মুসার মতানুসরণকারী ইহুদী নায়কগণই এস্থলে 'জেন' বলিয়া অভিহিত হইয়াছে।—তঃ মঃ আঃ।

৩০—৩২। এই কয়েকটী আয়তেও উক্ত জেন সম্প্রদায়ের প্রসঙ্গ বর্ণিত হইয়াছে। উক্ত জেনগণ কোথা হইতে কি উদ্দেশ্যে হজরত রসুলোল্লার নিকট উপস্থিত হইয়াছিলেন, তাহা কোরান শরিফে বর্ণিত হয় নাই। তবে সম্ভবতঃ উহারা হজরত মুসার অনুগামী জেন সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন এবং পবিত্র তওরাত হইতে হজরত রসুলোল্লার আবির্ভাবের নিদর্শনাবলী অবগত হইয়া সত্যধর্ম্ম গ্রহণ করিবার জন্যই তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়াছিলেন। হজরত এবন মসউদ 'বতনে-নখলা' নামক স্থানে এই নয়টি জেনের কোরান পাঠ শ্রবণের বিষয় বর্ণনা করিয়াছেন। হাদিস শরিফের বিভিন্ন বর্ণনায় আরও অবগত হওয়া যায় যে, হজরত রসুলোল্লাহ যখন নির্জ্জন গিরি-গহ্বরে ও মরু-প্রান্তরে অথবা রজনীযোগে কানন ও সমাধিভূমে অবস্থান করিতেন; তখন একাধিকবার বিভিন্ন জেন-সম্প্রদায় তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া সত্য ধর্ম্মে দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলেন।—সহি বোখারী ও মোসলেম।

উপরোক্ত আয়ত কয়েকটির প্রকৃত উদ্দেশ্য এই যে, কোরেশ সম্প্রদায়, তোমরা মনে করিও না যে, তোমাদের অপেক্ষা কোন ধনবান ও শক্তিশালী সম্প্রদায় সত্য-ধর্ম্মে বিশ্বাস স্থাপন করিবে না। বরং তোমরা জানিয়া রাখ যে, অচিরেই আরবের অধিকাংশ পরাক্রান্ত সম্প্রদায় এবং পৃথিবীর বহু শক্তিশালী জাতি সত্য-ধর্ম্ম গ্রহণ করিবে। এমনকি, মানব জাতির অপেক্ষা বহুক্ষণ দীর্ঘায়ু ও পরাক্রান্ত জেন সম্প্রদায় ইহার পূর্ব্বেই আমার রসুলের প্রতি বিশ্বাস-স্থাপন পূর্ব্বক সত্য-ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছে। এরূপ অবস্থায় তোমরা তাঁহার সম-জাতি এবং এক সম্প্রদায় ভুক্ত হইয়াও যদি তৎপ্রতি বিশ্বাস-স্থাপন পূর্ব্বক সত্য-ধর্ম্ম গ্রহণ না কর, তবে তোমাদের পক্ষে তাহা অপেক্ষা অজ্ঞতা, দুরদৃষ্ট ও কলঙ্কের কথা আর কিছুই হইতে পারে না।

কারী হইতে পারিবে না এবং তিনি ভিন্ন
তাহার জন্য কোন অভিভাবক নাই;
উহারাই প্রকাশ্য ভ্রান্তির মধ্যে রহিয়াছে।
৩৩। তাহারা কি লক্ষ্য করিতেছে না
যে, আল্লা-ই এই নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডল
সৃষ্টি করিয়াছেন এবং তিনি এতদুভয়
সৃজনে পরিশ্রান্ত হন না; তিনি মৃতকে
জীবিত করিতে সক্ষম—যেহেতু নিশ্চয়
তিনি সর্ব্ব-বিষয়োপরি শক্তিমান।
৩৪। এবং যেদিন অবিশ্বাসকারীদিগকে
নরকানলের সম্মুখীন করা হইবে যে,
ইহা কি সত্য নহে? তাহারা বলিবে,
হাঁ,—আমাদের প্রতিপালকের শপথ;
তিনি বলিবেন—তোমরা যে অবিশ্বাস
করিতে, তজ্জন্য শাস্তি আস্বাদন কর।
৩৫। অতএব তুমি ধৈর্য্য ধারণ কর,
রসুলগণের অন্তর্গত সাহসিকগণ যেরূপ
ধৈর্য্য ধারণ করিয়াছিল; এবং তাহাদের
জন্য সত্বরতা করিও না—যেহেতু তাহারা
যখন সেই প্রতিশ্রুত দিবস অবলোকন
করিবে, তখন দিবসের এক মুহূর্ত্তও
তাহাদিগকে অবকাশ দেওয়া হইবে
না; প্রচার কর!—অতএব দুষ্কর্ম্মকারী
সম্প্রদায় ব্যতীত কেহই বিনষ্ট হইবে না।

وَلَيْسَ لَهُ مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءُ ط
أُولَٰئِكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ ○
٣٣- أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ
السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَمْ يَعْيَ
بِخَلْقِهِنَّ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَنْ يُحْيِيَ
الْمَوْتَىٰ ط بَلَىٰ إِنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ
شَيْءٍ قَدِيرٌ ○ ٣٤- وَيَوْمَ يُعْرَضُ
الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ ط أَلَيْسَ
هَٰذَا بِالْحَقِّ ط قَالُوا بَلَىٰ وَرَبِّنَا ط
قَالَ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ
تَكْفُرُونَ ○ ٣٥- فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ
أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ وَلَا
تَسْتَعْجِلْ لَهُمْ ط كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَ
مَا يُوعَدُونَ لا لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً
مِنْ نَهَارٍ ط بَلَاغٌ ج فَهَلْ يُهْلَكُ
إِلَّا الْقَوْمُ الْفَاسِقُونَ ۝

৩৩—৩৪। এই দুইটি আয়তে পুনরায় আল্লাহতালার অলৌকিক শক্তি-মহিমা এবং ধর্ম্ম-দ্রোহীদিগের পারলৌকিক পরিণাম স্মরণ করাইয়া দিয়া মানব জাতিকে সতর্ক করা হইয়াছে।

৩৫। অনন্তর আল্লাহতালা হজরত রসুলোল্লাকে অতি প্রাণস্পর্শী ভাষায় ধৈর্য্য ধারণ ও সত্য প্রচারের জন্য সদুপদেশ প্রদান করিয়া আলোচ্য সূরা শেষ করিয়াছেন।

———

মক্কায় অবতীর্ণ	৪৭। সূরা মোহাম্মদ — (محمد صلعم)	৩৮ আয়ত

১ম রুকু — অবিশ্বাসীদিগের পতন ও পরাজয়ের ভবিষ্যদ্বাণী

সর্ব্বপ্রদাতা করুণাময় আল্লার নামে

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

১। যাহারা অবিশ্বাস করিয়াছে এবং আল্লার পথ হইতে প্রতিরোধ করে, তিনি তাহাদের কৃতকর্ম্ম-সমূহ ব্যর্থ

١. اَلَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَصَدُّوْا عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَضَلَّ اَعْمَالَهُمْ ○

মোহাম্মদ (সাঃ)—হজরত রসুলোল্লার বিশ্ববিশ্রুত পবিত্র নাম। আলোচ্য সূরার দ্বিতী আয়তে হজরত রসুলোল্লার মঙ্গলময় পুণ্য নামের উল্লেখ হেতু এই পবিত্র সূরা মোহাম্মদ (সাঃ) নামে প্রশংসিত হইয়াছে। উক্ত আয়তের সংক্ষিপ্ত সার মর্ম্ম এই যে, মক্কা তথা আরবের পরাক্রা অবিশ্বাসীরা বিশ্বনবী হজরত মোহাম্মদ মোস্তফা (সাঃ) ও তাঁহার অনুগামী ধর্ম্মপ্রাণ বিশ্বাসী মুসলমানগণের সহিত যতই বিরুদ্ধাচরণ ও শত্রুতা করুক না কেন, অচিরেই আল্লাহতালা তাঁহাদে যাবতীয় অকল্যাণ ও অপকৃষ্টতা বিলুপ্ত করিয়া তাঁহাদের সমস্ত দুঃখ-দৈন্য দূরীভূত করিবেন এব তাঁহাদের অবস্থা সংশোধন ও সমুন্নত করিয়া তাঁহাদিগকে সমগ্র অবিশ্বাসী সম্প্রদায়ের উপর জয়যুক্ত করিয়া দিবেন। এই সূরার অন্য নাম 'কেতাল' বা যুদ্ধ, উহার মর্ম্ম এই যে, আল্লাহতালা অতঃপর অবিশ্বাসীদিগকে শাস্তি প্রদানের জন্য বিশ্বাসীদিগকে ধর্ম্মযুদ্ধের অনুমতি প্রদান করিবে এবং ঐ সকল যুদ্ধের দ্বারাই তিনি অবিশ্বাসীদিগকে পরাজিত ও বিধ্বস্ত করিয়া বিশ্বাসী মুসলমানদিগকে তাঁহার প্রতিশ্রুত সুখ-সৌভাগ্য ও বিজয়-গৌরবের অধিকারী করিবেন।

শানে নজুল—হজরত এবন-আব্বাস, এবন-জোবায়ের ও অধিকাংশ তফসীরকারের মতে এই সূরা নিঃসন্দেহে মদিনা শরীফে অবতীর্ণ হইয়াছিল। কেহ কেহ ইহার কতিপয় আয়ত মক্কা শরীফে অবতীর্ণ হইয়াছিল বলিয়া অনুমান করিয়াছেন; কিন্তু উক্ত মত যুক্তি-সহ নহে। কারণ অত্র সূরায় ত্রয়োদশ আয়তে স্পষ্টতর ভাবে উক্ত হইয়াছে যে মক্কার অবিশ্বাসীরা হজরত রসুলোল্লাকে ইহার পূর্ব্বেই মক্কা হইতে বহির্গত করিয়া দিয়াছে। বিশেষতঃ ইহার যুদ্ধ-সম্বন্ধী প্রত্যাদেশ সমূহের প্রতি অভিনিবেশ সহকারে লক্ষ্য করিলেও নিঃসন্দেহে অনুমিত হইবে যে হজরত রসুলোল্লার মক্কা পরিত্যাগের পর হিজরী প্রথম বর্ষে এবং বদর যুদ্ধের পূর্ব্বে মুসলমান-দিগের আত্মরক্ষা এবং অবিশ্বাসীদিগের অত্যাচার নিবারণ ও আক্রমণ প্রতিহত করিবার জন্য যখন যুদ্ধ একান্ত আসন্ন ও অপরিহার্য্য হইয়া উঠিয়াছিল, তখনই মুসলমানদিগকে 'জেহাদ' বা ধর্ম্ম-যুদ্ধের অনুমতি প্রদান করিয়া তাঁহাদের অদূরবর্ত্তী উন্নতি ও বিজয়ের সুসংবাদ সহ এই পবিত্র সূরা অবতীর্ণ হইয়াছিল।

১। **সবিলেল্লা**—আল্লার পথ বা আল্লার ধর্ম্ম—ইস্‌লাম। হজরত রসুলোল্লাহ—(১) 'ইমান' বা ধর্ম্ম-বিশ্বাস, (২) নামাজ, (৩) রোজা, (৪) 'জেহাদ' বা ধর্ম্মযুদ্ধ, (৫) 'হাসানাত' অর্থাৎ সৎকার্য্য, সদাচরণ ও উৎকৃষ্টতর রীতিনীতি এবং (৬) 'এত্তেবা' অর্থাৎ আল্লাহ-রসুলের আদেশ-উপদেশের পূর্ণ অনুসরণ—এই ছয়টি বিষয়ক 'আল্লার পথ' অথবা উহার অন্তর্ভুক্ত উৎকৃষ্টতর বিষয় বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। আলোচ্য আয়তের 'আদল্লা' অর্থ বিনাশ অথবা সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ করিয়া দেওয়া।

করিবেন। ২। এবং যাহারা বিশ্বাস-
স্থাপন করিয়াছে ও সৎকার্য্য করে এবং
মোহাম্মদের প্রতি যাহা অবতীর্ণ
হইয়াছে তাহা বিশ্বাস করিয়া থাকে,
এবং উহা তাহাদের প্রতিপালকের সত্য;
তিনি তাহাদিগ হইতে তাহাদের অপ-
কৃষ্টতা-সমূহ বিলুপ্ত করিবেন এবং তাহা-
দের অবস্থা সংশোধিত করিয়া দিবেন।
৩। ইহা এই হেতু যে, যাহারা অবিশ্বাস
করিয়াছে, এবং যাহারা বিশ্বাস-স্থাপন
করিয়াছে তাহারাই স্বীয় প্রতিপালকের
সত্যানুসরণ করিতেছে; এইরূপে
আল্লাহ মানবগণের জন্য দৃষ্টান্ত-সমূহ
বর্ণনা করিয়া থাকেন। ৪। অনন্তর যখন

٢- وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا
الصّٰلِحٰتِ وَاٰمَنُوْا بِمَا نُزِّلَ عَلٰى
مُحَمَّدٍ وَّهُوَ الْحَقُّ مِنْ رَّبِّهِمْ ۙ
كَفَّرَ عَنْهُمْ سَيِّاٰتِهِمْ وَاَصْلَحَ بَالَهُمْ ○
٣- ذٰلِكَ بِاَنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوا اتَّبَعُوا
الْبَاطِلَ وَاَنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّبَعُوا
الْحَقَّ مِنْ رَّبِّهِمْ ط كَذٰلِكَ يَضْرِبُ
اللّٰهُ لِلنَّاسِ اَمْثَالَهُمْ ○ ٤- فَاِذَا

অবিশ্বাসীরা যখন মহানগরী মক্কা তথা সমগ্র আরবের উপর পূর্ণ প্রতাপে আধিপত্য করিতেছিল, হজরত রসুলোল্লাকে সত্য-প্রচার হেতু আত্মজীবন রক্ষার জন্য যখন তাহারা প্রিয় জন্মভূমি মক্কা পরিত্যাগ করিতে বাধ্য করিয়া বিশ্বাসী মুসলমানদিগকে সত্যানুসরণ ও ধর্ম্মকর্ম্মে পদে পদে বাধা দিতেছিল এবং পুণ্যভূমি মদিনায় সমবেত মুসলমানদিগকে চরম আঘাত করিয়া স্বর্গীয় ইসলামকে সমূলে ধ্বংস করিবার জন্য যখন তাহারা মদিনা আক্রমণের জন্য প্রবল উৎসাহে উদ্যোগ আয়োজন করিতেছিল, ইসলাম-প্রচারের সেই ঘোর সঙ্কটময় সন্ধিক্ষণে আল্লাহতালা এই বিস্ময়কর ভবিষ্যদ্বাণী অবতীর্ণ করিয়া বলিয়া দিলেন যে, অচিরেই তিনি অবিশ্বাসীদের সমস্ত উদ্যোগ-আয়োজন ও কৃতকর্ম্ম সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ করিয়া দিবেন। তাহাদের কোন ষড়যন্ত্র অথবা কোন উদ্দেশ্যই সফল হইবে না, বরং পরিণামে পরাজিত ও ব্যর্থকাম হইয়া তাহাদিগকে অতি শোচনীয় দুর্গতি ও লাঞ্ছনা ভোগ করিতে হইবে। আলোচ্য আয়তের অন্য অর্থ এই যে, অবিশ্বাসী অংশীবাদীরা 'ঈমান' বা সত্য ধর্ম্ম-বিশ্বাসের অভাবে তাহাদের কৃতকর্ম্ম বা সৎকার্য্যের দ্বারা ইহ-পরলোকে কিছুমাত্র সুফল লাভ করিতে পারিবে না। তাহাদের অবিশ্বাস, অংশীবাদীতা ও ধর্ম্মদ্রোহিতার জন্য সর্ব্বশক্তিমান আল্লাহতালা তাহাদের অনুষ্ঠিত যাবতীয় সৎকার্য্য সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ, বিলুপ্ত ও বিনষ্ট করিয়া দিবেন।

২—৩। এই দুইটি আয়ত প্রথমোক্ত আয়তের ভবিষ্যদ্বাণীর শেষাংশ। অবিশ্বাসীদের জীবন ও কৃতকর্ম্মের ব্যর্থতা বিবৃত করিবার পর আল্লাহতালা বলিতেছেন যে, যাহারা আমার নিকট হইতে আমার প্রিয়তম রসুল মোহাম্মদের (সাঃ) প্রতি সত্যভাবে অবতারিত কোরান ও সত্য-ধর্ম্মের প্রতি বিশ্বাস-স্থাপন করিয়া সৎকার্য্যে জীবন অতিবাহিত করিতেছে, নিশ্চয় আমি তাহাদিগের যাবতীয় অকল্যাণ ও অপকৃষ্টতা বিলুপ্ত করিব এবং তাহাদের সমস্ত দুঃখ-দৈন্য ও দুর্বলতা দূরীভূত করিয়া তাহাদিগকে ইহলোকে সংশোধন, শক্তিশালী ও সমুন্নত করিয়া অবিশ্বাসী-দিগের উপর বিজয়-গৌরবের অধিকারী করিয়া দিব এবং পরলোকে তাহাদিগকে স্বর্গোদ্যানের অফুরন্ত সুখ-সম্পদে অভিষিক্ত করিয়া পূর্ণ শান্তি প্রদান করিব। সর্ব্বশক্তিমান আল্লাহতালা এইরূপ ভাবেই বিশ্বাসী ও অবিশ্বাসীদিগকে প্রতিদান ও প্রতিফল প্রদান করিয়া থাকেন।

৪। **ধর্ম্মযুদ্ধের প্রত্যাদেশ**—অনন্তর আল্লাহতালা আদেশ করিতেছেন যে, হে সত্য-বিশ্বাসী মোস্‌লেমগণ, যুদ্ধ যখন একান্তই অপরিহার্য্য এবং অবিশ্বাসীরা প্রকাশ্য শক্তি পরীক্ষা

তোমরা অবিশ্বাসকারীদের সম্মুখীন হও, তখন তাহাদের কণ্ঠ-সমূহে আঘাত কর, যে-পর্য্যন্ত তাহাদের সহিত সংগ্রাম চলিতে থাকে; তৎপর তাহাদিগকে আক্রমণ করিয়া বন্দী কর; অনন্তর যখন যুদ্ধে উহারা অস্ত্র পরিত্যাগ করিবে, তাহার পরে হয় তাহাদিগকে অনুগ্রহ কর অথবা বিনিময় ' গ্রহণ কর; এইরূপই হয়—এবং যদি আল্লাহ ইচ্ছা করিতেন, তবে তিনি অবশ্যই তাহাদিগ হইতে প্রতিশোধ গ্রহণ করিতেন; কিন্তু তিনি তোমাদের পরস্পরকে পরস্পরের দ্বারা পরীক্ষা করিয়া থাকেন; এবং যাহারা আল্লার পথে নিহত হয়

الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ
حَتَّىٰ إِذَا أَثْخَنتُمُوهُمْ
الْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا
حَتَّىٰ تَضَعَ الْحَرْبُ
أَوْزَارَهَا ذَٰلِكَ وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ
مِنْهُمْ وَلَٰكِن لِّيَبْلُوَا
بَعْضَكُم بِبَعْضٍ وَالَّذِينَ قُتِلُوا

ব্যতীত যখন কিছুতেই নিরস্ত হইবে না' তখন তোমরাও যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হও এবং অবিশ্বাসী-দিগকে প্রবল বেগে আক্রমণ করিয়া যে পর্য্যন্ত যুদ্ধ শেষ না হয় এবং অবিশ্বাসীরা পরাজয় স্বীকার না করে, সে পর্য্যন্ত তাহাদের কণ্ঠ, মস্তক ও অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের উপর প্রচণ্ড আঘাত করিয়া তাহাদিগকে নিহত কর এবং শত্রুদল পরাজিত হইবার পর তাহাদিগকে ধৃত ও বন্দী করিয়া লও। অনন্তর যখন যুদ্ধ শেষ হইবে এবং শত্রুদল পরাজয় স্বীকার করিয়া অস্ত্র পরিত্যাগ করিবে, তখন বন্দীদিগকে হয় অনুগ্রহ করিয়া ছাড়িয়া দাও অথবা 'ফিদিয়া' বা বন্দী-বিনিময় গ্রহণ করিয়া তাহাদিগকে মুক্তি প্রদান কর।

কাদাব্রবার রেকাব—অর্থ কণ্ঠে আঘাত করা বা 'গর্দ্দান-মারা', ইহার সাধারণ অর্থ হত্যা করা। বলা বাহুল্য, ইহা যুদ্ধকালীন বিশেষ বিধি। কোন কোন অজ্ঞ অনভিজ্ঞ সমালোচক এতদ্দ্বারা ইসলামের উপর নরহত্যার দোষারোপ করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন। কিন্তু যোরতর যুদ্ধের সময় অথবা শত্রু কর্ত্তৃক প্রবলভাবে আক্রান্ত হইলে আত্মরক্ষা এবং শত্রু-দমন ও বিজয়-লাভের জন্য তাহাদিগকে হত্যা করা যে একান্ত অপরিহার্য্য হইয়া উঠে, তাহা বোধ হয় কোন যুদ্ধ-বিদ্যা-বিশারদ ব্যক্তিই অস্বীকার করিতে পারিবেন না। কারণ সমরক্ষেত্র ক্রীড়াভূমি, রঙ্গমঞ্চ অথবা অসার প্রেমাভিনয়ের প্রেক্ষা-গৃহ নহে। পক্ষান্তরে শত্রুপক্ষ পশ্চাৎপদ অথবা পরাজিত হইলে তাহাদিগকে ধৃত ও বন্দী করিবার এবং যুদ্ধাবসানে তাহাদিগকে অনুগ্রহ অথবা বিনিময় গ্রহণ পূর্ব্বক মুক্ত করিয়া দিবার আদেশ প্রদান করিয়া আল্লাহতাআলা অকারণ নরহত্যার পথ সম্পূর্ণ রুদ্ধ করিয়া দিয়াছেন। যুদ্ধের এরূপ উৎকৃষ্টতর নীতি জগতের আর কোন ধর্ম্ম গ্রন্থেই নাই।

অবশ্য ইহা ধর্ম্মগ্রন্থের প্রাথমিক প্রত্যাদেশ হইলেও এস্থলে যুদ্ধবন্দীদিগকে অন্ধ-যুগের আরব্য প্রথানুসারে দাসরূপে পরিগ্রহণ অথবা ক্রয়-বিক্রয় করিবার বিধান নাই; শুধু যুদ্ধের সময় পরাজিত শত্রুকে বন্দি করিয়া রাখিয়া যুদ্ধ শেষ হইলেই তাহাদিগকে অনুগ্রহ করিয়া অথবা বিনিময় গ্রহণ পূর্ব্বক মুক্ত করিয়া দিবার আদেশ প্রদত্ত হইয়াছে। হজরত রসুলোল্লাহও স্বীয় জীবনের ধর্ম্মযুদ্ধে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই প্রথমোক্ত আদেশের অনুসরণ করিয়া গিয়াছেন। শুধু বদর যুদ্ধের পর মুসলমানদিগের অভাব ও দৈন্যের জন্য তিনি প্রবল পরাক্রান্ত শত্রুপক্ষের নিকট হইতে সত্তর জন বন্দীর পরিবর্ত্তে বিনিময় গ্রহণ করিয়াছিলেন। এতদ্ভিন্ন বনি-মোস্তালিকের শতাধিক এবং বনি-হাওয়াজীনের ছয় সহস্র যুদ্ধ বন্দীকে তিনি শুধু অনুগ্রহ করিয়া মুক্তি প্রদান করিয়াছিলেন। অবশ্য কোন কোন ক্ষেত্রে যুদ্ধকালে যুদ্ধ-বন্দীদিগকে দাসরূপে পরিগ্রহণ করা হইলেও তাহাদিগকে

ফলতঃ তিনি তাহাদের কৃতকর্ম্ম-সমূহ
কখনও ব্যর্থ করিবেন না। ৫। অচিরেই
তিনি তাহাদিগকে পথ-প্রদর্শন করিবেন
এবং তাহাদের অবস্থা সংশোধিত করিয়া
দিবেন। ৬। এবং তিনি তাহাদিগকে
সেই স্বর্গোদ্যানে প্রবিষ্ট করিবেন,
যদ্বিষয়ে তিনি তাহাদিগকে বিজ্ঞাপিত
করিয়াছিলেন। ৭। হে বিশ্বাসস্থাপন-
কারিগণ, যদি তোমরা আল্লাহকে সাহায্য
কর, তবে তিনিও তোমাদিগকে সাহায্য
করিবেন এবং তোমাদের চরণ-সমূহ
সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়া দিবেন। ৮। এবং
যাহারা অবিশ্বাস করিয়াছে ফলতঃ
তাহাদের জন্যই অধঃপতন এবং তিনি
তাহাদের কৃতকর্ম্ম-সমূহ ব্যর্থ করিবেন।
৯। ইহা এই জন্য যে, আল্লাহ যাহা

فِيْ سَبِيْلِ اللهِ فَلَنْ يُّضِلَّ اَعْمَالَهُمْ ۝
٥- سَيَهْدِيْهِمْ وَيُصْلِحُ بَالَهُمْ ۝
٦- وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ عَرَّفَهَا لَهُمْ ۝
يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِنْ تَنْصُرُوا
اللهَ يَنْصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ اَقْدَامَكُمْ ۝
٨- وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا فَتَعْسًا لَّهُمْ وَ
اَضَلَّ اَعْمَالَهُمْ ۝ ٩- ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ

যুদ্ধের অবসানে অথবা সন্ধির পরেই যে স্বাধীন ও মুক্ত করিয়া দেওয়া হইত, হাদিস শরিফ ও ইতিহাসে তাহার বহু নিদর্শন বিদ্যমান রহিয়াছে।

আয়তের শেষে আল্লাহতালা বলিতেছেন যে, তিনি ইচ্ছা করিলে নিজেই অবিশ্বাসীদিগের উপর অবলীলাক্রমে প্রতিশোধ গ্রহণ করিতে পারিতেন; কিন্তু তিনি তোমাদের বিশ্বাস ও কর্ত্তব্য-জ্ঞান পরীক্ষা করিয়া তোমাদিগকে সাহসী, শক্তিশালী ও কর্ত্তব্যপরায়ণ করিবার জন্যই তোমাদের উপর যুদ্ধের আদেশ অবতীর্ণ করিয়াছেন। যুদ্ধে যে সকল বিশ্বাসী শহিদ হইবেন, তাহাদের কোনই আশঙ্কা নাই। কারণ করুণাময় আল্লাহতালা এই অসাধারণ আত্মোৎসর্গের জন্য তাহাদিগকে অতি অনুপম পারলৌকিক পুরস্কারে পুরস্কৃত করিবেন।

৫—৬। এই দুইটি আয়তে আল্লাহতালা পুনরায় বিশ্বাসী মুসলমানদিগকে সাহস ও আশ্বাস দিয়া প্রতিশ্রুতি প্রদান করিতেছেন যে, অবিশ্বাসীদিগের সহিত সংগ্রামে তিনি তাহাদিগকে সুপথ প্রদর্শন পূর্ব্বক তাহাদের অবস্থা সংশোধন করিয়া দিবেন। ইহার মর্ম্ম এই যে, আল্লাহতালার অঙ্গীকার অনুযায়ী ধর্ম্মযুদ্ধে জয়লাভ করিলে তাঁহাদের ধর্ম্ম-বিশ্বাস সুদৃঢ় ও পরিবর্দ্ধিত হইবে এবং তাঁহারা নানা বিষয়ে লাভবান হইয়া নিজেদের অবস্থার উন্নতি করিতে পারিবেন। অনন্তর পরলোকে ধর্ম্মযোদ্ধাগণ আল্লাহতালার অনুপম অনুগ্রহে অভিষিক্ত হইয়া অনন্ত সুখ-সম্পদপূর্ণ স্বর্গোদ্যানের অধিকারী হইবেন।

৭—৯। এই তিনটি আয়তেও বিশ্বাসীদিগের উন্নতি ও বিজয় এবং অবিশ্বাসীদিগের অধঃপতন ও পরাজয়ের ভবিষ্যদ্বাণী করা হইয়াছে। এস্থলে 'আল্লাহকে সাহায্য করার অর্থ আল্লার ধর্ম্ম প্রচারে আত্মোৎসর্গ ও ধর্ম্মযুদ্ধ করা। আল্লাহতালা হজরত রসুলোল্লার ধর্ম্মপ্রাণ সহচরগণের প্রতি অঙ্গিকার করিয়া বলিতেছেন যে, যে সকল বিশ্বাসী ইস্লাম-প্রচার এবং স্বধর্ম্ম ও স্বজাতির সম্মান রক্ষার জন্য ধর্ম্মযুদ্ধে অবতীর্ণ হইবে, অবিশ্বাসীদের সমস্ত উদ্যোগ আয়োজন এবং শক্তি ও ষড়যন্ত্র ব্যর্থ এবং বিনষ্ট করিয়া তিনি তাহাদের উপর বিশ্বাসীদিগকে বিজয়ী ও পরাক্রান্ত করিয়া দিবেন। বলা বাহুল্য, হজরত রসুলোল্লার জীবনে এবং তাঁহার তিরোধানের অব্যবহিত পরে তদীয় সত্য-বিশ্বাসী সাহাবাগণ সম্বন্ধে এই ভবিষ্যদ্বাণী অক্ষরে অক্ষরে পূর্ণ হইয়াছিল। অনন্তর ভবিষ্যতেও যে সকল

অবতীর্ণ করিয়াছেন, তৎপ্রতি তাহারা বীতশ্রদ্ধ, অতএব তিনি তাহাদের কৃতকর্ম্ম-সমূহ বিনষ্ট করিয়া দিবেন।

১০। তবে কি তাহারা পৃথিবীতে পরিভ্রমণ করিয়া তৎপর লক্ষ্য করে নাই যে, তাহাদের পূর্ব্ববর্ত্তিদিগের পরিণাম কিরূপ হইয়াছিল? আল্লাহ তাহাদিগকে ধ্বংস করিয়াছিলেন এবং অবিশ্বাসীদের জন্য এইরূপই হইয়া থাকে। ১১। ইহা এই হেতু যে, নিশ্চয় আল্লাহ বিশ্বাস-স্থাপনকারিগণের অভিভাবক এবং নিশ্চয় অবিশ্বাসীদিগের জন্য কোনই অভিভাবক নাই।

أَنْزَلَ اللّٰهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ ٥
أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ
فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ
مِنْ قَبْلِهِمْ ۚ دَمَّرَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ ۖ وَ
لِلْكَافِرِينَ أَمْثَالُهَا ٥ ١١- ذٰلِكَ
بِأَنَّ اللّٰهَ مَوْلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَأَنَّ
الْكَافِرِينَ لَا مَوْلَىٰ لَهُمْ ٤

২য় রুকু—মুসলমানগণ কর্ত্তৃক মক্কা-বিজয়ের পূর্ব্বাভাস

১২। যাহারা বিশ্বাস-স্থাপন করিয়াছে ও সৎকার্য্য করে, নিশ্চয় আল্লাহ তাহাদিগকে স্বর্গোদ্যানে প্রবিষ্ট করিবেন—যাহার নিম্নে স্রোতস্বিনী সমূহ প্রবাহিতা; এবং যাহারা অবিশ্বাস করিয়াছে, তাহারা শুধুই উপভোগ করে এবং পশুদিগের ভক্ষণের ন্যায় ভোজন করিয়া থাকে এবং নরকানলই তাহাদের

١٢- إِنَّ اللّٰهَ يُدْخِلُ الَّذِينَ آمَنُوا
وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي
مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ۖ وَالَّذِينَ كَفَرُوا
يَتَمَتَّعُونَ وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَامُ

মুসলমান বিশুদ্ধভাবে সত্য-প্রচার এবং স্বধর্ম্ম ও স্বজাতির প্রতিষ্ঠার জন্য ধর্ম্মযুদ্ধে অবতীর্ণ হইলে তাঁহারাও আল্লাহতালার উপরোক্ত অঙ্গীকার ও অনুগ্রহে অভিষিক্ত হইয়া বিধর্ম্মীদিগের উপর বিজয়-গৌরবের অধিকারী হইবেন বলিয়া আশা করা যাইতে পারে। সুতরাং এই মহাসত্যের সফলতা পরীক্ষা করিবার জন্য প্রত্যেক যুগের মুসলমানগণের পক্ষেই সত্য-প্রচার ও স্বধর্ম্ম প্রতিষ্ঠার জন্য আত্মোৎসর্গ ও স্বার্থত্যাগ করিয়া আবশ্যকানুযায়ী ধর্ম্ম-সংগ্রাম করা আবশ্যক।

১০—১১। অনন্তর আল্লাহতালা অবিশ্বাসী কোরেশদিগকে লক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন যে, তাহারা কি দেশ-বিদেশ পরিভ্রমণ করিয়া পৃথিবীর পূর্ব্ববর্ত্তী অবিশ্বাসী সম্প্রদায়-সমূহের অপমান, পরাজয় ও ধ্বংসপ্রাপ্তির ধ্বংসাবশেষ লক্ষ্য করে নাই? যদি তাহারা উহা লক্ষ্য করিয়া থাকে, তবে এখনও তাহাদের পক্ষে সংযত ও সতর্ক হইয়া সত্য-ধর্ম্ম গ্রহণ করা আবশ্যক। অবিশ্বাসীদের জানা উচিত যে, বিশ্বাসীরা সংখ্যাল্প এবং শক্তিহীন হইলেও সর্ব্বশক্তিমান আল্লাহতালাই তাহাদের অভিভাবক ও সাহায্যকারী; পক্ষান্তরে অবিশ্বাসীদের সেরূপ কোনই সাহায্যকারী নাই। সুতরাং সত্য-ধর্ম্ম গ্রহণ না করিলে অবিশ্বাসীদিগকে অবশ্যই বিশ্বাসীদিগের হস্তে পরাজিত ও বিধ্বস্ত হইতে হইবে; তাহাদের কোন কল্পিত উপাস্যই তাহাদিগকে রক্ষা করিতে পারিবে না।

১২। এই আয়তের মর্ম্ম এই যে, বিশ্বাসী ও সৎকর্ম্মশীল ব্যক্তিরা পৃথিবীতে দুঃখ-কষ্ট ভোগ করিলেও তাহারা পরলোকে অনন্ত সুখ-সম্পদের অধিকারী হইবে। পক্ষান্তরে অবিশ্বাসী

অবস্থান-স্থল। ১৩। এবং যাহা তোমাকে বহির্গত করিয়া দিয়াছে—তোমার সেই নগরী অপেক্ষা অধিকতর শক্তিশালী কত জনপদ ছিল—আমি সেগুলিকে ধ্বংস করিয়াছি, ফলতঃ তাহাদের জন্য কোনই সাহায্যকারী ছিল না। ১৪। তবে কি যে স্বীয় প্রতিপালকের প্রকাশ্য প্রমাণের উপর রহিয়াছে—সে কি তাহার সদৃশ, যাহার জন্য তাহার অপকৃষ্ট কৃতকর্ম্ম সুশোভিত করা হইয়াছে এবং যাহারা স্বীয় প্রবৃত্তির অনুসরণ করিতেছে? ১৫। ধর্ম্মভীরুগণকে যে স্বর্গোদ্যানের অঙ্গীকার করা হইয়াছে তাহার দৃষ্টান্ত, তন্মধ্যে সুনির্ম্মল সলিলপূর্ণ স্রোতস্বিনী-

وَالنَّارُ مَثْوًى لَّهُمْ ۝ ١٣- وَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ هِيَ أَشَدُّ قُوَّةً مِّن قَرْيَتِكَ الَّتِي أَخْرَجَتْكَ ۚ أَهْلَكْنَاهُمْ فَلَا نَاصِرَ لَهُمْ ۝ ١٤- أَفَمَن كَانَ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّهِ كَمَن زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُم ۝ ١٥- مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ ۖ فِيهَا أَنْهَارٌ مِّن مَّاءٍ غَيْرِ

পৃথিবীতে ধন-জন ও সুখ-সম্পদের অধিকারী হইলেও তাহারা শুধু পশুর ন্যায় ভোগ-বিলাসেই জীবন অতিবাহিত করিয়া পরলোকে নরকানলের ভীষণ শাস্তি ভোগ করিতে বাধ্য হইবে।

১৩। এই আয়তে হজরত রসুলোল্লার মক্কা পরিত্যাগের প্রসঙ্গ উল্লিখিত হইয়াছে। হজরত এবন-আব্বাস হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, অবিশ্বাসী কোরেশদিগের অত্যাচার ও অনাচারে অতিষ্ঠ হইবার পর সত্য-প্রচার ও আত্মরক্ষার জন্য আল্লাহতালা কর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়া হজরত রসুলোল্লাহ যখন প্রিয় জন্মভূমি মক্কা পরিত্যাগ করিয়া মদিনায় গমন করেন, তখন তিনি মক্কার দিকে পুনঃপুনঃ ফিরিয়া চাহিয়া বলিতেছিলেন—"হে আল্লাহ, নিশ্চয় এই নগরী আমার নিকট সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয়তর; যদি অবিশ্বাসীরা আমাকে অতিষ্ঠ করিয়া না তুলিত, তবে আমি কিছুতেই এই শহর পরিত্যাগ করিতাম না।" পক্ষান্তরে হজরত রসুলোল্লাহ মক্কা পরিত্যাগের পর অবিশ্বাসীরা দম্ভ প্রকাশ করিয়া বলিতেছিল যে, মোহাম্মদের (সাঃ) সর্ব্বশক্তিমান আল্লাহ নাকি তাঁহার সহায়; কিন্তু তাঁহার সাহায্য এখন কোথায় থাকিল? আমরা ত মোহাম্মদকে মক্কা হইতে বাহির করিয়া দিলাম; কৈ তাঁহার আল্লাহ ত তাঁহাকে এখানে রাখিতে পারিলেন না। হজরত রসুলোল্লার অন্তর্ব্বেদনা এবং অবিশ্বাসীদের দর্প-দম্ভ সম্বন্ধে আল্লাহতালা এই আয়ত অবতীর্ণ করিয়া বলিয়া দিলেন যে, হে আমার প্রিয়তম রসুল, যে মক্কার অবিশ্বাসী অধিবাসীরা তোমাকে বহির্গত করিয়া দিয়া আস্ফালন করিতেছে, সেই, মক্কা অপেক্ষা কত অধিকতর ধন-জন-পূর্ণ বিরাট নগরী এবং তাহার পরাক্রান্ত ও শক্তিশালী অধিবাসীদিগকে আমি অবিশ্বাস ও ধর্ম্ম-দ্রোহিতার জন্য সমূলে ধ্বংস করিয়া দিয়াছি। পৃথিবীর কেহই তাহাদিগকে রক্ষা করিতে পারে নাই। অতএব হে রসুল, তুমি কিছুমাত্র চিন্তা করিও না। অচিরেই আমি অবিশ্বাসী মক্কা-বাসীদিগকে ইহার সমুচিত প্রতিফল প্রদান করিব এবং আমার সেই শাস্তি হইতে কেহই তাহাদিগকে রক্ষা করিতে পারিবে না।

১৪—১৫। এই দুইটি আয়তের মর্ম্ম এই যে, বিশ্বাসী সৎকর্ম্মশীল ও অবিশ্বাসী অসৎকর্ম্মীরা কখনই সমতুল্য নহে। কারণ বিশ্বাসীরা ইহলোকে বিজয়-গৌরবের অধিকারী হইয়া পরলোকে স্বর্গোদ্যানে অবস্থান পূর্ব্বক উহার অনুপম সুস্বাদু ফলপুষ্প ও পরিতৃপ্তিকর পানীয়-সমূহ ভোজন ও পান করিবে এবং তথায় তাহারা আল্লাহতালার 'মগফেরাত' বা অনুগ্রহ-আশ্রয়ের শান্তিপূর্ণ

সমূহ, এবং অপরিবর্ত্তনীয় স্বাদ-বিশিষ্ট দুগ্ধপূর্ণ স্রোতস্বিনী-সমূহ, এবং পানকারী-দিগের জন্য সুস্বাদু সুরাপূর্ণ স্রোতস্বিনী-সমূহ, এবং বিশুদ্ধ মধুপূর্ণ স্রোতস্বিনী সমূহ রহিয়াছে; এবং তন্মধ্যে তাহাদের জন্য বিভিন্ন প্রকার ফলপুঞ্জ ও তাহাদের প্রতিপালকের অনুগ্রহ রহিয়াছে; ইহারা কি উহার ন্যায়—যে সর্ব্বদা নরকানলে রহিবে এবং তাহাকে উত্তপ্ত সলিল পান করান হইবে—যাহাতে তাহাদের অন্ত্র সমূহ বিকর্ত্তিত হইয়া যাইবে। ১৬। এবং তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ এমনও আছে যে, তোমার নিকট হইতে বহির্গত হইবার সময় পর্য্যন্ত তোমার প্রতি কর্ণপাত করিয়া জ্ঞানবানদিগকে বলে যে, সে এখন কি বলিতেছে? আল্লাহ ইহাদেরই অন্তর-সমূহে মোহর মারিয়া দিয়াছেন এবং উহারা স্বীয় প্রবৃত্তিরই অনুসরণ করিতেছে। ১৭। এবং যাহারা সুপথগামী হইয়াছে তিনি তাহাদিগকে অধিকতর সুপথগামী করিবেন এবং

آسِنٍ ج وَأَنْهَارٌ مِّن لَّبَنٍ لَّمْ يَتَغَيَّرْ
طَعْمُهُ ج وَأَنْهَارٌ مِّنْ خَمْرٍ لَّذَّةٍ
لِّلشَّارِبِينَ ج وَأَنْهَارٌ مِّنْ عَسَلٍ
مُّصَفًّى ط وَلَهُمْ فِيهَا مِن كُلِّ
الثَّمَرَاتِ وَمَغْفِرَةٌ مِّن رَّبِّهِمْ ط كَمَنْ
هُوَ خَالِدٌ فِي النَّارِ وَسُقُوا مَاءً
حَمِيمًا فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ ○ ١٦- وَ
مِنْهُم مَّن يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ ج حَتَّىٰ
إِذَا خَرَجُوا مِنْ عِندِكَ قَالُوا
لِلَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مَاذَا قَالَ آنِفًا قف
أُولَٰئِكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَىٰ
قُلُوبِهِمْ وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ ○
١٧- وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ

ছায়াতলে অবস্থান করিয়া পরম সুখে পারলৌকিক জীবন উপভোগ করিবে; পক্ষান্তরে অবিশ্বাসীরা ইহলোকে অভিশপ্ত এবং পরলোকে নরকানলে নিক্ষিপ্ত হইয়া এরূপ উত্তপ্ত ও বিস্বাদ পানীয় পান করিতে বাধ্য হইবে যে, তাহাদের অন্ত্র সমূহ বিগলিত ও বিকর্ত্তিত হইয়া যাইবে।

১৬—১৭। এই আয়তে মদিনার কপট-বিশ্বাসী মোনাফেকদিগের প্রসঙ্গ বর্ণিত হইয়াছে। উহারা হজরত রসুলোল্লার মজলিশে উপস্থিত হইয়া তাঁহার উপদেশ শুনিত বটে, কিন্তু উহা কখনই অন্তর দিয়া বুঝিতে চেষ্টা করিত না। বরং তাহারা তথা হইতে বহির্গত হইয়া সাহাবাদিগকে জিজ্ঞাসা করিত যে, তিনি কি বিষয় বলিলেন? তাই আল্লাহতালা বলিতেছেন যে, উহাদের অন্তরে মোহর মারিয়া দেওয়া হইয়াছে অর্থাৎ উহাদের সত্যানুভূতি বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে এবং উহারা শুধু নিজেদের প্রবৃত্তি-পূজা করিয়া বেড়াইতেছে। পক্ষান্তরে যাহারা হজরত রসুলোল্লার বাক্যে বিশ্বাস-স্থাপন পূর্ব্বক সত্য-ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছেন, আল্লাহতালা তাহাদের বিশ্বাস আরও পরিবর্দ্ধিত করিবেন এবং তাঁহারা ক্রমেই ধৈর্য্যশীল ও সুপথগামী সম্প্রদায়ের আদর্শ স্থানীয় হইয়া উঠিবেন।

آسن ج وانهر من لبن لم يتغير
طعمه ج وانهر من خمر لذة
للشربين ج وانهر من عسل
مصفى ط ولهم فيها من كل
الثمرت ومغفرة من ربهم ط كمن
هو خالد في النار وسقوا ماء
حميما فقطع امعاءهم ○ ١٦- و
منهم من يستمع اليك ج حتى
اذا خرجوا من عندك قالوا
للذين اوتوا العلم ماذا قال انفا قف
اولئك الذين طبع الله على
قلوبهم واتبعوا اهواءهم ○
١٧- والذين اهتدوا زادهم

সমূহ, এবং অপরিবর্ত্তনীয় স্বাদ-বিশিষ্ট
দুগ্ধপূর্ণ স্রোতস্বিনী-সমূহ, এবং পানকারী-
দিগের জন্য সুস্বাদু সুরাপূর্ণ স্রোতস্বিনী-
সমূহ, এবং বিশুদ্ধ মধুপূর্ণ স্রোতস্বিনী
সমূহ রহিয়াছে; এবং তন্মধ্যে তাহাদের
জন্য বিভিন্ন প্রকার ফলপুঞ্জ ও তাহাদের
প্রতিপালকের অনুগ্রহ রহিয়াছে; ইহারা
কি উহার ন্যায়—যে সর্ব্বদা নরকানলে
রহিবে এবং তাহাকে উত্তপ্ত সলিল পান
করান হইবে—যাহাতে তাহাদের অন্ত্র
সমূহ বিকর্ত্তিত হইয়া যাইবে। ১৬। এবং
তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ এমনও আছে
যে, তোমার নিকট হইতে বহির্গত
হইবার সময় পর্য্যন্ত তোমার প্রতি
কর্ণপাত করিয়া জ্ঞানবানদিগকে বলে যে,
সে এখন কি বলিতেছে? আল্লাহ
ইহাদেরই অন্তর-সমূহে মোহর মারিয়া
দিয়াছেন এবং উহারা স্বীয় প্রবৃত্তিরই
অনুসরণ করিতেছে। ১৭। এবং যাহারা
সুপথগামী হইয়াছে তিনি তাহাদিগকে
অধিকতর সুপথগামী করিবেন এবং

ছায়াতলে অবস্থান করিয়া পরম সুখে পারলৌকিক জীবন উপভোগ করিবে; পক্ষান্তরে অবিশ্বাসীরা ইহলোকে অভিশপ্ত এবং পরলোকে নরকানলে নিক্ষিপ্ত হইয়া এরূপ উত্তপ্ত ও বিস্বাদ পানীয় পান করিতে বাধ্য হইবে যে, তাহাদের অন্ত্র সমূহ বিগলিত ও বিকর্ত্তিত হইয়া যাইবে।

১৬—১৭। এই আয়তে মদিনার কপট-বিশ্বাসী মোনাফেকদিগের প্রসঙ্গ বর্ণিত হইয়াছে। উহারা হজরত রসুলোল্লার মজলিশে উপস্থিত হইয়া তাঁহার উপদেশ শুনিত বটে, কিন্তু উহা কখনই অন্তর দিয়া বুঝিতে চেষ্টা করিত না। বরং তাহারা তথা হইতে বহির্গত হইয়া সাহাবাদিগকে জিজ্ঞাসা করিত যে, তিনি কি বিষয় বলিলেন? তাই আল্লাহতালা বলিতেছেন যে, উহাদের অন্তরে মোহর মারিয়া দেওয়া হইয়াছে অর্থাৎ উহাদের সত্যানুভূতি বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে এবং উহারা শুধু নিজেদের প্রবৃত্তি-পূজা করিয়া বেড়াইতেছে। পক্ষান্তরে যাহারা হজরত রসুলোল্লার বাক্যে বিশ্বাস-স্থাপন পূর্ব্বক সত্য-ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছেন, আল্লাহতালা তাহাদের বিশ্বাস আরও পরিবর্দ্ধিত করিবেন এবং তাঁহারা ক্রমেই ধৈর্য্যশীল ও সুপথগামী সম্প্রদায়ের আদর্শ স্থানীয় হইয়া উঠিবেন।

তাহাদিগকে সংযমশীলতা দান করিবেন। ১৮। তবে কি তাহারা সেই সময়ের জন্য ব্যতীত প্রতীক্ষা করিতেছে না যে, উহা তাহাদের নিকট অকস্মাৎ উপস্থিত হইবে; ফলতঃ নিশ্চয় উহার লক্ষণ-সমূহ প্রকাশিত হইতেছে; অতএব যখন উহা উপস্থিত হইবে, তখন তাহাদের হৃদয়ঙ্গমে কি হইবে! ১৯। অতএব তুমি জানিয়া রাখ যে, নিশ্চয় আল্লাহ ব্যতীত কোনই উপাস্য নাই এবং তুমি স্বীয় অপরাধের জন্য এবং বিশ্বাসী ও বিশ্বাসীনীগণের জন্য ক্ষমা-প্রার্থনা কর; এবং আল্লাহ তোমাদের প্রত্যাবর্ত্তন-স্থল ও তোমাদের অবস্থান-স্থল পরিজ্ঞাত আছেন।

هُدًى وَّاٰتٰهُمْ تَقْوٰىهُمْ ۝ ١٨- فَهَلْ
يَنْظُرُوْنَ اِلَّا السَّاعَةَ اَنْ تَاْتِيَهُمْ
بَغْتَةً ج فَقَدْ جَآءَ اَشْرَاطُهَا ج فَاَنّٰى
لَهُمْ اِذَا جَآءَتْهُمْ ذِكْرٰىهُمْ ۝
١٩- فَاعْلَمْ اَنَّهٗ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاسْتَغْفِرْ
لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنٰتِ ط
وَاللّٰهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثْوٰىكُمْ ع

৩য় রুকু—ধর্ম্মযুদ্ধ সম্বন্ধে বিশ্বাসী ও কপট-বিশ্বাসীবৃন্দ

২০। এবং বিশ্বাস-স্থাপনকারিগণ বলে যে, কেন ঐরূপ সুরা অবতীর্ণ হইতেছে না; কিন্তু যখন ঐরূপ আদেশাত্মক সুরা অবতীর্ণ হইবে এবং তন্মধ্যে যুদ্ধের বিজয় উল্লেখ থাকিবে, তখন যাহাদের অন্তর-সমূহে ব্যধি

٢٠- وَيَقُوْلُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَوْلَا نُزِّلَتْ
سُوْرَةٌ ج فَاِذَآ اُنْزِلَتْ سُوْرَةٌ مُّحْكَمَةٌ
وَّذُكِرَ فِيْهَا الْقِتَالُ ۙ رَاَيْتَ الَّذِيْنَ

---

১৮ অনন্তর আল্লাহতালা বলিতেছেন যে, অবিশ্বাসী ও কপট-বিশ্বাসীরা কি আমার শাস্তি অথবা মহাপ্রলয় ও পুনরুত্থানের জন্য প্রতীক্ষা করিতেছে? কিন্তু উহার আর অধিক বিলম্ব নাই। উহার লক্ষণ-সমূহ (ধর্ম্মহীনতা, লজ্জাহীনতা ও অনাচার-ব্যভিচার প্রভৃতি) ক্রমেই সুপ্রকাশিত হইতেছে। অতএব অকস্মাৎ যখন উহা উপস্থিত হইবে, তখন অবিশ্বাসীদের সহানুভূতি ও অনুতাপে কোনই সুফল হইবে না।—সহি বোখারী ও মোস্লেম।

১৯। অতএব হে রসুল, তুমি জানিয়া রাখ যে, অদ্বিতীয় আল্লাহতালা ব্যতীত মানবের আর কোনই উপাস্য নাই। অতএব তুমি পার্থিব ত্রুটি-বিচ্যুতি হইতে আত্মরক্ষা এবং বিশ্বাসী নর-নারীদিগের কল্যাণের জন্য আল্লাহতালা 'ক্ষমা' অর্থাৎ তাঁহার অনুগ্রহ ও আশ্রয় প্রার্থনা কর। তিনিই তোমাদের শেষ পরিণাম সম্বন্ধে একমাত্র অভিজ্ঞ আশ্রয়দাতা এবং অবশেষে সকলকেই তাঁহার সমক্ষে প্রত্যাবর্ত্তিত হইতে হইবে।

২০। ইস্লাম প্রচারের প্রথম অবস্থায় অবিশ্বাসীরা হজরত রসুলোল্লাহ ও বিশ্বাসী মুসলমান-গণের উপর যে সকল অমানুষিক অত্যাচার করিয়াছিল, তাহা সকলেই অবগত আছেন। সেই সকল অত্যাচারে অতিষ্ঠ হইয়াই অবশেষে হজরত রসুলোল্লাহ ও বিশ্বাসী মুসলমানগণ নিজেদের ধর্ম্ম ও প্রাণ রক্ষার জন্য প্রিয়তম জন্মভূমি মক্কা পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন; কিন্তু তাহাতেও তাঁহাদের পরিত্রাণ ছিল না। অবিশ্বাসীরা মদিনা আক্রমণ করিয়া তাহাদিগকে সমূলে ধ্বংস করিবার জন্য উদ্যোগ-আয়োজন করিতেছিল। কিন্তু এ পর্য্যন্ত মুসলমানেরা আত্মরক্ষা এবং নিজেদের ধর্ম্মরক্ষার জন্য যুদ্ধের অনুমতি প্রাপ্ত হন নাই। তাই বহু মুসলমান আত্মরক্ষা

فِيْ قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ يَّنْظُرُوْنَ اِلَيْكَ
نَظَرَ الْمَغْشِيِّ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ ط
فَاَوْلٰى لَهُمْ ۚ ٢١- طَاعَةٌ وَّقَوْلٌ
مَّعْرُوْفٌ قف فَاِذَا عَزَمَ الْاَمْرُ قف فَلَوْ
صَدَقُوا اللّٰهَ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ ۚ
٢٢- فَهَلْ عَسَيْتُمْ اِنْ تَوَلَّيْتُمْ اَنْ
تُفْسِدُوْا فِي الْاَرْضِ وَتُقَطِّعُوْٓا
اَرْحَامَكُمْ ○ ٢٣- اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ
لَعَنَهُمُ اللّٰهُ فَاَصَمَّهُمْ وَاَعْمٰٓى

আছে—তুমি দেখিবে যে, তাহারা তোমার প্রতি এরূপ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিবে—যেমন কেহ মৃত্যুকালে অচৈতন্য অবস্থায় তাকাইয়া থাকে; অতএব তাহাদের জন্য পরিতাপ!
২১। আনুগত্য ও উত্তম বাক্য বলা আবশ্যক; কিন্তু যখন ঐ বিষয় নির্দ্ধারিত হইবে, তখন যদি তাহারা আল্লার নিকট সত্যপরায়ণ হয়, তবে নিশ্চয় তাহাদের জন্য কল্যাণ হইবে।
২২। অনন্তর ইহা নিকটবর্ত্তী যে, যদি তোমরা আধিপত্য লাভ কর, তবে তোমরা পৃথিবীতে অশান্তি উৎপাদন ও তোমাদের আত্মীয়তা কর্ত্তন করিবে।
২৩। আল্লাহ ইহাদিগকেই অভিসম্পাত করিয়াছেন, তৎপর তিনি তাহাদিগকে বধির করিয়াছেন, এবং তাহাদের নয়ন-

ও শত্রু দমনের জন্য ধর্ম্মযুদ্ধের অনুমতি বিষয়ক প্রত্যাদেশের জন্য আগ্রহান্বিত হইয়াছিলেন। তাই আল্লাহতালা এস্থলে বলিয়া দিতেছেন—হে রসুল, বিশ্বাসীরা ধর্ম্মযুদ্ধের অনুমতি-বিষয়ক প্রত্যাদেশের জন্য আগ্রহান্বিত হইয়া উঠিয়াছে সত্য; কিন্তু যখন ধর্ম্মযুদ্ধের প্রত্যাদেশ অবতীর্ণ হইবে, তখন ক্ষীণ-বিশ্বাসী কাপুরুষেরা আতঙ্কে অভিভূত হইয়া মৃতবৎ তোমার দিকে তাকাইয়া থাকবে। কিন্তু ঐ সকল ক্ষীণ-বিশ্বাসী ভীরুদিগের জন্য অনুতাপ! কারণ তাহারা কখনও সত্য-ধর্ম্মে দৃঢ়-বিশ্বাসী ও কর্ত্তব্য-পরায়ণ হইতে পারিবে না।

অনন্তর আল্লাহতালা ধর্ম্মযুদ্ধের অনুমতি বিষয়ক প্রত্যাদেশের প্রতি ইঙ্গিত করিয়া বলিতেছেন যে, যাহারা সত্যবিশ্বাসী মুসলমান, তাহাদের পক্ষে ঐরূপ প্রত্যাদেশ অবতীর্ণ হইলে তাহা প্রতিপালনের জন্য আল্লাহ-রসুলের আনুগত্য স্বীকার করিয়া উহার জন্য সর্ব্বতোভাবে প্রস্তুত থাকা এবং ভয়ে ভীত না হইয়া সৎসাহসের সহিত উত্তম বাক্য বলা একান্ত আবশ্যক। তাহা হইলে নিশ্চয় তাহারা এতদ্দ্বারা অশেষ কল্যাণের অধিকারী হইবে।

এতদ্‌সহ আল্লাহতালা মুসলমানদিগের ধর্ম্মযুদ্ধ এবং তাহার ফলে তাহাদের আসন্ন বিজয়ের প্রতি লক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন যে, ধর্ম্মযুদ্ধের আদেশ অবতীর্ণ হইলে তোমরা অচিরেই বিধর্ম্মীদিগের উপর বিজয়ী হইয়া দেশের উপর আধিপত্য লাভ করিবে। কিন্তু সেই আধিপত্য লাভের পরে তোমাদের পক্ষেও অত্যাচারী এবং আত্মকলহকারী হইবার আশঙ্কা আছে।

২৩। কিন্তু আমার অনুগ্রহ ও সাহায্যে দেশের আধিপত্য লাভ করিয়া অত্যাচার ও আত্ম-কলহে লিপ্ত হইলে তোমরা কখনই কল্যাণ অথবা সুফল লাভ করিতে পারিবে না। কারণ অত্যাচারী ও আত্মকলহপরায়ণ সম্প্রদায় চিরকাল আল্লাহতালা কর্ত্তৃক অভিশপ্ত হইয়া অন্ধ ও বধিরের ন্যায় অধঃপতিত ও ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়া থাকে। উপরোক্ত অব্যর্থ ভবিষ্যদ্বাণীর সফলতা ও সার্থকতা সম্বন্ধে এস্থলে অধিক কিছু বলা সম্পূর্ণ নিষ্প্রয়োজন। কারণ মুসলমান জাতির উত্থান ও পতনের ইতিহাসেই উহার সমুজ্জল সাক্ষ্য বিদ্যমান রহিয়াছে।

সমূহ অন্ধ করিয়া দিয়াছেন। ২৪। তবে কি তাহারা কোরান সম্বন্ধে চিন্তা করে না?—অথবা তাহাদের অন্তর-সমূহের উপর তালা রহিয়াছে? ২৫। নিশ্চয় যাহারা তাহাদের জন্য সুপথ প্রকাশিত হইবার পর স্বীয় পৃষ্ঠ-সমূহে প্রত্যাবর্ত্তিত হইয়াছে, শয়তান তাহাদের জন্য উহা সুগম করিয়াছে; এবং তিনি তাহাদিগকে শিথিল করিয়া দিয়াছেন। ২৬। ইহা এই হেতু যে, আল্লাহ যাহা অবতীর্ণ করিয়াছেন—তাহাতে যাহারা বীতশ্রদ্ধ, তাহাদিগকে উহারা বলে যে, অবশ্য কোন কোন বিষয়ে আমরা তোমাদের অনুগত হইব; এবং আল্লাহ তাহাদের গুপ্ত-রহস্য পরিজ্ঞাত আছেন। ২৭। তখন কেমন হইবে—যখন ফেরেশতাগণ তাহাদের মুখমণ্ডল ও তাহাদের পৃষ্ঠ-সমূহে আঘাত করিবে? ২৮। ইহা এই হেতু যে, আল্লাহ যদ্বিষয়ে অসন্তুষ্ট উহারা তাহারই অনুসরণ করিতেছে এবং উহারা তাঁহার সন্তুষ্টিতে বীতশ্রদ্ধ; অতএব তিনি তাহাদের কৃতকর্ম্ম-সমূহ বিলুপ্ত করিয়াছেন।

أَبْصَارَهُمْ ○ ٢٤- أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ
الْقُرْاٰنَ أَمْ عَلٰى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا ○
٢٥- إِنَّ الَّذِيْنَ ارْتَدُّوا عَلٰٓى أَدْبَارِهِمْ
مِّنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَى لا
الشَّيْطٰنُ سَوَّلَ لَهُمْ ط وَأَمْلٰى لَهُمْ ○
٢٦- ذٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لِلَّذِيْنَ
كَرِهُوْا مَا نَزَّلَ اللّٰهُ سَنُطِيْعُكُمْ فِيْ
بَعْضِ الْأَمْرِ ج وَاللّٰهُ يَعْلَمُ إِسْرَارَهُمْ ○
٢٧- فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلٰٓئِكَةُ
يَضْرِبُوْنَ وُجُوْهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ ○
٢٨- ذٰلِكَ بِأَنَّهُمُ اتَّبَعُوْا مَآ
أَسْخَطَ اللّٰهَ وَكَرِهُوْا رِضْوَانَهُ فَأَحْبَطَ
أَعْمَالَهُمْ ع

২৪—২৬। কেহ কেহ বলেন যে, এই তিনটি আয়তের সহিত উপরোক্ত আয়তদ্বয়ও অবিশ্বাসীদের সম্বন্ধে অবতীর্ণ হইয়াছিল। আলোচ্য আয়তত্রয়ের মর্ম্ম এই যে, অবিশ্বাসীরা কি পবিত্র কোরানের আদেশ-উপদেশ সম্বন্ধে একটুও চিন্তা করিয়া দেখিতেছে না—অথবা তাহাদের অন্তর তালাবদ্ধ ও অবরুদ্ধ রহিয়াছে? এই সত্য ধর্ম্ম-নীতি প্রচারিত হইবার পর যাহারা ইহা গ্রহণ না করিয়া পৃষ্ঠ-প্রদর্শন করিবে, নিশ্চয় আমি তাহাদিগকে পরিত্যাগ করিব এবং পাপাত্মা শয়তান তাহাদিগকে অধর্ম্মের পথে আকর্ষণ করিয়া লইয়া যাইবে।

২৭—২৮। আল্লাহতালার অসন্তোষজনক কার্য্যে লিপ্ত হওয়ার জন্য তিনি উহাদিগকে ইহ-পরলোকে পরিত্যাগ করিবেন এবং তাহাদের সমস্ত কৃতকর্ম্ম বিলুপ্ত বা ব্যর্থ করিয়া দিবেন। সুতরাং অবিশ্বাসীরা অবিশ্বাস, অংশীবাদীতা ও ধর্ম্মদ্রোহিতার জন্য পার্থিব সৎকার্য্যের দ্বারা পরলোকে কিছুমাত্র সুফল লাভ করিতে পারিবে না।

৪র্থ রুকূ — ধর্ম্মযুদ্ধে ধন-সম্পদ ব্যয়ের আবশ্যকতা

২৯। তবে কি তাহারা ধারণা করে যে, যাহাদের অন্তর-সমূহে ব্যাধি আছে, আল্লাহ তাহাদের সেই বিদ্বেষ কখনই প্রকাশ করিবেন না? ৩০। এবং যদি আমি ইচ্ছা করিতাম, তবে আমি তাহাদের বিষয় তোমাকে প্রদর্শন করিতাম; তখন তুমি তাহাদের আকৃতি দ্বারা তাহাদিগকে অবগত হইতে এবং নিশ্চয় তুমি তাহাদিগকে তাহাদের কথা-বার্ত্তার ধারা হইতেও চিনিয়া লইতে; এবং আল্লাহ তোমাদের কার্য্যাবলী পরিজ্ঞাত আছেন। ৩১। এবং নিশ্চয়ই আমি এতদূর পর্য্যন্ত পরীক্ষা করিব যে, তোমাদের অন্তর্গত ধর্ম্মযোদ্ধা ও ধৈর্য্য-শীলগণকে প্রকাশ করিয়া দিব, এবং আমি তোমাদের সঠিক সংবাদ পরীক্ষা করিব। ৩২। নিশ্চয় যাহারা তাহাদের নিকট সুপথ প্রকাশিত হইবার পর

٢٩ اَمْ حَسِبَ الَّذِيْنَ فِيْ قُلُوْبِهِمْ
مَّرَضٌ اَنْ لَّنْ يُّخْرِجَ اللّٰهُ اَضْغَانَهُمْ ۝
٣٠ وَلَوْ نَشَآءُ لَاَرَيْنٰكَهُمْ فَلَعَرَفْتَهُمْ
بِسِيْمٰهُمْ ط وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِيْ لَحْنِ
الْقَوْلِ ط وَاللّٰهُ يَعْلَمُ اَعْمَالَكُمْ ۝
٣١ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتّٰى نَعْلَمَ
الْمُجٰهِدِيْنَ مِنْكُمْ وَالصّٰبِرِيْنَ ۙ
وَنَبْلُوَا اَخْبَارَكُمْ ۝ ٣٢ اِنَّ
الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَصَدُّوْا عَنْ سَبِيْلِ

২৯—৩০। এই দুইটী আয়তে মদিনার ক্ষীণ-বিশ্বাসী ও কপট-বিশ্বাসীদিগের প্রসঙ্গ বর্ণিত হইয়াছে। ইহারা প্রকাশ্যে হজরত রসুলোল্লার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করিয়া তাঁহাকে সর্ব্বপ্রকার সাহায্য করিবার প্রতিশ্রুতি দিয়াছিল; কিন্তু অন্তরে তাহারা অবিশ্বাস ও সন্দেহ পোষণ করিত। তাহাদের আন্তরিক ইচ্ছা এইরূপ ছিল যে, মুসলমানেরা পরাক্রান্ত ও বিজয়ী হইলে তাহারা মুসলমানদিগের সঙ্গে থাকিবে, কিন্তু মুসলমানেরা পরাজিত অথবা ব্যর্থকাম হইলে তাহারা তাহাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া অন্য দলে যোগদান করিবে। তাই আল্লাহতালা হজরত রসুলোল্লাকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন যে, ঐ সমস্ত ক্ষীণবিশ্বাসী ও কপটকুল কি ধারণা করিয়াছে যে, আমি তাহাদের আন্তরিক গুপ্ত-অভিসন্ধি পরিজ্ঞাত নহি এবং উহা কখনই প্রকাশিত হইবে না? আমি ইচ্ছা করিলে পূর্ব্বেই আমি তাহাদের বিষয় তোমাকে পরিজ্ঞাত করিতাম; কিন্তু তুমি ধর্ম্মযুদ্ধের সময়ে তাহাদের ভীতি-কম্পিত চেহারা এবং নানারূপ অলীক ওজর-আপত্তিপূর্ণ কথাবার্ত্তা দ্বারাই তাহাদিগকে চিনিয়া লইতে পারিবে। সুতরাং পূর্ব্বে উহাদের বিষয় বিজ্ঞাপিত করিবার কোনই প্রয়োজন নাই।

৩১। অনন্তর আল্লাহতালা বলিতেছেন যে, অচিরেই আমি তোমাদের উপর ধর্ম্মযুদ্ধের আদেশ অবতীর্ণ করিয়া তোমাদিগকে এরূপ ভাবে পরীক্ষা করিব যে, যে তোমাদের মধ্যে কে ধৈর্য্যশীল 'মোজাহেদ' বা ধর্ম্মযোদ্ধা এবং কে ক্ষীণ-বিশ্বাসী কাপুরুষ বা কপট, তাহা সুনিশ্চিত-রূপে নির্দ্ধারিত হইয়া যাইবে। ফলতঃ আমি তোমাদের বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ সমস্ত অবস্থাই অবগত আছি। আমার নিকট কেহই আত্মগোপন করিতে পারিবে না।

৩২—৩৪। এই তিনটী আয়তে অবিশ্বাসীদিগের অবস্থা ও বিশ্বাসীগণের কর্ত্তব্য বর্ণিত হইয়াছে। আল্লাহতালা বলিতেছেন যে, যাহারা সত্যধর্ম্ম ও সুপথ প্রকাশিত হইবার পর উহাতে অবিশ্বাস করিয়াছে এবং যাহারা আমার রসুলের বিরুদ্ধাচরণ করিয়া লোকদিগকে 'আল্লার পথ'

অবিশ্বাস করিয়াছে, এবং আল্লার পথ হইতে প্রতিরোধ করিতেছে এবং রসুলের বিরুদ্ধাচরণ করে, তাহারা আল্লার কিছুমাত্র অনিষ্ট করিতে পারিবে না; এবং তিনি অচিরেই তাহাদের কৃতকর্ম্ম-সমূহ বিলুপ্ত করিবেন। ৩৩। হে বিশ্বাস-স্থাপনকারিগণ, তোমরা আল্লার অনুগত হও ও রসুলের অনুগত হও এবং তোমাদের কৃতকর্ম্ম-সমূহ ব্যর্থ করিও না। ৩৪। নিশ্চয় যাহারা অবিশ্বাস করিয়াছে এবং আল্লার পথ হইতে প্রতিরোধ করে, তৎপর অবিশ্বাসী অবস্থায় মৃত্যুমুখে পতিত হয়, তবে আল্লাহ কখনই তাহাদিগকে ক্ষমা করিবেন না। ৩৫। অতএব তোমরা হীনতা স্বীকার করিয়া তাহাদিগকে সন্ধির জন্য আহ্বান করিও না, এবং তোমরাই পরাক্রান্ত হইবে; এবং আল্লাহ

اللّٰهِ وَشَاۗقُّوا الرَّسُوْلَ مِنْۢ بَعْدِ مَا
تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدٰى ۙ لَنْ يَّضُرُّوا اللّٰهَ
شَيْـًٔا ؕ وَسَيُحْبِطُ اَعْمَالَهُمْ ○
٣٣- يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا اَطِيْعُوا اللّٰهَ
وَاَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ وَلَا تُبْطِلُوْۤا
اَعْمَالَكُمْ ○ ٣٤- اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا
وَصَدُّوْا عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ثُمَّ مَاتُوْا
وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَنْ يَّغْفِرَ اللّٰهُ لَهُمْ ○
٣٥- فَلَا تَهِنُوْا وَتَدْعُوْۤا اِلَى
السَّلْمِ ۖ وَاَنْتُمُ الْاَعْلَوْنَ ۖ

হইতে অর্থাৎ সত্য-ধর্ম্ম ইসলাম গ্রহণে বাধা প্রদান করিতেছে—তাহারা যদি সত্য-ধর্ম্মে বিশ্বাস-স্থাপন পূর্ব্বক ঐ সকল দুষ্কার্য্যের জন্য অনুতাপ ও ক্ষমা-প্রার্থনা না করিয়া ঐ অবস্থাতেই মৃত্যুমুখে পতিত হয়, তবে ইহলোক ও পরলোকে তাহাদের সমস্ত কৃতকর্ম্ম ব্যর্থ হইয়া যাইবে এবং ন্যায়-বিচারক আল্লাহতালা তাহাদের ঐ অমার্জ্জনীয় অপরাধ কখনই ক্ষমা করিবেন না। তাই আল্লাহতালা সত্য-বিশ্বাসী মুসলমানদিগকে সতর্ক করিয়া বলিতেছেন যে, তোমরা নিজেদের কল্যাণ ও মুক্তির জন্য আল্লাহতালা ও তদীয় রসুলের অনুগত হইয়া সত্য-প্রচার ও ধর্ম্মযুদ্ধে নিজেদের কর্ত্তব্য পালন করিও। অবিশ্বাসী, কপট ও ক্ষীণ-বিশ্বাসী কাপুরুষদিগের অসৎ দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়া তোমরা কখনই নিজেদের কৃতকর্ম্ম ব্যর্থ করিও না।

৩৫। এই আয়তে আল্লাহতালা অবিশ্বাসীদিগের উপর বিশ্বাসী মুসলমানগণের বিজয় লাভের স্পষ্টতর ভবিষ্যদ্বাণী করিয়া বলিতেছেন যে, হে সত্য-বিশ্বাসী মুসলমানগণ, ধর্ম্মযুদ্ধে সর্ব্বশক্তিমান আল্লাহতালাই তোমাদের সঙ্গী ও সহায় রহিয়াছেন; সুতরাং অবিশ্বাসীদের সহিত যুদ্ধে তোমরাই পরাক্রান্ত ও বিজয়ী হইবে। এ অবস্থায় তোমরা কখনই হীনতা স্বীকার করিয়া অবিশ্বাসীদিগকে সন্ধির জন্য আহ্বান করিও না। অবশ্য তাহারা পরাজিত অথবা নিরস্ত হইয়া সন্ধির জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিলে তোমরা সন্ধি করিতে পার। অথবা ধর্ম্মযুদ্ধে শহিদ অথবা বিজয়ী না হওয়া পর্য্যন্ত তোমরা প্রাণপণে সংগ্রাম করিতে থাকিবে এবং অবশেষে সত্য-সত্যই যদি তোমরা শহিদ হইবার সৌভাগ্য লাভ কর, তবে নিশ্চয় জানিও যে, করুণাময় আল্লাহতালা তোমাদের এই উদ্যম-প্রচেষ্টা ও

তোমাদের সঙ্গে আছেন এবং তিনি কখনই তোমাদের কৃতকার্য্য পরিত্যাগ করিবেন না। ৩৬। এই পার্থিব জীবন ক্রীড়া ও কৌতুক মাত্র; এবং যদি তোমরা বিশ্বাস-স্থাপন কর ও সংযত হও, তবে তিনি তোমাদিগকেই তোমাদের প্রতিদান প্রদান করিবেন এবং তোমাদের ধন-সম্পদ চাহিবেন না। ৩৭। যদি তিনি তোমাদের নিকট উহা চাহেন তৎপর তোমাদিগকে বাধ্য করেন, তখন তোমরা কৃপণতা করিবে এবং তিনি তোমাদের দুরভিসন্ধি প্রকাশ করিয়া দিবেন। ৩৮। দেখ—তোমাদিগকেই আল্লার পথে ব্যয় করিতে আহ্বান করা হইতেছে, কিন্তু তোমাদের মধ্যেই কেহ কেহ কৃপণতা করিতেছে;

وَاللّٰهُ مَعَكُمْ وَلَنْ يَّتِرَكُمْ اَعْمَالَكُمْ ۝
٣٦- اِنَّمَا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ
وَّلَهْوٌ ۝ وَاِنْ تُؤْمِنُوْا وَتَتَّقُوْا
يُؤْتِكُمْ اُجُوْرَكُمْ وَلَا يَسْـَٔلْكُمْ
اَمْوَالَكُمْ ۝ ٣٧- اِنْ يَّسْـَٔلْكُمُوْهَا
فَيُحْفِكُمْ تَبْخَلُوْا وَيُخْرِجْ
اَضْغَانَكُمْ ۝ ٣٨- هٰۤاَنْتُمْ هٰۤؤُلَاۤءِ
تُدْعَوْنَ لِتُنْفِقُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ۚ

আত্মোৎসর্গ কখনই ব্যর্থ করিবেন না। তিনি ইহলোক ও পরলোকে তোমাদিগকে অবশ্যই উহার পূর্ণ প্রতিদান প্রদান করিবেন।

৩৬। অনন্ত আল্লাহতালা বলিতেছেন যে, যুদ্ধে জয়-পরাজয় এবং শহিদ হইবার সম্ভাবনা থাকিলেও সত্য-বিশ্বাসী মুসলমানদিগের পক্ষে ধর্ম্ম-যুদ্ধে কখনই ভীত অথবা বিচলিত হওয়া উচিত নহে। কারণ এই পার্থিব জীবন খেলাধূলার ন্যায় অসার ও ক্ষণস্থায়ী। ধর্ম্মযুদ্ধেই হউক, অথবা রোগ-ব্যধিতেই হউক, এ জীবনের লীলা-খেলা একদিন অবশ্যই শেষ হইয়া যাইবে। এ অবস্থায় আল্লাহ-রসুলের আদেশ-উপদেশের অনুসরণ করতঃ সত্য-ধর্ম্মে বিশ্বাস-স্থাপন পূর্ব্বক ধর্ম্মপথে জীবন দান করিয়া আল্লাহতালার অনুগ্রহ ও করুণার অধিকারী হওয়ার ন্যায় উৎকৃষ্টতর কার্য্য আর কি হইতে পারে।

৩৭। এই আয়তে ধর্ম্মযুদ্ধে ধন-সম্পদ ব্যয় করিবার আবশ্যকতা বিবৃত হইয়াছে। আলোচ্য আয়তের মর্ম্ম এই যে, ধর্ম্মযুদ্ধে শুধু আত্মোৎসর্গ করিলেই জাতির কর্ত্তব্য শেষ হইবে না; উহার জন্য অকাতরে নিজ নিজ ধন-সম্পদও উৎসর্গ করিয়া দিতে হইবে। তাই আল্লাহতালা বলিতেছেন যে, আমি তোমাদের ধন-সম্পদের প্রার্থী নহি এবং তোমাদিগকে কোনরূপ প্রতিদান প্রদানের জন্যও আমি উহা চাহিতেছি না। কিন্তু আমি তোমাদের কল্যাণের জন্যই "আল্লার পথে" অর্থাৎ ধর্ম্মযুদ্ধে তোমাদিগকে স্ব স্ব ধন সম্পদ মুক্ত হস্তে ব্যয় করিবার জন্য আদেশ করিতেছি; আমার আদেশের অনুগত অথবা বাধ্য না হইয়া যদি তোমরা কৃপণতা কর, তবে নিশ্চয়ই তোমাদের সেই দুরভিসন্ধি ও স্বার্থপরতা প্রকাশিত হইয়া পড়িবে এবং তোমরা জগতের মানব সমাজে আত্মসর্ব্বস্ব, স্বার্থপর, অধম ও হেয় জাতি বলিয়া পরিগণিত হইবে।

৩৮। এই আয়তে আল্লাহতালা বিশ্বাসী মুসলমানদিগকে ধর্ম্মযুদ্ধে ধন-সম্পদ ব্যয় করিবার জন্য প্রকাশ্যভাবে আহ্বান করিয়া বলিতেছেন যে, আমার এই স্পষ্টতর আদেশ সত্ত্বেও যাহারা ধর্ম্মযুদ্ধে ধন-সম্পদ ব্যয় করিতে কৃপণতা করিতেছে, তাহারা নিজেদের জন্যই কৃপণতা করিয়া

فَمِنْكُمْ مَنْ يَبْخَلُ ج وَمَنْ يَبْخَلْ
فَاِنَّمَا يَبْخَلُ عَنْ نَفْسِهٖ ط وَاللّٰهُ
الْغَنِيُّ وَاَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ ج وَاِنْ
تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ لا
ثُمَّ لَا يَكُوْنُوْٓا اَمْثَالَكُمْ ع

এবং যে কৃপণতা করে, সে ফলতঃ সে কেবল নিজেরই জন্য কৃপণতা করিয়া থাকে; এবং আল্লাহ সুপ্রচুর সম্পদশালী এবং তোমরাই অভাবগ্রস্ত; এবং যদি তোমরা প্রতিগমন কর, তবে তিনি তোমাদের পরিবর্ত্তে অন্য সম্প্রদায়কে পরিবর্ত্তিত করিয়া দিবেন; তৎপর তাহারা তোমাদের অনুরূপ হইবে না।

নিজেদের অকল্যাণ ডাকিয়া আনিতেছে। উহাতে আমার কোনই ক্ষতিবৃদ্ধি হইবে না। কারণ আমি অভাবগ্রস্ত নহি; বরং আমার নিকট ধনৈশ্বর্য্য ও সুখ-সম্পদের অনন্ত ও অফুরন্ত ভাণ্ডার বিদ্যমান রহিয়াছে; পক্ষান্তরে তোমরাই অভাবগ্রস্থ ও অনুগ্রহ-প্রার্থী। এ অবস্থায় আমার আদেশের ব্যতিক্রম করিয়া তোমরা যদি ধর্ম্মযুদ্ধে ধন-সম্পদ ব্যয় করিতে কুণ্ঠিত হও, তবে নিশ্চয় আমি তোমাদিগকে অধঃপতিত ও বিতাড়িত করিয়া তোমাদের পরিবর্ত্তে—তোমাদের স্থলে এরূপ সম্প্রদায়-সমূহ সমুদ্ভূত ও স্থলাভিষিক্ত করিয়া দিব—যাহারা সত্য-প্রচার ও ধর্ম্মযুদ্ধের যাবতীয় কর্ত্তব্য পালনে কখনই তোমাদের ন্যায় কুণ্ঠিত অথবা বিরত হইবে না।

তফ্‌সীরকারগণ উপরোক্ত আয়তে আরব-জাতির অধঃপতনের পর পারস্য, তাতার ও তুর্কী জাতির অভ্যুদয়, ইস্‌লাম গ্রহণ ও উন্নতির পূর্ব্বাভাষ পরিব্যক্ত হইয়াছে বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। কেহ কেহ উপরোক্ত অভিমত অনুযায়ী আরবের পর পারস্যের অভ্যুত্থান সম্বন্ধে দুই একটি হাদিসও বর্ণনা করিয়াছেন; কিন্তু তাহা অনেকটা অপ্রাসঙ্গিক বলিয়া অনুমিত হয়। প্রকৃত কথা এই যে, এক সম্প্রদায়ের মুসলমান আদর্শভ্রষ্ট ও কর্ত্তব্য-হারা হইয়া অধঃপতিত হইলে আল্লাহতালা তাহাদের স্থলে অন্য সম্প্রদায়কে সমুন্নত করিয়া তাহাদিগকে ইসলামের হিতৈষী ও উন্নতিকামী করিয়া দিবেন। ঐ সম্বন্ধে আরব-পারস্য, মিসর-ভারত বা তুর্কী-তাতার বলিয়া কোনই কথা নাই।—মোজাহেদ।

আত্মরক্ষা ও সত্য প্রচার কল্পে মোসলেম-জগতে জেহাদ বা ধর্ম্মযুদ্ধের আবশ্যকতা এবং ধর্ম্মযুদ্ধে মুসলমান জাতির কর্ত্তব্য নির্দ্দেশ করিবার পর জগতের বিভিন্ন মানব জাতির ইস্‌লাম গ্রহণ ও সত্য-প্রচারের ক্রমোন্নতির আভাস প্রদান করিয়া সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্বশক্তিমান আল্লাহতালা আলোচ্য সুরার উপসংহার করিয়াছেন।

মদিনায় অবতীর্ণ	৪৮। সূরা ফাৎহ — الفتح	২৯ আয়ত

১ম রুকু—মহাবিজয়ের সুসংবাদ ও ভবিষ্যদ্বাণী

সর্ব্ব প্রদাতা করুণাময় আল্লার নামে

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

১। নিশ্চয় আমি তোমাকে প্রকাশ্য বিজয়ে বিজয়-দান করিয়াছি; ২। যেন আল্লাহ তোমার পূর্ব্ববর্ত্তী ও পরবর্ত্তী

١. إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُّبِينًا ۙ
٢. لِّيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن

ফাৎহ—বিজয়; ‘ফাৎহাম-মোবিন’—প্রকাশ্য অথবা মহাবিজয়। সুপ্রসিদ্ধ হোদায়বিয়ার সন্ধি উপলক্ষে আল্লাহ্তালা এই সূরা অবতীর্ণ করিয়া সর্ব্বপ্রথম আয়তেই বলিয়া দিয়াছেন যে, হে রসুল, ঐ সন্ধি দ্বারা আমি তোমাকে প্রকাশ্য বিজয়ের বিজয়-দান করিয়াছি। যদিও প্রকৃতপক্ষে হোদায়বিয়ায় কোন যুদ্ধ হয় নাই—বরং একটি অসুবিধাজনক সন্ধিই সংস্থাপিত হইয়াছিল, তথাপি সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্বশক্তিমান আল্লাহতালা উক্ত সন্ধিকে হজরত রসুলোল্লাহ ও বিশ্বাসী মুসলমান-দিগের পক্ষে প্রকাশ্য বিজয় নামে অভিহিত করিয়া সুসংবাদ দিতেছেন যে, ইতিপূর্ব্বে মুসলমানেরা একাধিক ধর্ম্মযুদ্ধে জয়লাভ করিলেও প্রকৃতপক্ষে এই স্মরণীয় সন্ধি হইতেই তাহাদের মহাবিজয়ের অভিযান আরম্ভ হইবে। অনন্তর আমি সত্য-প্রচার ও ইস্লাম-প্রতিষ্ঠার জন্য তোমাকে শক্তিশালী সাহায্যে সাহায্য করিব এবং তোমার প্রচারিত এই সত্যধর্ম্ম ইস্লামকে আমি জগতের সমস্ত ধর্ম্মের উপর সুপ্রতিষ্ঠিত ও জয়যুক্ত করিয়া দিব (২৮ আয়ত দ্রষ্টব্য)। আলোচ্য সূরায় ইস্লামের প্রতিষ্ঠা এবং মুসলমান জাতির মহাবিজয়ের স্পষ্টতর ভবিষ্যদ্বাণী ও সুসংবাদ সহ একাধিকবার ‘ফাৎহ’ শব্দ ব্যবহার হেতু এই সূরার ‘ফাৎহ’ বা ‘বিজয়’ নামকরণ যে অতি শোভন ও সুসঙ্গত হইয়াছে, তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই।

‘ফাৎহাম-মোবিন’ শব্দের মর্ম্মার্থে কেহ ‘হোদায়বিয়ার’ সন্ধি, কেহ অদূরবর্ত্তী খয়বর অধিকার ও মক্কা বিজয় এবং কেহ কেহ বা পরবর্ত্তী কালের এরাক, সিরিয়া, মিসর, তুরস্ক, পারস্য, ভারত ও অন্যান্য প্রসিদ্ধ প্রদেশ বিজয়ের অভিব্যক্তি বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। প্রকৃত কথা এই যে হোদায়বিয়ার সন্ধি দ্বারা অবিশ্বাসীদিগের উপর বিশ্বাসীগণের যে আধ্যাত্মিক ও নৈতিক বিজয় লাভ হইয়াছিল, তাহার ফলেই মুসলমানদিগের অপ্রতিহত দিগ্বিজয়ের সূত্রপাত হয়। কারণ উহার অব্যবহিত পরেই মুসলমানেরা খয়বর অধিকার করিয়া লন এবং উক্ত সন্ধির এক বৎসর পরেই তাহারা মহানগরী মক্কা জয় করিয়া সমগ্র আরবের উপর বিজয়-পতাকা প্রোথিত করেন। ইহার পর মুসলমানেরা যেরূপ অপূর্ব্ব উদ্যমে দেশ-বিদেশে ইস্লামের শুভ্রোজ্জল জয়পতাকা উড়াইয়া-ছিলেন, জগতের ইতিহাসে তাহার বিস্তৃত বিবরণ স্বর্ণাক্ষরে লিখিত রহিয়াছে।

শানে-নজুল—সমস্ত তফ্‌সীরকারের মতে হিজরী ষষ্ঠ বর্ষেই এই সূরা অবতীর্ণ হইয়াছিল। হজরত ওমর (রাঃ) হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, হজরত রসুলোল্লাহ হোদায়বিয়া হইতে ফিরিয়া আসিয়াই এই সূরা আবৃত্তি করিয়াছিলেন—(সহি বোখারী)। বিভিন্ন হাদিস ও তফ্‌সীরে বর্ণিত হইয়াছে যে, হিজরী ষষ্ঠ বর্ষে হজরত রসুলোল্লাহ যখন সদলবলে হজ ও ওমরাহ

১ম ও ২য় আয়তের তফ্‌সীর পরপৃষ্ঠায় দ্রষ্টব।

অপরাধ মার্জ্জনা করেন এবং তোমার প্রতি তাঁহার অনুগ্রহ সম্পূর্ণ করেন; এবং তোমাকে সরল সুপথে পথ-প্রদর্শন

ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا

সম্পন্ন করিবার উদ্দেশ্যে পবিত্র মক্কাভিমুখে গমন করেন, তখন মক্কায় অবিশ্বাসী কোরেশেরা মক্কার সন্নিকটবর্ত্তী হোদায়বিয়া নামক স্থানে তাঁহার গতিরোধ করে। অনন্তর বহু আলোচনার পর অবিশ্বাসীদিগের সহিত হজরত রসুলোল্লার একটি সন্ধি স্থাপিত হয়। উহাতে স্থির হয় যে, হজরত রসুলোল্লা সেই বৎসর ওমরাহ না করিয়া মদিনায় ফিরিয়া যাইবেন এবং উহার পরবর্ত্তী বর্ষে মক্কায় আগমন করিয়া যথারীতি হজ, ওমরাহ ও কোরবানী সম্পন্ন করিবেন। উহাতে আরও স্থির হয় যে, মক্কাবাসীদের কেহ হজরত রসুলোল্লার নিকট মদিনায় গমন করিলে যদিও সে মুসলমান হয়, তথাপি হজরত রসুলোল্লাহ তাহাকে মক্কার কোরেশদিগের হস্তে সমর্পণ করিবেন; কিন্তু মদিনার কেহ ইস্লাম পরিত্যাগ করিয়া মক্কাবাসীদের নিকট গমন করিলে তাহারা তাহাকে সমর্পণ করিতে বাধ্য হইবে না। অবিশ্বাসী কোরেশদিগের একান্ত নির্ব্বন্ধাতিশয্যে হজরত রসুলোল্লাহ ঐ শর্ত্তাবলী স্বীকার করিয়া লন এবং উক্ত শর্ত্তানুসারে হোদায়বিয়াতেই কোরবানীর পশু-সমূহ উৎসর্গ করিয়া মদিনায় ফিরিয়া যান। তেজস্বী হজরত ওমর (রাঃ) প্রমুখ কতিপয় প্রসিদ্ধ সাহাবা এই সন্ধি-শর্ত্ত মুসলমানদিগের পক্ষে অত্যন্ত হীনতাসূচক ও অবমাননাকর মনে করিয়া অন্তরে অন্তরে ক্ষুণ্ণ ও বিষণ্ণ হইয়াছিলেন। তাই হজরত রসুলোল্লাহ মদিনায় প্রত্যাবর্ত্তন করিবার পর ঐ সকল সত্যবিশ্বাসী মুসলমানের অন্তরে সান্ত্বনা ও শান্তি প্রদানের জন্যই এই পবিত্রতম সূরা অবতীর্ণ হইয়াছিল।

পক্ষান্তরে বহু বিশ্বাসী মুসলমান হোদায়বিয়া অবস্থান কালেই হজরত রসুলোল্লার দূরদর্শিতা এবং উক্ত সন্ধির সুফল হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিয়াছিলেন এবং অনেক পরে উহা উপলব্ধি করিয়াছিলেন। ইহাদের মধ্যে হজরত রসুলোল্লার জনৈক প্রসিদ্ধ সহচর অন্যান্য মুসলমানদিগকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছিলেন যে, তোমরা মক্কা জয় করাকে বিজয় বলিয়া মনে কর—অবশ্য উহাও সত্য ধারণা; কিন্তু আমরা হোদায়বিয়ার 'বায়তুর-রেজওয়ান'কেই বিজয় বলিয়া মনে করি। ঐ দিন আমরা চৌদ্দ শত লোক হজরত রসুলোল্লার সঙ্গী ছিলাম এবং হোদায়বিয়ার কূপে যে সামান্য পানি ছিল, তাহা সমস্তই আমরা তুলিয়া লইয়াছিলাম। সুতরাং পানির অভাবে সকলেরই বিশেষ কষ্ট হইতেছিল। এই অবস্থায় হজরত রসুলোল্লাহ ওজু করিবার জন্য কিছু পানি চাহিয়া লইলেন এবং ওজু করিয়া উক্ত কূপে একটি কুল্লি নিক্ষেপ করিলেন। ফলে তৎক্ষণাৎ উক্ত কূপে এরূপ প্রচুর পানি উচ্ছসিত হইয়া উঠিল যে, আমরা স্ব স্ব উষ্ট্র-সহ প্রাণ ভরিয়া উক্ত পানি পান করিয়া পরিতৃপ্ত হইলাম।—সহি বোখারী ও মোস্‌লেম।

১। হোদায়বিয়া হইতে কোরেশদিগের সহিত সন্ধি করিয়া মদিনা প্রত্যাবর্ত্তনের পর করুণাময় আল্লাহতালা হজরত রসুলোল্লাকে সম্বোধন করিয়া বলিয়া দিলেন যে, হে মোহাম্মদ (সঃ) নিশ্চয় আমি তোমাকে প্রকাশ্য বিজয়ে বিজয় দান করিয়াছি। হোদায়বিয়া সন্ধি হইতেই উক্ত মহাবিজয়ের সূত্রপাত হইয়াছে। অচিরেই মহানগরী মক্কা সহ সমগ্র আরব মুসলমানদিগের করতলগত হইবে এবং তৎপর বিভিন্ন প্রদেশে মুসলমানদিগের এই বিজয়-অভিযান অপ্রতিহত বেগে পরিচালিত হইতে থাকিবে।

তফ্‌সীরকারগণ 'ফাৎহাম-মোবিন' অর্থাৎ 'প্রকাশ্য মহাবিজয়' শব্দের বিভিন্নরূপ মর্ম্ম পরিগ্রহণ করিয়াছেন। কেহ উহাতে হোদায়বিয়ার সন্ধি, কেহ মক্কা ও খয়বর বিজয় এবং কেহ কেহ বা উহাকে এরাক, এয়মন, সিরিয়া, মিসর, তুরস্ক, পারস্য ও অন্যান্য ভূভাগ বিজয়ের পূর্ব্বাভাষ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন—তঃ হক্কানী।

২—৩। এই দুইটি আয়তে আল্লাহতালা বলিতেছেন—হে রসুল' উক্ত মহাবিজয়ের কল্যাণে আমি তোমার পূর্ব্ববর্ত্তী ও পরবর্ত্তী যাবতীয় অপরাধ ও ত্রুটি-বিচ্যুতি মার্জ্জনা করিয়া তোমার

করেন। ৩। এবং যে আল্লাহ তোমাকে শক্তিশালী সাহায্যে সাহায্য দান করেন।
৪। তিনি বিশ্বাসীগণের অন্তর-সমূহে সান্ত্বনা অবতীর্ণ করিয়াছেন—যেন বিশ্বাস সহযোগে তাহাদের বিশ্বাস আরও পরিবর্দ্ধিত হয়; এবং আল্লার জন্যই নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের সৈন্য-বাহিনী এবং আল্লাহ মহাজ্ঞানী বিজ্ঞানময়;

مُّسْتَقِيْمًا ۙ ﴿٢﴾ وَّيَنْصُرَكَ اللّٰهُ
نَصْرًا عَزِيْزًا ﴿٣﴾ هُوَ الَّذِيْٓ اَنْزَلَ
السَّكِيْنَةَ فِيْ قُلُوْبِ الْمُؤْمِنِيْنَ
لِيَزْدَادُوْٓا اِيْمَانًا مَّعَ اِيْمَانِهِمْ ؕ
وَلِلّٰهِ جُنُوْدُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ؕ
وَكَانَ اللّٰهُ عَلِيْمًا حَكِيْمًا ۙ ﴿٤﴾

প্রতি আমার অনুগ্রহ পূর্ণ করিয়া দিব এবং তোমাকে সাধনা ও সাফল্যের সরল সুপথে পথ প্রদর্শন পূর্ব্বক আমার শক্তিশালী সাহায্য দ্বারা সাহায্য করিয়া তোমাকে সর্ব্বতোভাবে বিশ্ব গৌরবের অধিকারী করিব। হজরত রসুলোল্লাহ যদিও স্বীয় জীবনে কখনও কোনরূপ অপরাধের কার্য্য করেন নাই, তথাপি আল্লাহতালা আলোচ্য আয়তে বলিতেছেন—"যেন আল্লাহ তোমার পূর্ব্ববর্ত্তী ও পরবর্ত্তী অপরাধ মার্জ্জনা করেন"—ইহার সঠিক মর্ম্মার্থ এই যে, তোমার দ্বারা পূর্ব্বে যেমন কোনরূপ অপরাধ অনুষ্ঠিত হয় নাই, সেইরূপ ইহার পরেও তোমার দ্বারা কোনরূপ অপরাধ অনুষ্ঠিত হইবে না। তিনিই স্বীয় মার্জ্জনা বা রক্ষণাবেক্ষণের দ্বারা পূর্ব্বাপর অপরাধ ও অসাফল্যের সম্ভাবনা হইতে তোমার পবিত্র জীবনকে সুরক্ষিত ও সাফল্যমণ্ডিত করিয়া দিবেন।

হোদায়বিয়ার সন্ধি দ্বারা কিরূপে প্রকাশ্য মহাবিজয়ের সূত্রপাত হইতে পারে, তাহা প্রথমতঃ অনেকেই বুঝিতে পারেন নাই। এমনকি, হজরত ওমরের (রাঃ) ন্যায় বহু প্রবীণ এবং প্রসিদ্ধ সাহাবাও প্রথমতঃ উহা মুসলমানদিগের পক্ষে অসুবিধাজনক ও অবমাননাকর বলিয়া ধারণা করিয়াছিলেন। কারণ উহার একটি শর্ত্ত এই ছিল যে, অতঃপর কোন মক্কাবাসী হজরত রসুলোল্লার নিকট গমন করিয়া ইসলাম গ্রহণ করিলেও তাঁহাকে মক্কার অবিশ্বাসী কোরেশগণের হস্তে সমর্পণ করিতে হইবে। পক্ষান্তরে মদিনা হইতে কেহ ইসলাম পরিত্যাগ করিয়া মক্কা গমন করিলে কোরেশরা তাহাকে ফিরাইয়া দিতে বাধ্য থাকিবে না। অবিশ্বাসী কোরেশদিগের একান্ত নির্ব্বন্ধাতিশয্যেই হজরত রসুলোল্লাহ এই শর্ত্ত গ্রহণ করিয়াছিলেন, কিন্তু ইহার ফল মুসলমানদিগের পক্ষে অত্যন্ত শুভ হইয়াছিল। কারণ প্রথমতঃ হজরত রসুলোল্লার দৃঢ়বিশ্বাস ছিল যে, কোন সত্যবিশ্বাসী মুসলমানই তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া মক্কার অবিশ্বাসীদের নিকট গমন করিবেন না, দ্বিতীয়তঃ কোন সত্য-ধর্ম্মত্যাগী 'মোরতাদ' মদিনা হইতে মক্কায় পলাইয়া গেলে তাহাকে ফিরাইয়া আনায় মুসলমানদিগের কোনই স্বার্থ বা স্বার্থকতা ছিল না, কিন্তু মদিনা হইতে যে সকল সত্যবিশ্বাসী মুসলমান উপরোক্ত শর্ত্তানুসারে অবিশ্বাসী কোরেশদিগের হস্তে সমর্পিত হইয়াছিলেন, তাঁহাদের দ্বারা মক্কার অবিশ্বাসীবৃন্দ এবং তথায় সমাগত অন্যান্য সম্প্রদায়ের মধ্যে সত্যবিশ্বাস ও ইসলামের মহিমা অতি দ্রুত বিস্তৃতি লাভ করিয়াছিল। ইহার ফলে আমরা দেখিতে পাই যে, হোদায়বিয়া সন্ধির সময়ে অনধিক পনর শত মাত্র মুসলমান হজরত রসুলোল্লার সঙ্গী ছিলেন; কিন্তু উহার দুই বৎসর পরে হজরত রসুলোল্লাহ যখন মক্কা অভিযান করেন, তখন অন্যূন দশ সহস্র সত্যবিশ্বাসী ও ধর্ম্মপ্রাণ 'মোজাহেদ' মুসলমান তাঁহার অনুগমন করিয়াছিলেন।—স্পিরিট অব ইস্‌লাম।

৪—৫। আল্লাহতালা আরও বলিতেছেন যে, উক্ত মহাবিজয়ের দ্বারা তিনি সত্যবিশ্বাসী মুসলমানগণের অন্তরে শক্তি ও সান্ত্বনা অবতীর্ণ করিয়া তাহাদের ধর্ম্মবিশ্বাস আরও বর্দ্ধিত ও

৫। যেন তিনি বিশ্বাসিগণ ও বিশ্বাসিনী-বৃন্দকে স্বর্গোদ্যানে প্রবিস্ট করেন, যাহার নিম্নে স্রোতস্বিনী-সমূহ প্রবাহিতা, তন্মধ্যেই তাহারা সর্ব্বদা অবস্থান করিবে এবং তিনি তাহাদিগ হইতে তাহাদের অপকৃষ্টতা-সমূহ বিলুপ্ত করিয়া দিবেন; এবং আল্লার নিকট ইহাই সুমহান সফলতা। ৬। এবং যেন তিনি কপট-বিশ্বাসিবৃন্দ ও কপট-বিশ্বাসিনীদিগকে এবং অংশীবাদিগণ ও অংশীবাদিনীগণকে শাস্তি প্রদান করেন—যাহারা আল্লাহ সম্বন্ধে কুধারণা পোষণ করে;* তাহাদের উপর অমঙ্গলের ফের পড়িয়াছে এবং তাহাদের উপরেই আল্লাহ অসন্তুষ্ট হইয়াছেন; এবং তাহা-দিগকে আল্লাহ অভিসম্পাত করিয়াছেন এবং তাহাদের জন্যই নরক প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছেন; এবং উহা নিকৃষ্টতর প্রত্যাবর্ত্তন-স্থল। ৭। এবং আল্লার

٥- لِّيُدْخِلَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنٰتِ
جَنّٰتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهٰرُ
خٰلِدِينَ فِيهَا وَيُكَفِّرَ عَنْهُمْ سَيِّاٰتِهِمْ ط
وَكَانَ ذٰلِكَ عِندَ اللّٰهِ فَوْزًا عَظِيمًا ۵
٦- وَيُعَذِّبَ الْمُنٰفِقِينَ وَالْمُنٰفِقٰتِ
وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكٰتِ الظَّاۤنِّينَ
بِاللّٰهِ ظَنَّ السَّوْءِ ط عَلَيْهِمْ دَاۤئِرَةُ
السَّوْءِ ج وَغَضِبَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ
وَلَعَنَهُمْ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَهَنَّمَ ط وَسَاۤءَتْ
مَصِيرًا ۵ ٧- وَلِلّٰهِ جُنُودُ السَّمٰوٰتِ

সুদৃঢ় করিয়া দিবেন এবং বিশ্বাসী নরনারীদিগকে ইহলোকে বিজয়ী ও সমুন্নত করিয়া পরলোকে অনন্ত সুখ সম্পদপূর্ণ স্বর্গোদ্যানের অধিকারী করিবেন। ইস্‌লামের সাফল্য ও মুসলমানের উন্নতি সম্বন্ধীয় ভবিষ্যদ্বাণী যদিও তাহারা বিশ্বাস করে, তথাপি এই মহাবিজয়ের পর ঐ সম্বন্ধে তাহাদের অন্তরে আর কিছুমাত্র সন্দেহের লেশ থাকিবে না।

"আল্লার জন্যই নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের সৈন্য বাহিনী"—অর্থাৎ আকাশের ফেরেশ্‌তা ও পৃথিবীর বিশ্বাসী মানব সকলেই তাঁহার অন্তর্গত ধর্ম্মযোদ্ধা। তিনি ইচ্ছা করিলে ইহার যে কোন সৈন্যদলের দ্বারা অবিশ্বাসীদিগকে শাস্তি প্রদান করিতে পারেন। কিন্তু বিশ্বাসীদিগের দুঃখ দৈন্য ও দুর্ব্বলতা দূরীভূত করিয়া তাঁহাদিগকে সাহসী, শক্তিশালী ও সমুন্নত করিবার জন্য তিনি অতঃপর তাঁহাদিগকেই ধর্ম্মযুদ্ধে নিযুক্ত করিবেন এবং স্বীয় অনুগ্রহে তাঁহাদিগকে বিজয়-গৌরবের অধিকারী করিয়া তাঁহাদের উদ্দেশ্য ও সাধনাকে সর্ব্বতোভাবে সাফল্য-মণ্ডিত করিয়া দিবেন।

৬। এই আয়তে অবিশ্বাসী, অংশীবাদী ও কপট-বিশ্বাসী নরনারীদিগের শাস্তি ও শোচনীয় পরিণতির বিষয় বর্ণিত হইয়াছে। আল্লাহতালা বলিতেছেন যে, যাহারা আমার এবং আমার প্রেরিত রসুল ও সত্যধর্ম্ম সম্বন্ধে কুধারণা পোষণ করে, নিশ্চয় আমার অসন্তুষ্টি ও অভিসম্পাতে তাহাদের উপর অমঙ্গল ও দুর্গতির ফের পড়িয়াছে। তাহারা আসন্ন ধর্ম্মযুদ্ধে ইহলোকেই বিশ্বাসীদিগের হস্তে পরাজয় ও লাঞ্ছনা ভোগ করিবে এবং পরলোকে নরকগামী হইয়া উহার ভয়াবহ শাস্তি ও লাঞ্ছনা ভোগ করিতে বাধ্য হইবে।

৭। অনন্তর আল্লাহতালা বলিতেছেন যে, আকাশে ও পৃথিবীতে মহাপরাক্রান্ত বিজ্ঞানময় আল্লাহতালার যে শক্তিশালী সৈন্যদল আছে, কাহার সাধ্য সেই পরাক্রান্ত সৈন্যদলের সম্মুখে

وَالْاَرْضِ ط وَكَانَ اللّٰهُ عَزِيْزًا حَكِيْمًا ○
٨- اِنَّآ اَرْسَلْنٰكَ شَاهِدًا وَّمُبَشِّرًا
وَّنَذِيْرًا ٥ ٩- لِّتُؤْمِنُوْا بِاللّٰهِ
وَرَسُوْلِهٖ وَتُعَزِّرُوْهُ وَتُوَقِّرُوْهُ ط
وَتُسَبِّحُوْهُ بُكْرَةً وَّاَصِيْلًا ○ ١٠- اِنَّ
الَّذِيْنَ يُبَايِعُوْنَكَ اِنَّمَا يُبَايِعُوْنَ
اللّٰهَ ط يَدُ اللّٰهِ فَوْقَ اَيْدِيْهِمْ ج فَمَنْ

জন্যই নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের সৈন্য-বাহিনী; এবং আল্লাহ মহাপরাক্রান্ত বিজ্ঞানময়। ৮। নিশ্চয় আমি তোমাকে সাক্ষ্য-দানকারী ও সুসংবাদ-দাতা এবং ভয়-প্রদর্শক রূপে প্রেরণ করিয়াছি; ৯। যেন তোমরা আল্লাহ ও তদীয় রসুলের প্রতি বিশ্বাস-স্থাপন কর এবং তাহাকে সাহায্য কর ও তাহাকে সম্মান প্রদর্শন কর; এবং যেন তোমরা প্রভাতে ও সন্ধ্যায় তাঁহারই পবিত্রতা বর্ণনা কর। ১০। নিশ্চয় যাহারা তোমার আনুগত্য স্বীকার করে, তাহারা, এতদ্দ্বারা আল্লারই আনুগত্য স্বীকার করিয়া থাকে; তাহাদের হস্ত-সমূহের উপর আল্লার

দণ্ডায়মান হইতে পারে? এস্থলে বিশ্বাসী মুসলমানদিগকেই পৃথিবীর মহাপরাক্রান্ত বিজ্ঞানময় আল্লাহতালার শক্তিশালী সৈন্যদল বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে।

৮—৯। এই দুইটি আয়তে আল্লাহতালা বলিতেছেন—হে রসুল, নিশ্চয় আমি তোমাকে মানব-জাতির জন্য সত্যাসত্য ও পাপ-পুণ্যের সাক্ষ্যদানকারী, বিশ্বাসিবৃন্দের জয় বিজয় ও সফলতার সুসংবাদদাতা এবং জগদ্বাসীর জন্য অধর্ম্ম, অনাচার ও পাপ সম্বন্ধে ভয় প্রদর্শকরূপে প্রেরণ করিয়াছি। তোমাকে এইরূপ ভাবে প্রেরণের উদ্দেশ্য এই যে, পৃথিবীর বিভ্রান্ত মানব-জাতি যেন তোমার এই সমস্ত সদুপদেশ শুনিয়া আল্লাহতালা ও তদীয় রসুলের প্রতি বিশ্বাস-স্থাপন পূর্ব্বক সত্য-ধর্ম্মের অনুসরণ করে এবং যেন তাহারা তোমাকে ভক্তি ও সম্মান প্রদর্শন পূর্ব্বক ধর্ম্মযুদ্ধে তোমাকে ধন-প্রাণ দ্বারা সর্ব্বতোভাবে সাহায্য করিয়া ইহ-পরলোকে অশেষ পুণ্য ও কল্যাণের অধিকারী হয়। এই পবিত্র আয়তের নির্দ্দেশ অনুসারে হজরত রসুলোল্লাহকে আন্তরিক ভক্তি ও সম্মান প্রদর্শন করা মুসলমানদিগের পক্ষে 'ওয়াজেব-ফরজ' অর্থাৎ অপরিহার্য্য কর্ত্তব্য-রূপে নির্দ্দেশিত হইয়াছে। প্রভাতে ও সন্ধ্যায় আল্লাহতালার পবিত্রতা বর্ণনের অর্থ—নিয়মিতভাবে ফজর ও মগরেবের নামাজ অথবা আল্লাহতালার প্রতি কৃতজ্ঞতা ? তস্‌বি পাঠ।

১০। হজরত রসুলোল্লাহ উপরোক্ত হজ ও ওমরা করিবার জন্য মক্কা গমন করিবার সময়ে হজরত আবুবকর সিদ্দিক (রাঃ) বলিয়াছিলেন যে, অবিশ্বাসী কোরেশেরা হয়ত আমাদিগকে ধর্ম্মকার্য্য সম্পাদনে বাধা দিতে পারে; সুতরাং আমাদিগকে সশস্ত্র অবস্থায় প্রস্তুত হইয়া গমন করা কর্ত্তব্য। কিন্তু হজরত রসুলোল্লাহ (সঃ) ধর্ম্মকার্য্য সম্পাদনের জন্য সশস্ত্র অবস্থায় গমন অনাবশ্যক মনে করিয়া তাঁহার এই প্রস্তাব পরিগ্রহণ করেন নাই।—সহি বোখারী।

অনন্তর তিনি হোদায়বিয়া নামক স্থানে উপস্থিত হইলে যখন সশস্ত্র শত্রুদল তাঁহার মক্কা প্রবেশ-পথ প্রতিরোধ করিয়া দণ্ডায়মান হইল, তখন তিনি হজরত ওসমানকে (রাঃ) এই বলিয়া মক্কার নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণের নিকট পাঠাইয়া দিলেন যে, আমরা যুদ্ধ করিতে আসি নাই—শুধু ধর্ম্মকার্য্য সম্পাদন করিতে আসিয়াছি এবং ধর্ম্মানুষ্ঠান শেষ হইলেই আমরা মক্কা পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইব। কিন্তু অবিশ্বাসীরা হজরত ওসমানকে একাকী পাইয়া তাঁহাকে বন্দী করিল এবং তাঁহাকে হত্যা করা হইয়াছে বলিয়া একটি জনরব চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িল। এই সংবাদে মুসলমানেরা উত্তেজিত হইয়া উঠিলেন; এবং হজরত রসুলোল্লাহ একটি ছায়া শীতল তরুতলে

ভঙ্গ করিয়াছে; অনন্তর যে শপথ ভঙ্গ করিবে, ফলতঃ সে নিজেরই উপর ব্যতীত শপথ ভঙ্গ করে না; এবং আল্লার সহিত যাহার যে অঙ্গীকার হইয়াছিল তাহা যে পূর্ণ করে, বস্তুতঃ অচিরেই তিনি তাহাকে সুমহান প্রতিদান করিবেন।

نَّكَثَ فَاِنَّمَا يَنْكُثُ عَلٰى نَفْسِهٖ ۚ
وَمَنْ اَوْفٰى بِمَا عٰهَدَ عَلَيْهُ اللّٰهَ
فَسَيُؤْتِيْهِ اَجْرًا عَظِيْمًا ۝

২য় রুকু—ধর্ম্মযুদ্ধে ক্ষীণ-বিশ্বাসীদিগের ভীতি ও অনুতাপ

১১। পশ্চাতে অবস্থানকারী মরু-বাসীরা এখনই তোমাকে বলিবে যে, আমাদের ধন-সম্পদ ও আমাদের পরিজনবর্গ আমাদিগকে বিব্রত করিয়া রাখিয়াছিল, অতএব তুমি আমাদের জন্য ক্ষমা-প্রার্থনা কর; তাহাদের অন্তর-সমূহে যাহা নাই—তাহারা স্বীয় রসনাযোগে তাহাই বলিতেছে; তুমি বল—আল্লার সমক্ষে কে তোমাদের জন্য আধিপত্য করিতে পারে—যদি তিনি তোমাদের অহিত করিতে ইচ্ছা করেন অথবা তোমাদের হিতসাধন করিতে চাহেন; বরং তোমরা যাহা করিতেছ, আল্লা-ই

11- سَيَقُوْلُ لَكَ الْمُخَلَّفُوْنَ مِنَ
الْاَعْرَابِ شَغَلَتْنَآ اَمْوَالُنَا وَاَهْلُوْنَا
فَاسْتَغْفِرْ لَنَا ۚ يَقُوْلُوْنَ بِاَلْسِنَتِهِمْ
مَّا لَيْسَ فِيْ قُلُوْبِهِمْ ۗ قُلْ فَمَنْ
يَّمْلِكُ لَكُمْ مِّنَ اللّٰهِ شَيْـًٔا اِنْ
اَرَادَ بِكُمْ ضَرًّا اَوْ اَرَادَ بِكُمْ نَفْعًا ۗ
بَلْ كَانَ اللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرًا ۝

[illegible] সাহাবাগণের নিকট হইতে ধর্ম্মযুদ্ধের শপথ গ্রহণ করিতে লাগিলেন। একে উপবেশন পূর্ব্বক সাহাবাগণের নিকট হইতে ধর্ম্মযুদ্ধের শপথ গ্রহণ করিতে লাগিলেন। একে একে চৌদ্দশত সাহাবা হজরত রসুলোল্লার পবিত্র হস্তের উপর হস্ত রাখিয়া প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইলেন যে—"তাহারা নিরস্ত্র হইলেও পশ্চাদপদ না হইয়া সশস্ত্র শত্রুর সহিত সংগ্রাম করিবেন এবং হজরত রসুলোল্লাকে শত্রুর আক্রমণ হইতে সর্ব্বতোভাবে রক্ষা করিবার জন্য প্রয়োজন হইলে তাঁহারা সমরক্ষেত্রে প্রাণ বিসর্জ্জন দিতে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হইবেন না।"—সহি বোখারী।

উপরোক্ত শপথ-গ্রহণ "বায়তুর-রেদ্ওয়ান" নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। আল্লাহতালা বলিতেছেন—হে রসুল, যাহারা তোমার হস্তে হস্ত প্রদান করিয়া তোমার আনুগত্য স্বীকার করিয়া লইয়াছে, নিশ্চয় তাহারা আমারই আনুগত্য স্বীকার করিয়াছে এবং তাহাদের হস্তের উপর আমারই হস্ত বিদ্যমান রহিয়াছে। আল্লাহতালা মানবীয় ধারণা অনুযায়ী হস্ত-পদ ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ হইতে সম্পূর্ণ পবিত্র; সুতরাং এস্থলে 'আল্লার হস্ত' অর্থ তাঁহার অনুগ্রহ ও সাহায্য। অতএব যাহারা এই পবিত্র অঙ্গীকারে অবিচলিত থাকিবে, তাহারা ইহলোকে ও পরলোকে আমার নিকট হইতে অতি মহান প্রতিদান লাভ করিয়া ধন্য ও কৃতার্থ হইবে।—১৮শ আয়তের তফ্সীর দ্রষ্টব্য।

১১—১২। মোজাহেদ ও অন্যান্য তফ্সীরকারগণ বর্ণনা করিয়াছেন যে, হিজরী ষষ্ঠ বর্ষে হজরত রসুলোল্লাহ (সঃ) সদলবলে হজ-সম্পাদনের স্বপ্ন দেখিয়া যখন ওমরা করিবার জন্য মক্কা গমন করেন, তখন তিনি উক্ত স্বপ্নানুযায়ী সমস্ত মোস্লেম সম্প্রদায়কে তাঁহার অনুগামী হইবার জন্য আদেশ করিয়াছিলেন। কিন্তু মদিনার পার্শ্ববর্ত্তী কতিপয় ক্ষীণ-বিশ্বাসী সম্প্রদায় নানারূপ ওজর-আপত্তি করিয়া হজরত রসুলোল্লার সঙ্গী হয় নাই। তাহাদের ধারণা ছিল যে, মক্কার

বَلْ ظَنَنْتُمْ اَنْ لَّنْ يَّنْقَلِبَ
الرَّسُوْلُ وَالْمُؤْمِنُوْنَ اِلٰٓى اَهْلِيْهِمْ
اَبَدًا وَّزُيِّنَ ذٰلِكَ فِيْ قُلُوْبِكُمْ
وَظَنَنْتُمْ ظَنَّ السَّوْءِ ۚ وَكُنْتُمْ
قَوْمًا بُوْرًا ○ ١٣- وَمَنْ لَّمْ
يُؤْمِنْ بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ فَاِنَّآ اَعْتَدْنَا
لِلْكٰفِرِيْنَ سَعِيْرًا ○ ١٤- وَلِلّٰهِ
مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۭ يَغْفِرُ
لِمَنْ يَّشَآءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَّشَآءُ ۭ
وَكَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ○

তদ্বিষয়ে অভিজ্ঞ। ১২। কিন্তু তোমরা ধারণা করিয়াছিলে যে, রসুল ও বিশ্বাসীগণ আর কখনও তাহাদের পরিজনবর্গের দিকে ফিরিয়া আসিবে না ; এবং ইহাই তোমাদের অন্তর-সমূহে সুশোভিত হইয়াছিল এবং তোমরা নিকৃষ্ট ধারণা পোষণ করিয়াছিলে ; এবং তোমরা ধ্বংসশীল সম্প্রদায় ছিলে। ১৩। এবং যে আল্লাহ ও তদীয় রসুলের প্রতি বিশ্বাস-স্থাপন করে না, ফলত নিশ্চয় আমি সেই অবিশ্বাসীদিগের জন্য প্রদীপ্ত অগ্নি-শিখা প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছি। ১৪। এবং আল্লার জন্যই নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের আধিপত্য ; তিনি যাহাকে ইচ্ছা মার্জনা করেন এবং যাহাকে ইচ্ছা শাস্তি প্রদান করিয়া থাকেন এবং আল্লাহ ক্ষমাশীল

কোরেশেরা যখন পুনঃপুনঃ মদিনা আক্রমণ করিয়া মুসলমানদিগকে ধ্বংস করিবার চেষ্টা করিয়েছে, তখন তাহারা হজরত রসুলোল্লাহ ও মুসলমানদিগকে নিজেদের বাসস্থান মক্কায় প্রাপ্ত হইলে তথা হইতে তাঁহাদিগকে কখনই জীবিত ফিরিয়া আসিতে দিবে না। এই নিকৃষ্ট ধারণার বশে তাহারা হজরত রসুলোল্লার সঙ্গী হয় নাই। অনন্তর হজরত রসুলোল্লাহ যখন হোদায়বিয়ার সন্ধি করিয়া নিরাপদে মদিনায় ফিরিয়া আসিলেন, তখন আল্লাহতালা আলোচ্য আয়তদ্বয় এবং পরবর্তী আয়ত-সমূহ অবতীর্ণ করিয়া বলিয়া দিলেন যে, মদিনার প্রান্তবাসী যে সকল ক্ষীণ-বিশ্বাসী মুসলমান ইতিপূর্ব্বে তোমার অনুগামী হয় নাই, তাহারা এখনই তোমার নিকট উপস্থিত হইয়া বলিবে যে, আমাদের ধন-সম্পদ ও পরিজনবর্গের রক্ষণাবেক্ষণের জন্যই আমরা আপনার সঙ্গী হইতে পারি নাই। অতএব ইহাতে আমাদের যে অপরাধ হইয়াছে, আমাদের সেই অপরাধের জন্য আপনি আল্লাহতালার নিকট ক্ষমা-প্রার্থনা করুন। কিন্তু হে রসুল, তুমি ঐ সকল ক্ষীণ-বিশ্বাসীকে বলিয়া দাও যে, তোমরা যে সকল অলীক ওজর-আপত্তি পরিজ্ঞাপন করিতেছ, তদ্বিষয়ে সর্ব্বজ্ঞ আল্লাহতালা তোমাদের অন্তরের কথা উত্তমরূপে অবগত আছেন। তোমরা যে নিকৃষ্ট ধারণা করিয়া আমার সঙ্গী হইতে বিরত হইয়াছিলে, তাহাতে আমার কোনই অনিষ্ট হয় নাই, বরং উহা দ্বারা তোমরা নিজেদেরই অনিষ্ট সাধন করিয়া ধ্বংসের পথে অগ্রসর হইয়াছ। এক্ষণ তোমাদের হীত বা অহিত সম্পূর্ণরূপে আল্লাহতালার ইচ্ছা ও অনুগ্রহের উপর নির্ভর করিতেছে। এ সম্বন্ধে তিনি ভিন্ন আর কাহারও কোনরূপ শক্তি বা অধিকার নাই।

১৩—১৪। অনন্তর আল্লাহতালা বলিতেছেন যে, যাহারা আমার ও আমার রসুলের কথা বিশ্বাস করে না, বরং উহাতে সন্দেহ পোষণ করে, নিশ্চয় আমি তাহাদের জন্য নরকের প্রদীপ্ত অগ্নি-শিখা সৃষ্টি করিয়া রাখিয়াছি। কিন্তু হে রসুল, তুমি উহাদিগকে বলিয়া দাও যে, তিনি যেরূপ নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের অদ্বিতীয় অধিপতি, সেইরূপ অনুপম ক্ষমাশীল ও করুণাময়।

١٥- سَيَقُولُ الْمُخَلَّفُونَ إِذَا انْطَلَقْتُمْ
إِلَىٰ مَغَانِمَ لِتَأْخُذُوهَا ذَرُونَا
نَتَّبِعْكُمْ ۚ يُرِيدُونَ أَنْ يُبَدِّلُوا
كَلَامَ اللَّهِ ۚ قُلْ لَنْ تَتَّبِعُونَا كَذَٰلِكُمْ
قَالَ اللَّهُ مِنْ قَبْلُ ۖ فَسَيَقُولُونَ
بَلْ تَحْسُدُونَنَا ۚ بَلْ كَانُوا
لَا يَفْقَهُونَ إِلَّا قَلِيلًا ۝ ١٦- قُلْ
لِلْمُخَلَّفِينَ مِنَ الْأَعْرَابِ

১৫। পশ্চাতে অবস্থান-
কারীরা এখনই বলিবে যে, যখন তোমরা যুদ্ধলব্ধ দ্রব্যাদি আহরণ করিতে অগ্রসর হইবে, তখন আমাদিগকেও তোমাদের অনুসরণ করিতে দিও; তাহারা আল্লার বাক্য পরিবর্ত্তন করিতে চাহে। তুমি বল, তোমরা কখনই আমাদের অনুসরণ করিতে পারিবে না,—আল্লাহ পূর্ব্বেই ইহা বলিয়া দিয়াছেন; কিন্তু উহারা এখনই বলিবে যে, তোমরা বরং আমাদিগকে ঈর্ষা করিতেছ; পরন্তু তাহারা অল্পই ব্যতীত বুঝিতে পারে না।
১৬। তুমি পশ্চাতে অবস্থিত মরুবাসী-
দিগকে বল যে, অচিরেই তোমরা এক

তিনি ইচ্ছা করিলে তোমাদিগকে মার্জ্জনা করিতে পারেন, আবার ইচ্ছা করিলে শাস্তিও প্রদান করিতে পারেন। অতএব তোমরা স্বীয় কৃতকর্ম্মের জন্য তাঁহারই অনুগ্রহ এবং ক্ষমা প্রার্থনা কর।

১৫। এই আয়তে খয়বর বিজয়ের প্রসঙ্গ বর্ণিত হইয়াছে। হোদায়বিয়া হইতে প্রত্যাবর্ত্তনের সময়ে আল্লাহতালার নির্দ্দেশ অনুযায়ী হজরত রসুলোল্লাহ মুসলমানদিগকে সুসংবাদ দান করিয়াছিলেন যে, শীঘ্রই মুসলমানেরা একটি বিজয় লাভ করিয়া যুদ্ধলব্ধ প্রচুর ধন-সম্পত্তির অধিকারী হইবে; কিন্তু এবার যাহারা আমার সঙ্গী হয় নাই, তাহারা ঐ বিজয়াভিযানে অংশী হইতে পারিবে না। অনন্তর ষষ্ঠ হিজরীর জেলহজ্জ মাসে হজরত রসুলোল্লাহ মদিনায় প্রত্যাবর্ত্তনের পর আল্লাহতালা আলোচ্য আয়ত অবতীর্ণ করিয়া বলিয়া দিলেন যে, যখন উক্ত বিজয়াভিযানের সময় সন্নিকটবর্ত্তী হইবে, তখন ঐ সকল পশ্চাতে অবস্থানকারী—মদিনার পার্শ্ববর্ত্তী মরু-প্রান্তরবাসী ক্ষীণ-বিশ্বাসীরা—যাহারা হোদায়বিয়া সফরে তোমার সঙ্গী হয় নাই, তাহারা তোমার নিকট আসিয়া অনুরোধ করিবে যে, আমাদিগকেও এই অভিযানে সঙ্গী হইবার অনুমতি প্রদান করা হউক; কিন্তু তুমি তখন তাহাদিগকে বলিয়া দিও যে, যেহেতু তোমরা হোদায়বিয়ার সফরে আমার সঙ্গী হও নাই, সেই হেতু তোমরা কখনই এই অভিযানের অংশী হইতে পারিবে না। কারণ আল্লাহতালা পূর্ব্বেই এ বিষয় বলিয়া দিয়াছেন এবং তাঁহার বাক্য কখনই পরিবর্ত্তিত হইতে পারে না। ফলতঃ এ-সম্বন্ধে মরুবাসী ক্ষীণ-বিশ্বাসীরা মুসলমানদিগের উপর ঈর্ষা-বিদ্বেষের দোষারোপ করিলেও উহা তাহাদের অজ্ঞতা ও ভ্রান্তি ব্যতিত আর কিছুই নহে। অনন্তর হিজরী সপ্তম বর্ষের মহরম মাসে হজরত রসুলোল্লাহ অনাচারী ও বিশ্বাসঘাতক ইহুদীদিগকে শাস্তি প্রদানের জন্য যখন খয়বরে অভিযান প্রেরণ করিয়াছিলেন তখন ঐ সকল মরুবাসীকে উপরোক্ত প্রত্যাদেশ অনুযায়ী তাহাদের সঙ্গী হইবার অনুমতি প্রদান করা হয় নাই।

১৬। কিন্তু উহার পরেই মরুবাসী মুসলমানদিগকে বলিয়া দেওয়া হইয়াছে যে, তোমাদের পূর্ব্ববর্ত্তী ক্ষীণ বিশ্বাস ও হীন ধারণা হেতু হোদায়বিয়া সফরে হজরত রসুলোল্লার সঙ্গী না হওয়ার জন্য যদিও তোমরা খয়বর অভিযানের অনুমতি প্রাপ্ত হইলে না, তথাপি তোমরা দুঃখ বা অনুতাপ করিও না। কারণ অচিরেই এক প্রবল পরাক্রান্ত ও শক্তিশালী সমরপ্রিয় সম্প্রদায়ের সহিত সংগ্রাম করিবার জন্য তোমাদিগকে আহ্বান করা হইবে। যদি তোমরা পূর্ব্বের ন্যায় পশ্চাতে না থাকিয়া তাহারা পরাজিত না হওয়া পর্য্যন্ত অগ্রগামী হইয়া তাহাদের সহিত সংগ্রাম

কঠোর সমরপ্রিয় সম্প্রদায়ের দিকে আহুত হইবে; তোমরা তাহাদের সহিত যুদ্ধ করিবে—অথবা তাহারা আত্মসমর্পণ করিবে; অতঃপর যদি তোমরা অনুগত হও, তবে আল্লাহ তোমাদিগকে উৎকৃষ্টতর প্রতিদান প্রদান করিবেন; এবং যদি তোমরা ফিরিয়া যাও—যেরূপ ইহার পূর্ব্বে তোমরা প্রত্যাবর্ত্তিত হইয়াছিলে, তবে তিনি তোমাদিগকে যন্ত্রণাপ্রদ শাস্তিতে শাস্তি প্রদান করিবেন। ১৭। অন্ধের উপর কোন অপরাধ নাই ও খঞ্জের উপর কোন অপরাধ নাই এবং পীড়িতের উপরেও কোন অপরাধ নাই; এবং যে আল্লাহ ও তদীয় রসুলের অনুগত হয়, তিনি তাহাকে স্বর্গোদ্যানে প্রবিষ্ট করিবেন—যাহার নিম্নে স্রোতস্বিনী-সমূহ প্রবাহিতা; এবং যে ফিরিয়া যাইবে তিনি তাহাকে যন্ত্রণাপ্রদ শাস্তিতে শাস্তি প্রদান করিবেন।

سَتُدْعَوْنَ إِلَىٰ قَوْمٍ أُولِي بَأْسٍ
شَدِيدٍ تُقَاتِلُونَهُمْ أَوْ يُسْلِمُونَ ۚ
فَإِنْ تُطِيعُوا يُؤْتِكُمُ اللَّهُ أَجْرًا حَسَنًا ۖ
وَإِنْ تَتَوَلَّوْا كَمَا تَوَلَّيْتُمْ مِنْ قَبْلُ
يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ○ ١٧- لَيْسَ
عَلَى الْأَعْمَىٰ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ
حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ ۗ
وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ
جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ۖ
وَمَنْ يَتَوَلَّ يُعَذِّبْهُ عَذَابًا أَلِيمًا ۸

কর, তবে তোমরাও ধর্ম্মযুদ্ধের বিজয়-গৌরব লাভের সুফল ও কল্যাণ লাভ করিতে পারিবে। আর যদি সে সময়েও তোমরা পূর্ব্বের ন্যায় পশ্চাতে অবস্থান অথবা পলায়ন কর, তবে আল্লাহতালার ইহ-পারলৌকিক যন্ত্রণাপ্রদ শাস্তি হইতে তোমরা কখনই পরিত্রাণ পাইবে না।

আলোচ্য আয়তের "কঠোর সমরপ্রিয় সম্প্রদায়"—অর্থে কেহ আরবের বিভিন্ন শক্তিশালী সম্প্রদায়, কেহ ভণ্ড নবী মোসায়লেমার পরাক্রান্ত দল এবং কেহবা সুবিখ্যাত রোমক ও পারসিক জাতি বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। হজরত রসুলোল্লার জীবনে আরবের বিভিন্ন পরাক্রান্ত সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে যে সকল অভিযান পরিচালিত হইয়াছিল এবং হজরত রসুলোল্লার তিরোধানের পর প্রথম খলিফা হজরত আবুবকর সিদ্দিক (রাঃ) ও হজরত ওমর ফারুক (রাঃ)এর সময়ে ভণ্ড-নবী মোসায়লেমার শক্তিশালী দলকে সমূলে ধ্বংস করিয়া মুসলমানগণ সুবিখ্যাত রোমক ও পারসিক জাতির বিরুদ্ধে যে সকল বিজয়াভিযান পরিচালন করিয়াছিলেন, উপরোক্ত মরুবাসী আরব সম্প্রদায়-সমূহ তাহাতে যোগদান পূর্ব্বক অতুলনীয় শৌর্য্য-বীর্য্যের পরিচয় দিয়া সিরিয়া, তুরস্ক ও পারস্যে ইস্‌লামের জয় পতাকা প্রোথিত করিয়াছিলেন। হজরত রসুলোল্লার স্বর্গীয় প্রেরণায় অনুপ্রাণিত ঐ সকল 'মোজাহেদের' ন্যায় অসম সাহসী ধর্ম্মযোদ্ধা উত্তরকালে অতি অল্পই পরিদৃষ্ট হইয়াছে। ফলতঃ ইহারাই যে রোমক ও পারস্য সাম্রাজ্য ধ্বংস করিয়া বিশ্বব্যাপী মোস্‌লেম-সাম্রাজ্যের ভিত্তি স্থাপন করিয়াছিলেন, তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই।

১৭। 'জেহাদ' বা ধর্ম্মযুদ্ধ ঘোষিত হইলে উহাতে যোগদান করা প্রত্যেক মুসলমানের জন্য 'ফরজ' বা অপরিহার্য্য কর্ত্তব্য হইয়া পড়ে; কিন্তু অন্ধ, খঞ্জ ও পীড়িত ব্যক্তিগণের পক্ষে ধর্ম্মযুদ্ধে যোগদান করা ফরজ নহে এবং তাহারা ধর্ম্মযুদ্ধে যোগদান না দেওয়ার জন্য অপরাধী হইবে না। পক্ষান্তরে যাহারা ধর্ম্মযুদ্ধে শহিদ হইয়া আত্মবিসর্জ্জন করিবে, আল্লাহতালা তাহাদিগকে সমুন্নত স্বর্গোদ্যানের অফুরন্ত সুখ-সম্পদ প্রদান করিবেন এবং যাহারা জীবন হানির আশঙ্কায় ধর্ম্মযুদ্ধে

৩য় রুকু—মুসলমানের মহাবিজয় ও সম্পদ লাভের সুসংবাদ

١٨- لَقَدْ رَضِيَ اللّٰهُ عَنِ الْمُؤْمِنِيْنَ
إِذْ يُبَايِعُوْنَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ
فَعَلِمَ مَا فِيْ قُلُوْبِهِمْ فَأَنْزَلَ السَّكِيْنَةَ
عَلَيْهِمْ وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيْبًا ۙ ١٩- وَ
مَغَانِمَ كَثِيْرَةً يَأْخُذُوْنَهَا ۗ وَكَانَ اللّٰهُ

১৮। নিশ্চয় আল্লাহ বিশ্বাসীগণের প্রতি পরিতুষ্ট হইয়াছেন—যখন তাহারা সেই তরুতলে তোমার নিকট আনুগত্য স্বীকার করিয়াছিল; ফলতঃ তাহাদের অন্তর-সমূহে যাহা ছিল তাহা তিনি পরিজ্ঞাত ছিলেন; অতঃপর তিনি তাহাদের উপর সান্ত্বনা অবতীর্ণ করিয়াছিলেন এবং তাহাদিগকে অদূরবর্ত্তী বিজয় দ্বারা পুরস্কৃত করিয়াছিলেন।
১৯। এবং তাহারা বহু যুদ্ধলব্ধ-দ্রব্যাদি পরিগ্রহণ করিবে এবং আল্লাহ মহা

যোগদান করিবে না অথবা প্রাণের ভয়ে সমরক্ষেত্র হইতে পলায়ন করিবে, তাহাদিগকে আল্লাহতালা ইহলোকে লাঞ্ছিত করিয়া পরলোকে অতি কঠোর ও যন্ত্রণাপ্রদ শাস্তি প্রদান করিবেন।

১৮। হজরত রসুলোল্লাহ হোদায়বিয়া অবস্থান কালে একটি ছায়া-শীতল তরুতলে অবস্থান করিয়া যে চৌদ্দ শত ধর্মপ্রাণ মুসলমানের নিকট ধর্মযুদ্ধের প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করিয়াছিলেন, আল্লাহতালা এই আয়তে তাহাদের প্রসঙ্গ উল্লেখ করিয়া বলিতেছেন যে, নিশ্চয়ই আমি ঐ সকল বিশ্বাসী মুসলমানের প্রতি সন্তুষ্ট হইয়াছি এবং তাহাদের আন্তরিক সৎসাহস ও সদুদ্দেশ্য পরিজ্ঞাত হইয়াই আমি তাহাদের অন্তরে সাহস ও সান্ত্বনা অবতীর্ণ করিয়াছি। তাহাদের এই সত্যানুরাগী ও সৎসাহসের জন্য আমি তাহাদিগকে ইহলোক ও পরলোকে পুরস্কৃত করিব। পার্থিব পুরস্কার স্বরূপ তাহারা অচিরেই খয়বর যুদ্ধে ইহুদীদিগের উপর জয়লাভ করিয়া যুদ্ধলব্ধ বহু ধন-সম্পদ লাভ করিবে এবং পরলোকে স্বর্গীয় সুখ-সম্পদ সহ অতুলনীয় গৌরব ও মর্য্যাদার অধিকারী হইবে।—১০ম আয়তের তফসীর দ্রষ্টব্য।

হজরত রসুলোল্লার উপরোক্ত প্রতিশ্রুতি গ্রহণকে 'বায়তুর-রেজওয়ান' বলা হয়। এতদ্ভিন্ন তিনি মক্কা হইতে হেজরতের পূর্ব্বে মদিনায় মুসমমানদিগের নিকট একবার সত্যানুসরণের ও একবার আত্মরক্ষার জন্য প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই দুইটি প্রতিশ্রুতি 'বায়তুল-আকাবা' নামে খ্যাত হইয়াছে। মুসলমান নারীদিগের নিকট তিনি একবার মাত্র সত্যানুসরণে সুদৃঢ় থাকিবার জন্য প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করিয়াছিলেন।—কোঃ ৬০—১২।

সহি হাদিসে বর্ণিত হইয়াছে যে, হজরত রসুলোল্লাহ বলিয়াছেন—যাহারা 'বায়তুর-রেজওয়ানে' উপস্থিত ছিলেন, তাঁহারা সকলেই স্বর্গোদ্যানের অধিবাসী হইবে এবং তাঁহাদের মধ্যে কেহই নরকগামী হইবে না। হাদিস শরিফে আরও বর্ণিত হইয়াছে যে, মোসলেম জগতে বদর-যোদ্ধাগণের পরে ইহারাই উচ্চতম গৌরব ও মর্য্যাদার অধিকারী।—সহি বোখারী।

হজরত রসুলোল্লাহ যে তরুতলে বসিয়া সাহাবাগণের প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করিয়াছিলেন, লোকে পবিত্র জ্ঞানে সেই তরু দর্শন করিতে আসিত এবং উহাতে ভক্তি-শ্রদ্ধা নিবেদন করিত। কিন্তু ইহাতে মোসলেম সমাজে তরু-পূজা প্রবর্ত্তিত হইতে পারে আশঙ্কা করিয়া অবশেষে উক্ত তরু কাটিয়া ফেলিয়া উহার অস্তিত্বের চিহ্ন পর্য্যন্ত বিলুপ্ত করিয়া দেওয়া হইয়াছিল।—সহি বোখারী ও এবন-আবিশায়বা।

১৯—২০। এই দুইটি আয়তেও আল্লাহতালা মুসলমানদিগকে সুসংবাদ দিতেছেন যে, তোমরা খয়বর যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া যেরূপ বহু ধন-সম্পদ লাভ করিবে, সেইরূপ আল্লাহতালা তোমাদের

পরাক্রান্ত বিজ্ঞানময়। ২০। এবং অঙ্গীকার করিয়াছেন—যাহা তোমরা প্রাপ্ত হইবে; অনন্তর তিনি তোমাদের জন্য ইহা অতি শীঘ্র করিয়াছেন এবং তোমাদিগ হইতে মানবদিগের হস্ত প্রতিরোধ করিয়াছেন এবং যেন উহা বিশ্বাসিগণের জন্য নিদর্শন স্বরূপ হয় এবং যেন তিনি তোমাদিগকে সরল সুপথে পথ-প্রদর্শন করেন; ২১। এবং অন্যান্যদিগকেও—যাহাদের উপর তোমরা এখনও আধিপত্য লাভ করিতে পার নাই, নিশ্চয় আল্লাহ তাহাদিগকে পরিবেষ্টন করিয়া আছেন; এবং আল্লাহ সর্ব্ববিষয়োপরি শক্তিমান। ২২। এবং যদি অবিশ্বাসকারীরা তোমাদের সহিত সংগ্রাম করে, তবে নিশ্চয় তাহারা পৃষ্ঠ-প্রদর্শন করিবে; তৎপর তাহারা কোনই অভিভাবক অথবা সাহায্যকারী প্রাপ্ত হইবে না। ২৩। ইহাই আল্লার

عَزِيْزًا حَكِيْمًا ○ ٢٠- وَعَدَكُمُ اللّٰهُ
مَغَانِمَ كَثِيْرَةً تَأْخُذُوْنَهَا فَعَجَّلَ لَكُمْ
هٰذِهٖ وَكَفَّ اَيْدِيَ النَّاسِ عَنْكُمْ ۚ
وَلِتَكُوْنَ اٰيَةً لِّلْمُؤْمِنِيْنَ وَيَهْدِيَكُمْ
صِرَاطًا مُّسْتَقِيْمًا ○ ۙ ٢١- وَّاُخْرٰى
لَمْ تَقْدِرُوْا عَلَيْهَا قَدْ اَحَاطَ اللّٰهُ بِهَا ؕ
وَكَانَ اللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرًا ○
٢٢- وَلَوْ قٰتَلَكُمُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا
لَوَلَّوُا الْاَدْبَارَ ثُمَّ لَا يَجِدُوْنَ وَلِيًّا
وَّلَا نَصِيْرًا ○ ٢٣- سُنَّةَ اللّٰهِ

জন্য আরও বহু যুদ্ধলব্ধ ধন-সম্পদের অঙ্গীকার করিয়াছেন। তোমরা শীঘ্রই আরব ও আজমের বহু শক্তিমান ও সম্পদশালী জাতির উপর জয়লাভ করিয়া ঐ সকল ধন-সম্পদের অধিকারী হইবে। আল্লাহতালা স্বীয় অনুগ্রহের নিদর্শন স্বরূপ তোমাদিগকে সাধনা ও সাফল্যের সরল সুপথ প্রদর্শন করিয়া তোমাদিগ হইতে অন্যান্য মানবদিগের হস্ত প্রতিরোধ করিয়া দিয়াছেন অর্থাৎ অবিশ্বাসীরা কিছুতেই তোমাদের এই বিজয়াভিযানের গতি-রোধ করিতে পারিবে না।

২১। পৃথিবীর অন্যান্য শক্তিশালী জাতি—যাহাদের উপর তোমরা এখনও আধিপত্য লাভ করিতে পার নাই, ক্রমে ক্রমে তাহারাও তোমাদের নিকট পরাজিত ও নতশির হইতে বাধ্য হইবে। সর্ব্বশক্তিমান আল্লাহতালার এই ইচ্ছা ও নির্দ্ধারণ কেহই অতিক্রম করিতে পারিবে না। এই আয়তে রোমক, পারসিক, সিরিয়া, মিসরীয় ও অন্যান্য শক্তিশালী জাতির উপর মুসলমানদিগের অদূরবর্ত্তী বিজয় লাভের ভবিষ্যদ্বাণী করা হইয়াছে।

২২—২৩। এই দুইটি আয়তে আল্লাহতালা সুসংবাদ ও অভয় প্রদান করিয়া বলিতেছেন যে, অবিশ্বাসীরা যতই শক্তিমান ও সম্পদশালী হউক না কেন, তোমাদের সহিত যুদ্ধ করিলে তাহারা অবশ্যই পরাজিত হইয়া পৃষ্ঠ-প্রদর্শন করিতে বাধ্য হইবে এবং সেই পরাজয় ও লাঞ্ছনা হইতে তাহাদিগকে কেহই সাহায্য অথবা রক্ষা করিতে পারিবে না। আল্লাহতালা আরও বলিতেছেন যে, সত্যের জয় ও অসত্যের পরাজয়—ইহাই আমার চিরন্তন নীতি; অতীতেও চিরকাল এই নীতি অনুসৃত হইয়াছে এবং ভবিষ্যতেও ইহার কোনরূপ ব্যতিক্রম হইবে না।

অতি অল্পদিনের মধ্যেই পবিত্র কোরানের ঐ সকল বিস্ময়কর ভবিষ্যদ্বাণী কিরূপ অক্ষরে অক্ষরে পূর্ণ হইয়াছিল এবং সত্যবিশ্বাসী মুসলমানেরা কিরূপ অবলীলাক্রমে রোমক ও পারস্য সাম্রাজ্য ধ্বংস করিয়া সভ্য-জগতের সর্ব্বত্র ইসলামের জয়-পতাকা উড্ডীন করিয়াছিলেন এবং কিরূপভাবে

নীতি—নিশ্চয় ইহার পূর্ব্বেও উহা অতিক্রান্ত হইয়াছে; এবং তুমি কখনই আল্লার নীতিতে ব্যতিক্রম প্রাপ্ত হইবে না। ২৪। এবং তিনিই তোমাদিগকে তাহাদের উপর বিজয়ী করিবার পর মক্কার সীমান্তে তোমাদের দ্বারা তাহাদের হস্ত-সমূহ এবং তাহাদের দ্বারা তোমাদের হস্ত-সমূহ প্রতিরোধ করিয়াছিলেন; এবং তোমরা যাহা করিতেছ আল্লাহ তদ্বিষয়ে লক্ষ্য করিতেছেন। ২৫। ইহারাই ত অবিশ্বাস করিয়াছিল এবং তোমাদিগকে পবিত্রতম মসজেদ হইতে প্রতিরোধ করিয়াছিল এবং উৎসর্গের পশু-সমূহ উৎসর্গ-স্থানে উপস্থিত করিতে বাধা দান করিয়াছিল; এবং যদি

الَّتِي قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلُ ج
وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللّٰهِ تَبْدِيلًا ۝
۲۴- وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ
وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ بِبَطْنِ مَكَّةَ مِنْ بَعْدِ
أَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ ط وَكَانَ اللّٰهُ بِمَا
تَعْمَلُونَ بَصِيرًا ۝ ۲۵- هُمُ
الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوكُمْ عَنِ
الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَالْهَدْيَ مَعْكُوفًا
أَنْ يَبْلُغَ مَحِلَّهُ ط وَلَوْلَا رِجَالٌ

পুণ্যধাম মদিনা অফুরন্ত ধন-রত্নে পূর্ণ হইয়াছিল, জগতের ইতিহাসে তাহা স্বর্ণাক্ষরে লিখিত রহিয়াছে। পবিত্র কোরান যে আল্লাহতালার অভ্রান্ত ঐশীবাণী, ঐ সকল অলৌকিক ভবিষ্যদ্বাণীর বিস্ময়কর সফলতা দ্বারাই তাহা নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হইয়াছে।

২৪। এই আয়তে হোদায়বিয়ায় বিশ্বাসী মুসলমানগণের সহিত অবিশ্বাসীদিগের সংঘর্ষ না হইবার কারণ বর্ণিত হইয়াছে। হাদিস বর্ণনাকারী ও তফসীরকারগণ এই আয়তের মর্ম্ম সম্বন্ধে একাধিক বর্ণনা প্রদান ও বিভিন্ন ব্যাখ্যা পরিগ্রহণ করিয়াছেন। হজরত রসুলোল্লাহ হোদায়বিয়া উপস্থিত হইলে প্রথমতঃ মক্কার আশি জন সশস্ত্র যুবক তাঁহাকে আক্রমণ করিতে অগ্রসর হয়; কিন্তু তাহারা ধৃত ও বন্দী হইয়া অবশেষে ক্ষমা-প্রার্থনা করিয়া চলিয়া যায়। অতঃপর আকরামা একটি দল সহ হজরত রসুলোল্লাহকে আক্রমণ করিতে আসিয়া মুসলমানদিগের সহিত অল্পক্ষণ সংঘর্ষের পরেই প্রাণ লইয়া মক্কায় পলাইয়া যাইতে বাধ্য হয়। এইরূপে বিড়ম্বিত হইয়া অবিশ্বাসীরা যুদ্ধের আশা পরিত্যাগ করে এবং মুসলমানেরাও হজরত রসুলোল্লার উপদেশে যুদ্ধ হইতে বিরত হয়। এইরূপ ভাবে অথবা হোদায়বিয়ার সন্ধির কল্যাণে আল্লাহতালা পরস্পরের দ্বারা পরস্পরের হস্ত প্রতিরোধ করিয়াছিলেন অর্থাৎ তাহাদিগকে যুদ্ধ হইতে নিরস্ত রাখিয়াছিলেন।—সহি মোসলেম, আবু-দাউদ ও নেসায়ী প্রভৃতি।

হজরত এমাম আজম আবু-হানিফা (রঃ) বলেন যে, আল্লাহতালাই স্বীয় ইচ্ছানুসারে হজরত রসুলোল্লার হোদায়বিয়া অবস্থানের সময়ে এবং মক্কা বিজয়ের দিন কোনরূপ যুদ্ধ-বিগ্রহ সংঘটিত হইতে দেন নাই—ইহাই হইতেছে আয়তের প্রকৃত মর্ম্ম। উভয় পক্ষের মধ্যে যুদ্ধ হইবার যে সকল প্রবলতর কারণ বিদ্যমান ছিল এবং তাহা সত্ত্বেও সর্ব্বজ্ঞ আল্লাহতালা যে উদ্দেশ্যে পবিত্র মক্কায় কোনরূপ সংঘর্ষ সংঘটিত হইতে দেন নাই, তাহা পরবর্ত্তী আয়ত সমূহে বর্ণিত হইয়াছে।

২৫। আল্লাহতালা বলিতেছেন যে, মক্কার যে সকল অবিশ্বাসী হজরত রসুলোল্লাহ ও বিশ্বাসী মুসলমানদিগকে স্বদেশ পরিত্যাগে বাধ্য করিয়াও ক্ষান্ত হয় নাই, বরং তাহারা শুধু ধর্ম্মকার্য্য সম্পাদনের জন্য পবিত্র কাবা-গৃহে উপস্থিত হইতে আগমন করিয়াছিল, তখন যাহারা তাহাদিগকে

রীতি—নিশ্চয় ইহার পূর্ব্বেও উহা অতিক্রান্ত হইয়াছে; এবং তুমি কখনই আল্লার নীতিতে ব্যতিক্রম প্রাপ্ত হইবে না। ২৪। এবং তিনিই তোমাদিগকে তাহাদের উপর বিজয়ী করিবার পর মক্কার সীমান্তে তোমাদের দ্বারা তাহাদের হস্ত-সমূহ এবং তাহাদের দ্বারা তোমাদের হস্ত-সমূহ প্রতিরোধ করিয়াছিলেন; এবং তোমরা যাহা করিতেছ আল্লাহ তদ্বিষয়ে লক্ষ্য করিতেছেন। ২৫। ইহারাই ত অবিশ্বাস করিয়াছিল এবং তোমাদিগকে পবিত্রতম মসজেদ হইতে প্রতিরোধ করিয়াছিল এবং উৎসর্গের পশু-সমূহ উৎসর্গ-স্থানে উপস্থিত করিতে বাধা দান করিয়াছিল; এবং যদি

الَّتِيْ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلُ ۚ
وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللّٰهِ تَبْدِيْلًا ○
٢٤- وَهُوَ الَّذِيْ كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ
وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ بِبَطْنِ مَكَّةَ مِنْ بَعْدِ
أَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ ۚ وَكَانَ اللّٰهُ بِمَا
تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرًا ○ ٢٥- هُمُ
الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَصَدُّوْكُمْ عَنِ
الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَالْهَدْيَ مَعْكُوْفًا
أَنْ يَبْلُغَ مَحِلَّهُ ۚ وَلَوْلَا رِجَالٌ

পূর্ণাধাম মদিনা অফুরন্ত ধন-রত্নে পূর্ণ হইয়াছিল, জগতের ইতিহাসে তাহা স্বর্ণাক্ষরে লিখিত রহিয়াছে। পবিত্র কোরান যে আল্লাহতালার অভ্রান্ত ঐশীবাণী, ঐ সকল অলৌকিক ভবিষ্যবাণীর বিস্ময়কর সফলতা দ্বারাই তাহা নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হইয়াছে।

২৪। এই আয়তে হোদায়বিয়ায় বিশ্বাসী মুসলমানগণের সহিত অবিশ্বাসীদিগের সংঘর্ষ না হইবার কারণ বর্ণিত হইয়াছে। হাদিস বর্ণনাকারী ও তফ্‌সীরকারগণ এই আয়তের মর্ম সম্বন্ধে একাধিক বর্ণনা প্রদান ও বিভিন্ন ব্যাখ্যা পরিগ্রহণ করিয়াছেন। হজরত রসুলোল্লাহ হোদায়বিয়া উপস্থিত হইলে প্রথমতঃ মক্কার আশি জন সশস্ত্র যুবক তাঁহাকে আক্রমণ করিতে অগ্রসর হয়; কিন্তু তাহারা ধৃত ও বন্দী হইয়া অবশেষে ক্ষমা-প্রার্থনা করিয়া চলিয়া যায়। অতঃপর আকরামা একটি দল সহ হজরত রসুলোল্লাহকে আক্রমণ করিতে আসিয়া মুসলমানদিগের সহিত স্বল্পক্ষণ সংঘর্ষের পরেই প্রাণ লইয়া মক্কায় পলাইয়া যাইতে বাধ্য হয়। এইরূপে বিড়ম্বিত হইয়া অবিশ্বাসীরা যুদ্ধের আশা পরিত্যাগ করে এবং মুসলমানেরাও হজরত রসুলোল্লার উপদেশে যুদ্ধ হইতে বিরত হয়। এইরূপ ভাবে অথবা হোদায়বিয়ার সন্ধির কল্যাণে আল্লাহতালা পরস্পরের দ্বারা পরস্পরের হস্ত প্রতিরোধ করিয়াছিলেন অর্থাৎ তাহাদিগকে যুদ্ধ হইতে নিরস্ত রাখিয়াছিলেন।—সহি মোসলেম, আবু-দাউদ ও নেসায়ী প্রভৃতি।

হজরত এমাম আজম আবু-হানিফা (রঃ) বলেন যে, আল্লাহতালাই স্বীয় ইচ্ছানুসারে হজরত রসুলোল্লার হোদায়বিয়া অবস্থানের সময়ে এবং মক্কা বিজয়ের দিন কোনরূপ যুদ্ধ-বিগ্রহ সংঘটিত হইতে দেন নাই—ইহাই হইতেছে আয়তের প্রকৃত মর্ম্ম। উভয় পক্ষের মধ্যে যুদ্ধ হইবার যে সকল প্রবলতর কারণ বিদ্যমান ছিল এবং তাহা সত্বেও সর্ব্বজ্ঞ আল্লাহতালা যে উদ্দেশ্যে পবিত্র মক্কায় কোনরূপ সংঘর্ষ সংঘটিত হইতে দেন নাই, তাহা পরবর্ত্তী আয়ত সমূহে বর্ণিত হইয়াছে।

২৫। আল্লাহতালা বলিতেছেন যে, মক্কার যে সকল অবিশ্বাসী হজরত রসুলোল্লাহ ও বিশ্বাসী মুসলমানদিগকে স্বদেশ পরিত্যাগে বাধ্য করিয়াও ক্ষান্ত হয় নাই, বরং তাহারা শুধু ধর্ম্মকার্য্য সম্পাদনের জন্য পবিত্র কাবা-গৃহে উপস্থিত হইতে আগমন করিয়াছিল, তখন যাহারা তাহাদিগকে

বিশ্বাসী পুরুষবৃন্দ ও বিশ্বাসিনী নারীগণ না থাকিত, যাহাদিগকে তুমি জানিতে না, তাহাদিগকে নিস্পেষিত করিয়া ফেলিতে; অতঃপর তাহাদিগ হইতে অজ্ঞাতসারে তোমাদের উপর অভিযোগ হইত; বস্তুতঃ আল্লাহ যাহাকে ইচ্ছা স্বীয় অনুগ্রহে প্রবিষ্ট করেন; যদি তাহারা পৃথক হইয়া যাইত, তবে নিশ্চয় আমি তাহাদের অন্তর্গত অবিশ্বাসীদিগকে যন্ত্রণাপ্রদ শাস্তিতে শাস্তি প্রদান করিতাম।
২৬। যখন অবিশ্বাসকারীরা তাহাদের অন্তর-সমূহে অন্ধযুগের উত্তেজনার ন্যায়

مُؤْمِنُوْنَ وَنِسَاءٌ مُّؤْمِنٰتٌ لَّمْ
تَعْلَمُوْهُمْ اَنْ تَطَـُٔوْهُمْ فَتُصِيْبَكُمْ
مِّنْهُمْ مَّعَرَّةٌۢ بِغَيْرِ عِلْمٍ ج لِيُدْخِلَ
اللّٰهُ فِيْ رَحْمَتِهٖ مَنْ يَّشَاءُ ج لَوْ تَزَيَّلُوْا
لَعَذَّبْنَا الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْهُمْ عَذَابًا
اَلِيْمًا ٥ ٢٦- اِذْ جَعَلَ الَّذِيْنَ
كَفَرُوْا فِيْ قُلُوْبِهِمُ الْحَمِيَّةَ حَمِيَّةَ

তথায় প্রবেশ করিতে না দিয়া হোদায়বিয়া নামক স্থানে প্রতিরোধে করিয়া রাখিয়াছিল এবং কোরবানীর পশু-সমূহ কোরবানীর স্থানে লইয়া যাইতে বাধা দান করিয়াছিল—তাহারা যে চরম অত্যাচারী এবং তাহাদের সহিত যুদ্ধ করিয়া তাহাদিগকে উপযুক্ত শাস্তি প্রদান করা যে মুসলমান-গণের একান্ত কর্ত্তব্য ছিল, তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই। কিন্তু মক্কাবাসীদিগের মধ্যে প্রকাশ্যে ও অপ্রকাশ্যে বহু বিশ্বাসী মুসলমান নরনারী বিদ্যমান ছিল বলিয়াই আমি মুসলমানদিগকে যুদ্ধের আদেশ ও সুযোগ প্রদান করি নাই। কারণ যুদ্ধ হইলে মুসলমানেরা অবিশ্বাসীদিগের সহিত ঐ সকল বিশ্বাসী নরনারীদিগকেও অজ্ঞাতসারে নিহত ও নিস্পেষিত করিয়া ফেলিত এবং তাহার ফলে মুসলমানদিগেরই অনিষ্ট সাধিত হইত। তাই করুণাময় আল্লাহতালা বলিতেছেন যে, যদি মক্কার বিশ্বাসী নরনারীগণ স্বতন্ত্রভাবে অবস্থান করিত এবং যুদ্ধে তাহাদের অনিষ্ট অথবা হতাহত হইবার আশঙ্কা না থাকিত, তবে বিশ্বাসীদিগকে যুদ্ধে নিযুক্ত করিয়াই আমি অবিশ্বাসী-দিগকে চরম শাস্তি প্রদান করিতাম।

২৬। অনন্তর আল্লাহতালা বলিতেছেন যে, আমার প্রিয়তম রসুল ও বিশ্বাসী মুসলমানগণ হোদায়বিয়া উপস্থিত হইলে অবিশ্বাসীরা তাহাদের বহু দিনের আক্রোশ নিবারণ ও পূর্ব্ববর্ত্তী পরাজয় সমূহের প্রতিশোধ প্রদান কল্পে যুদ্ধের জন্য যেরূপ উত্তেজনা ও অধীরতা প্রকাশ করিতেছিল, তাহার তুলনায় আমি আমার প্রিয়তম রসুল ও বিশ্বাসী মুসলমানগণের অন্তরে অবিচলিত ধৈর্য্য ও সান্ত্বনা প্রদান করিয়াছিলাম এবং অবিশ্বাসীদের উত্তেজনাপূর্ণ উক্তির উত্তরে তাহাদের জন্য সংযত বাক্য নির্দ্ধারিত করিয়া দিয়াছিলাম। অন্যথা তাহাদের মধ্যে যুদ্ধ একান্তই অপরিহার্য্য হইয়া উঠিত। কিন্তু আমার প্রিয়তম রসুল ও বিশ্বাসী মুসলমানগণ ঐরূপ অনুপম ধৈর্য্য ও সংযম প্রকাশের সম্পূর্ণ উপযোগী ছিল বলিয়াই তখন কোন সংঘর্ষ উপস্থিত হয় নাই এবং তাহারা যতদূর সম্ভব ত্যাগ স্বীকার পূর্ব্বক সংযতভাবে সন্ধি করিয়া মদিনায় ফিরিয়া গিয়াছিল।

হোদায়বিয়ার সন্ধি—হজরত রসুলোল্লাহ পবিত্র ধাম মক্কায় যুদ্ধ-বিগ্রহ এড়াইবার জন্য কিরূপ অসাধারণ ধৈর্য্য, সংযম ও ত্যাগ স্বীকারের সহিত সন্ধি করিয়াছিলেন, উক্ত সন্ধির নিম্নোক্ত কতিপয় শর্ত্তের উপর লক্ষ্য করিলেই তাহা উপলব্ধি করা যাইবে। প্রথমতঃ অবিশ্বাসীরা উক্ত সন্ধি-পত্রে—"বিসমিল্লাহের্-রাহমানের্-রাহিম" অর্থাৎ ইস্লামী প্রথানুসারে 'সর্ব্বপ্রদাতা করুণাময় আল্লাহর নামে আরম্ভ করিতেছি'—এই পবিত্র বাক্য লিখিতে দেয় নাই; দ্বিতীয়তঃ মুসলমানেরা এবার হজ্জ না করিয়াই ফিরিয়া যাইবে এবং তাহারা আগামী বর্ষে আসিয়া হজ্জ

হঠকারিতা সৃষ্টি করিয়াছিল, তখন আল্লাহ্ স্বীয় রসূলের উপর ও বিশ্বাসিগণের উপর স্থৈর্য্য অবতীর্ণ করিয়াছিলেন এবং তাহাদের প্রতি সংযত বাক্য নির্দ্ধারিত করিয়াছিলেন এবং তাহারাই ইহার উপযোগী ও ইহার উপযুক্ত ছিল; এবং আল্লাহ্ সর্ব্ববিষয়ে মহাজ্ঞানী।

الْجَاهِلِيَّةِ فَأَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَىٰ وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا ۚ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا

৪র্থ রুকূ—সর্ব্বধর্ম্মের উপর ইসলামের বিজয়-প্রতিষ্ঠার ভবিষ্যদ্বাণী

২৭। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ স্বীয় রসূলের সত্য-স্বপ্ন সত্যে পরিণত করিয়াছেন; যদি আল্লাহ্ ইচ্ছা করেন তবে অবশ্যই তোমরা

٢٧ لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيَا بِالْحَقِّ ۚ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ

সম্পন্ন করিতে পারিবে, কিন্তু তাহারা তিন দিনের বেশী মক্কায় অবস্থান করিতে পারিবে না, এবং তৃতীয়তঃ কোন মক্কাবাসী মুসলমান হইয়া মদিনায় গমন করিলে মুসলমানেরা তাহাকে মক্কাবাসীদিগের নিকট সমর্পণ করিতে বাধ্য হইবে; কিন্তু মুসলমান স্বধর্ম পরিত্যাগ করিয়া মক্কায় গেলে মক্কাবাসীরা তাহাকে ফিরাইয়া দিতে বাধ্য হইবে না।"—সহি বোখারী।

উক্ত সন্ধিপত্রে মুসলমানদিগের জন্য আরও কতিপয় অসুবিধাজনক শর্ত নির্দ্ধারিত হইয়াছিল। এমনকি ঐ সন্ধি শর্তানুসারে তাহারা তাহাদের কোরবানীর পশুগুলিও নির্দ্দিষ্ট স্থানে লইয়া যাইতে পারেন নাই। হজরত রসূলোল্লার সহিত সত্তরটি কোরবানীর পশু ছিল। অবশেষে ঐ পশুগুলি হেরেম বা মিনার পরিবর্তে হোদায়বিয়াতেই উৎসর্গ করা হয়। এবন-আসাম।

এতগুলি অসুবিধা সত্ত্বেও উক্ত সন্ধিকে আল্লাহ্‌তালা হজরত রসূলোল্লাহ্ ও মুসলমানদিগের জন্য 'ফাৎহাম্-মোবিন' অর্থাৎ প্রকাশ্য মহাবিজয় এবং উহার শুভ সূচনা বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। ফলতঃ হোদায়বিয়া সন্ধির দ্বারা অবিশ্বাসীদিগের উপর বিশ্বাসী মুসলমানদিগের ঐ আধ্যাত্মিক ও নৈতিক মহাবিজয়ের সূচনা যে উহার অব্যবহিত পরেই অতি বিস্ময়করভাবে সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছিল, ইহার পূর্ব্বেই তাহার সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হইয়াছে।—২৪ ও ২৫ আয়তের তফসির দ্রষ্টব্য।

২৭। হজরত রসূলোল্লাহ্ স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন যে, তিনি সদলবলে হজ্ব ও ওমরা সম্পন্ন করিতেছেন। তদনুসারে তিনি হজ্ব সম্পন্ন করিবার জন্য সদলবলে মক্কা যাত্রা করেন; কিন্তু হোদায়বিয়ার সন্ধির পর তিনি যখন হজ্ব সম্পন্ন না করিয়াই মদিনা ফিরিয়া চলিলেন, তখন হোদায়বিয়ার সন্ধি-শর্তে অসন্তুষ্ট হজরত ওমর হজরত রসূলোল্লার নিকট অভিযোগ করিয়া বলিলেন—হে আল্লার রসূল, তবে কি আল্লাহ্‌তালা আপনার স্বপ্নকে সত্যে পরিণত করিবেন না? উহার উত্তরে হজরত রসূলোল্লাহ্ এই আয়তেরই প্রতিধ্বনি করিয়াছিলেন।—সহি বোখারী।

পবিত্র কোরান শরিফে সুনিশ্চিত বিষয়-সমূহে সাধারণতঃ ভূত (অতীত) কালের ক্রিয়াপদ ব্যবহৃত হয়। তাই আল্লাহ্‌তালা বিশ্বাসী মুসলমানগণের সমস্ত দ্বিধা ও সন্দেহ নিবারণ করিয়া হজরত রসূলোল্লার সত্য-স্বপ্নের সুনিশ্চিত সফলতা সম্বন্ধে দৃঢ়তার সহিত বলিয়া দিলেন যে, নিশ্চয়ই

স্বীয় মস্তক মুণ্ডিত করিয়া ও কেশ-কর্ত্তন করিয়া নির্ভয়ে নিরাপদে পবিত্রতম মসজেদে প্রবিষ্ট হইবে ; ফলতঃ তোমরা যাহা অবগত নহ, তিনি তাহা পরিজ্ঞাত আছেন ; অতএব তিনি ইহার পরিবর্ত্তে তোমা-দিগকে অদূরবর্ত্তী •বিজয় দান করিবেন।

২৮। তিনিই সুপথ ও সত্যধর্ম্ম সহ তদীয় রসুলকে প্রেরণ করিয়াছেন—যেন তিনি সমস্ত ধর্ম্মের উপর উহাকে পরাক্রান্ত করেন ; এবং আল্লার সাক্ষই যথেষ্ট।

حَرَامَ إِنْ شَاءَ اللّٰهُ اٰمِنِيْنَ لا
مُحَلِّقِيْنَ رُءُوْسَكُمْ وَمُقَصِّرِيْنَ لا
لَا تَخَافُوْنَ ط فَعَلِمَ مَالَمْ تَعْلَمُوْا
فَجَعَلَ مِنْ دُوْنِ ذٰلِكَ فَتْحًا قَرِيْبًا ۝
هُوَ الَّذِيْٓ اَرْسَلَ رَسُوْلَهٗ بِالْهُدٰى
وَدِيْنِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهٗ عَلَى الدِّيْنِ
كُلِّهٖ ط وَكَفٰى بِاللّٰهِ شَهِيْدًا ۝ ٢٨

*সর্ব্বশক্তিমান আল্লাহতালা তাঁহার প্রিয়তম রসুলের ‘সত্য-স্বপ্নকে সত্যে পরিণত করিয়াছে অর্থাৎ তাঁহার স্বপ্ন অবশ্যই সফল হইবে। যদি আল্লাহতালা ইচ্ছা করেন, তবে এবার না হইলেও আগামী বর্ষে তোমরা নির্ভয়ে ও নিরাপদে পবিত্রতম মসজেদ’—কাবাগৃহে উপস্থিত হইয়া মস্তক মুণ্ডন ও কেশ-কর্ত্তন পূর্ব্বক হজ্ব, ওমরা ও কোরবানী সম্পন্ন করিতে পারিবে। তোমরা এবা কিজন্য হজ্ব সম্পন্ন করিতে পারিলে না, তাহার রহস্য একমাত্র সর্ব্বজ্ঞ আল্লাহতালাই পরিজ্ঞাত আছেন। তিনি তোমাদিগকে শীঘ্রই একটি বিজয় দ্বারা (খয়বর বিজয়) সম্পদশালী ও শক্তি সম্পন্ন করিয়া তৎপর তোমাদের দ্বারা হজ্ব ও ওমরা সম্পন্ন করাইবেন। বলা বাহুল্য, এই অলৌকিক ভবিষ্যদ্বাণী অক্ষরে অক্ষরে পূর্ণ হইয়াছিল। মুসলমানেরা অচিরেই খয়বর অধিকার করিয়া পরবর্ত্তী হজরত রসুলোল্লার সহিত যথারীতি হজ্ব, ওমরা ও কোরবানী সম্পন্ন করেন এবং উহার পরবর্ত্তী হজরত রসুলোল্লাহ পবিত্র মক্কা অধিকার করিয়া উহার যাবতীয় ধর্ম্মকর্ম্ম সম্পাদনের পূর্ণ অধিকার প্রাপ্ত হন। এইরূপে সর্ব্বশক্তিমান আল্লাহতালা তাঁহার প্রিয়তম রসুলের সত্য-স্বপ্ন এবং হোদায়বিয়া সন্ধির মহাবিজয়ের ভবিষ্যদ্বাণী সম্পূর্ণরূপে সাফল্যমণ্ডিত করেন।

২৮। অনন্তর আল্লাহতালা স্পষ্টতর ভাষায় বলিয়া দিলেন যে, আমিই বিশ্বাসীর জন্য সরল সুপথ ও অনাবিল ও সত্য-ধর্ম্ম সহ—আমার মনোনীত ঐ পবিত্র ইস্‌লাম ধর্ম্মকে সমস্ত ধর্ম্মের উপর জয়যুক্ত করিবার জন্য আমার প্রিয়তম রসুলকে প্রেরণ করিয়াছি এবং এ সম্বন্ধে আমার বাক্য এবং আমার সাক্ষ্যই যথেষ্ট।

আলোচ্য আয়তের মর্ম্ম এই যে, ধর্ম্ম হিসাবে পবিত্র ইস্‌লাম জগতের সমস্ত ধর্ম্মের উপর জয়যুক্ত হইবে এবং ক্রমে ক্রমে পৃথিবীর অধিকাংশ অধিবাসী ইস্‌লাম ধর্ম্ম গ্রহণ করিবে অথবা উহার মুলনীতি, শিক্ষা ও আদর্শ মানিয়া লইবে। উপরোক্ত আয়তের মর্ম্ম ইহা নহে যে, পৃথিবীর সমস্ত অধিবাসী ইস্‌লাম ধর্ম্ম গ্রহণ করিবে এবং অন্যান্য ধর্ম্ম-সমূহ সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত হইয়া যাইবে। পৃথিবীতে সকল সময় মুসলমানেরা রাজনৈতিক শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশও ঐ আয়তের উদ্দেশ্য নহে—ধর্ম্মনৈতিক শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠাই উহার প্রকৃত লক্ষ্য ; সুতরাং ধর্ম্ম-জগতে ঐ স্বর্গীয় ভবিষ্যদ্বাণী কিরূপ অক্ষরে অক্ষরে পূর্ণ হইয়াছে, তাহা বোধ হয় না বলিলেও চলে। আরব দেশে হজরত

২৯। মোহাম্মদ আল্লার রসুল; এবং তাহার সঙ্গে যাহারা আছে তাহারা অবিশ্বাসীদের জন্য কঠোরতর—নিজেদের মধ্যে সকরুণ; তুমি তাহাদিগকে আল্লার অনুগ্রহ ও সন্তুষ্টি কামনায় রুকু সেজদা করিতে দেখিবে; সেজদার নিদর্শন স্বরূপ তাহাদের মুখমণ্ডলে চিহ্ন রহিয়াছে; এবং তওরাতে তাহাদের এই নিদর্শন আছে এবং ইঞ্জিলেও তাহাদের এই নিদর্শন রহিয়াছে; যেরূপ ক্ষেত্র হইতে উহার অঙ্কুর উদ্গত হয়, পরে উহা সুদৃঢ় হয়, তৎপরে উহা পরিবর্দ্ধিত হয়, অতঃপর

٢٩- مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ ط وَالَّذِيْنَ
مَعَهٗٓ اَشِدَّآءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَآءُ
بَيْنَهُمْ تَرٰىهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَّبْتَغُوْنَ
فَضْلًا مِّنَ اللّٰهِ وَرِضْوَانًا ز سِيْمَا
هُمْ فِيْ وُجُوْهِهِمْ مِّنْ اَثَرِ السُّجُوْدِ ط
ذٰلِكَ مَثَلُهُمْ فِى التَّوْرٰىةِ ۚ ۛ
وَمَثَلُهُمْ فِى الْاِنْجِيْلِ ۚ ۛ كَزَرْعٍ
اَخْرَجَ شَطْـَٔهٗ فَاٰزَرَهٗ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوٰى

রসুলোল্লার জীবনেই সমস্ত ধর্ম্মের উপর ইস্‌লামের শ্রেষ্ঠত্ব ও বিজয় প্রতিষ্ঠা সুসম্পন্ন হইয়াছিল। হজরত রসুলোল্লার পরে 'খোলাফায়ে রাশেদিন' এবং বিভিন্ন বংশীয় খলিফা ও সোলতানগণ সমগ্র সভ্য-জগতে ইসলামের ধর্ম্মনৈতিক ও রাজনৈতিক শ্রেষ্ঠত্ব-প্রতিষ্ঠা সুসম্পন্ন করিয়া বিশ্ববাসীকে চমকিত ও স্তম্ভিত করিয়া দিয়াছিলেন। অধুনা জগতে ইস্‌লাম ধর্ম্মাবলম্বীর সংখ্যা অন্যান্য শ্রেষ্ঠ ধর্ম্মাবলম্বীর সংখ্যাকে অতিক্রম করিয়াছে কিনা, তদ্বিষয়ে মতভেদ থাকিলেও পৃথিবীর অধিকাংশ অবিশ্বাসীরাই যে প্রকারন্তরে ইস্‌লামের মূলমন্ত্র 'তওহিদ' বা আল্লাহতালার একত্ববাদ ও পরলোক-বিশ্বাস এবং একতা, সাম্য, বিশ্বমানবতা ও বিশ্বভ্রাতৃত্ব প্রভৃতি সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থ-নৈতিক শ্রেষ্ঠতম নীতিগুলিকে সর্ব্বান্তকরণে মানিয়া লইয়াছে, তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই। সুত-রাং ভবিষ্যতে যে জগতের অধিকাংশ অধিবাসী সত্যধর্ম্ম ইস্‌লাম গ্রহণ করিবে, তাহার শুভ লক্ষণ চারিদিকেই সুপরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে।

২৯। হোদায়বিয়ার সন্ধিপত্র লিখিত হয়, তখন "বিসমিল্লাহ" শব্দের পর হজরত রসুলোল্লার পক্ষ হইতে "মোহাম্মদ রসুলোল্লাহ" (সাঃ) শব্দ লিখিত হইয়াছিল; কিন্তু অবিশ্বাসী কোরেশেরা এই বলিয়া আপত্তি করিয়াছিল যে, আমরা ত আপনাকে আল্লার রসুল বলিয়া বিশ্বাস করি না; সুতরাং ঐ "রসুলোল্লাহ" শব্দ মুছিয়া না ফেলিলে সন্ধি হইতে পারে না। ইহাতে হজরত রসুলোল্লাহ (সাঃ) হজরত আলিকে ঐ শব্দ মুছিয়া ফেলিতে বলেন; কিন্তু হজরত আলি (কঃ) বলেন যে, আমার দ্বারা হজরত রসুলোল্লার পবিত্র নাম হইতে 'রসুলোল্লাহ' শব্দ মুছিয়া ফেলা কখনই সম্ভবপর নহে। তখন হজরত রসুলোল্লাহ সন্ধি-শান্তির জন্য নিজেই শুধু মোহাম্মদ (দঃ) নাম রাখিয়া 'রসুলোল্লাহ' শব্দ মুছিয়া ফেলেন।

অবিশ্বাসীদের ঐ হঠকারিতার জন্যই সর্ব্বশক্তিমান আল্লাহতালা তাঁহার পবিত্র বাণী কোরান শরিফে 'মোহাম্মদ রসুলোল্লাহ'—এই পবিত্র নাম সংযুক্ত করিয়া প্রকারন্তরে বলিয়া দিয়াছেন, অবিশ্বাসীদের এমন সাধ্য নাই যে, আমার প্রিয়তম রসুল 'মোহাম্মদের' পবিত্রতম নাম হইতে

স্বীয় কাণ্ডের উপরে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়, তখন উহা কৃষককে আনন্দ দান করে—যেন তিনি এতদ্দারা অবিশ্বাসীদিগকে ঈর্ষান্বিত করেন ; যাহারা বিশ্বাস-স্থাপন করিয়াছে ও সৎকার্য্য করে, আল্লাহ তাহাদের জন্য মার্জনা ও সুমহান প্রতিদান অঙ্গীকার করিয়াছেন।

عَلٰى سُوْقِهٖ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيَغِيْظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ ۭ وَعَدَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ مِنْهُمْ مَّغْفِرَةً وَّاَجْرًا عَظِيْمًا ۝٥

'রসুলোল্লাহ' বিশেষণ বিলুপ্ত করিয়া দিবে। বরং আমার পবিত্র বাণী হইতে বিশ্বাসী মানবগণ স্ব স্ব জীবনের শেষমুহূর্ত্ত এবং পৃথিবীর ধ্বংসকাল পর্য্যন্ত ঐ পুণ্য নাম পূর্ণভাবে উচ্চারণ করিয়া তৎপ্রতি ভক্তি-শ্রদ্ধা ও কল্যাণশৌষ নিবেদন করিবে।

আলোচ্য আয়তের মর্ম্ম এই যে, হজরত মোহাম্মদ (সাঃ) প্রকৃতই আল্লার প্রেরিত সত্য-রসুল। তাঁহার বিশ্বস্ত অনুগামীরা নিজেদের মধ্যে সকরুণ, সহৃদয় এবং সহানুভূতিশীল হইলেও অবিশ্বাসীদের জন্য কঠোরতর। সুতরাং অবিশ্বাসীদের অত্যাচার, অনাচার ও হঠকারিতা তাহারা কখনও ক্ষমা করিবে না। তাহারা পৃথিবীতে রুকু-সেজদাকারী, উপাসনাশীল ও সংযমী হইয়া অবস্থান করিবে। তওরাত, জোবুর ও ইঞ্জিলে তাঁহাদের আগমন ও অভ্যুদয় সম্বন্ধে এরূপ ভবিষ্যদ্বাণীই বিবৃত হইয়াছে। একটি ক্ষেত্রের সুকোমল ক্ষুদ্র অঙ্কুর যেরূপ ধীরে ধীরে পরিবর্দ্ধিত হইয়া সুদৃঢ় কাণ্ডের উপর দণ্ডায়মান হয় এবং যথাসময় সুশোভন ফল-পুষ্প প্রদান করিয়া উহার অধিকারী কৃষককে আনন্দ দান করে—অবিশ্বাসীরা ঈর্ষান্বিত হইলেও বিশ্বাসী মুসলমানেরা সেইরূপ ক্রমে ক্রমে সুদৃঢ় ভিত্তির উপর সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়া বিশ্বাসীর বিস্ময় উৎপাদন করিবে এবং সর্ব্বশক্তিমান আল্লাহতালা তাহাদের জন্য ইহলোক ও পরলোকে অতি মহান প্রতিদান অঙ্গীকার করিয়াছেন।

এইরূপে সর্ব্বধর্ম্মের উপর স্বর্গীয় ইস্‌লামের শ্রেষ্ঠত্ব ও বিজয় প্রতিষ্ঠা এবং বিশ্বাসী মুসলমানদিগের অদূরবর্ত্তী অভ্যুদয় ও বিজয়-গৌরব অর্জ্জনের অব্যর্থ ভবিষ্যদ্বাণী সহ সর্ব্বজ্ঞ ও শক্তিমান আল্লাহতালা এই পবিত্রতম সুরার উপসংহার করিয়াছেন।

عَلَىٰ سُوقِهِ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ ط وَعَدَ اللّٰهُ الَّذِينَ اٰمَنُوا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ مِنْهُم مَّغْفِرَةً وَّاَجْرًا عَظِيمًا ٤

স্বীয় কাণ্ডের উপরে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়, তখন উহা কৃষককে আনন্দ দান করে—যেন তিনি এতদ্দ্বারা অবিশ্বাসীদিগকে ঈর্ষান্বিত করেন; যাহারা বিশ্বাস-স্থাপন করিয়াছে ও সৎকার্য্য করে, আল্লাহ তাহাদের জন্য মার্জনা ও সুমহান প্রতিদান অঙ্গীকার করিয়াছেন।

'রসুলোল্লাহ' বিশেষণ বিলুপ্ত করিয়া দিবে। বরং আমার পবিত্র বাণী হইতে বিশ্বাসী মানব… স্ব স্ব জীবনের শেষমুহূর্ত্ত এবং পৃথিবীর ধ্বংসকাল পর্য্যন্ত ঐ পুণ্য নাম পূর্ণভাবে উচ্চারণ করিয়া তৎপ্রতি ভক্তি-শ্রদ্ধা ও কল্যাণশৈষ নিবেদন করিবে।

আলোচ্য আয়তের মর্ম্ম এই যে, হজরত মোহাম্মদ (সাঃ) প্রকৃতই আল্লার প্রেরিত সত্য-রসুল। তাঁহার বিশ্বস্ত অনুগামীরা নিজেদের মধ্যে সকরুণ, সহৃদয় এবং সহানুভূতিশীল হইলেও অবিশ্বাসীদের জন্য কঠোরতর। সুতরাং অবিশ্বাসীদের অত্যাচার, অনাচার ও হঠকারিতা তাহারা কখনও ক্ষমা করিবে না। তাহারা পৃথিবীতে রুকু-সেজদাকারী, উপাসনাশীল ও সংযমী হইয়া অবস্থান করিবে। তওরাত, জোবুর ও ইঞ্জিলে তাঁহাদের আগমন ও অভ্যুদয় সম্বন্ধে এরূপ ভবিষ্যদ্বাণীই বিবৃত হইয়াছে। একটি ক্ষেত্রের সুকোমল ক্ষুদ্র অঙ্কুর যেরূপ ধীরে ধীরে পরিবর্দ্ধিত হইয়া সুদৃঢ় কাণ্ডের উপর দণ্ডায়মান হয় এবং যথাসময় সুশোভন ফল-পুষ্প প্রদান করিয়া উহার অধিকারী কৃষককে আনন্দ দান করে—অবিশ্বাসীরা ঈর্ষান্বিত হইলেও বিশ্বাসী মুসলমানেরা সেইরূপ ক্রমে ক্রমে সুদৃঢ় ভিত্তির উপর সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়া বিশ্বাসীর বিস্ময় উৎপাদন করিবে এবং সর্ব্বশক্তিমান আল্লাহতালা তাহাদের জন্য ইহলোক ও পরলোকে অতি মহান প্রতিদান অঙ্গীকার করিয়াছেন।

এইরূপে সর্ব্বধর্ম্মের উপর স্বর্গীয় ইস্‌লামের শ্রেষ্ঠত্ব ও বিজয় প্রতিষ্ঠা এবং বিশ্বাসী মুসলমানদিগের অদূরবর্ত্তী অভ্যুদয় ও বিজয়-গৌরব অর্জ্জনের অব্যর্থ ভবিষ্যদ্বাণী সহ সর্ব্বজ্ঞ ও শক্তিমান আল্লাহতালা এই পবিত্রতম সূরার উপসংহার করিয়াছেন।

———

মদিনায় অবতীর্ণ	৪৯। সূরা হোজুরাত—الحجرات	১৮ আয়াত

১ম রুকু—হজরত রসুলোল্লার প্রতি সম্মান প্রদর্শনের আদেশ

সর্ব্ব প্রদাতা করুণাময় আল্লার নামে

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

১। হে বিশ্বাস-স্থাপনকারিগণ, তোমরা আল্লাহ ও তদীয় রসুলের অগ্রবর্ত্তী হইও না এবং আল্লাহকে ভয় কর; নিশ্চয় আল্লাহ শ্রবণকারী মহাজ্ঞানী। ২। হে বিশ্বাস-স্থাপন-

١- يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُقَدِّمُوا
بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ ط
إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ○ ٢- يَا أَيُّهَا

হোজুরাত—'হোজরা' শব্দের বহুবচন, উহার অর্থ—প্রকোষ্ঠ, বৃক্ষ, কামরা, অথবা স্ত্রী-পরিজনের বাসগৃহ। অত্র সূরার চতুর্থ আয়তে উল্লেখিত 'হোজুরাত' বা হজরত রসুলোল্লাহ ও তাঁহার পবিত্রা পত্নীগণের বাসগৃহ হইতেই এই সূরার নামকরণ করা হইয়াছে।

শানে-নজুল—এই সূরা সর্ব্ববাদীসম্মতিক্রমে নবম হিজরীতে মদিনা শরীফে অবতীর্ণ হইয়াছিল। হজরত রসুলোল্লার মক্কা বিজয়ের পর যখন আরবের বিভিন্ন সম্প্রদায় ইসলাম গ্রহণের জন্য দলে দলে মদিনা শরীফে আগমন করিতেছিল, তখন মুসলমানদিগকে ধর্ম্মনীতির সহিত সামাজিক রীতি-নীতি, আদব-কায়দা, সভ্যতা-ভব্যতা ও সুমার্জ্জিত আচার-ব্যবহার শিক্ষা দেওয়া একান্ত আবশ্যক হইয়াছিল। কারণ হজরত রসুলোল্লাহ (সাঃ) বিশ্ব-মানবের জন্য শুধু আধ্যাত্মিক ধর্ম্মনেতা বা ধর্ম্ম-প্রচারক ছিলেন না; বরং তিনি একাধারে ধর্ম্ম-প্রচারক, সমাজ-সংস্কারক, রাজ্য-সংস্থাপক ও সভ্যতা-বিস্তারক হিসাবে সমগ্র মানব জাতির জন্য উৎকৃষ্টতর ও আদর্শ-স্থানীয় মহাপুরুষ ছিলেন। তাই বনি-তমিম সম্প্রদায়ের মদিনা আগমন উপলক্ষে মুসলমান-দিগকে সুনীতি, সদাচার. সভ্যতা ও সামাজিক আদব-কায়দা শিক্ষা প্রদানের উদ্দেশ্যে মহাজ্ঞানী আল্লাহতালা এই সূরা অবতীর্ণ করিয়াছিলেন।

১। **প্রথম আদেশ**—এই সূরার প্রথমেই আল্লাহতালা আদেশ করিয়াছেন যে হে বিশ্বাসিগণ, তোমরা আল্লাহ ও তদীয় রসুলের অগ্রবর্ত্তী হইও না। এস্থলে আল্লাহ ও তদীয় রসুলের অগ্রবর্ত্তী না হওয়ার প্রকৃত অর্থ কোন বিষয়ে হজরত রসুলোল্লার অগ্রবর্ত্তী না হওয়া। কারণ হজরত রসুলোল্লাহ আল্লাহতালার প্রেরিত প্রতিনিধি এবং তিনি তাঁহারই বাণী প্রচার করিয়া থাকেন। আলোচ্য আয়তে 'লা-তোকাদ্দেমু' অর্থাৎ 'অগ্রবর্ত্তী হইও না' শব্দ সাধারণ ভাবে ব্যবহৃত হইলেও উহার সঠিক মর্ম্ম এই যে, তোমরা কোন বিষয়েই হজরত রসুলোল্লাকে অতিক্রম করিয়া অগ্রগামী হইবে না। তাঁহার সহিত পথ চলিতে হইলে তাঁহার পশ্চাতে চলিবে, কথা বলিতে হইলে তাঁহার বলার পরে বলিবে, কাহারও কথার উত্তর দিতে হইলে তাঁহার উত্তর বা অনুমতির জন্য অপেক্ষা করিবে এবং পান-ভোজনে তিনি আরম্ভ .করিবার পরে তোমরা আরম্ভ করিবে। হজরত রসুলোল্লার ন্যায় মহামান্য ধর্ম্ম-নেতাকে উপযুক্ত সম্মান প্রদর্শনের জন্য এগুলি যে অতি উৎকৃষ্টতর ও অপরিহার্য্য নীতি তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই।

২—৩। **দ্বিতীয় আদেশ**—অনন্তর আল্লাহতালা বলিতেছেন যে, হে বিশ্বাসস্থাপন-কারিগণ, তোমরা নবীর স্বরের উপর নিজেদের স্বর উচ্চতর করিও না—অর্থাৎ তোমরা রসুলের

কারিগণ, তোমরা নবীর স্বরের উপর নিজেদের স্বর উচ্চতর করিও না, এবং তোমরা তাহার সমক্ষে উচ্চৈঃস্বরে কথা বলিও না—যেরূপ তোমরা পরস্পর পরস্পরের সহিত উচ্চৈঃস্বরে বলিয়া থাক; অন্যথা তোমাদের কৃতকর্ম্ম সমূহ বিনষ্ট হইয়া যাইবে এবং তোমরা উহা বুঝিতেছ না। ৩। নিশ্চয় যাহারা আল্লার রসুলের নিকট নিজেদের স্বর অনুচ্চ করে, তাহাদেরই অন্তর-সমূহ আল্লাহ সংযমশীলতা দ্বারা পরীক্ষা করিয়াছেন; তাহাদের জন্যই মার্জ্জনা ও সুমহান প্রতিদান রহিয়াছে। ৪। নিশ্চয় যাহারা তোমাকে প্রকোষ্ঠ-সমূহের পার্শ্ব হইতে আহ্বান করে, তাহাদের অধিকাংশেরই বুদ্ধি নাই। ৫। এবং তুমি তাহাদের সমক্ষে বহির্গত হওয়া পর্য্যন্ত যদি

الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ
فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ
بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَنْ
تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ ○
٣- إِنَّ الَّذِينَ يَغُضُّونَ أَصْوَاتَهُمْ
عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ
امْتَحَنَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ لِلتَّقْوَىٰ ط لَهُمْ
مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ ○ ٤- إِنَّ
الَّذِينَ يُنَادُونَكَ مِنْ وَرَاءِ
الْحُجُرَاتِ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ ○
٥- وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّىٰ تَخْرُجَ

সমক্ষে বিনম্র ও সংযতভাবে অনুচ্চ স্বরে কথা বলিবে। তোমরা নিজেদের মধ্যে যেরূপ উচ্চৈঃস্বরে কথা বল, অথবা কোন বিষয়ের আলোচনা করিতে হইলে যেরূপ সংযত ভাবে আলোচনা ও উত্তেজনাপূর্ণ ভাষায় তর্ক-বিতর্ক কর, রসুলের সমক্ষে কদাচ সেরূপ অসংযতভাবে উত্তেজনাপূর্ণ ভাষায় অথবা উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিয়া কথা বলিও না। কোন বিষয় বলিতে হইলে ধীর সংযত ভাষায়, নম্রস্বরে তাঁহার নিকট নিবেদন করিও। তাহা হইলে আল্লাহতালা সংযম ও শিষ্টতা দ্বারা তোমাদের অন্তর পবিত্র করিয়া দিবেন এবং তোমাদিগকে ইহ-পরকালে নানারূপ প্রতিদানে পুরস্কৃত করিবেন। অন্যথা রসুলের সমক্ষে অসংযম, অশিষ্টতা ও বেয়াদবী করিলে তোমাদের সমস্ত কৃতকর্ম্ম ব্যর্থ হইয়া যাইবে এবং তোমাদের সত্য-বিশ্বাস ও সৎকর্ম্ম কোনই কাজে আসিবে না।

৪—৫। **তৃতীয় আদেশ**—অন্ধযুগে আরবের অশিক্ষিত ও অসভ্য অধিবাসীরা কাহারও সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেলে—সে যদি বাহিরে না থাকিয়া গৃহের মধ্যে অবস্থান করিত, তবে তাহার নাম ধরিয়া ডাকাডাকি আরম্ভ করিয়া দিত। পৃথিবীর অনেক অসভ্য এবং ভারতের অর্দ্ধসভ্য জাতিরা এখনও ঐরূপ করিয়া থাকে; সামাজিক সভ্যতা ও আদব-কায়দা সম্বন্ধে ইহাদের কোনই জ্ঞান নাই। ঐ শ্রেণীর আরবীয় মরুবাসী সম্প্রদায় কখন কখনও মদিনা আসিয়া হজরত রসুলোল্লাকে বাহিরে না পাইলে তাঁর নাম ধরিয়া বাহিরে আসিবার জন্য আহ্বান করিত। এতদুপলক্ষে আল্লাহতালা আলোচ্য আয়ত অবতীর্ণ করিয়া বলিয়া দিলেন যে, হে রসুল, যাহারা তোমার বাহির হওয়ার জন্য অপেক্ষা না করিয়া এবং তোমার সুবিধা-অসুবিধার প্রতি লক্ষ্য না করিয়া তোমার গৃহের পার্শ্বে আসিয়া তোমাকে বাহির হইবার জন্য আহ্বান

তাহারা প্রতীক্ষা করে, তবে অবশ্যই
তাহাদের জন্য কল্যাণকর হইত; এবং
আল্লাহ ক্ষমাশীল করুণাময়। ৬। হে
বিশ্বাস-স্থাপনকারিগণ যদি কোন
দুষ্কার্য্যকারী তোমাদের নিকট কোন
সংবাদ-সহ আগমন করে, তবে উহা
অনুধাবন করিও—যেন অজ্ঞতা বশতঃ
কোন সম্প্রদায়কে ক্ষতিগ্রস্ত না কর;
অতএব তোমরা যাহা করিয়াছ, তজ্জন্য
দুঃখিত হও। ৭। তোমরা জানিয়া
রাখ যে, তোমাদের মধ্যে আল্লার রসুল
রহিয়াছে; যদি সে অধিকাংশ বিষয়ে
তোমাদের মতানুসরণ করে, তবে
অবশ্যই তোমরা বিপদগ্রস্ত হইবে;
কিন্তু আল্লাহ তোমাদের জন্য বিশ্বাসকে
প্রিয়তর করিয়াছেন এবং তোমাদের
অন্তর-সমূহে উহা সুশোভিত করিয়াছেন

إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ ط وَاللّٰهُ
غَفُورٌ رَّحِيمٌ ۝ ٦- يَٰٓأَيُّهَا الَّذِينَ
آمَنُوٓا إِن جَآءَكُمْ فَاسِقٌۢ بِنَبَإٍ
فَتَبَيَّنُوٓا أَن تُصِيبُوا قَوْمًۢا بِجَهَالَةٍ
فَتُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَٰدِمِينَ ۝
٧- وَاعْلَمُوٓا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللّٰهِ ط
لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ
لَعَنِتُّمْ وَلَٰكِنَّ اللّٰهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ
الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ

করে, তাহাদের অধিকাংশই অশিক্ষিত, অসভ্য ও নির্ব্বোধ লোক। তোমাকে ঐরূপভাবে আহ্বান না করিয়া তোমার বাহির হওয়া পর্য্যন্ত অপেক্ষা করাই তাহাদের পক্ষে সঙ্গত ও কল্যাণকর ছিল। যাহা হউক, তুমি তাহাদিগকে ধর্ম্মনীতি ও সদাচার শিক্ষা দিয়া বিদায় কর। তাহারা সংযত ও সংশোধিত হইলে আমি তাহাদের ঐ অপরাধ ক্ষমা করিয়া দিব। এতদ্দ্বারা মুসলমানদিগকে এই শিক্ষা দেওয়া হইতেছে যে, কাহারও সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেলে তাহাকে ভদ্রভাবে সংবাদ দেওয়া অথবা তাহার বহির্গমন পর্য্যন্ত অপেক্ষা করা আবশ্যক। তৎপরিবর্ত্তে তাহাকে ডাকাডাকি করা যেরূপ বিরক্তিকর, সেইরূপ অশিষ্টতা ও অসভ্যতার পরিচায়ক।

৬। **চতুর্থ আদেশ**—এই আয়াতে 'ফাসেক' বা দুষ্কার্য্যকারীদিগের প্রদত্ত সংবাদ ও সাক্ষ্য উহার সত্যতা অনুসন্ধান ব্যতীত গ্রাহ্য না করিবার জন্য আদেশ করা হইয়াছে এবং সঙ্গে সঙ্গে ইহাও বলিয়া দেওয়া হইয়াছে যে, উহাতে অজ্ঞাতসারে অথবা অজ্ঞতা বশতঃ তোমাদের ক্ষতিগ্রস্ত হইবার আশঙ্কা আছে। আয়তের শেষাংশে হজরত রসুলোল্লার সময়ে অনুষ্ঠিত একটি ঘটনার প্রতি লক্ষ্য করা হইয়াছে। উহাতে একটি ভুল সংবাদের উপর নির্ভর করিয়া মুসলমানদিগের বিরুদ্ধেই একটি মুসলমান অভিযান প্রেরিত হইয়াছিল। কিন্তু পরে যথা সময়ে সেই ভুল ধরা পড়ায় মুসলমানেরা ক্ষতিগ্রস্ত হন নাই। ফলতঃ এই আয়তের নির্দ্দেশ অনুসারেই মিথ্যাবাদী ও দুষ্কার্য্যকারীদিগের উক্তি বা সাক্ষ্য ইস্লামী শরিয়তে অগ্রাহ্য করা হইয়াছে।

৭—৮। হজরত রসুলোল্লাহ অনেক বিষয়ে স্বীয় বিশ্বস্ত সহচরদিগের সহিত আলোচনা করিয়া কর্ত্তব্য স্থির করিতেন। ইহাতে অনেক সময়ে কাহার কাহারও অভিমত পরিগৃহিত এবং কাহার কাহারও মত পরিত্যক্ত হইত। কিন্তু ইহার ফলে যাহাতে তাঁহার সত্যবিশ্বাসী সহচরগণের অন্তরে কোনরূপ বিরুদ্ধ ধারণার সৃষ্টি না হয়, তজ্জন্য আল্লাহতালা বলিয়া দিলেন যে, হে আমার প্রিয় নবীর বিশ্বস্ত সহচরগণ, তোমরা জানিয়া রাখ যে, তোমাদের মধ্যে স্বয়ং আল্লার রসুল বিদ্যমান রহিয়াছেন। তিনি তোমাদের সহিত আলোচনা ও পরামর্শ করিয়া কোন কোন

এবং তোমাদের প্রতি অবিশ্বাস ও দুষ্কার্য্য
ও বিরুদ্ধাচরণ ঘৃণাকর করিয়া দিয়াছেন;
ইহারাই সত্যপরায়ণ। ৮। আল্লার
সন্নিধান হইতেই কল্যাণ ও অনুগ্রহ
এবং আল্লাহ মহাজ্ঞানী বিজ্ঞানময়।
৯। এবং যদি বিশ্বাসিগণের মধ্যে দুই
দল সংগ্রাম করে, তবে তদুভয়ের মধ্যে
সন্ধি করিয়া দাও; অতঃপর যদি উভয়ের
মধ্যে একজন অপরের উপর অন্যায়াচরণ
করে তবে যে বিরুদ্ধাচরণ করে সে
আল্লার আদেশের দিকে প্রত্যাবর্ত্তিত
না হওয়া পর্য্যন্ত তোমরা উহার
সহিত সংগ্রাম কর; অতঃপর যদি সে
প্রত্যাবর্ত্তিত হয়, তবে তদুভয়ের মধ্যে
ন্যায়সঙ্গত ভাবে সন্ধি করিয়া দাও ও
সুবিচার কর; নিশ্চয় আল্লাহ সুবিচার-

الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ ۚ
أُولَٰئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ ﴿٧﴾ ٨- فَضْلًا
مِّنَ اللَّهِ وَنِعْمَةً ۚ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ○
٩- وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ
اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا ۖ فَإِن
بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ
فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّىٰ تَفِيءَ
إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ ۚ فَإِن فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا
بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا ۖ إِنَّ اللَّهَ

বিষয়ে তোমাদের মতামত গ্রহণ করিলেও অধিকাংশ বিষয়ে তোমাদের অভিমত গ্রহণ করা কখনই সম্ভবপর নহে। কারণ তিনি আল্লাহতালার ইচ্ছা, ইঙ্গিত অথবা আদেশ অনুসারেই প্রত্যেক বিষয়ে স্বীয় কর্ত্তব্য স্থির করিয়া থাকেন। যদি তিনি অধিকাংশ বিষয়ে তোমাদের অভিমত গ্রহণ করিতেন, তবে তোমাদের মতের ভুলভ্রান্তি দ্বারা তোমরাই বিপন্ন ও ক্ষতিগ্রস্ত হইতে। কিন্তু আল্লাহতালা তোমাদের জন্য ইস্লামী ধর্ম্ম-বিশ্বাসকে প্রিয়তর করিয়াছেন এবং তোমাদের অন্তর-সমূহ উহার সৌন্দর্য্য ও মাধুর্য্যে বিভূষিত করিয়াছেন; পক্ষান্তরে অবিশ্বাস, দুষ্কার্য্য ও বিরুদ্ধাচরণ তোমাদের জন্য ঘৃণাস্কর করিয়া দিয়াছেন। ফলতঃ পৃথিবীতে তোমরাই আমার প্রিয়তম রসুলের অনুগত সত্যপরায়ণ সম্প্রদায়। এই হেতু আমি তোমাদের উপর আমার অনন্ত অনুগ্রহের ধারা বর্ষণ করিয়া তোমাদিগকে যাবতীয় অমঙ্গল ও অনিষ্টকারিতা হইতে প্রমুক্ত করিয়া দিয়াছি। বলা বাহুল্য, আলোচ্য আয়তে করুণাময় আল্লাহতালার পক্ষ হইতে হজরত রসুলোল্লার সম্মানিত ও ধর্ম্মপ্রাণ সহচরগণের অতি উচ্চপ্রশংসা করা হইয়াছে।

৯—১০। **পঞ্চম আদেশ**—কোন কোন হাদিসে বর্ণিত হইয়াছে যে, হজরত রসুলোল্লাহ (সাঃ) আবদুল্লা বেন-ওবাই নামক কপট-বিশ্বাসীকে সদুপদেশ প্রদানের জন্য গমন করিলে ঐ উপলক্ষে উভয় পক্ষীয় মুসলমানদিগের মধ্যে যে কলহ হইয়াছিল এবং মদিনার আউস ও খজরজ বংশীয় মুসলমানদিগের মধ্যে পুনঃপুন যে কলহ-বিবাদ হইতেছিল, তদুপলক্ষেই এই আয়তদ্বয় অবতীর্ণ হয়।—সহি বোখারী ও মোসলেম।

কিন্তু আয়ত-দ্বয়ের অর্থ ও মর্ম্ম অতি সাধারণ ও সার্ব্বজনীন। মুসলমানদিগের মধ্যে ব্যক্তিগত ভাবেই হউক অথবা দলগত ভাবেই হউক, কোনরূপ কলহ-বিবাদ উপস্থিত হইলে তাহা মীমাংসা করিয়া দেওয়া অন্যান্য মুসলমানগণের একান্ত কর্ত্তব্য। এরূপ ক্ষেত্রে উভয় পক্ষের মধ্যে যে বা যাহারা অন্যায় করিবে, তাহাদিগকে সংযত ও বশীভূত করিবার জন্য অন্যান্য মুসলমানদিগকে সম্মিলিত হইয়া তাহাদের উপর চাপ দিয়া উভয় পক্ষের মধ্যে মীমাংসা করিয়া দিতে হইবে। যদি অন্যায় অত্যাচারকারীরা প্রবল পরাক্রান্ত হয়, তবে দুর্ব্বলের পক্ষ সমর্থন পূর্ব্বক সর্ব্বপ্রকার

এবং তোমাদের প্রতি অবিশ্বাস ও দুষ্কার্য্য ও বিরুদ্ধাচরণ ঘৃণাকর করিয়া দিয়াছেন ; ইহারাই সত্যপরায়ণ। ৮। আল্লার সন্নিধান হইতেই কল্যাণ ও অনুগ্রহ এবং আল্লাহ মহাজ্ঞানী বিজ্ঞানময়। ৯। এবং যদি বিশ্বাসিগণের মধ্যে দুই দল সংগ্রাম করে, তবে তদুভয়ের মধ্যে সন্ধি করিয়া দাও ; অতঃপর যদি উভয়ের মধ্যে একজন অপরের উপর অন্যায়াচরণ করে তবে যে বিরুদ্ধাচরণ করে সে আল্লার আদেশের দিকে প্রত্যাবর্ত্তিত না হওয়া পর্য্যন্ত তোমরা উহার সহিত সংগ্রাম কর ; অতঃপর যদি সে প্রত্যাবর্ত্তিত হয়, তবে তদুভয়ের মধ্যে ন্যায়সঙ্গত ভাবে সন্ধি করিয়া দাও ও সুবিচার কর ; নিশ্চয় আল্লাহ সুবিচার-

إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ ط
أُولَٰئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ ٨- فَضْلًا
مِّنَ اللَّهِ وَنِعْمَةً ط وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ○
٩- وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ
اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا ج فَإِنْ
بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ
فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّىٰ تَفِيءَ
إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ ج فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا
بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا ط إِنَّ اللَّهَ

বিষয়ে তোমাদের মতামত গ্রহণ করিলেও অধিকাংশ বিষয়ে তোমাদের অভিমত গ্রহণ করা কখনই সম্ভবপর নহে। কারণ তিনি আল্লাহতালার ইচ্ছা, ইঙ্গিত অথবা আদেশ অনুসারেই প্রত্যেক বিষয়ে স্বীয় কর্ত্তব্য স্থির করিয়া থাকেন। যদি তিনি অধিকাংশ বিষয়ে তোমাদের অভিমত গ্রহণ করিতেন, তবে তোমাদের মতের ভুলভ্রান্তি দ্বারা তোমরাই বিপন্ন ও ক্ষতিগ্রস্ত হইতে। কিন্তু আল্লাহতালা তোমাদের জন্য ইস্‌লামী ধর্ম্ম-বিশ্বাসকে প্রিয়তর করিয়াছেন এবং তোমাদের অন্তর-সমূহ উহার সৌন্দর্য্য ও মাধুর্য্যে বিভূষিত করিয়াছেন ; পক্ষান্তরে অবিশ্বাস, দুষ্কার্য্য ও বিরুদ্ধাচরণ তোমাদের জন্য ঘৃণাস্কর করিয়া দিয়াছেন। ফলতঃ পৃথিবীতে তোমরাই আমার প্রিয়তম রসুলের অনুগত সত্যপরায়ণ সম্প্রদায়। এই হেতু আমি তোমাদের উপর আমার অনন্ত অনুগ্রহের ধারা বর্ষণ করিয়া তোমাদিগকে যাবতীয় অমঙ্গল ও অনিষ্টকারিতা হইতে প্রমুক্ত করিয়া দিয়াছি। বলা বাহুল্য, আলোচ্য আয়তে করুণাময় আল্লাহতালার পক্ষ হইতে হজরত রসুলোল্লার সম্মানিত ও ধর্ম্মপ্রাণ সহচরগণের অতি উচ্চপ্রশংসা করা হইয়াছে।

৯—১০। **পঞ্চম আদেশ**—কোন কোন হাদিসে বর্ণিত হইয়াছে যে, হজরত রসুলোল্লাহ (সাঃ) আবদুল্লা বেন-ওবাই নামক কপট-বিশ্বাসীকে সদুপদেশ প্রদানের জন্য গমন করিলে ঐ উপলক্ষে উভয় পক্ষীয় মুসলমানদিগের মধ্যে যে কলহ হইয়াছিল এবং মদিনার আউছ ও খজরজ বংশীয় মুসলমানদিগের মধ্যে পুনঃপুন যে কলহ-বিবাদ হইতেছিল, তদুপলক্ষেই এই আয়তদ্বয় অবতীর্ণ হয়।—সহি বোখারী ও মোসলেম।

কিন্তু আয়ত-দ্বয়ের অর্থ ও মর্ম্ম অতি সাধারণ ও সার্ব্বজনীন। মুসলমানদিগের মধ্যে ব্যক্তিগত ভাবেই হউক অথবা দলগত ভাবেই হউক, কোনরূপ কলহ-বিবাদ উপস্থিত হইলে তাহা মীমাংসা করিয়া দেওয়া অন্যান্য মুসলমানগণের একান্ত কর্ত্তব্য। এরূপ ক্ষেত্রে উভয় পক্ষের মধ্যে যে বা যাহারা অন্যায় করিবে, তাহাদিগকে সংযত ও বশীভূত করিবার জন্য অন্যান্য মুসলমানদিগকে সম্মিলিত হইয়া তাহাদের উপর চাপ দিয়া উভয় পক্ষের মধ্যে মীমাংসা করিয়া দিতে হইবে। যদি অন্যায় অত্যাচারকারীরা প্রবল পরাক্রান্ত হয়, তবে দুর্ব্বলের পক্ষ সমর্থন পূর্ব্বক সর্ব্বপ্রকার

কারীদিগকে ভালবাসেন। ১০। বিশ্বাসী-
গণ ভ্রাতা ব্যতীত নহে; অতএব তোমা-
দের ভ্রাতৃদ্বয়ের মধ্যে শান্তি-স্থাপন কর
এবং আল্লাহকে ভয় কর—যেন তোমরা
অনুগ্রহ লাভ করিতে পার।

يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ۝ ١٠- إِنَّمَا
الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ
أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ
تُرْحَمُونَ ۝

২য় রুকু—ইসলামের সার্ব্বজনীন সুনীতি ও সদুপদেশ

১১। হে বিশ্বাস-স্থাপনকারিগণ,
এক সম্প্রদায় অন্য সম্প্রদায়কে উপহাস-
বিদ্রূপ করিও না—সম্ভবতঃ উহারা
তাহাদের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর হইবে এবং
কোন নারী কোন নারীকেও—সম্ভবতঃ
উহারা তাহাদের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর হইবে;
এবং তোমরা নিজেদের মধ্যে দোষারোপ
করিবে না এবং কাহাকেও নিকৃষ্ট
উপাধি-যোগে আহ্বান করিও না।

١١- يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ
قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ عَسَىٰ أَنْ يَكُونُوا
خَيْرًا مِنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِنْ نِسَاءٍ
عَسَىٰ أَنْ يَكُنَّ خَيْرًا مِنْهُنَّ ج وَلَا
تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا
بِالْأَلْقَابِ ط بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوقُ

প্রচেষ্টা—এমনকি, প্রয়োজন হইলে সংগ্রাম করিয়াও তাহাদিগকে নিরস্ত করা উচিত। শেষ আয়তে আল্লাহতালা পুনরায় বলিয়া দিয়াছেন যে, মুসলমানেরা পরস্পর ধর্ম্ম-ভ্রাতা; সুতরাং তাহাদের মধ্যে ভ্রাতৃবিরোধ হওয়া কখনই উচিৎ নহে। যদি কখনও কোন কারণে তাহাদের দুই দল বা দুই জনের মধ্যে কোনরূপ ভ্রাতৃবিরোধ বা কলহ-বিবাদ উপস্থিত হয়, তবে আল্লাহতালাকে ভয় করিয়া তাঁহার অনুগ্রহ ও করুণা লাভের জন্য অবিলম্বে উভয় পক্ষের মধ্যে আপোষ-মীমাংসা করিয়া দিয়া সন্ধি ও শান্তি স্থাপন করিতে হইবে। অন্যথা আল্লাহতালার অনুগ্রহ হইতে বঞ্চিত হইয়া তাহাদিগকে অধঃপতিত ও দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইতে হইবে। যে সকল মুসলমান সামান্য সামান্য কারণে সমাজের মধ্যে আত্মকলহ, ভেদনীতি, ভ্রাতৃবিরোধ দলাদলি ও মামলা-মোকদ্দমা করিয়া জাতির অধঃপতনের পথ প্রশস্ত করে এবং যাহারা শুধু আত্ম-প্রাধান্য ও স্বার্থ-সাধনের আশার অকারণে পরস্পরের উপর কোফরী ফতওয়ায় ছড়াছড়ি করিয়া সমাজের মধ্যে অশান্তির আগুন জ্বালাইয়া তুলে, উপরোক্ত আয়তদ্বয়ের প্রতি লক্ষ্য করিয়া তাহাদের সংযত ও সতর্ক হওয়া একান্ত কর্ত্তব্য।

১১। **ষষ্ঠ আদেশ**—এই আয়তে আল্লাহতালা স্পষ্টতর ভাষায় নিষেধ করিয়াছেন যে, মুসলমানদিগের মধ্যে এক সম্প্রদায় অন্য সম্প্রদায়কে, এক ব্যক্তি অন্য ব্যক্তিকে এবং এক নারী অন্য নারীকে অপমান-অপদস্ত অথবা অপ্রস্তুত ও হেয় করিবার জন্য কদাচ উপহাস-বিদ্রূপ কিংবা তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করিবে না। কারণ তোমরা যাহাদিগকে উপহাস-বিদ্রূপ করিবে, হয়ত আল্লাহতালার নিকটে সেই তোমাদের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর অথবা ভবিষ্যতেও তোমরা তাহাদের অপেক্ষা অধম ও হেয় হইয়া যাইতে পার। ধনী দরিদ্রকে অবজ্ঞা করিলে সে তাহা অপেক্ষাও

বিশ্বাস-স্থাপনের পর বিকৃত নামকরণ নিকৃষ্টতর কার্য্য; এবং যে প্রত্যাবর্ত্তিত না হইবে ফলতঃ তাহারাই অত্যাচারী।
১২। হে বিশ্বাস-স্থাপনকারিগণ, তোমরা অতিরিক্ত অনুমান হইতে বিরত হও, নিশ্চয় কোন কোন অনুমান পাপজনক; এবং তোমরা গুপ্তচর হইও না এবং অসাক্ষাতে পরস্পরের দুর্ণাম করিও না। তোমাদের মধ্যে কেহ কি মৃত ভ্রাতার মাংস ভক্ষণ করিতে ভালবাসে? কিন্তু তোমরা উহা ঘৃণা করিয়া থাক। এবং আল্লাহকে ভয় কর, নিশ্চয় আল্লাহ

بَعْدَ الْإِيمَانِ ۚ وَمَن لَّمْ يَتُبْ
فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ١٢- يَا أَيُّهَا
الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ
الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا
تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَب بَّعْضُكُم بَعْضًا ط
أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ
مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ ط وَاتَّقُوا اللَّهَ ط إِنَّ

দরিদ্র হইতে এবং কোন সুন্দরী কোন কুরূপাকে উপহাস করিলে সে তাহা অপেক্ষাও কুৎসিত হইয়া যাইতে পারে। আল্লাহতালার নিকট আদৌ অসম্ভব নহে এবং মানবের পারি জীবনে এরূপ বহু ঘটনা সংঘটিত হইতে দেখা যায়। এই সঙ্গে আল্লাহতালা আরও আদেশ করিতেছেন যে, তোমরা নিজেদের মধ্যে দোষানুসন্ধান অথবা পরস্পরের প্রতি দোষারোপ করিও না এবং ইস্লাম গ্রহণের পর কাহাকেও অনৈসলামিক বিকৃত নাম ও নিকৃষ্ট উপাধি-যোগে আহ্বান করিও না। কারণ ইহা নিতান্তই অসভ্যোচিত, নিকৃষ্টতর ও নিন্দনীয় কার্য্য। মুসলমানদিগকে সুশিক্ষিত, সুসভ্য ও সুমার্জ্জিত জাতিতে পরিণত করিবার জন্য করুণাময় আল্লাহতালা কি সুন্দর উপদেশ দান করিয়াছেন।

১২। **সপ্তম আদেশ**—এই আয়তে অতিরিক্ত অনুমান, অনিষ্টকর ধারণা, গুপ্তচরের কার্য্য বা গোয়েন্দাগিরী এবং 'গিবত' বা অসাক্ষাতে পরস্পরের দুর্ণাম করা দৃঢ়তার সহিত নিষেধ করা হইয়াছে। কোন বিষয় সঠিক না জানিয়া শুনিয়া শুধু অতিরিক্ত অনুমান ও অনিষ্টকর ধারণার ফলে জগতে বহু অনর্থের সৃষ্টি হইয়াছে এবং এইরূপ অলীক সন্দেহের ফলে বহু সুখের জীবন ও সোনার সংসার ছারখার হইয়া গিয়াছে। গুপ্তচরের কার্য্য বা গোয়েন্দাগিরী অতি নিন্দনীয় কার্য্য। কারণ ইহাতে কোন কোন সময়ে শুধু অলীক অনুমান ও অযথা সন্দেহের উপর নির্ভর করিয়া একের অপরাধ অন্যের ঘাড়ে চাপাইয়া দিতে হয় এবং অনেক সময়ে অপরের অপ্রকাশ্য গুপ্ত কথা বা গোপনীয় বিষয় প্রকাশ করিয়া দেওয়া একান্ত আবশ্যক হইয়া পড়ে। এইরূপ কাহারও অসাক্ষাতে তাহার নিন্দা বা দুর্ণাম প্রচার করাও অতি অন্যায় কার্য্য। কারণ অনুপস্থিত ব্যক্তি মৃত-তুল্য; তাই কাহারও অনুপস্থিতি বা অসাক্ষাতে তাহার নিন্দা বা দুর্ণাম প্রচার করাকে আল্লাহতালার মৃত ভ্রাতার মাংস ভক্ষণের তুল্য পৈশাচিক অপরাধ বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন।

'গিবত' সম্বন্ধে হজরত রসুলুল্লাহ বলিয়াছেন—"কাহারও অসাক্ষাতে (অকারণে) তাহার প্রকৃত দোষ-ত্রুটি প্রকাশ করার নামই গিবত; অপ্রকৃত বা অসত্য হইলে উহাকে মিথ্যাপবাদ বলে।" অবশ্য একান্ত আবশ্যকীয় স্থলে—সদুদ্দেশ্যে সত্য-প্রচার করাও একান্ত আবশ্যক। যেমন হজরত রসুলোল্লাহ বলিয়াছেন,—"তোমরা অপ্রিয় অথবা তিক্ত হইলেও সত্যকথা বল—অর্থাৎ সত্যপ্রচার কর।" কাহারও গুপ্ত বিষয় প্রকাশ না করার সুফল সম্বন্ধে হজরত রসুলোল্লাহ বলিয়াছেন—"মুসলমানদের গুপ্ত দোষানুসন্ধান অতি হেয় কার্য্য। যে পৃথিবীতে অপরের গুপ্ত

ক্ষমাগ্রহণকারী করুণাময়। ১৩। হে মানবগণ নিশ্চয় আমি তোমাদিগকে একই পুরুষ ও নারী হইতে সৃষ্টি করিয়াছি এবং আমি তোমাদিগকে বিভিন্ন সম্প্রদায় ও বিভিন্ন বংশ করিয়াছি—যেন তোমরা পরস্পরকে পরিজ্ঞাত হও; নিশ্চয় আল্লার নিকট তোমাদের সংযমশীলতাই সম্মানজনক। নিশ্চয় আল্লাহ মহাজ্ঞানী অভিজ্ঞ। ১৪। মরুবাসীরা বলে যে, আমরা বিশ্বাস-স্থাপন করিয়াছি; তুমি বল, তোমরা কখনই বিশ্বাস স্থাপন কর নাই; বরং তোমরা বল যে, আমরা আনুগত্য স্বীকার করিয়াছি এবং এখনও তোমাদের অন্তর-সমূহে বিশ্বাস প্রবিষ্ট হয় নাই। এবং যদি তোমরা আল্লাহ ও তদীয় রসুলের অনুগত হও, তবে ॥ তিনি তোমাদের কৃতকর্ম্ম-সমূহের কিছুমাত্র হ্রাস করিবেন না; নিশ্চয় আল্লাহ ক্ষমাশীল

اللّٰهَ تَوَّابٌ رَّحِيْمٌ ۝ ١٣- يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّا خَلَقْنٰكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ وَّاُنْثٰى وَجَعَلْنٰكُمْ شُعُوْبًا وَّقَبَآئِلَ لِتَعَارَفُوْا ۚ اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقٰىكُمْ ۚ اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ خَبِيْرٌ ۝ ١٤- قَالَتِ الْاَعْرَابُ اٰمَنَّا ۚ قُلْ لَّمْ تُؤْمِنُوْا وَلٰكِنْ قُوْلُوْٓا اَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْاِيْمَانُ فِيْ قُلُوْبِكُمْ ۚ وَاِنْ تُطِيْعُوا اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ لَا يَلِتْكُمْ مِّنْ اَعْمَالِكُمْ شَيْئًا ۚ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ۝

বিষয় প্রকাশ না করিবে, করুণাময় আল্লাহতালা পরলোকে তাহার গুপ্ত বিষয়-সমূহ প্রকাশ করিবেন না।"—সহি মোসলেম, আবুদাউদ ও নেসায়ী।

১৩। **কুল-কৌলিন্যের অসারতা**—অনন্তর আল্লাহতালা বলিতেছেন—হে মানবগণ, আমি তোমাদিগকে একই পুরুষ ও নারী অর্থাৎ মানবের আদি-পিতা আদম ও আদি-জননী হাওয়া হইতে সৃষ্টি করিয়া তৎপর দেশ-কাল-পাত্রানুযায়ী তোমাদিগকে বিভিন্ন জাতি ও বিভিন্ন সম্প্রদায়ে পরিণত করিয়াছি এবং যাহাতে তোমরা পরস্পর পরিচিত হইতে পার, তজ্জন্য তোমাদিগকে বিভিন্ন বর্ণ ও ভিন্ন ভিন্ন বংশে বিভক্ত করিয়া দিয়াছি। সুতরাং মানবের পক্ষে বংশগত বা কুলগর্ব্ব করিবার কিছুই নাই; বরং তোমাদের মধ্যে যে ধার্ম্মিক, সংযমী ও চরিত্রবান, আল্লাহতালার নিকট সেই সম্মানিত ও উচ্চপদস্থ বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকে। কেহ ফেরেশতা তুল্য নির্ম্মল ও নিষ্কলঙ্ক বংশে জন্মগ্রহণ করিলে কিংবা সমগ্র পৃথিবীর আধিপত্য লাভ করিলে অথবা বিশ্ববিজয়ী মহাবীর হইলেও সে যদি ধার্ম্মিক, সংযমী ও চরিত্রবান না হয়, তবে আল্লাহতালার নিকট তাহার কোনই গৌরব ও মর্য্যাদা নাই।

১৪—১৫। মোজাহেদ বলিয়াছেন যে, দুর্ভিক্ষের সময়ে কোন কোন মরুবাসী সম্প্রদায় জাকাত ও ফেৎরা প্রাপ্তির আশায় হজরত রসুলোল্লার নিকট উপস্থিত হইয়া বলিত যে, আমরা ইসলাম ধর্ম্মে বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছি। আল্লাহতালা ঐ সকল সম্প্রদায় সম্বন্ধে বলিতেছেন—হে রসুল, তুমি উহাদিগকে বলিয়া দাও যে, তোমরা কখনই সত্যধর্ম্মে বিশ্বাস-স্থাপন কর নাই এবং সত্য-বিশ্বাসের বীজ এখনও তোমাদের অন্তরে প্রবিষ্ট হয় নাই; অবশ্য তোমরা বলিতে পার যে, আমরা আপনার আনুগত্য স্বীকার করিতে আসিয়াছি। কিন্তু যদি তোমরা সত্যবিশ্বাসী মুসলমান হইতে চাও, তবে আন্তরিকতার সহিত পূর্ণ-বিশ্বাসে আল্লাহ ও তাঁহার রসুলের পূর্ণ আনুগত্য স্বীকার করিয়া ধর্ম্মপথে ধনপ্রাণ আত্মোৎসর্গ করিতে প্রস্তুত হও। তাহা হইলে করুণাময় আল্লাহতালা অবশ্যই তোমাদের প্রতি অনুগ্রহ করিবেন।

১٥- إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ
آمَنُوا بِاللّٰهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا
وَجٰهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي
سَبِيلِ اللّٰهِ ط أُولٰئِكَ هُمُ الصّٰدِقُونَ ○
١٦- قُلْ أَتُعَلِّمُونَ اللّٰهَ بِدِينِكُمْ ط
وَاللّٰهُ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا
فِي الْأَرْضِ ط وَاللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ○
١٧- يَمُنُّونَ عَلَيْكَ أَنْ أَسْلَمُوا ط
قُلْ لَا تَمُنُّوا عَلَيَّ إِسْلَامَكُمْ ج
بَلِ اللّٰهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ أَنْ هَدٰىكُمْ
لِلْإِيمَانِ إِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِينَ ○
١٨- إِنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ غَيْبَ السَّمٰوٰتِ
وَالْأَرْضِ ط وَاللّٰهُ بَصِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ○ع

করুণাময়। ১৫। কেবলমাত্র তাহারাই বিশ্বাসী—যাহারা আল্লাহ ও তদীয় রসুলের প্রতি বিশ্বাস-স্থাপন করিয়াছে, তৎপর উহাতে সন্দেহ করে না এবং যাহারা আল্লার পথে স্বীয় ধন ও স্বীয় প্রাণ দ্বারা ধর্ম্মযুদ্ধ করে; ইহারাই সত্যপরায়ণ। ১৬। তুমি বল—তবে কি তোমরা আল্লাহকে তোমাদের ধর্ম্মপ্রাণতা পরিজ্ঞাপন করিতেছ? এবং আল্লাহ নভোমণ্ডলের মধ্যে যাহা আছে, ও ভূমণ্ডলের মধ্যে যাহা আছে, তাহা পরিজ্ঞাত আছেন এবং আল্লাহ সর্ব্ববিষয়ে মহাজ্ঞানী। ১৭। তাহারা মনে করে যে, ইস্‌লাম গ্রহণ করিয়া তাহারা তোমাকে অনুগৃহীত করিয়াছে; তুমি বল—তোমাদের ইস্‌লাম গ্রহণকে আমার উপর অনুগ্রহ ধারণা করিও না; কিন্তু যদি তোমরা সত্যবাদী হও তবে তোমরা ধারণা কর যে, আল্লা-ই তোমাদিগকে অনুগ্রহ করিয়াছেন—যেহেতু তিনি তোমাদিগকে বিশ্বাসের দিকে পথ-প্রদর্শন করিয়াছেন। ১৮। নিশ্চয় আল্লাহ নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের অদৃশ্য বিষয়-সমূহ পরিজ্ঞাত আছেন এবং তোমরা যাহা করিতেছ, আল্লাহ তাহার প্রত্যক্ষকারী।

১৬। এই আয়তে আল্লাহতালা আরও স্পষ্ট ও পরিষ্কার করিয়া বলিয়া দিতেছেন যে, যাহারা অন্তরে অন্তভাব অর্থাৎ ইস্‌লাম সম্বন্ধে সন্দেহ ও দ্বিধা পোষণ করিয়া আল্লাহ-রসুলের নিকট অথবা অন্য মানুষের সমক্ষে মুসলমান বলিয়া পরিচয় দিয়া নিজেদের ধর্ম্মপ্রাণতা পরিজ্ঞাপন করিতে চাহে, তাহারা সত্য-ধর্ম্ম ও সত্য-বিশ্বাস হইতে বহু দূরে অবস্থান করিতেছে।

১৭—১৮। অবশেষে আল্লাহতালা হজরত রসুলোল্লাকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন—হে রসুল, ঐ কপট ও ক্ষীণ-বিশ্বাসী লোকেরা মনে করে যে, তাহারা ইস্‌লাম গ্রহণ করিয়া তোমাকে মহা অনুগৃহীত করিয়াছে! তুমি তাহাদিগকে বলিয়া দাও যে, হে ভ্রান্ত দল, তোমাদের এই ইস্‌লাম গ্রহণ বা আনুগত্য স্বীকারকে আমার প্রতি অনুগ্রহ ধারণা করিও না; বরং যদি তোমরা সত্যপরায়ণ হও, তবে তোমরা ধারণা করিও যে, সত্যবিশ্বাস ও সত্যধর্ম্মের দিকে পথ-প্রদর্শন করিয়া আল্লাহতালাই তোমাদিগকে অনুগৃহীত করিয়াছেন।

এইরূপ ভাবে মানবজাতিকে সত্যধর্ম্ম, সুনীতি, সদাচার ও সভ্যতা শিক্ষা প্রদানের পর সত্যবিশ্বাস এবং প্রকৃত মোস্‌লেম জীবনের আদর্শ সম্বন্ধে তাহাদিগকে পুনঃপুনঃ সতর্ক করিয়া দিয়া করুণাময় আল্লাহতালা আলোচ্য সুরা শেষ করিয়াছেন।

মক্কায় অবতীর্ণ	৫০। সুরা কাফ ق	৪৫ আয়ত

১ম রুকু—পুনরুত্থান সম্বন্ধে পার্থিব নিদর্শনাবলী

সর্ব্বপ্রদাতা করুণাময় আল্লার নামে

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

১। কাফ; সাক্ষী এই মহিমান্বিত কোরান। ২। বরং তাহারা বিস্মিত হইয়াছে যে, তাহাদের মধ্য হইতেই একজন ভয়-প্রদর্শক আগমন করিয়াছে; অনন্তর অবিশ্বাসীরা বলিতেছে যে, ইহা ত বিস্ময়কর ব্যাপার! ৩। তবে কি যখন আমরা মৃত্যুমুখে পতিত হইব

١- قٓ ۚ وَالْقُرْاٰنِ الْمَجِيْدِ ۚ
٢- بَلْ عَجِبُوْٓا اَنْ جَآءَهُمْ مُّنْذِرٌ
مِّنْهُمْ فَقَالَ الْكٰفِرُوْنَ هٰذَا شَيْءٌ
عَجِيْبٌ ۚ ٣- ءَاِذَا مِتْنَا وَكُنَّا

কাফ—এই সুরার সর্ব্বপ্রথম বিকর্ত্তিত বর্ণ 'কাফ' হইতেই ইহার নামকরণ করা হইয়াছে। অভিজ্ঞ তফসীরকার ও ওলামাগণ 'কাফ' বর্ণের নানারূপ আনুমানিক মর্ম্মার্থ পরিকল্পনা করিয়াছেন—১ম আয়তের তফসীর দ্রষ্টব্য।

শানে-নজুল—তফসীরকারগণের সর্ব্ববাদীসম্মত মতে এই সুরা মক্কায় অবতীর্ণ হইয়াছিল। অনেকেই অনুমান করেন যে, ইহা মক্কার প্রাথমিক প্রত্যাদেশ সমূহের অন্যতম সুরা আবার কেহ কেহ ইহাকে হেজরতের পরবর্ত্তী প্রত্যাদেশ বলিয়াও নির্দ্দেশ করিয়াছেন। হজরত এব্‌ন আব্বাস প্রমুখ রাবীগণ বর্ণনা করিয়াছেন যে, হজরত রসুলোল্লাহ ফজরের নামাজের প্রথম রেকাতে এবং ঈদের নামাজে এই সুরা পাঠ করিতেন। জোমার নামাজের খোতবাতেও তিনি অনেক সময় এই সুরা পড়িতেন। সর্ব্বশক্তিমান আল্লাহতালা এই সুরায় অবিশ্বাসীদিগের অন্তিম পরিণাম এবং পারলৌকিক মহা-বিচারের প্রসঙ্গ বর্ণনা পূর্ব্বক আত্মবিস্মৃতি মানব জাতিকে বিশেষভাবে সতর্ক করিয়া দিয়াছেন।
—সহি মোস্‌লেম প্রভৃতি।

১। **কাফ**—বর্ণে তফ্‌সীরকারগণ 'কাদির' বা 'কোদরত' শব্দের অভিব্যক্তি বলিয়া অনুমান করিয়াছেন। 'কাদির' অর্থে সর্ব্বশক্তিমান এবং 'কোদরত' তাঁহার অনন্ত মহিমা।—তঃ কবির।

হজরত এব্‌ন-আব্বাসের একটি বর্ণনায় উক্ত বর্ণ আল্লাহতালার একটি নাম এবং অন্য বর্ণনায় একটি পাহাড়ের নাম (কোহকাফ) বলিয়া বর্ণিত হইয়াছিল। আবার কেহ কেহ বলেন যে, 'কাফ' কোরান শরিফের একটি নাম (কাতাদা)। কিন্তু পরবর্ত্তী সিদ্ধান্ত এই যে, উক্ত সাঙ্কেতিক বর্ণে আল্লাহতালার মহান্ নাম এবং তাঁহার অনন্ত মহিমার প্রতি ইঙ্গিত করতঃ মহিমান্বিত কোরান শরিফকে সাক্ষ্য করিয়া উহার অলৌকিক সত্যতা ঘোষণা করা হইয়াছে।

২—৩। আরবের অবিশ্বাসীরা হজরত রসুলোল্লার নবুয়ত ও প্রত্যাদেশ-প্রাপ্তিকে অত্যন্ত বিস্ময়কর ব্যাপার বলিয়া ধারণা করিত। এবং তাহারা বলিত যে, আমরা মরিয়া মাটি হইবার পর পুনরায় জীবিত হইব এবং তখন আমাদের কৃতকর্ম্মের বিচার হইবে, ইহা একান্তই সুদূর পরাহত অর্থাৎ এরূপ বিস্ময়কর ব্যাপার সংঘটিত হওয়া কখনই সম্ভবপর নহে।

এবং মাটি হইয়া যাইব—তখন এইরূপ প্রত্যাবর্ত্তন সুদূর-পরাহত। ৪। নিশ্চয় উহাদিগ হইতে মৃত্তিকা যাহা হ্রাস করিবে, তাহা আমি পরিজ্ঞাত আছি এবং আমার নিকট সুরক্ষিত গ্রন্থ রহিয়াছে। ৫। বরং যখন উহা তাহাদের নিকট উপস্থিত হইয়াছিল, তখন তাহারা সত্য সম্বন্ধে অসত্যারোপ করিয়াছিল; ফলতঃ উহারা বিষম সমস্যার মধ্যে রহিয়াছে। ৬। তবে কি উহারা তাহাদের ঊর্দ্ধ-আকাশের প্রতি লক্ষ্য করিতেছে না যে, কিরূপে আমি উহা নির্ম্মাণ করিয়াছি এবং উহা সুশোভিত করিয়াছি এবং উহাতে কোন ফাঁক নাই। ৭। এবং এই পৃথিবী, আমি উহাকে সম্প্রসারিত করিয়াছি এবং আমি তন্মধ্যে পর্ব্বত-সমূহ নিক্ষেপ করিয়াছি এবং উহাতে সর্ব্বপ্রকার সুদৃশ্য বিষয় সমুদ্গত করিয়াছি;—৮। তোমা-

تُرَابًا ۚ ذٰلِكَ رَجْعٌۢ بَعِيْدٌ ○ ٤- قَدْ
عَلِمْنَا مَا تَنْقُصُ الْاَرْضُ مِنْهُمْ ۚ
وَعِنْدَنَا كِتٰبٌ حَفِيْظٌ ○ ٥- بَلْ
كَذَّبُوْا بِالْحَقِّ لَمَّا جَآءَهُمْ فَهُمْ فِيْٓ
اَمْرٍ مَّرِيْجٍ ○ ٦- اَفَلَمْ يَنْظُرُوْٓا
اِلَى السَّمَآءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنٰهَا
وَزَيَّنّٰهَا وَمَا لَهَا مِنْ فُرُوْجٍ ○
٧- وَالْاَرْضَ مَدَدْنٰهَا وَاَلْقَيْنَا
فِيْهَا رَوَاسِيَ وَاَنْۢبَتْنَا فِيْهَا مِنْ
كُلِّ زَوْجٍۢ بَهِيْجٍ ۙ ٨- تَبْصِرَةً

৪। অবিশ্বাসীদের উপরোক্ত উক্তির উত্তরে আল্লাহতালা বলিতেছেন যে, মানুষ জাতির মধ্যে যাহারা 'হ্রাসপ্রাপ্ত' অর্থাৎ মৃত্যুমুখে পতিত হইতেছে অথবা মৃতদেহের যে সকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ মাটির সহিত মিশিয়া যাইতেছে কিংবা তাহারা পার্থিব জীবনে যে সকল কার্য্য করিয়াছে, তাহা সমস্তই আমি পরিজ্ঞাত আছি এবং আমার সুরক্ষিত গ্রন্থে উহা সমস্তই লেখা লিপিবদ্ধ রহিয়াছে; সুতরাং আমার অজানা কিছুই নাই।

৫। অনন্তর আল্লাহতালা স্বীয় অনন্ত মহিমার প্রতি ইঙ্গিত করিয়া বলিতেছেন যে, আমার এই অভ্রান্ত পবিত্র বাণী কোরান যখন সর্ব্বপ্রথম তাহাদের মধ্যে প্রচারিত হইয়াছিল, তখন উহার সত্যতা সম্বন্ধে কিছুমাত্র বিশ্বাস না করিয়া তৎপ্রতি অন্যায়ভাবে অসত্যারোপ করিয়া উহারা বিভ্রান্ত ও বিপথগামী হইয়া গিয়াছে। যদি অবিশ্বাসীরা আমার অলৌকিক শক্তি ও অসীম মহিমা সম্বন্ধে একটু অভিনিবেশ সহকারে চিন্তা করিয়া দেখিত, তবে তাহারা আমার বাণী এবং পারলৌকিক পুনরুত্থান ও মহাবিচার কখনই অবিশ্বাস অথবা অস্বীকার করিতে পারিত না।

৬—৮। অতঃপর আল্লাহতালা অবিশ্বাসীদের জ্ঞানচক্ষু প্রস্ফুটিত করিবার জন্য বলিতেছেন, অবিশ্বাসীরা কি ঊর্দ্ধে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া দেখিতেছে না যে, কিরূপ অপূর্ব্ব কৌশলে আমি ঐ ফাঁক-শূন্য অনন্ত আকাশ সৃষ্টি করিয়া তৎপর উহা সমুজ্জ্বল চন্দ্র-সূর্য্য ও গ্রহ-নক্ষত্র দ্বারা সুশোভিত করিয়াছি এবং তৎপর নিম্নে এই বিশাল পৃথিবী সৃষ্টি করিয়া মানব-দানব ও অন্যান্য জীবজন্তুর বসবাসের জন্য উহাকে সম্প্রসারিত করিয়া দিয়াছি? পৃথিবীর ভার-কেন্দ্র নিয়ন্ত্রিত করিয়া উহাকে সুস্থির করিবার জন্য উহাতে বিভিন্ন পর্ব্বত-শ্রেণী সমুদ্গত করা হইয়াছে এবং জীবের জীবিকা-অর্জ্জন ও প্রাণ-ধারণের জন্য উহাতে কত মনোহর তরুলতা, ফলপুষ্প ও শস্যসম্ভার উৎপন্ন হইয়া থাকে। মানবদিগকে আমার মহিমা প্রদর্শনের জন্যই আমি এই সমস্ত সৃষ্টি

এবং মাটি হইয়া যাইব—তখন এইরূপ
প্রত্যাবর্ত্তন সুদূর-পরাহত। ৪। নিশ্চয়
উহাদিগ হইতে মৃত্তিকা যাহা হ্রাস
করিবে, তাহা আমি পরিজ্ঞাত আছি
এবং আমার নিকট সুরক্ষিত গ্রন্থ
রহিয়াছে। ৫। বরং যখন উহা
তাহাদের নিকট উপস্থিত হইয়াছিল,
তখন তাহারা সত্য সম্বন্ধে অসত্যারোপ
করিয়াছিল; ফলতঃ উহারা বিষম
সমস্যার মধ্যে রহিয়াছে। ৬। তবে
কি উহারা তাহাদের উর্দ্ধে-আকাশের
প্রতি লক্ষ্য করিতেছে না যে, কিরূপে
আমি উহা নির্ম্মাণ করিয়াছি এবং উহা
সুশোভিত করিয়াছি এবং উহাতে কোন
ফাঁক নাই। ৭। এবং এই পৃথিবী,
আমি উহাকে সম্প্রসারিত করিয়াছি এবং
আমি তন্মধ্যে পর্ব্বত-সমূহ নিক্ষেপ
করিয়াছি এবং উহাতে সর্ব্বপ্রকার সুদৃশ্য
বিষয় সমুদ্গত করিয়াছি;—৮। তোমা-

ابًا ۚ ذٰلِكَ رَجْعٌۢ بَعِيْدٌ ○ ٤- قَدْ
عَلِمْنَا مَا تَنْقُصُ الْاَرْضُ مِنْهُمْ ۚ
وَعِنْدَنَا كِتٰبٌ حَفِيْظٌ ○ ٥- بَلْ
كَذَّبُوْا بِالْحَقِّ لَمَّا جَآءَهُمْ فَهُمْ فِيْٓ
اَمْرٍ مَّرِيْجٍ ○ ٦- اَفَلَمْ يَنْظُرُوْٓا
اِلَى السَّمَآءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنٰهَا
وَزَيَّنّٰهَا وَمَا لَهَا مِنْ فُرُوْجٍ ○
٧- وَالْاَرْضَ مَدَدْنٰهَا وَاَلْقَيْنَا
فِيْهَا رَوَاسِيَ وَاَنْۢبَتْنَا فِيْهَا مِنْ
كُلِّ زَوْجٍۢ بَهِيْجٍ ○ ٨- تَبْصِرَةً

৪। অবিশ্বাসীদের উপরোক্ত উক্তির উত্তরে আল্লাহতালা বলিতেছেন যে, মানুষ জাতির মধ্যে যাহারা 'হ্রাসপ্রাপ্ত' অর্থাৎ মৃত্যুমুখে পতিত হইতেছে অথবা মৃতদেহের যে সকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ মাটির সহিত মিশিয়া যাইতেছে কিংবা তাহারা পার্থিব জীবনে যে সকল কার্য্য করিয়া গিয়াছে, তাহা সমস্তই আমি পরিজ্ঞাত আছি এবং আমার সুরক্ষিত গ্রন্থে উহা সমস্তই যথাযথ লিপিবদ্ধ রহিয়াছে; সুতরাং আমার অজানা কিছুই নাই।

৫। অনন্তর আল্লাহতালা স্বীয় অনন্ত মহিমার প্রতি ইঙ্গিত করিয়া বলিতেছেন যে, আমার এই অভ্রান্ত পবিত্র বাণী কোরান যখন সর্ব্বপ্রথম তাহাদের মধ্যে প্রচারিত হইয়াছিল, তখন উহার সত্যতা সম্বন্ধে কিছুমাত্র বিশ্বাস না করিয়া তৎপ্রতি অন্যায়ভাবে অসত্যারোপ করিয়াই উহারা বিভ্রান্ত ও বিপথগামী হইয়া গিয়াছে। যদি অবিশ্বাসীরা আমার অলৌকিক শক্তি ও সৃষ্টি-মহিমা সম্বন্ধে একটু অভিনিবেশ সহকারে চিন্তা করিয়া দেখিত, তবে তাহারা আমার বাণী এবং পারলৌকিক পুনরুত্থান ও মহাবিচার কখনই অবিশ্বাস অথবা অস্বীকার করিতে পারিত না।

৬—৮। অতঃপর আল্লাহতালা অবিশ্বাসীদের জ্ঞানচক্ষু প্রস্ফুটিত করিবার জন্য বলিতেছেন, অবিশ্বাসীরা কি উর্দ্ধে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া দেখিতেছে না যে, কিরূপ অপূর্ব্ব কৌশলে আমি ঐ ফাঁক-শূন্য অনন্ত আকাশ সৃষ্টি করিয়া তৎপর উহা সমুজ্জল চন্দ্র-সূর্য্য ও গ্রহ-নক্ষত্র দ্বারা সুশোভিত করিয়াছি এবং তৎপর নিম্নে এই বিশাল পৃথিবী সৃষ্টি করিয়া মানব-দানব ও অন্যান্য জীবজন্তুর বসবাসের জন্য উহাকে সম্প্রসারিত করিয়া দিয়াছি? পৃথিবীর ভার-কেন্দ্র নিয়ন্ত্রিত করিয়া উহাকে সুস্থির করিবার জন্য উহাতে বিভিন্ন পর্ব্বত-শ্রেণী সমুদ্গত করা হইয়াছে এবং জীবের জীবিকা-অর্জ্জন ও প্রাণ-ধারণের জন্য উহাতে কত মনোহর তরুলতা, ফলপুষ্প ও শস্যসম্ভার উদ্গত হইয়া থাকে। মানবদিগকে আমার মহিমা প্রদর্শনের জন্যই আমি এই সমস্ত সৃষ্টি

দিগকে প্রদর্শনের জন্য এবং প্রত্যেক
প্রত্যাবর্ত্তনশীল দাসগণের উপদেশ গ্রহণের
জন্য। ৯। এবং আমি আকাশ হইতে
কল্যাণ-বর্দ্ধক বারি বর্ষণ করি, তৎপর
আমি তদ্দ্বারা উদ্যান ও কর্ত্তন-যোগ্য শস্য
সমুৎপন্ন করি ; ১০। এবং সমুচ্চ খর্জ্জুর
বৃক্ষ সমূহ, যাহার শাস-সমূহ স্তরে স্তরে
রহিয়াছে—১১। দাসগণের উপজীবিকার
জন্য ; এবং আমি তদ্দ্বারা মৃতপ্রায়
নগরীকে সঞ্জীবিত করিয়াছি ; এইরূপেই
পুনরুত্থান। ১২। ইহাদের পূর্ব্বে নূহ
সম্প্রদায়, কূপের অধিবাসী ও সমূদেরা
অসত্যারোপ করিয়াছিল ; ১৩। এবং আদ
ও ফেরাউন ও লূত ভ্রাতৃবর্গ ; ১৪। এবং
বন-নিবাসী ও তোব্বা সম্প্রদায় ; উহারা
সকলেই আমার রসুলগণের প্রতি
অসত্যারোপ করিয়াছিল, তজ্জন্য আমার

وَذِكْرٰى لِكُلِّ عَبْدٍ مُّنِيْبٍ ○
٩- وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَآءِ مَآءً مُّبٰرَكًا
فَاَنْۢبَتْنَا بِهٖ جَنّٰتٍ وَّحَبَّ الْحَصِيْدِ ۙ
١٠- وَالنَّخْلَ بٰسِقٰتٍ لَّهَا طَلْعٌ نَّضِيْدٌ ۙ
١١- رِّزْقًا لِّلْعِبَادِ ۙ وَاَحْيَيْنَا بِهٖ
بَلْدَةً مَّيْتًا ؕ كَذٰلِكَ الْخُرُوْجُ ○
١٢- كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوْحٍ
وَّاَصْحٰبُ الرَّسِّ وَثَمُوْدُ ۙ ١٣- وَ
عَادٌ وَّفِرْعَوْنُ وَاِخْوَانُ لُوْطٍ ۙ
١٤- وَّاَصْحٰبُ الْاَيْكَةِ وَقَوْمُ
تُبَّعٍ ؕ كُلٌّ كَذَّبَ الرُّسُلَ فَحَقَّ

ইহ-পারলৌকিক
করিয়াছি—যেন চিন্তাশীল সুধী ব্যক্তিরা ইহা হইতে জ্ঞান লাভ করিয়া নিজেদের ইহ-পারলৌকিক
কল্যাণ সাধন করিতে পারে।

৯—১১। আল্লাহতালা আরও বলিতেছেন যে, আমি আকাশ হইতে যে কল্যাণপ্রদ বারি
বর্ষণ করি,—সেই সকল সিঞ্চনে কত সুন্দর সুন্দর উদ্যান রচিত হয় এবং শস্যক্ষেত্রে পরিপক্ক
শস্যসমূহ সমুৎপন্ন হইয়া থাকে। বারি বর্ষণের ফলে আরবের বিভিন্ন অঞ্চলে কত সতেজ ও
সমুচ্চ খর্জ্জুর তরু উৎপন্ন হয় এবং আমার সৃষ্ট দাসগণের জীবিকার জন্য উহার স্তরে স্তরে কত
সুন্দর ও সুমধুর খর্জ্জুর ধরিয়া থাকে। আমার অনুগ্রহ স্বরূপ বারি-বর্ষণের ফলে নীরস মৃতপ্রায়
মরুভূমিও সরস ও সঞ্জীবিত হইয়া উঠে।

উপরোক্ত আয়ত সমূহের শেষে আল্লাহতালা বলিয়া দিতেছেন যে, "এইরূপেই পুনরুত্থান"
হইবে—অর্থাৎ যে সর্ব্বশক্তিমান সৃষ্টিকর্ত্তা এই বিরাট বিশ্বজগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন, যিনি
অবলীলাক্রমে প্রতি মুহূর্ত্তে কোটী কোটী জীব সৃষ্টি করিতেছেন এবং যাঁহার অনন্ত অনুগ্রহের
নিদর্শন স্বরূপ বারি বর্ষণে মৃতপ্রায় নীরস বিশুষ্ক ভূমিও সরস ও সঞ্জীবিত হইয়া নানারূপ
তরু-লতা, ফল-ফুল ও শস্য-সম্ভারে হাসিয়া উঠে, তাঁহার ইচ্ছায় মৃত মানবের পুনর্জ্জীবিত হওয়া
কিছুমাত্র বিচিত্র ব্যাপার নহে। যাহারা ইহা অবিশ্বাস করে, তাহারা একান্তই নির্ব্বোধ ও
ভ্রান্ত এবং তাহারা কখনই আল্লাহতালার অনুগ্রহ লাভ করিতে পারিবে না।

১২—১৪। অনন্তর আল্লাহতালা অবিশ্বাসী আরবদিগকে সতর্ক করিয়া বলিতেছেন যে,
ইহাদের পূর্ব্বে নূহ সম্প্রদায়, আদ ও সমূদ জাতি, লূতের আত্মীয়-স্বজন, কূপের অধিবাসী, তোব্বা
সম্প্রদায় এবং বন-নিবাসীরাও এইরূপ ভাবে আমার পবিত্র বাণী অবিশ্বাস করিয়া আমার প্রেরিত

দিগকে প্রদর্শনের জন্য এবং প্রত্যেক প্রত্যাবর্ত্তনশীল দাসগণের উপদেশ গ্রহণের জন্য। ৯। এবং আমি আকাশ হইতে কল্যাণ-বর্দ্ধক বারি বর্ষণ করি, তৎপর আমি তদ্দারা উদ্যান ও কর্ত্তন-যোগ্য শস্য সমুৎপন্ন করি; ১০। এবং সমুচ্চ খর্জ্জুর বৃক্ষ সমূহ, যাহার শাস-সমূহ স্তরে স্তরে রহিয়াছে—১১। দাসগণের উপজীবিকার জন্য; এবং আমি তদ্দারা মৃতপ্রায় নগরীকে সঞ্জীবিত করিয়াছি; এইরূপেই পুনরুত্থান। ১২। ইহাদের পূর্ব্বে নূহ সম্প্রদায়, কূপের অধিবাসী ও সমুদেরা অসত্যারোপ করিয়াছিল; ১৩। এবং আদ ও ফেরাউন ও লুত ভ্রাতৃবর্গ; ১৪। এবং বন-নিবাসী ও তোব্বা সম্প্রদায়; উহারা সকলেই আমার রসুলগণের প্রতি অসত্যারোপ করিয়াছিল, তজ্জন্য আমার

وَذِكْرٰى لِكُلِّ عَبْدٍ مُّنِيْبٍ ○
٩- وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَآءِ مَآءً مُّبٰرَكًا
فَاَنْۢبَتْنَا بِهٖ جَنّٰتٍ وَّحَبَّ الْحَصِيْدِ ۙ○
١٠- وَالنَّخْلَ بٰسِقٰتٍ لَّهَا طَلْعٌ نَّضِيْدٌ ۙ○
١١- رِّزْقًا لِّلْعِبَادِ ۙ وَاَحْيَيْنَا بِهٖ
بَلْدَةً مَّيْتًا ؕ كَذٰلِكَ الْخُرُوْجُ ○
١٢- كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوْحٍ
وَّاَصْحٰبُ الرَّسِّ وَثَمُوْدُ ۙ○ ١٣- وَ
عَادٌ وَّفِرْعَوْنُ وَاِخْوَانُ لُوْطٍ ۙ○
١٤- وَّاَصْحٰبُ الْاَيْكَةِ وَقَوْمُ
تُبَّعٍ ؕ كُلٌّ كَذَّبَ الرُّسُلَ فَحَقَّ

হা হইতে জ্ঞান লাভ করিয়া নিজেদের ইহ-পারলৌকিক করিয়াছি—যেন চিন্তাশীল সুধী ব্যক্তিরা ইহা হইতে জ্ঞান লাভ করিয়া নিজেদের ইহ-পারলৌকিক কল্যাণ সাধন করিতে পারে।

৯—১১। আল্লাহতালা আরও বলিতেছেন যে, আমি আকাশ হইতে যে কল্যাণপ্রদ বারি বর্ষণ করি,—সেই সকল সিঞ্চনে কত সুন্দর সুন্দর উদ্যান রচিত হয় এবং শস্যক্ষেত্রে পরিপক্ক শস্যসমূহ সমুৎপন্ন হইয়া থাকে। বারি বর্ষণের ফলে আরবের বিভিন্ন অঞ্চলে কত সতেজ ও সমুচ্চ খর্জ্জুর তরু উৎপন্ন হয় এবং আমার সৃষ্ট দাসগণের জীবিকার জন্য উহার স্তরে স্তরে কত সুন্দর ও সুমধুর খর্জ্জুর ধরিয়া থাকে। আমার অনুগ্রহ স্বরূপ বারি-বর্ষণের ফলে নীরস মৃতপ্রায় মরুভূমিও সরস ও সঞ্জীবিত হইয়া উঠে।

উপরোক্ত আয়ত সমূহের শেষে আল্লাহতালা বলিয়া দিতেছেন যে, "এইরূপেই পুনরুত্থান" হইবে—অর্থাৎ যে সর্ব্বশক্তিমান সৃষ্টিকর্ত্তা এই বিরাট বিশ্বজগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন, যিনি অবলীলাক্রমে প্রতি মূহূর্ত্তে কোটী কোটী জীব সৃষ্টি করিতেছেন এবং যাঁহার অনন্ত অনুগ্রহের নিদর্শন স্বরূপ বারি বর্ষণে মৃতপ্রায় নীরস বিশুষ্ক ভূমিও সরস ও সঞ্জীবিত হইয়া নানারূপ তরু-লতা, ফল-ফুল ও শস্য-সম্ভারে হাসিয়া উঠে, তাঁহার ইচ্ছায় মৃত মানবের পুনর্জ্জীবিত হওয়া কিছুমাত্র বিচিত্র ব্যাপার নহে। যাহারা ইহা অবিশ্বাস করে, তাহারা একান্তই নির্ব্বোধ ও ভ্রান্ত এবং তাহারা কখনই আল্লাহতালার অনুগ্রহ লাভ করিতে পারিবে না।

১২—১৪। অনন্তর আল্লাহতালা অবিশ্বাসী আরবদিগকে সতর্ক করিয়া বলিতেছেন যে, ইহাদের পূর্ব্বে নূহ সম্প্রদায়, আদ ও সমূদ জাতি, লুতের আত্মীয়-স্বজন, কূপের অধিবাসী, তোব্বা সম্প্রদায় এবং বন-নিবাসীরাও এইরূপ ভাবে আমার পবিত্র বাণী অবিশ্বাস করিয়া আমার প্রেরিত

প্রতিশ্রুত শাস্তি সত্যে পরিণত হইয়াছিল।

১৫। তবে কি আমি প্রথম সৃষ্টিতেই পরিশ্রান্ত হইয়াছি,—যেহেতু তাহারা নূতন সৃষ্টি সম্বন্ধে সন্দেহাচ্ছন্ন রহিয়াছে?

১৫- أَفَعَيِينَا بِالْخَلْقِ ... بَلْ هُمْ فِي لَبْسٍ مِّنْ ... جَدِيدٍ ۝

২য় রুকু—পারলৌকিক মহাবিচারের প্রসঙ্গ

১৬। এবং নিশ্চয়ই আমি মানুষ সৃষ্টি করিয়াছি এবং তাহার অন্তর তাহাকে যে প্রেরোচনা দান করে তাহাও আমি অবগত আছি; এবং আমি তাহার কণ্ঠশিরা হইতেও নিকটতর রহিয়াছি।

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ ... وَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ ۚ وَنَحْنُ ... إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ ۝

রসুলগণের প্রতি অসত্যারোপ করিয়াছিল এবং উহার ফলে তাহারা সকলেই ... হইয়াছিল। সুতরাং ঐরূপ অবিশ্বাস ও অসত্যারোপ করিলে আরবের অবিশ্বাসী... শাস্তিভোগ করিতে হইবে।

১৫। অবশেষে আল্লাহতালা পরলোক ও পুনরুত্থান ও অবিশ্বাসীদিগকে সংযত ... জন্য সতর্ক করিয়া পুনরায় বলিয়া দিতেছেন যে, তবে কি আমি প্রথমতঃ একবার সৃষ্টি ... শ্রান্ত ক্লান্ত ও অসমর্থ হইয়া পড়িয়াছি? ইহার পরে নূতন করিয়া সৃষ্টি করিবার ক্ষমতা আমার নাই? ফলতঃ যাহারা সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্বশক্তিমান আল্লাহতালা সম্বন্ধে ঐরূপ ... ধারণা করে, তাহাদের অপেক্ষা নির্ব্বোধ ও ভ্রান্ত আর কেহই নাই।

১৬—১৮। এই তিনটী আয়তে আল্লাহতালা স্বীয় অলৌকিক সৃষ্টি-মহিমার আর ... নিদর্শন প্রকাশ করিয়া বলিতেছেন যে, বহু বিদ্যা-বুদ্ধি ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের অধিকারী এই ... শ্রেষ্ঠ মানুষকে আমিই সৃষ্টি করিয়াছি এবং আমিই তাহাকে চিন্তার স্বাধীনতা সহ অনুভূ... অনুপ্রেরণা দান করিয়াছি। কিন্তু আমার জ্ঞান এত সম্প্রসারিত এবং আমার দৃষ্টি এরূপ সর্ব্ব... যে, মানুষের অন্তর তাহাকে যে সমস্ত সদসৎ প্রেরণা বা প্রেরোচনা দান করে, আমি তাহা স... পরিজ্ঞাত আছি এবং আমি প্রত্যেক মানবের জীবনী-শক্তির সংযোগ-সূত্র কণ্ঠ শিরা হই... নিকটে বিদ্যমান রহিয়াছি। আমার নিয়োজিত কৃতকর্ম্ম গ্রহণকারী ফেরেশ্‌তাদ্বয় প্র... মানবের দক্ষিণে ও বামে অবস্থান করিয়া তাহাদের সমস্ত কৃতকর্ম্ম লিপিবদ্ধ করিতেছে ... মানবেরা যে সকল কথা উচ্চারণ করে, তাহা সমস্তই সুরক্ষিতরূপে লিপিবদ্ধ হইয়া যাইতেছে।

মানবের কৃতকর্ম্ম এবং তাহাদের উচ্চারিত বাক্য সমূহ কিরূপ ভাবে সুরক্ষিত ও লিপিবদ্ধ ... তাহা পূর্ব্বযুগের মানবদিগের জ্ঞান ও ধারণায় সম্পূর্ণ অতীত থাকিলেও বর্ত্তমান ফটোগ্রাফী ... ফনোগ্রাফীর যুগে তাহার ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করা সম্পূর্ণ অনাবশ্যক। তবে বিভিন্ন হাদিস ... তফ্‌সীরে বর্ণিত হইয়াছে যে, প্রত্যেক মানবের কথা ও কার্য্য লিপিবদ্ধ করিবার জন্য দুই ... ফেরেশ্‌তা নিয়োজিত রহিয়াছে। দক্ষিণের ফেরেশ্‌তা, সৎকথা ও সৎকার্য্য এবং বামের ফেরেশ্‌... কুকথা ও কুকার্য্য লিপিবদ্ধ ও সুরক্ষিত করিয়া থাকে। কেহ কেহ দক্ষিণ ও বামের অবস্থানকা... দ্বয়কে সদসৎ কার্য্যের প্রেরণাদায়ক শক্তি বলিয়াও নির্দ্দেশ করিয়াছেন।—বয়জবী।

হজরত এব্‌ন-আব্বাস বলেন যে, যে সকল কথা বা কার্য্যে পাপ বা পুণ্য হয়, ফেরেশ্‌তা... তাহাই লিপিবদ্ধ ও সুরক্ষিত করেন; কিন্তু যে সকল সাধারণ কথাবার্ত্তা বা কাজকর্ম্মের সহিত পা... পুণ্যের কোনই সংশ্রব নাই, তাহা লিপিবদ্ধ বা সুরক্ষিত করা হয় না। হাদিশ শরিফে আরও ব...

প্রতিশ্রুত শাস্তি সত্যে পরিণত হইয়াছিল।

وَعِيدِ ○ ١٥- أَفَعَيِينَا بِالْخَلْقِ الْأَوَّلِ ۚ بَلْ هُمْ فِي لَبْسٍ مِّنْ خَلْقٍ جَدِيدٍ ۚ

১৫। তবে কি আমি প্রথম সৃষ্টিতেই পরিশ্রান্ত হইয়াছি,—যেহেতু তাহারা নূতন সৃষ্টি সম্বন্ধে সন্দেহাচ্ছন্ন রহিয়াছে?

২য় রুকু—পারলৌকিক মহাবিচারের প্রসঙ্গ

١٦- وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ ۖ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ ○

১৬। এবং নিশ্চয়ই আমি মানুষ সৃষ্টি করিয়াছি এবং তাহার অন্তর তাহাকে যে প্ররোচনা দান করে তাহাও আমি অবগত আছি; এবং আমি তাহার কণ্ঠশিরা হইতেও নিকটতর রহিয়াছি।

রসুলগণের প্রতি অসত্যারোপ করিয়াছিল এবং উহার ফলে তাহারা সকলেই ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছিল। সুতরাং ঐরূপ অবিশ্বাস ও অসত্যারোপ করিলে আরবের অবিশ্বাসীদিগকেও শাস্তিভোগ করিতে হইবে।

১৫। অবশেষে আল্লাহতালা পরলোক ও পুনরুত্থান ও অবিশ্বাসীদিগকে সংযত হইবার জন্য সতর্ক করিয়া পুনরায় বলিয়া দিতেছেন যে, তবে কি আমি প্রথমতঃ একবার সৃষ্টি করিয়াই শ্রান্ত ক্লান্ত ও অসমর্থ হইয়া পড়িয়াছি? ইহার পরে নূতন করিয়া সৃষ্টি করিবার ক্ষমতা কি আমার নাই? ফলতঃ যাহারা সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্বশক্তিমান আল্লাহতালা সম্বন্ধে ঐরূপ অসঙ্গত ধারণা করে, তাহাদের অপেক্ষা নির্ব্বোধ ও ভ্রান্ত আর কেহই নাই।

১৬—১৮। এই তিনটী আয়তে আল্লাহতালা স্বীয় অলৌকিক সৃষ্টি-মহিমার আর একটি নিদর্শন প্রকাশ করিয়া বলিতেছেন যে, বহু বিদ্যা-বুদ্ধি ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের অধিকারী এই সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ মানুষকে আমিই সৃষ্টি করিয়াছি এবং আমিই তাহাকে চিন্তার স্বাধীনতা সহ অনুভূতি ও অনুপ্রেরণা দান করিয়াছি। কিন্তু আমার জ্ঞান এত সম্প্রসারিত এবং আমার দৃষ্টি এরূপ সর্ব্বভেদী যে, মানুষের অন্তর তাহাকে যে সমস্ত সদসৎ প্রেরণা বা প্ররোচনা দান করে, আমি তাহা সমস্তই পরিজ্ঞাত আছি এবং আমি প্রত্যেক মানবের জীবনী-শক্তির সংযোগ-সূত্র কণ্ঠ শিরা হইতেও নিকটে বিদ্যমান রহিয়াছি। আমার নিয়োজিত কৃতকর্ম্ম গ্রহণকারী ফেরেশ্‌তাদ্বয় প্রত্যেক মানবের দক্ষিণে ও বামে অবস্থান করিয়া তাহাদের সমস্ত কৃতকর্ম্ম লিপিবদ্ধ করিতেছে এবং মানবেরা যে সকল কথা উচ্চারণ করে, তাহা সমস্তই সুরক্ষিতরূপে লিপিবদ্ধ হইয়া যাইতেছে।

মানবের কৃতকর্ম্ম এবং তাহাদের উচ্চারিত বাক্য সমূহ কিরূপ ভাবে সুরক্ষিত ও লিপিবদ্ধ হয়, তাহা পূর্ব্বযুগের মানবদিগের জ্ঞান ও ধারণায় সম্পূর্ণ অতীত থাকিলেও বর্ত্তমান ফটোগ্রাফী ও ফনোগ্রাফীর যুগে তাহার ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করা সম্পূর্ণ অনাবশ্যক। তবে বিভিন্ন হাদিস ও তফ্‌সীরে বর্ণিত হইয়াছে যে, প্রত্যেক মানবের কথা ও কার্য্য লিপিবদ্ধ করিবার জন্য দুইজন ফেরেশ্‌তা নিয়োজিত রহিয়াছে। দক্ষিণের ফেরেশ্‌তা, সৎকথা ও সৎকার্য্য এবং বামের ফেরেশ্‌তা কুকথা ও কুকার্য্য লিপিবদ্ধ ও সুরক্ষিত করিয়া থাকে। কেহ কেহ দক্ষিণ ও বামের অবস্থানকারী-দ্বয়কে সদসৎ কার্য্যের প্রেরণাদায়ক শক্তি বলিয়াও নির্দ্দেশ করিয়াছেন।—বয়জবী।

হজরত এব্‌ন-আব্বাস বলেন যে, যে সকল কথা বা কার্য্যে পাপ বা পুণ্য হয়, ফেরেশ্‌তাগণ তাহাই লিপিবদ্ধ ও সুরক্ষিত করেন; কিন্তু যে সকল সাধারণ কথাবার্ত্তা বা কাজকর্ম্মের সহিত পাপ-পুণ্যের কোনই সংশ্রব নাই, তাহা লিপিবদ্ধ বা সুরক্ষিত করা হয় না। হাদিশ শরিফে আরও বর্ণিত

১৭। যখন গ্রহণকারী-দ্বয় গ্রহণ করে, তখন তাহার দক্ষিণ দিকে ও বাম দিকে উপবেশন করিয়া থাকে। ১৮। সে যে কথা উচ্চারণ করে, বস্তুতঃ তাহার সন্নিকটে সংরক্ষক প্রস্তুত রহিয়াছে। ১৯। এবং মৃত্যুর বিকার সত্যভাবেই উপস্থিত হইবে; ইহাই তাহা—যাহা হইতে তোমরা পলায়ন করিতে। ২০। এবং শিঙ্গার মধ্যে ফুৎকার করা হইবে—ইহাই প্রতিশ্রুত দিবস। ২১। এবং প্রত্যেকে তাহার একজন পরিচালক ও সাক্ষী সহ উপস্থিত হইবে। ২২। নিশ্চয়ই তুমি এতদসম্বন্ধে অমনোযোগী ছিলে, কিন্তু আমি এক্ষণ তোমা হইতে তোমার আবরণ উন্মোচন করিয়াছি; অতএব আজ তোমার দৃষ্টি প্রখর হইয়াছে। ২৩। এবং তাহার সেই সংরক্ষক সঙ্গী বলিবে—এই

١٧- إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ
الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ ○
١٨- مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ
رَقِيبٌ عَتِيدٌ ○ ١٩- وَجَاءَتْ
سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ط ذَٰلِكَ مَا
كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ ○ ٢٠- وَنُفِخَ
فِي الصُّورِ ط ذَٰلِكَ يَوْمُ الْوَعِيدِ ○
٢١- وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَعَهَا
سَائِقٌ وَشَهِيدٌ ○ ٢٢- لَقَدْ كُنْتَ
فِي غَفْلَةٍ مِنْ هَٰذَا فَكَشَفْنَا عَنْكَ
غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ ○
٢٣- وَقَالَ قَرِينُهُ هَٰذَا مَا لَدَيَّ

হইয়াছে যে, অন্তরের চিন্তা, প্রেরণা, কামনা বা পরিকল্পনাও লিপিবদ্ধ অথবা সুরক্ষিত করা হয় না এবং উহার জন্য কেহ কোনরূপ দায়ীও হইবে না। কিন্তু উহা মুখে উচ্চারণ অথবা কার্য্যে পরিণত করিলেই তাহা লিপিবদ্ধ ও সুরক্ষিত হইয়া যাইবে এবং সেই সঙ্কল্পের জন্যও মানুষকে অবশ্যই অনুগ্রহ অথবা নিগ্রহ ভাজন হইতে হইবে।—বোখারী ও মোস্‌লেম।

১৯—২১। এই তিনটি আয়তে মানবের মৃত্যুর পরবর্তী পরলোক, পুনরুত্থান ও মহাবিচার দিবসের প্রতি ইঙ্গিত করা হইয়াছে। আল্লাহতালা বলিতেছেন যে, পার্থিব জীবনে মানব যে সমস্ত পারলৌকিক ব্যাপার অসম্ভব বোধে অবিশ্বাস করিত, মৃত্যুর বিকার উপস্থিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই তাহার চক্ষুর সম্মুখে সেই সমস্ত বিষয় সত্য হইয়া দেখা দিবে। অনন্তর পুনরুত্থানের জন্য শিঙ্গায় ফুৎকার প্রদানের সঙ্গে-সঙ্গেই সমস্ত মানব স্ব স্ব কৃতকর্ম্মের ফলাফল ভোগ করিবার জন্য পুনর্জীবিত হইয়া উঠিবে এবং প্রত্যেকে তাহার পরিচালক ও সাক্ষী সহ মহাবিচার ক্ষেত্রে উপস্থিত হইবে। পরিচালক অর্থে কেহ বিতাড়নকারী ফেরেশ্‌তা এবং কেহবা পাপকার্য্যের প্রেরণা-দাতা বলিয়াছেন এবং সাক্ষী অর্থে কেহ ফেরেশ্‌তা, কেহ পুণ্যকার্য্যের প্রেরণা দানকারী এবং কেহ কেহ বা মানুষের হস্ত-পদ ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

২২—২৩। পুনরুত্থানের পর অপরাধীকে বলা হইবে যে, পার্থিব জীবনে তোমরা পারলৌকিক বিষয় বিশ্বাস কর নাই, বরং উহাতে সম্পূর্ণ অমনোযোগী ছিলে। কিন্তু আজ

যে আমার নিকট প্রস্তুত রহিয়াছে। ২৪। প্রত্যেক বিরুদ্ধাচারী অবিশ্বাসীকে নরকে নিক্ষেপ কর ;—২৫। সৎকার্য্যে নিষেধকারী, সীমা-লঙ্ঘনকারী সংশয়ী-কেও ;—২৬। যে আল্লার সহিত অন্য উপাস্য স্থির করিয়াছে ; অতএব উহাকে কঠোরতর শাস্তির মধ্যে নিক্ষেপ কর। ২৭। তাহার অসৎ সঙ্গী বলিবে—হে আমাদের প্রতিপালক, আমি তাহাকে বিরুদ্ধাচারী করি নাই, কিন্তু সে নিজেই সুদূর ভ্রান্তির মধ্যে ছিল। ২৮। তিনি বলিবেন—তোমরা আমার সমক্ষে কলহ করিও না এবং নিশ্চয় আমি তোমাদিগকে পূর্ব্বেই এই প্রতিশ্রুতি প্রদান করিয়া-ছিলাম। ২৯। আমার নিকট কোন বাক্য পরিবর্ত্তিত হয় না এবং আমি দাসগণের জন্য অত্যাচারী নহি।

٢٤- أَلْقِيَا فِي جَهَنَّمَ كُلَّ
كَفَّارٍ عَنِيدٍ ۙ ٢٥- مَّنَّاعٍ لِّلْخَيْرِ
مُعْتَدٍ مُّرِيبٍ ۙ ٢٦- الَّذِي
جَعَلَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ فَأَلْقِيَاهُ
فِي الْعَذَابِ الشَّدِيدِ ○ ٢٧- قَالَ
قَرِينُهُ رَبَّنَا مَا أَطْغَيْتُهُ وَلَٰكِن كَانَ
فِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ ○ ٢٨- قَالَ لَا
تَخْتَصِمُوا لَدَيَّ وَقَدْ قَدَّمْتُ إِلَيْكُم
بِالْوَعِيدِ ○ ٢٩- مَا يُبَدَّلُ الْقَوْلُ
لَدَيَّ وَمَا أَنَا بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ ۵

আমি তোমাদের চক্ষুর আবরণ উন্মোচন করিয়া দিয়াছি এবং তোমাদের দৃষ্টি এখন প্রখর অর্থাৎ প্রমুক্ত হইয়াছে ; অতএব আজ তোমরা সেই সমস্ত বিষয়ের সত্যতা অবলোকন কর। তখন প্রত্যেক মানুষের কৃতকর্ম্ম লেখক ও সংরক্ষক ফেরেশ্‌তা তাঁহার 'আমল-নামা' উপস্থিত করিয়া তদীয় পার্থিব জীবনের অনুষ্ঠিত সদসৎ কৃতকর্ম্ম সম্বন্ধে সাক্ষ্য প্রদান করিবে।

২৪—২৬। অনন্তর মহাবিচারক আল্লাহতালা ফেরেশ্‌তাদিগকে আদেশ করিবেন যে, অবিশ্বাসী ও ধর্ম্মদ্রোহিদিগকে নরকানলে নিক্ষেপ কর এবং পৃথিবীতে যাহারা আল্লাহতালার পরিবর্ত্তে অন্য উপাস্যের পূজা-আরাধনা করিয়াছে, সেই সকল অনাচারী, অংশীবাদী, সৎকার্য্যে নিষেধকারী ও সীমা-লঙ্ঘনকারীদিগকে নরকের কঠোর শাস্তি প্রদান কর।

২৭—২৯। সেই মহাবিচারের সময় পাপাত্মা শয়তান এবং মানবদিগকে অসৎকার্য্যে প্রেরণা-দানকারী দুষ্টবুদ্ধি নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরা নিবেদন করিবে যে, হে আল্লাহ—আমরা ত উহাদিগকে ধর্ম্মদ্রোহী ও বিপথগামী করি নাই ; উহারা নিজেরাই বিষম ভ্রান্তির মধ্যে নিপতিত ছিল। তখন আল্লাহতালা বলিবেন যে, হে অপরাধী দল, আজ তোমরা আমার সমক্ষে অনর্থক কলহ করিয়া একে অপরের প্রতি দোষারোপ করতঃ নিজেদের দোষ ঢাকিবার চেষ্টা করিও না। তোমাদের জন্য আমি যে শাস্তির প্রতিশ্রুতি প্রদান করিয়াছিলাম, আজ কিছুতেই আমার সেই বাণীর অন্যথা অথবা ব্যতিক্রম হইবে না। আমি কাহারও প্রতি অন্যায় অত্যাচার করিব না ; তোমরা স্ব স্ব পার্থিব জীবনে নিজেরাই নিজেদের প্রতি অত্যাচার করিয়াছিলে। সুতরাং তোমাদিগকে আজ অবশ্যই ঐ শাস্তি ভোগ করিতে হইবে।

৩য় রুকু—বিশ্বাসী ও অবিশ্বাসীদিগের অন্তিম পরিণাম

৩০। সেদিন আমি নরকের প্রতি বলিব যে, তুমি কি পরিপূর্ণ হইয়াছ? এবং উহা বলিবে—আরও অধিক আছে কি? ৩১। এবং ধর্ম্মভীরুগণের জন্য অদূরবর্ত্তী স্বর্গোদ্যানকে নিকটতর করা হইবে। ৩২। ইহা তাহাই—যাহা তোমাদের প্রত্যেক প্রত্যাবর্ত্তনশীল সংরক্ষণকারীর জন্য প্রতিশ্রুতি দান করা হইয়াছিল। ৩৩। যে অদৃশ্য-অবস্থায় সর্ব্বপ্রদাতাকে ভয় করে এবং প্রত্যাবর্ত্তনশীল অন্তর-সহ উপস্থিত হয়; ৩৪। উহাতে নিরাপদে প্রবেশ কর, এই দিন হইতেই চিরবাস। ৩৫। তাহাদের জন্য তথায় যাহা ইচ্ছা তাহাই রহিয়াছে এবং আমার নিকট আরও

٣٠- يَوْمَ نَقُوْلُ لِجَهَنَّمَ هَلِ
امْتَلَأْتِ وَتَقُوْلُ هَلْ مِنْ مَّزِيْدٍ ○
٣١- وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِيْنَ
غَيْرَ بَعِيْدٍ ○ ٣٢- هٰذَا مَا تُوْعَدُوْنَ
لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيْظٍ ۚ ٣٣- مَنْ
خَشِيَ الرَّحْمٰنَ بِالْغَيْبِ وَجَاءَ
بِقَلْبٍ مُّنِيْبٍ ۙ ٣٤- ادْخُلُوْهَا
بِسَلٰمٍ ط ذٰلِكَ يَوْمُ الْخُلُوْدِ ○
٣٥- لَهُمْ مَّا يَشَاءُوْنَ فِيْهَا وَلَدَيْنَا

৩০—৩২। অবিশ্বাসী, অংশীবাদী ও দুষ্কার্য্যকারী অপরাধীদিগকে নরকে নিক্ষেপ করিবার পর আল্লাহতালা নরকের প্রতি জিজ্ঞাসা করিবেন,—তোমার কলেবর কি পূর্ণ হইয়াছে? তখন নরক উত্তর করিবে যে, আরও অধিক আছে কি? হাদিস শরিফে বর্ণিত হইয়াছে যে, সেদিন নরক 'আরও চাই, আরও চাই' বলিতে থাকিবে। অবশেষে আল্লাহতালা উহাতে স্বীয় চরণ স্থাপন করিবে; তখন নরক বলিবে—আর না খুব হইয়াছে।—বোখারী ও মোসলেম প্রভৃতি।

বলা বাহুল্য, উপরোক্ত বাক্য নারকীয় ক্ষুধার একটি চমৎকার উপমা মাত্র। প্রকৃত কথা এই যে, সেদিন নরকের উদর পূর্ণ করিতে বহু বহু মানবের প্রয়োজন হইবে এবং সমস্ত অপরাধী দ্বারাও উহার উদর পূর্ণ না হওয়ায় অবশেষে করুণাময় আল্লাহতালা 'স্বীয় পদ স্থাপন করিয়া' অর্থাৎ স্বীয় অলৌকিক শক্তি-মহিমা বিস্তার করিয়া উহার রাক্ষসী ক্ষুধার নিবৃত্তি করিয়া দিবেন।

৩৩—৩৫। অবিশ্বাসী ও অংশীবাদী অপরাধীদিগের শোচনীয় পরিণাম বর্ণনা করিবার পর করুণাময় আল্লাহতালা এই পাঁচটি আয়তে সত্য বিশ্বাসী, ধার্ম্মিক ও সংযমীদিগের পারলৌকিক পুরস্কারের প্রসঙ্গ বর্ণনা করিতেছেন। আল্লাহতালা বলিতেছেন যে, সেদিন আমি অদৃশ্যে বিশ্বাস-স্থাপনকারী, আল্লাহ-রসুলের অনুগত ও আত্মসমর্পণকারী, ধর্ম্মভীরু, সংযমী ও সচ্চরিত্র নরনারী-দিগকে সন্নিকটে স্বর্গোদ্যান উপস্থিত করিয়া বলিব যে, পার্থিব জীবনে তোমাদিগকে এই মনোরম সুখময় শান্তি-ধামেরই প্রতিশ্রুতি দেওয়া হইয়াছিল। তোমরা আজ সানন্দে ও নিরাপদে ঐ স্বর্গীয় সুরম্য কুঞ্জে প্রবেশ কর। আজ হইতে তোমাদের জন্য চির-বাসস্থান রূপে উহা নির্দ্ধারিত করিয়া দিলাম। তোমরা ঐ বাসস্থানে যাহা ইচ্ছা করিবে তাহাই প্রাপ্ত হইবে এবং তদ্ব্যতীত তোমাদের করুণাময় প্রতিপালক প্রভুর অনুগ্রহে তথায় তোমাদের সুখ-শান্তি ও ভোগ-বিলাসের জন্য আরও বহু অফুরন্ত উপকরণ বিদ্যমান রহিয়াছে।

অধিকতর রহিয়াছে। ৩৬। এবং আমি তাহাদের পূর্ব্বে কতযুগ হইতে ধ্বংস করিয়াছি—যাহারা তাহাদের অপেক্ষা শক্তিতে অধিকতর শক্তিশালী ছিল; অতঃপর তাহারা বিভিন্ন নগরে দৌড়িয়া বেড়াইয়াছিল যে, কোন আশ্রয়-স্থান আছে কি? ৩৭। নিশ্চয় ইহাতে তাহার জন্য সদুপদেশ রহিয়াছে—যাহার হৃদয় আছে অথবা যে কর্ণপাত করে এবং সাক্ষী হয়। ৩৮। এবং নিশ্চয়ই আমি নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডল এবং এতদুভয়ের অন্তর্গত বিষয়-সমূহ ছয় দিবসে সৃষ্টি করিয়াছি; এবং ক্লান্তি আমাকে স্পর্শ করে নাই। ৩৯। অতএব তাহারা যাহা বলে তৎসম্বন্ধে ধৈর্য্য ধারণ কর; এবং তুমি সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে ও অস্ত গমনের পূর্ব্বে তোমার প্রতিপালকের

مَّزِيْدٌ ○ ٣٦- وَكَمْ اَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ
مِّنْ قَرْنٍ هُمْ اَشَدُّ مِنْهُمْ بَطْشًا
فَنَقَّبُوْا فِى الْبِلَادِ ط هَلْ مِنْ
مَّحِيْصٍ ○ ٣٧- اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ
لَذِكْرٰى لِمَنْ كَانَ لَهٗ قَلْبٌ اَوْ اَلْقَى
السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيْدٌ ○ ٣٨- وَلَقَدْ
خَلَقْنَا السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَمَا
بَيْنَهُمَا فِيْ سِتَّةِ اَيَّامٍ ق وَّمَا
مَسَّنَا مِنْ لُّغُوْبٍ ○ ٣٩- فَاصْبِرْ
عَلٰى مَا يَقُوْلُوْنَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ
رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوْعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ

৩৬—৩৭। স্বর্গের সুখ-সম্পদ এবং নরকের শাস্তি ও লাঞ্ছনা বিবৃত করিবার পর এই দুইটী আয়তে আল্লাহতালা আরবের অবিশ্বাসীদিগকে পুনরায় সতর্ক করিয়া বলিয়া দিতেছেন যে, অবিশ্বাস ও ধর্ম্মদ্রোহিতার জন্য তাহাদের পূর্ব্বে আমি তাহাদের অপেক্ষা কত অধিকতর শক্তিমান ও সম্পদশালী সম্প্রদায়-সমূহকে ধ্বংস করিয়া দিয়াছি। আমার শাস্তি অবতীর্ণ হইবার পর তাহারা নগরে নগরে দৌড়াইয়া—এমনকি, দেশ-দেশান্তরে গিয়াও আশ্রয় অথবা পরিত্রাণ লাভ করিতে পারে নাই।

৩৮। এই আয়তে আল্লাহতালা স্বীয় অলৌকিক সৃষ্টি-মহিমা এবং বিশ্ব-সৃষ্টির বিষয় বিবৃত করিয়া জগদ্বাসীকে সদুপদেশ দান করিয়াছেন।—২৪ পারা, সুরা হা-মিমের তফ্‌সীর দ্রষ্টব্য।

৩৯—৪০। এই দুইটি আয়তে আল্লাহতালা হজরত রসুলোল্লাকে লক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন যে, তুমি অবিশ্বাসীদের কথায় কর্ণপাত করিও না; বরং তাহারা তোমার প্রতি অসত্যারোপ বা দোষারোপ করিয়া কোন অন্যায় কথা বলিলে তৎসম্বন্ধে ধৈর্য্য ধারণ কর এবং সূর্য্যোদয় ও সূর্য্যাস্তের পূর্ব্বে এবং রজনীযোগে ও সেজদা সমূহের পরে তোমার প্রতিপালকের প্রশংসা-সহ তাঁহার পবিত্রতা বর্ণনা কর।

উপরোক্ত আয়ত-দ্বয়ের অর্থ ও মর্ম্ম সম্বন্ধে তফ্‌সীরকারগণ বিভিন্ন রূপ বর্ণনা প্রদান করিয়াছেন। 'সাব্বে-বেহাম্‌দে' অর্থাৎ 'প্রশংসা সহ পবিত্রতা বর্ণনা কর'—এই বাক্যাংশের মর্ম্মে কেহ তসবী পাঠ এবং কেহবা নামাজ পাঠ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। অধিকাংশ তফ্‌সীরকার নামাজ পাঠের উপরই বেশী জোর দিয়াছেন। কারণ নামাজেও তসবী পাঠ করার ন্যায় আল্লাহতালার প্রশংসা ও পবিত্রতা বর্ণনা করা হয় এবং 'রুকু-সেজদা' শব্দ দ্বারাও নামাজ নির্দ্দেশিত হইয়া থাকে।

প্রশংসা সহ পবিত্রতা বর্ণনা কর। ৪০। এবং রজনী যোগে—তৎপর সেজদা সমূহের পরেও তাঁহার মহিমা বর্ণনা কর। ৪১। এবং শোন—যেদিন আহ্বানকারী সন্নিকটবর্ত্তী স্থান হইতে আহ্বান করিবে। ৪২। সেদিন তাহারা সত্যভাবে এক উচ্চধ্বনি শ্রবন করিবে; ইহাই পুনঃ বহির্গমনের দিবস। ৪৩। নিশ্চয় আমিই জীবন ও মৃত্যু দান করি এবং আমার দিকেই শেষ প্রত্যাবর্ত্তন। ৪৪। সেদিন পৃথিবী বিদীর্ণ হইয়া তাহারা সত্বরতা করিতে থাকিবে; এইরূপে সমবেত করা আমার পক্ষে অতি সহজ। ৪৫। তাহারা যাহা বলিতেছে, তাহা আমি পরিজ্ঞাত আছি এবং তুমি তাহাদের উপর পরাক্রম প্রয়োগকারী নহ; অতএব যে আমার অঙ্গীকৃত শাস্তিতে সন্ত্রস্ত, তুমি তাহাকেই কোরান দ্বারা সদুপদেশ দান কর।

الْغُرُوْبِ ۚ ٤٠- وَمِنَ الَّيْلِ
فَسَبِّحْهُ وَ اَدْبَارَ السُّجُوْدِ ○
٤١- وَاسْتَمِعْ يَوْمَ يُنَادِ الْمُنَادِ مِنْ
مَّكَانٍ قَرِيْبٍ ۙ ٤٢- يَوْمَ يَسْمَعُوْنَ
الصَّيْحَةَ بِالْحَقِّ ط ذٰلِكَ يَوْمُ
الْخُرُوْجِ ○ ٤٣- اِنَّا نَحْنُ نُحْيِ
وَ نُمِيْتُ وَ اِلَيْنَا الْمَصِيْرُ ۙ
٤٤- يَوْمَ تَشَقَّقُ الْاَرْضُ عَنْهُمْ
سِرَاعًا ط ذٰلِكَ حَشْرٌ عَلَيْنَا يَسِيْرٌ ○
٤٥- نَحْنُ اَعْلَمُ بِمَا يَقُوْلُوْنَ وَمَا
اَنْتَ عَلَيْهِمْ بِجَبَّارٍ قف فَذَكِّرْ
بِالْقُرْاٰنِ مَنْ يَّخَافُ وَعِيْدِ ع

ইহাদের মতে সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে ফজরের নামাজ, সূর্য্যাস্তের পূর্ব্বে জোহর ও আসরের নামাজ এবং রজনীযোগে মগরব ও এশার নামাজ নির্দ্দেশিত হইয়াছে।

৪১—৪৪। এই চারিটি আয়তে আল্লাহতালা পুনরায় মহাবিচার দিবসের প্রসঙ্গ বর্ণনা করিয়া বলিয়াছেন—সেদিন এসরাফিল যখন সিঙ্গায় ফুৎকার প্রদান করিবে, তখন পৃথিবী বিদীর্ণ হইয়া যাইবে এবং সমাধির মধ্যে অবস্থিত সমস্ত মানব এক উচ্চধ্বনি শ্রবণ পূর্ব্বক তৎক্ষণাৎ পুনর্জ্জীবিত হইয়া আমার সমক্ষে সমবেত হইবে এবং ইহা সংঘটন করা আমার পক্ষে অতি সহজসাধ্য তুচ্ছ ব্যাপার।

৪৫। অবশেষে আল্লাহতালা হজরত রসুলোল্লাকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন—হে রসুল, অবিশ্বাসীদের অবিশ্বাস, অপবাদ ও অসত্যারোপ প্রভৃতি সমস্ত কথাই আমি অবগত আছি। কিন্তু আমি সত্যধর্ম্ম গ্রহণ সম্বন্ধে তাহাদের উপর তোমাকে বল-প্রয়োগের জন্য প্রেরণ করি নাই; তোমার কর্ত্তব্য মানব-জাতির মধ্যে সত্য প্রচার করা। অতএব তুমি অবিশ্বাসীদের অন্যায় অপবাদ ও কটুক্তির প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করিয়া যাহারা তোমাকে বিশ্বাস করে এবং যাহারা আমার অঙ্গীকৃত শাস্তি সম্বন্ধে ভয় করে, তুমি আমার এই পবিত্র বাণী কোরান শরীফ দ্বারা তাহাদিগকেই সদুপদেশ প্রদান কর। এই অনুপম উপদেশ সহ সর্ব্বশক্তিমান আল্লাহতালা আলোচ্য সূরা শেষ করিয়াছেন।

———

মক্কায় অবতীর্ণ	৫১। সূরা জারিয়াত—الذّٰرِيٰت	৬০ আয়ত

১ম রুকু—পারলৌকিক পুনরুত্থানের সত্যতার সাক্ষ্য

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

১। সাক্ষী ঐ বিকীরণকারী বায়ু-রাশি; ২। তৎপর ঐ ভার-বহনকারিবৃন্দ; ৩। তৎপর ঐ মৃদু প্রবাহমানপুঞ্জ; ৪। তৎপর ঐ বিষয় বন্টনকারী-সমূহ; ৫। নিশ্চয় তোমরা যাহা

١- وَالذّٰرِيٰتِ ذَرْوًا ٢- فَالْحٰمِلٰتِ وِقْرًا ٣- فَالْجٰرِيٰتِ يُسْرًا ٤- فَالْمُقَسِّمٰتِ اَمْرًا ٥- اِنَّمَا

জারিয়াত—বিকিরণকারী, সতেজ। আসন্ন বর্ষণের পূর্ব্বে যে সুশীতল ও সতেজ বায়ুরাশি, ধূলি-বালি ও জঞ্জাল উড়াইয়া লইয়া যায়, তাহাকেই সাধারণতঃ 'জারিয়াত' বলে। 'জারওয়া' অর্থ বায়ুপ্রবাহ বা প্রবাহিত বায়ুস্রোত। আলোচ্য সূরার প্রথম আয়তের 'জারিয়াত' শব্দ হইতেই এই সূরার নামকরণ করা হইয়াছে। 'জারিয়াতে জারওয়া' অর্থাৎ বিকিরণকারী বায়ু-রাশি' এই বাক্যাংশের একটি বিশেষ ভাবার্থ এই, মৃতবৎ ধরিত্রী সজীবকারী বৃষ্টিধারা বর্ষণের পূর্বে একটি সতেজ ও সুশীতল বায়ুস্রোত প্রবাহিত হইয়া যেরূপে বিশুষ্ক ধরণীর সমস্ত আবর্জ্জনা উড়াইয়া লইয়া যায়, সেইরূপ স্বর্গীয় ইসলামের সঞ্জিবনী শক্তি দ্বারা ধর্ম্ম ও নীতি-বিহীন মৃতপ্রায় প্রাণহীন মানব-জাতিকে সঞ্জিবীত ও শক্তিশালী করিবার জন্য এই সকল পবিত্র প্রত্যাদেশ দ্বারা তাহাদের মধ্যে পুঞ্জীভূত সমস্ত অধর্ম্ম, অনাচার, অন্ধ-বিশ্বাস ও কুসংস্কার রূপ আবর্জ্জনারাশি উড়াইয়া অপসারিত করিয়া দেওয়া হইবে।

শানে-নজুল—হজরত এবন-আব্বাস ও এবন-জোবায়েরের প্রমুখ প্রসিদ্ধ বিদ্বানগণের সকলেই এই সূরা মক্কায় অবতীর্ণ হইয়াছিল বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ইহার আয়ত সমূহের অভিব্যক্তির প্রতি লক্ষ্য করিলেও অনুমিত হয় যে, যখন আরবজাতি অধর্ম্ম ও অনাচারের স্রোতে আকণ্ঠ নিমজ্জিত ছিল এবং হজরত রসুলোল্লার প্রতি অবতারিত প্রত্যাদেশ সমূহের প্রতি তাহারা যখন অবজ্ঞাভরে অসত্যারোপ করিতেছিল, তখন উহার সত্যতা ঘোষণা করিয়াই এই সূরা অবতীর্ণ হইয়াছিল। সুতরাং এই সূরা যে মক্কায় প্রাথমিক প্রত্যাদেশ সমূহের অন্তর্গত, তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই।

১—৬। আরব জাতির মধ্যে একটি বিধিবদ্ধ বিশ্বাস ছিল যে, সাধারণভাবে অনেক অসত্য বলিলেও শপথ করিয়া কেহ কখনই মিথ্যা কথা বলিতে পারে না। তাই আল্লাহতালা তাহাদিগকে সদুপদেশ প্রদান করিয়া শপথ প্রদর্শনের জন্য প্রথম চারিটি আয়তে বিষয়কে সাক্ষী করিয়া বলিতেছেন যে, আমি প্রত্যাদেশ-যোগে তোমাদিগকে পারলৌকিক পুনরুত্থান বিচার দিবস এবং মানবের কর্ম্মফল অনুযায়ী শাস্তি বা পুরস্কার প্রদান সম্বন্ধে যে সকল প্রতিশ্রুতি প্রদান করিয়াছি তাহা সত্য এবং ঐ বিচার-দিবস যে যথাসময়ে অবশ্যই সংঘটিত হইবে, তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই।

অতঃপর প্রথম চারিটি আয়তের মর্ম্ম সম্বন্ধে তফ্‌সীরকারগণ বিভিন্ন রূপ ব্যাখ্যা প্রদান করিয়াছেন। অধিকাংশ তফসীরকারের মতে ঐ চারিটি আয়তেই বায়ুর বিভিন্নরূপ অবস্থা বর্ণিত

প্রতিশ্রুত হইয়াছে তাহা সত্য; ৬। এবং
নিশ্চয়ই প্রতিফল সংঘটিত হইবে।
৭। এবং সাক্ষী ঐ কক্ষপথ-বিশিষ্ট
নভোমণ্ডল; ৮। নিশ্চয়ই তোমরা
পরস্পর-বিরোধী বাক্যের মধ্যে রহিয়াছ।
৯। যে ফিরিয়া যাইবার সেই উহা
হইতে ফিরিয়া যায়। ১০। অসত্য
প্রচারকারীরা ধ্বংস হউক; ১১। যাহারা
অমনোযোগিতার মধ্যে বিস্মৃত রহিয়াছে;
১২। তাহারা জিজ্ঞাসা করিতেছে যে,
প্রতিফল দিবস কবে হইবে? ১৩। যেদিন
তাহারা নরকানলের উপর পরীক্ষিত
হইবে। ১৪। তোমরা স্বীয় দুষ্কৃতি
আস্বাদন কর। ইহাই তাহা—যদ্বিষয়ে

تُوعَدُونَ لَصَادِقٌ ۝ ٦- وَإِنَّ
الدِّينَ لَوَاقِعٌ ۝ ٧- وَالسَّمَاءِ
ذَاتِ الْحُبُكِ ۝ ٨- إِنَّكُمْ لَفِي قَوْلٍ
مُخْتَلِفٍ ۝ ٩- يُؤْفَكُ عَنْهُ مَنْ
أُفِكَ ۝ ١٠- قُتِلَ الْخَرَّاصُونَ ۝
١١- الَّذِينَ هُمْ فِي غَمْرَةٍ سَاهُونَ ۝
١٢- يَسْأَلُونَ أَيَّانَ يَوْمُ الدِّينِ ۝
١٣- يَوْمَ هُمْ عَلَى النَّارِ يُفْتَنُونَ ۝
١٤- ذُوقُوا فِتْنَتَكُمْ ط هَذَا الَّذِي

হইয়াছে। ইহাদের মতে প্রথম আয়তে আসন্ন বর্ষণের পূর্ব্ববর্ত্তী ধুলি-বিকিরণকারী সুশীতল সতেজ বায়ু; দ্বিতীয় আয়তে মেঘ-ভার বহনকারী স্থির বায়ু, তৃতীয় আয়তে বৃষ্টির সময়ে প্রবাহিত মৃদু বায়ু এবং চতুর্থ আয়তে মেঘমালা ও বৃষ্টি ধারা সম্প্রসারণকারী ঝঞ্ঝাবায়ুর বিষয় উল্লিখিত হইয়াছে। কাহারও কাহারও মতে প্রথম ও তৃতীয় আয়তের অর্থ যথাক্রমে ঝঞ্ঝাবায়ু ও মৃদু সমীরণ এবং দ্বিতীয় ও চতুর্থ আয়তের অর্থ মেঘমালা ও বৃষ্টিধারা। আবার কেহ কেহ চারিটি আয়তের মর্ম্মেই ঝড়বৃষ্টি, মেঘমালা ও বায়ুস্রোত পরিচালনকারী ফেরেশ্‌তা বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

৭—১০। প্রত্যাদেশ ও পরলোকের সত্যতা ঘোষণা করিবার পর আল্লাহতালা এই চারিটি আয়তে অসংখ্য কক্ষপথ-বিশিষ্ট অনন্ত আকাশকে সাক্ষী করিয়া বলিতেছেন যে, হে অবিশ্বাসী অসত্যারোপকারিগণ, নিশ্চয় তোমরা পরস্পর-বিরোধী ভ্রমবিশ্বাস ও কুসংস্কারে আচ্ছন্ন রহিয়াছ। কিন্তু এই অন্ধ বিশ্বাস ও কুসংস্কারের মোহে যাহারা সত্যের আহ্বান ও জ্ঞানের আলোক হইতে ফিরিয়া যাইবে এবং আমার প্রিয়তম রসুল ও প্রত্যাদেশ সম্বন্ধে অসত্য প্রচার করিয়া বেড়াইবে, এই অমার্জ্জনীয় অপরাধের জন্য তাহাদিগকে অবশ্যই ধ্বংসপ্রাপ্ত হইতে হইবে। সুতরাং সত্যের প্রতি অসত্যারোপ করিয়া তাহারা কিছুতেই পরিত্রাণ পাইবে না।

১১—১৪। অনন্তর আল্লাহতালা বলিতেছেন যে, যাহারা অবিশ্বাস ও অমনোযোগিতায় আত্মবিস্মৃত হইয়া রহিয়াছে, তাহারা জিজ্ঞাসা করিতেছে যে, পারলৌকিক প্রতিফল প্রদানের ঐ বিচার-দিবস কবে সংঘটিত হইবে? ইহার উত্তরে আল্লাহতালা বলিয়া দিতেছেন যে, যেদিন নরকানলের সম্মুখে অবিশ্বাসীদের পরীক্ষা করিয়া তাহাদিগকে সমুচিত প্রতিফল প্রদান করা হইবে এবং তাহাদিগকে নরকে নিক্ষেপ করিয়া বলা হইবে যে, আজ তোমরা স্ব স্ব দুষ্কৃতি প্রতিফল ভোগ কর, ফলতঃ সেইদিনই অবিশ্বাসীদের অবিলম্বে প্রার্থনীয় বিচার-দিবস সংঘটিত হইবে।

প্রতিশ্রুত হইয়াছে তাহা সত্য; ৬। এবং
নিশ্চয়ই প্রতিফল সংঘটিত হইবে।
৭। এবং সাক্ষী ঐ কক্ষপথ-বিশিষ্ট
নভোমণ্ডল; ৮। নিশ্চয়ই তোমরা
পরস্পর-বিরোধী বাক্যের মধ্যে রহিয়াছ।
৯। যে ফিরিয়া যাইবার সেই উহা
হইতে ফিরিয়া যায়। ১০। অসত্য
প্রচারকারীরা ধ্বংস হউক; ১১। যাহারা
অমনোযোগিতার মধ্যে বিস্মৃত রহিয়াছে;
১২। তাহারা জিজ্ঞাসা করিতেছে যে,
প্রতিফল দিবস কবে হইবে? ১৩। যেদিন
তাহারা নরকানলের উপর পরীক্ষিত
হইবে। ১৪। তোমরা স্বীয় দুষ্কৃতি
আস্বাদন কর। ইহাই তাহা—যদ্বিষয়ে

تُوعَدُونَ لَصَادِقٌ ۙ ٦- وَّإِنَّ
الدِّينَ لَوَاقِعٌ ۗ ٧- وَالسَّمَاءِ
ذَاتِ الْحُبُكِ ۙ ٨- إِنَّكُمْ لَفِي قَوْلٍ
مُّخْتَلِفٍ ۙ ٩- يُؤْفَكُ عَنْهُ مَنْ
أُفِكَ ۗ ١٠- قُتِلَ الْخَرَّاصُونَ ۙ
١١- الَّذِينَ هُمْ فِي غَمْرَةٍ سَاهُونَ ۙ
١٢- يَسْأَلُونَ أَيَّانَ يَوْمُ الدِّينِ ۗ
١٣- يَوْمَ هُمْ عَلَى النَّارِ يُفْتَنُونَ ۝
١٤- ذُوقُوا فِتْنَتَكُمْ ۖ هَٰذَا الَّذِي

হইয়াছে। ইহাদের মতে প্রথম আয়তে আসন্ন বর্ষণের পূর্ব্ববর্ত্তী ধুলি-বিকিরণকারী সুশীতল সতেজ বায়ু; দ্বিতীয় আয়তে মেঘ-ভার বহনকারী স্থির বায়ু, তৃতীয় আয়তে বৃষ্টির সময়ে প্রবাহিত মৃদু বায়ু এবং চতুর্থ আয়তে মেঘমালা ও বৃষ্টি ধারা সম্প্রসারণকারী ঝঞ্ঝাবায়ুর বিষয় উল্লিখিত হইয়াছে। কাহারও কাহারও মতে প্রথম ও তৃতীয় আয়তের অর্থ যথাক্রমে ঝঞ্ঝাবায়ু ও মৃদু সমীরণ এবং দ্বিতীয় ও চতুর্থ আয়তের অর্থ মেঘমালা ও বৃষ্টিধারা। আবার কেহ কেহ চারিটি আয়তের মর্ম্মেই ঝড়বৃষ্টি, মেঘমালা ও বায়ুস্রোত পরিচালনকারী ফেরেশ্‌তা বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

৭—১০। প্রত্যাদেশ ও পরলোকের সত্যতা ঘোষণা করিবার পর আল্লাহতালা এই চারিটি আয়তে অসংখ্য কক্ষপথ-বিশিষ্ট অনন্ত আকাশকে সাক্ষী করিয়া বলিতেছেন যে, হে অবিশ্বাসী অসত্যারোপকারিগণ, নিশ্চয় তোমরা পরস্পর-বিরোধী ভ্রমবিশ্বাস ও কুসংস্কারে আচ্ছন্ন রহিয়াছ। কিন্তু এই অন্ধ বিশ্বাস ও কুসংস্কারের মোহে যাহারা সত্যের আহ্বান ও জ্ঞানের আলোক হইতে ফিরিয়া যাইবে এবং আমার প্রিয়তম রসুল ও প্রত্যাদেশ সম্বন্ধে অসত্য প্রচার করিয়া বেড়াইবে, এই অমার্জ্জনীয় অপরাধের জন্য তাহাদিগকে অবশ্যই ধ্বংসপ্রাপ্ত হইতে হইবে। সুতরাং সত্যের প্রতি অসত্যারোপ করিয়া তাহারা কিছুতেই পরিত্রাণ পাইবে না।

১১—১৪। অনন্তর আল্লাহতালা বলিতেছেন যে, যাহারা অবিশ্বাস ও অমনোযোগিতায় আত্মবিস্মৃত হইয়া রহিয়াছে, তাহারা জিজ্ঞাসা করিতেছে যে, পারলৌকিক প্রতিফল প্রদানের ঐ বিচার-দিবস কবে সংঘটিত হইবে? ইহার উত্তরে আল্লাহতালা বলিয়া দিতেছেন যে, যেদিন নরকানলের সম্মুখে অবিশ্বাসীদের পরীক্ষা করিয়া তাহাদিগকে সমুচিত প্রতিফল প্রদান করা হইবে এবং তাহাদিগকে নরকে নিক্ষেপ করিয়া বলা হইবে যে, আজ তোমরা স্ব স্ব দুষ্কৃতি প্রতিফল ভোগ কর, ফলতঃ সেইদিনই অবিশ্বাসীদের অবিলম্বে প্রার্থনীয় বিচার-দিবস সংঘটিত হইবে।

তোমরা সত্বরতা করিতে। ১৫। নিশ্চয়
ধর্ম্মভীরুগণ স্বর্গোদ্যান ও প্রস্রবণ-সমূহের
মধ্যে থাকিবে। ১৬। যাহা তাহাদের
প্রতিপালক তাহাদিগকে দান করেন,
তাহারা তাহা পরিগ্রহণ করিবে; যেহেতু
তাহারা ইহার পূর্ব্বে সৎকর্ম্মশীল ছিল।
১৭। তাহারা রজনীতে অত্যল্পই শয়ন
করিত। ১৮। এবং প্রভাতেই ক্ষমা-
প্রার্থনা করিত। ১৯। এবং তাহাদের
ধন-সম্পদের মধ্যে প্রার্থী ও অভাবগ্রস্ত-
গণের অংশ নির্দ্ধারিত ছিল। ২০। এবং
পৃথিবীতে আস্থাবানগণের জন্য নিদর্শনা-
বলী রহিয়াছে; ২১। এবং তোমাদের
নিজেদের মধ্যেও; তবুও কি তোমরা
লক্ষ্য করিতেছ না? ২২। এবং
নভোমণ্ডলেই তোমাদের উপজীবিকা এবং
তোমাদের প্রতিশ্রুত বিষয় রহিয়াছে।

كُنْتُمْ بِهٖ تَسْتَعْجِلُوْنَ ○ ١٥- اِنَّ
الْمُتَّقِيْنَ فِيْ جَنّٰتٍ وَّعُيُوْنٍ ○
١٦- اٰخِذِيْنَ مَآ اٰتٰهُمْ رَبُّهُمْ ط اِنَّهُمْ
كَانُوْا قَبْلَ ذٰلِكَ مُحْسِنِيْنَ ○
١٧- كَانُوْا قَلِيْلًا مِّنَ الَّيْلِ مَا يَهْجَعُوْنَ ○
١٨- وَبِالْاَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُوْنَ ○
١٩- وَفِيْٓ اَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّآئِلِ
وَالْمَحْرُوْمِ ○ ٢٠- وَفِي الْاَرْضِ
اٰيٰتٌ لِّلْمُوْقِنِيْنَ ○ ٢١- وَفِيْٓ
اَنْفُسِكُمْ ط اَفَلَا تُبْصِرُوْنَ ○ ٢٢- وَ
فِي السَّمَآءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوْعَدُوْنَ ○

১৫—১৯। অবিশ্বাসী ধর্ম্মদ্রোহীদিগের পারলৌকিক শাস্তি ও দুর্গতির বিষয় বর্ণনা করিবার পর আল্লাহতালা এই কয়েকটি আয়তে ধার্ম্মিক ও পুণ্যবানগণের পারলৌকিক পুরস্কারের বিষয় বর্ণনা করিতেছেন। আল্লাহতালা বলিতেছেন যে, যাহারা পৃথিবীতে ধার্ম্মিক ও সদাচারী হইয়া সংকাযে জীবন অতিবাহিত করিবে এবং যাহারা রজনীতে অল্পক্ষণ নিদ্রিত হইয়া অধিকাংশ সময় আল্লাহতালার উপাসনা অথবা 'তাহাজ্জদ' নামাজে নিরত থাকিবে এবং যাহারা প্রভাতে স্ব স্ব কৃতকর্ম্মের জন্য আল্লাহতালার অনুগ্রহ ও ক্ষমা প্রার্থনা করিবে এবং যাহারা স্ব স্ব ধন-সম্পদ হইতে অভাবগ্রস্ত—প্রার্থী ও অপ্রার্থী ব্যক্তিগণকে দান-খয়রাত করিবে, তাহারা পরলোকে সুখময় স্বর্গোদ্যান ও সুস্বাদু পানীয় পূর্ণ প্রস্রবণ সমূহের মধ্যে পরম সুখে অবস্থান করিবে। আল্লাহতালার অনন্ত অনুগ্রহ ও অফুরন্ত দানে তাহাদের কোন কামনাই অতৃপ্ত থাকিবে না।

২০—২৩। অতঃপর আল্লাহতালা বলিতেছেন যে, যাহারা আমার বাক্যে আস্থা স্থাপন করিয়াছে, এই পৃথিবীতে এবং তাহাদের নিজেদের মধ্যেও আমার অনন্ত অনুগ্রহের নিদর্শন বিদ্যমান রহিয়াছে। আমি নভোমণ্ডলের মেঘমালার মধ্যেই তাহাদের উপজীবিকার অবলম্বন স্বরূপ বারিধারা এবং শাস্তির উপকরণ স্বরূপ ঝটিকা ও বজ্র-বিদ্যুৎ সৃষ্টি করিয়া রাখিয়াছি।

২৩। অতএব নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের প্রতিপালকের শপথ—নিশ্চয়ই ইহা তোমাদের বাক্যালাপের অনুরূপ সত্য।

২৩- فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ مِّثْلَ مَا أَنَّكُمْ تَنطِقُونَ ۝

২য় রুকু—পূর্ব্ববর্তী অবিশ্বাসীদের ধ্বংস-প্রাপ্তির বিবরণ

২৪। তোমার নিকটে কি এবরাহিমের সম্মানিত অতিথিগণের সংবাদ আসিয়াছে? ২৫। যখন তাহারা তদীয় সমক্ষে প্রবেশ করিয়াছিল তখন তাহারা বলিয়াছিল—সালাম; সেও সালাম বলিয়াছিল; এ যে অপরিচিত সম্প্রদায়! ২৬। অতঃপর সে স্বীয় পরিজনের দিকে মনোনিবেশ করিয়াছিল, তৎপর একটি ভর্জ্জিত গোবৎস আনয়ন করিয়াছিল; ২৭। তৎপর সে উহা তাহাদের সন্নিকটে রাখিয়া বলিয়াছিল—তোমরা খাইতেছ না কেন? ২৮। অতঃপর সে তাহাদিগ হইতে ভীতি অনুভব করিয়াছিল; তাহারা

২৪- هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ الْمُكْرَمِينَ ۝ ২৫ إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامًا ط قَالَ سَلَامٌ ج قَوْمٌ مُّنكَرُونَ ۝ ২৬- فَرَاغَ إِلَىٰ أَهْلِهِ فَجَاءَ بِعِجْلٍ سَمِينٍ ۝ ২৭- فَقَرَّبَهُ إِلَيْهِمْ قَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ ۝ ২৮- فَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً ط قَالُوا

অবশেষে আল্লাহতালা সমগ্র বিশ্বজগতের উপর স্বীয় আধিপত্যের শপথ করিয়া বলিতেছেন যে, তোমাদের বাক্যালাপ যেমন সত্য, আমার বাক্যও তেমনি অভ্রান্ত। তোমরা নিশ্চয় জানিও যে, কিছুতেই উহার অন্যথা অথবা ব্যতিক্রম হইবে না।

২৪—২৭। এই কয়েকটি আয়তে হজরত এবরাহিমের নিকট আল্লাহতালার প্রেরিত ফেরেশতাগণের অতিথি-রূপে উপস্থিত হওয়ার প্রসঙ্গ বর্ণিত হইয়াছে। উক্ত ফেরেশতাগণ অপরিচিত অতিথি রূপে হজরত এবরাহিমের নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে সালাম করায় তিনিও তাঁহাদিগকে সালাম করিয়া সাদরে আহ্বান করিয়াছিলেন এবং তাঁহাদিগকে যথারীতি উপবেশন করাইয়া গৃহ মধ্য হইতে তাঁহাদের ভোজনের জন্য ভর্জ্জিত গোমাংস আনিয়া দিয়াছিলেন। কিন্তু স্বর্গীয় অতিথিগণ ভোজন কার্য্যে অনভ্যস্ত হেতু খাদ্যে হস্তার্পণ না করায় হজরত এবরাহিম বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—তোমরা ভোজন করিতেছ না কেন?

২৮—৩০। অতিথিগণ ভক্ষণ না করায় হজরত এবরাহিম তাঁহাদিগকে শত্রু মনে করিয়া ভীত হইয়াছিলেন এবং তিনি মনে মনে ভাবিয়াছিলেন যে, হয় ত তাঁহারা তাঁহার কোনরূপ অনিষ্ট সাধন করিতে আসিয়াছে। ফেরেশতাগণ তাঁহার মনোভাব বুঝিতে পারিয়া বলিয়াছিলেন যে, আপনি ভীত হইবেন না; আমরা আল্লাহতালার আদেশে অনাচারী ও ধর্ম্মদ্রোহী লুত

২৩। অতএব নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের প্রতিপালকের শপথ—নিশ্চয়ই ইহা তোমাদের বাক্যালাপের অনুরূপ সত্য।

٢٣- فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ
لَحَقٌّ مِّثْلَ مَا أَنَّكُمْ تَنطِقُونَ ۝

২য় রুকু—পূর্ব্ববর্ত্তী অবিশ্বাসীদের ধ্বংস-প্রাপ্তির বিবরণ

২৪। তোমার নিকটে কি এবরাহিমের সম্মানিত অতিথিগণের সংবাদ
আসিয়াছে? ২৫। যখন তাহারা তদীয় সমক্ষে প্রবেশ করিয়াছিল তখন তাহারা বলিয়াছিল—সালাম; সেও সালাম বলিয়াছিল; এ যে অপরিচিত সম্প্রদায়!
২৬। অতঃপর সে স্বীয় পরিজনের দিকে মনোনিবেশ করিয়াছিল, তৎপর একটি ভর্জ্জিত গোবৎস আনয়ন করিয়াছিল;
২৭। তৎপর সে উহা তাহাদের সন্নিকটে রাখিয়া বলিয়াছিল—তোমরা খাইতেছ না কেন?
২৮। অতঃপর সে তাহাদিগ হইতে ভীতি অনুভব করিয়াছিল; তাহারা

٢٤- هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ ضَيْفِ
إِبْرَاهِيمَ الْمُكْرَمِينَ ۝ ٢٥ إِذْ
دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامًا ط قَالَ
سَلَامٌ ج قَوْمٌ مُّنكَرُونَ ۝ ٢٦- فَرَاغَ
إِلَىٰ أَهْلِهِ فَجَاءَ بِعِجْلٍ سَمِينٍ ۝
٢٧- فَقَرَّبَهُ إِلَيْهِمْ قَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ ۝
٢٨- فَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً ط قَالُوا

অবশেষে আল্লাহতালা সমগ্র বিশ্বজগতের উপর স্বীয় আধিপত্যের শপথ করিয়া বলিতেছেন যে, তোমাদের বাক্যালাপ যেমন সত্য, আমার বাক্যও তেমনি অভ্রান্ত। তোমরা নিশ্চয় জানিও যে, কিছুতেই উহার অন্যথা অথবা ব্যতিক্রম হইবে না।

২৪—২৭। এই কয়েকটি আয়তে হজরত এবরাহিমের নিকট আল্লাহতালার প্রেরিত ফেরেশতাগণের অতিথি-রূপে উপস্থিত হওয়ার প্রসঙ্গ বর্ণিত হইয়াছে। উক্ত ফেরেশতাগণ অপরিচিত অতিথি রূপে হজরত এবরাহিমের নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে সালাম করায় তিনিও তাঁহাদিগকে সালাম করিয়া সাদরে আহ্বান করিয়াছিলেন এবং তাঁহাদিগকে যথারীতি উপবেশন করাইয়া গৃহ মধ্য হইতে তাঁহাদের ভোজনের জন্য ভর্জ্জিত গোমাংস আনিয়া দিয়াছিলেন। কিন্তু স্বর্গীয় অতিথিগণ ভোজন কার্য্যে অনভ্যস্ত হেতু খাদ্যে হস্তার্পণ না করায় হজরত এবরাহিম বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—তোমরা ভোজন করিতেছ না কেন?

২৮—৩০। অতিথিগণ ভক্ষণ না করায় হজরত এবরাহিম তাঁহাদিগকে শত্রু মনে করিয়া ভীত হইয়াছিলেন এবং তিনি মনে মনে ভাবিয়াছিলেন যে, হয় ত তাঁহারা তাঁহার কোনরূপ অনিষ্ট সাধন করিতে আসিয়াছে। ফেরেশতাগণ তাঁহার মনোভাব বুঝিতে পারিয়া বলিয়াছিলেন যে, আপনি ভীত হইবেন না; আমরা আল্লাহতালার আদেশে অনাচারী ও ধর্ম্মদ্রোহী লূত

বলিয়াছিল—ভীত হইও না; এবং তাহারা তাহাকে একটি জ্ঞানবান বালকের সুসংবাদ দান করিয়াছিল। ২৯। অনন্তর তাহার স্ত্রী উচ্চরব করিয়া অগ্রসর হইয়াছিল, তৎপর সে তাহার কপালে করাঘাত করিয়াছিল এবং বলিয়াছিল, আমি ত একটি বন্ধ্যা বুড়ি! ৩০। তাহারা বলিয়াছিল, নিশ্চয় তিনি বিজ্ঞানময় মহাজ্ঞানি।

لَا تَخَفْ ۖ وَبَشَّرُوهُ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ ○
٢٩- فَأَقْبَلَتِ امْرَأَتُهُ فِي صَرَّةٍ
فَصَكَّتْ وَجْهَهَا وَقَالَتْ عَجُوزٌ
عَقِيمٌ ○ ٣٠- قَالُوا كَذَٰلِكِ ۙ قَالَ
رَبُّكِ ۖ إِنَّهُ هُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ ○

সম্প্রদায়কে শাস্তি প্রদানের জন্যই পৃথিবীতে আগমন করিয়াছি এবং আপনাকে একটি জ্ঞানবান পুত্র-লাভের সুসংবাদ দিতে আসিয়াছি। হজরত এবরাহিমের পত্নী বিবি সারা উঁহার পার্শ্বেই দণ্ডায়মানা ছিলেন। তিনি ফেরেশতাগণের ঐ বাক্য শুনিয়া উচ্চরব বা উচ্চহাস্য সহকারে কপালে করাঘাত করিয়া বলিয়াছিলেন—"আমি ত একটি বন্ধ্যা বুড়ী এবং আমার স্বামীও ততোধিক বৃদ্ধ, এ অবস্থায় এই বয়সে আমার সন্তান হইবে,—ইহা যে সম্পূর্ণ অসম্ভব!" ফেরেশতাগণ ইহার উত্তরে বলিয়াছিলেন যে, তোমার সর্ব্বশক্তিমান প্রতিপালক প্রভুই একথা বলিয়া দিয়াছেন, নিশ্চয় তিনি বিজ্ঞানময় মহাজ্ঞানী। সুতরাং তাঁহার অসাধ্য কিছুই নাই।—১২শ পারা, সুরা হুদ, ৭ম রুকুর তফসীর দ্রষ্টব্য।

বিভিন্ন তফসীর এবং পুরাতন বাইবেল পাঠেও জানা যায় যে, উপরোক্ত ফেরেশতাগণ দুইটি উদ্দেশ্যে পৃথিবীতে আগমন করিয়াছিলেন। প্রথমতঃ নবীবর হজরত এবরাহিম এবং তাঁহার পত্নী বিবি সারাকে এসহাক নামক সন্তান লাভের সুসংবাদ দান এবং দ্বিতীয়তঃ হজরত এবরাহিমের ভ্রাতুষ্পুত্র সদোম নিবাসী হজরত লুতের অনাচার সম্প্রদায়কে শাস্তি প্রদান। বলা বাহুল্য, ফেরেশতাগণ হজরত এবরাহিমের নিকট হইতে বিদায় হইয়া সদোমে উপস্থিত হইলে হজরত লুত তাঁহাদিগকে সাদরে অভ্যর্থনা করেন। ফেরেশতাগণ অতি সুদর্শন যুবক বেশে সদোমে উপস্থিত হইয়াছিলেন। সুতরাং তাঁহারা যখন হজরত লুতের গৃহাভিমুখে গমন করেন, তখনই অনাচারী সদোম-বাসীদিগের পাপ-দৃষ্টি তাহাদের উপর পতিত হইয়াছিল। পক্ষান্তরে হজরত লুতও অতিথিগণের সুন্দর কান্তি দর্শনে এবং স্বীয় সম্প্রদায়ের অনাচার ও দুষ্প্রবৃত্তি স্মরণে তাঁহাদের সম্মান ও মর্য্যাদা রক্ষার জন্য ভীত ও বিচলিত হইয়া পড়িয়াছিলেন।

অনন্তর অনাচারী সদোম-বাসী নরপশুরা উক্ত যুবক-রূপী স্বর্গীয় ফেরেশতাগণকে করায়ত্ত করিবার জন্য হজরত লুতের গৃহে উপস্থিত হইয়া বলিয়াছিল যে, হে লুত, তুমি ঐ যুবকদিগকে আমাদের নিকট সমর্পণ কর; অন্যথা আমরা তোমার গৃহে প্রবেশ করিয়া বলপূর্ব্বক তাহাদিগকে লইয়া যাইব। হজরত লুত তাহাদের এই অসঙ্গত পাশবিক প্রস্তাবে ভীত ও বিচলিত হইয়া অতিথিগণের সম্মান ও মর্য্যাদা রক্ষার জন্য তাহাদের নিকট স্বীয় বয়স্থা ও কুমারী কন্যা সমর্পণের প্রস্তাব করেন; কিন্তু তাহারা উহাতে সম্মত না হইয়া হজরত লুতের গৃহ আক্রমণ করিতে উদ্যত হওয়ায় স্বর্গীয় ফেরেশতাগণ ভীত ও বিচলিত হজরত লুতের নিকট আত্মপরিচয় প্রদান করতঃ তাঁহাকে সপরিবারে স্থানান্তরে প্রেরণ পূর্ব্বক যেরূপ ভাবে সমগ্র সদোম নগরী উৎপাটিত ও ধ্বংস করিয়া অনাচারী সদোম-বাসীদিগকে অতি কঠোর শাস্তি প্রদান করিয়াছিলেন, তাহার বিস্তৃত বিবরণ সুরা হুদের ৭ম রুকুর তফসীরে বর্ণিত হইয়াছে।—১২শ পারা এবং পরবর্ত্তী ২৭ পারা দ্রষ্টব্য।

২৭ পারা—কালা ফামা খাৎবোকুম

৩১। সে বলিয়াছিল—হে প্রেরিতগণ, তবে তোমাদের উদ্দেশ্য কি? ৩২। তাহারা বলিয়াছিল—নিশ্চয় আমরা এক অপরাধী সম্প্রদায়ের প্রতি প্রেরিত হইয়াছি; ৩৩। যেন আমরা তাহাদের উপর মৃত্তিকা-জাত প্রস্তর-পুঞ্জ বর্ষণ করি; ৩৪। যাহা অপচারীদিগের জন্য তোমার প্রতিপালকের সন্নিধান হইতে নিরূপিত হইয়াছে। ৩৫। কিন্তু আমরা উহা হইতে তাহাদিগকে বহির্গত করিয়াছি, যাহারা বিশ্বাসিগণের অন্তর্ভুক্ত ছিল। ৩৬। ফলতঃ আমরা তন্মধ্যে আত্মসমর্পণ-কারিগণের একটি গৃহ ব্যতীত প্রাপ্ত হই নাই। ৩৭। এবং আমরা তথায়—যাহারা যন্ত্রণাপ্রদ শাস্তিতে ভীত, তাহাদের জন্য একটি নিদর্শন পরিত্যাগ করিয়াছি। ৩৮। এবং মুসা সম্বন্ধে—যখন আমি তাহাকে প্রকাশ্য প্রমাণ-সহ ফেরাউনের প্রতি প্রেরণ করিয়াছিলাম; ৩৯। তখন সে স্বীয় শক্তির গর্ব্বে বিমুখ হইয়াছিল এবং বলিয়াছিল—এ ত যাদুকর অথবা

٣١- قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ أَيُّهَا
الْمُرْسَلُونَ ○ ٣٢- قَالُوٓا إِنَّآ
أُرْسِلْنَآ إِلَىٰ قَوْمٍ مُّجْرِمِينَ ۙ
٣٣- لِنُرْسِلَ عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّنْ
طِينٍ ۙ ٣٤- مُّسَوَّمَةً عِندَ رَبِّكَ
لِلْمُسْرِفِينَ ○ ٣٥- فَأَخْرَجْنَا مَن
كَانَ فِيهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ۙ
٣٦- فَمَا وَجَدْنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتٍ
مِّنَ الْمُسْلِمِينَ ۙ ٣٧- وَتَرَكْنَا
فِيهَآ ءَايَةً لِّلَّذِينَ يَخَافُونَ الْعَذَابَ
الْأَلِيمَ ۙ ٣٨- وَفِي مُوسَىٰٓ إِذْ
أَرْسَلْنَٰهُ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ بِسُلْطَٰنٍ مُّبِينٍ ○
٣٩- فَتَوَلَّىٰ بِرُكْنِهِۦ وَقَالَ سَٰحِرٌ أَوْ

৩১—৩৭। হজরত এবরাহিম (আঃ) অতিথি-রূপী ফেরেশতাগনের নিকট হজরত এস্‌হাকের জন্মের সুসংবাদ প্রাপ্ত হইবার পর তাঁহাদের আগমনের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করায় তাঁহারা যে উত্তর প্রদান করিয়াছিলেন, এই কয়েকটী আয়তে তাহাই বর্ণিত হইয়াছে। ফেরেশতাগণ বলিয়াছিলেন যে, আমরা হজরত লুতের অনাচারী ও ধর্ম্মদ্রোহীদিগকে শাস্তি দিবার জন্য প্রেরিত হইয়াছি। একটি বিশ্বাসী ও সদাচারী পরিবার ব্যতীত তাহাদের সকলকেই মৃত্তিকা-জাত প্রস্তর বর্ষণ করিয়া সমূলে ধ্বংস করিয়া দেওয়া হইবে। আল্লাহতালার নির্দ্ধারিত এই শাস্তি হইতে তাহারা কেহই পরিত্রাণ পাইবে না এবং ধর্ম্মভীরুগণের জন্য উহা চিরকাল একটি নিদর্শন-রূপে বিদ্যমান থাকিবে।

৩০—৪০। অনন্তর আল্লাহতালা বলিতেছেন যে, অনাচারী লুৎ সম্প্রদায়ের ন্যায় আমি ধর্ম্মদ্রোহী ফেরাউন ও তাহার সম্প্রদায়ের প্রতি আমার প্রিয় নবী মুসাকে আমার প্রকাশ্য নিদর্শনাবলী সহ প্রেরণ করিয়াছিলাম, কিন্তু সে স্বীয় শক্তি ও আধিপত্যের গর্ব্বে তাহাকে উন্মাদ ও যাদুকর বলিয়া

উন্মাদ। ৪০। অতঃপর আমি তাহাকে ও তদীয় সৈন্যদলকে ধৃত করিয়াছিলাম, তৎপর তাহাদিগকে সমুদ্র মধ্যে নিক্ষেপ করিয়াছিলাম এবং সে লাঞ্ছিত হইয়াছিল। ৪১। এবং আদ সম্বন্ধে—যখন আমি তাহাদের প্রতি ধ্বংসের ঝঞ্ঝাবায়ু প্রেরণ করিয়াছিলাম; ৪২। তখন উহা যদ্বিষয়ের উপর আপতিত হইয়াছিল, তাহাকে বিচূর্ণ করা ব্যতীত পরিত্যাগ করে নাই। ৪৩। এবং সমুদ সম্বন্ধে, যখন তাহাদিগকে বলা হইয়াছিল যে, এক নির্দ্দিষ্ট সময় পর্য্যন্ত উপভোগ কর; ৪৪। তখন তাহারা স্বীয় প্রতিপালকের আদেশের বিরুদ্ধাচরণ করিয়াছিল, তজ্জন্য বজ্রধ্বনি তাহাদিগকে ধৃত করিয়াছিল এবং তাহারা উহা অবলোকন করিতেছিল। ৪৫। তৎপর তাহারা দণ্ডায়মান হইতে সক্ষম হয় নাই। ৪৬। এবং ইহার পূর্ব্বে নূহ সম্প্রদায়—নিশ্চয় তাহারাও দুষ্কর্ম্মশীল সম্প্রদায় ছিল।

مَجْنُونٌ ○ ٤٠- فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ
فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ وَهُوَ مُلِيمٌ ۚ
٤١- وَفِي عَادٍ إِذْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ
الرِّيحَ الْعَقِيمَ ۚ ٤٢- مَا تَذَرُ مِنْ
شَيْءٍ أَتَتْ عَلَيْهِ إِلَّا جَعَلَتْهُ كَالرَّمِيمِ ۚ
٤٣- وَفِي ثَمُودَ إِذْ قِيلَ لَهُمْ تَمَتَّعُوا
حَتَّىٰ حِينٍ ○ ٤٤- فَعَتَوْا عَنْ
أَمْرِ رَبِّهِمْ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ وَهُمْ
يَنْظُرُونَ ○ ٤٥- فَمَا اسْتَطَاعُوا
مِنْ قِيَامٍ وَمَا كَانُوا مُنْتَصِرِينَ ۙ
٤٦- وَقَوْمَ نُوحٍ مِنْ قَبْلُ ۖ إِنَّهُمْ
كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ ع

৩য় রুকু—মক্কার অবিশ্বাসীদিগের শাস্তি ও লাঞ্ছনা

৪৭। এবং নভোমণ্ডল—আমি উহাকে শক্তি দ্বারা সৃষ্টি করিয়াছি, নিশ্চয় আমি সম্প্রসারণকারী। ৪৮। এবং ভূমণ্ডল আমি উহাকে সুবিস্তৃত করিয়াছি, ফলতঃ

٤٧- وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا
لَمُوسِعُونَ ○ ٤٨- وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا

উপেক্ষা করিয়াছিল। ইহার ফলে আমি ধর্ম্মদ্রোহী ফেরাউন ও তাহার সৈন্যদলকে সমুদ্রে নিমজ্জিত করিয়া সমূলে ধ্বংস করিয়া দিয়াছিলাম।

৪১—৪৬। এইরূপে ধর্ম্মদ্রোহী ও বিরুদ্ধাচারী আদ ও সমুদ সম্প্রদায়কে আমি ঝঞ্ঝাবায়ু ও বজ্রধ্বনি দ্বারা ধ্বংস করিয়াছিলাম এবং দুষ্কর্ম্মশীল নূহ সম্প্রদায় মহাপ্লাবনে নিমজ্জিত হইয়াছিল। আমার এই সকল শাস্তি তাহারা কেহই প্রতিরোধ অথবা উহা হইতে কেহই পরিত্রাণ লাভ করিয়া আত্মরক্ষা করিতে পারে নাই।

৪৭—৪৯। ধর্ম্মদ্রোহী আদ, সমুদ, ফেরাউন ও অন্যান্য সম্প্রদায়ের শোচনীয় অন্তিম পরিণাম বর্ণনা করিবার পর আল্লাহতালা হজরত রসুলোল্লার বিরুদ্ধাচারী কোরেশদিগকে সতর্ক করিয়া বলিয়া দিতেছেন

আমি কেমন উত্তম বিস্তারকারী। ৪৯। এবং আমি প্রত্যেক বিষয়ের জোড়া সৃষ্টি করিয়াছি—যেন তোমরা অনুধাবন কর। ৫০। অতএব তোমরা আল্লার দিকে প্রধাবিত হও; নিশ্চয় আমি তাহার পক্ষ হইতে তোমাদের জন্য প্রকাশ্য ভয়-প্রদর্শনকারী। ৫১। এবং তোমরা আল্লার সহিত অন্য উপাস্য স্থির করিও না; নিশ্চয় আমি তাঁহার পক্ষ হইতে তোমাদের জন্য প্রকাশ্য ভয়-প্রদর্শনকারী। ৫২। এইরূপে তাহাদের পূর্ব্বে তাহাদের নিকট যে কোন রসুল আগমন করিয়াছিল, তাহারা তাহাকে যাদুকর অথবা উন্মাদ ব্যতীত বলে নাই। ৫৩। তবে কি ইহাই তাহাদের শেষ সিদ্ধান্ত ছিল? বরং তাহারা বিরুদ্ধাচারী সম্প্রদায় ছিল। ৫৪। অতএব তুমি উহাদিগ হইতে বিমুখ হও, পরে তোমার উপর কোনই অভিযোগ নাই। ৫৫। এবং তুমি সদুপদেশ দান করিতে

فَنِعْمَ الْمٰهِدُوْنَ ○ ৪৯- وَمِنْ
كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ
تَذَكَّرُوْنَ ○ ৫০- فَفِرُّوْٓا اِلَى اللّٰهِ ط
اِنِّيْ لَكُمْ مِّنْهُ نَذِيْرٌ مُّبِيْنٌ ○ج
৫১- وَلَا تَجْعَلُوْا مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ ط
اِنِّيْ لَكُمْ مِّنْهُ نَذِيْرٌ مُّبِيْنٌ ○ج
৫২- كَذٰلِكَ مَآ اَتَى الَّذِيْنَ مِنْ
قَبْلِهِمْ مِّنْ رَّسُوْلٍ اِلَّا قَالُوْا سَاحِرٌ
اَوْ مَجْنُوْنٌ ○ج ৫৩- اَتَوَاصَوْا بِهٖ ج
بَلْ هُمْ قَوْمٌ طَاغُوْنَ ○ج ৫৪- فَتَوَلَّ
عَنْهُمْ فَمَآ اَنْتَ بِمَلُوْمٍ ○ز ৫৫- وَّذَكِّرْ

যে, আমিই এই বিরাট নভোমণ্ডল ও ভুমণ্ডল সৃষ্টি করিয়া উহাকে সম্প্রসারিত ও সুবিস্তৃত করিয়াছি এবং জীবের সুখ-শান্তি ও বংশবৃদ্ধির জন্য প্রত্যেক বিষয়ের জোড়া সৃষ্টি করিয়াছি। ফলতঃ তোমরা কি ইহা একটুও অনুধাবন করিতেছ না?

৫০—৫৩। অতএব হে রসুল, তুমি কোরেশদিগকে সতর্ক করিয়া বল যে, আমি আল্লার নিকট হইতে তোমাদের নিকট এই বাণী লইয়া আসিয়াছি যে, তোমরা কদাচ সেই মহান্ ও অদ্বিতীয় আল্লাহতালার অংশী স্থির করিও না এবং আমার উপদেশ অবহেলা করিয়া কখনই ধ্বংসের পথে অগ্রসর হইও না। তুমি তাহাদিগকে ইহাও স্মরণ করাইয়া দাও যে, তোমরা যেরূপ অহঙ্কার ও ভ্রান্তিবশে আমাকে উন্মাদ অথবা যাদুকর বলিয়া উপেক্ষা করিবার চেষ্টা করিতেছ, তোমাদের পূর্ব্ববর্ত্তি অবিশ্বাসীরাও এইরূপ করিয়াছিল। কিন্তু তাহার পরিণাম তাহাদের জন্য শুভ হয় নাই এবং তোমাদের পক্ষেও এই অবাধ্যতা এবং বিরুদ্ধাচরণ কখনই শুভ হইবে না।

৫৪—৫৮। আল্লাহতালা আরও বলিতেছেন—হে রসুল ইহাতেও যদি অবিশ্বাসী কোরেশেরা সংযত ও সতর্ক না হয়, তবে তুমি তাহাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া বিশ্বাসিদিগের কল্যাণের জন্য

فَإِنَّ الذِّكْرٰى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِيْنَ ○
٥٦- وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ
إِلَّا لِيَعْبُدُوْنِ ○ ٥٧- مَا أُرِيْدُ مِنْهُمْ
مِّنْ رِّزْقٍ وَّمَا أُرِيْدُ أَنْ يُّطْعِمُوْنِ ○
٥٨- إِنَّ اللّٰهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ
الْمَتِيْنُ ○ ٥٩- فَإِنَّ لِلَّذِيْنَ ظَلَمُوْا
ذَنُوْبًا مِّثْلَ ذَنُوْبِ أَصْحٰبِهِمْ فَلَا
يَسْتَعْجِلُوْنِ ○ ٦٠- فَوَيْلٌ لِّلَّذِيْنَ
كَفَرُوْا مِنْ يَّوْمِهِمُ الَّذِيْ يُوْعَدُوْنَ ○ ع

থাক, যেহেতু নিশ্চয় সদুপদেশ বিশ্বাসী-
গণকে সুফল প্রদান করে। ৫৬। এবং
আমি জেন ও মানবকে এতদ্ব্যতীত সৃষ্টি
করি নাই যে, তাহারা আমার উপাসনা
করিবে। ৫৭। আমি তাহাদের নিকট
কোনই উপজীবিকা চাহি না এবং আমি
ইহাও ইচ্ছা করি না যে; তাহারা আমাকে
আহার্য্য দান করিবে। ৫৮। নিশ্চয়
আল্লা-ই সুদৃঢ় শক্তিশালী জীবিকা-দাতা।
৫৯। অতএব নিশ্চয় অত্যাচারকারীদের
জন্য তাহাদের সহচরগণের অংশের
ন্যায় অংশ রহিয়াছে; অতঃপর তাহারা
যেন সত্বরতা না করে। ৬০। অতএব
সেই প্রতিশ্রুতি দিবসের প্রতি অবিশ্বাস-
কারীদিগের জন্য পরিতাপ।

তাহাদিগকে সদুপদেশ দান করিতে থাক। অধিকন্তু তুমি সমগ্র মানব-জাতিকে বলিয়া দাও যে, আমার আনুগত্য স্বীকার ও উপাসনার জন্যই আমি জেন ও মানব-জাতিকে সৃষ্টি করিয়াছি। এতদ্ব্যতীত আমি তাহাদের নিকট ধন-সম্পদ, উপজীবিকা অথবা অন্য কিছুরই প্রার্থী নহি; বরং আমারই নিকট সমগ্র বিশ্ব-জগতের উপজীবিকার অফুরন্ত ভাণ্ডার বিদ্যমান রহিয়াছে।

৫৯—৬০। অবিশ্বাসী কোরেশেরা যদি ইহাতেও সংযত ও সতর্ক হইয়া সত্য-ধর্ম্মে বিশ্বাস স্থাপন না করে, তবে পূর্ব্ববর্ত্তী অবিশ্বাসীদিগের ন্যায় তাহাদিগকেও শাস্তি ও লাঞ্ছনা ভোগ করিতে হইবে এবং সেই প্রতিশ্রুতি দিবসে ব্যর্থ অনুতাপ ভিন্ন তাহারা পরিত্রাণের আর কোনই পথ খুঁজিয়া পাইবে না।

এইরূপ ভাবে অসত্যের অধঃপতন ও পূর্ব্ববর্ত্তী অবিশ্বাসীদিগের শোচনীয় পরিণতি বিবৃত করিবার পর অবিশ্বাসী কোরেশদিগের অবাধ্যতা ও নবী-দ্রোহিতার শোচনীয় অন্তিম পরিণাম স্মরণ করাইয়া দিয়া আলোচ্য সুরা শেষ করা হইয়াছে।

মক্কায় অবতীর্ণ	৫২। সূরা তুর—الطور	৪৯ আয়ত

১ম রুকু—বিশ্বাসীগণের পারলৌকিক পুরস্কার

সর্ব্ব প্রদাতা করুণাময় আল্লার নামে

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

১। সাক্ষী ঐ পর্ব্বত; ২। এবং ঐ লিখিত গ্রন্থ—৩। উন্মুক্ত পত্রের মধ্যে; ৪। এবং ঐ পরিদর্শনীয় গৃহ; ৫। ও ঐ সমুন্নত ছাদ; ৬। এবং ঐ উচ্ছ্বসিত সমুদ্র; ৭। নিশ্চয় তোমার প্রতি-পালকের শাস্তি সংঘটিত হইবে; ৮। উহার কোনই নিবারণকারী নাই।

١- وَالطُّوْرِ ۝ ٢- وَكِتٰبٍ مَّسْطُوْرٍ ۝ ٣- فِيْ رَقٍّ مَّنْشُوْرٍ ۝ ٤- وَالْبَيْتِ الْمَعْمُوْرِ ۝ ٥- وَالسَّقْفِ الْمَرْفُوْعِ ۝ ٦- وَالْبَحْرِ الْمَسْجُوْرِ ۝ ٧- اِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعٌ ۝ ٨- مَّا لَهٗ مِنْ دَافِعٍ ۝

তুর—পর্ব্বত। আলোচ্য সূরার প্রথম আয়তের 'তুর' শব্দ হইতেই এই সূরার নামকরণ করা হইয়াছে। কোন কোন তফসীরকার নির্দ্দেশ করিয়াছেন যে, যে সকল পর্ব্বতে তরুলতা বিদ্যমান থাকে, তাহাকে 'তুর' বলা হয় এবং যে সকল পর্ব্বত বৃক্ষলতা পরিশূন্য, তাহা 'জবল' নামে অভিহিত হইয়া থাকে।—এব্‌ন কসির।

শানে-নজুল—এই সূরা সর্ব্ববাদী-সম্মতিক্রমে মক্কাশরিফে অবতীর্ণ হইয়াছিল এবং হজরত রসুলোল্লাহ সর্ব্বপ্রথমে মগরেবের নামাজে এই সূরা পাঠ করিয়াছিলেন।—সহি বোখারী ও মোসলেম।

১—৮। এই আটটি আয়তের প্রথম ছয়টি আয়তে আল্লাহতালা অনন্ত আকাশের সহিত কয়েকটি অবিস্মরণীয় ঐতিহাসিক বিষয়ের শপথ করিয়া অথবা উহাকে সাক্ষী রাখিয়া অবিশ্বাসীদের উপর স্বীয় শাস্তি অবতারণের সুনিশ্চয়তা ঘোষণা করিয়াছেন এবং সঙ্গে সঙ্গে তিনি ইহাও বলিয়া দিয়াছেন যে, অবিশ্বাসীদের জন্য ইহলোক ও পরলোকের ঐ অনিবার্য্য শাস্তি কেহই প্রতিরোধ অথবা নিবারণ করিতে সমর্থ হইবে না।

তফসীরকারগণ আলোচ্য আয়ত সমূহের প্রথম সাক্ষ্য 'তুর' অর্থে কোহতুর বা সিনাই পর্ব্বত অথবা হেরা গিরি বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। উহার প্রথম পর্ব্বতে হজরত মুসা আল্লার বাণী শ্রবণ করিয়াছিলেন এবং দ্বিতীয় পর্ব্বত হজরত মোহাম্মদ মোস্তফা (সঃ) সর্ব্বপ্রথম প্রত্যাদেশ বা ঐশী-বাণী শ্রবণের জন্য আহুত হইয়াছিলেন। দ্বিতীয় সাক্ষ্য 'কেতাবে মসতুর বা লিখিত গ্রন্থ। কাহারও মতে উহা 'লওহ মহফুজ' বা স্বর্গের সুরক্ষিত গ্রন্থ-ফলক; কিন্তু বিশিষ্ট মতে উহার অর্থ—চর্ম্ম, পত্র বা কাগজে লিখিত গ্রন্থ—যাহা লোকে খুলিয়া পাঠ করিয়া থাকে। সুতরাং এতদ্বারা হজরত মুসার প্রতি অবতারিত 'তওরাত' এবং হজরত রসুলোল্লার প্রতি অবতারিত কোরান শরিফকেই নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। তৃতীয় সাক্ষ্য 'বায়তেল্ মা'মুর, উহার অর্থ জনপূর্ণ অথবা পরিদর্শনীয় গৃহ। কোন কোন বর্ণনায় ইহাকে

৯। যেদিন নভোমণ্ডল বিঘূর্ণনে ঘূর্ণয়মান হইবে; ১০। এবং পর্ব্বতমালা বিচালনে বিচলিত হইবে; ১১। ফলতঃ সেদিন অসত্যারোপকারীদের জন্য পরিতাপ! ১২। যাহারা অনর্থক বিতর্কের মধ্যে ক্রীড়া করে; ১৩। সেদিন তাহারা নরকের অগ্নির দিকে বিতাড়নে বিতাড়িত হইবে। ১৪। ইহাই সেই নরকানল, যদ্বিষয়ে তোমরা অসত্যারোপ করিতে। ১৫। তবে কি ইহা যাদু অথবা তোমরা কি উহা প্রত্যক্ষ করিতেছ না? ১৬। ইহাতে প্রবিষ্ট হও; অতঃপর তোমরা সহ্য কর অথবা সহ্য না-কর; তোমাদের পক্ষে সমতুল্য; তোমরা যাহা করিয়াছিলে, কেবল তজ্জন্যই তোমা-দিগকে এই প্রতিফল প্রদান করা হইবে। ১৭। নিশ্চয় ধর্ম্মভীরুগণ স্বর্গোদ্যান ও সুখ-সম্পদের মধ্যে থাকিবে; ১৮। তাহা-

٩- يَوْمَ تَمُوْرُ السَّمَآءُ مَوْرًا ۙ
١٠- وَّتَسِيْرُ الْجِبَالُ سَيْرًا ۗ
١١- فَوَيْلٌ يَّوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِيْنَ ۙ
١٢- الَّذِيْنَ هُمْ فِيْ خَوْضٍ يَّلْعَبُوْنَ ۘ
١٣- يَوْمَ يُدَعُّوْنَ اِلٰى نَارِ جَهَنَّمَ دَعًّا ۗ
١٤- هٰذِهِ النَّارُ الَّتِيْ كُنْتُمْ بِهَا
تُكَذِّبُوْنَ ○ ١٥- اَفَسِحْرٌ هٰذَآ اَمْ
اَنْتُمْ لَا تُبْصِرُوْنَ ۚ ١٦- اِصْلَوْهَا
فَاصْبِرُوْٓا اَوْ لَا تَصْبِرُوْا ۚ سَوَآءٌ
عَلَيْكُمْ ۗ اِنَّمَا تُجْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ
تَعْمَلُوْنَ ○ ١٧- اِنَّ الْمُتَّقِيْنَ فِيْ
جَنّٰتٍ وَّنَعِيْمٍ ۙ ١٨- فٰكِهِيْنَ

সপ্তাকাশের উপরে অবস্থিত ফেরেশতাগণের উপাসনালয় বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। কিন্তু বিশিষ্ট তফসীরকারগণের মতে এতদ্দ্বারা মোস্‌লেম জগতের কেন্দ্রভূমি পবিত্র কাবাগৃহ এবং হজরত মুসা কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত 'তাবারসাফ' নামক ইহুদীদিগের উপাসনালয় নির্দেশিত হইয়াছে। সমুন্নত ছাদ অর্থ সেই উন্নত আকাশ—যে স্থান হইতে হজরত জিবরীল কর্ত্তৃক ওহি বা ঐশী-বাণী সমূহ অবতারিত হয়। 'বহর' অর্থ সমুদ্র অথবা সমতল। তফসীরকারগণের মতে এতদ্দ্বারা ইঙ্গিত করা হইতেছে যে, হজরত মুসার প্রতিদ্বন্দ্বী ফেরাউন যেরূপ সদলবলে লোহিত সমুদ্রে নিমজ্জিত হইয়াছিল, হজরত রসুলোল্লার প্রতিদ্বন্দ্বী অবিশ্বাসী কোরেশেরাও সেইরূপ আরবের সমতল প্রান্তরেই পরাজিত ও বিধ্বস্ত হইয়া যাইবে। ধর্ম্মদ্রোহিদিগের জন্য আল্লাহতালার এই নির্দ্ধারিত শাস্তি হইতে তাহাদিগকে কেহই রক্ষা করিতে পারিবে না।

৯—১৬। এই কয়েকটি আয়তে মহাপ্রলয় ও পুনরুত্থানের আভাস সহ অবিশ্বাসী ও ধর্ম্মদ্রোহীদিগের পারলৌকিক শাস্তি ও লাঞ্ছনার বিষয় বর্ণিত হইয়াছে। ব্যর্থ অনুতাপের সহিত সেই শাস্তি ও লাঞ্ছনা সহ্য করা ভিন্ন সেদিন তাহাদের আর কোনই গত্যন্তর থাকিবে না।

১৭—১৯। অবিশ্বাসী ও ধর্ম্মদ্রোহীদিগের শাস্তি ও লাঞ্ছনা বিবৃত করিবার পর আল্লাহতালা বিশ্বাসী ও পুণ্যবান নরনারীদিগের পারলৌকিক প্রতিদান ও তাঁহার অফুরন্ত সুখ-সম্পদের বিষয়ে বর্ণনা করিয়াছেন। তথায় সুখ-সম্ভোগ ও পান-ভোজন ব্যতীত তাহাদের আর কোনই কার্য্য থাকিবে না।

بِمَآ اٰتٰهُمْ رَبُّهُمْ ج وَوَقٰهُمْ رَبُّهُمْ
عَذَابَ الْجَحِيْمِ ۝ ١٩- كُلُوْا
وَاشْرَبُوْا هَنِيْٓـًٔا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ۝ لا
٢٠- مُتَّكِـِٔيْنَ عَلٰى سُرُرٍ مَّصْفُوْفَةٍ ج
وَزَوَّجْنٰهُمْ بِحُوْرٍ عِيْنٍ ۝
٢١- وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَاتَّبَعَتْهُمْ
ذُرِّيَّتُهُمْ بِاِيْمَانٍ اَلْحَقْنَا بِهِمْ
ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَآ اَلَتْنٰهُمْ مِّنْ عَمَلِهِمْ
مِّنْ شَيْءٍ ط كُلُّ امْرِئٍۭ بِمَا كَسَبَ
رَهِيْنٌ ۝ ٢٢- وَاَمْدَدْنٰهُمْ بِفَاكِهَةٍ
وَّلَحْمٍ مِّمَّا يَشْتَهُوْنَ ۝
٢٣- يَتَنَازَعُوْنَ فِيْهَا كَاْسًا لَّا لَغْوٌ

দের প্রতিপালক তাহাদিগকে যাহা দান
করিয়াছেন এবং তাহাদের প্রতিপালক যে
তাহাদিগকে নরকের শাস্তি হইতে রক্ষা
করিয়াছেন, তজ্জন্য তাহারা আনন্দিত।
১৯। তোমরা যাহা করিয়াছিলে, তজ্জন্য
তোমরা সানন্দে ভোজন ও পান কর।
২০। তাহারা শ্রেণীবদ্ধ আসন সমূহের
উপর এলায়িত ভাবে অবস্থান করিবে;
এবং আমি সুলোচনা সুন্দরীগণের সহিত
তাহাদিগকে পরিণয়াবদ্ধ করিব।
২১। এবং যাহারা বিশ্বাস স্থাপন
করিয়াছে এবং যাহাদের সন্তান-সন্ততিগণ
বিশ্বাস সহ তাহাদের অনুসরন করিয়াছে,
আমি তাহাদিগকে তাহাদের সন্তান-
সন্ততিগণের সহিত সম্মিলিত করিব;
এবং আমি তাহাদের কৃতকর্ম্ম সমূহ
হইতে কিছুমাত্র হ্রাস করিব না; প্রত্যেক
ব্যক্তি যাহা অর্জ্জন করে, তাহাতেই
অভ্যস্ত হয়। ২২। এবং আমি তাহা-
দিগকে ফলপুঞ্জ ও মাংস দ্বারা সাহায্য
করিব—যাহা তাহারা আকাঙ্ক্ষা করিবে।
২৩। তথায় তাহারা পানপাত্র লইয়া
আদান-প্রদান করিবে—যাহাতে কোন

২০—২৪। এই কয়েকটী আয়তে অনন্ত স্বর্গীয় সুখ-সম্পদের দৈহিক দিক আরও সুন্দরভাবে বিশ্লেষিত হইয়াছে। পবিত্র কোরান ও হাদিসে আধ্যাত্মিক ও দৈহিক উভয় প্রকার স্বর্গীয় সুখ-সম্পদের বিষয় বর্ণিত হইয়াছে। দৈহিক সুখের মধ্যে পার্থিব ধারণা অনুযায়ী উন্মোষিত যৌবন অনাহত স্বাস্থ্য, অনাবিল সৌন্দর্য্য, পরিতৃপ্তিকর পান-ভোজন, প্রিয়তম স্বামী, সতীসাধ্বী সুন্দরী স্ত্রী ও নয়নানন্দকর পুত্রকন্যা সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। আল্লাহতালা বলিতেছেন যে, আমার অনুগত বিশ্বাসী ও পুণ্যবান নরনারীগণ স্বর্গে এ সমস্তই প্রাপ্ত হইবে। তাহাদের কৃতকর্ম্ম ও আকাঙ্খা অনুযায়ী কোন সুখ-শান্তি হইতেই আমি তাহাদিগকে বঞ্চিত করিব না। তথায় পুণ্যবান পুরুষেরা শ্রেণীবদ্ধ আরামদায়ক আসনোপরি এলায়িত ভাবে অবস্থান করিয়া পান ও ভোজনের জন্য সুস্বাদু মাংস, সুমধুর ফল ও পরিতৃপ্তিকর দুগ্ধ, মধু প্রভৃতি যাহা ইচ্ছা তাহাই প্রাপ্ত হইবে। তাহাদের সুখ-শান্তির জন্য স্বর্গের 'হুরে-ইন' অর্থাৎ সুলোচনা হুর-সুন্দরীগণের সহিত আমি তাহাদিগকে পরিণয়াবদ্ধ করিয়া দিব। তাহাদের পতিপ্রাণা পবিত্রা পত্নী এবং প্রাণোপম পুত্রকন্যাগণের সহিতও তাহারা তথায় সানন্দে সম্মিলিত হইবে। আর একটি বর্ণনায় জানা যায় যে, পৃথিবীর পতিপ্রাণা সতীসাধ্বী রমণীগণ রূপ, যৌবন ও সৌন্দর্য্যে স্বর্গের সুনয়না হুর-সুন্দরীকেও লাঞ্ছিত করিয়া স্বামীর মনোরঞ্জন পূর্ব্বক স্বামীর সহিত পরম সুখে স্বর্গোদ্যানে অবস্থান করিবে এবং তাহাদের পার্থিব জীবনের নিষ্পাপ শিশু সন্তানেরা প্রচ্ছন্ন মুক্তা সাদৃশ তাহাদের চতুষ্পার্শ্বে পরিভ্রমণ করিয়া তাহাদের নয়ন ও মনের আনন্দ বর্দ্ধন করিবে।

অশান্তি অথবা অপরাধ নাই। ২৪। এবং তাহাদের সমক্ষে তাহাদের প্রচ্ছন্ন মুক্তা সদৃশ শিশু-সন্তানেরা পরিক্রমণ করিবে। ২৫। এবং তাহারা জিজ্ঞাসাবাদ করিবার জন্য পরস্পর পরস্পরের দিকে অগ্রসর হইবে। ২৬। তাহারা বলিবে যে, নিশ্চয় ইহার পূর্ব্বে আমরা স্বীয় পরিজনগণের মধ্যে সন্তপ্ত থাকিতাম। ২৭। কিন্তু আল্লাহ আমাদের প্রতি সদয় হইয়াছেন এবং তিনি আমাদিগকে উত্তপ্ত বায়ুর শাস্তি হইতে রক্ষা করিয়াছেন। ২৮। নিশ্চয় ইহার পূর্ব্বে আমরা তাঁহাকে আহ্বান করিতাম; নিশ্চয় তিনি সহৃদয় করুণাময়।

وَلَا تَأْثِيمٌ ○ ٢٤- وَيَطُوفُ
عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ لَّهُمْ كَأَنَّهُمْ لُؤْلُؤٌ
مَّكْنُونٌ ○ ٢٥- وَأَقْبَلَ
بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ ○
٢٦- قَالُوا إِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِي أَهْلِنَا
مُشْفِقِينَ ○ ٢٧- فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا
وَوَقَانَا عَذَابَ السَّمُومِ ○ ٢٨- إِنَّا
كُنَّا مِن قَبْلُ نَدْعُوهُ ط إِنَّهُ هُوَ
الْبَرُّ الرَّحِيمُ ع

২য় রুকু—অবিশ্বাসীদের পতন ও পরাজয়ের ভবিষ্যদ্বাণী

২৯। অতএব তুমি সদুপদেশ দান করিতে থাক, বস্তুতঃ স্বীয় প্রতিপালকের অনুগ্রহে তুমি গণক অথবা উন্মাদ নহ। ৩০। অথবা তাহারা কি বলে যে, সে কবি—আমরা তাহার সম্বন্ধে দুর্ঘটনার

٢٩- فَذَكِّرْ فَمَا أَنتَ بِنِعْمَتِ رَبِّكَ
بِكَاهِنٍ وَلَا مَجْنُونٍ ط ٣٠- أَمْ
يَقُولُونَ شَاعِرٌ نَّتَرَبَّصُ بِهِ رَيْبَ

স্বর্গোদ্যানের এই দৈহিক সুখ-শান্তি ভিন্ন তথায় আধ্যাত্মিক জীবনের যে অনুপম সুখ-শান্তি বিদ্যমান রহিয়াছে, পৃথিবীতে তাহা বর্ণনা করিবার উপযোগী ভাষা অথবা তাহার স্বরূপ প্রকাশের কোনই উপমা নাই। স্বয়ং হজরত রসুলোল্লাহ হইতে বর্ণিত হইয়াছে—"আল্লাহতালা বলিয়াছেন, আমি আমার বিশ্বাসী ও সত্যপরায়ণ সেবকগণের জন্য স্বর্গে যাহা প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছি, তাহা মানবের চক্ষু কখনও দর্শন করে নাই, তাহাদের কর্ণ কখনও শ্রবণ করে নাই এবং তাহাদের অন্তর তাহা কখনও ধারণা করিতে পারে নাই।"—সহি বোখারী।

২৫—২৮। অনন্তর স্বর্গবাসী পুণ্যবান ব্যক্তিরা পার্থিব জীবন ও পরলোক সম্বন্ধে যেরূপ আলাপ আলোচনা করিবে, এই কয়েকটি আয়তে তাহাই বর্ণিত হইয়াছে।

২৯—৩৩। অবিশ্বাসী কোরেশদিগের মধ্যে কেহ হজরত রসুলোল্লাকে কবি, কেহ গণক এবং কেহবা উন্মাদ বলিয়া উপেক্ষা করিতে চেষ্টা করিত। তাহাদের যুক্তি এই ছিল যে, আরবীয় গণকেরা যেরূপ ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে অভিজ্ঞ বলিয়া নানা বিষয়ে ভবিষ্যদ্বাণী করিত, হজরত রসুলোল্লাও গণনা বিদ্যার সাহায্যে সেইরূপ ভবিষ্যদ্বাণী ব্যক্ত করিতেছেন; অথবা কবিরা যেরূপ নানা বিষয় রচনা করিয়া লোকদিগকে মুগ্ধ করে, এই কোরানও সেই মোহাম্মদের (সঃ) নিজস্ব রচনা, অথবা তাঁহার বাক্য

প্রতিক্ষা করিতেছি। ৩১। তুমি বল, তোমরা প্রতীক্ষা কর, অতঃপর নিশ্চয় আমিও তোমাদের সহিত প্রতিক্ষাকারী রহিলাম। ৩২। তবে কি এতদ্‌সম্বন্ধে তাহাদের বিবেক অনুমতি প্রদান করিতেছে অথবা তাহারা কি বিরুদ্ধাচারী সম্প্রদায়? ৩৩। তবে কি তাহারা বলে যে, সে ইহা রচনা করিয়াছে?—পরন্তু তাহারা বিশ্বাস করে না। ৩৪। অতএব যদি তাহারা সত্যবাদী হয়, তবে ইহার সদৃশ কোন বাক্য আনয়ন করুক। ৩৫। তবে কি তাহারা কোন বিষয় ব্যতীত সৃষ্ট হইয়াছে অথবা তাহারাই সৃজনকারী? ৩৬। কিংবা তাহারাই কি নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডল সৃষ্টি করিয়াছে? পরন্তু তাহারা আস্থাসম্পন্ন নহে। ৩৭। তবে কি তাহাদের নিকট তোমার প্রতিপালকের ধনভাণ্ডার রহিয়াছে

الْمَنُونِ ۝ ٣١- قُلْ تَرَبَّصُوا فَإِنِّي
مَعَكُم مِّنَ الْمُتَرَبِّصِينَ ۝ ٣٢- أَمْ
تَأْمُرُهُمْ أَحْلَامُهُم بِهَٰذَا أَمْ هُمْ قَوْمٌ
طَاغُونَ ۝ ٣٣- أَمْ يَقُولُونَ تَقَوَّلَهُ ۚ
بَل لَّا يُؤْمِنُونَ ۝ ٣٤- فَلْيَأْتُوا
بِحَدِيثٍ مِّثْلِهِ إِن كَانُوا صَادِقِينَ ۝
٣٥- أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ
الْخَالِقُونَ ۝ ٣٦- أَمْ خَلَقُوا
السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ ۚ بَل لَّا يُوقِنُونَ ۝
٣٧- أَمْ عِندَهُمْ خَزَائِنُ رَبِّكَ أَمْ

সমূহ উন্মাদের প্রলাপোক্তি মাত্র; প্রকৃতপক্ষে উহার কোনই সত্যতা বা সার্থকতা নাই। তাহাদের
মধ্যে কেহ কেহ ইহাও বলিত যে, কোন কোন কবি যেমন অল্পদিনের মধ্যেই মরিয়া তাহাদের রচনাদি
সহ বিস্মৃতি সাগরে বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে, মোহাম্মদও সেইরূপ অল্পদিনের মধ্যেই তাঁহার রচিত গ্রন্থ
কোরান সহ ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়া যাইবে। ইহার উত্তরে আল্লাহতালা আলোচ্য আয়ত সমূহে বলিয়া
দিয়াছেন যে, হে রসুল, তোমার প্রতিপালকের অনুগ্রহে তুমি কবি, গণক অথবা উন্মাদ নহ। তুমি
বিশ্বাসী মানবের কল্যাণ সাধন কল্পে আমার এই সদুপদেশ-পূর্ণ বাণী প্রচার করিতে থাক এবং
যাহারা তোমার সম্বন্ধে অকল্যাণ অথবা দুর্ঘটনা সংঘটিত হইবে বলিয়া প্রচার করিতেছে, তুমি
তাহাদিগকে বলিয়া দাও যে, তোমরা প্রতীক্ষা কর এবং আমিও তোমাদের সহিত প্রতীক্ষা করিতেছি।
অতঃপর কে সত্যবাদী এবং কে মিথ্যার অনুসরণকারী, তাহা শীঘ্রই প্রমাণিত হইয়া যাইবে।

৩৪। এই আয়তে আল্লাহতালা অবিশ্বাসীদিগকে দৃঢ়তার সহিত আহ্বান করিয়া বলিতেছেন,
যাহারা বলে যে, এই কোরান কবির রচনা গণকের বাক্য, তাহারা ইহার সদৃশ কোন একটি অব্যর্থ
ভবিষ্যদ্বাণী অথবা উৎকৃষ্টতর বাক্য আনয়ন করুক। বলা বাহুল্য, কোরান শরিফে অবিশ্বাসীদিগকে
একাধিকবার আহ্বান করা হইলেও তাহারা ইহার সদৃশ কোনও রূপ ভবিষ্যদ্বাণী অথবা চমৎকার বাক্য
রচনা করিতে সমর্থ হয় নাই।—সূরা বকর, ২৩ আয়তের তফসীর দ্রষ্টব্য।

৩৫—৩৮। এই কয়েকটি আয়তে আল্লাহতালা অবিশ্বাসীদিগকে লক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন,
তাহারা আমার সৃষ্টি-ক্রিয়া অনুযায়ী অতি তুচ্ছ ও অপবিত্র শুক্রবিন্দু ব্যতীত সৃষ্ট হয় নাই এবং সৃষ্টি
সম্বন্ধে তাহাদের কোনই শক্তি বা অধিকার নাই। এই বিরাট বিশাল নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডল কি তাহারা
সৃষ্টি করিয়াছে, না তাহারা আল্লাহতালার অনন্ত ধনভাণ্ডারের অধিকারী হইয়াছে? তাহারা কি
আমার বাণী শ্রবণ করিবার জন্য স্বর্গে কোন সিড়ি নির্ম্মাণ করিতে সমর্থ হইয়াছে? যদি এই সমস্ত

অথবা তাহারাই উহার অধিকারী ?
৩৮। অথবা তাহাদের জন্য কি সিঁড়ি
আছে—যাহাতে উহারা শ্রবণ করে ?
তবে তাহাদের শ্রবণকারীরা উহার
প্রকাশ্য প্রমাণ আনয়ন করুক।
৩৯। তবে কি তাঁহার জন্য কন্যাগণ এবং
তোমাদের জন্য পুত্রসমূহ রহিয়াছে ?
৪০। অথবা তুমি কি তাহাদের নিকট
প্রতিদান প্রার্থনা করিতেছ ?—বরং
তাহারাই অভাবে ভারাক্রান্ত রহিয়াছে।
৪১। তবে কি তাহাদের নিকট অদৃশ্য
জ্ঞান রহিয়াছে—যদ্দ্বারা তাহারা লিপিবদ্ধ
করিতেছে ? ৪২। অথবা তাহারা কি
প্রবঞ্চনা করিতে ইচ্ছা করে ? কিন্তু
যাহারা অবিশ্বাস করে, তাহারাই
প্রবঞ্চিত হইয়াছে। ৪৩। তবে কি
তাহাদের জন্য আল্লাহ ব্যতীত অন্য
উপাস্য আছে ? তাহারা যে অংশী স্থির
করে, আল্লাহ তাহা হইতে পবিত্রতম।
৪৪। এবং যদি তাহারা আকাশ হইতে
কোন অংশ পতিত হইতে লক্ষ্য করে,

الْمُصَيْطِرُونَ ۞ ٣٨- أَمْ لَهُمْ
يَسْتَمِعُونَ فِيهِ ۚ فَلْيَأْتِ
مُسْتَمِعُهُم بِسُلْطَانٍ مُّبِينٍ ۞
لَهُ الْبَنَاتُ وَلَكُمُ الْبَنُونَ ۞
أَمْ تَسْأَلُهُمْ أَجْرًا فَهُم مِّن مَّغْرَمٍ
مُّثْقَلُونَ ۞ ٤١- أَمْ عِندَهُمُ الْغَيْبُ
فَهُمْ يَكْتُبُونَ ۞ ٤٢- أَمْ يُرِيدُونَ
كَيْدًا ۖ فَالَّذِينَ كَفَرُوا هُمُ
الْمَكِيدُونَ ۞ ٤٣- أَمْ لَهُمْ إِلَٰهٌ
غَيْرُ اللَّهِ ۚ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ ۞
٤٤- وَإِن يَرَوْا كِسْفًا مِّنَ السَّمَاءِ

বিষয়ে তাহাদের কোন অধিকার থাকে, তবে তাহারা উহার প্রমাণ উপস্থিত করুক। এই সমস্ত বিষয়ে অবিশ্বাসীদের কোনই অধিকার নাই।

৩৯—৪২। আল্লাহতালা আরও বলিতেছেন—যাহারা নিজেদের জন্য পুত্র এবং আল্লাহতালার জন্য কন্যা-সন্তান নির্দ্ধারণ করিয়া লইয়াছে, তাহারা নির্ব্বোধ ও ভ্রান্ত ব্যতিত আর কিছুই নয়। তাহারা কি লক্ষ্য করিতেছে না যে, তুমি এই সত্য প্রচারের জন্য তাহাদের নিকট কোনই প্রতিদান প্রার্থী নহ, বরং তাহারাই সর্ব্ববিষয়ে অভাবগ্রস্ত রহিয়াছে। তাহাদের নিকট আমার অনন্ত জ্ঞান সম্বন্ধে এমন কোন অভিজ্ঞতা নাই যে, তাহারা এই অভ্রান্ত কোরানের ন্যায় কোন বাক্য লিপিবদ্ধ করিবে। এই বাক্য দ্বারা স্পষ্টভাবে বর্ণিত হইতেছে যে, পবিত্র কোরাণ প্রথম হইতে লিপিবদ্ধ করা হইয়াছিল এবং লিখিত আকারেই উহা বিশ্বাসী ও অবিশ্বাসী নির্ব্বিশেষে সমগ্র জগদ্বাসীর নিকট প্রচারিত হইয়াছিল। ইহার শেষ আয়তে আল্লাহতালা স্পষ্টভাবে বলিয়া দিয়াছেন যে, যে সকল অবিশ্বাসী পবিত্র কোরানের সত্যতা জানিয়া শুনিয়া শুধু নিজেদের প্রভাব ও স্বার্থহানির আশঙ্কায় উহার সত্যতা অস্বীকার করিয়া লোকদিগকে প্রবঞ্চিত করিতেছে, প্রকৃতপক্ষে তাহারা নিজেরাই প্রবঞ্চিত ও বিপথগামী হইয়া গিয়াছে।

৪৩—৪৪। এই দুইটি আয়তে স্পষ্টতর ভাষায় বলিয়া দেওয়া হইয়াছে যে, আল্লাহতালা ভিন্ন মানবের আর কোনই উপাস্য নাই এবং অংশীবাদীরা আল্লাহতালার অংশীরূপে যে সকল অলীক উপাস্য

তবে তাহারা বলিবে যে, উহা ত পুঞ্জীকৃত মেঘরাশি। ৪৫। অতএব তুমি উহাদিগকে উহাদের সন্দর্শন দিবস পর্য্যন্ত পরিত্যাগ কর—যাহাতে উহারা অচৈতন্য হইয়া পড়িবে। ৪৬। সেদিন তাহাদের চক্রান্ত তাহাদিগকে কিছুমাত্র সুফল প্রদান করিবে না এবং তাহারা সাহায্যও প্রাপ্ত হইবে না। ৪৭। এবং নিশ্চয় অত্যাচারকারীদের জন্য এতদ্ব্যতীত আরও শাস্তি রহিয়াছে, কিন্তু তাহাদের অধিকাংশই অবগত নহে। ৪৮। এবং তুমি স্বীয় প্রতিপালকের আদেশের প্রতীক্ষা কর, বস্তুতঃ নিশ্চয় তুমি আমার নয়ন-সমক্ষে রহিয়াছ; এবং যখন তুমি উত্থিত হও, তখন তোমার প্রতিপালকের প্রশংসা-সহ পবিত্রতা বর্ণনা কর। ৪৯। এবং রজনী যোগে ও নক্ষত্র-রাশির অস্তগমনে তাঁহারই পবিত্রতা বর্ণনা করিও।

سَاقِطًا يَّقُوْلُوْا سَحَابٌ مَّرْكُوْمٌ ○
৪৫- فَذَرْهُمْ حَتّٰى يُلٰقُوْا يَوْمَهُمُ
الَّذِيْ فِيْهِ يُصْعَقُوْنَ ○ ৪৬- يَوْمَ
لَا يُغْنِيْ عَنْهُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا وَّلَا هُمْ
يُنْصَرُوْنَ ○ ৪৭- وَاِنَّ لِلَّذِيْنَ
ظَلَمُوْا عَذَابًا دُوْنَ ذٰلِكَ وَلٰكِنَّ
اَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ ○ ৪৮- وَاصْبِرْ
لِحُكْمِ رَبِّكَ فَاِنَّكَ بِاَعْيُنِنَا وَسَبِّحْ
بِحَمْدِ رَبِّكَ حِيْنَ تَقُوْمُ ○
৪৯- وَمِنَ الَّيْلِ فَسَبِّحْهُ
وَاِدْبَارَ النُّجُوْمِ ○

কল্পনা করে, তিনি তাহা হইতে সম্পূর্ণ পবিত্র। অবিশ্বাসী অংশীবাদীরা এরূপ নির্ব্বোধ যে, এই ভ্রান্ত কল্পনার জন্য উহাদের মাথার উপর আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িলেও উহারা মনে করিবে যে, উহা পুঞ্জীভূত মেঘ ব্যতীত আর কিছুই নহে।

৪৫—৪৭। অতএব হে রসূল, তুমি অবিশ্বাসীদিগকে তাহাদের চরম শাস্তির দিবস পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিতে দাও। সেই শাস্তির সন্দর্শন মাত্র তাহারা অচৈতন্য হইয়া পড়িবে এবং তৎপর তাহারা আরও নানারূপ কঠোর শাস্তি ভোগ করিবে।

৪৮—৪৯। অনন্তর তুমি আমার শেষ আদেশের জন্য অপেক্ষা কর। নিশ্চয় তুমি আমার নয়ন সমক্ষে আমারই রক্ষণাবেক্ষণের উপর অবস্থান করিতেছ। সুতরাং অবিশ্বাসীদের উপেক্ষা ও বিরুদ্ধাচরণের জন্য তুমি কিছুমাত্র চিন্তা করিও না। বরং তুমি প্রভাত, সন্ধ্যা ও রজনী যোগে স্বীয় প্রতিপালক প্রভুর প্রশংসা বর্ণন ও গুণাকীর্ত্তন পূর্ব্বক তাঁহারই উপর নির্ভর করিয়া নির্ভয়ে অবস্থান কর। অবিশ্বাসী ও অংশীবাদীরা তোমার কোনই অনিষ্ট সাধন করিতে পারিবে না। এই অলৌকিক ও অব্যর্থ আশ্বাস-বাণী সহ আলোচ্য সূরা শেষ করা হইয়াছে।

———

মক্কায় অবতীর্ণ	৫৩। সুরা নজম — النجم	৬২ আয়ত

১ম রুকু—হজরত রসুলোল্লার অলৌকিক চরমোন্নতি

সর্ব্বপ্রদাতা করুণাময় আল্লার নামে — بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

১। সাক্ষী ঐ নক্ষত্র—যখন নিম্নগামী হয়; ২। তোমাদের সহচর বিভ্রান্ত নহে এবং বিচ্যুতও হয় নাই। ৩। এবং সে স্বীয় প্রবৃত্তি হইতে কিছু বলে না;

١ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ ۝ ٢ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ ۝ ٣ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ ۝

নজম—নক্ষত্র। অত্র সুরার প্রথম আয়তের 'নজম' শব্দ হইতেই এই সুরার নামকরণ করা হইয়াছে। 'নজম' শব্দের বিভিন্নরূপ অর্থ ও মর্ম্মের আলোচনা প্রথম আয়তের তফসীরে দ্রষ্টব্য।

শানে-নজুল—অধিকাংশ তফসীরকারের মতে এই সুরা মক্কা শরীফে অবতীর্ণ হইয়াছিল। অবশ্য কেহ কেহ এই সুরা মদিনা শরীফে অবতীর্ণ হইয়াছিল বলিয়াও অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন; কিন্তু এই মত পরিগৃহীত হয় নাই। হজরত এবন-মস্‌উদ বলিয়াছেন যে, সুরা নজমই সর্ব্ব-প্রথম সেজদা-বিশিষ্ট সুরা (বোখারী ও মোস্‌লেম); কিন্তু এ সম্বন্ধে যথেষ্ট মতভেদ বিদ্যমান আছে।—শেষ আয়তের তফসীর দ্রষ্টব্য।

১। নজম—নক্ষত্রপুঞ্জ অথবা তারকা-বিশেষ। অধিকাংশ তফসীরকারের মতেই 'নজম' অর্থ নক্ষত্র বা তারকাপুঞ্জ। ইহাদের মতে এস্থলে উক্ত শব্দ দ্বারা কোন বিশেষ শ্রেণীর সমস্ত তারকাই নির্দ্দেশিত হইয়াছে। 'হাওয়া' শব্দের সাধারণ অর্থ অধঃপতিত বা নিম্নগামী হওয়া; কিন্তু উহার প্রকৃত মর্ম্মার্থ অস্তমিত বা অদৃশ্য হওয়া বুঝিতে হইবে। আবার কোন কোন তফসীরকারের আলোচ্য 'নজম' অর্থে 'সোরাইয়া'; 'শোয়েরী' অথবা 'জোহরা' নামক নক্ষত্র-বিশেষ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। পক্ষান্তরে কেহ কেহ বলেন যে, উহা উষাকালে পূর্ব্বাকাশে সমুদিত নক্ষত্রপুঞ্জ-বিশেষ। আরবদিগের বিশ্বাস অনুসারে উক্ত নক্ষত্র পরিদৃশ্যমান হইলে পৃথিবীর মানব, উষ্ট্র এবং তরুলতা ও ফলপুষ্প নানারূপ রোগব্যাধি ও মহামারী দ্বারা আক্রান্ত হইয়া থাকে এবং উক্ত নক্ষত্র অদৃশ্য হইয়া গেলে ঐ আপদ-বিপদ এবং মহামারীও প্রশমিত হইয়া যায়।

এতদ্ভিন্ন 'নজম' শব্দের আরও বহুরূপ মর্ম্মার্থ পরিকল্পিত হইয়াছে, যথা—কোরান শরিফ হজরত রসুলোল্লাহ, মানবের অন্তর এবং পৃথিবীর লতা-পল্লব প্রভৃতি। উক্ত পরিকল্পনার সহিত 'হাওয়া' শব্দেরও সামঞ্জস্য সাধনের চেষ্টা করা হইয়াছে, যথা—কোরান শরীফের আকাশ হইতে নিম্নে অবতারিত হওয়া, হজরত রসুলোল্লার রুকু-সেজদা করা, মানবের অন্তর আল্লার ভয়ে বিনত হওয়া এবং বায়ুভরে লতিকা-পল্লবের আন্দোলিত ও নতশির হওয়া প্রভৃতি—তঃ হক্কানী।

২—৪। প্রথম আয়তে আল্লাহতালা নক্ষত্রপুঞ্জের শপথ করিয়া অথবা তাঁহার অনন্ত মহিমার অসংখ্য নিদর্শন স্বরূপ নিত্য সমুদিত ও অস্তমিত তারকাপুঞ্জকে সাক্ষী রাখিয়া বলিতেছেন যে, হে ভ্রান্ত জগদ্বাসী—হে নির্ব্বোধ কোরেশ সম্প্রদায়, তোমাদের পরম হিতৈষী সহচর মোহাম্মদ মোস্তফা (সঃ) কখনই বিভ্রান্ত অথবা বিপথগামী হয় নাই এবং আমার অলৌকিক প্রত্যাদেশ যোগে প্রত্যাদিষ্ট হওয়া

৪। কিন্তু উহা এই যে, সে প্রত্যাদেশ
যোগে প্রত্যাদিষ্ট হয়; ৫। সেই সুদৃঢ়
শক্তিশালী তাহাকে শিক্ষা দান করিয়া-
ছেন; ৬। যিনি মহাশক্তির অধিকারী;
তাহাতেই সে সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।
৭। এবং সে সমুন্নত গগন-প্রান্তে ছিল;
৮। তৎপর সে নিকট হইতে নিকটতর
হইয়াছিল; ৯। এমন কি সে দুই
ধনুকের ব্যবধানে ছিল অথবা আরও
সন্নিকটবর্ত্তী হইয়াছিল। ১০। তখন
তিনি তাঁহার সেবকের প্রতি যাহা
প্রত্যাদেশ করিবার তাহাই প্রত্যাদেশ
করিয়াছিলেন। ১১। তখন যাহা সে

٤- إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ ۝
٥- عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَىٰ ۝ ٦- ذُو
مِرَّةٍ ط فَاسْتَوَىٰ ۝ ٧- وَهُوَ
بِالْأُفُقِ الْأَعْلَىٰ ۝ ٨- ثُمَّ دَنَا
فَتَدَلَّىٰ ۝ ٩- فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ
أَوْ أَدْنَىٰ ۝ ١٠- فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ
مَا أَوْحَىٰ ۝ ١١- مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ

ব্যতীত সে নিজের প্রবৃত্তি হইতে কখনই কোন কথা বলে না। অতএব তোমরা তাঁহার সম্বন্ধে ঐরূপ ভ্রান্ত ধারণা পোষণ করিয়া কদাচ নিজেদের অমঙ্গল ডাকিয়া আনিও না।

৫—১২। এই কয়েকটি আয়তে সর্ব্বশক্তিমান আল্লাহতালা অতি অনুপম অলৌকিক ভাষায় হজরত রসুলোল্লার আধ্যাত্মিক ও নৈতিক জীবনের চরম উন্নতির বিষয় অতি চমৎকার ভাবে বর্ণনা করিয়াছেন। হজরত রসুলোল্লার প্রিয়তমা সহধর্ম্মিণী মোস্‌লেম জননী হজরত আয়েশা সিদ্দিকা, হজরত এবন-মসউদ, হজরত আবু-জর, হজরত আবু-হোরেরা প্রমুখ জগদ্বিখ্যাত সাহাবাবৃন্দ এবং অধিকাংশ তফ্‌সীরকার, মোহাদ্দেস ও সুন্নত-অল্-জামাতের সমর্থিত মত এই যে, সর্ব্বশক্তিমান ও মহাশক্তিশালী আল্লাহতালার অলৌকিক প্রত্যাদেশ যোগে ফেরেশতা-শ্রেষ্ঠ হজরত জিবরীল যেরূপভাবে হজরত রসুলোল্লার আধ্যাত্মিক ও নৈতিক জীবনের চরমোন্নতি সাধন করিয়াছিলেন, আলোচ্য আয়ত সমূহে তাহাই বর্ণিত হইয়াছে। উক্ত আয়ত-সমূহের মর্ম্ম এই যে, সর্ব্বশক্তিমান আল্লাহতালার আদেশ ও প্রত্যাদেশ সহ ফেরেশতা-শ্রেষ্ঠ হজরত জিবরীল স্বয়ং হজরত রসুলোল্লার সন্নিকটে উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে আধ্যাত্মিক ও নৈতিক জগতের জ্ঞান-বিজ্ঞান ও রহস্য সম্বন্ধে যাবতীয় শিক্ষা প্রদান পূর্ব্বক সুশিক্ষিত ও সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়া দিয়াছেন। এই ঘটনা সংঘটিত হইবার সময়ে হজরত রসুলোল্লাহ সর্ব্বপ্রথম হজরত জিবরীলকে তাঁহার প্রকৃত রূপে—সমুন্নত গগনপ্রান্তে অবলোকন করেন। অনন্তর হজরত জিবরীল ক্রমান্বয়ে তাঁহার নিকটবর্ত্তী হইতে থাকেন। অবশেষে তিনি তাঁহার অতি সন্নিকটে এমনকি, দুই ধনুকের ব্যবধানে আসিয়া উপস্থিত হন। অনন্তর তিনি আরও সন্নিকটবর্ত্তী হইয়া হজরত রসুলোল্লার দেহ ও আত্মার সহিত সম্মিলিত হন এবং সেই শুভ মুহূর্ত্তে আল্লাহতালা হজরত জিবরীলের যোগে যে সমস্ত প্রত্যাদেশ করা তিনি আবশ্যক মনে করিয়াছিলেন, সেই সমস্ত প্রত্যাদেশ দ্বারা তাঁহাকে শক্তিশালী, সমুন্নত ও পূর্ণ মানবত্বে সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়া দিয়াছিলেন। হজরত রসুলোল্লাহ এই সমস্ত অলৌকিক ব্যাপার সত্যরূপে প্রত্যক্ষ করিয়া আন্তরিকতার সহিত সত্যভাবেই পরিগ্রহণ করিয়াছিলেন এবং উহারই কল্যাণে তিনি অনুপম ঐশী অনুগ্রহে অভিষিক্ত হইয়া নবুয়ত ও রেসালতের শ্রেষ্ঠতম গৌরব লাভে সমর্থ হইয়াছিলেন।

পক্ষান্তরে হজরত এবন-আব্বাস ও এবন-ওমর প্রমুখ একদল বিশিষ্ট সাহাবা এবং তাঁহাদের মতানুসরণে একদল বিশিষ্ট বিদ্বান ও সুফী সম্প্রদায় বলেন যে, উপরোক্ত আয়ত সমূহে হজরত রসুলোল্লাহ যেরূপ-ভাবে সর্ব্বশক্তিমান আল্লাহতালার সান্নিধ্য ও সন্দর্শন লাভ করিয়া অতিমানবতা ও নবুয়তের উচ্চতম গৌরবে অভিষিক্ত হইয়াছিলেন, পবিত্র কোরানের অনুপম ও অলৌকিক ভাষায় তাহাই বিশেষভাবে পরিব্যক্ত হইয়াছে। ঐ সন্দর্শন ও সান্নিধ্য লাভের সময়ে সর্ব্বশক্তিমান আল্লাহতালার সহিত হজরত

প্রত্যক্ষ করিয়াছিল, তদীয় অন্তঃকরণ তাহা অসত্য ধারণা করে নাই। ১২। তবে কি তোমরা তদ্বিষয়ে বিতর্ক করিতেছ—যাহা সে প্রত্যক্ষ করিয়াছিল? ১৩। এবং নিশ্চয় সে তাহাকে অন্য বারেও প্রত্যক্ষ করিয়াছিল;—১৪। সেই সমুন্নত তরুর সন্নিকটে; ১৫। উহারই সন্নিধানে স্বর্গধাম। ১৬। যখন উহা সেই তরুকে যেরূপ আবৃত করিবার—আবৃত করিয়াছিল; ১৭। তখন তাহার দৃষ্টি বিভ্রান্ত অথবা অতিক্রান্ত হয় নাই। ১৮। নিশ্চয়ই সে স্বীয় প্রতিপালকের বৃহত্তম নিদর্শনাবলী অবলোকন করিয়াছিল।

مَا رَاٰى ۝ ١٢- اَفَتُمٰرُوْنَهٗ عَلٰى
مَا يَرٰى ۝ ١٣- وَلَقَدْ رَاٰهُ نَزْلَةً
اُخْرٰى ۙ ١٤- عِنْدَ سِدْرَةِ
الْمُنْتَهٰى ۝ ١٥- عِنْدَهَا جَنَّةُ
الْمَاْوٰى ۭ ١٦- اِذْ يَغْشَى
السِّدْرَةَ مَا يَغْشٰى ۙ ١٧- مَا زَاغَ
الْبَصَرُ وَمَا طَغٰى ۝ ١٨- لَقَدْ
رَاٰى مِنْ اٰيٰتِ رَبِّهِ الْكُبْرٰى ۝

রসুলোল্লার প্রতি সামান্য মাত্র পার্থক্য বিদ্যমান ছিল এবং সেই শুভ মুহূর্ত্তে করুণাময় আল্লাহতালা তাঁহার প্রিয়বন্ধু হজরত রসুলোল্লার আধ্যাত্মিক ও নৈতিক জীবনের পূর্ণতা সাধনের জন্য তদীয় অলৌকিক মহিমা ও অনন্ত জ্ঞান সম্বন্ধে যাহা কিছু বলিবার বা জানাইবার ছিল, তাহা সমস্তই স্পষ্টতর ভাষায় পরিজ্ঞাপন করিয়াছিলেন। এই মতের সমর্থক তফসীরকারগণ উপরোক্ত ঘটনাকে হজরত রসুলোল্লার প্রত্যক্ষ ঐশী সন্দর্শন ও ঐশীবাণী শ্রবণের অভূতপূর্ব্ব গৌরব-প্রাপ্তি বলিয়া অভিহিত করিয়াছিলেন।

১৩—১৮। এই কয়েকটি আয়তে শবে-মেরাজের ঘটনাবলীর আভাস বিবৃত হইয়াছে। সেই সুমহান শুভ রজনীতে হজরত রসুলোল্লাহ তাঁহার জীবনে দ্বিতীয়বার অলৌকিক ঐশী-মহিমা সন্দর্শন ও প্রত্যক্ষ ঐশী-বাণী শ্রবণে ধন্য হইয়াছিলেন। প্রথমোক্ত মতের অনুকরণকারী তফসীরকারগণ বলেন যে, মেরাজ-রজনীতে হজরত রসুলোল্লাহ আল্লাহতালার যে সকল শ্রেষ্ঠতম নিদর্শন পরিদর্শন করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে স্বর্গধামের সন্নিকটবর্ত্তী সমুন্নত তরুর সন্নিকটে দ্বিতীয়বার তিনি হজরত জিবরীলকে তাঁহার প্রকৃত-রূপে দর্শন করিয়াছিলেন; কিন্তু শেষোক্ত মতের তফসীরকারগণ বলেন যে, এস্থলে হজরত রসুলোল্লাহ কর্ত্তৃক দ্বিতীয়বার ঐশী-সন্দর্শন ও তাঁহার শ্রেষ্ঠতম নিদর্শন সমূহ পরিদর্শনের বিষয়ই বিশেষভাবে পরিব্যক্ত হইয়াছে। 'সদরাতুল-মন্তাহা'র শাব্দিক অর্থ সমুচ্চ বা সমুন্নত তরু হইলেও উহার প্রকৃত মর্ম্মার্থ মানব-জ্ঞানের শেষ সীমা বা মানবীয় ধারণার পরিসমাপ্তি। এই স্থানেই আল্লাহতালা তাঁহার প্রিয়বন্ধু হজরত রসুলোল্লাকে দর্শন দান করিয়া তাঁহার সহিত প্রত্যক্ষভাবে কথোপকথন করিয়াছিলেন। কিন্তু এই সকল অলৌকিক ব্যাপার মানব-জ্ঞান বা মানবীয় ধারণার অতীত বলিয়াই ইহাকে 'সদরাতুল-মন্তাহা'র সন্নিকটবর্ত্তী ঘটনা বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে এবং সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহতালা একথাও বলিয়া দিয়াছেন যে, এই সকল ব্যাপার সন্দর্শনে হজরত রসুলোল্লার চক্ষু বিভ্রান্ত অথবা অতিক্রান্ত হয় নাই—অর্থাৎ তিনি প্রত্যক্ষ দৃষ্টিতেই সমস্ত বিষয় অবলোকন করিয়াছিলেন।

প্রথমোক্ত মতের তফ্‌সীরকারগণ বিভিন্ন হাদিস ও নানাযুক্তি অবলম্বন করিয়া দ্বিতীয় মতের প্রতিবাদ করিয়াছেন; পক্ষান্তরে দ্বিতীয় মতের তফসীরকারগণও সহি মোসলেম, তেরমিজি ও আহমদ প্রভৃতি বর্ণিত হাদিস দ্বারা স্ব স্ব অভিমত প্রকাশ করিতে চেষ্টিত হইয়াছেন।—তঃ হকানী।

১৯। তোমরা কি লাত ও ওজ্জাকে দেখিয়াছ? ২০। এবং অবশেষে তৃতীয় মানাতকে? ২১। তবে কি তোমাদের জন্য পুত্র-সমূহ এবং তাঁহার জন্য কন্যাগণ রহিয়াছে? ২২। তবে ত ইহা অনুচিত বণ্টন! ২৩। উহা কেবল নাম ব্যতীত নহে—তোমরা ও তোমাদের পিতৃপুরুষগণই এই নামকরণ করিয়াছ; আল্লাহ এতদ্‌সম্বন্ধে কোনই প্রমাণ অবতারণ করেন নাই; তাহারা শুধু কল্পনা এবং তাহাদের প্রবৃত্তি যাহা আকাঙ্ক্ষা করে, তদ্ব্যতীত অনুসরণ করিতেছে না; এবং নিশ্চয়ই তাহাদের প্রতিপালকের নিকট হইতে তাহাদের নিকট সুপথ আসিয়াছে। ২৪। তবে কি মানুষ যাহা আকাঙ্ক্ষা করে, তাহাই পাইয়া থাকে? ২৫। অতএব আল্লার জন্যই পরলোক এবং ইহলোক।

١٩- اَفَرَءَيْتُمُ اللّٰتَ وَالْعُزّٰى ۙ
٢٠- وَمَنٰوةَ الثَّالِثَةَ الْاُخْرٰى ○
٢١- اَلَكُمُ الذَّكَرُ وَلَهُ الْاُنْثٰى ○
٢٢- تِلْكَ اِذًا قِسْمَةٌ ضِيْزٰى ○
٢٣- اِنْ هِيَ اِلَّآ اَسْمَآءٌ سَمَّيْتُمُوْهَآ
اَنْتُمْ وَاٰبَآؤُكُمْ مَّآ اَنْزَلَ اللّٰهُ بِهَا
مِنْ سُلْطٰنٍ ؕ اِنْ يَّتَّبِعُوْنَ اِلَّا الظَّنَّ
وَمَا تَهْوَى الْاَنْفُسُ ۚ وَلَقَدْ جَآءَ
هُمْ مِّنْ رَّبِّهِمُ الْهُدٰى ۙ ٢٤- اَمْ
لِلْاِنْسَانِ مَا تَمَنّٰى ۙ ٢٥- فَلِلّٰهِ
الْاٰخِرَةُ وَالْاُوْلٰى ۙ

২য় রুকু—আল্লাহতালার অনন্ত অনুগ্রহের আভাস

২৬। এবং আকাশে কত ফেরেশ্‌তা আছে—যাহাদের অনুরোধ কিছুমাত্র ফলপ্রদ হইবে না; কিন্তু ইহার পরে

٢٦- وَكَمْ مِّنْ مَّلَكٍ فِي السَّمٰوٰتِ
لَا تُغْنِيْ شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا اِلَّا مِنْۢ بَعْدِ

১৯—২৫। আরবেরা তাহাদের দেবদেবীগণের মধ্যে লাত নামক এক পুরুষের মূর্ত্তি, ওজ্জা
নামক একটি তরু এবং মানাত নামক একখণ্ড প্রস্তরেরই অধিকতর পূজা-উপাসনা করিত।
তাহারা স্বর্গীয় ফেরেশতাগণকে আল্লাহতালার কন্যা-জ্ঞানে তাহাদেরও আরাধনা করিত। তাই
আল্লাহতালা এস্থলে বলিয়াছিলেন যে, এগুলি সমস্তই অবিশ্বাসীদের কল্পিত নাম ও ভ্রান্ত কল্পনা।
তাহাদের পৌত্তলিক পূর্ব্বপুরুষেরাই এই সকল অলীক নামের কল্পনা করিয়া তাহাদের পূজা
উপাসনার প্রথা প্রবর্ত্তিত করিয়া গিয়াছে। যে মহান্ আল্লাহতালা মানুষের জন্য পুত্র-কন্যা সৃষ্টি
করেন, তিনি নিজের জন্য শুধু ফেরেশতা-রূপী কন্যা সৃষ্টি করিবেন কেন? ফলতঃ ইহা অপেক্ষা
অযৌক্তিক ভ্রান্ত কল্পনা আর কিছুই হইতে পারে না। ফলতঃ অবিশ্বাসীরা যদি এই সকল ভ্রান্ত
কল্পনা ও পাপ-প্রথা হইতে মুক্তি ও কল্যাণ চাহে, তবে তাহাদের নিকট যে সত্যধর্ম ও সুপথ
আসিয়াছে, তাহাদের পক্ষে তাহারই অনুসরণ করা কর্ত্তব্য। অথবা আল্লাহতালার সৃষ্ট ইহলোক
ও পরলোকে তাহারা পরিত্রাণের কোনই পথ খুঁজিয়া পাইবে না।

২৬—২৮। আরবেরা ফেরেশতাগণকে আল্লাহতালার কন্যা ধারণা করিয়া নারীদিগের নামে
তাহাদের নামকরণ করিত এবং তাহারা আল্লাহতালার নিকট উহাদের অপরাধের অথবা মুক্তি ও

أَنْ يَأْذَنَ اللّٰهُ لِمَنْ يَّشَآءُ وَيَرْضٰى ۝
٢٧- اِنَّ الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ
بِالْاٰخِرَةِ لَيُسَمُّوْنَ الْمَلٰٓئِكَةَ تَسْمِيَةَ
الْاُنْثٰى ۝ ٢٨- وَمَا لَهُمْ بِهٖ مِنْ
عِلْمٍ ط اِنْ يَّتَّبِعُوْنَ اِلَّا الظَّنَّ ج
وَاِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِيْ مِنَ الْحَقِّ
شَيْـًٔا ۝ ٢٩- فَاَعْرِضْ عَنْ مَّنْ
تَوَلّٰى ۝ عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ اِلَّا
الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا ۝ ٣٠- ذٰلِكَ
مَبْلَغُهُمْ مِّنَ الْعِلْمِ ط اِنَّ رَبَّكَ
هُوَ اَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيْلِهٖ وَهُوَ
اَعْلَمُ بِمَنِ اهْتَدٰى ۝ ٣١- وَلِلّٰهِ
مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ لا
لِيَجْزِيَ الَّذِيْنَ اَسَآءُوْا بِمَا عَمِلُوْا

আল্লাহ যাহার প্রতি ইচ্ছা করিবেন ও
সন্তুষ্ট হইবেন, তাহাকেই অনুমতি প্রদান
করিবেন। ২৭। নিশ্চয় যাহারা পর-
লোক বিশ্বাস করে না,[৭] তাহারাই নারী-
দিগের নামে ফেরেশ্‌তাগণের নামকরণ
করে। ২৮। এবং এতদ্বিষয়ে তাহাদের
কোনই জ্ঞান নাই, তাহারা শুধুই কল্পনার
অনুসরণ করিতেছে; এবং সত্যের সমক্ষে
কল্পনা কিছুমাত্র ফলপ্রদ হইবে না।
২৯। অতএব যে আমার স্মরণ হইতে
প্রত্যাবর্ত্তিত হইয়াছে, তুমি তাহা হইতে
বিমুখ হও এবং সে এই পার্থিব জীবন
ব্যতীত আকাঙ্খা করে না। ৩০। ইহাই
তাহাদের জ্ঞানের সীমা; নিশ্চয় তোমার
প্রতিপালক তাহাকে পরিজ্ঞাত আছেন
যে তাঁহার পথ হইতে বিভ্রান্ত হইয়াছে,
এবং তিনি তাহাকেও পরিজ্ঞাত আছেন
যে সুপথগামী হইয়াছে। ৩১। এবং
নভোমণ্ডলের অন্তর্গত যাহা আছে ও
ভূমণ্ডলের অন্তর্গত যাহা আছে, তাহা
আল্লারই জন্য—যেন তিনি অসৎকর্ম্মী-
দিগকে তাহাদের কৃতকর্ম্মের প্রতিফল
প্রদান করেন এবং যেন তিনি সদ্ভাবে

কল্যাণের জন্য অনুরোধ করিবে—এই ভ্রান্ত ধারণায় লাত, মানাত ও ওজ্জার ন্যায় তাহাদেরও পূজা আরাধনা করিত। তাই আল্লাহতালা এই কয়েকটি আয়তে বলিয়া দিয়াছেন যে, স্বর্গীয় ফেরেশতাগণ কখন আল্লার কন্যা নহে এবং তাহারা অবিশ্বাসী পৌত্তলিকগণের জন্য কখনই কোনরূপ অনুরোধ করিবে না এবং তাহারা অনুরোধ করিলেও সেই অনুরোধ অবিশ্বাসীদের জন্য কিছুমাত্র ফলপ্রদ হইবে না। উহা অবিশ্বাসীদের অসার ভ্রান্ত কল্পনা ব্যতীত আর কিছুই নহে। আল্লাহতালার যে সমস্ত সত্যপরায়ণ সেবক তাঁহার সন্তুষ্টি সাধন করিয়া তদীয় অনুমতি প্রাপ্ত হইবেন, কেবল তাঁহারাই স্বীয় অনুগামীদের জন্য অনুরোধ করিতে সমর্থ হইবেন। বলা বাহুল্য এতদ্দ্বারা আল্লাহতালার নিকট অপরের জন্য অনুরোধ করা সম্বন্ধে তাঁহার মনোনীত নবী ও বিশিষ্ট ফেরেশতাগণের প্রতিই লক্ষ্য করা হইয়াছে।

২৯—৩১। এই কয়েকটী আয়তে আল্লাহতালা বলিয়াছেন—হে রসুল, যাহারা পার্থিব ধন-জন, মান-সম্ভ্রম ও স্বার্থ-সাধনকেই জীবনের সর্ব্বস্ব বলিয়া মনে করে, তুমি তাহাদের

وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا
بِالْحُسْنَى ۝ ٣٢ الَّذِينَ
يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ
إِلَّا اللَّمَمَ ط إِنَّ رَبَّكَ وَاسِعُ
الْمَغْفِرَةِ ط هُوَ أَعْلَمُ بِكُمْ إِذْ أَنْشَأَكُمْ
مِنَ الْأَرْضِ وَإِذْ أَنْتُمْ أَجِنَّةٌ فِي
بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ ج فَلَا تُزَكُّوا أَنْفُسَكُمْ ط
هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى ۝

সৎকার্য্যকারীদিগকেও প্রতিদান প্রদান করেন;
৩২। যাহারা সাধারণ অপরাধ ব্যতীত বৃহত্তর পাপ ও অশ্লীলতা-সমূহ হইতে সুরক্ষিত থাকে—নিশ্চয় তোমার প্রতিপালক ক্ষমা-দানে সুপ্রশস্ত; তিনি তোমাদিগকে পরিজ্ঞাত আছেন—যখন তিনি তোমাদিগকে মৃত্তিকা হইতে সৃষ্টি করিয়াছিলেন এবং যখন তোমরা স্বীয় মাতৃগর্ভে ভ্রূণ-রূপে ছিলে; অতএব তোমরা নিজেদের নিষ্কলঙ্ক মনে করিও না; তিনি সংযমকারীকেও অবগত আছেন।

সুপথগামী হইবার আশা পরিত্যাগ কর। তোমার প্রতিপালক আল্লাহতালা ঐ সকল বক্রমূল অবিশ্বাসীকে উত্তমরূপে অবগত আছেন। সুতরাং তিনি প্রত্যেক সৎকর্মশীল ও অসৎকর্মীকে অবশ্যই তাহাদের কৃতকর্ম্মের প্রতিদান বা প্রতিফল প্রদান করিবেন।

৩২। এই আয়তে করুণাময় আল্লাহতালা বিশ্বমানবের প্রতি তাঁহার অনুপম অনুগ্রহের অভিব্যক্তি প্রকাশ করিয়া বলিতেছেন যে, যাহারা বৃহত্তর পাপ ও অশ্লীলতা হইতে আত্মরক্ষা করে, তাহারা সামান্য সামান্য সাধারণ অপরাধে অপরাধী হইলেও তিনি স্বীয় অনুগ্রহে তাহাদের ঐ সমস্ত অপরাধ মার্জ্জনা করিয়া দিবেন। কারণ তিনি ক্ষমা দানে সুপ্রশস্ত অর্থাৎ তাঁহার তুল্য ক্ষমাশীল আর কেহই নাই। এই সঙ্গে আল্লাহতালা মানব জাতিকে ইহাও স্মরণ করাইয়া দিয়াছেন যে, সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্বশক্তিমান আল্লাহতালা তোমাদের সৃষ্টি হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত সকল অবস্থাই পরিজ্ঞাত আছেন। অতএব তোমরা নিজেদের নিষ্পাপ ও নিষ্কলঙ্ক ধারণা করিয়া গর্ব্বিত হইও না; বরং তোমরা নিজেদের অপরাধী মনে করিয়া দীনতার সহিত তাঁহার ক্ষমা ও করুণার প্রার্থী হও। এ সম্বন্ধে হজরত রসুলোল্লাহ (সঃ) বলিয়াছেন—"হে করুণাময় প্রতিপালক, তোমার এমন দাস কে আছে—যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অপরাধে লিপ্ত হয় নাই?" হজরত ঈসা (আঃ) বলিয়াছেন—হে প্রভো, তুমি কেন আমাকে সৎ বলিয়া অভিহিত কর; এক পরম প্রভু ভিন্ন জগতে সৎ আর কেহই নাই।"—ইঞ্জিল, মথি।

"কাবায়েরোল এসমে অল্ ফাওয়াহেশ"—অর্থ বৃহত্তর পাপ ও অশ্লীলতা সমূহ। 'কাবায়ের' কবিরা শব্দের এবং 'ফাওয়াহেশ' ফাহেশ শব্দের বহুবচন। বৃহত্তর পাপ অর্থ অংশীবাদীতা, পৌত্তলিকতা, চুরি-ডাকাতি, অকারণ হত্যা, পিতা-মাতার অবাধ্যতা, ফরজ পরিত্যাগ, ধর্ম্মযুদ্ধ হইতে পলায়ন, মিথ্যা অপবাদ ও যাদুক্রিয়া এবং অশ্লীলতা অর্থ অনাচার, ব্যভিচার, বলাৎকার ও অপহরণ প্রভৃতি।

৩য় রুকু—আল্লাহতা'লার সৃষ্টি-ক্রিয়া ও ধ্বংস-শক্তির প্রসঙ্গ

৩৩। তুমি কি তাহাকে লক্ষ্য করিয়াছ যে প্রতিগমন করে—৩৪। এবং অত্যল্প দান করে ও প্রতিনিবৃত্ত হয়? ৩৫। তাহার নিকট কি অদৃশ্য জ্ঞান আছে, যদ্দ্বারা সে প্রত্যক্ষ করিতে পারে? ৩৬। তবে কি সে মুসার পুস্তিকাবলীর অন্তর্গত বিষয় অবগত হয় নাই? ৩৭। এবং প্রতিজ্ঞা-পূর্ণকারী এবরাহিমের? ৩৮। উহা এই যে, কোন ভার বহন-কারী অপরের ভার বহন করিবে না। ৩৯। এবং যেহেতু মানুষের জন্য এতদ্ব্যতীত কিছুই নাই—যাহা সে চেষ্টা করিয়া থাকে। ৪০। এবং যেহেতু তাহার প্রচেষ্টা অচিরেই পরিলক্ষিত হইবে। ৪১। তৎপর সে উহার জন্য পূর্ণ প্রতিদান প্রাপ্ত হইবে। ৪২। এবং যেহেতু তোমার প্রতিপালকের দিকেই শেষ প্রত্যাবর্ত্তন। ৪৩। এবং যেহেতু তিনিই হাসাইয়া ও কাঁদাইয়া থাকেন; ৪৪। এবং যেহেতু তিনিই মৃত্যু দান ও

٣٣- أَفَرَأَيْتَ الَّذِي تَوَلَّى ۙ
٣٤- وَأَعْطَى قَلِيلًا وَأَكْدَى ○
٣٥- أَعِنْدَهُ عِلْمُ الْغَيْبِ فَهُوَ يَرَى ○
٣٦- أَمْ لَمْ يُنَبَّأْ بِمَا فِي صُحُفِ
مُوسَى ۙ ٣٧- وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي
وَفَّى ۙ ٣٨- أَلَّا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ
أُخْرَى ۙ ٣٩- وَأَنْ لَيْسَ
لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى ۙ ٤٠- وَأَنَّ
سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى ۙ ٤١- ثُمَّ
يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَى ۙ ٤٢- وَأَنَّ
إِلَى رَبِّكَ الْمُنْتَهَى ۙ ٤٣- وَ
أَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَى ۙ ٤٤- وَ

৩৩—৩৮। এই কয়েকটি আয়তে আল্লাহতালা হজরত রসুলোল্লাকে লক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন, হে-রসুল তুমি কি ঐ শ্রেণীর লোকদিগকে দেখিয়াছ—যাহারা সত্যধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া প্রথমতঃ ধন-সম্পদ দান করে, যথারীতি জাকাত ও ফেৎরা দেয় এবং পরে উহা হইতে প্রতিনিবৃত্ত হয়! উহাদের কি এমন কোন অদৃশ্য জ্ঞান আছে যে, দান খয়রাত না করিলেই ঐ সকল ধন-সম্পদ চিরকাল তাহাদের করায়ত্ত থাকিবে? উহারা কি আমার অন্যতম নবী মুসা এবং এব্রাহিমের প্রতি অবতারিত পুস্তিকা সমূহের বিষয়ও শ্রবণ করে নাই—যাহাতে লিখিত ছিল যে, কোন ভার-বহনকারী অপরের ভার বহন করিবে না অর্থাৎ যেরূপ কার্য্য করিবে, সে ঠিক সেইরূপই প্রতিদান বা প্রতিফল প্রাপ্ত হইবে। সুতরাং একের কার্য্যের জন্য অপরে কখনই দায়ী হইবে না।

৩৯—৪২। অনন্তর আল্লাহতালা বলিতেছেন যে, মানুষ যেরূপ চেষ্টা ও সাধনা করিবে, সে সেইরূপ সফলতা লাভ করিয়া ঠিক তদনুরূপ প্রতিদান প্রাপ্ত হইবে এবং আল্লাহতালার নিকটই সকলের শেষ প্রত্যাবর্ত্তন।

৪৩—৪৮। এতদসহ আরও বলিয়া দেওয়া হইতেছে যে, সর্ব্বশক্তিমান আল্লাহতালাই মানুষকে হাঁসাইয়া ও কাঁদাইয়া থাকেন এবং তিনিই জীবের জীবন ও মৃত্যু দান করেন। তাঁহারই অনুগ্রহে মানুষ ধন-সম্পদ ও রাজ্য-ঐশ্বর্য্য লাভ করিয়া থাকে। মানুষের ইহাও লক্ষ্য করা আবশ্যক যে, তিনি সামান্য শুক্রবিন্দু হইতে মানুষকে নর ও নারীরূপে সৃষ্টি করিয়াছেন এবং

জীবন দান করেন। ৪৫। এবং যেহেতু
তিনিই পুরুষ ও নারীকে যুগল-রূপে
সৃষ্টি করিয়াছেন—৪৬। শুক্র বিন্দু
হইতে যখন উহা নিক্ষিপ্ত হয়।
৪৭। এবং যেহেতু তাঁহার উপরেই
পরবর্ত্তী সৃষ্টি ; ৪৮। এবং যেহেতু
তিনি সম্পদ ও আধিপত্য দান করেন।
৪৯। এবং যেহেতু তিনিই শে'রা-
নক্ষত্রের প্রতিপালক। ৫০। এবং
যেহেতু তিনিই পূর্ব্ববর্ত্তী আদকে ধ্বংস
করিয়াছেন,—৫১। এবং সমুদকেও ;
অতঃপর তাহাদের কিছুই অবশিষ্ট রাখেন
নাই ; ৫২। এবং ইহার পূর্ব্বে নূহ
ও বিরুদ্ধাচরণকারী ছিল। ৫৩। এবং
তিনি উৎপাটিত জনপদ-সমূহকে ধ্বসাইয়া
দিয়াছিলেন ; ৫৪। তৎপর উহা
এক আবরণে আবৃত হইয়াছিল।

وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا ﴿٤٥﴾ وَ
أَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ
وَالْأُنثَىٰ ﴿٤٦﴾ مِن نُّطْفَةٍ إِذَا
تُمْنَىٰ ﴿٤٧﴾ وَأَنَّ عَلَيْهِ النَّشْأَةَ
الْأُخْرَىٰ ﴿٤٨﴾ وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَىٰ
وَأَقْنَىٰ ﴿٤٩﴾ وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ
الشِّعْرَىٰ ﴿٥٠﴾ وَأَنَّهُ أَهْلَكَ
عَادًا الْأُولَىٰ ﴿٥١﴾ وَثَمُودَا
فَمَا أَبْقَىٰ ﴿٥٢﴾ وَقَوْمَ نُوحٍ
مِّن قَبْلُ ۖ إِنَّهُمْ كَانُوا هُمْ أَظْلَمَ
وَأَطْغَىٰ ﴿٥٣﴾ وَالْمُؤْتَفِكَةَ
أَهْوَىٰ ﴿٥٤﴾ فَغَشَّاهَا مَا غَشَّىٰ ﴿٥٥﴾

যে মহান আল্লাহতালা প্রথম সৃষ্টি করিয়াছেন, তিনিই পরলোকে মানুষকে পুনর্জ্জীবিত বা পুনঃ-সৃষ্টি করিয়া তাহাদিগকে স্ব স্ব কৃতকর্ম্মের প্রতিদান বা প্রতিফল প্রদান করিবেন।

৪৯—৫৩। যাহারা মনে করে যে, বিভিন্ন নক্ষত্রের প্রভাবেই মানবের মঙ্গলামঙ্গল সংগঠিত হইয়া থাকে, তাহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া আল্লাহতালা বলিতেছেন যে, তিনিই ঐ সমস্ত নক্ষত্রের সৃষ্টিকর্তা ও প্রতিপালক প্রভু। সুতরাং আল্লাহতালার ইচ্ছা ও ইঙ্গিত ভিন্ন মানবের হিতাহিত সাধনে ঐ সকল নক্ষত্রের কোনই শক্তি নাই। যাহারা অত্যাচারী ও ধর্ম্মদ্রোহী, আল্লাহতালা তাহাদিগকে অবশ্যই ধ্বংস করিবেন এবং কোন নক্ষত্র বা দেব-দেবী তাহাদিগকে কখনই রক্ষা করিতে পারিবে না। এই পৃথিবীতে অত্যাচার, অনাচার ও ধর্ম্মদ্রোহিতার জন্যই তিনি আদ, সমুদ ও অন্যান্য ধর্ম্মদ্রোহী সম্প্রদায়কে ধ্বংস করিয়াছিলেন। সুতরাং আল্লাহতালার শাস্তি হইতে তাহাদিগকে কেহই রক্ষা করিতে পারে নাই।

৫১—৬১। অতঃপর আল্লাহতালা কোরেশদিগকে লক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন—হে অজ্ঞজন, তোমরা আল্লাহতালার কোন্ অনুগ্রহ এবং কোন্ সম্পদ সম্বন্ধে বিস্মিত হইয়া বিতর্ক করিতেছ? পূর্ব্ববর্ত্তী নবীগণের ন্যায় আমিই আমার এই প্রিয়তম নবীকে তোমাদের মঙ্গলের জন্য তোমাদের মধ্যে প্রেরণ করিয়াছি। ইহাতে বিস্ময়কর বিষয় কি আছে? তোমরা কি ভাবিয়া দেখিতেছ না যে, এই নশ্বর পৃথিবীর ন্যায় তোমাদের জীবনও অনিশ্চিত ও অচিরস্থায়ী। বিশেষ ধ্বংসকাল এবং পুনরুত্থানের সুনিশ্চিত আসন্ন ঘটনা যেরূপ সন্নিকটবর্ত্তী হইয়া আসিতেছে, তোমাদের জীবন-প্রদীপও সেইরূপ যে-কোন মুহূর্ত্তে নিভিয়া যাইতে পারে। মানবের সংযত ও সতর্ক

৫৫। অতঃপর তোমরা স্বীয় প্রতিপালকের কোন্ অনুগ্রহ সম্বন্ধে বিতর্ক করিবে? ৫৬। এই ভয়-প্রদর্শনকারী পূর্ব্ববর্ত্তী ভয়-প্রদর্শনকারীগণেরই অন্তর্ভুক্ত। ৫৭। আসন্ন ঘটনা সন্নিকটবর্ত্তী হইয়াছে। ৫৮। আল্লাহ ব্যতীত আর কেহই উহার প্রকাশকারী নাই। ৫৯। তবে কি তোমরা এ কথায় বিস্মিত হইতেছ? ৬০। এবং তোমরা হাস্য করিতেছ ও ক্রন্দন করিতেছ না? ৬১। এবং তোমরা অমনোযোগী রহিয়াছ? ৬২। অতএব তোমরা আল্লার উদ্দেশ্যে সেজদা কর এবং তাঁহারই উপাসনা কর।

٥٥- فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكَ تَتَمَارَىٰ ○
٥٦- هَٰذَا نَذِيرٌ مِّنَ النُّذُرِ الْأُولَىٰ ○
٥٧- أَزِفَتِ الْآزِفَةُ ۚ ٥٨- لَيْسَ
لَهَا مِن دُونِ اللَّهِ كَاشِفَةٌ ۗ
٥٩- أَفَمِنْ هَٰذَا الْحَدِيثِ تَعْجَبُونَ ۙ
٦٠- وَتَضْحَكُونَ وَلَا تَبْكُونَ ۙ
٦١- وَأَنتُمْ سَامِدُونَ ○
٦٢- فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا ۩ সিজ্‌দা ۚ

হইবার জন্যই আমি ঐ সকল সুনিশ্চিত ঘটনা কবে সংঘটিত হইবে, তাহা তোমাদের জন্য অনিশ্চিত ও অপরিজ্ঞাত রাখিয়া দিয়াছি। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, এই সকল ব্যাপার এবং তোমাদের জীবনের শেষ-পরিণতি সুনিশ্চিতরূপে জানিয়াও তোমরা শুধু হাসিয়া খেলিয়া অসার আমোদ-প্রমোদে জীবন অতিবাহিত করিতেছ এবং ভীত হইয়া অনুতাপ ও ক্রন্দন করিতেছ না! আরও আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, পৃথিবীর অনিশ্চিত ও অসার মোহে মজিয়া তোমরা এ সম্বন্ধে কিছুমাত্র চিন্তা করিতেছ না!

৬২। অবশেষে আল্লাহতালা মানব-জাতিকে লক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন যে, পার্থিব জীবনের আপদ-বিপদ ও ভ্রান্তি এবং পারলৌকিক শাস্তি ও লাঞ্ছনা হইতে যদি তোমরা কল্যাণ ও মুক্তি চাও, তবে তোমরা মহান্ আল্লাহতালার উদ্দেশ্যে সেজ্‌দা কর এবং তাঁহারই উপাসনা করিতে থাক। কিন্তু আলোচ্য আয়তে যে 'সেজদার' আদেশ রহিয়াছে, তৎসম্বন্ধে বহু মতভেদ বিদ্যমান আছে। এই সেজদাকে কেহ ওয়াজেব, কেহ সুন্নত এবং কেহবা মোস্তাহাব বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। কেহ কেহ বলেন যে, এস্থলে সেজদা অর্থ নামাজ এবং এবাদত অর্থ অন্যান্য উপাসনা।

হজরত এবন্-মস্উদ বর্ণনা করিয়াছেন যে, সেজদা-সংবলিত সুরা-সমূহের মধ্যে এই সুরাই সর্ব্বপ্রথম অবতীর্ণ হইয়াছিল এবং এই সুরা পাঠ করিয়া হজরত রসুলোল্লাহ ও অন্যান্য সকলেই সেজদা করিয়াছিলেন। এবন-আবি-শায়েবা হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, আমরা হজরত রসুলোল্লার সম্মুখে এই সুরা পাঠ করিয়াছি, কিন্তু কেহই সেজদা করি নাই। হজরত এবন-আব্বাস হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, হজরত রসুলোল্লাহ মক্কায় অবস্থান কালে এই সুরা পাঠ করিয়া সেজদা করিতেন; কিন্তু হেজরতের পরে মদিনায় গিয়া আর সেজদা করেন নাই।—সহি বোখারী, মোস্‌লেম তেরমিজী প্রভৃতি।

হজরত এমাম আজম আবু হানিফা ও সুফিয়ান সওরী প্রমুখ বিদ্বানগণ প্রথমোক্ত বর্ণনা অনুযায়ী উক্ত সুরার আলোচ্য আয়ত পাঠ কালে—পাঠকারী ও শ্রবণকারী উভয়ের পক্ষেই সেজদা করা ওয়াজেব বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন; কিন্তু এমাম শাফেয়ী ও এমাম আহমদ শেষোক্ত বর্ণনা অনুসারে বলেন যে, এস্থলে সেজদা করা ওয়াজেব নহে—অবশ্য কেহ সেজদা করিলে তাহা উত্তম।—তঃ হক্কানী।

———

٥٥- فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكَ تَتَمَارٰى ○
٥٦- هٰذَا نَذِيْرٌ مِّنَ النُّذُرِ الْاُوْلٰى ○
٥٧- اَزِفَتِ الْاٰزِفَةُ ۚ ٥٨- لَيْسَ
لَهَا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ كَاشِفَةٌ ۗ
٥٩- اَفَمِنْ هٰذَا الْحَدِيْثِ تَعْجَبُوْنَ ۙ
٦٠- وَتَضْحَكُوْنَ وَلَا تَبْكُوْنَ ۙ
٦١- وَاَنْتُمْ سٰمِدُوْنَ ○
٦٢- فَاسْجُدُوْا لِلّٰهِ وَاعْبُدُوْا ۩ সিজ্‌দা

৫৫। অতঃপর তোমরা স্বীয় প্রতি-পালকের কোন্ অনুগ্রহ সম্বন্ধে বিতর্ক করিবে? ৫৬। এই ভয়-প্রদর্শনকারী পূর্ব্ববর্ত্তী ভয়-প্রদর্শনকারীগণেরই অন্ত-ভুর্ক্ত। ৫৭। আসন্ন ঘটনা সন্নিকটবর্ত্তী হইয়াছে। ৫৮। আল্লাহ্ ব্যতীত আর কেহই উহার প্রকাশকারী নাই। ৫৯। তবে কি তোমরা এ কথায় বিস্মিত হইতেছ? ৬০। এবং তোমরা হাস্য করিতেছ ও ক্রন্দন করিতেছ না? ৬১। এবং তোমরা অমনোযোগী রহিয়াছ? ৬২। অতএব তোমরা আল্লার উদ্দেশ্যে সেজদা কর এবং তাঁহারই উপাসনা কর।

হইবার জন্যই আমি ঐ সকল সুনিশ্চিত ঘটনা কবে সংঘটিত হইবে, তাহা তোমাদের জন্য অনিশ্চিত ও অপরিজ্ঞাত রাখিয়া দিয়াছি। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, এই সকল ব্যাপার এবং তোমাদের জীবনের শেষ-পরিণতি সুনিশ্চিতরূপে জানিয়াও তোমরা শুধু হাসিয়া খেলিয়া অসার আমোদ-প্রমোদে জীবন অতিবাহিত করিতেছ এবং ভীত হইয়া অনুতাপ ও ক্রন্দন করিতেছ না! আরও আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, পৃথিবীর অনিশ্চিত ও অসার মোহে মজিয়া তোমরা এ সম্বন্ধে কিছুমাত্র চিন্তা করিতেছ না!

৬২। অবশেষে আল্লাহতালা মানব-জাতিকে লক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন যে, পার্থিব জীবনের আপদ-বিপদ ও ভ্রান্তি এবং পারলৌকিক শাস্তি ও লাঞ্ছনা হইতে যদি তোমরা কল্যাণ ও মুক্তি চাও, তবে তোমরা মহান্ আল্লাহতালার উদ্দেশ্যে সেজ্‌দা কর এবং তাঁহারই উপাসনা করিতে থাক। কিন্তু আলোচ্য আয়তে যে 'সেজদার' আদেশ রহিয়াছে, তৎসম্বন্ধে বহু মতভেদ বিদ্যমান আছে। এই সেজদাকে কেহ ওয়াজেব, কেহ সুন্নত এবং কেহবা মোস্তাহাব বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। কেহ কেহ বলেন যে, এস্থলে সেজদা অর্থ নামাজ এবং এবাদত অর্থ অন্যান্য উপাসনা।

হজরত এবন্-মস্‌উদ বর্ণনা করিয়াছেন যে, সেজদা-সংবলিত সুরা-সমূহের মধ্যে এই সুরাই সর্ব্বপ্রথম অবতীর্ণ হইয়াছিল এবং এই সুরা পাঠ করিয়া হজরত রসুলোল্লাহ ও অন্যান্য সকলেই সেজদা করিয়াছিলেন। এবন-আবি-শায়েবা হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, আমরা হজরত রসুলোল্লার সম্মুখে এই সুরা পাঠ করিয়াছি, কিন্তু কেহই সেজদা করি নাই। হজরত এবন-আব্বাস হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, হজরত রসুলোল্লাহ মক্কায় অবস্থান কালে এই সুরা পাঠ করিয়া সেজদা করিতেন; কিন্তু হেজরতের পরে মদিনায় গিয়া আর সেজদা করেন নাই।—সহি বোখারী, মোস্‌লেম তেরমিজী প্রভৃতি।

হজরত এমাম আজম আবু হানিফা ও সুফিয়ান সওরী প্রমুখ বিদ্বানগণ প্রথমোক্ত বর্ণনা অনুযায়ী উক্ত সুরার আলোচ্য আয়ত পাঠ কালে—পাঠকারী ও শ্রবণকারী উভয়ের পক্ষেই সেজদা করা ওয়াজেব বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন; কিন্তু এমাম শাফেয়ী ও এমাম আহমদ শেষোক্ত বর্ণনা অনুসারে বলেন যে, এস্থলে সেজদা করা ওয়াজেব নহে—অবশ্য কেহ সেজদা করিলে তাহা উত্তম।—তঃ হক্কানী।

মক্কায় অবতীর্ণ	৫৪। সুরা কমর—القمر	৫৫ আয়ত

১ম রুকু—হজরত রসুলোল্লার অদ্বিতীয় অলৌকিকতা

সর্ব্বপ্রদাতা করুণাময় আল্লার নামে

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

১। সেই সময় সন্নিকটবর্ত্তী হইতেছে এবং চন্দ্র বিদীর্ণ হইয়াছে। ২। এবং যদি উহারা কোন নিদর্শন প্রত্যক্ষ করে,

١- اِقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانْشَقَّ الْقَمَرُ ۝ ٢- وَاِنْ يَّرَوْا اٰيَةً

কমর—চন্দ্র, 'অন্-শক্কল-কমর' অর্থ চন্দ্র বিদীর্ণ বা বিভক্ত হওয়া। ইহা হজরত রসুলোল্লার একটি অদ্বিতীয় অলৌকিকতা। আলোচ্য সুরার প্রথম আয়তের 'কমর' শব্দ হইতেই এই সুরার নামকরণ করা হইয়াছে এবং হাদিস শরিফ ও তফসীর সমূহে ইহার বিস্তৃত বিবরণ অতি বিষদরূপে বর্ণিত হইয়াছে।—১ম আয়তের তফসির দ্রষ্টব্য।

শানে-নজুল—অধিকাংশ তফসীরকারের মতে এই পবিত্র সুরা মক্কা শরিফে অবতীর্ণ হইয়াছিল। হজরত রসুলোল্লাহ ঈদুল-আজহা ও ঈদুল ফেতরের নামাজে এবং বৃহৎ জামাতে সুরা কা'ফ ও সুরা কমর পাঠ করিতেন। কারণ ইহাতে ইস্‌লামী ধর্ম্ম-বিশ্বাসের অন্যতম প্রধান ভিত্তি পরলোক ও পুনরুত্থানের বিষয় অতি দৃঢ়তার সহিত বর্ণিত হইয়াছে।—তঃ এবন-কসির।

১। এই আয়তে সর্ব্বপ্রথম পরলোক ও পুনরুত্থানের সুনির্দ্দিষ্ট সময় সন্নিকটবর্ত্তী হইবার কথা ঘোষণা করিয়া আল্লাহতালা বলিতেছেন যে, উহার অন্যতম নিদর্শন স্বরূপ চন্দ্র বিদীর্ণ বা দ্বিধা বিভক্ত হইয়াছে। সুতরাং ঐ নির্দ্ধারিত সঙ্কট সময় উপস্থিত হইবার আর অধিক বিলম্ব নাই। এমাম আহমদ হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, হজরত রসুলোল্লাহ নিজের দুইটি পবিত্র অঙ্গুলি সম্মিলিত করিয়া বলিয়াছেন যে, আমার আবির্ভাব ও তিরোধানের সহিত পুনরুত্থান এইরূপ ভাবে সংলগ্ন রহিয়াছে।—মস্‌নদে এমাম আহমদ।

চন্দ্র বিভক্ত হওয়া হজরত রসুলোল্লার একটি অদ্বিতীয় অলৌকিতা। সহি হাদিস সমূহে বর্ণিত হইয়াছে যে, হজরত রসুলোল্লার মক্কা অবস্থানকালে অবিশ্বাসীরা পূর্ব্ববর্ত্তী নবীগণের নিদর্শন ও ইঙ্গিত অনুসারে তাঁহার নিকট কোন অলৌকিকতা দেখিবার জন্য প্রার্থনা করে। তখন হজরত রসুলেল্লাহ স্বীয় পবিত্র অঙ্গুলি তুলিয়া চন্দ্রের প্রতি ইঙ্গিত করায় উহা দ্বিধা-বিভক্ত হইয়া যায় এবং উহার এক অংশ আবু-কবিস পর্ব্বত ও অন্য অংশ নিকটবর্ত্তী অন্য পাহাড়ের উপর পরিদৃশ্যমান হইতে থাকে। বিভিন্ন বিশ্বস্ত বিবৃতি হইতে জানা যায় যে, সেই গভীর নিশীথে বিশ্বাসী ও অবিশ্বাসী নির্ব্বিশেষে আরব ও আজমের যে সকল লোক জাগ্রত থাকিয়া আকাশের দিকে লক্ষ্য করিয়াছিল, তাহারা সকলেই অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত সেই অলৌকিক নিদর্শন অবলোকন করিয়া বিস্মিত ও চমৎকৃত হইয়াছিল।—সহি বোখারী, মোস্‌লেম ও মস্‌নদে এমাম আহমদ।

অধিকাংশ তফসীরকারই আলোচ্য আয়তের ঐ সকল সদর্থ পরিগ্রহণ করিয়াছেন এবং আহলে-সুন্নত-অল্ জামাতের সমস্ত মুসলমানই উপরোক্ত বর্ণনা সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিয়া থাকেন। পক্ষান্তরে কেহ কেহ বলেন যে, চন্দ্র বিদীর্ণ হওয়া—মহাপ্রলয় ও পুনরুত্থান দিবসের একটি বিশিষ্ট নিদর্শন; উহার প্রকৃত মর্ম্মার্থ এই যে, ঐ দিবস অন্যান্য গ্রহ-উপগ্রহের ন্যায় চন্দ্রও বিদীর্ণ হইয়া

[২য় আয়তের তফসীর পরপৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য]

يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُّسْتَمِرٌّ ○
٣ وَكَذَّبُوا وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ
وَكُلُّ أَمْرٍ مُّسْتَقِرٌّ ○ ٤- وَلَقَدْ
جَاءَهُم مِّنَ الْأَنبَاءِ مَا فِيهِ
مُزْدَجَرٌ ○ ٥- حِكْمَةٌ بَالِغَةٌ فَمَا
تُغْنِ النُّذُرُ ○ ٦- فَتَوَلَّ عَنْهُمْ
يَوْمَ يَدْعُ الدَّاعِ إِلَىٰ شَيْءٍ نُّكُرٍ ○

তথাপি তাহারা বিমুখ হইবে এবং বলিবে
যে, ইহা ত প্রচলিত যাদু। ৩। এবং
তাহারা অসত্যারোপ করিয়াছিল ও স্বীয়
প্রবৃত্তির অনুসরণ করিয়াছিল এবং
প্রত্যেক কার্য্যই নির্দ্ধারিত রহিয়াছে।
৪। এবং নিশ্চয়ই তাহাদের নিকট এরূপ
সংবাদ সমূহ আসিয়াছে—যাহাতে
নিষেধাজ্ঞা রহিয়াছে; ৫। উহা জ্ঞান
প্রকাশক; কিন্তু ঐ ভয়-প্রদর্শন ফলপ্রদ
হয় নাই। ৬। অতএব তুমি উহাদিগ
হইতে বিমুখ হও—সেদিন আহ্বানকারী
এক কঠিন বিষয়ের দিকে আহ্বান করিবে;

যাইবে; কিন্তু প্রসিদ্ধ তফসিরকারগণ এই কল্পিত মর্ম্মার্থ পরিগ্রহণ করেন নাই। আবার কেহ কেহ বলেন যে, 'অন্-শক্কল কমর' একটি প্রসিদ্ধ আরবী বাক্‌ধারা। কোন সুনির্দ্দিষ্ট বিষয় ব্যক্ত করিতে হইলে আরবেরা তাহার সুনিশ্চয়তা সম্বন্ধে ঐ বাক্য ব্যবহার করিয়া থাকে। ইহার মর্ম্মার্থ এই যে, উক্ত বিষয় চন্দ্রের পূর্ণতা বা হ্রাস প্রাপ্তির ন্যায় সুনিশ্চিত সত্য; কিন্তু অভিজ্ঞ তফসিরকারগণ এই পরিকল্পনাও অগ্রাহ্য করিয়াছেন।—তঃ কবির।

ইস্‌লামের শত্রুগণ চন্দ্র-বিভক্তির সম্ভাবনা ও ঐতিহাসিকতা সম্বন্ধে যে সকল অলীক সন্দেহ সৃষ্টির ব্যর্থ চেষ্টা করিয়াছেন, তফসীরকারগণ বেদ, পুরান ও বাইবেল হইতে অনুরূপ বহু ঘটনার উল্লেখ কবিয়া তাহার যথোচিত উত্তর প্রদান বরিয়াছেন। অবশ্য যাহারা সর্ব্বশক্তিমান আল্লাহ্‌-তালার অনুপম শক্তি-মহিমা ও অলৌকিক নিদর্শনে বিশ্বাসী নহে, তাহাদের কথা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। বৈজ্ঞানিক ও জ্যোতিষীগণ উক্ত ঘটনার সম্ভাবনা ও স্বাভাবিকতা সম্বন্ধে যে সকল প্রশ্ন তুলিয়াছেন, বিচক্ষণ তফসীরকারগণ চন্দ্রের গতি-পরিণতি এবং বিভিন্ন-রূপ চন্দ্র-গ্রহের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করিয়া তাহার অকাট্য উত্তর প্রদান পূর্ব্বক তাহাদের সমস্ত আপত্তি খণ্ডন ও সমস্ত সন্দেহ নিরাকরণ করিয়া দিয়াছেন।—তঃ হক্কানী ও মঃ আঃ।

২—৫। এই কয়েকটি আয়তে আল্লাহতালা বলিতেছেন—অবিশ্বাসীদের প্রকৃতিই এইরূপ যে, তাহারা কোন অলৌকিক নিদর্শন দর্শন করিলেও তৎপ্রতি বিশ্বাস স্থাপন করিবে না। বরং তাহারা বলিবে যে, ইহা ত প্রচলিত যাদু-ক্রিয়া! সুতরাং চন্দ্রের বিভক্ত হওয়া পরিদর্শন করিয়াও তাহারা তৎপ্রতি অসত্যারোপ করিয়াছিল এবং স্বীয় প্রবৃত্তির অনুসরণ করিয়া বলিয়াছিল যে, এরূপ যাদু-ক্রিয়া বহুদিন হইতেই প্রদর্শিত হইয়া আসিতেছে। ফলতঃ অবিশ্বাসীদের এইরূপ হঠকারিতার উপযুক্ত শাস্তির সময়ও নির্দ্ধারিত রহিয়াছে। পূর্ব্ববর্ত্তী অবিশ্বাসীদের নিকটও ইতিপূর্ব্বে আমার বহু নিষেধাত্মক ও জ্ঞান-প্রকাশক প্রত্যাদেশ সমূহ অবতীর্ণ হইয়াছিল এবং তাহারাও আমার বহু অলৌকিক নিদর্শন পরিদর্শন করিয়াছিল; কিন্তু উহা তাহাদের নিকট কিছুমাত্র ফলপ্রদ হয় নাই। সুতরাং আরবের অবিশ্বাসীদিগের নিকটও এই সকল সদুপদেশ ও অলৌকিক নিদর্শন ফলপ্রদ হইবে না।

৬—৮। অতএব হে রসুল, তুমি ইহাদের সহিত অনর্থক তর্ক-বিতর্ক করিও না; বরং উহাদিগকে স্মরণ করাইয়া দাও যে, পুনরুত্থান ও মহাবিচারের সেই ঘোর সঙ্কটময় দিবসে যখন

৭। তাহাদের নয়ন-সমূহ অবনমিত হইবে, তাহারা বিক্ষিপ্ত পঙ্গপালের ন্যায় কবর সমূহ হইতে বহির্গত হইবে;
৮। তাহারা আহ্বানকারীর দিকে প্রধাবিত হইতে থাকিবে; অবিশ্বাসীরা বলিবে যে, ইহা ত অতি কঠিন দিবস।
৯। ইহাদের পূর্ব্বে নূহ সম্প্রদায় অসত্যারোপ করিয়াছিল; তৎপর তাহারা আমার সেবকের প্রতিও অসত্যারোপ করিয়াছিল এবং বলিয়াছিল—এ ত উন্মাদ ও বিতাড়িত! ১০। তখন সে স্বীয় প্রতিপালককে আহ্বান করিয়াছিল যে, আমি পরাভূত হইয়াছি, অতএব তুমি আমাকে সাহায্য কর। ১১। তৎপর আমি বর্ষণশীল সলীল সহ আকাশের দ্বারসমূহ উন্মুক্ত করিয়াছিলাম; ১২। এবং পৃথিবীতে প্রস্রবণ-সমূহ উচ্ছ্বসিত করিয়াছিলাম—তদ্দারা নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ সলিল সম্মিলিত হইয়াছিল। ১৩। এবং আমি তাহাকে কাষ্ঠফলক ও লৌহ-কীলক যুক্ত তরণীতে আরোহণ করাইয়াছিলাম; ১৪। যাহা তাহাকে প্রত্যাখ্যান করার

٧- خُشَّعًا أَبْصَارُهُمْ يَخْرُجُونَ
مِنَ الْأَجْدَاثِ كَأَنَّهُمْ جَرَادٌ
مُّنْتَشِرٌ ۝ ٨- مُّهْطِعِينَ إِلَى
الدَّاعِ ط يَقُولُ الْكٰفِرُونَ هٰذَا يَوْمٌ
عَسِرٌ ۝ ٩- كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ
نُوحٍ فَكَذَّبُوا عَبْدَنَا وَقَالُوا
مَجْنُونٌ وَّازْدُجِرَ ۝ ١٠- فَدَعَا
رَبَّهٗٓ أَنِّي مَغْلُوبٌ فَانْتَصِرْ ۝
١١- فَفَتَحْنَآ أَبْوَابَ السَّمَآءِ بِمَآءٍ
مُّنْهَمِرٍ ۝ ١٢- وَّفَجَّرْنَا
الْأَرْضَ عُيُونًا فَالْتَقَى الْمَآءُ عَلٰٓى
أَمْرٍ قَدْ قُدِرَ ۝ ١٣- وَحَمَلْنٰهُ عَلٰى
ذَاتِ أَلْوَاحٍ وَّدُسُرٍ ۝ ١٤- تَجْرِي

আল্লাহতালার মনোনীত জিবরীল, এসরাফিল বা অন্য কোন বিশিষ্ট ফেরেশতা মানবদিগকে বিচারের জন্য আহব্বান করিবেন, তখন তাহারা স্ব স্ব কবর হইতে বহির্গত হইয়া নিজ নিজ কৃতকর্ম্মের বিষয় স্মরণ পূর্ব্বক লজ্জা ও অনুতাপে তাহাদের নয়ন নত হইয়া পড়িবে এবং তাহারা বলিতে থাকিবে যে, আজ আমাদের জন্য সত্য-সত্যই অতি কঠিন দিবস। অধিকাংশ তফসীরকারই আলোচ্য আয়ত সমূহকে পারলৌকিক পুনরুত্থান ও মহাবিচারের অভিব্যক্তি বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। কিন্তু কোন কোন তফসীরকার বলেন যে, এতদ্বারা অবিশ্বাসীদের ইহলৌকিক পতন ও পরাজয় সম্বন্ধেও স্পষ্টতর ভবিষ্যদ্বাণী করা হইয়াছে এবং হজরত রসুলোল্লার জীবনেই এই ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হইয়াছিল।—তঃ মঃ আঃ।

৯—১৭। এই কয়েকটি আয়তে আল্লাহতালা হজরত নূহ নবীর সমসাময়িক অবিশ্বাসী ও ধর্ম্মদ্রোহী সম্প্রদায়ের প্রসঙ্গ বর্ণনা করিয়াছেন। তাহারা হজরত নূহ নবীকে অবিশ্বাস ও অগ্রাহ্য করিয়া তাহাকে বিতাড়িত ও উন্মাদ বলিয়া অভিহিত করায় তিনি উহাদের শাস্তির জন্য আল্লাহতালার সাহায্য প্রার্থনা করিয়াছিলেন। তখন আল্লাহতালা এক ভয়াবহ মহাপ্লাবন সৃষ্টি করিয়া অবিশ্বাসীদিগকে সমূলে ধ্বংস করিয়া দেন এবং হজরত নূহ ও তাঁহার অনুগামী বিশ্বাসীদিগকে

بِأَعْيُنِنَا ۚ جَزَآءً لِّمَن كَانَ كُفِرَ ۝
١٥- وَلَقَد تَّرَكْنَٰهَآ ءَايَةً فَهَلْ مِن
مُّدَّكِرٍ ۝ ١٦- فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِى
وَنُذُرِ ۝ ١٧- وَلَقَدْ يَسَّرْنَا
ٱلْقُرْءَانَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن
مُّدَّكِرٍ ۝ ١٨- كَذَّبَتْ عَادٌ
فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِى وَنُذُرِ ۝
١٩- إِنَّآ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا
صَرْصَرًا فِى يَوْمِ نَحْسٍ مُّسْتَمِرٍّ ۙ
٢٠- تَنزِعُ ٱلنَّاسَ لا كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ
نَخْلٍ مُّنقَعِرٍ ۝ ٢١- فَكَيْفَ كَانَ
عَذَابِى وَنُذُرِ ۝ ٢٢- وَلَقَدْ
يَسَّرْنَا ٱلْقُرْءَانَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ
مِن مُّدَّكِرٍ ع

প্রতিদান স্বরূপ আমার নয়ন-সমক্ষে পরিচালিত হইতেছিল। ১৫। এবং নিশ্চয়ই আমি উহাকে নিদর্শন স্বরূপ পরিত্যাগ করিয়াছিলাম—অতঃপর কেহ কি উপদেশ গ্রহণ করিবে? ১৬। অতএব আমার শাস্তি ও ভয়-প্রদর্শন কিরূপ হইয়াছিল! ১৭। এবং নিশ্চয়ই আমি উপদেশ গ্রহণের জন্য এই কোরানকে সহজ করিয়াছি—অতঃপর কেহ কি উপদেশ গ্রহণ করিবে? ১৮। আদ-সম্প্রদায় অসত্যারোপ করিয়াছিল, তজ্জন্য আমার শাস্তি ও ভয়-প্রদর্শন কিরূপ হইয়াছিল। ১৯। নিশ্চয় আমি তাহাদের উপর এক কঠিন দুর্দ্দিনে ঝঞ্ঝা-বায়ু প্রেরণ করিয়াছিলাম; ২০। যাহা উৎপাটিত খর্জ্জুর-কাণ্ডের ন্যায় মানব-দিগকে নিক্ষিপ্ত করিতেছিল। ২১। অতএব আমার শাস্তি ও ভয়-প্রদর্শন কিরূপ হইয়াছিল! ২২। এবং নিশ্চয়ই আমি উপদেশ গ্রহণের জন্য এই কোরানকে সহজ করিয়াছি—অতঃপর কেহ কি উপদেশ গ্রহণ করিবে?

এক সুবৃহৎ নৌকায় আরোহণ করাইয়া তাহাদিগকে নিরাপদে রক্ষা করেন। সেই স্মরণীয় ঘটনার উল্লেখ করিয়া আল্লাহতালা বলিতেছেন যে, মানব জাতিকে সতর্ক করিবার জন্য উক্ত ঘটনার নিদর্শন স্বরূপ সেই নৌকা বহুদিন পর্য্যন্ত বিদ্যমান ছিল এবং মানব-জাতির উপদেশ গ্রহণের জন্যই আমি সহজ ও সরল ভাষায় এই কোরানে সেই ঘটনার সহিত বহু সদুপদেশ বর্ণনা করিয়াছি। অতঃপর অবিশ্বাসীরা ইহা হইতেও কি সদুপদেশ গ্রহণ করিবে না?

১৮—২২। অনন্তর আল্লাহতালা আদ সম্প্রদায়ের প্রসঙ্গ বর্ণনা করিয়া বলিতেছেন যে, অবিশ্বাস, ধর্ম্মদ্রোহিতা ও নবী-নিন্দার জন্য আদ সম্প্রদায়ও আমার অবতারিত শাস্তি স্বরূপ ভয়ঙ্কর ঝঞ্ঝাবায়ুতে বিধ্বস্ত ও ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়া গিয়াছিল। মানবের সদুপদেশ গ্রহণের জন্য সেই ঘটনাও এই কোরানে পুনঃ পুনঃ সহজ ও সরল ভাষায় বর্ণিত হইয়াছে। অবিশ্বাসীরা তাহা হইতেও কি সদুপদেশ গ্রহণ করিবে না?

২য় রুকু—সমুদ ও লুত সম্প্রদায়ের ধ্বংসপ্রাপ্তির বিবরণ

২৩। সমুদ-সম্প্রদায় ভয়প্রদর্শনকারীদিগকে অসত্যারোপ করিয়াছিল। ২৪। অনন্তর তাহারা বলিয়াছিল—তবে কি সে আমাদেরই অন্তর্গত একজন মানুষ—আমরা তাহারই অনুসরণ করিব? নিশ্চয় আমরা তখন বিভ্রান্তি ও উন্মাদনার মধ্যে পতিত হইব। ২৫। তবে কি আমাদের মধ্যে কেবল তাহারই উপর সদুপদেশ অবতীর্ণ হইয়াছে?—বরং সে উদ্ধত অসত্যবাদী। ২৬। কল্যই তাহারা অবগত হইবে যে, কে উদ্ধত অসত্যবাদী। ২৭। নিশ্চয় আমি তাহাদিগকে পরীক্ষা করিবার জন্য একটি উষ্ট্রী প্রেরণ করিব; অতএব তাহাদের জন্য প্রতীক্ষা কর ও ধৈর্য্য ধারণ কর। ২৮। এবং তাহাদিগকে জ্ঞাপন কর যে, তাহাদের মধ্যে সলিল বিভাগ করিয়া দেওয়া হইয়াছে—প্রত্যেকেই পর্য্যায়ক্রমে পান করিতে উপস্থিত হইবে। ২৯। অতঃপর তাহারা স্বীয় সঙ্গীদিগকে আহ্বান করিয়াছিল, তৎপর উহাকে ধৃত করিয়াছিল, পরে পদ-কর্ত্তন করিয়াছিল। ৩০। তখন আমার শাস্তি ও ভয়-প্রদর্শন

٢٣- كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِالنُّذُرِ ۝
٢٤- فَقَالُوا أَبَشَرًا مِّنَّا وَاحِدًا
نَّتَّبِعُهُ إِنَّا إِذًا لَّفِي ضَلَالٍ
وَسُعُرٍ ۝ ٢٥- أَأُلْقِيَ الذِّكْرُ
عَلَيْهِ مِن بَيْنِنَا بَلْ هُوَ كَذَّابٌ
أَشِرٌ ۝ ٢٦- سَيَعْلَمُونَ غَدًا مَّنِ
الْكَذَّابُ الْأَشِرُ ۝ ٢٧- إِنَّا مُرْسِلُوا
النَّاقَةِ فِتْنَةً لَّهُمْ فَارْتَقِبْهُمْ وَاصْطَبِرْ ۝
٢٨- وَنَبِّئْهُمْ أَنَّ الْمَاءَ قِسْمَةٌ
بَيْنَهُمْ كُلُّ شِرْبٍ مُّحْتَضَرٌ ۝
٢٩- فَنَادَوْا صَاحِبَهُمْ فَتَعَاطَىٰ
فَعَقَرَ ۝ ٣٠- فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي

২৩—৩২। আলোচ্য আয়ত-সমূহে সমুদ-সম্প্রদায়ের ধ্বংসপ্রাপ্তির প্রসঙ্গ বর্ণিত হইয়াছে। তাহারা আল্লাহতালার প্রেরিত অন্যতম নবী হজরত সালেহর প্রতি অসত্যারোপ করিয়া বলিয়াছিল যে, সে ত আমাদের অন্তর্গত—আমাদেরই ন্যায় একজন মানুষ মাত্র। আমাদের মধ্যে শুধু তাহারই উপর প্রত্যাদেশ অবতীর্ণ হইবে—ইহা কখনই সম্ভবপর নহে; বরং নিশ্চয় সে একজন উদ্ধত অসত্যবাদী লোক; নিজের সম্মান ও প্রতিপত্তি বাড়াইবার জন্যই সে ঐ সকল অসত্য কথা প্রচার করিতেছে। আমরা নির্ব্বোধ উন্মাদের ন্যায় তাহার অনুসরণ করিয়া কখনই ভ্রান্তি ও বিপদের মধ্যে পতিত হইব না।

অবিশ্বাসী ও নবী-দ্রোহী সমুদ-সম্প্রদায়ের ঐ সকল উক্তির উত্তরে আল্লাহতালা হজরত সালেহকে বলিয়া দিলেন যে, তুমি ধৈর্য্যধারণ কর ও প্রতীক্ষা করিতে থাক। উহারা অচিরেই অবগত হইবে যে, কে সত্যবাদী এবং কে অসত্যবাদী ভ্রান্ত। আমি তাহাদিগকে পরীক্ষা করিবার জন্য একটি উষ্ট্রী প্রেরণ করিব। উক্ত উষ্ট্রীর সহিত উহাদিগকে বিভাগ করিয়া পর্যায়ক্রমে পানি পান করিতে হইবে। যেদিন বা যে সময় উক্ত উষ্ট্রি পানি পান করিবে, সেদিন বা সে সময় উহারা কূপের পানি গ্রহণ করিতে পারিবে না। তুমি উহাদিগকে জানাইয়া দাও যে, ইহার ব্যতিক্রম করিলে উহাদের উপর বিষম বিপদ অবতীর্ণ হইবে।

কিরূপ হইয়াছিল ! ৩১। নিশ্চয় আমি
তাহাদের উপর এক ধ্বংস-ধ্বনি প্রেরণ
করিয়াছিলাম—তাহাতে তাহারা বিচূর্ণিত
কাষ্ঠের ন্যায় হইয়া গিয়াছিল। ৩২। এবং
নিশ্চয়ই আমি সদুপদেশ গ্রহণের
জন্য এই কোরানকে সহজ করিয়াছি,
অতঃপর কেহ কি উপদেশ গ্রহণ করিবে ?
৩৩। লুৎ-সম্প্রদায়ও ভয়-প্রদর্শনকারী-
দিগকে অসত্যারোপ করিয়াছিল।
৩৪। নিশ্চয় আমি উহাদের উপর শিলা
বর্ষণ করিয়াছিলাম—লুতের বংশধরগণ
ব্যতীত—তাহাদিগকে আমি প্রত্যুষে
উদ্ধার করিয়াছিলাম ;—৩৫। আমার
সন্নিকটবর্ত্তী অনুগ্রহ হইতে ; এইরূপেই
আমি কৃতজ্ঞদিগকে প্রতিদান প্রদান
করিয়া থাকি। ৩৬। এবং নিশ্চয়ই
সে তাহাদিগকে আমার পরিধৃতি সম্বন্ধে
ভয়-প্রদর্শন করিয়াছিল, কিন্তু তাহারা
ভয়-প্রদর্শন সম্বন্ধেই বিতর্ক করিয়াছিল।
৩৭। এবং নিশ্চয়ই তাহারা তদীয়
অতিথীদিগকে আকাঙ্খা করিয়াছিল ;
কিন্তু আমি তাহাদের নয়ন-সমূহ অন্ধ
করিয়া দিয়াছিলাম ; অতএব আমার
শাস্তি ও ভয়-প্রদর্শন আস্বাদন কর !
৩৮। এবং নিশ্চয়ই প্রত্যুষে তাহাদিগকে
অবিরাম শাস্তি আক্রমণ করিয়াছিল।
৩৯। অতএব আমার শাস্তি ও ভয়-প্রদর্শন

وَنُذُرِ ○ ٣١ إِنَّآ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ
صَيْحَةً وَّاحِدَةً فَكَانُوا كَهَشِيمِ
الْمُحْتَظِرِ ○ ٣٢ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا
الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُّدَّكِرٍ ○
٣٣ كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ بِالنُّذُرِ ○
٣٤ إِنَّآ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ حَاصِبًا إِلَّآ
آلَ لُوطٍ ط نَّجَّيْنَاهُمْ بِسَحَرٍ ○
٣٥ نِّعْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا ط كَذَٰلِكَ
نَجْزِي مَنْ شَكَرَ ○ ٣٦ وَلَقَدْ
أَنْذَرَهُمْ بَطْشَتَنَا فَتَمَارَوْا بِالنُّذُرِ ○
٣٧ وَلَقَدْ رَاوَدُوهُ عَنْ ضَيْفِهِ
فَطَمَسْنَا أَعْيُنَهُمْ فَذُوقُوا عَذَابِي
وَنُذُرِ ○ ٣٨ وَلَقَدْ صَبَّحَهُمْ
بُكْرَةً عَذَابٌ مُّسْتَقِرٌّ ○ ٣٩ فَذُوقُوا

বলা বাহুল্য, উক্ত উষ্ট্রীর আবির্ভাবে সমুদ-সম্প্রদায় বিরক্ত হইয়া একদিন সকলে মিলিয়া উক্ত উষ্ট্রির পা কাটিয়া উহাকে হত্যা করিয়া ফেলিল। ইহার ফলে এক ভয়ঙ্কর ধ্বংস ধ্বনি ও ভূমিকম্পে সমুদ-সম্প্রদায় সম্পূর্ণরূপে বিচূর্ণ ও ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়া গেল। পবিত্র কোরানে এই ঘটনা পুনঃপুনঃ উল্লেখ করিয়া আল্লাহতালা মক্কার অবিশ্বাসী ও নবী-দ্রোহীদিগকে সদুপদেশ গ্রহণের জন্য সতর্ক করিয়া দিয়াছেন।

৩৩—৪০। অনন্তর আল্লাহতালা হজরত লুতের সমসাময়িক অবিশ্বাসী ও অনাচারী সম্প্রদায়ের ধ্বংসপ্রাপ্তির প্রসঙ্গ উল্লেখ করিয়া বলিতেছেন যে, উহারা মক্কার অবিশ্বাসী এবং পূর্ব্ববর্ত্তী নবী-দ্রোহীদিগের ন্যায় আমার প্রেরিত নবী লুতের উপর অসত্যারোপ করিয়াছিল এবং গভীর রাত্রে অবৈধ অনাচারের আকাঙ্খায় তাহার সম্মানিত অতিথিগণকে করায়ত্ত করিতে চাহিয়াছিল। এই উন্মাদনা ও হঠকারিতার জন্য আমি তাহাদিগকে প্রথমতঃ অন্ধ করিয়াছিলাম ; তৎপর ভোর হইবার পূর্ব্বেই অবিরাম শিলা বর্ষণ পূর্ব্বক তাহাদিগকে সমূলে ধ্বংস করিয়া দিয়াছিলাম। সেই

আস্বাদন কর। ৪০। এবং নিশ্চয়ই আমি এই কোরানকে সদুপদেশ গ্রহণের জন্য সহজ করিয়াছি—অতঃপর কেহ কি উপদেশ গ্রহণ করিবে?

عَذَابِي وَنُذُرِ ۝ ٤٠- وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ ۝

৩য় রুকূ—মক্কাবাসী অবিশ্বাসীদিগের শেষ পরিণাম

৪১। এবং নিশ্চয়ই ফেরাউন বংশীয়গণের নিকট ভয়-প্রদর্শনকারিগণ আগমন করিয়াছিল। ৪২। তাহারা আমার সমস্ত নিদর্শনাবলীতে অসত্যারোপ করিয়াছিল; তখন আমি তাহাদিগকে শক্তিশালী পরাক্রান্ত ধারণে ধৃত করিয়াছিলাম। ৪৩। তবে কি তোমাদের অবিশ্বাসীরা উহাদের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর অথবা গ্রন্থ-সমূহে তোমাদের জন্য অব্যাহতি রহিয়াছে? ৪৪। অথবা তাহারা কি বলে যে আমরা প্রতিশোধ-গ্রহণকারী দল? ৪৫। অচিরেই ঐ

٤١- وَلَقَدْ جَاءَ آلَ فِرْعَوْنَ النُّذُرُ ۝ ٤٢- كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كُلِّهَا فَأَخَذْنَاهُمْ أَخْذَ عَزِيزٍ مُّقْتَدِرٍ ۝ ٤٣- أَكُفَّارُكُمْ خَيْرٌ مِّنْ أُولَٰئِكُمْ أَمْ لَكُم بَرَاءَةٌ فِي الزُّبُرِ ۝ ٤٤- أَمْ يَقُولُونَ نَحْنُ جَمِيعٌ مُّنتَصِرٌ ۝ ٤٥- سَيُهْزَمُ

সেই বিপদ হইতে শুধু লূত ও তাঁহার অনুগামী বিশ্বাসী বংশধরগণই আমার অনুগ্রহে রক্ষা পাইয়াছিল। আমার অবতারিত পবিত্র কোরানের এই সকল সহজ, সরল ও সত্য বিবরণ অবগত হইয়াও কি অবিশ্বাসীরা সদুপদেশ গ্রহণ করিবে না?

৪১—৪২। অবশেষে আল্লাহতালা হজরত মূসা এবং তাঁহার সমসাময়িক ফেরাউন ও তাহার ধর্মদ্রোহী সম্প্রদায়ের উল্লেখ করিয়া বলিতেছেন যে, মক্কার কোরেশদিগের ন্যায় মিসরাধিপতি ফেরাউনও নিজের ক্ষমতাগর্বে প্রমত্ত হইয়া আমার প্রেরিত নবী মূসা ও তাঁহার প্রদর্শিত সমস্ত নিদর্শনে অসত্যারোপ করিয়াছিল। তজ্জন্য আমি ফেরাউন ও তাহার সম্প্রদায়কে লোহিত সাগরে নিমজ্জিত করিয়া অতি কঠিন শাস্তি প্রদান করিয়াছিলাম।

উপরোক্ত ধর্মদ্রোহী সম্প্রদায় সমূহের অবিশ্বাস, অনাচার, নবী-দ্রোহিতা ও ধ্বংসপ্রাপ্তির বিস্তৃত বিবরণ পূর্ববর্তী সূরা সমূহের তফসীরে বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হইয়াছে।

৪৩—৪৪। পূর্ববর্তী অবিশ্বাসীদিগের ধ্বংসপ্রাপ্তির বিবরণ বিবৃত করিবার পর আল্লাহতালা বলিতেছেন—হে আমার অবিশ্বাসী সম্প্রদায়, তোমরা কি তাহাদের অপেক্ষা শক্তিশালী ও শ্রেষ্ঠতর? অথবা পূর্ববর্তী গ্রন্থসমূহে তোমাদের জন্য কি এরূপ কোন বিশেষ ব্যবস্থা রহিয়াছে যে, অবিশ্বাস ও ধর্মদ্রোহিতার জন্য তোমাদিগকে কোনরূপ শাস্তি ভোগ করিতে হইবে না? অথবা তোমরা কি বলিতে চাও যে, তোমাদের এমন কোন শক্তি আছে—যদ্দারা তোমরা আমার শাস্তি প্রতিরোধ করিতে পারিবে? কিন্তু তোমরা নিশ্চয় জানিয়া রাখ যে, আমার ঐ শাস্তি তোমরা কখনই নিবারণ করিতে পারিবে না।

৪৫। **বদর বিজয়ের ভবিষ্যদ্বাণী**—অনন্তর সর্বজ্ঞ ও সর্বশক্তিমান আল্লাহতালা স্পষ্টতর ভাষায় ভবিষ্যদ্বাণী করিয়া বলিতেছেন যে, তোমাদের এই অবিশ্বাস ও অবাধ্যতার জন্য অচিরেই তোমাদিগকে পরাজিত হইয়া পৃষ্ঠপ্রদর্শন করিতে হইবে।

দল পরাভূত হইবে এবং পৃষ্ঠ-প্রদর্শনে পলায়িত হইবে। ৪৬। বরং সেই সময় তাহাদের জন্য নির্দ্ধারিত রহিয়াছে, এবং সেই সময় কঠোরতর ও তিক্ততর। ৪৭। নিশ্চয় অপরাধীরা বিভ্রান্তি ও বিপাকের মধ্যে রহিয়াছে। ৪৮। সেদিন তাহাদের আনন-সমূহের উপর তাহাদিগকে নরকানলের মধ্যে টানিয়া লওয়া হইবে যে, নরকানলের স্পর্শ আস্বাদন কর! ৪৯। নিশ্চয় আমি প্রত্যেক বিষয় উহার পরিমাণ অনুযায়ী সৃষ্টি করিয়াছি। ৫০। এবং আমার আদেশ চক্ষুর পলকের ন্যায় একবার ব্যতীত নহে।

الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ ○ ٤٦- بَلِ
السَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَالسَّاعَةُ أَدْهَى
وَأَمَرُّ ○ ٤٧- إِنَّ الْمُجْرِمِينَ
فِي ضَلَالٍ وَسُعُرٍ ○ ٤٨- يَوْمَ
يُسْحَبُونَ فِي النَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ
ذُوقُوا مَسَّ سَقَرَ ○ ٤٩- إِنَّا كُلَّ
شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ ○ ٥٠- وَمَا
أَمْرُنَا إِلَّا وَاحِدَةٌ كَلَمْحٍ بِالْبَصَرِ ○

এবন-আবি-হাতেম বর্ণনা করিয়াছেন যে, যখন এই আয়াত অবতীর্ণ হইয়াছিল, তখন হজরত ওমর জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—"হে রসুলোল্লাহ, কোন্ সম্প্রদায় বিজয়ী এবং কোন্ সম্প্রদায় পরাজিত হইবে?" অনন্তর বদর যুদ্ধে যখন হজরত রসুলোল্লাহ বর্ম্ম পরিধান পূর্ব্বক সমর ক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া উক্ত আয়াত পাঠ করিতেছিলেন, তখনই বিশ্বাসী মুসলমানেরা হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন যে, কোন্ সম্প্রদায় পরাজিত হইয়া পলায়ন করিবে।—সহি বোখারী ও নেসায়ী।

হজরত এবন-আব্বাস হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, বদর যুদ্ধে যখন বিশ্বাসী মুসলমান ও অবিশ্বাসী কোরেশগণ পরস্পরের উপর বিজয় লাভের জন্য পূর্ণ পরাক্রমে যুদ্ধ করিতেছিল, তখন হজরত রসুলোল্লাহ স্বীয় শিবীরে অবস্থান করিয়া প্রার্থনা করিতেছিলেন—"হে আল্লাহ, তোমার সাহায্য ও প্রতিশ্রুতির উপর নির্ভর করিয়াই আমি এই যুদ্ধে অবতীর্ণ হইয়াছি; কিন্তু যদি তোমার ইচ্ছা অন্যরূপ হয় তবে অদ্যকার পরে হয়ত আর কেহই তোমার উপাসনা করিবে না।" এই সময়ে হজরত আবুবকর তাঁহার হস্ত ধারণ করিয়া বলিলেন—"হে রসুলোল্লাহ, আল্লা-ই আপনার জন্য যথেষ্ট।" অনন্তর হজরত রসুলোল্লাহ শিবির হইতে বাহিরে আসিলেন এবং উহার অল্পক্ষণ পরেই কোরেশেরা পাজিত ও ছত্রভঙ্গ হইয়া পৃষ্ঠপ্রদর্শন পূর্ব্বক পলায়ন করিল।"—সহি বোখারী।

৪৬। ফলতঃ সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্বশক্তিমান আল্লাহতালা অবিশ্বাসী কোরেশদিগের পতন ও পরাজয় এবং কঠিন দিবসের তিক্ততর দুর্ভাগ্য সম্বন্ধে যে পরিষ্কার ও স্পষ্টতর ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলেন, বদর যুদ্ধে সেই অব্যর্থ ভবিষ্যদ্বাণী অক্ষরে অক্ষরে পূর্ণ হইয়াছিল। অনন্তর বদর যুদ্ধে নিহত কোরেশদিগকে যখন যুদ্ধক্ষেত্র হইতে অপসারিত করিয়া সমাহিত করা হইতেছিল, তখন হজরত রসুলোল্লাহ তাহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছিলেন—"নিশ্চয় আল্লাহ আমাদিগকে যে প্রতিশ্রুতি দান করিয়াছিলেন, আমরা তাহার সত্যতা অবলোকন করিয়াছি। অনন্তর তোমাদের সম্বন্ধে তিনি যে প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন, তোমরা তাহার সত্যতা অবলোকন করিয়াছ কি?—এবন হিশাম।

৪৭—৫১। এই কয়েকটি আয়তে আল্লাহতালা অবিশ্বাসীদিগের পারলৌকি পরিণাম স্মরণ করাইয়া দিয়া তাহাদিগকে সতর্ক করিয়া বলিতেছেন যে, ইহা হইতেও কি তোমরা সদুপদেশ গ্রহণ করিবে না?

৫১। এবং নিশ্চয়ই আমি তোমাদের অনুরূপদিগকে ধ্বংস করিয়া দিয়াছি; অতঃপর কেহ কি উপদেশ গ্রহণ করিবে?
৫২। তাহারা যাহা করিয়াছে তাহার প্রত্যেক বিষয় গ্রন্থ-সমূহের মধ্যে আছে।
৫৩। এবং প্রত্যেক ক্ষুদ্র ও বৃহৎ বিষয় লিপিবদ্ধ রহিয়াছে।
৫৪। নিশ্চয় ধর্ম্মভীরুগণ স্বর্গোদ্যান ও স্রোতস্বিনী-সমূহের মধ্যে রহিবে।
৫৫। তাহারা তন্মধ্যে মহাপরাক্রান্ত সম্রাটের সন্নিকটবর্ত্তী সত্য-নিকেতনে অবস্থান করিবে।

৫১- وَلَقَدْ أَهْلَكْنَآ أَشْيَاعَكُمْ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ ○ ৫২- وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ ○ ৫৩- وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُّسْتَطَرٌ ○ ৫৪- إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّٰتٍ وَنَهَرٍ ○ ৫৫- فِي مَقْعَدِ صِدْقٍ عِندَ مَلِيكٍ مُّقْتَدِرٍ ○

৫২—৫৩। অনন্তর আল্লাহতালা বলিতেছেন যে, মানবের ক্ষুদ্র-বৃহৎ ও সদসৎ কৃতকর্ম্মের সমস্তই আমার সুরক্ষিত গ্রন্থ-ফলকে লিপিবদ্ধ রহিয়াছে এবং পরলোকে তাহাদিগকে অবশ্যই স্ব স্ব কৃত-কর্ম্মানুযায়ী প্রতিদান বা প্রতিফল ভোগ করিতে হইবে।

৫৪—৫৫। সুতরাং পরলোকে অবিশ্বাসীরা ও দুষ্কার্য্যকারীরা যেরূপ ভীষণ শাস্তি ও লাঞ্ছনাপূর্ণ নরকানলের মধ্যে অবস্থান করিতে বাধ্য হইবে—সেইরূপ যাহারা বিশ্বাসী, সৎকর্ম্মশীল ও ধর্ম্মপরায়ণ, তাহারা পরলোকে তাহাদের মহাপরাক্রান্ত প্রতিপালক প্রভুর প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে অনন্ত সুখ-সম্পদপূর্ণ চিরস্থায়ী স্বর্গোদ্যান অথবা সেই মহাপরাক্রান্ত সম্রাটের সন্নিকটবর্ত্তী সত্যনিকেতনে পরম সুখে অবস্থান করিবেন। অধিকাংশ তফসীরকারের মতে আলোচ্য আয়তদ্বয়ে পারলৌকিক সুখ-সম্পদপূর্ণ স্বর্গোদ্যানে ও শান্তিময় সত্য-নিকেতনের বিষয়ই বিবৃত হইয়াছে। কিন্তু কেহ কেহ বলেন উহার প্রথম আয়তের মর্ম্ম এই যে সত্যবিশ্বাসী মুসলমানেরা এই পৃথিবীতেই নদনদী-বিশিষ্ট সুজলা-সুফলা শস্য-শ্যামলা উদ্যান নিকুঞ্জ-বিশিষ্ট ভূভাগের আধিপত্য লাভ করিয়া তথায় স্থায়ীভাবে বসবাস করিবে এবং পরলোকে তাহারা মহাপ্রভুর অনন্ত অনুগ্রহের সন্নিকটবর্ত্তী সুখ-শান্তিময় সত্য-নিকেতনে অবস্থান করিবে এবং ইহাই হইতেছে পারলৌকিক স্বর্গীয় জীবনের সঠিক অভিব্যক্তি।

অবিশ্বাসী ও ধর্ম্মদ্রোহীদিগের শাস্তি ও লাঞ্ছনা এবং বিশ্বাসিগণের ইহ-পারলৌকিক অনুপম পুরস্কারের বিষয় বিবৃত করিবার পর জগদ্বাসীদিগকে সত্যধর্ম্ম ও সদুপদেশ গ্রহণের জন্য আহ্বান করিয়া করুণাময় আল্লাহতালা আলোচ্য সূরা শেষ করিয়াছেন।

———

মক্কায় অবতীর্ণ	৫৫। সুরা আর্-রহমান— الرحمن।	৭৮ আয়ত

১ম রুকু—অনন্ত ঐশী-করুণার অনুপম অভিব্যক্তি

সর্ব্ব প্রদাতা করুণাময় আল্লার নামে

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

১। অনন্ত-করুণাময়, ২। কোরান শিক্ষা দিয়াছেন। ৩। তিনি মনুষ্য সৃষ্টি করিয়াছেন; ৪। তাহাকে কথা বলিতে শিখাইয়াছেন। ৫। সূর্য্য ও চন্দ্র গণনায় নিয়ন্ত্রিত রহিয়াছে। ৬। এবং তৃণ-লতা ও তরুরাজি প্রণিপাত

١- اَلرَّحْمٰنُ ۙ ٢- عَلَّمَ الْقُرْاٰنَ ۙ ٣- خَلَقَ الْاِنْسَانَ ۙ ٤- عَلَّمَهُ الْبَيَانَ ○ ٥- اَلشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ ۙ ٦- وَّالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ

আর্-রহমান—সর্ব্বপ্রদাতা, প্রেমময়, কৃপাসিন্ধু অথবা অনন্ত-করুণাময়। এই পবিত্রতম সুরার প্রথম শব্দ হইতেই ইহার 'আর্ রহমান' নামকরণ করা হইয়াছে। এই সুরার রচনা-পদ্ধতি ও বাক্যচ্ছটা অতি চমৎকার। আরব ও অন্যান্য দেশের কোন কোন বিখ্যাত কবি 'কোরান' পদ্ধতি অবলম্বন করিয়া যেরূপ মনোহর কবিতা রচনা করিয়াছেন, এই সুরায় "ফা-বে আইয়ে আলা-য়ে রব্বেকোমা তোকাজ্জেবান"—বাক্যটি সেইরূপ পুনঃপুনঃ উল্লেখ করিয়া ইহাকেও সর্ব্বতোভাবে শ্রুতিমধুর ও হৃদয়স্পর্শী করা হইয়াছে। বিশেষতঃ এই সুরার প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত মানবের প্রতি অনন্ত করুণাময় আল্লাহতালার ইহ-পারলৌকিক অনুপম দান, দয়া, প্রেম ও করুণার অভিব্যক্তি যেরূপ সুন্দরভাবে প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে ইহার 'আর্-রহমান' বা অনন্ত-করুণাময় নামকরণ যে সম্পূর্ণ সার্থক ও সঙ্গত হইয়াছে, তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই।

শানে-নজুল—হজরত এবন-আব্বাস, হাসান ও আকরামা প্রমুখ অধিকাংশ সাহাবা ও তফসীরকারের মতে এই সুরা মক্কা শরীফে অবতীর্ণ হইয়াছিল। অবশ্য এবন-মস্উদ ও মোকাতেল প্রভৃতি কতিপয় সাহাবা ইহাকে মদিনায় অবতারিত সুরা বলিয়াও নির্দ্দেশ করিয়াছেন; কিন্তু তাঁহাদের এই মত সত্য নহে। কারণ হজরত আবুবকরের কন্যা আস্মা বিবি হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, তিনি হজরত রসুলোল্লার মক্কা অবস্থান কালে তাঁহাকে এই সুরা পাঠ করিতে শুনিয়াছেন।—এমাম আহমদ।

১—৪। এই সুরার প্রথমেই করুণাময় আল্লাহতালা বলিয়া দিয়াছেন যে, যিনি মানব জাতিকে সৃষ্টি করিয়া স্বীয় অসীম অনুগ্রহে তাহাদিগকে কথা বলিতে ও মনের ভাব প্রকাশ করিতে শিখাইয়াছেন, সেই অনন্ত করুণাময় আল্লাহতালাই তাঁহার প্রিয়তম রসুলকে এই কোরান শিক্ষা দিয়াছেন। ইহা তাঁহার নিজস্ব রচনা নহে এবং কোন মানব অথবা দানব অর্থাৎ—কোন কবি, গণক অথবা ভূত, প্রেত ও শয়তান তাঁহাকে ইহা শিক্ষা দেয় নাই। সর্ব্বশক্তিমান আল্লাহতালা ভিন্ন মানবকে ইহলোক ও পরলোক সম্বন্ধে এইরূপ অনুপম বাক্য শিক্ষা দান করা আর কাহারও পক্ষে সম্ভবপর নহে।

৫—৬। অনন্তর আল্লাহতালা বলিতেছেন যে, আমারই আদেশে সূর্য্য ও চন্দ্র গণনায় নিয়ন্ত্রিত রহিয়াছে অর্থাৎ সূর্য্যের উদয়াস্ত এবং চন্দ্রের হ্রাস-বৃদ্ধি হইতেই লোকে দিবা-রজনী, মাস-বর্ষ ও পক্ষ-তিথি প্রভৃতি গণনা করিয়া থাকে। সূর্য্য ও চন্দ্র নির্দ্দিষ্ট নিয়মে নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত না হইলে লোকের

يَسْجُدَانِ ○ ٧- وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا
وَوَضَعَ الْمِيزَانَ ۙ ٨- أَلَّا تَطْغَوْا
فِي الْمِيزَانِ ○ ٩- وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ
بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ ○
١٠- وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ ۙ
١١- فِيهَا فَاكِهَةٌ ۙ وَالنَّخْلُ ذَاتُ
الْأَكْمَامِ ○ ١٢- وَالْحَبُّ
ذُو الْعَصْفِ وَالرَّيْحَانُ ۚ
١٣- فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ○

করিতেছে। ৭। এবং নভোমণ্ডল—তিনি তাহাকে সমুচ্চ করিয়াছেন এবং তিনি তুলাদণ্ড প্রচলিত করিয়াছেন; ৮। যেন তোমরা পরিমাপে বৃদ্ধি না কর। ৯। এবং ন্যায়সঙ্গত ভাবে পরিমাণ প্রতিষ্ঠিত কর এবং পরিমাপে হ্রাস করিও না। ১০। এবং পৃথিবী—তিনি ইহাকে জীবজন্তুর জন্য সম্প্রসারিত করিয়াছেন। ১১। তন্মধ্যে ফল ও খোসা-যুক্ত খর্জ্জুর-গুচ্ছ রহিয়াছে; ১২। এবং তুষ যুক্ত শস্য ও সুরভি পুষ্প। ১৩। অতএব তোমরা স্বীয় প্রতিপালকের কোন্ অনুগ্রহ-সম্পদে অসত্যারোপ করিবে?

পক্ষে ঐ সমস্ত গণনা করা কথনই সম্ভবপর হইত না। পক্ষান্তরে সূর্য্য ও চন্দ্র যেমন আল্লাহতালার নির্দ্দিষ্ট নিয়মে পরিচালিত হইতেছে, সেইরূপ তৃণলতা এবং তরুরাজিও আল্লাহতালার সৃষ্টি-নিয়ম অনুযায়ী বায়ুভরে আন্দোলিত হইয়া তাঁহাকে প্রণিপাত করিতেছে অর্থাৎ তাঁহার প্রাকৃতিক নিয়মের আনুগত্য স্বীকার করিয়া তদীয় শক্তি-মহিমা প্রকাশ করিতেছে।

৭—৯। এই তিনটী আয়তে আল্লাহতালা বলিতেছেন—তাঁহার অনন্ত অনুগ্রহের আর একটি নিদর্শন এই যে, তিনি মানুষের সুখ-সুবিধা ও শান্তির জন্য আকাশকে সমুচ্চ করিয়া পৃথিবীতে 'মিজান' অর্থাৎ তুলাদণ্ড প্রচলিত করিয়াছেন এবং মানব জাতিকে ন্যায়সঙ্গত ভাবে সঠিক পরিমাণ প্রতিষ্ঠিত করিতে এবং পরিমাণে হ্রাস বৃদ্ধি না করিতে দৃঢ়তার সহিত আদেশ করিয়াছেন।

মিজান—তুলাদণ্ড; কিন্তু মোজাহেদ প্রমুখ বিচক্ষণ বিদ্বানগণ বলেন যে, এস্থলে 'মিজান'
অর্থ সমদর্শিতা, ন্যায়বিচার ও সুশাসন। মানব জাতির সুখ-শান্তির জন্য এই সুবিচার ও সুশাসন
একান্ত আবশ্যক। তাই আলোচ্য আয়তত্রয়ে আল্লাহতালা সুবিচার ও সুশাসন প্রতিষ্ঠিত করিতে
এবং কাহারও প্রতি কোনরূপ অবিচার, অনাচার ও সীমা-লঙ্ঘণ না করিতে দৃঢ়তার সহিত আদেশ
করিয়াছেন। বলা বাহুল্য, মানবের ধর্ম্মকর্ম্ম এবং সামাজিক ও নৈতিক জীবনে পবিত্র কোরান
শরিফের আদেশ-নিষেধ ও বিধি-ব্যবস্থা অনুসারে সুবিচার ও শান্তি স্থাপন করাই এই আয়ত-ত্রয়ের
প্রকৃত উদ্দেশ্য।

১০—১২। অনন্তর আল্লাহতালা বলিতেছেন যে, তিনি মানব, জেন ও অন্যান্য জীবজন্তুর
জন্য এই বিশাল পৃথিবী সম্প্রসারিত করিয়া তাহাদের পান-ভোজন, সুখ-শান্তি ও আয়েশ-আরামের
জন্য তন্মধ্যে খোসাযুক্ত নানাবিধ ফল ও খর্জ্জুরগুচ্ছ এই তুষযুক্ত বিবিধ শস্য-সম্ভার ও নানাবর্ণ
সুরভি পুষ্প সৃষ্টি করিয়াছেন। ইহা সমস্তই তাঁহার অনন্ত অনুগ্রহের অনুপম নিদর্শন।

১৩। "ফা বে আইয়ে আলায়-য়ে রব্বেকোমা তোকাজ্জেবান"—এই চমৎকার বাক্যটি অত্র সূরায়
মূল 'কোরান' রূপে প্রত্যেক মনোরম ও হৃদয়স্পর্শী বাক্যের পর-পর একত্রিশ বার ব্যবহৃত হইয়াছে।

১৪। তিনি মৃণ্ময় পাত্রের ন্যায় বিশুষ্ক মৃত্তিকা দ্বারা মানব সৃষ্টি করিয়াছেন। ১৫। এবং তিনি অগ্নির শিখা দ্বারা জেন সৃষ্টি করিয়াছেন। ১৬। অতএব তোমরা স্বীয় প্রতিপালকের কোন্ অনুগ্রহ-সম্পদে অসত্যারোপ করিবে? ১৭। তিনি পূর্ব্ব-দ্বয়ের প্রতিপালক ও পশ্চিম-দ্বয়ের প্রতিপালক। ১৮। অতএব তোমরা স্বীয় প্রতিপালকের কোন্ অনুগ্রহ-সম্পদে অসত্যারোপ করিবে?

١٤- خَلَقَ الْاِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ
كَالْفَخَّارِ ۝ ١٥- وَخَلَقَ الْجَانَّ
مِنْ مَّارِجٍ مِّنْ نَّارٍ ۝ ١٦- فَبِاَيِّ
اٰلَاۤءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ۝ ١٧- رَبُّ
الْمَشْرِقَيْنِ وَرَبُّ الْمَغْرِبَيْنِ ۝
١٨- فَبِاَيِّ اٰلَاۤءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ۝

আরবীতে জেন ও মানব সম্প্রদায়ের প্রতি লক্ষ্য করিয়া এই বাক্যটি দ্বিবচনে ব্যবহৃত হইলেও অতি অনুবাদক ও বিচক্ষণ তফসীরকারগণ ইহাকে বহুবচনে অনুবাদ ও ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করিয়াছেন। কারণ আরবী সাহিত্যে বিশেষ বিশেষ স্থলে কোন কোন বাক্যাংশের উপর জোর দিবার জন্যই সাধারণতঃ দ্বিবচন ব্যবহৃত হইয়া থাকে। আবার কোন কোন তফসীরকার এরূপও বলেন যে, মূল বাক্যটী জেন ও মানব সম্প্রদায়কে সম্বোধন করিয়া উক্ত বাক্য ব্যবহৃত হইলেও আরব্য বাকধারা অনুসারে প্রকৃত পক্ষে এতদ্বারা কেবল মানব জাতিকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে।—তঃ হক্কানী।

আলা-য়ে—অনুগ্রয-সম্পদ সমূহ। আলোচ্য আয়তের মর্ম্ম এই যে,—হে জেন ও মানব সম্প্রদায় অথবা হে মানব জাতি, আমি তোমাদের বা তোমাদের উভয় জাতির জন্য আমার অনন্ত অনুগ্রহের যে সকল বিষয় বিবৃত করিতেছি, তোমরা তন্মধ্যে আমার কোন্ কোন্ অনুগ্রহ-সম্পদে অসত্যারোপ করিতে চাও? ফলতঃ আমার এই সকল অনুগ্রহ-সম্পদ অস্বীকার করিবার অথবা ইহাতে অসত্যারোপ করিবার কোনই উপায় নাই। এই সমস্ত বিষয় চিন্তা করিয়াও কি তোমরা অসত্যের পরিবর্ত্তে সত্যানুরাগী হইয়া সত্যধর্ম্ম গ্রহণ করিবেন না?

১৪—১৬। এই তিনটি আয়তে আল্লাহতালা মানব ও জেন সৃষ্টির মূল উপাদান বিবৃত করিয়াছেন। 'ছাল্ছালেন্ কাল্ ফাখ্খার' অর্থ এরূপ বিশুষ্ক মৃত্তিকা—যাহাতে আঘাত করিলে মৃন্ময় পাত্রের ন্যায় টুন্ টুন্ করিয়া শব্দ হয় এবং 'মারেজে-মেন্ নার' অর্থ প্রজ্জলিত আগুনের ধুম্রবিহীন প্রদীপ্ত শিক্ষা। প্রথমোক্ত দুইটি আয়তে আল্লাহতালা স্পষ্টতর ভাষায় বলিয়া দিয়াছেন যে, তিনি বিশুষ্ক মৃত্তিকা দ্বারা মানব এবং প্রদীপ্ত অগ্নিশিখা দ্বারা জেন জাতিকে সৃষ্টি করিয়াছেন। সুতরাং অসম্পূর্ণ বৈজ্ঞানিক যুক্তি অবলম্বন করিয়া যাহারা জেন জাতির অস্তিত্ব অস্বীকার করিতে চাহে এবং যাহারা উগ্রপ্রকৃতি, অসত্য ও অরণ্য-জাতি বিশেষকে জেন বলিয়া বর্ণনা করে, এই দুইটি আয়তে তাহাদের সমস্ত যুক্তি-তর্ক অসার ও ভ্রান্ত বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে।

অবশ্য মানব-সৃষ্টির উপাদান সম্বন্ধে আল্লাহতালা কোথাও শুধু মৃত্তিকা, কোথাও ঘনীভূত কর্দ্দম এবং কোথাও বা বিশুষ্ক মৃত্তিকা উল্লেখ করিয়াছেন। বলা বাহুল্য, উহা আদম সৃষ্টির প্রধান উপাদান মৃত্তিকার বিভিন্ন রূপ অবস্থা বিশ্লেষণ মাত্র। উহাতে মতভেদ বা সন্দেহ পোষণ করিবার কোনই অবকাশ নাই। অবশেষে আল্লাহতালা বলিয়া দিয়াছেন যে, হে মানব ও জেন সম্প্রদায়, তোমাদের সৃষ্টির উপাদান সম্বন্ধে আমি স্বীয় অনুগ্রহ ও মহিমার যে নিদর্শন ব্যক্ত করিতেছি, তোমরা কি তাহাতে অসত্যারোপ করিতে চাও?

১৭—১৮। আল্লাহতালা আরও বলিয়া দিতেছেন যে, হে মানব ও জেন সম্প্রদায়, তিনি পূর্ব্ব-দ্বয় ও পশ্চিম-দ্বয়ের প্রতিপালক। পূর্ব্ব-দ্বয় ও পশ্চিম-দ্বয়ের মর্ম্মার্থ এস্থলে শীতকাল ও গ্রীষ্মকালের সূর্য্যোদয়

১৯। তিনি সমুদ্রদ্বয়কে সম্মিলিত ভাবে প্রবাহিত করিয়াছেন। ২০। তদুভয়ের মধ্যে অনতিক্রমণীয় প্রতিবন্ধক রহিয়াছে। ২১। অতএব তোমরা স্বীয় প্রতিপালকের কোন্ অনুগ্রহ-সম্পদে অসত্যারোপ করিবে? ২২। তদুভয়ের অভ্যন্তর হইতে মুক্তা ও প্রবাল সমূহ বহির্গত করা হয়। ২৩। অতএব তোমরা স্বীয় প্রতিপালকের কোন্ অনুগ্রহ-সম্পদে অসত্যারোপ করিবে? ২৪। তাঁহারই জন্য সমুদ্র মধ্যে পর্ব্বত সদৃশ স্থির নৌকা সমূহ রহিয়াছে। ২৫। অতএব তোমরা স্বীয় প্রতিপালকের কোন্ অনুগ্রহ-সম্পদে অসত্যারোপ করিবে?

١٩- مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيٰنِ ۙ
٢٠- بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لَّا يَبْغِيٰنِ ۚ
٢١- فَبِاَيِّ اٰلَاۤءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ۝
٢٢- يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللُّؤْلُؤُ
وَالْمَرْجَانُ ۚ ٢٣- فَبِاَيِّ اٰلَاۤءِ
رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ۝ ٢٤- وَلَهُ الْجَوَارِ
الْمُنْشَـٰٔتُ فِى الْبَحْرِ كَالْاَعْلَامِ ۚ
٢٥- فَبِاَيِّ اٰلَاۤءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ۚ

ও সূর্য্যাস্তের শেষ সীমা। মতান্তরে এস্থলে গোলাকৃতি পৃথিবীর পূর্ব্ব-প্রান্তের পূর্ব্ব ও পশ্চিম এবং পশ্চিম প্রান্তের পূর্ব্ব ও পশ্চিম উল্লেখিত হইয়াছে। আবার সূর্য্য প্রত্যহ বিভিন্ন স্থান হইতে সমুদিত ও অস্তমিত হয় বলিয়া আল্লাহতালা "রাব্বোল মাশারেক ও রাব্বোল মাগারেব"—অর্থাৎ পূর্ব্ব-সমূহের প্রতিপালক এবং পশ্চিম-সমূহের প্রতিপালক বলিয়াও অভিহিত হইয়াছেন। সুতরাং ইহাতে সন্দেহ বা অসত্যারোপ করিবার কিছুই নাই।

১৯—২১। **বাহরায়েন**—সমুদ্র-দ্বয়। ইহার মর্ম্মার্থ লবণাক্ত বারিবিশিষ্ট সাগর-উপসাগর এবং সুমিষ্ট সলিল-পূর্ণ নদ-নদী। মতান্তরে ইহার অর্থ বিভিন্ন সমুদ্রের সলিল রাশির বিভিন্নমুখী স্রোত অথবা উহার বর্ণ ও স্বাদের পার্থক্যও হইতে পারে।

এতদসহ আল্লাহতালা আরও বলিয়া দিতেছেন যে, শুধু পৃথিবীর সমতলে নহে—বরং সমুদ্রেও তিনি তোমাদের জন্য স্বীয় অনুগ্রহ-মহিমা ব্যক্ত করিয়া রাখিয়াছেন। তোমরা লক্ষ্য করিলে দেখিতে পারিবে যে, দুইটি সমুদ্র সম্মিলিত হইয়া প্রবাহিত হইতেছে—অথচ উহার একটির সলিল তীব্র লবণাক্ত ও পানের সম্পূর্ণ অযোগ্য এবং অন্যটির সলিল সুস্বাদু ও সুমিষ্ট—যাহা মানব ও অন্যান্য জীবজন্তু পরম পরিতৃপ্তির সহিত পান করিয়া থাকে। উভয় সমুদ্রের মধ্যে এই যে অনতিক্রমণীয় প্রাচীর—যাহার ফলে উভয়ের সলিল রাশি মিশ্রিত হইতে পারে না, তাহাও আমার অনন্ত অনুগ্রহের একটি অনুপম নিদর্শন। ইহাতে অসত্যারোপ বা অবিশ্বাস করিবার কিছুই নাই।

২২—২৩। **লুলু ও মারজান**—মুক্তা ও প্রবাল। মুক্তা সমুদ্র মধ্যে শুক্তির উদরে জন্মগ্রহণ করে এবং প্রবাল মূল্যবান প্রস্তর বিশেষ—উহাও সমুদ্র মধ্যে পাওয়া যায়। আল্লাহতালার আরও অনুগ্রহের নিদর্শন এই যে, ঐ সকল সমুদ্র বা নদ-নদী হইতেই লোকে নানা প্রকার মুক্তা ও প্রবাল আহরণ করিয়া থাকে তদ্দ্বারা মানবের ব্যবহার উপযোগী নানারূপ অলঙ্কার ও অন্যান্য মূল্যবান দ্রব্যাদি প্রস্তুত হয়। কেহ কি আমার এই সকল অনুগ্রহ-সম্পদে অসত্যারোপ করিতে পারে?

২৪—২৫। সেই সমুদ্র মধ্যে পর্ব্বত সদৃশ সুবৃহৎ তরণী ও জাহাজ সমূহ নিরাপদে ও স্থিরভাবে পরিচালিত হয়—যদ্দ্বারা লোকে নানারূপ ব্যবসা-বাণিজ্য করিয়া ও সমরাভিযান চালাইয়া লাভবান হইয়া থাকে। অতএব হে মানব ও জেন সম্প্রদায়, তোমরা আমার অনন্ত অনুগ্রহের নিদর্শন স্বরূপ

২য় রুকু—পারলৌকিক মহাবিচার ও শাস্তির প্রসঙ্গ

২৬। ইহার উপরে অবস্থিত সমস্তই ধ্বংসপ্রাপ্ত হইবে; ২৭। এবং তোমার প্রতিপালকের সত্তাই অবশিষ্ট থাকিবে, যিনি মহত্ত্ব ও গৌরবের অধিপতি। ২৮। অতএব তোমরা স্বীয় প্রতিপালকের কোন্ অনুগ্রহ-সম্পদে অসত্যারোপ করিবে? ২৯। নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের অন্তর্গত সমস্তই তাঁহার নিকট প্রার্থনা করিতেছে; তিনি সর্ব্বকাল সগৌরবে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছেন। ৩০। অতএব তোমরা স্বীয় প্রতিপালকের কোন্

٢٦- كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ ۚ
٢٧- وَّيَبْقٰى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلٰلِ
وَالْاِكْرَامِ ۚ ٢٨- فَبِاَيِّ اٰلَاۤءِ رَبِّكُمَا
تُكَذِّبٰنِ ○ ٢٩- يَسْـَٔلُهٗ مَنْ فِى
السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۭ كُلَّ يَوْمٍ هُوَ
فِىْ شَاْنٍ ۚ ٣٠- فَبِاَيِّ اٰلَاۤءِ رَبِّكُمَا

এই সকল পার্থিব সম্পদের কোন্ কোন্ বিষয়ে অসত্যারোপ করিতে চাও? ফলতঃ ইহার সত্যতা হৃদয়ঙ্গম করিয়াও কি তোমরা সত্যধর্ম্ম গ্রহণ করিবে না?

২৬—২৮। আল্লাহতালা সর্ব্বপ্রথম তাঁহার অন্তর অনুগ্রহের নিদর্শন স্বরূপ জীবশ্রেষ্ঠ মানব সৃষ্টির উপাদান বিবৃত করিয়া তাহাদের জন্য নির্দ্ধারিত পার্থিব ঐশ্বর্য্য সম্পদ ও ভোগ-বিলাসের বিষয় বিবৃত করিয়াছেন। কিন্তু মানব যাহাতে পার্থিব ঐশ্বর্য্য সম্পদ ও ভোগবিলাসে প্রমত্ত ও আত্মহারা হইয়া সত্যধর্ম্ম ও পরলোকের কথা বিস্মৃত না হয়, তজ্জন্য আল্লাহতালা এই রুকুর প্রথমেই বিশেষভাবে বলিয়া দিয়াছেন যে, একদিন এই নশ্বর পৃথিবী এবং ইহার উপরে অবস্থিত ভোগ-বিলাসের উপকরণ ও ঐশ্বর্য্য-সম্পদ সমস্তই ধ্বংসপ্রাপ্ত হইবে এবং সেদিন হে রসুল, তোমার মহামহিমান্বিত ও সর্ব্বগৌরবের অধিপতি প্রতিপালকের সত্তা ও আধিপত্য ভিন্ন আর কিছুই অবশিষ্ট থাকিবে না। সুতরাং তোমরা তাহার পবিত্র বাণী ও তদীয় অনুগ্রহ-সম্পদে অসত্যারোপ করিয়া কদাচ ভ্রান্ত ও বিপথগামী হইও না।

একদল আধুনিক বিভ্রান্ত মুসলমান এবং ভ্রান্তবিশ্বাসী অমুসলমানেরা বলে যে, এই পৃথিবীতেই স্বর্গ-নরক অবস্থিত। পৃথিবীর উপর অবস্থিত সমস্ত বিষয়ের ধ্বংস্ প্রাপ্তির অর্থ এক জাতির পতন ও অন্য জাতির উত্থান (মঃ আঃ)। বলা বাহুল্য, আলোচ্য আয়ত সমূহে ঐ সকল অপব্যাখ্যা ও ভ্রান্ত পরিকল্পনার মূল সম্পূর্ণরূপে উচ্ছেদ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। স্বর্গ ও নরক সম্পূর্ণ পারলৌকিক ব্যাপার। উহার সহিত পৃথিবীর সুখ-দুঃখ বা উত্থান-পতনের কোনই সম্পর্ক নাই।

২৯—৩০। অনন্তর আল্লাহতালা বলিতেছেন যে, নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডল সমূহে যাহা কিছু আছে অর্থাৎ আকাশ ও পৃথিবীর যাবতীয় জীবজন্তু, তরুলতা ও অন্যান্য পদার্থ সমস্তই তাঁহার অনুগ্রহ-প্রার্থী এবং তিনি সর্ব্বকাল সগৌরবে বিরাজ করিতেছেন এবং তিনি সত্য নূতন মহিমা বিকাশ করিয়া এই বিরাট বিশ্বকার্য্য নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালন করিতেছেন।

'ইওম' অর্থ দিবা-রজনী, দিন-ক্ষণ, মাস-বর্ষ, কাল অথবা যুগ-যুগান্ত। ঐ সকল অর্থে কোরান শরীফ ও আরবী সাহিত্যে 'ইওম' শব্দের বহু ব্যবহার পরিদৃষ্ট হয়। যাহারা বলেন যে, আল্লাহতালা নিষ্ক্রিয়—এই বিশ্ব সৃষ্টির সময়ে তিনি যে সৃষ্টি নিয়ম নির্দ্ধারিত করিয়া দিয়াছেন, তদনুসারেই এই বিশ্বের যাবতীয় সৃষ্টি ও ধ্বংসক্রিয়া নির্দ্ধারিত ও পরিচালিত হইতেছে—এই দুইটী আয়তে তাহাদের সমস্ত যুক্তি তর্ক খণ্ডিত হইয়া গিয়াছে। কারণ আল্লাহতালা স্পষ্টতর ভাষায় বলিয়া দিয়াছেন যে, এই বিশ্বের ব্যাপারে তিনি নিষ্ক্রিয় বা নির্লিপ্ত নহেন। কারণ তিনি সর্ব্বকাল

অনুগ্রহ-সম্পদে অসত্যারোপ করিবে ?
৩১। হে যুগল-সম্প্রদায়—অচিরেই
আমি তোমাদের জন্য অবসর গ্রহণ
করিব। ৩২। অতএব তোমরা স্বীয়
প্রতিপালকের কোন্ অনুগ্রহ-সম্পদে
অসত্যারোপ করিবে ? ৩৩। হে জেন
ও মানব দল, যদি তোমরা নভোমণ্ডল
ও ভূমণ্ডলের সীমান্ত অতিক্রম করিতে
সমর্থ হও, তবে অতিক্রম কর; কিন্তু
তোমরা ঐ আধিপত্য অতিক্রম করিতে
পারিবে না। ৩৪। অতএব তোমরা স্বীয়
প্রতিপালকের কোন অনুগ্রহ-সম্পদে
অসত্যারোপ করিবে? ৩৫। তোমা-
দের উভয়ের উপর অগ্নি-শিখা ও ধূম্র

تُكَذِّبٰنِ ○ ٣١- سَنَفْرُغُ لَكُمْ اَيُّهَ
الثَّقَلٰنِ ۚ ٣٢- فَبِاَيِّ اٰلَاۤءِ رَبِّكُمَا
تُكَذِّبٰنِ ○ ٣٣- يٰمَعْشَرَ الْجِنِّ
وَالْاِنْسِ اِنِ اسْتَطَعْتُمْ اَنْ تَنْفُذُوْا
مِنْ اَقْطَارِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ
فَانْفُذُوْا ؕ لَا تَنْفُذُوْنَ اِلَّا بِسُلْطٰنٍ ۚ
٣٤- فَبِاَيِّ اٰلَاۤءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ○
٣٥- يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شُوَاظٌ مِّنْ

সগৌরবে বিরাজমান থাকিয়া নিত্য নূতন নূতন মহিমা বিকাশ করতঃ এই বিরাট বিশ্ব-জগতের যাবতীয় কার্য্য নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালন করিতেছেন।

৩১—৩২। **ছাকালান**—'ছকল' শব্দের দ্বিবচন—উহার অর্থ ভার বা বোঝা এবং অন্য অর্থ দল বা সম্প্রদায়। মানব ও জেন সম্প্রদায় পারলৌকিক হিসাব ও পাপের বোঝা বহনকারী বলিয়াই উক্ত দুইটি সম্প্রদায় 'ছাকালান' বলিয়া সম্বোধিত হইয়াছে। কেহ কেহ বলেন যে, 'ছাকালান' অর্থ বিশ্বাসী ও অবিশ্বাসী পাপী ও পুণ্যবান সম্প্রদায়। আবার কাহারও কাহারও মতে উহার মর্ম্ম—আরব ও অন্যান্য দেশের বিভিন্ন সম্প্রদায়। এতদ্দ্বারা কেহ কেহ ইহাও বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন যে, অত্র সূরায় আরববাসীরা 'এনস' এবং অন্যান্য দেশের অধিবাসীরা 'জেন' সম্প্রদায় নামে অভিহিত হইয়াছে (মঃ আঃ)। বলা বাহুল্য, বিশিষ্ট তফসীরকারগণের কেহই এই সকল অদ্ভুত মত ও কল্পিত ব্যাখ্যা পরিগ্রহণ করেন নাই।

'ফারাগ'—অর্থ অবসর; কিন্তু আল্লাহতালার পক্ষে মানবীয় ধারণা অনুযায়ী অবসর গ্রহণ সম্পূর্ণ অনাবশ্যক। সুতরাং এস্থলে অবসর অর্থে নিয়োজিত হওয়া ও মনোনিবেশ করা বুঝিতে হইবে। সুতরাং আলোচ্য আয়তদ্বয়ের মর্ম্ম এই যে, হে মানব ও জেন সম্প্রদায়, আমি অচিরেই তোমাদের কৃতকর্ম্মের বিচারে নিয়োজিত হইব। তোমাদের কল্যাণ ও সুবুদ্ধি উদয়ের জন্যই আমি অনুগ্রহ করিয়া একথা আমি তোমাদিগকে জানাইয়া দিতেছি। সুতরাং ইহাতে অসত্যারোপ করিলেও তোমরা সেই মহাবিচার হইতে কখনই পরিত্রাণ পাইবে না।

৩৩—৩৬। এই কয়েকটি আয়তে আল্লাহতালা অবিশ্বাসী এবং সত্যধর্ম্মে অসত্যারোপকারী ধর্ম্মদ্রোহীদিগের পারলৌকিক শাস্তির প্রতি ইঙ্গিত করিয়া বলিতেছেন যে, জেন ও মানব সম্প্রদায়, পরলোকে তোমাদের উপর যে অগ্নি-শিখা ও ধূম্র প্রেরিত হইবে, যদি তোমরা সেই শাস্তি হইতে বাঁচিতে চাও তবে আকাশ ও পৃথিবীর প্রান্ত-সীমা অতিক্রম করিয়া পলায়ন কর। কারণ নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের মধ্যে অবস্থান করিয়া কেহই আমার শাস্তি হইতে রক্ষা পাইবে না। পক্ষান্তরে নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডল অতিক্রম করিয়া যাইবার সাধ্য বা শক্তি তোমাদের কাহারও নাই, সুতরাং তোমরা কেহই আমার আধিপত্য অতিক্রম করিয়া পলায়ন করিতে পারিবে না। অতএব

প্রেরিত হইবে, তখন তোমরা উহা
নিবারণ করিতে পারিবে না। ৩৬। অত-
এব তোমরা স্বীয় প্রতিপালকের কোন্
অনুগ্রহ-সম্পদে অসত্যারোপ করিবে?
৩৭। অনন্তর যখন আকাশ বিদীর্ণ
হইবে, তখন উহা রঞ্জিত তৈলের ন্যায়
লোহিত বর্ণ ধারণ করিবে। ৩৮। অত-
এব তোমরা স্বীয় প্রতিপালকের কোন্
অনুগ্রহ-সম্পদে অসত্যারোপ করিবে?
৩৯। অনন্তর সেদিন মানব অথবা জেন
তাহাদের অপরাধ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসিত
হইবে না। ৪০। অতএব তোমরা
স্বীয় প্রতিপালকের কোন্ অনুগ্রহ-সম্পদে
অসত্যারোপ করিবে? ৪১। অপরাধীরা
তাহাদের আকৃতি দ্বারাই পরিচিত হইবে
তখন তাহারা কেশগুচ্ছ ও পদ-সমূহ
যোগে ধৃত হইবে। ৪২। অতএব
তোমরা স্বীয় প্রতিপালকের কোন্
অনুগ্রহ-সম্পদে অসত্যারোপ করিবে?

نَارٍ ۙ وَّنُحَاسٌ فَلَا تَنْتَصِرٰنِ ۚ
٣٦- فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ○
٣٧- فَاِذَا انْشَقَّتِ السَّمَآءُ فَكَانَتْ
وَرْدَةً كَالدِّهَانِ ۚ ٣٨- فَبِاَيِّ
اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ○ ٣٩- فَيَوْمَئِذٍ
لَّا يُسْـَٔلُ عَنْ ذَنْۢبِهٖۤ اِنْسٌ وَّلَا جَآنٌّ ۚ
٤٠- فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ○
٤١- يُعْرَفُ الْمُجْرِمُوْنَ بِسِيْمٰهُمْ
فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِيْ وَالْاَقْدَامِ ۚ
٤٢- فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ○

আমি অনুগ্রহ করিয়া তোমাদের কল্যাণ ও মুক্তির জন্য পারলৌকিক শাস্তির যে সকল সংবাদ দিয়া তোমাদিগকে সতর্ক করিতেছি, আমার সেই অনুগ্রহ ও ভবিষ্যদ্বাণীর প্রতি অসত্যারোপ করিয়া তোমরা ভ্রান্ত ও বিপথগামী হইও না।

মিঃ মোহাম্মদ আলি তাঁহার অনুসৃত পন্থানুযায়ী আলোচ্য আয়ত সমূহের জেন ও মানব অর্থে হজরত রসুলোল্লার ক্ষুদ্র ও বৃহৎ শত্রুদল অথবা আরব ও আজমের অধিবাসী বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। তাঁহার মতে অগ্নিশিখা ও ধুম্র অর্থ যুদ্ধ ও পরাজয় অথবা অশান্তি ও দুর্ভিক্ষ। আধুনিক কামান-বন্দুক ও বোমা বর্ষণের প্রতি লক্ষ্য করিয়া তিনি ইহাও বলিতে চাহিয়াছেন যে, আধুনিক যুদ্ধ অগ্নিকাণ্ড ও ধুম্রের তাণ্ডবলীলা ভিন্ন আর কিছুই নহে। সুতরাং মানবের পার্থিব শাস্তি স্বরূপ আধুনিক যুদ্ধের অগ্নি, ধুম্র ও বিভিন্নরূপ ধ্বংসকর গ্যাস বা বিষ-বাষ্পের কথাই আলোচ্য আয়ত সমূহে ইঙ্গিত করা হইয়াছে। বলা বাহুল্য ইহা সমস্তই ভ্রান্ত মতবাদ ও অসঙ্গত পরিকল্পনা।

৩৭—৪৫। এই সকল আয়তে আল্লাহতালা বলিয়া দিতেছেন যে, মহাপ্রলয় ও পুনরুত্থানের দিন আকাশ বিদীর্ণ হইয়া উহা সুরঞ্জিত তৈল বা রক্তবর্ণ চর্ম্মের ন্যায় লোহিতবর্ণ পরিদৃষ্ট হইবে এবং উহার স্বাভাবিক নীলাভ বর্ণ সেদিন সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হইয়া যাইবে। সেই ঘোর সঙ্কটময় দিবসে মানব অথবা জেনদিগকে তাহাদের অপরাধ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করা প্রয়োজন হইবে না। তাহাদের আকৃতি দ্বারাই জানা যাইবে যে, ইহারা অবিশ্বাসী ও অপরাধী। বলা বাহুল্য, মহাবিচারের সময় প্রত্যেক মানবকে তাহাদের সদসৎ কৃতকর্ম্ম সম্বন্ধে যে সকল প্রশ্ন জিজ্ঞাসা বা সাক্ষ্য গ্রহণ করা হইবে, আলোচ্য আয়তের সহিত তাহার কোনই বিরোধ নাই। কারণ এস্থলে শুধু অপরাধীদের আকৃতির বিষয় বিবৃত হইয়াছে—ইহা বিচারকালীন প্রশ্ন জিজ্ঞাসার প্রসঙ্গ নহে। অবশেষে

৪৩। এই ত সেই নরক—যদ্বিষয়ে অপরাধীরা অসত্যারোপ করিত। ৪৪। তাহারা ইহার মধ্যে ও উত্তপ্ত সলিলের মধ্যে ঘুরিয়া বেড়াইবে। ৪৫। অতএব তোমরা স্বীয় প্রতিপালকের কোন অনুগ্রহ-সম্পদে অসত্যারোপ করিবে?

٤٣- هٰذِهٖ جَهَنَّمُ الَّتِيْ يُكَذِّبُ بِهَا الْمُجْرِمُوْنَ ۘ ٤٤- يَطُوْفُوْنَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ حَمِيْمٍ اٰنٍ ۚ ٤٥- فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ۧ

৩য় রুকু—পুণ্যবানগণের অনুপম পারলৌকিক পুরস্কার

৪৬। এবং যে স্বীয় প্রতিপালকের সম্মুখে দণ্ডায়মান হইতে সন্ত্রস্ত, তাহার জন্য দুইটি স্বর্গোদ্যান রহিয়াছে। ৪৭। অতএব তোমরা স্বীয় প্রতিপালকের কোন্ অনুগ্রহ-সম্পদে অসত্যারোপ করিবে? ৪৮। তদুভয়ে বিভিন্ন বিভাগ রহিয়াছে। ৪৯। অতএব তোমরা স্বীয় প্রতিপালকের কোন্ অনুগ্রহ-সম্পদে অসত্যারোপ করিবে? ৫০। তদুভয়ের মধ্যে দুইটি প্রস্রবণ প্রবাহিত হইতেছে ৫১। অতএব তোমরা স্বীয় প্রতিপালকের কোন্ অনুগ্রহ-সম্পদে অসত্যারোপ করিবে?

٤٦- وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهٖ جَنَّتٰنِ ۚ ٤٧- فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ۙ ٤٨- ذَوَاتَآ اَفْنَانٍ ۚ ٤٩- فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ۝ ٥٠- فِيْهِمَا عَيْنٰنِ تَجْرِيٰنِ ۚ ٥١- فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ۝

আল্লাহতালা অবিশ্বাসীদিগকে এই বলিয়া সতর্ক করিয়া দিয়াছেন যে, যেদিন মহাবিচারের পর অপরাধীদিগের কেশগুচ্ছ ও পদ-সমূহ ধরিয়া তাহাদিগকে নরকানলের দিকে টানিয়া লওয়া হইবে এবং সেই নরকের মধ্যে তাহারা প্রদীপ্ত অগ্নিশিখা ও উত্তপ্ত সলিলের মধ্যে ঘুরিয়া বেড়াইতে বাধ্য হইবে। সুতরাং তাহারা যদি ঐ শাস্তি ও লাঞ্ছনা হইতে পরিত্রাণ পাইতে চাহে, তবে আমার অনুগ্রহের অভিব্যক্তি স্বরূপ এই পবিত্র বাণীর প্রতি অসত্যারোপ করিয়া তাহারা যেন ভ্রান্ত ও বিপথগামী না হয়।

৪৬—৫১। এই সূরার প্রথম রুকুতে আল্লাহতালা মানবের জন্য তাঁহার অসীম অনুগ্রহের নিদর্শন স্বরূপ পার্থিব ঐশ্বর্য্য-সম্পদের বিষয় বর্ণনা করিয়াছেন। তৎপর দ্বিতীয় রুকুতে পারলৌকিক শাস্তির ভয় প্রদর্শন পূর্ব্বক মানব জাতিকে সতর্ক করিয়া দিয়া তৃতীয় রুকুতে তাঁহার অনন্ত করুণার অভিব্যক্তি স্বরূপ বিশ্বাসী ও পুণ্যবানদিগের পারলৌকিক শান্তি-নিকেতন স্বর্গোদ্যানের অফুরন্ত সুখ-সম্পদের বিষয় বর্ণনা করিতেছেন।

প্রথমেই আল্লাহতালা বলিতেছেন যে, যাহারা আমার প্রতি এবং আমার প্রিয়তম রসুল ও পবিত্র বাণীর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন পূর্ব্বক সৎকার্য্যে জীবন অতিবাহিত করিবে এবং যাহারা পরলোকে মহাবিচারের সময়ে আমার সম্মুখে দণ্ডায়মান হইতে ভীত থাকিবে, আমি তাহাদের জন্য পরলোকে দুইটি মনোরম স্বর্গোদ্যান সৃষ্টি করিয়া রাখিয়াছি। সেই মনোরম স্বর্গোদ্যানে সুখ-সম্পদ উপভোগ ও আয়েশ-আরামের জন্য বিভিন্ন বিভাগ রহিয়াছে এবং তন্মধ্যে সুনির্ম্মল সুস্বাদু

৫২- فِيهِمَا مِن كُلِّ فَاكِهَةٍ زَوْجَانِ ۝
৫৩- فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ۝
৫৪- مُتَّكِئِينَ عَلَىٰ فُرُشٍ بَطَائِنُهَا
مِنْ إِسْتَبْرَقٍ ۚ وَجَنَى الْجَنَّتَيْنِ
دَانٍ ۝ ৫৫- فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا
تُكَذِّبَانِ ۝ ৫৬- فِيهِنَّ قَاصِرَاتُ
الطَّرْفِ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنسٌ قَبْلَهُمْ
وَلَا جَانٌّ ۝ ৫৭- فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا
تُكَذِّبَانِ ۝ ৫৮- كَأَنَّهُنَّ الْيَاقُوتُ
وَالْمَرْجَانُ ۝ ৫৯- فَبِأَيِّ آلَاءِ

৫২। তদুভয়ের মধ্যে সর্ব্বপ্রকার ফলের যুগল রহিয়াছে। ৫৩। অতএব তোমরা স্বীয় প্রতিপালকের কোন্ অনুগ্রহ-সম্পদে অসত্যারোপ করিবে? ৫৪। তাহারা রেশমী বসনাস্তৃত শয্যা-সমূহের উপর এলায়িত ভাবে অবস্থান করিবে এবং উভয় স্বর্গোদ্যানের ফলপুঞ্জ সন্নিকটবর্ত্তী হইবে। ৫৫। অতএব তোমরা স্বীয় প্রতিপালকের কোন্ অনুগ্রহ-সম্পদে অসত্যারোপ করিবে? ৫৬। তন্মধ্যে নিমীলিত নয়নাগণ রহিয়াছে—ইহার পূর্ব্বে মানব অথবা জ্বেন তাহাদিগকে স্পর্শ করে নাই। ৫৭। অতএব তোমরা স্বীয় প্রতিপালকের কোন্ অনুগ্রহ-সম্পদে অসত্যারোপ করিবে? ৫৮। তাহারা পদ্মরাগমণি ও প্রবাল সদৃশ। ৫৯। অতএব তোমরা স্বীয় প্রতিপালকের কোন্ অনুগ্রহ-সম্পদে

সলিল ও অনুরূপ পরিতৃপ্তিকর পানীয় পূর্ণ দুইটি প্রস্রবণ প্রবাহিত হইতেছে। অতএব আমার এই সকল অনুগ্রহ সম্পদে কি তোমরা অসত্যারোপ করিতে চাও?

৫২—৫৫। এতদ্ভিন্ন সেই দুইটি স্বর্গোদ্যানে পাকা-কাঁচা, ক্ষুদ্র-বৃহৎ অথবা বিভিন্ন বর্ণ ও ভিন্ন ভিন্ন স্বাদ-বিশিষ্ট সর্ব্বপ্রকার ফলপুঞ্জ জোড়া জোড়া ভাবে বিদ্যমান রহিয়াছে। স্বর্গবাসী নরনারীগণ সেই উদ্যানের উৎকৃষ্ট রেশমী বসনাস্তৃত শয্যা সমূহের উপর এলায়িত ভাবে উপবেশন করিয়া উক্ত ফলপুঞ্জের মধ্যে যে কোন ফল খাইতে ইচ্ছা করিবে, তৎক্ষণাৎ সেই ফল-বৃক্ষের শাখা অবনমিত হইয়া উক্ত ফল তাহার সন্নিকটে উপস্থিত হইবে। ইহার জন্য তাহাদিগকে পৃথিবীর ন্যায় কোনরূপ কষ্ট বা চেষ্টা করিতে হইবে না। অতএব আমার এই সমস্ত অনুগ্রহ-সম্পদে অবিশ্বাস ও অসত্যারোপ করিয়া তোমরা কি ভ্রান্ত ও বিপথগামী হইতে চাও?

৫৬—৫৯। **কাছিরাতো তর্‌ফে**—নিমীলিত-নয়না, নত-আঁখি-বিশিষ্টা অথবা ব্রীড়াময়ী ও লাজ-নম্রা। আলোচ্য আয়াত সমূহের মর্ম্ম এই যে, পান-ভোজনের এই সকল অনুপম ও অফুরন্ত উপকরণ ভিন্ন সেই মনোরম স্বর্গোদ্যানে পুণ্যবান মানবের জন্য নিমীলিত-নয়না ও লজ্জাবতী হুর-সুন্দরীগণ বিদ্যমান রহিয়াছে। তাহারা অনাঘ্রাত কুসুম অথবা অস্পৃষ্ট ও অব্যবহৃত মূল্যবান মণি-মুক্তা সদৃশ নিষ্কলঙ্ক ও মনোহারিণী। তাহারা নবযৌবনের সৌন্দর্য্যে উদ্ভাসিতা হইলেও জ্বেন অথবা মানব ইতিপূর্ব্বে তাহাদিগকে কখনও স্পর্শ করে নাই। তাহারা স্বর্গোদ্যানের শোভা-সৌন্দর্য্য ও আনন্দ স্বরূপ স্বর্গবাসী পুণ্যবান মানবের সুখ-শান্তি ও পরিতৃপ্তির জন্যই সৃষ্ট হইয়াছে।

رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ○ ٦٠- هَلْ جَزَآءُ
الْاِحْسَانِ اِلَّا الْاِحْسَانُ ۚ
٦١- فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ○
٦٢- وَمِنْ دُوْنِهِمَا جَنَّتٰنِ ۚ
٦٣- فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ۙ
٦٤- مُدْهَآمَّتٰنِ ۚ ٦٥- فَبِاَيِّ
اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ○ ٦٦- فِيْهِمَا
عَيْنٰنِ نَضَّاخَتٰنِ ۚ ٦٧- فَبِاَيِّ
اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ○ ٦٨- فِيْهِمَا
فَاكِهَةٌ وَّنَخْلٌ وَّرُمَّانٌ ۚ
٦٩- فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ○
٧٠- فِيْهِنَّ خَيْرٰتٌ حِسَانٌ ۚ

অসত্যারোপ করিবে? ৬০। কল্যাণের
বিনিময় কল্যাণ ব্যতীত আর কি আছে?
৬১। অতএব তোমরা স্বীয় প্রতি-
পালকের কোন্ অনুগ্রহ-সম্পদে অসত্যা-
রোপ করিবে? ৬২। এবং এতদুভয়
ব্যতীত আরও দুইটী স্বর্গোদ্যান রহিয়াছে।
৬৩। অতএব তোমরা স্বীয় প্রতিপালকের
কোন্ অনুগ্রহ-সম্পদে অতসত্যারোপ
করিবে? ৬৪। সেই দুইটী সুনীল বর্ণ-
বিশিষ্ট। ৬৫। অতএব তোমরা স্বীয়
প্রতিপালকের কোন্ অনুগ্রহ-সম্পদে
অসত্যারোপ করিবে? ৬৬। তদুভয়ের
মধ্যে দুইটি প্রস্রবণ উচ্ছসিত হইতেছে।
৬৭। অতএব তোমরা স্বীয় প্রতিপালকের
কোন্ অনুগ্রহ-সম্পদে অসত্যারোপ
করিবে? ৬৮। তদুভয়ের মধ্যে ফলপুঞ্জ,
খর্জ্জুরগুচ্ছ ও দাড়িম্ব রহিয়াছে। ৬৯। অত-
এব তোমরা স্বীয় প্রতিপালকের কোন্
অনুগ্রহ-সম্পদে অসত্যারোপ করিবে?
৭০। তন্মধ্যে পরমা রূপসীগণ রহিয়াছে।

৬০—৬১। অতএব হে মানব ও জেন সম্প্রদায়, পার্থিব কল্যাণ ও সৎকার্য্যের বিনিময়ে পরলোকে কল্যাণ ও সুখ-শান্তি ব্যতীত আর কি হইতে পারে? অতঃপর তোমরা কি আমার এই সকল অনুগ্রহ-সম্পদে অবিশ্বাস ও অসত্যারোপ করিয়া নিজেদের ইহ-পারলৌকিক অকল্যাণ ও দুর্ভাগ্য ডাকিয়া আনিতে চাও?

৬২—৬৯। অনন্তর আল্লাহতালা বলিতেছেন যে, উপরোক্ত দুইটি স্বর্গোদ্যান ভিন্ন তথায় আরও দুইটি মনোরম বাগিচা বিদ্যমান আছে; তাহা সুন্দর সুনীল বর্ণে সুশোভিত। উহার মধ্যেও দুইটি মনোহর প্রস্রবণ উচ্ছসিত হইতেছে এবং তাহাতেও দাড়িম্ব, খর্জ্জুর প্রভৃতি বিবিধ উপাদেয় ফলপুঞ্জ রহিয়াছে। অতএব তোমরা কি আমার এই সকল অনুগ্রহ-সম্পদে অসত্যারোপ করিয়া বিভ্রান্ত ও বিপথগামী হইতে চাও?

৭০—৭১। **খায়রাতুন-হেসান**—'খায়রাত' 'খায়ের' বা 'খায়েরা' এবং 'হেসান' 'হাসিন' 'হাসান' বা 'হাসানা' শব্দের বহুবচন। খায়ের শব্দের অর্থ—উৎকৃষ্টতর, শ্রেষ্ঠতম অথবা কল্যাণকর উহার স্ত্রীলিঙ্গ 'খায়েরা' অর্থ—পরমা, উত্তমা, শ্রেষ্ঠতমা, সচ্চরিত্রা অথবা সুশীলা। 'হাসান' বা 'হাসিন' শব্দের অর্থ—সুন্দরতর অথবা মনোহর এবং স্ত্রীলিঙ্গে 'হাসান' বা 'হাসিনা'র অর্থ—রূপসী, সুন্দরী অথবা মনোহারিণী। সুতরাং 'খায়রাতুন হেসান' শব্দের অর্থ—পরমা

৭১। অতএব তোমরা স্বীয় প্রতিপালকের কোন্ অনুগ্রহ-সম্পদে অসত্যারোপ করিবে? ৭২। সেই সুলোচনা সুন্দরীগণ পটমণ্ডপ সমূহের মধ্যে উপবিষ্টা রহিয়াছে। ৭৩। অতএব তোমরা স্বীয় প্রতিপালকের কোন্ অনুগ্রহ-সম্পদে অসত্যারোপ করিবে?

٧١- فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ۚ
٧٢- حُورٌ مَّقْصُورَاتٌ فِي الْخِيَامِ ۚ
٧٣- فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ۝

রূপসী, শ্রেষ্ঠতমা সুন্দরী অথবা সুশীলা ও সচ্চরিত্রা রমণী। আলোচ্য আয়তদ্বয়ের মর্ম্ম এই যে, পুণ্যবান মানবের জন্য স্বর্গোদ্যানে যে সকল রমণী সৃষ্ট হইয়াছে, তাহারা যেরূপ রূপবতী ও গুণবতী, সেইরূপ সচ্চরিত্রা ও আনন্দদায়িনী। ফলতঃ আমার এই সকল অনুগ্রহ-সম্পদে অবিশ্বাস বা অসত্যারোপ করিবার কিছুই নাই।

৭২—৭৩। **হুর**—'হাওরা' শব্দের বহুবচন; উহার অর্থ সুলোচনা সুন্দরী, গৌরবর্ণ রূপসী অথবা শুভ্র সুনয়না সুর-সুন্দরী। প্রকৃতপক্ষে যাহার চক্ষু শ্বেতপদ্মের ন্যায় শুভ্র ও নিষ্কলঙ্ক এবং অক্ষীগোলক ভ্রমর-বিনিন্দিত উজ্জ্বল কৃষ্ণবর্ণ, আরবী ভাষায় তাহাকেই 'হাওরা' বা 'হুর' বলা হয়। পবিত্র কোরান শরিফের চারি স্থানে এই 'হুর' শব্দ উল্লেখিত হইয়াছে। (কোঃ ৪৪—৫৪, ৫২—২০, ৫৫—৭২ এবং ৫৬—২২ দ্রষ্টব্য)। তন্মধ্যে এই স্থানে শুধু 'হুর' শব্দ ব্যবহৃত হইলেও অন্য তিনটি স্থানে 'হুর' শব্দের সহিত ইন শব্দও যুক্ত হইয়াছে। 'ইন' 'আইনা' শব্দের বহুবচন; উহার অর্থ—সুনয়না, সম্প্রসারিত লোচনা অথবা সুবৃহৎ সুন্দর চক্ষু-বিশিষ্টা রূপসী রমণী। প্রকৃতপক্ষে যে সকল রমণীর আয়ত নয়ন পদ্মপলাশ তুল্য সুবৃহৎ সম্প্রসারিত ও মনোহর অথবা এ:দেশে যাহাকে 'ভাসা-ভাসা খাসা-খাসা পটলচেরা ডাগর চোক' বলে, সেইরূপ সুন্দর ও সুবৃহৎ মনোহর চক্ষুবিশিষ্টা সুন্দরী রমণীদিগকেই আরবে 'আইনা' বলিয়া অভিহিত করা হয়; সুতরাং 'হুরে-ইন' শব্দদ্বয়ের সম্মিলিত অর্থ হইবে—'শুভ্র সুবৃহৎ সুলোচনা সুর-সুন্দরী' অথবা নিষ্কলঙ্ক ও সম্প্রসারিত ও মনোরম চক্ষুবিশিষ্টা স্বর্গ-রূপসী'।

পবিত্র কোরান শরিফে যে 'হুর' শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে, তাহাতে স্বর্গোদ্যানের সুপবিত্রা সুর-সুন্দরীদিগকেই নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। বলা বাহুল্য, ইস্‌লামের স্বর্গীয় সুলোচনা রূপসীগণ অমুসলমানদিগের পরিকল্পিত দেবী-দানবী অথবা অপ্সরা ও কিন্নরীগণের উপমাস্থল নহে। ইহারা সমবয়স্কা, উন্মেষিত-যৌবনা, অপাপবিদ্ধা, সচ্চরিত্রা ও সতী-সাধ্বী রমণীর আদর্শ-স্থানীয়। ইহাদের পবিত্রতা ও চরিত্র সম্বন্ধে ইহাদের 'হুর' নামই যথেষ্ট; কারণ 'হুর' শব্দের আর একটি অর্থ 'পবিত্রতমা' এবং এই 'হুর' হইতেই 'হাওয়ারী' শব্দ সৃষ্ট হইয়াছে—যাহার অর্থ নির্ম্মল, পবিত্রতম অথবা সংশোধিত। ইহাদের সৌন্দর্য্য ও পবিত্রতা সম্বন্ধে ঐশীবাণী কোরান শরিফে যে সকল বিশেষণ ব্যবহৃত হইয়াছে, তন্মধ্যে 'বয়জায়ে-মকনুন, লুলুয়োল-মকনুন, ইয়াকুত ও মারজান, খায়রাতুন্-হেসান ও কাছিরাতো তরফে' প্রভৃতি সমধিক উল্লেখযোগ্য; উহার অর্থ যথাক্রমে সুরক্ষিত ডিম্ব, প্রচ্ছন্ন মুক্তা, পদ্মরাগমণি ও প্রবাল, সচ্চরিত্রা ও সুশীলা এবং নিমীলিত-নয়না বা লাজনম্রা পরমা রূপসী। এতদ্ভিন্ন আল্লাহতালা কোরান শরিফের একাধিক স্থানে বলিয়া দিয়াছেন যে, ইতিপূর্ব্বে জেন অথবা মানব তাহাদিগকে কখনও স্পর্শ করে নাই; তাহারা শুধু স্বর্গবাসী পুণ্যবান মানবের সুখ-শান্তি ও পরিতৃপ্তির জন্যই সৃষ্ট হইয়াছে এবং পরলোকে স্বয়ং আল্লাহতালাই তাহাদিগকে স্বর্গবাসী পুণ্যবান পুরুষদিগের সহিত সম্মিলিত ও পরিণয়াবদ্ধ করিয়া দিবেন।

অধিকাংশ তফসীরকারের মতে 'হুর' অর্থ—স্বর্গীয় সুনয়না সুর-সুন্দরী; কিন্তু হাসান প্রমুখ কেহ কেহ বলিয়াছেন যে, পৃথিবীর পুণ্যবতী নারীরাই পরলোকে চিরস্থায়ী নবযৌবন ও অনুপম সৌন্দর্য্য লাভ করিয়া 'হুর-রূপে' স্বর্গোদ্যানের সুসজ্জিত শিবির সমূহে স্ব স্ব স্বামীর জন্য সাগ্রহে

٧٤- لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌّ ۝ ٧٥- فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا

৭৪। ইহার পূর্ব্বে মানব অথবা জেন তাহাদিগকে স্পর্শ করে নাই।

৭৫। অতএব তোমরা স্বীয় প্রতিপালকের কোন অনুগ্রহ-সম্পদে

অপেক্ষা করিবে। কিন্তু অধিকাংশ ওলামা এ মত সমর্থন করেন নাই। তাঁহারা প্রথমোক্ত অভিমত সমর্থন করিয়া বলিয়াছেন যে,—'হুর' স্বর্গোদ্যানের বিশিষ্ট শ্রেণীর রূপসী রমণী। অবশ্য একথা সত্য যে, পৃথিবীর পুণ্যবতী রমণীরাও পরলোকে চিরযৌবন ও অতুলনীয় সৌন্দর্য্য গৌরবের অধিকারিণী হইয়া সর্গোদ্যানে অবস্থান করিবে। দৈহিক সৌন্দর্য্যে পৃথিবীর পুণ্যবতী রমণীরা শ্রেষ্ঠ হইবে, না স্বর্গের হুরগণ শ্রেষ্ঠ হইবে, তৎসম্বন্ধে মতভেদ আছে। এক সম্প্রদায় বলেন যে, শারীরিক সৌন্দর্য্যে 'হুর'-বালারাই শ্রেষ্ঠ হইবে; কিন্তু অন্য সম্প্রদায় বলেন যে, পৃথিবীর পুণ্যবতী রমণীরা আল্লাহতালার অসীম অনুগ্রহে অভিষিক্ত হইয়া শারীরিক সৌন্দর্য্যে 'হুর'দিগের অপেক্ষা সত্তর গুণ শ্রেষ্ঠতর হইবে। অবশ্য এ সম্বন্ধে উভয় সম্প্রদায়ই প্রায় এক মত যে, সর্গোদ্যানে পুণ্যবতী রমণীরা অধিকতর গৌরব ও মর্য্যাদার অধিকারিণী হইবে এবং হুরগণ তাহাদের প্রিয়তমা সখি-সহচরী ও অনুগতা সেবিকা রূপে তাহাদের প্রীতি ও আনন্দ বর্দ্ধনে নিযুক্তা থাকিবে। তঃ হক্কানী।

৭৪—৭৭। অনন্তর আল্লাহতালা বলিতেছেন যে, সর্গোদ্যানের ঐ সকল হুর-সুন্দরী এরূপ পবিত্র ও অপাপবিদ্ধা যে, ইহার পূর্ব্বে কোন জেন অথবা মানব তাহাদিগকে স্পর্শ করে নাই। তাহারা পুণ্য-পবিত্রতার আধার-স্বরূপিণী এবং পৃথিবীর কোন পাপ-তাপ ও কলুষ-কালিমা তাহাদিগকে আদৌ স্পর্শ করিতে পারে নাই। সর্ব্বপ্রকার পাপ-কথা, পাপ-কার্য্য ও পাপ-চিন্তা হইতে তাহারা সম্পূর্ণ পবিত্র। তাহারা সেই মনোরম সর্গোদ্যানের সুসজ্জিত শিবির সমূহের অভ্যন্তরে অনুপম সবুজ গালিচা এবং সুন্দর সুরঞ্জিত মখমলের শয্যায় এলায়িত দেহে শয়ন বা উপবেশন করিয়া স্বর্গবাসী পুণ্যবান মানবের সেবা ও সন্তুষ্টি সাধনের জন্য সাগ্রহে অপেক্ষা করিতেছে। অতএব হে ভ্রান্ত মানব ও জেন সম্প্রদায়, আমার অনন্ত করুণা ও অসীম অনুগ্রহের অনুপম নিদর্শন স্বরূপ পারলৌকিক স্বর্গোদ্যানের এই সকল অফুরন্ত সুখ-সম্পদে অবিশ্বাস ও অসত্যারোপ করিয়া তোমরা কি উহা হইতে বঞ্চিত হইতে চাও?

স্বর্গে রমণীর আবশ্যকতা—মানবের সংসার জীবনে প্রাসাদোপম গৃহ, রাজ ঐশ্বর্য্য ও সুখ-সম্ভোগের অফুরন্ত উপকরণ থাকিলেও যদি সেই সংসারে শান্তিময়ী সতী-সাধ্বী ও পতি-প্রাণা পত্নী বিদ্যমান না থাকে, তাহা হইলে সেই সংসার যেরূপ অশান্তিময় ও নিরানন্দ হইয়া উঠে, স্বর্গোদ্যানের অফুরন্ত-সম্পদের সহিত তথায় রমণী-রত্ন না থাকিলে সেখানেও সেইরূপ অসম্পূর্ণতা ও নিরানন্দ অনুভূত হওয়া সম্পূর্ণ স্বাভাবিক। তাই পরম কল্যাণময় আল্লাহতালা মনোরম স্বর্গোদ্যানে পরমা সুন্দরী হুর-রূপিণী-রমণী-রত্ন সৃষ্টি করিয়া উহাকে সর্ব্বতোভাবে সার্থক ও সুন্দরতর করিয়া তুলিতেছেন। সংসার-জীবনের সতী-সাধ্বী প্রতিপ্রাণা স্ত্রী যদি সুন্দরী ও সুশিক্ষিতা হয়, তবে সে স্বামীর পক্ষে যেরূপ অমূল্য রত্ন ও সুখ-শান্তির পূর্ণধার স্বরূপিণী বলিয়া অনুভূত হয়, পারলৌকিক জীবনে পুণ্যবান ব্যক্তিরাও স্বর্গোদ্যানে সেইরূপ পরমা সুন্দরী মনোরমা হুর লাভ করিয়া নিজেকে ধন্য ও কৃতার্থ মনে করিবে এবং শারীরিক সুখ-শান্তি ও ভোগ-বিলাসের দিক দিয়া ইহাই তাহাদের পারলৌকিক জীবনের পূর্ণ সফলতা। এই জন্যই আলোচ্য সূরা ও অন্যান্য সূরায় স্বর্গের পরমারূপসী হুর-সুন্দরী হুরদিগকে সুখ-শান্তি, সৌন্দর্য্য ও পবিত্রতার পূর্ণাধার স্বরূপিণী বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। এই হুর-সৃষ্টি যে পরম করুণাময় আল্লাহতালার অনন্ত অনুগ্রহের একটি অনুপম নিদর্শন, তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই।

মিঃ মোহাম্মদ আলী প্রমুখ কোন কোন আধুনিক তফসীরকার মানবের পারলৌকিক জীবনের শারীরিক সুখ-শান্তি ও ভোগ-বিলাসের এই দিকটা সম্ভবতঃ স্বীকার করিতে চাহেন না। তাই তাঁহারা

অসত্যারোপ করিবে? ৭৬। তাহারা সবুজ গালিচা এবং সুন্দর সুরঞ্জিত শয্যায় এলায়িত ভাবে অবস্থান করিবে। ৭৭। অতএব তোমরা স্বীয় প্রতি-পালকের কোন্ অনুগ্রহ-সম্পদে

تُكَذِّبَانِ ۝ ٧٦- مُتَّكِـِٔينَ عَلَىٰ رَفْرَفٍ خُضْرٍ وَّعَبْقَرِيٍّ حِسَانٍ ۝ ع
٧٧- فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ۝

হুর অর্থে হুর-সুন্দরী না লিখিয়া 'পিওর' এণ্ড 'বিউটিফুল ওয়ান' অর্থাৎ 'পবিত্রতম ও সুন্দরতর স্ত্রী' লিখিয়াছেন। খ্রীষ্টান পাদরীদিগের ভ্রান্তমতবাদ ও বৈজ্ঞানিকদিগের কল্পিত যুক্তির ভয়ে মিঃ মহম্মদ আলি ও তাঁহার অন্ধ অনুগামীরা কি সত্য-সত্যই অবিশ্বাসীদিগের ন্যায় আল্লাহতালার অনন্ত ও অলৌকিক শক্তি-মহিমা অস্বীকার করিয়া পুণ্যবান নরনারীগণের পারলৌকিক সুখ সম্পদে অসত্যারোপ করিতে চাহেন? পরলোকে বিশ্বাসী ও পুণ্যবান পুরুষদিগের ন্যায় বিশ্বাসিনী, পতিপ্রাণা, পুণ্যবতী ও সতী-সাধ্বী রমণীরাও সর্গোদ্যানে গমন করিবেন—মিঃ মোহাম্মদ আলি ও তাঁহার অনুগামীরা একথা অবশ্যই স্বীকার করিয়া থাকেন। এ অবস্থায় পৃথিবীর রমণীদিগের পক্ষে সর্গোদ্যানে গমন করায় যদি আপত্তি না থাকে, তবে স্বর্গোদ্যানে হুর-রূপিনী হুর-সুন্দরীদিগের অস্তিত্বেই বা এত আপত্তি ও ভীতির কারণ কি? মিঃ মোহাম্মদ আলী হয়ত বলিবেন—পৃথিবীর পুণ্যবান ও পুণ্যবতী নর-নারী ও স্বামী-স্ত্রী যখন নব-যৌবন ও নূতন সৌন্দর্য্য লাভ করিয়া স্বর্গোদ্যানে সম্মিলিত হইবেন, তখন স্বতন্ত্র 'হুর' বা হুর-সুন্দরীর প্রয়োজন কি? প্রয়োজন অবশ্যই আছে; কারণ যে সকল বিশ্বাসী ও পুণ্যবান পুরুষ অবিবাহিত অবস্থায় মৃত্যুমুখে পতিত হইবে অথবা যাহাদের অসতী ও অবিশ্বাসিনী পত্নীগণ পরকালে নরকে গমন করিতে বাধ্য হইবে, তাহাদের জন্য সর্গোদ্যানে সহৃদয়া ও সুখ-শান্তিদায়িনী জীবন সঙ্গিনীর প্রয়োজন হইবে না কি? বলা বাহুল্য, এই সকল কারণেই করুণাময় আল্লাহতায়ালা স্বর্গোদ্যানে 'হুর' বা পরমা রূপসী সুনয়না হুর-সুন্দরী সৃষ্টি রাখিয়াছেন।

অপব্যাখ্যা—মিঃ মোহাম্মদ আলী ঐ সকল যুক্তি এড়াইবার জন্য পারলৌকিক জীবনকে সম্পূর্ণ আধ্যাত্মিক বা 'স্পিরিচুয়াল' বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। এইজন্য পবিত্র কোরান শরিফে স্বর্গ ও নরকের যে সমস্ত স্পষ্টতর বর্ণনা আছে তাহাকে তিনি নানাভাবে ঘুরাইয়া ফিরাইয়া এবং অবিরত অস্বাভাবিক কষ্ট-কল্পনার আশ্রয় লইয়া উহা সম্পূর্ণ ইহলৌকিক ব্যাপার বলিয়া বুঝাইতে ব্যর্থ প্রয়াস পাইয়াছেন। আলোচ্য আয়ত সমূহের অর্থে তিনি লিখিয়াছেন—"দুইটী সর্গোদ্যান অর্থ এরাক পারস্যের উদ্যান বাটিকা ও উর্ব্বরা ভূমি; সুনীল অর্থ শস্য-শামল; দুইটী প্রস্রবণ অর্থ এরাকের ইউফ্রেটীশ ও তাইগ্রীস নামক তটিনীদ্বয়; ফল-ফুল, দাড়িম্ব ও খর্জ্জুরগুচ্ছ অর্থ এরাক ও পারস্যের ফল-ফুল সমূহ; নিমীলিত-নয়না, পরমা রূপসী, সুলোচনা 'হুর' বা হুর-সুন্দরী অর্থ—এরাক, শিরিয়া ও পারস্যের উচ্চবংশোদ্ভবা লজ্জাবতী রূপসীবৃন্দ; ইহার পূর্ব্বে জেন অথবা মানব তাহাদিকে স্পর্শ করেন নাই—তাহারা নবযৌবনোদ্ভিন্না ও অবিবাহিতা কুমারী, এবং সবুজ গালিচা, রেশমী বস্ত্র প্রভৃতি সমস্তই তৎকালীন সভ্য সমুন্নত রোমক এবং পার্সিক জাতিয় নর-নারীগণের দৈনন্দিন পোষাক পরিচ্ছদ ও সাজ-সজ্জা। মিঃ মোহাম্মদ আলির মতে আলোচ্য আয়ত সমূহে উহা মুসলমানদিগকে দান করিবার ভবিষ্যদ্বাণী করা হইয়াছে এবং এইরূপ আরও বহু ভ্রান্ত মতবাদ ও কল্পিত ব্যাখ্যা তাঁহার ইংরাজী ও উর্দ্দু তফসীরের সর্ব্বত্র বিদ্যমান রহিয়াছে।

মিঃ মোহাম্মদ আলি হজরত রসুলোল্লার একটি হাদিস অসম্পূর্ণ ও বিক্ষিপ্ত ভাবে উদ্ধৃত করিয়া স্বীয় মত সমর্থনে চেষ্টা করিয়াছে। উহা এই যে,—"আল্লাহতালা তাঁহার সত্য বিশ্বাসী সেবকগণের জন্য স্বর্গে এমন সমস্ত অনুপম ও অতুলনীয় বিষয় সৃষ্টি করিয়া রাখিয়াছেন—মানবের চক্ষু, কর্ণ ও অন্তর যাহা কখন দর্শন, শ্রবণ অথবা ধারণা করিতে পারে নাই।" বলা বাহুল্য, ইহা আল্লাহতালার অনন্ত অনুগ্রহের একটি স্বতন্ত্র নিদর্শন এবং পুণ্যবান মানবের পারলৌকিক জীবনের পরিপূর্ণতার একটি অনুপম অভিব্যক্তি। পবিত্র কোরান ও হাদিসের প্রতি অভিনিবেশ সহকারে লক্ষ্য করিলে নিঃসন্দেহে অনুমিত হইবে যে, পারলৌকিক স্বর্গোদ্যানে করুণাময় আল্লাহতায়ালা পুণ্যবান নারীদিগকে তাঁহাদের কৃতকর্ম

অসত্যারোপ করিবে? ৭৮। তোমার প্রতিপালকের নাম কল্যাণকর—যিনি মহত্ব ও গৌরবের অধিকারী।

٧٨ تَبٰرَكَ اسْمُ رَبِّكَ ذِى الْجَلٰلِ وَالْاِكْرَامِ ۝

ও পার্থিব ধারণা অনুযায়ী ফল-ফুল, খাদ্যপানীয়, বস্ত্র-অলঙ্কার সাজ-সজ্জা ও সুন্দরী রমণী প্রভৃতি সুখ-শান্তির সর্ব্বপ্রকার উপকরণ প্রদান করিবে এবং এতদ্ভিন্ন তিনি তাহাদিগকে অতিরিক্ত যাহা প্রদান করিবে, তাহা পার্থিব মানবের সম্পূর্ণ ধারণাতীত, কারণ পৃথিবীতে উহার কোনই উপমা নাই। সুতরাং এই সকল স্পষ্টতর বর্ণনা সত্ত্বেও যাহারা সর্ব্বশক্তিমান আল্লাহতালার অলৌকিক শক্তি-মহিমা এবং তাঁহার অনন্ত করুণার অভিব্যক্তি স্বরূপ ইহপারলৌকিক অনুগ্রহ সম্পদে অথবা অসত্যারোপ করিতে প্রয়াসী হয়, তাহারা একান্তই করুণার পাত্র।

৭৮। অবশেষে সর্ব্বশক্তিমান্ করুণাময় আল্লাহতালা হজরত রসুলোল্লাকে লক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন—হে রসুল, তোমার যে মহান্ প্রতিপালক প্রভু ইহলোক ও পরলোকে মানবের জন্য তাঁহার অনন্ত করুণার নিদর্শন স্বরূপ এই সকল সুখ-শান্তি ও ভোগ-বিলাসের উপকরণ সৃষ্টি করিয়াছেন, তিনিই ইহ-পরলোকের সমস্ত গৌরব-গরিমা ও মহত্ত্ব-মহিমার অধিকারী। তাঁহার পবিত্র নাম সকলের জন্যই কল্যাণকর। অতএব তোমরা তাঁহার অনুগ্রহ সম্পদে অসত্যারোপ না করিয়া তদীয় পবিত্র নামের গৌরব ও মহিমা কীর্ত্তন কর। তাহা হইলে নিশ্চয় তোমরা ইহ-পারলৌকিক কল্যাণ ও সুখ-শান্তি লাভের অধিকারী হইবে।

হাদিস শরিফে বর্ণিত হইয়াছে যে, হজরত রসুলোল্লাহ (সাঃ) নামাজ শেষ করিয়া তিনবার আস্তাগফার উচ্চারণ করিতেন এবং তৎপর বলিতেন—"আল্লাহোম্মা আন্‌তাস্ সালাম অ মেন্‌কাস্-সালাম, তাবারাকতা ইয়াজুল-জালালে অল্-একরাম।"—সহি মোসলেম।

এইরূপে মানব জাতিকে সদুপদেশ প্রদান ও কল্যাণ লাভের পথ প্রদর্শন পূর্ব্বক তাহাদের জন্য স্বীয় অসীম অনুগ্রহের নিদর্শন স্বরূপ ইহ-পারলৌকিক সুখ-সম্পদের বিষয় অতি সুন্দর ও সুবিস্তৃতরূপে বিবৃত করিয়া অনন্ত করুণাময় আল্লাহতালা এই পবিত্রতম সূরা শেষ করিয়াছেন।

সূরা আর্-রহমানের মহাত্ম্য ও গৌরব

এই পবিত্রতম প্রসিদ্ধ সূরা ৩ রুকুতে বিভক্ত এবং ৭৮ আয়তে গ্রথিত হইয়াছে। করুণাময় আল্লাহতালার ইহ-পারলৌকিক অনন্ত অনুগ্রহ ও অপার করুণার অনুপম অভিব্যক্তি প্রকাশই এই সূরার সর্ব্বোত্তম বিশেষত্ব। ইহার প্রথম রুকুতে মানবের পার্থিব জীবনের জন্য প্রয়োজনীয় অনুগ্রহ-সম্পদ, দ্বিতীয় রুকুতে অবিশ্বাসী অপরাধীদিগের পারলৌকিক শাস্তি ও লাঞ্ছনা এবং তৃতীয় রুকুতে বিশ্বাসী ও পুণ্যবানগণের পারলৌকিক পুরস্কার, সুখ সম্পদ ও ভোগ-বিলাসের বিষয় বিবৃত হইয়াছে। প্রত্যেক বর্ণনার পর পর "ফা-বে-আইয়ে আলা-য়ে রব্বেকোমা তোকাজ্জেবান"—অর্থাৎ 'অতএব তোমরা স্বীয় প্রতিপালকের কোন্ অনুগ্রহ-সম্পদে অসত্যারোপ করিবে?—এই অনুগ্রহ-ব্যঞ্জক মনোহর বাক্যটি সর্ব্বশুদ্ধ একত্রিশ বার উল্লেখ করা হইয়াছে। তন্মধ্যে পার্থিব অনুগ্রহ-সম্পদ বর্ণনা করিবার পর আটবার, নরকের শাস্তি ও লাঞ্ছনা বিবৃত করিবার পর সাতবার এবং দুইটী যুগল স্বর্গোদ্যানের প্রত্যেকটীর ঐশ্বর্য্য-সম্পদ ও শোভা-সৌন্দর্য্য বর্ণনা করিবার পর আট বার করিয়া মোট ষোল বার উক্ত বাক্য প্রতিধ্বনিত হইয়াছে। এতদ্দ্বারা ইঙ্গিত করা হইয়াছে যে, যাহারা এই সূরা ভক্তির সহিত পাঠ করিয়া ইহাতে পূর্ণ আন্তরিকতার সহিত বিশ্বাস স্থাপন করিবে, তাহারা যেরূপ পার্থিব জীবনে আল্লাহতালার অনুগ্রহ-সম্পদ লাভ করিতে সমর্থ হইবে, সেইরূপ এই পবিত্র বাণীর কল্যাণে পরকালে নরকের সপ্তদ্বার রুদ্ধ হইয়া অষ্টদ্বার বিশিষ্ট যুগল স্বর্গোদ্যানের ষোলটী দ্বার তাহাদের জন্য সম্পূর্ণরূপে উন্মুক্ত হইয়া যাইবে এবং তাহারা উহাতে প্রবেশ পূর্ব্বক উহার অফুরন্ত সুখ-শান্তি, ভোগ-বিলাস, শোভা-সৌন্দর্য্য ও গন্ধ-মাধুর্য্য উপভোগ করিয়া ধন্য ও কৃতার্থ হইবে।

———

মক্কায় অবতীর্ণ	৫৬। সুরা ওয়াকেয়া — الوقعة ۵۶	৯৬ আয়ত

১ম রুকু—মানবের পারলৌকিক শ্রেণী-বিভাগ

সর্ব্ব প্রদাতা করুণাময় আল্লার নামে

بسم الله الرحمن الرحيم

১। যখন সেই মহা-ঘটনা সংঘটিত হইবে, ২। তখন উহার সংঘটনে কোনই অসত্যতা থাকিবে না; ৩। উহাতে উত্থান-পতন হইবে। ৪। যখন পৃথিবী মহা আন্দোলনে আন্দোলিত হইবে, ৫। এবং পর্ব্বতমালা বিচূর্ণনে বিচূর্ণিত হইবে, ৬। তখন উহা প্রক্ষিপ্ত ধূলি

١- اِذَا وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ ۙ
٢- لَيْسَ لِوَقْعَتِهَا كَاذِبَةٌ ۘ
٣- خَافِضَةٌ رَّافِعَةٌ ۙ ٤- اِذَا رُجَّتِ
الْاَرْضُ رَجًّا ۙ ٥- وَّبُسَّتِ الْجِبَالُ
بَسًّا ۙ ٦- فَكَانَتْ هَبَاءً مُّنْبَثًّا ۙ

ওয়াকেয়া—সংঘটনীয় মহাঘটনা; অবশ্যম্ভাবী মহাপ্রলয় ও পুনরুত্থান। আলোচ্য সুরার প্রথম আয়তের 'ওয়াকেয়া' শব্দ হইতেই এই সুরার নামকরণ করা হইয়াছে।

এই সুরার সর্ব্বপ্রধান প্রতিপাদ্য বিষয় এই যে, এই বিশাল বিশ্বজগৎ ও নশ্বর পৃথিবী একদিন অবশ্যই ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়া নূতন সৃষ্টিতে চিরস্থায়ী পরলোক প্রকাশিত হইবে এবং যেদিন ঐ মহাঘটনা সংঘটিত হইবে, সেদিন আল্লাহতায়ালার অনন্ত মহিমার শ্রেষ্ঠতম নিদর্শন স্বরূপ পুনরুত্থান, মহাবিচার, কর্ম্মফল ও স্বর্গ-নরক প্রভৃতি অবশ্যই সুপ্রকাশিত হইবে।

শানে-নজুল—হজরত এবন-আব্বাস ও এবন-জোবায়ের প্রমুখ সাহাবাগণ এই সুরা মক্কায় অবতীর্ণ হইয়াছিল বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। কিন্তু কেহ কেহ বলেন যে, এই সুরার অতি অল্পাংশ মক্কা বা মক্কার সফরে অবতীর্ণ হইয়াছিল; অবশিষ্টাংশ অবতীর্ণ হইয়াছিল মদিনায়। কিন্তু তফসীরকারগণ প্রথমোক্ত মতই পরিগ্রহণ করিয়াছেন।

১—৩। আল্লাহতালা বলিয়াছেন যে, যখন সেই মহাঘটনা অর্থাৎ মহাপ্রলয় ও পুনরুত্থান সংঘটিত হইবে, তখন উহার সত্যতা সম্বন্ধে কোনই অসত্যতা বা সন্দেহ থাকিবে না। উহাতে মানব জাতির উত্থান ও পতন হইবে। সেদিন বিশ্বাসী পুণ্যবানগণ পুরস্কৃত হইয়া সুখ-শান্তি ও আনন্দপূর্ণ সর্গোদ্যানে গমন করিবে এবং অবিশ্বাসী অপরাধী লাঞ্ছিত হইয়া কঠোর শাস্তিপূর্ণ নরকানলে নিক্ষিপ্ত হইবে।

৪—৬। সেই সঙ্কটময় মহাদিবসে পৃথিবী ঘোর আন্দোলনে আন্দোলিত হইতে থাকিবে এবং পর্ব্বতমালা বিচূর্ণনে বিচূর্ণিত হইবে। ফলতঃ সেদিন সমগ্র পৃথিবী—পর্ব্বতমালা ও জলধী সমূহ যাবতীয় জীবজন্তু সহ প্রক্ষিপ্ত ধূলিবৎ বিচূর্ণ ও বিচ্ছিন্ন হইয়া যাইবে।

হইয়া যাইবে। ৭। এবং তখন তোমরা তিন শ্রেণী হইবে। ৮। অনন্তর দক্ষিণ পার্শ্বের সঙ্গীদল; দক্ষিণ পার্শ্বের সঙ্গীদল কি? ৯। এবং বাম-পার্শ্বের সঙ্গীদল; বাম-পার্শ্বের সঙ্গীদল কি? ১০। এবং অগ্রবর্ত্তিগণ অগ্রবর্ত্তি হইবে। ১১। ইহা-রাই সন্নিকটবর্ত্তী; ১২। সুখ-সম্পদে স্বর্গোদ্যানে থাকিবে। ১৩। উহারা পূর্ব্ববর্ত্তিগণের এক বৃহৎ দল; ১৪। এবং

٧- وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلٰثَةً ؕ
٨- فَأَصْحٰبُ الْمَيْمَنَةِ ۙ مَا أَصْحٰبُ
الْمَيْمَنَةِ ؕ ٩- وَأَصْحٰبُ
الْمَشْئَمَةِ ۙ مَا أَصْحٰبُ الْمَشْئَمَةِ ؕ
١٠- وَالسّٰبِقُوْنَ السّٰبِقُوْنَ ۚ
١١- أُولٰٓئِكَ الْمُقَرَّبُوْنَ ۚ ١٢- فِيْ
جَنّٰتِ النَّعِيْمِ ○ ١٣- ثُلَّةٌ مِّنَ
الْأَوَّلِيْنَ ۙ ١٤- وَقَلِيْلٌ مِّنَ

৭—১২। অনন্তর আল্লাহতালা বলিতেছেন যে, উক্ত মহাঘটনা বা মহাপ্রলয় সংঘটিত হইবার পর যখন পুনরায় নব-সৃষ্টি দ্বারা পরলোক প্রকাশিত হইবে, তখন পুনরুত্থিত সমস্ত মানব তিন শ্রেণীতে বিভক্ত হইবে। উহার প্রথম শ্রেণী দক্ষিণ পার্শ্বের সঙ্গীদল বলিয়া অভিহিত হইবে এবং উহারা আমার বিচারাসনের দক্ষিণ পার্শ্বে অবস্থান করিবে। উহার বিশ্বাসী ও সৎকর্ম্মশীল পুণ্যবান সম্প্রদায়। উহার দ্বিতীয় শ্রেণী বাম-পার্শ্বের সঙ্গীদল বলিয়া অভিহিত হইবে এবং উহারা আমার বিচারাসনে বাম-পার্শ্বে অবস্থান করিবে। ইহার অবিশ্বাসী, অনাচারী ও দুষ্কর্ম্মশীল অপরাধী সম্প্রদায়। তৃতীয় শ্রেণী অগ্রবর্ত্তী দল বলিয়া অভিহিত হইবে এবং তাহারা অগ্রবর্ত্তী হইয়া আমার সম্মুখে ও সন্নিকটে অবস্থান করিবে। ইহারা আমার মনোনীত ও অনুগৃহীত নবী, রসুল ও অলি-আল্লাহ প্রমুখ বিশিষ্ট মানব সম্প্রদায়।

১৩—১৪। এই কয়েকটী আয়তে আল্লাহতায়ালা উপরোক্ত অগ্রবর্ত্তী দলের বিষয় বর্ণনা করিয়া বলিতেছেন যে, ইহারা আমার সন্নিকটবর্ত্তী সান্নিধ্যপ্রাপ্ত দল। পূর্ব্ববর্ত্তীদিগের এক বৃহৎ দল এবং পরবর্ত্তীদিগের এক ক্ষুদ্র দল দ্বারা এই অগ্রবর্ত্তী দল গঠিত হইবে এবং তাহারা পরিপূর্ণ সুখ শান্তি ও অনুপম স্বর্গীয় সম্পদের অধিকারী হইয়া পরম সুখ-সমুন্নত স্বর্গাধামে অবস্থান কবিবে।

এখন এই অগ্রবর্ত্তী দলের মধ্যে পূর্ব্ববর্ত্তীদিগের অধিকাংশ এবং পরবর্ত্তীদিগের অল্পাংশ কাহারা হইবে, তদ্বিষয় তফসীরকারীগণের মতভেদ হইয়াছে। মহাত্মা মোজাহেদ, হাসান বসরী ও এবনে-জোবায়ের প্রমুখ বিদ্বানগণের অভিমত এই যে, আদি পিতা হজরত আদম হইতে হজরত রসুলোল্লাহ পর্য্যন্ত পূর্ব্ববর্ত্তী দল এবং হজরত রসুলোল্লাহ হইতে পুনরুত্থান পর্য্যন্ত পরবর্ত্তী দল বলিয়া পরিগণিত হইবে। এ অবস্থায় অগ্রবর্ত্তী দলে পূর্ব্ববর্ত্তীদলের লোকসংখ্যা বেশী হওয়া সম্পূর্ণ স্বাভাবিক। কারণ এই দলে সমস্ত নবী ও রসুল বিদ্যমান রহিয়াছেন। পক্ষান্তরে পরবর্ত্তী দলের মধ্য হইতে আমাদের হজরত রসুলোল্লাহ এবং তাঁহার বিশিষ্ট সাহাবা ও অলি-আল্লাহগণ অগ্রবর্ত্তী দলের অন্তর্ভুক্ত হইলেও তাঁহাদের সংখ্যা অবশ্যই কম হইবে। কারণ এই দলে হজরত রসুলোল্লাই একমাত্র নবী। পক্ষান্তরে তাঁহার সহচর ও অলি-আল্লাহগণের মধ্যে যাঁহারা আল্লাহতায়ালার অনুগ্রহ ও সান্নিধ্য লাভ করিয়া মহামানবতার উচ্চতম সীমায় উপনীত হইবেন, তাঁহারা ভিন্ন আর কেহই অগ্রবর্ত্তীদলের অন্তর্ভুক্ত হইতে পারিবে না। হজরত রসুলোল্লার হাদিসেও এই মত সমর্থিত হয়। হজরত আবু-হোরায়রা

পরবর্ত্তীদিগের এক ক্ষুদ্র দল। ১৫। তাহারা জড়োয়ার আসনের উপর, ১৬। এলায়িত ভাবে সামনা-সামনি অবস্থান করিবে। ১৭। চিরকিশোর বালকেরা তাহাদের সমক্ষে ঘুরিয়া বেড়াইবে;—১৮। সলিলাধার ও পানপাত্র এবং স্বচ্ছ সুরাপূর্ণ পেয়ালা সহ; ১৯। যাহাতে শিরঃপীড়া অথবা মত্ততা হইবে না। ২০। এবং ফলপুঞ্জের মধ্যে যাহা তাহারা পসন্দ করিবে; ২১। এবং পক্ষীর মাংস—যাহা

[illegible]ـوْنَ ۙ ١٥- عَلٰى سُرُرٍ
[illegible] ۙ ١٦- مُتَّكِـِٕيْنَ عَلَيْهَا
[illegible] ۙ ١٧- يَطُوْفُ عَلَيْهِمْ
[illegible] مُّخَلَّدُوْنَ ۙ ١٨- بِاَكْوَابٍ
وَّاَبَارِيْقَ ۙ وَكَاْسٍ مِّنْ مَّعِيْنٍ ۙ
١٩- لَّا يُصَدَّعُوْنَ عَنْهَا وَلَا يُنْزِفُوْنَ ۙ
٢٠- وَفَاكِهَةٍ مِّمَّا يَتَخَيَّرُوْنَ ۙ
٢١- وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُوْنَ ۙ

হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, যখন এই আয়ত অবতীর্ণ হইল, তখন সাহাবাগণ ক্ষুণ্ণ হইয়া বলিলেন—"হে রসুলোল্লাহ, অগ্রবর্ত্তী দলের মধ্যে পূর্ব্ববর্ত্তীদিগের সংখ্যা বেশী এবং আমাদের সংখ্যা কম হইবে।" তদুত্তরে হজরত রসুলোল্লাহ বলেন—আমি আশা করি যে, স্বর্গোদ্যানে তোমাদের সংখ্যা এক চতুর্থাংশ অথবা এক তৃতীয়াংশ এমন কি, অর্দ্ধাংশও হইতে পারে—অর্থাৎ অগ্রবর্ত্তী দলে তোমাদের সংখ্যা কম হইলেও দক্ষিণ পার্শ্বের সঙ্গীদলে তোমাদের সংখ্যাই সর্ব্বাপেক্ষা বেশী হইবে এবং তাহারাও সগৌরবে স্বর্গোদ্যানে গমন করিবে।"—এমাম আহমদ।

কিন্তু মহাত্মা এবন-সিরিন ও অন্যান্য বিদ্বানগণের মত এই যে, এস্থলে হজরত রসুলোল্লার অনুগামীগণের মধ্য হইতেই পূর্ব্ববর্ত্তী ও পরবর্ত্তী দল নির্দ্দেশিত হইয়াছে। উহার মর্ম্ম এই যে, হজরত রসুলোল্লাহ এবং তাঁহার সমসাময়িক ও অব্যবহিত পরবর্ত্তীদিগের মধ্য হইতে অধিকাংশ এবং তাঁহাদের পরবর্ত্তীদিগের মধ্য হইতে অল্পাংশ অগ্রবর্ত্তীদলের অন্তর্ভুক্ত হইবে। পক্ষান্তরে মিঃ মোহাম্মদ আলি বলেন যে, ইসলাম প্রচারের প্রথম যুগে যাহারা অগ্রগামী হইয়া ইসলাম গ্রহণ পূর্ব্বক সত্য প্রচারের জন্য আত্মোৎসর্গ করিয়াছেন, তাঁহারাই অগ্রবর্ত্তী দল। পরবর্ত্তী যুগের অতি অল্প লোকই ঐ মহান গৌরবের অধিকারী হইবে—তঃ মঃ আঃ।

১৫—২১। পূর্ব্বোক্ত দ্বাদশ আয়তে আল্লাহতায়ালা অগ্রবর্ত্তী দলকে 'মোকার্রাবুন' অর্থাৎ তাঁহর অসীম অনুগ্রহের সন্নিকটবর্ত্তী বা সান্নিধ্যপ্রাপ্ত দল বলিয়া অভিহিত করিয়া তাঁহাদের আধ্যাত্মিক স্বর্গ সুখ ভোগের প্রতি ইঙ্গিত করিয়াছেন। তথায় তাঁহারা আল্লাহতায়ালার অনন্ত করুণার অভিষিক্ত হইয়া এবং তাঁহার প্রত্যক্ষ স্বরূপ দর্শনের সৌভাগ্য লাভ করিয়া অপার আনন্দে ডুবিয়া থাকিবেন। অনন্ত তাঁহারা সুশোভিত স্বর্গোদ্যানে আগমন করিয়া যে সকল অনুপম সুখ-সম্পদ উপভোগ করিবেন, আলোচ্য আয়ত সমূহে তাহাই বর্ণিত হইয়াছে।

তাঁহারা ঐ মনোরম স্বর্গোদ্যানের বহুমূল্য মণি-মুক্তা বিখচিত জড়োয়ার আসনে এলাইত ভাবে সামনা-সামনি উপবেশন করিবেন। স্বর্গোদ্যানের চির-কিশোর বালকেরা সুদর্শন সলিলাধার ও সুদৃশ্য পানপাত্র এবং স্বর্গের সুনির্ম্মল, সুস্বাদু স্বচ্ছ সুরাপূর্ণ পেয়ালা সহ তাঁহাদের চারিদিকে ঘুরিয়া ঘুরিয়া তাঁহাদিগকে ঐ পেয়ালা পরিবেশন করিবে। এতদ্ভিন্ন তাঁহারা সেখানে যে সকল সুস্বাদু ফল ও যে সমস্ত উপাদেয় পক্ষীর মাংস আকাঙ্খা করিবেন, তাঁহাদিগকে তাহাই প্রদান করা হইবে।

তাহারা আকাঙ্ক্ষা করিবে। ২২। এবং
সুলোচনা সুন্দরীগণ;—২৩। যাহারা
প্রচ্ছন্ন মুক্তা সদৃশ। ২৪। তাহারা যাহা
করিয়াছিল—ইহা তাহারই প্রতিদান।
২৫। তাহারা তন্মধ্যে অনর্থক অথবা
পাপ কথা শুনিবে না;—২৬। শান্তিময়
শান্তি-বাণী ব্যতীত। ২৭। এবং দক্ষিণ
পার্শ্বের সঙ্গীদল; দক্ষিণ-পার্শ্বের সঙ্গীদল
কিরূপ? ২৮। তাহারা কণ্টক-শূন্য
কুলবৃক্ষ; ২৯। এবং সারি সারি
কদলী তরু; ৩০। এবং সুবিস্তৃত ছায়া;
৩১। এবং নিপতিত সলিল ধারা;
৩২। এবং সুপ্রচুর ফলপুঞ্জ মধ্যে অবস্থান
করিবে;—৩৩। যাহা নিঃশেষিত হইবে
না ও নিষিদ্ধ নহে। ৩৪। এবং তথায়
সমুচ্চ শয্যা রহিয়াছে। ৩৫। নিশ্চয়

٢٢- وَحُورٌ عِينٌ ۙ ٢٣- كَأَمْثَالِ
اللُّؤْلُؤِ الْمَكْنُونِ ۚ ٢٤- جَزَاءً
بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۝ ٢٥- لَا
يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلَا تَأْثِيمًا ۙ
٢٦- إِلَّا قِيلًا سَلَامًا سَلَامًا ۝
٢٧- وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ ۙ مَا
أَصْحَابُ الْيَمِينِ ۗ ٢٨- فِي سِدْرٍ
مَخْضُودٍ ۙ ٢٩- وَطَلْحٍ مَنْضُودٍ ۙ
٣٠- وَظِلٍّ مَمْدُودٍ ۙ ٣١- وَمَاءٍ
مَسْكُوبٍ ۙ ٣٢- وَفَاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ ۙ
٣٣- لَا مَقْطُوعَةٍ وَلَا مَمْنُوعَةٍ ۙ
٣٤- وَفُرُشٍ مَرْفُوعَةٍ ۗ ٣٥- إِنَّا

২২—২৬। এতদ্ভিন্ন তাহারা তথায় অনাঘ্রাত পুষ্প অথবা অব্যবহৃত প্রচ্ছন্ন মুক্তা সদৃশ স্বর্গের সুবৃহৎ সুনয়না হুরসুন্দরীদিগকে নিজেদের প্রিয়তমা সঙ্গিনী ও সহৃদয়া সেবিকা রূপে প্রাপ্ত হইবেন। বলা বাহুল্য, ইহাই তাঁহাদের কৃতকর্মের সমুচিত প্রতিদান। সেখানে তাঁহারা একটিও অনর্থক অথবা পাপ কথা শুনিতে পাইবেন না, বরং তৎপরিবর্তে শুধু 'সালাম' ও শান্তিময় শান্তি-বাণীই তাঁহাদের কর্ণে অমৃত-ধারা বর্ষণ করিবে।

২৭—৩৪। এই কয়েকটি আয়তে আল্লাহতালা 'দক্ষিণ পার্শ্বের সঙ্গীদল' বা দ্বিতীয় শ্রেণীর পুণ্যবানদিগের পারলৌকিক সুখ-সম্পদের বিষয় বিবৃত করিয়াছেন। তাহারা কণ্টকশূন্য কুল বৃক্ষ, সারি সারি কদলী তরু ও সুপ্রচুর ফল-পুষ্পের মধ্যে সুদৃশ্য ঝর্ণা হইতে নিপতিত সুনির্মল সলিল ধারা ও সুবিস্তৃত ছায়াযুক্ত স্বর্গোদ্যানের সমুচ্চ শয্যা সমূহের উপর এলায়িত দেহে পরম সুখে অবস্থান করিবেন। উহা তাহাদের জন্য নিষিদ্ধ নহে অর্থাৎ পুণ্যবান নরনারীদিগের ভোগ-বিলাসের জন্যই স্বর্গোদ্যানে ঐ সকল সুখ-শান্তির উপকরণ সৃষ্ট হইয়াছে এবং উহা কখনই নিঃশেষিত হইবে না—বরং স্বর্গবাসীদিগের জন্য ঐ সমস্ত উপকরণ চিরকাল অফুরন্ত ভাবে বিদ্যমান থাকিবে।

৩৫—৩৮। এতদ্ভিন্ন সেই স্বর্গোদ্যানে আমি 'দক্ষিণ পার্শ্বের সঙ্গীদল' বা দ্বিতীয় শ্রেণীর পুণ্যবান-দিগের জন্যও মনোহারিণী সমবয়স্কা হুর-সুন্দরীদিগকে নবযৌবনে বর্দ্ধিত ও বিকশিত করিয়া অনাঘ্রাত

আমি সেই রমণীদিগকে এক বিশেষ রূপে সৃজন করিয়াছি। ৩৬। তৎপর আমি তাহাদিগকে কুমারী করিয়া রাখিয়াছি। ৩৭। তাহারা মনোহারিণী সমবয়সী। ৩৮। ইহারাই দক্ষিণ-পার্শ্বের সঙ্গীদলের জন্য রহিয়াছে।

اِنْشَآءً ۙ ٣٦ فَجَعَلْنٰهُنَّ
اَبْكَارًا ۙ ٣٧ عُرُبًا اَتْرَابًا ۙ
٣٨ لِّاَصْحٰبِ الْيَمِيْنِ ؕ

২য় রুকূ—অবিশ্বাসী অপরাধীদিগের অন্তিম পরিণাম

৩৯। তথায় পূর্ববর্তীদিগের এক বৃহৎ দল; ৪০। এবং পূর্ববর্তীদিগের এক বৃহৎ দল হইবে। ৪১। এবং বাম-পার্শ্বের সঙ্গীদল; বাম-পার্শ্বের সঙ্গীদল কিরূপ? ৪২। তাহারা উত্তপ্ত বায়ু ও ফুটন্ত সলিলে থাকিবে। ৪৩। এবং এরূপ ধূম্রযুক্ত ছায়ায়; ৪৪। যাহা শীতল অথবা সম্মানজনক নহে। ৪৫। নিশ্চয় তাহারা ইহার পূর্বে সুখ-সম্পদে প্রতিপালিত হইয়াছিল। ৪৬। এবং তাহারা গুরুতর বিরুদ্ধাচরণে

٣٩ ثُلَّةٌ مِّنَ الْاَوَّلِيْنَ ۙ
٤٠ وَ ثُلَّةٌ مِّنَ الْاٰخِرِيْنَ ؕ
٤١ وَ اَصْحٰبُ الشِّمَالِ ۙ مَاۤ
اَصْحٰبُ الشِّمَالِ ؕ ٤٢ فِيْ
سَمُوْمٍ وَّ حَمِيْمٍ ۙ ٤٣ وَّ ظِلٍّ مِّنْ
يَّحْمُوْمٍ ۙ ٤٤ لَّا بَارِدٍ وَّ لَا كَرِيْمٍ
٤٥ اِنَّهُمْ كَانُوْا قَبْلَ ذٰلِكَ
مُتْرَفِيْنَ ۚ ٤٦ وَ كَانُوْا يُصِرُّوْنَ

কুসুমের ন্যায় কুমারী অবস্থায় রাখিয়া দিয়াছি। স্বর্গোদ্যানের এই সকল অনুপম সুখ-সম্পদ ও মনোরমা রূপসীবৃন্দ সমস্তই ঐ সৌভাগ্যশালী পুণ্যবানগণের জন্য সৃষ্ট হইয়াছে।

৩৯—৪০। অতঃপর দক্ষিণ পার্শ্বের ভাগ্যবান সঙ্গীদল কাহারা হইবে এবং উপরোক্ত স্বর্গোদ্যানে কাহারা অবস্থান করিবে, এই দুইটি আয়তে আল্লাহতায়ালা তাহাই বলিয়া দিয়াছেন। পূর্ববর্তীদিগের এক বৃহৎ দল এবং পরবর্তীদিগের এক বৃহৎ দল দ্বারা এই ভাগ্যবান দল পরিপুষ্ট হইবে। পূর্ববর্তী দল অর্থাৎ হজরত রসুলোল্লার পূর্ববর্তী নবীগণের অনুসরণকারী এবং পরবর্তী দল হজরত রসুলোল্লার অনুগামীবৃন্দ। বলা বাহুল্য, এই উভয় শ্রেণীই স্বর্গোদ্যানের সুবৃহৎ দল হইবেন।

৪১—৪৪। অনন্তর আল্লাহতালা 'বাম-পার্শ্বের সঙ্গীদল' অর্থাৎ অবিশ্বাসী ও ধর্মদ্রোহী পাপীদিগের অবস্থা বর্ণনা করিতেছেন। উহারা নরকানলের উত্তপ্ত বায়ু ও ফুটন্ত সলিলের মধ্যে অবস্থান করিতে বাধ্য হইবে এবং সেই কঠিন অবস্থায় সুশীতল ছায়ার পরিবর্তে উত্তপ্ত ও গ্লানিকর ধূম্রপুঞ্জই তাহাদিগকে আচ্ছন্ন করিয়া থাকিবে।

৪৫—৪৮। এতদসহ আল্লাহতালা ইহাও বলিয়া দিতেছেন যে, বাম পার্শ্বের ঐ দুর্ভাগা দলের অনেকেই পৃথিবীতেই ধনৈশ্বর্য, সুখ-সম্পদ ও ভোগ-বিলাসের মধ্যে প্রতিপালিত হইয়াছিল। কিন্তু পৃথিবীর ঐ ধন-সম্পদ সেই সঙ্কটকালে তাহাদের কোনই কাজে আসিবে না। কারণ পার্থিব ঐশ্বর্য-সম্পদে গর্বিত ও আত্মহারা হইয়া তাহারা পরলোক বিস্মৃত হইয়া গিয়াছিল এবং তাহার

عَلَى الْحِنْثِ الْعَظِيْمِ ۝ ৪৭- وَ
كَانُوْا يَقُوْلُوْنَ ۝ أَئِذَا مِتْنَا وَكُنَّا
تُرَابًا وَّعِظَامًا ءَإِنَّا لَمَبْعُوْثُوْنَ ۝
৪৮- أَوَ اٰبَآؤُنَا الْأَوَّلُوْنَ ۝ ৪৯- قُلْ
إِنَّ الْأَوَّلِيْنَ وَالْاٰخِرِيْنَ ۝
৫০- لَمَجْمُوْعُوْنَ ۝ إِلٰى مِيْقَاتِ
يَوْمٍ مَّعْلُوْمٍ ۝ ৫১- ثُمَّ إِنَّكُمْ أَيُّهَا
الضَّآلُّوْنَ الْمُكَذِّبُوْنَ ۝ ৫২- لَاٰ
كِلُوْنَ مِنْ شَجَرٍ مِّنْ زَقُّوْمٍ ۝
৫৩- فَمَالِئُوْنَ مِنْهَا الْبُطُوْنَ ۝
৫৪- فَشٰرِبُوْنَ عَلَيْهِ مِنَ الْحَمِيْمِ ۝
৫৫- فَشٰرِبُوْنَ شُرْبَ الْهِيْمِ ۝
৫৬- هٰذَا نُزُلُهُمْ يَوْمَ الدِّيْنِ ۝
৫৭- نَحْنُ خَلَقْنٰكُمْ فَلَوْلَا تُصَدِّقُوْنَ ۝

নিরত ছিল। ৪৭। এবং তাহারা
বলিত—যখন আমরা মৃত্যুমুখে পতিত
হইব এবং মৃত্তিকা ও অস্থিপুঞ্জ হইয়া
যাইব, তখন কি আমরা পুনরায়
সমুত্থিত হইব? ৪৮। অথবা আমাদের
পূর্ববর্তী পিতৃপুরুষগণও? ৪৯। তুমি
বল—নিশ্চয় পূর্ববর্তী ও পরবর্তীগণ;
৫০। সকলেই সেই সুবিদিত দিবসের
এক নির্দ্দিষ্ট সময়ে একত্রিত হইবে।
৫১। তৎপর নিশ্চয় হে বিভ্রান্ত
অসত্যবাদীরা,—৫২। অবশ্যই তোমরা
জাকুম-তরু ভক্ষণ করিবে। ৫৩। অনন্তর
তোমরা উহা হইতেই উদর-সমূহ পূর্ণ
করিবে। ৫৪। তৎপর উহার উপরে ফুটন্ত
সলিল পান করিবে। ৫৫। ফলতঃ তোমরা
তৃষ্ণার্ত্ত উষ্ট্রের পান করার ন্যায় উহা পান
করিবে। ৫৬। প্রতিফল দিবসে ইহাই
তাহাদের আতিথ্য। ৫৭। আমিই
তোমাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছি, অতএব
তোমরা কেন উহার সত্যতা স্বীকার

...লে উহারা অবিশ্বাস ও অনাচার প্রভৃতি নানারূপ দুষ্কার্য্যে লিপ্ত থাকিত। অধিকন্তু তাহারা বলিত যে, মৃত্যুর পর মৃত্তিকা অস্থিপুঞ্জ হইয়া যাওয়ার পরে আমরা ও আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণ কি সত্যসত্যই পুনর্জ্জীবিত হইবে? এই সকল অবিশ্বাস ও দুষ্কার্য্যের জন্যই পরলোকে তাহাদিগকে অতি কঠিন শাস্তি ভোগ করিতে হইবে।

৪৯—৫৬। এই কয়েকটি আয়তে আল্লাহতালা হজরত রসুলোল্লাকে লক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন, হে রসুলোল্লাহ, যাহারা এখনও ঐরূপ অবিশ্বাস ও ধর্মদ্রোহিতার কথা বলিতেছে তুমি তাহাদিগকে বলিয়া দাও যে, হে বিভ্রান্ত অবিশ্বাসীবৃন্দ, সেই মহাবিচার ও পুনরুত্থান দিবসে নিশ্চয় তোমাদিগকে ও তোমাদের পূর্ব্বপুরুষদিগের সকলকেই পুনর্জ্জীবিত হইয়া স্ব স্ব কৃতকার্য্যের প্রতিফল ভোগ করিতে হইবে এবং সেদিন অভিশপ্ত জীবের ন্যায় নরকের বিস্বাদ ও কণ্টকময় জাকুম তরু ভক্ষণ এবং তৃষ্ণার্ত্ত উষ্ট্রের ন্যায় উত্তপ্ত সলিল পান করিয়া ক্ষুধা-তৃষ্ণা নিবারণ করা ভিন্ন তোমাদের আর কোনই গত্যন্তর থাকিবে না।

৫৭—৬২। অনন্তর আল্লাহতালা বলিতেছেন—হে ভ্রান্ত মানব, অপবিত্র ও নগণ্য শুক্রবিন্দু হইতে আমিই তোমাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছি এবং সৃষ্টির পর পুনরায় আমিই

٥٨- أَفَرَءَيْتُم مَّا تُمْنُونَ ۞
٥٩- ءَأَنتُمْ تَخْلُقُونَهُۥٓ أَمْ نَحْنُ
الْخَٰلِقُونَ ۝ ٦٠- نَحْنُ قَدَّرْنَا بَيْنَكُمُ
الْمَوْتَ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ ۞
٦١- عَلَىٰٓ أَن نُّبَدِّلَ أَمْثَٰلَكُمْ
وَنُنشِئَكُمْ فِى مَا لَا تَعْلَمُونَ ۝
٦٢- وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَىٰ
فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ ۝ ٦٣- أَفَرَءَيْتُم
مَّا تَحْرُثُونَ ۞ ٦٤- ءَأَنتُمْ تَزْرَعُونَهُۥٓ
أَمْ نَحْنُ الزَّٰرِعُونَ ۝ ٦٥- لَوْ
نَشَآءُ لَجَعَلْنَٰهُ حُطَٰمًا فَظَلْتُمْ تَفَكَّهُونَ ۝
٦٦- إِنَّا لَمُغْرَمُونَ ۞ ٦٧- بَلْ

করিতেছ না? ৫৮। অতএব তোমরা
কি শুক্রবিন্দু সম্বন্ধে লক্ষ্য করিয়াছ?
৫৯। তবে কি তোমরাই উহা সৃষ্টি
করিয়াছ অথবা আমিই সৃজনকারী?
৬০। আমিই তোমাদের মধ্যে মৃত্যু
নির্দ্ধারিত করিয়া দিয়াছি এবং আমি
উহাতে অসমর্থ নহি—৬১। যে, আমি
তোমাদিগকে তোমাদেরই অনুরূপ
পরিবর্ত্তিত করিয়া দিব এবং তোমাদিগকে
এরূপভাবে গঠন করিব—যাহা তোমরা
অবগত নহ। ৬২। এবং অবশ্যই
তোমরা প্রথম সৃষ্টি পরিজ্ঞাত আছ,
তথাপি তোমরা কেন উপলব্ধি করিতেছ
না? ৬৩। ফলতঃ তোমরা যাহা বপন
কর তাহা কি লক্ষ্য করিয়াছ?
৬৪। তবে কি তোমরাই উহা অঙ্কুরিত
কর অথবা আমিই অঙ্কুরণকারী?
৬৫। যদি আমি ইচ্ছা করি তবে নিশ্চয়
আমি উহাকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করিয়া দিব,
তখন তোমরা শুধুই কথা-সৃষ্টি করিবে।
৬৬। যে, নিশ্চয় আমরা সর্ব্বস্বান্ত
হইয়াছি। ৬৭। বরং আমরা ভাগ্যহীন

তোমাদের মৃত্যু নির্দ্ধারিত করিয়া দিয়াছি। এই জীবন-মৃত্যু সম্বন্ধে আমার অনুগ্রহ ও শক্তি ভিন্ন তোমাদের কোনই অধিকার বা আধিপত্য নাই। আবার মৃত্যুর পর আমিই তোমাদিগকে তোমাদের নিজ নিজ আকৃতিকে সৃষ্টি করিব। কিন্তু আমি উহা কিরূপে সম্পন্ন করিব তদ্বিষয়ে তোমাদের কোনই জ্ঞান নাই। এ সম্বন্ধে আমিই একমাত্র সর্ব্বশক্তিমান ও সর্ব্বজ্ঞ প্রভু। এই সমস্ত বিষয় চিন্তা করিয়া তোমরা কেন আমার প্রিয়তম রসুল ও আমার পবিত্র বাণীর সত্যতা স্বীকার করিতেছ না?

৬৩—৬৭। অতঃপর সর্ব্বশক্তিমান আল্লাহতালা পর পর কয়েকটি উপমা উল্লেখ করিয়া স্বীয় সৃষ্টি-মহিমা ব্যক্ত করিতেছেন। প্রথমতঃ আল্লাহতায়ালা বলিতেছেন—তোমরা যে শস্য বপন বা রোপন কর, তাহা কে অঙ্কুরিত করেন?—আমিই নয় কি? ঐ শস্য বা বীজ অঙ্কুরিত করা সম্বন্ধে কি তোমাদের কোন শক্তি আছে? আবার অঙ্কুরিত হইবার পরেও যদি আমি ইচ্ছা করি, তবে উহাকে বিনষ্ট বা চূর্ণ-বিচূর্ণ করিয়া দিতে পারি। তখন শুধু হায় আফসোস করা এবং নিজেদের দুর্ভাগ্য ব্যক্ত করা ভিন্ন তোমাদের আর কোন উপায় আছে কি?

৬৮—৭০। দ্বিতীয়তঃ বৃষ্টির কথা উল্লেখ করিয়া আল্লাহতালা বলিতেছেন যে, তোমাদের খাদ্য-শস্য, ফলা-ফল ও তরুলতা সৃষ্টির জন্য আমিই মেঘ হইতে সলিলধারা অবতীর্ণ করি।

[বর্ষ]ণ দিয়াছি। ৬৮। তবে কি তোমরা
[পা]নিদের প্রতি লক্ষ্য করিয়াছ—যাহা
[তো]মরা পান করিয়া থাক? ৬৯। তবে
[কি] তোমরাই উহা মেঘ হইতে অবতারণ
[কর] অথবা আমিই অবতারণকারী?
৭০। যদি আমি ইচ্ছা করি, তবে আমি
[উহা]কে লবণাক্ত করিয়া দিতে পারি;
[ত]থাপি কেন তোমরা কৃতজ্ঞতা স্বীকার
[ক]র না? ৭১। তবে কি তোমরা
[অ]গ্নির প্রতি লক্ষ্য করিতেছ—যাহা
তোমরা প্রজ্বলিত করিয়া থাক?
৭২। তবে কি তোমরাই ঐ বৃক্ষ
সৃষ্টি করিয়াছ অথবা আমিই উহার
সৃজনকারী? ৭৩। আমিই উহাকে
স্মরণকারী এবং পর্য্যটকগণের জন্য
সুফলপ্রদ করিয়াছি। ৭৪। অতএব
তুমি তোমার মহান প্রতিপালকের
নামের পবিত্রতা বর্ণনা কর।

نَحْنُ مَحْرُوْمُوْنَ ○ ٦٨- أَفَرَءَيْتُمُ
الْمَآءَ الَّذِيْ تَشْرَبُوْنَ ○
٦٩- ءَأَنْتُمْ أَنْزَلْتُمُوْهُ مِنَ الْمُزْنِ
أَمْ نَحْنُ الْمُنْزِلُوْنَ ○ ٧٠- لَوْ
نَشَآءُ جَعَلْنٰهُ أُجَاجًا فَلَوْلَا تَشْكُرُوْنَ ○
٧١- أَفَرَءَيْتُمُ النَّارَ الَّتِيْ تُوْرُوْنَ ○
٧٢- ءَأَنْتُمْ أَنْشَأْتُمْ شَجَرَتَهَآ أَمْ
نَحْنُ الْمُنْشِئُوْنَ ○ ٧٣- نَحْنُ
جَعَلْنٰهَا تَذْكِرَةً وَّمَتَاعًا لِّلْمُقْوِيْنَ ○
٧٤- فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيْمِ ○

৩য় রুকু—পারলৌকিক শাস্তি ও পুরস্কারের সুনিশ্চয়তা

৭৫। অনন্তর আমি তারকাপুঞ্জের
অস্তগমন সম্বন্ধে শপথ করিতেছি।
৭৬। এবং যদি তোমরা বুঝ, তবে

٧٥- فَلَآ أُقْسِمُ بِمَوٰقِعِ النُّجُوْمِ ○
٧٦- وَإِنَّهٗ لَقَسَمٌ لَّوْ تَعْلَمُوْنَ

[মেঘ] সম্বন্ধে তোমাদের কোনই অধিকার বা আধিপত্য নাই। কিন্তু যদি আমি ঐ মেঘের পানি লবণাক্ত করিয়া দেই, তবে তোমাদের খাদ্য-শস্য, তরুলতা সমস্তই বিনষ্ট হইয়া যাইবে। তখন তোমরা উহার কোনই প্রতিকার করিতে পারিবে না।

৭১—৭৪। এইরূপে আমি তোমাদের জন্য পৃথিবীতে অগ্নি সৃষ্টি করিয়াছি। আমারই অনুগ্রহে তোমাদের কল্যাণ হেতু নানাবিধ তরুলতা ও ফলবান বৃক্ষ সমূহ সৃষ্ট হইয়াছে এবং আমারই ইচ্ছা ও অনুগ্রহে উহা ফলে ফুলে সুশোভিত হইয়া থাকে। আমার এই ক্রিয়ার তোমাদের বা অন্য কাহারও কোনরূপ শক্তি বা অধিকার নাই। আমার এই সকল অনুগ্রহ-সম্পদ সম্বন্ধে চিন্তা করিয়াও কি তোমরা সত্য-ধর্ম্ম গ্রহণ পূর্ব্বক বিশ্বাসী ও কৃতজ্ঞ হইবে না? অতএব হে রসুল, অবিশ্বাসীরা যাহাই বলুক না কেন, তুমি তোমার নিজের ও বিশ্বাসীবৃন্দের কল্যাণের জন্য তোমার মহান্ প্রতিপালকের নামের পবিত্রতা বর্ণনা কর।

৭৫—৮০। **মওয়াকেয়ে-নোজুম**—তারকাপুঞ্জের অস্তগমন বা পতন; অন্য অর্থ কোরান শরিফের বিভিন্ন অংশের ক্রমিক অবতারণা। কেহ কেহ বলেন যে, এতদ্দ্বারা নবী ও রসুলগণের অন্তর সমূহের প্রতি নির্দ্দেশ করা হইয়াছে—যাহারা আল্লার উদ্দেশ্যে সর্ব্বদা অবনমিত হইয়া থাকে অথবা যাহাতে অহোরহ আল্লাহতালার অপার্থিব প্রেম ও করুণার নক্ষত্রপুঞ্জ নিপতিত

নিশ্চয় ইহাই বৃহত্তর শপথ। ৭৭। নিশ্চয়
ইহাই সেই মহা-সম্মানিত কোরান;
৭৮। যাহা সুরক্ষিত গ্রন্থ মধ্যে রহিয়াছে।
৭৯। পবিত্রগণ ব্যতীত কেহই উহা

عَظِيمٌ ۝ ٧٧- إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ ۝
٧٨- فِي كِتَابٍ مَّكْنُونٍ ۝
٧٩- لَّا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ ۝

হয়। আবার কাহার কাহারও মতে উহার অর্থ ধার্ম্মিক ও পুণ্যবান লোক সমূহ। তাহারা অধর্ম্মের অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন পৃথিবীতে সমুজ্জল তারকা সদৃশ এবং তাহাদের তিরোধান নক্ষত্র পতনের তুল্য অনিষ্টকর। উহাতে পৃথিবীর অধিবাসীরা বিশেষরূপে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া থাকে। বলা বাহুল্য, উক্ত বাক্যের এইরূপ আরও বহু সুসঙ্গত মর্ম্মার্থ পরিগৃহীত হইতে পারে।

আলোচ্য আয়ত সমূহের সুপ্রচলিত অর্থ এই যে, মহাপ্রলয় ও পুনরুত্থানের দিন যখন আকাশ বিদীর্ণ হইয়া নক্ষত্রপুঞ্জ খসিয়া পড়িবে, তখন সমগ্র বিশ্বজগতের উপর আল্লাহতালার প্রভুত্ব আধিপত্য সুপ্রকাশিত ও সুপ্রতিষ্ঠিত হইবে। সেদিন কোন বিষয়ে কাহার বিন্দুমাত্রও অধিকার বা আধিপত্য থাকিবে না। বিশ্বজগতের পক্ষে উহা অতি বৃহত্তর ঘটনা। আল্লাহতালা সেই সুবৃহৎ মহাঘটনার শপথ করিয়া বলিতেছেন যে, যদি তোমরা বুঝ, তবে সৃষ্ট-বিষয়ের শপথ সমূহের মধ্যে ইহা অপেক্ষা বৃহত্তর শপথ আর নাই। অতএব আমি ঐ মহাঘটনার শপথ করিয়া বলিতেছি যে, নিশ্চয় ইহাই সেই মহাসম্মানিত কোরান—যাহা 'লওহ-মহফুজের' সুরক্ষিত গ্রন্থ মধ্যে লিপিবদ্ধ রহিয়াছে এবং জ্যোতির্ম্ময় সুপবিত্র ফেরেশতাগণ ব্যতীত কেহই যাহা স্পর্শ করে না। আমি স্বীয় অনুগ্রহে তোমাদের কল্যাণের জন্যই সেই পবিত্রতম মহাগ্রন্থ এই পৃথিবীতে অবতারণ করিয়াছি।

কোরান শরিফের পবিত্রতা—আলোচ্য আয়ত সমূহে পবিত্র কোরান শরিফের কতকগুলি অলৌকিক ও অনুপম বিশেষত্ব বর্ণিত হইয়াছে। প্রথমতঃ উহা 'কোরআনুন-করিম' অর্থাৎ সম্মানিত মহাগ্রন্থ। যে কোন অবস্থায় ইহার কোনরূপ অসম্মান করিলে অবশ্যই অপরাধী হইতে হইবে। দ্বিতীয়তঃ উহা 'কেতাবে মকনুন' অর্থাৎ সুরক্ষিত বা সংগোপনীয় গ্রন্থ মধ্যে লিপিবদ্ধ ও সুরক্ষিত রহিয়াছে। 'কেতাবে মকনুন-এর মর্ম্মার্থে কেহ মহাকাশের সুরক্ষিত গ্রন্থফলক, কেহ লিখিত কোরান এবং কেহবা হাফেজদিগের অন্তর বা স্মৃতিপট বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। উহার সঠিক মর্ম্মার্থ এই যে, আল্লাহতালা পবিত্র কোরান শরিফের বিশুদ্ধতা এরূপ ভাবে সুরক্ষিত করিয়াছেন যে, জগতের অন্যান্য ধর্ম্মগ্রন্থের ন্যায় কেহই উহা কোনরূপ পরিবর্ত্তন, পরিবর্দ্ধন বা হ্রাস-বৃদ্ধি করিতে পারিবে না এবং এতদ্দ্বারা ইহাও প্রমাণিত হইতেছে যে, কোরান শরিফ প্রথম হইতেই লিপিবদ্ধ ও সুরক্ষিত হইয়াছিল।

কোরান শরিফের স্পর্শ-বিধি—তৃতীয়তঃ 'পবিত্রগণ ব্যতীত কেহই উহা স্পর্শ করে না'—এতদ্দ্বারা সাধারণভাবে কোরান শরিফ স্পর্শ করা সম্বন্ধে পবিত্রতার প্রয়োজনীয়তা প্রচার এবং স্বর্গের সমুন্নত ফেরেশতাগণের প্রতি লক্ষ্য করা হইলেও ইহার প্রকৃত মর্ম্ম এই যে, অজু ও গোসল ব্যতীত অপবিত্র অবস্থায় কেহই এই পবিত্রতম ও সম্মানিত মহাগ্রন্থ কোরান শরিফ স্পর্শ করিবেন না। হজরত আলি (কঃ) ও এবন্ মসউদ প্রমুখ প্রসিদ্ধতম সাহাবাগণ এবং অধিকাংশ তফসীরকার, মোহাদ্দেস ও ফকিহগণ সকলেই এই মত সমর্থন করিয়াছেন। হজরত রসুলোল্লাহ হইতেও বর্ণিত হইয়াছে যে, অপবিত্র অবস্থায় কেহই কোরান শরিফ স্পর্শ করিবে না। অবিশ্বাসী কাফের ও অংশীবাদী পৌত্তলিকদের পক্ষে কোরান শরিফ স্পর্শ করা নিষিদ্ধ। ঋতুমতী ও সদ্য-প্রসূতা নারীগণও পবিত্র না হওয়া পর্য্যন্ত কোরান শরিফ স্পর্শ করিতে পারিবে না। অবশ্য এই অবস্থায় বিশেষ প্রয়োজনে বস্ত্রাবৃত হস্ত দ্বারা উহা স্পর্শ করিতে এবং পাঠের জন্য হাফেজ ও ছাত্রগণ কলম দ্বারা উহার পৃষ্ঠা উল্টাইতে পারিবে। পবিত্র কোরান শরিফের এই সম্মান ও পবিত্রতা সংরক্ষণের জন্য প্রথমতঃ বিধর্ম্মীদিগের রাজ্যে কোরান শরিফ লইয়া যাওয়া

স্পর্শ করে না। ৮০। ইহা বিশ্ব-জগতের
প্রতিপালক হইতে অবতারিত হইয়াছে।
৮১। তবে কি তোমরা এই বাক্য
সম্বন্ধে বিতৃষ্ণা প্রকাশ করিতেছ?
৮২। এবং তোমরা অসত্যারোপ করাকেই
তোমাদের উপজীবিকা করিয়া লইয়াছ?
৮৩। অতঃপর যখন প্রাণ কণ্ঠাগত
হইবে, তখন কেন উহা রোধ কর না?
৮৪। এবং তখন তোমরা শুধুই
তাকাইয়া থাক। ৮৫। এবং আমি
তোমাদের অপেক্ষা তাহার নিকটতর
থাকি কিন্তু তোমরা দেখিতে পাও না।
৮৬। অতএব যদি তোমরা শক্তিহীন
না হও, তবে কেন উহা রোধ কর না?
৮৭। যদি তোমরা সত্যবাদী হও,

٨٠- تَنْزِيْلٌ مِّنْ رَّبِّ الْعٰلَمِيْنَ ○
٨١- اَفَبِهٰذَا الْحَدِيْثِ اَنْتُمْ
مُّدْهِنُوْنَ ۙ ٨٢- وَتَجْعَلُوْنَ
رِزْقَكُمْ اَنَّكُمْ تُكَذِّبُوْنَ ○ ٨٣- فَلَوْلَآ
اِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُوْمَ ۙ ٨٤- وَاَنْتُمْ
حِيْنَئِذٍ تَنْظُرُوْنَ ۙ ٨٥- وَنَحْنُ
اَقْرَبُ اِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلٰكِنْ لَّا تُبْصِرُوْنَ ○
٨٦- فَلَوْلَآ اِنْ كُنْتُمْ غَيْرَ مَدِيْنِيْنَ ۙ
٨٧- تَرْجِعُوْنَهَآ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ○

নিষিদ্ধ হইয়াছিল। কারণ ঐ যুগে বিধর্মীদের দ্বারা উহার সম্মান ও পবিত্রতা-হানির আশঙ্কা বিদ্যমান ছিল। এতদসহ ইহাও লক্ষ্য করা আবশ্যক যে, কোরান শরিফ পাঠের জন্য পবিত্রতা ও শুদ্ধান্তকরণের আবশ্যকতা বিশেষরূপে নির্দ্দেশিত হইয়াছে। কারণ পবিত্র অন্তর ব্যতীত কেহই পবিত্র কোরানের বাণীর প্রকৃত মর্ম্ম হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবে না এবং অপবিত্র অন্তর-বিশিষ্ট অবিশ্বাসীরা উহা হইতে কোনই সুফল প্রাপ্ত হইবে না।—সহি বোখারী, তেবরাণী প্রভৃতি।

অবশেষে আল্লাহতালা বলিয়া দিয়াছেন যে, সমগ্র বিশ্বজগতের প্রতিপালক—সর্ব্বশক্তিমান ও সর্ব্বজ্ঞানাধার আল্লাহতালা হইতেই এই পবিত্রতম মহাগ্রন্থ অবতীর্ণ হইয়াছে। কোন মানব-দানব অথবা জেনপরী ইহা রচনা করে নাই এবং কোন দেব-দেবী, ভূত-প্রেত বা দুষ্টাত্মা হইতেও ইহা অবতীর্ণ হয় নাই। সুতরাং এতদ্প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা প্রত্যেক মানবের অবশ্য কর্ত্তব্য।

৮১—৮২। অনন্তর আল্লাহতালা বলিতেছেন—কোরান শরিফের সম্মান, মর্য্যাদা ও পবিত্রতা সম্বন্ধে আমার এই স্পষ্টতর বাণী শুনিবার পরেও কি তোমরা ইহাতে বিতৃষ্ণা ও তাচ্ছিল্য প্রকাশ করিতেছ এবং সত্যের প্রতি অসত্যারোপ করাকেই কি তোমরা নিজেদের উপজীবিকা বা ব্যবসায় করিয়া লইতেছ? কিন্তু হে ভ্রান্ত মানব, তোমরা স্মরণ করিয়া দেখ যে, যখন নির্দ্দিষ্ট সময়ে তোমাদের প্রাণ কণ্ঠাগত হইবে, তখন তোমরা উহা মুহূর্ত্তের জন্যও প্রতিরোধ করিতে পারিবে না। সেই আসন্ন মৃত্যুকালে তোমরা শুধুই অসহায় অবস্থায় তাকাইয়া থাকিবে এবং নিজের অন্তিম পরিণাম উপলব্ধি করিয়া অনুতাপে অশ্রুপাত করিতে থাকিবে। মানবের সেই সঙ্কট সময়ে তাহাদের ঘনিষ্ঠতম আত্মীয়-স্বজন অপেক্ষাও আমি তাহাদের সন্নিকটবর্ত্তী থাকি, কিন্তু তোমরা পার্থিব মানবের এই সীমাবদ্ধ ও সঙ্কীর্ণ দৃষ্টিতে তাহা দেখিতে পার না। তোমরা আরও ভাবিয়া দেখ, তখন উহা প্রতিরোধ করিতে অথবা নির্ম্মম মৃত্যুর করাল কবল হইতে উক্ত প্রাণ ফিরাইয়া আনিতে তোমাদের বা তোমাদের আত্মীয়-স্বজনগণের কোনই শক্তি বা অধিকার নাই। তোমাদের সেই অবশ্যম্ভাবী শেষ পরিণাম স্মরণ করিয়াও কি তোমরা আমার পবিত্র বাণীর সত্যতা ও সার্থকতা হৃদয়ঙ্গম করিবে না?

তবে উহা ফিরাইয়া আন। ৮৮। কিন্তু
যদি সে সন্নিকটবর্ত্তীগণের অন্তর্গত হয়
৮৯। তবে তাহার জন্য আয়েশ ও
আরাম এবং সুখ-সম্পদপূর্ণ স্বর্গোদ্যান
রহিয়াছে। ৯০। এবং যদি সে দক্ষিণ-
পার্শ্বের সঙ্গীদলের অন্তর্গত হয়;
৯১। তবে দক্ষিণ-পার্শ্বের সঙ্গীদলের
পক্ষ হইতে তোমার প্রতি সালাম।
৯২। এবং যদি সে অসত্যবাদী বিভ্রান্ত-
গণের অন্তর্গত হয়, ৯৩। তবে তাহার
আতিথ্য ফুটন্ত সলিল দ্বারা হইবে;
৯৪। এবং সে নরকে বিদগ্ধ হইবে।
৯৫। নিশ্চয় ইহাই সুনিশ্চিত সত্য।
৯৬। অতএব তুমি তোমার মহান
প্রতিপালকের নামের পবিত্রতা বর্ণনা
কর।

٨٨- فَاَمَّآ اِنْ كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِيْنَ ۙ
٨٩- فَرَوْحٌ وَّرَيْحَانٌ ۙ وَّجَنَّتُ
نَعِيْمٍ ○ ٩٠- وَاَمَّآ اِنْ كَانَ مِنْ
اَصْحٰبِ الْيَمِيْنِ ۙ ٩١- فَسَلٰمٌ
لَّكَ مِنْ اَصْحٰبِ الْيَمِيْنِ ۙ
٩٢- وَاَمَّآ اِنْ كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِيْنَ
الضَّآلِّيْنَ ۙ ٩٣- فَنُزُلٌ
مِّنْ حَمِيْمٍ ۙ ٩٤- وَّتَصْلِيَةُ
جَحِيْمٍ ○ ٩٥- اِنَّ هٰذَا لَهُوَ حَقُّ
الْيَقِيْنِ ۚ ٩٦- فَسَبِّحْ بِاسْمِ
رَبِّكَ الْعَظِيْمِ ۙ

৮৮—৯৪। উপরোক্ত আয়ত সমূহে মানবের অবশ্যম্ভাবী মৃত্যুর কথা স্মরণ করাইয়া তৎপর আল্লাহতালা বলিতেছেন যে, হে মানব, যাহারা সত্য-বিশ্বাসী ও সৎকর্ম্মশীল, তাহাদের জন্য চিন্তার কোনই হেতু নাই। কারণ তাহারা যদি আমার অনুগৃহীত সান্নিধ্যপ্রাপ্তগণের অথবা দক্ষিণ-পার্শ্বের ভাগ্যবান সঙ্গীদলের অন্তর্গত হয়, তবে মৃত্যুর পর পরলোকে তাহাদের জন্য অনন্ত সুখ-সম্পদপূর্ণ স্বর্গোদ্যান রহিয়াছে। আর যদি তাহারা অবিশ্বাস ও দুষ্কার্য্যের জন্য বাম-পার্শ্বের দুর্ভাগ্য সঙ্গীদলের অন্তর্গত হয়, তবে নরকের জলন্ত অনলে দগ্ধ হইয়া উহার উত্তপ্ত সলিল পান করা ভিন্ন তাহাদের আর কোনই গত্যন্তর থাকিবে না।

৯৫—৯৬। অবশেষে আল্লাহতালা বলিয়া দিতেছেন যে, মহাপ্রলয়, পুনরুত্থান, মহাবিচার ও স্বর্গ-নরক সম্বন্ধে আমি যাহা বলিতেছি, নিশ্চয় তাহা সুনিশ্চিত সত্য এবং উহা অবশ্যই সংঘটিত হইবে। অতএব হে রসুল, আমার সেই অনুপম প্রতিদান এবং মানব-জীবনের ইহ-পারলৌকিক চরম সফলতা লাভের জন্য তুমি তোমার মহান্ প্রতিপালকের নামের পবিত্রতা বর্ণনা কর। এই মহাবাণী সহ সর্ব্বশক্তিমান্ আল্লাহতালা আলোচ্য সুরা শেষ করিয়াছেন।

হাদিস শরিফে বর্ণিত হইয়াছে যে, হজরত রসুলোল্লাহ বলিয়াছেন—"ইহা প্রাচুর্য্যের সুরা। যে প্রত্যহ রাত্রিকালে এই পবিত্রতম সুরা পাঠ করিবে, সে কখনও অভাব-অনটনে পতিত হইবে না।"—শোয়েবল-ঈমান ও তঃ হক্কানী।

————

মদিনায় অবতীর্ণ	৫৭। সূরা হদিদ — الحديد	২৯ আয়ত

১ম রুকু—ঐশী-আধিপত্যের অনন্ত মহিমা

সর্ব্বপ্রদাতা করুণাময় আল্লার নামে — بسم الله الرحمن الرحيم

১। নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলে যাহা আছে, তাহা আল্লারই পবিত্রতা বর্ণন করিতেছে, এবং তিনি মহাপরাক্রান্ত বিজ্ঞানময়। ২। তাঁহারই জন্য নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের আধিপত্য; তিনিই জীবন ও মৃত্যুদান করেন এবং তিনি সর্ব্ব-

١- سَبَّحَ لِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ ۚ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ○ ٢- لَهُ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ ۚ يُحْيِي وَيُمِيتُ ۚ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ

হদিদ—লৌহ; মর্ম্মার্থ লৌহাস্ত্র বা কঠোরতা। আরবের যে সকল অবিশ্বাসী সত্য-
প্রচারের গতি রোধ করিতে অসমর্থ এবং যুক্তিতর্কে পরাস্ত হইয়া গায়ের জোরে ও তরবারির
সাহায্যে ইসলাম ধ্বংস করিতে উদ্যত হইয়াছিল, এই সূরায় তাহাদিগকে দমন করিবার জন্য
কঠোরভাবে লৌহ-নির্ম্মিত অস্ত্র শস্ত্র ব্যবহারের আবশ্যকতা এবং উহার সুফল বিঘোষিত হইয়াছে।
পৃথিবীতে অন্যায়ভাবে বিধর্ম্মীর অত্যাচার, নির্য্যাতন ও প্রহার সহ্য করিবার জন্য ইসলামের
আবির্ভাব হয় নাই; বরং জগতে সত্যধর্ম্ম, সুবিচার ও শান্তি স্থাপন করিয়া আদর্শ ধর্ম্ম-রাজ্য
স্থাপন করাই ইসলামের সর্ব্বপ্রধান লক্ষ্য। এজন্য আবশ্যক হইলে অস্ত্রধারণ করিয়া ধর্ম্মযুদ্ধে
ধন-প্রাণ উৎসর্গ করাও মুসলমানের অন্যতম প্রধান কর্ত্তব্য। বিশেষভাবে এই অত্যাবশ্যকীয়
কর্ত্তব্যের প্রেরণা দান করিবার জন্যই আলোচ্য সূরা অবতীর্ণ হইয়াছে।—২৫ আয়তের
তফসীর দ্রষ্টব্য।

শানে-নজুল—অধিকাংশ তফসীরকারের মতে এই সূরা যে মদিনা শরিফে অবতীর্ণ
হইয়াছিল, তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই এবং এই সূরা হইতে ৬৬ সূরা পর্য্যন্ত মদিনায় অবতারিত
সূরা-মালার ভাব ও প্রেরণার প্রতি লক্ষ্য করিলেও উহার সত্যতা সম্বন্ধে কোন সন্দেহ
থাকিবে না। সম্ভবতঃ মক্কা বিজয়ের অব্যবহিত পরেই এই সূরা অবতীর্ণ হইয়াছিল।

১—২। এই দুইটি আয়তে আল্লাহতালা বলিতেছেন—হে মানব, আমি যে শুধু তোমা-
দিগকেই আমার পবিত্রতা ও প্রশংসা বর্ণনের জন্য আদেশ করিয়াছি তাহা নহে; এই নভোমণ্ডল
ও ভূমণ্ডলের মধ্যে যাহা কিছু আছে—অর্থাৎ আকাশের ফেরেশতা ও নবী-অলিগণের সমুন্নত
আত্মা সমূহ এবং পৃথিবীর জীবজন্তু ও তরুলতা প্রভৃতি সমস্তই আমার নির্দ্ধারিত সৃষ্টি নিয়মের
অনুসরণ করিয়া আমার অলৌকিক মহিমা প্রকাশ করিতেছে। সুতরাং তোমাদের পক্ষেও আমার
আদেশ অনুযায়ী আমার প্রশংসা ও পবিত্রতা বর্ণনা করা একান্ত কর্ত্তব্য। কারণ সমগ্র বিশ্বজগতের
উপর আমারই অপ্রতিহত আধিপত্য বিরাজ করিতেছে এবং আমিই তোমাদের ও অন্যান্য
জীব-জন্তু ও তরু-লতা সমূহের জীবন ও মৃত্যু নিয়ন্ত্রিত করিয়া থাকি। জগতে আমি ভিন্ন সর্ব্ব-
বিষয়ের উপর শক্তিমান, পরাক্রান্ত এবং সর্ব্ববিধ প্রশংসা ও পবিত্রতার অধিপতি আর কেহই নাই।

বিষয়োপরি শক্তিমান। ৩। তিনিই আদি ও অন্ত এবং ব্যক্ত ও গুপ্ত এবং তিনি সর্ব্ববিষয়ে মহাজ্ঞানী। ৪। তিনি ছয় দিবসে নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডল সৃষ্টি করিয়াছেন, তৎপর আর্শ-পরি সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন; ভূমণ্ডলের অভ্যন্তরে যাহা প্রবিষ্ট হয় এবং উহা হইতে যাহা বহির্গত হয়, এবং নভোমণ্ডল হইতে যাহা অবতীর্ণ হয় এবং উহাতে যাহা অধিরোহন করে, তিনি তাহা সমস্তই পরিজ্ঞাত আছেন; এবং তোমরা যেখানেই থাক তিনি তোমাদের সঙ্গে আছেন; এবং তোমরা যাহা কর আল্লাহ তাঁহার পরিদর্শক। ৫। তাঁহারই জন্য

شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝ ٣ هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ
وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ ۚ وَهُوَ بِكُلِّ
شَيْءٍ عَلِيمٌ ۝ ٤ هُوَ الَّذِي خَلَقَ
السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ
اسْتَوٰى عَلَى الْعَرْشِ ۚ يَعْلَمُ مَا يَلِجُ
فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا
يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا ۚ
وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ ۚ وَاللّٰهُ
بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۝ ٥ لَهُ مُلْكُ

৩। অনন্তর আল্লাহতালা বলিতেছেন যে, তিনি আদি, তিনি অন্ত এবং তিনি ব্যক্ত ও তিনি গুপ্ত এবং তাঁহারই নিকট বিশ্বজগতের যাবতীয় বিষয়ের জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা বিদ্যমান রহিয়াছে। বলা বাহুল্য, আল্লাহতালার স্বরূপ ও শক্তি-মহিমা সম্বন্ধে এরূপ সংক্ষিপ্ত অথচ চমৎকার বর্ণনা অতি অল্পই পরিদৃষ্ট হয় হজরত রসুলোল্লাহ স্বয়ং বলিতেছেন—"তিনি আদি" অর্থাৎ তাঁহার পূর্ব্বে আর কিছুই ছিল না এবং 'তিনি অন্ত' অর্থাৎ তাঁহার পরেও আর কিছু থাকিবে না। ইহলোক, পরলোক এবং যুগ-যুগান্তের পরিসমাপ্তি হইলেও তাঁহার অবিনশ্বর চিরন্তন সত্তা বিদ্যমান থাকিবে। 'তিনি ব্যক্ত' অর্থাৎ তাঁহার অনন্ত শক্তি ও আধিপত্যের মহিমা সর্ব্বত্র বিকশিত ও বিরাজমান রহিয়াছে এবং 'তিনি গুপ্ত' অর্থাৎ সমগ্র বিশ্বজগতের যাবতীয় অপরিজ্ঞাত বিষয়ের জ্ঞান ও তত্ত্ব তাঁহারই নিকট বিদ্যমান আছে—তাঁহার অজানা কিছুই নাই।"—কি অলৌকিক সুন্দর বর্ণনা!

৪। আল্লাহতালার অনন্ত মহিমা এবং তাঁহার অসাধারণ শক্তি ও আধিপত্যের আর একটি নিদর্শন এই যে, তিনি ছয় দিবসে সমগ্র বিশ্বজগৎ সৃষ্টি করিয়া মহান্ আর্শ-পরি সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। ইহার বিস্তৃত ব্যাখ্যা সুরা 'আরাফ' ও অন্যান্য সুরায় যথাস্থানে করা হইয়াছে। কোঃ ৭—৫৪, ১০—৩, ১৩—২, ২০—৫, ২৫—৫৯ ও ৩২—৪ দ্রষ্টব্য।

এতদ্ভিন্ন পৃথিবীতে যাহা প্রবিষ্ট হয় এবং উহা হইতে যাহা বহির্গত হয়, যথা—সলিল, মৃতদেহ বাষ্প ও তরুলতা এবং আকাশ হইতে যাহা অবতীর্ণ হয় ও উহাতে যাহা অধিরোহণ করে, যথা—প্রত্যাদেশ, ফেরেশতা, ঐশী-অনুগ্রহ, বৃষ্টিধারা, পুণ্যবান লোকের আত্মা ও সৎকার্য্য প্রভৃতি। ইহা সমস্তই সেই সর্ব্বদর্শী ও সর্ব্বজ্ঞ আল্লাহতালা পরিজ্ঞাত আছেন এবং মানুষ যে অবস্থায় যেখানে থাকিয়া যাহা কিছু করে বা বলে, তাহা সমস্তই তিনি দর্শন ও শ্রবণ করিয়া থাকেন।

৫—৬। তিনি সমগ্র বিশ্বজগতের একমাত্র অধিপতি ও প্রতিপালক প্রভু। তিনিই দিবস-রজনীর পরিবর্ত্তন করিয়া নির্দ্দিষ্ট নিয়মে যাবতীয় বিশ্বকার্য্য নিয়ন্ত্রিত করিয়া থাকেন এবং তিনি জীবের অন্তর্নিহিত বিষয় সমূহও পরিজ্ঞাত আছেন।

السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ؕ وَاِلَى اللّٰهِ تُرْجَعُ
الْاُمُوْرُ ۝ ٦- يُوْلِجُ الَّيْلَ فِي
النَّهَارِ وَيُوْلِجُ النَّهَارَ فِي الَّيْلِ ؕ وَهُوَ
عَلِيْمٌۢ بِذَاتِ الصُّدُوْرِ ۝ ٧- اٰمِنُوْا
بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَاَنْفِقُوْا مِمَّا جَعَلَكُمْ
مُّسْتَخْلَفِيْنَ فِيْهِ ؕ فَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا
مِنْكُمْ وَاَنْفَقُوْا لَهُمْ اَجْرٌ كَبِيْرٌ ۝
٨- وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ ۚ
وَالرَّسُوْلُ يَدْعُوْكُمْ لِتُؤْمِنُوْا بِرَبِّكُمْ
وَقَدْ اَخَذَ مِيْثَاقَكُمْ اِنْ كُنْتُمْ
مُّؤْمِنِيْنَ ۝ ٩- هُوَ الَّذِيْ يُنَزِّلُ
عَلٰى عَبْدِهٖٓ اٰيٰتٍۭ بَيِّنٰتٍ لِّيُخْرِجَكُمْ

নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের আধিপত্য এবং আল্লাহরই দিকে সমস্ত বিষয় প্রত্যাবর্ত্তিত হইয়া থাকে। ৬। তিনিই রজনীকে দিবসে প্রবিষ্ট করেন এবং দিবসকে নিশিথে প্রবিষ্ট করেন এবং তিনি অন্তর সমূহের বিষয় পরিজ্ঞাত আছেন। ৭। তোমরা আল্লাহ ও তদীয় রসুলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন কর এবং আমি তোমাদিগকে যদ্বিষয়ের স্থলাভিষিক্ত করিয়াছি, তন্মধ্য হইতে ব্যয় কর; অতএব তোমাদের মধ্যে যাহারা বিশ্বাস-স্থাপন করিয়াছে ও ব্যয় করে, তাহাদের জন্য বৃহত্তর প্রতিদান রহিয়াছে। ৮। তোমাদের কি হইয়াছে যে, তোমরা আল্লার প্রতি বিশ্বাস-স্থাপন করিতেছ না? এবং রসুল তোমাদিগকে আহ্বান করিতেছে যে, তোমরা যেন স্বীয় প্রতিপালকের প্রতি বিশ্বাস-স্থাপন কর; এবং যদি তোমরা বিশ্বাসী হও, তবে তিনি নিশ্চয়ই তৎসম্বন্ধে তোমাদের প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করিয়াছেন। ৯। তিনি স্বীয় সেবকের প্রতি এরূপ সমুজ্জ্বল নিদর্শনাবলী অবতারণ করিয়াছেন—যেন সে তোমাদিগকে অন্ধকার হইতে

৭—৮। এই দুইটি আয়তে আল্লাহতালা বিশ্বাসী মুসলমানদিগকে দুইটি বিষয়ের প্রতি বিশেষভাবে আদেশ করিতেছেন। প্রথমতঃ আল্লাহ ও তদীয় রসুলের প্রতি বিশ্বাস-স্থাপন করা। কিন্তু শুধু বিশ্বাস-স্থাপন করিলেই হইবে না; ঐ সঙ্গে সত্য-বিশ্বাসের নিদর্শন স্বরূপ ধন-সম্পদ দান করিয়া আল্লাহতালার সৃষ্টির কল্যাণ সাধন করিতে হইবে। তাই আল্লাহতালা বলিতেছেন যে, আমি তোমাদিগকে যে ধন-সম্পদের অধিকারী করিয়াছি এবং তোমরা উত্তরাধিকার সূত্রে, ব্যবসায় বাণিজ্যে অথবা ধর্ম্মযুদ্ধে—যেরূপেই উহা লাভ করিয়া থাক না কেন, উহা হইতে যথারীতি দান-খয়রাত করিয়া লোকের কল্যাণ সাধন কর; তাহা হইলে আমিও তোমাদিগকে উহার জন্য বৃহত্তর প্রতিদান প্রদান করিব। কিন্তু যদি তোমরা বিশ্বাসী হইবার পর যথারীতি দান-খয়রাত না কর, তবে নিশ্চয় তোমাদিগকে তজ্জন্য আল্লাহতালার নিকট দায়ী হইতে হইবে।

৯—১০। এই দুইটি আয়তে আল্লাহতালা সমগ্র মানব জাতি এবং বিশেষভাবে তৎকালীন আরবের অধিবাসীদিগকে লক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন যে আমি স্বর্গীয় কোরান শরিফের সমুজ্জ্বল নিদর্শনাবলী সহ সত্যধর্ম্ম প্রচার করিবার জন্যই আমার প্রিয়তম রসুলকে তোমাদের মধ্যে প্রেরণ করিয়াছি। তিনি তদ্দারা তোমাদিগকে অধর্ম্ম ও অজ্ঞানতার অন্ধকার হইতে ধর্ম্ম ও জ্ঞানের আলোকে লইয়া যাইবার জন্য আহ্বান করিতেছেন। কিন্তু তোমাদের কি হইয়াছে যে, তোমরা সেই আহ্বানে সাড়া দিয়া সত্যধর্ম্ম গ্রহণ ও ধর্ম্মের পথে ধন-সম্পদ ব্যয় করিতে কুণ্ঠিত হইতেছ।

السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ؕ وَاِلَى اللّٰهِ تُرْجَعُ
الْاُمُوْرُ ○ ٦- يُوْلِجُ الَّيْلَ فِي
النَّهَارِ وَيُوْلِجُ النَّهَارَ فِي الَّيْلِ ؕ وَهُوَ
عَلِيْمٌۢ بِذَاتِ الصُّدُوْرِ ○ ٧- اٰمِنُوْا
بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَاَنْفِقُوْا مِمَّا جَعَلَكُمْ
مُّسْتَخْلَفِيْنَ فِيْهِ ؕ فَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا
مِنْكُمْ وَاَنْفَقُوْا لَهُمْ اَجْرٌ كَبِيْرٌ ○
٨- وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ ج
وَالرَّسُوْلُ يَدْعُوْكُمْ لِتُؤْمِنُوْا بِرَبِّكُمْ
وَقَدْ اَخَذَ مِيْثَاقَكُمْ اِنْ كُنْتُمْ
مُّؤْمِنِيْنَ ○ ٩- هُوَ الَّذِيْ يُنَزِّلُ
عَلٰى عَبْدِهٖۤ اٰيٰتٍۢ بَيِّنٰتٍ لِّيُخْرِجَكُمْ

নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের আধিপত্য এবং
আল্লারই দিকে সমস্ত বিষয় প্রত্যাবর্ত্তিত
হইয়া থাকে। ৬। তিনিই রজনীকে
দিবসে প্রবিষ্ট করেন এবং দিবসকে
নিশিথে প্রবিষ্ট করেন এবং তিনি অন্তর
সমূহের বিষয় পরিজ্ঞাত আছেন।
৭। তোমরা আল্লাহ ও তদীয় রসুলের
প্রতি বিশ্বাস স্থাপন কর এবং আমি
তোমাদিগকে যদ্বিষয়ের স্থলাভিষিক্ত
করিয়াছি, তন্মধ্য হইতে ব্যয় কর;
অতএব তোমাদের মধ্যে যাহারা বিশ্বাস-
স্থাপন করিয়াছে ও ব্যয় করে, তাহাদের
জন্য বৃহত্তর প্রতিদান রহিয়াছে।
৮। তোমাদের কি হইয়াছে যে, তোমরা
আল্লার প্রতি বিশ্বাস-স্থাপন করিতেছ
না? এবং রসুল তোমাদিগকে আহ্বান
করিতেছে যে, তোমরা যেন স্বীয়
প্রতিপালকের প্রতি বিশ্বাস-স্থাপন কর;
এবং যদি তোমরা বিশ্বাসী হও, তবে
তিনি নিশ্চয়ই তৎসম্বন্ধে তোমাদের
প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করিয়াছেন। ৯। তিনি
স্বীয় সেবকের প্রতি এরূপ সমুজ্জ্বল
নিদর্শনাবলী অবতারণ করিয়াছেন—যেন
সে তোমাদিগকে অন্ধকার হইতে

৭—৮। এই দুইটি আয়তে আল্লাহতালা বিশ্বাসী মুসলমানদিগকে দুইটি বিষয়ের প্রতি বিশেষভাবে আদেশ করিতেছেন। প্রথমতঃ আল্লাহ ও তদীয় রসুলের প্রতি বিশ্বাস-স্থাপন করা। কিন্তু শুধু বিশ্বাস-স্থাপন করিলেই হইবে না; ঐ সঙ্গে সত্য-বিশ্বাসের নিদর্শন স্বরূপ ধন-সম্পদ দান করিয়া আল্লাহতালার সৃষ্টির কল্যাণ সাধন করিতে হইবে। তাই আল্লাহতালা বলিতেছেন যে, আমি তোমাদিগকে যে ধন-সম্পদের অধিকারী করিয়াছি এবং তোমরা উত্তরাধিকার সূত্রে, ব্যবসায় বাণিজ্যে অথবা ধর্ম্মযুদ্ধে—যেরূপেই উহা লাভ করিয়া থাক না কেন, উহা হইতে যথারীতি দান-খয়রাত করিয়া লোকের কল্যাণ সাধন কর; তাহা হইলে আমিও তোমাদিগকে উহার জন্য বৃহত্তর প্রতিদান প্রদান করিব। কিন্তু যদি তোমরা বিশ্বাসী হইবার পর যথারীতি দান-খয়রাত না কর, তবে নিশ্চয় তোমাদিগকে তজ্জন্য আল্লাহতালার নিকট দায়ী হইতে হইবে।

৯—১০। এই দুইটি আয়তে আল্লাহতালা সমগ্র মানব জাতি এবং বিশেষভাবে তৎকালীন আরবের অধিবাসীদিগকে লক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন যে আমি স্বর্গীয় কোরান শরিফের সমুজ্জ্বল নিদর্শনাবলী সহ সত্যধর্ম্ম প্রচার করিবার জন্যই আমার প্রিয়তম রসুলকে তোমাদের মধ্যে প্রেরণ করিয়াছি। তিনি তদ্দ্বারা তোমাদিগকে অধর্ম্ম ও অজ্ঞানতার অন্ধকার হইতে ধর্ম্ম ও জ্ঞানের আলোকে লইয়া যাইবার জন্য আহ্বান করিতেছেন। কিন্তু তোমাদের কি হইয়াছে যে, তোমরা সেই আহ্বানে সাড়া দিয়া সত্যধর্ম্ম গ্রহণ ও ধর্ম্মের পথে ধন-সম্পদ ব্যয় করিতে কুণ্ঠিত হইতেছ।

السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۗ وَاِلَى اللّٰهِ تُرْجَعُ
الْاُمُوْرُ ۝ ٦- يُوْلِجُ الَّيْلَ فِي
النَّهَارِ وَيُوْلِجُ النَّهَارَ فِي الَّيْلِ ۗ وَهُوَ
عَلِيْمٌ بِذَاتِ الصُّدُوْرِ ۝ ٧- اٰمِنُوْا
بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَاَنْفِقُوْا مِمَّا جَعَلَكُمْ
مُّسْتَخْلَفِيْنَ فِيْهِ ۗ فَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا
مِنْكُمْ وَاَنْفَقُوْا لَهُمْ اَجْرٌ كَبِيْرٌ ۝
٨- وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ ۚ
وَالرَّسُوْلُ يَدْعُوْكُمْ لِتُؤْمِنُوْا بِرَبِّكُمْ
وَقَدْ اَخَذَ مِيْثَاقَكُمْ اِنْ كُنْتُمْ
مُّؤْمِنِيْنَ ۝ ٩- هُوَ الَّذِيْ يُنَزِّلُ
عَلٰى عَبْدِهٖۤ اٰيٰتٍ بَيِّنٰتٍ لِّيُخْرِجَكُمْ

নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের আধিপত্য এবং আল্লারই দিকে সমস্ত বিষয় প্রত্যাবর্ত্তিত হইয়া থাকে।
৬। তিনিই রজনীকে দিবসে প্রবিষ্ট করেন এবং দিবসকে নিশিথে প্রবিষ্ট করেন এবং তিনি অন্তর সমূহের বিষয় পরিজ্ঞাত আছেন।
৭। তোমরা আল্লাহ ও তদীয় রসুলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন কর এবং আমি তোমাদিগকে যদ্বিষয়ের স্থলাভিষিক্ত করিয়াছি, তন্মধ্য হইতে ব্যয় কর; অতএব তোমাদের মধ্যে যাহারা বিশ্বাস-স্থাপন করিয়াছে ও ব্যয় করে, তাহাদের জন্য বৃহত্তর প্রতিদান রহিয়াছে।
৮। তোমাদের কি হইয়াছে যে, তোমরা আল্লার প্রতি বিশ্বাস-স্থাপন করিতেছ না? এবং রসুল তোমাদিগকে আহ্বান করিতেছে যে, তোমরা যেন স্বীয় প্রতিপালকের প্রতি বিশ্বাস-স্থাপন কর; এবং যদি তোমরা বিশ্বাসী হও, তবে তিনি নিশ্চয়ই তৎসম্বন্ধে তোমাদের প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করিয়াছেন।
৯। তিনি স্বীয় সেবকের প্রতি এরূপ সমুজ্জ্বল নিদর্শনাবলী অবতারণ করিয়াছেন—যেন সে তোমাদিগকে অন্ধকার হইতে

৭—৮। এই দুইটি আয়তে আল্লাহতালা বিশ্বাসী মুসলমানদিগকে দুইটি বিষয়ের প্রতি বিশেষভাবে আদেশ করিতেছেন। প্রথমতঃ আল্লাহ ও তদীয় রসুলের প্রতি বিশ্বাস-স্থাপন করা। কিন্তু শুধু বিশ্বাস-স্থাপন করিলেই হইবে না; ঐ সঙ্গে সত্য-বিশ্বাসের নিদর্শন স্বরূপ ধন-সম্পদ দান করিয়া আল্লাহতালার সৃষ্টির কল্যাণ সাধন করিতে হইবে। তাই আল্লাহতালা বলিতেছেন যে, আমি তোমাদিগকে যে ধন-সম্পদের অধিকারী করিয়াছি এবং তোমরা উত্তরাধিকার সূত্রে, ব্যবসায় বাণিজ্যে অথবা ধর্ম্মযুদ্ধে—যেরূপেই উহা লাভ করিয়া থাক না কেন, উহা হইতে যথারীতি দান-খয়রাত করিয়া লোকের কল্যাণ সাধন কর; তাহা হইলে আমিও তোমাদিগকে উহার জন্য বৃহত্তর প্রতিদান প্রদান করিব। কিন্তু যদি তোমরা বিশ্বাসী হইবার পর যথারীতি দান-খয়রাত না কর, তবে নিশ্চয় তোমাদিগকে তজ্জন্য আল্লাহতালার নিকট দায়ী হইতে হইবে।

৯—১০। এই দুইটি আয়তে আল্লাহতালা সমগ্র মানব জাতি এবং বিশেষভাবে তৎকালীন আরবের অধিবাসীদিগকে লক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন যে আমি স্বর্গীয় কোরান শরিফের সমুজ্জল নিদর্শনাবলী সহ সত্যধর্ম্ম প্রচার করিবার জন্যই আমার প্রিয়তম রসুলকে তোমাদের মধ্যে প্রেরণ করিয়াছি। তিনি তদ্দ্বারা তোমাদিগকে অধর্ম্ম ও অজ্ঞানতার অন্ধকার হইতে ধর্ম্ম ও জ্ঞানের আলোকে লইয়া যাইবার জন্য আহ্বান করিতেছেন। কিন্তু তোমাদের কি হইয়াছে যে, তোমরা সেই আহ্বানে সাড়া দিয়া সত্যধর্ম্ম গ্রহণ ও ধর্ম্মের পথে ধন-সম্পদ ব্যয় করিতে কুণ্ঠিত হইতেছ।

আলোকের দিকে বহির্গত করে; এবং নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের প্রতি স্নেহশীল করুণাময়। ১০। এবং তোমাদের কি হইয়াছে যে, তোমরা আল্লার পথে ব্যয় করিবে না। এবং আল্লার জন্যই নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের উত্তরাধিকারিত্ব; তোমাদের মধ্যে কেহই তাহাদের সমতুল্য নহ—যাহারা মহাবিজয়ের পূর্ব্বে ব্যয় করিয়াছিল। এবং ধর্ম্মযুদ্ধ করিয়াছিল; যাহারা পরে ব্যয় করিয়াছে ও ধর্ম্মযুদ্ধ করিয়াছে তদপেক্ষা উহারাই পদ-মর্য্যাদায় শ্রেষ্ঠতর; এবং আল্লাহ সকলকেই উত্তম প্রতিশ্রুতি দান করিয়াছেন; এবং তোমরা যাহা কর আল্লাহ তদ্বিষয়ে অভিজ্ঞ।

مِّنَ الظُّلُمٰتِ اِلَى النُّوْرِ ط وَاِنَّ اللّٰهَ
بِكُمْ لَرَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ ○ ١٠- وَمَا
لَكُمْ اَلَّا تُنْفِقُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَلِلّٰهِ
مِيْرَاثُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ط
لَا يَسْتَوِيْ مِنْكُمْ مَّنْ اَنْفَقَ مِنْ
قَبْلِ الْفَتْحِ وَقٰتَلَ ط اُولٰٓئِكَ اَعْظَمُ
دَرَجَةً مِّنَ الَّذِيْنَ اَنْفَقُوْا مِنْ بَعْدُ
وَقٰتَلُوْا ط وَكُلًّا وَّعَدَ اللّٰهُ الْحُسْنٰى ط
وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ ع

২য় রুকু—সত্যবিশ্বাস ও সৎকার্য্যের অলৌকিক জ্যোতি

১১। কে আছে—যে আল্লাহকে উত্তম ঋণে ঋনদান করিবে? ফলতঃ তিনি তাহার জন্য উহা দ্বিগুণিত করিবেন এবং তাহার জন্য সম্মানিত প্রতিদান

١١- مَنْ ذَا الَّذِيْ يُقْرِضُ اللّٰهَ قَرْضًا
حَسَنًا فَيُضٰعِفَهٗ لَهٗ وَلَهٗٓ اَجْرٌ كَرِيْمٌ ○

তোমরা নিশ্চয় জানিয়া রাখ যে, যাহারা মহাবিজয় অর্থাৎ মক্কা অধিকারের পূর্ব্বে ইসলামের সেই ঘোর সঙ্কটকালে সত্যধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া ধর্ম্মের পথে ধন-প্রাণ উৎসর্গ করিয়াছিল, তাহাদের সমতুল্য আর কেহই নাই। তাহাদের আত্মোৎসর্গ ও স্বার্থত্যাগের মহিমায় তাহারা ইহ-পরলোকে মহাগৌরবের অধিকারী হইয়াছে। অবশ্য উহার পরে যাহারা সত্যধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছে ও ধর্ম্মের পথে ধন-সম্পদ ব্যয় করিতেছে অথবা ভবিষ্যতে যাহারা সত্য-ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া ধর্ম্মের পথে ও সৎকার্য্যে ধন-সম্পদ ব্যয় করিবে, করুণাময় আল্লাহতালা তাহাদের জন্যও অত্যুত্তম প্রতিদানের প্রতিশ্রুতি দান করিয়াছেন। তিনি আত্মোৎসর্গ, অর্থব্যয় ও সৎকার্য্যের সমুচিত পুরস্কার হইতে কাহাকেও বঞ্চিত করিবেন না।

১১। অতঃপর বিশ্বজগতের যাবতীয় ঐশ্বর্য্যের মহান্ অধিপতি আল্লাহতালা ধর্ম্মযুদ্ধে ধন-সম্পদ প্রদান, সৎকার্য্যে অর্থব্যয় এবং উপযুক্ত পাত্রে দান-খয়রাত করার অপরিসীম পুণ্য ও প্রতিদানের প্রতি স্পষ্টতর ইঙ্গিত করিয়া বলিতেছেন যে, তোমাদের মধ্যে এমন কেহ আছে কি—যে আজ স্বয়ং আল্লাহতালাকে উত্তম ঋণে ঋণ দান করিবে? নিশ্চয় আমি তাহার জন্য ঐ ঋণ দ্বিগুণ করিয়া প্রত্যর্পণ করিব এবং পরলোকে সে উহার জন্য অতি সম্মানজনক প্রতিদান ও অনুপম পুরস্কার প্রাপ্ত হইবে।

ইহলোক ও পরলোকের যাবতীয় ঐশ্বর্য্য-সম্পদের অধিপতি আল্লাহতালা কাহারও ধন-সম্পদ বা দানের প্রার্থী নহেন এবং তাঁহার পক্ষে ঋণ গ্রহণ করিবারও কোন প্রয়োজন নাই; কিন্তু তথাপি লোকে

١٢- يَوْمَ تَرَى الْمُؤْمِنِيْنَ
وَالْمُؤْمِنٰتِ يَسْعٰى نُوْرُهُمْ بَيْنَ
أَيْدِيْهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ بُشْرٰىكُمُ الْيَوْمَ
جَنّٰتٌ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهٰرُ
خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ط ذٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ
الْعَظِيْمُ ۚ ١٣- يَوْمَ يَقُوْلُ
الْمُنٰفِقُوْنَ وَالْمُنٰفِقٰتُ لِلَّذِيْنَ
اٰمَنُوا انْظُرُوْنَا نَقْتَبِسْ مِنْ نُّوْرِكُمْ ۚ
قِيْلَ ارْجِعُوْا وَرَاءَكُمْ فَالْتَمِسُوْا

১২। সেদিন তুমি দেখিবে বিশ্বাসী ও বিশ্বাসিনীগণের সম্মুখে ও তাহাদের দক্ষিণে তাহাদের জ্যোতি …ইতে থাকিবে; আজ তোমাদের … সেই স্বর্গোদ্যানের সুসংবাদ—যাহার … স্রোতস্বিনী-সমূহ প্রবাহিতা … তোমরা সর্ব্বদা অবস্থান … ইহাই সেই সুমহান সফলতা।

১৩। সেদিন কপটবিশ্বাসী ও কপট-বিশ্বাসিনীরা বিশ্বাস-স্থাপনকারীদিগকে …—আমাদের জন্য একটু অপেক্ষা …—যেন আমরাও তোমাদের জ্যোতি … আলোক গ্রহণ করিতে পারি; তাহাদিগকে বলা হইবে যে, তোমরা

…তে ধর্ম্মযুদ্ধ ও সৎকার্য্যে মুক্তহস্তে অর্থ ব্যয় করে, তজ্জন্য তিনি স্বয়ং জামিন হইয়া এবং উপযুক্ত পুরস্কার ও প্রতিদানের প্রতিশ্রুতি দিয়া মানবের নিকট সন্তুষ্ট চিত্তে ঋণ প্রার্থনা করিয়াছেন। সুতরাং মানবের পক্ষে ধর্ম্মযুদ্ধ ও সৎকার্য্যে অর্থব্যয় করিয়া সর্ব্বপ্রদাতা করুণাময় আল্লাহতালাকে ঋণ প্রদান … অথবা পারলৌকিক পুরস্কারের জন্য তাঁহাকে ঋণী করিয়া রাখিবার ন্যায় সৌভাগ্য ও গৌরব আর কি হইতে পারে?—সুরা বকর, ২৪৫ আয়ত দ্রষ্টব্য।

১২। যাহারা ধর্ম্মযুদ্ধ ও সৎকার্য্যে অর্থব্যয় করে এবং উপযুক্ত দান-খয়রাত করিতে কোনরূপ কৃপণতা করে না, তাহারা পরকালে কিরূপ অনুপম পুরস্কার প্রাপ্ত হইবে, তাহাও আল্লাহতালা এই সঙ্গে বলিয়া দিয়াছেন। আল্লাহতালা বলিতেছেন যে, সেই পুনরুত্থান ও মহাবিচারের দিন সমস্ত বিশ্বাসী নর-নারীর সম্মুখে ও দক্ষিণে তাঁহাদের সত্য-বিশ্বাস ও সৎকার্য্যের সমুজ্জ্বল জ্যোতি সমূহ সুপ্রকাশিত হইবে এবং সেই সমুজ্জ্বল জ্যোতি তাহাদিগকে স্বর্গোদ্যানের দিকে পথ প্রদর্শন করিয়া লইয়া যাইবে। ইহাই আলোচ্য আয়তের সুস্পষ্ট মর্ম্ম; কিন্তু অধিকাংশ তফসিরকারের মত এই যে, ইহা 'পুল সেরাতের' বর্ণনা। সেদিন মহাবিচারের পর ভীষণ নরকের উপর দিয়া তীক্ষ্ণ ধার বিশিষ্ট সূক্ষ্মতম তীরের ন্যায় একটি পুল বা পথ প্রস্তুত করিয়া দেওয়া হইবে এবং সেই পথ ঘোর অন্ধকারে আচ্ছন্ন থাকিবে। অনন্তর প্রত্যেক নরনারীকে সেই পথ অতিক্রম করিয়া স্বর্গোদ্যানে প্রবেশ করিতে হইবে। বিশ্বাসী ও পুণ্যবান নরনারীগণ তাহাদের সত্য-বিশ্বাস ও সৎকার্য্যের সমুজ্জ্বল জ্যোতির সাহায্যে মুহূর্ত্ত মধ্যে সেই পথ অতিক্রম করিয়া স্বর্গোদ্যানে প্রবেশ করিবে। কিন্তু অবিশ্বাসী ও কপট-বিশ্বাসীরা সেই অন্ধকারে পথ … এবং অসতর্কভাবে সেই ধারাল সূক্ষ্ম তার সদৃশ পুলের উপর আরোহণ করিয়া পাপের … খণ্ডিত দেহে নরকের মধ্যে নিপতিত হইবে।

১৩—১৫। সেই সঙ্কট কালে কপট-বিশ্বাসী মোনাফেক দল বিশ্বাসী মুসলমানদিগকে আহ্বান করিয়া বলিবে যে, পৃথিবীতে আমরা ত তোমাদেরই অন্তর্ভুক্ত ছিলাম এবং তোমাদের সঙ্গেই ত নামাজ-রোজা ও হজ-জাকাত সম্পন্ন করিতাম। সুতরাং আজ তোমরা আমাদিগকে এই সঙ্কটে ফেলিয়া না গিয়া একটু অপেক্ষা করিয়া ধীরে ধীরে গমন কর—যেন তোমাদের ঐ জ্যোতিতে পথ

পশ্চাতে ফিরিয়া যাও, তৎপর জ্যোতি অনুসন্ধান ; অতঃপর তাহাদের মধ্যে প্রাচীর প্রতিষ্ঠিত হইবে—যাহাতে দ্বার থাকিবে ; যাহার অভ্যন্তরে অনুগ্রহ এবং বহির্ভাগে শাস্তি হইবে। ১৪। উহারা তাহাদিগকে আহ্বান করিয়া বলিবে যে আমরা কি তোমাদের সঙ্গে ছিলাম না ? তাহারা বলিবে—হাঁ ; কিন্তু তোমরা নিজেরাই নিজেদের বিপাকে নিক্ষেপ করিয়াছিলে এবং তোমরা অপেক্ষা করিয়াছিলে ও ইহাতে সন্দেহ করিয়াছিলে এবং আল্লার আদেশ উপনীত না হওয়া পর্য্যন্ত তোমাদের দুরাশাই তোমাদিগকে প্রতারিত করিয়াছিল এবং প্রতারণাকারীরাও তোমাদিগকে আল্লাহ সম্বন্ধে প্রতারিত করিয়াছিল। ১৫। অতএব আজ তোমাদিগ হইতে কোনই বিনিময় গ্রহণ করা হইবে না এবং অবিশ্বাসকারীদিগের নিকট হইতেও ; নরকানলই তোমাদের অবস্থানাগার—উহাই তোমাদের প্রতিভূ এবং উহা নিকৃষ্টতর প্রত্যাবর্ত্তন-স্থল। ১৬। তবে কি বিশ্বাস-স্থাপনকারিগণের জন্য সেই সময় সন্নিকটবর্ত্তী হয় নাই যে, তাহাদের অন্তর-সমূহ আল্লার স্মরণে এবং সত্য হইতে যাহা অবতারিত হইয়াছে তদ্বিষয়ে অবনমিত হয় এবং পূর্ব্বে যাহাদিগকে গ্রন্থ প্রদান করা হইয়াছে,

نُورًا ۖ فَضُرِبَ بَيْنَهُم بِسُورٍ لَّهُ بَابٌ ۖ
بَاطِنُهُ فِيهِ الرَّحْمَةُ وَظَاهِرُهُ مِن
قِبَلِهِ الْعَذَابُ ۞ ١٤- يُنَادُونَهُمْ
أَلَمْ نَكُن مَّعَكُمْ ۖ قَالُوا بَلَىٰ وَلَٰكِنَّكُمْ
فَتَنتُمْ أَنفُسَكُمْ وَتَرَبَّصْتُمْ وَارْتَبْتُمْ
وَغَرَّتْكُمُ الْأَمَانِيُّ حَتَّىٰ جَاءَ أَمْرُ
اللَّهِ وَغَرَّكُم بِاللَّهِ الْغَرُورُ ○
١٥- فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنكُمْ فِدْيَةٌ
وَلَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا ۚ مَأْوَاكُمُ
النَّارُ ۖ هِيَ مَوْلَاكُمْ ۖ وَبِئْسَ
الْمَصِيرُ ○ ١٦- أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ
آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ
وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ ۙ وَلَا يَكُونُوا
كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلُ

দেখিয়া আমরাও তোমাদের সঙ্গে এই পুল অতিক্রম করিতে পারি। তখন তাহাদিগকে বলা হইবে যে, এই জ্যোতি তোমাদের জন্য নহে, কারণ ইহা সত্য-বিশ্বাস ও সৎকার্য্যের জ্যোতি। পক্ষান্তরে তোমরা কপটভাবে ইস্‌লাম গ্রহণ করিয়া বা মুসলমান বলিয়া পরিচয় দিয়া শুধু লোক দেখাইবার জন্য যে নামাজ-রোজা করিয়াছিলে, তদ্দ্বারা এই জ্যোতি-লাভের কোনই আশাই নাই। অনন্তর তাহাদের উভয় শ্রেণীর মধ্যে এক সমুচ্চ প্রাচীর প্রতিষ্ঠিত হইবে এবং বিশ্বাসী নর-নারীগণ স্ব স্ব জ্যোতির সাহায্যে সেই প্রাচীরের দ্বার দিয়া স্বর্গোদ্যানে গমন করিবে এবং অবিশ্বাসী ও কপট-বিশ্বাসীরা অন্ধকারে পথ হারাইয়া সেই প্রাচীরের অপর পার্শ্বে নিকৃষ্টতর নরকের মধ্যে পড়িয়া থাকিবে।

১৬—১৭। অনন্তর আল্লাহতা'লা বলিতেছেন যে, আমি যেরূপভাবে এই পৃথিবীকে উহার মৃত্যুর পর অর্থাৎ প্রখর রৌদ্রতাপে পৃথিবী বিশুষ্ক ও তরুলতা শূন্য হইয়া যাইবার পর আমার অনুগ্রহ স্বরূপ বৃষ্টি-ধারা বর্ষণে উহাকে সরস ও সঞ্জীবিত করিয়া তরুলতা ও ফলে-ফুলে বিশোভিত

فطال عليهم الامد فقست قلوبهم ط
وكثير منهم فسقون ○

١٧- اعلموا ان الله يحي الارض
بعد موتها ط قد بينا لكم الايت
لعلكم تعقلون ○ ١٨- ان المصد
قين والمصدقت واقرضوا الله قرضا
حسنا يضعف لهم ولهم اجر كريم ○

١٩- والذين امنوا بالله ورسله
اولئك هم الصديقون ق
والشهداء عند ربهم ط لهم اجرهم
ونورهم ط والذين كفروا وكذبوا
بايتنا اولئك اصحب الجحيم ع

তাহাদের সদৃশ না হয়; যেহেতু তাহাদের উপর বহুযুগ অতীত হইয়াছে, সেই হেতু তাহাদের অন্তর-সমূহ কঠিন হইয়াছে; এবং তাহাদের অধিকাংশই দুষ্কার্য্যকারী।

১৭। তোমরা জানিয়া রাখ যে, নিশ্চয় আল্লা-ই পৃথিবীকে উহার মৃত্যুর পরে সঞ্জীবীত করেন; নিশ্চয় আমি তোমাদের জন্য নিদর্শনাবলী বিবৃত করিয়াছি—যেন তোমরা উপলব্ধি কর। ১৮। নিশ্চয় দানকারী ও দানকারিণীগণ এবং আল্লাহকে উত্তম ঋণে ঋণ-প্রদানকারিগণের জন্য উহা দ্বিগুণিত করা হইবে এবং তাহাদের জন্য সম্মানিত প্রতিদান রহিয়াছে। ১৯। এবং যাহারা আল্লাহ ও তদীয় রসুলের প্রতি বিশ্বাস-স্থাপন করিয়াছে, তাহারাই সত্যপরায়ণ এবং স্বীয় প্রতিপালকের নিকট আত্মোৎসর্গকারী; তাহাদের জন্যই তাহাদের প্রতিদান ও তাহাদের জ্যোতি রহিয়াছে; এবং যাহারা অবিশ্বাস করিয়াছে ও আমার নিদর্শনাবলীর প্রতি অসত্যারোপ করিয়াছে, তাহারাই নরকের অধিবাসী।

করি, সেইরূপ মানবের মৃত্যুর পর তাহাদিগকে পুনরায় সঞ্জীবিত করিয়া প্রত্যেক নর-নারীকে অবশ্যই তাহাদের কৃতকর্ম্মের প্রতিদান বা প্রতিফল প্রদান করিব। বিশ্বাসী নর-নারীগণের জন্য ঐ সময় ক্রমেই সন্নিকটবর্ত্তী হইয়া আসিতেছে। অতএব আমা হইতে অবতারিত এই কোরান শরিফ পাঠ করিয়া তাহাদের অন্তর যেন আমার স্মরণে দ্রবীভূত হয় এবং তাহারা যেন পূর্ব্ববর্ত্তী গ্রন্থানুগামী ইহুদী ও খ্রীষ্টান প্রভৃতি সম্প্রদায়ের মত না হয়—পৃথিবীর ভোগ-বিলাস ও স্বার্থপরতায় যাহাদের অন্তর কঠিন হইয়া গিয়াছে এবং যাহারা অবিরত অনাচার ও দুষ্কার্য্যে জীবন অতিবাহিত করিতেছে।

১৮—১৯। অবশেষে আল্লাহতালা বিশেষভাবে বলিয়া দিয়াছেন যে, ধর্ম্মযুদ্ধ ও সৎকার্য্যে ধন-সম্পদ ব্যয়কারী নরনারীগণ এবং যে সকল পুরুষ ও রমণী মানবের কল্যাণ সাধনের জন্য সন্তুষ্ট চিত্তে ও মুক্তহস্তে দান-খয়রাত করিয়া আল্লাহতালাকে ঋণী বা সন্তুষ্ট করিয়া রাখিয়াছে, তাহারা পরলোকে অতি সম্মানজনক পুরস্কার ও দ্বিগুণতর প্রতিদান প্রাপ্ত হইবে। আর যাহারা সত্যবিশ্বাসী দাতা ও সৎকর্ম্মশীল, তাহারা পরলোকে স্ব স্ব প্রতিদানের সহিত আল্লাহতালার অনুগ্রহের অপূর্ব্ব জ্যোতি লাভ করিয়া ধন্য ও কৃতার্থ হইবে। পক্ষান্তরে অবিশ্বাসী ও সত্যধর্ম্মের প্রতি অসত্যারোপ-কারীদের পক্ষে নরকে গমন করিয়া উহার কঠোর শাস্তি ও লাঞ্ছনা ভোগ করা ভিন্ন তাহাদের আর কোনই গত্যন্তর থাকিবে না।

৩য় রুকু—পার্থিব জীবন ও পার্থিব ধন-সম্পদের অনিত্যতা

২০। তোমরা জানিয়া রাখ যে, এই পার্থিব জীবন ক্রীড়া ও কৌতুক ভিন্ন নহে—এবং এই সাজ-সজ্জা ও পরস্পরের মধ্যে অহঙ্কার এবং ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততির আধিক্য; ইহা বৃষ্টিধারা সদৃশ সব্জী-উৎপাদনকারীকে আনন্দ দান করে, তৎপর উহা বর্দ্ধিত হয়, তখন তুমি উহা হরিদ্বর্ণ অবলোকন করিবে; তৎপর উহা বিচূর্ণিত হইয়া যায়; এবং পরকালে কঠোর শাস্তি এবং আল্লার সন্নিধান হইতে মার্জ্জনা ও পরিতুষ্টি রহিয়াছে; এবং এই পার্থিব জীবন প্রতারণার ভাণ্ডার ব্যতীত নহে।

২১। তোমরা স্বীয় প্রতিপালকের মার্জ্জনা ও সেই স্বর্গোদ্যানের দিকে অগ্রসর হও—যাহার প্রসারতা নভোমণ্ডল

٢٠- اِعْلَمُوْٓا اَنَّمَا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا
لَعِبٌ وَّلَهْوٌ وَّزِيْنَةٌ وَّتَفَاخُرٌۢ بَيْنَكُمْ
وَتَكَاثُرٌ فِى الْاَمْوَالِ وَالْاَوْلَادِ ؕ
كَمَثَلِ غَيْثٍ اَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهٗ
ثُمَّ يَهِيْجُ فَتَرٰىهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَكُوْنُ
حُطَامًا ؕ وَفِى الْاٰخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيْدٌ ۙ
وَّمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللّٰهِ وَرِضْوَانٌ ؕ وَمَا
الْحَيٰوةُ الدُّنْيَآ اِلَّا مَتَاعُ الْغُرُوْرِ ۝
٢١- سَابِقُوْٓا اِلٰى مَغْفِرَةٍ مِّنْ رَّبِّكُمْ

২০। এই আয়তে আল্লাহতালা মানবকে স্মরণ করাইয়া দিতেছেন যে, তোমাদের এই অনিত্য পার্থিব জীবন অসার ক্রীড়া-কৌতুকের ন্যায় প্রবঞ্চনা ও প্রতারণার ভাণ্ডার ব্যতীত আর কিছুই নহে। তোমাদের এই রূপ-যৌবন ও সাজ-সজ্জা, তোমাদের এই গর্ব্ব ও অহঙ্কার এবং তোমাদের এই ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততির আধিক্য সমস্তই অসার ও ক্ষণস্থায়ী। উহা বৃষ্টিধারা সম্পাতে সমুৎপন্ন শস্য বা সজীব সদৃশ—যাহা উহার উৎপাদনকারী কৃষককে কয়েকদিনের জন্য অস্থায়ী আনন্দ দান করে; তৎপর উহা বর্দ্ধিত হইয়া হরিদ্বর্ণে বিশোভিত হয় এবং অবশেষে উহা বিশুষ্ক ও বিচূর্ণ হইয়া যায়। মানবের ধনজন, রূপ-যৌবন এবং গর্ব্ব-অহঙ্কারও ঐরূপ অসার ও অচিরস্থায়ী। আপদ-বিপদ, রোগ ব্যধি ও বার্দ্ধক্য অথবা মানবের জীবন-প্রদীপ নিভিবার সঙ্গে সঙ্গে উহা সমস্তই শেষ হইয়া যায়। অতএব যদি এই জীবন সত্য ও সার্থক করিতে চাও, তবে অসার ক্রীড়া-কৌতুক আমোদ-প্রমোদে জীবন অতিবাহিত না করিয়া এবং লোভ, মোহ ও প্রতারণার ফাঁদে না পড়িয়া সত্য-বিশ্বাস ও সৎকার্য্যের দ্বারা এই জীবনকে সুন্দর ও সার্থক করিয়া তোল। তাহা হইলে নিশ্চয় তোমরা চিরস্থায়ী পরলোকে নরকের শাস্তি ও লাঞ্ছনা হইতে পরিত্রাণ লাভ করিয়া তাঁহার অনুগ্রহ, মার্জ্জনা ও সন্তোষ সহ অনুপম সুখ-সম্পদপূর্ণ স্বর্গোদ্যানের অধিকারী হইতে পারিবে।

২১। এই আয়তে স্বর্গের স্বরূপ বর্ণিত হইয়াছে। আল্লাহতালা বলিতেছেন যে, উহার প্রসারতা নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডল সদৃশ এবং ইহা বিশ্বাসীগণের জন্য আল্লাহতালার অনুগ্রহ ও করুণার শ্রেষ্ঠতম নিদর্শন। বলা বাহুল্য, স্বর্গোদ্যানের প্রসারতা সম্বন্ধে ইহা একটি উপমা মাত্র। এতদ্দ্বারা শুধু উহার বিশালতাই প্রকাশ করা হইয়াছে। মিঃ মোহাম্মদ আলী প্রমুখ কোন কোন তফসীরকার লিখিয়াছেন যে, ইহার দ্বারা বুঝা যায় যে, স্বর্গ ও নরক কোন স্বতন্ত্র স্থান নহে—উহা মানবের বিভিন্নরূপ অবস্থার বিভিন্নরূপ

ও ভূমণ্ডলের ন্যায় সম্প্রসারিত; ইহা আল্লাহ ও তদীয় রসূলের প্রতি বিশ্বাস-স্থাপনকারীদিগের জন্য প্রস্তুত করা হইয়াছে; ইহা আল্লারই করুণা—তিনি যাহাকে ইচ্ছা উহা দান করেন এবং আল্লাই সুমহান করুণার অধিপতি।

২২। এতদ্ব্যতীত এই পৃথিবীতে অথবা তোমাদের নিজেদের মধ্যে কোনই বিপদ আপতিত হয় না যে, আমি পূর্ব্বেই উহা সৃষ্টি করিয়া গ্রন্থ মধ্যে রাখিয়াছি; নিশ্চয় ইহা আল্লার পক্ষে সহজ।

২৩। বস্তুতঃ তোমাদের উপর যাহা অতিক্রান্ত হইয়াছে তজ্জন্য দুঃখিত হইও না এবং তোমাদিগকে যাহা প্রদত্ত হইয়াছে তজ্জন্যও উল্লাসিত হইও না; এবং আল্লাহ উদ্ধত অহঙ্কারীদিগকে ভালবাসেন না। ২৪। যাহারা কৃপণতা করে এবং মানবদিগকে কৃপণতা সম্বন্ধে আদেশ করে, এবং যে প্রত্যাবর্ত্তিত হয় তবে নিশ্চয় আল্লাহ সুপ্রচুর প্রশংসিত।

২৫। নিশ্চয় আমি আমার রসুলকে

وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاءِ
وَالْأَرْضِ لا أُعِدَّتْ لِلَّذِينَ آمَنُوا
بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ ط ذَٰلِكَ فَضْلُ اللَّهِ
يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ ط وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ
الْعَظِيمِ ○ ٢٢- مَا أَصَابَ مِنْ
مُصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنْفُسِكُمْ
إِلَّا فِي كِتَابٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَبْرَأَهَا ط
إِنَّ ذَٰلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ ۚ
٢٣- لِكَيْلَا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ
وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ ط وَاللَّهُ
لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ ۙ
٢٤- نِ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ وَيَأْمُرُونَ
النَّاسَ بِالْبُخْلِ ط وَمَنْ يَتَوَلَّ فَإِنَّ
اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ ○ ٢٥- لَقَدْ

অনুভূতি মাত্র। নচেৎ স্বর্গ যদি সমগ্র নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডল জুড়িয়া অবস্থিত হয়, তবে নরকের স্থান কোথায় হইবে? বলা বাহুল্য, ইহা অতি ভ্রমাত্মক মত। কারণ স্বর্গ ও নরক সম্পূর্ণ পারলৌকিক ব্যাপার, উহার সহিত ইহলৌকিক সুখদুঃখের অনুভূতির কোনই সম্পর্ক নাই।

২২—২৪। এই তিনটি আয়তে বলা হইতেছে যে, এই পৃথিবীতে মানবের উপর মহামারী, দুর্ভিক্ষ, সর্ব্বনাশ ও প্রাণহানি প্রভৃতি যে সকল আপদ-বিপদ অবতীর্ণ হয়, তাহা আল্লাহতায়ালা পূর্ব্বেই স্বীয় জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা দ্বারা গ্রন্থ মধ্যে লিপিবদ্ধ ও নির্দ্ধারিত করিয়া রাখিয়াছেন। পক্ষান্তরে মানব পার্থিব জীবনে যে সকল ধন-জন, বিষয়-সম্পদ ও খ্যাতি-প্রতিপত্তি লাভ করে, তাহাও আল্লাহতালার অনুগ্রহে তদীয় নির্দ্দেশ অনুসারেই হইয়া থাকে। সুতরাং বিপদে বিচলিত ও ধৈর্য্যহীন এবং সম্পদে উল্লাসিত ও অহঙ্কারী হওয়া অথবা অভাব-অনটনে অপব্যয়ী এবং ধন-সম্পদ থাকিতে কৃপণতা করা বা কাহাকেও কৃপণতা করিতে বলা কখনই মানবের উচিত নহে। কারণ আল্লাহতালা ধৈর্য্যহীন, কৃপণ, অপব্যয়ী এবং উদ্ধত ও অহঙ্কারীদিগকে কখনই ভাল বাসেন না।

২৫। ইহার পর আল্লাহতালা বলিতেছেন যে, তিনি মানব জাতির মধ্যে সত্যধর্ম্ম সদাচার ও সুবিচার প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্যই তাঁহার অনুগৃহীত ও মনোনীত রসুলগণকে প্রকাশ্য প্রমাণ ও স্বর্গীয় সদুপদেশ সহ

أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنٰتِ وَأَنْزَلْنَا
مَعَهُمُ الْكِتٰبَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ
النَّاسُ بِالْقِسْطِ ۚ وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ
فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنٰفِعُ لِلنَّاسِ
وَلِيَعْلَمَ اللّٰهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ
بِالْغَيْبِ ۚ إِنَّ اللّٰهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ ۝

প্রকাশ্য প্রমাণাবলী সহ প্রেরণ করিয়াছি, এবং তাহাদের সহিত গ্রন্থ ও তুলাদণ্ড অবতীর্ণ করিয়াছি—যেন মানবগণ ন্যায়-বিচার সুপ্রতিষ্ঠিত করে; এবং আমি লৌহ অবতীর্ণ করিয়াছি—যাহাতে মানুষের জন্য কঠিন যুদ্ধাস্ত্র ও সুফল সমূহ রহিয়াছে এবং যেন আল্লাহ জানিতে পারেন—কে তাঁহাকে ও তদীয় রসুলকে অদৃশ্যভাবে সাহায্য করে; নিশ্চয় আল্লাহ শক্তিশালী পরাক্রান্ত।

৪র্থ রুকু—সন্ন্যাস-ধর্ম্মের অসারতা ও অকৃতকার্য্যতা

٢٦- وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرٰهِيمَ
وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ
وَالْكِتٰبَ فَمِنْهُمْ مُهْتَدٍ ۚ وَكَثِيرٌ
مِنْهُمْ فٰسِقُونَ ۝ ٢٧- ثُمَّ قَفَّيْنَا

২৬। এবং নিশ্চয়ই আমি নূহ ও এব্রাহিমকে প্রেরণ করিয়াছিলাম এবং আমি তদুভয়ের বংশধরদিগকে নবুওত ও গ্রন্থ দান করিয়াছিলাম; ফলতঃ তাহাদের মধ্যে কতিপয় সুপথগামী ছিল এবং তাহাদের অধিকাংশই দুস্কার্য্যকারী ছিল। ২৭। তৎপর তাহাদের পদাঙ্ক

দেশ-কাল-পাত্রানুযায়ী ক্রমে ক্রমে এই ধরাধামে প্রেরণ করিয়াছেন। এতদ্ভিন্ন অত্যাচারীর অত্যাচার ও অধার্ম্মিকের অনাচার নিবারণ করিয়া জগতে শান্তি ও সুবিচার প্রতিষ্ঠার জন্যই তিনি লৌহ সৃষ্টি করিয়াছেন—যাহাতে তীর, তরবারী, বর্শা, বন্দুক, কামান প্রভৃতি কঠিন ভয়াবহ যুদ্ধাস্ত্র সকল এবং দা, কাঁচি, কুঠার, কোদালি প্রভৃতি নিত্য প্রয়োজনীয় অন্যান্য দ্রব্যাদি নির্ম্মিত হইয়া থাকে। যাহারা সদুদ্দেশ্যে সত্য ও সুবিচার প্রতিষ্ঠার জন্য ঐ সকল অস্ত্র-শস্ত্র ব্যবহার করে এবং অত্যাচারী শত্রু-দমন ও সত্য-ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠার জন্য প্রাণের মায়া পরিত্যাগ করিয়া ধর্ম্মযুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়, তাঁহারা নিশ্চয় সুফল প্রাপ্ত হইবে এবং আল্লাহ ও রসুলের প্রিয়পাত্র হইয়া পরলোকে উহার অফুরন্ত সুখ-সম্পদ ভোগ করিবে। দুঃখের বিষয়, পবিত্র কোরান শরিফের প্রেরণা অনুযায়ী লৌহাস্ত্রের উপযুক্ত ব্যবহার বিস্মৃত হইয়াই আজ মুসলমানেরা অবনতি ও দুর্গতির চরম সীমায় উপনীত হইয়াছে।

২৬—২৭। অনন্তর আল্লাহতালা বলিতেছেন যে, আমি ইহার পূর্ব্বে নূহ ও এবরাহিমকে আমার মনোনীত নবী-রূপে প্রেরণ করিয়াছিলাম; তাঁহাদের বংশধরগণের মধ্যে অনেককে নবুয়ত ও গ্রন্থ দান করিয়াছিলাম; কিন্তু তাঁহাদের অনুগামিগণের মধ্যে অতি অল্প-সংখ্যক লোকই ধার্ম্মিক ও সত্যপরায়ণ হইয়াছিল এবং তাঁহাদের অধিকাংশই দুষ্কার্য্যকারী হইয়া গিয়াছিল। তৎপর ইহাদের পদাঙ্ক অনুসরণে আমি অন্যান্য নবীগণকে এবং অবশেষে মরিয়ম-নন্দন ঈসাকে প্রেরণ করিয়াছিলাম। তাঁহার অনুগামীদিগের মধ্যে একদল লোকের অন্তকরণ অত্যন্ত কোমল ও করুণ ছিল এবং আমি আদেশ না করিলেও তাঁহারা আমার সন্তুষ্টি সাধনের জন্য নিজেদের মধ্যে সন্ন্যাস-প্রথা প্রবর্ত্তন করিয়া লইয়াছিল। কিন্তু তাহাদের অধিকাংশই ঐ কঠোর সন্ন্যাস জীবনের কর্ত্তব্য প্রতিপালন করিতে পারে নাই। ফলে তাহারা নানারূপ অনাচার ও অপকার্য্যে লিপ্ত হইয়া অধঃপতিত ও দুষ্কার্য্যকারী হইয়া গিয়াছিল।

প্রকাশ্য প্রমাণাবলী সহ প্রেরণ করিয়াছি,
এবং তাহাদের সহিত গ্রন্থ ও তুলাদণ্ড
অবতীর্ণ করিয়াছি—যেন মানবগণ ন্যায়-
বিচার সুপ্রতিষ্ঠিত করে; এবং আমি
লৌহ অবতীর্ণ করিয়াছি—যাহাতে
মানুষের জন্য কঠিন যুদ্ধাস্ত্র ও সুফল সমূহ
রহিয়াছে এবং যেন আল্লাহ জানিতে
পারেন—কে তাঁহাকে ও তদীয় রসুলকে
অদৃশ্যভাবে সাহায্য করে; নিশ্চয়
আল্লাহ শক্তিশালী পরাক্রান্ত।

أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنٰتِ وَأَنْزَلْنَا
مَعَهُمُ الْكِتٰبَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ
النَّاسُ بِالْقِسْطِ ج وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ
فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَّمَنَافِعُ لِلنَّاسِ
وَلِيَعْلَمَ اللّٰهُ مَنْ يَّنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ
بِالْغَيْبِ ط إِنَّ اللّٰهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ ع

৪র্থ রুকু—সন্ন্যাস-ধর্ম্মের অসারতা ও অকৃতকার্য্যতা

২৬। এবং নিশ্চয়ই আমি নূহ ও
এব্রাহিমকে প্রেরণ করিয়াছিলাম এবং
আমি তদুভয়ের বংশধরদিগকে নবুওত
ও গ্রন্থ দান করিয়াছিলাম; ফলতঃ
তাহাদের মধ্যে কতিপয় সুপথগামী ছিল
এবং তাহাদের অধিকাংশই দুষ্কার্য্যকারী
ছিল। ২৭। তৎপর তাহাদের পদাঙ্ক

٢٦- وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَّإِبْرٰهِيمَ
وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ
وَالْكِتٰبَ فَمِنْهُمْ مُّهْتَدٍ ج وَكَثِيرٌ
مِّنْهُمْ فٰسِقُونَ ٥ ٢٧- ثُمَّ قَفَّيْنَا

দেশ-কাল-পাত্রানুযায়ী ক্রমে ক্রমে এই ধরাধামে প্রেরণ করিয়াছেন। এতদ্ভিন্ন অত্যাচারীর অত্যাচার ও অধার্ম্মিকের অনাচার নিবারণ করিয়া জগতে শান্তি ও সুবিচার প্রতিষ্ঠার জন্যই তিনি লৌহ সৃষ্টি করিয়াছেন—যাহাতে তীর, তরবারী, বর্শা, বন্দুক, কামান প্রভৃতি কঠিন ভয়াবহ যুদ্ধাস্ত্র সকল এবং দা, কাঁচি, কুঠার, কোদালি প্রভৃতি নিত্য প্রয়োজনীয় অন্যান্য দ্রব্যাদি নির্ম্মিত হইয়া থাকে। যাহারা সদুদ্দেশ্যে সত্য ও সুবিচার প্রতিষ্ঠার জন্য ঐ সকল অস্ত্র-শস্ত্র ব্যবহার করে এবং অত্যাচারী শত্রু-দমন ও সত্য-ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠার জন্য প্রাণের মায়া পরিত্যাগ করিয়া ধর্ম্মযুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়, তাঁহারা নিশ্চয় সুফল প্রাপ্ত হইবে এবং আল্লাহ ও রসুলের প্রিয়পাত্র হইয়া পরলোকে উহার অফুরন্ত সুখ-সম্পদ ভোগ করিবে। দুঃখের বিষয়, পবিত্র কোরান শরিফের প্রেরণা অনুযায়ী লৌহাস্ত্রের উপযুক্ত ব্যবহার বিস্মৃত হইয়াই আজ মুসলমানেরা অবনতি ও দুর্গতির চরম সীমায় উপনীত হইয়াছে।

২৬—২৭। অনন্তর আল্লাহতালা বলিতেছেন যে, আমি ইহার পূর্ব্বে নূহ ও এবরাহিমকে আমার মনোনীত নবী-রূপে প্রেরণ করিয়াছিলাম; তাঁহাদের বংশধরগণের মধ্যে অনেককে নবুয়ত ও গ্রন্থ দান করিয়াছিলাম; কিন্তু তাঁহাদের অনুগামিগণের মধ্যে অতি অল্প-সংখ্যক লোকই ধার্ম্মিক ও সত্যপরায়ণ হইয়াছিল এবং তাঁহাদের অধিকাংশই দুষ্কার্য্যকারী হইয়া গিয়াছিল। তৎপর ইহাদের পদাঙ্ক অনুসরণে আমি অন্যান্য নবীগণকে এবং অবশেষে মরিয়ম-নন্দন ঈসাকে প্রেরণ করিয়াছিলাম। তাঁহার অনুগামীদিগের মধ্যে একদল লোকের অন্তকরণ অত্যন্ত কোমল ও করুণ ছিল এবং আমি আদেশ না করিলেও তাঁহারা আমার সন্তুষ্টি সাধনের জন্য নিজেদের মধ্যে সন্ন্যাস-প্রথা প্রবর্ত্তন করিয়া লইয়াছিল। কিন্তু তাহাদের অধিকাংশই ঐ কঠোর সন্ন্যাস জীবনের কর্ত্তব্য প্রতিপালন করিতে পারে নাই। ফলে তাহারা নানারূপ অনাচার ও অপকার্য্যে লিপ্ত হইয়া অধঃপতিত ও দুষ্কার্য্যকারী হইয়া গিয়াছিল।

عَلٰٓى اٰثَارِهِمْ بِرُسُلِنَا وَقَفَّيْنَا

بِعِيْسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَاٰتَيْنٰهُ الْاِنْجِيْلَ ۙ

وَجَعَلْنَا فِيْ قُلُوْبِ الَّذِيْنَ

اتَّبَعُوْهُ رَاْفَةً وَّرَحْمَةً ط وَرَهْبَانِيَّةَ

نِ ابْتَدَعُوْهَا مَا كَتَبْنٰهَا عَلَيْهِمْ اِلَّا

ابْتِغَآءَ رِضْوَانِ اللّٰهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ

رِعَايَتِهَا ج فَاٰتَيْنَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْهُمْ

اَجْرَهُمْ ج وَكَثِيْرٌ مِّنْهُمْ فٰسِقُوْنَ ۝

অনুসরণে আমি আমার অন্যান্য রসুলগণকে প্রেরণ করিয়াছিলাম; এবং তাহার পরে আমি মরিয়ম-নন্দন ঈসাকে প্রেরণ করিয়াছিলাম এবং তাহাকে ইঞ্জিল দান করিয়াছিলাম; এবং যাহারা তাহার অনুসরণ করিয়াছিল, আমি তাহাদের অন্তর-সমূহ সুকোমল ও সকরুণ করিয়াছিলাম; এবং তাহারা সন্ন্যাস প্রথা প্রবর্ত্তন করিয়াছিল—যাহা আমি তাহাদের জন্য বিধিবদ্ধ করি নাই, বরং তাহারা আল্লার সন্তুষ্টি সন্ধান করিয়াছিল; কিন্তু তাহারা উহা সত্যরূপ পালনে প্রতিপালন করিতে পারে নাই; অতঃপর তাহাদের মধ্যে যাহারা বিশ্বাস-স্থাপন করিয়াছিল, আমি তাহাদিগকে তাহাদের প্রতিদান প্রদান করিয়াছিলাম এবং তাহাদের মধ্যে অধিকাংশই

সন্ন্যাস-ধর্ম্মের অবৈধতা—উপরোক্ত আয়তে স্পষ্টতরভাবে প্রমাণিত হইতেছে যে, করুণাময় আল্লাহতায়ালা মানবদিগকে সন্ন্যাস ধর্ম্ম অবলম্বনের জন্য আদেশ করেন নাই এবং এই বিশ্বে মানব-সৃষ্টির উদ্দেশ্যও তাহা নহে। হজরত রসুলোল্লাহ স্বয়ং বলিয়াছেন—"লা রোহবানিয়াতা ফিল্ ইসলাম" অর্থাৎ 'ইসলাম ধর্ম্মে সন্ন্যাস-ব্রত নাই।' স্বর্গীয় কোরান শরিফের নির্দ্দেশ অনুসারেও পবিত্র ইসলামে সন্ন্যাস-ধর্ম্মের কোন স্থান নাই। বর্ত্তমান যুগে যে সকল ভণ্ড পীর, ভ্রান্ত সুফী ও কলন্দর জাতীয় অনাচারী ফকিরের দল এক শ্রেণীর বিশেষ বৈরাগ্য-বস্ত্র পরিধান করিয়া 'বুজরুকী' দেখাইয়া বেড়ায় এবং অজ্ঞ-অনভিজ্ঞ লোক-সমাজে সন্ন্যাস ধর্ম্মের মহিমা কীর্ত্তন করে, তাহারা অনাচারী, ভ্রান্ত ও বিপথগামী ব্যতীত আর কিছুই নহে। ইহারা বিবাহ করে না, সংসার ও সমাজের ধার ধারে না—অথচ লোকের নিকট হইতে টাকা-পয়সা ও ভোগ-বিলাসের উপকরণ গ্রহণে খুবই ওস্তাদ! অধিকন্তু একটু অনুসন্ধান করিলেই জানা যাইবে যে, ইহাদের জীবন নানারূপ অবৈধ ও অস্বাভাবিক অনাচারে কলুষিত। পবিত্র ইসলামে বিবাহ করা, সংসারী হওয়া, উত্তম খাদ্য ও পানীয় আহার করা এবং ভাল বস্ত্র ও অলঙ্কার পরিধান করা, ব্যবসা-বাণিজ্যে লিপ্ত হইয়া অর্থ উপার্জ্জন করা, স্ত্রী-পুত্র পরিবার প্রতিপালন করা, দেশ ও সমাজের সেবা করা, রাজ্য-ঐশ্বর্য্যের অধিকারী হওয়া এবং আবশ্যকানুযায়ী ধর্ম্ম-যুদ্ধে লিপ্ত হওয়া আদৌ নিষিদ্ধ নহে; বরং অবস্থানুসারে উহা অপরিহার্য্য কর্ত্তব্য হইয়া থাকে। অবশ্য কেবল ধন-ঐশ্বর্য্য উপার্জ্জন ও ভোগ-বিলাসে জীবন অতিবাহিত করা কখনই সত্যকার মোসলেম জীবনের আদর্শ নহে। বরং আধুনিক পীর, ফকির ও ধর্ম্মনেতার দল যেরূপ অলস ও অকর্ম্মণ্য জীবন যাপন করেন এবং অজ্ঞ-অনভিজ্ঞ সমাজের মাথায় কাঁঠাল ভাঙ্গিয়া যেরূপ ষোড়শ উপচারে নিজেদের ভোগ-বিলাসের পূজা করিয়া থাকেন—পক্ষান্তরে আধুনিক নেতৃবৃন্দ ও শিক্ষিত সমাজ যেরূপ অর্থের দাস ও স্বার্থপরতার কৃমিকীট সাজিয়া দেশ ও সমাজের রক্ত শোষণ করিতেছেন এবং সাধারণ সমাজ যেরূপ অশিক্ষিত অধম পশুর মত ধর্ম্মহীন, কর্ম্মহীন—উদ্দেশ্য ও লক্ষহীন নিকৃষ্ট জীবন গড্ডালিকা প্রবাহে ভাসাইয়া লইয়া

দুষ্কার্য্যকারী ছিল। ২৮। হে বিশ্বাস-স্থাপনকারিগণ, তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং তদীয় রসুলের প্রতি বিশ্বাস-স্থাপন কর, তিনি তোমাদিগকে স্বীয় অনুগ্রহ হইতে দ্বিগুণিত অংশ অর্পণ করিবেন এবং তিনি তোমাদের জন্য এরূপ জ্যোতি সৃষ্টি করিবেন—যদ্দারা তোমরা পথ অতিক্রম করিবে, এবং তিনি তোমাদিগকে মার্জ্জনা করিবেন; এবং আল্লাহ ক্ষমাশীল করুণাময়। ২৯। যেন গ্রন্থানুগামীগণ জানিতে পারে যে, আল্লার অনুগ্রহ ব্যতিরেকে কোন বিষয়ের উপর তাহাদের কোনই অধিকার নাই; এবং নিশ্চয় আল্লার হস্তেই অনুগ্রহ, তিনি যাহাকে ইচ্ছা উহা দান করিয়া থাকেন; এবং আল্লাহ সুমহান অনুগ্রহের অধিপতি।

٢٨- يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ
وَاٰمِنُوْا بِرَسُوْلِهٖ يُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِنْ
رَّحْمَتِهٖ وَيَجْعَلْ لَّكُمْ نُوْرًا تَمْشُوْنَ
بِهٖ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ۗ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ۙ
٢٩- لِّئَلَّا يَعْلَمَ اَهْلُ الْكِتٰبِ اَلَّا
يَقْدِرُوْنَ عَلٰى شَيْءٍ مِّنْ فَضْلِ اللّٰهِ
وَاَنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللّٰهِ يُؤْتِيْهِ مَنْ
يَّشَآءُ ۗ وَاللّٰهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيْمِ ۝

যাইতেছে, তাহারা কখনও ইস্লাম অথবা মোস্লেম জীবনের আদর্শ স্থানীয় হইতে পারে না। মোস্লেম জীবনের প্রকৃত আদর্শ শান্তি ও আত্মোৎসর্গ। তাহারা সংসারের সকল কর্ত্তব্য পালন করিবে, দুনইয়ার ধনৈশ্বর্য্য তাহাদের পদতলে বিলুণ্ঠিত হইবে, কিন্তু তাহারা উহাতে অভিভূত অথবা আত্মহারা হইয়া স্বীয় ধর্ম্মকর্ম্ম অথবা জীবনের লক্ষ্য ও কর্ত্তব্য বিস্মৃত হইবে না, পক্ষান্তরে দীনতা, হীনতা ও দারিদ্রকে তাহারা অসহ্য অভিশাপের ন্যায় দূরে নিক্ষেপ করিয়া বিশ্বের বুকে অবলম্বন ও আত্মপ্রতিষ্ঠার পথ কাটিয়া লইবে। বলা বাহুল্য, মহানবী হজরত মোহাম্মদ মোস্তফার (সঃ) আদর্শ ধর্ম্ম ও কর্ম্ম-জীবন হইতেই তাহাদিগকে এই অনাবিল আদর্শ গ্রহণ করিতে হইবে।

২৮—২৯। অবশেষে আল্লাহতালা অতি প্রাণস্পর্শী ভাষায় বলিয়া দিতেছেন যে, হে বিশ্বাস-স্থাপনকারিগণ, তোমরা আল্লাহতালাকে ভয় করিয়া তাঁহার প্রিয়তম রসুলের প্রতি বিশ্বাস-স্থাপন কর এবং তাঁহার আদেশ ও নির্দ্দেশ অনুযায়ী কার্য্য করিতে থাক। তাহা হইলে স্বীয় অনুগ্রহে তিনি তোমাদের সমস্ত অপরাধ মার্জ্জনা করিবেন এবং পরলোকে তোমাদিগকে তোমাদের অনুষ্ঠিত সৎকার্য্যের দ্বিগুণতর পুরস্কার প্রদান করিবেন। অধিকন্তু তিনি তোমাদের জন্য পরলোকের সেই সঙ্কটকালে এরূপ অনুপম ও উজ্জ্বল জ্যোতি সৃষ্টি করিবেন—যাহার সাহায্যে তোমরা অতি সহজেই সকল সঙ্কট ও সমস্ত বাধা-বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া তোমাদের লক্ষ্যধাম স্বর্গোদ্যানে উপস্থিত হইতে পারিবে। বলা বাহুল্য, সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্বশক্তিমান আল্লাহতালাই এই সকল অলৌকিক অনুগ্রহের একমাত্র অধিকারী। তিনি ভিন্ন ঐ সমস্ত বিষয়ের উপর আর কাহারও কোনরূপ অধিকার নাই। অতএব তোমরা তাঁহারই অনুগ্রহের উপর নির্ভর কর। তাহা হইলে তিনি অবশ্যই তোমাদের ইহ-পারলৌকিক কল্যাণ সাধন পূর্ব্বক তোমাদের যাবতীয় মনস্কামনা পূর্ণ করিয়া দিবেন। এই পবিত্রতম আশ্বাস-বাণী সহ আলোচ্য সুরা শেষ করা হইয়াছে।

মদিনায় অবতীর্ণ	৫৮। সুরা মোজাদেলা—المجادلة	২২ আয়ত

১ম রুকু—নারীজাতির স্বার্থ ও অধিকার সংরক্ষণ

সর্ব্বপ্রদাতা করুণাময় আল্লার নামে

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

১। নিশ্চয় আল্লাহ ঐ নারীর কথা শ্রবণ করিয়াছেন—যে তোমার নিকট স্বীয় স্বামীর সম্বন্ধে বিতর্ক করিয়াছিল এবং আল্লার নিকট অভিযোগ করিয়া-

١- قَدْ سَمِعَ اللّٰهُ قَوْلَ الَّتِيْ تُجَادِلُكَ فِيْ زَوْجِهَا وَتَشْتَكِيْٓ

মোজাদেলা—অভিযোগ, বিতর্ক অথবা কলহ করা। আরবের একটি অনিষ্টকর কুপ্রথা সম্বন্ধে খাওলা নামক জনৈক বর্ষীয়সী মহিলা স্বীয় স্বামীর বিরুদ্ধে হজরত রসুলোল্লার সমক্ষে যে অভিযোগ বা বিতর্ক করিয়াছিলেন, সেই ঘটনা সম্পর্কে আলোচ্য সুরার প্রথম আয়তের 'তোজাদেলোকা' শব্দ হইয়াই এই সুরার 'মোজাদেলা' নামকরণ করা হইয়াছে।—১ম আয়তের তফসীর দ্রষ্টব্য।

শানে-নজুল—অধিকাংশ তফসীরকারের মতে এই সুরার সমস্তই মদিনা শরীফে অবতীর্ণ হইয়াছিল। অবশ্য কেহ কেহ ইহার কিয়দংশ মক্কায় অবতীর্ণ হইয়াছিল বলিয়া অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন; কিন্তু তাহাদের এই মত পরিগৃহীত হয় নাই।

অন্ধযুগে আরবে একটি বিষম অনিষ্টকর কুপ্রথা প্রচলিত ছিল। উহা এই যে, কেহ স্বীয় স্ত্রীর প্রতি অত্যন্ত অসন্তুষ্ট বা ক্রুদ্ধ হইয়া তাহাকে চরম শাস্তি দিতে ইচ্ছা করিলে উক্ত স্ত্রীকে সরাসরি তালাক প্রদান বা পরিত্যাগ না করিয়া তাহাকে স্বীয় মাতার সহিত অবৈধভাবে তুলনা করিয়া ছাড়িয়া দিত। ইহার ফলে ঐ স্ত্রী আর তখনও পুনরায় স্বীয় স্বামীর সহিত সম্মিলিত অথবা অপরের সহিত পুনর্ব্বিবাহিতা হইতে পারিত না। আরবে ইহা অতি কঠিন 'তালাক' বলিয়া পরিগণিত হইত। হজরত রসুলোল্লাহ প্রথমতঃ ঐ প্রথার বিরুদ্ধে কোন আদেশ-নিষেধ প্রচার করেন নাই। সুতরাং ইসলাম প্রচারের প্রথম যুগে মোস্লেম সমাজেও প্রথমতঃ ঐ কুপ্রথা প্রচলিত ছিল।

হজরত আয়েশা সিদ্দিকা (রাঃ) হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, আউস-বেন-সামেত স্বীয় পত্নী খাওলার প্রতি অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া তাহাকে ঐ ভাবে পরিত্যাগ করায় সে হজরত রসুলোল্লার নিকট আসিয়া অভিযোগ করে যে, হে আল্লার রসুল, আমি পূর্ব্বে রূপ-যৌবনসম্পন্না ও ধনশালিনী ছিলাম; এখন আমি অতীত-বয়সী ও সন্তান-সন্ততির জননী। এ অবস্থায় আমার ও আমার সন্তান-সন্ততিগণের উপায় কি? হজরত রসুলোল্লাহ তখন প্রচলিত প্রথা অনুসারে উত্তর করেন যে, "আমার মনে হয়, তুমি 'তালাক' হইয়া গিয়াছ।" ইহাতে সে আরও ক্ষুণ্ণ ও বিষণ্ণ হইয়া বলিল—"হে আল্লার রসুল, স্বামীর প্রতি আমার যথেষ্ট ভক্তি, ভালবাসা ও আকর্ষণী আছে। সুতরাং আমরা কি পুনরায় সম্মিলিত হইতে পারি না?" হজরত রসুলোল্লা পূর্ব্ববৎ উত্তর করিলেন, "আমার মনে হয়, কোনই উপায় নাই।" ইহাতে সে নিজের অভাব-অভিযোগ ও দুঃখ-মনস্তাপ সম্বন্ধে পুনঃ পুনঃ নিবেদন ও বিতর্ক করা সত্ত্বেও হজরত রসুলোল্লাহ তাহাকে একই উত্তর প্রদান

[১ম আয়তের তফসীর পরপৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য]

ছিল ; এবং আল্লাহ তোমাদের উভয়ের কথোপকথন শ্রবণ করিয়াছেন ; নিশ্চয় আল্লাহ শ্রবণকারী পরিদর্শক। ২। তোমা-দের মধ্যে যাহারা তাহাদের পত্নীগণ সম্বন্ধে মাতার সহিত তুলনা করে, উহারা তাহাদের মাতা নহে ; যাহারা তাহাদিগকে প্রসব করিয়াছে তদ্ব্যতীত আর কেহই তাহাদের মাতা হইবে না ; এবং নিশ্চয় তাহারা এক অসঙ্গত ও অসত্য বাক্য বলিয়াছে ; এবং নিশ্চয় আল্লাহ ক্ষমাশীল

إِلَى اللَّهِ ق وَاللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا ط
إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ ۝ ٢- الَّذِينَ
يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسَائِهِمْ
مَا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ ط إِنْ أُمَّهَاتُهُمْ
إِلَّا اللَّائِي وَلَدْنَهُمْ ط وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ
مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا ط وَإِنَّ اللَّهَ

করিতে লাগিলেন। তখন সে একান্ত নিরাশ ও হতাশ হইয়া আল্লার উদ্দেশ্যে হস্ত তুলিয়া প্রার্থনা করিতে লাগিল—"হে করুণাময় আল্লাহ, তোমার প্রিয় নবীর দ্বারা আমার ও আমার সন্তানগণের কোন উপায় করিয়া দাও।" বলা বাহুল্য, তখনই হজরত রসুলোল্লার উপর প্রত্যাদেশ অবতারণের লক্ষণ সমূহ সুপ্রকাশিত হইল এবং সঙ্গে সঙ্গে এই সুরা অবতীর্ণ হইতে লাগিল।—১ম রুকুর তফসীর দ্রষ্টব্য।

১। অত্র সুরার 'শানে-নজুলে' হজরত রসুলোল্লার সমক্ষে খাওলা নাম্নী জনৈক বর্ষীয়সী মহিলার সকরুণ অভিযোগে ও বিতর্ক সম্বন্ধে যাহা বিবৃত হইয়াছে, সেই সম্পর্কে করুণাময় আল্লাহতালা বলিতেছেন যে, হে রসুল, ঐ নারী তোমার সমক্ষে স্বীয় স্বামীর সম্বন্ধে যে অভিযোগ ও বিতর্ক করিয়াছে এবং তুমি তাহার যে উত্তর প্রদান করিয়াছ, তাহা সমস্তই আমি শ্রবণ করিয়াছি এবং নিশ্চয় আমি সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্ববিষয়ের শ্রবণকারী পরিদর্শক।

২। **জেহার**—'জাহর' হইতে নিষ্পন্ন ; উহার অর্থ পশ্চাদ্ভাগ, পৃষ্ঠ অথবা অন্যান্য অদর্শনীয় স্থানের কিংবা স্ত্রী সহবাসের ইঙ্গিত। অন্ধযুগে আরবেরা কোন কারণে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া স্বীয় স্ত্রীকে পরিত্যাগ ও কঠোর শাস্তি প্রদান করিতে ইচ্ছা করিলে তাহাকে বলিত—"তুমি আমার পক্ষে আমার মাতার পৃষ্ঠ বা পশ্চাদ্ভাগের তুল্য অবৈধ।" বলা বাহুল্য, এই অবৈধ তুলনা অতি কঠোর 'তালাক' বলিয়া পরিগণিত হইত এবং ঐ স্ত্রী আর কখনও পুনরায় স্বামীর সহিত সম্মিলিত অথবা অন্যত্র বিবাহিতা হইতে পারিত না। আরবী ভাষায় এবং ইস্লামী শরিয়তে ইহাকে 'জেহার' বলা হয়। স্বীয় মাতা, ভগিনী, কন্যা, খালা, ফুফু ও শাশুড়ী প্রভৃতি নিষিদ্ধ রমণীগণের পৃষ্ঠ, পশ্চাদ্ভাগ, বক্ষ, উরু প্রভৃতি বিশিষ্ট অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সহিত স্বীয় স্ত্রীর ঐ সকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের তুলনা করিলে তদ্দ্বারাও জেহার হইয়া থাকে (এমাম আবু হানিফা)। কিন্তু পরস্পরের স্বভাব-চরিত্র, সদ্‌গুণ ও সৌন্দর্য্যের তুলনা করিলে তাহাতে 'জেহার' হইবে না। বলা বাহুল্য, এ সম্বন্ধে বহু মতভেদ ও বিভিন্ন-রূপ মসলা-মসায়েল বিদ্যমান আছে। এস্থলে সেগুলি সমস্ত বিষদভাবে বর্ণনা করা আদৌ সম্ভবপর নহে। তবে কেহ নিজের জননীর পৃষ্ঠ, পশ্চাদ্ভাগ ও উরু প্রভৃতি অদর্শনীয় অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সহিত স্বীয় স্ত্রীর ঐ সকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের অবৈধ তুলনা করিলে তাহাতে যে জেহার হইবে, তদ্বিষয়ে কোনই মতভেদ বা সন্দেহ নাই। আলোচ্য আয়ত অবতীর্ণ হইবার পূর্ব্বে ইস্লামেও উক্ত 'জেহার' অতি কঠোরতর 'তালাক' বলিয়া পরিগণিত ও অনুসৃত হইত ; কিন্তু এই সুরা অবতীর্ণ হইবার পর নির্দ্ধারিত হয় যে, উপযুক্ত 'কাফ্‌ফারা' প্রদান বা প্রায়শ্চিত্ত না করা পর্য্যন্ত উহা একটি নির্দ্দিষ্ট সময়ের জন্য তালাক বলিয়া পরিগণিত হইবে এবং ঐ সময় উক্ত স্বামী-স্ত্রী কদাচ সম্মিলিত হইতে পারিবে না।

আলোচ্য আয়তে আল্লাহতালা বলিয়া দিতেছেন যে, হে অবোধ মানব, তোমাদের মধ্যে যাহারা স্বীয় স্ত্রীকে মাতা বলে বা মাতার ন্যায় অবৈধ বলিয়া ঘোষণা করে অথবা যাহারা স্বীয় জননীর সহিত

মার্জ্জনাকারী। ৩। এবং যাহারা স্বীয়
পত্নীগণ সম্বন্ধে মাতার সহিত তুলনা করে,
অতঃপর তাহারা যাহা বলিয়াছিল তাহা
হইতে প্রত্যাবর্ত্তিত হইতে চাহে, তবে
তাহারা পরস্পরকে স্পর্শ করিবার পূর্ব্বে
একটি দাস মুক্ত করিয়া দিবে; এতদ্দ্বারা
তোমাদিগকে সদুপদেশ প্রদান করা
হইতেছে এবং তোমরা যাহা কর,
আল্লাহ তদ্বিষয়ে অভিজ্ঞ। ৪। কিন্তু যদি
কেহ উহা প্রাপ্ত না হয়, তবে তাহারা
পরস্পরকে স্পর্শ করিবার পূর্ব্বে দুই মাস
সংলগ্নভাবে রোজা পালন করিবে;

لَعَفُوٌّ غَفُورٌ ۝ ٣ وَالَّذِينَ يُظٰهِرُونَ
مِنْ نِّسَآئِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا
فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّنْ قَبْلِ أَنْ يَّتَمَآسَّا ط
ذٰلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهٖ ط وَاللّٰهُ
بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ۝ ٤ فَمَنْ
لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ
مِنْ قَبْلِ أَنْ يَّتَمَآسَّا ج فَمَنْ لَّمْ

কিংবা তদীয় অদর্শনীয় অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সহিত স্বীয় স্ত্রী অথবা তাহার ঐ সকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের অবৈধ
তুলনা করে, তাহাদের জানিয়া রাখা উচিত যে, যাহারা তাহাদিগকে গর্ভে ধারণ ও প্রসব করিয়াছে,
তাহারাই তাহাদের প্রকৃত মাতা, তদ্ব্যতীত স্বীয় স্ত্রী কখনও মাতা বা মাতৃপর্য্যায়-ভুক্ত হইতে পারে
না এবং তাহারা কখনই শুধু অনর্থক মুখের কথায় স্বীয় স্বামীর পক্ষে চিরদিনের জন্য মাতৃতুল্য অবৈধ
হইবে না। অবশ্য যাহারা ঐরূপ কথা বলে বা ঐরূপ অবৈধ তুলনা করে, তাহারা অসত্য বাক্য
যোগে অতি অন্যায় কার্য্য করিয়া থাকে। ক্ষমাশীল করুণাময় আল্লাহতালা তাহাদের এই অসত্য
বাক্য ও অন্যায় কার্য্য ক্ষমা করিবেন বটে, কিন্তু এজন্য তাহাদিগকে অবশ্যই উপযুক্ত 'কাফ্‌ফারা'
প্রদান করিয়া প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে।—পরবর্ত্তী আয়ত দ্রষ্টব্য।

৩। অনন্তর আল্লাহতালা বলিতেছেন যে, যাহারা 'জেহার' দ্বারা অন্যায়ভাবে স্বীয় স্ত্রীকে পরিত্যাগ
করিয়াছে বা স্ত্রী হইতে পৃথক হইয়াছে, তাহারা যদি পুনরায় উক্ত স্ত্রীর সহিত সম্মিলিত হইতে
চাহে, তবে তাহারা পরস্পরকে স্পর্শ করিবার পূর্ব্বে একটি দাস বা দাসীকে মুক্ত করিয়া দিবে।
ইহাই হইতেছে জেহারের প্রথম প্রায়শ্চিত্ত।

৪। কিন্তু যদি ঐরূপ অপরাধে অপরাধী পুরুষের দাস বা দাসী না থাকে, তবে তাহার পক্ষে
উক্ত স্ত্রীর সহিত সম্মিলিত হইবার বা তাহার অঙ্গ স্পর্শ করিবার পূর্ব্বে তাহাকে ষাট দিন বা পূর্ণ
দুই মাস একাদিক্রমে ও সংলগ্নভাবে রোজাব্রত পালন করিতে হইবে এবং যদি সে কোন কারণে
অর্থাৎ রোগ-ব্যাধি, বার্দ্ধক্য ও দুর্ব্বলতার জন্য ইহাতেও অসমর্থ হয়, তবে তাহার পক্ষে ষাট
জন দরিদ্রকে দুই বেলা পূর্ণরূপে আহার্য্য প্রদান করিতে হইবে। "ইহাই আল্লার সীমা-সমূহ"
অর্থাৎ জেহার সম্বন্ধে তিনি স্বীয় অনুগ্রহে তোমাদের জন্য ইহাই সহজ ও শেষ বিধান রূপে
নির্দ্ধারিত করিয়া দিলেন। তোমাদের পূর্ব্ববর্ত্তী কঠোরতর বিধি-নিষেধ ও কুসংস্কারের পরিবর্ত্তে
আল্লাহতালা তোমাদের জন্য যে সহজ ও সরল বিধান প্রবর্ত্তন করিয়াছেন, তাহা স্বীকার করিয়া
করুণাময় আল্লাহতালা ও তাঁহার রসুলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা তোমাদের একান্ত কর্ত্তব্য।
যাহারা ইহা অবিশ্বাস ও অমান্য করিবে, তাহাদিগকে অতি কঠোর ও যন্ত্রণাপদ শাস্তি ভোগ
করিতে হইবে।

বলা বাহুল্য, আউস-বেন সামেত উক্ত প্রত্যাদেশ অনুযায়ী কাফ্‌ফারা প্রদান করিয়া স্বীয়
স্ত্রীকে পরিগ্রহণ করিয়াছিলেন। অত্যাচারী ও পাষাণ-হৃদয় পুরুষের অন্যায় অত্যাচার ও নির্ম্মম
পীড়ন হইতে অসহায়া নারী জাতিকে রক্ষা করিবার জন্যই করুণাময় আল্লাহতালা উক্ত সহজ ও

يَسْتَطِعْ فَاِطْعَامُ سِتِّيْنَ مِسْكِيْنًا ط
ذٰلِكَ لِتُؤْمِنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ ط
وَتِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ ط وَلِلْكٰفِرِيْنَ
عَذَابٌ اَلِيْمٌ ○ ٥- اِنَّ الَّذِيْنَ
يُحَآدُّوْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ كُبِتُوْا كَمَا
كُبِتَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَقَدْ
اَنْزَلْنَآ اٰيٰتٍۢ بَيِّنٰتٍ ط وَلِلْكٰفِرِيْنَ
عَذَابٌ مُّهِيْنٌ ۚ ٦- يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ
اللّٰهُ جَمِيْعًا فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوْا ط
اَحْصٰىهُ اللّٰهُ وَنَسُوْهُ ط وَاللّٰهُ عَلٰى
كُلِّ شَيْءٍ شَهِيْدٌ ○

অনন্তর যদি কেহ ইহাতেও সমর্থ না হয়, তবে সে ষাট জন দরিদ্রকে আহার্য্য দান করিবে; ইহা এই হেতু—যেন তোমরা আল্লাহ ও তদীয় রসুলের প্রতি বিশ্বাস-স্থাপন কর; এবং ইহাই আল্লার সীমা-সমূহ; এবং অবিশ্বাসীদের জন্য যন্ত্রণাপ্রদ শাস্তি রহিয়াছে। ৫। নিশ্চয় যাহারা আল্লাহ ও তদীয় রসুলের বিরুদ্ধাচরণ করে, তবে তাহাদের পূর্ব্ববর্ত্তিগণের ধ্বংসের ন্যায় তাহারাও বিধ্বস্ত হইবে; এবং নিশ্চয় আমি প্রকাশ্য নিদর্শনাবলী অবতীর্ণ করিয়াছি এবং অবিশ্বাসীদের জন্য অবমাননাকর শাস্তি রহিয়াছে। ৬। যেদিন আল্লাহ তাহাদের সকলকে সমুত্থিত করিবেন, তখন তাহারা যাহা করিয়াছিল তদ্বিষয়ে তাহাদিগকে পরিজ্ঞাপন করিবেন—যাহা আল্লাহ গণনা করিয়াছেন এবং তাহারা উহা বিস্মৃত হইয়া গিয়াছে; এবং আল্লাহ সর্ব্ববিষয়ের উপর সাক্ষী রহিয়াছেন।

সরল বিধান প্রবর্ত্তন করিয়াছেন। অবশ্য যাহারা জেহারের উপযুক্ত 'কাফ্‌ফারা' প্রদান করিবার পূর্ব্বে উক্ত স্ত্রীর অঙ্গ স্পর্শ করিবে, কিংবা স্ত্রীর সহিত সম্মিলিত হইবে, তাহাদের সম্বন্ধে বিশেষ মতভেদ আছে। তবে উহা যে একটি স্বতন্ত্র অপরাধ, তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই। উহার জন্য আল্লাহতালার নিকট ক্ষমা-প্রার্থনা করাই সর্ব্বাপেক্ষা প্রশস্ত বিধান। অবশ্য কেহ স্বীয় স্ত্রীকে জেহার করিয়া যদি সে ঐ স্ত্রীর সহিত পুনরায় সম্মিলিত হইতে না চাহে, তবে তাহার পক্ষে কাফ্‌ফারা প্রদান করা আবশ্যক হইবে না। কিন্তু এ অবস্থায় উক্ত স্ত্রীর উপায় কি?—সে কি চির-জীবন ঐরূপ অসহায় ও অস্পৃশ্য অবস্থায় পড়িয়া থাকিবে? ওলামা ও ফকিহগণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন যে, ঐ অবস্থায় স্বামীকে 'কাফ্‌ফারা' প্রদানে বাধ্য করিতে স্ত্রীর পূর্ণ অধিকার আছে। স্বামী সহজে বাধ্য না হইলে স্ত্রী কাজীর নিকট অভিযোগ করিয়া স্বামীকে 'কাফ্‌ফারা' প্রদানে বাধ্য করিতে পারিবে।

৫—৬। অনন্তর আল্লাহতালা বলিয়া দিতেছেন যে, তিনি নির্ব্বোধ ও অসংযত নর-নারীদিগের কল্যাণ সাধনের জন্যই এই সমস্ত বিধি-নিষেধ অবতীর্ণ করিয়াছেন। ইহাতে যাহারা অবিশ্বাস ও অসত্যারোপ করিবে, অথবা যাহারা উহার বিরুদ্ধাচরণে নিরত হইবে, তাহাদিগকে অবশ্যই পূর্ব্ববর্ত্তী অবিশ্বাসী ও বিরুদ্ধাচারী সম্প্রদায় সমূহের ন্যায় শাস্তি ভোগ করিয়া ধ্বংসপ্রাপ্ত হইতে হইবে। অনন্তর পরকালে তাহারা যখন পুনরুত্থিত হইবে, তখন তাহাদের কৃতকার্য্য সম্বন্ধে অবশ্যই সুবিচার করা হইবে। তাহারা ঐ সমস্ত বিষয় বিস্মৃত হইলেও সর্ব্বজ্ঞ আল্লাহতালা উহা বিস্মৃত হইবেন না। তিনি মানবের প্রত্যেক কথা ও প্রত্যেক কার্য্য সুরক্ষিত ও লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিবেন।

২য় রুকু—গুপ্ত-পরামর্শ ও গুপ্ত-ষড়যন্ত্রের অবৈধতা

৭। তুমি কি লক্ষ্য করিতেছ না যে, নভোমণ্ডলে যাহা আছে ও ভূমণ্ডলে যাহা আছে, আল্লাহ তাহা পরিজ্ঞাত থাকেন; তিন জনের মধ্যে গুপ্ত-মন্ত্রণা হয় না বরং তিনি তাহাদের মধ্যে চতুর্থ, এবং পাঁচ জনের মধ্যেও হয় না, বরং তিনি তাহাদের ষষ্ঠ হন; এবং ইহা অপেক্ষা অল্প অথবা অধিকও নহে, বরং তাহারা যেখানেই হউক না কেন—তিনি তাহাদের সঙ্গে রহিয়াছেন; অনন্তর তাহারা যাহা করিতেছে, তদ্বিষয়ে তিনি তাহাদিগকে উত্থান দিবসে পরিজ্ঞাপন করিবেন; নিশ্চয় আল্লাহ সর্ব্ববিষয়ে মহাজ্ঞানী। ৮। তুমি কি তাহাদের প্রতি লক্ষ্য কর নাই—যাহারা গুপ্ত-মন্ত্রণা সম্বন্ধে নিষেধাজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়াছে? উহার পরেও তাহারা যদ্বিষয়ে নিষিদ্ধ হইয়াছে, তাহাতে প্রত্যাবর্ত্তিত হয় এবং তাহারা পাপ ও বিরুদ্ধাচরণ ও রসুলের অবাধ্যতা সম্বন্ধে গুপ্ত-মন্ত্রণা

٧- أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۖ مَا يَكُوْنُ مِنْ نَّجْوٰى ثَلٰثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلَآ أَدْنٰى مِنْ ذٰلِكَ وَلَآ أَكْثَرَ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَ مَا كَانُوْا ۚ ثُمَّ يُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوْا يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ۖ إِنَّ اللّٰهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ ○ ٨- أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِيْنَ نُهُوْا عَنِ النَّجْوٰى ثُمَّ يَعُوْدُوْنَ لِمَا نُهُوْا عَنْهُ وَيَتَنٰجَوْنَ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَمَعْصِيَتِ

৭। এই আয়তে আল্লাহতালা বলিতেছেন যে, নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের প্রত্যেক বিষয়ই তিনি পরিজ্ঞাত আছেন। সুতরাং লোকে যে সকল গুপ্ত-মন্ত্রণা ও গুপ্ত ষড়যন্ত্র করে, তাহা সমস্তই তিনি অবগত আছেন। তিন জন, পাঁচ জন, অথবা উহা অপেক্ষা অল্প বা অধিক লোকে যে কোন স্থানে যে কোন গুপ্ত পরামর্শ করুক না কেন, উহার কোন বিষয়ই সর্ব্বজ্ঞ আল্লাহতালার অজানা থাকে না। পরকালে পুনরুত্থানের পর উহার সমস্ত বিষয়ই তিনি ঐ সকল গুপ্ত-ষড়যন্ত্রকারীদিগকে পরিজ্ঞাপন করিবেন। তাহারা উহার কিছুই গোপন করিতে পারিবে না।

৮। এই আয়তে হজরত রসুলোল্লার বিরুদ্ধে তাঁহার অবিশ্বাসী ও গ্রন্থানুগামী শত্রুদিগের গুপ্ত-ষড়যন্ত্রের বিবরণ বর্ণিত হইয়াছে। আল্লাহতালা বলিতেছেন যে, ঐ গুপ্ত-ষড়যন্ত্রকারীরা যখন তোমার নিকট আগমন করে, তখন চাপা স্বরে—এরূপ অহিতকর বাক্য-যোগে তোমাকে সালাম-সম্ভাষণ করে—যদ্রূপ বাক্য দ্বারা আল্লাহতালা কখনও তোমাকে সালাম-সম্ভাষণ করেন নাই। বস্তুতঃ আল্লাহতালা 'আস্সালাম আলায়কা'—অর্থাৎ 'তোমার শান্তি ও কল্যাণ হউক' বলিয়া হজরত রসুলোল্লাহকে এবং মুসলমানদিগের মধ্যে পরস্পরকে সালাম ও শান্তি-সম্ভাষণ করিতে আদেশ করিয়াছেন এবং আল্লাহতালা নিজেও ঐ কল্যাণকর বাক্যযোগে হজরত রসুলোল্লার শান্তি ও কল্যাণ কামনা করিয়াছেন। কিন্তু বিভ্রান্ত ও দুষ্টপ্রকৃতি ইহুদীরা যখন হজরত রসুলোল্লার নিকট আগমন করিত, তখন তাহারা নিজেদের অধরোষ্ঠ চাপিয়া অপেক্ষাকৃত চাপা স্বরে বলিত যে, 'আস্সালামো আলায়কা'—অর্থাৎ 'তোমার মৃত্যু হউক'। অথচ উভয় বাক্যের ধ্বনি প্রায় একই প্রকার শ্রুত

الرَّسُوْلِ ‌ۡ وَاِذَا جَآءُوْكَ حَيَّوْكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللّٰهُ ‌ۙ وَيَقُوْلُوْنَ فِيْٓ اَنْفُسِهِمْ لَوْلَا يُعَذِّبُنَا اللّٰهُ بِمَا نَقُوْلُ ‌ؕ حَسْبُهُمْ جَهَنَّمُ ‌ۚ يَصْلَوْنَهَا ‌ۚ فَبِئْسَ الْمَصِيْرُ ۝ ৯- يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِذَا تَنَاجَيْتُمْ فَلَا تَتَنَاجَوْا بِالْاِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَمَعْصِيَتِ الرَّسُوْلِ وَتَنَاجَوْا بِالْبِرِّ وَالتَّقْوٰى ‌ؕ وَاتَّقُوا اللّٰهَ الَّذِيْٓ اِلَيْهِ تُحْشَرُوْنَ ۝ ১০- اِنَّمَا النَّجْوٰى مِنَ الشَّيْطٰنِ لِيَحْزُنَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَلَيْسَ بِضَآرِّهِمْ شَيْئًا اِلَّا بِاِذْنِ اللّٰهِ ‌ؕ وَعَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُوْنَ ۝

করে; এবং যখন তাহারা তোমার নিকট উপস্থিত হয়, তখন তাহারা তোমাকে এরূপ সম্ভাষণ করে—যদ্দারা আল্লাহ তোমাকে সম্ভাষণ করেন নাই; এবং তাহারা নিজেদের মধ্যে বলে যে আমরা যাহা বলি তজ্জন্য আল্লাহ কেন আমাদিগকে শাস্তি প্রদান করেন না? তাহাদের জন্য নরকই যথেষ্ট—তন্মধ্যেই তাহারা প্রবিষ্টি হইবে; ফলতঃ উহা নিকৃষ্টতর প্রত্যাবর্ত্তন-স্থল। ৯। হে বিশ্বাস-স্থাপনকারিগণ, তোমরা যখন পরামর্শ কর, তখন তোমরা পাপ ও বিরুদ্ধাচরণ এবং রসুলের অবাধ্যতা সম্বন্ধে পরামর্শ করিও না এবং তোমরা সৎকার্য্য ও সংযম সম্বন্ধে পরামর্শ করিও; এবং তোমরা আল্লাহকে ভয় কর—যাঁহার দিকে তোমরা একত্রিত হইবে। ১০। গুপ্ত-মন্ত্রণা শয়তানের কার্য্য ব্যতীত নহে—যেন উহা বিশ্বাস-স্থাপনকারীদিগকে সন্তপ্ত করে এবং আল্লার আদেশ ব্যতীত উহা তাহাদের কোনই অনিষ্ট করিতে পারিবে না; এবং বিশ্বাসিগণ আল্লারই উপর নির্ভর

হইত। অনন্তর উহারা হজরত রসুলোল্লার নিকট হইতে বহির্গত হইয়া যাইবার সময়ে বলিত যে, আমরা যে মোহাম্মদের মৃত্যু কামনা করি, তজ্জন্য আমাদের উপর শাস্তি অবতীর্ণ হয় না কেন? আল্লাহতালা বলিতেছেন যে, নরকানলই উহাদের শাস্তির জন্য যথেষ্ট এবং পরলোকে উহাদিগকে সেই নিকৃষ্টতর স্থানেই অবস্থান করিতে হইবে।

৯—১০। এই দুইটী আয়তে আল্লাহতালা মুসলমানদিগকে অত্যাচার, অনাচার, হত্যা, ব্যভিচার পাপকার্য্য, বিদ্রোহ ও নবী-দ্রোহিতা সম্বন্ধে গুপ্ত-মন্ত্রণা, গুপ্ত-পরামর্শ ও গুপ্ত-ষড়যন্ত্র করিতে নিষেধাজ্ঞা প্রচার করিয়া বলিতেছেন যে, সর্ব্বপ্রকার গুপ্ত-মন্ত্রণা, গুপ্ত-পরামর্শ ও গুপ্ত-ষড়যন্ত্র পাপাত্মা শয়তানের কার্য্য ব্যতীত আর কিছুই নহে। প্রকৃত বিশ্বাসী মুসলমানদিগের পক্ষে ঐ সকল কার্য্য হইতে নিরস্ত থাকা একান্ত কর্ত্তব্য। এতদসহ আল্লাহতালা ইহাও বলিয়া দিতেছেন যে, তোমরা প্রয়োজন হইলে আত্মরক্ষা, সৎকার্য্য, সদাচার ও সংযম সম্বন্ধে নিজেদের মধ্যে পরামর্শ করিও; কিন্তু কদাচ কোন অবৈধ ও অন্যায় কার্য্য সম্বন্ধে গুপ্ত-মন্ত্রণা বা গুপ্ত-ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হইও না। তোমরা ইহাও জানিয়া রাখ যে, অবিশ্বাসী ও কপট-বিশ্বাসীদের ঐ সকল গুপ্ত-মন্ত্রণা বা গুপ্ত-ষড়যন্ত্রে তোমাদের কিছুমাত্র অনিষ্ট হইবে না। তোমরা আল্লাহতালার উপর নির্ভর করিয়া নিজেদের কর্ত্তব্য পালন করিও।

করিয়া থাকে। ১১। হে বিশ্বাস-স্থাপন-
কারিগণ, যখন তোমাদিগকে বলা হইবে
ও, তোমরা সভা-সমূহের মধ্যে স্থান
করিয়া দাও, তখন তোমরা স্থান
সম্প্রসারিত করিয়া দিবে; আল্লাহও
তোমাদের জন্য সম্প্রসারিত করিবেন;
এবং যখন তোমাদিগকে বলা হইবে
যে, তোমরা উঠ, তখন তোমরা উঠিয়া
যাইবে; তোমাদের মধ্যে যাহারা বিশ্বাস-
স্থাপন করিয়াছে, আল্লাহ তাহাদিগকে
সমুন্নত করিবেন এবং যাহাদিগকে
জ্ঞান প্রদত্ত হইয়াছে, তাহারাই
মর্য্যাদা-সম্পন্ন হইবেন; এবং তোমরা
যাহা কর, আল্লাহ তদ্বিষয়ে অভিজ্ঞ।
১২। হে বিশ্বাস-স্থাপনকারিগণ, যখন
তোমরা রসুলের সহিত পরামর্শ কর,
তখন পরামর্শের পূর্ব্বে ছদ্‌কা প্রদান

١١- يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِذَا قِيْلَ
لَكُمْ تَفَسَّحُوْا فِي الْمَجْلِسِ فَافْسَحُوْا
يَفْسَحِ اللّٰهُ لَكُمْ ۚ وَ اِذَا قِيْلَ انْشُزُوْا
فَانْشُزُوْا يَرْفَعِ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا
مِنْكُمْ ۙ وَالَّذِيْنَ اُوْتُوا الْعِلْمَ دَرَجٰتٍ ط
وَ اللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ ۝
١٢- يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِذَا نَاجَيْتُمُ
الرَّسُوْلَ فَقَدِّمُوْا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوٰىكُمْ

আলোচ্য আয়তদ্বয়ের নির্দ্দেশ অনুযায়ী মুসলমানদিগের পক্ষে যাবতীয় অন্যায় ও অবৈধ কার্য্য সম্বন্ধে
গুপ্ত-মন্ত্রণা, গুপ্ত-পরামর্শ বা গুপ্ত-ষড়যন্ত্র করা 'হারাম' অর্থাৎ অবৈধ বলিয়া নির্দ্দেশিত হইয়াছে।
১১। এই আয়তের কয়েকটী বিষয় বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। মদিনায় মোসলেম সংখ্যা দৈনন্দিন
বৃদ্ধি হইবার সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যহ বহু লোক ধর্ম্মনীতি ও সদুপদেশ শুনিবার জন্য হজরত রসুলোল্লার
মজলিসে সমবেত হইত এবং অনেকেই হজরত রসুলোল্লার সন্নিকটবর্ত্তী হইবার চেষ্টা করিত। ইহাতে
অনেক সময়ে সমাগত লোকদিগের স্থান-সঙ্কুলান হওয়া কঠিন হইয়া পড়িত এবং হজরত রসুলোল্লার
সন্নিকটবর্ত্তী হইবার আশায় ঘনসন্নিবিষ্ট হইয়া বসাতেও অনেকের কষ্ট হইত। তাই আল্লাহতালা
আদেশ করিলেন যে, হে লোক সকল, যখন তোমরা রসুলের মজলিসে উপস্থিত হইবে, তখন প্রয়োজন
হইলে রসুলের আদেশ অনুযায়ী অন্য লোকের জন্য স্থান করিয়া দিবে এবং সুবিধা হইলে ফাঁকে ফাঁকে
উপবেশন করিবে। ইহাতে সমাগত অন্যান্য লোকদিগের কোনরূপ কষ্ট বা অসুবিধা হইবে না।
অনন্তর মজলিস শেষ হইলে যখন তোমাদিগকে উঠিয়া যাইবার আদেশ করা হইবে, তখন
তোমরা চলিয়া যাইবে। অনর্থক বসিয়া থাকিয়া অথবা বাজে কথা বলিয়া অকারণে সময় নষ্ট
অথবা অপরের অসুবিধা সৃষ্টি করিবে না। তোমরা উক্ত মজলিসে বড়-ছোট বা ধনী-দরিদ্র বলিয়া
কোন পার্থক্য করিবে না। কারণ প্রকৃতপক্ষে যাহারা বিশ্বাসী ও বিদ্বান, আল্লাহতালা তাহাদিগকেই
সমুন্নত করিবেন এবং তাহারাই পদমর্য্যাদায় শ্রেষ্ঠতর বলিয়া পরিগণিত হইবেন। ধন-জন বা
রাজ্য-ঐশ্বর্য্য দ্বারা আল্লাহতালার নিকট কাহারও মর্য্যাদা বৃদ্ধি হইবে না। আলোচ্য আয়তে
প্রধানতঃ হজরত রসুলোল্লার মজলিসের প্রতি লক্ষ্য করা হইলেও মুসলমানদিগের যাবতীয় সভা-সমিতি
ও সামাজিক সম্মিলনের উপরই উক্ত আদেশ প্রযুজ্য হইবে।
১২—১৩। হজরত রসুলোল্লার মজলিসে অনেকেই তাঁহার সহিত কানে কানে বা সংগোপনে
কথা বলিবার চেষ্টা করিত। বিশেষতঃ কপট-বিশ্বাসীরা এই সম্পর্কে কারণে অকারণে অতি
সামান্য সামান্য বিষয় লইয়া হজরত রসুলোল্লাকে অবিরত বিরক্ত করিত; কিন্তু হজরত
রসুলোল্লাহ ভদ্রতা ও চক্ষু-লজ্জার জন্য তাহাদিগকে কিছু বলিতে পারিতেন না। তাই আল্লাহতালা
আদেশ করিলেন যে, হে বিশ্বাসিগণ, যদি তোমরা আল্লার রসুলের সহিত কানে কানে অথবা

করিয়া থাকে। ১১। হে বিশ্বাস-স্থাপনকারিগণ, যখন তোমাদিগকে বলা হইবে যে, তোমরা সভা-সমূহের মধ্যে স্থান করিয়া দাও, তখন তোমরা স্থান সম্প্রসারিত করিয়া দিবে; আল্লাহও তোমাদের জন্য সম্প্রসারিত করিবেন; এবং যখন তোমাদিগকে বলা হইবে যে, তোমরা উঠ, তখন তোমরা উঠিয়া যাইবে; তোমাদের মধ্যে যাহারা বিশ্বাস-স্থাপন করিয়াছে, আল্লাহ তাহাদিগকে সমুন্নত করিবেন এবং যাহাদিগকে জ্ঞান প্রদত্ত হইয়াছে, তাহারাই মর্য্যাদা-সম্পন্ন হইবেন; এবং তোমরা যাহা কর, আল্লাহ তদ্বিষয়ে অভিজ্ঞ। ১২। হে বিশ্বাস-স্থাপনকারিগণ, যখন তোমরা রসুলের সহিত পরামর্শ কর, তখন পরামর্শের পূর্ব্বে ছদ্‌কা প্রদান

١١- يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِذَا قِيْلَ
لَكُمْ تَفَسَّحُوْا فِي الْمَجٰلِسِ فَافْسَحُوْا
يَفْسَحِ اللّٰهُ لَكُمْ ج وَاِذَا قِيْلَ انْشُزُوْا
فَانْشُزُوْا يَرْفَعِ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا
مِنْكُمْ لا وَالَّذِيْنَ اُوْتُوا الْعِلْمَ دَرَجٰتٍ ط
وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ ○
١٢- يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِذَا نَاجَيْتُمُ
الرَّسُوْلَ فَقَدِّمُوْا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوٰىكُمْ

আলোচ্য আয়তদ্বয়ের নির্দ্দেশ অনুযায়ী মুসলমানদিগের পক্ষে যাবতীয় অন্যায় ও অবৈধ কার্য্য সম্বন্ধে গুপ্ত-মন্ত্রণা, গুপ্ত-পরামর্শ বা গুপ্ত-ষড়যন্ত্র করা 'হারাম' অর্থাৎ অবৈধ বলিয়া নির্দ্দেশিত হইয়াছে।

১১। এই আয়তের কয়েকটী বিষয় বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। মদিনায় মোসলেম সংখ্যা দৈনন্দিন বৃদ্ধি হইবার সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যহ বহু লোক ধর্ম্মনীতি ও সদুপদেশ শুনিবার জন্য হজরত রসুলোল্লার মজলিসে সমবেত হইত এবং অনেকেই হজরত রসুলোল্লার সন্নিকটবর্ত্তী হইবার চেষ্টা করিত। ইহাতে অনেক সময়ে সমাগত লোকদিগের স্থান-সঙ্কুলান হওয়া কঠিন হইয়া পড়িত এবং হজরত রসুলোল্লার সন্নিকটবর্ত্তী হইবার আশায় ঘনসন্নিবিষ্ট হইয়া বসাতেও অনেকের কষ্ট হইত। তাই আল্লাহতালা আদেশ করিলেন যে, হে লোক সকল, যখন তোমরা রসুলের মজলিসে উপস্থিত হইবে, তখন প্রয়োজন হইলে রসুলের আদেশ অনুযায়ী অন্য লোকের জন্য স্থান করিয়া দিবে এবং সুবিধা হইলে ফাঁকে ফাঁকে উপবেশন করিবে। ইহাতে সমাগত অন্যান্য লোকদিগের কোনরূপ কষ্ট বা অসুবিধা হইবে না। অনন্তর মজলিস শেষ হইলে যখন তোমাদিগকে উঠিয়া যাইবার আদেশ করা হইবে, তখন তোমরা চলিয়া যাইবে। অনর্থক বসিয়া থাকিয়া অথবা বাজে কথা বলিয়া অকারণে সময় নষ্ট অথবা অপরের অসুবিধা সৃষ্টি করিবে না। তোমরা উক্ত মজলিসে বড়-ছোট বা ধনী-দরিদ্র বলিয়া কোন পার্থক্য করিবে না। কারণ প্রকৃতপক্ষে যাহারা বিশ্বাসী ও বিদ্বান, আল্লাহতালা তাহাদিগকেই সমুন্নত করিবেন এবং তাহারাই পদমর্য্যাদায় শ্রেষ্ঠতর বলিয়া পরিগণিত হইবেন। ধন-জন বা রাজ্য-ঐশ্বর্য্য দ্বারা আল্লাহতালার নিকট কাহারও মর্য্যাদা বৃদ্ধি হইবে না। আলোচ্য আয়তে প্রধানতঃ হজরত রসুলোল্লার মজলিসের প্রতি লক্ষ্য করা হইলেও মুসলমানদিগের যাবতীয় সভা-সমিতি ও সামাজিক সম্মিলনের উপরই উক্ত আদেশ প্রযুজ্য হইবে।

১২—১৩। হজরত রসুলোল্লার মজলিসে অনেকেই তাঁহার সহিত কানে কানে বা সংগোপনে কথা বলিবার চেষ্টা করিত। বিশেষতঃ কপট-বিশ্বাসীরা এই সম্পর্কে কারণে অকারণে অতি সামান্য সামান্য বিষয় লইয়া হজরত রসুলোল্লাকে অবিরত বিরক্ত করিত; কিন্তু হজরত রসুলোল্লাহ ভদ্রতা ও চক্ষু-লজ্জার জন্য তাহাদিগকে কিছু বলিতে পারিতেন না। তাই আল্লাহতালা আদেশ করিলেন যে, হে বিশ্বাসিগণ, যদি তোমরা আল্লার রসুলের সহিত কানে কানে অথবা

صَدَقَةً ۚ ذٰلِكَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَأَطْهَرُ ۚ
فَإِن لَّمْ تَجِدُوا فَإِنَّ اللّٰهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ○
١٣- ءَأَشْفَقْتُمْ أَن تُقَدِّمُوا بَيْنَ
يَدَيْ نَجْوٰىكُمْ صَدَقٰتٍ ۚ فَإِذْ لَمْ
تَفْعَلُوا وَتَابَ اللّٰهُ عَلَيْكُمْ فَأَقِيمُوا
الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ وَأَطِيعُوا اللّٰهَ
وَرَسُولَهُ ۚ وَاللّٰهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ○ ع

করিও; ইহা তোমাদের জন্য কল্যাণকর ও পবিত্রতর; কিন্তু যদি উহা প্রাপ্ত না হও, তবে নিশ্চয় আল্লাহ ক্ষমাশীল করুণাময়। ১৩। তবে কি তোমরা পরামর্শের পূর্ব্বে ছদ্‌কা প্রদান করিতে ভীত হইতেছ? কিন্তু যখন তোমরা উহা করিলে না এবং আল্লাহও তোমাদিগকে ক্ষমা করিলেন, তখন তোমরা নামাজ প্রতিষ্ঠিত কর ও জাকাত প্রদান কর এবং আল্লাহ ও তদীয় রসুলের অনুসরণ কর; এবং তোমরা যাহা করিতেছ, আল্লাহ তদ্বিষয়ে অভিজ্ঞ।

৩য় রুকু—গুপ্ত-শত্রুর অনিষ্টকারিতা সম্বন্ধে সতর্কবাণী

١٤- أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ تَوَلَّوْا قَوْمًا
غَضِبَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ ۭ مَا هُمْ مِّنْكُمْ
وَلَا مِنْهُمْ ۙ وَيَحْلِفُونَ عَلَى الْكَذِبِ
وَهُمْ يَعْلَمُونَ ○ ١٥- أَعَدَّ اللّٰهُ

১৪। তুমি কি তাহাদিগকে লক্ষ্য কর নাই—যাহারা সেই সম্প্রদায়ের সহিত বন্ধুত্ব করে—যাহাদের উপর আল্লাহ ক্রোধান্বিত হইয়াছেন? উহারা তোমাদের অন্তর্গত নহে এবং তাহাদেরও অন্তর্গত নহে, উহারাই অসত্যের উপর শপথ করে এবং উহারা তাহা পরিজ্ঞাত আছে। ১৫। আল্লাহ তাহাদের জন্য

সংগোপনে কোন কথা বলিতে চাও, তবে তৎপূর্ব্বে 'ছদকা' প্রদান অর্থাৎ দীন-দরিদ্রদিগকে কিছু দান করিও; ইহা তোমাদের পক্ষে কল্যাণকর ও পবিত্রতর। অবশ্য যদি তোমরা না দাও অথবা দিতে না পার, তবে হয় ত ক্ষমাশীল করুণাময় আল্লাহতালা তোমাদের এই অক্ষমতা ও অপরাধ ক্ষমা করিয়া দিবেন। কিন্তু তোমাদিগকে অবশ্যই নামাজ প্রতিষ্ঠিত করিয়া জাকাত প্রদান করিতে হইবে। এতদ্ভিন্ন তোমরা কখনই আল্লাহ-রসুলের সত্য অনুসরণকারী বলিয়া পরিগণিত হইতে পারিবে না।

এই আদেশের ফল অতি সুন্দর হইয়াছিল। কারণ মুসলমানেরা একান্ত প্রয়োজন হইলে সন্তুষ্ট চিত্তে ছদ্‌কা প্রদান করিয়া হজরত রসুলোল্লার সহিত পরামর্শ করিতেন, কিন্তু কপট-বিশ্বাসীরা 'ছদ্‌কা' দিবার ভয়ে হজরত রসুলোল্লার সন্নিকটবর্ত্তী হইত না। অবশ্য ওলামা ও ফকিহগণ এই 'ছদকার' প্রয়োজনীয়তা ও সার্থকতা সম্বন্ধে অনেক কথা বলিয়াছেন। ইহা ফরজ না ওয়াজেব, সুন্নত না মোস্তাহাব অথবা নাসেখ বা মনসুখ, তাহা লইয়াও তাঁহারা মসলা-মসায়েল ও মতভেদের কুজ্ঝটিকা সৃষ্টি করিয়াছেন। কিন্তু আমাদের মনে হয়, উহার অধিকাংশই অনাবশ্যক ও অপ্রাসঙ্গিক। কারণ ইসলামে 'জাকাত' ভিন্ন আর কোন দানই বাধ্যতামূলক 'ফরজ' বা অবশ্য কর্ত্তব্য নহে। সুতরাং ইহা একটি স্বেচ্ছামূলক কল্যাণকর ও পবিত্রতম প্রথা মাত্র এবং আলোচ্য আয়তেও উহার স্পষ্টতর অভিব্যক্তি রহিয়াছে।

১৪—১৬। এই স্থানে কপট-বিশ্বাসী মোনাফেকদিগের আর একটি বিকৃত স্বভাবের বিষয় বর্ণিত হইয়াছে। উহারা সত্যবিশ্বাসী মুসলমানদিগের শত্রুতা সাধনের জন্য মদিনার অভিশপ্ত

لَهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا ط إِنَّهُمْ سَاءَ
مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ○ ١٦- اتَّخَذُوا
أَيْمَانَهُمْ جُنَّةً فَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ
فَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ ○ ١٧- لَنْ
تُغْنِيَ عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ
مِنَ اللَّهِ شَيْئًا ط أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ
النَّارِ ط هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ○
١٨- يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ جَمِيعًا
فَيَحْلِفُونَ لَهُ كَمَا يَحْلِفُونَ لَكُمْ
وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ عَلَىٰ شَيْءٍ ط
أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْكَاذِبُونَ ○
١٩- اسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانُ

কঠোর শাস্তি প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছেন;
নিশ্চয় তাহারা যাহা করিতেছে তাহা
নিকৃষ্টতর। ১৬। তাহারা স্বীয় শপথকে
ঢাল-স্বরূপ করিয়া লইয়াছে, তৎপরে
তাহারা আল্লার পথ হইতে প্রতিরোধ
করে; অতএব তাহাদের জন্য অবমাননা
কর শাস্তি রহিয়াছে। ১৭। আল্লার সমক্ষে
তাহাদের ধন-সম্পদ ও তাহাদের সন্তান-
সন্ততি কিছুমাত্র ফলপ্রদ হইবে না;
ইহারাই নরকাগ্নির অধিবাসী—তন্মধ্যেই
তাহারা সর্ব্বদা অবস্থান করিবে।
১৮। যেদিন আল্লাহ তাহাদের সকলকে
সমুত্থিত করিবেন, তখন তাহারা তোমার
নিকট যেরূপ শপথ করে, তাঁহার নিকটেও
তদ্রূপ শপথ করিবে; এবং তাহারা ধারণা
করে যে, তাহারা কোন বিষয়ের উপর
রহিয়াছে; সতর্ক হও, নিশ্চয় তাহারা
অসত্যবাদী! ১৯। শয়তান তাহাদের

ইহুদীদিগের সহিত বন্ধুত্ব করিত। আবার মুসলমানদিগের নিকট আসিলে ঐ সম্পর্কে মিথ্যা শপথ করিয়া বলিত যে, ইহুদীদিগের সহিত আমাদের কোনই সম্পর্ক নাই। তাই আল্লাহতা'লা এস্থলে বলিয়া দিলেন যে, হে রসুল, ঐ কপট-বিশ্বাসীরা প্রকৃতপক্ষে কোন দলেরই অন্তর্গত নহে। মিথ্যা শপথ করাই উহাদের প্রকৃতিগত স্বভাব-ধর্ম্ম। এজন্য উহাদিগকে অবশ্যই পরকালের অবমাননাকর শাস্তি ও লাঞ্ছনা ভোগ করিতে হইবে।

১৭—১৮। এই দুইটী আয়তে আল্লাহতা'লা স্পষ্টতর ভাষায় বলিয়া দিয়াছেন যে, অবিশ্বাসী কাফের কপট-বিশ্বাসী মোনাফেক ও অভিশপ্ত ইহুদিদিগের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি পরিণামে তাহাদের কোনই কাজে আসিবে না। উহারা পৃথিবীতে যেরূপ অসত্যের অনুসরণ ও মিথ্যা শপথ করে, পরকালে পুনরুত্থিত হইয়া আল্লাহতা'লার সমক্ষেও নিজেদের অপরাধ ও কৃতকর্ম্ম সম্বন্ধে সেইরূপ অসত্য বলিয়া মিথ্যা শপথ করিতে চেষ্টা করিবে। কিন্তু সেই অসত্য বাক্য ও মিথ্যা শপথে কোনই সুফল হইবে না। কারণ সেদিন সমস্ত বিষয়ই সত্যভাবে সুপ্রকাশিত হইবে।

১৯—২১। **আসন্ন বিজয়ের ভবিষ্যদ্বাণী**—এই তিনটি আয়তের প্রকৃত মর্ম্ম ও স্পষ্টতর ভবিষ্যদ্বাণী এই যে, অবিশ্বাসী, কপট-বিশ্বাসী ও অভিশপ্ত জাতি-সমূহ পাপাত্মা শয়তানের

উপর পরাক্রান্ত হইয়াছে, তৎপর সে তাহাদিগকে আল্লার স্মরণ হইতে বিস্মৃত করিয়াছে; ইহারাই শয়তানের দল, সতর্ক হও, নিশ্চয় শয়তানের দলই ক্ষতিগ্রস্তদল হইবে। ২০। নিশ্চয় যাহারা আল্লাহ ও তদীয় রসুলের বিরুদ্ধাচরণ করে, তাহারা অবশ্যই অধঃপতিত হইবে। ২১। আল্লাহ ইহা লিপিবদ্ধ করিয়া দিয়াছেন যে, নিশ্চয় আমি ও আমার রসুল পরাক্রান্ত হইব; নিশ্চয় আল্লাহ শক্তিশালী মহাপরাক্রান্ত। ২২। তুমি আল্লাহ ও পরকালের প্রতি বিশ্বাসী এমন কোন সম্প্রদায়কে প্রাপ্ত হইবে না যে, তাহারা আল্লাহ ও তদীয় রসুলের বিরুদ্ধাচরণকারীদিগের সহিত বন্ধুত্ব করে—যদিও সে তাহাদের পিতা অথবা তাহাদের পুত্র অথবা তাহাদের ভ্রাতা কিম্বা তাহাদের আত্মীয়-স্বজন

فَاَنْسٰهُمْ ذِكْرَ اللّٰهِ ؕ اُولٰٓئِكَ حِزْبُ
الشَّيْطٰنِ ؕ اَلَآ اِنَّ حِزْبَ الشَّيْطٰنِ
هُمُ الْخٰسِرُوْنَ ۝ ٢٠ اِنَّ الَّذِيْنَ
يُحَآدُّوْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗٓ اُولٰٓئِكَ
فِى الْاَذَلِّيْنَ ۝ ٢١ كَتَبَ اللّٰهُ
لَاَغْلِبَنَّ اَنَا وَرُسُلِىْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ قَوِىٌّ
عَزِيْزٌ ۝ ٢٢ لَا تَجِدُ قَوْمًا يُّؤْمِنُوْنَ
بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ يُوَآدُّوْنَ مَنْ
حَآدَّ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ وَلَوْ كَانُوْٓا اٰبَآءَهُمْ
اَوْ اَبْنَآءَهُمْ اَوْ اِخْوَانَهُمْ اَوْ عَشِيْرَتَهُمْ ؕ

পরিচালিত ও অনুগামী দল ভিন্ন আর কিছুই নহে। পক্ষান্তরে বিশ্বাসীগণ মহাপরাক্রান্ত আল্লাহতা'লা ও তদীয় রসুলের দল। অতঃপর সর্বজ্ঞ ও সর্বশক্তিমান আল্লাহতা'লা জলদ গম্ভীর স্বরে ঘোষণা করিতেছেন যে, আমি এতদ্দ্বারা লিপিবদ্ধ ও নির্দ্ধারিত করিয়া রাখিয়াছি যে, আমি ও আমার রসুল অবশ্যই পরাক্রান্ত হইব; বিশ্বাসীরা অচিরেই অবিশ্বাসীদের উপর বিজয়-গৌরব অর্জনের অধিকারী হইবে এবং পাপাত্মা শয়তানের অবিশ্বাসী দল অচিরেই অধঃপতিত ও পরাজিত হইয়া সম্পূর্ণ নির্মূল হইয়া যাইবে। এই অলৌকিক ভবিষ্যদ্বাণীর সত্যতা ও সফলতার সাক্ষ্য জগতের ইতিহাস। এ সম্বন্ধে অধিক কিছু বলা সম্পূর্ণ নিষ্প্রয়োজন।

২২। **অবিশ্বাসীদের সহিত বন্ধুত্ব স্থাপনের নিষেধাজ্ঞা**—এই আয়াতে আল্লাহতা'লা পরিষ্কার করিয়া বলিয়া দিতেছেন যে, যাহারা সত্য-বিশ্বাসী মুসলমান, তাহারা কখনই অবিশ্বাসী মুসলমানদিগের সহিত আন্তরিক বন্ধুত্ব স্থাপন করে না—যদিও ঐ সকল অবিশ্বাসী তাহাদের পিতা, পুত্র, ভ্রাতা, অথবা ঘনিষ্ঠতর আত্মীয়-স্বজন হয়। ইহাই প্রকৃত বিশ্বাসী মুসলমানের সত্য-বিশ্বাস ও আন্তরিকতার প্রকৃষ্ট নিদর্শন। আল্লাহতা'লা ইহাদের অন্তর সমূহের সুদৃঢ় বিশ্বাস সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন এবং নিজ হইতে 'আত্মা' অর্থাৎ শক্তি বা প্রেরণা তাহাদিগকে শক্তিসম্পন্ন করিয়া দিয়াছেন। ইহারা যেরূপ আল্লার প্রতি সন্তুষ্ট, আল্লাহতা'লাও

হয়; ইহাদেরই অন্তর সমূহে তিনি বিশ্বাস লিপিবদ্ধ করিয়া দিয়াছেন এবং তিনি নিজ হইতে আত্ম-সহযোগে তাহাদিগকে শক্তিসম্পন্ন করিয়াছেন; এবং তিনি তাহাদিগকে স্বর্গোদ্যানে প্রবিষ্ট করিবেন—যাহার নিম্নে স্রোতস্বিনী সমূহ প্রবাহিতা; তন্মধ্যেই তাহারা সর্ব্বদা অবস্থান করিবে; আল্লাহ তাহাদের প্রতি সন্তুষ্ট এবং উহারাও তাঁহার প্রতি সন্তুষ্ট; ইহারাই আল্লার দল; অনন্তর নিশ্চয় আল্লার দল সুফল প্রাপ্ত হইবে।

أُولَٰئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِنْهُ ۖ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ۚ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ۚ أُولَٰئِكَ حِزْبُ اللَّهِ ۚ أَلَا إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ۝٢٢

সেইরূপ ইহাদের প্রতি সন্তুষ্ট। ইহারাই আল্লাহতা'লার অনুগৃহীত দল। তিনি ইহাদিগকে ইহলোকে উন্নতি ও পরলোকে স্বর্গোদ্যানের অধিকারী করিবেন এবং উভয়লোকে আল্লাহতা'লার অনন্ত অনুগ্রহ লাভ করিয়া তাহাদের জীবন ধন্য ও কৃতার্থ হইবে।

আলোচ্য আয়তে আল্লাহতা'লা স্পষ্টতর ভাষায় বলিয়া দিয়াছেন যে, যাহারা আল্লাহ-রসুলের মনোনীত প্রিয়পাত্র দলের অন্তর্ভুক্ত হইয়া জগতে উন্নতি ও প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে চাহে, তাহাদিগকে অবিশ্বাসী ও ধর্ম্মদ্রোহীদিগের সহিত সমস্ত সম্পর্ক ও আন্তরিক বন্ধুত্ব পরিত্যাগ করিয়া সম্পূর্ণরূপে সত্য-ধর্ম্মের অনুসরণ করিতে হইবে। তাহা হইলে সর্ব্বশক্তিমান আল্লাহতা'লা স্বীয় অনুগ্রহে তাহাদিগকে শক্তিসম্পন্ন করিয়া অবিশ্বাসী ও ধর্ম্মদ্রোহীদিগের উপর বিজয় গৌরবের অধিকারী করিয়া দিবেন। তাহাদের পরাক্রম ও প্রভাব-প্রতিপত্তির সম্মুখে দুন্‌ইয়ার কোন শক্তিই দণ্ডায়মান হইতে পারিবে না।

এইরূপে অবিশ্বাসী ও কপট-বিশ্বাসীদিগের অন্তিম পরিণাম—অধঃপতন, পরাজয় ও লাঞ্ছনা এবং বিশ্বাসীদের ইহলৌকিক উন্নতি ও পারলৌকিক সফলতার সুসংবাদ ও ভবিষ্যদ্বাণী বিবৃত করিয়া আলোচ্য সুরার উপসংহার করা হইয়াছে।

———

মদিনায় অবতীর্ণ	৫৯। সুরা হাশর—الحشر	২৪ আয়ত

১ম রুকু—অভিশপ্ত ইহুদীদিগের প্রসঙ্গ

সর্ব্ব প্রদাতা করুণাময় আল্লার নামে

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

১। নভোমণ্ডলে যাহা আছে ও ভূমণ্ডলে যাহা আছে, তাহা আল্লারই পবিত্রতা বর্ণনা করিতেছে এবং তিনি

١. سَبَّحَ لِلّٰهِ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ ج وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ○

হাশর—সমবেত, সম্মিলিত, একত্রিত অথবা সেনা-সমাবেশ; অন্য অর্থ নির্ব্বাসন বা বিতাড়ন। আলোচ্য সুরার দ্বিতীয় আয়তের 'হাশর' শব্দ হইতেই এই সুরার নামকরণ করা হইয়াছে।

শানে-নজুল—হজরত রসুলুল্লাহ যখন মক্কা হইতে হেজরত করিয়া মদিনায় গমন করেন, তখন তথায় যে সকল গ্রন্থানুগামী ইহুদী বিদ্যমান ছিল, তন্মধ্যে বনি-নজীর ও বনি-কোরায়জা সম্প্রদায়ের নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। হজরত রসুলোল্লাহ এই উভয় সম্প্রদায়ের সহিতই সন্ধি-সূত্রে আবদ্ধ হইয়াছিলেন। কিন্তু কি শর্ত্তে সন্ধি হইয়াছিল, তদ্বিষয়ে কিঞ্চিৎ মতভেদ আছে। কেহ কেহ বলেন যে হজরত রসুলোল্লাহ ও ইহুদীগণ আরব্য প্রথানুসারে পরস্পর "হলিফ হইয়া পরস্পরের আপদ-বিপদে পরস্পরকে সাহায্য করিবার জন্য সন্ধি-সূত্রে আবদ্ধ হইয়াছিলেন। আবার কেহ কেহ বলেন, উক্ত সন্ধির প্রধান শর্ত্ত এই ছিল যে, হজরত রসুলোল্লাহ ও তাঁহার অবিশ্বাসী শত্রুদিগের মধ্যে কোনরূপ যুদ্ধ-বিগ্রহ বা বিবাদ-বিসম্বাদ উপস্থিত হইলে ইহুদীগণ সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ থাকিবে। বিশিষ্ট ইহুদীগণ তওরাত হইতে হজরত রসুলোল্লার আবির্ভাব ও আগমনের সুসংবাদ অবগত হইয়াছিল; কিন্তু নিজেদের সম্মান ও প্রভাব-প্রতিপত্তি হানির আশঙ্কায় তাহারা সে কথা স্বীকার করিত না। তবে প্রকৃতপক্ষে আল্লার রসুলের সহিত শত্রুতা করিলে অমঙ্গল হইতে পারে আশঙ্কা করিয়াই তাহারা হজরত রসুলোল্লার সহিত সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হইয়াছিল। অনন্তর বদর যুদ্ধে কোরেশদিগের শোচনীয় পরাজয় অবলোকন করিয়া তাহারা প্রকাশ্যেই বলিয়াছিল যে নিশ্চয় মোহাম্মদ আল্লাহতা'লার প্রেরিত এবং হজরত মুসার প্রতিশ্রুত শেষ নবী। তওরাতে লেখা আছে,—"যাহারা তাঁহার উপর পতিত হইবে, তাহারা চূর্ণ-বিচূর্ণ হইবে এবং তিনি যাহাদের উপর পতিত হইবেন, তাহারাও চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া যাইবে।" কিন্তু ওহদ যুদ্ধে মুসলমানেরা ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ায় তাহাদের মাথা বিগ্‌ড়াইয়া যায়। তখন তাহারা উক্ত সন্ধি-শর্ত্ত ভঙ্গ করিয়া হজরত রসুলোল্লার অনিষ্ট সাধনের জন্য মক্কার অবিশ্বাসী ও মদিনার কপট-বিশ্বাসীদিগের সহিত গুপ্ত ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়। এই ষড়যন্ত্রের বিষয় অবগত হইয়া হজরত রসুলোল্লাহ তাহাদিগকে মদিনা পরিত্যাগের জন্য আদেশ করেন। কিন্তু মক্কার অবিশ্বাসী কোরেশ এবং মদিনার কপট-বিশ্বাসী মোনাফেকদিগের প্ররোচনা ও সাহায্যের ভরসায় তাহারা সেই আদেশ গ্রাহ্য না করিয়া যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয় এবং নিজেদের দুর্গাদি সুরক্ষিত করিতে থাকে। তখন হজরত রসুলোল্লার আদেশে মুসলমানগণ তাহাদের দুর্গ অবরোধ করেন। একাদশ বা একুশ দিন অবরোধের পর তাহারা অবিশ্বাসী ও কপট-বিশ্বাসীদিগের সাহায্য হইতে সম্পূর্ণ নিরাশ হইয়া আত্মসমর্পণ করিতে বাধ্য হয়। তখন হজরত রসুলোল্লাহ পূর্ব্ববৎ তাহাদিগকে মদিনা পরিত্যাগের আদেশ করিলে তাহারা দশ দিন সময় প্রার্থনা করে।

(১ম আয়তের তফ্‌সীর পরপৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

মহাপরাক্রান্ত বিজ্ঞানময়। ২। তিনিই গ্রন্থানুগামীদের অন্তর্গত অবিশ্বাসী-দিগকে সমবেত হইবার অগ্রেই তাহাদের গৃহ-সমূহ হইতে বহিষ্কৃত করিয়াছিলেন; তোমরা ধারণাও কর নাই যে, তাহারা বহিষ্কৃত হইবে এবং তাহারা ধারণা করিয়াছিল যে, তাহাদের দুর্গ-সমূহই তাহাদিগকে আল্লাহ হইতে সুরক্ষিত করিবে, কিন্তু তাহারা যাহা ধারণা করে নাই—আল্লাহ তথা হইতেই তাহাদের উপর উপনীত হইয়াছিলেন এবং তিনি তাহাদের অন্তর-সমূহে আতঙ্ক নিক্ষেপ করিয়াছিলেন; তাহাদের হস্ত সমূহ এবং বিশ্বাসিগণের হস্ত-সমূহ দ্বারা তাহাদের গৃহ-সমূহ ধ্বংস করা হইয়াছিল; অতএব হে চক্ষুষ্মানগণ, তোমরা প্রণিধান কর।
৩। এবং যদি আল্লাহ তাহাদের সম্বন্ধে

٢- هُوَ الَّذِيْٓ اَخْرَجَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا
مِنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ مِنْ دِيَارِهِمْ
لِاَوَّلِ الْحَشْرِ ؕ مَا ظَنَنْتُمْ اَنْ
يَّخْرُجُوْا وَظَنُّوْٓا اَنَّهُمْ مَّانِعَتُهُمْ
حُصُوْنُهُمْ مِّنَ اللّٰهِ فَاَتٰىهُمُ اللّٰهُ مِنْ
حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوْا ۗ وَقَذَفَ فِيْ
قُلُوْبِهِمُ الرُّعْبَ يُخْرِبُوْنَ بُيُوْتَهُمْ
بِاَيْدِيْهِمْ وَاَيْدِى الْمُؤْمِنِيْنَ ۗ
فَاعْتَبِرُوْا يٰٓاُولِى الْاَبْصَارِ ۝ ٣- وَلَوْلَآ

হযরত রসূলোল্লাহ উক্ত সময় মঞ্জুর করিলে তাহারা ঐ সময়ের মধ্যে নিজেদের ঘর-দ্বার ও দুর্গাদি ধ্বংস করিয়া দিয়া স্ব স্ব জিনিষ-পত্র অধিকাংশ সিরিয়ায় এবং কিয়দংশ খয়বরে গমন করে। ইহাই ইহুদী জাতির প্রথম নির্বাসন। ওহদ যুদ্ধের অনুমান ছয় মাস পরে—উপরোক্ত ঘটনা উপলক্ষেই এই সূরা অবতীর্ণ হয়।

১—২। আল্লাহতা'লা মানব জাতিকে সর্বপ্রথম নিজেদের গৌরব ও শক্তি-মহিমা স্মরণ করাইয়া দিয়া বলিতেছেন যে, আমিই মদিনায় গ্রন্থানুগামী অবিশ্বাসীদিগকে তাহাদের অবিশ্বাস ও দুরভিসন্ধির জন্য তাহাদের সাহায্যকারীদিগের সহিত সমবেত ও সম্মিলিত হইবার পূর্ব্বেই তাহাদের বাসস্থান হইতে তাহাদিগকে বহির্গত করিয়া নির্ব্বাসন দণ্ড প্রদান করিয়াছিলাম। তোমরা ধারণাও করিতে পার নাই যে, তাহারা ঐরূপ অসহায় অবস্থায় বিনা-যুদ্ধে আত্মসমর্পণ পূর্ব্বক নিজেদের বাসস্থান পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইবে। পক্ষান্তরে ইহুদীরা ধারণা করিয়াছিল যে, তাহাদের সুদৃঢ় দুর্গই তাহাদিগকে নিরাপদে রক্ষা করিবে। কিন্তু আল্লাহতা'লা এমন ভাবে তাহাদিগকে অবরুদ্ধ করাইলেন এবং তাহাদের অন্তরে এরূপ আতঙ্ক নিক্ষেপ করিলেন যে, তাহারা বিনা যুদ্ধেই আত্ম-সমর্পণ পূর্ব্বক নিজ হস্তে নিজেদের ঘর-দ্বার ও দুর্গাদি ধ্বংস করিয়া নির্ব্বাসনে গমন করিতে বাধ্য হইল এবং তাহাদের বাসভবন সমূহের মধ্যে যাহা কিছু অবশিষ্ট ছিল, মুসলমানেরা তাহা ধ্বংস করিয়া পুণ্যধাম মদিনা হইতে চিরদিনের জন্য অভিশপ্ত ও বিশ্বাসঘাতক ইহুদী জাতির অস্তিত্বের চিহ্ন পর্য্যন্ত মুছিয়া ফেলিল। তাই আল্লাহতা'লা বলিতেছেন যে, যাহাদের চক্ষু আছে, তাহারা এই একটি ঘটনা হইতেই আমার অলৌকিক শক্তি-মহিমার প্রত্যক্ষ নিদর্শন অবলোকন ও উপলব্ধি করুক।—শানে-নজুল দ্রষ্টব্য।

৩—৪। এই দুইটী আয়তে আল্লাহতা'লা বলিতেছেন যে, যদি অবিশ্বাসী ও বিশ্বাস-ঘাতক ইহুদীরা স্বেচ্ছায় নির্ব্বাসন দণ্ড গ্রহণ না করিত, তবে তাহারা পরলোকে শুধু পারলৌকিক শাস্তি ভোগ করিয়াই পরিত্রাণ পাইত না; বরং তাহার পূর্ব্বে এই পৃথিবীতেই তাহারা নানারূপ শাস্তি ও

নির্ব্বাসন লিপিবদ্ধ না করিতেন, তবে নিশ্চয় তিনি এই পৃথিবীতেই তাহাদিগকে শাস্তি প্রদান করিতেন; এবং তাহাদের জন্য পরলোকের শাস্তি রহিয়াছে; ৪। এই হেতু যে, তাহারা আল্লাহ ও তদীয় রসুলের বিরুদ্ধাচরণ করে, তবে নিশ্চয় আল্লাহ কঠোর শাস্তি-দাতা। ৫। তোমরা যে খর্জ্জুর তরু কর্ত্তন করিয়াছ অথবা উহার শিকড় সমূহের উপর উহাকে দণ্ডায়মান অবস্থায় পরিত্যাগ করিয়াছ, তাহা আল্লারই আদেশে সম্পন্ন হইয়াছে—যেন তিনি দুস্কার্য্যকারীদিগকে অবনমিত করেন। ৬। এবং আল্লাহ তাহাদিগ হইতে স্বীয় রসুলকে যাহা প্রত্যর্পণ করিয়াছেন, তজ্জন্য তোমরা তাহাদের প্রতি কোন অশ্ব বা উষ্ট্র প্রধাবিত কর নাই; কিন্তু আল্লাহ স্বীয় রসুলকে যাহার উপর ইচ্ছা,

أَنْ كَتَبَ اللّٰهُ عَلَيْهِمُ الْجَلَاءَ لَعَذَّبَهُمْ
فِي الدُّنْيَا ط وَلَهُمْ فِي الْاٰخِرَةِ
عَذَابُ النَّارِ ○ ٤- ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ
شَآقُّوا اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ ج وَمَنْ يُّشَآقِّ
اللّٰهَ فَاِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ ○
٥- مَا قَطَعْتُمْ مِّنْ لِّيْنَةٍ اَوْ
تَرَكْتُمُوْهَا قَآئِمَةً عَلٰۤى اُصُوْلِهَا فَبِاِذْنِ
اللّٰهِ وَلِيُخْزِيَ الْفٰسِقِيْنَ ○ ٦- وَمَآ
اَفَآءَ اللّٰهُ عَلٰى رَسُوْلِهٖ مِنْهُمْ فَمَآ اَوْ
جَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَّلَا رِكَابٍ
وَّلٰكِنَّ اللّٰهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهٗ عَلٰى مَنْ

লাঞ্ছনা ভোগ করিতে বাধ্য হইত। হয়ত তাহারা মুসলমানদিগের আক্রমণে হতাহত ও ধ্বংসপ্রাপ্ত হইত এবং তাহাদের হতাবশিষ্ট নরনারী ও বালক-বালিকাদিগকে মুসলমানেরা দাসত্ব বন্ধনে আবদ্ধ করিত অথবা রোগ-ব্যাধি, মহামারী, ভূমিকম্প কিম্বা অনুরূপ আপদ-বিপদে তাহারা বিনষ্ট হইয়া যাইত। কারণ আল্লাহতা'লা ও তাঁহার রসুলগণের বিরুদ্ধাচরণকারীদিগের পরিণাম ঐরূপ হইয়া থাকে।

৫—৬। বনি-নজিরদিগের অবরোধের সময় তাহাদিগকে দমন ও আত্মসমর্পণে বাধ্য করিবার জন্য অবরোধকারী মুসলমানেরা তাহাদের কতিপয় খর্জ্জুর বৃক্ষ কর্ত্তন ও শস্যক্ষেত্র দগ্ধ করিয়াছিলেন। কিন্তু হজরত রসুলোল্লাহ সকল অবস্থাতেই ফলবান বৃক্ষ কর্ত্তন, শস্যক্ষেত্র দগ্ধ এবং প্রয়োজনীয় পশু হত্যা করিতে নিষেধ করিয়াছিলেন। ইহার ফলে বনি-নজীরদিগের নির্ব্বাসনের পর কোন কোন মুসলমানের অন্তরে অনুশোচনার উদয় হইয়াছিল। পক্ষান্তরে ইহুদীদিগের নির্ব্বাসনের পর কোন কোন মুসলমানের অন্তরে নিজেদের বীরত্ব ও কৃতকার্য্যতা সম্বন্ধে অল্লাধিক অহঙ্কারের উদয় হইয়াছিল। তাই আল্লাহতা'লা এস্থলে বলিয়া দিলেন যে, অবিশ্বাসী ইহুদীদিগকে শাস্তি দিবার জন্য আমার ইচ্ছা ও আদেশ অনুসারেই ঐ সকল কার্য্য সম্পন্ন হইয়াছে। এজন্য তোমাদিগকে অশ্ব বা উষ্ট্র আরোহণে যুদ্ধ করিতে হয় নাই, সুতরাং এ ক্ষেত্রে তোমাদের অহঙ্কার বা অনুতাপ করিবার কিছুই নাই। কোন কোন তফ্‌সীরকার এতদ্দ্বারা নির্দ্দেশ করিয়াছেন যে, ফলবান বৃক্ষ কর্ত্তন, শস্যক্ষেত্র ধ্বংস এবং প্রয়োজনীয় পশু হত্যা সাধারণভাবে নিষিদ্ধ হইলেও যুদ্ধক্ষেত্রে শত্রু দমনের জন্য একান্ত প্রয়োজন হইলে ঐ সমস্ত কার্য্য করা যাইতে পারে এবং

আধিপত্য প্রদান করিয়া থাকেন এবং আল্লাহ সর্ববিষয়োপরি সর্বশক্তিমান।

৭। আল্লাহ জনপদ সমূহের অধিবাসিগণ হইতে স্বীয় রসূলকে যাহা প্রত্যর্পণ করিয়াছেন, বস্তুতঃ তাহা আল্লার জন্য ও রসূলের জন্য এবং আত্মীয়-স্বজন ও পিতৃ-হীন ও দীন-দরিদ্র ও পথিক-দিগের জন্য—যেন উহা পর্য্যায়ক্রমে তোমাদের অন্তর্গত ধনীদের হস্তগত না হয়; এবং রসূল তোমাদিগকে যাহা দান করেন, বস্তুতঃ তাহা গ্রহণ কর এবং উহা হইতে তোমাদিগকে যাহা নিষেধ করেন,

يَشَاءُ ۚ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

٧- مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْ
أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي
الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ
وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً
بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ ۚ وَمَا آتَاكُمُ
الرَّسُولُ فَخُذُوهُ ۚ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ

তাহাতে কোন অপরাধ হইবে না। আধুনিক সভ্য জাত সমূহের সমুন্নত যুদ্ধনীতির প্রতি লক্ষ্য করিলেও ইহার সার্থকতা উপলব্ধি করা যায়।

৭। **আ-ফায়া**—'ফায়' হইতে নিষ্পন্ন; উহার অর্থ অর্পণ, প্রত্যর্পণ বা অতিরিক্ত; কিন্তু যখন আল্লাহতা'লা 'ফায়' স্বরূপ অর্পণ করেন, তখন উহাকে 'আফা-য়া' বা প্রত্যর্পণ বলা হয়। 'ফায়' শব্দের অন্য অর্থ শত্রুর পরিত্যক্ত অথবা বিনা যুদ্ধে শত্রুর নিকট হইতে প্রাপ্ত জিনিষপত্র ও বিষয়-সম্পত্তি। 'গনিমত'-এর সহিত 'ফায়'-এর পার্থক্য এই যে, 'গনিমত' যুদ্ধলব্ধ সেই ধন-সম্পদ, যাহা শত্রুর সহিত যুদ্ধ করিয়া অথবা শত্রুর দেশ ও শত্রুর শিবির লুণ্ঠন করিয়া প্রাপ্ত হওয়া যায়; কিন্তু 'ফায়' বিনা যুদ্ধে লব্ধ ধন-সম্পদ—যাহা শত্রুগণ ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় পরিত্যাগ করিয়া যায় অথবা তাহাদের পরিত্যক্ত স্থানে যে সকল বিষয়-সম্পত্তি, ধন-সম্পদ ও জিনিষ-পত্র পাওয়া যায়। পক্ষান্তরে 'আন্ফাল'—'নফল হইতে নিষ্পন্ন—উহার অর্থও অতিরিক্ত। উহা দ্বারা কখনও 'গনিমত' নির্দ্দেশিত হইয়া থাকে এবং কখনও বা সন্ধি-সূত্রে প্রাপ্ত, বিনিময়. 'ফায়' অথবা অন্যরূপে প্রাপ্ত বিষয় নির্দ্দেশতি হয়।—সূরা আন্ফালের তফ্‌সীর দ্রষ্টব্য।

আহলেল-কোরা—জনপদের অধিবাসী এবং মক্কা বা মদিনার শহরতলী বা সন্নিকটবর্ত্তী পল্লীগ্রাম সমূহের অধিবাসী। কিন্তু এস্থলে বনি-নজির ও বনি-কোরায়জা সম্প্রদায়ের বাসস্থান—খয়বর ও ফেদক প্রভৃতির প্রতি লক্ষ্য করা হইয়াছে।

আলোচ্য আয়তের মর্ম্ম এই যে, আল্লাহতা'লা বিনাযুদ্ধে স্বীয় রসূলকে বনি-নজীর সম্প্রদায়ের পরিত্যক্ত যে সকল বিষয়-সম্পদ প্রত্যর্পণ করিয়াছেন, তাহা 'গনিমতের' ন্যায় 'মোজাহেদীন বা যোদ্ধা-দিগের মধ্যে যথারীতি বিতরিত হইবে না। কারণ উহা তাহারা যুদ্ধ করিয়া অধিকার করে নাই। সুতরাং উহা সমস্তই আল্লাহতা'লা ও তাঁহার রসূলের জন্য নির্দ্ধারিত হইয়াছে। হজরত রসূলোল্লাহ উহা হইতে প্রয়োজনমত নিজের ও নিজের পরিবার-পরিজনদিগের এবং অতিথি-অভ্যাগতদিগের জন্য ব্যয় করিবেন এবং প্রয়োজন অনুযায়ী তাহার আত্মীয়-স্বজন, পিতৃহীন দীনদরিদ্র ও প্রবাসী পথিকদিগকে দান করিতে পারিবেন। এ সম্বন্ধে 'গনিমত' বিতরণের ন্যায় কোন নির্দ্দিষ্ট নিয়ম বা বাধ্য-বাধকতা নাই। হজরত রসূলোল্লাহ যাহার যেরূপ প্রয়োজন, তাহাকে সেইরূপ দান করিতে পারিবেন। "উহা যেন পর্য্যায়ক্রমে তোমাদের অন্তর্গত ধনীদের হস্তগত না হয়"—এতদ্বারা স্পষ্টতররূপে নির্দ্দেশিত হইয়াছে যে, 'ফায়' স্বরূপ প্রাপ্ত ধন-সম্পদ কাহার ব্যক্তিগত সম্পত্তি নহে।

فَانْتَهُوْا ج وَاتَّقُوا اللّٰهَ ط اِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ ۵ ٨- لِلْفُقَرَاءِ الْمُهٰجِرِيْنَ الَّذِيْنَ اُخْرِجُوْا مِنْ دِيَارِهِمْ وَاَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُوْنَ فَضْلًا مِّنَ اللّٰهِ وَرِضْوَانًا وَّيَنْصُرُوْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ ط اُولٰٓئِكَ هُمُ الصّٰدِقُوْنَ ۵ ٩- وَالَّذِيْنَ تَبَوَّؤُ الدَّارَ وَالْاِيْمَانَ

তাহাতে নিরস্ত হও; এবং আল্লাহকে ভয় কর, নিশ্চয় আল্লাহ কঠোর শাস্তি-দাতা। ৮। ইহা সেই দেশত্যাগী অভাব-গ্রস্তদিগের জন্য—যাহারা স্বীয় ধন-সম্পদ ও স্বীয় গৃহ-সমূহ হইতে বহিষ্কৃত হইয়াছে; তাহারা আল্লার অনুগ্রহ ও সন্তুষ্টির অনুসন্ধান করে এবং তাহারা আল্লাহ ও তদীয় রসুলের সাহায্য করিয়া থাকে; ইহারাই সত্য-পরায়ণ। ৯। এবং উহাদের জন্যও যাহারা তাহাদের পূর্ব্বে এস্থানে বসবাস

সুতরাং উহা নিজের প্রয়োজনে, ধর্ম্ম ও সমাজের কল্যাণ সাধনে এবং অভাবগ্রস্তদিগের অভাব মোচনে ব্যয় করা গেলেও উহা কেহ পুরুষানুক্রমিক উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত হইবে না। এই জন্যই হজরত রসুলোল্লার পরলোক গমনের পর নবি-নন্দিনী বিবি ফাতেমা-জহুরা যখন খেলাফতের নিকট পিতৃ-সম্পত্তির উত্তরাধিকার স্বরূপ ফেদক উদ্যান ও অন্যান্য সম্পত্তির দাবী করিয়াছিলেন, তখন প্রথম খলিফা হজরত আবুবকর দুইটী কারণ প্রদর্শন পূর্ব্বক তাঁহার দাবী মঞ্জুর করেন নাই। প্রথমতঃ ফেদক-উদ্যান হজরত রসুলোল্লার ব্যক্তিগত সম্পত্তি নহে। কারণ উহা তিনি 'ফায়' স্বরূপ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন; সুতরাং উহা 'বয়তুল-মাল' বা মুসলমানের সাধারণ সম্পত্তি এবং সেইজন্য উহাতে কাহারও উত্তরাধিকারিত্বের দাবী প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না। দ্বিতীয়তঃ তিনি সিদ্ধান্ত করেন যে কোন নবীর পক্ষে স্বীয় উত্তরাধিকারিগণের জন্য পার্থিব সম্পত্তি পরিত্যাগ করিয়া যাওয়া শোভন নহে। বিশেষতঃ হজরত রসুলোল্লাহ (সঃ) পরলোক গমনের পূর্ব্বেই তাঁহার সমস্ত সম্পত্তি মুসলমানগণের জন্য 'ওয়াকফ' করিয়া গিয়াছেন। সুতরাং বিবি ফাতেমার দাবী মানিয়া লওয়া যাইতে পারে না। তবে হজরত রসুলোল্লার সময়ে তিনি উহার যে 'মোনাফা' বা লভ্যাংশ পাইতেন, তাহা এখনও যথারীতি প্রাপ্ত হইবেন। খেলাফতের এই সিদ্ধান্তে বিবি ফাতেমা কোনরূপ ক্ষুণ্ণ হইয়াছিলেন কিনা, তাহার কোন স্পষ্টতর প্রমাণ না থাকিলেও খেলাফতের গোলযোগ এবং এই সমস্ত ঘটনা অবলম্বন করিয়াই মোসলেম-জগতে শিয়া-সুন্নী মতবাদের উদ্ভব হইয়াছে।

৮—৯। এই দুইটি আয়তে আল্লাহতা'লা মক্কার দেশত্যাগী 'মোহাজেরীন' এবং তাঁহাদের সাহায্যকারী মদিনার 'আনসার'দিগকে লক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন যে, 'ফায়' হইতে ইহাদের অন্তর্গত অভাবগ্রস্তদিগকে দান কর। বলা বাহুল্য, এস্থলে 'মোহাজেরীন' ও আনসার'দিগকে সাধারণভাবে দান করিতে বলা হয় নাই। তাঁহাদের মধ্যে যাহারা অভাবগ্রস্ত, কেবল তাঁহাদিগকেই সাহায্য করিতে বলা হইয়াছে। অবশ্য তাঁহারা যে সাহায্য প্রাপ্তির সম্পূর্ণ উপযুক্ত পাত্র ছিলেন, তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই।

এস্থলে আল্লাহতা'লা 'মোহাজেরীন' ও আনসার'দিগের যে উচ্চ প্রশংসা করিয়াছেন, জগতে তাহার কোনই তুলনা নাই। সত্যানুরাগ, আত্মোৎসর্গ, স্বার্থত্যাগ, উচ্চ আদর্শ ও পূর্ণ মানবতার দিক দিয়া জগতের কোন নবীর অনুগামীগণই এরূপ অনুপম গুণ-গরিমা ও উচ্চ প্রশংসার অধিকারী হইতে পারেন নাই। যাঁহারা ধর্ম্মের জন্য জন্মভূমি, দেশ, গ্রাম, বাড়ী-ঘর, বিষয়-সম্পত্তি, আত্মীয়-স্বজন—এমনকি স্ত্রী-পুত্র-পরিবার পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিয়া অনাহারে পথ অতিক্রম করিয়া পুণ্যভূমি মদিনায়

فَانْتَهُوْا ۚ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۖ اِنَّ اللّٰهَ
شَدِيْدُ الْعِقَابِ ۝ ٨- لِلْفُقَرَآءِ
الْمُهٰجِرِيْنَ الَّذِيْنَ اُخْرِجُوْا مِنْ
دِيَارِهِمْ وَاَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُوْنَ فَضْلًا
مِّنَ اللّٰهِ وَرِضْوَانًا وَّيَنْصُرُوْنَ اللّٰهَ
وَرَسُوْلَهٗ ۖ اُولٰٓئِكَ هُمُ الصّٰدِقُوْنَ ۝
٩- وَالَّذِيْنَ تَبَوَّؤُ الدَّارَ وَالْاِيْمَانَ

তাহাতে নিরস্ত হও; এবং আল্লাহকে ভয় কর, নিশ্চয় আল্লাহ কঠোর শাস্তি-দাতা।
৮। ইহা সেই দেশত্যাগী অভাব-গ্রস্তদিগের জন্য—যাহারা স্বীয় ধন-সম্পদ ও স্বীয় গৃহ-সমূহ হইতে বহিষ্কৃত হইয়াছে; তাহারা আল্লার অনুগ্রহ ও সন্তুষ্টির অনুসন্ধান করে এবং তাহারা আল্লাহ ও তদীয় রসুলের সাহায্য করিয়া থাকে; ইহারাই সত্য-পরায়ণ।
৯। এবং উহাদের জন্যও যাহারা তাহাদের পূর্ব্বে এস্থানে বসবাস

সুতরাং উহা নিজের প্রয়োজনে, ধর্ম্ম ও সমাজের কল্যাণ সাধনে এবং অভাবগ্রস্তদিগের অভাব মোচনে ব্যয় করা গেলেও উহা কেহ পুরুষানুক্রমিক উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত হইবে না। এই জন্যই হজরত রসুলোল্লার পরলোক গমনের পর নবি-নন্দিনী বিবি ফাতেমা-জহুরা যখন খেলাফতের নিকট পিতৃ-সম্পত্তির উত্তরাধিকার স্বরূপ ফেদক উদ্যান ও অন্যান্য সম্পত্তির দাবী করিয়াছিলেন, তখন প্রথম খলিফা হজরত আবুবকর দুইটী কারণ প্রদর্শন পূর্ব্বক তাঁহার দাবী মঞ্জুর করেন নাই। প্রথমতঃ ফেদক-উদ্যান হজরত রসুলোল্লার ব্যক্তিগত সম্পত্তি নহে। কারণ উহা তিনি 'ফায়' স্বরূপ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন; সুতরাং উহা 'বয়তুল-মাল' বা মুসলমানের সাধারণ সম্পত্তি এবং সেইজন্য উহাতে কাহারও উত্তরাধিকারিত্বের দাবী প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না। দ্বিতীয়তঃ তিনি সিদ্ধান্ত করেন যে কোন নবীর পক্ষে স্বীয় উত্তরাধিকারিগণের জন্য পার্থিব সম্পত্তি পরিত্যাগ করিয়া যাওয়া শোভন নহে। বিশেষতঃ হজরত রসুলোল্লাহ (সঃ) পরলোক গমনের পূর্ব্বেই তাঁহার সমস্ত সম্পত্তি মুসলমানগণের জন্য 'ওয়াকফ' করিয়া গিয়াছেন। সুতরাং বিবি ফাতেমার দাবী মানিয়া লওয়া যাইতে পারে না। তবে হজরত রসুলোল্লার সময়ে তিনি উহার যে 'মোনাফা' বা লভ্যাংশ পাইতেন, তাহা এখনও যথারীতি প্রাপ্ত হইবেন। খেলাফতের এই সিদ্ধান্তে বিবি ফাতেমা কোনরূপ ক্ষুণ্ণ হইয়াছিলেন কিনা, তাহার কোন স্পষ্টতর প্রমাণ না থাকিলেও খেলাফতের গোলযোগ এবং এই সমস্ত ঘটনা অবলম্বন করিয়াই মোসলেম-জগতে শিয়া-সুন্নী মতবাদের উদ্ভব হইয়াছে।

৮—৯। এই দুইটি আয়তে আল্লাহতা'লা মক্কার দেশত্যাগী 'মোহাজেরীন' এবং তাঁহাদের সাহায্যকারী মদিনার 'আনসার'দিগকে লক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন যে, 'ফায়' হইতে ইহাদের অন্তর্গত অভাবগ্রস্তদিগকে দান কর। বলা বাহুল্য, এস্থলে 'মোহাজেরীন' ও আনসার'দিগকে সাধারণভাবে দান করিতে বলা হয় নাই। তাঁহাদের মধ্যে যাহারা অভাবগ্রস্ত, কেবল তাঁহাদিগকেই সাহায্য করিতে বলা হইয়াছে। অবশ্য তাঁহারা যে সাহায্য প্রাপ্তির সম্পূর্ণ উপযুক্ত পাত্র ছিলেন, তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই।

এস্থলে আল্লাহতা'লা 'মোহাজেরীন' ও আনসার'দিগের যে উচ্চ প্রশংসা করিয়াছেন, জগতে তাহার কোনই তুলনা নাই। সত্যানুরাগ, আত্মোৎসর্গ, স্বার্থত্যাগ, উচ্চ আদর্শ ও পূর্ণ মানবতার দিক দিয়া জগতের কোন নবীর অনুগামীগণই এরূপ অনুপম গুণ-গরিমা ও উচ্চ প্রশংসার অধিকারী হইতে পারেন নাই। যাঁহারা ধর্ম্মের জন্য জন্মভূমি, দেশ, গ্রাম, বাড়ী-ঘর, বিষয়-সম্পত্তি, আত্মীয়-স্বজন—এমনকি স্ত্রী-পুত্র-পরিবার পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিয়া অনাহারে পথ অতিক্রম করিয়া পুণ্যভূমি মদিনায়

মِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ
إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ
حَاجَةً مِمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ
أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ ۚ ط
وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ

ও বিশ্বাস-স্থাপন করিয়াছে—তাহারা
তাহাদের নিকট সমাগত দেশত্যাগী-
দিগকে ভালবাসে এবং উহাদিগকে যাহা
প্রদত্ত হয়, তজ্জন্য তাহারা স্বয়ং অন্তর-
সমূহে কোন আবশ্যকতা অনুভব করে না,
এবং যদিও তাহাদের অভাব থাকে তবুও
তাহারা নিজেদের উপর উহাদিগকে
অগ্রবর্ত্তী মনে করে; এবং যে নিজকে
প্রলোভন হইতে রক্ষা করে, ফলতঃ

আসিয়া হজরত রসুলোল্লার স্বর্গীয় পতাকা-তলে সমবেত হইয়াছিলেন এবং মদিনার যে সকল মহামতি মুসলমান শুধু ধর্ম্মের বন্ধনে আবদ্ধ হইয়া বিদেশী ধর্ম্ম-ভ্রাতাগণকে নিজ নিজ সহোদর-ভ্রাতা অপেক্ষাও অধিকতর আদর-যত্ন ও ভক্তি-ভালবাসার সহিত সাদরে বরণ করিয়া লইয়া—নিজেদের শত অভাব সত্ত্বেও নিজ নিজ বিষয়-সম্পত্তি, বাড়ী-ঘর ও অন্যান্য জিনিষ-পত্র তাহাদিগকে তুল্যাংশে ভাগ করিয়া দিয়াছিলেন, তাহাদের তুলনা জগতের আর কোথায় পাওয়া যাইবে? মোসলেম জগতের মুকুট-মণি হজরত আবু-বকর, ওমর, ওসমান, আলি, খালেদ, জোবের, তাল্হা ও আবু-ওবায়দা প্রমুখ জগদ্বিখ্যাত খলিফা ও বিশ্ববিজয়ী বীরগণের সকলেই মোহাজেরীন ও আনসার সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। আল্লাহতালা স্পষ্টতর ভাষায় বলিয়া দিয়াছিল যে, "যাহারা আল্লার অনুগ্রহ ও সন্তুষ্টি অনুসন্ধান করে ফলতঃ তাহারাই আল্লাহ ও তদীয় রসুলের সাহায্য করিয়া থাকে।" বলা বাহুল্য, ইহারাই সর্ব্বপ্রথম আল্লাহ ও রসুলের বাণী দেশ-বিদেশে প্রচার করিয়াছিলেন এবং নিজেদের ধন-প্রাণ সর্ব্বস্ব উৎসর্গ করিয়া সভ্যজগতের সর্ব্বত্র ইস্লামের জয়-পাতাকা উড়াইয়াছিলেন।

শিয়া মতবাদ—ইস্লামের সুবিখ্যাত সুন্নত-অল্-জামাত বা সুন্নী সম্প্রদায় হজরত রসুলোল্লাহ (সঃ) এবং তাঁহার 'মোহাজেরীন' ও 'আনসার' (রাঃ) সাহাবাগণের অনুরক্ত অনুগামী ও পূর্ণ অনুসরণকারী। তাঁহারা সাহাবাগণের মধ্যে কাহাকেও ভাল বলা বা কাহাকেও মন্দ বলা সম্পূর্ণ অবৈধ বলিয়া মনে করেন। কিন্তু 'শিয়া-সম্প্রদায় হজরত আলি, ফাতেমা, হাসান ও হোসেন প্রমুখ কতিপয় সাহাবা ভিন্ন আর সকলকেই অনাচারী, অত্যাচারী, স্বার্থপর ও প্রবঞ্চক বলিয়া অভিহিত করে—(নাউজ)! সর্ব্বজনমান্য ও জগদ্বিখ্যাত সাহাবাগণকে এইরূপ গালি দেওয়া এবং তাঁহাদের নিন্দা ও দুর্নাম প্রচার করাই নাকি তাহাদের সর্ব্বপ্রধান ধর্ম্ম ও কল্যাণকর কর্ম্ম! ইহাদের মতে হজরত আলিই হজরত রসুলোল্লার একমাত্র প্রকৃত খলিফা এবং বিবি ফাতেমাই তাঁহার একমাত্র উত্তরাধিকারিণী। এ সম্বন্ধে নাকি তাঁহাদের নিকট 'আসমানী ওহী' পর্য্যন্ত অবতীর্ণ হইয়াছিল। প্রথম তিন খলিফা ছলে বলে ও কৌশলে খেলাফতের সিংহাসন অধিকার করায় হজরত আলি ও বিবি ফাতেমা নাকি সাহস করিয়া সে কথা প্রকাশ করিতে অথবা খেলাফতের আসন অধিকার করিতে পারেন নাই! এতদ্ভিন্ন ইহাদের মধ্যে আরও নানারূপ বিকৃত মতবাদ ও বহু মতভেদ বিদ্যমান আছে। এ সম্বন্ধে ইহারা পবিত্র কোরানের বহু তফসীর লিখিয়াছেন এবং বহু সহস্র হাদিস রচনা ও সংগ্রহ করিয়াছেন। ঐ সমস্ত তফসীর ও হাদিস পড়িলে মনে হয়, যেন সমস্ত কোরানই হজরত আলির খেলাফত এবং বিবি ফাতেমার উত্তরাধিকারিত্ব সম্বন্ধে অবতীর্ণ হইয়াছিল। কোন কোন সুন্নী তফসীরকারও উহার পাল্টা উত্তর দিতে চেষ্টা করিয়াছেন। তাঁহারা হজরত আবুবকর ও হজরত ওমরের খেলাফত আয়তে কোরান ও হাদিস দ্বারা প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু ঐ সকল বর্ণনা ও ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ এরূপ অপ্রাসঙ্গিক যে, তদ্দ্বারা পবিত্র কোরান ও হাদিসের গৌরব ও মর্য্যাদা হ্রাস ভিন্ন একটুও বর্দ্ধিত হয় নাই।—তঃ হক্কানী।

هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ۚ ١٠- وَالَّذِيْنَ
جَآءُوْ مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَا
اغْفِرْ لَنَا وَلِاِخْوَانِنَا الَّذِيْنَ سَبَقُوْنَا
بِالْاِيْمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِيْ قُلُوْبِنَا
غِلًّا لِّلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا رَبَّنَآ اِنَّكَ
رَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ ۚ

তাহারাই সুফলপ্রাপ্ত হইবে। ১০। এবং উহাদের জন্যও—যাহারা তাহাদেরও পশ্চাতে আগমন করিয়াছে—তাহারা বলে যে, হে আমাদের প্রতিপালক, আমাদিগকে ক্ষমা কর এবং আমাদের সেই ভ্রাতাগণকেও—যাহারা আমাদের পূর্ব্বে বিশ্বাস-স্থাপন করিয়াছে, এবং বিশ্বাস-স্থাপনকারীদিগের সম্বন্ধে আমাদের অন্তর সমূহে যেন ঈর্ষা না হয়; হে! আমাদের প্রতিপালক, নিশ্চয় তুমি স্নেহশীল করুণাময়।

২য় রুকু—ইহুদীদের প্রতি কপটবিশ্বাসীদের ব্যর্থ আশ্বাস

١١- اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ نَافَقُوْا
يَقُوْلُوْنَ لِاِخْوَانِهِمُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا
مِنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ لَئِنْ اُخْرِجْتُمْ
لَنَخْرُجَنَّ مَعَكُمْ وَلَا نُطِيْعُ فِيْكُمْ اَحَدًا
اَبَدًا ۙ وَاِنْ قُوْتِلْتُمْ لَنَنْصُرَنَّكُمْ ط
وَاللّٰهُ يَشْهَدُ اِنَّهُمْ لَكٰذِبُوْنَ ۝
١٢- لَئِنْ اُخْرِجُوْا لَا يَخْرُجُوْنَ

১১। তুমি কি সেই কপটবিশ্বাসীদিগের প্রতি লক্ষ্য কর নাই—যাহারা তাহাদের গ্রন্থানুগামী অবিশ্বাসীদিগের অন্তর্গত ভ্রাতৃদিগকে বলে যে, যদি তোমরা বহিস্কৃত হও, তবে নিশ্চয় আমরাও তোমাদের সহিত বহিস্কৃত হইব এবং আমরা তোমাদের সম্বন্ধে কখনও কাহারও অনুগত হইব না; এবং যদি তোমাদিগকে যুদ্ধ করিতে হয়, তবে নিশ্চয় আমরা তোমাদিগকে সাহায্য করিব; এবং আল্লাহ সাক্ষ্য দান করিতেছেন যে, নিশ্চয় তাহারা অসত্যবাদী। ১২। যদি তাহারা বহিস্কৃত হয়, তবে উহারা তাহাদের সহিত বহির্গত হইবে না এবং যদি

১০। 'ফায়'-এর উপর পরবর্ত্তী যুগের অভাবগ্রস্ত মুসলমানদিগেরও প্রাপ্য রহিয়াছে—অর্থাৎ তাহারাও ঐ সাধারণ সম্পত্তি হইতে সাহায্য প্রাপ্ত হইবে। 'পশ্চাতে আগমনকারী' অর্থ—সাহাবাদের পরবর্ত্তী সর্ব্বযুগের সর্ব্বশ্রেণীর মুসলমান। তাঁহাদের সুপথগামী ও সত্য-বিশ্বাসী হইবার সর্ব্বপ্রধান লক্ষণ এই যে, তাঁহারা যেরূপ নিজেদের জন্য আল্লাহতালার করুণা ও ক্ষমা-প্রার্থনা করিবে, সেইরূপ পূর্ব্বে আগমনকারী 'মোহাজেরীন' ও 'আনসার' প্রমুখ মহামান্য সাহাবাগণের জন্যও আল্লাহতালার স্নেহ, করুণা ও ক্ষমাপ্রার্থী হইবে। তাঁহারা কোন যুগের কোন বিশ্বাসী মুসলমানকেই ঈর্ষা করিবে না এবং তাঁহাদিগকে গালি দিবে না। বলা বাহুল্য, এই আয়তের স্পষ্টতর নির্দ্দেশ অনুযায়ী আহলে সুন্নত-অল্-জমাতের সুন্নী মুসলমানগণই সত্যপরায়ণ ও সুপথগামী এবং শিয়া সম্প্রদায় ভ্রান্ত ও বিপথগামী বলিয়া প্রমাণিত হইতেছে।

১১—১৩। মদিনার মোনাফেক বা কপটবিশ্বাসীদিগের দলপতি আবদুল্লাহ-বিন-ওবায় অবিশ্বাসী ইহুদীদিগকে আশ্বাস প্রদান করিয়াছিল যে, তোমরা মদিনা পরিত্যাগ না করিয়া

مَعَهُمْ ۚ وَلَئِنْ قُوتِلُوا لَا يَنْصُرُونَهُمْ ۚ
وَلَئِنْ نَصَرُوهُمْ لَيُوَلُّنَّ
الْأَدْبَارَ ۖ ثُمَّ لَا يُنْصَرُونَ ○
١٣- لَأَنْتُمْ أَشَدُّ رَهْبَةً فِي صُدُورِهِمْ
مِنَ اللَّهِ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ
لَا يَفْقَهُونَ ○ ١٤- لَا يُقَاتِلُونَكُمْ
جَمِيعًا إِلَّا فِي قُرًى مُحَصَّنَةٍ أَوْ مِنْ
وَرَاءِ جُدُرٍ ۚ بَأْسُهُمْ بَيْنَهُمْ شَدِيدٌ ۚ
تَحْسَبُهُمْ جَمِيعًا وَقُلُوبُهُمْ شَتَّىٰ ۚ
ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ ○

তাহাদিগকে যুদ্ধ করিতে হয়, তবে উহারা তাহাদিগকে সাহায্য করিবে না, এবং যদি উহারা তাহাদিগকে সাহায্য করে, তবে নিশ্চয় উহারা পশ্চাতে প্রত্যাবর্ত্তিত হইবে, তৎপর তাহারা আর সাহায্য প্রাপ্ত হইবে না। ১৩। অবশ্য তোমরা তাহাদের অন্তর-সমূহে আল্লাহ হইতেও অধিকতর আতঙ্কজনক; ইহা এই হেতু যে, নিশ্চয় তাহারা নির্ব্বোধ সম্প্রদায়। ১৪। তাহারা সুরক্ষিত জনপদ অথবা প্রাচীরের অন্তরাল ব্যতীত তোমাদের সহিত সম্মিলিত-ভাবে যুদ্ধ করিবে না; তাহাদের নিজেদের মধ্যে যুদ্ধ কঠোরতর হইয়া থাকে; তুমি তাহাদিগকে একতাবদ্ধ মনে করিতেছ, এবং তাহাদের অন্তর-সমূহ বিভক্ত; ইহা এই হেতু যে, তাহারা নির্ব্বোধ

মুসলমানদিগের সহিত যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হও. আমরাও তোমাদের সহিত তাহাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিব এবং যদি একান্তই তোমাদিগকে মদিনা পরিত্যাগ করিতে হয়, তবে আমরাও তোমাদের সহিত মদিনা পরিত্যাগ করিব। কিন্তু আল্লাহতালা মুসলমানদিগকে জানাইয়া দিতেছেন যে, নিশ্চয় উহারা প্রবঞ্চক ও মিথ্যাবাদী। উহারা কখনই ইহুদীদিগকে সাহায্য করিবে না এবং তাহাদের সঙ্গী হইয়া যুদ্ধও করিবে না এবং যুদ্ধ করিলেও পরাজিত হইয়া পলায়ন করিবে। তারপর ইহুদীরা দেশত্যাগী হইলেও তাহারা কখনই দেশত্যাগী হইবে না। তোমাদের ভয়ে উহারা সর্ব্বদাই সন্ত্রস্ত থাকিবে। কিন্তু ইহুদীরা এরূপ নির্ব্বোধ যে, ঐ মিথ্যা আশ্বাসে ভুলিয়া নিজেদের অমঙ্গল ডাকিয়া আনিতেছে।

১৪। আল্লাহতালা আরও বলিতেছেন—অবিশ্বাসী ও কপটবিশ্বাসীরা নিজেদের মধ্যে বিবাদ-বিসংবাদ ও যুদ্ধ বিগ্রহ করিতে খুবই মজবুত এবং তাহারা আল্লাহকেও ভয় করে না। কিন্তু আল্লার ভয়ে ভীত—নির্ভীক মুসলমানদিগের নাম শুনিলেই তাহাদের প্রাণে আতঙ্ক উপস্থিত হয়। মুসলমানের শত্রুতা সাধনে তাহাদিগকে একতাবদ্ধ দেখা গেলেও তাহাদের এমন সাহস ও শক্তি নাই যে, তাহারা একতাবদ্ধ ও সম্মিলিত হইয়া মুসলমানদের বিরুদ্ধে প্রকাশ্য যুদ্ধে অবতীর্ণ হইবে। অবশ্য তাহারা বিক্ষিপ্ত ভাবে সুরক্ষিত গৃহ-প্রাচীর অথবা নিরাপদ দুর্গের মধ্যে আত্মগোপন করিয়া তোমাদের সহিত যুদ্ধ করিলেও করিতে পারে; কিন্তু তাহার পরিণামে ঐ নির্ব্বোধদিগকে অবশ্যই পরাজিত ও বিতাড়িত হইতে হইবে। বলা বাহুল্য, এই অব্যর্থ ভবিষ্যদ্বাণীর পূর্ণ সফলতা স্বরূপ অবিশ্বাসী ইহুদী ও কপটবিশ্বাসী মোনাফেক দল মদিনা হইতে সম্পূর্ণরূপে বিতাড়িত ও বহিষ্কৃত হইয়াছিল।

সম্প্রদায়। ১৫। তাহারা ঐরূপ—যেরূপ তাহাদের পূর্ব্ববর্ত্তিগণ অনতিবিলম্বে তাহাদের কৃতকর্ম্ম সমূহের পরিণাম আস্বাদন করিয়াছিল; এবং তাহাদের জন্য যন্ত্রণাপ্রদ শাস্তি রহিয়াছে। ১৬। ইহা শয়তানের দৃষ্টান্তের অনুরূপ, যখন সে মানুষকে বলে যে, তুমি অবিশ্বাস কর; কিন্তু যখন অবিশ্বাস করে, তখন সে বলে যে, আমি তোমা হইতে বীতশ্রদ্ধ; নিশ্চয় আমি বিশ্ব-জগতের প্রতিপালক আল্লাহকে ভয় করি। ১৭। অতএব এতদুভয়ের পরিণাম এই যে, তাহারা নরকানলে রহিয়া তন্মধ্যে সর্ব্বদা অবস্থান করিবে, এবং ইহাই অত্যাচারীদিগের প্রতিফল।

١٥- كَمَثَلِ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ قَرِيْبًا
ذَاقُوْا وَبَالَ اَمْرِهِمْ ج وَلَهُمْ عَذَابٌ
اَلِيْمٌ ۚ ١٦- كَمَثَلِ الشَّيْطٰنِ
اِذْ قَالَ لِلْاِنْسَانِ اكْفُرْ ج فَلَمَّا كَفَرَ قَالَ
اِنِّيْ بَرِيْٓءٌ مِّنْكَ اِنِّيْٓ اَخَافُ اللّٰهَ
رَبَّ الْعٰلَمِيْنَ ۝ ١٧- فَكَانَ
عَاقِبَتَهُمَآ اَنَّهُمَا فِي النَّارِ خَالِدَيْنِ
فِيْهَا ط وَذٰلِكَ جَزٰٓؤُا الظّٰلِمِيْنَ ع

৩য় রুকু—বিশ্বাসীবৃন্দকে সান্ত্বনা ও আশ্বাস প্রদান

১৮। হে বিশ্বাস-স্থাপনকারিগণ, তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং প্রত্যেক ব্যক্তির চিন্তা করা উচিত যে, সে আগামী কল্যের জন্য অগ্রে কি প্রেরণ করিয়াছে; এবং আল্লাহকেই ভয় কর, নিশ্চয় আল্লাহ—তোমরা যাহা করিতেছ, তদ্বিষয়ে অভিজ্ঞ। ১৯। এবং যাহারা

١٨- يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ
وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ ج
وَاتَّقُوا اللّٰهَ ط اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌ بِمَا
تَعْمَلُوْنَ ۝ ١٩- وَلَا تَكُوْنُوْا

১৫—১৭। কপট-বিশ্বাসীদের কার্য্যকে আল্লাহতালা পাপাত্মা শয়তানের কার্য্যের সহিত তুলনা করিয়া বলিতেছেন যে, শয়তান যেমন লোকদিগকে ভ্রান্ত ও বিপথগামী করিয়া শেষে বলে যে, আমি উহার জন্য কোনরূপ দায়ী নহি—কপট-বিশ্বাসীরাও সেইরূপ লোকদিগকে মিথ্যা আশ্বাস প্রদানে বিপদাপন্ন করিয়া সঙ্কটের সময়ে বলে যে, তোমাদের কর্ম্মফল তোমরাই ভোগ কর—আমরা তোমাদের সঙ্গি নহি। আল্লাহতালা আরও বলিতেছেন যে, পূর্ব্ববর্ত্তী অবিশ্বাসীদের ন্যায় অচিরেই উহারা এই পৃথিবীতে শাস্তিভোগ করিবে; তৎপরে পরলোকে উহাদের সকলকেই নরকানলে প্রবিষ্ট হইয়া উহার শাস্তি ও লাঞ্ছনা ভোগ করিতে হইবে।

১৮—২০। অনন্তর আল্লাহতালা বিশ্বাসীবৃন্দকে লক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন যে, তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং 'আগামী কল্য' অর্থাৎ পরলোকের জন্য কি কি ধর্ম্ম-কর্ম্ম করিয়াছ, তদ্বিষয় চিন্তা করিতে থাক। যাহারা আল্লাহতালাকে বিস্মৃত হইয়া এবং পরকালের বিষয় কিছুমাত্র চিন্তা না করিয়া শুধু ইহলোকের আমোদ-প্রমোদ ও ভোগ-বিলাসে আত্মনিয়োগ করিয়াছে, তোমরা কদাচ তাহাদের মত হইয়া নিজেদের ইহ-পরকালের সর্ব্বনাশ করিও না। তোমরা নিশ্চয় জানিও যে,

كَالَّذِيْنَ نَسُوا اللّٰهَ فَاَنْسٰىهُمْ اَنْفُسَهُمْ ط
اُولٰٓئِكَ هُمُ الْفٰسِقُوْنَ ○ ٢٠- لَا
يَسْتَوِيْٓ اَصْحٰبُ النَّارِ وَاَصْحٰبُ
الْجَنَّةِ ط اَصْحٰبُ الْجَنَّةِ هُمُ
الْفَآئِزُوْنَ ○ ٢١- لَوْ اَنْزَلْنَا هٰذَا
الْقُرْاٰنَ عَلٰى جَبَلٍ لَّرَاَيْتَهٗ خَاشِعًا
مُّتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ اللّٰهِ ط وَتِلْكَ
الْاَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ
يَتَفَكَّرُوْنَ ○ ٢٢- هُوَ اللّٰهُ الَّذِيْ
لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ج عٰلِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ ج

আল্লাহকে বিস্মৃত হইয়াছে, তোমরা তাহাদের অনুরূপ হইও না; ফলতঃ তিনি তাহাদিগকে তাহাদের নিজেদের সত্তাকে বিস্মৃত করিয়া দিয়াছেন, তাহারাই দুষ্কার্য্যকারী। ২০। নরকের অধিবাসিবৃন্দ ও স্বর্গোদ্যানের অধিবাসি-গণ সমতুল্য নহে; যাহারা স্বর্গোদ্যানের অধিবাসী—তাহারাই কৃতকার্য্য হইবে।
২১। যদি আমি এই কোরান পর্ব্বতের উপর অবতারণ করিতাম, তবে নিশ্চয় তুমি প্রত্যক্ষ করিতে যে, উহা আল্লার ভয়ে নিপতিত বিদীর্ণ হইতেছে; এবং আমি মানবগণের জন্য এই দৃষ্টান্ত-সমূহ বিবৃত করিতেছি—যেন তাহারা প্রণিধান করে। ২২। তিনিই আল্লাহ—যিনি ব্যতীত কোনই উপাস্য নাই; তিনি অদৃশ্য ও প্রকাশ্য বিষয়ে মহাজ্ঞানী।

স্বর্গ ও নরকের অধিবাসীরা কখনই সমতুল্য নহে। কারণ পরলোকে নারকীদের জীবন ব্যর্থতায় পর্য্যবসিত এবং স্বর্গবাসীদের জীবন সফলতায় অভিষিক্ত হইবে।

২১ এই আয়তে আল্লাহতালা একটি অনুপম উপমা দিয়া বলিতেছেন যে, যদি আমি এই কোরান প্রস্তরময় কঠিন পর্ব্বতের উপর অবতীর্ণ করিতাম এবং মানুষের ন্যায় যদি উহার বিবেক ও অনুভূতি থাকিত, তবে নিশ্চয় আমার আদেশ ও নিষেধ অমান্য করা জনিত শাস্তির ভয়ে উহা নিপতিত ও বিদীর্ণ হইয়া যাইত অর্থাৎ আমার অসন্তোষ ও শাস্তির আতঙ্কে পাষাণময় পর্ব্বতও ভাঙ্গিয়া পড়িত; কিন্তু মানুষের হৃদয় এমনই কঠিন যে, আমার এই সকল প্রত্যক্ষ আদেশ-নিষেধ ও শাস্তির বাণী পাঠ করিয়াও তাহারা ভীত অথবা বিচলিত হইতেছে না! কিন্তু আমার বর্ণিত এই সকল দৃষ্টান্ত হইতে শিক্ষা ও সদুপদেশ লাভ করিয়া তাহাদের ভীত, সংযত ও সতর্ক হওয়া একান্ত কর্ত্তব্য।

২২—২৪। **আসমাউল-হোসনা**—আল্লাহতালার অত্যুত্তম, সুন্দরতম, পবিত্রতম ও মহিমান্বিত নাম-সমূহ। স্বর্গীয় কোরান শরিফে আল্লাহতালার অনেকগুলি অত্যুত্তম ও মহিমান্বিত নামের উল্লেখ করা হইয়াছে। হাদিস শরিফে আল্লাহতালার নিরানব্বইটী অত্যুত্তম নাম বিবৃত হইয়াছে। কেহ কেহ বলেন যে, এতদ্ব্যতীত আল্লাহতালার আরও অসংখ্য মহিমান্বিত নাম আছে, কিন্তু অনেকে আল্লাহতালার নাম সংখ্যা কোরান-হাদিসের নির্দ্দেশ মত সীমাবদ্ধ রাখাই সঙ্গত মনে করেন। আল্লাহতালার এই সকল অত্যুত্তম ও মহিমান্বিত নামের বহু অলৌকিক গুণ ও অসাধারণ শক্তি আছে। আধুনিক পীর, ফকির ও ব্যবসাদার আলেমেরা অনেক সময়ে ঐ সকল পবিত্র নামের তাবিজ-কবচ লিখিয়া বহু আপদ-বিপদ বিদূরিত ও রোগ-ব্যাধি আরোগ্য করিয়া

هُوَ الرَّحْمٰنُ الرَّحِيْمُ ۝٢٢ هُوَ اللّٰهُ
الَّذِيْ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۚ اَلْمَلِكُ
الْقُدُّوْسُ السَّلٰمُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ
الْعَزِيْزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ ۗ سُبْحٰنَ
اللّٰهِ عَمَّا يُشْرِكُوْنَ ۝٢٣ هُوَ اللّٰهُ
الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ
الْاَسْمَآءُ الْحُسْنٰى ۗ يُسَبِّحُ لَهٗ مَا فِى
السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۚ وَهُوَ الْعَزِيْزُ
الْحَكِيْمُ ۝٢٤

তিনি দয়াময় করুণাময়। ২৩। তিনিই আল্লাহ—যিনি ব্যতীত কোনই উপাস্য নাই; তিনি পবিত্রতম—রাজ্যাধিপতি শান্তিদাতা, নিরাপত্তা-প্রদানকারী, অভিভাবক—মহাপরাক্রান্ত, প্রতাপশালী মহিমাময়; তাহারা যে অংশী স্থির করে, আল্লাহ তাহা হইতে পবিত্রতম। ২৪। তিনিই আল্লাহ—যিনি সৃষ্টিকর্তা, নির্মাণ-কারক, আকৃতি দাতা; তাঁহার জন্যই অত্যুত্তম নাম-সমূহ; নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলে যাহা আছে, তাহা তাঁহারই পবিত্রতা বর্ণনা করিতেছে; এবং তিনি মহাপরাক্রান্ত বিজ্ঞানময়।

নিজেদের বুজর্গি ও কেরামতি জাহির করেন এবং অজ্ঞ জনসমাজ ও নির্বোধ নারী-জাতির শোণিত শোষণ করিয়া বহু অর্থ উপার্জন করিয়া থাকেন। ইহারা স্বভাবতঃই অলস, কর্মবিমুখ, শ্রমবিমুখ, স্বার্থপর ও ভিক্ষাজীবি হইয়া থাকে। ইহাদের কল্যাণে অশিক্ষিত মোস্লেম পল্লী সমূহের ছেলে-মেয়েদের গলায় যে অর্থহীন ব্যর্থ তাবিজ-কবচের দুর্বহ বোঝা দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা সত্যই করুণার উদ্রেক করে। এই জন্যই হজরত রছুলোল্লাহ (দঃ) ও মহান সাহাবাগণ (রাঃ) কখনও তাবিজ-কবচের ব্যবসা অবলম্বন করিয়া জাতির অবিশ্বাস ও অকল্যাণের পথ প্রশস্ত করেন নাই।—ডঃ হক্কানী।

আলোচ্য আয়ত সমূহে আল্লাহতায়ালার 'আসমাউল-হোসনা'—অর্থাৎ তাঁহার অত্যুত্তম নাম সমূহের মধ্য হইতে কতিপয় বিশিষ্ট নাম বিবৃত হইয়াছে, যথা—আলিমুল গায়বে-অশ্ শাহাদাতে, রহমানুর রহিম, মালেকুল-কুদ্দুস, সালামুল-মোমেনুল-মোহায়মেন, আজিজুল-জব্বারুল-মোতাকাব্বের এবং খালেকোল বারীউল-মোছাব্বের প্রভৃতি। উহার অর্থ যথাক্রমে—অদৃশ্য ও দৃশ্যমান বিষয়ে মহাজ্ঞানী, অনুগ্রহশীল করুণাময়, পবিত্রতম রাজ্যাধিপতি, শান্তিদাতা নিরাপত্তা-প্রদানকারী অভিভাবক, মহাপরাক্রান্ত-প্রতাপশালী, অভিভাবক এবং সৃষ্টিকর্তা নির্মাণকারক ও আকৃতিদাতা। নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলে যাহা কিছু আছে, তাহা সমস্তই তদীয় মহিমা কীর্তন করিতেছে এবং তিনি মহাপরাক্রান্ত বিজ্ঞানময়। এই সকল অত্যুত্তম নাম ও মহিমান্বিত বাণীসহ করুণাময় আল্লাহতায়ালা আলোচ্য ছুরা শেষ করিয়াছেন।

একটি হাদিসে বর্ণিত হইয়াছে যে, যে ব্যক্তি প্রভাতে "আউজু বিল্লাহেস্ সামিউল আলিম মেনাশ-শায়তানের-রাজিম" পড়িয়া এই তিনটী আয়ত তিনবার পাঠ করিবে, আল্লাহতায়ালা তাহার কল্যাণ কামনার জন্য সত্তর সহস্র ফেরেশতা নিযুক্ত করিয়া দিবেন এবং তাঁহারা সারাদিন তাহার জন্য কল্যাণ প্রার্থনা করিবে এবং ঐ দিন তাহার মৃত্যু হইলে সে শহিদ বলিয়া পরিগণিত হইবে। —তেরমেজী ও দারমী।

১ম রুকু—অবিশ্বাসী শত্রুদিগের সহিত বন্ধুত্ব স্থাপনের নিষেধাজ্ঞা

সর্ব্বপ্রদাতা করুণাময় আল্লার নামে

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

১। হে বিশ্বাস-স্থাপনকারিগণ, তোমরা আমার শত্রু ও তোমাদের শত্রুদিগকে বন্ধু রূপে গ্রহণ করিও না; তোমরা কি তাহাদের নিকট বন্ধুত্বের প্রস্তাব প্রেরণ করিতেছ? এবং সত্য হইতে তোমাদের নিকট যাহা উপনীত হইয়াছে, তাহারা তদ্বিষয় অবিশ্বাস করিয়া থাকে; তোমরা স্বীয় প্রতিপালক আল্লার প্রতি বিশ্বাস-স্থাপন করিয়াছ, তজ্জন্য তাহারা রসুলকে ও তোমাদিগকে

١- يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ تُلْقُونَ إِلَيْهِم بِالْمَوَدَّةِ وَقَدْ كَفَرُوا بِمَا جَاءَكُم مِّنَ الْحَقِّ ۚ يُخْرِجُونَ الرَّسُولَ وَإِيَّاكُمْ أَن تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ رَبِّكُمْ ط

মোম্‌তাহানা—'এম্‌তেহান' বা পরীক্ষাকৃত, পরীক্ষিত অথবা যাহাকে পরীক্ষা করা হইয়াছে। আলোচ্য সূরার ১০ম আয়তে নব-বিশ্বাসিনী নারীদিগের ধর্ম্ম-বিশ্বাসের সত্যতা পরীক্ষা করিবার জন্য যে, "ফাম্‌তেহান্নু" শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে, তাহা হইতেই এই সূরার "মোম্‌তাহানা" নামকরণ করা হইয়াছে।

শানে-নজুল—এই সূরা অষ্টম হিজরীতে হোদায়বিয়া সন্ধি ও মক্কা অভিযানের মধ্যবর্ত্তী সময়ে মদিনা শরিফে অবতীর্ণ হইয়াছিল। হজরত রসুলোল্লাহ যখন মক্কা অভিযানের আয়োজন করিতেছিলেন, তখন হাতেব-বিন-আবি-বাল্‌তা নামক বদর যুদ্ধের জনৈক বিখ্যাত সাহাবা মক্কায় প্রতিগমনকারী জনৈক স্ত্রীলোকের নিকট একখানি পত্র প্রদান করিয়া মক্কার অবিশ্বাসীদিগকে সতর্ক করিয়াছিলেন। হজরত রসুলোল্লাহ হজরত জিবরিলের নিকট উক্ত পত্রের বিষয় অবগত হইয়া হজরত আলী প্রমুখ কতিপয় সাহাবাকে প্রেরণ পূর্ব্বক ঐ পত্র হস্তগত করেন। অনন্তর হাতেবের নিকট উহার কৈফিয়ত তলব করা হইলে তিনি সরলভাবে আত্মদোষ স্বীকার করিয়া বলেন যে, মক্কায় সকলেরই আত্মীয়-স্বজন বিদ্যমান আছে; কিন্তু আমার সেরূপ উপযুক্ত কেহই নাই। সুতরাং মক্কাবাসীরা যাহাতে আমার পরিজন ও অপ্রাপ্তবয়স্ক সন্তান-সন্ততিদিগকে যন্ত্রণা না দেয়, সেই উদ্দেশ্যে আমি এ পত্র লিখিয়াছি। তখন অন্যান্য সাহাবাগণ হজরত হাতেবকে হত্যা করিবার অনুমতি প্রার্থনা করিলেও বদর যুদ্ধের সাহাবা বলিয়া হজরত রসুলোল্লাহ তাঁহাকে ক্ষমা করেন। অনন্তর ঐ উপলক্ষে অবিশ্বাসী শত্রুদিগের সহিত বিশ্বাসী মুসলমানদিগের সম্পর্ক এবং তাহাদের সহিত বন্ধুত্বের অবৈধতা ঘোষণা করিয়া এই সূরা অবতীর্ণ হয়।—সহি বোখারী।

১। এই সূরার শানে-নজুলে যে ঘটনা বর্ণিত হইয়াছে, তৎপ্রতি লক্ষ্য করিয়া আল্লাহ-তালা বিশ্বাসী মুসলমানদিগকে বলিয়া দিলেন যে, যে সকল অবিশ্বাসী আল্লার শত্রু ও তদীয় রসুলের শত্রু এবং যাহারা সত্য-বিশ্বাসের জন্য আল্লার রসুলকে ও তোমাদিগকে তোমাদের জন্মভূমি মক্কা হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিয়াছে, তোমরা কদাচ তাহাদিগকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করিও না।

إِنْ كُنْتُمْ خَرَجْتُمْ جِهَادًا فِي سَبِيلِي
وَابْتِغَاءَ مَرْضَاتِي ق تُسِرُّونَ
إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ ق وَأَنَا أَعْلَمُ بِمَا
أَخْفَيْتُمْ وَمَا أَعْلَنْتُمْ ط وَمَنْ يَفْعَلْهُ
مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ ○
٢- إِنْ يَثْقَفُوكُمْ يَكُونُوا لَكُمْ أَعْدَاءً
وَيَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ وَأَلْسِنَتَهُمْ
بِالسُّوءِ وَوَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ ○
٣- لَنْ تَنْفَعَكُمْ أَرْحَامُكُمْ وَلَا
أَوْلَادُكُمْ ج يَوْمَ الْقِيَامَةِ ج يَفْصِلُ
بَيْنَكُمْ ط وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ○
٤- قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي

বহিষ্কৃত করিয়া দিয়াছে; যদি তোমরা
আমার পথে ও আমার সন্তুষ্টি সন্ধানে
ধর্ম্মযুদ্ধ করিতে বহির্গত হইতে, তবে কি
তোমরা তাহাদের নিকট গুপ্তভাবে বন্ধুত্ব
প্রদর্শন করিতে পারিতে? এবং
তোমরা যাহা গোপন কর ও যাহা
প্রকাশ কর, আমি তাহা পরিজ্ঞাত
আছি; এবং তোমাদের মধ্যে যে উহা
করে, ফলতঃ নিশ্চয় সে সরল সুপথ
হইতে বিভ্রান্ত হইয়াছে। ২। যদি
তাহারা তোমাদিগকে প্রাপ্ত হয়, তবে
তাহারা তোমাদের জন্য শত্রু হইবে
এবং তাহারা তোমাদের অনিষ্ট-সাধনে
তোমাদের প্রতি তাহাদের হস্ত-সমূহ
ও তাহাদের রসনা-সমূহ সম্প্রসারিত
করিবে এবং তাহারা ইচ্ছা করিবে যে,
তোমরাও অবিশ্বাসী হইয়া যাও।
৩। তোমাদের আত্মীয়তা অথবা
তোমাদের সন্তান-সন্ততি কিছুমাত্র
ফলপ্রদ হইবে না; তিনি উত্থান-দিবসে
তোমাদের সুমীমাংসা করিয়া দিবেন
এবং তোমরা যাহা করিতেছ, আল্লাহ
তদ্বিষয়ে প্রত্যক্ষকারী। ৪। নিশ্চয়
এবরাহিম ও তাহার সঙ্গীদিগের মধ্যে
তোমাদের জন্য উত্তম আদর্শ রহিয়াছে;

অবিশ্বাসী শত্রুদিগের সহিত সংগোপনে বন্ধুত্ব প্রকাশ বা কোনরূপ সহানুভূতি প্রদর্শন কখনই বিশ্বাসী ধর্ম্ম-যোদ্ধাদিগের উচিত নহে। যে উহা করিবে, নিশ্চয় সে সত্যধর্ম্মের সরল সুপথ হইতে বিভ্রান্ত হইয়া অধর্ম্মের বক্রপথে চলিয়া যাইবে। সুতরাং সত্যবিশ্বাসী মুসলমানদের পক্ষে এরূপ অসঙ্গত কার্য্য হইতে বিরত থাকা একান্ত কর্ত্তব্য।

২—৩। এতদসহ আল্লাহতালা আরও বলিয়া দিতেছেন যে, তোমরা অবিশ্বাসী শত্রুদিগের সহিত যতই বন্ধুত্ব প্রকাশ বা সহানুভূতি প্রদর্শন কর না কেন, তাহারা তোমাদিগকে নিজের আয়ত্তে পাইলে কখনই ক্ষমা করিবে না। বরং তদবস্থায় তাহারা তোমাদিগকে হস্ত দ্বারা হতাহত ও নির্য্যাতন করিবে এবং রসনা-যোগে কটু বাক্য বলিয়া তোমাদিগকে ভ্রান্ত ও বিপথগামী করিবার চেষ্টা করিবে। তোমাদের আত্মীয়তা ও শোণিত-সম্পর্ক তাহারা কিছুমাত্র গ্রাহ্য করিবে না এবং পরলোকেও ঐ সম্পর্ক তোমাদের জন্য কিছুমাত্র ফলপ্রদ হইবে না।

৪। এই আয়তে আল্লাহতালা হজরত এবরাহিম ও তাঁহার অনুসরণকারীদিগের দৃষ্টান্ত উল্লেখ করিয়া মুসলমানদিগকে আদেশ করিতেছেন যে, নিশ্চয় এবরাহিম ও তাঁহার সঙ্গীদিগের মধ্যে তোমাদের জন্য উত্তম আদর্শ রহিয়াছে। তাহারা যেরূপ নিজেদের সাময়িক অবিশ্বাসী ও

যখন তাহারা স্বীয় সম্প্রদায়কে বলিয়া
ছিল—নিশ্চয় আমরা তোমাদিগ হইতে
এবং তোমরা আল্লার পরিবর্ত্তে যদ্বিষয়ের
উপাসনা কর, তাহা হইতে বীতশ্রদ্ধ ;
আমরা তোমাদের সম্বন্ধে অস্বীকার
করিতেছি এবং আমাদের মধ্যে ও
তোমাদের মধ্যে চির শত্রুতা ও বিদ্বেষ
সৃষ্টি হইয়াছে—যে পর্য্যন্ত তোমরা
অদ্বিতীয় আল্লার প্রতি বিশ্বাস-স্থাপন
না কর ; কিন্তু স্বীয় পিতার সম্বন্ধে
এবরাহিমের বাক্য এই ছিল যে, নিশ্চয়
আমি তোমার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিব
এবং আল্লার সমক্ষে তোমার সম্বন্ধে
আমার কিছুমাত্র অধিকার নাই ; হে
আমাদের প্রতিপালক, আমরা তোমারই
উপর নির্ভর করি, এবং তোমারই
দিকে প্রত্যাবর্ত্তিত হই এবং তোমারই
দিকে শেষ প্রত্যাবর্ত্তিত। ৫। হে
আমাদের প্রতিপালক, যাহারা অবিশ্বাস
করিয়াছে, তাহাদের জন্য আমাদিগকে
পরীক্ষা করিও না ; এবং হে আমাদের
প্রতিপালক, তুমি আমাদিগকে মার্জ্জনা
কর; নিশ্চয় তুমি মহাপরাক্রান্ত বিজ্ঞান
ময়। ৬। নিশ্চয়ই তাহাদের মধ্যে
তোমাদের জন্য উত্তম আদর্শ রহিয়াছে
ইহা তাহার জন্য—যে আল্লাহ ও পরকাল

اِبْرٰهِيْمَ وَالَّذِيْنَ مَعَهٗ ۚ اِذْ قَالُوْا
لِقَوْمِهِمْ اِنَّا بُرَءٰٓؤُا مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُوْنَ
مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ ۫ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا
بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَآءُ
اَبَدًا حَتّٰى تُؤْمِنُوْا بِاللّٰهِ وَحْدَهٗٓ اِلَّا
قَوْلَ اِبْرٰهِيْمَ لِاَبِيْهِ لَاَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ
وَمَآ اَمْلِكُ لَكَ مِنَ اللّٰهِ مِنْ شَيْءٍ ؕ
رَبَّنَا عَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا وَاِلَيْكَ
اَنَبْنَا وَاِلَيْكَ الْمَصِيْرُ ○ ٥- رَبَّنَا
لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِّلَّذِيْنَ كَفَرُوْا
وَاغْفِرْ لَنَا رَبَّنَا ۚ اِنَّكَ اَنْتَ الْعَزِيْزُ
الْحَكِيْمُ ○ ٦- لَقَدْ كَانَ لَكُمْ
فِيْهِمْ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَنْ كَانَ يَرْجُوا

পৌত্তলিকদিগকে বলিয়াছিল যে, তোমরা অংশীবাদিতা ও পৌত্তলিকতা পরিহার করিয়া সত্যধর্ম্ম গ্রহণ পূর্ব্বক একমাত্র আল্লাহতালার উপাসনায় আত্মনিয়োগ না করা পর্য্যন্ত তোমাদের সহিত আমাদের কোনই সম্পর্ক নাই,—সেইরূপ তোমরাও মক্কার অবিশ্বাসী ও পৌত্তলিকদিগের সহিত সমস্ত সম্পর্ক বর্জ্জন কর। পক্ষান্তরে এবরাহিম স্বীয় পিতা বা পিতৃপুরুষদিগের সহিত সহানুভূতি প্রদর্শন করিতে গিয়া যেরূপ কঠোর পরীক্ষায় পতিত হইয়াছিল, তোমরা সেরূপ করিতে গিয়া নিজেদের বিপদ ডাকিয়া আনিও না।

৫—৬। অনন্তর হজরত এবরাহিম অবিশ্বাসীদিগের দ্বারা বিপন্ন হইবার আশঙ্কায় সেই কঠোর পরীক্ষা হইতে আত্মরক্ষার জন্য যেরূপভাবে আল্লাহতালার ক্ষমা ও করুণাপ্রার্থী হইয়াছিলেন এবং যেরূপভাবে তাঁহার উপর নির্ভর ও আত্মসমর্পণ করিয়াছিলেন, তদ্বিষয় বিবৃত করিবার পর আল্লাহতালা বলিতেছেন যে, হে বিশ্বাসিগণ, এই দৃষ্টান্ত হইতে শিক্ষা লাভ করিয়া অবিশ্বাসীদিগের বন্ধুত্ব ও সহানুভূতির বিনিময়ে তোমাদের পক্ষেও আমার উপর সম্পূর্ণ নির্ভর ও আত্মসমর্পণ করা কর্ত্তব্য। তাহা হইলে আমি অবিশ্বাসীদিগের অনিষ্টকারিতা ও

اللّٰهَ وَالْيَوْمَ الْاٰخِرَ ۗ وَمَنْ يَّتَوَلَّ
فَاِنَّ اللّٰهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيْدُ ۞

আকাঙ্ক্ষা করে; এবং যে ফিরিয়া যায়, তবে নিশ্চয় আল্লাহ সুপ্রচুর প্রশংসিত।

২য় রুকু—শান্তিপ্রিয় অমুসলমানের সহিত সদ্ব্যবহারের আদেশ

٧- عَسَى اللّٰهُ اَنْ يَّجْعَلَ بَيْنَكُمْ
وَبَيْنَ الَّذِيْنَ عَادَيْتُمْ مِّنْهُمْ مَّوَدَّةً ۗ
وَاللّٰهُ قَدِيْرٌ ۗ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ○
٨- لَا يَنْهٰىكُمُ اللّٰهُ عَنِ الَّذِيْنَ
لَمْ يُقَاتِلُوْكُمْ فِى الدِّيْنِ وَلَمْ
يُخْرِجُوْكُمْ مِّنْ دِيَارِكُمْ اَنْ تَبَرُّوْ
هُمْ وَتُقْسِطُوْٓا اِلَيْهِمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ
يُحِبُّ الْمُقْسِطِيْنَ ○ ٩- اِنَّمَا
يَنْهٰىكُمُ اللّٰهُ عَنِ الَّذِيْنَ قٰتَلُوْكُمْ

৭। সম্ভবতঃ আল্লাহ তোমাদের মধ্যে এবং যাহারা তোমাদের সহিত শত্রুতা করে—তাহাদের মধ্যে বন্ধুত্ব স্থাপন করিবেন; এবং আল্লাহ মহাশক্তিমান এবং আল্লা-ই ক্ষমাশীল করুণাময়। ৮। আল্লাহ এতদ্বিষয়ে তোমাদিগকে নিষেধ করেন না যে, যাহারা ধর্ম্ম-বিষয়ে তোমাদের সহিত যুদ্ধ করে না এবং যাহারা তোমাদের গৃহ-সমূহ হইতে তোমাদিগকে বহিষ্কৃত করে নাই, তোমরা তাহাদের সহিত সদ্ব্যবহার কর এবং তাহাদের প্রতি সুবিচার কর; নিশ্চয় আল্লাহ সুবিচারকারীদিগকে ভালবাসেন। ৯। আল্লাহ তোমাদিগকে শুধু তাহাদের সহিত বন্ধুত্ব করা সম্বন্ধেই নিষেধ করিয়া-

---

চক্রান্ত হইতে এবরাহিমকে যেরূপভাবে রক্ষা করিয়াছিলাম, তোমাদিগকেও সেইরূপ ভাবে সুরক্ষিত ও সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়া দিব। অবিশ্বাসীরা তোমাদের কিছুমাত্র অনিষ্ট করিতে পারিবে না।

১—৯। পূর্ব্ববর্ত্তী আয়ত-সমূহ অবতীর্ণ হইবার পর বিশ্বাসী মুসলমানেরা অবিশ্বাসী কাফেরদিগের সহিত সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করিয়া ফেলিয়াছিলেন। এমন কি, যে সকল অবিশ্বাসী মুসলমানদিগের সহিত কোনরূপ শত্রুতা করে নাই, মুসলমানেরা তাহাদের সহিতও সদ্ব্যবহার করিত না। মুসলমানদিগের এই মনোবৃত্তি এরূপ চরমে উপনীত হইয়াছিল যে, হজরত আবু বকরের কন্যা আস্‌মার মাতা যখন মক্কা হইতে তাঁহার নিকট আগমণ করেন, তখন তিনি হজরত রসুলোল্লার নিকট না শুনিয়া তাহাকে স্বীয় গৃহে প্রবেশের অনুমতি প্রদান অথবা তাহার প্রদত্ত কোন উপহার গ্রহণ করেন নাই। অনন্তর আস্‌মা হজরতের নিকট জিজ্ঞাসা করেন যে, মক্কা হইতে আমার মাতা আমার নিকট আসিয়াছে, কিন্তু সে মুসলমান হয় নাই; এ অবস্থায় আমি তাহার সহিত সদ্ব্যবহার করিব কিনা? হজরত বলিলেন—হাঁ, সদ্ব্যবহার কর। এই উপলক্ষেই আলোচ্য আয়ত সমূহ অবতীর্ণ হয়।—সহি বোখারী।

আলোচ্য আয়ত সমূহের মর্ম্ম এই যে, অবিশ্বাসী মাত্রই তোমাদের শত্রু নহে। যে সকল অবিশ্বাসী তোমাদের সহিত অসদ্ব্যবহার অথবা শত্রুতা করে নাই, অথবা যাহারা তোমাদিগকে দেশ হইতে বহিষ্কৃত করে নাই কিংবা যাহারা তোমাদের সহিত সংগ্রাম করিতেছে না, তোমরা তাহাদের সহিত অসদ্ব্যবহার ও শত্রুতা করিও না। বিশ্বাসী মুসলমানদিগের পক্ষে অবিশ্বাসী

ছেন—যাহারা ধর্ম্ম-বিষয়ে তোমাদের সহিত যুদ্ধ করে এবং যাহারা তোমাদিগকে তোমাদের গৃহ সমূহ হইতে বহিষ্কৃত করিয়াছে এবং যাহারা তোমাদের বহিষ্কারে সাহায্য করিয়াছে; এবং যে তাহাদের সহিত বন্ধুত্ব করে, ফলতঃ তাহারাই অত্যাচারী। ১০। হে বিশ্বাস-স্থাপনকারিগণ, যখন বিশ্বাসিনী নারীগণ দেশ-ত্যাগ করিয়া তোমাদের নিকট আগমন করে, তখন তোমরা তাহাদিগকে পরীক্ষা করিও; আল্লাহ তাহাদের বিশ্বাস সম্বন্ধে পরিজ্ঞাত

فِي الدِّيْنِ وَاَخْرَجُوْكُمْ مِّنْ دِيَارِكُمْ
وَظٰهَرُوْا عَلٰٓى اِخْرَاجِكُمْ اَنْ
تَوَلَّوْهُمْ ج وَمَنْ يَّتَوَلَّهُمْ فَاُولٰٓئِكَ
هُمُ الظّٰلِمُوْنَ ○ ١٠- يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ
اٰمَنُوْٓا اِذَا جَآءَكُمُ الْمُؤْمِنٰتُ
مُهٰجِرٰتٍ فَامْتَحِنُوْهُنَّ ط اَللّٰهُ اَعْلَمُ

কাফেরদিগের সহিত আন্তরিক বন্ধুত্ব স্থাপন করা অসিদ্ধ এবং নিষিদ্ধ হইলেও তাহাদের সহিত সর্ব্বদাই সুবিচার ও সদ্ব্যবহার করিবে। কারণ আজ যাহারা অবিশ্বাসী আছে, হয়ত কাল তাহারা বিশ্বাসী হইয়া সত্য-ধর্ম্ম গ্রহণ করিবে এবং আজ যে তোমাদের চরম শত্রু হয়ত কাল সে তোমাদের পরম মিত্র হইবে। সম্ভবতঃ সর্ব্বশক্তিমান আল্লাহতালা অচিরেই এরূপ ঘটনা সংঘটিত করিবেন। সুতরাং তোমরা কাহারও সহিত এরূপ অসদ্ব্যবহার বা অন্যায় আচরণ করিও না—যাহার জন্য হয়ত পরিণামে তোমাদিগকে লজ্জিত অথবা অনুতপ্ত হইতে হইবে। বলা বাহুল্য; আলোচ্য আয়তে আসন্ন মক্কা বিজয়ের প্রত্যক্ষ ভবিষ্যদ্বাণী রহিয়াছে এবং উহার অল্পদিন পরেই হজরত রসুলোল্লাহ কর্ত্তৃক মহানগরী মক্কা অধিকৃত হয় এবং তাহার ফলে ইস্‌লামের চিরশত্রু কোরেশ ও অন্যান্য সম্প্রদায় সত্যধর্ম্ম গ্রহণ পূর্ব্বক ইস্‌লামের উন্নতি ও প্রচারের জন্য আত্মনিয়োগ করেন।

১০। হজরত রসুলোল্লাহ মক্কা হইতে হেজরত করিয়া মদিনা গমন করিবার পর যদিও মক্কায় ইস্‌লামের মহিমা প্রচারের কোন সুব্যবস্থা ছিল না, তথাপি হজরত রসুলোল্লার অনুপম চরিত্র ও সত্যধর্ম্মের আকর্ষণে মক্কার বহুলোক দেশ-বাড়ী, আত্মীয়-স্বজন ও স্ত্রী-পরিজন পরিত্যাগ করিয়া মদিনায় গমন পূর্ব্বক সত্যধর্ম্ম গ্রহণ করিতেছিলেন। ধর্ম্ম-জগতের ইতিহাসে এই অসাধারণ সত্যানুরাগের কোনই তুলনা নাই। কোরেশেরা ইহাতে একান্ত বিচলিত এবং ক্ষুব্ধ হইলেও সত্য প্রচারের এই অপ্রতিহত গতি তাহারা কিছুতেই রোধ করিতে পারিতেছিল না। এই জন্য হোদায়বিয়ার সন্ধিপত্র লিখিত হইবার সময়ে তাহারা এইরূপ একটি শর্ত্ত নির্দ্ধারিত করিয়াছিল যে, ইহার পরে মক্কার কোন লোক মদিনায় গমন করিয়া ইস্‌লাম গ্রহণ করিলেও তাহাকে মক্কার কোরেশদিগের হস্তে সমর্পণ করিতে হইবে। মুসলমানেরা এই শর্ত্ত সম্বন্ধে বহু আপত্তি করিলেও কোরেশদিগের নির্ব্বন্ধাতিশয্যে শেষে ঐ শর্ত্ত লিখিত হইয়াছিল। অনন্তর ঐ শর্ত্তানুসারে উহার পরে যে সকল লোক মদিনায় আসিয়া ইস্‌লাম গ্রহণ করিয়াছিলেন, হজরত রসুলোল্লাহ তাহাদের সকলকেই মক্কায় ফেরত পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। কিন্তু তাহারা মক্কায় না গিয়া মক্কা ও মদিনার মধ্যবর্ত্তী কোন স্থানে একটি স্বতন্ত্র উপনিবেশ স্থাপন করেন এবং ক্রমান্বয়ে মক্কার অবিশ্বাসীদের আশঙ্কা ও বিপদের কারণ হইয়া উঠেন। তখন মক্কার অবিশ্বাসীরা ঐ নব-বিশ্বাসীদিগকে নিজেদের মধ্যে অথবা সন্নিকটে থাকা অপেক্ষা মদিনায় থাকা নিরাপদ মনে করিয়া ঐ শর্ত্ত সম্বন্ধে ক্রমেই শিথিলতা প্রদর্শন করিতে থাকে। ইতিমধ্যে সবিয়া-বেন্তে-হারেসের সহিত মক্কার কতিপয় সত্যানুরাগিণী মহিলা ইস্‌লাম গ্রহণের জন্য

আছেন; অনন্তর যদি তোমরা তাহা- দিগকে বিশ্বাসিনী বলিয়া জানিতে পার, তবে তাহাদিগকে অবিশ্বাসীদিগের দিকে প্রেরণ করিও না; ঐ নারীগণ তাহাদের জন্য বৈধ নহে; এবং তাহারা যাহা ব্যয় করিয়াছে, তাহা তাহাদিগকে প্রত্যর্পণ কর; যখন তোমরা তাহাদের 'মোহর' প্রদান কর, তখন তাহাদিগকে বিবাহ করা তোমাদের জন্য অপরাধ

بِإِيمَانِهِنَّ ۚ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ
مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ ۖ
لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ
لَهُنَّ ۖ وَآتُوهُمْ مَا أَنْفَقُوا ۚ وَلَا
جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ إِذَا

মদিনায় গমন করেন। সবিয়ার স্বামীও ঐ সঙ্গে-সঙ্গে মদিনায় উপস্থিত হই এবং হজরত রসুলোল্লার নিকট তাঁহার স্ত্রীকে প্রত্যর্পণ করিবার দাবী করে। কিন্তু হজরত রসুলোল্লা উক্ত সন্ধিপত্রে নারীদিগকে প্রত্যর্পণ করা সম্বন্ধে কোন শর্ত্ত নির্দ্ধারিত হয় নাই বলিয়া তাহাকে প্রত্যর্পণ করিতে অস্বীকার করেন। বলা বাহুল্য, ইহার অব্যবহিত পূর্ব্বে এই সম্পর্কে বিশ্বাসিনী নারীদিগকে অবিশ্বাসী পুরুষের হস্তে সমর্পণ করা সম্বন্ধে নিষেধাজ্ঞা ঘোষণা করিয়া আলোচ্য আয়ত অবতীর্ণ হইয়াছিল।—সহি বোখারী।

আলোচ্য আয়তের মর্ম্ম এই যে, হে বিশ্বাসিগণ, কোন সত্যানুরাগিণী নারী সত্যধর্ম্ম গ্রহণের জন্য দেশ-বাড়ী বা স্বামী-পরিজন পরিত্যাগ করিয়া তোমাদের নিকট আগমন করিলে তোমরা প্রথমতঃ তাহাকে পরিক্ষা করিও। সর্ব্বজ্ঞ আল্লাহতালা তাহাদের আন্তরিক বিশ্বাস পরিজ্ঞাত থাকিলেও তোমাদের পক্ষে তাহাদিগকে পরীক্ষা করিয়া দেখা কর্ত্তব্য। যদি তোমরা পরীক্ষা করিয়া বুঝিতে পার যে, তাহারা প্রকৃতই সত্য-বিশ্বাস ও সত্য-ধর্ম্মের জন্য তোমাদের নিকট আগমন করিয়াছে, তাহা হইলে তোমরা কদাচ তাহাদিগকে অবিশ্বাসীদিগের হস্তে সমর্পণ করিও না। কারণ তাহারা পরস্পরের জন্য বৈধ নহে। অবশ্য তাহাদের স্বামীগণ তাহাদের জন্য যাহা ব্যয় করিয়াছে অর্থাৎ তাহাদিগকে বিবাহের যৌতুক স্বরূপ যে 'মোহর' প্রদান করিয়াছে, তোমরা তাহাদের পক্ষ হইতে সেই মোহর তাহাদের স্বামীদিগকে ফিরাইয়া দাও; তাহা হইলে তাহাদের বিবাহ-বন্ধন ছিন্ন হইয়া যাইবে এবং তখন সেই নারীদিগকে তোমরা অবাধে বিবাহ করিতে পারিবে। পক্ষান্তরে অবিশ্বাসী পুরুষ যেমন বিশ্বাসিনী নারীর পক্ষে বৈধ নহে, সেই অবিশ্বাসিনী নারীও বিশ্বাসী পুরুষের পক্ষে বৈধ হইবে না। সুতরাং হে বিশ্বাসিবৃন্দ, মক্কায় তোমাদের যে সকল অবিশ্বাসিনী স্ত্রী বিদ্যমান আছে, তোমরা তাহাদিগকে বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ করিয়া রাখিও না। অবশ্য তোমরা তাহাদের জন্য যাহা ব্যয় করিয়াছ অর্থাৎ তাহাদিগকে যে 'মোহর' প্রদান করিয়াছ, তাহা আদায় করিয়া তাহাদিগকে মুক্ত করিয়া দাও এবং এইরূপ পরস্পর আদান-প্রদানের দ্বারা তোমাদের সমাজে শান্তি ও পবিত্রতা সংস্থাপন কর। ইহা আল্লারই আদেশ এবং তোমাদের কল্যাণের জন্যই আল্লাহতালা এই আদেশ করিতেছেন।

বলা বাহুল্য, ইহা বিশ্বাসী ও অবিশ্বাসীদিগের বিবাহের অবৈধতা মূলক প্রাথমিক প্রত্যাদেশ। এতদ্দ্বারা মুসলমান নারীদিগের সহিত অমুসলমান পুরুষের এবং অবিশ্বাসিনী ও অংশীবাদিনী সর্ব্ববাদী-সম্মত মত। ইহুদী ও খৃষ্টান রমণীগণ যদি অংশীবাদিনী ও পৌত্তলিক না হয়, তবে তাহা- দের সহিত মুসলমান পুরুষের বিবাহ অসিদ্ধ নহে। এ বিষয় যথাস্থানে বিবৃত হইয়াছে। অবিশ্বাসিনী নারীরা ইস্লাম গ্রহণের জন্য মুসলমানদের নিকট আসিলে তাহাদিগকে কিরূপভাবে পরীক্ষা করিতে হইবে, আলোচ্য আয়তে তদ্বিষয়ে কোনই সুনিশ্চিত নির্দ্দেশ নাই। কিন্তু হাদিস শরিফে দেখা যায় যে, হজরত রসুলোল্লা তাহাদিগকে শপথ করাইয়া জিজ্ঞাসা করিতেন,—"তাহারা ধর্ম্মের জন্য

নহে; এবং তোমরা অবিশ্বাসিনী নারী-দিগকে বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ করিয়া রাখিও না এবং তোমরা যাহা ব্যয় করিয়াছ তাহা চাহিয়া লও এবং তাহারা যাহা ব্যয় করিয়াছে তাহাও চাহিয়া লইবে; ইহাই আল্লার আদেশ, তিনি তোমাদের মধ্যে এই আদেশ করিতে-ছেন; এবং আল্লাহ মহাজ্ঞানী বিজ্ঞানময়;

১১। এবং যদি তোমাদের পত্নীগণ হইতে কেহ অবিশ্বাসীদের দিকে চলিয়া যায়, তৎপর তোমাদের পর্য্যায় উপস্থিত হইলে যাহাদের পত্নীগণ চলিয়া

آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۚ وَلَا تُمْسِكُوا

بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ وَاسْأَلُوا مَا أَنفَقْتُمْ

وَلْيَسْأَلُوا مَا أَنفَقُوا ۚ ذَٰلِكُمْ حُكْمُ اللَّهِ ۖ

يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ ۚ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ○

١١- وَإِن فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ

إِلَى الْكُفَّارِ فَعَاقَبْتُمْ فَآتُوا الَّذِينَ

সত্যভাবে ইস্‌লাম গ্রহণ করিতে আসিয়াছে অথবা স্বামীর অসদ্ব্যবহার, গুপ্তপ্রেম প্রভৃতি অন্য কোন কারণ বা অন্যায় প্রলোভনে ধর্ম্মান্তর গ্রহণে ইচ্ছুক হইয়াছে?" এস্থলে তাহারা শপথ করিয়া যাহা বলিবে, তাহা পরিগ্রহণ করাই শরিয়তের বিধান।—তঃ হক্কানী।

আলোচ্য আয়তে কোন অমুসলমান নারী ইস্‌লাম গ্রহণ করিলে তাহাকে অমুসলমান স্বামীর প্রদত্ত 'মোহর' প্রত্যার্পণ করিতে বলা হইয়াছে। ঐরূপ মুসলমান স্বামীকেও কাফের মোশ্‌রেকা স্ত্রীর নিকট হইতে প্রদত্ত 'মোহর' আদায় করিয়া তাহাদিগকে ছাড়িয়া দিতে বলা হইয়াছে। এক্ষণ প্রশ্ন এই যে, ঐরূপভাবে মোহর প্রত্যার্পিত না হইলে তাহাদের বিবাহ-বন্ধন ছিন্ন হইবে কিনা এবং তাহারা অন্যত্র বিবাহিতা হইতে পারিবে কিনা? মিঃ মহম্মদ আলি লিখিয়াছেন—পুনর্ব্বিবাহের জন্য উক্ত মোহর প্রত্যার্পণ করা আবশ্যক; কিন্তু অন্যান্য তফ্‌সীরকারের মতে উহা 'আবশ্যক' হইলেও 'অত্যাবশ্যক' অথবা 'অবশ্যকর্ত্তব্য' নহে। উহা হোদায়বিয়া সন্ধি ও তৎকালীন অবস্থা সম্পর্কীয় একটি সাময়িক বিধান মাত্র। উহা আদৌ বাধ্যতামূলক নহে। কারণ আল্লাহতালা স্পষ্টতর ভাষায় বলিয়া দিয়াছে যে, মুসলমান নারীর জন্য অমুসলমান পুরুষ এবং মুসলমান পুরুষের জন্য অংশীবাদিনী ও অবিশ্বাসিনী নারী বৈধ নহে। সুতরাং কোন অমুসলমান নারী ইস্‌লাম গ্রহণ করিলে তাহার স্বামী যদি ইস্‌লাম গ্রহণ না করে, এবং কোন অবিশ্বাসী ও অংশীবাদী পুরুষ ইস্‌লাম গ্রহণ করিলে তাহার স্ত্রী যদি মুসলমান না হয়, তবে তৎক্ষণাৎ তাহাদের বিবাহ-বন্ধন ছিন্ন হইয়া যাইবে এবং তাহারা যথারীতি অন্যত্র বিবাহিতা হইতে পারিবে এবং অন্যত্র বিবাহিতা হওয়ার সঙ্গে-সঙ্গেই তাহাদের বিবাহ-বিচ্ছেদের পূর্ণতা সাধিত হইয়া যাইবে। অবশ্য অমুসলমান স্বামী-স্ত্রী একত্রে ইস্‌লাম গ্রহণ করিলে অথবা স্ত্রী মুসলমান হইয়া যথারীতি অন্যত্র বিবাহিতা হইবার পূর্ব্বে স্বামী মুসলমান হইলে কিংবা স্বামী মুসলমান হইবার পর স্ত্রী অন্যত্র বিবাহিত হইবার পূর্ব্বে ইস্‌লাম গ্রহণ করিলে তাহাদের বিবাহ-বন্ধন ছিন্ন হইবে না। বরং এই সব ক্ষেত্রে তাহাদের পূর্ব্ব বিবাহই বলবৎ থাকিবে (হাদিস)। অবশ্য এ সম্বন্ধে এবং নবদীক্ষিতা স্ত্রীলোকদিগের 'এদ্দত' পালন ও অন্যান্য বিষয় সম্বন্ধে আরও বিভিন্নরূপ মতামত ও মস্‌লা-মসায়েল বিদ্যমান আছে। এস্থলে তাহা সমস্ত উল্লেখ অথবা বিশ্লেষণ করা আদৌ সম্ভবপর নহে—হেদায়া, কেতাবুল্লেকাহ্ ও এদ্দত এবং অন্যান্য ফেকাহ্ গ্রন্থ দ্রষ্টব্য।

১১। এই আয়তের সাধারণ অর্থ এই যে, মুসলমানদিগের বিবাহিতা স্ত্রীগণ ধর্ম্মত্যাগিনী হইয়া অবিশ্বাসীদের নিকট চলিয়া গেলে তাহারা যদি মুসলমান স্বামীর প্রদত্ত মোহর প্রত্যর্পণ না করে, তবে মুসলমানদিগের পর্য্যায় বা পালা উপস্থিত হইলে অর্থাৎ অবিশ্বাসীদিগের বিবাহিতা

গ্রহণ; এবং তোমরা অবিশ্বাসিনী নারী-
দিগকে বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ করিয়া
রাখিও না এবং তোমরা যাহা ব্যয়
করিয়াছ তাহা চাহিয়া লও এবং তাহারা
যাহা ব্যয় করিয়াছে তাহাও চাহিয়া
লইবে; ইহাই আল্লার আদেশ, তিনি
তোমাদের মধ্যে এই আদেশ করিতে-
ছেন; এবং আল্লাহ মহাজ্ঞানী বিজ্ঞানময়;
১১। এবং যদি তোমাদের পত্নীগণ
হইতে কেহ অবিশ্বাসীদের দিকে চলিয়া
যায়, তৎপর তোমাদের পর্য্যায় উপস্থিত
হইলে যাহাদের পত্নীগণ চলিয়া

آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۚ وَلَا تُمْسِكُوا
بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ وَسْأَلُوا مَا أَنفَقْتُمْ
وَلْيَسْأَلُوا مَا أَنفَقُوا ۚ ذَٰلِكُمْ حُكْمُ اللَّهِ ۚ
يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ ۚ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ○
١١- وَإِن فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ
إِلَى الْكُفَّارِ فَعَاقَبْتُمْ فَآتُوا الَّذِينَ

সত্যভাবে ইস্লাম গ্রহণ করিতে আসিয়াছে অথবা স্বামীর অসদ্ব্যবহার, গুপ্তপ্রেম প্রভৃতি অন্য কোন কারণ বা অন্যায় প্রলোভনে ধর্ম্মান্তর গ্রহণে ইচ্ছুক হইয়াছে?" এস্থলে তাহারা শপথ করিয়া যাহা বলিবে, তাহা পরিগ্রহণ করাই শরিয়তের বিধান।—তঃ হক্কানী।

আলোচ্য আয়তে কোন অমুসলমান নারী ইস্লাম গ্রহণ করিলে তাহাকে অমুসলমান স্বামীর প্রদত্ত 'মোহর' প্রত্যার্পণ করিতে বলা হইয়াছে। ঐরূপ মুসলমান স্বামীকেও কাফের মোশ্‌রেকা স্ত্রীর নিকট হইতে প্রদত্ত 'মোহর' আদায় করিয়া তাহাদিগকে ছাড়িয়া দিতে বলা হইয়াছে। এক্ষণে প্রশ্ন এই যে, ঐরূপভাবে মোহর প্রত্যাপিত না হইলে তাহাদের বিবাহ-বন্ধন ছিন্ন হইবে কিনা এবং তাহারা অন্যত্র বিবাহিতা হইতে পারিবে কিনা? মিঃ মহম্মদ আলি লিখিয়াছেন—পুনর্ব্বিবাহের জন্য উক্ত মোহর প্রত্যার্পণ করা আবশ্যক; কিন্তু অন্যান্য তফ্‌সীরকারের মতে উহা আবশ্যক হইলেও 'অত্যাবশ্যক' অথবা 'অবশ্যকর্ত্তব্য' নহে। উহা হোদায়বিয়া সন্ধি ও তৎকালীন অবস্থা সম্পর্কীয় একটি সাময়িক বিধান মাত্র। উহা আদৌ বাধ্যতামূলক নহে। কারণ আল্লাহতালা স্পষ্টতর ভাষায় বলিয়া দিয়াছে যে, মুসলমান নারীর জন্য অমুসলমান পুরুষ এবং মুসলমান পুরুষের জন্য অংশীবাদিনী ও অবিশ্বাসিনী নারী বৈধ নহে। সুতরাং কোন অমুসলমান নারী ইস্লাম গ্রহণ করিলে তাহার স্বামী যদি ইস্লাম গ্রহণ না করে, এবং কোন অবিশ্বাসী ও অংশীবাদী পুরুষ ইস্লাম গ্রহণ করিলে তাহার স্ত্রী যদি মুসলমান না হয়, তবে তৎক্ষণাৎ তাহাদের বিবাহ-বন্ধন ছিন্ন হইয়া যাইবে এবং তাহারা যথারীতি অন্যত্র বিবাহিতা হইতে পারিবে এবং অন্যত্র বিবাহিতা হওয়ার সঙ্গে-সঙ্গেই তাহাদের বিবাহ-বিচ্ছেদের পূর্ণতা সাধিত হইয়া যাইবে। অবশ্য অমুসলমান স্বামী-স্ত্রী একত্রে ইস্লাম গ্রহণ করিলে অথবা স্ত্রী মুসলমান হইয়া যথারীতি অন্যত্র বিবাহিতা হইবার পূর্ব্বে স্বামী মুসলমান হইলে কিংবা স্বামী মুসলমান হইবার পর স্ত্রী অন্যত্র বিবাহিত হইবার পূর্ব্বে ইস্লাম গ্রহণ করিলে তাহাদের বিবাহ-বন্ধন ছিন্ন হইবে না। বরং এই সব ক্ষেত্রে তাহাদের পূর্ব্ব বিবাহই বলবৎ থাকিবে (হাদিস)। অবশ্য এ সম্বন্ধে এবং নবদীক্ষিতা স্ত্রীলোকদিগের 'এদ্দত' পালন ও অন্যান্য বিষয় সম্বন্ধে আরও বিভিন্নরূপ মতামত ও মস্‌লা-মসায়েল বিদ্যমান আছে। এস্থলে তাহা সমস্ত উল্লেখ অথবা বিশ্লেষণ করা আদৌ সম্ভবপর নহে—হেদায়া, কেতাবুন্নেকাহ্ ও এদ্দত এবং অন্যান্য ফেকাহ্ গ্রন্থ দ্রষ্টব্য।

১১। এই আয়তের সাধারণ অর্থ এই যে, মুসলমানদিগের বিবাহিতা স্ত্রীগণ ধর্ম্মত্যাগিনী হইয়া অবিশ্বাসীদের নিকট চলিয়া গেলে তাহারা যদি মুসলমান স্বামীর প্রদত্ত মোহর প্রত্যর্পণ না করে, তবে মুসলমানদিগের পর্য্যায় বা পালা উপস্থিত হইলে অর্থাৎ অবিশ্বাসীদিগের বিবাহিতা

গিয়াছিল, তাহাদিগকে তাহাদের ব্যয়ের অনুরূপ প্রদান কর; এবং আল্লাহকে ভয় কর—যাঁহার প্রতি তোমরা বিশ্বাস-স্থাপন করিয়াছ। ১২। হে নবী, যখন বিশ্বাসিনী নারীগণ তোমার নিকট উপস্থিত হইয়া তোমার আনুগত্য স্বীকার করে যে, তাহারা আল্লার সহিত কোন অংশী স্থির করিবে না ও চুরি করিবে না ও ব্যভিচার করিবে না এবং তাহাদের শিশু-সন্তানদিগকে হত্যা করিবে না এবং তাহারা তাহাদের হস্ত-সমূহ ও তাহাদের

ذَهَبَتْ أَزْوَاجُهُم مِّثْلَ مَآ أَنفَقُوا ۚ
وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِىٓ أَنتُم بِهِۦ مُؤْمِنُونَ ۝
يَـٰٓأَيُّهَا النَّبِىُّ إِذَا جَآءَكَ الْمُؤْمِنَـٰتُ
يُبَايِعْنَكَ عَلَىٰٓ أَن لَّا يُشْرِكْنَ
بِاللَّهِ شَيْـًٔا وَلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَزْنِينَ
وَلَا يَقْتُلْنَ أَوْلَـٰدَهُنَّ وَلَا يَأْتِينَ

স্ত্রীলোক মুসলমানদিগের নিকট আসিয়া সত্যধর্ম্ম গ্রহণ করিলে মুসলমানেরাও তাহাদের অবিশ্বাসী স্বামীর প্রদত্ত মোহর প্রত্যার্পণ করিবে না। বরং ঐ অর্থ দ্বারা পূর্ব্বোক্ত ক্ষতিগ্রস্ত মুসলমান স্বামীদিগের ক্ষতিপূরণ করিবে—ইহাই তফ্‌সীরকারগণের সাধারণ মত। কিন্তু কিছু তফ্‌সীর-কারগণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন যে, মুসলমানদিগের পূর্ব্ববর্ত্তী অবিশ্বাসী স্ত্রীগণও ঐ নির্দ্দেশের অন্তর্ভুক্ত হইবে এবং তাহাদিগকে মুসলমানেরা যে মোহর প্রদান করিয়াছিল, তাহা নবদীক্ষিত মুসলমানগণের অবিশ্বাসী পূর্ব্বস্বামীর প্রাপ্য হইতেই হউক, অথবা সমরক্ষেত্রের 'গনিমত' বা যুদ্ধ-লব্ধ ধন-সম্পদ হইতেই হউক, উহা দ্বারা যথাসাধ্য ক্ষতিগ্রস্ত মুসলমান স্বামীদিগের ক্ষতিপূরণ করিয়া দিতে হইবে।—কাশ্শাফ।

১২। হজরত রসুলোল্লাহ নববিশ্বাসিনী নারীদিগকে দীক্ষা প্রদানের সময়ে তাহাদের নিকট হইতে যে সমস্ত বিষয়ে প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করিতেন, আলোচ্য আয়তে তাহাই বর্ণিত হইয়াছে। আবার কেহ কেহ বলেন যে, ইহা মক্কা বিজয়ের পরবর্ত্তী বায়েত-গ্রহণ সম্বন্ধীয় ঘটনার অভিব্যক্তি। মক্কা বিজিত হইবার পর যখন দলে-দলে নর-নারী ইস্‌লাম গ্রহণের জন্য হজরত রসুলোল্লার নিকট সমবেত হইয়াছিলেন, তখন হজরত রসুলোল্লার পুরুষদিগের নিকট ইস্‌লাম ও জেহাদ সম্বন্ধে এবং নারীদিগের নিকট আলোচ্য আয়তের নির্দ্দেশিত বিষয় সমূহ সম্বন্ধে প্রতিশ্রুতি গ্রহণ পূর্ব্বক তাহাদিগকে সত্য ধর্ম্মে দীক্ষা প্রদান করিয়াছিলেন। এমাম রাজী প্রমুখ সুবিখ্যাত প্রাচীন তফ্‌সীরকারগণ এ সম্বন্ধে বিস্তৃত বর্ণনা প্রদান করিয়াছেন। হজরত রসুলোল্লার ও ইস্‌লামের প্রথম যুগের পরমা-বৈরী আবু-সুফিয়ান-পত্নী হেন্দা—বদর যুদ্ধে যাহার পুত্র কন্যা মুসলমানদিগের হস্তে নিহত হওয়ায় যে হেন্দা ওহদ যুদ্ধে শহিদ মহাবীর হজরত হামজার কলিজা দন্তে চর্ব্বণ করিয়া প্রতিবিধিৎসা গ্রহণ করিয়াছিল, সেই হেন্দা এই স্মরণীয় দিবসে ইস্‌লাম গ্রহণ পূর্ব্বক নারীজাতির নিকট অতিরিক্ত প্রতিশ্রুতি গ্রহণ সম্পর্কে একাধিক সুযুক্তিপূর্ণ প্রশ্ন করিয়া স্বীয় সত্যানুরাগ ও আত্মদোষ সংশোধন-প্রচেষ্টার পরিচয় দিয়াছিলেন।

নারীদিগের নিকট যে সকল অতিরিক্ত প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করা হইয়াছিল, তন্মধ্যে অংশী-বাদিতা, পৌত্তলিকতা, চুরি, ব্যভিচার, সন্তানহত্যা. জ্ঞাতসারে অলীক অপবাদ সৃষ্টি এবং সৎকার্য্যে অনিচ্ছা ও অবাধ্যতা হইতে বিরত থাকা সমধিক উল্লেখযোগ্য। অবশ্য ঐ সমস্ত কার্য্য পুরুষদিগের পক্ষেও অবৈধ ও নিষিদ্ধ। কিন্তু নারীদিগের দ্বারা ঐ অপরাধ অধিকতর ব্যাপকভাবে অনুষ্ঠিত হয় বলিয়াই তাহাদের নিকট হইতে বিশেষভাবে প্রতিশ্রুতি গ্রহণের আদেশ করা হইয়াছে।

পদ-সমূহ দ্বারা কোনরূপ অপবাদ সৃষ্টি করিবে না এবং কোন সৎকার্য্য সম্বন্ধে অবাধ্যতা প্রকাশ করিবে না, তখন তাহাদের আনুগত্য-স্বীকার পরিগ্রহণ কর এবং আল্লার নিকট তাহাদের জন্য ক্ষমা-প্রার্থনা কর; নিশ্চয় আল্লাহ ক্ষমাশীল করুণাময়। ১৩। হে বিশ্বাস-স্থাপনকারিগণ, তোমরা সেই সম্প্রদায়ের সহিত বন্ধুত্ব করিও না—যাহাদের উপর আল্লাহ কোপ-প্রকাশ করিয়াছেন, নিশ্চয় তাহারা পরকাল সম্বন্ধে এরূপ নিরাশ হইয়াছে—যেরূপ অবিশ্বাসীরা কবর-সমূহের অধিবাসিগণ হইতে নিরাশ হইয়া গিয়াছে।

بِبُهْتَانٍ يَّفْتَرِيْنَهٗ بَيْنَ اَيْدِيْهِنَّ
وَاَرْجُلِهِنَّ وَلَا يَعْصِيْنَكَ فِيْ مَعْرُوْفٍ
فَبَايِعْهُنَّ وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللّٰهَ ط اِنَّ
اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ○ ١٣- يٰۤاَيُّهَا
الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَتَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ
اللّٰهُ عَلَيْهِمْ قَدْ يَئِسُوْا مِنَ الْاٰخِرَةِ
كَمَا يَئِسَ الْكُفَّارُ مِنْ اَصْحٰبِ
الْقُبُوْرِ ۵

বায়ত বা বায়া—অর্থ ক্রয়-বিক্রয়; কিন্তু এস্থলে উহার মর্ম্মার্থ আনুগত্য-স্বীকার বা আত্মসমর্পণ। হজরত রসুলোল্লার অবিশ্বাসী অংশীবাদী ও অন্যান্য বিধর্ম্মীদিগকে সত্য-ধর্ম ইস্লামের দীক্ষা প্রদানের সময়ে 'বায়েত' গ্রহণ করিতেন। এতদ্ভিন্ন তিনি বিশেষ দুইটি ঘটনা উপলক্ষে তাঁহাকে সাহায্য করিবার জন্য দুইবার বিশ্বাসী মুসলমানদিগের নিকট হইতে বায়েত গ্রহণ করিয়াছিলেন; উহা বায়তুল-আকাবা ও বায়তুল-রেজওয়ান নামে প্রসিদ্ধ। হজরত রসুলোল্লার পরে তাঁহার মহামান্য খলিফাগণ খেলাফতের আনুগত্য স্বীকারের জন্য মুসলমানদিগের নিকট 'বায়েত' গ্রহণ করিয়াছেন। সুতরাং আল্লাহ-রসুলের নিকট বায়েত গ্রহণ এবং খেলাফতের আনুগত্য স্বীকারের জন্য বায়েত গ্রহণ—এই উভয় প্রকার বায়েত সর্ব্ববাদী সম্মতিক্রমে সুন্নত ও সুফলপ্রসূ বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে। ইহার পর যে সমস্ত 'বায়ত' প্রথা সৃষ্টি ও প্রবর্ত্তিত হইয়াছে, এবং আধুনিক পীরি-মুরিদী ও ফকিরী কুজ্ঝটিকার কল্যাণে বিভিন্ন সমাজে যে সকল বিচিত্র বায়েতের ছড়াছড়ি দেখিতে পাওয়া যায়, তাহার উদ্দেশ্য ও বৈধতা সম্পর্কে বহু মতভেদ ও সন্দেহের অবকাশ বিদ্যমান আছে। কারণ হজরত রসুলোল্লাহ ও খলিফাগণের পরিগৃহীত 'বায়েত' অনুযায়ী কেহ কেহ এগুলিতে সুন্নত এমন কি 'ওয়াজেব-ফরজ' বলিয়াও প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। পক্ষান্তরে কেহ কেহ ইহাকে 'বেদয়াত' ও 'নাজায়েজ' বলিয়াছেন এবং কেহ কেহ বা ইহাকে ইস্লামের সহিত সম্পর্ক-শূন্য সম্পূর্ণ অবৈধ ও অনিষ্টকর কুপ্রথা বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন।

১৩। অবশেষে আল্লাহতালা বিশ্বাসী মুসলমানদিগকে লক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন যে, হে বিশ্বাসীগণ, আল্লাহতালা যাহাদের উপর কোপ প্রকাশ করিয়াছেন, তোমরা সেই সকল অভিশপ্ত ইহুদী এবং অনাচারী অবিশ্বাসীদিগের সহিত কদাচ বন্ধুত্ব করিও না। কারণ "নিশ্চয় তাহারা পরকাল সম্বন্ধে নিরাশ হইয়াছে"—অর্থাৎ হয় তাহারা পরলোক ও পুনরুত্থান বিশ্বাস করে না অথবা তাহারা পরকালের মুক্তি ও কল্যাণ হইতে সম্পূর্ণ নিরাশ হইয়া গিয়াছে। সুতরাং ইহাদের সহিত বন্ধুত্ব প্রদর্শন করিবে তোমাদিগকেও পদে পদে বিপদ ও ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হইবে। এই সতর্কতা মূলক সদুপদেশ সহ আলোচ্য সূরা শেষ করা হইয়াছে।

———

মক্কায় অবতীর্ণ	৬১। সূরা ছাফ্ফ—الصف	১৪ আয়ত

১ম রুকু—সর্ব্বধর্ম্মের উপর ইস্লাম-প্রতিষ্ঠার ভবিষ্যদ্বাণী

অনন্ত প্রদাতা করুণাময় আল্লাহর নামে

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

১। নভোমণ্ডলে যাহা আছে ও ভূমণ্ডলে যাহা আছে, তাহা আল্লারই পবিত্রতা বর্ণন করিতেছে এবং তিনি মহাপরাক্রান্ত বিজ্ঞানময়। ২। হে বিশ্বাস-স্থাপনকারিগণ, তোমরা এরূপ কথা কেন বল—যাহা তোমরা কর না? ৩। আল্লার নিকট ইহা অত্যন্ত

١- سَبَّحَ لِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا
فِي الْأَرْضِ ۚ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ○
٢- يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لِمَ تَقُوْلُوْنَ
مَا لَا تَفْعَلُوْنَ ○ ٣- كَبُرَ مَقْتًا

ছাফ্ফ—শ্রেণীবদ্ধ, সংবিন্যস্ত, একত্রিত অথবা দলবদ্ধ এবং 'মরচুছ' অর্থ সুদৃঢ় বা সুগ্রথিত প্রাচীর। আলোচ্য সূরার চতুর্থ আয়তের 'ছাফ্ফ' শব্দ হইতেই এই সূরার নামকরণ করা হইয়াছে।—৪র্থ আয়তের তফসীর দ্রষ্টব্য!

শানে-নজুল—এই সূরা সর্ব্ববাদী-সম্মতিক্রমে মদিনা শরিফে অবতীর্ণ হইয়াছিল। ইহার অবতারণের সঠিক সময় সুনিশ্চিতরূপে নির্দ্ধারিত না হইলেও তফসীরকারগণ অনুমান করিয়াছেন যে, চতুর্থ হিজরী অথবা ওহদ যুদ্ধের পর আরবের উত্তেজিত অবিশ্বাসীরা যখন চতুর্দ্দিক হইতে মুসলমানদিগকে অক্রমণ করিয়া ইস্লাম ধ্বংস করিবার উদ্যোগ-আয়োজন করিতেছিল, তখন মুসলমানদিগকে আসন্ন মহাবিজয়ের সুসংবাদ সহ আত্মরক্ষা ও সত্য-ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠার জন্য সম্মিলিত ও শ্রেণীবদ্ধ ভাবে ধর্ম্মযুদ্ধের অনুমতি প্রদান করিয়া এই সূরা অবতীর্ণ হয়।

১। আল্লাহতালা সর্ব্বপ্রথম বিশ্বাসী মুসলমানদিগকে স্মরণ করাইয়া দিতেছেন যে, তোমাদের ন্যায় আকাশের সমস্ত ফেরেশতা এবং পৃথিবীর যাবতীয় জীব-জন্তু ও তরু-লতা তৃণ প্রভৃতি সমস্তই সেই মহাপরাক্রান্ত বিজ্ঞানময় মহান্ প্রভুর পবিত্রতা ও প্রশংসা কীর্ত্তন করিতেছে। সুতরাং অবিশ্বাসী ও অকৃতজ্ঞ মানবেরা তদীয় মহিমা কীর্ত্তন না করিলে তাঁহার কিছুমাত্র ক্ষতিবৃদ্ধি হইবে না।

২—৩। এই দুইটী আয়তে আল্লাহতালা মুসলমানদিগকে কথা ও কার্য্যের সামঞ্জস্য সংরক্ষণের জন্য বিশেষভাবে আদেশ করিয়াছেন। কেহ কেহ বলেন যে, ওহদ যুদ্ধের কতিপয় দুর্ব্বলচেতা ভীরু মুসলমান অথবা কপটবিশ্বাসী মোনাফেকদিগের সম্বন্ধে এই আয়ত-দ্বয় অবতীর্ণ হইয়াছিল। কিন্তু অভিজ্ঞ ওলামা ও বিশিষ্ট তফসীরকারগণ এই আদেশ সাধারণ ও সার্ব্বজনীন বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। উহার অর্থ এই যে, মুসলমানেরা মুখে কোন কথা বলিলে তাহা কার্য্যতঃ পূর্ণ করা তাহাদের পক্ষে একান্ত আবশ্যক। যাহারা কথায় কথায় ব্যাঘ্র-ভল্লুক বধ করে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে বিড়াল দেখিলে ভীত হয়, অথবা যাহারা বক্তৃতায় আকাশ-পাতাল তোলপাড় করিয়া তুলে, কিন্তু কাজের বেলায় ঘরের কোণে লুকাইয়া থাকে। সেই সকল বচন-সর্ব্বস্ব, লোক আল্লাহতালার একান্ত অপ্রিয় এবং তাহারা কখনই সত্য-

অসন্তোষজনক যে, তোমরা যাহা বল, তাহা তোমরা কর না। ৪। নিশ্চয় আল্লাহ তাহাদিগকেই ভালবাসেন, যাহারা তাঁহার পথে সুদৃঢ় গৃহ-প্রাচীরের ন্যায় শ্রেণীবদ্ধভাবে যুদ্ধ করে। ৫। এবং যখন মুসা স্বীয় সম্প্রদায়কে বলিয়াছিল, হে আমার সম্প্রদায়, তোমরা কেন আমাকে ক্লেশ প্রদান করিতেছ? এবং তোমরা অবশ্যই অবগত আছ যে, আমি

عِنْدَ اللّٰهِ اَنْ تَقُوْلُوْا مَا لَا تَفْعَلُوْنَ ○
٤- اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الَّذِيْنَ يُقَاتِلُوْنَ
فِيْ سَبِيْلِهٖ صَفًّا كَاَنَّهُمْ بُنْيَانٌ
مَّرْصُوْصٌ ○ ٥- وَاِذْ قَالَ
مُوْسٰى لِقَوْمِهٖ يٰقَوْمِ لِمَ تُؤْذُوْنَنِيْ
وَقَدْ تَّعْلَمُوْنَ اَنِّيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ

বিশ্বাসী মুসলমানের আদর্শ হইতে পারে না। ঐ শ্রেণীর মিথ্যাবাদী, ভীরু ও কাপুরুষ বাক্যবীরগণের দ্বারা জগতের কোন কার্য্যই সম্পন্ন হইতে পারে না।

৪। পূর্ব্বোক্ত আয়তে মুসলমানদিগকে কথা ও কার্য্যের সামঞ্জস্য সংরক্ষণের জন্য আদেশ করিবার পর এই আয়তে আল্লাহতা'লা বলিতেছেন যে—"নিশ্চয় আল্লাহতা'লা তাহাদিগকেই ভাল বাসেন—যাহারা তাঁহার পথে সুদৃঢ় গৃহ-প্রাচীরের ন্যায় শ্রেণীবদ্ধভাবে যুদ্ধ করে।" আলোচ্য আয়তের মর্ম্ম এই যে, হে মোসলেমগণ, যদি তোমরা আল্লাহতা'লার প্রিয়-পাত্র হইয়া জগতে উন্নতি ও গৌরবের সর্ব্বোচ্চ শিখরে আরোহণ করিতে চাও, তবে তোমরা ইস্‌লামের মর্য্যাদা ও মুসলমানের স্বার্থ সংরক্ষণ কল্পে ধর্ম্মযুদ্ধ সম্বন্ধে আল্লার রসুলের নিকট যে প্রতিশ্রুতি প্রদান করিয়াছ, সেই প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করিবার জন্য সুগ্রথিত ও সুদৃঢ় গৃহ-প্রাচীরের ন্যায় সম্মিলিত ও শ্রেণীবদ্ধভাবে শত্রুর সহিত ধর্ম্মযুদ্ধে অবতীর্ণ হও। তাহা হইলে নিশ্চয় তোমরা সাফল্য ও বিজয় গৌরবের অধিকারী হইতে পারিবে।

বলা বাহুল্য, এই পবিত্রতম প্রত্যাদেশের প্রেরণায় হজরত রসুলোল্লার ধর্ম্মপ্রাণ সাহাবাগণ রাজ্য-ঐশ্বর্য্য এবং যথোচিত অস্ত্র-শস্ত্রের অভাব সত্ত্বেও এরূপ এক সুগঠিত ও সুশৃঙ্খল সৈন্যদলে পরিণত হইয়াছিল যে, আরবের অবিশ্বাসীরা ত অতি তুচ্ছ—রোম ও পারস্য সম্রাটের সশস্ত্র ও সুশিক্ষিত সৈন্যদল পর্য্যন্ত তাঁহাদের অদম্য শক্তির সম্মুখে ঝড়ের মুখে খড়ের মত উড়িয়া গিয়াছিল এবং রোম ও পারস্যের বিপুল সাম্রাজ্য ও বিশাল রাজ-ঐশ্বর্য্য তাঁহাদের চরণতলে বিলুণ্ঠিত হইয়াছিল। এই মহান্ মোজাহেদ দল হজরত রসুলোল্লার জীবনেই সমগ্র আরবে সমস্ত ধর্ম্মের উপর ইস্‌লামের শান্তিপূর্ণ জয়পতাকা উড্ডীন করিয়াছিলেন। জগতের বিশিষ্ট ঐতিহাসিকগণ মুসলমানদিগের এই অপ্রতিহত বিজয়াভিযানকে ইস্‌লামের একটি বিস্ময়কর অলৌকিকতা বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

৫। অনন্তর আল্লাহতালা হজরত রসুলোল্লাকে সান্ত্বনা প্রদান পূর্ব্বক অবিশ্বাসী ও কপট-বিশ্বাসীদিগকে সতর্ক করিয়া দিয়া বলিতেছেন যে, হে রসুল, আমার প্রেরিত নবী ও রসুলগণের কর্ম্মপথ কোন কালেও কুসুমাস্তৃত হয় নাই। অবিশ্বাসী ও কপট-বিশ্বাসীরা চিরকালই তাহাদের গম্যপথ কণ্টকাকীর্ণ করিয়া আসিয়াছে। আরবের অবিশ্বাসী ও কপট-বিশ্বাসীরা তোমাকে আমার প্রেরিত সত্য নবী জানিয়াও তোমার সহিত যেরূপ অসদ্ব্যবহার ও বিশ্বাসঘাতকতা করিতেছে, ইস্রাইল-বংশীয়রা আমার প্রেরিত অন্যতম নবী মুসার সহিতও

تِوْمَادِيرَ
إِلَيْكُمْ ۖ فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ
قُلُوبَهُمْ ۚ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ
الْفَاسِقِينَ ○ ٦- وَإِذْ قَالَ عِيسَى
ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي

তোমাদের প্রতি আল্লার প্রেরিত-রসুল; কিন্তু যখন তাহারা বক্র হইল, তখন আল্লাহ তাহাদের অন্তর-সমূহ বক্র করিয়া দিলেন; এবং আল্লাহ দুস্কার্য্যকারী সম্প্রদায়কে পথ-প্রদর্শন করেন না।
৬। এবং যখন মরিয়ম-নন্দন ঈসা বলিয়াছিল—হে ইসরাইল-বংশধরগণ, নিশ্চয় আমি তোমাদের প্রতি আল্লার

সেইরূপ অবাধ্যতা, অসদ্ব্যবহার ও বিশ্বাসঘাতকতা করিয়াছিল। কিন্তু তাহার ফলে স্ব স্ব কর্ম্মদোষে তাহারা নিজেরাই ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া ভ্রান্ত ও বিপথগামী হইয়া গিয়াছিল। সুতরাং তোমার সহিত অসদ্ব্যবহার ও বিশ্বাসঘাতকতা করিলে আরবের অবিশ্বাসী এবং কপট-বিশ্বাসীরাও সেইরূপ ভ্রান্ত, বিপথগামী ও ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া যাইবে।

৬। **আহমদ**—মহাপ্রশংসিত। হজরত রসুলোল্লার দুইটি পবিত্রতম নাম সবিশেষ প্রসিদ্ধ; উহার একটি নাম 'আহমদ' এবং অন্য নাম মোহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহ-আলায়হেস্-সালাম)। 'হামদ' ধাতু হইতেই উহার নাম নিস্পন্ন হইয়াছে—উহার অর্থ প্রশংসা। হজরত রসুলোল্লাহ সর্ব্বশক্তিমান করুণাময় আল্লাহতালা কর্ত্তৃক প্রশংসিত হইয়াছেন বলিয়াই তিনি ঐ পবিত্রতম নামে অভিহিত হইয়াছেন। এতদানুযায়ী আহমদ অর্থ মহাপ্রশংসিত এবং মোহাম্মদ অর্থ পুনঃ পুনঃ প্রশংসিত বা পর পর প্রশংসিত। সুতরাং হজরত রসুলোল্লার প্রশংসিত নাম উচ্চারণ করার সঙ্গে সঙ্গে সাল্লাল্লাহ-আলায়হেস্-সালাম বলা—অর্থাৎ আল্লাহতায়ালার কল্যাণাশীষ প্রার্থনা করা প্রতেক মুসলমানের অবশ্য কর্ত্তব্য।

আলোচ্য আয়তে হজরত মুসা ও হজরত ঈসা (আঃ) কর্ত্তৃক হজরত রসুলোল্লাহ (সঃ) এর শুভাগমনের ভবিষ্যদ্বাণীর বিষয় বিবৃত হইয়াছে। হজরত ঈসা এসরাইল বংশীয়দিগকে বলিয়াছিলেন যে, আমি তোমাদিগকে পূর্ব্ববর্ত্তি ঐশীগ্রন্থ তওরাতের সত্যতা সম্বন্ধে সাক্ষ্য প্রদান করিতেছি এবং তওরাতে একজন মহামান্য ও মহাপ্রশংসিত বিশ্বনবীর শুভাগমন সম্বন্ধে যে ভবিষ্যদ্বাণী বিবৃত হইয়াছে, আমিও সেই মহানবীর শুভাগমনের সুসংবাদ প্রদান করিয়া তোমাদিগকে জানাইয়া দিতেছি যে, তিনি 'আহমদ' ও 'মোহাম্মদ' নামে অভিহিত ও প্রশংশিত হইবেন।

হজরত রসুলোল্লার শুভাগমন বিষয়ক উপরোক্ত ভবিষ্যদ্বাণী সম্বন্ধে ইহুদী ও খৃষ্টানদিগের তওরাত ও ইঞ্জিলে এবং হিন্দুদিগের বেদ ও পুরানে বহু বিক্ষিপ্ত বর্ণনা পরিদৃষ্ট হয়। উহার কোন কোন ভবিষ্যদ্বাণীতে 'আহমদ' ও 'মোহাম্মদ' নামে স্পষ্টতররূপে উল্লিখিত হইয়াছে এবং কোন কোন ভবিষ্যদ্বাণীতে পারাক্লিত, পেরিক্লিটস্ কমফোরটার, 'রুহল-কুদুস' বা 'স্পিরিট অব টুথ' বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে। এস্থলে প্রধান সমস্যা এই যে, হজরত মুসা বা হজরত ঈসা যে ভাষায় কথা বলিতেন সেই ভাষায় লিখিত মূল তওরাত বা ইঞ্জিল জগতে একখানিও বিদ্যমান নাই। হজরত মুসার লিখিত বা সঙ্কলিত ঐশীবাণী সংবলিত কাষ্ঠ-ফলক পরিপূর্ণ পবিত্র সিন্ধুক বহু পূর্ব্বেই ধ্বংস প্রাপ্ত হইয়া যায়। হজরত ঈসা স্বয়ং কোন গ্রন্থ সংকলন করিয়া যান নাই। তাঁহার শিষ্যগণ তাঁহার জীবনী ও তাঁহার বাণী বা উপদেশ সম্বন্ধে যাহা কিছু লিখিয়াছিলেন, জগতে তাহারও কোন অস্তিত্ব নাই। উহার অনুবাদের অনুবাদ বা তস্য অনুবাদ—এইরূপ সাত নকলে আসল খাস্তা হইয়া তওরাত (ওল্ড টেষ্টামেণ্ট) ও ইঞ্জিল (নিউ টেষ্টামেণ্ট) নামে বর্ত্তমান জগতে যাহা প্রচলিত আছে,

প্রেরিত-রসুল—আমার পূর্ব্বে তওরাত হইতে যাহা আছে, আমি তাহার সত্যতা প্রতিপাদনকারী এবং আমার পরে আহমদ নামে যে রসুল আগমন করিবেন, আমি তাহার সুসংবাদ প্রদানকারী; অনন্তর যখন সে তাহাদের নিকট

رَسُوْلُ اللّٰهِ اِلَيْكُمْ مُّصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرٰةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُوْلٍ يَّاْتِيْ مِنْ بَعْدِي اسْمُهٗٓ اَحْمَدُ ط

সেগুলির মধ্যে পরস্পর কোনই সামঞ্জস্য নাই। আরও সমস্যা এই যে, ইহুদী ও খ্রীষ্টানেরা উহার সবগুলির সত্যতাও স্বীকার করেন না। সুতরাং ঐ সকল গ্রন্থের মধ্যে কোন্‌খানি সত্য ও কোন্‌খানি মিথ্যা এবং কোন্‌টি নবীগণের উক্তি অথবা কোন্‌টিই বা বিক্ষিপ্ত, বর্ত্তমানে তাহা সঠিকভাবে নির্দ্ধারণ করা খুবই কঠিন বরং একরূপ অসম্ভব হইয়া পড়িয়াছে।

যাহা হউক, ঐ সকল গ্রন্থাবলীর ইংরাজী অনুবাদের মধ্যে ইহুদী ও খ্রীষ্টানগণ যে সকল গ্রন্থকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বা সর্ব্বজনমান্য বলিয়া স্বীকার করেন, তন্মধ্যে তওরাতের 'ডিউটি' এবং ইঞ্জিলের জন, লুক, মার্ক ও মথি লিখিত 'গস্‌পেল' বা সুসমাচারগুলি সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। উহার মধ্যে তওরাতে উক্ত হইয়াছে—"নিশ্চয় আমি ইস্রায়েলগণের ভ্রাতৃগণের মধ্য হইতে মুসার সাদৃশ এক ভাববাদী উৎপন্ন করিব এবং তাহার মুখে আমার বাক্য দিব" (ডিউট ১৮—১৮)। বলা বাহুল্য, এই প্রসিদ্ধ ভবিষ্যদ্বাণী দ্বারা যে এসমাইল বংশীয় মহানবী হজরত মোহাম্মদ মোস্তফা (সঃ) এবং তাঁহার পবিত্র মুখ-নিঃসৃত ঐশীবাণী কোরন শরিফকে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে, তাহা অস্বীকার অথবা তাহাতে সন্দেহ প্রকাশ করিবার কোনই অবকাশ নাই। অনন্তর ইঞ্জিলে হজরত ঈষা ঐ অব্যর্থ ভবিষ্যদ্বাণীর সত্যতা সম্বন্ধে সাক্ষ্য দান করিয়া বলিতেছেন—"আমার এখনও তোমাদের নিকট অনেক বিষয় বলিবার আছে; কিন্তু তোমরা এখনও তাহা সহ্য করিতে পারিবে না। অনন্তর তিনি—সেই 'সত্যের আত্মা' (পারাক্লিত, পেরিক্লিউম্‌, 'কম্‌ফোরটার' বা 'স্পিরিট ট্রুথ' যখন আসিবেন, তখন তিনি তোমাদিগকে সমস্ত সত্যে লইয়া যাইবেন। কারণ তিনি নিজ হইতে কিছু বলিবেন না, কিন্তু যাহা শুনিবেন, তাহাই বলিবেন। তিনি ভবিষ্যদ্বিষয় পরিজ্ঞাপন করিবেন এবং তিনি আমাকে গৌরবান্বিত করিবেন।"—জন ১৪—১৩ হইতে ১৭ এবং ১৬—১২ হইতে ১৪ পদ দ্রষ্টব্য।

হজরত রসুলোল্লার শুভাগমন সম্বন্ধে তওরাত ও ইঞ্জিলের অন্যান্য ভবিষ্যদ্বাণী সমূহ সম্বন্ধে ইহুদী ও খ্রীষ্টানেরা যাহাই বলুক না কেন, উপরোক্ত ভবিষ্যদ্বাণী দুইটিকে তাহারা সকলেই হজরত মুসার বর্ণিত এবং হজরত ঈসার মুখ--নিঃসৃত সত্যবাণী স্বীকার করিয়াছেন। সুতরাং উহার ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ সম্বন্ধে তাহারা যতই ভ্রান্ত পরিকল্পনার আশ্রয় গ্রহণ করুন না কেন, উহা যে বিশ্বনবী হজরত মোহাম্মদ মোস্তফা এবং পবিত্র কোরান শরিফের শুভাগমন সত্যতা সম্বন্ধে বর্ণিত হইয়াছে, তাহা অস্বীকার করিবার কোনই উপায় নাই। কারণ উক্ত বাণীর পরিপূর্ণতা সম্বন্ধে জগতের সমস্ত ধর্ম্মগ্রন্থই নীরব রহিয়াছে; কোন গ্রন্থই নিজেকে অভ্রান্ত ঐশীবাণী অথবা পরিপূর্ণ সত্যতার আধার বলিয়া দাবী করিতে পারে নাই। পক্ষান্তরে সমগ্র বিশ্বজগতে একমাত্র কোরান শরিফই নিজেকে অভ্রান্ত ও অনুকরণীয় ঐশীবাণী বলিয়া দাবী করিয়া উক্ত বাণীর সত্যতা, সার্থকতা ও পরিপূর্ণতা সম্বন্ধে স্পষ্টতর ভাষায় ঘোষণা করিয়াছেন—"নিশ্চয় সত্য আগমন করিয়াছে এবং অসত্য অন্তর্হিত হইয়াছে; নিশ্চয় অসত্য অন্তর্হিত হইয়া থাকে।" কোঃ ১৭—৮১ আয়ত।

হজরত রসুলোল্লার এই দুইটি পবিত্রম নামের তাৎপর্য্য সম্বন্ধে আরও একটি বিষয় বিশেষ উল্লেখযোগ্য; উহা তাঁহার আধ্যাত্মিক ও বাহ্যিক চরিত্রের 'জালাল ও জামাল'

প্রকাশ্য প্রমাণাবলী সহ আগমন
করিয়াছে, তখন তাহারা বলিতেছে যে,
ইহা ত প্রকাশ্য যাদু। ৭। এবং যে
আল্লাহ সম্বন্ধে অসত্য রচনা করে,
তদপেক্ষা কে অধিকতর অত্যাচারী?
এবং সেও ইস্‌লামে আহূত হইতেছে;
এবং আল্লাহ অত্যাচারী সম্প্রদায়কে
পথ-প্রদর্শন করেন না। ৮। তাহারা
ইচ্ছা করে যে, তাহাদের মুখ-সমূহের
দ্বারা আল্লার জ্যোতি নির্ব্বাপিত করিবে;
এবং আল্লাহ স্বীয় জ্যোতি সম্পূর্ণ
করিবেন—এবং যদিও অবিশ্বাসীরা

فَلَمَّا جَآءَهُمْ بِالْبَيِّنٰتِ قَالُوْا هٰذَا
سِحْرٌ مُّبِيْنٌ ۝ ٧- وَمَنْ اَظْلَمُ
مِمَّنِ افْتَرٰى عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبَ
وَهُوَ يُدْعٰۤى اِلَى الْاِسْلَامِ ط وَاللّٰهُ
لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ ۝
٨- يُرِيْدُوْنَ لِيُطْفِـُٔوْا نُوْرَ اللّٰهِ
بِاَفْوَاهِهِمْ وَاللّٰهُ مُتِمُّ نُوْرِهٖ وَلَوْ

অর্থাৎ গৌরব ও সৌন্দর্য্য প্রভৃতি বিভিন্নরূপ গুণের বিকাশ। হজরত মূসার চরিত্রে 'জালাল' অর্থাৎ তেজস্বিতা ও গৌরবাত্মক গুণসমূহের বিকাশ বিশেষরূপে পরিলক্ষিত হইত। তিনি স্বীয় সম্প্রদায়ের সম্রাট, আইন-প্রণেতা, বিচারক ও শাস্তিদাতা ছিলেন। পক্ষান্তরে হজরত ঈসার চরিত্রে 'জামাল' অর্থাৎ সৌন্দর্য্য, সৌজন্য ও ক্ষমাগুণ বিশেষভাবে বিদ্যমান ছিল। তিনি স্বীয় সম্প্রদায়ের জন্য হিতকামী, সদুপদেষ্টা ও সহানুভূতি-সম্পন্ন ছিলেন। উপরোক্ত নবী-দ্বয়ের 'জালাল ও জামাল' গুণের পূর্ণবিকাশ একাধারে পরিলক্ষিত হইয়াছিল হজরত রসুলোল্লাহ আধ্যাত্মিক ও নৈতিক চরিত্রে এবং তাঁহার আদর্শ ধর্ম্ম ও কর্ম্ম-জীবনে। তিনি জগদ্বাসীর জন্য সুমহান সম্রাট, অদ্বিতীয় ধর্ম্মনেতা, অনুপম সদুপদেষ্টা, সুবিজ্ঞ আইন-প্রণেতা, আদর্শ বিচারক, কঠোর শাস্তিদাতা, সহৃদয় সহানুভুতিসম্পন্ন ও সকরুণ ক্ষমাশীল মহাপুরুষ ছিলেন। সংসার-জীবনে আদর্শ পিতা, পুত্র, পতি, ভ্রাতা, বন্ধু ও প্রতিবেশী-রূপে এবং মসজিদে এমাম, নির্জ্জনে মহাতাপস, স্বদেশে স্বদেশ-হিতৈষী, সমাজে সমাজ-সেবক ও সমরক্ষেত্রে সুদক্ষ সেনাপতি-রূপে জগদ্বাসীর জন্য তিনি যে মহান আদর্শ রাখিয়া গিয়াছেন, জগতের ইতিহাসে তাহার কোনই তুলনা নাই। এই সকল আদর্শ গুণের অপূর্ব্ব সমাবেশ হেতুই তিনি 'আহমদ' ও 'মোহাম্মদ' নামে অভিহিত এবং সৈয়াদুল আম্বিয়া, খায়রাতুল বশর ও 'রাহমাতুল্-লিল্ আলামিন' অর্থাৎ নবীকুল-সম্রাট, মানব-কুলের ভূষণ ও জগদ্বাসীর অনুগ্রহ বিশেষণে বিশেষিত হইয়াছেন।

৭—৯। পূর্ব্বোক্ত আয়ত সমূহে হজরত রসুলোল্লার শুভাগমনের ভবিষ্যদ্বাণীর বিষয় পরিব্যক্ত করিয়া তৎপর আল্লাহতালা বলিতেছেন যে, উক্ত ভবিষ্যদ্বাণীর বিষয় যাহারা অবগত আছে, আমার রসুলের আগমনের পরে এখন তাহারাই তৎপ্রতি ও আমার পবিত্র বাণীর প্রতি অসত্যারোপ করিয়া বলিতেছে যে, ইহা ত প্রকাশ্য যাদু ও মিথ্যা কথা। কিন্তু আল্লার বাণী সম্বন্ধে যে অসত্য রচনা করে অথবা তৎপ্রতি অন্যায়ভাবে অসত্যারোপ করিয়া থাকে, তদপেক্ষা অধার্ম্মিক ও অত্যাচারী আর কেহই হইতে পারে না। অবিশ্বাসীরা আশা

...ন্তুষ্ট হয়। ৯। তিনিই স্বীয় রসুলকে
...পথ ও সত্যধর্ম্ম সহ প্রেরণ করিয়াছেন
...যে তিনি ইহাকে সকল ধর্ম্মের উপর
সুপ্রকাশিত করেন এবং যদিও ইহাতে
...শীবাদীরা অসন্তুষ্ট হয়।

كَرِهَ الْكٰفِرُوْنَ ۝ ٩- هُوَ الَّذِيْٓ
اَرْسَلَ رَسُوْلَهٗ بِالْهُدٰى وَدِيْنِ
الْحَقِّ لِيُظْهِرَهٗ عَلَى الدِّيْنِ كُلِّهٖ
وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُوْنَ ۝ ٤

২য় রুকু—আত্মোৎসর্গ ও ধর্ম্মযুদ্ধের আদেশ

১০। হে বিশ্বাস-স্থাপনকারিগণ,
আমি কি তোমাদিগকে এরূপ এক
ব্যবসায়ের বিষয় বিজ্ঞাপিত করিব,
যাহা তোমাদিগকে যন্ত্রণাপ্রদ শাস্তি
হইতে রক্ষা করিবে? ১১। তোমরা
আল্লাহ ও তদীয় রসুলের প্রতি বিশ্বাস-
স্থাপন কর এবং তোমাদের ধন-সম্পদ
ও তোমাদের প্রাণ দ্বারা আল্লার পথে

١٠- يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا هَلْ اَدُلُّكُمْ
عَلٰى تِجَارَةٍ تُنْجِيْكُمْ مِّنْ عَذَابٍ
اَلِيْمٍ ۝ ١١- تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ
وَتُجَاهِدُوْنَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ بِاَمْوَالِكُمْ

...করিতেছে যে, তাহারা মুখের কথায় আল্লার জ্যোতি নির্ব্বাপিত করিয়া সত্যধর্ম্ম বিলুপ্ত করিয়া
...দিবে; কিন্তু তাহা অসম্ভব। তাহারা অনিচ্ছুক এবং অসন্তুষ্ট হইলেও আল্লাহতালা স্বীয়
জ্যোতি পূর্ণ করিয়া সত্যধর্ম্ম সুপ্রতিষ্ঠিত করিবেন এবং তিনি এই পবিত্র ইস্‌লাম ধর্ম্মকে পৃথিবীর
সকল ধর্ম্মের উপর জয়যুক্ত ও সুপ্রকাশিত করিবেন।

এই পবিত্রতম আয়তের দুই প্রক্যর মর্ম্মার্থ হইতে পারে। প্রথমতঃ হজরত রসুলোল্লার
শত্রুগণ যতই চেষ্টা করুক না কেন, আল্লাহতালা তাহাদিগকে পরাজিত ও বিধ্বস্ত করিয়া
ইস্‌লামকে জয়যুক্ত করিবেন। বলা বাহুল্য, এই মর্ম্মানুযায়ী উক্ত ভবিষ্যদ্বাণী হজরত রসুলোল্লার
জীবনেই পরিপূর্ণ হইয়াছিল এবং তাঁহার তিরোধানের পূর্ব্বেই অধিকাংশ আরববাসী ইস্‌লাম
গ্রহণ করিয়াছিলেন। দ্বিতীয়তঃ উক্ত আয়ত সমূহের আরও ব্যাপক অর্থ পরিগ্রহণ করা যাইতে
পারে। অর্থাৎ বিধর্ম্মীরা ইস্‌লাম প্রচারে যতই বাধা-বিঘ্ন সৃষ্টি করুক না কেন, তাহারা কখনই
এই সত্যের গতি প্রতিরোধ করিতে সমর্থ হইবে না। ইস্‌লাম ধর্ম্ম একদিন অবশ্যই জগতের
সকল ধর্ম্মের উপর জয়যুক্ত হইবে। কেহ কেহ বলেন যে, এই ভবিষ্যদ্বাণী দ্বিতীয় মর্ম্মানুসারেও
পূর্ণ হইয়া গিয়াছে। কারণ আজ জগতের সকল জাতি এবং সকল ধর্ম্মাবলম্বীই ইস্‌লামের
একেশ্বরবাদ, সাম্যবাদ, বিশ্বভ্রাতৃত্ব ও বিশ্বহিতৈষণা প্রভৃতি প্রধান প্রধান নীতি, শিক্ষা ও
সদুপদেশগুলি পরিগ্রহণ করিয়াছেন। পক্ষান্তরে কেহ কেহ বলেন যে, অনিশ্চিত ভবিষ্যতেই
উক্ত ভবিষ্যদ্বাণী সমূহের পরিপূর্ণতা পূর্ণরূপে বিকশিত হইবে।

১০—১১। এই দুইটি আয়তে আল্লাহতালা অতি অনুপম ভাষায় ধর্ম্ম-যুদ্ধের গৌরব ও
সুফলের ভাষায় পরিব্যক্ত করিয়াছেন। প্রথমতঃ আল্লাহতালা উহাকে একটি ব্যবসায় বলিয়া
উল্লেখ করিয়া বলিতেছেন যে, ইহা শুধু পৃথিবীর লাভজনক ব্যবসা নহে; বরং ইহা পরকালেও
তোমাদের জন্য সুফলপ্রাপ্ত হইয়া তোমাদিগকে যাবতীয় শাস্তি ও লাঞ্ছনা হইতে সুরক্ষিত করিবে।

ধর্ম্মযুদ্ধ কর; ইহাই তোমাদের জন্য কল্যাণকর—যদি তোমরা অবগত হইয়া থাক। ১২। তিনি তোমাদের জন্য তোমাদের অপরাধ-সমূহ ক্ষমা করিবেন এবং তোমাদিগকে স্বর্গোদ্যানে প্রবিষ্ট করিবেন—যাহার নিম্নে স্রোতস্বিনী সমূহ প্রবাহিতা; এবং চিরস্থায়ী স্বর্গোদ্যানের মধ্যে ইহাই পবিত্রতম বাসস্থান—ইহাই সুমহান সফলতা। ১৩। এবং অবশেষে তাহা—যাহা তোমরা ভালবাস; আল্লাহ হইতেই সাহায্য এবং বিজয় সন্নিকটবর্ত্তী; এবং বিশ্বাসীগণকে এই

وَأَنْفُسِكُمْ ط ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ۞ ١٢ يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ وَيُدْخِلْكُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهٰرُ وَمَسٰكِنَ طَيِّبَةً فِيْ جَنّٰتِ عَدْنٍ ط ذٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ۞ ١٣ وَأُخْرٰى تُحِبُّوْنَهَا ط نَصْرٌ مِّنَ اللّٰهِ وَفَتْحٌ قَرِيْبٌ ط

কিন্তু এই মহান ব্যবসায়ের লাভ যেমন ইহ-পরলোক-ব্যাপী, সেইরূপ ইহার মূলধনও অতি মূল্যবান। পৃথিবীতে ধন-সম্পদের দ্বারা বিভিন্ন জিনিষ-পত্র ক্রয়-বিক্রয় করিয়াই সাধারণ ব্যবসায় বাণিজ্য পরিচালিত হইয়া থাকে, কিন্তু এই সুমহান সুব্যবসায়ের জন্য আবশ্যক হইলে স্বীয় ধন-সম্পদের সহিত সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয় দেহ-প্রাণও উৎসর্গ করিতে হইবে। তাই আল্লাহতালা বলিতেছেন যে, হে বিশ্বাসী মুসলমানগণ, যদি আল্লাহ ও রসুলের প্রতি তোমাদের সত্যিকার বিশ্বাস থাকে এবং সত্যসত্যই যদি তোমরা ঐ অনুপম ব্যবসা করিয়া ইহ-পরলোকে লাভবান হইতে চাও, তবে তোমরা আল্লার পথে ধন-প্রাণ সর্ব্বস্ব উৎসর্গ করিয়া ধর্ম্মযুদ্ধ কর। পার্থিব জীবনে তোমাদের জন্য এরূপ কল্যাণকর ও লাভজনক ব্যবসায় আর কিছুই নাই। এই পবিত্রতম আয়তের প্রেরণা অনুসরণ করিয়াই পূর্ব্ববর্ত্তী মোসলেমগণ জগতে অজেয় এবং সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জাতিরূপে অভিষিক্ত হইয়াছিলেন এবং উক্ত প্রেরণা বিস্মৃত হইয়াই আজ তাহারা পৃথিবীতে সর্ব্বাপেক্ষা অধম ও অবনত জাতিতে পরিণত হইয়াছে।

১২—১৩। অতঃপর এই দুইটি আয়তে আল্লাহতালা ধর্ম্ম-যুদ্ধের ফলাফল বিবৃত করিতেছেন। যুদ্ধ-মাত্রই জীবন-মরণের খেলা এবং জয়-পরাজয় উহার অপরিহার্য্য অঙ্গ। তাই আল্লাহতালা বলিয়া দিতেছেন যে, যদি তোমরা ধর্ম্মযুদ্ধে পরাজিত ও শহিদ হও, তাহা হইলেও তোমাদের জীবন ধন্য ও কৃতার্থ হইবে। কারণ তাহা হইলে আমি তোমাদের পার্থিব জীবনের সমস্ত অপরাধ ও দোষ-ত্রুটি ক্ষমা করিয়া তোমাদিগকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ও চিরস্থায়ী স্বর্গোদ্যানে স্থান দান করিব এবং পার্থিব জীবনের অবসানে পারলৌকিক জীবনে উহাই পবিত্রতম পুরস্কার ও শ্রেষ্ঠতম সফলতা। আর যদি তোমরা ধর্ম্মযুদ্ধে বিজয় গৌরবের অধিকারী হও, তবে এই পার্থিব জীবনেই তোমাদের প্রিয়তর কাম্যফল তোমরা প্রাপ্ত হইবে। অতএব হে রসুল, তুমি বিশ্বাসীবৃন্দকে সুসংবাদ দান কর যে, ধর্ম্মযুদ্ধে তাহাদের আশঙ্কার কোনই কারণ নাই। আল্লাহতালার সাহায্যে তাহারা অচিরেই বিধর্ম্মীদিগের উপর পরাক্রান্ত ও বিজয়ী হইবে। বলা বাহুল্য, আলোচ্য আয়তদ্বয়ের শেষ অতি স্পষ্টতর ভাষায় সাহাবাগণের বিজয়াভিযানের ভবিষ্যদ্বাণী করা হইয়াছে এবং জগতের ইতিহাসে জলন্ত অক্ষরে উহার সফলতা ও সত্যতার প্রমাণ লিপিবদ্ধ রহিয়া

وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِيْنَ ۝ ١٤- يٰۤاَيُّهَا
الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُوْنُوْۤا اَنْصَارَ اللّٰهِ كَمَا
قَالَ عِيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ لِلْحَوَارِيّٖنَ
مَنْ اَنْصَارِيْۤ اِلَى اللّٰهِ ؕ قَالَ
الْحَوَارِيُّوْنَ نَحْنُ اَنْصَارُ اللّٰهِ
فَاٰمَنَتْ طَّآئِفَةٌ مِّنْ بَنِيْۤ اِسْرَآءِيْلَ
وَكَفَرَتْ طَّآئِفَةٌ ۚ فَاَيَّدْنَا الَّذِيْنَ
اٰمَنُوْا عَلٰى عَدُوِّهِمْ فَاَصْبَحُوْا
ظٰهِرِيْنَ ۝

সুসংবাদ প্রদান কর। ১৪। হে বিশ্বাস-স্থাপনকারিগণ, তোমরা আল্লার সাহায্যকারী হও—যেরূপ মরিয়ম-নন্দন ঈসা স্বীয় সহচরদিগকে বলিয়াছিল, আল্লার উদ্দেশ্যে কে আমার সাহায্যকারী হইবে? সহচরগণ বলিয়াছিল—আমরাই আল্লার সাহায্যকারী; অনন্তর ইসরাইল বংশীয়গণের একদল বিশ্বাস-স্থাপন করিয়াছিল এবং অন্যদল অবিশ্বাস করিয়াছিল; অতঃপর আমি বিশ্বাস-স্থাপনকারীদিগকে তাহাদের শত্রুদিগের উপর সাহায্য করিয়াছিলাম; তৎপর তাহারাই বিজয়ী হইয়াছিল।

১৪। অবশেষে আল্লাহতালা হজরত ঈসার সত্য-বিশ্বাসী অনুগামীদিগের দৃষ্টান্ত উল্লেখ করিয়া বলিতেছেন যে, ইহুদীদিগের অবিশ্রান্ত অত্যাচার উপদ্রব সত্ত্বেও তাহারা যেরূপ তাবে তৎপ্রচারিত সত্য-ধর্ম্ম প্রচার করিতে সমর্থ হইয়াছিল, সেইরূপ আমার প্রিয় নবীর অনুগামী সত্য-বিশ্বাসী মুসলমানেরাও অবিশ্বাসীদিগের সমস্ত অত্যাচার উপদ্রব নিবারণ করিয়া সর্ব্বধর্ম্মের উপর ইস্‌লামের শ্রেষ্ঠত্ব ও গৌরব প্রতিষ্ঠা করিতে সমর্থ হইবে। সত্যধর্ম্মের এই বিজয় অভিযানে পৃথিবীর কোন শক্তিই বাধা দিতে সমর্থ হইবে না।

সর্ব্বধর্ম্মের উপর পবিত্রতম ইস্‌লামের এই গৌরব ও শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠার অভ্রান্ত ভবিষ্যদ্বাণী সহ আলোচ্য সূরা শেষ করা হইয়াছে।

———

মদিনায় অবতীর্ণ	৬২। সূরা জোমোয়া—الجمعة	১১ আয়ত

১ম রুকু মুসলমানদিগের প্রতি ঐশী অনুগ্রহের প্রতিশ্রুতি

সর্বপ্রদাতা করুণাময় আল্লার নামে

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

১। নভোমণ্ডলে যাহা আছে ও ভূমণ্ডলে যাহা আছে, তাহা আল্লারই পবিত্রতা বর্ণনা করিতেছে—যিনি রাজাধিপতি পবিত্রতম মহাপরাক্রান্ত বিজ্ঞানময়। ২। তিনি তাহাদের অন্তর্গত নিরক্ষরগণের মধ্য হইতে এক রসুল সমুদ্ভব করিয়াছেন, যে তাহাদের

١- يُسَبِّحُ لِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ الْمَلِكِ الْقُدُّوْسِ الْعَزِيْزِ الْحَكِيْمِ ○ ٢- هُوَ الَّذِيْ بَعَثَ فِي الْأُمِّيّٖنَ رَسُوْلًا مِّنْهُمْ يَتْلُوْا

জোমোয়া—সম্মিলিত অথবা সঙ্ঘবদ্ধ হওয়া। ইয়ওমেল-জোমোয়া অর্থ শুক্রবার। অত্র সুরার দ্বিতীয় রুকুর প্রথম আয়তের 'জোমোয়া' অর্থাৎ শুক্র-বাসরীয় জুমার নামাজ হইতেই এই সুরার নামকরণ হইয়াছে।—৯ম আয়তের তফ্সীর দ্রষ্টব্য।

শানে-নজুল—এই সুরা সর্ব্ববাদীসম্মত মতে মদিনা শরিফে অবতীর্ণ হইয়াছিল। তফ্সীরকারগণ এই সুরার অবতারণ-কাল হিজরী দ্বিতীয় বর্ষ বলিয়া অনুমান করিয়াছেন। বহু বিশ্বস্ত বর্ণনা হইতে জানা যায় যে, হজরত রসুলোল্লাহ্ অনেক সময়ে জুমার নামাজে এই সুরা পাঠ করিতেন। ইহুদী জাতি তওরাতের নির্দ্দেশিত 'সাব্বাত' দিবসের প্রার্থনা ও বিধি-নিষেধ পরিত্যাগ করিয়া যেরূপভাবে অধঃপতিত ও অভিশপ্ত হইয়াছিল, মুসলমানেরা যাহাতে শুক্র-বাসরীয় জুমার নামাজ পরিত্যাগ করিয়া সেইরূপ ভাবে বিভ্রান্ত অধঃপতিত না হয়, তজ্জন্য আল্লাহতালা এই সুরা অবতীর্ণ করিয়া তাহাদিগকে সতর্ক করিয়া দিয়াছেন। আল্লাহতালা স্পষ্টতর ভাষায় বলিয়া দিয়াছেন যে হে বিশ্বাসী মুসলমানগণ, যদি তোমরা আমার অনুগ্রহ ও কল্যাণ লাভ করিতে চাও, তবে তোমরা জামাতের নামাজ বিশেষভাবে শুক্রবারের জুমার নামাজে কখনই অবহেলা করিও না। বরং তোমরা যখনই জুমার নামাজের 'আজান' শুনিবে, তখনই পার্থিব ক্রয়-বিক্রয়, ব্যবসা-বাণিজ্য ও অন্যান্য সমস্ত কাজকর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া মসজিদের দিকে প্রধাবিত হইবে। সুতরাং এই পবিত্রতম সুরার নির্দ্দেশ অনুসারে মুসলমানদিগের জন্য সাপ্তাহিক বা শুক্র-বাসরীয় জুমার নামাজ অপরিহার্য্য 'ফরজ' বলিয়া নির্দ্ধারিত হইয়াছে।

১। এই আয়তে আল্লাহতালা সর্ব্বপ্রথম মানব জাতিকে স্মরণ করাইয়া দিতেছেন যে, তিনিই সমগ্র বিশ্বজগতের পবিত্রতম, মহাপরাক্রান্ত ও বিজ্ঞানময় অধিপতি। নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের যাবতীয় জীব-জগৎ ও জড়-জগৎ তাঁহারই প্রশংসাপূর্ণ পবিত্রতা বর্ণনা করিতেছে। সুতরাং তিনি কাহারও প্রশংসার প্রার্থী নহেন।

২—৪। অনন্তর আল্লাহতালা বলিতেছেন যে, তিনি মানব জাতির কল্যাণের জন্যই স্বীয় মহিমার নিদর্শন স্বরূপ তাহাদের মধ্য হইতে একজন নিরক্ষর নবী সৃষ্টি করিয়াছেন এবং তিনি সমগ্র মানব জাতিকে পবিত্র ও নির্ম্মল করিবার জন্য তাহাদের মধ্যে আল্লার বাণী পাঠ করিয়া

সমক্ষে তাঁহার নিদর্শনাবলী পাঠ করে
ও তাহাদিগকে নির্ম্মল করে এবং তাহা-
দিগকে গ্রন্থ ও বিজ্ঞান শিক্ষা প্রদান
করে; এবং নিশ্চয় ইহার পূর্ব্বে তাহারা
প্রকাশ্য বিভ্রান্তির মধ্যে ছিল। ৩। এবং
তাহাদের অন্যান্যদিগকেও যাহারা এখনও
তাহাদের সহিত সম্মিলিত হয়
নাই; এবং তিনি মহাপরাক্রান্ত
বিজ্ঞানময়। ৪। ইহাই আল্লার অনুগ্রহ
তিনি যাহাকে ইচ্ছা উহা দান করিয়া
থাকেন এবং আল্লা-ই সুমহান অনুগ্রহের
অধিপতি। ৫। ইহারা তদনুরূপ
যাহাদিগকে তওরাতের ভার অর্পণ করা
হইয়াছিল, তৎপর তাহারা উহা বহন
করে নাই; তাহারা ঐরূপ—যেমন গর্দ্দভ
গ্রন্থের বোঝা বহন করিয়া থাকে;
তাহারা ঐ সম্প্রদায়ের ন্যায় নিকৃষ্টতর,
যাহারা আল্লার নিদর্শন সমূহে

عَلَيْهِمْ اٰيٰتِهٖ وَيُزَكِّيْهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ
الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ ۗ وَاِنْ كَانُوْا
مِنْ قَبْلُ لَفِيْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ ۙ
٣- وَّاٰخَرِيْنَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوْا
بِهِمْ ؕ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ۝
٤- ذٰلِكَ فَضْلُ اللّٰهِ يُؤْتِيْهِ مَنْ
يَّشَآءُ ؕ وَاللّٰهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيْمِ ۝
٥- مَثَلُ الَّذِيْنَ حُمِّلُوا التَّوْرٰىةَ
ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوْهَا كَمَثَلِ الْحِمَارِ
يَحْمِلُ اَسْفَارًا ؕ بِئْسَ مَثَلُ الْقَوْمِ
الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِ اللّٰهِ ؕ وَاللّٰهُ

তাহাদিগকে জ্ঞান-বিজ্ঞান ও ধর্ম্মনীতি শিক্ষা প্রদান করিতেছেন। ইতিপূর্ব্বে যাহারা অধর্ম্ম, অজ্ঞতা ও ভ্রান্তির ঘোর অন্ধকারে নিমজ্জিত ছিল, তাহাদের সকলকেই তিনি সত্যের সমুজ্জ্বল আলো প্রদর্শন করিয়া মুক্তি ও কল্যাণের পথে লইয়া আসিয়াছেন। তাঁহার শিক্ষা ও সদুপদেশে পৃথিবীর অন্যান্য জাতিও এইরূপ জ্ঞান-বিজ্ঞান ও ঐশী-অনুগ্রহের অধিকারী হইবে। সুমহান অনুগ্রহের অধিপতি করুণাময় আল্লাহতালা এইরূপেই জগদ্বাসীকে স্বীয় অনুগ্রহ বিতরণ করিয়া থাকেন।

তৃতীয় আয়তের ‘আথারিনা মেন্‌হুম’ অর্থাৎ—‘তাহাদের অন্যান্যদিগকেও’ বাক্যাংশের অর্থ ও মর্ম্ম সম্বন্ধে অভিজ্ঞ মোহাদ্দেস ও তফসিরকারগণ বহু আলোচনা করিয়াছেন। সহি বোখারী, মোসলেম প্রভৃতি প্রসিদ্ধ হাদিস গ্রন্থসমূহে বর্ণিত হইয়াছে যে, হজরত রসুলোল্লাহ উক্ত বাক্যের মর্ম্মে পারস্যবাসীদিগকে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ঐ সকল হাদিসের মর্ম্মানুযায়ী কেহ কেহ ইহাকে হজরত এমাম আজম আবু-হানিফার এবং কেহ কেহ হজরত এমাম মেহেদীর শুভাগমনের ভবিষ্যদ্বাণী বলিয়াও মত প্রকাশ করিয়াছেন। বিচক্ষণ তফসীরকারগণের মতে উক্ত বাক্যাংশের মর্ম্ম আরব ব্যতীত অন্যান্য দেশের মুসলমান অধিবাসী। আল্লাহতালা এস্থলে ইঙ্গিত করিতেছেন যে, উত্তরকালে আরব ব্যতীত অন্যান্য দেশের অধিবাসীরাও ইস্‌লাম গ্রহণ পূর্ব্বক সমগ্র জগতে ইসলামের গৌরব ও মহিমা প্রচার করিবে।—তঃ কবির ও হক্কানী।

অতঃপর আল্লাহতালা ইহুদীদিগের প্রসঙ্গ উল্লেখ করতঃ সকলকে সতর্ক করিয়া বলিতেছেন যে, যাহারা আমার বাণী শ্রবণ করিয়া এখনও সত্যধর্ম্ম গ্রহণ করে নাই এবং সত্য-ধর্ম্ম গ্রহণ করিবার পরে যাহারা আমার আদেশ-উপদেশ ও বিধি-নিষেধের ব্যতিক্রম করিতেছে, তাহারা গ্রন্থের ভার

لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ ۝
٦- قُلْ يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ هَادُوْٓا اِنْ
زَعَمْتُمْ اَنَّكُمْ اَوْلِيَآءُ لِلّٰهِ مِنْ دُوْنِ
النَّاسِ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ اِنْ كُنْتُمْ
صٰدِقِيْنَ ۝ ٧- وَلَا يَتَمَنَّوْنَهٗٓ
اَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ اَيْدِيْهِمْ ط وَاللّٰهُ
عَلِيْمٌ بِالظّٰلِمِيْنَ ۝ ٨- قُلْ اِنَّ
الْمَوْتَ الَّذِيْ تَفِرُّوْنَ مِنْهُ فَاِنَّهٗ
مُلٰقِيْكُمْ ثُمَّ تُرَدُّوْنَ اِلٰى عٰلِمِ الْغَيْبِ
وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ
تَعْمَلُوْنَ ع

অসত্যারোপ করিয়াছিল; এবং আল্লাহ অত্যাচারী সম্প্রদায়কে পথ-প্রদর্শন করেন না; ৬। তুমি বল—হে ইহুদীগণ, যদি তোমরা দাবী কর যে, অন্যান্য মানুষ অপেক্ষা তোমরাই আল্লার প্রিয়, তবে তোমরা মৃত্যু আকাঙ্ক্ষা কর—যদি তোমরা সত্যবাদী হও। ৭। এবং তাহাদের হস্তসমূহ যাহা পূর্ব্বে প্রেরণ করিয়াছে, তজ্জন্য তাহারা কখনই উহা আকাঙ্ক্ষা করিবে না; এবং আল্লাহ অত্যাচারীদের বিষয় পরিজ্ঞাত আছেন। ৮। তুমি বল—ঐ মৃত্যু যাহা হইতে তোমরা পলায়ন করিতেছ, ফলতঃ নিশ্চয় উহা তোমাদের উপর আপতিত হইবে; তৎপর তোমরা অদৃশ্য ও প্রকাশ্য বিষয়ে মহাজ্ঞানীর দিকে প্রত্যাবর্ত্তিত হইবে; অনন্তর তোমরা যাহা করিয়াছিলে, তিনি তদ্বিষয় তোমাদিগকে বিজ্ঞাপিত করিবেন।

বহনকারী গর্দ্দভের ন্যায় অধম ও নিকৃষ্টতর জীব ব্যতীত আর কিছুই নহে। এইরূপ অবিশ্বাসী ও বিরুদ্ধাচারী সম্প্রদায় কখনই সত্য-ধর্ম্ম, সুপথ ও কল্যাণ লাভ করিতে পারিবে না।

৬—৭। ইহুদীরা গর্ব্ব করিয়া বলিত যে, পৃথিবীতে আমরাই আল্লাহতালার অনুগৃহীত প্রিয়তম সম্প্রদায়। কারণ আমাদের প্রতি তওরাত অবতীর্ণ হইয়াছে এবং আমাদের মধ্যেই বহু বড় বড় নবী জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। এই ধারণার বশে তাহারা হজরত রসুলোল্লার বিরুদ্ধাচরণ করিয়া প্রকাশ্যে ও গোপনে তাঁহার মৃত্যু কামনা করিত। তাহাদের ঐ অহমিকা ও দুরভিসন্ধির উত্তরে আল্লাহতালা হজরত রসুলোল্লাকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন—হে রসুল, তুমি উহাদিগকে বল যে, যদি তোমাদের দাবী সত্য হয়, তবে তোমরা আল্লার রসুলের বিরুদ্ধাচারণ ও তাঁহার মৃত্যু কামনা না করিয়া এই নশ্বর জীবনের পরিবর্ত্তে নিজেদেরই মৃত্যু কামনা কর এবং তোমাদের দাবী অনুযায়ী পরলোকের সেই সুখ-সম্পদপূর্ণ স্বর্গোদ্যানে যাইতে প্রস্তুত হও। কিন্তু হে রসুল, অভিশপ্ত ইহুদী জাতি আল্লার বাণী বিকৃত এবং উহার বিরুদ্ধাচরণ করিয়া যে সকল দুষ্কার্য্য করিয়াছে, তাহাতে উহারা সত্যের উপর জীবন-মৃত্যু সম্বন্ধে 'মোকাবিলা' করিতে অথবা এই পার্থিব নশ্বর জীবনের পরিবর্ত্তে মৃত্যু কামনা করিয়া কখনই চিরস্থায়ী পরলোকের যাত্রী হইতে সাহসী হইবে না।

৮। অতএব হে রসুল, তুমি ইহুদীদিগকে বলিয়া দাও যে, তোমরা সত্য ধর্ম্ম গ্রহণ না করিয়া পার্থিব জীবনের ভোগ-বিলাস ও সুখ-সম্পদের মোহে মৃত্যুকে যতই ভয় কর না কেন, সেই মৃত্যু নির্দ্দিষ্ট সময়ে তোমাদিগকে অবশ্যই গ্রাস করিয়া লইবে এবং তৎপর পরলোকে যথাসময়ে সেই সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্বশক্তিমান আল্লাহতালার সমক্ষে উপস্থিত হইয়া তোমাদিগকে অবশ্যই স্ব স্ব কৃতকর্ম্মের প্রতিফল ভোগ করিতে হইবে।

২য় রুকু—জুমার নামাজের বিশেষ বিধি

৯। হে বিশ্বাস-স্থাপনকারিগণ, যখন শুক্রবার দিবসে নামাজের জন্য আহ্বান করা হয়, তখন আল্লার স্মরণে ধাবিত হও এবং ক্রয়-বিক্রয় পরিত্যাগ কর; ইহাই তোমাদের জন্য কল্যাণকর, যদি তোমরা অবগত হইয়া থাক।

৯- يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِذَا نُوْدِيَ لِلصَّلٰوةِ مِنْ يَّوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا اِلٰى ذِكْرِ اللّٰهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ۗ ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ۝

৯। **জুমার নামাজ**—এই আয়তে আল্লাহতালা সাপ্তাহিক জুমার নামাজের জন্য বিশেষভাবে আদেশ করিয়া বলিতেছেন যে, যখন তোমরা শুক্রবারে জুমার নামাজের 'আজান' বা আহ্বান শ্রবণ কর, তখন তোমরা পার্থিব সমস্ত ক্রয়-বিক্রয়, ব্যবসা-বাণিজ্য ও অন্যান্য কাজকর্ম পরিত্যাগ করিয়া উক্ত নামাজে যোগদান করিবার জন্য মসজিদের দিকে প্রধাবিত হও। তোমরা যদি চিন্তা কর, তাহা হইলে বুঝিতে পারিবে যে, তোমাদের বিভিন্নরূপ কল্যাণের জন্যই আমি তোমাদিগকে জুমার নামাজ পড়িবার জন্য বিশেষভাবে এই আদেশ করিতেছি।

প্রত্যেক শুক্রবার সন্নিকটবর্ত্তী মসজিদ অথবা সুবৃহৎ জামে মসজিদে সমবেত হইয়া জোহরের চারি রেকাত ফরজ নামাজের পরিবর্ত্তে জামাত ও খোৎবার সহিত দুই রেকাত ফরজ নামাজ পাঠ করাকেই জুমার নামাজ বলে। প্রত্যেক মুসলমানের জন্য ইহা 'ফরজে-আইন' অর্থাৎ অপরিহার্য্য কর্ত্তব্য বলিয়া নির্দ্ধারিত হইয়াছে। জুমার নামাজের বিশেষ বিধি এই যে, অন্যান্য নামাজ একত্রে অথবা জামাতে, মসজিদে অথবা গৃহে কিংবা অন্য যে কোন পবিত্র স্থানে পাঠ করা যাইতে পারে; কিন্তু জুমার নামাজের আহ্বান শুনিবামাত্র পার্থিব সমস্ত কাজ-কর্ম্ম ও ব্যবসা-বাণিজ্য পরিত্যাগ করিয়া সত্বর মসজিদে গমন করিবার জন্য আদেশ প্রদত্ত হইয়াছে। অবশ্য এস্থলে ইহাও লক্ষ্য করা আবশ্যক যে, ইহুদী ও খৃষ্টানদিগের শনি ও রবিবারের ন্যায় মুসলমানের শুক্রবার প্রার্থনার নামে সমস্ত দিন কাজকর্ম্ম বন্ধ রাখিয়া অসার আমোদ-প্রমোদে অতিবাহিত করিবার জন্য নির্দ্ধারিত হয় নাই এবং জুমার নামাজের পূর্ব্বে বা পরে দৈনন্দিন সাধারণ কাজ-কর্ম্ম করাও নিষিদ্ধ নহে। শুধু উক্ত নামাজের সময়ে পার্থিব সমস্ত কাজ-কর্ম্ম বন্ধ রাখিতে হইবে। মানবের আধ্যাত্মিক ও নৈতিক জীবনের উন্নতি ও কল্যাণ লাভের পক্ষে এই ব্যবস্থা যে অতীব কল্যাণকর, তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই।

জুমার নামাজের সুফল ও উপকারিতা এবং শুক্রবারের শ্রেষ্ঠত্ব ও কল্যাণ সম্বন্ধে পবিত্র হাদিস শরিফে বহু বর্ণনা লিপিবদ্ধ রহিয়াছে। হজরত রসুলোল্লাহ বলিয়াছেন—শুক্রবার সপ্তাহের শ্রেষ্ঠতম দিন এবং ঐ দিবসের জুমার নামাজে মানবের জন্য অশেষ কল্যাণ নিহিত রহিয়াছে। ক্রীতদাস, স্ত্রীলোক, শিশু ও রোগী ব্যতীত আর সমস্ত মুসলমানের উপর জুমার নামাজ ফরজ-ওয়াজেব (মোস্লেম ও আবু-দাউদ)। এতদানুযায়ী অন্ধ, খঞ্জ এবং প্রবাসীদিগের উপরও জুমা ফরজ নহে বলিয়া নির্দ্দেশিত হইয়াছে। হজরত রসুলোল্লাহ বলিয়াছেন—যাহাদের উপর জুমা ফরজ, তাহারা যদি জুমার জামাতে যোগদান না করে, তবে তাহাদের বাসগৃহ জ্বালাইয়া দাও। যাহারা স্বেচ্ছায় জুমার নামাজ পরিত্যাগ করিবে, তাহাদের অন্তর রুদ্ধ হইয়া যাইবে এবং তাহারা মোনাফেক বা কপট-বিশ্বাসীদিগের অন্তর্ভুক্ত হইবে। এতদ্ভিন্ন জুমার নামাজের স্থান-কাল ও পাত্র সম্বন্ধে আরও কয়েকটি শর্ত্ত আছে। তন্মধ্যে জামাত, জোহরের সময় এবং খোৎবা সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই তিনটি শর্ত্ত ব্যতীত জুমার নামাজ সিদ্ধ হইবে না। জামাতের জন্য এমাম ব্যতীত দুইজন এবং মতান্তরে তিনজন মোক্তাদি আবশ্যক। অন্যান্য শর্ত্ত সম্বন্ধে বিশেষ কোনরূপ বাধ্যতামূলক বিধান নাই এবং ঐ সমস্ত গৌণ শর্ত্তাদি সম্বন্ধে বহু মতভেদ বিদ্যমান রহিয়াছে। কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে স্থানে স্থানে জুমার নামাজের শর্ত্তাদি সম্বন্ধে অজ্ঞ,

১০। অতঃপর যখন নামাজ পরিসমাপ্ত হয়, তখন পৃথিবীতে বিচরণ কর এবং আল্লার অনুগ্রহ-সম্পদ অনুসন্ধান কর, এবং আল্লাহকে অধিকতর স্মরণ কর যেন তোমরা সুফল প্রাপ্ত হও।
১১। এবং যখন তাহারা ব্যবসা-বাণিজ্য অথবা ক্রীড়া-কৌতুক অবলোকন করে, তখন তাহারা উহার দিকে প্রধাবিত হয় এবং তোমাকে দণ্ডায়মান অবস্থায় পরিত্যাগ করে; তুমি বল, আল্লার সন্নিধানে যাহা আছে, তাহা ক্রীড়া-কৌতুক ও ব্যবসা-বাণিজ্য হইতে শ্রেষ্ঠতর এবং আল্লাই শ্রেষ্ঠতম জীবিকাদাতা।

١٠. فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلٰوةُ فَانْتَشِرُوا
فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللّٰهِ
وَاذْكُرُوا اللّٰهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ۝
١١. وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انْفَضُّوا
إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا ط قُلْ مَا عِنْدَ
اللّٰهِ خَيْرٌ مِنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ ط
وَاللّٰهُ خَيْرُ الرّٰزِقِينَ ۝ ع

অনভিজ্ঞ ও অন্ধ-বিশ্বাসী মোসলেম সমাজে যে সকল মতভেদ ও বিবাদ-বিসংবাদ পরিদৃষ্ট হয়, পবিত্র কোরান শরিফের আদেশ, নির্দ্দেশ ও প্রেরণার মধ্যে তাহার কোনই ভিত্তি নাই। পবিত্র হাদিস শরিফের নির্দ্দেশ এবং মহামান্য এমামগণের সিদ্ধান্ত অনুসারেও ক্রীতদাস, স্ত্রীলোক, শিশু, রোগী, অন্ধ-খঞ্জ ও প্রবাসী ব্যতীত আর সমস্ত মুসলমানের উপর জুমার নামাজ পাঠ করা ফরজ-ওয়াজেব। পক্ষান্তরে যাহাদের উপর জুমার নামাজ ফরজ নহে, তাহারাও যদি জুমার নামাজে যোগদান করে, তবে তাহাদের নামাজও সিদ্ধ হইবে এবং এতদ্দ্বারা তাহাদের জোহরের ফরজ আদায় হইয়া যাইবে। সুতরাং কোনরূপ মতান্তর বা ভ্রান্ত ধারণার বশে কাহারও বাজে কথা শুনিয়া জুমার নামাজ পরিত্যাগ করা কোন মুসলমানেরই উচিত নহে।

১০। এই আয়তে আল্লাহতালা পরিষ্কার ভাবে বলিয়া দিতেছেন যে, যখন জুমার নামাজ শেষ হইয়া যাইবে, তখন তোমরা অনর্থক অলস ভাবে বসিয়া না থাকিয়া এবং ইহুদী ও খ্রীষ্টান জাতির ন্যায় বৃথা আমোদ-প্রমোদে সময় নষ্ট না করিয়া 'পৃথিবীতে বিচরণ'—অর্থাৎ স্ব স্ব কর্ম্মক্ষেত্রে গমন কর এবং ব্যবসা-বাণিজ্য ও কাজকর্ম্মে লিপ্ত হইয়া আল্লাহতালার অনুগ্রহ স্বরূপ ধন-সম্পদ ও জীবিকা অর্জ্জন করিতে চেষ্টিত হও। 'আল্লাহকে অধিকতর স্মরণ' করার মর্ম্ম এই যে, কেহ যদি শুক্রবারে জুমার নামাজের পূর্ব্বে ও পরে কোনরূপ ব্যবসা-বাণিজ্য ও কাজকর্ম্মে লিপ্ত না হইয়া এবং বৃথা আমোদ-প্রমোদে সময় নষ্ট না করিয়া আল্লাহতালার উপাসনা, আরাধনা, দান-খয়রাত ও সৎকার্য্যে সময় অতিবাহিত করে, তবে তাহা ঐ উপাসনাকারীর জন্য অধিকতর কল্যাণ-প্রসূ ও সুফলপ্রদ হইবে।

১১। লোকে সাধারণতঃ ব্যবসা-বাণিজ্য আমোদ-প্রমোদ ও খেলাধূলায় যেরূপ উৎসাহের সহিত যোগদান করে, উপাসনা, আরাধনা বা সৎকার্য্যে সেরূপ আগ্রহ বা উৎসাহের সহিত যোগদান করে না। অনেক সময়ে নামাজ, ঈদের খোৎবা বা ওয়াজ-নসিহত শেষ হইতে না হইতেই তাহারা এমামকে পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যায়। আল্লাহতালা মানুষের এই অসঙ্গত মানসিকতার প্রতি লক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন—হে রসুল, তুমি লোকদিগকে বলিয়া দাও যে, তোমাদের এই ব্যবসা-বাণিজ্য ও খেলা-ধূলা হইতে আল্লার অনুগ্রহ বহু গুণে শ্রেষ্ঠতর এবং তিনিই জীবের একমাত্র জীবিকাদাতা। অতএব তোমরা ব্যবসা-বাণিজ্য বা আমোদ-প্রমোদ ও খেলা-ধূলার মোহে প্রমত্ত হইয়া আল্লাহতালার উপাসনা আরাধনা এবং তাঁহার আদেশ উপদেশ কখনই অবহেলা করিও না। এই পবিত্রতম সদুপদেশ সহ আলোচ্য সুরা শেষ করা হইয়াছে।

———

মদিনায় অবতীর্ণ	৬৩। সুরা মোনাফেকুন—المنافقون	১১ আয়ত

১ম রুকু—মোনাফেকুন বা কপট-বিশ্বাসীদের প্রসঙ্গ

সর্ব্বপ্রদাতা করুণাময় আল্লার নামে।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

১। যখন কপট-বিশ্বাসীরা তোমার সমক্ষে আগমন করে তখন বলে—আমরা সাক্ষ্য দিতেছি যে, নিশ্চয়ই তুমি আল্লার প্রেরিত রসুল এবং আল্লা-ও অবগত আছেন যে, অবশ্যই তুমি তাঁহার প্রেরিত-রসুল, এবং আল্লাহ সাক্ষ্য দিতেছেন যে, নিশ্চয় কপট-বিশ্বাসীরা

١- إِذَا جَاءَكَ الْمُنٰفِقُوْنَ قَالُوْا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُوْلُ اللّٰهِ ۘ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُوْلُهٗ ط وَاللّٰهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنٰفِقِيْنَ لَكٰذِبُوْنَ ۚ

মোনাফেকুন—'মোনাফেক' শব্দের বহুবচন; উহার অর্থ কপট-বিশ্বাসী। যে প্রকাশ্যে বিশ্বাসী মুসলমান বলিয়া আত্মপরিচয় দেয়, কিন্তু অন্তরে অন্তরে অবিশ্বাসী কাফেররূপে অবস্থান করে, ইস্লামী শরিয়তের নির্দ্দেশ অনুসারে তাহাকেই 'মোনাফেক' বলে। যাহারা মুখে একরূপ কথা বলে, কিন্তু অন্তরে অন্যরূপ ভাব পোষণ করে, তাহারাও মোনাফেক নামে অভিহত হয়। এইরূপ মিথ্যাবাদী, প্রতিশ্রুতিভঙ্গকারী, আমানতে খেয়ানতকারী, অশ্লীলভাষী এবং রোজা-নামাজে শৈথিল্য প্রদর্শনকারী ব্যক্তিরাও 'মোনাফেক' বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে; কিন্তু শেষোক্ত দুই শ্রেণী প্রকৃত 'মোনাফেক' নহে। উহাদের কথা, কার্য্য ও স্বভাব-চরিত্র মোনাফেক-দিগের অনুরূপ বলিয়াই উহাদিগকে কপট-বিশ্বাসী বলিয়া তিরস্কার করা হয়। শরিয়তের নির্দ্দেশ অনুসারে মোনাফেকদিগকে প্রকাশ্যতঃ মুসলমানরূপে গণ্য করিয়া যথারীতি তাহাদের জানাজা পাঠ করিতে হইবে এবং তাহারা বিষয়-সম্পত্তির উত্তরাধিকারও প্রাপ্ত হইবে; কিন্তু মৃত্যুর পর তাহারা অবিশ্বাসী কাফের রূপে পরিগণিত হইয়া চিরকাল নরকানলে অবস্থান করিতে বাধ্য হইবে।

শানে-নজুল—বিভিন্ন হাদিস ও তফ্‌সীরের নির্দ্দেশ মতে ওহদ যুদ্ধের পর মদিনার কপট-বিশ্বাসীদিগের সম্বন্ধে তৃতীয় হিজরীতেই এই স্থুরা অবতীর্ণ হইয়াছিল। আনসার ও মোহাজেরীন-দিগের এক সামান্য সাময়িক কলহের ফলে মদিনার কপট-বিশ্বাসীরা বিশ্বাসী মোহাজেরীনদিগের শত্রুতা সাধনে বদ্ধপরিকর হয় এবং পরে হজরত রসুলোল্লার নিকট শপথ করিয়া সে কথা অস্বীকার করে। এই ঘটনা উপলক্ষেই আলোচ্য স্থুরা অবতীর্ণ হয়। হজরত রসুলোল্লাহ জুমার নামাজের প্রথম রেকাতে স্থুরা জুমোয়া এবং দ্বিতীয় রেকাতে স্থুরা মোনাফেকুন পড়িতেন বলিয়াও হাদিস শরিফে বর্ণিত হইয়াছে।—সহি বোখারী ও মোসলেম।

১। আল্লাহতালা 'মোনাফেকুন' বা কপট-বিশ্বাসীদিগের প্রকৃতি ও আচরণের বিষয় উল্লেখ করিয়া বলিতেছেন যে, হে রসুল, যখন উহারা তোমার সমক্ষে উপস্থিত হয়, তখন শপথ করিয়া বলে যে, নিশ্চয়ই তুমি আল্লার প্রেরিত সত্য রসুল; কিন্তু আমি তোমাকে জানাইয়া দিতেছি যে, উহারা ঘোর অসত্যবাদী। উহাদের শপথের কোনই সত্যতা বা সার্থকতা নাই।

অসত্যবাদী। ২। তাহারা তাহাদের শপথ-সমূহকে বর্ম্ম-স্বরূপ ধারণ করে, তৎপর আল্লার পথ হইতে প্রতিরোধ করিয়া থাকে; তাহারা যাহা করিতেছে, নিশ্চয়ই তাহা নিকৃষ্টতর। ৩। ইহা এই হেতু যে, নিশ্চয় তাহারা বিশ্বাস-স্থাপন করিবার পরে অবিশ্বাস করিয়াছে; এই হেতু তাহাদের অন্তর সমূহের উপর মোহরাঙ্কিত করা হইয়াছে, কিন্তু তাহারা বুঝিতেছে না। ৪। এবং যখন তুমি তাহাদিগকে অবলোকন করিবে, তখন তাহাদের অবয়ব-সমূহ তোমাকে চমৎকার বোধ হইবে এবং যদি তাহারা কিছু বলে, তবে তুমি তাহাদের বাক্যের প্রতি কর্ণপাত করিবে; তাহারা বস্ত্রাবৃত কাষ্ঠ-সমূহ সদৃশ; তাহারা ধারণা করে যে, প্রত্যেক উচ্চ-শব্দ তাহাদের বিরুদ্ধে উত্থিত হইতেছে; উহারাই শত্রু—অতএব উহাদিগ হইতে সতর্ক হও! আল্লাহ তাহাদিগকে নিহত করিবেন; তাহারা কোথা হইতে ফিরিয়া যাইতেছে?

اتَّخَذُوا أَيْمَانَهُمْ جُنَّةً فَصَدُّوا
عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ ط إِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُوا
يَعْمَلُونَ ○ ٣- ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ
آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا فَطُبِعَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ
فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ ○ ٤- وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ
تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ ط وَإِن يَقُولُوا
تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ ط كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ
مُسَنَّدَةٌ ط يَحْسَبُونَ كُلَّ صَيْحَةٍ
عَلَيْهِمْ ط هُمُ الْعَدُوُّ فَاحْذَرْهُمْ ط
قَاتَلَهُمُ اللَّهُ ز أَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ ○

২—৩। আল্লাহতালা আরও বলিয়া দিতেছেন—হে রসুল, কপট-বিশ্বাসীরা তোমার নিকট মিথ্যা শপথ করিয়া নিজেদের মুসলমান বলিয়া পরিচয় দেয় এবং কপটতার শাস্তি হইতে নিজেদের নিরাপদে রক্ষা করে; কিন্তু যখন তোমার নিকট হইতে অপসারিত হয়, তখন তাহারা উহা অস্বীকার করিয়া ধর্ম্মদ্রোহিতায় প্রবৃত্ত হয় এবং অন্যান্য লোকদিগকেও ধর্ম্মের পথ হইতে প্রতিরোধ করে। এই নিকৃষ্টতর কপটতার দ্বারা তাহারা সত্যের পথ হইতে বিচ্যুত হইয়া গিয়াছে এবং এই অপরাধে তাহাদের অন্তরের উপর মোহর করিয়া তাহাদের সত্যানুভূতি বিলুপ্ত করিয়া দেওয়া হইয়াছে। সুতরাং তাহারা নিজেদের দুষ্কার্য্য ও উহার শোচনীয় পরিণাম কিছুমাত্র উপলব্ধি করিতে পারিতেছে না।

৪। এই আয়তে আল্লাহতালা কপট-বিশ্বাসীদিগের প্রকৃতি অতি সুন্দররূপে বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি বলিয়া দিতেছেন যে, উহাদের আকৃতি যেরূপ সুন্দর, উহাদের বাক্যও সেইরূপ সুমধুর হইয়া থাকে। উহারা নিজেদের ধার্ম্মিক সাধু পুরুষের সাজে সজ্জিত করিয়া এবং অনর্গল শ্রুতিমধুর মিথ্যা কথা বলিয়া লোকের মনোহরণ করে। কিন্তু উহারা সুন্দর ও সুরঞ্জিত বস্ত্রাবৃত নীরস প্রাণহীন কাষ্ঠখণ্ড অথবা নিরীহ মেষচর্ম্মাবৃত হিংস্র ব্যাঘ্র সদৃশ প্রতারক ও প্রবঞ্চক। উহারা সর্ব্বদাই সন্দিগ্ধ-চিত্ত। কোনরূপ উচ্চ শব্দ অথবা কল-কোলাহল শুনিলেই উহারা নিজেদের অন্তর্নিহিত অবিশ্বাস জনিত আতঙ্কে ও বিপদাশঙ্কায় ভীত ও চমকিত হইয়া থাকে। উহারা তোমাদের হিতৈষী বন্ধু বলিয়া আত্মপরিচয় দিলেও উহাদিগকে পরম শত্রু বলিয়া জ্ঞান করিবে এবং কোন অবস্থায়ই উহাদিগকে বিশ্বাস করিবে না।

৫। এবং যখন তাহাদিগকে বলা হয় যে, তোমরা এস, আল্লার রসুল তোমাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিবেন, তখন তাহারা তাহাদের মস্তকসমূহ আন্দোলিত করে; এবং তাহাদিগকে দেখিবে যে, তাহারা বিরত থাকে ও অহঙ্কার করে।
৬। তুমি তাহাদের জন্য ক্ষমা-প্রার্থনা কর অথবা তাহাদের জন্য ক্ষমা-প্রার্থনা না কর, তাহাদের পক্ষে সমতুল্য; আল্লাহ তাহাদিগকে কখনই ক্ষমা করিবেন না; নিশ্চয় আল্লাহ দুষ্কার্য্যকারী সম্প্রদায়কে পথ-প্রদর্শন করেন না।
৭। ইহারাই বলে যে, যাহারা রসুলের নিকট আছে, তাহারা যে পর্য্যন্ত ছত্রভঙ্গ হইয়া না যায়, তাহা-দিগকে কিছু প্রদান করিও না; এবং আল্লার জন্যই নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের ধন-ভাণ্ডার; কিন্তু কপট-বিশ্বাসীরা উপলব্ধি করিতে পারে না। ৮। তাহারা বলে যে, যদি আমরা মদিনার দিকে

۵- وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ لَوَّوْا رُءُوسَهُمْ وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ وَهُم مُّسْتَكْبِرُونَ ○
۶- سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ أَمْ لَمْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ ط لَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ ط إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ ○
۷- هُمُ الَّذِينَ يَقُولُونَ لَا تُنفِقُوا عَلَىٰ مَنْ عِندَ رَسُولِ اللَّهِ حَتَّىٰ يَنفَضُّوا ط وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَٰكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ ○
۸- يَقُولُونَ لَئِن رَّجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ

৫—৬। এই দুইটি আয়তে আল্লাহতালা কপট-বিশ্বাসীদিগের আরও কয়েকটি লক্ষণ বর্ণনা করিয়া বলিতেছেন—হে রসুল, যদি তুমি তাহাদিগকে সত্য ও মুক্তির পথে আহবান কর এবং তাহাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিতে চাও, তথাপি তাহারা মস্তক আন্দোলিত করিয়া সুপথে আসিতে অস্বীকার করিবে এবং অহঙ্কার করিয়া অধর্ম্ম ও ধ্বংসের পথে ফিরিয়া যাইবে।

৭—৮। বোখারী ও মোসলেম প্রমুখ প্রসিদ্ধ হাদিস-বেত্তাগণ বর্ণনা করিয়াছেন যে, একদা প্রবাসে হজরত রসুলোল্লার সহযাত্রী আনসার ও মোহাজেরীনগণের মধ্যে কোন একটি বিষয় লইয়া সামান্য কলহ হইয়াছিল। ঐ কলহের সুযোগ লইয়া কপট-বিশ্বাসী দলের নেতা আবদুল্লা-বিন্-ওবায় আনসারদিগকে উত্তেজিত করিয়া বলিয়াছিল যে, তোমরা একতাবদ্ধ হইয়া হজরত রসুলোল্লার সঙ্গীয় মোহাজেরীনদিগের সহিত সমস্ত সম্পর্ক বর্জ্জন কর। তাহাদিগকে খাদ্য, বস্ত্র ও বাসস্থান সম্পর্কে কোনরূপ সাহায্য করিও না। তাহা হইলে অন্ন, বস্ত্র ও বাসস্থানের অভাবে তাহারা মদিনা পরিত্যাগ করিয়া যাইতে বাধ্য হইবে। কপট-বিশ্বাসীদিগের এই দুরভিসন্ধির উত্তরে আল্লাহতালা বলিয়া দিতেছেন যে, তিনিই তাঁহার প্রিয়তম রসুল ও বিশ্বাসী সেবকদিগকে সম্মান ও আধিপত্য প্রদান করিবেন এবং তাহাদের সহিত শত্রুতা করিয়া কপট-বিশ্বাসীরাই লাঞ্ছিত ও ক্ষতিগ্রস্ত হইবে। বলা বাহুল্য, ইহার পরে সমস্ত কপট-বিশ্বাসীর নাম প্রকাশ্য ভাবে ঘোষণা করিয়া তাহাদিগকে মদিনার মসজিদ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দেওয়া হইয়াছিল।

ٱلْأَعَزُّ مِنْهَا ٱلْأَذَلَّ ط وَلِلَّهِ ٱلْعِزَّةُ
وَلِرَسُولِهِۦ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَٰكِنَّ
ٱلْمُنَٰفِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ ۝

ফিরিয়া যাই, তবে তথাকার সম্মানিতেরা অবজ্ঞাতদিগকে বহিষ্কৃত করিয়া দিবে; এবং আল্লার জন্যই সম্মান এবং তদীয় রসুলের জন্য ও বিশ্বাসিগণের জন্য; কিন্তু কপট-বিশ্বাসীরা ইহা অবগত নহে।

২য় রুকু—বিশ্বাসিগণের প্রতি সদুপদেশ

٩- يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تُلْهِكُمْ
أَمْوَٰلُكُمْ وَلَآ أَوْلَٰدُكُمْ عَن ذِكْرِ ٱللَّهِ ۚ
وَمَن يَفْعَلْ ذَٰلِكَ فَأُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ
ٱلْخَٰسِرُونَ ۝ ١٠- وَأَنفِقُوا۟ مِن
مَّا رَزَقْنَٰكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِىَ
أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَآ
أَخَّرْتَنِىٓ إِلَىٰٓ أَجَلٍ قَرِيبٍ
فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ ٱلصَّٰلِحِينَ ۝
١١- وَلَن يُؤَخِّرَ ٱللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَآءَ
أَجَلُهَا ط وَٱللَّهُ خَبِيرٌۢ بِمَا تَعْمَلُونَ ۝

৯। হে বিশ্বাস-স্থাপনকারিগণ, তোমাদের ধন-সম্পদ ও তোমাদের সন্তান-সন্ততি যেন তোমাদিগকে আল্লার স্মরণ হইতে অমনোযোগী না করে; এবং যে ঐরূপ করিবে, ফলতঃ তাহারাই ক্ষতিগ্রস্ত হইবে। ১০। এবং তোমা-দিগকে যে উপজীবিকা দান করা হইয়াছে, তোমাদের মধ্যে কাহারও মৃত্যু উপস্থিত হইবার পূর্ব্বেই তাহা হইতে ব্যয় কর; অন্যথা বলিবে যে, হে আমার প্রতিপালক, যদি আমাকে সন্নিকটবর্ত্তী সময়ের জন্য অবকাশ প্রদান করিতে, তবে আমি দান করিতাম এবং সৎকর্ম্মশীলগণের অন্তর্গত হইতাম। ১১। এবং আল্লাহ কাহাকে কখনও অবকাশ প্রদান করেন না—যখন তাহার নির্দ্দিষ্টকাল উপস্থিত হয়; এবং তোমরা যাহা কর, আল্লাহ তদ্বিষয়ে অভিজ্ঞ।

৯—১০। অনন্তর আল্লাহতালা তাঁহার বিশ্বাসী সেবকদিগকে সতর্ক করিয়া বলিতেছেন যে, আমার অনুগ্রহে তোমরা অচিরেই ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততির অধিকারী হইবে। কিন্তু সেই পার্থিব ধন-জনের মোহে আত্মবিস্মৃত হইয়া তোমরা কদাচ আমার উপাসনা ও আরাধনায় অমনোযোগী হইও না।

১১। অবশেষে আল্লাহতালা মানুষকে স্মরণ করাইয়া দিতেছেন যে, তোমাদের এই পার্থিব জীবন অনিত্য ও অচিরস্থায়ী। নির্দ্ধারিত সময়ে তোমাদিগকে অবশ্যই মৃত্যুমুখে পতিত হইতে হইবে। মৃত্যুকাল উপস্থিত হইলে কেহ এক মূহুর্ত্তও অবকাশ প্রাপ্ত হইবে না। সুতরাং মৃত্যুর পূর্ব্বে এই পার্থিব জীবনেই তোমরা আমার আরাধনা-উপাসনা, দান-ধ্যান ও সৎকার্য্য করিয়া পরলোকের পাথেয় সংগ্রহ করিও। অন্যথা জীবনের অন্তিম সময়ে অথবা মৃত্যুর পর পরলোকে ব্যর্থ অনুতাপ করিয়া তোমরা কোনই সুফল লাভ করিতে পারিবে না। এই অমূল্য উপদেশ সহ আলোচ্য সুরা শেষ করা হইয়াছে।

———

মদিনায় অবতীর্ণ	৬৪। সূরা তাগাবোন—التغابن	১৮ আয়ত

১ম রুকু—অবিশ্বাসীদিগের প্রতি সতর্কবাণী

সর্ব্বপ্রদাতা করুণাময় আল্লার নামে

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

١- يُسَبِّحُ لِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا
فِي الْأَرْضِ ج لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ ز
وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ۝
٢- هُوَ الَّذِيْ خَلَقَكُمْ فَمِنْكُمْ كَافِرٌ
وَّمِنْكُمْ مُّؤْمِنٌ ط وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ
بَصِيْرٌ ۝ ٣- خَلَقَ السَّمٰوٰتِ
وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ

১। নভোমণ্ডলে যাহা আছে ও ভূমণ্ডলে যাহা আছে, তাহা আল্লারই পবিত্রতা বর্ণনা করিতেছে; তাঁহারই আধিপত্য এবং তাঁহারই জন্য সমস্ত প্রশংসা; এবং তিনি সর্ব্ব-বিষয়োপরি শক্তিমান। ২। তিনিই তোমাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছেন; কিন্তু তোমাদের মধ্যে কেহ কেহ অবিশ্বাসী এবং তোমাদের মধ্যে কেহ কেহ বিশ্বাসী হইয়াছে; এবং তোমরা যাহা করিতেছ, আল্লাহ তদ্বিষয়ের পরিদর্শক। ৩। তিনি সত্যভাবে নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডল সৃষ্টি করিয়াছেন, এবং তোমাদিগকে আকৃতি দান করিয়াছেন, ফলতঃ তোমাদের আকৃতি

তাগাবোন—জয়-পরাজয়, অপরাধ-প্রকাশ অথবা একত্রে লাভ ও ক্ষতি স্বীকার। পারলৌকিক বিচার-দিবসকেই এস্থলে জয়-পরাজয়ের দিন বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে। সেই কঠিন বিচার-দিবসে যাহারা পার্থিব জীবনের কৃতকর্ম্মের বিচারে বিজয়ী হইবে, তাহারা সানন্দে একত্রিত হইয়া স্বর্গোদ্যানে গমন করিবে। আর যাহারা সেই সূক্ষ্ম সুবিচারে অপরাধী সাব্যস্ত হইয়া পরাজিত হইবে, তাহারা সদলবলে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া নরকানলে গমন করিতে বাধ্য হইবে। ১ম আয়তের তফ্‌সীর দ্রষ্টব্য।

শানে-নজুল—অধিকাংশ তফসীরকার ও মোহাদ্দেসীনের মতে এই সূরা মদিনা শরিফে অবতীর্ণ হইয়াছিল। কেহ কেহ বলেন যে, এই সূরার কিয়দংশ মক্কায় এবং কিয়দংশ মদিনায় অবতীর্ণ হইয়াছিল। আবার কেহ কেহ ইহাকে মক্কায় অবতারিত সূরা সমূহের অন্তর্ভুক্ত বলিয়াও মত প্রকাশ করিয়াছেন। অভিজ্ঞ তফসিরকারগণ প্রথমোক্ত অভিমত সমর্থন পূর্ব্বক ইহাকে মদিনায় অবতারিত সূরা সমূহের মধ্যে প্রাথমিক এবং বদর যুদ্ধের সমসাময়িক সূরা বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

১। এই আয়তে আল্লাহতালা বলিয়া দিতেছেন যে, তিনিই সর্ব্বশক্তিমান ও সমস্ত প্রশংসার অধিকারী। সমগ্র বিশ্বজগতের যাবতীয় জীবজন্তু, তরুলতা ও গ্রহ-নক্ষত্র তাঁহারই অলৌকিক মহিমা ও অনুপম পবিত্রতা প্রকাশ করিতেছে। তাঁহার সমতুল্য আর কেহই নাই।

২—৩। অনন্তর সর্ব্বশক্তিমান আল্লাহতালা স্বীয় সৃষ্টি-মহিমা প্রকাশ করিয়া বলিতেছেন যে, তিনি সত্যভাবে এই নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডল সৃষ্টি করিয়াছেন এবং তিনিই বিশ্বাসী ও অবিশ্বাসী

সুন্দরতর করিয়াছেন; এবং তাঁহারই দিকে শেষ প্রত্যাবর্ত্তন। ৪। নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলে যাহা আছে তাহা তিনি পরিজ্ঞাত আছেন এবং তোমরা যাহা গোপন কর ও তোমরা যাহা প্রকাশ কর তাহাও তিনি অবগত আছেন; এবং আল্লাহ অন্তর্নিহিত বিষয় সমূহে মহাজ্ঞানী। ৫। তোমাদের নিকট কি তাহাদের সংবাদ উপস্থিত হয় নাই—যাহারা ইহার পূর্ব্বে অবিশ্বাস করিয়াছিল? অতঃপর তাহারা তাহাদের কৃতকর্ম্ম-সমূহের পরিণাম আস্বাদন করিয়াছিল; এবং তাহাদের জন্য যন্ত্রণাপ্রদ শাস্তি রহিয়াছে। ৬। ইহা এই হেতু যে, তাহাদের রসুলগণ তাহাদের নিকট প্রকাশ্য প্রমাণাবলী সহ আগমন করিয়াছিল, কিন্তু তাহারা বলিয়াছিল, তবে কি মানুষ আমাদিগকে পথ-প্রদর্শন করিবে? অতঃপর তাহারা অবিশ্বাস করিয়াছিল ও ফিরিয়া গিয়াছিল এবং আল্লাহও তাহাদিগকে উপেক্ষা করিয়াছিলেন; এবং আল্লাহ সুপ্রচুর প্রশংসিত। ৭। অবিশ্বাসকারীরা ধারণা করে যে, তাহারা পুনরুত্থিত হইবে না; তুমি বল—হাঁ, আমার প্রতিপালকের শপথ,

صُوَرَكُمْ ۚ وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ ○
٤- يَعْلَمُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ
وَيَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ ۗ
وَاللّٰهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ○
٥- أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبَؤُا الَّذِينَ كَفَرُوا
مِنْ قَبْلُ ۡ فَذَاقُوا وَبَالَ أَمْرِهِمْ
وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ○ ٦- ذٰلِكَ
بِأَنَّهُ كَانَتْ تَأْتِيهِمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنٰتِ
فَقَالُوا أَبَشَرٌ يَهْدُونَنَا ۡ فَكَفَرُوا
وَتَوَلَّوْا وَّاسْتَغْنَى اللّٰهُ ۗ وَاللّٰهُ غَنِيٌّ
حَمِيدٌ ○ ٧- زَعَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا
أَنْ لَّنْ يُبْعَثُوا ۗ قُلْ بَلٰى وَرَبِّي

নির্ব্বিশেষে সমগ্র মানব জাতিকে সৃষ্টি করিয়া জীবজগতের মাঝে তাহাদিগকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জীবরূপে সুন্দরতর আকৃতি দান করিয়াছেন। অবশেষে তোমাদিগকে তাঁহারই নিকট প্রত্যাবর্ত্তিত হইতে হইবে।

৪। এতদসহ আল্লাহতালা ইহাও স্মরণ করাইয়া দিতেছেন যে, তিনি সর্ব্বজ্ঞ ও অন্তর্য্যামী। তোমরা যাহা প্রকাশ কর অথবা যাহা গোপন কর—এমনকি তোমাদের অন্তর্নিহিত সমস্ত বিষয়ই তিনি অবগত আছেন। তোমরা তাঁহার নিকট কিছুই গোপন করিতে পারিবে না।

৫—৬। এই দুইটি আয়তে আল্লাহতালা আরবের অবিশ্বাসীদিগকে সতর্ক করিয়া বলিতেছেন যে, পূর্ব্ববর্ত্তী অবিশ্বাসীরা তাহাদের নিকট প্রেরিত রসুলগণকে অবিশ্বাস ও উপেক্ষা করিয়া যেরূপ কঠোর শাস্তি ভোগ করিয়াছিল, সে সংবাদ কি ইহাদের নিকট উপস্থিত হয় নাই? ফলতঃ আমার রসুলকে অবিশ্বাস ও উপেক্ষা করিলে ইহাদিগকেও সেইরূপ শাস্তি ভোগ করিতে হইবে।

৭—৮। অবিশ্বাসীদিগের ধারণা এই যে, মৃত্যুর পরেই এই জীবনের পরিসমাপ্তি হইয়া যাইবে এবং পরলোক বলিয়া কিছুই নাই। আল্লাহতালা তাহাদের এই ভ্রান্ত ধারণার প্রতিবাদ করিয়া

لَتُبْعَثُنَّ ثُمَّ لَتُنَبَّؤُنَّ بِمَا عَمِلْتُمْ ط
وَذَٰلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ ۝
٨- فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالنُّورِ
الَّذِي أَنْزَلْنَا ط وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ
خَبِيرٌ ۝ ٩- يَوْمَ يَجْمَعُكُمْ لِيَوْمِ
الْجَمْعِ ذَٰلِكَ يَوْمُ التَّغَابُنِ ط وَمَنْ
يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا يُكَفِّرْ
عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي
مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا
أَبَدًا ط ذَٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ۝
١٠- وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا
بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ
خَالِدِينَ فِيهَا ط وَبِئْسَ الْمَصِيرُ ۝

নিশ্চয় তোমরা সমুত্থিত হইবে, তৎপর
তোমরা যাহা করিতেছ, তাহা অবশ্যই
তোমাদিগকে বিজ্ঞাপিত করা হইবে;
এবং ইহা আল্লার পক্ষে অতি সহজ।
৮। অতএব তোমরা আল্লাহ ও তদীয়
রসুলের প্রতি এবং আমি যে জ্যোতি
অবতীর্ণ করিয়াছি, তৎপ্রতি বিশ্বাস-
স্থাপন কর; এবং তোমরা যাহা করিতেছ,
আল্লাহ তদ্বিষয়ে অভিজ্ঞ। ৯। যেদিন
তিনি তোমাদিগকে উক্ত দিবসের জন্য
একত্রিত করিবেন—তাহা ত জয়-পরা-
জয়ের দিবস; এবং যে আল্লার প্রতি
বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছে ও সৎকার্য্য
করে, তিনি তাহা হইতে তদীয় অপ-
কৃষ্টতা বিলুপ্ত করিবেন, এবং তাহাকে
স্বর্গোদ্যানে প্রবিষ্ট করিবেন—যাহার
নিম্নে স্রোতস্বিনী সমূহ প্রবাহিতা,
তাহারা তন্মধ্যেই চিরকাল অবস্থান
করিবে; ইহাই সুমহান সফলতা।
১০। এবং যাহারা অবিশ্বাস করিয়াছে,
এবং আমার নিদর্শন-সমূহে অসত্যারোপ
করিয়াছে, তাহারাই নরকাগ্নির অধি-
বাসী, তাহারা তন্মধ্যেই সর্ব্বদা অবস্থান
করিবে; এবং উহা নিকৃষ্টতর প্রত্যা-
বর্ত্তন স্থল।

স্বীয় রসুলকে বলিতেছেন—তুমি অবিশ্বাসীদিগকে বলিয়া দাও যে, আমার সৃষ্টিকর্ত্তা ও প্রতি-
পালকের শপথ, মানুষকে নিশ্চয়ই পরলোকে পুনরুত্থিত হইয়া পার্থিব জীবনের কৃতকর্ম্মের
প্রতিফল ভোগ করিতে হইবে এবং সর্ব্বশক্তিমান আল্লাহতালার পক্ষে উহা সংঘটন করা অত্যন্ত
সহজ। অতএব যদি তোমরা পরলোকে মুক্তি ও কল্যাণ চাও, তবে আল্লাহতালা ও তদীয়
রসুলের প্রতি এবং তাঁহার অবতারিত পবিত্র বাণী কোরান শরিফের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন
কর। সর্ব্বজ্ঞ আল্লাহতালা তোমাদের সমস্ত কৃতকর্ম্মই অবগত আছেন।

৯—১০। সেই পুনরুত্থান দিবস—যেদিন মানবের সমস্ত কৃতকর্ম্ম ও পাপ-পুণ্যের বিচার হইয়া
তাহাদের জয়-পরাজয় নির্দ্ধারিত হইয়া যাইবে, যেদিন সেই মহাবিচারে বিজয়ী—বিশ্বাসী পুণ্য-
বানগণ আল্লাহতালার অনন্ত অনুগ্রহে অভিষিক্ত হইয়া সানন্দে স্বর্গোদ্যানে গমন করিবে এবং
অবিশ্বাসীরা পরাজিত ও লাঞ্ছিত হইয়া জলন্ত নরকানলে নিক্ষিপ্ত হইবে। সেই মহাবিচার
দিবসের জয়-পরাজয় অর্থাৎ পুরস্কার ও শাস্তি কেহই অতিক্রম করিতে পারিবে না।

২য় রুকু—বিশ্বাসীগণের প্রতি সান্ত্বনা ও সদুপদেশ

১১। আল্লার আদেশ ব্যতীত কোনই আপদ-বিপদ উপস্থিত হয় না; এবং যে আল্লার প্রতি বিশ্বাস-স্থাপন করে, তিনি তাহার অন্তর সুপথে পরিচালিত করেন; এবং আল্লাহ সর্ব্ব-বিষয়ে মহাজ্ঞানী। ১২। এবং তোমরা আল্লার অনুগত হও ও রসুলের অনুগত হও; অতঃপর যদি তোমরা ফিরিয়া যাও, তবে আমার রসুলের উপর প্রকাশ্য প্রচার ব্যতীত নহে। ১৩। আল্লাহ, তিনি ব্যতীত আর কোনই উপাস্য নাই; এবং আল্লার উপর নির্ভর করাই বিশ্বাসিগণের কর্ত্তব্য। ১৪। হে বিশ্বাস-স্থাপনকারিগণ, নিশ্চয় তোমা-দের পত্নিগণের ও তোমাদের সন্তান-গণের মধ্যে কেহ কেহ তোমাদের জন্য শত্রু রহিয়াছে; অতএব তোমরা তাহাদিগ হইতে সতর্ক হও; এবং

١١- مَآ أَصَابَ مِنْ مُّصِيْبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ
اللّٰهِ ط وَمَنْ يُّؤْمِنْ بِاللّٰهِ يَهْدِ قَلْبَهٗ ط
وَاللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ ○
١٢- وَأَطِيْعُوا اللّٰهَ وَأَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ ج
فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَإِنَّمَا عَلٰى رَسُوْلِنَا
الْبَلٰغُ الْمُبِيْنُ ○ ١٣- اَللّٰهُ لَآ إِلٰهَ
إِلَّا هُوَ ط وَعَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ
الْمُؤْمِنُوْنَ ○ ١٤- يٰٓأَيُّهَا الَّذِيْنَ
اٰمَنُوْٓا إِنَّ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ
عَدُوًّا لَّكُمْ فَاحْذَرُوْهُمْ ج وَإِنْ تَعْفُوْا

১১। এই আয়তে আল্লাহতালা তদীয় বিশ্বাসী সেবকদিগকে বলিয়া দিতেছেন যে, আল্লার আদেশ ও নির্দ্দেশ ব্যতীত মানুষের উপর কখনই কোন আপদ-বিপদ বা রোগ-ব্যাধি উপস্থিত হয় না। যাহারা উহাতে বিচলিত ও বিভ্রান্ত হইয়া উহা হইতে পরিত্রাণ ও মুক্তি লাভের জন্য বৈধ পন্থা ব্যতীত অবৈধ ও নিষিদ্ধ উপায় অবলম্বন করে, তাহারা ইহ-পরলোকে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া থাকে। পক্ষান্তরে যাহারা বিপদে বিচলিত না হইয়া আল্লার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন এবং ধৈর্য্য ধারণ পূর্ব্বক বৈধ প্রতিকার-পন্থা অবলম্বন করিয়া আল্লাহতালার অনুগ্রহ আকাঙ্খা করে, করুণাময় আল্লাহতালা স্বীয় অনুগ্রহে তাহাদের অন্তর সুপথে পরিচালন করিয়া থাকেন। তাহারা কখনই অধৈর্য্য হইয়া বিপথে গমন করেন না।

১২—১৩। অনন্তর আল্লাহতালা বলিতেছেন—বিশ্বাসিগণ, তোমরা আপদ-বিপদ, রোগ-ব্যাধি ও শোক-দুঃখে ধৈর্য্য অবলম্বন রিয়া আল্লাহতালা ও তদীয় রসুলের অনুগত হও এবং আল্লাহ-রসুলের নির্দ্দেশিত পন্থা অবলম্বন করিয়া স্বীয় জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহ কর। সুখ-দুঃখে, সম্পদে-বিপদে তাঁহার উপর নির্ভর করাই তদীয় বিশ্বাসী সেবকগণের একমাত্র কর্ত্তব্য।

১৪। মানবের স্ত্রী, পুত্র ও কন্যাগণের মধ্যে শত্রুর বিদ্যমানতা সম্বন্ধে একাধিক বিবৃতি বিদ্যমান রহিয়াছে; কিন্তু সে সমস্ত এখানে উল্লেখ করা অনাবশ্যক। আলোচ্য আয়তের সাধারণ মর্ম্মার্থ এই যে, তোমাদের স্ত্রী, পুত্র ও কন্যাগণের মধ্যে কেহ কেহ তোমাদের আদর্শের বিরোধী, দুঃখ-অশান্তির কারণ এবং ধর্ম্ম ও কর্ম্ম-জীবনের অন্তরায় স্বরূপ হইতে পারে। তোমরা তাহাদের

وَتَصْفَحُوْا وَتَغْفِرُوْا فَاِنَّ اللّٰهَ
غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ○ ١٥- اِنَّمَآ اَمْوَالُكُمْ
وَاَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ ط وَاللّٰهُ عِنْدَهٗٓ
اَجْرٌ عَظِيْمٌ ○ ١٦- فَاتَّقُوا اللّٰهَ مَا
اسْتَطَعْتُمْ وَاسْمَعُوْا وَاَطِيْعُوْا وَاَنْفِقُوْا
خَيْرًا لِّاَنْفُسِكُمْ ط وَمَنْ يُّوْقَ
شُحَّ نَفْسِهٖ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ○
١٧- اِنْ تُقْرِضُوا اللّٰهَ قَرْضًا حَسَنًا
يُّضٰعِفْهُ لَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ط وَاللّٰهُ
شَكُوْرٌ حَلِيْمٌ ○ ١٨- عٰلِمُ الْغَيْبِ
وَالشَّهَادَةِ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ۝

যদি তোমরা ক্ষমা কর ও সহ্য কর এবং মার্জ্জনা কর, তবে নিশ্চয় আল্লাহ ক্ষমাশীল করুণাময়। ১৫। তোমাদের ধন-সম্পদ ও তোমাদের সন্তান-সন্ততি এক পরীক্ষা ব্যতীত নহে; এবং আল্লাহ—তাঁহারই নিকট মহান্ প্রতিদান রহিয়াছে। ১৬। অতএব তোমরা যতদূর সম্ভব আল্লাহকে ভয় কর এবং শ্রবণ কর ও অনুগত হও এবং তোমাদের নিজেদের কল্যাণের জন্য ব্যয় কর; এবং যে নিজেকে প্রলোভন হইতে রক্ষা করে, ফলতঃ তাহারাই সুফল প্রাপ্ত হইবে। ১৭। যদি তোমরা আল্লাহকে উত্তম ঋণে ঋণদান কর, তবে তিনি উহা তোমাদের জন্য দ্বিগুণিত করিবেন এবং তোমাদিগকে মার্জ্জনা করিবেন; এবং আল্লাহ গুণগ্রাহী সহিষ্ণু। ১৮। তিনি অদৃশ্য ও প্রকাশ্য বিষয়ে মহাজ্ঞানী—মহাপরাক্রান্ত বিজ্ঞানময়।

অবৈধ প্রভাবে অথবা তাহাদের অন্যায় কথা ও অসঙ্গত আবদারে বশীভূত হইয়া কদাচ অধর্ম্ম ও অনাচারের পথে প্রধাবিত হইও না। অবশ্য যদি তোমরা তাহাদিগকে সংশোধন করিয়া ক্ষমা করিতে পার এবং তাহাদের আবদার ও উপদ্রব সহ্য করিয়াও স্বীয় আদর্শে অবিচলিত থাকিতে পার, তবে তাহা হয়ত তোমাদের জন্য অবশ্যই কল্যাণকর হইবে। কিন্তু তাহাদের অন্যায় কার্য্য ও অসঙ্গত আবদারে তোমরা কদাচ প্রশ্রয় প্রদান করিও না।

১৫—১৬। তোমাদের ধন-সম্পদ ও স্ত্রী-পুত্র-পরিজন তোমাদের জন্য এক পরীক্ষা ব্যতীত নহে। আল্লাহতালা স্বীয় ইচ্ছানুযায়ী উহার প্রাচুর্য্য অথবা অভাবের দ্বারা তোমাদিগকে পরীক্ষা করিয়া থাকেন। যদি তোমরা উহাতে আত্মবিস্মৃত, অহঙ্কারী অথবা বিচলিত না হইয়া আল্লাহতালাকে ভয় কর এবং তাঁহার অনুগত হও, তবে নিশ্চয় তোমরা ইহ-পরলোকে সুফল প্রাপ্ত হইবে।

১৭—১৮। "আল্লাহকে উত্তম ঋণে ঋণ দান করার" অর্থ ধর্ম্মযুদ্ধে অথবা সৎকার্য্যে ধন-সম্পদ ব্যয় করা। যাহারা ধর্ম্মযুদ্ধে ও সৎকার্য্যে ধন-সম্পদ ব্যয় করে, আল্লাহতালা উক্ত সদ্ব্যয়ের পরিবর্ত্তে তাহাদিগকে দ্বিগুণিত ধন-সম্পদ দান করিবেন অর্থাৎ আল্লাহতালার অনুগ্রহ ইহলোকে তাহাদের ধন-সম্পদ বর্দ্ধিত হইবে এবং পরলোকে উহার বিনিময়ে তাহারা বহুগুণ পুরস্কার প্রাপ্ত হইবে। তিনি সর্ব্ববিষয়ে মহাজ্ঞানী, মহাপরাক্রান্ত ও বিজ্ঞানময় অর্থাৎ তাঁহার অজ্ঞাত অথবা অসাধ্য কিছুই নাই। তিনি অবশ্যই স্বীয় প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করিবেন।

———

وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ
غَفُورٌ رَّحِيمٌ ۝ ١٥- إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ
وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ ۚ وَاللَّهُ عِنْدَهُ
أَجْرٌ عَظِيمٌ ۝ ١٦- فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا
اسْتَطَعْتُمْ وَاسْمَعُوا وَأَطِيعُوا وَأَنْفِقُوا
خَيْرًا لِّأَنْفُسِكُمْ ۗ وَمَنْ يُوقَ
شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ۝
١٧- إِنْ تُقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا
يُضَعِّفْهُ لَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ۚ وَاللَّهُ
شَكُورٌ حَلِيمٌ ۝ ١٨- عَالِمُ الْغَيْبِ
وَالشَّهَادَةِ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ۝

যদি তোমরা ক্ষমা কর ও সহ্য কর
এবং মার্জ্জনা কর, তবে নিশ্চয় আল্লাহ
ক্ষমাশীল করুণাময়। ১৫। তোমাদের
ধন-সম্পদ ও তোমাদের সন্তান-সন্ততি
এক পরীক্ষা ব্যতীত নহে; এবং
আল্লাহ—তাঁহারই নিকট মহান্ প্রতিদান
রহিয়াছে। ১৬। অতএব তোমরা
যতদূর সম্ভব আল্লাহকে ভয় কর এবং
শ্রবণ কর ও অনুগত হও এবং
তোমাদের নিজেদের কল্যাণের জন্য ব্যয়
কর; এবং যে নিজেকে প্রলোভন
হইতে রক্ষা করে, ফলতঃ তাহারাই
সুফল প্রাপ্ত হইবে। ১৭। যদি তোমরা
আল্লাহকে উত্তম ঋণে ঋণদান কর, তবে
তিনি উহা তোমাদের জন্য দ্বিগুণিত
করিবেন এবং তোমাদিগকে মার্জ্জনা
করিবেন; এবং আল্লাহ গুণগ্রাহী সহিষ্ণু।
১৮। তিনি অদৃশ্য ও প্রকাশ্য বিষয়ে
মহাজ্ঞানী—মহাপরাক্রান্ত বিজ্ঞানময়।

অবৈধ প্রভাবে অথবা তাহাদের অন্যায় কথা ও অসঙ্গত আবদারে বশীভূত হইয়া কদাচ অধর্ম্ম ও অনাচারের পথে প্রধাবিত হইও না। অবশ্য যদি তোমরা তাহাদিগকে সংশোধন করিয়া ক্ষমা করিতে পার এবং তাহাদের আবদার ও উপদ্রব সহ্য করিয়াও স্বীয় আদর্শে অবিচলিত থাকিতে পার, তবে তাহা হয়ত তোমাদের জন্য অবশ্যই কল্যাণকর হইবে। কিন্তু তাহাদের অন্যায় কার্য্য ও অসঙ্গত আবদারে তোমরা কদাচ প্রশ্রয় প্রদান করিও না।

১৫—১৬। তোমাদের ধন-সম্পদ ও স্ত্রী-পুত্র-পরিজন তোমাদের জন্য এক পরীক্ষা ব্যতীত নহে। আল্লাহতালা স্বীয় ইচ্ছানুযায়ী উহার প্রাচুর্য্য অথবা অভাবের দ্বারা তোমাদিগকে পরীক্ষা করিয়া থাকেন। যদি তোমরা উহাতে আত্মবিস্মৃত, অহঙ্কারী অথবা বিচলিত না হইয়া আল্লাহতালাকে ভয় কর এবং তাঁহার অনুগত হও, তবে নিশ্চয় তোমরা ইহ-পরলোকে সুফল প্রাপ্ত হইবে।

১৭—১৮। "আল্লাহকে উত্তম ঋণে ঋণ দান করার" অর্থ ধর্ম্মযুদ্ধে অথবা সৎকার্য্যে ধন-সম্পদ ব্যয় করা। যাহারা ধর্ম্মযুদ্ধে ও সৎকার্য্যে ধন-সম্পদ ব্যয় করে, আল্লাহতালা উক্ত সদ্ব্যয়ের পরিবর্ত্তে তাহাদিগকে দ্বিগুণিত ধন-সম্পদ দান করিবেন অর্থাৎ আল্লাহতালার অনুগ্রহে ইহলোকে তাহাদের ধন-সম্পদ বর্দ্ধিত হইবে এবং পরলোকে উহার বিনিময়ে তাহারা বহুগুণ পুরস্কার প্রাপ্ত হইবে। তিনি সর্ব্ববিষয়ে মহাজ্ঞানী, মহাপরাক্রান্ত ও বিজ্ঞানময় অর্থাৎ তাঁহার অজ্ঞাত অথবা অসাধ্য কিছুই নাই। তিনি অবশ্যই স্বীয় প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করিবেন।

———

মদিনায় অবতীর্ণ	৬৫। সুরা তালাক—الطلاق	১২ আয়ত

১ম রুকু—তালাক বা স্ত্রী ত্যাগ সম্পর্কীয় বিধি-নিষেধ

সর্ব্ব প্রদাতা করুণাময় আল্লার নামে

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

১। হে নবি, যখন তোমরা নারী-দিগকে তালাক প্রদান কর, তখন তাহাদিগকে এদ্দতের সময়ে তালাক প্রদান করিও এবং তোমরা এদ্দতকাল

١- يٰۤاَيُّهَا النَّبِيُّ اِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَآءَ فَطَلِّقُوْهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَاَحْصُوا الْعِدَّةَ

তালাক—স্ত্রী-ত্যাগ, স্ত্রী- বর্জ্জন অথবা পত্নী-পরিত্যাগ। বিবাহিতা স্ত্রীকে বিবাহ-বন্ধন হইতে মুক্ত করিয়া পরিত্যাগ করাকেই শরীয়তে 'তালাক' দেওয়া বলে। ইহাতে স্বামী-স্ত্রীর বিবাহ-বন্ধন ছিন্ন হইয়া যায় এবং নির্দ্দিষ্ট সময় অন্তে উক্ত স্ত্রী অন্যত্র বিবাহিতা হইবার অধিকার প্রাপ্ত হয়।

হিন্দুধর্ম্মে স্ত্রী-ত্যাগ বা তালাক প্রদানের প্রথা প্রচলিত নাই। খ্রীষ্টান ধর্ম্মে ব্যভিচার ব্যতীত অন্য কোন কারণেই স্ত্রী-ত্যাগ করা সিদ্ধ নহে। পক্ষান্তরে ইহুদী ধর্ম্মে কথায় কথায় এবং কারণে অকারণে স্ত্রী-ত্যাগ করিবার অধিকার প্রদত্ত হইয়াছে। ইস্‌লাম প্রচারের পূর্ব্বে আরবেও প্রায় ইহুদী ধর্ম্মের অনুরূপ প্রথা প্রচলিত ছিল। অথচ মানবের সুখ-শান্তি এবং সামাজিক ও পারিবারিক শৃঙ্খলা সম্পাদনের জন্য সময় সময় 'তালাক' বা স্ত্রী-ত্যাগের আবশ্যকতা যেরূপ অপরিহার্য্য হইয়া পড়ে, উহার অত্যধিক প্রচলনও মানবের দাম্পত্য-জীবন সুখ-শান্তি এবং সামাজিক ও পারিবারিক শৃঙ্খলার পক্ষে সেইরূপ ঘোর অনিষ্টকর হইয়া থাকে। তাই পবিত্রতম স্বর্গীয় ইস্‌লাম মানব জাতির কল্যাণের জন্য তালাক বা স্ত্রী-ত্যাগের যে সুসঙ্গত ও সুন্দর বিধান প্রবর্ত্তন করিয়াছেন, জগতের অন্য কোন ধর্ম্ম বা কোন সভ্য সমুন্নত জাতি আজ পর্য্যন্ত তাহার অনুরূপ কল্পনাও করিতে পারে নাই।

পবিত্র ইস্‌লামের নির্দ্দেশ অনুসারে—"মানবের বৈধ কার্য্যসমূহের মধ্যে 'তালাক' বা স্ত্রী-ত্যাগ আল্লাহতালার নিকট সর্ব্বাপেক্ষা নিন্দনীয় ও নিকৃষ্টতর কার্য্য।" এতদ্ভিন্ন পবিত্র কোরান ও হাদিসে স্ত্রীর সহিত সদ্ব্যবহার করা, সদয়ভাবে সমব্যবহার করা, স্ত্রীকে প্রহার না করা, স্ত্রীর প্রতি রূঢ় ও কঠোর ব্যবহার না করা, কটু বাক্য না বলা, স্ত্রী-ত্যাগে সংযত হওয়া এবং ব্যাভিচার অথবা একান্ত অসহ্য ও অপরিহার্য্য কারণ ব্যতীত স্ত্রী-ত্যাগ না করা সম্বন্ধে বহু বিবৃতি বিদ্যমান রহিয়াছে।—সহি বোখারী, মোস্‌লেম, দারকুৎনী ও তেবরাণী দ্রষ্টব্য।

শানে-নজুল—সহি বোখারিতে বর্ণিত হইয়াছে যে, হজরত এবন-ওমর তালাক বা স্ত্রী-ত্যাগের বিধান সম্বন্ধে একটি ভ্রম করা উপলক্ষেই এই সুরা অবতীর্ণ হয়। তফসীরকারগণ হিজরী ৬ষ্ঠ বর্ষে এই সুরা অবতীর্ণ হইয়াছিল বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

১। এই আয়তে করুণাময় আল্লাহতালা আদেশ করিতেছেন যে, কখন তোমরা কোন অপরিহার্য্য কারণে স্বীয় পত্নীদিগকে পরিতাগ করিতে ইচ্ছা কর, তখন তাহাদিগকে 'এদ্দতের অর্থাৎ পবিত্রতার সময়ে তালাক প্রদান করিও এবং পরিত্যক্তা স্ত্রীকে তাহার নির্দ্ধারিত সময় তিন ঋতু পর্য্যন্ত প্রতীক্ষা

...না করিও; এবং তোমরা স্বীয় প্রতি-
পালক আল্লাহকে ভয় কর; এবং
তাহারা প্রকাশ্য অশ্লীতায় লিপ্ত হওয়া
ব্যতীত তোমরা তাহাদিগকে তাহাদের
গৃহ সমূহ হইতে বহিষ্কৃত করিও না,
এবং তাহারাও যেন বহির্গত হইয়া না
যায়; এবং ইহাই আল্লার সীমা-সমূহ;
এবং যে আল্লার সীমা-সমূহ অতিক্রম

وَاتَّقُوا اللّٰهَ رَبَّكُمْ ۚ لَا تُخْرِجُوْهُنَّ
مِنْ بُيُوْتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ اِلَّآ
اَنْ يَّاْتِيْنَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ ۗ وَتِلْكَ
حُدُوْدُ اللّٰهِ ۗ وَمَنْ يَّتَعَدَّ حُدُوْدَ اللّٰهِ

করিতে দিও। যদি পরিত্যক্তা স্ত্রী কোনরূপ অশ্লীলতা বা অনাচারে লিপ্ত না হয়, তবে নির্দ্ধারিত
সময়ের মধ্যে তোমরা তাহাদিগকে স্বীয় গৃহ হইতে বহিস্কৃত করিও না এবং তাহারাও যেন ঐ সময়ে
বহির্গত হইয়া না যায়। ইহাই আল্লাহতালার মনোনীত বিধান এবং তাঁহার নির্দ্ধারিত সীমা। তোমরা
তালাক বা স্ত্রী,ত্যাগ সম্বন্ধে আল্লাহতালাকে ভয় করিও এবং তাঁহার নির্দ্ধারিত সীমা লঙ্ঘন করিয়া
নিজের অমঙ্গল ও অকল্যাণ ডাকিয়া আনিও না। তোমরা হয়ত জ্ঞান না যে, সর্ব্বজ্ঞ আল্লাহতালা
তাঁহার এই বিধানের মধ্যে তোমাদের উভয়ের জন্য কল্যাণ নিহিত রাখিয়াছেন এবং তাঁহার অসীম
অনুগ্রহে পুনর্ম্মিলিত হইয়া হয়ত তোমরা সত্যই সুখ-শান্তি ও কল্যাণের অধিকারী হইতে পারিবে।

আলোচ্য আয়াতে তালাকের প্রাথমিক বিধান সমূহ বিবৃত হইয়াছে। অনেক অনভিজ্ঞ আলেম
'এজা' শব্দের দ্বারা ইহুদীদের ন্যায় যখন-তখন কারণে-অকারণে তালাক প্রদান বা স্ত্রী-ত্যাগের অধিকার
সাব্যস্ত করিয়া লইয়াছেন এবং নিজেদের বিলাস-বিভোর, কাম-কলুষিত অলস জীবনে সেই আদর্শ
অনুসরণ করিয়া পবিত্র ইস্‌লামকে জগতের নিকট হাস্যাস্পদ করিয়া তুলিয়াছেন। কিন্তু পবিত্র
কোরান শরিফে উল্লেখিত তালাক সম্বন্ধীয় বিধি-নিষেধ ও বাধ্য-বাধকতা এবং পবিত্র হাদিস শরিফে
বর্ণিত তালাক সম্বন্ধীয় নিষেধাজ্ঞা ও সতর্কবাণী সমূহ পাঠ করিলে স্পষ্টই অনুমিত হয় যে, ব্যভিচার
অথবা একান্ত অপরিহার্য্য কারণ ব্যতীত স্বীয় বিবাহিতা স্ত্রীকে তালাক প্রদান করা কখনই সঙ্গত নহে।
কারণ হজরত রসুলোল্লাহ বলিয়াছেন—"বৈধ কার্য্য সমূহের মধ্যে আল্লাহতালার নিকট 'তালাক' বা
স্ত্রী-ত্যাগ সর্ব্বাপেক্ষা নিকৃষ্টতর ও নিন্দনীয় কার্য্য" এবং "তোমার ব্যভিচারের সন্দেহ ব্যতীত কখনও স্বীয়
স্ত্রীকে তালাক প্রদান করিও না; নিশ্চয় আল্লাহ আত্মসুখপরায়ণ কামবিলাসী পুরুষ ও স্ত্রীলোকদিগকে
ভাল বাসেন না" (তেবরাণী)। উপরোক্ত বর্ণনা সমুহের প্রতি লক্ষ্য করিলে নিঃসন্দেহে অনুমিত
হইবে যে, ব্যভিচার অথবা একান্ত অপরিহার্য্য কারণ ব্যতীত কখনই স্ত্রী-ত্যাগ করা সঙ্গত নহে।

অতঃপর নানা অপরিহার্য্য কারণে যখন স্ত্রী-ত্যাগ করা একান্ত অপরিহার্য্য হইয়া পড়ে, তখন স্ত্রীর
দুই ঋতুর মধ্যবর্ত্তী 'তোহর' বা পবিত্র অবস্থায় তাহাকে স্পর্শ করিবার পূর্ব্বে মাত্র এক তালাক প্রদান
করিতে হইবে। এইরূপ তালাক প্রদান করিবার পর উক্ত পরিত্যক্তা স্ত্রীকে 'এদ্দত' পালনের জন্য
তিন ঋতু পর্য্যন্ত প্রতীক্ষা করিতে হইবে। এই সময়ে স্বামীর পক্ষে উক্ত স্ত্রীর ভরণ-পোষণের ব্যয় বহন
করা এবং স্ত্রীর পক্ষে সাজ-সজ্জা করিয়া স্বামীর চিত্ত আকৃষ্ট করা কর্ত্তব্য। কারণ এই সময়ের মধ্যে
স্বামীর পক্ষে স্ত্রীকে অবাধে পুনঃ-পরিগ্রহণ করিবার পূর্ণ অধিকার বিদ্যমান থাকে। কিন্তু 'এদ্দত' বা
নির্দ্ধারিত কাল অতীত হইয়া গেলে স্বামী বিনা বিবাহে উক্ত স্ত্রীকে পুন-পরিগ্রহণ করিতে পারিবে না।
এইরূপ তালাককে আহসান তালাক বা অত্যুৎকৃষ্ট স্ত্রী-ত্যাগ প্রথা বলে। এতদ্ভিন্ন ঋতুমতী অবস্থায়
স্ত্রীকে তালাক দেওয়া, সহবাসকৃত তোহরে পত্নী পরিত্যাগ করা অথবা এক সময়ে একাধিক তালাক বা
তালাক বায়েন প্রদান করা প্রভৃতি বিভিন্নরূপ তালাকের প্রথা বিদ্যমান আছে। উহাকে তালাক
'বেদাই' বা বিধিবিরুদ্ধ নিকৃষ্টতর স্ত্রী,ত্যাগ প্রথা বলে। এই সমস্ত তালাকের স্থলে তালাক-প্রদানকারী
অপরাধী হইবে এবং তাহার পক্ষে বিনা বিবাহে স্ত্রীকে পুন-পরিগ্রহণ করা অথবা স্ত্রীর পক্ষে সাজসজ্জা
করিয়া ঐরূপ তালাক-প্রদানকারী স্বামীর সম্মুখীন হওয়া নিষিদ্ধ। আর যদি স্ত্রীকে তিন তালাক প্রদান

فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهٗ ط لَا تَدْرِيْ لَعَلَّ اللّٰهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذٰلِكَ اَمْرًا ○

٢- فَاِذَا بَلَغْنَ اَجَلَهُنَّ فَاَمْسِكُوْهُنَّ بِمَعْرُوْفٍ اَوْ فَارِقُوْهُنَّ بِمَعْرُوْفٍ وَّاَشْهِدُوْا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنْكُمْ وَاَقِيْمُوا الشَّهَادَةَ لِلّٰهِ ط ذٰلِكُمْ يُوْعَظُ بِهٖ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ

করে, তবে নিশ্চয় সে নিজেরই প্রতি অত্যাচার করিবে; তুমি হয় ত জান না যে, সম্ভবতঃ ইহার পরে আল্লাহ অন্যরূপ কার্য্য সংঘটিত করিবেন।

২। অনন্তর যখন তাহারা তাহাদের নির্দ্ধারিত সময়ে উপনীত হইবে, তখন হয় তাহাদিগকে যথারীতি সংরক্ষণ কর অথবা তাহাদিগকে সদ্ভাবে পৃথক করিয়া দাও, এবং তোমাদের মধ্য হইতে দুইজন ন্যায়বান ব্যক্তিকে সাক্ষী কর এবং তোমরা আল্লার উদ্দেশে সাক্ষ্য সুপ্রতিষ্ঠিত করিও; এতদ্দারা

করা হয় এবং স্ত্রীর এদ্দতকাল অতীত হইয়া যায়, তবে উক্ত স্ত্রী অন্যত্র বিবাহিতা ও স্পর্শিতা হইবার পর পুনঃ পরিত্যক্তা না হওয়া পর্য্যন্ত তিন তালাক প্রদানকারী পূর্ব্ব স্বামী তাহাকে বিবাহ করিয়াও পুনঃ-পরিগ্রহণ করিতে পারিবে না। ইহা বিধিবিরুদ্ধ তালাক প্রদানের চরম শাস্তি। যাহাতে কেহ হঠকারিতা করিয়া স্বীয় স্ত্রীকে তিন তালাক প্রদান না করে, তজ্জন্যই এই কঠোর ব্যবস্থা প্রদত্ত হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন তালাকের আরও নানারূপ শ্রেণীভেদ, বাক্যভেদ ও বিধি-নিষেধ বিদ্যমান আছে। এস্থলে তাহার সমস্ত উল্লেখ করা সম্ভবপর নহে বলিয়া পরিত্যক্ত হইল।—ফেকাহ্ গ্রন্থ দ্রষ্টব্য।

২। প্রথম আয়তে তালাক বা স্ত্রী-ত্যাগের বিধান বিবৃত করিয়া করুণাময় আল্লাহতালা আদেশ করিয়াছেন যে, যে পর্য্যন্ত পরিত্যক্তা স্ত্রীর 'এদ্দত' বা প্রতীক্ষাকাল অতীত না হইবে, সে পর্য্যন্ত তালাক-প্রদানকারী স্বামীকেই উক্ত স্ত্রীর বাসস্থান ও ভরণ-পোষণের ব্যবস্থা করিতে হইবে। ইহাই অধিকাংশ সাহাবা, তাবেয়ীন, এমাম, মোজতাহেদ ও তফসীরকারের সমর্থিত মত। কিন্তু পরিত্যক্তা স্ত্রী যদি অনাচার ও ব্যাভিচারে লিপ্ত হয় এবং প্রকাশ্যভাবে অবাধ্যতা প্রকাশ ও রূঢ় বাক্য ব্যবহার করে, তবে স্বামী তাহার বাসস্থান ও ভরণ-পোষণের ব্যবস্থা করিতে বাধ্য হইবে না। অবশ্য বিভিন্নরূপ তালাকে স্বামীর কর্ত্তব্য ও দায়িত্ব সম্বন্ধে বিভিন্ন প্রকারের যে সকল রিতি আছে, এস্থলে তাহার উল্লেখ করা সম্পূর্ণ অনাবশ্যক। কারণ পবিত্র কোরান শরিফে সাধারণ ভাবেই তালাকের প্রসঙ্গ বর্ণিত হইয়াছে; প্রকার-ভেদের কোন কথা উল্লেখিত হয় নাই। যাহারা ঐ সমস্ত বিষয় বিস্তৃতভাবে জানিতে চাহেন, তাহাদিগকে হাদিস শরিফ ও ফেকাহ্ গ্রন্থ পাঠ করিতে হইবে।

অনন্তর আলোচ্য আয়তে আল্লাহতালা বলিতেছেন,—যখন পরিত্যক্তা স্ত্রীর 'এদ্দত' কাল অতীত হইবার উপক্রম হইবে, তখন তাহাকে রেজাই তালাকের স্থলে পুনর্ব্বিবাহ করিয়া হয় যথারীতি স্বীয় পতিত্বে পুনঃ পরিগ্রহণ কর—অন্যথা তাহার মোহরাদি প্রদান করিয়া তাহাকে সদ্ভাবে মুক্ত করিয়া দাও। 'রুজু' করার অর্থে রেজাই তালাকে স্ত্রীর ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় বিনা বিবাহে কথা বা কার্য্যের দ্বারা তাহার উপর দাম্পত্য অধিকার প্রতিষ্ঠা করা। রেজাই তালাক ব্যতীত অন্যবিধ তালাকে বিনা বিবাহে এইরূপ 'রুজু' করা সিদ্ধ নহে। ঐ সকল ক্ষেত্রে পরিত্যক্তা স্ত্রীকে যথারীতি পুনর্ব্বিবাহ করিয়া লইতে হইবে। পরিত্যক্তা স্ত্রীর সহিত অসদ্ব্যবহার করা, তাহার প্রাপ্য মোহর ও ধন-সম্পত্তি তাহাকে বুঝাইয়া না দেওয়া এবং তাহাকে অকারণে দুঃখ-কষ্ট দেওয়া সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ। অনন্তর আল্লাহতালা আদেশ করিতেছেন যে, যাহাতে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে কোনরূপ অশান্তি সৃষ্টির অবকাশ না থাকে এবং ভবিষ্যতে দেনা-পাওনা,

وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ۚ وَمَنْ يَّتَّقِ اللّٰهَ
يَجْعَلْ لَّهٗ مَخْرَجًا ۙ ٣- وَّيَرْزُقْهُ
مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ ۚ وَمَنْ
يَّتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ فَهُوَ حَسْبُهٗ ۚ اِنَّ
اللّٰهَ بَالِغُ اَمْرِهٖ ۚ قَدْ جَعَلَ اللّٰهُ لِكُلِّ
شَيْءٍ قَدْرًا ۝ ٤- وَالّٰٓـِٔيْ يَىِٕسْنَ
مِنَ الْمَحِيْضِ مِنْ نِّسَآىِٕكُمْ
اِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلٰثَةُ اَشْهُرٍ ۙ
وَّالّٰٓـِٔيْ لَمْ يَحِضْنَ ۚ وَاُولَاتُ
الْاَحْمَالِ اَجَلُهُنَّ اَنْ يَّضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ
وَمَنْ يَّتَّقِ اللّٰهَ يَجْعَلْ لَّهٗ مِنْ اَمْرِهٖ
يُسْرًا ۝ ٥- ذٰلِكَ اَمْرُ اللّٰهِ اَنْزَلَهٗ

যাহাকেই সদুপদেশ প্রদান করা
হইতেছে—যে আল্লাহ ও পরকালের
প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছে; এবং
যে আল্লাহকে ভয় করে, তিনি তাহার
জন্য বহির্গমনের উপায় করিয়া দিবেন।
৩। এবং তিনি তাহাকে তথা হইতে
উপজীবিকা দান করিবেন—যে আল্লার
উপর নির্ভর করে, ফলতঃ তিনিই তাহার
জন্য যথেষ্ট; নিশ্চয় আল্লাহ স্বীয় কার্য্য
সুসম্পন্ন করিয়া থাকেন এবং নিশ্চয়
আল্লাহ প্রত্যেক বিষয়ের জন্য পরিমাণ
স্থির করিয়া দিয়াছেন। ৪। এবং
তোমাদের নারীগণের মধ্যে যে ঋতু
সম্বন্ধে নিরাশ হইয়াছে, যদি তোমরা
সন্দেহ কর তবে তাহার এদ্দত-কাল
তিন মাস; এইরূপ তাহাদের জন্যও,
যাহারা ঋতুমতী হয় নাই; এবং
গর্ভবতীগণের এদ্দত তাহাদের ভার-
মুক্ত হওয়া পর্য্যন্ত; এবং যে আল্লাহকে
ভয় করে, তিনি তাহার জন্য তাহার
কার্য্য সহজ করিয়া দেন। ৫। ইহাই
আল্লার আদেশ—যাহা তিনি তোমাদের

উত্তরাধিকারিত্ব ও অন্যান্য বিষয় লইয়া যাহাতে তাহাদের মধ্যে কোনরূপ কলহ-বিবাদ বা মামলা মোকদ্দমা সৃষ্টি হইতে না পারে, তজ্জন্য বিবাহ, তালাক, রুজু ও পুনর্ব্বিবাহ প্রভৃতি প্রত্যেক ব্যাপারে শরিয়তের নির্দ্দেশ মত সাক্ষী রাখিতে হইবে। উপযুক্ত ও বিশ্বস্ত সাক্ষী ব্যতীত ঐ-সমস্ত ব্যাপারে কাহারও কোন কথা গ্রাহ্য হইবে না।

৩—৪। প্রথমতঃ আল্লাহতা'লা পরিত্যক্তা ঋতুবতী নারীগণের 'এদ্দত' বা প্রতীক্ষাকাল এবং ঐ সম্পর্কে তালাক-প্রদানকারী স্বামী ও পরিত্যক্তা স্ত্রীর কর্ত্তব্যের বিষয় বর্ণনা করিয়াছেন। অতঃপর যে সকল অল্পবয়স্কা কিশোরী ঋতুমতী হয় নাই এবং যে সকল অতীত-বয়সী নারীর ঋতু বন্ধ হইয়া গিয়াছে, আলোচ্য আয়তে তাহাদের 'এদ্দত' কালের বিষয় বর্ণিত হইয়াছে। এই শ্রেণীর নারীগণ স্বামী কর্ত্তৃক পরিত্যক্তা হইলে তাহাদিগকে তিন ঋতুর পরিবর্ত্তে 'তিন মাস 'এদ্দত' পালন করিতে হইবে। আর গর্ভবতী নারী পরিত্যক্তা হইলে তাহার এদ্দত কাল প্রসবকাল পর্য্যন্ত। কিন্তু বিবাহের পর যে নারী স্বামী কর্ত্তৃক 'স্পর্শিত' হয় নাই, সে স্বামী কর্ত্তৃক পরিত্যক্তা হইলে তাহাকে কোনই 'এদ্দত' পালন করিতে হইবে না।

৫। মানব জাতির এবং বিশেষভাবে বিবাহিতা নর-নারীর কল্যাণ সাধনের জন্য তাহাদের অপকৃষ্টতা বিদূরিত ও দোষ-ত্রুটি সংশোধন করিয়া তাহাদিগকে সংসার জীবনে সুখ-শান্তি রূপ সুমহান্ প্রতিদানের জন্যই করুণাময় আল্লাহতালা 'তালাক' বা স্ত্রী-ত্যাগ সম্বন্ধে এই সমস্ত

প্রতি অবতীর্ণ করিয়াছেন; এবং যে আল্লাহকে ভয় করে, তবে তিনি তাহা হইতে তাহার অপকৃষ্টতা বিদূরিত করিয়া দিবেন এবং তাহাকে সুমহান প্রতিদান প্রদান করিবেন। ৬। তোমরা তোমাদের অবস্থা অনুসারে যেখানে অবস্থান কর, তাহাদিগকেও সেই স্থানে অবস্থান করিতে দাও; এবং তোমরা তাহাদিগকে এরূপ কষ্ট প্রদান করিও না—যাহাতে তাহাদের উপর অভাব অনুভূত হয়; এবং যদি তাহারা গর্ভবতী হয়, তবে তাহারা ভারমুক্ত হওয়া পর্যন্ত তাহাদের জন্য ব্যয় কর; অনন্তর যদি তাহারা তোমাদের জন্য স্তন্য দান করে, তবে তোমরা তাহাদিগকে তাহাদের প্রতিদান প্রদান করিও; এবং তোমরা পরস্পর সদ্ব্যবহার করিবে এবং যদি উহাতে তোমাদের অসুবিধা হয় তবে তাহাকে অন্যের দ্বারা স্তন্য দান করাইবে। ৭। অবস্থাশালীর উচিত যে, সে স্বীয়

وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ
سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا ﴿٥﴾
أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُم
مِّن وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا
عَلَيْهِنَّ ۚ وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ
فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ
حَمْلَهُنَّ ۚ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ
فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۖ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُم
بِمَعْرُوفٍ ۖ وَإِن تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ
لَهُ أُخْرَىٰ ﴿٦﴾ لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ

বিধি-নিষেধ অবতীর্ণ করিয়াছেন। বুদ্ধিমান ও চিন্তাশীল ব্যক্তিগণের জন্য এই সকল বিধি-নিষেধের মধ্যে আল্লাহতাআলার অনন্ত অনুগ্রহের বহু নিদর্শন বিদ্যমান রহিয়াছে।

৬। অতঃপর আল্লাহতাআলা তালাক-প্রদানকারী পুরুষদিগকে আদেশ করিতেছেন যে, যদি তোমরা কোন কারণে স্ত্রী-ত্যাগ কর, তবে তালাক প্রদানের পূর্বে সে যেখানে অবস্থান করিত, তাহাকে এদ্দত-কাল পর্যন্ত সেই স্থানেই অবস্থান করিতে দাও। অথবা তোমরা নিজে যেরূপ বাসগৃহে অবস্থান কর, তাহার জন্যও সেইরূপ বাসগৃহের ব্যবস্থা করিবে এবং তাহার অন্ন-বস্ত্র ও ভরণ-পোষণের এরূপ সুব্যবস্থা করিয়া দিবে, যাহাতে তাহার কোনরূপ দুঃখ বা কষ্ট না হয়। তালাক প্রদান করিয়াছ বলিয়া তাহার প্রতি কোনরূপ অন্যায় অবিচার বা অসদ্ব্যবহার করিতে পারিবে না। সাধারণতঃ তালাক-প্রাপ্তা স্ত্রীর নির্ধারিত এদ্দত-কাল তিন ঋতু বা তিন মাস পর্যন্ত স্বামীকে এই দায়িত্ব বহন করিতে হইবে। কিন্তু উক্ত স্ত্রী যদি গর্ভবতী হয়, তবে প্রসবকাল পর্যন্ত তাহার বাসস্থান ও ভরণ-পোষণের সমস্ত দায়িত্ব স্বামীকে বহন করিতে হইবে। প্রসবের পরে উক্ত স্ত্রী যদি সন্তানকে স্বীয় স্তন্য দুগ্ধ পান করাইয়া প্রতিপালন করিতে সম্মত হয়, তবে উহার জন্য স্বামীকে উপযুক্ত প্রতিদান বা অর্থ প্রদান করিতে হইবে। কিন্তু স্ত্রী যদি স্বেচ্ছায় সন্তানকে স্তন্যদান বা প্রতিপালন করিতে সম্মত না হয়, তবে স্বামী তজ্জন্য তাহাকে বাধ্য করিতে বা উক্ত স্ত্রীর সহিত কোনরূপ অসদ্ব্যবহার করিতে পারিবে না। বরং সে অবস্থায় উক্ত স্বামী বা সন্তানের পিতাকেই উক্ত সন্তানের স্তন্যদান ও প্রতিপালনের সমস্ত দায়িত্ব গ্রহণ করিতে হইবে।

৭। তালাক-প্রদানকারী স্বামী যদি ধনী ও অবস্থাশালী হয়, তবে তাহার অবস্থা ও সামাজিক মর্যাদা অনুসারে পরিত্যক্তা স্ত্রীর বাসস্থান ও ভরণ-পোষণের ব্যবস্থা করিতে হইবে।

مِّنْ سَعَتِهٖ ؕ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهٗ فَلْيُنْفِقْ مِمَّآ اٰتٰىهُ اللّٰهُ ؕ لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلَّا مَآ اٰتٰىهَا ؕ سَيَجْعَلُ اللّٰهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُّسْرًا ۧ

অবস্থা অনুসারে ব্যয় করিবে; এবং যে অভাবগ্রস্ত—তবে আল্লাহ তাহাকে যাহা দান করিয়াছেন, তাহা হইতে তাহার উপজীবিকার জন্য ব্যয় করিবে; আল্লাহ তাহাকে যাহা দান করিয়াছেন, তদ্ব্যতীত কাহাকেও কষ্ট প্রদান করেন না; আল্লাহ অভাবের পর শীঘ্রই স্বচ্ছলতা প্রদান করিয়া থাকেন।

২য় রুকু—মক্কাবাসীদিগের প্রতি সতর্ক-বাণী

٨- وَكَاَيِّنْ مِّنْ قَرْيَةٍ عَتَتْ عَنْ اَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهٖ فَحَاسَبْنٰهَا حِسَابًا شَدِيْدًا ۙ وَّعَذَّبْنٰهَا عَذَابًا نُّكْرًا ○
٩- فَذَاقَتْ وَبَالَ اَمْرِهَا وَكَانَ عَاقِبَةُ اَمْرِهَا خُسْرًا ○ ١٠- اَعَدَّ اللّٰهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيْدًا ۙ فَاتَّقُوا اللّٰهَ يٰٓاُولِى الْاَلْبَابِ ۚۛ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا ۛ قَدْ اَنْزَلَ اللّٰهُ اِلَيْكُمْ ذِكْرًا ۙ

৮। এবং জনপদ-সমূহের মধ্যে এমন কত রহিয়াছে, যে, স্বীয় প্রতিপালক ও তাঁহার রসুলের আদেশের বিরুদ্ধাচরণ করিয়াছিল, তজ্জন্য আমি উহা হইতে কঠিন হিসাবে হিসাব গ্রহণ করিয়াছিলাম এবং উহাকে নিকৃষ্টতর শাস্তিতে শাস্তি প্রদান করিয়াছিলাম। ৯। অতঃপর উহা স্বীয় কৃতকর্ম্মের পরিণাম আস্বাদন করিয়াছিল এবং উহার কার্য্যের পরিণাম অনিষ্টকর হইয়াছিল। ১০। আল্লাহ তাহাদের জন্য কঠোর শাস্তি প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছেন; অতএব হে বিশ্বাস-স্থাপনকারী জ্ঞানবান, তোমরা আল্লাহকে ভয় কর; নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের প্রতি সদুপদেশ অবতীর্ণ

এস্থলে পরিত্যক্তা স্ত্রীর ব্যক্তিগত অবস্থা বা সামাজিক মর্য্যাদার প্রতি লক্ষ্য করিতে চাহিলে তাহা গ্রাহ্য হইবে না। এইরূপ স্বামী যদি অভাবগ্রস্থ ও দরিদ্র হয়, তবে তাহাকে সেই ভাবেই পরিত্যক্তা স্ত্রীর বাসস্থান ও ভরণ-পোষণের ব্যবস্থা করিতে হইবে। স্ত্রীর অবস্থা বা মান-মর্য্যাদা এখানেও গ্রাহ্য হইবে না। পরিত্যক্তা স্ত্রীর সন্তান হইলে তাহার স্তন্যদান বা প্রতিপালন সম্বন্ধে ঐ ব্যবস্থা। স্বামীর অবস্থা অনুসারেই সে আবশ্যকীয় ব্যয় নির্ব্বাহ করিতে বাধ্য হইবে।

এই সকল বিধি-নিষেধের দ্বারা করুণাময় আল্লাহতালা একান্ত অপরিহার্য্য স্থলে তালাক বা স্ত্রী-ত্যাগ প্রথা প্রবর্ত্তন করিয়াও উহা কিরূপ বিচক্ষণতার সহিত নিয়ন্ত্রিত করিয়াছেন এবং কাম-কলুষিত স্বেচ্ছাচার-মূলক অবাধ তালাকের পথ কিরূপ ভাবে রুদ্ধ করিয়া দিয়াছেন, তাহা চিন্তা করিলে স্বেচ্ছাচারী মানবের প্রতি ঐশী করুণার অনন্ত মহিমা উপলব্ধি করিয়া ভক্তি ও বিস্ময়ে সত্যই অভিভূত হইতে হয়।

৮—১১। এই কয়েকটি আয়তে আল্লাহতালা মানব জাতিকে সতর্ক করিয়া বলিতেছেন যে, হে মানব জাতি, আমার প্রিয়তম রসুল তোমাদিগকে অন্ধকার হইতে আলোকে এবং অধর্ম্ম হইতে ধর্ম্মের

١١- رَسُوْلًا يَّتْلُوْا عَلَيْكُمْ اٰيٰتِ اللّٰهِ
مُبَيِّنٰتٍ لِّيُخْرِجَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا
وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ مِنَ الظُّلُمٰتِ
اِلَى النُّوْرِ ؕ وَمَنْ يُّؤْمِنْۢ بِاللّٰهِ
وَيَعْمَلْ صَالِحًا يُّدْخِلْهُ جَنّٰتٍ
تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ
فِيْهَآ اَبَدًا ؕ قَدْ اَحْسَنَ اللّٰهُ لَهٗ رِزْقًا ۝
١٢- اَللّٰهُ الَّذِيْ خَلَقَ سَبْعَ سَمٰوٰتٍ
وَّمِنَ الْاَرْضِ مِثْلَهُنَّ ؕ يَتَنَزَّلُ
الْاَمْرُ بَيْنَهُنَّ لِتَعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ عَلٰى
كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ۙ وَّاَنَّ اللّٰهَ
قَدْ اَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا ۝

করিয়াছেন। ১১। রসুল তোমাদের সমক্ষে আল্লার সেই সুবিস্তৃত নিদর্শনাবলী পাঠ করিতেছেন, যেন সে বিশ্বাস-স্থাপনকারী ও সৎকর্ম্মীদিগকে অন্ধকার হইতে আলোকের দিকে বহির্গত করে; এবং যাহারা আল্লার প্রতি বিশ্বাস-স্থাপন করিয়াছে ও সৎকার্য্য করে, তিনি তাহাদিগকে স্বর্গোদ্যানে প্রবিষ্ট করিবেন যাহার নিম্নে স্রোতস্বিনী-সমূহ প্রবাহিতা, তন্মধ্যেই তাহারা চিরকাল অবস্থান করিবে; নিশ্চয় আল্লাহ তাহাকে উত্তম উপজীবিকা দান করিয়াছেন। ১২। তিনিই আল্লাহ—যিনি সপ্ত আকাশ সৃষ্টি করিয়াছেন এবং তদনুরূপ পৃথিবীকেও; এবং তিনি উহাদের মধ্যে স্বীয় আদেশ অবতীর্ণ করেন—যেন তোমরা অবগত হও যে, নিশ্চয় আল্লাহ সর্ব্ব-বিষয়োপরি শক্তিমান; নিশ্চয়ই আল্লাহ স্বীয় জ্ঞান দ্বারা সমস্ত বিষয় পরিবেষ্টন করিয়া রাখিয়াছেন।

পথে লইয়া যাইবার জন্যই তোমাদের সমক্ষে আমার বাণী পাঠ করিতেছে। তোমরা তৎপ্রতি বিশ্বাস স্থাপন করিয়া সদাচার ও সৎকর্ম্মে জীবন অতিবাহিত করিতে চেষ্টা কর। তাহা হইলে পরলোকে তোমরা চিরকাল চিরস্থায়ী স্বর্গোদ্যানে অবস্থান করিয়া উহার অফুরন্ত সুখ-সম্পদ ভোগ করিতে পারিবে।

১২। অবশেষে আল্লাহতালা মানব জাতিকে স্মরণ করাইয়া দিতেছেন যে, তিনিই স্বীয় শক্তি ও মহিমা বলে সপ্ত আকাশ; পৃথিবী ও অন্যান্য গ্রহ-উপগ্রহ সমূহ সৃষ্টি করিয়াছেন। তোমাদের কল্যাণের জন্যই তিনি তাঁহার পবিত্র বাণী স্বরূপ আদেশ-নিষেধ সমূহ অবতীর্ণ করিয়া তোমাদিগকে সত্যধর্ম্ম ও সুপথ প্রদর্শন করিয়াছেন। তিনি সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্বশক্তিমান। সমগ্র বিশ্বজগতে তাঁহার অজ্ঞাত কিছুই নাই। তাঁহার অনন্ত জ্ঞান, অসীম শক্তি ও অলৌকিক মহিমা বিজ্ঞাপিত করিবার জন্যই তিনি তাঁহার পবিত্র বাণী সহ তাঁহার প্রিয়তম রসুলকে তোমাদের মধ্যে প্রেরণ করিয়াছেন। অতএব তোমরা তাঁহার অবাধ্য হইয়া কখনই নিজেদের অকল্যাণ ডাকিয়া আনিও না। এই অনুপম উপদেশ সহ আলোচ্য সুরা শেষ করা হইয়াছে।

———

মদিনায় অবতীর্ণ | ৬৬। সুরা তহরিমা—التحريم | ১২ আয়ত

১ম রুকু—হজরত রসুলোল্লার পারিবারিক প্রসঙ্গ

সর্ব্বপ্রদাতা করুণাময় আল্লার নামে

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

১। হে নবী, আল্লাহ তোমার জন্য যাহা বৈধ করিয়াছেন, তুমি তাহা কেন অবৈধ করিতেছ? তুমি স্বীয় পত্নীগণের

١- يٰٓاَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَآ اَحَلَّ اللّٰهُ لَكَ ۚ تَبْتَغِيْ مَرْضَاتَ

তহরিম—অবৈধ-করণ অথবা নিষিদ্ধ-করণ। হজরত রসুলোল্লাহ (সঃ) কোন বৈধ বিষয় নিজের জন্য শপথ করিয়া অবৈধ করার জন্য করুণাময় আল্লাহতালা তৎপ্রতি যে আদেশ অবতীর্ণ করিয়াছিলেন, সেই আদেশ অনুযায়ী অত্র সুরার প্রথম আয়তের 'লেমা' তোহারে‌র্মো' শব্দ হইতেই এই সুরার নামকরণ করা হইয়াছে।—১ম আয়তের তফ্‌সীর দ্রষ্টব্য।

শানে-নজুল—এই সুরার 'শানে-নজুল' সম্বন্ধে মোহাদ্দেস ও তফ্‌সীরকারগণ একাধিক বর্ণনা ও বিভিন্ন রূপ মতামত প্রদান করিয়াছেন। কেহ কেহ বর্ণনা করিয়াছেন যে একদা হজরত রসুলোল্লাহ তাঁহার অন্যতমা পত্নী—ওমর-নন্দিনী হাফসার অনুপস্থিত কালে তদীয় গৃহে তাঁহার মিসরীয় কপ্‌তিক পত্নী মরিয়মের সহিত একত্রে অবস্থান কালে হাফসা অকস্মাৎ তথায় উপস্থিত হইয়া উভয়কে একত্রে অবস্থিত দেখিয়া অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হন। হজরত রসুলোল্লাহ তখন হাফসাকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য শপথ করিয়া প্রতিজ্ঞা করেন যে, তিনি আর কখনও মরিয়মের সহিত সম্মিলিত হইবেন না। কিন্তু মরিয়ম হজরত রসুলোল্লার বৈধ পত্নী ও 'পুত্রের জননী ছিলেন। মরিয়মের গর্ভেই হজরত রসুলোল্লার অন্যতম পুত্র এবরাহিম জন্মগ্রহণ করিয়া শৈশবেই কালগ্রাসে পতিত হইয়াছিলেন। কাজেই নিরপরাধ মরিয়ম সম্বন্ধে হজরত রসুলোল্লার ঐ শপথ আল্লাহতালার মনোনীত না হওয়ায় উক্ত শপথ ভঙ্গ করিবার জন্যই এই সুরা অবতীর্ণ হইয়াছিল। সেল, রডওয়েল ও নলডেক প্রমুখ খৃষ্টান সমালোচকগণ এই ঘটনা অবলম্বন করিয়া হজরত রসুলোল্লার নির্ম্মল পবিত্র চরিত্রে অন্যায় অসংযমের দোষারোপ করিতে বহু ব্যর্থ চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু বোখারী ও মোস্‌লেম প্রমুখ প্রসিদ্ধ মোহাদ্দেসগণের কেহই এই বর্ণনা সমর্থন করেন নাই এবং অভিজ্ঞ তফসিরকারগণও এই অযৌক্তিক বিক্ষিপ্ত বর্ণনার কোন ভিত্তি বা সারবত্তা খুঁজিয়া পান নাই। বরং তাঁহারা স্পষ্টতর ভাষায় এই কাহিনীর অযৌক্তিকতা ও অসারতা প্রমাণ করিয়া দিয়াছেন। কারণ হজরত রসুলোল্লার ন্যায় একজন মহান চরিত্র মহাপুরুষের পক্ষে এক পত্নীর সন্তুষ্টি সাধনের জন্য 'পুত্রের জননী' পদাভিষিক্তা অন্য পত্নীর সম্বন্ধে এইরূপ অবিচার ও অন্যায় শপথ করা কখনই সম্ভবপর নহে।

পক্ষান্তরে বোখারী ও মোস্‌লেম প্রমুখ জগদ্বিখ্যাত মোহাদ্দেসগণ বর্ণনা করিয়াছেন যে, হজরত রসুলোল্লাহ (সঃ) স্বাস্থ্যের উন্নতির জন্যই হউক অথবা অন্য কোন কারণেই হউক মধু ও মধুর শরবৎ পান করিতে অত্যন্ত ভাল বাসিতেন এবং এজন্য তিনি প্রত্যহ প্রভাতে তাঁহার অন্যতমা পত্নী জোহাশ-নন্দিনী জয়নবের গৃহে উপস্থিত হইয়া মধুর শরবৎ পান করিতেন এবং কিছুক্ষণ তথায় অবস্থান করিয়া তাঁহার সহিত কথাবার্ত্তা বলিতেন। কিন্তু হজরত রসুলোল্লার প্রিয়তমা পত্নী—আবুবকর-নন্দিনী আয়শা ও অন্যতমা পত্নী ওমর-নন্দিনী হাফসার ইহা সহ্য হইত না। তাই তাঁহারা উভয়ে পরামর্শ

[১ম আয়তের তফ্‌সীর পরপৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য]

সন্তুষ্টি অনুসন্ধান করিতেছ। এবং আল্লাহ ক্ষমাশীল করুণাময়। ২। নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের জন্য তোমাদের ঐ শপথ-সমূহ

أَزْوَاجِكَ ط وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ۝
٢- قَدْ فَرَضَ اللّٰهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ

করিয়া একদা হজরত রসুলোল্লাকে বলিলেন যে, আপনার মুখে দুর্গন্ধ অনুভূত হইতেছে এবং সম্ভবতঃ মধুর শরবৎ পান করার জন্যই এই দুর্গন্ধ পাওয়া যাইতেছে। হজরত রসুলোল্লাহ দুর্গন্ধকে অত্যন্ত অপছন্দ করিতেন—সেই কারণেই হউক অথবা প্রিয়তমা পত্নীদ্বয়কে সন্তুষ্ট করিবার জন্যই হউক, তিনি ভবিষ্যতে আর কখনও মধু বা মধুর সরবৎ পান করিবেন না বলিয়া শপথ করায়—সেই শপথ আল্লাহতালার মনোনীত না হওয়ার জন্যই এই সুরা অবতীর্ণ হইয়াছিল। অভিজ্ঞ তফ্‌সীরকারগণের অধিকাংশই এই বর্ণনাকে আলোচ্য সুরার সঠিক 'শানে-নজুল' বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন।

আধুনিক তফ্‌সীরকারগণের কেহ কেহ উপরোক্ত বর্ণনার সত্যতা স্বীকার করিয়াও বলেন যে, এই সুরার সহিত উপরোক্ত বর্ণনার সম্পূর্ণ সামঞ্জস্য থাকিলেও প্রকৃতপক্ষে স্বীয় পত্নীগণের সহিত হজরত রসুলোল্লার সহিত সম্পর্ক বর্জ্জন সম্পর্কেই আলোচ্য সুরা অবতীর্ণ হইয়াছিল। হজরত রসুলোল্লাহ একদা কোন কারণে শপথ করিয়া এক মাসের জন্য স্বীয় পত্নীগণের সহিত সম্পর্ক বর্জ্জন করেন। ইহা সম্পূর্ণ ঐতিহাসিক ঘটনা এবং পবিত্র কোরান শরিফেও উহার উল্লেখ রহিয়াছে। ঐ ঘটনা উপলক্ষ্য করিয়া 'তালাক' বা স্ত্রী-বর্জ্জনের পর 'তহরিমা' বা অবৈধ করণ সুরা সন্নিবিষ্ট হওয়ায় কেহ কেহ এরূপ অনুমানও করিয়াছেন যে, বিশেষ বিশেষ কারণে স্ত্রী-ত্যাগ বৈধ হইলেও এতদ্দ্বারা সাময়িক ভাবে স্ত্রী-বর্জ্জন অবৈধ বা নিষিদ্ধ বলিয়া নির্দ্দেশিত হইয়াছে। কিন্তু এই সকল যুক্তির মূল যতই সুদৃঢ় হউক না কেন, আমাদের মনে হয়, বর্ণিত ঘটনার সহিত আলোচ্য সুরার ভাব, ভাষা ও প্রেরণার সামঞ্জস্য অতি অল্পই পরিদৃষ্ট হইবে। আলোচ্য সুরার প্রকৃত মর্ম্ম ও সঠিক প্রেরণা এই যে, সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্বশক্তিমান আল্লাহতালা মানবের জন্য যাহা বৈধ করিয়াছেন, কাহারও সন্তুষ্টি বা অসন্তুষ্টির জন্য তাঁহার প্রিয় নবী ও তদীয় অনুগামীগণের পক্ষে তাহা অবৈধ করা কখনই সিদ্ধ বা সঙ্গত নহে।

১। এই আয়ত অবতারণের কারণ অত্র সুরার প্রথমেই ইহার 'শানে নজুলে' বর্ণিত হইয়াছে। ফলতঃ মরিয়মের ঘটনা, মধুর শরবৎ পান অথবা হজরত রসুলোল্লাহ কর্ত্তৃক সাময়িক ভাবে পত্নীগণের সহিত সম্পর্ক বর্জ্জন প্রভৃতি যে কারণেই অত্র সুরা অবতীর্ণ হউক না কেন, হজরত রসুলোল্লাহ তাঁহার কোন কোন পত্নীর সন্তুষ্টি সাধনের জন্য শপথ করিয়া কোন বৈধ বিষয় অবৈধ অথবা পরিত্যাগ করার জন্যই যে আলোচ্য আয়ত অবতীর্ণ হইয়াছিল, তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই। আয়তের মর্ম্ম এই যে, হে নবী, আল্লাহতালা তোমার জন্য যাহা 'হালাল' বা বৈধ করিয়া দিয়াছেন, কোন পত্নীর সন্তুষ্টি অসন্তুষ্টির জন্য তাহা পরিত্যাগ করা তোমার পক্ষে কখনই সঙ্গত নহে। অতএব তুমি ঐরূপ কার্য্য হইতে বিরত হও; ইহাতে কোন দোষ-ক্রটি হইলে ক্ষমাশীল ও করুণাময় আল্লাহতালা স্বীয় অনুগ্রহে তাহা অবশ্যই ক্ষমা করিবেন।

আলোচ্য আয়তের নির্দ্দেশ অনুসারে মুসলমানগণের পক্ষে কোন বৈধ বিষয় নিজের জন্য অবৈধ করিয়া লওয়া অথবা ঐ সম্বন্ধে শপথ করা কখনই সঙ্গত নহে। এই সকল কারণেই সন্ন্যাস-ধর্ম্ম ইস্‌লামে নিষিদ্ধ হইয়াছে এবং বিভিন্নরূপ সুফী মতবাদের সহিতও সত্যিকার ইস্‌লামের বহু বিরোধ পরিদৃষ্ট হয়। সন্ন্যাসী ও সুফীদিগের অনেকে বিবাহ করা ও স্ত্রী-সংসর্গে অবৈধ ও অসঙ্গত মনে করে। তাহাদের অনেকে মৎস্য, মাংস ভক্ষণ করে না এবং অনেকে সর্ব্বপ্রকার হালাল সুখাদ্য পরিত্যাগ করিয়া শুধু দুগ্ধ, মদ্য অথবা শাক-শব্জী ও ঘাস-পাতা খাইয়া জীবন ধারণ করে। কেহ কেহ সর্ব্বপ্রকার সুন্দর ও সুরুচিসম্মত বৈধ পোষাক-পরিচ্ছদ পরিত্যাগ করিয়া বিশিষ্ট বর্ণের আলখাল্লা, কম্বল, কন্থা অথবা লেংটি পরিয়া বেড়ায় এবং কেহ কেহ লালকোর্ত্তা, গৈরিক বস্ত্র অথবা 'খদ্দর' পরিয়া নিজের সুফিয়ানা, বৈরাগ্য ও স্বদেশ-হিতৈষণা জাহির করে। বলা বাহুল্য, পবিত্রতম স্বর্গীয় ইস্‌লামের নির্দ্দেশ অনুযায়ী

[২য় আয়তের তফ্‌সীর পরপৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য]

বিমোচন অবশ্য-কর্ত্তব্য করিয়াছেন;
এবং আল্লা-ই তোমাদের অভিভাবক;
এবং তিনি মহাজ্ঞানী বিজ্ঞানময়।
৩। এবং যখন নবী স্বীয় পত্নীগণের
কাহারও নিকট সংগোপনে কোন কথা
বলিয়াছিল, তৎপরে যখন সে উহা
ব্যক্ত করিয়াছিল এবং আল্লাহ উহা
তাহার নিকট প্রকাশ করিয়া দিয়া-
ছিলেন—সে উহার কিয়দংশ পরিজ্ঞাপন
করিয়াছিল এবং কিয়দংশ হইতে
প্রতিনিবৃত্ত হইয়াছিল; অনন্তর যখন

أَيْمَانِكُمْ ج وَاللّٰهُ مَوْلٰىكُمْ ج وَهُوَ
الْعَلِيْمُ الْحَكِيْمُ ۝ ٣- وَاِذْ اَسَرَّ
النَّبِيُّ اِلٰى بَعْضِ اَزْوَاجِهٖ حَدِيْثًا ج
فَلَمَّا نَبَّاَتْ بِهٖ وَاَظْهَرَهُ اللّٰهُ عَلَيْهِ
عَرَّفَ بَعْضَهٗ وَاَعْرَضَ عَنْ بَعْضٍ ج

উপরোক্ত আদর্শ ও উহার অনুরূপ কার্য্যকলাপ সমস্তই অবৈধ ও নিষিদ্ধ বলিয়া ঘোষিত হইয়াছে। অবশ্য
নিজের নিজের সুখ-সুবিধা অথবা রোগ-ব্যধি ও স্বাস্থ্যের জন্য কেহ কেহ বৈধ বিষয় বর্জ্জন অথবা
সাময়িকভাবে পরিত্যাগ করিলে তাহাতে কোন দোষ বা অপরাধ হইবে না।

২। অনন্তর আল্লাহতালা বলিতেছেন যে, হে আমার প্রিয়তম রসুল, তুমি অথবা তোমার
অনুগামিগণের কেহ ঐরূপ বৈধ বিষয় অবৈধ করিয়া অথবা অন্যরূপ অন্যায় শপথ করিলে তোমাদের
অভিভাবক ও প্রতিপালক মহাজ্ঞানী বিজ্ঞানময় আল্লাহতালা সেই শপথ ভঙ্গ করা তোমাদের জন্য
'ফরজ' বা অবশ্য কর্ত্তব্য করিয়া দিয়াছেন। কারণ ঐরূপ অন্যায় অথবা অসঙ্গত শপথ ভঙ্গ না করিলে
জগতে এবং বিশেষভাবে তোমাদের সামাজিক, পারিবারিক ও ধর্ম্ম-জীবনে বহু অনর্থ সাধিত হইবে।
অতএব ঐরূপ শপথ ভঙ্গ করিয়া উপযুক্ত 'কাফফারা' প্রদান বা শরিয়তের নির্দ্দেশ অনুযায়ী প্রায়শ্চিত্ত
করা তোমাদের অবশ্য কর্ত্তব্য।

বৈধ বিষয় অবৈধ করিয়া শপথ করিলে সেই শপথ ভঙ্গ করা অবশ্য কর্ত্তব্য হইবার কারণ এই যে,
ঐরূপ শপথ ভঙ্গ না করিলে মানবের পার্থিব জীবনে বহু অনর্থ সাধিত হইতে পারে। যদি হজরত
রসুলোল্লাহ সত্যসত্যই বৈধ-পত্নী মরিয়মের সহিত সম্পর্ক বর্জ্জনের শপথ করিয়া তাহা প্রতিপালন
করিতেন, তবে অনেকেই কারণে অকারণে স্বীয় স্ত্রীর সহিত সম্পর্ক বর্জ্জন করিয়া সারা জীবন তাহা
প্রতিপালন করিতে বাধ্য হইত। যদি হজরত রসুলোল্লাহ মধু বা মধুর শরবৎ পান পরিত্যাগের শপথ
করিয়া সেই শপথ ভঙ্গ করিতে বাধ্য না হইতেন, তবে হয়ত মধু বা মধুর শরবৎ মুসলমানদের জন্য সম্পূর্ণ
হারাম হইয়া যাইত। আর যদি হজরত রসুলোল্লাহ কর্ত্তৃক সাময়িকভাবে পত্নীগণের সহিত সম্পর্ক
বর্জ্জন সম্পর্কে এই আয়ত অবতীর্ণ হইয়া থাকে, তাহা হইলে স্বীকার করিতে হইবে যে, ইহা না
হইলে হয়ত লোকে কথায় কথায় স্ত্রীর সহিত সাময়িকভাবে সম্পর্ক বর্জ্জন করিয়া সংসার-জীবনে ঘোর
অশান্তি ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করিত। তাই মহাজ্ঞানী করুণাময় আল্লাহতালা ঐরূপ অন্যায় ও অসঙ্গত
শপথ ভঙ্গ করা মানবের জন্য অবশ্য কর্ত্তব্য করিয়া দিয়াছেন।

কোন বৈধ বিষয় অবৈধ বলিয়া শপথ করিলে শরিয়তের পরিভাষায় তাহাকে 'ইয়ামিন' বলে।
উহা ভঙ্গ করিয়া প্রায়শ্চিত্ত করা অবশ্য কর্ত্তব্য। ঐরূপ 'ইয়ামিন' বা শপথ ভঙ্গের প্রায়শ্চিত্ত—সমর্থ
হইলে একটি দাস মুক্ত করা কিম্বা দশজন ভিক্ষুককে নামাজ পড়িবার উপযোগী বস্ত্র দান অথবা পূর্ণ
আহার্য প্রদান করা এবং অসমর্থের পক্ষে তিনটি রোজা রাখা।

৩—৪। এই দুইটি আয়তের মর্ম্ম এই যে, হজরত রসুলোল্লাহ তাঁহার পবিত্রা পত্নীগণের মধ্যে
কাহারও নিকট সংগোপনে কোন কথা বলিয়াছিলেন এবং সম্ভবতঃ তাঁহাকে তদীয় অন্য পত্নীগণের
নিকট ঐ কথা বলিতে নিষেধ করিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি হজরত রসুলোল্লার নিষেধ অমান্য করিয়া
তাঁহার অন্য কোন পত্নীর নিকট সেই কথা প্রকাশ করিয়া দিয়াছিলেন। সর্ব্বজ্ঞ আল্লাহতালা হজরত

فَلَمَّا نَبَّأَهَا بِهٖ قَالَتْ مَنْ أَنْبَأَكَ
هٰذَا ۖ قَالَ نَبَّأَنِيَ الْعَلِيْمُ الْخَبِيْرُ ○
٤ إِنْ تَتُوْبَا إِلَى اللّٰهِ فَقَدْ صَغَتْ
قُلُوْبُكُمَا ۚ وَإِنْ تَظٰهَرَا عَلَيْهِ فَإِنَّ
اللّٰهَ هُوَ مَوْلٰىهُ وَجِبْرِيْلُ وَصَالِحُ
الْمُؤْمِنِيْنَ ۚ وَالْمَلٰٓئِكَةُ بَعْدَ ذٰلِكَ

সে ঐ স্ত্রীকে উক্ত সংবাদ প্রদান করিল, তখন সে বলিয়াছিল—কে তোমাকে ইহা জ্ঞাপন করিয়াছে? সে বলিয়াছিল—সেই অভিজ্ঞ মহাজ্ঞানীই আমাকে পরিজ্ঞাপন করিয়াছেন।
৪। এখন যদি তোমরা উভয়ে আল্লার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর—যেহেতু নিশ্চয় তোমাদের অন্তর সমূহ বক্র হইয়া গিয়াছে; এবং যদি তোমরা উভয়ে তাহার উপর বাড়াবাড়ি কর, তবে নিশ্চয় আল্লাহ ও জিবরীল ও সৎকর্ম্মশীল বিশ্বাসিগণ তাহার বন্ধু; এবং ইহার পরে ফেরেশ্তাগণ তাহার সাহায্যকারী

রসুলোল্লাকে ঐ সংবাদ প্রদান করিলে তিনি উহার কোন অংশ প্রকাশ করিয়া এবং কোন অংশ গোপন রাখিয়া যখন উক্ত স্ত্রীর নিকট ঐ বিষয় প্রকাশ করিলেন, তখন তিনি বিস্মিতা হইয়া হজরত রসুলোল্লাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—কে আপনাকে ইহা জ্ঞাপন করিয়াছে? তখন হজরত রসুলোল্লাহ উত্তর করিয়াছিলেন—সেই সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্বজ্ঞানী আল্লাহতালাই আমাকে ইহা জ্ঞাপন করিয়াছেন। অনন্তর আল্লাহতালা হজরত রসুলোল্লার উপরোক্ত পত্নীদ্বয়কে সতর্ক করিয়া দিয়া বলিতেছেন যে, আমার রসুলের নিষেধ অমান্য করিয়া তাঁহার গোপন কথা প্রকাশ পূর্ব্বক তোমরা যে অপরাধ করিয়াছ, তজ্জন্য তোমরা উভয়ে আমার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর। নিশ্চয় এ সম্বন্ধে তোমাদের অন্তরে মলিনতা অর্থাৎ বিদ্বেষ বা বিরুদ্ধভাব সঞ্চারিত হইয়াছিল। অতএব যদি তোমরা সে প্রার্থনা করিয়া সংযত ও সংশোধিত না হও, তাহা হইলেও তোমরা আমার রসুলের কোনই অনিষ্ট করিতে পারিবে না। কারণ আমি, আমার প্রেরিত জিবরীল ও বিশ্বাসী মুসলমানগণ তাঁহার হিতৈষী বন্ধুরূপে বিদ্যমান রহিয়াছি এবং আমার ফেরেশতাগণ সর্ব্বদাই তাঁহাকে সাহায্য করিতে নিযুক্ত থাকিবে। সুতরাং তোমাদের গোপন পরামর্শে তাঁহার কোনই অনিষ্ট হইবে না।

হজরত রসুলোল্লাহ তাঁহার কোন পত্নীর নিকট সংগোপনে কি কথা বলিয়াছিলেন এবং তাঁহার পত্নীগণের মধ্যে কে কাহার নিকট ঐ কথা প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহা সঠিক নির্ণয় করা সুকঠিন। কারণ আল্লাহতালা অথবা তাঁহার প্রিয়তম রসুল এ সম্বন্ধে কোনই স্পষ্ট বিবৃতি প্রদান করেন নাই। তবে তফ্সীরকারগণের অনেকে নির্দ্দেশ করিয়াছেন যে, সম্ভবতঃ হজরত রসুলোল্লার প্রিয় পত্নী আয়েশা এবং অন্যতম পত্নী হাফসা সম্বন্ধেই আলোচ্য আয়তদ্বয় অবতীর্ণ হইয়াছিল। হজরত রসুলোল্লাহ মরিয়মের সহিত সম্পর্ক বর্জ্জন সম্পর্কে হাফসার নিকট যে কথা বলিয়াছিলেন, সম্ভবতঃ হাফসা তাহা আয়শার নিকট প্রকাশ করিয়াছিলেন অথবা জয়নবের গৃহে মধুর শরবত পান করা সম্পর্কে আয়শা ও হাফসার সহিত হজরত রসুলোল্লার যে কথাবার্ত্তা হইয়াছিল, জয়নবের প্রতি বিদ্বেষ বশে সম্ভবতঃ তাঁহারা উভয়ে ঐ সম্বন্ধে একটা আলোচনা ও পরামর্শ করিয়াছিলেন। কেহ কেহ ঐ গোপন প্রসঙ্গকে হজরত আবুবকর ও ওমরের খেলাফত প্রাপ্তির ভবিষ্যদ্বাণী বলিয়াও নির্দ্দেশ করিয়াছেন। আবার কেহ কেহ ইহাকে স্বামী-স্ত্রীর সংগোপন আলাপ বলিয়াও অনুমান করিয়াছেন। কারণ স্বামী হয়ত এক সময়ে এক স্ত্রীকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য তাহার রূপ-গুণ গরিমা সম্বন্ধে এমন সব কথা বলেন, যাহা অন্য স্ত্রীর নিকট প্রকাশিত হওয়া কখনই বাঞ্ছনীয় মনে করেন না। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে হজরত রসুলোল্লার কোন কথা এবং তাঁহার পত্নীগণের মধ্যে কাহার সম্পর্কে এই প্রসঙ্গের অবতারণা হইয়াছে, পবিত্র কোরান ও হাদিসে তাহার কোনই স্পষ্টতর বিবৃতি নাই।

ظَهِيرٌ ۝٤ عَسَىٰ رَبُّهُ إِنْ
طَلَّقَكُنَّ أَنْ يُبْدِلَهُ أَزْوَاجًا خَيْرًا
مِنْكُنَّ مُسْلِمَاتٍ مُؤْمِنَاتٍ قَانِتَاتٍ
تَائِبَاتٍ عَابِدَاتٍ سَائِحَاتٍ ثَيِّبَاتٍ

হইবে। ৫। যদি সে তোমাদিগকে পরিত্যাগ করে, তবে অচিরেই তাহার প্রতিপালক তাকে তোমাদের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতমা সহধর্ম্মিনী সমূহ পরিবর্ত্তন করিয়া দিবেন—যাহারা আত্মসমর্পিতা, বিশ্বাসিনী, অনুগতা, ক্ষমাপ্রার্থিনী, উপাসিকা, উপবাসকারিনী বিধবা ও

৫। হজরত রসুলোল্লার কোন গোপন কথা প্রকাশ এবং সাধারণ নারীদিগের ন্যায় সপত্নী বিদ্বেষের ক্ষীণ রেখা অন্তরে পোষণ করার জন্য মহান্ আল্লাহতালা হজরত রসুলোল্লার পবিত্রা পত্নীদিগকে সতর্ক করিয়া বলিতেছেন যে, হে নবী-পত্নীগণ, যদি আমার প্রিয়তম রসুল এই অপরাধে অথবা অন্য কোন কারণে অসন্তুষ্ট ও বিরক্ত হইয়া তোমাদিগকে পরিত্যাগ করেন, তবে আমি অবশ্যই আমার প্রিয়তম রসুলকে তোমাদের পরিবর্ত্তে তোমাদের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতমা পত্নী সমূহ প্রদান করিব এবং তাহারা সকলেই আত্মসমর্পণ, সত্য-বিশ্বাস, আনুগত্য, ক্ষমা-প্রার্থনা, উপাসনা ও উপবাস প্রভৃতি ধর্ম্মকর্ম্ম ও সদ্গুণে সুশোভিতা হইবে এবং তাহাদের মধ্যেও তোমাদের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতমা বিধবা ও সৌন্দর্য্যময়ী কুমারী সমূহ বিদ্যমান থাকিবে।

হজরত রসুলোল্লার পবিত্রতমা পত্নীগণ জগতের নারিকুলের মধ্যে ধর্ম্ম-কর্ম্ম ও চরিত্র-মাধুর্য্যে শ্রেষ্ঠতমা ও শীর্ষস্থানীয়া এবং নারীজনোচিত সর্ব্বপ্রকার সদ্গুণের আদর্শ ও আধার স্বরূপিণী ছিলেন। হজরত রসুলোল্লার অনাবিল সুপবিত্র সংসর্গ গুণেই তাঁহারা এই অনুপম গুণ-গরিমার অধিকারিণী হইয়াছিলেন। তাই আল্লাহতালা নারী-চরিত্রের স্বাভাবিক দুর্ব্বলতার সামান্য ত্রুটির জন্য তাঁহাদিগকে সতর্ক করিয়া দিয়া বলিতেছেন যে, যদি আমার রসুল কোন কারণে তোমাদিগকে পরিত্যাগ করে, তবে তোমাদের এই নবী-পত্নীত্বের গৌরব সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হইয়া যাইবে এবং তোমাদের পরিবর্ত্তে যাহারা আমার রসুলের পত্নীত্ব লাভের সৌভাগ্য ও গৌরব অর্জ্জন করিবে, সেই সকল ভাগ্যবতী কুমারী ও গুণবতী বিধবাই ঐ সকল সদ্গুণ ও গৌরব-গরিমার পূর্ণ অধিকারিণী হইবে।

হজরত রসুলোল্লার পত্নীগণের মধ্যে যে আলোচ্য আয়তের বর্ণিত সদ্গুণাবলী পূর্ণরূপে বিদ্যমান ছিল, তাহার স্পষ্টতর নিদর্শন এই যে, হজরত রসুলোল্লাহ পত্নী-পরিত্যাগ ও অন্য পত্নী পরিগ্রহণের পূর্ণ অধিকার পাইয়াও সেই সুযোগে তাঁহার কোন পত্নীকেই পরিত্যাগ করেন নাই এবং তাঁহার পত্নীগণ আল্লাহ-রসুল কর্ত্তৃক অনুরূপ অধিকার প্রাপ্ত হইয়াও তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া যাইতে সম্মত হন নাই। (কোঃ ৩১—৫১)। ফলতঃ হজরত রসুলোল্লাহ শুধু ভোগ-বিলাসের জন্য একাধিক মহিলার পানিগ্রহণ করেন নাই। তাঁহার সমগ্র যৌবনকাল একমাত্র বর্ষিয়সী পত্নীর সংসর্গে অতিবাহিত হইয়াছিল। পরিণত বয়সে পবিত্র ইস্লামের অনুপম পারিবারিক আদর্শ প্রচারের জন্যই তিনি কতিপয় মহিয়সী মহিলাকে স্বীয় পত্নীতে পরিগ্রহণ করিয়াছিলেন। হজরত রসুলোল্লাহ জগতের মধ্যে নারী জাতির সর্ব্বপ্রথম ও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হিতৈষী বন্ধু ছিলেন। তিনিই সর্ব্বপ্রথম নারী জাতিকে অধঃপতনের নিম্নতম স্তর হইতে টানিয়া তুলিয়া তাহাদের অত্যাচারী, স্বেচ্ছাচারী ও স্বার্থপর 'পতি বা প্রভুর' সমপর্য্যায়ে উন্নীত করিয়াছিলেন। তিনি নারী জাতির কত বড় দরদী ও কিরূপ হিতৈষী বন্ধু ছিলেন, নিম্নোক্ত বর্ণনা হইতেই তাহার স্পষ্টতর পরিচয় পাওয়া যাইবে। হজরত রসুলোল্লাহ বলিয়াছেন, "তোমাদের মধ্যে যে নিজ স্ত্রীর সহিত সদয় ব্যবহার করে, সেই তোমাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ এবং আমি স্বীয় স্ত্রীগণের প্রতি তোমাদের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা সদয় ও স্নেহশীল।"

কুমারী সমূহ হইবে। ৬। হে বিশ্বাসস্থাপনকারিগণ, তোমরা নিজদিগকে ও তোমাদের পরিজনদিগকে নরকাগ্নি হইতে রক্ষা কর—যাহার ইন্ধন মানবকুল ও প্রস্তরপুঞ্জ—তদুপরি নির্ম্মম ও কঠোর ফেরেশ্‌তাগণ নিযুক্ত রহিয়াছে; আল্লাহ তাহাদিগকে যাহা আদেশ করিবেন—তাহারা তাহা অবহেলা করিবে না, এবং যাহা আদেশ করা হয়, তাহারা তাহাই করিয়া থাকে। ৭। হে অবিশ্বাসকারিগণ, আজ তোমরা কোন আপত্তি করিও না; তোমরা যাহা করিয়াছিলে, তদ্ব্যতীত প্রতিদান প্রাপ্ত হইবে না।

وَّاَبْكَارًا ۝ يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ
اٰمَنُوْا قُوْٓا اَنْفُسَكُمْ وَاَهْلِيْكُمْ نَارًا
وَّقُوْدُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا
مَلٰٓئِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَّا يَعْصُوْنَ اللّٰهَ
مَآ اَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُوْنَ مَا يُؤْمَرُوْنَ ۝
٧- يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَا تَعْتَذِرُوا
الْيَوْمَ ط اِنَّمَا تُجْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ
تَعْمَلُوْنَ ۝ ع

২য় রুকু—বিশ্বাসীবৃন্দের সফলতার সুসংবাদ

৮। হে বিশ্বাসস্থাপনকারিগণ, তোমরা আল্লার নিকট অকপট প্রত্যাবর্ত্তনে ক্ষমা-প্রার্থনা কর; অচিরেই তোমাদের প্রতিপালক তোমাদিগ হইতে তোমাদের অপকৃষ্টতা বিলুপ্ত করিবেন এবং তোমাদিগকে স্বর্গোদ্যানে প্রবিষ্ট করিবেন—যাহার নিম্নে স্রোতস্বিনীসমূহ প্রবাহিতা; সেদিন আল্লাহ

٨- يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا تُوْبُوْٓا اِلَى
اللّٰهِ تَوْبَةً نَّصُوْحًا ط عَسٰى رَبُّكُمْ
اَنْ يُّكَفِّرَ عَنْكُمْ سَيِّاٰتِكُمْ وَيُدْخِلَكُمْ
جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ ۙ

৬—৭। হজরত রসুলোল্লার পবিত্রা পত্নীগণকে সতর্ক করিবার পর আল্লাহতালা সমগ্র মানব জাতিকে এবং বিশেষ ভাবে বিশ্বাসী মুসলমানদিগকে সতর্ক করিয়া বলিতেছেন যে, আমার প্রিয়তম রসুলের একটি পারিবারিক ঘটনা উপলক্ষে তাঁহার পবিত্রা পত্নীগণকে যেরূপ ভাবে সতর্ক করা হইল, তাহা লক্ষ্য করিয়া তোমরা সকলেই সংযত ও সতর্ক হও এবং তোমরা নিজেদের সহিত নিজ নিজ পত্নী-পরিজনদিগকেও ইহলোকের অশান্তি এবং পরলোকের ভয়াবহ নরকাগ্নির শাস্তি হইতে রক্ষা কর।

৮। **তওবাতুন-নছুহা**—অকপট প্রত্যাবর্ত্তন; অপরাধ বা পাপ কার্য্য হইতে ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া মনে মুখে তাহা হইতে বিরত বা প্রতিনিবৃত্ত হওয়া।

আল্লাহতালা বিশ্বাসী মুসলমানদিগকে লক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন যে, যদি তোমরা কোন অপরাধ বা পাপ কার্য্য করিয়া থাক, তবে আমার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া উহা হইতে সম্পূর্ণ বিরত হও। তাহা হইলে আমি তোমাদের ঐ সকল অপরাধ বা অপকার্য্যের মলিনতা সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত করিয়া দিব এবং তাহার ফলে পরলোকের সেই অন্ধকারময় বিচার-দিবসে তোমাদের পুণ্য বা সৎকার্য্যের জ্যোতি সমূহ প্রকাশিত হইয়া তোমাদের সম্মুখে ও পার্শ্বে প্রধাবিত হইবে এবং সেই ঘোর অন্ধকারে পথপ্রদর্শন পূর্ব্বক তোমাদিগকে সুখ-শান্তিময় স্বর্গোদ্যানের দিকে লইয়া যাইবে।

নবীকে এবং তৎসহ বিশ্বাস-স্থাপন-
কারীদিগকে অবনমিত করিবেন না;
তাহাদের জ্যোতি তাহাদের সম্মুখে
ও তাহাদের দক্ষিণ পার্শ্বে প্রধাবিত
হইবে; তাহারা বলিবে—হে আমাদের
প্রতিপালক, আমাদের জন্য আমাদের
জ্যোতি পূর্ণ কর এবং আমাদিগকে
মার্জ্জনা কর; নিশ্চয় তুমি সর্ব্ব-
বিষয়োপরি শক্তিমান। ৯। হে নবী,
অবিশ্বাসী ও কপট-বিশ্বাসীদিগের সহিত
ধর্ম্মযুদ্ধ কর এবং তাহাদের প্রতি কঠোর
হও; এবং তাহাদের বাসস্থান নরক
এবং উহা নিকৃষ্টতর প্রত্যাবর্ত্তন-স্থল।
১০। আল্লাহ অবিশ্বাসকারীদিগের জন্য
নূহের পত্নী ও লুতের পত্নীকে দৃষ্টান্ত
প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন; তাহারা উভয়েই
আমার সৎকর্ম্মশীল সেবকগণের অন্তর্গত
দুইজন সেবকের অধীনে ছিল; কিন্তু
তাহারা উভয়েই তাহাদের অনিষ্ট

يَوْمَ لَا يُخْزِى اللّٰهُ النَّبِيَّ وَالَّذِيْنَ
اٰمَنُوْا مَعَهٗ ج نُوْرُهُمْ يَسْعٰى بَيْنَ
اَيْدِيْهِمْ وَبِاَيْمَانِهِمْ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَآ
اَتْمِمْ لَنَا نُوْرَنَا وَاغْفِرْ لَنَا ج اِنَّكَ عَلٰى
كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ۝ ٩- يٰٓاَيُّهَا
النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنٰفِقِيْنَ
وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ ط وَمَاْوٰىهُمْ جَهَنَّمُ ط
وَبِئْسَ الْمَصِيْرُ ۝ ١٠- ضَرَبَ
اللّٰهُ مَثَلًا لِّلَّذِيْنَ كَفَرُوا امْرَاَتَ نُوْحٍ
وَّامْرَاَتَ لُوْطٍ ط كَانَتَا تَحْتَ
عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِنَا صَالِحَيْنِ

৯। অতঃপর আল্লাহতালা এই পৃথিবী হইতে অধর্ম্ম ও অনাচার দূরীভূত করিয়া সত্যধর্ম্ম ও সদাচার প্রবর্ত্তনের জন্য হজরত রসুলোল্লাকে আদেশ করিতেছেন যে, তুমি অবিশ্বাসী ও কপট-বিশ্বাসীদের সহিত জেহাদ বা ধর্ম্মযুদ্ধ কর এবং কঠোরতা বা দৃঢ়তার সহিত তাহাদিগকে দুষ্কার্য্য হইতে প্রতিনিবৃত্ত করিতে চেষ্টিত হও। 'জেহাদ' শব্দের অর্থ অত্যন্ত ব্যাপক। অত্যাচার, অনাচার ও অধর্মের বিরুদ্ধে সদুপদেশ প্রদান, ভীতি প্রদর্শন ও চেষ্টা-সাধনা হইতে আরম্ভ করিয়া অস্ত্রধারণ ও প্রকাশ্য সংগ্রাম পর্য্যন্ত সমস্ত কার্য্যই জেহাদের পর্য্যায়ভুক্ত হইতে পারে। ফলতঃ এখানেও সেই ব্যাপক অর্থেই জেহাদ শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে।

১০। অবিশ্বাসীরা অনেক সময়ে নিজেদের বংশ-গৌরবের গর্ব্ব করিয়া বলিত যে, আমরা অমুক অমুক মহাপুরুষের বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছি; সুতরাং আমাদের বংশগত মান-মর্যাদার প্রতি লক্ষ্য করিয়া আল্লাহতালা কখনই আমাদিগকে ইহ-পরলোকে শাস্তি প্রদান করিবেন না। খৃষ্টানেরা বলিয়া থাকে যে, হজরত ঈসা-মসীও আমাদের পাপের জন্য শূলবিদ্ধ হইয়াও কয়েকদিন নরকে অবস্থান করিয়া আমাদের সমস্ত পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিয়া গিয়াছেন। সুতরাং অত্যাচার, অনাচার ও পাপকার্য্যের জন্য আমাদের শাস্তি হইবার কোনই আশঙ্কা নাই। এই সকল অযৌক্তিক ভ্রম-বিশ্বাসের মূল উৎপাটন পূর্ব্বক সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্বশক্তিমান আল্লাহতালা অবিশ্বাসীদের জন্য হজরত নূহ ও লুৎ নবীর পত্নীদ্বয়ের প্রসঙ্গ উল্লেখ করিয়া বলিতেছেন যে, ইহারা আমার মনোনীত নবীদ্বয়ের পত্নী হইয়াও নিজেদের অবিশ্বাস ও অবাধ্যতা জনিত পাপ হইতে পরিত্রাণ পায় নাই। আমার কোপে পড়িয়া তাহারা উভয়েই নিমজ্জিত, ধ্বংসপ্রাপ্ত ও নরকানলে নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল।

فَخَانَتٰهُمَا فَلَمْ يُغْنِيَا عَنْهُمَا مِنَ
اللّٰهِ شَيْـًٔا وَّقِيْلَ ادْخُلَا النَّارَ مَعَ
الدّٰخِلِيْنَ ○ ١١- وَضَرَبَ اللّٰهُ
مَثَلًا لِّلَّذِيْنَ اٰمَنُوا امْرَاَتَ فِرْعَوْنَ ۘ
اِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِيْ عِنْدَكَ
بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِيْ مِنْ فِرْعَوْنَ
وَعَمَلِهٖ وَنَجِّنِيْ مِنَ الْقَوْمِ
الظّٰلِمِيْنَ ۙ ١٢- وَمَرْيَمَ ابْنَتَ
عِمْرٰنَ الَّتِيْ اَحْصَنَتْ فَرْجَهَا
فَنَفَخْنَا فِيْهِ مِنْ رُّوْحِنَا وَصَدَّقَتْ
بِكَلِمٰتِ رَبِّهَا وَكُتُبِهٖ وَكَانَتْ
مِنَ الْقٰنِتِيْنَ ع

সাধন করিয়াছিল; তৎপরে তাহারা তদুভয়কে আল্লাহ হইতে কিছুমাত্র সুফল প্রদান করে নাই; এবং তদুভয়কে বলা হইয়াছিল যে, তোমরা প্রবেশকারীদিগের সহিত নরকানলে প্রবিষ্ট হও। ১১। এবং আল্লাহ বিশ্বাস-স্থাপনকারিগণের জন্য ফেরাউনের স্ত্রীর দৃষ্টান্ত প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন; যখন সে বলিয়াছিল—হে আমার প্রতি-পালক, আমার জন্য তোমার সন্নিকটবর্ত্তী স্বর্গোদ্যানে একটি গৃহ নির্ম্মাণ কর এবং ফেরাউন ও তাহার কৃতকর্ম্ম হইতে আমাকে বিমুক্ত কর এবং অত্যাচারী সম্প্রদায় হইতে আমাকে মুক্তিদান কর। ১২। এবং এমরান-নন্দিনী মরিয়ম—যে স্বীয় সতীত্ব সংরক্ষণ করিয়াছিল, তৎপর আমি তন্মধ্যে স্বীয় সন্নিধান হইতে আত্মা ফুৎকার করিয়াছিলাম; এবং সে তাহার প্রতিপালকের বাক্যাবলী ও তদীয় গ্রন্থের সত্যতা স্বীকার করিয়াছিল এবং সে সেবা-পরায়ণা ছিল।

পক্ষান্তরে এই আয়তে হজরত রসুলোল্লার প্রিয়তমা পত্নী হজরত আয়শা এবং হাফসাকেও সতর্ক করিয়া দেওয়া হইয়াছে যে, হজরত রসুলোল্লাহ বা তাঁহার অন্য পত্নীগণ সম্বন্ধে কোনরূপ বিদ্বেষ বা বিরুদ্ধ ধারণা পোষণ করা হইতে যদি তোমরা সতর্ক ও সংযত না হও, তবে আমার প্রিয়তম নবীর পত্নী বলিয়া তোমরা কখনই পরিত্রাণ পাইবে না এবং এই পার্থিব সম্পর্কের গৌরব ও মর্য্যাদা পরলোকে তোমাদের কোনই কাজে আসিবে না। হাদিস শরিফে আরও বর্ণিত হইয়াছে—হজরত রসুলোল্লাহ স্বীয় প্রাণসম প্রিয়তমা কন্যা ফাতেমাকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছেন—"ফাতেমা, তুমি এজন্য কোনই ভরসা করিও না যে, আমি মোহাম্মদের (সঃ) কন্যা; আল্লাহতালার কার্য্যের উপর আমার কোনই হাত নাই; অতএব তুমি সৎকার্য্য কর।

১১—১২। অতঃপর আল্লাহতালা বিশ্বাসিবৃন্দের জন্য ফেরাউন-পত্নী আছিয়া এবং এমরান-নন্দিনী ও হজরত ঈসার জননী মরিয়ম—এই দুই পুণ্যশীলা মহিয়সী মহিলার দৃষ্টান্ত উল্লেখ করিয়াছেন। হজরত মরিয়ম ও আছিয়ার গৌরব ও মর্য্যাদা সম্বন্ধে হজরত রসুলোল্লাহ বলিয়াছেন—"স্বর্গবাসিনী নারীকূলের মধ্যে মরিয়ম, আছিয়া, খোদায়জা ও ফাতেমা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ" (তেবরানী)। তিনি আরও বলিয়াছেন—"পুরুষদিগের মধ্যে বহু মহাপুরুষ জন্মগ্রহণ করিয়াছেন; কিন্তু নারীকূলের মধ্যে মরিয়ম, আছিয়া, খোদায়জা এবং আয়শার গৌরব ও মর্য্যাদা সকলের উপর।" সহি বোখারি ও মোস্লেম।

———

মক্কায় অবতীর্ণ	৬৭। সুরা মোল্‌ক—الملك	৩০ আয়ত

১ম রুকু—ঐশী-আধিপত্যের অভিব্যক্তি

সর্ব্বপ্রদাতা করুণাময় আল্লার নামে

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

١- تَبٰرَكَ الَّذِيْ بِيَدِهِ الْمُلْكُ وَ
وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرُ ۙ
٢- نِ الَّذِيْ خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيٰوةَ

১। তিনি কল্যাণবর্দ্ধক—যাঁহার হস্তে আধিপত্য এবং তিনি সর্ব্ববিষয়োপরি শক্তিমান। ২। তিনি মৃত্যু ও জীবন সৃষ্টি করিয়াছেন—যেন তিনি

মোল্‌ক—আধিপত্য অথবা রাজত্ব। প্রথম আয়তের 'মোল্‌ক' শব্দ হইতেই এই সুরার নামকরণ করা হইয়াছে। এই সুরার অন্যতম নাম 'তাবারক', 'ওয়াকেয়া' ও 'মনজিয়া'। 'তাবারক' নাম এইজন্য যে, ইহার পাঠকারী 'বরকত' বা কল্যাণ লাভ করিয়া থাকে। 'ওয়াকেয়া' এবং 'মনজিয়া' নামেও বিশেষভাবে ইহ-পারলৌকিক কল্যাণ ও মুক্তির দিকে লক্ষ্য করা হইয়াছে। হজরত রসুলোল্লাহ স্বয়ং বলিয়াছেন—"পবিত্র কোরান শরিফে এরূপ ত্রিশটি আয়ত আছে—যাহা লোকের ইহ-পারলৌকিক কল্যাণ ও মুক্তি সাধন করিয়া থাকে; উহা "তাবারকাল্লাজী বেইয়াদিহিল মোল্‌ক।"—আহমদ, তেরমেজী, আবু-দাউদ, নেসাই ও এব্‌ন-মাজা।

শানে-নজুল—এই সুরা এবং ইহার পরবর্ত্তী আটচল্লিশটী সুরার একটি ব্যতীত (১১০ম) আর সমস্তই প্রায় সর্ব্বসম্মতিক্রমে পবিত্র মক্কা শরীফে অবতীর্ণ হইয়াছিল। এই সমস্ত সুরার ভাব, ভাষা এবং ব্যঞ্জনা ও দ্যোতনার প্রতি লক্ষ্য করিলেও উহা মক্কায় অবতারিত প্রাথমিক প্রত্যাদেশ বলিয়া নিঃসন্দেহে অনুমিত হইবে। কারণ এই সকল সুরায় ধর্ম্মবিষয়ক বিধি-নিষেধের পরিবর্ত্তে প্রধানতঃ সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বশক্তিমান আল্লাহতালার একত্ব, শক্তি-মহিমা ও আধিপত্যের সহিত সত্য-ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা বিশ্বাসিগণের বিজয় ও অবিশ্বাসীদিগের পতন ও পরাজয় বিষয়ক ভবিষ্যদ্বাণী সমূহই বিশেষভাবে বিবৃত হইয়াছে। এই সকল ভবিষ্যদ্বাণীর ভাষা কোথাও স্পষ্টতর এবং কোথাও বা উপমা ও ইঙ্গিতে আচ্ছন্ন। আলোচ্য সুরায় "তাঁহার (আল্লার) হস্তেই আধিপত্য এবং তিনি সর্ব্ববিষয়োপরি সর্ব্বশক্তিমান" এবং "তিনিই মৃত্যু ও জীবন সৃষ্টি করিয়াছেন", বাক্যযোগে আল্লাহতালা ইঙ্গিত করিতেছেন যে, অচিরেই এই পৃথিবীতে 'তাঁহার আধিপত্য' অর্থাৎ ইসলামের রাজত্ব সুপ্রতিষ্ঠিত হইবে তিনিই এই পৃথিবীতে স্বর্গরাজ্যের প্রতিষ্ঠা করিবেন। অবিশ্বাসীরা যতই বিরুদ্ধাচারণ করুক না কেন, তাঁহার ইচ্ছানুযায়ী সত্যধর্ম্ম বা স্বর্গরাজ্যের প্রতিষ্ঠা কেহই প্রতিরোধ করিতে পারিবে না। পবিত্র কোরান শরিফের পূর্ব্ববর্ত্তী প্রত্যাদেশ সমূহেও এই ধর্ম্মরাজ্যই আল্লার রাজ্য নামে অভিহিত হইয়াছে এবং হজরত রসুলোল্লার অনুগামী সত্য-বিশ্বাসী মুসলমানগণ কর্তৃক এই ধর্ম্মরাজ্যের প্রতিষ্ঠা সম্বন্ধে হজরত ঈসা স্বয়ং বলিয়া গিয়াছেন—"তোমাদের হস্ত হইতে আল্লার রাজ্য কাড়িয়া লওয়া হইবে এবং

[১ম ও ২য় আয়তের তফ্‌সীর পরপৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য]

لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا ط
وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْغَفُوْرُ ٢ الَّذِيْ
خَلَقَ سَبْعَ سَمٰوٰتٍ طِبَاقًا ط مَا تَرٰى
فِيْ خَلْقِ الرَّحْمٰنِ مِنْ تَفٰوُتٍ ط
فَارْجِعِ الْبَصَرَ لا هَلْ تَرٰى مِنْ
فُطُوْرٍ ٣ ثُمَّ ارْجِعِ الْبَصَرَ
كَرَّتَيْنِ يَنْقَلِبْ اِلَيْكَ الْبَصَرُ
خَاسِئًا وَّهُوَ حَسِيْرٌ ٤ وَلَقَدْ
زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيْحَ
وَجَعَلْنٰهَا رُجُوْمًا لِّلشَّيٰطِيْنِ وَاَعْتَدْنَا

তোমাদিগকে পরীক্ষা করেন যে, তোমাদের মধ্যে কে অধিকতর সৎকার্য্যকারী; এবং তিনি মহাপরাক্রান্ত ক্ষমাশীল।
৩। তিনি স্তরে স্তরে সপ্ত আকাশ সৃষ্টি করিয়াছেন; তুমি সর্ব্বপ্রদাতার সৃষ্টির মধ্যে কোন ব্যতিক্রম অবলোকন করিবে না; অতঃপর দৃষ্টি নিক্ষেপ কর—তুমি কি উহাতে কোন ফাঁক অবলোকন করিতেছ?
৪। অনন্তর তুমি দ্বিতীয়বার দৃষ্টিনিক্ষেপ কর, তোমার দৃষ্টি প্রতিহত ক্লান্ত হইয়া তোমার দিকে ফিরিয়া আসিবে।
৫। এবং নিশ্চয়ই আমি এই পৃথিবীর আকাশকে প্রদীপপুঞ্জ দ্বারা সুশোভিত করিয়াছি এবং আমি শয়তানদিগকে বিতাড়িত করিবার জন্যই উহা সৃষ্টি করিয়াছি, এবং আমি তাহাদের জন্য

উহা এমন এক জাতিকে অর্পণ করা হইবে—যাহারা সুফল ('বরকত' অর্থাৎ কল্যাণ ও মুক্তি) সহ আগমন করিবে।"—ইঞ্জিল মথি।

১। এই আয়তে আল্লাহতালা সর্ব্বপ্রথম মানব জাতিকে স্মরণ করাইয়া দিতেছেন যে, তিনি কল্যাণ-বর্দ্ধক ও মঙ্গলময় এবং তাঁহারই হস্তে বিশ্বজগতের সমস্ত আধিপত্য। তিনিই এই বিশ্বরাজ্যের একমাত্র অধিপতি এবং তিনি সর্ব্ববিষয়োপরি শক্তিমান। তাঁহার ইচ্ছা ও আধিপত্য অতিক্রম করিবার সাধ্য কাহারও নাই এবং তিনি যাহা ইচ্ছা তাহাই সম্পন্ন করিয়া থাকেন।

২। এতদ্‌সহ আল্লাহতালা আরও স্মরণ করাইয়া দিতেছেন যে, তিনিই জীবের জীবন ও মৃত্যু সৃষ্টি করিয়াছেন এবং তিনিই সমগ্র বিশ্বজগতের সৃষ্টিকর্ত্তা ও প্রতিপালক। আবার তিনিই জীবের মৃত্যু সংঘটন করিয়া থাকেন। ফলতঃ তিনিই জীবের জীবন-মৃত্যুর একমাত্র অধিপতি ও সর্ব্বশক্তিমান প্রভু। এই জীবন-মৃত্যুর দ্বারাই তিনি তোমাদিগকে পরীক্ষা করেন যে, তোমাদের মধ্যে কে বিশ্বাসী, সৎকর্ম্মশীল এবং কে অবিশ্বাসী ও দুষ্কার্য্যকারী; "তিনি মহাপরাক্রান্ত ক্ষমাশীল" অর্থে তোমাদের কৃতকর্ম্ম সমূহের শাস্তি বা পুরস্কার প্রদানের এবং তোমাদিগকে ক্ষমা করিবার অধিকার একমাত্র তাঁহারই করায়ত্ত রহিয়াছে। এ সম্বন্ধে আর কাহারও কোনরূপ শক্তি বা অধিকার নাই।

৩—৫। অনন্তর সর্বশক্তিমান আল্লাহতালা স্তরে স্তরে সপ্ত আকাশ সৃষ্টির প্রসঙ্গ উল্লেখ করিয়া বলিতেছেন যে, আমার এই বিরাট বিশাল সৃষ্টির মধ্যে তোমরা কোনই ব্যতিক্রম দেখিতে পাইবে না। সমস্তই আমার নির্দ্ধারিত নিয়মাধীনে নিয়মিত ভাবে পরিচালিত হইতেছে। তোমরা দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলে এই সৃষ্টির মধ্যে কোথাও কোন ফাকা বা অভাব অবলোকন করিতে পারিবে না। সর্ব্বদিকেই আমার অনন্ত সৃষ্টি-মহিমা বিরাজ করিতেছে। নভোমণ্ডলের প্রথম স্তর বা পৃথিবীর আকাশকে আমি চন্দ্র, সূর্য্য ও নক্ষত্রপুঞ্জ প্রভৃতি প্রদীপ্ত প্রদীপপুঞ্জ দ্বারা সুশোভিত করিয়া দিয়াছি এবং পাপাত্মা শয়তানদিগকে বিতাড়িত করিবার জন্য উল্কাপিণ্ড রূপ প্রজ্জ্বলিত অগ্নিশিখা সমূহ প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছি।

প্রজ্জলিত শাস্তি প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছি।
৬। এবং যাহারা স্বীয় প্রতিপালক
সম্বন্ধে অবিশ্বাস করে, তাহাদের জন্য
নরকের শাস্তি রহিয়াছে; এবং উহা
নিকৃষ্টতর প্রত্যাবর্ত্তন-স্থল। ৭। যখন
তাহারা তন্মধ্যে নিক্ষিপ্ত হইবে, তখন
তাহারা উহার গর্জ্জন শ্রবণ করিবে এবং
উহা ফুটিতে থাকিবে। ৮। যখন তন্মধ্যে
কোন এক দলকে নিক্ষেপ করা হইবে,
তখন উহা ক্রোধোচ্ছ্বাসে বিদীর্ণ হইবার
উপক্রম হইবে; তখন উহার সংরক্ষক
তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিবে যে,
তোমাদের নিকট কি কোন ভয়-প্রদর্শক
আগমন করেন নাই? ৯। তাহারা
বলিবে—হ্যাঁ; নিশ্চয় আমাদের নিকট
ভয়-প্রদর্শক আগমন করিয়াছিলেন; কিন্তু
আমরা অসত্যারোপ করিয়াছিলাম এবং
বলিয়াছিলাম যে, আল্লাহ কোন বিষয়ই
অবতারণ করেন নাই; তবে ত তোমরা
বৃহত্তর বিভ্রান্তির মধ্যে ব্যতীত নহ।
১০। এবং তাহারা বলিবে যে, যদি
আমরা উহা শুনিতাম কিংবা বুঝিতাম,
তবে আমরা এই অগ্নিশিখার অধিবাসী
হইতাম না। ১১। অনন্তর তাহারা স্বীয়
অপরাধ সম্বন্ধে স্বীকার করিবে; কিন্তু
অগ্নিশিখার অধিবাসীদের জন্য পরি-

لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ ۝ ٦- وَلِلَّذِينَ
كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ ۖ وَبِئْسَ
الْمَصِيرُ ۝ ٧- إِذَا أُلْقُوا فِيهَا
سَمِعُوا لَهَا شَهِيقًا وَهِيَ تَفُورُ ۝
٨- تَكَادُ تَمَيَّزُ مِنَ الْغَيْظِ ۖ كُلَّمَا
أُلْقِيَ فِيهَا فَوْجٌ سَأَلَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ
يَأْتِكُمْ نَذِيرٌ ۝ ٩- قَالُوا بَلَىٰ
قَدْ جَاءَنَا نَذِيرٌ ۝ فَكَذَّبْنَا وَقُلْنَا
مَا نَزَّلَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ ۚ إِنْ أَنْتُمْ
إِلَّا فِي ضَلَالٍ كَبِيرٍ ۝ ١٠- وَقَالُوا
لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا
فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ ۝ ١١- فَاعْتَرَفُوا
بِذَنْبِهِمْ ۚ فَسُحْقًا لِأَصْحَابِ

তোমরা যদি পৃথিবীর আকাশ অতিক্রম করিয়া দূরে—আরও দূরে দ্বিতীয়বার অথবা পুনঃপুনঃ দৃষ্টি নিক্ষেপ কর, তোমাদের দৃষ্টি প্রতিহত ও ক্লান্ত হইয়া ফিরিয়া আসিবে। আমার অনন্ত সৃষ্টি স্থূলচক্ষে অবলোকন করিবার সাধ্য কোনই সৃষ্ট জীবের নাই।

৬—১১। এই ছয়টি আয়তে অবিশ্বাসীদিগের পারলৌকিক শাস্তির প্রসঙ্গ বর্ণিত হইয়াছে। উহারা যখন নরকানলে নিক্ষিপ্ত হইবে, তখন সেই ভয়াবহ অগ্নিশিখা রোষে গর্জ্জন করিয়া ফুলিয়া উঠিবে এবং উহা ক্রোধোচ্ছ্বাসে বিদীর্ণ হইবার উপক্রম হইবে। সেই সময়ে নরকের ফেরেশতাগণ তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিবে—পৃথিবীতে তোমাদের নিকট কি কোন ভয়-প্রদর্শক রসূল গমন করেন নাই? তাহারা বলিবে—হাঁ, কিন্তু আমরা আল্লার প্রেরিত রসুল ও তাঁহার বাক্যে এবং আল্লাহতালার প্রত্যাদেশে বিশ্বাস-স্থাপন করি নাই। যদি তখন উহা বিশ্বাস করিতাম, তবে আজ নরকাগ্নির অধিবাসী হইয়া আমাদিগকে কখনই এই দুর্গতি ও লাঞ্ছনা ভোগ করিতে হইত না। অনন্তর তাহারা নিজেদের অপরাধ স্বীকার করিয়া অনুতাপ করিতে থাকিবে। কিন্তু সেই অনুতাপ ও পরিতাপে তখন কোনই সুফল হইবে না।

তাপ! ১২। নিশ্চয় যাহারা অদৃশ্যভাবে স্বীয় প্রতিপালককে ভয় করে, তাহাদের জন্য মার্জ্জনা ও বৃহত্তর প্রতিদান রহিয়াছে। ১৩। এবং তোমরা স্বীয় বাক্য গোপন কর অথবা উহা প্রকাশ কর, নিশ্চয় তিনি অন্তর্নিহিত বিষয়ে মহাজ্ঞানী। ১৪। তবে কি তিনি জানেন না—যিনি সৃষ্টি করিয়াছেন? এবং তিনি সূক্ষ্মদর্শী অভিজ্ঞ।

السَّعِيْرِ ○ ١٢- اِنَّ الَّذِيْنَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ لَهُمْ مَّغْفِرَةٌ وَّاَجْرٌ كَبِيْرٌ ○ ١٣- وَاَسِرُّوْا قَوْلَكُمْ اَوِ اجْهَرُوْا بِهٖ ط اِنَّهٗ عَلِيْمٌۢ بِذَاتِ الصُّدُوْرِ ○ ١٤- اَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ ط وَهُوَ اللَّطِيْفُ الْخَبِيْرُ ○ع

২য় রুকু—অবিশ্বাসীদের অধঃপতন ও শাস্তির প্রসঙ্গ

১৫। তিনি তোমাদের জন্য পৃথিবীকে সুকোমল করিয়া দিয়াছেন—যেন তোমরা উহার পথ সমূহে গমনাগমন কর এবং উহার উপজীবিকা হইতে ভক্ষণ কর; এবং তাঁহারই দিকে শেষ প্রত্যাবর্ত্তন। ১৬। তবে কি তোমরা নভোমণ্ডলে যাহা আছে তাহার সম্বন্ধে নিঃশঙ্ক হইয়াছ যে, তিনি তোমাদিগকে এই পৃথিবীতে ধ্বসাইয়া দিবেন? ফলতঃ তখন উহা আন্দোলিত হইতে থাকিবে। ১৭। তবে কি তোমরা নভোমণ্ডলে যাহা আছে তাহার সম্বন্ধে নিঃশঙ্ক হইয়াছ যে, তিনি তোমাদের উপর প্রস্তরপুঞ্জ বর্ষণ করিবেন? তখন তোমরা

١٥- هُوَ الَّذِيْ جَعَلَ لَكُمُ الْاَرْضَ ذَلُوْلًا فَامْشُوْا فِيْ مَنَاكِبِهَا وَكُلُوْا مِنْ رِّزْقِهٖ ط وَاِلَيْهِ النُّشُوْرُ ○ ١٦- ءَاَمِنْتُمْ مَّنْ فِي السَّمَآءِ اَنْ يَّخْسِفَ بِكُمُ الْاَرْضَ فَاِذَا هِيَ تَمُوْرُ ○ ١٧- اَمْ اَمِنْتُمْ مَّنْ فِي السَّمَآءِ اَنْ يُّرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا ط

১২—১৪। অতঃপর আল্লাহতালা বিশ্বাসী ও পুণ্যবানগণের পারলৌকিক অনুপম প্রতিদানের প্রসঙ্গ উল্লেখ করিয়া বলিতেছেন যে, তিনি বিশ্বাসী ও অবিশ্বাসী নির্ব্বিশেষে মানবের গুপ্ত ব্যক্ত সমস্ত বিষয়ই অবগত আছেন; তাঁহার অজানা কিছুই নাই।

১৫। এই আয়তে আল্লাহতালা পৃথিবীর প্রসঙ্গ উল্লেখ করিয়া বলিতেছেন যে, আমিই তোমাদের জন্য এই পৃথিবীকে তোমাদের গমনাগমন ও উপজীবিকার উপযোগী করিয়া সৃষ্টি করিয়াছি। কিন্তু পৃথিবীতে অবস্থান করিয়া তোমরা ভুলিয়া গিয়াছ যে, অবশেষে মৃত্যুর পর এই পৃথিবী পরিত্যাগ করিয়া তোমাদিগকে আমারই সমক্ষে ফিরিয়া যাইতে হইবে।

১৬—১৮। তফ্‌সীরকারগণ "নভোমণ্ডলে যাহা আছে",—এই বাক্যাংশের বিভিন্নরূপ মর্ম্ম পরিগ্রহণ করিয়াছেন। কেহ নভোমণ্ডলের মর্ম্মার্থে আল্লাহতালার সমুচ্চ মহিমা পরিকল্পনা করিয়া এতদ্দ্বারা আল্লাহতালার প্রতি লক্ষ্য করিয়াছেন এবং কেহবা উহার অনুরূপ অর্থে আকাশের ফেরেশ্‌তা ধরিয়া লইয়াছেন। কিন্তু আলোচ্য আয়তদ্বয়ের মূল মর্ম্মে কোনই মতভেদ বা বিরোধ নাই। আল্লাহ-

অবশ্যই অবগত হইবে যে, আমার ভয়-প্রদর্শন কিরূপ হইবে? ১৮। এবং নিশ্চয়ই ইহার পূর্ব্বে যাহারা অসত্যারোপ করিয়াছিল তখন আমার শাস্তি কিরূপ হইয়াছিল? ১৯। তবে কি তাহারা তাহাদের ঊর্দ্ধে সম্প্রসারিত ও সঙ্কুচিত পক্ষ-বিশিষ্ট পক্ষীসমূহের প্রতি দৃষ্টিপাত করে না? সেই সর্ব্বপ্রদাতা ব্যতীত কেহই উহাদিগকে স্থির রাখে না; নিশ্চয় তিনি সর্ব্ববিষয়ের পরিদর্শক। ২০। সেই সর্ব্বপ্রদাতার পরিবর্ত্তে কে তোমাদিগের সৈন্যদলের দ্বারা সাহায্য করিবে? অবিশ্বাসীরা ত শুধু প্রতারণার মধ্যে রহিয়াছে। ২১। যদি তিনি তাঁহার উপজীবিকা প্রতিরোধ করেন, তবে কে তোমাদিগকে উপজীবিকা প্রদান করিবেন? বরং তাহারা বিরুদ্ধাচরণ ও বিতৃষ্ণায় ব্যাপৃত রহিয়াছে। ২২। তবে কি যে স্বীয় আননোপরি গমন করে, তাহারাই অধিকতর সুপথগামী অথবা যে সরল সুপথে গমন করিয়া

فَسَتَعْلَمُوْنَ كَيْفَ نَذِيْرِ ۝ ١٨- وَلَقَدْ
كَذَّبَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ
كَانَ نَكِيْرِ ۝ ١٩- أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى
الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صٰٓفّٰتٍ وَّيَقْبِضْنَ ؔ
مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا الرَّحْمٰنُ ط إِنَّهٗ بِكُلِّ
شَيْءٍۢ بَصِيْرٌ ۝ ٢٠- أَمَّنْ هٰذَا الَّذِيْ
هُوَ جُنْدٌ لَّكُمْ يَنْصُرُكُمْ مِّنْ
دُوْنِ الرَّحْمٰنِ ط إِنِ الْكٰفِرُوْنَ إِلَّا
فِيْ غُرُوْرٍ ۚ ٢١- أَمَّنْ هٰذَا الَّذِيْ
يَرْزُقُكُمْ إِنْ أَمْسَكَ رِزْقَهٗ ۚ بَلْ لَّجُّوْا
فِيْ عُتُوٍّ وَّنُفُوْرٍ ۝ ٢٢- أَفَمَنْ
يَّمْشِيْ مُكِبًّا عَلٰى وَجْهِهٖٓ أَهْدٰٓى
أَمَّنْ يَّمْشِيْ سَوِيًّا عَلٰى صِرَاطٍ

তালা অবিশ্বাসীদিগের প্রতি লক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন, তিনি ইচ্ছা করিলে যে, পূর্ব্বের ন্যায় আকাশে অবস্থিত ফেরেশ্‌তাগণের দ্বারা অথবা অন্যরূপে এই ভূভাগ ধ্বসাইয়া দিয়া কিংবা আকাশ হইতে প্রস্তর বর্ষণ করিয়া এই পৃথিবীতেই তোমাদিগকে শাস্তি দিতে পারেন, তদ্বিষয়ে কি তোমরা নিঃশঙ্ক হইয়া গিয়াছ? কিন্তু সাবধান, তোমাদের অবিশ্বাস ও অবাধ্যতার জন্য যদি আমার নিকট হইতে ঐরূপ কোন শাস্তি অবতীর্ণ হয়, তখন তোমরা আমার ভয়-প্রদর্শনের সত্যতা বুঝিতে পারিবে বটে, কিন্তু তখন তোমরা পরিত্রাণের কোন পথ খুঁজিয়া পাইবে না।

১৯—২২। এই কয়টী আয়তের প্রথমেই আল্লাহতালা শূন্যে উড্ডীয়মান সম্প্রসারিত ও সঙ্কুচিত পক্ষ-বিশিষ্ট পক্ষীকুলের দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়া বলিতেছেন যে তিনিই মানবের একমাত্র সাহায্যকারী ও জীবিকাদাতা প্রভু। তিনি ভিন্ন আর কেহই তাহাদিগকে সাহায্য অথবা জীবিকা প্রদান করিতে পারে না। কিন্তু এই সকল প্রত্যক্ষ দৃষ্টান্ত অবলোকন করিয়াও কি অবিশ্বাসীদের বিরুদ্ধাচরণ ও বিতৃষ্ণা দূরীভূত হইবে না?

অবশ্যই অবগত হইবে যে, আমার
ভয়-প্রদর্শন কিরূপ হইবে? ১৮। এবং
নিশ্চয়ই ইহার পূর্ব্বে যাহারা অসত্যা-
রোপ করিয়াছিল তখন আমার শাস্তি
কিরূপ হইয়াছিল? ১৯। তবে কি
তাহারা তাহাদের উর্দ্ধে সম্প্রসারিত ও
সঙ্কুচিত পক্ষ-বিশিষ্ট পক্ষীসমূহের প্রতি
দৃষ্টিপাত করে না? সেই সর্ব্বপ্রদাতা
ব্যতীত কেহই উহাদিগকে স্থির রাখে
না; নিশ্চয় তিনি সর্ব্ববিষয়ের পরিদর্শক।
২০। সেই সর্ব্বপ্রদাতার পরিবর্ত্তে কে
তোমাদিগের সৈন্যদলের দ্বারা সাহায্য
করিবে? অবিশ্বাসীরা ত শুধু প্রতারণার
মধ্যে রহিয়াছে। ২১। যদি তিনি
তাঁহার উপজীবিকা প্রতিরোধ করেন,
তবে কে তোমাদিগকে উপজীবিকা
প্রদান করিবেন? বরং তাহারা বিরুদ্ধা-
চরণ ও বিতৃষ্ণায় ব্যাপৃত রহিয়াছে।
২২। তবে কি যে স্বীয় আননোপরি
গমন করে, তাহারাই অধিকতর সুপথ-
গামী অথবা যে সরল সুপথে গমন করিয়া

فَسَتَعْلَمُوْنَ كَيْفَ نَذِيْرِ ○ ١٨- وَلَقَدْ
كَذَّبَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ
كَانَ نَكِيْرِ ○ ١٩- اَوَلَمْ يَرَوْا اِلَى
الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صٰٓفّٰتٍ وَّيَقْبِضْنَ ؔ
مَا يُمْسِكُهُنَّ اِلَّا الرَّحْمٰنُ ط اِنَّهٗ بِكُلِّ
شَيْءٍ بَصِيْرٌ ○ ٢٠- اَمَّنْ هٰذَا الَّذِيْ
هُوَ جُنْدٌ لَّكُمْ يَنْصُرُكُمْ مِّنْ
دُوْنِ الرَّحْمٰنِ ط اِنِ الْكٰفِرُوْنَ اِلَّا
فِيْ غُرُوْرٍ ۚ ٢١- اَمَّنْ هٰذَا الَّذِيْ
يَرْزُقُكُمْ اِنْ اَمْسَكَ رِزْقَهٗ ۚ بَلْ لَّجُّوْا
فِيْ عُتُوٍّ وَّنُفُوْرٍ ○ ٢٢- اَفَمَنْ
يَّمْشِيْ مُكِبًّا عَلٰى وَجْهِهٖٓ اَهْدٰٓى
اَمَّنْ يَّمْشِيْ سَوِيًّا عَلٰى صِرَاطٍ

তালা অবিশ্বাসীদিগের প্রতি লক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন, তিনি ইচ্ছা করিলে যে, পূর্ব্বের ন্যায় আকাশে অবস্থিত ফেরেশ্‌তাগণের দ্বারা অথবা অন্যরূপে এই ভূভাগ ধ্বসাইয়া দিয়া কিংবা আকাশ হইতে প্রস্তর বর্ষণ করিয়া এই পৃথিবীতেই তোমাদিগকে শাস্তি দিতে পারেন, তদ্বিষয়ে কি তোমরা নিঃশঙ্ক হইয়া গিয়াছ? কিন্তু সাবধান, তোমাদের অবিশ্বাস ও অবাধ্যতার জন্য যদি আমার নিকট হইতে ঐরূপ কোন শাস্তি অবতীর্ণ হয়, তখন তোমরা আমার ভয়-প্রদর্শনের সত্যতা বুঝিতে পারিবে বটে, কিন্তু তখন তোমরা পরিত্রাণের কোন পথ খুঁজিয়া পাইবে না।

১৯—২২। এই কয়টী আয়তের প্রথমেই আল্লাহতালা শূন্যে উড্ডীয়মান সম্প্রসারিত ও সঙ্কুচিত পক্ষ-বিশিষ্ট পক্ষীকুলের দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়া বলিতেছেন যে তিনিই মানবের একমাত্র সাহায্যকারী ও জীবিকাদাতা প্রভু। তিনি ভিন্ন আর কেহই তাহাদিগকে সাহায্য অথবা জীবিকা প্রদান করিতে পারে না। কিন্তু এই সকল প্রত্যক্ষ দৃষ্টান্ত অবলোকন করিয়াও কি অবিশ্বাসীদের বিরুদ্ধাচরণ ও বিতৃষ্ণা দূরীভূত হইবে না?

مُّسْتَقِيْمٍ ○ ٢٣- قُلْ هُوَ الَّذِيْٓ
اَنْشَاَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ
وَالْاَبْصَارَ وَالْاَفْـِٕدَةَ ؕ قَلِيْلًا مَّا
تَشْكُرُوْنَ ○ ٢٤- قُلْ هُوَ الَّذِيْ
ذَرَاَكُمْ فِي الْاَرْضِ وَاِلَيْهِ تُحْشَرُوْنَ ○
٢٥- وَيَقُوْلُوْنَ مَتٰى هٰذَا الْوَعْدُ
اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ○ ٢٦- قُلْ اِنَّمَا
الْعِلْمُ عِنْدَ اللّٰهِ ص وَاِنَّمَآ اَنَا
نَذِيْرٌ مُّبِيْنٌ ○ ٢٧- فَلَمَّا رَاَوْهُ زُلْفَةً
سِيْٓـَٔتْ وُجُوْهُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَقِيْلَ
هٰذَا الَّذِيْ كُنْتُمْ بِهٖ تَدَّعُوْنَ ○
٢٨- قُلْ اَرَءَيْتُمْ اِنْ اَهْلَكَنِيَ اللّٰهُ

থাকে? ২৩। তুমি বল—তিনিই তোমা-
দিগকে সৃষ্টি করিয়াছেন এবং তোমাদের
জন্য কর্ণ-সমূহ ও চক্ষু-সমূহ এবং
অন্তর-সমূহ করিয়া দিয়াছেন; তোমরা
অত্যল্পই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়া থাক।
২৪। তুমি বল—তিনিই তোমাদিগকে
পৃথিবীতে সম্প্রসারিত করিয়াছেন; এবং
তাঁহারই দিকে তোমরা একত্রিত হইবে।
২৫। এবং তাহারা বলে যে, যদি তোমরা
সত্যবাদী হও তবে কবে ঐ প্রতিশ্রুতি
সংঘটিত হইবে? ২৬। তুমি বল—আল্লার
সন্নিকটে ব্যতীত উহার জ্ঞান নাই এবং
আমি প্রকাশ্য ভয়-প্রদর্শনকারী ব্যতীত
নহি। ২৭। অনন্তর যখন তাহারা
উহা সন্নিকটবর্ত্তী অবলোকন করিবে
তখন অবিশ্বাসকারীদের আনন্দ সমূহ
বিবর্ণ হইয়া যাইবে এবং তাহাদিগকে
বলা হইবে যে, ইহাই তাহা—যাহা
তোমরা আহ্বান করিতে। ২৮। তুমি
বল—তোমরা কি লক্ষ্য করিয়াছ যে,
যদি আল্লাহ আমাকে ও আমার সঙ্গী-

২৩—২৪। অনন্তর আল্লাহতালা বলিতেছেন—হে রসুল, তুমি অবিশ্বাসীদিগকে বলিয়া দাও যে, তিনিই তোমাদিগকে সৃষ্টি করিয়া দর্শনের জন্য চক্ষু এবং শ্রবনের জন্য কর্ণ সমূহ দান করিয়াছেন। এজন্য তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা তোমাদের একান্ত কর্ত্তব্য। কারণ পরিণামে তোমাদিগকে তাঁহারই নিকট উপস্থিত হইয়া স্ব স্ব কৃতকর্ম্মের প্রতিদান বা প্রতিফল ভোগ করিতে হইবে।

২৫—২৭। উপরোক্ত উক্তির উত্তরে অবিশ্বাসীরা বলিত যে, কবে সেই পুনরুত্থান ও প্রতিফল দিবস উপস্থিত হইবে? ইহার উত্তরে আল্লাহতালা বলিতেছেন—হে রসুল, তুমি অবিশ্বাসী-দিগকে বলিয়া দাও যে, সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বশক্তিমান আল্লাহতালাই উহার সঠিক সময় অবগত আছেন এবং আমি তাঁহার পবিত্র বাণীর প্রচারক মাত্র। কিন্তু যখন সেই সঙ্কটময় দিবস উপস্থিত হইবে, তখন আতঙ্ক ও পরিণাম-চিন্তায় তোমাদের মুখমণ্ডল বিবর্ণ হইয়া যাইবে এবং সেই দিনই তোমরা উহার সত্যতা বুঝিতে পারিবে।

২৮—৩০। অবশেষে আল্লাহতালা বলিতেছেন---হে রসুল, তুমি অবিশ্বাসীদিগকে বলিয়া দাও যে, আমরা সর্ব্বশক্তিমান আল্লাহতালার প্রতি বিশ্বাস-স্থাপন করিয়াছি এবং সুখে-দুঃখে ও

وَمَنْ مَّعِيَ أَوْ رَحِمَنَا ۙ فَمَنْ يُّجِيْرُ الْكٰفِرِيْنَ مِنْ عَذَابٍ أَلِيْمٍ ○ ٢٩- قُلْ هُوَ الرَّحْمٰنُ اٰمَنَّا بِهٖ وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا ۚ فَسَتَعْلَمُوْنَ مَنْ هُوَ فِيْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ ○ ٣٠- قُلْ أَرَءَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَآؤُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَّأْتِيْكُمْ بِمَآءٍ مَّعِيْنٍ ع

দিগকে বিনষ্ট করেন অথবা আমাদের উপর অনুগ্রহ করেন, তবে যন্ত্রণাপ্রদ শাস্তি হইতে কে অবিশ্বাসীদিগকে আশ্রয় দান করিবে? ২৯। তুমি বল—তিনিই সর্ব্বপ্রদাতা—যাঁহার প্রতি আমরা বিশ্বাস-স্থাপন করিয়াছি এবং আমরা তাঁহারই উপর নির্ভর করিয়া থাকি; অতঃপর তোমরা অচিরেই অবগত হইবে যে, কে প্রকাশ্য বিভ্রান্তির মধ্যে রহিয়াছে। ৩০। তুমি বল—তোমরা কি লক্ষ্য করিয়াছ যে, যদি তোমাদের সলিলরাশি বিশুষ্ক হইয়া যায়, তবে কে তোমাদের সমক্ষে প্রবাহিত সলিল আনয়ন করিবে?

সম্পদে-বিপদে আমরা তাঁহারই উপর নির্ভর করিয়া থাকি। তিনিই আমাদের জীবন-মরণ এবং শান্তি বা অনুগ্রহ বিতরণের একমাত্র অধিপতি প্রভু। আমরা ও তোমরা কে সত্যপথে এবং কে প্রকাশ্য বিভ্রান্তির মধ্যে রহিয়াছি, তাহা তোমরা শীঘ্রই জানিতে পারিবে এবং তখন আল্লাহ-তালার শাস্তি ও লাঞ্ছনা হইতে কেহই তোমাদিগকে রক্ষা করিতে পারিবে না। পবিত্র ইস্‌লামের ভবিষ্যৎ উন্নতি এবং অবিশ্বাসীদের অধঃপতন ও লাঞ্ছনার এই ভবিষ্যদ্বাণী সহ আলোচ্য সূরার উপসংহার করা হইয়াছে।

———

মক্কায় অবতীর্ণ	৬৮। সুরা কলম—القلم	৫২ আয়ত

১ম রুকু—পবিত্র কোরান পাগলের প্রলাপোক্তি নহে

সর্ব্বপ্রদাতা করুণাময় আল্লার নামে

بسم الله الرحمن الرحيم

১। নূন—সাক্ষী ঐ লেখনী এবং যাহা লিপিবদ্ধ করে। ২। তোমার প্রতিপালকের অনুগ্রহে তুমি উন্মাদ নহ।

١- نٓ وَ الْقَلَمِ وَ مَا يَسْطُرُوْنَ ۙ

٢- مَآ اَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُوْنٍ ۚ

কলম—কলম বা লেখনী। এই সুরার প্রথম শব্দ 'কলম' হইতেই ইহার কলম বা লেখনী নামকরণ করা হইয়াছে। সর্ব্বপ্রথম 'নূন' বর্ণ প্রযুক্ত হওয়ার জন্য এই পবিত্র সুরা 'নূন' নামেও অভিহিত হইয়া থাকে।

শানে-নজুল—অধিকাংশ তফ্‌সীরকারের মতে এই সুরা মক্কা শরীফে অবতীর্ণ হইয়াছিল এবং মোস্‌লেম-জননী হজরত আয়শা সিদ্দিকার বর্ণনা হইতেও এই অভিমত সমর্থিত হইয়াছে। হজরত এব্‌ন-আব্বাসের মতে ইহা দ্বিতীয় প্রত্যাদেশ। সর্ব্বপ্রথম প্রত্যাদেশ সুরা 'একরা'র পরেই এই সুরা অবতীর্ণ হইয়াছিল এবং ইহার পরে সুরা মোজাম্মেল' ও তৎপর সুরা 'মোদাস্‌সের' অবতীর্ণ হয়। কিন্তু অধিকাংশের মতে সুরা 'মোজাম্মেল' ও 'মোদাস্‌সের'ই দ্বিতীয় ও তৃতীয় প্রত্যাদেশ। 'সুরা কলম' সম্ভবতঃ উহার অব্যবহিত পরেই অবতীর্ণ হইয়াছিল।

১—২। **নূন**—তফ্‌সীরকারগণ 'নূন' বর্ণের বহু মর্ম্মার্থ পরিকল্পনা করিয়াছেন। বিশিষ্ট তফ্‌সীরকারগণের মতে ইহাও পবিত্র কোরান শরিফে উল্লেখিত 'আলিফ-লাম্-মিম' প্রভৃতি বর্ণমালার ন্যায় একটি বিকর্ত্তিত বর্ণ—যাহার প্রকৃত মর্ম্ম সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্বশক্তিমান আল্লাহতালাই সম্যক অবগত আছেন। অনেকের মতে ইহা কোন বিশিষ্ট শব্দের আদ্যাক্ষর বা অন্তরবর্ণ—যেমন নূর বা রহমান। উহার মর্ম্মার্থ সত্যের জ্যোতি বা সত্যধর্ম্ম ইস্‌লাম অথবা সর্ব্বপ্রদাতা করুণাময় আল্লাহতালার অনুগ্রহ। কেহ কেহ বলেন যে, নূন অর্থ মৎস্য, কিন্তু উহা সেই মৎস্য—যাহা ইউনুস নবীকে গ্রাস করিয়াছিল অথবা যাহার উপর পৃথিবী বহনকারী ফেরেশ্‌তা ও বৃষ দণ্ডায়মান রহিয়াছে; কিন্তু এই বর্ণনা দুর্ব্বল বলিয়া পরিত্যক্ত হইয়াছে। কাহারও কাহারও মতে নূন একটি বিশিষ্ট শব্দ—যাহার অর্থ দোয়াত বা মস্যাধার। কলম দ্বারা দোয়াত সংযোগে লিখিত হয় বলিয়াই কলম শব্দের পূর্ব্বে উক্ত শব্দ সংযোজিত হইয়াছে। নূন বর্ণের এইরূপ আরও বহু মর্ম্মার্থ পরিকল্পিত হইয়াছে।

এই দুইটী আয়তে আল্লাহতালা কলম এবং কলমের দ্বারা যাহা লিখিত হয়, তাহাকে সাক্ষ্য স্বরূপ উল্লেখ অথবা উহার শপথ করিয়া বলিতেছেন যে, হে আমার প্রিয়তম রসুল, তোমার করুণাময় প্রতিপালক প্রভুর অনুগ্রহে তুমি কখনও উন্মাদ নহ। হজরত রসুলোল্লাহ প্রথম জীবনে তাঁহার অনুপম চরিত্র মাধুর্য্যে সমগ্র আরব সমাজে 'আল্-আমিন' অর্থাৎ মহাসত্যপরায়ণ ও মহা বিশ্বাসভাজন বলিয়া অভিহিত হইতেন। কিন্তু আল্লাহতালার অসীম অনুগ্রহ স্বরূপ প্রত্যাদেশ প্রাপ্তির পর যখন তিনি সত্যধর্ম্ম ইস্‌লাম প্রচার করিতে লাগিলেন, তখন সেই আরব জাতিই তাহাকে "কাজ্জাব ও মজনুন" অর্থাৎ অসত্যবাদী, অস্থিরমতি ও উন্মাদ বলিয়া অভিহিত করিতে লাগিল। অবিশ্বাসীদিগের ঐ অসঙ্গত উক্তির প্রতিবাদ করিয়া আল্লাহতালা হজরত রসুলোল্লাকে

৩। এবং নিশ্চয় তোমার জন্য অকর্ত্তিত প্রতিদান রহিয়াছে। ৪। এবং নিশ্চয়ই তুমি সুমহান্ চরিত্রের উপর প্রতিষ্ঠিত। ৫। অনন্তর অচিরেই তুমি প্রত্যক্ষ করিবে এবং তাহারাও প্রত্যক্ষ করিবে। ৬। যে, তোমাদের মধ্যে কে উদ্‌ভ্রান্ত। ৭। নিশ্চয় তোমার প্রতিপালক পরিজ্ঞাত আছেন যে, কে তাঁহার সুপথ হইতে

٣- وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ ۚ
٤- وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ ۝
٥- فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ ۙ
٦- بِأَييِّكُمُ الْمَفْتُونُ ۝ ٧- إِنَّ
رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ

সান্ত্বনা প্রদান পূর্ব্বক বলিতেছেন যে, স্বীয় প্রতিপালকের অনুগ্রহে তুমি কখনই উন্মাদ অথবা অস্থিরমতি নহ। তাঁহার অনুগ্রহেই তোমার উপর প্রত্যাদেশ অবতীর্ণ হইতেছে এবং তুমি সমগ্র মানব জাতির জন্য সত্য-ধর্ম্ম প্রচার করিবার ভার প্রাপ্ত হইয়াছ।

'কলম' বা লেখনী এবং তদ্দ্বারা যাহা লিপিবদ্ধ হয়, এই বাক্যাংশের মর্ম্মে তফ্‌সীরকারগণ একাধিক বর্ণনা প্রদান করিয়াছেন। কেহ কেহ বলেন যে, ইহা সেই কলম—আল্লাহতালা যাহা সর্ব্বপ্রথম সৃষ্টি করিয়া সমগ্র জীব-জগতের ভাগ্যলিপি লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন। কাহারও কাহারও মতে উহা সেই কলম—যদ্দ্বারা ফেরশ্‌তাগণ মানবের কৃতকর্ম্ম সমূহ লিপিবদ্ধ করেন। মতান্তরে উহা সেই কলম—যদ্দ্বারা আল্লাহতালার প্রত্যাদেশ বা পবিত্র কোরান প্রথম হইতেই লিপিবদ্ধ করা হইয়াছিল। তাই আল্লাহতালা কলম এবং তদ্দ্বারা লিখিত কোরান শরিফের শপথ করিয়া বলিতেছেন যে, আমার রসুল উন্মাদ অথবা তৎপ্রতি অবতারিত প্রত্যাদেশ সমূহ কখনই পাগলের প্রলাপোক্তি নহে এবং আমার পবিত্র বাণী স্বরূপ এই সকল প্রত্যাদেশ ও উহার ভবিষ্যদ্বাণীর একটি বর্ণও ব্যর্থ হইবে না।

৩—৮। অনন্তর আল্লাহতালা বলিতেছেন যে, হে রসুল, তুমি জানিয়া রাখ যে, তোমার জন্য ইহ-পরলোকে আল্লাহতালার অফুরন্ত প্রতিদান রহিয়াছে এবং তুমি সুমহান চরিত্রের উপর প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছ। ইহলোকে তোমার প্রচারিত সত্যধর্ম্ম সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়া তুমি জগতে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম-প্রবর্ত্তক রূপে অভিহিত হইবে এবং তোমার ধর্ম্মনীতি, সদাচার ও চরিত্রকে সমগ্র জগদ্বাসী আদর্শ রূপে বরণ করিয়া লইবে। আজ যাহারা তোমাকে উন্মাদ এবং আমার অবতারিত পবিত্র প্রত্যাদেশ সমূহকে পাগলের প্রলাপোক্তি বলিয়া অভিহিত করিতেছে, তুমি এবং তাহারা অচিরেই প্রত্যক্ষ করিতে পারিবে যে, কে উন্মাদ ও কে স্থির-মস্তিষ্ক এবং কে সুপথগামী সত্যপরায়ণ ও কে বিপথগামী বিভ্রান্ত। আমার এই সকল অব্যর্থ ভবিষ্যদ্বাণী অচিরেই পূর্ণ হইয়া জগতে সত্যধর্ম্ম ও সদাচার সুপ্রতিষ্ঠিত হইবে। অতএব তুমি অবিশ্বাসীদের বাক্যে বিচলিত হইয়া কদাচ তাহাদের অনুগত হইও না।

লা-আলা খুলুকেন আজিম—বাক্যাংশের অনুবাদে—'সুমহান চরিত্রের উপর সুপ্রতিষ্ঠিত' লেখা হইয়াছে; কিন্তু এতদ্দ্বারা প্রকৃতপক্ষে হজরত রসুলোল্লার মহান চরিত্র; উদার প্রকৃতি, অত্যুত্তম রীতি-নীতি ও অনুপম সদ্‌গুণাবলীর প্রতিই ইঙ্গিত করা হইয়াছে। 'আলা-খলক' বলিলে অতি উন্নত চরিত্র বলিয়া বুঝা যায়। তদুপরি 'আজিম শব্দ যোগে উহার গৌরব ও মহত্ব আরও ব্যাপকভাবে সুপ্রকাশিত হইয়াছে। সুতরাং 'লা-আলা-খুলুকেন-আজিম'-এর সঠিক অর্থ—'সমুন্নত ও সুমহান চরিত্র।' 'খল্‌ক' শব্দের বহুবচনে 'আখলাক' হইয়া থাকে। 'আখ্‌লাকে মোহাম্মদী' জগদ্বিখ্যাত। হজরত আবি-দরদা জননী আয়শার নিকট হজরত রসুলোল্লার 'আখ্‌লাক' বা স্বভাব-চরিত্র সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিয়াছিলেন—"তুমি কি

سَبِيلِهِ ۖ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ ○
٨- فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّبِينَ ○ ٩- وَدُّوا
لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ ○ ١٠- وَلَا
تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ ○
١١- هَمَّازٍ مَّشَّاءٍ بِنَمِيمٍ ○
١٢- مَّنَّاعٍ لِّلْخَيْرِ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ ○
١٣- عُتُلٍّ بَعْدَ ذَٰلِكَ زَنِيمٍ ○
١٤- أَن كَانَ ذَا مَالٍ وَبَنِينَ ○

বিভ্রান্ত হইয়াছে এবং তিনি সুপথগামী-
দিগকেও পরিজ্ঞাত আছেন। ৮। অতঃপর
তুমি অসত্যবাদীদিগের অনুগত হইও না।
৯। তাহারা ইচ্ছা করে যে, তুমি নত
হও, তাহা হইলে উহারাও নত হইবে।
১০। এবং তুমি নিকৃষ্ট শপথকারীদিগের
আনুগত্য স্বীকার করিও না। ১১। উহারা
অপবাদ-প্রদানকারী কুৎসা-প্রচারক;
১২। সৎকার্য্যে নিষেধকারী, পাপপরায়ণ,
সীমা-অতিক্রমকারী; ১৩। দুশ্চরিত্র,
তদুপরি অবৈধ-জাত। ১৪। যেহেতু
সে ধনসম্পদ ও সন্তানাদির অধিকারী।

কোরান শরিফ পাঠ কর নাই? পবিত্র কোরানই তাঁহার স্বভাব-চরিত্রের সঠিক নিদর্শন। তিনি উহার পূর্ণ প্রতিবিম্ব স্বরূপ ছিলেন" (বায়হাকী)। জননী আয়শা আরও বলিয়াছেন—"তাঁহার অপেক্ষা খোল্‌ক-আযলাক অর্থাৎ উদার, মহান ও প্রফুল্ল চরিত্র আর কেহই ছিল না। কেহ ডাকিলে তৎক্ষণাৎ 'লাব্বায়েক' অর্থাৎ উপস্থিত বলিয়া উত্তর দিতেন। তিনি সারা জীবনের মধ্যে কাহাকেও প্রহার করেন নাই, গালি দেন নাই বা কঠিন কথা বলেন নাই।" হজরত আনাস বলিয়াছেন—"আমি দশ বৎসর হজরত রসুলোল্লার সেবায় নিযুক্ত ছিলাম। তিনি কখনও আমাকে রূঢ় কথা বলেন নাই বা কোন কার্য্যের জন্য তিরস্কার করেন নাই। আমি তাঁহার অপেক্ষা প্রফুল্লচিত্ত এবং উদার ও মহান চরিত্র আর কাহাকেও দেখি নাই।"

৯—১৩। ইসলাম-প্রচারের প্রথম যুগে মক্কার অবিশ্বাসীরা একদা হজরত রসুলোল্লার নিকট প্রস্তাব করিয়াছিল যে, তুমি আমাদের পৈত্রিক ধর্ম্ম ও আমাদের উপাস্য দেবদেবীগণের নিন্দা করিও না; তাহা হইলে আমরাও তোমার ধর্ম্ম সম্বন্ধে কোন কথা বলিব না। তাহাদের এই প্রস্তাবের উত্তরে আল্লাহতালা হজরত রসুলোল্লাকে সতর্ক করিয়া বলিয়া দিতেছেন যে, অবিশ্বাসীদের ঐ অসঙ্গত প্রস্তাবে তুমি কখনই সম্মত হইও না। কারণ তুমি যাহাতে সত্য প্রচারে বিরত হও এবং তাহাদের অধর্ম্ম ও অনাচারের নিন্দা না কর, সেই অসদুদ্দেশ্য প্রণোদিত হইয়াই উহারা এই প্রস্তাব করিয়াছে। কিন্তু তুমি নিশ্চয় জানিও যে, উহাদের অধিকাংশই অপবাদ প্রদানকারী, কুৎসা-প্রচারক, সৎকার্য্যে নিষেধকারী, পাপপরায়ণ, সীমা-অতিক্রমকারী, দুশ্চরিত্র ও অবৈধজাত লোক। উহাদের সুবুদ্ধি, সরলতা, সত্যবাদিতা, সচ্চরিত্রতা, সদাচার ও সত্যানুরাগ সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। অতএব তুমি ঐ অবিশ্বাসী, বিপথগামী, মিথ্যাবাদী ও অসত্য শপথকারীদের কথা শুনিয়া কদাচ তাহাদের আনুগত্য স্বীকার করিও না।

১০—১৬। অবিশ্বাসীরা ধন-জনের গর্ব্বে অন্ধ হইয়া হজরত রসুলোল্লার বাক্য ও ঐশী প্রত্যাদেশ বিশ্বাস করিত না এবং অবজ্ঞার সহিত বলিত যে, ইহা ত সেই পুরাতন উপকথা বা কেচ্ছা-কাহিনী মাত্র। তাই আল্লাহতালা ভবিষ্যদ্বাণী রূপে ব্যক্ত করিয়া বলিতেছেন যে অচিরেই আমি উহাদের নাকের উপর দাগ দিয়া দিব অর্থাৎ অবিশ্বাসীদের এই অহমিকা ও অবাধ্যতার জন্য শীঘ্রই আমি উহাদিগকে অবনমিত ও অপদস্থ করিব। এদেশে 'নাক কাটিয়া বা কান

১৫। যখন তাহার সমক্ষে আমার
নিদর্শনাবলী পাঠ করা হয়, তখন সে
বলে যে, ইহা ত পূর্ব্বকালীন কাহিনী
মাত্র! ১৬। অচিরেই আমি উহার
নাসিকার উপর দাগ দিয়া দিব।
১৭। নিশ্চয় আমি তাহাদিগকে পরীক্ষা
করিতেছি—যেরূপ উদ্যানের অধিকারী-
দিগকে পরীক্ষা করিয়াছিলাম—যখন
তাহারা শপথ করিয়াছিল যে, নিশ্চয়
আমরা প্রত্যুষেই কর্ত্তন করিব;
১৮। এবং তাহারা আমার ইচ্ছা প্রার্থনা
করে নাই। ১৯। তৎপর তোমার
প্রতিপালক হইতে উহার এক
বিপর্য্যয় অতিক্রান্ত হইয়াছিল এবং
তাহারা নিদ্রিত অবস্থায় পড়িয়াছিল।
২০। অতঃপর প্রভাতে উহা কর্ত্তিতবৎ
হইয়া গিয়াছিল। ২১। এবং প্রভাতেই
তাহারা পরস্পরকে আহ্বান করিতেছিল।
২২। যে, যদি তোমরা কর্ত্তন করিতে চাও,

١٥- إِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِ آيَاتُنَا قَالَ
أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ ○ ١٦- سَنَسِمُهُ
عَلَى الْخُرْطُومِ ○ ١٧- إِنَّا بَلَوْ
نَاهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ ع
إِذْ أَقْسَمُوا لَيَصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ ۙ
١٨- وَلَا يَسْتَثْنُونَ ○ ١٩- فَطَافَ
عَلَيْهَا طَائِفٌ مِّن رَّبِّكَ وَهُمْ
نَائِمُونَ ○ ٢٠- فَأَصْبَحَتْ
كَالصَّرِيمِ ۙ ٢١- فَتَنَادَوْا
مُصْبِحِينَ ۙ ٢٢- أَنِ اغْدُوا عَلَىٰ

কাটিয়া দিব' বলিলে যেরূপ অবমাননা বুঝায়, আরবী বাক্‌ধারা অনুসারে 'নাকের উপর দাগ দিয়া দিব' বলিলে ঠিক তাহাই বুঝাইয়া থাকে। বিশিষ্ট তফ্‌সীরকারগণের মতে বদর যুদ্ধেই এই ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হইয়াছিল এবং ঐ যুদ্ধে অবিশ্বাসীদের দলপতি অলিদের নাসিকা কর্ত্তিত হওয়ায় সারা জীবন তাহার নাকের উপর এক বিকৃত দাগ বা ক্ষতচিহ্ন বিদ্যমান ছিল।

১৭—২০। এই কয়েকটী আয়তে আল্লাহতালা মক্কার অবিশ্বাসীদিগকে লক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন যে, উহাদিগকে আমি উদ্যানের অধিবাসীদের ন্যায় পরীক্ষা করিতেছি। উদ্যানের অধিবাসিগণ সম্বন্ধে তফ্‌সীরকারগণের বর্ণনা এই যে, এয়মনের অন্তর্গত কোন এক ধার্ম্মিক ব্যক্তির একটি সুবৃহৎ ফলের বাগান ছিল। তিনি ঐ ফলের বাগান হইতে যত ফল সংগ্রহ করিতেন, তাহার একটি অংশ আল্লাহতালার উদ্দেশ্যে দীন-দরিদ্রদিগকে বিতরণ করিয়া দিতেন। কিন্তু তাঁহার মৃত্যুর পর তদীয় পুত্রগণের মধ্যে কেহ কেহ পিতার পদাঙ্ক অনুসরণ করিতে ইচ্ছুক হইল এবং কেহ কেহ স্থির করিল যে, দীন-দরিদ্রদিগকে বিতরণ করিয়া ক্ষতিগ্রস্থ হইবার কোনই প্রয়োজন নাই। অনন্তর উক্ত উদ্যানের ফল-সংগ্রহের জন্য যেদিন তাহারা গমন করিবে বলিয়া স্থির করিল, তাহার পূর্ব্ব রাত্রেই এক ভীষণ মরু-ঝঞ্ঝা অথবা অগ্নিকাণ্ডের ফলে উক্ত উদ্যানের তরুলতা ও ফল-শস্য সমস্তই বিনষ্ট হইয়া গেল। তাহারা নিশিথে নিদ্রিত অবস্থায় ঐ বিপর্য্যয়ের কথা কিছুমাত্র জানিতে পারে নাই।

২১—৩০। অনন্তর নির্দ্দিষ্ট দিন প্রভাতে উক্ত উদ্যানের অধিকারী ভ্রাতৃগণ পূর্ব্ব-সঙ্কল্প অনুযায়ী যখন ফল-শস্য সংগ্রহের জন্য উদ্যানের নিকটে উপস্থিত হইল, তখন তাহারা ঐ বিরাণা বাগান দেখিয়া প্রথমে চিনিতেই পারিল না যে, উহা সত্যই তাহাদের উদ্যান কিনা? কেহ কেহ এরূপ কথাও বলিতে লাগিল যে, নিশ্চয় আমরা পথ ভুলিয়া অন্য স্থানে আসিয়া পড়িয়াছি;

তবে তোমরা স্ব স্ব ক্ষেত্রে গমন কর।
২৩। তৎপর তাহারা গমন করিয়াছিল।
এবং সংগোপনে পরামর্শ করিতেছিল।
২৪। যে, নিশ্চয় আজ তোমাদের
সমক্ষে উহাতে কোন অভাবগ্রস্ত প্রবিষ্ট
হইতে পারিবে না। ২৫। এবং তাহারা
প্রভাতেই সুদৃঢ় সঙ্কল্প অনুযায়ী গমন
করিয়াছিল। ২৬। অনন্তর যখন তাহারা
উহা প্রত্যক্ষ করিল তখন বলিয়াছিল,
নিশ্চয় আমরা বিভ্রান্ত হইয়াছি;
২৭। বরং আমরা বঞ্চিতও হইয়াছি।
২৮। তখন তাহাদের অন্তর্গত কেহ কেহ
বলিয়াছিল—আমি কি তোমাদিগকে বলি
নাই যে, কেন তোমরা তাঁহার মহিমা
বর্ণন কর নাই? ২৯। তাহারা বলিয়া-
ছিল—আমাদের প্রতিপালক পবিত্রতম,
নিশ্চয় আমরা অত্যাচারী ছিলাম।
৩০। অতঃপর তাহারা একে অপরের
প্রতি দোষারোপ করিতে করিতে অগ্রসর
হইয়াছিল। ৩১। তাহারা বলিয়াছিল,
ধিক্ আমাদিগকে, নিশ্চয় আমরা
বিরুদ্ধাচারী ছিলাম। ৩২। সম্ভবতঃ

حرثكم إن كنتم صارمين ○
٢٣- فانطلقوا وهم يتخافتون ○
٢٤- أن لا يدخلنها اليوم عليكم
مسكين ○ ٢٥- وغدوا على
حرد قدرين ○ ٢٦- فلما رأوها
قالوا إنا لضالون ○ ٢٧- بل نحن
محرومون ○ ٢٨- قال أوسطهم
ألم أقل لكم لولا تسبحون ○
٢٩- قالوا سبحن ربنا إنا كنا
ظلمين ○ ٣٠- فأقبل بعضهم
على بعض يتلاومون ○ ٣١- قالوا
يويلنا إنا كنا طغين ○ ٣٢- عسى

কিন্তু বিশেষভাবে লক্ষ্য করিয়া তাহারা যখন সঠিকভাবে বুঝিতে পারিল যে, উহা তাহাদেরই উদ্যান; কোনরূপ দৈব দুর্বিপাকে উহা বিনষ্ট ও ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়া গিয়াছে, তখন ঐ ভ্রাতৃগণের মধ্যে যাহারা পিতার পদাঙ্ক অনুসরণে ইচ্ছুক ছিল, তাহারা অন্য ভ্রাতৃগণের উপর দোষারোপ করিয়া বলিতে লাগিল যে, দীন-দরিদ্রগণের জন্য নির্দ্ধারিত অংশ প্রদানে অস্বীকৃত হওয়ার কারণেই আল্লাহতালার কোপে উদ্যানের এই দুর্দ্দশা হইয়াছে। এইরূপ ভাবে পরস্পরের উপর দোষারোপ করিতে করিতে যখন তাহারা প্রকৃত অবস্থা হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হইল, তখন তাহারা সকলেই অনুতাপ করিয়া বলিতে লাগিল যে, পবিত্রতম আল্লাহতালার প্রতি অকৃতজ্ঞতা প্রকাশের জন্যই উদ্যানের এই দুর্দ্দশা হইয়াছে এবং আমরা ইহার ফল-শস্য হইতে বঞ্চিত ও ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছি। যদি আমরা আমাদের পিতার মত দীন-দরিদ্রের অংশ দিতে অনিচ্ছুক না হইতাম এবং ফল-সংগ্রহের উদ্দেশ্য স্থির করিবার সময়ে 'ইন্‌শা আল্লাহ'—অর্থাৎ 'যদি আল্লার ইচ্ছা হয়' বলিতাম, তবে আমরা কখনই এইরূপ বঞ্চিত ও ক্ষতিগ্রস্ত হইতাম না।

৩১—৩২। অবশেষে তাহারা অনুতাপ ও ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া বলিয়াছিল যে, ভবিষ্যতে আমরা আর কখনও দীন-দরিদ্রের জন্য নির্দ্ধারিত অংশ প্রদানে অস্বীকৃত হইয়া আল্লাহতালার প্রতি অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিব না। সম্ভবতঃ তাহা হইলে আমাদের প্রতিপালক আল্লাহতালা আমাদিগকে ইহা অপেক্ষাও উৎকৃষ্টতর প্রতিদান প্রদান করিবেন। কারণ তিনি ক্ষমাশীল ও

رَبُّنَا أَن يُبْدِلَنَا خَيْرًا مِّنْهَا إِنَّا إِلَىٰ
رَبِّنَا رَاغِبُونَ ○ ٣٣- كَذَٰلِكَ
الْعَذَابُ ۖ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ ۘ
لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ۚ

আমাদের প্রতিপালক আমাদিগকে এতদপেক্ষা উৎকৃষ্টতর বিনিময় প্রদান করিবেন—যেহেতু আমরা স্বীয় প্রতিপালকের দিকে আগ্রহশীল। ৩৩। এই রূপেই শাস্তি হয়; এবং নিশ্চয় পরকালের শাস্তি বৃহত্তর—যদি তাহারা অবগত হইত!

২য় রুকু—অবিশ্বাসীগণের প্রতি সতর্ক-বাণী

٣٤- إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّاتِ
النَّعِيمِ ○ ٣٥- أَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ
كَالْمُجْرِمِينَ ۚ ٣٦- مَا لَكُمْ ۟
كَيْفَ تَحْكُمُونَ ۚ ٣٧- أَمْ لَكُمْ
كِتَابٌ فِيهِ تَدْرُسُونَ ۚ ٣٨- إِنَّ لَكُمْ

৩৪। নিশ্চয় ধর্ম্মভীরুগণের জন্য তাহাদের প্রতিপালকের সন্নিধানে সুখ-সম্পদপূর্ণ স্বর্গোদ্যান রহিয়াছে। ৩৫। তবে কি আমি আত্মসমর্পণকারী-দিগকে অপরাধীদিগের সদৃশ করিব? ৩৬। তোমাদের কি হইয়াছে—তোমরা কিরূপ মীমাংসা করিতেছ? ৩৭। তবে কি তোমাদের এরূপ কোন গ্রন্থ আছে যাহাতে তোমরা পাঠ করিয়া থাক? ৩৮। যেহেতু তোমরা যাহা পছন্দ কর

করুণাময়। আশা করি, আমাদের অপরাধ তিনি অবশ্যই ক্ষমা করিবেন। বলা বাহুল্য, ইহার পরে ঐ উদ্যান পুনরায় সজীব ও ফলে ফুলে বিশোভিত হইয়া উহার অধিকারীদিগকে প্রচুর ফল-শস্য প্রদান করিয়াছিল।

৩৩। উপরোক্ত ঘটনা আরবের অধিবাসীরা অনেকেই অবগত ছিল। তাই আল্লাহতা'লা উক্ত ঘটনা বিবৃত করিয়া বলিতেছেন যে যাহারা আমার দান সম্বন্ধে আমার নির্দ্দেশ অমান্য করিয়া অবাধ্যতা ও অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে, পার্থিব জীবনে এইরূপেই তাহাদের শাস্তি হইয়া থাকে। পরলোকে ঐ অকৃতজ্ঞদিগকে আরও কঠোর শাস্তি প্রদান করা হইবে।

আলোচ্য আয়ত সমূহের অন্যতর মর্ম্ম এই যে, উদ্যানের অধিকারীরা আমার নির্দ্দেশের ব্যতিক্রম করিয়া যেরূপ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছিল, মক্কার অবিশ্বাসীরাও নিজেদের ধনজনের গর্ব্বে আমার আদেশ-নির্দ্দেশের ব্যতিক্রম করিয়া সেইরূপ ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হইবে। আমার বিরুদ্ধাচরণ করার জন্য তাহাদের ধন-জন সমস্তই বিনষ্ট হইয়া যাইবে। অতঃপর যখন তাহারা নিজেদের ভ্রম বুঝিতে পারিয়া সত্যধর্ম্ম গ্রহণ করিবে, তখন তাহাদিগকে আমি তাহাদের বর্ত্তমান ধন-জন ও সুখ-সম্পদ অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর বিনিময় ও বৃহত্তর প্রতিদান করিব। পৃথিবীতে আমি ধর্ম্ম-রাজ্য স্থাপন করিয়া তাহাদিগকেই সেই বিরাট ইস্লামী সাম্রাজ্যের অধিপতি করিব। ইস্লাম-প্রচারের অতি প্রথম যুগের এই অলৌকিক ভবিষ্যদ্বাণী পরবর্ত্তী যুগে কিরূপ বিস্ময়করভাবে পূর্ণ হইয়াছিল, তাহা বিশ্ববাসী উত্তমরূপেই অবগত আছে।

৩৪—৩৯। মোকাতেল হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, বিশ্বাসী মুসলমানদিগের পারলৌকিক সুখ-সম্পদের বিষয় অবগত হইয়া অবিশ্বাসীরা অহঙ্কার করিয়া বলিত যে, দরিদ্র মুসলমানেরা পরলোকে আমাদের অপেক্ষা অধিক সুখ-সম্পদের অধিকারী হইবে, ইহা কখনই সম্ভবপর নহে। বরং ইহলোকে আমরা যেরূপ অতিরিক্ত ধনজন ও সুখ-সম্পদের অধিকারী হইয়াছি, পরলোকেও

তোমাদের জন্য তন্মধ্যে তাহাই রহিয়াছে।
৩৯। অথবা তোমাদের জন্য কি আমার
নিকট হইতে এরূপ প্রতিশ্রুতি প্রদত্ত
হইয়াছে—যাহা উত্থান-দিবস পর্য্যন্ত
বিদ্যমান থাকিবে যে, নিশ্চয় তোমরা
যাহা আদেশ কর, তাহা তোমাদেরই
জন্য? ৪০। তুমি তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা
কর যে, উহাদের মধ্যে এতদ্‌বিষয়ে কে
তাহাদের প্রতিভূ হইবে? ৪১। তবে
কি তাহাদের জন্য কোন অংশী-উপাস্য
আছে? অনন্তর যদি তাহারা সত্যবাদী
হয়, তবে তাহাদের অংশী-উপাস্যদিগকে
আনয়ন করুক। ৪২। যেদিন আবরণী
হইতে প্রমুক্ত হইবে এবং তাহাদিগকে
সেজদার জন্য আহ্বান করা হইবে,
তখন তাহারা উহা করিতে সমর্থ
হইবে না। ৪৩। তাহাদের নয়ন-সমূহ
অবনমিত হইবে, লাঞ্ছনা তাহাদিগকে
সমাচ্ছন্ন করিবে, এবং নিশ্চয় তাহা-
দিগকে সেজদার জন্য আহ্বান করা
হইয়াছিল এবং তাহারা সুস্থও ছিল।

فِيْهِ لَمَا تَخَيَّرُوْنَ ۚ ٣٩- اَمْ لَكُمْ
اَيْمَانٌ عَلَيْنَا بَالِغَةٌ اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ ۙ
اِنَّ لَكُمْ لَمَا تَحْكُمُوْنَ ۚ ٤٠- سَلْهُمْ
اَيُّهُمْ بِذٰلِكَ زَعِيْمٌ ۚ ٤١- اَمْ لَهُمْ
شُرَكَآءُ ۚ فَلْيَاْتُوْا بِشُرَكَآئِهِمْ اِنْ كَانُوْا
صٰدِقِيْنَ ○ ٤٢- يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ
سَاقٍ وَّيُدْعَوْنَ اِلَى السُّجُوْدِ فَلَا
يَسْتَطِيْعُوْنَ ۙ ٤٣- خَاشِعَةً اَبْصَارُ
هُمْ تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ ۗ وَقَدْ كَانُوْا
يُدْعَوْنَ اِلَى السُّجُوْدِ وَهُمْ سٰلِمُوْنَ ○

আমরা সেইরূপ সুখ-সম্পদের অধিকারী হইব। ইহার উত্তরে আল্লাহতা'লা বলিয়া দিতেছেন যে, তোমাদের এই অলীক ধারণা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। তোমাদের নিকট এই ভ্রান্ত ধারণার সমর্থক কোনই গ্রন্থ বা প্রমাণ নাই এবং তোমাদিগকে এরূপ কোন প্রতিশ্রুতিও প্রদান করা হয় নাই। বিশ্বাসী পুণ্যবান ও অবিশ্বাসী অপরাধীরা পরলোকে কখনই সমতুল্য হইবে না। সেখানে শুধু বিশ্বাসী ও সৎকর্ম্মশীল পুণ্যবানগণের জন্যই আমার অনুগ্রহের প্রতিদান স্বরূপ অফুরন্ত ও অনাবিল সুখ-সম্পদপূর্ণ স্বর্গোদ্যান রহিয়াছে। অবিশ্বাসী অপরাধীরা কখনই ঐ স্বর্গোদ্যানের অধিকারী হইতে পারিবে না।

৪০—৪৩। তফ্‌সীরকারগণ এই কয়েকটি আয়তের বিভিন্নরূপ মর্ম্ম পরিগ্রহণ করিয়াছেন। কেহ কেহ ইহার ইহলৌকিক মর্ম্ম পরিগ্রহণ করিলেও অধিকাংশ তফ্‌সীরকারের মতে ইহা পারলৌকিক পুনরুত্থান দিবসের রহস্যময় ঘটনার অলৌকিক অভিব্যক্তি। আল্লাহতা'লা অবিশ্বাসীদিগের ভ্রান্ত বিশ্বাসের অসারতা এবং তাহাদের অংশী-উপাস্য দেবদেবীগণের অক্ষমতা ঘোষণা করিয়া বলিতেছেন যে, মানবের বিশ্বাস, ধারণা ও কৃতকর্ম্মের সত্যাসত্য নির্ণয়ের জন্য যেদিন আমি আমার অলৌকিক শক্তি-মহিমার রহস্য-যবনিকা অপসারিত করিয়া আমার প্রত্যক্ষ স্বরূপ প্রকাশ করিব এবং সমগ্র মানব-জাতিকে আমার স্বত্বার সম্মুখে 'সেজদা' করিতে আহ্বান করিব, সেদিন অবিশ্বাসীরা কিছুতেই শীর নত করিয়া আমাকে 'সেজ্‌দা' করিতে সমর্থ হইবে না। কারণ পৃথিবীতে তাহারা সত্যধর্ম্ম গ্রহণের জন্য পুনঃ পুনঃ আহুত হইয়াও আমার উদ্দেশ্যে নতশির হইয়া আনুগত্য স্বীকার অথবা 'সেজ্‌দা' করে নাই। এই অপরাধের জন্য পরলোকে আমার সমক্ষে তাহারা অনমনীয় নিশ্চল অবস্থায় লজ্জা ও অনুতাপে জর্জ্জরিত হইয়া

৪৪। অতএব আমাকে এবং যে এই বাক্যে অসত্যারোপ করে তাহাকে ছাড়িয়া দাও; অচিরেই আমি তাহাদিগকে তথা হইতে ক্রমে ক্রমে আকর্ষণ করিয়া লইব—তাহারা উহা জানিতেও পারিবে না। ৪৫। এবং আমি তাহাদের জন্য শিথিল করিয়া দিয়াছি—নিশ্চয় আমার কৌশল সুদৃঢ়। ৪৬। তবে কি তুমি তাহাদের নিকট কোন বিনিময় প্রার্থনা করিতেছ—বরং তাহারাই ঋণে ভারাক্রান্ত রহিয়াছে। ৪৭। তবে কি তাহাদের নিকট অদৃশ্য জ্ঞান আছে যে, তদ্দারা উহারা লিপিবদ্ধ করিবে? ৪৮। অতএব তুমি স্বীয় প্রতিপালকের আদেশের জন্য প্রতীক্ষা কর এবং সেই মৎস-সহচরের সদৃশ হইও না; যখন সে আহ্বান করিয়াছিল এবং তখন সে অত্যন্ত বিষণ্ণ

৪৪- فَذَرْنِي وَمَن يُكَذِّبُ بِهَٰذَا
الْحَدِيثِ ط سَنَسْتَدْرِجُهُم مِّنْ
حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ ۝ ৪৫- وَأُمْلِي
لَهُمْ ط إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ ۝
৪৬- أَمْ تَسْأَلُهُمْ أَجْرًا فَهُم مِّن
مَّغْرَمٍ مُّثْقَلُونَ ۝ ৪৭- أَمْ عِندَ
هُمُ الْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتُبُونَ ۝
৪৮- فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تَكُن
كَصَاحِبِ الْحُوتِ م إِذْ نَادَىٰ وَهُوَ

নতনেত্রে অবস্থান করিতে বাধ্য হইবে এবং স্ব স্ব ভ্রম-বিশ্বাস ও অন্যায় কৃতকর্ম্মের জন্য আমার নির্দ্ধারিত শাস্তি ও লাঞ্ছনা তাহাদিগকে আচ্ছন্ন করিয়া লইবে।—তঃ কবীর, বয়জবী, হক্কানী ও মঃ আলি।

৪৪—৪৭। অনন্ত আল্লাহতা'লা বলিতেছেন—হে রসুল, যাহারা অহঙ্কার ও অজ্ঞতা বশতঃ আমার এই সকল পবিত্র বাণী বিশ্বাস করে না, তাহাদের শেষ পরিণতি সম্বন্ধে তুমি আমারই উপর নির্ভর কর। আমি ক্রমে ক্রমে উহাদের অবস্থা এরূপভাবে পরিবর্ত্তিত করিয়া দিব এবং উহাদের অবিশ্বাস ও ধৃষ্টতার জন্য এরূপ শাস্তি প্রদান করিব যে, তাহা উহারা পূর্ব্বে কিছুতেই অনুমান অথবা ধারণা করিতে পারিবে না। উহারা তোমার সদুপদেশ উপেক্ষা করিয়া সত্যধর্ম্মের গতিরোধ ও তোমার অনিষ্ট সাধনের জন্য যে সকল হীন ষড়যন্ত্র করিতেছে, আমার অলৌকিক সুদৃঢ় কৌশলে তাহা সমস্তই ব্যর্থ হইয়া যাইবে।

৪৮—৫০। এই কয়েকটি আয়তে করুণাময় আল্লাহতা'লা হজরত রসুলোল্লাকে সান্ত্বনা প্রদান পূর্ব্বক বলিতেছেন, যে, অবিশ্বাসীরা তোমার সদুপদেশ পরিগ্রহণ এবং তুমি তাহাদিগকে যে শাস্তির ভয় প্রদর্শন করিতেছ, তাহাতে আস্থা স্থাপন না করিয়া তোমাকে উপহাস-বিদ্রূপ করিলেও তুমি কিছুমাত্র ক্ষুণ্ণ অথবা বিচলিত হইও না। কারণ আমার আদেশ অনুসারে সত্য প্রচার করাই 'তোমার একমাত্র কর্ত্তব্য। উহার সফলতা সম্পূর্ণ আমারই ইচ্ছার উপর নির্ভর করে। আমার ইচ্ছার উপর নির্ভর না করিয়া তুমি যদি স্বীয় কৃতকর্ম্ম ও সাধনার সফলতা কামনা কর অথবা কাহারও নিকট কোনরূপ প্রতিদানের প্রার্থী হও কিংবা 'মৎস্য-সহচর' ইউনুস নবীর ন্যায় আমার শাস্তি সম্বন্ধে বিলম্ব দেখিয়া বিচলিত হও, তবে তাহার ন্যায় তোমার উপরেও বিপদ-বিড়ম্বনা উপস্থিত হইতে পারে। অতএব আমার অনুগ্রহ ও শাস্তি সম্বন্ধে তুমি কখনই বিচলিত ও ধৈর্য্যহারা হইও না।

مَكْظُومٌ ۝ ৪৯- لَوْلَا أَنْ تَدَارَكَهُ
نِعْمَةٌ مِنْ رَبِّهِ لَنُبِذَ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ
مَذْمُومٌ ۝ ৫০- فَاجْتَبَاهُ رَبُّهُ
فَجَعَلَهُ مِنَ الصّٰلِحِينَ ۝ ৫১- وَإِنْ
يَّكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ
بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ
وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ ۝ ৫২- وَمَا
هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعٰلَمِينَ ۝

ছিল। ৪৯। যদি তাহার প্রতিপালক হইতে সে অনুগ্রহ প্রাপ্ত না হইত, তবে নিশ্চয় সে উন্মুক্ত প্রান্তরে নিক্ষিপ্ত হইত, এবং সে সন্তপ্ত হইয়াছিল। ৫০। অনন্তর তাহার প্রতিপালক তাহাকে মনোনীত করিয়াছিলেন, তৎপর তাহাকে সৎকর্ম্ম-শীলগণের অন্তর্ভুক্ত করিয়াছিলেন। ৫১। এবং অবিশ্বাসীরা যখন সদুপদেশ শ্রবণ করে, তখন নিশ্চয় তাহারা তাহাদের নয়ন সমূহ দ্বারা তোমাকে কটাক্ষ করিয়া থাকে এবং তাহারা বলে যে, নিশ্চয়ই সে উন্মাদ। ৫২। এবং ইহা বিশ্বজগতের জন্য সদুপদেশ ব্যতীত নহে।

হজরত ইউনুস নিনেভা নগরের অধিবাসীদিগের জন্য আল্লাহতা'লার প্রেরিত অন্যতম নবী ছিলেন। কিন্তু নিনেভার অধিবাসীগণ তাঁহার সদুপদেশে কর্ণপাত না করায় তিনি আল্লাহতা'লার আদেশ অনুসারে এক নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে তাহাদের উপর শাস্তি অবতীর্ণ হইবে বলিয়া ভয় প্রদর্শন করেন। তাহারা তখন শাস্তির ভয়ে ভীত হইয়া নিজেদের অবিশ্বাস ও অবাধ্যতার জন্য আল্লাহতা'লার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করে ও তাঁহার করুণা-প্রার্থী হয়। ফলে করুণাময় আল্লাহতা'লা স্বীয় অনুগ্রহে তাহাদের শাস্তি বিদূরিত করিয়া দেন। এদিকে নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে শাস্তি অবতীর্ণ না হওয়ায় হজরত ইউনুস ক্ষুণ্ণ ও বিচলিত হইয়া এবং নিজে নিনেভাবাসীদিগের নিকট মিথ্যাবাদী হইলেন ভাবিয়া সেই ক্ষোভ ও অভিমানে নিনেভা নগর পরিত্যাগ করেন এবং নৌকা আরোহণ করিয়া কোন সুদূরবর্ত্তী স্থানে যাইতে ইচ্ছুক হন। আল্লাহতা'লা এই অপরাধ ও ধৈর্য্যহীনতার জন্য হজরত ইউনুসের নৌকা ডুবাইয়া দেন এবং এক সুবৃহৎ মৎস্য তাঁহাকে গ্রাস করিয়া লয়। এই অপ্রত্যাশিত বিষম বিপদে পড়িয়া হজরত ইউনুস অত্যন্ত ভীত ও সন্তপ্ত চিত্তে আল্লাহতা'লার ক্ষমা ও করুণাপ্রার্থী হন এবং আল্লাহতা'লাও তাঁহাকে ক্ষমা ও উদ্ধার করিয়া পুনরায় নিনেভা নগরে সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়া দেন।—কোঃ ৩৭—১৪২ আয়তের তফ্‌সীর দ্রষ্টব্য।

৫০—৫১। অবশেষে আল্লাহতা'লা হজরত রসুলোল্লাকে লক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন যে, হে রসুল, যখন অবিশ্বাসীরা তোমার মুখে পবিত্র কোরান ও সদুপদেশ শ্রবণ করে, তখন তাহারা তোমার প্রতি কটাক্ষ করিয়া বলে যে, নিশ্চয় সে উন্মাদ হইয়া গিয়াছে। কিন্তু তুমি তাহাদিগকে বলিয়া দাও যে, হে অবিশ্বাসীবৃন্দ, আমি কখনই উন্মাদ নহি এবং এই পবিত্র কোরান-বাণীর একটি বর্ণও পাগলের প্রলাপোক্তি নহে। বরং সমগ্র জগদ্বাসীকে সদুপদেশ প্রদান করিয়া তাহাদিগকে সত্যধর্ম্ম ও সুপথ প্রদর্শনের জন্যই সর্ব্বশক্তিমান করুণাময় আল্লাহতা'লার নিকট হইতে ইহা অবতীর্ণ হইয়াছে। হজরত রসুলোল্লার নবুয়ত ও পবিত্র কোরান-বাণীর সত্যতা সম্বন্ধে এই সুদৃঢ় ঘোষণা সহ আলোচ্য সুরা শেষ করা হইয়াছে।

———

মক্কায় অবতীর্ণ	৬৯। সুরা হাক্কা—الحاقة	৫২ আয়ত

১ম রুকু—অবশ্যম্ভাবী মহাপ্রলয় ও পুনরুত্থান

সর্ব্বপ্রদাতা করুণাময় আল্লার নামে

بسم الله الرحمن الرحيم

১। অবশ্যম্ভাবী-সত্য ; ২। সেই অবশ্যম্ভাবী-সত্য কি ? ৩। এবং তুমি কি জান যে, কি সেই অবশ্যম্ভাবী-সত্য ?

١- اَلْحَآقَّةُ ۙ ٢- مَا الْحَآقَّةُ ۚ

٣- وَمَآ اَدْرٰىكَ مَا الْحَآقَّةُ ۗ

আল্-হাক্কা—'হক' হইতে নিষ্পন্ন। 'হক' শব্দের অর্থ সত্য অথবা সুনিশ্চিত বিষয়। এস্থলে 'আল্-হাক্কা' শব্দে যাহা অবশ্যই সংঘটিত হইবে—এরূপ বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত করা হইয়াছে বলিয়া সমস্ত তফ্‌সীরকারই উহার অর্থে 'অবশ্যম্ভাবী-সত্য' পরিগ্রহণ করিয়াছেন।

শানে-নজুল—হজরত এব্‌নে-আব্বাস, এব্‌নে-জোবায়ের ও করতবী হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, হজরত রসুলোল্লার হেজরতের পূর্ব্বে পবিত্র মক্কা নগরীতেই এই সুরা অবতীর্ণ হইয়াছিল। তেবরানী বর্ণনা করিয়াছেন যে, হজরত রসুলোল্লাহ ফজরের নামাজে এই সুরা এবং ইহার অনুরূপ অন্যান্য সুরা পাঠ করিতেন। তফ্‌সীরকারগণ ইহাকে সুরা নূনের পরবর্ত্তী সুরা বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। মক্কার অবিশ্বাসী কোরেশকুল হজরত রসুলোল্লার বিরুদ্ধাচরণ এবং তৎপ্রতি অলীক অপবাদ প্রদানে কিছুতেই বিরত না হওয়ায় তাহাদিগকে সংযত ও সতর্ক করিবার জন্য তাহাদের প্রতি অবশ্যম্ভাবী ইহ-পারলৌকিক শাস্তি ও লাঞ্ছনার ভীতি প্রদর্শন করিয়াই এই সুরা অবতীর্ণ হইয়াছিল।

১—৩। এই তিনটি আয়তের প্রথমেই আল্লাহতালা 'আল্-হাক্কা' বা এক অবশ্যম্ভাবী সত্য বিষয়ের উল্লেখ করিয়া দ্বিতীয় আয়তে সাধারণ ভাবে এবং তৃতীয় আয়তে হজরত রসুলোল্লার প্রতি লক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন—"হে রসুল, তুমি কি জান যে, সেই অবশ্যম্ভাবী সত্য কি ?" পবিত্র কোরানে কোন বিষয় সাধারণ ভাবে এবং হজরত রসুলোল্লাকে লক্ষ্য করিয়া কোন বিষয় বিশেষভাবে ঐরূপ বলা সম্বন্ধে তফ্‌সীরকারগণ বিভিন্ন রূপ মর্ম্ম পরিগ্রহণ করিয়াছেন। ঐরূপ অভিব্যক্তির দ্বারা কোথাও হজরত রসুলোল্লাকে অথবা জগদ্বাসীকে উহার সঠিক মর্ম্ম জানাইয়া দেওয়া হইয়াছে এবং কোথাও বা উহার প্রকৃত মর্ম্মের অনুসন্ধিৎসা হইতে নিরস্ত থাকিতে ইঙ্গিত করা হইয়াছে।

আলোচ্য আয়ত-ত্রয়ের 'আল্-হাক্কা' শব্দে প্রকৃত পক্ষে কোন্ বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত করা হইয়াছে, তদ্বিষয়েও একাধিক মত পরিদৃষ্ট হয়। অধিকাংশ তফ্‌সীরকারের মতে এতদ্দ্বারা অবশ্যম্ভাবী মহাপ্রলয়, পুনরুত্থান ও পারলৌকিক ঘটনাবলীর প্রতিই ইঙ্গিত করা হইয়াছে। কিন্তু কাহার কাহারও মতে ইহার প্রকৃত মর্ম্ম অবিশ্বাসীদিগের ইহলৌকিক অবশ্যম্ভাবী পরাজয়, শাস্তি, লাঞ্ছনা ও ধ্বংসপ্রাপ্তি এবং বিশ্বাসী মুসলমানদিগের সুনিশ্চিত সাফল্য, পুরস্কার ও মহাবিজয়ের ভবিষ্যদ্বাণী। আলোচ্য সুরা পর্য্যালোচনা করিলে এই উভয় প্রকার মতই সমর্থিত হইতে পারে।

পবিত্র কোরান শরিফে মানবের ইহ-পারলৌকিক শাস্তি ও পুরস্কার সম্বন্ধে যে সমস্ত বিষয়ের ভবিষ্যদ্বাণী করা হইয়াছে, তাহাও 'আল্-হাক্কা' বা অবশ্যম্ভাবী-সত্য শব্দ দ্বারা পরিব্যক্ত

٤- كَذَّبَتْ ثَمُوْدُ وَعَادٌۢ بِالْقَارِعَةِ ○
٥- فَاَمَّا ثَمُوْدُ فَاُهْلِكُوْا بِالطَّاغِيَةِ ○
٦- وَاَمَّا عَادٌ فَاُهْلِكُوْا بِرِيْحٍ صَرْصَرٍ
عَاتِيَةٍ ۙ ٧- سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ
لَيَالٍ وَّثَمٰنِيَةَ اَيَّامٍ ۙ حُسُوْمًا ۙ
فَتَرَى الْقَوْمَ فِيْهَا صَرْعٰى ۙ كَاَنَّهُمْ
اَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ ۚ ٨- فَهَلْ
تَرٰى لَهُمْ مِّنْ بَاقِيَةٍ ○ ٩- وَجَآءَ
فِرْعَوْنُ وَمَنْ قَبْلَهٗ وَالْمُؤْتَفِكٰتُ
بِالْخَاطِئَةِ ۚ ١٠- فَعَصَوْا رَسُوْلَ

৪। সমুদ ও আদ সেই আঘাতকারী বিষয়ে অসত্যারোপ করিয়াছিল। ৫। অনন্তর সমুদ—ফলতঃ তাহারা যেরূপ ভীষণ নিনাদে বিধ্বংস হইয়াছিল। ৬। এবং আদ ফলতঃ তাহারা যেরূপ ভীষণ গর্জ্জনশীল ঝঞ্চাবাতে ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছিল—৭। যাহা তিনি তাহাদের উপর অবিরাম সপ্ত রজনী ও অষ্ট দিবস প্রবাহিত করিয়াছিলেন; তখন তুমি প্রত্যক্ষ করিতে পারিতে যে, ঐ সম্প্রদায় তন্মধ্যে এরূপভাবে পড়িয়াছিল—যেন তাহারা অন্তসারশূন্য খর্জ্জুর কাণ্ড। ৮। অনন্তর তুমি কি তাহাদের কাহা-কেও অবশিষ্ট দেখিতেছ? ৯। এবং ফেরাউন ও তাহার পূর্ব্ববর্ত্তিগণ এবং বিকর্ত্তিত জনপদের অধিবাসীরা অপরাধে লিপ্ত হইয়াছিল। ১০। অতঃপর তাহারা তাহাদের প্রতিপালকের প্রেরিত-রসুলের

হইতে পারে। কারণ উহা অবশ্যই সংঘটিত হইবে এবং উহার এক বর্ণও ব্যর্থ হইবে না। এই শ্রেণীর শাস্তির মধ্যে মানবের অবিশ্বাস, অনাচার ও দুষ্কার্য্য জনিত প্রাকৃতিক দুর্য্যোগ—অজন্মা, দুর্ভিক্ষ, মহামারী; যুদ্ধ-বিগ্রহ, পরাজয়, ভূমিকম্প, ঝঞ্চাবায়ু, শিলাবৃষ্টি, মহাপ্লাবন; মহাপ্রলয় ও নরকের শাস্তি-সমূহ এবং পুরস্কারের মধ্যে পার্থিব জীবনের ধন-সম্পদ, সন্তান-সন্ততি, স্বাস্থ্য, সুখ-শান্তি এবং স্বর্গোদ্যানের অনাবিল সুখ-সম্পদ সমূহ সমধিক উল্লেখযোগ্য।

৪—৮। অনন্তর আল্লাহতালা বলিতেছেন যে, আদ ও সমুদ জাতির মধ্যে আমি যে রসুল প্রেরণ করিয়াছিলাম, অবিশ্বাসী কোরেশদিগের ন্যায় তাহারাও আমার সেই রসুলের প্রতি অসত্যারোপ করিয়াছিল এবং তজ্জন্য তাহাদিগকে আমি যে অবশ্যম্ভাবী শাস্তির ভয় প্রদর্শন করিয়াছিলাম, তাহারা অহঙ্কার ও অবজ্ঞাভরে তাহাও অবিশ্বাস এবং অগ্রাহ্য করিয়াছিল। ইহার অবশ্যম্ভাবী পরিণাম স্বরূপ অবিশ্বাসী আদ জাতি এক ভয়ঙ্কর ধ্বংস-ধ্বনিতে এবং দুর্ম্মতি সমুদ জাতি সপ্ত-রজনী ও অষ্টদিবস ব্যাপী এক ভীষণ গর্জ্জনশীল ঝঞ্চাবায়ুতে সম্পূর্ণরূপে ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়া গিয়াছিল। হে রসুল, এই পৃথিবীতে তাহাদের অহঙ্কার ও অস্তিত্বের কোন চিহ্নই অবশিষ্ট নাই। আদ ও সমুদ জাতির বিষয় ইতিপূর্ব্বেই বর্ণিত হইয়াছে।—কোঃ ৭ম, ৯ম, ১১শ, ১৪শ ও অন্যান্য সুরার তফ্‌সীর দ্রষ্টব্য।

৯—১২। অতঃপর আল্লাহতালা ধর্ম্মদ্রোহী ফেরাউন এবং তাহার সমসাময়িক ও পূর্ব্ববর্ত্তী অবিশ্বাসী সম্প্রদায় সমূহের এবং হজরত লূতের সমসাময়িক বিকর্ত্তিত জনপদের দুষ্ক্রিয়াশীল অধিবাসীদিগের এবং হজরত নূহ নবীর সমসাময়িক অবাধ্য সম্প্রদায় সমূহের অবিশ্বাস, অবাধ্যতা ও ধ্বংসপ্রাপ্তির বিষয় উল্লেখ করিয়া বলিতেছেন যে, আমার রসুলগণের বিরুদ্ধাচরণ এবং আমার অবশ্যম্ভাবী ভবিষ্যদ্বাণীর প্রতি অবিশ্বাস ও অসত্যারোপ করার জন্য ঐ সকল জাতিকেও আমি ধ্বংস করিয়াছিলাম এবং তাহাদের মধ্যে যাহারা বিশ্বাসী ও সৎকর্ম্মশীল ছিল, তাহাদিগকে আমি

চরণ করিয়াছিল, তখন তাহা-
দিগকে সুদৃঢ় ধারণে ধৃত করা হইয়াছিল।
১১। নিশ্চয় যখন সলিলরাশি উচ্ছ্বাসিত
হইয়াছিল, তখন আমি তোমাদিগকে
নৌকা মধ্যে আরোহণ করাইয়া ছিলাম;
১২। যেমন আমি তাহাদিগকে তোমাদের
জন্য স্মরণীয় করি এবং যেন স্মরণকারী কর্ণ
উহা স্মরণ করিয়া রাখে। ১৩। অনন্তর
যখন শিঙ্গায় একই ফুৎকারে ফুৎকার
প্রদান করা হইবে; ১৪। এবং পৃথিবী
ও পর্ব্বতমালা উত্তোলন করা হইবে,
তৎপর উহাকে একই বিচূর্ণে বিবর্ণিত
করা হইবে; ১৫। তৎর সেই দিনই
সেই মহা ঘটনা সংঘটিত হইবে।

رَبِّهِمْ فَأَخَذَهُمْ أَخْذَةً رَّابِيَةً ○
۱۱- إِنَّا لَمَّا طَغَا الْمَاءُ حَمَلْنَاكُمْ
فِي الْجَارِيَةِ ۙ ۱۲- لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ
تَذْكِرَةً وَّتَعِيَهَا أُذُنٌ وَّاعِيَةٌ ○
۱۳- فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ
وَّاحِدَةٌ ۙ ۱۴- وَّحُمِلَتِ الْأَرْضُ
وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَّاحِدَةً ۙ
۱۵- فَيَوْمَئِذٍ وَّقَعَتِ الْوَاقِعَةُ ۙ

স্বীয় অনুগ্রহে রক্ষা করিয়া জগদ্বাসীর জন্য নিদর্শন প্রতিষ্ঠীত করিয়াছিলাম। সুতরাং মক্কার অবিশ্বাসী কোরেশেরা সংযত ও সতর্ক না হইলে আমার শাস্তি দ্বারা তাহারাও বিনষ্ট ও ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়া যাইবে। এই সমস্ত বিষয় কোরান শরিফের পূর্ব্ববর্ত্তী বিভিন্ন সূরায় বর্ণিত হইয়াছে।—বিষয়গত নির্ঘণ্ট দ্রষ্টব্য।

১৩—১৭। হজরত রসুলোল্লার পূর্ব্ববর্ত্তী অবিশ্বাসী সম্প্রদায় সমূহের শোচনীয় পরিণতি বর্ণনা করিবার পর আল্লাহতালা বলিতেছেন যে, যাহারা আমার অবতারিত সত্যধর্ম্ম অবিশ্বাস করিয়া আমার প্রিয়তম রসুলের সহিত শত্রুতাচরণ করিতেছে এবং আমার অবশ্যম্ভাবী সত্য ভবিষ্যদ্বাণী সমূহ অবিশ্বাস করিয়া তৎপ্রতি নানারূপ উপহাস-বিদ্রূপ করিতেছে—হে রসুল, তুমি তাহাদিগকে বলিয়া দাও যে, যে দিন আমার আদেশে শিঙ্গায় প্রথম ফুৎকার প্রদান করা হইবে, সেইদিন সেই অবশ্যম্ভাবী সত্যের প্রত্যক্ষ নিদর্শন স্বরূপ মহাপ্রলয়, পুনরুত্থান ও পারলৌকিক সুবিচার অবশ্যই সংঘটিত হইবে। সেদিন সেই শিঙ্গা-ধ্বনির ভীষণ সম্পাতে পৃথিবী ও পর্ব্বতমালা বিচূর্ণিত হইয়া বিধূনিত তুলার ন্যায় ঊর্দ্ধে উৎক্ষিপ্ত হইবে এবং সেদিন আকাশ বিদীর্ণ হইয়া সম্পূর্ণ বিকল হইয়া যাইবে। তখন স্বর্গবাসী ফেরেশ্‌তাগণ বিদীর্ণ আকাশ পরিত্যাগ করিয়া উহার একপ্রান্তে অবস্থান করিতে বাধ্য হইবে এবং এইরূপে সমস্ত জীবজগৎ ও জড়জগৎ সম্পূর্ণরূপে ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়া শুধু সর্ব্বশক্তিমান ও সর্ব্বদর্শী মহান্ আল্লাহতালার সত্তা ও আধিপত্যই বিরাজমান থাকিবে।

পবিত্র কোরান শরিফের অন্যত্র বর্ণিত হইয়াছে যে, এইরূপে মহাপ্রলয় অথবা সমগ্র বিশ্ব-জগতের ধ্বংস-ক্রিয়া সম্পন্ন হইবার পর আল্লাহতালার আদেশে পুনরায় শিঙ্গায় ফুৎকার প্রদান করা হইলে সমগ্র জীবজগৎ সঞ্জীবিত হইয়া উঠিবে এবং তখন জগদ্বাসীকে তাহাদের কৃতকর্ম্মানুযায়ী প্রতিদান বা প্রতিফল প্রদানের জন্য মহাবিচারক বিশ্বসম্রাট আল্লাহতালা আপন মহিমায় আত্মপ্রকাশ করিবেন এবং নির্দ্ধারিত অষ্ট ফেরেশ্‌তা তাঁহার মহিমান্বিত আর্শ বা অলৌকিক ও অনুপম সিংহাসন বহন করিয়া আনিবে।—সূরা জোমর দ্রষ্টব্য।

আল্লাহতালার মহিমান্বিত 'আর্শ' বা 'কুরসী' সম্বন্ধে পবিত্র কোরানের আয়ত ও বিভিন্ন হাদিসে যে সকল বর্ণনা পরিদৃষ্ট হয়, তাহার সঠিক মর্ম্ম সম্বন্ধে তফসীরকারগণ বিভিন্নরূপ মতামত

১৬। এবং সেদিন আকাশ বিদীর্ণ হইয়া তৎপর উহা বিকল হইয়া যাইবে। ১৭। এবং ফেরেশ্‌তাগণ উহার প্রান্তে অবস্থান করিবে এবং সেদিন তাহাদের অষ্ট জন তোমার প্রতিপালকের 'আর্শ' উত্তোলন করিবে। ১৮। সেদিন তোমা-দিগকে সম্মুখে উপস্থিত করা হইবে, তোমাদের মধ্য হইতে কোন গুপ্ত বিষয়ই প্রচ্ছন্ন থাকিবে না। ১৯। অতঃপর যাহার দক্ষিণ হস্তে তাহার কর্ম্মগ্রন্থ প্রদান করা হইবে, তখন সে বলিবে—আচ্ছা আমার কর্ম্মগ্রন্থ পাঠ কর। ২০। নিশ্চয় আমি জানিতাম যে, অবশ্য আমাকে হিসাবের সম্মুখীন হইতে হইবে। ২১। অতঃপর সে আনন্দপূর্ণ জীবন যাপন করিবে—২২। সমুন্নত স্বর্গোদ্যানের মধ্যে; ২৩। যাহার ফলপুঞ্জ সন্নিকটবর্ত্তী হইবে। ২৪। তোমরা অতীত দিবস

۱۶- وَانْشَقَّتِ السَّمَآءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ
وَّاهِيَةٌ ۙ ۱۷- وَّالْمَلَكُ عَلٰٓى
أَرْجَآئِهَا ؕ وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ
فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمٰنِيَةٌ ؕ ۱۸- يَوْمَئِذٍ
تُعْرَضُوْنَ لَا تَخْفٰى مِنْكُمْ خَافِيَةٌ ○
۱۹- فَأَمَّا مَنْ أُوْتِيَ كِتٰبَهٗ بِيَمِيْنِهٖ ۙ
فَيَقُوْلُ هَآؤُمُ اقْرَءُوْا كِتٰبِيَهْ ۚ
۲۰- إِنِّيْ ظَنَنْتُ أَنِّيْ مُلٰقٍ
حِسَابِيَهْ ۚ ۲۱- فَهُوَ فِيْ عِيْشَةٍ
رَّاضِيَةٍ ۙ ۲۲- فِيْ جَنَّةٍ عَالِيَةٍ ۙ
۲۳- قُطُوْفُهَا دَانِيَةٌ ○ ۲۴- كُلُوْا

পরিগ্রহণ ও বহু মতভেদের কুহেলিকা সৃষ্টি করিয়াছেন। কেহ কেহ কোরান ও হাদিসের উক্তি সমূহের সাধারণ শাব্দিক অর্থ গ্রহণ করিয়া নিরাকার ও নিরবয়ব অনুপম আল্লাহতালাকে সাকার ও সীমাবদ্ধ ধারণা করিয়া লইয়াছেন এবং কেহ বা ঐ সকল উক্তির অসঙ্গত কল্পিত মর্ম পরিগ্রহণ করিয়া পবিত্র কোরান ও হাদিস বাণীর প্রকৃত অভিব্যক্তি সম্পূর্ণরূপে উড়াইয়া দিয়াছেন। শিয়া, সুফী ও আহলে-হাদিস-মোহাম্মদী সম্প্রদায় প্রথমোক্ত মতের সমর্থক এবং মোতাজালা, কাদিয়ানী ও আধুনিক নব্য শিক্ষিত দল দ্বিতীয় মতের প্রবর্ত্তক। কিন্তু হানাফী, শাফেয়ী প্রমুখ আহলে সুন্নত-অল-জামাতের ওলামা ও তফ্‌সীরকারগণ উহার কোন মতই সমর্থন বা পরিগ্রহণ করেন নাই। তাঁহারা পবিত্র কোরান ও হাদিসের ঐ সকল উক্তিকে অলৌকিক বিষয়ের পার্থিব অভিব্যক্তি জ্ঞানে উহাকে সাধারণ মানব-জ্ঞানের অনধিগম্য অনুপম উপমা বলিয়া অভিহিত করিয়া আল্লাহ ও রসুলের পবিত্র বাণীর মর্য্যাদা রক্ষা করিয়াছেন। তঃ বয়জবী ও হক্কানী দ্রষ্টব্য।

১৮। আল্লাহতালার 'আর্শ' বা সিংহাসন সংস্থাপিত হইবার পর সমগ্র মানব জাতিকে সমুত্থিত করিয়া ন্যায় বিচারের জন্য তাঁহার সমক্ষে আনয়ন করা হইবে এবং সেদিন মানবের পার্থিব জীবনের সমস্ত বিষয় সুপ্রকাশিত হইয়া পড়িবে এবং তাহাদের কৃতকর্ম্মের কোন বিষয়ই কেহ গোপন করিতে পারিবে না।

১৯—২৪। সেদিন বিশ্বাসী ও পুণ্যবান ব্যক্তিগণ স্ব স্ব দক্ষিণ হস্তে তাহাদের 'আমলনামা' বা কৃতকর্ম্মের গ্রন্থলিপি প্রাপ্ত হইবে এবং তাহারা করুণাময় আল্লাহতালার সুবিচারে সন্তুষ্ট হইয়া

সমূহে পূর্ব্বে যাহা করিয়াছ, তজ্জন্য আনন্দে ভোজন ও পান কর। ২৫। এবং যাহার বাম হস্তে কর্ম্মগ্রন্থ প্রদান করা হইবে, তখন সে বলিবে—হায়, আমার কর্ম্মগ্রন্থ আমাকে না দিলেই হইত! ২৬। এবং আমি স্বীয় হিসাব সম্বন্ধে অবগত ছিলাম না। ২৭। হায়, যদি আমার সব শেষ হইয়া যাইত! ২৮। আমার ধন-সম্পদে আমার কোনই সুফল হইল না! ২৯। আমা হইতে সমস্ত শক্তি বিলুপ্ত হইয়াছে। ৩০। উহাকে ধৃত কর, তৎপর উহাকে শৃঙ্খলাবদ্ধ কর; ৩১। অতঃপর উহাকে নরকে নিক্ষেপ কর; ৩২। তৎপর উহাকে সত্তর হস্ত পরিমিত শৃঙ্খলে বিজড়িত কর। ৩৩। যেহেতু সে সুমহান্ আল্লার প্রতি বিশ্বাস-স্থাপন করে নাই। ৩৪। এবং সে অভাবগ্রস্তদিগকে ভোজ্য দানে আগ্রহান্বিত ছিল না। ৩৫। অতএব আজ এখানে তাহার জন্য কোনই বন্ধু নাই। ৩৬। এবং বিধৌত-বারি ব্যতীত কোন খাদ্য নাই—৩৭। যাহা অপরাধীরা ব্যতীত কেহই ভক্ষণ করিবে না।

وَاشْرَبُوْا هَنِيْٓـًٔا بِمَآ اَسْلَفْتُمْ فِي الْاَيَّامِ
الْخَالِيَةِ ۝ ۲۵- وَاَمَّا مَنْ اُوْتِيَ
كِتٰبَهٗ بِشِمَالِهٖ ۵ فَيَقُوْلُ يٰلَيْتَنِيْ
لَمْ اُوْتَ كِتٰبِيَهْ ۚ ۲۶- وَلَمْ اَدْرِ مَا
حِسَابِيَهْ ۚ ۲۷- يٰلَيْتَهَا كَانَتِ
الْقَاضِيَةَ ۚ ۲۸- مَآ اَغْنٰى عَنِّيْ
مَالِيَهْ ۚ ۲۹- هَلَكَ عَنِّيْ سُلْطٰنِيَهْ ۚ
۳۰- خُذُوْهُ فَغُلُّوْهُ ۚ ۳۱- ثُمَّ
الْجَحِيْمَ صَلُّوْهُ ۚ ۳۲- ثُمَّ فِيْ
سِلْسِلَةٍ ذَرْعُهَا سَبْعُوْنَ ذِرَاعًا
فَاسْلُكُوْهُ ۚ ۳۳- اِنَّهٗ كَانَ لَا يُؤْمِنُ
بِاللّٰهِ الْعَظِيْمِ ۚ ۳۴- وَلَا يَحُضُّ
عَلٰى طَعَامِ الْمِسْكِيْنِ ۚ ۳۵- فَلَيْسَ
لَهُ الْيَوْمَ هٰهُنَا حَمِيْمٌ ۚ ۳۶- وَّلَا
طَعَامٌ اِلَّا مِنْ غِسْلِيْنٍ ۚ ۳۷- لَّا يَاْ
كُلُهٗٓ اِلَّا الْخَاطِـُٔوْنَ ۚ

স্বর্গোদ্যানে প্রবিষ্ট হইবে এবং তথায় অনন্ত জীবন ভরিয়া উহার অফুরন্ত সুখ-সম্পদ ও অনাবিল শান্তি ভোগ করিতে থাকিবে।

২৫—৩৭। অবিশ্বাসী অপরাধীরা স্ব স্ব বাম হস্তে তাহাদের 'আমলনামা' কৃতকর্ম্মের গ্রন্থলিপি প্রাপ্ত হইবে এবং তাহারা উহা পাঠে লজ্জা ও অনুতা[illegible] কাতর কণ্ঠে বলিবে—হায়! আজ আমরা ইহা না পাইলেই ভাল হইত [illegible] সম্পূর্ণ শক্তিহীন। আমাদের ধন-সম্পদ ও প্রভাব-প্রতিপত্তি আজ [illegible] আসিল না। তখন আল্লাহতালার ন্যায়বিচারে অপরাধী হইয়া [illegible]

সমূহ পূর্ব্বে যাহা করিয়াছ, তজ্জন্য
সানন্দে ভোজন ও পান কর। ২৫। এবং
যাহার বাম হস্তে কর্ম্মগ্রন্থ প্রদান করা
হইবে, তখন সে বলিবে—হায়, আমার
কর্ম্মগ্রন্থ আমাকে না দিলেই হইত!
২৬। এবং আমি স্বীয় হিসাব সম্বন্ধে অবগত
ছিলাম না। ২৭। হায়, যদি আমার
সব শেষ হইয়া যাইত! ২৮। আমার
ধন-সম্পদে আমার কোনই সুফল হইল
না! ২৯। আমা হইতে সমস্ত শক্তি
বিলুপ্ত হইয়াছে। ৩০। উহাকে ধৃত
কর, তৎপর উহাকে শৃঙ্খলাবদ্ধ কর;
৩১। অতঃপর উহাকে নরকে নিক্ষেপ
কর; ৩২। তৎপর উহাকে সত্তর হস্ত
পরিমিত শৃঙ্খলে বিজড়িত কর।
৩৩। যেহেতু সে সুমহান্ আল্লার প্রতি
বিশ্বাস-স্থাপন করে নাই। ৩৪। এবং
সে অভাবগ্রস্তদিগকে ভোজ্য দানে
আগ্রহান্বিত ছিল না। ৩৫। অতএব
আজ এখানে তাহার জন্য কোনই বন্ধু
নাই। ৩৬। এবং বিধৌত-বারি ব্যতীত
কোন খাদ্য নাই—৩৭। যাহা অপরাধীরা
ব্যতীত কেহই ভক্ষণ করিবে না।

وَاشْرَبُوْا هَنِيْٓـًٔا بِمَآ اَسْلَفْتُمْ فِى الْاَيَّامِ
الْخَالِيَةِ ○ ۲۵- وَاَمَّا مَنْ اُوْتِىَ
كِتٰبَهٗ بِشِمَالِهٖ ۙ فَيَقُوْلُ يٰلَيْتَنِىْ
لَمْ اُوْتَ كِتٰبِيَهْ ۚ ۲۶- وَلَمْ اَدْرِ مَا
حِسَابِيَهْ ۚ ۲۷- يٰلَيْتَهَا كَانَتِ
الْقَاضِيَةَ ۚ ۲۸- مَآ اَغْنٰى عَنِّىْ
مَالِيَهْ ۚ ۲۹- هَلَكَ عَنِّىْ سُلْطٰنِيَهْ ۚ
۳۰- خُذُوْهُ فَغُلُّوْهُ ۙ ۳۱- ثُمَّ
الْجَحِيْمَ صَلُّوْهُ ۙ ۳۲- ثُمَّ فِىْ
سِلْسِلَةٍ ذَرْعُهَا سَبْعُوْنَ ذِرَاعًا
فَاسْلُكُوْهُ ۙ ۳۳- اِنَّهٗ كَانَ لَا يُؤْمِنُ
بِاللّٰهِ الْعَظِيْمِ ۙ ۳۴- وَلَا يَحُضُّ
عَلٰى طَعَامِ الْمِسْكِيْنِ ۙ ۳۵- فَلَيْسَ
لَهُ الْيَوْمَ هٰهُنَا حَمِيْمٌ ۙ ۳۶- وَّلَا
طَعَامٌ اِلَّا مِنْ غِسْلِيْنٍ ۙ ۳۷- لَّا يَاْ
كُلُهٗٓ اِلَّا الْخَاطِئُوْنَ ۚ

উহার অফুরন্ত সুখ-সম্পদ ও অনাবিল স্বর্গোদ্যানে প্রবিষ্ট হইবে এবং তথায় অনন্ত জীবন ভরিয়া শান্তি ভোগ করিতে থাকিবে।

২৫—৩৭। অবিশ্বাসী অপরাধীরা স্ব স্ব বাম হস্তে তাহাদের 'আমলনামা' বা কৃতকর্ম্মের গ্রন্থলিপি প্রাপ্ত হইবে এবং তাহারা উহা পাঠে লজ্জা ও অনুতাপে জর্জ্জরিত হইয়া কাতর কণ্ঠে বলিবে—হায়! আজ আমরা ইহা না পাইলেই ভাল হইত; কারণ আজ আমরা সম্পূর্ণ শক্তিহীন। আমাদের ধন-সম্পদ ও প্রভাব-প্রতিপত্তি আজ আমাদের কোনই কাজে আসিল না। তখন আল্লাহতালার ন্যায়বিচারে অপরাধী হইয়া তাহারা শৃঙ্খলাবদ্ধ অবস্থায়

২য় রুকু—পবিত্র কোরানের সুনিশ্চিত সত্যতা

৩৮। কিন্তু না—আমি উহার শপথ করিতেছি—যাহা তোমরা প্রত্যক্ষ করিতেছ—৩৯। এবং যাহা তোমরা প্রত্যক্ষ করিতেছ না। ৪০। নিশ্চয় ইহা সম্মানিত রসুলের বাক্য; ৪১। এবং ইহা কোন কবির কথা নহে; তোমরা অত্যল্পই বিশ্বাস করিতেছ। ৪২। এবং ইহা কোন গণকের কথাও নহে; তোমরা অত্যল্পই উপদেশ গ্রহণ করিতেছ। ৪৩। বিশ্বজগতের প্রতিপালক হইতেই ইহা অবতীর্ণ হইয়াছে। ৪৪। এবং যদি সে আমার উপর কোন বাক্য রচনা করিত, ৪৫। তবে নিশ্চয় আমি তাহার দক্ষিণ হস্ত ধৃত করিতাম; ৪৬। তৎপর আমি তাহার কণ্ঠশিরা কর্ত্তন করিতাম। ৪৭। অতঃপর তোমা-

٣٨- فَلَآ أُقْسِمُ بِمَا تُبْصِرُوْنَ ۙ
٣٩- وَمَا لَا تُبْصِرُوْنَ ۙ ٤٠- إِنَّهٗ
لَقَوْلُ رَسُوْلٍ كَرِيْمٍ ۙ ٤١- وَّمَا
هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ ۭ قَلِيْلًا مَّا تُؤْمِنُوْنَ ۙ
٤٢- وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنٍ ۭ قَلِيْلًا مَّا تَذَ
كَّرُوْنَ ۭ ٤٣- تَنْزِيْلٌ مِّنْ رَّبِّ
الْعٰلَمِيْنَ ○ ٤٤- وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا
بَعْضَ الْأَقَاوِيْلِ ۙ ٤٥- لَأَخَذْنَا
مِنْهُ بِالْيَمِيْنِ ۙ ٤٦- ثُمَّ لَقَطَعْنَا
مِنْهُ الْوَتِيْنَ ۙ ٤٧- فَمَا مِنْكُمْ

ধৃত হইয়া নরকানলে নিক্ষিপ্ত হইবে। সেই ভীষণ স্থানে তাহারা কোনই বন্ধু বা সহায় প্রাপ্ত হইবে না এবং অথায় তাহারা 'গেছালিন' নামক অতি নিকৃষ্ট খাদ্য বা জঘন্য পানীয় পানাহার করিয়া চিরকাল সেই ভয়াবহ নরকানলের দুঃসহ শাস্তি ও লাঞ্ছনা ভোগ করিতে বাধ্য হইবে।

৩৮—৪৩। "আল-হাক্কা" বা 'অবশ্যম্ভাবী-সত্য' ঘটনা সমূহ সংঘটিত হইবার বিস্তৃত বিবরণ প্রকাশ করিবার পর সর্ব্বদর্শী আল্লাহতালা অদৃশ্য ও দৃশ্যমান বিশ্বজগতের শপথ করিয়া বলিতেছেন যে, হে অবিশ্বাসী কোরেশ সম্প্রদায়, এই পবিত্র কোরান কোন কবির রচনা, গণকের উক্তি অথবা জেন ও শয়তানের প্ররোচনা বলিয়া তোমরা যে ভ্রান্ত ধারণা পোষণ করিতেছ এবং আমার প্রিয়তম নবীকে কবি, গণক ও প্রবঞ্চক বলিয়া তোমরা যে সকল অসঙ্গত কথা বলিতেছ তাহা কখনই সত্য নহে। বরং এই পবিত্র কোরান আমার মনোনীত ও সম্মানিত রসুলের বাক্য এবং বিশ্ববাসীকে সুপথ প্রদর্শন ও সত্যধর্ম্ম শিক্ষা দিবার জন্য সর্ব্বশক্তিমান বিশ্বজগতের প্রতিপালক প্রভুর নিকট হইতেই ইহা অবতীর্ণ হইয়াছে।

৪৪—৪৭। অনন্তর আল্লাহতালা বলিতেছেন যে, কবির বাক্য কখনই এইরূপ বিভিন্ন বিষয়ের জ্ঞান ও অব্যর্থ ভবিষ্যদ্বাণীতে পূর্ণ হইতে পারে না। 'কাহেন' বা ভূত, প্রেত, জেন, শয়তান ও পিশাচ-সিদ্ধ ব্যক্তিগণের উক্তি প্রায়ই মিথ্যা ও ভ্রান্তিপূর্ণ হইয়া থাকে। বিশেষতঃ জেন ও শয়তানগণ কখনই তাহাদের দুষ্ক্রিয়া ও শয়তানীর প্রতিকূলে প্ররোচনা প্রদান করিতে পারে না, ইহা সম্পূর্ণ অস্বাভাবিক। পক্ষান্তরে আমার রসুল যদি প্রবঞ্চক হইত এবং যদি সে

২য় রুকূ—পবিত্র কোরানের সুনিশ্চিত সত্যতা

৩৮। কিন্তু না—আমি উহার শপথ করিতেছি—যাহা তোমরা প্রত্যক্ষ করিতেছ—৩৯। এবং যাহা তোমরা প্রত্যক্ষ করিতেছ না। ৪০। নিশ্চয় ইহা সম্মানিত রসুলের বাক্য; ৪১। এবং ইহা কোন কবির কথা নহে; তোমরা অত্যল্পই বিশ্বাস করিতেছ। ৪২। এবং ইহা কোন গণকের কথাও নহে; তোমরা অত্যল্পই উপদেশ গ্রহণ করিতেছ। ৪৩। বিশ্বজগতের প্রতিপালক হইতেই ইহা অবতীর্ণ হইয়াছে। ৪৪। এবং যদি সে আমার উপর কোন বাক্য রচনা করিত, ৪৫। তবে নিশ্চয় আমি তাহার দক্ষিণ হস্ত ধৃত করিতাম; ৪৬। তৎপর আমি তাহার কণ্ঠশিরা কর্ত্তন করিতাম। ৪৭। অতঃপর তোমা-

٣٨- فَلَآ أُقْسِمُ بِمَا تُبْصِرُوْنَ ۙ
٣٩- وَمَا لَا تُبْصِرُوْنَ ۙ ٤٠- إِنَّهُ
لَقَوْلُ رَسُوْلٍ كَرِيْمٍ ۙ ٤١- وَمَا
هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ ۚ قَلِيْلًا مَّا تُؤْمِنُوْنَ ۙ
٤٢- وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنٍ ۚ قَلِيْلًا مَّا تَذَ
كَّرُوْنَ ؕ ٤٣- تَنْزِيْلٌ مِّنْ رَّبِّ
الْعٰلَمِيْنَ ○ ٤٤- وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا
بَعْضَ الْاَقَاوِيْلِ ۙ ٤٥- لَاَخَذْنَا
مِنْهُ بِالْيَمِيْنِ ۙ ٤٦- ثُمَّ لَقَطَعْنَا
مِنْهُ الْوَتِيْنَ ۖ ٤٧- فَمَا مِنْكُمْ

ধৃত হইয়া নরকানলে নিক্ষিপ্ত হইবে। সেই ভীষণ স্থানে তাহারা কোনই বন্ধু বা সহায় প্রাপ্ত হইবে না এবং অথায় তাহারা 'গেছালিন' নামক অতি নিকৃষ্ট খাদ্য বা জঘন্য পানীয় পানাহার করিয়া চিরকাল সেই ভয়াবহ নরকানলের দুঃসহ শাস্তি ও লাঞ্ছনা ভোগ করিতে বাধ্য হইবে।

৩৮—৪৩। "আল-হাক্কা" বা 'অবশ্যম্ভাবী-সত্য' ঘটনা সমূহ সংঘটিত হইবার বিস্তৃত বিবরণ প্রকাশ করিবার পর সর্ব্বদর্শী আল্লাহতালা অদৃশ্য ও দৃশ্যমান বিশ্বজগতের শপথ করিয়া বলিতেছেন যে, হে অবিশ্বাসী কোরেশ সম্প্রদায়, এই পবিত্র কোরান কোন কবির রচনা, গণকের উক্তি অথবা জেন ও শয়তানের প্ররোচনা বলিয়া তোমরা যে ভ্রান্ত ধারণা পোষণ করিতেছ এবং আমার প্রিয়তম নবীকে কবি, গণক ও প্রবঞ্চক বলিয়া তোমরা যে সকল অসঙ্গত কথা বলিতেছ তাহা কখনই সত্য নহে। বরং এই পবিত্র কোরান আমার মনোনীত ও সম্মানিত রসুলের বাক্য এবং বিশ্ববাসীকে সুপথ প্রদর্শন ও সত্যধর্ম্ম শিক্ষা দিবার জন্য সর্ব্বশক্তিমান বিশ্বজগতের প্রতিপালক প্রভুর নিকট হইতেই ইহা অবতীর্ণ হইয়াছে।

৪৪—৪৭। অনন্তর আল্লাহতালা বলিতেছেন যে, কবির বাক্য কখনই এইরূপ বিভিন্ন বিষয়ের জ্ঞান ও অব্যর্থ ভবিষ্যদ্বাণীতে পূর্ণ হইতে পারে না। 'কাহেন' বা ভূত, প্রেত, জেন, শয়তান ও পিশাচ-সিদ্ধ ব্যক্তিগণের উক্তি প্রায়ই মিথ্যা ও ভ্রান্তিপূর্ণ হইয়া থাকে। বিশেষতঃ জেন ও শয়তানগণ কখনই তাহাদের দুষ্ক্রিয়া ও শয়তানীর প্রতিকূলে প্ররোচনা প্রদান করিতে পারে না, ইহা সম্পূর্ণ অস্বাভাবিক। পক্ষান্তরে আমার রসুল যদি প্রবঞ্চক হইত এবং যদি সে

দের মধ্যে কেহই তাহার প্রতিরোধকারী হইত না। ৪৮। এবং নিশ্চয় ইহা ধর্মভীরুগণের জন্য সদুপদেশ। ৪৯। এবং আমি নিশ্চয় জানি যে, তোমাদের মধ্যে অসত্যারোপকারী রহিয়াছে। ৫০। এবং নিশ্চয় ইহা অবিশ্বাসীদের জন্য দুঃখ-দায়ক। ৫১। এবং নিশ্চয়ই ইহা সুনিশ্চিত সত্য। অতএব তুমি তোমার মহান্ প্রতিপালকের নামের মহিমা বর্ণন কর।

مِّنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ ○ ٤٨- وَإِنَّهُ
لَتَذْكِرَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ ○ ٤٩- وَإِنَّا لَنَعْلَمُ
أَنَّ مِنكُم مُّكَذِّبِينَ ○ ٥٠- وَإِنَّهُ
لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ ○
٥١- وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينِ ○
٥٢- فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ ۝

আমার বাণীর সঙ্গে স্বকপোল কল্পিত কোন কথা সংযোগ করিত, তবে নিশ্চয় আমি তাঁহাকে অতি কঠিন শাস্তি প্রদান করিতাম এবং আমার সেই শাস্তি হইতে কেহই তাঁহাকে রক্ষা করিতে পারিত না।

৪৮—৫১। হে অবিশ্বাসীবৃন্দ, আমার এই পবিত্র বাণী যদিও তোমাদের পক্ষে দুঃখজনক ও অসহ্য বলিয়া অনুমিত হইতেছে এবং যদিও তোমরা এতদপ্রতি অসত্যারোপ করিতেছ, তথাপি তোমরা নিশ্চয় জানিয়া রাখ যে, বিশ্বাসী ও ধর্মভীরুগণের জন্য ইহা সদুপদেশ ও কল্যাণকর এবং আমার এই অবশ্যম্ভাবী সুনিশ্চিত সত্য-বাণী কখনই ব্যর্থ হইবে না।

৫২। অতএব হে রসুল, তুমি অবিশ্বাসীদিগের অসত্যারোপ ও উপহাস-বিদ্রূপে কিছুমাত্র ভ্রূক্ষেপ না করিয়া তোমার মহিমান্বিত প্রতিপালক প্রভুর নামের মহিমা বর্ণনা কর। অবিশ্বাসী-দিগের বিরুদ্ধাচরণ সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ করিয়া তিনিই তোমাকে সাফল্য ও বিজয় গৌরবের অধিকারী করিবেন। তাঁহার এই সুনিশ্চিত সত্য অঙ্গীকার কখনই ব্যর্থ হইবে না।

বিশ্বাসীগণের ইহলৌকিক সাফল্য, বিজয় ও পারলৌকিক পুরস্কার এবং অবিশ্বাসীদিগের ইহলৌকিক অধঃপতন, পরাজয় এবং পারলৌকিক শাস্তি ও লাঞ্ছনার অব্যর্থ ভবিষ্যদ্বাণী পরিব্যক্ত করিবার পর হজরত রসুলোল্লার জীবনের সাধনার সাফল্য সম্বন্ধে এই পবিত্রতম আশ্বাসবাণী সহ আলোচ্য সূরা শেষ করা হইয়াছে।

মকায় অবতীর্ণ	৭০। সুরা মারেজ—المعارج	৪৪ আয়ত

১ম রুকু—ইহ-পারলৌকিক শাস্তির সুনিশ্চয়তা

সর্ব্ব প্রদাতা করুণাময় আল্লার নামে

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

১। কোন প্রশ্নকারী সেই শাস্তি সম্বন্ধে প্রশ্ন করিয়াছিল—যাহা সংঘটিত হইবে— ২। অবিশ্বাসীদিগের জন্য; যাহা কেহই নিবারণ করিতে পারিবে না, ৩। সোপানাবলীর অধিপতি আল্লাহ হইতে। ৪। ফেরেশ্‌তাগণ ও আত্মা সেদিন তাঁহার দিকে অধিরোহণ করিবে, যাহার পরিমাণ পঞ্চাশ সহস্র বৎসর

١. سَاَلَ سَآئِلٌۢ بِعَذَابٍ وَّاقِعٍ ۙ
٢. لِّلْكٰفِرِيْنَ لَيْسَ لَهٗ دَافِعٌ ۙ
٣. مِّنَ اللّٰهِ ذِى الْمَعَارِجِ ۗ
٤. تَعْرُجُ الْمَلٰٓئِكَةُ وَالرُّوْحُ اِلَيْهِ فِىْ
يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهٗ خَمْسِيْنَ اَلْفَ

মারেজ—সোপানাবলী, স্বর্গলোক, নভোমণ্ডল, অধিরোহণের স্থান অথবা উন্নতির স্তর সমূহ মানব শিক্ষা-দীক্ষা, জ্ঞান-বিজ্ঞান, ধন-সম্পদ ও শক্তি-সামর্থ্যে উন্নতি লাভ করিয়া যতই উচ্চস্তরে আরোহণ করুক না কেন, সে যদি আল্লাহতালার অস্তিত্ব ও পরলোক সম্বন্ধে সত্য বিশ্বাস ও প্রকৃত জ্ঞান করিতে না পারে, তবে তাহার জীবন ও সাধনা সম্পূর্ণ ব্যর্থ হইয়া যাইবে। ফলতঃ এই শ্রেণীর লোকেরাই চিরজীবন্ত ও নিত্য বিরাজমান আল্লাহতালার সত্তা ও পরলোকের অস্তিত্ব অস্বীকার করিয়া থাকে। তাই আল্লাহতালা ইঙ্গিত করিতেছেন যে, তোমরা যে পার্থিব উন্নতির অহঙ্কারে আত্মহারা হইয়া আমার অবতারিত সত্যে অবিশ্বাস ও অসত্যারোপ করিতেছ, আমিই যে সেই উন্নতির স্তর-সমূহ বা উর্দ্ধে আরোহণের সোপান শ্রেণীর একমাত্র অধিপতি। সুতরাং তোমরা 'মারেজ' বা উর্দ্ধে আরোহণের সোপান শ্রেণী অতিক্রম করিয়া যতই উন্নতি লাভ করনা কেন, আমার নির্দ্দিষ্ট উর্দ্ধ সীমা তোমরা কখনই অতিক্রম করিতে পারিবে না।

শানে-নজুল:—হজরত এব্‌ন-আব্বাস, এব্‌ন-জোবায়ের ও করতবী বর্ণনা করিয়াছেন যে, এই সুরা সর্ব্ববাদী সম্মতিক্রমে মক্কা শরিফে অবতীর্ণ হইয়াছিল। পূর্ব্ববর্ত্তী 'আল্-হাক্কা' বা অবশ্যম্ভাবী-সত্য ও সুনিশ্চিত শাস্তির সংবাদ সংবলিত সুরা অবতীর্ণ হইবার পর নজর-বেন হারেস প্রমুখ কোন কোন অবিশ্বাসী উপহাস-বিদ্রুপ করিয়া বলিত যে, ঐ শাস্তি কবে অবতীর্ণ হইবে এবং উহা শীঘ্র শীঘ্র সমাগত হইতেছে না কেন? তাহাদের ঐ সকল ধৃষ্টতাপূর্ণ উক্তির উত্তরেই আলোচ্য সুরা অবতীর্ণ হয়।

১—৭। আল্লাহতালা বলিতেছেন—হে রসুল, যে সকল ধৃষ্ট অবিশ্বাসী আমার পবিত্র-বাণী হইতে অবশ্যম্ভাবী সত্য ও সুনিশ্চিত শাস্তির সংবাদ শুনিয়া উপহাস-বিদ্রুপ করিতেছে এবং উহা কবে উপস্থিত হইবে বলিয়া তোমার নিকট জিজ্ঞাসা করিতেছে, তুমি তাহাদিগকে বলিয়া দাও যে, বিশ্বজগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও উন্নতির সোপান-শ্রেণী বা বিভিন্ন স্তরের একমাত্র

হইবে। ৫। অতএব তুমি উত্তম ধৈর্য্যে ধৈর্য্য ধারণ কর। ৬। নিশ্চয় তাহারা উহাকে সুদূরবর্ত্তী দেখিতেছে; ৭। এবং আমি উহাকে সন্নিকটবর্ত্তী অবলোকন করিতেছি। ৮। সেদিন আকাশ বিগলিত তাম্রের ন্যায় হইবে; ৯। এবং পর্ব্বত-মালা বিধুনিত পশমের ন্যায় হইয়া যাইবে। ১০। এবং কোন বন্ধু কোন বন্ধুকে জিজ্ঞাসা করিবে না; ১১। তাহারা পরস্পরকে দেখিতে পাইবে; সেদিন প্রত্যেক অপরাধী শাস্তির পরিবর্ত্তে স্বীয় সন্তানাদি প্রদান করা স্পৃহণীয় মনে করিবে,—১২। এবং স্বীয় পত্নী ও স্বীয়

سَنَةٍ ۚ ٥- فَاصْبِرْ صَبْرًا جَمِيْلًا ○
٦- اِنَّهُمْ يَرَوْنَهٗ بَعِيْدًا ۙ ٧- وَّنَرٰىهُ
قَرِيْبًا ۙ ٨- يَوْمَ تَكُوْنُ السَّمَآءُ
كَالْمُهْلِ ۙ ٩- وَتَكُوْنُ الْجِبَالُ
كَالْعِهْنِ ۙ ١٠- وَلَا يَسْـَٔلُ حَمِيْمٌ
حَمِيْمًا ۚ ١١- يُّبَصَّرُوْنَهُمْ ط
يَوَدُّ الْمُجْرِمُ لَوْ يَفْتَدِيْ مِنْ عَذَابِ
يَوْمِئِذٍۭ بِبَنِيْهِ ۙ ١٢- وَصَاحِبَتِهٖ

অধিপতি সর্ব্বশক্তিমান আল্লাহতালা উহা অবশ্যই সংঘটিত করিবেন এবং বিশ্বজগতের কেহই তাহা নিবারণ বা প্রতিরোধ করিতে পারিবে না। যেদিন সেই অবশ্যম্ভাবী সত্যের নিদর্শন স্বরূপ মহাপ্রলয় ও পুনরুত্থান এবং সুনিশ্চিত সত্যের প্রত্যক্ষ প্রকাশ স্বরূপ সুবিচার, শাস্তি ও পুরস্কার প্রদান করা হইবে, সেই দিনের পরিমাণ পঞ্চাশ সহস্র বৎসর হইবে। সেদিন ফেরেশতাগণের সহিত মানবাত্মা সমূহ স্ব স্ব কৃতকর্ম্মের প্রতিদান বা প্রতিফল ভোগ করিবার জন্য আল্লাহতালার সমক্ষে উঠিয়া আসিবে এবং সুবিচার ও শাস্তি হইতে অপরাধিগণের কেহই পরিত্রাণ পাইবে না। অতএব হে রসুল, অবিশ্বাসীদের কুট প্রশ্ন বা উপহাস-বিদ্রূপে বিচলিত না হইয়া তুমি উত্তম ধৈর্য্যে ধৈর্য্য ধারণ কর এবং অবিশ্বাসীদিগকে বলিয়া দাও যে, তোমরা উহা অসম্ভব ও সুদূরবর্ত্তী ধারণা করিলেই সর্ব্বশক্তিমান আল্লাহতালা উহা শীঘ্রই সম্ভব ও সংঘটন করিবেন।

এস্থলে আল্লাহতালা পুনরুত্থান ও প্রতিফল দিবসের পরিমাণ পঞ্চাশ সহস্র বৎসর নির্দ্দেশ করিয়াছেন। সুতরাং বিশ্বজগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও উন্নতির এক একটি যুগ বা বিভিন্ন স্তরের সুদীর্ঘ পরিমাণ ইহা দ্বারা অতি সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে।

পুনরুত্থান ও বিচার দিবসের পঞ্চাশ হাজার বৎসর পরিমাণ সম্বন্ধে হাদিস ও তফসীরে বিভিন্ন রূপ বর্ণনা পরিদৃষ্ট হয়। প্রকৃত কথা এই যে, অবিশ্বাসী অপরাধীরা ঐ সঙ্কটময় সুদীর্ঘ দিবস সহস্র সহস্র বৎসর বলিয়া ধারণা করিবে। তাহাদের নিকট ঐ দুঃখের দিন যেন কখনও শেষ হইবে না। পক্ষান্তরে বিশ্বাসী ও পুণ্যবানগণের নিকট ঐ দিবস অতি ক্ষণস্থায়ী—এমন কি, জোহরের নামাজের সময় হইতে আসরের নামাজের সময়ের অনুরূপ বলিয়া অনুমিত হইবে এবং অতি অল্প সময়ের মধ্যে ঐ সুদীর্ঘ দিবস শেষ হইয়া তাহাদের জন্য অনন্ত সুখের জীবন আরম্ভ হইবে।—বায়হাকী।

৮—১৯। অনন্তর আল্লাহতালা বলিতেছেন যে, সেই সঙ্কটময় মহাদিবসে উত্তপ্ত আকাশ বিগলিত তাম্রের বর্ণ ধারণ করিবে এবং পৃথিবী ও পর্ব্বতমালা বিধুনিত পশমের ন্যায় বিচ্ছিন্ন হইয়া যাইবে। সেদিন পরস্পর দেখা সাক্ষাৎ হইলে কোন বন্ধু কোন বন্ধুকে জিজ্ঞাসা করিবে না এবং অবিশ্বাসী অপরাধীরা সেদিন স্বীয় স্ত্রী-পুত্র পরিবার, আত্মীয়-স্বজন এবং পৃথিবীর সমস্ত

وَأَخِيهِ ۝ ١٣- وَفَصِيلَتِهِ الَّتِي
تُؤْوِيهِ ۝ ١٤- وَمَنْ فِي الْأَرْضِ
جَمِيعًا ثُمَّ يُنْجِيهِ ۝ ١٥- كَلَّا ط
إِنَّهَا لَظَىٰ ۝ ١٦- نَزَّاعَةً لِلشَّوَىٰ ۝
١٧- تَدْعُو مَنْ أَدْبَرَ وَتَوَلَّىٰ ۝
١٨- وَجَمَعَ فَأَوْعَىٰ ۝ ١٩- إِنَّ
الْإِنْسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا ۝ ٢٠- إِذَا
مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا ۝ ٢١- وَإِذَا
مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا ۝ ٢٢- إِلَّا
الْمُصَلِّينَ ۝ ٢٣- الَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ
صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ ۝ ٢٤- وَالَّذِينَ
فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ ۝
٢٥- لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ۝
٢٦- وَالَّذِينَ يُصَدِّقُونَ بِيَوْمِ
الدِّينِ ۝ ٢٧- وَالَّذِينَ هُمْ مِنْ

সহোদরকে, ১৩। এবং আশ্রয় প্রদান-
কারী আত্মীয়-স্বজনকে, ১৪। এবং
পৃথিবীর অন্তরগত সমস্ত বিষয়কেই;
অতঃপর সে কি পরিত্রাণ পাইবে?
১৫। কখনই নহে; নিশ্চয় উহা প্রজ্বলিত
অগ্নি,—১৬। যাহা মস্তিষ্ক পর্য্যন্ত আকর্ষণ
করিবে। ১৭। উহা তাহাকেও আহ্বান
করিবে—যে পৃষ্ঠ-প্রদর্শন করে ও বিমুখ
হইয়া যায়; ১৮। এবং ধন-সঞ্চয় করে,
তৎপর বদ্ধ করিয়া রাখে। ১৯। নিশ্চয়
মানুষকে অস্থির-প্রকৃতি করা হইয়াছে।
২০। যখন তাহাকে অমঙ্গল স্পর্শ করে
তখন বিষণ্ণ হয়; ২১। এবং যখন
তাহাকে কল্যাণ স্পর্শ করে, তখন
অস্বীকারকারী হয়; ২২। উপাসনা-
কারীগণ ব্যতীত;—২৩। যাহারা সর্ব্বদা
উপাসনায় নিরত থাকে ২৪। এবং
যাহারা স্বীয় ধন-সম্পদে অংশ নির্দ্ধারিত
করিয়া রাখে—২৫। প্রার্থী ও অপ্রার্থী-
দিগের জন্য। ২৬। এবং যাহারা
প্রতিফল-দিবসকে সত্য ধারণা করে,
২৭। এবং যাহারা স্বীয় প্রতিপালকের

ধন-সম্পদ ও সমস্ত বিষয়ের বিনিময়ে সেই শাস্তি হইতে পরিত্রাণ পাইতে ইচ্ছা করিবে। কিন্তু সেই নরকানলের ভীষণ শাস্তি হইতে তাহারা কেহই পরিত্রাণ পাইবে না। সেদিন অবিশ্বাসী, সত্যধর্ম্ম অস্বীকারকারী, ধন-সঞ্চয়ী কৃপণ ও অনাচারী দুষ্কার্য্যকারীদিগকে অবশ্যই অতি কঠিন শাস্তি ভোগ করিতে হইবে।

২০—৩০। অতঃপর আল্লাহতালা বলিতেছেন যে, মানুষ এমনই অস্থির-প্রকৃতি ও অকৃতজ্ঞ যে, সে দুঃখে কষ্টে পড়িলে স্বভাবতঃই বিষণ্ণ চিত্তে আল্লাহতালার শরণাপন্ন হয় এবং তাঁহার অনুগ্রহ আকাঙ্ক্ষা করে। কিন্তু আল্লাহতালার অনুগ্রহে যখন সে সুখ-সম্পদের অধিকারী হয়, তখন সে অবিশ্বাসী, অকৃতজ্ঞ ও স্বেচ্ছাচারী হইয়া থাকে। অবশ্য যাহারা বিশ্বাসী, সত্যপরায়ণ, জাকাত-প্রদানকারী, দানশীল, উপাসনা-রত, সচ্চরিত্র ও সংযমী, তাহারা কখনই দুঃখ-কষ্টে

শাস্তি সম্বন্ধে সন্ত্রস্ত হয়। ২৮। যেহেতু তাহাদের প্রতিপালকের শাস্তি হইতে কেহই নিরাপদ নহে। ২৯। এবং যাহারা স্বীয় গুপ্তাঙ্গ সমূহ সংরক্ষণ করে, ৩০। তাহাদের পত্নীগণ এবং তাহাদের দক্ষিণ হস্ত যাহাদের অধিকারী তাহাদের সম্বন্ধে ব্যতীত; ফলতঃ নিশ্চয় তাহারা ভর্ৎসনার অতীত। ৩১। কিন্তু যে এতদ্ব্যতীত আকাঙ্ক্ষা করে, তবে তাহারাই সীমা অতিক্রমকারী। ৩২। এবং যে স্বীয় গচ্ছিত বিষয় ও স্বীয় অঙ্গীকারে বিশ্বস্ত হয়, ৩৩। এবং যাহারা স্বীয় সাক্ষ্যপ্রদানে অবিচলিত থাকে, ৩৪। এবং যাহারা স্বীয় নামাজ সম্বন্ধে সংরক্ষণ করে, ৩৫। তাহারাই স্বর্গোদ্যানে সসম্মানে অবস্থান করিবে।

عَذَابِ رَبِّهِمْ مُشْفِقُوْنَ ۚ ۲۸- اِنَّ
عَذَابَ رَبِّهِمْ غَيْرُ مَاْمُوْنٍ ○
۲۹- وَالَّذِيْنَ هُمْ لِفُرُوْجِهِمْ حٰفِظُوْنَ ۙ
۳۰- اِلَّا عَلٰٓى اَزْوَاجِهِمْ اَوْ مَا مَلَكَتْ
اَيْمَانُهُمْ فَاِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُوْمِيْنَ ۚ
۳۱- فَمَنِ ابْتَغٰى وَرَآءَ ذٰلِكَ فَاُولٰٓئِكَ
هُمُ الْعٰدُوْنَ ۚ ۳۲- وَالَّذِيْنَ هُمْ
لِاَمٰنٰتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رٰعُوْنَ ۙ
۳۳- وَالَّذِيْنَ هُمْ بِشَهٰدٰتِهِمْ قَآئِمُوْنَ ۙ
۳۴- وَالَّذِيْنَ هُمْ عَلٰى صَلَاتِهِمْ
يُحَافِظُوْنَ ۚ ۳۵- اُولٰٓئِكَ فِيْ
جَنّٰتٍ مُّكْرَمُوْنَ ۚ ع

২য় রুকু—বিশ্বাসী সম্প্রদায়ের সমুত্থানের ভবিষ্যদ্বাণী

৩৬। অবিশ্বাসকারীদিগের কি হইয়াছে যে, তাহারা তোমার দিকে প্রধাবিত হইতেছে—৩৭। দক্ষিণ ও

۳۶- فَمَالِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا قِبَلَكَ
مُهْطِعِيْنَ ۙ ۳۷- عَنِ الْيَمِيْنِ

বিচলিত ও সুখ-সম্পদে আত্মবিস্মৃত হইয়া অকৃতজ্ঞ হয় না এবং তাহারা কখনই ভর্ৎসিত অথবা অনুতপ্ত হইবে না।

৩১—৩৫। আল্লাহতালা আরও বলিতেছেন যে, যাহারা স্বীয় ধর্ম্মপত্নী ও বৈধ-বিষয় ব্যতীত অনুরূপ ভোগ-বিলাসের আকাঙ্ক্ষা করে এবং অনাচার ও ব্যভিচারে লিপ্ত হয়, সেই সকল দুশ্চরিত্র ও পাপ-পরায়ণ লোক অবশ্যই শাস্তি ও লাঞ্ছনা ভোগ করিবে। কিন্তু যাহারা সদাচারী সত্যপরায়ণ, বিশ্বস্ত ও নিয়মিত উপাসনাকারী, তাহারা কখনই লাঞ্ছিত অথবা সন্তপ্ত হইবে না। তাহারা অনাবিল ও অফুরন্ত সুখ-শান্তির সহিত চিরদিন সসম্মানে স্বর্গোদ্যানে অবস্থান করিবে।

৩৬—৩৯। হজরত রসুলোল্লা যখন বিশ্বাসীগণের পারলৌকিক পুরস্কার ও স্বর্গোদ্যানের সুখ-সম্পদের বিষয় বর্ণনা করিতেন, তখন মক্কার অবিশ্বাসীরা চতুর্দ্দিক হইতে দলে দলে তাঁহার

বাম পার্শ্ব হইতে দলবদ্ধ অবস্থায়। ৩৮। তাহারা কি কামনা করে যে, তাহাদের সকলকেই সুখ-সম্পদপূর্ণ স্বর্গোদ্যানে প্রবিষ্ট করান হইবে? ৩৯। কখনই নহে; নিশ্চয় আমি তাহাদিগকে যদ্দ্বারা সৃষ্টি করিয়াছি—তাহা তাহারা অবগত আছে। ৪০। কিন্তু না, পূর্ব্ব-সমূহ ও পশ্চিম-সমূহের প্রতিপালকের শপথ, নিশ্চয়ই আমি সমর্থ ৪১। তাহাদের অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর পরিবর্ত্তন করিতে এবং আমি কখনই উহাতে অসমর্থ নহি। ৪২। অতএব তাহাদিগকে যে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হইয়াছে, তাহাদের সেই দিনের সন্দর্শন পর্য্যন্ত তাহাদিগকে বৃথা বাক্য বলিতে

وَعَنِ الشِّمَالِ عِزِيْنَ ○ ৩৮- اَيَطْمَعُ
كُلُّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ اَنْ يُّدْخَلَ جَنَّةَ
نَعِيْمٍ ۙ ৩৯- كَلَّا ؕ اِنَّا خَلَقْنٰهُمْ مِّمَّا
يَعْلَمُوْنَ ○ ৪০- فَلَاۤ اُقْسِمُ بِرَبِّ
الْمَشٰرِقِ وَالْمَغٰرِبِ اِنَّا لَقٰدِرُوْنَ ۙ
৪১- عَلٰۤى اَنْ نُّبَدِّلَ خَيْرًا مِّنْهُمْ ۙ
وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوْقِيْنَ ○ ৪২- فَذَرْ
هُمْ يَخُوْضُوْا وَيَلْعَبُوْا حَتّٰى يُلٰقُوْا

নিকট সমবেত হইয়া ঐ সকল বর্ণনা শ্রবণ করিত এবং অবশেষে তাহাদের স্বভাবসিদ্ধ রীতি ও প্রবৃত্তি অনুযায়ী উপহাস-বিদ্রূপ করিয়া বলিত যে, হে মোহাম্মদ (সঃ) যদি তোমার বর্ণনা সত্য হয় এবং পরলোকে যদি সত্য সত্যই আল্লাহতালা ঐ সকল সুখ-সম্পদ সৃষ্টি করিয়া থাকেন, তবে তোমার এই সকল দীন দরিদ্র ও সর্ব্বহারা অনুগামীদিগের পরিবর্ত্তে আমরাই উহার অধিকারী হইব। কারণ পৃথিবীতে আমরা উচ্চ বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছি এবং অফুরন্ত ধন-জন ও সুখ-সম্পদের অধিকারী হইয়াছি। সুতরাং পরলোকে আমরা উহা হইতে কখনই বঞ্চিত হইব না। যদিও তোমার অনুগামীরা সেখানে প্রবিষ্ট হয়, তবে আমরা বলপূর্ব্বক তাহাদিগকে সেই স্বর্গোদ্যান হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিব।

অবিশ্বাসীদিগের এই সকল ধৃষ্টতাপূর্ণ উক্তি, যুক্তি ও উপহাস-বিদ্রূপের উত্তরে আল্লাহতালা বলিয়া দিতেছেন, তাহারা কখনই ঐ স্বর্গোদ্যানে প্রবিষ্ট হইতে পারিবে না। তাহাদের পার্থিব বংশ-মর্য্যাদা ও ধন-জনের গর্ব্বের কোনই মূল্য নাই। কারণ আমি সমস্ত মানব জাতিকে যে একই উপাদান হইতে সৃষ্টি করিয়াছি, তাহা ঐ অবিশ্বাসীরা উত্তমরূপেই অবগত আছে।

৪০—৪১। অনন্তর আল্লাহতালা পূর্ব্বাঞ্চল ও পশ্চিমাঞ্চল সমূহের প্রতিপালকের অর্থাৎ নিজের সর্ব্বদিকব্যাপী সার্ব্বভৌম ও সর্ব্বব্যাপী আধিপত্যের শপথ করিয়া বলিয়া দিতেছেন যে, তিনি সক্ষম ও সর্ব্বশক্তিমান। এই পৃথিবীতেই তিনি তাহাদের পরিবর্ত্তে তাহাদের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতম বিশ্বাসীদিগকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়া তাহাদিগকে সর্ব্বপ্রকার গৌরব ও মর্য্যাদার অধিকারী করিবেন এবং পরলোকেও তাহাদিগকে সুখ-সম্পদপূর্ণ স্বর্গোদ্যানের অধিকারী করিয়া দিবেন। অবিশ্বাসীরা কখনই উহার অধিকারী হইতে পারিবে না।

৪২—৪৪। অবশেষে আল্লাহতালা হজরত রসুলোল্লাকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন যে, হে রসুল, অবিশ্বাসীদিগের ইহলৌকিক অধঃপতন ও পরাজয় এবং পারলৌকিক শাস্তি ও দুর্গতির জন্য যে দিনের অঙ্গীকার করা হইয়াছে, সেই দিন সমাগত না হওয়া পর্য্যন্ত তুমি উহাদিগকে

يَوْمَهُمُ الَّذِي يُوعَدُونَ ۝ ৪৩- يَوْمَ
يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ سِرَاعًا
كَأَنَّهُمْ إِلَىٰ نُصُبٍ يُوفِضُونَ ۝
৪৪- خَاشِعَةً أَبْصَارُهُمْ تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ ط
ذَٰلِكَ الْيَوْمُ الَّذِي كَانُوا يُوعَدُونَ ۝

ও ক্রীড়া-কৌতুক করিতে ছাড়িয়া দাও।
৪৩। সেদিন তাহারা সমাধি সমূহ হইতে
নির্গত হইবে—যেন তাহারা কোন লক্ষ্য
পথে প্রধাবিত হইতেছে। ৪৪। তখন
তাহাদের নয়ন-সমূহ অবনত হইবে, দুর্গতি
তাহাদিগকে পরিবেষ্টন করিয়া লইবে;
ইহা সেই দিন—যাহা তাহাদিগকে
অঙ্গীকার করা হইয়াছিল।

পরিত্যাগ কর। উহারা যাহা ইচ্ছা বলুক এবং যাহা ইচ্ছা করুক, তাহাতে ভ্রূক্ষেপ করিবার কোনই প্রয়োজন নাই। অনন্তর ইহলৌকিক দুর্গতির পর যেদিন পারলৌকিক শাস্তি ও লাঞ্ছনার দিবস সমাগত হইবে, সেদিন তাহারা স্ব স্ব কর্ম্মফল ভোগ করিবার জন্য সবেগে কবর হইতে বহির্গত হইয়া আসিবে। সেদিন লজ্জা, অনুতাপ ও আতঙ্কে উহাদের মস্তক ও নয়ন সমূহ নত হইয়া যাইবে এবং শাস্তি ও লাঞ্ছনা তাহাদিগকে পরিবেষ্টন করিয়া লইবে। তাহারা সেই দিনই বুঝিতে পারিবে যে, পৃথিবীতে সত্য সত্যই আমাদের জন্য এই সঙ্কটময় দিবসের অঙ্গীকার করা হইয়াছিল। অবিশ্বাসীদিগের অধঃপতন ও শাস্তি এবং বিশ্বাসীগণের উত্থান ও পুরস্কারের উপরোক্ত অব্যর্থ ভবিষ্যদ্বাণী সহ আলোচ্য সূরা শেষ করা হইয়াছে।

———

মক্কায় অবতীর্ণ	৭১। সুরা নূহ — نوح	২৮ আয়াত

১ম রুকু—হজরত নূহের সত্য-প্রচার

সর্ব্বপ্রদাতা করুণাময় আল্লার নামে

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

১। নিশ্চয় আমি নূহকে তদীয় সম্প্রদায়ের প্রতি প্রেরণ করিয়াছিলাম যে, তুমি স্বীয় সম্প্রদায়কে তাহাদের নিকট যন্ত্রণাপ্রদ শাস্তি উপনীত হইবার

١. إِنَّآ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِۦٓ أَنْ أَنذِرْ قَوْمَكَ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَهُمْ

নূহ—হজরত নূহ নবীর সত্য ধর্ম্ম প্রচার, তদীয় সম্প্রদায়ের অবিশ্বাস ও অবাধ্যতা, পৃথিবী হইতে অবিশ্বাস, অনাচার ও পাপের মূলোচ্ছেদ করিবার উদ্দেশ্যে অবিশ্বাসীদিগকে শাস্তি প্রদান করিয়া তাহাদের ধ্বংস সাধণের জন্য হজরত নূহর প্রার্থনা এবং সেই প্রার্থনা অনুসারে বিশ্বব্যাপী মহাপ্লাবনে অবিশ্বাসী ও অনাচারী মানব জাতির ধ্বংস সাধনের বিবরণ সমূহ বর্ণিত হওয়ার জন্যই এই সুরা 'নূহ' নামে অভিহিত হইয়াছে।

শানে-নজুল—এই পবিত্র সুরা সর্ব্বসম্মতিক্রমে মক্কা শরিফে অবতীর্ণ হইয়াছিল। হজরত রসুলোল্লার সত্য-প্রচারের ফলে মক্কার অবিশ্বাসী কোরেশদিগের অত্যাচার ও অনাচার যখন চরমে উঠিয়াছিল, তখন তাহাদিগকে সংযত ও সতর্ক হইবার জন্য ভীতি প্রদর্শন করিয়া এই সুরা অবতীর্ণ হয়।

১। মানব জাতির আদি-পিতা হজরত আদম পৃথিবীতে আবির্ভূত হইবার পর অনুমান ষোল শত বৎসর পরে—তদীয় অন্যতম পুত্র হজরত শিসের বংশে হজরত নূহ নবী জন্মগ্রহন করেন। তিনি যখন আল্লাহতালা কর্ত্তৃক সত্যধর্ম্ম প্রচারের জন্য আদিষ্ট হন, তখন তৎকালীন পৃথিবীর বহুলাংশে মানব-বংশ বিস্তৃত হইয়াছিল এবং তাহারা পাপাত্মা শয়তানের প্ররোচনায় সত্যধর্ম্ম ও আল্লার উপাসনা বিস্মৃত হইয়া অধর্ম্ম, অনাচার, অংশীবাদীতা, পৌত্তলিকতা ও পাপাচারের কলুষ স্রোতে ভাসিয়া যাইতেছিল। হজরত নূহ নবীর সদুপদেশ ও সত্যপ্রচারের তাহারা কিছুমাত্র কর্ণপাত করে নাই। তখন হজরত নূহ নবীর প্রার্থনা ও অভিশাপে তাহাদের উপর অতি কঠিন শাস্তি অবতীর্ণ হয়। সর্ব্বশক্তিমান আল্লাহতালা তাহাদিগকে এক ভীষণ মহাপ্লাবনে ধ্বংস করিয়া তাহাদের স্থলে নূতন মানব জাতির প্রতিষ্ঠা করেন। আরবেরা ঐ ঘটনা অবগত ছিল বলিয়া সেই প্রসঙ্গের উল্লেখ করতঃ তাহাদিগকে ভীতি প্রদর্শন পূর্ব্বক প্রকারান্তরে বলিয়া দেওয়া হইতেছে যে, তোমরা যদি সময় থাকিতে সংযত ও সতর্ক না হও এবং সত্য ধর্ম্ম গ্রহণ না কর, তবে নূহ নবীর সমসাময়িক অবিশ্বাসী সম্প্রদায় সমূহের ন্যায় তোমরাও ধ্বংস হইয়া যাইবে।

হজরত নূহ নবী কোন্ প্রদেশের কোন্ স্থানে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, হাদিস-তফ্‌সীর, তওরাত বা প্রাচীন ইতিহাসে তাহার কোন সঠিক বর্ণনা প্রাপ্ত হওয়া যায় না। তবে অনেকে অনুমান করেন যে, তিনি সম্ভবতঃ আরমেনিয়া প্রদেশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন এবং মহাপ্লাবনের পরে ব্যাবিলন অথবা নিনেভার কোন অঞ্চলে নৌকা হইতে অবতরণ করিয়া পৃথিবীতে দ্বিতীয় বার মানব জাতির প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। ফলতঃ ইহারাই বর্ত্তমান পৃথিবীর সভ্য সমুন্নত মানব-জাতির আদি-পুরুষ। হজরত নূহ নবীর নৌকা ব্যতীত বিভিন্ন অঞ্চলে

পূর্ব্বেই ভয় প্রদর্শন কর। ২। সে বলিয়াছিল—হে আমার সম্প্রদায়, নিশ্চয় আমি তোমাদের জন্য প্রকাশ্য ভয়-প্রদর্শনকারী; ৩। যেন তোমরা আল্লার উপাসনা কর ও তাঁহাকে ভয় কর এবং আমার অনুগত হও। ৪। তিনি তোমাদের অপরাধ সমূহ হইতে ক্ষমা করিবেন এবং তোমাদিগকে এক নির্দ্দিষ্ট সময় পর্য্যন্ত অবকাশ প্রদান করিবেন; নিশ্চয় যখন আল্লার নির্দ্ধারিত সময় উপনীত হয় তখন বিলম্ব করা হয় না, যদি তোমরা অবগত হইতে! ৫। সে বলিয়াছিল—হে আমার প্রতিপালক, নিশ্চয় আমি স্বীয় সম্প্রদায়কে দিনে ও রাত্রে আহ্বান করিয়াছিলাম। ৬। কিন্তু আমার আহ্বানে তাহারা পলায়ন ব্যতীত আর কিছুই করে নাই। ৭। এবং যখন আমি তাহাদিগকে আহ্বান করিয়া বলিয়াছিলাম যে, তুমি তাহাদিগকে মার্জ্জনা করিবে, তখন তাহারা তাহাদের কর্ণ সমূহে স্ব স্ব অঙ্গুলি সমূহ প্রদান করিয়াছিল এবং তাহারা বস্ত্রাবৃত হইয়াছিল এবং তাহারা হঠকারিতা করিয়াছিল ও অহঙ্কারে গর্ব্বিত হইয়া-ছিল। ৮। অনন্তর আমি তাহাদিগকে উচ্চৈস্বরে আহ্বান করিরাছিলাম।

عَذَابٌ اَلِيْمٌ ○ ٢- قَالَ يٰقَوْمِ اِنِّيْ
لَكُمْ نَذِيْرٌ مُّبِيْنٌ ۙ ٣- اَنِ اعْبُدُوا
اللّٰهَ وَاتَّقُوْهُ وَاَطِيْعُوْنِ ۙ ٤- يَغْفِرْ
لَكُمْ مِّنْ ذُنُوْبِكُمْ وَيُؤَخِّرْكُمْ اِلٰى
اَجَلٍ مُّسَمًّى ؕ اِنَّ اَجَلَ اللّٰهِ اِذَا جَآءَ
لَا يُؤَخَّرُ ۘ لَوْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ○
٥- قَالَ رَبِّ اِنِّيْ دَعَوْتُ قَوْمِيْ
لَيْلًا وَّنَهَارًا ۙ ٦- فَلَمْ يَزِدْهُمْ
دُعَآءِيْۤ اِلَّا فِرَارًا ○ ٧- وَاِنِّيْ كُلَّمَا
دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوْۤا اَصَا
بِعَهُمْ فِيْۤ اٰذَانِهِمْ وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ
وَاَصَرُّوْا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا ۚ
٨- ثُمَّ اِنِّيْ دَعَوْتُهُمْ جِهَارًا ۙ

হইতে কোনরূপে প্রাণ বাঁচাইয়া মানব জাতির আদি বাসস্থান
যে সকল মানব-মানবী মহাপ্লাবন হইতে দূরে দূরে বিক্ষিপ্তভাবে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল,
এবং তৎকালীন মানব সভ্যতার সংস্পর্শ হইতে দূরে দূরে বিক্ষিপ্তভাবে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল,
সম্ভবতঃ তাহাদের দ্বারাই স্থান-কাল-পাত্র ভেদে বিভিন্ন জাতীয় মানবের সৃষ্টি হইয়াছে।

২—৪। হজরত নূহ তাঁহার সম্প্রদায়কে বলিয়াছিলেন যে, আমি তোমাদের জন্য আল্লাহ-তালার মনোনীত নবী ও ভয়-প্রদর্শক রূপে প্রেরিত হইয়াছি। তোমরা অধর্ম্ম, অনাচার, পৌত্তলিকতা পরিহার করিয়া সত্যধর্ম্ম ও সদাচার পরিগ্রহণ পূর্ব্বক একমাত্র তাঁহারই উপাসনা কর। অন্যথা এক নির্দ্দিষ্ট সময় অন্তে তিনি তোমাদিগকে এরূপ কঠোর শাস্তি প্রদান করিবেন যে, সেই ভীষণ শাস্তি হইতে তোমরা কেহই পরিত্রাণ পাইবে না।

৫—৯। কিন্তু সেই অবিশ্বাসী সম্প্রদায় সমূহ হজরত নূহ নবীর বাক্যে কর্ণপাত না করিয়া তাঁহাকে নানা ভাবে উপহাস-বিদ্রুপ করায় তাঁহার বিরুদ্ধাচরণে বদ্ধপরিকর হওয়ায় হজরত নূহ নবী আল্লাহতায়ালার নিকট প্রার্থনা করিয়া বলিয়াছিলেন যে, হে করুণাময় আল্লাহ, আমি এই অবাধ্য সম্প্রদায়কে দিনে রাত্রে—প্রকাশ্যে ও গোপনে এবং মৃদুস্বরে ও উচ্চৈস্বরে—সর্ব্বদা ও

৯। তৎপর আমি তাহাদিগকে প্রকাশ্য
ভাবে এবং অপ্রকাশ্য গোপন ভাবে
বলিয়াছিলাম। ১০। অতঃপর আমি
বলিয়াছিলাম যে, তোমরা স্বীয় প্রতি-
পালকের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর;
নিশ্চয় তিনি ক্ষমাদানকারী। ১১। তিনি
তোমাদের উপর আকাশ হইতে বর্ষণশীল
মেঘ প্রেরণ করিবেন। ১২। এবং তিনি
তোমাদিগকে ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি
দ্বারা সাহায্য করিবেন এবং তিনি
তোমাদের জন্য উদ্যান সমূহ করিবেন ও
তোমাদের জন্য স্রোতস্বিনী সমূহ করিয়া
দিবেন। ১৩। তোমাদের কি হইয়াছে
যে তোমরা আল্লার মহত্ত্ব-মহিমা ইচ্ছা
কর না? ১৪। এবং নিশ্চয় তিনি তোমা-
দিগকে বিভিন্ন রূপে সৃষ্টি করিয়াছেন।
১৫। তোমরা কি লক্ষ্য করিতেছ না
যে, আল্লাহ কিরূপ স্তরে স্তরে সপ্ত
আকাশ সৃষ্টি করিয়াছেন। ১৬। এবং
তন্মধ্যে চন্দ্রকে জ্যোতির্ম্ময় করিয়াছেন
এবং সূর্য্য প্রদীপ করিয়া দিয়াছেন।
১৭। এবং আল্লাহ তোমাদিগকে মৃত্তিকা
হইতে উদ্ভিদের ন্যায় সমুদ্গত করিয়াছেন।

٩- ثُمَّ إِنِّي أَعْلَنْتُ لَهُمْ وَأَسْرَرْتُ
لَهُمْ إِسْرَارًا ۙ ١٠- فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا
رَبَّكُمْ ۖ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا ۙ ١١- يُرْسِلِ
السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِّدْرَارًا ۙ ١٢- وَيُمْدِدْكُمْ
بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَّكُمْ
جَنّٰتٍ وَيَجْعَلْ لَّكُمْ أَنْهَارًا ۗ
١٣- مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلّٰهِ وَقَارًا ۚ
١٤- وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا ○ ١٥- أَلَمْ
تَرَوْا كَيْفَ خَلَقَ اللّٰهُ سَبْعَ سَمٰوٰتٍ
طِبَاقًا ۙ ١٦- وَجَعَلَ الْقَمَرَ
فِيهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا ○
١٧- وَاللّٰهُ أَنْبَتَكُمْ مِّنَ الْأَرْضِ نَبَاتًا ۙ

সর্ব্বপ্রকারে সত্যের পথে আহ্বান করিয়াছি; কিন্তু তাহারা কিছুতেই আমার সদুপদেশে কর্ণপাত করিতেছে না। বরং তাহারা অহঙ্কার ও অবজ্ঞার সহিত আমার বাক্য উপেক্ষা করিয়া সুপথ হইতে ক্রমেই সুদূরে সরিয়া যাইতেছে।

১০—১৪। হজরত নূহ আরও বলিয়াছিলেন—হে আল্লাহ, আমি তাহাদিগকে তোমার অসীম অনুগ্রহ ও অপরিসীম ক্ষমার বিষয় জ্ঞাপন করিয়াছি। তোমার অনুগ্রহের নিদর্শন স্বরূপ ধন-সম্পদ, সন্তান-সন্ততি, সুবৃষ্টি ও সুপ্রচুর ফল-শস্যের সুসংবাদ প্রদান করিয়াছি। তাহাদিগকে ইহাও স্মরণ করাইয়া দিয়াছি যে, আল্লাহতালা তোমাদিগকে বিভিন্ন রূপে সৃষ্টি করিয়া তোমাদের প্রতিপালন ও জীবন-ধারণের জন্য কিরূপ সুমিষ্ট সলিল পূর্ণ স্রোতস্বিনী, শস্যক্ষেত্র ও ফল-পুষ্পোদ্যান সমূহ সৃষ্টি করিয়াছেন।

১৫—২০। তোমার অলৌকিক মহিমার নিদর্শন স্বরূপ তাহাদিগকে আরও দেখাইয়া দিয়াছি যে, দেখ—তিনি কিরূপ স্তরে স্তরে সপ্ত আকাশ সৃষ্টি করিয়াছেন, এবং বিশ্বজগতের প্রদীপ্ত প্রদীপ স্বরূপ সূর্য্যরশ্মি দ্বারা উহাকে আলোকিত করিয়াছেন এবং জ্যোতির্ম্ময় চন্দ্র ও নক্ষত্রপুঞ্জ দ্বারা উহাকে সুশোভিত করিয়া দিয়াছেন। মানবের গমনাগমনের প্রশস্ত অবলম্বন ও বিশ্রামাগার স্বরূপ এই পৃথিবীর নিদর্শনও তাহাদিগকে দেখাইয়া দেওয়া হইয়াছে। আমি

১৮। অনন্তর তিনি তোমাদিগকে তন্মধ্যে প্রত্যাবর্ত্তিত করিবেন এবং পুনরায় বহির্গমনে বহির্গত করিয়া দিবেন। ১৯। এবং আল্লাহ তোমাদের জন্য ভূতলকে শয্যা করিয়াছেন; ২০। যেন তোমরা তদুপরি প্রশস্ত পথে গমনাগমন কর।

١٨- ثُمَّ يُعِيدُكُمْ فِيهَا وَيُخْرِجُكُمْ
إِخْرَاجًا ○ ١٩- وَاللّٰهُ جَعَلَ لَكُمُ
الْأَرْضَ بِسَاطًا ۙ ٢٠- لِّتَسْلُكُوا مِنْهَا
سُبُلًا فِجَاجًا ۙ

২য় রুকু—হজরত নূহ নবীর প্রার্থনা

২১। নূহ বলিয়াছিল—হে আমার প্রতিপালক, নিশ্চয় তাহারা আমাকে অমান্য করিয়েছে এবং তাহার অনুসরণ করিয়াছে—যে তাহার ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততির হ্রাস ব্যতীত বৃদ্ধি করে নাই। ২২। এবং তাহারা বিরাট চক্রান্তে চক্রান্ত করিয়াছিল। ২৩। এবং তাহারা বলিয়াছিল যে, তোমরা কখনই তোমাদের উপাস্যদিগকে পরিত্যাগ করিও না এবং 'ওয়াদ' অথবা 'ছাওয়া'কেও পরিত্যাগ করিও না এবং 'ইয়াগুছ' ও 'ইয়াউক' এবং 'নছর'কেও নহে। ২৪। এবং নিশ্চয় তাহারা অনেককেই বিভ্রান্ত করিয়াছে এবং বিভ্রান্ত করা ব্যতীত অত্যাচারী-

٢١- قَالَ نُوحٌ رَّبِّ إِنَّهُمْ عَصَوْنِي
وَاتَّبَعُوا مَن لَّمْ يَزِدْهُ مَالُهُ
وَوَلَدُهُ إِلَّا خَسَارًا ۚ ٢٢- وَمَكَرُوا
مَكْرًا كُبَّارًا ۚ ٢٣- وَقَالُوا
لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ
وَدًّا وَلَا سُوَاعًا ۙ وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ
وَنَسْرًا ۚ ٢٤- وَقَدْ أَضَلُّوا كَثِيرًا ۚ

তাহাদিগকে পুনঃ পুনঃ ইহাও বলিয়াছি যে, এই সকল প্রত্যক্ষ নিদর্শন দেখিয়াও কি তোমার আল্লাহতালার মহত্ত্ব-মহিমা উপলব্ধি করিবে না?

২১—২৪। হজরত নূহের সমসাময়িক অবিশ্বাসী অংশীবাদীরা পাঁচ জন বিশিষ্ট দেব-দেবী বা পাঁচটি প্রতিমূর্ত্তির পূজা-আরাধনা করিত। উহাদের নাম যথাক্রমে ওয়াদ, ছাওয়া, ইয়াগুছ, ইয়াউক ও নছর। উহাদের প্রথম দুইটী পুরুষ ও স্ত্রী-মূর্ত্তি; তৃতীয় ও চতুর্থটী সিংহ ও অশ্ব-মূর্ত্তি এবং পঞ্চম ঈগল অথবা অন্য প্রকার পক্ষী-মূর্ত্তি ছিল।—তঃ কবির।

নূহী সম্প্রদায় ঐ সকল প্রতিমূর্ত্তির পূজা আরাধনা পরিত্যাগ করিয়া কিছুতেই সত্যধর্ম্ম গ্রহণ অথবা আল্লাহতালার উপাসনা করিতে সম্মত না হওয়ায় হজরত নূহ আল্লাহতালার নিকট অভিযোগ করিয়া বলিয়াছিলেন—হে আমার প্রভু, যদিও ঐ সকল প্রতিমূর্ত্তি তাহাদের কোনই উপকার বা কল্যাণ সাধন করে নাই। বরং তাহাদের অনিষ্ট সাধন করিয়া তাহাদিগকে অধর্ম্ম, অনাচার ও ভ্রান্তির পথে টানিয়া লইয়া যাইতেছে; তথাপি তাহারা আমার উপদেশ শুনিতেছে না এবং আমাকে মানিতেছে না। অতএব তোমার শাস্তি অবতীর্ণ না হইলে তাহারা কিছুতেই এই অধর্ম্ম ও অনাচার পরিত্যাগ করিবে না।

وَلَا تَزِدِ الظّٰلِمِيْنَ اِلَّا ضَلٰلًا ○ ٢٥- مِمَّا
خَطِيْٓـٰٔتِهِمْ اُغْرِقُوْا فَاُدْخِلُوْا نَارًا ۙ
فَلَمْ يَجِدُوْا لَهُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ
اَنْصَارًا ○ ٢٦- وَقَالَ نُوْحٌ رَّبِّ
لَا تَذَرْ عَلَى الْاَرْضِ مِنَ الْكٰفِرِيْنَ
دَيَّارًا ○ ٢٧- اِنَّكَ اِنْ تَذَرْهُمْ يُضِلُّوْا
عِبَادَكَ وَلَا يَلِدُوْٓا اِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا ○
٢٨- رَبِّ اغْفِرْ لِيْ وَلِوَالِدَيَّ وَلِمَنْ
دَخَلَ بَيْتِيَ مُؤْمِنًا وَّلِلْمُؤْمِنِيْنَ
وَالْمُؤْمِنٰتِ ۗ وَلَا تَزِدِ الظّٰلِمِيْنَ
اِلَّا تَبَارًا ○ ع

দিগকে বর্দ্ধিত করে না। ২৫। এই হেতু তাহাদের অপরাধ সমূহের জন্য তাহাদিগকে নিমজ্জিত করা হইয়াছে; তৎপর তাহাদিগকে নরকানলে প্রবিষ্ট করা হইয়াছে; তৎপর তাহারা নিজেদের জন্য আল্লাহ ব্যতীত কোন সাহায্যকারী প্রাপ্ত হয় নাই। ২৬। এবং নূহ বলিয়াছিল, হে আমার প্রতিপালক, অবিশ্বাসকারীগণ হইতে পৃথিবীর উপর কাহাকেও অবস্থানের জন্য পরিত্যাগ করিও না। ২৭। ফলতঃ যদি তুমি উহাদিগকে ছাড়িয়া দাও তবে তাহারা তোমার সেবকদিগকে বিভ্রান্ত করিবে এবং দুষ্কার্য্যকারী অবিশ্বাসী ব্যতীত জন্মদান করিবে না। ২৮। হে আমার প্রতিপালক, আমাকে ও আমার পিতামাতাকে এবং বিশ্বাসস্থাপন করিয়া যে আমার গৃহে প্রবিষ্ট হইয়াছে তাহাকে ক্ষমা কর এবং বিশ্বাসীবৃন্দ ও বিশ্বাসিনীগণের জন্যও এবং অত্যাচারীদিগকে ধ্বংস করা ব্যতীত বর্দ্ধিত করিও না।

২৫—২৮। এই কয়েকটি আয়তের প্রথমেই অবিশ্বাসীদের ধ্বংস-প্রাপ্তির বিষয় উল্লেখ করিয়া পরবর্ত্তী আয়তত্রয়ে ঐ ধ্বংসের কারণ স্বরূপ হজরত নূহ নবীর প্রার্থনার বিষয় বর্ণনা করা হইয়াছে; উক্ত প্রার্থনার সারমর্ম্ম এই যে, হে আল্লাহ, পৃথিবী হইতে অধর্ম্ম ও অনাচারের মূলোচ্ছেদ করিবার জন্য তুমি অবিশ্বাসীদিগকে সমূলে ধ্বংস কর এবং উহাদের কাহাকেও পরিত্যাগ করিও না। পক্ষান্তরে আমাকে, আমার পিতা-মাতাকে, আমার আশ্রিত বা গৃহস্থিত বিশ্বাসস্থাপনকারীদিগকে এবং পৃথিবীর বিশ্বাসী ও বিশ্বাসিনী নরনারীদিগকে ক্ষমা করিয়া তাঁহাদিগকে ঐ শাস্তি ও ধ্বংসের হস্ত হইতে রক্ষা কর। ইহাদের দ্বারাই পৃথিবীতে মানব জাতির বিস্তৃতি সাধিত হইয়া তোমার মনোনীত সত্যধর্ম্ম ও সদাচার সুপ্রতিষ্ঠি হইবে।

হজরত নূহর ঐ প্রার্থনার ফলে তাঁহার সমসাময়িক অবিশ্বাসী ও অংশীবাদী সম্প্রদায় সমূহ এক ভয়াবহ বিশ্বব্যাপী মহাপ্লাবনে যেরূপভাবে নিমজ্জিত ও ধ্বংস প্রাপ্ত হইয়াছিল, তাহার বিভিন্ন রূপ বর্ণনা পৃথিবীর প্রায় সমস্ত সভ্য জাতির প্রাচীন ইতিহাসেই পরিদৃষ্ট হয়। পবিত্র কোরান শরিফের একাধিক স্থানে ঐ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা হইয়াছে এবং ইহার বিস্তৃত তফসীর ইতিপূর্ব্বেই বর্ণিত হইয়াছে।—নির্ঘণ্ট দ্রষ্টব্য।

———

মক্কায় অবতীর্ণ	৭২। সুরা জেন — الجن	২৮ আয়ত

১ম রুকু—জেন জাতির সত্য-ধর্ম্ম গ্রহণের সুসংবাদ

সর্ব্বপ্রদাতা করুণাময় আল্লার নামে

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

১। তুমি বল—আমার প্রতি প্রত্যাদেশ হইয়াছে যে, জেনদিগের একদল ইহা শ্রবণ করিয়াছিল; তৎপর বলিয়াছিল যে, নিশ্চয় আমরা এক

قُلْ أُوْحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوْٓا إِنَّا سَمِعْنَا

জেন—হজরত রসুলোল্লাহ (সঃ) মানব ও জেন উভয় জাতির জন্য মনোনীত নবী ছিলেন। মানুষ মৃত্তিকা হইতে সৃষ্ট হইয়াছে; কিন্তু জেন অগ্নি হইতে সৃষ্ট অশরীরী উগ্র-প্রকৃতি জীব-বিশেষ। ইহাদের নির্দ্দিষ্ট কোন আকৃতি আছে কিনা, তদ্বিষয়ে বিভিন্ন রূপ মত পরিদৃষ্ট হয় এবং ইহারা সাধারণতঃ মানব-চক্ষে পরিদৃশ্যমান হয় না। তবে ইহারা ইচ্ছা করিলে যে কোন আকৃতি বা মূর্ত্তি পরিগ্রহণ করিয়া মানবদিগকে দেখা দিতে পারে।

আধুনিক বিজ্ঞান জেন জাতির অস্তিত্ব সম্বন্ধে সন্দিহান হইলেও পৃথিবীতে জেন জাতির অস্তিত্ব সম্বন্ধে বহু বিশ্বস্ত বর্ণনা এবং অসংখ্য জনশ্রুতি বিদ্যমান আছে এবং সেগুলি সম্পূর্ণরূপে অস্বীকার অথবা অবিশ্বাস করিবার কোনই উপায় নাই। আলোচ্য সুরায় জেন জাতির ইসলাম গ্রহণের প্রসঙ্গ বর্ণিত হইয়াছে বলিয়াই এই সুরা 'জেন' নামে অভিহিত হইয়াছে।

শানে-নজুল—জননী হজরত আয়েশা, এব্‌ন-আব্বাস ও এব্‌ন-জোবায়ের হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, এই সুরা মক্কা শরিফে অবতীর্ণ হইয়াছিল। করতবী বলেন যে, ইহা সর্ব্ববাদীসম্মত মত। হজরত রসুলোল্লাহ বৎসরের পর বৎসর ধরিয়া একাদিক্রমে মক্কায় সত্যপ্রচার করিয়াও যখন বিশেষ কোনই সুফল পাইলেন না, মক্কার অবাধ্য ও অবিশ্বাসী কোরেশ সম্প্রদায় যখন কিছুতেই তাঁহার সদুপদেশ শুনিতে সম্মত হইল না, বরং তাহারা তাঁহার বিরুদ্ধাচরণ করিতে বদ্ধপরিকর হইল, তখন তিনি তাহাদের প্রতি বিরক্ত ও নিরাশ হইয়া অন্যান্য স্থানে ইস্‌লাম প্রচারের উদ্দেশ্যে সর্ব্বপ্রথম তায়েফে গমন করিলেন। কিন্তু তায়েফ-বাসীগণের নেতা আবদিল-লায়েল, মাসুদ ও খবিব হজরত রসুলোল্লার সহিত সদ্ব্যবহার না করিয়া তাঁহাকে অবজ্ঞার সহিত শহর হইতে বাহির করিয়া দিল। তখন হজরত রসুলোল্লাহ ধর্ম্মপ্রচারের জন্য ওকাজ মেলায় যাইতে ইচ্ছুক হইলেন। অনন্তর ওকাজের পথে হজরত রসুলোল্লাহ একদা যখন ফজরের নামাজ পড়িতেছিলেন, তখন নছিবীন শহরের নয়টী জেন পবিত্র কোরান-বাণী শ্রবণ করিয়া উহাতে বিশ্বাস-স্থাপন করেন এবং নিজেদের দেশে ফিরিয়া গিয়া স্ব-সম্প্রদায়ের মধ্যে উপরোক্ত ঐশীবাণী প্রচার করিতে বদ্ধপরিকর হন। উপরোক্ত ঘটনা উপলক্ষেই আলোচ্য সুরা অবতীর্ণ হয়। সর্ব্বজ্ঞ আল্লাহতালা প্রত্যাদেশ যোগে ঐ ঘটনা তাঁহার প্রিয় নবীকে জানাইয়া দেন। উত্তরকালে এই জেন সম্প্রদায় মক্কা এবং মদিনা শরিফে হজরত রসুলোল্লার নিকট উপস্থিত হইয়া ইস্‌লাম সম্বন্ধে যথারীতি শিক্ষা ও দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলেন।—সহি বোখারী, মোস্‌লেম, তেরমেজী প্রভৃতি হাদিস গ্রন্থাবলী দ্রষ্টব্য।

১। এই সুরার শানে-নজুলে নছিবীনবাসী জেনদিগের কোরান শ্রবণের যে প্রসঙ্গ বর্ণিত হইয়াছে, আলোচ্য আয়তে সেই ঘটনারই উল্লেখ করা হইয়াছে। হজরত রসুলোল্লার জন্ম

বিস্ময়কর কোরান শ্রবণ করিয়াছি;
২। যাহা সুপথের দিকে পথ-প্রদর্শন
করে; সুতরাং আমরা উহাতে বিশ্বাস-
স্থাপন করিয়াছি; এবং আমরা কখনই
আমাদের প্রতিপালকের কোন অংশী
স্থির করিব না। ৩। এবং আমাদের
প্রতিপালকের মহিমা সমুন্নত, তিনি
স্ত্রী অথবা সন্তান-সন্ততি পরিগ্রহণ
করেন না। ৪। এবং এই যে, আমাদের
নির্ব্বোধেরা আল্লাহ সম্বন্ধে অতিরিক্ত
বলিয়া থাকে। ৫। এবং ইহাও আমরা
ধারণা করিতাম যে, মানব ও জ্বেন
আল্লাহ সম্বন্ধে অসত্য বলিবে না।
৬। এবং মানবমণ্ডলীর অন্তর্গত লোকেরা
জ্বেনদিগের অন্তর্গত লোকদিগের আশ্রয়
গ্রহণ করিত, ফলতঃ উহারা তাহাদের
অবাধ্য বর্দ্ধিত করিত। ৭। এবং এই

قُرْاٰنًا عَجَبًا ۙ ٢- يَّهْدِيْٓ
اِلَى الرُّشْدِ فَاٰمَنَّا بِهٖ ؕ وَلَنْ
نُّشْرِكَ بِرَبِّنَآ اَحَدًا ۙ ٣- وَّاَنَّهٗ
تَعٰلٰى جَدُّ رَبِّنَا مَا اتَّخَذَ
صَاحِبَةً وَّلَا وَلَدًا ۙ ٤- وَّاَنَّهٗ كَانَ
يَقُوْلُ سَفِيْهُنَا عَلَى اللّٰهِ شَطَطًا ۙ
٥- وَّاَنَّا ظَنَنَّآ اَنْ لَّنْ تَقُوْلَ
الْاِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا ۙ
٦- وَّاَنَّهٗ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْاِنْسِ
يَعُوْذُوْنَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ
فَزَادُوْهُمْ رَهَقًا ۙ ٧- وَّاَنَّهُمْ

অথবা নবুয়ত প্রাপ্তির পূর্ব্বে জেন সম্প্রদায় শূন্যে আরোহণ করিয়া আকাশের সংবাদ ও প্রাকৃতিক রহস্যাবলীর কোন কোন বিষয় অবগত হইত এবং জেন-সিদ্ধ কাহেন বা গণকদিগের নিকট ঐ সমস্ত বিষয় প্রকাশ করিয়া লোকদিগকে বিস্মিত ও বিভ্রান্ত করিত; কিন্তু হজরত রসুলোল্লার আবির্ভাবের পর জেন সম্প্রদায়ের শূন্যে আরোহণ ও আকাশের সংবাদ প্রাপ্তির পথ রুদ্ধ হইয়া যাওয়ায় নছিবীন-বাসী নয়টী জেন এই উদ্দেশ্যে পৃথিবী ভ্রমণে বহির্গত হইয়াছিল যে, কি কারণে জেন জাতির ঐ সুযোগ সুবিধা নষ্ট হইল, তাহার কারণ অনুসন্ধান করিতে হইবে। অনন্তর তাহারা যখন হজরত রসুলোল্লার মুখে পবিত্র প্রত্যাদেশ বা বিস্ময়কর ঐশী-বাণীর আবৃত্তি শ্রবণ করিলেন, তখন তাহারা সবিস্ময়ে বলিয়া উঠিলেন যে, এতদিনে সত্য-সত্যই আমরা আমাদের ঊর্দ্ধে আরোহণ ও আকাশের সংবাদ প্রাপ্তির পথ রুদ্ধ হইবার কারণ বুঝিতে পারিলাম। পৃথিবীতে এই বিস্ময়কর ঐশীবাণী পবিত্র কোরান শরিফ অবতীর্ণ হওয়ার জন্যই আমরা ঐ সুযোগ সুবিধা হইতে বঞ্চিত হইয়াছি।—সহি হাদিস গ্রন্থ সমূহ দ্রষ্টব্য।

২—৭। হজরত রসুলোল্লার মুখে পবিত্র কোরান পাঠ শ্রবণ করিয়া উপরোক্ত জেনগণ নিজেদের মধ্যে আল্লাহতালার স্বরূপ এবং পবিত্র কোরান সম্বন্ধে যে আলোচনা করিয়াছিলেন এবং যে সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলেন, করুণাময় আল্লাহতালা প্রত্যাদেশ যোগে ঠিক প্রত্যাদেশের ভাষায় হজরত রসুলোল্লাকে তাহা জানাইয়া দিতেছেন। তাঁহারা বলিয়াছিলেন যে, এই পবিত্র কোরান নিশ্চয়ই অতি বিস্ময়কর ঐশী-বাণী। ইহা কুপথের পরিবর্ত্তে সুপথের দিকে পথপ্রদর্শন করে। আমরা ইহাতে বিশ্বাস স্থাপন করিলাম। আমরা কখনই অদ্বিতীয় আল্লাহতালার কোন অংশী স্থির করিব না। তিনি সর্ব্বশক্তিমান ও সমুন্নত মহান প্রভু। তাঁহার কোন

বিস্ময়কর কোরান শ্রবণ করিয়াছি;
২। যাহা সুপথের দিকে পথ-প্রদর্শন
করে; সুতরাং আমরা উহাতে বিশ্বাস-
স্থাপন করিয়াছি; এবং আমরা কখনই
আমাদের প্রতিপালকের কোন অংশী
স্থির করিব না। ৩। এবং আমাদের
প্রতিপালকের মহিমা সমুন্নত, তিনি
স্ত্রী অথবা সন্তান-সন্ততি পরিগ্রহণ
করেন না। ৪। এবং এই যে, আমাদের
নির্ব্বোধেরা আল্লাহ সম্বন্ধে অতিরিক্ত
বলিয়া থাকে। ৫। এবং ইহাও আমরা
ধারণা করিতাম যে, মানব ও জেন
আল্লাহ সম্বন্ধে অসত্য বলিবে না।
৬। এবং মানবমণ্ডলীর অন্তর্গত লোকেরা
জেনদিগের অন্তর্গত লোকদিগের আশ্রয়
গ্রহণ করিত, ফলতঃ উহারা তাহাদের
অবাধ্য বর্দ্ধিত করিত। ৭। এবং এই

قُرْاٰنًا عَجَبًا ۝ ٢- يَّهْدِيْٓ
اِلَى الرُّشْدِ فَاٰمَنَّا بِهٖ ۭ وَلَنْ
نُّشْرِكَ بِرَبِّنَآ اَحَدًا ۝ ٣- وَّاَنَّهٗ
تَعٰلٰى جَدُّ رَبِّنَا مَا اتَّخَذَ
صَاحِبَةً وَّلَا وَلَدًا ۝ ٤- وَّاَنَّهٗ كَانَ
يَقُوْلُ سَفِيْهُنَا عَلَى اللّٰهِ شَطَطًا ۝
٥- وَّاَنَّا ظَنَنَّآ اَنْ لَّنْ تَقُوْلَ
الْاِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا ۝
٦- وَّاَنَّهٗ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْاِنْسِ
يَعُوْذُوْنَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ
فَزَادُوْهُمْ رَهَقًا ۝ ٧- وَّاَنَّهُمْ

অথবা নবুয়ত প্রাপ্তির পূর্ব্বে জেন সম্প্রদায় শূন্যে আরোহণ করিয়া আকাশের সংবাদ ও প্রাকৃতিক রহস্যাবলীর কোন কোন বিষয় অবগত হইত এবং জেন-সিদ্ধ কাহেন বা গণকদিগের নিকট ঐ সমস্ত বিষয় প্রকাশ করিয়া লোকদিগকে বিস্মিত ও বিভ্রান্ত করিত; কিন্তু হজরত রসুলোল্লার আবির্ভাবের পর জেন সম্প্রদায়ের শূন্যে আরোহণ ও আকাশের সংবাদ প্রাপ্তির পথ রুদ্ধ হইয়া যাওয়ার নছিবীন-বাসী নয়টী জেন এই উদ্দেশ্যে পৃথিবী ভ্রমণে বহির্গত হইয়াছিল যে, কি কারণে জেন জাতির ঐ সুযোগ সুবিধা নষ্ট হইল, তাহার কারণ অনুসন্ধান করিতে হইবে। অনন্তর তাহারা যখন হজরত রসুলোল্লার মুখে পবিত্র প্রত্যাদেশ বা বিস্ময়কর ঐশী-বাণীর আবৃত্তি শ্রবণ করিলেন, তখন তাহারা সবিস্ময়ে বলিয়া উঠিলেন যে, এতদিনে সত্য-সত্যই আমরা আমাদের ঊর্দ্ধে আরোহণ ও আকাশের সংবাদ প্রাপ্তির পথ রুদ্ধ হইবার কারণ বুঝিতে পারিলাম। পৃথিবীতে এই বিস্ময়কর ঐশীবাণী পবিত্র কোরান শরিফ অবতীর্ণ হওয়ার জন্যই আমরা ঐ সুযোগ সুবিধা হইতে বঞ্চিত হইয়াছি।—সহি হাদিস গ্রন্থ সমূহ দ্রষ্টব্য।

২—৭। হজরত রসুলোল্লার মুখে পবিত্র কোরান পাঠ শ্রবণ করিয়া উপরোক্ত জেনগণ নিজেদের মধ্যে আল্লাহতালার স্বরূপ এবং পবিত্র কোরান সম্বন্ধে যে আলোচনা করিয়াছিলেন এবং যে সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলেন, করুণাময় আল্লাহতালা প্রত্যাদেশ যোগে ঠিক প্রত্যাদেশের ভাষায় হজরত রসুলোল্লাকে তাহা জানাইয়া দিতেছেন। তাঁহারা বলিয়াছিলেন যে, এই পবিত্র কোরান নিশ্চয়ই অতি বিস্ময়কর ঐশী-বাণী। ইহা কুপথের পরিবর্ত্তে সুপথের দিকে পথপ্রদর্শন করে। আমরা ইহাতে বিশ্বাস স্থাপন করিলাম। আমরা কখনই অদ্বিতীয় আল্লাহতালার কোন অংশী স্থির করিব না। তিনি সর্ব্বশক্তিমান ও সমুন্নত মহান প্রভু। তাঁহার কোন

ظَنُّوْا كَمَا ظَنَنْتُمْ اَنْ لَّنْ يَّبْعَثَ
اللّٰهُ اَحَدًا ۙ ٨- وَّاَنَّا لَمَسْنَا السَّمَآءَ
فَوَجَدْنٰهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيْدًا
وَّشُهُبًا ۙ ٩- وَّاَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا
مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ ؕ فَمَنْ يَّسْتَمِعِ
الْاٰنَ يَجِدْ لَهٗ شِهَابًا رَّصَدًا ۙ
١٠- وَّاَنَّا لَا نَدْرِيْٓ اَشَرٌّ اُرِيْدَ بِمَنْ
فِى الْاَرْضِ اَمْ اَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا ۙ
١١- وَّاَنَّا مِنَّا الصّٰلِحُوْنَ وَمِنَّا
دُوْنَ ذٰلِكَ ؕ كُنَّا طَرَآئِقَ قِدَدًا ۙ
١٢- وَّاَنَّا ظَنَنَّآ اَنْ لَّنْ نُّعْجِزَ اللّٰهَ

যে, তোমাদের ধারণার ন্যায় তাহারাও
ধারণা করিয়াছিল যে, আল্লাহ কদাপি
কাহাকেও সমুত্থিত করিবেন না। ৮। এবং
এই যে, আমরা আকাশে অভিযান
করিয়াছিলাম, কিন্তু উহাকে সুদৃঢ় প্রহরী
ও প্রদীপ্ত শিখায় পরিপূর্ণ প্রাপ্ত হইয়া-
ছিলাম। ৯। এবং এই যে, আমরা শ্রবণ
করিবার জন্য উহার কোন স্থানে বসিয়া
থাকিতাম, কিন্তু যে শুনিতে চাহিত সে
তাহার জন্য লক্ষ্যকারী প্রদীপ্ত শিখা
দেখিতে পাইত। ১০। এবং যেহেতু
আমরা জানি না যে, পৃথিবীতে যাহারা
আছে তাহাদের জন্য অমঙ্গল অথবা
তাহাদের প্রতিপালক তাহাদের মঙ্গল
কামনা করিতেছেন। ১১। এবং এই
যে, আমাদের মধ্যে কেহ কেহ সৎকর্ম্ম-
শীল এবং আমাদের কেহ কেহ উহার
ব্যতিক্রমকারী রহিয়াছে, আমরা বিভিন্ন
পন্থানুসরণকারী। ১২। এবং যেহেতু
আমরা বুঝিয়াছি যে, আমরা কখনই
আল্লাহকে এই পৃথিবীতে প্রতিরোধ করিতে

স্ত্রী-পুত্র-কন্যা বা সন্তান-সন্ততি নাই। মানব ও জেনদিগের মধ্যে যাহারা আল্লাহতালার সম্বন্ধে ইহার অতিরিক্ত কোন কথা বলে অথবা তাঁহার অংশী ও স্ত্রী-পুত্র-কন্যা নির্দ্ধারণ করে, তাহারা মিথ্যাবাদী, ভ্রান্ত ও বিপথগামী। মানবজাতির মধ্যে যাহারা অজ্ঞ দুষ্টপ্রকৃতির জেনদিগের নিকট এসব বিষয় অবগত হইতে চেষ্টা করে, সেই জেন-সিদ্ধ কাহেন বা পিচাশ-সিদ্ধ ব্যক্তিগণ নিশ্চয়ই ভ্রান্ত ও বিপথগামী হইয়া থাকে। ফলতঃ এই শ্রেণীর জেন ও মানবেরাই বলে যে, হজরত মূসা, ঈসা (আঃ) অথবা সোলায়মান ও দাউদের পর আর কোন নবী এবং ইহুদী ও খ্রীষ্টান জাতির পরে আর কোন সত্যপরায়ণ সম্প্রদায় পৃথিবীতে আবির্ভূত অথবা সমুত্থিত হইবে না। এই ভ্রান্ত ধারনার জন্যই তাহারা অবিশ্বাসী ও ধর্ম্মদ্রোহী কাফের হইয়া গিয়াছে।

৮—১২। উক্ত জেনগণ আরও বলাবলি করিয়াছিলেন যে, পৃথিবীতে এই মহান রসুলের আবির্ভাবের জন্যই আমাদের শূন্যে আরোহণের এবং আকাশের সংবাদ শ্রবণের পথ রুদ্ধ হইয়া গিয়াছে। পূর্ব্বে আমরা শূন্যে আরোহণ করিয়া শূন্যমণ্ডলে অবস্থান বা উপবেশন পূর্ব্বক ঐ সমস্ত সংবাদ ও রহস্য অবগত হইতাম। এখন শূন্যে আরোহণ করিলেই নভোমণ্ডলের সতর্ক ও সুদৃঢ় প্রহরী স্বরূপ ফেরেশ্‌তাগণ আমাদের প্রতি প্রদীপ্ত অগ্নিশিখা বা প্রজ্জলিত উল্কাপিণ্ড সমূহ নিক্ষেপ করিয়া আমাদিগকে তাড়াইয়া দেন। ফলতঃ পৃথিবীর শুভাশুভ বা ভাল-মন্দ সম্বন্ধে আমাদের কোনই জ্ঞান নাই—সর্ব্বজ্ঞ আল্লাহতালাই উহা সম্যক অবগত আছেন। এই পৃথিবীতে সর্ব্বশক্তিমান আল্লাহতালার আধিপত্য অতিক্রম এবং উহা হইতে পলায়ন করিয়া পরিত্রাণ লাভের সাধ্য কাহারও নাই।

فِي الْأَرْضِ وَلَن نُّعْجِزَهُ هَرَبًا ۙ
١٣- وَأَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدَىٰ آمَنَّا
بِهِ ۖ فَمَن يُؤْمِن بِرَبِّهِ فَلَا
يَخَافُ بَخْسًا وَلَا رَهَقًا ۙ
١٤- وَأَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا
الْقَاسِطُونَ ۖ فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُولَٰئِكَ
تَحَرَّوْا رَشَدًا ۝ ١٥- وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ
فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا ۙ ١٦- وَأَنْ

পারিব না এবং পলায়ন করিয়াও পরিত্রাণ পাইব না।
১৩। এবং এই যে, যখন আমরা সদুপদেশ শ্রবণ করিলাম, তখনই আমরা উহাতে বিশ্বাস-স্থাপন করিলাম; অতঃপর যে স্বীয় প্রতিপালকের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে, ফলতঃ তাহার অনিষ্ট অথবা লাঞ্ছনার আশঙ্কা নাই।
১৪। এবং এই যে, আমাদের মধ্যে কেহ কেহ আত্মসমর্পণকারী এবং আমাদের মধ্যে কেহ কেহ অবাধ্যচারী রহিয়াছে; অতঃপর যে আত্মসমর্পণ করে, ফলতঃ সে সুপথেরই অনুসন্ধান করে।
১৫। এবং যে অবাধ্যচারী, ফলতঃ সে নরকের ইন্ধন হইয়াছে।
১৬। এবং ইহাও যে, যদি

১৩—১৫। উপরোক্ত জেনগণ হজরত রসুলোল্লার পবিত্র মুখে আল্লার বাণী শ্রবণ করিয়া ইহাও বলিয়াছিলেন যে, আমরা আজ যে সদুপদেশ শ্রবণ করিলাম, তাহাতে সম্পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করিলাম। ফলতঃ যে ইহাতে বিশ্বাস স্থাপন করিবে, ইহ-পরলোকে তাহার অনিষ্ট অথবা লাঞ্ছনার কোনই আশঙ্কা নাই। আমাদের মধ্যে কেহ কেহ ইহাতে বিশ্বাসী ও আত্মসমর্পণকারী এবং কেহ কেহ অবিশ্বাসী ও বিরুদ্ধাচরণকারী রহিয়াছে। যে ইহাতে বিশ্বাসস্থাপন করিয়া আল্লার উদ্দেশ্যে আত্মসমর্পণ পূর্ব্বক সত্যধর্ম্ম ও সুপথের অনুসরণ করিবে, সে আল্লাহতালার অনুগ্রহে অভিষিক্ত হইয়া স্বর্গোদ্যানে গমন করিবে এবং যে অবিশ্বাস ও অনাচারে লিপ্ত হইয়া ধর্ম্মদ্রোহী রূপে জীবন যাপন করিবে, সে আল্লাহতালা কর্ত্তৃক অভিশপ্ত হইয়া নরকানলে নিক্ষিপ্ত হইবে।

এই পর্য্যন্ত জেনদিগের কথোপকথন শেষ হইয়াছে। এই জেন সম্বন্ধে সুন্নত-অল-জামাতের সমর্থিত প্রাচীন তফ্‌সীরকারগণের মতামত উপরে উল্লিখিত হইয়াছে। কিন্তু আধুনিক তফ্‌সীরকারগণের মধ্যে পরলোকগত সার সৈয়দ আহমদ ও মিঃ মোহাম্মদ আলির মত এই যে, আলোচ্য 'জেন' বাক্যের দ্বারা আরবের মরুবাসী কোন অসভ্য বেদুঈন অথবা আরবের কোন ভ্রমণশীল জাতিকে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। তাহাদের অন্যতম সিদ্ধান্ত এই যে, এই জেন অর্থ ধর্ম্মদ্রোহী ইহুদী সম্প্রদায়-বিশেষ অথবা অন্য কোন অপরিজ্ঞাত জাতিও হইতে পারে। ইহারা জেন জাতির অস্তিত্ব একেবারে অস্বীকার না করিলেও নানাবিধ কষ্ট-কল্পনার আশ্রয় লইয়া বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন যে, ফেরেশ্‌তারা যেমন সৎকার্য্যের প্রেরণাদাতা অশরীরী স্পীরিট বা স্বর্গবাসী শক্তি বিশেষ, জেনরাও সেইরূপ অসৎকার্য্যের প্রেরণাদাতা অশরীরী স্পীরিট বা মর্ত্তবাসী দুষ্টাত্মা মাত্র। তাহাদের সহিত কোরান শ্রবণ বা সত্যধর্ম্ম গ্রহণের কোন সম্পর্ক নাই। কিন্তু তাহাদের এই মত সম্পূর্ণ ভ্রমাত্মক ও কোরান-হাদিসের উক্তির বিরোধী। কারণ পৃথিবীতে জেন জাতির অস্তিত্ব স্বীকার করিলে তাহাদের মধ্যে ধার্ম্মিক-অধার্ম্মিক, ভালমন্দ ও সদসতের অস্তিত্ব অস্বীকার করিবার কোনই উপায় নাই।—তঃ হক্কানী।

১৬—১৭। জেন জাতির কোরান শ্রবণ ও ইস্‌লাম গ্রহণ প্রসঙ্গ এবং তাহাদের আলোচনা ও কথোপকথন প্রত্যাদেশের ভাষায় ব্যক্ত করিবার পর আল্লাহতালা জেন ও মানবজাতিকে

فِي الْأَرْضِ وَلَنْ نُّعْجِزَهُ هَرَبًا ۙ
١٣- وَأَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدَىٰ آمَنَّا
بِهِ ط فَمَنْ يُّؤْمِنْ بِرَبِّهِ فَلَا
يَخَافُ بَخْسًا وَّلَا رَهَقًا ۙ
١٤- وَأَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُوْنَ وَمِنَّا
الْقٰسِطُوْنَ ط فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُولٰٓئِكَ
تَحَرَّوْا رَشَدًا ○ ١٥- وَأَمَّا الْقٰسِطُوْنَ
فَكَانُوْا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا ۙ ١٦- وَأَنْ

পারিব না এবং পলায়ন করিয়াও পরিত্রাণ পাইব না। ১৩। এবং এই যে, যখন আমরা সদুপদেশ শ্রবণ করিলাম, তখনই আমরা উহাতে বিশ্বাস-স্থাপন করিলাম; অতঃপর যে স্বীয় প্রতিপালকের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে, ফলতঃ তাহার অনিষ্ট অথবা লাঞ্ছনার আশঙ্কা নাই। ১৪। এবং এই যে, আমাদের মধ্যে কেহ কেহ আত্মসমর্পণকারী এবং আমাদের মধ্যে কেহ কেহ অবাধ্যচারী রহিয়াছে; অতঃপর যে আত্মসমর্পণ করে, ফলতঃ সে সুপথেরই অনুসন্ধান করে। ১৫। এবং যে অবাধ্যচারী, ফলতঃ সে নরকের ইন্ধন হইয়াছে। ১৬। এবং ইহাও যে, যদি

১৩—১৫। উপরোক্ত জেনগণ হজরত রসুলোল্লার পবিত্র মুখে আল্লার বাণী শ্রবণ করিয়া ইহাও বলিয়াছিলেন যে, আমরা আজ যে সদুপদেশ শ্রবণ করিলাম, তাহাতে সম্পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করিলাম। ফলতঃ যে ইহাতে বিশ্বাস স্থাপন করিবে, ইহ-পরলোকে তাহার অনিষ্ট অথবা লাঞ্ছনার কোনই আশঙ্কা নাই। আমাদের মধ্যে কেহ কেহ ইহাতে বিশ্বাসী ও আত্মসমর্পণকারী এবং কেহ কেহ অবিশ্বাসী ও বিরুদ্ধাচরণকারী রহিয়াছে। যে ইহাতে বিশ্বাসস্থাপন করিয়া আল্লার উদ্দেশ্যে আত্মসমর্পণ পূর্ব্বক সত্যধর্ম্ম ও সুপথের অনুসরণ করিবে, সে আল্লাহতালার অনুগ্রহে অভিষিক্ত হইয়া স্বর্গোদ্যানে গমন করিবে এবং যে অবিশ্বাস ও অনাচারে লিপ্ত হইয়া ধর্ম্মদ্রোহী রূপে জীবন যাপন করিবে, সে আল্লাহতালা কর্ত্তৃক অভিশপ্ত হইয়া নরকানলে নিক্ষিপ্ত হইবে।

এই পর্য্যন্ত জেনদিগের কথোপকথন শেষ হইয়াছে। এই জেন সম্বন্ধে সুন্নত-অল-জামাতের সমর্থিত প্রাচীন তফ্‌সীরকারগণের মতামত উপরে উল্লিখিত হইয়াছে। কিন্তু আধুনিক তফ্‌সীরকারগণের মধ্যে পরলোকগত সার সৈয়দ আহমদ ও মিঃ মোহাম্মদ আলির মত এই যে, আলোচ্য 'জেন' বাক্যের দ্বারা আরবের মরুবাসী কোন অসভ্য বেদুঈন অথবা আরবের কোন ভ্রমণশীল জাতিকে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। তাহাদের অন্যতম সিদ্ধান্ত এই যে, এই জেন অর্থ ধর্ম্মদ্রোহী ইহুদী সম্প্রদায়-বিশেষ অথবা অন্য কোন অপরিজ্ঞাত জাতিও হইতে পারে। ইহারা জেন জাতির অস্তিত্ব একেবারে অস্বীকার না করিলেও নানাবিধ কষ্ট-কল্পনার আশ্রয় লইয়া বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন যে, ফেরেশ্‌তারা যেমন সৎকার্য্যের প্রেরণাদাতা অশরীরী স্পীরিট বা স্বর্গবাসী শক্তি বিষেশ, জেনরাও সেইরূপ অসৎকার্য্যের প্রেরণাদাতা অশরীরী স্পীরিট বা মর্ত্তবাসী দুষ্টাত্মা মাত্র। তাহাদের সহিত কোরান শ্রবণ বা সত্যধর্ম্ম গ্রহণের কোন সম্পর্ক নাই। কিন্তু তাহাদের এই মত সম্পূর্ণ ভ্রমাত্মক ও কোরান-হাদিসের উক্তির বিরোধী। কারণ পৃথিবীতে জেন জাতির অস্তিত্ব স্বীকার করিলে তাহাদের মধ্যে ধার্ম্মিক-অধার্ম্মিক, ভালমন্দ ও সদসতের অস্তিত্ব অস্বীকার করিবার কোনই উপায় নাই।—তঃ হক্কানী।

১৬—১৭। জেন জাতির কোরান শ্রবণ ও ইস্‌লাম গ্রহণ প্রসঙ্গ এবং তাহাদের আলোচনা ও কথোপকথন প্রত্যাদেশের ভাষায় ব্যক্ত করিবার পর আল্লাহতালা জেন ও মানবজাতিকে

...হারা সরল পথের উপর সুপ্রতিষ্ঠিত ...ই, তবে নিশ্চয় আমি তাহাদিগকে ...চুর সলিল পান করাইব; ১৭। যেন ...রি তাহাদিগকে উহাতে পরীক্ষা করি; ...বং যে স্বীয় প্রতিপালককে স্মরণ হইতে ...মুখ হয়, তিনি তাহাদিগকে কঠিন ...স্তিতে আবদ্ধ করিবেন। ১৮। এবং ইহাও যে, মস্‌জীদ সমূহ আল্লারই ...ন্য; অতএব আল্লার সহিত কাহাকেও ...আহ্বান করিও না। ১৯। এবং ইহাও ...যে, যখন আল্লার সেবক তাহাকে আহ্বানের জন্য দণ্ডায়মান হয়, তখন তাহারা দলে দলে তাহার সন্নিকটবর্ত্তী হইয়া থাকে।

وَّ اَنْ لَّوِ اسْتَقَامُوْا عَلَى الطَّرِيْقَةِ
لَاَسْقَيْنٰهُمْ مَّآءً غَدَقًا ۙ
١٧- لِّنَفْتِنَهُمْ فِيْهِ ۗ وَمَنْ
يُّعْرِضْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهٖ يَسْلُكْهُ
عَذَابًا صَعَدًا ۙ ١٨- وَّاَنَّ الْمَسٰجِدَ
لِلّٰهِ فَلَا تَدْعُوْا مَعَ اللّٰهِ اَحَدًا ۙ
١٩- وَّاَنَّهٗ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللّٰهِ يَدْعُوْهُ
كَادُوْا يَكُوْنُوْنَ عَلَيْهِ لِبَدًا ۗ

২য় রুকু—সত্য-প্রচারকের সাহায্য-সহায়তার প্রতিশ্রুতি

২০। তুমি বল—আমি কেবলমাত্র আমার প্রতিপালককেই আহ্বান করি এবং তৎসহ কাহাকেও অংশী স্থির করি না। ২১। তুমি বল—নিশ্চয় আমি তোমাদের জন্য অনিষ্ট সাধন অথবা

٢٠- قُلْ اِنَّمَآ اَدْعُوْا رَبِّيْ وَلَآ اُشْرِكُ
بِهٖٓ اَحَدًا ۝ ٢١- قُلْ اِنِّيْ لَآ اَمْلِكُ

সাধারণ ভাবে লক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন যে, যাহারা সত্যধর্ম্ম ও সুপথের অনুসরণ করিবে, তাহাদিগকে আমি প্রচুর সলিল পান করাইব, অর্থাৎ এই পৃথিবীতে আমি তাহাদিগকে ধন-জন, বিষয়-সম্পদ, ফল-শস্য ও খাদ্য-পানীয় প্রভৃতি প্রচুর পরিমাণে প্রদান করিব। তবে যাহারা সত্যধর্ম্ম গ্রহণ না করিয়া ভ্রান্ত ও বিপথগামী হইবে, তাহারা ইহলোক ও পরলোকে অতি কঠিন শাস্তি ভোগ করিতে বাধ্য হইবে।

১৮—১৯। এই দুইটী আয়তে আল্লাহতালা বলিতেছেন যে, তোমাদের মস্‌জিদ সমূহ অদ্বিতীয় আল্লাহতালার উপাসনার জন্যই নির্ম্মিত হইয়াছে। অতএব তোমরা তন্মধ্যে আল্লাহ ভিন্ন আর কাহারও উপাসনা করিও না। তোমরা ইহাও জানিয়া রাখ যে, যখন কেহ মস্‌জিদের মধ্যে আল্লার উপাসনার জন্য দণ্ডায়মান হয়, তখন জ্বেন ও মানবের অন্তর্গত ধার্ম্মিক লোকেরা দলে দলে আসিয়া উক্ত উপাসনায় যোগদান করিয়া থাকে। জ্বেনদিগের উপাসনায় যোগদান সম্বন্ধে বহু বিস্ময়কর বর্ণনা ও জনশ্রুতি বিদ্যমান আছে।

২০—২৪। অনন্তর আল্লাহতালা হজরত রসুলোল্লাকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন—হে রসুল, তুমি মক্কার অবিশ্বাসীদিগকে বলিয়া দাও যে, মানব হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র জাতি ও ভিন্ন প্রকৃতির জ্বেন জাতি আমার সদুপদেশ শুনিয়া সত্যধর্ম্ম গ্রহণ করিতেছে—আর তোমরা আমার সমজাতি ও সমপ্রকৃতি বিশিষ্ট হইয়া সত্যধর্ম্ম গ্রহণ করিতেছ না, ইহা সত্যই বিস্ময়কর।

সুপথ প্রদর্শন করিবার অধিকারী নহি।
২২। তুমি বল—আল্লাহ হইতে কেহই
আমাকে রক্ষা করিবে না এবং তিনি
ব্যতীত আমি কোনই আশ্রয় পাইব না;
২৩। আল্লার আদেশ ও তাঁহার সুসংবাদ
ব্যতীত; এবং যে আল্লাহ ও তদীয়
রসুলের বিরুদ্ধাচরণ করে, ফলতঃ
নিশ্চয় তাহার জন্য নরকানল—তন্মধ্যেই
সে চিরকাল অবস্থান করিবে।
২৪। এমন কি, যখন তাহারা প্রতিশ্রুতি
বিষয় অবলোকন করিবে তখনই
তাহারা বুঝিতে পারিবে যে, কাহার
সাহায্য দুর্ব্বল এবং সংখ্যায় অত্যল্প।
২৫। তুমি বল—আমি উহা জানি না
যে, তোমরা যাহা প্রতিশ্রুতি হইয়াছ,
তাহা নিকটতর অথবা আমার প্রতি-
পালক উহার জন্য সময় নির্দ্ধারিত

لَكُمْ ضَرًّا وَّلَا رَشَدًا ٥ ۲۲- قُلْ
اِنِّيْ لَنْ يُّجِيْرَنِيْ مِنَ اللّٰهِ اَحَدٌ ۙ
وَّلَنْ اَجِدَ مِنْ دُوْنِهٖ مُلْتَحَدًا ۙ
۲۳- اِلَّا بَلٰغًا مِّنَ اللّٰهِ وَرِسٰلٰتِهٖ ط
وَمَنْ يَّعْصِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ فَاِنَّ لَهٗ
نَارَ جَهَنَّمَ خٰلِدِيْنَ فِيْهَآ اَبَدًا ۙ
۲۴- حَتّٰٓى اِذَا رَاَوْا مَا يُوْعَدُوْنَ
فَسَيَعْلَمُوْنَ مَنْ اَضْعَفُ نَاصِرًا وَّاَقَلُّ
عَدَدًا ٥ ۲۵- قُلْ اِنْ اَدْرِيْٓ اَقَرِيْبٌ
مَّا تُوْعَدُوْنَ اَمْ يَجْعَلُ لَهٗ رَبِّيْٓ

তোমরা এখন বুঝিতে চেষ্টা কর যে, আমি একমাত্র আল্লার উপাসনা করি, এবং তাঁহার কোন অংশী নির্দ্ধারণ করি না। আমি তোমাদিগকেও তাহাই করিতে সদুপদেশ দিতেছি। তোমাদের ভালমন্দ করিবার কোনই অধিকার আমার নাই এবং আমি যদি আল্লার আদেশের বিরুদ্ধাচরণ করি, তবে কেহই আমাকে রক্ষা করিতে পারিবে না। আল্লার আদেশ, তাঁহার সম্পদের সুসংবাদ এবং শাস্তির ভীতি-প্রদর্শন করাই আমার একমাত্র কর্ত্তব্য। সেই জন্যই আমি তোমাদিগকে পুনঃ পুনঃ সত্যধর্ম্ম গ্রহণের জন্য আহ্বান করিতেছি। তোমাদের মধ্যে যে ইহা বিশ্বাস ও গ্রহণ না করিয়া ইহার ব্যতিক্রম ও বিরুদ্ধাচরণ করিবে, তাহাকে চিরকাল নরকানলের ভীষণ শাস্তি ভোগ করিতে হইবে।

২৫—২৬—হে রসুল, তুমি অবিশ্বাসীদিগকে আরও বলিয়া দাও যে, তোমরা যে প্রতিশ্রুত শাস্তি বা পুনরুত্থানের দিবস সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিতেছ, তাহা সন্নিকটবর্ত্তী না সুদূরবর্ত্তী, তৎসম্বন্ধে আমি কিছুই জানি না। সর্ব্বজ্ঞ আল্লাহতালাই সমস্ত অদৃশ্য জ্ঞান ও অপরিজ্ঞাত বিষয়ের অধিপতি। তিনি স্বীয় ইচ্ছানুযায়ী তাঁহার অনুগৃহীত ও মনোনীত রসুলগণের নিকট ব্যতীত আর কাহারও নিকট তাঁহার অনন্ত অদৃশ্য জ্ঞান ও অলৌকিক গুপ্ত রহস্যের কোন বিষয় প্রকাশ করেন না।

এই অদৃশ্য জ্ঞান, গুপ্ত রহস্য বা অপরিজ্ঞাত বিষয় বহু প্রকার হইতে পারে। তন্মধ্যে কোন কোন বিষয় সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্বশক্তিমান আল্লাহতালা ভিন্ন আর কেহই জানে না এবং তিনি কাহাকেও ঐ সকল বিষয় পরিজ্ঞাপন করেন না। পক্ষান্তরে উহার মধ্যে এমন কতকগুলি বিষয় আছে, যাহা তিনি স্বীয় অনুগ্রহে তাঁহার মনোনীত নবী, রসুল ও ফেরেশ্‌তাগণকে জানাইয়া দিয়া থাকেন। পক্ষান্তরে উহার মধ্যে এমনও কোন কোন বিষয় আছে, যাহা ঋষি-আত্মার সাধক ও বৈজ্ঞানিকগণ নিজেদের সাধনা ও জ্ঞান-গবেষণা দ্বারা অবগত হইতে পারে।

রাখিয়াছেন। ২৬। তিনিই অদৃশ্য বিষয়ে অভিজ্ঞ; বস্তুতঃ তিনি স্বীয় অদৃশ্য-বিষয় কাহাকেও প্রকাশ করেন না
২৭। তাঁহার মনোনীত রসুল ব্যতীত; ফলতঃ নিশ্চয় তিনি তাহার সম্মুখে ও তাহার পশ্চাতে প্রহরী পরিচালন করেন;
২৮। যেন তিনি জানিতে পারেন যে, তাহারা স্বীয় প্রতিপালকের সুসংবাদ প্রচার করিয়াছে এবং তাহাদের সহিত যাহা আছে তাহা তিনি পরিবেষ্টন করিয়া আছেন এবং প্রত্যেক বিষয়ের সংখ্যা গণনা করিয়া রাখিয়াছেন।

أَمَدًا ○ ٢٦- عٰلِمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ
عَلٰى غَيْبِهٖٓ أَحَدًا ۙ ٢٧- إِلَّا
مَنِ ارْتَضٰى مِنْ رَّسُوْلٍ فَإِنَّهٗ
يَسْلُكُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهٖ
رَصَدًا ۙ ٢٨- لِّيَعْلَمَ أَنْ قَدْ أَبْلَغُوْا
رِسٰلٰتِ رَبِّهِمْ وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ
وَأَحْصٰى كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا ۙ

২৭—২৮। এই দুইটী আয়তে আল্লাহতালা তাঁহার মনোনীত রসুলগণ সম্বন্ধে বলিতেছেন যে, তিনি তাঁহাদের সম্মুখে ও তাঁহাদের পশ্চাতে প্রহরী পরিচালন করেন এবং তাঁহাদের প্রচার-কার্য্য ও তাঁহাদের সহিত যাহা আছে, সর্ব্বশক্তিমান আল্লাহতালা তাহা পরিবেষ্টন পূর্ব্বক গণনা করিয়া রাখিয়াছেন। আলোচ্য আয়তদ্বয়ের মর্ম্ম এই যে, তিনিই তাঁহার মনোনীত রসুলগণকে পরিচালন করেন এবং তিনিই তাঁহাদের তত্ত্বাবধান ও রক্ষণাবেক্ষণ করিয়া থাকেন। তাঁহারা যেরূপভাবে নিজেদের কর্ত্তব্য সম্পাদন করেন, তাহাও তিনি অবগত আছেন। পক্ষান্তরে যাহারা তাঁহার অনুসরণ বা বিরুদ্ধাচরণ করিতেছে, তাহাও তিনি সতর্কভাবে লক্ষ্য করিতেছেন এবং তাহাদের দুরভিসন্ধি, ষড়যন্ত্র ও গতিবিধি তিনি সম্পূর্ণ রূপে নিয়ন্ত্রিত ও আয়ত্তাধীন করিয়া রাখিয়াছেন। সুতরাং তাঁহার সর্ব্বদর্শী সূক্ষ্ম দৃষ্টির পর্য্যবেক্ষণ এবং তাঁহার সর্ব্বব্যাপী শক্তির সুদৃঢ় পরিবেষ্টন অতিক্রম করিবার সাধ্য কাহারও নাই। এই অনুপম ও অলৌকিক অভিব্যক্তি সহ আলোচ্য সূরা শেষ করা হইয়াছে।

———

মক্কায় অবতীর্ণ	৭৩। সুরা মোজাম্মেল—المزمل	২০ আয়ত

১ম রুকু—হজরত রসুলোল্লার প্রতি নৈশ-প্রার্থনার আদেশ

সর্ব্বপ্রদাতা করুণাময় আল্লার নামে

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

১। হে বস্ত্রাচ্ছাদিত! ২। অল্পাংশ
ব্যতীত নিশীথে দণ্ডায়মান হও;
৩। অর্দ্ধাংশ অথবা উহা অপেক্ষা কিছু
কম কর। ৪। অথবা তদপেক্ষা বর্দ্ধিত
কর এবং ধীরে ধীরে কোরান আবৃত্তি

١. يٰٓاَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ ۙ ٢. قُمِ الَّيْلَ
اِلَّا قَلِيْلًا ۙ ٣. نِّصْفَهٗٓ اَوِ انْقُصْ مِنْهُ
قَلِيْلًا ۙ ٤. اَوْ زِدْ عَلَيْهِ وَرَتِّلِ الْقُرْاٰنَ

মোজাম্মেল—বস্ত্রাচ্ছাদিত। আরবে যাহারা সুদীর্ঘ চাদর অথবা সুবৃহৎ কম্বল দ্বারা দেহ আবৃত করিয়া থাকে, তাহাদিগকে 'মোজাম্মেল' অর্থাৎ বস্ত্রাচ্ছাদিত বা কম্বলাবৃত বলা হয়। হজরত রসুলোল্লার চতুর্দ্দশ হস্ত দৈর্ঘ একটি চাদর বা কম্বল ছিল। তিনি কখন কখন উক্ত চাদর দ্বারা দেহ আচ্ছাদিত করিয়া শয়ন করিতেন এবং কখন কখনও গভীর নিশিতে উক্ত কম্বল দ্বারা দেহ আবৃত করিয়া নৈশ নামাজ পড়িতেন। একদা হজরত রসুলোল্লাহ কোন কারণে উক্ত চাদর দ্বারা দেহ আচ্ছাদন পূর্ব্বক শয়ন করিয়াছিলেন। সেই অবস্থায় হজরত জিবরীল আলোচ্য সুরা সহ তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া—"ইয়া আইওহাল মোজাম্মেল" বলিয়া সম্বোধন করিয়াছিলেন। তদনুসারেই এই সুরা মোজাম্মেল নামে অভিহিত হইয়াছে। ওলামা ও তফ্সীরকারগণ ইহাকে পবিত্র কোরান শরিফের দ্বিতীয় প্রত্যাদেশ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

শানে-নজুল—হজরত এব্ন-আব্বাস ও এব্ন-জোবায়ের হইতে বায়হাকী প্রমুখ হাদিসবেত্তাগণ বর্ণনা করিয়াছেন যে, এই পবিত্র সুরা মক্কা শরিফে অবতীর্ণ হইয়াছিল। একদা অবিশ্বাসী কোরেশগণ 'দার-উন্-নদ্ওয়ায়' সমবেত হইয়া পরামর্শ করিয়াছিল যে, লোকে যাহাতে (হজরত) মোহাম্মদের কথা শুনিয়া বিশ্বাস না করে, তজ্জন্য তাঁহার কোন হীনতাজ্ঞাপক বিদ্রূপ নাম স্থির করা হউক। তদনুসারে কেহ তাঁহাকে 'কাহেন' অর্থাৎ গণক, কেহ 'মজনুন' অর্থাৎ উন্মাদ এবং কেহবা 'ছাহের' অর্থাৎ 'যাদুকর' বলিয়া অভিহিত করিবার জন্য মতপ্রকাশ করিল; কিন্তু ইহার কোন উপাধিই সর্ব্বসম্মতিক্রমে স্থির না হওয়ায় অবশেষে তাহারা উঠিয়া চলিয়া গেল। হজরত রসুলোল্লাহ কোরেশদিগের এই দুরভিসন্ধি ও ষড়যন্ত্র অবগত হইয়া অত্যন্ত ক্ষুণ্ণ হইলেন এবং মনের দুঃখে সুদীর্ঘ চাদরে দেহ আবৃত করিয়া শুইয়া পড়িলেন। সেই সময়ে হজরত জিবরীল হজরত রসুলোল্লার নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক বলিলেন—হে বস্ত্রাচ্ছাদিত পুরুষ, উঠ; এরূপ ক্ষুণ্ণমনে শুইয়া থাকিও না। বরং তুমি রজনীর অধিকাংশ সময় দণ্ডায়মান হইয়া উপাসনা কর। কারণ অচিরেই তোমার প্রতি অতি কঠোর কর্ত্তব্য স্বরূপ সুমহান্ আল্লার বাণী প্রচারের গুরুভার অর্পিত হইবে। ফলতঃ উপরোক্ত ঘটনা উপলক্ষেই হজরত রসুলোল্লার প্রতি নবুয়তের সুমহান্ দায়িত্ব অর্পণের অগ্রীম সুসংবাদ সহ এই সুরা অবতীর্ণ হইয়াছিল।

১—৯। এই সুরার প্রথমেই করুণাময় আল্লাহতালা হজরত জিবরীলের প্রমুখাৎ তাঁহার প্রিয় নবীকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন যে, হে বস্ত্রাচ্ছাদিত পুরুষ, অবিশ্বাসীদের অলীক

কর। ৫। নিশ্চয় আমি অচিরেই তোমার প্রতি গুরুভার বাক্য নিক্ষেপ করিব। ৬। নিশ্চয় রাত্রে গাত্রোত্থান করা একান্ত আত্মসংযম ও বাক্য সংশোধনকারী। ৭। নিশ্চয় দিবসে তোমার জন্য বৃহত্তর বিষয়-কর্ম্ম রহিয়াছে। ৮। এবং তুমি স্বীয় প্রতিপালকের নাম স্মরণ কর এবং সংলিপ্ত

تَرْتِيْلًا ۞ ٥- اِنَّا سَنُلْقِيْ عَلَيْكَ
قَوْلًا ثَقِيْلًا ○ ٦- اِنَّ نَاشِئَةَ الَّيْلِ
هِيَ اَشَدُّ وَطْأً وَّ اَقْوَمُ قِيْلًا ۞
٧- اِنَّ لَكَ فِى النَّهَارِ سَبْحًا
طَوِيْلًا ۞ ٨- وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ

উক্তিতে ক্ষুণ্ণ হইয়া তুমি এরূপভাবে শুইয়া থাকিও না; বরং তুমি রজনীর অধিকাংশ সময় দণ্ডায়মান হইয়া আমার উপাসনা কর। কিন্তু যদি তুমি অধিকাংশ রজনী জাগ্রত থাকিয়া দণ্ডায়মান অবস্থায় উপাসনা করিতে সমর্থ না হও, তবে রজনীর অর্দ্ধাংশ অথবা উহা অপেক্ষা কিছু বেশী বা কম সময় দণ্ডায়মান হইয়া ধীরে ধীরে সুমিষ্ট স্বরে পবিত্র কোরান আবৃত্তি কর। কারণ অচিরেই আমি তোমার প্রতি আমার পবিত্র বাণী স্বরূপ মহাগ্রন্থ কোরান শরিফ অবতীর্ণ করিব। তোমাকে জগদ্বাসীর জন্য আমার প্রেরিত রসুল ও নবী রূপে মনোনীত করিব এবং তোমার উপর সমগ্র মানব ও জেন জাতির মধ্যে সত্যধর্ম্ম-প্রচারের গুরুতর দায়িত্ব অর্পণ করিব। হে রসুল, এই কঠোর কর্ত্তব্য ও গুরুতর দায়িত্ব প্রতিপালনের জন্য তোমাকে অতি কঠোর সাধনা দ্বারা আত্মশুদ্ধি করিয়া লইতে হইবে। কিন্তু শুধু দিবসে উপাসনা-আরাধনা করিয়া তুমি কখনই নবুয়তের এই গুরুভার কঠোর কর্ত্তব্য-পালনের যোগ্যতা অথবা পূর্ণ-শক্তি অর্জ্জন করিতে পারিবে না। কারণ দিবসে তোমাকে ধর্ম্ম-কর্ম্ম ও সংসার-জীবনের আরও বহু অপরিহার্য্য কর্ত্তব্য পালন করিতে হইবে। অতএব তুমি অলস নিদ্রায় রজনী অতিবাহিত না করিয়া তোমার মহান্ প্রতিপালকের উদ্দেশ্যে দণ্ডায়মান হও এবং সেই সর্ব্বশক্তিমান—সর্ব্বজগতের অধিপতি ও প্রতিপালক সুমহান্ প্রভুর নামের মহিমা বর্ণন পূর্ব্বক কাহারও কোন কথা না শুনিয়া এবং সংসার-জীবনের সমস্ত যশ-মান, কামনা-বাসনা ও সুখ-সম্পদ-স্পৃহা সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করিয়া একমাত্র তাঁহারই উদ্দেশ্যেই আত্মসমর্পণ পূর্ব্বক তাঁহাকেই নিজের পূর্ণ প্রতিভূ রূপে পরিগ্রহণ কর। তিনি ভিন্ন জগতে আর কোনই উপাস্য নাই। তিনি স্বীয় অনুগ্রহে তোমাকে নবুয়তের কর্ত্তব্য পালনের পূর্ণ-শক্তি প্রদান পূর্ব্বক তোমার সাধনাকে সর্ব্বতোভাবে সাফল্য-মণ্ডিত করিয়া দিবেন।

আলোচ্য আয়ত-সমূহ এবং উহার ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের প্রতি লক্ষ্য করিলে অতি সহজেই অনুমিত হইবে যে, ইহা অতি প্রাথমিক প্রত্যাদেশ। হজরত রসুলোল্লাকে আত্মসংযম ও আত্মসংশোধন করিয়া নবুয়তের পূর্ণ-শক্তি এবং তদুপযোগী অধ্যাত্মিক ও নৈতিক জ্ঞান অর্জ্জনের জন্য সুদীর্ঘ রজনী-ব্যাপী উপাসনা-আরাধনার কঠোর সাধনার সংলিপ্ত হইবার প্রেরণা দানই এই সুরায় সর্ব্বোত্তম লক্ষ্য। পবিত্র ইস্‌লামে নির্দ্ধারিত পঞ্চবার নামাজ ফরজ হইবার পূর্ব্বে অধিকাংশ রজনী এবং কিছু কম-বেশী অর্দ্ধরাত্রি দণ্ডায়মান হইয়া নামাজ পড়া এবং ধীরে ধীরে সুমিষ্ট স্বরে কোরান আবৃত্তি করা হজরত রসুলোল্লাহ ও তাঁহার উম্মতগণের জন্য ফরজ ছিল। কেহ কেহ বলেন যে, অধিকাংশ রাত্রি হজরত রসুলোল্লার জন্য এবং কিছু কম-বেশী অর্দ্ধরাত্রি অন্যান্য মুসলমানগণের জন্য নির্দ্ধারিত হইয়াছিল। হজরত আয়েশা ও এব্‌ন-আব্বাস হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, এই আদেশ এক বৎসর পর্য্যন্ত বলবৎ ছিল। ঐ সময়ে হজরত রসুলোল্লাহ এবং তাঁহার অনুগামী মুসলমানগণ রজনীর এত অধিক সময় দণ্ডায়মান হইয়া নামাজ ও কোরান পাঠ করিতেন যে, তাহার ফলে তাঁহাদের পদ সমূহ স্ফীত হইয়া গিয়াছিল।

ভাবে তাঁহার প্রতি সংলিপ্ত হও।
৯। তিনি পূর্ব্ব ও পশ্চিমের প্রতিপালক,
তিনি ব্যতীত কোনই উপাস্য নাই;
অতএব তাঁহাকেই প্রতিভূ গ্রহণ কর।
১০। এবং তাহারা যাহা বলে তাহাতে
ধৈর্য্য ধারণ কর এবং তাহাদিগকে উত্তম
বর্জ্জনে পরিবর্জ্জন কর। ১১। এবং তুমি
আমাকে ও সম্পদশালী অসত্যবাদী-
দিগকে ছাড়িয়া দাও এবং উহাদিগকে
কিছু কাল অবকাশ প্রদান কর।
১২। নিশ্চয় আমার নিকট শৃঙ্খল-সমূহ
ও প্রজ্জলিত অগ্নি রহিয়াছে—১৩। এবং
কণ্ঠরোধকারী খাদ্য ও যন্ত্রণাপদ শাস্তি।
১৪। ঐ দিন পৃথিবী ও পর্ব্বত-সমূহ
প্রকম্পিত হইবে এবং পর্ব্বতমালা বিক্ষিপ্ত
বালুকাস্তুপ হইয়া যাইবে। ১৫। নিশ্চয়
আমি তোমাদের প্রতি সাক্ষী-স্বরূপ

اِلَيْهِ تَبْتِيْلًا ۝ ٩- رَبُّ الْمَشْرِقِ
وَالْمَغْرِبِ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ فَاتَّخِذْهُ
وَكِيْلًا ۝ ١٠- وَاصْبِرْ عَلٰى مَا
يَقُوْلُوْنَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيْلًا ۝
١١- وَذَرْنِيْ وَالْمُكَذِّبِيْنَ اُولِى
النَّعْمَةِ وَمَهِّلْهُمْ قَلِيْلًا ۝
١٢- اِنَّ لَدَيْنَآ اَنْكَالًا وَّجَحِيْمًا ۝
١٣- وَّطَعَامًا ذَا غُصَّةٍ وَّعَذَابًا اَلِيْمًا ۝
١٤- يَوْمَ تَرْجُفُ الْاَرْضُ وَالْجِبَالُ
وَكَانَتِ الْجِبَالُ كَثِيْبًا مَّهِيْلًا ۝
١٥- اِنَّآ اَرْسَلْنَآ اِلَيْكُمْ رَسُوْلًا ۝ لا

অনন্তর বৎসরান্তে এই সূরার শেষাংশে অবতীর্ণ হইবার পর উক্ত আদেশ সংশোধিত হইয়া সহজসাধ্য ভাবে কোরান আবৃত্তি সহ নির্দ্ধারিত নৈশ নামাজ পড়িবার আদেশ প্রদত্ত হয়। অবশ্য অধিকাংশ বা অর্দ্ধরাত্রি ব্যাপী নামাজের পরিবর্ত্তে হজরত রসুলোল্লার জন্য 'তাহাজ্জদ' বা দ্বাদশ রেকাত নৈশ নামাজ ফরজ নির্দ্ধারিত হইয়াছিল এবং হজরত রসুলোল্লাহ ও তাঁহার বিশিষ্ট সাহাবাগণ জীবনের শেষ পর্য্যন্ত উক্ত নামাজ নিয়মিতভাবে পাঠ ঝরিয়াছিলেন। কিন্তু হজরত রসুলোল্লার অনুগামী মুসলমানের জন্য ঐ 'তাহাজ্জদ' বা নৈশ নামাজ পাঠ করা ফরজ নহে। তাহাদের জন্য উহা 'সুন্নত' বা 'নফল' রূপে নির্দ্ধারিত রহিয়াছে। ধার্ম্মিক ও সাধকগণ গভীর নিশীথে উক্ত নামাজ পাঠ করিয়া ধর্ম্ম, কর্ম্ম এবং আধ্যাত্মিক ও নৈতিক জীবনে অশেষ কল্যাণ লাভ করিয়া থাকেন।

১০—১৪। অনন্তর আল্লাহতালা হজরত রসুলোল্লাকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন যে, অবিশ্বাসীরা তোমার প্রতি যে সকল উপহাস-বিদ্রুপ ও অবজ্ঞাজনক কটূক্তি প্র:য়াগ করিতেছে, তুমি তাহা কিছুমাত্র গ্রাহ্য না করিয়া বরং তাহাদিগকে সম্পূর্ণ রূপে বর্জ্জন কর এবং ঐ অহঙ্কারী অসত্যবাদীদিগের বিচার-ভার সম্পূর্ণরূপে আমারই উপর অর্পণ কর। আমারই নিকট উহাদের সমুচিত শাস্তির উপযোগী শৃঙ্খলা-সমূহ ও প্রজ্জলিত নরকানল বিদ্যমান রহিয়াছে। অচিরেই এই পৃথিবীতে এবং মহাপ্রলয় ও পুনরুত্থানের পর পরলোকে উহাদিগকে এই অবিশ্বাস ও হঠকারিতার জন্য অতি কঠোর শাস্তি ভোগ করিতে হইবে।

১৫—১৯। অতঃপর আল্লাহতালা অবিশ্বাসীদিগকে লক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন যে, আমি ধর্ম্মদ্রোহী ফেরাউন ও তদীয় সম্প্রদায়ের প্রতি আমার অলৌকিক শক্তির নিদর্শন সহ যেরূপভাবে

মাদের নিকট এরূপ এক রসুল প্রেরণ করিয়াছি—যেরূপ আমি ফেরাউনের নিকট রসুল প্রেরণ করিয়াছিলাম। ১৬। কিন্তু ফেরাউন রসুলের বিরুদ্ধাচরণ করিয়াছিল; তজ্জন্য আমি তাহাকে কঠিন ধারণে ধৃত করিয়াছিলাম। ১৭। অতএব সেদিন শিশুরা বৃদ্ধ হইয়া যাইবে—যদি তোমরা উহা অবিশ্বাস কর, তবে তোমরা কিরূপে পরিত্রাণ পাইবে? ১৮। উহাতে আকাশ বিদীর্ণ হইয়া যাইবে,—তাঁহার প্রতিশ্রুতি পূর্ণ হইবে। ১৯। নিশ্চয় ইহা সদুপদেশ; অতএব যাহার ইচ্ছা—সে স্বীয় প্রতিপালকের দিকে পথ পরিগ্রহণ করিবে।

شَاهِدًا عَلَيْكُمْ كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَى
فِرْعَوْنَ رَسُولًا ٥ ١٦- فَعَصَى
فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ فَأَخَذْنَهُ أَخْذًا
وَبِيلًا ٥ ١٧- فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِنْ كَفَرْتُمْ
يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا ٥
١٨- نِ السَّمَاءُ مُنْفَطِرٌ بِهِ ط كَانَ
وَعْدُهُ مَفْعُولًا ٥ ١٩- إِنَّ هَذِهِ
تَذْكِرَةٌ ج فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَى رَبِّهِ
سَبِيلًا ع

২য় রুকু—তাহাজ্জদ বা নৈশ-প্রার্থনার প্রসঙ্গ

২০। নিশ্চয় তোমার প্রতিপালক পরিজ্ঞাত আছেন যে, তুমি ও সঙ্গিগণের একদল প্রায় রজনীর দুই-তৃতীয়াংশ ও অর্দ্ধাংশ এবং এক-তৃতীয়াংশ দণ্ডায়মান থাক; নিশ্চয় আল্লাহ রজনী ও

٢٠- إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ
أَدْنَى مِنْ ثُلُثَيِ الَّيْلِ وَنِصْفَهُ
وَثُلُثَهُ وَطَائِفَةٌ مِّنَ الَّذِينَ

আমার অন্যতম প্রিয় নবী মূসাকে প্রেরণ করিয়াছিলাম, সেইরূপ তোমাদের প্রতিও আমার পবিত্র বাণীর সাক্ষী বা সত্যের প্রতীক-স্বরূপ আমার প্রিয়তম রসুল মোহাম্মদ মোস্তফাকে (সঃ) প্রেরণ করিয়াছি। ফেরাউন আমার নবীর বিরুদ্ধাচরণ করিয়া যেরূপভাবে সদলবলে ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছিল, তাহা তোমরা অবগত আছ। সুতরাং আমার রসুলের বিরুদ্ধাচরণ করিলে তোমাদিগকেও সেইরূপ ভাবে ধ্বংসপ্রাপ্ত হইতে হইবে। আমার সেই শাস্তি হইতে তোমরা কখনই পরিত্রাণ পাইবে না। সেই সমস্ত বিষয় বিবেচনা করিয়া যদি তোমরা নিজেদের কল্যাণ ও মুক্তি চাও, তবে আমার অবতারিত এই পবিত্র কোরানের সদুপদেশ অনুসরণ করিয়া সুপথ ও সত্যধর্ম্ম পরিগ্রহণ কর। অন্যথা মহাপ্রলয়ের পর সেই ঘোর সঙ্কটময় পুনরুত্থান দিবসে আমার প্রতিশ্রুতি শাস্তি ও লাঞ্ছনা হইতে তোমরা কিছুতেই পরিত্রাণ লাভ করিতে পারিবে না।

২০। এই সূরার প্রথমাংশ অবতীর্ণ হইবার এক বৎসর পরে উহার শেষাংশে বা আলোচ্য আয়ত অবতীর্ণ হয়। এই এক বৎসর পর্য্যন্ত হজরত রসুলোল্লাহ এবং তাঁহার অনুগামিগণের কেহ রজনীর দুই-তৃতীয়াংশ, কেহ অর্দ্ধাংশ এবং কেহ বা এক-তৃতীয়াংশ সময় জাগ্রত ও দণ্ডায়মান থাকিয়া কোরান ও নামাজ পাঠ করিতেন। অবশ্য এই সময়ের পরিমাণে কমবেশী

مَعَكَ ط وَاللّٰهُ يُقَدِّرُ الَّيْلَ وَالنَّهَارَ ط
عَلِمَ اَنْ لَّنْ تُحْصُوْهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ
فَاقْرَءُوْا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْاٰنِ ط
عَلِمَ اَنْ سَيَكُوْنُ مِنْكُمْ مَّرْضٰى لا
وَاٰخَرُوْنَ يَضْرِبُوْنَ فِي الْاَرْضِ
يَبْتَغُوْنَ مِنْ فَضْلِ اللّٰهِ لا وَاٰخَرُوْنَ
يُقَاتِلُوْنَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ز فَاقْرَءُوْا
مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ لا وَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ
وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ وَاَقْرِضُوا اللّٰهَ قَرْضًا

দিবসের পরিমাপ করেন; তিনি অবগত আছেন যে তোমরা ইহা কখনও প্রতিপালন করিতে পারিবে না; তজ্জন্য তিনি তোমাদের প্রতি অনুগ্রহ করিয়াছেন; অতএব তোমরা কোরান হইতে যাহা সহজ হয় তাহাই পাঠ কর: তিনি ইহাও অবগত আছেন যে, তোমাদের মধ্যে কেহ কেহ পীড়িত থাকিবে এবং অন্যান্যেরা আল্লার অনুগ্রহ অনুসন্ধানের জন্য পৃথিবীতে বিচরণ করিবে এবং অবশিষ্টাংশ আল্লার পথে সংগ্রাম করিবে, অতএব উহা হইতে যাহা সহজ তাহাই পাঠ কর এবং নামাজ প্রতিষ্ঠিত কর ও জাকাত প্রদান কর এবং আল্লাহকে উত্তম ঋণে ঋণদান কর; এবং তোমরা

হওয়া সম্পূর্ণ স্বাভাবিক ছিল এবং এইরূপ ভাবে রাত্রি জাগিয়া নামাজ ও কোরান পাঠ কাহার কাহারও নিকট কষ্টকর ও দুর্ব্বহ বলিয়া অনুমিত হইতেছিল। অবিশ্বাসীরাও এইরূপ রাত্রি জাগরণ ও দণ্ডায়মান থাকিয়া নামাজ ও কোরান পাঠ করাকে মুসলমানগণের জন্য একরূপ শাস্তি বলিয়া অভিহিত করিত। এই সমস্ত কারণে করুণাময় আল্লাহতালা অনুগ্রহ করিয়া মুসলমানগণের জন্য আদেশ করিলেন যে, অতঃপর তোমাদিগকে অধিকাংশ, দুই-তৃতীয়াংশ, অর্দ্ধাংশ অথবা এক-তৃতীয়াংশ রাত্রি নির্দ্দিষ্টভাবে জাগিয়া উপাসনা করিবার কোনই প্রয়োজন নাই। কারণ আমি জানি যে, তোমাদের মধ্যে পীড়িত, বৃদ্ধ ও অন্যরূপে অশক্ত লোক সকল বিদ্যমান রহিয়াছে এবং তোমাদের মধ্যে অনেককে দিবসের কঠিন ও শ্রমসাধ্য কাজ-কর্ম্ম ও ব্যবসা-বাণিজ্যে লিপ্ত থাকিতে হইবে এবং অদূর ভবিষ্যতে ধর্ম্মযুদ্ধ করাও তোমাদের জন্য অত্যাবশ্যক হইয়া পড়িবে। এ অবস্থায় তোমাদের পক্ষে এইরূপ নির্দ্ধারিত ভাবে রাত্রি জাগিয়া উপাসনা আরাধনা করা কখনই সম্ভবপর হইবে না। অতএব তোমরা নির্দ্ধারিত ভাবে রাত্রি জাগরণ ও কোরান পাঠের পরিবর্ত্তে যাহা তোমাদের পক্ষে সহজ ও স্বাভাবিক এবং যাহাতে তোমাদের কোনরূপ কষ্ট না হয়, সেইরূপ ভাবে রজনীতে উপাসনা ও কোরান পাঠ কর। কিন্তু তোমরা প্রত্যহ রজনীতে নিয়মিত ভাবে যাহা তোমাদের পক্ষে সহজ ও সম্ভবপর—সেইরূপ ভাবে নামাজ প্রতিষ্ঠিত ও জাকাত প্রদান করিও এবং যদি তোমরা ইহলোক ও পরলোক আল্লার নিকট হইতে অফুরন্ত কল্যাণ ও বৃহত্তর প্রতিদান লাভ করিতে চাও, তবে নিজেরা সৎকার্য্য করিও এবং সৎকার্য্যে অর্থ-দান করিয়া আল্লাহতালাকে উত্তম ঋণে ঋণদান করিও। এই ঋণদান অর্থে ধর্ম্মযুদ্ধ, মসজিদ-মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা, শিক্ষা-বিস্তার, রাস্তাঘাট নির্ম্মাণ, জলাশয় খনন, চিকিৎসালয় স্থাপন এবং অভাবগ্রস্ত ও বিপন্নের জন্য অর্থ-সাহায্য প্রভৃতি যাবতীয় সৎকার্য্যে অর্থদান বুঝিতে হইবে। অবশেষে করুণাময় আল্লাহতালা বলিয়া দিতেছেন—হে মানব, যদি তোমরা

حَسَنًا ط وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ
مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللّٰهِ هُوَ
خَيْرًا وَّأَعْظَمَ أَجْرًا ط وَاسْتَغْفِرُوا اللّٰهَ ط
إِنَّ اللّٰهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ع

নিজেদের জন্য উত্তম কার্য্য হইতে যাহা অগ্রে প্রেরণ করিবে আল্লার নিকটে তাহাই প্রাপ্ত হইবে—উহা কল্যাণকর ও বৃহত্তর প্রতিদান; এবং তোমরা আল্লার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর; নিশ্চয় আল্লাহ ক্ষমাশীল করুণাময়।

ইহার পূর্ব্বে কোন অপরাধ করিয়া থাক, তবে ক্ষমাশীল ও করুণাময় আল্লাহতালার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিও। নিশ্চয় তিনি স্বীয় অনুগ্রহে তোমাদের অপরাধ সমূহ ক্ষমা করিয়া তোমাদিগকে ইহ-পারলৌকিক অনুপম ও অফুরন্ত পুরস্কারে পুরস্কৃত করিবেন। এই পবিত্রতম আশ্বাসবাণী সহ আলোচ্য সুরা শেষ করা হইয়াছে।

আলোচ্য আয়তের ‘ছালাত’, ‘জাকাত’ ও ‘জেহাদ’ প্রভৃতি শব্দ লইয়া কোন কোন তফসীরকার অনর্থক ও অপ্রাসঙ্গিক মতান্তরের অবতারণা করিয়াছেন। বলা বাহুল্য, আলোচ্য আয়তে ইস্লামের প্রাথমিক নৈশ-নামাজ বা কোরান পাঠ সহ প্রার্থনা, আরাধনা এবং তৎকালীন সাধারণ দান-খয়রাতের প্রসঙ্গই উল্লেখিত হইয়াছে। জেহাদ শব্দ উক্ত হইয়াছে—উত্তরকালীন জেহাদ-সম্ভাবনার ভবিষ্যদ্বাণী রূপে। ইস্লামের দিবা-রজনীর নির্দ্ধারিত পঞ্চ নামাজ, নির্দ্ধারিত জাকাত এবং ধর্ম্মযুদ্ধের আদেশ সংবলিত প্রত্যাদেশ অবতীর্ণ হইয়াছিল ইহার অনেক পরে। ঐশী প্রত্যাদেশ সমূহের অবতারণ এবং ইস্লামের ক্রম-বিকাশ ও ক্রমোন্নতির ধারাবাহিক ইতিহাস যাহারা অবগত আছেন, তাহাদের পক্ষে ইহা লইয়া অনর্থক ও অপ্রাসঙ্গিক আলোচনার অবতারণা করিবার কোনই প্রয়োজন নাই।

মক্কায় অবতীর্ণ	৭৪। সুরা মোদাচ্ছের — المدثر	৫৬ আয়ত

১ম রুকূ — হজরত রসুলোল্লার প্রতি ধর্ম্ম-প্রচারের আদেশ

সর্ব্বপ্রদাতা করুণাময় আল্লার নামে

بسم الله الرحمن الرحيم

১। হে বসনাবৃত! ২। ওঠো; অনন্তর ভয়-প্রদর্শন কর; ৩। এবং তোমার প্রতিপালকের মহিমা প্রচার কর; ৪। এবং তোমার পরিচ্ছদ পবিত্র

١. يَآيُّهَا الْمُدَّثِّرُ ٢. قُمْ فَاَنْذِرْ ٣. وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ ٤. وَثِيَابَكَ

মোদাচ্ছের—বসনাবৃত অথবা বস্ত্র-দ্বারা-বিজড়িত। শরীরের সহিত সংলগ্নভাবে বস্ত্র পরিধানকারীকে সাধারণতঃ মোদাচ্ছের বলা হইয়া থাকে। হাদিস শরিফে বর্ণিত হইয়াছে যে, হজরত রসুলোল্লাহ একদা পবিত্র হেরা গিরি-গহ্বর হইতে ধ্যান-নিরত অবস্থায় প্রত্যাগমন কালে—'ইয়া মোহাম্মদ' শব্দ শুনিয়া চমকিত হইয়া চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিপাত করেন। কিন্তু কোথাও কিছু অথবা কাহাকেও দেখিতে না পাইয়া উর্দ্ধে দৃষ্টিপাত করিতেই আকাশ ও পৃথিবীর অভ্যন্তরে এক জ্যোতির্ম্ময় পুরুষ বা স্বর্গীয় ফেরেশ্‌তাকে সিংহাসনে উপবিষ্ট দেখিয়া ভীত হইয়া দ্রুত গৃহে গমন করেন এবং বলেন যে, শীঘ্র আমাকে বস্ত্র দ্বারা আবৃত কর। তখন উপরোক্ত ফেরেশ্‌তা শ্রেষ্ঠ জিবরীল আলোচ্য সুরা সহ উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে—'ইয়া আইওহাল মোদাচ্ছের' বলিয়া সম্বোধন করায় আলোচ্য সুরা 'মোদাচ্ছের' নামে অভিহিত হইয়াছে।

শানে-নজুল—সহি বোখারী, মোসলেম প্রমুখ প্রসিদ্ধ হাদিস গ্রন্থ-সমূহে আবু-সালমা বেন আবদুর রহমান হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, সর্ব্বপ্রথম সুরা মোদাচ্ছের অবতীর্ণ হইয়াছে; তৎপর অন্যান্য সুরা অবতীর্ণ হয়। কিন্তু অধিকাংশ তফ্‌সীরকার, ওলমা ও রাবীর মতে 'একরা'ই কোরান শরিফের সর্ব্বপ্রথম প্রত্যাদেশ। কেহ কেহ সুরা ফাতেহাকেও সর্ব্বপ্রথম প্রত্যাদেশ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। সুরা মোজাম্মেল ও সুরা মোদাচ্ছের—এই দুইটি সুরার কোন্‌টী প্রথমে এবং কোন্‌টী পরে অবতীর্ণ হইয়াছিল, তাহা লইয়াও মতান্তর পরিদৃষ্ট হয়। অভিজ্ঞ ওলামা ও তফ্‌সীরকারগণ আলোচ্য সুরা সমূহের মর্ম্ম এবং বিভিন্ন হাদিসের বর্ণনার প্রতি অভিনিবেশ সহকারে লক্ষ্য করিয়া এই স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে, সর্ব্বপ্রথম সুরা একরার কতিপয় আয়ত অবতীর্ণ হয়। তৎপর সুরা মোজাম্মেল এবং মোজাম্মেলের পরে সুরা মোদাচ্ছের অবতীর্ণ হইয়াছিল। সুতরাং অধিকাংশ ওলামা ও তফ্‌সীরকারের সিদ্ধান্ত অনুসারে ইহা পবিত্র কোরান শরিফের তৃতীয় প্রত্যাদেশ।

১—৭। পূর্ব্ববর্ত্তী সুরা মোজাম্মেলে হজরত রসুলোল্লাকে আত্ম-সংশোধন ও নবুয়তের পূর্ণ শক্তি অর্জ্জনের জন্য সুদীর্ঘ রজনী-ব্যাপী আরাধনা-উপাসনা করিবার জন্য আদেশ করা হইয়াছে। অনন্তর আলোচ্য সুরায় হজরত রসুলোল্লাকে আদেশ করা হইতেছে যে, হে বসনাবৃত পুরুষ, অতঃপর তোমাকে শুধু আত্ম-সংশোধনের জন্য উপাসনা-আরাধনা ও ধ্যান-ধারণায় জীবন অতিবাহিত করিলে চলিবে না। আত্ম-সংশোধনের পর জগদ্বাসীর মুক্তি ও কল্যাণের জন্য তোমার প্রতি মহান কর্ত্তব্যের ভার অর্পিত হইয়াছে। অতএব তুমি ওঠো, সেই কর্ত্তব্য পালনের জন্য দণ্ডায়মান হও এবং অনাচারী ও বিপথগামী মানব-জাতিকে ভয় প্রদর্শন করিয়া তোমার প্রতিপালকের পথে আহ্বান কর। এজন্য তোমার আধ্যাত্মিক ও

কর; ৫। এবং মলিনতা দূরীভূত কর; ৬। এবং অতিরিক্ত প্রাপ্তির জন্য অনুগ্রহ প্রদর্শন করিও না। ৭। এবং তোমার প্রতিপালকের উদ্দেশ্যে ধৈর্য্য ধারণ কর। ৮। অনন্তর যখন শৃঙ্গায় ফুৎকার প্রদান করা হইবে; ৯। ফলতঃ সেদিন সঙ্কটময় দিবস হইবে; ১০। উহা অবিশ্বাসীদের উপর সহজ হইবে। ১১। আমাকে ও তাহাকে ছাড়িয়া দাও—যাহাকে আমি একাকী সৃষ্টি করিয়াছি; ১২। এবং তাহার জন্য প্রচুর ধন-সম্পদ প্রদান করিয়াছি; ১৩। এবং তাহার সমক্ষে অবস্থানকারী সন্তানবর্গ দিয়াছি; ১৪। এবং আমি—তাহার সুব্যবস্থিত ব্যবস্থা করিয়াছি। ১৫। ইহার পরেও সে আকাঙ্ক্ষা করে যে, আমি তাহাকে

فَطَهِّرْ ۝ ٥- وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ ۝ ٦- وَلَا
تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرُ ۝ ٧- وَلِرَبِّكَ
فَاصْبِرْ ۝ ٨- فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ ۝
٩- فَذَٰلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ ۝
١٠- عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٍ ۝
١١- ذَرْنِي وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيدًا ۝
١٢- وَجَعَلْتُ لَهُ مَالًا مَمْدُودًا ۝
١٣- وَبَنِينَ شُهُودًا ۝ ١٤- وَمَهَّدْتُ
لَهُ تَمْهِيدًا ۝ ١٥- ثُمَّ يَطْمَعُ أَنْ

শারীরিক পরিচ্ছদ পরিষ্কার ও পবিত্র কর এবং তোমার অন্তর-বাহিরের সমস্ত মলিনতা দূরীভূত
করিয়া এবং সমস্ত কামনা-বাসনা, লোভ-মোহ ও নিন্দা-প্রশংসা বিসর্জ্জন দিয়া লোকের নিকট
ঐশীবাণী ও সত্য-ধর্ম্ম প্রচার কর। তুমি এজন্য কাহারও কোনরূপ অনুগ্রহ বা প্রতিদানের
প্রত্যাশা করিও না এবং কাহারও প্রতি অনুগ্রহ করিতেছি বলিয়াও ধারণা করিও না। বরং
আল্লার উদ্দেশ্যে ধৈর্য্য ধারণ পূর্ব্বক কোনরূপ দান-প্রতিদান বা নিন্দা-প্রশংসার আশা না করিয়া
একাগ্রচিত্তে বিশুদ্ধভাবে স্বীয় কর্ত্তব্য পালন করিয়া যাও। তুমি সর্ব্বদা স্মরণ রাখিও যে, ইহাই
তোমার রেসালত প্রাপ্তির সর্ব্বোত্তম সাধনা এবং ইহাই তোমার নবী-জীবনের শ্রেষ্ঠতম কর্ত্তব্য।
কি সুন্দর ও সুমহান-অলৌকিক-অনুপম স্বর্গীয় সদুপদেশ।

৮—১৫। হে রসুল, তুমি স্মরণ কর এবং জগদ্বাসীকে স্মরণ করাইয়া দাও যে, এই সুন্দর ও
সুশোভন পৃথিবীর ধ্বংসকাল উপস্থিত হইলে—যেদিন শিঙ্গার ফুৎকার প্রদান করা হইবে
এবং যে ভয়াবহ শিঙ্গা-ধ্বনির ভীষণ সম্পাতে এই বিপুল বিশ্বজগৎ বিদীর্ণ ও বিচূর্ণিত হইয়া
বিক্ষিপ্ত তুলার ন্যায় বিচ্ছিন্ন হইয়া যাইবে, সেই সঙ্কটময় দিবস অবিশ্বাসী ও অনাচারী
ধর্ম্মদ্রোহীদিগের জন্য কখনই সহজ ও সুফলপ্রসূ হইবে না। যে ইহা বিশ্বাস না করে, তুমি
তাহাকে আমার জন্য পরিত্যাগ কর এবং তাহাকে স্মরণ করাইয়া দাও যে, আমি তাহাকে
সম্পূর্ণ একাকী ও অসহায় অবস্থায় সৃষ্টি করিয়াছি; তৎপর তাহাকে বর্দ্ধিত করিয়া সুপ্রচুর ধনজন,
সুখ-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি প্রদান করিয়াছি এবং তাহাকে পৃথিবীতে সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়া দিয়াছি
কিন্তু ইহার পরেও সে আমার সত্যধর্ম্ম বিশ্বাস না করিয়া এবং আমার প্রতি কৃতজ্ঞ না হইয়া
আরও অতিরিক্ত প্রাপ্তির কামনা করিতেছে—ইহা সম্পূর্ণ অসম্ভব। অতঃপর উহারা এই
পৃথিবীতে বা পরলোকে কখনই আমার কোনরূপ অনুগ্রহ লাভ করিতে পারিবে না।

আলোচ্য আয়ত সমূহে যে ধন-সম্পদশালী এবং আত্মীয়-স্বজন ও সন্তান-সন্ততির অধিকারী
অবিশ্বাসীর প্রসঙ্গ বর্ণিত হইয়াছে—উহার মর্ম্ম সাধারণভাবে সমস্ত অহঙ্কারী ও সম্পদশালী
অবিশ্বাসীর প্রতি প্রজুয্য হইলেও হাদিসবিদ্ ও তফ্‌সীরকারগণ বর্ণনা করিয়াছেন যে, কোরেশ

أَزِيدَ ۟ۙ ١٦- كَلَّا ؕ إِنَّهُ كَانَ لِاٰيٰتِنَا
عَنِيدًا ۟ؕ ١٧- سَأُرْهِقُهُ صَعُودًا ۟ؕ
١٨- إِنَّهُ فَكَّرَ وَقَدَّرَ ۟ۙ ١٩- فَقُتِلَ
كَيْفَ قَدَّرَ ۟ۙ ٢٠- ثُمَّ قُتِلَ كَيْفَ
قَدَّرَ ۟ۙ ٢١- ثُمَّ نَظَرَ ۟ۙ ٢٢- ثُمَّ عَبَسَ
وَبَسَرَ ۟ۙ ٢٣- ثُمَّ أَدْبَرَ وَاسْتَكْبَرَ ۟ۙ
٢٤- فَقَالَ إِنْ هٰذَآ إِلَّا سِحْرٌ يُّؤْثَرُ ۟ۙ
٢٥- إِنْ هٰذَآ إِلَّا قَوْلُ الْبَشَرِ ۟ؕ
٢٦- سَأُصْلِيهِ سَقَرَ ۝ ٢٧- وَمَآ

অধিকতর প্রদান করিব? ১৬। কখনই
নহে; নিশ্চয় সে আমার নিদর্শনাবলীর
বিরুদ্ধাচরণ করিতেছে। ১৭। অচিরেই
আমি তাহাকে লাঞ্ছনা-গঞ্জনায় অধিরোহণ
করাইব। ১৮। নিশ্চয় সে পরিকল্পনা
করিয়াছে এবং অনুভব করিয়াছে;
১৯। তৎপর সে ধ্বংস হইবে—ইহা
কিরূপে অনুভব করিবে; ২০। অনন্তর
সে যে ধ্বংস হইবে—ইহা কিরূপে অনু-
ভব করিবে? ২১। তৎপর সে লক্ষ্য
করিয়াছিল; ২২। তৎপর সে ভ্রুকুটী
করিয়াছিল ও মুখ-ভঙ্গী করিয়াছিল;
২৩। অতঃপর সে ফিরিয়া গিয়াছিল ও
অহঙ্কার করিয়াছিল; ২৪। তৎপর সে
বলিয়াছিল—ইহা অনুকৃত যাদু ব্যতীত
নহে; ২৫। ইহা ত মানুষের বাক্য
মাত্র। ২৬। অচিরেই আমি তাহাকে
নরকে প্রবিষ্ট করিব। ২৭। এবং তুমি

বংশের বিখ্যাত ধনী ওলিদ-বিন মগীরা সম্বন্ধেই আলোচ্য আয়ত ও পরবর্তী আয়ত সমূহ অবতীর্ণ হইয়াছিল। ওলিদের প্রচুর ধন-সম্পদ এবং যথেষ্ট সংখ্যক আত্মীয়-স্বজন ও সন্তান-সন্ততি বিদ্যমান ছিল। সেই গর্ব্বে সে হজরত রসুলোল্লার কথা বিশ্বাস করিত না এবং আবু-জেহেলের প্ররোচনায় সে হজরত রসুলোল্লাকে যাদুকর বলিয়া অভিহিত করিত। সে গর্ব্ব করিয়া আরও বলিত যে, আমার এত ধন-সম্পদ, আত্মীয়-স্বজন ও সন্তান-সন্ততি বিদ্যমান থাকিতে পরকালে কে আমাকে নরকানলে নিক্ষেপ করিবে এবং কে আমাকে শাস্তি প্রদান করিবে? বরং পৃথিবীর ন্যায় পরলোকেও আমি ধন-জন ও সুখ-সম্পদের অধীকারী হইব।—বায়হাকী।

১৬—৩০। ওলিদ-বিন-মগীরা একদা হজরত রসুলোল্লার নিকট উপস্থিত হইলে তিনি তাহাকে কিছু কোরান পাঠ করিয়া শুনান। ঐ পবিত্র বাণী শ্রবণে তাহার অন্তর নমিত হয় এবং সে চিন্তিত ও বিষন্ন চিত্তে স্বীয় আবাসে ফিরিয়া যায়। দুর্ম্মতি আবু-জেহেল ইহা জানিতে পারিয়া তাহার নিকট আসিয়া তাহাকে কুমন্ত্রণা ও কুপ্ররোচনা প্রদান করিতে থাকে এবং তাহার ফলে সে হজরত রসুলোল্লাকে যাদুকর বলিয়া অভিহিত করে। সর্ব্বজ্ঞ আল্লাহতা'লা উক্ত প্রসঙ্গের উল্লেখ করিয়া বলিতেছেন যে, ঐ দাম্ভিক ও ধর্ম্মদ্রোহী আমার পবিত্র বাণী মনোযোগের সহিত শুনিয়াও তাহা গ্রাহ্য করে নাই, বরং সে অপরের প্ররোচনায় স্বীয় মুখ বিকৃত করিয়া আমার প্রিয়তম রসুলকে যাদুকর বলিয়া অভিহিত করিয়াছে এবং আমার পবিত্র বাণীর সত্যতা অন্তরে অন্তরে অনুভব করিয়াও অহঙ্কার ও অবজ্ঞার সহিত আমার অবতারিত নিদর্শনাবলীর বিরুদ্ধাচরণ করিতেছে। এই অমার্জ্জনীয় অপরাধের জন্য অচিরেই আমি তাহার ধন-জন ধ্বংস করিয়া তাহাকে লাঞ্ছনা ও গঞ্জনায় অভিশপ্ত করিব এবং পরলোকে আমার মহাপরাক্রম নরকের ফেরেশ্‌তাগণ তাহার ধন-জন ও সহায়-সম্বলের সমস্ত দর্প চূর্ণ করিয়া তাহাকে ভীষণ নরকানলে নিক্ষেপ করিবে এবং সেই ভীষণ অগ্নিশিখা তাহার সমস্ত শরীর

... জান যে, নরক কি? ২৮। উহা ...অবশিষ্ট রাখে না এবং পরিত্যাগও ...রে না; ২৯। উহা মানুষকে ঝল্সাইয়া ...দেয়। ৩০। উহার উপর উনিশ জন ...হইয়াছে। ৩১। এবং আমি ফেরেশ্তাগণ ব্যতীত কাহাকেও নরকের প্রহরী করি নাই; এবং আমি অবিশ্বাসীদের পরীক্ষার জন্য ব্যতীত উহাদের সংখ্যা-নির্দ্ধারিত করি নাই—এই হেতু যে, যাহাদিগকে গ্রন্থ প্রদত্ত হইয়াছে, তাহারা যেন নিশ্চিন্ত হয় এবং যাহারা বিশ্বাস-স্থাপন করিয়াছে তাহাদের বিশ্বাস পরিবর্দ্ধিত হয়; এবং যাহাদিগকে গ্রন্থ প্রদত্ত হইয়াছে তাহারা এবং বিশ্বাসীবৃন্দ যেন সন্দেহ না করে; এবং যাহাদের অন্তর-সমূহে ব্যাধি আছে তাহারা এবং অবিশ্বাসীরা যেন বলে যে,

أَدْرٰىكَ مَا سَقَرُ ۞ ٢٨- لَا تُبْقِيْ وَلَا
تَذَرُ ۞ ٢٩- لَوَّاحَةٌ لِّلْبَشَرِ ۞
٣٠- عَلَيْهَا تِسْعَةَ عَشَرَ ۞ ٣١- وَمَا
جَعَلْنَآ أَصْحٰبَ النَّارِ إِلَّا مَلٰٓئِكَةً ص
وَّمَا جَعَلْنَا عِدَّتَهُمْ إِلَّا فِتْنَةً لِّلَّذِيْنَ
كَفَرُوْا لا لِيَسْتَيْقِنَ الَّذِيْنَ
أُوْتُوا الْكِتٰبَ وَيَزْدَادَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا
إِيْمَانًا وَّلَا يَرْتَابَ الَّذِيْنَ أُوْتُوا
الْكِتٰبَ وَالْمُؤْمِنُوْنَ لا وَلِيَقُوْلَ
الَّذِيْنَ فِيْ قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ وَّالْكٰفِرُوْنَ

ঝলসাইয়া দিবে। সেই অবিরাম শাস্তি কখনই শেষ হইবে না এবং উহা হইতে সে কখনই পরিত্রাণ লাভ করিতে পারিবে না।—পরবর্ত্তী আয়তের তফ্সীর দ্রষ্টব্য।

৩১। পূর্ব্ব আয়তে নরকের প্রহরী ফেরেশ্তার সংখ্যা উনিশ জন বলিয়া উল্লেখিত হইয়াছে এবং আলোচ্য আয়তে তাঁহাদের শক্তি ও পরাক্রমের বিষয় ইঙ্গিত করা হইয়াছে। এই উনিশ সংখ্যার মর্ম্ম উদ্ঘাটনের জন্য তফ্সীরকারগণ বহু প্রণিধান-যোগ্য পরিকল্পনার আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু বিস্তৃতি ভয়ে সে সকল বর্ণনা পরিত্যক্ত হইল। প্রকৃত কথা এই যে, এই সংখ্যার সঠিক মর্ম্ম সর্ব্বজ্ঞ আল্লাহতালাই সম্যক অবগত আছেন। অবিশ্বাসীরা ঐ সংখ্যার বিষয় শুনিয়া উপহাস করিয়া বলিত যে, আমরা এত লোক নরকের উনিশ জন প্রহরী ফেরেশ্তার সহিত পারিব না! না হয় দশ-পনর জন একত্রে এক জন ফেরেশ্তাকে ধরিয়া নরকের মধ্যে নিক্ষেপ করিয়া আমরা সোজা রাস্তায়—সম্পূর্ণ নিরাপদে স্বর্গোদ্যানে চলিয়া যাইব। আবু-জেহেল বিদ্রুপ করিয়া বলিত যে, কোরেশদের এত লোকজন ও সৈন্য-সামন্ত থাকিতে উনিশ জন ফেরেশ্তা কি করিবে? আমরা একশত জনেও কি এক এক জন ফেরেশ্তার সহিত পারিব না? অবিশ্বাসীদিগের এই উপহাস-বিদ্রুপ ও ধৃষ্টতার উত্তরে আল্লাহতালা বলিতেছেন, হে অবিশ্বাসী ভ্রান্ত মানব, তোমরা মনে রাখিও যে, সেই ভয়াবহ নরকের মহাপরাক্রান্ত প্রহরিগণ মহাশক্তিশালী ফেরেশ্তা—তাহারা রক্ত-মাংসের দেহ বিশিষ্ট দুর্ব্বল ও শক্তিহীন মানুষ নহে। তাহাদের এক একজনের নিকট লক্ষ্য-কোটী মানবও অতি তুচ্ছ—নগণ্য। এক একজন ফেরেশ্তার শক্তি সমগ্র মানব ও জেন জাতির সমবেত শক্তি অপেক্ষাও অধিক। সর্ব্বশক্তিমান আল্লাহতালার সৈন্যদল ফেরেশ্তাগণের শক্তি ও পরাক্রমের সঠিক পরিমাণ সর্ব্বজ্ঞ আল্লাহতালা ভিন্ন আর কেহই অবগত নহে। অবিশ্বাসী ও ধর্ম্মদ্রোহীরা অবিশ্বাস করিলেই বিশ্বাসী ও গ্রন্থানুগামীরা ইহা সঠিকভাবেই অবগত আছে। অতএব তাহারা যেন

এই দৃষ্টান্ত দ্বারা আল্লাহ কি ইচ্ছা
করিয়াছেন? এইরূপে আল্লাহ যাহাকে
ইচ্ছা বিভ্রান্ত এবং যাহাকে ইচ্ছা পথ-
প্রদর্শন করিয়া থাকেন; এবং তোমার
প্রতিপালকের সেনাদল সম্বন্ধে তিনি
ব্যতীত আর কেহই জানে না; ইহা
মানুষের জন্য সদুপদেশ ব্যতীত নহে।

مَاذَآ اَرَادَ اللّٰهُ بِهٰذَا مَثَلًا ؕ كَذٰلِكَ
يُضِلُّ اللّٰهُ مَنْ يَّشَآءُ وَيَهْدِيْ
مَنْ يَّشَآءُ ؕ وَمَا يَعْلَمُ جُنُوْدَ رَبِّكَ
اِلَّا هُوَ ؕ وَمَا هِيَ اِلَّا ذِكْرٰى لِلْبَشَرِ ۟

২য় রুকু—অবিশ্বাসীদিগের অন্তিম পরিণাম

৩২। বরং না—সাক্ষী ঐ চন্দ্র;
৩৩। এবং ঐ রজনী—যখন উহা অতি-
ক্রান্ত হয়; ৩৪। এবং প্রভাত—যখন
উহা আলোকিত হয়; ৩৫। নিশ্চয়
উহা এক গুরুতর বিষয়ের অন্তর্গত;
৩৬। মানবের জন্য ভীতিজনক;
৩৭। তাহাদের জন্য—তোমাদের মধ্যে
যে অগ্রবর্ত্তী অথবা পশ্চাদ্বর্ত্তী হইতে
ইচ্ছা করে। ৩৮। প্রত্যেক ব্যক্তি যাহা
অর্জ্জন করে, তজ্জন্য সে দায়ী হইবে;
৩৯। দক্ষিণ পার্শ্বের সঙ্গীদল ব্যতীত।
৪০। স্বর্গোদ্যানের মধ্যে তাহারা পরস্পর

٣٢- كَلَّا وَالْقَمَرِ ۙ ٣٣- وَالَّيْلِ
اِذْ اَدْبَرَ ۙ ٣٤- وَالصُّبْحِ اِذَآ اَسْفَرَ ۙ
٣٥- اِنَّهَا لَاِحْدَى الْكُبَرِ ۙ ٣٦- نَذِيْرًا
لِّلْبَشَرِ ۙ ٣٧- لِمَنْ شَآءَ مِنْكُمْ
اَنْ يَّتَقَدَّمَ اَوْ يَتَاَخَّرَ ؕ ٣٨- كُلُّ
نَفْسٍۭ بِمَا كَسَبَتْ رَهِيْنَةٌ ۙ ٣٩- اِلَّآ
اَصْحٰبَ الْيَمِيْنِ ؕ ٤٠- فِيْ جَنّٰتٍ ؕ

অবিশ্বাসীদিগের উপহাস-বিদ্রূপে সংশয়াচ্ছন্ন হইয়া ভ্রান্ত ও বিপথগামী না হয়। বিশ্বের মানব জাতির সুপথ প্রদর্শন ও সদুপদেশ প্রদানের জন্যই করুণাময় আল্লাহতালা এই সব বিষয় বিবৃত করিয়াছেন।

৩২—৩৯। সর্ব্বশক্তিমান আল্লাহতালা আরব্য শপথ করিবার পদ্ধতি অনুযায়ী সমুজ্জ্বল চন্দ্র, অন্ধকারময় রজনী এবং আলোকোদ্ভাসিত প্রভাতকে সাক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন যে, হে অবিশ্বাসী-দল, তোমরা মহাপ্রলয়, পুনরুত্থান, বিচার-দিবস ও স্বর্গ-নরক প্রভৃতি যে সমস্ত পারলৌকিক ব্যাপারকে অতি তুচ্ছ সাধারণ বিষয় জ্ঞানে অবিশ্বাস ও উপহাস-বিদ্রূপ করিতেছ, নিশ্চয় মানবের জন্য তাহা অতি গুরুতর বিষয় এবং ঐ সকল ঘটনা অবশ্যই সংঘটিত হইবে। এবং সেদিন আল্লাহতালার বিচারাসনের দক্ষিণ পার্শ্বে অবস্থিত এবং দক্ষিণ হস্তে আমলনামা প্রাপ্ত বিশ্বাসী ও পুণ্যবানগণ ব্যতীত প্রত্যেকেই স্ব স্ব কৃতকর্ম্মানুযায়ী প্রতিফল ও শাস্তি ভোগ করিতে বাধ্য হইবে। আল্লাহতালার প্রদত্ত সেই শাস্তি হইতে কেহই তাহাদিগকে রক্ষা করিতে পারিবে না।

৪০—৪৭। স্বর্গোদ্যানে অবস্থিত বিশ্বাসী ও পুণ্যবানগণ সেদিন নারকীদিগের শাস্তি ও দুর্গতি দেখিয়া তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিবে যে, কোন্ অপরাধে তোমরা এরূপ ভীষণ শাস্তি ও লাঞ্ছনা ভোগ করিতেছ? তাহারা অনুতপ্তভাবে উত্তর করিবে যে, আমরা পৃথিবীতে নামাজ

এই দৃষ্টান্ত দ্বারা আল্লাহ কি ইচ্ছা করিয়াছেন? এইরূপে আল্লাহ যাহাকে ইচ্ছা বিভ্রান্ত এবং যাহাকে ইচ্ছা পথ-প্রদর্শন করিয়া থাকেন; এবং তোমার প্রতিপালকের সেনাদল সম্বন্ধে তিনি ব্যতীত আর কেহই জানে না; ইহা মানুষের জন্য সদুপদেশ ব্যতীত নহে।

مَاذَآ اَرَادَ اللّٰهُ بِهٰذَا مَثَلًا ط كَذٰلِكَ
يُضِلُّ اللّٰهُ مَنْ يَّشَآءُ وَيَهْدِيْ
مَنْ يَّشَآءُ ط وَمَا يَعْلَمُ جُنُوْدَ رَبِّكَ
اِلَّا هُوَ ط وَمَا هِيَ اِلَّا ذِكْرٰى لِلْبَشَرِ ع

২য় রুকু—অবিশ্বাসীদিগের অন্তিম পরিণাম

৩২। বরং না—সাক্ষী ঐ চন্দ্র;
৩৩। এবং ঐ রজনী—যখন উহা অতি-ক্রান্ত হয়; ৩৪। এবং প্রভাত—যখন
উহা আলোকিত হয়; ৩৫। নিশ্চয়
উহা এক গুরুতর বিষয়ের অন্তর্গত;
৩৬। মানবের জন্য ভীতিজনক;
৩৭। তাহাদের জন্য—তোমাদের মধ্যে যে অগ্রবর্ত্তী অথবা পশ্চাদ্বর্ত্তী হইতে
ইচ্ছা করে। ৩৮। প্রত্যেক ব্যক্তি যাহা অর্জ্জন করে, তজ্জন্য সে দায়ী হইবে;
৩৯। দক্ষিণ পার্শ্বের সঙ্গীদল ব্যতীত।
৪০। স্বর্গোদ্যানের মধ্যে তাহারা পরস্পর

٣٢- كَلَّا وَالْقَمَرِ ۙ ٣٣- وَالَّيْلِ
اِذْ اَدْبَرَ ۙ ٣٤- وَالصُّبْحِ اِذَآ اَسْفَرَ ۙ
٣٥- اِنَّهَا لَاِحْدَى الْكُبَرِ ۙ ٣٦- نَذِيْرًا
لِّلْبَشَرِ ۙ ٣٧- لِمَنْ شَآءَ مِنْكُمْ
اَنْ يَّتَقَدَّمَ اَوْ يَتَاَخَّرَ ط ٣٨- كُلُّ
نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِيْنَةٌ ۙ ٣٩- اِلَّآ
اَصْحٰبَ الْيَمِيْنِ ۛ ٤٠- فِيْ جَنّٰتٍ ۛ

অবিশ্বাসীদিগের উপহাস-বিদ্রুপে সংশয়াচ্ছন্ন হইয়া ভ্রান্ত ও বিপথগামী না হয়। বিশ্বের মানব জাতির সুপথ প্রদর্শন ও সদুপদেশ প্রদানের জন্যই করুণাময় আল্লাহতালা এই সব বিষয় বিবৃত করিয়াছেন।

৩২—৩৯। সর্ব্বশক্তিমান আল্লাহতালা আরব্য শপথ করিবার পদ্ধতি অনুযায়ী সমুজ্জল চন্দ্র, অন্ধকারময় রজনী এবং আলোকোদ্ভাসিত প্রভাতকে সাক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন যে, হে অবিশ্বাসী-দল, তোমরা মহাপ্রলয়, পুনরুত্থান, বিচার-দিবস ও স্বর্গ-নরক প্রভৃতি যে সমস্ত পারলৌকিক ব্যাপারকে অতি তুচ্ছ সাধারণ বিষয় জ্ঞানে অবিশ্বাস ও উপহাস-বিদ্রুপ করিতেছ, নিশ্চয় মানবের জন্য তাহা অতি গুরুতর বিষয় এবং ঐ সকল ঘটনা অবশ্যই সংঘটিত হইবে। এবং সেদিন আল্লাহতালার বিচারাসনের দক্ষিণ পার্শ্বে অবস্থিত এবং দক্ষিণ হস্তে আমলনামা প্রাপ্ত বিশ্বাসী ও পুণ্যবানগণ ব্যতীত প্রত্যেকেই স্ব স্ব কৃতকর্ম্মানুযায়ী প্রতিফল ও শাস্তি ভোগ করিতে বাধ্য হইবে। আল্লাহতালার প্রদত্ত সেই শাস্তি হইতে কেহই তাহাদিগকে রক্ষা করিতে পারিবে না।

৪০—৪৭। স্বর্গোদ্যানে অবস্থিত বিশ্বাসী ও পুণ্যবানগণ সেদিন নারকীদিগের শাস্তি ও দুর্গতি দেখিয়া তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিবে যে, কোন্ অপরাধে তোমরা এরূপ ভীষণ শাস্তি ও লাঞ্ছনা ভোগ করিতেছ? তাহারা অনুতপ্তভাবে উত্তর করিবে যে, আমরা পৃথিবীতে নামাজ

জিজ্ঞাসা করিবে,—৪১। অপরাধিগণ
সম্বন্ধে; ৪২। কিসে তোমাদিগকে নরকে
আনয়ন করিয়াছে? ৪৩। তাহারা
বলিবে যে, আমরা উপাসনাকারিদিগের
অন্তর্গত ছিলাম না; ৪৪। এবং আমরা
দরিদ্রদিগকে আহার্য্য দান করিতাম না;
৪৫। এবং আমরা ব্যর্থ বিতর্ককারী-
দিগের ন্যায় অনর্থ বিতর্ক করিতাম;
৪৬। এবং আমরা প্রতিফল দিবস সম্বন্ধে
অসত্যারোপ করিতাম—৪৭। মৃত্যুর
আগমন পর্য্যন্ত। ৪৮। অতএব অনুরোধ-
কারিগণের অনুরোধ তাহাদিগকে সুফল
দান করিবে না। ৪৯। অনন্তর তাহাদের
কি হইয়াছে যে, তাহারা সদুপদেশ হইতে
বিমুখ হইতেছে? ৫০। উহারা যেন
পলায়ন গর্দ্দভ সমূহ—৫১। যাহারা
সিংহ হইতে পলায়ন করিতেছে।
৫২। বরং তাহাদের অন্তর্গত প্রত্যেক
ব্যক্তিই ইচ্ছা করে যে, তাহাদিগকে যেন
খোলা গ্রন্থ প্রদান করা হয়; ৫৩। কখনই

يَتَسَآءَلُوْنَ ۙ ٤١- عَنِ الْمُجْرِ
مِيْنَ ۙ ٤٢- مَا سَلَكَكُمْ فِيْ سَقَرَ ○
٤٣- قَالُوْا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّيْنَ ۙ
٤٤- وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِيْنَ ۙ
٤٥- وَكُنَّا نَخُوْضُ مَعَ الْخَآئِضِيْنَ ۙ
٤٦- وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّيْنِ ۙ
٤٧- حَتّٰٓى اَتٰىنَا الْيَقِيْنُ ؕ
٤٨- فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشّٰفِعِيْنَ ؕ
٤٩- فَمَا لَهُمْ عَنِ التَّذْكِرَةِ مُعْرِضِيْنَ ۙ
٥٠- كَاَنَّهُمْ حُمُرٌ مُّسْتَنْفِرَةٌ ۙ
٥١- فَرَّتْ مِنْ قَسْوَرَةٍ ؕ ٥٢- بَلْ
يُرِيْدُ كُلُّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ اَنْ
يُّؤْتٰى صُحُفًا مُّنَشَّرَةً ۙ ٥٣- كَلَّا ؕ

পড়ি নাই; জাকাত প্রদান করি নাই এবং দরিদ্র ও অভাবগ্রস্তদিগকে কোনরূপ সাহায্য বা আহার্য্য দান করি নাই। অধিকন্তু আমরা সত্য-ধর্ম্ম সম্বন্ধে অনর্থক বিতর্ক করিয়াছি এবং মৃত্যুকাল বা জীবনের শেষ পর্য্যন্ত পরলোক ও বিচার-দিবস সম্বন্ধে অসত্যারোপ করিয়াছি। সেই সকল অমার্জ্জনীয় অপরাধের জন্যই আজ নরকানলে নিক্ষিপ্ত হইয়া আমাদিগকে এই দুর্ব্বিসহ শাস্তি ও লাঞ্ছনা ভোগ করিতে হইতেছে।

৪৮—৫১। অনন্তর আল্লাহতালা বলিতেছেন যে, সেই সঙ্কটময় পুনরুত্থান ও মহাবিচার দিবসে অবিশ্বাসীদিগের জন্য কাহারও কোনরূপ অনুরোধ সুফলপ্রদ হইবে না এবং কেহই তাহাদের মুক্তির জন্য অনুরোধ করিবে না। ঐ প্রতিফল-দিবস অবশ্যই সংঘটিত হইবে। অতএব অবিশ্বাসীদিগের কি হইয়াছে যে. ঐ অবশ্যম্ভাবী দিবসের বিষয় অবগত হইয়াও তাহারা আমার সদুপদেশে কর্ণপাত না করিয়া সিংহ-বিতাড়িত বন্য গর্দ্দভের ন্যায় দূরে পলায়ন করিতেছে।

৫২—৫৩। আল্লাহতালা আরও বলিতেছেন—হে রসুল, অবিশ্বাসীরা প্রত্যেককেই ইচ্ছা করে যে, তাহাদের উপর স্বর্গ হইতে লিখিত খোলা গ্রন্থ অবতীর্ণ হউক; কিন্তু ইহা কখনই সম্ভবপর

নহে ; বস্তুতঃ তাহারা পরকাল সম্বন্ধে আশঙ্কা করে না। ৫৪। কখনই নহে, নিশ্চয় ইহা সদুপদেশ। ৫৫। অতএব যাহার ইচ্ছা সে যেন উহা স্মরণ করিয়া রাখে ; ৫৬। এবং আল্লার ইচ্ছা ব্যতীত তাহারা উহা স্মরণ করিতে পারিবে না ; তিনিই ভয়ের যোগ্য এবং তিনিই ক্ষমাদানের অধিকারী।

بَلْ لَّا يَخَافُوْنَ الْاٰخِرَةَ ۝ ٥٤- كَلَّآ
اِنَّهٗ تَذْكِرَةٌ ۝ ٥٥- فَمَنْ شَآءَ ذَكَرَهٗ ۝
٥٦- وَمَا يَذْكُرُوْنَ اِلَّآ اَنْ يَّشَآءَ اللّٰهُ ؕ
هُوَ اَهْلُ التَّقْوٰى وَاَهْلُ الْمَغْفِرَةِ ۝

নহে। কারণ আল্লাহ্‌তালার মনোনীত বিশিষ্ট নবী ও রসুলগণ ব্যতীত অন্যের উপর কখনই এইরূপ প্রত্যাদেশ অবতীর্ণ হয় না এবং আল্লাহ্‌তালার অনুগ্রহে নবুয়ত ও রেসালতের শক্তি অর্জ্জন ব্যতীত সাধারণ মানব কখনই এইরূপ স্বর্গীয় প্রত্যাদেশ প্রাপ্তির অতুলনীয় গৌরবের অধিকারী হইতে পারে না। সুতরাং অবিশ্বাসীদিগের ঐ সকল ভ্রান্ত ধারণা কখনই কার্য্যে পরিণত হইবে না।

৫৪—৫৬। অবশেষে আল্লাহ্‌তালা বলিয়া দিতেছেন যে; পরলোক, পুনরুত্থান ও বিচার দিবস সম্বন্ধে যাহাদের বিশ্বাস অথবা আশঙ্কা নাই, তাহারা এই সকল কথা শুনিয়া কখনই সুপথগামী হইবে না। ফলতঃ মানবের কল্যাণ ও মুক্তির জন্যই আমি এই সকল সদুপদেশ অবতীর্ণ করিয়াছি। অতএব মানব জাতির মধ্যে যাহারা নিজেদের ইহ-পারলৌকিক মুক্তি ও কল্যাণ কামনা করে, তাহারা যেন এ কথা স্মরণ করিয়া রাখে যে, আমিই মানবের পক্ষে ভয়ের যোগ্য এবং আমিই তাহাদের অপরাধ সমূহ ক্ষমা করিবার একমাত্র অধিকারী প্রভু। সুতরাং আমার অবতারিত সত্যধর্ম্মে বিশ্বাস স্থাপন পূর্ব্বক নিজেদের কৃতকর্ম্ম সম্বন্ধে আমাকে ভয় করিয়া আমারই নিকট ক্ষমাপ্রার্থী হওয়া তাহাদের একান্ত কর্ত্তব্য।

হজরত আনস হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, হজরত রসুলোল্লা উপরোক্ত আয়ত শরিফ পাঠ করিয়া বলিয়াছেন—"তোমাদের প্রতিপালক বলিতেছেন যে, যাহারা আমাকে ভয় করিবে, আমার সহিত অন্য অংশী স্থাপন না করিবে এবং আমাকে ভয় করিয়া অন্য উপাস্যের পূজা আরাধনা হইতে বিরত থাকিবে, নিশ্চয় আমি তাহাদের সমস্ত অপরাধ ক্ষমা করিয়া তাহাদিগকে মুক্তি প্রদান করিব।"—আহমাদ, দারমী, নেছাই, তেরমিজী ও এব্‌ন-মাজা প্রভৃতি।

মক্কায় অবতীর্ণ	৭৫। সূরা কেয়ামাহ্ — القيمة	৪০ আয়ত

১ম রুকু—অবশ্যম্ভাবী পুনরুত্থান-দিবসের নিদর্শনাবলী

সর্ব্বপ্রদাতা করুণাময় আল্লার নামে

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

১। উত্থান-দিবসের শপথ; ২। এবং
অনুতাপকারী আত্মার শপথ। ৩। মানুষ
কি ধারণা করিতেছে যে, আমি তাহার
অস্থিপুঞ্জ একত্রিত করিতে পারিব না?
৪। হাঁ, আমি তাহার সংযোগ সমূহ

١- لَآ أُقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيٰمَةِ ۙ ٢- وَلَآ
أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ ۙ
٣- أَيَحْسَبُ الْإِنْسَانُ أَلَّنْ نَّجْمَعَ
عِظَامَهُ ۙ ٤- بَلٰى قٰدِرِيْنَ عَلٰٓى

কেয়ামাহ্—উত্থান বা সমুত্থান। 'ইয়ওমেল-কেয়ামাহ' অর্থ মৃত্যু অথবা মহাপ্রলয়ের
পরবর্ত্তী পারলৌকিক উত্থান-দিবস। এই দিন সর্ব্বশক্তিমান ও মহাবিচারক আল্লাহতালা প্রত্যেক
মানুষকে সমুত্থিত বা সঞ্জীবিত করিয়া তাহাদিগকে স্ব স্ব কৃতকর্ম্মানুযায়ী প্রতিফল বা প্রতিদান
প্রদান করিবেন। এই জন্য এই মহাদিবস 'ইয়মেদ্দীন' অর্থাৎ প্রতিফল-দিবস বা বিচার-মীমাংসা
দিবস নামেও অভিহিত হইয়াছে।—সূরা ফাতেহার তফ্‌সীর দ্রষ্টব্য।

শানে-নজুল—এই সূরা সর্ব্ববাদীসম্মত মতে পবিত্র মক্কা শরিফে অবতীর্ণ হইয়াছিল।
তফ্‌সীরকারগণ হজরত রসুলোল্লার ধর্ম্ম-প্রচারের চতুর্থ বর্ষে এই সূরা অবতীর্ণ হইয়াছিল বলিয়া
সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। ইহার পূর্ব্ববর্ত্তী সূরা সমূহে 'কেয়ামত' বা পুনরুত্থানের প্রসঙ্গ বর্ণিত
হওয়ায় অবিশ্বাসীরা বলাবলি করিত যে, মানুষের মৃত্যুর পর তাহাদের দেহ ও অস্থিপুঞ্জ বিগলিত
ও বিচ্ছিন্ন অবস্থায় নিশ্চিহ্ন হইয়া যাওয়ার পর—সহস্র সহস্র বৎসর অন্তে আল্লাহতালা সেগুলি
একত্রিত করিয়া তাহাদিগকে পুনরুত্থিত বা পুনর্জ্জীবিত করিবেন,—ইহা কখনই সম্ভবপর নহে।
তাহাদের ঐ অবিশ্বাস ও ভ্রান্ত ধারণার উত্তরে—'কেয়ামত' বা পুনরুত্থান দিবসের অবশ্যম্ভাবী
সত্যতার শপথ এবং উক্ত সঙ্কটময় মহাদিবসের নিদর্শনাবলীর সঠিক স্বরূপ বর্ণনা সহ এই সূরা
অবতীর্ণ হয়।

১—৪। মক্কার যে সকল অবিশ্বাসী ধারণা করিত বা বলিত যে, মানুষের মৃত্যুর পর
তাহাদের দেহ বিগলিত ও অস্থিপুঞ্জ বিচ্ছিন্ন হইয়া মাটীর সহিত মিশিয়া নিশ্চিহ্ন হইয়া যাওয়ায়
সহস্র সহস্র বৎসর পরে আল্লাহতালা কিরূপে সেই সুদূরবর্ত্তী সমুত্থান দিবসে সেগুলি একত্রিত
ও সংযুক্ত করিয়া তাহাদিগকে সমুত্থিত বা সঞ্জীবিত করিবেন—তাহাদের সেই ভ্রান্ত ধারণা ও
অযৌক্তিক উক্তির উত্তরে সর্ব্বশক্তিমান আল্লাহতালা অবশ্যম্ভাবী উত্থান-দিবসের সুনিশ্চিত সত্যতা
এবং চিন্তাশীল ও সত্যানুসরণকারী অনুতপ্ত আত্মার সত্য-ধারণার শপথ করিয়া বলিতেছেন যে,
অবিশ্বাসীদের ঐ ধারণা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত। আমার যে অসীম শক্তি ও অনন্ত মহিমার বলে আমি
পৃথিবীর এই মানব জাতির সহিত সমগ্র জীবজগৎ ও জড়জগৎ সৃষ্টি করিয়াছি, সেই অলৌকিক
শক্তি-মহিমার বলে নিশ্চয় আমি উত্থান দিবসে মানুষের বিগলিত দেহ ও বিচ্ছিন্ন অস্থিপুঞ্জ

সংবিন্যস্ত করিতে সমর্থ। ৫। বরং
মানুষ উহার সম্মুখেই অপরাধ করিতে
প্রবৃত্ত হয়। ৬। সে জিজ্ঞাসা করে যে,
উত্থান-দিবস কবে হইবে? ৭। ফলতঃ
যখন দৃষ্টি বিভ্রান্ত হইবে; ৮। এবং চন্দ্র
অন্ধকারাচ্ছন্ন হইবে; ৯। এবং সূর্য্য ও
চন্দ্রকে একত্রিত করা হইবে; ১০। সেদিন
মানুষ বলিবে যে, পলায়নের স্থান
কোথায়? ১১। কোথাও নহে, কোথাও
আশ্রয়-স্থান নাই; ১২। সেদিন তোমার
প্রতিপালকের দিকেই বিশ্রাম-স্থল

نُّسَوِّيَ بَنَانَهُ ۝ ٥- بَلْ يُرِيدُ
الْإِنسَانُ لِيَفْجُرَ أَمَامَهُ ۝ ٦- يَسْأَلُ
أَيَّانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ ۝ ٧- فَإِذَا بَرِقَ
الْبَصَرُ ۝ ٨- وَخَسَفَ الْقَمَرُ ۝
٩- وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ ۝
١٠- يَقُولُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ أَيْنَ
الْمَفَرُّ ۝ ١١- كَلَّا لَا وَزَرَ ۝ ١٢- إِلَىٰ
رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمُسْتَقَرُّ ۝

একত্রিত ও সংযোজিত করিয়া তাহাদিগকে পুনর্জ্জীবিত ও পুনরুত্থিত করিতে সমর্থ। যাহারা অসীম শক্তি-মহিমার প্রতি অভিনিবেশ সহকারে লক্ষ্য করিলে কোন অনুতাপকারী আত্ম-বিশিষ্ট বিশ্বাসী ও চিন্তাশীল জ্ঞানী মানবই ইহা অবিশ্বাস বা অস্বীকার করিতে পারিবে না।

৫—১২। অবিশ্বাসী মানবেরা ধারণা করে যে, এই পার্থিব জীবনের পরে আর কিছুই নাই; মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই তাহাদের জীবনের সমস্ত লীলা-খেলা শেষ হইয়া যাইবে। পরলোক, পুনরুত্থান বা কৃতকর্ম্মের প্রতিফল ভোগ কিছুই নহে। এই ধারণার বশেই তাহারা পৃথিবীতে নির্ভীক ও নিশ্চিন্তভাবে অত্যাচার, অনাচার ও পাপকার্য্যে লিপ্ত হইয়া থাকে। পরলোক, পুনরুত্থান ও প্রতিফল দিবসের প্রসঙ্গ উত্থাপিত হইলে তাহারা অবিশ্বাসের সহিত উপহাস করিয়া বলে যে, উহা কবে সংঘটিত হইবে? তাহাদের এই অবিশ্বাস ও ধৃষ্টতাপূর্ণ উক্তির উত্তরে আল্লাহতালা বলিতেছেন যে, যেদিন মানুষের ভীতিবিহ্বল দৃষ্টি বিভ্রান্ত ও নিষ্প্রভ হইয়া যাইবে এবং সূর্য্য ও চন্দ্রের জ্যোতি নিভিয়া গিয়া উহা সম্পূর্ণ অন্ধকারাচ্ছন্ন হইয়া পড়িবে এবং সূর্য্য চন্দ্র ও গ্রহ-নক্ষত্রপুঞ্জ স্ব স্ব কক্ষচ্যুত হইয়া বিশৃঙ্খলভাবে পরস্পর সংযোগ বা সংঘর্ষণে বিচূর্ণ হইয়া যাইবে, সেই দিনই ঐ মহাপ্রলয় বা পুনরুত্থান দিবস সমুপস্থিত হইবে। সেদিন মানুষ অনুতপ্ত হইয়া বলিবে—হায়, আজ আমরা কোথায় পলায়ন করিব এবং কোথায় আশ্রয় প্রাপ্ত হইব। ফলতঃ সেদিন মানুষ স্ব স্ব কৃতকর্ম্মের প্রতিফল ভোগ করিবার জন্য সর্ব্বশক্তিমান মহাবিচারক আল্লাহতালা সমক্ষে উপস্থিত হওয়া ব্যতীত আর কোথাও আশ্রয় গ্রহণ করিতে বা পলাইয়া থাকিতে পারিবে না।

তফ্‌সীরকারগণ উপরোক্ত আয়ত সমূহের বিভিন্ন রূপ মর্ম্ম পরিগ্রহণ করিয়াছেন। কেহ উহাকে মানুষের মৃত্যুকালীন অসহায় অবস্থা ও ভীতি-বিহ্বল অনুভূতি বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন এবং কেহ উহাকে মহাপ্রলয় বা পুনরুত্থান-দিবসের পূর্ব্বলক্ষণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। আবার কেহ কেহ উহার বিভিন্ন রূপ আধ্যাত্মিক মর্ম্ম পরিগ্রহণও সচেষ্ট হইয়াছেন। কিন্তু আলোচ্য আয়ত সমূহের পূর্ব্বাপর সম্বন্ধ ও সঙ্গতির প্রতি লক্ষ্য করিলে উপরোক্ত ঘটনাগুলি যে মহাপ্রলয় বা পুনরুত্থান দিবসের পূর্ব্ব নিদর্শন, এই মতই সর্ব্বাপেক্ষা সমীচীন ও যুক্তিযুক্ত বলিয়া অনুমিত হয়।—তঃ হক্কানী ও মঃ আঃ দ্রষ্টব্য।

١٣- يُنَبَّؤُا الْإِنْسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ ۞ ١٤- بَلِ الْإِنْسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ ۞ ١٥- وَلَوْ أَلْقَى مَعَاذِيرَهُ ۞ ١٦- لَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ ۞ ١٧- إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ ۞ ١٨- فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ ۞ ١٩- ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ ۞ ٢٠- كَلَّا بَلْ تُحِبُّونَ

১৩। সে-দিন মানুষকে বিজ্ঞাপিত করা হইবে—যাহা সে অগ্রে ও পশ্চাতে প্রেরণ করিয়াছে। ১৪। বরং মানুষ তাহার নিজের সম্বন্ধেই সাক্ষী হইবে; ১৫। এবং যদিও তাহারা উহাতে ওজরাপত্তি করিবে। ১৬। তুমি ইহা পাঠে সত্বরতার জন্য স্বীয় রসনা সঞ্চালিত করিও না। ১৭। নিশ্চয় উহা একত্রিত করান এবং উহা আবৃত্তি করান আমারই উপর রহিয়াছে। ১৮। অতএব যখন উহা আবৃত্তি করা হয়, তখন তুমি ঐ আবৃত্তি অনুসরণ করিও। ১৯। অনন্তর উহার বিবৃত্তি আমারই উপর রহিয়াছে। ২০। না!—বরং তোমরা সত্বরতাকেই

১৩—১৫। মানুষ পার্থিব জীবনে যে সকল সদসৎ কার্য্য করিয়াছে, পারলৌকিক মহা-বিচারের দিন সেই সকল কৃতকর্ম্মের বিষয় তাহাদিগকে তাহাদের 'আমলনামা' বা কৃতকর্ম্মের গ্রন্থলিপি দ্বারা যথারীতি জানাইয়া দিয়া তাহাদিগকে উহার সত্যতা সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করা হইবে। অবিশ্বাসী অপরাধীরা উহার সত্যতার বিষয় অবগত হইয়াও নানারূপ ওজরাপত্তি করিয়া উহার শাস্তি ও লাঞ্ছনা হইতে পরিত্রাণ লাভের চেষ্টা করিবে; কিন্তু সেদিন তাহাদের সেই সকল ওজর-আপত্তি কোনই কাজে আসিবে না এবং তাহারা ঐ অনর্থক ওজরাপত্তি দ্বারা কিছুমাত্র সুফল লাভ করিতে পারিবে না।

১৬—১৯। মানুষ সাধারণতঃ সত্বরতাকেই ভালবাসে এবং ভাল-মন্দ ও শুভাশুভ প্রত্যেক ব্যাপারেই তাহারা সত্বরতার অনুসরণ করিতে চাহে। ইহা মানুষের প্রকৃতিগত স্বভাব-ধর্ম্ম। এই জন্য যখন প্রথম প্রথম প্রত্যাদেশ অবতীর্ণ হইত এবং হজরত জিবরীল যখন উহা হজরত রসুলোল্লার নিকট পাঠ করিতেন, তখন হজরত রসুলোল্লাও মানুষের ঐ প্রকৃতিগত স্বভাব ধর্ম্মানুযায়ী হজরত জিবরীলের আবৃত্তি করার সঙ্গে সঙ্গে উহা দ্রুত আবৃত্তি করিয়া যথারীতি আয়ত্ত ও কণ্ঠস্থ করিয়া লইতে চেষ্টা করিতেন এবং যাহাতে প্রত্যাদেশের কোন কথা ভুলিয়া না যান, এজন্যও তিনি দ্রুত আবৃত্তি করিতে চেষ্টিত হইতেন। তাই আল্লাহতালা তাঁহাকে বলিয়া দিলেন—হে রসুল, যখন তোমার নিকট প্রত্যাদেশ অবতীর্ণ হয়, তখন তুমি উহা মনোযোগ সহকারে শ্রবণ করিয়া ধীরভাবে আবৃত্তি করিও। শীঘ্র শীঘ্র আয়ত্ত ও কণ্ঠস্থ করিবার আশায় অথবা বিস্মৃত হইবার আশঙ্কায় উহা দ্রুত আবৃত্তি করিবার চেষ্টা করিও না। কারণ ঐ সকল প্রত্যাদেশ তোমাকে স্মরণ করাইয়া দিবার এবং উহা সঠিক ভাবে জগদ্বাসীর মধ্যে প্রচার করিবার ভার আমিই পরিগ্রহণ করিয়াছি। সুতরাং এ সম্বন্ধে তোমার সত্বরতা অবলম্বন অথবা ব্যস্ততা প্রকাশের কোনই প্রয়োজন নাই। তুমি উহা মনোযোগ সহকারে শ্রবণ করিয়া পরে ধীরে ধীরে আবৃত্তি করিও; অনন্তর আমিই উহা তোমার স্মৃতিপটে সুরক্ষিত করিয়া দিব।

২০—২৫। হজরত রসুলোল্লাকে প্রত্যাদেশ শ্রবণ ও উহা পাঠ করা সম্বন্ধে সদুপদেশ প্রদান করিবার পর আল্লাহতালা মানব জাতিকে লক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন যে, তোমরা ত নিজেদের

الْعَاجِلَةَ ۙ ٢١- وَتَذَرُوْنَ الْاٰخِرَةَ ؕ
٢٢- وُجُوْهٌ يَّوْمَئِذٍ نَّاضِرَةٌ ۙ
٢٣- اِلٰى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ ۚ ٢٤- وَوُجُوْهٌ
يَّوْمَئِذٍۭ بَاسِرَةٌ ۙ ٢٥- تَظُنُّ اَنْ
يُّفْعَلَ بِهَا فَاقِرَةٌ ؕ ٢٦- كَلَّآ اِذَا
بَلَغَتِ التَّرَاقِيَ ۙ ٢٧- وَقِيْلَ
مَنْ ۜ رَاقٍ ۙ ٢٨- وَّظَنَّ اَنَّهُ
الْفِرَاقُ ۙ ٢٩- وَالْتَفَّتِ السَّاقُ
بِالسَّاقِ ۙ ٣٠- اِلٰى رَبِّكَ
يَوْمَئِذِنِ الْمَسَاقُ ؕع

ভালবাস; ২১। এবং পরকালকে পরিত্যাগ করিয় থাক। ২২। সেদিন বহু আনন উৎফুল্ল হইবে,—২৩। স্বীয় প্রতিপালককে লক্ষ্য করিয়া। ২৪। এবং সেদিন বহু আনন বিষণ্ণ হইবে, ২৫। তাহারা মেরুদণ্ড ভঙ্গকারী বিপদ-গ্রস্ত হইবে ভাবিয়া। ২৬। বরং না! যখন প্রাণ কণ্ঠাগত হইবে, ২৭। এবং বলা হইবে যে, কোন ফুৎকার প্রদান-কারী আছে কি? ২৮। এবং সে জানিবে যে, নিশ্চয় ইহা বিদায়-কাল! ২৯। এবং সে যন্ত্রণার উপর যন্ত্রণায় জড়িত হইবে। ৩০। সেদিন তোমার প্রতিপালকের দিকেই মহাপ্রয়াণ।

প্রকৃতিগত স্বভাব ধর্মানুযায়ী স্বত্বরতাকেই ভালবাস এবং পরলোকের কথা অবিশ্বাস ও উপেক্ষা করিয়া থাক। ফলতঃ এই জন্যই তোমরা অনেকে বলিয়া থাক যে, পরলোক, পুনরুত্থান ও পারলৌকিক শাস্তি কবে সমাগত হইবে এবং উহা শীঘ্র শীঘ্র উপস্থিত হইতেছে না কেন? কিন্তু তোমরা জান না যে, সেই মহাদিবসে স্বীয় প্রতিপালক প্রভুর পুরস্কার ও প্রতিদান লাভের আশায় যেমন বহু লোক আনন্দিত ও উৎফুল্ল হইবে, সেইরূপ তাঁহার শাস্তি ও লাঞ্ছনার আশঙ্কায় বহু লোকের আনন বিষণ্ণ ও বিবর্ণ হইয়া যাইবে। অতএব তোমরা জানিয়া রাখ যে, সকল বিষয়ে সত্বরতা মানুষের পক্ষে কখনই কল্যাণজনক হইবে না।

২৬—৩০। অনন্তর আল্লাহতালা বলিতেছেন যে, হে অবিশ্বাসী দল, পরলোক ও পুনরুত্থান দিবস ত দূরের কথা, তোমরা নিজেদের অবশ্যম্ভাবী মৃত্যুকালের বিষয়ই একবার স্মরণ করিয়া দেখ। তোমাদের মধ্যে যখন কাহারও মৃত্যুকাল উপস্থিত হইবে এবং মৃত্যুর আকর্ষণে যখন তাহার প্রাণ কণ্ঠের সমীপবর্ত্তী হইবে এবং তাহার প্রাণ রক্ষার জন্য যখন তোমরা ঔষধ প্রদান-কারী চিকিৎসক অথবা মন্ত্র-তন্ত্র ফুৎকারকারী পীর-ফকিরদিগের অনুসন্ধান করিবে, তখন তোমরা ঐ সকল প্রচেষ্টা দ্বারা তাহার মৃত্যু নিবারণ করিতে পারিবে কি?—কখনই নহে। মানুষ শেষ পর্য্যন্ত জীবনের আশা করিয়াও মৃত্যুকালে যখন অবশ্যই বুঝিতে পারিবে যে, তাহার বিদায় কাল সমাগত; তখন সে দুঃখের পরে দুঃখে অভিভূত এবং যন্ত্রণার উপর যন্ত্রণায় জড়িত হইবে এবং অন্তরের শত অনিচ্ছা সত্বেও তাহাকে এই পৃথিবী পরিত্যাগ করিয়া স্বীয় প্রতিপালকের দিকে মহাপ্রয়াণ করিতে হইবে। পুনরুত্থান বা পারলৌকিক শাস্তি সম্বন্ধেও ঐ কথা। অবিশ্বাসীরা বিশ্বাস করুক বা না করুক, পরকালে নির্দ্দিষ্ট সময়ে সমুত্থিত হইয়া তাহাদিগকে অবশ্যই ঐ শাস্তি ও লাঞ্ছনা ভোগ করিতে হইবে।

২য় রুকু—অবিশ্বাসীদের ভ্রান্ত ধারণার অযৌক্তিকতা

৩১। অনন্তর যে সত্যানুসরণ অথবা নামাজ পাঠ করে নাই; ৩২। বরং সে অসত্যারোপ করিয়াছিল ও ফিরিয়া গিয়াছিল; ৩৩। তৎপর সে উদ্ধতভাবে স্বীয় পরিজনের দিকে চলিয়া গিয়াছিল। ৩৪। তোমার জন্য পরিতাপের উপর পরিতাপ! ৩৫। পুনরায় তোমার জন্য পরিতাপ—ততোধিক পরিতাপ! ৩৬। তবে কি মানুষ ধারণা করে যে, তাহাকেই অমনিই ছাড়িয়া দেওয়া হইবে? ৩৭। তবে কি সে জরায়ুতে নিক্ষিপ্ত একবিন্দু শুক্র মাত্র নহে? ৩৮। তৎপর সে শোণিত-পিণ্ড হইয়াছিল; অতঃপর তিনি তাহাকে সৃষ্টি করিয়াছিলেন;

٣١- فَلَا صَدَّقَ وَلَا صَلّٰى ۙ ٣٢- وَلٰكِنْ
كَذَّبَ وَتَوَلّٰى ۙ ٣٣- ثُمَّ
ذَهَبَ اِلٰٓى اَهْلِهٖ يَتَمَطّٰى ۙ
٣٤- اَوْلٰى لَكَ فَاَوْلٰى ۙ ٣٥- ثُمَّ
اَوْلٰى لَكَ فَاَوْلٰى ۙ ٣٦- اَيَحْسَبُ
الْاِنْسَانُ اَنْ يُّتْرَكَ سُدًى ۙ
٣٧- اَلَمْ يَكُ نُطْفَةً مِّنْ مَّنِيٍّ
يُّمْنٰى ۙ ٣٨- ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً

৩১—৩৩। এই তিনটী আয়তে আল্লাহতালা অবিশ্বাসীদের প্রকৃতি ও পার্থিব কৃতকর্মের অভিব্যক্তির বিষয় বিবৃত করিতেছেন। মৃত্যুর পর পুনরুত্থিত হইয়া তাহারা স্ব স্ব কৃতকর্মের প্রতিফল ভোগ করিবার জন্য যখন আল্লাহতালার সমক্ষে উপনীত হইবে, তখন আল্লাহতালা বলিবেন যে, ইহারাই সেই সমস্ত লোক, যাহারা পৃথিবীতে সত্যধর্ম্ম পরিগ্রহণ অথবা আমার নির্দ্ধারিত নামাজ পাঠ করে নাই। ইহারাই আমার পবিত্র বাণী অবিশ্বাস এবং আমার রসুলের সদুপদেশ অগ্রাহ্য করতঃ অবজ্ঞাভরে অহঙ্কার করিয়া স্ব স্ব আবাসে ফিরিয়া গিয়াছিল। অথচ আজ ইহারা স্ব স্ব কৃতকর্ম্মের ফলভোগ করিবার জন্য সকলেই আমার সমক্ষে উপস্থিত হইতে বাধ্য হইয়াছে।

৩৪—৩৫। অনন্তর আল্লাহতালা অবিশ্বাসীদিগকে লক্ষ্য করিয়া বলিবেন যে, আজ তোমাদের জন্য পরিতাপের উপর পরিতাপ অপেক্ষা করিতেছে এবং আজ তোমাদিগকে দ্বিগুণ অথবা ততোধিক মনস্তাপ ভোগ করিতে হইবে এবং সেই শাস্তি ও লাঞ্ছনা হইতে আজ তোমরা কিছুতেই পরিত্রাণ পাইবে না।

৩৬—৪০। এই কয়েকটী আয়তে আল্লাহতালা জগদ্বাসী সমগ্র মানব জাতিকে সতর্ক করিয়া বলিয়া দিতেছেন যে, মানুষ যেন কদাচ এরূপ ভ্রান্ত ধারণা পোষণ না করে যে, তাহাদের পার্থিব জীবনের কৃতকর্ম্ম সম্বন্ধে তাহাদিগকে অমনি ছাড়িয়া দেওয়া হইবে এবং তাহারা যেন কখনও এরূপ ধারণা না করে যে, মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই তাহাদের জীবন শেষ হইয়া যাইবে এবং পরলোকে পুনরুত্থিত হইয়া তাহাদিগকে স্ব স্ব কৃতকর্ম্মের ফলভোগ করিতে হইবে না। যিনি সম্পূর্ণ অনস্তিত্ব হইতে মানব জাতির সৃষ্টি করিয়াছেন এবং সামান্য শুক্রবিন্দুকে শোণিতপিণ্ডে পরিণত করিয়া তাহা হইতে পূর্ণাঙ্গ নর-নারী গড়িয়া তুলিয়াছেন, সেই সর্ব্বশক্তিমান সৃষ্টিকর্ত্তা কি

তৎপর তাহাকে পূর্ণাঙ্গ করিয়াছিলেন।

৩৯। অনন্তর তিনি উহা হইতে যুগল-রূপে পুরুষ ও নারী সৃষ্টি করিয়াছেন।

৪০। তবুও কি তিনি মৃতকে জীবিত করিতে শক্তিমান নহেন?

فَخَلَقَ فَسَوّٰى ۝ ٣٩ فَجَعَلَ
مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ
وَالْاُنْثٰى ۝ ٤٠ اَلَيْسَ ذٰلِكَ بِقٰدِرٍ
عَلٰٓى اَنْ يُّحْيِۦَ الْمَوْتٰى ۝

মৃত্যুর পর মানবকে পুনর্জীবিত করিতে পারিবেন না। অবশ্য পারিবেন—তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই।

যাহারা মানবের পারলৌকিক পুনরুত্থান অসম্ভব বলিয়া ধারণা করে, তাহাদের যুক্তি ও জ্ঞান অনুযায়ী মানবের প্রথম সৃষ্টি ও ক্রমোন্নতি আরও অসম্ভব বলিয়া অনুমিত হইবে। কারণ একটি সৃষ্ট বিষয়কে ভাঙ্গিয়া নূতন রূপে গড়া অপেক্ষা সম্পূর্ণ অনস্তিত্ব হইতে একটি নূতন বিষয় সৃষ্ট করা যে অধিকতর কঠিন কার্য্য, ইহা প্রত্যেক বিবেকসম্পন্ন মানুষকেই স্বীকার করিতে হইবে। তাই সর্ব্বশক্তিমান আল্লাহতালা বলিয়া দিতেছেন যে, যিনি সম্পূর্ণ অনস্তিত্ব হইতে মানুষ সৃষ্টি করিয়া বিভিন্ন অবস্থা অতিক্রম করাইবার পর তাহাকে পূর্ণাঙ্গ মানব রূপে গড়িয়া তুলিয়াছেন, তাঁহার পক্ষে মৃত্যুর পর পুনরুত্থান সংঘটন কিছুমাত্র অসম্ভব নহে।

আবু-দাউদ, তেরমিজী প্রভৃতি বিভিন্ন হাদিস গ্রন্থে বর্ণিত হইয়াছে যে, এই সুরা পাঠের পর হজরত রসুলোল্লাহ বলিতেন, 'বালা'—হাঁ, অবশ্যই শক্তিমান।" এইরূপ তিনি সুরা 'অত্তিনের' পর 'বালা' এবং সুরা 'মোরছালাতের' পর 'আমান্না বিল্লাহ'—এইরূপ স্বীকারোক্তি বা সমর্থন-সূচক উক্তি করিতেন এবং অন্যকেও ঐরূপ উক্তি করিতে বলিতেন। ওলামাগণ নির্দেশ করিয়াছেন যে, নামাজের বাহিরে ঐরূপ বলা যাইতে পারে—নামাজের মধ্যে নহে। কেহ কেহ বলেন যে, নামাজের মধ্যে বলাতেও দোষ নাই। কারণ ঐরূপ উক্তির দ্বারা নামাজ বিনষ্ট হইবে না। অভিজ্ঞ তফ্‌সীরকারগণ প্রথমোক্ত মতই সমীচীন ও যুক্তিসঙ্গত বলিয়া অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন।—তঃ হক্কানী।

মক্কায় অবতীর্ণ	৭৬। সুরা দহর—الدهر	৩১ আয়ত

১ম রুকু—সৃষ্টির পূর্ব্বাভাস ও ক্রমবিকাশ

সর্ব্ব প্রদাতা করুণাময় আল্লার নামে

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

১। নিশ্চয় মানুষের উপর কালের মধ্য হইতে এমন এক সময় উপনীত হইয়াছিল—যখন সে কোনই আলোচ্য বিষয় ছিল না। ২। নিশ্চয় আমি মানুষকে সম্মিলিত শুক্রবিন্দু দ্বারা সৃষ্টি করিয়াছি—যেন আমি তাহাকে পরীক্ষা করি; তজ্জন্য আমি তাহাকে শ্রবণকারী দর্শনকারী করিয়াছি। ৩। নিশ্চয় আমি তাহাকে সুপথে পথ-

١- هَلْ أَتَىٰ عَلَى الْإِنْسَانِ حِيْنٌ
مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَّذْكُوْرًا ○
٢- إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ نُّطْفَةٍ
أَمْشَاجٍ ۖ نَّبْتَلِيْهِ فَجَعَلْنٰهُ
سَمِيْعًا بَصِيْرًا ○ ٣- إِنَّا هَدَيْنٰهُ

দহর—কাল, সময় অথবা যুগ। মানব সৃষ্টির পূর্ব্ববর্ত্তী সময়ের প্রসঙ্গ হেতু এই সুরা 'দহর' বা সময় নামে অভিহিত হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন এই সুরা 'এন্সান' অর্থাৎ মানুষ এবং অন্যান্য নামেও অভিহিত হইয়া থাকে। মানবের সৃষ্টি, স্থিতি, উন্নতি ও পরিণতি প্রভৃতি বিভিন্ন অবস্থার আভাসের উল্লেখ হেতু ইহার 'এন্সান' নামই সমধিক যুক্তিযুক্ত বলিয়া মনে হয়। 'দহর' বা কালের সহিতও উহার বিশেষ সম্পর্ক ও সামঞ্জস্য বিদ্যমান রহিয়াছে।

শানে-নজুল—অধিকাংশ তফ্‌সীরকারের মতে এই সুরা মক্কায় হজরত রসুলোল্লার ধর্ম্ম-প্রচারের প্রাথমিক যুগে অবতীর্ণ হইয়াছিল। হজরত এব্‌ন-আব্বাস, এব্‌ন-জোবায়ের, মোকাতেল ও কালবী এই সুরা মক্কায় অবতীর্ণ হইয়াছিল বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন এবং বয়জবী ও জমখশরী এই মতই সমর্থন করিয়াছেন। কিন্তু মোজাহেদ ও কাতাদা বলেন যে, এই সুরা মদীনায় অবতীর্ণ হইয়াছিল। আবার কেহ কেহ বলেন যে, এই সুরার কিয়দংশ মক্কায় ও কিয়দংশ মদিনায় অবতীর্ণ হইয়াছিল। অভিজ্ঞ ওলামা ও তফ্‌সীরকারগণ প্রথমোক্ত মতই পরিগ্রহণ করিয়াছেন।

১। সর্ব্বশক্তিমান আল্লাহতালা মানব জাতির অবিশ্বাস ও অবাধ্যতার জন্য তাহাদিগকে সতর্ক করিয়া বলিয়া দিতেছেন যে, হে ভ্রান্ত মানব, তোমরা স্মরণ করিয়া দেখ যে, এই বিশ্বে এমন এক সময় অতীত হইয়াছে—যখন এই পৃথিবীতে তোমাদের কোনই অস্তিত্ব বা আলোচনা ছিল না এবং তোমাদের আবির্ভাব অথবা মানবের সৃষ্টি, স্থিতি উন্নতি ও পরিণতি সম্বন্ধে কেহই কিছু জানিত না।

২—৩। তৎপর সেই অনস্তিত্ব হইতে আমি এই পৃথিবীতে কিরূপভাবে মানবের অস্তিত্ব বিকাশ করিয়াছি এবং কিরূপভাবে অতি নগণ্য তুচ্ছ শুক্রবিন্দু হইতে তোমাদিগকে শ্রবণকারী ও দর্শনকারী চক্ষুকর্ণ-বিশিষ্ট পূর্ণাঙ্গ ও পরিপূর্ণ মানব রূপে সৃষ্টি করিয়াছি, তাহাও তোমরা একবার ধীরভাবে চিন্তা করিয়া বুঝিতে চেষ্টা কর। তৎপর আমি মানব জাতিকে সত্যধর্ম্ম ও সুপথ প্রদর্শনের জন্য আমার পবিত্র বাণী-সহ এই পৃথিবীতে বহু নবী ও রসুল প্রেরিত করিয়াছি।

السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا ۝
٤- إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ
سَلَاسِلَا وَأَغْلَالًا وَسَعِيرًا ۝
٥- إِنَّ الْأَبْرَارَ يَشْرَبُونَ مِنْ
كَأْسٍ كَانَ مِزَاجُهَا كَافُورًا ۝
٦- عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللَّهِ
يُفَجِّرُونَهَا تَفْجِيرًا ۝ ٧- يُوفُونَ
بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ
شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا ۝ ٨- وَيُطْعِمُونَ
الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا
وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا ۝ ٩- إِنَّمَا

প্রদর্শন করিয়াছিলাম—তৎপর সে কৃতজ্ঞ অথবা অকৃতজ্ঞ হইতেছে।
৪। নিশ্চয় আমি বিশ্বাসীদের জন্য শৃঙ্খল ও নিগড় ও প্রজ্জ্বলিত অগ্নি প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছি।
৫। নিশ্চয় পুণ্যবানগণ কর্পূর-মিশ্রিত পান-পাত্র হইতে পান করিবে।
৬। আল্লার সেবকবৃন্দ এক নির্ঝরিণীকে উত্তম প্রবাহে প্রবাহিত করিয়া তাহা হইতে পান করিতে থাকিবে।
৭। যাহারা মানস পূর্ণ করে এবং সেই দিনের ভয় করে—যাহারা অপকৃষ্টতা ছড়াইয়া পড়িবে;
৮। এবং যাহারা তাঁহার সন্তুষ্টির জন্য দরিদ্র ও পিতৃহীন ও বন্দীদিগকে খাদ্যদ্রব্য ভোজন করায়,
৯। এই হেতু যে, আমরা

আমার এই অসীম অনুগ্রহের ফলে একদল মানব সুপথগামী হইলেও তাহাদের মধ্যে অনেকেই ভ্রান্ত ও বিপথগামী হইয়া যাইতেছে।

৪। যাহারা মহান্ আল্লার বাণী অবিশ্বাস এবং তদীয় প্রেরিত রসুলের সদুপদেশ অগ্রাহ্য করিয়া অধম অকৃতজ্ঞের ন্যায় ভ্রান্তপথে গমন করিবে এবং আল্লার উপাসনা পরিত্যাগ করিয়া অংশীবাদিতা ও পৌত্তলিকতায় লিপ্ত হইবে এবং সত্যধর্ম্ম ও সদাচারের পরিবর্ত্তে অধর্ম্ম ও অনাচারে নিজেদের জীবন কলুষিত করিয়া তুলিবে, নিশ্চয় আমি তাহাদের জন্য অতি কঠোর শাস্তির শৃঙ্খলা, লাঞ্ছনার নিগড় ও ভীষণ যাতনাপূর্ণ প্রজ্জ্বলিত অগ্নিশিখা সৃষ্টি করিয়া রাখিয়াছি। অধর্ম্ম ও অনাচারের জন্য অবিশ্বাসীদিগকে ইহলোকে দুর্গতি এবং পরলোকে শাস্তি ও লাঞ্ছনা অবশ্যই ভোগ করিতে হইবে।

৫—১১। পক্ষান্তরে আল্লাহতালার যে সকল সত্যপরায়ণ সেবক তাঁহার আদেশ-নির্দ্দেশ এবং তদীয় রসুলের সদুপদেশ অনুসরণ করিয়া সদাচার ও সৎকার্য্যে জীবন অতিবাহিত করিবে; এবং যাহারা সেই পারলৌকিক সঙ্কটময় দিবসের ভয় করিয়া স্বীয় প্রতিপালক প্রভুর সন্তুষ্টির জন্য অভাবগ্রস্ত দরিদ্র, অসহায় পিতৃহীন ও বিপন্ন বন্দীদিগকে আহার্য্য ও পানীয় প্রদান করিবে এবং তজ্জন্য অন্য কাহারও অনুগ্রহ, প্রশংসা বা প্রতিদানের প্রার্থী হইবে না, নিশ্চয় সর্ব্বশক্তিমান করুণাময় আল্লাহতালা তাহাদিগকে সেই সঙ্কটময় মহাদিবসের বিপদ ও অনিষ্টকারিতা হইতে নিরাপদে রক্ষা করিবেন। সেদিন তাহারা সুনির্ম্মল ও সুমধুর সলিলপূর্ণ নির্ঝরিণী হইতে কর্পূর-বাসিত পেয়ালা-পূর্ণ করিয়া পরিতৃপ্তি সহকারে পান করিতে থাকিবে এবং সর্ব্বপ্রদাতা

আল্লার উদ্দেশ্য ব্যতীত তোমাদের নিকট
প্রতিদান ও কৃতজ্ঞতার আশায় তোমা-
দিগকে আহার্য্য প্রদান করি নাই;
১০। যেহেতু আমরা স্বীয় প্রতিপালকের
সেই ভ্রুকুটীপূর্ণ মুখ-ভঙ্গিকর দিবসের
আশঙ্কা করি। ১১। ফলতঃ আল্লাহ
তাহাদিগকে সেই দিবসের অনিষ্টকারিতা
হইতে রক্ষা করিবেন এবং তাহাদিগকে
সজীবতা ও আনন্দের সহিত পরিচিত
করিয়া দিবেন। ১২। এবং তিনি
তাহাদের সহিষ্ণুতার জন্য তাহাদিগকে
প্রতিদান স্বরূপ স্বর্গোদ্যান ও রেশমী
বস্ত্র প্রদান করিবেন। ১৩। তন্মধ্যে
তাহারা পালঙ্কপরি এলায়িতভাবে উপ-
বিষ্ট রহিবে; তথায় তাহারা রৌদ্র
অথবা শৈত্য অবলোকন করিবে না।
১৪। এবং তাহাদের উপর উহার ছায়া
সন্নিকটবর্ত্তী হইবে এবং উহার ফলপুঞ্জ
তাহাদের নিকট হইতে নিকটতর করা
হইবে। ১৫। এবং তাহাদের সমক্ষে
রজত-নির্ম্মিত ভোজন পাত্র এবং কাচ-
নির্ম্মিত পানপাত্র পরিবেশিত হইবে।
১৬। সেই কাচ রৌপ্য নির্ম্মিত—যাহা
এক নির্দ্দিষ্ট পরিমাণে পরিমিত হইয়াছে।
১৭। এবং তথায় তাহাদিগকে আদ্রক-

نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللّٰهِ لَا نُرِيْدُ مِنْكُمْ
جَزَآءً وَّلَا شُكُوْرًا ۝ ١٠- اِنَّا
نَخَافُ مِنْ رَّبِّنَا يَوْمًا عَبُوْسًا
قَمْطَرِيْرًا ۝ ١١- فَوَقٰهُمُ اللّٰهُ
شَرَّ ذٰلِكَ الْيَوْمِ وَلَقّٰهُمْ نَضْرَةً
وَّسُرُوْرًا ۝ ١٢- وَجَزٰهُمْ بِمَا
صَبَرُوْا جَنَّةً وَّحَرِيْرًا ۝
١٣- مُتَّكِـِٕيْنَ فِيْهَا عَلَى الْاَرَآئِكِ ج
لَا يَرَوْنَ فِيْهَا شَمْسًا وَّلَا
زَمْهَرِيْرًا ۝ ١٤- وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ
ظِلٰلُهَا وَذُلِّلَتْ قُطُوْفُهَا تَذْلِيْلًا ۝
١٥- وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِاٰنِيَةٍ مِّنْ
فِضَّةٍ وَّاَكْوَابٍ كَانَتْ قَوَا
رِيْرَا ۝ ١٦- قَوَارِيْرَا مِنْ فِضَّةٍ
قَدَّرُوْهَا تَقْدِيْرًا ۝ ١٧- وَيُسْقَوْنَ

করুণাময় প্রভু সেদিন তাহাদিগকে তাহাদের সত্যবিশ্বাস ও সৎকার্য্যের প্রতিদান স্বরূপ পূর্ণ-সুখ, পূর্ণ-আনন্দ ও পরিপূর্ণ সজীবতা প্রদান করিবেন।

১২—১৭। আল্লাহতালা আরও বলিতেছেন যে, বিশ্বাসী ও পুণ্যবানগণের সৎকার্য্য ও সহিষ্ণুতার প্রতিদান স্বরূপ তিনি তাহাদিগকে অফুরন্ত সুখ-সম্পদপূর্ণ চির-শান্তিময় স্বর্গোদ্যানে প্রবিষ্ট করিবেন। তথায় তাহারা সূক্ষ্ম ও সুন্দর রেশমী বস্ত্র পরিধান করিয়া মনোহর পালঙ্কোপরি এলায়িতভাবে অবস্থান করিবে। তাহাদের উপর স্বর্গোদ্যানের সুন্দর সুন্দর তরুপুঞ্জের স্নিগ্ধ ছায়া সর্ব্বদা সম্প্রসারিত থাকিবে এবং তথায় নাতিশীতোষ্ণ স্নিগ্ধকর চিরবসন্ত বিরাজ করিবে। ঐ সকল স্বর্গীয় তরুর সুস্বাদু ফল-সমূহ ইচ্ছামাত্র তাহাদের সন্নিকটবর্ত্তী হইয়া আসিবে এবং

فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا
زَنْجَبِيلًا ۚ ١٨- عَيْنًا فِيهَا تُسَمَّى
سَلْسَبِيلًا ۝ ١٩- وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ
وِلْدَانٌ مُّخَلَّدُونَ ۚ إِذَا رَأَيْتَهُمْ
حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُؤًا مَّنثُورًا ۝
٢٠- وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ
نَعِيمًا وَّمُلْكًا كَبِيرًا ۝ ٢١- عَالِيَهُمْ
ثِيَابُ سُندُسٍ خُضْرٌ وَّ
إِسْتَبْرَقٌ ۖ وَّحُلُّوا أَسَاوِرَ مِن
فِضَّةٍ ۚ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا
طَهُورًا ۝ ٢٢- إِنَّ هَٰذَا كَانَ
لَكُمْ جَزَاءً وَّكَانَ سَعْيُكُم
مَّشْكُورًا ۚ

মিশ্রিত পানপাত্র পান করান হইবে। ১৮। তথায় 'সল্‌সবিল' নামক নির্ঝরিণী রহিয়াছে। ১৯। এবং তাহাদের সমক্ষে চিরকিশোর বালকেরা প্রদক্ষিণ করিবে; যখন তুমি তাহাদিগকে অবলোকন করিবে তখন তুমি তাহাদিগকে প্রক্ষিপ্ত মুক্তা সদৃশ অনুমান করিবে। ২০। এবং যখন তুমি উহা অবলোকন করিবে তখন তুমি সুখ-সম্পদ ও এক বিরাট সাম্রাজ্য প্রত্যক্ষ করিবে। ২১। তাহাদের জন্য সূক্ষ্ম সবুজ রেশমী বস্ত্র ও স্বর্ণ-খচিত পরিচ্ছদ হইবে এবং তাহাদিগকে রজত-কঙ্কনে বিভূষিত করা হইবে এবং তাহাদের প্রতিপালক তাহাদিগকে পবিত্র পানীয় পান করাইবেন। ২২। নিশ্চয় ইহাই তোমাদের জন্য প্রতিদান এবং ইহাই তোমাদের সাধনার সফলতা।

তাহারা উহা পরম সুখে সানন্দে যদৃচ্ছা ভক্ষণ করিবে। তাহাদের সম্মুখে স্বচ্ছ কাচ ও শুভ্র সমুজ্জ্বল রজত নির্ম্মিত পানপাত্র সমূহ পরিবেশিত হইবে এবং তাহারা উহাতে উপাদেয় আদ্রক-মিশ্রিত সুমধুর পানীয় পান করিয়া অনুপম পরিতৃপ্তি লাভ করিবে।

১৮—১৯। সেই স্বর্গোদ্যানে 'সল্‌সবিল' নামক স্বচ্ছ, সুমধুর ও পরিতৃপ্তিকর স্বর্গীয় সুধা পূর্ণ এক নির্ঝরিণী বিদ্যমান রহিয়াছে। স্বর্গবাসীরা উহা হইতে যত ইচ্ছা সুধা পান করিয়া আনন্দিত ও পরিতৃপ্ত হইবে এবং উহা কখনও নিঃশেষ হইবে না। তথায় প্রক্ষিপ্ত মুক্তা সদৃশ পরম সুন্দর চিরকিশোর স্বর্গীয় বালকেরা তাহাদের চারিপার্শ্বে ঘুরিয়া বেড়াইবে এবং হাস্যমুখে আনন্দের সহিত সর্ব্বদা স্বর্গবাসিগণের আদেশ পালন করিবে।

২০—২২। আল্লাহতালা আরও বলিতেছেন—উপরে স্বর্গোদ্যানের সুখ-সম্পদ ও ভোগ-বিলাস সম্বন্ধে যাহা বর্ণিত হইয়াছে, উহা স্বর্গীয় সুখ-সম্পদ সমূহের অতি সংক্ষিপ্ত আভাস মাত্র। যখন স্বর্গবাসীরা সেই অনুপম স্বর্গোদ্যান অবলোকন করিবার সৌভাগ্য লাভ করিবে, তখন উহার অনুপম সুখ-সম্পদ ও অফুরন্ত ভোগ-বিলাসের অগণিত উপাদানের এক বিরাট সাম্রাজ্য প্রত্যক্ষ করিয়া তাহারা বিস্মিত ও মুগ্ধ হইয়া যাইবে। তথায় তাহাদের জন্য কত যে সুন্দর সুন্দর সূক্ষ্ম রেশমী বস্ত্র, কত স্বর্ণখচিত মনোরম পরিচ্ছদ এবং কত রজত-কঙ্কণ ও কত যে

২য় রুকু—অন্যান্য জাতির সমুত্থানের ভবিষ্যদ্বাণী

২৩। নিশ্চয় আমি তোমার প্রতি
এই কোরান ক্রমশঃ অবতীর্ণ করিয়াছি।
২৪। অতএব তুমি স্বীয় প্রতিপালকের
আদেশের জন্য অপেক্ষা কর এবং
অপরাধী ও অবিশ্বাসীদের অন্তর্গত
কাহারও আনুগত্য স্বীকার করিও না।
২৫। এবং প্রভাতে ও সন্ধ্যায় তোমার
প্রতিপালকের নাম স্মরণ কর। ২৬। এবং
রজনীর কিয়দংশ তাঁহার উদ্দেশ্যে
প্রণিপাত কর এবং গভীর রাত্রে তাঁহার

٢٣- إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ
الْقُرْآنَ تَنْزِيلًا ٢٤- فَاصْبِرْ
لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ آثِمًا
أَوْ كَفُورًا ٢٥- وَاذْكُرِ اسْمَ
رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا
٢٦- وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ

মণিমুক্তা খচিত স্বর্ণালঙ্কার রহিয়াছে, তাহার কোনই সংখ্যা বা সীমা-পরিসীমা নাই। তাহাদের পান-ভোজন ও ভোগ-বিলাসের জন্যও তথায় ঐরূপ অফুরন্ত উপাদান সমূহ বিরাজমান রহিয়াছে। স্বর্গবাসীরা ঐ সমস্ত বিষয় প্রত্যক্ষ অবলোকন করিবার পর আল্লাহতালা তাহাদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিবেন যে, ইহাই তোমাদের সত্য-বিশ্বাস ও সৎকার্যের প্রতিদান এবং ইহাই তোমাদের পার্থিব জীবনের সাধনার সফলতা। তোমরা চিরকাল সানন্দে ইহা সম্ভোগ করিতে থাক। স্বর্গোদ্যানের অনুপম সুখ-সম্পদ ও অনাবিল ভোগ-বিলাসের কি সুন্দর প্রাণস্পর্শী বর্ণনা!

২৩—২৪। এই দুইটী আয়তে আল্লাহতালা হজরত রসুলোল্লাকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন, হে রসুল, নিশ্চয় আমি তোমার প্রতি এই কোরান ক্রমশঃ অল্প অল্প করিয়া ধীরে ধীরে অবতীর্ণ করিয়াছি। ইহা অন্য কাহারও কল্পিত উক্তি বা রচিত গ্রন্থ নহে। অতএব তুমি অবিশ্বাসীদিগের অন্তর্গত আবুজেহেল, ওৎবা ও অলীদ প্রভৃতি বদ্ধমূল অবিশ্বাসী ও ধর্ম্মদ্রোহী-দিগের অসঙ্গত কথায় কর্ণপাত করিয়া কদাচ তাহাদের আনুগত্য স্বীকার করিও না। বরং তৎপরিবর্ত্তে তুমি ধৈর্য্যের সহিত তোমার সর্ব্বশক্তিমান প্রতিপালক প্রভুর আদেশের জন্য ধীরভাবে অপেক্ষা কর। তিনিই যথাসময় তোমাকে তোমার কর্ত্তব্য নির্দ্দেশ করিয়া দিবেন।

আলোচ্য আয়তদ্বয়ের মর্ম্মানুসারে স্পষ্টরূপে প্রমাণিত হইতেছে যে, সত্যবিশ্বাসী মুসলমান-দিগের পক্ষে অবিশ্বাসী কাফেরদিগের আনুগত্য স্বীকার এবং তাহাদের অসঙ্গত আদেশ-নিষেধের অনুসরণ করা কখনই সঙ্গত নহে; বরং উহা অবিশ্বাস ও কোফ্‌রীর অতি সন্নিকটবর্ত্তী।—তঃ হক্কানী।

২৫—২৬। উপরোক্ত আয়তদ্বয়ে আল্লাহতালা হজরত রসুলোল্লাকে তাহার যে আদেশের জন্য অপেক্ষা করিতে বলিয়াছেন, এই দুইটী আয়তে সেই আদেশের বিষয় পরিব্যক্ত হইয়াছে। উহার প্রথম আদেশ এই যে, তুমি প্রাতঃকালে ও সন্ধ্যাকালে তাঁহার নাম স্মরণ কর; দ্বিতীয় আদেশ—রজনীর কিয়দংশ বা প্রথম রজনীতে তাঁহার উদ্দেশ্যে সেজদা কর এবং তৃতীয় আদেশ এই যে, তুমি গভীর রজনীতে তাঁহার নামের মহিমা ও পবিত্রতা বর্ণনা করিয়া তস্‌বী পাঠ কর। কেহ কেহ এই আয়তদ্বয়ের ব্যাপক ব্যাখ্যা করিয়া দৈনন্দিন পঞ্চবারের নামাজ এবং নৈশকালীন তাহাজ্জদ নামাজ প্রমাণ করিতে চাহিয়াছেন; কিন্তু ঐ ব্যাপক ব্যাখ্যা ঠিক নহে। কারণ যখন এই সুরা অবতীর্ণ হইয়াছিল, তখন দৈনন্দিন পঞ্চবারের ফরজ নামাজের আদেশ অবতীর্ণ হয় নাই।

পবিত্রতা বর্ণনা কর। ২৭। নিশ্চয় ইহারা সত্বরতাকে ভালবাসে এবং উহাদের পশ্চাদ্বর্ত্তী কঠিন দিবসকে পরিত্যাগ করে। ২৮। আমিই উহাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছি এবং উহাদের বন্ধন-সমূহ সুদৃঢ় করিয়াছি; এবং আমি যখন ইচ্ছা করিব তখন উহাদের সদৃশ পরিবর্ত্তনে পরিবর্ত্তন করিয়া দিব। ২৯। নিশ্চয় ইহা সদুপদেশ; অতএব যাহার ইচ্ছা সে যেন স্বীয় প্রতিপালকের দিকে পথ গ্রহণ করে। ৩০। এবং আল্লার ইচ্ছা ব্যতীত তোমরা কেহই ইচ্ছা কর না; নিশ্চয় আল্লাহ মহাজ্ঞানী বিজ্ঞানময়; ৩১। তিনি যাহাকে ইচ্ছা স্বীয় অনুগ্রহ মধ্যে প্রবিষ্ট করেন; এবং তিনি অত্যাচারী-দিগের জন্য যন্ত্রণাপ্রদ শাস্তি প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছেন।

وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيْلًا ۝ ٢٧- اِنَّ
هٰٓؤُلَآءِ يُحِبُّوْنَ الْعَاجِلَةَ وَيَذَ
رُوْنَ وَرَآءَهُمْ يَوْمًا ثَقِيْلًا ۝
٢٨- نَحْنُ خَلَقْنٰهُمْ وَشَدَدْنَآ
اَسْرَهُمْ ج وَاِذَا شِئْنَا بَدَّلْنَآ
اَمْثَالَهُمْ تَبْدِيْلًا ۝ ٢٩- اِنَّ هٰذِهٖ
تَذْكِرَةٌ ج فَمَنْ شَآءَ اتَّخَذَ اِلٰى
رَبِّهٖ سَبِيْلًا ۝ ٣٠- وَمَا تَشَآءُوْنَ
اِلَّآ اَنْ يَّشَآءَ اللّٰهُ ط اِنَّ اللّٰهَ كَانَ
عَلِيْمًا حَكِيْمًا ۝ صلے ٣١- يُدْخِلُ مَنْ
يَّشَآءُ فِيْ رَحْمَتِهٖ ط وَالظّٰلِمِيْنَ
اَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا اَلِيْمًا ۝ ع

২৭—২৮। অবশেষে আল্লাহতালা বলিতেছেন যে, অবিশ্বাসীদের প্রকৃতি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। উহারা পার্থিব জীবনই ভালবাসে এবং সেই জন্য পৃথিবীর ধন-সম্পদ সংগ্রহে সত্বরতা প্রকাশ করিয়া পার্থিব সুখ-সম্ভোগ ও ভোগ-বিলাসেই প্রমত্ত থাকে। উহারা উপাসনা-আরাধনা অথবা সেই সঙ্কটময় উত্থান-দিবসের শাস্তি ও লাঞ্ছনা হইতে পরিত্রাণকারী সৎকার্য্য সমূহের প্রতি আদৌ কোনরূপ আগ্রহ বা মনোযোগ প্রদর্শন করে না। উপাসনা বা সৎকার্য্যের কথা বলিলেই উহারা শারীরিক ও মানসিক নানারূপ মিথ্যা অসুখ-অশান্তির কথা বলিয়া তাহা হইতে বিরত থাকিতে চেষ্টা করে। এই অবিশ্বাস ও আলস্যের জন্য অচিরেই উহারা অধঃপতিত হইবে এবং উহাদের পরিবর্ত্তে অন্য জাতি সমূহ সমুত্থিত হইয়া সত্যধর্ম্ম গ্রহণ ও ঐশীবাণী প্রচার করিবে।

২৯—৩০। অতএব নিশ্চয় এই কোরান সদুপদেশ ও সুপথ প্রদর্শনকারী। অনন্তর যে স্বীয় কল্যাণ ও মুক্তি চাহে, আল্লাহতালা ইচ্ছা ও অনুগ্রহের উপর নির্ভর করিয়া সে যেন ইহা অবলম্বন করিয়া স্বীয় প্রতিপালকের দিকে সুপথ অর্থাৎ সত্যধর্ম্ম ইসলাম গ্রহণ করে।

মক্কায় অবতীর্ণ | ৭৭। সুরা মোরসালাত-المرسلٰت | ৫০ আয়ত

১ম রুকু—মহাপ্রলয় ও পুনরুত্থানের নিদর্শনাবলী

সর্ব্ব প্রদাতা করুণাময় আল্লার নামে

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

১। সাক্ষী ঐ মৃদু-মধুর সঞ্চরণশীল,
২। তৎপর সবেগে প্রবাহমান, ৩। এবং
বিকিরণে বিকীর্ণকারী, ৪। তৎপর
বিদারণে বিদীর্ণকারী, ৫। অতঃপর
সদুপদেশ নিক্ষেপকারী,—৬। আপত্তি-
ভঞ্জন অথবা ভয়-প্রদর্শনের জন্য।

١- وَالْمُرْسَلٰتِ عُرْفًا ۙ
٢- فَالْعٰصِفٰتِ عَصْفًا ۙ ٣- وَّالنّٰشِرٰتِ
نَشْرًا ۙ ٤- فَالْفٰرِقٰتِ فَرْقًا ۙ
٥- فَالْمُلْقِيٰتِ ذِكْرًا ۙ ٦- عُذْرًا اَوْ

মোরসালাত—শব্দের ধাতুগত অর্থ—যাহা প্রেরণ করা হইয়াছে অথবা যাহা প্রবাহিত হয়; ইহার অন্য অর্থ বাতাস। 'মোরসালাতে-ওরফান' অর্থ ধীর সমীরণ। 'মোরসালাত' শব্দ-যোগে আরম্ভ করা হেতু এই সুরা 'মোরসালাত' নামেই অভিহিত হইয়াছে।

শানে-নজুল—হজরত হাসান, আকরমা, আতা ও জাবেরের বর্ণনা অনুসারে এই সুরা মক্কা-শরিফে অবতীর্ণ হইয়াছিল। কাতাদা ইহার কোন কোন আয়ত মদিনা শরিফে অবতীর্ণ হইয়াছিল বলিয়া মত প্রকাশ করিয়াছেন। সহি বোখারী ও মোসলেমে উল্লিখিত এব্‌ন-মসউদের বর্ণনা অনুসারেও এই মত সমর্থিত হয়, কিন্তু অধিকাংশ ওলামা ও তফ্‌সীরকার প্রথমোক্ত অভিমতই সঠিক বলিয়া পরিগ্রহণ করিয়াছেন। এই মতানুসারে সুরা মোরসালাত হজরত রসুলোল্লার নবুয়ত প্রাপ্তি বা ধর্ম্ম-প্রচারের চতুর্থ বর্ষে অবতীর্ণ হইয়াছিল।

১—৭। আলোচ্য সুরার প্রথমেই আল্লাহতালা সুধীরে প্রবাহিত, সবেগে প্রবাহমান, বিকীরণে বিকীর্ণকারী, বিদারণে বিদীর্ণকারী এবং মানবের আপত্তি ভঞ্জন করিয়া তাহাদিগকে ভয় প্রদর্শনের জন্য সদুপদেশ বা সুদৃষ্টান্ত নিক্ষেপকারী পাঁচটী বিষয়ের সাক্ষ্য বা শপথ করিয়া বলিতেছেন যে, আমি তোমাদিগকে যে পুনরুত্থান বা বিচার-দিবসের অঙ্গীকার করিয়াছি, তাহা অবশ্যই সংঘটিত হইবে এবং উহাতে কোনই সন্দেহ নাই।

সর্ব্বজ্ঞ আল্লাহতালা যে পাঁচটী বিষয়কে সাক্ষ্য করিয়া মহাপ্রলয় ও পুনরুত্থানের সুনিশ্চয়তা পরিব্যক্ত করিয়াছেন, তাহার সঠিক মর্ম্ম সম্বন্ধে মহামান্য সাহাবা ও তাবেয়ীনবৃন্দ এবং বিশিষ্ট তফ্‌সীরকারগণ বিভিন্নরূপ অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। এক সম্প্রদায়ের মতে "মোরসালাত" অর্থ প্রেরিত ফেরেশ্‌তা। আলোচ্য আয়ত সমূহে তাহাদের পাঁচ প্রকার গতিবিধির বিষয় পরিব্যক্ত হইয়াছেন। উহারা কখনও রসুলগণের নিকট ধীরে ধীরে 'ওহি' বা প্রত্যাদেশ লইয়া আগমন করেন এবং কখনও বা বিদ্যুদ্বেগে গমনাগমন করিয়া থাকেন। আল্লাহতালার আদেশে শয়তানদিগকে বিতাড়ন, অবিশ্বাসীদিগকে শাস্তিদান এবং বিভিন্ন জনপদের ধ্বংস সাধনেও ফেরেশ্‌তাদিগের ঐ গতিশক্তি বিকশিত হইয়া থাকে। আল্লাহতালার শক্তি ও মহিমা সম্বন্ধে অবিশ্বাসীদিগের অবিশ্বাস ও সন্দেহ দূরীভূত করিয়া তাহাদিগকে সংযত ও সতর্ক করিবার জন্যই এই সকল কার্য্য সংঘটিত হয়।

نُذْرًا ۙ ٧- اِنَّمَا تُوْعَدُوْنَ لَوَاقِعٌ ۙ
٨- فَاِذَا النُّجُوْمُ طُمِسَتْ ۙ
٩- وَاِذَا السَّمَآءُ فُرِجَتْ ۙ
١٠- وَاِذَا الْجِبَالُ نُسِفَتْ ۙ
١١- وَاِذَا الرُّسُلُ اُقِّتَتْ ۙ
١٢- لِاَيِّ يَوْمٍ اُجِّلَتْ ۙ ١٣- لِيَوْمِ
الْفَصْلِ ۚ ١٤- وَمَآ اَدْرٰىكَ مَا يَوْمُ
الْفَصْلِ ۙ ١٥- وَيْلٌ يَّوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِيْنَ ○
١٦- اَلَمْ نُهْلِكِ الْاَوَّلِيْنَ ۙ
١٧- ثُمَّ نُتْبِعُهُمُ الْاٰخِرِيْنَ ○
١٨- كَذٰلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِيْنَ ○

৭। নিশ্চয় তোমরা যাহা প্রতিশ্রুত
হইয়াছ তাহা অবশ্যই সংঘটিত হইবে।
৮। অনন্তর যখন নক্ষত্রপুঞ্জ নিস্প্রভ হইবে,
৯। এবং যখন আকাশ বিদীর্ণ হইবে,
১০। এবং যখন পর্ব্বতমালা উৎক্ষিপ্ত
হইবে, ১১। এবং যখন রসুলগণের জন্য
সময় নির্দ্ধারিত হইবে; ১২। ইহা কোন্
দিবসের জন্য প্রতীক্ষা করা হইয়াছিল?
১৩। সেই বিচার-মীমাংসার দিবসের
জন্য। ১৪। এবং তুমি কি জান যে
সেই বিচার-মীমাংসা দিবস কি?
১৫। সেদিন অসত্যারোপকারীদের জন্য
পরিতাপ! ১৬। তবে কি আমি পূর্ব্ববর্ত্তী-
দিগকে ধ্বংস করি নাই? ১৭। তৎপর
আমি পরবর্ত্তীদিগকেও উহাদের অনুসরণ
করাইয়াছিলাম। ১৮। অপরাধীদিগের
সহিত আমি এইরূপই করিয়া থাকি।

অন্য সম্প্রদায়ের মতে 'মোরসালাত' অর্থ বাতাস। উহা কখনও সুধীরে প্রবাহিত হয়; কখনও সবেগে চলিতে থাকে; কখনও ঘূর্ণিবাত্যা রূপে ধুলিরাশি বিকীর্ণ করে এবং কখনও বা ঝঞ্ঝাবায়ু রূপে জনপদসমূহ বিদীর্ণ ও বিধ্বংস করিয়া থাকে। ফলতঃ এইরূপে উহা মানবের অবিশ্বাস ও অহমিকা দূরীভূত করিয়া তাহাদের অন্তরে বিশ্বাস ও আতঙ্ক সৃষ্টি করিয়া থাকে। কিন্তু কাহার কাহারও মতে প্রথম দুই বা চারি আয়তে বাতাসের বিভিন্ন রূপ অবস্থা এবং উহার পরবর্ত্তী আয়ত সমূহে ফেরেশ্‌তাগণের কার্য্য কলাপ বর্ণিত হইয়াছে।—তঃ হক্কানী ও আঃ তাঃ।

৭—১৫। মহাপ্রলয়, পুনরুত্থান ও বিচার-দিবসের সুনিশ্চিত সত্যতার বিষয় পরিব্যক্ত করিবার পর সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্বশক্তিমান আল্লাহতালা উহার নিদর্শনাবলী বর্ণনা করিতেছেন। আল্লাহতালা বলিতেছেন যে, যেদিন সেই মহাদিবস সমাগত হইবে, সেদিন আকাশ বিদীর্ণ হইয়া চন্দ্র-সূর্য্য ও গ্রহ-নক্ষত্রপুঞ্জ সম্পূর্ণ নিষ্প্রভ ও বিলীন হইয়া যাইবে এবং পর্ব্বতমালা উৎক্ষীপ্ত হইয়া এই বিশাল বিশ্ব সম্পূর্ণরূপে ধ্বংসপ্রাপ্ত হইবে। অনন্তর এক নূতন জগৎ সৃষ্টি করিয়া আল্লাহতালা সমগ্র মানব জাতিকে সঞ্জীবিত ও পুনরুত্থিত করিবেন এবং সেই মহাবিচার দিবসে প্রত্যেক রসুলকে তাঁহাদের অনুগামী-গণের কৃতকর্ম্মের হিসাব-নিকাশের জন্য সময় নির্দ্ধারিত করিয়া দিবেন। যে সকল অবিশ্বাসী ঐ অবশ্যম্ভাবী বিচার-দিবস সম্বন্ধে অবিশ্বাস ও অসত্যারোপ করিতেছে, সেদিন তাহাদের জন্য অনুতাপ! কারণ এই অবিশ্বাস ও অসত্যারোপের অনিবার্য্য শাস্তি হইতে তাহারা সেদিন কিছুতেই পরিত্রাণ পাইবে না।

১৬—২৪। অবিশ্বাসী অসত্যারোপকারীদিগকে সংযত ও সতর্ক করিবার জন্য আল্লাহতালা স্মরণ করাইয়া দিতেছেন যে, এই অবিশ্বাস, অবাধ্যতা ও অসত্যারোপের জন্য পূর্ব্ববর্ত্তী অনেক

১৯। সেদিন অসত্যারোপকারীদের জন্য
পরিতাপ! ২০। তবে কি আমি তোমা-
দিগকে এক ঘৃণিত সলিল-বিন্দু দ্বারা
সৃষ্টি করি নাই? ২১। তৎপর আমি
উহাকে এক সুরক্ষিত স্থানে স্থাপন
করিয়াছিলাম,—২২। এক সুপরিজ্ঞাত
নির্দ্দিষ্ট-কাল পর্য্যন্ত। ২৩। ফলতঃ
আমিই উহা নির্দ্ধারণ করিয়াছিলাম;
অতএব আমি কেমন উত্তম নির্দ্ধারণ-
কারী। ২৪। সেদিন অসত্যারোপ-
কারীদের জন্য পরিতাপ! ২৫। তবে
কি আমি এই পৃথিবীকে আকর্ষণকারী
করি নাই—২৬। জীবিত ও মৃতদিগের
জন্য? ২৭। এবং আমি তন্মধ্যে সমুন্নত
পর্ব্বতমালা সংস্থাপিত করিয়াছি এবং
আমি তোমাদিগকে সুমিষ্ট সলিল পান
করাইয়াছি। ২৮। সেদিন অসত্যা-
রোপকারীদের জন্য পরিতাপ!
২৯। তোমরা যদ্বিষয়ে অসত্যারোপ
করিতে সেই দিকেই গমন কর;
৩০। তোমরা সেই ত্রিশাখার ছায়ার

১৯- وَيْلٌ يَّوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِيْنَ ۝
২০- اَلَمْ نَخْلُقْكُّمْ مِّنْ مَّآءٍ مَّهِيْنٍ ۝ ۙ
২১- فَجَعَلْنٰهُ فِيْ قَرَارٍ مَّكِيْنٍ ۝ ۙ
২২- اِلٰى قَدَرٍ مَّعْلُوْمٍ ۝ ۙ
২৩- فَقَدَرْنَا ۖ فَنِعْمَ الْقٰدِرُوْنَ ۝
২৪- وَيْلٌ يَّوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِيْنَ ۝
২৫- اَلَمْ نَجْعَلِ الْاَرْضَ كِفَاتًا ۝ ۙ
২৬- اَحْيَآءً وَّاَمْوَاتًا ۝ ۙ ২৭- وَّجَعَلْنَا
فِيْهَا رَوَاسِيَ شٰمِخٰتٍ وَّاَسْقَيْنٰكُمْ
مَّآءً فُرَاتًا ۝ ۗ ২৮- وَيْلٌ يَّوْمَئِذٍ
لِّلْمُكَذِّبِيْنَ ۝ ২৯- اِنْطَلِقُوْٓا اِلٰى
مَا كُنْتُمْ بِهٖ تُكَذِّبُوْنَ ۝ ۚ ৩০- اِنْطَلِقُوْٓا

ধর্ম্মদ্রোহী সম্প্রদায় ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছিল। উহাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া পরবর্ত্তী অনেক জাতির নিজেদের অমঙ্গল ও দুর্গতি ডাকিয়া আনিয়াছিল। হে অবিশ্বাসী ভ্রান্ত মানব, তোমরা ইহাও স্মরণ করিয়া দেখ যে, তোমাদিগকে আমি কিরূপ ঘৃণিত অপবিত্র সলিল বা শুক্রবিন্দু হইতে সৃষ্টি করিয়াছি এবং ঐ শুক্রবিন্দু হইতে কত অবস্থায় কিরূপ পরিবর্ত্তনের মধ্য দিয়া তোমাদিগকে পরিপূর্ণ মানুষ রূপে গঠিত করিয়াছি। আমার এই অলৌকিক শক্তি-মহিমা প্রত্যক্ষ অবলোকন করিয়াও যাহারা উহাতে অবিশ্বাস ও অসত্যারোপ করে, তাহাদের জন্য পরিতাপ!

২৫—২৮। তোমরা ইহাও ভাবিয়া দেখ যে, এই পৃথিবীকে আমি তোমাদের জন্য কিরূপ সুদৃশ্য, মনোরম ও আকর্ষণকারী করিয়া সৃষ্টি করিয়াছি এবং ইহাতে সমুচ্চ পর্ব্বতমালা সৃষ্টি করিয়া তাহা হইতে তোমাদে জন্য সুমিষ্ট সলিল স্রোত প্রবাহিত করিয়া দিয়াছি। আমার এই অসীম অনুগ্রহের দান উপভোগে পরিতৃপ্ত হইয়াও যাহারা আমার শক্তি-মহিমায় অসত্যারোপ করে, তাহাদের জন্য পরিতাপ!

২৯—৩৪। অনন্তর আল্লাহতালা অবিশ্বাসী অসত্যারোপকারীদের পারলৌকিক পরিণাম স্মরণ করাইয়া দিয়া বলিতেছেন যে, মহাবিচারের পরে যখন ফেরেশ্‌তাগণ অবিশ্বাসীদিগকে নরকানলের দিকে তাড়াইয়া লইয়া যাইবে, তখন তাহারা উহার ভীষণ উত্তাপে অস্থির ও বিচলিত হইয়া বলিবে যে আমরা কোথাও একটু ছায়া পাইলে তথায় আশ্রয় গ্রহণ করিতাম। তখন নরকের প্রহরী

১৯। সেদিন অসত্যারোপকারীদের জন্য
পরিতাপ! ২০। তবে কি আমি তোমা-
দিগকে এক ঘৃণিত সলিল-বিন্দু দ্বারা
সৃষ্টি করি নাই? ২১। তৎপর আমি
উহাকে এক সুরক্ষিত স্থানে স্থাপন
করিয়াছিলাম,—২২। এক সুপরিজ্ঞাত
নির্দ্দিষ্ট-কাল পর্য্যন্ত। ২৩। ফলতঃ
আমিই উহা নির্দ্ধারণ করিয়াছিলাম;
অতএব আমি কেমন উত্তম নির্দ্ধারণ-
কারী। ২৪। সেদিন অসত্যারোপ-
কারীদের জন্য পরিতাপ! ২৫। তবে
কি আমি এই পৃথিবীকে আকর্ষণকারী
করি নাই—২৬। জীবিত ও মৃতদিগের
জন্য? ২৭। এবং আমি তন্মধ্যে সমুন্নত
পর্ব্বতমালা সংস্থাপিত করিয়াছি এবং
আমি তোমাদিগকে সুমিষ্ট সলিল পান
করাইয়াছি। ২৮! সেদিন অসত্যা-
রোপকারীদের জন্য পরিতাপ!
২৯। তোমরা যদ্বিষয়ে অসত্যারোপ
করিতে সেই দিকেই গমন কর;
৩০। তোমরা সেই ত্রিশাখার ছায়ার

١٩- وَيْلٌ يَّوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِيْنَ ○
٢٠- اَلَمْ نَخْلُقْكُّمْ مِّنْ مَّآءٍ مَّهِيْنٍ ۙ
٢١- فَجَعَلْنٰهُ فِيْ قَرَارٍ مَّكِيْنٍ ۙ
٢٢- اِلٰى قَدَرٍ مَّعْلُوْمٍ ۙ
٢٣- فَقَدَرْنَا ۖ فَنِعْمَ الْقٰدِرُوْنَ ○
٢٤- وَيْلٌ يَّوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِيْنَ ○
٢٥- اَلَمْ نَجْعَلِ الْاَرْضَ كِفَاتًا ۙ
٢٦- اَحْيَآءً وَّاَمْوَاتًا ۙ ٢٧- وَّجَعَلْنَا
فِيْهَا رَوَاسِيَ شٰمِخٰتٍ وَّاَسْقَيْنٰكُمْ
مَّآءً فُرَاتًا ۙ ٢٨- وَيْلٌ يَّوْمَئِذٍ
لِّلْمُكَذِّبِيْنَ ○ ٢٩- اِنْطَلِقُوْٓا اِلٰى
مَا كُنْتُمْ بِهٖ تُكَذِّبُوْنَ ۚ ٣٠- اِنْطَلِقُوْٓا

ধর্ম্মদ্রোহী সম্প্রদায় ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছিল। উহাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া পরবর্ত্তী অনেক জাতির
নিজেদের অমঙ্গল ও দুর্গতি ডাকিয়া আনিয়াছিল। হে অবিশ্বাসী ভ্রান্ত মানব, তোমরা ইহাও
স্মরণ করিয়া দেখ যে, তোমাদিগকে আমি কিরূপ ঘৃণিত অপবিত্র সলিল বা শুক্রবিন্দু হইতে সৃষ্টি
করিয়াছি এবং ঐ শুক্রবিন্দু হইতে কত অবস্থায় কিরূপ পরিবর্ত্তনের মধ্য দিয়া তোমাদিগকে পরিপূর্ণ
মানুষ রূপে গঠিত করিয়াছি। আমার এই অলৌকিক শক্তি-মহিমা প্রত্যক্ষ অবলোকন করিয়াও
যাহারা উহাতে অবিশ্বাস ও অসত্যারোপ করে, তাহাদের জন্য পরিতাপ!

২৫—২৮। তোমরা ইহাও ভাবিয়া দেখ যে, এই পৃথিবীকে আমি তোমাদের জন্য কিরূপ
সুদৃশ্য, মনোরম ও আকর্ষণকারী করিয়া সৃষ্টি করিয়াছি এবং ইহাতে সমুচ্চ পর্ব্বতমালা সৃষ্টি করিয়া
তাহা হইতে তোমাদে জন্য সুমিষ্ট সলিল স্রোত প্রবাহিত করিয়া দিয়াছি। আমার এই অসীম
অনুগ্রহের দান উপভোগে পরিতৃপ্ত হইয়াও যাহারা আমার শক্তি-মহিমায় অসত্যারোপ করে,
তাহাদের জন্য পরিতাপ!

২৯—৩৪। অনন্তর আল্লাহতালা অবিশ্বাসী অসত্যারোপকারীদের পারলৌকিক পরিণাম স্মরণ
করাইয়া দিয়া বলিতেছেন যে, মহাবিচারের পরে যখন ফেরেশ্‌তাগণ অবিশ্বাসীদিগকে নরকানলের
দিকে তাড়াইয়া লইয়া যাইবে, তখন তাহারা উহার ভীষণ উত্তাপে অস্থির ও বিচলিত হইয়া বলিবে
যে, আমরা কোথাও একটু ছায়া পাইলে তথায় আশ্রয় গ্রহণ করিতাম। তখন নরকের প্রহরী

دِكِيْ ظِلٍّ ذِيْ ثَلٰثِ شُعَبٍ ۙ
٣١- لَّا ظَلِيْلٍ وَّلَا يُغْنِيْ مِنَ
اللَّهَبِ ۙ ٣٢- اِنَّهَا تَرْمِيْ بِشَرَرٍ
كَالْقَصْرِ ۚ ٣٣- كَاَنَّهٗ جِمٰلَتٌ صُفْرٌ ۙ
٣٤- وَيْلٌ يَّوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِيْنَ ○
٣٥- هٰذَا يَوْمُ لَا يَنْطِقُوْنَ ۙ ٣٦- وَلَا
يُؤْذَنُ لَهُمْ فَيَعْتَذِرُوْنَ ○
٣٧- وَيْلٌ يَّوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِيْنَ ○
٣٨- هٰذَا يَوْمُ الْفَصْلِ ۚ جَمَعْنٰكُمْ

দিকেই অগ্রসর হও; ৩১। উহা ছায়া-
শীতল নহে অথবা অগ্নিশিখা নিবারণ-
কারীও নহে। ৩২। নিশ্চয় উহা প্রাসাদ
সদৃশ অগ্নিস্ফুলিঙ্গ উৎক্ষেপণ করে,
৩৩। যেন উহা হরিদ্বর্ণ উষ্ট্র-শ্রেণী।
৩৪। সেদিন অসত্যারোপকারীদের
জন্য পরিতাপ! ৩৫। সেদিন তাহারা
বাক্যস্ফুরণ করিতে পারিবে না।
৩৬। এবং তাহাদের জন্য অনুমতিও
প্রদান করা হইবে না—যদিও তাহারা
আপত্তি উত্থাপন করে। ৩৭। সেদিন
অসত্যারোপকারীদের জন্য পরিতাপ!
৩৮। ইহাই বিচার-মীমাংসার দিবস;
যাহাতে আমি তোমাদিগকে ও পূর্ব্ববর্ত্তী-

ফেরেশ্‌তাগণ তাহাদিগকে বলিবে যে, তোমরা যে পারলৌকিক শাস্তি ও লাঞ্ছনা সম্বন্ধে অবিশ্বাস ও অসত্যারোপ করিয়াছ, এখন একবার সেই দিকে গমন করিয়া উহার সত্যতা অনুভব কর এবং যদি ছায়া চাও, তবে ঐ ত্রিশাখার ছায়ার দিকে অগ্রসর হও। বলা বাহুল্য, উহা নরকাগ্নির ত্রিশাখা-বিশিষ্ট প্রগাঢ় ধূম্রপুঞ্জের এক ভয়াবহ আবরণী। ঐ ধূম্রাকাশের ছায়ায় না শৈত্য আছে না অগ্নি-নিবারণী শক্তি আছে। বরং উহা হইতে প্রাসাদ সদৃশ সুবৃহৎ অগ্নিশাখা উৎক্ষিপ্ত হইতে থাকিবে এবং হরিদ্বর্ণ উষ্ট্রশ্রেণীর ন্যায় ঐ সকল ভয়াবহ অগ্নিস্ফুলিঙ্গ অবিশ্বাসী ও অসত্যারোপকারী অপরাধী-দিগকে আচ্ছন্ন করিয়া লইবে। সেদিন তাহাদের জন্য পরিতাপ।

৩৫—৩৭। এই তিনটী আয়তে আল্লাহতালা আরও বলিয়া দিতেছেন যে, সেদিন অবিশ্বাসী অসত্যারোপকারীরা এরূপ ভয়াবহ অসহায় অবস্থায় পতিত হইবে যে, ভীতি ও আতঙ্কে তাহাদের কাহারও মুখে বাক্যস্ফুরিত হইবে না এবং তাহাদিগকে কথা বলিবার অথবা ওজরাপত্তি করিয়া ক্ষমাপ্রার্থী হইবার অনুমতিও প্রদান করা হইবে না।—সেদিন তাহাদের জন্য পরিতাপ!

উপরোক্ত আয়তে স্পষ্টভাবে উল্লেখিত হইয়াছে যে, অবিশ্বাসী অপরাধীরা সেদিন কথা বলিতে পারিবে না এবং তাহাদিগকে ওজরাপত্তি করিবার অনুমতিও প্রদান করা হইবে না। তাহাদিগকে সম্পূর্ণ নির্ব্বাক অবস্থায় নীরবে অবস্থান করিতে হইবে। পক্ষান্তরে অন্যান্য আয়তে পরিদৃষ্ট হয় যে, অবিশ্বাসীরা মহাবিচারের দিন নানারূপ ওজরাপত্তি করিয়া নিজেদের নির্দ্দোষ প্রতিপন্ন করিবার জন্য চেষ্টা করিবে। এতদ্দ্বারা বিশিষ্ট তফ্‌সীরকারগণ এইরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে, মহাবিচার দিবসে পুনর্জ্জীবিত হইবার পর অবিশ্বাসীরা প্রথমতঃ নির্ব্বাক নিস্তব্ধ অবস্থায় থাকিতে বাধ্য হইবে। অনন্তর যখন তাহারা বিচার-মীমাংসার জন্য আহূত হইবে, তখন তাহারা নানারূপ ওজর-আপত্তি উত্থাপন করিয়া নিজেদের নির্দ্দোষ প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করিবে। কিন্তু সেদিন তাহাদের ওজর-আপত্তি বা আবেদন-নিবেদন কিছুমাত্র ফলপ্রদ হইবে না।

৩৮—৪০। অনন্তর আল্লাহতালা অবিশ্বাসী ও অসত্যারোপকারী অপরাধীদিগকে লক্ষ্য করিয়া বলিবেন যে, তোমরা যে পুনরুত্থান দিবস সম্বন্ধে অবিশ্বাস ও অসত্যারোপ করিতে, আজ সেই দিবস

...দিগকে একত্রিত করিয়াছি। ৩৯। অতঃপর যদি তোমাদের কোন কৌশল থাকে, তবে আমার উপর সেই কৌশল কর। ৪০। সেদিন অসত্যারোপকারীদিগের জন্য পরিতাপ।

وَالْاَوَّلِيْنَ ○ ٣٩- فَاِنْ كَانَ لَكُمْ
كَيْدٌ فَكِيْدُوْنِ ○ ٤٠- وَيْلٌ
يَّوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِيْنَ ع

২য় রুকু—ধর্ম্মাদ্রোহিতার শোচনীয় পরিণাম

৪১। নিশ্চয় ধর্ম্মভীরুগণ ছায়া এবং নির্ঝরিণী সমূহের মধ্যে অবস্থান করিবে; ৪২। এবং ফলপুঞ্জের মধ্যে—যাহা তাহারা ইচ্ছা করিবে। ৪৩। তোমরা যাহা করিয়াছিলে তজ্জন্য সানন্দে ভক্ষণ ও পান কর। ৪৪। নিশ্চয় আমি সৎকর্ম্মশীলদিগকে এইরূপ প্রতিদান প্রদান করিয়া থাকি। ৪৫। সেদিন অসত্যারোপকারীদের জন্য পরিতাপ! ৪৬। তোমরা কিছুকাল ভক্ষণ ও উপভোগ কর—নিশ্চয়ই তোমরা অপ-

٤١- اِنَّ الْمُتَّقِيْنَ فِيْ ظِلٰلٍ وَّ
عُيُوْنٍ ﻻ ٤٢- وَّفَوَاكِهَ مِمَّا
يَشْتَهُوْنَ ط ٤٣- كُلُوْا وَاشْرَبُوْا
هَنِيْٓـًٔا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ○ ٤٤- اِنَّا
كَذٰلِكَ نَجْزِى الْمُحْسِنِيْنَ ○
٤٥- وَيْلٌ يَّوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِيْنَ ○
٤٦- كُلُوْا وَتَمَتَّعُوْا قَلِيْلًا اِنَّكُمْ

প্রত্যক্ষ কর। ইহাই আমার প্রতিশ্রুত সেই বিচার-মীমাংসার দিবস। তোমাদিগকে স্ব স্ব বিশ্বাস ও কৃতকর্ম্মানুযায়ী প্রতিদান বা প্রতিফল প্রদান করিবার জন্যই আজ আমি তোমাদের পূর্ব্ববর্ত্তী ও পরবর্ত্তী সকলকে একত্রিত করিয়াছি। আমার এই বিচার-মীমাংসা হইতে পরিত্রাণ লাভের জন্য যদি তোমাদের কোন কৌশল থাকে, তবে তোমরা আজ সেই কৌশল প্রয়োগ করিয়া দেখিতে পার। কিন্তু অবিশ্বাসী অসত্যারোপকারীদের জন্য পরিতাপ। কারণ সেদিন তাহাদের ওজরাপত্তি অথবা কৌশল কোনই কাজে আসিবে না।

৪১—৪৫। পূর্ব্ববর্ত্তী রুকুতে আল্লাহতালা অবিশ্বাসীদের পারলৌকিক অসহায় অবস্থা ও শাস্তি-ভোগের প্রসঙ্গ বর্ণনা করিয়া এই রুকুর প্রথমেই বিশ্বাসী ও পুণ্যবানগণের পারলৌকিক অবস্থা বর্ণনা করিতেছেন। সেদিন সৎকর্ম্মশীল বিশ্বাসিবৃন্দ স্নিগ্ধ ছায়া ও সুশীতল সলিলপূর্ণ নির্ঝরিণী সমূহের মধ্যে অবস্থান করিবে এবং তাহারা সানন্দে স্বর্গোদ্যানে গমন করিয়া উহার অনুপম সুস্বাদু ফলপুঞ্জ ও সুস্নিগ্ধ সুমধুর পানীয় সমূহ হইতে যাহা ইচ্ছা ভোজন ও পান করিবে। আল্লাহতালা আরও বলিয়া দিতেছেন যে, বিশ্বাসী ও সৎকর্ম্মশীল পুণ্যবান লোকদিগকে আমি এইরূপেই প্রতিদান প্রদান করিয়া থাকি। সেদিন অবিশ্বাসী-অসত্যারোপকারীদের জন্য পরিতাপ। কারণ সেদিন নরকানলের শাস্তি ও লাঞ্ছনা ভোগ করা ভিন্ন তাহাদের আর কোনই গত্যন্তর থাকিবে না।

৪৬—৪৯। তফ্‌সীরকারগণ এই কয়েকটী আয়তের দুই প্রকার মর্ম্ম পরিকল্পনা করিয়াছেন। এক সম্প্রদায় বলেন যে, পুনরুত্থান-দিবসে সর্ব্বশক্তিমান আল্লাহতালা অথবা তাহার নির্দ্ধারিত ফেরেশ্‌তাগণ অবিশ্বাসীদিগকে তাহাদের পার্থিব জীবনের কথা স্মরণ করাইয়া দিয়া বলিবেন যে, পৃথিবীতে যখন তোমরা ধন-জনের গর্ব্বে ও ভোগ-বিলাসে প্রমত্ত হইয়া আল্লার বাণী অবিশ্বাস করিয়া

রাধী হইবে। ৪৭। সেদিন অসত্যারোপ-
কারীদের জন্য পরিতাপ! ৪৮। এবং
যখন তাহাদিগকে বলা হয় যে, তোমরা
বিনত হও—তাহারা বিনত হয় না।
৪৯। সেদিন অসত্যারোপকারীদের জন্য
পরিতাপ! ৫০। অনন্তর ইহার পরে
তাহারা কোন্ কথার উপর বিশ্বাস-
স্থাপন করিবে?

مُّجْرِمُوْنَ ۝ ٤٧- وَيْلٌ يَّوْمَئِذٍ
لِّلْمُكَذِّبِيْنَ ۝ ٤٨- وَاِذَا قِيْلَ لَهُمُ
ارْكَعُوْا لَا يَرْكَعُوْنَ ۝ ٤٩- وَيْلٌ
يَّوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِيْنَ ۝ ٥٠- فَبِاَيِّ
حَدِيْثٍۭ بَعْدَهٗ يُؤْمِنُوْنَ ۝ ع

তাঁহার রসুলের প্রতি অসত্যারোপ করিতে এবং যখন তোমাদিগকে বলা হইত যে, তোমরা সংযত ও বিনত হও, তখন তোমরা অহঙ্কার করিয়া উহা অগ্রাহ্য করিতে, সেই সময়ের কথা আজ একবার স্মরণ কর। কারণ তখনই তোমাদিগকে বলা হইয়াছিল যে, তোমরা কিছুকালের জন্য পৃথিবীর ভোগ-বিলাস উপভোগ করিতে পারিবে বটে, কিন্তু এই অবিশ্বাস ও ধর্ম্মদ্রোহিতার জন্য পরিণামে ও পরকালে তোমাদিগকে অবশ্যই অপরাধী হইয়া শাস্তিভোগ করিতে হইবে। কিন্তু তখন সে কথা তোমরা আদৌ গ্রাহ্য কর নাই। সুতরাং আজ শুধু অনুতাপ ও পরিতাপে দগ্ধীভূত হওয়া ভিন্ন তোমাদের আর কোনই গত্যন্তর নাই। পক্ষান্তরে কেহ কেহ বলেন যে, অবিশ্বাসী অসত্যারোপ-কারীদিগকে সংযত ও সতর্ক করিবার জন্য তাহাদের পার্থিক জীবনের ভোগ-বিলাস সম্বন্ধেই এই সব কথা বলিয়া সঙ্গে সঙ্গে পরলোকের কথা স্মরণ করাইয়া দেওয়া যইতেছে। এতদ্‌সহ ইহাও বলিয়া দেওয়া হইতেছে যে, সেই সঙ্কটময় দিবসে শুধু ব্যর্থ পরিতাপ করা ভিন্ন তোমাদের আর কোনই গত্যন্তর থাকিবে না।

৫০। অবশেষে করুণাময় আল্লাহতালা বলিয়া দিতেছেন যে, আমার প্রত্যক্ষ-বাণী স্বরূপ এই মহাগ্রন্থ কোরান শরিফ এবং ইহার অনুপম সদুপদেশ শুনিবার পরেও যাহারা সত্যধর্ম্মে বিশ্বাস-স্থাপন করিয়া সুপথগামী না হইবে, ইহার পরে তাহারা আর কোন্ কথার উপর বিশ্বাস-স্থাপন করিবে? ইহার মর্ম্ম এই যে, পবিত্র কোরান-বাণী শুনিয়াও যাহারা সদুপদেশ গ্রহণ বা সত্যধর্ম্মে বিশ্বাস-স্থাপন করিবে না, তাহারা কখনই বিশ্বাসী বা সুপথগামী হইবে না।

হজরত আবু হোরায়রা হইতে এব্‌ন-আবি-হাতেম বর্ণনা করিয়াছেন যে, যখন এই আয়তের শেষ পর্য্যন্ত পড়িবে, তখন বলিবে যে,—"আমান্না-বিল্লাহে অ বেনা উন্‌জেলা"—অর্থাৎ আমরা আল্লার প্রতি এবং তিনি যাহা অবতীর্ণ করিয়াছেন, তৎপ্রতি বিশ্বাস-স্থাপন করিলাম।

মক্কায় অবতীর্ণ	৭৮। সূরা নবা—النبا	৪০ আয়ত

১ম রুকু—পারলৌকিক মীমাংসা দিবসের বিবরণ

সর্ব্বপ্রদাতা করুণাময় আল্লার নামে

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

١- عَمَّ يَتَسَاءَلُوْنَ ۝ ٢- عَنِ النَّبَاِ

الْعَظِيْمِ ۝ ٣- الَّذِيْ هُمْ فِيْهِ

مُخْتَلِفُوْنَ ۝ ٤- كَلَّا سَيَعْلَمُوْنَ ۝

১। তাহারা কোন্ বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করিতেছে? ২। সেই মহান্ সংবাদ সম্বন্ধে; ৩।—যদ্বিষয়ে তাহারা মত-বিরোধ করিয়া থাকে? ৪। অবশ্য অচিরেই তাহারা জানিতে পারিবে;

নাবা—সংবাদ। "নাবায়েল্-আজিম" অর্থ মহা-সংবাদ অথবা গুরুতর প্রসঙ্গ। তফ্সীর-কারগণ ইহার তিনটি মর্ম্ম পরিগ্রহণ করিয়াছেন। প্রথমতঃ পারলৌকিক বিচার-মীমাংসা দিবসের সংবাদ; দ্বিতীয়তঃ হজরত রসুলোল্লার নবুয়তের প্রসঙ্গ এবং তৃতীয়তঃ তাঁহার বিরুদ্ধাচারিগণের পতন ও শেষ পরিণতির ভবিষ্যদ্বাণী (কবির)। 'নাবা' শব্দযোগে উক্ত সংবাদের বিষয় উল্লিখিত হইয়াছে বলিয়া এই সুরা 'নাবা' নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। 'তাসাউল' শব্দযোগে আরম্ভ হেতু এই সুরা 'তাসাউল' নামেও অভিহিত হইয়া থাকে। এই সুরা ২ রুকুতে বিভক্ত এবং ৪০ আয়তে গ্রথিত হইয়াছে।

শানে নজুল—এই সুরা সর্ব্বসম্মতিক্রমে মক্কা শরীফে অবতীর্ণ হইয়াছিল। হেজরতের পূর্ব্বে হজরত রসুলোল্লাহ যখন মক্কাবাসী অবিশ্বাসীদিগের সত্যধর্ম্ম গ্রহণ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ নিরাশ হইয়া পড়েন, অবিশ্বাসীদিগের ইহলৌকিক অবশ্যম্ভাবী পতন ও লাঞ্ছনা এবং পারলৌকিক বিচার-মীমাংসা, পুরস্কার ও শাস্তিভোগ সম্বন্ধে তিনি যে সকল ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলেন, তাহারা যখন সেই সমস্ত অবজ্ঞাভরে উপেক্ষা ও অবিশ্বাস করিয়া পরস্পর জিজ্ঞাসা ও বলাবলি করিত যে, আমাদের ঐ অধঃপতন ও দুর্গতির দিন কবে সমাগত হইবে এবং কবে মৃত মানুষের বিগলিত অস্থি-মাংস পুনরায় একত্রিত ও সংযোজিত হইবে এবং কবে তাহারা পুনর্জ্জীবিত হইয়া ঐ সকল শাস্তি বা পুরস্কার ভোগ করিবে, ধর্ম্মদ্রোহীদিগের এই অবিশ্বাস, হঠকারিতা ও উপহাস-বিদ্রূপের উত্তর স্বরূপ তখনই এই সুরা অবতীর্ণ হইয়াছিল।

১—৫। **নাবায়েল্-আজীম**—মহান্ সংবাদ, বৃহৎ বাক্য, অথবা গুরুতর প্রসঙ্গ। তফ্সীরকারগণ এই বাক্যের বিভিন্নরূপ মর্ম্ম পরিগ্রহণ করিয়াছেন। অধিকাংশের মতে উহার অর্থ "কেয়ামত" বা পুনরুত্থান ও প্রতিফল-দিবস (৫—৬৭)। আবার কেহ কেহ উহার মর্ম্মার্থে পবিত্র কোরান, হজরত রসুলোল্লার নবুয়ত এবং অবিশ্বাসীদিগের পতন ও পরাজয়ের ভবিষ্যদ্বাণী (মঃ আঃ ৩৮—৬৭) বলিয়াও অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। অবিশ্বাসীরা ঐ সমস্ত বিষয়েই সন্দেহ প্রকাশ ও উপহাস-বিদ্রূপ করিয়া পরস্পর আলোচনা ও জিজ্ঞাসাবাদ করিত। তঃ কবির, বয়জবী ও হক্কানী দ্রষ্টব্য।

৫। তৎপর নিশ্চয় তাহারা অচিরেই অবগত হইবে। ৬। তবে কি আমি ভূতলকে শয্যা করি নাই; ৭।—এবং পর্ব্বতসমূহকে কীলক-স্বরূপ? ৮। এবং আমি তোমাদিগকে যুগল-রূপে সৃষ্টি করিয়াছি; ৯। এবং আমি তোমাদের নিদ্রাকে বিশ্রাম করিয়া দিয়াছি; ১০। এবং আমি রজনীকে আবরণ করিয়াছি; ১১। এবং দিবসকে জীবিকা অনুসন্ধানের উপযোগী করিয়াছি। ১২। এবং আমি তোমাদের উপরে সুদৃঢ় সপ্ত-আকাশ নির্ম্মাণ করিয়াছি;

٥- ثُمَّ كَلَّا سَيَعْلَمُوْنَ ۝ ٦ اَلَمْ
نَجْعَلِ الْاَرْضَ مِهٰدًا ۝
٧- وَّالْجِبَالَ اَوْتَادًا ۝ ٨- وَّخَلَقْنٰكُمْ
اَزْوَاجًا ۝ ٩- وَّجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ
سُبَاتًا ۝ ١٠- وَّجَعَلْنَا الَّيْلَ لِبَاسًا ۝
١١- وَّجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا ۝
١٢- وَّبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا ۝

অবিশ্বাসীরা তাহাদের ইহলৌকিক অধঃপতন ও পরাজয় এবং পারলৌকিক লাঞ্ছনা ও শাস্তিভোগ সম্বন্ধে যে অবিশ্বাস ও সন্দেহ পোষণ করিত এবং হজরত রসুলোল্লাহ তাহাদের পতন ও দুর্গতির দিন শীঘ্রই সমাগত হইতেছে বলিয়া যে ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলেন, তাহা অসম্ভব মনে করিয়া তাহারা পরস্পর যে সকল আলোচনা ও জিজ্ঞাসাবাদ করিত, তাহার উত্তরে সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্বশক্তিমান আল্লাহতা'লা বলিয়া দিতেছেন যে, তাহারা পরস্পর কোন্ বিষয় সম্বন্ধে আলোচনা ও জিজ্ঞাসাবাদ করিতেছে? তাহারা যে গুরুতর বিষয়ের ভবিষ্যদ্বাণী সম্পর্কে অবিশ্বাস ও মতবিরোধ করিয়া থাকে, তাহারা কি সেই ঘটনা সংঘটন দিবসের মহা সংবাদ সম্বন্ধেই জিজ্ঞাসাবাদ করিতেছে? কিন্তু তাহাদের পক্ষে ঐরূপ আলোচনা করা সম্পূর্ণ অনুচিত এবং তাহাদের পক্ষে উহা জানা অথবা উহার উত্তর দেওয়া কখনই সম্ভবপর নহে। কারণ ঐ দিন কবে সমাগত হইবে এবং ঐ ঘটনা কবে সংঘটিত হইবে, তাহা আমি ভিন্ন আর কেহই জানে না। সুতরাং আমি সুনিশ্চিতভাবে বলিয়া দিতেছি যে, তাহারা শীঘ্রই উহা জানিতে পারিবে এবং আমি আবার বলিয়া দিতেছি যে, তাহারা অচিরেই উহার সত্যতা অবগত হইবে। অর্থাৎ তাহাদের পতন ও পরাজয় এবং তাহাদের দুর্গতি ও শাস্তি ভোগের দিন শীঘ্রই সমাগত হইবে।

৬—১১। উপরোক্ত ঘটনার সত্যতা ও সম্ভাবনা এবং সর্ব্বশক্তিমান সৃষ্টিকর্ত্তার শক্তি ও মহিমা যাহারা অবিশ্বাস করে, তাহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া আল্লাহতা'লা বলিতেছেন :—হে অবিশ্বাসী দল, এই বিশ্বজগৎ কে সৃষ্টি করিয়াছেন? আমিই কি এই পৃথিবীকে জীবের আবাসস্থল শয্যারূপে সৃষ্টি করি নাই এবং আমিই কি তদুপরি কীলক স্বরূপ পর্ব্বতমালা সংস্থাপন করি নাই? আমিই কি মানবকে যুগল-রূপে সৃষ্টি করিয়া তাহাদের জন্য রজনীকে আবরণ, নিদ্রাকে বিশ্রাম এবং দিবসকে জীবিকা অর্জ্জনের উপযোগী করিয়া সৃষ্টি করি নাই? আমার এই অলৌকিক সৃষ্টি-মহিমা অবলোকন করিয়াও কি তাহাদের জ্ঞানচক্ষু উন্মিলিত হইবে না?

১২—১৬। **সাবায়ান-শেদাদ**—"সুদৃঢ় সপ্ত।" এই সুদৃঢ়-সপ্ত অর্থে অধিকাংশ তফ্সীরকারই "সপ্ত-আকাশ" পরিগ্রহণ করিয়াছেন। কোন কোন আধুনিক তফ্সীরকার বলেন যে, উহার অর্থ সপ্তগ্রহ; কিন্তু এই মত ভ্রমাত্মক এবং কোরান হাদিসের স্পষ্ট বর্ণনা ও বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্তের সম্পূর্ণ বিপরীত। কারণ আকাশ ও গ্রহ উপগ্রহ সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র বস্তু। কোরান ও হাদিসে স্পষ্ট ভাষায় সপ্ত আকাশ, নভোমণ্ডলের সপ্ত-স্তর ও সপ্ত শূন্য-তরঙ্গের বিষয় বর্ণিত হইয়াছে। উহার এক স্তর হইতে অন্য স্তরের দূরত্ব পাঁচ শত বর্ষ বা আলোক-বর্ষের পথ। চন্দ্র-সূর্য্য, গ্রহ-উপগ্রহ ও নক্ষত্রপুঞ্জ উহার প্রথম স্তরেই বিরাজ ও বিচরণ করিতেছে এবং উহাদের সঠিক সংখ্যা এখনও

১৩। এবং একটি প্রদীপ্ত প্রদীপ সৃষ্টি
করিয়াছি। ১৪। এবং আমি বর্ষণশীল
মেঘমালা হইতে মূষল ধারায় বারি-বর্ষণ
করি; ১৫।—যদ্দ্বারা আমি শস্য ও
উদ্ভিদ উদ্গত করিয়া থাকি; ১৬।—এবং
বৃক্ষরাজি বিজড়িত উদ্যান-সমূহ।
১৭। নিশ্চয় সেই মীমাংসা-দিবস
নির্দ্ধারিত রহিয়াছে। ১৮। সেদিন
শিঙ্গায় ফুৎকার করা হইবে, তৎপর
তোমরা দলে দলে সমাগত হইবে।
১৯। এবং আকাশ উদ্‌ঘাটিত করা
হইবে, তৎপর বহু-দ্বার হইয়া যাইবে।
২০। এবং পর্ব্বতমালা বিচলিত হইবে,

١٣- وَّجَعَلْنَا سِرَاجًا وَّهَّاجًا ۙ
١٤- وَّاَنْزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرٰتِ مَآءً
ثَجَّاجًا ۙ ١٥- لِّنُخْرِجَ بِهٖ حَبًّا
وَّنَبَاتًا ۙ ١٦- وَّجَنّٰتٍ اَلْفَافًا ۙ
١٧- اِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ كَانَ مِيْقَاتًا ۙ
١٨- يَّوْمَ يُنْفَخُ فِى الصُّوْرِ فَتَاْتُوْنَ
اَفْوَاجًا ۙ ١٩- وَّفُتِحَتِ السَّمَآءُ
فَكَانَتْ اَبْوَابًا ۙ ٢٠- وَّسُيِّرَتِ

নির্ণীত হয় নাই। পক্ষান্তরে মানবের সঙ্কীর্ণ দৃষ্টি ও অসম্পূর্ণ জ্ঞান এবং অনিশ্চিত ও আনুমানিক বৈজ্ঞানিক গবেষণা নভোমণ্ডলের প্রথম স্তরেই সীমাবদ্ধ রহিয়াছে।

আল্লাহতা'লা তাঁহার অলৌকিক শক্তি-মহিমার নিদর্শন সম্বন্ধে অবিশ্বাসীদিগকে লক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন ঃ—তোমরা কি লক্ষ্য করিতেছনা যে, আমি তোমাদের উপর স্তরে স্তরে "সুদৃঢ় সপ্ত" আকাশ নির্ম্মাণ করিয়াছি এবং এই পৃথিবীকে আলোকোদ্ভাসিত করিবার জন্য একটী প্রদীপ্ত প্রদীপ স্বরূপ অফুরন্ত জ্যোতির্ম্ময় সূর্য্যকে সৃষ্টি করিয়াছি? তোমরা কি ইহাও লক্ষ্য করিতেছ না যে, আমারই ইচ্ছা ও আদেশে বায়ু প্রবাহ দ্বারা পরিচালিত বর্ষণশীল মেঘমালা হইতে এই পৃথিবীর উপর বারি-বর্ষণ বা বৃষ্টিপাত হইয়া থাকে এবং তাহারই ফলে সমগ্র জীবের জন্য ধরণীর বুকে তৃণ শস্য সমুদ্গত এবং বৃক্ষরাজি, লতা-পাতা ও ফল-পুষ্প সমন্বিত উদ্যানসমূহ সৃষ্টি হয়? ইহা দেখিয়াও কি সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয় এবং পরলোক ও পুনরুত্থান সম্বন্ধে তোমরা আমার শক্তি-মহিমা উপলব্ধি করিতে পারিবে না?

১৭। অতএব তোমরা নিশ্চয় জানিও যে, আমার সৃষ্টির সমস্তই উদ্দেশ্যমূলক। এই সৃষ্টির শ্রেষ্ঠতম নিদর্শন স্বরূপ মানুষকে আমি কখনই নিরর্থকভাবে বৃথা সৃষ্টি করি নাই এবং নিশ্চয় মানুষকে মৃত্যুর পর পুনর্জ্জীবিত হইয়া পরলোকে তাহার কৃতকর্ম্মের হিসাব-নিকাশ প্রদান এবং উহার প্রতিদান বা প্রতিফল ভোগ করিতে হইবে এবং নিশ্চয়ই সেই বিচার মীমাংসার দিবস নির্দ্ধারিত রহিয়াছে।

১৮—২০। সেই দিন সমাগত হইলে যখন শিঙ্গায় ফুৎকার প্রদান করা হইবে, অর্থাৎ যখন স্বর্গীয় ভেরী নিনাদিত হইবে, তখন তোমরা স্ব স্ব কর্ম্মফল অনুসারে দলে দলে বিভক্ত হইয়া সমাধি-শয্যা হইতে উঠিয়া আসিবে এবং স্বতন্ত্রভাবে বিচারক্ষেত্রে দণ্ডায়মান হইবে। সেই স্বর্গীয় ভেরীর বিশ্ববিদারী ভীষণ নিনাদে পৃথিবী ত অতি তুচ্ছ, গগনমণ্ডল পর্য্যন্ত বিদীর্ণ হইয়া উহা বহু দ্বারবিশিষ্ট বলিয়া অনুমিত হইবে এবং পর্ব্বতসমূহ বিচলিত বা বিক্ষিপ্ত হইয়া বিচূর্ণিত ধূলিকণা অথবা মরু-মরীচিকার ন্যায় শূন্যে বিলীন হইয়া যাইবে। হে অবিশ্বাসীবৃন্দ, তোমরা সেই দিন অবশ্যই পারলৌকিক পুনরুত্থানের সত্যতা জানিতে পারিবে।

তৎপর উহা মরু-মরীচিকা হইয়া যাইবে। ২১। নিশ্চয় নরক প্রতীক্ষায় রহিয়াছে; ২২।—অবাধ্যদিগের প্রত্যাবর্ত্তনের জন্য। ২৩। তন্মধ্যে তাহারা যুগ-যুগান্ত অবস্থান করিবে। ২৪। তথায় তাহারা স্নিগ্ধতা অথবা পানীয় আস্বাদন করিবে না; ২৫।—উত্তপ্ত সলিল ও পূঁজ ব্যতীত। ২৬। সমুচিত প্রতিফল! ২৭। নিশ্চয় তাহারা হিসাব-নিকাশের প্রত্যাশা করিত না। ২৮। এবং তাহারা আমার নিদর্শন-সমূহে অসত্যভাবে অসত্যারোপ করিত।

الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا ۝ ٢١- إِنَّ
جَهَنَّمَ كَانَتْ مِرْصَادًا ۝ ٢٢- لِّلطَّاغِينَ
مَآبًا ۝ ٢٣- لَّابِثِينَ فِيهَا أَحْقَابًا ۝
٢٤- لَا يَذُوقُونَ فِيهَا بَرْدًا وَلَا شَرَابًا ۝
٢٥- إِلَّا حَمِيمًا وَغَسَّاقًا ۝ ٢٦- جَزَاءً
وِفَاقًا ۝ ٢٧- إِنَّهُمْ كَانُوا لَا يَرْجُونَ
حِسَابًا ۝ ٢٨- وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَّابًا ۝

২১—২২। আল্লাহতা'লা আরও বলিয়া দিতেছেন:—হে অবিশ্বাসিগণ, এই অবিশ্বাস ও ধর্ম্মদ্রোহিতার জন্য নরকানলে প্রবিষ্ট হওয়া ভিন্ন তোমাদের আর কোনই গত্যন্তর থাকিবে না এবং সেই ভয়ঙ্কর নরকানল তোমাদেরই জন্য প্রতীক্ষা করিতেছে।

২৩। **আহ্কাব**—হোক্ব বা হোক্বা শব্দের বহুবচন। 'হোক্ব' অর্থ নির্দ্ধারিত দীর্ঘকাল। বিভিন্ন বর্ণনায় হোক্বার পরিমাণ ৭০ বা ৮০ বৎসর হইতে ৭০ সহস্র বৎসর নির্দ্ধারিত হইয়াছে এবং ঐ পারলৌকিক বর্ষের প্রত্যেক দিবস পার্থিব সহস্র বৎসরের সমতুল্য বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। সুতরাং বহুবচনে উহার আভিধানিক অর্থ বহুকাল, সুদীর্ঘকাল, বহুযুগ অথবা যুগ-যুগান্ত। আয়তের দ্যোতনার প্রতি লক্ষ্য করিয়া প্রাচীন তফ্সীরকারগণ উহার অর্থ অনির্দ্দিষ্ট অনন্তকাল অথবা চিরকাল বলিয়াও অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন।—তঃ হক্কানী।

আয়তের মর্ম্ম এই যে, অবিশ্বাসী কাফেরদিগকে যুগ-যুগান্ত ধরিয়া অনির্দ্দিষ্ট অনন্তকাল পর্য্যন্ত অথবা চিরকাল নরক যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইবে। ইহাই সুন্নত-অল্-জামাতের পরিগৃহীত মত। কিন্তু কাদিয়ানী তফ্সীরকার মিঃ মোহাম্মদ আলি ও তাঁহার অন্ধ-অনুসরণকারীরা বলেন যে, "হোক্ব" বা 'আহ্কাবে'র পরিমাণ যতই দীর্ঘ হউক না কেন, উহার সুনির্দ্দিষ্ট পরিমাণ বা পরিসমাপ্তি অবশ্যই নির্দ্ধারিত রহিয়াছে এবং উহা কখনই অনির্দ্দিষ্ট অনন্তকাল অথবা চিরকাল হইতে পারে না। সুতরাং ইহাদের ব্যাখ্যা অনুসারে অবিশ্বাসী কাফেরেরাও এক দিন নরকের শাস্তি হইতে মুক্তি ও পরিত্রাণ লাভ করিবে। তবে এই মুক্তিলাভের পর অবিশ্বাসীরা কোথায় অবস্থান করিবে—তাহাদের পার্থিব জীবনের বন্ধুরা তাহাদিগকে বেহেশ্তে লইয়া যাইতে চেষ্টা করিবেন, না মুক্তিপ্রাপ্ত অবিশ্বাসী সুহৃদদের সহিত সম্মিলিত হইয়া তাহারাও বৈকুণ্ঠে গমন করিবেন, দুঃখের বিষয় অবিশ্বাসী অংশীবাদীদের পরম-হিতৈষী নব্য কোরান-ব্যাখ্যাতারা সেকথা স্পষ্ট করিয়া বলিতে সাহস করেন নাই! তবে পবিত্র কোরান হাদিসের সুদৃঢ় ও সুস্পষ্ট অভিমত এই যে, অবিশ্বাসী ও অংশীবাদী ধর্ম্মদ্রোহীরা কখনও স্বর্গোদ্যান বা বেহেশ্তে গমন করিতে পারিবে না এবং তাহাদিগকে অনন্তকাল নরকের শাস্তি ও লাঞ্ছনা ভোগ করিতে হইবে। পক্ষান্তরে যে সকল বিশ্বাসী মোসলমান স্বীয় অপরাধের জন্য নরকে গমন করিবে, তাহারা নির্দ্দিষ্ট সময় অন্তে মুক্তি লাভ করিয়া স্বর্গোদ্যানে প্রবেশের অধিকারী হইবে।—কোঃ ১১শ সুরার ১০৭ আয়তের তফ্সীর ও বিস্তৃত আলোচনা দ্রষ্টব্য।

২৪—২৮। অবিশ্বাসীরা নরকের উত্তপ্ত সলিল ও জঘন্য রক্ত-পূঁজ ব্যতীত আর কোনই তৃপ্তিকর খাদ্য অথবা স্নিগ্ধ পানীয় পাইবে না। পারলৌকিক বিচার-মীমাংসা দিবস অবিশ্বাস

২৯। এবং আমি উহার প্রত্যেক বিষয় লিখিতভাবে গণনা করিয়া রাখিয়াছি।

۲۹- وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَٰهُ كِتَٰبًا ۝

৩০। অতএব আস্বাদন কর—ফলতঃ শাস্তি ব্যতীত তোমাদের জন্য বৃদ্ধি করিব না।

۳۰- فَذُوقُوا فَلَن نَّزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا ۝

২য় রুকু—পরলোকে পুণ্যবানগণের অনুপম প্রতিদান

৩১। নিশ্চয় ধর্ম্মভীরুগণের জন্যই সফলতা! ৩২।—পরিবেষ্টিত উদ্যানসমূহ ও আঙ্গুরপুঞ্জ; ৩৩। এবং সমবয়স্কা নব-যুবতীবৃন্দ; ৩৪। এবং পরিপূর্ণ পানপাত্র সমূহ। ৩৫। তাহারা তন্মধ্যে অবান্তর অথবা অসত্য শ্রবণ করিবে না।

۳۱- إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَازًا ۝

۳۲- حَدَائِقَ وَأَعْنَابًا ۝ ۳۳- وَكَوَاعِبَ أَتْرَابًا ۝

۳۴- وَكَأْسًا دِهَاقًا ۝

۳۵- لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلَا كِذَّابًا ۝

এবং আল্লার নিদর্শনসমূহে সন্দেহ ও অসত্যারোপ করার জন্যই তাহাদিগকে এই সমুচিত প্রতিফল ও চরম শাস্তি ভোগ করিতে হইবে। পবিত্র কোরানে বিভিন্ন অপরাধের জন্য বিভিন্নরূপ শাস্তির বিষয় বর্ণিত হইয়াছে। অপরাধের প্রকৃতি ও গুরুত্ব অনুসারেই শাস্তির তারতম্য, হ্রাস-বৃদ্ধি ও প্রকারভেদ করা হইবে।

২৯—৩০। এই দুইটি আয়তেও নরকের শাস্তির প্রকৃতি ও প্রকারভেদ বর্ণিত হইয়াছে। আল্লাহতা'লা বলিতেছেন যে, প্রত্যেকের বিশ্বাস, অবিশ্বাস ও সদসৎ কৃতকার্য্য আমার নিকট লিখিতভাবে সুরক্ষিত রহিয়াছে। অপরাধের প্রকৃতি অনুসারেই শাস্তির তারতম্য করা হইবে এবং নরকের সেই শাস্তি বর্দ্ধিত ভিন্ন কখনই হ্রাসপ্রাপ্ত হইবে না।

৩১—৩৬। এই কয়েকটি আয়তে করুণাময় আল্লাহতা'লা তাঁহার অনন্ত অনুগ্রহের নিদর্শন স্বরূপ স্বর্গীয় সুখ-সম্পদের বিষয় বর্ণনা করিয়াছেন। আল্লাহতা'লা বলিতেছেন:—বিশ্বাসী ধার্ম্মিক ও সৎকর্ম্মশীল পুণ্যবান ব্যক্তিগণের পারলৌকিক জীবনের সর্ব্বপ্রথম সফলতা এই যে, তাহারা সুরসাল সুস্বাদু স্বর্গীয় আঙ্গুরগুচ্ছ এবং অন্যান্য সুমধুর ও সুগন্ধী ফলপুষ্প পরিপূর্ণ সুন্দর ও মনোহর সুশোভন স্বর্গোদ্যানে অবস্থান করিবে এবং তাহারা তথায় নিজেদের পুণ্যশীলা পত্নীগণ সহ নব-যৌবন ও নূতন সৌন্দর্য্যে বিভূষিত হইয়া স্বর্গের সমস্ত আনন্দ, সুখ, শান্তি ও তৃপ্তি উপভোগ করিবে। তাহাদের সমবয়স্কা স্বর্গের পরমা সুন্দরী হুরবালাগণ তাহাদের সঙ্গিনী ও সেবিকারূপে তাহাদিগকে অতুল আনন্দ দান করিবে। যাহারা বিপত্নীক অবস্থায় বেহেশ্‌তে গমন করিবে, তাহারা ঐ সকল পরমা রূপসীকে স্বীয় মনোরমা পত্নীরূপে প্রাপ্ত হইবে। তথায় অনাবিল আনন্দোল্লাস, সুখ-শান্তি ও ভোগ-বিলাস ব্যতীত অশান্তি ও নিরানন্দের কোনই অস্তিত্ব থাকিবে না।

পবিত্র ইস্‌লামের আকিদা অনুসারে স্বর্গের সুখ-সম্পদ দুই প্রকার—দৈহিক ও আত্মিক। দৈহিক সুখ-সম্পদের মধ্যে স্বর্গোদ্যানের মনোহর বাসস্থান ও মনোরম সাজ সজ্জা, অনন্ত যৌবন ও সৌন্দর্য্য প্রাপ্তি, চিরযৌবনা সমবয়স্কা পরমাসুন্দরী পত্নী লাভ এবং স্বর্গের সুস্বাদু ও পরম পরিতৃপ্তিকর খাদ্যদ্রব্য এবং অতুল আনন্দদায়িনী শারাবান-তহুরা বা সুপবিত্র সুরা প্রভৃতি সমধিক উল্লেখযোগ্য। আধ্যাত্মিক আনন্দের মধ্যে আল্লাহতা'লার অনুপম প্রেম-প্রীতি এবং তাঁহার সান্নিধ্য ও সন্দর্শন লাভই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। তওরাত, জবুর এবং ইঞ্জিলের অসম্পূর্ণ বর্ণনাতেও এই সকল স্বর্গীয় সুখ-সম্পদেরই আভাস রহিয়াছে। যথা, হজরত ঈসা (আঃ) বলিয়াছেন:—"আর আমি

৩৬। ইহাই তোমার প্রতিপালকের পরিগণিত অনুগ্রহের প্রতিদান। ৩৭। নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডল এবং তদুভয়ের অন্তর্গত বিষয়সমূহের করুণাময় প্রতিপালক—কেহই তাঁহাকে সম্বোধন করিতে সক্ষম হইবে না। ৩৮। সেদিন আত্মা ও ফেরেশ্‌তাগণ শ্রেণীবদ্ধ-ভাবে দণ্ডায়মান হইবে; তখন করুণাময় যাহাকে অনুমতি-দান করিবেন এবং যে সুসঙ্গত কথা বলিবে—তদ্ব্যতীত কেহই বাক্যস্ফুরণ করিতে পারিবে না।

٣٦- جَزَآءً مِّنْ رَّبِّكَ عَطَآءً حِسَابًا ۙ
٣٧- رَّبِّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا
بَيْنَهُمَا الرَّحْمٰنِ لَا يَمْلِكُوْنَ مِنْهُ
خِطَابًا ۚ ٣٨- يَوْمَ يَقُوْمُ الرُّوْحُ
وَالْمَلٰٓئِكَةُ صَفًّا ۖ ۗ لَا يَتَكَلَّمُوْنَ اِلَّا
مَنْ اَذِنَ لَهُ الرَّحْمٰنُ وَقَالَ صَوَابًا ○

তোমাদিগকে কহিতেছি, এখন অবধি আমি এই দ্রাক্ষা ফলের রস (সুরা) আর কখনও পান করিব না—সেই দিন পর্য্যন্ত—যখন আমি আপন পিতার রাজ্যে তোমাদের সঙ্গে ইহা নূতন পান করিব।"—মথি, ২৬—২৯ পদ।

"আমার পিতা যেমন আমার জন্য নিরূপণ করিয়াছেন, আমি তেমনি তোমাদের জন্য এক রাজ্য নিরূপণ করিয়াছি—যেন তোমরা আমার রাজ্যে আমার মেজে পান ভোজন কর।"—লূক, ২২—২৯, ৩০ পদ।

"তথায় মেষশাবকের বিবাহ উপস্থিত হইবে এবং তাহার ভার্য্যা আপনাকে প্রস্তুত করিবে।" প্রকাশিত বাক্য ১৯—৭ পদ।

এতদ্ভিন্ন নূতন ও পুরাতন বাইবেলের স্বর্গ-বর্ণনায় "স্বর্গের সমুচ্চ প্রাচীর", "দ্বাদশ পুর-দ্বার", "অনন্ত জীবন", "জীবন জলের নদী" এবং "জীবন বৃক্ষের" প্রসঙ্গও উল্লিখিত হইয়াছে। যাহারা আধুনিক ইউরোপের জড়বাদী খ্রীষ্টীয় সভ্যতার প্রভাবে ইহলোকে অপবিত্র সুরা ও সুন্দরী-সর্ব্বস্ব হইয়াও পারলৌকিক স্বর্গোদ্যানের পবিত্র সুরা ও সুপবিত্রা সুর-সুন্দরীদের নাম শুনিয়া অবিশ্বাসে অভিভূত হইয়া পড়েন, আশা করি, খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মশাস্ত্রের উক্তি শুনিয়া তাহাদের ভ্রান্তি-মোহ বিদূরিত ও জ্ঞানচক্ষু উন্মিলিত হইবে।

৩৭—৩৮। এই দুইটি আয়তে বলা হইয়াছে যে, সর্ব্বশক্তিমান আল্লাহতা'লাই সমগ্র বিশ্ব-জগৎ এবং তদন্তর্গত যাবতীয় জীবজন্তু ও অন্যান্য সমস্ত বিষয়ের সৃষ্টিকর্ত্তা, রক্ষাকর্ত্তা ও প্রতি-পালক। তিনি পরম করুণাময়; তাঁহার দান ও দয়া অফুরন্ত; কিন্তু তাহা সত্ত্বেও সেই মহাবিচার দিবসে—যেদিন সমস্ত জীবাত্মা ও ফেরেশ্‌তাগণ তাঁহার সমক্ষে শ্রেণীবদ্ধভাবে দণ্ডায়মান হইবে, সেদিন তাঁহার বিশেষ অনুগ্রহ অথবা অনুমতি ব্যতীত কেহই তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কোন কথা বলিতে কিম্বা নিজের অথবা অপরের জন্য অনুরোধ করিতে সাহসী বা সমর্থ হইবে না। কেবলমাত্র তাঁহার বিশেষ অনুগৃহীত ও অনুমতি-প্রাপ্ত ফেরেশ্‌তা এবং রসুলগণই অপরের জন্য অনুরোধ করিবার অধিকারী হইবেন।

করুণাময় আল্লাহতা'লার অফুরন্ত দান, দয়া এবং তাঁহার কঠোর শাস্তি সম্বন্ধে উপরোক্ত আয়তসমূহে যাহা উক্ত হইয়াছে, তদ্বিষয়ে পবিত্র হাদিস শরীফে একটী সুন্দর উক্তি পরিদৃষ্ট হয়, যথা, হজরত রসুলোল্লাহ বলিয়াছেন,—"আল্লাহতা'লা মানবকে যে সমস্ত কঠোর শাস্তি প্রদান করিবেন, যদি কোন বিশ্বাসী তাহা অবগত হইত, তবে তাহার অন্তর হইতে স্বর্গোদ্যানের আশা একেবারেই বিলুপ্ত হইয়া যাইত। পক্ষান্তরে করুণাময় আল্লাহতা'লা মানুষকে যে অনুপম ও

٣٩- ذٰلِكَ الْيَوْمُ الْحَقُّ ۚ
فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلٰى رَبِّهٖ مَاٰبًا ○
٤٠- إِنَّآ أَنْذَرْنٰكُمْ عَذَابًا قَرِيْبًا ۚ
يَوْمَ يَنْظُرُ الْمَرْءُ مَا قَدَّمَتْ يَدٰهُ
وَيَقُوْلُ الْكٰفِرُ يٰلَيْتَنِيْ كُنْتُ تُرٰبًا ○

৩৯। এই দিন সত্য; অতএব যাহার
ইচ্ছা সে তদীয় প্রতিপালকের আশ্রয়
গ্রহণ করুক। ৪০। নিশ্চয় আমি
তোমাদিগকে সন্নিকটবর্ত্তী শাস্তি হইতে ভয়-প্রদর্শন করিয়াছি; সেদিন প্রত্যেক ব্যক্তি তাহার হস্তদ্বয় পূর্ব্বে যাহা প্রেরণ করিয়াছে তাহা প্রত্যক্ষ করিবে এবং অবিশ্বাসী বলিবে—হায়, যদি আমি মৃত্তিকা হইয়া যাইতাম!

অফুরন্ত অনুগ্রহ বিতরণ করিবেন, যদি কোন অবিশ্বাসী তাহা জানিত, তবে সে কখনও নিরাশ হইত না।"—সহি বোখারী ও মোসলেম।

৩৯—৪০। অবশেষে আল্লাহতা'লা সমগ্র মানব জাতিকে সতর্ক করিয়া দিয়া বলিতেছেন যে, ঐ বিচার-দিবস সত্য এবং উহা যথাসময় অবশ্যই সমাগত হইবে। অতএব যাহার ইচ্ছা সে উহাতে বিশ্বাস স্থাপন করিয়া তাহার করুণাময় প্রভুর নিকট আশ্রয় গ্রহণ করুক। সেদিন আল্লাহতা'লা মানুষকে বলিবেন যে, নিশ্চয় আমি এই কঠিন দিবসের শাস্তি সম্বন্ধে তোমাদিগকে পূর্ব্বেই সতর্ক করিয়া দিয়াছিলাম। সেদিন প্রত্যেক মানুষ তাহার সদসৎ কৃতকর্ম্ম প্রত্যক্ষ অবলোকন করিতে পারিবে এবং প্রত্যেকেই উহার প্রতিদান বা প্রতিফল ভোগ করিবে। সেদিন পরলোক ও পুনরুত্থান সম্বন্ধে অবিশ্বাসীরা অনুতাপ করিয়া বলিবে,—হায়! আমাদের আজ কি দুর্ভাগ্য! কেন আমরা এই দিন সম্বন্ধে বিশ্বাস স্থাপন করিনাই! যদি আমরা পৃথিবীতে সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ মানবরূপে জন্মগ্রহণ না করিয়া নিকৃষ্ট জীবজন্তু রূপে জন্মগ্রহণ করিতাম এবং এই শাস্তি ভোগের পরিবর্ত্তে যদি আজ আমরা তাহাদের ন্যায় মাটী হইয়া যাইতাম, সেও আমাদের পক্ষে ভাল ছিল।

হজরত এব্‌ন-আব্বাস হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, পারলৌকিক পুনরুত্থান দিবসে পশু-পক্ষীরাও পুনর্জ্জীবিত হইবে; কিন্তু তাহাদের বিচার-মীমাংসা ও প্রতিশোধ গ্রহণের পর তাহাদের অস্তিত্ব বিলুপ্ত হইয়া তাহারা মৃত্তিকা হইয়া যাইবে। তাহাদের ঐ পরিণতি অবলোকন করিয়াই অবিশ্বাসী কাফেরগণ উপরোক্তরূপে আফসোস ও অনুতাপ করিবে।—তঃ এব্‌ন জরীর।

———

মক্কায় অবতীর্ণ	৭৮। সুরা নাজেয়াত—النزعت	৪৬ আয়ত

১ম রুকু—মহাপ্রলয় ও পুনরুত্থানের মহাসংবাদ

সর্ব্ব প্রদাতা করুণাময় আল্লার নামে

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

১। প্রাণপণে আকর্ষণকারিগণের সাক্ষ্য; ২। সহর্ষে প্রস্থানকারিগণের সাক্ষ্য; ৩। সন্তরণে সন্তরণকারীদিগের সাক্ষ্য; ৪। অনন্তর অগ্রগমনে অগ্রগামী-দিগের; ৫। তৎপর কার্য্য-নিয়ন্ত্রণ-

١- وَالنّٰزِعٰتِ غَرْقًا ۙ ٢- وَّالنّٰشِطٰتِ نَشْطًا ۙ ٣- وَّالسّٰبِحٰتِ سَبْحًا ۙ ٤- فَالسّٰبِقٰتِ سَبْقًا ۙ ٥- فَالْمُدَبِّرٰتِ

নাজেয়াত—'নাজা' হইতে নিষ্পন্ন "নাজি" শব্দের বহুবচন। উহার আভিধানিক অর্থ আকর্ষণকারী এবং মর্ম্মার্থ ধর্ম্মযোদ্ধা। "নাজেয়াত" শব্দযোগে আরম্ভ করা হেতু ইহার অনুরূপ নামকরণ করা হইয়াছে।

শানে-নজুল—হজরত এব্‌ন-আব্বাস ও এব্‌ন-জোবায়ের হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, এই সুরা নিঃসন্দেহে মক্কা শরিফে অবতীর্ণ হইয়াছিল এবং ইহা প্রাথমিক প্রত্যাদেশের অন্যতম। এই সুরায় পরলোক, পুনরুত্থান এবং অবিশ্বাসীদিগের পতন ও পরাজয়ের সুনিশ্চয়তা, পাঁচটি বিভিন্ন বিষয়ের শপথ বা সাক্ষ্য-সহযোগে বর্ণিত হইয়াছে। এই সুরা দুই রুকুতে বিভক্ত এবং ৪৬ আয়তে গ্রথিত হইয়াছে।

১—৫। "নাজেয়াত" শব্দের আভিধানিক অর্থ আকর্ষণকারিগণ এবং মর্ম্মার্থ ধর্ম্মযোদ্ধা; "গরকান্" শব্দের অর্থ নিমগ্ন এবং মর্ম্মার্থ প্রাণপণ প্রয়াস অথবা পূর্ণশক্তি প্রয়োগ। "নাশেয়াত" "নাশ্‌তুন" ধাতু হইতে নিষ্পন্ন—উহার অর্থ প্রস্থান করা বা বহির্গত হওয়া। "সাহেবান" "সহিবন" ধাতু হইতে নিষ্পন্ন—অর্থ সন্তরণ, সঞ্চরণ অথবা দ্রুতবেগে উল্লম্ফন—মর্ম্মার্থ যুদ্ধাশ্ব। "সাবেকাত" অর্থ অগ্রগামী এবং "মোদাব্বেরাত" অর্থ সুসম্পন্নকারী অথবা নিয়ন্ত্রণকারী।

সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্বশক্তিমান আল্লাহতা'লা এই পাঁচটি আয়তে পাঁচটি বিষয়ের শপথ বা সাক্ষ্য উল্লেখ করিয়া পরলোক ও পুনরুত্থানের সুনিশ্চয়তা বর্ণনা করিতেছেন। তফ্‌সীরকারগণ এই পাঁচটি আয়তের বিভিন্নরূপ মর্ম্ম পরিগ্রহণ করিয়াছেন। তন্মধ্যে প্রথম মর্ম্ম এই যে, আল্লাহতা'লা বলিতেছেন :— ধর্ম্মযোদ্ধাগণ যেরূপ প্রাণপণে অথবা পূর্ণ-শক্তিতে ধনুর্গুণ আকর্ষণ করিয়া অবিশ্বাসী শত্রুদিগের প্রতি শর নিক্ষেপ করে, কিংবা তাহারা যেরূপে সহর্ষে সমরক্ষেত্রে প্রধাবিত হয় এবং তাহাদের তেজস্বী যুদ্ধাশ্ব সকল এরূপ দ্রুতবেগে রণক্ষেত্রে পরিভ্রমণ করে—যেন উহারা সন্তরণ করিয়া বেড়াইতেছে বলিয়া প্রতীয়মান হয় এবং পরাক্রান্ত ধর্ম্মযোদ্ধাগণ রণরঙ্গে মত্ত হইয়া যেরূপ ভাবে একে অপরকে অতিক্রম করিয়া অগ্রগামী হইবার চেষ্টা করে এবং তাহাদের পরিচালক ও সেনানায়কগণ যেরূপভাবে সমরক্ষেত্রের সমস্ত বিষয় নিয়ন্ত্রণ, পরিচালন ও সুসম্পন্ন করিয়া থাকে, তাহা তোমরা অবশ্যই অবলোকন করিয়াছ। আমি ঐ সমস্ত বিষয়ের সত্যতার শপথ করিয়া অথবা ঐ সকল ঘটনা সংঘটিত হইবার সুনিশ্চয়তাকে সাক্ষী রাখিয়া বলিতেছি যে, পরলোক সত্য এবং মানবের পুনরুত্থান ও প্রতিফল-দিবস অবশ্যই সমাগত হইবে।

أَمْرًا ۝ ٦- يَوْمَ تَرْجُفُ الرَّاجِفَةُ ۝
٧- تَتْبَعُهَا الرَّادِفَةُ ۝ ٨- قُلُوبٌ
يَوْمَئِذٍ وَّاجِفَةٌ ۝ ٩- أَبْصَارُهَا
خَاشِعَةٌ ۝ ١٠- يَقُولُونَ ءَإِنَّا لَمَرْدُو
دُونَ فِي الْحَافِرَةِ ۝ ١١- ءَإِذَا كُنَّا
عِظَامًا نَّخِرَةً ۝ ١٢- قَالُوا تِلْكَ
إِذًا كَرَّةٌ خَاسِرَةٌ ۝ ١٣- فَإِنَّمَا

কারীদিগের। ৬। যেদিন কম্পমান প্রকম্পিত হইবে ; ৭। পরবর্ত্তী উহার পশ্চাদানুসরণ করিবে ; ৮। সেদিন অন্তর-সমূহ স্পন্দিত হইবে ; ৯। তাহাদের নয়ন-সমূহ অবনত হইবে। ১০। তাহারা বলিতেছে—আমরা কি সত্যই পূর্ব্বাবস্থায় প্রত্যাবর্ত্তিত হইব?—১১। যখন আমরা বিগলিত অস্থিপুঞ্জ হইয়া যাইব? ১২। তাহারা বলে যে, ইহা ত অনিষ্টকর প্রত্যাবর্ত্তন। ১৩। অনন্তর

আলোচ্য পঞ্চ আয়তের সাধারণ ও সুপ্রচলিত অর্থ উপরে লিখিত হইল। আধ্যাত্মিক, দার্শনিক, বৈজ্ঞানিক ও জ্যোতির্ব্বিদ পণ্ডিতগণ উক্ত পাঁচটি আয়তের আরও বিভিন্নরূপ মর্ম্মার্থ পরিগ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু ঐ সকল মর্ম্ম সাধারণের পক্ষে সহজ-বোধগম্য নহে বলিয়া তাহা উল্লেখ করিতে বিরত হইলাম।

৬—৯। এই চারিটি আয়তে পারলৌকিক পুনরুত্থানের বিষয় বর্ণিত হইয়াছে। আল্লাহতা'লা এই সূরার প্রথম পাঁচ আয়তে পাঁচটি শ্রেণীর শপথ করিয়া বলিতেছেন যে, যখন সেই মহাপ্রলয় ও পুনরুত্থানের দিবস সমাগত হইবে, সেদিন ইসরাফিলের শিঙ্গার ফুৎকারে এবং উহার বিশ্ব-বিদারী ভীষণ নিনাদে সমগ্র বিশ্বজগত কাঁপিয়া উঠিবে। সেদিন আকাশ ও পৃথিবী ধ্বংস হইয়া জীবজগৎ ও জড়জগতের সমস্তই বিলীন হইয়া যাইবে। অনন্তর ইসরাফিলের শিঙ্গার দ্বিতীয় ফুৎকারে পরলোকের প্রকাশ এবং জীবজগতের পুনরুত্থান আরম্ভ হইবে। ইহাই হইতেছে "পশ্চাদ্গামিগণের পশ্চাদ্গমন" করার মর্ম্মার্থ অর্থাৎ সেদিন একে অপরের পশ্চাতে পর পর সকলেই উঠিয়া আসিবে। কিন্তু সেই সঙ্কটময় দিনে নিজ নিজ পরিণাম চিন্তা করিয়া সকলের হৃদয়ই ভয়ে বিকম্পিত হইবে এবং সকলের চক্ষুই নত হইয়া পড়িবে। কেহই সাহস করিয়া আল্লাহ-তা'লার অনন্ত মহিমা অবলোকন করিতে সাহসী হইবে না।

অধিকাংশ তফ্সীরকারের মতে উপরোক্ত চারিটি আয়ত পরলোক ও পুনরুত্থান সম্বন্ধেই বর্ণিত হইয়াছে। কিন্তু আবু-মোসলেম ইস্পাহানী এবং কোন কোন আধুনিক তফ্সীরকার বলেন যে, ইহা অবিশ্বাসী কোরেশদিগের সহিত বিশ্বাসী মোসলমানদিগের আসন্ন ধর্ম্মযুদ্ধের ভবিষ্যদ্বাণী। অর্থাৎ আল্লাহতা'লা বলিতেছেন যে, হে অবিশ্বাসিগণ, যেদিন জেহাদের ডঙ্কা বাজিয়া উঠিবে এবং সেই যুদ্ধে একদল অন্য দলের অনুসরণ করিবে, সেদিন অবিশ্বাসীদের অন্তর আতঙ্কে স্পন্দিত হইতে থাকিবে এবং অবশ্যম্ভাবী পতন ও পরাজয়ের চিন্তায় তাহাদের চক্ষু নত হইয়া পড়িবে। আলোচ্য আয়ত চতুষ্টয়ের শাব্দিক অর্থের সহিত এই ব্যাখ্যার বিশেষ সামঞ্জস্য থাকিলেও ইহা অভিজ্ঞ তফ্সীরকারগণ কর্ত্তৃক পরিগৃহীত হয় নাই।

১০—১৪। হজরত রসূলোল্লাহ মক্কার অবিশ্বাসীদিগকে পরলোক, পুনরুত্থান ও মহাবিচার সম্বন্ধে ভীতি প্রদর্শন করায় তাহারা অবজ্ঞাভরে বিদ্রূপ করিয়া বলিত যে, আমাদের রক্ত, মাংস ও অস্থিপুঞ্জ বিগলিত ও নিশ্চিহ্ন হইয়া যাওয়ার পর সত্য সত্যই কি আমরা আবার পুনর্জ্জীবিত হইব? ইহা কি কখনও সম্ভবপর হইবে? কিন্তু সত্যই যদি আমাদিগকে পুনর্জ্জীবিত হইতে

উহা এক তিরস্কার-ধ্বনি ব্যতীত নহে। ১৪। তৎপর অকস্মাৎ তাহারা সমতল প্রান্তরে উপনীত হইবে। ১৫। তোমার নিকট মুসার বৃত্তান্ত আসিয়াছে কি? ১৬। যখন তাহার প্রতিপালক তাহাকে পবিত্র 'তোওয়া' প্রান্তরে আহ্বান করিয়া বলিয়াছিলেন;—১৭। তুমি ফেরাউনের দিকে গমন কর; নিশ্চয় সে বিরুদ্ধাচারী হইয়াছে; ১৮। তৎপর বল—তুমি কি বিশুদ্ধ হইতে চাও? ১৯। এবং আমি তোমাকে তোমার প্রতিপালকের দিকে পথ-প্রদর্শন করিব—যাহাতে তুমি শঙ্কিত

هِيَ زَجْرَةٌ وَّاحِدَةٌ ۝ ১৪- فَاِذَا هُمْ
بِالسَّاهِرَةِ ۝ ১৫- هَلْ اَتٰىكَ
حَدِيْثُ مُوْسٰى ۝ ১৬- اِذْ نَادٰىهُ
رَبُّهٗ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى ۝
১৭- اِذْهَبْ اِلٰى فِرْعَوْنَ اِنَّهٗ طَغٰى ۝
১৮- فَقُلْ هَلْ لَّكَ اِلٰٓى اَنْ تَزَكّٰى ۝
১৯- وَاَهْدِيَكَ اِلٰى رَبِّكَ فَتَخْشٰى ۝

হয়, তবে ত আমাদিগকে বড়ই ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হইবে! আল্লাহতা'লা অবিশ্বাসীদিগের এই সকল অবিশ্বাস ও উপহাস-বিদ্রূপের উত্তরে বলিতেছেন যে, উহা কি তোমরা অসম্ভব মনে করিতেছ? কিন্তু উহার জন্য আমার একটি "তিরস্কার-ধ্বনি" অর্থাৎ আদেশাত্মক শব্দ ভিন্ন আর কিছুই আবশ্যক হইবে না। আমার আদেশে ইসরাফিলের শিঙ্গা-ধ্বনির সঙ্গে সঙ্গেই তোমরা পুনর্জ্জীবিত হইয়া সেই সুনির্দ্দিষ্ট সমতল প্রান্তরে সমবেত হইবে।

সাহেরা—সমতল প্রান্তর। তফ্‌সীরকারগণ "সাহেরা" শব্দের বিভিন্নরূপ অর্থ ও মর্ম্ম পরিগ্রহণ করিয়াছেন। কেহ বলেন, 'সাহেরা' বয়তুল মোকাদ্দস অথবা শাম দেশের একটি প্রান্তরের নাম; আবার কেহ কেহ বলেন যে, সাহেরা জেরুজালেমের একটি পর্ব্বত; অনেকের মতে উহার অর্থ ভূতল অথবা সমতল প্রান্তর। একটি বিশিষ্ট মতে 'সাহেরা' ইহজগতের কোন নির্দ্দিষ্ট স্থান বা প্রান্তর নহে; উহা পারলৌকিক পুনরুত্থান-প্রান্তর বা বিচার-ক্ষেত্র।—তঃ কবির।

আলোচ্য আয়ত সমূহের শেষোক্ত দুইটি আয়তে বুঝা যায় যে ইসরাফিলের প্রথম শিঙ্গা ধ্বনিতে মহাপ্রলয় সংঘটিত হইবার পর পুনরুত্থানের জন্য একটি স্বতন্ত্র আদেশাত্মক ধ্বনি করা হইবে। তফ্‌সীরকার ও মোহাদ্দেসগণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন যে, মহাপ্রলয়ের প্রথম শিঙ্গা ধ্বনির চল্লিশ বৎসর পর পুনরুত্থানের জন্য দ্বিতীয় শিঙ্গাধ্বনি করা হইবে।—এব্‌ন-আব্বাস।

১৫—২১। হজরত রসুলোল্লাহ অবিশ্বাসী কোরেশদিগকে পরলোক, পুনরুত্থান ও মহা-বিচারের ভয় প্রদর্শন করিয়া সত্যধর্ম্মে আহ্বান করা সত্ত্বেও যখন তাহারা বিশ্বাস স্থাপন করিল না; বরং তাহারা ঐ সম্বন্ধে হজরত রসুলোল্লাকে নানারূপ উপহাস-বিদ্রূপ করিতে লাগিল, তখন হজরত রসুলোল্লাহ মনে মনে অত্যন্ত ক্ষুণ্ণ হইলেন। সর্ব্বজ্ঞ আল্লাহতা'লা তাঁহার প্রিয়তম রসুলের মর্ম্মানুভূতি অবগত হইয়া হজরত মুসা ও ফেরাউনের সম্বন্ধে কতিপয় আয়ত অবতারণ করিয়া তাঁহাকে সান্ত্বনা প্রদান পূর্ব্বক বলিয়া দিলেন যে, হে রসুল, অবিশ্বাসীদের অবিশ্বাস, অবাধ্যতা ও উপহাস-বিদ্রূপে তুমি কিছুমাত্র ক্ষুণ্ণ হইও না; বরং তুমি মুসা ও ফেরাউনের প্রসঙ্গ বর্ণনা করিয়া তাহাদিগকে সতর্ক করিয়া দাও। তাহাদিগকে বলিয়া দাও যে, ফেরাউন ও তাহার সম্প্রদায় ধন-জন ও ঐশ্বর্য্য-সম্পদে ইহাদের অপেক্ষা বহুগুণ শক্তিশালী ছিল। কিন্তু সে চরম অবাধ্যতাবশে নিজেকে ঐশী-শক্তির অধিকারী বলিয়া দাবী করিয়াছিল। আমি তাহাকে সদুপদেশ প্রদানের জন্য আমার মনোনীত নবী মুসাকে "তোওয়া" প্রান্তরে আহ্বান করিয়াছিলাম এবং তাহাকে ফেরাউন ও তাহার সম্প্রদায়ের নিকট প্রেরণ করিয়াছিলাম। মুসা ও তাহার

২০। অতঃপর সে তাহাকে বৃহত্তর নিদর্শন প্রদর্শন করিল। ২১। কিন্তু সে উহাতে অসত্যারোপ করিল এবং অবাধ্যাচারী হইয়া গেল। ২২। তৎপর সে পৃষ্ঠ-প্রদর্শন পূর্ব্বক চেষ্টায় প্রবৃত্ত হইল। ২৩। অনন্তর সে অনেককে একত্রিত করিল; তৎপর তাহাদিগকে আহ্বান করিল; ২৪। অতঃপর বলিল, আমিই তোমাদের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রতিপালক। ২৫। অনন্তর আল্লাহ তাহাকে পারলৌকিক ও ঐহিক শাস্তির জন্য ধৃত করিলেন। ২৬। নিশ্চয় যে শঙ্কিত হয়, তাহার জন্য ইহাতে অবশ্যই শিক্ষনীয় বিষয় রহিয়াছে।

٢٠- فَأَرٰىهُ الْاٰيَةَ الْكُبْرٰى ۝
٢١- فَكَذَّبَ وَعَصٰى ۝ ٢٢- ثُمَّ اَدْبَرَ
يَسْعٰى ۝ ٢٣- فَحَشَرَ فَنَادٰى ۝
٢٤- فَقَالَ اَنَا رَبُّكُمُ الْاَعْلٰى ۝
٢٥- فَاَخَذَهُ اللّٰهُ نَكَالَ الْاٰخِرَةِ
وَالْاُوْلٰى ۝ ٢٦- اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ
لَعِبْرَةً لِّمَنْ يَّخْشٰى ۝

২য় রুকু—পারলৌকিক মহা ঘটনার সুনিশ্চিত সত্যতা

২৭। তোমাদের সৃষ্টিই কঠিনতর অথবা আকাশের?—তিনিই উহা নির্ম্মাণ করিয়াছেন। ২৮। তিনিই উহার উচ্চতাকে উচ্চতর করিয়াছেন—তৎপর উহাকে সঠিক করিয়া দিয়াছেন।

٢٧- ءَاَنْتُمْ اَشَدُّ خَلْقًا اَمِ السَّمَآءُ ط
بَنٰهَا ۝ ٢٨- رَفَعَ سَمْكَهَا فَسَوّٰىهَا ۝

ভ্রাতা ফেরাউনের নিকট গিয়া তাহাকে সত্যধর্ম্ম ও সুপথ অবলম্বনের জন্য বহু সদুপদেশ প্রদান ও ভয় প্রদর্শন করিয়াছিল এবং তাহাকে আমার বহু অলৌকিক নিদর্শন প্রদর্শন করিয়াছিল; কিন্তু দুর্ম্মতি ফেরাউন ইহাদেরই ন্যায় আমার প্রেরিত নবী মুসা ও আমার নিদর্শন সমূহের প্রতি অসত্যারোপ করিল এবং আরও অধিকতর ধর্ম্মদ্রোহী ও বিরুদ্ধাচারী হইয়া গেল।

২২—২৬। ধর্ম্মদ্রোহী ফেরাউন আমার নিদর্শন সমূহে শুধু অসত্যারোপ করিয়াই ক্ষান্ত হয় নাই; বরং সে তাহার রাজ্যের প্রসিদ্ধ যাদুকরদিগকে একত্রিত করিয়া আমার নিদর্শনাবলীকে অসত্য যাদুক্রিয়া বলিয়া প্রতিপন্ন করিবার জন্য চেষ্টায় প্রবৃত্ত হইল এবং তাহাদের সমক্ষে নিজেকে সকলের প্রতিপালক বলিয়া দাবী করিল। এই অবিশ্বাস ও হঠকারিতার জন্য অবশেষে আমি তাহাকে ধৃত করিলাম এবং অবিশ্বাস, অবাধ্যতা ও নবী-দ্রোহিতার ইহলৌকিক শাস্তি-স্বরূপ তাহাকে সদলবলে সাগর-সলিলে নিমজ্জিত করিয়া দিলাম। কিন্তু ইহাতেই তাহার শাস্তি শেষ হয় নাই; কারণ তাহার পারলৌকিক শাস্তি আরও কঠোরতর হইবে। মুসা ও ফেরাউনের এই বিবরণের মধ্যে চিন্তাশীল ও ধর্ম্মভীরু লোকদের জন্য বহু শিক্ষার বিষয় রহিয়াছে। অতএব হে রসুল, ইহাদের অবিশ্বাস ও অবাধ্যতায় তুমি কিছুমাত্র ক্ষুণ্ণ হইও না। ফেরাউন ও তাহার সম্প্রদায়ের তুলনায় ইহারা ত অতি তুচ্ছ ও অতি নগণ্য। তোমার উপদেশে যদি ইহারা সংযত ও সতর্ক না হয়, তবে ফেরাউনী সম্প্রদায়ের ন্যায় ইহারাও সমুচিত শাস্তিভোগ করিবে।—তঃ কবির।

২৭—২৯। আল্লাহতা'লা অবিশ্বাসীদিগকে লক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন—হে ভ্রান্ত মানব, তোমাদের সৃষ্টি কঠিন, না এই আকাশের সৃষ্টি কঠিনতর? যে সর্ব্বশক্তিমান বিশ্বস্রষ্টা এই বিরাট

২৯। এবং তিনি উহার রজনীকে
অন্ধকারাচ্ছন্ন করিয়াছেন এবং উহার
জ্যোতি বিনির্গত করিয়াছেন। ৩০। এবং
ইহার পরে তিনি পৃথিবীকে সম্প্রসারিত
করিয়াছেন। ৩১। উহা হইতে তিনি
উহার সলিল ও উহার তৃণভূমি বহির্গত
করিয়াছেন। ৩২। এবং তিনি পর্ব্বত
সমূহ সুদৃঢ় করিয়াছেন। ৩৩। ইহা
তোমাদের জন্য ও তোমাদের পশুদিগের
জন্য উপকারী। ৩৪। অনন্তর যখন সেই
মহাবিপদ উপস্থিত হইবে; ৩৫। সেদিন
মানুষ যাহা সাধনা করিয়াছিল, স্মরণাগত
হইবে। ৩৬। এবং দর্শনকারীর জন্য
নরক সুপ্রকাশ করা হইবে। ৩৭। অনন্তর
যে অবাধ্যাচারী হইয়াছে; ৩৮। এবং

٢٩- وَاَغْطَشَ لَيْلَهَا وَاَخْرَجَ
ضُحٰهَا ۝ ٣٠- وَالْاَرْضَ بَعْدَ
ذٰلِكَ دَحٰهَا ۝ ٣١- اَخْرَجَ مِنْهَا
مَآءَهَا وَمَرْعٰهَا ۝ ٣٢- وَالْجِبَالَ
اَرْسٰهَا ۝ ٣٣- مَتَاعًا لَّكُمْ
وَلِاَنْعَامِكُمْ ۝ ٣٤- فَاِذَا جَآءَتِ
الطَّآمَّةُ الْكُبْرٰى ۝ ٣٥- يَوْمَ
يَتَذَكَّرُ الْاِنْسَانُ مَا سَعٰى ۝
٣٦- وَبُرِّزَتِ الْجَحِيْمُ لِمَنْ يَّرٰى ۝
٣٧- فَاَمَّا مَنْ طَغٰى ۝ ٣٨- وَاٰثَرَ

বিশাল নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডল সৃষ্টি করিয়াছেন এবং যিনি উহার উচ্চতাকে উচ্চতর করিয়া যথাযথরূপে সংবিন্যস্ত করিয়া দিয়াছেন এবং যিনি উহার রজনীকে অন্ধকারাচ্ছন্ন করিয়া দিবসকে আলোকোদ্ভাসিত করিয়াছেন, তাঁহার পক্ষে আকাশের তুলনায় অতি ক্ষুদ্রকায় মানবকে সৃষ্টি করা এবং মৃত্যুর পর পুনর্জ্জীবিত করা কি একান্তই তুচ্ছ ব্যাপার নহে?—তঃ কবির।

৩০—৩৩। ইহার পর আল্লাহতা'লা মানবকে স্মরণ করাইয়া দিতেছেন যে, তোমরা আরও লক্ষ্য করিয়া দেখ যে, এই পৃথিবী তোমাদের জন্য কিরূপ ভাবে সম্প্রসারিত করা হইয়াছে। উহার কতকাংশ সলিলপূর্ণ নদনদী ও সমুদ্র এবং অবশিষ্টাংশ স্থলভূমি। আবার স্থলভাগের কতকাংশ সমতল এবং কতকাংশ অসমতল ও পর্ব্বত-সমাকীর্ণ। উহাতে তোমাদের জন্য এবং স্থলচর পশুপক্ষী ও জীবজন্তুর জন্য কত প্রকার তরু-লতা ও তৃণশস্য সমুদ্গত হইয়া থাকে। ইহা প্রত্যক্ষ অবলোকন করিয়াও কি তোমরা পারলৌকিক পুনর্জ্জীবন সম্বন্ধে আমার অলৌকিক শক্তি-মহিমা উপলব্ধি করিতে পারিবে না?

৩৪—৩৬। পারলৌকিক পুনর্জ্জীবনের সুনিশ্চিত সত্যতা সম্বন্ধে স্বীয় অলৌকিক সৃষ্টি-শক্তির বিষয় বিবৃত করিবার পর আল্লাহতা'লা বলিতেছেন:—যেদিন পারলৌকিক পুনরুত্থান ও মহা-বিচারের সেই সঙ্কটময় দিবস সমুপস্থিত হইবে, সেদিন প্রত্যেক মানব তাহার পার্থিব জীবনের কৃতকর্ম্মের গ্রন্থলিপি হইতে সে যে সকল পাপ বা পুণ্যকার্য্য করিয়াছে, তাহা সমস্তই তাহার স্মৃতিপথে সমুদিত হইবে এবং সেদিন সেই ভয়াবহ নরক সকলের সম্মুখেই সুপ্রকাশিত করা হইবে।—সহি মোসলেম।

৩৭—৩৯। অনন্তর আল্লাহতা'লা বলিয়া দিতেছেন যে, এই পৃথিবীতে যাহারা আল্লাহতা'লার প্রত্যাদেশ অবিশ্বাস এবং তাঁহার আদেশ-নিষেধ অগ্রাহ্য করিয়া অবিশ্বাসী, অংশীবাদী, নাস্তিক ও ধর্ম্মদ্রোহী হইয়াছে এবং যাহারা পরলোকের শাস্তি ও পুরস্কারের বিষয় অবিশ্বাস করিয়া অথবা

পার্থিব জীবন মনোনীত করিয়াছে;
৩৯। তবে নিশ্চয় নরক তাহার বাসস্থান।
৪০। এবং যে স্বীয় প্রতিপালকের সমক্ষে
দণ্ডায়মান হইতে সঙ্কুচিত হইয়াছে এবং
স্বীয় আত্মাকে দুষ্প্রবৃত্তি হইতে নিবৃত্ত
রাখিয়াছে, ৪১। তবে নিশ্চয় স্বর্গোদ্যানই
তাহার বাসস্থান। ৪২। তাহারা তোমাকে
সেই সময় সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিতেছে যে,
কবে উহা সংঘটিত হইবে? ৪৩। তুমি
কি উহার কোন বিষয় আলোচনা
করিতেছ? ৪৪। তোমার প্রতিপালকের

الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا ۙ ٣٩- فَاِنَّ الْجَحِيْمَ
هِيَ الْمَاْوٰى ۗ ٤٠- وَاَمَّا مَنْ
خَافَ مَقَامَ رَبِّهٖ وَنَهَى النَّفْسَ
عَنِ الْهَوٰى ۙ ٤١- فَاِنَّ الْجَنَّةَ
هِيَ الْمَاْوٰى ۗ ٤٢- يَسْـَٔلُوْنَكَ
عَنِ السَّاعَةِ اَيَّانَ مُرْسٰهَا ۗ ٤٣- فِيْمَ
اَنْتَ مِنْ ذِكْرٰهَا ۗ ٤٤- اِلٰى رَبِّكَ

বিস্মৃত হইয়া নিজের সুখ-সম্ভোগ ও আয়েশ-আরামের জন্য পার্থিব জীবনকেই মনোনীত করিয়া লইয়াছে, তাহারা সেদিন নিশ্চয়ই নরকবাসী হইবে। সেই শাস্তি ও লাঞ্ছনা হইতে তাহারা কিছুতেই পরিত্রাণ পাইবে না।

৪০—৪১। পক্ষান্তরে যাহারা স্বীয় পার্থিব জীবনের কৃতকর্ম্মের জন্য পরলোকে আল্লাহতা'লার সমক্ষে দণ্ডায়মান হইতে হইবে—এই আশঙ্কা করিয়া অধর্ম্ম, অনাচার ও দুষ্কার্য্য হইতে আত্মরক্ষা করিয়াছে এবং কুচিন্তা, কুপ্রবৃত্তি ও কুকার্য্য হইতে স্বীয় দেহ-মন পবিত্র রাখিয়াছে, নিশ্চয় সেদিন তাহারা অফুরন্ত সুখ-সম্পদপূর্ণ স্বর্গোদ্যানের অধিবাসী হইবে। তথায় তাহাদের কোন কামনাই অপূর্ণ থাকিবে না।

উপরোক্ত দুইটি আয়তের সর্ব্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য অভিব্যক্তি এই যে, যাহারা আল্লার ভয়ে অসৎ চিন্তা ও অন্যায় কার্য্য হইতে বিরত হইবে, নিশ্চয় তাহারা পরলোকে আল্লাহতা'লার অসীম অনুগ্রহে অভিষিক্ত হইয়া স্বর্গোদ্যানের অধিবাসী হইবে। হজরত রসুলোল্লাহ স্বয়ং বলিয়াছেন, "যে ব্যক্তি আল্লার ভয়ে রোদন করে, সে কখনও নরকে প্রবেশ করিবে না" (সহি তেরমিজী)। হজরত রসুলোল্লাহ আরও বলিয়াছেন,—"যে ব্যক্তি আল্লার ভয়ে ব্যভিচার হইতে বিরত হইবে কিংবা আল্লার স্মরণে অভিভূত হইয়া ভীতি-বিহ্বল চিত্তে নির্জ্জন অবস্থায় নীরবে রোদন করিবে, করুণাময় আল্লাহতা'লা পরলোকে এইরূপ ব্যক্তিদিগকে তাঁহার মহান্ আদর্শের ছায়ায় অশ্রয় দান করিবেন।"—সহি বোখারী ও মোস্‌লেম।

৪২—৪৫। হজরত রসুলোল্লাহ পারলৌকিক পুনরুত্থানের বিষয় বর্ণনা করিবার পর অবিশ্বাসীরা অবজ্ঞাভরে বিদ্রূপ করিয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিল যে, ঐ ঘটনা কবে সংঘটীত হইবে? হজরত রসুলোল্লাহ এই বিষয় আল্লাহতা'লার নিকট হইতে জানিবার জন্য ইচ্ছুক হওয়ায় আলোচ্য আয়ত সমূহ অবতীর্ণ হয়।

আল্লাহতা'লা হজরত রসুলোল্লাহকে বলিয়া দিলেন যে, হে রসুল, অবিশ্বাসীরা তোমার নিকট জিজ্ঞাসা করিতেছে যে, 'কেয়ামত' বা পুনরুত্থান কবে সংঘটিত হইবে? তুমি ঐ মহাঘটনার কোন্ বিষয় জানিতে বা বিবৃত করিতে চাও? ফলতঃ তোমার পক্ষে ঐ বিষয় জানিবার অথবা অবিশ্বাসীদের নিকট উহা বিবৃত করিবার কোনই প্রয়োজন নাই। কারণ উহার সঠিক সময়

দিকেই উহার শেষ-সীমা; ৪৫। তুমি কেবল তাহাকেই ভয় প্রদর্শন কর—যে উহার আশঙ্কা করে। ৪৬। যেদিন তাহারা উহা প্রত্যক্ষ করিবে সেদিন ধারণা করিবে—যেন তাহাতে উহার অপরাহ্ণ অথবা পূর্ব্বাহ্ণ ব্যতীত অবস্থান করে নাই।

مُنْتَهٰهَا ﴿٤٤﴾ اِنَّمَآ اَنْتَ مُنْذِرُ
مَنْ يَّخْشٰهَا ﴿٤٥﴾ كَاَنَّهُمْ يَوْمَ
يَرَوْنَهَا لَمْ يَلْبَثُوٓا اِلَّا عَشِيَّةً
اَوْ ضُحٰهَا ﴿٤٦﴾

বিবৃত করিলেও তাহারা উহা বিশ্বাস করিবে না। তুমি শুধু জানিয়া রাখ যে, তোমার প্রতিপালক আল্লার নিকটেই উহার সঠিক সময়ের শেষ সীমা বা চরম জ্ঞান রহিয়াছে। তুমি আমার প্রেরিত রসুল ও ভয়-প্রদর্শক; অতএব তোমার কর্ত্তব্য লোকদিগকে পরলোক সম্বন্ধে ভয়-প্রদর্শন করা। সুতরাং যাহারা পরলোকে বিশ্বাস এবং পুনরুত্থানের ভয় করে, তুমি তাহাদিগকেই ভয়-প্রদর্শন কর। যাহারা অবিশ্বাসী ও ধর্ম্মদ্রোহী, তোমার সদুপদেশ ও ভয়-প্রদর্শনে তাহাদের কোনই সুফল লাভ হইবে না।

৪৬। অবশেষে আল্লাহতা'লা বলিয়া দিতেছেন যে, মানুষ বিশ্বাস করুক বা না করুক, কিন্তু 'কেয়ামত' বা পুনরুত্থানের সময় যখন সমাগত হইবে এবং যেদিন তাহারা ঐ মহাসঙ্কট দর্শন করিবে, সেদিন তাহারা তাহাদের অতি সাধের পার্থিব জীবন একান্তই অকিঞ্চিৎকর ও ক্ষণস্থায়ী বলিয়া মনে করিবে। তাহাদের মনে হইবে—যেন তাহারা পৃথিবীতে একটী দিবসের পূর্ব্বাহ্ণ অথবা উহার অপরাহ্ণ সময় মাত্র অবস্থান করিয়াছিল! ফলতঃ পারলৌকিক অনন্ত জীবনের তুলনায় নশ্বর পার্থিব জীবন যে কিরূপ অকিঞ্চিৎকর ও ক্ষণস্থায়ী, এই আয়তে তাহা বিশেষভাবে পরিব্যক্ত হইয়াছে।—তঃ কবির ও আজিজী।

আলোচ্য সুরায় সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্বশক্তিমান আল্লাহতা'লা তাঁহার অলৌকিক সৃষ্টি মহিমার বিষয় উল্লেখ করিয়া 'কেয়ামত' অর্থাৎ মহাপ্রলয় ও পুনরুত্থানের প্রসঙ্গ বর্ণনা করিয়াছেন। এই সম্পর্কে তিনি এমন একটী অকাট্য যুক্তির অবতারণা করিয়াছেন যে, আল্লাহতা'লার অস্তিত্বে বিশ্বাসী মানবের পক্ষে পরলোক বা পুনরুত্থান অবিশ্বাস করিবার কোনই উপায় নাই। পক্ষান্তরে ঐ সঙ্গে তিনি নিত্য সত্য ও চিরস্থায়ী পারলৌকিক জীবনের তুলনায় অনিত্য সংসার-জীবন যে কিরূপ অসার ও ক্ষণস্থায়ী, তাহা উল্লেখ করিয়া ইহ-জীবন-সর্ব্বস্ব ও সংসার-মোহাসক্ত মানব জাতিকে বিশেষভাবে সতর্ক করিয়া দিয়াছেন।

———

মক্কায় অবতীর্ণ	৮০। সূরা আবাসা—عبس	৪২ আয়ত

১ম রুকু—পারলৌকিক মীমাংসা-দিবসের বিবরণ

সর্ব্ব প্রদাতা করুণাময় আল্লার নামে

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

১। সে ভ্রূকুঞ্চিত করিল ও মুখ
ফিরাইয়া লইল; ২। যেহেতু তাহার
নিকট এক অন্ধ আগমন করিয়াছিল।
৩। এবং তুমি কি জান—হয় ত সে পবিত্র

١- عَبَسَ وَتَوَلّٰىٓ ۙ ٢- اَنْ جَآءَهُ
الْاَعْمٰى ۗ ٣- وَمَا يُدْرِيْكَ لَعَلَّهٗ

আবাসা—এই শব্দের অর্থ ভ্রূকুঞ্চিত অর্থাৎ মুখ মলিন করা অথবা মুখমণ্ডলে বিরক্তির চিহ্ন প্রকাশিত হওয়া। হজরত রসুলোল্লার ইসলাম প্রচার সংক্রান্ত একটি বিশেষ ঘটনা উপলক্ষে তাঁহার পবিত্র মুখমণ্ডলে মলিনতা বা বিরক্তির চিহ্ন প্রকাশিত হওয়ায় এই সুরা অবতীর্ণ হয়। "আবাসা" শব্দযোগে আরম্ভ হেতু এই সুরা আবাসা নামেই অভিহিত হইয়াছে।—শানে-নজুল দ্রষ্টব্য।

শানে-নজুল—একদা হজরত রসুলোল্লাহ (সঃ) আবুজেহেল, আব্বাস, ওত্‌বা, অলিদ ও ওমাইয়া প্রভৃতি কোরেশ-বংশীয় নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণের সহিত ইসলাম সম্বন্ধে আলোচনা করিতেছিলেন। তখন হজরতের মনে এই ধারণা হইয়াছিল যে, ইহাদিগকে ইসলামের মাহাত্ম্য বুঝাইয়া দিতে পারিলে তাঁহার সত্য-প্রচারের পথ সহজ ও সুগম হইবে। উক্ত ধারণার বশে তিনি বিশেষ আগ্রহ ও অভিনিবেশ সহকারে তাহাদের নিকট ইসলামের শিক্ষা ও সদুপদেশ বিবৃত করিতেছিলেন। এই সময় এব্‌ন-উম্মে-মকতুম নামে পরিচিত আবদুল্লাহ এব্‌ন-সোরাইহ নামক এক সত্যানুরাগী অন্ধ তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া পুনঃ পুনঃ বলিতে লাগিলেন, "হে আল্লার রসুল, আপনি আমাকে কোরান ও সত্যধর্ম্ম শিক্ষা দিন।" তাঁহার এই অতিরিক্ত আগ্রহ ও পুনঃ পুনঃ অনুরোধে হজরতের আলোচনায় বাধা উপস্থিত হওয়ায় তদীয় পবিত্র আননে বিরক্তির চিহ্ন পরিস্ফুট হয় এবং তিনি অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া লন। এই ঘটনা উপলক্ষেই আলোচ্য সুরা অবতীর্ণ হয়। এই সুরা সর্ব্বসম্মতিক্রমে মক্কা শরীফে অবতীর্ণ হইয়াছিল এবং ইহা প্রাথমিক প্রত্যাদেশ সমূহের অন্যতম।—তঃ কবির।

১—২। হজরত রসুলোল্লাহ কোরেশ নেতৃগণের সহিত ইসলাম-সংক্রান্ত আলোচনায় লিপ্ত থাকার সময়ে মহাত্মা এব্‌ন-উম্মে-মকতুম নামক অন্ধ পুনঃ পুনঃ ধর্ম্ম শিক্ষার জন্য প্রশ্ন করায় হজরত রসুলোল্লাহ যখন অসন্তুষ্ট হইয়া অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া লইলেন এবং তাঁহার পবিত্র আননে যখন বিরক্তির চিহ্ন পরিস্ফুট হইল, তখন সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্বদর্শী আল্লাহতা'লা এই আয়ত অবতীর্ণ করিয়া তাঁহাকে বলিয়া দিলেন যে, হে রসুল, এক অন্ধ তোমার নিকট আসিয়া প্রশ্ন করিয়াছে বলিয়াই কি তুমি বিরক্ত হইয়া মুখ ফিরাইয়া লইলে? তুমি উচ্চ-নীচ ও ধনী-দরিদ্র নির্ব্বিশেষে সকল মানুষের জন্যই আমার মনোনীত নবী এবং সকলকে সমানভাবে সদুপদেশ দান করাই তোমার কর্ত্তব্য। কাহাকেও অন্ধ, নিঃস্ব বা দরিদ্র বলিয়া উপেক্ষা করা তোমার পক্ষে কখনই সঙ্গত ও শোভন নহে।—তঃ কবির।

৩—৪। আল্লাহতা'লা আরও বলিয়া দিলেন—হে রসুল, কে উপদেশ গ্রহণ করিবে এবং কে করিবে না, তাহা কি তুমি জান? অর্থাৎ এ সম্বন্ধে তুমি কিছুই জান না। এ অবস্থায় যে

হইবে, ৪। অথবা সে উপদেশ গ্রহণ করিবে অনন্তর সেই উপদেশ তাহাকে সুফল প্রদান করিবে? ৫। ফলতঃ যে ব্যক্তি নিঃশঙ্ক; ৬। বস্তুতঃ তুমি তাহার প্রতিই অভিনিবেশ করিতেছ! ৭। এবং সে পবিত্র না হইলে তোমার উপর কিছুই নাই। ৮। এবং যে তোমার নিকট দৌড়িয়া আসে, ৯। এবং শঙ্কাও করে; ১০। ফলতঃ তুমি তাহারই প্রতি বিমুখ হইতেছ! ১১। কখনও না—নিশ্চয় ইহা সদুপদেশ। ১২। অতএব যাহার ইচ্ছা

يَزَّكّٰىٓ ۙ ٤- اَوْ يَذَّكَّرُ فَتَنْفَعَهُ
الذِّكْرٰى ۙ ٥- اَمَّا مَنِ اسْتَغْنٰى ۙ
٦- فَاَنْتَ لَهٗ تَصَدّٰى ۙ ٧- وَمَا
عَلَيْكَ اَلَّا يَزَّكّٰى ۙ ٨- وَاَمَّا مَنْ
جَآءَكَ يَسْعٰى ۙ ٩- وَهُوَ يَخْشٰى ۙ
١٠- فَاَنْتَ عَنْهُ تَلَهّٰى ۚ ١١- كَلَّآ
اِنَّهَا تَذْكِرَةٌ ۚ ١٢- فَمَنْ شَآءَ

অন্ধ তোমার নিকট আগ্রহের সহিত ধর্ম্মোপদেশ শুনিতে আসিয়াছিল, হয়ত সে তোমার উপদেশ গ্রহণ করিত এবং তোমার উপদেশে পবিত্র হইয়া সত্যের সাধনায় সাফল্য লাভ করিত। সুতরাং তাহাকে বিমুখ করা তোমার পক্ষে কখনও সঙ্গত বা উপযুক্ত হয় নাই।—তঃ কবির।

৫—৭। পক্ষান্তরে আগ্রহশীল অন্ধকে বিমুখ করিয়া তুমি যে অহঙ্কারী কোরেশ নেতৃগণকে এত আগ্রহের সহিত সত্যধর্ম্মের মহিমা বুঝাইতে চেষ্টা করিতেছ, তাহারা ত তোমার সদুপদেশ ও ভয়-প্রদর্শনকে কিছুমাত্র গ্রাহ্য করে না। এ অবস্থায় সত্যানুরাগী ভক্তকে বিমুখ করিয়া ঐ অবিশ্বাসী দাম্ভিকদিগের প্রতি অতিরিক্ত মনোযোগ প্রদানের কোনই প্রয়োজন নাই। কারণ, তোমার কর্ত্তব্য আমার আদেশ তাহাদিগকে জানাইয়া দেওয়া; তাহারা উহা গ্রাহ্য বা গ্রহণ না করিলে তজ্জন্য তোমার কোনই দায়িত্ব নাই।—তঃ কবির।

উক্ত আয়তে আরও কয়েকটি বিশেষ শিক্ষা রহিয়াছে। প্রথমতঃ অনুগত ভক্ত ও আগ্রহশীল শিক্ষার্থীকে শিক্ষা ও সদুপদেশ প্রদান করা প্রভু ও শিক্ষকের অবশ্য কর্ত্তব্য; দ্বিতীয়তঃ শিক্ষাদাতা ও মহৎ লোকের পক্ষে ধনী দরিদ্রের পার্থক্য করা উচিত নহে এবং তৃতীয়তঃ অধার্ম্মিক ও ধর্ম্মদ্রোহী আত্মীয়-স্বজন উচ্চপদস্থ এবং সম্মানিত ব্যক্তি হইলেও তাহাদের পরিবর্ত্তে ধার্ম্মিক ও বিনয়ী লোকের সংসর্গই মহৎ লোকের পক্ষে অধিকতর বাঞ্ছনীয়।

৮—১২। তাই আল্লাহতা'লা হজরত রসুলোল্লাকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন—হে রসুল, যে ব্যক্তি তাহার প্রতিপালকের ভয় করিয়া সদুপদেশ লাভের জন্য তোমার নিকট দৌড়িয়া আসে, তুমি নিজের অবিশ্বাসী ও দাম্ভিক আত্মীয়-স্বজনের জন্য তাহারই প্রতি বিমুখ হইতেছ এবং তাহাকে সদুপদেশ দান করিতে শৈথিল্য ও বিরক্তি প্রকাশ করিতেছ! অতএব আমি তোমাকে আদেশ করিতেছি যে, আর কখনও এরূপ করিও না। তুমি ধনী দরিদ্র নির্ব্বিশেষে সকলকেই সমভাবে সত্যধর্ম্ম শিক্ষা দিবে। তোমার জন্য ইহাই আমার সদুপদেশ।

এই আয়তে বুঝা যায় যে, হজরত রসুলোল্লাহ কখন কখনও নিজের বুদ্ধি-বিবেক অনুসারে কার্য্য করিতেন; কিন্তু ঐরূপ কোন কার্য্য আল্লাহতা'লার মনোনীত না হইলে তিনি প্রত্যাদেশ যোগে উহা সংশোধন করিয়া দিতেন। হজরত রসুলোল্লার জীবনে আরও দুই একটি ঘটনায় ইহার প্রমাণ পাওয়া যায়। অবশ্য হজরত রসুলোল্লাহ এই সকল ক্ষেত্রে কোন অন্যায় অথবা অসঙ্গত কার্য্য করেন নাই। অন্ধ এব্‌ন-উম্মে মকতুম যে তাঁহার একান্ত অনুগত ভক্ত, তাহা হজরত রসুলোল্লা জানিতেন। তাই তিনি মনে করিয়াছিলেন যে, তাঁহাকে অন্য সময়ে সদুপদেশ

সে ইহা স্মরণ করুক। ১৩। উহা সেই সম্মানিত পুস্তিকা-সমূহের অন্তর্ভুক্ত, ১৪। যাহা সমুন্নত পবিত্রতম; ১৫। সেই লেখকগণের হস্তে রহিয়াছে—১৬। যাহারা গৌরবান্বিত পুণ্যবান। ১৭। মানুষ ধ্বংস হউক—সে কিরূপ অকৃতজ্ঞ! ১৮। তিনি তাহাকে কোন্ বস্তু দ্বারা সৃষ্টি করিয়াছেন? ১৯। শুক্রবিন্দু দ্বারা; তিনিই তাহাকে সৃষ্টি করিয়াছেন, তৎপর তাহাকে পরিমিতভাবে সুগঠিত করিয়াছেন।

ذَكَرَهٗ ۘ ١٣- فِيْ صُحُفٍ مُّكَرَّمَةٍ ۙ
١٤- مَّرْفُوْعَةٍ مُّطَهَّرَةٍ ۙ ١٥- بِاَيْدِيْ
سَفَرَةٍ ۙ ١٦- كِرَامٍۭ بَرَرَةٍ ۘ
١٧- قُتِلَ الْاِنْسَانُ مَآ اَكْفَرَهٗ ۘ
١٨- مِنْ اَيِّ شَيْءٍ خَلَقَهٗ ۘ ١٩- مِنْ
نُّطْفَةٍ ۘ خَلَقَهٗ فَقَدَّرَهٗ ۙ

দান করিলেও চলিবে। পক্ষান্তরে অবিশ্বাসী কোরেশ প্রধানদিগকে আগ্রহশীল ধারণা করিয়া তিনি তাহাদিগকেই অগ্রে সদুপদেশ দান করা আবশ্যক মনে করিয়াছিলেন। কিন্তু কোরেশদিগের আন্তরিক অবিশ্বাস, অহঙ্কার ও কপটতার জন্য আল্লাহতা'লার নিকট তাহা মনোনীত হয় নাই। তাই মহান্ আল্লাহতা'লা সত্যানুরাগী ভক্তের সম্মান ও মর্য্যাদা বর্দ্ধনের জন্য হজরত রসুলোল্লাকে সতর্ক করিয়া দিয়া উপরোক্ত আয়তসমূহ অবতারণ করেন।

১৩—১৬। এই কয়েকটি আয়তও হজরত রসুলোল্লাকে সান্ত্বনা প্রদান সম্পর্কে অবতীর্ণ হইয়াছে। ইহার মর্ম্ম এই যে, হে রসুল, অবিশ্বাসী ধনী, মানী ও অহঙ্কারী লোকেরা এই পবিত্র কোরানের বাণী না শুনিলে অথবা উহা বিশ্বাস না করিলে তাহাতে তোমার কোনই ক্ষতিবৃদ্ধি হইবে না। বরং তদ্রূপ অবস্থায় তুমি বিশ্বাসী দরিদ্রদিগের নিকটই এই মহাগ্রন্থ প্রচার কর; ইহার প্রভাবে তাহারাই জগতে উন্নতি লাভ করিয়া সম্মান, গৌরব ও মর্য্যাদার অধিকারী হইবে।

আলোচ্য আয়তসমূহের অন্যতর মর্ম্ম এই যে, ইহা সেই মহাসম্মানিত, সমুন্নত ও পবিত্রতম স্বর্গীয় মহাগ্রন্থ—যাহা স্বর্গের গৌরবান্বিত ও পুণ্যবান ফেরেশ্তাগণ কর্ত্তৃক লিখিত ও সংরক্ষিত হইয়াছে। অথবা হে রসুল, এই মহাসম্মানিত, সমুন্নত ও পবিত্রতম স্বর্গীয় গ্রন্থ তোমার অনুগামীদিগের মধ্যে এরূপ মহামানবগণ কর্ত্তৃক লিখিত ও সংরক্ষিত হইবে, যাঁহারা জগতের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা গৌরবান্বিত ও পুণ্যবান। অতএব অবিশ্বাসীদের অবিশ্বাস ও উপেক্ষায় ইহার গৌরব ও মর্য্যাদা কিছুমাত্র হ্রাস প্রাপ্ত হইবে না। পবিত্র কোরানের লিখন, পঠন ও সংরক্ষণ সম্বন্ধে এই অভ্রান্ত ভবিষ্যদ্বাণী কিরূপ অক্ষরে অক্ষরে পূর্ণ হইয়াছে, জগতের ইতিহাসই তাহার সাক্ষী। হজরত রসুলোল্লার জগন্মান্য খলিফা চতুষ্টয় হইতে আরম্ভ করিয়া কত শত সহস্র পুণ্যবান মহাপুরুষ ও ধর্ম্মপ্রাণ বিশ্ববিজয়ী নরপতি যে এই সম্মানিত গ্রন্থের লিখন, পঠন ও সংরক্ষণে স্ব স্ব অমূল্য জীবন উৎসর্গ করিয়া গিয়াছেন, তাহার কোনই সীমা সংখ্যা নাই।

১৭—২২। এই কয়েকটি আয়তে আল্লাহতা'লা দাম্ভিক ও অকৃতজ্ঞ মানবদিগকে অভিসম্পাত সূচক বাক্যে তিরস্কার করিয়া বলিতেছেন যে, এই সকল অকৃতজ্ঞ ও হতভাগ্য মানব কেন লক্ষ্য করে না যে, আমি তাহাদিগকে কিরূপ অপবিত্র শুক্রবিন্দু দ্বারা সৃষ্টি করিয়াছি; তৎপর সেই শুক্রকীট হইতে তাহাকে পরিপূর্ণ ভ্রূণ রূপে সুগঠিত ও সঞ্জীবিত করিয়াছি; তৎপর তাহার জন্ম ও জীবন পথ কেমন সহজ করিয়া দিয়াছি। অতঃপর যথাসময় আমিই তাহাকে মৃত্যু দান করি এবং তাহাকে সমাধিস্থ করিয়া থাকি। ইহার পর আমার ইচ্ছানুসারে আমি তাহাদিগকে পুনর্জ্জীবিত করিয়া তাহাদের কৃতকর্ম্মের প্রতিদান বা প্রতিফল প্রদান করিব। মানব জীবনের এই অবশ্যম্ভাবী পরিণতি প্রত্যক্ষ অবলোকন করিয়াও যাহারা অলীক অহঙ্কারে প্রমত্ত হয় এবং

٢٠- ثُمَّ السَّبِيْلَ يَسَّرَهٗ ۙ ٢١- ثُمَّ أَمَاتَهٗ فَأَقْبَرَهٗ ۙ ٢٢- ثُمَّ إِذَا شَآءَ أَنْشَرَهٗ ۙ ٢٣- كَلَّا لَمَّا يَقْضِ مَآ أَمَرَهٗ ۙ

২০। অতঃপর তিনি তাহার পথ সহজ করিয়াছেন। ২১। তৎপর তিনি তাহাকে মৃত্যুদান করেন,—পরে তাহাকে সমাধিস্থ করাইয়া থাকেন। ২২। তৎপর যখন তিনি ইচ্ছা করেন তখনই তাহাকে সঞ্জীবিত করিবেন। ২৩। তা নয়—তিনি তাহাকে যাহা আদেশ করিয়াছিলেন সে তাহা এখনও সম্পন্ন করে নাই।

দীন-দরিদ্রদিগকে ঘৃণা ও অবজ্ঞা করে, তাহাদের অপেক্ষা অভিশপ্ত ও হতভাগ্য আর কে আছে। এই সকল অকৃতজ্ঞ ও অহঙ্কারী লোক অবশ্যই ধ্বংসপ্রাপ্ত হইবে।—তঃ কবির ও আজিজী।

কবর বা সমাধি—আলোচ্য আয়ত সমূহের মধ্যে একটী বিষয় সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। আল্লাহতা'লা মানবের পার্থিব জীবনের অবসানে অর্থাৎ মৃত্যুর পর তাহাকে সমাধিস্থ করা বা কবর দেওয়া তাঁহার নিজস্ব বিধান বলিয়া ব্যক্ত করিয়াছেন। সুতরাং এতদ্দ্বারা বুঝা যায় যে, মৃতের জন্য ইহাই স্বাভাবিক ও সুসঙ্গত ঐশী-বিধান। মৃতদেহ দগ্ধ করা অথবা উন্মুক্ত অবস্থায় ফেলিয়া দেওয়া অসঙ্গত, অস্বাভাবিক ও ঐশী-বিধানের বিপরীত প্রথা। মানবের সামাজিক ও নৈতিক আদর্শ এবং বৈজ্ঞানিক যুক্তির দিক দিয়াও সমাধি-প্রথা সর্ব্বোৎকৃষ্ট। কারণ মৃতদেহ সমাধিস্থ করার সময় বহু মূল্যবান দ্রব্যের ন্যায় উহাকে সম্পূর্ণ অবিকৃত অবস্থায় সযত্নে ভূগর্ভে রক্ষণ করা হয় এবং ধরণীও জননী স্বরূপ উহাকে সাদরে বক্ষে ধারণ করে। ইহাতে মৃতের গুপ্তাঙ্গ এবং দোষ-ত্রুটী ও দুর্গন্ধ প্রকাশিত হইবার কোনই সুযোগ পায় না এবং তাহার আত্মীয়স্বজন ও প্রিয়জনগণের অন্তরে তাহার অবিকৃত এবং পরিপূর্ণ স্মৃতিই বিরাজমান থাকে। বিশেষতঃ মানুষ মৃত্তিকা দ্বারা সৃষ্ট হইয়াছে এবং মাটীতেই উহা স্বাভাবিকভাবে বিলীন হইয়া যায়। সুতরাং মৃতদেহ কবর দেওয়াই যে মানবোচিত স্বাভাবিক ও সুসঙ্গত বিধি, তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই।

অন্যরূপ সৎকার প্রথা—মৃতদেহ সমাধিস্থ করা ব্যতীত অন্য যে সকল সৎকার প্রথা বিদ্যমান আছে, তাহাকে আসুরিক, পৈশাচিক ও অমানুষিক নিষ্ঠুরতার চূড়ান্ত নিদর্শন বলা যাইতে পারে। প্রমাণ স্বরূপ মৃতদেহ দগ্ধ করা অথবা উন্মুক্তভাবে ফেলিয়া দেওয়ার প্রথা উল্লেখ করা যাইতে পারে। প্রথমতঃ লোকে অসার আবর্জ্জনা অথবা অতি কদর্য্য বস্তু সমূহকেই অগ্নিতে দগ্ধ করে। সুতরাং মৃতদেহ দগ্ধ করিবার সময় প্রথমেই উহার প্রতি ঐরূপ অসম্মান করা হয়। দ্বিতীয়তঃ দগ্ধ করিবার সময় মৃতের হস্তপদ ভাঙ্গিয়া এবং মুখে আগুন দিয়া উহা যেরূপ বিকৃত করা হয় এবং আগুনে পুড়িয়া উহা ক্রমান্বয়ে যেরূপ ভয়ঙ্কর রূপ ধারণ করে, সে দৃশ্য অতি বীভৎস। এতদসহ মৃতের শারীরিক দোষ-ত্রুটী ও গুপ্তাঙ্গ সমূহ প্রকাশিত ও বিকৃত হইয়া উহাকে আরও ধিক্কারজনক করিয়া তোলে। নিজ হাতে নিজের ভক্তিভাজন বা প্রিয় পরিজনের এরূপ দুর্গতি করা অপেক্ষা অমানুষিক কাণ্ড ও নির্ম্মম নিষ্ঠুরতা আর কিছুই হইতে পারে না। বিশেষতঃ মৃতদেহ দগ্ধ করিবার সময় উহার দুর্গন্ধে চতুর্দ্দিকের লোক অস্থির ও অতিষ্ঠ হইয়া উঠে। সুতরাং মৃতের আত্মীয়-স্বজন ও পরিবারবর্গ তাহার সম্বন্ধে এক বীভৎস ও ভয়ঙ্কর স্মৃতি লইয়াই শ্মশান হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া থাকে। মৃতদেহ উন্মুক্ত স্থানে ফেলিয়া শৃগাল-শকুনীর ভক্ষ্য করিয়া দিলে তাহারা উহা যেরূপ ছিন্নভিন্ন ও বিকৃত করে এবং উহা হইতে যেরূপ উৎকট দুর্গন্ধ বাহির হইয়া চারিদিকের আবহাওয়া দূষিত ও কলঙ্কিত করে, তাহা আরও অনিষ্টকর। সুতরাং এই সকল সৎকারপ্রথা যে অস্বাভাবিক ও ঐশীবিধানের বিপরীত, তাহা অস্বীকার করিবার কোনই উপায় নাই।

২৩—৩২। অবিশ্বাসী অহঙ্কারীরা ইহাও ধারণা করিত যে, আল্লাহতা'লা যখন আমাদিগকে এই পৃথিবীতে ধনসম্পদ এবং সম্মান ও গৌরব দান করিয়াছেন, তখন পরলোকে আমাদিগকে

২৪। অতএব মানুষ তাহার খাদ্যের প্রতি
দৃষ্টিপাত করুক। ২৫। নিশ্চয় আমি
সুবর্ষণে বারি-বর্ষণ করিয়াছি; ২৬। তৎপর
আমি ভূতলকে সুবিদারণে বিদীর্ণ
করিয়াছি—২৭। পরে তন্মধ্যে শস্য উৎপাদন
করিয়াছি। ২৮। এবং আঙ্গুর ও শাক-
সব্জী; ২৯। এবং জৈতুন ও খর্জ্জুর;
৩০। এবং নিবিড় উদ্যানসমূহ; ৩১। এবং
ফল ও তৃণ; ৩২। উহা তোমাদের জন্য
ও তোমাদের পশুসমূহের জন্য উপকারী।
৩৩। অনন্তর যখন সেই ধ্বংস-ধ্বনি
উপস্থিত হইবে; ৩৪। সেদিন মানুষ
তাহার ভ্রাতা হইতে পলায়ন করিবে;
৩৫। এবং তাহার মাতা ও তাহার
পিতা; ৩৬। এবং তাহার সঙ্গিনী ও
তাহার সন্তানবর্গ হইতেও। ৩৭। সেদিন
তাহাদের অন্তর্গত প্রত্যেক মানুষের এরূপ
অবস্থা হইবে যে, কেহ কাহারও উপকারে
আসিবে না। ৩৮। সেদিন বহু আনন

٢٤- فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ ﴿﴾
٢٥- أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا ﴿﴾
٢٦- ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا ﴿﴾
٢٧- فَأَنْبَتْنَا فِيهَا حَبًّا ﴿﴾ ٢٨ وَعِنَبًا
وَقَضْبًا ﴿﴾ ٢٩- وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا ﴿﴾
٣٠- وَحَدَائِقَ غُلْبًا ﴿﴾ ٣١- وَفَاكِهَةً
وَأَبًّا ﴿﴾ ٣٢- مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَا
مِكُمْ ﴿﴾ ٣٣- فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ ﴿﴾
٣٤- يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ ﴿﴾
٣٥- وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ ﴿﴾ ٣٦- وَصَاحِبَتِهِ
وَبَنِيهِ ﴿﴾ ٣٧- لِكُلِّ امْرِئٍ مِنْهُمْ
يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ ﴿﴾ ٣٨- وُجُوهٌ

কিছুতেই অপদস্থ করিবেন না। ইহার উত্তরে আল্লাহতা'লা বলিতেছেন—হে মূর্খ ও ভ্রান্ত মানব, আমি তোমাদের ও অন্যান্য জীবজন্তুর জন্য কত ফল ফুল, তরু-লতা ও শস্য-সম্ভার সৃষ্টি করিয়াছি, তাহা একবার লক্ষ্য করিয়া দেখ! কিন্তু আমার এত অসংখ্য দান, দয়া ও অনুগ্রহের অধিকারী হইয়াও তোমরা আমার আদেশ-নিষেধ পালন কর নাই। এই অকৃতজ্ঞতা ও অবাধ্যতার জন্য তোমাদিগকে পরলোকে অবশ্যই লাঞ্ছিত, অপদস্থ ও ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হইবে।

৩৩—৩৭। অনন্তর আল্লাহতা'লা "কেয়ামত" বা পুনরুত্থানের প্রসঙ্গ বর্ণনা করিতেছেন। আল্লাহতা'লা বলিতেছেন যে, এসরাফিল দ্বিতীয়বার শিঙ্গায় ফুৎকার প্রদান করিলে যখন সমস্ত মানব মহাবিচার ক্ষেত্রে উঠিয়া আসিবে, সেই ঘোর সঙ্কটময় দিবসে ভ্রাতা তাহার ভ্রাতার নিকট হইতে, পিতামাতা পুত্রকন্যার নিকট হইতে ও পুত্রকন্যা পিতামাতার নিকট হইতে এবং স্বামী ও স্ত্রী পরস্পরের নিকট হইতে পলায়ন করিবে। অর্থাৎ সেদিন স্ব স্ব পরিণাম চিন্তা করিয়া সকলেই আত্মচিন্তায় বিভোর হইয়া পড়িবে; কেহ কাহারও দিকে ফিরিয়া চাহিবে না এবং কেহই কাহারও তত্ত্বাবধান বা কোনরূপ উপকার করিতে পারিবে না।—তঃ কবির।

দীপ্তিমান হইবে; ৩৯।—হাস্যোজ্জ্বল হর্ষোৎফুল্ল! ৪০। এবং সেদিন অনেক মুখ ধূলি-ধূসরিত হইবে; ৪১।—কালিমায় সমাচ্ছন্ন। ৪২। ইহারাই অবিশ্বাসী দুষ্কার্য্যকারী।

يَوْمَئِذٍ مُّسْفِرَةٌ ۝ ٣٩- ضَاحِكَةٌ
مُّسْتَبْشِرَةٌ ۝ ٤٠- وَوُجُوهٌ يَّوْمَئِذٍ
عَلَيْهَا غَبَرَةٌ ۝ ٤١- تَرْهَقُهَا قَتَرَةٌ ۝
٤٢- أُولٰٓئِكَ هُمُ الْكَفَرَةُ الْفَجَرَةُ ۝

৩৯—৪২। সেদিন বিশ্বাসী, সৎকর্ম্মশীল ও পুণ্যবান লোকেরা আল্লাহতা'লার অপার অনুগ্রহ লাভ করিয়া ধন্য ও কৃতার্থ হইবে এবং তাহাদের মুখমণ্ডল হাস্যোজ্জ্বল, হর্ষোৎফুল্ল ও দীপ্তিমান হইয়া উঠিবে। পক্ষান্তরে যাহারা অবিশ্বাসী, ধর্ম্মদ্রোহী ও দুষ্কার্য্যকারী, আল্লাহতা'লার শাস্তি ও লাঞ্ছনার ভয়ে সেদিন তাহাদের মুখমণ্ডল মলিন, বিশুষ্ক ও বিবর্ণ হইয়া যাইবে এবং সেই শাস্তি ও লাঞ্ছনা হইতে সেদিন তাহারা কিছুতেই পরিত্রাণ পাইবে না।

আলোচ্য সূরার সর্ব্বপ্রধান শিক্ষা এই যে, বিশ্বাসী, ধার্ম্মিক ও চরিত্রবান ব্যক্তিরা নিঃস্ব এবং দরিদ্র হইলেও আল্লাহতা'লার নিকট তাঁহারাই গৌরবান্বিত ও প্রিয়পাত্র। পরলোকে তাঁহারাই আল্লাহতা'লার অপার অনুগ্রহে অভিষিক্ত হইয়া অনন্ত সুখ-সম্পদপূর্ণ স্বর্গোদ্যানে অবস্থান করিবেন। পক্ষান্তরে পৃথিবীতে কোন ব্যক্তি যতই ধন-জন, সুখ-সম্পদ ও ঐশ্বর্য্য গৌরবের অধিকারী হউক না কেন, সে যদি বিশ্বাসী, ধার্ম্মিক ও চরিত্রবান না হয়, তবে আল্লাহতা'লার নিকট তাহার কোনই গৌরব ও মর্য্যাদা নাই। অধিকন্তু তাহার পার্থিব জীবনের ধন-জন ভোগ-বিলাস ও সুখ-সম্পদের জন্য পরলোকে সে অধিকতর শাস্তি ও লাঞ্ছনা ভোগ করিয়া ভয়াবহ নরকে নিক্ষিপ্ত হইবে এবং তথা হইতে সে কখনও পরিত্রাণ পাইবে না। সুতরাং পার্থিব জীবনে যাহারা ধন-জন, সুখ-সম্পদ ও ঐশ্বর্য্য-গৌরবের অধিকারী হইয়া ধর্ম্ম, নীতি ও সদাচারের পরিবর্ত্তে অধর্ম্ম, অনাচার এবং অবৈধ ভোগ-বিলাসে স্ব স্ব জীবন অভিশপ্ত ও কলুষিত করিতেছে, তাহাদের পক্ষে সংযত ও সতর্ক হওয়া একান্ত আবশ্যক।

———

মক্কায় অবতীর্ণ	৮১। সুরা তক্‌ভীর—التكوير	২৯ আয়ত

১ম রুকু—মহাপ্রলয় ও পুনরুত্থান—কোরান শরিফের সত্যতা

সর্ব্বপ্রদাতা করুণাময় আল্লার নামে

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

১। যখন সূর্য্যকে সঙ্কুচিত করা হইবে; ২। এবং যখন নক্ষত্রপুঞ্জ নিষ্প্রভ হইবে; ৩। এবং যখন পর্ব্বতমালা বিচলিত হইবে; ৪। এবং যখন পূর্ণগর্ভা

١- إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ ۝ ٢- وَإِذَا
النُّجُوْمُ انْكَدَرَتْ ۝ ٣- وَإِذَا
الْجِبَالُ سُيِّرَتْ ۝ ٤- وَإِذَا

তক্‌ভীর—সঙ্কোচন। আলোচ্য সুরার প্রথম আয়তের 'কুভেরাত' শব্দ হইতেই এই নামকরণ করা হইয়াছে। উহার অর্থ সঙ্কুচিত বা বিজড়িত হওয়া। এই সুরা এবং ইহার পরবর্ত্তী দুইটি সুরায় কেয়ামতের অবস্থা বিশেষভাবে বর্ণিত হইয়াছে।

শানে-নজুল—হজরত এব্‌ন-আব্বাস, এব্‌ন-ওমর, এব্‌ন-জোবায়ের ও আয়েশা সিদ্দিকা (রাঃ) হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, এই সুরা সর্ব্ববাদীসম্মত মতে মক্কা শরিফে অবতীর্ণ হইয়াছিল এবং ইহা অন্যতম প্রাথমিক প্রত্যাদেশ। হজরত রসুলোল্লাহ বলিয়াছেন, "যাহারা 'কেয়ামত' প্রত্যক্ষ দেখিতে ইচ্ছা করে, তাহাদের সুরা তক্‌ভীর, সুরা তৎফিক ও সুরা এন্‌শেকাক পাঠ করা আবশ্যক।"—আহমদ ও তেরমিজী।

১—২। এই সুরার প্রথম ত্রয়োদশ আয়তে "কেয়ামত" অর্থাৎ মহাপ্রলয় ও পুনরুত্থানের দ্বাদশটি ঘটনা বিবৃত হইয়াছে। উহার প্রথম ছয়টি আয়ত মহাপ্রলয়ের ভয়াবহ বিভীষিকার বর্ণনা এবং পরবর্ত্তী ছয়টি আয়ত পুনরুত্থান ও মহাবিচারের প্রসঙ্গ।

আলোচ্য দুইটি আয়তে আল্লাহতা'লা বলিতেছেন যে, মহাপ্রলয়ের সূচনায় সূর্য্যকে সঙ্কুচিত এবং নক্ষত্রপুঞ্জকে নিষ্প্রভ করা হইবে। তফ্‌সীরকারগণ সূর্য্য সঙ্কুচিত হওয়া ও নক্ষত্রপুঞ্জ নিষ্প্রভ হওয়ার বিভিন্নরূপ মর্ম্ম পরিগ্রহণ করিয়াছেন। অধিকাংশ তফ্‌সীরকার বলেন যে, ঐ সময়ে সূর্য্য জ্যোতিহীন হইয়া পড়িবে এবং সঙ্গে সঙ্গে তারকার দীপ্তিও বিলুপ্ত হইয়া যাইবে। সুতরাং সমগ্র বিশ্বজগৎ এক ভয়াবহ সূচিভেদ্য অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইয়া পড়িবে। ইহাই সমধিক উৎকৃষ্ট মর্ম্ম। মতান্তরে সূর্য্যকে অনলে বা সলিলে নিক্ষেপ করা হইবে এবং তারকাপুঞ্জ আকাশ হইতে বিক্ষিপ্ত ও বিচ্ছিন্নভাবে খসিয়া পড়িবে। সুতরাং কেয়ামতের দিন নভোমণ্ডলে অথবা সৌরজগতে সূর্য্য, চন্দ্র ও নক্ষত্রপুঞ্জের কোনই অস্তিত্ব থাকিবে না। কেহ কেহ উহার রূপক মর্ম্ম পরিগ্রহণ করিয়া আলোচ্য আয়ত সমূহকে অবিশ্বাসীদিগের প্রভাব-প্রতিপত্তি হানীর ভবিষ্যদ্বাণী বলিয়াও ব্যক্ত করিয়াছেন। কিন্তু ইহা আনুমানিক কষ্টকল্পনা ব্যতীত আর কিছুই নহে। প্রকৃত কথা এই যে, সেদিন সূর্য্য জ্যোতিহীন ও সঙ্কুচিত হইয়া পড়িবে এবং তারকার দীপ্তিও বিলুপ্ত হইয়া নিভিয়া যাইবে। সুতরাং সেদিন মহাপ্রলয়ের ভয়াবহ অন্ধকার ভিন্ন জগতে আর কিছুই অবশিষ্ট থাকিবে না।

৩—৬। সেদিন পর্ব্বতসমূহ বিচলিত হইবে অর্থাৎ পর্ব্বতমালা বিধূনিত তূলা অথবা বিচূর্ণিত ধূলিকণার ন্যায় শূন্যে উড়িয়া যাইবে এবং আরব্য ধারণা অনুযায়ী সংসার-জীবনের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সম্পদ আসন্নপ্রসবা উষ্ট্রীও লোকে পরিত্যাগ করিবে অর্থাৎ সেই সঙ্কটকালে কোন পার্থিব ধন-

উষ্ট্রিসকল পরিত্যক্ত হইবে ; ৫। এবং যখন
বন্য পশুদিগকে একত্রিত করা হইবে ;
৬। এবং যখন সমুদ্রসকল অগ্নিময় হইবে ;
৭। এবং যখন আত্মাসমূহকে সম্মিলিত
করা হইবে ; ৮। এবং যখন জীবন্ত-
প্রোথিতাকে জিজ্ঞাসা করা হইবে,
৯। কোন্ অপরাধে সে নিহত হইয়াছিল ?

الْعِشَارُ عُطِّلَتْ ۝ ٥- وَإِذَا الْوُ
حُوشُ حُشِرَتْ ۝ ٦- وَإِذَا الْبِحَارُ
سُجِّرَتْ ۝ ٧- وَإِذَا النُّفُوسُ
زُوِّجَتْ ۝ ٨- وَإِذَا الْمَوْءُدَةُ
سُئِلَتْ ۝ ٩- بِأَيِّ ذَنْبٍ

সম্পদের দিকে কেহই ফিরিয়া চাহিবে না। সেই ঘোর বিপদে হিংস্র ও অহিংস্র বন্য জন্তুসকল ছুটিয়া একত্রিত হইবে এবং কেহ কাহাকেও হিংসা করিবে না। সেই ভয়াবহ ভূমিকম্পের ভীষণ আলোড়নে সমুদ্র সকল উত্তপ্ত ও অগ্নিময় হইয়া যাইবে এবং পৃথিবীর অভ্যন্তর হইতে উত্তপ্ত ধাতুস্রোত ও মহাপ্রলয়ের সর্ব্বগ্রাসী অগ্নিশিখা নির্গত হইতে থাকিবে। প্রকৃত কথা এই যে, সেদিন সূর্য্য, চন্দ্র, নক্ষত্রপুঞ্জ, আকাশ, পৃথিবী, ভূধর, সাগর প্রভৃতি সমস্তই ধ্বংসপ্রাপ্ত হইবে। আলোচ্য আয়ত সমূহে সেই সর্ব্বধ্বংসী মহাপ্রলয়ের ভয়াবহ বিভীষিকার বিবরণ প্রদান করা হইয়াছে।

৭। এই আয়তে মহাপ্রলয়ের পরবর্ত্তী পুনরুত্থানের প্রসঙ্গ আরম্ভ হইয়াছে। আল্লাহতা'লা বলিতেছেন যে, সেদিন আত্মাসমূহ সম্মিলিত করা হইবে। অর্থাৎ পুনরুত্থানের পর প্রত্যেক আত্মা জাতি-ধর্ম্ম ও পাপী-পুণ্যবান নির্ব্বিশেষে স্ব স্ব শ্রেণীর সহিত একত্রিত ও সম্মিলিত হইবে।—তঃ কবির।

মিঃ মোহাম্মদ আলি বলেন যে, ইহার মর্ম্মার্থ প্রত্যেক মানব শত্রু-মিত্র-নির্ব্বিশেষে যুদ্ধের জন্য স্ব স্ব দলের সহিত সম্মিলিত হইবে ; কিন্তু ইহা একান্তই কষ্টকল্পিত ভ্রমাত্মক মত।

৮—৯। অজ্ঞ-যুগে অন্ধবিশ্বাসী আরবেরা কখনও দারিদ্রের জন্য এবং কখনও বা অন্য বংশে অথবা অপেক্ষাকৃত নিম্নবংশে কন্যার বিবাহ দেওয়ার লজ্জা ও গ্লানি হইতে বাঁচিবার জন্য কন্যা সন্তান ভূমিষ্ঠ হইলেই তাহাকে জীবন্ত প্রোথিত করিয়া ফেলিত। ঐ কুসংস্কার ও ভ্রান্ত ধারণা বশে তাহারা অনেক সময় বয়স্থা কন্যাদিগকে পর্য্যন্ত অতি নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করিত। হজরতের নবুয়ত প্রাপ্তির পূর্ব্বেও এইরূপ কয়েকটি নৃশংস হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হইয়াছিল। ঐ নিষ্ঠুর কন্যাহত্যা নিবারণ-কল্পে কোরান শরিফের বিভিন্ন স্থানে নিন্দা ও তিরস্কার সূচক প্রত্যাদেশ অবতীর্ণ হইয়াছে। এখানেও আল্লাহতা'লা বলিতেছেন যে, পুনরুত্থান দিবসে ঐ সকল কন্যাসন্তানকে পুনর্জ্জীবিত করিয়া জিজ্ঞাসা করা হইবে যে, কোন্ অপরাধে তোমাদিগকে হত্যা করা হইয়াছিল? ইহার সার মর্ম্ম এই যে, আল্লাহতা'লা কেয়ামতে ঐ সকল নিষ্ঠুর কন্যাহত্যাকারীকে অতি কঠোর শাস্তি প্রদান করিবেন। ইস্‌লামী শরীয়তে পরিণত ভ্রূণ হত্যাও জীব হত্যার অনুরূপ মহাপাপ। বলা বাহুল্য, ইসলাম প্রচারের পর হজরত রসুলোল্লার জীবনেই আরব হইতে এই নিষ্ঠুর কন্যা-হত্যার কুপ্রথা সম্পূর্ণ রহিত হইয়া গিয়াছিল এবং আরব সমাজে সযত্নে ও সস্নেহে কন্যা সন্তানের লালন-পালন ও সৎপাত্রে কন্যা সম্প্রদান পুণ্যকার্য্য বলিয়া পরিগণিত হইয়াছিল।

নারী-কল্যাণ—পবিত্র ইস্‌লাম যে শুধু নারী-নির্য্যাতন, নারী জাতির প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন ও নিষ্ঠুর কন্যা-হত্যা নিবারণ করিয়াই ক্ষান্ত হইয়াছিল তাহা নহে। স্বর্গীয় ইস্‌লাম তাহার আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গেই নারী জাতির সমস্ত অভাব-অভিযোগ নিরাকরণ করিয়া তাহাদিগকে যে উচ্চ সম্মান ও উচ্চতম মর্য্যাদা প্রদান করিয়াছিল এবং তাহাদের মধ্যে যে সামাজিক, পারিবারিক, রাজনৈতিক ও বৈষয়িক স্বত্বাধিকার প্রতিষ্ঠা করিয়াছিল, জগতে তাহার তুলনা নাই। পবিত্র ইস্‌লামে পিতামাতার পক্ষে পুত্রের ন্যায় কন্যা সন্তানদিগের উত্তম নামকরণ, সযত্নে প্রতিপালন,

قُتِلَتْ ۚ ١٠- وَإِذَا الصُّحُفُ
نُشِرَتْ ۙ ١١- وَإِذَا السَّمَاءُ
كُشِطَتْ ۙ ١٢- وَإِذَا الْجَحِيمُ
سُعِّرَتْ ۙ ١٣- وَإِذَا الْجَنَّةُ
أُزْلِفَتْ ۙ ١٤- عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا
أَحْضَرَتْ ۚ ١٥- فَلَا أُقْسِمُ
بِالْخُنَّسِ ۙ ١٦- الْجَوَارِ الْكُنَّسِ ۙ
١٧- وَاللَّيْلِ إِذَا عَسْعَسَ ۙ

১০। এবং যখন পুস্তিকাসমূহ উন্মুক্ত করা
হইবে; ১১। এবং যখন আকাশকে
আবরণ মুক্ত করা হইবে; ১২। এবং যখন
নরক প্রজ্জ্বলিত করা হইবে; ১৩। এবং
যখন স্বর্গোদ্যান সন্নিকটবর্ত্তী করা
হইবে; ১৪।—তখন প্রত্যেক আত্মা
যাহা উপস্থাপিত করিয়াছিল তাহা
পরিজ্ঞাত হইবে। ১৫। কিন্তু না—আমি
প্রত্যাবর্ত্তনকারী তারকাপুঞ্জের শপথ
করিতেছি; ১৬।—যাহা গতিশীল ও
স্থিতিবান; ১৭। এবং রজনীর—যখন

সুশিক্ষা প্রদান এবং বয়ঃপ্রাপ্তা হইলে সৎপাত্রে সম্প্রদান অবশ্য-কর্ত্তব্য পুণ্যকার্য্য বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে। হজরত রসুলোল্লাহ বলিয়াছেন, "যে ব্যক্তি আমার আদর্শ ও নির্দ্দেশ অনুযায়ী কন্যাগণের প্রতিপালন করিবে, সে স্বর্গোদ্যানে আমার সহিত সম্মিলিত হইয়া একত্রে অবস্থান করিবে।"—সহি বোখারী ও মোসলেম।

১০—১৪। আল্লাহতা'লা আরও বলিতেছেন যে, যে সময় মানবের কৃতকর্ম্মের গ্রন্থলিপি সকল
উন্মুক্ত করা হইবে অর্থাৎ পরলোকে মানবগণ পুনর্জ্জীবিত হইবার পর 'ইল্লিন' ও 'সিজ্জিন' নামক
স্থানে সুরক্ষিত প্রত্যেক মানবের কৃতকর্ম্মের গ্রন্থলিপিসমূহ যখন পুণ্যবানগণের সম্মুখ হইতে তাহাদের
দক্ষিণ হস্তে এবং পাপিগণের পশ্চাৎ হইতে তাহাদের বাম হস্তে উড়িয়া আসিবে (কাতাদা),
অনন্তর যখন আকাশ উন্মুক্ত হইয়া পার্থিব জগতের সদসৎ প্রত্যেক বিষয়ের আত্মিক রূপ
প্রকাশিত হইয়া পড়িবে, যখন পাপীদের জন্য নরকের সেই ভীষণ অগ্নি পূর্ণতেজে প্রজ্জ্বলিত
করা হইবে এবং পুণ্যবানগণের জন্য যখন সেই অনন্ত সুখসম্পদপূর্ণ রমণীয় স্বর্গোদ্যান সন্নিকটবর্ত্তী
করা হইবে, তখন প্রত্যেক মানব তাহার পার্থিব জীবনে যে সকল সদসৎ কার্য্য করিয়াছিল,
তাহার উপযুক্ত প্রতিফল বা প্রতিদান প্রাপ্ত হইবে এবং তাহারা প্রত্যেকেই স্ব স্ব কৃতকর্ম্মানুযায়ী
শাস্তিভোগ বা পুরস্কার লাভ করিবে।

আলোচ্য সূরার প্রথমে মহাপ্রলয় ও পুনরুত্থানের দ্বাদশটি বিশিষ্ট ঘটনা বর্ণনা করা হইয়াছে।
ইহার সর্ব্বপ্রধান প্রতিপাদ্য বিষয় এই যে, পরলোকে প্রত্যেক মানুষই তাহার সদসৎ কৃত-
কর্ম্মানুযায়ী প্রতিদান বা প্রতিফল ভোগ করিবে। পরলোকে পুণ্যবান ব্যক্তিরা তাহাদের কৃত-
কর্ম্মের যে গ্রন্থলিপি প্রাপ্ত হইবে, তাহাতে লেখা থাকিবে—"সমুন্নত স্বর্গোদ্যানে" এবং পাপীরা যে
গ্রন্থলিপি পাইবে, তাহাতে লেখা থাকিবে "উত্তপ্ত বায়ু ও সলিলের মধ্যে।"—তঃ আজিজী।

১৫—২২। অবিশ্বাসী আরবেরা পবিত্র কোরানের পরলোক ও পুনরুত্থান সংক্রান্ত
প্রত্যাদেশগুলি শুনিয়া বলিত যে, মোহাম্মদ (সঃ) নিশ্চয় পাগল হইয়া গিয়াছে। নচেৎ মানুষ
মরিয়া মাটীতে মিশিয়া যাইবার পর আবার সে পুনর্জ্জীবিত হইবে এবং তাহাকে স্বর্গ ও নরকে
গিয়া পাপ-পুণ্যের প্রতিফল ভোগ করিতে হইবে—এই সকল অসম্ভব কথা সে কখনও বলিত না।
সে বলিতেছে যে, ইহা আল্লার কথা; কিন্তু এমন শক্তিশালী কে আছে যে, আল্লার নিকট হইতে
এই সকল কথা জানিয়া আসিয়া আবার তাহাকে জানাইয়া দিবে? ইহা সম্পূর্ণ অসম্ভব। তাহার

١٨- وَالصُّبْحِ إِذَا تَنَفَّسَ ۝ ١٩- إِنَّهُ
لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ ۝ ٢٠- ذِي قُوَّةٍ
عِنْدَ ذِي الْعَرْشِ مَكِينٍ ۝
٢١- مُطَاعٍ ثَمَّ أَمِينٍ ۝ ٢٢- وَمَا
صَاحِبُكُمْ بِمَجْنُونٍ ۝ ٢٣- وَلَقَدْ
رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ ۝ ٢٤- وَمَا
هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ ۝
٢٥- وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ ۝
٢٦- فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ ۝ ٢٧- إِنْ هُوَ
إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ ۝ ٢٨- لِمَنْ شَاءَ
مِنْكُمْ أَنْ يَسْتَقِيمَ ۝ ٢٩- وَمَا
تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ
الْعَالَمِينَ ۝

উহা গত হয় ; ১৮। এবং প্রভাতের—যখন উহা উন্মেষিত হয় ; ১৯। নিশ্চয় ইহা সম্মানিত প্রেরিতের বাণী ; ২০।—যে শক্তিশালী—আর্শ-অধিপতির সমক্ষে মর্য্যাদা-সম্পন্ন ; ২১।—আজ্ঞানুবর্ত্তী, অধিকন্তু বিশ্বাসভাজন। ২২। এবং তোমাদের সহচর উন্মাদ নহে। ২৩। এবং নিশ্চয়ই সে তাহাকে উন্মুক্ত গগন-প্রান্তে অবলোকন করিয়াছিল। ২৪। এবং সে অদৃশ্য-বিষয় সম্বন্ধে কৃপণ নহে। ২৫। এবং ইহা বিতাড়িত শয়তানের বাক্য নহে। ২৬। অতঃপর তোমরা কোথায় যাইতেছ? ২৭। ইহা বিশ্বজগতের জন্য সদুপদেশ ব্যতীত নহে ; ২৮। তাহার জন্য—যে তোমাদের মধ্যে সরল পথে গমন করিতে সমুৎসুক। ২৯। এবং তোমাদের ইচ্ছায় নহে—কিন্তু বিশ্ব-জগতের প্রতিপালক আল্লাহ যদি ইচ্ছা করেন।

এই সকল কথা পাগলের প্রলাপোক্তি ভিন্ন আর কিছুই নহে। অবিশ্বাসীদিগের ঐ সকল উক্তির উত্তরে আল্লাহতা'লা বিগতপ্রায় রজনী ও সমাগত প্রভাত এবং প্রত্যেক রজনীতে সমুদিত ও প্রত্যাবর্ত্তনকারী গতিশীল ও স্থিতিবান নক্ষত্র পুঞ্জের সাক্ষ্য প্রদান বা শপথ করিয়া বলিতেছেন যে, হে ভ্রান্ত অবিশ্বাসিবৃন্দ, তোমাদের সহচর মোহাম্মদ আমারই মনোনীত প্রিয়তম রসুল! তিনি উন্মাদ অথবা তাঁহার বাক্য কখনও পাগলের প্রলাপোক্তি নহে। আমার আদেশে আমার প্রেরিত মহাশক্তিশালী জিবরীল ফেরেশ্‌তাই এই সমস্ত প্রত্যাদেশ তাঁহার নিকট পৌছাইয়া দিয়া থাকে।

২৩—২৫। এতদ্‌সহ আল্লাহতা'লা আরও বলিয়া দিতেছেন যে নিশ্চয় আমার মনোনীত নবী মোহাম্মদ (সঃ) আমার প্রেরিত জিবরীলকে উন্মুক্ত আকাশ-প্রান্তে অবলোকন করিয়াছিল এবং তাহার নিকট হইতেই সে আমার বাণী প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

২৫—২৯। অবশেষে আল্লাহতা'লা অবিশ্বাসীদিগকে লক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন যে, অতঃপর তোমরা কোথায় যাইতেছ? অর্থাৎ তোমরা কি এখনও ইহা বিশ্বাস করিবে না? তোমরা জানিয়া রাখ যে, যাহারা সত্যধর্ম্ম গ্রহণ ও সরল পথে গমনে সমুৎসুক, নিশ্চয় এই কোরান তাহাদের জন্য সদুপদেশ ও সুপথ-প্রদর্শক। বিশ্বজগতের প্রতিপালক আল্লাহতা'লার ইচ্ছায়ই সমস্ত বিষয় সুনিয়ন্ত্রিত ও সুসম্পন্ন হইয়া থাকে। অতএব তাঁহার ইচ্ছাতেই তদীয় মনোনীত সত্যধর্ম্ম সুপ্রতিষ্ঠিত হইবে।

মক্কায় অবতীর্ণ	৮২। সুরা এন্‌ফেতার—الانفطار	১৯ আয়ত

১ম রুকু—মহাপ্রলয় ও পুনরুত্থান—কোরান শরিফের সত্যতা

সর্ব্ব প্রদাতা করুণাময় আল্লার নামে

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

১। যখন আকাশ বিদীর্ণ হইবে; ২। এবং যখন নক্ষত্রপুঞ্জ উৎক্ষীপ্ত হইবে; ৩। এবং যখন সমুদ্র-সকল উদ্বেলিত হইবে; ৪। এবং যখন সমাধি-সমূহ সমুত্থিত করা হইবে; ৫।—তখন প্রত্যেক ব্যক্তি যাহা পূর্ব্বে প্রেরণ করিয়াছে ও পশ্চাতে পরিত্যাগ করিয়াছে তাহা পরিজ্ঞাত

١- إِذَا السَّمَآءُ انْفَطَرَتْ ۝ ٢- وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انْتَثَرَتْ ۝ ٣- وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ ۝ ٤- وَإِذَا الْقُبُوْرُ بُعْثِرَتْ ۝ ٥- عَلِمَتْ نَفْسٌ

এন্‌ফেতার—বিদীর্ণ হওয়া। আলোচ্য সুরার প্রথম আয়তের 'এন্‌ফেতার' শব্দ হইতেই এই সুরার নামকরণ করা হইয়াছে।

শানে-নজুল—এই সুরা সর্ব্ববাদীসম্মত মতে মক্কা শরীফে অবতীর্ণ হইয়াছিল। তফ্‌সীরকারগণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন যে, এই সুরা পূর্ব্ববর্ত্তী সুরা সমূহের সমসাময়িক। হজরত রসুলোল্লাহ নামাজে সুবৃহৎ সুরার পরিবর্ত্তে "সাব্বেহেস্‌মা রাব্বেকাল আ'লা" এবং এই সুরা পড়িতে আদেশ করিয়াছিলেন।—সহি নেসায়ী।

১—৫। এই কয়েকটী আয়তে 'কেয়ামত' অর্থাৎ মহাপ্রলয় ও পুনরুত্থানের প্রসঙ্গ বর্ণিত হইয়াছে। আল্লাহতা'লা বলিতেছেন যে, সেই ভীষণ প্রলয়কালে যখন নভোমণ্ডল বিদীর্ণ হইয়া নক্ষত্রপুঞ্জ খসিয়া পড়িবে এবং নিয়মিত আকর্ষণ ও বিকর্ষণের অভাবে নির্দ্ধারিত কক্ষপথ পরিত্যাগ করিয়া বিক্ষিপ্তভাবে পতিত হইতে থাকিবে, এবং যখন সমুদ্র সকল উদ্বেলিত ও উচ্ছ্বসিত অবস্থায় একাকার হইয়া যাইবে এবং যখন ভয়াবহ ভূমিকম্পে পৃথিবী খণ্ড খণ্ড হইয়া তদন্তর্গত সমাধি-সমূহ ও উহাতে অবস্থিত জীবদেহের হতাবশিষ্ট অস্থিপুঞ্জ প্রকাশিত হইয়া পড়িবে এবং তৎপর সর্ব্বশক্তিমান আল্লাহতা'লার অনন্ত মহিমার নিদর্শন স্বরূপ যখন সমস্ত মানবদেহ পুনর্গঠিত ও সঞ্জীবিত হইয়া উঠিবে, তখন প্রত্যেক মানব তাহার পার্থিব জীবনে যাহা পূর্ব্বে প্রেরণ করিয়াছে এবং যাহা পশ্চাতে পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছে, তাহা সমস্তই জানিতে পারিবে।

আলোচ্য আয়ত সমূহের শেষ আয়তের অর্থ অত্যন্ত ব্যাপক। তফ্‌সীরকারগণ উহার বিভিন্নরূপ মর্ম্ম পরিগ্রহণ করিয়াছেন। উহার সর্ব্বাপেক্ষা প্রশস্ত মর্ম্ম এই যে, মানুষ নিজের জীবনে যে সমস্ত পাপ বা পুণ্য কার্য্য করিয়াছে অথবা জগদ্বাসীর হিতকর ও অহিতকর যে সকল কার্য্য করিয়া গিয়াছে কিংবা সে পৃথিবীতে যে সকল ধন-জন, বিষয়-সম্পত্তি, সুকীর্ত্তি-কুকীর্ত্তি ও সদসৎ অনুষ্ঠান রাখিয়া গিয়াছে কিংবা তাহার জীবনে পরলোকের জন্য ঐ সমস্ত বিষয়ের যাহা পূর্ব্বেই প্রেরণ করিয়াছে, মানুষ পরলোকে পুনর্জ্জীবিত হইয়া তাহার পার্থিব জীবনের অতীত স্মৃতি স্মরণ করিয়া অথবা তাহার কৃতকার্য্যের গ্রন্থলিপি পাঠ করিয়া সে তাহা সমস্তই জানিতে পারিবে।

ما قدمت وأخرت ﴿٥﴾ ٦- يا أيها
الإنسان ما غرك بربك الكريم ﴿٦﴾
٧- الذي خلقك فسوىك
فعدلك ﴿٧﴾ ٨- في أي صورة
ما شاء ركبك ﴿٨﴾ ٩ كلا بل
تكذبون بالدين ﴿٩﴾ ١٠- وإن
عليكم لحفظين ﴿١٠﴾ ١١- كراما
كاتبين ﴿١١﴾ ١٢- يعلمون
ما تفعلون ﴿١٢﴾ ١٣- إن الأبرار لفي
نعيم ﴿١٣﴾ ١٤- وإن الفجار لفي
جحيم ﴿١٤﴾ ١٥- يصلونها يوم

হইবে। ৬। হে মানব, তোমার সেই
মহিমান্বিত প্রতিপালক হইতে তোমাকে
কিসে প্রতারিত করিয়াছে? ৭।—যিনি
তোমাকে সৃষ্টি করিয়াছেন, তৎপর
তোমাকে সুগঠিত করিয়াছেন, অনন্তর
তোমাকে সুবিন্যস্ত করিয়াছেন।
৮। তিনি তোমাকে যেরূপ আকৃতিতে
ইচ্ছা সংযোজিত করিয়াছেন। ৯। কিন্তু
না—বরং তোমরা প্রতিফল সম্বন্ধে
অসত্যারোপ করিতেছ! ১০। এবং
নিশ্চয় তোমাদের উপর সংরক্ষক সকল
রহিয়াছে; ১১।—সম্মানিত লেখকগণ;
১২। তোমরা যাহা কর তাহা তাহারা
অবগত হয়। ১৩। নিশ্চয় সৎকর্ম্ম-
শীলেরা সুখ-সম্পদে রহিবে; ১৪। এবং
দুষ্কর্ম্মকারীরা নিশ্চয়ই নরকে থাকিবে।
১৫। তাহারা প্রতিফল দিবসে তন্মধ্যে

৬—৯। মহাপ্রলয় ও পুনরুত্থানের বিষয় স্মরণ করাইয়া দেওয়ার পর আল্লাহতা'লা মানব জাতিকে লক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন, হে অকৃতজ্ঞ ভ্রান্ত মানব, তোমরা কোন্ মোহে তোমাদের মহান্ প্রতিপালকের কথা বিস্মৃত হইয়া অবিশ্বাস ও ভ্রান্তিপূর্ণ কুপথে গমন করিতেছ? একবার চিন্তা করিয়া দেখ যে, তিনিই তোমাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছেন। তৎপর তোমাদের হস্ত, পদ, চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা প্রভৃতি অঙ্গ প্রত্যঙ্গকে সুন্দর ও সৌষ্ঠবসম্পন্ন করিয়াছেন এবং জীব-জগতের মধ্যে তোমাদিগকে স্ত্রী-পুরুষ ভেদে অতি সুন্দর ও মনোরম মধ্যমাকৃতি দান করিয়াছেন এবং তোমাদের সেই সুন্দর দেহ সুপরিচালনের জন্য তাহাতে নিয়মিতভাবে রক্ত, মাংস, অস্থি, বায়ু-পিত্ত-কফ এবং শিরা উপশিরা সমূহ সংযোজিত করিয়া দিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার এই সকল অনুপম দান ও অসীম অনুগ্রহ সত্ত্বেও তোমরা তাঁহার অনন্ত মহিমা অবিশ্বাস এবং প্রতিফল দিবসের প্রতি অসত্যারোপ করিতেছ! পৃথিবীতে তোমাদের ন্যায় অকৃতজ্ঞ ও হতভাগ্য আর কেহই নাই।

১০—১২। আল্লাহতা'লা আরও বলিতেছেন—হে ভ্রান্ত মানব, তোমরা নিশ্চয় জানিও যে, তোমাদের প্রত্যেকের উপর আমার নির্দ্ধারিত সংরক্ষক ও প্রহরী ফেরেশ্তা নিযুক্ত রহিয়াছে। তাহারা আমার নিয়োজিত সম্মানিত ও বিশ্বস্ত লিপিকর। তোমাদের সদসৎ প্রত্যেক কৃতকর্ম্মই তাহারা প্রত্যক্ষরূপে অবলোকন করিয়া ও অবগত হইয়া লিপিবদ্ধ করে। উহাই তোমাদের ইহজীবনের কৃতকর্ম্মের গ্রন্থলিপি এবং পরলোকে ঐ গ্রন্থলিপি অনুসারেই তোমাদিগকে প্রতিফল বা প্রতিদান প্রদান করা হইবে।

১৩—১৬। অনন্তর আল্লাহতা'লা বলিতেছেন যে, পরলোকে মহাবিচারের পর তোমাদিগকে যে প্রতিদান বা প্রতিফল প্রদান করা হইবে, তদনুযায়ী তোমাদের অন্তর্গত সৎকর্ম্মশীল পুণ্যবানেরা

প্রবিষ্ট হইবে; ১৬। এবং তাহারা উহা হইতে অন্তর্হিত হইবে না। ১৭। এবং তুমি কি জান যে, প্রতিফল দিবস কি? ১৮। পুনরায় তুমি কিরূপে জানিলে যে, প্রতিফল দিবস কি? ১৯। সেদিন কোন ব্যক্তির উপর কোন ব্যক্তির কিছুমাত্র অধিকার থাকিবে না; এবং সেদিন একমাত্র আল্লারই আদেশ হইবে।

الدِّيْنِ ۝ ١٦- وَمَا هُمْ عَنْهَا
بِغَآئِبِيْنَ ۝ ١٧- وَمَآ اَدْرٰكَ مَا
يَوْمُ الدِّيْنِ ۝ ١٨- ثُمَّ مَآ اَدْرٰكَ
مَا يَوْمُ الدِّيْنِ ۝ ١٩- يَوْمَ لَا
تَمْلِكُ نَفْسٌ لِّنَفْسٍ شَيْئًا ط وَالْاَمْرُ
يَوْمَئِذٍ لِّلّٰهِ ۝

পরম সুখে স্বর্গোদ্যানের অফুরন্ত সুখ-সম্পদের মধ্যে অবস্থান করিবে এবং দুষ্কার্য্যকারী পাপীরা ভয়াবহ শাস্তিপূর্ণ নরকানলে নিক্ষিপ্ত হইতে; সেই শাস্তি ও লাঞ্ছনা হইতে তাহারা কখনও মুক্তি বা পরিত্রাণ লাভ করিতে পারিবে না।

১৭—১৯। অবশেষে আল্লাহতা'লা হজরত রসুলোল্লাহকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন, হে আমার প্রিয়তম রসুল, তুমি কি জান যে, সেই প্রতিফল বা বিচার-দিবস কিরূপ এবং তুমি কি অবগত আছ যে, সেদিন মানবের অবস্থা কিরূপ হইবে? সেদিন তোমার মহান্ প্রতিপালক সর্ব্বশক্তিমান আল্লাহতা'লাই একমাত্র বিচারক ও আদেশদাতা! সেই সঙ্কটময় দিনে আর কাহারও কোনরূপ অধিকার বা আধিপত্য থাকিবে না। সেদিন কেহ কাহারও উপকার বা অপকার করিতে পারিবে না এবং সেদিন আমার অনুমতি ভিন্ন কেহই কাহারও জন্য অনুরোধ করিতে সমর্থ হইবে না।

এই সূরার সর্ব্বপ্রথম প্রতিপাদ্য বিষয় এই যে, আল্লাহতা'লা সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীব মানব-জাতির প্রতি তাঁহার অনন্ত অনুগ্রহের নিদর্শন স্বরূপ তাহাদিগকে অতি সুন্দর ও মনোহর মধ্যমাকৃতি দান করিয়াছেন। তাহারা অতি ক্ষুদ্রকায় নগণ্য অথবা বিরাটকায় বিকৃত দেহবিশিষ্ট জীব নহে। তাহাদের হস্ত-পদ, চক্ষু-কর্ণ প্রভৃতি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সমূহও অতি সুন্দর ও সুশোভন। তাঁহাদের বিদ্যাবুদ্ধি, জ্ঞান ও প্রতিভার সহিত অন্য কোন জীবের তুলনাই হইতে পারে না। অথচ মানুষ এমনই অকৃতজ্ঞ ও ভ্রান্ত যে, আল্লাহতা'লার এই সকল অনুপম অনুগ্রহের অধিকারী হইয়াও তাহারা তৎপ্রতি অবিশ্বাস ও অসত্যারোপ করিয়া থাকে। তাই আল্লাহতা'লা আলোচ্য সূরায় তাহাদিগকে কৃতজ্ঞ ও বিশ্বাসী হইবার জন্য বিশেষভাবে সতর্ক করিয়া দিয়াছেন।

মক্কায় অবতীর্ণ	৮৩। সুরা তৎফিফ—التطفيف	৩৬ আয়াত

১ম রুকু—প্রত্যাদেশ সম্বন্ধে প্রাকৃতিক প্রমাণ

সর্ব্ব প্রদাতা করুণাময় আল্লার নামে

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

١- وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِيْنَ ۝ ٢- الَّذِيْنَ
اِذَا اكْتَالُوْا عَلَى النَّاسِ
يَسْتَوْفُوْنَ ۝ ٣- وَاِذَا كَالُوْهُمْ
اَوْ وَّزَنُوْهُمْ يُخْسِرُوْنَ ۝ ٤- اَلَا
يَظُنُّ اُولٰٓئِكَ اَنَّهُمْ مَّبْعُوْثُوْنَ ۝

১। অপূর্ণকারীদের জন্য পরিতাপ! ২। যাহারা অন্য লোকের নিকট হইতে পরিমাপ করিয়া লয়,—তখন পূর্ণরূপেই গ্রহণ করে; ৩। এবং যখন তাহাদিগকে পরিমাপ অথবা ওজন করিয়া দেয় তখন কম করিয়া দেয়। ৪। তবে কি তাহারা ধারণা করে না যে, নিশ্চয়ই তাহারা সমুত্থিত হইবে?

তৎফিফ—কম করা, ওজনে কম দেওয়া, অঙ্গীকার ভঙ্গ করা, অবিচার করা, অথবা আমানতে খেয়ানত ও বিশ্বাসের ব্যতিক্রম করা। আলোচ্য সুরার প্রথম আয়তের "মোতাফ্‌ফেফীন" শব্দ হইতেই এই "তৎফিফ" নামকরণ করা হইয়াছে।

শানে-নজুল—হজরত এব্‌ন মসউদ, জোহাক ও মোকাতেলের বর্ণনা অনুসারে এই সুরা মক্কা শরীফেই অবতীর্ণ হইয়াছিল। হজরত এব্‌ন-আব্বাস ও এব্‌ন জোবায়েরের মতে ইহাই মক্কায় অবতারিত সুরা সমূহের মধ্যে শেষ সুরা। কিন্তু হজরত হাসান ও আকরামা বলেন যে, এই সুরা মদিনা শরীফে অবতীর্ণ হইয়াছিল এবং ইহাই মদিনায় অবতারিত সুরা সমূহের মধ্যে সর্ব্বপ্রথম সুরা। অধিকাংশ তফ্‌সীরকারের মতে হজরত রসুলোল্লাহ মদিনা শরিফে আগমন করিয়া দেখিতে পান যে, তথাকার অধিবাসিগণ ওজনে কম-বেশী করে এবং তদুপলক্ষেই এই সুরা অবতীর্ণ হয়। এমাম আতা বলেন যে, হেজরতের পর এই সুরা মক্কা ও মদিনা শরিফের মধ্যবর্ত্তী স্থলে অবতীর্ণ হইয়াছিল। তজ্জন্যই ইহার অবতারণ সম্বন্ধে মতভেদ হইয়াছে।

১—৩। আল্লাহতা'লা বলিতেছেন যে, যাহারা অতিরিক্ত লাভের আশায় অন্যায়ভাবে ওজনে কম-বেশী করে অর্থাৎ যাহারা অপরের নিকট হইতে গ্রহণ করিবার সময় পূর্ণ ওজনে গ্রহণ করে, কিন্তু অপরকে দিবার সময় ওজনে কম করিয়া দেয়, তাহাদের জন্য পরিতাপ! নিশ্চয় তাহারা ইহলোক ও পরলোকে অতি কঠিন শাস্তিভোগ করিবে।

"অয়েল" অর্থ আক্ষেপ, অনিষ্ট অথবা শাস্তিভোগ ও ধ্বংসপ্রাপ্তি। কেহ কেহ বলেন যে, 'অয়েল' অর্থ নরকের একটী কঠিন স্থান। আয়তের প্রকৃত মর্ম্ম এই যে, যাহারা অসদুদ্দেশে ওজনে কম-বেশী করে অথবা দেনা পাওনায় কঠোরতা অবলম্বন এবং ওজনে ব্যতিক্রম করিয়া লোকের অনিষ্ট সাধন করে, তাহারা ইহলোকে নানারূপ বিপদে পতিত হইবে এবং পরলোকে অতি কঠিন শাস্তিভোগ করিবে।

৪—৬। আল্লাহতা'লা ঐরূপ অন্যায় অপহ্নবকারীদিগকে স্মরণ করাইয়া দিতেছেন যে, তাহারা কি ধারণা করে না যে, তাহাদিগকে সেই সঙ্কটময় বিচার-দিবসে সমুত্থিত হইয়া স্ব স্ব

৫। সেই মহান্ দিবসে; ৬।—যেদিন
মানব বিশ্বজগতের প্রতিপালকের সমক্ষে
দণ্ডায়মান হইবে। ৭। তা নয়, নিশ্চয়ই
দুষ্কার্য্যকারীদের কর্ম্মলিপি 'সিজ্জিন' মধ্যে
রহিয়াছে। ৮। এবং তুমি কি জান যে,
'সিজ্জিন' কি? ৯।—উহা লিখিত গ্রন্থ।
১০। এবং সেদিন অসত্যারোপকারীদের
জন্য পরিতাপ! ১১।—যাহারা প্রতিফল
দিবস সম্বন্ধে অসত্যারোপ করে।
১২। এবং প্রত্যেক সীমাতিক্রমকারী
মহাপাপী ব্যতীত কেহই উহাতে
অসত্যারোপ করে না। ১৩। যখন
তাহার সমক্ষে আমার নিদর্শনাবলী
পঠিত হয় তখন সে বলে যে, ইহা ত

٥- لِيَوْمٍ عَظِيْمٍ ۙ ٦- يَوْمَ يَقُوْمُ
النَّاسُ لِرَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۗ ٧- كَلَّآ
اِنَّ كِتٰبَ الْفُجَّارِ لَفِيْ سِجِّيْنٍ ۗ
٨- وَمَآ اَدْرٰىكَ مَا سِجِّيْنٌ ۗ
٩- كِتٰبٌ مَّرْقُوْمٌ ۗ
١٠- وَيْلٌ يَّوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِيْنَ ۙ
١١- الَّذِيْنَ يُكَذِّبُوْنَ بِيَوْمِ الدِّيْنِ ۗ
١٢- وَمَا يُكَذِّبُ بِهٖٓ اِلَّا كُلُّ مُعْتَدٍ
اَثِيْمٍ ۙ ١٣- اِذَا تُتْلٰى عَلَيْهِ اٰيٰتُنَا

কৃতকর্ম্মের ফলভোগ করিবার জন্য বিশ্বজগতের প্রতিপালক সর্ব্বশক্তিমান প্রভুর সমক্ষে দণ্ডায়মান
হইতে হইবে? তাহাদের কি সেই কঠিন দিবসের ভয় নাই এবং তাহারা কি এই ধারণা করিতেছে
যে, এই অন্যায় অপকর্ম্মের জন্য তাহাদিগকে কোনই জওয়াবদিহী করিতে হইবে না?

৭—৯। আল্লাহতা'লা বলিয়া দিতেছেন যে, তাহারা যাহা ধারণা করিতেছে, "তাহা নয়,
নিশ্চয় তাহাদের এই সকল অপকর্ম্ম "সিজ্জিন" মধ্যে সুরক্ষিত আছে এবং হে রসুল, তুমি কি জান
যে, "সিজ্জিন" কি?—উহা লিখিত গ্রন্থ।

সিজ্জিন—শব্দের ধাতুগত অর্থ কারাগার; কিন্তু এস্থলে লিখিত গ্রন্থ অথবা চিহ্নিত কিংবা
মোহরাঙ্কিত পুস্তিকা। অনেকের মতে "সিজ্জিন" দুষ্কার্য্যকারী মানবের কৃতকর্ম্মের গ্রন্থলিপি এবং
কাহার কাহারও মতে উহা এরূপ একখানি সুবৃহৎ গ্রন্থ—যাহাতে সমস্ত দুষ্কার্য্যকারী মানবের
কৃতকর্ম্মের বিষয় লিখিত রহিয়াছে। কোন কোন আলেম উহার অনুরূপ মর্ম্মও পরিগ্রহণ
করিয়াছেন। কিন্তু সেই সকল মর্ম্মের সহিত আলোচ্য আয়ত সমূহের সামঞ্জস্য সুরক্ষিত হয় নাই
বলিয়া উহা পরিত্যক্ত হইল।

১০—১৩। যে সকল অবিশ্বাসী ও ধর্ম্মদ্রোহী ঐশীবাণী কোরান শরিফের এই সকল বর্ণনা
এবং পারলৌকিক বিচার দিবসের প্রতি অসত্যারোপ করে, আল্লাহতা'লা তাহাদের জন্য আক্ষেপ
প্রকাশ করিয়া বলিতেছেন যে, একান্ত সীমাতিক্রমকারী ধর্ম্মদ্রোহী ও মহাপাপী ভিন্ন আর কেহই
ইহাতে অসত্যারোপ করে না। ঐ সকল হতভাগ্য দুষ্কার্য্যকারীর নিকট যখন এই কোরান পাঠ
করা হয়, তখন উহারা বলে যে, ইহা ত সেই প্রাচীন কাহিনী ও পুরাতন কল্পিত কথা মাত্র।
ইহা কখনই আল্লার বাণী অথবা স্বর্গীয় প্রত্যাদেশ নহে। তাহাদের ঐ সকল উক্তির উত্তরে
আল্লাহতা'লা বলিতেছেন যে, এই সকল অবিশ্বাসী ও অসত্যারোপকারীর জন্য আক্ষেপ! কারণ
এজন্য ইহলোক ও পরলোকে উহারা অতি কঠিন শাস্তিভোগ করিবে।

৫। সেই মহান্ দিবসে; ৬।—যেদিন মানব বিশ্বজগতের প্রতিপালকের সমক্ষে দণ্ডায়মান হইবে। ৭। তা নয়, নিশ্চয়ই দুষ্কার্য্যকারীদের কর্ম্মলিপি 'সিজ্জিন' মধ্যে রহিয়াছে। ৮। এবং তুমি কি জান যে, 'সিজ্জিন' কি? ৯।—উহা লিখিত গ্রন্থ। ১০। এবং সেদিন অসত্যারোপকারীদের জন্য পরিতাপ! ১১।—যাহারা প্রতিফল দিবস সম্বন্ধে অসত্যারোপ করে। ১২। এবং প্রত্যেক সীমাতিক্রমকারী মহাপাপী ব্যতীত কেহই উহাতে অসত্যারোপ করে না। ১৩। যখন তাহার সমক্ষে আমার নিদর্শনাবলী পঠিত হয় তখন সে বলে যে, ইহা ত

٥- لِيَوْمٍ عَظِيْمٍ ۙ ٦- يَوْمَ يَقُوْمُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۙ ٧- كَلَّآ إِنَّ كِتٰبَ الْفُجَّارِ لَفِيْ سِجِّيْنٍ ۙ ٨- وَمَآ أَدْرٰىكَ مَا سِجِّيْنٌ ۙ ٩- كِتٰبٌ مَّرْقُوْمٌ ۙ ١٠- وَيْلٌ يَّوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِيْنَ ۙ ١١- الَّذِيْنَ يُكَذِّبُوْنَ بِيَوْمِ الدِّيْنِ ۙ ١٢- وَمَا يُكَذِّبُ بِهٖٓ إِلَّا كُلُّ مُعْتَدٍ أَثِيْمٍ ۙ ١٣- إِذَا تُتْلٰى عَلَيْهِ اٰيٰتُنَا

কৃতকর্ম্মের ফলভোগ করিবার জন্য বিশ্বজগতের প্রতিপালক সর্ব্বশক্তিমান প্রভুর সমক্ষে দণ্ডায়মান হইতে হইবে? তাহাদের কি সেই কঠিন দিবসের ভয় নাই এবং তাহারা কি এই ধারণা করিতেছে যে, এই অন্যায় অপকর্ম্মের জন্য তাহাদিগকে কোনই জওয়াবদিহী করিতে হইবে না?

৭—৯। আল্লাহতা'লা বলিয়া দিতেছেন যে, তাহারা যাহা ধারণা করিতেছে, "তাহা নয়, নিশ্চয় তাহাদের এই সকল অপকর্ম্ম "সিজ্জিন" মধ্যে সুরক্ষিত আছে এবং হে রসুল, তুমি কি জান যে, "সিজ্জিন" কি?—উহা লিখিত গ্রন্থ।

সিজ্জিন—শব্দের ধাতুগত অর্থ কারাগার; কিন্তু এস্থলে লিখিত গ্রন্থ অথবা চিহ্নিত কিংবা মোহরাঙ্কিত পুস্তিকা। অনেকের মতে "সিজ্জিন" দুষ্কার্য্যকারী মানবের কৃতকর্ম্মের গ্রন্থলিপি এবং কাহার কাহারও মতে উহা এরূপ একখানি সুবৃহৎ গ্রন্থ—যাহাতে সমস্ত দুষ্কার্য্যকারী মানবের কৃতকর্ম্মের বিষয় লিখিত রহিয়াছে। কোন কোন আলেম উহার অন্যরূপ মর্ম্মও পরিগ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু সেই সকল মর্ম্মের সহিত আলোচ্য আয়ত সমূহের সামঞ্জস্য সুরক্ষিত হয় নাই বলিয়া উহা পরিত্যক্ত হইল।

১০—১৩। যে সকল অবিশ্বাসী ও ধর্ম্মদ্রোহী ঐশীবাণী কোরান শরিফের এই সকল বর্ণনা এবং পারলৌকিক বিচার দিবসের প্রতি অসত্যারোপ করে, আল্লাহতা'লা তাহাদের জন্য আক্ষেপ প্রকাশ করিয়া বলিতেছেন যে, একান্ত সীমাতিক্রমকারী ধর্ম্মদ্রোহী ও মহাপাপী ভিন্ন আর কেহই ইহাতে অসত্যারোপ করে না। ঐ সকল হতভাগ্য দুষ্কার্য্যকারীর নিকট যখন এই কোরান পাঠ করা হয়, তখন উহারা বলে যে, ইহা ত সেই প্রাচীন কাহিনী ও পুরাতন কল্পিত কথা মাত্র। ইহা কখনই আল্লার বাণী অথবা স্বর্গীয় প্রত্যাদেশ নহে। তাহাদের ঐ সকল উক্তির উত্তরে আল্লাহতা'লা বলিতেছেন যে, এই সকল অবিশ্বাসী ও অসত্যারোপকারীর জন্য আক্ষেপ! কারণ এজন্য ইহলোক ও পরলোকে উহারা অতি কঠিন শাস্তিভোগ করিবে।

قَالَ اَسَاطِيْرُ الْاَوَّلِيْنَ ط ١٤- كَلَّا
بَلْ سكتة رَانَ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ مَّا كَانُوْا
يَكْسِبُوْنَ ○ ١٥- كَلَّآ اِنَّهُمْ عَنْ
رَّبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَّمَحْجُوْبُوْنَ ؕ
١٦- ثُمَّ اِنَّهُمْ لَصَالُوا الْجَحِيْمِ ؕ
١٧- ثُمَّ يُقَالُ هٰذَا الَّذِيْ كُنْتُمْ بِهٖ
تُكَذِّبُوْنَ ؕ ١٨- كَلَّآ اِنَّ كِتٰبَ
الْاَبْرَارِ لَفِيْ عِلِّيِّيْنَ ط ١٩- وَمَآ
اَدْرٰكَ مَا عِلِّيُّوْنَ ؕ ٢٠- كِتٰبٌ

পূর্ব্বকালীন কাহিনী। ১৪। কথনও না,
বরং তাহারা যাহা অর্জ্জন করিয়াছিল
তজ্জন্য তাহাদের অন্তর সমূহে মরিচা
ধরিয়াছে। ১৫। কখনও নহে নিশ্চয়ই
সেদিন তাহারা স্বীয় প্রতিপালক হইতে
অন্তরালে থাকিবে। ১৬। অনন্তর
নিশ্চয়ই তাহারা নরকে প্রবিষ্ট হইবে।
১৭। তৎপর বলা হইবে যে, ইহাই
তাহা—যদ্বিষয়ে তোমরা অসত্যারোপ
করিতে। ১৮। কখনই নহে, নিশ্চয়ই
সৎকর্ম্মশীলগণের কর্ম্মলিপি 'ইল্লীন'
মধ্যে রহিবে। ১৯। এবং তুমি কি
জান যে, 'ইল্লীন' কি? ২০।—উহা

১৪—১৭। আল্লাহতা'লা দৃঢ়তার সহিত বলিতেছেন যে, অবিশ্বাসী অসত্যারোপকারীরা যাহা বলিতেছে, তাহা কখনও সত্য নহে এবং এই কোরান শরিফ কখনও প্রাচীনদিগের কাহিনী বা কল্পিত উপকথা নহে। বরং তাহাদের অবিশ্বাস ও ধর্ম্মদ্রোহিতার জন্য তাহাদের অন্তরে মরিচা পড়িয়াছে বলিয়াই তাহারা ইহার সত্যতা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিতেছে না। অতএব তাহারা যাহা বলিতেছে, তাহা কখনও সত্য নহে। এই অবিশ্বাস ও ধর্ম্মদ্রোহিতার জন্য তাহারা আল্লাহতা'লার অনুগ্রহ ও সন্দর্শন হইতে অন্তরালে অবস্থান করিবে এবং তাহারা সকলেই নরকানলে নিক্ষিপ্ত হইবে। তখন নরকের ফেরেশ্‌তাগণ তাহাদিগকে বলিবে যে, তোমরা যে পারলৌকিক শাস্তির প্রতি অসত্যারোপ করিতে, ইহাই সেই শাস্তি এবং এই শাস্তি ও লাঞ্ছনা হইতে তোমরা কখনই পরিত্রাণ পাইবে না।

১৮—২২। আল্লাহতা'লা পুনরায় বলিয়া দিতেছেন যে, অবিশ্বাসীদিগের ধারণা কখনও সত্য নহে। নিশ্চয় বিশ্বাসী ও সৎকর্ম্মশীল পুণ্যবান লোকদিগের কার্য্যলিপি "ইল্লিনে" থাকিবে। হে রসুল, তুমি কি জান যে, সেই ইল্লীন কি? উহা সেই গৌরবান্বিত লিখিত গ্রন্থ; যে গ্রন্থের সমক্ষে আমার অনুগৃহীত সন্নিকটবর্ত্তিগণ উপস্থিত রহিয়াছে এবং আমি ইহাও জানাইয়া দিতেছি যে, নিশ্চয় বিশ্বাসী ও সৎকর্ম্মশীল ব্যক্তিগণ স্বর্গীয় সুখ-সম্পদের মধ্যে অবস্থান করিবে।

ইল্লীন—এই শব্দের ধাতুগত অর্থ সমুন্নত অথবা উচ্চতম। এইজন্য তফ্‌সীরকারগণ উক্ত শব্দের অর্থে উচ্চতা ও মহত্তজ্ঞাপক বিভিন্নরূপ মর্ম্ম পরিগ্রহণ করিয়াছেন, যথা—সপ্তম আকাশ, সপ্তম আকাশের কোন সমুন্নত স্থান, মহান্ আর্শের দক্ষিণ স্তম্ভ অথবা সদরাতুল মন্তাহা। তাহারা আরও নির্দ্দেশ করিয়াছেন যে, আল্লাহতা'লার মনোনীত নবী ও রসুল এবং সম্মানিত স্বর্গীয় ফেরেশ্‌তাগণ তথায় অবস্থান করেন। মৃত্যুর পর অলি-আল্লাহগণের এবং পুণ্যবান সাধুপুরুষগণের আত্মাও তথায় উপস্থিত হইয়া থাকেন।

বিশিষ্ট তফ্‌সীরকারগণের মতে "ইল্লীন" "সিজ্জিনের"ই ন্যায় একখানি লিখিত গ্রন্থ। সিজ্জিনে যেমন পাপীদের কৃতকার্য্য লিখিত হয়, ইল্লীনেও সেইরূপ পুণ্যবান ব্যক্তিগণের কৃতকর্ম্ম লিখিত

লিখিত গ্রন্থ। ২১। সন্নিকটবর্ত্তীরা তথায় উপস্থিত রহিয়াছে। ২২। নিশ্চয় সৎকর্ম্মশীলগণ সুখ-সম্পদে রহিবে। ২৩। তাহারা উচ্চাসনের উপর হইতে অবলোকন করিবে। ২৪। তুমি তাহাদের আনন-সমূহে সুখের উচ্ছ্বাস উপলব্ধি করিবে। ২৫। তাহাদিগকে সিল-মোহরযুক্ত বিশুদ্ধ মদিরা হইতে পান করান হইবে। ২৬। উহা কস্তুরীর সিল-মোহর। ২৭। এবং উহা ‘তস্‌নীম’ দ্বারা সংমিশ্রিত। ২৮। উহা একটী ঝর্ণা—যাহা হইতে সন্নিকটবর্ত্তিগণ পান করিয়া থাকে। ২৯। নিশ্চয় অপরাধকারীরা বিশ্বাস-স্থাপনকারিগণের প্রতি

مَّرْقُوْمٌ ۙ ٢١- يَّشْهَدُهُ الْمُقَرَّبُوْنَ ؕ
٢٢- اِنَّ الْاَبْرَارَ لَفِيْ نَعِيْمٍ ۙ
٢٣- عَلَى الْاَرَآئِكِ يَنْظُرُوْنَ ۙ
٢٤- تَعْرِفُ فِيْ وُجُوْهِهِمْ نَضْرَةَ
النَّعِيْمِ ۚ ٢٥- يُسْقَوْنَ مِنْ رَّحِيْقٍ
مَّخْتُوْمٍ ۙ ٢٦- خِتٰمُهٗ مِسْكٌ ط
وَ فِيْ ذٰلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَا
فِسُوْنَ ؕ ٢٧- وَ مِزَاجُهٗ مِنْ
تَسْنِيْمٍ ۙ ٢٨- عَيْنًا يَّشْرَبُ بِهَا
الْمُقَرَّبُوْنَ ؕ ٢٩- اِنَّ الَّذِيْنَ
اَجْرَمُوْا كَانُوْا مِنَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا

হইয়া থাকে। ঐ মহাগ্রন্থ এরূপ সমুন্নত স্থানে অবস্থিত, যেখানে আল্লার অনুগৃহীত ও সন্নিকটবর্ত্তী ফেরেশ্‌তাগণ সর্ব্বদা উপস্থিত থাকিয়া ঐ সমস্ত বিষয় লিপিবদ্ধ করিতেছেন। মতান্তরে “মোকার্‌রাবুন” বা সন্নিকটবর্ত্তী অর্থ আল্লাহতা'লার মনোনীত নবী, অলি ও সম্মানিত ফেরেশ্‌তাগণ। ইহারা সমুন্নত ইল্লীন নামক স্থানে অবস্থান করিয়া আল্লাহতা'লার অনুগ্রহ ও দর্শন লাভে ধন্য হইবে এবং ইহাদের পরবর্ত্তী শ্রেণীর বিশ্বাসী ও সৎকর্ম্মশীল সাধু ব্যক্তিগণ স্বর্গোদ্যানের অফুরন্ত সুখ-সম্পদ ও আয়েশ-আরাম উপভোগ করিয়া কৃতার্থ হইবে।

২৩—২৮। এই কয়েকটি আয়তে আল্লাহতা'লা স্বর্গবাসিগণের সুখ-সম্পদ ও ভোগ-বিলাসের কিঞ্চিৎ আভাস প্রদান করিয়াছেন। অর্থাৎ তাহারা স্বর্গোদ্যানের সুবর্ণ-নির্ম্মিত ও মণিমুক্তা বিখচিত উচ্চাসনে উপবেশন করিয়া স্বর্গোদ্যানের সমস্ত শোভা ও সৌন্দর্য্য প্রত্যক্ষ অবলোকন করিবে এবং সেই সকল অনুপম দৃশ্য দর্শনে তাহাদের মুখমণ্ডলে সুখ-শান্তি ও আনন্দের উচ্ছ্বাস ফুটিয়া বাহির হইবে। তাহারা তথায় কস্তুরীর মোহরযুক্ত অতি সুন্দর ও মনোহর এবং সুগন্ধি ও সুস্বাদু স্বর্গীয় সুরা পান করিয়া আনন্দে বিভোর হইবে; অথচ তাহাতে কোনরূপ মত্ততা হইবে না। অধিকন্তু স্বর্গের সর্ব্বাপেক্ষা সুস্বাদু পানীয়পূর্ণ ‘তসনিম’ নামক যে ঝর্ণার পানি পান করিয়া আল্লাহতা'লার অনুগৃহীত ও সন্নিকটবর্ত্তী নবী-অলিগণ ধন্য ও পরিতৃপ্ত হইয়া থাকেন, সেই তস্‌নিমের পানি মিশ্রিত করিয়া ঐ স্বর্গীয় সুরাকে আরও সুন্দর ও তৃপ্তিকর করিয়া দেওয়া হইবে।

২৯—৩৩। অবিশ্বাসী ও ধনসম্পদশালী অহঙ্কারীরা পার্থিব জীবনে বিশ্বাসী মোসলমানদিগের অভাব ও দৈন্য দেখিয়া যেরূপ অবজ্ঞা ও উপহাস-বিদ্রূপ করিত, এই কয়েকটি আয়তে তাহারই আভাস প্রদান করা হইয়াছে। অবিশ্বাসীরা শুধু উপহাস-বিদ্রূপ করিয়াই ক্ষান্ত হইত না; তাহারা

পরিহাস করিত। ৩০। এবং যখন উহারা তাহাদিগকে অতিক্রম করিত, তখন উহারা পরস্পর কটাক্ষপাত করিত। ৩১। এবং যখন উহারা তাহাদের স্বজনগণের নিকট প্রত্যাবর্ত্তন করিত তখন সহর্ষ-পরিহাসে প্রত্যাবর্ত্তিত হইত। ৩২। এবং যখন উহারা তাহাদিগকে দেখিত তখন বলিত যে, নিশ্চয়ই ইহারা পথভ্রান্ত। ৩৩। অথচ উহারা তাহাদের সংরক্ষক-রূপে প্রেরিত হয় নাই। ৩৪। ফলতঃ যাহারা বিশ্বাস-স্থাপন করিয়াছে আজ তাহারাই অবিশ্বাসীদিগকে উপহাস করিবে। ৩৫। তাহারা উচ্চাসন হইতে অবলোকন করিবে। ৩৬। ইহাই অবিশ্বাসীদিগের প্রতিফল—যাহা তাহারা করিয়াছিল?

يَضْحَكُوْنَ ۝ ٣٠- وَإِذَا مَرُّوْا بِهِمْ
يَتَغَامَزُوْنَ ۝ ٣١- وَإِذَا انْقَلَبُوْا
إِلَى أَهْلِهِمُ انْقَلَبُوْا فَكِهِيْنَ ۝
٣٢- وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوْا إِنَّ هٰؤُلَاءِ
لَضَالُّوْنَ ۝ ٣٣- وَمَا أُرْسِلُوْا
عَلَيْهِمْ حٰفِظِيْنَ ۝ ٣٤- فَالْيَوْمَ
الَّذِيْنَ آمَنُوْا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُوْنَ ۝
٣٥- عَلَى الْأَرَآئِكِ ۙ يَنْظُرُوْنَ ۝
٣٦- هَلْ ثُوِّبَ الْكُفَّارُ مَا كَانُوْا
يَفْعَلُوْنَ ۝

মুসলমানদিগকে মূর্খ এবং বিভ্রান্ত বলিয়াও অভিহিত করিত। তাই আল্লাহতা'লা অবিশ্বাসীদের ঐ অবজ্ঞা ও উপহাস-বিদ্রূপের উত্তরে বলিয়া দিতেছেন যে, আমি অবিশ্বাসীদিগকে মোসলমানদিগের অভিভাবক বা প্রতিপালক রূপে সৃষ্টি করি নাই এবং তাহাদিগকে ধনী বা দরিদ্র করিবার অধিকারীও তাহারা নহে। তাহাদের ইহ-পরলোকের প্রতিদান আমারই নিকট রহিয়াছে এবং আমিই তাহাদিগকে ধনজন ও সুখ-সম্পদের অধিকারী করিব।

৩৪—৩৬। অতঃপর আল্লাহতা'লা অবিশ্বাসীদের ঐ সকল উপহাস-বিদ্রূপ সম্পর্কে মানবের পারলৌকিক অবস্থা স্মরণ করাইয়া দিতেছেন। অর্থাৎ সেদিন বিশ্বাসী দরিদ্র ব্যক্তিগণ স্বর্গোদ্যানের উচ্চাসনে উপবেশন পূর্ব্বক অহঙ্কারী ধনসম্পদশালী অবিশ্বাসীদের শাস্তি ও লাঞ্ছনা অবলোকন করিয়া তাহাদিগকে উপহাস করিয়া বলিবে যে, ইহাই তাহাদের পার্থিব জীবনের অবিশ্বাস, ধর্ম্মদ্রোহিতা ও উপহাস-বিদ্রূপের সমুচিত প্রতিফল।

মক্কায় অবতীর্ণ	৮৪। সূরা এন্‌শেকাক—الانشقاق	২৫ আয়ত

১ম রুকু—মহাপ্রলয় ও পুনরুত্থানের—বিবরণ

সর্ব্ব প্রদাতা করুণাময় আল্লার নামে

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

১। যখন আকাশ বিদীর্ণ হইবে; ২। এবং উহা স্বীয় প্রতিপালকের প্রতি কর্ণপাত করিবে এবং উহা তদুপযোগী হইবে। ৩। এবং যখন পৃথিবী আকর্ষিত হইবে; ৪। এবং তন্মধ্যে যাহা আছে তাহা উৎক্ষেপ করিবে এবং উহা শূন্যগর্ভ হইয়া যাইবে। ৫। এবং উহা স্বীয় প্রতিপালকের প্রতি কর্ণপাত করিবে

١- إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ ۙ

٢- وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ ۙ

٣- وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ ۙ ٤- وَأَلْقَتْ

مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ ۙ ٥- وَأَذِنَتْ

এন্‌শেকাক—বিদীর্ণ হওয়া, ফাটিয়া যাওয়া। আলোচ্য সূরার প্রথম আয়তের 'শাক্কাত' শব্দ হইতেই এই সূরার "এন্‌শেকাক" নামকরণ করা হইয়াছে।

শানে-নজুল—এই সূরা সর্ব্ববাদী-সম্মত মতে মক্কা শরীফে অবতীর্ণ হইয়াছিল। পবিত্র কোরান শরিফের যে চৌদ্দটি সূরায় "তেলাওতে সেজ্‌দা"র আয়ত বিদ্যমান আছে, ইহা তাহার অন্যতম। ইহা অন্যতম প্রাথমিক প্রত্যাদেশ এবং এই সূরায় এবং ইহার পূর্ব্ববর্ত্তী এন্‌ফেতার ও তক্‌ভীর সূরায় 'কেয়ামত' অর্থাৎ মহাপ্রলয় ও পুনরুত্থানের বিভীষিকাই বিশেষভাবে বর্ণিত হইয়াছে।

১—৫। এই কয়েকটি আয়তে 'কেয়ামত' বা পুনরুত্থানের অবস্থা বর্ণিত হইয়াছে। ইহার অর্থ এই যে, যখন আল্লাহতা'লার আদেশে আকাশ বিদীর্ণ হইয়া ফাটিয়া যাইবে ও আল্লার আদেশ পালনের জন্য কর্ণপাত করিবে এবং আকাশ এরূপভাবে নির্ম্মিত হইয়াছে যে, উক্ত আদেশ প্রতিপালনের বাধ্য হইবে; অনন্তর যখন আল্লার আদেশে পৃথিবী আকৃষ্ট ও সম্প্রসারিত হইবে এবং উহার অভ্যন্তরে যাহা কিছু আছে, তাহা সমস্তই বাহির করিয়া দিবে এবং পৃথিবীকে এমন ভাবে নির্ম্মাণ করা হইয়াছে যে, উহা করিতে বাধ্য হইবে—তখনই ইহলোক বিলুপ্ত হইয়া পরলোক প্রকাশিত হইবে এবং তখন মানবের মধ্যে কোনই অন্তরাল থাকিবে না। তাহারা ইহলোকে প্রকাশ্যে ও সংগোপনে যাহা কিছু করিয়া গিয়াছে, সেদিন তাহা সমস্তই প্রকাশিত হইয়া পড়িবে। আয়ত সমূহের সার-মর্ম্ম এই যে, সেদিন আকাশ বিদীর্ণ হইয়া পৃথিবী বহুগুণে সম্প্রসারিত হইবে এবং মানব এক অবস্থা হইতে অন্য অবস্থায় উপনীত হইবে। অর্থাৎ সেদিন মানবের ইহলৌকিক জীবনের অবসানে স্ব স্ব কৃতকর্ম্মানুযায়ী তাহাদের পারলৌকিক জীবন আরম্ভ হইবে। হজরত রসুলোল্লার পবিত্র হাদিস এবং বিশিষ্ট তফ্‌সীরকারগণের ব্যাখ্যাতে এই অভিমতই সমর্থিত হইয়াছে।—আহমদ, তেরমিজী ও কবির দ্রষ্টব্য।

এবং উহা তদুপযোগী হইবে। ৬। হে মানব, নিশ্চয় তুমি তোমার প্রতিপালকের উদ্দেশ্যে কঠোর সাধনায় সাধনা কর—তবে তাঁহার সন্দর্শন লাভ করিবে। ৭। অনন্তর যাহাকে তাহার দক্ষিণ হস্তে তদীয় কর্ম্মলিপি প্রদত্ত হইবে; ৮। ফলতঃ তাহার সম্বন্ধে সহজ হিসাবে হিসাব করা হইবে। ৯। এবং সে সানন্দে স্বীয় পরিজনগণের নিকট প্রত্যাবর্ত্তিত হইবে। ১০। এবং যাহাকে তাহার পৃষ্ঠের পশ্চাদ্ভাগে তদীয় কর্ম্মলিপি প্রদত্ত হইবে; ১১। ফলতঃ অচিরেই সে মৃত্যুকে আহ্বান করিবে। ১২। এবং সে অগ্নিশিখায় প্রবিষ্ট হইবে।

لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ ۝ ٦- يَاَيُّهَا الْاِنْسَانُ
اِنَّكَ كَادِحٌ اِلٰى رَبِّكَ كَدْحًا
فَمُلٰقِيْهِ ۝ ٧- فَاَمَّا مَنْ اُوْتِيَ
كِتٰبَهٗ بِيَمِيْنِهٖ ۝ ٨- فَسَوْفَ
يُحَاسَبُ حِسَابًا يَّسِيْرًا ۝
٩- وَّيَنْقَلِبُ اِلٰى اَهْلِهٖ مَسْرُوْرًا ۝
١٠- وَاَمَّا مَنْ اُوْتِيَ كِتٰبَهٗ وَرَاۤءَ
ظَهْرِهٖ ۝ ١١- فَسَوْفَ يَدْعُوْا
ثُبُوْرًا ۝ ١٢- وَّيَصْلٰى سَعِيْرًا ۝

৬। এই আয়তের ব্যাখ্যায় তফ্সীরকারগণ বিভিন্নরূপ মর্ম্ম পরিগ্রহণ করিয়াছেন। আলোচ্য আয়তের "মোলাকেহী" অর্থাৎ তাঁহার সন্দর্শনের মর্ম্মার্থ কেহ মৃত্যু, কেহ প্রতিফল, কেহ শাস্তি এবং কেহবা ঐশী-করুণা লিখিয়াছেন। কিন্তু আলোচ্য আয়তের সাধারণ ও সুস্পষ্ট মর্ম্ম এই যে, হে মানব, তুমি তোমার প্রতিপালকের উদ্দেশ্যে কঠোর সাধনায় সাধনা কর; তাহা হইলেই তুমি তাঁহার সন্দর্শন লাভ করিতে পারিবে। এতদ্দ্বারা বুঝা যাইতেছে যে, শুধু আমোদ-প্রমোদ, ভোগ-বিলাস বা হাসি-রহস্যের দ্বারা আল্লাহতা'লার সন্দর্শন বা তাঁহার অনুগ্রহ লাভ করা যাইবে না; উহার জন্য অতি কঠোর সাধনা করিতে হইবে।

কেহ কেহ বলেন যে, এই আয়তটি হজরত রসুলোল্লার উদ্দেশ্যে অবতীর্ণ হইয়াছিল। অর্থাৎ আল্লাহতা'লা হজরত রসুলোল্লাকে বলিয়া দিতেছেন যে, তুমি অবিশ্বাসীদিগের উপহাস-বিদ্রূপে ভ্রুক্ষেপ না করিয়া এবং তাহাদের বাধা-বিঘ্নে বিচলিত না হইয়া আমার আদেশ-নিষেধ প্রচার এবং সত্যধর্ম্ম প্রতিষ্ঠার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা কর। তোমার এই কঠোর সাধনা কখনই ব্যর্থ হইবে না। ইহার প্রতিদান স্বরূপ অচিরেই তুমি আমার অনুগ্রহ ও সন্দর্শন লাভ করিয়া ধন্য হইবে।

৭—৯। এই কয়েকটি আয়তে আল্লাহতা'লা পারলৌকিক মহাবিচারের প্রসঙ্গ বর্ণনা করিতেছেন। আল্লাহতা'লা বলিতেছেন যে, পুনরুত্থানের পর যে ব্যক্তি সম্মুখ হইতে দক্ষিণ হস্তে তাহার 'আমলনামা' বা কৃতকর্ম্মের গ্রন্থলিপি প্রাপ্ত হইবে, একান্ত সহৃদয়তার সহিত অতি-সহজভাবে তাহার বিচারকার্য্য সম্পন্ন হইবে এবং তাহার অনুষ্ঠিত অপরাধ ও দোষ-ত্রুটী ক্ষমা করিয়া তাহাকে স্বর্গোদ্যানে প্রেরণ করা হইবে। তথায় সে স্বীয় পার্থিব জীবনের স্ত্রী-পুত্র-কন্যা, পরিজন ও স্বর্গীয় হুরবালাগণের সহিত সানন্দে সম্মিলিত হইবে।

১০—১২। পক্ষান্তরে যে পশ্চাদ্দিক হইতে বামহস্তে স্বীয় 'আমলনামা' বা কৃতকর্ম্মের গ্রন্থলিপি প্রাপ্ত হইবে, তাহার হিসাব অত্যন্ত কঠোর হইবে এবং সে নিজের আসন্ন বিপদের বিষয় বুঝিতে পারিয়া মৃত্যু কামনা করিতে থাকিবে। কিন্তু মৃত্যুর পরিবর্ত্তে তাহাকে ভীষণ নরকানলে নিক্ষেপ করা হইবে এবং তথায় সে ভীষণ নরক-যন্ত্রণা ভোগ করিতে থাকিবে।

১৩। নিশ্চয় সে স্বীয় পরিজনগণের মধ্যে সহর্ষে ছিল। ১৪। নিশ্চয় সে ধারণা করিয়াছিল যে, সে কখনই প্রত্যাবর্ত্তিত হইবে না। ১৫। হাঁ; নিশ্চয় তাহার প্রতিপালক তৎপ্রতি প্রত্যক্ষকারী ছিলেন। ১৬। অতএব আমি অস্তরাগের শপথ করিতেছি; ১৭। এবং রজনীর—এবং উহা যাহা একত্রিত করে; ১৮। এবং চন্দ্রের—যখন উহা পরিপূর্ণ হয়; ১৯। নিশ্চয় তোমরা এক স্তর হইতে অন্য স্তরে অধিরোহণ

١٣- اِنَّهٗ كَانَ فِيْۤ اَهْلِهٖ مَسْرُوْرًا ۞
١٤- اِنَّهٗ ظَنَّ اَنْ لَّنْ يَّحُوْرَ ۞
١٥- بَلٰۤى ۚ اِنَّ رَبَّهٗ كَانَ بِهٖ بَصِيْرًا ۞
١٦- فَلَاۤ اُقْسِمُ بِالشَّفَقِ ۞ ١٧- وَالَّيْلِ
وَمَا وَسَقَ ۞ ١٨- وَالْقَمَرِ اِذَا
اتَّسَقَ ۞ ١٩- لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ

১৩—১৫। উপরোক্ত নারকীদের সম্বন্ধে আল্লাহতা'লা বলিতেছেন যে, পার্থিব জীবনে উহারা স্ব স্ব পরিজনগণের সহিত অত্যন্ত আয়েশ-আরাম ও আনন্দ-উল্লাসের মধ্যে অবস্থান করিয়াছিল। শুধু আমোদ-প্রমোদ ও ভোগ-বিলাস ভিন্ন উহাদের জীবনের আর কোনই লক্ষ্য ছিল না। উহারা কখনও আমার উপাসনা-আরাধনা করিত না এবং আমার আদেশ-নিষেধ একটুও পালন করিত না। উহারা মনে করিত যে, পরলোক ও পুনর্জ্জীবন কিছুই নহে। ইহজীবনের সুখ-সম্ভোগই মানব-জীবনের একমাত্র চরম ও পরম লক্ষ্য। কিন্তু আমি সর্ব্বদাই তাহাদের এই অবিশ্বাস ও ধর্ম্মদ্রোহিতার প্রতি লক্ষ্য করিয়া আসিয়াছি এবং আজ আমি উহাদিগকে অবশ্যই উপযুক্ত প্রতিফল প্রদান করিব।

১৬—১৯। এই কয়েকটি আয়তে আল্লাহতা'লা 'অস্তরাগ' অর্থাৎ সন্ধ্যাকালীন আকাশের লোহিতবর্ণ, রজনীর ঘনীভূত অন্ধকার এবং পূর্ণিমার পূর্ণচন্দ্রের শপথ বা সাক্ষ্য প্রদান করিয়া মানবের জন্ম, জীবন, মৃত্যু, পুনরুত্থান ও পারলৌকিক জীবনের পর্য্যায়ক্রম বা বিভিন্ন স্তরের অবশ্যম্ভাবী সত্যতা বর্ণনা করিতেছেন। আলোচ্য আয়ত সমূহের শেষ আয়ত অর্থাৎ মানবের চরম পরিণতির জন্য উহার বিভিন্ন স্তর অতিক্রমের অর্থ অত্যন্ত ব্যাপক। অর্থাৎ এতদ্দ্বারা আল্লাহতা'লা বলিয়া দিতেছেন যে, তোমরা জন্মের পূর্ব্বে বিভিন্ন স্তর অতিক্রম করিয়া প্রথমে পিতৃদেহে এবং পরে মাতৃগর্ভে অবস্থান করিয়াছিলে। সেই স্তর অতিক্রম করিবার পর তোমাদের জন্ম বা পার্থিব জীবনের সূচনা হয়। অনন্তর শৈশব, কৈশোর, যৌবন ও প্রৌঢ়ত্ব অতিক্রম করিয়া তোমরা বার্দ্ধক্যে উপনীত হও। তৎপর মৃত্যু আসিয়া তোমাদিগকে সংসার-জীবন হইতে অন্য স্তরে লইয়া যায়। তৎপরে তোমরা কবরে অবস্থান কর। তথায় তোমরা মহানিদ্রায় নিদ্রিত থাক। মানব-জীবনের এই অবস্থাকে গোধূলির অস্তরাগ হইতে অন্ধকারময় রজনীর গাঢ় নিদ্রার সহিত তুলনা করা যাইতে পারে। তৎপর তোমরা অমাবস্যার পরে পূর্ণিমার পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় পুনর্জ্জীবিত হইয়া উঠিবে এবং মহাবিচারের পর তোমরা স্বর্গে অথবা নরকে অবস্থান করিবে। পবিত্র কোরান শরিফে ইহাকেই মানবের এক স্তর হইতে অন্য স্তরে অধিরোহণ করা বলা হইয়াছে।

এতদ্ভিন্ন উক্ত আয়তের আরও কয়েক প্রকার মর্ম্ম পরিগৃহীত হইয়াছে। অর্থাৎ পৃথিবীতে যাহারা সমুন্নত ও সম্মানিত, হয়ত পরলোকে তাহারা অধঃপতিত ও অবজ্ঞাত হইবে; অথবা পৃথিবীতে যাহারা অধঃপতিত ও অনুন্নত বলিয়া অবজ্ঞাত হয়, হয়ত পরলোকে তাহারাই সম্মানিত ও সমুন্নত হইবে। মতান্তরে পার্থিব জীবন সন্ধ্যাকালীন অস্তরাগের ন্যায় ক্ষণস্থায়ী; মৃত্যু অন্ধকার রজনীর নিদ্রার ন্যায় মহানিদ্রা এবং পুনরুত্থান পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় সুস্পষ্ট ও সমুজ্জ্বল।

করিবে। ২০। অতএব তাহাদের কি হইয়াছে যে, তাহারা বিশ্বাস স্থাপন করিতেছে না? ২১। এবং যখন তাহাদের সমক্ষে কোরান পাঠ করা হয়—তাহারা সেজদা করে না*। ২২। বরং অবিশ্বাস-কারীরাই অসত্যারোপ করে। ২৩। এবং তাহারা যাহা গোপন করিতেছে আল্লাহ তাহা পরিজ্ঞাত আছেন। ২৪। অতএব তাহাদিগকে যন্ত্রণাপ্রদ শাস্তির সংবাদ প্রদান কর। ২৫। কিন্তু যাহারা বিশ্বাস-স্থাপন করিয়াছে ও সৎকার্য্য করে—তাহাদের জন্য অবিচ্ছিন্ন পুরস্কার রহিয়াছে।

طَبَقٍ ؕ ٢٠- فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُوْنَ ۙ
٢١- وَاِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْاٰنُ
لَا يَسْجُدُوْنَ ؕ সিজদা ٢٢- بَلِ الَّذِيْنَ
كَفَرُوْا يُكَذِّبُوْنَ ۖ ٢٣- وَاللّٰهُ اَعْلَمُ
بِمَا يُوْعُوْنَ ۖ ٢٤- فَبَشِّرْهُمْ
بِعَذَابٍ اَلِيْمٍ ۙ ٢٥- اِلَّا الَّذِيْنَ
اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَهُمْ اَجْرٌ
غَيْرُ مَمْنُوْنٍ ؏

তাই আল্লাহতা'লা উক্ত তিনটি বিষয়ের শপথ বা সাক্ষ্য-প্রদান করিয়া মানব-জীবনের স্বরূপ অর্থাৎ জীবন, মৃত্যু ও পুনরুত্থানের অবশ্যম্ভাবী সত্যতা পরিব্যক্ত করিয়াছেন।

২০—২৪। অনন্তর আল্লাহতা'লা বলিতেছেন যে, যাহারা পরলোক ও পুনরুত্থান সম্বন্ধে আমার এই সকল অলৌকিক প্রত্যাদেশ ও অনুপম উপদেশ শুনিয়াও উহাতে বিশ্বাস স্থাপন করে না এবং যখন তাহাদের সমক্ষে 'সেজদার' আয়ত পাঠ করা হয়, তখন তাহারা সসম্ভ্রমে সেজদা করে না, বরং তাহারা উহাতে অসত্যারোপ করে, তাহাদের অন্তরের ঐ অবিশ্বাস ও গোপন অভিসন্ধি সমস্তই আমি অবগত আছি। অতএব হে রসুল, তুমি ঐ অবিশ্বাসী ও ধর্মদ্রোহীদিগকে পারলৌকিক শাস্তির সংবাদ দান কর। তাহাদের অন্তর্নিহিত ঐ অবিশ্বাস ও অসত্যারোপের জন্য উহারা পরলোকে অতি কঠিন শাস্তি ভোগ করিতে বাধ্য হইবে।

* সেজ্‌দার আয়ত। এই আয়ত পাঠ বা শ্রবণ করিলে সেজ্‌দা করিতে হইবে। ইহা সাধকগণের সিদ্ধি লাভের জন্য বিশেষ ফলপ্রদ।

২৫। অবশেষে আল্লাহতা'লা হজরত রসুলোল্লাহকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন—হে রসুল, যাহারা বিশ্বাসী ও সৎকর্ম্মশীল, তুমি তাহাদিগকে পারলৌকিক অবিচ্ছিন্ন পুরস্কারের সুসংবাদ প্রদান কর। ঐ অবিচ্ছিন্ন পুরস্কার এবং স্বর্গের অনুপম সুখ-সম্পদ হইতে তাহারা আর কখনও বিচ্ছিন্ন হইবে না। বিশ্বাসী ও সৎকর্ম্মশীল পুণ্যবানগণের পারলৌকিক অবিচ্ছিন্ন পুরস্কারের ঐ স্বর্গীয় সুসংবাদ সহ আলোচ্য সুরা শেষ করা হইয়াছে।

মক্কায় অবতীর্ণ | ৮৫। সুরা বোরুজ—البروج | ২২ আয়ত

১ম রুকু—অবিশ্বাসীদের শাস্তি এবং বিশ্বাসিগণের পুরস্কার

সর্ব্বপ্রদাতা করুণাময় আল্লার নামে

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

১। রাশিসমূহ সমন্বিত আকাশের
সাক্ষ্য; ২। এবং প্রতিশ্রুত দিবসের
সাক্ষ্য; ৩। এবং উপস্থিত ও

١- وَالسَّمَآءِ ذَاتِ الْبُرُوْجِ ۙ
٢- وَالْيَوْمِ الْمَوْعُوْدِ ۙ ٣- وَشَاهِدٍ

বোরুজ—'বোর্জ' শব্দের বহুবচন; উহার ধাতুগত অর্থ কক্ষ বা প্রাসাদ এবং সাধারণ অর্থে রাশি অর্থাৎ চন্দ্র ও সূর্য্যের প্রদক্ষিণ-পথের পরিকল্পিত কক্ষ-সমূহ। আলোচ্য সুরার 'বোরুজ' শব্দ হইতেই এই সুরার নামকরণ করা হইয়াছে।

শানে-নজুল—হজরত রসুলোল্লাহ কর্ত্তৃক ইসলাম প্রচারিত হইবার পর যখন অবিশ্বাসী ও অত্যাচারী কোরেশেরা নব-বিশ্বাসী মোসলমানদিগের উপর অত্যাচার ও নির্য্যাতন আরম্ভ করিয়াছিল, যখন তাহারা সত্যধর্ম্ম গ্রহণের অপরাধে পুরুষদিগকে প্রহার ও হত্যা এবং স্ত্রীলোক-দিগকে অপমান ও বেইজ্জত পর্য্যন্ত করিতে কুণ্ঠিত হইতেছিল না, তখন হজরত রসুলোল্লাহ প্রত্যাদিষ্ট হইয়া বিশ্বাসী মোসলমানদিগকে বলিয়াছিলেন যে, তোমরা কিছুদিন ধৈর্য্য ধারণ করিয়া সহ্য কর। অচিরেই আল্লাহতা'লা অবিশ্বাসীদিগকে অবনমিত ও শক্তিহীন করতঃ মোসলমান-দিগকে পরাক্রান্ত ও বিজয়ী করিয়া এই অত্যাচার ও নির্য্যাতন নিবারণ করিবেন। এতদশ্রবণে অবিশ্বাসী কোরেশেরা উপহাস ও বিদ্রূপ করিয়া বলিয়াছিল যে, আমরা শক্তিশালী এবং ধনজন ও ঐশ্বর্য্য-সম্পদের অধিকারী, আর মুসলমানেরা দুর্ব্বল, দরিদ্র ও নিঃস্ব; এমতাবস্থায় তাহারা আমাদের উপর পরাক্রান্ত ও বিজয়ী হইবে এবং আমাদের উপর প্রতিশোধ গ্রহণ করিবে, ইহা সম্পূর্ণ অসম্ভব। ইহার উত্তরে আল্লাহতা'লা আলোচ্য সুরা অবতারণ করিয়া মোসলমানদিগকে সান্ত্বনা প্রদান এবং অবিশ্বাসীদিগের অবশ্যম্ভাবী পরিণামের বিষয় স্মরণ করাইয়া দেন।

হজরত আবু-হোরেরা হইতে বর্ণিত আছে যে, হজরত রসুলোল্লাহ এশার নামাজে সুরা 'বোরুজ' ও সুরা 'তারেক' পাঠ করিতেন।—আহমদ।

১—৩। আল্লাহতা'লা এই তিনটি আয়তে 'বোরুজ' অর্থাৎ রাশিসমূহ সমন্বিত আকাশ, অঙ্গীকৃত দিবস এবং উপস্থিত ও উপস্থাপিতের সাক্ষ্য প্রদান বা শপথ করিয়াছেন।

বোরুজ—'বোর্জ' শব্দের বহুবচন; উহার অর্থ কক্ষ, প্রাসাদ অথবা রাশি। জ্যোতিষীদের মতে চন্দ্র ও সূর্য্য যে কল্পিত কক্ষপথের উপর পরিভ্রমণ করে, সেই পরিভ্রমণ-পথ অতিক্রম করিতে উহাদের এক বৎসর সময়ের প্রয়োজন হয়। উক্ত কক্ষপথকে দ্বাদশ ভাগে বিভক্ত করিয়া উহার প্রত্যেক ভাগকে 'বোর্জ' বা রাশি নামে অভিহিত করা হইয়াছে। উহার এক এক রাশি অতিক্রম করিতে চন্দ্র ও সূর্য্যের এক মাস সময় লাগে। এই ভাবে চান্দ্র বৎসর ও সৌর বৎসরকে দ্বাদশ রাশি এবং দ্বাদশ মাসে বিভক্ত করা হইয়াছে।

'প্রতিশ্রুত দিবস' অর্থে 'কেয়ামতের দিন' (তেরমিজী) অথবা অবিশ্বাসীদের অধঃপতন ও শাস্তিভোগের দিবস এবং 'উপস্থিত' ও 'উপস্থাপিত' অর্থ মহাবিচার দিবসের উপস্থিত লোকসকল এবং তাহাদের জন্য উপস্থাপিত কৃতকর্ম্ম বা পাপ-পুণ্য। এতদ্ভিন্ন উপস্থিত ও উপস্থাপিত অর্থে

উপস্থাপিতের সাক্ষ্য ; ৪। অগ্নি-কুণ্ডের অধিবাসীরা নিহত হইয়াছে ; ৫। ইন্ধন-যুক্ত অনলে ; ৬।—যখন তাহারা তদুপরি উপবিষ্ট হইল। ৭। তাহারা বিশ্বাসিগণের প্রতি যাহা করিয়াছিল তাহারাই তাহা প্রত্যক্ষ করিতেছিল। ৮। এবং উহারা এতদ্ব্যতীত প্রতিহিংসা করে নাই যে, তাহারা মহাপরাক্রান্ত সুপ্রশংসিত আল্লার প্রতি বিশ্বাস-স্থাপন করিয়াছিল ; ৯। যাঁহার জন্য নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের আধিপত্য ; এবং আল্লাহ সর্ব্ববিষয়োপরি সাক্ষী।

وَمَشْهُوْدٍ ۝ ٤- قُتِلَ اَصْحٰبُ الْاُخْدُوْدِ ۝ ٥- النَّارِ ذَاتِ الْوَقُوْدِ ۝ ٦- اِذْ هُمْ عَلَيْهَا قُعُوْدٌ ۝ ٧- وَّهُمْ عَلٰى مَا يَفْعَلُوْنَ بِالْمُؤْمِنِيْنَ شُهُوْدٌ ۝ ٨- وَمَا نَقَمُوْا مِنْهُمْ اِلَّآ اَنْ يُّؤْمِنُوْا بِاللّٰهِ الْعَزِيْزِ الْحَمِيْدِ ۝ ٩- الَّذِيْ لَهٗ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۝ وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيْدٌ ۝

কেহ আরফাত দিবস, কেহ কোরবানীর দিন এবং কেহবা শুক্রবার বলিয়াও নির্দ্দেশ করিয়াছেন। এতদ্ভিন্ন উহার অর্থ অত্যাচারী এবং অত্যাচারিত এবং পরিদর্শক ও প্রদর্শিত অথবা সাক্ষ্যদাতা এবং যদ্বিষয়ে সাক্ষ্য দেওয়া হইয়াছিল, তাহাও হইতে পারে।

৪—৭। আল্লাহতা'লা উপরোক্ত বিষয়ের সাক্ষ্য প্রদান বা শপথ করিয়া বলিতেছেন যে, যে সকল অবিশ্বাসী ও ধর্ম্মদ্রোহী ইন্ধন-বিশিষ্ট এবং শিখাযুক্ত অগ্নিকুণ্ড প্রজ্জ্বলিত করিয়া সত্যপরায়ণ ও বিশ্বাসী ধার্ম্মিকদিগকে তন্মধ্যে নিক্ষেপ করিয়াছিল, তাহারা যেরূপ অভিশপ্ত ও বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে, বিশ্বাসী মোসলমানদিগের প্রতি অত্যাচার ও নির্য্যাতনের জন্য অবিশ্বাসী কোরেশেরাও সেইরূপ ভাবে বিনষ্ট হইবে।—তঃ কবির।

ধর্ম্মদ্রোহী নমরুদ হজরত এবরাহিমকে প্রজ্জ্বলিত অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করিয়াছিল। হজরত আলী পারস্যে সংঘটিত অনুরূপ একটি ঘটনার কথা উল্লেখ করিয়াছেন। বিভিন্ন তফ্‌সীরে শাম, এয়মন, পারস্য ও আবিসিনিয়ায় অনুরূপ চারিটি ঘটনার বিবরণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। পৃথিবীর ইতিহাসে ধার্ম্মিক ও বিশ্বাসী ব্যক্তিদিগকে জলন্ত আগুনে পোড়াইয়া মারা সম্বন্ধে আরও একাধিক ঘটনা বিবৃত হইয়াছে। আলোচ্য আয়তসমূহে সাধারণভাবে ঐরূপ সমস্ত ঘটনার প্রতিই ইঙ্গিত করা হইয়াছে।

৮—১০। অনন্তর আল্লাহতা'লা বলিতেছেন যে, অবিশ্বাসী ও ধর্ম্মদ্রোহীরা বিশ্বাসী ও ধার্ম্মিক ব্যক্তিদিগকে কি জন্য অনলকুণ্ডে নিক্ষেপ করিয়াছিল, তাহা কি তোমরা অবগত আছ? তাহাদের অপরাধ এই যে, তাহারা নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের অধিপতি মহাপরাক্রান্ত আল্লাহতা'লার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছিল। অতদ্ভিন্ন তাহারা অবিশ্বাসীদের প্রতি কোনই অন্যায় ব্যবহার বা উপেক্ষা প্রদর্শন করে নাই। তাহাদের ঐ কার্য্য সর্ব্ববিষয়ের পরিদর্শক ও সর্ব্বজ্ঞ আল্লাহতা'লা উত্তমরূপেই অবগত আছেন। অতএব যাহারা ধার্ম্মিক ও বিশ্বাসীদিগকে অনলকুণ্ডে নিক্ষেপ করিয়াছে এবং মক্কার যে সকল অবিশ্বাসী সত্য-বিশ্বাসী মোসলমান নরনারীদিগের উপর অত্যাচার ও নির্য্যাতন করিতেছে, তাহারা যদি অবিলম্বে অনুতপ্ত হইয়া ক্ষমা প্রার্থনা এবং সত্যধর্ম্ম গ্রহণ না

১০। নিশ্চয় যাহারা বিশ্বাসী ও বিশ্বাসিনী-
দিগকে যন্ত্রণা প্রদান করে তৎপর
প্রত্যাবর্ত্তিত হয় না, ফলতঃ তাহাদের
জন্যই নরকের শাস্তি এবং তাহাদের
জন্যই দহন-যন্ত্রণা রহিয়াছে। ১১। নিশ্চয়
যাহারা বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছে ও
সৎকার্য্য করে তাহাদের জন্যই
স্বর্গোদ্যান—যাহার নিম্নে স্রোতস্বিনী
সমূহ প্রবাহিতা; ইহাই সুমহান সফলতা।
১২। নিশ্চয়ই তোমার প্রতিপালকের
আক্রমণ কঠোরতর। ১৩। নিশ্চয় তিনিই
আদি-সৃষ্টিকারী ও পুনঃসৃষ্টি করিবেন।
১৪। এবং তিনি ক্ষমাশীল প্রেমময়;
১৫। মহিমান্বিত আর্শের অধিপতি।
১৬। তিনি যাহা ইচ্ছা করেন তাহাই
সম্পন্নকারী। ১৭। তোমার নিকট কি
সেনাদল সমূহের বিবরণ আসিয়াছে?

١٠- إِنَّ الَّذِيْنَ فَتَنُوا الْمُؤْمِنِيْنَ
وَالْمُؤْمِنٰتِ ثُمَّ لَمْ يَتُوْبُوْا فَلَهُمْ
عَذَابُ جَهَنَّمَ وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيْقِ ۝
١١- إِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا
الصّٰلِحٰتِ لَهُمْ جَنّٰتٌ تَجْرِيْ
مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ ۝ ط ذٰلِكَ الْفَوْزُ
الْكَبِيْرُ ۝ ١٢- إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ
لَشَدِيْدٌ ۝ ١٣- إِنَّهٗ هُوَ يُبْدِئُ
وَيُعِيْدُ ۝ ١٤- وَهُوَ الْغَفُوْرُ الْوَدُوْدُ ۝
١٥- ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيْدُ ۝
١٦- فَعَّالٌ لِّمَا يُرِيْدُ ۝ ١٧- هَلْ
اَتٰىكَ حَدِيْثُ الْجُنُوْدِ ۝

করে, তবে অচিরেই তাহারা অধঃপতিত ও অভিশপ্ত হইয়া নরকানলে নিক্ষিপ্ত হইবে এবং তথায় তাহাদিগকে সেই ভয়াবহ আগুনের অতি কঠিন দহন-যন্ত্রণা সহ্য করিতে হইবে।

১১। পক্ষান্তরে যাহারা বিশ্বাস-স্থাপন পূর্ব্বক সত্যধর্ম্ম গ্রহণ ও সৎকার্য্য করিতেছে, তাহাদের জন্য সুখ-সম্পদপূর্ণ স্বর্গোদ্যান-সমূহ রহিয়াছে এবং তাহার নিম্নদেশে সুমিষ্ট ও সুস্নিগ্ধ সলিলপূর্ণ প্রস্রবণ সকল প্রবাহিত হইতেছে। ইহাই তাহাদের ধৈর্য্য, সংযম ও সত্যানুরাগের পরম পুরস্কার ও চরম সফলতা। সুতরাং অত্যাচারীদিগের অত্যাচারে বিচলিত না হইয়া ধৈর্য্যধারণ করাই বিশ্বাসিগণের শ্রেষ্ঠতম কর্ত্তব্য।

১২—১৬। আলোচ্য আয়তসমূহের মর্ম্ম এই যে, সর্ব্বশক্তিমান আল্লাহতা'লাই এই পৃথিবীতে মানুষ সৃষ্টি করিয়াছেন এবং মৃত্যুর পর পরলোকে তিনিই তাহাদিগকে পুনর্জ্জীবিত করিয়া শাস্তি বা পুরস্কার প্রদান করিবেন। মানুষের অধর্ম্ম, অনাচার, অত্যাচার ও অবিচারের জন্য তিনি যখন তাহাদিগকে ধৃত করেন বা শাস্তি দেন, তখন অতি কঠোর শাস্তিই প্রদান করিয়া থাকেন। তিনিই মহান আর্শের অধিপতি, সর্ব্বশক্তিমান, সুকঠোর শাস্তিদাতা এবং ক্ষমাশীল ও প্রেমময়। সুতরাং তাঁহার প্রদত্ত শাস্তি বা অনুগ্রহের প্রতিবাদ অথবা ব্যতিক্রম করিবার সাধ্য কাহারও নাই।—তঃ কবির।

১৭—২০। অবিশ্বাসী কোরেশেরা অগ্নিকুণ্ডের অধিবাসীদের কথা শুনিয়া যখন অবিশ্বাস ও উপহাস-বিদ্রূপ করিতে লাগিল, তখন আল্লাহতা'লা হজরত রসুলোল্লাহ এবং বিশ্বাসী মোসলমান-

১৮। ফেরাউন ও সমুদের? ১৯। বরং যাহারা অবিশ্বাসকারী তাহারাই অসত্যারোপ করে। ২০। এবং আল্লাহ তাহাদিগকে চতুর্দ্দিক হইতে পরিবেষ্টন করিয়া আছেন। ২১। বরং উহা মহিমান্বিত কোরান; ২২।—যাহা সুরক্ষিত ফলকে রহিয়াছে।

فِرْعَوْنَ وَثَمُودَ ۝ ١٩- بَلِ
الَّذِينَ كَفَرُوا فِي تَكْذِيبٍ ۝
٢٠- وَاللَّهُ مِن وَرَائِهِم مُّحِيطٌ ۝
٢١- بَلْ هُوَ قُرْآنٌ مَّجِيدٌ ۝ ٢٢- فِي
لَوْحٍ مَّحْفُوظٍ ۝

দিগকে সান্ত্বনা প্রদান পূর্ব্বক বলিয়া দিলেন যে, অবিশ্বাসী ও ধর্ম্মদ্রোহীরা চিরকালই সত্যের প্রতি ঐরূপ অসত্যারোপ করিয়া আসিয়াছে। নমরুদ, ফেরাউন, আদ, সমুদ ও তাহাদের সৈন্যদল ঐরূপ করিয়াই ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছিল। সুতরাং অবিশ্বাসী কোরেশদিগের উপহাস-বিদ্রূপে তুমি কিছুমাত্র দুঃখিত ও বিচলিত হইও না। সর্ব্বশক্তিমান আল্লাহতা'লা তাহাদের অত্যাচার, অবিচার ও দুষ্কার্য্য লক্ষ্য করিতেছেন এবং তিনি তাহাদিগকে চতুর্দ্দিক হইতে সর্ব্বতোভাবে পরিবেষ্টন করিয়া আছেন। সুতরাং উহারা অচিরেই ইহার উপযুক্ত প্রতিফল ভোগ করিবে।

২১—২২। অবশেষে আল্লাহতা'লা বলিয়া দিতেছেন যে, অবিশ্বাসীদের এই অত্যাচার ও ধর্ম্মদ্রোহিতা এবং তাহার শোচনীয় পরিণতির বিষয় স্বর্গের সুরক্ষিত ফলকে লিখিত মহা-গৌরবান্বিত মহাগ্রন্থ কোরান শরিফে বহুকাল পূর্ব্বেই উল্লেখিত হইয়াছে। সুতরাং তুমি নিশ্চিত জানিয়া রাখ যে, উহার বিন্দুমাত্রও ব্যতিক্রম হইবে না

আলোচ্য সুরার সার-মর্ম্ম এই যে, ইস্‌লাম প্রচারের প্রথম অবস্থায় অবিশ্বাসীদের অত্যাচার ও নির্য্যাতনে বিশ্বাসী মুসলমানেরা যখন অতিষ্ঠ হইয়া উঠিয়াছিলেন এবং নববিশ্বাসী মুসলমান নরনারীদিগের সম্মান ও জীবন যখন পদে পদে বিপন্ন হইতেছিল, তখনই আল্লাহতা'লা এই সুরা অবতারণ করিয়া অবিশ্বাসীদের আসন্ন অধঃপতন ও পরাজয় এবং সত্যবিশ্বাসী মুসলমানদিগের বিজয়লাভ ও সাফল্যের সুসংবাদ দান করিয়াছিলেন। এই অলৌকিক ভবিষ্যদ্বাণী কিরূপ বিস্ময়কর ভাবে পূর্ণ হইয়াছিল, তাহা সকলেই অবগত আছেন।

———

মক্কায় অবতীর্ণ	৮৬। সুরা তারেক—الطارق	১৭ আয়াত

১ম রুকু—মানব সৃষ্টির উপকরণ ও কোরানের সত্যতা

সর্ব্ব প্রদাতা করুণাময় আল্লার নামে

بسم الله الرحمن الرحيم

২। আকাশের ও নিশায় আগমন-কারীর সাক্ষ্য ; ২। এবং তুমি কি জান যে, নিশায় আগমনকারী কি? ৩। উহা দীপ্তিমান নক্ষত্র। ৪। এমন কোন ব্যক্তি নাই যে, যাহার উপর সংরক্ষক নাই। ৫। অতএব মানুষের লক্ষ্য করা উচিত যে, সে কিসের দ্বারা

١- وَالسَّمَآءِ وَالطَّارِقِ ۙ ٢- وَمَآ
أَدْرٰىكَ مَا الطَّارِقُ ۙ ٣- النَّجْمُ
الثَّاقِبُ ۙ ٤- إِنْ كُلُّ نَفْسٍ لَّمَّا
عَلَيْهَا حَافِظٌ ۗ ٥- فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ

তারেক—শব্দের ধাতুগত অর্থ পথিক এবং ব্যবহারিক অর্থ রজনীর আগন্তুক বা রাত্রিতে আগমনকারী ব্যক্তি। এস্থলে 'তারেক' অর্থ তারকা বা নক্ষত্রপুঞ্জ। আলোচ্য সুরার প্রথম আয়তের 'তারেক' শব্দ হইতেই এই সুরার নামকরণ করা হইয়াছে।

শানে-নজুল—একদা হজরত রসুলোল্লার পিতৃব্য আবু-তালেব হজরতের গৃহে ভোজনে উপবিষ্ট ছিলেন ; সেই সময়ে সহসা একটি উল্কাপিণ্ড পৃথিবীর এত নিকটবর্ত্তী হইল যে, উহার জ্যোতিতে গৃহ আলোকিত হইয়া গেল। তদ্দর্শনে আবু-তালেব ভীত ও সন্ত্রস্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—ইহা কি? হজরত বলিলেন, ইহা ফেরেশ্‌তাগণ কর্ত্তৃক পাপাত্মা শয়তানের প্রতি নিক্ষিপ্ত উল্কা বা অগ্নিপিণ্ড। আবু-তালেব উহা শ্রবণে বিস্মিত ও নিস্তব্ধ হইয়া থাকেন এবং সেই সময়ে এই সুরা অবতীর্ণ হয়। এই সুরা সর্ব্বসম্মত মতে মক্কা শরিফে অবতীর্ণ হইয়াছিল এবং পূর্ব্ববর্ত্তী সুরা বোরুজের সহিত ইহার বিশেষ সম্পর্ক বিদ্যমান রহিয়াছে।

১—৪। **'তারেক'** শব্দের ধাতুগত মূল অর্থ পথিক বা পথচারী ব্যক্তি ; কিন্তু আরবে ব্যবহারিক অর্থে রাত্রির আগন্তুক বা নিশাকালে আগমনকারী ব্যক্তিকেই 'তারেক' বলা হয়। নিশাকালে অন্যান্য যে সব বিষয় প্রকাশিত অথবা যে সব ঘটনা সংঘটিত হয়, তাহাকেও 'তারেক' বলে। এস্থলে নিশাকালে দীপ্তিমান তারকাপুঞ্জকেই 'তারেক' বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে। মতান্তরে নক্ষত্র-বিশেষ অথবা উল্কাপিণ্ডকেও 'তারেক' নামে অভিহিত করা হয়।

আলোচ্য আয়তসমূহে আল্লাহতা'লা তাঁহার সৃষ্ট অনন্ত আকাশ এবং নিশাকালে সেই আকাশে দীপ্তিমান নক্ষত্রপুঞ্জের সাক্ষ্য প্রদান করিয়া বলিতেছেন :—হে রসুল, তুমি কি জান যে নিশায় আগমনকারী কি?—উহা দীপ্তিমান নক্ষত্রপুঞ্জ। আমি যেরূপ নৈশাকাশে সমুজ্জ্বল নক্ষত্রপুঞ্জ সৃষ্টি করিয়াছি, সেইরূপ প্রত্যেক মানুষের জন্যও সংরক্ষক ফেরেশ্‌তা নিয়োজিত করিয়া দিয়াছি। উহারা প্রত্যেক মানুষের অনুষ্ঠিত কৃতকর্ম্ম-সমূহ লিপিবদ্ধ করে এবং তাহাদিগকে সর্ব্বপ্রকার আপদ বিপদ হইতে রক্ষা করিয়া থাকে।

৫—৮। অতএব হে রসুল, যাহারা পরলোক ও পুনরুত্থান অবিশ্বাস করে, তুমি তাহাদিগকে স্মরণ করাইয়া দাও এবং তাহারাও চিন্তা করিয়া দেখুক যে, মানুষ কিসের দ্বারা সৃষ্ট হইয়াছে?

স্পষ্ট হইয়াছে। ৬। সে সবেগে নির্গত
সলিল দ্বারা স্পষ্ট হইয়াছে। ৭। উহা
পৃষ্ঠ ও পঞ্জরাস্থি হইতে নির্গত হয়।
৮। নিশ্চয় তিনি উহার পুনরাবর্ত্তনে
সমর্থ। ৯। যেদিন গুপ্ত-বিষয় সমূহ
প্রকাশিত হইবে; ১০। তখন তাহার
জন্য কোনই শক্তি অথবা সহায় থাকিবে
না। ১১। সাক্ষী ঐ মেঘাচ্ছন্ন আকাশ;
১২। এবং এই বিদরণশীল পৃথিবী;
১৩। নিশ্চয়ই উহা অবশ্যম্ভাবী বাক্য,
১৪। এবং উহা অবান্তর উক্তি নহে।

مِمَّ خُلِقَ ۞ ٦- خُلِقَ مِنْ مَّآءٍ
دَافِقٍ ۞ ٧- يَّخْرُجُ مِنْ بَيْنِ
الصُّلْبِ وَالتَّرَآئِبِ ۞ ٨- إِنَّهٗ عَلٰى
رَجْعِهٖ لَقَادِرٌ ۞ ٩- يَوْمَ تُبْلَى
السَّرَآئِرُ ۞ ١٠- فَمَا لَهٗ مِنْ قُوَّةٍ
وَّلَا نَاصِرٍ ۞ ١١- وَالسَّمَآءِ ذَاتِ
الرَّجْعِ ۞ ١٢- وَالْاَرْضِ ذَاتِ
الصَّدْعِ ۞ ١٣ إِنَّهٗ لَقَوْلٌ فَصْلٌ ۞
١٤- وَّمَا هُوَ بِالْهَزْلِ ۞

সে পিতা-মাতার বক্ষ ও পৃষ্ঠ হইতে সবেগে নির্গত সলিলবৎ একবিন্দু অপবিত্র বীর্য্য দ্বারা স্পষ্ট হয় নাই কি? যাহারা বলে যে, মানুষের আত্মা অবিনশ্বর হইলেও তাহার পার্থিব দেহ পচিয়া-গলিয়া পঞ্চভূতে মিশিয়া নিশ্চিহ্ন হইয়া যাইবার পর পরলোকে উহা আবার কেমন করিয়া পুনর্জ্জীবিত হইবে? তুমি তাহাদিগকে বলিয়া দাও যে, যিনি সলিলবৎ একবিন্দু বীর্য্যের অন্তর্গত অতি সূক্ষ্ম জীবাণু হইতে এই সুন্দর, সুশোভন ও শক্তিমান মানব-দেহ সৃষ্টি করিয়াছেন, তাঁহার পক্ষে পরলোকে উহা পুনর্গঠন করা আদৌ অসম্ভব নহে। বরং তাঁহার ইচ্ছায় এক মুহূর্ত্তের মধ্যে সমস্ত মানব-দেহ পুনর্জ্জীবিত এবং সমস্ত মানবাত্মা সঞ্জীবিত হইয়া উঠিবে।

৯—১০। অনন্তর আল্লাহতা'লা বলিতেছেন যে, পরলোকে পুনর্জ্জীবিত হইবার পর যেদিন মানুষের সমস্ত কৃতকার্য্য এবং তাহাদের অপ্রকাশিত দোষত্রুটী ও অপরাধ-সমূহ প্রকাশিত হইয়া পড়িবে, তখন উহার অবশ্যম্ভাবী শাস্তি ও লাঞ্ছনা হইতে সে কিছুতেই মুক্তি ও পরিত্রাণ লাভ করিতে পারিবে না এবং সেখানে তাহাকে সাহায্য করিবার জন্য কোনই সহায়-সম্বল থাকিবে না। তাহাদিগকে অবশ্যই স্ব স্ব অবিশ্বাস ও অন্যায় কৃতকর্ম্মের প্রতিফল ভোগ করিতে হইবে।

১১—১৪। অনন্তর আল্লাহতা'লা মেঘাচ্ছন্ন আকাশ এবং বিদরণশীল পৃথিবীর সাক্ষ্য প্রদান করিয়া বলিতেছেন যে, আকাশের মেঘপুঞ্জ হইতে বৃষ্টিধারা বর্ষিত হইয়া পৃথিবীতে তরু-লতা উদ্গত হইয়া থাকে—ইহা যেরূপ অভ্রান্ত সত্য, আমার পবিত্র বাণী কোরান এবং উহাতে বর্ণিত পুনরুত্থানও সেইরূপ অবশ্যম্ভাবী সত্য; ইহা কখনই অনর্থক বা হাস্যকর প্রলাপোক্তি নহে। মেঘমালার বৃষ্টিসম্পাতে যেমন মৃত বৃক্ষলতার বীজ হইতে পৃথিবীর বক্ষ ভেদ করিয়া পুনরায় তদনুরূপ তরুলতা উৎপন্ন হয়, আদেশে ইসরাফিলের শিঙ্গাধ্বনিতেও সেইরূপ মানুষের আত্মা হইতে নূতন মানুষ সৃষ্ট হইবে। ইহাই আমার নির্দ্ধারিত 'কেয়ামত' বা পুনরুত্থান এবং ইহাতে সন্দেহ করিবার কিছুই নাই।

১৫। নিশ্চয় তাহারা এক চক্রান্তে চক্রান্ত করিতেছে; ১৬। এবং আমিও এক কৌশলে কৌশল করিতেছি। ১৭। অতএব অবিশ্বাসীদিগকে অবসর দাও—অল্প সময়ের জন্য তাহাদিগকে অবকাশ প্রদান কর।

١٥- إِنَّهُمْ يَكِيدُونَ كَيْدًا ۝ ١٦- وَأَكِيدُ كَيْدًا ۝ ١٧- فَمَهِّلِ الْكَٰفِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا ۝

১৫—১৬। অতঃপর আল্লাহতা'লা বলিতেছেন যে, অবিশ্বাসীরা আমার বাণী ও আমার রসূলকে বিশ্বাস না করিয়া নানারূপ উপহাস-বিদ্রূপ করিতেছে এবং আমার মনোনীত সত্যধর্ম্ম ব্যর্থ এবং আমার রসূলকে অপমান, অপদস্থ ও হত্যা করিবার জন্য নানারূপ ষড়যন্ত্র করিতেছে; কিন্তু আমিও তাহাদের উপহাস-বিদ্রূপ ও ষড়যন্ত্র ব্যর্থ করিবার জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা করিয়া রাখিয়াছি। আমার ব্যবস্থা ও কৌশলে তাহাদের সমস্ত ষড়যন্ত্রই ব্যর্থ হইয়া যাইবে।

১৭। অতএব হে রসূল, তুমি আর কিছুদিন ধৈর্য্য ধারণ কর এবং অবিশ্বাসী-দলকে অতি অল্প সময়ের জন্য অবকাশ দাও। তৎপর আমি তাহাদের সমস্ত ষড়যন্ত্র ব্যর্থ করিয়া তাহাদিগকে উপযুক্ত শাস্তি প্রদান করিব। তফ্‌সীরকারগণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন যে, এই ভবিষ্যদ্বাণীর সফলতা স্বরূপ উহার কিছুদিন পরেই বদর যুদ্ধে অবিশ্বাসীদের যাবতীয় ষড়যন্ত্র ব্যর্থ হইয়া তাহাদের সমস্ত দর্প অহঙ্কার চূর্ণ হইয়া গিয়াছিল এবং উহার পরে অবশিষ্ট অবিশ্বাসীরাও উপযুক্ত শাস্তি ভোগ করিয়াছিল। অধিকন্তু এই অবিশ্বাস ও ধর্ম্মদ্রোহিতার জন্য মৃত্যুর পর পরলোকে তাহারা আরও কঠোরতর শাস্তি ও লাঞ্ছনা ভোগ করিবে।

এই সূরায় মানবের মৃত্যুর পর তাহাদের অবশ্যম্ভাবী পুনরুত্থান সম্বন্ধে যে উপমা দেওয়া হইয়াছে, তাহা অতি চমৎকার। সর্ব্বশক্তিমান আল্লাহতা'লা মেঘাচ্ছন্ন আকাশ ও বিদরণশীল পৃথিবীর নিদর্শন প্রদর্শন করিয়া বলিতেছেন যে, যাঁহার অলৌকিক শক্তি-মহিমায় মেঘ হইতে বারি বর্ষণের দ্বারা মৃত তরু-লতার নির্জ্জীব বীজ হইতে পৃথিবীর বক্ষ ভেদ করিয়া পুনরায় তদনুরূপ তরু-লতা সমুদ্গত হয়, তাঁহার পক্ষে ধরাবক্ষের সমাধি-সমূহ হইতে মৃত মানবদিগকে পুনর্জ্জীবিত করা আদৌ অসম্ভব নহে। সুতরাং যাহারা ইহা বিশ্বাস করে না, তাহাদের ন্যায় অবিশ্বাসী ও হতভাগ্য আর কেহই নাই।

মক্কায় অবতীর্ণ | ৮৭। সূরা আ'লা—الأعلى। | ১৯ আয়ত

১ম রুকু—সর্ব্বোচ্চ আল্লার নামের তস্‌বী পাঠের আদেশ

সর্ব্ব প্রদাতা করুণাময় আল্লার নামে

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

১। তুমি তোমার সর্ব্বোচ্চ প্রতিপালকের নামের পবিত্রতা বর্ণনা কর;

১- سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى ۙ

২। যিনি সৃষ্টি করিয়াছেন—পরে

২- الَّذِيْ خَلَقَ فَسَوّٰى ۙ

আ'লা—সর্ব্বোচ্চ, সমুন্নত, মহোন্নত অথবা উচ্চতম। আলোচ্য সূরার প্রথম আয়তের 'আ'লা' শব্দ হইতেই এই সূরার নামকরণ করা হইয়াছে।

শানে-নজুল—হজরত এব্‌ন-আব্বাস, এব্‌ন-জোবায়ের ও জননী আয়েশা সিদ্দিকা প্রমুখ অধিকাংশ সাহাবা এবং বিশিষ্ট তফ্‌সীরকারগণের মতে এই সূরা মক্কা শরিফে অবতীর্ণ হইয়াছিল। হজরত রসুলোল্লার নবুয়ত প্রাপ্তির পর যখন বৃহৎ বৃহৎ সূরা সমূহ অবতীর্ণ হইতে লাগিল, তখন তাঁহার মনে এই চিন্তার উদয় হইয়াছিল যে, আমি কখনও লেখা-পড়া শিখি নাই; এ অবস্থায় লিপিবদ্ধ করা ব্যতীত এই সকল সুবৃহৎ সূরা আমি কিরূপে স্মরণ করিয়া রাখিব এবং কিরূপেই বা উহা নির্ভুলভাবে আবৃত্তি করিব। সর্ব্বজ্ঞ আল্লাহতা'লা হজরত রসুলোল্লার মনের কথা জানিতে পারিয়া এই সূরা অবতারণ পূর্ব্বক তাঁহাকে আশ্বাস দান করিয়া বলিয়া দিলেন যে, হে রসুল, সর্ব্বশক্তিমান আল্লাহতা'লাই তোমার শিক্ষাদাতা। তাঁহারই ইচ্ছায় ইহা অবতারিত ও পঠিত হইবার সঙ্গে সঙ্গেই তোমার সুনির্ম্মল স্মৃতিপটে সুরক্ষিত হইবে এবং তুমি সম্পূর্ণ নির্ভুল ও বিশুদ্ধভাবে আবৃত্তি করিতে পারিবে। তুমি ইহার একটি বর্ণও বিস্মৃত হইবে না এবং এজন্য তোমার কোনই চিন্তার কারণ নাই।—৬ষ্ঠ ও ৭ম আয়তের তফ্‌সীর দ্রষ্টব্য।

হজরত আলি (কঃ) হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, এই সূরা পাঠে হজরত রসুলোল্লার বিশেষ আগ্রহ পরিদৃষ্ট হইত এবং তিনি ঈদ, জোমা, বেতের ও অন্যান্য নামাজে এই পবিত্রতম সূরা আগ্রহের সহিত পাঠ করিতেন।

১। **আ'লা**—সর্ব্বোচ্চ, সমুন্নত, মহোন্নত অথবা উচ্চতম। আলোচ্য আয়তের মর্ম্ম এই যে, হে মানব, তোমরা তোমাদের সর্ব্বোচ্চ ও মহিমান্বিত সৃষ্টিকর্ত্তা ও প্রতিপালক প্রভুর নামের 'তস্‌বীহ' পাঠ কর এবং তাঁহার মহাগৌরবান্বিত নামের প্রশংসা কীর্ত্তন কর। আল্লাহতা'লা এত উন্নত ও এত মহান্ যে, তাহা মানব অথবা অন্য কোন সৃষ্ট জীবের পক্ষে কল্পনা করাও অসম্ভব। তাই তাঁহাকে 'আ'লা' অর্থাৎ সর্ব্বোচ্চ বলিয়া বিশেষিত করা হইয়াছে।

"ফাসাব্বেহ বে'-এস্‌মে রাব্বেকাল আজীম" আয়ত অবতীর্ণ হইবার পর হজরত রসুলোল্লাহ উক্ত আদেশের আনুগত্য স্বরূপ নামাজের রুকুতে "সোব্‌হানা রাব্বিয়েল আজীম" এবং আলোচ্য আয়ত অবতীর্ণ হইবার পর উহার আনুগত্য স্বরূপ সেজদায় "সোব্‌হানা রাব্বিয়েল আ'লা" পাঠ করিবার আদেশ করিয়াছিলেন। হজরত রসুলোল্লাহ এবং হজরত আলি প্রমুখ বিশিষ্ট সাহাবাগণ প্রথমে মূল আয়ত পাঠ করিয়া তৎপর উক্ত আদেশের আনুগত্য স্বরূপ উপরোক্ত 'তস্‌বিহ' বা প্রশংসা-বাক্য আবৃত্তি করিতেন।

২—৫। অনন্তর আল্লাহতা'লা বলিয়া দিতেছেন যে, তোমরা তোমাদের সেই সর্ব্বোচ্চ প্রতিপালকের নামের প্রশংসা কীর্ত্তন কর—যিনি সমগ্র বিশ্বজগৎ সৃষ্টি করিয়া উহাকে পূর্ণতা প্রদান

সুসম্পন্ন করিয়াছেন। ৩। এবং যিনি সুনিয়ন্ত্রিত করিয়াছেন—তৎপর পথ-প্রদর্শন করিয়াছেন। ৪। এবং যিনি তৃণ-সস্য সমুদ্গত করিয়াছেন; ৫। তৎপর উহাকে বিশুষ্ক বিমলিন করিয়াছেন। ৬। অচিরেই আমি তোমাকে পাঠ করাইব—তৎপর তুমি বিস্মৃত হইবে না; ৭।—আল্লাহ যাহা

٣- وَالَّذِي قَدَّرَ فَهَدَىٰ ۝
٤- وَالَّذِي أَخْرَجَ الْمَرْعَىٰ ۝
٥- فَجَعَلَهُ غُثَاءً أَحْوَىٰ ۝
٦- سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنسَىٰ ۝ ٧- إِلَّا

ও নির্দ্দিষ্ট নিয়মে সুনিয়ন্ত্রিত করিয়াছেন। যিনি মানব ও অন্যান্য জীবজন্তু সৃষ্টি করিয়া তাহা-দিগকে উপযুক্ত অঙ্গ-প্রতঙ্গ যথা—হস্ত, পদ, চক্ষু, কর্ণ ও নাসিকা প্রভৃতি প্রদান পূর্ব্বক তাহাদিগকে সুন্দর ও সৌষ্ঠব-সম্পন্ন করিয়াছেন এবং তৎসহ তাহাদিগকে জীবন ধারণ ও জীবিকা অর্জ্জনের পন্থা প্রদর্শন পূর্ব্বক তদনুরূপ শক্তি ও যোগ্যতা প্রদান করিয়াছেন। তিনি তাহাদের জন্য কত অসংখ্য তরু-লতা, ফল-ফুল ও শস্য-সম্ভার সৃষ্টি করিয়াছেন এবং অসময়ে উপকারের জন্য উহা বিশুষ্ক ও বিমলিন অবস্থায় সঞ্চয় করিয়া রাখিবার পদ্ধতি শিক্ষা দিয়াছেন। এই সকল দান, দয়া ও অনুগ্রহের জন্য তাঁহার তস্‌বীহ বা প্রশংসা-বাণী পাঠ করা মানবের অবশ্য কর্ত্তব্য।

৬—৭। যখন কোরান শরিফের বৃহৎ বৃহৎ সূরা সমূহ অবতীর্ণ হইতেছিল, তখন হজরত রসুলোল্লার মনে এই চিন্তার উদয় হইয়াছিল যে, আমি লেখা-পড়া শিক্ষা করি নাই। এ অবস্থায় লিখিয়া রাখা ব্যতীত আমি এই সমস্ত সুবৃহৎ সূরা স্মরণ করিয়া রাখিতে এবং নির্ভুলভাবে পাঠ করিতে পারিব কিনা? তিনি ইহাও আশঙ্কা করিতেন যে, যদি আমি এই স্বর্গীয় প্রত্যাদেশের কোন অংশ ভুলিয়া যাই, তাহা হইলে ত আল্লার কোরানের ঐ অংশ বিলুপ্ত হইয়া যাইবে এবং তজ্জন্য আমি আল্লার নিকট অপরাধী হইব। সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্বশক্তিমান আল্লাহতা'লা হজরত রসুলোল্লার ঐ চিন্তা ও আশঙ্কার বিষয় অবগত হইয়া বলিয়া দিলেন যে, আমিই তোমাকে কোরান পাঠ করাইব এবং "আমি যাহা ইচ্ছা করি তদ্ব্যতীত" অথবা "আমার ইচ্ছা ব্যতীত" তুমি একবার উহা পাঠ করিবার পর আর কখনই বিস্মৃত হইবে না।

তফ্‌সীরকারগণ আলোচ্য আয়ত-দ্বয়ের একাধিক মর্ম্ম পরিগ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু উহার প্রকৃত ও অভ্রান্ত মর্ম্ম এই যে, আল্লাহতা'লা হজরত রসুলোল্লাকে সুনিশ্চিত আশ্বাস প্রদান পূর্ব্বক বলিয়া দিলেন ঃ—হে রসুল, এই কোরান আমিই অবতীর্ণ করিয়াছি এবং ফেরেশ্‌তা-শ্রেষ্ঠ জিবরীলের দ্বারা আমিই তোমাকে শিক্ষাদান করিতেছি। এজন্য আমি তোমার হৃদয় এরূপ প্রশস্ত এবং তোমার স্মৃতিশক্তি এরূপ প্রখর করিয়া দিয়াছি যে, একবার মাত্র শ্রবণ বা পাঠ করা মাত্র উহা তোমার স্মৃতিপটে চিরদিনের জন্য অঙ্কিত হইয়া যাইবে। সুতরাং আমার ইচ্ছা ব্যতীত তুমি উহার একটি বর্ণও বিস্মৃত হইবে না।

সপ্তম আয়তের "ইল্লা মা-শা-আল্লাহ" বাক্যাংশের অর্থ "আল্লাহ যাহা ইচ্ছা করেন তদ্ব্যতীত" এইরূপ শাব্দিক অনুবাদ করায় এই প্রশ্ন উত্থিত হইয়াছে যে, আল্লাহতা'লার ইচ্ছানুযায়ী হজরত রসুলোল্লার পক্ষে কোরান শরিফের কোন বিষয় অথবা উহার কোন শব্দ, বাক্য বা সূরা বিস্মৃত হওয়া সম্ভবপর কিনা এবং প্রকৃতপক্ষে তিনি ঐরূপভাবে কোন কিছু বিস্মৃত হইয়াছিল কিনা? ইহার সরল ও সুস্পষ্ট উত্তর এই যে, সর্ব্বশক্তিমান আল্লাহতা'লার ইচ্ছা হইলে কিছুই অসম্ভব নহে। তিনি ইচ্ছা করিলে হজরত রসুলোল্লাকে সমগ্র কোরান শরিফও ভুলাইয়া দিতে পারিতেন। কিন্তু আল্লাহতা'লার ইচ্ছা কি, তাহাই এস্থলে সর্ব্বপ্রথম ও সর্ব্বপ্রধান আলোচ্য। অভিজ্ঞ তফ্‌সীরকারগণ আরবী অলঙ্কার শাস্ত্র ও বাক্‌ধারার একাধিক উপমা উল্লেখ করিয়া দেখাইয়া দিয়াছেন যে, সপ্তম

ইচ্ছা করেন তদ্ব্যতীত; নিশ্চয় তিনি প্রকাশ্য ও গুপ্ত বিষয় পরিজ্ঞাত আছেন।
৮। এবং আমি তোমার জন্য সহজ পথকে সহজতর করিব। ৯। অতএব উপদেশ-দান যদি সুফলপ্রদ হয় তবে উপদেশ প্রদান কর। ১০। যাহারা

مَا شَآءَ اللّٰهُ ط اِنَّهٗ يَعْلَمُ الْجَهْرَ وَمَا يَخْفٰى ۞ ٨- وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرٰى ۞ ٩- فَذَكِّرْ اِنْ نَّفَعَتِ الذِّكْرٰى ۞ ١٠- سَيَذَّكَّرُ

আয়তের দ্বারা পূর্ব্ববর্ত্তী আয়তের উক্তির সমর্থন ও দৃঢ়তাই পরিব্যক্ত হইয়াছে। উক্ত আয়তের শাব্দিক অনুবাদ "আল্লাহ যাহা ইচ্ছা করেন তদ্ব্যতীত"-এর পরিবর্ত্তে "আল্লার ইচ্ছা ব্যতীত"—এই সরল মর্ম্মানুবাদ গ্রহণ করিলেই উক্ত সমস্যার মীমাংসা হইয়া যাইবে। অর্থাৎ "আল্লার ইচ্ছা ব্যতীত তুমি বিস্মৃত হইবে না"—ইহার সরল ও সহজ অর্থই হইল এই যে, আল্লাহতা'লার ইচ্ছাতেই তুমি উহা স্মরণ করিয়া রাখিবে।" আল্লাহতা'লা কোরান শরিফে স্পষ্টতর ভাষায় বলিয়াছেন, "আমিই কোরান অবতীর্ণ করিয়াছি এবং আমিই উহার সংরক্ষক" (সুরা হেজর)। সুতরাং আল্লাহতা'লা ইচ্ছা করিয়া তাঁহার রসুলকে কোরান শরিফের কোন বিষয় ভুলাইয়া দিবেন, ইহা এক অবান্তর ও উদ্ভট কল্পনা ভিন্ন আর কিছুই নহে।

পবিত্র কোরান, হাদিস ও ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিলে নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হইবে যে, কোরান শরিফই হজরত রসুলোল্লার নবুয়তের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নিদর্শন এবং ইহাই তাঁহার জীবনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অলোকিকতা। এমাম রাজী বলেন যে, তাঁহার অনুপম ও অসাধারণ স্মৃতিশক্তিও তাঁহার অলোকিক নিদর্শনের অন্তর্গত। তাঁহার হৃদয় এরূপ প্রশস্ত এবং স্মৃতিশক্তি এরূপ প্রখর ছিল যে, কোন বিষয় একবার শোনা মাত্র উহা তাঁহার স্মৃতি-ফলকে এরূপভাবে প্রতিবিম্বিত হইত যে, উহা তিনি কখনও বিস্মৃত হইতেন না। অবশ্য কোন সময় কোন কারণে হঠাৎ কোন বিষয় বা কোন কথা বিস্মৃত হওয়া কিংবা ঐরূপভাবে কোন সময় কোরান শরিফের কোন আয়ত বা শব্দ ভুলিয়া যাওয়া এবং পরে উহা স্মরণ হওয়া বা কাহারও পক্ষে স্মরণ করাইয়া দেওয়া সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র কথা। কিন্তু তদ্দ্বারা হজরত রসুলোল্লার পক্ষে কোরান শরিফের কোন সুরা, কোন আয়ত, কোন শব্দ বা কোন বিষয় চিরদিনের জন্য ভুলিয়া যাওয়া সম্বন্ধে কোন কথাই উঠিতে পারে না। কারণ কোরান শরিফের কোন সুরা বা কোন আয়ত অবতীর্ণ হইলে উহা শ্রবণ করিয়া পাঠ করিবার সঙ্গে সঙ্গেই হজরত রসুলোল্লাহ মুখস্থ করিয়া লইতেন। অনন্তর বিশ্বস্ত লেখকগণ কর্ত্তৃক উহা তৎক্ষণাৎ লিপিবদ্ধ করা হইত এবং প্রধানতম সাহাবাগণ উহা সঙ্গে সঙ্গে স্মরণ করিয়া লইতেন। এ অবস্থায় হঠাৎ কোন সময় কোন আয়ত হজরতের স্মরণ না হইলে তাঁহারা তৎক্ষণাৎ উহা স্মরণ করাইয়া দিতেন (হাদিস)। বিশেষতঃ হজরত জিবরীল প্রায় সর্ব্বদাই হজরত রসুলোল্লার সমক্ষে সমুপস্থিত হইয়া তাঁহাকে কোরান শিক্ষা দিতেন এবং রমজান মাসের প্রথমে একবার এবং শেষভাগে দুইবার তাঁহাকে সমগ্র কোরান শরিফ পড়িয়া শুনাইতেন। সুতরাং হজরত রসুলোল্লার পক্ষে কোরান শরিফের কোন আয়ত বা কোন সুরা বিস্মৃত হওয়া এবং কোরান শরিফের কোন আয়ত বা কোন কথা বিলুপ্ত হওয়া সম্পূর্ণ অসম্ভব ছিল। "আল্লার ইচ্ছা ব্যতীত" বাক্যাংশের প্রকৃত মর্ম্ম এই যে, সর্ব্বজ্ঞ আল্লাহতা'লারও ঐরূপ ইচ্ছা ছিল না। নিশ্চয় তিনি প্রকাশ্য ও গুপ্ত বিষয়সমূহের সর্ব্বজ্ঞ প্রভু। তাঁহার ইচ্ছা ও জ্ঞান অতিক্রম করিয়া তুমি কোন বিষয় বিস্মৃত এবং তদীয় কোরানের কোন বিষয় কখনই বিলুপ্ত হইবে না।

৮—১৩। এতদসহ আল্লাহতা'লা আরও বলিতেছেনঃ—হে রসুল, আমিই তোমার গম্যপথ ও ধর্ম্মনীতিকে সহজতর ও সাফল্যমণ্ডিত করিয়া দিব এবং অবিশ্বাসী ও ধর্ম্মদ্রোহীদিগের উপর তোমাকে ইহলোকে বিজয়ী ও পরলোকে গৌরবান্বিত করিব। অতএব যাহাদের নিকট

ভয় করে . তাহারা অচিরেই উপদেশ
গ্রহণ করিবে। ১১। এবং হতভাগ্যই
উহা হইতে অপসৃত হইবে;
১২। ঐ ব্যক্তিই ভীষণ নরকানলে
প্রবেশ করিবে। ১৩। অনন্তর তন্মধ্যে
সে মরিবে না এবং বাঁচিবেও না।
১৪। নিশ্চয় সেই সাফল্য লাভ করে,
যে বিশুদ্ধ হয়। ১৫। এবং স্বীয়
প্রতিপালকের নাম স্মরণ করিয়া তৎপর

مَنْ يَّخْشٰى ۙ ١١- وَ يَتَجَنَّبُهَا
الْاَشْقَى ۙ ١٢- الَّذِيْ يَصْلَى النَّارَ
الْكُبْرٰى ۚ ١٣- ثُمَّ لَا يَمُوْتُ
فِيْهَا وَلَا يَحْيٰى ؕ ١٤- قَدْ اَفْلَحَ
مَنْ تَزَكّٰى ۙ ١٥- وَذَكَرَ اسْمَ

তোমার সদুপদেশ সুফলপ্রসূ হইতেছে, তুমি তাহাদিগকে আরও উপদেশ দান কর। পক্ষান্তরে
যাহাদের নিকট তোমার উপদেশ ফলপ্রদ হইতেছে না এবং যাহারা এতদ্প্রতি উপহাস-বিদ্রূপ
করিতেছে তাহাদিগকে উপদেশ প্রদানের জন্য অতিরিক্ত আগ্রহ প্রদর্শনের কোনই প্রয়োজন
নাই। যাহারা ধার্ম্মিক ও সত্যানুরাগী, তাহারা অবশ্যই তোমার সদুপদেশ গ্রহণ করিবে,
পক্ষান্তরে যাহারা অধার্ম্মিক ও হতভাগ্য, তাহারাই উহা হইতে দূরে সরিয়া যাইবে। ঐ অধার্ম্মিক
ও হতভাগ্য ব্যাক্তিরাই ভয়াবহ নরকানলে নিক্ষিপ্ত হইবে। তথায় তাহারা মৃত্যু কামনা করিবে ;
কিন্তু তাহাদের মৃত্যু হইবে না। তাহাদিগকে জীবন্মৃত অবস্থায় চিরকাল সেই নরক-যন্ত্রণা
ভোগ করিতে হইবে।

১৪—১৫। এই দুইটি আয়তকে সমগ্র সূরার সারভাগ বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না।
অর্থাৎ আল্লাহতা'লা বলিয়া দিতেছেন যে, যে ব্যক্তি পার্থিব জীবনের সমস্ত অনাচার ও আবিলতা
হইতে মুক্ত হইয়া বিশুদ্ধ হয় এবং আল্লার নাম স্মরণ করিয়া নামাজ পাঠ করে, সে ব্যক্তি
অবশ্যই সাফল্য লাভ করিবে। এই বিশুদ্ধ হওয়ার জন্য তিন প্রকার শুদ্ধতা সাধনের প্রয়োজন।
প্রথমতঃ অন্তর বা আত্মার শুদ্ধি সাধন ; দ্বিতীয়তঃ শরীরিক শুদ্ধতাসাধন এবং তৃতীয়তঃ উপজীবিকা
বা অর্জ্জিত ধন-সম্পদের শুদ্ধতা সাধন। অন্তর বা আত্মার শুদ্ধি সাধনের জন্য সর্ব্বপ্রকার অংশীবাদিতা,
পৌত্তলিকতা, অন্ধবিশ্বাস, ভ্রান্তি, কুসংস্কার ও কুচিন্তা হইতে মন ও মস্তিষ্ক মুক্ত রাখা এবং
হিংসা, বিদ্বেষ, লোভ, মোহ, পরশ্রীকাতরতা, রিয়াকারী, অহঙ্কার, কপটতা, মিথ্যা, প্রবঞ্চনা
ও প্রলোভন প্রভৃতি নিকৃষ্ট ভাবগুলিকে অন্তর হইতে দূর করিয়া দেওয়া একান্ত আবশ্যক। শারীরিক
শুদ্ধতার জন্য অজু, গোসল, শৌচক্রিয়া, তয়ম্মম ও ক্ষৌর কার্য্যের দ্বারা শরীর পরিষ্কার,
পরিচ্ছন্ন ও পবিত্র রাখা ; অপরিস্কার, অপবিত্র ও দুর্গন্ধযুক্ত বস্ত্রাদি পরিধান না করা এবং
উত্তেজক, ন্যাক্কারজনক ও মাদকদ্রব্য বর্জ্জন করা এবং কোন প্রকার অখাদ্য, কুখাদ্য ভক্ষণ ও
অপবিত্র দ্রব্যাদি ব্যবহার না করা অত্যাবশ্যক ; অর্থ বা উপজীবিকার শুদ্ধতার জন্য অত্যাচার,
প্রবঞ্চনা ও চুরি-ডাকাতি দ্বারা কাহারও ধনসম্পদ আত্মসাৎ না করা, সুদ-ঘুষ গ্রহণ না করা,
অন্যায় ও অবৈধভাবে অর্থ উপার্জ্জন না করা এবং নিয়মিতভাবে জাকাত, ফেৎরা ও সদকা প্রদান
করা এবং অনুরূপ দান-খয়রাতের দ্বারা অভাবগ্রস্ত আত্মীয়-স্বজন, দরিদ্র প্রতিবেশী ও দেশবাসীর
উপকার সাধন করা আবশ্যক। যাঁহারা এইরূপভাবে দেহ, মন ও উপজীবিকার শুদ্ধতা সাধন
পূর্ব্বক আল্লাহতা'লার নাম উচ্চারণ, তদীয় প্রশংসা কীর্ত্তন এবং তাঁহার তস্‌বী ও তকবীর পাঠ
করিয়া নিয়মিতভাবে নামাজ পাঠ করে—আল্লাহতা'লা বলিতেছেন যে, তাহারা নিশ্চয় সফলকাম
হইয়া মুক্তি ও কল্যাণের অধিকারী হইবে।

মানুষের দেহ, মন ও উপজীবিকার এই শুদ্ধতা সাধন এরূপ অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত যে, একটির
অভাবে অন্যটি কথনই পূর্ণতা প্রাপ্ত হইতে পারে না। যে ব্যক্তি অবৈধভাবে অর্থ-উপার্জ্জন

رَبِّهٖ فَصَلّٰى ۝ ١٦- بَلْ تُؤْثِرُوْنَ
الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا ۝ ١٧- وَالْاٰخِرَةُ
خَيْرٌ وَّاَبْقٰى ۝ ١٨- اِنَّ هٰذَا لَفِى
الصُّحُفِ الْاُوْلٰى ۝ ١٩- صُحُفِ
اِبْرٰهِيْمَ وَمُوْسٰى ۝

নামাজ পাঠ করে। ১৬। বরং তোমরা
পার্থিব জীবন মনোনীত করিতেছ!
১৭। এবং পরকালই শ্রেষ্ঠতর ও দীর্ঘকাল
স্থায়ী। ১৮। নিশ্চয় ইহা পূর্ব্ববর্ত্তী
পুস্তিকা সমূহে রহিয়াছে; ১৯।—এবরাহিম
ও মুসার পুস্তকাবলীতে।

করিয়া তাহা হইতে উপজীবিকা গ্রহণ করে, শুধু ওজু-গোসলের দ্বারা তাহার দেহ কখনই সম্পূর্ণ বিশুদ্ধ হইতে পারে না এবং যাহার উপজীবিকা ও দেহ অশুদ্ধ, তাহার আত্মা ও মনের পক্ষে নির্ম্মল ও বিশুদ্ধ হওয়া সম্পূর্ণ অসম্ভব। পক্ষান্তরে যাহার অন্তর ও আত্মা কলুষিত, তাহার দৈহিক ও নৈতিক শুদ্ধতার কোনই মূল্য নাই। এই জন্যই আধ্যাত্মিক মহাপুরুষগণ বলেন যে, যে পর্য্যন্ত তোমরা হালাল রুজী গ্রহণ না করিবে, সে পর্য্যন্ত তোমাদের অজু, গোসল, নামাজ, রোজা, হজ, জাকাত, ওজিফা, জেকর, তস্‌বী, তেলাওত ও আধ্যাত্মিক সাধন কখনই পূর্ণরূপে সুফলপ্রসূ হইবে না।

হজরত আলি (কঃ) আলোচ্য আয়ত-দ্বয়ের ব্যাখ্যায় বলেন যে, যে ব্যক্তি ঈদের দিন সদকায়ে ফেতরা প্রদান করে, অজু ও গোসল করিয়া শুদ্ধ হইয়া তক্‌বীর পড়িতে পড়িতে ঈদের মাঠে গমন করে এবং তথায় উপস্থিত হইয়া যথারীতি ঈদের নামাজ পাঠ করে, আশা করা যায় যে, সে ব্যক্তি উপরোক্ত আয়ত-দ্বয় অনুযায়ী অবশ্যই সাফল্য লাভের সুসংবাদ প্রাপ্তির অধিকারী হইবে।

অধিকাংশ তফ্‌সীরকারের মত এই যে, যে ব্যক্তি অজু, গোসল অথবা তয়ম্মম যোগে শরীর শুদ্ধ করিয়া আল্লার নাম উচ্চারণ বা তক্‌বীর তহরিমা যোগে প্রত্যহ নিয়মিতভাবে পঞ্চবার নামাজ পাঠ করে, সে ব্যক্তি অবশ্যই মুক্তি, কল্যাণ ও সাফল্যের অধিকারী হইবে। ইহাই আলোচ্য আয়ত-দ্বয়ের সর্ব্বাপেক্ষা সহজ, সরল ও স্পষ্টতর মর্ম্ম।

১৬—১৭। অনন্তর আল্লাহতা'লা অবিশ্বাসীদিগকে লক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন যে, তোমরা সামান্য ধন-জন ও অকিঞ্চিৎকর সুখ-সম্পদের আস্বাদ পাইয়া পরলোকের পরিবর্ত্তে এই ক্ষণস্থায়ী পার্থিব জীবন মনোনীত করিতেছ! কিন্তু তোমরা জানিয়া রাখ যে, পরলোকের সুখ-শান্তি, ধন-সম্পদ ও আয়েশ-আরামই শ্রেষ্ঠতর এবং উহা অনন্তকাল স্থায়ী। সুতরাং এই অস্থায়ী পার্থিব জীবনের জন্য সেই চিরস্থায়ী পারলৌকিক জীবনের কথা বিস্মৃত হওয়া কখনই উচিত নহে।

১৮—১৯। অবশেষে আল্লাহতা'লা বলিয়া দিতেছেন যে, হে ভ্রান্ত মানব, আমি শুধু এই কোরানেই তোমাদের ইহ-পারলৌকিক জীবনের সাফল্য এবং তোমাদের মুক্তি ও কল্যাণের সুসংবাদ প্রদান করিতেছি না; বরং আমি ইহার পূর্ব্বে অন্যান্য রসুলগণের প্রতি যে সমস্ত গ্রন্থ অবতারণ করিয়াছি তাহাতে এবং আমার অন্যতম প্রিয় নবী এবরাহিম এবং মুসার প্রতি অবতারিত গ্রন্থাবলীতেও ঐ সুসংবাদ প্রদান করিয়াছি। এই সমস্ত বিষয় বিবেচনা করিয়া অনিত্য সংসার-জীবনের সুখ-সম্পদ ও ভোগ-বিলাসের পরিবর্ত্তে অবিনশ্বর পারলৌকিক জীবনের মুক্তি ও কল্যাণের জন্য পাথেয় সঞ্চয় করাই তোমাদের পার্থিব জীবনের সর্ব্বোত্তম কর্ত্তব্য।

মক্কায় অবতীর্ণ	৮৮। সূরা গাশিয়া—الغاشية	২৬ আয়ত

১ম রুকু—পারলৌকিক শাস্তি ও পুরস্কারের প্রসঙ্গ

সর্ব্ব প্রদাতা করুণাময় আল্লার নামে

بسم الله الرحمن الرحيم

১। তোমার নিকট কি সমাচ্ছন্নকারীর সংবাদ আসিয়াছে? ২। সেদিন বহু আনন অবনত হইবে; ৩। কর্ম্মক্লান্ত পরিশ্রান্তভাবে; ৪। প্রজ্জ্বলিত অনলে প্রবিষ্ট হইবে। ৫। তাহাদিগকে উত্তপ্ত প্রস্রবণ হইতে পান করান হইবে। ৬। তাহাদের জন্য বিষাক্ত-কণ্টক ব্যতীত খাদ্য নাই; ৭।—যাহা পুষ্টি-সাধন করে না অথবা ক্ষুধারও উপশম করে না।

১- هَلْ أَتٰىكَ حَدِيْثُ الْغَاشِيَةِ ۗ
٢- وُجُوْهٌ يَّوْمَئِذٍ خَاشِعَةٌ ۙ ٣- عَامِلَةٌ
نَّاصِبَةٌ ۙ ٤- تَصْلٰى نَارًا حَامِيَةً ۙ
٥- تُسْقٰى مِنْ عَيْنٍ اٰنِيَةٍ ۗ ٦- لَيْسَ
لَهُمْ طَعَامٌ اِلَّا مِنْ ضَرِيْعٍ ۙ
٧- لَّا يُسْمِنُ وَلَا يُغْنِيْ مِنْ جُوْعٍ ۗ

গাশিয়া—সমাচ্ছন্নকারী, আচ্ছাদনকারী অথবা পরিবেষ্টনকারী; মর্ম্মার্থ "কেয়ামত" অর্থাৎ মহাপ্রলয় ও পুনরুত্থান। প্রথম আয়তের "গাশিয়া" শব্দ হইতেই এই সূরার নামকরণ করা হইয়াছে।

শানে-নজুল—এই সূরা সর্ব্ববাদীসম্মত মতেই মক্কা শরিফে অবতীর্ণ হইয়াছিল। মহাপ্রলয় ও পুনরুত্থান সম্বন্ধে অবিশ্বাসীদের অবিশ্বাস ও উপহাস-বিদ্রূপের উত্তরে অন্যান্য কতিপয় সূরার ন্যায় এই সূরাও অবতীর্ণ হইয়াছিল এবং ইহা অন্যতম প্রাথমিক প্রত্যাদেশ।

১। "গাশিয়া" অর্থ আচ্ছাদনকারী এবং ইহার মর্ম্মার্থ "কেয়ামত" অর্থাৎ মহাপ্রলয় ও পুনরুত্থান। উহাকে এই জন্য আচ্ছাদনকারী বলা হইয়াছে যে, উহার ভীষণতা সহসা প্রকাশিত হইয়া সমগ্র বিশ্বজগৎ আচ্ছন্ন করিয়া লইবে। কাহার কাহারও মতে উহার মর্ম্মার্থ ভয়াবহ নরকানল অথবা নারকীবৃন্দ। কারণ উহারাও পরস্পরকে আচ্ছন্ন করিবে।

২—৪। আল্লাহতা'লা বলিতেছেন:—পুনরুত্থান দিবসে স্ব স্ব পার্থিব জীবনের কৃতকর্ম্ম ও উহার অবশ্যম্ভাবী পরিণাম স্মরণ করিয়া লোকের মুখ অবনত ও মলিন হইয়া পড়িবে। যাহারা পরলোকের চিন্তা পরিত্যাগ করিয়া শুধু পার্থিব জীবনের ভোগ-বিলাস ও সুখ-সম্পদের জন্য চেষ্টা ও সাধনা করিয়াছে, তাহারা সকলেই সেদিন শ্রান্ত ও অবসন্ন অবস্থায় ভয়াবহ নরকানলে নিক্ষিপ্ত হইবে।

৫—৭। সেই ভীষণ নরকে তাহারা ক্ষুধা ও তৃষ্ণায় কাতর হইয়া পড়িলেও উত্তপ্ত সলিল ও বিষাক্ত কণ্টক ব্যতীত আর কোনই খাদ্য বা পানীয় পাইবে না এবং সেই খাদ্য ও পানীয়ের দ্বারা ক্ষুধা তৃষ্ণা নিবারণ অথবা শরীরের পুষ্টি সাধন হইবে না। বরং উহা দ্বারা তাহাদের কষ্ট ও যন্ত্রণা আরও অধিকতর বর্দ্ধিত হইবে।

৮। সেদিন বহু আনন হর্ষোৎফুল্ল হইবে; ৯। স্বীয় সাধনায় সন্তুষ্ট হইবে; ১০।—সমুন্নত স্বর্গোদ্যানের মধ্যে। ১১। তথায় তাহারা অবান্তর বাক্য শ্রবণ করিবে না। ১২। তন্মধ্যে প্রবাহিতা প্রস্রবণ আছে; ১৩। তন্মধ্যে সমুচ্চ আসন-সমূহ রহিয়াছে; ১৪। এবং সুরক্ষিত পানপাত্র সমূহ; ১৫। এবং সারি সারি উপাধান সমূহ; ১৬। এবং সম্প্রসারিত গালিচা সমূহও রহিয়াছে। ১৭। তবে কি তাহারা উষ্ট্র-পালের দিকে লক্ষ্য করে না যে, কিরূপে উহা সৃষ্ট হইয়াছে? ১৮। এবং আকাশের দিকে—কিরূপে উহা সমুচ্চ করা হইয়াছে? ১৯। এবং পর্ব্বতমালার দিকে—কিরূপে উহা সংস্থাপিত করা

٨- وُجُوْهٌ يَّوْمَئِذٍ نَّاعِمَةٌ ۙ
٩- لِّسَعْيِهَا رَاضِيَةٌ ۙ ١٠- فِيْ جَنَّةٍ
عَالِيَةٍ ۙ ١١- لَّا تَسْمَعُ فِيْهَا لَاغِيَةً ۚ
١٢- فِيْهَا عَيْنٌ جَارِيَةٌ ۘ ١٣- فِيْهَا
سُرُرٌ مَّرْفُوْعَةٌ ۙ ١٤- وَّاَكْوَابٌ
مَّوْضُوْعَةٌ ۙ ١٥- وَّنَمَارِقُ مَصْفُوْ
فَةٌ ۙ ١٦- وَّزَرَابِيُّ مَبْثُوْثَةٌ ۚ
١٧- اَفَلَا يَنْظُرُوْنَ اِلَى الْاِبِلِ
كَيْفَ خُلِقَتْ ۚ ١٨- وَاِلَى
السَّمَآءِ كَيْفَ رُفِعَتْ ۚ
١٩- وَاِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ

৮—১০। অনন্তর আল্লাহতা'লা পুণ্যবান স্বর্গবাসীদিগের সুখ-সম্পদের বিষয় বর্ণনা করিতেছেন। আল্লাহতা'লা বলিতেছেন যে, সেদিন বহুলোক তাহাদের পার্থিব জীবনের সৎকার্য্য ও সত্য-সাধনার জন্য সমুন্নত স্বর্গের এরূপ অফুরন্ত সুখ-সম্পদ লাভ করিবে যে, পার্থিব জীবনের দুঃখ-কষ্টের বিনিময়ে সেই স্বর্গীয় সুখ-সম্পদ প্রাপ্তির আনন্দে তাহাদের মুখমণ্ডল দীপ্তিমান ও হর্ষোৎফুল্ল হইয়া উঠিবে এবং তাহারা পার্থিব জীবনের সমস্ত দুঃখ-কষ্ট বিস্মৃত হইয়া যাইবে।

১১—১৬। সেই সমুন্নত স্বর্গোদ্যানে তাহারা কোনই অবান্তর প্রলাপোক্তি অথবা রূঢ় ও কর্কশ বাক্য শ্রবণ করিবে না। তাহারা তথায় শুধু 'সালাম' ও সাদর-সম্ভাষণ শ্রবণ করিয়া আনন্দিত ও কৃতার্থ হইবে। সেই স্বর্গোদ্যানে তাহাদের জন্য বিভিন্নরূপ উপাদেয় গন্ধ, বর্ণ ও স্বাদ বিশিষ্ট সুনির্ম্মল ও সুমধুর সলিলপূর্ণ প্রস্রবণ প্রবাহিত হইবে এবং তাহারা উহা হইতে যদৃচ্ছা পান করিয়া আনন্দিত ও পরিতৃপ্ত হইবে। এতদ্ভিন্ন তথায় তাহাদের উপবেশনের জন্য সারি সারি সমুচ্চ আসন এবং সুরক্ষিত ও সুসজ্জিত পানপাত্র সমূহ থাকিবে। তথায় তাহাদের বিশ্রাম ও শয়নের জন্য সুদৃশ্য ও সুকোমল সম্প্রসারিত গালিচা-সমূহ এবং সারি সারি উপাধান-সমূহ থাকিবে এবং তাহারা যখন ইচ্ছা তাহাতে পরম সুখে শয়ন করিয়া আয়েশ ও আরাম উপভোগ করিতে পারিবে।

১৭—২০। নরকের ভয়াবহ অগ্নিরাশি ও তজ্জনিত শাস্তি এবং স্বর্গের উচ্চতা ও সুখ-সম্পদের উপাদান সমূহের বিষয় শ্রবণ করিয়া অবিশ্বাসীরা বলিয়াছিল যে, এরূপ উচ্চ-নীচ বিপরীত সৃষ্টি কখনই সম্ভবপর নহে এবং নরকের অসহ্য উত্তাপের মধ্যে উত্তপ্ত সলিল ও বিষকণ্টক পানাহার করিয়া মানুষ কিরূপেই বা জীবিত থাকিবে?—ইহা সম্পূর্ণ অসম্ভব। ইহার উত্তরে আল্লাহতা'লা বলিয়া দিলেন যে, তোমরা এই পৃথিবীর অত্যুচ্চ আকাশ, সমুন্নত পর্ব্বতমালা,

نُصِبَتْ ۝ ٢٠- وَإِلَى الْأَرْضِ
كَيْفَ سُطِحَتْ ۝ ٢١- فَذَكِّرْ ۗ
إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ ۝ ٢٢- لَسْتَ
عَلَيْهِمْ بِمُصَيْطِرٍ ۝ ٢٣- إِلَّا مَنْ
تَوَلَّى وَكَفَرَ ۝ ٢٤- فَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ
الْعَذَابَ الْأَكْبَرَ ۝ ٢٥- إِنَّ إِلَيْنَا
إِيَابَهُمْ ۝ ٢٦- ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا
حِسَابَهُمْ ۝

হইয়াছে? ২০। এবং ভূতলের
দিকে—কিরূপে উহা সম্প্রসারিত করা
হইয়াছে? ২১। অতএব উপদেশ
দান কর—তুমি উপদেষ্টা ব্যতীত নহ।
২২। তুমি তাহাদের উপর সংরক্ষক
নহ। ২৩। কিন্তু যে বিমুখ হইয়াছে
ও অবিশ্বাস করিয়াছে; ২৪। ফলতঃ
আল্লাহ তাহাকে বৃহত্তর শাস্তিতে
শাস্তি প্রদান করিবেন। ২৫। নিশ্চয়
আমার দিকেই তাহাদের প্রত্যাবর্ত্তন;
২৬। তৎপর নিশ্চয় আমার নিকটেই
তাহাদের হিসাব।

সম্প্রসারিত পৃথিবী এবং উত্তপ্ত মরুভূমিতে বিচরণশীল উষ্ট্রপালের প্রতি একবার লক্ষ্য করিয়া দেখ। উষ্ট্রপাল উত্তপ্ত মরুভূমির মধ্যে বহুদিন যাবত খাদ্য ও পানীয়ের অভাবে শুধু পার্ব্বত্য বা প্রস্তরজাত বিষ-কণ্টক খাইয়া যেরূপভাবে জীবিত থাকে, নারকীরাও নরকানলের মধ্যে সেইরূপ ভাবেই জীবিত থাকিবে। আবার সেই মরুভূমির মাঝে মাঝে অবস্থিত ওয়েসিস বা নিকুঞ্জসমূহ এবং উহার পার্শ্বে অবস্থিত উন্নতশীর্ষ পর্ব্বতমালা ও প্রস্রবণসমূহ এবং শস্য-শ্যামল সমতল ভূমি, ফল-পুষ্পোদ্যান এবং সর্ব্বোপরি অবস্থিত সমুচ্চ আকাশের প্রতি লক্ষ্য করিলেই তোমরা আমার সৃষ্টি-মহিমা এবং স্বর্গ-নরকের নিদর্শন অবলোকন করিতে পারিবে। অতএব আমার অনন্ত শক্তি-মহিমার নিকট অসম্ভব বলিয়া কিছুই নাই।

২১—২৪। অবিশ্বাসীরা ইহাতেও সত্য-ধর্ম্মে বিশ্বাস না করায় আল্লাহতা'লা হজরত রসূলোল্লাকে সম্বোধন পূর্ব্বক সান্ত্বনা প্রদান করিয়া বলিতেছেন:—হে রসূল, তুমি লোকদিগকে সত্যধর্ম্ম সম্বন্ধে সদুপদেশ প্রদান কর। কারণ উপদেশ প্রদান করাই তোমার কর্ত্তব্য। আমি উপদেশ প্রদানের জন্যই তোমাকে আমার প্রিয়তম নবী রূপে মনোনীত করিয়াছি। যাহারা তোমার উপদেশ গ্রহণ করিবে না, তাহাদের সম্বন্ধে তোমার কোনই কর্ত্তব্য ও দায়িত্ব নাই এবং তাহাদিগকে শাস্তি প্রদান অথবা তাহাদের উপর বল প্রয়োগ করাও তোমার কর্ত্তব্য নহে। কারণ ঐ সকল অবিশ্বাসী ও ধর্ম্মদ্রোহীকে সর্ব্বশক্তিমান আল্লাহতা'লাই যথা সময় অতি কঠিন শাস্তি প্রদান করিবেন।

২৫—২৬। আল্লাহতা'লা এতদসহ আরও বলিয়া দিতেছেন যে, পরলোকে ঐ সকল অবিশ্বাসী ও ধর্ম্মদ্রোহীকে অবশ্যই পুনর্জ্জীবিত এবং আমার সমক্ষে উপনীত হইয়া স্ব স্ব কৃতকর্ম্মের হিসাব-নিকাশ প্রদান করিতে হইবে এবং তখন আমি এই অবিশ্বাস ও ধর্ম্মদ্রোহিতার জন্য উহাদের সকলকেই সমুচিত শাস্তি প্রদান করিব। আমার সেই শাস্তি হইতে উহারা কিছুতেই পরিত্রাণ পাইবে না। এই অভ্রান্ত বাণী সহ সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্বশক্তিমান আল্লাহতা'লা আলোচ্য সূরা শেষ করিয়াছেন।

মক্কায় অবতীর্ণ	৮৯। সুরা ফজর—الفجر।	৩০ আয়াত

১ম রুকু—পূর্ব্ববর্ত্তী ধর্ম্মদ্রোহীদিগের ধ্বংসপ্রাপ্তির কারণ

সর্ব্ব প্রদাতা করুণাময় আল্লার নামে

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

১। সাক্ষী ঐ প্রভাত; ২। এবং ঐ দশটি রজনী; ৩। এবং ঐ যুগ্ম ও অযুগ্ম; ৪। এবং ঐ রজনী—যখন

١- وَالْفَجْرِ ۙ ٢- وَلَيَالٍ عَشْرٍ ۙ
٣- وَّالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ ۙ ٤- وَالَّيْلِ

ফজর—প্রাতঃকাল। কেহ কেহ বলেন যে, এই প্রাতঃকালের মর্ম্মার্থ—প্রাতঃকালীন নামাজ অথবা ঈদ, বকর-ঈদ, হজ্জ ও মহররমের মঙ্গলময় সুপ্রভাত। আলোচ্য "ফজর" শব্দ হইতেই এই সুরার নামকরণ করা হইয়াছে।

শানে-নজুল—হজরত এব্‌ন-আব্বাস, এব্‌ন-জোবায়ের ও বিবি আয়েশা সিদ্দিকা প্রমুখ সাহাবা ও তফ্‌সীরকারগণের সর্ব্বসম্মত মতেই এই সুরা মক্কাশরিফে অবতীর্ণ হইয়াছিল। আরবের অবিশ্বাসীরা এক সময় বলিয়াছিল যে, আল্লাহতা'লা যদি মানুষের সদসৎ কার্য্যে সন্তুষ্ট বা অসন্তুষ্ট হইতেন, তবে পরলোকের পরিবর্ত্তে ইহলোকেই ত উহার জন্য পুরস্কার অথবা শাস্তি প্রদান করিতে পারিতেন। তিনি যখন ইহলোকে উহার জন্য কিছুই করিতেছেন না, তখন পরলোকেও কিছু করিবেন না। পারলৌকিক পুনরুত্থান, বিচার-মীমাংসা এবং শাস্তি ও পুরস্কার এক ভিত্তিহীন উক্তি ব্যতীত আর কিছুই নহে। অবিশ্বাসীদের এই সকল উক্তির উত্তরেই আলোচ্য সুরা অবতীর্ণ হয়।

১—৪। আল্লাহতা'লা এই সুরার প্রথমেই চারিটি বিষয়ের সাক্ষ্য প্রদান বা শপথ করিয়াছেন। তন্মধ্যে প্রথম "ফজর"। ইহার আভিধানিক অর্থ প্রাতঃকাল এবং মর্ম্মার্থ প্রাতঃকালীন নামাজ অথবা দুইটি ঈদ, হজ্জ ও মহররমের মঙ্গলময় সুপ্রভাত! দ্বিতীয়তঃ দশটি রজনী। এই দশটি রজনী সম্বন্ধে বিভিন্ন রূপ মত পরিদৃষ্ট হয়। হজরত রসুলোল্লাহ স্বয়ং বলিয়াছেন, "দশটি রজনী অর্থ জেলহজ্জ মাসের প্রথম দশ রাত্রি।" ইহাই সর্ব্বাপেক্ষা প্রকৃষ্ট মত। হজরত এব্‌ন-আব্বাস, এব্‌ন-জোবায়ের ও মোজাহেদ কর্ত্তৃক এই মতই সমর্থিত হইয়াছে (আহমদ, নেসাই)। মতান্তরে মহরমের প্রথম দশরাত্রি এবং রমজান শরিফের শেষ দশরাত্রিও উল্লেখ করা হইয়াছে। কেহ কেহ ইহার মর্ম্মে শবে-কদর, শবে-বরাত, এবং ঈদ, বকর-ইদ প্রভৃতি বৎসরের দশটী বিভিন্ন কল্যাণ রজনীর কথাও উল্লেখ করিয়াছেন। তৃতীয়তঃ জোড় ও বিজোড়। ইহার অর্থ অত্যন্ত ব্যাপক। যেমন জোড় সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীব আদম-দম্পতি অথবা জীব-জগৎ এবং বিজোড় তাঁহাদের সৃষ্টিকর্ত্তা অদ্বিতীয় আল্লাহ; জোড় মানবের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ এবং বিজোড় তাহাদের আত্মা। কিন্তু অধিকাংশ তফ্‌সীরকারের মতে জোড় ও বিজোড় অর্থ জেলহজ্জের ১০ই ও ৯ই তারিখের কোরবানী ও আরফার রাত্রি এবং চতুর্থতঃ রাত্রি যখন শেষ হইয়া দিনের আলো প্রকাশিত হয় অথবা আরফার দিবাগতে মোজাদালেফায় থাকিবার রাত্রি যখন শেষ হইয়া যায়, তখনকার সাক্ষ্য।

إِذَا يَسْرِ ۚ ٥- هَلْ فِي ذَٰلِكَ قَسَمٌ
لِّذِي حِجْرٍ ۗ ٦- أَلَمْ تَرَ كَيْفَ
فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ ۙ ٧- إِرَمَ ذَاتِ
الْعِمَادِ ۙ ٨- الَّتِي لَمْ يُخْلَقْ
مِثْلُهَا فِي الْبِلَادِ ۙ ٩- وَثَمُودَ الَّذِينَ
جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ ۙ
١٠- وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ ۙ
١١- الَّذِينَ طَغَوْا فِي الْبِلَادِ ۙ
١٢- فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادَ ۙ
١٣- فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ

উহা অতিবাহিত হয়; ৫। উহাতেই
জ্ঞানবানগণের জন্য শপথ রহিয়াছে।
৬। তুমি কি লক্ষ্য করিতেছ না যে,
তোমার প্রতিপালক আদ-গণের সহিত
কিরূপ করিয়াছিলেন?—৭। স্তম্ভবিশিষ্ট
এরমের অধিবাসী; ৮। অন্য নগরে
যাহার সদৃশ নির্ম্মিত হয় নাই।
৯। এবং সমুদগণের সহিত—যাহারা
উপত্যকায় প্রস্তর কর্ত্তন করিয়াছিল।
১০। এবং কীলক-সমূহের অধিপতি
ফেরাউনের সহিত; ১১।—যাহারা
নগর সমূহে উদ্ধতাচরণ করিয়াছিল।
১২। অনন্তর তাহারা তন্মধ্যে যথেষ্ট
উপদ্রব করিয়াছিল। ১৩। তৎপর
তোমার প্রতিপালক তাহাদের উপর
শাস্তির কশাঘাত করিয়াছিলেন।

৫। উপরোক্ত চারিটি বিষয়ের শপথ করিয়া আল্লাহতা'লা বলিতেছেন যে, নিশ্চয় মানুষ পরকালে স্ব স্ব সদসৎ কৃতকর্ম্মের জন্য শাস্তি ও পুরস্কার পাইবে এবং তোমরা বিবেচনা করিয়া দেখ যে, জ্ঞানবান লোকদিগের জন্য এই সাক্ষ্য বা শপথই যথেষ্ট কিনা?

৬—৮। আরবের যে সকল অবিশ্বাসী ও ধর্ম্মদ্রোহী হজরত রসুলোল্লাকে কটাক্ষ করিয়া বলিত যে, কৈ তোমার প্রতিপালক সর্ব্বশক্তিমান আল্লাহ ত' আমাদিগকে কোন শাস্তি দিতেছেন না! ঐ উদ্ধত অহঙ্কারীদের সম্বন্ধে আল্লাহতা'লা হজরত রসুলোল্লাকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন—হে রসুল, তুমি কি লক্ষ্য করিতেছ না অথবা তুমি কি জান না যে, তোমার সর্ব্বশক্তিমান প্রতিপালক প্রভু জগতের অতুলনীয় এবং বহু স্তম্ভবিশিষ্ট এরেম-বংশধর বা এরম নগরের অধিবাসী মহাপরাক্রান্ত আদ-গণের সহিত কিরূপ ব্যবহার করিয়াছিলেন? অর্থাৎ ইহারা নিজেদের ধর্ম্মদ্রোহিতার জন্য আল্লাহতা'লার কোপে সবংশে ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছিল।

৯—১৩। তৎপর জগতের সুনিপুণ শিল্পী ও বহু প্রস্তর-প্রতিমা নির্ম্মাণকারী ওয়াদ নিবাসী পৌত্তলিক সমুদ সম্প্রদায় এবং বহু কীলক-যুক্ত তাবুসমূহের ও অগণিত সৈন্য-সামন্তের অধিকারী অত্যাচারী, অহঙ্কারী ও ধর্ম্মদ্রোহী ফেরাউনগণের শোচনীয় পরিণতির বিষয়ও ত' তুমি অবগত আছ। তাহাদের তুলনায় এই উদ্ধত কোরেশ জাতি ত' অতি তুচ্ছ এবং অতি নগণ্য। অতএব তোমার প্রতিপালক যখন ইচ্ছা—উহাদিগকে অতি কঠোর শাস্তি প্রদান করিবেন এবং সেই শাস্তি হইতে উহারা কখনই পরিত্রাণ পাইবে না।

আল্লাহতা'লা দীর্ঘকায়, বলবান ও পরাক্রান্ত আদ সম্প্রদায় এবং সুনিপুণ শিল্পী সমুদদিগকে তাহাদের অবিশ্বাস ও ধর্ম্মদ্রোহিতার জন্য ভীষণ ভূমিকম্প, প্রবল ঝটিকা ও ভয়াবহ ধ্বংসধ্বনি দ্বারা বিনষ্ট করিয়াছিলেন এবং তিনি ধর্ম্মদ্রোহী ফেরাউনকে সসৈন্য সমুদ্র সলিলে নিমজ্জিত করিয়াছিলেন।—তঃ কবির।

১৪। নিশ্চয় তোমার প্রতিপালক প্রতীক্ষা-স্থলে রহিয়াছেন। ১৫। কিন্তু এই মানুষ—যখন তাহার প্রতিপালক তাহাকে পরীক্ষা করেন, পরে তাহাকে সম্মানিত করেন এবং তাহাকে সুখ-সম্পদ দান করেন তখন সে বলে যে, আমার প্রতিপালক আমাকে সম্মানিত করিয়াছেন। ১৬। এবং আবার যখন তিনি তাহাকে পরীক্ষা করেন, তৎপর তাহার জন্য উপজীবিকা সঙ্কুচিত করেন তখন সে বলে যে, আমার প্রতিপালক আমাকে লাঞ্ছিত করিয়াছেন। ১৭। কখনই নহে; বরং তোমরা পিতৃহীনদিগকে সম্মান প্রদর্শন করিতেছ না; ১৮। এবং তোমরা দরিদ্রদিগকে

عَذَابٍ ۙ ١٤- اِنَّ رَبَّكَ لَبِا
لْمِرْصَادِ ؕ ١٥- فَاَمَّا الْاِنْسَانُ
اِذَا مَا ابْتَلٰىهُ رَبُّهٗ فَاَكْرَمَهٗ وَنَعَّمَهٗ ۙ
فَيَقُوْلُ رَبِّيْٓ اَكْرَمَنِ ؕ
١٦- وَاَمَّآ اِذَا مَا ابْتَلٰىهُ فَقَدَرَ
عَلَيْهِ رِزْقَهٗ ۙ فَيَقُوْلُ رَبِّيْٓ
اَهَانَنِ ۚ ١٧- كَلَّا بَلْ لَّا تُكْرِمُوْنَ
الْيَتِيْمَ ۙ ١٨- وَلَا تَحٰٓضُّوْنَ عَلٰى

কোন কোন তফ্সীরকার ধর্ম্মদ্রোহী আদ সম্প্রদায় এবং তাহাদের নির্ম্মিত অতুলনীয় 'এরম' নগরীর বর্ণনা সম্পর্কে সম্রাট সাদ্দাদের স্বর্গোদ্যান নির্ম্মাণের বিষয় উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু বিশিষ্ট তফ্সীরকারগণ উহা অনৈতিহাসিক ও ভিত্তিহীন কাহিনী বলিয়া অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন।—তঃ এব্ন-কসির।

অবশেষে আল্লাহতা'লা আরও বলিয়া দিয়াছেন যে, ইহলোকে উপরোক্ত তিনটি ধর্ম্মদ্রোহী সম্প্রদায়কে যে শাস্তি প্রদান করা হইয়াছিল, তাহা পারলৌকিক শাস্তির তুলনায় সামান্য একটি কষাঘাত মাত্র। কারণ পরলোকে উহারা পার্থিব শাস্তির তুলনায় বহুগুণ কঠোর ও ভীষণ শাস্তি ভোগ করিবে।

১৪। অনন্তর আল্লাহতা'লা বলিতেছেন যে, তিনি মানুষের অপরাধের জন্য সঙ্গে সঙ্গে শাস্তি প্রদান না করিয়া এই জন্য প্রতীক্ষা করেন যে, তাহারা অনুতপ্ত ও ক্ষমাপ্রার্থী হইয়া সুপথগামী হয় কিনা? ইহা মানব জাতির প্রতি তাঁহার বিশেষ অনুগ্রহ। যদি তিনি মানুষকে অপরাধ করার সঙ্গে সঙ্গে শাস্তি দিতেন এবং তাহাদিগকে অনুতপ্ত ও ক্ষমাপ্রার্থী হইবার সুযোগ না দিয়া সঙ্গে সঙ্গেই শাস্তি প্রদান করিতেন, তাহা হইলে ধরাপৃষ্ঠ হইতে মানব জাতির অস্তিত্ব বহু পূর্ব্বেই বিলুপ্ত হইয়া যাইত।

১৫—১৬। আল্লাহতা'লা এই দুইটি আয়তে সাধারণ মানব-প্রকৃতি এবং তিনি যেরূপভাবে তাহাদের বিশ্বাস ও ধৈর্য্যের পরীক্ষা করেন, তদ্বিষয় বিবৃত করিয়াছেন। আল্লাহতা'লা বলিতেছেন যে, তিনি মানবকে পরীক্ষা করিবার জন্যই তাহাদিগকে সুখ-সম্পদ ও দুঃখ-দারিদ্র প্রদান করিয়া থাকেন। কিন্তু মানুষ এমনই অজ্ঞ ও অকৃতজ্ঞ যে, আল্লাহতা'লার সেই মহান্ উদ্দেশ্য বুঝিতে না পারিয়া তাহারা নিজেকে সুখ-সম্পদে ভাগ্যবান এবং দুঃখ-দারিদ্র্যে হতভাগ্য বলিয়া মনে করিয়া থাকে।

১৭—২০। আল্লাহতা'লা দৃঢ়তার সহিত বলিতেছেন যে, সুখ-সম্পদ ও দুঃখ দারিদ্র্য কখনই সৌভাগ্য বা দুর্ভাগ্যের নিদর্শন নহে; উহা তাহার পরীক্ষা মাত্র। আল্লাহতা'লা মানুষকে

তোজ্যদানে উৎসাহ দিতেছ না;
১৯। এবং তোমরা অবিচারে উত্তরাধি-
কারিত্ব উপভোগ করিতেছ। ২০। এবং
তোমরা অতিরিক্ত মায়ায় ধন-সম্পত্তির
মায়া করিতেছ। ২১। কখনও না—যখন
পৃথিবীকে চূর্ণ চূর্ণ রূপে বিচূর্ণিত করা
হইবে; ২২। এবং তোমার প্রতিপালক
ও ফেরেশ্‌তাগণ দলে দলে আগমন
করিবেন, ২৩। এবং যেদিন নরককে
আনয়ন করা হইবে—সেদিন ত মানুষ
উপদেশ গ্রহণ করিবে এবং তখন
উপদেশে তাহার কি হইবে! ২৪। সে
বলিবে—হায়, যদি আমি পূর্ব্বেই স্বীয়
জীবনের জন্য প্রেরণ করিতাম!
২৫। কিন্তু সেদিন তাঁহার শাস্তির ন্যায়

طَعَامِ الْمِسْكِيْنِ ۚ ١٩- وَتَاْكُلُوْنَ
التُّرَاثَ اَكْلًا لَّمًّا ۙ ٢٠- وَّتُحِبُّوْنَ
الْمَالَ حُبًّا جَمًّا ۗ ٢١- كَلَّآ اِذَا
دُكَّتِ الْاَرْضُ دَكًّا دَكًّا ۙ ٢٢- وَّجَآءَ
رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا ۚ
٢٣- وَجِايْٓءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ ۙ لا
يَوْمَئِذٍ يَّتَذَكَّرُ الْاِنْسَانُ وَاَنّٰى
لَهُ الذِّكْرٰى ۗ ٢٤- يَقُوْلُ يٰلَيْتَنِيْ
قَدَّمْتُ لِحَيَاتِيْ ۚ ٢٥- فَيَوْمَئِذٍ

দুঃখ-দারিদ্র্যে নিক্ষেপ করিয়া পরীক্ষা করেন যে, সে সত্যকার বিশ্বাসী ও ধৈর্য্যশীল কিনা এবং ধন-সম্পদ দান করিয়া পরীক্ষা করেন যে, সে কৃতজ্ঞ ও সদ্ব্যয়ী কিনা? যাহারা দুঃখ-দারিদ্র্যের মধ্যে নিপতিত হইয়া অবিচলিত বিশ্বাসে ধৈর্য্যধারণ করে এবং ধন-সম্পদ লাভ করিলে কৃতজ্ঞতার সহিত উহা দান-ধ্যানে সদ্ব্যয় করিয়া থাকে, আল্লাহতা'লার নিকট তাহারা সকলেই সৌভাগ্যবান। পক্ষান্তরে যাহারা দুঃখ-দারিদ্র্যে বিচলিত হইয়া নিজের অদৃষ্ট বা আল্লাহতা'লার প্রতি দোষারোপ করে এবং যাহারা ধন-সম্পদ লাভ করিলে উহা অনাথ এতিম ও দীন দুঃখীদিগকে দান অথবা সৎকার্য্যে ব্যয় না করিয়া শুধু নিজের ভোগ-বিলাস ও আয়েশ-আরামের জন্য অপব্যয় করে এবং ধনের মায়ায় অন্ধ হইয়া অত্যাচার, প্রতারণা ও পরস্বাপহরণ করিয়া সারা জীবন শুধু ধন-সঞ্চয় করিতেই নিযুক্ত থাকে, আল্লাহতা'লার নিকট তাহারাই হতভাগ্য। ফলতঃ দুঃখ-দারিদ্র্য অপেক্ষা ধন-সম্পদই অনেক সময় মানবের অধঃপতন ও দুর্গতির কারণ হইয়া থাকে।

২০—২৩। আল্লাহতা'লা পুনরায় বলিয়া দিতেছেন—হে মানব, তোমরা ধন-সম্পদ বা দুঃখ-দারিদ্র্যকে কখনও নিজের সৌভাগ্য বা দুর্ভাগ্যের নিদর্শন মনে করিও না। কারণ সেই মহাপ্রলয় ও পুনরুত্থান দিবসে যখন পৃথিবী চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া যাইবে, তৎপর সেই বিচার-দিবসে তোমার প্রতিপালকের আদেশ পালনের জন্য যখন দলে দলে ফেরেশ্‌তা আগমন করিবে এবং যখন সেই বিচার ক্ষেত্রের সন্নিকটে ভীষণ নরক আনয়ন করা হইবে, তখন মানুষ তাহার পার্থিব জীবনের সুখ-সম্পদ, দুঃখ-দারিদ্র্য ও স্ব স্ব কৃতকর্ম্মের পরিণাম বুঝিতে পারিবে, এবং তখন সে বিনা আপত্তিতে এই সকল সদুপদেশ সত্য বলিয়া গ্রহণ করিবে। কিন্তু তখন বুঝিয়া বা সদুপদেশ গ্রহণ করিয়া কি ফল!—অর্থাৎ উহাতে তখন কোনই ফল হইবে না।

২৪—২৬। সেদিন অপরাধীরা অনুতাপ করিয়া বলিবে—হায়, যদি আমরা পার্থিব জীবনে সৎকার্য্য করিতাম এবং সুখে-দুঃখে, সম্পদে-বিপদে ধৈর্য্য ও কৃতজ্ঞতার সহিত আল্লাহতা'লার আদেশ-উপদেশ পালন করিতাম, তবে আজ আমাদিগকে কখনই এরূপ লাঞ্ছনা ও দুর্গতি

لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهٗٓ اَحَدٌ ۙ ۲۶- وَّلَا
يُوْثِقُ وَثَاقَهٗٓ اَحَدٌ ؕ ۲۷- يٰٓاَيَّتُهَا
النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ۖ ۲۸- ارْجِعِيْٓ
اِلٰى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً ۚ
۲۹- فَادْخُلِيْ فِيْ عِبٰدِيْ ۙ
۳۰- وَادْخُلِيْ جَنَّتِيْ ۧ

কেহই তাহাকে শাস্তি প্রদান করিবে না,
২৬। এবং তাঁহার অবরোধের ন্যায়
কেহই তাহাকে আবদ্ধ করিবে না।
২৭। হে পরিতুষ্ট আত্মা! ২৮। তুমি
প্রসন্ন ও সন্তোষপ্রাপ্ত অবস্থায় তোমার
প্রতিপালকের দিকে প্রত্যাবর্ত্তন কর।
২৯। অতঃপর আমার সেবকগণের
মধ্যে প্রবিষ্ট হও, ৩০। এবং আমার
স্বর্গোদ্যানে প্রবেশ কর।

ভোগ করিতে হইত না। ফলতঃ অবিশ্বাসী অপরাধীরা সেদিন এরূপ কঠিন শাস্তিতে শাস্তি-ভোগ করিবে এবং এরূপ ভীষণ নরক যন্ত্রণায় আবদ্ধ হইবে যে, সারা জগতে তাহার কোনই তুলনা নাই।

২৭—৩০। "মোৎমাইন্না" অর্থ পরিতুষ্ট অথবা শান্তি ও সন্তোষ-প্রাপ্ত। কোন কোন তফ্‌সীরকার বলেন যে, এই কয়েকটী আয়ত হজরত ওসমান, হজরত হামজা অথবা হজরত জোবায়ের সম্বন্ধে অবতীর্ণ হইয়াছিল। কিন্তু বিশিষ্ট তফ্‌সীরকারগণের মতে ইহা সাধারণ প্রত্যাদেশ। যাহারা পার্থিব জীবনে সুখে-দুঃখে, সম্পদে-বিপদে সর্ব্বদা সন্তুষ্টির সহিত আল্লার আদেশ প্রতিপালন করিয়া গিয়াছেন, অথবা যে সকল বিশ্বাসী ও পুণ্যবান ব্যক্তি পারলৌকিক মহাবিচারের পর আল্লাহতা'লার অনুগ্রহপূর্ণ আদেশ শুনিয়া সন্তোষ লাভ করিবে, তাহাদিগকেই পরিতুষ্ট অথবা সন্তোষ ও শান্তি-প্রাপ্ত আত্মা বলিয়া অভিহিত করা হইবে।

মহাবিচারের পর করুণাময় আল্লাহতা'লা স্বয়ং অথবা তাঁহার পক্ষ হইতে মনোনীত ফেরেশ্‌তাগণ প্রত্যেক বিশ্বাসী পুণ্যবান ব্যক্তিকে সম্বোধন করিয়া বলিবেন,—"হে পরিতুষ্ট আত্মা, তুমি যেমন সকল অবস্থায় তোমার প্রতিপালক প্রভুর প্রতি প্রসন্ন ও সন্তুষ্টচিত্ত ছিলে, আমিও আজ তাহার প্রতিদান স্বরূপ তোমাদিগকে স্বীয় অনুগৃহীত রূপে মনোনীত করিয়াছি। আমার দিকেই আজ তোমার প্রত্যাবর্ত্তন এবং আমার অনুগ্রহ-দৃষ্টির সম্মুখেই আজ তুমি স্থান লাভ করিবে। অতএব তুমি আমার অনুগৃহীত সেবকদলের সহিত মিশিয়া আমার স্বর্গোদ্যানে প্রবেশ কর। উহাই তোমার জন্য আমার মনোনীত চিরস্থায়ী বাসস্থান।

মক্কায় অবতীর্ণ	৯০। সূরা বালাদ—البلد	২০ আয়ত

১ম রুকু—মক্কা শরীফের আধিপত্য লাভের সুসংবাদ

সর্ব্ব প্রদাতা করুণাময় আল্লার নামে

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

১। আমি এই শহরের শপথ করিতেছি; ২। এবং তুমি এই নগরের বৈধ-অধিকারী হইবে। ৩। এবং জন্মদাতা

١- لَآ أُقْسِمُ بِهٰذَا الْبَلَدِ ۙ ٢- وَأَنْتَ حِلٌّۢ بِهٰذَا الْبَلَدِ ۙ ٣- وَوَالِدٍ وَّمَا

বালাদ—শহর, নগর। এই শহর শব্দ দ্বারা হজরত রসুলোল্লার জন্মভূমি ও কর্ম্মকেন্দ্র পবিত্রতম মক্কা নগরকেই নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। অত্র সূরার প্রথম আয়তের 'বালাদ' শব্দ হইতেই এই সূরার নামকরণ করা হইয়াছে।

শানে-নজুল—এরম শহরের অধিবাসী সমূদ জাতির ধ্বংসের বিবরণ শুনিয়া অবিশ্বাসী কোরেশেরা হজরত রসুলোল্লাকে বলিয়াছিল—তাহা হইলে তুমি তোমার প্রতিপালক আল্লাহকে বল যে, তিনি যেন আমাদের উপরও আদ ও সমূদ জাতির ন্যায় শাস্তি অবতারণ করেন, যেন আমরাও এই শহরের সহিত ধ্বংস হইয়া যাই। অবিশ্বাসীদের ঐরূপ ধৃষ্টতাপূর্ণ উক্তির উত্তরেই এই সূরা অবতীর্ণ হইয়াছিল। ইহা মক্কায় অবতারিত প্রাথমিক প্রত্যাদেশ সমূহের অন্যতম এবং অনেকের মতে হজরত রসুলোল্লার নবুয়ত প্রাপ্তির প্রথম বৎসরেই এই সূরা অবতীর্ণ হইয়াছিল। আলোচ্য সূরার দ্বিতীয় আয়তে হজরত রসুলোল্লার মক্কা বিজয়ের সুস্পষ্ট ভবিষ্যদ্বাণীই এই সূরার সর্ব্বপ্রধান বিশেষত্ব।

১—২। 'বালাদ' অর্থ শহর বা নগর; এস্থলে উহার মর্ম্মার্থ পবিত্র মক্কা। 'হেল্লুন' 'হাল্লুন' হইতে গৃহীত; উহার অর্থ খুলিয়া দেওয়া, বন্ধন মুক্ত করা অথবা বৈধ করা। 'হেল্লুন' এর মর্ম্মার্থ এস্থলে সর্ব্বপ্রকারের বৈধ-অধিকারী হওয়া, সর্ব্বপ্রকার বাধা-বিঘ্ন বর্জ্জিত অবস্থায় মুক্তভাবে অবস্থান করা অথবা ঐরূপভাবে অবতরণ ও বিচরণ করা।

অবিশ্বাসী কোরেশেরা যখন বলিয়াছিল যে, এরম শহরের সহিত আদ ও সমূদ জাতির ন্যায় তোমার আল্লাহ আমাদিগকেও এই মক্কা শহরের সহিত ধ্বংস করিয়া ফেলুন, তাহা হইলেই তোমার কথার সত্যতা প্রমাণিত হইবে এবং আমরাও তখন বুঝিতে পারিব যে, নিশ্চয়ই তুমি সত্যবাদী নবী। ইহার উত্তরে আল্লাহতা'লা পবিত্র মক্কা নগরীর শপথ করিয়া বলিতেছেন যে, হে আমার প্রিয় নবী, যেহেতু তুমি এই নগরে জন্মগ্রহণ ও অবতরণ করিয়াছ এবং যেহেতু আমার অন্যতম প্রিয় নবী এবরাহিম এই নগরকে আশীর্ব্বাদ করিয়া গিয়াছে, এবং যেহেতু এই নগরে অবস্থিত পুণ্যধাম কাবাকেই আমি মোসলেম জগতের 'কেবলা' বা কেন্দ্রভূমি রূপে মনোনীত করিয়াছি, সেই হেতু অবিশ্বাসীদের দুরভিসন্ধি অনুসারে আমি এই শহরকে কখনই ধ্বংস করিব না। বরং তুমি নিশ্চয় জানিয়া রাখ যে, অবিশ্বাসী কোরেশেরা এই পবিত্র নগরীর বিধি-নিষেধ অমান্য করিয়া তোমার প্রতি যতই অন্যায় অত্যাচার করুক না কেন, অদূর ভবিষ্যতে আমিই তোমাকে এই শহরের বৈধ-অধিকারী করিয়া দিব এবং তুমি শত্রু-দিগের সর্ব্বপ্রকার অন্যায় অত্যাচার ও বাধা-বিঘ্ন হইতে মুক্ত হইয়া সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে এই

[৩য় আয়তের তফ্‌সীর পর পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

ও সে যাহা জন্মদান করিয়াছে তাহার সাক্ষ্য; ৪। নিশ্চয় আমি মানুষকে ক্লেশের মধ্যে সৃষ্টি করিয়াছি। ৫। সে কি ধারণা করে যে, কেহই তাহার উপর শক্তিশালী হইবে না? ৬। সে বলে যে, আমি প্রচুর অর্থ উজাড় করিয়াছি। ৭। সে কি ধারণা করে যে, কেহই তাহাকে অবলোকন করে নাই? ৮। আমি কি তাহার জন্য চক্ষুযুগল করি নাই? ৯। এবং জিহ্বা ও ওষ্ঠদ্বয়? ১০। এবং আমি তাহাকে উভয় পথই প্রদর্শন করিয়াছি। ১১। কিন্তু সে গিরিসঙ্কটে

وَّلَدَ ۙ ٤- لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ فِيْ
كَبَدٍ ۙ ٥- اَيَحْسَبُ اَنْ لَّنْ يَّقْدِرَ
عَلَيْهِ اَحَدٌ ۘ ٦- يَقُوْلُ اَهْلَكْتُ
مَالًا لُّبَدًا ۙ ٧- اَيَحْسَبُ اَنْ لَّمْ يَرَهٗۤ
اَحَدٌ ۙ ٨- اَلَمْ نَجْعَلْ لَّهٗ عَيْنَيْنِ ۙ
٩- وَلِسَانًا وَّشَفَتَيْنِ ۙ ١٠- وَهَدَيْنٰهُ
النَّجْدَيْنِ ۚ ١١- فَلَا اقْتَحَمَ

নগরে অবস্থান ও বিচরণ করিতে পারিবে। এতদনুযায়ী দ্বিতীয় আয়তে হজরত রসুলোল্লাহ কর্তৃক ভবিষ্যৎ মক্কা বিজয়ের স্পষ্টতর ভবিষ্যদ্বাণী রহিয়াছে।

৩—৯। অবিশ্বাসী ধর্ম্মদ্রোহীরা আরও বলিত যে, আমরাই ত সর্ব্বাপেক্ষা শক্তিমান ও ক্ষমতাশালী। আল্লাহতা'লা আমাদিগকে আবার কিরূপে কাহার দ্বারা শাস্তি দিবেন? দেখ আমাদের কত ধন-দওলত এবং আমরা দুনইয়ার সুখ-সম্ভোগের জন্য সেই অপরিমেয় অর্থরাশি কিরূপভাবে উড়াইয়া দিতেছি। তার পর আল্লাহতা'লার ত আর চক্ষু কর্ণ নাই; সুতরাং তিনি কিরূপেই আমাদের কার্য্য দেখিবেন এবং আমাদের কথা শুনিবেন? ইহার উত্তরে আল্লাহতা'লা "জন্মদাতা ও জাত" মানবের অর্থাৎ হজরত আদম ও তাঁহার সন্তানগণের অথবা প্রত্যেক পিতা-মাতা ও তাহাদের সন্তান-সন্ততিবৃন্দের শপথ বা সাক্ষ্য প্রদান করিয়া বলিতেছেন যে, হে ভ্রান্ত মানব, তোমরা নিজেদের শক্তি-সামর্থ্য ও ধন-দৌলতের বড়াই করিতেছ, কিন্তু কে তোমাদিগকে উহা দান করিয়াছেন? যে আল্লাহ তোমাদিগকে পিতৃদেহ ও মাতৃগর্ভ হইতে কত সঙ্কটজনক অবস্থার মধ্যে সৃষ্টি করিয়া শৈশব ও কৈশোরের দুর্ব্বল ও অসহায় অবস্থার পর এইরূপ শক্তি-সামর্থ্য ও ধন-সম্পদের অধিকারী করিয়াছেন, তিনি যে তোমাদের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর, শক্তিশালী, পরাক্রান্ত ও ধন-সম্পদের অধিকারী মানুষ সৃষ্টি করিতে পারেন না, একথা তোমাদিগকে কে বলিয়া দিল? যে সর্ব্বশক্তিমান আল্লাহ তোমাদিগকে দর্শন করিবার জন্য চক্ষু, শ্রবণ করিবার জন্য কর্ণ এবং কথা বলিবার ও স্বাদ গ্রহণ করিবার জন্য ওষ্ঠ ও রসনা দান করিয়াছেন, তিনি স্বয়ং দেখিতে, শুনিতে, আদেশ করিতে এবং শাস্তি ও পুরস্কার দিতে পারিবেন না, ও শিক্ষা তোমরা কোথায় পাইয়াছ? ফলতঃ ইহা তোমাদের অজ্ঞতা ও ভ্রান্তি ব্যতীত আর কিছুই নহে।

১০—১১। অনন্তর আল্লাহতা'লা বলিতেছেন যে, আমি স্বীয় অনুগ্রহে মানুষকে শারীরিক শক্তি-সামর্থ্য ও পার্থিব ধন-সম্পদের অধিকারী করিবার পর তাহাকে সদসৎ ও পাপ-পুণ্যের উভয় পথই প্রদর্শন করিয়াছি। কিন্তু তাহারা এমনই অজ্ঞ, অকৃতজ্ঞ ও ভ্রান্ত যে, তাহাদের অধিকাংশই সৎ ও পুণ্য কার্য্যকে 'আকাবা' বা গিরিসঙ্কটের ন্যায় কঠিন ও দুর্গম পথ মনে করিয়া সে পথে প্রবেশ করে না; বরং তৎপরিবর্ত্তে তাহারা অসৎ ও পাপকার্য্য করাকেই সহজ পন্থা মনে করিয়া সেই পথেই গমন করিয়া থাকে এবং এই ভাবে ক্ষণস্থায়ী পার্থিব জীবনের

প্রবেশ করিল না! ১২। এবং তুমি কি জান যে, গিরিসঙ্কট কি? ১৩। উহা দাসকে মুক্তি প্রদান; ১৪। অথবা ক্ষুধার দিনে ভোজ্য দান; ১৫।—পিতৃহীন আত্মীয়কে; ১৬। অথবা ধূলিযুক্ত দরিদ্রকে। ১৭। অনন্তর যে ব্যক্তি তাহাদের অন্তর্গত—যাহারা বিশ্বাস-স্থাপন করিয়াছে এবং পরস্পরকে ধৈর্য্য-ধারণ সম্বন্ধে উপদেশ দান করে এবং পরস্পর সদয় হইতে সদুপদেশ দেয়;

الْعَقَبَةَ ۚ ١٢- وَمَا أَدْرٰىكَ مَا الْعَقَبَةُ ۚ ١٣- فَكُّ رَقَبَةٍ ۙ
١٤- أَوْ إِطْعٰمٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ ۙ
١٥- يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَةٍ ۙ
١٦- أَوْ مِسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ ۚ ١٧- ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذِينَ اٰمَنُوا وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ ۚ

ভোগ-বিলাস ও অন্যায়-অত্যাচারে প্রমত্ত হইয়া অধঃপতন ও ধ্বংসের পথে অগ্রসর হয়। আলোচ্য আয়তের অন্যতম মর্ম্ম এই যে, পার্থিব জীবনের অসার আমোদ-প্রমোদ ও ভোগ বিলাস অপেক্ষা ধর্ম্ম-সাধনা এবং সৎকার্য্যে অর্থ-ব্যয় ও আত্মনিয়োগ করা স্বভাবতঃই কঠিন ও কষ্টকর বলিয়া মনে হইয়া থাকে। সেই জন্যই আল্লাহতা'লা উহাকে 'আকাবা' বা গিরি-সঙ্কটের কঠিন ও বন্ধুর পথ বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন।

১২—১৮। মানুষ যে সকল ধর্ম্মসাধনা ও সৎকার্য্যের পুণ্যময় পথকে কঠিন ও বন্ধুর মনে করিয়া উহা হইতে নিবৃত্ত থাকে, মানবের সেই সকল কল্যাণ পথ কি—এই কয়েকটি আয়তে আল্লাহতা'লা তাহা অতি সুন্দরভাবে বলিয়া দিতেছেন।

দাসত্ব মোচন—আল্লাহতা'লা স্পষ্টতর ভাষায় বলিয়া দিয়াছেন যে, মানব জাতির দাসত্ব মোচন বা দাস-দাসীদিগের মুক্তি-প্রদানই এই কল্যাণ পথের প্রথম স্তর। ইসলামী ধর্ম্মনীতি ও কর্ম্ম-সাধনার মধ্যে নরনারীর দাসত্ব মোচনকে অতি উচ্চ স্থান প্রদান করিয়া রাজকোষের সমস্ত অর্থের এক-অষ্টমাংশকে উহারই জন্য ব্যয় করিতে সুস্পষ্ট নির্দ্দেশ প্রদান করা হইয়াছে। জগতের মধ্যে ইসলামই সর্ব্বপ্রথম দাসদাসীদিগের মুক্তিপ্রদান করাকে ধর্ম্মনীতি ও শরিয়তের অন্তর্ভুক্ত করিয়াছে এবং একমাত্র ইসলামই অবস্থা বিশেষে দাস-দাসীদিগকে প্রভুর ধন-সম্পদের উত্তরাধিকারী করিয়া দিয়াছে।

অনন্তর আল্লাহতা'লা বলিতেছেন যে, যদি তোমরা ঐ দুর্গম পথ অতিক্রম করিয়া কল্যাণ ও মুক্তির অধিকারী হইতে চাও, তবে তোমরা অভাবগ্রস্ত ক্ষুধার্ত্ত নরনারী এবং পিতৃহীন ও অনাথ আত্মীয়-স্বজনকে অন্ন দান কর, দরিদ্রদিগের প্রতি দয়া কর, স্বামীহীনা অভাবগ্রস্তা বিধবাদের তত্ত্বাবধান কর, প্রবাসী ও নিরাশ্রয়দিগকে আশ্রয় দান কর এবং সত্যধর্ম্মে বিশ্বাস-স্থাপন পূর্ব্বক পরস্পরকে সদয় ও ধৈর্য্যশীল হইতে শিক্ষা ও সদুপদেশ প্রদান করিয়া মানব জাতির কল্যাণে নিজের অর্থ ও শক্তি উৎসর্গ করিয়া দাও। যাহারা পার্থিব জীবনে আমার এই সকল আদেশ ও উপদেশ প্রতিপালন করিবে, ইহ-পরলোকে তাহারাই আমার অনুগৃহীত "দক্ষিণ পার্শ্বের সহচর" বা মহা ভাগ্যবান রূপে মুক্তি ও কল্যাণের পূর্ণ অধিকারী হইবে।

বিশ্ব মানবতার আদর্শ—এই কয়েকটি আয়তকে বিশ্বমানবতা বা মানব-হিতৈষণা ও সমাজতন্ত্রবাদের চরম আদর্শ বলিলেও বোধ হয় অত্যুক্তি হইবে না। মানুষ শুধু নিজের

১৮। তাহারাই দক্ষিণ পার্শ্বের-সহচর।
১৯। এবং যাহারা আমার নিদর্শনাবলী
সম্বন্ধে অবিশ্বাস করে—তাহারাই বাম
পার্শ্বের সহচর। ২০। তাহাদের উপরেই
অবরুদ্ধ নরকাগ্নি রহিয়াছে।

١٨- أُولٰٓئِكَ أَصْحٰبُ الْمَيْمَنَةِ ؕ
١٩- وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِاٰيٰتِنَا هُمْ
أَصْحٰبُ الْمَشْـَٔمَةِ ؕ ٢٠- عَلَيْهِمْ
نَارٌ مُّؤْصَدَةٌ ؕ

ভোগ-বিলাস ও সুখ-সম্ভোগের জন্যই সৃষ্ট হয় নাই। অন্য মানুষের অভাব ও দুঃখ মোচন এবং তাহাদের সুখ শান্তি সম্পাদনও তাহার অবশ্য কর্ত্তব্য। এজন্য মানুষকে সত্যপরায়ণ, সদয়, সহিষ্ণু ও ত্যাগী হইতে হইবে। সত্য-বিশ্বাসী মুসলমানকে শোকে-দুঃখে, সম্পদে-বিপদে সর্ব্বদাই ধৈর্য্য ও কৃতজ্ঞতার সহিত মানব-কল্যাণে আত্মনিয়োগ করিতে হইবে। ইস্‌লামের জাতীয় ধনভাণ্ডার বা রাজকোষ মানব জাতির কল্যাণের জন্যই উৎসর্গিত হইয়াছে। দান, দয়া, ধৈর্য্য ও কৃতজ্ঞতা মোসলেম জীবনের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ! "নিশ্চয় আল্লাহ ধৈর্য্যশীলগণের সঙ্গী" এবং "সহিষ্ণু ব্যক্তিরা অনন্ত কল্যাণের অধিকারী হইবে" (কোরান)। "যে ব্যক্তি মানুষকে দয়া করে না, আল্লাহ কখনও তাহার প্রতি দয়া করিবেন না" (হাদিস)। "আল্লাহতা'লা দয়ালু ব্যক্তিদিগকেই দয়া করিবেন; যদি তোমরা তাহার অনুগ্রহ-প্রার্থী হও, তবে অপরের প্রতি অনুগ্রহ কর" (হাদিস)। "পিতৃহীন সন্তান, অসহায়া বিধবা এবং অনাথ দীন-দরিদ্রদিগের প্রতিপালনের জন্য পরিশ্রম করা ধর্ম্মযুদ্ধের সমতুল্য" (হাদিস)। "যে ব্যক্তি কোন অভাবগ্রস্ত ঋণীর ঋণমুক্ত করে, আল্লাহ তাহাকে পরকালের নরকানল হইতে মুক্ত করিবেন" (হাদিস)। "মোসলমানগণ পরস্পর একটি দেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সমতুল্য; সুতরাং একের দুঃখে অপরের দুঃখিত হওয়া একান্ত কর্ত্তব্য" (হাদিস)। পবিত্র কোরান ও হাদিসে দান, দয়া ও ধৈর্য্য সম্বন্ধে এইরূপ সহস্র সহস্র উপদেশ বিদ্যমান রহিয়াছে।

১৯—২০। অবশেষে আল্লাহতা'লা বলিতেছেন যে, এই সকল সদুপদেশ শ্রবণ করিবার পরেও যাহারা আমার নিদর্শন বা আমার এই পবিত্র বাণী অবিশ্বাস করিবে এবং শুধু নিজের আয়েশ-আরাম ও ভোগ-বিলাসের জন্য অধর্ম্মের পথে অর্থব্যয় করিয়া জীবন অতিবাহিত করিবে, তাহারাই "বাম পার্শ্বের" হতভাগ্য দল। উহারা সকলেই অবরুদ্ধ নরকানলে আবদ্ধ হইয়া চিরকাল উহার ভয়াবহ শাস্তি ও লাঞ্ছনা ভোগ করিবে।

সত্যকার মোসলেম জীবনের আদর্শ ও কর্ত্তব্য সম্বন্ধে এই সুরায় যে কয়েকটি অমূল্য উপদেশ রহিয়াছে, তাহার তুলনা নাই। আশ্চর্য্যের বিষয়, এই সকল অমূল্য উপদেশের অনুসরণ করিয়াই আজ অনেক উদীয়মান জাতি উন্নতি ও প্রতিষ্ঠার উচ্চতম শিখরে আরোহণ করিতেছে। পক্ষান্তরে আধুনিক মুসলমানেরা ঐ সকল স্বর্গীয় উপদেশ বিস্মৃত হইয়া বা পরিত্যাগ করিয়া অধঃপতন ও দুর্গতির গভীর পঙ্কে ডুবিয়া যাইতেছে!

মক্কায় অবতীর্ণ	৯১। সূরা শাম্‌স—الشمس	১৫ আয়ত

১ম রুকু—আত্ম সংশোধন ও আত্ম কলুষিত করার পরিণাম

সর্ব্বপ্রদাতা করুণাময় আল্লার নামে

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

১। সাক্ষী ঐ সূর্য্য ও উহার রশ্মি; ২। এবং চন্দ্র—যখন উহার পশ্চাদ্‌গামী হয়; ৩। এবং দিবস—যখন উহাকে প্রকাশ করে; ৪। এবং রজনী—যখন উহাকে সমাচ্ছন্ন করে; ৫। এবং আকাশ ও উহার সংগঠন; ৬। এবং পৃথিবী ও উহার সম্প্রসারণ; ৭। এবং আত্মা ও উহার সন্নিবেশ;

١- وَالشَّمْسِ وَضُحٰهَا

٢- وَالْقَمَرِ اِذَا تَلٰهَا

٣- وَالنَّهَارِ اِذَا جَلّٰهَا

٤- وَالَّيْلِ اِذَا يَغْشٰهَا

٥- وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنٰهَا

٦- وَالْاَرْضِ وَمَا طَحٰهَا

٧- وَنَفْسٍ وَّمَا سَوّٰهَا

শাম্‌স—সূর্য্য, রবি, দিবাকর। 'শাম্‌স' শব্দ যোগে আরম্ভ করা হেতু এই পবিত্র সূরার 'শাম্‌স' নামকরণ করা হইয়াছে।

শানে-নজুল—হজরত এব্‌ন-আব্বাস ও এব্‌ন-জোবায়েরের বর্ণনা অনুসারে এবং সর্ব্বসম্মত মতে এই সূরাও মক্কা শরিফে অবতীর্ণ হইয়াছিল। ইহা সূরা বালাদের পরবর্ত্তী প্রাথমিক প্রত্যাদেশ সমূহের অন্যতম। সূরা বালাদে সৎকার্য্যের সদুপদেশ দেওয়া হইয়াছে এবং সূরা শাম্‌সে আত্মশুদ্ধির মহিমা বর্ণিত হইয়াছে। এই সূরার আর একটি অভিব্যক্তি এই যে, সূর্য্যের আলোকে যেমন জগতের অন্ধকার দূর হয়, সত্য ধর্ম্মের দীপ্ত-সূর্য্য হজরত রসুলোল্লার শিক্ষা এবং সদুপদেশেও সেইরূপ জগতের অজ্ঞতা ও অধর্ম্মের অন্ধকার অপসারিত হইয়া যাইবে।

১—৭। **'ওয়া'** অর্থ এবং অতঃপর, যেহেতু ও পুনরায় প্রভৃতি। কিন্তু আরব্য বাক্‌ধারা ও প্রচলিত প্রয়োগ-পদ্ধতি অনুযায়ী 'ওয়া' শব্দ শপথ ও 'শাহাদত' অর্থে বহু ব্যবহৃত হইয়াছে। শাহাদত অর্থ সাক্ষ্য। 'ওয়া-আল্লাহ' বলিলে আল্লার শপথ করিয়া বা আল্লাহকে সাক্ষী রাখিয়া বলার অভিব্যক্তিই প্রকাশিত হইয়া থাকে। স্থান-বিশেষে 'ওয়া' শব্দের শাব্দিক অনুবাদ করিয়াও ঐ অর্থ ও মর্ম্ম অব্যাহত রাখা যাইতে পারে। তাই আমরা কয়েকটি সূরার অনুবাদে ভাষা ও ভাবের সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া উক্ত উভয় প্রকার অনুবাদ-পদ্ধতিই অনুসরণ করিয়াছি। আমাদের বিশ্বাস, ইহাতে অর্থ, মর্ম্ম, ও ভাবের কোনরূপ ব্যতিক্রম না হইয়া ভাষার সৌন্দর্য্য ও ভাবের মাধুর্য্য বহুলাংশে বর্দ্ধিত হইয়াছে।

আল্লাহতা'লা অলোচ্য সাতটি আয়তে সূর্য্য ও উহার রশ্মির, এবং উহার পশ্চাদ্গামী বা অনুসরণকারী চন্দ্রের, তৎপর সূর্য্যকে প্রকাশকারী দিবসের, এবং সূর্য্যকে সমাচ্ছন্নকারী রজনীর,

৮। فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا ۝
৯। قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا ۝
১০। وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا ۝
১১। كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِطَغْوَاهَا ۝
১২। إِذِ انْبَعَثَ أَشْقَاهَا ۝
১৩। فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ نَاقَةَ اللَّهِ
وَسُقْيَاهَا ۝ ১৪। فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا ۝
فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنْبِهِمْ
فَسَوَّاهَا ۝ ১৫। وَلَا يَخَافُ
عُقْبَاهَا ۝

৮। অনন্তর তিনি তাহাকে তাহার দুষ্কার্য্য ও তাহার সংযমশীলতা অবগত করাইয়াছেন। ৯। যে তাহাকে বিশুদ্ধ করিয়াছে সেই সফলকাম হইয়াছে। ১০। এবং যে তাহাকে কলুষিত করিয়াছে সেই অকৃতকার্য্য হইয়াছে। ১১। সমুদগণ তাহাদের অবাধ্যতা হেতু অসত্যারোপ করিয়াছিল; ১২। যখন তাহাদের দুর্ভাগ্য সমুত্থিত হইয়াছিল; ১৩। তখন আল্লার প্রেরিত রসুল আল্লার উষ্ট্রী সম্বন্ধে বলিয়াছিল যে, উহাকে সলিল পান করাও। ১৪। কিন্তু উহারা তৎপ্রতি অসত্যারোপ করিয়াছিল, তৎপরে উহার পদকর্ত্তন করিয়াছিল—তজ্জন্য তাহাদের প্রতিপালক তাহাদের উপর বিপদ অবতারণ করিয়াছিলেন এবং তাহাদিগকে সমভূমি করিয়া দিয়াছিলেন। ১৫। এবং তিনি উহার পরিণাম সম্বন্ধে নিঃশঙ্ক।

তৎপর আকাশ ও উহার গঠন-নৈপুণ্যের, এবং পৃথিবী ও উহার বিস্তৃতির এবং অবশেষে মানবের আত্মা ও উহাতে সন্নিবিষ্ট জ্ঞান, বুদ্ধি, বিবেক ও অনুভূতির শপথ করিয়াছেন।

৮—১০। আল্লাহতা'লা উপরোক্ত সতটি বিষয়ের শপথ করিয়া বলিতেছেন যে, তিনি প্রত্যেক মানবাত্মাকে জ্ঞান, বুদ্ধি ও বিবেক প্রদান করিয়া তাহাকে সদসৎ কার্য্য, পাপ পুণ্য এবং সুপথ ও কুপথ অবগত করাইয়াছেন। অনন্তর যে ব্যক্তি সৎকার্য্য করিয়া সুপথ অবলম্বন পূর্ব্বক সংযম ও সাধনার দ্বারা আত্মশুদ্ধি করিয়াছে, সে ইহ-পরলোকে সফলকাম হইয়া কল্যাণ ও মুক্তির অধিকারী হইবে। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মাৎসর্য্য ও ভোগ-বিলাসের বশীভূত হইয়া অসৎকার্য্য দ্বারা স্বীয় জীবন ও আত্মাকে কলুষিত করিয়াছে, সে ইহ-পরলোকে অকৃতকার্য্য হইবে এবং সে মুক্তি ও কল্যাণ হইতে বঞ্চিত হইয়া অভিশপ্ত ও নরকগামী হইবে।

১১—১৪। অতঃপর আল্লাহতা'লা সমুদ জাতির অবাধ্যতা, দুষ্কার্য্য ও ধ্বংসপ্রাপ্তির বিষয়-উল্লেখ করিয়াছেন। এ বিষয় পূর্ব্বেই বিস্তৃতভাবে বর্ণিত হইয়াছে।

১৫। অবশেষে আল্লাহতা'লা বলিতেছেন যে, ঐরূপ শাস্তি অবতারণ সম্বন্ধে তিনি সম্পূর্ণ নিঃশঙ্ক এবং তিনি ইচ্ছা করিলে হজরত রসুলোল্লার বিরুদ্ধাচরণ করার জন্য অবিশ্বাসী ও ধর্ম্মদ্রোহী কোরেশদিগের উপর যখন ইচ্ছা শাস্তি অবতারণ করিতে পারেন।

অথবা উক্ত আয়তের ইহাও মর্ম্ম হইতে পারে যে ঐ শাস্তি সম্বন্ধে আমার প্রেরিত নবী সালেহ সম্পূর্ণ নিঃশঙ্ক ছিলেন এবং ঐ সম্বন্ধে আমার প্রিয়তম রসুলেরও কোন আশঙ্কা নাই।

মক্কায় অবতীর্ণ	৯২। সুরা লায়েল—الیل	২১ আয়ত

১ম রুকু—মানব জীবনের বিভিন্নমুখী প্রচেষ্টার পরিণতি

সর্ব্ব প্রদাতা করুণাময় আল্লার নামে

بِسۡمِ اللّٰهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِيۡمِ

১। সাক্ষী ঐ রজনী—যখন উহা সমাচ্ছন্ন করে ; ২। এবং ঐ

١- وَالَّيۡلِ اِذَا يَغۡشٰى ٥ ٢- وَالنَّهَارِ

লায়েল—রজনী, রাত্রি। অত্র সুরার প্রথম আয়তের 'লায়লে' শব্দ হইতেই এই সুরার নামকরণ করা হইয়াছে।

শানে-নজুল—এই সুরাও সর্ব্বসম্মত মতে মক্কা শরিফে অবতীর্ণ হইয়াছিল। ইহার
আয়ত-সমূহের অর্থ ও অভিব্যক্তি সাধারণ হইলেও বহু বিশিষ্ট তফ্‌সীরকার নির্দ্দেশ করিয়াছেন যে,
মোস্‌লেম-কুল-শিরোমণি হজরত আবু-বকর সিদ্দিক এবং খালাফের পুত্র ধর্ম্মদ্রোহী ও অত্যাচারী
উমাইয়া সম্বন্ধেই এই সুরা অবতীর্ণ হইয়াছিল। আরবের মধ্যে ইহারা উভয়েই ধনবান,
সম্ভ্রান্ত ও নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি ছিলেন। ইহাদের মধ্যে হজরত আবু-বকর তাঁহার সমস্ত অর্থ
ইস্‌লামের উন্নতি ও কল্যাণ, হজরত রসুলোল্লার সাহায্য, মুসলমানের উপকার এবং বিভিন্নরূপ
সৎকার্য্যে ব্যয় করিয়াছিলেন। পক্ষান্তরে উমাইয়া তাহার সঞ্চিত অর্থরাশির এক কপর্দ্দকও
কোনরূপ সৎকার্য্যে ব্যয় করে নাই। অধিকন্তু উমাইয়া ভয়ানক ইস্‌লাম-বিদ্বেষী ছিল এবং ইস্‌লাম
গ্রহণের জন্য সে তাহার ক্রীতদাস মহাত্মা বেলালের উপর ভীষণ অত্যাচার করিত। হজরত
আবু-বকর এই সংবাদ শ্রবণে দশ সহস্রাধিক স্বর্ণমুদ্রার বিনিময়ে হজরত বেলালকে উমাইয়ার
নিকট হইতে ক্রয় করিয়া তাঁহাকে মুক্ত করিয়া দিয়াছিলেন। তৎপর হজরত সিদ্দিক আরও
কতিপয় সত্যবিশ্বাসী দাস-দাসীকে বহু স্বর্ণ ও রৌপ্য মুদ্রার বিনিময়ে ক্রয় করিয়া তাহাদিগকে
অত্যাচারী কাফেরদিগের কবল হইতে মুক্ত করিয়াছিলেন। এতদ্ভিন্ন তিনি তাঁহার সঞ্চিত চল্লিশ
সহস্র দেরমের (রৌপ্য মুদ্রা) সমস্তই হজরত রসুলোল্লাহ ও মুসলমানদিগের হিতার্থে ব্যয়
করিয়াছিলেন। অনন্তর মক্কা হইতে মদিনা শরিফ গমনের পর মসজিদে নববীর জন্য ভূমি ক্রয়
এবং অন্যান্য কার্য্যের জন্য অন্যান্য ছয় সহস্র দেরেম ব্যয় করিয়াছিলেন।

এইরূপ ভাবে ধর্ম্ম ও সমাজের জন্য সৎকার্য্যে তিনি নিজের সর্ব্বস্ব উৎসর্গ করিয়া দিয়া
সম্পূর্ণ নিঃস্ব হইয়া পড়িলেও কোনদিন কাহারও নিকট কোনরূপ সাহায্য বা প্রতিদান প্রার্থী
হন নাই। তাই হজরত রসুলোল্লাহ মুক্তকণ্ঠে বলিয়াছিলেন,—"আমি আবু-বকরের অর্থে যেরূপ
উপকৃত হইয়াছি, আর কাহারও অর্থে সেরূপ উপকৃত হইতে পারি নাই।" তিনি আর একবার
বলিয়াছিলেন,—"আমি প্রত্যেক উপকারীর প্রত্যুপকার করিয়াছি এবং সকলকেই প্রতিদান
দিয়াছি ; কিন্তু আবু-বকরের উপকারের কোনরূপ প্রত্যুপকার করিতে বা তাহাকে কোনরূপ
প্রতিদান দিতে সমর্থ হই নাই। পরলোকে সর্ব্বশক্তিমান আল্লাহতা'লাই তাঁহাকে উপযুক্ত
প্রতিদান প্রদান করিবেন।" হজরত আরও বলিয়া গিয়াছেন—"সাবধান, তোমরা আবু-বকর
অপেক্ষা কাহাকেও শ্রেষ্ঠ মনে করিও না।" হজরত আলি (কঃ) বলিয়াছেন,—"নবীগণের
পরে সমগ্র বিশ্বজগতে আবু-বকরের তুল্য আর কেহই নাই।" আলোচ্য সুরায় পরোক্ষভাবে উক্ত
মহাপুরুষের মহত্ত্ব ও গৌরব বর্ণিত হইয়াছে।

১—৪। আল্লাহতা'লা এই চারিটি আয়তে অন্ধকারময় রজনী, আলোকোদ্ভাসিত দিবস এবং
তাঁহার সৃষ্ট সমস্ত পুরুষ ও রমণী অথবা নর ও নারী জাতির সৃষ্টি ও স্রষ্টার সাক্ষ্য প্রদান বা শপথ

দিবস—যখন উহা আলোকিত হয়; ৩। এবং নর ও নারী—যাহা তিনি সৃষ্টি করিয়াছেন; ৪। নিশ্চয়ই তোমাদের প্রচেষ্টা বিভিন্ন-মুখী। ৫। অনন্তর যে দান করে ও সংযত হয়; ৬। এবং সদ্বিষয়কে সত্যজ্ঞান করে; ৭। ফলতঃ অচিরেই আমি তাহার জন্য সহজ পথকে সহজতর করিব। ৮। পরন্তু যে কৃপণতা করিতেছে ও নিশ্চিন্ত হইয়াছে; ৯। এবং সদ্বিষয়ে অসত্যারোপ করিতেছে; ১০। ফলতঃ অচিরেই আমি তাহার জন্য কঠিন পথকে সহজতর করিব। ১১। এবং যখন সে অধঃপতিত হয় তখন তাহার ধনসম্পদ তাহার জন্য ফলপ্রদ হইবে না। ১২। নিশ্চয়

إِذَا تَجَلَّى ۝ ٣- وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ
وَالْأُنْثَى ۝ ٤- إِنَّ سَعْيَكُمْ
لَشَتَّى ۝ ٥- فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى
وَاتَّقَى ۝ ٦- وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى ۝
٧- فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى ۝ ٨- وَأَمَّا
مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى ۝ ٩- وَكَذَّبَ
بِالْحُسْنَى ۝ ١٠- فَسَنُيَسِّرُهُ
لِلْعُسْرَى ۝ ١١- وَمَا يُغْنِي عَنْهُ
مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى ۝ ١٢- إِنَّ عَلَيْنَا

করিয়া বলিতেছেন যে, নিশ্চয় মানবের প্রচেষ্টা অর্থাৎ তাহাদের ধর্ম্ম-কর্ম্ম, আচার-ব্যবহার, রীতি-নীতি, আদর্শ, উদ্দেশ্য এবং লক্ষ্য ও সাধনা স্বতন্ত্র ও বিভিন্নমুখী হইয়া থাকে। সেই জন্যই তাহাদের মধ্যে কেহ বিশ্বাসী, কেহ অবিশ্বাসী, কেহ সৎকর্ম্মশীল, কেহ দুষ্কার্য্যকারী, কেহ পুণ্যবান, কেহ পাপী, কেহ ভোগী, কেহ ত্যাগী এবং কেহ দাতা ও কেহ কৃপণ হইয়া থাকে। পৃথিবীর নর ও নারীজাতির মধ্যে সর্ব্বত্রই এইরূপ বিভিন্নমুখী প্রকৃতির বিকাশ পরিলক্ষিত হইবে।

৫—৭। অতএব এই বিভিন্ন প্রকৃতি-বিশিষ্ট মানবের মধ্যে যে ব্যক্তি বিশ্বাসী, ধার্ম্মিক, সদাচারী, দাতা ও সংযমী হইবে, নিশ্চয় আমি তাহার মুক্তি ও কল্যাণের সহজ পথকে সহজতর করিয়া দিব এবং তাহাকে অতি অনুপম স্বর্গীয় প্রতিদান প্রদান করিব।

বহু বিশিষ্ট তফ্‌সীরকারের অভিমত এই যে, উপরোক্ত আয়তত্রয় মহাত্মা হজরত আবু-বকর সিদ্দিক সম্বন্ধেই অবতীর্ণ হইয়াছিল।—তঃ আজিজী।

৮—১১। পক্ষান্তরে যে অবিশ্বাসী, অধার্ম্মিক, অত্যাচারী কৃপণ অসংযত এবং ইহলোকের ধনসম্পদ ও সুখ-সম্ভোগের মায়ায় পরলোক সম্বন্ধে উদাসীন ও নিশ্চিন্ত, নিশ্চয় আমি তাহার জন্য নরকের কঠিন পথ সহজ-লভ্য করিয়া দিব। ফলতঃ যখন তাহার অধঃপতন, ধ্বংস, মৃত্যু ও পারলৌকিক শাস্তিভোগের সময় সন্নিকটবর্ত্তী হইবে, তখন তাহার পার্থিব জীবনের সঞ্চিত ধন-সম্পদ তাহার কোনই কাজে আসিবে না।

তফ্‌সীরকারগণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন যে, উপরোক্ত আয়ত-চতুষ্টয় অর্থপিশাচ, কৃপণ ও ধর্ম্মদ্রোহী উমাইয়া সম্বন্ধে অবতীর্ণ হইয়াছিল।—তঃ আজিজী।

১২। আল্লাহতা'লা বলিতেছেন,—আমি মানবের হিতের জন্য এবং তাহাদের মুক্তি ও কল্যাণের জন্য নানাভাবে তাহাদিগকে সুপথ ও কুপথ প্রদর্শন করিয়া থাকি। কখনও আমার প্রেরিত নবী, অলি ও ধর্ম্ম-প্রচারক মহাপুরুষগণ এবং কখনও বা মানবের জ্ঞান, বুদ্ধি ও বিবেকই তাহাকে সদসৎ কার্য্যের পার্থক্য এবং অনুভূতি ও পরিণতির বিষয় জানাইয়া দিয়া সতর্ক করিয়া থাকে।

لَلْهُدٰى ۝ ١٣- وَاِنَّ لَنَا لَلْاٰخِرَةَ
وَالْاُوْلٰى ۝ ١٤- فَاَنْذَرْتُكُمْ نَارًا
تَلَظّٰى ۝ ١٥- لَا يَصْلٰهَآ اِلَّا
الْاَشْقَى ۝ ١٦- الَّذِيْ كَذَّبَ
وَتَوَلّٰى ۝ ١٧- وَسَيُجَنَّبُهَا
الْاَتْقَى ۝ ١٨- الَّذِيْ يُؤْتِيْ مَالَهٗ
يَتَزَكّٰى ۝ ١٩- وَمَا لِاَحَدٍ عِنْدَهٗ
مِنْ نِّعْمَةٍ تُجْزٰى ۝ ٢٠- اِلَّا ابْتِغَآءَ
وَجْهِ رَبِّهِ الْاَعْلٰى ۝ ٢١- وَلَسَوْفَ
يَرْضٰى ۝

আমার উপরেই পথপ্রদর্শন। ১৩। নিশ্চয়
আমার জন্যই পরলোক ও ইহলোক।
১৪। অনন্তর আমি তোমাদিগকে
লেলিহান নরকাগ্নির ভয় প্রদর্শন
করিতেছি। ১৫। উহাতে ঐ হতভাগ্য
ব্যতীত কেহই প্রবিষ্ট হইবে না,
১৬।—যে অসত্যারোপ করিতেছে ও
বিমুখ হইয়াছে। ১৭। এবং উহা
হইতে ঐ মহা সংযমীকে অপসৃত করা
হইবে; ১৮।—যে বিশুদ্ধ হইবার জন্য
স্বীয় ধন-সম্পদ দান করে। ১৯। এবং
তাহার জন্য কাহারও নিকট হইতেই
ঐ ধন-সম্পদ দানের প্রতিদান নাই;
২০।—তাহার সেই সমুন্নত প্রতিপালকের
সন্তুষ্টি অনুসন্ধান ব্যতীত। ২১। এবং
অচিরেই সে পরিতুষ্ট হইবে।

১৩। মানবের ইহাও জানা উচিত যে, আমিই ইহলোক ও পরলোকের সর্ব্বশক্তিমান ও অদ্বিতীয় অধিপতি। সুতরাং সদসৎ, ভাল-মন্দও পাপ পুণ্যের বিষয় অবগত হইবার পর যে যেরূপ পথে গমন করে, আমি ইহলোক ও পরলোকে তাহাকে সেইরূপ প্রতিদানই প্রদান করিয়া থাকি।

১৪—১৬। অতএব যে হতভাগ্য আমার পবিত্র বাণী ও আমার প্রেরিত রসুলের প্রতি অসত্যারোপ করিতেছে এবং সমস্ত সৎকার্য্য ও সদ্ব্যয় পরিত্যাগ করিয়া শুধু পাপার্জ্জন ও ধন-সঞ্চয় করিতেছে, ঐ হতভাগ্য নিশ্চয় ভয়াবহ লেলিহান শিখাবিশিষ্ট নরকানলে নিক্ষিপ্ত হইবে। তফ্‌সীর-কারগণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন এই কয়েকটী আয়ত ধর্ম্মদ্রোহী উমাইয়া সম্বন্ধে অবতীর্ণ হইয়াছিল।

১৭—২০। তফ্‌সীরকারগণের মতে এই চারিটী আয়তও হজরত আবু-বকর সম্বন্ধে অবতীর্ণ হইয়াছিল। আল্লাহতা'লা বলিতেছেন যে, যে ব্যক্তি কোনরূপ প্রতিদান, প্রত্যুপকার, সুনাম ও খ্যাতি-প্রতিপত্তির আকাঙ্ক্ষা না করিয়া শুধু সমুন্নত আল্লাহতা'লার সন্তুষ্টি সাধনের জন্য স্বীয় ধন-সম্পদ ব্যয় করে, নরকানল সেই মহাপ্রাণ ও মহা-ধার্ম্মিক ব্যক্তিকে কখনও স্পর্শ করিতে পারিবে না। বরং আল্লাহতা'লা ঐ দান ও সদ্ব্যয়ের বিনিময়ে তাহাকে ইহ-পরলোকে এরূপ অনুপম প্রতিদান প্রদান করিবেন যে, সে তাহাতে অবশ্যই পরিতুষ্ট হইবে।

হজরত আবু-বকরের অকাতর দান, দয়া ও সদ্ব্যয়ের মহান উদ্দেশ্য বুঝিতে না পারিয়া একদা তাঁহার পিতা আবু কোহাফা তাঁহাকে বলিয়াছিলেন,—"ইহাতে তোমার কি লাভ হইবে?" তদুত্তরে হজরত আবুবকর বলিয়াছিলেন,—"আল্লাহতা'লার সন্তুষ্টি লাভ ভিন্ন আমার অন্য কোন লাভের উদ্দেশ্য নাই।"

হজরত আবু-বকরের ঐরূপ মহাপ্রাণতা এবং নিস্বার্থ দানের জন্য তিনি মোসলেম জগতের মধ্যে হজরত রসুলোল্লার পরেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গৌরবের আসন অলঙ্কৃত করিয়াছেন।

মক্কায় অবতীর্ণ	৯৩। সুরা জোহা—الضحى	১১ আয়ত

১ম রুকু—হজরত রসুলোল্লার প্রতি অসীম ঐশী অনুগ্রহের প্রসঙ্গ

সর্ব্ব প্রদাতা করুণাময় আল্লার নামে

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

১। দিবসের সাক্ষ্য; ২। এবং রজনীর—যখন আচ্ছন্ন করে; ৩। তোমার প্রতিপালক তোমাকে পরিত্যাগ করেন নাই এবং বিরূপও হন নাই। ৪। নিশ্চয় তোমার জন্য পূর্ব্ববর্ত্তী অপেক্ষা পরবর্ত্তী

١- وَالضُّحٰى ۙ ٢- وَالَّيْلِ
اِذَا سَجٰى ۙ ٣- مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ
وَمَا قَلٰى ۙ ٤- وَلَلْاٰخِرَةُ خَيْرٌ لَّكَ

জোহা—দিবস, মধ্যাহ্ন অথবা দিবসের প্রথম ভাগ বা প্রথম প্রহর। অত্র সুরার প্রথম আয়ত ও প্রথম শব্দ 'দোহা' হইতেই এই সুরার নামকরণ করা হইয়াছে।

শানে-নজুল—এই সুরা সর্ব্বসম্মত মতে মক্কা শরীফে অবতীর্ণ হইয়াছিল। ইহার অবতারণের কারণ সমন্ধে একাধিক বর্ণনা প্রাপ্ত হওয়া যায়। কতিপয় তফ্সীরকার বলেন যে, একদা অবিশ্বাসী কোরেশগণ হজরত রসুলোল্লার নবুয়তের সত্যতা পরীক্ষা করিবার জন্য তাঁহার নিকট "জোলকারনায়েন" ও "আসহাবে কাহাফের" বৃত্তান্ত এবং আত্মার স্বরূপ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল। হজরত উহার উত্তরে তাহাদিগকে বলিয়াছিলেন যে, "আমি আগামী কল্য তোমাদিগকে ইহার সবিশেষ বৃত্তান্ত জ্ঞাপন করিব"; কিন্তু এতদ্‌সহ তিনি "ইন্‌শা-আল্লাহ" অর্থাৎ 'যদি আল্লাহ ইচ্ছা করেন'—এই কথা বলিতে ভুলিয়া গিয়াছিলেন। ইহাতে হজরত রসুলোল্লার উপর দশ, পনর বা চল্লিশ দিনের জন্য প্রত্যাদেশ অবতারণ বন্ধ হইয়া যায় এবং তিনি কোরেশদিগের প্রশ্নের উত্তর দিতে অসমর্থ হন। তখন আবু-জেহেল প্রমুখ কোরেশেরা তাঁহাকে বলে যে, "তোমার আল্লাহ তোমাকে পরিত্যাগ করিয়াছেন।" ইহাতে হজরত রসুলোল্লাহ অত্যন্ত বিচলিত ও মর্ম্মাহত হইয়া পড়ায় তাঁহাকে সান্ত্বনা দানের জন্য এই সুরা অবতীর্ণ হয়।

হাদিস শরীফে বর্ণিত হইয়াছে যে, একদা হজরত রসুলোল্লার একটি অঙ্গুলী প্রস্তরাঘাতে এরূপ আহত হইয়াছিল যে, উহার যন্ত্রণায় তিনি তিন দিন পর্য্যন্ত নৈশকালীন তাহাজ্জদের নামাজ পড়িতে পারেন নাই এবং এই সময় প্রচার-কার্য্যও বন্ধ ছিল। ইহাতে দুর্ম্মতি আবু-লাহাবের উপযুক্ত স্ত্রী উম্মে-জমিলা আসিয়া হজরতকে বলে যে, "যে জেন বা শয়তানটা আসিয়া তোমাকে শিক্ষা দেয়, সে তোমাকে পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছে।" তাহার ঐ অসঙ্গত উক্তির উত্তরেই এই সুরা অবতীর্ণ হইয়াছিল।

১—৪। আল্লাহতা'লা আলোকোদ্ভাষিত দিবস এবং অন্ধকার সমাচ্ছন্ন রজনীর শপথ বা সাক্ষ্য প্রদান করিয়া বলিতেছেন—"হে রসুল, তোমার করুণাময় প্রতিপালক তোমাকে কখনও পরিত্যাগ করেন নাই এবং তোমার প্রতি বিরূপ অথবা অসন্তুষ্টও হন নাই। বরং তিনি তোমাকে সুসংবাদ দিতেছেন যে, তোমার প্রথম ও পূর্ব্ববর্ত্তী অবস্থা অপেক্ষা পরবর্ত্তী অবস্থা এবং তোমার ইহলোক অপেক্ষা পরলোক অধিকতর কল্যাণকর হইবে।

এতদ্দ্বারা হজরত রসুলোল্লার পরবর্ত্তী জীবনের অনুপম সাফল্য এবং পারলৌকিক উচ্চতম মর্য্যাদার প্রতি ইঙ্গিত করা হইয়াছে। এই ভবিষ্যদ্বাণীর ইহলৌকিক অংশ কিরূপ অভ্রান্তভাবে পূর্ণ হইয়াছিল, তাহা সকলেই অবগত আছেন।

অবস্থা কল্যাণকর। ৫। অচিরেই তোমার প্রতিপালক তোমাকে এরূপ দান করিবেন—যাহাতে তুমি সন্তুষ্ট হইবে। ৬। তিনি কি তোমাকে পিতৃহীন প্রাপ্ত হইয়া তৎপর আশ্রয় দান করেন নাই? ৭। তিনি তোমাকে পথান্বেষী প্রাপ্ত হইয়াছেন—তৎপর পথপ্রদর্শন করিয়া-

مِنَ الْأُوْلَى ۝ ٥- وَلَسَــوْفَ
يُعْطِيْــكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى ۝ ٦- أَلَمْ
يَجِــدْكَ يَتِيْمًــا فَاٰوٰى ۝
٧- وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَــدٰى ۝

৫। অনন্তর আল্লাহতা'লা বলিতেছেন—হে আমার প্রিয়তম রসুল, তুমি অবিশ্বাসীদের কথায় কিছুমাত্র দুঃখিত বা বিচলিত হইও না। কারণ অচিরেই তোমার প্রতিপালক প্রভু তোমাকে এরূপ অনুপম ও অফুরন্ত সম্পদ দান করিবেন যে, তাহাতে তুমি সম্পূর্ণ সন্তুষ্ট হইবে।

আল্লাহতা'লা এস্থলে প্রতিশ্রুত হইতেছেন যে, তাঁহার অসীম ও অনন্ত অনুগ্রহের দানে তিনি তাঁহার প্রিয়তম রসুলকে সম্পূর্ণ সন্তুষ্ট করিবেন। উক্ত আয়ত অবতীর্ণ হইবার পর হজরত রসুলোল্লা বলিয়াছিলেন,—"আমার একজন অনুগামী উম্মত দোজখে থাকিতে আমি কখনই সন্তুষ্ট হইব না। তিনি আরও বলিয়াছেন—"আমার অনুগামিগণের মধ্যে যাহারা "শের্ক" বা অংশীবাদিতা হইতে বিরত থাকিবে, পরলোকে আমার অনুরোধে তাহারা সকলেই মুক্তি প্রাপ্ত হইবে।"—সহি বোখারী, মোসলেম, তেরমিজী ও তঃ আজিজী।

আলোচ্য আয়তে আল্লাহতা'লা যে সকল দানে হজরত রসুলোল্লাকে সন্তুষ্ট করিবেন বলিয়া সুসংবাদ দিয়াছেন, তাহার অর্থ, মর্ম্ম ও অভিব্যক্তি অত্যন্ত ব্যাপক। তাঁহার পার্থিব জীবনের অসাধারণ সাফল্য, তাঁহার জীবনেই সমগ্র আরবে ইস্লামের প্রতিষ্ঠা, উত্তর কালে তাঁহার অনুগামিগণ কর্ত্তৃক বিশ্ব-জয় এবং সমগ্র বিশ্বে ইস্লাম প্রচার, তাঁহার আধ্যাত্মিক উন্নতি ও অলৌকিক শক্তি, তাঁহার জীবনের অসংখ্য অলৌকিকতা ও প্রত্যাদেশ প্রাপ্তি, তাঁহার বক্ষ-বিদারণ ও শবে-মেয়ারাজ, সকল ধর্ম্মের উপর ইস্লামের বিজয় প্রতিষ্ঠা ও ইস্লামী মতবাদের আধিপত্য, তাঁহার পারলৌকিক শ্রেষ্ঠতম মর্য্যাদা, স্বীয় উম্মতের জন্য তাঁহার 'শাফায়াত' বা মুক্তি-অনুরোধের অধিকার এবং সমস্ত নবী ও সকল সম্প্রদায়ের অগ্রে তাঁহার পুল-সিরাত অতিক্রম ও স্বর্গোদ্যানে প্রবেশ প্রভৃতি সমস্ত বিষয়ই সর্ব্বশক্তিমান আল্লাহ রব্বুল-আলমীনের ঐ অনন্ত দানের অন্তর্ভুক্ত।

৬—৮। অনন্তর আল্লাহতা'লা হজরত রসুলোল্লাকে তাঁহার অতীত জীবনের কথা স্মরণ করাইয়া দিয়া সান্ত্বনা প্রদান পূর্ব্বক বলিতেছেন,—হে আমার প্রিয়তম রসুল, তোমার প্রতিপালক প্রভু তোমাকে পরিত্যাগ করিয়াছেন,—অবিশ্বাসীদের এই উক্তি সম্পূর্ণ মিথ্যা। তুমি উহাতে কিছুমাত্র বিচলিত হইও না। কারণ তোমার প্রভু তোমাকে কখনও পরিত্যাগ করেন নাই। তুমি ভাবিয়া দেখ, তোমার জন্মের পূর্ব্বেই তোমার পিতা ইহলোক পরিত্যাগ করিয়াছেন; তৎপর তোমার শৈশব অতীত হইতে না হইতেই তোমার মাতৃবিয়োগ হয়। সুতরাং জীবনে পিতার আদর-যত্ন এবং মাতার স্নেহ-সোহাগ তুমি পাও নাই। সেই অবস্থায় যখন তুমি পিতৃমাতৃহীন অনাথ এতিম শিশু ছিলে, তখন তোমার প্রভু আল্লা-ই স্বীয় অনুগ্রহে তোমার প্রতিপালন ও রক্ষণাবেক্ষণের সুব্যবস্থা করিয়াছিলেন। অনন্তর বয়ঃপ্রাপ্ত হইবার পরে যখন তুমি সত্যের অন্বেষণে উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া পর্ব্বতে প্রান্তরে ঘুরিয়া কঠোর সাধনায় লিপ্ত হইয়াছিলে, তখন তোমার প্রতিপালক আল্লা-ই তোমাকে প্রত্যাদেশ যোগে সুপথ প্রদর্শন করিয়াছিলেন। তারপর তুমি ত ছিলে ধন-সম্পদ-বিহীন অনাথ কাঙ্গাল! সেই অবস্থায় তোমার প্রতিপালক ও পথপ্রদর্শক আল্লাহতা'লাই স্বীয় অনুগ্রহে তোমার সমস্ত অভাব মোচন করিয়া দিয়াছেন। সুতরাং তোমার যে করুণাময় প্রভু অসহায় শৈশব ও কৈশোর হইতে তোমাকে সর্ব্বপ্রকারে সাহায্য করিয়া

ছেন। ৮। এবং তিনি তোমাকে অভাবগ্রস্ত প্রাপ্ত হইয়াছেন—তৎপর তোমাকে সম্পদশালী করিয়াছেন। ৯। অতএব যে পিতৃহীন—পরে তুমি তৎপ্রতি কঠোরতা করিও না;

٨- وَوَجَدَكَ عَآئِلًا فَأَغْنٰى ۞

٩- فَأَمَّا الْيَتِيْمَ فَلَا تَقْهَرْ ۞

আসিয়াছেন এবং তোমাকে জগদ্বাসীর প্রতি অনুগ্রহ স্বরূপ বিশ্বনবীরূপে মনোনীত করিয়াছেন, তিনি তোমাকে কখনও পরিত্যাগ করেন নাই এবং ভবিষ্যতেও করিবেন না। বরং তোমার পরম করুণাময় প্রভু অতীতের ন্যায় ভবিষ্যতেও চিরকাল তোমার সহায় থাকিবেন।

৯—১১। অবশেষে এই তিনটী আয়তে আল্লাহতা'লা বলিয়া দিতেছেন, হে আমার প্রিয়তম রসুল, সমগ্র জগদ্বাসী মানব জাতিকে সত্যের আলোক বিতরণের জন্য, তাহাদিগকে মুক্তি ও কল্যাণের পথ প্রদর্শনের জন্য এবং তাহাদের সমস্ত পাপ-তাপ ও দুঃখ-বেদনা দূরীভূত করিবার জন্যই আমি অতীতে তোমার জীবন সর্ব্বপ্রকার অভাব-অনাটন, দুঃখ-বেদনা ও জ্বালা-যন্ত্রণার মধ্য দিয়া গঠন করিয়াছি। তুমি যাহাতে দুঃখীর দুঃখ, অভাবগ্রস্তের অভাব এবং অসহায় অনাথ কাঙ্গালের দুঃখ-বেদনা সম্যক অনুভব করিতে পার, সেই উদ্দেশ্যেই তোমার প্রথম জীবন ঐ সকল কঠোর পরীক্ষার মধ্য দিয়া অতিবাহিত হইয়াছে। সত্যের সাধনা যে কিরূপ কঠোর এবং উহার জন্য নিজের সর্ব্বস্ব কেমন করিয়া বিস্মৃত হইয়া বিলাইয়া দিতে হয়, তাহা ত তুমি নিজ জীবনেই অবগত হইয়াছ। অতএব তুমি পিতৃহীন অনাথদিগের প্রতি কঠোরতা করিও না এবং অভাবগ্রস্তকে প্রত্যাখ্যান ও তিরস্কার করিও না; বরং স্বীয় জীবনে তুমি অভাব-অনাটন ও দুঃখ-বেদনার মধ্য দিয়া যে অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করিয়াছ, তাহা স্মরণ করিয়া অনাথ এতিম ও দীন-দুঃখীদিগের প্রতি অনুগ্রহ বিতরণ কর এবং স্বীয় জীবনের কঠোর সাধানায় তুমি যে সত্যের সন্ধান পাইয়াছ, জগদ্বাসীর মুক্তি ও কল্যাণের জন্য তাহা প্রকাশ ও প্রচার কর।

অনাথ ভিন্ন অনাথের দুঃখ কে বুঝিবে? যে নিজের জীবনে অভাব-অনাটন ও দুঃখ যাতনার নির্ম্মম স্পর্শ অনুভব করে নাই, সে কি কখনও অভাবগ্রস্তের অভাব ও দুঃখীর দুঃখ বুঝিতে পারে? তাইত আল্লার রসুল ছিলেন পিতৃমাতৃহীন অনাথ এতিম! তাইত তাঁহার জীবন অসংখ্য দুঃখ-যাতনার মধ্য দিয়া গড়িয়া উঠিয়াছিল। তাই ত সর্ব্বশক্তিমান আল্লাহতা'লা তাঁহার প্রিয়তম রসুলকে সুদীর্ঘ চল্লিশ বৎসর পর্য্যন্ত কঠোর সাধনার মধ্য দিয়া পরীক্ষা করিয়াছিলেন। সেই কঠোর সাধনায় সিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন বলিয়াই ত তিনি "রহমা-তাল্‌লিল আলামীন" "সমগ্র জগদ্বাসীর প্রতি আল্লার অফুরন্ত অনুগ্রহের উৎস।" তাই সমগ্র মানব জাতির প্রতি, অনাথ-এতিম, অসহায় বিধবা ও দীন দুঃখীর প্রতি এবং জাতি-ধর্ম্ম ও শত্রু-মিত্র নির্ব্বিশেষে সমস্ত জগদ্বাসীর প্রতি তাঁহার দান, দয়া ও অনুগ্রহের উৎস সহস্র ধারায় উৎসারিত হইয়া পড়িয়াছিল!

এতিমের প্রতি অনুগ্রহ—আলোচ্য আয়তত্রয়ে অনাথ এতিমের প্রতি অনুগ্রহ ও কোমল ব্যবহার করিতে এবং দীন দরিদ্র ও ভিক্ষুকদিগকে দান করিতে আদেশ করা হইয়াছে। এ সম্বন্ধে হজরত রসুলোল্লার জীবনের সমস্ত কার্য্য, সমস্ত কথা ও সমস্ত উপদেশ লিখিতে গেলে একখানি স্বতন্ত্র পুস্তকের প্রয়োজন হইবে। আমরা এস্থলে তাঁহার কয়েকটী মাত্র উক্তি উদ্ধৃত করিতেছি।

হজরত রসুলোল্লাহ বলিয়াছেন—"এতিম যখন কাঁদে, তখন তাহার অশ্রুবিন্দুসমূহ করুণাময় আল্লার হাতে গিয়া পড়ে। তখন আল্লাহ বলেন, কে কাঁদাইল এই পিতৃহীন শিশুকে? যে ইহাকে শান্ত করিবে, স্বর্গোদ্যান তাঁহারই জন্য।" আর একটি বর্ণনায় আছে—"এতিম যখন কাঁদে, তখন আল্লার আর্শ বিকম্পিত হয়।"—তঃ আজিজী।

"অনাথ, পিতৃহীন এতিম শিশুর তত্ত্বাবধানকারী দুইটি আঙ্গুলের ন্যায় পাশাপাশি আমার সহিত একত্রে স্বর্গোদ্যানে অবস্থান করিবে।" "যে ব্যক্তি এতিম শিশুকে স্বীয় খাদ্য ও পানিয়ের সঙ্গী

১০। এবং যে প্রার্থী ফলতঃ তুমি কদাচ তাহাকে ভর্ৎসনা করিও না।

১১। এবং তোমার প্রতিপালক তোমাকে যে অনুগ্রহ দান করিয়াছেন। অতঃপর তুমি তাহা বর্ণনা কর।

١٠- وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ ﴿

١١- وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ ﴿

করিয়া লইবে, তাহার স্বর্গলাভ সুনিশ্চিত।" "যে মোসলেম পরিবারে এতিমের প্রতি সদ্ব্যবহার করা হয়, সেই পরিবারই সর্ব্বোৎকৃষ্ট"। "এতিমের মাথায় হাত বুলাইলে অন্তরের কাঠিন্য দূরীভূত হয় এবং তাহার প্রত্যেক কেশের বিনিময়ে বহু পুণ্য লাভ হইয়া থাকে।" আল্লার রসুল আরও বলিয়াছেন—"যে বিধবা রূপ-যৌবন সম্পন্না হইয়াও পরলোকগত স্বামীর পরিত্যক্ত এতিম সন্তানগণের মুখ চাহিয়া অন্য বিবাহ না করে, সে স্বর্গোদ্যানে আমার সহিত একত্রে অবস্থান করিবে।" হাদিস।

দান ও দয়া—অভাবগ্রস্ত, দীন-দুঃখী ও দরিদ্র ভিক্ষুকের প্রতি হজরতের দান-দয়ার অন্ত ছিল না। তিনি দিনের পর দিন সপরিবারে উপবাসী থাকিয়াও দীন-দরিদ্রদিগকে দান করিতেন। শেষ জীবনে হজরত রসুলোল্লার নিকট সময় সময় সহস্র সহস্র স্বর্ণমুদ্রা এবং বহু জিনিষ-পত্র আসিয়া উপস্থিত হইত; কিন্তু তিনি মসজিদ হইতে গৃহে যাইবার পূর্ব্বেই উহা দীন দুঃখীদিগকে দান করিয়া শেষ করিয়া ফেলিতেন। তিনি ধার করিয়াও প্রার্থীদিগকে দান করিতেন। অথচ তাঁহার পরিজনবর্গ একাদিক্রমে কয়েকদিন অভুক্ত থাকিত—এমন কি, অনেক সময় তৈলাভাবে তাঁহার গৃহে প্রদীপও জ্বলিত না।

হজরত রসুলোল্লাহ ছিলেন মানবতার পরিপূর্ণ আদর্শ। তাই মানব জাতির সমস্ত সদ্গুণ একাধারে তাঁহার মধ্যে বিকশিত হইয়াছিল। অন্যান্য নবীগণের এক এক জন এক এক বিষয়ে শ্রেষ্ঠ ও আদর্শ স্থানীয় ছিলেন; কিন্তু হজরত রসুলোল্লাহ একাধারে সমস্ত নবীর সর্ব্বপ্রকার সদ্গুণ ও গৌরব-গরিমার অধিকারী হইয়াছিলেন। তাই সর্ব্বশক্তিমান আল্লাহতা'লা তাঁহাকে "উস্ওয়াতুন্ হাসানা" অর্থাৎ "মানবের সর্ব্বোত্তম আদর্শ" বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন।

মক্কায় অবতীর্ণ	৯৪। সুরা এনশেরাহ— الانشراح	৮ আয়াত

১ম রুকু—হজরত রসুলোল্লার বক্ষ উন্মোচনের বিবরণ

সর্ব্বপ্রদাতা করুণাময় আল্লার নামে — بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

১। আমি কি তোমার জন্য তোমার বক্ষ উন্মোচন করি নাই? — ١. اَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ ۙ

এনশেরাহ—শার্‌হ্ হইতে নিষ্পন্ন; উহার অর্থ উন্মোচন, সম্প্রসারণ অথবা উন্মুক্ত করন। অলোচ্য সুরার প্রথম আয়তের 'নাশ্‌রাহ' শব্দ হইতেই এই সুরার নামকরণ করা হইয়াছে।

শানে-নজুল—এই সুরা সর্ব্বসম্মত মতে মক্কা শরীফে অবতীর্ণ হইয়াছিল। একদা হজরত রসুলোল্লাহ আল্লাহতা'লার নিকট প্রার্থনা করিয়াছিলেন যে, হে আল্লাহ, তুমি হজরত এব্রাহিম, হজরত মুসা, হজরত ঈসা, হজরত দাউদ ও হজরত সোলায়মান প্রমুখ নবীগণের এক এক জনকে এক একটী গৌরবজনক উপাধি ও বিশিষ্ট শক্তি দান করিয়াছিলে। আমার জন্য তুমি ঐরূপ কোন্ সম্পদ দান করিয়াছ? উক্ত প্রার্থনার উত্তরে এই সুরা অবতীর্ণ হয়। ইহাতে হজরত রসুলোল্লার অসাধারণ দৈহিক ও আত্মিক উন্নতির বিষয় বর্ণিত হইয়াছে।—তঃ আজিজী।

১। এই আয়তে এবং ইহার পরবর্ত্তী তিনটী আয়তে হজরত রসুলোল্লার প্রতি আল্লাহ্-তা'লার তিনটী বিশেষ দানের কথা উল্লেখ করা হইয়াছে। প্রথমতঃ আল্লাহতা'লা বলিতেছেন যে, আমি তোমার জন্য তোমার বক্ষ উন্মোচন ও হৃদয় সম্প্রসারিত করিয়া দিয়াছি। ইহা তোমার প্রতি আমার একটী বিশেষ দান। ইহার ফলে তুমি দৈহিক ও আত্মিকভাবে এরূপ গুণ-গরিমা ও শক্তি-সামর্থ্যের অধিকারী হইয়াছ যে, পৃথিবীতে আর কেহই সেরূপ গুণ-গরিমা ও শক্তি সামর্থ্যের অধিকারী হয় নাই।

শার্‌হ্ ছদর—আল্লাহতা'লা দৈহিক ও আত্মিক উভয় প্রকারে হজরত রসুলোল্লার বক্ষ উন্মোচন ও হৃদয় সম্প্রসারিত করিয়াছিলেন। দৈহিকভাবে হজরত জিবরীল দুইবার তাঁহার বক্ষ বিদারণ করিয়াছিলেন। প্রথমতঃ অতি শৈশবে তাঁহার বক্ষ বিদীর্ণ করিয়া তাঁহার পবিত্র দেহকে সম্পূর্ণরূপে কলুষ-কালিমা মুক্ত করা হইয়াছিল। ইহার ফলে শৈশব, কৈশোর ও যৌবন হইতে নবুয়ত প্রাপ্তির পূর্ব্ব পর্য্যন্ত কোনরূপ কুভাব, কুচিন্তা বা কলুষ-কামনা কখনও তাঁহার অন্তরে উদিত হয় নাই এবং ঐ সুদীর্ঘ সময়ের মধ্যে তিনি কখনও কোনরূপ অন্যায় বা অধর্ম্মের কার্য্যে লিপ্ত হন নাই। দ্বিতীয়তঃ মেয়ারাজ রজনীতে তাঁহার বক্ষ বিদীর্ণ করিয়া তাঁহার এই পার্থিব দেহকে আর্শ, আকাশ প্রভৃতি স্বর্গরাজ্য পরিভ্রমণের উপযোগী করিয়া সংশোধিত করা হইয়াছিল। ইহার ফলে তাঁহার দেহ এরূপ নির্ম্মল, বিশুদ্ধ ও হাল্কা হইয়াছিল এবং তিনি দৈহিকভাবে এরূপ অলৌকিক ও অসাধারণ শক্তির অধিকারী হইয়াছিলেন যে, পার্থিব দেহে স্বর্গরাজ্য পরিভ্রমণে তিনি একটুও শ্রান্ত, ক্লান্ত বা অবসন্ন হন নাই। কেহ কেহ বলেন যে, উল্লিখিত দুইবার ব্যতীত যৌবনের কাম-ক্রোধ, লোভ-মোহ ও হিংসা-দ্বেষ হইতে মুক্ত করিয়া তদীয় অন্তর দয়া-মায়া ও প্রেম-প্রীতিতে পূর্ণ করিবার জন্য কৈশোরে একবার এবং প্রত্যাদেশ পরিগ্রহণ ও নবুয়তের জ্যোতি আকর্ষণের জন্য প্রত্যাদেশ প্রাপ্তির অব্যবহিত পূর্ব্বে আর একবার—মোট চার বার তাঁহার বক্ষ বিদীর্ণ করা হইয়াছিল।

দৈহিকভাবে হজরত রসুলোল্লার বক্ষ উন্মোচন ব্যতীত আত্মিকভাবেও আল্লাহতা'লা তাঁহার হৃদয় সর্ব্বাপেক্ষা সম্প্রসারিত করিয়া দিয়াছিলেন। ইহার ফলে তাঁহার হৃদয় পৃথিবীর সমস্ত শয়তানী

২। আমি তোমা হইতে তোমার সেই ভার অপসারণ করিয়াছি; ৩।—যাহা তোমার পৃষ্ঠকে অবনমিত করিতেছিল। ৪। এবং আমি তোমার জন্য তোমার আলোচনা মহিমান্বিত করিয়াছি। ৫। অনন্তর নিশ্চয় কঠোরতার সঙ্গেই কোমলতা। ৬। নিশ্চয় কঠোরতার

٢- وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ ۙ
٣- الَّذِيْٓ اَنْقَضَ ظَهْرَكَ ۙ
٤- وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ ۗ ٥- فَاِنَّ
مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ۙ ٦- اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ

প্ররোচনা, কাম-ক্রোধ, মায়া-মোহ, ভোগ-বাসনা, প্রলোভন ও কলুষ-কামনা হইতে সম্পূর্ণ বিমুক্ত হইয়া আল্লাহতা'লার প্রদত্ত আধ্যাত্মিক জ্ঞান, সত্যানুভূতি ও ঐশী অনুগ্রহের জ্যোতিতে পূর্ণ হইয়া গিয়াছিল। এইরূপে তাঁহার হৃদয় সম্প্রসারিত ও পরিপূর্ণ হইবার পর তৎপ্রতি প্রত্যাদেশ অবতীর্ণ হয় এবং তিনি নবুয়তের শ্রেষ্ঠতম গৌরব লাভ করেন। তখন তাঁহার উন্মুক্ত অন্তর আধ্যাত্মিক ও নৈতিক জ্ঞানের অনন্ত খনি বা অফুরন্ত ভাণ্ডারে পরিণত হয়। এইরূপ জ্ঞান-গরিমা ও প্রেম-প্রীতির অধিকারী হইয়াই তিনি সমগ্র জগদ্বাসীর জন্য আল্লাহতা'লার মনোনীত সত্য-পথ-প্রদর্শক নবী-পদে অভিষিক্ত হন এবং নিজের সমস্ত জীবন ব্যাপিয়া তিনি মানব জাতির কল্যাণ ও মুক্তির বাণী প্রচার করেন।

বক্ষ-উন্মোচনের অন্য অর্থ হৃদয়ের প্রসারতা সাধন, জ্ঞানের বিকাশ এবং আধ্যাত্মিক উন্নতি। ইহা আধ্যাত্মিক জ্ঞান ও সাধনার চরমোৎকর্ষ। হজরত রসুলোল্লার প্রতি ইহা আল্লাহতা'লার বিশেষ দান। আধ্যাত্মিক ভাবে আল্লাহতা'লা অনেকেরই অন্তর সম্প্রসারিত করিয়া তাঁহাদিগকে নানারূপ তত্ত্বজ্ঞান ও গৌরব-গরিমার অধিকারী করিয়াছেন; কিন্তু একাধারে দৈহিক ও আত্মিক-ভাবে হজরত রসুলোল্লাহ ভিন্ন আল্লাহতা'লা আর কাহারও বক্ষ উন্মুক্ত এবং হৃদয় সম্প্রসারিত করেন নাই। এই বক্ষ উন্মোচনের ফলে তাঁহার দেহ এরূপ বিশুদ্ধ ও নির্ম্মল এবং হৃদয় এরূপ সমুজ্জ্বল জ্যোতিপূর্ণ হইয়াছিল যে, প্রখর সূর্য্যকরের মধ্যেও তাঁহার পবিত্র দেহের ছায়া প্রতিবিম্বিত হইত না।—তঃ আজিজী।

২—৪। বক্ষ উন্মোচনের কথা বলিবার পর আল্লাহতা'লা আরও বলিতেছেন—হে রসুল, তোমার প্রতি আমার বিশেষ অনুগ্রহের নিদর্শন স্বরূপ প্রত্যাদেশ পরিগ্রহণ ও নবুয়তের ভার বহনে তোমার মানবোচিত যে সকল অক্ষমতা, দুর্ব্বলতা ও ভয়-ভীতি ছিল, তাহা আমি সম্পূর্ণ দূরীভূত করিয়া তোমাকে উহার উপযুক্ত শক্তির অধিকারী করিয়াছি এবং ইসলামের কলেমা, কালাম, আজান, একামত, আত্তাহিয়াত ও খোৎবা প্রভৃতি ধর্ম্ম-কর্ম্ম ও প্রার্থনা-উপাসনায় তোমার নাম সংযোগ করিয়া এবং আমি স্বয়ং ফেরেশ্‌তাগণের সহিত তোমার প্রশংসা-সূচক শান্তিবাণী পাঠ করিয়া এবং সমগ্র সত্য-বিশ্বাসী মোসলমানের জন্য তোমার নাম উচ্চারণ বা শ্রবণ মাত্র তোমার প্রতি স্বস্তিবাণী বা দরুদ পাঠ অবশ্য কর্ত্তব্য করিয়া দিয়া সমগ্র জগদ্বাসীর মধ্যে তোমাকে সর্ব্বাপেক্ষা প্রশংসিত ও গৌরবান্বিত করিয়াছি। তুমি নিশ্চয় জানিও যে, জগতের মধ্যে এইরূপ উচ্চতম সম্মান, গৌরব ও মর্য্যাদা আর কাহাকেও প্রদান করা হয় নাই।

৫—৬। অবিশ্বাসী কোরেশেরা প্রাথমিক মুসলমানদিগের দুঃখ-দারিদ্র দর্শনে অবজ্ঞা ও উপহাস করিয়া বলিত যে, তোমরা যদি সত্য সত্যই আল্লাহতা'লার অনুগৃহীত প্রিয় পাত্র হও, তবে তোমাদের এত অভাব-অনাটন ও দুঃখ-কষ্ট কেন এবং আমরা যদি তাঁহার অনুগৃহীত ও প্রিয়পাত্র না হই, তবে আমরাই বা এত ধন-জন ও সুখ-সম্পদের অধিকারী হইয়াছি কেন? ইহার উত্তরে আল্লাহতা'লা দৃঢ়তার সহিত বলিয়া দিতেছেন যে, নিশ্চয় কঠোরতার সহিত কোমলতা এবং দুঃখের পর সুখ আছে। অবিশ্বাসীদের ধন-জন ও সুখ-শান্তি ক্ষণস্থায়ী; পার্থিব জীবনে অথবা

يُسْرًا ۵ ٧- فَاِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ ۵

٨- وَاِلٰى رَبِّكَ فَارْغَبْ ۵

সঙ্গেই কোমলতা রহিয়াছে। ৭। অতএব যখন অবকাশ প্রাপ্ত হও তখন সাধনা কর। ৮। এবং তোমার প্রতিপালকের দিকেই তখন মনোনিবেশ কর।

মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই উহা শেষ হইয়া যাইবে। পক্ষান্তরে সত্য-বিশ্বাসী মুসলমানেরা আপাততঃ দুঃখ-দরিদ্র্যের মধ্যে অবস্থান করিলেও অচিরেই আমি তাহাদিগকে ইহলৌকিক ধন-সম্পদ ও গৌরব-গরিমার অধিকারী করিব এবং পরলোকে তাহারা আমার অনুগ্রহে অনন্ত সুখ-সম্পদের অধিকারী হইবে।—তঃ মায়ালেম।

৭—৮। অবশেষে আল্লাহতা'লা বলিতেছেন—হে রসুল, তুমি অবিশ্বাসীদের কথায় কর্ণপাত না করিয়া তোমার পার্থিব কর্ত্তব্য শেষ করিবার পর পারলৌকিক কল্যাণের জন্য প্রার্থনা (মোনাজাত) কর এবং তোমার করুণাময় প্রতিপালকের প্রতি মনঃসংযোগ করিয়া তাঁহার ইহ-পারলৌকিক অনুগ্রহের জন্য সাধনা ও প্রার্থনা করিতে থাক।

তফ্‌সীরকারগণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন যে, এই দুইটী আয়তে আল্লাহতা'লা হজরত রসুলোল্লাকে সংসার-ধর্ম্ম পালন করিয়া যথাসময় উপাসনা আরাধনায় লিপ্ত হইতে অথবা ফরজ নামাজ শেষ করিয়া নফল নামাজ বা নৈশকালীন তাহাজ্জদ নামাজ পড়িতে কিংবা ইস্‌লাম প্রচার ও জেহাদ শেষ করিয়া উপাসনা আরাধনায় লিপ্ত হইতে অথবা নামাজ শেষ করিয়া হস্ত উত্তোলন পূর্ব্বক ইহ-পরলোকের কল্যাণ প্রার্থনা করিতে আদেশ করিয়াছেন।—তঃ আজিজী।

হজরত রসুলোল্লার গৌরব ও মহত্বের সর্ব্বোত্তম নিদর্শনের বিবৃতিই এই সুরার বিশেষত্ব। তৎসহ তাঁহার অলৌকিক আধ্যাত্মিক উন্নতি এবং অনুপম নৈতিক ও দৈহিক পবিত্রতার বিষয়ও বিশেষভাবে বিবৃত হইয়াছে। হজরত রসুলোল্লাহ যে প্রকৃতই "সৈয়দুল-আম্বিয়া" বা নবীগণের সম্রাট ছিলেন, এই সকল নিদর্শনই তাহার প্রকৃষ্টতম প্রমাণ।

নামাজের পর প্রার্থনা বা 'মোনাজাত' করা এবং কিছুক্ষণের জন্য আল্লাহতা'লার ধ্যানে নিমগ্ন হওয়া অতীব কল্যাণকর পুণ্যকার্য্য। ইহাতে মানবের ইহলৌকিক ও পারলৌকিক অশেষ কল্যাণ লাভ হইয়া থাকে।

মক্কায় অবতীর্ণ	৯৫। সুরা তীন—التين	৮ আয়ত

১ম রুকু—মানবের উৎকৃষ্টতর আকৃতি ও নিকৃষ্টতর পরিণতি

সর্ব্ব প্রদাতা করুণাময় আল্লার নামে

بسم الله الرحمن الرحيم

১। সাক্ষী 'তীন' ও 'জয়তুন';
২। এবং সিনাই পর্ব্বত;
৩। এবং এই শান্তিময় নগর,

١- وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ ۝ ٢- وَطُورِ سِينِينَ ۝ ٣- وَهَٰذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ ۝

তীন—আঞ্জির, ডুমুর অথবা ঐরূপ ফল-বিশেষ। কেহ কেহ ইহাকে পর্ব্বত, প্রান্তর অথবা মসজিদ বিশেষের নাম বলিয়াও উল্লেখ করিয়াছেন। আলোচ্য সুরার প্রথম শব্দ 'তীন' হইতেই এই সুরার নামকরণ করা হইয়াছে।

শানে-নজুল—এই সুরা সর্ব্বসম্মত মতে মক্কা শরিফে অবতীর্ণ হইয়াছিল। ইহাতে ইহুদী, খ্রীষ্টান ও ইস্‌লাম—এই তিনটী প্রধান ধর্ম্ম এবং উহার জগদ্বিখ্যাত প্রবর্ত্তকত্রয়ের ধর্ম্ম-সাধনা ও কর্ম্ম-জীবনের বিকাশ-স্থানের সাক্ষ্য প্রদান করিয়া মানবের উৎপত্তি ও পরিণতির বিষয় বিবৃত করা হইয়াছে।

১—৩। এই তিনটি আয়তে আল্লাহতা'লা 'তীন ও জয়তুন', 'তুরে-সিনিন' এবং 'বালাদুল আমিন' বা শান্তিধাম মক্কানগরীর সাক্ষ্য প্রদান বা শপথ করিয়াছেন। 'তীন' আঞ্জির বা ডুমুর জাতীয় এক প্রকার সুস্বাদু ও পরমোপকারী ফল। 'জয়তুন' বা জলপাইও ঐরূপ একটী উপকারী প্রসিদ্ধ ফলের নাম। 'তুরে-সিনিন' অর্থ সিনাই পর্ব্বত। বৃক্ষ-লতা সমন্বিত পাহাড়কেই 'তুরে-সিনিন' বা কল্যাণ-যুক্ত পর্ব্বত বলা হয়। 'বালাদুল আমিন' অর্থ শান্তিধাম মক্কানগরী। কারণ এখানে সর্ব্বপ্রকার অন্যায় ও অশান্তিকর কার্য্য সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ।

মতান্তরে 'তীন ও জয়তুন' 'জেরুসালেম' বা 'বয়তুল মোকাদ্দসের' পার্শ্ববর্ত্তী দুইটি বিশিষ্ট পর্ব্বতের নাম। কেহ কেহ উহাকে শাম ও জেরুসালেমের দুইটি বিশিষ্ট মসজিদের নাম বলিয়াও উল্লেখ করিয়াছেন। 'তুরে-সিনিন' বা 'তুরে সিনিয়া' অর্থ 'কোহে-তুর' বা তুর-পর্ব্বত। কিন্তু 'বালাদুল আমিন' যে পুণ্যময় শান্তিধাম মক্কা শহর, তাহাতে কোনই মতান্তর নাই। কোন কোন বিশিষ্ট বিদ্বান বলিয়াছেন যে, আল্লাহতা'লা এস্থলে হজরত ঈসা, হজরত মুসা ও হজরত মোহাম্মদ মোস্তফা (সঃ)—এই তিনজন জগদ্বিখ্যাত নবীর আবির্ভাব ও নবুয়ত প্রাপ্তির তিনটি পবিত্রতম স্থানের সাক্ষ্য প্রদান করিয়াছেন। আঞ্জির ও জলপাই বৃক্ষ সমন্বিত জেরুসালেমেই হজরত ঈসা জন্মগ্রহণ ও প্রেরিতত্ব লাভ করেন; হজরত মুসা তুর পর্ব্বতে আল্লার বাণী তওরাত প্রাপ্ত হন এবং পবিত্রতম মক্কা শরিফেই হজরত মোহাম্মদ মোস্তফা (সঃ) জন্মগ্রহণ করিয়া ঐশী-প্রত্যাদেশ বা বিশ্ব-নবুয়তের উচ্চতম গৌরব লাভ করেন।—তঃ মুনির।

প্রচলিত তওরাতেও এই তিনটি পবিত্র স্থানের উচ্চতম গৌরব ও মর্য্যাদার বিষয় বর্ণিত আছে, যথা—"সদাপ্রভু সিনয় হইতে আসিলেন; সেয়ির হইতে সমুদিত হইলেন এবং পারন পর্ব্বত হইতে আপন তেজ প্রকাশ করিলেন।"—তওরাত ৩৩—২ পদ।

'সিনয়' তুর-পর্ব্বত—হজরত মুসার ঐশীবাণী প্রাপ্তির স্থান; 'সেয়ির' জেরুসালেমের একটি পাহাড়; এই স্থানে হজরত ঈসাকে পবিত্র-আত্মা যোগে শক্তিসম্পন্ন করা হয় এবং 'পারন' পর্ব্বত

৪। নিশ্চয়ই আমি মানুষকে অত্যুৎকৃষ্ট আকৃতিতে সৃষ্টি করিয়াছি। ৫। তৎপর আমি তাহাকে নিকৃষ্ট হইতে নিকৃষ্টতর করিয়াছি। ৬। কিন্তু যাহারা বিশ্বাস-স্থাপন করিয়াছে ও সৎকার্য্য করে ফলতঃ তাহাদের জন্য অকর্ত্তিত প্রতিদান রহিয়াছে। ৭। অনন্তর ইহার পরে প্রতিফল সম্বন্ধে কে তোমাকে অসত্যা-রোপ করিতে পারে? ৮। আল্লা-ই কি সমস্ত বিচারক অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতম বিচারক নহেন?

٤- لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ۞ ٥- ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ ۞ ٦- إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ ۞ ٧- فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّينِ ۞ ٨- أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ ۞

মক্কার অনতিদূরবর্ত্তী হেরা গিরি; এই স্থানেই হজরত রসুলোল্লার প্রতি আল্লাহতা'লার অনন্ত অনুগ্রহের শ্রেষ্ঠতম ও পূর্ণ নিদর্শন স্বরূপ প্রথম প্রত্যাদেশ অবতীর্ণ হইয়াছিল।

৪—৫। এই দুইটি আয়তে আল্লাহতা'লা পূর্ব্বোক্ত তিনটি মহৎ ঘটনা বা বিশিষ্ট স্থানের সাক্ষ্য প্রদান করিয়া বলিতেছেন যে, আমি মানুষকে অতি সুন্দর ও অত্যুৎকৃষ্ট মনোহর আকৃতিতে সৃষ্টি করিয়াছি। তাহার অনুপম অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ এবং তাহার জ্ঞান, বুদ্ধি, বিবেক ও অন্যান্য গুণাবলীর সহিত অন্য কোন জীবের তুলনাই হইতে পারে না। কিন্তু এই মানুষ যদি অবিশ্বাসী, অনাচারী ও অধার্ম্মিক হয়, তবে তাহারা অতি অধম ও নিকৃষ্টতর নরকের কীটে পরিণত হইয়া থাকে। অথবা ইহার এরূপ মর্ম্মও হইতে পারে যে, কৈশোর ও যৌবনের এই সুন্দর মানুষ বার্দ্ধক্যে উপনীত হইলে তাহার সমস্ত সৌন্দর্য্য ও শক্তি বিলুপ্ত হইয়া তাহারা অতি অসহায় অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া থাকে।—তঃ কবির।

৬। কিন্তু মানুষ যদি বিশ্বাসী, সদাচারী ও সৎকর্ম্মশীল হয়, তবে সে ইহলোকের সৌন্দর্য্য ও শক্তি-সম্পদ অপেক্ষা পরলোকে বহুগুণ শ্রেষ্ঠতর সৌন্দর্য্য, গৌরব, মর্য্যাদা ও সুখ-সম্পদের অধিকারী হইবে।

৭—৮। অবশেষে আল্লাহতা'লা বলিতেছেন যে, হে রসুল, মানব-জীবনের এই সকল অবশ্যম্ভাবী সত্য বিবরণ অবগত হইবার পর নিতান্ত অন্ধ-বিশ্বাসী নির্ব্বোধ ভিন্ন আর কেহই সত্যধর্ম্ম, পাপ-পুণ্য, বিচার-দিবস অথবা তোমার উপর অসত্যারোপ করিতে পারিবে না। যদি ইহার পরেও কেহ অবিশ্বাসী, ধর্ম্মদ্রোহী ও অসত্যারোপকারী হয়, তবে সর্ব্বজগতের প্রভু সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ন্যায়বিচারক আল্লাহতা'লাই তাহাকে উপযুক্ত প্রতিফল প্রদান করিবেন।

হজরত রসুলোল্লাহ বলিয়াছেন:—যে ব্যক্তি এই সূরার শেষ আয়ত পাঠ করে, সে যেন বলে, "বালা, অ আনা আলা জালেকা মেনাশ্ শাহেদীন।" অর্থাৎ—'হাঁ, অতঃপর আমরাই এতদ্বিষয়ে সাক্ষী যে, তিনিই শ্রেষ্ঠতম আদেশদাতা প্রভু।'

মক্কায় অবতীর্ণ	৯৬। সূরা আলাক—العلق	১৯ আয়ত

১ম রুকু—প্রথম প্রত্যাদেশ—কোরান পাঠ ও সেজ্দার আদেশ

সর্ব্বপ্রদাতা করুণাময় আল্লার নামে

بسم الله الرحمن الرحيم

১। তুমি তোমার প্রতিপালকের নামে পাঠ কর—যিনি সৃষ্টি করিয়াছেন। ١- اِقْرَاْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِيْ خَلَقَ ۚ

আলাক—শোণিত, রক্ত, অথবা উহার ঘনীভূত প্রগাঢ় অবস্থা। ইহার অন্য অর্থ জলোকাকৃতি ক্ষুদ্রতর কীটাণু বা শুক্রকীট এবং মর্ম্মার্থে প্রেম, প্রীতি, আসক্তি অথবা আকর্ষণ ও আলিঙ্গন প্রভৃতিও পরিগ্রহণ করা যাইতে পারে। ফলতঃ এই 'আলাক'ই হইতেছে মানব-সৃষ্টির একটি মূল উপাদান। আধুনিক বৈজ্ঞানিকগণ সম্ভবতঃ ইহাকেই 'প্রটোপ্লাজম' হইতে অদ্ভুত জলোকা জাতীয় কীটাণু বা অতি সূক্ষ্মদেহী শুক্রকীট বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। এই শুক্রকীট পিতৃদেহ হইতে মাতৃগর্ভে অবস্থিত হইয়া এক অলৌকিক উপায়ে পরিবর্দ্ধিত হয় এবং ঘনীভূত শোণিত যোগে উক্ত কীটাণু হইতেই মানব দেহ গঠিত হইয়া থাকে। আলোচ্য সূরার দ্বিতীয় আয়তের 'আলাক' শব্দ হইতেই এই সূরার নামকরণ করা হইয়াছে।

শানে-নজুল—অধিকাংশ তফ্সীরকারের মতে এই সূরার প্রথম পাঁচটি আয়তই হইতেছে সর্ব্বপ্রথম প্রত্যাদেশ এবং ইহা অবতীর্ণ হইয়াছিল পবিত্র মক্কার অনতিদূরবর্ত্তী হেরা গিরি-গহ্বরে। এই পাঁচটি আয়তের পরেই সূরা ফাতেহা এবং অন্যান্য সূরা অবতীর্ণ হইয়াছিল।

হজরত আয়েশা হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, হজরত রসুলোল্লাহ প্রথমতঃ স্বপ্নযোগে ওহি বা প্রত্যাদেশ প্রাপ্ত হইতে লাগিলেন। প্রত্যেক স্বপ্নই প্রভাতের শুভ্র রশ্মির ন্যায় সত্যভাবে প্রত্যক্ষীভূত হইত এবং তিনি রজনীতে যাহা স্বপ্নে দেখিতেন, দিবসে অবিকল তাহাই সংঘটিত হইত। তৎপর নির্জ্জন-বাস তাঁহার নিকট অত্যন্ত প্রীতিপ্রদ হইয়া উঠিল। এই সময় তিনি হেরা পর্ব্বতের গুহায় গমন করিয়া একাকী নির্জ্জনে বসিয়া দিবানিশি গভীর ধ্যান ও চিন্তায় নিমগ্ন থাকিতেন। তিনি এজন্য যে খাদ্য ও পানীয় সঙ্গে লইয়া যাইতেন, তাহা শেষ হইয়া গেলে তিনি প্রিয়-পত্নী বিবি খদিজার নিকট আগমন করিতেন এবং পতিপ্রাণা বিবি খদিজা আবার কয়েক দিনের উপযোগী খাদ্য ও পানীয় সংগ্রহ করিয়া দিলে তিনি সেগুলি লইয়া পুনরায় হেরার গুহায় চলিয়া যাইতেন। এইরূপে কিছুদিন অতিবাহিত হইবার পর একদা তিনি ঐ গুহায় গভীর ধ্যানমগ্ন হইয়া আছেন, এমন সময় অকস্মাৎ সত্য তাঁহার নিকট আগমন করিল এবং সেই শুভ মুহূর্ত্তে তৎপ্রতি প্রথম প্রত্যাদেশ অবতীর্ণ হইল।—সহি বোখারী ও মোস্লেম।

১। হজরত রসুলোল্লার নিকট সত্য সুপ্রকাশিত হইবার পর স্বর্গীয় ফেরেশ্তা হজরত জিবরীল তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন,—"পড়"; হজরত বলিলেন, "আমি ত লেখা পড়া জানি না।" তখন হজরত জিবরীল হজরত রসুলোল্লাকে স্বীয় বক্ষে আকর্ষণ পূর্ব্বক দৃঢ়ভাবে আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন, "পাঠ কর"; হজরত পূর্ব্বোক্ত রূপে বলিলেন, "আমি ত লেখা পড়া জানি না।" তখন হজরত জিবরীল দ্বিতীয় বার তাঁহাকে বক্ষে আকর্ষণ করিয়া এরূপ দৃঢ়ভাবে আলিঙ্গন করিলেন যে, তিনি সম্পূর্ণ অবসন্ন হইয়া পড়িলেন। তৎপর হজরত জিবরীল তাঁহাকে ছাড়িয়া দিয়া বলিলেন, "পাঠ কর।" হজরত ঐরূপ ভাবেই উত্তর করিলেন, "আমি ত লেখা পড়া জানি না, কিরূপে পাঠ করিব?" অতঃপর হজরত জিবরীল তাঁহাকে তৃতীয় বার

٢- خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ ۚ
٣- اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ ۙ ٤- الَّذِي
عَلَّمَ بِالْقَلَمِ ۙ ٥- عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ
يَعْلَمْ ۗ ٦- كَلَّا إِنَّ الْإِنْسَانَ
لَيَطْغَىٰ ۙ ٧- أَنْ رَآهُ اسْتَغْنَىٰ ۗ

২। তিনি মানুষকে ঘনীভূত শোণিত যোগে সৃষ্টি করিয়াছেন। ৩। তুমি পাঠ কর; এবং তোমার প্রতিপালক মহামহিমান্বিত; ৪। যিনি লেখনী দ্বারা শিক্ষা দান করিয়াছেন। ৫। তিনি মানুষকে শিক্ষা দিয়াছেন যাহা সে জানিত না। ৬। কিন্তু না, নিশ্চয় মানুষ অবাধ্যাচরণ করে। ৭। যেহেতু সে নিজেকে অভাব-রহিত

আলিঙ্গনাবদ্ধ করিয়া এরূপ কঠিন ভাবে নিষ্পেষণ করিলেন যে, তাঁহার দেহ নিষ্পেষিত এবং প্রাণ ওষ্ঠাগত হইবার উপক্রম হইল। তাঁহার শরীর সম্পূর্ণ অসাড় হইয়া পড়িল এবং আতঙ্কে হৃদয় প্রকম্পিত হইতে লাগিল। তখন হজরত জিবরীল তাঁহাকে ছাড়িয়া দিয়া এই আয়ত হইতে পঞ্চম আয়ত পর্য্যন্ত পাঠ করিলেন এবং সঙ্গে-সঙ্গেই উহা হজরত রসুলোল্লার কণ্ঠস্থ হইয়া গেল।

আধ্যাত্মিক-পন্থী পীর ও সুফীগণ এই ঘটনাকে 'তাওয়াজ্জা' বা আধ্যাত্মিক জ্যোতিঃ নিক্ষেপ বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তফ্সীরকারগণও ইহাকে ফেরেশ্তা কর্ত্তৃক অলৌকিক শক্তিযোগে হজরত রসুলোল্লার হৃদয় সম্প্রসারণ এবং তদীয় অন্তরে জ্ঞানের জ্যোতির পূর্ণ-বিকাশ সাধন বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। হজরত নিজেও বলিয়াছেন, "আল্লাহতা'লা আমার অন্তরে তাঁহার অনুগ্রহের জ্যোতিঃ নিক্ষেপ করিলেন। আমি স্বীয় অন্তরে উহার অনুপম স্নিগ্ধতা অনুভব করিলাম এবং নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের সমস্ত বিষয়ের জ্ঞান ও তত্ত্ব অবগত হইলাম।" আর একটি বর্ণনায় আছে,—"নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের প্রত্যেক বিষয় আমার সমক্ষে প্রকাশিত হইল এবং আমি উহার সমস্ত তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিলাম।"—মেশ্কাত।

আয়তের মর্ম্ম এই যে, হে মোহাম্মদ (সঃ), তুমি লেখা পড়া না জানিলেও তোমার মহান্ সৃষ্টিকর্ত্তা আল্লার নামে পাঠ কর। তিনিই তোমাকে এই প্রত্যাদেশ বা কোরান পাঠ করিবার শক্তি প্রদান করিবেন।

২—৫। প্রথম আয়তের সমর্থনে আল্লাহতা'লা হজরত জিবরীল ফেরেশ্তা কর্ত্তৃক হজরত রসুলোল্লাকে শিক্ষা দিতেছেন যে, তোমার যে সর্ব্বশক্তিমান সৃষ্টিকর্ত্তা ও সুমহান্ প্রতিপালক প্রভু অতি তুচ্ছ শুক্রবিন্দু ও শুক্রকীটের সহিত ঘনীভূত শোণিত যোগে মানব সৃষ্টি করিয়াছেন, তুমি তাঁহার পবিত্র নাম যোগে পাঠ কর। অনন্তর তোমার যে মহান্ সৃষ্টিকর্ত্তা মানব জাতিকে লেখা-পড়া শিক্ষা দিয়াছেন এবং তাহাদিগকে কত অজ্ঞাত ও অদৃশ্য বিষয়ের জ্ঞান ও তত্ত্ব শিক্ষা দিয়াছেন, তুমি তোমার সেই মহামহিমান্বিত প্রভুর নামের সহিত এই কোরান পাঠ কর। তাহা হইলে তিনিই তোমাকে এই কোরান পাঠ করিবার শক্তি প্রদান করিবেন এবং তিনিই তোমাকে সমস্ত বিষয়ের জ্ঞান ও তত্ত্ব শিক্ষা প্রদান পূর্ব্বক তোমার মনস্কামনা পূর্ণ করিয়া দিবেন।

৬—৭। বিশিষ্ট তফ্সীরকারগণের মতে এই সুরার প্রথম পাঁচটি আয়তে ধর্ম্ম ও শিক্ষার প্রশংসা বর্ণনা করিয়া এই দুইটী আয়তে ধন-সম্পদের অহমিকার নিন্দা করা হইয়াছে। আল্লাহতা'লা বলিতেছেন যে, মানুষ যখন ধন-সম্পদ লাভ করিয়া নিজেকে অভাব-রহিত ও নিশ্চিন্ত মনে করে, তখনই সে উদ্ধত ও অহঙ্কারী হয় এবং ধর্ম্মনীতি ও সদাচার পরিত্যাগ করিয়া অধর্ম্ম ও অনাচারে লিপ্ত হইয়া থাকে। অহঙ্কারী, ধনবান ও ধর্ম্মদ্রোহী আবু-জেহল এই আয়তের লক্ষ্য হইলেও মানব জাতির সাধারণ প্রকৃতিই ইহাতে পরিব্যক্ত হইয়াছে। ধন-সম্পদের অধিকারী হইলে অধিকাংশ মানুষই উদ্ধত হইয়া অত্যাচার, অনাচার ও অধর্ম্মে লিপ্ত হয়। এই রূপ

1928

٨- إِنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الرُّجْعَىٰ ۝
٩- أَرَأَيْتَ الَّذِي يَنْهَىٰ ۝
١٠- عَبْدًا إِذَا صَلَّىٰ ۝ ١١- أَرَأَيْتَ
إِنْ كَانَ عَلَى الْهُدَىٰ ۝
١٢- أَوْ أَمَرَ بِالتَّقْوَىٰ ۝ ١٣- أَرَأَيْتَ
إِنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ ۝ ١٤- أَلَمْ
يَعْلَمْ بِأَنَّ اللَّهَ يَرَىٰ ۝ ١٥- كَلَّا لَئِنْ
لَمْ يَنْتَهِ لَنَسْفَعًا بِالنَّاصِيَةِ ۝

অবলোকন করিয়া থাকে। ৮। নিশ্চয় তোমার প্রতিপালকের দিকেই প্রত্যাবর্ত্তন। ৯। তুমি কি তাহাকে অবলোকন করিয়াছ—যে নিষেধ করে; ১০।—সেই সেবককে—যখন সে নামাজ পড়ে? ১১। তুমি কি তাহাকে দেখিয়াছ—যে সুপথের উপর আছে ১২।—অথবা সংযমশীলতা সম্বন্ধে আদেশ করে? ১৩। তুমি কি উহাকে দেখিয়াছ—যে অসত্যারোপ করে ও বিমুখ হইয়া যায়? ১৪। তবে কি সে জানে যে, নিশ্চয় আল্লাহ প্রত্যক্ষ করিতেছে না? ১৫। কিন্তু না, যদি সে নিবৃত্ত না হয়, তবে নিশ্চয় আমি তাহার ললাটের কেশগুচ্ছ ধরিয়া

ধন-সম্পদের অধিকারী হইয়াও যাহারা ন্যায়ধর্ম্ম ও সদাচারের অনুবর্ত্তী হইয়া পবিত্র জীবন যাপন করে, ইহ-পরলোকে তাহারা অতি উচ্চতম গৌরব ও মর্য্যাদার অধিকারী হইবে।

৮। এই আয়তে আল্লাহতা'লা অহঙ্কারী ও ধর্ম্মদ্রোহী আবু-জেহলের প্রতি লক্ষ্য করিয়া সমগ্র মানব জাতিকে সতর্ক করিয়া বলিয়া দিতেছেন যে, তোমরা যতই ধন-জন ও বিষয়-সম্পত্তির অধিকারী হওনা কেন, তোমাদের ঐ ধন-সম্পদ ও তোমাদের জীবন নশ্বর ও ক্ষণস্থায়ী। যথা-সময় মৃত্যু উপস্থিত হইয়া তোমাদের সমস্ত ধন-জন ও গর্ব্ব-অহঙ্কার শেষ করিয়া দিবে এবং তখন তোমাদিগকে স্ব স্ব কৃতকর্ম্মের প্রতিফল ভোগ করিবার জন্য আমারই নিকট উপস্থিত হইতে হইবে।

৯—১৪। এই কয়েকটি আয়তে হজরত রসুলোল্লাহ এবং ধর্ম্মদ্রোহী আবু-জেহলের প্রতি লক্ষ্য করা হইয়াছে। হজরত রসুলোল্লাহ ধর্ম্মপ্রাণ ও সত্যানুরাগী ছিলেন এবং তিনি নামাজ পড়িতেন ও লোকদিগকে সংযমী হইতে আদেশ করিতেন। পক্ষান্তরে আবু-জেহল অবিশ্বাসী ছিল; সে আল্লার রসুল ও কোরানের প্রতি অসত্যারোপ করিত; হজরত রসুলোল্লাকে নামাজ পড়িতে নিষেধ করিত এবং ঐ নিষেধ না শুনিলে নানারূপ অত্যাচার করিবে বলিয়া ভয় দেখাইত এবং হজরত রসুলোল্লাকে অপমান ও নির্য্যাতন করিবার জন্য নানারূপ কল্পনা ও ষড়যন্ত্র করিত। তাই আল্লাহতা'লা আবু-জেহলকে সতর্ক করিয়া বলিয়া দিতেছেন যে, আমি তাহার সমস্ত দুরভিসন্ধিই অবগত আছি এবং তাহার সমগ্র দুষ্কার্য্যই অবলোকন করিতেছি আমি যথাসময় তাহাকে ইহার সমুচিত শাস্তি প্রদান করিব।

১৫—১৮। আবু-জেহল হজরত রসুলোল্লাকে নামাজ পড়িতে নিষেধ করিত এবং নামাজ পড়িবার সময়ে তাঁহাকে নানাপ্রকারে কষ্ট দিত। একদা হজরত মকামে-একরাহিমে নামাজ পড়িবার সময় আবু-জেহল উদ্ধতভাবে আসিয়া বলে যে, আমি কি তোমাকে এখানে নামাজ পড়িতে নিষেধ করি নাই? ইহাতে হজরত তাহাকে তিরস্কার করিয়া ইহ-পারলৌকিক শাস্তির ভয় প্রদর্শন করেন। কিন্তু পাপাত্মা আবু-জেহল তাহার উত্তরে বলে যে, তুমি আমাকে কিসের ভয় দেখাইতেছ। আমার মহাশক্তিশালী "দার-উন্-নদুয়া" বা পরামর্শ পরিষদ আছে এবং উহাতে আমার সাহায্যকারী বহু সদস্য রহিয়াছে। তাহাদের সাহায্যে নিশ্চয় আমি তোমাকে বিধ্বস্ত করিয়া দিব।—সহি বোখারী, মোসলেম ও তিরমিজী।

١٦- نَاصِيَةٍ كَاذِبَةٍ خَاطِئَةٍ ۝
١٧- فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ ۝ ١٨- سَنَدْعُ
الزَّبَانِيَةَ ۝ ١٩- كَلَّا لَا تُطِعْهُ
وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ ۝ সিজদা

আকর্ষণ করিব ; ১৬।—যে ললাটের কেশগুচ্ছ অসত্য অপরাধযুক্ত। ১৭। অতঃপর সে তাহার পরিষদ আহ্বান করুক। ১৮। আমিও অচিরে আমার বীর-রক্ষীদিগকে আহ্বান করিব। ১৯। কিন্তু না, তুমি কখনও উহার অনুগত হইও না ; এবং তুমি **সেজদা** কর ও তাঁহার সন্নিকটবর্ত্তী হও *।

আল্লাহতা'লা আবু-জেহলের ঐ সকল ধৃষ্টতাপূর্ণ উক্তির উত্তরে আলোচ্য আয়তসমূহ অবতারণ করিয়া বলিয়া দিলেন যে, যদি আবু-জেহল এই অবাধ্যাচরণ ও ধৃষ্টতা হইতে নিরস্ত না হয়, তবে নিশ্চয় আমি এই অপরাধের জন্য তাহার অভিশপ্ত ললাটের কেশগুচ্ছ ধরিয়া টানিয়া লইয়া তাহাকে নরকানলে নিক্ষেপ করিব। তাহার যদি ইচ্ছা হয়, তবে সে তাহার পরামর্শ পরিষদ ও পরিষদবর্গকে আহ্বান করুক। কিন্তু তাহারা কেহই তাহাকে রক্ষা করিতে পারিবে না। আমার রসুলের সাহায্যের জন্য আমি আমার বীর রক্ষীবৃন্দকে আহ্বান করিব এবং তাহারা ধর্ম্মদ্রোহী আবু-জেহলকে অবলীলাক্রমে ধ্বংস করিয়া ফেলিবে।

জাবানিয়া—অর্থ বীর-সৈনিক, পরাক্রান্ত দেহরক্ষী অথবা নরকের প্রহরী ফেরেশ্‌তা। "ললাটের কেশগুচ্ছ ধরিয়া আকর্ষণ" করার অর্থ লাঞ্ছিত ও অপদস্থ করা। সুতরাং আলোচ্য আয়ত সমূহের প্রথম মর্ম্ম এই যে, আবু-জেহলের এই অসদ্ব্যবহার ও ধৃষ্টতার জন্য ইসলামের বীর সৈনিকগণ অচিরেই তাহাকে লাঞ্ছিত ও অপদস্থ করিয়া উপযুক্ত প্রতিশোধ প্রদান করিবে এবং দ্বিতীয় মর্ম্ম এই যে, নরকের সংরক্ষক ও প্রহরী ফেরেশ্‌তাগণ তাহার মাথার চুল ধরিয়া টানিয়া লইয়া গিয়া তাহাকে নরকে নিক্ষেপ করিবে। বদরের যুদ্ধে আলোচ্য আয়তসমূহের প্রথম মর্ম্মের ভবিষ্যদ্বাণী অতি বিস্ময়করভাবে পূর্ণ হইয়াছিল। দার-উন্‌-নদুয়ায় যে ১৪ জন কোরেশ দলপতি হজরত রসুলোল্লাকে হত্যা করার ষড়যন্ত্র করিয়াছিল, তাহাদের ১০ জনই এই যুদ্ধে অতি শোচনীয়ভাবে নিহত হইয়াছিল। হজরত এব্‌ন-মসউদ বদর যুদ্ধে ধর্ম্মদ্রোহী আবু-জেহলের শিরোচ্ছেদ করিয়া তাহাকে রজ্জু দ্বারা বন্ধন পূর্ব্বক হজরতের নিকট টানিয়া লইয়া আসিয়াছিলেন।—তঃ কবির।

১৯। অবশেষে আল্লাহতা'লা হজরত রসুলোল্লাকে আশ্বস্ত করিয়া বলিতেছেন যে, তুমি আবু-জেহলের কথা শুনিয়া কখনও তোমার প্রার্থনা উপাসনা পরিত্যাগ করিও না। বরং তুমি যথারীতি নামাজ পড় ও সেজদা কর এবং আল্লার অনুগ্রহে অভিষিক্ত হইয়া তাঁহার নৈকট্য লাভের জন্য চেষ্টা কর।

* এই আয়ত পাঠ বা শ্রবণ করিলে সেজদা করা ওয়াজেব। সহি হাদিসে বর্ণিত হইয়াছে যে, সেজদার মকামেই সাধক আল্লাহতা'লার অধিকতর অনুগ্রহ ও সান্নিধ্য লাভে সমর্থ হইয়া থাকে।—সহি মোস্‌লেম।

মক্কায় অবতীর্ণ	৯৭। সূরা কদর—القدر	৫ আয়ত

১ম রুকু—মহিমান্বিত রজনীর অলৌকিক মাহাত্ম্য

সর্ব্ব প্রদাতা করুণাময় আল্লার নামে

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

১। নিশ্চয় আমি উহা মহিমান্বিত রজনীতে অবতীর্ণ করিয়াছি। ২। এবং তুমি কি জান যে, মহিমান্বিত রজনী কি? ৩। ঐ মহিমান্বিত রজনী সহস্র

١- إِنَّآ أَنْزَلْنٰهُ فِيْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ ۚ

٢- وَمَآ أَدْرٰىكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ ۚ

٣- لَيْلَةُ الْقَدْرِ ۙ خَيْرٌ مِّنْ

কদর—শব্দের ধাতুগত অর্থ—পরিমাপ, পরিমাণ, নিরূপণ, নির্দ্ধারণ ও ভাগ্য-নিয়ন্ত্রণ। এই মূল ধাতু হইতেই 'তক্‌দীর' বা ভাগ্য শব্দের উৎপত্তি হইয়াছে। ইহার অন্য অর্থ সম্মান, গৌরব, মর্য্যাদা ও মহিমা। আলোচ্য সূরার প্রথম আয়তের 'কদর' শব্দ হইতেই এই সূরার নামকরণ করা হইয়াছে।

শানে-নজুল—অধিকাংশ তফ্‌সীরকারের মতে এই সূরা মক্কা শরীফে অবতীর্ণ হইয়াছিল—যদিও কেহ কেহ ইহা মদিনা শরিফে অবতীর্ণ হইয়াছিল বলিয়া মত প্রকাশ করিয়াছেন। এই সূরা অবতারণের কারণ সম্বন্ধে কয়েকটি বর্ণনা প্রাপ্ত হওয়া যায়। উহার সারমর্ম এই যে, পূর্ব্ববর্ত্তী যুগের দীর্ঘায়ু ধার্ম্মিকগণ বহু বৎসর পর্য্যন্ত প্রার্থনা আরাধনা করিয়া এবং তাঁহাদের সুদীর্ঘ জীবনে বহু সৎকার্য্য করিয়া অশেষ পুণ্যের অধিকারী হইয়া গিয়াছেন। সুতরাং হজরতের সমসাময়িক অথবা পরবর্ত্তী যুগের অল্পায়ু বিশ্বাসিগণের পক্ষে প্রার্থনা, উপাসনা ও সৎকার্য্যে তাঁহাদের সমকক্ষ হওয়া কিরূপে সম্ভবপর হইবে—এক সময়ে হজরতের মনে এই চিন্তা উদিত হওয়ায় আল্লাহতা'লা তাঁহাকে সুসংবাদ প্রদান করিয়া বলিলেন যে, হে রসুল, আমি তোমার ও তোমার অনুগামী বিশ্বাসীদিগের জন্য এমন এক মহা-মহিমান্বিত রজনী নির্দ্ধারিত করিয়া দিয়াছি, যাহা সহস্র মাস অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর। সেই এক রজনী উপাসনা করিলেই তাহারা সহস্র মাসাধিক কালের উপাসনার পুণ্য প্রাপ্ত হইবে।—এব্‌ন-জরীর।

১—৩। আল্লাহতা'লা বলিতেছেন যে নিশ্চয় আমি উহা অর্থাৎ উক্ত কোরান 'লায়লাতুল কদর' বা মহিমান্বিত রজনীতে অবতীর্ণ করিয়াছি এবং হে আমার প্রিয়তম রসুল, তুমি কি জান যে, ঐ মহিমান্বিত রজনী কি? ঐ সম্মানিত রজনী সহস্র মাস অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর ও কল্যাণকর।

লায়লাতোল কদর—মহিমান্বিত রজনী; সম্মানিত রাত্রি অথবা ভাগ্য-নিরূপণ ও বিশ্ব-নিয়ন্ত্রণ রজনী। ভারতবর্ষে এই রাত্রি সাধারণতঃ "শবে-কদর" নামে অভিহিত হইয়া থাকে। এই রজনীতে মানবের এক বৎসরের ভাগ্যের পরিমাপ, সমগ্র জীবজগতের জীবন, মৃত্যু ও জীবিকা নিরূপণ এবং বিশ্বজগৎ পরিচালনের জন্য সৌরকর, বায়ুপ্রবাহ ও বৃষ্টিপাত প্রভৃতি বিষয় নিয়ন্ত্রণ করা হইয়া থাকে। সূরা দোখানে উল্লেখিত "লায়লাতেম মোবারাকাত" অর্থাৎ কল্যাণময়ী রজনী বা এদেশে প্রচলিত "শবে-বরাত" সম্বন্ধেও অনুরূপ বর্ণনা প্রাপ্ত হওয়া যায়। তাই কেহ কেহ 'মোবারক' ও 'কদর' শব্দদ্বয়কে একই মর্ম্মবাচক এবং উভয় রজনীকে একই রজনী বলিয়া

মাস অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর। ৪। উহাতে ফেরেশ্‌তাগণ ও আত্মা তাহাদের প্রতিপালকের আদেশে প্রত্যেক কার্য্যের

أَلْفِ شَهْرٍ ۝ تَنَزَّلُ الْمَلٰٓئِكَةُ وَالرُّوْحُ فِيْهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ ۚ مِّنْ

অভিহিত করিয়াছেন। কিন্তু এ অভিমত প্রমাণ-সহ নহে। কারণ 'শবে-বরাত' নির্দ্ধারিত রহিয়াছে শাবান মাসের পনরই তারিখের রাত্রে; অথচ 'শবে-কদর'এর শুভাগমনের মাস বা দিন তারিখের কোনই নিশ্চয়তা নাই। কারণ কেহ কেহ বলিয়াছেন যে, যে কোন মাসের যে কোন রজনীতে শবে-কদর সমাগত হইতে পারে এবং সাধকের সাধনা ও সিদ্ধির উপরেই তাঁহার শবে-কদর প্রাপ্তির শুভ মুহূর্ত্ত সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করে। তবে অধিকাংশের মতে রমজান মাসের মধ্যেই শবে কদরের অবস্থিতি এবং হাদিস শরিফের ইঙ্গিত অনুসারেও বুঝা যায় যে, রমজান মাসের শেষ দশ তারিখের মধ্যে এবং উহার বিজোড় রাত্রিতেই শবে-কদর প্রাপ্তির সম্ভাবনা। বহু বিশিষ্ট বিদ্বান আরও নিশ্চয় করিয়া বলিয়া দিতেছেন যে, রমজান মাসের সাতাইশে তারিখের রাত্রেই শবে-কদর সমাগত হইয়া থাকে। প্রকৃত কথা এই যে, ধর্ম্মপ্রাণ মোসলেম নরনারীগণ যাহাতে শবে-কদর প্রাপ্তির আশায় রমজান মাসের সমস্ত রজনী আল্লার আরাধনা-উপাসনা ও ধ্যান-ধারণায় অতিবাহিত করিয়া অসীম পুণ্য ও অনন্ত কল্যাণের অধিকারী হইতে পারে, তজ্জন্য করুণাময় আল্লাহতা'লা পুণ্যময় মহিমান্বিত শবে-কদরকে রমজান মাসের মধ্যে সংগোপনে রাখিয়া দিয়াছেন। আলোচ্য আয়তত্রয়ের প্রথম আয়তের অর্থ ও মর্ম্ম লইয়াও প্রাচীন এবং আধুনিক তফ্‌সীরকারগণ অসংখ্য মতামতের কুজ্ঝটিকা সৃষ্টি করিয়াছেন। উক্ত আয়তে আল্লাহতা'লা বলিতেছেন, "নিশ্চয় আমি উহা (অর্থাৎ উক্ত কোরান) কদরের রাত্রিতে অবতীর্ণ করিয়াছি।" সুরা বকরে বলা হইয়াছে, "রমজান মাস—যাহাতে কোরান অবতীর্ণ করা হইয়াছে।" এবং সুরা দোখানে বলা হইয়াছে—"নিশ্চয় আমি উহাকে এক কল্যাণময়ী রজনীতে অবতীর্ণ করিয়াছি।" অথচ প্রায় সকলেই প্রথম রজনীকে 'শবে-কদর' এবং দ্বিতীয় রজনীকে 'শবে-বরাত' বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। পক্ষান্তরে একথাও সকলেই জানেন যে, পবিত্র কোরান এক বৎসর, এক মাস, এক দিন বা এক রজনীতে অবতীর্ণ হয় নাই! এই মহাগ্রন্থ সুদীর্ঘ তেইস বৎসর ধরিয়া ক্রমে ক্রমে অবতীর্ণ হইয়াছিল। তারপর প্রথম কোন্ মাসের কোন্ তারিখে প্রথম প্রত্যাদেশ অবতীর্ণ হয়, তাহাও সঠিক জানা যাইতেছে না এবং শাবান অথবা রমজান মাসে যে কোরান অবতারণ শুরু হইয়াছিল, তাহারও কোন সুনিশ্চিত প্রমাণ নাই। এ অবস্থায় আলোচ্য আয়তের অর্থ ও মর্ম্ম সম্বন্ধে মতভেদ হওয়া অস্বাভাবিক নহে।

তাই প্রাচীন তফ্‌সীরকারগণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন যে, সমগ্র কোরান শবে-কদরেই 'লওহ-মহফুজ' হইতে প্রথম আকাশের 'বায়তুল-এজ্জত' নামক স্থানে অবতীর্ণ হয় এবং তথায় শবে-বরাতে উহার পার্থিব অবতারণের পরিমাণাদি নিরূপিত হইয়াছিল।—তঃ আজিজী।

কিন্তু অতি আধুনিক তফ্‌সীরকারেরা এ মত সমর্থন করেন নাই। তাঁহাদের কেহ কেহ 'ফি' শব্দের অর্থ পরিবর্ত্তন করিয়া, কেহ শবে-কদরকে রমজান মাস হইতে অন্য মাসে লইয়া গিয়া এবং কেহবা সকল রাত্রিতেই শবে-কদর প্রাপ্তির কল্পনা করিয়া উক্ত আয়তের অনুরূপ অর্থ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু তাহাদের এই কষ্ট-কল্পনা যে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হইয়া গিয়াছে, তাহা বোধ হয় না বলিলেও চলে।

আমাদের ক্ষুদ্র জ্ঞানে মনে হয়, এস্থলে আলোচ্য আয়তের সাধারণ ও সরল অর্থ গ্রহণ করিলেই সকল সমস্যার সমাধান হইয়া যায়। কারণ সমস্ত কোরান শরিফের ন্যায় উহার অংশ বিশেষও কোরান নামে অভিহিত হইয়া থাকে। এ অবস্থায় রমজান মাসে, শবে-কদরে ও শবে-বরাতে কোরান শরিফের অংশ-বিশেষ অবতীর্ণ হইয়াছিল—এই মর্ম্ম গ্রহণ করিলে অসঙ্গতির কোনই সম্ভাবনা থাকে না এবং উপরোক্ত কষ্ট-কল্পনারও কোন প্রয়োজন হয় না। অবশ্য

৪ জন্য অবতীর্ণ হয়; ৫। উহা প্রভাতের প্রকাশ পর্য্যন্ত শান্তি-প্রদ।

كُلِّ أَمْرٍ ۝ سَلَٰمٌ هِيَ حَتَّىٰ مَطْلَعِ ٱلْفَجْرِ ۝

আলোচ্য আয়তের মর্ম্মে প্রথম প্রত্যাদেশ গ্রহণ করিতে পারিলে উহা আরও সঙ্গত ও সহজবোধ্য হয় এবং সেই জন্যই কেহ কেহ বলিতেছেন যে, হজরত মূসা ও হজরত ঈসা যেরূপ সুদীর্ঘ চল্লিশ দিন প্রার্থনা-উপাসনায় অতিবাহিত করিয়া দেহ-মন বিশুদ্ধ করিবার পর ঐশীবাণী ও পবিত্র আত্মার অনুগ্রহ লাভ করিয়াছিলেন, এস্থলে যদিও সঠিক মাস ও তারিখ জানা যাইতেছে না, তথাপি ইহাই সম্ভব যে, রমজান মাসের শেষে অথবা ২৭শে রমজান তারিখে অমানিশার গভীর অন্ধকারেই হজরত রসুলোল্লার প্রতি প্রথম প্রত্যাদেশ অবতীর্ণ হইয়াছিল। কারণ আধ্যাত্মিক জগতে জ্যোৎস্না-পুলকিত যামিনী অপেক্ষা অন্ধকার নিশীতেই অধিকতর ঐশী অনুগ্রহ অবতীর্ণ হইয়া থাকে।

মহিমান্বিত 'কদরের' রজনী সহস্র মাস অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর—এ কথার মর্ম্ম এই যে, যাহারা ঐ রজনীতে জাগ্রত হইয়া প্রার্থনা-উপাসনা করে, তাহারা সহস্র মাস অর্থাৎ ৮৩ বৎসর ৪ মাসের একটি পরিপূর্ণ দীর্ঘায়ু জীবনের আরাধনা-উপাসনার অখণ্ড পুণ্যের অধিকারী হয়। উহার ফলে তাহাদের অতীত জীবনের সমস্ত অপরাধ মার্জ্জিত হইয়া যায় এবং তাহারা ইহ-পরলোকের জন্য অসীম অনন্ত কল্যাণের অধিকারী হইয়া থাকে।

৪—৫। এই দুইটি আয়তের মর্ম্ম এই যে, ঐ মহিমান্বিত রজনীতে হজরত জিবরীল ও অন্যান্য ফেরেশ্‌তাগণ আল্লাহতা'লার আদেশে তদীয় নির্দ্ধারিত কার্য্য সম্পাদনের জন্য দলে দলে এই পৃথিবীতে অবতীর্ণ হন এবং তাঁহারা প্রভাত পর্য্যন্ত ঐ সমস্ত কার্য্য সম্পাদন ও বিশ্বাসী নর-নারীদিগের কল্যাণ কামনা করেন। ঐ মহান্ রজনীতে সমগ্র জগৎ ব্যাপিয়া এক অনাবিল শান্তি ও শুভাকাঙ্ক্ষা বিরাজ করে।—তঃ কবির।

আর একটি বর্ণনায় উক্ত হইয়াছে যে, ঐ মহান্ রজনীতে পরম করুণাময় আল্লাহতা'লার আদেশে হজরত জিবরীল অন্যান্য স্বর্গীয় ফেরেশ্‌তাগণের সহিত পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়া বিশ্বাসী মুসলমানদিগের গৃহে গমন পূর্ব্বক প্রত্যেক বিশ্বাসী নর-নারীকে আল্লাহতা'লার পক্ষ হইতে সালাম ও শান্তিবাণী জ্ঞাপন করেন। শুধু মদ্যপায়ী, শূকর-মাংস ভোজী ও আত্মীয়-স্বজনের সহিত অসদ্ব্যবহারকারী ব্যক্তিরাই এই সালাম ও শান্তিবাণী হইতে বঞ্চিত হইয়া থাকে।

আল্লাহতা'লা এই পবিত্র রজনীকে ঝটিকা, বজ্রপাত ও ভূমিকম্প প্রভৃতি প্রাকৃতিক বিপদ হইতে সম্পূর্ণ প্রমুক্ত করেন। ঐ রজনীতে পৃথিবীর উপর কোনই অশান্তিকর ঘটনা সংঘটিত হয় না; বরং তৎপরিবর্ত্তে ঐ রজনীর প্রভাত পর্য্যন্ত সমগ্র জগৎ ব্যাপিয়া এক অনাবিল শান্তি ও স্নিগ্ধতা বিরাজ করে।

মক্কায় অবতীর্ণ	৯৮। সূরা বাইয়েনাত—البينة	৮ আয়ত

১ম রুকু—ধর্ম্মদ্রোহীদিগের প্রকৃতিগত সত্যদ্রোহিতা

সর্ব্ব প্রদাতা করুণাময় আল্লার নামে

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

১। গ্রন্থানুগামিগণ ও অংশীবাদী-দিগের মধ্য হইতে যাহারা অবিশ্বাস করিয়াছে তাহাদের নিকট প্রকাশ্য প্রমাণ উপস্থিত না হওয়া পর্য্যন্ত তাহারা বিচ্ছিন্ন হইবে না। ২। আল্লার প্রেরিত রসুল পবিত্র পুস্তিকাবলী পাঠ করে; ৩। তন্মধ্যে সুপ্রতিষ্ঠিত ব্যবস্থাসমূহ রহিয়াছে। ৪। এবং যাহাদিগকে গ্রন্থ প্রদত্ত হইয়াছে তাহাদের নিকট

١- لَمْ يَكُنِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ
أَهْلِ الْكِتٰبِ وَالْمُشْرِكِيْنَ
مُنْفَكِّيْنَ حَتّٰى تَأْتِيَهُمُ الْبَيِّنَةُ ۝
٢- رَسُوْلٌ مِّنَ اللّٰهِ يَتْلُوْا صُحُفًا
مُّطَهَّرَةً ۝ ٣- فِيْهَا كُتُبٌ قَيِّمَةٌ ۝
٤- وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِيْنَ أُوْتُوا الْكِتٰبَ

বাইয়েনাত—প্রকাশ্য প্রমাণ, সমুজ্জল নিদর্শন অথবা শক্তিশালী প্রত্যাদেশ। আলোচ্য সূরার প্রথম আয়তের শেষ শব্দ হইতেই এই সূরার 'বাইয়েনাত' নামকরণ করা হইয়াছে।

শানে-নজুল—এই সূরা মক্কা অথবা মদিনা শরিফে অবতীর্ণ হইয়াছিল, তদ্বিষয়ে ওলামা ও তফ্সীরকারগণের মধ্যে মতভেদ হইয়াছে। এমাম রাজী ও বয়জবী প্রমুখ তফ্সীরকারগণ বলেন যে, এই সূরা মদিনায় অবতীর্ণ হইয়াছিল; কিন্তু এহ্ইয়া বেনে সালামের মতে ইহার অবতারণ স্থান মক্কা। ফলতঃ ইহা যে অপেক্ষাকৃত পরবর্ত্তী প্রত্যাদেশ, তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই।

১—৩। গ্রন্থানুগামী ইহুদী ও খ্রীষ্টানেরা হজরত মুসা ও হজরত ঈসার শিক্ষা পরিত্যাগ করিয়া ওজায়ের ও ঈসাকে "ঈশ্বরের একজাত পুত্র" বলিয়া দাবী করিয়া অংশীবাদী ও ধর্ম্মদ্রোহী হইয়া গিয়াছিল এবং আরব ও পারসিকেরা নানাপ্রকার কল্পিত দেবদেবী, প্রস্তর-প্রতিমা এবং অগ্নি ও নক্ষত্রের উপাসনা করিয়া অংশীবাদী পৌত্তলিক হইয়া পড়িয়াছিল। অথচ ইহারা একে অপরকে বিভ্রান্ত ও বিপথগামী বলিয়া অভিহিত করিত। পক্ষান্তরে তওরাত, জোবুর ও ইঞ্জিলে হজরত রসুলোল্লাহ সম্বন্ধে যে সকল ভবিষ্যদ্বাণী আছে, তাহা পড়িয়া এবং শুনিয়া ইহাদের সকলের মধ্যেই একটা বিশ্বাস বদ্ধমূল হইয়া পড়িয়াছিল যে, শেষযুগে সত্যধর্ম্ম সহ একজন "ত্রাণকর্ত্তা" পবিত্রাত্মা অথবা মহাপ্রশংসিত মহাপুরুষ আগমন করিবেন এবং তিনি আসিয়া আমাদের সমস্ত মতভেদ মীমাংসা করিয়া দিবেন। তখন আমরা সকলেই তাঁহার ধর্ম্ম গ্রহণ করিব। অতঃপর সেই প্রশংসিত (মোহাম্মদ) মহাপুরুষ যখন উহার প্রকাশ্য প্রমাণ স্বরূপ ধর্ম্মদ্রোহীদিগের সমস্ত মতভেদের মীমাংসাকারী পবিত্র কোরান শরিফ সহ আগমন করিলেন, তখন তাহাদের একদল তাহা বিশ্বাস করিয়া সত্যধর্ম্ম গ্রহণ করিল এবং অন্য দল বিচ্ছিন্ন হইয়া অধর্ম্মের পথে চলিয়া গেল। আলোচ্য আয়তত্রয়ে সেই বিষয়ই বিবৃত হইয়াছে।

৪—৫। আল্লাহতা'লা আরও বলিয়া দিতেছেন যে, পূর্ব্ববর্ত্তী ধর্ম্মগ্রন্থ সমূহে পবিত্র কোরান শরিফে নির্দ্দেশিত নামাজ, রোজা, জাকাত প্রভৃতির অনুরূপ সৎকার্য্যেরই আদেশ উপদেশ ছিল

إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَةُ ؕ
٥- وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ
مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ ۙ حُنَفَاءَ
وَيُقِيمُوا الصَّلَوٰةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَوٰةَ
وَذَٰلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ ؕ ٦- إِنَّ الَّذِينَ
كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَٰبِ وَالْمُشْرِ
كِينَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَٰلِدِينَ فِيهَا ؕ
أُولَٰئِكَ هُمْ شَرُّ الْبَرِيَّةِ ؕ
٧- إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا
الصَّٰلِحَٰتِ ۙ أُولَٰئِكَ هُمْ
خَيْرُ الْبَرِيَّةِ ؕ ٨- جَزَاؤُهُمْ عِنْدَ
رَبِّهِمْ جَنَّٰتُ عَدْنٍ تَجْرِي مِنْ
تَحْتِهَا الْأَنْهَٰرُ خَٰلِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ؕ
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ؕ ذَٰلِكَ
لِمَنْ خَشِيَ رَبَّهُ ؏

প্রকাশ্য প্রমাণ উপস্থিত হওয়ার পর ব্যতীত তাহারা বিচ্ছিন্ন হয় নাই। ৫। এবং তাহারা এতদ্ব্যতীত আদিষ্ট হয় নাই যে, তাহারা তদীয় উদ্দেশ্যে সুদৃঢ় ধর্ম্মের জন্য অকপট-চিত্তে আল্লার উপাসনা করিবে এবং নামাজ প্রতিষ্ঠিত করিবে ও জাকাত প্রদান করিবে এবং ইহাই সুপ্রতিষ্ঠিত ধর্ম্ম। ৬। নিশ্চয় গ্রন্থানুগামিগণ ও অংশীবাদীদের মধ্য হইতে যাহারা অবিশ্বাস করিয়াছে তাহারা নরকাগ্নির মধ্যে সর্ব্বদা অবস্থান করিবে; উহারাই নিকৃষ্টতর সৃষ্টি। ৭। নিশ্চয় যাহারা বিশ্বাস-স্থাপন করিয়াছে ও সৎকার্য্য করে তাহারাই উৎকৃষ্টতম সৃষ্টি। ৮। তাহাদের প্রতিপালকের নিকট তাহাদের প্রতিদান স্বরূপ চিরস্থায়ী স্বর্গোদ্যান-সমূহ রহিয়াছে—যাহার নিম্নে স্রোতস্বিনী সমূহ প্রবাহিতা তন্মধ্যে তাহারা চিরকাল অবস্থান করিবে। আল্লাহ তাহাদের উপর প্রসন্ন এবং তাহারাও তাঁহার উপর সন্তুষ্ট; ইহা তাহারই জন্য যে স্বীয় প্রতিপালককে ভয় করে।

এবং ইহাই আমার মনোনীত সুপ্রতিষ্ঠিত ও সুদৃঢ় সত্যধর্ম্ম। কিন্তু অবিশ্বাসীরা নিজেদের ভ্রান্তি ও কুসংস্কার বশে পূর্ব্বে যেরূপ উহা হইতে বিরত হইয়া অধর্ম্ম ও অংশীবাদিতায় লিপ্ত হইয়াছিল, এখনও সেইরূপ ভাবে উহা হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া ধর্ম্মদ্রোহী হইয়া যাইতেছে।

৬—৮। অনন্তর আল্লাহতা'লা বলিতেছেন যে, যাহারা জানিয়া শুনিয়া এবং নিজেদের বিবেক-বুদ্ধির মস্তকে পদাঘাত করিয়া আল্লার রসুলের বিরুদ্ধাচরণ এবং সত্যধর্ম্ম প্রত্যাখ্যান করিতেছে, তাঁহার সৃষ্টির মধ্যে তাহারাই সর্ব্বাপেক্ষা অধম ও নিকৃষ্টতর সৃষ্টি। পক্ষান্তরে সত্য-বিশ্বাসী ও সৎকর্ম্মশীল ব্যক্তিদিগকেই আল্লাহতা'লা উৎকৃষ্টতর ও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টি বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন।

আলোচ্য আয়তদ্বয়ের দ্যোতনা হইতে বুঝা যায় যে, স্ব স্ব ধর্ম্মবিশ্বাস ও কৃতকর্ম্মানুসারে মানুষই সৃষ্টির মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট এবং সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট জীব রূপে পরিগণিত হইয়া থাকে।

মক্কায় অবতীর্ণ	৯৯। সূরা জেলজাল—الزلزال	৮ আয়াত

১ম রুকু—মহাপ্রলয় ও পুনরুত্থানের বিবরণ

সর্ব্বপ্রদাতা করুণাময় আল্লার নামে

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

১। যখন পৃথিবী উহার পূর্ণ
কম্পনে প্রকম্পিত হইবে; ২। এবং
পৃথিবী স্বীয় ভার-সমূহ বহির্গত করিয়া
দিবে; ৩। এবং মানুষ বলিবে—উহার
কি হইয়াছে? ৪। সেদিন সে স্বীয়
সংবাদ সমূহ ব্যক্ত করিবে। ৫। যেহেতু
তোমার প্রতিপালক উহার জন্য প্রত্যা-

١- اِذَا زُلْزِلَتِ الْاَرْضُ زِلْزَالَهَا ۝
٢- وَاَخْرَجَتِ الْاَرْضُ اَثْقَالَهَا ۝
٣- وَقَالَ الْاِنْسَانُ مَا لَهَا ۝
۴- يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ اَخْبَارَهَا ۝
۵- بِاَنَّ رَبَّكَ اَوْحٰى لَهَا ۝

জেল্‌জাল—কম্পন, প্রকম্পন অথবা ভূ-কম্পন। আলোচ্য সূরার প্রথম আয়তের 'জেল্‌জাল' শব্দ হইতে এই সূরার নামকরণ করা হইয়াছে।

শানে-নজুল—এই সূরার অবতারণের স্থান সম্বন্ধেও মতভেদ আছে। অনেকে বলেন যে, এই সূরা মদিনা শরিফে অবতীর্ণ হয়; কিন্তু এমাম রাজী প্রমুখ বিশিষ্ট তফ্‌সীরকারগণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন যে, এই সূরা মক্কা শরিফেই তবতীর্ণ হইয়াছিল।

১—৩। এই তিনটি আয়তের মর্ম্ম এই যে, যখন মহাপ্রলয় ও পুনরুত্থানের প্রলয়ঙ্কর ভূমিকম্প আরম্ভ হইবে এবং তাহার ফলে যখন পৃথিবীর অভ্যন্তরস্থ জীবাত্মাসমূহ সঞ্জীবিত হইয়া বহির্গত হইয়া আসিবে, তখন তাহারা ঐ ভয়াবহ ভূকম্পন অবলোকন করিয়া বলিবে—পৃথিবীর কি হইয়াছে যে, উহা এরূপ ভীষণভাবে প্রকম্পিত হইতেছে।

মতান্তরে পৃথিবীর প্রলয়-কম্পন আরম্ভ হইবার সঙ্গে সঙ্গে যখন উহার অভ্যন্তরস্থ স্বর্ণ, রৌপ্য প্রভৃতি মূল্যবান ধাতুর বিরাট খনিসমূহ বাহির হইয়া পড়িবে, তখন মহাপ্রলয়ের মৃত্যু-বিভীষিকায় আতঙ্কিত মানবেরা বলিবে—পৃথিবীর কি হইয়াছে যে, আজ সে তাহার সমস্ত সম্পদ বাহির করিয়া দিতেছে! কিন্তু আজ এই ঘোর বিপদের মধ্যে কে উহা গ্রহণ করিবে এবং উহাতে আমাদের কি উপকার হইবে? হায়, এই তুচ্ছ ধন-সম্পদের জন্য আমরা কতই না অত্যাচার, অনাচার, হত্যা, লুণ্ঠন ও বিশ্বাসঘাতকতা করিয়াছি।

৪—৫। সেদিন আল্লার আদেশে পৃথিবী মানুষের সমস্ত সদসৎ কার্য্য এবং তাহাদের অনুষ্ঠিত পাপ-পুণ্যের সাক্ষ্য প্রদান করিবে। এই প্রসঙ্গে একটি হাদিসে বর্ণিত হইয়াছে, "তোমরা ভূমি সম্বন্ধে সতর্ক হও; কারণ উহা মানুষের সমতুল্য। এই পৃথিবীর বুকের উপর মানুষ যে সকল সদসৎ কার্য্য করিবে, পরলোকে আল্লার আদেশে সে তদ্বিষয়ে সাক্ষ্য প্রদান করিবে" (তেবরাণী)। বর্ত্তমান বৈজ্ঞানিক যুগে গ্রামোফোন ও রেডিও প্রমাণ করিয়া দিতেছে যে, মানুষের প্রত্যেক কথা অদৃশ্যভাবে সংরক্ষিত ও প্রয়োজনানুযায়ী প্রকাশিত হইতে পারে। সুতরাং সর্ব্বশক্তিমান আল্লাহতা'লার আদেশে পৃথিবীর পক্ষে ঐরূপ শক্তিসম্পন্ন হওয়ায় বিস্মিত হইবার কোনই কারণ নাই।

দেশ করিবেন। ৬। সেদিন লোক সকল পৃথক পৃথক ভাবে প্রত্যাবর্ত্তন করিবে; যেহেতু তাহাদিগকে তাহাদের কৃতকর্ম্ম সমূহ প্রদর্শন করা হইবে। ৭। অনন্তর যে ব্যক্তি পরমাণু-পরিমাণ সৎকর্ম্ম করিবে সে উহা প্রত্যক্ষ করিবে। ৮। এবং যে পরমাণু-পরিমাণ দুষ্কার্য্য করিবে সে উহা প্রত্যক্ষ করিবে।

٦- يَوْمَئِذٍ يَصْدُرُ النَّاسُ أَشْتَاتًا ۝ لِّيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ ۝ ٧- فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ ۝ ٨- وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ ۝

৬। পরলোকে পুনরুত্থিত হইবার পর মানুষ তাহাদের সদসৎ সমস্ত কৃতকর্ম্ম প্রত্যক্ষ করিবে এবং তদনুযায়ী বিভিন্ন দলে বিভক্ত হইয়া শাস্তি ও পুরস্কার প্রাপ্ত হইবে।

৭—৮। পরকালে মানবের অণু-পরমাণু পরিমাণ সৎ বা অসৎ কার্য্যও উপেক্ষিত হইবে না। সুমহান ন্যায়বিচারক আল্লাহতা'লা সেদিন উহার সমস্তই প্রকাশ করিয়া মানুষকে তদনুযায়ী প্রতিদান বা প্রতিফল প্রদান করিবেন।

এই দুইটি আয়তের ব্যাখ্যায় বর্ণিত হইয়াছে যে, কোন অবিশ্বাসী ও ধর্ম্মদ্রোহী ব্যক্তি সামান্য সামান্য সৎকার্য্য করিলে সে এই পৃথিবীতেই তাহার প্রতিদান প্রাপ্ত হয় এবং সে ও তাহার পরিজনবর্গ পার্থিব জীবনে ধন-জন ও সুখ-সম্পদের অধিকারী হইয়া থাকে। সুতরাং পরলোকে সে উহার জন্য আর কোনই প্রতিদান প্রাপ্ত হইবে না। এইরূপ কোন বিশ্বাসী ও পুণ্যবান ব্যক্তি সামান্য সামান্য অসৎ কার্য্যে লিপ্ত হইলে সে এই পার্থিব জীবনেই তাহার প্রতিফল ভোগ করে এবং সে ও তাহার পরিজনবর্গ সংসার জীবনে নানারূপ আপদ-বিপদ, রোগ-ব্যাধি ও দুঃখ-দুর্দ্দশা ভোগ করিয়া থাকে। সুতরাং পরলোকে সে উহার জন্য লাঞ্ছিত ও অপদস্থ হইবে না।

পক্ষান্তরে বিশ্বাসী ও পুণ্যবান ব্যক্তিগণের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সৎকার্য্যও পরলোকে তাহার জন্য বিশেষভাবে ফলপ্রদ ও কল্যাণজনক হইবে এবং করুণাময় আল্লাহতা'লা তাহার ঐ সমস্ত সৎকার্য্য একত্রিত করিয়া তদ্বিনিময়ে তাহার বৃহৎ বৃহৎ অপরাধ মার্জ্জনা করিয়া দিবেন। আর একটি রওয়ায়েতে বর্ণিত হইয়াছে—যাহারা মনে করে যে, ক্ষুধার্ত্তকে অন্ন, পিপাসার্ত্তকে পানি এবং অভাবগ্রস্তকে সামান্য কিছু দান করিলে—এই সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সৎকার্য্যে বিশেষ কোনরূপ বড় পুণ্য হইতে পারে না এবং মিথ্যা বলা, পরনিন্দা করা, অবৈধ দৃশ্য দর্শন ও পরস্ত্রীর প্রতি দৃষ্টিপাত করা প্রভৃতি সামান্য সামান্য অপরাধে বিশেষ কোন শাস্তিও হইবে না—এই দুইটি আয়তে তাহাদিগকে সতর্ক করিয়া বলিয়া দেওয়া হইতেছে যে, তোমরা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সৎ বা অসৎ কার্য্যকে উপেক্ষা করিও না। উহা একত্রিত করা হইলে পর্ব্বত তুল্য পাপ বা পুণ্যে পরিণত হইয়া তোমাদের সমূহ কল্যাণ ও অকল্যাণের কারণ হইতে পারে। তাই হজরত রসুলোল্লা বিশ্বাসী ও পুণ্যবান নরনারীদিগকে সামান্য সামান্য অপরাধ হইতে বিরত থাকিতে এবং অতি অকিঞ্চিৎকর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সৎকার্য্য-সমূহ আন্তরিক আগ্রহের সহিত সম্পন্ন করিতে বিশেষভাবে উপদেশ প্রদান করিয়া গিয়াছেন। এমন কি, হজরত রসুলোল্লাহ প্রতিবেশী ও পরিজনদিগের সহিত সদ্ভাবে অবস্থান করা, নিজের স্ত্রী-পুত্র কন্যা ও আশ্রিত দাস-দাসীর সহিত মিষ্ট কথা বলা এবং মোসলমানের সহিত হাস্যমুখে সাক্ষাৎ ও সদালাপ করাকে পর্য্যন্ত পুণ্যকার্য্য বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন।—বিভিন্ন হাদিস ও তফ্‌সীর দ্রষ্টব্য।

একটি হাদিসে বর্ণিত হইয়াছে :—"সূরা জেল্‌জাল পাঠে এক-চতুর্থাংশ কোরান পাঠের পুণ্য লাভ হইয়া থাকে।"—সহি তেরমিজী ও তঃ এব্‌ন-কসির।

মক্কায় অবতীর্ণ	১০০। সুরা আদিয়াত—العديت	১১ আয়ত

১ রুকু—মানুষের অকৃতজ্ঞতা ও ধন-সম্পদের মোহ

সর্ব্ব প্রদাতা করুণাময় আল্লার নামে

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

১। সাক্ষী ঐ উর্দ্ধশ্বাসে ধাবমান, ২। তৎপর পদাঘাতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ উৎপাদনকারী ; ৩। অনন্তর প্রভাতে অভিযানকারী ; ৪। ফলতঃ যাহাতে

١- وَالْعٰدِيٰتِ ضَبْحًا ۙ ٢- فَالْمُوْرِيٰتِ قَدْحًا ۙ ٣- فَالْمُغِيْرٰتِ صُبْحًا ۙ ٤- فَاَثَرْنَ بِهٖ نَقْعًا ۙ

আদিয়াত—ধাবমান, প্রধাবনকারী, ক্ষীপ্রগতি অথবা দ্রুতগামী এবং মর্ম্মার্থ যুদ্ধাশ্ব অথবা হজ্বের জন্য আরেফায় যাত্রী উষ্ট্র। এই সুরার সর্ব্বপ্রথম "আদিয়াত" শব্দ হইতেই ইহার নামকরণ করা হইয়াছে।

শানে-নজুল—অধিকাংশ তফ্‌সীরকারের মতে এই সুরা মক্কা শরিফে অবতীর্ণ হইয়াছিল। একদা হজরত রসুলোল্লাহ ধর্ম্মদ্রোহী "বনি-কানানা" সম্প্রদায়কে আক্রমণ করিবার জন্য মোনজর-বেনে-আমরের নেতৃত্বে একদল মোস্‌লেম সৈন্য প্রেরণ করিয়াছিলেন। কোন কারণে ঐ সৈন্যদলের প্রত্যাবর্ত্তনে বিলম্ব হওয়ায় এবং তাহাদের প্রত্যাবর্ত্তনের নির্দ্ধারিত সময় অতীত হইয়া যাওয়ায় অবিশ্বাসী ও কপট-বিশ্বাসীরা রটাইয়া দিয়াছিল যে, কানানা সম্প্রদায়ের সহিত যুদ্ধে ঐ সৈন্যদল সম্পূর্ণ বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে। ইহাতে অন্যান্য মুসলমানেরা অত্যন্ত দুঃখিত হন। তখন তাহাদিগকে সান্ত্বনা দানের উদ্দেশ্যে এই সুরা অবতীর্ণ হইয়াছিল। কিন্তু আলোচ্য সুরার অবতারণ স্থানের প্রতি লক্ষ্য করিলে উক্ত সুরার সহিত এই শানে-নজুলের সামঞ্জস্যের একান্ত অভাব পরিদৃষ্ট হয়। মতান্তরে কোন কোন বিশিষ্ট তফ্‌সীরকার বলেন যে, যখন অবিশ্বাসী অরাতিকুল মোসলেমদিগকে ধ্বংস করিবার জন্য চতুর্দ্দিকে ষড়যন্ত্র করিতেছিল, তখন সর্ব্বজ্ঞ আল্লাহতা'লা ধর্ম্মযুদ্ধের জন্য উর্দ্ধশ্বাসে ধাবমান অশ্বদলের সাক্ষ্য প্রদান বা শপথ করিয়া মোসলমানদিগের অদূরবর্ত্তী ধর্ম্মযুদ্ধ ও বিজয় অভিযানের সুস্পষ্ট ইঙ্গিত ও অব্যর্থ ভবিষ্যদ্বাণী সহ এই সুরা অবতারণ করেন।

১—৫। "আল-আদিয়াতে দাবহান" অর্থ উর্দ্ধশ্বাসে ধাবমান। হজরত এব্‌ন-আব্বাস বলেন যে, উহার মর্ম্মার্থ—ধর্ম্মযুদ্ধের জন্য উর্দ্ধশ্বাসে সমর ক্ষেত্রাভিমুখে ধাবমান অশ্বদল ; কিন্তু হজরত আলি বলেন যে, উহার মর্ম্মার্থ হজ্বের জন্য আরফাত প্রান্তরে উর্দ্ধমুখে দ্রুতগমনকারী উষ্ট্রপাল! আশ্চর্য্য এই যে, আলোচ্য সুরার ভাব ও ব্যঞ্জনার সহিত উভয় প্রকার মর্ম্মার্থই অতি সুন্দরভাবে মিলিয়া যায়। তবে বিশিষ্ট তফ্‌সীরকারগণ প্রথমোক্ত মর্ম্মই পরিগ্রহণ করিয়াছেন।

এই কয়েকটী আয়তে আল্লাহতা'লা যুদ্ধাশ্বের বিভিন্নরূপ বীরত্বপূর্ণ নির্ভীক অবস্থার বিষয় বিবৃত করিয়া বিশ্বাসী মোসলমানদিগকে আসন্ন ধর্ম্মযুদ্ধের জন্য প্রেরণা দান করিতেছেন। আল্লাহতা'লা বলিতেছেন, হে সত্যবিশ্বাসী মুসলমানগণ, তোমরা অবিশ্বাসী শত্রুদিগের সংখ্যা ও ষড়যন্ত্র দেখিয়া ভীত ও বিচলিত হইতেছ ; কিন্তু তোমরা একবার যুদ্ধাশ্ব দলের প্রতি লক্ষ্য করিয়া দেখ! তাহারা বিবেক-বুদ্ধিহীন পশু হইয়াও স্বীয় কর্ত্তব্য পালনের জন্য কিরূপ দ্রুতগতি

ধূলি উৎক্ষিপ্ত হয়। ৫। তৎপর উহারা এইভাবে দলমধ্যে প্রবিষ্ট হয়। ৬। নিশ্চয়ই মানুষ স্বীয় প্রতিপালক সম্বন্ধে অকৃতজ্ঞ। ৭। এবং নিশ্চয় সে ইহার উপর সাক্ষী। ৮। এবং নিশ্চয়ই সে স্বীয় ধন-সম্পদের মোহে সুদৃঢ়। ৯। তবে কি সে অবগত নহে যে, যখন সমাধি-সমূহের মধ্যে যাহা আছে তাহা সমুত্থিত করা হইবে; ১০। এবং অন্তর-সমূহের মধ্যে যাহা আছে তাহা প্রকাশ করা হইবে। ১১। নিশ্চয় সেদিন তাহাদের প্রতিপালক তাহাদের সম্বন্ধে সম্যক অভিজ্ঞ।

٥- فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا ۝ ٦- إِنَّ
الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ ۝ ٧- وَإِنَّهُ
عَلَى ذٰلِكَ لَشَهِيدٌ ۝ ٨- وَإِنَّهُ
لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ ۝ ٩- أَفَلَا
يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ ۝
١٠- وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ ۝
١١- إِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَخَبِيرٌ ۝

ঊর্দ্ধশ্বাসে সমরক্ষেত্রাভিমুখে প্রধাবিত হয় এবং বিজয়ী বীরের মত কঠিন প্রস্তরের উপর পদাঘাতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ উৎপাদন করিয়া এবং অতি প্রত্যুষেই দ্রুতপদবিক্ষেপে ধূলিরাশি উড়াইয়া শত্রুদিগের ধন-সম্পদ ও সমরোপকরণ লুণ্ঠনের জন্য নির্ভয়ে তাহাদের ব্যূহ মধ্যে প্রবেশ করে। অতএব অবিশ্বাসী শত্রুদলের আক্রমণ ও দুরভিসন্ধি হইতে আত্মরক্ষার জন্য তোমরা যুদ্ধাশ্বের নিকট হইতে শিক্ষা ও প্রেরণা লাভ কর।

৬—৮। প্রথমোক্ত পাঁচটী আয়তে আল্লাহতা'লা যুদ্ধাশ্বগুলির দ্রুতগতি, বীরদর্প, সাহস, কৃতজ্ঞতা, প্রভুভক্তি, সমরাভিযান ও আত্মোৎসর্গের বিষয় উল্লেখ করতঃ মানব জাতিকে সতর্ক করিয়া দিয়া বলিতেছেন, হে ভ্রান্ত মানব, এই বিবেক-বুদ্ধিবিহীন অশ্বগুলি তাহাদের প্রভু বা আরোহীর ইঙ্গিতে কিরূপভাবে বিপদসঙ্কুল শত্রুব্যূহ মধ্যে প্রবিষ্ট হয়, তাহা কি তোমরা লক্ষ্য করিয়া দেখিয়াছ? উহাদের তুলনায় তোমরা তোমাদের সর্ব্বশক্তিমান প্রভুর অবাধ্যতা ও বিরুদ্ধাচরণ করিয়া কিরূপভাবে ভ্রান্ত ও বিপথগামী হইতেছ এবং নিতান্ত অধম অকৃজ্ঞের ন্যায় আলস্য ও বিলাসে অভিভূত হইয়া অভিশপ্ত ও অকর্ম্মণ্য জীবন যাপন করিতেছ, তাহা তোমরা নিজেরাই অবগত আছ। ফলতঃ অনিত্য পার্থিব জীবন এবং পার্থিব ধন-সম্পদ ও ভোগ-বিলাসের মোহে আচ্ছন্ন হইয়াই তোমাদের এই অধঃপতন ও দুর্দ্দশা হইয়াছে।

পার্থিব জীবনের মায়া, ধনাশক্তি এবং ভোগ-বিলাসের মোহই যে মানব জীবনের ধর্ম্ম-কর্ম্ম ও ধর্ম্মযুদ্ধের প্রধান অন্তরায়, এই তিনটী আয়তে তাহা অতি সুন্দরভাবে পরিব্যক্ত হইয়াছে। একটি হাদিসেও বর্ণিত হইয়াছে,—"মানুষ বৃদ্ধ হইলেও তাহার ধনাসক্তি এবং দীর্ঘ জীবনের আশা যৌবনপ্রাপ্ত (বৰ্দ্ধিত) হইতে থাকে।"

৯—১১। অবশেষে সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্বশক্তিমান আল্লাহতা'লা পারলৌকিক পুনরুত্থান এবং কর্ম্মফলের বিষয় উল্লেখ করতঃ মানব জাতিকে সতর্ক করিয়া দিয়া আলোচ্য সূরার উপসংহার করিয়াছেন।

মক্কায় অবতীর্ণ	১০১। সুরা কারেয়া—القارعة	১১ আয়ত

১ রুকু—মহাবিচার ও পারলৌকিক পরিণাম

সর্ব্ব প্রদাতা করুণাময় আল্লার নামে

بسم الله الرحمن الرحيم

١- اَلْقَارِعَةُ ۙ ٢- مَا الْقَارِعَةُ ۚ
٣- وَمَآ اَدْرٰىكَ مَا الْقَارِعَةُ ۗ
٤- يَوْمَ يَكُوْنُ النَّاسُ كَالْفَرَاشِ
الْمَبْثُوْثِ ۙ ٥- وَتَكُوْنُ الْجِبَالُ
كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوْشِ ۗ ٦- فَاَمَّا مَنْ
ثَقُلَتْ مَوَازِيْنُهٗ ۙ ٧- فَهُوَ

১। আঘাতকারী; ২। ঐ আঘাত-
কারী কি? ৩। এবং তুমি কি জান যে,
সে আঘাতকারী কি? ৪। যে দিন মানুষ
বিক্ষিপ্ত পঙ্গপালের ন্যায় হইবে; ৫। এবং
পর্ব্বতমালা বিধূনিত পশমের ন্যায়
হইবে; ৬। অতঃপর যাহার ওজন ভারী
হইবে; ৭।—ফলতঃ সে আনন্দময়

কারেয়া—আঘাতকারী, বিধ্বস্তকারী অথবা বিচূর্ণকারী। আলোচ্য সুরার সর্ব্বপ্রথম 'কারেয়া' শব্দ হইতেই ইহার নামকরণ করা হইয়াছে।

শানে-নজুল—এই সুরা সর্ব্বসম্মত মতে মক্কা শরীফে অবতীর্ণ হইয়াছিল এবং ইহাতে সর্ব্বশুদ্ধ এগারটী আয়ত আছে। এই সুরায় কেয়ামত অর্থাৎ মহাপ্রলয় ও পুনরুত্থান এবং পারলৌকিক মহাবিচারের প্রসঙ্গ বর্ণিত হইয়াছে।

১—৪। কারেয়া—'কারউন' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন। ইহার ধাতুগত শব্দার্থ আঘাত করা, বিধ্বস্ত করা অথবা বিচূর্ণ করা এবং মর্ম্মার্থ 'কেয়ামত' অর্থাৎ মহাপ্রলয় ও পুনরুত্থান। গুরুতর আপদ-বিপদের বিভীষিকা অথবা ধ্বংসধ্বনি অর্থেও 'কারেয়া' শব্দ ব্যবহৃত হইয়া থাকে। কাহার কাহারও মতে উহার মর্ম্মার্থ বিশ্বাসী মুসলমানগণ কর্ত্তৃক অবিশ্বাসী কোরেশদিগের উপর আক্রমণ বা প্রচণ্ড আঘাত। সুতরাং এই সুরাকে তাহারা মুসলমানের মহাবিজয় এবং কাফেরদিগের পরাজয় ও পঙ্গপালের ন্যায় পলায়নের ভবিষ্যদ্বাণী বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। কিন্তু অধিকাংশের মতে মহাপ্রলয় ও পুনরুত্থানই উহার প্রকৃত মর্ম্ম।

আল্লাহতা'লা বলিতেছেন:—হে রসুল, তুমি সেই আঘাতকারী মহাপ্রলয় দিবসের কথা স্মরণ কর এবং লোকদিগকে স্মরণ করাইয়া দাও। সেদিন সমস্ত মানুষ বিচ্ছিন্ন পঙ্গপালের ন্যায় বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িবে এবং সমুচ্চ পর্ব্বতমালা বিধূনিত তুলা ও পশমের ন্যায় শূন্যে উড়িয়া যাইবে। অর্থাৎ সেদিন সমস্ত সৃষ্টি ধ্বংস হইবার পরে এক নূতন জগৎ প্রকাশিত হইবে।

৬—৯। এই চারিটী আয়তে মহাবিচারের প্রসঙ্গ বর্ণিত হইয়াছে। আলোচ্য আয়তসমূহের সারমর্ম্ম এই যে, মানবের পাপ-পুণ্য ওজন অর্থাৎ সদসৎ কার্য্যের পরিমাণ নির্দ্ধারণ করিবার সময়ে যাহার পুণ্যের পাল্লা ভারী বা সৎকার্য্যের পরিমাণ বেশী হইবে, সে সানন্দে স্বর্গোদ্যানে

জীবনে অবস্থান করিবে। ৮। অনন্তর যাহার ওজন লঘু হইবে; ৯।—ফলতঃ তাহার অবস্থিতি 'হাবিয়া'। ১০। এবং তুমি কি জান যে, 'হাবিয়া' কি? ১১।—উহা প্রজ্জ্বলিত অগ্নি।

فِيْ عِيْشَةٍ رَّاضِيَةٍ ۝ ٧- وَاَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِيْنُهٗ ۝ ٩- فَاُمُّهٗ هَاوِيَةٌ ۝ ١٠- وَمَا اَدْرٰىكَ مَاهِيَهْ ۝ ١١- نَارٌ حَامِيَةٌ ۝

গমন করিয়া চিরকালের জন্য আনন্দময় জীবনে অবস্থান করিবে এবং যাহার পুণ্যের পাল্লা হাল্কা অর্থাৎ সৎকার্য্যের পরিমাণ কম হইবে, সে অধঃপতিত অবস্থায় 'হাবিয়া' নরকে নিক্ষিপ্ত হইবে। এইরূপ ব্যক্তি যদি বিশ্বাসী হয়, তবে নির্দ্ধারিত কাল শাস্তি ভোগের পর সে মুক্তিলাভ করিবে; আর যদি সে অবিশ্বাসী ও অংশীবাদী হয়, তবে সে চিরকাল সেই নরকানলে অবস্থান করিতে বাধ্য হইবে।—হাদিস।

১০—১১। **হাবিয়া**—নরকের নিম্নতম স্তর। কেহ কেহ বলেন যে, উহার অর্থ অধঃপতন, সর্ব্বনাশ অথবা ধ্বংসের চরম অবস্থা। পূর্ব্বোক্ত নবম আয়ত "ফা উম্মুহু হাবিয়া"র অনুবাদে প্রায় সমস্ত অনুবাদকই "হাবিয়া তাহার অবস্থিতি" বা "আশ্রয়স্থল" লিখিয়াছেন। আমরাও সেই অনুবাদই গ্রহণ করিয়াছি। কিন্তু আরবী ভাষায় উহা একটী সুপ্রচলিত 'বাক্‌ধারা' বা 'ইডিয়ম'। উহার শাব্দিক অর্থ—"হাবিয়া তাহার মাতা" এবং মর্ম্মার্থ—"সে হাবিয়ার ক্রোড়েই অবস্থান করিবে।" কিন্তু আরবী "মহাবেরায়" সাধারণতঃ সর্ব্বনাশ বা ধ্বংসপ্রাপ্তির অভিসম্পাত রূপেই উহা ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

আল্লাহতা'লা বলিতেছেন :—হে রসুল, তুমি কি জান যে, সেই "হাবিয়া" কি?—উহা প্রজ্জ্বলিত অগ্নি। উক্ত অগ্নির উত্তাপের আধিক্য ও ভীষণতা সম্বন্ধে পবিত্র হাদিসে বহু বর্ণনা প্রাপ্ত হওয়া যায়। ঐ সকল বর্ণনার সার-মর্ম্ম এই যে, পৃথিবীর অগ্নি অপেক্ষা নরকের অগ্নি বহুগুণ উত্তপ্ত এবং ঐ ভয়াবহ অগ্নির নিংশ্বাসেই পৃথিবীতে গ্রীষ্মাধিক্য অনুভূত হইয়া থাকে।—সহি বোখারী, মোসলেম ও প্রসিদ্ধ তফসীর সমূহ দ্রষ্টব্য।

মক্কায় অবতীর্ণ	১০২। সুরা তাকাসোর—التكاثر	৮ আয়ত

১ম রুকু—আধিক্যের আকাঙ্ক্ষার পরিণাম

সর্ব্ব প্রদাতা করুণাময় আল্লার নামে

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

১। আধিক্যের আকাঙ্ক্ষাই তোমাদিগকে মোহাচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে; ২। যে পর্য্যন্ত না তোমরা সমাধিসমূহে উপস্থিত হইতেছ। ৩। অবশ্য তোমরা শীঘ্রই অবগত হইবে; ৪। তৎপর নিশ্চয় তোমরা অচিরেই অবগত হইবে। ৫। কিন্তু না, যদি তোমরা ধ্রুব-জ্ঞানে

١- أَلْهٰكُمُ التَّكَاثُرُ ۙ ٢- حَتّٰى
زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ ۗ ٣- كَلَّا سَوْفَ
تَعْلَمُوْنَ ۙ ٤- ثُمَّ كَلَّا سَوْفَ
تَعْلَمُوْنَ ۗ ٥- كَلَّا لَوْ تَعْلَمُوْنَ

তাকাসোর—আধিক্যের আকাঙ্ক্ষা, বাহুল্য লাভের বাসনা, প্রাচুর্য্যের আসক্তি অথবা আতিশয্যের অহঙ্কার। প্রথম আয়তের এই দ্বিতীয় শব্দ হইতেই আলোচ্য সুরার নামকরণ করা হইয়াছে।

শানে-নজুল—এই সুরা মক্কা শরিফে অবতীর্ণ হইয়াছে। ইহার শানে-নজুল সম্বন্ধে কয়েকটী বর্ণনা প্রাপ্ত হওয়া যায়। উহার সার সঙ্কলন এই যে, আরবের কোন কোন সম্প্রদায় অন্যান্য সম্প্রদায় অপেক্ষা নিজেদের ধন-জনের আধিক্যের অহমিকা প্রকাশ করায় উহার অনিত্যতা ও অসারতা ঘোষণা করিয়া এই সুরা অবতীর্ণ হইয়াছিল।

১—২। যাহারা নিজেদের ধন-জনের আধিক্যের জন্য অহমিকা প্রকাশ করিয়া আরও অতিরিক্ত প্রাপ্তির বাসনায় সারা জীবন অতিবাহিত করে এবং যাহারা ধন-জনের অহঙ্কার ও ভোগ-বিলাসের লালসায় প্রমত্ত হইয়া সত্যধর্ম্ম গ্রহণ অথবা আল্লার প্রত্যাদেশে কর্ণপাত করে না, আল্লাহতা'লা তাহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন যে, এই ধন-জনের আধিক্য এবং ভোগ-বিলাসের বাসনাই তোমাদিগকে মোহাচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে। সুতরাং মৃত্যুর পর কবরে উপস্থিত না হওয়া পর্য্যন্ত তাহাদের এই মোহ কখনই ঘুচিবে না।

৩—৫। অনন্তর আল্লাহতা'লা বলিয়া দিতেছেন, হে পার্থিব ধন-জনের মোহাচ্ছন্ন ভ্রান্ত মানব, তোমরা শীঘ্রই এই অসার পার্থিব ধন-জনের মোহ ও অহমিকার পরিণাম বুঝিতে পারিবে। ইহা কখনই স্থায়ী অথবা তোমাদের চিরসঙ্গী হইবে না। মৃত্যুকালে তোমাদিগকে অবশ্যই ইহা পরিত্যাগ করিয়া যাইতে হইবে এবং সমাধি-গহ্বরে শায়িত হইবার সঙ্গে সঙ্গেই তোমরা ইহার অসারতা উপলব্ধি করিতে পারিবে। কিন্তু যদি তোমরা স্বীয় পার্থিব জীবনে ইহার পরিণতি ধ্রুবজ্ঞানে উপলব্ধি করিতে পারিতে, তবে তাহা তোমাদের জন্য অবশ্যই কল্যাণজনক হইত।

শেষোক্ত আয়তের অন্যতম মর্ম্ম এই যে, হে ভ্রান্ত মানব, যদি তোমরা পারলৌকিক অবস্থা সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ ও প্রকৃত জ্ঞান লাভ করিতে, তবে এই অসার ও অস্থায়ী পার্থিব ধনজনের অহমিকা কখনই তোমাদিগকে মোহাচ্ছন্ন অথবা বিভ্রান্ত করিত না।

অবগত হইতে। ৬। নিশ্চয় তোমরা নরক অবলোকন করিবে। ৭। তৎপর নিশ্চয় তোমরা উহা নিশ্চিত দৃষ্টিতে প্রত্যক্ষ করিবে। ৮। অনন্তর নিশ্চয় তোমরা সেদিন সুখ-সম্পদ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসিত হইবে।

عِلْمَ الْيَقِينِ ۝ ٦- لَتَرَوُنَّ
الْجَحِيمَ ۝ ٧- ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ
الْيَقِينِ ۝ ٨- ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ
عَنِ النَّعِيمِ ۝

৬—৭। এই দুইটী আয়তে দুইবার নরক দর্শনের বিষয় বিবৃত হইয়াছে। তফসীরকারগণ ইহার একাধিক মর্ম্ম পরিগ্রহণ করিয়াছেন। কেহ বলেন, প্রথম তোমরা কবরে নরকের ভয়াবহ বিভীষিকা দর্শন করিবে; তৎপর উহা বিচার-প্রান্তরে প্রত্যক্ষ দৃষ্টিতে অবলোকন করিবে। কেহ বলেন, মানুষ প্রথমে দূর হইতে এবং পরে নিকট হইতে নরক প্রত্যক্ষ করিবে। আবার কেহ বলেন যে, প্রথমে মানস-চক্ষে এবং তৎপর চর্ম্ম-চক্ষে উহা নিরীক্ষণ করিবে। প্রকৃত কথা এই যে, নরক প্রত্যক্ষভাবে অবলোকন করিবার পর প্রত্যেক মানবই স্বীয় আত্মীয়-স্বজন ও প্রিয় পরিজনের কথা বিস্মৃত হইয়া স্ব স্ব মুক্তির জন্য কাতরভাবে প্রার্থনা করিতে থাকিবে।

৮। অবশেষে আল্লাহতা'লা বলিয়া দিতেছেন যে, সেই সঙ্কটময় মহাবিচার দিবসে প্রত্যেক মানব তাহার সারা জীবনের সদসৎ কৃতকর্ম্ম, তাহার সুখ-সম্পদ ও দুঃখ-বেদনা এবং তাহার ধর্ম্ম-কর্ম্ম প্রভৃতি প্রত্যেক বিষয় সম্বন্ধে জিজ্ঞাসিত হইবে। সেদিন পুণ্যবান ও সৎকর্ম্মশীলগণের বিচার অতি সহজ হইবে এবং তাহারা আল্লার অনুগ্রহে অভিষিক্ত হইয়া স্বর্গোদ্যানে প্রবেশ করিবে। পক্ষান্তরে সেদিন পাপী ও দুষ্কার্য্যকারীদের বিচার অত্যন্ত কঠোর হইবে এবং তাহারা আল্লাহতা'লার কোপে অভিশপ্ত হইয়া নরকানলে নিক্ষিপ্ত হইবে।

হজরত রসুলোল্লাহ বলিয়াছেন,—"যে ব্যক্তি একবার সুরা 'তাকাসোর' পাঠ করিবে, সে সহস্র আয়ত পাঠ করার পুণ্য ও সুফল প্রাপ্ত হইবে।"—তঃ কবির।

মক্কায় অবতীর্ণ	১০৩। সূরা আসর—العصر	৩ আয়ত

১ম রুকু—অবিশ্বাসের অনিষ্টকারিতা

সর্ব্ব প্রদাতা করুণাময় আল্লার নামে

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

১। কালের সাক্ষ্য; ২। নিশ্চয়ই মানুষ ক্ষতির মধ্যে রহিয়াছে; ৩। তদ্ব্যতীত—যাহারা বিশ্বাস-স্থাপন করিয়াছে ও সৎকার্য্য করে এবং সত্য সম্বন্ধে উপদেশ প্রদান করে এবং সহিষ্ণুতা সম্বন্ধেও উপদেশ প্রদান করিয়া থাকে।

١- وَالْعَصْرِ ۙ ٢- اِنَّ الْاِنْسَانَ لَفِيْ خُسْرٍ ۙ ٣- اِلَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ ۙ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ ۙ

আস্‌র—কাল, সময়, দিবসের শেষভাগ অথবা যুগ-যুগান্ত। আলোচ্য সূরার প্রথম আয়ত বা প্রথম শব্দ হইতেই এই সূরার নামকরণ করা হইয়াছে।

শানে-নজুল—এই সূরা মক্কা শরিফে অবতীর্ণ হইয়াছিল এবং ইহাতে মাত্র তিনটী আয়ত আছে। এই সূরা অবতারণের কারণ সম্বন্ধে একাধিক বর্ণনা প্রাপ্ত হওয়া যায়। প্রকৃত কথা এই যে, আবু-জেহল ও আবু-লাহাব প্রভৃতি অবিশ্বাসীরা হজরত রসুলোল্লাহ এবং তাঁহার অনুগামী ও সত্য-বিশ্বাসী মুসলমানদিগকে ক্ষতিগ্রস্ত বলিয়া ধারণা ও প্রকাশ করিত। অবিশ্বাসীদের ঐ অসঙ্গত ও অযৌক্তিক উক্তির উত্তরেই এই সূরা অবতীর্ণ হয়।

১—৩। কাল বা সময় আল্লাহতা'লার এক অনন্ত সৃষ্টি এবং বিশ্ব-জগতে সংঘটিত সমস্ত বিষয়ের প্রত্যক্ষ সাক্ষী। তাই আল্লাহতা'লা এই স্থলে কালের সাক্ষ্য প্রদান করিয়া বলিতেছেন যে, মানুষ স্বভাবতঃই অনিষ্টকারিতা ও ক্ষতির মধ্যে রহিয়াছে এবং অসার ও অনিষ্টকর কার্য্যে স্বীয় জীবনের আয়ু ক্ষয় করিতেছে। ইহার ফলে তাহাদের জীবন সম্পূর্ণ ব্যর্থ হইয়া যাইবে এবং মৃত্যুর পর পরলোকে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া তাহারা সকলেই নরকানলে নিক্ষিপ্ত হইবে। কিন্তু যাহারা বিশ্বাস-স্থাপন পূর্ব্বক সৎকার্য্যে জীবন অতিবাহিত করিতেছে এবং তৎসহ পরস্পর পরস্পরকে সদুপদেশ, সত্যধর্ম্ম-প্রচার ও ধৈর্য্যধারণের উপদেশ প্রদান করিতেছে, তাহাদের জীবন কখনই ব্যর্থ অথবা ক্ষতিগ্রস্ত হইবে না। বরং ইহ-পরকালে আল্লাহতা'লার অপার অনুগ্রহে অভিষিক্ত হইয়া তাহারা অনন্ত সুখ-সম্পদপূর্ণ চিরশান্তিময় স্বর্গোদ্যানের অধিকারী হইবে।

এই তিনটী আয়তে আরও প্রমাণিত হয় যে, ঈমান ও সৎকার্য্য সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র বস্তু। ধর্ম্ম-বিশ্বাস বা মনের বিশ্বাসকেই ঈমান বলে। সৎকার্য্য ঈমান অথবা উহার অঙ্গ নহে। ঈমানের স্থান একমাত্র অন্তঃকরণ। সৎকার্য্য সম্পাদিত হয় শরীর অথবা অন্যান্য বিষয়ের দ্বারা। এতদ্দ্বারা আরও বুঝা যায় যে, অসৎকর্ম্মী ব্যক্তি ঈমানদার এবং ঈমানদার ব্যক্তিও দুষ্কার্য্যকারী হইতে পারে। এতদ্দ্বারা আরও বুঝা যায় যে, ধর্ম্মপ্রচারক ও সদুপদেশদাতাগণ অসীম পুণ্যের অধিকারী হইবেন।—তঃ কবির ও আজিজী।

মক্কায় অবতীর্ণ	১০৪। সূরা হোমাজা—الهمزة	৯ আয়ত

১ম রুকু—পরনিন্দার শোচনীয় পরিণাম

সর্ব্বপ্রদাতা করুণাময় আল্লার নামে

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

১। প্রত্যেক অপবাদকারী নিন্দুকের জন্য আক্ষেপ! ২। যে ধন সংগ্রহ করে এবং উহা গণনা করে। ৩। সে ধারণা করে যে, নিশ্চয় তাহার ধন তৎসহ

١- وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ ۙ
٢- الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَّعَدَّدَهٗ ۙ
٣- يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهٗٓ أَخْلَدَهٗ ۚ

হোমাজা—অপবাদকারী, উপহাস-বিদ্রূপকারী অথবা নিন্দুক। আলোচ্য সূরার প্রথম আয়তের "হোমাজা" শব্দ হইতেই এই সূরার নামকরণ করা হইয়াছে।

শানে-নজুল—এই সূরা মক্কা শরিফে অবতীর্ণ হইয়াছিল। তফসীরকারগণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন যে, হজরত রসুলোল্লা ও তাঁহার ধর্ম্মপ্রাণ সাহাবাগণের নিন্দুক এবং তাঁহাদের প্রতি অলীক অপবাদ প্রদানকারী অলিদ, ওবাই ও উমাইয়া প্রভৃতি অবিশ্বাসী ও ধর্ম্মদ্রোহীদিগের সম্বন্ধেই এই সূরা অবতীর্ণ হইয়াছিল।

১—৩। এই তিনটী আয়তে আল্লাহতা'লা পরনিন্দুক ও অর্থ-সঞ্চয়ী কৃপণের জন্য আক্ষেপ করিয়া তাহাদিগকে অভিসম্পাত করিয়াছেন। পরনিন্দা দুই প্রকার—'গিবত' ও 'বোহতান'। অসাক্ষাতে কাহারও দোষ-ত্রুটী প্রকাশ করিলে তাহাকে 'গিবত' বলে; ইহা গুরুতর অপরাধ। পক্ষান্তরে কাহারও অসাক্ষাতে তৎপ্রতি মিথ্যা দোষারোপ করিলে তাহাকে 'বোহতান' বলে; ইহা দ্বিগুণ অপরাধ (হাদিস)। অবশ্য কাহারও সাক্ষাতে সংযতভাবে তাহার দোষত্রুটী প্রকাশ করিয়া তাহাকে সংশোধন করিবার চেষ্টা করিলে অথবা কাহারও দোষ-ত্রুটী দ্বারা ধর্ম্ম ও সমাজের অনিষ্ট হইবার আশঙ্কা থাকিলে সাক্ষাতেই হউক বা অসাক্ষাতেই হউক, তাহা প্রকাশ করিয়া দিলে তাহাতে কোন দোষ হইবে না। পরনিন্দার সঙ্গে সঙ্গে ধন-সঞ্চয়ী কৃপণেরাও নিন্দিত ও অভিশপ্ত হইয়াছে। কারণ কৃপণেরা স্বভাবতঃই কপট, কাপুরুষ, সমাজ-শোষক ও সর্ব্বসাধারণের অনিষ্টকারী হইয়া থাকে। ইহারা ধর্ম্ম, সমাজ ও জনসাধারণের পরম শত্রু। হজরত রসুলোল্লাহ বলিয়াছেন,—"কৃপণ কখনও স্বর্গোদ্যানে প্রবেশ করিতে পারিবে না" এবং "ঈমান ও কৃপণতা কোন মানুষের মনে কখনও একত্র সমবেত হইতে পারে না।"—সহি আবু-দাউদ, নেসায়ী ও তেরমিজী।

আলোচ্য আয়ত-ত্রয়ে আল্লাহতা'লা বলিয়া দিতেছেন যে, যে সকল অবিশ্বাসী ও ধর্ম্মদ্রোহী পার্থিব জীবনে নানাপ্রকার ধন-সম্পত্তি উপার্জ্জন করিয়া সেই ধন-সম্পদের গর্ব্বে সাক্ষাতে ও অসাক্ষাতে এবং প্রকাশ্যে ও গোপনে বিশ্বাসী মুসলমানদিগের নিন্দা ও দুর্ণাম প্রচার করে এবং তাহাদের প্রতি নানারূপ অসত্য অপবাদ প্রদান পূর্ব্বক তাঁহাদিগকে লোক সমাজে হেয় করিতে চেষ্টিত হয়, তাহাদের জন্য আক্ষেপ! কারণ এইভাবে নিন্দা, অপবাদ ও দুর্ণাম প্রচার করার জন্য তাহাদিগকে অতি কঠিন শাস্তিভোগ করিতে হইবে। অবিশ্বাসীরা ঐ সকল ধন-সম্পদ গণনা পূর্ব্বক সঞ্চয় করিয়া রাখিয়া মনে করে যে, ইহা চিরস্থায়ী হইবে এবং তাহাদিগকে চিরকাল সমস্ত আপদ বিপদ হইতে রক্ষা করিবে।

মক্কায় অবতীর্ণ	১০৪। সূরা হোমাজা—الهمزة	৯ আয়ত

১ম রুকু—পরনিন্দার শোচনীয় পরিণাম

সর্ব্ব প্রদাতা করুণাময় আল্লার নামে

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

১। প্রত্যেক অপবাদকারী নিন্দুকের
জন্য আক্ষেপ ! ২। যে ধন সংগ্রহ করে
এবং উহা গণনা করে। ৩। সে ধারণা
করে যে, নিশ্চয় তাহার ধন তৎসহ

۱- وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ ۙ
۲- ۨالَّذِيْ جَمَعَ مَالًا وَّعَدَّدَهٗ ۙ
۳- يَحْسَبُ اَنَّ مَالَهٗۤ اَخْلَدَهٗ ۚ

হোমাজা—অপবাদকারী, উপহাস-বিদ্রূপকারী অথবা নিন্দুক। আলোচ্য সূরার প্রথম আয়তের "হোমাজা" শব্দ হইতেই এই সূরার নামকরণ করা হইয়াছে।

শানে-নজুল—এই সূরা মক্কা শরিফে অবতীর্ণ হইয়াছিল। তফ্‌সীরকারগণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন যে, হজরত রসূলোল্লা ও তাঁহার ধর্ম্মপ্রাণ সাহাবাগণের নিন্দুক এবং তাঁহাদের প্রতি অলীক অপবাদ প্রদানকারী অলিদ, ওবাই ও উমাইয়া প্রভৃতি অবিশ্বাসী ও ধর্ম্মদ্রোহীদিগের সম্বন্ধেই এই সূরা অবতীর্ণ হইয়াছিল।

১—৩। এই তিনটী আয়তে আল্লাহতা'লা পরনিন্দুক ও অর্থ-সঞ্চয়ী কৃপণের জন্য আক্ষেপ করিয়া তাহাদিগকে অভিসম্পাত করিয়াছেন। পরনিন্দা দুই প্রকার—'গিবত' ও 'বোহ্‌তান'। অসাক্ষাতে কাহারও দোষ-ত্রুটী প্রকাশ করিলে তাহাকে 'গিবত' বলে ; ইহা গুরুতর অপরাধ। পক্ষান্তরে কাহারও অসাক্ষাতে তৎপ্রতি মিথ্যা দোষারোপ করিলে তাহাকে 'বোহ্‌তান' বলে ; ইহা দ্বিগুণ অপরাধ (হাদিস)। অবশ্য কাহারও সাক্ষাতে সংযতভাবে তাহার দোষত্রুটী প্রকাশ করিয়া তাহাকে সংশোধন করিবার চেষ্টা করিলে অথবা কাহারও দোষ-ত্রুটী দ্বারা ধর্ম্ম ও সমাজের অনিষ্ট হইবার আশঙ্কা থাকিলে সাক্ষাতেই হউক বা অসাক্ষাতেই হউক, তাহা প্রকাশ করিয়া দিলে তাহাতে কোন দোষ হইবে না। পরনিন্দার সঙ্গে সঙ্গে ধন-সঞ্চয়ী কৃপণেরাও নিন্দিত ও অভিশপ্ত হইয়াছে। কারণ কৃপণেরা স্বভাবতঃই কপট, কাপুরুষ, সমাজ-শোষক ও সর্ব্বসাধারণের অনিষ্টকারী হইয়া থাকে। ইহারা ধর্ম্ম, সমাজ ও জনসাধারণের পরম শত্রু। হজরত রসূলোল্লাহ বলিয়াছেন,—"কৃপণ কখনও স্বর্গোদ্যানে প্রবেশ করিতে পারিবে না" এবং "ঈমান ও কৃপণতা কোন মানুষের মনে কখনও একত্র সমবেত হইতে পারে না।"—সহি আবু-দাউদ, নেসায়ী ও তেরমিজী।

আলোচ্য আয়ত-ত্রয়ে আল্লাহতা'লা বলিয়া দিতেছেন যে, যে সকল অবিশ্বাসী ও ধর্ম্মদ্রোহী পার্থিব জীবনে নানাপ্রকার ধন-সম্পত্তি উপার্জ্জন করিয়া সেই ধন-সম্পদের গর্ব্বে সাক্ষাতে ও অসাক্ষাতে এবং প্রকাশ্যে ও গোপনে বিশ্বাসী মুসলমানদিগের নিন্দা ও দুর্ণাম প্রচার করে এবং তাহাদের প্রতি নানারূপ অসত্য অপবাদ প্রদান পূর্ব্বক তাঁহাদিগকে লোক সমাজে হেয় করিতে চেষ্টিত হয়, তাহাদের জন্য আক্ষেপ ! কারণ এইভাবে নিন্দা, অপবাদ ও দুর্ণাম প্রচার করার জন্য তাহাদিগকে অতি কঠিন শাস্তিভোগ করিতে হইবে। অবিশ্বাসীরা ঐ সকল ধন-সম্পদ গণনা পূর্ব্বক সঞ্চয় করিয়া রাখিয়া মনে করে যে, ইহা চিরস্থায়ী হইবে এবং তাহাদিগকে চিরকাল সমস্ত আপদ বিপদ হইতে রক্ষা করিবে।

চিরকাল থাকিবে। ৪। কখনও না, নিশ্চয়ই সে 'হোতামা' মধ্যে নিক্ষিপ্ত হইবে। ৫। এবং তুমি কি জান যে, 'হোতামা' কি? ৬।—উহা আল্লার প্রজ্জলিত অগ্নি; ৭।—যাহা অন্তর-সমূহের উপর সমুদিত হইবে। ৮। নিশ্চয় উহা তাহাদের উপর আবদ্ধ হইবে; ৯।—সুদীর্ঘ স্তম্ভ-সমূহে।

٤- كَلَّا لَيُنۢبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ ۝
٥- وَمَآ أَدْرٰىكَ مَا الْحُطَمَةُ ۝
٦- نَارُ اللّٰهِ الْمُوقَدَةُ ۝ ٧- الَّتِي
تَطَّلِعُ عَلَى الْأَفْـِٔدَةِ ۝ ٨- إِنَّهَا عَلَيْهِم
مُّؤْصَدَةٌ ۝ ٩- فِي عَمَدٍ مُّمَدَّدَةٍ ۝

শেষোক্ত আয়ত-দ্বয়ের অন্যতম মর্ম্ম এই যে, যাহারা স্ব স্ব উপার্জ্জিত ধন-সম্পদ সৎকার্য্যে ব্যয় এবং অভাবগ্রস্ত দরিদ্রদিগকে দান না করিয়া শুধু নিজের জীবনের জন্য সঞ্চয় করিয়া রাখে এবং ধারণা করে যে, ইহা চিরস্থায়ী হইবে এবং সে চিরকাল জীবিত থাকিয়া উহা ভোগ করিবে, আল্লাহতা'লা সেই হতভাগ্যদিগের জন্য আক্ষেপ করিয়া পরবর্ত্তী আয়তে তাহাদের পরিণাম বর্ণনা করিতেছেন।

৪। **হোতামা**—বিচূর্ণকারী, নরকের দ্বিতীয় স্তর অথবা প্রজ্জলিত হুতাশন। আল্লাহতা'লা বলিতেছেন যে, যাহারা লোকের নিন্দা ও দুর্নাম প্রচার করে অথবা অযথা অপবাদ প্রদান পূর্ব্বক মানুষের মধ্যে কলহ-বিবাদ সৃষ্টি করিয়া বেড়ায় এবং ধন-সম্পদ সৎকার্য্যে ব্যয় অথবা দান-খয়রাত না করিয়া উহা চিরস্থায়ী হইবে ধারণায় সঞ্চয় করিয়া মনে করে যে, সে উহা চিরকাল ভোগ করিবে, তাহাদের এই দুরাশা কখনই পূর্ণ হইবে না; বরং এই অবিশ্বাস ও ভ্রান্ত ধারণার জন্য তাহারা "হোতামা" নামক বিচূর্ণকারী ভীষণ নরকানলে নিক্ষিপ্ত হইবে।

৫—৭। এই তিনটী আয়তে "হোতামা"র স্বরূপ বর্ণিত হইয়াছে। হজরত রসুলোল্লাকে লক্ষ্য করিয়া বলা হইতেছে যে, উহা আল্লার আদেশে প্রজ্জলিত অনির্ব্বাণ অগ্নি—যাহা অপরাধীদের অন্তর সমূহের উপর প্রকাশিত হইবে।

তফ্‌সীরকার এই তিনটী আয়তের বিভিন্নরূপ মর্ম্ম পরিগ্রহণ করিয়াছেন। অধিকাংশ তফ্‌সীরকার বলেন যে, সাধারণ অগ্নি মানুষের দেহ দগ্ধ করে; কিন্তু 'হোতামা' তাহাদের অন্তর বা হৃদপিণ্ড পর্য্যন্ত দগ্ধ করিবে।—তঃ কবির।

কেহ কেহ উক্ত আয়ত-ত্রয়ের রূপক মর্ম্ম গ্রহণ করিয়া বলেন যে, পরনিন্দুক ও অযথা অপবাদকারীরা তাহাদের কুতকার্য্যের ব্যর্থতা দেখিয়া এবং ধন-সঞ্চয়ী কৃপণেরা তাহাদের সঞ্চিত ধনের অসারতা উপলব্ধি করিয়া অন্তরের অনুতাপানলে জ্বলিয়া পুড়িয়া মরিতে থাকিবে এবং সেই মনের আগুন কখনই নির্ব্বাপিত হইবে না।

৮—৯। এই দুইটী আয়তেরও দুই প্রকার মর্ম্ম পরিগৃহীত হইয়াছে। অধিকাংশের অভিমত এই যে, পরনিন্দুক ও কৃপণেরা 'হোতামার' অভ্যন্তরস্থ সুদীর্ঘ স্তম্ভসমূহে অতি কঠিনভাবে আবদ্ধ হইবে এবং উক্ত প্রজ্জলিত অগ্নি তাহাদের অন্তর ও দেহ পরিবেষ্টন করিয়া অবিরামভাবে প্রজ্জলিত হইতে থাকিবে। মতান্তরে এই দুইটী আয়তেও পূর্ব্বোক্ত অনুতাপানলের ভীষণতাই বর্ণিত হইয়াছে। অর্থাৎ ঐ অনুতাপের দহন-যন্ত্রণা হইতে তাহারা মুহূর্ত্তের জন্যও মুক্তি বা পরিত্রাণ পাইবে না।

———

মক্কায় অবতীর্ণ	১০৫। সুরা ফীল—الفيل	৫ আয়ত

১ম রুকু—হস্তীর অধিপতিদের ধ্বংস কাহিনী

সর্ব্ব প্রদাতা করুণাময় আল্লার নামে

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

১। তুমি কি লক্ষ্য কর নাই যে, তোমার প্রতিপালক হস্তীর অধিপতিদিগের সহিত কিরূপ করিয়াছিলেন ?
২। তিনি কি তাহাদের চক্রান্ত

١- اَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ
بِاَصْحٰبِ الْفِيْلِ ۵ ٢- اَلَمْ يَجْعَلْ

ফীল—হস্তী, গজ। আলোচ্য সুরার প্রথম আয়তের "আস্‌হাবেল্-ফীল" হইতেই এই সুরার "ফীল" নামকরণ করা হইয়াছে।

শানে-নজুল—এই সুরা মক্কাশরীফে অবতীর্ণ হইয়াছিল এবং ইহাতে পাঁচটি আয়ত আছে। হজরত রসুলোল্লার জন্ম বৎসর—তাঁহার ভূমিষ্ঠ হইবার কিছুদিন পূর্ব্বে এয়মনের শাসনকর্ত্তা আবরাহা কর্ত্তৃক কাবাগৃহ ধ্বংস করিবার উদ্দেশে মক্কা আক্রমণ এবং আল্লাহতা'লার অলৌকিক কৌশলে 'আবাবিল' শ্রেণীর পক্ষীকুল কর্ত্তৃক সুবৃহৎ হস্তীযুথের অধিকারী আবরাহার সসৈন্য ধ্বংসপ্রাপ্তির বিষয়ই এই সুরায় বর্ণিত হইয়াছে।

১—২। আল্লাহতা'লা হজরত রসুলোল্লাকে লক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন :—হে রসুল, তুমি কি এতদ্বিষয় লক্ষ্য করিতেছ না—অথবা তুমি কি অবগত হও নাই যে, তোমার সর্ব্বশক্তিমান প্রতিপালক হস্তীযুথের অধিপতিদের সহিত কিরূপ ব্যবহার করিয়াছিলেন এবং কিরূপভাবে তাহাদের দুরভিসন্ধি ও ষড়যন্ত্র ব্যর্থ করিয়া দিয়াছিলেন ?

কথিত আছে যে, আবিসিনিয়ার খ্রীষ্টান সম্রাটের অধীন এয়মন প্রদেশের শাসনকর্ত্তা আবরাহা এয়মনে আসিয়া দেখিতে পায় যে, দেশের সমস্ত লোক মক্কায় অবস্থিত কাবাগৃহকে অত্যন্ত সম্মান করে এবং আরবের অন্যান্য প্রদেশের অধিবাসীদের ন্যায় এয়মনের লোকেরাও প্রতি বৎসর তীর্থ করিবার জন্য তথায় গমন করিয়া থাকে। ইহার ফলে হেজাজের আর্থিক অবস্থা এবং মক্কার ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্রমোন্নতি হইতেছে দেখিয়া তাহার মনে এই ধারণার উদয় হয় যে, এয়মনে ঐরূপ একটি ধর্ম্ম-মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া আরববাসীকে তৎপ্রতি আকৃষ্ট করিতে পারিলে এয়মনেরও সর্ব্বপ্রকার উন্নতি হইবে। এই ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া আবরাহা এয়মনের রাজধানী 'সান্‌য়া' নগরে বহু অর্থ ব্যয়ে এক সুদৃশ্য ও বিরাট ধর্ম্মমন্দির নির্ম্মাণ করে; যাত্রীদিগের সুখ-সুবিধার জন্য উহার পার্শ্বে বহু সুন্দর সুন্দর অতিথিশালা স্থাপিত হয় এবং তৎকালীন পৌত্তলিক আরববাসীদের মনস্তুষ্টির জন্য আবরাহা উহাতে নানাপ্রকার প্রস্তর-প্রতিমা প্রতিষ্ঠিত করে। এই ভাবে উক্ত ধর্ম্ম-মন্দিরকে সর্ব্বপ্রকারে সুসজ্জিত করিবার পর একটি সুবিধাজনক দিন স্থির করিয়া সমগ্র আরববাসীকে তীর্থ করিবার জন্য আহ্বান করা হয়। কিন্তু আরবের কোন প্রদেশের কোন অধিবাসী—এমন কি, এয়মন প্রদেশের একজন লোকও আবরাহার আহ্বানে সাড়া দিল না এবং কোন লোকই 'সান্‌য়ার' মন্দিরে তীর্থ করিতে আসিল না।

এই ঘটনায় এয়মনের খ্রীষ্টান শাসনকর্ত্তা আবরাহা অত্যন্ত ক্ষুব্ধ ও ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিল; মক্কার পবিত্র কাবাগৃহের প্রতি তাহার ঈর্ষা ও বিদ্বেষ ক্রমেই বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। সে ইহা

ব্যর্থ করিয়া দেন নাই? ৩। এবং তিনি তাহাদের উপর ঝাঁকে ঝাঁকে পক্ষীকুল প্রেরণ করিয়াছিলেন।

كَيْدَهُمْ فِيْ تَضْلِيْلٍ ۙ
٣- وَّاَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا اَبَابِيْلَ ۙ

নিশ্চিতরূপে বুঝিতে পারিল যে, মক্কার কাবাগৃহ বিদ্যমান থাকিতে তাহার ঐ উদ্দেশ্য কখনই পূর্ণ হইবে না। ইতিমধ্যে মক্কার কানানা বংশীয় জনৈক লোক আবরাহার মন্দির অপবিত্র করিয়া পলায়ন করায় এবং তৎপর মক্কার ব্যবসায়িগণ কর্ত্তৃক একটি অসতর্ক অগ্নিকাণ্ডে উক্ত মন্দিরের বহু মূল্যবান প্রস্তর-প্রতিমা ও আসবাবপত্র দগ্ধ হইয়া যাওয়ায় অবরাহার ঈর্ষা ও ক্রোধবহ্নি পূর্ণ তেজে জ্বলিয়া উঠিল। সে আবিসিনিয়ার সম্রাটের নিকট হইতে মক্কার কাবাগৃহ ধ্বংসের অনুমতি গ্রহণ পূর্ব্বক উহা ধ্বংসের জন্য আবিসিনিয়ার সম্রাটের প্রেরিত সুবৃহৎ, শক্তিশালী ও মহাপরাক্রান্ত 'মহমুদ' নামক বিরাটকায় হস্তী সহ ত্রয়োদশটি হস্তী ও বহু সৈন্য সামন্ত সংগ্রহ করিল এবং যথাসময় বিপুল উৎসাহ ও আড়ম্বরের সহিত কাবাগৃহ ধ্বংসের জন্য যুদ্ধযাত্রা করিল। আলোচ্য আয়ত-দ্বয়ে আল্লাহতা'লা আবরাহার ঐ দুরভিসন্ধি ও সমরাভিযানের বিষয়ই ব্যক্ত করিয়াছেন।

৩—৫। অনন্তর আল্লাহতা'লা যেরূপভাবে আবরাহার দুরভিসন্ধি ও সমরাভিযান ব্যর্থ করিয়া তাহাদিগকে সমূলে ধ্বংস করিয়াছিলেন, এই তিনটি আয়তে তাহারই সংক্ষিপ্ত আভাস প্রদান করা হইয়াছে।

কথিত আছে যে, পবিত্র কাবাগৃহের বিরুদ্ধে আবরাহার এই সমরাভিযানের সংবাদ পাইয়া আরবের বিভিন্ন প্রদেশের—এমন কি, এয়মনেরও অনেক ধর্ম্মপ্রাণ লোক বিষম বিরক্ত ও বিচলিত হইয়া উঠিয়াছিলেন এবং তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ আবরাহার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিয়া তাহাকে বাধাও প্রদান করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহারা সকলেই আবরাহা কর্ত্তৃক পরাজিত, বন্দী অথবা নিহত হন। তখন আবরাহা বিজয় গৌরবে মক্কার সন্নিকটে উপস্থিত হইয়া তাহার উদ্দেশ্য ঘোষণা করে। মক্কার বিশিষ্ট অধিবাসিগণ কাবাগৃহের বিনিময়ে বহু উষ্ট্র ও ধন-সম্পদ প্রদানের প্রস্তাব করেন; কিন্তু আবরাহা তাহা সমস্তই প্রত্যাখ্যান করে। তখন হজরত রসুলোল্লার পিতামহ মহাত্মা আবদুল মোত্তালিব আবরাহার হস্তীযূথ ও পরাক্রান্ত সৈন্য দলের সহিত যুদ্ধ করা অসম্ভব বিবেচনায় আল্লার সাহায্যের জন্য প্রার্থনা করতঃ সর্ব্বশক্তিমান আল্লাহতা'লার উপরই আল্লার গৃহ রক্ষণাবেক্ষণের ভার অর্পণ করিয়া সদলবলে পর্ব্বতের উপর আশ্রয় গ্রহণ করেন।

এদিকে আবরাহা যখন তাহার পরাক্রান্ত হস্তীযূথ ও সৈন্যদল লইয়া কাবাগৃহ ধ্বংসের জন্য অগ্রসর হইল, তখন আল্লাহতা'লার অনন্ত মহিমায় অকস্মাৎ তাহাদের মাথার উপর দলে দলে পক্ষীসকল আবির্ভূত হইয়া তাহাদের উপর একপ্রকার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কঙ্কর নিক্ষেপ করিতে লাগিল। ঐ সকল কঙ্কর এরূপ ভীষণ বেগে নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল যে, উহা তাহাদের মস্তকে লাগিয়া নিম্নাঙ্গ ভেদ করিয়া বাহির হইয়া গিয়াছিল। ফলে আবরাহার অধিকাংশ সৈন্য ঐ স্থানেই ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় এবং অবশিষ্টাংশ আহত অবস্থায় কিছু দূরে গিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হয়। এইরূপে আবরাহা সদলবলে ভক্ষিত তৃণের ন্যায় বিগলিত ও বিচূর্ণ হইয়া সম্পূর্ণরূপে ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছিল এবং এইরূপ ভাবে আল্লাহতা'লা তাঁহার মনোনীত পুণ্যধাম কাবাগৃহকে নিরাপদে রক্ষা করিয়াছিলেন। আলোচ্য সুরায় আল্লাহতা'লা সেই কথাই বিশেষভাবে স্মরণ করাইয়া দিয়াছেন।

আবাবিল—অর্থ পক্ষীর শ্রেণী-বিশেষ অথবা বিচ্ছিন্ন পক্ষীকুল—যাহারা বিভিন্ন দিক হইতে আসিয়া একত্রে সম্মিলিত হয়। "সিজ্জীল" অর্থ কঙ্কর, প্রস্তর-খণ্ড অথবা কঠিন বস্তু। অবশ্য বিভিন্ন শব্দকোষ ও প্রয়োগ-প্রণালী অনুযায়ী এই দুইটি শব্দের আরও একাধিক মর্ম্মার্থ গৃহীত হইতে পারে।

৪। উহারা তাহাদের উপর কঙ্কর-জাতীয় প্রস্তরপুঞ্জ নিক্ষেপ করিয়াছিল।

٤- تَرْمِيهِم بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ ۝

৫। অতঃপর তিনি তাহাদিগকে ভক্ষিত তৃণতুল্য করিয়া দিয়াছিলেন।

٥- فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ ۝

হস্তিযূথের অধিপতি আবরাহার ধ্বংস-কাহিনীই আলোচ্য সূরার সর্ব্বপ্রধান প্রতিপাদ্য বিষয় এবং উপরে উহার যে বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে, উহাই অধিকাংশ তফ্‌সীরকারের অবলম্বিত সুদৃঢ় অভিমত। কিন্তু আধুনিক তফ্‌সীরকারগণের মধ্যে যাহারা অলৌকিকতায় অবিশ্বাসী এবং 'মোজেজা' ও 'কেয়ামতে'র নাম শুনিলেই যে সকল অবিশ্বাসী ও ক্ষীণ-বিশ্বাসীর অন্তর ও আত্মা অবিশ্বাসে অভিভূত হইয়া পড়ে এবং নিজেদের অসম্পূর্ণ জ্ঞান-বুদ্ধির উপর যাহারা সর্ব্বশক্তিমান আল্লাহতা'লার অনন্ত ও অলৌকিক শক্তি-মহিমাকে কিছুতেই স্থান দিতে পারে না, তাহারা এই সূরার অন্যরূপ অর্থ করিবার জন্য নানারূপ অদ্ভুত কষ্ট-কল্পনার আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন। তাহাদের এক দলের অভিমত এই যে, আবরাহার সৈন্যদল ঝড়-বৃষ্টি বজ্রপাত অথবা শিলাবৃষ্টিতে মারা পড়িয়াছিল এবং দলে দলে "আবাবিল" অর্থাৎ শকুনী গৃধিনী প্রভৃতি শবভোজী পক্ষী-সমূহ চতুর্দ্দিক হইতে উড়িয়া আসিয়া ঐ সকল মৃতদেহের মাংস "সিজ্জীল" অর্থাৎ কঠিন পাথরের উপর আছড়াইয়া আছড়াইয়া নরম করিয়া খাইয়াছিল! আর এক দল বলেন যে, "সিজ্জীল" অর্থাৎ কঠিন প্রস্তরবৎ শিলাবর্ষণে অথবা ভয়াবহ মহামারী বসন্তের গুটিকায় আক্রান্ত হইয়াই আবরাহা সদলবলে ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছিল। কিন্তু এই সকল কষ্ট-কল্পনার কোনই সঙ্গতি ও সুনিশ্চিত প্রমাণ অথবা ঐতিহাসিক ভিত্তি নাই।

ধর্ম্মদ্রোহিতার পরিণাম যে ধ্বংসপ্রাপ্তি এবং ঐশীগৃহ কাবার সহিত শত্রুতা পোষণ করিলে তাহাদিগকে যে আল্লাহতা'লার কোপে পড়িয়া ধ্বংস হইতে হইবে, এই সূরায় তাহা উল্লেখ করিয়া জগতের অংশীবাদী ধর্ম্মদ্রোহী সম্প্রদায় সমূহকে বিশেষভাবে সতর্ক করিয়া দেওয়া হইয়াছে।

মক্কায় অবতীর্ণ	১০৬। সুরা কোরায়েশ—القريش	৩ আয়ত

১ রুকু—মানুষের অকৃতজ্ঞতা ও ধন-সম্পদের মোহ

সর্ব্ব প্রদাতা করুণাময় আল্লার নামে

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

১। আশ্চর্য্য কোরেশদের অনুরাগ !
২। তাহাদের অনুরাগ—শীত ও গ্রীষ্ম-

١- لِاِيْلٰفِ قُرَيْشٍ ۝ ٢- اِلٰفِهِمْ رِحْلَةَ

কোরায়েশ—আরবের বিখ্যাত কোরেশ সম্প্রদায়। হজরত এবরাহিমের পুত্র ইসমাইলের অন্যতম বংশধর কানানার পুত্র নজরকে কোরেশ নামে অভিহিত করা হইত। তৎপর তাঁহার বংশধরগণও কোরেশ নামে অভিহিত হয়। হজরত রসুলোল্লাহ (সঃ) কোরেশ বংশের অন্যতম শাখা হাশেমী বংশে জন্মগ্রহণ করেন এবং তাঁহার জগদ্বিখ্যাত খলিফা চতুষ্টয়ও কোরেশ বংশোদ্ভব ছিলেন। আলোচ্য সুরার প্রথম আয়তের "কোরায়েশ" শব্দ হইতেই এই সুরার নামকরণ করা হইয়াছে।

শানে-নজুল—অধিকাংশ তফ্‌সীরকারের মতে এই সুরা মক্কা শরিফে অবতীর্ণ হইয়াছিল। আল্লাহতা'লা হজরত এবরাহিমের বংশধরগণের মধ্যে কোরেশ সম্প্রদায়কে নানা-প্রকারে অনুগৃহীত করিয়াছেন এবং তাহাদিগকেই হজরত এবরাহিম ও ইসমাইলের প্রতিষ্ঠিত ঐশী-অনুগ্রহে অভিষিক্ত কাবাগৃহের তত্ত্বাবধানকারী নিযুক্ত করিয়া দিয়াছেন। অধিকন্তু কোরেশ বংশেই জগতের সর্ব্বশেষ ও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নবী হজরত রসুলোল্লাহকে প্রেরণ করিয়া তাহাদিগকে আরবের তথা সমগ্র জগতের মধ্যে মহাগৌরবান্বিত করিয়াছেন। কিন্তু আল্লাহতা'লার এত অনুগ্রহ সত্ত্বেও তাহারা আল্লাহতা'লার একত্ব ও শক্তি-মহিমা বিস্মৃত হইয়া অংশীবাদিতা ও পৌত্তলিকতায় লিপ্ত হওয়ায় এবং কোরেশেরাই হজরত রসুলোল্লার পরম শত্রুরূপে তাঁহার চরম বিরুদ্ধাচরণে প্রবৃত্ত হওয়ায় এই সুরা অবতারণ করিয়া তাহাদিগকে সতর্ক করিয়া দিয়াছেন।

১—২। "কোরায়েশ" শব্দ কার্শ হইতে উৎপন্ন—উহার অর্থ সংগ্রহ বা সঞ্চয় করা। কোরেশ-গণ ব্যবসায়ী এবং অর্থ উপার্জ্জনশীল ছিল বলিয়াই তাহারা এই নামে অভিহিত হইয়াছে। হজরত এব্‌ন-আব্বাস বলেন যে, 'কোরেশ' এক প্রকার সামুদ্রিক জলজন্তুর নাম। উহারা জীবজন্তুর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎকায় ও পরাক্রমশালী। কোরেশেরাও আরবের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ সম্প্রদায় ও পরাক্রান্ত ছিল বলিয়াই তাহারা কোরেশ নামে অভিহিত হইত। কেলাবের পুত্র কোসাই ইহাদিগকে আরবের বিভিন্ন স্থান হইতে পুণ্যধাম মক্কা শরিফে একত্রিত এবং উহার স্থায়ী অধিবাসী রূপে প্রতিষ্ঠিত করেন।

আল্লাহতা'লা এই দুইটী আয়তে কোরেশদিগের সৌভাগ্য ও গৌরবের শ্রেষ্ঠতম নিদর্শন স্বরূপ তাহাদের বাণিজ্য যাত্রার বিষয় উল্লেখ করিতেছেন। তাহারা বৎসরের মধ্যে দুইবার বাণিজ্য যাত্রা করিত এবং এই বাণিজ্য যাত্রায় কোরেশ জাতির অত্যধিক অনুরাগ ও উৎসাহ পরিলক্ষিত হইত। তাহারা শীতকালে এয়মনের দিকে এবং গ্রীষ্মকালে সিরিয়া অঞ্চলে গিয়া তাহাদের সারা বৎসরের প্রয়োজনীয় খাদ্য-দ্রব্য ও অন্যান্য জিনিসপত্র সংগ্রহ করিয়া আনিত। কোরেশগণ মক্কার জগদ্বিখ্যাত কাবাগৃহের রক্ষক ও তত্ত্বাবধানকারী ছিল বলিয়া তাহারা সর্ব্বত্রই সম্মান ও মর্য্যাদা লাভ করিত এবং তাহার ফলে তাহাদের ব্যবসা-বানিজ্যও বিশেষ সুবিধা হইত।

الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ ۚ ٣- فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ ۙ ٤- الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ ۙ وَآمَنَهُم مِّنْ خَوْفٍ ۚ

কালে তাহাদের বিদেশযাত্রার জন্য। ৩। অতএব তাহারা যেন এই গৃহের প্রতিপালকের উপাসনা করে; ৪।—যিনি তাহাদিগকে ক্ষুধায় আহার্য্য দান করিয়াছেন এবং ভয় হইতে নিরাপদ করিয়াছেন।

৩। হজরত এবরাহিমের প্রার্থনা এবং হজরত ইসমাইলের আত্মোৎসর্গের প্রতিদান স্বরূপ আল্লাহতা'লা আরবের মরুময় প্রান্তরে তাহাদের জীবিকা সংগ্রহ ও স্বচ্ছলতার জন্য শীত ও গ্রীষ্ম কালে প্রতি বৎসর দুইবার বাণিজ্য যাত্রার জন্য তাহাদের অন্তরে যে বিস্ময়কর অনুরাগ সৃষ্টি করিয়া দিয়াছেন এবং তাহাদের গৌরব, মর্য্যাদা ও ব্যবসা-বণিজ্যের সফলতা যে ঐশীধাম কাবা-গৃহের রক্ষণাবেক্ষণ ও তত্ত্বাবধানের উপরেই নির্ভর করে, তদ্বিষয় স্মরণ করাইয়া দিয়া আল্লাহতা'লা বলিয়া দিতেছেন যে, আমার এই অনুগ্রহ-সম্পদ স্মরণ করিয়া অংশীবাদিতা ও পৌত্তলিকতা পরিহার পূর্ব্বক এই পবিত্র গৃহের অদ্বিতীয় অধিপতির উপাসনা করা এবং তাঁহার রসুলের অনুগত হওয়া কোরেশদিগের অবশ্য কর্ত্তব্য।

৪। অনন্তর যিনি স্বীয় অসীম অনুগ্রহে এই মরুভূমি, পর্ব্বতমালা ও সমুদ্র পরিবেষ্টিত দুর্গম প্রদেশে কোরেশদের জন্য খাদ্য-বস্ত্রের সংস্থান করিয়া দিয়াছেন এবং নানা প্রকার আপদ-বিপদ ও ভয়-ভীতি হইতে তাহাদিগকে নিরাপদে রক্ষা করিতেছেন, সেই করুণাময় সর্ব্বশক্তিমান আল্লাহতা'লার উপাসনা এবং তাঁহার প্রেরিত প্রিয়তম রসুলের আনুগত্য স্বীকার করা যে কোরেশগণের একান্ত কর্ত্তব্য, তদ্বিষয় পুনরায় স্মরণ করাইয়া দিয়া আলোচ্য সুরার উপসংহার করা হইয়াছে।

মক্কায় অবতীর্ণ | ১০৭। সূরা মাউন—الماعون | ৭ আয়ত

১ম রুকু—দান-প্রতিদানের প্রয়োজনীয়তা

সর্ব্বপ্রদাতা করুণাময় আল্লার নামে

بسم الله الرحمن الرحيم

১। তুমি কি তাহাকে লক্ষ্য করিয়াছ, যে প্রতিফল-দিবস সম্বন্ধে অসত্যা-রোপ করে? ২। ফলতঃ সে ঐ ব্যক্তি, যে পিতৃহীনকে বিতাড়িত করে; ৩। এবং দরিদ্রকে আহার্য্য দানে উৎসাহ প্রদান করে না। ৪। অতএব এই সকল উপাসকের জন্য পরিতাপ! ৫।—যাহারা স্বীয় উপাসনায় অমনোযোগী;

١- اَرَاَيْتَ الَّذِيْ يُكَذِّبُ بِالدِّيْنِ ۞
٢- فَذٰلِكَ الَّذِيْ يَدُعُّ الْيَتِيْمَ ۞
٣- وَلَا يَحُضُّ عَلٰى طَعَامِ الْمِسْكِيْنِ ۞
٤- فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّيْنَ ۞ ٥- الَّذِيْنَ
هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُوْنَ ۞

মাউন—জাকাত, দান-খয়রাত, পারস্পরিক সাহায্য বা প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের আদান প্রদান। আলোচ্য সূরার সর্ব্বশেষ শব্দ মাউন হইতেই এই সূরার নামকরণ করা হইয়াছে।

শানে-নজুল—বিশিষ্ট তফ্‌সীরকারগণের মতে এই সূরা মক্কা শরীফে অবতীর্ণ হইয়াছিল। অবশ্য কেহ কেহ ইহা মদিনা শরীফে অবতীর্ণ হইয়াছিল বলিয়াও মত প্রকাশ করিয়াছেন। এই সূরার প্রথমাংশ অবিশ্বাসী কাফেরকুলের এবং শেষাংশ কপট-বিশ্বাসী মোনাফেকদের সম্বন্ধে অবতীর্ণ হইয়াছে।

১—৩। আল্লাহতা'লা হজরত রসুলোল্লাকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন:—হে রসুল, তুমি কি ঐ সকল লোকের প্রতি লক্ষ্য করিয়াছ—যাহারা পারলৌকিক বিচার-দিবস ও কর্ম্মফলের প্রতি অসত্যারোপ করে, অনাথ শিশুদিগকে তিরস্কার করিয়া তাড়াইয়া দেয় এবং সে নিজে দরিদ্রদিগকে খাদ্য-দ্রব্য দান করে না এবং অপরকেও ঐরূপ দান করিতে উৎসাহ প্রদান করে না? ইহারা চরম অবিশ্বাসী এবং পরলোকে ইহারা অবশ্যই অভিশপ্ত ও তিরস্কৃত হইবে। কেহ কেহ বলেন যে, এই তিনটী আয়ত ধর্ম্মদ্রোহী আবুজেহল, আবু-সুফিয়ান অথবা অলিদের সম্বন্ধে অবতীর্ণ হইয়াছিল; কিন্তু বিশিষ্ট তফ্‌সীরকারগণ বলেন যে, অবিশ্বাসী, অত্যাচারী ও নিষ্ঠুর ধর্ম্মদ্রোহীদিগের সম্বন্ধে সাধারণ ভাবেই এই আয়ত-ত্রয় অবতীর্ণ হইয়াছে।

এই তিনটী আয়তের ব্যাপক অর্থ গ্রহণ করিলে মনে হয় যে, দেশের গরীব-দুঃখী ও অভাবগ্রস্ত লোকদিগের এবং পিতৃহীন 'এতিম' শিশু, অনাথা বিধবা এবং সর্ব্বশ্রেণীর অসহায় নরনারী-দিগের অভাব-অভিযোগ ও দুঃখ-বেদনা দূর করিতে চেষ্টা করা সত্যবিশ্বাসী মুসলমানগণের একান্ত কর্ত্তব্য।

৪—৭। বিশিষ্ট তফ্‌সীরকারগণের মতে এই কয়েকটী আয়ত কপট-বিশ্বাসী, ভণ্ড ও 'রিয়াকার' মোনাফেকদিগের সম্বন্ধেই অবতীর্ণ হইয়াছে। আল্লাহতা'লা বলিতেছেন যে, সেই সকল উপাসক বা নামাজ পাঠকারীর জন্য আক্ষেপ—যাহারা আন্তরিকতার সহিত অথবা নিয়মিত ভাবে নামাজ পাঠ করে না এবং 'রিয়াকারী' করিয়া অর্থাৎ শুধু লোক-দেখাইয়া নামাজ, রোজা

৬।—যাহারা শুধু প্রদর্শন করে; ٦- اَلَّذِيْنَ هُمْ يُرَاءُوْنَ ۙ

৭। এবং প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি দিতে নিষেধ করিয়া থাকে। ٧- وَيَمْنَعُوْنَ الْمَاعُوْنَ ۧ

সৎকার্য্যাদি করে, কিন্তু একাকী নির্জ্জনে উহা হইতে বিরত থাকে এবং যাহারা জাকাত প্রদান, দান-খয়রাত অথবা লোকদিগকে পারস্পরিক সাহায্য করে না কিংবা আত্মীয়স্বজন ও প্রতিবেশী-দিগকে প্রয়োজনীয় জিনিষপত্রের আদান প্রদানে নিষেধ করিয়া থাকে—আল্লাহতা'লা বলিতেছেন যে, পরকালে ইহারা সকলেই লাঞ্ছিত ও ক্ষতিগ্রস্ত হইবে।

হাদিস শরিফে বর্ণিত হইয়াছে যে, যাহারা সমাজের মধ্যে দায় পড়িয়া অথবা শুধু লোক দেখাইয়া কিংবা লোকের নিকট নামাজী বলিয়া পরিচিত হইবার ও সম্মান লাভের জন্য নামাজ পড়ে, কিন্তু একাকী নির্জ্জনে নামাজ পড়ে না এবং যে তাপস লোক দেখাইয়া লোকের মধ্যে প্রভাব-প্রতিপত্তি লাভের জন্য তপস্যা ও জেকর-মোরাকাবা করে এবং যাহারা ধর্ম্মকে শুধু ধন-সম্পদ উপার্জ্জনের অবলম্বন স্বরূপ গ্রহণ করে, অথবা যাহারা আচার-ব্যবহার, পোষাক-পরিচ্ছদ কথা-বার্ত্তা ও উপাসনা-আরাধনায় অতিরিক্ত ধার্ম্মিকতার ভাণ করে, তাহারা চেহারায় মেষ-শাবকের মত নিরীহ ভাল মানুষ হইলেও প্রকৃতপক্ষে নর-খাদক নেকড়ে বাঘ এবং দুর্দ্দান্ত দজ্জাল অপেক্ষাও ভয়ঙ্কর। ইহারা সকলেই গুপ্ত অংশীবাদিতার অপরাধে অভিশপ্ত হইয়া পরলোকে অতি ভয়াবহ 'অয়েল' নামক নরক গহ্বরে নিক্ষিপ্ত হইবে।

মাউন—জাকাত, দান-খয়রাত, পারস্পরিক সাহায্য-সহায়তা অথবা প্রয়োজনীয় জিনিস-পত্রের আদান-প্রদান। কোন কোন বিশিষ্ট তফ্‌সীরকারের মতে উপরোক্ত বিষয়গুলির সমষ্টি এবং উহার প্রত্যেকটীই 'মাউন' নামে অভিহিত হয়। জাকাত ও দান-খয়রাত ব্যতীত পারস্পরিক সাহায্য বা প্রয়োজনীয় জিনিস-পত্রের আদান-প্রদান যথা—দা, কাচি, কোদাল, কুড়াল, খন্তা, ছুরি, কাচি, সুই, সুতা, থাল', ঘটী, বাটী, বিছানা-পত্র, তৈল-লবণ ও আগুন-পানি প্রভৃতি দেওয়া নেওয়া পর্য্যন্ত 'মাউন' বলিয়া পরিগণিত। এই সকল আদান-প্রদানে মানুষের উপর মানুষের বিশেষ 'হক' বিদ্যমান রহিয়াছে। ইহা মানুষের সংসার-জীবন, সমাজ-বিন্যাস ও সভ্যতার অপরিহার্য্য অঙ্গ। যাহারা এইরূপ পারস্পরিক সাহায্য ও প্রয়োজনীয় জিনিস-পত্রের আদান-প্রদান করে না অথবা অপরকে উহা করিতে নিষেধ করে, আল্লাহতা'লা তাহাদিগকে অতি কঠোর ভাষায় তিরস্কার করিয়া পারলৌকিক শাস্তির ভয় প্রদর্শন করিয়াছেন।

———

মক্কায় অবতীর্ণ	১০৮। সুরা কওসর—الكوثر	৩ আয়ত

১ম রুকু—মহাবিচার ও পারলৌকিক পরিণাম

সর্ব্বপ্রদাতা করুণাময় আল্লার নামে — بسم الله الرحمن الرحيم

১। নিশ্চয় আমি তোমাকে 'কওসর' দান করিয়াছি। ২। অতএব তুমি

١- إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ ۞ ٢- فَصَلِّ

কওসর—অনন্ত কল্যাণ, অসংখ্য-সম্পদ অথবা স্বর্গীয় সরোবর। আলোচ্য সুরার প্রথম আয়তের 'কওসর' শব্দ হইতেই এই সুরার নামকরণ করা হইয়াছে।

শানে-নজুল—এই সুরা মক্কা শরিফে অবতীর্ণ হইয়াছিল। অবশ্য কেহ কেহ ইহা মদিনা শরিফে অবতীর্ণ হইয়াছিল বলিয়াও মত প্রকাশ করিয়াছেন। ইহাতে তিনটী মাত্র আয়ত আছে। হজরত রসুলোল্লার সম্মুখেই তাঁহার পুত্রগণ পরলোকগমন করায় অবিশ্বাসী কোরেশ প্রধানেরা বলিত যে, মোহাম্মদ (সঃ) ত "আবতার" অর্থাৎ অপুত্রক হইয়া গেল। সুতরাং তাঁহার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই তাঁহার ধর্ম্ম এমন কি, তাঁহার স্মৃতি পর্য্যন্ত বিলুপ্ত হইয়া যাইবে। তাহারা আরও বলিত যে, আমরা মক্কার হজযাত্রীদিগকে 'জমজম' কূপের পানি পান করাইয়া তাহাদের তৃপ্তি ও কল্যাণ সাধন করিয়া থাকি এবং আমরাই উহার অধিকারী। অপুত্রক মোহাম্মদের কি আছে যে, সে তদ্দ্বারা লোকের ইহ পরকালের কল্যাণ সাধন করিবে এবং তাঁহার মৃত্যুর পর কেই বা তাঁহার ধর্ম্ম ও স্মৃতি রক্ষা করিবে? অবিশ্বাসীদের এই সকল অবান্তর উক্তি ও ভ্রান্ত ধারণার উত্তরেই আলোচ্য সুরা অবতীর্ণ হয়।

১। **কওসর**—অনন্ত কল্যাণ, অসংখ্য সম্পদ অথবা অনুপম সুমিষ্ট সলিলপূর্ণ স্বর্গীয় নদী বা সরোবর। আল্লাহতা'লা বলিয়া দিলেন যে, অবিশ্বাসীরা পার্থিব ধন-সম্পদ, পুত্র-সন্তান ও 'জমজম' কূপের গর্ব্ব করিতেছে; কিন্তু উহা ত অনিত্য ও অচিরস্থায়ী। আমার রসুলকে আমি উহার বিনিময়ে "কওসর" অর্থাৎ অনন্ত কল্যাণ, অসংখ্য সন্তান ও অফুরন্ত সম্পদ দান করিয়াছি এবং তাঁহাকে আমার মনোনীত সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম ইসলাম, আমার পবিত্র বাণী কোরান ও অসংখ্য তত্ত্বজ্ঞান প্রদান করিয়া পৃথিবীর সর্ব্বশেষ ও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নবী-পদে অভিষিক্ত করিয়াছি। এতদ্ভিন্ন পরলোকে তাঁহারই উম্মত বা অনুগামী সংখ্যা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক হইবে এবং একমাত্র তিনিই আল্লার নিকট "শাফায়াত" বা মুক্তি-প্রার্থনার অধিকারী হইবেন। এতদ্ভিন্ন একমাত্র তিনিই স্বর্গের সুমিষ্ট সলিলপূর্ণ 'কওসর' নামক নদী বা সরোবরের আধিপত্য লাভ করিয়া উহা হইতে সমস্ত স্বর্গবাসীকে চিরশান্তিময় ও পরম পরিতৃপ্তিকর আবে-কওসর পান করাইবেন। মানবের ইহ-পারলৌকিক জীবনে ইহা অপেক্ষা উচ্চপদ, উচ্চতম মর্য্যাদা, অনুপম গৌরব ও অতুলনীয় সম্পদ আর কি হইতে পারে?—তঃ কবির, হক্কানী ও আজিজী।

২। অনন্তর আল্লাহতা'লা হজরত রসুলোল্লাহকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন:—হে আমার প্রিয়তম রসুল, আমি তোমাকে ইহ-পরলোকে যে অনন্ত কল্যাণ ও অসংখ্য সম্পদ দান করিয়াছি, তাহা স্মরণ করিয়া তুমি কৃতজ্ঞচিত্তে আমার উদ্দেশ্যে নামাজ পড় ও কোরবানী কর।

ছালাত—শব্দের ধাতুগত অর্থ বিনয়-নম্রতা প্রকাশ ও প্রার্থনা করা। কিন্তু ইহার বিশেষ অর্থ নামাজ পাঠ করা। অনুগ্রহ এবং আশীর্ব্বাদ অর্থেও উক্ত শব্দ ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

কেহ কেহ বলেন যে, এস্থলে 'ছালাত' শব্দযোগে ঈদের নামাজ অথবা মোজাদালফার ফরজ নামাজ পড়িতে আদেশ করা হইয়াছে। কিন্তু বিশিষ্ট তফসীরকারগণের মতে দৈনন্দিন ফরজ,

স্বীয় প্রতিপালকের উদ্দেশ্যে নামাজ পড় এবং কোরবাণী কর। ৩। নিশ্চয় যে তোমাকে ঈর্ষা করে সেই নিঃসন্তান!

لِرَبِّكَ وَانْحَرْ ۝ ٣- إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ ۝

সুন্নত, নফল এবং জুমা ও ঈদ প্রভৃতি সর্ব্বপ্রকার নামাজ নিয়মিত ভাবে পাঠ করাই ইহার প্রকৃত মর্ম্ম।—তঃ এব্‌ন জরীর।

নহর—ইহার মূল ধাতুগত অর্থ উষ্ট্রের বক্ষ ও কণ্ঠনালীর মধ্যে বর্শাঘাত করিয়া উহাকে নিহত করা। উহার অন্য অর্থ 'বদন' অর্থাৎ গরু ও উষ্ট্র কোরবানী করা (সোরাহ)। কিন্তু বিশিষ্ট তফ্‌সীরকারগণের মতে গরু, উষ্ট্র, ছাগ, মেষ ও দুম্বা প্রভৃতি সর্ব্বপ্রকার বৈধ পশু কোরবানী করাই ইহার সাধারণ ও প্রকৃষ্টতর মর্ম্ম।

কোরবানীর আদেশ—অলোচ্য আয়তে আল্লাহতা'লা কোরবানী করিবার জন্য বিশেষভাবে আদেশ করিয়াছেন। গরু, উষ্ট্র, ছাগ, মেষ ও দুম্বা প্রভৃতি যে সকল গৃহপালিত গ্রাম্য পশু আল্লাহতা'লা মানুষের জন্য বৈধ করিয়াছেন, তাহা কোরবানী করাই এই আয়তের লক্ষ্য। কোরান শরিফের বিভিন্ন আয়তে প্রমাণিত হয় যে, এই শ্রেণীর বৈধ পশুর পুরুষ ও স্ত্রীজাতীয় উভয় প্রকার পশু কোরবানী করাই সিদ্ধ (সুরা আন্‌য়াম)। হাদিস শরিফে উক্ত হইয়াছে যে, একটী গরু বা উষ্ট্র এক হইতে সাতজন লোকের জন্য কোরবানী করা সিদ্ধ হইবে; কিন্তু ছাগ, মেষ ও দুম্বা প্রত্যেক লোকের জন্য একটী করিয়া কোরবানী করিতে হইবে। হাদিস শরিফে আরও বর্ণিত হইয়াছে যে, হোদায়বিয়ার সন্ধির বৎসরে হজরতের সহচরগণ প্রত্যেক সাত জনের জন্য একটী গরু ও একটী উষ্ট্র কোরবানী করিয়াছিলেন এবং হজরত রসুলোল্লাহ কোরবানীর দিবসে স্বীয় প্রিয়তমা পত্নী বিবি আয়েশার পক্ষ হইতে একটী গরু কোরবানী করিয়াছিলেন।—সহি বোখারী, মোসলেম—মেশ্‌কাত।

৩। **আবতার**—আটকুড়ে, অপুত্রক, নিঃসন্তান অথবা মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে যাহার কীর্ত্তি ও স্মৃতি বিলুপ্ত হইয়া যায়, সেইরূপ হতভাগ্য, অবজ্ঞাত ও হেয় ব্যক্তি। হজরত রসুলোল্লার পুত্র-বিয়োগ হেতু আবু-জেহল ও আবু-লাহাব প্রমুখ অবিশ্বাসী কোরেশেরা তৎপ্রতি ঈর্ষা ও বিদ্বেষ বশে তাঁহাকে "আল্-আবতার" অর্থাৎ অপুত্রক বা নিঃসন্তান বলিয়া অভিহিত করিত এবং তাহারা বলিত যে, মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই ত মোহাম্মদের ধর্ম্ম-কর্ম্ম ও নাম-নিশানা বিলুপ্ত হইয়া যাইবে। ইহার উত্তরে আল্লাহতা'লা বলিয়া দিলেন যে, আমার রসুলের ধর্ম্ম-কর্ম্ম, নাম-নিশান এবং তাঁহার কীর্ত্তি ও স্মৃতি কখনই বিলুপ্ত হইবে না। তাঁহার কোটী কোটী অনুগামী ও ভক্ত-সন্তান মহাপ্রলয়ের পূর্ব্ব মূহুর্ত্ত পর্য্যন্ত আজান; আকামত, দরুদ ও প্রার্থনা-উপাসনার মধ্য দিয়া তাঁহার পবিত্র নাম ও পুণ্য স্মৃতি সঞ্জীবিত ও জাগ্রত করিয়া রাখিবে এবং আমার রসুলের প্রতি যাহারা অবজ্ঞা ও বিদ্বেষ পোষণ করিবে, তাহারাই 'আবতার' বা হতভাগ্য ও আটকুড়ে হইবে এবং তাহাদেরই নাম ও নিশানা বিলুপ্ত হইয়া যাইবে।

এই পবিত্র আয়ত, এই অভ্রান্ত ভবিষ্যদ্বাণী এবং এই জলন্ত অভিশাপের অলৌকিক সাফল্য ও সার্থকতা সম্বন্ধে অধিক কিছু বলা সম্পূর্ণ নিষ্প্রয়োজন। আজ হজরত রসুলোল্লার পঞ্চাশ কোটী সন্তান এবং জগতের এক-পঞ্চমাংশ মানব পৃথিবীর এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত তাঁহার পবিত্র নাম ও পুণ্যস্মৃতি ঘোষণা করিতেছে এবং দুন্‌ইয়ার লক্ষ লক্ষ মসজিদের গগন-স্পর্শী মিনার ও প্রশস্ত প্রাঙ্গন হইতে আজান ও আকামতের স্বর্গীয় আহ্বানে দৈনন্দিন বিংশতিবার "মোহাম্মাদুর রসুলোল্লাহ" নামের জয়ধ্বনি উত্থিত হইয়া পবিত্র ইস্‌লাম ও ঐশীবাণী কোরান শরিফের অলৌকিক সত্যতার সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে।

মক্কায় অবতীর্ণ	১০৯। সূরা কাফেরুন—الكفرون	৬ আয়ত

১ রুকু—বিশ্বাসী ও অবিশ্বাসীদের ধর্ম্মবিশ্বাসে পার্থক্য

সর্ব্ব প্রদাতা করুণাময় আল্লার নামে

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

১। তুমি বল—হে অবিশ্বাসিগণ, ২। তোমরা যাহার পূজা করিতেছ আমি তাহার পূজা করি না। ৩। এবং আমি যাঁহার উপাসনা করিতেছি তোমরা তাঁহার উপাসক নও। ৪। এবং তোমরা যাহার পূজা

١- قُلْ يٰٓاَيُّهَا الْكٰفِرُوْنَ ۙ ٢- لَآ اَعْبُدُ مَا تَعْبُدُوْنَ ۙ ٣- وَلَآ اَنْتُمْ عٰبِدُوْنَ مَآ اَعْبُدُ ۚ ٤- وَلَآ اَنَا عَابِدٌ

কাফেরুন—অবিশ্বাসিগণ অথবা ধর্ম্মদ্রোহী-বৃন্দ। আলোচ্য সূরার প্রথম আয়তের "কাফেরুন" শব্দ হইতেই এই সূরার নামকরণ করা হইয়াছে।

শানে-নজুল—বিশিষ্ট তফ্‌সীরকারগণের মতে এই সূরা মক্কা শরীফে অবতীর্ণ হইয়াছিল। অবশ্য কেহ কেহ ইহা মদিনা শরিফে অবতীর্ণ হইয়াছিল বলিয়াও মত প্রকাশ করিয়াছেন। ইহাতে সর্ব্বশুদ্ধ ছয়টী আয়ত আছে।

অবিশ্বাসী কোরেশেরা নানারূপ অত্যাচার, নির্য্যাতন ও ষড়যন্ত্রজাল বিস্তার করিয়াও যখন হজরত রসুলোল্লাকে প্রদমিত এবং ইস্‌লাম প্রচারের গতি রোধ করিতে সমর্থ হইল না, তখন তাহারা হজরতের নিকট প্রস্তাব করিয়া পাঠাইল যে, আর বিবাদ বিসংবাদ করার প্রয়োজন নাই। মোহাম্মদ (সঃ) আমাদের ধর্ম্ম ও আমাদের দেব-দেবীগণকে স্বীকার করিয়া লউন; আমরাও তাঁহার ধর্ম্ম ও তাঁহার আল্লাহকে স্বীকার করিয়া লইতেছি। তিনি যদি আমাদের দেব-দেবীদিগকে মান্য করিয়া তাহাদের পূজা করেন, তবে আমরাও তাঁহার আল্লাহকে মান্য করিয়া তাঁহার উপাসনা করিব। যদি তিনি স্থায়ীভাবে ইহাতে রাজী না হন, তবে আপাততঃ এক বৎসরের জন্য এই শর্ত্তে আমাদের মধ্যে সন্ধি হউক। ইহাতে আমাদের উভয় পক্ষেরই কল্যাণ হইবে। অবিশ্বাসীদের উপরোক্ত প্রস্তাবের উত্তরেই এই সূরা অবতীর্ণ হয়।

১। **কাফের**—'কোফর' হইতে নিষ্পন্ন; উহার ধাতুগত অর্থ আবৃত করা, আচ্ছন্ন করা, আচ্ছাদন করা অথবা ঢাকিয়া রাখা এবং মর্ম্মার্থ অবিশ্বাস বা অস্বীকার করা। সাধারণতঃ ইস্‌লাম ধর্ম্মে অবিশ্বাসী ও অসত্যারোপকারী ধর্ম্মদ্রোহীদিগকেই 'কাফের' নামে অভিহিত করা হইয়া থাকে।—কোঃ ২—৬ আয়তের তফ্‌সীর দ্রষ্টব্য।

৩। আল্লাহতা'লা হজরত রসুলোল্লাকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন:—হে রসুল, তুমি তোমার ধর্ম্ম ও উপাস্য সম্বন্ধে সন্ধি-প্রস্তাবকারী অবিশ্বাসী কাফেরদিগকে বলিয়া দাও যে, তোমরা যে সকল অসার ও কাল্পনিক দেব-দেবীর পূজা করিতেছ, আমি কখনও তাহাদের পূজা করি না এবং আমি যে নিত্য সত্য ও সর্ব্বশক্তিমান আল্লার উপাসনা করিয়া থাকি, তোমরা কখনও তাঁহার উপাসক নহ।

৪—৫। এ অবস্থায় তোমরা যে সকল প্রস্তর-প্রতিমার পূজা করিয়া থাক, আমি কখনও তাহাদের পূজক হইব না এবং আমি যে মহান্ ও অদ্বিতীয় আল্লার উপাসনা করিতেছি, তোমরাও তাঁহার উপাসক হইবে না।

কর আমি তাহার পূজক নহি।
৫। এবং আমি যাঁহার উপাসনা করি তোমরা তাঁহার উপাসক নও।
৬। তোমাদের জন্য তোমাদের ধর্ম্ম এবং আমার জন্য আমার ধর্ম্ম।

مَا عَبَدْتُّمْ ۝ ٥- وَلَآ أَنْتُمْ عٰبِدُوْنَ
مَآ أَعْبُدُ ۝ ٦- لَكُمْ دِيْنُكُمْ
وَلِيَ دِيْنِ ۝

৬। সুতরাং "তোমাদের জন্য তোমাদের ধর্ম্ম এবং আমার জন্য আমার ধর্ম্ম"—এই আয়তের স্পষ্টতর মর্ম্ম এই যে, ধর্ম্ম সম্বন্ধে তোমাদের সহিত আমার কোনই সন্ধি বা আপোষ-মীমাংসা হইতে পারে না। সত্যের সহিত মিথ্যার, ন্যায়ের সহিত অন্যায়ের এবং আলোর সহিত অন্ধকারের আপোষ বা সন্ধি যেরূপ অসম্ভব, ধর্ম্মের সহিত অধর্ম্মের, একত্ববাদের সহিত অংশীবাদিতার এবং ইসলামের সহিত কোফরীর সন্ধি বা আপোষ-মীমাংসাও সেইরূপ অসম্ভব। অতএব অবিশ্বাসী কোরেশেরা অংশীবাদীতা ও পৌত্তলিকতা পরিহার করিয়া ইসলাম গ্রহণ না করা পর্য্যন্ত ধর্ম্ম সম্বন্ধে তাহাদের সহিত আমার কোনই সন্ধি বা আপোষ-মীমাংসা হইবে না।

আলোচ্য আয়তের তফ্সীরে মোহাদ্দেস ও তফ্সীরকারগণ বিভিন্নরূপ মর্ম্মার্থ পরিগ্রহণ করিয়াছেন। ঐ সমস্ত ব্যাখ্যার সারমর্ম্ম এই যে, তোমরা আমার প্রচারিত সত্য-ধর্ম্ম গ্রহণ না করিলেও আমি কখনও তোমাদের ভ্রান্ত-ধর্ম্ম গ্রহণ করিব না। সে অবস্থায় তোমাদের ধর্ম্মবিশ্বাস ও কৃতকর্ম্মানুযায়ী প্রতিফল তোমরা ভোগ করিবে এবং আমার ধর্ম্মবিশ্বাস ও কৃতকর্ম্মানুযায়ী প্রতিদান আমি প্রাপ্ত হইব। সুতরাং পরকালে আমার জন্য তোমরা দায়ী হইবে না এবং তোমাদের জন্যও আমি দায়ী হইব না।—সহি বোখারী, মোসলেম এবং তঃ এব্ন-জরীর ও মোনির প্রভৃতি দ্রষ্টব্য।

উপরোক্ত আয়তে মানবের ধর্ম্মকর্ম্মের পূর্ণ স্বাধীনতা ঘোষিত হইয়াছে। কিন্তু সেল ও গোল্ডসেক প্রমুখ খ্রীষ্টান অনুবাদকগণ জেহাদ বা ধর্ম্মযুদ্ধ সম্বন্ধীয় প্রত্যাদেশ উদ্ধৃত করিয়া প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন যে, ইহা হজরত মোহাম্মদের (সঃ) প্রাথমিক অভিমত। উত্তর কালে তিনি শক্তিসঞ্চয় করিবার পরে মত পরিবর্ত্তন করিয়া ইসলাম ভিন্ন আর সমস্ত ধর্ম্মই ধ্বংস করিতে আদেশ করিয়া-ছিলেন। বলা বাহুল্য, এই অপবাদ সম্পূর্ণ মিথ্যা ও ভিত্তিহীন। ইহারা হয় জেহাদের প্রত্যাদেশ সম্বন্ধীয় আয়তের অর্থ বুঝিতে পারেন নাই অথবা ইচ্ছা করিয়া ইস্লামের উপর মিথ্যা দোষারোপ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। কারণ পবিত্র কোরান শরিফের কোথাও ইস্লাম ভিন্ন অন্য সমস্ত ধর্ম্ম ধ্বংস করিতে অথবা কাহাকেও বলপূর্ব্বক ইস্লামে দীক্ষিত করিতে আদেশ করা হয় নাই। যেস্থলে মুসলমানের ধর্ম্ম-কর্ম্ম ও ধন-প্রাণ বিপন্ন হইবে, কেবল সেই স্থলেই জেহাদ বা ধর্ম্মযুদ্ধের আদেশ প্রদত্ত হইয়াছে। পক্ষান্তরে যাহারা শান্তিপ্রিয় অথবা যাহারা অত্যাচারী নহে, তাহাদের সহিত এবং ধর্ম্মযুদ্ধে অসমর্থ স্ত্রীলোক, শিশু, বালক, বৃদ্ধ, তাপস ও ধর্ম্ম-প্রচারকদের সহিত ধর্ম্ম-যুদ্ধ করা সর্ব্বতোভাবে নিষিদ্ধ হইয়াছে। "লা একরাহা ফি দ্দিন"—ধর্ম্মে বলপ্রয়োগ নাই, কোরান শরিফের এই পবিত্র বাক্যই তাহার প্রকৃষ্টতর প্রমাণ।

মক্কায় অবতীর্ণ	১১০। সূরা নসর—النصر	৩ আয়ত

১ম রুকু—মহাবিজয় ও পূর্ণ-সাফল্যের ভবিষ্যদ্বাণী

সর্ব্ব প্রদাতা করুণাময় আল্লার নামে

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

১। যখন আল্লার সাহায্য ও বিজয় সমাগত হইবে; ২। এবং তুমি দেখিবে যে, লোকেরা দলে দলে আল্লার ধর্ম্মে

١- اِذَا جَآءَ نَصْرُ اللّٰهِ وَالْفَتْحُ ۙ

٢- وَرَاَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُوْنَ

নসর—সাহায্য বা সহায়তা। আলোচ্য সূরার প্রথম আয়তের 'নসর' শব্দ হইতেই এই সূরার নামকরণ করা হইয়াছে।

শানে-নজুল—হজরত রসুলোল্লার প্রতি আল্লাহতা'লার অনুপম সাহায্য এবং তাঁহার ধর্ম্ম ও কর্ম্ম-জীবনের অতুলনীয় সাফল্য-জনিত মহাবিজয়ের অভিব্যক্তি স্বরূপ এই সূরাটী মক্কা শরিফে অবতীর্ণ হইয়াছিল। ইহাতে সর্ব্বশুদ্ধ তিনটী আয়ত আছে। কিন্তু এই সূরাটী মক্কা-বিজয়ের পূর্ব্বে অথবা পরে অবতীর্ণ হইয়াছিল, তৎসম্বন্ধে তফ্‌সীরকারগণের মধ্যে মতভেদ হইয়াছে। একদল তফ্‌সীরকার বলেন যে, মহানগরী মক্কা-বিজয়ের ভবিষ্যদ্বাণী ও সুসংবাদ স্বরূপ এই সূরাটী উহার পূর্ব্বেই অবতীর্ণ হইয়াছিল। কিন্তু অন্য সম্প্রদায় বলেন যে, মক্কা-বিজয়ের পর শেষ হজের পূর্ব্বে এবং মতান্তরে শেষ হজের মউসুমে পবিত্র মিনা প্রান্তরেই এই সূরাটী অবতীর্ণ হয়। অবশ্য ইহাতে কোনই মতভেদ নাই যে, এই সূরায় হজরত রসুলোল্লাহ কর্ত্তৃক মক্কা-বিজয় এবং তাঁহার জীবনের সাফল্যের সুসংবাদ বিবৃত হইয়াছে এবং ইহাতেও কোন সন্দেহ নাই যে, ইহাই কোরান শরিফের শেষ সূরা। ইহার পর আর কোন পূর্ণ সূরা অবতীর্ণ হয় নাই। এই সূরা অবতীর্ণ হইবার পর হজরত রসুলোল্লাহ (সঃ) মাত্র আশি দিবস এই দুন্‌ইয়ায় জীবিত ছিলেন।—এব্‌ন-ওমরের বর্ণনা।

সহি বোখারী ও বিভিন্ন তফ্‌সীর পাঠে অবগত হওয়া যায় যে, এই সূরা অবতীর্ণ হইলে হজরত আবু-বকর, ওমর, আব্বাস ও এব্‌ন-আব্বাস প্রমুখ হজরতের মহাজ্ঞানী সাহাবাগণ উহাকে হজরত রসুলোল্লার মহাপ্রয়ানের পূর্ব্বাভাস বলিয়া বুঝিতে পারিয়াছিলেন। অনন্তর হজরতের অদূরবর্ত্তী বিয়োগ-বেদনা স্মরণ করিয়া কেহ কেহ ক্রন্দন-নিরত হইলে হজরত রসুলোল্লাহ তাঁহাদিগকে সান্ত্বনা দান করিয়া বলিয়াছিলেন যে, তোমাদের অনুমান সত্য। এতদ্দ্বারা সত্যই আমার ধর্ম্ম-সাধনা ও কর্ম্ম-জীবনের পরিসমাপ্তি ঘোষিত হইয়াছে এবং আমার পার্থিব জীবনের সময়ও ফুরাইয়া আসিয়াছে। এই জন্য হজরত আবদুল্লাহ-এব্‌ন-মসউদ ইহাকে "সূরাতুল ভেদা" বা বিদায়ের সূরা বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন।

এই সূরা অবতীর্ণ হইবার পর হজরত রসুলোল্লাহ অধিক সময় আল্লাহতা'লার এবাদত বন্দেগীতে লিপ্ত থাকিতেন এবং প্রায় সর্ব্বদাই তাঁহার মহিমা বর্ণন, প্রশংসা-কীর্ত্তন ও পবিত্রতা প্রকাশ এবং মোস্‌লেম-মণ্ডলীর জন্য ক্ষমা-প্রার্থনা করিতেন। মোস্‌লেম-জননী হজরত আয়েশা বলিয়াছেন যে, এই সূরা অবতীর্ণ হইবার পর শয়ন, উপবেশন, গমনাগমন ও কথোপকথনে হজরত রসুলোল্লার মুখে সদা-সর্ব্বদাই আল্লাহতা'লার প্রশংসা ও মহিমাবাণী উচ্চারিত হইত এবং সকল অবস্থায়ই তিনি তৎপ্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেন।

১—৩। **ফৎহ**—শব্দের ধাতুগত অর্থ উদ্ঘাটন, উন্মুক্তকরণ অথবা উন্মেষ-সাধন এবং মর্ম্মার্থ বিজয়। যুদ্ধে জয়লাভের জন্য নগর-তোরণ অথবা দুর্গদ্বার উদ্ঘাটন করিতে হয় বলিয়াই

প্রবেশ করিতেছে; ৩। তখন তুমি স্বীয় প্রতিপালকের প্রশংসা-সহ তাঁহার মহিমা বর্ণন কর এবং তাঁহার নিকট ক্ষমাপ্রার্থনা কর; নিশ্চয় তিনি অধিকতর ক্ষমাশীল।

فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا ۝٢ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ ۚ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا ۝٣

জয়লাভ করাকে "ফৎহ" বলা হইয়া থাকে। এতদ্ভিন্ন উপস্থাপিত, বিদূরিত অথবা শেষ-মীমাংসা অর্থেও উক্ত শব্দ প্রযুক্ত হইয়া থাকে।

তওবা—প্রত্যাবর্ত্তন, পরিত্যাগ, পরিবর্ত্তন, অনুতাপ অথবা ক্ষমা-প্রার্থনা। কোন পাপকার্য্য করিয়া অনুতাপের সহিত তাহা হইতে প্রত্যাবর্ত্তিত হইয়া ক্ষমা-প্রার্থনার নামই তওবা অর্থাৎ পাপ হইতে প্রত্যাবর্ত্তন।

আলোচ্য আয়ত-ত্রয়ের মর্ম্ম এই যে, আল্লাহতা'লা হজরত রসুলোল্লাকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন:—হে আমার প্রিয় রসুল, আমিত তোমাকে পূর্ব্বেই জানাইয়াছিলাম যে, যখন তোমার প্রতি আমার প্রতিশ্রুত সাহায্য উপস্থিত হইবে এবং যখন আমার সাহায্যে তোমার প্রবল পরাক্রান্ত শত্রুদিগকে পরাজিত করিয়া তুমি অবলীলাক্রমে মহানগরী মক্কা অধিকার করিয়া লইবে এবং তাহার ফলে তুমি যখন দেখিবে যে, সমগ্র দেশবাসী দলে দলে তোমার নিকট আগমন করিয়া তোমার আনুগত্য স্বীকার পূর্ব্বক আল্লার মনোনীত সত্যধর্ম্ম ইস্লাম গ্রহণ করিতেছে, তখন তুমি নিশ্চিত জানিও যে, তোমার ধর্ম্ম ও কর্ম্ম-জীবনের সাধনা সম্পূর্ণরূপে সিদ্ধ ও সফল হইয়াছে এবং তোমার পার্থিব-জীবনের দিনগুলিও ফুরাইয়া আসিয়াছে। কারণ তোমার নবী-জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্য পূর্ণ হইবার পর এই শোক-তাপময় নশ্বর সংসারে তোমার অধিক দিন অবস্থান করিবার আর কোনই প্রয়োজন নাই। অতএব সেই সময় তোমার প্রতি আমার অসীম অনুগ্রহ ও অনুপম সাহায্যের বিষয় স্মরণ করিয়া তুমি আমার নিকট কৃতজ্ঞতা স্বীকার পূর্ব্বক আমার মহিমা বর্ণন ও প্রশংসা কীর্ত্তন করিও এবং তোমার অনুগামী মোসলেম-মণ্ডলীর জন্য আমার নিকট ক্ষমা-প্রার্থনা করিও। আমি তোমার অনুরোধ ও ক্ষমা-প্রার্থনার বিনিময়ে তাহাদের অপরাধ ক্ষমা করিব। যেহেতু আমার মত ক্ষমাশীল ও করুণাময় আর কেহই নাই।

হজরত রসুলোল্লার ঐ অনুপম সাফল্যের সুসংবাদ এ মহাবিজয়ের ভবিষ্যদ্বাণী কিরূপ অক্ষরে অক্ষরে পূর্ণ হইয়াছিল, জগতের ইতিহাস তাহার সাক্ষী। সুদীর্ঘ বিংশতি বর্ষ কঠোর সাধনা করিয়া—স্বদেশবাসীর অসহ্য অত্যাচার ও অমানুষিক নির্য্যাতন অম্লানবদনে সহ্য করিয়া এবং ধর্ম্মের জন্য প্রিয় জন্মভূমি পরিত্যাগ করিয়াও হজরত রসুলোল্লাহ পূর্ণ সাফল্য লাভ করিতে পারেন নাই। কারণ এই সুদীর্ঘ সময়ের মধ্যে আরব ও আজমের সমগ্র অধিবাসীর তুলনায় অতি অল্প সংখ্যক লোকই ইস্লাম গ্রহণ করিয়াছিল। কিন্তু আল্লাহতা'লার অনুগ্রহ ও সাহায্যে যখন মক্কা বিজিত হইল এবং হজরত রসুলোল্লাহ মক্কা জয় করিয়া তাঁহার পূর্ব্বশত্রুদিগের উপর প্রতিশোধ গ্রহণের পরিবর্ত্তে তাহাদিগকে অনুপম উদারতার সহিত ক্ষমা করিয়া যখন তিনি সকলের জন্য 'আমান' ও শান্তি ঘোষণা করিলেন, তখন যেন এক অলৌকিক মন্ত্রশক্তি প্রভাবে সমগ্র দেশের উপর ইসলামের প্রভাব ছড়াইয়া পড়িল এবং অতি অল্প সময়ের মধ্যেই মক্কা, মদিনা, তায়েফ, এয়মন ও হাওয়াজেনের সমগ্র অধিবাসী এবং আরবের বিভিন্ন সম্প্রদায়-সমূহ পর পর দলে দলে আসিয়া ইসলামের শান্তি-ছায়াতলে আশ্রয় গ্রহণ করিল। অনন্তর স্বর্গীয় ইসলামের এই মহাবিজয়ের স্রোত কিরূপ অপ্রতিহত বেগে পরিচালিত হইয়া সমগ্র জগতে সত্য-ধর্ম্মের জয়পতাকা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, ইতিহাসের পাঠকগণ তাহা উত্তম রূপেই অবগত আছেন। এখানে তাহার পুনরুল্লেখ সম্পূর্ণ নিষ্প্রয়োজন।

মক্কায় অবতীর্ণ	১১১। স্থরা লাহাব-اللهب	৫ আয়ত

১ম রুকু—লাহাব-দম্পতির বিনাশের বিবরণ

সর্ব্ব প্রদাতা করুণাময় আল্লার নামে

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

১। আবু-লাহাবের হস্তদ্বয় বিনষ্ট হউক এবং সে বিনষ্ট হইবে।

١- تَبَّتْ يَدَآ اَبِىْ لَهَبٍ وَّتَبَّ ؕ

লাহাব—শিখা বা অগ্নি-শিখা। হজরত রসুলোল্লার পিতৃব্য ও পরম শত্রু আবদুল ওজ্জা অত্যন্ত উগ্র-প্রকৃতি ছিল বলিয়া তাহাকে আবু-লাহাব বা অগ্নি-শিখার জনক নামে অভিহিত করা হইত। আলোচ্য স্থরার প্রথম আয়তের "লাহাব" শব্দ হইতেই এই স্থরার নামকরণ করা হইয়াছে।

শানে-নজুল—এই স্থরা মক্কা শরিফে অবতীর্ণ হইয়াছিল এবং ইহা মাত্র পাঁচটী সংক্ষিপ্ত আয়তে গ্রথিত হইয়াছে। একদা হজরত রসুলোল্লাহ স্বীয় আত্মীয়-স্বজনদিগকে ভয়-প্রদর্শন ও সতর্ক করিবার জন্য প্রত্যাদিষ্ট হইয়া সাফা পর্ব্বতে আরোহণ পূর্ব্বক তাহাদিগকে আহ্বান করিয়া বলিতে লাগিলেন,—"অন্ধকার প্রভাত ঘোর অশান্তিময়—সকলে সতর্ক হও!" হজরতের সেই সতর্ক-বাণী শ্রবণে তাঁহার আত্মীয়-স্বজন ও প্রতিবেশী-বৃন্দ উক্ত পর্ব্বত-প্রান্তে সমবেত হইতে তিনি সকলকে সম্বোধন করিয়া বলিতে লাগিলেন যে, তোমাদিগকে আক্রমণ ও বিনষ্ট করিবার জন্য এই পর্ব্বতের অপর প্রান্তে শত্রু-সৈন্য সমবেত হইলে তোমাদের যেমন সতর্ক হওয়া উচিত, সেইরূপ তোমাদের জীবনের পরপারে তোমাদের অধর্ম্ম, অনাচার ও পাপকার্য্যগুলি ভয়াবহ শত্রু-রূপে তোমাদিগকে ধ্বংস ও নিরয়গামী করিবার জন্য অপেক্ষা করিতেছে। অতএব তোমরা এখনও সতর্ক হইয়া সত্যধর্ম্ম গ্রহণ কর। হজরতের এই অমূল্য উপদেশ শ্রবণে তাঁহার পরম শত্রু আবু-লাহাব ক্রোধে অগ্নি-মূর্ত্তি ধারণ করিয়া বলিল, "তাব্বান লাকা"—তোর সর্ব্বনাশ হউক! তুই কি এই জন্য আমাদিগকে আহ্বান করিয়াছিস্? আবু-লাহাবের ঐ অভিশাপ ও কটূক্তির উত্তরে আল্লাহতা'লার পক্ষ হইতে তাহার ধ্বংস-প্রাপ্তির ভবিষ্যদ্বাণী স্বরূপ এই অভিশাপ-সূচক সংক্ষিপ্ত স্থরা অবতীর্ণ হয়।—সহি বোখারী।

১। **আবু-লাহাব**—ইহার প্রকৃত নাম আবদুল ওজ্জা। আবদুল ওজ্জা সম্পর্কে হজরতের পিতৃব্য হইত। কেহ তাহাকে হজরতের পিতার বৈমাত্রেয় ভ্রাতা এবং কেহবা তাহাকে হজরতের পিতামহ আবদুল মোত্তালেবের ভ্রাতুষ্পুত্র বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। আবদুল ওজ্জা কোরেশদিগের মধ্যে অত্যন্ত দাম্ভিক, ধনী ও উগ্র-প্রকৃতির লোক ছিল। আরব সমাজে উগ্র-প্রকৃতির লোকদিগকে সাধারণতঃ "আবু-লাহাব" বা অগ্নি-শিখার জনক নামে অভিহিত করা হয় এইরূপ ধূর্ত্ত ও প্রবঞ্চক লোকেরা "আবু-শার" অর্থাৎ প্রবঞ্চনার জনক এবং সচ্চরিত্র ও উত্তম লোকেরা "আবুল-খায়ের" অর্থাৎ কল্যাণের জনক নামে অভিহিত হইয়া থাকে। আবদুল ওজ্জা ও তাহার পত্নী উম্মে-জমিল হজরতের পরম শত্রু ছিল। আবদুল ওজ্জা হজরত রসুলোল্লার শত্রুতা সাধন জন্য ছায়ার ন্যায় তাঁহার অনুসরণ করিত এবং হজরত রসুলোল্লাহ যেখানেই ধর্ম্ম-প্রচার করিতেন, সেখানেই উপস্থিত হইয়া সে লোকদিগকে বলিত "আমার এই আত্মীয়টী উন্মাদ; তোমরা কেহ তাহার কথা শুনিও না।" হজরত রসুলোল্লার সহিত এইরূপ শত্রুতা সাধন এবং

২। তাহার ধন-সম্পদ এবং সে যাহা উপার্জ্জন করিয়াছে—তাহা তাহার জন্য যথেষ্ট হইবে না। ৩। অচিরেই সে শিখাবিশিষ্ট নরকানলে প্রবেশ করিবে।

٢- مَآ اَغْنٰى عَنْهُ مَالُهٗ وَمَا كَسَبَ ۞

٣- سَيَصْلٰى نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ ۞

স্বীয় স্বভাবজাত উগ্র-প্রকৃতির জন্য আবদুল ওজ্জা মোসলেম জগতে "আবু-লাহাব" বা অগ্নি-শিখার জনক নামে অভিহিত হইয়াছে।—তঃ কবির, বহরুল উলুম।

বিভিন্ন তরজমা ও তফ্‌সীরে আলোচ্য আয়তের ভিন্ন ভিন্ন রূপ অনুবাদ ও মর্ম্মার্থ পরিদৃষ্ট হয়। কেহ লিখিয়াছেন—"আবু-লাহাবের দুই হস্ত বিনষ্ট হউক। এবং সে বিনষ্ট হইবে;" কেহ লিখিয়াছেন,—"আবু-লাহাবের দুই বাহু ভগ্ন হউক এবং তাহা ভগ্ন হইবেই;" কেহ লিখিয়াছেন, "আবু-লাহাবের সর্ব্বাঙ্গ বিনষ্ট হউক এবং তাহাই সংঘটিত হইয়াছে;" এবং কেহ লিখিয়াছেন, "আবু-লাহাবের ইহকাল বিনষ্ট হইয়াছে এবং তাহার পরকালও বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে।" এইরূপ অনেকে উক্ত আয়তের মর্ম্মে "আবু-লাহাবের অর্থ, আধিপত্য এবং তাহার ধর্ম্ম ও কর্ম্ম বিনষ্ট হইয়াছে" বলিয়াও নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

আলোচ্য আয়তের বিভিন্ন রূপ অর্থ ও মর্ম্ম পরিকল্পিত হইলেও ইহা যে আবু-লাহাবের ধ্বংস ও বিনাশের প্রত্যক্ষ ভবিষ্যদ্বাণী, তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই এবং ইহা সর্ব্ববাদীসম্মত অভিমত। হজরত রসুলোল্লাহ তাঁহার এই পরম শত্রুকে বশীভূত ও সত্যধর্ম্মে আনয়ন করিবার জন্য বহু চেষ্টা করিয়াছিলেন—এমন কি, আবু-লাহাবের পুত্র ওৎবার সহিত নিজের একটী কন্যা-রত্নের বিবাহ পর্য্যন্ত দিয়াছিলেন। কিন্তু হজরত রসুলোল্লার প্রতি ঈর্ষা ও শত্রুতা বশে আবু-লাহাব ও তৎপত্নী উম্মে-জমিল উক্ত বিবাহের পরেই তাহার পুত্র ওৎবাকে পত্নী-পরিত্যাগ ও ঐশীবাণী প্রত্যাখ্যান করিতে বাধ্য করে। ইহাতে হজরত রসুলোল্লাহ অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হইয়া ওৎবাকে বলেন যে, এই দুষ্কার্য্য ও ধর্ম্মদ্রোহিতার জন্য আল্লাহতা'লা শীঘ্রই তাঁহার একটী ব্যাঘ্রকে তৎপ্রতি প্রবল করিয়া দিবেন। ইহার কিছুদিন পরেই ওৎবা বাণিজ্য উপলক্ষে সিরিয়ায় গমন করে এবং তথায় ব্যাঘ্র কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হয়। অনন্তর বদর যুদ্ধে সত্য-বিশ্বাসী মুসলমানেরা বিজয়ী এবং অবিশ্বাসী কোরেশেরা পরাজিত হইবার পর সপ্তম দিবসে আবু-লাহাব বসন্ত রোগে আক্রান্ত হইয়া শয্যাশায়ী হয়। ঐ কাল রোগ এরূপ ভয়ঙ্কর আকার ধারণ করে যে, তাহার সর্ব্বশরীর বিগলিত হইয়া যায় এবং উহার বিষম দুর্গন্ধে কেহই তাহার নিকটবর্ত্তী হইতে পারে নাই। সেই অবস্থায় সে মৃত্যুমুখে পতিত হইলে ভীতি ও দুর্গন্ধে লোকে তাহার নিকটে যাইতে না পারিয়া গৃহের দেওয়াল ভাঙ্গিয়া সেই অবস্থায়—সেই স্থানেই তাহাকে চাপা দিয়া সমাধিস্থ করিয়া রাখে। এইরূপে পবিত্র কোরানের অভ্রান্ত ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হইয়া আবু-লাহাবের ধর্ম্মদ্রোহিতা ও পাপ-লীলার শোচনীয় পরিসমাপ্তি সাধিত হয়।

২। আবু-লাহাব প্রচুর ধন-জন ও বিষয়-সম্পদের অধিকারী ছিল। সেই গর্ব্বে সে প্রায়ই বলিত যে, যদি মোহাম্মদের কথা সত্য হয় এবং আমার উপর সত্যই যদি কোন আপদ-বিপদ বা শাস্তি আগমন করে, তবে স্বীয় ধন-জন ও বিষয়-সম্পদের বিনিময়ে আমি অতি সহজেই উহা হইতে নিষ্কৃতি ও মুক্তিলাভ করিতে পারিব। আল্লাহতা'লা তাহার ঐ অসার অহমিকার উত্তরে তাহাকে জানাইয়া দিলেন যে, তাহার ধন-জন ও বিষয়-সম্পদ ধর্ম্মদ্রোহিতা-জনিত ধ্বংস-প্রাপ্তি ও শাস্তি হইতে তাহাকে কখনই রক্ষা করিতে পারিবে না এবং পরিণামে উহা তাহার কোনই কাজে আসিবে না।

৩। আল্লাহতা'লা আবু-লাহাবকে আরও জানাইয়া দিলেন যে, এই অবাধ্যতা ও ধর্ম্ম-দ্রোহিতার জন্য আবু-লাহাবকে অচিরেই ধ্বংস-প্রাপ্ত ও মৃত্যুমুখে পতিত হইয়া অতি ভয়ঙ্কর শাস্তিপূর্ণ ও শিখা-বিশিষ্ট নরকানলে প্রবেশ করিতে হইবে এবং সেই শাস্তি হইতে সে কিছুতেই পরিত্রাণ পাইবে না।

৪। এবং তাহার কাষ্ঠ-বহনকারিণী স্ত্রীও। ৪- وَامْرَاَتُهٗ ؕ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ ۚ

৫। তাহার গ্রীবাদেশে খোর্ম্মা-বল্কলের রজ্জু রহিয়াছে। ৫- فِيْ جِيْدِهَا حَبْلٌ مِّنْ مَّسَدٍ ۚ

৪। এই আয়তে আবু-লাহাবের স্ত্রী উম্মে-জমিল বা আওরার অন্তিম পরিণাম বর্ণিত হইয়াছে। এই ঈর্ষাপরায়ণা স্ত্রীলোকটী তাহার ধর্ম্মদ্রোহী স্বামীর উপযুক্ত সহধর্ম্মিণী ছিল এবং সে সর্ব্বদাই হজরত রসুলোল্লার অপবাদ, নিন্দা, কুৎসা ও দুর্ণাম প্রচার করিয়া বেড়াইত। এতদ্ভিন্ন আওরা ঘোর কুটিলা ও কলহপরায়ণা ছিল এবং সে চুগ্‌লী করিয়া পরস্পরের মধ্যে কলহ সৃষ্টি করিত। এই জন্যই সে আলোচ্য সুরায় "হাম্মালাতাল হাতাব" অর্থাৎ 'কাষ্ঠবাহিকা' বা কলহের আগুনে 'ইন্ধন-বহনকারিণী' নামে অভিহিত হইয়াছে এবং আল্লাহতা'লা বলিয়া দিতেছেন যে, ঐ দুষ্কার্য্যের জন্য স্বীয় স্বামীর সহিত তাহাকেও নরকানলে প্রবিষ্ট হইতে হইবে।

হাম্মালাতাল হাতাব—কাষ্ঠ বা ইন্ধন-বহনকারিণী। যে সকল কুটীলা নারী বা কুট্‌নী স্ত্রীলোক চুগলী করিয়া পরস্পরের মধ্যে কলহ সৃষ্টি করে এবং কলহের আগুনে ইন্ধন যোগাইয়া বেড়ায়, আরবী ভাষায় তাহাদিগকে "হাম্মালাতাল হাতাব" নামে অভিহিত করা হয়। কোন কোন তফ্‌সীরকার বলেন যে, দুষ্কার্য্যের বোঝা বা পাপভার-বহনকারিণী, উপহাস-বিদ্রূপকারিণী, অলীক অপবাদ-দায়িনী অথবা পর-ছিদ্রান্বেষণকারিণী অর্থও "হাম্মালাতাল হাতাব" শব্দ প্রযুজ্য বা ব্যবহৃত হইতে পারে।—তঃ এব্‌ন-জরির, কবির, খাজেন ও বোখারী তুলিতব্য।

৫। **মাসাদ**—খোর্ম্মা বা খর্জ্জুর শাখার বল্কল হইতে বিনির্ম্মিত সুদৃঢ় রজ্জু-বিশেষ। এই আয়তে আবু-লাহাবের পত্নী উম্মে-জমিলের শোচনীয় অন্তিম পরিণাম সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী করা হইয়াছে। উম্মে-জমিল হজরত রসুলোল্লার প্রতি ঈর্ষা বশতঃ জঙ্গলে গিয়া কণ্টক তরু ও উহার কণ্টকময় শাখা-প্রশাখাসমূহ বহন করিয়া আনিত এবং হজরতের গমনাগমনের পথে উহা ছড়াইয়া রাখিত—উদ্দেশ্য যেন তাঁহার পবিত্র পদ কণ্টকে বিদ্ধ হয়। এই উদ্দেশে একদা সে জঙ্গলে গিয়া এক বৃহৎ কাঁটার বোঝা মাথায় লইয়া আসিতেছিল এবং উক্ত বোঝা খোর্ম্মা-বল্কলের সুদৃঢ় রজ্জু দ্বারা তাহার গলদেশের সহিত আবদ্ধ ছিল। অনন্তর পথে ক্লান্ত হইয়া যখন সে এক সুবৃহৎ প্রস্তরখণ্ডে ঠেস দিয়া বিশ্রাম করিতেছিল, তখন হঠাৎ উক্ত বোঝাটী মস্তক হইতে পড়িয়া গিয়া উহার সহিত আবদ্ধ রজ্জুতে তাহার গলায় ফাঁস লাগিয়া যায় এবং সেই অবস্থায় শ্বাসরুদ্ধ হইয়াই সে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। উম্মে-জমিলের এই শোচনীয় মৃত্যু দ্বারা আলোচ্য আয়তের ভবিষ্যদ্বাণী অতি আশ্চর্য্যরূপে সফল হইয়াছিল।

মক্কায় অবতীর্ণ | ১১২। সূরা এখলাস—الإخلاص | ৪ আয়ত

১ম রুকু—অনাবিল ঐশী স্বরূপের অনুপম অভিব্যক্তি

সর্ব্বপ্রদাতা করুণাময় আল্লার নামে

بسم الله الرحمن الرحيم

১। তুমি বল—তিনিই একমাত্র আল্লাহ। ২। আল্লাহ আত্মনির্ভরশীল- قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ ۝۱ اَللّٰهُ الصَّمَدُ ۝۲

এখ্লাস—'খালেস' হইতে নিষ্পন্ন। উহার ধাতুগত অর্থ বিশোধিত, পরিশ্রুত অথবা মিশ্রণ হইতে সংরক্ষিত এবং উহার অন্য অর্থ বিশুদ্ধ বা নির্ম্মল-করণ। এস্থলে উহার মর্ম্মার্থ আল্লাহতা'লার স্বরূপ সম্বন্ধে অভ্রান্ত ও অবিমিশ্র বিশুদ্ধ মতবাদ অথবা অন্য-বিষয়ের উপাসনা-আরাধনা হইতে ঐশী-উপাসনার অনাবিল আদর্শ-সংস্থাপন। "এখ্লাস" শব্দের অন্যতম মর্ম্মার্থ 'তওহিদ' বা অনাবিল একত্ববাদ; উহার বিপরীত শব্দ শের্ক বা অংশীবাদিতা। অবিশ্বাসীদিগের ঐশী-স্বরূপ সম্বন্ধীয় ভ্রম-বিশ্বাস, অংশীবাদিতা, পৌত্তলিকতা ও কুসংস্কার হইতে আল্লাহতা'লার একত্ব, অদ্বিতীয়ত্ব ও পবিত্রতা সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অনাবিল আদর্শ পরিব্যক্ত হইয়াছে বলিয়াই এই পবিত্রতম সংক্ষিপ্ত সূরা "এখ্লাস্" নামে অভিহিত হইয়াছে।

শানে-নজুল—এই পবিত্রতম সূরা মক্কা শরিফে অবতীর্ণ হইয়াছিল; কিন্তু কেহ কেহ ইহা মদিনা শরিফে অবতীর্ণ হইয়াছিল বলিয়াও মত প্রকাশ করিয়াছেন। এই সংক্ষিপ্ত সূরা মাত্র চারিটী আয়ত ও পঞ্চদশটী শব্দযোগে গ্রথিত হইয়াছে।

আরবের অবিশ্বাসীরা হজরত রসুলোল্লার নিকট প্রশ্ন করিয়াছিল যে, আপনি আল্লাহতা'লার উৎপত্তি, জন্ম-বৃত্তান্ত ও বংশাবলী প্রকাশ করুন। মতান্তরে কতিপয় ইহুদী হজরত রসুলোল্লাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল যে, আপনি বলিয়া থাকেন—আল্লাহতা'লা এই বিশ্ব-জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন; কিন্তু তাহা হইলে আল্লাহতা'লাকে কে সৃষ্টি করিয়াছেন? খ্রীষ্টানেরাও হজরত রসুলোল্লার নিকট অনুরূপ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিত। অবিশ্বাসী কাফের ও বিপথগামী ভ্রান্ত ইহুদী-খ্রীষ্টানদিগের ঐ সকল অদ্ভুত ও অস্বাভাবিক প্রশ্নের উত্তরেই এই পবিত্রতম সূরা অবতীর্ণ হয়। আবার কেহ কেহ বলেন যে, হজরত রসুলোল্লাহ মদিনা শরিফে উপস্থিত হইবার পর আমের ও আরবাদ নামক দুই ব্যক্তি তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া আল্লাহতা'লার স্বরূপ সম্বন্ধে প্রশ্ন করিলেই উক্ত সূরা অবতীর্ণ হইয়াছিল।—তঃ এব্‌ন-জরির, মা'লেম, খাজেন, মুনীর, হক্কানী ও মঃ আলি প্রভৃতি দ্রষ্টব্য।

১। **হুয়া**—এই সূরার প্রথমেই 'হুয়া' অর্থাৎ 'তিনি' বা সেই অজ্ঞেয়, জ্ঞানাতীত, অনাদি অনন্ত ও অনুপম সৃষ্টিকর্ত্তার প্রতি ইঙ্গিত করিয়া আল্লাহতা'লার অস্তিত্ব ঘোষণা করা হইয়াছে এবং এতদ্দ্বারা ধর্ম্মদ্রোহী নাস্তিকদিগের নাস্তিকতা-রূপ ভ্রান্ত মতবাদের মুলোৎপাটন করিয়া আস্তিকতা বা ধর্ম্ম-বিশ্বাসের ভিত্তি-স্থাপন করা হইয়াছে।

আহাদ—অদ্বিতীয় বা একমাত্র। 'আহাদ' ও 'ওয়াহেদ' একই ধাতু হইতে নিষ্পন্ন একার্থ-বোধক শব্দ; উভয়েরই অর্থ এক বা অদ্বিতীয়। কিন্তু যে একের অংশ বা দ্বিতীয় আছে এবং যাহা বিভাজ্য, তাহাই সাধারণতঃ 'ওয়াহেদ' বা এক শব্দে অভিহিত হয় এবং যে একের কোন অংশ বা দ্বিতীয় নাই এবং যাহা অবিভাজ্য, তাহাই বিশেষভাবে 'আহাদ' অর্থাৎ একমাত্র ও অদ্বিতীয় শব্দে বিশেষিত হইয়া থাকে। এই জন্যই আল্লাহতা'লা আলোচ্য আয়তে "ওয়াহেদ" শব্দের পরিবর্ত্তে "আহাদ" শব্দে বিশেষিত হইয়াছেন।

[২য় আয়তের নোট পর পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

সর্ব্বনির্ভরস্থল। ৩। তিনি জন্মদান করেন না এবং জন্মগ্রহণ করেন নাই; ৪। এবং তাঁহার সমতুল্য কেহই নাই।

٣- لَمْ يَلِدْ ۙ وَلَمْ يُوْلَدْ ۙ ٤- وَلَمْ يَكُنْ لَّهٗ كُفُوًا اَحَدٌ ۙ

আয়তের মর্ম্ম এই যে, আল্লাহতা'লা হজরত রসুলোল্লাকে বলিতেছেন:—হে রসুল, তুমি অবিশ্বাসী পৌত্তলিক ও অংশীবাদী মোশরেকদিগকে বলিয়া দাও যে, এই বিশ্ব-জগতের স্রষ্টা ও প্রতিপালক একমাত্র আল্লাহ। তিনি অদ্বিতীয় ও সর্ব্বশক্তিমান। তাঁহার অংশী বা স্থলাভিষিক্ত কেহই নাই। জগতের অনেক ধর্ম্ম-সম্প্রদায় মূলে আল্লাহতা'লার একত্ব স্বীকার করিলেও তাঁহার কার্য্য ও গুণের ভিন্ন ভিন্ন বিকাশ কল্পনা করিয়া থাকে। ইহাদের কাহারও মতে "সৃষ্টি-কর্ত্তা, পালন-কর্ত্তা ও সংহার-কর্ত্তা" এবং "পিতা, পুত্র ও পবিত্রাত্মা" স্বতন্ত্র ব্যক্তি অথবা তাঁহার স্বতন্ত্র শক্তি ও গুণের মূর্ত্ত-বিকাশ। কাহার কাহারও মতে তিনি একাধিক সত্ত্বায় অথবা আলোক ও অন্ধকারের স্বতন্ত্র সৃষ্টিকর্ত্তা রূপে প্রকাশমান। আবার কোন কোন সম্প্রদায় বলে যে, তাঁহার শক্তি ও অধিকার বিভিন্ন দেব-দেবীর প্রতি প্রযুজ্য হইয়াছে। আলোচ্য আয়তে অবিশ্বাসী অংশীবাদী-দিগের ঐ সকল ভ্রান্ত-বিশ্বাসের মূলোৎপাটন করিয়া তাঁহার সত্ত্বা, শক্তি ও গুণের একত্ব, অদ্বিতীয়ত্ব ও অখণ্ডনীয়তা অতি স্পষ্টতর ভাষায় পরিব্যক্ত হইয়াছে।

২। **ছামাদ**—"আত্মনির্ভরশীল—সর্ব্বনির্ভরস্থল"। এই শব্দের আরও বহু ব্যাপক অর্থ আছে। তন্মধ্যে নিম্নলিখিত অর্থগুলি সমধিক প্রসিদ্ধ এবং প্রকৃত মর্ম্ম ও ভাব-প্রকাশ, যথা অভাব-রহিত, অপর-মুখাপেক্ষী, অবিনশ্বর, নিষ্কাম, ইচ্ছাময়, শ্রেষ্ঠতম, সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্বশক্তিমান।

অনেকে আল্লাহতা'লার অস্তিত্ব স্বীকার করিলেও বিশ্বপ্রকৃতির সৃষ্টি, স্থিতি ও পরিচালন সম্পর্কে তাঁহাকে সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ ও নিষ্ক্রিয় বলিয়া ধারণা করিয়া থাকে। ইহাদের মতে তিনি 'নেচার' বা প্রাকৃতিক শক্তি ও নিয়মের দ্বারা সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ ও নিষ্ক্রিয় ভাবে পরিচালিত হন; প্রকৃতির নিয়মের বিরুদ্ধে কিছু করিবার শক্তি বা প্রবৃত্তি তাঁহার নাই। আল্লাহতা'লা 'ছামাদ' শব্দে নিজেকে বিশেষিত করিয়া ঐ সকল ভ্রম-বিশ্বাসের প্রতিবাদ করিয়া বলিয়া দিতেছেন যে, তিনি সম্পূর্ণ আত্মনির্ভরশীল, সর্ব্বনির্ভরস্থল, সর্ব্বশক্তিমান ও ইচ্ছাময় প্রভু; 'নেচার' বা প্রকৃতি তাঁহারই সৃষ্ট নিয়ম-শৃঙ্খলা মাত্র। তিনি বিশ্বজগতে কাহারও মুখাপেক্ষী অথবা কোন বিষয়ের প্রতিই নির্ভরশীল নহেন এবং স্বীয় ইচ্ছা ব্যতীত তিনি কাহারও ইঙ্গিতে পরিচালিত হন না। পক্ষান্তরে তিনিই সমগ্র বিশ্ব-জগতের নির্ভরস্থল—সমস্তই তাঁহার প্রতি নির্ভরশীল এবং সকলেই তাঁহার অধীন, অনুগ্রহ-ভিখারী ও মুখাপেক্ষী। তিনি ইচ্ছাময় প্রভু—সুতরাং তাঁহার যাহা ইচ্ছা তাহাই করিতে পারেন এবং সমগ্র সৃষ্টি তাঁহারই ইচ্ছা ও ইঙ্গিতে পরিচালিত হইয়া থাকে।

৩। অংশীবাদী পৌত্তলিকদিগের মতে পরম পুরুষ ঈশ্বর শক্তি বা প্রকৃতি-রূপিনী নারীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন এবং তিনি যুগে যুগে ভিন্ন ভিন্ন অবতার-রূপে জন্মগ্রহণ করিয়া থাকেন। বিভ্রান্ত ইহুদীদিগের মতে ইস্রা বা হজরত ওজায়ের আল্লাহতা'লার পুত্র-রূপে পরিকল্পিত হইয়াছেন। ভ্রান্ত-বিশ্বাসী খ্রীষ্টানদিগের মতেও হজরত ঈসা ঈশ্বরের "একজাত" বা ঔরসজাত পুত্র এবং তিনি "স্বয়ং খোদা" বা "খোদার বেটা খোদা" নামে অভিহিত হন! অবিশ্বাসী পৌত্তলিক, অংশীবাদী মোশ্‌রেক ও ভ্রান্ত বিশ্বাসী ইহুদী-খ্রীষ্টানদিগের ঐরূপ সমস্ত ভ্রান্ত-বিশ্বাসের প্রতিবাদ করিয়া আলোচ্য আয়তে স্পষ্টতর ভাষায় ঘোষণা করা হইয়াছে যে, তিনি ঐরূপ সঙ্কীর্ণ ধারণা অনুযায়ী কদাচ কাহাকেও জন্মদান করেন নাই এবং তিনি নিজেও কখনও কাহারও ঔরসে বা গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন নাই। তাঁহার ইচ্ছা ও আদেশ অনুসারেই সমগ্র জীব-জগৎ ও জড়-জগৎ সৃষ্ট হইয়াছে এবং তিনি স্বয়ং জন্ম-মৃত্যু, উৎপত্তি-স্থিতি ও বিলয় প্রভৃতি সৃষ্ট-বস্তুর গুণ ও স্বভাব-ধর্ম্ম হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত—অনাদি, অনন্ত ও অদ্বিতীয়, অনুপম ও নিত্য-বিরাজমান একমাত্র সৃষ্টি-কর্ত্তা, পালন-কর্ত্তা, সংহার-কর্ত্তা ও পুনর্জ্জীবনদাতা সর্ব্বময় ও সর্ব্বশক্তিমান প্রভু।

[৪র্থ আয়তের নোট পরপৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

৪। অনন্তর সুরা এখ্‌লাসের এই শেষ আয়তে "কফু" শব্দযোগে আরও স্পষ্টতর ভাষায় বলিয়া দেওয়া হইয়াছে যে, তাঁহার সমতুল্য, সমকক্ষ, সম-মর্য্যাদাসম্পন্ন—সহযোগী, সাহায্যকারী অথবা সঙ্গিনী ও সহধর্ম্মিণী কেহই নাই এবং সমগ্র বিশ্বজগতে কেহই তাঁহার অংশী, উত্তরাধিকারী অথবা স্ত্রী-পুত্র-কন্যা নহে ; বরং সকলেই তাঁহার সৃষ্ট সেবক ও অধীন দাস মাত্র।

সুরা এখলাসের সার-শিক্ষা ও গৌরব-মাহাত্ম্য

সুরা এখ্‌লাস কোরান শরিফের ক্ষুদ্রতর সংক্ষিপ্ত সুরা হইলেও ইহার সার-শিক্ষা ও গৌরব-মাহাত্ম্য অতি অসাধারণ। এই পবিত্রতম সংক্ষিপ্ত সুরায় অংশীবাদীতা, পৌত্তলিকতা, অবতারবাদ, পিতৃত্ববাদ ও পুত্রত্ববাদ প্রভৃতি আল্লাহ সম্বন্ধীয় যাবতীয় ভ্রান্ত-বিশ্বাসের প্রতিবাদ করিয়া যেরূপভাবে আল্লাহতা'লার একত্ব, অদ্বিতীয়ত্ব ও সত্য-স্বরূপ প্রকাশ করা হইয়াছে, জগতের যাবতীয় ধর্ম্মগ্রন্থে অথবা সমগ্র বিশ্ব-সাহিত্যে তাহার কোনই তুলনা নাই। এই জন্যই সুরা এখ্‌লাস সমগ্র কোরান শরিফের এক তৃতীয়াংশ বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। হজরত রসুলোল্লাহ হইতে বর্ণিত হইয়াছে,—"সুরা এখ্‌লাস পাঠ করিলে সমগ্র কোরান শরিফের এক-তৃতীয়াংশ পাঠের পুণ্য লাভ করা যায়।" হজরত রসুলোল্লাহ প্রত্যহ শয়নকালে সুরা "এখ্‌লাস", সুরা "ফলক" ও সুরা 'নাস"—এই তিনটী সুরা পড়িয়া নিজের দুই হস্তে ফুৎকার প্রদান করিতেন এবং তদ্দ্বারা নিজের সমস্ত শরীর আমর্ষণ করিতেন। তিনি আরও বলিয়াছেন,—'যাহারা প্রত্যহ প্রাতে ও সন্ধ্যায় উক্ত সুরা-ত্রয় তিনবার করিয়া পাঠ করিবে, তাহারা জগতের সমস্ত আপদ-বিপদ ও অনিষ্টকারিতা হইতে সম্পূর্ণ নিরাপদ থাকিবে।"—সহি বোখারী ও আবু-দাউদ।

———

মক্কায় অবতীর্ণ	১১৩। সুরা ফলক—الفلق	৫ আয়ত

১ম রুকু—বিশ্ব-প্রকৃতির স্রষ্টা ও প্রতিপালকের আশ্রয়-প্রার্থনা

সর্ব্বপ্রদাতা করুণাময় আল্লার নামে

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

১। তুমি বল—আমি প্রভাতের প্রতিপালকের আশ্রয়-প্রার্থনা করিতেছি ; ২।—যাহা তিনি সৃষ্টি করিয়াছেন

١- قُلْ أَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ ۙ ٢- مِنْ

ফলক—শব্দের ধাতুগত অর্থ বিদীর্ণ হওয়া বা বিভক্ত করা এবং উহার প্রচলিত অর্থ প্রভাত বা উষা। আলোচ্য সুরার প্রথম আয়তের 'ফলক' শব্দ হইতেই এই সুরার নামকরণ করা হইয়াছে।

শানে-নজুল—এই সুরা মক্কা শরিফে অথবা মদিনা শরিফে অবতীর্ণ হইয়াছিল, তদ্বিষয়ে তফ্‌সীরকারগণের মধ্যে মতভেদ হইয়াছে। ইহুদী যাদুকর ও তাহার কুহকিনী কন্যাগণের যাদুক্রিয়ার ঘটনার সহিত সংসৃষ্ট বলিয়া অধিকাংশ তফ্‌সীরকার সুরা 'নাসের' সহিত একযোগে এই সুরাও মদিনা শরিফেই অবতীর্ণ হইয়াছিল বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন।—পরবর্ত্তী সুরা 'নাস'এর শানে-নজুল ও অবতরণ-বিষয়ক আলোচনা দ্রষ্টব্য।

১। **ফলক**—প্রভাত বা উষা। "ফলক" শব্দের ধাতুগত অর্থ বিদীর্ণ হওয়া, বিভক্ত করা, বহির্গত অথবা প্রকাশিত হওয়া। যে সকল বিষয় পরিবর্ত্তিত অথবা রূপান্তরিত হইয়া অন্য বিষয়ে পরিণত হয় কিংবা যে সকল বস্তু হইতে অন্য বস্তু প্রকাশিত হয়, আরবী ভাষায় তাহাকেই 'ফলক' বলে।—তঃ কবির।

আলোচ্য আয়তে পরবর্ত্তী আয়তের 'গাসেক' বা তিমিরা-রজনীর সহিত সম্বন্ধ হেতু এস্থলে 'ফলক' শব্দ প্রভাত অর্থেই ব্যবহৃত হইয়াছে। কারণ প্রভাতেই তিমিরা রজনীর অন্ধকার রাশি অপসৃত হইয়া দিবসের শুভ্র আলো পূর্ণরূপে বিকশিত হইয়া থাকে। কেহ কেহ উষা-সমাগমে আলোক-ছটার প্রথম প্রকাশ পরিদৃশ্যমান হয় বলিয়া 'ফলক' অর্থে উষা লিখিয়াছেন ; কিন্তু উষাকালে অন্ধকারের আধিপত্য বিদ্যমান থাকে বলিয়া 'ফলক' অর্থে প্রভাত পরিগ্রহণই সর্ব্বাপেক্ষা সমীচীন ও যুক্তিযুক্ত।

আয়তের মর্ম্ম এই যে, পৃথিবীর সর্ব্বপ্রকার অন্ধকার—অর্থাৎ অমা-রজনী সমাগমের ন্যায় মানব-জীবনের অধর্ম্ম, অনাচার, অবনতি, অধঃপতন, অবিশ্বাস ও অন্ধ-বিশ্বাস প্রভৃতি সর্ব্বপ্রকার প্রাকৃতিক, আধ্যাত্মিক ও আধিভৌতিক অন্ধকারের অনিষ্টকারিতা হইতে মুক্তি লাভ করিয়া আলোকের পথে বিচরণ করিতে হইলে সর্ব্বপ্রকার উন্নতি ও কল্যাণ-রূপী আলোকের প্রভু মঙ্গলময় আল্লাহতা'লার আশ্রয় প্রার্থনা করাই মানবের সর্ব্বোত্তম কর্ত্তব্য। তাই করুণাময় আল্লাহতা'লা তাঁহার প্রিয় বন্ধু হজরত রসুলোল্লাকে উপলক্ষ করিয়া আলোচ্য আয়ত ও পরবর্ত্তী আয়ত-চতুষ্টয়ে সমগ্র মানব জাতিকে হিংস্রকের হিংসা, কুহকিনীদিগের কুহক ও রজনীর অন্ধকারের অপকারিতা সহ তাঁহার অনিষ্টকর সৃষ্টিসমূহের সর্ব্বপ্রকার অনিষ্টকারিতা হইতে আত্মরক্ষার জন্য তাঁহারই আশ্রয় প্রার্থনা করিবার শিক্ষা প্রদান করিয়াছেন।

২। এই সুরায় আলোকময় প্রভাতের প্রভু—মঙ্গলময় আল্লাহতা'লার নিকট যে সমস্ত বিষয়ের অনিষ্টকারিতা হইতে আশ্রয় প্রার্থনা করিবার শিক্ষা প্রদান করা হইয়াছে, তন্মধ্যে

তাহার অপকারিতা হইতে; ৩। এবং রজনীর অপকারিতা হইতে—যখন উহা অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়; ৪। এবং গ্রন্থি-সমূহে

شَرِّ مَا خَلَقَ ۝٢ وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ ۝٣ وَمِنْ شَرِّ النَّفّٰثٰتِ

অনিষ্টকর সৃষ্টি-সমূহের অনিষ্টকারিতা সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। তাই মানবের পক্ষে সৃষ্ট-জগতের যে সকল বিষয় অনিষ্টকর, প্রথমেই তৎসমুদয়ের অপকারিতা উল্লেখ করা হইয়াছে। মানবের পরম শত্রু অভিশপ্ত শয়তান ও তাহার অনুচরবৃন্দ। তৎপর জেন ও মানব-জাতীয় খান্নাস-কুল, সিংহ, ব্যাঘ্র প্রভৃতি হিংস্র জন্তু, সর্প, বৃশ্চিক প্রভৃতি বিষধর জীব এবং বিষাক্ত তরুলতা, ফল-মূল ও পত্র-পুষ্প প্রভৃতিও মানবের পক্ষে বিপজ্জনক ও অহিতকর। এতদ্ভিন্ন নানারূপ জরা-ব্যাধি, মানবের নিত্য-প্রয়োজনীয় অগ্নি, বায়ু, জল এবং সংসার-জীবনের অপরিহার্য্য স্ত্রী-পুত্র-কন্যা এবং ধন-সম্পদের দ্বারাও অনেক সময়ে মানুষের অহিত সাধিত হইয়া থাকে। হিংসা, বিদ্বেষ প্রলোভন, অহঙ্কার এবং পরশ্রীকাতরতাও মানবের অনিষ্টকর বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং আলোচ্য আয়তে মানবের শারীরিক, মানসিক ও নৈতিক অবনতিকর যাবতীয় বিষয়ের অনিষ্টকারিতা হইতেই মঙ্গলময় আল্লাহতা'লার আশ্রয়-প্রার্থনার উপদেশ প্রদান করিয়া পরবর্ত্তী আয়ত-ত্রয়ে তিনটী বিশেষ অনিষ্টকর বিষয়ের উল্লেখ করা হইয়াছে।

৩। **গাসেক**—রজনী অথবা অন্ধকারময় বস্তু। "গাসেক" অর্থে চন্দ্র, সূর্য্য, সমুজ্জ্বল নক্ষত্র অথবা নক্ষত্র-বিশেষও হইতে পারে। কিন্তু রজনীর অন্ধকারে নানারূপ পাপ ও অনাচারের অনুষ্ঠান হয় বলিয়া তফ্সীরকারগণ আয়তের মর্ম্ম, পূর্ব্বাপর সামঞ্জস্য এবং আল্লাহতা'লার ইঙ্গিতের প্রতি লক্ষ্য করিয়া এস্থলে 'গাসেক' অর্থে অন্ধকারাবৃত রজনীই পরিগ্রহণ করিয়াছেন এবং এই অর্থই সর্ব্বাপেক্ষা সমীচীন ও যুক্তি যুক্ত হইয়াছে।

আয়তের মর্ম্ম এই যে, শয়তানের প্রতারণা ও পাপ-প্রবৃত্তির প্ররোচনায় অন্ধকার রজনী-যোগে যে সকল অনাচার, ব্যভিচার ও পাপকার্য্য অনুষ্ঠিত হয় এবং সে সকল আপদ-বিপদ, অত্যাচার-নির্য্যাতন ও গুপ্ত ষড়যন্ত্র সংঘটিত হইয়া থাকে, তাহার অনিষ্টকারিতা হইতে আমি মঙ্গলময় আল্লাহতা'লার আশ্রয়-প্রার্থনা করিতেছি।

৪। **নাফ্ফাছাত**—'নফ্ছ' হইতে নিষ্পন্ন; উহার অর্থ ফুৎকার দেওয়া। যে ঐরূপ ভাবে ফুৎকার দেয়, তাহাকে "নাফ্ফাছ" বলে; "নাফ্ফাছাত" উহার বহু-বচন। এই শব্দ উভয় লিঙ্গেই ব্যবহৃদ হইতে পারে; কিন্তু উচ্চারণের কিঞ্চিৎ ব্যতিক্রমে উহার অর্থে অপবিত্র আত্মা অথবা কুহকিনী নারী বুঝা যায়। যে সকল দুষ্ট-প্রকৃতি নারী মন্ত্র-তন্ত্রের ব্যবসায় করে অথবা বিড় বিড় করিয়া মন্ত্র পড়ে কিম্বা মন্ত্র পড়িতে পড়িতে ফুৎকার দিয়া সূত্রে গ্রন্থি প্রদান করে, তাহাদিগকেই "নাফ্ফাছাত" নামে অভিহিত করা হয়।

ওকাদ—বন্ধন বা গ্রন্থি। উহার মর্ম্মার্থে সুদৃঢ় সঙ্কল্প, দৃঢ়-বিশ্বাস, অটল প্রতিজ্ঞা অথবা উদ্বাহ-বন্ধনও হইতে পারে।

এই আয়তেই হজরত রসুলোল্লার উপর মদিনার লবীদ নামক ইহুদীর কুহকিনী কন্যাগণের যাদুক্রিয়া করার বহু-বিশ্রুত ঘটনার অস্পষ্ট ইঙ্গিত পাওয়া যায় এবং ঐ প্রসঙ্গেই সূরা 'ফলক' ও সূরা 'নাস' এর 'শানে-নজুল' এবং উহার স্থান ও কাল সম্বন্ধে তফ্সীরকারগণের মধ্যে গুরুতর মতভেদ হইয়াছে। কারণ ইহুদী কন্যাগণের ঐ যাদুক্রিয়া-সংক্রান্ত ঘটনা মদিনা শরিফেই সংঘটিত হইয়াছিল। সুতরাং ঐ উপলক্ষে আলোচ্য সূরা-দ্বয় মদিনা শরিফেই অবতীর্ণ হইয়াছিল বলিয়া সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে। পক্ষান্তরে যাহারা ইহুদী-কন্যাগণের যাদুক্রিয়া সংক্রান্ত ঘটনা বিশ্বাস করেন না, তাহারা বলেন যে, এই সূরা-দ্বয় মক্কা শরিফে হজরত রসুলোল্লার রেসালতের প্রাথমিক অবস্থায়ই অবতীর্ণ হইয়াছিল। যেহেতু ইহার ভাব-ভাষা ও ব্যঞ্জনা-দ্যোতনা প্রভৃতি সমস্তই প্রাথমিক প্রত্যাদেশ সমূহের অনুরূপ।

ফুৎকার কারিণীদের অপকারিতা হইতে; فِي الْعُقَدِ ﴿٤﴾ وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ ﴿٥﴾

৫। এবং হিংসুকের অপকারিতা হইতে যখন সে হিংসা করে।

এক্ষণ এই মতভেদের চরম মীমাংসা হজরতের উপর যাদুক্রিয়া সংক্রান্ত ঘটনার সত্যতা ও সার্থকতার উপরেই সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করিতেছে। পূর্ব্বতন মোতাজালা সম্প্রদায় এবং তাহাদের অন্ধ অনুসরণকারী কাদিয়ানীগণ হজরতের উপর ইহুদী-কন্যাগণের যাদুক্রিয়া সংক্রান্ত ঘটনা অগ্রাহ্য বা বাতিল প্রতিপন্ন করিবার জন্য যাদুক্রিয়া ও মন্ত্র-তন্ত্রের কার্য্যকারিতা সম্পূর্ণরূপে অস্বীকার ও অগ্রাহ্য করিয়াছেন। আবার ইহাদেরই পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া এ দেশের কোন কোন অতি আধুনিক, ভ্রান্ত ও বাতিল মতাবলম্বী আম-পারার "মোফাচ্ছের" লিখিয়াছেন যে,—"হজরতের উপর যাদু-ক্রিয়া কার্য্যকরী হইয়াছিল—মুসলমানদিগের এই সাধারণ বিশ্বাসটী অসঙ্গত ও অনৈসলামিক।" ইহার প্রমাণ-স্বরূপ তাঁহারা কোরান শরিফের একটী আয়ত এবং এমাম রাজীর একটী মন্তব্য উদ্ধৃত করিয়াছেন, যথা—"যাদুকরদিগের উদ্দেশ্য কস্মিনকালেও সফল হইবে না" এবং "যাদুকরগণের সৎ বা অসৎ কোন উদ্দেশ্যই সফল হইতে পারে না" (কোঃ—রাজী)। কিন্তু "যাদু-ক্রিয়া কার্য্যকরী হওয়া" এবং "যাদুকরগণের উদ্দেশ্য সফল হওয়া" যে এক বস্তু নহে, উহার মধ্যে যে, আকাশ-পাতাল পার্থক্য বিদ্যমান—এতটুকু সহজজ্ঞান এবং স্বাভাবিক বিচার-শক্তিও যাঁহাদের মস্তিষ্কে নাই, আশ্চর্য্যের বিষয়, এ যুগে তাঁহারাও 'মুফ্‌তী' ও 'মোফাচ্ছের' সাজিতেছেন এবং তাঁহারাই আজ মুসলমান সমাজে 'সুদ-জায়েজ' 'মদ-হালাল', 'গান-বাজনা জায়েজ', 'জুয়া-খেলা বৈধ' ও 'জীব-জন্তুর মূর্ত্তি-আঁকা' সিদ্ধ হইবার ইসলাম-বিরুদ্ধ, কোফরী-কলুষিত বাতিল ফতোয়া ও ভ্রান্ত মতবাদ-সমূহ প্রচার করিয়া আধুনিকতাবাদী ও নব্য-সভ্যতা-বিলাসী তথাকথিত শিক্ষিত সমাজকে বিভ্রান্ত ও বিপথগামী করিয়া তুলিতেছেন। বর্ত্তমান অনাচার ও স্বেচ্ছাচারিতার যুগে অধুনা পথে-ঘাটে-মাঠে "স্বরাজী মৌলানা" ও "স্বদেশী মুফ্‌তীর" যেরূপ অতিরিক্ত ছড়াছড়ি আরম্ভ হইয়াছে, তাহাতে অদূর ভবিষ্যতে পবিত্র কোরান-হাদিস তথা স্বর্গীয় ইসলামের আরও কি বিষম দুর্দ্দশা উপস্থিত হইবে, তাহা চিন্তা করিতেও ধর্ম্মপ্রাণ সুধী-সমাজের অন্তরাত্মা আতঙ্কে শিহরিয়া উঠিবে!

সুন্নত-অল্‌-জামাতের এমাম ও তফ্‌সীরকারগণ কোরান শরিফের হারুত-মারুত-সংক্রান্ত ঘটনা এবং সহি বোখারী ও মোসলেম প্রভৃতি প্রামাণ্য হাদিস গ্রন্থ হইতে ইহুদী যাদুকরের যাদুক্রিয়া-সংক্রান্ত বর্ণনা দ্বারা যাদুক্রিয়ার অনিষ্টকর কার্য্যকারিতা এবং অন্যান্য মানুষের ন্যায় শারীরিকভাবে হজরত রসুলোল্লার উপর যাদুক্রিয়া, রোগ-ব্যাধি, বিষাক্ত দ্রব্য ও অত্যাচার-নির্য্যাতনের অনিষ্টকারিতা কার্য্যকরী হওয়া দৃঢ়তার সহিত প্রমাণ করিয়াছেন। অবশ্য এই অনিষ্ট শারীরিক মাত্র; ইহার সহিত মানসিক অবস্থা, বুদ্ধি-বিবেক অথবা নবুয়ত ও রেসালতের কোনই সম্পর্ক নাই। অনন্তর যাদুকরগণের উদ্দেশ্য ব্যর্থ হওয়া সম্বন্ধে কোরান, হাদিস ও তফ্‌সীরে যাহা লিখিত হইয়াছে, তাহা অতি সত্য এবং উহাতে কোনই সন্দেহ নাই। হজরত মুসা ও হজরত ঈসা হইতে আরম্ভ করিয়া হজরত রসুলোল্লাহ (সঃ) পর্য্যন্ত নবীগণের নবুয়ত ও রেসালতের অনিষ্ট সাধনের যে অসৎ উদ্দেশ্য লইয়া যাদুকরগণ কার্য্য করিয়াছিল, তাহাদের সেই উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ ব্যর্থ হইয়া গিয়াছে। ফলতঃ "যাদু-ক্রিয়ার কার্য্যকারিতা" এবং "যাদুকরগণের উদ্দেশ্য ব্যর্থ হওয়ার" পার্থক্য বুঝিতে না পারিয়াই অতি-আধুনিক তফ্‌সীরকারেরা এই সকল অস্বাভাবিক যুক্তি-জালের অবতারণা করিয়া অভিজ্ঞ ব্যক্তিগণের নিকট অবজ্ঞাত ও হাস্যাস্পদ হইয়াছেন।—তঃ হক্কানী।

"নাফ্‌ফাছাত"-এর মর্ম্মার্থে কুহকিনীর ন্যায় মায়াবিনী এবং চক্রান্তকারিণী স্ত্রীলোকও হইতে পারে। কারণ স্ত্রীজাতি স্বভাবতঃই ছলনাময়ী। উহারা অনেক সময়ে নানারূপ ছল-চাতুরী, কলা-কৌশল ও হীন-চক্রান্ত করিয়া পুরুষ-জাতির মতি-বিভ্রম ঘটাইয়া দেয় এবং তাহাদিগকে

ভ্রান্ত ও বিপথগামী করিয়া থাকে (তঃ মনির)। হজরত রসুলোল্লাহ স্বয়ং বলিয়াছেন—"আমি নির্ব্বোধ স্ত্রীজাতির ন্যায় বুদ্ধিমান পুরুষের বুদ্ধি-হরণকারিণী আর কাহাকেও দেখি নাই।" বর্ত্তমান যুগের জনৈক বিশ্ব-বিখ্যাত সমাজ-তত্ত্ববিদ্ পণ্ডিত লিখিয়াছেন—"জগতে যত অধর্ম্ম, অনাচার, ব্যভিচার, পাপ ও দুষ্কার্য্য সংঘটিত হয়, তাহার অর্দ্ধেকেরও অধিক স্ত্রীলোক-সংক্রান্ত ব্যাপারের জন্য সংঘটিত হইয়া থাকে।"

আলোচ্য আয়তের মর্ম্ম এই যে, কুহকিনী, মায়াবিনী, চক্রান্তকারিণী ও ছলনাময়ী স্ত্রীজাতির দ্বারা মানব-জাতির যে সকল অনিষ্ট ও অকল্যাণ সাধিত হয়, তাহার অপকারিতা হইতে আমি মঙ্গলময় আল্লাহতা'লার আশ্রয়-প্রার্থনা করিতেছি।

৫। এই আয়তে হিংসুকের হিংসা-জনিত অনিষ্টকারিতা হইতে আল্লার আশ্রয়-প্রার্থনা করা হইয়াছে। হিংসুক, বিদ্বেষ-পরায়ণ ও পরশ্রীকাতর ব্যক্তিরা অপরের ধর্ম্ম-কর্ম্ম, ধন-জন, বিদ্যা-বুদ্ধি, স্বাস্থ্য-সম্পদ, সুখ-সৌভাগ্য ও খ্যাতি-প্রতিপত্তি দেখিয়া হিংসানলে দগ্ধীভূত হয় এবং অনর্থক নানা প্রকারে তাহাদের অনিষ্ট-সাধনের চেষ্টা করিয়া থাকে। এই হিংসা-বিদ্বেষের জন্যই জগতে অবিরত অত্যাচার, অনাচার, অবিচার, রক্তপাত, কলহ, বিপ্লব ও যুদ্ধ-বিগ্রহ প্রভৃতি কতই না বিষম অনর্থ সংঘটিত হইতেছে।

হতভাগ্য ইবলিস হজরত আদমের প্রতি হিংসা-বশে সর্ব্বপ্রথম আল্লার আদেশ অমান্য করিয়া অভিশপ্ত ও অধঃপতিত হয় এবং নিজের সমস্ত আরাধনা-উপাসনার বিনিময়ে সুদীর্ঘ আয়ু ও অনিষ্টকর শক্তি প্রার্থনা করিয়া তদ্দ্বারা হজরত আদম ও তাঁহার বংশধরগণের সর্ব্বপ্রকার অনিষ্ট সাধনের জন্য কঠোর প্রতিজ্ঞা করে। অনন্তর ইবলিসের হিংসা-জনিত প্রতারণার ফলেই হজরত আদম বিবি হাওয়ার সহিত স্বর্গচ্যুত হন। তৎপর উক্ত আজাজীলেরই প্ররোচনায় তাঁহাদের বংশধর হাবিল ও কাবিলের মধ্যে হিংসা, বিদ্বেষ ও কলহের সর্ব্বপ্রথম বিকাশ পরিলক্ষিত হয় এবং উহারই পরিণামে ধরাবক্ষে সর্ব্বপ্রথম নরহত্যা ও রক্তপাত প্রভৃতি গুরুতর পাপকার্য্য অনুষ্ঠিত হয়। সেই হইতে মানব-জাতির মধ্যে হিংসা, বিদ্বেষ ও পরশ্রীকাতরতা এবং তজ্জনিত কলহ, বিবাদ ও অনিষ্টকারিতার স্রোত আজ পর্য্যন্তও সমানভাবে চলিয়া আসিতেছে।

হিংসা, বিদ্বেষ ও পরশ্রীকাতরতা মানবের ধর্ম্ম ও কর্ম্মজীবনের পক্ষে যেরূপ ঘোর অনিষ্টকর, সেইরূপ উহা তাহাদের সুখ-শান্তি এবং সর্ব্বপ্রকার উন্নতির পক্ষেও মারাত্মক পরিপন্থী। হজরত রসুলোল্লাহ স্বয়ং বলিয়াছেন—"সাবধান! হিংসা ও বিদ্বেষ মানব-জাতির একটী প্রাচীনতম কঠিন পীড়া; উহা ইসলাম ধর্ম্মের ঘোর অনিষ্ট সাধন করিবে!" তিনি আরও বলিয়াছেন—"অগ্নি যেমন শুষ্ককাষ্ঠ দগ্ধ করে—হিংসা, বিদ্বেষ পরশ্রীকাতরতা সেইরূপ লোকের ঈমান ও সৎকার্য্য-সমূহ বিনষ্ট ও বিদগ্ধ করিয়া থাকে।"

তাই সর্ব্বশক্তিমান মঙ্গলময় আল্লাহতা'লা—মানব-জাতিকে অনিষ্টকর সৃষ্টির অনিষ্টকারিতা, অন্ধকারময় রজনীর অপকারিতা এবং কুহকিনী ও মায়াবিনী স্ত্রীজাতির অনিষ্টকারিতার সহিত সুরা ফলকের শেষ আয়তে বিশেষভাবে হিংসুকের হিংসা-জনিত অপকারিতা হইতে আত্মরক্ষার জন্য তাঁহারই শরণাপন্ন বা আশ্রয়প্রার্থী হইবার অমূল্য উপদেশ প্রদান করিয়া আলোচ্য সুরার উপসংহার করিয়াছেন।

মক্কায় অবতীর্ণ	১১৪। সূরা নাস—الناس	৬ আয়ত

১ম রুকু—মানব জাতির স্রষ্টা ও প্রতিপালকের আশ্রয়-প্রার্থনা

সর্ব্বপ্রদাতা করুণাময় আল্লার নামে

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

১। তুমি বল—আমি মানব-কুলের প্রতিপালকের আশ্রয় প্রার্থনা করিতেছি;

١- قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ ۙ

নাস—'এন্‌সান' শব্দের বহুবচন; উহার অর্থ মনুষ্য বা মানব-জাতি এবং উহার ধাতুগত মর্ম্মার্থ মৃত্তিকা-জাত মানুষ। আলোচ্য সূরার প্রথম আয়তের "নাস" শব্দ হইতেই এই সূরার নামকরণ করা হইয়াছে।

শানে-নজুল—অধিকাংশ তফ্‌সীরকারের মতে সূরা 'নাস' ও সূরা 'ফলক' মদিনা শরিফেই অবতীর্ণ হইয়াছিল। আবার অনেকে এই সূরা-দ্বয় মক্কা শরিফে অবতীর্ণ হইয়াছিল বলিয়াও নির্দ্দেশ করিয়াছেন। এই দুইটী সূরা সাধারণতঃ "মাউজাতায়েন্" নামে অভিহিত হয়। "মাউজাতায়েন"—"মাআজা" হইতে নিষ্পন্ন; উহার অর্থ আশ্রয়-প্রার্থনা করা বা শরণ-প্রার্থী হওয়া। প্রাচীনতম বহু প্রসিদ্ধ তফ্‌সীরে লিখিত আছে যে, লবীদ নামক জনৈক ইহুদী যাদুকর ও তাহার কতিপয় কুহকিনী কন্যা হজরত রসুলোল্লার মস্তকের কয়েকগাছি কেশ ও একখানি চিরুণীর কয়েকটী দাঁতের উপর যাদুমন্ত্র পাঠ করিয়া তাহাতে একাদশটী গ্রন্থি দিয়া উহা একটী খোরমার মুকুলের মধ্যে স্থাপন পূর্ব্বক 'জোরওয়ান' নামক অন্ধকূপের তলদেশে পাথর-চাপা দিয়া রাখিয়া দিয়াছিল। এই যাদুক্রিয়ার ফলে হজরত রসুলোল্লাহ অত্যন্ত অসুস্থ হইয়া পড়েন; তাঁহার শারীরিক ও মানসিক অবস্থার অত্যন্ত বিকার উপস্থিত হয় এবং তাঁহার প্রখর স্মৃতিতে বিভ্রমের লক্ষণ পরিস্ফুট হইতে থাকে। এই অবস্থায় তিনি কোন কোন কার্য্য না করিয়াও উহা করিয়াছি বলিয়া ধারণা করিতেন। সুদীর্ঘ ছয় মাস পর্য্যন্ত এই অবস্থায় অতিবাহিত হইবার পর তিনি ফেরেশ্‌তা দ্বারা স্বপ্নযোগে ঐ যাদুক্রিয়ার বিষয় অবগত হন। অনন্তর তিনি জাগ্রত হইয়া হজরত আলি, আম্বীর, তাল্‌হা ও জোবায়েরকে উক্ত কূপের নিকট প্রেরণ করিয়া উহার তলদেশ হইতে ঐ গ্রন্থিযুক্ত কেশ আনয়ন করেন এবং ঠিক সেই সময়ে হজরত জিবরীল সূরা 'নাস' ও সূরা 'ফলক' সহ হজরতের নিকট উপস্থিত হন। উক্ত সূরা-দ্বয়ে সর্ব্বশুদ্ধ একাদশটী আয়ত আছে। হজরত রসুলোল্লার উক্ত একাদশটী আয়ত পাঠ করিবার সঙ্গে সঙ্গেই উক্ত এগারটী গ্রন্থি খুলিয়া যায় এবং তিনি তৎক্ষণাৎ যাদুক্রিয়া-জনিত রোগ-যন্ত্রণা ও স্মৃতি-বিভ্রম হইতে সম্পূর্ণরূপে মুক্তি ও আরোগ্য লাভ করেন।—তঃ এব্‌ন-কসির, দোর্‌রোল-মন্‌সুর ও ফৎহোল-বয়ান।

মোতাজালা ও কাদিয়ানী সম্প্রদায় এবং কতিপয় প্রাচীন ও আধুনিক তফ্‌সীরকার উক্ত ঘটনা আদৌ বিশ্বাস করেন না। তাঁহারা এই ঘটনাকে সম্পূর্ণ অস্বাভাবিক, অযৌক্তিক ও অলীক কিংবদন্তী বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন এবং উহার বিরুদ্ধে বহু জটীল যুক্তি-তর্কের অবতারণা করিয়াছেন। তাঁহাদের প্রধানতম যুক্তি এই যে, লবীদ নামক নগণ্য যাদুকর অথবা তাহার কুহকিনী কন্যাগণের কোফরী মন্ত্র-তন্ত্রের প্রভাব হজরত রসুলোল্লার ন্যায় মহাশক্তিশালী পয়গম্বরের উপর পতিত হওয়া এবং তদ্দ্বারা তাঁহার শারীরিক ও মানসিক বিকার ও স্মৃতিভ্রংশ হওয়া সম্পূর্ণ অসম্ভব ও অস্বাভাবিক। ইহাদের মতে এই সকল কিংবদন্তী ইসলামের পরম শত্রু মোশ্‌রেক ও ইহুদীদিগের কল্পনা-প্রসূত এবং ইহা দ্বারা বিশ্বনবী হজরত রসুলোল্লার নবুয়ত ও রেসালতের

[প্রথম আয়তের তফ্‌সীর পর পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

২। যিনি মানববৃন্দের অধিপতি, | ٢- مَلِكِ النَّاسِ ۙ ٣- اِلٰهِ النَّاسِ ۙ
৩। মানবমণ্ডলীর উপাস্য;—৪। আত্ম-
গোপনকারী শয়তানের প্রতারণার | ٤- مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ ۙ الْخَنَّاسِ ۙ

অলৌকিক মর্য্যাদার অবমাননা করিবারই চেষ্টা করা হইয়াছে।—তঃ আহ্কামুল কোরান, কাজী ও মঃ আলি প্রভৃতি।

কিন্তু সহি বোখারী ও মোসলেম প্রভৃতি জগদ্বিখ্যাত হাদিস গ্রন্থ-সমূহে জনৈক ইহুদী অথবা তাহার কুহকিনী কন্যাগণ কর্ত্তৃক হজরত রসুলোল্লার (সঃ) যাদুগ্রস্ত হওয়ার বিবরণ সত্য বলিয়া কথিত হইয়াছে। সুতরাং ঐ সকল প্রসিদ্ধ হাদিস গ্রন্থের বর্ণনা অনুযায়ী মোতাজালা, কাদিয়ানী ও তাহাদের অতি-আধুনিক অন্ধ-অনুসরণকারীদিগের সমস্ত যুক্তি-জাল ও কষ্ট কল্পনা খণ্ডিত হইয়া আলোচ্য সুরা-দ্বয় উক্ত যাদুক্রিয়া উপলক্ষে মদিনায় অবতারিত হওয়ার সুপ্রচলিত অভিমতই বিশেষভাবে সমর্থিত হইতেছে।—তঃ হক্কানী।

১—৩। আল্লাহতা'লা এই সুরার প্রারম্ভেই হজরত রসুলোল্লাকে তাঁহার নিকট আশ্রয় বা শরণ-প্রার্থনা করিবার উপদেশ প্রদান করিয়া মানব-জাতিকে সকল অবস্থায়ই সর্ব্বশক্তিমান আল্লাহ-তা'লার আশ্রয়প্রার্থী হইবার শিক্ষা প্রদান করিয়াছেন।

রব-মালেক-এলাহ্—আলোচ্য সুরার প্রথম তিনটী আয়তে "রব, মালেক ও এলাহ্"—আল্লাহতা'লার এই তিনটী বিশেষ বিশেষণ পর পর উল্লেখ করা হইয়াছে। উহার অর্থ যথাক্রমে—প্রতিপালক, অধিপতি ও উপাস্য।

নাস্—এন্সানের বহুবচন; উহার অর্থ মৃত্তিকা-জাত মানুষ। 'এন্সান' শব্দের ধাতুগত অর্থ আকৃষ্ট হওয়া, পোষ মানা অথবা পরস্পর সম্মিলিতভাবে থাকিবার প্রকৃতিবিশিষ্ট হওয়া।

৪—৬। সুরা নাসের প্রথমোক্ত আয়ত-ত্রয়ে মানব জাতিকে আল্লাহতা'লার আশ্রয়-প্রার্থনা করিবার শিক্ষা প্রদান করিবার পর মানুষকে প্রধানতঃ কোন্ কোন্ বিষয়ে আল্লার আশ্রয়-প্রার্থনা করিতে হইবে, পরবর্ত্তী আয়ত-ত্রয়ে তাহাই শিক্ষা প্রদান করা হইয়াছে।

খান্নাস—শয়তান; উহার ধাতুগত অর্থ আত্মগোপনকারী অথবা পশ্চাদানুসরণকারী। মানব ও জেন উভয় জাতির মধ্যেই খান্নাস জাতীয় নিকৃষ্ট জীবের অস্তিত্ব পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে।

জেন—অগ্নিজাত অদৃশ্য জীব-সম্প্রদায়-বিশেষ। ইহারা বিভিন্ন মূর্ত্তি পরিগ্রহণ এবং সর্ব্বত্র গমনাগমন করিতে সমর্থ। জেন শব্দের ধাতুগত অর্থ প্রচ্ছন্ন অথবা লুক্কায়িত। এই জেন সম্প্রদায় পাপাত্মা শয়তানের স্বজাতি; এইজন্য শয়তান অর্থেও জেন শব্দ ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

শয়তানের শক্তি ও স্বরূপ—শয়তানেরা সাধারণতঃ দুই শ্রেণীতে বিভক্ত। প্রথমতঃ অভিশপ্ত ইবলিস ও তাহার বংশধরগণ এবং দ্বিতীয়তঃ ইবলিসের জেন ও মানব জাতীয় অনুচরবৃন্দ। এই দ্বিতীয় শ্রেণীর শয়তানেরাই আলোচ্য সুরায় আত্মগোপনকারী, কুমন্ত্রণা-দাতা, প্রচ্ছন্ন "খান্নাস" নামে অভিহিত হইয়াছে। মানবের অনিষ্টকারী, পাপপরায়ণ ও দুষ্টপ্রকৃতি জেন ও মানব মাত্রই এই "খান্নাস" দলের অন্তর্ভুক্ত। এতদ্ভিন্ন মানবের "নফ্স" অর্থাৎ রিপু এবং পাপপ্রবৃত্তি সমূহও শয়তান-সহচর নামে অভিহিত হইয়া থাকে।—সহি বোখারী।

শয়তানের শক্তি অতি অসাধারণ। অভিশপ্ত ইবলিস যেরূপ মুহূর্ত্তের মধ্যে পৃথিবীর এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত পরিভ্রমণ করিতে এবং মানবের মন, মস্তিষ্ক, শিরা-উপশিরা ও শোণিত-প্রবাহের মধ্যে প্রবেশ করিয়া তাহাদিগকে পাপ কার্য্যে প্ররোচনা দিতে পারে, তাহার অনুচরবৃন্দও প্রকারান্তরে সেইরূপ অসাধারণ শক্তিরই অধিকারী। হাদিস শরিফে বর্ণিত হইয়াছে যে, শয়তান মানুষের অন্তঃকরণে উপবেশন করিয়া এবং প্রবাহমান শোণিত ধারা বা রক্ত-কণিকার সহিত তাহাদের শিরায় শিরায় সঞ্চালিত হইয়া তাহাদিগকে পাপকার্য্যে প্ররোচিত করিয়া থাকে। কাম-ক্রোধাদি রিপু-সমূহের উত্তেজনার সময় মানবের মধ্যে শয়তানের ঐরূপ ক্রিয়াকলাপ ও অস্তিত্বের স্পষ্টতর পরিচয় পাওয়া যায়। বিশেষতঃ শয়তানেরা যে শুধু পাপের প্ররোচনা প্রদান

অপকারিতা হইতে; ৫।—যে মানব-গণের অন্তর-সমূহের মধ্যে কুপ্ররোচনা প্রদান করে; ৬।—জ্বেন ও মানব জাতির মধ্য হইতে।

ٱلَّذِى يُوَسْوِسُ فِى صُدُورِ ٱلنَّاسِ ۝٥

مِنَ ٱلْجِنَّةِ وَٱلنَّاسِ ۝٦

অথবা পাপকার্য্যে লিপ্ত করিয়াই মানবের সর্ব্বনাশ সাধন করে তাহা নহে; উহারা অনেক স পুণ্যের প্রলোভন দিয়া ধর্ম্ম-প্রচার, সমাজ-সংস্কার প্রভৃতি সৎকার্য্যের মধ্য দিয়াও লোকদিগ ভ্রান্ত ও বিপথগামী করিয়া থাকে। বর্ত্তমান যুগের বহু ভ্রান্ত ধর্ম্ম-প্রচারক, সমাজ সংস্কার গ্রন্থকার, রাজনৈতিক ও সাহিত্যিকের ধর্ম্মদ্রোহিতা, স্বার্থপরতা, স্বেচ্ছাচারিতা, 'রিয়াকার' প্রলো ও যশোলিপ্সা এবং তাহাদের আচার-ব্যবহার, রীতি-নীতি ও কার্য্য-কলাপের প্রতি লক্ষ্য করিলে ইহার সুস্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়।

সুরা নাসের সার-শিক্ষা

এই সংক্ষিপ্ত সুরার প্রথমেই মানব-জাতিকে স্মরণ করাইয়া দেওয়া হইতেছে যে, যে স শক্তিমান আল্লাহতা'লা মানব-জাতিকে সৃষ্টি করিয়াছেন, সেই আল্লাহতা'লাই মানব-জাতি প্রতিপালক সংরক্ষক, অধিপতি ও উপাস্য প্রভু এবং তিনিই তাহাদের একমাত্র আশ্রয়স্থ পক্ষান্তরে পাপাত্মা শয়তান ও তাহার অনুচর-স্বরূপ জ্বেন ও মানব-জতীয় খান্নাসকুল মানবে পরম শত্রু। উহারা অলক্ষ্যে আত্মগোপন করিয়া মানব-জাতির অভ্যন্তরে অবস্থান করে তাহাদের অন্তঃকরণে অবিরত কু-প্ররোচনা ও কু-মন্ত্রণা প্রদান করিয়া কাম-ক্রোধ, লোভ-মোহ মদ-মাৎসর্য্য প্রভৃতি মানবের স্বভাব-জাত-পাপ-প্রবৃত্তি ও অনিষ্টকর দুষ্ট-রিপুগুলিকে উত্তেজিত প্রবর্দ্ধিত করিয়া থাকে। আবার মানুষ স্বভাবতঃ এমনই অপরিণামদর্শী, নির্ব্বোধ ও ভ্রান্ত যে সকল দুষ্ট রিপু তাহাদের অনিষ্ট সাধনের জন্য অবিরত উন্মুক্ত হইয়া আছে—একটু সুযো পাইলেই যাহারা মারাত্মক মূর্ত্তি পরিগ্রহণ পূর্ব্বক মানবের সর্ব্বনাশ সাধন করিয়া থাকে, ভ্র মানব সাধারণতঃ সেই রিপুগুলির সন্তুষ্টি বা তৃপ্তি-সাধন করিতে পারিলেই নিজের জন্ম ও জী সার্থক বলিয়া মনে করে। ঐ রিপুগুলির পরিতৃপ্তি সাধনের জন্য মানুষ অনেক সময় উ উদ্‌ভ্রান্ত ও আত্মহারা হইয়া নিজের ধর্ম্ম-কর্ম্ম, মান-সম্ভ্রম, জীবন-যৌবন ও স্বাস্থ্য-সম্পদ—এ কি, সর্ব্বস্ব বিসর্জ্জন দিতেও কুণ্ঠিত হয় না। পাপাত্মা শয়তানের প্রতারণা ও প্ররোচনা-জনি ঐ রিপুগুলির শক্তি এরূপ প্রবল ও অদম্য—উহাদের আকর্ষণী এরূপ তীব্র ও উন্মাদনাপূর্ণ দুর্ব্বল মানুষের পক্ষে উহার আক্রমণ হইতে সর্ব্বদা আত্মরক্ষা করা একরূপ অসম্ভব বলিলেও হয় কিছুমাত্র অত্যুক্তি হইবে না। তাই আলোচ্য সুরায় পাপাত্মা শয়তানের প্ররোচনা, প্রতার ও প্রবঞ্চনা এবং তজ্জনিত রিপুকুলের অনিষ্টকারিতা হইতে আত্মরক্ষার জন্য মানবের সৃষ্টিক প্রতিপালক, অধিপতি ও উপাস্য প্রভু এবং তাহাদের একমাত্র আশ্রয়স্থল সর্ব্বশক্তিমান আল্লা তা'লার আশ্রয় প্রার্থনা করিবার জন্যই উপদেশ প্রদান করা হইয়াছে। মানব-জাতি ইহ-পারলৌকিক কল্যাণের জন্য এই অমূল্য উপদেশ যে অতি সুন্দর ও সমীচীন হইয়াছে তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই।

অবতরণ-বিষয়ক আলোচনা

সুরা "ফলক" ও "নাস"—এই দুইটী সুরা মক্কা শরিফে অথবা মদিনা শরিফে অবতী হইয়াছিল, তৎসম্বন্ধে হজরত রসুলোল্লার অব্যবহিত পরবর্ত্তী যুগ হইতে আজ পর্য্যন্ত সমস মতভেদ চলিয়া আসিতেছে। হজরত হাসান বসরী, আক্‌রামা, আতা ও জাবের প্রমু বিদ্বান্‌গণের মতে উক্ত সুরা-দ্বয় মক্কা শরিফে হজরত রসুলোল্লার নবুয়ত প্রাপ্তির প্রথম সময় অবতীর্ণ হইয়াছিল। ইহাদের মতে অবিশ্বাসী কোরেশেরা যখন নানা প্রকার চক্রান্ত ও ষড় করিয়া হজরত রসুলোল্লার অনিষ্ট সাধনের চেষ্টা করিয়াছিল—এমন কি, তাঁহাকে উপহাস, বিদ্রূ নির্য্যাতন ও যাদুগ্রস্ত করিয়া কর্ত্তব্যভ্রষ্ট, সঙ্কল্পচ্যুত অথবা নিহত করিতে উদ্যত হইয়াছিল, ত

সকল আপদ বিপদ ও অনিষ্টকারিতা হইতে আত্মরক্ষার জন্য আশ্রয়-প্রার্থনা বা অব্যর্থ দোয়া-কবচ স্বরূপ হজরত রসুলোল্লার প্রতি এই দুইটী সুরা অবতীর্ণ হয়। পক্ষান্তরে হজরত এব্‌ন-আব্বাস প্রমুখ সাহাবা-বৃন্দ এবং তাবেয়ী ও তাবা-তাবেয়ী প্রমুখ জগতের অধিকাংশ আলেমের মতে হজরত রসুলোল্লার উপর কুহকিনী ইহুদী-কন্যাগণের যাদুক্রিয়ার উপশান্তি উপলক্ষে মদিনা শরিফেই এই সুরা-দ্বয় অবতীর্ণ হইয়াছিল। ফলতঃ যে কারণে—যে স্থানেই অবতীর্ণ হউক না কেন, আলোচ্য সুরা-দ্বয়ের সর্বপ্রধান শিক্ষা এই যে, মানবের পক্ষে সমস্ত আপদ-বিপদ, রোগ-ব্যাধি, দুঃখ-কষ্ট ও নির্যাতন-লাঞ্ছনা হইতে পরিত্রাণ লাভের জন্য একমাত্র সর্বশক্তিমান, বিপদ-বারণ, মঙ্গলময় আল্লাহতা'লার সাহায্য ও আশ্রয়-প্রার্থনা করিয়া তাঁহারই প্রতি পূর্ণ-নির্ভরশীল হইতে হইবে। সত্য-বিশ্বাসী মোসলেম-জীবনের ইহাই সর্বোত্তম আদর্শ এবং বিশ্বনবী হজরত রসুলোল্লার জীবনে এই মহান্ আদর্শ পূর্ণরূপে বিকশিত হইয়াছিল।

কোরান ও 'মাউজাতায়েন'

সুরা "ফলক" ও সুরা "নাস"—এই দুইটী সুরাকে "মাউজাতায়েন" বা আশ্রয়-প্রার্থনা সূচক সুরা বলিয়া অভিহিত করা হয়। কারণ মানবের সংসার-জীবনের আপদ-বিপদ ও রোগ-ব্যাধি প্রভৃতি সর্বপ্রকার অনিষ্টকারিতা হইতে আল্লাহতা'লার আশ্রয় প্রার্থনা করিয়া আত্মরক্ষার উদ্দেশ্যেই এই সুরা দুইটী অবতীর্ণ হইয়াছিল।

হজরত এব্‌ন-মসউদের একটী অভিমতের সুযোগ লইয়া সেল, রড্‌ওয়েল, গোল্ড্‌সেক, জন ও যাকুব প্রভৃতি কোরান শরিফের খ্রীষ্টান অনুবাদক ও সমালোচকগণ এই দুইটী সুরা কোরান শরিফে অতিরিক্ত সংযুক্ত হইয়াছে বলিয়া আস্ফালন করিয়াছেন এবং এতদ্বারা তাঁহারা খ্রীষ্টানী বাইবেলের ন্যায় অভ্রান্ত ও চির-অপরিবর্তনীয় কোরান শরিফও "তহরিফ" অর্থাৎ বিকৃত ও রূপান্তরিত হইয়াছে বলিয়া প্রমাণ করিবার জন্য ব্যর্থ চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহাদের এই অপচেষ্টা যে একান্তই ব্যর্থ হইয়া গিয়াছে, হজরত এব্‌ন-মসউদের অভিমতই তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ! তিনি বলিতেন—"কোরান শরিফের এই শেষ দুইটী সুরা যে হজরত রসুলোল্লার প্রতি অবতারিত ঐশী-প্রত্যাদেশ, তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই; কিন্তু ইহা কোরান শরিফের অংশ নহে। মানবের আপদ-বিপদ, দুঃখ-কষ্ট রোগ-ব্যাধি এবং ভূত-প্রেত, মন্ত্র-তন্ত্র ও যাদুক্রিয়ার অপকারিতা হইতে আত্মরক্ষার জন্য দোয়া-তাবিজ রূপেই ইহা অবতীর্ণ হইয়াছে।" এই অভিমত সমর্থনের জন্য তিনি স্বীয় সঙ্কলিত কোরানে উক্ত সুরাদ্বয় লিখিতেন না এবং তিনি বলিতেন যে, "কোলহু আল্লাহু আহাদ" পর্যন্তই কোরান শরিফের পরিসমাপ্তি।

হজরত এব্‌ন-মসউদের ঐ উক্তি সত্য বলিয়া স্বীকার করিলেও এতদ্বারা খ্রীষ্টান সমালোচক-দিগের দাবী সমর্থিত হয় না। কারণ কোন একটী বিশেষ সুরা কোরান শরিফের অংশ না হওয়া এবং কোরান শরিফ বিকৃত, পরিবর্তিত অথবা রূপান্তরিত হওয়ার মধ্যে যে আকাশ-পাতাল পার্থক্য বিদ্যমান, প্রত্যেক বিবেক সম্পন্ন ব্যক্তিই তাহা বুঝিতে পারেন।

কিন্তু হজরত এব্‌ন-মসউদের ঐ অভিমত আদৌ গ্রহণীয় নহে। কারণ জগতের আর কোন মুসলমানই ঐ অভিমত সমর্থন করেন নাই। মতান্তরে উত্তরকালে তিনি নিজেও উক্ত সুরাদ্বয়কে সুরা ফাতেহার ন্যায় কোরান শরিফের অংশ বলিয়া ধারণা এবং পাঠ করিতেন বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। বিশেষতঃ সহি বোখারী, আহমদ, নেসাই প্রভৃতি জগদ্বিখ্যাত হাদিস গ্রন্থ সমূহে অন্যান্য সুরার ন্যায় উক্ত সুরা-দ্বয়ের কোরান শরিফের অংশ হওয়া সত্য-সনদ সহ বর্ণিত হইয়াছে। যথা—হজরত রসুলোল্লাহ স্বয়ং বলিয়াছেন—"জিবরীল যেরূপভাবে অন্যান্য সুরা সমূহ আমার নিকট আনয়ন করিয়াছেন, ঠিক সেইরূপ ভাবেই উক্ত সুরা-দ্বয় আমার নিকট আনয়ন করিয়াছিলেন।" সহি মোসলেম, তেরমেজী প্রভৃতি সুবিখ্যাত হাদিস গ্রন্থে সত্য-সনদে আরও বর্ণিত হইয়াছে যে, হজরত রসুলোল্লাহ বলিয়াছেন,—"অদ্য রজনীতে সুরা 'নাস' ও সুরা 'ফলকের' যে সমস্ত আয়ত আমার প্রতি অবতীর্ণ হইয়াছে, তত্তুল্য আয়ত আমি আজ পর্যন্ত অবলোকন করি নাই।"—সহি বোখারী ও মোসলেম প্রভৃতি দ্রষ্টব্য।

দোয়া-তাবিজ ও মন্ত্র-তন্ত্রের প্রসঙ্গ

দোয়া-তাবিজ, মন্ত্র-তন্ত্র, যাদুক্রিয়া ও ঝাড়-ফুকের উপকারিতা ও অপকারিতা এবং কোন আপদ-বিপদ ও রোগ-ব্যাধির উপশম ও শান্তির জন্য উহার ব্যবহার সম্বন্ধে মোসলেম ওলামা এমামগণের মধ্যে বিভিন্নরূপ মত পরিদৃষ্ট হয়। একদল দৃঢ়বিশ্বাসী, সত্যপরায়ণ ওলামা বলেন, উহার ব্যবহার অনাবশ্যক ও নিষিদ্ধ এবং উহা না করাই উত্তম। সর্ব্ব-অবস্থায় সর্ব্বশক্তিমান আল্লাহতা'লার উপর নির্ভর করাই সত্যবিশ্বাসী মুসলমানের সর্ব্বোত্তম কর্ত্তব্য। হজরত রসুলোল্লাহ বলিয়াছেন—"আমার উম্মতগণের মধ্যে সত্তর সহস্র ব্যক্তি বিনা বিচারে স্বর্গোদ্যানে প্রবিষ্ট হইবে। পার্থিব জীবনে ইহারা কোন অবস্থায়ই মন্ত্র-তন্ত্র, ঝাড়-ফুক বা দোয়া-তাবিজের উপর নির্ভর অথবা ভণ্ড-ভবিষ্যদ্বক্তা ও আত্ম-গণকের কথায় বিশ্বাস-স্থাপন না করিয়া সর্ব্ব-অবস্থায় সর্ব্বশক্তিমান মঙ্গলময় আল্লাহতা'লার উপর নির্ভর করিবে।"—সহি বোখারী ও মোসলেম।

হজরত এব্‌ন-মসউদ একদা তাঁহার স্ত্রী জয়নাবের গলায় গ্রন্থিযুক্ত সূত্র দেখিয়া এবং উহা মন্ত্রপূত সূত্র বা 'পড়া-তাগা' বলিয়া জানিতে পারিয়া তৎক্ষণাৎ তাহা সবলে ছিড়িয়া ফেলিয়া দিয়াছিলেন এবং স্বীয় স্ত্রীকে বলিয়াছিলেন—"আমার স্ত্রী হইয়া আমার গৃহে তুমি কদাচ "শেরক কোফরী"'র অনুসরণ করিও না! কারণ আমি শুনিয়াছি যে, হজরত রসুলোল্লাহ বলিয়াছেন, "ঝাড়-ফুক, মন্ত্র-তন্ত্র ও দোয়া-তাবিজ প্রভৃতি "শেরক" অর্থাৎ অংশীবাদিতা।"—আবু-দাউদ।

জাবর হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, একদা হজরত রসুলোল্লার নিকট "হাজেরাত" অর্থাৎ আপদ-বিপদ ও রোগ-ব্যাধি আরোগ্যের জন্য জেন-পরী, দৈত্য-দানব, ভূত-প্রেত ও দুষ্ট-আত্মা 'হাজির' বা উপস্থিত করা সম্বন্ধে প্রশ্ন করা হইয়াছিল। তিনি উহার উত্তরে বলিয়াছিলেন, "এ সমস্ত নিছক শয়তানী কার্য্য।"—আবু-দাউদ।

এ দেশের অজ্ঞ-অশিক্ষিত সমাজে যেমন রোগ-ব্যাধি আরোগ্যের জন্য ঝাড়-ফুক করা এবং জেন-পরী, ভূত-প্রেত অথবা অন্যান্য অপদেবতা তাড়াইবার জন্য ললাট ও শরীরের অন্যান্য স্থানে লোহা পোড়াইয়া দাগ দেওয়ার প্রথা প্রবর্ত্তিত আছে, অন্ধযুগে আরবেও সেইরূপ প্রথা প্রবর্ত্তিত ছিল। একদা ঐ সম্বন্ধে হজরত রসুলোল্লাকে প্রশ্ন করা হইলে তিনি বলিয়াছিলেন,—"যে ব্যক্তি ঝাড়-ফুক করিয়াছে কিংবা স্বীয় শরীরে দাগ দেওয়াইয়াছে, সে আল্লাহ-নির্ভরতা এবং তাঁহার আশ্রয় হইতে দূরীভূত হইয়া গিয়াছে।"—আহমদ, তেরমিজী ও এবন মাজা।

দোয়া-তাবিজের বৈধতার মীমাংসা

কিন্তু অধিকাংশ আলেমের সাধারণ অভিমত এই যে, অবিশ্বাসী আরবেরা অন্ধযুগে যে সকল শের্ক-কলুষিত দোয়া-তাবিজ, মন্ত্র-তন্ত্র ও তাগা-পড়া ইত্যাদি ব্যবহার করিত, তৎসম্বন্ধেই উপরোক্ত হাদিস-সমূহ বর্ণিত হইয়াছে। পরন্তু রোগ হইলে লোকে যেরূপ ঔষধ-পত্র ব্যবহার করে, সেইরূপ শের্ক-বেদাত ও কোফরী বর্জ্জিত বিশুদ্ধ দোয়া-তাবিজ ব্যবহারে কোনও দোষ নাই এবং সাধারণ লোকের পক্ষে ইহা নিষিদ্ধও নহে। ইহার প্রমাণ স্বরূপ তাঁহারা বলেন যে, হজরত রসুলোল্লাহ স্বয়ং নিজের ও অন্যান্য লোকদিগের আপদ-বিপদ দূরীভূত এবং রোগ ব্যাধি উপশম করিবার জন্য সূরা নাস, সূরা এখলাস, সূরা ফলক ও আল্লাহতা'লার বিভিন্ন গুণ-বাচক নাম বিশিষ্ট দোয়া ইত্যাদি পাঠ করিয়া ফুৎকার প্রদান করিতেন। মহামান্য সাহাবা ও তাবেয়ীবৃন্দ এবং বড় বড় পীর-বোজর্গ ও অলি-আল্লাহগণ কর্ত্তৃকও এইরূপ করার এবং আল্লাহতা'লার পবিত্র নাম ও কোরান-শরিফের বিভিন্ন আয়ত লিখিয়া দোয়া-তাবিজ রূপে ব্যবহার করিবার প্রমাণ পাওয়া যায়। এই সম্পর্কে বহু-সংখ্যক হাদিসও বর্ণিত হইয়াছে। তবে আল্লাহতা'লার প্রতি পূর্ণ-নির্ভরশীল, সত্যপরায়ণ, দৃঢ়বিশ্বাসী মুসলমানের পক্ষে সর্ব্ব-অবস্থায় আল্লাহতা'লার উপর নির্ভর করাই সর্ব্বাপেক্ষা প্রশস্ত। ইস্‌লামী শিক্ষা ও আদর্শে এইরূপ আল্লাহ-নির্ভরতার গৌরব ও মর্য্যাদা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে।—তঃ হক্কানী।

———

দোয়া-তাবিজ ও মন্ত্র-তন্ত্রের প্রসঙ্গ

দোয়া-তাবিজ, মন্ত্র-তন্ত্র, যাদুক্রিয়া ও ঝাড়-ফুকের উপকারিতা ও অপকারিতা এবং লোকে আপদ-বিপদ ও রোগ-ব্যাধির উপশম ও শান্তির জন্য উহার ব্যবহার সম্বন্ধে মোস্‌লেম ওলামা এমামগণের মধ্যে বিভিন্নরূপ মত পরিদৃষ্ট হয়। একদল দৃঢ়বিশ্বাসী, সত্যপরায়ণ ওলামা বলেন যে উহার ব্যবহার অনাবশ্যক ও নিষিদ্ধ এবং উহা না করাই উত্তম। সর্ব্ব-অবস্থায় সর্ব্বশক্তিমান আল্লাহতা'লার উপর নির্ভর করাই সত্যবিশ্বাসী মুসলমানের সর্ব্বোত্তম কর্ত্তব্য। হজরত রসুলোল্লাহ বলিয়াছেন—"আমার উম্মতগণের মধ্যে সত্তর সহস্র ব্যক্তি বিনা বিচারে স্বর্গোদ্যানে প্রবিষ্ট হইবে। পার্থিব জীবনে ইহারা কোন অবস্থায়ই মন্ত্র-তন্ত্র, ঝাড়-ফুক বা দোয়া-তাবিজের উপর নির্ভর অথবা ভণ্ড-ভবিষ্যদ্বক্তা ও ভ্রান্ত-গণকের কথায় বিশ্বাস-স্থাপন না করিয়া সর্ব্ব-অবস্থায় সর্ব্বশক্তিমান মঙ্গলময় আল্লাহতা'লার উপর নির্ভর করিবে।"—সহি বোখারী ও মোসলেম।

হজরত এব্‌ন-মসউদ একদা তাঁহার স্ত্রী জয়নাবের গলায় গ্রন্থিযুক্ত সূত্র দেখিয়া এবং উহা মন্ত্রপূত সূত্র বা 'পড়া-তাগা' বলিয়া জানিতে পারিয়া তৎক্ষণাৎ তাহা সবলে ছিঁড়িয়া ফেলিয়া দিয়াছিলেন এবং স্বীয় স্ত্রীকে বলিয়াছিলেন—"আমার স্ত্রী হইয়া আমার গৃহে তুমি কদাচ "শের্ক-কোফরী"র অনুসরণ করিও না! কারণ আমি শুনিয়াছি যে, হজরত রসুলোল্লাহ বলিয়াছেন, "ঝাড়-ফুক, মন্ত্র-তন্ত্র ও দোয়া-তাবিজ প্রভৃতি "শের্ক" অর্থাৎ অংশীবাদিতা।"—আবু-দাউদ।

জাবর হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, একদা হজরত রসুলোল্লার নিকট "হাজেরাত" অর্থাৎ আপদ-বিপদ ও রোগ-ব্যাধি আরোগ্যের জন্য জেন-পরী, দৈত্য-দানব, ভূত-প্রেত ও দুষ্ট-আত্মা 'হাজির' বা উপস্থিত করা সম্বন্ধে প্রশ্ন করা হইয়াছিল। তিনি উহার উত্তরে বলিয়াছিলেন, "এ সমস্ত নিছক শয়তানী কার্য্য।"—আবু-দাউদ।

এ দেশের অজ্ঞ-অশিক্ষিত সমাজে যেমন রোগ-ব্যাধি আরোগ্যের জন্য ঝাড়-ফুক করা এবং জেন-পরী, ভূত-প্রেত অথবা অন্যান্য অপদেবতা তাড়াইবার জন্য ললাট ও শরীরের অন্যান্য স্থানে লোহা পোড়াইয়া দাগ দেওয়ার প্রথা প্রবর্ত্তিত আছে, অন্ধযুগে আরবেও সেইরূপ প্রথা প্রবর্ত্তিত ছিল। একদা ঐ সম্বন্ধে হজরত রসুলোল্লাকে প্রশ্ন করা হইলে তিনি বলিয়াছিলেন,—"যে ব্যক্তি ঝাড়-ফুক করিয়াছে কিংবা স্বীয় শরীরে দাগ দেওয়াইয়াছে, সে আল্লাহ-নির্ভরতা এবং তাঁহার আশ্রয় হইতে দূরীভূত হইয়া গিয়াছে।"—আহমদ, তেরমিজী ও এবন মাজা।

দোয়া-তাবিজের বৈধতার মীমাংসা

কিন্তু অধিকাংশ আলেমের সাধারণ অভিমত এই যে, অবিশ্বাসী আরবেরা অন্ধযুগে যে সকল শের্ক-কলুষিত দোয়া-তাবিজ, মন্ত্র-তন্ত্র ও তাগা-পড়া ইত্যাদি ব্যবহার করিত, তৎসম্বন্ধেই উপরোক্ত হাদিস-সমূহ বর্ণিত হইয়াছে। পরন্তু রোগ হইলে লোকে যেরূপ ঔষধ-পত্র ব্যবহার করে, সেইরূপ শের্ক-বেদাত ও কোফরী বর্জ্জিত বিশুদ্ধ দোয়া-তাবিজ ব্যবহারে কোনও দোষ নাই এবং সাধারণ লোকের পক্ষে ইহা নিষিদ্ধও নহে। ইহার প্রমাণ স্বরূপ তাঁহারা বলেন যে, হজরত রসুলোল্লাহ স্বয়ং নিজের ও অন্যান্য লোকদিগের আপদ-বিপদ দূরীভূত এবং রোগ ব্যাধি উপশম করিবার জন্য সুরা নাস, সুরা এখলাস, সুরা ফলক ও আল্লাহতা'লার বিভিন্ন গুণ-বাচক নাম বিশিষ্ট দোয়া ইত্যাদি পাঠ করিয়া ফুৎকার প্রদান করিতেন। মহামান্য সাহাবা ও তাবেয়ীবৃন্দ এবং বড় বড় পীর-বোজর্গ ও অলি-আল্লাহগণ কর্ত্তৃকও এইরূপ করার এবং আল্লাহতা'লার পবিত্র নাম ও কোরান-শরিফের বিভিন্ন আয়ত লিখিয়া দোয়া-তাবিজ রূপে ব্যবহার করিবার প্রমাণ পাওয়া যায়। এই সম্পর্কে বহু-সংখ্যক হাদিসও বর্ণিত হইয়াছে। তবে আল্লাহতা'লার প্রতি পূর্ণ-নির্ভরশীল, সত্যপরায়ণ, দৃঢ়বিশ্বাসী মুসলমানের পক্ষে সর্ব্ব-অবস্থায় আল্লাহতা'লার উপর নির্ভর করাই সর্ব্বাপেক্ষা প্রশস্ত। ইস্‌লামী শিক্ষা ও আদর্শে এইরূপ আল্লাহ-নির্ভরতার গৌরব ও মর্য্যাদা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে।—তঃ হক্কানী।

———

বিশ্বমানবের প্রতি আল্লাহতা'লার সর্ব্বশেষ ও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দান
বাঙ্গলার আলেম সম্প্রদায় ও শিক্ষিত সমাজ কর্ত্তৃক

উচ্চ প্রশংসিত

মওলবী মোহাম্মদ আবদুল হাকিম ও মোহাম্মদ আলী হাসান
কর্ত্তৃক অনূদিত ও সঙ্কলিত

কোরান শরিফ

মূল আরবী সহ বিশুদ্ধ বঙ্গানুবাদ ও বিস্তৃত তফ্‌সীর

সুদীর্ঘ পনর বৎসরের অক্লান্ত সাধনায় সম্পূর্ণ ৩০ পারা
প্রকাশিত হইয়াছে—

বাঙ্গলাভাষায় মূল আরবী সহ সম্পূর্ণ ৩০ পারা কোরান শরিফের ইহাই একমা... ...শুদ্ধ ও সরল-প্রাঞ্জল বঙ্গানুবাদ এবং সুন্নত-অল-জামাতের অনুমোদিত সুবিস্তৃ... ...সীর। আল্লার কালামের প্রত্যেক আয়ত ও প্রত্যেক শব্দের এরূপ সঠিক অনুব... কোরান, হাদিস ও ইতিহাসের অকাট্য প্রমাণ সহ এরূপ বিজ্ঞানসম্মত ও যুক্তিপূ... ...সীর ইতিপূর্ব্বে আর কখনও প্রকাশিত হয় নাই।

এই অনুবাদ ও তফ্‌সীরের বিশেষত্ব।

এই তরজমা ও তফ্‌সীরের প্রতি পৃষ্ঠার শিরোভাগের দক্ষিণার্দ্ধে ক্রমিক নম্বর স... আরবী আয়তমালা এবং উহার বাম পার্শ্বে আয়ত শব্দের সংখ্যানুপাতে বিশু... ...দ সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। উহার নিম্নে প্রত্যেক আয়তের নম্বর উল্লেখ করি... সুবিস্তৃত তফ্‌সীর লিখিত হইয়াছে। ফলতঃ বাঙ্গলা ভাষায় ইহাই যে, কোর... সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ও মনোহর সংস্করণ, তাহা সকলেই একবাক্যে স্বীকার করিতেছেন।

...য় ও মূল্য :—এই অনুবাদ ও তফ্‌সীর মূল্যবান সুদৃশ্য কাগজে বড় আট পে... দুই সহস্রাধিক পৃষ্ঠায় ছাপা হইয়াছে। মূল্য প্রতি পারা ১'২৫ এবং আমপারা ২,৭... ...স্বতন্ত্র। দুই পারার কমে ভিঃ পিঃ'তে পাঠান হয় না।

প্রাপ্তিস্থান :— **ওসমানিয়া লাইব্রেরী**
৩০ নং মেছুয়া বাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা—৭

...র্ত্তৃক ৬৪নং আপার সারকুলার রোড, "পার্ল হোয়াইট প্রেস" হইতে মুদ্রি...

কোফরা...
"ঝাড়-ফুক...
জাবর...
আপদ-বিপ...
'হাজির' ক...
"এ সমস্ত নি...
এ দেশে...
জেন-পরী, ...
লোহা পোড়া...
ছিল। একদ...
ঝাড়-ফুক ক...
হইতে দূরীভূত...

দোয়া-তাবিজে...

কিন্তু অধিক...
সকল শের্ক-কলু...
উপরোক্ত হাদিস...
করে, সেইরূপ ...
নাই এবং সাধার...
হজরত রসুলোল্লা...
উপশম করিবার ...
নাম বিশিষ্ট দোয়া...
এবং বড় বড় পীর-...
নাম ও কোরান-শরি...
পাওয়া যায়। এই স...
পূর্ণ-নির্ভরশীল, সত্যপরা...
নির্ভর করাই সর্ব্বাপেক্ষা প্র...
ও মর্য্যাদা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক বা...